বৃহৎসংহিতার ২৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কোন কোন পুষ্প অধিক জন্মিলে কোন কোন শস্য অধিক পরিমাণে জন্মে। যেমন শাল ফুল অধিক পরিমাণে জন্মিলে কলমশালি, (রোয়াধান), রক্তাশোক অধিক জন্মিলে রক্তশালি (দাদ্‌খানি), নীলাশোকে মসূর ইত্যাদি জন্মে।

(ক্লী) ২ স্ত্রীরজঃ, স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব।

"যদা নার্য্যাঃ পিতুর্গেহে কুসুমস্তনসম্ভবঃ॥" জ্যোতিষ।

৩ ফল। ৪ নেত্ররোগবিশেষ।

(কুসুমং স্ত্রীরজোনেত্ররোগয়োঃ ফলপুষ্পয়োঃ। উণাদিকোষ১।৪১)

৫ দেবেশ্বর প্রণীত কবিকল্পলতার অপেক্ষাকৃত একটী ক্ষুদ্রখণ্ডের নাম। ইহার অবশিষ্ট বৃহৎ খণ্ডের নাম স্তবক।

(পুং) ৬ স্বাহাকার বিষয়ে পঞ্চপ্রকার বহ্নির মধ্যে একটী।

("তে জাতবেদসঃ সর্ব্বে কল্মাষঃ কুসুমস্তথা।
দহনঃ শোষণশ্চৈব তপনশ্চ মহাবলঃ॥
স্বাহাকারস্য বিষয়ে প্রখ্যাতাঃ পঞ্চবহ্নয়ঃ।"
হরিবংশ ১৮০ অঃ।)

৭ বর্ত্তমান অবসর্পিণীর ৬ষ্ঠ অর্হতের পার্ষদবিশেষ।

(তুম্বুরুঃ কুসুমশ্চাপি মাতঙ্গোবিজয়োঽজিতঃ। হেম ১।৪২।)

অর্দ্ধর্চ্চাদিগণীয় বলিয়া কুসুমশব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ হইয়া থাকে। (অর্দ্ধর্চ্চাঃ পুংসিচ। পা ২।৪।৪১।)

কুসুমকার্ম্মুক (পুং) কুসুমং কার্ম্মুকমস্য, বহুব্রী। কন্দর্প, কাম।

কুসুমকেতুমণ্ডলী [ন্] (পুং) কিন্নরবিশেষ।

কুসুমচাপ (পুং) কুসুমং চাপমস্য। কন্দর্প, কাম।

("কুসুমচাপমতেজয়দংশুভিঃ" মাঘ।)

কুসুমদেব (পুং) একজন গ্রন্থকর্ত্তা, ইনি দৃষ্টান্তশতক রচনা করেন।

কুসুমধন্বা [ন্] (পুং) কুসুমং ধনু ধনুরস্য। কন্দর্প, কাম।

কুসুমনগ (পুং) কুসুমবহুলো নগঃ, মধ্যলো°। পর্ব্বতবিশেষ।

কুসুমপঞ্চক (ক্লী) কুসুমানাং পঞ্চকং, ৬তৎ। অরবিন্দ প্রভৃতি কন্দর্পের পাঁচটী বাণ পাঁচটী পুষ্প।

("ন কুসুমপঞ্চকমপ্যলং বিসোঢ়ুং।" মাঘ।)

কুসুমপুর (ক্লী) কুসুমাখ্যং পুরং, মধ্যলো°। পাটলিপুত্র নগরের নামান্তর। [পাটলিপুত্র ও পাটনা দেখ।]

("সখে! বিরাধগুপ্ত! বর্ণয়েদানীং কুসুমপুরবৃত্তান্তশেষং" মুদ্রারাক্ষস, ২ অঙ্ক।)

কুসুমমধ্য (ক্লী) কুসুমং পুষ্পং মধ্যে অভ্যন্তরে যস্য। অম্লফল বৃক্ষবিশেষ, চাল্‌তাগাছ।

চাল্‌তাগাছের ফুল প্রথমে গোলকার হইয়া বিকশিত ভাবে থাকে। পরে ক্রমশঃ চারিদিক্ হইতে গুটাইয়া আসিয়া ফলরূপ ধারণ করে। ফুলটী অভ্যন্তরে থাকিয়া যায়, সেই জন্য চাল্‌তাবৃক্ষের কুসুমমধ্য নাম হইয়াছে। [চাল্‌তা দেখ।]

কুসুমময় (ত্রি) কুসুমাত্মকং কুসুমপ্রচুরং বা, কুসুম-ময়ট্। ১ পুষ্পময়। ২ পুষ্পপ্রচুর।

কুসুমবতী (স্ত্রী) কুসুমমার্ত্তবং সঞ্জাতমস্যাঃ, কুসুম-মতুপ্, মস্য বঃ, ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ ঋতুমতী স্ত্রী। ২ পাটলিপুত্র-নগর। কুসুমং পুষ্পং সঞ্জাতমস্যাঃ। ৩ পুষ্পবতী লতা।

কুসুমবাণ (পুং) কুসুমানি পুষ্পানি বাণা যস্য, বহুব্রী। ১ কন্দর্প। কুসুমস্য বাণঃ, ৬তৎ। ২ কন্দর্পের পঞ্চ পুষ্পবাণ। কন্দর্পের অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল এই পাঁচটী পুষ্পবাণ।

কুসুমবিচিত্রা (স্ত্রী) কুসুমমিব বিচিত্রা উপমিত। ছন্দোবিশেষ, প্রথমে চারিটী হ্রস্ব ও দুইটী দীর্ঘ ও পুনরায় চারিটী হ্রস্ব ও দুইটী দীর্ঘ এই দ্বাদশাক্ষরে কুসুমবিচিত্রা হইবে।

('নয-সহিতৌ ন্যৌ-কুসুমবিচিত্রা।')

"বিপিনবিহারে কুসুমবিচিত্রা কৃতকিতগোপী মহিতচরিত্রা।
মুররিপুমূর্ত্তির্মুখরিতবংশা চিরমবতাদ্বস্তরল-বতংসা॥"
ছন্দোমঞ্জরী।

কুসুমশয়ন (ক্লী) কুসুমনির্ম্মিতং শয়নং শয্যা, মধ্যলো°। পুষ্পনির্ম্মিত শয্যা।

"হেনকালে বনে দেখিল নয়নে
কুসুমশয়নস্থলী।" গোবিন্দ ম°, ১৩১।

কুসুমশর (পুং) কুসুমানি শরো যস্য, বহুব্রী। ১ কন্দর্প, কাম। কুসুমনির্ম্মিতঃ শরঃ মধ্যলো°। ২ কন্দর্পের পুষ্পবাণ।

কুসুমশেখরবিজয় (পুং) কুসুমশেখরস্য বিজয়ো বর্ণিতো যত্র। গ্রন্থবিশেষ, ইহা একখানি ঈহামৃগ নামক নাটক।

কুসুমস্তবক (পুং) কুসুমানাং স্তবকো গুচ্ছঃ, ৬তৎ। ১ ফুলের গোছা, ফুলের তোড়া। ২ দণ্ডকজাতীয় ছন্দোবিশেষ। প্রথমে ২টী হ্রস্ব পরে একটী হ্রস্ব এইরূপে ২৭টি অক্ষরে এই ছন্দ হইবে। ইহাতে ৪টি চরণ আছে।

(সগণঃ সকলঃ খলু যত্র ভবেত্তমিহ প্রবদন্তি বুধাঃ কুসুমস্তবকং)

"বিররাজ যদীয়করঃ কনকদ্যুতিবন্ধুরবামদৃশঃ কুচকুট্মলগঃ
ভ্রমরপ্রকরণে যথাবৃতমূর্ত্তিরশোক-লতাবিলসৎকুসুমস্তবকঃ॥
স নবীন তমাল-দলপ্রতিমচ্ছবি বিভ্রদতীব বিলোচনহারিবপুঃ
চপলারুচিরাংশুকবল্লিধরো হরিরস্তমদীয়হৃদম্বুজমধ্যগতঃ॥"
ছন্দোমঞ্জরী দ্বিতীয় স্তবক।

কুসুমা (স্ত্রী) কুসুম-স্ত্রিয়াং টাপ্। শঙ্খপুষ্পী।

কুসুমাকর (পুং) কুসুমানাং আকরঃ খনিঃ, ৬তৎ। ১

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; মনুষ্যতত্ত্ব এবং
আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-
গণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

তৃতীয় খণ্ড।

ক—কার্য্য।

(১৪ নং তেলিপাড়া লেন, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬-নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেস,
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৯ সাল।

ক ১ ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অক্ষর, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ইহার বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা রুদ্র, মাত্রা সরস্বতী, অঙ্কুশাকার রেখা কুণ্ডলী ও মধ্যস্থ শূন্যস্থান সদাশিব। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র।) তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ককারের নাম—ক্রোধী, ঈশ, মহাকালী, কামদেবপ্রকাশক, কপালী, তেজস, শান্তি, বাসুদেব, জয়ানল, চক্রী, প্রজাপতি, সৃষ্টি, দক্ষিণস্কন্ধ, বিশাম্পতি, অনন্ত, পার্থিব, বিন্দু, তাপিনী, পরমাত্মক, বর্গাদ্য, মুখী, ব্রহ্মা, সথাদ্য, অন্তঃ, শিব, জল, মাহেশ্বরী, তুলা, পুষ্পা, মঙ্গল, চরণ, কর, নিত্যা, কামেশ্বরী, মুখ্য, কামরূপ, গজেন্দ্রক, শ্রীপুর, রমণ ও রঙ্গকুসুমা।

কামধেনু-তন্ত্রে ককারতত্ত্ব এইরূপ লিখিত আছে,—"ককারের বামরেখা জবাপুষ্প ও অলক্তকবর্ণ, দক্ষিণরেখা শরচ্চন্দ্র তুল্য, অধোরেখা মরকতপ্রভ, মাত্রা শঙ্খকুন্দসদৃশ ও সাক্ষাৎ সরস্বতী, অঙ্কুশাকৃতি কুণ্ডলী কোটিবিদ্যুল্লতার ন্যায় আকারবিশিষ্ট; এবং মধ্যদেশের শূন্যস্থান সদাশিব কোটিচন্দ্র সমবর্ণ। শূন্যগর্ভে কৈবল্যপ্রদায়িনী কালী অবস্থান করেন। ককার হইতেই সমগ্র কাম, কৈবল্য, অর্থ ও ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ককারই সর্ব্ববর্ণের মূল প্রকৃতি, কামদা, কামরূপিণী, অব্যয়া, কামনীয়া প্রভৃতি সুন্দরী ও সর্ব্বদেবগণের মাতা। ককারের ঊর্দ্ধকোণে কামা নাম্নী ব্রহ্মশক্তি, বামকোণে জ্যেষ্ঠা নাম্নী বিষ্ণুশক্তি ও দক্ষিণকোণে রৌদ্রীনাম্নী সংহাররূপিণী রৌদ্রশক্তি। ককারস্থ দেবগণমধ্যে ব্রহ্মা ইচ্ছা শক্তিমান্, বিষ্ণু জ্ঞানশক্তিমান্ ও রুদ্র ক্রিয়াশক্তিমান্। আত্মবিদ্যা, মঙ্গল ও মন্ত্র সর্ব্বদা ককারে অবস্থিত আছে। পঞ্চদেবতাময় ককার ত্রিপুরাদেবীর আসনস্বরূপ, ঈশ্বর সেই ককারস্থ ত্রিকোণে অবস্থান করেন। জবা, অলক্তক ও সিন্দূরসম রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, কদম্ব-কোরকাকৃতি স্তনদ্বয়বিশিষ্টা; রত্ন, কঙ্কণ, কেয়ূর, অঙ্গদ, রত্নহার ও পুষ্পহারাদিশোভিতা কামিনীকে ধ্যান করিয়া দশবার ককার জপ করিলে, তাহার ইষ্টসিদ্ধি হয়।"

২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ। ক অনুবন্ধ থাকিলে, সেই ধাতু চুরাদিগণীয় বুঝিতে হইবে। (কশ্চুরাদিঃ। কবিকল্প।) চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিচ্ হইয়া থাকে।

৩ পাণিনি ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়বিশেষ। কক্, কন্, কপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়েরও ক অবশিষ্ট থাকে।

ক (ক্লী) কায়তি শব্দং করোতি জীবো যস্মিন্ সতীতি শেষঃ, কৈ-ড, (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১।) ১ মস্তক। ২ (কায়তি শব্দায়তে স্রোতোবেগেন) জল। ৩ সুখ। ৪ (কচ্যতে সংযম্যতে, কচ্-ড) কেশ, চুল।

ক (পুং) কচতি দীপ্যতে স্বেন জ্যোতিষা, কচ্-ড। ১ ব্রহ্মা। ২ বিষ্ণু। ৩ প্রজাপতি। ৪ দক্ষ। ৫ কন্দর্প। ৬ অগ্নি। ৭ বায়ু। ৮ যম। ৯ সূর্য্য। ১০ আত্মা। ১১ রাজা। ১২ গ্রন্থি। ১৩ ময়ূর। ১৪ মন। ১৫ শরীর। ১৬ কাল। ১৭ ধন। ১৮ শব্দ। ১৯ প্রকাশ। ২০ পক্ষী। ২১ রুদ্র। ২২ পরলোক। ২৩ কিরণ। ২৪ (ত্রি) সর্ব্বনাম শব্দ, কে কি প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়।

কই (দেশজ) ১ মৎস্যবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম কবয়ী, কবিকাপুচ্ছ, ক্রকচপৃষ্ঠী। (Cojus Cobojus) অন্যান্য মৎস্য অপেক্ষা এই মৎস্য জলশূন্য স্থানে অধিকক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, কাটার পরও কিছুক্ষণ ইহাদিগকে নড়াচড়া করিতে দেখা যায়। কই মাছ তালগাছে উঠিতে পারে বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, বস্তুতঃ ইহারা কর্ণদেশস্থ কাঁটার অবলম্বন রাখিয়া উচ্চস্থানে উঠিতে সমর্থ, সমভূমিতেও ঐরূপ ভাবে বহুদূর চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। যশোর জেলায় এই মৎস্য বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, ঐ সকল কই অন্যান্য দেশের কই অপেক্ষা বৃহদাকার ও সুস্বাদু। বৈদ্যক-

মতে ইহার গুণ,—মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারী, বায়ু ও কফনাশক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তকর। বৈদ্যগণ অনেক স্থলে কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি মৎস্যের যূষ পথ্যপ্রদান করিয়া থাকেন। ২ কোথায়? এই প্রশ্নের স্থলে কই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ৩ সাবেগে কোন বিষয়ের অনুসন্ধানকালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কইলা (দেশজ) গোবৎস, বাছুর।

কঈ (দেশজ) কই মাছ। [কই দেখ।]

কউতর (দেশজ, কপোত শব্দের অপভ্রংশ) পায়রা।

কএক (দেশজ) ১ কতকগুলি, কতিপয়। ২ কিঞ্চিৎ।

কএথা (দেশজ) কপিত্থ, কয়েদ বেল।

কএদ্ (আরব্য) আটকান, অবরোধ, বন্ধ।

কএদখানা (পারস্য) কারাগার, যেখানে অপরাধীদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হয়।

কএদী (আরব্য কএদ্ শব্দজ) বন্দী। বিচারালয়ে যাহারা অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়া কারাগারে রুদ্ধ হইয়া থাকে।

কঁয্য (ত্রি) কং সুখমস্যাস্তি, কম্-যস্ (কংশংভ্যাং বভযুস্তিতুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮)। সুখী।

কঁয্যু (ত্রি) কং সুখমস্ত্যস্য, কম্-যুস্ (কংশংভ্যাং বভযুস্তিতুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮।) সুখশালী।

কঁবুল (পারস্য শব্দজ) নীলকণ্ঠোক্ত বর্ষলগ্নকালীন গ্রহযোগবিশেষ।

কংশ (পুং, ক্লী) মদ্যাদির পানপাত্র।

কংশহরীতকী (স্ত্রী) শোথরোগাধিকারোক্ত বৈদ্যক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—বেলছাল, শোনাছাল, গামারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমুদায় একত্র ।২॥ সের, ১॥৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই সময়ে ১০০টা হরীতকী ঢিলভাবে পুটুলী করিয়া তাহাতে সিদ্ধ করিতে দিবে; ।৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে এই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ।২॥ সের গুলিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া লইতে হইবে এবং ১০০টি হরীতকী সহ মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও যবক্ষার প্রত্যেক ৴ তোলা প্রক্ষেপ দিবে; শীতল হইলে /২ সের মধু মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ ঐ হরীতকী ১টি ও।০ তোলা পরিমিত লেহ সেবন করিলে শোথ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। (চক্রদত্ত)

কংস (ক্লী, পুং) কাম্যতে কাময়তিবা অনেন.পাতুম্, কম্-স (বৃতৃবদিহনিকমিকষিভ্যঃ সঃ। উণ্ ৩।৬২।) ১ মদ্যাদি পান করিবার পাত্র; ইহার পর্য্যায় পানভাজন, কংশ ও কাংস্য। ২ ধাতুদ্রব্য। ৩ স্বর্ণ-রৌপ্যাদি নির্ম্মিত পানপাত্র। ৪ পরিমাণবিশেষ, আঢ়ক; বৈদ্যকমতে আট সেরকে আঢ়ক বা কংস বলে। ৫ কাঁসা। সাত ভাগ তাম্র ও দুই ভাগ বঙ্গ এই উভয় ধাতুর মিশ্রণে কাঁসা প্রস্তুত হয়; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কাংস্য, কংসাস্থি ও তাম্রার্দ্ধ। চীন ও ভারতবর্ষে কাঁসার বাসন ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে খাগড়ার কাঁসার বাসনই প্রসিদ্ধ, এখানকার উত্তম কাঁসার বাসন দেখিতে ঠিক রূপার মত। কাঁসার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮.৪৩২। কাঁসা পরীক্ষা করিলে, এই কয়েক ধাতু বাহির হয়।—

তামা	...	৪০.৪ ভাগ।
দস্তা	...	২৫.৪ ভাগ।
রূপদস্তা	...	৩১.৬ ভাগ।
লৌহ	...	২.৬ ভাগ।

বিলাতের লোকেরা ইহাকে এক প্রকার জর্ম্মণরৌপ্য (German Silver) বলিয়া থাকেন। ৬ গোলাকার যন্ত্রপাত্রবিশেষ। ৭ (পুং) (কংস্তে শাস্তি শত্রূন্. কংস্-স) অসুরবিশেষ, ইনি মথুরারাজ উগ্রসেনের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। হরিবংশে কংসের উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে,—

"কোন সময়ে ঋতুস্নাতা উগ্রসেনপত্নী সুযামুন নামক পর্ব্বত দর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সৌভপতি দ্রুমিল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কামবশে অধীর হইয়া উঠিল এবং কৌশলে পরিচয় জানিয়া, উগ্রসেনের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত রমণ করিল। উগ্রসেনপত্নী পতি অপেক্ষা তাহার গৌরবাধিক্য দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং ভীতভাবে তাহাকে 'কস্ত্বং' বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দ্রুমিল পরিচয় প্রদান করিবামাত্র, তিনি বারম্বার তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। দ্রুমিল বলিল,—অনেকানেক মানবপত্নী ব্যভিচার দ্বারাই দেবসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, সুতরাং ব্যভিচার জন্য তোমারও কোন দোষ হইতে পারে না। তুমি আমায় 'কস্ত্বং' বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এজন্য তোমার 'কংস' নামক শত্রুবিজয়ী পুত্র উৎপন্ন হইবে।" (হরিবংশ ৮৫ অঃ।) দুরাচার কংস বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, স্বীয় পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিল। যদুবংশীয় বসুদেবের সহিত তাহার ভগিনী দেবকীর বিবাহ কালে, 'দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্রহস্তে তাহার প্রাণনাশ হইবে, এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া কংস ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং একে একে তাঁহাদিগের ছয়টি পুত্র বিনষ্ট করিয়াছিল।

দৈব-কৌশলে বসুদেব অষ্টমপুত্র কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নন্দঘোষের নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন, পরে সেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই কংস নিহত হইয়াছিল। [কৃষ্ণ দেখ।]

কংস ১ নদীবিশেষ। মঙ্গলচণ্ডী প্রণেতা মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, এই নদী কলিঙ্গদেশে; ইহার তটে দেবীর মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যথা—

"আনিয়াত বিশ্বম্ভর, মঠ গড়াও সত্বর,
কলিঙ্গে করিবে তোমা পুজা।
কংস নদীর তটে, গঠহ সুন্দর মঠে,
অনুবল দিনু হনুমান।"

এই নদী বর্ত্তমান উড়িষ্যা-প্রদেশের বালেশ্বর জেলাস্থ কংসবাঁস নদী বলিয়া বোধ হয়। [কংসবাঁস দেখ।]

২ তৈরভুক্তের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (ব্রহ্মখণ্ড ৪৪। ২৩৯।)

কংসক (ক্লী) কংস-সংজ্ঞায়াং কন্। হীরাকসবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পুষ্পকাসীস ও নয়নৌষধ। [কাসীস দেখ।] (দ্বিতীয়ং পুষ্পকাসীসং কংসকং নয়নৌষধম্। হেম ৪। ১২৩।)

কংসকর, প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত বরুণকুণ্ডের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। (কালিকাপুরাণ ৭৯ অঃ)।

কংসকার (পুং) কংসং তন্ময়পাত্রং করোতি, কংস-কৃ-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১) জাতিবিশেষ, কাঁসারি। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের মতে ব্রাহ্মণ ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে কাঁসারির উৎপত্তি; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে,—বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রাগর্ভে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয়জন শিল্পকর উৎপাদন করেন। উশনস্ বলেন,—ক্ষত্রিয়াগর্ভে বৈশ্যের ঔরসে তন্তুবায় ও কংসকারের উৎপত্তি। সুতরাং এইজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ। তবে এই তিন মতেই এই জাতি সঙ্কর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহা হউক, এই জাতি সৎশূদ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ; ব্রাহ্মণগণও ইহাদিগের স্পৃষ্টজলাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কংসকৃষ্ (পুং) কংসং কৃষ্টবান্, কংস-কৃষ-কিপ্। শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কংসের কেশাকর্ষণ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন।

কংসজিৎ (পুং) কংসং জিতবান্, কংস-জি-কিপ্। শ্রীকৃষ্ণ।

কংসবণিক্ (পুং) কংসস্য বণিক্, ৬তৎ। ১ কাঁসার ক্রয়-বিক্রয়কারী। ২ কাঁসারি।

কংসবতী (স্ত্রী) কংসের ভগিনী, বসুদেবের কনিষ্ঠ পত্নী।

কংসবাঁস, উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। দেশীয়েরা ইহাকে কাঁসবাঁশ নদী কহে। এই নদী বীরপাড়া হইতে দ্বিধারা হইয়া ক্রমাগত দক্ষিণপূর্ব্বে আসিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে, উহার মোহনায় লায়চনপুর।

কংসহান্ (পুং) কংসং হতবান্, কংস-হন্-কিপ্। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ বিষ্ণু।

কংসা (স্ত্রী) কংসভগিনী, উগ্রসেনের কন্যা ও দেবভাগের পত্নী।

কংসার (ক্লী) কংসবৎ আকারমৃচ্ছতি, কংস-ঋ-অণ্। অস্থি, কাঁসার ন্যায় শুক্লবর্ণ অস্থি।

কংসারাতি (পুং) কংসস্য অরাতিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। ১ কংস-শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ। ২ বিষ্ণু। (কংসারাতিরধোক্ষজঃ। অমর।)

কংসারি (পুং) কংসস্য অরিঃ শত্রুঃ, ৬ তৎ। শ্রীকৃষ্ণ।

কংসাস্থি (ক্লী) কংসমস্থীব, উপমিং। ১ ধাতুবিশেষ, কাঁসা। ২ কংসার।

কংসিক (ত্রি) কংসেন আঢ়কমানেন আহৃতম্, কংস-ঠিঠন্ (কংসাট্টিঠন্। পা ৫। ১। ২৫।) এক আঢ়ক বা আট সের পরিমাণে যে বস্তু আহরণ করা হইয়াছে।

কংসোদ্ভবা (স্ত্রী) কংসাৎ ধাতুবিশেষাৎ উদ্ভবতি, কংস-উৎ-ভূ-অচ-টাপ্। সুগন্ধি মৃত্তিকাবিশেষ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—আঢ়কী, তুবরী, কাক্ষী, মৃদাহ্বয়া, সৌরাষ্ট্রী, পার্ব্বতী, কালিকা, পর্পটী ও সতী। বৈদ্যোক্ত অনেক ঔষধেই ইহার ব্যবহার উপদেশ আছে, কিন্তু এখন এই মৃত্তিকার নিতান্ত অভাব হওয়ায়, পরিভাষার উপদেশানুসারে ইহার পরিবর্ত্তে পঙ্কপর্পটী ব্যবহার হইয়া থাকে।

কক (ধাতু) ভ্বা° আত্ম° সক° সেট°। গমন করা। (ককিঙ্ ব্রজনে। কবি°ক্র।)

কক (ধাতু) ভ্বা° আত্ম° অক° সেট্°। ১ গর্ব্ব। ২ চপল হওয়া। ৩ ইচ্ছা হওয়া। (কক্ ত্বিচ্ছাগর্ব্বচাপল্যে। কবি°ক্র)।

ককৎস্থ (পুং) সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ।

ককন্দ (পুং) ককো গর্ব্বাদিকং ভবত্যস্মাৎ, কক-অন্দচ্। স্বর্ণ। (ককন্দঃ কনকে পুংসি। শব্দাব্ধিঃ।)

ককর (পুং) কক্-অরচ্। পক্ষীবিশেষ।

ককরঘাট (পুং) কং বিষং করহাটে অস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ হস্য ঘঃ। মূলবিষবৃক্ষবিশেষ, যে সকল বৃক্ষের মূলভাগ (শিকড়) বিষাক্ত।

ককরাউল, দ্বারভাঙ্গার একটি গ্রাম। দ্বারভাঙ্গা নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে অতি উত্তম কাপড় বোনা হয়, এই কাপড় নেপালীরা বড় ভালবাসে। এখানে প্রবাদ আছে যে, এই গ্রামে কপিলমুনি বাস করিতেন। প্রতিবর্ষে মাঘমাসে এখানে মেলা হয়।

ককরাল, বদায়ুন জেলার দাতাগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটি নগর। এখানে হিন্দু ও মুসলমানের বাস। সিপাইবিদ্রোহের সময় এখানকার মুসলমানেরা উত্তেজিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ, এপ্রেল মাসে জেনারেল পেনি বিদ্রোহীদিগকে শাসন করিবার জন্ত এখানে আগমন করেন, কিন্তু বিদ্রোহীর হস্তে তাঁহাকে পরলোক গমন করিতে হইল, তাঁহার সৈন্তসামন্তগণ বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করেন।

ককরালা নগরে হিন্দুর দেবমন্দির ও মুসলমানের মসজিদ্ আছে। বিদ্রোহের পূর্ব্বে এখানে ভাল ভাল বাড়ীঘর ছিল, কিন্তু ঐ সময়ে বিদ্রোহীরা পোড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলে; এখন মাটির ঘরই অধিক। এখানে সরাই, ডাকঘর ও পুলিস্ আছে।

কৰ্দ্দ (পুং) হিংসা। ("ককর্দ্দবে বৃষভো যুক্ত আসীৎ।" ঋক্ ১০।১০২।৬। ককর্দ্দবে শত্রূণাং হিংসনায়। ভাষ্য।)

ককর্শিঙ্গ (কঙ্করশৃঙ্গ?),—একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে মরবাস হইতে সিংহপুর যাইবার পথ হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ দূরে, বরদিয়া নালার পশ্চিমে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ে অসঙ্খ্য শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখনও ১২টি মন্দির নষ্ট হয় নাই, প্রত্যেক মন্দিরে ৫।৬ ফিট উচ্চ এক একটি শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরগুলি দেখিলে বোধ হয়, উহা ৮।৯ শত বর্ষের পুরাতন।

ককাইর (কঙ্কাইর) নাগপুরের একটি নগর। অক্ষ° ২০° ১৫´ উঃ, দ্রা° ১৮°৩৩´ পূঃ; মহানদীর দক্ষিণ তট এবং দুর্গ পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ শৈলমালার ব্যবধানে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে ছিল, তখন এখানকার রাজাকে যুদ্ধকালে ৫০০ সৈন্ত যোগাইতে হইত। ১৮০৯ খৃঃ, রাজার বেদখল হইল, কিন্তু অপাসাহেবের পলায়নকালে তখনকার রাজা কতকগুলি বিদ্রোহীর সহিত যোগ দিয়া এই স্থান পুনরায় অধিকার করেন। এখন এখানকার রাজাকে প্রতিবর্ষে ৫০০ টাকা কর দিতে হয়।

ককাটিকা (স্ত্রী) ১ ঘাড়, কৃকাটিকা। ২ ললাটের অস্থি।

ককান (দেশজ) ১ অতিশয় রোদনকালে দম্ বন্ধ হওয়ার মত হওয়া। ২ কাতরতাপ্রকাশ।

ককানি (দেশজ) ১ অতিরিক্ত রোদনকালে একটানা শব্দবিশেষ। ২ কাতরোক্তি।

ককুঞ্জল (পুং, স্ত্রী) কং জলং কূজয়তি যাচতে, ক-কূজ-অলচ্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ নম্ হ্রস্বশ্চ।) চাতকপাখী।

ককুৎ [দ] (স্ত্রী) কং সুখং কারয়তি প্রাপয়তি গৃহস্থান্বিতি-শেষঃ, ক-কু-ণিচ্ কিপ্-তুগাগমঃ হ্রস্বশ্চ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ বৃষের পৃষ্ঠদেশস্থ অবয়ববিশেষ, ঝুঁট্। ২ ধ্বজ। ৩ শ্রেষ্ঠ। ৪ ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন। ৫ পর্ব্বতশৃঙ্গ।

ককুৎসল (ক্লী-বৈদিক) ককুদ্ নামকং স্থলং অবয়ববিশেষঃ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ককুদ্ নামক বৃষাবয়ব, ঝুঁট্।

ককুৎস্থ (পুং) ককুদি তিষ্ঠতীতি, ককুদ্-স্থা-ক। সূর্য্যবংশীয় পুরঞ্জয় নামক রাজবিশেষ। ইহার পিতার নাম শশাদ। পুরঞ্জয়ের রাজ্যশাসনকালে স্বর্গে দেবগণ দৈত্য কর্তৃক পরাজিত হইয়া বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে পুরঞ্জয়ের সাহায্য লইতে উপদেশ দেন; তদনুসারে দেবগণ তাঁহার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়া, বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদ্‌স্থলে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার সেই যুদ্ধে সমগ্র দৈত্যগণ পরাজিত হওয়ায়, দেবগণ প্রীত হইয়া, তাঁহাকে 'ককুৎস্থ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৯।৬।১১।)

ককুদ্ (স্ত্রী) [ককুৎ দেখ।]

ককুদ (পুং, ক্লীং) কং সুখং কৌতি সূচরতীতি, ক-কু-কিপ্-তুক্ চ। ১ বৃষের ঝুঁট্। ২ প্রধান। ৩ রাজচিহ্ন। ৪ পর্ব্বতাগ্রভাগ।

ককুদাক্ষ (ত্রি) ককুদং রাজচিহ্নং অক্ষোতি, ককুদ-অক্ষ-অণ্। রাজচিহ্নধারক।

ককুদাবর্ত্ত (পুং) ককুদি আবর্ত্তঃ, কর্ম্মধা। বৃষের ককুদ স্থলস্থ রোমাবর্ত্তবিশেষ।

ককুদ্মৎ (পুং) ককুদস্ত্যস্য, ককুদ-মতুপ্। ১ বৃষ। ২ পর্ব্বত। ৩ ঋষভক নামক বৈদ্যোক্ত দ্রব্যবিশেষ। ৪ উর্ম্মী, ঢেউ।

ককুদ্মতী (স্ত্রী) ককুদিব অতিশয়িতো মাংসপিণ্ডোহস্ত্যস্যাম্, ককুদ-মতুপ্-ঙীপ্। নিতম্বদেশ।

ককুদ্মিন্ (পুং) ককুদস্ত্যস্তি, ককুদ-মিনি। ১ বৃষ। ২ পর্ব্বত। ৩ রৈবতরাজা, ইহাঁর পিতার নাম রেব; বলদেব ইহাঁর জামাতা।

ককুদ্মিসুতা (স্ত্রী) ককুদ্মিনঃ রৈবতস্য সুতা, ৬-তৎ। রেবতী, কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবের ভার্য্যা।

ককুন্দর (ক্লী) কস্য শরীরস্য কুং অবয়ববিশেষং দৃণাতি, কক্-দৃ-খচ্-মুম্ চ। নিতম্বস্থলের উভয় পার্শ্বস্থ গর্ত্তদ্বয়।

ককুপ্ [ভ্] (স্ত্রী) কং বাতঃ স্কুভ্-কিপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ দিক্। ২ রাগিণীবিশেষ। ৩ শোভা। ৪ চম্পকমালা। ৫ শাস্ত্র। ৬ প্রবেণী।

ককুভ (স্ত্রী) কং সুখং স্কুভ্নাতি বিস্তারয়তীতি, ক-স্কুভ-কিপ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ রাগিণীবিশেষ, ইহার অপর নাম 'কুহু'। রাজা রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুমে সঙ্গীত-

দামোদরোক্ত ককুভের যেরূপ ধ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। কারণ কামোদী রাগিণীর ধ্যান ককুভায় বর্ণিত হইয়াছে। দামোদর মিশ্র প্রণীত সঙ্গীতদর্পণে লিখিত আছে,

"সুপোষিতাঙ্গী রতিমণ্ডিতাঙ্গী চন্দ্রাননা চম্পকদামযুক্তা।
কটাক্ষিণী স্যাৎ পরমা বিচিত্রা দানেন যুক্তা ককুভা মনোজ্ঞা॥"

ককুভার অঙ্গ সুন্দর ও বর্দ্ধিত, রতিরসে মণ্ডিত, মুখ চন্দ্রের মত, চম্পকমালা পরিশোভিত, দেখিতে পরম রমণীয়া, মনোহরা, দানশীলা ও কটাক্ষযুক্তা।

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসা সম্পূর্ণা ককুভা মতা।
তৃতীয়মূর্চ্ছনোৎপন্না শৃঙ্গাররসমণ্ডিতা॥"

সম্পূর্ণা ককুভা রাগিনী ধৈবতের অংশ ও তৃতীয় মূর্চ্ছনা হইতে উৎপন্না, ইহা শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—ধ নি স রি গ ম প ধ।

২ দিক্। ৩ দক্ষকন্যাবিশেষ, ধর্ম্মের পত্নী [অন্যান্য অর্থ ককুপ্ শব্দে দেখ।]

ককুভ (পুং) কস্য বায়োঃ কুঃ স্থানং ভাতি অস্মাৎ, ক-কু-ভা-ক। কং বাতং স্কুভ্নাতি বিস্তারয়তীতি বা, ক-স্কুভ্-ক, (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ অর্জ্জুন নামক বৃক্ষবিশেষ। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ "শীতল; ভগ্ন, ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেহ, মেদঃ, ব্রণ ও হৃদ্রোগনাশক।" [অর্জ্জুন দেখ।] ২ বীণার প্রান্তদেশস্থ বক্র কাষ্ঠ, ইহার অপর সংস্কৃত নাম প্রসেবক। বীণার উপরিদেশে যে বস্ দেওয়া হয়। ৪ বীণার অলাবু অর্থাৎ বস্। ৫ রাগবিশেষ। ৬ শিব। ৭ পক্ষীবিশেষ। ৮ তীর্থবিশেষ, এথানে কশ্যপাদি বাস করেন। (লিঙ্গ পু° ৪৯।৬০)

ককুভা (স্ত্রী) ১ দিক্। ২ রাগিণীবিশেষ। [ককুভ্ দেখ।]

ককুভাদনী (স্ত্রী) নলী নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [নলী দেখ।]

ককুভাদিচূর্ণ (ক্লী) হৃদ্রোগাধিকারোক্ত বৈদ্যক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষ, চাকুলে, হরীতকী, শটী, কুড়, পিপুল ও শুঁট প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্রিত করিয়া ।।• অৰ্দ্ধ তোলা মাত্রায় উপযুক্ত পরিমাণ গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

ককুম্মতী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোবিশেষ। ("একস্মিন্ পঞ্চকে ছন্দঃ শঙ্কুমতী ষট্‌কে ককুম্মতীতি।" কাত্যা°।)

ককুহ (ত্রি) কস্য সূর্য্যস্য কুং স্থানং জিহীতে অতিক্রামতীব, ক-কু-হা-ক। ১ অতিশয় উন্নত। ২ মহৎ।

ককেরুক (পুং) একপ্রকার কীট। এই কীট পাকস্থলীতে জন্মে।

ককোর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Nauclea parvifolia.)

এই গাছ হিন্দীতে কায়েন, কুমায়ুনে ফলদু, পঞ্জাবে কমল বা করম্, মহারাষ্ট্রে কদম, তামিল ভাষায় নীর কদম্ব বা বোট কদিমি, তেলগুতে বট করমী এবং বাঙ্গালার কেহ কেহ চকোর বলে। এই গাছ ৩০ ফিট পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহা ভারতের গঞ্জাম ও গুমসরে, বোম্বাই প্রদেশে, কানাড়া ও সওার বনজঙ্গলে, নল্লমলয়ে, দিল্লীর পশ্চিমে সাঁপ্লা নামক স্থানে, শিবালিক গিরিমালা হইতে বিপাশা নদীর তট পর্য্যন্ত নানাস্থানে, সিংহল ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জন্মে।

ইহার কাঠ কড়ি বরগা প্রভৃতি কার্য্যে লাগে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইহার তক্তায় ঘরের মেজিয়া হয়। এই কাঠ অতি কঠিন, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ; ইহার এক ঘনফুট ওজনে প্রায় বিশ সের। ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত এই কাঠ নষ্ট হয় না।

ককোরা, বদাউন জেলার একটি গ্রাম। বদাউন নগর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে গঙ্গানদীর তটে অবস্থিত। এথানে প্রতি বর্ষে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় মহোৎসব হয়, সেই সময়ে কাণপুর, দিল্লী, ফরুথাবাদ এবং রোহিলথণ্ডের নানা স্থান হইতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। যাত্রীরা এথানকার পুণ্যসলিলা গঙ্গায় তর্পণ ও অবগাহনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া ব্যবসায় মন দেয়। সেই সময়ে এথানে হাট বসে। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে জিনিসপত্র আসিয়া থাকে। গৃহস্থের আবশ্যক মত সকল দ্রব্যই সে সময়ে পাওয়া যায়।

কক্ক (ধাতু) ভ্বা° পর° অক° সেট্°। হাস্য করা। (কক্কহাসে। কবি°দ্রু°।)

কক্কট (পুং, স্ত্রী) কক্ক-অটন্। মৃগবিশেষ, অশ্বমেধ যজ্ঞে এই মৃগের আবশ্যক হইত। (মহীধর)

কক্কুল (পুং) কক্ক-উলচ্। বকুল বৃক্ষ।

কক্কোল (পুং) কক্কতে প্রকাশতে, কক্-ক্বিপ্; কোলতি সংস্ত্যায়তি, কুল-অলাদিত্বাৎ ণ; কক্‌চাসৌ কোলশ্চেতি, কর্ম্মধা°। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কোলক, কোষফল, কৃতফল, কটুকফল, দ্বেষা, স্থূলমরিচ, কক্কোলক, মাধবোচিত, কাল, কটুফল ও মরিচ। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, তিক্ত, হৃদ্য, রুচিকারক; মুখের দুর্গন্ধ, হৃদ্রোগ, কফ ও বায়ুজন্য রোগ এবং নেত্ররোগনাশক। (ভাবপ্র°।)

কক্কোলক (ক্লী) কক্কোলস্য ইদম্ বা স্বার্থে কক্কোল-কন্। ১ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, [কক্কোল দেখ।] ২ শাল্মলীদ্বীপের অন্তর্গত সপ্তম বর্ষ পর্ব্বত। (বিষ্ণু পু° ২।৪ অঃ।)

কক্থ (ধাতু) ভ্বা° পর° অক° সেট্°। হাস্য করা। (কক্থ হাসে। কবি°দ্রু°।)

কক্খট (পুং) ১ কঠিন। ২ (কক্খতীতি, কক্খ-অটন্) (ত্রি) হাস্যযুক্ত।

কক্খটপত্র (পুং) কক্খটানি প্রকাশান্বিতানি পত্রাণি যস্য, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ, (Corchorus olitorius.) যাহা হইতে পাট উৎপন্ন হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পট্ট, বাজশল, শাণি ও চিম।

কক্খটী (স্ত্রী) কক্খতি প্রকাশয়তি ঘর্ষণেন বর্ণান্, 'কক্খ-অটন্-ঙীপ্। খড়ী। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—খটিকা, বর্ণলেখা, কঠিনী, খটী। [খড়ি দেখ]

কক্ষ (পুং) কষতীতি, কষ-স, (বৃতৃবদিহনিকমি কষিভ্যঃ সঃ। উণ্ ৩। ৬২। বৃ তৃ বদ্ হন্ কম ও কষ ধাতুর উত্তর স প্রত্যয় হয়।) ১ বাহুমূল, বগল। ২ তৃণ। ৩ লতা। ৪ শুষ্কতৃণ। ৫ কচ্ছ। ৬ শুষ্কবন। ৭ পাপ। ৮ বন। ৯ রুদ্র। ১০ ভিত্তি। ১১ পার্শ্ব। ১২ প্রকোষ্ঠ, গৃহ। ১৩ কক্ষারোগ, কাঁকবিড়ালি রোগবিশেষ। [কক্ষা দেখ।] ১৪ কাছা। ১৫ অঞ্চল, আঁচল। ১৬ গ্রহগণের ভ্রমণ পথ। ১৭ প্রতিযোগিতা, বিরোধ। ১৮ নৌকার অবয়ববিশেষ। ১৯ কোমরবন্ধ। ২০ রাজান্তঃপুর। ২১ মহিষ। ২২ বহেড়া। ২৩ জন্তুগণের শব্দ। ২৪ সাদৃশ্য, তুল্যতা। ২৫ সেকরার পরিমাণবিশেষ, এক রতি। ২৬ ভারতোক্ত জাতিবিশেষ। [কচ্ছ দেখ।]

কক্ষক (পুং) রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে দগ্ধ সর্পবিশেষ।

কক্ষতু (পুং) কক্ষ ইব তন্যতে, কক্ষ-তন-ডু। বৃক্ষবিশেষ।

কক্ষধর (ক্লী) কক্ষাং ধারয়তি, কক্ষা-ধৃ-অচ্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ।) সুশ্রুতোক্ত বক্ষঃ ও কক্ষদেশের মধ্য মর্ম্মস্থানবিশেষ; এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে পক্ষঘাত হইয়া থাকে।

কক্ষপ (পুং) কক্ষে জলপ্রায়দেশে পিবতি, কক্ষ-পা-ক। কচ্ছপ, কাছিম।

কক্ষরুহা (স্ত্রী) কক্ষে জলপ্রায়ে রোহতি, কক্ষ-রুহ-ক। নাগরমুথা; ইহা জলপ্রায় দেশেই অধিকাংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কক্ষশায় (পুং) কক্ষে শুষ্কতৃণে শেতে, কক্ষ-শী-ণ। কুকুর।

কক্ষশায়িনী (স্ত্রী) কক্ষ-শী-ণিনি-ঙীপ্। কুকুরী, মাদী কুকুর।

কক্ষশায়ু (পুং) কক্ষে শেতে, কক্ষ-শী-উণ্। কুকুর।

কক্ষসেন (পুং) ১ রাজবিশেষ, পরীক্ষিতের পুত্র ও অবিক্ষিতের পৌত্র। ২ ঋষিবিশেষ, ইঁহার পুত্রের নাম অভিপ্রতারী।

কক্ষা (স্ত্রী) কক্ষ-টাপ্। ১ হস্তী বাঁধিবার রজ্জু। ২ চন্দ্রহার। ৩ প্রকোষ্ঠ, কুঠারী। ৪ দেওয়াল। ৫ সাম্য। ৬ রথের অঙ্গবিশেষ। ৭ কাছা। ৮ বিরোধ। ৯ মধ্যদেশ। ১০ রাজার অন্তঃপুর। ১১ আঁচল। ১২ রোগবিশেষ। সুশ্রুত বলেন,—বাহুপার্শ্বে ও বগলে বেদনাযুক্ত যে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে কক্ষা বলে, ইহা পিত্তজ রোগ। এই রোগ পিত্ত জন্য বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসার উপদেশ থাকায়, ইহাতে পদ্মমৃণালসংলগ্ন কর্দ্দম, গুলঞ্চ ও ঝিনুক পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা গিরিমাটী ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। বটের মূল, মুথা, কলার মূল, পদ্মমৃণালের গ্রন্থি পেষণ করিয়া শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। (চক্রদত্ত।)

কক্ষাপট (পুং) কক্ষাকারঃ পটঃ বস্ত্রম্। কৌপিন।

কক্ষাবান্ [৫] (পুং) কক্ষা সাম্যমস্যাস্তীতি, কক্ষা-মতুপ্, মস্য বঃ। মুনিবিশেষ।

কক্ষাবেক্ষক (পুং) কক্ষায়া অবেক্ষকঃ, ৬-তৎ। ১ অন্তঃপুরপালক, কঞ্চুকী। ২ উদ্যানপালক। ৩ নাট্যকারক। ৪ কবি। ৫ লম্পট। ৬ দ্বাররক্ষক।

কক্ষিন্ (ত্রি) কক্ষং পাপমস্ত্যস্য, কক্ষ-ইনি। পাপী।

কক্ষীকৃত (ত্রি) কক্ষ-চ্বি-কৃ-ক্ত। আয়ত্তীকৃত, অধীন।

কক্ষীবান্ (পুং) ঋষিবিশেষ, ইঁহার পিতার নাম দীর্ঘতমা।

কক্ষেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্র। দশ অপ্সরাগর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশটি পুত্র জন্মে তন্মধ্যে ঘৃতাচী গর্ভজাত পুত্রের নাম কক্ষেয়ু।

কক্ষোত্থা (স্ত্রী) কক্ষাৎ কচ্ছভূমিতঃ উত্তিষ্ঠতি, কক্ষ-উৎ-স্থা-ক-টাপ্। ভদ্রমুস্তা, নাগরমুথা।

কক্ষ্য (ক্লী) কক্ষায়ৈ সাম্যায় ভবম্, কক্ষা-যৎ। ১ নিক্তির বাটী। (ত্রি) ২ কক্ষপূর্ণকারক। ৩ (কক্ষে ভবম্) কক্ষোৎপন্ন। ৪ (পুং) রুদ্র। ৫ উত্তরীয় বস্ত্র। ৬ প্রকোষ্ঠ। ৭ সাদৃশ্য। ৮ রাজান্তঃপুর। ৯ পার্শ্বভাগ।

কক্ষ্যা (স্ত্রী) কক্ষে ভবা, কক্ষ-যৎ-টাপ্। ১ কাছদড়ী, কাছি। ২ হস্তী বাঁধিবার চর্ম্মরজ্জু। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—চূষা, বরত্রা, বূষা, দূষ্যা, দুষ্যা ও কক্ষা। ৩ প্রকোষ্ঠ। ৪ মহল। ৫ চন্দ্রহার। ৬ সাদৃশ্য। ৭ উদ্যোগ। ৮ বৃহতী। ৯ উত্তরীয় কাপড়। ১০ চন্দ্রহার বাঁধিবার দড়ি। ১১ গুঞ্জা। ১২ অঙ্গুলি। ১৩ কোমরবন্ধ।

কক্ষ্যাবান্ (পুং) কক্ষ্যা অস্ত্যস্য, কক্ষ্যা-মতুপ্, মস্য বঃ। হস্তী।

কক্ষ্যাবেক্ষক (পুং) [কক্ষাবেক্ষক দেখ।]

কখন (দেশজ) কোন্ সময়ে।

কখনও (দেশজ) কোন সময়ে।

কখ্যা (স্ত্রী) কথ-যৎ-টাপ্। [কক্ষা দেখ।]

কঙ্ক (পুং) কঙ্কতে উদ্গচ্ছতি, কক্-অচ্-নুমচ। ১ পক্ষীবিশেষ; সাধারণতঃ ইহাকে কাঁক বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লোহপৃষ্ঠ, সদংশবদন, খর, রণালঙ্করণ, ক্রূর,

আমিষপ্রিয়, অরিষ্ট, কালপুষ্ট, কিংশারু, লৌহপৃষ্ঠক, দীর্ঘপাদ, ও দীর্ঘপাৎ। ২ যম। ৩ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ। ৪ যুধিষ্ঠির, অজ্ঞাত বাসকালে তিনি 'কঙ্ক' নামে বিরাটরাজের সদস্য হইয়াছিলেন। ৫ কংসাসুরের ভ্রাতা। ৬ ক্ষত্রিয়। ৭ শাল্মলি দ্বীপান্তর্গত পঞ্চম বর্ষ পর্ব্বত। ৮ চূত নামক রাজা। ৯ সুদেবের কনিষ্ঠ। ১০ জনপদবিশেষ। (মার্ক° ৫৮। ৮) মহাভারতে লিখিত আছে, রাজসূয়যজ্ঞকালে এখানকার লোকেরা রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য উপহার লইয়া গিয়াছিল; এই জনপদ নেপালে অথবা তিব্বতের পূর্ব্বাংশে বলিয়া অনুমিত হয়। ১১ উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জমিদারী।

কঙ্কা (স্ত্রী) কংসের ভগিনী, বসুদেবের ভ্রাতৃবধু।

কঙ্কট (পুং) কং দেহং কটতি আবৃণোতি, ক-কট-অচ্, কক্ অটন্ বা (শকাদিভ্যো হটন্। উণ্ ৪। ১৮।) কুবচ, বর্ম্ম। (কঙ্কটঃ পুংসি সন্নাহে তদ্বৎ কঙ্কটকো২পি চ। শব্দাব্ধি।)

কঙ্কটক (পুং) কঙ্কট-স্বার্থে কন্। কবচ।

কঙ্কটেরী (স্ত্রী) হরিদ্রা, হলুদ। (কঙ্কটেরী হরিদ্রায়াম্। শব্দাব্ধি।)

কঙ্কণ (ক্লী) কং ইতি কণতি, কং-কণ-অচ্। ১ হস্তাভরণবিশেষ, ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—করভূষণ ও কৌতুক। ২ হস্তসূত্র। ৩ ভূষণমাত্র। ৪ শেখর। ৫ (কমিত্যব্যয়ং জলং, তস্য কণা) (পুং) জলকণা।

কঙ্কণী (স্ত্রী) ককি গতৌ-ঘঞ্, কঙ্কে গমনে অণতি শব্দায়তে, কঙ্ক-অণ-অচ্-ঙীষ্। কং ইতি কণতি, কং-কণ পচাদ্যচ্ ঙীষ্ ইতি বা। ক্ষুদ্র ঘণ্টা, ঘুঙ্গুর।

কঙ্কণীকা (স্ত্রী) পুনঃ পুনঃ কণতি, কণ-যঙ্(লুক্)-ঈকন্, ধাতোঃ কঙ্কণাদেশশ্চ (চঙ্কণঃ কঙ্কণ চ। উণ্ ৪। ১৮।) ক্ষুদ্রঘণ্টা, ঘুঙ্গুর।

কঙ্কত (ক্লী) কঙ্কতে শিরোমলং প্রাপ্নোতি, ককি-অতচ্। ১ কাঁকুই, চিরুণী। ২ (পুং) বৃক্ষ। ৩ অল্পবিষ প্রাণীবিশেষ।

কঙ্কতদেহী (পুং, স্ত্রী) প্রাণীবিশেষ, ইংরাজিভাষায় ইহার নাম সেডিপ (Cydippe.) ইহার আকৃতি শ্লেষ্মপিণ্ডের ন্যায়, তাহাতে চিরুণীর ন্যায় দাঁড় আছে।

কঙ্কতিকা (স্ত্রী) কঙ্কত-ঙীষ্-স্বার্থে কন্, হ্রস্বশ্চ। ১ চিরুণী; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—প্রসাধনী, কঙ্কতী, কঙ্কত, প্রসাধন, কেশমার্জ্জন, ফলী, ফলিকা ও ফলি। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—কেশস্থ ধূলী, জন্তু, মলা ও শিরোরোগ নাশক, কান্তিকারক, কেশবৃদ্ধি ও কেশের প্রসন্নতাকারক।

কঙ্কতী (স্ত্রী) কঙ্কত-ঙীষ্। চিরুণী।

কঙ্কত্রোট (পুং) কঙ্কবৎ ত্রোটয়তি, কঙ্ক-ত্রুট-ণিচ্-অচ্। কঙ্কাৎ পক্ষিবিশেষাৎ আত্মানং ত্রাতীতি বা, কঙ্ক-ত্রা অটন্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) মৎস্যবিশেষ; ইহার সাধারণ নাম কাঁকিলা, সংস্কৃতপর্য্যায় জলব্যধ।

কঙ্কত্রোটি (পুং) কঙ্কস্য ত্রোটিরিব ত্রোটিশ্চঞ্চুর্যস্য, মধ্যপদলো°। মৎস্যবিশেষ; সংস্কৃতপর্য্যায় জলসূচি, সাধারণ নাম কাঁকিলা।

কঙ্কপক্ষ (ক্লী) কঙ্কস্য পক্ষং ৬-তৎ। কঙ্কপক্ষীর পালক।

কঙ্কপত্র (পুং) কঙ্কস্য পক্ষিবিশেষস্য পত্রমিব পত্রং যস্য। ১ বাণ। ২ কঙ্কপক্ষীর পক্ষ।

কঙ্কপত্রী [ন্] (পুং) কঙ্কস্য পত্রমস্যাস্তি, কঙ্ক-পত্র-ইনি। বাণ।

কঙ্কপর্ব্বা [ন্] (পুং) কঙ্কবৎ পর্ব্ব অস্য। সর্পবিশেষ।

কঙ্কপুরী (স্ত্রী) কং সুখং কায়তি সূচয়তি, ক-কৈ-ক। কঙ্কাপুরী, কর্ম্মধা°। কাশীপুরী।

কঙ্কমালা (স্ত্রী) কঙ্কং করচাপল্যং মলতে ধারয়তি, কঙ্ক-মল-অচ্-টাপ্। করতালী।

কঙ্কমুখ (পুং) কঙ্কস্য মুখমিব মুখং যস্য। ১ সন্দংশ, সাঁড়াশি। ২ অস্থিপ্রবিষ্ট শল্যউদ্ধারের জন্য যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যস্থ যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের অগ্রভাগ কঙ্কপক্ষীর মুখের ন্যায়, ইহা ময়ূরাকৃতি কীলকদ্বারা আবদ্ধ। সুশ্রুতে অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা এই যন্ত্রের উৎকর্ষ বর্ণিত আছে,—"কঙ্কমুখ যন্ত্র সহজেই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শল্যগ্রহণপূর্ব্বক বহির্গত হয় এবং সর্ব্বস্থানেই উপযোগী হয় বলিয়া সকল যন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" ৩ বাণবিশেষ।

("ব্যাঘ্রসিংহমুখান্ বাণান্ কাককঙ্কমুখানপি।"
রামা° ৬। ৭৯ অঃ।)

কঙ্কর (ত্রি) কংসুখং কিরতি ক্ষিপতি, ক-কৄ-অচ্। ১ কুৎসিত। ২ (ক্লী) কং জলং কীর্য্যতে অত্র, ক-কৄ-আধারে অপ্। তক্র, ঘোল। ৩ কাঁকর। (Nodular limostone) ভারতবর্ষে এই সকল স্থানে কাঁকর পাওয়া যায়—আলীগড়, আলাহাবাদ, অমৃতসহর, খাম্বৎ (কাম্বে), চম্পারণ, চাঁদসী, গিরোয়া, গুজরাট, হায়দরাবাদ, হরীক, খাঁদেশ, কৈম্বাতুর, ঢাকা, ধোলপুর, এতাবা, জয়পুর, জালন্ধর, জৌনপুর, ঝালাবার, খেরি, লুধিয়ানা, মুঙ্গের, মুলতান, মুর্শিদাবাদ, মথুরা, মজাফরপুর, মহিসুর, নরসিংহপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, প্রতাপগড়, পাটনা, পেশাবর, পঞ্জাব, পূর্ণিয়া, শাহারণপুর, সারণ, শাহাবাদ, শাহজহানপুর, শিয়ালকোট, সিংহভূম, সীতাপুর, সুলতানপুর, তিনবল্লী, উৎরোলা, বর্দ্ধা, বালিয়া,

বান্দা, বাঁকুড়া, বস্তি, বিজনী, বিকানীর, বদাউন, বুলন্দ-সহর। ৪ কর্কশ।

কঙ্করোল (পুং) কঙ্ক ইব লোলশ্চঞ্চলঃ, লস্য রঃ। ১ নিকোচক বৃক্ষ। ২ কাঁকরোল। [কাঁকরোল দেখ।]

কঙ্কলোড্য (ক্লীং) কঙ্ক ইব লোড্যতে আলোড্যতে, কঙ্ক-লোড-ণ্যৎ। কঙ্কলোড্য, চিকোড়মূলী। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—গুরু, অজীর্ণকারী ও শীতল।

কঙ্কশত্রু (পুং) কঙ্কস্য শত্রুঃ। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুন্দে; ইহার কঙ্কনাশক শক্তি আছে। [পৃশ্নিপর্ণী দেখ।]

কঙ্কবাজ (পুং) কঙ্কস্য বাজ ইব বাজঃ পক্ষোঽস্য, মধ্যপদলো°। ১ কঙ্কপত্র নামক বাণবিশেষ। ২ কঙ্কপক্ষীর পক্ষ।

কঙ্কবাজিত (পুং) কঙ্কস্য বাজো জাতো ঽস্য, কঙ্কবাজ-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬।) কঙ্কপক্ষযুক্ত বাণ।

কঙ্কশত্রু (পুং) কঙ্কস্য শত্রুঃ, ৬তৎ। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। প্রয়োগানুসারে এই উদ্ভিদ্দ্বারা কঙ্কপক্ষী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কঙ্কশায় (পুং) কঙ্কইব শেতে, কঙ্ক-শী-ণ। কুকুর।

কঙ্কা (স্ত্রী) ১ উগ্রসেনের কন্যা, কংসভগ্নী। ২ উৎপলগন্ধিকা।

কঙ্কাল (পুং) কং শিরং কালয়তি ক্ষিপতি, ক-কল-ণিচ্-অচ্। শরীরাস্থি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, করঙ্ক ও অস্থিপঞ্জর। কঙ্কাল বা অস্থিপঞ্জর দেহের সার। ত্বক্ মাংস বিনষ্ট হইলেও অস্থি নষ্ট হয় না। তাই মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"অভ্যন্তরং গতৈঃ সারৈ র্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ।
অস্থিসারৈ স্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবম্॥
তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্মাংসেষু শরীরিণাম্।
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্॥
মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি শিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা।
অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন শীর্য্যন্তে পতন্তি বা॥"

বৃক্ষ যেরূপ অভ্যন্তরস্থ সার আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ অস্থিসার আশ্রয় করিয়া মানব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। শরীরের ত্বক্ ও মাংস প্রভৃতি নষ্ট হইলেও অস্থির বিনাশ হয় না। অস্থি সমস্ত দেহের সার। তাহাতে শিরা ও স্নায়ুর দ্বারা মাংস বদ্ধ থাকে, অস্থি অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়া মাংস শীর্ণ বা পতিত হয় না। (সুশ্রুত শারীর-স্থান)। চরকের মতে,—

"ত্বঙ্মাংসাদি রহিতঃ স্বস্থানস্থিতঃ শরীরাস্থিচয়ঃ কঙ্কাল-সংজ্ঞো ভবতি। স চ কঙ্কালঃ ষড়ঙ্গো ভবতি যথা শাখাশ্চতস্রো মধ্যং পঞ্চমং ষষ্ঠং শির ইতি॥"

ত্বক্ ও মাংসাদি রহিত স্বস্থানে অবস্থিত দেহের অস্থি সমুদয়কে কঙ্কাল কহে। কঙ্কাল ছয় অঙ্গে বিভক্ত—চারি শাখা, পঞ্চম মধ্যাঙ্গ ও ষষ্ঠ মস্তক। ঊর্দ্ধশাখাদ্বয়কে বাহু ও অধঃশাখাদ্বয়কে সক্থি বলে।

য়ুরোপীয় শারীরতত্ত্ববিদেরাও কঙ্কালকে প্রধানতঃ তিন অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন যথা,—উত্তমাঙ্গ বা মস্তক (Head) মধ্যাঙ্গ বা স্কন্ধ (Trunk) এবং শাখা (Extremities).

কঙ্কাল।
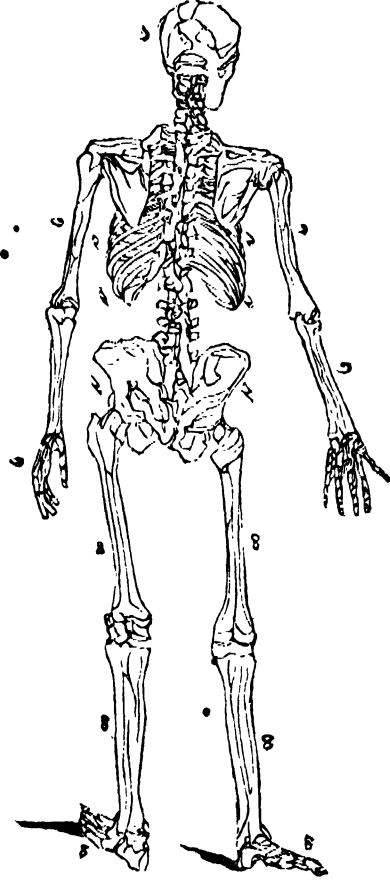
১ চিহ্নিত অংশ মস্তক; ২ মধ্য, ৩ ঊর্দ্ধ ও ৪ অধোশাখা।

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে অস্থি পাঁচ প্রকার—"কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় ও নলকাস্থি। জানু, নিতম্ব, অংশ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ ও মস্তক এই সকল স্থানের অস্থিখণ্ডকে কপাল; দন্তের অস্থিখণ্ডকে রুচক, নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষুকোষস্থিত অস্থিকে তরুণ; হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর এবং বক্ষ এই সকল স্থানের অস্থিকে বলয় এবং অবশিষ্ট সকল অস্থিকে নলকাস্থি বলে। (১)

(১) "কপালরুচকতরুণবলয়নলকসংজ্ঞানি। তেষাং জানুনিতম্বাংস গণ্ডতালুশঙ্খশিরঃসু কপালানি, দশনাস্তু রুচকানি, ঘ্রাণকর্ণগ্রীবাক্ষি-কোষেষু তরুণানি। পাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরঃসু বলয়ানি, শেষাণি নলকসংজ্ঞানি।" (সুশ্রুত)

মহর্ষি সুশ্রুত লিখিয়াছেন, "বেদজ্ঞেরা বলেন যে অস্থির সংখ্যা ৩০৬ খানি। কিন্তু শল্যতন্ত্রের মতে ৩০০। যথা—

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া ...	১৫
পদতল ও গুল্‌ফে	১০
গোড়ালিতে	১
জঙ্ঘাতে	২
জানুতে	১
উরুদেশে	১
এইরূপ অপর পাদে	৩০
দুই হাতে ৩০টি করিয়া	৬০
কটিদেশে	১
মলদ্বারে	১
যোনিদেশে	১
দুই নিতম্বে	২
দুই পার্শ্বে ৩৬টি করিয়া	৭২
পৃষ্ঠে	৩০
বক্ষে	৮
বৃত্তাকার অক্ষক নামক	২
গ্রীবাদেশে	৯
কণ্ঠদেশে	৪
দুই তনুতে	২
দন্তে	৩২
নাসিকাতে	৩
তালুতে	৩
গণ্ড, কর্ণ ও রগ প্রত্যেকে ২টি করিয়া ...	৬
মস্তকে	৬
সর্ব্বশুদ্ধ	৩০০ খানি

চরকের মতে অস্থিসংখ্যা ৩৬০। উলূখল অর্থাৎ দন্তমূলে ৩২, দন্ত ৩২, নখ ২০, শলালা ২০, অঙ্গুলির অস্থি ৬০, পার্ষ্ণিতে ২, কূর্চ্চনিম্নে ২, হস্তের মণিকা ৪, পদের গুল্‌ফে ৪, অরত্নির অস্থি ৪, জঙ্ঘায় ৪, জানুতে ২, কনুইয়ে ২, উরুতে ২, বাহুতে ২, কণ্ঠের নীচে ২, তালুতে ২, নিতম্বদেশে ২, যোনি বা লিঙ্গে ১, ত্রিকদেশে ১, গুহ্যদেশে ১, পৃষ্ঠে ৩৫, গ্রীবায় ১৫, জত্রুতে ২, হস্বস্থি ১, হনুমূলবন্ধন ২, ললাটে ২, চক্ষুতে ২, গণ্ডদ্বয়ে ২, নাসিকায় ৩, উভয়পার্শ্বে পঞ্জরাস্থি ২৪ খানি করিয়া ৪৮, পঞ্জরাস্থির গোলাকার স্থালিকা ২৪, ললাটে ২, মস্তকে ৪ ও বক্ষদেশে ১৭। (এইরূপে শরীরের অস্থিসমষ্টি ৩৬০।)

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে, নরকঙ্কালে সর্ব্বশুদ্ধ ২২৩ খানি অস্থি আছে। যথা—করোটিতে ৮, মুখমণ্ডলে ১৪, কর্ণাভ্যন্তরে ৮, কশেরুতে ২৩, বক্ষে ২৬, বস্তিদেশে ১১, ঊর্দ্ধশাখা বা বাহুতে ৬৮, অধোশাখা বা শক্‌থিতে ৬৪ খানি।

কশেরু মেরুদণ্ডস্বরূপ, ইহাতে ২৪ খানি অস্থি আছে। উপরে ৭ খানি, তাহার নাম গ্রীবাকশেরুকা (Cervical vertibræ), মধ্যে ১২ খানি, তাহার নাম পৃষ্ঠকশেরুকা (Dorsal vertibræ), অধোভাগে ৫ খানি তাহার নাম কটিকশেরুকা (Lumbar vertibræ)। কশেরু বা মেরুদণ্ডের তলভাগে ত্রিকাস্থি (Sacrum) উপরে থাকে। যদিও ত্রিকাস্থি বস্ত্যস্থিরই অংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতরূপে বলিতে গেলে এই অস্থি মেরুদণ্ডেরই সন্নিহিত অস্থি বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই অস্থিখানি দেখিতে ত্রিকোণাকার এই জন্য ইহার নাম ত্রিক (Sacrum), ইহা ৫।৬ খানি ক্ষুদ্র কশেরুকায় গঠিত, তাহার নাম ত্রিককশেরুকা (Sacral vertibræ) কহে। মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্নভাগে অধোকশেরুকা (Coccyx), ইহা পশ্বাদির লাঙ্গুলে অভ্যন্তর-অস্থিরূপে থাকে। মানবের পক্ষে সেরূপ নহে। মানবজাতির অধোকশেরুকার অস্থি ক্ষুদ্র, সল্পায়তন এবং চারি পাঁচ খানির অধিক নহে। বস্ত্যস্থির উভয়পার্শ্বে ও সম্মুখে শ্রোণীফলকাস্থি (Os Innominata) এই অস্থি আবার তিনভাগে বিভক্ত, কট্যস্থি (Ilium), বঙ্ক্ষণাস্থি (Ischium) এবং উপস্থাস্থি (Pubis)।

মেরুদণ্ডের প্রধান অংশ বক্ষস্থল (Chest or Thorax) ইহার পশ্চাৎভাগে পৃষ্ঠকশেরুকা, সম্মুখভাগে বুকাস্থি, উভয়পার্শ্বে ১২ খানি করিয়া পর্শুকা ও তাহাদের উপাস্থি আছে। পর্শুকাগুলি মেরুদণ্ডের সহিত এক একখানি পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে। কেবল উপরের উভয় পার্শ্বের ৭ খানি বুকাস্থির সহিত এক একটি স্বতন্ত্রভাবে মিলিত আছে। এই সাতখানি স্বাভাবিক পর্শুকা এবং নীচের উভয়পার্শ্বের ৫ খানিকে কৃত্রিম পর্শুকা বলা যায়।

বয়োবৃদ্ধদিগের বুকাস্থি ১ খানি, যুবকদিগের ২ খণ্ড এবং শিশুদিগের আরও কতগুলি অংশে গঠিত দেখা যায়। যৌবন কালে যখন বুকাস্থি দুইখণ্ড থাকে তাহার উপরের খণ্ডকে মুষ্টি (Manubrium) কহে। বয়োবৃদ্ধির সময়ে বুকাস্থি এক হইয়া যায়, ইহার অধোভাগ হইতে উপরিভাগ সরু হইতে ক্রমশঃ মোটা দেখায়, মধ্যে এক একটি কড়া থাকে, তাহার নাম অগ্রকড়া (Ensiform or xiphoid cartilage) নরকপালের করোটিতে ১ খানি ললাটাস্থি (Frontal bone), ২ খানি পার্শ্বকপালাস্থি (Parietal bone), ১ খানি পশ্চাৎ কপালাস্থি (Occipital bone) ১ খানি কীলকাস্থি (Sphen-

oid), ২ খানি শঙ্খাস্থি (Temporal bone) এবং ১ খানি শৌষিরাস্থি (Ethmoid) আছে। মুখমণ্ডলে ২ খানি নাসাস্থি (Nasal bone), ২ খানি মাঢ্যাস্থি (Superior maxillary), ২ খানি তাবাস্থি (Palate), ২ খানি গণ্ডাস্থি (Malar), ২ খানি অশ্রুজননাস্থি (Lachrymal), ২ খানি অধোবেষ্টনাস্থি (Inferior Turbinated), ১ খানি ফালাস্থি (Vomar) এবং হন্বস্থি (Inferior Maxillary) আছে। [কপাল ও মুখ দেখ।]

কঙ্কালের ঊর্দ্ধশাখায় অংসফলকাস্থি (Scapula), জত্রুস্থি (Claviclo), চক্রদণ্ডাস্থি (Radius), প্রকোষ্ঠাস্থি (Ulna) মণিবন্ধ (Carpus), করভ বা হস্ততল (Metacarpus) ও অঙ্গুল্যস্থিসকল আছে। ইহার মধ্যে অংসফলকাস্থি ও জত্রুস্থি শ্রোণীফলকাস্থির মতন। হস্তে মণিবন্ধ, করভ ও অঙ্গুল্যস্থি আছে। ইহার মধ্যে মণিবন্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ৮ খানি অস্থি দুই থাকে আছে। প্রথম থাকে ৪ খানি, তাহাদের নাম নাবাস্থি (Scaphoid), অর্দ্ধচন্দ্রাস্থি (Semi lunar), কোণাস্থি (Cuneiform), বর্ত্তুলাস্থি (Pisiform)। দ্বিতীয় থাকেও ৪ খানি, তাহাদের নাম সমদ্বিপার্শ্বাস্থি (Trapezium), চতুষ্কোণাস্থি (Trapezoid), স্থূলাস্থি (Osmagnum), ও বড়িশাস্থি (Unciform)।

অঙ্গুলির অস্থিসকলকে অঙ্গুল্যস্থি (Phalanges) কহে, প্রত্যেক অঙ্গুষ্ঠে দুইখানি এবং অপর অঙ্গুলিতে ৩ খানি করিয়া অস্থি থাকে। প্রত্যেকটি অপর পর্ব্ব এবং করতলের অস্থি হইতে পৃথক্ এইজন্য প্রত্যেকটি স্বাধীনভাবে বিস্তারিত হইতে পারে।

অধোশাখায় ঊর্ব্বস্থি (Femur), জানুফলকাস্থি (Patella), জঙ্ঘাস্থি (Tibia), নলকাস্থি (Fibula), গুল্ফ (Tarsus), প্রপদ (Metatarsus) ও পদতল (Toes) আছে।

অঙ্গের অস্থি মধ্যে ঊর্ব্বস্থি সর্ব্ববৃহৎ। ইহার শিরোভাগ শ্রোণীফলকাস্থি হইতে পৃথক্ হইয়া আছে। জঙ্ঘাস্থি পদের সম্মুখ ও অগ্রভাগে থাকে; ইহার শিরোভাগ অন্যভাগ হইতে বড়, ইহার উপরটা দেখিতে বাদামী উপরের দুইটি বাদামী জমির উপর ঊর্ব্বস্থির গাঁইট (Condyles) অবস্থিত। নলকাস্থি জঙ্ঘাস্থির ঠিক পার্শ্বে এবং পদের বহির্ভাগে স্থাপিত। ইহা দেখিতে লম্বা, ক্ষীণ, অধিকাংশই তিনপার্শ্বযুক্ত এবং শেষ দিকে বর্দ্ধিত। জানুফলকাস্থি (Patella or Knee-pan) দেখিতে প্রায় ত্রিকোণাকার, ইহার অধোভাগ নিতান্ত সরু, অগ্রভাগ অল্প মুক্ত এবং দেখিতে তন্তুবৎ, পশ্চাৎভাগ বেশ কোমল, মধ্যে এক আলি দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। গুল্ফ সাতখানি অস্থিতে নির্ম্মিত, যথা—গুল্ফাস্থি (Astragalus), ২ পার্ষ্ণ্যস্থি (Os calcis), নাবাস্থি (Navicular), ৪ ঘনাস্থি (Cuboid), ৫ অভ্যন্তরকোণাস্থি (Internal Cuneiform), ৬ মধ্যকোণাস্থি (Middle cuneiform) ৭ বাহ্যকোণাস্থি (External cuneiform)।

প্রপদ ও পদাঙ্গুলির অস্থিসকলের গঠনপ্রণালী প্রায় করভ ও অঙ্গুলির অস্থি মত। পদাঙ্গুলির অস্থিগুলি লম্বা, বড় কৃশ এবং করাঙ্গুলির অস্থিসকল অপেক্ষা ঘেঁস ঘেঁস থাকে। পায়ের দুইটা বুড়া আঙ্গুল ছাড়া অপরগুলি ছোট।

এতদ্ভিন্ন শরীরে আরও অতি কোমল উপাস্থি বা তরুণাস্থি আছে। শরীরের দৃঢ় ও সবল অঙ্গ সকল অথস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। মণিবন্ধ ও গুল্ফ প্রভৃতি স্থানে অথস্থি বা ক্ষুদ্রাস্থি সকল আছে। সমস্ত অস্থি অন্তর্ভাগে ও বহির্ভাগে কলা অর্থাৎ ঝিল্লি দ্বারা বেষ্টিত থাকে। কিন্তু ইহাদের সন্ধিস্থান ঝিল্লিদ্বারা আবৃত নয়, সন্ধিস্থান পাতলা উপাস্থিদ্বারা আবৃত দেখা যায়। অস্থির গর্ভ পীতবর্ণ স্নেহবিশেষ দ্বারা পূর্ণ থাকে। তাহাকে মজ্জা বলে। অস্থিসমূহের গাত্রে কোথাও গর্ত্তবৎ খাত, কোনখানে উচ্চতা দেখা যায়।

দেহের অস্থিময় গর্ত্ত (Acetabulum) সকল কপালাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত।

কঙ্কালকেতু (পুং) দানববিশেষ।

কঙ্কাল-ভৈরব-তন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কঙ্কালমালী [ন্] (পুং) কঙ্কালানাং মালা অস্ত্যস্তি, কঙ্কাল-মালা-ইনি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ১১৬।) মহাদেব।

কঙ্কালমালিনী (স্ত্রী) কঙ্কালমালিন্-ঙীপ্। কালী।

কঙ্কালয় (পুং) কঙ্কালং যাতি, কঙ্কাল-যা-ক। দেহ, শরীর।

কঙ্কালী (স্ত্রী) কঙ্কাল-ঙীপ্। মহাকালীমূর্ত্তি। কমর্দ্ধা রাজ্যের অন্তর্গত বোরিয়া গ্রাম হইতে ৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি অতি প্রাচীন দুর্গ আছে, দুর্গের অবস্থা অতি শোচনীয়, ইহার চারি দিক্ ভূমিসাৎ হইয়াছে, যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে। এই দুর্গে কঙ্কালীদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর ১৮ হাত, হাতে নরকপাল ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রশস্ত্র বিরাজ করিতেছে, তাঁহার নিকটে ত্রিশূলধারী শিব-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকটেই গণেশ মূর্ত্তি। এই দুর্গ ও কঙ্কালীদেবীর মূর্ত্তি বহু প্রাচীন, প্রায় ৮।৯ শত বর্ষের হইবে।

দুর্গ হইতে মগরধ্বজ (চেদিসম্বৎ ৭০০), গোপালদেব (চেদি সম্বৎ ৮৪০), এবং যশরাজ (চেদি সম্বৎ ১১১০) প্রভৃতি কয়েক জনের শিলানুশাসন পাওয়া গিয়াছে।

কঙ্কু (পুং) কঙ্কতে উদ্ধতং প্রাপ্নোতি, কঙ্ক-উন্। ১ উগ্রসেনের

পুত্র, কংসাসুরের ভ্রাতা। সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, সৃষ্টি ও তুষ্টিমান, এই আটটি কংসের ভ্রাতা ছিল। ২ ধান্যবিশেষ।

কঙ্কুষ্ঠ (ক্লী) কঙ্কোঃ সমীপে তিষ্ঠতি, কঙ্ক-স্থা-ক-ষত্বঞ্চ। পার্ব্বতীয় মৃত্তিকাবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ, রঙ্গদায়ক, রেচক, পুলক, শোধক ও কালপালক। ভাবপ্রকাশের মতে হিমালয়শিখরে এই মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়, ইহা নালিক ও রেণুক নামে দ্বিবিধ, নালিক রৌপ্যবর্ণ ও রেণুক স্বর্ণবর্ণ; উভয়ের মধ্যে রেণুকই অধিক গুণশালী, উভয়ের গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, বিরেচক, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, বর্ণকারক; ক্রিমি, শোথ, উদরাধ্মান, গুল্ম, আনাহ ও কফনাশক।

কঙ্কূষ (পুং) ককি-উষন্। আভ্যন্তর দেহ, শরীরের অভ্যন্তর প্রদেশ।

কঙ্কেরু (পুং) কঙ্কতে লৌল্যং প্রাপ্নোতি ভক্ষণায়েতি শেষঃ, ককি-এরু। কাকবিশেষ, দ্বারবলিভুক্।

কঙ্কেলি (পুং) কং সুখং তদর্থং কেলির্যত্র, বহুব্রী°। অশোকবৃক্ষ। ("কঙ্কেলিঃ পুংস্যশোককে। শব্দাব্ধি।)

কঙ্কেল্ল (পুং) ককি-এল্ল। বাস্তুক শাক, বেতো শাক।

কঙ্কেল্লি (পুং) কঙ্ক-বাহুলকাৎ এলি, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু।) অশোক বৃক্ষ। অমর এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ধরিয়াছেন। ("স্ত্রিয়াং ত্বশোকে কঙ্কেল্লিঃ।" অমর)

কঙ্কোল (পুং) ১ নাগরাজবিশেষ। ২ 'গণপত্যারাধন' নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

কঙ্খ (ক্লী) কং সুখং খলতি অনেন, কং-খল-বাহুলকাৎ ড। ১ পাপভোগ।

কঙ্গিয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Roscoea pentandra.)

কঙ্গু (স্ত্রী) কং সুখং অঙ্গয়তি, কং-অগি-ণিচ্-কু। ধান্য বিশেষ। কাঙ্গিনী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—প্রিয়ঙ্গু, প্রিয়ঙ্গ, ও কঙ্গু। ভাবপ্রকাশের মতে এই ধান্য চারি প্রকার—কৃষ্ণ, রক্ত, শ্বেত ও পীত; পীত কঙ্গুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কঙ্গুর গুণ—ভগ্নসন্ধানকারক, বাতবর্দ্ধক, বৃংহণ, গুরু, সুক্ষ্মশ্লেষ্মনাশক এবং অশ্বদিগের বিশেষ উপকারক।

কঙ্গুকা (স্ত্রী) কঙ্গু-স্বার্থে কন্-টাপ্। ধান্যবিশেষ। [কঙ্গু দেখ।]

কঙ্গুজুড়িয়া (দেশজ) কঙ্গুর ন্যায় এক প্রকার তৃণ।

কঙ্গুনী (স্ত্রী) কঙ্গ্বানীয়তে কঙ্গুশব্দেন জ্ঞায়তে কঙ্গু-নী-বাহুলকাৎ ড-ঙীষ্। তৃণধান্যবিশেষ। পশ্চিমে মালকাগনী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জ্যোতিষ্মতী, কটভী, বহ্নি, রুচি, চিণক, জ্যোতিকা, পারাবতপদী, পণ্যালতা, পীততণ্ডুলা, সুকুমারী, কুকুন্দনী। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—ধাতুশোষক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, রূক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, গুরু ও ভগ্নসন্ধানকারী।

কঙ্গুনীপত্রা (স্ত্রী) কঙ্গুন্যাঃ পত্রমিব পত্রমস্যাঃ, মধ্যপদলো°। পণ্যান্ধা নামক তৃণবিশেষ।

কঙ্গুল (পুং) কঙ্গুং লাতি গৃহ্নাতি অনেন, কঙ্গু-লা-ক। হস্ত, হাত।

কঙ্গ্ন (স্ত্রী) কাঙ্গনী ধান। [কঙ্গু দেখ।]

কঙ্গূরু (পুং) কঙ্গূং লাতি অনেন, কঙ্গূ-লা-ক, লস্য রঃ। হস্ত।

কচ (পুং) কচতে শোভতে শিরসি, কচ-পচাদ্যচ্। ১ কেশ, চুল। ২ শুষ্ক ব্রণ। ৩ মেঘ। ৪ (ভাবে ঘ) বন্ধ। ৫ শোভা। ৬ বৃহস্পতি পুত্র। মহাভারতে ইহাঁর চরিত্র এইরূপ বর্ণিত আছে—

দেবাসুরের যুদ্ধকালে দেবনিহত অসুরগণকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনীবিদ্যাবলে পুনর্জীবিত করিতেন। দেবগুরু বৃহস্পতির ঐ বিদ্যা না থাকায় দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া গুরুপুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট ঐ বিদ্যা শিক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। কচও দেবকার্য্য সাধনের জন্য শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিরতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রূরমতি অসুরগণ কচের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে ক্রমে দুইবার বিনাশ করিল। শুক্রকন্যা দেবযানী স্নেহবশতঃ পিতাকে অনুরোধ করিয়া দুইবারই তাঁহাকে জীবিত করিলেন। তৃতীয়বার দৈত্যেরা কচের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া মদ্য সহ শুক্রাচার্য্যকে ভোজন করাইল; তখন দেবযানীও তাঁহার জীবনের জন্য পিতাকে অত্যন্ত অনুরোধ আরম্ভ করিলেন। শুক্রাচার্য্য এবারেও কন্যার অনুরোধে তাঁহাকে জীবিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, কচ কোথায় আছ? জিজ্ঞাসা করিলেন; কচ উদর মধ্য হইতে তাঁহার বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন শুক্রাচার্য্য নিরুপায় হইয়া কন্যাকে বলিলেন, কচকে বাঁচাইতে হইলে আমায় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা উদর হইতে সে কিরূপে বহির্গত হইবে? দেবযানী বলিলেন,—উভয়ের বিচ্ছেদই আমার তুল্য কষ্টদায়ক, অতএব উভয়েরই যাহাতে জীবন রক্ষা হয়, তদ্রূপ বিধান করুন। তখন শুক্রাচার্য্য কচকে বলিলেন, কচ! তুমি দেবযানীর স্নেহলাভ করিয়াই সিদ্ধ হইয়াছ, তোমায় সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রদান করিতেছি, তুমি নির্গত হইয়া আমায় জীবিত করিও। এইরূপে কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করিয়া শুক্রোদর হইতে নির্গমণপূর্ব্বক তাঁহাকে জীবিত করিলেন। অনন্তর দেবযানী তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি সম্বন্ধদোষে তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। দেবযানী তাহাতে ব্যথিত হইয়া 'তোমার বিদ্যা নিষ্ফল হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিলেন;

কচও ক্রুদ্ধ হইয়া 'তুমি ক্ষত্রিয়পত্নী হইবে' বলিয়া দেবযানীকে প্রতিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি অন্যায় অভিশাপ দিয়াছ, এজন্য আমার বিদ্যা নিষ্ফল হইলেও, আমি যাহাকে বিদ্যাদান করিব, তাহার বিদ্যা সুসিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া তিনি দেবপুরী প্রস্থান করিলেন।" (ভারত সম্ভব° ৩৬ অঃ।)

কচকি (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus monodactylus.)

কচগ্রহ (পুং) কচানাং গ্রহো গ্রহণং যত্র, বহুব্রী°। কেশাকর্ষণযুক্ত যুদ্ধ।

কচঙ্কন (পুং) কচং মেঘং কনতি উৎপাদয়তি, ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ, কচ-কন্‌-অচ্‌ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) সমুদ্র।

কচঙ্গন (ক্লী) কচস্য জনরবস্য অঙ্গনম্‌, শকন্ধাদিত্বাৎ সন্ধিঃ। করবর্জিত বিক্রয় স্থান, নিষ্কর হাটতলা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, নির্ম্মুট ও পণ্যাজির।

কচঙ্গল (পুং) কচ্যতে রুদ্ধ্যতে বেলয়া, কচ-বাহুলকাৎ অঙ্গলচ্‌। কচস্য মেঘস্য অঙ্গং লাতি গৃহ্নাতি বা-লা-ক। সমুদ্র।

কচটা (দেশজ) মর্দ্দিত।

কচটান (দেশজ) মর্দ্দন করা, চট্‌কান।

কচড়া (দেশজ) দীর্ঘস্থূল রজ্জু, কাছি।

কচনার (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Bauhinia variegata and Purpurea)

কচপ (ক্লী) কচতে শোভতে, কচ-কপন্‌ (উষি-কুটি-দলি কচি খজিভ্যঃ কপন্‌। উণ্‌ ৩।১৪২। উষ্‌, কুট, দল, কচ, খজ, এই সকল ধাতুর উত্তর কপন্‌ প্রত্যয় হয়।) ১ তৃণ। ২ শাকপত্র। (কচপং শাকপত্রম্‌। উজ্জ্বলদত্ত।)

কচপক্ষ (পুং) কচানাং কেশানাং পক্ষসমূহঃ ৬তৎ। কেশসমূহ।

কচপাশ (পুং) কচানাং কেশানাং পাশঃ সমূহঃ, ৬তৎ। কেশসমূহ।

কচমাল (পুং) কচং কচবৎ কান্তিং মলতে ধারয়তি, কচ-মল-অণ্‌। ধূম। কেহ কেহ 'খতমান' ও বলিয়া থাকেন।

কচরিপুফলা (স্ত্রী) কচস্য রিপুঃ ফলমস্যাঃ, বহুব্রী°। শমীবৃক্ষ।

কচরকচর (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ কোন কথা বিরক্তভাবে বারম্বার উচ্চারণ করিলেও তাহাকে কচরকচর করা কহে।

কচহস্ত (পুং) কচানাং হস্তঃ সমূহঃ, ৬তৎ। কেশসমূহ।

কচা (স্ত্রী) কচ্যতে রুদ্ধ্যতে শৃঙ্খলাদিভিরিতিশেষঃ। কচ-অচ্‌-টাপ্‌। ১ হস্তিনী। ২ শোভা। ৩ সন্ধিচ্যুতি। ৪ দণ্ড। ৫ যষ্টি। ৬ তৃণবিশেষ।

কচাকচি (অব্য) কচেষু কচেষু গৃহীত্বা প্রবৃত্তং যুদ্ধং, কচীহারে-ইচ্‌, পূর্ব্বদীর্ঘশ্চ। ১ পরস্পর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক যুদ্ধ। ২ বিবাদ। চলিত ভাষায় কচ্‌কচি কহে।

কচাকু (ত্রি) কচ ইব অকতি বক্রং গচ্ছতি, কচ-অক-উন্‌। ১ দুঃশীল। ২ দুরাধর্ষ। ৩ (পুং) সর্প।
(কচাকুস্তু দুরাধর্ষে দুঃশীলে না বিলেশয়ে। মেদিনী।)

কচাগ্র (ক্লী) কচানামগ্রম্‌, ৬তৎ। ১ কেশের অগ্রভাগ। ২ কেশাগ্রের ন্যায় পরিমাণবিশেষ, এই পরিমাণ ত্রসরেণুর অষ্টমভাগ।

কচাচিত (ত্রি) কচৈঃ আলুলায়িত কেশৈরাচিতো ব্যাপ্তঃ, ৩তৎ। অসংস্কৃত কেশের দ্বারা ব্যাপ্ত। ("কচাচিতৌ বিষ্বগিবাগজৌগজৌ।" কিরাতার্জ্জুনীয়।)

কচাটুর (পুং) কচবৎ মেঘইব অটতি শূন্যে ভ্রমতি, কচ-অট-উরচ্‌। পক্ষিবিশেষ। ইহার সাধারণ নাম 'ডাক্‌', সংস্কৃতপর্য্যায়, শিতিকণ্ঠ, দাত্যূহ, কাকমদ্‌গু।

কচান (দেশজ) অঙ্কুরিত হওয়া, গজান।

কচামোদ (ক্লীং) কচং আমোদয়তি সুগন্ধিকরোতি, কচ আ-মদ ণিচ্‌-অচ্‌। বালা নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [বালা দেখ।]

কচাল (দেশজ) ১ বিবাদ, মৌখিক কলহ। ২ বৃথা বাক্যব্যয়।

কচি (দেশজ) ১ কোমল। ২ নূতন উৎপন্ন।

কচিরি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহা কচুজাতীয়। পুষ্করিণীর ধারে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। (Arum fornicatum.)

কচিরি।

এই গাছ বঙ্গদেশ ও চট্টগ্রামে জন্মে। ইহার বৃন্ত প্রকাশিত, পত্রগুলি তলদেশের প্রায় মধ্যভাগে বৃন্তসংযুক্ত, পত্রাংশের

চারিদিকে কোণবিশিষ্ট ও হৃদয়াকার; ইহা কুচু ফুলের ন্যায় ত্রিজাতীয়, ফুলের ডাঁটা ঊর্দ্ধভাগে ক্রমশঃ মোটা হয়; ফুলের বহিরাবরণ ফুলের ডাঁটার মত সমান, ইহার মধ্যে দুই তিনটি বীজ জন্মে।

কচু (দেশজ) কন্দবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় কচ্বী, বিতণ্ডা। রাজবল্লভ মতে ইহার গুণ—ভেদক, গুরু, কটু, অম্ল, বায়ু ও পিত্তকারক এবং পিচ্ছিল। স্মৃতিশাস্ত্র মতে, দুর্গোৎসবের নবপত্রিকা মধ্যে কচু পরিগণিত।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে কচু অনেক রকম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মান (মানক) কচু, বাঁশপোর বা বাঁশপোল, শোলা কচু, ঢেঁকি-বাঁশপোল, নারিকেলীকচু, মুখীকচু, চৌমুখীকচু ও গুঁড়িকচুই (যাহার শাক খায়) প্রধান।

মানকচু—ইহা দোয়াঁস ও ফাস মাটীতে অতি উত্তম জন্মে, খিয়ার মাটীতে বাড়েনা, পলি মাটীতেও হয়, তবে বড় সুবিধামত হয় না। কচুর ফুল হয়, কিন্তু ফল হয় না, সুতরাং বীজের চারা হয় না। পুরাতন গাছ উঠাইয়া ফেলিলে মাটীতে যে সকল শিকড় থাকে, তাহা হইতেই চারা জন্মে। গাছ না তুলিলেও চারা হয়, কিন্তু অল্প হয়। এই চারা তুলিয়া লাগাইতে হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই চারা বাহির হয়। পুরাতন মানের মুখ চারি কি ছয় ইঞ্চি পরিমাণে কাটিয়া লইয়া লাগাইতে পারা যায়। গৃহস্থেরা বাটীতে এইরূপে দুই চারিটী গাছ করিয়া থাকে। মুখকাটা-চারার মান খুব বড় হয়।

যাহারা মানের চাষ করিতে চাহে, তাহাদিগের পক্ষে শিকড়ের চারা লাগানই যুক্তি-সঙ্গত। বৈশাখে ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই চারা লাগান কর্ত্তব্য, ইহাই মানকচু রোপণের প্রকৃত সময়। অন্য সময়েও রোপণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে সময় চারা পাওয়া যায় না, মুখ কাটিয়া লাগাইতে হয়। মাঘমাসের পূর্ব্বে কিন্তু মুখ কাটিয়া লাগাইলে চারা ভাল হয় না, শীতের প্রবলতা কমিলেই লাগাইতে পারা যায়। মানকচুর ক্ষেত্র গভীর করিয়া বর্ষণ করিতে হয়, কারণ যত নীচে পর্য্যন্ত মাটী আল্‌গা থাকিবে, কচু সহজে তত বড় হইবে। ইহাতে লাঙ্গল দিবার আবশ্যক হয় না, তবে চাষারা কার্য্যের সুবিধার জন্য লাঙ্গল দিয়াই চাষ দেয় কিন্তু কোদালি দ্বারা কোদ্‌লাইয়া দিলেই ভাল হয়। খনা বলিয়াছেন—"কোদালে মান, তিলে হাল।" লাঙ্গল দিয়া চষিয়া বা কোদলাইয়া দিয়া, মাটী গুঁড়াইয়া চূর্ণবৎ করিয়া দিতে হয়, ঘাস মুথা বাছিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর মই দিয়া সমতল করিয়া লইতে হয়। পরে দুইফুট কি দেড়হাত অন্তর এক এক শ্রেণী চারা লাগাইবে। প্রত্যেক চারাটীর মধ্যেও দুইফুট কি দেড়হাত ফাঁক রাখা আবশ্যক।

চারা যেমনই হউক না কেন (অতি ক্ষুদ্র হইলেও) লাগাইতে পারা যায়। ক্ষেত্র নিয়ত পরিষ্কার ও গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে আল্‌গা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মানকচুতে ছাইয়ের সারই প্রশস্ত। ছাইয়ের সারে মান বাড়ে। আজকাল অনেক স্থলে পাথুরিয়া কয়লা চলিত হইয়াছে। ইহার ছাই সারের জন্য ব্যবহার করিতে নাই, কারণ ইহার তেজে গাছের উপকার না হইয়া অপকার হয়। কাষ্ঠ, তৃণ, লতা, পাতা, আবর্জ্জনা, গোময় পোড়াইয়া ছাই করা কর্ত্তব্য। পোড়া মাটীও সার দেওয়া যাইতে পারে। কাঁচা গোময় বা অন্য সার দিলে মান বড় হয় বটে, কিন্তু মুখ ধরে, সুতরাং সে সার দেওয়ায় কোন ফল হয় না। খনা বলেন—"কচুবনে যদি ছড়াস্ ছাই, খনা বলে তার সংখ্যা নাই।" "ওলে কুটী মানে ছাই, এইরূপে কৃষি করগে ভাই।" নদীর ধারে কচু পুতিলে কচু খুব লম্বা হয়—এইজন্য পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী বা নালার ধারে গৃহস্থেরা কচু পুতিয়া থাকে। খনা বলেন—"নদীর ধারে পুত্‌লে কচু, কচু হয় তিন হাত নীচু।" গৃহস্থেরা নিজ বাটীতে দুই চারিটা কচু পুঁতিতে ইচ্ছা করিলে, একহাত গভীর ও এক হাত বেড় গর্ত্ত করিয়া ছাই ও গুঁড়া মাটীতে গর্ত্তটী ভরিয়া একটী চারা কি পুরাতন মানের মোথা লাগাইয়া দিবে। এইরূপে যে কয়টা ইচ্ছা সেই কয়টা গাছ করিতে পারা যায়।

মানকচু দুইবৎসর পরে তুলিতে পারা যায়, চারি পাঁচ বৎসর পরে উঠাইলে, বেশ বড় কচু পাওয়া যায়। যশোহরে এক প্রকার মানকচু জন্মে, তাহা প্রায় এক হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহা বড় সুস্বাদু হয়, আর মোটে মুখ ধরে না। উক্ত জেলায় ইহার আবাদ খুব বেশী হয়। রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ জেলার বহুস্থানে মানকচুর বিস্তর আবাদ আছে। এই দুই জেলায় যত্ন করিলে ছয় সাত হাত দীর্ঘ ও তদুপযুক্ত স্থূল মানকচু জন্মে। মাটী বেশী রসাল ও ছায়াবিশিষ্ট হইলে, সেখানে মানকচু লাগাইতে নাই, কারণ সেখানকার মানে নিশ্চয় মুখ ধরে। অন্যান্য জেলায় কচু খুব অল্প জন্মে, কারণ ইহার স্বতন্ত্র আবাদ নাই।

যশোহরের মানকচুই কেবল একবৎসরে পরিপুষ্ট হয় ও উঠাইয়া লইতে পারা যায়।

মানকচুর গুণ—সুস্বাদু, শীতল, গুরু, শোথহর, ঈষৎ কটু। ইহা ঔষধেও ব্যবহৃত হয়।

মানকচুর অনেকগুলি ব্যঞ্জন অতি সুন্দর হয়। যশো-

হরের মানকচু ব্যতীত অপরস্থানের মানকচু কুটিয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, তৎপরে ডাল্না, কালিয়া, অম্ল, চচ্চড়ি প্রভৃতি ব্যঞ্জন হইয়া থাকে। যশোহরে "কচুর মুড়কী" ও "কচুর মোহনভোগ" নামে দুই প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সুখাদ্য।

"কচুর মুড়কী"—প্রথমতঃ কচুগুলি ডুমি ডুমি করিয়া (ছানার মুড়কীর ছানা যেরূপ আকারে কাটিয়া লইতে হয়, সেইরূপে কাটিয়া লইয়া) সিদ্ধ করিয়া লয়। তৎপরে ঘৃতে অত্যল্প ভাজিয়া লইতে হয়। তৎপরে চিনি বা গুড়ের রস পাক করিয়া, খইয়ের মুড়কীর রসপাকের ন্যায় বীচ মারিয়া লইয়া ভাজা কচুর টুকরাগুলি ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে হয়? রস যখন কচুর গায়ে শুকাইয়া আসিতে থাকে তখন এলাচীর গুঁড়া, ইচ্ছানুসারে কর্পূর, গোলাপজল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য মিশাইয়া দিতে হয়।

"কচুর মোহনভোগ"—কচুগুলি বেশ সিদ্ধ করিয়া চটকাইয়া রাখ। পরে জ্বালে ঘৃত চড়াইয়া লবঙ্গ ও এলাচি দিয়া ঈষৎ ভাজিয়া লও। পরে তাহাতে চিনির রস বা চিনির জল ঢালিয়া দিয়া সিদ্ধ করিতে থাক। জল বা রস মরিয়া আসিলে কচু কড়ার গাত্রে না লাগিয়া যায়, এজন্য ঈষৎ দুগ্ধ দেওয়া প্রয়োজন। পরে নামাইয়া সুগন্ধি দ্রব্যাদি দিয়া লও।

এই দুই মিষ্টান্নের জন্য কচু বাছিয়া লইতে হইবে, কারণ যে কচুতে মুখ ধরে, তাহাতে ঘৃত সহিবে না।

বাঁশপোল ও শোলাকচু—ইহা দোয়াঁস ও পলি মাটীতে ভাল হয়। ইহার ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতে সার দিয়া রাখা আবশ্যক। বর্ষায় যে জমীতে এক কি দেড়ফুট জল থাকে সেই জমীতে ইহা রোপণ করিতে হয়, উচ্চভূমিতে হয় না।

ইহাও মানকচুর মত, মুখ কাটিয়া লাগাইলে উত্তম হয়। শিকড়ের চারায় আবাদ করা যাইতে পারে। ইহার চারা শ্রাবণ ভাদ্র মাসেই হইয়া থাকে। মানকচুর ন্যায় ইহার ক্ষুদ্র চারা রোপণ করিলে মরিয়া যাওয়ার সম্ভব, সুতরাং দুইমাস বিলম্ব করিয়া অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে চারা পুতিতে হয়, মাঘমাস পর্য্যন্তও রোপণ করা যাইতে পারে। ক্ষেত্র গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হয়। মানকচুর ন্যায় ইহারও পাট করিতে হয়, বেশীর ভাগ কেবল ইহার ক্ষেত্রে জল আট্‌কাইয়া রাখা প্রয়োজন, এইজন্য উচ্চ করিয়া আলি বান্ধিয়া দেওয়া আবশ্যক।

ক্ষেত্রে আবাদের সুবিধা না হইলে বাটীর নিকটে নিম্নস্থানে অর্থাৎ যেখানে জল আট্‌কাইয়া রাখা যাইতে পারে, এরূপস্থানে ঐরূপ নিয়মে চারা লাগাইলে, গৃহস্থের প্রয়োজনমত ফসল হইতে পারে। ইহা মানকচুর মত বেশীদিন রাখিতে হয় না, জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত খাবার যোগ্য হইয়া থাকে। প্রয়োজনমত বাছিয়া বড় বড়গুলি উঠাইতে হয়। প্রতিবৎসর ইহার আবাদ করিতে হয়। উত্তম তরকারি, মুখ ধরেনা।

ঢেঁকিবাঁশপোর কচু।—ইহা সাধারণতঃ বাঁশপোর অপেক্ষা বড় হয় বলিয়া ঢেকিয়া-বাঁশপোল বলে। ইহার আবাদ বাঁশপোলের তুল্য। রঙ্গপুরে ইহা অধিক জন্মে।

নারিকেলীকচু—ইহাও একপ্রকার শোলাকচু। ইহার আবাদপ্রণালীও ঐরূপ। ইহাতে ঈষৎ নারিকেলের গন্ধ আছে।

যশোহর, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় ইহার অধিক আবাদ হয়। অন্যত্র অতি অল্পমাত্র আবাদ হইয়া থাকে।

মুখীকচু—ইহাকে কলিকাতা অঞ্চলে কচুরমুখী, আর কোথাও কোথাও বয়েকচু, বয়ে, বৈকচু বলে।

ইহার নিমিত্ত হাল্‌কা পলি ও দোয়াঁস মৃত্তিকাই প্রশস্ত। কঠিন ও বেলে মাটীতে ইহা ভাল হয় না। গোলআলুর মত একটি গাছের নীচে ইহা অনেক উৎপন্ন হয়।

আলু তুলিবার মত ইহাও ছোট বড় বাছিয়া তুলিতে হয়। মাঝারি কচুগুলি বীজের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। এইগুলিতে অঙ্কুর বাহির হইলে, উঠাইয়া ক্ষেত্রে লাগাইয়া দিতে হয়; অথবা যে কচু তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা হইতে বাছিয়া পরিপুষ্টগুলি অঙ্কুর বাহির হইবার পূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান যাইতে পারে। ফাল্গুন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ইহা রোপণ করা কর্ত্তব্য।

ক্ষেত্রে উত্তমরূপ চাষ দেওয়া আবশ্যক। জমীতে সার দেওয়া উচিত। ছাই ও গোময় দুই দেওয়া যাইতে পারে, তবে ছাইই ভাল। মই দিয়া ক্ষেত্রে সমতল করিয়া যে কয়টী সারি করিতে হইবে, সেই কয় স্থানে এক একবার লাঙ্গল টানিয়া সাত আট ইঞ্চি গভীর জোল করিবে। প্রত্যেক জোল পরস্পর দেড় ফুট অন্তর হইবে। প্রত্যেক জোলে পাঁচ ছয় ইঞ্চি অন্তর এক একটি বীজকচু রোপণ করিয়া গোড়ায় মৃত্তিকা চাপা দিয়া রাখিতে হয়। চারা যত বাড়িবে ততই গোঁড়ায় মাটী চাপা দিবে। মূল প্রবল হইবার পর গোল আলুর মত গোড়ার শিকড়ে মাটী চাপা দিয়া, সেইরূপে কান্দী বান্ধিয়া দিবে। ক্ষেত্রে যাহাতে জল জমিতে না পায়, তাহাতে লক্ষ রাখিতে হইবে।

ইহার ফুলে উত্তম শাক হয়। আশ্বিন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই কচু উঠান যায়। যদি ভালরূপ ফসল হয়,

তাহা হইলে ইহার এক একটা গাছে পাঁচ ছয় সের হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই ফসলে বিস্তর উপকার পায়। ভদ্র লোকে বড় ব্যবহার করে না।

চৌমুখীকচু—ইহাকে চৌমুয়া কচুও বলে। দোয়াঁস মৃত্তিকাতেই ইহা অধিক হয়, খিয়ার মৃত্তিকাতেও হয়। গারো পর্ব্বতে ইহার আবাদ অধিক হয়, অন্য স্থানে অতি সামান্য পাওয়া যায়।

ইহার গাছের গায়ে অনেক চোখ ও মুখী হয়। সেই চোখ কাটিয়া ও মুখী ভাঙ্গিয়া লইয়া পুতিতে হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পুতিলেই ভাল হয়। অন্য সকল সময়েই রোপণ করা যাইতে পারে।

ইহার চারা বসান হইতে ক্ষেত্রের পাট সবই মানকচুর ন্যায়। আট দশ মাস পরে খাইবার যোগ্য হয়। যত অধিক দিন রাখিবে, ততই আস্বাদ বৃদ্ধি ও বড় হয়। দুই বৎসরকাল রাখা যাইতে পারে, তৎপরে শক্ত হইয়া যায়। সকল প্রকার কচু অপেক্ষা এই কচুই সুস্বাদু। ইহার তরকারী সিদ্ধ, ভাজা ও বড়া বেশ হয়। ইহাতে একপ্রকার পায়সও হয়। সকলেরই ইহার বীজ আনাইয়া আবাদ করা কর্ত্তব্য।

গুঁড়ি কচু—ইহার শাকই লোকে খাইয়া থাকে। গুঁড়ি কচুর মধ্যে "অমৃতমান" নামে এক শ্রেণীই অতি সুন্দর। ইহাতে মোটে মুখ ধরে না এবং খাইতে বড় স্বাদু। ইহার পাতা পর্য্যন্ত খাইতে পারা যায়। সাধারণ কচুর শাক কৃষ্ণবর্ণ হয়, কিন্তু ইহাতে সবুজের ভাগ অধিক, আর পাতা খুব বড় বড় হয়, ডাঁটায় ও পাতার তলায় খড়ির গুঁড়ার মত একপ্রকার পদার্থ লাগিয়া থাকে। ইহার নির্ব্বিষত্বের প্রমাণ একটি প্রবাদে জানা যায়—"মিঠে কথা অমৃতমান, শুনলে খেলে জুড়ায় প্রাণ।"

বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানেই পুষ্করণীর ধারে গুঁড়ি কচু আপনি জন্মে। যত্নপূর্ব্বক ইহার আবাদ করিতে হয় না।

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালীদের "অরন্ধন পর্ব্ব" হইয়া থাকে। এই দিন সকলেই পূর্ব্ব দিনের পাক করা অন্নব্যঞ্জনাদির দ্বারা মনসাদেবীর পূজা দিয়া থাকে। কচুশাকের ঘণ্ট এই দিনের প্রধান অবশ্যকর্ত্তব্য ব্যঞ্জন। এই দিন কলিকাতায় ২টা কচুর ডাঁটা এক পয়সায় বিক্রীত হয়। কৃষকশ্রেণীর ইহা একপ্রকার নিত্য খাদ্য। কচু শাকের ঘণ্টে হিং, নারিকেল কোরা, বড়ি ভাজা প্রভৃতি দিয়া রাঁধিলে অতি সুন্দর উপাদেয় তরকারী হইয়া থাকে।

কচুরী (দেশজ) পিষ্টকবিশেষ। ইহার সংস্কৃত নাম পূরিকা। ভাবপ্রকাশের মতে, মাষকলাইএর সহিত লবণ, আদা ও হিং মিশ্রিত করিয়া ময়দার মধ্যে তাহা পূরণ করিবে। পরে তাহার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তৈল বা ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইলে তাহাকে কচুরী বা পূরিকা কহে। তৈলপক্ব কচুরির গুণ—মুখরোচক, মধুরস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তজনক, পাকে উষ্ণ, বায়ুনাশক ও চক্ষুর তেজোনাশক। ঘৃতপক্ব কচুরী চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক ও তৈলপক্বের ন্যায় অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

কচ্চট (স্ত্রী) কু কুৎসিতং চটতি, কু-চট অচ্, বাহুলকাৎ কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত। ২ জলপিপ্পলী।

কচেল (ক্লী) কচ্যতে বধ্যতে অনেন, কচ-এলচ্। লেখ্যপত্র বাঁধিবার সূত্রাদি।

কচ্‌কচ্ (দেশজ) ১ অব্যক্তশব্দ। ২ অনর্থক বাক্য।

কচ্‌কচী (দেশজ) ১ মৌখিক কলহ। ২ অসম্বদ্ধ বাক্য উচ্চারণ।

কচ্চর (ত্রি) কু কুৎসিতং চরতি, কু-চর-অচ্, কোঃ কদাদেশঃ। ১ মলিন। ২ কুৎসিত। ৩ (ক্লী) (কেন জলেন চর্য্যতে ব্যবহ্রিয়তে, পৃষোদরাদিত্বাৎ) তক্র, ঘোল। (কচ্চরং কুৎসিতে বাচ্যলিঙ্গং তক্রে নপুংসকম্। মেদিনী) ৪ দুবৃত্ত।

কচ্চিৎ (অব্য) কাম্যতে, কম্-বিচ্; চীয়তে নিশ্চীয়তে, চি-কিপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ মস্য দত্বম্।) কচ্চ চিচ্চ দ্বয়োঃ সমাহার ইতি বা। ১ প্রশ্ন। ২ হর্ষ। ৩ মঙ্গল। ৪ স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ।

কিচ্চিদধ্যায় (পুং) মহাভারতের অন্তর্গত অধ্যায়বিশেষ, ইহাতে ভঙ্গীক্রমে নারদ রাজনীতির উপদেশ দিয়াছেন। (ভারত স° ৫ অঃ।)

কচ্ছ (পুং) কেন জলেন ছণোতি দীপ্যতে ছাদ্যতে বা, ক-ছদ্-ড কং জলং ছ্যতি পরিছিনত্তি বা, ক-ছো-ক। (আতো হ্নুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩।) ১ জলের নিকটবর্ত্তী স্থান, কাছাড়। ২ নদী বা সরোবরের প্রান্তভাগ। ৩ নদী পর্ব্বতাদির সমীপস্থান। ৪ নৌকার অবয়ববিশেষ। ৫ পরিধান বস্ত্রের অঞ্চল, (কাছা)। ৬ বৃক্ষবিশেষ, তুঁদগাছ। ৭ জলময় দেশ বা স্থান। ৮ প্রাচীন রাজধানীবিশেষ। ৯ (স্ত্রী) ঝিঁঝিঁ পোকা, ঝিল্লি। ১০ মুখ সম্পুট। ১১ আকাশাচ্ছাদন। ১২ কূর্ম্মের খোলা। ১৩ (স্ত্রী) বারাহী।

কচ্ছ, ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি প্রদেশ। অক্ষ° ২২°৪৬´ হইতে ২৪° উ মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৬৮° ২২´ হইতে ৭১°৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণপূর্ব্বসীমা রণ, দক্ষিণে কচ্ছ উপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, এবং উত্তরপশ্চিমে কোরি বা লকপৎ নদী।

রণ বা জলা উষরভূমিতে খড়িয়ার দ্বীপ, পচ্ছম ও বন্নী নামক ভূভাগ।

কচ্ছের এই কয়েকটি প্রধান বিভাগ—১ পাবর ; ২ গর্দা পথক, ৩ অবড়াসা, ৪ কুণ্ড পরগণা ; ৫ কাঠা বা কাণ্ঠী ; ৬ মীয়াণি এবং ৭ বাগড়।

পাবর বিভাগেই পূর্ব্বে কাঠিজাতির রাজধানী ছিল। এই স্থান দৈর্ঘ্যে ৫০ মাইল এবং প্রস্থে ২০ মাইল, রণের দক্ষিণধারে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণসীমায় চার্ব্বড় গিরিমালা। পাবরের প্রধাননগর ভুজ, এই নগর ১৬০৫ সম্বতে খঙ্গার কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

জামঅবড়ার নামানুসারে অবড়াসা বিভাগের নাম হইয়াছে, এই বিভাগ চার্ব্বড় গিরিমালা ও আরবসাগরের মধ্যে অবস্থিত।

মীয়াণি বিভাগ পাবরের পূর্ব্বে, মীয়াণাজাতি হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে।

এখন যাহাকে সাধারণে কচ্ছ উপসাগর বলিয়া থাকেন, তাহারই নাম কাণ্ঠি ছিল, পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি উক্ত উপসাগরের নাম করিয়াছেন। (Ptolemy's Geog. Bk. vii. Ch. 1)

পেরিপ্লাস্ বারকে নামে এই উপসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায়, ইহার মধ্যে বরকে নামে একটি দ্বীপ ছিল। কেহ কেহ এখনকার ওথমণ্ডলকে পেরিপ্লাস বর্ণিত বারকে দ্বীপ বলিয়া মনে করেন। আমাদের বিবেচনায় বারকে দ্বারকা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। মাগধী ভাষায় দ্বারকা স্থানে বারববাএ বা বরববাএ শব্দ প্রযুক্ত হয়। এখনও জৈনবণিকেরা কোথাও কোথাও মাগধী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব বোধ হইতেছে, পেরিপ্লাস্ কোন বণিকের নিকট হইতে সন্ধান পাইয়া বারকে নামে দ্বারকার উল্লেখ করিয়াছেন।

টলেমি বর্ণিত উক্ত কান্থি বা কাণ্ঠি উপসাগরের নাম হইতেই কচ্ছ প্রদেশের কাণ্ঠিবিভাগের নাম হইয়াছে।

ইতিহাস—কচ্ছপ্রদেশের প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায় না। মহাভারতে এই জনপদের নামমাত্র উক্ত হইয়াছে। (ভারত ভীষ্ম ৯। ৫৬, জৈনহরিবংশ ১২। ৬৮)।

জনপ্রবাদ এইরূপ যে, পূর্ব্বে কচ্ছপ্রদেশের তেজ নামক প্রাচীন নগর সুরাষ্ট্ররাজ্যের রাজধানী ছিল, তেজকর্ণ নামে একজন রাজা ঐ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। (Asiatic Researches, Vol. IX. 231.)। উইলসন সাহেবের মতে ষ্ট্রাবো বর্ণিত সিগর্ত্তিন্ (ত্রিগর্ত্ত) নামক জনপদের বর্ত্তমান নাম কচ্ছ। (Ariana Antiqua, 212.) ১৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দে, মিনান্দর এই স্থান জয় করিয়াছিলেন।

৬৪০ খৃঃ অব্দে, চীন পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ঙ্গ আগমন করেন, তিনি এখানে অনেকগুলি দশাবতারের মন্দির দেখিয়া যান। তিনি লিখিয়াছেন, "এই জনপদ মালবরাজ্যের অন্তর্গত, এখানে অনেক ধনবান্ লোকের বাস।"

পূর্ব্বকালে কচ্ছদেশে কাঠি ও আহীর জাতির প্রাধান্য ছিল। সে সময়ে কাঠিরা পাবরগড়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কচ্ছের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকারে ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে শক বা জিৎ জাতির শাখা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শম্মারা প্রবল হইয়া উঠিলে কাঠিদিগের প্রতাপ খর্ব্ব হয়। তৎপরে খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাম অবড় কর্ত্তৃক কাঠিরা এককালে কচ্ছপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

তারীখুস্ সিন্দ নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে—

"খাফীকের মৃত্যুর পর দেশের সকল মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অমরের পুত্র এবং পৃথুর পৌত্র দুদাকে সিংহাসন প্রদানে এক মত হইলেন। অভিষেকের কার্য্য সম্পন্ন হইল। একদিন সিংহার নামক একজন জমিদার বার্ষিক কর দিতে আসিলেন। দুদার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। সিংহার দুদাকে ভয় দেখাইয়া জানাইলেন যে কচ্ছপ্রদেশের শম্মাজাতি ঠাঠা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। এখন তাঁহার প্রস্তুত হওয়া উচিত। সংবাদ পাইবামাত্র দুদা সসৈন্যে কচ্ছপ্রদেশে আসিলেন, এখানকার সকলে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। তৎপরে শম্মা জাতীয় লাখা নামক এক ব্যক্তি রাজদূত হইয়া এবং কচ্ছের ঘোটকাদি উপহার লইয়া দুদার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। দুদা ধন রত্ন ও খিলাত দ্বারা রাজদূতের সম্মান রাখিলেন।" এই ঘটনা দ্বাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল।

শম্মা বা জাড়েজা (ঝাড়েজা) রাজগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বংশাবলী পাঠে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণপুত্র নরকাসুরের পুত্র বাণাসুর ও তাঁহার বংশধরেরা শোণিতপুর ও মিসরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে জাম নরপৎ নামক একজন রাজকুমার তিনটি ভাইকে সঙ্গে লইয়া মিসর (ইজিপ্ট) হইতে পলাইয়া আসেন। তিনি উর্ম্মার নামক বন্দরে পোতারোহণ করিয়াছিলেন ; সুরাষ্ট্রের ওশম্ নামক গিরিতে আসিয়া অবস্থান করেন। এখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

অশপৎ (অশ্বপতি) মুসলমান হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গজপৎ বহুদিন সুরাষ্ট্রে ছিলেন, এখনও সুরাষ্ট্রের চূড়াসমা-বংশীয়েরা গজপতের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

নরপৎ একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ফিরোজ-শাহকে বিনাশ করিয়া খাম্বাৎ (কাম্বে) অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র শম্মা। ইনিই শম্মাদিগের আদিপুরুষ; তিনি মকবণী জাতীয়া কুলুবা নাম্নী একজন সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে জেহ বা তেজকরের জন্ম। তেজকর প্রমাররমণীকে বিবাহ করেন। এই রমণী হইতে জামনেত নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। জামনেত একজন বীরপুরুষ, একজন রাঠোরকন্যা তাঁহার পত্নী। সেই পত্নীর গর্ভে জাম নোতিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। নোতিয়ারের পুত্রের নাম জাম উধরবদ্। উধরবদের প্রপৌত্র জাম অবড়া, ইনি কচ্ছের অবড়াসা বিভাগের স্থাপয়িতা। ইঁহার পুত্র জাম লাখিয়ার, তিনি সিন্ধুপ্রদেশে নগরসমাই নামক স্থানে রাজত্ব করেন। লাখিয়ার একজন শোধী-রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার অঙ্কলক্ষ্মী করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র লাখা ঘুরারা (ধোড়ার)। লাখার পুত্র উনড়। উনড়ের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মোড় ও মনাই। শম্মাজাতীয় উক্ত কয়জনেই সিন্ধুপ্রদেশে এক একজন নায়ক ছিলেন। উনড় পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহা তাঁহার দুই ভায়ের প্রাণে সহিল না। উভয়ে মিলিয়া উনড়কে বিনাশ করিলেন। কিন্তু দেশের সকলেই তাহাদের উপর বিরক্ত হইল, কাজেই মোড় ও মনাই উভয়ে কচ্ছপ্রদেশে পলাইয়া আসিলেন। এই সময়ে কচ্ছপ্রদেশে দুই ভায়ের কুটুম্ব বাগম্ চাবড়া রাজত্ব করিতেছিলেন। উভয়ে বাগম চাবড়াকেও যমালয়ে পাঠাইয়া এবং সাতপ্রকার বাঘেলাজাতিকে স্ববশে আনিয়া কচ্ছপ্রদেশ অধিকার করিলেন। পাঁচ পুরুষ রাজত্বের পর এই বংশের লোপ হয়।

উক্ত পাঁচজন রাজার মধ্যে ৪র্থ লাখা ফুলানির নামই কচ্ছপ্রদেশে প্রসিদ্ধ। তিনি খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কাঠিয়াবাড়ের আদকোট নামক স্থানে লাখা ফুলানির পালিয়া আছে।

১৩৭৬ সম্বতে লাখা ফুলানি খেড়কোটে রাজত্ব করিতেন। তিনি কাঠিজাতিকে পরাস্ত করিয়া কাঠিয়াবাড়ের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। কেহ বলেন আদকোটে লাখা ফুলানির মৃত্যু হয়; আবার কেহ বলেন তাঁহার জামাতা তাঁহাকে বিনাশ করেন। ১৪০১ সম্বতে ফুলানির ভ্রাতুষ্পুত্র পুবরা গহানি রাজা হন। অল্পদিন রাজত্বের পর যক্ষের হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রাজী নাম্নী আপন বিধবা পত্নীকে রাখিয়া যান। রাজী লাখা জামকে কচ্ছদেশে ডাকাইয়া আনেন। লাখা জাম বৃজির পুত্র এবং জাম জাড়ার পোষ্য-পুত্র। ১৪০৬ সম্বতে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। তৎপরে সাদ্ধের পুত্র জাড়া রাজা হইলেন, তাঁহা হইতে জাড়েজা-বংশের উৎপত্তি। প্রায় ১৪২১ সম্বতে লাখার পুত্র রত রায়ধন রাজা হন। তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র গজন কচ্ছের পশ্চিমাংশস্থিত বারা নামক ভূখণ্ড শাসন করিতেন।

১৫২৫ খৃঃ, ভীমজীর পুত্র জাম হামীরজী শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৫৩৭ খৃঃ, তিনি জাম রাবল হালা কর্ত্তৃক নিহত হন। রাবল হালাকেও দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। তিনি কাঠিয়াবাড়ে আসিয়া নবানগর পত্তন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে হামীরজীর পুত্র খঙ্গার জন্মভূমি ছাড়িয়া আহ্মদাবাদে পলাইয়াছিলেন। এখানে মহ্মুদ শাহের সাহায্যে ১৫৪৮ খৃঃ, (১৬০৫ সম্বতে) তিনি পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন। ভুজনগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। পরে পাঁচজন রাজার রাজত্বের পর মহারাও শ্রীপ্রাগমলজী রাজা হইলেন। তিনি রাজ্যলোভে আপন ভ্রাতা রেবজীকে বিনাশ করিয়াছিলেন। প্রাগমলের ভ্রাতা নাগলজী কোতারা, কোটরি, নঙ্গর, গোদ্রা প্রভৃতি নগর সংস্থাপন করেন। অবড়াসার জাড়েজাজাতীয় হলানীরা এই নাগলজীর বংশধর। জাড়েজাবংশীয়েরা নানা শাখায় বিভক্ত। অনেকেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পুরুষানুক্রমে যে উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা কেহ পরিত্যাগ করেন নাই। [জাড়েজা রাজবংশাবলী পর পৃষ্ঠায় দেখ]

কচ্ছপ্রদেশে কাঠি, আহীর জাতি ও জাড়েজাবংশ ছাড়া এই কয়প্রকার জাতি বাস করে। কোলি, মীয়াণা, চাবড়া; বাঘেলা রাজপুত, ভংসালী, লোহাণা বা লবাণা, সংহার, ভাটিয়া, বারড়, ভম্বীয়া, ছুগর, দল, ঝালা, খাণ্ডাগরা, মায়ড়া, কনডে, পশায়া, পেহা, মোকলসী, মোকা, রেলডীয়া, বরংসী ও বেরার রাজপুত।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ঔদীচ, সারস্বত, পোখর্ণা, নাগর, সাচোরা, শ্রীমালী, গির্ণারা, মোঢ় ও রাজগুরু ব্রাহ্মণ। মিশ্রী, কন্দোই, মোনি, সুরাঠিয়া, মূঢ় ও বাইড়া নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। কাচ্ছেলা, মারুণা ও তুম্বেল এই তিন প্রকার চারণ।

কচ্ছে অনেক ব্রাহ্মণ ও রাজপুত মুসলমান হইয়াছে, তাহারা নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—মেহমণ, বোহোরা,

কচ্ছের জাড়েজা রাজবংশাবলী।
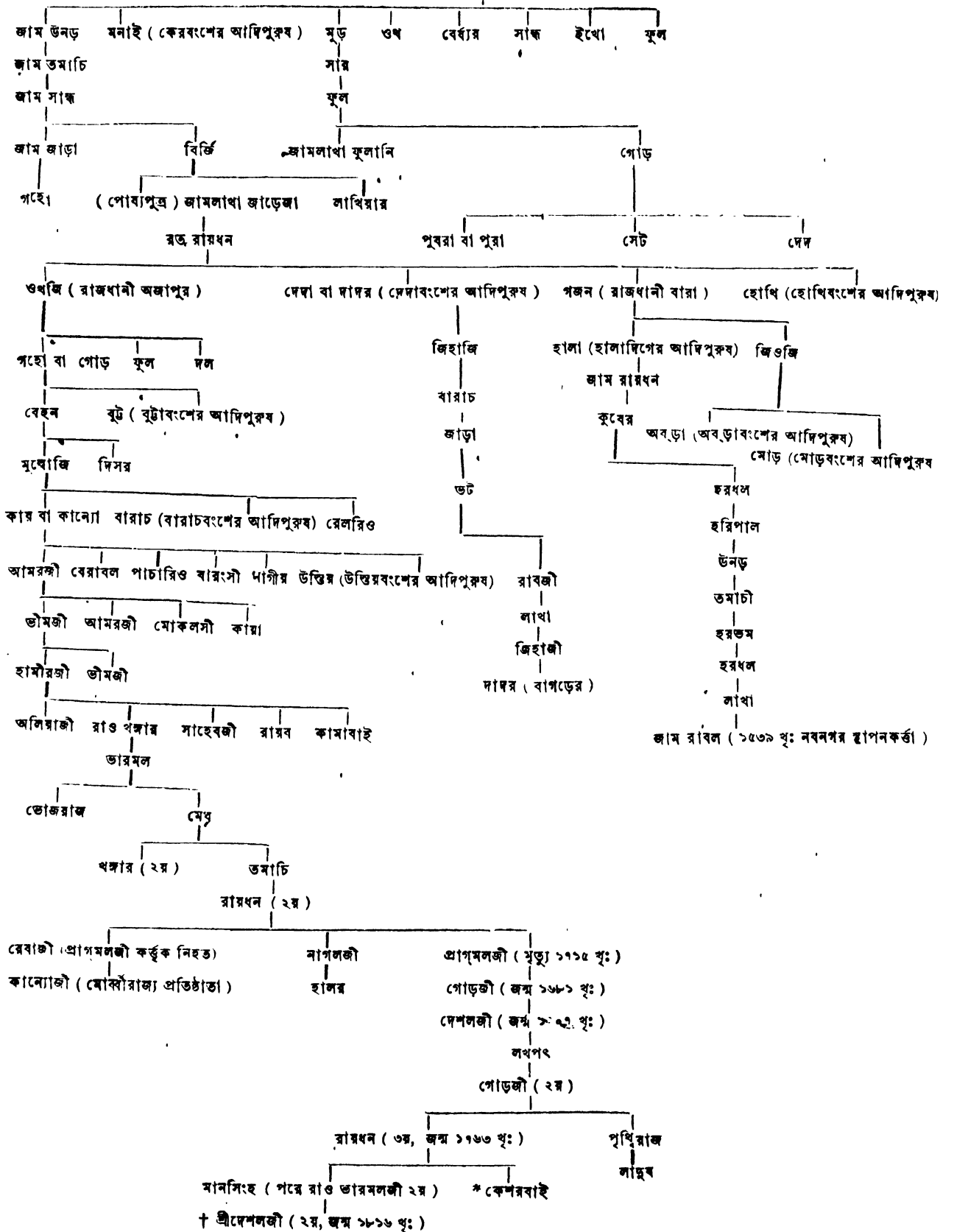
আগরীয়া, আগা, ভাণ্ডারী, ভট্টি, দারাড়, মঙ্গারিয়া, ওটার, পাড়িয়ার, ফুল, রাজড়, রায়মা সেড়াত, বেহন, হালিপুত্রা, নারঙ্গপুত্রা, নোড়, হিঙ্গোরা ও হিঙ্গোরজা।

এখন কচ্ছপ্রদেশ ইংরাজদিগের অধিকারে।

ভূতত্ত্ব—কচ্ছপ্রদেশ গিরি ও শৈলময়, কেবল দক্ষিণভাগে সাগরপ্রান্তে উর্ব্বরা ভূখণ্ড পড়িয়া আছে। এখানকার গিরিমালা এক একটি স্বতন্ত্র, কোনটি পূর্ব্বাভিমুখে, কোনটি পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। রণের ধারে কতকগুলি দুর্গম গিরিমালা আছে। এই সকল পাহাড়ে বেলেপাথর, কয়লার স্তর, শ্লেটের মাটি, স্লেট ও চূণ পাওয়া যায়।

কচ্ছের দক্ষিণভাগেও পাহাড় আছে, এই পাহাড় আগ্নেয়গিরির উপাদানে গঠিত।

কচ্ছপ্রদেশ নদীমাতৃক নয়, এখানে নদীর পরিবর্ত্তে নালা আছে, বর্ষাকালে চারিদিক্ জলময় হইলে ঐ নালা দিয়া জল বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে।

(কচ্ছ প্রদেশের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য—Elliot's History of India, Vol. I, VI; Indian Antiquary, Vol. V. p. 167-172; Journal A. S. Bengal, I. 296; Trans. Roy. A. S. II. 569; Travel's in Western India, p. 353, 421; Burnes's Narative of a visit to the Court of Sind, p. 236; Postans's Cutch, p. 135; Trans. Bombay, Lit. Soc. II. p. 239; Bombay Government Selection, No. XIII, XV; Archæological Survey of Western India, II; Report on the Architectural and Archæological Remains in the province of Katch by D. P. Khakhar &c.)

কচ্ছ (ত্রি) কেন জলেন ছূণাতি দীপ্যতে, বা ছদ্-ড। জলপ্রান্ত। ("নদী কচ্ছোদ্ভবং কান্তমুচ্ছ্রিতং ধ্বজসন্নিভম্।" ভারত সম্ভব ৭০ অঃ।)

কচ্ছক (পুং) কচ্ছ-সংজ্ঞায়াং কন্। তুন্নবৃক্ষ, তুঁদ।

কচ্ছটিকা (স্ত্রী) কচ্ছং কচ্ছস্থলং অটতি প্রাপ্নোতি, কচ্ছ-অট্-অচ্ সংজ্ঞায়াং কন্, অতইত্বঞ্চ। কচ্ছ, কাছা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, কচ্ছ, কক্ষা, কচ্ছা, কচ্ছোটিকা ও কচ্ছাটিকা।

কচ্ছনাগ, নাগাজাতিবিশেষ। ইহারা আসামের নাগাপর্ব্বতে বাস করে। [নাগা দেখ।]

কচ্ছপ (পুং) কচ্ছে অনূপদেশে আত্মানং পাতি রক্ষতি, কচ্ছং আত্মনো মুখসম্পুটং পাতীতি বা; কচ্ছ-পা-ড। কাছিম। সংস্কৃত পর্য্যায়—কূর্ম্ম, কমঠ, গূঢ়াঙ্গ, ধরণীধর, কচ্ছেষ্ট, বল্কলাবাস, কঠিনপৃষ্ঠক, পঞ্চগুপ্ত, ক্রোড়াঙ্গ, পঞ্চনখ, গুহ, পীবর ও জলগুল্ম। বৈদিক নাম অকূপার। নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন, "কচ্ছপোঽপ্যকূপার উচ্যতে হকূপারো ন কূপমৃচ্ছতীতি। কচ্ছপঃ কচ্ছং পাতি কচ্ছেন পাতীতি বা কচ্ছেন পিবতীতি বা। কচ্ছঃ খচ্ছঃ খচ্ছদঃ। অয়মপীতরো নদীকচ্ছ এতস্মাদেব কমুদকং তেন ছাদ্যতে।" (নিরুক্ত ৪।১৮)

ইংরাজীতে স্থলকচ্ছপকে টর্টইস্ (Tortoise) এবং সমুদ্র-কচ্ছপকে টার্টল্ (Turtle) কহে। ইহার য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক নাম চিলোনিয়া (Chelonia)।

পৃথিবীর নানাদেশে নানাপ্রকার কচ্ছপ দেখা যায়। আরিষ্টটল্ গ্রীকভাষায় তিনপ্রকার কচ্ছপের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—স্থলকচ্ছপ, জলকচ্ছপ এবং সমুদ্রকচ্ছপ। য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদেরা কচ্ছপজাতিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—স্থলকচ্ছপ (Testudo), জলা কচ্ছপ (Emys), কঠিন আবরণযুক্ত কচ্ছপ (Chelydos), সমুদ্রকচ্ছপ (Chelonia) এবং কোমল কচ্ছপ (Trionyx)।

ফরাসী প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ডুমেরি এই কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—চারসিয়ান্ বা স্থলকচ্ছপ (Chersites), ইলোদিয়ান্ বা বিলকচ্ছপ (Elodites), পোটেমিয়ান্ বা নদীকচ্ছপ (Potamites), থালসিয়ান্ বা সমুদ্রকচ্ছপ (Thalassites)

সকল কচ্ছপের মুণ্ড সর্পাদি সরীসৃপের মত, একখানি অস্থিতে নির্ম্মিত, কিন্তু করোটি সকল জাতির সমান নয়।

স্থলকচ্ছপের মস্তক অণ্ডাকার এবং অগ্রভাগ বিষম; দুইটি চক্ষুর ব্যবধান কিছু বেশী, নাসিকার ছিদ্র বড়, পশ্চাৎভাগে চাপা। অক্ষকোটর গোলাকার ও বৃহৎ। পার্শ্বকপালাস্থি পশ্চাৎ কশেরুর মধ্যে ঝুঁকিয়া আছে এবং উভয় পার্শ্বে দুইখানি বৃহৎ শঙ্খাস্থি আছে। ঐ দুই মধ্যে মস্তকের বড় স্বরাস্থির গর্ত্ত।

কচ্ছপের উত্তমাঙ্গে নাসাস্থি থাকে না। সজীব অবস্থায় নাসিকাছিদ্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতের ন্যায় অস্থিসকল দেখিতে পাওয়া যায়। নাসিকার অস্থিময় ছিদ্র একদিকে দীর্ঘ। ইহা ফলাস্থি, মাঢ্যস্থি, হন্বস্থি এবং দুই ললাটাস্থি দ্বারা গঠিত।

জলাকচ্ছপের মস্তক চেপ্টা, ইহাদের সম্মুখ ললাট বিস্তৃত হইলেও অক্ষকোটর পর্য্যন্ত পৌঁছে না।

কোমল কচ্ছপের মুণ্ড সম্মুখদিকে বসা এবং পশ্চাৎদিকে ঝুঁকিয়া থাকে। ইহাদের পার্শ্বকপালের সূক্ষ্মাস্থি ললাটের পশ্চাৎভাগ, শঙ্খাস্থি এবং গণ্ডাস্থি পরস্পর সংলগ্ন। ইহাদের মুখস অপর কচ্ছপ অপেক্ষা ছোট, অক্ষকোটর অনেকটা লম্বা, এবং নাসিকার ছিদ্র অতি ক্ষুদ্র।

কচ্ছপের নীচের কস কুম্ভীরের কসের ন্যায়। কোন কোন প্রাণীতত্ত্ববিদের মতে ঠিক পাখীর কসের মত। ইহাদের অস্থিসকল পাখীর অস্থির ন্যায় অবিচ্ছিন্ন।

জলার কচ্ছপ মানবের বিশেষ কার্য্যে আসে না। বঙ্গদেশের কেবল নীচ লোকেরা এই কচ্ছপ খায়। কিন্তু সমুদ্রকচ্ছপ মানবজাতির অনেক ব্যবহারে লাগে। কেহ ইহা খায়, আবার কেহ ইহার অস্থিতে কাঁচকড়া প্রস্তুত করে।

স্থলকচ্ছপেরাও জল বড় ভালবাসে, তাহারা এককালে অধিক জল পান করে এবং কাদায় গড়াগড়ি দেয়। সাগরবেষ্টিত দ্বীপসমূহে স্থলকচ্ছপ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বহুসংখ্যক একত্র দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়। যেখানে প্রস্রবণ আছে এমনতর স্থানই কচ্ছপের প্রিয়। তাহারা নানাস্থানে গর্ত্ত করিয়া রাখে, পথিকেরা পথে না জল পাইলে সেই গর্ত্ত ধরিয়া জলের সন্ধান করিতে পারে।

আমরা মহাভারতে গজকচ্ছপের যুদ্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইয়া থাকি, কিন্তু এখনকার চাথাম দ্বীপের কচ্ছপের বিবরণ শুনিলে সেই ঘটনা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ডারুইন সাহেব চাথাম দ্বীপে অতি বৃহদাকার কচ্ছপ দেখিয়াছিলেন। আর্কিপেলেগো দ্বীপপুঞ্জে এক একটি অতি বৃহৎ কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ এক একটি কচ্ছপের কেবলমাত্র মাংস ওজনে প্রায় ২৷৷০ মণ (২০০ পাউণ্ড) একটা কচ্ছপ সাত আট জন লোকে তুলিতে পারে কিনা সন্দেহ। এই জাতীয় কচ্ছপের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরাই বড়। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের লাঙ্গুলও বড় হয়। এই কচ্ছপেরা যখন জলশূন্য স্থানে থাকে, অথবা জল পান করিতে পায় না, তৎকালে গাছের পাতার রস খাইয়া থাকে।

যে সকল স্থলকচ্ছপ উচ্চস্থানে অথবা ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করে, তাহারা তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট গাছের পাতা খায়। চাথাম দ্বীপবাসীরা বলে যে এখানকার স্থলকচ্ছপেরা ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত জলের ধারে থাকে, তৎপরে নিম্ন ভূমিতে ফিরিয়া আসে। কোন কোন স্থানে স্থলকচ্ছপেরা বৃষ্টির জল ভিন্ন অপর সময়ে জল খাইতে পায় না। তবু তাহারা জীবিত থাকে। পথে পিপাসা হইলে উক্ত দ্বীপবাসীরা কচ্ছপ মারিয়া তাহার থলি হইতে জল লইয়া পান করে, ঐ জল অতি পরিষ্কার, খাইতে কিছু কটু। সেখানকার স্থলকচ্ছপ প্রত্যহ দুই ক্রোশ হাঁটিতে পারে। শরৎকালে কচ্ছপের মিলনের সময়, এই সময়ে স্ত্রীপুরুষ একত্র হয়, পুরুষ সুখাবেশে মত্ত হইয়া প্রাণ ভরিয়া চিৎকার করিতে থাকে, সেই কর্কশধ্বনি ২০০ হাত দূর হইতে শুনা যায়। তখন দ্বীপনিবাসীগণ বুঝিতে পারে, এইবার কচ্ছপের ডিম্বপ্রসবের সময় হইয়াছে। যেখানে বালি পায়, কচ্ছপী সেইখানে ডিম পাড়ে, পরে ডিমের উপর বালি চাপা দেয়। পাহাড়ের উপর যেখানে সেখানে গর্ত্ত মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। এই ডিম দেখিতে সাদা, এক একটি ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয়। একস্থানে ৭।৮টি ডিম থাকে। ইহারা বধির, এইজন্য কেহ পশ্চাৎদিক্ দিয়া ধরিতে আসিলে জানিতে পারে না। এই কচ্ছপ প্রায় শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকে।

বিলকচ্ছপ—অপর কচ্ছপজাতি হইতে বিলকচ্ছপের স্বভাব স্বতন্ত্র। স্থলকচ্ছপের মত ইহারা আস্তে চলে না, ইহারা জলে ও স্থলে অতি শীঘ্র যাতায়াত করিতে পারে। ইহারা কেবল শাকসবজীতে সন্তুষ্ট নয়, সুবিধা পাইলে জীবজন্তু মৎস্যাদি ধরিয়া উদরপোষণ করে। ইহাদের ডিম প্রায়ই গোলাকার, শম্বুকাদির মত চূর্ণোৎপাদক আবরণে আচ্ছাদিত, বর্ণ সাদা। মাটিতে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ডিম পাড়ে, সচরাচর বিলের ধারেই গর্ত্ত করিয়া থাকে এবং যাহাতে শত্রুকর্ত্তৃক ডিম নষ্ট না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্ক হয়। বিলকচ্ছপ নানাপ্রকার। এসিয়ায় ১৬, আমেরিকায় ১৯, য়ুরোপে ২, এবং আফ্রিকায় ১ প্রকার বিলকচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়।

নদীকচ্ছপ—এই জাতীয় কচ্ছপ সর্ব্বদাই জলে বাস করে, সময়ে সময়ে ডাঙ্গায় উঠে। ইহারা অধিক বড় হয়, বড় হইলে এক একটা ওজনে পঁয়ত্রিশ সাড়ে পঁয়ত্রিশ সের পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহাদের খোলা পরিমাণে ১৩½ ইঞ্চি। জলমধ্যে এবং জলের উপরে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। দেহের নিম্নভাগ দেখিতে অল্প শ্বেতবর্ণ, গোলাপী অথবা নীলের মত। কিন্তু উপরিভাগ নানাবিধ, সচরাচর পিঙ্গল বা পাংশুবর্ণ, তাহার উপর ছোট ছোট ফিট্‌কী দেখা যায়। রাত্রি আসিলে ইহারা আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করে, এই সময়ে নদীতটে, নদীর নিকটে পতিত বৃক্ষশাখায় অথবা নদীর উপর ভাসমান কোন কাষ্ঠের উপর উঠিয়া বিশ্রাম করে, মানবের স্বর অথবা অপর কোন প্রকার শব্দ শুনিলে তৎক্ষণাৎ নদীগর্ভে ডুব মারে। এই কচ্ছপ বড় মৎস্যপ্রিয়, ইহারা ছোট ছোট কুমীরের ছানা পাইলে তাহাকেও ধরিয়া উদরসাৎ করে। শীকার অথবা আত্মরক্ষা করিবার সময় ইহারা তীরবৎ মস্তক ও গ্রীবা সঞ্চালন করে। কাহাকে কামড়াইয়া ধরিলে শীঘ্র ছাড়ে না, দষ্টস্থান ছিঁড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়। এই নিমিত্ত সকলেই এই জাতীয় কচ্ছপদিগকে ভয় করিয়া থাকে। এদেশের লোকেরা বলিয়া থাকে যে একবার কচ্ছপ কামড়াইয়া ধরিলে মেঘ না ডাকিলে ছাড়ে না। এইজাতীয় স্ত্রীর সংখ্যাই অধিক, পুরুষের সংখ্যা অতি অল্প। স্ত্রীলোকে একবারে ৫০।৬০টি ডিম পাড়ে। স্ত্রীলোকের বয়সানুসারে ডিমের কমিবেশী হয়।

সমুদ্রকচ্ছপ—সমুদ্রজলে সন্তরণ জন্য এইজাতীয় কচ্ছপের মৎস্যের ন্যায় ডানা আছে, এরূপ অপর কোন জাতীয় কচ্ছপের নাই। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও সন্তরণোপযোগী। ডিম পাড়িবার সময় ভিন্ন ইহারা প্রায় তটে উঠে না। কেহ কেহ বলেন, ইহারা রাত্রিকালে নির্জ্জন প্রান্তরে চরিয়া বেড়ায়।

সামুদ্রিক কচ্ছপেরা কখন কখন তাহাদের প্রিয় পাত্না-লতা খাইবার জন্য উপকূলে উঠিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত গমন করে। ইহারা সমুদ্রের জলে নিস্পন্দভাবে ভাসিতে থাকে, দেখিলেই মৃত বলিয়া বোধ হয়। সন্তরণে ইহারা বিশেষ পটু; সামুদ্রিক উদ্ভিদ্‌গণই ইহাদের প্রধান খাদ্য, তবে যে যে সামুদ্রিক কচ্ছপের গাত্র হইতে কস্তুরিকার ন্যায় গন্ধ বাহির হয়, তাহারা ঝিণুকাদি ধরিয়া খায়।

ডিম পাড়িবার সময় এই জাতীয় স্ত্রীগণ রাত্রিকালে পুরুষকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র ছাড়িয়া অনেক দূরে কোন দ্বীপমধ্যে বালুকাময় স্থানে উপস্থিত হয়। বালির মধ্যে দুই ফিট্ একটি গর্ত্ত করে, সেই গর্ত্তে এককালে ১০০টি ডিম পাড়ে। এইরূপ দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে আরও দুইবার ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিমের আয়তন ছোট ছোট গোলাকার, সূর্য্যের উত্তাপে ১৫ হইতে ২৯ দিনের মধ্যে ফুটিয়া থাকে। ডিম ফুটিলে প্রথমে সেই কচ্ছপশিশুর পৃষ্ঠাবরণ হয় না। তখন শ্বেতবর্ণ দেখায়। এই সময়ে ইহাদের দারুণ বিপদ্। স্থলে পক্ষী, আবার জলে গিয়া পড়িবার সময় কুম্ভীর ও সামুদ্রিক মৎস্যগণ ইহাদিগকে ধরিয়া খায়। অতি অল্প-সংখ্যক মাত্র জীবিত থাকে। যে কয়টি বাঁচে, তাহারা সমুদ্র গর্ভে বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে বৃহদাকার প্রাপ্ত হয়। তখন এক একটি ওজনে ২০ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই জাতীয় কচ্ছপ মানবজাতির অনেক উপকারে আসে। নানা স্থানের লোকেরা ইহার মাংস খায়; বিশেষতঃ যেখানে কচ্ছপের খুব বড় খোলা পাওয়া যায়, সেখানকার লোকেরা ঐ খোলায় নৌকা, কুটীর-আচ্ছাদন, গবাদির জাব দিবার পাত্র এবং অপর কয়েক প্রকার ব্যবহারের জিনিস নির্ম্মাণ করে।

এই জাতি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, উহা আবার ৯।১০ প্রকার। এই কচ্ছপ জাতির খোলা বা পৃষ্ঠাবরণ হইতে উৎকৃষ্ট কাচকড়া তৈয়ারী হয়। [কাচকড়া দেখ।]

ভগবান্ মনুর মতে কচ্ছপ ভক্ষ্য-পঞ্চনখান্তর্গত।

"শ্বাবিধং শল্যকং গোধা খড়্গাকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ॥" মনু ৫। ১৮।

বরাহমিহির কচ্ছপজাতির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—

"স্ফটিকরজতবর্ণো নীলরাজীবচিত্রঃ
কলসসদৃশমূর্ত্তিশ্চারুবংশশ্চ কূর্ম্মঃ।
অরুণসমবপুর্বা সর্ষপাকারচিত্রঃ
সকলনৃপমহত্ত্বং মন্দিরস্থঃ করোতি॥
অঞ্জনভৃঙ্গশ্যামবপুর্বা বিন্দুবিচিত্রোঽব্যঙ্গশরীরঃ।
সর্পশিরা বা স্থূলগলো যঃ সোঽপি নৃপাণাং রাষ্ট্রবিবৃদ্ধ্যৈ॥
বৈদূর্য্যত্বিট্‌স্থূলকণ্ঠস্ত্রিকোণো
গূঢ়চ্ছিদ্রশ্চারুবংশশ্চ শস্তঃ।
ক্রীড়াবাপ্যাং তোয়পূর্ণে মণৌ বা
কার্য্যঃ কূর্ম্মো মঙ্গলার্থং নরেন্দ্রৈঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৬৪ অঃ)

যে কচ্ছপের বর্ণ স্ফটিক ও রজতের ন্যায়, দেহের উপর নীলপদ্মের মত চিত্রিত, যাহার মূর্ত্তি কলশের ন্যায়, পৃষ্ঠ মনোহর। অথবা যে কচ্ছপের দেহ অরুণবর্ণ ও সরিষার ন্যায় চিত্রিত, এরূপ কচ্ছপ বাটীতে রাখিলে রাজার মহত্ত্ব-প্রকাশ করে।

যে কচ্ছপের শরীর অঞ্জন ও ভৃঙ্গের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু চিত্রবিচিত্র অথবা যাহার মাথা সাপের মত বা গলা স্থূল, এরূপ কচ্ছপ রাজাদিগের রাষ্ট্র বৃদ্ধি করে।

যে কচ্ছপ বৈদূর্য্যবর্ণ, স্থূলকণ্ঠ, ত্রিকোণ, গূঢ়ছিদ্র ও মনোহর পৃষ্ঠদণ্ডবিশিষ্ট, তাহা ক্রীড়াবাপী প্রভৃতি অথবা জলপূর্ণ কলসে মঙ্গলার্থ রাখিলে রাজাদিগের কল্যাণ হয়।

বৈদ্যক মতে কচ্ছপ মাংসের গুণ,—বায়ুনাশক, শুক্র-বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, বলবর্দ্ধক, মেধা ও স্মৃতিকারক, স্রোতঃসংশোধক, শোথদোষনাশক। ইহার চর্ম্ম পিত্তনাশক, পদ কফহারক ও ডিম্ব শুক্রবর্দ্ধক ও মধুর।

২ অবতার বিশেষ, [কূর্ম্ম দেখ।] ৩ নন্দীবৃক্ষ। ৪ কুবেরের নিধি বিশেষ। ৫ মল্লদিগের যুদ্ধকৌশল বিশেষ। ৬ বিশ্বামিত্রের পুত্র; হরিবংশে বিশ্বামিত্রের এই কয়েকটি পুত্রের নামোল্লেখ আছে,—দেবরাজ, দেবশ্রবা, কতি, হিরণ্যাক্ষ, রেণুমান্, সাঙ্কৃতি, গালব, মুদ্‌গল, বিশ্রুত, মধুচ্ছন্দা, প্রভৃতি, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ ও পূরিত। ৭ সর্পবিশেষ।

কচ্ছপিকা (স্ত্রী) কচ্ছপ-স্বার্থে কন্-অতইত্বম্-টাপ্-চ। ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। প্রমেহরোগ হইতে উৎপন্ন হয়। সুশ্রুত মতে ইহার লক্ষণ,—দাহযুক্ত ও কচ্ছপাকৃতি, কফ ও বায়ু এই রোগের উৎপাদক। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার চিকিৎসা,—এই রোগে প্রথমতঃ স্বেদক্রিয়া করিয়া, হরিদ্রা, কুড়, শর্করা, হরিতাল ও দারুহরিদ্রা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পাকিলে ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কচ্ছপী (স্ত্রী) কচ্ছপ-ঙীষ্ (জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ।

পা ৪।১।৬৩।) ১ কচ্ছপস্ত্রী। ২ পিড়কা বিশেষ। [কচ্ছপিকা দেখ।] ৩ বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম 'কাছুয়া সেতার'। ইহার খোল কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় চেপ্‌টা বলিয়াই ইহার নাম কচ্ছপী বা কূর্ম্মী বীণা। স্মিথ্ সাহেবের মতে লায়ার, টেস্‌টিডো ও কচ্ছপী এই তিনই এক-জাতীয় যন্ত্র। এখনকার য়ুরোপীয় গীটার যন্ত্রের সহিতও কচ্ছপীর অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। য়ুরোপীয় গীটার যন্ত্রের আকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে কচ্ছপী হইতেই গীটারের সৃষ্টি বলিয়া সহজেই স্বীকার করা যায়। জর্ম্মণ জাতীয়েরা গীটারকে 'জিতার' নামে ব্যবহার করেন, উহা কচ্ছপীর অবয়বভেদ মাত্র। [সেতার দেখ।] সরস্বতীর বীণা।

কচ্ছরুহা (স্ত্রী) কচ্ছে রোহতি, কচ্ছ-রুহ্‌-ক-(ইগুপধজ্ঞা প্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫।) টাপ্। দূর্ব্বা। (কচ্ছরুহা স্ত্রী দূর্ব্বায়াম্। শব্দাব্ধি।)

কচ্ছা (স্ত্রী) কচং পশ্চাৎপ্রদেশং ছাদয়তি, কচ-ছদ্‌-ণিচ্-ড-টাপ্। ১ পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল। ২ কাছা। ৩ ঝিঁঝিঁ-পোকা। ৪ বারাহী।

কচ্ছাল, বঙ্গদেশের অন্তর্গত বরদদেশের মধ্যবর্ত্তী একটি প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মখণ্ড ১৯।৫৫)

কচ্ছাটিকা (স্ত্রী) কচ্ছএব-বাহুলকাৎ অটন্-স্বার্থে কন্-টাপ্‌চ। কচ্ছ, কাছা।

কচ্ছু (স্ত্রী) কষতি দেহং, কষ-উ ছান্তাদেশশ্চ (কষেশ্ছশ্চ। উণ্ ১।৮৬। পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ।) ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্তর্গত রোগ-বিশেষ; খোষ বা পাঁচড়া। মাধবনিদানোক্ত ইহার লক্ষণ,—কণ্ডু, দাহ ও স্রাবযুক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহুসংখ্যক যে পিড়কা হয়, তাহাকে পামা কহে; হস্তদ্বয় ও পাছায় তীব্রদাহযুক্ত যে পামা উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম কচ্ছু।

ইহার চিকিৎসা—১। সোমরা[illegible]কালকাসুন্দা, চাকুন্দা, হরিদ্রা ও গণিয়ারি প্রত্যেক সমভাগ দধির মাত ও কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ২। বাসকের কচিপাতা ও হরিদ্রা গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে তিন দিবসেই কচ্ছুরোগ বিনষ্ট হয়। ৩। হরিদ্রা পেষণ করিয়া দুই পল গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ৪। হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ৫। আকন্দ পত্রের রস ও হরিদ্রা কল্ক সহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে। ৬। চতুর্গুণ দূর্ব্বার রসে তৈল পাক করিয়া সেবন করিবে। (চক্রদত্ত)।

কচ্ছুঘ্নী (স্ত্রী) কচ্ছুং হন্তি কচ্ছু-হন্-টক্ (অমনুষ্য কর্তৃকে চ। পা ৩।২।৫৩।) ঙীপ্। ১ পটোল। ২ বণিক্ দ্রব্যবিশেষ।

কচ্ছুর (ত্রি) কচ্ছূরস্যাস্তি, কচ্ছূ-র হ্রস্বশ্চ (কচ্ছ্বা হ্রস্বশ্চ। পা ৫।২।১০৭ কাশিকা ৩।) ইতি র। ১ কচ্ছুরোগযুক্ত। ২ পরস্ত্রীগামী। ৩ পামর।

কচ্ছুরা (স্ত্রী) কচ্ছুং কণ্ডুং রাতি দদাতি কচ্ছু-রা-ক (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬।) টাপ্। ১ শূক-শিম্বী। ২ দুরালভা। ৩ শঠী। ৪ যবাস। ৫ গ্রাহিণী, ক্ষীরুই বৃক্ষ। ৬ বেশ্যা স্ত্রী।

কচ্ছূরাক্ষস তৈল (ক্লী) ভাবপ্রকাশোক্ত কচ্ছূরোগ-নাশক তৈলবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—সর্ষপতৈল ⁄৮ সের, কল্কার্থ মনঃশিলা, হরিতাল, হীরাকষ, গন্ধক, সৈন্ধব, স্বর্ণক্ষীরী, পাষাণভেদী, শুণ্ঠী, কুড়, পিপ্পলী, বিষ-লাঙ্গলা, করবীর, চক্রমর্দ্দ, বিড়ঙ্গ, চিতা, দন্তী ও নিমপাতা, প্রত্যেক এক তোলা। আকন্দের আঠা ও সিজের আঠা, প্রত্যেক এক পল। গোমূত্র ১৬ ষোল সের। মৃদু অগ্নি-উত্তাপে পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে, দুঃসাধ্য কচ্ছূ, পামা, কণ্ডু ও অন্যান্য চর্ম্মরোগ এবং রক্তদোষ নষ্ট হয়।

কচ্ছুমতী (স্ত্রী) কচ্ছূঃ সাধনত্বেন অস্ত্যস্যাম্, কচ্ছূ-মতুপ্-ঙীপ্। ১ শূকশিম্বী, আলকুশী। ২ কচ্ছূরোগযুক্তা স্ত্রী। (কচ্ছূমতী শূকশিম্ব্যাং কচ্ছযুক্তে তু বাচ্যবৎ। শব্দাব্ধি।)

কচ্ছূ (স্ত্রী) কষতি হিনস্তি দেহম্, কষ-উ, ছান্তাদেশশ্চ (কষেশ্ছশ্চ। উণ্ ১।৮৬।) রোগবিশেষ। [কচ্ছু দেখ।]

কচ্ছোটিকা (স্ত্রী) কচ্ছ-অটন্-বাহুলকাৎ কন্-অত ইত্বং-টাপ্‌চ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ওকারাদেশঃ। কচ্ছ, কাছা। (কচ্ছা কচ্ছোটিকা কক্ষা পরিধানাপরাঞ্চলে। হেম ৩।৩৩৯।)

কচ্ছোর (ক্লী) কেন শিরসা চ্ছূর্য্যতে লিপ্যতে, ক-চ্ছূর-ঘঞ্। শটী।

কচ্‌লান (দেশজ) ১ ধৌতকরা। ২ বারম্বার এক কথা বলা।

কচ্‌লা (দেশজ) ধৌতবস্ত্র।

কচ্বী (স্ত্রী) কচু-ঙীপ্। কচু নামক কন্দবিশেষ।

কজ (ক্লী) কে জলে জায়তে, ক-জন্-ড। কমল, পদ্ম।

কজিঙ্গ (পুং) মহাভারতোক্ত ভারতের প্রাচীন জনপদবিশেষ। (ভীষ্মপর্ব্ব)। সিংহলীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে এই স্থান "কজঙ্গেলে নিয়ঙ্গমে" নামে উক্ত হইয়াছে। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ং "কি-চ-হো-খি-লো" (কজুঘীর বা কজিঙ্গর) নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"এই জনপদ প্রায় ২০০০লি (দেড় শত ক্রোশ) এখানকার ভূমি সমতল, উর্ব্বরা, যথারীতি কর্ষিত হয় এবং এখানে যথেষ্ট শস্য জন্মে। আবহাওয়া—গরম; অধিবাসীরা সরল, তাহারা বিদ্যা ও বিদ্বানের আদর করিয়া থাকে। এখানে ৬।৭টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম এবং দশটি (হিন্দুর) দেবমন্দির আছে,

অনেকে দেবতাদর্শনে আসিয়া থাকে। কয়েক শত বর্ষ হইল, এখানকার রাজার মৃত্যু হয়,—তৎপরে নিকটস্থ রাজ্যের অধীনে শাসিত হইত। নগর সকল উচ্ছন্ন হইয়াছে, অধিবাসীরা অনেকে আশে পাশে গ্রামমধ্যে ছড়াইয়া আছে। এই জনপদের দক্ষিণ প্রান্তে অনেক বন্য হস্তী বাস করে। উত্তর সীমাতে গঙ্গার নিকটে একটি অত্যুচ্চ বৃহৎ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আছে, ইহা অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যে বিভূষিত। ইহার চারিদিকে সিদ্ধগণ, দেবগণ ও বুদ্ধগণের মূর্ত্তি খোদিত আছে।"

চম্পা হইতে ৯২ মাইল দূরে এখনও কজেরি নামে একটি গ্রাম রহিয়াছে, অনেকে এই অঞ্চলে কজিঙ্গের অবস্থান সম্বন্ধে মত দিয়া থাকেন।

কজ্জল (ক্লী) কু কুৎসিতং জলং অস্মাৎ, কুৎসিতং চক্ষুঃস্থ দূষিতং জলং দূরীভূতং ভবত্যস্মাৎ, বহুব্রী, কোঃ কদাদেশঃ। অঞ্জন, কাজল। ইহার অপর সংস্কৃত নাম লোচক। আয়ুর্ব্বেদ মতে নেত্ররোগে উপকারপ্রদ কতিপয় কজ্জল ব্যবহৃত হয়, তাহা এইরূপ—১। ত্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, শুঁটের কাথ, মধু, ঘৃত, ছাগমূত্র ও গোমূত্র, এই সকল দ্রব্যে ৭ বার সীসা নিষিক্ত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়।

২। ত্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, ঘৃত, বিষকন্দ, ছাগদুগ্ধ, মধু, এই সমুদায়ে প্রত্যহ এক খণ্ড উত্তপ্ত সীসা নিষিক্ত করিবে; এইরূপ ৭ বার করিয়া পরে ঐ সীসাদ্বারা শলাকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতে অঞ্জনের সহিত প্রয়োগ করিলে বিবিধ নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

৩। ডুমুর কাষ্ঠের পাত্রে তেঁতুল পত্রের রস রাখিয়া তাহাতে কুঁচের মূল ও সৈন্ধব লবণ মর্দ্দন করিবে, পরে ঐ চূর্ণের সহিত সূর্ম্মাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে কাচ, অর্ম্ম ও অর্জ্জুন প্রভৃতি নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

৪। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব লবণ একত্রে চূর্ণ করিয়া, চক্ষে অঞ্জন দিলে তিমির রোগ নষ্ট হয়।

৫। বেণামূলের কাথে সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ঘৃত ও মধুসংযুক্ত করিবে, ইহার অঞ্জনে সর্ব্বপ্রকার তিমির রোগ নষ্ট হয়।

[অঞ্জন দেখ।] ২ কৃষ্ণবর্ণ, কাল। ৩ (পুং) (কুৎসিতমপি দ্রব্যজাতং লতাগুল্মাদিকং জালয়তি জীবয়তি, বর্ষণেন ইতি শেষঃ কু-জল-ণিচ্-অচ্-হ্রস্বঃ, কদাদেশশ্চ।) মেঘ। (কজ্জলস্তু পুমান্ মেঘেঽঞ্জনেপি চ। শব্দার্থ।) ৪ কামরূপের অন্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ। (কালিকা পু)

কজ্জলধ্বজ (পুং) কজ্জলং ধ্বজইব যস্য, বহুব্রী। প্রদীপশিখা। (প্রদীপঃ কজ্জলধ্বজঃ। হেম ৩। ৬৮৬।)

কজ্জলরোচক (পুং ক্লী) কজ্জলং রোচয়তি, কজ্জল-রুচ-ণিচ্-অচ্-স্বার্থে কন্। দীপাধার, দেরকো, পিলসুজ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৌমুদীবৃক্ষ, দীপবৃক্ষ, শিখাতরু, দীপধ্বজ ও জ্যোৎস্নাবৃক্ষ। (কজ্জলরোচকোঽস্ত্রী দীপবৃক্ষকে। শব্দার্থ।)

কজ্জলা (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ, (cyprinus atratus) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, কজ্জলী ও অনণ্ডা।

কজ্জলিত (ত্রি) কজ্জলং জাতমস্য, কজ্জল-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) যাহা কাজল করা হইয়াছে।

কজ্জলী (স্ত্রী) কজ্জলমিবাচরতি, কজ্জল-ক্বিপ্-(নাম ধাতু) অচ্-ঙীষ্ চ। মিশ্রিত পারদ ও গন্ধক। সাধারণতঃ কজ্জলীসমপরিমাণ পারদ ও গন্ধক একত্রে খলে মর্দ্দন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, পারদ গন্ধকে মিশ্রিত হইলেই কাল হইয়া উঠে, পরে সুচিক্কণ হইলেই ব্যবহারোপযোগী কজ্জলী প্রস্তুত হয়। ঔষধবিশেষে দ্বিভাগ গন্ধক দ্বারাও কজ্জলী প্রস্তুতের উপদেশ আছে।

কজ্জলীতীর্থ (ক্লী) কাজল। [কজ্জল দেখ।]

কঞ্চট (ক্লী) কঞ্চতে দীপ্যতে, কচি-অটচ্। জলজ শাকবিশেষ, কাঁচড়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জলভূ, লাঙ্গলী, শারদী, তোয়পিপ্পলী, শকুলাদনী ও জলতণ্ডুলীয়। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—শ্লেষ্মকারক, ধারক, শীতল, পিত্ত ও রক্তনাশক, লঘু, তিক্ত ও বায়ুনাশক।

কঞ্চটাদি (ক্লী) অতীসার রোগাধিকারের বৈদ্যোকোক্ত পাচনবিশেষ। কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফলপত্র, বালা, মুথা ও শুঁট, প্রত্যেক ২ তোলা ৷৷৹ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৶৹ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাকিয়া সেবন করিলে অতিবেগবান্ অতীসারও রুদ্ধ হয়। (চক্রদত্ত।)

কঞ্চটাবলেহ (পুং) বৈদ্যোকোক্ত অতীসারাদি রোগাধিকারের ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—কাঁচড়াদাম /১ সের, তালমুলী /১ সের, ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, ঐ কাথে চিনি /১ সের দিয়া পাক করিবে; চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে, তাহাতে বরাক্রান্তা, ধাইফুল, আকনাদি, বেলশুঁট, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচললবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু /।৹ এক

পোয়া মিশ্রিত করিবে। দোষ, বল ও কাল বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রানুসারে প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্বারা অতীসার, সংগ্রহ, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, উদররোগ, কোষ্ঠজ বিকার, শূল ও অরুচি নিবারিত হয়।

কঞ্চড় (পুং) কঞ্চতে শোভতে, কচি-অড়ন্, ইদিত্বান্নুম্। কাঁচড়াবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঞ্চট, কাচ, চক্রমর্দ্দ ও অম্বুপ।

কঞ্চার (পুং) কং জলং চারয়তি রশ্মিভিরিতি শেষঃ; ক-চর-ণিচ্-অচ্। সূর্য্য। (কঞ্চারস্ত পুমান্ রবৌ। শব্দাব্ধি।)

কঞ্চিকা (স্ত্রী) কঞ্চতে বেণৌ প্রকাশতে, কচি-ণ্বুল্-টাপ্, ইত্বঞ্চ। বংশশাখা, কঞ্চী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কুঞ্চিকা, ধৃষ্ণু ও ক্ষুদ্রস্ফোট।

কঞ্চী (স্ত্রী) কঞ্চতে বেণৌ প্রকাশতে, কচি-অচ্-ইদিত্বাৎ-নুম্-ঙীপ্। বংশশাখা।

কঞ্চুক (পুং) কঞ্চতে সর্ব্বশরীরে দীপ্যতে, কচি-বাহুলকাৎ উকন্-ইদিত্বাৎ নুম্। ১ সর্পত্বক্, সাপের খোলস্। ২ বর্ম্ম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বারবাণ ও বাণবার। ৩ স্ত্রীলোকের বক্ষআবরণ, কাঁচুলি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চোল, কঞ্চুলিকা, কূর্পাসক ও অঙ্গিকা। ৪ পুত্রাদির জন্মোৎসবাদি উপলক্ষে প্রভুর অঙ্গ হইতে বলপূর্ব্বক ভৃত্যেরা যে বস্ত্র গ্রহণ করে।

(কঞ্চুকো বারবাণে স্যান্নির্ম্মোকে কবচেঽপি চ।
বর্দ্ধাপকগৃহীতাঙ্গ স্থিতবস্ত্রে চ চোলকে। মেদিনী।

৫ বস্ত্রমাত্র।

("দেবাংশ্চ তচ্ছ্বাসশিখাহতপ্রভান্।
ধূম্রাম্বরস্রগ্বরকঞ্চুকাননান্।" ভাগবত ৮। ৭। ১৫।)

৬ জামা।

কঞ্চুকালু (পুং) কঞ্চুকো হস্ত্যাস্তি, কঞ্চুক-আলুচ্। সর্প। (কঞ্চুকালুঃ পুমানহৌ। শব্দাব্ধি।)

কঞ্চুকী [ন্] (পুং) কঞ্চুকো হস্ত্যাস্ত, কঞ্চুক-ইনি। ১ রাজাদিগের অন্তঃপুররক্ষক; ভরত মতে ইহার লক্ষণ, বিবিধ গুণশালী।

"অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রোগুণগণান্বিতঃ।
সর্ব্বকার্য্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে।"

সর্ব্বকার্য্যে নিপুণ, অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ বিপ্রকে কঞ্চুকী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সৌবিদল্ল, স্থাপত্য, ও সৌবিদ। ২ যব। ৩ ছোলা। ৪ সর্প। ৫ লম্পট। ৬ জোঙ্গক বৃক্ষ। ৭ আবদ্ধকবচ, বর্ম্মিত ব্যক্তি।

কঞ্চুকী (স্ত্রী) কঞ্চয়তি রোগাদিকমুপশময়তি, কঞ্চ-ণিচ্-বাহুলকাৎ উকন্-ঙীষ্। ১ ঔষধিবিশেষ। ২ ক্ষীরীশবৃক্ষ।

কঞ্চুলিকা (স্ত্রী) কঞ্চতে অঙ্গানি আবৃণোতি, কচি-উলচ্ ঙীষ্-স্বার্থে কন্, হ্রস্বঃ টাপ্চ। কাঁচলি। ("ত্বং মুগ্ধাক্ষি বিনৈব কঞ্চুলিকয়া ধৎসে মনোহারিণীম্।" অমরুশতক।)

কঞ্চুল (ক্লী) কচি-উলচ্। স্ত্রীদিগের অলঙ্কারবিশেষ।

কঞ্জ (পুং) কে জলে শিরসি চ জায়তে, কম্-জন্-ড। ১ ব্রহ্মা। ২ কেশ, চুল। ৩ (ক্লী) অমৃত। ৪ পদ্ম।

(কঞ্জঃ কেশে বিরিঞ্চৌ চ কঞ্জং পীযূষপদ্মযোঃ। মেদিনী।)

কঞ্জক (পুং) কঞ্জতে বাক্যমুচ্চারয়িতুং শক্নোতি, কজি-ণ্বুল্। পক্ষিবিশেষ, ময়না।

কঞ্জগিরি। কামরূপের সীমান্ত পর্ব্বতবিশেষ।

"উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াস্তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠাদিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে॥"
যোগিনীতন্ত্র ১১ পটল।

কঞ্জকী (স্ত্রী) কঞ্জক-ঙীপ্। ময়না।

কঞ্জজ (পুং) কঞ্জাৎ বিষ্ণোর্নাভিপদ্মাৎ জাতঃ, কঞ্জ-জন-ড। ব্রহ্মা। ভাগবতে ব্রহ্মার নাভিপদ্ম হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে,—মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড জলময় হইলে, বিষ্ণু সমুদায় আপনাতে লীন করিয়া জলশায়ী হইয়া রহিলেন। এইরূপে সহস্র চতুর্যুগ অতীত হওয়ার পর তিনি স্বেচ্ছায় নাভি হইতে একটি পদ্মকোষ উৎপাদন করিলেন, তাহা হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (ভাগ° ৩। ৩। ১৯।) ২ কাম।

(কঞ্জজো ব্রহ্মকাময়োঃ। শব্দাব্ধি।)

কঞ্জন (পুং) কং সুখং জনয়তি, কম্-জনি-অণ্। ১ কন্দর্প। ২ পক্ষীবিশেষ, ময়না। (কঞ্জনস্ত পক্ষিভেদে কামেঽথ। শব্দাব্ধি।)

কঞ্জনাভ (পুং) কঞ্জং পদ্মং নাভৌ অস্য, কঞ্জনাভি সংজ্ঞায়াং অচ্। বিষ্ণু। ("ব্যজ্যেদং স্বেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে।" ভাগবত ৩। ৯। ৪৪।)

কঞ্জর (পুং) কং জলং জৃণাতি আকর্ষতি জারয়তি বা, কম্-কজি-অরন্। ১ সূর্য্য। ২ ব্রহ্মা। ৩ উদর। ৪ হস্তী। ৫ ময়ূর। ৬ অগস্ত্যমুনি। ৭ আকন্দগাছ।

কঞ্জল (পুং) কঞ্জতে পঠিতুং শক্নোতি কজি-কলচ্। মদন-পক্ষী, ময়না। (কঞ্জলঃ পুমান্ পক্ষিভেদে। শব্দাব্ধি।)

কঞ্জলতা (স্ত্রী) লতাবিশেষের নাম (Asclepias odoratissima)

কঞ্জার (পুং) কং জলং জারয়তি, কম্-জৃ-ণিচ্-অণ্। কজি-আরন্ বা (কঞ্জিমৃজিভ্যাং চিৎ। উণ্ ৩। ১৩৭।) ১ সূর্য্য। ২ ব্রহ্মা। ৩ অগস্ত্যমুনি। ৪ হস্তী। ৫ ময়ূর। ৬ ব্যঞ্জন।

কঞ্জিকা (স্ত্রী) কঞ্জতে ভূমিং ভিত্ত্বা উৎপদ্যতে, কজি-ণ্বুল্-টাপ্-ইত্বঞ্চ। ব্রাহ্মণযষ্টিবৃক্ষ, বামুনহাটী।

কঞ্জিয়া। মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার উত্তর প্রান্তস্থিত একটি প্রাচীন নগর। পূর্ব্বে এই স্থান বুন্দেলাদিগের অধিকারে ছিল। তৎকালে এখানকার শাসনকর্ত্তার করপীড়নে প্রজা মাত্রে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল। এখন এই স্থানের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে।

এখানকার প্রথম বুন্দেলা শাসনকর্ত্তা দেবীসিংহ, তাঁহার পুত্র শাহজী নগরের নিকটে পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই দুর্গ চতুষ্কোণাকার, চারি পার্শ্বে ৪টি গড়বাটী এখন ভগ্নপ্রায় পড়িয়া আছে।

১৭২৬ খৃঃ, কুর্ব্বাইয়ের নবাব হসন-উল্লা খাঁ শাহজীর বংশধর বিক্রমাদিত্যকে কঞ্জিয়া হইতে তাড়াইয়া দেন। বিক্রমাদিত্য পিপ্‌রাসি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই গ্রামে তাঁহার বংশধর অমৃতসিংহ ১৮৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত নিষ্কর পঞ্চ গ্রামের আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

১৭৫৮ খৃঃ, পেশোবার প্রতাপে হসনউল্লা বিতাড়িত হইলেন। পেশোবা আপন প্রিয় কর্ম্মচারী খণ্ডরাও ত্রিম্বককে এই নগর অর্পণ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ, খণ্ডরাওয়ের উত্তরাধিকারী রামচন্দ্র বল্লাল পেশোবাকে কঞ্জিয়া ও মলহারগড় ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইতাবা লইলেন। এই বর্ষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই নগর সিন্ধিয়াকে প্রদান করেন। সাতান্ন সালের বিদ্রোহের সময়ে এখানকার বুন্দেলেরা অমৃতসিংহকে আপনাদিগের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু অমৃতসিংহ অল্প দিন মধ্যেই অপমানিত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বুন্দেলাগণ নগর লুটপাট করিতে লাগিল। এই সময়ে সার হিউগ্ রোজ্ সসৈন্যে বুন্দেলাদিগের বিপক্ষে অগ্রসর হন। ইংরাজ সেনাপতির আগমনবার্ত্তা পাইয়া বুন্দেলাগণ ছড়ভঙ্গ হইল।

১৮৬০ খৃঃ, এই নগর বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীন সাগর জেলার সামিল হইল।

অক্ষা ২৪°২৩´৩০´´ উঃ, এবং ৭৮°১৫´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কট (পুং) কটতি মদবারি বর্ষতি, কট-অচ্। ১ হস্তীর গণ্ডস্থল। ("গন্ধস্তিনঃ কটকটাহতটং মিমঙ্ক্ষোঃ।" শিশুপা°।) ২ কটিদেশ। ৩ কটিদেশের পার্শ্বস্থ স্থান। ৪ মাঁদুর। ৫ দরমা। ৬ তৃণবিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত দড়ী, এই দড়ীর দ্বারা মরাই বেষ্টন করা হয়, ইহার সাধারণ নাম 'বড়'। ৪ তৃণাদি নির্ম্মিত পর্দ্দা। ৫ তৃণাদি নির্ম্মিত আসন। ৬ তক্তা। ৭ অতিশয়। ৮ শর। ৯ সময়। ১০ তৃণ। ১১ শব। ১২ শবরথ। ১৩ ওষধিবিশেষ। ১৪ শ্মশান। ১৫ রাক্ষসবিশেষ। ১৬ (ত্রি) কটয়তি প্রকাশয়তি ক্রিয়াং, কট্-ণিচ্-অচ্। ক্রিয়াকারক। ১৭ পাশা খেলিবার উপকরণবিশেষ।

("ত্রেতাহৃতসর্ব্বস্বঃ পাবরপতনাচ্চ শোষিতশরীরঃ। নর্দ্দিতদর্শিতমার্গঃ কটেন বিনিপাতিতো যামি।" মৃচ্ছক°।)

কটক (পুং, ক্লী) কট্যতে নির্গম্যতে অস্মাৎ নির্ঝরিণ্যাদিভিঃ, কট্-বুন্ (কৃঞাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং বুন্। উণ্ ৫। ৩৫) ১ পর্ব্বতের মধ্যদেশ; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, নিতম্ব ও মেখলা। ২ বলয়। ৩ চক্র। ৪ হস্তিদন্তের ভূষণ। ৫ সৈন্ধবলবণ। ৬ রাজধানী। ৭ সৈন্য। ৮ নগরী। ৯ শিবির, যেখানে সৈন্যগণ সন্নিবেশিত হয়। ১০ সানু, পর্ব্বতের সমতল ভূমি।

কটক। উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্য জেলা। অক্ষা° ২০°১´৫০´´ ও ২১°১০´১০´´ উঃ মধ্যে এবং দ্রাঘি ৮৫°৩৫´৪৫´´ ও ৮৭°৩´৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ৩৮৫৮ বর্গমাইল।

সীমা—কটকজেলার উত্তরসীমা বৈতরণীনদী এবং ধামরানদীর মোহানা; দক্ষিণে পুরী জেলা; পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে উড়িষ্যার অর্দ্ধস্বাধীন করদরাজ্যসমূহ।

এই জেলা ৩ প্রধান ভূভাগে বিভক্ত। ১—সমুদ্রের ধারে জলা ও জঙ্গল ৩ হইতে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার জঙ্গল ভূভাগ অনেকটা সুন্দরবনের জঙ্গলাদির ন্যায়, কিন্তু গঙ্গাতটের বনশোভা যেমন দর্শকের নয়নপ্রীতিকর এখানে তাহার অভাব আছে।

২—শস্যশ্যামল ধান্যভূমি, এই ভূভাগের একদিকে সমুদ্রতট এবং অপরদিকে গিরিমালা, ইহা প্রায় ২০ ক্রোশ বিস্তৃত। এই ভূমিখণ্ডে অপর্য্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে তাল, তমাল, আম্র, খর্জ্জুর প্রভৃতি গাছও বিস্তর জন্মে।

৩—পার্ব্বতীয় ভূভাগ; ইহা কটকজেলার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। পশ্চিমপ্রান্তে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড়। এই ভূভাগ হইতে শালতক্তা, লাক্ষা, গঁদ, তসরকীট, মৌচাক, শণ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এখানকার পাহাড়গুলি ছোট ছোট, সর্ব্বোচ্চ শিখর ২৫০০ ফিটের বেশী নয় বটে কিন্তু প্রায় সকলগুলি হিন্দুদিগের অতি পবিত্র দেবস্থান বলিয়া অতিপ্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

কটকের পাহাড়ের মধ্যে এই কয়টি প্রধান—

আসিয়া পাহাড় (আলমগীর)—এই পাহাড় অনেকটা জায়গা যুড়িয়া আছে, ইহার প্রাচীন নাম চতুষ্পীঠ। পূর্ব্বে

এখানে নানাস্থান হইতে হিন্দুগণ তীর্থ করিতে আসিতেন। ইহার চারিটি বড় শৃঙ্গ, তন্মধ্যে একটি বিরূপা নদীর দিকে, তাহার বর্ত্তমান নাম আলমগীর, এই শৃঙ্গের উপর একটি উচ্চ মস্‌জিদ্ আছে। ১৭১৯-২০ খৃঃ অঃ, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা সুজা উদ্দীন এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মস্‌জিদ্ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যানও প্রচলিত আছে—

"একদিন মুহম্মদ ব্যোমপথে যাইতেছিলেন, সঙ্গে তাঁহার দলবলও ছিল। নেমাজের সময়ে সকলে নল্‌তিগিরি শৃঙ্গে নামিলেন। গিরিশৃঙ্গ দুলিতে লাগিল, তাঁহাদিগকে ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। তখন মুহম্মদ নল্‌তিগিরিকে অভিশাপ্ করিয়া এখন যেখানে মস্‌জিদ্ আছে, সেইখানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। যেখানে মুহম্মদ নেমাজ করিয়াছিলেন, এখনও তথায় তাঁহার পদচিহ্ন একখানি প্রস্তরের উপর রহিয়াছে। পূর্ব্বে এখানে জল পাওয়া যাইত না, মুহম্মদ আপন যষ্টি দ্বারা আঘাত করিবামাত্র স্বচ্ছসলিল প্রস্রবণ উৎপন্ন হইল। মুসলমান যাত্রীগণ পদচিহ্ন ও সেই প্রস্রবণ এখনও দেখিতে গিয়া থাকেন। সুজাউদ্দীন্ কটকে আসিবার কালে ইরাকপুরে শিবির স্থাপন করেন। এই স্থান হইতে তিনি গিরিশৃঙ্গোত্থিত নেমাজের ধ্বনি শুনিতে পান। তাহার অনুচরবর্গ নেমাজ শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিল, সকলেই গিরিশৃঙ্গাভিমুখে যাইতে চাহিল। কিন্তু সুজা নিষেধ করিয়া বলিলেন, যদি আমরা উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, তবে ফিরিবার সময়ে সকলে ঐ গিরিশৃঙ্গে গিয়া নেমাজ করিব। সুজাউদ্দীনের জয় হইল, তিনি সসৈন্যে শৃঙ্গোপরি আসিয়া নেমাজ করিলেন। এইখানে তিনি সুন্দর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।"

হিন্দুরা এই শৃঙ্গকে মণ্ডপ বলিয়া থাকেন। শৃঙ্গের নীচেই মণ্ডপগ্রাম, অতিপ্রাচীনকালে এখানে হিন্দুরা মণ্ডযজ্ঞ করিতেন।

উদয়গিরি—আসিয়া গিরিমালার ৪টি শৃঙ্গের মধ্যে উদয়গিরিও একটি। আসিয়া গিরিমালার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। শৃঙ্গের উচ্চভাগ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিলে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। বৌদ্ধদিগের আধিপত্যকালে এখানে যে অনেক সঙ্ঘারাম ও বৌদ্ধচৈত্য ছিল, এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।

উদয়গিরির পাদদেশে এক প্রকাণ্ড পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, এখানে আসিলে দর্শক অগ্রে এই মূর্ত্তি দেখিতে পান। মূর্ত্তিটি উচ্চে প্রায় ৯ ফিট্, একখানি পাথর খুদিয়া এই মূর্ত্তি গড়া হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক জঙ্গলে আচ্ছন্ন আর কতকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত। পদ্মপাণির বাম হস্তে পদ্ম; নাসিকা, বাহু ও বক্ষঃস্থলে অলঙ্কার শোভা পাইতেছে; ডানহাত ও নাসিকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পদ্মপাণির মূর্ত্তি ছাড়াইয়া অনতিদূরে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, ইহারই নিকটে পাহাড়ের উপর একটি কূপ কাটা হইয়াছে, কূপ বিস্তারে ২৩ ফিট্, জল তুলিবার স্থান হইতে জল পর্য্যন্ত ২৮ ফিট, চারিদিকে পাথরের বেড়া, উহা দৈর্ঘে সাড়ে ৯৫½ ফিট, প্রস্থে ৩৮ ফিট্ ১১ ইঞ্চি। প্রবেশপথে দুইটা বড় বড় থাম আছে, এখন থামের মাথাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

শৃঙ্গের ৫০ ফিট্ উপরে জঙ্গল মধ্যে একটি চৈত্য পড়িয়া আছে, বৌদ্ধরাজদিগের সময়ে এখানে বৌদ্ধযতিগণের সমাবেশ হইত। বৌদ্ধদিগের অবসান হইলে হিন্দুগণ এখানে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। দেবদ্বেষী মুসলমানেরা অনেক মূর্ত্তির মস্তক ও বাহু ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এখানকার হিন্দুরা ঐ সকল মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। এই জঙ্গল মধ্যে একটি বৃহৎ তোরণের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, এই তোরণের সম্মুখে এক বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্যাননিমীলিত নেত্রে বসিয়া আছেন। তোরণের গঠন অতি চমৎকার, তিনখানি সুবৃহৎ প্রস্তরে গঠিত। মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তোরণের সোজা পাথরখানি পাঁচ স্তবকে বিভক্ত, স্তবকগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন দুই এক দিন হইল এই তোরণটি নির্ম্মিত হইয়াছে, স্তবকের ভিতরে যেন সহস্র নীলপদ্ম ফুটিয়া আছে, পাহাড় কাটিয়া কত যত্নের সহিত ঐ পদ্মগুলি খোদাই করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দ্বিতীয় স্তবকে কতকগুলি সশস্ত্র নরনারীমূর্ত্তি। মধ্য স্তবকে কুসুমমালা বিভূষিত। চতুর্থ স্তবকে হাত ধরাধরি করিয়া পুরুষরমণী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান, সকলেই ফুলমালা দিয়া আবদ্ধ। শেষ স্তবক দেখিলে নয়ন মন জুড়ায়, কি সুন্দর কুসুমচিত্র! আহা এই নির্জ্জন বন মধ্যে কে সাধ করিয়া পাথরে ফুলের মালা গাঁথিল, ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

তোরণ ছাড়াইয়া ১১ হাত গমন করিলে, একখানি ক্ষুদ্র গৃহ দেখা যায়। গৃহখানির চারি দিক কাঁটা গাছে ঢাকা। গৃহমধ্যে এক প্রকাণ্ড ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তি ৫½ ফিট উচ্চ। দেবদ্বেষী যবনেরা ইহার দক্ষিণ হস্ত ও নাসিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

অচল বসন্ত—আসিয়া গিরির আর একটি শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গের নীচে বাঞ্ছিপুর নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে,

পূর্ব্বে এই নগরে এখানকার হিন্দুরাজগণের আবাস ছিল। এখনও তোরণ, প্রস্তরের উন্নতপ্রাঙ্গণ ও সুদৃঢ় প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

বড়দেহী—আসিয়াগিরির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহার পাদদেশে এখানকার দুর্গাধিপতির আবাস ছিল, মুসলমান ও মার্হাট্টাদিগের সময় এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। প্রথমে যখন বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এখানকার জমির বন্দোবস্ত করিতে যান, এখানকার রাজা অবাধ্য হইয়া বৃটীশের অধীনতা অস্বীকার করেন, তখন হইতে এই স্থান মোগলবন্দীর সামিল হইল। এখন সেই প্রাচীন রাজার পরিবারবর্গ নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, সেই রাজারই এক পুরাতন দাস গড়নায়ক এক খণ্ড ভূমিদান করিয়াছেন, তাহাতেই রাজপরিবারের কায়ক্লেশে জীবিকানির্ব্বাহ হয়।

নল্‌তিগিরি—এই গিরিও আসিয়া গিরির অংশ, কেবল মধ্যে বিরূপানদীর দ্বারা দুইটী স্বতন্ত্র হইয়াছে। মটকদনগর পরগণার উত্তরপশ্চিম কোণে ইহার অবস্থিতি। এখানে চন্দনগাছ ভিন্ন অপর গাছ গাছড়া বড় একটা জন্মে না। গিরির নিম্ন শৃঙ্গে অতি প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, পূর্ব্বকালে উহাই বৌদ্ধমন্দিররূপে সুশোভিত ছিল। মণ্ডপ এককালে নষ্ট হইয়াছে, ৭।৮ ফিট উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ সকল এবং তাহারই নিকট দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষের কাছে মুসলমানদিগের একটি ভগ্ন গোরস্থান লক্ষিত হয়। বোধ হয় বৌদ্ধমন্দির ভাঙ্গিয়া ঐ গোরস্থান নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মন্দিরের মণ্ডপ না থাকিলেও এখনও ঘর পড়িয়া আছে, উহার চারিদিকে প্রাচীর, মধ্যে অনেকগুলি অলঙ্কৃত বুদ্ধমূর্ত্তি। এখানকার লোকে ঐ সকল মূর্ত্তিকে অনন্ত পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন।

নল্‌তিগিরির উচ্চতর শৃঙ্গ উচ্চে সহস্র ফিট। এই শৃঙ্গের উপর প্রস্তর নির্ম্মিত একটি বৃহৎ মন্দির ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র পড়িয়া আছে। ইহারই ৫০০ ফিট নিম্নে হাতিখাল নামে একটি গুহা আছে, গুহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, এইখানে ছয়টি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই নিকট প্রাচীন কুটিল অক্ষরে খোদিত বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। অদূরে দুইটি সিংহোপরি শতদলআসনা সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

অমরাবতী—এই পাহাড়কে এক্ষণে সকলে চটীয়া পাহাড় বলে। পাহাড়ের পূর্ব্বপাদদেশে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গটী পাথর দিয়া যেরূপ দুর্ভেদ্য করা হইয়াছে, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয়। এই ভগ্নদুর্গের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, মধ্যে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের লোকেরা এই দুর্গের পাথর খুলিয়া লইয়া রাস্তায় লাগাইয়াছে। এই ভগ্ন দুর্গের এক দিকে ২টি সুসজ্জিত ইন্দ্রাণীর প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এই পাহাড়ের উপর অর্দ্ধ মাইল জুড়িয়া নীলপুকুর নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে।

মহাবিনায়ক—বারুণীবাণ্টা গিরিমালার একটি শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গ অতি পূর্ব্বকাল হইতে শৈবদিগের একটি পুণ্যপ্রদ তীর্থস্থান, যদিও এখন বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হওয়ায় পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু শৈবযাত্রীগণ দলে দলে এখানে আসিয়া থাকেন। এই শৃঙ্গের মধ্যে একস্থান দেখিতে হস্তী শুণ্ডাকার, উহাকে লোকে মহাবিনায়ক বা গণেশমূর্ত্তি বলিয়া থাকেন। উহার উপর বিনায়কের মন্দির আছে। পাহাড়ের দক্ষিণমুখ শিব এবং বামমুখ গৌরী বলিয়া পূজিত হয়। এখান হইতে ৩০ ফিট উচ্চে একটি জলপ্রপাত আছে, তাহার জলেই দেবার্চ্চনা হয়। প্রপাতের নিকট শিবের অষ্টলিঙ্গ আছে।

নদী—কটক জেলা তিন প্রধান নদীতে বিভক্ত, উত্তরে কলুষনাশিনী বৈতরণী, মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণী এবং দক্ষিণে মহানদী। বৈতরণী নদী মহাভারতের সময় হইতে পুণ্যসলিলা গঙ্গার ন্যায় পূজনীয়া। পঞ্চপাণ্ডব এই নদীতে আসিয়া তর্পণ ও অবগাহন করিয়াছিলেন। বৈতরণী প্রবাহিত ভূমিখণ্ডকে পূর্ব্বকালে যজ্ঞীয় দেশ বলিত। [উৎকল, কলিঙ্গ, বৈতরণী দেখ।] এই তিন নদীর গুণে কটক জেলা শস্যশালিনী। নদীগুলি উচ্চস্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্নভূমিতে প্রবাহিত নয়, অথবা অপর নদী গ্রহণ করে নাই, নদীগুলি সমতল ভূমির উপর প্রবাহিত, এবং শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া কটক জেলাকে সুজলা সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। কটক জেলায় জম্বু, বাকুদ প্রভৃতি কয়েকটি খালও আছে।

নগর—কটক জেলার এই কয়েকটি নগর—১ কটক, ২ যাজপুর, ৩ কেন্দ্রাপাড়া, ৪ জগৎসিংহপুর।

১ কটক—যেখানে মহানদী দ্বিধারা হইয়া দ্বীপাকার হইয়াছে, সেইখানে মহানদী ও কাটজুড়ি নদীর মুখে কটক নগর অবস্থিত। অক্ষা ২০°২৯´৪´´ উঃ, দ্রাঘি ৮৫° ৫৪´২৯´´ পূঃ।

কটক নগর আজকালের সহর নয়। মাদলাপঞ্জীর মতে এই নগর প্রায় নয় শত বর্ষ পূর্ব্বে কেশরীবংশীয় কোন নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারও অনেক পূর্ব্বে আর এক কটক সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভবগুপ্তের অনুশাসন পত্রে কটকের উল্লেখ আছে। ভবগুপ্ত খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন, অতএব ঐ সময়ে সেই কটক বিদ্যমান

ছিল। (Indian Antiquary, Vol. V. 60.) কটকনগরের দেড়ক্রোশ পূর্ব্বে চৌদ্বার নামে একটি গ্রাম আছে, ইহাকে সাধারণে কটকচৌদ্বার বলিয়া থাকে। একসময়ে এই স্থানে উৎকলরাজ্যের রাজধানী ছিল। উৎকলের পঞ্জীর মতে এই নগর সর্পযজ্ঞ কালে রাজা জনমেজয় কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয় এই কটকচৌদ্বারই ভবগুপ্তের অনুশাসনোক্ত কটক হইবে। যদিও কটকচৌদ্বারের আর পূর্ব্বশ্রী নাই, কিন্তু কোন সময়ে যে অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা এই স্থান পরিদর্শন করিলেই জানা যায়। এই প্রাচীন নগরের পার্শ্বে কপালেশ্বর নামে একটি দুর্গ আছে, উৎকল-রাজ চোরগঙ্গার সময়ে এই দুর্গ মধ্যে একটি সুবিস্তীর্ণ জলাশয় খনন করা হইয়াছিল, এখনও এখানকার লোকে এই জলাশয়কে চোরগঙ্গার পুকুর বলিয়া থাকে।

বর্ত্তমান কটকনগরেও বড়বাটী নামে একটি দুর্গ আছে। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজা অনঙ্গভীম এই দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৭৫০ খৃঃ, আহ্মদশাহের শাসনকালে এই দুর্গের উত্তরপশ্চিম প্রাকারসংযুক্ত ও পূর্ব্ব তোরণ নির্ম্মিত হয়। দুর্গটি দুই দফা পাথরের প্রাচীরে ঘেরা, চারিদিকে গড়খাই কাটা, দুর্গের মধ্যে একটা উচ্চ প্রস্তর-স্তম্ভ আছে, তাহারই উপর জয়পতাকা উড়িত। আইন অকবরীর মতে এই দুর্গ মধ্যে রাজা মুকুন্দদেবের নয়তলা বাটী ছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এখন কটকনগরে দেওয়ানী আদালত ও কমিশনরের প্রধান কার্য্যালয় আছে।

২ যাজপুর—এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু-দিগের পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, এইখানে আমাদের পুরাণোক্ত 'বিরজাক্ষেত্র, এই নগরে দেখিবার জিনিস অনেক আছে। এখন এই নগর যাজপুর সবডিভি-সনের প্রধান স্থান।

[যাজপুর ও বিরজা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৩ কেন্দ্রাপাড়া—এই নগর মহানদীর চিতরতলা নাম্নী শাখার উত্তরে কিয়দ্দূরে অবস্থিত। মহারাষ্ট্রদিগের সময়ে এখানে একজন ফৌজদার ছিলেন, কুজঙ্গের রাজা তৎকালে নানাস্থানে লুটপাট আরম্ভ করিতেছিলেন, উক্ত রাজাকে শাসন করিবার জন্যই এখানে ফৌজদার অবস্থান করিতেন।

উদ্ভিজ্জ—কটক জেলায় ধান বেশ জন্মে, এখানে বিয়ালী, দোফসলী ও সাথিয়া ধানই প্রধান। বঙ্গদেশে যেমন আমন, এখানে সেইরূপ 'শারদ' জন্মে। আমনের ন্যায় শারদও নানাপ্রকার। বুট, ছোলা, মুগ, ব্রীহি, অড়হর, প্রভৃতি ডাল, সরিষা, তামাক, হলুদ, মেথী, পানমৌরী, পিয়াজ, রশুন, ত্রিসি, থসা, পান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ঔষধবৃক্ষের মধ্যে—আমলা, অক্রান্তা, অর্জ্জুন, অর্ক, আশুয়াবট, অশ্বগন্ধা, অশোক, আম, বেল, ভৃঙ্গরাজ, বামন-হাটি, বকুল, বজ্রমূলা, ভালিয়া, বহেড়া, বেগুনীয়া, বেণা, বাসং, ভূতারি, বায়গোবা, বরকোলি, ভুঁই বারুণী, বাকুচী, অনন্তমূল, চিরেতা, চিতামূল, লালচিতামূল, চাকুন্দা, দাড়িম, ধুতরা, দারুহরিদ্রা, দন্তী, দুধিয়া লতা, গজপিপুল, ঘৃতকুমারী, গোলঞ্চ, গাব, গোখুর, হস্তীকর্ণ, হাড়ভাঙ্গা, হিজলীবাদাম, হরিতকী, ইন্দ্রযব, ইন্দ্রবারুণী, ইসপগুল, জাম, জৈত্রী, জায়-ফল, কৃষ্ণপর্ণী, কাঁটাকুসুম, কুচিলা, কালাদানা, কামরাঙ্গা, খেৎপাপড়া, কাসন্দী, মুথা, মটমটিয়া, মানকচু, মহানিম, নিম, নাগেশ্বর, ওল, ফুটফুটিয়া, পটোল, নাল্‌তে, পলাশ, রক্তচন্দন, তেঁতুল, তালমূলী, সোমরাজ, সজিনা, সোঁদাল, শালপাণী, সোণামুখ প্রভৃতি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

কটকজেলায় হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নানা শ্রেণী লোকের বাস। ইংরাজরাজত্বের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় আক্রমণে কটকজেলা নিতান্ত দরিদ্র ও হীনাবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আবার অবস্থা ক্রমশঃই ভাল হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন লোকে পরিশ্রমী ছিল, এখন আর তেমন নাই; কৃষকেরাও বিলাসী হইয়া পড়িতেছে। ক্রমশঃই এখানে বিলাতী দ্রব্যের আদর বাড়িতেছে, দেশী দ্রব্যাদির উপর শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতেছে।

[বালেশ্বর পুরী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কটকট (ত্রি) কটপ্রকারঃ, প্রকারে দ্বিত্বম্। ১ অত্যন্ত। ২ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৩ (পুং) মহাদেব। ৪ অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটকটা (অব্য) কটকট-ডাচ্ (অব্যক্তানুকরণাদ্ দ্ব্যজবরার্ধা-দনিতৌ ডাচ্। পা ৫। ৪। ৫৭।) অনুকরণ শব্দবিশেষ।

("মুষ্টিভিশ্চ মহাঘোরৈরন্যোঽন্যমভিজঘ্নতুঃ।
ততঃ কটকটাশব্দো বভূব সুমহাত্মনোঃ।"
ভারত বন ১৫৭ অঃ।)

কটকার (ত্রি) কটং করোতি, কট-কৃ-অণ্। শিল্পকার জাতিবিশেষ, শূদ্রাগর্ভে গোপনে বৈশ্য কর্তৃক এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। মাদুর দড়মা প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ইহা-দিগের ব্যবসায়।

কটকী [ন্] (পুং) কটকো হস্ত্যাস্তি, কটক-ইনি। ১ পর্ব্বত। ২ (ত্রি) কটকযুক্ত।

কটকীয় (ত্রি) কটকায় হিতঃ, কটক-ছ। বলয়াদি প্রস্তুতের উপকরণ, স্বর্ণাদি।

কটকোল (পুং) কটতি প্রবতি, কট-অচ্; কটস্য কোলো ঘনীভাবো যত্র, বহুব্রী। নিষ্ঠিবনপাত্র, পিক্‌দানী।

(কটকোলঃ পুংসি পতদ্‌গ্রহে। শব্দাব্ধি।)

কটখাদক (ত্রি) কটং তৃণাদিকং সর্ব্বমেব খাদতি, কট-খাদ-ণ্বুল্। ১ সর্ব্বভক্ষক। ২ (কটং শবং খাদতি) শবখাদক। ৩ (পুং) কাচকলশ। ৪ কাক। ৫ শৃগাল।

কটঘোষ (পুং) কট প্রধানো ঘোষঃ, মধ্যপদলো°। ১ গোয়াল-পাড়া। ২ পূর্ব্বদেশীয় গ্রামবিশেষ।

কটঙ্কট (পুং) কটং শবং কটতি জ্বালয়া আবৃণোতি, কট-কট্ বাহুলকাৎ খচ্। ১ অগ্নি।

("কটঙ্কটায় ভাবায় নমঃ পঞ্চপলায় চ।" অগ্নি পু°।)

২ স্বর্ণ। ৩ চিতাবৃক্ষ। ৪ গণেশ। ৫ রুদ্র।

কটঙ্কটেরী (স্ত্রী) কটঙ্কটং বহ্নিজং সুবর্ণতুল্যং বা কান্তিং ঈরয়তি জ্ঞাপয়তি, কটঙ্কট-ঈর-অণ্-ঙীপ্। ১ হরিদ্রা। ২ দারুহরিদ্রা।

কটচ্ছুরি (পুং) জাতি ও গোত্রবিশেষ। নাগরখণ্ডে কট-চ্ছুরী নামে উক্ত হইয়াছে। (নাগর ২৭০। ৪)

পূর্ব্বকালে কটচ্ছুরি নামে এক প্রবল জাতি ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করিতেন, শিলালিপিতে এই জাতি কল-চুরি নামে অভিহিত হইয়াছে। [কলচুরি দেখ।]

কটদান (ক্লী) কটো দেহবর্ত্তনং দীয়তেঽত্র কট-দা-ল্যুট্। শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বপরিবর্ত্তন উপলক্ষে উৎসববিশেষ। এই উৎসব ভাদ্রমাসের শুক্ল একাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রের মধ্যপাদযোগে সন্ধ্যাকালে কর্ত্তব্য। দেশভেদে নাম 'করোট দেওয়া।'

কটন (ক্লী) কটেন তৃণাদিনা অন্যতে সম্পদ্যতে, কট-অন-অচ্। গৃহাচ্ছাদন, চাল।

কটনগর (ক্লী) পূর্ব্বদেশীয় নগরবিশেষ।

কটপল্বলা (ক্লী) প্রাগ্‌দেশীয় গ্রামবিশেষ।

কটপূতন (পুং) কটস্য শবস্য পূ তাং তনোতি কটপূ-তন-অচ্। প্রেতবিশেষ। ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মত্যাগী হইলে এই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া শব ভক্ষণ করে।

"অমেধ্য কুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ॥" মনু ১২। ৭১।

কটপ্রূ (পুং) কটে শ্মশানে প্রবতে বিচরতি, কট-প্রু-ক্বিপ্ দীর্ঘশ্চ। (ক্বিব্বচি প্রচ্ছি শ্রিস্রু প্রজ্ঞাং দীর্ঘো হসম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ২। ৫৭।) ১ মহাদেব। ২ রাক্ষস। ৩ বিদ্যাধর। ৪ পাশাক্রীড়ক।

(কটপ্রূঃ পুংসি রাক্ষসে। বিদ্যাধরে মহাদেবে তথা স্যাদক্ষদেবতে। মেদিনী।)

৫ কীট। ৬ বহুরূপী। (কটপ্রূঃ কামরূপী কীটশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কটপ্রোথ (পুং, ক্লী) কটস্য কট্যাঃ প্রোথঃ মাংসপিণ্ড, ৬-তৎ। কটিদেশস্থ মাংসপিণ্ড, নিতম্ব।

(কটপ্রোথঃ স্ফিচি পুমান্। শব্দাব্ধি।)

কটভঙ্গ (পুং) কটানাং শস্যানাং হস্তেন ভঙ্গঃ। ১ হাত দিয়া শস্য ছেঁড়া। ২ (কটস্য সৈন্যসংঘস্য ভঙ্গো যস্মাৎ) রাজবিনাশ।

(কটভঙ্গস্তু শস্যানাং হস্তচ্ছেদে নৃপাত্যয়ে। মেদিনী।)

কটভী (স্ত্রী) কটবদ্‌ভাতি, কট-ভা-ড-ঙীষ্। ১ জ্যোতিষ্মতী-লতা, নয়াফট্‌কী। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—কটু ও তিক্ত রস, সারক, কফ ও বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণ, বমন-কারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক ও স্মৃতিশক্তিপ্রদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কটভী, জ্যোতিষ্ক, কঙ্গুনী, পারাবত-পদী, পণ্যালতা ও কুকুন্দনী। ২ অপরাজিতা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নাভিক, শৌণ্ডী, পাটলী, ফিণিহী, মধুরেণু, ক্ষুদ্রশ্যামা, কৈড়র্য্য ও শ্যামলা। রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ; বায়ু, কফ ও অজীর্ণরোগনাশক। কটভী শ্বেত ও নীলভেদে দ্বিবিধ, উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট। ইহার ফলেরও ঐ সকল গুণ, তবে ফল কফশুক্রকারী। [অপরা-জিতা দেখ।] ৩ কাটাশিরীষ নামক বৃক্ষবিশেষ।

কটমালিনী (স্ত্রী) কটানাং কিণ্বাদৌষধীনাং মালা সাধন-ত্বেন অস্যাঃ অস্তি, কটমালা-ইনি-ঙীপ্। মদিরা; কিণ্বাদি ঔষধসমূহের দ্বারা ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কটম্ব (পুং) কটতি, কট-অম্বচ্ (কৃকদিকডিকটিভ্যোঽম্বচ্। উণ্ ৪। ৮২।) ১ বাদ্যবিশেষ। ২ (কট্যতে আব্রিয়তে শক্ররনেন) বাণ। (কটম্বস্তু বাদ্যভিদি বাণে। শব্দাব্ধি।)

কটম্বরা (স্ত্রী) কটং গুণাতিশয়ং বৃণোতি ধারয়তি, কট-বৃ-অচ-টাপ্। কটুকী। [কটুকী দেখ।]

কটম্ভর (পুং) কটং গুণাতিশয়ং বিভর্ত্তি, কট-ভৃ-অচ, মুমচ (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃ বৃজিধারি সহিতপিদমঃ। পা ৩। ২। ৪৬।) ১ শোনাবৃক্ষ। ২ কটভীবৃক্ষ।

কটম্ভরা (স্ত্রী) কটম্ভর-টাপ্। ১ রাজবালা। ২ প্রসারিণী, গন্ধভাদুলে। ৩ কটুকী। ৪ হস্তিনী। ৫ কলম্বিকা। ৬ গোলা। ৭ পুনর্নবা। ৮ মূর্ব্বা।

(কটম্ভরা প্রসারিণ্যাং গোলায়াং গজযোষিতি। কলম্বিকায়াং রোহিণ্যাং বর্ষাভূমূর্ব্বয়োরপি॥

হেম অনে ৪। ২৪৬-৭)

কটরকটর (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটরমটর (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ছোলাভাজা প্রভৃতি চর্ব্বণকালে যে শব্দ হয়, তাহা এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কটব্রণ (পুং) কটঃ উৎকটঃ ব্রণো যুদ্ধকণ্ডুরস্য, বহুব্রী। ভীমসেন। [ভীমসেন দেখ।]

(কটব্রণঃ পুমান্ ভীমে। শব্দাব্ধি।)

কটশর্করা (স্ত্রী) কটঃ নলঃ শর্করেব মিষ্টরসত্বাৎ যস্যাঃ, বহুব্রী। গাঙ্গেষ্টীলতা, নাটাকরঞ্জা।

(কটশর্করাতু নাটাকরঞ্জকে স্ত্রিয়াম্। শব্দাব্ধি।)

কটা (স্ত্রী) কট্কী। ২ (দেশজ) রুক্ষ গৌরবর্ণ, কটাসে।

কটাকু (পুং) কটতি কৃচ্ছ্রেণ জীবিকাং নির্ব্বাহয়তি, কট-কাকু (কটিকষিভ্যাং কাকুঃ। উণ্ ৩। ৭৭।) পক্ষী।

কটাক্ষ (পুং) কটৌ অতিশয়িতৌ অক্ষিণী যত্র, কট্-অক্ষি-ষচ্ (বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্। পা ৫। ৪। ১১৩।) কটং গণ্ডং অক্ষতি ব্যাপ্নোতি, কট-অক্ষ-অচ্ বা। ১ অপাঙ্গ দর্শন, আড়চোখে দেখা। ২ অপরের দোষদর্শন।

("ইত্যলং উপজীব্যানাং মান্যানাং ব্যাখ্যানেষু কটাক্ষনিক্ষেপেণ।" সাহিত্যদং।)

কটাগ্নি (পুং) কটেন তৃণাদিবেষ্টনেন জাতোঽগ্নিঃ ৩-তৎ। তৃণাদি বেষ্টনের দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন করা হয়।

"উভাবপিতু তাবেব ব্রাহ্মণ্যা গুপ্তয়া সহ।
বিপ্লুতৌ শূদ্রবদ্দণ্ড্যৌ দগ্ধব্যৌ বা কটাগ্নিনা॥"

মনু ৮। ২৭৭।

কটাটঙ্ক (পুং) শিব।

কটাৎ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটায়ন (ক্লী) কটস্য আসনবিশেষস্য অয়নং উৎপত্তিস্থানং, ৬-তৎ। বেণামূল। (কটায়নন্ত বীরণে। শব্দাব্ধি।)

কটার (পুং) কটং কন্দর্পমদং ঋচ্ছতি, কট-ঋ-অণ্। ১ কামী। ২ লম্পট।

কটাল (ত্রি) কটোঽস্যাস্তি কট-লচ্-আত্বং (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ৯৭।) মন্দ গণ্ডযুক্ত।

কটাস (কটাক্ষ)। পঞ্জাবপ্রদেশের বিতস্তানদীতীরবর্ত্তী একটি তীর্থস্থান। এইখানে সাতঘরামন্দির আছে। এই তীর্থ দর্শন করিতে বিস্তর লোক আগমন করিয়া থাকে। এইস্থানে চীন পরিব্রাজক হিউএন সিয়ং বর্ণিত 'পুণ্যপ্রস্রবণ' ছিল।

কটাহ (পুং) কটং উত্তাপাদিকং আহন্তি নিবারয়তি, কট-আ-হন্-ড। ১ কাছিমের খোলা। ২ দ্বীপবিশেষ। ৩ পাকপাত্রবিশেষ, কড়া। ৪ ভাজনাখোলা। ৫ কটং শত্রুং আহন্তি। অল্পশৃঙ্গযুক্ত মহিষশাবক। ৬ নরকবিশেষ। ৭ কর্ব্বূর। ৮ কূপ। ৯ সূর্য্য। ১০ মাথার খুলি। ১১ কাছাড়।

কটাহক (ক্লী) কটাহ-স্বার্থে কন্। কড়া।

কটি (পুং, স্ত্রী) কট্যতে বস্ত্রাদিনা স্থুব্রিয়তেঽসৌ, কট-ইন্। শরীরের মধ্যদেশ, কোমর, কাঁকাল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কট, শ্রোণিফলক, শ্রোণী, ককুদ্মতী, শ্রোণিফল, কটী, শ্রোণি, কলত্র, কটীর, কাঞ্চীপদ ও করভ।

সুশ্রুত মতে কটিদেশে পাঁচখানি অস্থি আছে, তন্মধ্যে গুহ্য, যোনি ও নিতম্বদেশে ৪ খানি এবং ত্রিক স্থানে ১ খানি, অস্থিসংঘাতক ১, অস্থিসন্ধি ৩, এই সন্ধির নাম তুন্নসেবনী। স্নায়ু ৬০, পেশী উভয় নিতম্বে ৫টি করিয়া ১০টি, কটিদেশস্থ মর্ম্ম অস্থিমর্ম্ম ইহার নাম কটীক, তরুণ অস্থি পৃষ্ঠবংশ অর্থাৎ মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অনতি নিম্নে কুকুন্দর নামক দুইটি মর্ম্ম আছে, তাহা হইতে কোনরূপে শোণিতস্রাব হইলে স্পর্শজ্ঞানশূন্য ও নিম্ন শরীরের চেষ্টা (গমনাগমন উত্থান প্রভৃতি) বিনষ্ট হইয়া যায়। নিতম্বের উপরিভাগে পার্শ্বান্তরে প্রতিবদ্ধ নিতম্ব নামক মর্ম্মদ্বয়, তাহা হইতে শোণিত ক্ষয় হইলে অধঃকায়ের শুষ্কতা ও দৌর্ব্বল্য ঘটিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কটিদেশের অভ্যন্তরস্থ মাংস ও রক্তবিশিষ্ট আশয়ের নাম মূত্রাশয় বা বস্তি; অশ্মরীরোগ ব্যতীত অন্য কারণে তাহার উভয় দিক্ বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ মৃত্যু হয়। এক পার্শ্বভেদ করিলে মূত্রস্রাবী ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাও কষ্টসাধ্য। কটিদেশে শিরা সংখ্যা ৮ বিটপস্থলে অর্থাৎ কুঁচকি ও কেশের মধ্যস্থলে দুই দুইটি করিয়া ৪টি ও কটিকতরুণে ৪টি। (সুশ্রুত শারীর ৫। ৬ অঃ।)

কটিকা (স্ত্রী) প্রশস্তা কটিরস্যাঃ, কটি-কন্-টাপ্। যে স্ত্রীর কটিদেশ অতি সুন্দর।

কটিকূপ (ক্লী) কটিদেশস্থং কূপম্, মধ্যপদলো°। নিতম্বস্থ গর্ত্তদ্বয়, ককুন্দর।

কটিতট (ক্লী) কটিরেব তটং স্থানম্। কটিদেশ।

কটিত্র (ক্লী) কটিং ত্রায়তে, কটি-ত্রৈ-ক। ১ পরিধেয় বস্ত্র। ২ চন্দ্রহার। ৩ কটিবর্ম্ম। ৪ চক্রাঙ্গ। ৫ কোমরবন্ধ।

("মৃণালগৌরং শিতিবাসসং স্ফুরৎ।
কিরীটকেয়ূরকটিত্রকঙ্কণম্।" ভাগ ৬। ১৬। ৩০।)

কটিদেশ (ক্লী) কটিনামকং দেশং অবয়বম্, মধ্যপদলো°। কোমর, কাঁকাল।

কটিন্ (ত্রি) কটোঽস্ত্যস্য, কট-ইনি (বৃহ্মণকঠজিল ইত্যাদি। পা ৪। ২। ৮০।) কটিযুক্ত। [কটি দেখ।]

কটিপ্রোথ (পুং) কট্যাঃ প্রোথঃ মাংসপিণ্ডঃ, ৬তৎ। কটিদেশস্থ মাংসপিণ্ড, নিতম্ব। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—স্ফিক্, পুলক, কটীপ্রোথ, কটি, প্রোথ ও পুল।

কটিভূষণ (ক্লী) কটের্ভূষণম্, ৬তৎ। কটিদেশের অলঙ্কার, চন্দ্রহার।

কটিমালিকা (স্ত্রী) কটৌ মালেব, কটিমাল-কন্-ইত্বম্। চন্দ্রহার।

কটিরোহক (পুং) কটিং হস্তিপশ্চাদ্ভাগং রোহতি, কটি রুহ-ণ্বুল্। হস্তির পশ্চাদ্ভাগ দিয়া যে হস্তিতে আরোহণ করে।

কটিল্ল (পুং) কটতি লতায়াং উৎপদ্যতে, কট্-বাহুলকাৎ ল্ল। কারবেল্ল, করেলা।

কটিল্লক (পুং) কটিল্ল-স্বার্থে কন্। করেলা।

কটিবন্ধ (পুং) কটিবধ্যতে যেন, কটি-বন্ধ-অচ্। কোমরবন্ধ, যাহা দ্বারা কটিদেশ বন্ধন করিয়া রাখা যায়।

কটিশীর্ষক (পুং) কটিঃ শীর্ষমিব, কটিশীর্ষসংজ্ঞায়াং কন্। কটিদেশ। (স্যাৎ কটিশীর্ষকঃ স্ফিচি। শব্দাব্ধি।)

কটশূল (পুং) কটিস্থঃ শূলঃ শূলরোগঃ, কর্ম্মধা°। কটিদেশস্থ শূলরোগ, কফ ও বায়ুজন্য কটিদেশে শূল উৎপন্ন হয়। গরুড় পুরাণের মতে—ইহার ঔষধ, একভাগ কুড় ও দুইভাগ হরীতকী উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে কটিশূল নিবারণ হয়। [শূল দেখ।]

কটশৃঙ্খলা (স্ত্রী) কট্যাঃ শৃঙ্খলা, ৬-তৎ। কটিদেশে ধারণের উপযুক্ত ক্ষুদ্র ঘুঙুর।

কটিসূত্র (ক্লী) কট্যাং ধার্য্যং সূত্রম্, মধ্যপদলো°। ১ চন্দ্রহার। ২ ঘুন্‌সি। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে কেবল কার্পাস সূত্র ধারণ

কটী [ন্] (ত্রি) কটঃ গণ্ডস্থলং প্রাশস্ত্যেনাস্ত্যস্তীতি কটঅস্ত্যর্থে ইনি (বৃঞ্জন্ কঠজিলসেনি ইত্যাদি। পা ৪।২।৮০) হস্তী।

কটী (স্ত্রী) কট-ঙীষ্ (যিদেগৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১। ১ পিপ্পলী। ২ শ্রোণিদেশ।

কটীতল (পুং) কট্যাং তলমাস্পদমস্য। অস্য কটি দেশধারণপ্রসিদ্ধেঃ কটীতল ইতিখ্যাতিঃ। বক্রখড়্গ, তলবার।

কটীর (পুং) কট্যতে আশ্রিয়তেঽসৌ, কট্যতেগম্যতেঽনেন ইতি কর্ম্মণি করণে বা কট ইরন্ (কৃশৃপৃকটিপটি শৌটিভ্যইরন্। উণ্ ৪।৩০) ১ কন্দর। ২ জঘনদেশ। ৩ নিতম্ব। ৪ কটি। (ক্লী) কট্যতে আশ্রিয়তে ইদং বাসসা ইতি কর্ম্মণি কট-ইরন্। কটি।

কটীরক (পুং) কটীর-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা, কন্। ১ জঘন। ২ কন্দর, গিরিগহ্বর। (পুং, ক্লী) কটি।

কটু (ক্লী) কটতি সদাচারমাবৃণোতীতি। কট-উণ্। ১ অসৎকার্য্য। ২ ভূষণ।

কটু (পুং) কটতি তীক্ষ্ণতয়া রসনাং মুখং বা আবৃণাতি যদ্বা কটতি বর্ষতি চক্ষুমুখনাসিকাদিভ্যো জলং স্রাবয়তীতি। কট্-উণ্ (অণশ্চ (১।৮) উনাদিসূত্রেচকারাৎ) কটিবটিভ্যাং চ।) ঝাল।

বাভটমতে কটুরসের লক্ষণ—জিহ্বা চিম্ চিম্ করিয়া অত্যন্ত উদ্‌বেজিত হইয়া উঠে, মুখ হইতে লালাস্রাব হয়, এবং গণ্ডদ্বয় ও মুখমধ্যে অতিশয় দাহ করে। চরকের মতে ইহার গুণ—মুখশোধক, অগ্নির উদ্দীপক, ভুক্ত বস্তুর পরিশোধক, নাসিকা ও চক্ষুঃস্রাবকারক, ইন্দ্রিয়সকল প্রফুল্লজনক; অলসক, শোথ, উদর্দ্ধ, অভিষ্যন্দ স্নেহ, স্বেদ, ক্লেদ ও মলনাশক; অন্নের রুচিকারক; কণ্ডু, ব্রণ ও ক্রিমিবিনাশক, ঘনীভূত রক্ত ভিন্নকারক। ইহাতে স্রোতঃসকল আবৃত এবং শ্লেষ্মার উপশম করে।

কটুরস অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে, শুক্রহানি, গ্লানি, অবসাদ, কৃশতা, মূর্চ্ছা, প্রাপ্তি, কণ্ঠদাহ, শারীরিক তাপ, বলক্ষীণ, তৃষ্ণা, এবং বায়ু ও অগ্নির বাহুল্য জন্য ভ্রম, মদ, বেদনা, কম্প, সূচীবেধবৎ পীড়া, ভেদ ও বাহুপার্শ্বে অন্যান্য বায়ুজন্য বিকার উপস্থিত হয়। ২ চাঁপাগাছ। ৩ চীনেকর্পূর। ৪ পটোল। ৫ কটীলতা। (স্ত্রী) ৬ কটুকী। ৭ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ৮ রাইসর্ষপ। (ত্রি) ৯ তিক্ত। ১০ কষায়। ১১ বিরস। ১২ পরশ্রীকাতর। ১৩ অপ্রিয়। ১৪ তীক্ষ্ণ। ১৫ উষ্ণ। ১৬ সুরভি। ১৭ দুর্গন্ধ। ১৮ কুৎসিত। ১৯ কটুরসবিশিষ্ট। ২০ (ক্লী°) অকার্য্য।

কটুক (ক্লী) কটুনাং কটুরসানাং ত্রয়ং, কটু সংজ্ঞায়াং কন্। ১ ত্রিকটু; শুঁট, পিপুল ও মরিচ। ২ (কটু-স্বার্থে কন্) (ত্রি) অপ্রিয়। ("দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ কটুকান্যভ্যভাষতাম্।"

ভারত অনুদ্যূত ৭৭।১৬।)

(পুং) ৩ কটুরস। ৪ পটোল। ৫ সুগন্ধি তৃণ। ৬ কুটজবৃক্ষ। ৭ আকন্দবৃক্ষ। ৮ রাজসর্ষপ। ৯ নাটা।

কটুকত্রয় (ক্লী) কটুকানাং কটুরসানাং ত্রয়ম্, ৬-তৎ। ত্রিকটু; শুঁট, পিপুল ও মরিচ।

কটুকত্ব (ক্লী) কটুকস্য ভাবঃ, কটুক-ত্ব (তস্য ভাবস্তলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কটুতা।

কটুকন্দ (পুং) কটুঃ কন্দোমূলমস্য। ১ সজিনাগাছ। ২ আদা। ৩ লশুন। (কটুকন্দঃ পুমান্ শিগ্রৌ শৃঙ্গবের রসোনয়োঃ।

মেদিনী।)

কটুকফল (ক্লী) কটুকং ফলমস্য, বহুব্রী। কক্কোল।

কটুকভক্ষী [ন্] (পুং) গোত্রপ্রবরবিশেষ।

কটুকরঞ্জ (পুং) নাটা করঞ্জ।

কটুকরোহিণী (স্ত্রী) কটুকা সতী রোহতি, কটুক-রুহ-ণিনি। কটকী।

কটুকবল্লী (স্ত্রী) কটুকাচাসৌ বল্লীচেতি, কর্ম্মধা। কটকী।

কটুকা (স্ত্রী) কটু-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্। ১ কটকী, ইহার

সংস্কৃত পর্য্যায়—জননী, তিক্তা, রোহিণী, তিক্তরোহিণী, চক্রাঙ্গী, মৎস্যপিত্তা, বকুলা, শকুলাদনী, সাদনী, শতপর্ব্বা, ছিন্নাঙ্গী, মলভেদিনী, অশোকরোহিণী, কৃষ্ণা, কৃষ্ণভেদী, মহৌষধী, কটী, অঞ্জনী, কাণ্ডরুহা, কটু, কটুরোহিণী, কটুকরোহিণী, কেদারকটুকা, অরিষ্টা, পামঘ্নী, কটম্বরা, কটুম্ভরা ও অশোকা। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ— অতি কটু, তিক্ত, শীতল, পিত্ত, রক্ত, দাহ, কফ, অরুচি, শ্বাস ও জ্বরনাশক। ২ তাম্বুলী। ৩ কুলিক বৃক্ষ। ৪ রাইসরিষা। ৫ তিতলাউ।

কটুকাদ্যলৌহ (ক্লী) শোথাধিকারের বৈদ্যকোক্ত ঔষধ বিশেষ। এই ঔষধ কটকী, ত্রিকটু, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহের সহিত মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হয়। ইহা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ বিনষ্ট হয়।

কটুকীগ্রাম। চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মখণ্ড ৪২।৮২)

কটুকাটব্য (ক্লী) কটুচ তৎ কাটব্যঞ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ অত্যন্ত কর্কশ বাক্য। ২ গালাগালি।

কটুকালাবু (পুং) কটুকশ্চাসৌ অলাবুশ্চেতি, কর্ম্মধা। তিক্ত অলাবু, তিতলাউ।

কটুকী (স্ত্রী) কটু-স্বার্থে কন্-ঙীষ্। কটকী।

কটুকীট (পুং) কটুস্তীক্ষ্ণঃ দংশনেন দুঃখপ্রদঃ কীটঃ, কর্ম্মধা। মশক, মশা। (কটুকীটস্তু মশকে। শব্দাব্ধি।)

কটুকীটক (পুং) কটুকীট-স্বার্থে কন্। মশক।

কটুক্কাণ (পুং) কটুঃ কর্কশঃ ক্কাণঃ শব্দো যস্য, বহুব্রী। টিট্টিভ পক্ষী।

(টিট্টিভস্তুকটুক্কাণ উৎপাদ শয়নশ্চ সঃ। হেম ৪।৩৯৬।)

কটুগ্রন্থি (ক্লী) কটুস্তীব্রো গ্রন্থিমূলমস্য, বহুব্রী। ১ পিপলী মূল। ২ শুণ্ঠী।

কটুষ্কতা (স্ত্রী) কটু দূষিতং করোতি, কটু-কৃ-ড লুম্ (পৃষো দরাদিত্বাৎ।) তস্য ভাবঃ, কটুষ্ক-তল্-টাপ্। নিত্যকর্ম্ম ও আচারে নিষ্ঠুরতা।

(নিত্যকর্ম্ম সমাচার নিষ্ঠুরত্বে কটুষ্কতা। হারা।)

কটুচাতুর্জাতক (ক্লী) চতুর্ভ্যোজাতকং-স্বার্থে অণ্. কটু চ তৎ চাতুর্জাতকঞ্চেতি, কর্ম্মধা। এলাইচ, দারুচিনি, তেজ-পত্র ও মরিচ এই চারিটি বস্তুবোধক।

কটুচ্ছদ (পুং) কটুচ্ছদঃ পত্রমস্য, বহুব্রী। টগর বৃক্ষ। (কটুচ্ছদস্তু টগরে. শব্দাব্ধি।)

কটুতা (স্ত্রী) কটু-তল্-টাপ্। ১ উগ্রতা। ২ তীক্ষ্ণতা। ৩ অপ্রিয়তা। ৪ কর্কশতা।

কটুতিক্তক (পুং) কটুশ্চাসৌ তিক্তশ্চেতি, কটুতিক্ত অল্পার্থে-কন্। ১ শোণগাছ। ২ চিরাতা।

কটুতিক্তা (স্ত্রী) বিপাকে কটুঃ স্বাদে তিক্তা। তিতলাউ।

কটুতিক্তিকা (স্ত্রী) কটুতিক্ত-স্বার্থে কন্-টাপ্, অত ইত্বম্। তিতলাউ।

কটুতুণ্ডিকা (স্ত্রী) কটুতিক্ত-স্বার্থে কন্-টাপ্, অত ইত্বম্। তিতলাউ।

কটুতুণ্ডী (স্ত্রী) কটু তীব্রং তুণ্ডমস্যাঃ, কটুতুণ্ড-স্বার্থে কন্, অত ইত্বম্। লতাবিশেষ, তিক্তঝিঙা। কটুতরাই। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তিক্ততুণ্ডী, তিক্তাখ্যা, কটুকা।

রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত; কফ বমন বিষ অরোচক রক্ত ও পিত্তনাশক, স্রোতঃশোধক এবং বিরেচক।

কটুতুম্বী (স্ত্রী) কটুশ্চাসৌ তুম্বীচেতি, কর্ম্মধা। তিক্ত অলাবু, তিতলাউ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—ইক্ষ্বাকু, কটুকালাবু, নৃপাত্মজা, কটুতিক্তিকা, কটুফলা, তুম্বিনী, কটুতুম্বিনী, বৃহৎ-ফলা, রাজপুত্রী, তিক্তবীজা ও তুম্বিকা।

রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, বমনকারক, শ্বাস, বায়ু, কাস, শোথ, ব্রণ, শূকবিষ, পাণ্ডু, কৃমি ও কফনাশক, শোধক এবং লঘুপাকী। [অলাবু দেখ।]

কটুতৈল (ক্লী) কটুতীক্ষ্ণং তৈলং কর্ম্মধা। সরিষার তৈল। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—অগ্নিদীপক, কটুরস ও পাকে কটু, লঘু, শরীরের কৃশতাকারক, লেখন, উষ্ণস্পর্শ ও উষ্ণ-বীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রক্তপিত্তদূষিতকর; কফ, মেদ, বায়ু, অর্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র (ধবল) কোঠ ও দুষ্টব্রণ নাশক। রাইসরিষা বা শ্বেতসরিষার তৈলও এইরূপ গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ তাহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপন্ন হয়।

সর্ষপতৈলের দ্বারাও আয়ুর্ব্বেদ মতে অনেক রোগনাশক তৈল প্রস্তুত হয়, সেই সকল তৈল প্রস্তুতের পূর্ব্বে তৈলে মূর্চ্ছাপাক দিতে হয়।

কটুতৈলের মূর্চ্ছাপাক এইরূপ—দৃঢ় কড়ায় করিয়া তৈল মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে হয়, ফেনশূন্য হইলে উনুন বা চুলী হইতে নামাইয়া মঞ্জিষ্ঠা, আমলা, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, নালুকা ও বহেড়া ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিবে। প্রত্যেক বস্তুই শিলে পেষণ করিয়া জলে গুলিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিতে হয়। /৪ চারিসের তৈলের উপযুক্ত

দ্রব্য পরিমাণ,—মঞ্জিষ্ঠা ২ প[illegible] অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, জল ।৬ সের।

কটুত্রয় (ক্লী) কটুনাং কটুরসানাং ত্রয়ম্, ৬তৎ।—ত্রিকটু; শুঁট, পিপুল ও মরিচ। বাভটে লিখিত আছে,—ত্রিক[illegible] অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, শ্লীপদ ও পীনস রোগ নষ্ট করে।

কটুদলা (স্ত্রী) কটুদলং পত্রং যস্যাঃ, বহুব্রী। কর্কটী, কাঁকুড়।

কটুনিষ্পাব (পুং) কটুশ্চাসৌ নিষ্পাবশ্চেতি, কর্ম্মধা। নদীতীরে উৎপন্ন নিষ্পাব ধান্যবিশেষ।

কটুপত্র (পুং) কটুঃ তীব্রং পত্রং যস্য, বহুব্রী। পর্পট, ক্ষেৎপাপড়া।

কটুপত্রিকা (স্ত্রী) কটুপত্রং যস্যাঃ, কটুপত্র-কপ্-টাপ্-অৎ-ইত্বম্। কণ্টকারীবৃক্ষ। [কণ্টকারী দেখ।]

কটুপাক (ত্রি) কটুঃ পাকেঽস্য। ১ যে সকল দ্রব্য পাক কালে কটু হয়। ২ যে সকল দ্রব্য পরিপাক হইলে কটু হয়, তেজ, বায়ু ও আকাশ গুণবহুলদ্রব্য কটুপাক হইয়া থাকে। কটুপাক দ্রব্য বায়ুবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ।)

কটুপাকী [ন্] (ত্রি) কটুঃ পাকোঽস্ত্যস্য কটুপাক-ইনি। কটুপাকযুক্ত দ্রব্য।

কটুফল (পুং) কটুফলমস্য, বহুব্রী। পটোল। [পটোল দেখ।]

কটুফলা (স্ত্রী) কটুফলমস্যাঃ, বহুব্রী। শ্রীবল্লীবৃক্ষ।

কটুভঙ্গ (পুং) কটুঃ একৈকদেশ ভঙ্গশ্চ যস্য। শুণ্ঠী।

কটুভদ্র (ক্লী) কটু অতি ভদ্রং হিতজনকম্। ১ শুণ্ঠী। ২ আর্দ্রক, আদা।

কটুভাষী [ন্] (ত্রি) কটুঃ কর্কশং ভাষতে কটু-ভাষ-ণিনি। যে কটুবাক্য বলে।

কটুমঞ্জরিকা (স্ত্রী) কটুস্তীক্ষ্ণা মঞ্জরী অস্তি অস্যাঃ, কটুমঞ্জরী-অচ্-ঙীষ্-সংজ্ঞায়াং কন্, পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। অপামার্গ, অপাং। [অপামার্গ দেখ।]

কটুমোদ (ক্লী) কটুরেব মোদঃ গন্ধোঽস্য, বহুব্রী। জ্বরাদি নাশক সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

কটুম্ভরা (স্ত্রী) কটুম্ বিভর্ত্তি, কটু-ভৃ-খচ্-মুম্-টাপ্। ১ কটকী। ২ গন্ধভাদুলে।

কটুর (ক্লী) কটতি বর্ধতি মন্থনেন গুণান্তরং রূপান্তরং বা, কট-উরন্। তক্র, ঘোল। [তক্র দেখ।]

কটুরব (পুং) কটুঃ কর্কশো রবো ধ্বনি র্যস্য, বহুব্রী। ভেক, ব্যাঙ্।

কটুরোহিণী (স্ত্রী) কটুশ্চাসৌ রোহিণী চেতি কর্ম্মধা। কটুঃ সতীরোহতি কটু-রুহ-ণিনি-ঙীপ্ বা। কটকী।

কটুলিঙ্গ। গৌড়জাতির শাখাবিশেষ। ইহাদের আচার ব্যবহার হিন্দুর ন্যায়।

কটুবর্গ (পুং) কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ।* সুশ্রুতে এই সকল দ্রব্য কটুবর্গের মধ্যে লিখিত আছে, যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, আদা, মরিচ, গজপিপ্পলী, করেণুকা, এলা, যবানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, মহানিম্বফল, হিঙ্গ, বামনহাটি, মধুরস, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ, কটকী; সুরসা, শ্বেতসুরসা, ফণিজ্বক, অর্জক প্রভৃতি তুলসী সকল, গন্ধতৃণ, সুগন্ধক, সুমুখ, কালমাল, কাসমর্দ্দ, ক্ষবক, খরপুষ্প, কটফল, সুরসী, নিসিন্দা, কুলাহক, ইন্দুরকাণী, পুরাতন আমলকী, কাকমাচী, বিষমুষ্টি, সজিনা, মধুশিগ্রু নামক অন্যবিধ সজিনা, মূলা, লশুন, মৌরি, কুড়, দেবদারু, বল্গুজফল, গুগ্গুল, মুথা, লাঙ্গলকী, শুকনাশা, পীলু প্রভৃতি দ্রব্যসকল। ধুনা প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যও এই গণের অন্তর্ভূত।

কটুবার্ত্তাকী (স্ত্রী) কটুশ্চাসৌ বার্ত্তাকী চেতি, কর্ম্মধা। শ্বেত কণ্টকারী।

কটুবিপাক (ত্রি) কটুঃ কটুরসো বিপাকে যস্য, বহুব্রী। কটুপাক দ্রব্য।

কটুবীজা (স্ত্রী) কটুবীজং ফলং যস্যাঃ, বহুব্রী। পিপ্পলী, পিপুল।

কটুশৃঙ্গাল (ক্লী) কটুনাং শৃঙ্গায় প্রাধান্যায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কটু-শৃঙ্গ-অল্-অচ্। গৌরসুবর্ণ শাকবিশেষ।

কটুস্নেহ (পুং) কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নেহো যস্য, বহুব্রী। ১ সর্ষপ। ২ শ্বেতসর্ষপ, রাইসরিষা। ৩ (কর্ম্মধা) কটুতৈল, সরিষার তৈল।

কটূৎকট (ক্লী) কটুষু উৎকটম্, ৭তৎ। আদা।

কটূৎকটক (ক্লী) কটূৎকট-সংজ্ঞায়াং কন্। শুঁট।

কটোদক (ক্লী) কটায় প্রেতায় দেয়মুদকং। প্রেতের উদ্দেশে যে তর্পণ করা হয়।

কটোর (ক্লী) কট্যতে বৃষ্যতে নিষিচ্যতে বা ভক্ষ্যদ্রব্যং যত্র, কট-ওলচ্, লস্য রত্বম্। পাত্রবিশেষ, বাটী, কটোরা।

কটোরক (ক্লী) কটোর-স্বার্থে কন্। বাটী।

কটোরা (স্ত্রী) কটোর-টাপ্। বাটী। মৃত্তিকানির্ম্মিত বাটীর ন্যায় ক্ষুদ্রপাত্রকেই বাঙ্গালায় 'কটোরা' বা 'কটুরা' বলা হয়। কিন্তু হিন্দুস্থানীগণ বাটী মাত্রকেই কটোরা বা কটুরী বলিয়া থাকে।

কটোল (পুং) কটতি আবৃণোতি সদাচারং অন্যরসং বা, কট-উলচ্ (কপিগডিগণ্ডিকটিপটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১।৬৭।) ১ কটুরস। ২ (ত্রি) কটুরসযুক্ত দ্রব্য। ৩ চণ্ডাল।

(কটোলঃ কটুঃ কটোলশ্চাণ্ডালঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কটোলবীণা (স্ত্রী) কটোলস্য চণ্ডালস্য বীণাবাদ্যবিশেষঃ, ৬তৎ। চণ্ডালদিগের বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম কেন্দুড়া।

(কটোলবীণা কেন্দুড়াহ্বয়যন্ত্রকে। শব্দাব্ধি।)

কট্‌কট্‌ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ যাতনাবিশেষ।

কট্‌কটানি (দেশজ) যাতনাবিশেষ।

কট্‌কটে (দেশজ) ১ শুষ্ক, নীরস। ২ যে সকল বালকবালিকা বয়সের অনুপযুক্ত কথা বলে। ৩ যে সকল জন্তু 'কট্‌কট্‌' শব্দ করে, যেমন কট্‌কটে ব্যাঙ্‌ প্রভৃতি। ৪ চালাক। ৫ ৺জগন্নাথদেবের প্রসাদবিশেষ।

কট্‌কিনা (দেশজ) ১ কঠিনতা। ২ একবৎসরের জন্য জমী ইজারা দেওয়া নাম।

কট্‌কিনাদার (পারস্য) যে ব্যক্তি একবৎসরের জন্য জমী ইজারা লয়।

কট্‌কেনা (দেশজ) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কঠিন নিয়মে পালন করা। "তুলিয়া সে মাটী, দিবে ছড়াঝাঁটি, রাধিকার এটী কট্‌কেনা।" রাসু।

কট্‌কী (দেশজ) কটুকীশব্দের অপভ্রংশ, ঔষধবিশেষ।

কট্‌ফল (পুং) কটতি কটুতয়া অন্যরসং আবৃণোতি, কট্‌-কিপ্‌। কটফলং যস্য, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ, কায়ফল। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, কুম্ভী, কৈটর্য্য, সোমবল্ক, সোমবৃক্ষ, রোহিণী, কৃষ্ণগর্ভ, প্রচেতসী, ভদ্রাবতী, মহাকুম্ভী, রামসেনক, কুমুদা, উগ্রগন্ধ, ভদ্রা, রঞ্জনক, লঘুকাশ্মর্য্য, শ্রীপর্ণী, কাফল, পরুষকুমুদী। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাশ, কণ্ঠরোগ ও অরুচি নাশক।

কট্‌ফলা (স্ত্রী) কট্‌ফল মস্যাঃ, বহুব্রী। ১ গাম্ভারী গাছ। ২ বৃহতী। ৩ কাকমাচী। ৪ দেবদালী। ৫ বার্ত্তাকী। ৬ মৃগের্ব্বারু।

কট্‌ফলাদি [বৃহৎ] (পুং) বৈদ্যকোক্ত পাচনবিশেষ। কট্‌ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেৎপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গি, ইন্দ্রযব, ধনে, শঠী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, বালা, চিরাতা, বামনহাটী, হিঙ্গ্‌, বেড়েলা, শোনাছাল, গামারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও পিপুলমূল, সমুদায় ২ তোলা, ৩২ তোলা জলের সহিত জাল দিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ আদার রস ও হিঙ্গ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সান্নিপাতিক জ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভঙ্গ, গলরোগ, কর্ণমূলের শোথ, হনুগত রোগ, মুখরোগ, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, শিরোরোগ, মস্তকের ভার ও বাতশ্লেষ্ম জন্য বধিরতা নষ্ট হয়।

কট্বঙ্গ (পুং) কটু অঙ্গমস্য, বহুব্রী। ১ শোনাগাছ। ২ (কটু উগ্রং বীর্য্যব্যঞ্জকং অঙ্গং কলেবরমস্য) দিলীপ নামক সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ।

(কট্বঙ্গস্তু দিলীপকে। সূর্য্যবংশরাজভেদে শ্যোনাকে। শব্দাব্ধি।)

[খট্বাঙ্গ দেখ।]

কট্বর (ক্লী) কটতি বর্ষতি রসান্তরং, কট্‌-ষরচ্‌ (ছিত্বর ছত্বর ধীবর পীবর মীবর চীবর তীবর নীবর গহ্বর কট্বরসংযদ্বরাঃ। উণ্‌ ৩। ১।) ১ দধির সারবিশিষ্ট ঘোল। ১ ব্যঞ্জন। (কট্বরং ব্যঞ্জনম্‌। উজ্জ্বল।)

কট্বরতৈল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত জ্বররোগের তৈলবিশেষ। ইহা স্বল্প ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ।

স্বল্প কট্বর তৈল,—তিলতৈল ৴৪ সের, কট্বর ॥৪ সের ও সচললবণ, শুঁট, কুড়, মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা সমুদায়ে ৴১ সের, কল্কের সহিত পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে শীত ও দাহ যুক্ত জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহৎ কট্বর তৈল,—তিলতৈল ৴৪ সের, শুক্ত ৴৪ সের, কাঁজি ৴৪ সের, দধিমাত ৴৪ সের, তক্র ৴৪ সের, গোড়ালেবুর রস ৴৪ সের। কল্কার্থ পিপ্পলী, চিতামূল, বচ, বাসকছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, পিপুলমূল, এলাইচ, আতইচ, রেণুক, শুঁট, পিপুল, মরিচ, যমানী, দ্রাক্ষা, কণ্টকারী, চিরেতা, বেলছাল, রক্তচন্দন, বামনহাটী, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলা, শালপাণী, মূর্ব্বামূল, জীরা, সর্ষপ, হিঙ্গ, কট্‌কী ও বিড়ঙ্গ, সমুদায়ে ৴১ সের। যথারীতি পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বিবিধ বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

কট্বার (পুং) অস্ত্রবিশেষ, কাটারি।

(কট্বারো না শস্ত্রভেদে। শব্দাব্ধি।)

কট্বী (স্ত্রী) কট্যতে কটুরসতয়া স্বাদ্যতে অনুভূয়তে বা, কট-উন্‌-ঙীপ্‌। ১ কট্‌কী। ২ কটুরসযুক্ত।

কঠ (পুং) কঠেন প্রোক্তমধীতে, কঠশাখামভিজানাতি বা, কঠ-ণির্নে লুক্‌ (কঠচরকাল্লুক্‌। পা ৪।৩।১০৭।) মুনিবিশেষ।

ইনি বেদের কঠশাখার প্রবর্ত্তক। মহাভাষ্য মতে ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য। ইহার প্রবর্ত্তিত শাখা 'কাঠক' নামে প্রসিদ্ধ। এখন এই শাখার বেদসংহিতা লোপ হইয়া গিয়াছে। কাঠক শাখাধ্যায়ীগণও 'কঠ' নামে অভিহিত। ইহাঁদের সহিত সামের কলাপ ও কৌথুমশাখীদিগের সংস্রব ছিল। রামায়ণেও কঠকালাপগণ একত্র উক্ত হইয়াছেন—

"পণ্ডকাভিশ্চ সর্ব্বাভির্গবাং দশশতেন চ।
যে চেমে কঠকালাপা বহবো দণ্ডমানবাঃ॥"
অযোধ্যা ৩২।১৮।

হরদত্তের মতে, কঠশাখারও বহ্বৃচাদি আছে।
"বহ্বৃচাদাবপ্যন্তি কঠশাখা।"
[সিদ্ধান্তকৌমুদী বৈদিক প্রক্রিয়া ৭। ৪। ৩৮ সূত্র দেখ।]

১ মুনিবিশেষ। ২ কঠশাখাধ্যায়ী। ৩ ঋকৃবিশেষ। ৪ স্বর-বিশেষ। ৫ ব্রাহ্মণ। ৬ দেবতা। ৭ উপনিষদ্‌বিশেষ। ("ঈশকেনকঠপ্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডুক্যতিত্তিরি।" মুক্তিকোপনিষৎ) ৮ দুঃখ। ৯ কষ্ট।

কঠকোপনিষদ্ (স্ত্রী) তর্কাদিপূর্ণ উপনিষদ্‌বিশেষ।

কঠমর্দ্দ (পুং) কঠং কষ্টজীবনং মৃদ্নাতি, কঠ-মৃদ-অণ্। শিব। (কঠমর্দ্দো মহাদেবে। শব্দাব্ধি।)

কঠর (ত্রি) কঠ্-অরন্। কঠিন।
(কঠরঃ কঠিনে ত্রিষু। শব্দাব্ধি।)

কঠবল্লী (স্ত্রী) অথর্ব্ববেদান্তর্গত উপনিষদ্‌বিশেষ।

কঠশাখা (স্ত্রী) কঠেন প্রোক্তা শাখা, মধ্যপদলো°। যজুর্ব্বেদান্তর্গত কঠপ্রণীত শাখাবিশেষ।

কঠশাঠ (পুং) ঋষিবিশেষ।

কঠশ্রোত্রীয় (পুং) কঠশ্রুতিং বেত্তি অধীতে বা, কঠশ্রুতি-ষ্যঞ্। ১ কঠশ্রুতিজ্ঞ। ২ যে কঠশ্রুতি অধ্যয়ন করে।

কঠাকু (পুং) পক্ষিবিশেষ, কাঠঠোকরা।

কঠাহক (পুং) কঠং কঠিনং আহন্তি, কঠ-আ-হন্-ড, কঠাহঃ তাদৃশং কং শিরো যস্য। দাত্যূহ পক্ষী, ডাকপাখী।

কঠিকা (স্ত্রী) কঠ-বাহুলকাৎ বুন্। খড়ী।

কঠিঞ্জর (পুং) কঠিং কঠিনং জরয়তি, কঠ-জৄ-ণিচ্-খচ্ মুম্‌চ। কঠি-জৄ-অণ্ বা (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) তুলসীবৃক্ষ; ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—পর্ণাস, কুঠেরক, লোণিকা, জাতুকা, পর্ণিকা, পত্তূর, জীবক, সুবর্চ্চলা, কুরুবক, কুন্তলিকা, কুরণ্টিকা, তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, ভূতঘ্নী ও দেবদুন্দুভি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—কটু ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, দাহকারী, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক, এবং কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল, কফ ও বায়ুনাশক। শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে তুলসী দুই প্রকার, উভয়ই তুল্য গুণবিশিষ্ট।
[তুলসী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কঠিন (ত্রি) কঠ-ইনচ্ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২। ৪৯।) ১ দৃঢ়, শক্ত। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কঠর, ককৃথট, ক্রূর, কঠোর, নিষ্ঠুর, দৃঢ়, জঠর, মূর্ত্তিমৎ, মূর্ত্ত, ককৃখট, কঠোল, জরঠ, কর্কর, কাঠর ও কমঠাম্বিত। ২ নিষ্ঠুর। ৩ দুর্ব্বোধ, যে সকল বিষয় সহজে বুঝা যায় না। ৪ তীক্ষ্ণ। ৫ দুঃসহ, যাহা সহজে সহ্য করা যায় না।
("নিতান্তকঠিনাং রুজং মম ন বেদ সা মানসীম্।"
বিক্রমোর্ব্বশী।)
৫ স্তব্ধ। ৬ (ক্লীং) পাত্রবিশেষ, স্থালী, হাঁড়ী।
(কঠিনমপিনিষ্ঠুরে স্যাৎ স্তব্ধেঽপি ত্রিষু নপুংসকং সংস্থাল্যাম্। মেদিনী।)

কঠিনচিত্ত (ত্রি) কঠিনং চিত্তং যস্য, বহুব্রী। নির্দ্দয়।

কঠিনতা (স্ত্রী) কঠিনস্য ভাবঃ, কঠিন-তল্-টাপ্। ১ দৃঢ়তা। ২ নিষ্ঠুরতা। ৩ তীক্ষ্ণতা। ৪ দুঃসহতা। ৫ দুর্ব্বোধতা। ৬ ভয়ানকতা।

কঠিনপৃষ্ঠ (পুং) কঠিনং পৃষ্ঠমস্য, বহুব্রী। কচ্ছপ, কাছিম।

কঠিনপৃষ্ঠক (পুং) কঠিন-পৃষ্ঠ-স্বার্থে সংজ্ঞায়াম্বা কন্। কচ্ছপ।

কঠিনা (স্ত্রী) কঠিন-টাপ্। ১ শর্করা। ২ মিছরি, গুড়ের সার, গুড়ের নিম্নদেশে যে শক্ত দানা দানা জমিয়া থাকে।
(কঠিনী তু খটিকা স্যাৎ কঠিনা গুড়শর্করী।
হেম° অনে° ৩। ৩৬২)

কঠিনিকা (স্ত্রী) কঠিন-ঙীষ্ স্বার্থে কন্-টাপ্-হ্রস্বশ্চ। ১ কঠিনী, খড়ী। ২ স্থালী, হাঁড়ী।
(কঠিনিকা চ কঠিনী স্থাল্যাঞ্চ খটিকাসু চ। শব্দাব্ধি।)

কঠিনীভূত (ত্রি) অকঠিনং কঠিনং ভূতম্, চ্বি। যে সকল দ্রব বস্তু শক্ত হইয়া যায়।

কঠিনী (স্ত্রী) কঠিন-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১।) খটিকা, খড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পাকশুক্লা, অমিলা ধাতু, ককৃথটী, খটী, খড়ী, বর্ণলেখিকা, ধাতুপল ও কঠিনিকা।
("গুণিগণগণনারম্ভে ন পততি কঠিনী সম্ভ্রমাদ্ যস্য।
তেনাম্বা যদি সুতিনী বদ বন্ধ্যা কীদৃশী ভবতি॥" হিতোপদেশ।)
[খড়ী দেখ।]

কঠিন্যাদিপেয়া (স্ত্রী) বৈদ্যকোক্ত পেয়বিশেষ। ফুলখড়ী ৮ তোলা, মিছরি ৪ তোলা, গঁদ ৪ তোলা, মৌরী ২ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, একত্র ঈষৎ কুটিয়া কোন মৃৎপাত্রে /১ সের জলের সহিত রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে ছাঁকিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে, উপরের অংশ নির্ম্মল হইবে। সেই স্বচ্ছ জলপানে গ্রহণী, আমাশয় ও রক্তপিত্তের উপশম হয়। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহের সহিত লবঙ্গ ২ তোলা ও ধনে ২ তোলা মিশ্রিত করিলে অম্লপিত্তের; এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত কেবল বেলশুঁট ২ তোলা যোগ করিলে রক্তাতিসারের উপকার হইয়া থাকে।

কঠিল্ল (পুং) কঠতি ভোজনে দুঃখং উদ্বেগং বা জনয়তি, কঠ বাহুলকাৎ ইল্ল। কারবেল্ল, করেলা।

কঠিল্লক (পুং) কঠিল্ল-স্বার্থে কন্। ১ করেলা। ২ পুনর্ণবা। ৩ তুলসী।

(কঠিল্লঃ পুংসি চ কঠিল্লকঃ স্যাৎ কারবেল্লকে। শব্দাব্ধি।)

কঠী (স্ত্রী) কঠ ঙীষ্। ১ কঠশাখাধ্যায়ীর পত্নী। ২ ব্রাহ্মণী।

কঠের (পুং) কঠতি কৃচ্ছ্রেণ জীবতি, কঠ-এরক্‌(পতিকঠি-কুঠিগডিগুডিদংশিভ্য এরক্। উণ্। ১। ৫৯।)

কষ্টে যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, দরিদ্র।

কঠেরণি (পুং) ঋষিবিশেষ।

কঠেরু (পুং) কঠ-এরু। চামরের বাতাস। (কঠেরুমরুতৌ পুংসি। শব্দাব্ধি।)

কঠোর (ত্রি) কঠতি পারুষ্য মাচরতি, কঠ-ওরন্ (কঠিচকিভ্যা-মোরন্। উণ্ ১। ৬৫।) ১ কঠিন। ২ পূর্ণ। (কঠোরঃ কঠিনঃ পূর্ণশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)

("কঠোরতারাধিপলাঞ্ছনচ্ছবিঃ।" মাঘ ১। ২০।)

৩ জরঠ। ৪ কঠিন নিয়ম। ৫ দারুণ। ৬ সুস্মবোদ্ধা। ৭ নিষ্ঠুর। ৯ ক্রূরকর্ম্মা। ১০ ভয়ানককর্ম্মা।

কঠোরগিরি। শৈলবিশেষ। অরুণাচল ও ত্রিচনপল্লীর মধ্য-বর্ত্তী। এই শৈলের উপর শিবমন্দির আছে। এখানে নানা স্থান হইতে যাত্রীগণ দেবদর্শনে আসিয়া থাকেন।

কঠোল (ত্রি) কঠ-ওলচ্। ১ কঠোর। ২ কঠিন।

কড় (ত্রি) কড়তি মাদ্যতি, কড়-পচাদ্যচ্। ১ মূর্খ। ২ পাগল। ৩ ভক্ষ্যদ্রব্য। (দেশজ) ৪ শঙ্খনির্ম্মিত স্ত্রীলোকের করভূষণ বিশেষ। (বিবাহকালে অনেক বালিকা শঙ্খ পরিতে অসমর্থ হয়, এজন্য তাহাদিগকে একএকগাছি শঙ্খের 'কড়' পরান হয়।) ৫ গালা নির্ম্মিত বালা। ৬ মৎস্য ধরিবার সূত্রবিশেষ।

কড়ক (ক্লী) কড্যতে অদ্যতে, কড়-অচ্-সংজ্ঞায়াং কন্। করকচ লবণ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—সামুদ্র, ত্রিকুট, অক্ষীব, বশির, সামুদ্রজ, সাগরজ, ও উদধিসম্ভব। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর, বিপাক, ঈষৎ তিক্ত ও মধুর রসযুক্ত, গুরু, অতিশয় উষ্ণ বা শীতল নহে, অগ্নিদীপক, ভেদক, ক্ষারযুক্ত, অবিদাহী, কফকারক, বায়ুনাশক, তীক্ষ্ণ ও অরুক্ষ।

কড়কচ (ক্লী) সামুদ্রলবণ। (কড়কং স্যাৎ কড়কচং সামুদ্র-লবণে দ্বয়ম্। শব্দাব্ধি।) এই লবণ সাদা ও কাল দুই প্রকার হইয়া থাকে, বীরভূম জেলায় সাদা করকচ ভিন্ন কাল পাওয়া যায় না। কাল করকচ অপেক্ষা সাদা করকচ কিছু শক্ত বলিয়া বোধ হয়। করকচ সৈন্ধবলবণের ন্যায় বিশুদ্ধ, এজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে বিধবাদিগের সৈন্ধব ও সামুদ্র উভয় লবণ ভোজনের বিধান আছে।

কড়কন (দেশজ) ১ ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া যাওয়া। ২ অঙ্কুরিত হওয়া গজন। ৩ ভয় দেখাইয়া শাসান।

কড়কড় (দেশজ) ১ শুষ্ক। ২ ঝরঝরে। ৩ মেঘের শব্দ।

কড়ঙ্গ (পুং) কড়ং মাদকতাশক্তিং গময়তি জনয়তি কড়-গম-ড। ১ মদ্যবিশেষ। ২ দেশবিশেষ। (কড়ঙ্গো না সুরা-ভেদে দেশভেদেঽপি কীর্ত্তিতঃ। শব্দাব্ধি।)

কড়ঙ্গর (পুং) কড়াৎ ভক্ষণীয় শস্যাদেঃ সকাশাৎ গ্রিয়তে ক্ষিপ্যতে কড়-গৃ-খচ্। কড়ং ভক্ষণীয় শস্যাদিকং গিরতি আত্মনঃ সকাশাৎ কড়-গৃ-অচ্ বা। ১ আগড়া। (বুষে কড়ঙ্গরঃ। হেম ৪। ২৪৮।) ২ তুষ। ৩ মুগ প্রভৃতির ফলশূন্য গাছ বা খোষা।

কড়ঙ্গরীয় (ত্রি) কড়ঙ্গরং বুষং অর্হতি কড়ঙ্গর-ছন্। তুষ বা আগড়া ভক্ষক, গরু প্রভৃতি পশু।

("নীবারপাকাদি কড়ঙ্গরীয়ৈ রামৃশ্যতে জানপদৈর্নকশ্চিৎ।" রঘু ৬। ৯।)

কড়ত্র (ক্লী) গড্যতে সিচ্যতে জলাদিকম্, গড়-অত্রন্ গকারস্য ককারঃ (গেড়েরাদেশ্চ কঃ। উণ্ ৬। ১০৬। গড় ধাতুর উত্তর অত্রন্ প্রত্যয় হয়, এবং আদিস্থিত গকারের স্থানে ককার হয়।) পাত্রবিশেষ।

কড়ম্ব (পুং) কড়-অম্বচ্ (কৃকদিকড়ি কটিভ্যোঽম্বচ্। উণ্ ৪। ৮২। কৃ কদ্ কড় কট ধাতুর উত্তর অম্বচ্ প্রত্যয় হয়।) ১ শাকের ডাঁটা। ইহার অপর নাম কলম্ব। ২ অগ্রভাগ। (কড়ম্বোঽগ্রভাগঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ কোণ। ৪ অঙ্কুর। ৫ কুঁড়ি। ৬ কদম্ব। ৭ বাণ। ৮ (দেশজ) বংশরক্ষক শিশু।

কড়ম্বক (পুং) কড়ম্ব-স্বার্থে-কন্। শাকের ডাঁটা।

(নাকড়ম্বকড়ম্বকৌ শাকনাড্যাম্। শব্দাব্ধি।)

[কড়ম্ব দেখ।]

কড়ম্বী (স্ত্রী) কড়ম্বো ভূয়সা বিদ্যতে ঽস্যাঃ, কড়ম্ব-অচ্ (অর্শ আদিভ্যো ঽচ্। পা ৫। ২। ১২৭।) ঙীষ্। কলমীশাক।

[কলম্বী দেখ।]

কড়রা (দেশজ) ১ কর্কশ, খড়খড়ে। ২ শক্ত। ৩ দৃঢ়।

কড়বক (পুং) অপভ্রংশ নিবন্ধের অধ্যায়, বিরামসূচক সর্গ। (অপভ্রংশ নিবন্ধোঽস্মিন্ সর্গাঃ কড়বিকাভিধাঃ। সাহিত্যদ°।)

কড়া (দেশজ, কটাহশব্দের অপভ্রংশ) ১ লৌহ নির্ম্মিত পাক-পাত্র, কটাহ। ২ ঘাঁটা, কোন বস্তুর বারম্বার ঘর্ষণ লাগিয়া যে দাগ হয়, বা সেই স্থান শক্ত হয়। ৩ ধাতু নির্ম্মিত বলয়। ৪ কপর্দ্দক, কড়ি। ৫ তীক্ষ্ণ, উগ্র। ৬ দেশবিশেষ।

কড়াই (দেশজ) ১ কটাহ। ২ কলার।

কড়াকড়া (দেশজ) ১ শক্ত শক্ত। ২ অতিশয় উগ্র।

কড়াৎ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কড়ার (পুং) গড় সেচনে-আরন্, কড়াদেশশ্চ (গড়েঃ কড়্চ। উণ্ ৩। ১৩৫।) ১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ দাস। ৩ দানমানবিধি। (কড়ারঃ পিঙ্গলে দাসে দানমানবিধাবপি। শব্দাব্ধি।) ৪ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। (দেশজ) ৫ কালনিরূপণ। ৬ অঙ্গীকার। ৭ ক্ষতাদি স্থানের প্রলেপবিশেষ।

কড়ালিঙ্গী (পুং) উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসী শ্রেণীতে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন—ইহারা "কড়ালিঙ্গী" নামে পরিচিত। ইহাঁরা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকেন ও আপনাদিগের জিতেন্দ্রিয়তা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা লিঙ্গের উপর একটী লৌহ কড়া দিয়া রাখেন। নানকপন্থীদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে।

কড়ি (দেশজ) ১ কপর্দ্দক। ২ আড়া। ৩ গৃহাদির ছাদ রক্ষার্থ যে বৃহৎ স্থূল কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

কড়িকা (স্ত্রী) কলিকা, কুঁড়ী।

কড়িকান (দেশজ) শুকান, শুষ্ক হওয়া।

কড়িকৃষ্ট (দেশজ) কৃপণ।

কড়িতুল (পুং) কট্যাং তুলা তোলনং গ্রহণং যস্য, (পৃষোদরাদিত্বাৎ টস্য ডঃ।) খড়্গ, তরবারি। (কড়িতুলশ্চ খড়্গকে। শব্দাব্ধি।)

কড়িয়াল (দেশজ) ধনী, অর্থবান্।

কড়িয়ালী (স্ত্রী) লাগাম, অশ্বের মুখরজ্জু।

কড়ুয়া (দেশজ) কটু, ঝাল।

কড়ুলী (স্ত্রী) অস্ত্রবিশেষ, কুড়ুল।

কড়ে (দেশজ) ১ কনিষ্ঠ। ২ ক্ষুদ্র। ৩ অঙ্গুলিস্পর্শদ্বারা সুর-সুরি দেওয়া।

কড়েরাঁড় (দেশজ) বালবিধবা।

কড়্কড়্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। যেমন কড়কড় করিয়া আকাশ ডাকা।

কড়্কি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Rottbœllia Perforata)

কড়্খা (দেশজ) স্তুতিপাঠকেরা যে সকল গান করিয়া রাজাদিগকে স্তব করে।

কড়্চা (পারস্য) যে খাতায় প্রত্যেক ব্যক্তির উসুল বাকী প্রভৃতির হিসাব পৃথক্ পৃথক্ ফর্দ্দে লিখিত হয়।

কড়মড় (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ, কঠিন দ্রব্যের চর্ব্বণ শব্দ।

কণ (পুং) কণতি অতি সূক্ষ্মত্বং গচ্ছতি, কণ-পচাদ্যচ্। ১ অতিসূক্ষ্ম। ২ বস্তুর অতিঅল্পাংশ। ৩ চাউল প্রভৃতির ক্ষুদ্র অংশ।

("কণান্ বা ভক্ষয়েদব্দং পিণ্যাকং বা সকৃন্নিশি।" মনু ১২।৯২।)

কণগুগ্গুলু (পুং) কণশ্চাসৌ গুগ্গুলুশ্চেতি, কর্ম্মধা। গুগ্গুলুবিশেষ, মহিষাখ্যা গুগ্গুলু। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—গন্ধরাজ, স্বর্ণকণ, সুবর্ণ, কনক, বংশপীত, সুরভি ও পলঙ্কষ। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, সুগন্ধি; বায়ু, শূল, গুল্ম, উদরাধ্মান ও কফনাশক, এবং রসায়ন।

কণজীর (পুং) কণশ্চাসৌ জীরশ্চেতি, নিত্য কর্ম্মধা। শ্বেতজীরক, সাদাজীরা।

কণজীরক (ক্লী) কণং ক্ষুদ্রং জীরকম্, কণজীর-স্বার্থে কন্। ক্ষুদ্রজীরা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—হৃদ্যগন্ধি ও সুগন্ধ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—রূক্ষ, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, ধারক, পিত্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশয়শোধক, জ্বরনাশক, পাচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক, কফনাশক, চক্ষুর হিতজনক, এবং বায়ু, উদরাধ্মান, গুল্ম, বমি ও অতিসারনাশক। [জীরক দেখ।]

কণপ (পুং) কণ-পা-ক। অস্ত্রবিশেষ, বরষা।

("অয়ঃকণপচক্রাশ্মভুশুণ্ড্যুদ্যতবাহবঃ।" ভারত আদি।)

[কুণপ দেখ।]

কণ্ফট্, (কণ্ফট্) (হিন্দী, পুং) কণ্=কর্ণ, ফট্ বা ছিদ্র। শৈব-উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণতঃ দুইটী শ্রেণী দেখা যায়,—সন্ন্যাসী ও যোগী। যোগীরা যোগাবলম্বন করিয়া সাধনার পথবিশেষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই যোগীশ্রেণী আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। "কণ্ফট্" ঐরূপ একটী শ্রেণীর নাম। ইহাঁরা উভয়কর্ণে ছিদ্র করিয়া থাকেন বলিয়া ইহাদিগকে "কণ্ফট্-যোগী" বলে। কেবল যে কণ্ফট্ যোগীদিগকেই কর্ণে ছিদ্র করিতে হয় তাহা নহে, সকল শ্রেণীর যোগীরাই কর্ণে ছিদ্র করিয়া থাকেন। অন্য শ্রেণী হইতে ইহাদের আরও একটু বিশেষত্ব আছে,—কণ্ফটেরা ঐ ছিদ্রদ্বয়ে এক একটি কুণ্ডল ধারণ করেন। এই কুণ্ডলগুলি প্রস্তর, বেলোয়ার বা গণ্ডারের শৃঙ্গে নির্ম্মিত হয়। দীক্ষার সময় এই কুণ্ডল প্রথম ধারণ করিতে হয়। এই কুণ্ডলকে যোগীরা মুদ্রা বলেন, ইহার আরও একটি নাম দর্শন, এইজন্য কণ্ফট্ যোগীরা "দর্শন-যোগী" নামেও গণ্য হন। এই কুণ্ডল ভিন্ন ইহারা ২।৩ অঙ্গুলিপ্রমাণ একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ পশমের সূতায় গাঁথিয়া গলায় পরিধান করিয়া থাকেন। ঐ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটিকে "নাদ" ও পশমের সূতাটিকে "সেলি" বলিয়া থাকে। নাদ, সেলি ও দর্শন-বিশিষ্ট যোগী দেখিলে সহজেই

তাঁহাকে কণ্‌ফট্‌-যোগী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন ইহারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, জটাধারণ, ভস্মলেপন ও বিভূতির ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকেন।

গুরু গোরক্ষনাথ ইঁহাদের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক। ইঁহারা গোরক্ষনাথকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। গোরক্ষনাথই হঠযোগের প্রচারকর্ত্তা। কণ্‌ফট্‌ যোগীরাও এইজন্য আদিগুরুর প্রচারিত পথ অবলম্বন করিয়া যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসীদের ন্যায় কণ্‌ফট্‌-যোগীরাও নানা গুরু স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল গুরুরা আবার নিজের অভিপ্রায় মত কেহ কেহ শিষ্যকে মস্তক মুণ্ডন করিতে, কেহ বা শিষ্যকে কর্ণে মুদ্রা ধারণ করিতে, কেহ বা শিষ্যকে জ্যোৎমার্গে প্রবিষ্ট হইতে আদেশ দিয়া থাকেন। [জ্যোৎ-মার্গ দেখ]

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে এই শ্রেণীর যোগী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই শিবপূজায় কাল যাপন করেন, কোন না কোন শিবমন্দির ইঁহাদের আশ্রম। কোথাও কোথাও বা ইঁহারা অনেকে একত্রে থাকিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আর কেহ কেহ বা তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া জীবনাতিপাত করেন।

কণ্‌ফট্‌-যোগিগণের মধ্যে অধিকাংশ যোগীই উদাসীন। কেহ কেহ বা বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের উপাধি নাথ।

গুরু গোরক্ষনাথের নামানুসারে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে অনেকগুলি স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এইসকল স্থান কণ্‌ফট্‌ যোগীদের তীর্থভূমি। পেসবারে গোরক্ষক্ষেত্র নামে একটি স্থান আছে। দ্বারকার নিকটেও আর একটি "গোরক্ষক্ষেত্র" নামক স্থান আছে। হরিদ্বারের নিকট একটি সুড়ঙ্গ আছে। এই "সুড়ঙ্গ" ও দ্বারকার "গোরক্ষক্ষেত্র" কণ্‌ফট্‌ যোগীদের অতি শ্রদ্ধেয় তীর্থ। নেপালের পশুপতিনাথ, মেবারের একলিঙ্গ প্রভৃতি বিখ্যাত শিবমন্দিরগুলি ইঁহাদের সম্প্রদায়সংক্রান্ত। কলিকাতার নিকট দমদমায় "গোরক্ষবাস্‌লী" নামক একটি স্থান আছে, সেখানে তিনটি মনুষ্যমূর্ত্তি এবং শিব, কালী ও হনুমান প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি আছে। এখানকার পূজকেরা মূর্ত্তি ৩টিকে দত্তাত্রেয়, গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ বলিয়া পরিচয় দেন। ত্রিবেণীর ৪।৫ ক্রোশ দক্ষিণে মহানাদ নামক গ্রামে জটেশ্বর নামক একটি শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরও কণ্‌ফট্‌ যোগী সম্প্রদায়ের অধিকৃত। জটেশ্বরের মন্দিরের নিকট বশিষ্ঠগঙ্গা নামে একটি জলাশয় আছে, যোগীরা ও তীর্থযাত্রীরা এই জলাশয়কে প্রকৃত গঙ্গার ন্যায় মান্য করিয়া থাকেন। এই মন্দিরে একটি যোগী বাস করেন, তাঁহার বিষয়াদি যথেষ্ট, জমীদারীও আছে; ইঁহাকে লোকে যোগীরাজ বলিয়া থাকে। এই যোগীরাজবংশ বহুকাল হইতে প্রচলিত। ইঁহারা দারপরিগ্রহ করেন না, যোগীরাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে একজন মন্দির ও বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হন। জটেশ্বর শিব ও বশিষ্ঠগঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে,—কোন সময়ে মহানাদ গ্রামে একটি দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত ছিল, বায়ু লাগিয়া তাহা হইতে "মহানাদ" অর্থাৎ মহাশব্দ উত্থিত হয়। দেবতারা সেই শব্দে চমকিত হইয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া জটেশ্বরের-লিঙ্গ ও বশিষ্ঠ গঙ্গা প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্খের মহানাদ হইতে গ্রামের নামও মহানাদ হইয়াছে।

কণ্‌ফট্‌ যোগীদের মধ্যে চৌরাশীজন সিদ্ধযোগীর নাম বিশেষ বিখ্যাত। হঠযোগপ্রদীপিকায় হঠযোগের মাহাত্ম্যবর্ণন স্থলে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লিখিত আছে। যথা—আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, সারদানন্দ, ভৈরব, চৌরঙ্গি, মীন, গোরক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থন ভৈরব, সিদ্ধবোধ, কন্থড়ী, কোরণ্ডক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কর্ণে পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালি, বিন্দুনাথ, কাকাণ্ডীশ্বরময়, অক্ষায়, প্রভুদেব, ঘোড়াচুলী, টিন্টিণী, ভল্লটী, নাগবোধ ও খণ্ডকাপালিক—ইঁহারা মহাসিদ্ধ।

উত্তরপশ্চিমের গোরক্ষপুর ইঁহাদের প্রধান স্থান। পূর্ব্বে এখানে ইঁহাদের একটি মন্দির ছিল, আল্লাউদ্দীন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই স্থলেই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিছুকাল পরে ঐ মস্‌জিদের নিকট আর একটি মন্দির নির্ম্মিত হয়, কিন্তু তাহাও অরঙ্গজেব ভাঙ্গিয়া দিয়া তথা মুসলমানদিগের ভজনালয় নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর বুদ্ধনাথ নামে একজন যোগী আবার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া উহার দক্ষিণে পশুপতিনাথ নামক শিবলিঙ্গ এবং হনুমানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই মন্দির ৩টি এখনও আছে।

কণ্‌ফট্‌ যোগীরা বলেন—এখনও অনেকগুলি সিদ্ধযোগী পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন এবং আজও নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

রাজস্থানের একলিঙ্গের গোস্বামীরাও এই কণ্‌ফট্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা দার-পরিগ্রহ করেন না বটে, কিন্তু বাণিজ্যাদি করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অধীনস্থ শত শত যোগী আবশ্যক হইলে দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধাদিও করেন।

কণভ (পুং) কণ ইব ভাতি, কণ-ভা-ক। অগ্নিপ্রকৃতি কীট-বিশেষ। ইহা দংশন করিলে বিসর্প, শোথ, শূল, জ্বর, বমি ও শরীরের অবসন্নতা হয়। (ভাবপ্রকাশ)।

কণভক্ষ (পুং) কণান্ ভক্ষয়তি, কণ-ভক্ষ-অণ্। কণাদমুনি

কণভক্ষক (পুং) কণান্ ভক্ষয়তি, কণ-ভক্ষ-ণ্বুল্। পক্ষি-বিশেষ, ভারিট পক্ষী।

কণভুক্ [জ্] (পুং) কণান্ ভুঙ্ক্তে, কণ-ভুজ্-কিপ্। কণাদ ঋষি।

কণলাভ (পুং) কণানাং লাভো যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ পেষণ করিবার যন্ত্রবিশেষ, জাঁতা। ২ (কণলাভঃ সাদৃশ্যেন অস্যাস্তি, কণ্লাভ-অর্শআদিত্বাৎ অচ্।) আবর্ত্ত, জলের ঘূর্ণী। (অথাবর্ত্তঃ কণলাভে। শব্দাব্ধি।)

কণশঃ [স্] (অব্য) কণ-বীপ্সার্থে শস্। অল্পে অল্পে।

কণা (স্ত্রী) কণ-টাপ্। ১ জীরা। ২ কুম্ভীরমক্ষিকা, কুমীরে পোকা। ৩ পিপুল। (কণাজীরক কুম্ভীরমক্ষিকা পিপ্পলীষু চ। মেদিনী।) ৪ শ্বেতজীরা। ৫ অন্ন।

("কদলীফলমধ্যস্থং কণামাত্রমপক্ককম্।" তিথ্যাদিতত্ত্ব।)

কণাটীন (পুং) কণায় অটতি, কণ-অট-ইনন্, দীর্ঘত্বঞ্চ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) খঞ্জনপক্ষী। [খঞ্জন দেখ।]

কণাটীর (পুং) কণায় অটতি, কণ-অট-ঈরন্। খঞ্জনপক্ষী।

কণাটীরক (পুং) কণাটীর-স্বার্থে কন্। খঞ্জন পক্ষী।

(কণাটীনঃ কণাটীরঃ কণাটীরক ইত্যপি খঞ্জনে স্যাৎ। শব্দাব্ধি।)

কণাদ (পুং) কণং অত্তি ভক্ষয়তি, কণ-অদ্-অণ্। ১ মুনি-বিশেষ। ইনিই বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা; ইহাঁর অন্য নাম ঔলুক্য, কণভক্ষ, কণভুজ ও কাশ্যপ।

মহর্ষি কণাদ 'বিশেষ' নামে এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তৎকৃত দর্শনসূত্রকে বৈশেষিক দর্শন বলে।

কণাদের মতে ছয়টি ভাব পদার্থ আর একটি অভাব পদার্থ, সমুদায়ে সাতটি।

ভাবপদার্থ এই ছয়টি—১ দ্রব্য, ২ গুণ, ৩ কর্ম্ম, ৪ সামান্য, ৫ বিশেষ, ৬ সমবায়।

দ্রব্য প্রথম পদার্থ—ইহা নয় প্রকার। যথা—

"পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশংকালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি।"

বৈশে সূ ১।১।৫।

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এইগুলি দ্রব্য পদার্থ।

যাহাতে গন্ধ আছে, তাহার নাম ক্ষিতি। যদিও জলে আমরা গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ সেই গন্ধ জলের নয়, পৃথিবী হইতে জলে ঐ গন্ধ সংক্রামিত হয় বলিয়া জলে গন্ধ অনুভূত হয়। যেমন নূতন কোন মৃৎপাত্রে জল রাখিয়া কিছুকাল পরে সেই জল পান করিলে সেই জলে নূতন পাত্রের গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে আশ্রয়ের গন্ধই জলে অনুভূত হয়।

যাহাতে কেবলমাত্র শুক্লরূপ আছে কিম্বা স্বাভাবিক দ্রবত্ব আছে, তাহাকে জল বলে। শুক্ল পীত প্রভৃতি নানা-বিধ রূপ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় বলিয়া এবং স্বভাবসিদ্ধ দ্রবত্ব না থাকাতে পৃথিবীকে জল বলা যাইতে পারে না। যাহার স্বাভাবিক উষ্ণতা আছে, তাহাকে তেজ বলে। যে স্পর্শ কোনরূপ পাক দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই অথবা অনুষ্ণ ও অশীতল, সেই স্পর্শ যাহাতে আছে তাহাকে বায়ু বলে। যাহাতে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আকাশ বলে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বায়ুতেই শব্দ উৎপন্ন হয়, সুতরাং আকাশ স্বীকার করার কোন যুক্তি নাই, এই সন্দেহের দূরীকরণার্থ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন লিখিয়াছেন—

"নচবায়ববয়বেষু সূক্ষ্মশব্দক্রমেণ বায়োকারণ গুণপূর্ব্বকঃ শব্দ উৎপদ্যতামিতিবাচ্যং অযাবৎদ্রব্যভাবিত্বেন বায়োর্বিশেষগুণত্বাভাৎ॥" সিদ্ধা, মু।

প্রথমতঃ বায়ুর অবয়বে সূক্ষ্ম শব্দ উৎপন্ন হয়। পরে সেই শব্দ হইতে স্থূল বায়ুতে স্থূল শব্দ উৎপন্ন হয়; এইরূপ বলা যাইতে পারে না যে হেতু আশ্রয়নাশ, যাহার নাশের কারণ নয়, তাহা বায়ুর বিশেষগুণ হইতে পারে না। আশ্রয় বিদ্য-মান থাকিলেও যখন শব্দের বিনাশ অনুভূত হয়, তখন আশ্রয়-নাশকে শব্দনাশের কারণ বলা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। একমাত্র শব্দই আকাশ সিদ্ধির হেতু। এই সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য।" ২ অ ১ আ ২৭ সূ।

অন্য অষ্টবিধ দ্রব্যে শব্দ থাকা অসম্ভব বলিয়া শব্দই এক-মাত্র আকাশের লিঙ্গ (অনুমাপকহেতু)

জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বাদি জ্ঞানের কারণ যে পদার্থ তাহাকে কাল বলে।

দূরত্ব ও নিকটত্বাদি জ্ঞানের কারণ পদার্থকে দিক্ বলে।

কৃতিজ্ঞান প্রভৃতি যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে আত্মা বলিয়া থাকে।

যে পদার্থ থাকাতে আমরা সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি অনুভব করি এবং বিজাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহাকে মন বলে।

গুণ—গুণপদার্থ ২৪টি যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা,

পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, পাপ ও ধর্ম্ম। (বৈশে সূ° ১।১।৬)

কর্ম্ম—পাঁচ প্রকার; উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন। (বৈশে° সূ° ১।১।৭।)

সামান্য—দুই প্রকার; সাধারণ ধর্ম্ম বা জাতিবিশেষ, যে পদার্থ থাকায় পরমাণুগণের ভেদ সাধিত হয়, তাহাকে বিশেষ বলে। (বৈশে সূ° ১।২।৩।)

সমবায়—নিত্য সম্বন্ধকে সমবায় বলে। (বৈশে সূ ৭।২।২।) যেমন দ্রব্যের সহিত তাহার পরমাণুর সম্বন্ধ, ঘটের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ ইত্যাদি।

অভাব—চারিপ্রকার; প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব, ও অত্যন্তাভাব। [অভাব দেখ।]

কণাদ বলেন, অন্ধকার কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, তেজের অভাবকেই অন্ধকার বলা যায়।

কণাদের মতে, প্রমাণ দুইপ্রকার প্রত্যক্ষ ও অনুমান, উপমানও অনুমানের অন্তর্ভূত।

মহর্ষি কণাদই সর্ব্বপ্রথমে পরমাণুবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন, একমাত্র পরমাণু সৎস্বরূপ নিত্য পদার্থ, তাহার আর কারণ নাই।

"সদকারণবন্নিত্যম্।" বৈশে সূ° ৪।১।১।

আমরা যে যাবতীয় জড়পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, সমুদায় পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়।

তাঁহার মতে অদৃষ্ট কারণ বিশেষদ্বারা পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হইয়া এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে।

কণাদ জড়পদার্থের মূলতত্ত্ব আপন সূত্র মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহার কারণ কি? বৈশেষিক উপস্কারে স্পষ্টই লিখিত আছে—

"দৃষ্টে কারণে সত্যদৃষ্টকল্পনানবকাশাৎ।"

যে হেতু দৃষ্টকারণসত্ত্বে অদৃষ্টকারণ কল্পনার আবশ্যক নাই।

বাস্তবিক মহর্ষি কণাদ যাহা আপনার চতুর্দ্দিকে দেখিতেন, তাহারই জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যে পরমাণু, বা জড়তত্ত্ব কণাদ আপনসূত্রে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজকাল ভারতবর্ষে তাহার বিশেষ চর্চ্চা বা আদর না থাকিলেও যুরোপীয় দার্শনিকেরা সমাদর করিয়া থাকেন। খৃঃ জন্মের ৪৪০ পূর্ব্বে গ্রীকদেশে ডেমক্রিটস্ পরমাণুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে এপিকিউরাস্ এই মত সবিশেষ প্রচার করেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত ঠিক কণাদের মত, তাঁহার মত লুক্রেসিয়া প্রকাশ করিয়া যান। লুক্রেসিয়া তৎকৃত কাব্যদর্শনে লিখিয়াছেন—

"Nunc age, quo motu genitalia materiai
Corpora res varias gignant, genitasque resolvant
Et qua vi facere id congantur, quaeve sit ollis
Reddita mobilitas magnum per inane meandi
Expediam." II. 61-64.*

পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি তাহা লুক্রেসিয়া স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক লুক্রেসিয়ার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে কণাদের মতের সঙ্গে অনেকটা ঐক্য দেখা যায়।

এখন কথা এই, পরমাণুবাদ সর্ব্বপ্রথমে কে প্রচার করিলেন, মহর্ষি কণাদ না থ্রেসের ডেমক্রিটস্?

কণাদ কোন্ সময়ের লোক, তাহা জানিবার উপায় নাই। আমাদের দেশীয় প্রবাদ ধরিলে তিনি ৫।৬ হাজার বর্ষের লোক হইয়া পড়েন। তবে ভগবদ্গীতায় বৈশেষিকের মত গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং গীতার রচনা হইবার পূর্ব্বে মহর্ষি কণাদ বিদ্যমান ছিলেন। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ডেমক্রিটেসের অনেক পূর্ব্বে কণাদের জন্ম। অতএব বোধ হইতেছে মহর্ষি কণাদই সর্ব্বাগ্রে পরমাণুবাদ প্রচার করেন। ডেমক্রিটসের জীবনী পাঠে জানা যায় তিনি, সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি সন্ন্যাসীর মুখে কণাদের মত জানিয়া আপন গ্রন্থে কতক বৈশেষিক মত লিখিয়া যান।

কণাদ যে অঙ্কুর রোপণ করিয়া যান, ভারতে তাহার সুফল ফলিল না। সুদূর যুরোপ খণ্ডে ডেলটন্ সাহেব তাহার পুনরুদ্ধার করিলেন, এখন যুরোপে পরমাণুবাদ সর্ব্ববাদিসম্মত। [পরমাণু শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

অনেকে বলিয়া থাকেন, কণাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতেন না; কারণ কণাদ সূত্রের কোনখানে ঈশ্বরের নামোল্লেখ নাই। যখন জগতের কারণ নির্দ্ধারণ করা দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্বকারণ বলিয়া

* "Thus the Great World's eternally renewed;
Thus endless atoms are with power endued,
Successive generations to supply;
Some creatures flourishing, while others die.
Like racers, each revolving age, we find,
Retires, and leaves the lamp of life behind.
If you suppose that seeds at rest convey,
Motion to bodies, wide from truth you stay;
Through the Vast Void as these primordials rove,
By foreign force, or gravity they move."

কণাদের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তদ্বিষয় স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতেন।

তবে কি কণাদ নাস্তিক ছিলেন অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল? না, তাঁহা হইতে পারে না। যিনি বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।" বৈশে সূ° ১°। ২। ৩।

যিনি আত্মকর্ম্ম সম্পন্নকেই মোক্ষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যিনি স্বর্গ ও অপবর্গপ্রদ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য আপন সূত্র প্রণয়ন করেন। * পরমতত্ত্ববিৎ মাধবাচার্য্য যে কণাদের কোন অংশে প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—

"দ্বিত্বৈব পাকজোৎপত্তৌ বিভাগেব বিভাগজে।
যস্য ন স্খলিতং বুদ্ধিস্তং বৈ বৈশেষিকং বিদুঃ॥"

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

দ্বিত্বোৎপত্তি, পাক দ্বারা রূপাদির উৎপত্তি, ও বিভাগজ বিভাগের উৎপত্তিতে যাহার বুদ্ধি বিচলিত হয় না, তাহাকে বৈশেষিক জানিবে।—সেই কণাদঋষি যে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। শঙ্করমিশ্র কণাদসূত্রের (১। ১। ৩) ব্যাখ্যাকালে স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

"তদিত্যনুক্রান্তমপি প্রসিদ্ধিসিদ্ধতয়েশ্বরং পরামৃশতি।"

তৎশব্দের অর্থ ঈশ্বর ইহা প্রসিদ্ধ, অতএব পূর্ব্বে সূচনা না থাকিলেও এখানে উহা ঈশ্বরবাচক বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। ঈশ্বরশব্দের উল্লেখ না করিলেও, কণাদ গৌণভাবে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। [ঈশ্বরশব্দ ২৯২ পৃঃ দেখ।]

২ স্বর্ণকার।

কণারক। উড়িষ্যার অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। ইহার প্রকৃত নাম কোণার্ক বা কোণারক, কিন্তু অপভ্রংশ করিয়া কেহ কেহ কণারক উচ্চারণ করিয়া থাকেন। [কোণারক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কণি (দেশজ) নখের কোণে যে একরূপ রোগ জন্মে, ইহার সংস্কৃত নাম চিপ্প ও কুনখ। [কুনখ দেখ।]

কণিক (পুং) কণৈব, কণ-স্বার্থে কন্, অত ইত্বম্। ১ কণা। ২ শত্রু। ৩ আরতির নিয়মবিশেষ। ৪ গোধূমচূর্ণ, ময়দা। ৫ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিবিশেষ।

"কণিকং মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদ্বচঃ॥"

ভারত সম্ভব ১৪১ অঃ।

কণিকা (স্ত্রী) কণাঃ সন্ত্যস্যাঃ, কণ ঠন্ (অতইনি ঠনৌ। পা ৫। ২। ১১৫।) ১ অত্যন্ত সূক্ষ্মবস্তু। ২ অগ্নিমন্থ, গণিকারিকা বৃক্ষ। ৩ কণা। ৪ তণ্ডুলবিশেষ। ৫ জলাদির সূক্ষ্মাংশ। ("ত্বামুত্থাপ্য স্বজলকণিকা শীতলেনানিলেন।" মেঘ।)

(কণিকাত্যন্ত সূক্ষ্মেচ গণিকার্য্যাং লবেঽপি চ। শব্দাব্ধি।)

কণিত (ক্লী) কণ আর্ত্তনাদে-ভাবে-ক্ত। পীড়িতের যাতনা-সূচক শব্দ। (পীড়িতানাস্ত কণিতং হেম ৬। ৪৪।)

কণিশ (ক্লী) কণো বিদ্যতেঽস্য, কণ-ইনি (কনিন্), কণিনঃ শেবতে অস্মিন্, কণিন্-শী-ড। শস্যমঞ্জরী, ধান্যাদির শীষ।

কণিষ্ঠ (ত্রি) কণ-ইষ্ঠন্ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫। ৩। ৫৫।) ১ অন্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ছোট। ২ অন্য অপেক্ষা হীন।

কণী (ত্রি) কণ-ঈকন্। অল্প।

কণীক (স্ত্রী) কণ-ঙীপ্। কণিকা।

কণীচি (পুং) কণ-ঈচি (মৃকনিভ্যামীচিঃ। উণ্ ৪। ৭০। মৃ ও কণ ধাতুর উত্তর ঈচি প্রত্যয় হয়।) ১ পল্লবী, ছোট ডাল। ২ নিনাদ, শব্দ। (কণীচিঃ পল্লবীপ্রোক্তা নিনাদেঽপি চ দৃশ্যতে। উজ্জ্বলদত্ত।) (স্ত্রী) ৩ পুষ্পিতা লতা। ৪ গুঞ্জা, কুঁচ। ৫ শকট, গাড়ী।

(কণীচিঃ পুষ্পিতা লতা গুঞ্জয়োঃ শকটে স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কণীয়ঃ [স্] (ত্রি) কণ-ঈয়সুন্ (দ্বিবচনবিভজ্যোপপদেতর-বীয়সুনৌ। পা ৫। ৩। ৫৭।) কনিষ্ঠ।

কণীয়ান্ [স্] (পুং) কণ-ঈয়সুন্। ১ কনিষ্ঠ। ২ ক্ষুদ্র। ৩ হীন।

কণুই (দেশজ) কফোণি শব্দের অপভ্রংশ। হস্তের মধ্যদেশের সন্ধিস্থল। [কফোণি দেখ।]

কণে (অব্য) কণ-এ। শ্রদ্ধার ব্যাঘাত। (দেশজ) কন্যা শব্দের অপভ্রংশ) নববধূ। এ দেশের বিবাহকালে কন্যাকে কণে বা কনে বলে।

কণের (পুং) কণ-এর। কর্ণিকার বৃক্ষ, সোনালু বৃক্ষ।

কণেরা (স্ত্রী) কণের-টাপ্। ১ বেশ্যা। ২ হস্তিনী।

কণেরু (স্ত্রী) কণ-এরু। ১ বেশ্যা। ২ হস্তিনী। ৩ কর্ণিকার বৃক্ষ, সোনালু।

(কণেরুঃ কর্ণিকারে চ করিণীবেশ্যয়োঃ স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কণ্‌কণ্ (দেশজ) যাতনাবিশেষ, অত্যন্ত শীতল জলস্পর্শে বা হাড় প্রভৃতি স্থানে আঘাত লাগিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়।

কণকণে (দেশজ) যাহাতে কণ্‌কণ্ করে, অত্যন্ত ঠাণ্ডা, যেমন কণকণে জল ইত্যাদি।

কণ্ট (ত্রি) কটি-অচ্। কণ্টক।

কণ্টক (পুং ক্লী) কটি-ণ্বুল্। ১ সূচীর অগ্রভাগ। ২ ক্ষুদ্র শত্রু। ৩ রোমাঞ্চ। ৪ মৎস্য প্রভৃতির হাড়। ৫ বৃক্ষের

* "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" বৈশে পূ ১। ২। যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ পাওয়া যায়, তাহারই নাম ধর্ম্ম।

অবয়ববিশেষ, কাঁটা। ৬ নৈয়ায়িক প্রভৃতির দোষোক্তি। (কণ্টকো ন স্ত্রিয়াং ক্ষুদ্রশত্রৌ মৎস্যাদি কীকসে। নৈয়ায়িকাদি দোষোক্তৌ স্বাদ্রোমাঞ্চদ্রুমাঙ্গয়োঃ। মেদিনী। ৭ কর্ম্মস্থান। ৮ দোষ। ৯ বিঘ্ন। ১০ বেণু। ১১ ক্ষতিকর। ১২ বিরক্তিজনক। ১৩ কেন্দ্র। (লগ্নাম্বুদ্যূন কর্ম্মাণিকেন্দ্রমুক্তঞ্চ কণ্টকম্।" জ্যোতিষ।) ১৪ কাঁটাল। [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকদেহী [ন্] (ত্রি) কণ্টকপ্রধানো দেহোঽস্যাস্তি কণ্টকদেহ-ইনি। ১ যাহার কণ্টকাবৃত শরীর (পুং) ২ সজারু। ৩ মৎস্যবিশেষ।

কণ্টকদ্রুম (পুং) কণ্টকপ্রধানো দ্রুমঃ, কণ্টকেন আচিতো বা দ্রুমঃ, মধ্যপদলো°। ১ শাল্মলিবৃক্ষ। ২ কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, বাবলা প্রভৃতি। ৩ কাঁটাল গাছ।

কণ্টকপক্ষক (ত্রি) কণ্টকং পক্ষে যস্য ততঃ স্বার্থে কন্। যাহার পক্ষে অর্থাৎ ডানায় কাঁটা থাকে। কৈ মাছ প্রভৃতি।

কণ্টকপঞ্চমূল (ক্লী) করমর্চা, গোক্ষুর, ঝাঁটী, শতমূলী ও কেলেকড়া। বৈদ্যক মতে ইহারা রক্তপিত্ত, সর্ব্বপ্রকার মেহ, শুক্রদোষ, তিন প্রকার শোথ ও শ্লেষ্মা নষ্ট করে।

কণ্টকপ্রাবৃতা (স্ত্রী) কণ্টকৈঃ প্রাবৃতা ব্যাপ্তা, ৩তৎ। ঘৃতকুমারী।

কণ্টকফল (পুং) কণ্টকৈরাচিতং ফলং যস্য, মধ্যপদলো° ১ কাঁটাল গাছ। ২ গোক্ষুর বৃক্ষ।

কণ্টকভুক্ [জ্] (পুং) কণ্টকান্ ভুঙ্‌ক্তে কণ্টক-ভুজ-ক্বিপ্। উষ্ট্র, উট, ইহারা কাঁটাগাছ খাইতেই অধিক ভালবাসে।

কণ্টকবৃন্তাকী (স্ত্রী) কণ্টকৈরাচিতা বৃন্তাকী, মধ্যপদলো°। বার্ত্তাকু বেগুন।

কণ্টকশৃঙ্গ (পুং) পর্ব্বতবিশেষ, মহাভদ্রের উত্তরে অবস্থিত। (লিঙ্গপু° ৪৯। ৫৫)

কণ্টকশ্রেণী (স্ত্রী) কণ্টকানাং শ্রেণী যস্যাম্, বহুব্রী। কণ্টকারী।

কণ্টকস্থল (পুং) অগ্নিকোণস্থ দেশবিশেষ। (মার্ক)

কণ্টকাগার (পুং) কণ্টকা আগারো যস্য, অথবা কণ্টকং আগিরতি, কণ্টক-আ-গৄ-অচ্। সরটনামক জন্তু, গিরগিটি।

কণ্টকাঢ্য (পুং) কণ্টকৈরাঢ্যঃ, ৩তৎ। কুব্জকবৃক্ষ।

কণ্টকার (পুং) কণ্টকমৃচ্ছতি, কণ্টক-ঋ অণ্। ১ সিমুলগাছ। ২ বইচগাছ।

কণ্টকারিকা (স্ত্রী) কণ্টকান্ ইয়র্ত্তি ঋচ্ছতি বা, কণ্টক-ঋ-ণ্বুল্-টাপ্, ইত্বঞ্চ। কণ্টকারী নামক বৃক্ষবিশেষ।

কণ্টকারী (স্ত্রী) কণ্টকার-ঙীপ্। ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Solanum Jacquini) ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—নিদিগ্ধিকা, স্পৃশী,

কণ্টকারী বৃক্ষ

ব্যাঘ্রী, বৃহতী, প্রচোদনী, কুলী, ক্ষুদ্রা, দুস্পর্শা, রাষ্ট্রিকা, অনাক্রান্তা, ভণ্টাকী, সিংহী, ধাবনিকা, কণ্টকারিকা, কণ্টকিনী, দুষ্প্রধর্ষিণী, নিদিগ্ধা, ধাবনী, ক্ষুদ্রকণ্টিকা, বহুকণ্টা, ক্ষুদ্রফলা, কণ্টানিকা ও চিত্রফলা।

এদেশে কণ্টিকারী, পশ্চিমে কটেরী বা ভটকটেরী কহে। শ্বেত কণ্টকারীকে এদেশে ক্ষুদ্রা, পশ্চিমে কটালা বা কটাশীলা, দক্ষিণে দৌরুলিকাফল, তামিলে কন্দনঘত্রী এবং তৈলঙ্গে বকুদ কায়া বা নোলমুল্লকু বলে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—সারক, তিক্ত ও কটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক; কাস, শ্বাস, জ্বর, শ্লেষ্মা, বায়ু, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগনাশক।

কণ্টকারী ও বৃহতী উভয়ই এক পর্য্যায় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সুশ্রুতের মতে যে জাতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ভণ্টাকী নামে প্রসিদ্ধ, তাহাকেই বৃহতী বলে। বৃহতী—ধারক, হৃদয়গ্রাহী, পাচক, কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, বায়ু, মুখের বিরসতা, মল, অরুচি, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্যনাশক।

কণ্টকারী শ্বেত ও নীল ভেদে দ্বিবিধ; শ্বেত কণ্টকারীর নাম শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পী ও প্রিয়ঙ্করী, ইহার গুণও ঐরূপ, বিশেষতঃ ইহা গর্ভপ্রদ। ইহাদের মূল, অভাবে সমস্ত অংশ ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১ মাষা।

এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে, শীতকালে ফুল ধরে। ফল দেখিতে রাঙ্গা হয়।

কণ্টকারীর ফলের গুণ—তিক্ত, রসে ও পাকে কষায়, বীর্য্যনিঃসারক, ভেদক, তীক্ষ্ণ, পিত্ত ও অগ্নিবর্দ্ধক, হাল্কা; কফ, বাত, কণ্ডু, কাশ, মেদ, ক্রিমি ও জ্বররোগনাশক। মতান্তরে এই ফল তীক্ষ্ণ, হাল্কা, কটু, দীপন, রুক্ষ, উষ্ণ এবং শ্বাস, কাস, জ্বর ও কফনাশক।

ক্ষুদ্রাকণ্টকারী ফলের গুণ—কটু, তিক্ত, রেচক, পিত্তকর, মূত্রকারক; হিক্কা, ছর্দ্দি, যকৃৎ, শ্বাস, কাস, কফ, কণ্ডু, বাত, ক্রিমি ও জ্বরনাশক।

ডাক্তার উইলসনের মতে কণ্টিকারী কটু ও বাতরেচক; পদতলে প্রদাহ ও জলযুক্ত ফুস্কুড়ি হইলে ইহা ব্যবহার করা যায়।

দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হইলে কণ্টিকারীর ধূম ও উত্তাপ বিশেষ উপকারী।

ডাক্তার মোরহেড বলেন, ইহার বিশেষ গুণ কফনিঃসারক।

কণ্টকারীঘৃত (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত কাসরোগের ঔষধবিশেষ। ইহা স্বল্প, অপর ও বৃহৎ ভেদে ত্রিবিধ।

স্বল্প,—কণ্টকারী ৩০ পল, গুলঞ্চ ৩০ পল, ৬০ সের জলের সহিত কাথ করিবে, ।৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া এই কাথের সহিত /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পানে বাতাধিক্য ও কাসরোগ নষ্ট হয় এবং অগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

অপর,—কণ্টকারীর কাথ ।৬ সের, ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থে রাস্না, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর, সমুদায় মিলিয়া /১ সের, যথাবিধি পাক করিয়া সেবনে পঞ্চবিধ কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ,—মূল, পত্র ও শাখাযুক্ত কণ্টকারীর কাথ ।৬ সের, ঘৃত /৪ সের, বেড়েলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শটী, চিতা, সচললবণ, যবক্ষার, বেলশুঁট, আমলকী, কুড়, শ্বেতপুনর্ণবা, বৃহতী, হরীতকী, যমানী, দাড়িম, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, রক্তপুনর্ণবা, আতইচ, দুরালভা, আমরুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁই আমলকী, বামুনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর, সমুদায় মিলিয়া /১ সের, এই সমস্তের কল্কসহ পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ ও কফরোগ নিবারিত হয়।

ইহা ভিন্ন স্বরভেদ রোগাধিকারে একরূপ কণ্টকারী ঘৃত আছে, তাহা এইরূপ,—কণ্টকারী কণ্টকারীর রসের দ্বারা (অভাবে আটগুণ জলদ্বারা) কাথ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে, বেড়েলা, গোক্ষুর ও ত্রিকটুর কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে স্বরভঙ্গ ও পঞ্চবিধ কাস বিনষ্ট হয়। রোগীর বলাবল দৃষ্টে ॥০ অর্দ্ধতোলা হইতে ঘৃতের মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। অনুপানও রোগীর অবস্থানুসারে, উষ্ণদুগ্ধ প্রভৃতি ব্যবস্থেয়।

কণ্টকার্য্যাদি (পুং) বৈদ্যকোক্ত জ্বরাধিকারের পাচনবিশেষ। কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুঁট, দুরালভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুথা, পল্তা ও কট্‌কী, সমুদায়ে ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া পান করিলে পিত্ত, শ্লেষ্মা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাস, হৃদয় ও পার্শ্বের বেদনা নিবারিত হয়।

কণ্টকাল (পুং) কণ্টং কণ্টকব্যাপ্তং ফলং কালয়তি উৎপাদয়তি, কণ্ট-কল-নিচ্-অণ্। কণ্টকৈঃ কণ্টকাকীর্ণফলৈ রলতি শোভতে, কণ্টক-অল-অচ্ ইতি বা। ১ কাঁটাল গাছ। ২ মাদার। (কণ্টকালস্তু পনসে মন্দারে। শব্দাব্ধি।)

কণ্টকালুক (পুং) কণ্টকৈ রলতি, কণ্টং কালয়তি বা, কণ্টক-অল্, কণ্ট-কল্ বা-উকঞ্। যবাস বৃক্ষ।

কণ্টকাশন (পুং) কণ্টকং অশ্নাতি, কণ্টক-অশ-ল্যু। উষ্ট্র, উট্।

কণ্টকাষ্ঠীল (পুং) কণ্টকঃ অষ্ঠীলেব যস্য, বহুব্রী। মৎস্যবিশেষ; ইহার অপর নাম কুলিশ।

কণ্টকিত (ত্রি) কণ্টকো রোমাঞ্চো জাতোঽস্য, কণ্টক-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) ১ রোমাঞ্চিত। ২ কণ্টকযুক্ত।

কণ্টকিনী (স্ত্রী) কণ্টকাঃ সন্ত্যস্যাঃ, কণ্টক-ইনি-ঙীপ্। ১ বার্ত্তাকী, বেগুন। ২ শোণঝিণ্টি। ৩ মধু খর্জ্জুরী।

কণ্টকিফল (পুং) কণ্টকি কণ্টকযুক্তং ফলং যস্য, বহুব্রী। ১ কাঁটাল গাছ। ২ (কর্ম্মধা) কাঁটাল।

(কণ্টকিফলঃ পুমান্ পনসে স্যাৎ। শব্দাব্ধি।) [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকিল (পুং) কণ্টকো হস্ত্যস্য, কণ্টক-অস্ত্যর্থে ইলচ্। বাঁশবিশেষ, বেউড় বাঁশ।

কণ্টকিলতা (স্ত্রী) কণ্টকিনী চাসৌ লতাচেতি, কর্ম্মধা। শসার লতা।

কণ্টকী [ন্] (পুং) কণ্টকো হস্তাস্তি, কণ্টক ইনি। ১ মৎস্য। ২ খদিরবৃক্ষ। ৩ ময়নাগাছ। ৪ গোক্ষুরগাছ। ৫ বেউড় বাঁশ। ৬ কুলগাছ। ৭ কাঁটাল। ৮ (ত্রি) কাঁটাযুক্ত।

কণ্টকী (স্ত্রী) কণ্টক-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ ঙীষ্। বার্ত্তাকী বিশেষ; কাঁটাবেগুণ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, রক্ত ও পিত্তপ্রকোপকর, কণ্ডু ও কচ্ছু-নাশক এবং দোষজনক। [বেগুন দেখ।]

কণ্টকীদ্রুম (পুং) কণ্টকী চাসৌ দ্রুমশ্চেতি, কর্ম্মধা (পৃষো-দরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ)। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ (কণ্টকী এব দ্রুমঃ) বার্ত্তাকীবৃক্ষ।

কণ্টকীফল (পুং) কণ্টকী কণ্টকাচিতং ফলমস্য বহুব্রী (পৃষোদরাদিত্বাৎ) দীর্ঘঃ। কাঁটাল। [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকুরণ্ট (পুং) কণ্টঃ কণ্টকপ্রধানঃ কুরণ্টঃ মধ্যপদলো°। ঝিণ্টি, ঝাঁটি। [ঝিণ্টি দেখ।]

কণ্টতনু (স্ত্রী) কণ্টা কণ্টকান্বিতা তনুর্যস্যাঃ, মধ্যপদলো°। বৃহতী।

কণ্টদলা (স্ত্রী) কণ্টং কণ্টকাচিতং দলং যস্যাঃ, মধ্যপদলো। কেতকী ফুল।

কণ্টপত্র (পুং) ১ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচগাছ। ২ শৃঙ্গাটক, শিঙ্গারা, পানিফল।

কণ্টপত্রক (পুং) কণ্টপত্র-স্বার্থে কন্। শৃঙ্গাটক, পানিফল।

(কণ্টপত্রকঃ শৃঙ্গাটকে। শব্দাব্ধি।)

কণ্টপত্রফলা (স্ত্রী) ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষ।

কণ্টপাদ (পুং) বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচ।

কণ্টফল (পুং) কণ্টং কণ্টকান্বিতং ফলং, মধ্যপদলো°। ১ ছোট গোক্ষুর। ২ কাঁটাল। ৩ ধুতরা। ৪ লতাকরঞ্জ। ৫ তেজঃ-ফল। ৬ এরণ্ডফল। ৭ (বহুব্রী) ঐ সকল ফলের গাছ।

কণ্টফলা (স্ত্রী) কণ্টং কণ্টকাচিতং ফলং যস্যাঃ। দেবদালীলতা।

কণ্টল (পুং) কণ্টঃ অস্ত্যস্য, কণ্ট-অলচ্। কণ্টেন কণ্টকেন অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কণ্ট-অল্-অচ্, ইতি বা। বাবলাগাছ; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—বাবল, স্বর্ণপুষ্প ও সূক্ষ্মপুষ্প।

কণ্টবল্লী (স্ত্রী) কণ্টা কণ্টকান্বিতা বল্লী, মধ্যপদলো°। শ্রীবল্লীবৃক্ষ।

কণ্টবৃক্ষ (পুং) কণ্টঃ কণ্টকবহুলো বৃক্ষঃ, মধ্যপদলো°। তেজঃফলবৃক্ষ।

কণ্টাকারী (পুং) বিকঙ্কতবৃক্ষ, বঁইচ। (অথবিকঙ্কতে কণ্টাকারী পুংসি। শব্দাব্ধি।)

কণ্টাফল (পুং) কটি-ভাবে অপ্, কণ্টা কণ্টকোপলক্ষিতং ফলং যস্য। ১ কাঁটালগাছ। ২ (কর্ম্মধা) কাঁটাল।

(কণ্টাফলস্তু পনসে পুমান্। শব্দাব্ধি।

কণ্টার্ত্তগলা (স্ত্রী) নীলঝিণ্টি।

কণ্টালু (পুং) কণ্টায় কণ্টকায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কণ্ট-অল্-উণ্। ১ বাঁশবিশেষ। ২ বৃহতী। ৩ বার্ত্তাকী। ৪ বাবলা।

কণ্টাহ্বয় (ক্লী) কণ্টং কণ্টকং আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে, কণ্ট-আ-হ্বে-ক। পদ্মের গেঁড়ো।

কণ্টী [ন্] (পুং) কণ্টঃ কণ্টকঃ অস্ত্যস্তি, কণ্ট-ইনি। ১ কলায়। ২ অপামার্গ। ৩ খদির। ৪ গোক্ষুর।

কণ্ঠ (পুং) কণ্-ঠ (কণেষ্ঠঃ। উণ্ ১। ১০৫।) ১ গলদেশ, গ্রীবার সম্মুখভাগ। সুশ্রুতের মতে এইস্থানে ৪খানি তরুণাস্থি ও মণ্ডলা নামক ৩টি অস্থিসন্ধি আছে। কণ্ঠনাড়ীর উভয়-পার্শ্বে ৪টি ধমনী, দুইটির নাম নীলা ও দুইটির নাম মন্যা; কোনরূপে সেই ধমনী বিদ্ধ হইয়া গেলে মূকতা, স্বরবিকৃতি ও রস গ্রহণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

২ অনেকস্থলে গ্রীবার সমুদায় অংশও কণ্ঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কণ্ঠব্যতীত গ্রীবার অন্যান্য অংশে কণ্ডরা ৪, কূর্চ্চ ১, অস্থি ৯, অস্থিসন্ধি ৮, স্নায়ু ৩৬, পেশী ৪, গ্রীবার উভয়পার্শ্বে সিরা ৪, তাহাদিগের নাম মাতৃকা; সেই সকল সিরা বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। (সুশ্রুত, শারীর।) গৌতমতন্ত্রের মতে কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ নামক ষোড়শ-স্বরযুক্ত, ধূম্রবর্ণ, মহাপ্রভাবিশিষ্ট ষোড়শদল পদ্মের অবস্থান।

("তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্।
স্বরৈঃষোড়শভির্যুক্তং ধূম্রবর্ণৈঃ মহাপ্রভম্।
বিশুদ্ধ পদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্য মহাদ্ভুতম্।")

৩.ধ্বনি, কণ্ঠের শব্দ। ৪ নিকট। ৫ মদনবৃক্ষ।

(কণ্ঠো গলে সন্নিধানে ধ্বনৌ মদনপাদপে। (উজ্জ্বলদত্ত।)

৬ হোমকুণ্ডের বাহিরে অঙ্গুলিপরিমিতস্থান।

("খাতাদ্বাহ্যোহঙ্গুলঃ কণ্ঠঃ সর্ব্বকুণ্ডেষ্বয়ংবিধিঃ।" তিথ্যাদিতত্ত্ব।)

৭ মুনি। ৮ ফেন। (শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠক (পুং) কণ্ঠ স্বার্থে কন্। কণ্ঠ। [কণ্ঠ দেখ।]

কণ্ঠকূণিকা (স্ত্রী) কণ্ঠইব কণ্ঠধ্বনিরিব কূণয়তি, কণ্ঠ-কুণ-

থূল্-টাপ্, অত ইত্বম্। বীণা, কণ্ঠস্বরের ন্যায় ইহার স্বর অতি সুস্পষ্ট।

(বীণা পুনর্ঘোষবতী বিপঞ্চী কণ্ঠকূণিকা। হেম ২। ২০১।)

কণ্ঠগত (ত্রি) কণ্ঠে গতঃ, ৭তৎ। ১ কণ্ঠস্থ। ২ কণ্ঠাগত।

কণ্ঠতলাসিকা (স্ত্রী) কণ্ঠতলে অশ্বানাং কণ্ঠদেশে আস্তে, কণ্ঠতল-আস-থূল্-টাপ্-অত ইত্বং। অশ্বের গ্রীবাবেষ্টক চর্ম্ম-রজ্জু প্রভৃতি।

কণ্ঠদঘ্ন (ত্রি) কণ্ঠঃ পরিমাণমস্য, কণ্ঠ-দঘ্নচ্ (প্রমাণেদ্বয়সজ্ দঘ্নঞ্মাত্রচঃ। পা ৫। ২। ৩৭।) পল পরিমাণ।

কণ্ঠধান (পুং) দেশবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪। ২৬)

কণ্ঠনালী (স্ত্রী) কণ্ঠগতা নাড়ী, মধ্যপদলো° ঙস্য লত্বম্। কণ্ঠ-দেশস্থিত স্থূলধমনী, ভুক্ত দ্রব্য এই নাড়ীদ্বারা অধোগত হয় এবং শব্দাদিও এই নাড়ীর দ্বারা নিঃসৃত হইয়া থাকে।

কণ্ঠনীড়ক (পুং) কণ্ঠে প্রাসাদবৃক্ষাদীনাং শিরোভাগে নীড়ং যস্য, কণ্ঠনীড়-কপ্। চিলপক্ষী। (কণ্ঠনীড়কো না চিল্লে। শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠনীলক (পুং) কণ্ঠং ধারকস্য কণ্ঠাদিকমূর্দ্ধদেহং নীলয়তি স্বশিখা কজ্জলেন নীলবর্ণং করোতি, কণ্ঠ-নীল-ণিচ্-থূল্। ১ মসাল। ২ চিল্‌পাখী।

(কণ্ঠনীলকঃ চিল্লেপক্ষিণি চোল্কায়াম্। শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠপাশক (পুং) কণ্ঠে পাশ ইব কায়তি প্রকাশতে, কণ্ঠ-পাশ-কৈ-ক। ১ হস্তীর গলবেষ্টন দড়ী। ২ কণ্ঠরজ্জু। কণ্ঠপাশকঃ। (হস্তিনাং কণ্ঠরজ্জৌচ কণ্ঠরজ্জৌ নিগদ্যতে। শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠবন্ধ (পুং) কণ্ঠে বন্ধঃ, ৭তৎ। গলবন্ধন, গলার ফাঁস।

কণ্ঠভূষা (স্ত্রী) কণ্ঠস্য ভূষা অলঙ্কারঃ, ৬তৎ। গলদেশের অল-ঙ্কার, ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—গ্রৈবেয়, গ্রৈব, রুচক ও নিষ্ক।

কণ্ঠমণি (পুং) কণ্ঠে ধার্য্যো মণিঃ, মধ্যপদলো°। গলদেশে ধারণোপযোগী মণি, ইহার সংস্কৃত নামান্তর কাকল।

কণ্ঠমালা (স্ত্রী) কণ্ঠে ধার্য্যা মালা হারবিশেষঃ, মধ্যপদলো°। স্ত্রীলোকের কণ্ঠভূষণবিশেষ।

কণ্ঠরত্ন (ক্লী) কণ্ঠে ধার্য্যং রত্নম্, মধ্যপদলো°। কণ্ঠদেশে ধারণীয় রত্ন।

কণ্ঠলতা (স্ত্রী) কণ্ঠে লতা ইব, উপমি°। অশ্বের গলদেশস্থ রজ্জু প্রভৃতি।

কণ্ঠরোগ (পুং) কণ্ঠগতো রোগঃ, মধ্যপদলো°। কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরজাত রোগসকল। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে কণ্ঠনালীতে অষ্টাদশ প্রকার রোগ জন্মে; রোহিণী ৫ প্রকার, কণ্ঠশালুক, অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, শতঘ্নী, শিলাঘ, গলবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান এবং বিদারী।

রোহিণী—দূষিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত গলদেশস্থ মাংসকে দূষিত করিয়া মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাতে কণ্ঠরোধ হয় ও শীঘ্র প্রাণ বিনাশ করে। ইহাকে রোহিণীরোগ বলে। বায়ু জন্য রোহিণীরোগে জিহ্বার চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত কণ্ঠরোধক মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং রোগী স্তম্ভত্ব প্রভৃতি বাতজনিত উপদ্রবসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে। পিত্ত জন্য রোহিণীরোগে অতিশয় দাহ ও পাকযুক্ত মাংসাঙ্কুর শীঘ্র বাহির হয়। বিশেষতঃ রোগীর অত্যন্ত বেগবান্ জ্বর হইয়া থাকে। কফজন্য রোহিণীরোগে মাংসাঙ্কুর গুরু, স্থির ও বিলম্বে পাকে এবং কণ্ঠস্রোত রুদ্ধ হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক রোহিণীরোগে উক্ত তিন দোষের লক্ষণ দেখা যায় এবং মাংসাঙ্কুর গম্ভীর-ভাবে পাকিয়া থাকে। এই রোগ চিকিৎসাসাধ্য নয়। রক্তজন্য রোহিণীরোগে জিহ্বামূল স্ফোটক দ্বারা ব্যাপ্ত হয় এবং পিত্তের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভাবমিশ্র বলেন—ত্রৈদোষিক রোহিণীরোগে রোগীর জীবন সদ্য নষ্ট হয়; কফজ রোহিণী তিন রাত্রির মধ্যে, পৈত্তিক রোহিণী পাঁচ রাত্রির মধ্যে, এবং বাতজ রোহিণী সাত রাত্রির মধ্যে রোগীর জীবন হরণ করিয়া থাকে।

সাধ্য রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষ-ধারণ এবং নস্য হিতকারক। বাতজ রোহিণীরোগে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া সৈন্ধব দ্বারা প্রতিসারণ করিবে এবং অল্প গরম স্নেহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ গণ্ডূষ ধারণ করিবে। পিত্তজ ও রক্তজ রোহিণীতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া প্রিয়ঙ্গুচূর্ণ, চিনি ও মধু একত্র করিয়া ঘর্ষণ এবং দ্রাক্ষা ও ফল্‌সার ক্বাথ দ্বারা কবল করিবে। কফজ রোহিণীরোগে আগারধূম (কোল), শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

কণ্ঠশালূক—কুপিত কফ দ্বারা কুলের আঁটির ন্যায়, কাষ্ঠবৎ বা শূকবৎ বেদনাজনক খর ও স্থির গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকে কণ্ঠশালূক কহে, এই রোগ শস্ত্রসাধ্য। এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া তুণ্ডিকেরী রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। স্নিগ্ধ যবান্ন অল্প পরিমাণে একবার ভোজন করাইবে।

অধিজিহ্ব—রক্তমিশ্রিত কফ কর্ত্তৃক জিহ্বার উপর জিহ্বাগ্রের ন্যায় শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অধিজিহ্ব বলে। শোথ পাকিলে এই রোগ অসাধ্য হয়।

বলয়—শ্লেষ্মার দ্বারা গলনালীতে আয়ত ও উন্নত শোথ উৎপন্ন হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের পথ রোধ করিলে তাহাকে বলয় রোগ বলে, এই রোগ অসাধ্য।

বলাস—শ্লেষ্মা ও বায়ু কর্ত্তৃক গলদেশে বেদনাযুক্ত শোথ

জন্মিলে এবং রোগীর মর্ম্মচ্ছেদি দারুণ বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে বলাসরোগ কহে, এই রোগ অসাধ্য।

একবৃন্দ—গলদেশে যে ফুলা গোল ও উন্নত হইয়া উঠে, দাহ ও কণ্ডুবিশিষ্ট এবং ভার ও কোমল বোধ হয়, তাহার নাম একবৃন্দ। এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিবে।

বৃন্দ—রক্তপিত্ত জন্য গোল ও অতিশয় উন্নত শোথ জন্মিয়া রোগীর অত্যন্ত জ্বর ও দাহ হইলে তাহাকে বৃন্দরোগ বলে, ইহাতে বেদনা হইলে বাতজ বলা যায়।

শতঘ্নী—গলনালীতে মোটা পলিতার মত, কঠিন, কণ্ঠরোধকারী, বাতজাদি ভেদে নানাপ্রকার বেদনাযুক্ত অথচ মাংসাঙ্কুরের দ্বারা অধিক ব্যাপ্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে নানাপ্রকার যাতনা উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্রিদোষ জন্য শতঘ্নী রোগ কহে। এই রোগে রোগী প্রায়ই বাঁচে না।

শিলাষ—যে রোগে দূষিত কফ ও রক্ত হইতে গলার ভিতর আমলকীর আঁঠির মত স্থির ও অল্প বেদনাযুক্ত গ্রন্থি জন্মে, ভুক্ত দ্রব্য সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে শিলাষ রোগ বলে, এই রোগ শস্ত্রসাধ্য। সুশ্রুতমতে ইহার নাম গিলায়ু রোগ।

গলবিদ্রধি—সমস্ত গলদেশ ফুলিয়া উঠিলে, এবং তাহাতে নানাপ্রকার যাতনা হইলে তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। এই রোগ যদি মর্ম্মস্থানগত না হয় অথচ সুপক্ক হয়, অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে।

গলৌঘ—কফ ও রক্ত জন্য গলদেশ অত্যন্ত ফুলিয়া অন্ননালী বা জলপ্রবেশের পথ রোধ করিলে এবং তাহাতে বায়ুর গতি নষ্ট ও তীব্র জ্বর হইলে গলৌঘ রোগ বলে।

স্বরঘ্ন—এই রোগে রোগী মূর্চ্ছিত হয়, সর্ব্বদা শ্বাস ত্যাগ করে, স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠ শুষ্ক হয় (রোগী কিছু চিনিতে পারে না) এবং শ্বাসের পথ আবৃত হয়।

মাংসতান—এই রোগে গলদেশের ফুলা ক্রমে বাড়িয়া কণ্ঠনালী প্রায় রোধ করে এবং ফুলা বিস্তৃত, অতি ক্লেশদায়ক ও লম্বমান্ হয়। ইহাতে রোগী বাঁচে না।

বিদারী—এই রোগে পিত্তের প্রকোপ জন্য গলদেশে ও মুখে তাম্রবর্ণ দাহ ও বেদনাযুক্ত ফুলা হয়, উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাংস খসিয়া পড়ে, রোগী যে পার্শ্বে অধিক শয়ন করে, সেই পার্শ্বেই এই রোগ জন্মে।

সাধারণতঃ কণ্ঠরোগ মাত্রেই,—১। দারুহরিদ্রা, নিমছাল, শালবৃক্ষ, ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিবে, অথবা হরীতকীর কষায় মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ২। কটকী, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুথা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ৩। পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা, শুঁট, সাজিমাটী, যবক্ষার এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে। ৪। মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব ও দারুহরিদ্রা, এই সকলের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত মুখে ধারণ করিলে, মুখরোগ ও গলরোগ বিনষ্ট হয়। ৫। যবক্ষার, গজপিপ্পলী, আকনাদি, রসাঞ্জন, দেবদারু, হরিদ্রা ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মধুর সহিত গুড়িকা করিবে, এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে গলরোগ নিবারিত হয়। ৬। বেলমূলের ছাল, সোণামূলের ছাল, গাম্ভারীর ছাল, পারুলের ছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই দশমূলের কাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিবে। (চক্রদত্ত।)

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে কণ্ঠরোগ নানাপ্রকার। তন্মধ্যে সামান্য কণ্ঠশোথ (Simple Sore throat), ক্ষতযুক্ত কণ্ঠশোথ (Ulcerated Sore throat), গলগ্রন্থিপ্রদাহ (Quinsy or Tonsilitis), সাংঘাতিক কণ্ঠশোথ (Malignant Sore throat), সান্নিপাতিক কণ্ঠরোগ (ত্বক্‌ছাদন) বা ডিফ্‌থিরিয়া (Diphtheria)

কণ্ঠশোথ হইলে কণ্ঠে প্রদাহ, গিলিতে কষ্টবোধ, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট, কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন ও জ্বর হয়। প্রথমে বাধা না পাইলে ক্রমে বাড়িয়া উঠে, জিহ্বা ফোলে এবং খারাপ হইয়া থাকে। গলগ্রন্থি রক্তবর্ণ, গলদেশের পশ্চাতে ছোট ছোট পীতবর্ণ ফুলা হয়। তৃষ্ণা, নাড়ী প্রবল, কখন গাল ফুলিয়া রক্তবর্ণ হয়। চক্ষু জ্বলে, রোগ বৃদ্ধি হইলে চিত্তবিভ্রম ঘটে। যতই রোগ বাড়ে, গলগন্থিও তত ফুলিয়া উঠে, তাহাতে পূয় জন্মে। স্ফোটক ফাটিয়া গেলে আরাম বোধ হয়। কখন কখন ফাটিবার পর গ্রন্থিতে আবার পূর্ব্ববৎ ফুলিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিকিৎসা করা চাই, নহিলে সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠে, এরূপস্থলে কঠিন জ্বর হয়।

সামান্য কণ্ঠশোথে হোমিওপাথিক চিকিৎসা বিশেষ উপকারী।

ভিজার পর ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য কণ্ঠশোথ হইলে ডাল্‌কামরা। বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা হইলে গেলসেমিনম্। জ্বরের সঙ্গে শীত বোধ হইলে একোনাইট্। কণ্ঠবেদনা, কণ্ঠশুষ্ক, শিরঃপীড়া এবং মুখ লাল হইলে বেলেডোনা। কণ্ঠ আড়ষ্ট, গিলিতে কষ্ট ও কফ বাহির হইতে থাকিলে মার্কুরিয়াস্।

ক্ষতযুক্ত কণ্ঠশোথে প্রথমে বেলেডোনা। ছোট, পাংশুবর্ণ

অথচ অনিষ্টদায়ক ক্ষত হইলে এসিড নাইট্রিক। দুর্গন্ধ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য ঘটিলে ব্যাপ্‌টিসিয়া, কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্।

গলগ্রন্থিপ্রদাহ (Tonsilitis)—গলদেশে কোনস্থানে প্রদাহ হইলে এই রোগ জন্মে। এই রোগও নানাপ্রকার। স্তন্যপায়ী শিশুসন্তানের এই রোগ বড় একটা হয় না। পাঁচ হইতে দশ বর্ষের সময় হইতে এই রোগ অধিক দেখা যায়। আবার পঞ্চাশ বর্ষের সময়ও এই রোগ জন্মে। এই রোগ সকল ঋতুতেই হয়, বিশেষ শীতকালে প্রবল হইয়া থাকে। শীতল বা হিম, আর্দ্র বা দূষিত বায়ুসেবন, শীত, পৈত্রিক দোষ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। যাহাকে দেখিতে ভাল, এরূপ লোককেই এই রোগ প্রায় আক্রমণ করে। গণ্ডমালা-রোগ আরাম হইবার পরও কখন কখন এই রোগ হইতে দেখা যায়। এই রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে রোগী বেশ সুস্থ অবস্থায় থাকে, কখন কখন সামান্য পেটের গোলমাল হয়। এই রোগ হইলে শীতবোধ, কম্পন, চর্ম্মে উত্তাপ, উত্তেজিত নাড়ী, তৃষ্ণা, শিরঃপীড়া অথবা ক্ষুধামান্দ্য, অসুখবোধ, প্রত্যঙ্গে ব্যথা বা শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়, যেন গলদেশে কিছু চাপান হইয়াছে এরূপ বোধ হইয়া থাকে। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে সামান্য হইতে অতি দারুণ যন্ত্রণা, প্রদাহ ও গিলিবার ইচ্ছা হয়। ঢোক গিলিবার সময় কখন কখন এত কষ্ট হয় যে তখন আক্ষেপ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। কাসি, ছেপ বা কফ ফেলিবার ইচ্ছা, কণ্ঠে দোষের সঞ্চার, কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস, কণ্ঠ হইতে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, কখন কখন রোগ কঠিন হইলে এককালে স্বররোধ হয়। কোন কোন স্থলে গলার ফুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, নিশ্বাস ফেলিবার সময় বেদনাবোধ, কখন কখন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। এই রোগ অতি পীড়াদায়ক, সচরাচর সাত দিন হইতে চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

ফুলা কাটিয়া না দিলে কথা কহিবার সময়, বমি করিবার সময় অথবা কাসিবার সময় ফাটিয়া যায়। ঘুমের সময়ও ফাটিয়া থাকে, এ অবস্থায় ফাটিলে রোগী অধিক কষ্ট ভোগ করে না, ঘুম ভাঙ্গিলে রোগী অনেকটা শোয়াস্তি বোধ করে। ৫।৭ দিনের মধ্যে ভাল হয়। শ্বাসবদ্ধ হইলে মৃত্যুর ভয়, নচেৎ নয়।

চিকিৎসা—রোগের প্রথম অবস্থায় একটি পাত্রে গরম জলে খানিকটা কর্পূর ও আধ ছটাক ভিনিগার রাখিয়া হাঁ করিয়া তাহার উত্তাপ গ্রহণ করিবে। ধূম লাগিয়া যদি কোন কারণে অধিক কাসি হয়, তবে শয়নকালে মৃদুবিরেচক এবং প্রাতঃকালে ভেদক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, গরম জলে লবণ ও রাইসরিষা মিশাইয়া তাহাতে হাত পা ডুবাইয়া রাখিবে। পূর্ব্বে এই রোগ হইলে চিকিৎসকেরা ফুলা কাটিয়া দিতেন। আবার কেহ কস্টিক্ দিয়া পোড়াইয়া দিতেন। তাহাতেও অনিষ্ট ভাবিয়া কেহ কেহ অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা রক্ত নিঃসারণ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল, মন্দভোজী, অথবা অসুস্থ ব্যক্তির এই রোগ হইলে রোগী বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় রক্ত নিঃসারণ করিবে না। সহজ উপায়ে চিকিৎসা করিবে। ২ ড্রাম লুনার কস্টিক ২ ঔন্স চোঁয়ান জলে মিশাইয়া তুলি দিয়া সাবধানে প্রলেপ দিবে। দিবসে ডিকক্সন্ অব সিন্‌কোনা, টিঞ্চর সিন্‌কোনা এবং এসেটেট্ অব আমোনিয়া প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধটি কিয়ৎকাল কণ্ঠে রাখিয়া তৎপরে গিলিতে দিবে। কেহ কেহ এই রোগে পদতল বিদ্ধ করিয়া রক্ত বাহির করিয়া থাকেন।

হোমিওপ্যাথিমতে—এই রোগে বেলেডোনা, মার্কুরিয়াস্, হেপার, আর্সেনিক, সাইলেসিয়া প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের একপ্রকার কণ্ঠশোথ হয় তাহাকে ইংরাজীতে থ্রস্ (Thrush) ও বাঙ্গালায় কোন কোন চিকিৎসক ছাল্ল বলেন। এই রোগে মুখ মধ্যে একপ্রকার কোড়ক জন্মে। মুখে প্রথমে ছোট ছোট সাদা দাগ হয়, তাহা দেখিতে বাতির ফোঁটার মত। রোগীর জ্বর বোধ, তন্দ্রা, উদরাধ্মান, শূলব্যথা, অজীর্ণ রোগ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিশু স্তন্যপান করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। চট্‌চটে ও সবুজ ভেদ হয়। এই রোগে মধু দিবে। ২ ভাগ কার্ব্বনেট অব সোডা ও ১ ভাগ গ্রে পাউডার মিশাইয়া দুই গ্রেণ হইতে পাঁচ গ্রেণ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার খাইতে দিবে। লাইম ওয়াটার, বিস্‌মথ্, চক্ ইত্যাদিও উপকারক।

হোমিওপ্যাথিমতে—নরম তুলি দিয়া বোর্যাক্স বাহ্য প্রয়োগ করিবে। অধিক পরিমাণে কফ নির্গত হইলে অথবা ক্ষত হইলে মার্কুরিয়াস্, পরে সাল্‌ফার দিবসে ও রাত্রে খাওয়াইবে। অধিক দুধ তুলিলে বা অম্ল হইলে পলসাটিলা বা নক্স দিবে। রোগ কঠিন হইয়া উঠিলে ছয় কিম্বা বার ঘণ্টা অন্তর প্রথমে আর্সেনিকম্, পরে এসিড নাইটিক্ প্রয়োগ করিবে।

সাজ্জাতিক কণ্ঠশোথ (বিদারী)—এই রোগ সচরাচর শরৎকালের প্রারম্ভে দেখা দেয়, ইহা বহুব্যাপী ও সংক্রামক। ইহার লক্ষণ—শীত, কম্পন, তাপ, দৌর্ব্বল্য, হৃদয়ে বেদনা, বমন, ভেদ, চক্ষু জলময় ও জ্বালাযুক্ত, ওষ্ঠ খুব রক্তবর্ণ, নাড়ী দুর্ব্বল ও গোলমেলে, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ। গিলিতে অতি কষ্ট বোধ, কণ্ঠ লাল হইয়া ফোলে। কণ্ঠের উপর নানা আকারে

নালি বা উৎপন্ন হয়। কখন কখন ঐ নালি উপরে নাসিকা এবং নীচে নলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রথম হইতে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। রোগী মধ্যে মধ্যে এলোমেলো বকে, নিশ্বাসে খারাপ গন্ধ এবং রোগী দুর্গন্ধ অনুভব করে। গলিতাবস্থা উপস্থিত হইলে কম্পন, নাড়ী দুর্ব্বল, মুখ বসিয়া পড়ে, কঠিন ভেদ, নাক ও মুখ দিয়া রক্তপাত,—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ সাঙ্ঘাতিক জানিবে।

চিকিৎসা—এই রোগের প্রথম হইতে অধিক জ্বর হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর একোনাইট। তৎপরে বেলেডোনা। মুখে বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ, গাঢ় কফযুক্ত, গলগ্রন্থি নালিযুক্ত হইলে, শীতবোধ, কম্পন, মধ্যে গা গরম এবং রাত্রিতে ঘাম হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর মার্কুরিয়াস্। রোগ অত্যন্ত কঠিন হইলে রস। এ ছাড়া সাল্‌ফার, সাইলিসিয়া, আর্সেনিক, এসিড নাইট্রিক্ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

ত্বক্‌ছাদন (Diphtheria)—কণ্ঠের মধ্যে শ্লৈষ্মিকঝিল্লির উপর প্রদাহজনিত কৃত্রিম ঝিল্লি (False membrane) জন্মে; এই কণ্ঠরোগকে ডাক্তারেরা ডিফ্‌থিরিয়া বলেন। (অপর নাম Cynanche Maligna বা Angina Maligna)। এই রোগ ১ বর্ষ হইতে ৮ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শিশুদিগের প্রায় হইতে দেখা যায়। বাহ্য বায়ুর দোষে, এবং শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ জন্মে। কৃত্রিম ঝিল্লি গলগ্রন্থি বা তালুতে প্রথমে উৎপন্ন হয়; কখন তালুমূলে, কখন শ্বাসনলী (Larynx and Trachea) পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। শ্বাসনলীতে এই রোগ জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

লক্ষণ—কণ্ঠের ভিতরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ফুলা ও রক্তবর্ণ দেখায়। সহজ পীড়াতে জ্বর, গলায় অল্প বেদনা, গ্রীবার গ্রন্থি কিছু ফুলিয়া উঠে ও ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়। স্বরভঙ্গ, নাসারন্ধ্রে শব্দ, অল্প অল্প শ্বাসও হইয়া থাকে। হৃদ্‌পিণ্ড অসাড় হইলে সহজেই মৃত্যু ঘটিতে পারে। কণ্ঠের স্থানবিশেষ আক্রমণকালে রোগের লক্ষণও বিভিন্ন হয়। যথা—১ নাসাত্বক্‌ছাদন (Nasal Diphtheria), কোন কোন চিকিৎসকের মতে এই রোগ নাসা হইতে জন্মিয়া গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু সচরাচর গলদেশ হইতেই নাসিকায় ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই রোগে শ্বাসরোধের সম্ভাবনা, রোগী প্রায়ই বাঁচে না। ২ ত্বাক্‌ছাদনিক কাশ (Diphtheric Croup)—এই রোগে ঘড়ঘড়ে কাশের লক্ষণ লক্ষিত হয়, ইহা সাংঘাতিক। ৩ বহিস্ত্বক্‌ছাদন (Cutaneous Diphtheria)—সচরাচর কণ্ঠ রোগ হইবার পর ত্বকের যে স্থানে ক্ষত থাকে বা ছড় হয়, উহাতে কৃত্রিম ঝিল্লি জন্মিতে দেখা যায়।

রোগ সহজ হইলে আট দিনের বেশী থাকে না। কঠিন হইলে ১ পক্ষ থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের পথ রুদ্ধ হইলে দুই দিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা—২ ড্রাম কষ্টিক্ ৬ ড্রাম চোয়ান জলে দ্রব করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় তুলি দিয়া গলার ভিতর লাগাইবে। কেহ কেহ ষ্ট্রং হাইড্রোক্লোরিক এসিড ১০ গুণ জলে মিশাইয়া প্রলেপ দিতে বলেন। শিশু কুলকুচ করিতে জানিলে ১ ড্রাম টিঞ্চর ফেরিমিউরিয়স্ ৪ ঔন্স জলে মিশাইয়া ব্যবহার করা যায়। জ্বরের সময় ১ ফোঁটা টিঞ্চর একোনাইট ১ ঔন্স জল দিয়া তাহার অর্দ্ধ ড্রাম ২ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

হোমিওপ্যাথী—অধিক জ্বর, অবসন্নতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যথা ও শিরঃপীড়া থাকিলে একোনাইট, ১ বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর। কণ্ঠ ও গলগ্রন্থি ঘোর লাল, ফুলার চারিদিকে বিজকুড়ি হইলে এবং গলা হইতে স্বেদ নির্গত হইলে, গন্ধযুক্ত কফ জমিলে মার্কুরিয়াস্, ১ ঘণ্টা অন্তর। এ ছাড়া আর্সেনিক, হাইড্রেষ্টিস্ প্রয়োগ করা যায়।

কণ্ঠশুণ্ডী (স্ত্রী) তালুগত মুখরোগ বিশেষ;—দূষিত কফ ও রক্ত তালুমূলে দীর্ঘাকৃতি অথচ বায়ুপূর্ণ ভিস্তির ন্যায় যে শোথ উৎপাদন করে, তাহার নাম কণ্ঠশুণ্ডী। এই রোগে পিপাসা, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হয়। কণ্ঠশুণ্ডী, গলশুণ্ডী ও তালুশুণ্ডী প্রভৃতি ইহার নামান্তর দৃষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ।)

চিকিৎসা—১। গলশুণ্ডীরোগে শোথ ছেদন করিয়া, ত্রিকটু, বচ, মধু ও সৈন্ধব, অথবা কুড়, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, আকনাদি ও গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ২। উক্ত ঔষধ সকল ঘৃতসহ ঘর্ষণ করিবে এবং নাসিকার সমীপবর্ত্তী স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে। ৩। সিউলী গাছের মূল চর্ব্বণ করিলে গলশুণ্ডী রোগ বিনষ্ট হয়। ৪। আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কটকী ও নিমছাল এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া কবল করিলে গলশুণ্ডী নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত।)

কণ্ঠসজ্জন (ক্লী) কণ্ঠে সজ্জনম্ ৭তৎ। কণ্ঠে লগ্ন হইয়া আলিঙ্গন।

কণ্ঠসূত্র (ক্লী) কণ্ঠে সূত্রইব উপমি°। ১ মালা। ২ আলিঙ্গন বিশেষ।

"যৎ কুর্ব্বতে বক্ষসি বল্লভস্য স্তনাভিঘাতং নিবিড়োপঘাতাৎ।
পরিশ্রমার্ত্তাঃ শনকৈর্বিদগ্ধাস্তৎকণ্ঠসূত্রং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥"

রতিশাস্ত্র।

কণ্ঠস্থ (ত্রি) কণ্ঠে তিষ্ঠতি, কণ্ঠে-স্থা-ক। মুখস্থ, যাহা অত্যন্ত অভ্যাস করা হইয়াছে।

কণ্ঠস্থালী। চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটি প্রাচীন মহাগ্রাম। (ব্রহ্মখণ্ড ১৩।১৬) [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।]

কণ্ঠা (দেশজ) ১ কণ্ঠদেশস্থ হাড়। ২ মৎস্যের কণ্ঠদেশ।

কণ্ঠাগত (ত্রি) কণ্ঠে আগতঃ, ৭তৎ। বহির্গমনোন্মুখ, কণ্ঠে উপস্থিত।

"পঞ্চপ্রাণ কণ্ঠাগত হল তার আসি।
বিধাতা কাতর দেখি প্রভু ব্রহ্মরাশি॥"
দুঃখীশ্যাম—গোবিন্দমঃ ৬১।

কণ্ঠাগ্নি (পুং) কণ্ঠে কণ্ঠাভ্যন্তরে অগ্নিঃ পাচকাগ্নির্যস্য, বহুব্রী। পক্ষী, ইহাদের আহার গলাধঃকরণ হইলেই পরিপাক হইয়া যায়।

কণ্ঠাভরণ (ক্লী) কণ্ঠে ধার্য্যং আবরণম্, মধ্যপদলো°। গলদেশের অলঙ্কার।

কণ্ঠার। স্বর্গভূমির উত্তরস্থিত একটি মহাগ্রাম। ভবিষ্যোক্ত ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—"দুর্গা দুর্গাসুরের মস্তক ছেদন করিয়া দ্বারা তাহার কণ্ঠ এইখানে নিক্ষেপ করেন। দুর্গাসুরের কণ্ঠ এখানে পতিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম কণ্ঠার হয়। কলিকালে এখানে ভূমিহার ও রাজপুত জাতিরা বাস করিবে। রাজপুত জাতির সহিত যবনদিগের যুদ্ধ হইবে। কণ্ঠারবাসীরা গ্রামে আগুন লাগাইয়া পলায়ন করিবে।" (ব্রহ্মখণ্ড ৫৬। ৩৯-৪১)

কণ্ঠাল (পুং) কঠি-আলচ্। ১ ওল। ২ যুদ্ধ। ৩ নৌকা। ৪ খন্তা। ৫ উষ্ট্র। ৬ গুণ, দড়ীবিশেষ। ৭ বৃক্ষবিশেষ।

কণ্ঠালা (স্ত্রী) কণ্ঠাল-টাপ্। ১ জালের দড়ী। ২ বামুনহাটী। (শব্দাব্ধি)। দ্রোণিবিশেষ। (কণ্ঠালা তু দ্বয়োর্দ্রোণীপ্রভেদে না ক্রমেলকে। মেদিনী।)

কণ্ঠিকা (স্ত্রী) কণ্ঠে ভূষ্যতয়া অস্ত্যস্যাঃ, কণ্ঠ-ঠন্-টাপ্। কণ্ঠাভরণবিশেষ, একনরী মালা। (হারা যষ্টিভেদাদেকাবল্যেকযষ্টিকা, কণ্ঠিকাপি। হেম ৩। ৩২৬।)

কণ্ঠী (স্ত্রী) কণ্ঠ-অল্পার্থে ঙীপ্। ১ গলদেশ। ২ অশ্বের গলবেষ্টন করিবার চর্ম্মদড়ী প্রভৃতি।

কণ্ঠীধারী (দেশজ) ১ মালাধারী। ২ হিন্দু। ৩ বৈষ্ণব।

কণ্ঠীরব (পুং) কণ্ঠ্যাং রবো যস্য, বহুব্রী। ১ সিংহ। ২ মত্তহস্তী। ৩ পায়রা, কপোত।

কণ্ঠীরবী (স্ত্রী) কণ্ঠীরব-ঙীষ্। বাসকবৃক্ষ। [বাসক দেখ।]

কণ্ঠীল (পুং) [কণ্ঠাল দেখ।]

কণ্ঠেকাল (পুং) কণ্ঠে কালঃ বিষপানজো নীলিমা যস্য অলুক্‌সমা°। মহাদেব। (কণ্ঠেকালঃ শঙ্করো নীলকণ্ঠঃ শ্রীকণ্ঠোগ্রৌ ধূর্জটি র্ভীমভর্গৌ। হেম ২। ১৯৯।)

কণ্ঠ্য (ত্রি) কণ্ঠে ভবঃ, কণ্ঠ-শরীরাবয়বত্বাৎ যৎ (যতোঽনাবঃ। পা ৬। ১। ২১৩।) ১ গলদেশজাত। ২ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত বর্ণ সকল। (অকুহবিসর্জ্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ। সি° কৌ°। অ আ অ ক খ গ ঘ ঙ হ এই কয়েকটি বর্ণকে কণ্ঠ্যবর্ণ কহে। ৩ কণ্ঠায় কণ্ঠস্বরায় হিতম্, যৎ। কণ্ঠস্বরের উপকারী।

(যবকোলকুলথানাং যূষঃ কণ্ঠ্যোঽনিলাপহঃ। সুশ্রুত।)

কণ্ঠ্যবর্ণ (পুং) কণ্ঠ্যশ্চাসৌ বর্ণশ্চেতি কর্ম্মধা। অ আ অ ক খ গ ঘ ঙ হ এই কয়েকটি কণ্ঠ্যবর্ণ।

কণ্ডন (ক্লী) কডি ভাবে ল্যুট্ ইদিত্বাৎ মুম্। ১ চাউল নির্ম্মল করা, কাড়া। ২ (কর্ম্মণি ল্যুট্) চাউল হইতে যে অপরিষ্কার গুঁড়া বাহির করা হয়, কুঁড়ো।

("ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ ভিষক্ পশ্চাৎ শালীতণ্ডুলকণ্ডনৈঃ।" সুশ্রুত।)

কণ্ডনী (স্ত্রী) কণ্ড্যতে তুষাদিরপনীয়তে অনয়া, কডি-করণে ল্যুট্, ইদিত্বাৎ মুম্। উদূখল, উখলি।

কণ্ডরা (স্ত্রী) কডি অরন্ ইদিত্বাৎ মুম্ টাপ্ চ। ১ মহানাড়ী। ২ মহাস্নায়ু। মহর্ষি সুশ্রুতমতে—সর্ব্বাঙ্গে ১৬টি কণ্ডরা আছে; তন্মধ্যে হস্তে ৪, পদে ৪, গ্রীবাদেশে ৪ ও পৃষ্ঠদেশে ৪। এই সকল কণ্ডরা দ্বারা শরীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে পারা যায়। হস্ত ও পদগত কণ্ডরার প্ররোহ বা প্রান্তসীমা নখ, গ্রীবা ও হৃদয়বন্ধনীর অধোগত কণ্ডরাগণের প্ররোহ মেঢ্র, পৃষ্ঠনিবদ্ধ কণ্ডরাগণের প্ররোহ নিতম্ব, মস্তক, উরু, বক্ষ, অক্ষ ও স্তনপিণ্ড। (ভাবপ্রকাশ।)

বাহুপৃষ্ঠ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যে সকল কণ্ডরা আছে, তাহা বাতপীড়িত হইলে বাহুদ্বয়ের কার্য্য বিনষ্ট হয়, এই রোগের নাম বিশ্বাচী।

কণ্ডরীক (পুং) সপ্তজাতিস্মর মধ্যে বিপ্রবিশেষ। (হরিবংশ)

কণ্ডাগ্নি (পুং) পক্ষী।

কণ্ডানক (পুং) মহাদেবের অনুচর।

কণ্ডিকা (স্ত্রী) কডি-ণ্বুল্-টাপ্। বেদের একদেশ, অধ্যায় প্রপাঠক প্রভৃতির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বাক্যসমূহ।

কণ্ডু (পুং) ঋষিবিশেষ, ইহাঁর পিতার নাম কণ্ড। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—কোন সময়ে কণ্ডুমুনি গোমতী তীরে উৎকট তপস্যা আরম্ভ করেন, ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য পাঠাইয়া দেন। মুনিও তাহার রূপলাবণ্য এবং হাবভাব দর্শনে বিমোহিত হইয়া তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুকাল তাহার সহিত একত্রে অতিবাহিত করিলেন। বহুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাকালে কণ্ডু সন্ধ্যাবন্দনা করিতে ইচ্ছা করিলেন, প্রম্লোচা তাহার কথা শুনিয়া উপহাস করিয়া উঠিল।

তাহাতে তাঁহার মোহ বিদূরিত হইল, তিনি পুনর্ব্বার পুরুষোত্তমে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন। ২ (স্ত্রী) কণ্ডয়তি শরীরং, কণ্ড-কু (মৃগয়্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮।) একপ্রকার চুল্‌কানি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। [চুল্‌কণা দেখ।]

কণ্ডুক (পুং) কণ্ডু-কন্। ১ কণ্টক। ২ কণ্ডু।

কণ্ডুর (পুং) কণ্ডুং রাতি দদাতি, কণ্ডু-রা-ক-(আতোঽনুপ-সর্গে। পা ৩।২।৩।) পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। ১ করলা লতা। ২ কুন্দর তৃণ।

কণ্ডুরা (স্ত্রী) কণ্ডুর-টাপ্। ১ শূকশিম্বী, আল্‌কুশী। ২ অত্যম্লপর্ণী।

কণ্ডূ (স্ত্রী) কণ্ডূয়-সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্, অলোপো যলোপশ্চ। ১ চুল্‌কানি। ২ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়,—খর্জ্জু, কণ্ডূয়া, কণ্ডূতি ও কণ্ডূয়ন।

চিকিৎসা,—দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু, পামা, দদ্রু, শীতপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

গুঞ্জাফল (কুঁচ) ও ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল অভ্যঙ্গে কণ্ডু, দারণ, কুষ্ঠ ও কাপাল রোগ বিনষ্ট হয়। হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ এই রোগের বিশেষ উপকারী। [হরিদ্রাখণ্ড দেখ।]

কণ্ডূক (ক্লী) কণ্ডূ-স্বার্থে কন্। কণ্ডূ।

কণ্ডূকরী (স্ত্রী) কণ্ডূং করোতি, কণ্ডূ-কৃ-ট-ঙীপ্। শূকশিম্বী, আল্‌কুশী।

কণ্ডূঘ্ন (পুং) কণ্ডূং হন্তি, কণ্ডূ-হন্-টক্। ১ আরগ্বধ, সোঁদালু। ২ শ্বেত সর্ষপ।

কণ্ডূঘ্নবর্গ (পুং) কণ্ডূঘ্নানাং বর্গঃ সমূহঃ, ৬তৎ। চন্দন, বেণা-মূল, সোঁদাল, করঞ্জ, নিম্ব, কুটজ, সর্ষপ, মৌল, দারুহরিদ্রা ও মুথা, এই দশটি কণ্ডূঘ্নবর্গ। (চরক।)

কণ্ডূতি (স্ত্রী) কণ্ডূয়-ভাবে ক্তিন্, অলোপো যলোপশ্চ। কণ্ডূ-য়ন, চুলকান।

("সুভগ! ত্বৎকথারম্ভে কর্ণে কণ্ডূতিলালসা।" সাহিত্যদ'।)

কণ্ডূমকা (স্ত্রী) কীটবিশেষ। এই কীট দংশন করিলে রোগীর অঙ্গ পীতবর্ণ, বমন, অতিসার প্রভৃতি হইয়া প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে।

কণ্ডূয়ন (ক্লী) কণ্ডূয়-ভাবে ল্যুট্। ১ চুলকান। ২ চুলকণা।

("যন্মৈথুনাদি গৃহমেধি সুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।" ভাগবত ৭।৯।৪৫।)

(বৈদিক) ৩ দীক্ষিতদিগের চুলকাইবার জন্য দ্রব্যবিশেষ, কৃষ্ণশৃঙ্গ; গাত্রে কণ্ডূ উপস্থিত হইলে তাঁহারা ঐ শৃঙ্গের দ্বারা চুলকাইয়া থাকেন। (কর্ক।)

কণ্ডূয়নক (ক্লী) কণ্ডূয়ন-স্বার্থে কন্। কণ্ডূয়ন।

কণ্ডূয়নী (স্ত্রী) কণ্ডূয়ন-ঙীষ্। কৃষ্ণশৃঙ্গ।

কণ্ডূয়া (স্ত্রী) কণ্ডূ-যক্-(কণ্ড্বাদিভ্যো যক্। পা ৩।১। ১০২।) অ-টাপ্। কণ্ডূ। (কণ্ডূয়নঞ্চ কণ্ডূয়া কণ্ডূকার্থে। শব্দাব্ধি।)

কণ্ডূরা (স্ত্রী) কণ্ডূং রাতি, কণ্ডূ-রা-ক-টাপ্। আল্‌কুশী। (কণ্ডূরাস্ত্রী শূকশিম্ব্যাম্। শব্দাব্ধি।)

কণ্ডূল (পুং) কণ্ডূ-অস্ত্যর্থে লচ্। ১ কণ্ডূকারক ওল প্রভৃতি। (ত্রি) ২ কণ্ডুযুক্ত।

কণ্ডোল (পুং) কডি বাহুলকাৎ ওলচ্। ১ নল বাঁশ প্রভৃতি নির্ম্মিত ধান্যাদির রাখিবার পাত্রবিশেষ, ডোল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পিট, পিটক ও পেটক। ২ উষ্ট্র। ৩ গুজ-রাটের থান জেলাস্থ একটি পাহাড়, এখানে অতি প্রাচীন দেব-মন্দির আছে। কণ্ডোল সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে—

"থান কণ্ডোলা মাণ্ডবা নবসে বাব কুবা।
রাণা পেলা রাজীবা থান বাবরীয়া হুবা॥"

কণ্ডোলক (পুং) কণ্ডোল স্বার্থে কন্। কণ্ডোল। (হেম ৪।৮৩।)

কণ্ডোলবীণা (স্ত্রী) কণ্ডোল ইব বীণা, কণ্ডোলস্যা বীণা বা। চণ্ডালদিগের বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম কেঁদড়া সংস্কৃত পর্য্যায়—চাণ্ডালিকা, চণ্ডালবল্লকী, চণ্ডালিকা ও কটোলবীণা।

কণ্ডোলী (স্ত্রী) কণ্ডোলস্তদ্বদাকারোঽস্ত্যস্যাঃ, কণ্ডোল অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ ঙীষ্। কণ্ডোলবীণা।

কণ্ডোঘ (পুং) কণ্ডূনাং ওঘঃ সমূহো যস্মাৎ। শূককীট, শূয়া-পোকা। এই পোকাস্পর্শে প্রথমতঃ কণ্ডূ উৎপন্ন হইয়া, পরে তাহা পাকিয়া উঠে। [শূককীট দেখ।]

কণ্ব (ক্লী) কণ্যতে অপোদ্যতে, কণ-বন্। ১ পাপ। ২ ভূতযোনিবিশেষ। ৩ মুনিবিশেষ, ইনি ঘোরপুত্র ও অঙ্গিরস গোত্রসম্ভূত। ঋক্‌সংহিতার অষ্টম অষ্টক ইঁহার নামে প্রসিদ্ধ। ইনি যজুর্ব্বেদীয় কণ্বশাখার প্রবর্ত্তক।

বেদে আরও কয়েকজন কণ্বের নাম পাওয়া যায়; যথা—কণ্বনার্ষদ, কণ্বশ্রীয়শ, কণ্বকাশ্যপ। ইহারা সকলেই কণ্ববংশীয়। মেনকা-পরিত্যক্ত শকুন্তলা সম্ভবতঃ কণ্বকাশ্যপ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

মহাভারত টীকাকার নীলকণ্ঠ কণ্ব নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"কণ্বঃ সুখময়ঃ তত্ত্ববিদ্যাপ্রভাবাৎ নত্বয়ং সংসারজন্য সুখময়ঃ নহি তত্ত্বজ্ঞানিনাং কুচিৎ সংসারাসক্তিঃ অবিদ্যাধর্ম্মাভাবাৎ।" কণ্ব অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যা প্রভাবে সুখময়, তত্ত্বজ্ঞানিদিগের অবিদ্যা অভাব জন্য সংসারে কোনরূপ

আসক্তি নাই, সুতরাং সংসার জন্য সুখময়ও নহেন। ৪ পুরুবংশীয় রাজবিশেষ, তপস্যাবলে ইনিও মুনি হইয়াছিলেন। রাজবিশেষ, প্রতিরথের পুত্র ও মেধাতিথির পিতা। মতান্তরে অজমীঢ়ের পুত্র। ৫ ধর্ম্মশাস্ত্রকার মুনিবিশেষ। (ত্রি) ৬ বধির।
৭ তীর্থবিশেষ, (ভারত ৩। ৮২। ৪৪।) (ত্রি) ৮ বিদ্যাক্রিয়াকুশল। ৯ মেধাবী। ১০ স্তুতিকারক। ১১ স্তবনীয়, যাঁহাকে স্তব করা হয়।

কণ্বরথন্তর (ক্লী) কণ্বেন গীতং রথন্তরম্, মধ্যপদলো। সাম গানবিশেষ।

কণ্বসুতা (স্ত্রী) কণ্বস্য প্রতিপালিতা সুতা। শকুন্তলা। একদা বিশ্বামিত্রের উগ্রতপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপোবিঘ্নের জন্য মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। বিশ্বামিত্র তাহার রূপলাবণ্যাদি দর্শনে বিমোহিত হইয়া তদ্গর্ভে একটি কন্যা উৎপাদন করিলেন। মেনকা সেই সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে বন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথাস্থানে চলিয়া যায়। দৈববশে কণ্বমুনি সেই কন্যাটিকে দেখিতে পাইলেন এবং দয়ার্দ্রচিত্তে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিয়া, তনয়ার ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন। [শকুন্তলা দেখ।]

কণ্বাশ্রম (পুং) কণ্বস্য আশ্রমঃ, ৬তৎ। ১ কণ্বমুনির আশ্রম, এই আশ্রম মালিনীনদীতীরে অবস্থিত; এই স্থান আদি ধর্ম্মারণ্য বলিয়া বিখ্যাত, এখানে প্রবেশ মাত্রেই সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। (ভারত)। ২ কোটার দক্ষিণে চম্বল নদীর নিকট একটি কণ্বাশ্রম আছে। এই আশ্রমের নিকট মৌর্য্যবংশীয় শিবগণরাজের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

কণ্বস্মৃতি (স্ত্রী) কণ্বেন প্রণীতা স্মৃতিঃ, মধ্যপদলো। শুক্লযজুর্ব্বেদ হইতে কণ্বমুনি সংগৃহীত ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

কৎ (অব্য) ১ ঈষৎ, অল্প। ২ কুৎসিত। ৩ ক্কাথ। (আরব্য) ৪ খদির।

কত (পুং) কং জলং শুদ্ধং তনোতি, ক-তন্ ড। ১ নির্ম্মলী বৃক্ষ। ২ মুনিবিশেষ, বিশ্বামিত্রের একতম পুত্র। ৩ (দেশজ) কি পরিমাণ। ৪ অধিক পরিমাণ।

কতক (পুং) তক্ হাসে বাহুলকাৎ ঘ; কস্য জলস্য তকঃ হাসঃ প্রকাশোহস্মাৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অম্বুপ্রসাদ, কত, তিক্তফল, রুচ্য, ছেদনীয়, গুচ্ছফল, কতফল ও তিক্তমরিচ। এই গাছ বঙ্গে নির্ম্মলী, উত্তরপশ্চিমে নির্ম্মল বা নির্ম্মূলী, উৎকলে কতোক, তৈলঙ্গে কতকমু, ইন্দুপু চেশু, অথবা চিল্ল; তামিল ভাষায় তেত্তমরম্ বা তেত্তকোত্তে, দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে চিলবিঞ্জ এবং সিংহলে ইঙ্গিবি বলে। (Strychnos potatorum)

অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই গাছ ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ ইহার ফল দ্বারা জলসংশোধন করিয়া লইতেন। [সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৫ অঃ দেখ।] ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন—

"ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥" মনু ৬। ৬৭।

কতকের ফল জলে দিলেই জল পরিষ্কার হয়, কিন্তু তাহার নাম গ্রহণ করিলেই জল স্বচ্ছ হয় না।

এই গাছ ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে, বাঙ্গালায়, দাক্ষিণাত্যে ও সিংহলে কোন কোন স্থানে জন্মে। এক একটি ৩০ ফিট হইতে ৬০ ফিট পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠে তক্তা হয়, তাহাতে গৃহস্থের আবশ্যক মত বহুবিধ জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কতকের ফল দেখিতে বাদামী, এক একটি আধ ইঞ্চি বড়, পাকিলে কাল হয়। ইহার বল্কল হরিতাভ ধূসর বর্ণ, রেসমের মত পরিষ্কার রোঁএ আচ্ছন্ন। ইহার শ্বেতসার আস্বাদনহীন।

রাজনির্ঘণ্টের মতে কতকের গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুর্হিতকর, রুচিকর এবং কৃমিদোষ ও শূলদোষনাশক। বীজের গুণ জলনির্ম্মলকারী।

ভাবপ্রকাশ মতে, ফলের গুণ—জলপরিষ্কারক, নেত্রের হিতকারী; বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক, শীতল, মধুর, গুরু ও কষায়। চক্রদত্ত বলেন, চক্ষু হইতে জলপড়া নিবারণ এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে নির্ম্মলী মধু ও কর্পূরের সহিত ঘষিয়া প্রয়োগ করিবে।

মুসলমান চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ—শীতল ও শুষ্ক, পেটের উপর ব্যবহার করিলে পেটব্যথা ভাল হয়, ইহা চক্ষুর হিতকর এবং সর্পবিষহর। তালিফ-ই-সরিফী নামক পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে—মেহ ও মূত্রাশয় সম্বন্ধীয় কোনপ্রকার পীড়ায় নির্ম্মলী বিশেষ উপকারী।

তামিল বৈদ্যদিগের মতে পক্ক ফলের গুড়া বমনকারক।

কার্কপাট্রিক সাহেব লিখিয়াছেন, নির্ম্মলী মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

যুদ্ধযাত্রাকালে ঐ ফল সেনাদিগের কাছে রাখা ভাল, কারণ পথে কোনরূপ ময়লা জল পাইলে, তাহা নির্ম্মলী দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়। জল পরিষ্কার হয় বলিয়া ইংরাজেরা ইহার নাম দিয়াছেন ক্লিয়ারিং নাট (Clearing nut).

২ রামায়ণের একখানি প্রাচীন টীকা। রামানুজ প্রভৃতি রামায়ণের টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় কতকের উল্লেখ করিয়াছেন। বুর্ণেলের মতে, কতক সম্ভবতঃ খৃঃ চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু অপর টীকাকারদিগের উক্তি অনুসারে কতকটীকাকার ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক হওয়াই সম্ভব। কতকটীকাকার গ্রন্থারম্ভে কালহস্তিকের স্তব করিয়াছেন, ইহাতে অনেকটা অনুমান হয় যে তিনি দক্ষিণদেশবাসী।

৩ কুচিলা। (কতকঃ কুচিলা খ্যাতে নির্ম্মলাখ্যফলদ্রুমে। শব্দাব্ধি।) ৪ (দেশজ) কতিপয়, কিছুপরিমাণ।

কতচেতা (পুং) মুনিবিশেষের নাম।

কতদ্রেণ (পুং) সিন্ধুরাজ্যের অন্তর্গত নগরবিশেষ।

কতফল (পুং) কতং জলপ্রসাদকং ফলমস্য, বহুব্রী°। ১ নির্ম্মলীবৃক্ষ। ২ (কর্ম্মধা) নির্ম্মলীফল।

কতম (ত্রি) কিম্-ডতমচ্। বহুপদার্থের মধ্যে কোন একটি পদার্থ।

কতমাল (পুং) কস্য জলস্য তমায় শোষণায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, ক-তম-অল্-অচ্। অগ্নি; ইহার পাঠান্তর কচমাল ও খচমাল।

কতর (ত্রি) কিম্-ডতরচ্। দুইটি পদার্থের মধ্যে কোন একটি। (যদ্যোনমজ্জসিতদা কতরোবরস্তে। নৈষধ।)

কতি (ত্রি) কা সংখ্যা পরিমাণং এষাম্, কিম্ ডতি (কিমঃ সংখ্যাপরিমাণে ডতিচ। পা ৫।২।৪১।) ১ কি পরিমাণ, কত। ২ বিশ্বামিত্রের একতম পুত্র।

কতিচিৎ (অব্য) কতি-চিৎ। কতকগুলি, অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ।

কতিথ (ত্রি) কতি-পূরণে ডট্, থুক্চ (ষট্‌কতিকতিপয়চতুরাং থুক্। পা ৫।২।৫১।) কতিপয়, কতসংখ্যার পূরণ।

কতিধা (অব্যয়) কতি-বিধার্থে ধা। কতপ্রকার, কতরূপ।

কতিপয় (ত্রি) কতি-অয়ক্-পুক্চ। কতকগুলি, কিছু।

কতিবিধ (ত্রি) কতিঃ বিধা প্রকারোহস্য, বহুব্রী। কতপ্রকার, কতরূপ।

কতিরা (লা)। হিমালয় ও পারস্যাদি দেশজাত সাদা বৃক্ষনির্যাস। গঁদের মত, জলে ভিজাইলে বৃদ্ধি হয়। ইহার গুণ—শীতল, বাতনাশক, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বিবিধ মেহরোগনাশক।

কতিশঃ (অব্য) কতি-বীপ্সার্থে শস্ (সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্। পা ৫।৪।৪৩) কত কত।

কতীমুষ (ক্লী) অগ্রহারের নাম।

কতেক (দেশজ) কতিপয়, কয়েক।

কতেহার। রোহিলখণ্ডের পূর্ব্বাংশের প্রাচীন নাম।

কৎকৎ (দেশজ) দুঃখে বা শোকে বুক ধড় ধড় করা।

কতৃণ (ক্লী) কু কুৎসিতং তৃণং, কোঃ কদাদেশঃ (তৃণে চ জাতৌ। পা ৬।৩।১০৩।) ১ সুগন্ধি তৃণবিশেষ, গন্ধতৃণ, বাঙ্গালায় রামকর্পূর ও হিন্দীতে সোধিয়া বা রোহিষ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পৌর, সৌগন্ধিক, ধ্যাম, দেবজগ্ধক, রোহিষ, সুগন্ধ, তৃণশীত, সুশীতল, রোহিষতৃণ, কাতৃণ, ভূতি, ভূতিক, শ্যামক, ধ্যামক, পূত, মুদ্গল ও দেবদগ্ধক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—কটুপাক, তিক্ত ও কষায় রস, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, পিত্ত, রক্ত, শূল, কাস ও জ্বরনাশক। রাজনির্ঘণ্টের মতে কটু ও তিক্ত রস; কফদোষ, শস্ত্র ও শল্যদোষ এবং বালকদিগের গ্রহদোষ নিবারক। ২ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। (কতৃণং তৃণভিৎপৃশ্যোঃ। মেদিনী।)

কত্তোয় (ক্লী) কু কুৎসিতং তোয়ং যত্র, বহুব্রী। মদ্য। (কত্তোয়মপিমদ্যকে। শব্দাব্ধি।)

কত্রি (ত্রি) কুৎসিতাশ্রয়ঃ, (ত্রৌচ। পা ৬।৩।১০১। বার্ত্তিক।) কুৎসিত তিনটি পদার্থ।

কত্র্যাদি (পুং) পাণিনি উক্ত জাতাদি অর্থে ঢকঞ্ প্রত্যয়ের জন্য শব্দসমূহ। কত্রি, উম্ভি, পুষ্কল, মোদব, কুম্ভী, কুণ্ডিন, নগরী, মাহিষ্মতী, বমতী, উখ্যা ও গ্রাম, এই কয়েকটি শব্দ কত্র্যাদিগণের অন্তর্ভূত।

কৎপয় (ক্লী) কং সুখকরং পয়োঽস্য বহুব্রী। ১ সুখকর জলাশয়। ২ (কর্ম্মধা) সুখকর জল।

কৎলু খাঁ, (কুৎলু খাঁ)—একজন লোহানি আফগান। কৎলু খাঁর সময়ে বঙ্গে মোগলবিদ্রোহ ঘটে। এই সুযোগে (১৫৮০ খৃঃ) কৎলু পাঠানসৈন্য সংগ্রহ করিয়া উড়ষ্যা অধিকার করেন। ক্রমে কৎলু খাঁর তত্ত্বাবধানে চারিদিক্ হইতে পাঠান সৈন্যগণ আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কৎলু তাঁহাদিগের সাহায্যে সলিমাবাদে সাতগাঁর শাসনকর্ত্তা মির্জা নজাৎকে পরাস্ত করিয়া মেদিনীপুর, বসন্তপুর এমন কি দামোদর নদীর দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত জয় করিলেন। এই সময় সম্রাট্ অকবর মির্জা আজীজকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কৎলুর কাছে পরাস্ত হন। ১৫৮৩ খৃঃ মোগলমারীর নিকট দামোদর নদীর তীরে মোগলপাঠানে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সাদিক খাঁ ও শাহকুলী মহরম কৎলুকে হারাইয়া দেন। ১৫৮৩ খৃঃ, অকবরের কর্ম্মচারীর সঙ্গে কৎলু খাঁর সন্ধি হয়, তদনুসারে কৎলু উড়িষ্যা আপন দখলে রাখিতে পাইলেন। কিন্তু সম্রাট অকবর সেই সন্ধি অগ্রাহ্য করিলেন। কৎলুকে শাসন করি-

বার জন্য মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। ধরপুরের নিকট যুদ্ধ বাঁধিল। কৎলু সম্রাটের সৈন্যদিগকে পরাজয় ও বিষ্ণুপুর অধিকার করিলেন, এই সময়ে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বিপক্ষ হস্তে বন্দী হইলেন। কিছুদিন্ পরেই কৎলুখাঁর মৃত্যু হইল। কৎলুর প্রধান উজীর ইসা খাঁ মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া জগৎসিংহকে ছাড়িয়া দেন।

কৎসবর (ক্লী) কৎস-বৃ-অপ্। স্কন্ধ। (ক্লীবে কৎসবরং মতং স্কন্ধে। শব্দাব্ধি।)

কথং (অব্য) কেন প্রকারেণ, কিম্-থুম্ (কিমশ্চ। পা ৫।৩।২৫।) কিরূপে।

("কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাম্ প্রভো।" ম ৫।২।)

কথক (পুং) কথয়তীতি, কথ-কর্ত্তরি-ণ্বুল্। ১ বক্তা। ২ যাহারা পৌরাণিক কথা কহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ৩ নাটকের বর্ণনাকারী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—একনট ও কথাপ্রাণ। ৪ গ্রন্থকর্ত্তা বিশেষ।

("বাচ্যত্বসাধ্যনিয়মচ্যুতোঽপি কথকৈকরূপাধিরুদ্ভাষ্যঃ।" অনু° চিন্তা।)

কথকতা (স্ত্রী) কথক-তল্-টাপ্। ১ বাক্যালাপ। ২ ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনা।

কথকতা বলিলে এদেশে কথককর্ত্তৃক পুরাণাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যানাদিবর্ণনা বুঝাইয়া থাকে।

কথকতা পাঠ (পারায়ণ) হইতে বিভিন্ন। [পাঠ ও পারায়ণ দেখ।] পাঠকার্য্য প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য। কিন্তু কথকতা বৈকালে হইয়া থাকে।

কথকতার সৃষ্টি হইবার কারণ কি ?—এদেশের জন-সাধারণ প্রায়ই প্রাতঃকালে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, বিশেষতঃ সংস্কৃতভাষায় পাঠ হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বোধগম্য হয় না ; কিন্তু কথকতা তেমন নয়, ইহাতে আড়ম্বর চাই, বিলক্ষণ সঙ্গীতবিদ্যা জানা চাই, বিশেষতঃ লোকের সহজেই মনস্তুষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। কথকতা দেশীয় সরল ভাষায় হইয়া থাকে, সুতরাং সহজেই সাধারণের ভাল লাগে। মিষ্ট কথায় সাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার পক্ষে ইহা এক সহজ উপায়। যে কোন শ্রেণীর লোক হউক না কেন, কথকতা সকলেরই প্রিয়। কথকের তেমন গুণ থাকিলে সাধারণে সহজেই আকৃষ্ট হয়। এখন বাঙ্গলায় যেরূপ কথকতা চলিত আছে, তাহা বেশীদিনের নয়, বড় জোর শতাধিক বর্ষ হইতে পারে।

এখন বঙ্গদেশে যে প্রণালীতে কথকতা হইয়া থাকে, দুই ব্যক্তি তাহার প্রবর্ত্তক, সেই দুইজনের নাম গদাধর ও রামধন শিরোমণি। গদাধর শিরোমণি বর্দ্ধমান জেলাস্থ সোণামুখী গ্রামে বাস করিতেন, রাঢ় অঞ্চলের কথকেরা তাঁহার শিষ্য অথবা প্রশিষ্য, সকলেই প্রায় তাঁহার রচিত 'সাট' অনুসারে কথকতা করিয়া থাকেন।

রামধন গোবরডাঙ্গা নিবাসী, তাঁহার অনেকগুলি খ্যাত-নামা শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রামধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণি বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, ধরণির কণ্ঠ অতি মধুর, তিনি সঙ্গীত বিদ্যাও তেমনি জানিতেন, কাজেই যিনি একবার তাঁহার কথকতা শুনিয়াছেন, তিনি আর ইহজন্মে তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। ধরণির কতকগুলি শিষ্য এখনও জীবিত আছেন। কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানের কথকেরা রামধনের 'সাট' অবলম্বন করিয়া কথকতা করিয়া থাকেন।

কথকতার 'সাট'কে চূর্ণী বলে। চূর্ণীতে মধ্যে মধ্যে কথকের আবশ্যকীয় কতকগুলি সঙ্কেত থাকে, যথা—ভী-উ= ভীষ্ম উবাচ ইত্যাদি। চূর্ণীর মধ্যে যে সকল কথা থাকে, তাহাকে চূর্ণক কহে। চূর্ণী ছাড়া কথককে রাত্রিবর্ণনা, মধ্যাহ্নবর্ণনা, গ্রীষ্মবর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, দেশবর্ণনা, বেশ্যা-বর্ণনা প্রভৃতি মুখস্থ রাখিতে হয়, বর্ণনার স্বতন্ত্র পুঁথিও থাকে। এই সকল বর্ণনায় অনুপ্রাসের আড়ম্বরই অধিক। কথকতা-কালে আবশ্যক মত বর্ণনা প্রয়োগ করিতে হয়।

কথকতা করিবার প্রারম্ভে বেদীতে শালগ্রামশিলা স্থাপন-পূর্ব্বক কথক বেদীতে উপবেশন করেন। প্রথমে মঙ্গলো-চ্চারণপূর্ব্বক কথার সূচনা করেন। মঙ্গলাচরণ সংস্কৃত-বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় এবং গীত সহযোগে হইয়া থাকে। তৎপরে কথক যে বিষয়ে কথকতা হইবে, তাহাই বলিতে থাকেন। যাহাতে সাধারণের মনঃসংযোগ হয়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখাই কথকের একান্ত কর্ত্তব্য।

এদেশে মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত ইত্যাদির কথকতা হইয়া থাকে। যে গ্রন্থের কথা দেওয়া যায়, প্রতিদিন তাহা হইতে এক এক বিষয়ের কথা হইয়া থাকে, সেই এক এক বিষয়কে কেহ কেহ 'পালা' বলিয়া থাকেন ; যেমন বামনভিক্ষা, ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র ইত্যাদি।

৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কথকতার বড় আদর ছিল। তৎকালে অনেক ভাল ভাল কথক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়কার প্রবীণলোকেরা কথকতার পক্ষপাতী ছিলেন। কি রাজা, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলেই কথকতা শুনিতে ভালবাসিতেন। এখন আর কথকতার তেমন সমাদর নাই ; দুই এক জন ছাড়া সেরূপ ভাল কথকও আর দেখা যায় না।

কথঙ্কথিক (ত্রি) কথং কথমিতি পৃষ্টবেনাস্ত্যস্ত, কথং কথং বাহুলকাৎ ঠন্। প্রষ্টা, যে প্রশ্ন করে।

কথঙ্কথিকা (স্ত্রী) কথঙ্কথিকস্ত ভাবঃ, কথঙ্কথিক-তল্-টাপ্। প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা।

(প্রশ্নঃ পৃচ্ছা হনুযোজনম্ কথঙ্কথিকতা। হেম ২। ১৭।)

কথঙ্কার (অব্য) কথং কৃ-ণমুল্। কিরূপে, কেমন করিয়া। ("কথঙ্কারমনালম্বা কীর্ত্তির্দ্যামধিরোহতি। শিশুপালবধ।")

কথঞ্চন (অব্য) কথং চন। ১ কোন অংশে। ২ কোনরূপে, কোন উপায়ে।

কথঞ্চিৎ (অব্য) কথং চিৎ। ১ কিঞ্চিৎ, কিছু। ২ কোনরূপে।

কথন (ক্লী) কথ-ভাবে ল্যুট্। কথা, বাক্য।

কথনীয় (ত্রি) কথ-অনীয়র্ (তব্যত্তব্যানীয়রঃ। পা ৩। ১। ৯৬।) বক্তব্য, বলিবার উপযুক্ত।

কথম্ (অব্য) কস্মিন্ প্রকারে, কিম্ থমু-কাদেশশ্চ (কিমশ্চ। পা ৫। ৩। ২৫।) ১ হর্ষ। ২ নিন্দা। ৩ কিরূপ। ৪ সম্ভ্রম। ৫ প্রশ্ন। ৬ সম্ভাবনা।

(কথম্ হর্ষে চ গর্হায়াং প্রকারার্থে চ সম্ভ্রমে।
প্রশ্নে সম্ভাবনায়াঞ্চ। মেদিনী।)

কথমপি (অব্য) কথঞ্চ অপিচ, দ্বন্দ্ব। ১ কোন প্রকারে। ২ অতিযত্নে। ৩ অতিকষ্টে। ৪ অতিগৌরবে। ৫ দৃঢ়রূপে।

কথম্ভাব (পুং) কথম্ ভূ-ঘঞ্। ১ কিপ্রকার। ২ কিরূপ ভাবাপন্ন।

কথম্ভূত (ত্রি) কথম্ ভূ-ক্ত। ১ কিরূপ। ২ কিরূপে উৎপন্ন।

কথয়িতব্য (ত্রি) কথ-ণিচ্-তব্য। (তব্যত্তব্যানীয়রঃ। পা ৩। ১। ৯৬।) বলিবারযোগ্য, বক্তব্য।

কথা (স্ত্রী) কথ-অঙ্ (চিতিপূজিকথিকুম্বিচর্চ্চিশ্চ। পা। ৩। ৩। ১০৫।) টাপ্। ১ প্রবন্ধের বহুমিথ্যা ও অল্প সত্যপূর্ণ কল্পনা। ২ নৈয়ায়িকগণ বিবিধ বক্তা পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত-বিশিষ্ট বাক্যসন্দর্ভকে 'কথা' বলেন।

"তত্ত্বনির্ণয়বিজয়ান্যতরস্বরূপযোগ্য-
ন্যায়ানুগতবচনসন্দর্ভঃ কথা।" গৌতমবৃত্তি ১। ৪১।

পদার্থের যাথার্থ্যনিশ্চয় কিম্বা প্রতিপক্ষ পরাজয় প্রযোজক বাক্যকে কথা বলে। ন্যায়দর্শনের মতে কথা ত্রিবিধ—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। নৈয়ায়িকদিগের মতে, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতিতে যাহাদের কোন দোষ নাই, যিনি সাধারণ লোককর্তৃক স্বীকৃত বিষয় স্বীকার করিতে কোন তর্ক করেন না ও অকলহকারী, স্বীয় কথাতে সাধারণের বিশ্বাসোৎপাদন জন্য যুক্তি প্রভৃতি বলিতে ও বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয়ে, সমর্থ কি বিপক্ষ পরাজয় কামনাশালী ব্যক্তিই এই কথাতে একমাত্র অধিকারী। যথা—

"কথাধিকারিণস্তু তত্ত্বনির্ণয়বিজয়ান্যতরাভিলাষিণঃ সর্ব্বজনসিদ্ধানুভবাপলাপিনঃ শ্রবনাদিপটবঃ অকলহকারিণঃ কথোপয়িক্ব্যাপারসমর্থাঃ।" গৌতমবৃত্তি ১। ৪১।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের মতে বাদি-প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষ পরিগ্রহকে "কথা" বলে। যথা—

"বাদিপ্রতিবাদিনাং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ কথা।"
সর্ব্বদর্শসং—অক্ষপা° দ°।

৩ বার্ত্তা। ৪ বাক্য। ৫ বিবরণ।

কথাক্রম (পুং) কথায়াঃ ক্রমঃ প্রসঙ্গঃ, ৬তৎ। কথাপ্রসঙ্গ।

কথাদি (পুং) পাণিনি-উক্ত ঠক্ প্রত্যয়ের জন্য শব্দগণ-বিশেষ;—কথা, বিকথা, বিশ্বকথা, সঙ্কথা, বিতণ্ডা, কুষ্ঠবিদ্, জনবাদ, জনেবাদ, জনোবাদ, বৃত্তিসংগ্রহ, গুণ, গণ ও আয়ুর্বেদ, এই কয়েকটি কথাদিগণের অন্তর্ভূত।

কথানক (ক্লীং) কথয়তি অত্র, কথ-বাহুলকাৎ আনক্। ১ গল্প। ২ কথাবিশেষ। বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি কথা গ্রন্থকে কথানক কহে।

কথান্তর (ক্লী) কথায়া অন্তরং অবকাশঃ। ১ কথাবসর। ২ অন্যকথা। ৩ কলহ।

কথাপীঠ (স্ত্রী) কথায়াঃ পীঠমিব, উপমি। কথাপ্রস্তাব সূচক প্রস্তাবনা।

কথাপ্রবন্ধ (পুং) কথায়াঃ প্রবন্ধঃ ৬তৎ। গল্পের পুস্তক।

কথাপ্রসঙ্গ (পুং) কথায়াঃ প্রসঙ্গঃ, ৬তৎ। ১ নানাবিধ কথোপকথন। ২ (ত্রি) (কথায়াং প্রসঙ্গো যস্ত, বহুব্রী) অবিশ্রান্ত গল্পকারক। ৩ বিষবৈদ্য। ৪ বাতুল। (কথাপ্রসঙ্গো বাতুলে বিষবৈদ্যে চ বাচ্যবৎ। মেদিনী।)

৬ বার্ত্তা। ৭ গোষ্ঠীবচন, দুই চারিজন একত্রিত হইয়া কথায় কথায় যে সকল গল্প করে।

("মিথঃ কথাপ্রসঙ্গেন বিবাদং কিল চক্রতুঃ।" কথা স° সা°।)

কথাপ্রাণ (ত্রি) কথয়া প্রাণিতি জীবতি, কথা-প্র-অণ্-অচ্। কথায়াং প্রাণাঃ জীবনোপায়া যস্য ইতি বা। ১ কথক। ২ নাটকরচয়িতা।

কথাভাস (পুং) ন্যায়মতে বাদী ও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক উত্থাপিত অসৎ তর্কমূলক বাক্য।

কথাবার্ত্তা (স্ত্রী) কথা চ বার্ত্তা চ দ্বন্দ্ব। বিবিধ কথা।

কথাময় (ত্রি) কথা-ময়ট্। কথাপূর্ণ।

কথামুখ (ক্লী) কথায়া আমুখম্, ৬তৎ। কথাগ্রন্থের প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ।

কথাযোগ (পুং) কথায়াঃ যোগঃ, ৬তৎ। কথা প্রসঙ্গ।
("পটুত্বং সত্যবাদিত্বং কথাযোগেন বুধ্যতে।" হিতোপ।)

কথারম্ভ (পুং) কথায়াঃ আরম্ভঃ, ৬তৎ। কথার আরম্ভ।

কথালাপ (পুং) কথায়াঃ আলাপঃ, ৬তৎ। কথোপকথন।

কথাশেষ (ত্রি) কথা মাত্রং শেষো যস্য, বহুব্রী। ১ মৃত মৃত্যুর পর সে ব্যক্তির কথামাত্রই অবশিষ্ট থাকে। ২ (পুং) কথার শেষ, কথাসমাপ্তি।

কথাসরিৎসাগর (পুং) সংস্কৃত কথাগ্রন্থবিশেষ; সোমদেব ভট্ট নামক জনৈক কবি কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের মহিষীর চিত্তবিনোদের জন্য পৈশাচী ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে কৌশাম্বীরাজ বৎসরাজের পুত্র ও নরবাহন দত্তের চরিত্র বর্ণিত আছে।

[গুণাঢ্য, সোমদেব ও ক্ষেমেন্দ্র দেখ।]

কথি (দেশজ) কোথায়, কোন্ স্থানে।

কথিক (ত্রি) কথ-ঠন্। কথক, পুরাণবক্তা।

কথিত (ত্রি) কথ-ক্ত। ১ উক্ত, যাহা বলা হইয়াছে। ২ বর্ণিত, যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩ উচ্চারিত। ৪ ব্যাখ্যাত। ৫ প্রতিপাদিত। ৬ (পুং) পরমেশ্বর, বিষ্ণু। ৭ (ভাবে ক্ত) (ক্লী) কথন।

কথিতপদতা (স্ত্রী) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত দোষবিশেষ, একার্থবাচক দুইটি শব্দ এক স্থানে সন্নিবেশিত হইলে, তাহাকেই কথিতপদতা কহে, ইহার নামান্তর পুনরুক্তি।

("রতিলীলাশ্রমং ভিন্তে সলীলমনিলোবহন্।" সাহিত্যদ°।)
এখানে লীলা শব্দ পুনরুক্তি, যেহেতু রতিশ্রম বলিলেই অর্থের প্রকাশ হইত, অথচ অনর্থক লীলা শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আবার অনেকস্থলে এই দোষ গুণের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে,—

"কথিতঞ্চ পদং পুনঃ।
বিহিতস্যানুবাদ্যত্বে বিষাদে বিস্ময়ে ক্রুধি॥
দৈন্যেঽথ লাটানুপ্রাসে ঽনুকম্পায়াং প্রসাদনে।
অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যে হর্ষে ঽবধারণে॥"

বিহিতানুবাদ, বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, দীনতা, লাটানুপ্রাস, অনুকম্পা, প্রসাদন, অর্থান্তরবাচ্য, হর্ষ ও অবধারণে কথিতপদতা দোষ না হইয়া গুণ হইবে।

(সাহিত্যদ° ৭ম পরি°।)

কথীকৃত (ত্রি) অকথা কথা সম্পদ্যমানা ক্রিয়তে, কথা-চ্বি-কৃ-ক্ত। কথামাত্রে অবশিষ্ট কৃত, মৃত।
("অবগম্য কথীকৃতং বপুঃ।" কুমার। ৪। ১৩।)

কথোদয় (ত্রি) কথায়াং উদয়ঃ প্রকাশো যস্য, বহুব্রী। ১ কথা হইতে উৎপন্ন। ২ (পুং) (কথায়াঃ উদয়ঃ) কথার উত্থাপন।

কথোদ্ঘাত (পুং) নাটকের প্রস্তাবনাবিশেষ।

"সূত্রধারস্য বাক্যম্বা সমাদায়ার্থমস্য বা।
ভবেৎ পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ কথোদ্ঘাতঃ স উচ্যতে॥"
সাহিত্যদ° ৬ষ্ঠপরি।

প্রথম অভিনেতা সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যের অর্থবিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিলে, তাহাকে কথোদ্ঘাত কহে। রত্নাবলীতে সূত্রধারের বাক্য অবলম্বন করিয়া এবং বেণীসংহারে সূত্রধারের বাক্যার্থ গ্রহণ করিয়া পাত্রের প্রবেশ আছে।

কথোপকথন (ক্লী) কথায়াং উপকথনং, ৭তৎ। কথার উপর কথা, বিবিধ কথা, দুই চারি জন একত্রিত হইয়া কোন বিষয়ের পরামর্শ বা আন্দোলন।

কথ্য (ত্রি) কথ-য। ১ বলিবার উপযুক্ত বিষয়। ২ বলিবার যোগ্য পাত্র। ("ভরতস্য সমীপে তেনাহং কথ্যঃ কথঞ্চন।" রামা ২। ২৭ অঃ।)

কথ্যমান (ত্রি) কথ-কর্ম্মণি-শানচ্। যাহা বলা হইতেছে।

কদ্ (দেশজ) কপিত্থ, কদ্‌বেল। [কদ্‌বেল দেখ।]

কদ (পুং) কং জলং দদাতি, ক-দা-ক। ১ মেঘ। ২ (ত্রি) জলদাতা। ৩ সুখদায়ক।

কদক (পুং) কদঃ মেঘ ইব কায়তি প্রকাশতে, কদ-কৈ-ক। চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া।

(অথোল্লোচো বিতানং কদকো ঽপি চ। হেম।)

কদক্ষর (ক্লী) কু কুৎসিতং অক্ষরম্, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত অক্ষর। ২ (বহুব্রী) (ত্রি) যাহার হস্তাক্ষর কুৎসিত।

কদগ্নি (পুং) কুৎসিতো অগ্নিঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ মন্দাগ্নি। ২ (ত্রি) মন্দাগ্নিযুক্ত।

কদধ্বা [ন্] (পুং) কুৎসিতো ঽধ্বা, কোঃ কদাদেশঃ। নিন্দিত পথ। সংস্কৃতপর্য্যায়—ব্যধ্ব, দুরধ্ব, বিপথ ও কাপথ।

কদন (ক্লী) কদ্যতে দুঃখং প্রাপ্যতে ঽনেন, কদ-ণিচ্ লুট্ ঘটাদিত্বাৎ নবৃদ্ধিঃ। ১ পাপ। ২ মর্দ্দ। ৩ যুদ্ধ। ৪ মারণ, বিনাশ।

কদন্ন (ক্লী) কুৎসিতং অন্নং, কোঃ কদাদেশঃ। কুৎসিত আহার।
("হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥" উদ্ভট।)

কদন্তনাদ। মান্দ্রাজের মালাবার জেলার মধ্যে প্রাচীন নাদ রাজ্যগুলির মধ্যে ইহাও একটি নাদরাজ্য। ইহার অবস্থান ১১°৩৬´ হইতে ১১°৪৮´ উত্তর অক্ষান্তরে এবং ৭৫°৩৬´ হইতে

৭৫°৫২´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়। এই রাজ্য সমুদ্রোপকূল হইতে পশ্চিমঘাটের পশ্চিমপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ইহার সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান অত্যন্ত উর্ব্বরা। পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্যপ্রদেশে বন যথেষ্ট। এই বনে এলাইচ গাছ যথেষ্ট আছে।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য একজন নায়ক সর্দ্দারের দ্বারা স্থাপিত হয়। এই ব্যক্তি কোলাত্রী রাজ্যের রাজা তেক্কালস্কুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। টিপু সুলতান শেষে এই বংশকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দেন, অবশেষে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ প্রাচীন বংশধরকে রাজ্যে স্থাপিত করেন।

ইহার রাজধানী কত্তিপুরম্ (কীর্ত্তিপুর ?)।

কদন্নভোজী [ত্রি] কুৎসিতং অন্নং ভুঙক্তে, কোঃ কদাদেশঃ কদন্ন-ভুজ-ণিনি। যে কদন্ন অর্থাৎ জঘন্য ভোজন করে।

কদপা। মান্দ্রাজ প্রদেশের একটি জেলা। এই জেলার উত্তরে কর্ণূল জেলা, পূর্ব্বে নেল্লুর, দক্ষিণে উত্তর অরুকড় ও কোলার জেলা এবং পশ্চিমে বেল্লারি জেলা। ভূমিপরিমাণ ৮৭৪৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১১,২১,০৩৮। জমির খাজনা ১৬১৭৪৩৲ টাকা।

এই জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশ পার্ব্বতীয়, দক্ষিণপশ্চিম ও পশ্চিমভাগ সমতল। দক্ষিণপূর্ব্বভাগে হিন্দুদিগের পুণ্য-শৈল ত্রিপতী। পাল্‌কোণ্ডা ও শেষাচল নামে দুইটি পাহাড় এই জেলাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে—একভাগ নিম্ন আর একভাগ উচ্চভূমি। উক্ত পাহাড় দুইটি পেন্নার (পিণাকিনী) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাল্‌কোণ্ডার অর্থ 'দুগ্ধ-শৈল', বোধ হয় এখানে সুন্দর গোচারণক্ষেত্র থাকায় ঐ নাম হইয়া থাকিবে।

এই জেলায় পেন্নার নদীই প্রধান, এই নদীর দুইটি শাখা কুণ্ডৈর ও সগলৈর। এ ছাড়া পাপঘ্নী, বেরৈর, ও চিত্রবতী নামে আরও কয়েকটি নদী আছে।

এখানে বনজঙ্গলও অনেক, ঐ সকল জঙ্গল হইতে ভাল ভাল কাঠও পাওয়া যায়।

খনিজ পদার্থ—এখানে লৌহ, তামা, চূণাপাথর, শ্লেট, ও বেলেপাথর উৎপন্ন হয়। কদপানগরের ৩।৪ ক্রোশ উত্তরে পিণাকিনী নদীর ধারে চেণুরের নিকট হইতে হীরা পাওয়া গিয়াছে।

উদ্ভিজ্জ—ছোলা, কম্বু, কোঁড়া, ধান, গম, তামাক, লঙ্কা, মরিচ, নানাপ্রকার তৈলবীজ, ইক্ষু, নীল, জাফরাণ, কার্পাস এবং পাট প্রভৃতি নানাপ্রকার অংশু জন্মে।

ইতিহাস—পূর্ব্বকালে এই জেলা চোলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনবিষয়ক নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

এখানে বহুদিন হিন্দুরাজত্ব ছিল। এখানকার পাহাড়ের উপর অনেকগুলি দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ থাকায় মুসলমানেরা সহজে অধিকার করিতে পারে নাই, শেষে অনেক কষ্টে জয় করিল। ১৫৬৫ খৃঃ, তালিকোটের দুর্ঘটনার পর, কর্ণাটিক জয় করিয়া মুসলমানেরা কদপার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে থাকে। এই সময়ে গোলকুণ্ডের অধীনস্থ প্রধান প্রধান মুসলমান সামন্তগণ নানাস্থান আপনারা ভাগযোগ করিয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন গুরুমকুণ্ড নবাব কদপা অধিকার করিলেন। এই নবাব খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি আপনার নামে মুদ্রাদি প্রচলন করিয়াছিলেন।

চিরদিন কিছু সমান যায় না। এখানকার মুসলমানদিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল; মহারাষ্ট্রীয়গণ ১৬৪২ খৃঃ, এই স্থান জয় করিয়া লইলেন। মহাবীর শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে এখানকার দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে মুসলমানেরা আবার দখল করিল। নবীখাঁ নামক একজন পাঠান কদপার স্বাধীন নবাব হইলেন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে তিনজন নবাব প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করেন। শেষ নবাবের সহিত (১৭৩২ খৃঃ) মহারাষ্ট্রদিগের সঙ্গে বিবাদ ঘটিল। এই সময় হইতে এখানকার নবাবের ক্ষমতা হ্রাস হইতে লাগিল। ১৭৫০ খৃঃ, কদপার নবাব কর্ণাটিক যুদ্ধকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। পরবর্ষে তিনি নিজাম মুজফর জঙ্গের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, তাহাতেই লুকরেদ্দীপল্লী নামক গিরিপথে নিজাম প্রাণ হারাইলেন। ১৭৫৭ খৃঃ, মহারাষ্ট্রীয়েরা কদপানগর জয় করিলেন, কিন্তু এই সময়ে নিজামের সৈন্যদল কদপাভিমুখে অগ্রসর হওয়ায়, মহারাষ্ট্রগণ কিছু করিতে পারিলেন না।

মহিসুরে হায়দার আলী প্রবল হইয়া উঠিলেন, ১৭৬৯ খৃঃ, তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, কদপাজয়ের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে কদপা জয় করা বড় সহজ কথা নয়। কাজেই তিনি গুপ্তভাবে নিজামের সহিত সন্ধি করিলেন,—উভয়ে মিলিয়া করমণ্ডল উপকূল জয় করিবেন, জয়লব্ধ জনপদাদির মধ্যে তিনি কদপা লইবেন এইরূপ ঠিক্‌ঠাক্ হইল। অনেকবার যুদ্ধ চলিল। ১৭৮২ খৃঃ, হায়দার আলীর মৃত্যু হইলে, কদপার শেষ নবাবের একজন বংশধর সিংহাসনের দাবী করিলেন,

কতকগুলি ইংরাজসৈন্য তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু উভয় দলে দেখা হইবামাত্র মুসলমানেরা সেই ইংরাজসৈন্যদিগকে অন্যায়রূপে বিনাশ করিল। ইহার পর কদপায় কিছু দিন কোন গোলযোগ ঘটে নাই। ১৭৯০ খৃঃ, নিজাম এই স্থান উদ্ধার করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন।

১৭৯২ খৃঃ, সন্ধিপত্রানুসারে টিপু সুলতান নিজামকে সমস্ত কদপা জেলা ছাড়িয়া দেন। নিজাম আবার রেমণ্ড সাহেবকে জায়গিরি দেন। তৎপরে কয়েক বর্ষ ধরিয়া পলিগারেরা কদপার দুর্গ অধিকার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। ১৭৯৯ খৃঃ, নিজাম আপনার দেয় টাকা পরিশোধের জন্য ইংরাজদিগকে কদপা প্রদান করেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দ হইতে কদপা ইংরাজদিগের হইল। এই সময়ে কদপার পার্ব্বতীয় স্থান পলিগারদিগের অধিকারে ছিল। পলিগারেরা মধ্যে মধ্যে বড় উৎপাত করিত। দস্যুবৃত্তি দ্বারা তাহাদের এক প্রকার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। প্রথমে ইংরাজেরা তাহাদিগকে শাসন করিতে পারেন নাই, ক্রমে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করায় পলিগারেরা একে একে বশ্যতা স্বীকার করে। তাহাদের বংশধরেরা এখনও কদপার নানা স্থানে জমি জমা ভোগ করিতেছে। ১৮৩২ খৃঃ, কোন মস্‌জিদ্‌ লইয়া এখানকার পাঠানদের সহিত ইংরাজদের গোলযোগ ঘটে, তাহাতে এখানকার সমস্ত মুসলমান বিদ্রোহী হইয়া তখনকার সব-কালেক্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে বিনাশ করিল। এই ঘটনার চারি বর্ষ পরে এখানকার একজন পলিগার গবর্ণমেণ্ট নিকট হইতে তাহার মনোমত বৃত্তি না পাওয়ায় প্রায় দুই হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কয়েকবার যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা কেহ হত, কেহ আহত, কেহ বা পলায়ন করিল। তদবধি কদপায় শান্তি স্থাপিত হইল।

এখানে হিন্দু ও মুসলমান জাতির বাস। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক; ব্রাহ্মণেরা সকলেই প্রায় শৈব, ক্ষত্রিয়েরা প্রায়ই বৈষ্ণব। এতদ্ব্যতীত যনদী, যেরুকল, চেঞ্চুবর ও সুগলা প্রভৃতি কয়েক প্রকার জাতি বাস করে।

কদপা জেলার প্রধান নগর—কদপা, বদতোল, প্রোদ্দতুর, জম্মলমড়ুগু, কদিরি, দমনপল্লী, পুলিবেন্দল, রায়চোটি, বেম্পলী, বয়লপদ।

২ কদপানগর। এই নগর অক্ষা ১৪°২৮´৪৯´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫১´৪৭´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

কদপা শব্দ সংস্কৃত কৃপা শব্দের অপভ্রংশ। কেহ বলেন, গদপ হইতে কদপা হইয়াছে। তৈলিঙ্গ গদপ শব্দের অর্থ 'দ্বার', ত্রিপতী যাইবার পথ বলিয়াই গদপ (কদপা) নাম হইয়াছে।

বিজয়নগরের রাজাদিগের সময়ে কদপার বেশ সুখ-সমৃদ্ধি ছিল। সেই সময়ের প্রাচীন নগর এখন আর নাই, তাহারই পার্শ্বে বর্ত্তমান কদপা নগর স্থাপিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুর্পার নবাব এই স্থানে স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করেন।

কদপত্য (ক্লী) কুৎসিতং অপত্যম্, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুপুত্র। ২ (বহুব্রী) যাহার পুত্র অতিশয় মন্দ।

কদব। মহীসুর রাজ্যের তুমকুর জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। ইহার পরিমাণ ৪৯৮ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে ১০১ বর্গমাইল আবাদ হয়। ইহার লোকসংখ্যা (১৮৮১) ৬৮,১৫৮। এই তালুকের প্রধান নদী সিমশা, উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত। কদব ও গব্বি নামক দুইস্থলে এই নদীর গর্ভে দুইটি হ্রদ আছে। এ জেলার সদরথানা গব্বি। এখানে একটি মাজিষ্ট্রেটী আদালত ও ৯টী থানা আছে।

এই জেলার দবিঘাটার নিকট পর্ব্বতে কাচবৎ একপ্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, ইংরাজীতে ইহাকে (Horn-blende) বলে। এই ধাতু কাচশলাকার ন্যায়, লম্বা ও সরু। ইহা ৩ প্রকার, যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই হর্ণব্লেণ্ড, যাহা সবুজবর্ণ তাহাকে অ্যাক্টিনোলাইট (Actinolite), আর যাহা সাদা তাহাকে ট্রিমোলাইট (Tremolite) বলে। এই পদার্থে ম্যাগ্‌নেসিয়া, চূর্ণ ও লৌহের অংশ আছে।

এই জেলার কদবগ্রামে শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগের একটি উপনিবেশ আছে। ইহা অনেক দিনের প্রাচীন গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতে একটি বৃহৎ সরোবর আছে, শিমশা নদীতে বাঁধ দেওয়ায় এই সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র লঙ্কাজয়ের পর প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছিলেন।

কদভ্যাস (পুং) কুৎসিতোঽভ্যাসঃ কর্ম্মধা। মন্দ অভ্যাস, কু অভ্যাস।

কদম (দেশজ) ১ কদম্ববৃক্ষ। ২ কদম্বফল। ৩ মহিমা। ৪ ঘোড়ার গতিবিশেষ।

কদমা (দেশজ) মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বিশেষ, বঙ্গে, বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে ইহা প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

কদমীলতা (দেশজ) লতাবিশেষ।

কদম্ব (পুং) কদি অম্বচ্‌ (কৃকদিকডিকটিভ্যোঽম্বচ্‌। উণ্‌ ৪।৮২। কৃ, কদ, কড ও কট ধাতুর উত্তর অম্বচ্‌ প্রত্যয় হয়।)

১ বৃক্ষবিশেষ, কদম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নীপ, প্রিয়ক, হলিপ্রিয়, কাদম্ব, ষট্‌পদেষ্ট, প্রাবৃষেণ্য, হরিপ্রিয়, বৃত্তপুষ্প, সুরভি, ললনাপ্রিয়, কাদম্বর্য্য, সীধুপুষ্প, মহাঢ্য ও কর্ণপূরক। কদম্বকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে কদম, কর্ণাটী ভাষায় কদবেহু, তামিলে বেল্ল কদম্ব, তৈলঙ্গে কোদম্ব, কুদ্রথা, কদিমীমাহু বা কদপ চেতু কহে।

এই সুন্দর গাছ ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও সিংহলদেশে জন্মে। এক একটি গাছ ৭০। ৮০ ফিট বড় হয়। ইহার কাঠে নৌকা ও নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত হয়। কদম্বফল শ্রীকৃষ্ণের বড় প্রিয়, এই জন্য ঝুলন উপলক্ষে কদমফুল ব্যবহৃত হয়। অপর দেবতার পূজায় এই ফুল দেওয়া যায়। কদম্ব গাছ হইতে মদ্য বাহির হয়, এই জন্য মদ্যের একটি নাম কাদম্বরী।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, "বলরামকে গোপগোপীগণের সহিত বেড়াইতে দেখিয়া বরুণ বারুণীকে (মদিরাকে) বলিলেন, হে মদিরে! তুমি যাহার অভিলাষের পাত্র, সেই অনন্তদেবের উপভোগার্থ গমন কর। বরুণের কথা শুনিয়া বারুণী বৃন্দাবনোৎপন্ন কদম্বগাছের কোটরে আগমন করিলেন। বলরাম বেড়াইতে বেড়াইতে উত্তম মদিরাগন্ধ পাইলেন। তাঁহার পূর্ব্বানুরাগ উদয় হইল। তিনি কদম্ব বৃক্ষ হইতে বিগলিত মদ্য দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তখন গোপগোপীগণ গান করিতে লাগিল; তিনি তাহাদের সহিত একত্র মদিরা পান করিলেন।"

কাদম্বরী মদ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশে আবার এইরূপ লিখিত আছে—"একদিন বলরাম একাকী শৈলশিখরে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রফুল্ল কদম্বতরুর ছায়ায় উপবেশন করিলেন, অকস্মাৎ মদ্যগন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল। বায়ুবশে মদগন্ধ তাঁহার নাসাবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাত্রিতে মদ্যপান করিলে প্রভাতে যেমন মুখশোষ উপস্থিত হয়, সেইরূপ মদপিপাসা বলবতী হইলে তিনি কদম্ব বৃক্ষ দেখিতে লাগিলেন। বর্ষার বৃষ্টির জল সেই প্রফুল্ল কদম্ব কোটরে পড়িয়া মদ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। বলরাম নিতান্ত তৃষ্ণাকুল হইয়া সেই মদবারি পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন। সেই বারিপানে মত্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার শরীর বিচলিত হইল, তাঁহার শারদীয় মুখশশী ঈষৎ চঞ্চললোচনে ঘূরিতে লাগিল। সেই অমৃতবৎ দেবানন্দবিধায়িনী বারুণী কদম্বকোটরে উৎপন্ন হইল বলিয়া তাহার নাম কাদম্বরী হইল।

(কদম্বকোটরে জাতা নাম্না কাদম্বরীতি সা।

হরিবংশ ৯৬ অঃ)

ভাবপ্রকাশের মতে কদম্বের গুণ—মধুর, কষায় ও লবণরস, শীতল, গুরু, বিরেচক, বিষ্টম্ভকারী, রুক্ষ; কফ, স্তন্য ও বায়ুবর্দ্ধক।

নীপ, মহাকদম্ব, ধারাকদম্ব, ধূলিকদম্ব, কদম্বক প্রভৃতি কদম্বের বিবিধ ভেদ আছে। ২ সর্ষপ। ৩ দেবতাড়ক তৃণ। ৪ (ক্লী°) সমূহ।

(কদম্বং নিকুরম্বে স্যান্নীপসর্ষয়োঃ পুমান্। মেদিনী।)

৫ মধু। (মাক্ষিকন্তু কদম্বং স্যাৎ। হেম। ৪। ২।) ৬ (কং উপস্থেন্দ্রিয়ং দময়তি) জিতেন্দ্রিয়। ৭ (কদং কদনং বিনাশং বাতিগচ্ছতি প্রলয়ে ইতি শেষঃ) জগৎ।

("সএবসৌম্য নিত্যং রাজতে মূলে বিশ্বকদম্বস্য পরমো বৈ পুরুষ আত্মা।" শ্রুতি।)

কদম্ব (কাদম্ব) দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন পরাক্রান্ত জাতি। এক সময়ে এই জাতি দক্ষিণভারতে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তৎকালে তাপীনদীর দক্ষিণ হইতে গোপরাষ্ট্র (গোয়া) পর্য্যন্ত কাদম্বরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপি পাঠ করিলে এই জাতি সম্বন্ধে অনেকটা জানা যায় কিন্তু এই জাতি দক্ষিণ ভারতের আদিমনিবাসী কি না? ইহাঁরা অনার্য্য অথবা আর্য্য, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল? তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। কোন কোন জাতিতত্ত্ববিদের মতে, ইহারা দাক্ষিণাত্যের আদিমনিবাসী, বর্ত্তমান কুড়ুম্ব জাতির নামের সহিত এই জাতিরও অনেকটা সংস্রব আছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, কুড়ুম্ব স্বতন্ত্র অনার্য্য জাতি, এই জাতির সহিত যে পরাক্রান্ত কদম্বগণের কোনরূপ সংস্রব ছিল, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন ও প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। তবে কাদম্বগণ যে উত্তরভারতের প্রাচীন আর্য্যগণের শাখা তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এই জাতি যে কোন সময়ে সভ্যতাবলে আর্য্যদিগের সহিত সমান আসন অধিকার করিয়াছিল, তাহা ঠিক।

কদম্ব জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই শৈব ছিলেন, অথচ তাঁহারা অপর দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। এই জন্য এই জাতিকে পুরাণকার অসুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

স্কন্দপুরাণের তাপীখণ্ডে একজন কদম্বরাজকে অসুর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই অসুররাজের বিবরণ এইরূপ—কদম্বাসুর অতিশয় শিবভক্ত ছিল, তাহার নিকট এক শিবলিঙ্গ ছিল, সেই শিবলিঙ্গের জন্য দেবতারাও তাহার কিছু করিতে পারিতেন না, সময়ে সময়ে তাহাকে ভয় করিতে হইত। কৃষ্ণ ইন্দ্রকে মুনিরূপ ধরিয়া কদম্বের কাছে

যাইতে আদেশ করিলেন। সেই মত ইন্দ্র মুনিরূপ ধরিয়া কদম্বের কাছে আসিলেন, এদিকে কৃষ্ণ সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ করিয়া গাহিতে গাহিতে কদম্বাসুরকে দেখা দিলেন। বিজনে রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া কদম্ব বিমুগ্ধ হইল। সে মুনিরূপী ইন্দ্রের নিকট শিবলিঙ্গ রাখিয়া তাহার মনোমোহিনীর দিকে ধাবিত হইল। তখন ইন্দ্র কদম্বকে সহায়হীন দেখিয়া বজ্রনিক্ষেপ দ্বারা তাহাকে সংহার করিলেন। কদম্ব চিরদিনের মত ভূমিশায়ী হইল, কিন্তু তাঁহার পবিত্র আত্মা শিবময় হইল।"

কদম্বকে অসুর বলিয়া বর্ণনা করিবার কারণ কি ? বোধ হয়, পূর্ব্বে এই জাতি তাপীনদীতীরে অসভ্য অবস্থায় বাস করিত, সেই সময়ে ইহারা অপর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিত, (অসুরপ্রকৃতির পরিচয় দিত।) তাই পুরাণকর্ত্তা এই জাতিকে অসুর পদবীতে সম্বোধন করিয়াছেন।

কদম্বজাতি সর্ব্বপ্রথমে কোন সময়ে দক্ষিণদেশে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ঠিক্ জানা যায় না। দক্ষিণদেশের প্রবাদ ও কর্ণাটী গ্রন্থানুসারে কদম্বদিগের প্রথম রাজা ত্রিনেত্রকদম্ব। দক্ষিণদেশীয় ঐতিহাসিকদিগের মতে তিনি ১৬৮ খৃঃ অব্দের লোক হইবেন।

ময়ূরবর্ম্মচরিত্র প্রভৃতি কয়েকখানি দক্ষিণদেশীয় সংস্কৃত গ্রন্থে কদম্বরাজ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে—

ত্রিপুরাসুরের নিধনকালে মহাদেবের ললাট হইতে এক বিন্দু ঘর্ম্ম কদম্বকোটরে পতিত হয়, সেই বিন্দু হইতে এক ত্রিনেত্র পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কদম্বকোটরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার নাম ত্রিনেত্র বা ত্রিলোচন কদম্ব, তিনি কদম্ববংশের আদিপুরুষ। ইনি বানবাসী * (অপর নাম জয়ন্তীপুর) নামক জনপদে আপন রাজধানী স্থাপন করেন। † ইঁহার পুত্র মধুকেশ্বর, তৎপুত্র মল্লিনাথ, পুত্র চন্দ্রবর্ম্মা। চন্দ্রবর্ম্মার দুই পুত্র, একজনের নাম চন্দ্রবর্ম্মা (২য়) অপরের নাম পুরন্দর। চন্দ্রবর্ম্মা (২য়)র দুই পত্নী, এক পত্নীকে তিনি বল্লভীপুরের এক দেবালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে ময়ূরবর্ম্মার জন্ম হয়। চন্দ্রবর্ম্মার বনবাসেই মৃত্যু হইয়াছিল। পুরন্দর নিঃসন্তান হওয়ায় ময়ূরবর্ম্মা বানবাসীর রাজা হইলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারতের উত্তর দিক্ হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণেরা বানবাসীতে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। ময়ূরবর্ম্মার পুত্র ত্রিনেত্রকদম্ব (২য়) চণ্ডালরাজের হস্ত হইতে গোকর্ণতীর্থ উদ্ধার করিয়া তথায় ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করেন, ইঁহার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা হৈব ও তুলুবে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন।

শিলালিপির বিবরণানুসারে ময়ূরবর্ম্মাই বানবাসীর প্রথম রাজা, শিব ও পৃথিবী হইতে তাহার জন্ম। শিলালিপি অনুসারে বানবাসীর কদম্ব রাজাদিগের বংশকারিকা এইরূপ—

এ ছাড়া শিলালিপিতে আরও কয়েকজন কদম্বরাজের নাম পাওয়া গিয়াছে—

কুণ্ডমরস বা সত্যাশ্রয় (শক ৯৪১),—ময়ূরবর্ম্মা ২য় (শক ৯৫৬ ও ৯৬৬),—চামুন্দরায় (শক ৯৬৭ ও ৯৭০),—হরিকেশরী (শক ৯৭৭),—ময়ূরবর্ম্মা ৩য় (শক ১০৫৩।)

শিলালিপিতে আরও কতিপয় মহামণ্ডলেশ্বর কদম্বের উল্লেখ আছে। মহামণ্ডলেশ্বরদিগের ক্ষমতা রাজগণ অপেক্ষা হীন, তাঁহারা এখনকার ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ পের্মট্টি নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিত, হনুমান্-চিহ্নিত পতাকা উড়িত। তাঁহারা সিংহচিহ্নিত মোহর ব্যবহার করিতেন।

* বনবাসী জনপদ পুরাণে বনবাসক বা বানবাসক নামে অভিহিত।
† কাহার মতে মহাদেব ও পার্ব্বতী হইতে ত্রিনেত্রকদম্বের জন্ম।

বর্ত্তমান বেলগাম্ নামক জেলায়ও কয়েকজন কদম্ব রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের রাজধানী পলাশিকা (বর্ত্তমান হলসি) ছিল। এখানকার কদম্বরাজগণের মধ্যে কাকুস্থ-বর্ম্মা ও মৃগেশবর্ম্মাই প্রধান। তাঁহারা অঙ্গিরস গোত্রীয়। কাকুস্থ সম্ভবতঃ ৩৬০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। শিলালিপিতে কাকুস্থ বর্ম্মার এই কয়েক জন বংশধরের নাম পাওয়া যায়—

কাকুস্থবর্ম্মা
|
শান্তিবর্ম্মা
|
মৃগেশবর্ম্মা
|
রবিবর্ম্মা — ভানুবর্ম্মা — শিবরথ
|
হরিবর্ম্মা (রবিবর্ম্মার পুত্র)

চালুক্যেরা প্রবল হইলে কদম্ববংশের অধঃপতন হয়, চালুক্যরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার শিলালিপিতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

বানবাসী বা জয়ন্তীপুরের কদম্ব রাজবংশের অধঃপতন হইলেও গোপকপুরে (গোয়াতে) আর একবংশ অনেক দিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার কদম্বরাজ ষষ্ঠ-দেবের ৪৩৪৮ কল্যব্দের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, ইহাঁর অপর নাম শিবচিত্ত। ইহাঁর সময়ে গোপকপুরীতে গোপেশ্বরের মন্দির ছিল। (Dynasties of the Kanarese Districts p. 89।)

প্রাচীন কদম্বরাজদিগের সহিত ভারতের অপরাপর রাজাদিগের সহিতও সম্বন্ধ ছিল। জয়কেশী নামে একজন কদম্বরাজকুমার ছিলেন, তিনি বিক্রমাদিত্য আহবমল্লের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং আহবমল্লের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। জয়কেশীর কন্যা মৈনলদেবীর সহিত অনহিলবাড়ের রাজা কর্ণের বিবাহ হয়, তাঁহার গর্ভে বিখ্যাত জয়সিংহ সিদ্ধরাজের জন্ম হয়। [কুমারপাল চরিত ১১। ৬৬, Forbes Rasmala I p. 107., Bombay Branch of the Royal Asiat. Soc. IX. 321 দেখ।]

কদম্বক (ক্লী) কদম্ব-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ সমূহ। ("কদম্বকং বাতমজং মৃগাণাম্।" ভট্টি) ২ দেবতাড় বৃক্ষ। (পুং) (কদম্ব ইব কায়তি প্রকাশতে) ৩ হরিদ্রা। ৪ সর্ষপ। ৫ দারুহরিদ্রা।

কদম্বকোরক ন্যায় (পুং) কদম্বপুষ্পের চতুর্দ্দিকস্থ কেশর-সমূহ যেমন এক কালে উৎপন্ন হয়; সেইরূপ একটিমাত্র শব্দের সহিত এককালে বহু বহু শব্দের উৎপত্তি হইল; ইহাকেই কদম্বকোরক ন্যায় কহে।

কদম্বগোলক ন্যায় (পুং) কদম্ব গোলাকার, তাহার গাত্রের চতুর্দ্দিকস্থ কেশরসমূহও সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এজন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অবস্থাতেই তাহার এক গোল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কোন বস্তু বা বিষয়ের এক ভাব থাকিলে, তথায় 'কদম্বগোলক ন্যায়' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কদম্বদ (পুং) কদম্ব-দো-ঘঞর্থে ক। সর্ষপ।

কদম্বপুষ্পা (স্ত্রী) কদম্বস্যেব পুষ্প মস্যাস্তি, কদম্বপুষ্প-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্-টাপ্। মুণ্ডিতিকা বৃক্ষ, মুণ্ডিরী।

কদম্বপুষ্পী (স্ত্রী) কদম্বপুষ্পমিব পুষ্পমস্যাঃ কদম্বপুষ্প-ঙীপ্। মুণ্ডিরী।

কদম্ববাদী [ন্] (পুং) কদম্ব ইতি বাদঃ সংজ্ঞা অস্ত্যস্য, কদম্ব-বাদ-ণিনি। নীপজাতীয় কদম্ববিশেষ।
("কদম্ববাদিনো নীপান্ দৃষ্ট্বা কণ্টকিতৈরিব।
সমন্ততো ভ্রাজমানং কদম্বককদম্বকৈঃ॥" কাশীখণ্ড।)

কদম্বী (স্ত্রী) কদম্ব-ঙীষ্। দেবদালী লতা। [দেবদালী দেখ]

কদর (আরবী) মর্য্যাদা, সম্মান।

কদর (ক্লী) কং জলং দৃণাতি দারয়তি নাশয়তি ইত্যর্থঃ, ক-দৃ-অচ্। ১ পায়সবিশেষ, ছেঁড়া পায়স। ২ (পুং) শ্বেতখদির, কাঁটা-বাবলা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—সোমবল্ক, ব্রহ্মশল্য, খদিরো-পম, শ্বেতসার, খদির ও সোমবল্কল। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ,—বিশদ, বর্ণের হিতকর এবং মুখরোগ, কফ ও রক্তদোষনিবারক। ৩ করাৎ। ৪ অঙ্কুশ। ৫ ক্ষুদ্ররোগ-বিশেষ। সুশ্রুতোক্ত ইহার লক্ষণ,—কঙ্কর ও কণ্টক প্রভৃতির দ্বারা পদতল ক্ষত হইলে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ, মেদঃ ও রক্তকে দূষিত করিয়া বেদনা ও স্রাবযুক্ত কুলের আঁটির ন্যায় যে রোগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম কদর।

চিকিৎসা—অস্ত্রদ্বারা কদর উৎপাটিত করিয়া তপ্ততৈল বা অগ্নিদ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

কদর্থ (পুং) কুৎসিতোঽর্থঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত অর্থ। ২ পদার্থ। ৩ কুৎসিত অর্থকারী।

কদর্থন (ক্লী) কু-অর্থ ল্যুট্। ১ কুৎসিত অর্থকরা।

কদর্থনা (স্ত্রী) কদর্থন-টাপ্। বিড়ম্বনা।

কদর্থিত (ত্রি) কু-অর্থ-ণিচ্-ক্ত। ১ দূষিত। ২ বিড়ম্বিত। ৩ ঘৃণিত।

কদর্থীকৃত (ত্রি) অকদর্থং কদর্থং করোতি, কদর্থ-চ্বি-কৃ-ক্ত। ১ মন্দীকৃত। ২ বিকলীকৃত।

কদর্য্য (ত্রি) কুৎসিতো ঽর্য্যঃ স্বামী, কুগতীতি সমাসঃ। ১ ক্ষুদ্র। ২ কৃপণ। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে, যে লোভীব্যক্তি আত্মা ধর্ম্মকার্য্য স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে কষ্ট দিয়া অর্থসঞ্চয় করে,

তাহাকে কদর্য্য কহে। ("কৃপণস্তু মিতম্পচঃ। কীনাশস্তুদ্ধলঃ ক্ষুদ্র—কদর্য্যদৃঢ়মুষ্টয়ঃ। কিম্পচানো। হেম ৩।৩২।)

কদর্য্যভাব (পুং) কদর্য্যস্য ভাবঃ, ৬তৎ। ১ কুৎসিত ভাব। ২ অশ্লীল ভাব।

কদল (পুং) কদ-বৃষাদিত্বাৎ কলচ্। ১ কলাগাছ। ২ চাকুলে লতা। ৩ ডিম্বিকা, ডিমি। ৪ শিমুলগাছ।

কদলক (পুং) কদল-স্বার্থে-কন্। কলাগাছ।

কদলা (স্ত্রী) কদল-টাপ্। ১ চাকুলে। ২ কজ্জলীগাছ। ৩ ডিম্বিকা। ৪ শিমুলগাছ।

(কদলা ডিম্বিকায়াঞ্চ শাল্মলী ভূরুহেঽপিচ। মেদিনী।)

কদলী [ন্] (পুং) কদলো ঽস্যাস্তি, কদল-ইনি। কলাগাছ।

কদলী (স্ত্রী) কদল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ১ ওষধিবিশেষ, কলা।

উষ্ণকটিবন্ধ প্রদেশের একপ্রকার মিষ্ট ফল। বাঙ্গালা দেশে ইহাকে চলিত কথায় 'কলা' বলে। ইহার সংস্কৃত নাম কদলী। সংস্কৃতে ইহার আরও কতকগুলি নাম আছে—বারণবুসা, রম্ভা, মোচা, অংশুমৎফলা, কদল, কাষ্ঠল, বারণবুষা, বারবুষা, সুফলা, সুকুমার, সকৃৎফলা, গুচ্ছফলা, হস্তিবিষাণী, গুচ্ছদন্তিকা, নিঃসারা, রাজেষ্টা, বালকপ্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষ্মী, কদলক, মোচক, রোচক, লোচক, বারণবল্লভা, চর্ম্মণ্বতী। এই সকল নামের সার্থকতা আছে, যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে।

ভারতবর্ষই কদলীর আদি বাসস্থান, এজন্য এদেশে ইহা নানাবিধ কর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার তুল্য আবশ্যকীয় ফল আর দ্বিতীয় নাই। ইহা জন্মেও অনেক। বৎসরের সকল কালেই ইহার ফল জন্মে, তবে গ্রীষ্মকালেই অধিক উৎপন্ন হয় আর ঐ সময়ের ফল অধিকতর কোমল, মধুর এবং স্বাদু হয়।

কদলীর উদ্ভিদ্ তত্ত্ব।—ইহার গাছকে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা কোমলকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে গণনা করেন। যাহার কাণ্ডে অর্থাৎ গুঁড়িতে কাষ্ঠভাগ অল্প থাকে তাহাকেই কোমল কাণ্ড বলে। বাস্তবিক কদলী বৃক্ষের কোনরূপ কাণ্ড নাই। যাহা কাণ্ড বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক পাতার শেষ ভাগ অর্থাৎ কাণ্ডকোষ, যাহাকে বাঙ্গালায় কলার খোলা, বাস্‌না বা বাক্‌লা বলে তাহার সমষ্টিমাত্র। কলাগাছের পিণ্ড-মূল (এঁটে) (roots, stalks) আছে, এই পিণ্ডমূল হইতেই একেবারে পাতা বাহির হয়। পিণ্ডমূলের ঠিক মধ্যস্থল হইতে একটি সরল গোলাকার শ্বেতবর্ণ মজ্জা (Pith) উঠে, ইহারই চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে কাণ্ডকোষগুলি ঢাকা পড়িয়া কাণ্ডের ন্যায় আকার ধারণ করে, এই জন্য ইহাকে কোমল কাণ্ড বলে। কালে ঐ মজ্জা পুষ্পদণ্ডে পরিণত হয়। যখন নূতন পাতা বাহির হয়, তখন ইহা একেবারেই মূল হইতে জন্মে এবং মজ্জার পার্শ্ব দিয়া গুড়াইয়া সরু শুণ্ডাকারে উঠিতে থাকে, শেষে পত্রকক্ষ দিয়া বাহিরে পড়িয়া পাতা ছাড়িতে থাকে। ইহার পত্রাংশ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। এক একটী পাতা ৬।৮ ফুট দীর্ঘ ও ২ ফুট বিস্তৃত হয়। ইহার পাতার "মধ্যপর্শুকা" হইতে পাতার ধার পর্য্যন্ত লম্বা ভাবে সমদূরে সরল শিরা আছে। এই সকল শিরার মধ্যে অশ্বত্থ পাতার মত জালের ন্যায় সূক্ষ্ম শিরাবিন্যাস নাই, সুতরাং একটু প্রবলবাতাস লাগিলেই ইহা চিরিয়া যায়। কলাগাছের পত্রভাগ, বৃন্তভাগ, কাণ্ডকোষ সমস্তই অংশু-বিশিষ্ট। কলাগাছের মজ্জা যাহাকে বাঙ্গালায় থোড় বলে, তাহা অতি কোমল। ইহা কেবল কতকগুলি পাকান পাকান রসাধার শিরার সমষ্টিমাত্র। মজ্জা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পুষ্পদণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে। ইহার পুষ্পকে বাঙ্গালায় মোচা বলে। মোচা হইবার পূর্ব্বে ইহার স্কন্ধদেশ হইতে একখানি "[illegible]" নির্গত হয়। বাঙ্গালায় তাহাকে পাতমোচা বলে। পাতমোচার অভ্যন্তরেই মোচা থাকে। মোচা পুষ্ট হইলে এই পাতমোচা তলার দিকে নামিয়া যায়, আর মোচা নিম্নমুখে ঝুলিয়া পড়ে। নারিকেল, তাল, গুপারি, খর্জ্জুর প্রভৃতি গাছেরও পাতমোচা হয়। পাত-মোচাকে চলিত বাঙ্গালায় "বেল্‌কো" বলে।

মোচা কলাগাছের মধ্য হইতে উর্দ্ধমুখী হইয়া নির্গত হয়, শেষে কতকটা বড় হইলে নিম্নমুখী হইয়া পড়ে। ইহা দেখিতে কোণাকার, লম্বে প্রায় ১ ফুট ও মধ্যস্থলের বেড় প্রায় ৬ ইঞ্চি হয়। একটি মোচায় অনেকগুলি বিভাগ থাকে, প্রতি বিভাগে দুইটি সার পুষ্পমুকুল এক একখানি বেগুণে চর্ম্মবৎ পৌষ্পিক পত্রাবরণে আবৃত থাকে। প্রত্যেক সারে ৯টি বা ১০টি পুষ্প থাকে। প্রত্যেক পুষ্পেই ফল হয়। এই পুষ্পগুলির মধ্যে পুংপুষ্পগুলি (Male-flowers) নিম্নের শ্রেণীতে, স্ত্রীপুষ্প বা উভলিঙ্গ পুষ্পগুলি (Female or Hermaphrodite flowers) উপরের শ্রেণীতে থাকে। প্রত্যেক ভাগের ফুলগুলি যেমন যেমন বাড়িতে থাকে অমনি তাহাদের আবরক পৌষ্পিক পত্রাবরণগুলি খসিয়া যাইতে থাকে। গোড়ার দিক্ হইতে পুষ্পগুলি ফলে পরিণত হইতে থাকে। বাঙ্গালায় এই পৌষ্পিক পত্রাবরণ গুলিকে চলিত কথায় মোচার খোলা বলে, প্রত্যেক মোচায় ৯ হইতে ১০ থাক ফল ধরে। এক এক থাককে

বাঙ্গালায় "ছড়া" বলে। মোচার যতগুলি ফুল থাকে, সব গুলিতে ফল হইতে পারে না। সমস্ত ছড়া লইয়া ফলগুচ্ছকে বাঙ্গালায় কাঁদি বলে। একটি গাছে একবার মাত্র একটি কাঁদি ধরে। কাঁদি কাটিয়া লইলেই কিছু দিন পরে গাছ পড়িয়া মরিয়া যায়। গাছ অতি পুরাতন হইলে বা কাঁদি ফেলিয়া মরিয়া গেলে, তাহার পিণ্ডমূল হইতে ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত চারা নির্গত হয়। বাঙ্গালায় এই চারাকে তেউড় বলে।

কলা অনেক প্রকার আছে। সকল কলায় বীজ হয় না। বন্য কলায় এবং চট্টগ্রাম প্রদেশের এক জাতীয় কাঁচকলায় (Musa sapientum) বীজ হয়, এই বীজে গাছ হয়। অন্য কোন কোন জাতীয় কলায় বীজ জন্মে বটে কিন্তু সে বীজে চারা হয় না। পার্ব্বত্য প্রদেশে কলাগাছ অতি অল্প হয়। এ সকল স্থানে কলাগাছ বাড়িতে পারে না, কারণ অন্যান্য বৃক্ষের প্রতিযোগীতায় কলাগাছ পার্ব্বত্য প্রদেশের কঠিন মাটী হইতে রস টানিয়া নিজের পুষ্টিসাধন করিয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য ইহার তেউড় হয় না। তেউড় হয় না বলিয়াই, পার্ব্বত্য কলায় বীজ হইয়া থাকে। বীজও আবার এত বেশী হয় যে, কালে শস্ত কিছুমাত্র থাকে না। বীজগুলির উপর পাতলা সরের মত একটু কোমল চট্‌চটে শস্য থাকে। পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা! পক্ষীরা এই শস্যটুকু খাইবার জন্য বহুদূর হইতে আসিয়া পক্কফল লইয়া যায়, এবং সেই সকল স্থানে এই উপায়ে বীজ নীত হইয়া কলার গাছ জন্মে।

অন্যান্য স্থানে কলার আবাদ হয়। আবাদী কলায় বীজ হইতে পায় না এবং উত্তরোত্তর ফলের উন্নতি হয়, গাছে তেউড় জন্মে, তেউড়েরও উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া থাকে। আবাদের গুণে ভাল ভাল কলায় এখন আর মোটেই বীজ জন্মে না। ইহাদের বীজোৎপাদিনী শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু কোন কোন স্থানের জলবায়ু প্রভাবে আবাদ করিলেও সহজে ইহাদের এ শক্তি রহিত হয় না। দু একবারের ফলে হয় ত বীজ হইতে পারে না, কিন্তু তৃতীয় আবাদেই বীজ হইয়া থাকে। যবদ্বীপের জলবায়ু এইরূপ বটে। বাঙ্গালার কাঁঠালী কলা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজিও তাহার বীজোৎপাদিনী শক্তি একবারে নষ্ট হয় নাই। অতি অল্প দিনেই ইহাতে বীজ জন্মে, এজন্য বাঙ্গালায় কাঁঠালিকলার ঝাড় বেশী পুরাতন হইতে দিতে নাই, তেউড়গুলি লইয়া অন্য স্থানে লাগাইয়া কলার উন্নতি বর্ত্তমান রাখা কর্ত্তব্য। আবাদের গুণে ও জমীর গুণে কাঁঠালিকলার উন্নতি হয় মাত্র, কিন্তু কিছুমাত্র শক্তি নষ্ট হয় না। চীন দেশে এক প্রকার কলাগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি ক্ষুদ্রাকার এবং তাহার ফলও হয় না।

কলাগাছ অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে। ভাল জমীতে আবাদ করিলে এই বৃদ্ধি সহজেই চক্ষুগোচর করা যায়। কলার কচি পাতা বাঙ্গালায় ইহাকে মাজ অর্থাৎ মধ্যপত্র বলে। যখন পাক খুলিয়া বিস্তৃত হইতে থাকে তখন তাহার বোঁটা (বৃন্ত) হইতে পত্রাগ্র পর্য্যন্ত একটা সূতা ধরিয়া ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে সেই সময়ের মধ্যে মাপের সূতা ছাড়াইয়া প্রায় ১ ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়াছে।

প্রবল বাতাসে কলাগাছের বড় অনিষ্ঠ করে, বিশেষতঃ ফল হইলে অতি অল্প বাতাসেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। বাঙ্গালা দেশে বাঁশের তেকাটা করিয়া এই সময়ে গাছ রক্ষা করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে কলায় জুঁয়ে নামে একপ্রকার পোকা লাগে, এই পোকাতেও অনিষ্ট করে, জুঁয়ে লাগিলে গাছ শুইয়া পড়ে।

কোথায় কোথায় কদলী পাওয়া যায় এবং তাহার শ্রেণী বিভাগ।—ভারতবর্ষ কলার আদি জন্মস্থান। এখানে ও পাশ্চাত্য প্রদেশ অপেক্ষা পূর্ব্বপ্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যেই বেশী জন্মে। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় এবং দাক্ষিণাত্যে মালাবর উপকূলে ইহার বহুল আবাদ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালায় গ্রামরম্ভা, অনুপাম, মালভোগ, অপরিমর্ত্ত্য, মর্ত্ত্যমান, চম্পক, চিনিচাঁপা, কানাইবাঁশী, ঘিয়ে, কালীবউ, কাঁঠালী প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার মধ্যে প্রথম চারি প্রকার এক শ্রেণীর, তাহার পরের চারিপ্রকারও এক শ্রেণীর আর শেষ তিন প্রকারও এক শ্রেণীর কলা। মর্ত্ত্যমান শ্রেণীকে চাটিম কলাও বলে, কোথাও কোথাও মর্ত্ত্যমানও বলে। এই সকল কলায় আদৌ বীজ হয় না। কাঁঠালিজাতীয় অন্যান্য কলায় বীজ হয় না, কেবল শুদ্ধ কাঁঠালী বলিয়া যাহা বিখ্যাত তাহাই বহুদিন এক ভূমিতে থাকিলে বীজবিশিষ্ট হইয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন মদনী, মর্দনা, তুলসী, মহুয়া রঙ্গবীর, পোড়ারঙ্গবীর প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলার কোন কোন জাতিতে অল্প বীজ হয় আবার কোন শ্রেণীতে মোটেই হয় না। বাঙ্গালায় 'বীচাকলা' (বীজবহুলা) নানাবিধ। ইহার এক একটি কলায় যথেষ্ট বীজ হয়, কিন্তু মিষ্টতা খুব বেশী হয়। যশোহরে 'দ'য়েকলা' নামে এক প্রকার বীচাকলা হয়, ইহার সরবত অতি সুন্দর হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে 'ডোগ্‌রে কলা'

নামক একপ্রকার বীচাকলা হয়, ইহার ফল খাইতে পারা যায় না, কিন্তু মোচা বড় সুস্বাদু হয়। মোচার জন্যই ইহার আবাদ করা হয়। "সয়া" নামক আর এক প্রকার বীচাকলা আছে, তাহার রসে নানারূপ চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। কাঁচকলা, কাঁচাকলা, আনাজি কলা প্রভৃতি কলা 'কাঁচকলা' জাতীয়। এই শ্রেণীতে নানা আকারের কলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পাকিলে সুমিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তরকারীতেই ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। কাঁচকলার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম (Musa Paradisica) কাঁঠালিকলার কাঁচা ফলও খায়, ইহাকে 'ঠোঁটেকলা' বলে। 'ঠোঁটেকলা' আবার কাঁঠালিকলার শ্রেণীর ফলকেও বলে; ইহা কাঁঠালিজাতীয় একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীও বটে। সংস্কৃতেও কদলীর নানা ভেদ আছে;—

"মাণিক্যমর্ত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা
ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।"

এই সংস্কৃত "মর্ত্ত্য" কলাই বাঙ্গালার মর্ত্ত্যমান বা চাটিম, আর "চম্পকই" চাঁপাকলা নামে বিখ্যাত। কাঁঠালিজাতীয় "কানাইবাঁশীকলা" প্রায় ১ ফুটের উপর লম্বা হয়। আর "কালীবউকলা" বেশ মোটা হয়। "ঘিয়ে" কাঁঠালী হইতে ঘৃতের ন্যায় সুগন্ধ নির্গত হয় এবং উষ্ণ দুগ্ধে ফেলিয়া দিলে মাখনবৎ গলিয়া ভাসিয়া উঠে।

কাঁঠালিকলা পাকিলে বর্ণ ঈষৎ পীত হইয়া উঠে, চাটিমকলা পাকিলে বর্ণ পীতাভ হয়, কিন্তু গায়ে ফোটা ফোটা দাগ হয়, চাঁপাকলা পাকিলে ঘোর পীতবর্ণ হয়। কাঁঠালী পরিপুষ্ট হইলে কতকটা চৌপলা, ঈষৎ বক্র; চাটিমকলা সুগোল, সরল এবং চাঁপা সুগোল, অথচ খর্ব্বাকৃতি হইয়া থাকে। এদেশে একপ্রকার রক্তবর্ণকলা জন্মে তাহাকে "সিঁদুরেকলা" বা "চীনে কলা" বলে। মর্ত্ত্যমানকলা ও কাঁঠালিকলার উদ্ভিজ্জ শাস্ত্রোক্ত নাম Musa sapientum।

বাঙ্গালায় কাঁঠালিজাতীয় কলার শস্য কিছু কড়া হয়, "মর্ত্ত্যমান" জাতীয়ের শস্য খুব সাদা ও মাখনবৎ কোমল এবং "চম্পক" জাতীয়ের শস্য ঈষৎ অম্লরসযুক্ত সুগন্ধ ও ফলের মধ্যে পীতাভ বর্ণ হয়। কাঁঠালির ফলের খোসা পুরু, চাঁপার খোসা পাতলা হয়। বাঙ্গালীরা মর্ত্ত্যমান কলাই বেশী আদর করে। এদেশীয় য়ুরোপ-প্রবাসীরা "চাঁপাকলার" আদর করে। কাঁঠালির ও কাঁচকলার ব্যবহারই অধিক।

দাক্ষিণাত্যের দিন্দীগুল প্রদেশের পর্ব্বতে যে সকল কলা উৎপন্ন হয় ও বনভাগে সাধারণতঃ যে সকল কলা দেখা যায়, তাহার ইংরাজী নাম Musa superba। বেসিন প্রদেশের কলা সুগন্ধবিশিষ্ট ও বরোচ প্রদেশের কলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

নেপালে একপ্রকার কলা জন্মে, ইহার নাম "নেপালীকলা" Musa Nepalensis।

এ দেশে এক প্রকার বৃহদাকৃতি কলা জন্মে, তাহাকে "কাবুলে কলা" বলে।

মান্দ্রাজে যত রকম কলা পাওয়া যায় তন্মধ্যে "রসথলি" সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। "গণ্ডি" জাতীয় কলার শস্য বেশ কড়া, পাকিতে বড় বিলম্ব হয়, কিন্তু সে দেশের লোকেরা এই কলাই ভাল বাসে বলিয়া জাগ দিয়া পাকাইয়া বিক্রয় করে। "পাছা" জাতীয় কলা খুব লম্বা হয়, কিন্তু পুষ্ট হইলেই বাঁকিয়া যায়, ইহার বর্ণ সবুজ, পাকিলেও বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় না। "পেবেলি" জাতীয় কলা সুমিষ্ট কিন্তু বর্ণ পাশুটে। "সেবেল্লি" জাতীয় কলা খুব বড় হয়, ইহার বর্ণ লোহিত, দেখিতে বেশ। এতদ্ভিন্ন বম্বে, বেঙ্গলা, যমেই, পে, সেবুবা, যেন্নেপান্নিয়ান, পিদিমোণে প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর কলা পাওয়া যায়।

মর্ত্ত্যমান কলা চট্টগ্রামে ও তেনাসরিম প্রদেশে বহুল পরিমাণে জন্মে, এই উভয় প্রদেশের দক্ষিণে মার্ত্তাবান উপসাগর। অনেকে বলেন যে এই উপসাগর দিয়া এই কলা প্রথমে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম মর্ত্ত্যমান হইয়াছে। আমাদের মতে তাহা নহে, মর্ত্ত্য নামক কদলীই এই মর্ত্ত্যমান কলা।

বোম্বায়ে নয়প্রকার কলা জন্মে—বসরই, মুথেলি, তাম্বড়ি, রজেলি, লোখণ্ডি, সোনকেলি, বেসকেলি, করঞ্জেলি, ও নরসিঙ্গি। ইহার মধ্যে তাম্বড়ি রক্তবর্ণ কদলী।

ব্রহ্মদেশে পীত ও স্বর্ণবর্ণের নানাপ্রকার কদলী দেখিতে পাওয়া যায়।

সিঙ্গাপুর, মলয় এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৮০ প্রকার ভোজনোপযোগী কলা জন্মে, ইহার মধ্যে অনেক গুলির আকারই বৃহৎ এবং সুগন্ধবিশিষ্ট। ইহার মধ্যে "পিস্যাং টিম্বাগা" রক্তবর্ণ কলা, ইহাকে সে দেশের লোকেরা তামাটে কলা, বা কাঁকড়া কলা বলে। "পিস্যাং মুলুৎ বেবেক" এই জাতীয় কলার তলায় কতকটা খোসা বক্রভাবে হাঁসের ঠোঁটের মত হয়। "পিস্যাং রাজা"—ইহাকে রাজাকলা বলে। "পিস্যাং সুসু" ইহাকে "দুধে কলা" বলে। আর একপ্রকার কলা আছে, তাহাকে সোণাকলা বলে। শেষোক্ত তিনপ্রকারই অতি সুন্দর, সুমিষ্ট, সুগন্ধবিশিষ্ট।

যবদ্বীপে "পিস্যাং টণ্ডক" নামে একপ্রকার কলা জন্মে,

তাহা দীর্ঘে প্রায় দুই ফুট হয়। বাঙ্গালায় বোধ হয় এই শ্রেণীকেই কানাই-বাঁশী বলে।

যবদ্বীপে আরও একপ্রকার কলা হয়, তাহার এক গাছে একটি ফল ধরে। অন্যান্য গাছের ন্যায় এই ফল মোচা সমেত কাণ্ডের বাহিরে নির্গত হয় না। ইহা কাণ্ডের ভিতরে পাকিতে থাকে। যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠে, তখন কাণ্ড ফাটিয়া যায়। ইহা এত বড় হয় যে, একটা ফলে ৪ জন লোকের ক্ষুধা স্বচ্ছন্দে নিবৃত্ত হইতে পারে। এই সকল বিখ্যাত কলা ব্যতীত যবদ্বীপে কাঁঠালি বা মর্ত্ত্যমান শ্রেণীর যে সকল কলা জন্মে তাহাতে বীজ হয়। এই শ্রেণীর কলাকে সে দেশে "পিস্তাং বুট্ট" বলে।

ফিলিপাইন দ্বীপের পার্ব্বত্য প্রদেশে এক প্রকার কলা হয়, তাহা এত বৃহৎ যে একটা কলা একটা মানুষের উপযুক্ত বোঝাই হইতে পারে।

মলয়দ্বীপের সাধারণ কলার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Musa glauca। মরিশস দ্বীপে গোলাপী বর্ণের একপ্রকার কলা পাওয়া যায়, তাহার নাম Musa rosacea অর্থাৎ গোলাপী কলা।

আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কাঁঠালি ও মর্ত্ত্যমান জাতীয় কলারই আবাদ হয়।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার বেগুণে বর্ণের কলা হয়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর। সে দেশের বড়মানুষেরা এই কলারই সমধিক আদর করে। এই জাতীয় কলাকে ইংরাজেরা Fig banana বলে। এই জাতীয় আর এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার কলা আছে, তাহাকেও নিম্নশ্রেণীর লোকে বিশেষ আদর করিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে Fig Sucrier বা Lady finger বলে, এই জাতীর নাম Musa orientum ও পূর্ব্বোক্ত Fig banana নাম Musa musculata.

আমেরিকার ফ্লোরিডাদেশে "ওরঙ্কো" নামক কলা অতি উত্তম, ইহা সে দেশের সকল স্থানেই পাওয়া যায়। যদি ইহা গাছপাকা হয়, তাহা হইলে তাহার সদ্গন্ধে এমন কি মানুষ পশু পক্ষী পর্য্যন্ত পাগল হইয়া উঠে।

চীনদেশে একপ্রকার কদলী জন্মে, তাহা খর্ব্বাকার হয়, ইহাকে ইংরাজেরা Dwarf plantain অর্থাৎ বামনকলা বলে। ইহা দুই জাতীয় আছে, এক জাতীয়ের নাম Musa Occinea আর এক প্রকারের নাম Musa nana। চীনের আর একপ্রকার কলার নাম Musa Cavendishi। তথায় খর্ব্বাকার আরও একপ্রকার কলা জন্মে।

আবিসিনিয়া প্রদেশে একপ্রকার কলা জন্মে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর, ইহার নাম Musa ensete.

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও কলা পাওয়া যায়। প্রধানতঃ উষ্ণপ্রধান স্থানেই কলা জন্মে। এসিয়ায় পূর্ব্বে চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমে তুরস্কের অন্তর্গত ইউফ্রেতিস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই কলা পাওয়া যায়। অন্যান্য অংশে যে সকল ভূভাগ পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত, সেই সকল স্থানেই কলা পাওয়া যায়। ভারতে হিমালয় পর্ব্বতের শীতল প্রদেশে কলা জন্মে। ইহার পাদদেশে ৩০° উত্তর অক্ষান্তর পর্য্যন্ত কলা বেশ জন্মে, কিন্তু মুসৌরী, কুমায়ুন ও গাড়োয়াল প্রদেশেও কলা জন্মে বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল বীজ ব্যতীত শস্য থাকে না বলিলেই হয়। সমুদ্র হইতে ঊর্দ্ধে ৭০০০ ফুট পর্য্যন্ত স্থানে কলা জন্মিতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকায় আজকাল কলার আবাদ যথেষ্ট হইতেছে। কারাকাস, গোয়েনা, ডেমেরেরা, জ্যামেকা, ত্রিনিদাদ প্রভৃতি স্থানেও একেবারে অনেকটা জমিতে কলার আবাদ হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম প্রদেশের বনমধ্যে কলাগাছ এত অধিক জন্মে যে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে বনের মধ্যে হস্তী এবং গয়াল নামক মহিষ জাতীয় পশুগণ একপ্রকার কলাগাছ খাইয়া বাঁচিয়া যায়। পার্ব্বত্যপ্রদেশে সাধারণতঃ যে সকল কলা জন্মে, তাহাকে Musa ornata (পাহাড়ে কলা) ও বনমধ্যে সাধারণতঃ যে সকল কলা জন্মে তাহাকে Musa superba (বুনো-কলা) বলে। চট্টগ্রাম প্রদেশেও কলাগাছ ঘাসের মত অপর্য্যাপ্ত জন্মায়। অন্যান্য স্থানে খালি মাঠ পড়িয়া থাকিলে যেমন দূর্ব্বা মুথা প্রভৃতি ঘাস জন্মায়, সেইরূপ চট্টগ্রামে খালিমাঠে পূর্ব্বে ঘাসের সঙ্গে সঙ্গে কলাগাছও বাহির হইত। আবাদ করিতে হইলে, কত যে কলাগাছ মারিয়া ফেলিতে হইত তাহার আর সংখ্যা করা যাইত না। এখনও নূতন আবাদী জঙ্গল-মহলে এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

য়ুরোপে দক্ষিণ স্পেনে কলা হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে কাচঘর বা উষ্ণঘর ব্যতীত খোলা ক্ষেত্রে কলা হয় না। কিউবা দ্বীপে কোথাও কোথাও হয়।

ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন নাম।—সংস্কৃত নামগুলি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে এদেশে ইহাকে মোচক অর্থাৎ মোচা বলিত। মোচক অর্থে মুক্ত হইয়াছে যাহা—অর্থাৎ প্রথমতঃ বৃক্ষগর্ভ হইতে ইহার ফুল বাহির হয় তাহা একটি আবরণী মধ্যে থাকে, সেই আবরণী ফাটিয়া ফুল নির্গত হয়। প্রত্যেক ফুলটি আবার গুচ্ছগাত্রে আর একটি

আবরণে আবৃত থাকে। সেই আবরণমুক্ত হইলে ফল হয়, এই জন্য ফলকে "মোচা" বলে। মোচা যে ইহার প্রাচীন নাম তাহা আমরা শিবপূজার মন্ত্রে দেখিতে পাই।

"এতৎ মোচাফলং নমঃ শিবায় নমঃ।"

কেহই এস্থলে কদলী বা রম্ভা কি অন্য কোন নাম ব্যবহার করেন না। কদলী ও কদল অর্থে যাহা জলেই পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়। কলাগাছ কিছু জলপ্রধান অর্থাৎ জলভেস্কা গাছ, ইহা সরস ভূমিতেই ভাল উৎপন্ন হয়। অংশুমৎফলা অর্থাৎ যাহার অংশু বা তন্তু আছে। কলাগাছের তন্তু বিশেষ বিখ্যাত। বারণবুসা ও বারণবল্লভা অর্থে হস্তীপ্রিয়া। সকৃৎফলা অর্থে বৎসরে একটি গাছে একবারমাত্র ফল ধরে। ভানুফলা অর্থে সূর্য্যোত্তাপপ্রিয়া। বনলক্ষ্মী অর্থে যে ফলে বনের শোভা বৃদ্ধি হয় এবং বনেও ধনাগম বা প্রাণধারণ হয়, হস্তিবিষাণী অর্থে যাহা হস্তিবিষাণ বা হস্তিদন্তের ন্যায় সুগোল, দীর্ঘ অথচ ঈষৎ বক্র। চর্ম্মণ্বতী অর্থে চর্ম্মের ন্যায় আবরণযুক্তা। অন্যান্য নামের অর্থ নামটি পড়িলেই বুঝা যাইবে।

কলাকে আরবী ভাষায় "মৌজ" বলে। ইহা সংস্কৃত মোচা শব্দ হইতে উৎপন্ন। লাটিন ভাষায় মিউসা বা মুজা বলে, ইহা আরবী মৌজ হইতে উৎপন্ন। ইংরাজীতে ব্যানানা ও প্ল্যান্টেন বলে। ইংরাজী ব্যানানা শব্দ গ্রীক অরিয়ানা (Ariana) শব্দ হইতে উৎপন্ন। গ্রীক অরিয়ানার অপর পর্য্যায় ঔরানা (Ourana) ছিল। গ্রীক অরিয়ানা সম্ভবতঃ তৈলঙ্গী ভাষার অরিকি শব্দ হইতে উৎপন্ন।

অনেকে গ্রীক্ ঔরাণা শব্দ সংস্কৃত বারণবুষা শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গ্রীক্ ভাষায় ভারতবর্ষীয় যে সকল ওষধির উল্লেখ আছে, তাহার দেশীয় নাম অধিকাংশ দক্ষিণদেশীয় ভাষা হইতে সংগৃহীত [ধান্য প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

'প্ল্যান্টেন' শব্দ গ্রীক্ গ্রন্থকার থিওফ্র্যাষ্টস্ বা প্লিনির লিখিত পল নামক বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন। পলবৃক্ষের ও তাহার ফলের বর্ণনা ঠিক কদলী বৃক্ষের এবং কদলীর ন্যায় বটে এবং হিন্দু ঋষিগণের খাদ্য বলিয়া উল্লিখিত। এই পল যে সংস্কৃত ফল শব্দ হইতে বা তামিল 'বল' শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহা নিশ্চয়। বাঙ্গালায় ইহার নাম কলা, হিন্দীতে কেলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কেলি, তামিল বল বা বেলা, তৈলঙ্গী অরিতি, সিংহলীতে কহিকাং, ব্রহ্মদেশে নেপিয়ান বা ঙ-হেট্, বালিদ্বীপে বিয়ু, জাপানী গড়ং, মলয়ভাষায় পিস্তাং।

কদলীর ব্যবহার।—এদেশে কাঁচকলা, মোচা ও থোড় তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। পাকাকলা শুধুই খাওয়া হয়। হিন্দুর চক্ষে কলা বড় পবিত্র জিনিস, পূজা, শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই কলা ব্যবহৃত হয়। হবিষ্যান্নে অন্য ত[illegible]তে নাই, কিন্তু কাঁচকলা সিদ্ধ খাওয়া যায়। পাতায় ভারতবর্ষের সকল স্থলে ভোজন পাত্রের কার্য্য করে। অধিক সংখ্যক লোক খাওয়াইতে হইলেই কলাপাতা ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোককে যাহাদিগের জল অস্পৃশ্য তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইলে কলাপাতায় খাইতে দেয়। মান্দ্রাজে, কাণাড়ায় ও মালাবর প্রদেশে কলার জন্য যত হউক না হউক পাতার জন্যই কলার আবাদ করে, সেখানে সকল শ্রেণীর লোকেই কদলী পত্রে আহার করিয়া থাকে। গ্রাম্য পাঠশালে তালপাতে লেখা হইলে ছাত্রেরা কলাপাতে লেখা অভ্যাস করিতে থাকে। কলাপাতে হাত পাকিলে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করে। ইহার কচিপাতা ("মাজপাতা") বেলেস্তারার ঘায়ের উপর ঢাকা দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। মাজপাতা কাটিয়া তাহার সোজা পিটে মাখন মাখাইয়া ঘায়ের উপর দিয়া ৪।৫ দিন বাঁধিয়া রাখিলে বেলেস্তারার ঘা ভাল হয়। পশ্চিম ভারতে "বিড়ি" চুরুট শুক্‌না কলাপাতায় জড়াইয়া প্রস্তুত করে। সেদেশে কোন দ্রব্যাদি মুড়িবার জন্য শুক্‌না কলাপাতা ব্যবহার করে। বাঙ্গালায় মালীরা ফুল ও ফুলের মালা মুড়িবার জন্য কলাপাতা ব্যবহার করে। চক্ষুরোগে কচি কলাপাতার আবরণ বড় উপকারক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকায় কলাপাতা দিয়া ঘর ছাইয়া থাকে। বাঙ্গালায় গরীবেরা কলাপাতা পুড়াইয়া সেই ছাই দিয়া কাপড় কাচিয়া থাকে। বহুমূত্ররোগে কবিরাজ মহাশয়েরা কদল্যাদি ঘৃতে ইহার শিকড়ের রস ব্যবহার করেন। এই ঘৃত বায়ু ও পিত্তদোষনাশক। কোলাপুর জেলায় এই গাছের রস দিয়া রক্তপড়া নিবারণ করে। জামেকাতেও এইরূপে ব্যবহৃত হয়। (তথায় গাছের গায়ে একটা খোঁচা মারিয়া রস বাহির করিয়া থাকে।) যবদ্বীপে এক শ্রেণীর কলাগাছের পাতার উল্টাদিকে মোমের ন্যায় একপ্রকার আটাবৎ পদার্থ জন্মে, লোকে তাহা সংগ্রহ করিয়া বাতি প্রস্তুত করে। কলাগাছেও অনেক কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। যেখানে হঠাৎ বন্যা প্রবেশ করে, সেখানে বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া পাশাপাশি করিয়া গাথিয়া দিয়া ভেলা প্রস্তুত করে। ইহাকে কলার মান্দাস বলে। আফ্রিকার অসভ্যেরা এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যের লোকেরা কলাগাছে লক্ষ্য করিয়া তীর ও তরবারী শিক্ষা করে। বাঙ্গালায় ষষ্ঠীপূজায়, বিবাহে এবং

অধিবাসাদি মাঙ্গল্যকর্ম্মে ১ ছড়া অখণ্ড কলা আবশ্যক হইয়া থাকে। মুসলমানেরাও পীরের সিন্নি দিবার সময় কলা ব্যবহার করে। বাসন্তী ও দুর্গাপূজার সময় নবপত্রিকায় কলার তেউড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নবপত্রিকাকে সাধারণ লোকে কলাবউ বলে। হিন্দুরা শুভ কর্ম্মে কলার তেউড় মঙ্গলচিহ্নরূপে ব্যবহার করে। উৎসবের সময়, পূজা ও বিবাহাদির সময় হিন্দুরা দ্বারে ও পথে কলাগাছ দিয়া থাকে। হিন্দুদের বিবাহাদি সংস্কারে 'কলাতলা' করে। এক স্থানে একখানি আসন রাখিয়া তাহার চতুষ্কোণে চারিটী কলার তেউড় স্থাপন করে, এইখানে সংস্কারার্হ ব্যক্তির স্নানকার্য্য, ক্ষৌরকর্ম্ম, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বরণ ইত্যাদি হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ে পতিরতা কামিনীরা কলাগাছকে ধন ও আয়ুপ্রদ বোধে পূজা করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধে ইহার কাণ্ডকোষ বা খোলা বড়ই আবশ্যক হয়। ইহা দ্বারা শ্রাদ্ধীয় নৈবেদ্য, জল ও ফল প্রদানের জন্য একপ্রকার ডোঙ্গা নির্ম্মিত হয়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালার সন্তানবতী রমণীরা কলার খোলার নৌকা প্রস্তুত করিয়া গাঁদাফুল দিয়া সাজাইয়া তন্মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া পুত্র দ্বারা নদী বা পুষ্করণী জলে ভাসাইয়া দেয়। ইহা ভগবতী ভবানীর উদ্দেশ্যে সন্তানের মঙ্গলকামনায় ইহার নাম সোদো বা তুঁসলী ব্রত।

কলাগাছের আগাগোড়া সমস্তই গবাদির খাদ্য। দুর্ভিক্ষের সময় এই গাছ আগাগোড়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গরুকে খাওয়ায়। থোড় কাটিয়া লইলে তাহার বাস্‌নাগুলা গরুকে দেওয়া হয়। ইহা গরুর পক্ষে বিশেষ উপকারক। জ্যামেকাদ্বীপে গম জন্মে, সুতরাং কদলীই সেখানকার অধিবাসী নিম্নশ্রেণীর পক্ষে একমাত্র সুলভ খাদ্য। আমেরিকার আদিমনিবাসিরাও ইহা প্রধান খাদ্য বলিয়া ব্যবহার করে। বোম্বাই প্রদেশে আম, কাঁটাল ফলের চারা লাগাইয়া তাহার পার্শ্বে এক একটি কলাগাছ রোপণ করিয়া দেয়। ইহা দ্বারা মধ্যভারতের খরতর রৌদ্রের আতপ হইতে চারা গাছটি রক্ষা পায়, শেষে যখন ৬।৮ বৎসর বাদে ভাল গাছের চারাটি নিজে রৌদ্র সহ্য করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট হয়, তখন কলাগাছ কাটিয়া ফেলে। এখানে শুপারির ক্ষেত্রেও কলাগাছ রোপণ করিয়া থাকে, কারণ কলাগাছের ছায়ায় শুপারির শিকড় শীতল থাকে। এখানে একপ্রকার কলা শুকাইয়া রাখিয়া থাকে। রাজেলি নামক কলা পাকিলে একটা বাক্‌সের মধ্যে ছড়াছড়া করিয়া সাজাইয়া খড় চাপা দিয়া ৭।৮ দিন রাখিয়া দেয়, তৎপরে খোলা ছাড়াইয়া সমুদ্রের তীরে মাচার উপর শুকাইতে দেয়। সারাদিন রৌদ্রে শুকাইয়া সন্ধ্যাবেলা উঠাইয়া আনিয়া ঘৃত মাখাইয়া সারারাত্রি মাদুর ও কলাপাত চাপা দিয়া রাখিয়া দেয়। এইরূপে সাত দিন পর্য্যন্ত সকলে রৌদ্রে দেয় ও সন্ধ্যাবেলা তুলিয়া আনিয়া ঘৃত মাখাইয়া ঢাকিয়া রাখে। ৬।৮ দিনে কলা বেশ শুখাইয়া যায়। ইহা খাইতে মন্দ নয়। শুষ্ককলা বড় বলকারক ও শৈত্যনিবারক; ইহা গাল ফুলার পক্ষে উপকারী। সমুদ্রযাত্রায় ইহা বেশ ব্যবহার্য্য। ঘরে খাইবার জন্য বোম্বাইবাসীরা পাকাকলা খোসা ছাড়াইয়া বাঁশের চেয়াড়ি দিয়া পাতলা পাতলা করিয়া চিরিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখে। ইহা হইতে একপ্রকার মোরব্বা প্রস্তুত করে, তাহা খাইতে অতি সুন্দর। বেসকেলি কলা শুকাইয়া পরে গুঁড়াইয়া বোম্বাইবাসীরা একপ্রকার পালো তৈয়ার করে, উহা শিশু, রোগী ও সদ্যপ্রসূতা কামিনীর পক্ষে অতি উপকারক এবং বলকারক খাদ্য। মরিচসহরে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও ঐরূপ পালো করে। মেক্সিকোদেশেও কলা শুকাইয়া রাখে। নিগ্রোরা পাকাকলা সিদ্ধি বা মণ্ড উপাদেয় বোধে খাইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকায়, আফ্রিকায় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে ইহার চূর্ণ প্রস্তুত করে। দক্ষিণ আমেরিকায় এই চূর্ণ হইতে আবার বিস্কুট তৈয়ারি হয়। ব্রিটীশ গিনিতে কাচাকলা প্রধান খাদ্য বলিয়া গণ্য এবং ইক্ষুর পর ইহার চাষ বেশী হয়। ইহার গাছের রসে ক্ষার বা লবণবৎ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় তাড়ির মত একপ্রকার মদ্য পাকা কলা হইতে প্রস্তুত করে। শুক্‌না কলা হইতেও একপ্রকার মদ্য হয়, তাহা তীব্র নহে। এইখানে পাকা ফলের শস্য পাতায় জড়াইয়া শুকাইয়া ছোট ছোট পাটালির ন্যায় করিয়া রাখিয়া দেয়। প্রয়োজন মত ইহার একটু ভাঙ্গিয়া লইয়া জলে গুলিয়া সরবত করিয়া খায়। এই সরবত বড় শীতল ও শ্রমাপহারক। ভারতবর্ষে ইহার খোলা হইতে চামড়ার কাল রং প্রস্তুত হয়।

কলার গুণ—পাকাকলার গুণ অনেক। ইহা বলকারক, শীতল, পিত্তাস্রনাশক, গুরুপাক, অজীর্ণরোগে অপথ্য, সদ্য শুক্রাদিবর্দ্ধক, তৃষ্ণা ও শ্রমহারক, লাবণ্যবর্দ্ধক, কফকর, আমকর, দুর্জ্জর এবং ইহা খাইতে ঈষৎ কষায়সংযুক্ত, মধুররসবিশিষ্ট। দধি, দুগ্ধ ও ঘোলের সহিত কদলী খাইলে অতিশয় দুষ্পচ্য হয়। চাঁপাকলার কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে,—ইহা বাতপিত্ত নষ্ট করে, এবং অতি শীতল।

মোচা—কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, প্লীহা, বাতপিত্ত, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং বাতপিত্ত, উদরদোষনিবারক।

থোড়ে বলবৃদ্ধি করে এবং বাতপিত্ত নষ্ট করে। চাঁপাকলায় বহুমূত্র রোগের উপকার হয়। মুসলমান হাকিমেরাও পিত্ত-বায়ু, রক্ত এবং হৃদ্রোগনাশক বলিয়া কলার গুণ ব্যাখ্যা করেন। ডাক্তার প্লে-ফেয়ার বলেন যে ইহা শুক্রবৃদ্ধিকর ও মস্তিষ্কদোষনাশক। কিন্তু দুষ্পচ্য। হাকিমেরা কদলী ভোজন-জনিত দোষের জন্য মধু, আদা ও গঁদ খাইতে বলেন। ইহার কচিপাতার আবরণী চক্ষুরোগের পক্ষে উপকারী। ইহার শিকড়ের রসে বহুমূত্ররোগের কদলাদ্য ঘৃত প্রস্তুত হয়।

কলার সূতা—কলাগাছে ফল, থোড়, মোচা, পাতমোচা ভিন্ন আরও একটি সুন্দর প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। ইহার বাস্না, ছাল ও পাতা হইতে তন্তু প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাকে কলাগাছের সূতা বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য-গণের অধ্যবসায়ে এই তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহারা ইহার জন্য বিশেষ বাহাদুরি লইয়া থাকেন এবং অনেকে দিয়াও থাকেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের লোকেরাও যে এ বিষয় অবগত ছিল এবং কোন কোন কর্ম্মে ব্যবহার করিত তাহা নিশ্চয়, এ কথা একমাত্র ইহার সংস্কৃত নাম অংশুমৎ-ফলা হইতে ও মালাকরগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রমাণ করা যায়। মালীরা এখনও কলার ছোটায় ও বাস্নার সূক্ষ্ম খণ্ডে মালা গাঁথে, ফুলের পাত বাঁধে, লতাগাছের মাচা বাধে, এবং আবশ্যক মত দুই তিনটা 'ছোট্' একত্রে পাকাইয়া কাপড় শুকাইবার দড়ি, ঝুড়ি বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি করিয়া থাকে।

কলাগাছের সূতায় কাগজ, দড়ি, কাছি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বিদেশীয় বণিক্গণের দ্বারা ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হয়। কলাগাছের সূতা তৈয়ারির দুইটি উপায় আছে, (১) গাছ জলে পচাইয়া, (২) কলে পিষিয়া। প্রথম উপায়ে সূতা বাহির করিতে হইলে গাছ কাটিয়া কিছু দিন ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হয়, শেষোক্ত উপায়ে হইলে গাছ কাটিয়াই উহাকে কলের জাঁতায় বা ডলনায় দিয়া পিষিতে হয়। পেষাই হইলে ও পচিয়া গেলে সেই গাছগুলি লইয়া সোডা ও কলিচুণের জলে সিদ্ধ করিয়া সূতা-গুলি কঠিন করিয়া লইতে হয়। এই সিদ্ধ করিবার সময় সূতার গা হইতে অন্যান্য অংশ গলিয়া যায়। ১টা ৬৫ মণ বয়লারে একদিনে ২১ মণ সূতা হইতে পারে। সূতা পরিষ্কৃত করিবার জন্য ৫ বার সিদ্ধ করিতে হয়। ২১ মণ সূতা সিদ্ধ করিবার জন্য ১ মণ সোডা ও ১ মণ কলিচুণ লাগে। সিদ্ধ করিবার সময় রকম রকম সূতা বাছাই করিয়া ফেলিতে হয়। ফিকে রঙ্গের সূতা হইলে ৬ ঘণ্টা ধুইলেই পরিষ্কার হয়, কিন্তু ঘোর রং হইলে ১৮ ঘণ্টার কমে ভাল রকম পরি-ষ্কার হয় না। বয়লার হইতে সিদ্ধ সূতা যন্ত্রের সাহায্যে জলের হৌজে ধৌত হইতে থাকে। ইহার পর সূতাগুলি ছায়ায় শুকাইতে হয়।

গাছের বাস্না, ডাল, পাতা ও সকল অংশ হইতেই সূতা পাওয়া যায়। গুঁড়ি অপেক্ষা ডালের সূতা পরিমাণে অধিক হয়, আর তাহাই অধিক মূল্যবান্। পাতার সূতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় বটে, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় বলিয়া কাগজ ভিন্ন আর কিছু হয় না। ১৮৬৪ সালে ডাক্তার ক্লে ইহা হইতে একপ্রকার চিঠির কাগজ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। উহা অতি সুন্দর হইয়াছিল। ১৮৫১ সালে ডাক্তার হাণ্টার মহাপ্রদর্শনী মান্দ্রাজ হইতে কলার সূতায় প্রস্তুত দড়ি, কাছি, কাগজ ও সূতার নানারূপ নমুনা দিয়াছিলেন। এই নমুনায় একপ্রকার কাগজ ছিল, তাহা রূপার পাতের ন্যায় পাতলা অথচ মসৃণ, আর একপ্রকার কাগজ ছিল তাহা পার্চমেণ্টের ন্যায় কড়া, ইহা জলে ভিজিলে নষ্ট হয় না। নমুনার সূতাও নানা বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছিল। দড়ি ও কাছির কতকাংশ আল্কাতরা দেওয়া হইয়াছিল। ডাঃ লইটডি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন যে কলাগাছের সূতায় কাগজ অতি উৎকৃষ্ট হয়। অন্য কোন সূতা না মিশাইয়া কেবল কলার সূতায় পাতলা মজবুত কাগজ হইতে পারে। কল চলিবার সময় ইহাতে গুটুলি বা গাঁট পড়ে না, ইচ্ছামত আকার ও বর্ণের কাগজ হইতে পারে। ভাজ করিলে ইহার কাগজ ফাটিয়া যায় না। ইহার কাগজের সকল স্থানে সমান হয়। বালীর কলেও ইহা পরীক্ষা করা হইয়া-ছিল, বাঙ্গালার ও আন্দামান দ্বীপের কলাগাছের সূতা ব্যবহৃত হয়—ফলও সন্তোষকর হইয়াছিল। প্রতি গাছে ৴২ সের সূতা হইতে পারে।

দড়ি কি কাছি করিতে হইলেও দেশী কলাগাছের সূতা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপের Musa Textilis নামক একজাতীয় কলাগাছের সূতাই এ সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাকে ইংরাজীতে "ম্যানিলা শণ' (Manilla hemp) বলে। ইহার ফল খায় না। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের স্থানে স্থানে আজকাল এই জাতীয় কদলী জন্মিতেছে। বোম্বায়ে ইহার থোড় খায়। ইহার বীজেও চারা হয় বটে কিন্তু তেউড় লাগাইলেই ভাল হয়। ইহা পার্ব্বত্যভূমিতে ও যেখানে অন্যান্য গাছপালা পচা পড়িয়া থাকে এরূপ স্থলে খুব বাড়ে। এই শ্রেণীর ফল হইতে দিলে সূতা ভাল হয় না। ইহার বাস্নাগুলি ৩ ইঞ্চি

চওড়া করিয়া চিরিয়া, পিষিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া সুতা বাহির করিয়া লইতে হয়। এই জাতীয় সুতায় সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার সুতা শণ অপেক্ষা ২॥ গুণ ভারবহ।

ঢাকায় একপ্রকার কলার সুতার কাপড় প্রস্তুত হয়। ঢাকাই তাঁতিরা সময়ে সময়ে এই কাপড়ে নানা কারুকার্য্য করিয়া আপনাদের গুণপনা দেখায়, অন্য লোকে তাহা দেখিয়া মোহিত হইয়া যায়। ১৮৮৪ সালের কলিকাতা প্রদর্শনীতে ঢাকাই তাঁতিরা কেবল কলার সুতায় একখানি রুমাল বুনিয়া তাহার উপর সাচ্চাজরির কাজ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। কলিকাতার যাদুঘরে এই রুমালখানি আজিও আছে। ইহা দেখিতে ঠিক তসরের ন্যায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা খস্‌খসে। ইহার ৩৩ ইঞ্চি লম্বা চওড়া কাপড়ের দাম ৫০৲ টাকা।

কদলীর চাষের বিবরণ।—বাঙ্গালায় ইহার চাষে বিশেষ পরিপাটি নাই, কেহ বড় যত্নও লয় না। যেমন জমীতে যেমন ভাবে ইচ্ছা লাগাইয়া দাও, ফল হইবে; কিন্তু যত্ন করিলে ভাল ফসল পাওয়া যায়। এখানে যদি কেহ ইহার চাষে বিশেষ যত্ন করে না, তথাপি ইহার আবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে, সেগুলি পালন করিলে বাস্তবিকই সুফল পাওয়া যায়।

মাটি—কঠিন, নীরস ও কেবল বালুকাময় স্থান ব্যতীত অন্য সকল প্রকার মাটীতে ইহা হইতে পারে। স্যাঁৎসেঁতা মাটীতে, পুষ্করণীর তোলা মাটীতে ইহা খুব ভাল হয়।

সারের কথা—কলায় বোদমাটী (পুষ্করণী কাটাইলে বা ঝালাইলে মাটির নিম্নস্তর হইতে যে কালমাটী বাহির হয়, তাহা বহুদিনের বৃক্ষাদি পচা ব্যতীত আর কিছু নহে, তাহাকেই চাষারা বোদমাটী বলে) ও ছাইয়ের সার দিতে হয়।

রোপনের সময়—বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় কলাগাছ পোঁতা যায়। কিন্তু খনা বলেন—

১। "কি কর শ্বশুর মিছে খেটে,
ফাগুনে পোত এঁটে কেটে,
বেধে যাবে ঝাড় কি ঝাড়,
কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়।

২। যদি পোঁত ফাগুনে কলা,
কলা হবে মাস কসলা।

৩। ডাক দিয়ে বলে খনা,
আষাঢ় শাবনে কলা পুঁতনা,
রুবি বটে খাবিনে, কলাতলায় যাবিনে,
লেগে যাবে জুঁয়ে, কলা পড়বে শুয়ে।

৪। সিংহ মীন বর্জ্জে, কলা খাবে আর্জ্জে।

৫। ভাদরে ক'রে কলা রোপণ,
সবংশে মরিল রাবণ।

ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে ফাল্গুন মাসে কলার এঁটে কাটিয়া লাগাইতে বলা হইয়াছে আর তাহা হইলে কলা খুব শীঘ্র ফলিবে এবং কাঁদি ও ছড়া বড় হইবে। ৩য় নিয়মে আষাঢ় শ্রাবণে কলা রোপণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কারণ ইহাতে জুঁয়ে ধরিবার সম্ভাবনা। জুঁয়ে লাগিলে কলাগাছ শুইয়া পড়িবে। ৪র্থ নিয়মে চৈত্র ও আশ্বিন মাস বাদ কলা লাগাইতে বিধি দেওয়া হইয়াছে। ৫ম নিয়মে ভাদ্রমাসও পরিত্যক্ত হইয়াছে। আরও একটা খনার বচন পাওয়া যায়, তাহাতে কিন্তু আষাঢ় শ্রাবণে কলা লাগাইতে বিধি দেওয়া আছে। তাহা এই—

"ডাক দে বলে রাবণ,
কলা পুঁতগে আষাঢ় শ্রাবণ।"

রোপণের নিয়ম—কলাবাগান করিতে হইলে প্রথমে ক্ষেত্রে ৮ হাত অন্তর এক একটি শ্রেণী করিবার জন্য অন্যূন এক হাত মাটী তুলিবে এবং কোদাল দিয়া চাপ ভাঙ্গিয়া পগার ভরিয়া ক্ষেত্র সমতল করিয়া দিবে। তেউড় লাগাইতে হইলে, প্রত্যেক তেউড়ের সহিত একটা করিয়া প্রাচীন বৃক্ষ বা এঁটের কিয়দংশ থাকা আবশ্যক। আর এঁটে লাগাইতে হইলে এঁটেগুলি উর্দ্ধাধোভাবে ৪ বা ৮খণ্ড করিয়া ক্ষেত্রময় রোপণ করিবে। প্রত্যেক চারা বা এঁটের টুকরা ৮ হাত অন্তর লাগাইবে। তেউড়ের গাছ দীর্ঘ হয় আর এঁটের চারায় গাছ খাট হয় বটে কিন্তু ফল অধিক বড় ও সুস্বাদু হয়। বাগান করিবার সুবিধা না হইলে, যে কোন স্থানে সারি দিয়া লাগাইলেও হয় আর সারি দিবার সুবিধা না থাকিলে যেমন ভাবে ইচ্ছা তেমনই লাগাইলে হয়, তবে সার দেওয়া আবশ্যক। রোপণের সময় কোদলান মাটীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ বোদমাটী মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। তৎপরে মধ্যে মধ্যে চারার গোড়ায় ছাই দিলেই চলিবে। এ সম্বন্ধে খনার কয়েকটি নিয়ম আছে—

১। সাত হাতে, তিন বিঘাতে, কলা লাগাবে মায়ে পুতে।

২। নলেকান্তর গজেক বাই, কলা রুয়ে খেও ভাই।

৩। সাত হাত অন্তর সাত হাত বাই,
কলা পুঁতে খাও চাষা ভাই।

১ম নিয়মে সাত হাত অন্তর, দেড় হাত গভীর করিয়া তেউড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গাছ সমেত, ২য় নিয়মে ৮ হাত অন্তর ২ হাত গভীর করিয়া এবং ৩য় নিয়মে সাত হাত অন্তর

ও পোনে দুই হাত গভীর করিয়া পগার কাটিয়া চারা লাগাইবে।

কলার আয়—কলার আয় সম্বন্ধে খনার দুইটি উপদেশ আছে, তাহা অতি সুন্দর এবং যথার্থ—

১। কলা পুঁতে কেটনা পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

২। তিন শ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে,
থাক্‌গে গৃহস্থ ঘরে শুয়ে।

কলাগাছের পাতা কাটিলেই গাছ বলহীন হইয়া পড়ে, সুতরাং মোচা হইতে বিলম্ব হয়। নতুবা যথাসময়ে ফল হইলে লাভ হওয়ার সম্ভব। ৩৬০ ঝাড় কলা লাগাইলে ৮ মাস বাদে প্রায় সকলগুলি ফলিবে, সুতরাং একেবারে ৩৬০ ঝাড় কাঁদিতে অতি অল্প হইলেও ১৫০৲ টাকা আয় হইবে। পল্লীগ্রামে মাসে যদি ১২৲ টাকা খরচ করা যায় ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। আর ২ বিঘা জমীতে ৩৬০ ঝাড় কলা স্বচ্ছন্দে হইতে পারে।

কলাগাছ একবার লাগাইলে এক জমীতে প্রায় ৫ বৎসর পর্য্যন্ত বেশ ফলে, কিন্তু তৎপরে অন্য ভূমিতে লাগান আবশ্যক।

বোম্বাই প্রদেশে সরস মাটীতে কলার চাষ করে। বোম্বাইবাসীরা ঝাড়ের মধ্যে কখন একটি কখন দুইটি তেউড় রাখিয়া বাকি সবগুলি কাটিয়া ফেলে। এদেশে ফলের বীজ রোপণ করিয়া চারায় ছায়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক বীজের পার্শ্বে এক একটি কলাগাছ রোপণ করে, পরে চারা বড় হইলে ৭৮ বৎসর বাদে যখন ঐ কলাগাছই আবার উহাকে রস সঞ্চারে বাধা দেয়, তখন কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। শুপারির ক্ষেতেও ঐরূপে গাছের গোড়ায় ছায়া রাখিবার জন্য কলাগাছ দিয়া থাকে। এখানে ইহার চাষে বড় যত্ন করিয়া থাকে। ইক্ষু ও পাণের চাষের পরই সেই জমীতে ইহার চাষ করে। প্রথমতঃ পাণ কাটিয়া লইলে, ইক্ষু বুনে। ইক্ষু কাটিয়া লইলে জমীটা কিছুদিন ফেলিয়া রাখে, তৎপরে বৃষ্টির পর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে (দাক্ষিণাত্যে এই সময় জল হয়) লাঙ্গল ও মই দিয়া ৮ ইঞ্চি করিয়া ডুবাইয়া চারা পুঁতিয়া দেয়। চারা বসাইবার সময় খোল, পচামাছ, গোবর ইত্যাদি সার মিশাইয়া দেয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কলা বুঝিয়া চারা রোপণ করিতে হয়। এক একর পরিমিত জমীতে রসরাই কলার চারা ১০০০ আর তম্বড়ি কলার ৫০০ চারা মাত্র লাগাইয়া থাকে। অন্যান্য জাতীয় প্রত্যেক গাছের মধ্যে ৭ ফুট ফাঁক দেয়। তাহারা চারা পুঁতিবার সময় হইতে ৪ মাস সার দেয়, প্রথম ৩ মাসে খোল ও ৪র্থ মাসে পচামাছের সার। প্রত্যেকবার সার দিয়া তাহার উপর পাতলা মাটী চাপা দেয়। মাছের সারে বড় পোকা হয় বলিয়া এই সার দিবার পর ৮।১০ দিন জল দেয় না। জল না পাইয়া রৌদ্রে পোকাগুলা মরিয়া যায়। চারা লাগাইবার পর ইহারা সপ্তাহে দুবার জল দেয়, তৎপরে যতদিন বৃষ্টি না হয়, ততদিন সপ্তাহে ১ বার করিয়া জল দেয়।

মান্দ্রাজে দুই প্রকার চাষ হয়। উচ্চ জমীতে 'পাক্কা বলই' আর নিম্ন জমীতে 'থুরু বলই'। এখানে কলাক্ষেত্রে রাঙ্গা আলু ইত্যাদি বপন করে। এখানে লাঙ্গল দেয় না, কোদলাইয়া কলার জমী তৈয়ার করে। ৫ বৎসর পরে কলাগাছ মারিয়া কোদলাইয়া অন্য ফসল দেয়।

ব্রহ্মদেশবাসীরা ইহার চাষে কোন যত্ন লয় না, কিন্তু প্রত্যেকের বাড়ীতে কলাগাছ আছে। যত্ন না করিলেও এখানে স্বচ্ছন্দে অপর্য্যাপ্ত উত্তম ফসল হয়।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপে ইহার চাষে বড় যত্ন করে। প্রতি ৩ বৎসরে ইহার ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন তেউড় লাগায়। পুরাতন এঁটে সাররূপে ব্যবহার করে। এখানে এত যত্ন না করিলে ফলে বীজ জন্মে। ফিজিদ্বীপেও পুরাতন এঁটের সার দেয় বটে, কিন্তু তাহারা এ সার ভাল বলে না, ইহাতে জমী টক্ হইয়া উঠে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে পুরাতন গাছ কুচি কুচি করিয়া পুড়াইয়া ফেলে, পরে তেউড় কাটিয়া সেই ছাইয়ের মধ্যে ২ হাত অন্তর গাঁতি দিয়া গর্ত্ত করিয়া লাগাইয়া দেয় আর কোন চেষ্টা করে না।

Musa textilis (যাহার সূতা ভাল হয়) ৬ ফুট হইতে ৯ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। শেষে এই ফাঁকেও চারা বাহির হয়। ২ বৎসরেই সূতা হইতে পারে, কিন্তু ৪ বৎসর হইলে সূতা কিছু পাকা হয়। ইহার ফল হইতে দিতে নাই, তাহা হইলে সূতা খারাপ হয়। এই ফল হওয়া বন্ধ করিবার জন্য দুইটি পাতামাত্র রাখিয়া আর সব কাটিয়া ফেলিতে হয়।

কদলী সম্বন্ধে প্রবাদ।—বাঙ্গালীর মধ্যে কলা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ আছে। ১টী প্রবাদ—কলাগাছে বজ্রাঘাত হইলে, বজ্র আর উঠিয়া স্বর্গে যাইতে পারে না। চোরেরা এই বজ্র লইয়া গোপনে রাত্রিকালে জানালা দিয়া কামার বাড়ী দিয়া আসে। কামারেরা তাহাতে সিঁধকাটী গড়াইয়া জানালায় রাখিয়া দেয়, চোর রাত্রে আসিয়া গোপনে লইয়া যায়। ইহা হইতেই প্রবাদ হইয়াছে,—"চোরে কামারে দেখা নাই।"

এ ছাড়া অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এখানকার মলনাদ নামক স্থান পাহাড় ও উপত্যকায় সমাচ্ছন্ন। জেলার পূর্ব্বভাগে ময়দান।

প্রধান নদী।—তুঙ্গ ও ভদ্রা নামক দুই নদী মিলিত হইয়া তুঙ্গভদ্রা নামে কৃষ্ণানদীতে মিশ্রিত হইয়াছে, জেলার দক্ষিণাংশে হেমবতী এবং পূর্ব্বাংশে বেদবতী নদী।

বাবাবুদন গিরিপ্রদেশই এখানকার অত্যুৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ভূমি। এখানে কাফির চাষ হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, বাবাবুদন নামে একজন ফকির মক্কা হইতে কাফিগাছ আনিয়া এখানে রোপণ করেন।

কদূরের বনজঙ্গলে মূল্যবান্ চন্দন, শিশু প্রভৃতি ভাল কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। ১৪ প্রকার ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, শুপারী প্রভৃতি জন্মে। তবে কাফির চাষেরই আদর অধিক, কারণ ইহাতে আয় বেশী। এই জেলার ৭৮ বর্গমাইল রাজজঙ্গল। জঙ্গলে হস্তী, বন্যমহিষ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, শিবা নামে একপ্রকার ভল্লুক, বন্যশূকর, হরিণ, খরগোস ও সজারু দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার নদী ও জলাশয় মৎস্যে পরিপূর্ণ। এখানে কম্বল, তৈল, খদির, আতর ও লৌহের ব্যবসা হইয়া থাকে।

এই জেলা পূর্ব্বে বনরাজীতে সমাচ্ছন্ন ছিল, এখানে জনপ্রবাদ আছে, এই স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। এখানকার তুঙ্গনদীতটস্থ শৃঙ্গেরিকে অনেকেই ঋষ্যশৃঙ্গগিরির অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। এইখানে রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য বারবিলাসিনীদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। এই স্থান পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের লীলাক্ষেত্র, এইখানে দাক্ষিণাত্যের স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগের 'জগৎগুরু' অবস্থান করেন।

এখানকার রত্নপুরী ও শকরারপতন নামক স্থানে প্রাচীন নগরাদির চিহ্ন পড়িয়া আছে, তাহা পরিদর্শন করিলে এখানকার পূর্ব্বসমৃদ্ধির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সেই দুই স্থান বল্লাল রাজাদিগের পূর্ব্বে রাজধানীরূপে বিরাজ করিত, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের কত মহাপুরুষ সেখানে গিয়া বাস করিতেন। বল্লাল রাজাদিগের অভ্যুদয়ে সেই প্রাচীন সমৃদ্ধি একবারে লোপ হয় নাই। বিজয়নগরের যবনেরা প্রবল হইয়া উঠিলে, প্রাচীন নগরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি লোপ হইল। তাঁহাদের অভ্যুত্থানে বল্লালরাজবংশের এককালে অধঃপতন হইল। কদূর ও নিকটস্থ জনপদসকল মুসলমানেরা অধিকার করিল। কিছুদিন পরে বেদনূরের পলিগার কদূর জেলার অধিকাংশই আক্রমণ করিলেন। কিন্তু জয় করিয়া বেশী দিন তাঁহার ভোগ হইল না, ১৬৯৪ খৃঃ মহিসুরের হিন্দুরাজা তাঁহাকে আবার পরাস্ত করিলেন।

১৭৬৩ খৃঃ, হায়দারআলী সমস্ত কদপা জেলা অধিকার করেন। ১৭৯৯ খৃঃ, টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর, তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল ওয়েলেস্‌লি এখানকার মিত্ররাজকে এই জেলা প্রত্যর্পণ করেন। কিছুদিন হিন্দুরাজগণ সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিলেন। মধ্যে একজন বুঝি ব্রাহ্মণের অপমান করেন, তাহাতে এখানকার লিঙ্গায়ৎ ও কৃষিসম্প্রদায় ক্ষেপিয়া উঠে। তাহারা সকলেই ঘোষণা করে যে ব্রাহ্মণের অপমান করিতে পারে, এরূপ হিন্দুরাজা রাজ্যের উপযুক্ত নহে। ১৮২১ খৃঃ লিঙ্গায়তেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তরিকেরির প্রাচীন পলিগার বংশের এক ব্যক্তি সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। রাজদ্রোহীরা অনেক স্থান আক্রমণ করিল। হিন্দুরাজা দেখিলেন যে তাঁহার সিংহাসন রাখা দায়। তখন ইংরাজসৈন্যের আবশ্যক হইল। ইংরাজেরা আসিয়া বিদ্রোহ থামাইলেন। তখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন এখানকার হিন্দুরাজ কোন কাজের নয়, সেই অবধি কদূর রাজ্য গবর্ণমেণ্টের খাস হইল।

১৮৬৩ খৃঃ, চিকমগলুর নামে স্থানে এই জেলার সদর থানা হইল।

জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ১১৭ খানি নগর ও গ্রাম। ইহার এই কয়েকটি প্রধান নগর—চিক্‌মগলুর, তরিকেরি, কদূর, আদিমপুর, অয়নকেরি, বিরূর, হরিহরপুর, হীরেমগলুর কলস। এখানকার আবহাওয়া সকল জায়গায় সমান নয়, জলনাদে প্রতিবর্ষে একপ্রকার ভয়ানক জঙ্গল রোগ দেখা দেয়, তাহার প্রকোপ হইতে কেহই পরিত্রাণ পায় না। অপর স্থান মন্দ নয়। কদূর জেলার প্রাচীন নগর কদূর, ইহা একখানি গণ্ডগ্রাম মধ্যে পরিগণিত।

দশম শতাব্দীতে এখানে জৈনেরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, প্রাচীন শিলালিপি ও ভগ্নস্তম্ভ দৃষ্টে জানা যায়। পূর্ব্বে এখানে সদরথানা ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, এখান হইতে চিকমগলুরে উঠিয়া যায়। অক্ষা ১৩°৩৩´ উঃ, দ্রাঘি ৭৬°২৫´ পূঃ। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ২১৯৩।

কদূহি (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিবিশেষ।

কদ্রথ (পুং) কুৎসিতঃ রথঃ, কোঃ কদাদেশঃ (রথবদয়োশ্চ। পা ৬।৩।১০২।) কুৎসিত রথ।

কদ্রু (পুং) কদ্-রু। ১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। ৩ (স্ত্রী) নাগমাতা, ইনি দক্ষের কন্যা এবং কশ্যপের পত্নী।

(কদ্রুস্ত্রিষু স্বর্ণপিঙ্গে নাগানাং মাতরি স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কদ্রুণ (ত্রি) কদ্রুরস্ত্যস্য, কদ্রু-ন (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০।) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত।

কদ্রুপুত্র (পুং) কদ্রোঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। নাগ, সর্প। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, কাদ্রবেয়, কঞ্চুকালু ও কদ্রুসুত।

কদ্রুসুত (পুং) কদ্রোঃ সুতঃ, ৬তৎ। সর্প।

কদ্রূ (স্ত্রী) কদ্রু-ঊঙ্ (কদ্রুকমণ্ডল্বোশ্ছন্দসি। পা ৪।১।৭১।) সর্পমাতা।

কদ্র্যঞ্চ্ (ত্রি) কম্মিন্নঞ্চতি, কিম্-অঞ্চ্-ক্বিপ্-অদ্র্যাদেশঃ কিমঃ কশ্চ। ১ অনিশ্চিত দেশে যে গমন করিতেছে। ২ অনিশ্চিত দেশে গমন।

কদ্বৎ (ত্রি) ক অস্ত্যস্য, ক-মতুপ্-মস্য বঃ। কশব্দযুক্ত মন্ত্রাদি।

কদ্বতী (স্ত্রী) কদ্বৎ-ঙীপ্। কশব্দযুক্ত মন্ত্রপ্রভৃতি।

কদ্বদ (ত্রি) কুৎসিতং বদতি, কু-বদ্-পচাদ্যচ্-কোঃ কদাদেশশ্চ (রথবদয়োশ্চ। পা ৬।৩।১০২।) ১ কুৎসিত বক্তা, যে মন্দ বলে। গর্হ্যবাদী ও দুর্ব্বাক্। ২ কর্কশভাষী। ৩ দুঃশ্রবশব্দযুক্ত। ৪ অতি কুৎসিত।

কদ্বর (ত্রি) কং জলমিব আচরতি, ক-ক্বিপ্-শতৃ-কতা ব্রিয়তে কত-ব্রি-অপ্। ১ দধিস্নেহযুক্ত তক্রবিশেষ, কটুর। ২ অতি কুৎসিত।

(আশংসুরাশংসিতরি কদ্বরস্তুতিকুৎসিতঃ। হেম ৩।১৪।)

কধপ্রিয় (ত্রি) স্কন্ধং প্রীণাতি, প্রী-ক (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) স্কন্ধপ্রিয়।

কধপ্রী (ত্রি) (বৈদিক) স্কন্ধং প্রীণাতি, প্রী-ক্বিপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) স্কন্ধপ্রিয়।

কনক (ক্লী) কনতি দীপ্যতে, কন-বুন্। ১ স্বর্ণ। [স্বর্ণ দেখ] (পুং) ২ পলাশ। ৩ নাগকেশর। ৪ ধুস্তূর, ধুতুরা। ৫ কাঞ্চনাল বৃক্ষ। ৬ কালীয় বৃক্ষ। ৭ চাঁপাফুলের গাছ। ৮ কালকাসুন্দা। ৯ কণগুগ্গুলু। ১০ লাক্ষাগাছ। ১১ মহাদেব। ("উপকারঃ প্রিয়ঃ সর্ব্বঃ কনকঃ কাঞ্চনচ্ছবি।" ভারত ১২।১৭।৯২।) ১২ যদুবংশীয় দুর্দ্দমরাজের পুত্র। (হরি ৩৩।৬।) ১৩ একজন চোলরাজা।

কনককুশল। একজন জৈন গ্রন্থকার। বিজয়সেনস্থরির শিষ্য। ইনি জ্ঞানপঞ্চমীমাহাত্ম্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কনককেশরী। উৎকলের একজন রাজা। অলাবুকেশরীর পুত্র। ইনি ৫৯৯-৬১৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

কনকক্ষার (পুং) কনকস্য দ্রাবণার্থং ক্ষারঃ, মধ্যপদলো°। সোহাগা। [সোহাগা দেখ।]

কনকচাঁপা (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Pterospermum acerifolium) এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। গাছ খুব বড় হয়। কাঠে সুন্দর ও মজবুত তক্তা প্রস্তুত হয়। ইহার ফুল সুগন্ধবিশিষ্ট।

কনকচুর (দেশজ) ধান্যবিশেষ। ইহার আকৃতি খর্ব্ব, কিন্তু মুখ খুব লম্বা। অন্যান্য আমন ধান অপেক্ষা এই ধান বিলম্বে পাকে। বেশি উর্ব্বরা ও নিম্ন জমী না হইলে ইহার চাস করা হয় না। কনকচূরের খই হইতে মুড়্কি হয়।

কনকঝিঙ্গা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Polygonum elegans)

কনকতৈল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—কটুতৈল /৪ সের; কনকধুতরা, আকন্দফুল, বেড়েলা, দূর্ব্বা, বাসকছাল, জয়ন্তীপত্র, নিসিন্দাপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, বামনহাটি, আকোঁড়ছাল, পুনর্নবা, কুলের পাতা, সিদ্ধি, বেলছাল, বৃহতী, চিতামূল, সিজের মূল, গণিয়ারিমূল, এরণ্ডমূল, তেউড়িমূল, ভাঁটী, রামবেগুন ও সোঁদালপত্র, প্রত্যেক ২ পল, ৬৫ সের জলে পাক করিয়া /১৬ সের অবশিষ্ট থাকিবে, এই কাথ ও উক্ত দ্রব্য সকল মিলিয়া /১ সের এই কল্কের সহিত যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

কনকদণ্ডক (ক্লী) কনকস্য দণ্ডো যত্র, বহুব্রী। রাজচ্ছত্র।

কনকধুতুরা (দেশজ) ধুতরাবিশেষ। (Datura fastuosa) ইহার ফুল স্বর্ণবর্ণ ও দুই থাক। সচরাচর নীলবর্ণ দুই থাক পুষ্পকেই কনকধুতরা বলিয়া থাকে। [ইহার গুণাদি ধুস্তূর শব্দে দেখ।]

কনকধ্বজ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ।

কনকপল (পুং) কনকস্য পলং মানবিশেষঃ। ১ সোণা ওজনের পরিমাণ বিশেষ; ১৬ মাষায় সোণা ওজনের ১ পল হইয়া থাকে, ইহার অপর সংস্কৃত নাম কুরুবিস্ত। ২ (কনকমিব পলং মাংসমস্য) মৎস্যবিশেষ।

কনকপত্র (ক্লী) কনকনির্ম্মিতং পত্রম্, পত্রাকারং ভূষণমিত্যর্থঃ। ১ কাণের অলঙ্কার বিশেষ, কাণপাত বা কাণ।

কনকপিঙ্গল (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (হরিবংশ ১।৫০৬।)

কনকপুর। কপিলবস্তুর এক যোজন দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে কনকমুনি নামক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কনকপুরী (স্ত্রী) কনকনির্ম্মিতা পুরী, মধ্যপদলো°। ১ স্বর্ণপুরী। ২ লঙ্কা।

কনকপ্রভা (স্ত্রী) কনকস্য প্রভেব প্রভা যস্যাঃ, মধ্যপদলো°। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

কনকপ্রভাবটী (স্ত্রী) অতিসাররোগের বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ—ধুতরাবীজ,

মরিচ, গোয়ালেলতা, পিপুল, সোহাগার খই, বিষ ও গন্ধক সমভাগ সিদ্ধির রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ অতীসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্যনাশক। ইহা ব্যবহারকালে দধি, অন্ন, শীতল জল, তিত্তিরপক্ষীর মাংস প্রভৃতি পথ্য সেবন করিবে।

কনকপ্রসবা (স্ত্রী) কনকবৎ প্রসবঃ পুষ্পং যস্যাঃ, বহুব্রী। স্বর্ণকেতকী।

কনকময় (ত্রি) কনকস্য বিকারঃ, কনক-ময়ট্। স্বর্ণনির্ম্মিত।

কনকমুনি (পুং) বুদ্ধবিশেষ।

কনকমৃগ (পুং) কনকবর্ণো মৃগঃ, মধ্যপদলো°। স্বর্ণবর্ণ মৃগ। সীতাহরণের সময় মারীচ নামক রাক্ষস মায়াবলে স্বর্ণবর্ণ মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিয়াছিল।

কনকরম্ভা (স্ত্রী) কনকবর্ণকলিকা রম্ভা, মধ্যপদলো°। সুবর্ণকদলী।

কনকরস (পুং) কনকবর্ণো রসঃ উপরসঃ। ১ হরিতাল। ২ গলিত সোণা।

কনকলোদ্ভব (পুং) কনতি দীপ্যতে ইতি কনা, কলা দীপ্তা কলা অবয়বঃ, তয়া উদ্ভবতি, কনকলা-উদ্-ভূ-অচ্। ধূন্না।

কনকবতী (স্ত্রী) কনকমস্ত্যস্যাঃ, কনক-মতুপ্-মস্য বঃ-ঙীষ্। ১ স্বর্ণভূষিত স্ত্রী। ২ কনকবর্ণরাজের রাজধানী।

কনকবর্ণ (পুং) কনকস্য বর্ণইব বর্ণো যস্য, বহুব্রী। ১ সোণার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। ২ রাজবিশেষ। নেপালের বৌদ্ধেরা ইহাকে শাক্যসিংহের পূর্ব্ব অবতার বলিয়া স্বীকার করেন।

কনকবাহিনী (স্ত্রী) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত নদীবিশেষ। (রাজতরঙ্গিণী ১। ১৫০)

কনকবিগ্রহ (পুং) বিশালপুরীর একজন রাজা।

কনকশক্তি (পুং) কনকবর্ণা শক্তির্ব্বাণবিশেষো যস্য, বহুব্রী। কার্ত্তিকেয়।

কনকশিল (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (কিষ্কিন্ধ্যা ৪০ অঃ)

কনকসুন্দর (পুং) অতীসারাদিরোগের বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগের খই, বিষ ও ধুতরার বীজ সমস্ত দ্রব্য সমভাগ একত্রে সিদ্ধির রসে মর্দ্দন করিয়া বটের মত বটী করিবে। এই ঔষধ অতীসার ও গ্রহণীরোগনিবারক। ইহা ব্যবহার কালে দধি, অন্ন, ঘোল প্রভৃতি পথ্য ভোজন করা উচিত।

কনকসূত্র (ক্লী) কনকনির্ম্মিতং সূত্রম্, মধ্যপদলো°। সোণার তার।

কনকসেন। প্রাচীনরাজবিশেষ। মিবারের রাণাকুলের প্রতিষ্ঠাতা। রাণাদিগের কুলতালিকাগ্রন্থে লিখিত আছে, কনকসেন ভারতবর্ষের কোন উত্তর প্রদেশ (সম্ভবত, লাহোর) হইতে যাত্রা করিয়া সৌরাষ্ট্র প্রায়দ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ করেন। তখন প্রমারবংশীয় কোন রাজা তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন, কনকসেন বলপূর্ব্বক তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া ১৪৪ খৃঃ অব্দে বীরনগর স্থাপন করিলেন। তাঁহার বংশীয় রাজগণই বিজয়নগর বলভীপুর প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কনকাঙ্গদ (ক্লী) কনকময়ং অঙ্গদম্, মধ্যপদলো°। স্বর্ণ নির্ম্মিত কেয়ুর, অনন্ত।

কনকাঙ্গদী [ন্] (পুং) কনকাঙ্গদমস্ত্যস্তি, কনকাঙ্গদ-ইনি। বিষ্ণু। (মহাবরাহো গোবিন্দঃ সুষেণঃ কনকাঙ্গদী। বিষ্ণু স।)

কনকাচল (পুং) কনকময়ো অচলঃ, মধ্যপদলো°। ১ সুমেরু পর্ব্বত। ২ ধান্যাদি দশদান মধ্যে দানবিশেষ, ইহার তিন প্রকার পরিমাণ আছে তন্মধ্যে সহস্রপল স্বর্ণদানকে উত্তম কনকাচল দান কহে, এইরূপ পাঁচশত পলে মধ্যম ও আড়াই শত পলে অধম দান হয়। ঋত্বিক্‌দিগকে এইরূপ কনকাচল দান করিলে, সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। (স্মৃতি।)

কনকাঞ্জলি (স্ত্রী) কনকপূর্ণা অঞ্জলিঃ মধ্যলো°। মাঙ্গলিক দানবিশেষ।

কনকাঞ্জলী (স্ত্রী) কনকাঞ্জলি-ঙীপ্। মাঙ্গলিক দানবিশেষ। কোন দেবার্চ্চনার পর প্রতিমাবিসর্জ্জন কালে সধবা গৃহকর্ত্রী স্বয়ং বেশভূষা করিয়া অন্যান্য সধবা স্ত্রীদিগের সহিত প্রতিমা বরণপূর্ব্বক তথায় স্বীয় অঞ্চল পাতিয়া থাকেন, সেই সময়ে গৃহস্বামীকে প্রতিমার পশ্চাৎ হইতে সেই অঞ্চলে মুদ্রাযুক্ত তণ্ডুলপূর্ণপাত্র নিক্ষেপ করিলে, কর্ত্রী অঞ্চলে জড়াইয়া মস্তকে ধারণপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে তাঁহাকে জলধারা দিয়া লইয়া যাইতে হয়। ইহারই নাম কনকাঞ্জলী। বিবাহ যাত্রাকালেও এইরূপ কনকাঞ্জলী দানের প্রথা আছে।

কনকাদ্রি (পুং) কনকময়ো হদ্রিঃ মধ্যলো°। সুমেরু পর্ব্বত।

কনকাধ্যক্ষ (পুং) কনকস্য রক্ষণে অধ্যক্ষঃ, মধ্যলো°। স্বর্ণরক্ষক; ইহার সংস্কৃত নামান্তর ভৌরিক। (ভৌরিকঃ কনকাধ্যক্ষঃ। হেম ৩। ৩৮৭।)

কনকায়ু (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ।

কনকারক (পুং) কনকমিব সর্ব্বতো ঋচ্ছতি ব্যাপ্নোতি, দীপ্ত্যোতিশেষঃ কনক-ঋ-অণ্-স্বার্থে কন্। রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ। [কোবিদার দেখ।

কনকারাঙ্গা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Amaranthus Gangeticus.)

কনকালুকা (স্ত্রী) কনকনির্ম্মিত আলুঃ সলিলাদ্যাধারপাত্র বিশেষঃ, কনকালু-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্। স্বর্ণনির্ম্মিতজলপাত্র-বিশেষ, ভৃঙ্গার। ২ সোণার গাড়ু, ঝারী। (কনকালুকা তু ভৃঙ্গারে সৌবর্ণকর্করীষু চ। শব্দাব্ধি।)

কনকাবতীমাধব (পুং) কনকাবতীং মাধবঞ্চ অধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ অণ্, তস্য লুক্। গ্রন্থবিশেষ, ইহাতে কনকাবতী ও মাধবের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

কনকাহ্ব (ক্লী) কনকস্য আহ্বা নাম যস্য, বহুব্রী। ১ নাগকেশর ফুল। ২ ধূতুরা। (কনকাহ্বস্তুধুস্তূরে নাগকেশরকে পুমান্। শব্দাব্ধি।)

কনকাহ্বয় (পুং) কনকং আহ্বয়ো যস্য, বহুব্রী। ১ ধূতুরা। ২ নাগকেশর। ৩ বুদ্ধদেবের নামবিশেষ।

কনকেশ্বর (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

কনরুক (পুং) বেদোক্ত একপ্রকার বিষ।

কনখল (পুং) গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বারের সমীপস্থ তীর্থবিশেষ, ইহাতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ হয়। (ভারত অনু ২৫ অঃ।)

কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণের মতে কনখলে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল। (কূর্ম্ম ২। ৩৪ অঃ, লিঙ্গ পু ১০০। ৮)। এখন ইহা একটি নগর, শাহারণপুর জেলার অন্তর্গত। অক্ষা ২৯° ৫৫´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি ৭৮°১১´ পূঃ। হরিদ্বার হইতে অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ৬৩ একর। নগরের দক্ষিণ ভাগে দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের নিকট সতী প্রাণত্যাগ করিলে, শিব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন।

কনখলের বাড়ীঘরগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর, অনেকের প্রাচীরের গায়ে পৌরাণিক চিত্র বিচিত্র। এখানকার গঙ্গার কূলে মনোহর উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে, গঙ্গা হইতে তাহার দৃশ্য অতি সুন্দর।

এখানে ৫৮৩৮ জন লোকের বাস, তন্মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, তাঁহারা হরিদ্বারের মন্দিরের পুরোহিত অথবা পাণ্ডা, হরিদ্বারে সুবিধা না থাকায় এখানে বাড়ীঘর করিয়া বাস করিয়া থাকেন। ইহারা জাবালপুরের ব্রাহ্মণের সহিত পুত্রকন্যার আদান প্রদান করেন। অপর কোন স্থানের ব্রাহ্মণকে প্রায় কন্যা দান করেন না।

হরিদ্বারের যাত্রীগণ প্রায় অনেকে কনখল দর্শনে আসিয়া থাকেন। [হরিদ্বার দেখ।]

কনখলা। গঙ্গানদীর শাখাবিশেষ। এই নদী খাণ্ডবীপুরে প্রবাহিত। (কালিকা পু° ৮৯। ৫০)

কনটী (স্ত্রী) রক্তবর্ণ শেঁকোবিষবিশেষ।

কনড়াকা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কনন (ত্রি) কন্-যুচ্। কাণা। (কাণঃ কনম একদৃক্। শব্দাব্ধি।)

কনল (ত্রি) কন্-অলচ্। প্রদীপ্ত।

কনবক (পুং) বীরপুত্রবিশেষ।

কনা (স্ত্রী) কনিনাম ধাতু-অচ্। ১ কনিষ্ঠা। (বৈদিক) ২ কন্যা।

কনাৎ (আরব্য শব্দজ) তাঁবুর চারিদিকে যে পর্দা দেওয়া যায়।

কনিক্রন্দ (ত্রি) ক্রন্দ যঙলুক্ অচ্ চুত্বাভাবঃ নিগাগমশ্চ। অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, যে অতিরিক্ত রোদন করে। (শুক্লযজুঃ ৩। ৪৮)

কনিগিরি [কন্যাগিরি দেখ।]

কনিয়ার (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ; কর্ণিকার। (Pterospermum macerifolium.)

কনিষ্ক। গান্ধারের একজন প্রাচীন বৌদ্ধরাজ। জালন্ধর তাঁহার জন্মস্থান। অর্হৎ সুদর্শন তাঁহার শিক্ষাগুরু। তিনি আপন ভুজবলপ্রভাবে ভারতের নানাস্থান জয় করিয়াছিলেন। মাণিক্যাল, কাশ্মীর, মথুরা, ভাবলপুর, বেদে প্রভৃতি নানাস্থানের শিলালিপিতে কনিষ্করাজের নাম পাওয়া গিয়াছে। রাজতরঙ্গিণীর মতে ইনি তুরুষ্ক জাতীয় বৌদ্ধ ছিলেন, বহুদিন কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি আপন নামে (কনিষ্কপুর) নগর স্থাপন করেন।

পালি বৌদ্ধগ্রন্থে ইনি 'চন্দন কনিক' নামে উক্ত হইয়াছেন।

কনিষ্ক একজন গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্ধার করিবার জন্য তিনি কাশ্মীরে আসিয়া নানাস্থান হইতে অর্হৎ ও শ্রমণগণকে আহ্বান করেন। তাঁহার অনুশাসনপত্র চারিদিকে প্রেরিত হয়। নানা দিক্‌দেশ হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ আসিয়া কনিষ্কের সভায় উপস্থিত হন।

প্রথমে কনিষ্ক রাজগৃহে আসিয়া মহাসভার অধিবেশন করিতে চান। কিন্তু আর্য্যপার্শ্বিক প্রভৃতি অর্হতেরা তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলেন, "রাজগৃহে এখন মহাসভার অধিবেশন হইতে পারে না। সেখানে এখন বিভিন্ন মতাবলম্বী বিধর্ম্মীর বাস, অতএব গিরিমেখলাবেষ্টিত যক্ষরাজরক্ষিত, সিদ্ধর্ষিসেবিত এই কাশ্মীররাজ্যেই মহাসভা হউক।"

অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকলে কনিষ্করাজের মতানু-

বর্ত্তী হইল। যেখানে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্মের বিভাষাসূত্র করিবার জন্ত তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, কনিষ্ক তথায় এক সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুমিত্র আসিয়া কনিষ্কের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শনে সকলে তাঁহাকেই সভাপতি মনোনীত করিলেন। বসুমিত্র বিভাষাসূত্র প্রকাশ করেন, কনিষ্করাজ তাহা লোহিত তাম্রফলকে খোদিত করিয়া প্রস্তরের আধারে রাখিয়া দেন। যেখানে সেই ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষিত হয়, কনিষ্ক তথায় এক স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অভ্যাগত বৌদ্ধদিগের বিশ্রামের জন্য তিনি চীনপতি নামক স্থানে তিনটি বৃহৎ সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গান্ধাররাজ্যে এক অতি বৃহৎ দেউল, * ও কয়েকটি সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ফাহিয়ান প্রভৃতি চীনের প্রাচীন পরিব্রাজকগণ উক্ত দেউল ও সঙ্ঘারাম দেখিয়া গিয়াছিলেন।

কনিষ্কের মৃত্যু হইলে কৃত্যগণ কাশ্মীর অধিকার করে।

কনিষ্ক কোন্ সময়ের লোক ছিলেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। চীনপরিব্রাজক সুঙ্গ্‌যুনের মতে বুদ্ধনির্ব্বাণের ৩০০ বর্ষ পরে কনিষ্ক বিদ্যমান ছিলেন। হিউএন সিয়াং বলেন নির্ব্বাণের ৪০০ বর্ষ পরে কনিষ্ক গান্ধার রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু পঞ্জাবের রাবলপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত মাণিক্যাল নামক একটি গ্রামে কনিষ্কের রোমকমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ঐ মুদ্রা ৩৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে,—কনিষ্ক যুইচির (Yuei-chi) রাজা। শিলালিপিতে 'কনিষ্ক কুষাণ' বা কুষাণবংশীয় কনিষ্ক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

মোক্ষমূলরের মতে কনিষ্ক শকরাজা, ইহাঁর সময়ে শকাব্দ প্রচলিত হয়।

কনিষ্কপুর। বৌদ্ধরাজ কনিষ্কপ্রতিষ্ঠিত কাশ্মীরের একটি নগর। (রাজতরঙ্গিণী ১। ১৬৮)

ইহার বর্ত্তমান নাম কামপুর, শ্রীনগর হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণে পীরপঞ্জাল গিরিপথের উপর অবস্থিত। এখন ইহা একটি সামান্ত গ্রাম মধ্যে পরিগণিত। এখানে একখানি সরাই আছে।

কনিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন যুবা অল্পো বা, যুবন্ অল্পো বা—ইষ্ঠন্‌-কনাদেশশ্চ (যুবাল্পয়োঃ কনন্তরস্যাম্। পা ৫।৩।৬৪।) ১ অতিযুবা। ২ অল্প। ৩ ছোট। ৪ পশ্চাৎ জাত। ৫ বয়সে ছোট। ৬ ছোট সহোদর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যবীয়ান্, অনুজ, অবরজ, জঘন্তজ, কনীয়ান্, কন্তস ও যবিষ্ঠ। ৭ মহাদেব। ("পবিত্রং ত্রিককুন্মন্ত্রঃ কনিষ্ঠঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ।" ভারত ১৩। ১৭। ১৩১।)

কনিষ্ঠক (ক্লী) কনিষ্ঠমিব কায়তি প্রকাশতে, কনিষ্ঠ-কৈ-ক। শূকতৃণ।

কনিষ্ঠপদ (ক্লী) বীজগণিতোক্ত জ্যেষ্ঠাপেক্ষা কম সংখ্যাযুক্ত পদ বর্গমূল।

কনিষ্ঠা (স্ত্রী) কনিষ্ঠ-টাপ্। ১ দুর্ব্বল অঙ্গুলি, কড়ে আঙ্গুল। ২ নায়িকাবিশেষ, ইহার লক্ষণ—যে পরিণীতা নায়িকা স্বামীর অল্পস্নেহ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কনিষ্ঠা কহে।

ভারতচন্দ্র বলেন—কনিষ্ঠা তিন প্রকার, ১ ধীরা কনিষ্ঠা, ২ অধীরা কনিষ্ঠা, ৩ ধীরাধীরা কনিষ্ঠা।

১। ধীরা কনিষ্ঠা এইরূপ—

"স্ত্রীর দেখি স্থির মান করিবারে সমাধান
বন্ধু করে অপমান ক্রোধে ক্রোধ হরিব।
কিসে মোর পায়্যা দোষ কেন কর এত রোষ
কিসে হবে পরিতোষ বল তাই করিব॥
কেহ বুঝি কহিয়াছে গিয়াছিনু কারো কাছে
অঙ্গে বুঝি চিহ্ন আছে তবে কিসে তরিব।
আরম্ভিয়া ছিলা ক্রোধ না করিলা উপরোধ
এত দূরে শোধ বোধ কত সেধে মরিব॥"

২। অধীরা কনিষ্ঠা—

"বিনা দোষে দেও গালি মাথে কলঙ্কের ডালি
মুখে যেন চূণকালি কিসে মুখ চাহিব।
হয়্যাছি তোমার প্রভু কত দোষ পাই তবু
গালি নাহি দেই কভু কত গালি খাইব॥
বিনয়ে না মানি রোধ যদি নাহি ছাড় ক্রোধ
এতদূরে শোধ বোধ দেশ ছাড়্যা যাইব।
তোমার যেমন মর্ম্ম তোমার তেমন কর্ম্ম
ঈশাদ থাকিও ধর্ম্ম কার্য্যকালে পাইব॥"

৩। ধীরাধীরা কনিষ্ঠা—

"এক বাক্যে দেখি রোষ আর বাক্যে বুঝি তোষ
না বুঝিনু গুণ দোষ বড় দায় পড়িল।
কি করিলে ভাল হবে বল তাই করি তবে
নহে ঘর লয়্যা রবে আমার কি রহিল॥
পদ্মিনী ভ্রমরপ্রিয়া ভ্রমরে খেদায়্যা দিয়া
তাহারি বিদরে হিয়া বুঝি তাই ফলিল।

* কানিংহামের মতে বর্ত্তমান পেশাবরের ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ঐ প্রাচীন দেউলের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

রতির সময় নউক আমার যে হয় হউক
ক্রোধটি তোমার রউক যা হবার হইল ॥"
ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী।

৩ ছোট সহোদরা। ৪ অল্পবয়স্কা। ৫ কনিষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী। ৬ গায়ত্রীছন্দঃ।

কনিষ্ঠিকা (স্ত্রী) কনিষ্ঠাএব, কনিষ্ঠ স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বং। কড়ে আঙ্গুল।

কনী (স্ত্রী) কন-অচ্-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কন্যা।
(কন্যা কনী কুমারী চ। হেম ৩।১৭৫।)

কনীচি (স্ত্রী) কন-বাহুলকাৎ ইচি দীর্ঘশ্চ (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ১ গুঞ্জা, কুঁচ। ২ শকট, গাড়ী। ৩ পুষ্পযুক্ত লতা। অনেক স্থলে মূর্দ্ধন্য ণ যুক্ত 'কণীচি' শব্দেরও ব্যবহার আছে।

কনীন (ত্রি) কন্-ঈনন্। কমনীয়, মনোহর।
("সদ্যোহজীবো বৃষভঃ কনীনঃ।" ঋক্।*। কনীনঃ কমনীয়ঃ। সায়ণ।)

কনীনক (ক্লী) চক্ষুর কনীনিকা, তারা।

কনীনকা (স্ত্রী) ১ কন্যা। ২ কমনীয় শালভঞ্জিকা।

কনীনিকা (স্ত্রী) কনীন-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্-অত ইত্বং। ১ চক্ষুর তারা। ২ কনিষ্ঠাঙ্গুলি। ৩ কনিষ্ঠা ভগিনী।
(কনীনিকা তারকে হক্ষঃ স্যাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলাবপি। মেদিনী।)

কনীনী (স্ত্রী) কন্-ঈন্-ঙীষ্। কনিষ্ঠাঙ্গুলি।

কনীয়স (ক্লী) কনঃ সূর্য্যঃ, তস্যেদং কনীয়ম্, তদ্রূপত্বেন সীয়তে অবসীয়তে কনীয়-সো-ঘঞর্থে ক। তাম্র। (তাম্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সূর্য্য।)
(তাম্রং ম্লেচ্ছমুখং শুল্বং রক্তং দ্বাষ্টমুডম্বরম্।
ম্লেচ্ছশাবরভেদাখ্যং মর্কটাস্যং কনীয়সম্ ॥ হেম ৪।১০৫৬।)

কনীয়ান্ [স] (ত্রি) অয়মনয়ো রতিশয়েন যুবা অল্পো বা, যুবন্ অল্প-বা-ঈয়সুন্, কনাদেশঃ (যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাম্। পা ৫।৩।৬৪।) ১ অনুজ, কনিষ্ঠ সহোদর। ২ অতিযুবা। ৩ অতি অল্প। ৪ বয়সে ছোট।
("মাতুঃ পিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেদ্ বয়সাহধিকঃ।
প্রণমেচ্চ গুরোঃ পত্নীং জ্যেষ্ঠভার্য্যাং বিমাতরম্ ॥" স্মৃতি।)
৫ ছোট। ৬ পশ্চাৎ উৎপন্ন।

কনুই (দেশজ) কফোনি, হাতের মধ্যস্থলস্থ সন্ধি।

কনূজ (দেশজ) কান্যকুব্জের অপভ্রংশ।

কনের (পুং) কন্-এর। কর্ণিকার বৃক্ষ।
(কনেরস্তু কর্ণিকারে করিণীবেশ্যয়োঃ স্ত্রিয়াম্। শব্দাব্ধি।)

কনেরা (স্ত্রী) কন্-এর-টাপ্। ১ হস্তিনী। ২ বেশ্যা।

কনোজ (কন্যাকুব্জ শব্দের অপভ্রংশ) জনপদবিশেষ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ফরুখাবাদ্ জেলার একটি তহশীল, গঙ্গার দক্ষিণধারে অবস্থিত। ইহার ভূমিপরিমাণ ২০৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ১,১৪,৯১২। গবর্ণমেণ্টের খাজনা আদায় ২০৬৩৭০্ টাকা।

এই তহশীল দুই প্রকার জমিতে বিভক্ত—একভাগ বাঙ্গড় বা উচ্চভূমি আর এক ভাগ 'কচোহা' বা নিম্নভূমি। এখানকার অধিকাংশেই উচ্চভূমি, উহা আবার কালীনদী দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বাঘেল রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরাই এই তহশীলের সত্বাধিকারী।

এখানে ছোলা, যব, গম, অহিফেন, ইক্ষু, জোয়ার, বজরা, নীল, তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

এই তহশীলে একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত আছে। এখানকার মিরাণ-কি-সরাই ও জালালাবাদ নামক স্থানে দুইটি পুলিশের থানা আছে।

প্রধাননগর—কনোজ, হিন্দুস্থানীরা 'কনৌজ' বলিয়া থাকে। ইহা কালীনদীর পশ্চিমকূলে গঙ্গা ও কালীনদীর সঙ্গমস্থান হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২´ ৩০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি ৭৯° ৫৮´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগরের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত, এখন প্রায় দুইক্রোশ সরিয়া গিয়াছে।

পুরাতত্ত্ব।—কনোজ আজকালের নয়, ত্রেতাযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার প্রাচীন নাম কন্যকুব্জ, কান্যকুব্জ, মহোদয়, কন্যাকুব্জ, গাধিপুর, কৌশ, কুশস্থল।
(কন্যকুব্জং মহোদয়ং কন্যাকুব্জং গাধিপুরং।
কৌশং কুশস্থলঞ্চ তৎ ॥ হেম ৪।৩৯।)

রামায়ণে লিখিত আছে, কুশের পুত্র কুশনাভ এই পুর স্থাপন করেন *। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানকে কৌশ বা কুশস্থল বলা হইত।

কুশনাভের পুত্র গাধি এইস্থানে রাজত্ব করেন, তদনুসারে ইহার অপর নাম গাধিপুর হইয়াছে। কন্যাকুব্জ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুবৌদ্ধে একটু মতভেদ আছে †। রামায়ণে লিখিত আছে—

"ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রাজর্ষি কুশনাভের একশত কন্যা জন্মে। সেই শত কন্যার যৌবনকাল আসিলে তাঁহারা এক-

* কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্।"
রামায়ণ আদি ৩২।৬।

† "যদ্বায়ুনা চ তাঃ কন্যাস্তত্র কুব্জীকৃতাঃ পুরা।
কান্যকুব্জমিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎপুরম্।"
গৌড়ীয় রামায়ণ বালকাণ্ড। Ed Gorresio.
যেখানে বায়ুকর্ত্তৃক (সেই শত) কন্যা কুব্জ হইয়াছিল। সেই স্থানের নাম কন্যাকুব্জ।

দিন উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া উদ্যানে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের সুললিত বাদ্য ও নৃত্যগীতে উদ্যান হাসিতে লাগিল। আহা! যে রূপের তুলনা পৃথিবীতে নাই, সেই রূপের ছটা নবযৌবনের ঘটা, মেঘের কোলে তারার মত বিজন উপবনে আজ শোভা পাইতে লাগিল। বায়ু সেই অনুপম অপার্থিব রূপমাধুরী দেখিতে পাইলেন। সেই সর্ব্বাত্মা তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, 'দেখ! আমি তোমাদিগকে অভিলাষ করিতেছি, তোমরা মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও, তোমরা দীর্ঘায়ু লাভ করিবে, তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। মানুষের যৌবন নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তোমরা অক্ষয় যৌবন লাভ করিবে।'

বায়ুর কথায় সেই শতকন্যা তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিলেন—'হে দেব! আমরা তোমার প্রভাব অবগত আছি, তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ কর, এই ত তোমার জারি!—তবে কেন তুমি আমাদের অপমান করিতে আসিয়াছ? আমরা রাজর্ষি কুশনাভের কন্যা, তোমার জারিজুরি এখনি শেষ করিতে পারি। ধর্ম্মদ্বন্দ্বে, পিতাই আমাদের প্রভু ও পরম দেবতা, তিনি যাঁহার সহিত আমাদের বিবাহ দিবেন, তিনিই আমাদের ভর্ত্তা। আমাদের যেন এমন না হয় যে কামবশতঃ সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া স্বয়ম্বরা হই।

বায়ু তাঁহাদের কথায় ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের শরীরে ঢুকিয়া সমস্ত অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন তাঁহারা বায়ু কর্ত্তৃক ভগ্না হইয়া কুশনাভের কাছে আসিলেন। রাজা কুশনাভ সেই পরমসুন্দরী কন্যাদিগকে ভগ্না ও দীনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একি ব্যাপার! কে ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া তোমাদের কুব্জা করিয়াছে?'

তখন শতকন্যা পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'হে রাজন্! বায়ু ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আমাদিগকে ধর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আমরাও তাহাকে 'আমাদের পিতা আছেন, সুতরাং আমরা স্বাধীন নহি। যদি পিতা আমাদিগকে প্রদান করেন, তবে আমরা তোমারই হইব।' এই কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু বায়ু আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সকলকেই ভগ্ন করিয়াছে।'

কুশনাভ তাঁহাদিগকে কহিলেন 'হে পুত্রীগণ! তোমরা সকলে যে আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ, এবং বায়ুর দুর্নিবার্য্য রোষবেগ সহ্য করিয়াছ, ইহাতে তোমাদের সুমহৎ কার্য্য করা হইয়াছে।' কুশনাভ এইরূপে কন্যাদিগকে বিদায় দিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত কন্যাদান বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মহর্ষি চুলীর পুত্র ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যনগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কুশনাভ সেই ব্রহ্মদত্ত রাজাকেই শতকন্যা সম্প্রদান করিলেন। ব্রহ্মদত্ত সেই কন্যাদিগের পাণিস্পর্শ করিবামাত্র তখনই তাঁহারা কুব্জহীনা, বিগতজ্বরা ও পরমশোভাসম্পন্না হইলেন।" (রামায়ণ আদি° ৩২ ও ৩৩ সর্গ।)

উক্ত ঘটনা হইতে মহোদয়পুরীর নাম কন্যাকুব্জ হইল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউয়েন্ সিয়াং এখানে আগমন করেন। তিনি কন্যাকুব্জের নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া যান—

"কন্যাকুব্জের প্রাচীন রাজধানী কুসুমপুরে ব্রহ্মদত্ত নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার ১০০ পুত্র ও ১০০ কন্যা জন্মে। কন্যাগণ পরমাসুন্দরী, তাহাদের রূপের সীমা ছিল না। তৎকালে গঙ্গাতীরে একজন ঋষি যোগমগ্ন হইয়া বাস করিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার শরীরে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ জন্মিয়াছিল। তাঁহার তপোবল নিরীক্ষণ করিয়া সকলে তাঁহাকে মহাবৃক্ষ ঋষি বলিত। একদিন ধ্যানাবসানে তিনি কন্দমূলাদি অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে গঙ্গার উপকূলে দিব্যরূপধারিণী শত রাজকুমারীকে দেখিতে পাইলেন। রাজকন্যাগণের অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে ঋষির মন টলিল, ছার সংসার সুখের ইচ্ছায় তাঁহার মন কলুষিত হইল, ঋষি বিলম্ব না করিয়া কুসুমপুরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রাজা ঋষির আগমনবার্ত্তা শুনিয়া স্বয়ং আসিয়া যথানিয়মে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিনয়নম্রবচনে তাঁহাকে কহিলেন—মহর্ষে! আপনার কুশল ত, আপনার ত কোন বিঘ্ন ঘটে নাই? ঋষি উত্তর করিলেন, রাজন্! আমি বিজন অরণ্যে বহুদিন সুখে ছিলাম, ধ্যান ভঙ্গ হইলে বেড়াইতে বেড়াইতে অলোকরূপসম্পন্না আপনার কন্যাগণকে নিরীক্ষণ করিলাম, সেই অবধি আমার হৃদয়ে কামেচ্ছা বলবতী হইয়াছে। রাজন্! আপনি একটি কন্যা আমারে সম্প্রদান করুন, এই মাত্র আমার অনুরোধ। রাজা এই সকল শুনিয়া ঋষিকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আপনার আশ্রমে গিয়া এক্ষণে বিশ্রাম করুন, শুভ সময়ে আপনাকে সংবাদ দিব, এই আমার প্রার্থনা। ঋষি আপন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

এ দিকে রাজা ব্রহ্মদত্ত একে একে সকল কন্যার অভিপ্রায় অবগত হইলেন, কিন্তু কেহ ঋষিকে বিবাহ করিতে চাহিল না।

রাজা ঋষির ভয়ে অত্যন্ত ভীত ও মনে মনে অত্যন্ত

দুঃখিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, বাবা! আপনার সহস্র পুত্র, এবং সহস্র সহস্র লোক আপনার আজ্ঞাবহ। তবে কেন আপনি দুঃখিত হইতেছেন? রাজা কহিলেন, 'মহাবৃক্ষ ঋষি কৃপা করিয়া তোমাদের এক জনকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা সকলেই মুখ ফিরাইয়া আছ, মহর্ষির আদেশ পালন করিতে কেহই সম্মত নও। সেই ঋষি অশেষক্ষমতাশালী, তিনি মনে করিলে ভাল মন্দ সবই করিতে পারেন। এখন যদি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘিত হয়, তাহা হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার রাজ্য ধ্বংস করিবেন, আমার এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণের নামে কলঙ্ক রটিবে। এই সকল যতই ভাবিতেছি ততই আমি সমধিক ব্যাকুল হইতেছি।' বালিকা কন্যা উত্তর করিল, রাজন্! আপনার দুঃখ দূর করুন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমি ঋষির প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

কনিষ্ঠা কন্যার সুমিষ্ট কথায় রাজা অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন এবং বিবাহের দ্রব্যসম্ভার লইয়া রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে কন্যাসহ ঋষির আশ্রমে আসিয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য আমার কন্যাকে আনিয়াছি। ঋষি সেই কন্যাকে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্! দেখিতেছি এই বৃদ্ধকে ঘৃণা করিয়া এক অপোগণ্ড শিশুকে আমায় সম্প্রদান করিতে আসিয়াছ। রাজা বিনীত ভাবে কহিলেন, মহর্ষে! আমি আমার সকল কন্যাকেই কহিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইল না, কেবল আমার এই কনিষ্ঠা কন্যা আপনার সেবা করিতে অভিলাষী হইয়াছে। তখন ঋষি অত্যন্ত রোষপরবশ হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, যেন সেই ৯৯ জন কন্যা এই মুহূর্ত্তে কুব্জ হয়, সেই বিকৃতাঙ্গীদিগকে এ জগতে কেহ যেন আর বিবাহ না করে।

রাজা কন্যাদিগের নিকট অতি সত্বরে দূত পাঠাইলেন, দূত আসিয়া দেখিল রাজকন্যাগণ বিকৃতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সময় হইতে এই নগরের অপর নাম কন্যাকুব্জ হইল।" (সি-য়ু-কি ৫।)

পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান কনোগিজ (Kanogiza) ও প্লিনি কলিনিপক্ষ (Calinipaxa) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন যেমন এই জনপদ ক্ষুদ্রাকার, পূর্ব্বে তেমন ছিল না, পূর্ব্বকালে কান্যকুব্জ একটি বিস্তীর্ণ রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইত। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে এই রাজ্যের আয়তন ৪০০০ লি (প্রায় ৩ শত ক্রোশ) ছিল। ইহার রাজধানীও প্রায় আড়াই ক্রোশ ব্যাপিয়া ছিল।

যে রাজধানী এক সময়ে সমৃদ্ধিতে ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, যাহার গঠন প্রণালীর সমকক্ষ ছিল না *; আজ সেই প্রাচীন নগরের চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, হিন্দুরাজের গৌরব রবি অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কনোজের পূর্ব্বকীর্ত্তিসকল লোপ হইয়াছে, বিধর্ম্মী যবনেরা তাহার চিহ্নমাত্র রাখিতে কষ্টবোধ করিয়াছিল। এখানকার লোকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে কনোজনগর উত্তরে হাজি হর্ম্মায়নের মঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে রাজঘাটের নিকট মিরাণ-কি-সরাই, পূর্ব্বে ছোটি গঙ্গা এবং পশ্চিমে কপত্য ও মকরন্দনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রাচীন নগরের প্রান্তে বর্ত্তমান নগর স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানকে এখন 'কিল্লা' অর্থাৎ দুর্গ কহে। কিল্লার মধ্যে চারিদিকে বাড়ী ঘর। তাহার উত্তর প্রান্তে রাজা হর্ম্মায়নের মঠ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে রাজা অজয়পালের মন্দির, দক্ষিণ-পূর্ব্বে ক্ষেমকলির বুরুজ, উত্তরপশ্চিম প্রান্তে শুষ্ক নালা, উত্তরপূর্ব্বে ছোট গঙ্গা এবং দক্ষিণে খাত ছিল, কিন্তু এখন তাহা বুজিয়া গিয়া যাতায়াতের রাস্তারূপে পরিণত হইয়াছে। চতুঃসীমা নিরীক্ষণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে কনোজনগর যথার্থই সুদৃঢ় এবং ইহার অবস্থান সুন্দর।

প্রবাদ আছে যে, প্রাচীননগরে ৮৪ মহল্লা ছিল, তাহার ২৫টি কেবল বর্ত্তমান নগরে আছে। এখানকার রঙ্গমহল, বালাপীর, মখদুম-জাহাগীর ও মকরন্দনগর হইতে প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কনোজের দেড়ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ছোট গঙ্গার উপর রাজগিরি নামে একটি ইষ্টকময় প্রাচীন স্তূপ পড়িয়া আছে। এই স্তূপ চীনপরিব্রাজক বর্ণিত অশোকরাজনির্ম্মিত বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া মনে হয়।

যে সময়ে প্রাচীন কনোজের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা নদী প্রবাহিত হইত, তৎকালে এখানে অনেক দেবমন্দির ও বৌদ্ধদিগের চৈত্য ও সঙ্ঘারাম ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন, "নগরের দক্ষিণাংশে ও গঙ্গার ধারে ৩টি সঙ্ঘারাম, তন্মধ্যে মণিমাণিক্য বিভূষিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। বহুদূর হইতে যাত্রীগণ এখানে পূজা করিতে আসেন। সঙ্ঘারামের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে ১০০ ফুট উচ্চের দুইটি বিহার আছে। সঙ্ঘারামের অনতি-

* Briggs's Ferishta, I. 57.

দূরে দক্ষিণপূর্ব্বে ২০০ ফুট একটি বৃহৎ বিহার, তন্মধ্যে তাম্রনির্ম্মিত ৩০ ফুট উচ্চ বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। বিহারের চতুঃপার্শ্বের প্রাচীরে খোদিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তরনির্ম্মিত বিহারের নিকটে সূর্য্যমন্দির, তাহারই অনতিদূরে দক্ষিণে মহেশ্বরের মন্দির আছে। সেই দুইটি মন্দির নীলপ্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং বিবিধ কারুকার্য্যে সুশোভিত।" কিন্তু এখন সে সকল কোথায়?

ইতিহাস।—কান্যকুব্জের প্রথম রাজা কুশনাভ, তৎপরে তৎপুত্র গাধি, পরে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র রাজা হন। (রামায়ণ আদি ৩৩, ৩৪, ৩৫ সর্গ) বিশ্বামিত্র সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া মহর্ষি হইলে কুশবংশের কোন্ ব্যক্তি এখানে রাজত্ব করেন তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই। বহুবর্ষ পরে গুপ্তরাজগণ এখানে রাজত্ব করেন, তাঁহারা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, শিলালিপি পাঠে তাহার কতক কতক বিবরণ জানিতে পারা যায়।

চীনপরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রভাকরবর্দ্ধন, তৎপরে তৎপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) রাজত্ব করেন। ইঁহারা বৈশ্যজাতীয়। রাজ্যবর্দ্ধন কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। হর্ষবর্দ্ধন প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র, তিনি ৬০৭ খৃষ্টাব্দে একটি নূতন অব্দ প্রচলিত করেন। এই হর্ষই রত্নাবলী ও নাগানন্দপ্রণেতা শ্রীহর্ষ। ইঁহার সময়ে কনোজরাজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে তৎসাময়িক বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজসভায় অবস্থান করিতেন।

৬৫০ খৃঃ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। [শ্রীহর্ষ দেখ।] হর্ষবর্দ্ধনের পর কে রাজত্ব করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না।

শিলালিপিতে দেবশক্তি নামে কনোজরাজের নাম পাওয়া যায়। এই রাজ্যের বংশ বহুদিন ধরিয়া কনোজে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশ কোন সময় হইতে কোন সময় পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, এ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। [Jour. Beng. As. Soc. Vol. XXXII. p. 91 ff, XXXIII. 223 ff; Archæol. Surv. Ind. Vol. IX. p. 84; Ind. Ant. Vol. XV. 109-10 দেখ।]

এক্ষণে অনেক অনুসন্ধানের পর ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দেবশক্তিরাজের বংশাবলী এইরূপ স্থির করিয়াছেন—

দেবশক্তি (৭৩০ খৃঃ অঃ)
(ভুয়িকাকে বিবাহ করেন)
|
বৎসরাজ (৭৬০ খৃঃ অঃ)
(ইঁহার পত্নীর নাম সুন্দরী)
|
নাগভট (৮০০ খৃঃ অঃ)
(পত্নীর নাম ঈসটা)
|
রামভদ্র (৮৩০ খৃঃ অঃ)
(পত্নীর নাম অপ্পা)
|
ভোজ ১ম (৮৬০ খৃঃ অঃ)
(পত্নীর নাম চন্দ্রভট্টারিকা)
|
মহেন্দ্রপাল (৯০০ খৃঃ অঃ) *
|
মহেন্দ্রপালপত্নী দেহনাগা — তৎপত্নী শচীদেবী
| |
ভোজ ২য় (৯২৫ খৃঃ) † — বিনায়ক পাল (৯৫০-৭৫ খৃঃ)।

খৃষ্টের দশম শতাব্দের শেষভাগে কলচুরি ও পালবংশীয় রাজগণ মিলিত হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক্ হইতে কনোজরাজ্য আক্রমণ করেন; তখন কলচুরি ও পালবংশই প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের আক্রমণে দেবশক্তিবংশীয় নৃপতিগণের অধঃপতন হইল। সেই সময়ে কলচুরিরাজ (চেদিরাজ) কনোজ এবং পালবংশ কাশীরাজ্য অধিকার করিলেন।

খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অজয়পাল ও জয়পাল নামে দুইজন রাজা কনোজে রাজত্ব করেন। অজয়পালের সময়ে এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়। এখনও একটি উৎকৃষ্ট মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহা রাজা অজয়পালের মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। জয়পালের রাজত্বকালে ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ গিজনী কনোজ আক্রমণ করেন। এই সময়ে বিধর্ম্মীর আক্রমণে কনোজের পূর্ব্বশ্রী বিলুপ্ত হয়। অল্প দিন পরেই জয়পাল কালিঞ্জরের চান্দেলরাজ কর্ত্তৃক নিহত হন। শিলালিপি অনুসারে এই সময়ে কলচুরিরাজগণের হস্তে কনোজের আধিপত্য ছিল। মহীপালরাজের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রদেব কলচুরিরাজ কর্ণের নিকট হইতে এই কনোজরাজ্য বন্ধুতার পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

চন্দ্রদেবই কনোজের রাঠোররাজবংশের প্রথম রাজা হিন্দুধর্ম্মের উপর চন্দ্রদেবের বড়ই ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। বিহার ও কাশীর পালবংশীয় রাজগণ সকলেই চন্দ্রদেবের আত্মীয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া ইনি তাঁহাদের সংস্রব একবারে পরিত্যাগ করেন। এমন কি তাঁহার পুরুষানুক্রমিক 'পাল' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া 'চন্দ্র' উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইঁহার সময়ে কনোজের নানাস্থানে দেবালয় স্থাপিত হয়। ইঁহার পিতা মহীপালের মৃত্যু হইলে,

* মতান্তরে ৭৬০-৬৫ অঃ। † মতান্তরে ৭৯৪-৯৫ অঃ।

ইনি আপন অংশে অযোধ্যারাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদ্ লিখিয়াছেন, এই চন্দ্রদেবের রাজত্ব-কালে গৌড়াধিপ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ আনাইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কুলাচার্য্য-দিগের গ্রন্থমতে, আদিশূরের সময়ে রাজা বীরসিংহ কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই বীরসিংহ এই চন্দ্রদেবের নামান্তর কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারিলাম না, কারণ কোন শিলালিপিতে বীরসিংহের নাম পাইলাম না। তবে যদি এই চন্দ্রদেবই বীরসিংহ হন, তাহা হইলে আমাদের দেশের প্রবাদ অনুসারে তিনি ৯৫৪ শাকে অর্থাৎ ১০৩২ খৃঃ অব্দে কনোজে রাজত্ব করিতেন। নানাস্থানের শিলালিপি অনুসারে চন্দ্রদেবের রাজ্যকাল উক্ত সময়ের ২০ বৎসর পরে হইয়া পড়ে। সুতরাং চন্দ্রদেব ও বীরসিংহ এক ব্যক্তি কি না তৎপক্ষে সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। চন্দ্রদেবের পর তদ্বংশীয় চারিজন রাঠোররাজ কনোজে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। যথা—

(১) চন্দ্রদেব *
|
(২) মদনপাল (১১৫৪ সম্বৎ)
|
(৩) বিজয়চন্দ্র (১১৬১ সম্বৎ)
|
(৪) গোবিন্দচন্দ্র (১১৮৫ সম্বৎ)
|
(৫) জয়চ্চন্দ্র (জয়চন্দ্র) (১২২৫ সম্বৎ)

বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়চন্দ্রই কনোজের শেষ হিন্দুরাজা। মুসলমান ইতিহাসে ইনিই জয়চাঁদ নামে অভিহিত। তৎ-কালে দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজ ভিন্ন শৌর্য্যবীর্য্যে এবং আধিপত্যে ভারতের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। দোষের মধ্যে তিনি কিছু ঈর্ষাপরবশ ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন, সেই দোষেই পৃথ্বিরাজের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। সেই বিবাদ আরও গুরুতর করিবার জন্য পৃথ্বিরাজকে উপেক্ষা করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ভারতের হিন্দু নরপতিগণ শুনিলেন, যজ্ঞসভায় জয়চন্দ্রের আদরের কন্যা পরমসুন্দরী সংযুক্তার স্বয়ম্বর হইবে। তখন মিবারের সমর-সিংহ এবং দিল্লীর পৃথ্বিরাজ ব্যতীত প্রায় সকল হিন্দুরাজাই সেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইলেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বিরাজের সুবর্ণ মূর্ত্তি দ্বারদেশে স্থাপনপূর্ব্বক যজ্ঞসমাধা করিলেন।

এইবার সংযুক্তার স্বয়ম্বর। কনোজনগরী আজ অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিতা হইল! নানাদেশীয় হিন্দুরাজগণের এমন সম্মিলন, বহুদিন কেহ দেখে নাই। সেই দেবোপম রাজন্যবর্গ ভাবিতেছেন না জানি বিধি কাহার অদৃষ্টে সংযুক্তারত্ন লিখিয়াছেন। আজ সকলে মহার্ঘ মণিমাণিক্যরত্নসমূহে বিভূষিত হইয়া সংযুক্তার মন হরণ করিবার আশায় স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত। কিন্তু সংযুক্তার মন অপরদিকে পড়িয়া আছে, তাঁহার মন আর তাঁহার অধীন নয়, এখন তাহা পৃথ্বিরাজের, পৃথ্বিরাজকে পাইবার জন্য পাগল!

এদিকে দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজ শুনিলেন, সংযুক্তা তাঁহাকে বড় ভালবাসে, সংযুক্তার স্বয়ম্বর! মহাবীর পৃথ্বিরাজ কালবিলম্ব না করিয়া গুপ্তভাবে কনোজনগরে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া শুনিলেন আজ সংযুক্তার স্বয়ম্বর! সংযুক্তা বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সখিগণের সঙ্গে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন, আসিয়া চারিদিক্ একবার চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার পৃথ্বিরাজকে দেখিতে পাইলেন না। তখন জয়চন্দ্র তাঁহার মনোমত জনকে বরমাল্য অর্পণ করিতে বলিলেন। এখন সংযুক্তা কি করে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দ্বারিরূপে দণ্ডায়মান পৃথ্বিরাজের সুবর্ণ-মূর্ত্তির গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হইল। জয়চ্চন্দ্রের শিরে যেন বজ্রপাত হইল! তখন কনোজরাজ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া সংযুক্তার নির্ব্বাসনের আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু একি হইল! পরমুহূর্ত্তে মহাবীর পৃথ্বিরাজ সসৈন্যে স্বয়ং সভায় উপস্থিত। ঘোর ঘনরবে রণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল, রাঠোরচৌহানে দারুণ সমর উপস্থিত হইল! অসংখ্য বীরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল। মহাবীর পৃথ্বিরাজ সভাস্থল হইতে সংযুক্তাকে লইয়া শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

একে জয়চন্দ্র পূর্ব্ব হইতে পৃথ্বিরাজের নামে জ্বলিতেন, আজ সংযুক্তার স্বয়ম্বরে তাঁহার মনে যেন দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। পৃথ্বিরাজকে দমন করিবার জন্য তিনি যবনরাজ মুহম্মদ ঘোরীকে আহ্বান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যবনরাজ পৃথ্বিরাজের নিকট পরাস্ত হইয়া ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, এখন জয়চন্দ্রের সাহায্য পাইবেন শুনিয়া স্বদলে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করিলেন। জয়চন্দ্রের দোষে হিন্দুদের কপাল পুড়িল, তাঁহার সাহায্যবলে মুহম্মদঘোরী পৃথ্বিরাজকে পরাস্ত করিলেন। সেই সঙ্গে হিন্দুস্বাধীনতাও চিরদিনের মত লোপ হইল, সেই দিন হইতে সোণার ভারত যবনকবলিত হইল!—জয়চন্দ্রের মনস্কামনা পূরিল বটে, কিন্তু তিনিও যবনহস্তে অব্যাহতি পাইলেন না। ১১৯৪ খৃঃ অঃ, জয়চন্দ্র যবনসেনাপতি কুতুব উদ্দীনের হস্তে পরাজিত হই-লেন, মুসলমানেরা কনোজরাজ্য অধিকার করিল।

কনোজরাজ্য যবনাধিকৃত হইবার ১৮ বর্ষ পরে জয়চন্দ্রের

* চন্দ্রদেব প্রভৃতি রাজগণের বিস্তৃত জীবনী তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।

জ্যেষ্ঠপুত্র শিবজী দ্বারকাযাত্রাচ্ছলে মাড়োবারে আগমন করেন। এইখানে তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া মরুস্থলীর নানাস্থান অধিকার করেন। তাঁহার বাহুবলে মরুস্থলীতে রাঠোররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার বংশধরগণ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া মাড়োবারের নানাস্থানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই বংশেই যোধপুর প্রতিষ্ঠাতা রাও যোধ জন্মগ্রহণ করেন। [শিবজী, মাড়োবার, রাঠোর প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কনোজনগরে শেরশাহের সহিত হুমায়ুনের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হইয়া ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করেন।

উৎপন্ন দ্রব্য—কনোজের গোলাপ, আতর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এখানে নানাপ্রকার বস্ত্র ও কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কনৌজিয়া (হিন্দী, কান্যকুব্জ শব্দের অপভ্রংশ) পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের মধ্যে এক শ্রেণী। পুরাণে ইহারা কান্যকুব্জ নামে খ্যাত।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"

স্কন্দপুরাণ।

কনৌজিয়া ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শাখায় বিভক্ত—১ কনৌজিয়া, ২ সর্ব্বরিয়া, ৩ জিঝোতিয়া, ৪ সনাঢ্য, ৫ বঙ্গের কনোজীয়।

১। কনৌজিয়াশাখা উত্তরপশ্চিমে শাহজহানপুর ও পিলিভীত, উত্তরে কানপুর ও ফতেপুরের কিয়দংশ, পশ্চিমে বান্দা জেলা, দক্ষিণে হামীরপুর, এবং দক্ষিণপশ্চিমে এতাবার কিয়দংশে বসবাস করে। ইহাদের কুলকারিকামতে ইহারা ষট্‌কুল বা ছয় গোত্রে বিভক্ত, কিন্তু ইহাদের মতে সাড়ে ছয়কুল।

গোত্র			উপাধি
গৌতম	...	...	অবস্থি
শাণ্ডিল্য	...	...	মিশ্র, দীক্ষিত
ভারদ্বাজ	...	...	শুকুল, ত্রিবেদী, পাঁড়ে
উপমন্যু	...	...	পাঠক, দুবে
কাশ্যপ	...	...	ত্রিবেদী, তেওয়ারী
কাত্যায়ন	...	...	বাজপাই
গর্গ	...	...	চৌবে

২। সর্ব্বরিয়া শাখা কনোজ হইতে গিয়া অযোধ্যায় বাস করে। এখন অযোধ্যায় বরাইচে, নেপালের প্রান্তে, কাশী ও প্রয়াগপ্রদেশে, দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ডরাজ্যে ইহারা বাস করে। তন্মধ্যে গোরক্ষপুরে কিছু অধিক, সেখানে সর্ব্বরিয়াগণ ১৯ ঘরে বিভক্ত।

অনেকে বলিয়া থাকেন সর্ব্বরিয়া সরযুপারিয়া শব্দের অপভ্রংশ। প্রবাদ এইরূপ—রাম রাবণ বধ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া কান্যকুব্জ হইতে এই ব্রাহ্মণশ্রেণীকে আহ্বান করেন, তাঁহারা সরযূর পরপারে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সরযুপারিয়া নাম হয়। ইহাদের মধ্যে ভিন্ন গোত্র ও ভিন্ন উপাধি আছে—

গোত্র			উপাধি
গর্গ	...	...	পাঁড়ে। (ইতিয়া)
গৌতম	...	...	দুবে (কঞ্জীয়া)
শাণ্ডিল্য	...	...	পাঁড়ে (ত্রিফলা)
„	...	...	তেওয়ারী (পিণ্ডী)
ভারদ্বাজ	...	...	দুবে (বৃহদ্গ্রাম)
বৎস	...	...	মিশ্র (পৈয়াসী)
„	...	...	দুবে (সমদারী)
কাশ্যপ	...	...	মিশ্র (রাঢ়ী)
„	...	...	পাঁড়ে (মালা)
কৌশিক	...	...	মিশ্র (ধর্ম্মপুরা)
চন্দ্রায়ন	...	...	পাঁড়ে (চপালা)
সাবর্ণ্য	...	...	পাঁড়ে (ইতারী)
পরাশর	...	...	পাঁড়ে

এ ছাড়া পুলস্ত্য, ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি কয়েক গোত্রীয় আছেন।

উপরোক্ত গোত্রের মধ্যে গর্গ, গৌতম ও শাণ্ডিল্য গোত্রীয়েরাই কুলীন বলিয়া খ্যাত।

৩। জিঝোতিয়াশাখা বুন্দেলখণ্ডেই অধিক বাস করে। উত্তরে ও পশ্চিমে ইহারা কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের সহিত এবং পূর্ব্বে সর্ব্বরিয়া ব্রাহ্মণের সহিত সম্মিলিত। রূপরন্দের চৌবে, দরিয়ার দুবে, হামিরপুর ও করিমার মিশ্রেরাই এই শাখার শ্রেষ্ঠবংশ।

গোত্র			উপাধি
উপমন্যু	...	...	পাঠক। (রোরা)
„	...	...	বাজপাই। (বিনবারী)
কাশ্যপ	...	...	পতেরিয়া। (সায়পুর)
	...	...	পস্তোরা। (বজবা)

গৌতম	... ...	চৌবে। (রূপনৌয়লি)
"	... ...	গঙ্গেলি। (মরাই)
শাণ্ডিল্য	... ...	মিশ্র। (হামীরপুর)
"	... ...	অজেরিয়া। (কোটকে)
মৌনস	... ...	মিশ্র। (করিয়া)
ভারদ্বাজ	... ...	তেওয়ারী। (ঐঞ্জিক)
"	... ...	দুবে। (উঠাসনি)
বৎস	... ...	তেওয়ারী। (পঠৈরলি)
একাবিশিষ্ঠ	...	নায়ক। (পিপ্রি)

৪। সনাঢ্য বা সনাঢিয়া—রোহিলখণ্ডের মধ্যপ্রদেশ হইতে দুয়াবের উত্তর ও মধ্যভাগ, পিলিভীত হইতে গোয়ালিয়ার, রামপুরের উত্তরপশ্চিমাংশ, রিবা, জাহানাবাদ, নবাবগঞ্জ, বরেলি হইতে রামগঙ্গা, সলিমপুর, মীরাবাদ, তৎপরে গঙ্গার নিম্নতট হইতে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত, কালিনদীর কূল হইতে আলিপুরপটী, ভোইগাঁ, সোজ, এতাবা, বীবামৌ, এবং দক্ষিণে যমুনা হইতে চম্বলনদীর সঙ্গমস্থান পর্য্যন্ত এই শাখার বসবাস আছে।

গোত্র			উপাধি
বশিষ্ঠ	...	...	ব্যাস
"	...	...	গোস্বামী
"	...	...	মিশ্র
"	...	...	পরাশর
"	...	...	কর্তারি
"	...	...	দেবলিয়া
"	...	...	দুবে
"	...	...	খেমর্য্য
"	...	...	উপাধ্যায়
ভারদ্বাজ	...	...	বৈদ্য
"	...	...	চৌবে
"	...	...	দীক্ষিত
"	...	...	ত্রিপাঠী
"	...	...	চতুর্দ্ধর
কাশ্যপ	...	...	মিশ্র
সাবর্ণ্য	...	...	তেওয়ারী
উপমন্যু	...	...	দুবে
গৌতম	...	...	উপাধ্যায়
শাণ্ডিল্য	...	...	পাঁড়ে

এ ছাড়া কৌশিক, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ধনঞ্জয়, কোশল, শিঙ্গীয়া, মেরায়া প্রভৃতি গোত্র এবং পাঠক, স্বামী, সমাধ্যায়, মনস্, বির্থারি, চৈনপুরীয়, ভোটিয়া, বর্ধিয়া, ওঝা, মোদেয়া, সক্ষয়া, উদেলিয়া, চচোন্দ্যা প্রভৃতি উপাধি আছে।

৫। বঙ্গের কনোজ ব্রাহ্মণেরা ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত ১ বারেন্দ্র, ২ রাঢ়ীয়, ৩ পাশ্চাত্য, ৪ দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

শেষ দুইটিকে অনেকে কনোজব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য করেন না।

প্রথম দুই শ্রেণী কনোজ হইতে আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ করেন। এই শ্রেণীর আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষ, উক্ত ৫ জনের বংশধরেরা বল্লালসেনের সময়ে ১৫৬ ঘরে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৫০ ঘর বরেন্দ্রভূমে এবং ৫৬ ঘর রাঢ়ে বাস করেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৮ ঘর শ্রেষ্ঠ বা কুলীন। যথা—১ মৈত্র, ২ ভূমি বা কালি, ৩ রুদ্রবাসিনী, ৪ সঙ্গমিনি বা সান্যাল, ৫ লাহিড়ী, ৬ ভাদুড়ি, ৭ সাধু বা পাখী, ৮ ভদ্র।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৮ ঘর শুদ্ধশ্রোত্রীয় এবং ৮৪ ঘর কষ্টশ্রোত্রীয়।

রাঢ়ের ব্রাহ্মণ মধ্যে ছয় ঘর কুলীন। যথা—১ মুখুটী বা মুখোপাধ্যায়; ২ গাঙ্গুলি, ৩ কাঞ্জিলাল, ৪ ঘোষাল, ৫ বন্দোঘটী বা বন্দ্যোপাধ্যায়; ৬ চাটতি বা চট্টোপাধ্যায়।

এ ছাড়া ৫০ ঘর শ্রোত্রীয়। [ব্রাহ্মণ, কুলীন, বারেন্দ্র, রাঢ়ীয় প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কন্‌কন্ (দেশজ) যাতনাবিশেষ, কোনস্থানে আঘাত লাগিলে বা বরফাদি দ্রব্য স্পর্শে যেরূপ যন্ত্রণা হয়।

কন্‌কনে (দেশজ) অতিশয় শীতল দ্রব্য।

কন্ত (ত্রি) কং সুখং অস্ত্যস্তি, কং-ত (কংশম্ভ্যাম্বভযুস্তিতুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮।) সুখী।

কন্তি (ত্রি) কং সুখমস্ত্যস্তি, কং-তি (কংশম্ভ্যাম্বভযুস্তিতুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮।) সুখশালী।

কন্তু (পুং) কাময়তে, কম-তু (কমিমনিজনিগাভায়াহিভ্যশ্চ। উণ্ ১।৭৩। কম, মন, জন, গৈ, যা ও হি ধাতুর উত্তর তু প্রত্যয় হয়।) ১ কামদেব। ২ চিত্ত, মন। (কন্তুঃ কন্দর্পচিত্তয়োঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ (ত্রি) (কং সুখং অস্ত্যস্তি) সুখী। ৪ কুশূল, গোলা।

কন্থক (পুং) ঋষিবিশেষ।

কন্থরী (স্ত্রী) কম্-অরন্-থুক্-(পৃষোদরাদিত্বাৎ,) ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কন্থারী, কন্থা, দুর্দ্ধর্ষা, তীক্ষ্ণকণ্টকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্রূরগন্ধা, ও দুষ্প্রবেশা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, রুচিকারক, এবং কফ, বায়ু, শোথ, রক্ত, গ্রন্থি ও জ্বরনাশক।

কন্থা (স্ত্রী) কম্-বাহুলকাৎ থন্-টাপ্। ১ কাঁথা; কতকগুলি ছিন্ন কাপড় একত্রে সেলাই করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। দরিদ্র ভিক্ষুকগণ ইহা দ্বারা শীত নিবারণ করে। নেড়ানেড়ী দলস্থ ভিক্ষুকেরাই ইহার অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। ২ মাটীর ক্ষুদ্র প্রাচীর, কাথি।

(কন্থা মৃণ্ময়ভিত্তৌস্যাৎ কথা প্রাবরণান্তরে। মেদিনী।)

৩ উশীনর রাজ্যের নগরবিশেষ।

কন্থাধারী [ন্] (ত্রি) কন্থা-ধৃ-ণিনি। ভিক্ষুক।

কন্থারী (স্ত্রী) কম্-অরন-থুক্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ,) ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ। [কন্থরী দেখ।]

কন্দ (পুং ক্লী) ক্রন্দয়তি জিহ্বায়া বৈক্লব্যং জনয়তি, কদি-ণিচ্-অচ্। ১ ওল। [ওল দেখ।] ২ আলু মূলো মূলমাত্র। ৩ গাঁজর। ৪ (পুং) কং জলং দদাতি, ক-দা-ক। মেঘ। ৫ যোনিরোগবিশেষ। প্যাদরোগ (Proltapsus Uteri) ইহার নিদান ও লক্ষণ—দিবানিদ্রা, অতিরিক্তক্রোধ, ব্যায়াম, অতিমৈথুন ও নখদন্তাদি দ্বারা ক্ষত হওয়া প্রভৃতি কারণে, বায়ু পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া যোনিদেশে পূযরক্তবর্ণ মান্দার ফলের ন্যায় যে রোগোৎপাদন করে, তাহার নাম কন্দ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভেদে এই রোগ চারিপ্রকার। বাতিককন্দ রুক্ষ ও স্ফুটিত অর্থাৎ ফাটা ফাটা। পৈত্তিক কন্দ অধিক রক্তবর্ণ এবং ইহাতে দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক কন্দ তিলপুষ্পতুল্য ও কণ্ডুযুক্ত। সান্নিপাতিক ব্যতীত অন্য তিনপ্রকার কন্দ চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া থাকে। চিকিৎসা—গেরিমাটী, আমের বীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত যোনিতে পূরণ করিলে এবং ত্রিফলার কাথের সহিত এই সকল চূর্ণ ও মধু মিলিত করিয়া প্রক্ষালন করিলে কন্দরোগ নিবারিত হয়। ইন্দুরের মাংস ও তৈল একত্র রৌদ্রে পক্ক করিয়া ঐ তৈল যোনিতে মর্দ্দন করিলে এবং ইন্দুরের মাংস ও সৈন্ধব দ্বারা যোনিতে স্বেদ প্রদান করিলে যোন্যর্শ, অর্থাৎ কন্দ আরোগ্য হয়। (চক্রদত্ত।) ৬ (দেশজ) মিছরির কুঁদো।

কন্দক (পুং) কন্দ-স্বার্থেকন্। ১ কন্দ। ২ বিতান, চাঁদোয়া।

কন্দগুড়ূচী (স্ত্রী) কন্দোদ্ভবা গুড়ূচী, মধ্যলো। গুড়ূচী-বিশেষ; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কন্দোদ্ভবা, কন্দামৃতা, বহুছিন্না, বহুগ্রহা, পিণ্ডালু ও কন্দরোলিণী।

কন্দজ (ত্রি) কন্দাৎ জায়তে, কন্দ-জন্-ক। কন্দোৎপন্ন মূল হইতে উৎপন্ন।

কন্দর্ট (ক্লী) কদি-অটন্। শ্বেতোৎপল, সাদা শুঁদি ফুল। (কন্দটং শুক্লোৎপলে স্যাৎ। শব্দাব্ধি)

কন্দফলা (স্ত্রী) কন্দাৎ কন্দমারভ্য ফলং যস্যাঃ বহুব্রী। ছোট কুর্র্রা, উচ্ছে।

কন্দবহুলা (স্ত্রী) কন্দাদারভ্য কন্দেন, কন্দেষু বা বহুলা, ৫মী, ৩য়া, বা ৭মী তৎপুরুষ। ত্রিপর্ণিকা বৃক্ষ। [ত্রিপর্ণিকা দেখ।]

কন্দমূল (ক্লী) কন্দ এব মূল মস্য, বহুব্রী। মূলক, মূলো। [মূলো দেখ।]

কন্দর (পুং) কং গজশিরঃ দীর্য্যতে হনেন, কং-দৃ-করণে অপ্। ১ অঙ্কুশ। ২ (কেন জলেন দীর্য্যতে অসৌ, কর্ম্মণি অপ্।) গুহা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—দরী, কন্দরা, কন্দরী, দর ও গুহা।

"অপর ভূধর করিল কত।
চমর মন্দর কন্দরযুত।" (শিবায়ন)

৩ (ক্লী) আর্দ্রক, আদা। ৪ অঙ্কুর। ৫ ওল। ৬ গাঁজর। ৭ দুইটি পর্ব্বতের মধ্যস্থিত পথ।

কন্দরবান্ [ত্] (পুং) কন্দরোঽস্ত্যস্য, কন্দর-মতুপ্-মস্য বঃ। পর্ব্বত।

কন্দরা (স্ত্রী) কন্দর-টাপ্। গুহা।

কন্দরাকর (পুং) কন্দরস্য আকরঃ, ৬তৎ পর্ব্বত।

(অথগিরৌ পুংসি স্যাৎ কন্দরাকরঃ। শব্দাব্ধি।)

কন্দরাল (পুং) কন্দরায় অঙ্কুরায় অলতি, কন্দর-অল্-অচ্। ১ গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ। ২ পাকুড়গাছ। ৩ আখোট গাছ।

কন্দরালক (পুং) কন্দরাল-স্বার্থে-কন্। প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ।

কন্দরী (স্ত্রী) কন্দর-ঙীষ্। গুহা।

কন্দরোদ্ভবা (স্ত্রী) কন্দরে উদ্ভবতি, কন্দর-উৎ-ভূ-অচ্-টাপ্। ১ ছোট পাষাণভেদী বৃক্ষ। ২ (ত্রি) কন্দরোৎপন্ন বৃক্ষাদি। ৩ গুড়ূচীবিশেষ।

কন্দরোহিণী (স্ত্রী) কন্দাৎ রোহতি, কন্দ-রুহ-ণিনি। গুড়ূচীবিশেষ।

কন্দর্প (পুং) কং কুৎসিতো দর্পো যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ কামদেব। কথিত আছে,—জন্মমাত্রেই 'কাহাকে মত্ততার দ্বারা দর্পযুক্ত করিব' এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা কন্দর্প নাম প্রদান করেন।

("কং দর্পয়ামীতি মদাজ্জাতমাত্রো জগাদ চ।
তেন কন্দর্পনামানং তং চকার চতুর্ভুজঃ॥" কথাস।)

২ সঙ্গীতের ধ্রুববিশেষ।

("ত্রয়োবিংশতি বর্ণাভিধ্রুবঃ কন্দর্পসংজ্ঞকঃ।
বীরে বা করুণে বা স্যাৎ খণ্ডতালে বিধীয়তে॥" সঙ্গীত দা।)

কন্দর্পকূপ (পুং) কন্দর্পস্য কূপ ইব, উপমি°। যোনি। (কন্দর্পকূপকো ভগে। শব্দাব্ধি।)

কন্দর্পকেতু (পুং) রাজবিশেষ।

কন্দর্পকেলি (পুং) কন্দর্পেণ কেলিঃ, ৩তৎ। ১ কামবশতঃ কেলিবিশেষ, মৈথুনাদি। ২ (কন্দর্পকেলি মধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ, অণ্, তস্য লুক্) প্রহসনবিশেষ।

কন্দর্পজীব (পুং) কন্দর্পং জীবয়তি বর্দ্ধয়তি, কন্দর্প-জীব-ণিচ্-অচ্। ১ কামবৃদ্ধিকারক দ্রব্য। ২ কাঁঠাল।

কন্দর্পজ্বর (পুং) কন্দর্পবিকারজো জ্বরঃ মধ্যলো°। কামবিকার জন্য জ্বর। [কামজ্বর দেখ।]

কন্দর্পদহন (পুং) কন্দর্পস্য দহনং বর্ণিতং যত্র। মহাদেব। শিবপুরাণে লিখিত আছে—"দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করার পর মহাদেব যোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন; এদিকে সতীও হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাড়কাসুরের অত্যাচারে দেবগণ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একমাত্র শিবতেজোজাত কার্ত্তিকেয় ব্যতীত তাহার দমন হইবার উপায় না থাকায়, দেবগণ মহাদেবের যোগভঙ্গ জন্য রতি ও বসন্ত সহ কন্দর্পকে প্রেরণ করেন। কন্দর্প দেবাজ্ঞা অনুসারে মহাদেবের শরীরে ফুলবাণ নিক্ষেপ করিবামাত্র, তাঁহার ললাট হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইয়া কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।"

কন্দর্পনারায়ণ। চন্দ্রদ্বীপের একজন প্রবল বাঙ্গালী রাজা। বারভূঁয়ার মধ্যে একজন। ইহাঁর পিতামহ পরমানন্দ বসু রায় দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থসমাজের সমাজপতি ছিলেন, তিনি আপনাকে কান্যকুব্জ সমাগত কায়স্থপ্রবর দশরথ বসুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। আইনই অকবরীতেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৫৮৬ খৃঃ, কন্দর্পনারায়ণ বাকলা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেন, তিনি একজন মহাবীর ছিলেন, বিশেষতঃ কামান ছুঁড়িতে ভালবাসিতেন, তাঁহার গুণের পরিচয় তৎকালীন পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরাও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (Hacklyt's Voyages, Vol. II. p. 257.)

কন্দর্পনারায়ণের পিত্তল-নির্ম্মিত কামান এখনও চন্দ্রদ্বীপে আছে, সেই কামানের উপর তাঁহার এবং সেই কামান-নির্ম্মিতার নাম খোদিত রহিয়াছে। সেই পিত্তলের কামান দৈর্ঘ্যে ৭৪ ফুট, চুঙ্গির গোড়ার বেড় ২¼ ফুট, গোলা বাহির হইবার মুখ ১৯¼ ইঞ্চি। (Jour. As. Soc. Bengal Vol. XLIII. p. 207.)

কন্দর্পমথন (পুং) কন্দর্পং মথ্নাতি, কন্দর্প-মথ-ল্যু। মহাদেব।

কন্দর্পমুষল (পুং) কন্দর্পস্য মূষল ইব, উপমি°। উপস্থ, লিঙ্গ। (কন্দর্পমূষলো লিঙ্গে। শব্দাব্ধি।)

কন্দর্পরস। বৈদ্যোক্ত ঔষধবিশেষ। পারদ, গন্ধক, প্রবাল, গিরিমাটী, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, শঙ্খ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, বটের ঝুরির কাথ দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলা, কাবাবচিনি বা বাবলাছালের কাথের সঙ্গে সেবন করিলে ইহাতে ঔপসর্গিক মেহরোগ সত্বর নাশ হয়।

কন্দর্পশৃঙ্খল (পুং) কন্দর্পায় শৃঙ্খলঃ। রতিবন্ধবিশেষ।
"নারীপদদ্বয়ং ন্যস্য কান্তস্যোরুদ্বয়ং পরি।
কটিঞ্চের্দ্দোলয়েদাশুবন্ধঃ কন্দর্পশৃঙ্খলঃ॥" (রতিমঞ্জরী।)

কন্দর্পসার তৈল (ক্লী) কুষ্ঠাধিকারের বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। কটুতৈল /৪ সের। কাথার্থ ছাতিমছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, তিত্‌পলতা, জয়ন্তীপত্র, তিত্‌লাউ, গোরক্ষচাকুলে, হরিদ্রা, প্রত্যেক ১০ দশ পল, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ১৬ সের, সোঁদালের পত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র, জয়ন্তীপত্র, ধুতুরাপত্র, হরিদ্রা, সিদ্ধিপত্র, চিতা, খেজুরপত্র, গোময় ও আকন্দপত্র, সিজপত্র প্রত্যেক রস /৪ সের।

কল্কার্থ মাকাল, বচ, ব্রাহ্মী, তিতলাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী, কুচলা, পলতা, হরিদ্রা, মুথা, পিপুলমূল, সোঁদালের আটা, আকন্দ আটা, কালকাসুন্দমূল, ঈশেরমূল, আচমূল, মঞ্জিষ্টা (অভাবে ঘোড়ানিম), তিত্‌পলতা, রাখালশসার মূল, বিছুটীপত্র, করঞ্জমূল, হাপরমালি, মুগরামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিমছাল, গুলঞ্চ, হাকুচবীজ, সোমরাজবীজ, চাকুন্দাবীজ, ধনিয়া, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বন ওল, কটকী, শটী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাঠ, গাঠিওলা, অগুরু, কুড়, কর্পূর, কট্‌ফল, জটমাংসী, মুরামাংসী, এলাইচ, বাকসছাল, বেণারমূল প্রত্যেক দুই তোলা। ইহাতে কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ চর্ম্মরোগ ভাল হয়।

কন্দর্পসিদ্ধান্ত। পদ্মব্যাকরণের টীকাকার।

কন্দল (ত্রি) কদি-অলচ্। ১ কলধ্বনি। ২ উপরাগ। ৩ গণ্ডদেশ। ৪ কপাল। ৫ নবাঙ্কুর। ৬ অপবাদ। ৭ কদলীবিশেষ, ভূমিকদলী। (পুং) ৮ স্বর্ণ। ৯ বাগ্‌যুদ্ধ, ঝগড়া। ১০ সমূহ।

কন্দলতা (স্ত্রী) কন্দ প্রধানা লতা, মধ্যলো°। মাণকন্দ।

কন্দলিত (ত্রি) কন্দলো২স্য সংজাতঃ, কন্দল-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) কন্দলযুক্ত।

কন্দলী [ন্] (ত্রি) কন্দলো২স্ত্যস্য, কন্দল-ইনি। কন্দলযুক্ত।

কন্দলী (স্ত্রী) কন্দল-ঙীষ্। ১ মৃগবিশেষ। ২ পক্ষীবিশেষ। ৩ গুল্মবিশেষ। ("আবির্ভূতপ্রথমমুকুলা কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।" মেঘদূত।)

৪ কদলী। ৫ পতাকা। ৬ পদ্মবীজ। ৭ ঔর্দ্ধমুনির কন্যা-বিশেষ; ইনি দুর্ব্বাসার শাপে ভস্মীভূত হইয়া কদলী বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কন্দলীকুসুম (ক্লী) কন্দল্যা ইব কুসুমং যস্য।১ শিলীন্ধ্র। ২ ভূমিকদলীর ফুল।

কন্দবর্দ্ধন (পুং) কন্দেন বর্দ্ধতে, কন্দ-বৃধ-ল্যু। শূরণ, ওল। [ওল দেখ।]

কন্দবল্লী (স্ত্রী) কন্দাকারা বল্লী, মধ্যলো°। বন্ধ্যাকর্কোটকী।

কন্দশাক (ক্লী) কন্দপ্রধানং শাকং। আলু, ওল, মূলো, গাজর, মান, কচু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কদলীকন্দ, হস্তিকর্ণা, কেমুক, কেসুর, শালুক প্রভৃতি কন্দ আয়ুর্ব্বেদে কন্দশাক বলিয়া কথিত। [প্রত্যেক শব্দে প্রত্যেকের গুণাদি দেখ।] ("সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।" ভাব° প্র।)

কন্দশূরণ (পুং) কন্দ এব শূরণঃ। ওল। [ওল দেখ।]

কন্দসংজ্ঞ (ক্লী) কন্দঃ সংজ্ঞা যস্য। যোনিরোগবিশেষ। (কন্দসংজ্ঞস্তু যোন্যর্শসি মতং বুধৈঃ। শব্দাব্ধি।) [কন্দ দেখ।]

কন্দসার (ক্লী) কন্দানাং সারো যত্র, বহুব্রী। ১ চন্দনবন। ২ (কন্দঃ সারো হস্য) ওল প্রভৃতি কন্দসমূহ।

কন্দাঢ্য (পুং) কন্দেন আঢ্যঃ। ভূমি-কুষ্মাণ্ড।

কন্দামৃতা (স্ত্রী) কন্দ প্রধানা অমৃতা, মধ্যলো°। গুড়ূচী-বিশেষ।

কন্দালু (পুং) কন্দময় আলুঃ, মধ্যলো°। ১ কাসালু। ২ ভূমি-কুষ্মাণ্ড। ৩ ত্রিপর্ণিকা।

কন্দারা। কর্ণাটব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। [কর্ণাটব্রাহ্মণ দেখ।]

কন্দিরী (স্ত্রী) কন্দ-ইরচ্-ঙীষ্। লজ্জালু বৃক্ষ। [লজ্জালু দেখ।]

কন্দী [ন্] (পুং) কন্দো হস্ত্যস্য, কন্দ-ইনি। শূরণ, ওল।

কন্দী (স্ত্রী) কন্দো হস্ত্যস্তি, কন্দ-অচ্। মাংসকন্দী।

কন্দু (পুং, স্ত্রী) স্কন্দ-উ-সলোপশ্চ (স্কন্দেঃসলোপশ্চ। উণ্ ১। ১৫।) ১ স্বেদনপাত্র, তাওয়া। ইহার অপর সংস্কৃত নাম স্বেদনী। ২ লৌহ নির্ম্মিত পাকপাত্র। ৩ ভর্জ্জনপাত্র, ভাজনাখোলা প্রভৃতি।

কন্দুক (পুং) কং সুখং দদাতি,-দা-ডু-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ গেণ্ডুক, খেলিবার গোলা। ২ ভাঁটা। ৩ ত্রয়োদশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ

কন্দুকপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষের নাম।

কন্দুকেশ (পুং) রাজবিশেষ।

কন্দুকেশ্বর (পুং) কাশীধামের শিবলিঙ্গবিশেষ। কাশীখণ্ডে ইহাঁর উৎপত্তি কথা এইরূপ লিখিত আছে,—কোন সময়ে পার্ব্বতী কৌতুকবশে কন্দুকক্রীড়া করিতেছিলেন, ক্রীড়া-শ্রমে তাঁহার কেশপাশ শিথিল ও নয়নদ্বয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তরীক্ষ হইতে দৈত্যদ্বয় তাঁহার এইরূপ ভাবাদি দেখিয়া, তাঁহাকে হরণ করিবার জন্য শাম্বরীমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিল। দেবগণ দৈত্যদ্বয়ের বিনাশ সাধন জন্য ভগবতীকে ইঙ্গিত করিলেন। ভগবতীও ইঙ্গিতমাত্র হস্তস্থিত কন্দুক নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। পরে ঐ কন্দুক ভূমিতে পতিত হইয়া লিঙ্গরূপে পরিণত হইল। (কাশীখণ্ড।)

কন্দুপক (ক্লী) কন্দৌ পকম্। কড়া, তাওয়া প্রভৃতি পাত্রে ঘৃত ও তৈলের দ্বারা অথবা কাটখোলায় যে সকল দ্রব্য পাক করা হয়; ভাজা দ্রব্য।

("কন্দুপক্বানি তৈলেন পায়সং দধি শক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি॥" কূর্ম্মপুরাণ।)

কন্দুশালা (স্ত্রী) কন্দুপাকার্থং শালা, মধ্যলো°। যে গৃহে দ্রব্যাদি ভাজা হয়।

("গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥" স্মৃতি।)

কন্দূক (পুং) কন্দুক। [কন্দুক দেখ।]

কন্দরোদয়। একজন প্রসিদ্ধ চোল রাজা, ইহাঁর বংশে রুদ্র-দেব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

কন্দোট (পুং) কদি-ওটন্। ১ শ্বেতোৎপল। (পুং, ক্লী) ২ নীলোৎপল। (কন্দোটস্ত শুক্লনীলোৎপলয়োঃ শব্দাব্ধি।)

কন্দোত (পুং) কন্দে মূলে উতঃ, কন্দ-বেঞ্-ক্ত। কুমুদ, হেলাফুল।

কন্দোদ্ভবা (স্ত্রী) কন্দাদুদ্ভবোহস্যাঃ, বহুব্রী। গুড়ূচীবিশেষ।

কন্দ্রী (দেশজ, কন্দশব্দজ) বৃক্ষবিশেষ, জঙ্গলি পিয়াজ। (Scilla Indica)

কন্ধ (পুং) কং জলং দধাতি ধারয়তি কং-ধা-ক। ১ মেঘ। ২ মুণাবিশেষ।

কন্ধজাতি। উড়িষ্যাবাসী অসভ্য জাতিবিশেষ। ইংরাজ-গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে নানাবিধ আখ্যা দিয়াছেন, কেহ খন্দ, কেহ খোন্দ, কেহ খণ্ড, কেহ খোণ্ড, কেহ বা কন্দ নামে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের শ্রেণীপরিচায়ক নাম কি, তাহা নিশ্চয় করা একটু বিচার-সাপেক্ষ।

উড়িয়ারা ইহাদিগকে "কন্ধ" বলে; "কন্ধ" শব্দের অর্থ পাহাড়িয়া। অনেকে মনে করেন, তামিল ভাষায় "কন্দস্" শব্দে পর্ব্বতকে বুঝায়, সুতরাং সেই "কন্দস্" শব্দ হইতে "কন্ধ" শব্দের উৎপত্তি। আবার কেহ বা বলেন, তামিল ভাষার "কন্দ্র" শব্দের অর্থ তীর; এই জাতি মৃগয়াস্থিতে তীর-ধনুক ব্যবহার করে বলিয়া অনেকে ইহাদিগকে "কন্দ্র" হইতে "কন্ধ" আখ্যা দেন। কেহ বলেন যে, দশপল্লা, বোদ ও গুমসর প্রদেশের মধ্যে একটি স্থানকে কিল্লারামপুরের কন্ধেরা "কন্দ্র" বলে। এই কন্দ্রনামক স্থানের নাম হইতেই ইহাদের "কন্ধ" নাম হইয়াছে।

কিল্লারামপুরের প্রাচীন নামও "কন্দ্রদণ্ডপৎ"। যিনি যাহাই বলুন, কন্ধেরা নিজে আপনাদিগকে কন্ধ বলিয়া পরিচয় দেয় না। ইহারা বলে, আমরা "কুী" জাতি। স্বজাতির মধ্যে একজনকে জাতি ধরিয়া পরিচয় দিতে গেলে, ইহারা "ক্কিঙ্গা" বা "কুইঙ্গা" বলে। ডালটন বা হাণ্টারের পথানুসরণ করিয়া ইহাদিগকে "কন্ধ" বলা উচিত হয় না, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রাদির প্রমাণ দেখিয়া স্থির করা যায় যে, বাস্তবিকই ইহাদের নাম কন্ধ। পুরাণাদিতে কেশকন্ধর * নামে একটি অসভ্যজাতির পরিচয় পাওয়া যায়; বোধহয় প্রাচীন উড়িয়ারা এই কেশকন্ধর শব্দ হইতেই "কন্ধ" শব্দটি মাত্র রাখিয়াছে। পুরাণাদির প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"ব্রহ্মোত্তরা প্রাবিজয়া মল্লককেশকন্ধরাঃ।"

উড়িষ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশ ইহাদের প্রধান বাসস্থান। এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যার দক্ষিণাংশে মহানদীর উভয়তীরে প্রায় ৩৪০০ বর্গমাইল ভূমিতে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে চিল্কা হ্রদ ও পশ্চিমে বেরার প্রদেশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে সম্বলপুরের খান্দোরা বা কালহণ্ডি প্রদেশে, এবং বাস্তার জেলায়ও ইহাদের বসবাস আছে।

ইহাদের দেশের মধ্যে যে, কেবল কন্ধজাতীয় লোকেরাই বাস করে তাহা নহে; শবর, কোল, ডোম, বা ডোম্না, পান বা পানওয়া ও অন্যান্য অসভ্য জাতিও আছে। ইহারা কন্ধের চক্ষে নিতান্ত ঘৃণ্য এবং তাহাদের অপেক্ষা নীচশ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য। এই সকল জাতির সহিত কন্ধেরা বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখে না, ইহারা অতি সামান্য হস্ত-শিল্পের উপর জীবনধারণ করে ও নিজ প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে কন্ধের নিকট শস্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে।

কন্ধেরা আজকাল হিন্দুজাতির নিম্নশ্রেণীতে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা কোথায় ছিল, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে, ইহাদের মধ্যে একদল বলে যে, তাহারা পূর্ব্বে মধ্যভারতে বাস করিত, ক্রমশঃ তাড়িত হইয়া পূর্ব্বদিকে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সরিয়া আসিয়াছে; আর একদল বলে যে, তাহারা পূর্ব্বে উড়িষ্যার দক্ষিণাংশেই বাস করিত, ক্রমশঃ তাড়িত হইয়া পশ্চিমে বেরার প্রদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই দুইটি মন্তব্য হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, যখন উড়িষ্যার ও মধ্যভারতে আর্য্যজাতির প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়, তখন এই জাতি তাড়িত হইয়া মধ্যপ্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। যাহা হউক প্রায় ৪ পুরুষ অতীত হইল বোদপ্রদেশকেই ইহারা আপনাদের প্রধান বাসস্থান বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছে। বোদপ্রদেশ এক্ষণে একজন হিন্দুরাজার অধীন, এই রাজ্য মহানদীর উভয়তীরে প্রায় ৩৫ মাইল বিস্তৃত। এখানকার রাজা মহানদীতে কুৎ আদায় করিয়া থাকেন। এই প্রদেশের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য-প্রদেশে কন্ধেরা বাস করে। ইহাদের গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শিখরে বা ঘন-বনে পরস্পর পৃথক্। গ্রামগুলি পৃথক্ বলিয়া প্রত্যেকের শাসনকার্য্য বেশ শৃঙ্খলা মত হইয়া থাকে। অন্যান্য অসভ্যজাতির ন্যায় ইহারাও দুই চারিখানি গ্রাম লইয়া এক একটি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাহার একজন নায়ক ঠিক করিয়া থাকে। ইহারা বলে, এইরূপ নিয়মে তাহারা এককালে সমস্ত বোদরাজ্য শাসন করিত।

৬০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা কন্ধজাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই, কেবল মাত্র জানা ছিল যে, সমুদ্রোপকূলের বোদ ও গুমসর নামক হিন্দুরাজ্য দুইটির পশ্চিমে এই অসভ্য জাতির বাস। গোদাবরী ও মহানদী এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রায় ৩০০ মাইল দীর্ঘ ও ৫০ হইতে ১০০ মাইল প্রস্থ ভূভাগে শবর ও কন্ধেরা বাস করিয়া থাকে, এ দেশ বন ও পর্ব্বতময় বলিয়া দুর্গম। বিদেশীয় পক্ষে এ দেশ কেবল মাস কয়েকের জন্য বাসোপযোগী। ১৮৩৫ সালে গুমসর-রাজ বাকি-রাজস্বের দায়ে বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত হইলে এই কন্ধ জাতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় ইংরাজেরা কন্ধদিগের সহিত পরিচিত হন এবং লোকজন রাখিয়া ইহাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মকর্ম্ম, ও দেশাদির বিষয় অবগত হন।

কন্ধজাতির আবাসভূমির মধ্যস্থ মালভূমিতে যে সকল কন্ধেরা বাস করে, তাহারা অধিকদিন একস্থলে থাকে না, ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশের নানাস্থানে বেড়াইয়া থাকে। ইহারা গবর্ণমেণ্টকে কিছুমাত্র কর দেয় না বা তাঁহাদের কোন কর্ম্মচারীর সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখে না। অনেকস্থলে কিন্তু

* সোসাইটির হস্তলিখিত বামনপুরাণ ১৩ অঃ

যে সকল স্থলে ফিরাইয়া দিবার উপায় না থাকে, সে সকল স্থলে অপরাধীর শস্যপূর্ণ-ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্তকে দেওয়া হয়। যতদিন তাহার ক্ষতিপূর্ণ না হয়, ততদিন সে সেই ক্ষেত্রের উৎপন্ন ফসল ভোগ করিতে থাকে। অপরাধীর ক্ষেত্র অধিকার করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত কন্ধেরা যে, তাহাদিগকে সপরিবারে অনাহারে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া দেয়, তাঁহা দেয় না। • যাহাতে তাহার সপরিবারে অন্নকষ্ট উপস্থিত না হয়, এরূপ ভাবে বার্ষিক ফসল ভাগ করিয়া লয়। কোন কোন স্থলে অন্যায়-রূপে ক্ষেত্র অধিকার করিয়া রাখিলে, তাহার কোনরূপ শাস্তি হয় না, কেবল তাহার নিকট হইতে ক্ষেত্র কাড়িয়া লইয়া যথার্থ অধিকারীকে দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকারের প্রাচীনত্ব দেখিয়া জমীর স্বত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে। খাজানা দিয়া পরের জমী ভোগ করিবার প্রথা ইহাদের মধ্যে নাই। প্রত্যেক গৃহস্থেরই নিজের জমী আছে, সে জমীর জন্য কেহ স্বতন্ত্র জমীদার নাই। যে জাতি যে জমী অধিক দিন চাষ করিতেছে, সে জমীতে তাহাদের স্বত্ব স্থির থাকে। এই জমীতে সেই এক জাতিভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে, যে যতটা জমী লইয়া যত অধিক দিন চাষ করিয়া থাকে, সে ততটার অধিকারী বলিয়া নির্ণীত হয়।

ইহাদের কৃষিপ্রণালী অনেকটা ভ্রমণশীল অসভ্যজাতির ন্যায়। ইহারা যখন দেখে যে, কোন স্থানের জমীতে আর বড় উর্ব্বরাশক্তি নাই, তখন সেই জমী পরিত্যাগ করে এবং প্রতি চৌদ্দ বৎসরে তাহারা স্ব স্ব গ্রাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এইরূপে কন্ধপ্রদেশে পতিত জমীর পরিমাণ বড়ই বাড়িয়া যায়। কোন স্থানে যদি লোক-সংখ্যা বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে তাহারা পার্শ্ববর্ত্তি পতিত জমী আপনাদিগের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া ভোগদখল করিতে থাকে। জমী বা গ্রাম একবার পরিত্যাগ করিলে, আর তাহাতে পূর্ব্বাধিকারীর স্বত্ব থাকে না, যাহারা নূতন অধিকার করে তাহাদেরই মধ্যে আবার অধিকারের প্রাচীনত্ব ধরিয়া স্বত্ব নিরূপিত হয়। এক জাতির অধিকৃত প্রদেশের মধ্যে যে সকল পতিত জমী থাকে, তাহাতে অপর জাতি আসিয়া অধিকার করিতে পায় না; যে জাতির অধিকৃত প্রদেশে জমী আছে, তাহাদেরই মধ্যে প্রয়োজনানুসারে ঐ সকল পতিত জমী বিভক্ত হইয়া থাকে। জমীর স্বত্ব যেমন সহজেই উৎপন্ন হয়, তেমনই বিক্রয় প্রথাও আবার অতি সরল। যে জমী বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, সে হয় অধ্যক্ষকে না হয় স্বজাতির সর্দ্দারকে নিজ অভিপ্রায় জানায়। এইরূপ জানাইবার উদ্দেশ্য—তাঁহার অনুমতি গ্রহণার্থ নহে; সে স্বীয় জমী বিক্রয় করিতেছে, ইহাই সাধারণে প্রচার করা আবশ্যক বলিয়া জানাইয়া থাকে। এইরূপ জানাইয়া সে খরিদ্দারকে লইয়া, যে জমী বিক্রয় করিবে, সেই জমীতে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেইখানে গ্রামের ৫।৬ জন গৃহস্থ কৃষককে ডাকিয়া ক্ষেত্র হইতে এক মুঠা মাটী উঠাইয়া খরিদ্দারের হস্তে প্রদান করে, খরিদ্দারও এই সময় মূল্য প্রদান করিয়া থাকে। মূল্য লইয়া বিক্রয়কর্ত্তা গ্রাম্য-দেবতাকে সাক্ষী মানিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলে যে, "এই জমীতে চিরকালের মত আমি স্বত্বচ্যুত হইলাম।"

জমী লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ গ্রামের মণ্ডলেরা মিটাইয়া দিয়া থাকে। ইহারা উভয়পক্ষের আরজী-জবাব শুনিয়া, সাক্ষীর সাক্ষ্য লইয়া বিচার করিয়া থাকে। সহজে মীমাংসা না হইলে ইহারা কতকগুলি পরীক্ষা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা ব্যাঘ্রচর্ম্মস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া থাকে, এইরূপে শপথ করিলে, মিথ্যাবাদীর ব্যাঘ্রমুখে মৃত্যু নিশ্চিত ঘটিয়া থাকে। যদি কখন কোন কন্ধ ব্যাঘ্রমুখে নিহত হয়, কন্ধেরা অমনই তাহাকে মিথ্যাবাদী জুয়াচোর স্থির করিয়া, তাহার পরিণাম দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করে ও তাহার পরিবারবর্গকে জাতিচ্যুত করিয়া থাকে। গ্রাম্য পুরোহিত (ডোম্না) কিন্তু দয়া করিয়া ইহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া, আবার জাতিতে উঠাইয়া লইতে পারেন। কখন কখন গিরগিটির চর্ম্ম স্পর্শ করিয়াও শপথ করিয়া থাকে, এ শপথে মিথ্যা বলিলে, মিথ্যাবাদীর গাত্রে কুষ্ঠের ন্যায় একপ্রকার চর্ম্মরোগ জন্মে। এতদ্ভিন্ন কন্ধেরা বিশ্বাস করে যে, যদি বিচারক পৃথিবী দেবীর উদ্দেশ্যে মেষ বলি দিয়া তাহার রক্তে ধান্য ভিজাইয়া বিচারকালে ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে সেই স্থলেই যে যথার্থ অপরাধী সে ঘুরিয়া পড়িয়া মরিয়া যায়, অথবা যদি বিবাদী-ভূমির মাটী লইয়া বিচারকেরা স্বহস্তে কর্দ্দমের তাল প্রস্তুত করেন, তাহা হইলেও সেই ফল হয়। এই দুইটি ব্যবহারের প্রতি কন্ধদিগের এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহার আয়োজন দেখিলেই, যে যথার্থ অপরাধী সে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে।

ইহাদের উত্তরাধিকারিত্বের নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি স্বয়ং কৃষিকার্য্য বা জমী রক্ষা করিতে না পারে, সে পৈতৃক জমীর অধিকার পায় না। কাহার মৃত্যু হইলে পুরুষেরাই বিষয়াধিকারী হইয়া থাকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রই বেশী অংশ ভাগ পাইয়া থাকে; কোন কোন জাতিতে সকলে সমান ভাগেই লইয়া থাকে। পুত্র সন্তান না থাকিলে মৃতব্যক্তির ভ্রাতারা বিষয়াধিকারী হইয়া থাকে। কন্যারা গহনাদি, অস্থাবর সম্পত্তি ও বাটীর আসবাব সমান অংশে বিভাগ করিয়া

লইয়া থাকে। যদি কাহারও মৃত্যুকালে তাহার কন্যা অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে যতদিন না তাহার বিবাহ হয়, ততদিন সে পিতৃগৃহেই থাকে এবং খাইতে পরিতে পায় ও বিবাহের সময় বিবাহের খরচ পাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে সম্ভ্রম রক্ষার্থ বেশী 'আদব কায়দা' নাই। নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেণীকে দেখিলেই যে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবে, তাহার বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে পথে চলিবার সময় স্বশ্রেণীর মধ্যে বয়োবৃদ্ধকে দেখিলে শুদ্ধ বলে—"আমি চলিয়াছি"—বয়োজ্যেষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলে "যাও।" প্রণাম করিবার সময় ইহারা ঊর্দ্ধবাহুর ন্যায় দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ইহারা হিন্দুগণের রীতিনীতিও অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষের প্রতি ইহারা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ইহাদের তুল্য কষ্ট-সহিষ্ণু জাতি আর নাই। দুর্ভিক্ষে বা গৃহবিবাদে যদিও ইহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, তবুও কোন সাধারণ বিপদ্ উপস্থিত হইলে প্রত্যেকেই নবোৎসাহে তাহার বিপক্ষে একত্র হইয়া দাঁড়ায়। যখন ইংরাজদিগের সহিত ইহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন প্রত্যেক সর্দ্দারেরা যেরূপ অপূর্ব্ব সাহসের পরিচয় দিয়াছিল ও যেরূপ দৃঢ়তার সহিত অশেষ কষ্ট সহিয়া জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—এই তিন কর্ম্মে কন্ধদিগের যথেষ্ট উৎসবাদি হইয়া থাকে। আসন্ন-প্রসবা কামিনীরা গ্রামের দেবতার নিকট পূজাদি দিয়া থাকে। যদি কাহারও প্রসব হইতে বিলম্ব হইতে থাকে বা ক্লেশ হইতে থাকে, তাহা হইলে পুরোহিত আসিয়া যেখানে দুইটী ঝরণার জল এক হইয়াছে, সেইখানে তাহাকে লইয়া গিয়া জলের ছিটা দিতে থাকে এবং জনন-দেবতার (ষষ্ঠী দেবী ?) পূজা দেয়।

নামকরণের জন্য ইহাদের বড়ই উদ্বেগ দেখা যায়। কন্ধেরা যে সে নাম রাখে না। পুরোহিত একটা পাত্রে জল রাখিয়া শিশুর বংশের আদিপুরুষ হইতে প্রত্যেকের নাম করিয়া এক একটা ধান্য সেই জলে ফেলিতে থাকে। সব ধান্যগুলিই ডুবিয়া যাইতে থাকে; কেবল যাহার নামের ধান্য ফেলিবামাত্র ভাসিয়া উঠে, শিশুর সেই নামই রাখা হয়। ইহারা বিশ্বাস করে যে, সেই ব্যক্তিই আবার আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সপ্তম দিনে নবশিশুর কল্যাণার্থ গ্রামের সমস্ত লোককে এবং পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া থাকে। এই ভোজে কন্ধেরা অতিরিক্ত মহুয়ামদ্য পান করিয়া থাকে।

বিবাহ বিষয়ে ইহারা বড় সতর্ক হইয়া সম্বন্ধাদি করে। বংশের গৌরব ও বীর্য্যবত্তা রক্ষা করিবার জন্য ইহারা কখন স্বশ্রেণীতে বা আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে বিবাহ করে না। যে দুই জাতিতে চির-বিবাদ আছে, তাহাদের মধ্যেও বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। হয়ত উভয় জাতিতে কাল ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্য বিবাহ সভায় উভয় জাতি একত্র মিলিত হইয়া মহা আনন্দে বন্ধু ভাবে পানামোদ করিতেছে, রাত্র প্রভাত হইলে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে পরস্পর যুদ্ধে মাতিবে! এরূপ ঘটনা প্রায়ই হয়। ১০ বা ১২ বৎসর বয়সে ইহারা পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকে, পুত্র অপেক্ষা বধূর বয়স অধিক হয়। ১০ বৎসরের বালকের সহিত অভাব পক্ষে ১৪ বৎসরের কন্যার বিবাহ হওয়া চাই। ইহা অপেক্ষা অল্পবয়স্কার বিবাহ হয় না, কিন্তু ১৫।১৬৹বৎসরের বেশী বয়স্কা কোন কন্যা অবিবাহিতা থাকে না। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ হইতে সম্বন্ধ স্থির করিবার দিন, বরকর্ত্তা নিজ আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হয়। ইহারা কন্যার মূল্য স্বরূপ চাউল, মদ্য ও ১০।১২টা গরু বা ভেড়া লইয়া আসে। কন্যাপক্ষের পুরোহিত নিজ যজমানের বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ইহাদিগকে অভ্যর্থনা করে। তৎপরে পুরোহিত বরকর্ত্তার প্রদত্ত মদ্য পান করিয়া, বিবাহ-দেবতাকে (প্রজাপতি?) মদ্যাদি উৎসর্গ করিয়া দিয়া থাকে। পরে ইহারা উভয় বৈবাহিকে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে। তৎপরে রাত্রে সকলে কন্যাকর্ত্তার গৃহেই আহারাদি করে। সারা রাত্র নৃত্য, গীত, বাদ্য ও মদ্য চলিতে থাকে। শেষ রাত্রে পুরোহিত বরকন্যার হস্তে হরিদ্রাক্ত সূতা বাঁধিয়া দেয় এবং যে ঘরে ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করে (ঢেঁকীঘর?) সেই ঘরে উভয়কে দাঁড় করাইয়া উভয়ের মুখে হরিদ্রার জল ছিটাইয়া দিতে থাকে। প্রাতঃকাল হইবামাত্র বরের খুড়া ও কন্যার খুড়া বরকন্যাকে স্কন্ধে লইয়া মহাসমারোহে নৃত্যগীতাদি করিতে করিতে বরের বাড়ীর দিকে যাইতে থাকে। কন্যাপক্ষীয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে যায়। পথিমধ্যে বরের খুড়া ও কন্যার খুড়া নিজ নিজ ভার পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া বরের বাটী পলায়ন করে, এদিকে কন্যাপক্ষীয়েরা কন্যাকে না দেখিয়া বরপক্ষীয়ের নিকট কন্যা দেখাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। সমস্ত আমোদ উৎসব বন্ধ হইয়া যায়। উভয়দলে পৃথক্ হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হয়। যুদ্ধও হয়, হতাহতও হইয়া থাকে, তবে কিয়ৎক্ষণ পরে পুরোহিতগণের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটিয়া যায়। কন্যাপক্ষীয়েরা ফিরিয়া আসে। যদি বরকন্যাকে

পথিমধ্যে কোন নদী উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে পুরোহিত বরের বাড়ী গিয়া বরকন্যার গাত্রে রক্ষাবন্ধন শান্তিপাঠ করিয়া জলদেবতার উপদ্রব হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া আসে।

পুত্রের বিবাহ দিবার পর যতদিন পুত্র স্ত্রীসহবাসের উপযুক্ত না হয়, ততদিন বরকর্ত্তারা পুত্রবধুকে স্বগৃহে সমস্ত কাজকর্ম্মের ভার দিয়া দাসীর ন্যায় খাটাইয়া লন, পরে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পুত্র ও পুত্রবধু সংসারের মধ্যে পূর্ণক্ষমতা পাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা বিশেষ একটু সম্মান পাইয়া থাকে। যতদিন স্বামী ছোট থাকে, ততদিন ইহারা স্বামীর উপর বেশ প্রভুত্ব করে। বিবাহকালে বরকর্ত্তা যে সকল দ্রব্য বধূর মূল্যস্বরূপ কন্যাকর্ত্তাকে দিয়া থাকেন, সেইগুলি যখন হউক ফিরাইয়া দিলেই, ইহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, স্ত্রী পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া যায়। যদি স্ত্রী গর্ভবতীও থাকে, তাহা হইলেও কোন আপত্তি হয় না। এইরূপ একবার বিবাহ-বন্ধন কাটিয়া গেলে, সে স্ত্রীতে স্বামীর আর কোন স্বত্ব থাকেনা, কিন্তু সে স্ত্রীও আর দ্বিতীয়-বার বিবাহ করিতে পায় না। স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। ব্যভিচার দোষ ঘটিলেই প্রায় এইরূপে বিবাহ-বন্ধন কাটিয়া দেওয়া হয়, নতুবা অন্য কোন কারণে হয় না। এক পত্নীসত্বে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে কেহ পারে না।

বেশ্যা রাখিবার প্রথা ইহাদের মধ্যে নিন্দার্হ নহে। যাহার স্ত্রী আছে, সে বেশ্যা রাখিতে পায় না, তবে স্ত্রীর অনুমতি লইয়া পারে। এরূপ স্থলে বেশ্যাপুত্রেরাও ঔরস-পিতার বিষয়ের সমান ভাগ পাইয়া থাকে। বেশ্যা রাখিবার প্রথা নিন্দিত না হইলেও ইহাদের মধ্যে বেশ্যার সংখ্যা বড় বেশী নহে বা ব্যভিচার ও বলাৎকারের কথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। এ দোষ কচিৎ কখন দুটা একটা দেখিতে পাওয়া যায়।

পতি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রীরা বড় ভক্তির সহিত সেবা করিয়া থাকে। খাইবার সময় স্ত্রী স্বামীর নিকট বসিয়া খাওয়ায়, গৃহকর্ম্ম সমস্তই নিজ হাতে করিয়া থাকে। যখন ক্ষেত্রের কর্ম্মে স্বামীকে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতে দেখে, তখন দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে উপেক্ষা করিয়া স্বামীর সহিত ক্ষেত্রে গিয়া সাহায্য করিতে থাকে। এ সময় ইহারা কোমরে কাপড় দিয়া সন্তানকে বাঁধিয়া লইয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন যে, অবিবাহিতাবস্থাতে যদি কোন রমণী পুত্রবতী হয়, তাহা হইলেও তাহার বিবাহ হইয়া থাকে এবং সে নিন্দিত হয় না; তবে এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে কেহ সহজে স্বীকৃত হয় না। কন্ধকন্যারা যখন ইচ্ছা করে, তখনই স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে, আর আসিলেই তাহার পিতাকে বিবাহকালীন প্রাপ্ত দ্রব্যাদি ফিরাইয়া দিতে হয় বলিয়া, কন্ধেরা কন্যাসন্তানকে বড়ই ঘৃণা করে। ইহারাও স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করে না, বলে যে, যে নিতান্ত শিশু সেও কুঠারের আঘাত খাইলেও কখন গোপনীয় কথা প্রকাশ করে না, কিন্তু স্ত্রীলোক সহস্র বুদ্ধিমতী হইলেও সামান্য প্রলোভনে পড়িয়াই অতি গোপনীয় কথাও প্রকাশ করিয়া ফেলে।

কন্ধজাতির মধ্যে কোন সামান্য লোকের মৃত্যু হইলে, ইহারা যতশীঘ্র পারে দেহটা পুড়াইয়া ফেলে এবং দশম দিবসে গ্রামের সকলকে ভোজ দিয়া থাকে। সর্দ্দার বা মণ্ডল প্রভৃতি লোকের মৃত্যু হইলে, ইহারা ঢাক ঢোল বাজাইয়া মৃতের অধীনস্থ সমস্ত গ্রামে তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে এবং অন্যান্য গ্রামের মণ্ডল এবং জাতির সর্দ্দারদিগকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়া শব শ্মশানে লইয়া যায়। খুব উচ্চ করিয়া চিতা সাজাইয়া তাহার মধ্যস্থলে ধ্বজা ও জাতিগত নিশান রোপণ করিয়া শব তুলিয়া দেয়। তৎপরে মৃতের পুত্র শবের দিকে পশ্চাৎ করিয়া চিতায় অগ্নি প্রদান করে। এই সময় মৃতের যাবতীয় বস্ত্রাদি, তৈজস ও শস্ত্রাদি আনয়ন করিয়া, একটা চাউলের থলির উপর সাজাইয়া চিতার নিকট রাখিয়া দেয়। তৎপরে যতক্ষণ নিশানটি পর্য্যন্ত ভস্মীভূত না হয়, ততক্ষণ মৃতের আত্মীয়েরা চিতার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে থাকে। তৎপরে মৃতের অধীনস্থ প্রধানেরা মৃতের সেই সকল সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে মান্যের চিহ্ন বলিয়া ভাগ করিয়া লয় এবং ৯ দিন পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে আসিয়া মৃতের বংশের সহিত মিলিয়া চিতাভস্মের চতুর্দ্দিকে নাচিতে ও শোকসঙ্গীত গান করিতে থাকে।

দশম দিনে মৃতের অধীনস্থ সমগ্রজাতি ও গ্রামের প্রধানেরা একত্রিত হয় এবং আপনাদের মধ্যে আর একজন সর্দ্দার বা প্রধান মনোনীত করে। মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রায় মনোনীত হইয়া থাকে।

কন্ধজাতির দুইটি প্রধান গুণ আছে—বিশ্বস্ততা ও সাহস। আতিথেয়তা এই জাতির মধ্যে এতদূর প্রবল যে, তাহা অনুমান করিয়া সহজে বুঝা যায় না। ইহারা বলে—ধন মান জন দিয়াও অতিথিসেবা করিবে। সন্তান অপেক্ষাও অতিথি যত্নের বস্তু। অতিথির বিপদ্ ঘটিলে নিজে প্রাণ দিয়াও তাহা দূর করিবে। কোন গ্রামে যদি কোন বিদেশী পথিক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে গ্রামের প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তারা

তাহাকে ভোজন করাইবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকে। যাহার ঘরে অতিথি আসে, তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। অতিথির যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকিতে পায়। কেহ অতিথিকে "যাও" বলিতে পারে না। যুদ্ধ হইতে পলাইয়া আসিয়া যদি কেহ আশ্রয় চায় বা অত্যন্ত অপরাধে প্রাণদণ্ডের অপরাধীও যদি আসিয়া আশ্রয় চায়, তাহা হইলেও ইহারা আশ্রয় দিয়া থাকে। কাহারও পিতাকে কি কোন আত্মীয়কে বা সন্তানকে হত্যা করিয়া যদি হত্যাকারী আসিয়া যাহার আত্মীয় বা যাহার পিতা, বা যাহার সন্তানকে হত্যা করিয়াছে, তাহারই নিকট আশ্রয় চায়, সেও নিরাপদে আশ্রয় পাইয়া থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে দুষ্টলোকেরা এইরূপে নিজ দুষ্কার্য্যের ফল হইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করে বলিয়া, তাহারা নিয়ম করিয়া লইয়াছে যে, যদি কোন হত্যাকারী আসিয়া এইরূপে আশ্রয় লয়, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ তাহাকে আশ্রয় দিয়া নিজে সপরিবারে বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু তাহাকে কোনরূপ খাদ্যাদি প্রেরণ করে না। আততায়ী যতক্ষণ বাড়ীর মধ্যে থাকে, ততক্ষণ কেহ কিছু বলে না, কিন্তু অনাহারে পীড়িত হইয়া বাটীর বাহির হইলেই সেই গৃহস্থ তাহাকে বিনাশ করিয়া প্রতিশোধ লয়। দুএকস্থলে ইহা নিয়ম হইয়া গেলেও, কন্ধেরা এ প্রথাকে এত ঘৃণা করে যে, এ নিয়মানুসারে কার্য্য ক্বচিৎ কখন দুই একটা ঘটিতে দেখা যায়। যদি কেহ পুত্রশোকেও উন্মত্ত হইয়া এই নিয়মানুসারে কার্য্য করে, তাহা হইলেও সে স্বজাতি মধ্যে ঘৃণিত হইয়া থাকে। এই আতিথেয়তা লইয়া সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বে যুদ্ধ বাধিত। একবার এই সূত্রে এক জাতির সহিত আর এক জাতির যুদ্ধ বাধে। যে দল হারিয়া যায়, তাহারা সকলেই গ্রামত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইল। সে গ্রামের অধিবাসীরা অতিথিদিগকে একবৎসর আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিল। যে জাতি জয়লাভ করিয়াছিল, তাহারা আসিয়া শত্রুকে আশ্রয় দিয়াছে বলিয়া এই জাতির সহিত যুদ্ধ করিল। ইহারা তবুও আশ্রিতকে ত্যাগ করিল না। অবশেষে এক বৎসর গেলে, জেতৃজাতি শত্রুপক্ষের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের গ্রাম ছাড়িয়া দিল। স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বিজিত জাতি জেতৃজাতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল। অমনি আর কি শত্রুতা থাকিতে পারে? দেবভাবপূর্ণহৃদয় কন্ধজাতি সমস্ত শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া বিজিতের জমাজমী যাহা কিছু অধিকার করিয়াছিল, সমস্তই ফিরাইয়া দিল এবং চাষবাস করিবার জন্য আপনাদের শস্য হইতে বীজ প্রদান করিল। এ মহানুভব জাতির পদরেণুর যোগ্য কোন সভ্য কি সভ্যতম জাতিও হইতে পারেন কি?

ইহারা বিশ্বস্ততার জন্যই আজ স্বাধীনতা হারাইয়াছে। ১৮৩৫ সালে যখন গুমসররাজ ইংরাজের বিদ্রোহাচরণ করিয়া ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন যে বংশ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদেরই হস্তে নিজ স্ত্রীপুত্র কন্যা সমর্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইংরাজ গুমসর-রাজের পুত্রকন্যা পাইবার জন্য কন্ধজাতির অনুসরণ করিলে, প্রথমতঃ তাহারা বুঝিতে না পারিয়া ইংরাজকে দেশে প্রবেশ করিতে দেয়। পরে যখন ইংরাজসেনার অভিপ্রায় বুঝিল, তখন আশ্রিতের রক্ষার জন্য আপনাদের বিপদ তুচ্ছ করিয়া, গুমসররাজের পরিবারবর্গকে লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিল; সময়ে সময়ে যুদ্ধে অসংখ্য মরিতে লাগিল, তথাপি আশ্রিতকে শত্রুহস্তে দিয়া "অবিশ্বাসী" বলিয়া গণ্য হইতে পারিল না। শেষে ইহাদের প্রান্তবাসী কোন কুলাঙ্গার হিন্দু-সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজ হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। হিন্দু সর্দ্দার ইংরাজের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সভ্য হইয়াছিলেন কিনা, সেই জন্য অসভ্য কন্ধের শরণাগত-পালন ধর্ম্মটি ভাল লাগিল না। তিনি রাজভক্তি দেখাইয়া "সভ্য" বলিয়া পরিচয় দিলেন।

কৃষিকার্য্য এবং যুদ্ধই ইহাদের মধ্যে সম্মানের কার্য্য। যাহারা কৃষিকার্য্য বা যুদ্ধাদি করে না, তাহাদিগকে ইহারা ঘৃণা করিয়া থাকে। প্রত্যেকের নিজের চাষবাসের জন্য এক একটু জমী আছে, সেই জমী লইয়াই ইহারা সাম্রাজ্য-সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। সেই জমীটুকু রক্ষা করিয়া কাটাইতে পারিলে, ইহারা যতটা সন্তোষ লাভ করে ততটা সন্তোষ বোধ হয়, একজন বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সম্রাটও পান কি না সন্দেহ। প্রত্যেক কন্ধগ্রামে কতকগুলি নীচশ্রেণীর লোক থাকে, তাহারা অপরের দাসত্ব করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক কন্ধগ্রামে কতকগুলি বংশানুক্রমিক তাঁতি (পান বা পানওয়া), কর্ম্মকার (লোহার), কুম্ভকার (কুম্ভার) গোয়ালা (গৌয়ার) ও শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) থাকে। ইহারা গ্রামের মধ্যে স্থান পায় না, গ্রামের প্রান্তদেশে অথবা গ্রামের একধারে এক এক স্থানে এক একটী পল্লী বাঁধিয়া বাস করিতে থাকে। ইহাদের অন্ন কন্ধেরা খায় না বা নিতান্ত দুরবস্থায় না পড়িলে ইহাদের ব্যবসায় পর্য্যন্ত অবলম্বন করে না। এই সকল নিম্নশ্রেণীর জাতি মধ্যে পানওয়ারা বেশী কাজে লাগে। ইহারা গ্রামের

পঞ্চায়ত বসিবার সময় বা যুদ্ধের সময় দূতের কার্য্য করে, উৎসবাদিতে বাদ্যবাজনা সরবরাহ করিয়া থাকে, গ্রামের লোকের জন্য বস্ত্র বয়ন করে এবং আরও অনেক কার্য্য করে। পূর্ব্বে যখন ইহাদের মধ্যে নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এই পানওয়া জাতির মধ্যে এক এক বংশ বংশানুক্রমে স্বগ্রামের জন্ম বলির পাত্র সংগ্রহ করিত। ইহারা আপনাদের জন্য জমী রাখিতে পায় না বা উচ্চ জাতির অবলম্বনীয় অপর কোন কার্য্যও করিতে পায় না। এই জন্য উচ্চ শ্রেণীর কন্ধেরাও ইহাদিগকে একটু দয়ার সহিত ব্যবহার করে। কোন উৎসবাদি উপস্থিত হইলে সকলেই ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং ইহারা হঠাৎ কোন একটা দোষের কার্য্য করিয়া ফেলিলে, কেহ তাহার প্রতিশোধ লইতে চায় না। ইহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যে, ইহারা কন্ধজাতি হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক। আজও ইহাদের উভয় জাতিতে কোনরূপেই বর্ণশঙ্কর-দোষ ঘটে নাই বলিয়া সেই স্বতন্ত্রতা স্পষ্ট বুঝা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারাই এই সকল প্রদেশের আদিম অধিবাসী। কন্ধেরা পূর্ব্বকালে ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া নিজেরা দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছে, আর ইহারা সেই পর্য্যন্ত দাসের ন্যায় তাহাদিগের অধীনে কাল কাটাইয়া আসিতেছে। এই সকল নীচশ্রেণীর মধ্যে কন্ধভাষা ও উড়িয়া ভাষা উভয়ই চলিত। কারণ, ইহারা উভয় জাতির সহিতই সদ্ভাব রাখিয়া উভয়জাতিরই বশীভূত হইয়া আছে।

কন্ধেরা বালককাল হইতেই চাষবাস শিক্ষা করে আর বাল-সুলভ খেলা করিবার সময়ে যুদ্ধাদি শিখিয়া থাকে। ফসল বুনিবার সময় আর কাটিবার সময় ইহারা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া খিচুড়ির ন্যায় একপ্রকার আহার প্রস্তুত করিয়া খাইয়া মাঠে চলিয়া যায়; এই খিচুড়িতে দাইল, চাউল এবং ছাগল বা শূকরের মাংস থাকে। ক্ষেত্রের নীহার শুকাইতে না শুকাইতে ইহারা গিয়া লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করে এবং অবিশ্রামে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিতে থাকে। যখন বন জঙ্গল কাটিয়া নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তখন দ্বিপ্রহরে কতকটা বিশ্রাম লয় আর সেই অবকাশে আহার করে। অন্য সময়ে ইহারা তিনটা পর্য্যন্ত খাটিয়া, নিকটবর্ত্তী কোন নদীতে স্নান করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিয়া আহার করে। এই সময়ে ইহাদের একটা ঝোল হইয়া থাকে, তাহাতে দোক্তার রস দেয়।

গ্রামপত্তনের জন্য জমী নির্ণয়ে ইহারা বড়ই যত্ন লয়। প্রায়ই পাহাড়ের কোলে বা বহু বৃক্ষলতাকীর্ণ স্থানে উচ্চ ভূমিতে গ্রাম বসাইয়া থাকে। প্রতি গ্রামে দুইসারি গৃহ নির্ম্মাণ করে। মধ্যস্থলে গ্রাম্য পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়। এই পথের দুইদিকেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত দৃঢ় কপাট দিয়া বন্ধ করা থাকে। প্রায় সকল গ্রামের মধ্যস্থলেই প্রধানের আবাসবাটী নির্ম্মিত হয়। গ্রামপত্তনের সময় ইহারা গ্রামের মধ্যস্থলে একটি কার্পাসবৃক্ষ রোপণ করিয়া গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীদেবতার নামে উৎসর্গ করে। এই বৃক্ষের নিম্নেই প্রধানের আবাসবাটী বাঁধা হয়। বৃক্ষটি ইহাদের নিকট দেবতুল্য পূজিত হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পূর্ব্বোক্ত পথের মুখ দুইটির নিকট বাস করে।

ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে কন্ধজাতীয় কোন লোক মুদ্রা-ব্যবহার জানিত না। ব্যবসায় বাণিজ্যও ইহাদের মধ্যে বড় কিছু ছিল না। মুদ্রাব্যবহারের সর্ব্বপ্রথম পন্থা কড়ির ব্যবহারও ইহারা জানিত না। ইহাদের ক্রয়বিক্রয়ের কার্য্য বিনিময়ে সম্পন্ন হইত। মেষ বা গরু দিয়াই অধিক পরিমাণ মূল্যের আদান প্রদান হইত। অন্যান্য স্থলে চাউল, দাইল ইত্যাদির বিনিময়ে মূল্যাদি লওয়া দেওয়া হইত; এরূপ বিনিময়ের হিসাবাদি বড়ই জটিল।

যুদ্ধে ইহাদের সাহস অপরিসীম। যুদ্ধস্থলে ইহারা স্ব স্ব সর্দ্দারের নিকট যেরূপ বাধ্য হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

কন্ধেরা উচ্চতায় হিন্দুদিগের মত। ইহাদের সুগঠিত শরীর, দৃঢ় মাংসপেশী, দ্রুতপাদক্ষেপ, বিস্তৃত ললাট, পূর্ণায়ত ওষ্ঠাধর দেখিলে ইহাদিগকে বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের কথাও বেশ মিষ্ট ও সরস, সুতরাং ইহাদের সঙ্গে মিশিলে বেশ আমোদ পাওয়া যায়। যুদ্ধে ইহারা বড়ই ভয়ানক হইয়া উঠে। ইহাদের যুদ্ধের বা উৎসবের বেশভূষা একই প্রকার। লম্বা চুলগুলি জড়াইয়া মাথার দক্ষিণ পার্শ্বে খোঁপার মত ঝুটি বাঁধে এবং তাহার উপর পক্ষীর পালকের মুকুট পরিধান করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সর্দ্দারেরা কয়েকজন দ্রুতগামী পানওয়ার হস্তে তীর দিয়া এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। দূতের হস্তে তীর দেখিলে ইহারা যুদ্ধের সংবাদ বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উভয়দলে জয়লাভাশায় পৃথ্বীদেবতার নিকট এক একটি নরবলি মানসিক করে। এতদ্ভিন্ন ইহাদের যুদ্ধেরও একটিও দেবতা আছে, তাঁহার নিকটেও মানসিক করে যে, "যুদ্ধে জয় হইলে তৎক্ষণাৎ এই যুদ্ধস্থলেই তোমার নামে ছাগল আর পক্ষী বলি দিব।" ইহারা উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ

করিয়া যতক্ষণ কোন এক দল সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত না হয়, ততক্ষণ যুদ্ধ ত্যাগ করে না। দিনের পর দিন ইহারা নূতন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে, শেষ না হইলে পরদিনের অপেক্ষা করিয়া মহা উৎকণ্ঠায় রাত্রি যাপন করে। প্রথম দিন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যদি শেষ না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়দিন যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে একখানি রক্তমাখা কাপড় পাতিয়া দিয়া উভয়দলের যোদ্ধাগণকে উত্তেজিত করে। দুইদলের পশ্চাতে উভয় পক্ষীয় বৃদ্ধেরা এবং স্ত্রীকন্যারা অস্ত্র শস্ত্র ও খাদ্যাদি লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে অস্ত্রাদি ভগ্ন বা অনাটন হইলে, কি যোদ্ধাগণের তৃষ্ণাদি পাইলে, ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইয়া দেয়। যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রথমে হত হয়, উভয় পক্ষীয় বীরেরাই আগ্রহ সহকারে আপন আপন যুদ্ধকুঠার তাহার রক্তে ডুবাইয়া লয়, আর যে ব্যক্তি তাহাকে বধ করে, সে হতযোদ্ধার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া লইয়া অতিশীঘ্র স্বদলের পশ্চাতে আসিয়া পুরোহিতের নিকট প্রদান করে। পুরোহিতেরা এই হস্তকে যুদ্ধ-দেবতার অতি প্রিয়বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। শুদ্ধ প্রথম হত যোদ্ধার হস্তই নহে, যখন যে কেহ পড়িবে, তখন তাহারই দক্ষিণ হস্ত হন্তা কর্তৃক স্বদলের পুরোহিতকে প্রদত্ত হইবে। এইরূপে যতদিন যুদ্ধ চলে, তাহার প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে প্রত্যেকদলের পশ্চাতে হতবীরের দক্ষিণ হস্তের রাশী হইয়া উঠে। ইহাদের যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে একপ্রকার বক্রাগ্র তরবারী, তীরধনু, দোহাতিয়া-কুঠার আর পাথর ছুঁড়িবার গুরুল-ধনুক ব্যবহৃত হয়। কন্ধেরা কোনরূপ ঢাল লইয়া যুদ্ধ করাকে ঘৃণা করে। কুঠারের বাঁটে ইহারা ঢালের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ধনু হইতে তীর নিক্ষিপ্ত হইলে যদি সেই তীর ভূমিস্পর্শ করিয়া আবার ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া দৃষ্টি-রেখার নিম্ন দিয়া লক্ষ্য বেধ করে, তাহা হইলে সেইরূপ লক্ষ্য ভেদকেই ইহারা শ্রেষ্ঠ-শিক্ষা বলিয়া প্রশংসা করে। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কখন কোন কন্ধবীর নিজ কৌশল বা বলের প্রশংসা করে না বা শুনে না। সকলেই যুদ্ধদেবতার কৃপায় জয় হইয়াছে, ইহাই দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

সভ্যজাতির লোভজনক এতগুলি সদ্‌গুণ কন্ধদিগের আছে বটে, কিন্তু তাহাদের পানদোষ বড়ই প্রবল। মহুয়াফুলের মদ তাহাদের প্রতি উৎসবে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মদ ভিন্ন গ্রামের কোন উৎসব, ব্যক্তিগত কোন সংস্কার সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস আছে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা মদ ব্যবহার করে না, কেবল কোন কোন উৎসবে অনুরোধবশতঃ জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া দেয় মাত্র। স্ত্রীলোকে মদ্যপান করিলে সমাজে নিন্দনীয়া হইয়া থাকে। যখন মহুয়াফুল ফুটিতে থাকে, তখন কন্ধদিগের বড়ই দুর্দ্দশা হয়, নূতন মধুর নূতন মদ খাইয়া ঘাটে, মাঠে, পথে, দলে দলে পুরুষেরা অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, আর স্ত্রীলোকেরা গৃহসংসারের কার্য্য সারিয়া ইহাদের শুশ্রূষা করিতে থাকে।

দোষগুণ লইয়া কন্ধদিগের চরিত্র মোটের উপর এইরূপ দাঁড়াইতেছে;—একদিকে ইহাদের ঐকান্তিকী স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সর্দ্দারগণের বাধ্যতা, অটল-প্রতিজ্ঞা, সাহস, আতিথেয়তা, অকৃত্রিম বন্ধুতা এবং পরিশ্রমশীলতা, অপরদিকে একমাত্র পানদোষ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। দু একটি ক্ষুদ্র বিভাগ ব্যতীত আর কোথাও চৌর্য্য বা দস্যুতা বলিয়া একটা অপরাধ নাই, আর কচিৎ কখনও কাহারও নামে ব্যভিচারের অভিযোগ ব্যতীত সমস্ত কন্ধজাতির মধ্যে আর কোনরূপ পাপ আছে কিনা সন্দেহ।

কন্ধদিগের ধর্ম্ম ও দেবতা।—কন্ধদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা কিছু আছে, তাহার মধ্যে বলিই প্রধান। ইহাদের দেবতার সংখ্যাও অনেক এবং জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পাতালে সকল স্থানেই ইহাদের দেবতা আছে। সকল দেবতারই নিকট জীববলি হইয়া থাকে। এই সকল দেবতাদের মধ্যে ৩টী শ্রেণী আছে। প্রথমশ্রেণীর দেবতা ১৪টী—(১) বেরা পেনু—পৃথ্বীদেবতা, (২) লোহা পেনু—লৌহদেবতা বা যুদ্ধদেবতা, (৩) নাদ্‌জু পেনু—গ্রামাধিষ্ঠাতা, (৪) বেয়েলা পেনু—সূর্য্য এবং দানজু পেনু—চন্দ্র, (৫) সান্দে পেনু—সীমা-দেবতা, (৬) জুগা পেনু—বসন্তরোগের দেবতা (শীতলা?), (৭) সোরু পেনু—পর্ব্বত-দেবতা, (৮) জোরি পেনু—নদী-দেবতা, (৯) গাস্‌সা পেনু—বন-দেবতা, (১০) মুণ্ডা পেনু—পুষ্করণী-দেবতা, (১১) সুগু বা সিদ্‌রোজু পেনু—নির্ঝর-দেবতা, (১২) পিদ্‌জু পেনু—বৃষ্টি-দেবতা, (১৩) পিলামু পেনু—শীকার-দেবতা ও (১৪) গারী পেনু—জন্মদেবতা। এই সকল দেবতাই কন্ধগণের ভাগ্যবিধাতা। ইহার মধ্যেও আবার বেরা পেনু, লোহা পেনু ও নাদ্‌জু পেনু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ইহাদের পরই সূর্য্য, চন্দ্র, এবং সীমা, নদী, বন, পুষ্করণী, নির্ঝর ও বৃষ্টিদেবতা গণনীয়। তৎপরে শীকার-দেবতা, বসন্তরোগের দেবতা এবং জন্ম-দেবতা পূজিত হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা ১১টী—(১) পিতাবল্লী—আদিপিতৃদেব, (২) বান্দরি পেনু, (৩) বাহ্‌মন পেনু, (ব্রাহ্মণ?) (৪) বাহ্‌মুণ্ডী পেনু, (৫) ডুঙ্গরি পেনু, (৬) সিঙ্গা পেনু,

(৭) দমোসিংহীয়ানী, (৮) পতারঘর, (৯) পিঙ্গাই, (১০) কন্ধালী ও (১১) বলিন্দা সিলেন্দা। ইহার মধ্যে "পিতাবল্দীর" একপ্রকার প্রতিমা করিয়া রাখে। হিন্দুরা যেমন বিল্ব, বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে একখণ্ড প্রস্তরে সিন্দুর চন্দনাদি মাখাইয়া শিব, ষষ্ঠী, ধর্ম্ম প্রভৃতির প্রতিমা কল্পনা করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহারাও বনমধ্যে একটা বৃহৎবৃক্ষের নিম্নে একখানা প্রস্তরে হরিদ্রা মাখাইয়া রাখিয়া আদিপিতৃদেবের প্রতিমা-কল্পনা করিয়া থাকে। বনবাসী লোকেরা বলে যে, যে স্থানে এই প্রতিমা স্থাপিত হয়, সেইখানে পূর্ব্বে উক্ত দেবতা সময়ে সময়ে আবির্ভূত ও ভূমধ্যে অন্তর্হিত হইতেন। বান্দরী পেন্নুরও প্রতিমা আছে, কিন্তু তাহা যে কিসে প্রস্তুত; তাহা কেহ আজিও নির্ণয় করিতে পারে নাই—ইহা কাষ্ঠ, প্রস্তর বা লৌহাদি কোন ধাতুই নহে। ডুঙ্গরি পেন্নুর পূজা বৎসরে একবার মাত্র হইয়া থাকে। প্রত্যেক বংশের লোকে বৎসরে একবার একত্রিত হইয়া, একটা উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া, এই দেবতার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করে যে, "পিতৃপুরুষেরা যে ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তোমার প্রসাদে সেইরূপ কাটাইয়া যাইতে পারি, আর আমরা যেমন কাটাইয়া যাইব, সেইরূপে যেন আমাদের সন্তানেরাও কাটাইতে পারে।" সিঙ্গা পেন্নু—সংহার দেবতা, ব্যাঘ্রই ইঁহার মূর্ত্তি এবং পৃথিবী মধ্যে এই দেবতাই লৌহরূপে অবস্থিতি করে। কন্ধেরা যুদ্ধে লৌহ অস্ত্র ব্যবহার করে, ব্যাঘ্রের মুখেও অনেকে বিনষ্ট হয় বলিয়া, বোধ হয়, এই দুইটাকে সংহার-দেবতার মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছে। এই দেবতারও প্রতিমূর্ত্তি আছে। কন্ধদিগের বিশ্বাস যে, যে বৃক্ষের নিম্নে এই দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার অতি অল্পদিন পরেই মরিয়া যায়, এবং যে পুরোহিত এই দেবতার পূজার জন্য নিয়মিতরূপে পূজক নিযুক্ত হন, তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার পর আর বাঁচিবার আশা করিতে পারেন না। এইজন্য কেহই ৪ বৎসর ইঁহার পূজায় অগ্রসর হয় না। এই দেবতার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অনেক কন্ধ হিন্দুদের কালীদেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছে। কন্ধের জাতীয়-দেবতারা জাতীয়-পুরোহিতের হস্তে পূজিত হইয়া থাকে এবং কালীপূজার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। কন্ধগণের জাতীয় দেবতারা অধিকাংশই পৃথিবীতে বা পাতালে বাস করে বলিয়া কন্ধপুরোহিতেরা সময়ে সময়ে ভূমিতে "ফাটা" দেখিলেই যজমানদিগকে ডাকিয়া দেখাইয়া বলে যে, এ ফাটার ভিতর দিয়া দেবতার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। একমাত্র বেরা পেনু বা পৃথিবী-পূজার দিনই সমগ্র কন্ধজাতি একত্রিত হইয়া থাকে এবং ইহার পূজায় বলি দিতেই হইবে। কন্ধজাতির মধ্যে ইনিই প্রধান দেবতা, স্বভাবের উৎপাদিনী শক্তি, সর্ব্বমঙ্গলালয়, ও সমস্ত ভুবনের স্রষ্টা। ইঁহার এক স্ত্রী আছে, তাহার নাম তারা দেবী। বেরা পেনু নিরীহ দেবতা, কখন কাহারও কোনরূপ অপকার করেন না, কিন্তু তারাদেবী ঠিক তাহার বিপরীত। কন্ধেরা বলে এই তারাদেবীর জন্যই মনুষ্য সমাজে যাবতীয় দোষ বা পাপ প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাদের মতে সৃষ্টির আরম্ভ এইরূপ;—কোন সময়ে বেরা পেনু দেখিলেন যে তাঁহার পত্নী আর তাঁহাতে সেরূপ ভক্তিমতী নাই, সুতরাং তিনিও তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া স্থির করিলেন যে, পৃথিবীকে উদ্ভিজ্জশালিনী করিয়া তাহাতে জীব সৃষ্টি করিবেন। এই জীবেরা তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও আহারদাতা বলিয়া ভক্তি করিবে, তাহা হইলে তিনি পত্নীর নিকট যে ভক্তিটুকু পাইতেছেন না, তাহাও তাঁহার পাওয়া হইবে। ইহার পরেই পৃথিবীতে প্রথমে উদ্ভিদ্ হইল, তৎপরে জীবকুলও হইল। মনুষ্যজাতি নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইল, কাজেই ইহাদের সহিত বেরা পেনুর দেখা সাক্ষাৎ ও কথোপকথন অবাধে চলিত, আহারের জন্য পরিশ্রম করিতে হইত না, পৃথিবী বিনা চেষ্টায় বিনা কৃষিকার্য্যে আপনা হইতেই অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন করিতেন এবং সর্ব্বত্র নিরাপদ ও শান্তি ছিল। ইহারা সে কালে উলঙ্গ থাকিত, কিন্তু নিজের উলঙ্গাবস্থা বুঝিত না। শেষে তারা দেবী ইহাদের সুখে হিংসাপরায়ণা হইয়া, ইহাদের মনে পাপের সঞ্চার করাইয়া দিলেন। যাহারা এই সময়েই তারাদেবীর প্রলোভন হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারিয়াছিল, তাহারা একপ্রকার দ্বিতীয়শ্রেণীর দেবতা বলিয়া গণ্য হইল এবং যাহারা পাপাসক্ত হইয়া পড়িল, তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার পাইল। মানব পাপাশ্রিত হইয়া বড়ই বিষম অবস্থায় পড়িল। পৃথিবী আপনা হইতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন করা বন্ধ করিলেন। পূর্ব্বে মানুষের মৃত্যু ছিল না। তাহারা আকাশে পক্ষীর মত উড়িতে ও জলের উপর দিয়া হাঁটিতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আর সে ক্ষমতা রহিল না, সকলেই মৃত্যুর বশীভূত হইয়া পড়িল। এই সমস্ত ঘটনা ঘটিলে তারাদেবী ও বেরা পেনুর মধ্যে বিবাদ ঘটিল। সে বিবাদের বলে, মনুষ্যের মধ্যেও দুই-দেবতার দুইদল উপাসক হইল। বেরা পেনুর উপাসকেরা

বলে যে, বেরা পেন্থু তারাদেবীকে একটি শাপ দেন যে, "তোমার স্বজাতীয়েরা (স্ত্রীলোকেরা) প্রতি কল্পে সন্তান ধারণ ও প্রসব করিবে।" তারা-উপাসকেরা বলে যে, "মায়াবিনী তারাকে পরাস্ত করিতে পারেন, এমন ক্ষমতা বেরা পেন্থুর নাই। তারাদেবীকে উপাসনায় তুষ্ট করিতে পারিলে মনুষ্যের দুর্ভাগ্য দূর হয়, সুতরাং ইনিই সর্ব্বাগ্রে পূজ্যা।"

বেরা পেন্থু ও তারাদেবীর এ বিবাদ বড় বেশী দিন রহিল না; মিলন হইলে ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হইল। ইহারাও ছয়জনে দেবতা বলিয়া গণ্য—(১) পিদ্‌জু পেন্থু—বৃষ্টি বা জল-দেবতা, ইহার কৃপায় ক্ষেত্রে বৃষ্টি হইয়া থাকে, বুরভি পেন্থু—বসন্ত-ঋতু-দেবতা, ইহার কৃপায় বৃক্ষে নূতন পত্র ও রস সঞ্চার হয়; পিত্তবি পেন্থু—লাভ ও বৃদ্ধি-দেবতা; কলম্ব বা পিলামু পেন্থু—শীকার-দেবতা; লোহা পেন্থু—লোহ বা যুদ্ধ-দেবতা এবং সুন্দি বা সান্দে পেন্থু—সীমা-দেবতা। ডিঙ্গা পেন্থু নামে বেরা পেন্থুর আর একটি পুত্র আছেন, তিনি হিন্দুদের যমের ন্যায় মৃত ব্যক্তির পাপপুণ্যের বিচার করেন।

এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর দেবতা আছে, তাঁহারা মায়ামুক্ত আদিমমনুষ্য। তাঁহারা গৃহ, বন, নদী, পর্ব্বত, গুহা ও উদ্যানাদির অধিষ্ঠাতৃরূপে পূজা পাইয়া থাকেন।

বেরা ও তারাদেবীর বাসস্থান স্বর্গ। ডিঙ্গা সমুদ্র পারে একটি পর্ব্বতের উপরে থাকেন—ইহাদের মতে এই পর্ব্বত হইতে সূর্য্যোদয় হয়। মরিলে জীবকে এই সমুদ্র বৈতরণীর পার হইয়া যাইতে হয়। ইহারা এই পর্ব্বতকে গৃপস্বলী বা লক্ষপর্ব্বত বলে। অন্যান্য দেবতারা পৃথিবীতে বাস করেন, কিন্তু মানুষে কাহাকেও দেখিতে পায় না,—পশু পক্ষীরা দেখিতে পায়। উৎসর্গের দ্রব্যাদি খাইয়াই ইহাদের দেবতাদের চলে, তবে কখন কখন নিজেরাও আহারান্বেষণে পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন। কৃষকের ক্ষেত্রে যদি রাঁড়া শিস বা ফুল হয়, তাহা হইলেই ইহারা সিদ্ধান্ত করিয়া লয় যে, কোন দেবতা আসিয়া তাহার শস্য লইয়া গিয়াছেন।

ইহারা প্রতি পূজায় বলি দিয়া থাকে। যে পূজায় বলির আবশ্যক হয় না, ব্যবহার বশতঃ সে সকল পূজাতেও শূকরহত্যা করে। শূকর ইহাদের নিকট বলি বলিয়া গণ্য নয়; প্রত্যেক পূজোপকরণের অঙ্গ মাত্র।

ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলি পৃথ্বী-দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া থাকে। পৃথ্বী-দেবতার দুইপ্রকারে পূজা হইয়া থাকে। সমগ্র জাতি একত্র হইয়া একপ্রকারে পূজা করে, আবার প্রত্যেক গৃহস্থও নিজ নিজ স্বার্থের জন্য পূজা দিয়া থাকে। নরবলি ব্যতীত অন্য বলিও ইহাকে দেওয়া হইয়া থাকে। আবাদের সময় ও ফসল কাটিবার সময়ই বলি দিবার নিয়ম, এই সময়ে সামান্য বলিই দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে কেবল যদি মারীভয় বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত অথবা সমগ্রজাতির প্রতিনিধিস্বরূপ প্রধানের সংসারে কোন-রূপ অকস্মাৎ বিষম বিপদ্ ঘটিত, তাহা হইলেই নরবলি দেওয়া হইত। সাধারণ লোকেও নিজ নিজ সংসারিক বিষম দুর্ঘটনার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও নরবলি দিত। যখন কাহা-কেও ব্যাঘ্রে খাইত তখন তাহার পরিবারবর্গের বিশ্বাস হইত যে পৃথ্বীদেবতার একটি নরবলি প্রয়োজন হইয়াছে। যদি তৎক্ষণাৎ বলিপাত্র সংগৃহীত না হইত, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ একটি ছাগলের কাণ কাটিয়া সেই রক্ত ভূমিতে ছড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিত যে এক বৎসরের মধ্যে একটি নরবলি দিবে। কেহ কেহবা নিজ পুত্রের কাণ কাটিয়া সেই রক্ত দিয়া ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিত। যদি এক বৎসরে বলিপাত্র সংগৃহীত না হইত, তবে গৃহস্থ নিজের একটি পুত্র দিয়া দেবঋণ শোধ করিত।

এই সমস্ত দেবতার পূজা সময়ে সময়ে বা নির্দ্দিষ্টকালে হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য দেবতাদিগকে উৎসর্গ করা হয়, তাহার প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে।

ইহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু আত্মাকে ৪টি ভাগ করিয়া লয়, আত্মার প্রথমাংশ নিজকৃত সুকর্ম্মের জন্য সুখভোগ করে, দ্বিতীয়াংশ দুঃখভোগ করে, তৃতীয়াংশ পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্থাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইহাদের প্রতি গ্রামে পুরোহিত আছে। কেবল বেরা-পেন্থু বা তারাদেবীর পূজাকালেই পুরোহিতের আবশ্যক হয়। গৃহস্থের কোন কর্ম্মে বা অন্যান্য দেবপূজায় প্রতি গৃহস্থের গৃহকর্ত্তাই পুরোহিতের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না;—কোন কোন বংশবিশেষ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কোন কোন দেবতাবিশেষের পূজক ছিল, কিন্তু আজ কাল কেবল বেরা পেন্থু ও তারাদেবীর পূজা ব্যতীত পুরোহিত নামে স্বতন্ত্র লোক নাই। তারা ও বেরার পূজকেরা যুদ্ধ করিতে পায় না, সাধারণ লোকের সহিত একত্রে বা যাহার তাহার প্রস্তুত খাদ্যাদিও ভোজন করিতে পায় না। এই পুরোহিত যে কেহ হইতে পারে, কিন্তু পুরোহিত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হয় যে, স্বয়ং দেবতাই তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া নিজ পুরোহিত-পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। পুরোহিতগণের কোনরূপ বৃত্তি নাই, কেবল

দক্ষিণার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়, তবে তাঁহাধারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়া, যদি কেহ পারিতোষিক বা পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু দেয় তবে তাহাও লইতে পারে। হিন্দুপুরোহিতেরা ইহাদের মধ্যে ওঝার কার্য্য করে, উপদেবতার আবির্ভাবে তাহারা আসিয়া ঝাড়-ফুক করিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক দৈবজ্ঞের কার্য্যও করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর উড়িয়ারাই এই দৈবজ্ঞ হয়, কিন্তু কর্কপট্ট ও ঝুমকা নামক স্থানে কন্ধদৈবজ্ঞও দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িয়া দৈবজ্ঞেরা (জানি বা দেশোরী) পঞ্জি ব্যবহার করে; কিন্তু কন্ধদৈবজ্ঞেরা শরীরগত লক্ষণালক্ষণ দেখিয়াই মানবের শুভাশুভ নির্দ্দেশ করে। উড়িয়া দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে পৃথ্বীদেবতা ও যুদ্ধদেবতার নিকট নরবলি হইত। বেরা পেন্নুর উপাসকেরা বেরা পেন্নুকেই পৃথ্বী-দেবতা বলে, আর তারাদেবীর উপাসকেরা "তারাকেই" পৃথ্বীদেবতা বলে। ফলে, পৃথিবীর উদ্দেশ্যে নরবলি দিবার সময় উভয় দলেই একত্র হইত বটে, কিন্তু বেরা উপাসকেরা মনে মনে নরবলি দেওয়ার প্রথাকে বড়ই ঘৃণা করিত। তারা উপাসকেরা বলে যে, পূর্ব্বে পৃথিবী বড় কঠিন ও আবাদের অনুপযুক্ত ছিল, কোথাও উর্ব্বরতা ছিল না। তারা নিজ ভক্তগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া একটা ক্ষেত্রের উপর নিজ রক্ত ছড়াইয়া দেন, তাহাতেই পৃথিবীর উর্ব্বরতা জন্মে এবং সেই সময় হইতেই তাঁহার উদ্দেশে ফসল আবাদের সময় ও কাটিবার সময় নরবলি দেওয়া চলিত হয়। কেহ কেহ বলে যে, পৃথিবীর কঠিনতা ও অনুর্ব্বরতা দেখিয়া সকলে পৃথ্বীদেবতার নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। তিনি তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিয়া দিলেন যে, "প্রত্যেক ক্ষেত্রে মনুষ্য রক্ত ছিটাইয়া দাও।" সকলে ফিরিয়া আসিয়া একটি বালক বলি দিয়া সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিল। দেবতা পুনরায় আদেশ দিলেন যে এই প্রথা তাহারা চিরকাল অবলম্বন করিবে। তখন হইতেই নরবলি চলিত হয়।

নরবলির নাম মেরিয়া উৎসব। মেরিয়া উড়িয্যাভাষার কথা, অর্থ—বলিপাত্র। কন্ধভাষায় বলিপাত্রের নাম টৌকি বা কেন্দি। পান বা পানওয়া জাতীয় লোকেরাই এই বলির পাত্র সংগ্রহ করিত, অর্থ দিয়াই ক্রয় করা নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু অধিকস্থলে চুরী করিয়াই আনিত। কখন কখন বা বলিপাত্র না পাইলে, জানিয়া শুনিয়াও ইহারা নিজ সন্তানকে পর্য্যন্ত প্রদান করিত।

বলির জন্য যে কোন জাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই নির্ব্বাচিত হইতে পারিত, কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকবালিকারাই বলির জন্য সংগৃহীত হইত। পানেরা নানাস্থান হইতে বলিপাত্র সংগ্রহ করিত, সময়ে সময়ে একবারে কতকগুলি ধরিয়া আনিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিত। যতদিন তাহারা থাকিত, ততদিন গ্রামের সকলেই তাহাদের উপর সাদর ব্যবহার করিত, আপনারা সর্ব্বদা যেরূপ আহারাদি করিত, তাহা অপেক্ষা ভাল ভাল দ্রব্য খাইতে দিত। বালকবালিকারা স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বেড়াইতে পারিত, কিন্তু অল্পবয়স্ক যুবক যুবতীরা বাটির বাহিরে যাইতে পারিত না। সময়ে সময়ে ইহারা বলির নিমিত্ত আনীত যুবক যুবতীকে একত্র রাখিয়া সহবাস করিতে দিত। এই গর্ভে যে সন্তান জন্মিত, তাহারাও ভবিষ্যতে বলির জন্য ব্যবহৃত হইত।

বলির ১০।১২ দিন পূর্ব্বে ইহারা নির্ব্বাচিত বলিপাত্রের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দিত এবং সমস্ত গ্রামবাসী একত্র হইয়া স্নান করিয়া বলিপাত্রকে লইয়া পুরোহিতের পবিত্র আশ্রমে গমন করিত। পুরোহিত এই সময়ে দেবতাকে জানাইয়া রাখিতেন যে, বলি প্রস্তুত হইতেছে। পুরোহিতের আশ্রমে তৎপরে ৩ দিন উৎসব হইত। অবাধে নৃত্য, গীত, মদ্যপান, এবং আহারাদি চলিত। এই উৎসবের পর বলি দিবার ঠিক পূর্ব্বদিন বলিপাত্রকে তাহার পূর্ব্বরাত্রি হইতে উপবাসী রাখিত এবং প্রাতঃকালে বেশ পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইয়া নববস্ত্র পরাইয়া দিত। তৎপরে নৃত্য করিতে করিতে সকলে মিলিয়া পুরোহিতের সঙ্গে তাহাকে বলিস্থানে লইয়া যাইত। কোন পুরাতন বনের কিয়দংশ এই উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত করিয়া রাখিত, কেহ কখন ইহার বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া কুঠারাঘাতে কলঙ্কিত করিত না; লোকের বিশ্বাস ছিল এখানে উপদেবতা বাস করে। এই বলিস্থানের ঠিক মধ্যস্থলে একটা খোঁটা পুঁতিত এবং খোঁটার দুইপার্শ্বে সেই দেশের পাস্কিশার নামক কাঁটাগাছ লাগাইয়া দিত। পুরোহিত তৎপরে খোঁটার গায়ে বালককে বসাইয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া হলুদ তৈল মাখাইয়া দিত। কন্ধদিগের বিশ্বাস ছিল, এই তৈল-হরিদ্রা বা সেই দিনকার বলির পবিত্র অঙ্গস্পৃষ্ট কিছু না কিছু দ্রব্য অতি পবিত্র, সুতরাং উপস্থিত প্রত্যেক লোক উহার কিছু না কিছু লইবার জন্য মহা আগ্রহ প্রকাশ করিয়া হুড়াহুড়ি করিত। সে দিনও বলি সারারাত্র এইরূপ বাঁধা থাকিত; অন্যান্য উপস্থিত লোকেরা আবার আহারাদিও নৃত্য-গীত করিতে প্রবৃত্ত হইত। পরদিন বেলা দুইপ্রহর পর্য্যন্ত এই আমোদ চলিত। পরে সকলে শান্ত হইয়া কেবল

গান করিতে করিতে বলি দিবার জন্ত প্রস্তুত হইত। বলিকে বাঁধিয়া হত্যা করি নাই বলিয়া তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া দিত বা অহিফেন সেবন করাইয়া নেশায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। পরে পুরোহিত দেবতার নিকট শস্তের, পুত্রকন্তার, গবাদি পালিতপশুপক্ষীর মঙ্গলপ্রার্থনা এবং সর্পব্যাঘ্রাদির সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্তও তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার হইবার জন্ত প্রার্থনা করিত। দর্শকেরাও এই সময়ে সকলে স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত প্রার্থনা করিত। পরে পুরোহিত সাধারণের মধ্যে এই বলি দিবার ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়া ইহার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিত। তৎপরে পুরোহিত ও বলিপাত্রে তর্কবিতর্ক চলিত। পুরোহিত বলিকে বলিত, একজনের প্রাণ লইলে যদি এতগুলি লোকের উপকার হয়, সমস্ত দেশের উপকার হয়, আর যখন এই জন্তই তাহাকে ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে তখন সে আর কি বলিয়া অনুযোগ করিবে। বলি বলে,—আমাকে ভুলাইয়া আনা হইয়াছে, আমার দাসত্ব করিতে হইবে বলিয়া আনা হইয়াছে। আমি নিজে আত্মবিক্রয় করি নাই, অপরে আমাকে বিক্রয় করিল কিরূপে—ইত্যাদি। শেষে পুরোহিত কোনরূপে তাহাকে বুঝাইয়া দিত। ইহার পরই পুরোহিত গ্রামের দুই এক জন প্রধানের সহিত একটা গাছের কাঁচা ডাল কাটিয়া মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিত এবং সেই চেরা-ফাঁকে বলির গলা পুরাইয়া দিয়া যে দিকে দুইটা মাথা ফাঁক হইয়া থাকে, সেই দিকে দড়ি বাঁধিয়া, পুরোহিত ও প্রধানেরা মিলিয়া কসিয়া বাঁধিত পরে পুরোহিত স্বয়ং কুঠার দিয়া গলা কাটিয়া ফেলিত। এইরূপ গলা কাটিবার পূর্ব্বেই সকলে মিলিয়া বলিকে বলিত যে, দেবতার প্রীত্যর্থ আমরা তোমাকে অর্থ দিয়া কিনিয়া আনিয়াছি, অতএব তোমাকে মারিলে সে পাপ যেন আমাদের হয় না। তৎপরে দর্শকেরা মস্তক ও উদর ব্যতীত শরীরের প্রত্যেক অংশের মাংস হাড় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া অবশিষ্টাংশ পরদিন পুড়াইয়া ফেলিত। চিতার উপর একটা মেষ বলি দেওয়া হইত, চিতার ছাই লইয়া সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিত এবং সেই ছাই গুলিয়া মরাই ও গৃহাদির মেঝের লেপিয়া দিত; ইহার পর বলির পিতাকে বা সংগ্রহকারকে একটা ষাঁড় উপহার দিয়া, অন্ত একটা ষাঁড় মারিয়া সকলে মিলিয়া মহা আনন্দে একত্র আহারাদি করিত। এই ভোজের পর উৎসব শেষ হইত। এক বৎসর পরে, পর বৎসরের সেইদিন তারা দেবীর উদ্দেশে একটা শূকর বলি দেওয়া হইত।

কোন কোন জেলায় বলিকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিত। প্রবাদ ছিল যে, বলির চক্ষে যত জল পড়িবে পৃথিবীতে সুবৃষ্টি তত বেশী হইবে। চিন্নাকেনেডি নামক স্থানে বলিকে টানিয়া লইয়া অর্দ্ধমত্ত কন্ধেরা চীৎকার করিতে করিতে হাড় হইতে মাংস লইয়া শস্তের সহিত মিশাইয়া রাখিত, ইহাতে নাকি আর শস্তে পোকা লাগিত না। মাজিদেশে (বোদ ও পাটনার মধ্যে) বলির দিন কন্ধেরা হাতে ধাতুনির্ম্মিত ভারি ভারি বলয় পরিয়া (এ বালা এই সময় কিনিতে পাওয়া যাইত) সেই বলয় দিয়া বলির মাথার সবলে প্রত্যেকে আঘাত করিত। ইহাতেও যদি তাহার মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে বংশখণ্ড দিয়া বলির শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিত। তৎপরে প্রত্যেকে এক একটুকরা মাংস লইয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রের ধারে নদীতীরে খোঁটায় ঝুলাইয়া রাখিয়া দিত এবং অবশিষ্টাংশ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিত। ইহারা প্রতিবৎসর আবার বলিপাত্রের শ্রাদ্ধ করিত।

সাধারণতঃ কন্ধজাতির নিয়ম ছিল যে বলির মাংস লইয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে পুঁতিয়া রাখিলে ক্ষেত্রের দোষ নষ্ট হইত। তারা-উপাসকেরা যদি সংবাদ পাইত যে কোন গ্রামে মেরিয়া উৎসব হইবে, অমনি ৫০। ৬০ ক্রোশ দূর হইতে ডাক বসাইয়া বলির মাংসখণ্ড স্বগ্রামে লইয়া আসিত। যে দিন বলি হয়, সেইদিনই মাংস লইয়া স্বগ্রামে পৌঁছিতে পারিলে বিশেষ উপকার বোধ করিত।

জয়পুরনামক স্থানে পূর্ব্বে মাণিকসোরো নামক যুদ্ধ দেবতার নিকটেও নরবলি হইত। ৬ ফুট উচ্চ শক্ত কাষ্ঠের খোঁটা পুঁতিয়া তাহার নিকট অপ্রশস্ত করিয়া একটা নালা কাটিয়া রাখিত। ইহাতে বলির মস্তক মুণ্ডিত হইত না, লম্বা লম্বা চুলগুলি খোঁটার গায়ে এমন করিয়া বাঁধিয়া দিত, যে মুণ্ড কাটিবামাত্র নিম্নমুখে যেন সেই নালার মধ্যে পড়িয়া যায়। পরে বলির দক্ষিণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া পুরোহিত যুদ্ধজয়ের জন্ত, অত্যাচারী রাজা ও রাজকর্ম্মচারীগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রার্থনা করিত। একটি করিয়া প্রার্থনা শেষ হইত আর এক একবার ঘাড়ে অস্ত্রাঘাত করিত, এক আঘাতে কাটিয়া ফেলিত না। এই আঘাতেও বলিকে মারিয়া ফেলিত না। শেষে সকলে তাহার কাণের কাছে গিয়া বলিত, "আজ তোমার কি ভাগ্য যে, মাণিকসোরো দেবতা আমাদের সম্মুখে তোমাকে খাইয়া ফেলিবেন। আমরা তোমার শ্রাদ্ধ ভাল করিয়া করিব।" যদি বলি ছট্‌ফট্‌ করিত, তাহা হইলে বলিত—অপরাধ লইও না, আমরা এইজন্তই তোমাকে কিনিয়া আনিয়াছি।" ইহার পর মাথা কাটিয়া লইয়া শরীরটা

পুঁতিয়া ফেলিত। মুণ্ডটা এক খোঁটায় ঝুলাইয়া রাখিত। গুমসর, বোদ, চিয়াকেনেডি, জয়পুর, পাটনা ও কালা-হাণ্ডী প্রদেশে এইরূপ বলি হইত।

কন্ধেরা স্বজাতীয় স্ত্রী সহজে পায় না, অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় বলিয়া ইহারা কন্যা সন্তানকে অতি ঘৃণা করে। পূর্ব্বে কন্ধমহলের মধ্যপ্রদেশের কন্ধেরা কন্যা-হত্যা করিত এবং অন্যান্য স্থান হইতে পত্নী সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিত। ইহারা বলিত যে, কন্যা-সন্তান হত্যা করিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। পুত্রসন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও বিদেশীয় স্ত্রী বিবাহ করায় জাতীয় বল বীর্য্যের হানি হয় না। ঝুমকা, কর্কপট্ট, রায়ঘরা প্রভৃতি স্থানে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যা জন্মিলে দৈবজ্ঞেরা আসিয়া তাহার ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া দিত। শুভ না হইলে কন্যাটীকে লইয়া পুঁতিয়া ফেলিয়া তদুপরি একটা পক্ষী বলি দিত।

১৮৩৬ সালে গুমসররাজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজেরা ইহাদের রাজ্যে প্রবেশ করেন। লেফ্‌টেনাণ্ট ম্যাকফার্সন কৌশলে ইহাদের নরবলি ও কন্যাহত্যার প্রথা উঠাইয়া দেন। প্রথমে বোদ-প্রদেশের রাজার উপর এই ভার দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে থাকে, শেষে সর্দ্দা-রেরা নিজ নিজ গ্রামের সঞ্চিত বলিগুলিকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিয়া বলে যে, আমরা এ প্রথা ত্যাগ করিব না, তবে নূতন সম্রাট্‌কে এইগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সামগ্রী বলিয়া উপহার দিলাম। ইংরাজেরা একজাতির নিকট এইরূপ ফল পাইয়া অপর জাতির সহিতও ঐরূপ সত্বে বন্দোবস্ত করিলেন। অবশেষে তাঁহারা সত্বের নিয়ম কাটা-ইয়া ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বলপ্রকাশ করিয়া ঐ নিষ্ঠুর প্রথাগুলি রহিত করিয়া দিলেন। ম্যাকফার্সন প্রথমতঃ তাহাদিগকে বন্ধুভাবে হস্তগত করিয়া কৌশলে তাহাদের জাতিগত বিবাদ মিটাইয়া দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, ইং-রাজেরা নিজের লাভের জন্য কিছু করিতেছেন না, কেবল কিসে তাহাদের উপকার হইবে, তাহাই খুঁজিতেছেন। সর্দ্দার ও প্রধানেরা ইহাতে তাঁহার অনেকটা বশীভূত হইয়া পড়িল, কাজেই তিনিও সুবিধা পাইয়া তাহাদিগকে কোনরূপে দোষী না করিয়া কেবল যাহারা বলিপাত্র সংগ্রহ ও বিক্রয় করিত, তাহাদিগের উপর কঠিন শাস্তি দিবার বন্দো-বস্ত করেন। ইহা হইতেই ঐ নিষ্ঠুর প্রথার মূলে ঘা পড়িল।

ম্যাকফার্সনই ইহাদের মধ্যে জাতিগত বিবাদ মিটাইয়া পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন করিয়া দেন। তিনি অর্থ ব্যবহার, রাস্তা প্রস্তুত ও অল্পে অল্পে বিক্রয়প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

এক্ষণে কন্ধেরা ইংরাজের অধীনে বাস করিতেছে। ইহারা কাহাকেও কোনরূপ কর দেয় না। ইংরাজ পক্ষ হইতে একজন তহসীলদার একদল পুলিসসৈন্য লইয়া কেবল শান্তিরক্ষা করিয়া থাকেন মাত্র। প্রত্যেক বিভাগে ইহাদের পূর্ব্বতনরাজবংশই রাজত্ব করিয়া থাকেন, এই সকল রাজারা সকল প্রকার বিচারাদিও করিয়া থাকেন। ইহারা এ প্রদেশের করদরাজগণের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীন। এই রাজারা কিছু কিছু কর দেন বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য। ১৯টি রাজ্য হইতে কেবল ৮৫ হাজার টাকা আদায় হয় মাত্র।

কন্ধমহল। উড়িষ্যার ১৯টি করদরাজ্য মধ্যে বোদরাজ্যের দক্ষিণবিভাগের নাম কন্ধমহল। এইস্থানেই কন্ধজাতির সংখ্যা অধিক। কন্ধমহল ব্যতীত, বোদরাজ্যের অন্য অংশে ও দশ-পল্লা, নয়াগড় প্রভৃতি রাজ্যে কন্ধজাতি বাস করে। ইহারা বড় সরল, শীকার করিতে ভালবাসে। যাহারা ইহাদের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে, তাহাদের সহিত ইহাদের বেশ বনে। ইহাদের সামাজিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ইহারা বড় চটিয়া যায়।

কন্ধমহলে কন্ধব্যতীত ডোম্‌না নামে আর একশ্রেণীর পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। সাধারণতঃ ইহারাই কন্ধগণের পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকে। কোন কন্ধ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, তাহার পরিবারেরা জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। ডোম্‌না পুরোহিতেরা মনে করিলে, তাহাদের সমস্ত বিষয়াদি লইয়া আবার জাতিতে তুলিয়া লইতে পারে।

কন্ধমহল কেবল বন্ধুর মালভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতে আকীর্ণ। এখানে গ্রামের সংখ্যা অতি অল্প এবং প্রতি গ্রামের মধ্যে পর্ব্বতমালা বা ঘন বন ব্যবধান থাকে। এই প্রদেশের সমস্ত ভূভাগে কন্ধজাতির একাধিপত্য। ইহারা বলে যে, এক সময়ে সমস্ত বোদরাজ্য ও ইহার চতুঃপার্শ্বের অন্যান্য রাজ্যাদিও ইহাদের অধীন ছিল, কালক্রমে অপরে সে সমস্ত জয় করিয়া লইয়াছে। বিজেতাদিগের নিকট ইহারা কখন অধীনতা স্বীকার করে নাই, অন্যেই অন্যায় করিয়া তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিয়াছে মাত্র, সুতরাং সমস্ত ভূভা-গের উপর বহুদিন অতীত হইলেও তাহারা সত্বশূন্য হইতে পারে না। কন্ধেরা বলে যে সম্বলপুরের অন্তর্গত সবলে-ইয়া নামক জনপদই তাহাদের আদি বাসস্থান ছিল, ক্রমশঃ তাহারা বিতাড়িত হইয়া এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

কন্ধমহল কোনকালে বোদরাজের বশ্যতাস্বীকার করে নাই। ১৮৩৬ সালে ইংরাজরাজ ইহাদের মধ্যে নরবলি প্রথা নিবারণ করিবার জন্য বোদরাজকে বাধ্য করেন। বোদরাজ নিজে সম্যক্ কৃতকার্য্য না হইয়া এই প্রদেশ ইংরাজ-রাজকে ছাড়িয়া দেন। ইংরাজ এ দেশ হস্তে লইয়া কেবল ঐ নিষ্ঠুর প্রথা উঠাইয়া দিয়া শান্তিরক্ষা করিয়া আসিতেছেন মাত্র। এ দেশের লোকেরা ইংরাজকে কোনরূপ কর দেয় না বা ইংরাজও কোন রকম কর লয়েন না। একজন তহসীলদার নিযুক্ত আছেন, তিনি একদল পুলিস সৈন্য লইয়া শান্তিরক্ষা ও যাহাতে কোনরূপ রক্তপাত না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। বোদরাজ এ প্রদেশের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না।

এ প্রদেশের প্রধান উৎপন্ন—হরিদ্রা। এখানকার হরিদ্রার তুল্য ভাল হরিদ্রা কোথাও জন্মে না। ব্যবসায়ীরা ভাল হরিদ্রা পাইবার জন্য দেশের অতি অভ্যন্তরে এমন কি পর্ব্বতের উপরে পর্য্যন্ত গিয়া থাকে।

এখানে এখনও কন্ধদিগের প্রাচীন রীতিনীতি চলিত আছে। এখনও যে জাতি যতটা জমী চাষ করিতে পারে, তাহার অধীনে ততটা জমী থাকে এবং কোন জমীতে যে গৃহস্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন ভোগ দখল ও চাষবাস করিতেছে, সে জমী তাহারাই বংশানুক্রমিক ভোগ দখলে থাকে। প্রত্যেক জমীখণ্ড যে যে বংশের বা গৃহস্থের অধীনে থাকে, তাহারই তাহাতে একাধিপত্য জন্মে। ইহাদের আপনাদের মধ্যে কোন রাজা বা জমীদার নাই যে, সে এই সকল জমীর উপর কোনরূপ কর আদায় করে। প্রত্যেক গৃহস্থই স্ব স্ব জমীর জমীদার, ইহার জন্য কাহাকেও কোনরূপ কর দিতে হয় না। প্রত্যেক গ্রামের বা পল্লীর যে সর্দ্দার বা প্রধান আছে, তাহাদের সহিত জমীর কোন সংশ্রব নাই। তাহারা কেবল অপর সাধারণের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র স্বরূপ পঞ্চায়তে উপস্থিত থাকে।

এ দেশে কন্ধেরা একস্থানে কয়েক ঘর গৃহস্থে মিলিত হইয়া ঘর বাঁধিয়া বাস করে। এইরূপে একটী পল্লী হয়, কয়েকটী পল্লী লইয়া গ্রাম হয়। প্রত্যেক গ্রামবাসীর জমী বা চাষবাসের ক্ষেত্রাদি গ্রামের চতুর্দ্দিকে থাকে। এই সমস্তের উপর একজন প্রধান থাকে।

কন্ধর (পুং) কং জলং শিরো বা ধারয়তি কং-ধৃ-অচ্। ১ মেঘ। ২ মারিষ শাক, নটেশাক। ৩ গ্রীবা।

কন্ধরা (স্ত্রী) কং শিরো ধরতি, কং-ধৃ-অচ্ টাপ্। গ্রীবা।

কন্ধি (স্ত্রী) কং শিরঃ জলম্বা ধ্রিয়তে যত্র, কং-ধৃ-কি। ১ গ্রীবা। (পুং) ২ সমুদ্র।

কন্ম (ক্লী) কম্যতে প্রাপ্যতে দুঃখমনেন, কন-ক্ত। ১ পাপ। ২ মূর্চ্ছা।

কনফুচি (কং-ফু-চি)। ভগবান্ মনু যেমন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক, মহাত্মা কনফুচি সেইরূপ চীনদেশের কি ধর্ম্ম, কি রাজ্য, কি নীতি, কি আচারব্যবহার, সকল বিষয়েরই নিয়মবিধির প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষাদাতা। মনুপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্র শত শত বৎসরের প্রাচীন হইলেও হিন্দুরা আজও যেমন শিরোধার্য্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছে, সেইরূপ মহাত্মা কনফুচির ধর্ম্মশাস্ত্র আজিও অক্ষয়, অব্যয়, অচলভাবে সমানবলে চীনদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। কালের প্রভাবে হিন্দুর রীতি নীতি স্থানবিশেষে মানবশাস্ত্র হইতে বর্ত্তমান সময়ে কতকটা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু মহাত্মা কনফুচির শাস্ত্র এমনই সর্ব্বকালোপযোগী ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অবলম্বনোপযোগী যে, আজ প্রায় তিন হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল, তবুও তাহার একটুও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইহার প্রদত্ত শিক্ষার এমনই অক্ষয় ফল ফলিয়াছিল যে আজিও চীনের ন্যায় বৃহৎসাম্রাজ্যের কোন সামান্য অধিবাসীও সে শিক্ষা ভুলিয়া অন্য মত অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহারই শিক্ষাগুণে চীনবাসীরা প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী উন্নতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, "উচ্চ আশার অনুসরণ করিয়া তৎসিদ্ধির চেষ্টাতেই মানুষ উন্নত হইয়া থাকে" কিন্তু চীনদিগকে দেখিলে তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয়, কারণ মহাত্মা কনফুচির শিক্ষাবলে "উচ্চ-আশা" কাহাকে বলে, আজিও ইহারা তাহা জানেনা, অথচ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহারা উক্ত মহাত্মার নিকট যে উপদেশ পাইয়াছিল, তাহারই অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে আজ ধার্ম্মিক, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শান্তিপ্রিয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

মহাত্মা কনফুচি ঈশ্বরপ্রেমে উদাসীন হওয়া অপেক্ষা মানবজীবনের মনোহারিতা ও চমৎকারিতা সম্পাদন করাকেই মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিতেন—ঈশ্বর, যিনি অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহাকে পাইবার জন্য বৈরাগী হইয়া পিতামাতা আত্মীয় স্বজন পুত্রকন্যা পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ অসমসাহসিক ও অতিমানুষিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা

অপেক্ষা ইহজীবনের বৈচিত্রতা ও মনোহারিতা সম্পাদন করাই যুক্তিসঙ্গত।" মহাত্মা কন্‌ফুচি একজন যে কেবল সদুপদেশক, দার্শনিক, বিচক্ষণ, নীতিকুশল ব্যক্তিমাত্র ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার যথার্থ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাঁহার কার্য্য যে প্রাচীনকাল হইতে লোককে চমৎকৃত ও ভক্তিমুগ্ধ করিয়াই পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা নহে—আজও তাঁহার কার্য্যের ফল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকাংশ অধিবাসী-সমন্বিত রাজ্যে অক্ষুণ্ণ ভাবে ফলপ্রদ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত রীতিনীতি আজিও চীনদেশে সম্রাট্ হইতে সামান্য ভিক্ষুক কর্ত্তৃক সমান সম্মানের সহিত প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার উপদেশের প্রভাব রাজ্যের সকল স্থলেই আজিও সমান প্রবলতার সহিত প্রচলিত রহিয়াছে।

যে সময়ে এই মহাত্মা চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে চীন সাম্রাজ্য এখনকার মত বিস্তৃত ছিল না; বর্ত্তমান সাম্রাজ্যের এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র ছিল। রাজ্যের সর্ব্বত্র সামন্তপ্রথা প্রচলিত ছিল। সমস্ত রাজ্যটি তখন ১৩টি প্রধান ও অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল। পূর্ব্বকালে য়ুরোপাদি মহাদেশে যে প্রকার সামন্তপ্রথা ছিল, প্রাচীনকালের চীন দেশে ঠিক সে প্রকার ছিল না। তিনটি বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইত। প্রথমতঃ সম্রাট্‌বংশের বহুদিনাবধি পরিবর্ত্তন না হওয়ায় তাঁহারা উদ্যম, অধ্যবসায় ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারা অধীনস্থ সামন্তরাজগণের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে পারিতেন না। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পঞ্চশতাব্দী অতীত হইয়াছিল। সামন্ত-রাজগণ ও তাঁহাদের অধীনস্থ সর্দ্দারগণ বা ভিন্ন ভিন্ন বংশের মধ্যে চিরবিবাদ বদ্ধমূল ছিল। সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় দেশের মধ্যে, দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভিক্ষ ও কু-শাসন সর্ব্বদা বিরাজ করিত। দ্বিতীয়তঃ, বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত হেয়বৎ ব্যবহৃত হইত, তাহাদিগের উপরে নানারূপ নিষেধ বিধি ও বাধা প্রবর্ত্তিত ছিল। ইহা লইয়া যে কত ষড়যন্ত্র, গৃহবিবাদ, রাজ্যে রাজ্যে, বংশে বংশে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিত, কত খুন হইত, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। তৃতীয়তঃ, ইহাদের মধ্যে স্থির ধর্ম্ম বিশ্বাস ছিল না, ইহারা প্রাচীন য়ুরোপীয়দের মত ডাইনী, ভূত, প্রেত প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিত না কিংবা কোনরূপ ধর্ম্ম মত পরিবর্ত্তন লইয়া দেশের মধ্যে বিপ্লব ঘটাইত না বটে, কিন্তু ইহারা পৃথিবীর অতীত আর কিছু আছে কি না তাহা বুঝিত না। কার্য্যতঃ তাহা বিশ্বাসও করিত না। তাহারা স্বর্গ নরকাদি কিছুই জানিত না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোনরূপ কামনা বা ঘৃণাও ছিল না।

যে সময় কন্‌ফুচির জন্ম হয়, তখন চীনরাজ্যে চাউ বা চু-বংশ সম্রাট্‌পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে সময় হইতে চীন-দেশের ইতিহাস পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই রাজবংশই তৃতীয়। এ সময়ে ইহাদের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল এবং শাসনদণ্ড দৃঢ়ভাবেই ইহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহাদের সময় ৫ শ্রেণীর সামন্তসর্দ্দার ছিল। ইহারা সকলেই সম্রাট্‌কে কর ও সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিত।

যদি সম্রাট্ অধ্যবসায়সম্পন্ন, উৎসাহী ও ক্ষমতাবান্ না হন, তাহা হইলে রাজ্যে স্বভাবতই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। এই সময় চীনেও সেই দশা ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ শাসনকার্য্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রত্যেক বিভাগে অল্পে অল্পে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইতেছিল।

কিন্তু এই মন্দ সময়েও চীনদেশে সাহিত্যচর্চ্চা ও শিল্পচর্চ্চার বেশ উন্নতি পাইতেছিল। সম্রাটের সভা হইতে সামান্য সামন্তের সভাতেও গায়ক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়াদির ন্যায় পাঠাগারও যথেষ্ট ছিল।

খৃষ্টের ৫৫০ বা ৫৫১ বৎসর পূর্ব্বে লু-রাজ্যে * মহাত্মা কন্‌ফুচি জন্মগ্রহণ করেন। শীতকালে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার বংশগত উপাধি বা নাম কং বা কন্। দেশের লোকে পরে ইঁহাকে কন্‌ফুচি (কং-ফুচি) অর্থাৎ দার্শনিক বা শিক্ষাদাতা কং বলিয়া ডাকিত।

ইঁহার পিতার নাম হেই, † তিনি তৎকালের একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন, ইতিহাসেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়, তাঁহার তুল্য সাহসী ও বলবান্ পুরুষ অতি অল্পই ছিল। খৃঃ পূঃ ৫৯২ অব্দে যখন তিনি পেই ইয়াং নগর অবরোধ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন বিপক্ষ পক্ষীয় একদল লোক কৌশলপূর্ব্বক নগরের দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। তাহাদের

* এই লু-রাজ্য বর্ত্তমান শান্‌টং প্রদেশের অন্তর্গত। এখানে কায়াফু নামক নগরে কন্‌ফুচি জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে য়ুরোপেও পণ্ডিত-প্রবর পিথাগোরাস্ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি বিস্তার করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিতেছিলেন।

কেংফুচি বড় সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইঁহার জন্মকালে চীনদেশে চাউ বা চু নামক তৃতীয় রাজ-বংশ রাজত্ব করিতেছিল। এই বংশের পূর্ব্বে "সান" নামক দ্বিতীয় রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছে। সেই সানবংশের সপ্তবিংশতি সম্রাট্ তিয় নামক রাজার বিখ্যাত কুলীনবংশে কন্‌ফুচির জন্ম হয়।

† কেহ কেহ বলেন ইঁহার পিতার নাম শাল্যোং হেই। ইনি জীবদ্দশায় শং-রাজ্যে কোন প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইচ্ছা যে, অবরোধকারীরা নগরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র অমনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিবে। ঘটনাও তাহাই ঘটিল। সমস্ত সৈন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিলে, সর্ব্ব পশ্চাতে হেইও প্রবেশ করিতেছিলেন, আর ঠিক সেই সময়ে বিপক্ষীয়েরা ফটকের ভীষণ দ্বার ফেলিয়া দিল। হেই দেখিলেন মহা বিপদ্। তখন তিনি নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিজ ভুজবলে সেই বিরাট কপাট টানিয়া ধরিয়া রহিলেন এবং স্বপক্ষীয়দিগকে নগর হইতে বাহিরে যাইতে আদেশ দিলেন।

কন্‌ফুচির মাতার নাম ইচেল চিং-সাই, ইনি চীনদেশের তখনকার "ইয়েন" নামক এক প্রাচীন মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হেইর বয়ঃক্রম যখন ৭০ বৎসর তখন তিনি ইহাকে বিবাহ করেন, কাজেই লোকে ভাবিয়াছিল যে, ইহাদের আর সন্তানাদি হইবে না। অবশেষে যখন মহাত্মা কন্‌ফুচি জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন বৃদ্ধ দম্পতির প্রতিবেশী-বর্গের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

কন্‌ফুচির জন্মকালের অনেকগুলি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। চীনগ্রন্থকারেরা এ সম্বন্ধে স্ব স্ব গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য প্রবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়টি সকল গ্রন্থকারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—যে দিন কন্‌ফুচি জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রি চিং-সাই একটি স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্নের উপদেশ মত তিনি একটি পর্ব্বত-গুহায় গিয়া উপনীত হন। এই গুহা মধ্যে তিনি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন। এইখানে দৈত্যেরা চিং-সাইকে তাঁহার পুত্রের মহিমা ও ভবিষ্যৎ যশঃ এবং সম্মানের কথা বলিয়া দেয় এবং অপ্সরার হস্তে মহাত্মা কন্‌ফুচি জন্মগ্রহণ করেন।

ইহার বাল্যজীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি না। তবে বাল্যকাল হইতেই ইহার দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি আস্থা ছিল। তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি পিতৃহীন হন, তখনও ইহার পিতামহ জীবিত ছিলেন। শেষে যতই বয়স বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই তাঁহার ইতিহাস পাঠে অনুরক্তি বাড়িতে লাগিল।

এই অল্পবয়সেই তাঁহার মাহাত্ম্যের পূর্ব্ব লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইত। বাল্যকালে ইহার দেশ-প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাস ও আচার ব্যবহারের প্রতি দৃঢ় আস্থা ছিল। তাঁহার নিজের প্রাণে ভক্তি এতদূর প্রবল ছিল যে, অগ্রে ইষ্টদেবের পূজার্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ আহার্য্য নিবেদন না করিয়া কোনমতেই ভোজন করিতেন না।

কন্‌ফুচির পিতামহ অতি ধার্ম্মিক এবং পরম পণ্ডিত ছিলেন, বাল্যকালে তাঁহারই নিকট ইঁহার শিক্ষা বিধান হইয়াছিল। পিতামহের প্রদত্ত শিক্ষাবলে কন্‌ফুচি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাঁহার সদাশয়তার অনুকরণ করিতে বিশেষ যত্ন করিতেন। পিতামহের মৃত্যুর পর কন্‌ফুচি তৎ-কালীন চীন-পণ্ডিতাগ্রগণ্য "চেং-সি" নামক পণ্ডিতের শিষ্য হন। স্বীয় অপরিমেয় বুদ্ধি ও মেধাবলে ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই কন্‌ফুচি অসাধারণ বিদ্বান্ হইয়া উঠেন। ১৫ বৎসর বয়সেই ইনি ইয়াও ও সান নামক সম্রাটদ্বয় রচিত নীতিগর্ভ প্রাচীনগ্রন্থ ও শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

১৯ বৎসর বয়সে ইনি শানরাজ্যের এক কুমারীকে বিবাহ করেন, কিন্তু স্ত্রীর সহিত অধিক দিন একত্র বাস করেন নাই। একটি পুত্র সন্তান হইবামাত্র ইনি স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

বিবাহের পর ইঁহার গুণরাশি প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে চীনদেশে সাধারণের জন্য একটি শস্যভাণ্ডার ছিল। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ হইত, তিনিই এই ভাণ্ডারের ভার পাইতেন। এই সময় কন্‌ফুচিকে এই পদ প্রদান করা হইল। কন্‌ফুচি পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশ-গত কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যতীত আর কোন পৈতৃক ধনে অধিকারী হইতে পারে নাই, কাজেই অন্নচেষ্টায় ইঁহাকে এই কর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। পর বৎসর ইঁহার পদোন্নতি হয়,—ইনি সাধারণ জমী ও ক্ষেত্রের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। এই সময়ে ইহার পুত্রের জন্ম হয়। কন্‌ফুচি তখন দেশের মধ্যে এতদূর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে, তথাকার প্রধান সামন্ত তাঁহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া একটি পুষ্করিণীর মৎস্য উপহার পাঠাইয়া দেন। এই ঘটনা হইতেই কন্‌ফুচি পুত্রের নাম "লি" বা "খিয়া" (পুষ্করিণীর মৎস্য) নাম রাখেন।

এই সময়ে চীনদেশের অবস্থা বড় শোচনীয়। ন্যায়পরতা দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল, অত্যাচার ও অবিচার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মন্ত্রীরা রাজাকে বিনাশ করিয়া, পুত্র পিতাকে মারিয়া রাজ্য অধিকার করিতেছিল। কন্‌ফুচি এই সকল দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেন, অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্বজাতির চরিত্র যেমন করিয়াই হউক সংশোধন করিয়া দিবেন।

নিজ প্রতিজ্ঞা সফল করিবার জন্য কন্‌ফুচি উপায় অনু-সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেখিলেন স্ত্রী একটি বিষম অন্তরায়। এ সময়ে স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় সংসারে জড়াইয়া

থাকিলে কোন কার্য্যই হইবে না। ইহা বুঝিতে পারিয়া কন্‌ফুচি স্ত্রী-পুত্র এবং রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সাধারণকে শিক্ষাদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ সময়ে তাঁহার মাতা জীবিত ছিলেন, কাজেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। বাড়ীতে থাকিয়াই ছাত্রমণ্ডলী মধ্যে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এ সময়ে ইনি প্রাচীন শাস্ত্রই শিক্ষা দিতেন, বুঝিয়াছিলেন যে, যাহা কিছু প্রাচীন প্রথমতঃ তাহার প্রতি লোকের দৃঢ় অনুরাগ জন্মাইতে পারিলে ও সেই সকল বিধি-নিষেধাদি প্রত্যেকের দ্বারা প্রতিপালন করাইতে পারিলে, লোকের চরিত্র বা মন ক্রমশঃ সৎকার্য্যের দিকে ধাবিত হইবে। এই সময়ে ইনি কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ছাত্রেরা যে যাহা যৎসামান্য বেতন প্রদান করিত, তাহাই অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন।

২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কন্‌ফুচি শিক্ষকতা অবলম্বন করেন। এই বৎসরেই (খৃঃ পূঃ ৫২৮) ইঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এই ঘটনায় ইঁহাকে সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইল, কারণ তখন চীনদেশে প্রথা ছিল যে, পিতামাতার মধ্যে যাহারই হউক একজনের মৃত্যু হইলে সে অশৌচকালের মধ্যে কোনরূপ কার্য্য করিতে পাইত না। কন্‌ফুচি নিজে প্রাচীন রীতি নীতি পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, সুতরাং এক্ষণে নিজে সেই প্রাচীন নিয়মাদি পালন করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না।

এতদ্ভিন্ন কন্‌ফুচি আরও স্থির করিলেন যে নিকটবর্ত্তী কোন পতিত জমীতে নীরবে মাতৃদেহ সমাহিত না করিয়া, রীতিমত আয়োজনে ও মহোৎসবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিবেন। বন্দোবস্তও সেইরূপ হইল, দেশের সাধারণ লোকে দেখিয়া ভাবিল যে যখন প্রাচীন-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতবর কন্‌ফুচি এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, তখন ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য এবং আমাদেরও অবলম্বনীয়। কন্‌ফুচির গূঢ় উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশের লোকের প্রাণে ধারণাশক্তি এতদূর হ্রাস হইয়া গিয়াছে, যে কেবল উপদেশ দিলে তাহাদের দ্বারা কোন কাজ হইবার নহে, সেই জন্যই তিনি নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রাচীন শাস্ত্র নীতিগুলি প্রতিপালন করিতেন। এই ঘটনার পর একান্ত হীনাবস্থার লোক ব্যতীত সকলেই স্ব স্ব অবস্থানুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উৎসব করিতে আরম্ভ করিল। সেই প্রথা আজিও চলিতেছে।

কন্‌ফুচি অবশ্য আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, তন্মধ্যে একটি নিয়ম অতি সুন্দর করিয়া গিয়াছেন। মৃতব্যক্তির প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য সমাধিস্থলেই হউক বা এতদুদ্দেশে নির্দ্দিষ্ট নিজ বাটীর কোন গৃহেই হউক গৃহস্থকে মৃতব্যক্তির জন্য কতকগুলি ক্রিয়া এবং তাঁহার গুণাদিকীর্ত্তন করিতে হয়। ইহা হইতে বর্ত্তমানকালে চীনদেশে আপামর সাধারণের মধ্যে মৃতব্যক্তিগণের উদ্দেশে বার্ষিক উৎসব ও প্রত্যেকের বাটীতে "পিতৃপুরুষের গৃহ" নামে একটি গৃহ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

এইরূপে কন্‌ফুচি যখন দেখিলেন যে, স্বীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন ইনি কতকটা আহ্লাদে ও আশায় মুগ্ধ হইয়া কার্য্যজগৎ হইতে অশৌচের তিন বৎসরের জন্য অপসৃত হইয়া স্বগৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অশৌচকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কন্‌ফুচি লু-রাজ্যে থাকিয়াই ইতিহাস, সাধারণ সাহিত্য ও সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা করিতে লাগিলেন। যাহারা শিখিতে আসিত, তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত উপদেশ দিতেন। কেহ অল্পবেতন দিলেও শিক্ষাদানকালে ইনি তাহার প্রতি পক্ষপাত করিতেন না, সকলকেই সমান যত্নে, একরূপই উপদেশ দিতেন। কন্‌ফুচি স্বয়ং নিজের নির্ম্মলতা ও শাস্ত্রপ্রিয়তা কার্য্যে প্রকাশ করিয়া লোকের মনোবেগ আকর্ষণ করিতেন। দেশের মধ্যে তখন সর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্রবিৎ, সাধুত্তম ও সৎকর্ম্মচারী পণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং কোন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলেই লোকে ইঁহার নিকট মীমাংসার জন্য আসিতে বাধ্য হইত এবং সেই সুযোগে ইনি যথারীতি উপদেশ দিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিতেন। ইঁহার উপদেশের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া লোকে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক ক্রমশঃ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রনীতির উপর আস্থা ও শ্রদ্ধাবান্ হইতে লাগিল।

২৯ বৎসর বয়সে (খৃঃ পূঃ ৫২৩) কন্‌ফুচি "সিয়াং" নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তার নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতে পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া একাদিক্রমে ১৪ বৎসরকাল সাধনা করিয়া সঙ্গীতে আশানুরূপ সিদ্ধিলাভ করেন।

লু-রাজ্যের একজন প্রধান মন্ত্রীর হোকি ও নান্-কচ-কংস্থি নামক দুই পুত্র কন্‌ফুচির শিষ্য হন। ইঁহাদিগকে শিষ্যরূপে পাইয়া কন্‌ফুচি দেশের মধ্যে মহা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িলেন। লোকে পূর্ব্বে ইঁহাকে যে চক্ষে দেখিত তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে ইঁহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এ সময়ে প্রত্যেক প্রদেশের অধিপতি নামে মাত্র সম্রাটের অধীন ছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ সকলেই স্ব স্ব প্রধান, তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যনিয়মও স্বতন্ত্র ছিল। এই সকল নিয়ম যে অবিকৃত ভাবে পালন করিয়া দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখিয়া চলিতে পারিতেন তাঁহা নহে; তাঁহারা সর্ব্বদা স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, অবিমৃষ্যকারী, প্রতারক, যথেচ্ছাচারী ও দুষ্টবুদ্ধি পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া কেবল কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। কনফুচি ভাবিলেন, যতদিন রাজগণের চরিত্র সংশোধিত না হইবে, ততদিনে প্রজার মধ্যে প্রকৃত পরিবর্ত্তন ঘটিবে না; সুতরাং স্থির করিলেন যে কোন রাজদরবারে প্রবেশ করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ দেখিবেন। কিংসুর মধ্যস্থতায় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। ইনি চাউরাজ্যের সামন্তরাজের দরবারে স্থান পাইলেন। এখানে ইনি রাজনীতিকুশল বলিয়া পরিচিত হন নাই। এই সামন্তবংশের প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ও রীতিনীতি কিরূপ ছিল, তাহাই জানিবার জন্য বৎসরবিধি সে দেশে বাস করেন। তৎপরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে ইহার যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ছাত্রও প্রায় ৩,৮০০ জুটিয়া ছিল।

এই সময়ে লু-রাজ ইঁহার গুণে মোহিত হইয়া ইঁহাকে রাজ্যের বিচারকপদে নিযুক্ত করেন। সকল সময়েই যে কনফুচি বিচারকপদে বসিতেন তাহা নহে। যখন বুঝিতেন যে, এই পদে বসিয়া দেশের কিছু না কিছু সুবিধা করিতে পারিবেন, তখনই তিনি কার্য্যভার লইতেন এবং যতদিন অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত না ঘটিত, ততদিন পদ পরিত্যাগ করিতেন না।

এইরূপে নানাবিধ চেষ্টা করিয়াও সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারিলেন না। লু-রাজ্যে কি, সু ও মং নামক তিন বংশের লোকেরা রাজ্য মধ্যে প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। ইঁহারা রাজার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতেন না, শেষে সকলে একত্র হইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পরাজিত লু-রাজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া "সি" রাজ্যে পলায়ন করেন। কনফুচিও তাঁহার অনুগমন করেন।

কনফুচির "সি"-রাজ্যগমনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন যে সান্ সম্রাটের পদাবলী কেবল তখন সি-রাজ্যের গায়কেরাই জানিত; এই পদাবলী শিখিবার জন্য বহুদিবসাবধি চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজধানী প্রবেশকালে কনফুচি এই পদাবলীর একটি গান হঠাৎ শুনিয়া এতদূর মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে গানের উদ্দেশ্যমত তিন মাস কাল মাংসস্পর্শ করেন নাই। ইহার সুর সম্বন্ধে কনফুচি বলিতেন যে, "সঙ্গীতের সুর এতদূর সুমিষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে, তাহা আমার ধারণা ছিল না।"

সি-রাজ্যে যাইবার সময় তাই পর্ব্বতের উপর একটি ঘটনা ঘটে। এইস্থলে তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কত সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া ইনি স্বীয় ছাত্রগণকে সদুপদেশ প্রদান করিতেন। কনফুচির যতগুলি ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। সি-রাজ্যে যাইবার সময়ও তাহারা গুরুর সঙ্গে গিয়াছিল।

সকলে তাই পর্ব্বত অতিক্রম করিবার সময় একটি সমাধি স্থানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক সেইখানে বসিয়া রোদন ও বিলাপ করিতেছে। কনফুচি স্বদলে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোক বলিল—"এইখানে আমার শ্বশুর ব্যাঘ্রমুখে প্রাণ হারাইয়াছেন, এইখানেই আমার স্বামী শ্বাপদের আহার হইয়াছেন, শেষে আমার একমাত্র সন্তানও এইস্থানে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।" কনফুচি কহিলেন, "তবে এ ভয়ঙ্কর স্থলে তুমি বসিয়া আছ কেন মা?" স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "এস্থানও বরং ভাল তবু যে রাজ্যের রাজা অত্যাচারী প্রজাপীড়ক সে রাজ্যে কিরূপে বাস করিব?"—কনফুচি শুনিলেন, শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎসগণ! শুনিলে ত, অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রাজা ব্যাঘ্র অপেক্ষাও অধিক ভয়ের বস্তু।"

কনফুচি রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন শুনিয়া সি-রাজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। কনফুচি রাজসভায় উপস্থিত হইলে সি-রাজ তাঁহার সহিত কথোপকথনে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে "লিন্‌কিউ" নামক সহরটি সমস্ত আয় সহ তাঁহাকে বৃত্তিস্বরূপ দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু পণ্ডিতবর কনফুচি বলিলেন, "বিজ্ঞ লোকে উপদেশ দিলে যতক্ষণ সেই উপদেশ মত কার্য্য করা না হয়, ততক্ষণ তাঁহারা কোনরূপ দান গ্রহণ করিতে পারেন না। আমি রাজাকে উপদেশ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তিনি এখনও তদনুসারে কার্য্য করেন নাই বা তাহার উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারেন নাই।" ইহার পর রাজার সহিত রাজনীতি লইয়া কথোপকথন হইলে কনফুচি বলিলেন, "যে দেশে রাজা রাজার কর্ত্তব্য, মন্ত্রী মন্ত্রীর কর্ত্তব্য, পিতা পিতৃকর্ত্তব্য

এবং সন্তানে সন্তানের কর্ত্তব্য বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে, সেই দেশেই যথার্থ সু-শাসন আছে বলা যায়।" রাজা ইহাতে উত্তর দিলেন—"হইতে পারে এ দেশে রাজা রাজা নহে, মন্ত্রী মন্ত্রী নহে আর সন্তানও সন্তান নহে, কিন্তু প্রজার নিকট কর পাইয়া থাকি, আমি তাহা উপভোগ করিব না কেন?"

কন্‌ফুচি শেষে দেখিলেন সি-রাজ্যে থাকা আর উচিত হইতেছে না। রাজা বুঝিয়াছিলেন যে, লোকটাকে অর্থদান করিয়া বশীভূত করিয়া রাখিবেন, কিন্তু কন্‌ফুচি সে ধাতুর লোক ছিলেন না; তিনি কিছুতেই কোনরূপ দান লইতে স্বীকৃত হন নাই। রাজা নানাবিধ উপায়ে অর্থ-বৃত্তি ও ভূমিবৃত্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু কন্‌ফুচি সেই এক কথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন যে, "যতক্ষণ রাজা আমার উপদেশ মত না চলিবেন, ততক্ষণ আমি তাঁহার কিছু লইব না।" সি-রাজ বা তাঁহার প্রজাবর্গ তখন এতদূর বিলাসোন্মত্ত যে, কন্‌ফুচির উপদেশ অনুসারে চলা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কোনরূপেই উভয় পক্ষে মনোমিলন হইল না দেখিয়া কন্‌ফুচি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। লু-রাজ্য তখনও অশান্তিপূর্ণ এবং শাসনভার রাজ্যের প্রধান রাজপুরুষগণের হস্তে পড়িয়া আছে।

দেশে আসিয়া কন্‌ফুচি ১৫ বৎসরকাল কার্য্য জগৎ হইতে অবসর লইয়া কেবল শাস্ত্রচর্চ্চায়, দেশের ইতিহাস প্রণয়নে ও সঙ্গীতপুস্তক রচনায় কালযাপন করেন।

ইহার পর লু-রাজ্যে (খৃঃ পূঃ ৫০৫) শান্তি স্থাপিত হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এই সময় ইঁহাকে দেশের দোষ সংশোধন করিবার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন। কন্‌ফুচি যাহা চাহিতে ছিলেন, তাহাই পাইলেন। রাজ্য সম্বন্ধে যে সকল নিয়মাদি স্থির করা ছিল এবং দেশের লোকের চরিত্র সংশোধনের যে সকল উপায় স্থির করিয়াছিলেন, তদুভয়ই কার্য্যে পরিণত করিবার এই সুযোগ দেখিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। এ সময়ে তিনি এমন সুনিয়মে কার্য্য আরম্ভ করিলেন যে, মাস কয়েকের মধ্যেই কি রাজা, কি প্রজা, কি মহৎ, কি ইতর, সকলেরই আচার ব্যবহার ও চরিত্রের এত সংশোধন ঘটিল যে রাজ্যের এক নূতন শ্রী, নূতন ভাব হইয়া উঠিল। যে প্রণালীতে লু-রাজ্যে কার্য্য চলিতে লাগিল, তাহাতে অধিবাসীরা এতদূর সন্তুষ্ট হইয়া পড়িল যে, তাহারা নিজ নিজ গ্রন্থে কন্‌ফুচির জয়গান লিখিয়া হৃদয়ের অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিল।

লু-রাজ্যের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভূপালেরা হিংসায় জ্বলিতে লাগিলেন। তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে, কন্‌ফুচির প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলি অনায়াসে প্রচলিত করিয়া স্ব স্ব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। লু-রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী সি-রাজ লু-রাজ্যের সৌভাগ্য দেখিয়া বলিলেন যে, "যদি আর কিছুদিন কন্‌ফুচি লু-রাজ্যে মন্ত্রীত্ব করেন, তাহা হইলে সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে লু-ই সর্ব্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইবে এবং সর্ব্বাগ্রে পার্শ্ববর্ত্তী আমার রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলিবে। এই বেলা লু-রাজকে রাজ্য ছাড়িয়া শান্তি অবলম্বনের চেষ্টা দেখিলে ভাল হয়।" সি-রাজের মন্ত্রী অতি কূট-বুদ্ধির লোক ছিলেন, তিনি রাজাকে জানাইলেন যে যদি কোন গতিকে লু-রাজের সহিত কন্‌ফুচির বিবাদ বাধাইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের আর এ আশঙ্কা থাকে না। সি-রাজ সম্মত হইলে, মন্ত্রী ৮০টী রূপ-লাবণ্যসম্পন্না পূর্ণযৌবনা চিত্তাকর্ষিণী মনোহর নৃত্য-গীতাদি নিপুণা মধুর-ভাষিণী কোকিলকণ্ঠী কামিনী এবং ১২০ অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব সংগ্রহ করিয়া লু-রাজকে উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিতবর কন্‌ফুচি এ উপঢৌকনের পরিণাম কি হইবে, তাহা অনুধাবন করিয়া রাজাকে উপ-ঢৌকন প্রত্যাখ্যান করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু লু-রাজের দুরদৃষ্টবশতঃ মতিভ্রম ঘটিল। তিনি কন্‌ফুচির পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া যুবতীগণকে অন্তঃপুরে স্থান দিলেন। ফল হইল এই যে লু-রাজ সেই যুবতীগণের মোহজালে জড়াইয়া পড়িলেন। রাজকার্য্য দিন দিন উৎসন্ন যাইতে লাগিল, রাজপুরুষেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল, বিলাসিনীগণের প্রীত্যর্থ রাজা নিত্য নূতন মহোৎসবের অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন। এইরূপে রাজ্য শ্রীহীন ও রাজা বিলাসীর অগ্র-গণ্য হইয়া পড়িলেন। কন্‌ফুচি তাহার মতি গতি ফিরা-ইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্ত আয়াসই বৃথা হইল। কিছুদিন পরে রমণী-কুহকে রাজা এতদূর হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন যে কন্‌ফুচি উপদেশ দিতে গেলে তাহার ক্রোধোদ্রেক হইত। অবশেষে এতদূর হইয়া পড়িল যে, রাজা কন্‌ফুচিকে সুখপথের কণ্টকস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে, নতুবা আমরণ কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

এতদিনে কন্‌ফুচি স্থির করিলেন যে, লু-রাজ্যে থাকিলে তাঁহার বা রাজার কোন পক্ষেরই আর ভদ্রস্থ নাই, কাজেই সে দেশ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। একদিন রাজ্যের মঙ্গলার্থ দেবোদ্দেশে বলি হইবার পর রাজা সেই বলির মাংস রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পাঠাইতে শৈথিল্য প্রকাশ

করায় কন্‌ফুচি এই সুত্র ধরিয়া পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এ সময়ে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, হয়ত রাজার ও মন্ত্রিগণের মতি গতি ফিরিলে তিনি পুনরায় আহুত হইবেন, কিন্তু সে সুযোগ আর ঘটিল না। কন্‌ফুচি ৫৬ বৎসর বয়সে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে কন্‌ফুচির যেরূপ ধারণা ছিল, তাহা অতীব মনোহর। তিনি বলিতেন, যিনি রাজা তিনি রাজা, যিনি মন্ত্রী তিনি মন্ত্রী, পিতা—পিতা, পুত্র—পুত্র হইলেই রাজ্য বড় সুখের হয়। সমাজ সম্বন্ধেও তাঁহার মত অতি উচ্চ ছিল। তিনি বলিতেন সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাই ঈশ্বরাভিপ্রেত। পাঁচটি সম্বন্ধ লইয়াই সমাজ হইয়া থাকে ;—রাজাপ্রজা, পতিপত্নী, পিতাপুত্র, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ ও বন্ধু, ইহার রাজাপ্রভৃতি প্রথম চারিজনে কর্ত্তৃত্ব এবং প্রজাপ্রভৃতি শেষ চারিজনে বশ্যতা থাকে। ন্যায়পরতা ও দয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত এবং ন্যায়পরতা ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ভক্তির দ্বারা বশ্যতা স্থাপিত হইলে সমাজে সুখস্বাচ্ছন্দ্য থাকে। বন্ধুভাবে উভয়ের মধ্যে পরস্পরের উন্নতির চেষ্টা করিলেই সমাজে কোন গোলমাল বাধিতে পারে না। লোকে মোহে পড়িয়া এই সকল সম্বন্ধের অপব্যবহার করে বলিয়াই সমাজে এত বিশৃঙ্খলা ঘটে, কিন্তু মানুষের সত্যাবলম্বনের স্পৃহা স্বভাবতঃ বড় অধিক, সুতরাং সৎপথাবলম্বনের সুবিধা পাইলে তাহারা ইচ্ছা করিয়া কখন মোহমুগ্ধ হয় না। কন্‌ফুচি বলিতেন যে, যেমন বায়ুভরে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস বাঁকিয়া পড়ে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটে সাধারণ লোকে অবনমিত হইয়া থাকে। রাজ্যে যদি আদর্শ রাজা থাকে, প্রজারাও তাহা হইলে আদর্শ প্রজা হইয়া উঠিতে পারে। আমি এইরূপ আদর্শরাজা গড়িয়া লইতে পারি, রাজার কিরূপ গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা আমি বলিয়া দিতে পারি। প্রাচীনকালে আদিবংশ স্থাপয়িতারা স্যাঙ্গিবংশের আদিপুরুষ বিজ্ঞতম স্যাঙ্গি ও যিনি প্রথমে চীনদেশে বংশানুক্রমিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, সেই পণ্ডিতবর 'ইয়ার' কিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া দিতে পারি। এই সকল আদর্শলোকের অনুকরণে ও আমার উপদেশ অনুসারে যদি কোন রাজা চলিতে পারেন। "তাহা হইলে তিনিই দেশের মধ্যে প্রধান রাজা ও সুখী প্রজা লইয়া মহাসুখে কালযাপন করিতে পারেন। যদি কোন রাজা এক বৎসর আমার উপদেশ মত কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার রাজ্যশ্রী ফিরাইয়া দিতে পারি, আর যদি কেহ তিন বৎসর আমার বশে থাকেন, তাহা হইলে আমি যে সকল সুখের কথা বলিলাম, তাহা তিনি উপভোগ করিতে পারেন।"

যাহা হউক, কন্‌ফুচি ৫৬ বৎসর বয়সে লু-রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া সি, গুসি, চু প্রভৃতি রাজ্যে স্বীয় মত প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আশা ছিল যে, কোন না কোন রাজাকে হস্তগত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইবেন, কিন্তু কোথাও সে আশা পূর্ণ হইবার সুযোগ দেখিলেন না। কন্‌ফুচির কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, বিলাসী লোকের পক্ষে অবলম্বন করা এত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেহ সে সকল নিয়মে চলা দূরে থাক, তাঁহার নামে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। রাজ্যের রাজপুরুষেরা ভাবিত যে, এখনই হয়ত কন্‌ফুচি আসিয়া তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া, তাহাদের এতকালের প্রতিপত্তি ও আমোদপ্রমোদে ব্যাঘাত ঘটাইবেন। রাজা ভাবিতেন যে, এখনই আসিয়া তাঁহার শাসনকার্য্যের, বা প্রজাপালনের দোষ ধরিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন। সাধারণ লোকে ভাবিত যে, এতকাল আমরা যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি, তাহাই নষ্ট করিবার উদ্দেশেই বুঝি এ ব্যক্তি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপে সকল স্থলেই রাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত আপাতসুখে মুগ্ধ হইয়া কন্‌ফুচির উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। অনেক স্থলে দুষ্ট লোকেরা তাঁহার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

কন্‌ফুচি যে একেবারেই বৃথা ঘুরিতেছিলেন তাহা নহে, দুই চারিজন করিয়া প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে তাঁহার শিষ্য হইতেছিল। কন্‌ফুচি সাধারণ লোকের নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ইয়াও, সান, ইউ, চিংটং ও ভেংভাং প্রভৃতি চৈনিক মনীষীগণের নীতি ও দৃষ্টান্ত সকল প্রচার করিতেন বলিয়া জ্ঞানীলোকে তাঁহাকে ঐ সকল প্রাচীন মহাত্মাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া আদর করিতেন।

ক্রমশঃ কন্‌ফুচির শিষ্যসংখ্যা প্রায় ৩০০০ হাজার হইয়া উঠিল। তাহারা সকলেই ভ্রমণকালে গুরুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিত। কন্‌ফুচি শিষ্যগণকে শিক্ষা দিবার সুবিধার্থ চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছিলেন। যাহারা সকল বিষয়ে পারদর্শী এবং বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া যথেষ্ট নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছিল এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া ঐকান্তিকচিত্তে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছিল, তাহারাই প্রথম শ্রেণীর শিষ্য মধ্যে গণ্য হইত; যাহারা বাক্‌পটুতা, শাস্ত্রাভ্যাস, ও সুতর্কে পারদর্শী হইয়াছিল, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হইত; তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দকে তিনি কেবল রাজনীতি অতি বিশদরূপে শিক্ষা দিয়া মান্দারিণগণের * শিক্ষকতা-

* মান্দারিণ শব্দে চীনের মন্ত্রিগণকে বুঝায়।

কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিতেন এবং চতুর্থ শ্রেণীর শিষ্যেরা লোক শিক্ষার্থ সাধারণের বোধোপযোগী সরল ভাষায় নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিত এবং গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, রাজ্যে রাজ্যে, প্রায় ৫০০শত শিষ্য প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই চারি শ্রেণীর শিষ্য মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যেনিয়েন, মেঙ্কেকন, জেন্‌পিমিউ এবং শুকং; দ্বিতীয় শ্রেণীর চেঙ্গো ও চুকং; তৃতীয় শ্রেণীর ইয়েনেন ও কিলু এবং চতুর্থ শ্রেণীর সিহেন ও সিহিয়া—এই দশজন শিষ্য সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিজিলু ও টিজিকল বড় অনুসন্ধিৎসাপরবশ এবং তার্কিক ছিলেন, ইঁহারা সর্ব্বদাই গুরুর সহিত সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া তর্ক করিয়া সন্দেহ মিটাইয়া লইতেন। প্রথম শ্রেণীর যেনিয়েন গুরুর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। কন্‌ফুচি তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। ৩১ বৎসর বয়সে যেনিয়েন অকালে প্রাণত্যাগ করায় কন্‌ফুচি শোকদুঃখবিজয়ী জ্ঞানীপুরুষ হইয়াও প্রিয় শিষ্যের মায়ায় একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলন। একদিবস অন্য সকলকে ডাকিয়া বলেন, "দেখ, ইতিপূর্ব্বে নানাবিধ দুর্গতি ভুগিয়াছি, অনেক দুঃসহ যন্ত্রণাও সহ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু এরূপ মনস্তাপ ইতিপূর্ব্বে কখনও পাই নাই।" যেনিয়েনের মৃত্যুর পর ইয়েনহুই নামক শিষ্য কন্‌ফুচির সেই স্নেহের স্থল অধিকার করেন। কন্‌ফুচি যেনিয়েনকে যেমন ভালবাসিতেন, ইয়েনহুইর গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে ঠিক সেইরূপ স্নেহ করিতে আরম্ভ করেন।

ভ্রমণকালে কন্‌ফুচির জীবনে কয়েকটী ঘটনা ঘটে। এ সময়ে তাঁহাকে বৃহৎ শিষ্যদল লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত; আশ্রয়াভাব প্রায় সর্ব্বদা ঘটিত, মধ্যে মধ্যে তিনদিন পর্য্যন্ত অন্নাভাব ঘটিত, কাজেই তাঁহাকে সর্ব্বদা দীন হীনের ন্যায় কাল কাটাইতে হইত। একবার স্বদলে বিষম অভাবে পড়িয়া মহাক্লেশ পাইতেছিলেন। টিজিলু নামক একজন প্রধান শিষ্য এই কষ্টে অভিভূত হইয়া পড়িয়া একদিন কন্‌ফুচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যিনি মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ তাঁহাকেও কি অভাবে পড়িতে হয়? কন্‌ফুচি উত্তর দিলেন—পড়িলেও সে ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের মতই কার্য্য করে। সাধারণে সে সকল স্থলে অভিভূত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে।

কন্‌ফুচি নিজ কৃত নিয়মাদিকে অভ্রান্ত ও ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং সময়ে সময়ে শিষ্যদের মধ্যে সে কথা প্রচার করিতেন। অনেকে সে কথায় বিশ্বাস করিত না। একদিন কথা প্রসঙ্গে টিজিকঙ্গ নামক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিয়মাদি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু কখনও কোন রাজ্যের লোকে কোনমতে অবলম্বন করিতে পারিবে না, সুতরাং সে গুলিকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লোকের অবলম্বনোপযোগী করিয়া দিলে ভাল হয়।

কন্‌ফুচি বলিলেন—"কৃষক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সুন্দররূপে আবাদ করিতে পারে, উত্তম ফসলের জন্য দায়ী হইতে পারে না। শিল্পকরেরা সুন্দর কারুকার্য্য করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু সেইগুলি ব্যতীত বাজারে যে আর কোন বস্তু বিক্রীত হইবে না, তাহাতে কৃত-নিশ্চয় হইতে পারে না। সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি সুনীতির ব্যবস্থা দিতে পারেন, কিন্তু লোকে গ্রহণ করিতে পারিবে কি না তজ্জন্য দায়ী হইতে পারেন না।"

উইরাজ্যে প্রবেশকালে 'পু' নামক স্থানে কতকগুলি লোক তাঁহাকে আক্রমণ করে। শিষ্যেরা সকলে মিলিয়াও তাহাদিগকে বাধা দিতে না পারায় তাহারা কন্‌ফুচিকে ধরিয়া ফেলে। কন্‌ফুচি তাহাদের বশীভূত হইয়া শপথ করিতে বাধ্য হন যে, আর তিনি উইরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবেন না; কিন্তু মুক্তি পাইয়াই সেই দিকে যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। যিনি বিশ্বস্ততা ও সততাকে নীতির প্রথম পথ বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাকেই এইরূপে সত্যভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া শিষ্যেরা চমকিত হইয়া উঠিল। টিজিকঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শপথ পরিত্যাগ করা কি উচিত"? কন্‌ফুচি বলিলেন, "এ শপথ অপরে বলপূর্ব্বক করাইয়াছে মাত্র, প্রাণে এ শপথ নাই।"

সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর কোনকার্য্যে লাগেন না। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে পাপের খেলা দেখিয়া শিহরিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ান। তাহারা লোককেও এইরূপ করিতে উপদেশ দিতেন। এখন তাঁহারা কন্‌ফুচিকে স্রোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেন এবং জ্ঞানশূন্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন। এক সময়ে কন্‌ফুচি ভ্রমণ করিতে করিতে স্বদলে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলাশয় অন্বেষণ করিতেছিলেন,—দূরে দেখিলেন, একটি সন্ন্যাসী ক্ষেত্রে নিজ কার্য্য করিতেছেন। টিজিলুকে তাঁহার নিকট জলের সংবাদ আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী টিজিলুকে দেখিয়া কন্‌ফুচির শিষ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "বিশৃঙ্খলা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এক রাজ্য হইতে আর একরাজ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে। কেহই ইহা নিবারণ করিতে পারিবে না। নিজের পরামর্শ শুনিল না

বলিয়া যে ব্যক্তি এক রাজার নিকট হইতে অপর রাজার দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অনুসরণ করিয়া তোমরা কি ফল পাইতেছ? তাহা অপেক্ষা যাহারা সংসারের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার নশ্বরতা বুঝিয়া তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সেবা কর, ফল পাইবে।" সন্ন্যাসী এই কথা বলিয়া নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, জলের কোন সংবাদ দিল না। টিজিলু ফিরিয়া আসিয়া কন্‌ফুচিকে সমস্ত কথা বলিলেন। কন্‌ফুচি উত্তর দিলেন, "কথা যথার্থ বটে, কিন্তু পৃথিবী হইতে সরিয়া দাঁড়াইব কিরূপে? মনুষ্যসমাজ ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিব কিরূপে? সঙ্গী না হইলে মানুষ থাকিতে পারে না। বনের পশু পক্ষীর সহিত মানুষের কোন্ সম্পর্ক নাই, সুতরাং তাহাদিগকে লইয়া কিরূপে থাকিব? যদি সঙ্গী লইয়াই মানুষকে থাকিতে হয়, তবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষের নিকটে থাকাই উচিত। দেশে দেশে বিশৃঙ্খলা আছে বলিয়াই আমার কার্য্য আছে। যখন সমস্ত দেশে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, নীতি প্রচলিত হইবে, তখন আর আমার এক রাজার দ্বার ছাড়িয়া অন্যের দ্বারে যাইতে হইবে না, আমার বিশেষ কোন কার্য্যও থাকিবে না, তখনই আমি যথার্থ বিষয়বিরাগী পৃথিবী-পরিত্যাগী নির্লিপ্ত বৈরাগী বলিয়া গণ্য হইব।"

সীন-রাজ্যে যাইবার সময়ে কোয়াঙ্গনগরে কন্‌ফুচি সদলে বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে এই সহরে ইয়াংহু নামে একজন ডাকাইতের বড় উপদ্রব হইয়াছিল। লোকে তাহার উৎপাতে বড়ই উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দুঃখের বিষয় ইয়াংহু ও কন্‌ফুচি উভয়ের শরীরগত এত সাদৃশ্য ছিল যে লোকে তাঁহাকেই ইয়াংহু বলিয়া ভুলিয়া তিনি যে বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলিল। শিষ্যবৃন্দ মহাভীত হইয়া পড়িল, কিন্তু কন্‌ফুচি নির্ভীকচিত্তে বলিলেন, "আমা সম্বন্ধে সত্য কখনই লুপ্ত থাকিবে না। পরমেশ্বর যদি এত শীঘ্রই এই সৎকার্য্যে বাধা দিতেন, তাহা হইলে আজ আমাকে এ অবস্থায় পড়িতে হইত না। তাঁহার ইচ্ছায় সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবেই, কোয়াঙ্গের লোকেরা আমার কিছুই করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া তিনি বীণায় সুর চড়াইয়া নিজ রচিত প্রাচীন সম্রাট্‌গণের মহিমাসূচক পদাবলী গান করিতে লাগিলেন। যে সকল লোক বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা বুঝিতে পারিয়া ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

১৩ বৎসর পরে ঘটনাবশতঃ কন্‌ফুচিকে স্বদেশে ফিরিতে হইল। এ সময়ে লু-রাজ্যে কি-কং নামে এক ব্যক্তি রাজার অতি প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ মত রাজা সকল কার্য্যই করিতেন। ঘটনাক্রমে ইয়েনইউ নামে কন্‌ফুচির এক শিষ্য কি-কংএর অধীনে সৈন্য-বিভাগে কর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইয়েনইউ সি-রাজ বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া অতি সুকৌশলে জয় লাভ করেন। কি-কং তাঁহার যুদ্ধপ্রণালী দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নূতন প্রকার যুদ্ধরীতি দেখিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এরূপ ধরণে যুদ্ধপ্রণালী তিনি কোথায় শিখিয়াছেন? ইয়েনইউ বলেন, কন্‌ফুচিই ইহার শিক্ষাদাতা। কি-কং কন্‌ফুচির নাম শুনিয়া তিনি কিরূপ লোক, তাহা জানিতে চাহিলে ইয়েনইউ বলিলেন যে, "যদি আপনি তাঁহাকে আপনার কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আপনার যশে চতুর্দ্দিক্ ভরিয়া যাইবে; আপনার সৈন্যসামন্ত অকুতোভয়ে দেবদানব সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে; তাহাদের নিকট ভয় করিবার মত কিছুই থাকিবে না বা তাহাদের অজানিতও কিছু থাকিবে না। আর যদি আপনি নিজে তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করেন, তাহা হইলে দেশের শত শত পণ্ডিতের পরামর্শেও কেহ আপনার কিছু করিতে পারিবে না।"

এই সকল কথা শুনিয়া কি-কং ভবিষ্যৎ সুফলের আশায় কন্‌ফুচিকে নিযুক্ত করাই স্থির করিলেন। ইয়েনইউ শুনিয়া বলিলেন যে, "যদি তাঁহাকে নিযুক্ত করাই মত হয়, তাহা হইলে, একটা কথা স্মরণ রাখিবেন যে, আপনাদের উভয়ের পরামর্শের মধ্যে যেন কোন নীচমনা লোক স্থান না পায়।" ইহার পরই কি-কং কন্‌ফুচিকে আনিবার জন্য দূত পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ে কন্‌ফুচি উই রাজ্যে ছিলেন। সেখানে তিনি কংওয়ান নামে উইরাজের একজন সেনাপতির ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উইরাজ্য পরিত্যাগের পথ দেখিতেছিলেন। কংওয়ান কন্‌ফুচির সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কেবল একমাত্র যুদ্ধশাস্ত্রের কথা লইয়াই আলোচনা করিতেন, কিন্তু কন্‌ফুচি নিজে যুদ্ধশাস্ত্রে উপদেশ দিতে ভালবাসিতেন না বলিয়া মহা বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। শেষে স্থির করিলেন যে, এ রাজ্য ত্যাগ না করিলে আর এ দায় হইতে নিষ্কৃতি নাই। কন্‌ফুচির মনের অবস্থা যখন এইরূপ, ঠিক সেই সময়ে কি-কঙের দূত আসিয়া পৌছিল, কন্‌ফুচি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের

প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন এবং বিন্দুমাত্রও বিলম্ব না করিয়া সশিষ্যে স্বদেশে ফিরিলেন।

কন্‌ফুচি রাজসভায় উপনীত হইলে, রাজা গই (গৈয়ং) শাসনকার্য্য সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কন্‌ফুচি তাহার যথাযথ উত্তর দিতে দিতে স্পষ্টই আভাস দিলেন যে, যদি তাঁহাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে, রাজার যথেষ্ট মঙ্গল হইবে। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, যে উপযুক্ত সৎমন্ত্রী নির্ব্বাচন করিতে পারিলেই রাজ্য সুশাসিত হইবে। কি-কংও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় কন্‌ফুচি বলিলেন, "প্রশস্তমনা লোককে নিযুক্ত ও নীচমনাকে দুর করিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে যে অল্পদিনের মধ্যে নীচমনার মনও প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইবে।" কি-কং এরূপ কথায় বুঝিলেন না যে কিরূপে কি করিতে হইবে, তাহার উপর আবার এই সময়ে লু-রাজ্যে ডাকাতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, কি-কং কিরূপে এ ডাকাতি নিবারণ করিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, কাজেই কন্‌ফুচি আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন যে, "যদি তুমি নিজে লোভী না হও, তোমার প্রজাকে পুরস্কার দিয়া প্রলোভিত করিলেও তাহারা চুরি কি ডাকাতি করিতে অগ্রসর হইবে না।" এই উত্তরে কন্‌ফুচি স্বয়ং গইরাজের উপরেও একটু কটাক্ষ করিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে, আজ দুই বৎসরের মধ্যে রাজা কি-কঙের এমন বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কি-কং যাহা করিতেন, তাহাতে আর দ্বিরুক্তি করিতেন না। যাহা হউক শেষে লু-রাজের সভায় তাঁহার থাকা ঘটিল না, কারণ এরূপ লোকবিশেষের বশীভূত প্রভুর নিকট কন্‌ফুচির ন্যায় লোকের থাকা একান্ত অসাধ্য।

এবারেও লু-রাজের নিকট মনোভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় কন্‌ফুচি রাজকার্য্যের আশা কতকটা দমন করিয়া অবসর লইয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন। এই অবসরকালে তিনি স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস সুকিং গ্রন্থের টীকা ও ভূমিকা লিখিলেন। শুদ্ধ ইতিহাস নহে এই সময়ে তিনি অনেকগুলি বিষয়ে হস্ত দিয়াছিলেন।

আজকাল কন্‌ফুচির যতগুলি পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার প্রথম শ্রেণীর আদি পুস্তক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দুদের নিকট বেদ যেমন পূজ্য, চীনবাসীর নিকট এই আদিপুস্তক সেইরূপ পূজ্য। আদি পুস্তকে পাঁচখানি গ্রন্থ আছে—ইকিং, সুকিং, সিকিং, লিকিং ও চুন্‌ছিউ। "ইকিং" পুস্তকখানি চীনদেশের আমূল পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিত।' পুস্তকখানির মূল কন্‌ফুচির রচিত নহে, তিনি ইহার টীকা ও ভাষ্যকার। কিম্বদন্তী আছে যে, চীনরাজ্যস্থাপয়িতা কোহি ইহার প্রণেতা। ইহার প্রসঙ্গগুলি প্রহেলিকায় রচিত, ভাষা অতিকঠিন, সাধারণে ইহার অর্থ করিতে পারে না। ভাষ্য না হইলে যেমন কেহ বেদ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ কন্‌ফুচির ভাষ্য না দেখিলে কেহ "ইকিং" বুঝিতে পারে না, ইহার ভাষ্যের ভূমিকায় স্বয়ং কন্‌ফুচিই বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি তাঁহার জীবনের পরিমাণ আর কিছুকাল বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে, তিনি আর ৫০ বৎসর "ইকিং" পড়িবার জন্য ব্যয় করিতেন এবং তাহার পর যদি টীকা বা ভাষ্য রচিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাতে বিশেষ কোন বৃহৎ ভ্রম থাকিতে পারিত না। এই পুস্তকখানি চীন-গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও পবিত্র। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ভে-ভাং নরপতি একবার ইহার অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারেন নাই। কন্‌ফুচির পূর্ব্বে আর কেহই ইহার ভাব গ্রহণ করিতেই পারিত না। আজকাল সাধারণতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের নিকট বেদ যেমন দুর্ব্বোধ্য, কন্‌ফুচির পূর্ব্বে চীনদিগের নিকটে ইকিং সেইরূপ ছিল। কন্‌ফুচি ইহার বড় আদর করিতেন।

আদিপুস্তকের দ্বিতীয় গ্রন্থ "সুকিং", ইহা একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি চীনদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাচীন ইতিহাস। ইহাতে চীনরাজ্য স্থাপনাবধি কন্‌ফুচির সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস বর্ণিত আছে। হিন্দুর পুরাণশাস্ত্রের মত ইহাতে ধর্ম্মনীতির উপদেশও আছে। কন্‌ফুচি প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আদিপুস্তকের তৃতীয় গ্রন্থ "সিকিং" কন্‌ফুচির রচিত নীতিগর্ভ কাব্য এবং সঙ্গীতে পূর্ণ, এতদ্ভিন্ন ইহাতে প্রাচীন কবিতা, কাব্য ও সঙ্গীতসংগ্রহও আছে। চীনেরা এই সকল গীত ও কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে। ইহাতে সঙ্গীতের পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য কন্‌ফুচি কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। চীনেরা ইহার গীতাদি উৎসবাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকে। চীনদিগের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার এই পুস্তক পাঠে যথেষ্ট জানা যায়।

কন্‌ফুচির "লিকিং" নামক চতুর্থ গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পূর্ব্বোক্ত ৩ খানিকে একত্র করিলেও এ খানির তুলনা হয় না। এইখানি চীনদিগের স্মৃতি ও ব্যবস্থা গ্রন্থ। ইহাতে ধর্ম্মকর্ম্মের রীতিনীতি বিধি ব্যবস্থা বর্ণিত আছে। ইহার মূলাংশ কন্‌ফুচির স্বরচিত কি না তাহা নির্ণয় করা যায় না।

চুন্‌ছিউ নামক পঞ্চম গ্রন্থখানিতে কন্‌ফুচির জন্মভুমি লু-রাজ্যের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। চুং শব্দে বসন্তকাল এবং ছিউ শব্দে শরৎকাল বুঝায়। কন্‌ফুচি এই পুস্তকখানি বসন্তকালে আরম্ভ করিয়া শরৎকালে শেষ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম চুন্‌ছিউ রাখেন। এইখানি তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার রচনা। ইহাতে ইনরাজের সময় হইতে গইরাজের রাজত্বকালের (চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত) ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। এইখানি কন্‌ফুচির নিজের রচিত গ্রন্থ, ইহার একটি শব্দও অপরের নহে। কন্‌ফুচি এই জন্যই এইখানি শেষ করিয়া শিষ্যগণের হস্তে দিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি আমার রচনার জন্য কোন যশ হয়, তাহা হইলে তাহা এই চুন্‌ছিউ হইতে হইবে, আর যদি অপযশ হয় তাহা হইলে তাহাও ইহা হইতে হইবে। এই পুস্তকখানিতে কন্‌ফুচি ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া কোন উপদেশ দেন নাই। অলৌকিকী শক্তির মহিমা বলিয়া তিনি কোন বিষয়ের মীমাংসা করেন, প্রত্যেক প্রশ্নের মীমাংসায় তিনি কার্য্য কারণ দেখাইয়া গিয়াছেন। কেবল মৃত্যু কি? এইরূপ কোন এক প্রশ্নের উত্তরে একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, "আমরা যখন জীবন কি—তাহাই জানি না, তখন মৃত্যু যে কি তাহা কিরূপে জানিব?"

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৪১ অব্দে কন্‌ফুচির একমাত্র পুত্র লী পরলোক গমন করেন। কন্‌ফুচির জীবনী মধ্যে এই ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল পুত্রকে উপদেশ দিবার জন্য কন্‌ফুচি কিরূপ প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাঁহার তাহাই দেখাইবার জন্য একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ আছে। একবার কোন শিষ্য লীকে জিজ্ঞাসা করে যে, "আমরা যে সকল উপদেশ পাইয়া থাকি, তদ্ব্যতীত তুমি তোমার পিতার নিকট আর কোন বিষয় শিখিয়া থাক কি না?" লী উত্তর দিলেন, "না, একদিন তিনি উঠানে দাঁড়াইয়াছিলেন, আমি নিকট দিয়া তাড়াতাড়ি যাইতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গীতিপুস্তক পড়িয়াছ?" আমি 'না' বলিলে, তিনি বলিলেন, যে "যদি তুমি গীতিপুস্তক না পড়, তাহা হইলে তুমি কথোপকথনের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারিবে না।" আরও একদিন জিজ্ঞাসা করেন তুমি আচার ব্যবহারের বিধিগ্রন্থখানি পড়িয়াছ?" আমি আবার 'না' বলায় বলিলেন, "যদি তুমি এ গ্রন্থখানি না পড়, তাহা হইলে তোমার চরিত্র কোনকালে স্থির হইবে না।"

শিষ্য শুনিয়া বলিলেন, "আমরাও উপদেশ দুইটি পাইয়াছি, কিন্তু আরও একটি বেশী উপদেশ পাইয়াছি যে বিজ্ঞ মনুষ্যেরা আপনার পুত্রের শিক্ষাদির জন্য কোনরূপ বিশেষ বন্দোবস্ত করেন না।"

পুত্রের মৃত্যুর পরবৎসর ইয়েনহিউ নামক কন্‌ফুচির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়ছাত্রের মৃত্যু হয়। এই সংবাদ পাইবা মাত্র কন্‌ফুচি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলেন, "আঃ! ঈশ্বর বুঝি আমাকে নষ্ট করিলেন।" ইহার এক বৎসর পরে কি-কং শীকারে গিয়া এক প্রকার এক শৃঙ্গবিশিষ্ট অদ্ভুত জীব ধরিয়া আনেন। ইহা কি প্রাণী তাহা কেহই বলিতে না পারায়, কন্‌ফুচিকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়াই বলিলেন যে, ইহা "কি-লিন" নামক প্রাণী। প্রবাদ এইরূপ যে, এই প্রাণী কন্‌ফুচির জন্মের পূর্ব্বে নি-পর্ব্বতে তাঁহার মাতাকে স্বপ্নে দেখা দেয় এবং তিনিও স্বপ্নে তাহার শৃঙ্গে একটি ফিতা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ধৃত প্রাণীর শৃঙ্গে ফিতা বাঁধা ছিল। দ্বিতীয়বার এই পশুকে দেখিয়া সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিল। কন্‌ফুচি বিজ্ঞতম হইয়াও বর্ত্তমান ঘটনায় মুগ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া সেই পশুর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তুই কাহার জন্য আসিয়াছিস্', তৎপরে চক্ষু জলে আপ্লুত হইল, তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"আমার উপদেশ চলিল বটে, কিন্তু আমি অপরিচিত রহিয়া গেলাম।"

জি-কং বলিলেন—"আপনি অপরিচিত রহিলেন, এ কিরূপ কথা?"

কন্‌ফুচি বলিলেন—"আমি সে জন্য ঈশ্বরকে দোষ দিতেছি না। মানুষ আমার শিক্ষা অগ্রাহ্য করিতেছে অথচ সফলতা লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাদেরও দোষ দিতেছি না, ঈশ্বর আমাকে জানেন্। কোন মহাত্মার নাম কখনও লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু আমার নিয়মাদির উপযুক্ত প্রচার হইতেছে না, সুতরাং বুঝিতেও পারিতেছি না যে, ভবিষ্যতে লোকে আমায় কি চক্ষে দেখিবে?"

একদিন প্রাতঃকালে শুনা গেল যে, মহাত্মা কন্‌ফুচি উঠিয়া পশ্চাদ্দিকে কোমরের উপরে হাত দিয়া স্বীয় বাটীর দ্বারে বেড়াইতেছেন, হাতে তাঁহার ছড়ি আছে, তাহা মাটীতে ঘস্‌ড়াইয়া যাইতেছে। কন্‌ফুচি বেড়াইতেছেন, আর বলিতেছেন,

"উচ্চ গিরিচূড়া, হয়ে যায় গুঁড়া,
ভেঙ্গে পড়ে বিটপী বিশাল।
বন-তৃণ মত শুকাইবে যত
মহাজ্ঞানী মানবের দল॥"

কিয়ৎক্ষণ পরে কন্‌ফুচি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া

দ্বারের সম্মুখে বসিলেন। জি-কং এই সময় গুরুর নিকট আসিতেছিলেন, তিনি তাঁহার কথাগুলি শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন যে, "যদি উচ্চ গিরিচূড়া যথার্থই গুঁড়া হইয়া যায়, তবে আমি কাহাকে দেখিয়া থাকিব, যদি বিশাল বিটপীই ভাঙ্গিয়া পড়ে অথবা মহাজ্ঞানীলোকে বনের তৃণের মত শুকাইয়া যায়, তবে আমি কাহার ভরসা করিব।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জি-কং গুরুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কন্‌ফুচি দেখিয়া বলিলেন—"জি, আজ তুমি এত বিলম্ব করিলে কেন? এতদিন পরে একটি সুবুদ্ধি রাজা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সে আমায় তাহার শিক্ষক করিবে। আমার অন্তিমসময় উপস্থিত।" এই কথাই ফলিল, তিনি খাটে গিয়া শয়ন করিলেন এবং সাতদিন পরে তাঁহার জীবলীলা শেষ হইল।

কন্‌ফুচির শিষ্যবৃন্দ মহা সমারোহে তাঁহাকে সমাহিত করিল। অনেকে তাঁহার সমাধির নিকট কুঁড়ে বাঁধিয়া ৩৮ বৎসর বাস করিয়াছিল, পিতৃতুল্য গুরুদেবের মৃত্যুতে শিষ্যেরা বাস্তবিকই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কন্‌ফুচির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম তিনজন শিষ্যের মধ্যে তখন একমাত্র জি-কং জীবিত ছিলেন, তিনি কোনমতে শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া আরও তিন বৎসরকাল সেই সমাধি স্থানেই ছিলেন। কন্‌ফুচির মৃত্যু হইলে দেশের লোকে তাঁহার অভাব বুঝিতে পারিল, কাজেই সমপ্রদেশের লোকেই ইহার জন্য শোক-সন্তপ্ত হইয়া পড়িল।

কিউ-ফো নগরের বহির্ভাগে কং-বংশের সমাধিস্থান ছিল। এই স্থানেই একটি স্বতন্ত্র বিস্তৃত ক্ষেত্রে কন্‌ফুচির সমাধি হইয়াছিল। এইস্থানে পরে এক বৃহৎ ও উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, স্তম্ভের সম্মুখে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত কন্‌ফুচির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, সমস্ত স্থান ঘিরিয়া কুঞ্জবাটিকায় পরিণত করা হইয়াছে এবং প্রবেশ দ্বার হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত সাইপ্রেস বৃক্ষের সারি দিয়া শোভিত করা হইয়াছে। প্রবেশদ্বার অতি সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত।

মর্ম্মর মূর্ত্তির নিম্নে "তাং" নামক রাজবংশ প্রদত্ত কন্‌ফুচির মহাজ্ঞানীগণাগ্রগণ্য, প্রাচীন শিক্ষক এবং সর্ব্ববিদ্যা-নিপুণ ও সর্ব্বজ্ঞ সম্রাট্ নামক উপাধিগুলি খোদিত হইয়াছে।

কন্‌ফুচির সমাধিস্তম্ভের উভয় পার্শ্বে আর দুইটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ আছে তাহার একটি তাঁহার পুত্রের ও অপরটি পৌত্রের সমাধিস্তম্ভ। পৌত্রের সমাধিস্তম্ভের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বাটী আছে, শুনা যায় যে, ঠিক ঐ স্থানে জি-কং কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একাক্রমে গুরু শোকে পাগল হইয়া ৬ বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন।

কন্‌ফুচির মর্ম্মর মূর্ত্তি।

কন্‌ফুচির সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহা দেখিয়া ইঁহার আকৃতি স্পষ্ট বুঝা যায়। কন্‌ফুচি দীর্ঘচ্ছন্দ, বলিষ্ঠ, সুগঠিত পুরুষ ছিলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তাভ ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং মস্তক বৃহৎ ছিল। ইঁহার শরীরে ৪৯টি বিশেষ চিহ্ন ছিল।

কন্‌ফুচি নিজ প্রভু রাজার নিকট যে ভাবে ব্যবহার করিতেন, তাহাতে তাঁহার আত্ম-নির্ভরতা প্রকাশ পাইত বটে, কিন্তু রাজার সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেন। যখন তিনি রাজসভায় প্রবেশ করিতেন কি শূন্য সিংহাসনের নিকট দিয়া যাইতেন, তখন তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িত, পা ভাঙ্গিয়া আসিত এবং কণ্ঠস্বর এত মৃদু হইয়া যাইত যে, বোধ হইত যেন কথা কহিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতেছে। যখন ঘটনাক্রমে তাঁহাকে রাজচিহ্নাদি বহন করিতে হইত, তখন তাঁহার শরীর এরূপ অবশ হইয়া পড়িত যে তিনি ঐ সকলের ভার কোনমতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না। যদি কোন পীড়ার সময় রাজা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, তাহা হইলে তিনি সেই অসুখ শরীরেও তাঁহার পদোচিত বেশভূষা ও কোমরবন্ধ পরিয়া পূর্ব্ব মুখে শুইয়া থাকিতেন। যখন কোন রাজ-অতিথিকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য রাজা তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইতেন, তখন তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তিত হইত। তিনি উৎসাহিত হইয়া রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারী-

গণের সহিত অগ্রসর হইতেন এবং যখন অতিথিকে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাকে পাঠান হইত, তখন তিনিই সর্ব্বাগ্রে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে স্বীয় অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্রদর্শন করাইতেন। যখন দেশীয় দুর্ভিক্ষাদি নিবারণার্থ দেশে বার্ষিক উৎসব হইত, তখন কন্‌ফুচি স্বয়ং উৎসবের মূলউদ্দেশ্য বুঝিয়া উৎসাহ দিতেন এবং পদোচিত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া স্বীয় বাটীর পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়া থাকিতেন; উৎসবে মাতিয়া যে সকল লোক তাঁহার নিকট আসিত, তাহাদিগকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। পানাহারাদি কার্য্যে কন্‌ফুচি বড় সাবধান হইয়া চলিতেন। কখন স্বাস্থ্যভঙ্গকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার খাদ্যাদি বড় পরিষ্কার করিয়া প্রস্তুত করিতে হইত এবং প্রত্যেক প্রকার ব্যঞ্জন নির্দ্দিষ্ট পাত্রে পরিবেশন করিতে হইত। তিনি বড় বেশী খাইতে পারিতেন না; খাইতে বসিয়া গল্প করিতেন না এবং যাহা কিছু খাইতেন তাহা মন্দ হইলেও কিয়দংশ দেবতার নামে উৎসর্গ না করিয়া কখন খাইতেন না। মদ্যপানের জন্য তাঁহার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না, যখন ইচ্ছা হইত তখনই খাইতেন, কিন্তু কখন অধিকমাত্রায় খাইয়া প্রমত্ত হইতেন না। কন্‌ফুচি বড় দয়ালু ছিলেন, সকলকেই কিছু কিছু দান করিতেন। যখন শুনিতেন যে লোক অভাবে কাহারও সৎকার হইতেছে না অমনি নিজে ছুটিয়া যাইতেন। কাহারও অন্নাভাব ঘটিলে নিজে সাধ্যমত তাহাকে সাহায্য করিতে ক্রুটী করিতেন না।

কন্‌ফুচি যখন গাড়ীতে যাইতেন, তখন কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে অবনত হইয়া নমস্কার করিতেন। কখন তিনি কাহাকেও অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিতেন না। তাঁহার নিকট সকলেই সমান আদর পাইত। তিনি বলিতেন শ্রেষ্ঠ ও নীচ লোকের মধ্যে বায়ু ও তৃণের সম্বন্ধ; বায়ু বহিলে তৃণ বাঁকিয়া পড়িবেই। নীচলোককে সদয় ব্যবহার করিলে সে নিশ্চয়ই বশীভূত থাকিবে।

এইরূপ কন্‌ফুচির কার্য্যাবলী দেখিলেও বোধ হয়। যে তিনি শুদ্ধ উপদেশে নহে, স্বয়ং আদর্শ কার্য্যাদি করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়াছেন।

কন্‌ফুচি সঙ্গীত-বিদ্যায় রীতিমত পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত ভিন্ন তাঁহার মতে কাহারও শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। তিনি বলিতেন যে, "সঙ্গীত ভিন্ন আর কিছুতে মনকে জাগরিত করিতে পারে না। নীতি অবলম্বনে চরিত্র গঠিত হয় বটে, কিন্তু সঙ্গীত ভিন্ন সে গঠনে পূর্ণতা হয় না। সঙ্গীতের কথা উঠিলে, কন্‌ফুচি একপ্রকার পাগল হইয়া পড়িতেন, কেহ সামান্য বিরুদ্ধ কথা বলিলে, কন্‌ফুচি অমনি কোমর বাঁধিয়া তাহার সহিত তর্ক করিতে বসিতেন।

কন্‌ফুচি নীতি শিক্ষাদাতা ছিলেন। তিনি যাহা কিছু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেবল দর্শন-বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার নীতি, সমাজ নীতি ও রাজনীতিগত উপদেশ ভিন্ন ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধীয় কিম্বা মত ও বিশ্বাস লইয়া বিশেষ কোন কথা নাই। কন্‌ফুচি সাধারণের জন্য একখানি ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই শাস্ত্রখানির নাম লি-কি বা লি-কিং। মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, যাহা কিছু করিতে হয় বা যাহা কিছু করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহার প্রত্যেকটি ধরিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পিতামাতার প্রতি-ব্যবহার, উচ্চ নীচের ব্যবহার ও সামান্য জীবনে চরিত্রের শোভা বর্দ্ধন-বিষয়ে যে সকল উপদেশ ও নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর এবং অতি সহজে অবলম্বনীয়। পিতার নিকট পুত্রের বাধ্যতা লইয়াই কন্‌ফুচি সমস্ত বিষয়ের মূল স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে, একটি পরিবার একটি জাতির ক্ষুদ্র আদর্শ। পরিবারের মধ্যে পিতা যেমন পুত্রগণের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন ও পুত্রেরা যেরূপ পিতার বাধ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত জাতি রাজার নিকট সন্তানবৎ ব্যবহার করিবে ও রাজাও সমগ্র প্রজার উপর পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন। এই মূল ভিত্তির উপর কন্‌ফুচি সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আজিও চীনে কোনরূপ বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে না।

কাহারও কাহারও মতে, কন্‌ফুচি ঈশ্বরের সত্ত্বা মানিতেন না, কিন্তু তাঁহার দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আছে তাহাতে লিখিয়া গিয়াছেন, যে, বাস্তবিক শূন্য হইতে কোন বস্তুর উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। নিশ্চয়ই কোন এক প্রকার মূল পদার্থ অনাদি অনন্তকাল হইতে আছে। কারণ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মূল তত্তৎ বস্তুর সহিত সমভাবে আছে, সুতরাং কারণেও অনাদি অনন্তকাল আছে, এই কারণ অনন্ত, অক্ষয়, অসীম, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বত্র বিরাজিত। নীল আকাশই শক্তির কেন্দ্রস্থান অর্থাৎ এইস্থান হইতেই প্রধানতঃ কারণের কার্য্যারম্ভ হয়। এইখান হইতে সমস্ত জগতে কারণের শক্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এই জন্য মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ মধ্যে যে দুইদিন দিবারাত্র সমান হয়, সেই দুইদিন এই আকাশের

উদ্দেশ্যে পূজাদি প্রদান করা রাজাদিগের উচিত, কারণ ঐ দুই সময়ের একটিতে শস্য বপন করিতে হয় ও অপরটিতে প্রচুর ফসল পাওয়া যায়।

তাঁহার মতে মনুষ্য-দেহ দুই বিষয়ে রচিত—একটি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য ও ঊর্দ্ধগামী; দ্বিতীয়টি স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও নিম্নগামী। যখন এই দুইটি মূল বিষয় পৃথক্ হইয়া যায়, তখন সূক্ষ্মদেহ আকাশে প্রস্থান করে এবং স্থূলদেহ পৃথিবীতে মিলাইয়া যায়। তাঁহার দর্শনে "মৃত্যু" নামক কোন কথা নাই। স্থূলদেহ পৃথিবীতে মিশিয়া জগতের অংশ মধ্যে গণ্য হইয়া যায়; কিন্তু সূক্ষ্মদেহ চিরবর্ত্তমান থাকে এবং মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতে যে বাটীতে যে সংসারে বাস করিত, সেইখানে আসিয়া থাকে। এই সকল সূক্ষ্ম দেহভূত স্বীয় বংশধরগণের নিকট পূজা পাইলে তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। এই কারণেই চীনদিগের পিতৃমন্দিরে উৎসবাদি করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহারা এই সকল উৎসবের প্রতি এতদূর ভক্তি ও যত্ন প্রকাশ করে যে দেখিলে অপরে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ে। ইহাদের বিশ্বাস যে যদি ইহারা এরূপ না করে, তাহা হইলে তাহাদের সূক্ষ্মদেহ পিতৃমন্দিরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা পাইবে না অথবা বংশধরগণের নিকট কোনরূপ ভক্তি বা যত্ন পাইবে না।

কন্‌ফুচি বা তাঁহার শিষ্যেরা ঈশ্বরের কোনরূপ আকৃতি স্বীকার করিতেন না কিম্বা তাঁহার কোন প্রতিমা বা অবতারত্ব কল্পনা করিতেন না। সাধারণতঃ কন্‌ফুচি লোককে শিক্ষা দিতেন যে "তোমরা অপরের নিকট যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করিয়া থাক, অপরের সহিত ব্যবহার করিবার সময় তোমরা সেইরূপ করিও।" তিনি অদৃষ্টবাদ স্বীকার করিতেন।

তিনি নিজ শিষ্যগণের সহিত কথোপকথন কালে যে সকল মহামূল্য মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, সেইগুলি লইয়া পরে "দর্শনশাস্ত্রের কথোপকথন" নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই মন্তব্যগুলি অতি সুন্দর ও মহামূল্য বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—ইহা হইতে কন্‌ফুচির ভূয়োদর্শন ও সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।—

১। যিনি কিছুতে অশান্তি বোধ করেন না, তাঁহাকে যদি কেহ গ্রাহ্যও না করে, তাহা হইলে কি তিনি পূর্ণ ধার্ম্মিক নন?

২। মাজা ঘসা কথায় বড় সত্য থাকে না।

৩। বিশ্বাস ও দৃঢ়তাকেই জীবনে প্রথম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিবে।

৪। মানুষে আমায় জানে না বলিয়া আমি দুঃখিত নহি, আমার দুঃখ এই যে, আমিই মানুষকে জানিতে পারিলাম না।

৫। চিন্তাশূন্য বিদ্যায় পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হয় মাত্র। বিদ্যাশূন্য চিন্তাও সর্ব্বনাশকর।

৬। জ্ঞান কি, তাহা আমি তোমায় শিখাইব কি? যখন তুমি কোন বিষয় জান, তখন যদি স্বীকার করিয়া লই যে তুমি তাহা জান এবং যদি তুমি কোন বিষয় না জান, আর যদি তোমাকে সেইরূপ অবস্থাতেই থাকিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই জ্ঞান বলে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি-বিশেষকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলে, নিজের অজ্ঞতা বুঝিতে পারিলে এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমের যথার্থত্ব বুঝিতে পারিলে, জ্ঞানের যথার্থস্বরূপ বুঝিতে পারা যায়।

৭। যখন আমরা গুণবান্ লোক দেখিতে পাই, তখন তাঁহাদের মধ্যে সমতা দর্শন করা আমাদের উচিত এবং যখন বিপরীত স্বভাবের লোক দেখিতে পাই, তখন আমরা অন্তর্দৃষ্টিতে আপনি আপনার পরীক্ষা কর্ত্তব্য।

৮। লোকের সহিত প্রথম ব্যবহারে তাহাদের কথা শুনিতে হয় এবং তাহাদের আচরণের প্রশংসা করিতে হয়, তাহার পর তাহাদের কথা শুনিয়া তাহাদের আচরণে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

৯। জি-কং বলিলেন, "আমি যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করি, সেইরূপ ব্যবহার করিতেও ইচ্ছা করি।" কন্‌ফুচি বলিলেন, "কিন্তু তোমার তত দূর অগ্রসর হইবার দৃঢ়তা কোথায়?"

১০। জ্ঞানী লোকেরা কথায় বড় খাটো, কিন্তু ব্যবহারে বড় হয়।

১১। ভগবান্ তোমার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন—এইরূপ স্থির করিয়া আরাধনা কর।

১২। আরাধনার সময়ে যদি আমার মন তাহাতে না বসে, তবে আরাধনা না করাই উচিত।

১৩। অন্নের জন্য মোটা চাউল, পানের জন্য সামান্য জল এবং শয়নের জন্য নিজের হস্তকে বালিস করিয়াও সুখে কাটাইতে পারা যায়, কিন্তু ধর্ম্ম হারাইয়া ধন ও মান পাইলে আমার নিকট শরতের ফাঁকা ফাঁকা মেঘের ন্যায় বোধ হয়।

১৪। জ্ঞানীরা যাহা কিছু খুঁজেন তাহা আপনার মধ্যে আর অবোধেরা যাহা কিছু খুঁজে তাহা পরের মধ্যে।

১৫। যাহা শিখিয়াছ তাহা নিজে কার্য্যে পরিণত কর এবং প্রতিদিন কিছু কিছু নূতন নূতন শিখিতে থাক, তবে লোকের শিক্ষাদাতা হইতে পারিবে এবং লোকে তোমার কথা শুনিবে।

১৬। যাহার হৃদয়ে বিশ্বাস ও দৃঢ়তা নাই, সে আমার চক্ষে চক্রহীন শকটের মত, সে জীবনপথে চলিবে কিরূপে?

১৭। তিন প্রকারে তিন জন একত্র থাকিলে শিক্ষার সুবিধা হয়। শিক্ষার্থী সদ্ব্যক্তি অনুকরণ করিতে পারে এবং অসদ্ব্যক্তিকে দেখিয়া নিজ দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারে।

১৮। মানুষকে বলপূর্ব্বক সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি করিতে পারা যায়, কিন্তু বলপূর্ব্বক তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে না।

১৯। স্বভাবে মানুষ এক, কিন্তু ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে।

২০। যে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী, সে কাহার নিকট শরণ লইবে।

২১। রাজা ধার্ম্মিক হইলে ন্যায় ও যুক্তির সহিত কার্য্য করিবে ও সাহসের সহিত কথা কহিবে, কিন্তু রাজা অধার্ম্মিক হইলে ন্যায় ও যুক্তির সহিত কার্য্য করিবে না, কিন্তু সাবধানে কথা কহিবে।

২২। জ্ঞানীরা নিজ কার্য্যে পাছে কথা অপেক্ষা হীন হইয়া পড়েন, এই ভয়ে লজ্জিত হইয়া থাকেন।

কনফুচির সহস্র দোষ ও সহস্র ভ্রম স্বীকার করিয়া লইলেও তিনি যে একজন আদর্শ লোক ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোনরূপ ঐশ্বরীক ক্ষমতার দোহাই না দিয়াও চীনেরা যে আজও ইহার উপদেশ পালন করিয়া আসিতেছে, ইহা কম বিস্ময়ের কথা নহে। চীনেরা ইহার প্রতি এই ৬৭।৬৮ পুরুষ অতীত হইতে চলিল—এই দীর্ঘকালেও যেরূপ সমভাবে সম্মান দেখাইয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, ইহার প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। মান্দারিণগণ, দেশের বিজ্ঞগণ এবং স্বয়ং সম্রাটও ইহার প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। ইহার মন্দিরে ধূপ ধুনা, চন্দনকাষ্ঠ ও গুগ্‌গুলু পোড়ান হয়, সম্মুখে পরিষ্কার পাত্রে ফল, ফুল, মদ্য ইত্যাদি রাখিয়া দেওয়া হয়। এই পাত্রে 'হে কনফুচি! হে আমাদের সম্মানার্হ শিক্ষক! তুমি এইখানে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও, আমাদের এই ভক্তির পূজা গ্রহণ কর।" এই কয়টি কথা খোদিত থাকে।

কনফুচি মানবের ভূত ভবিষ্যৎ পরকাল বা সৃষ্টিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, বস্তুতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় লইয়া কোন দিন মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি বর্ত্তমানের সেবক ছিলেন, ইহজীবনের উন্নতি অবনতি লইয়াই উপদেশাদি দিয়া গিয়াছেন। ইহার উপদেশ বলেই চীনবাসীরা আজও বর্ত্তমানের উপাসনা করিয়া, ইহজীবনের উন্নতিকালে গা ঢালিয়া মহাসুখে সেই সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিতেছে।

কন্যকা (স্ত্রী) কন্যা-কন্-পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। কুমারী। স্মৃতিশাস্ত্রে দশমবর্ষবয়স্কা কুমারীকে কন্যকা কহে।

("অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥" মনু।)

২ পরকীয় নায়িকা বিশেষ; পিত্রাদির অধীন থাকায় ইহাদিগকে পরকীয়া কহে, ইহাদের সমুদায় চেষ্টাদিই গুপ্ত। ৩ কন্যা। ৪ স্থতকুমারী।

কন্যকাজাত (পুং) কন্যকায়াং অনূঢ়ায়াং জাতঃ। ১ অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত।

("কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতো মতঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য।)

২ কর্ণ; কুন্তীর অবিবাহিতাবস্থায় ইহার জন্ম হইয়াছিল। ৩ ব্যাসদেব। [ব্যাস দেখ।]

কন্যকাপতি (পুং) কন্যকায়াঃ পতিঃ, ৬তৎ। জামাতা।

কন্যকুব্জ (ক্লী) কন্যাঃ কুব্জা যত্র। ১ কান্যকুব্জ দেশ। ২ জুনাগড়ের অন্তর্গত একটি তীর্থ। প্রভাসখণ্ডের কোন কোন পুথিতে কর্ণকুব্জ নামে উক্ত হইয়াছে। [কর্ণকুব্জ দেখ।]

কন্যনা (স্ত্রী) কন্যামাচষ্টে, কন্যা-ণিচ্-ভাবে যুচ্। কন্যার নাম।

কন্যলা (স্ত্রী) কন্যং কমনীয়তাং লাতি গৃহ্লাতি, কন্য-লা-ক-টাপ্। কন্যা।

কন্যস (পুং) কন্যত্বেন সীয়তে অবসীয়তে, কন্য-সী-ঘঞর্থে ক। ১ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

("রামস্য কন্যসো ভ্রাতা সুমিত্রা যেন সুপ্রজাঃ।" রামা ৫।৩৩।১৮)

২ (ত্রি) অধম। ৩ অঙ্গুলিপরিমাণ।

কন্যসা (স্ত্রী) কন্যস-টাপ্। কনিষ্ঠা ভগিনী।

কন্যসী (স্ত্রী) কন্যস-ঙীষ্। কনিষ্ঠা ভগিনী।

("অভিজিৎ স্পর্দ্ধমানাতু রোহিণ্যাঃ কন্যসী স্বসা।"
ভারত বন ২৩৯ অঃ ১।)

কন্যা (স্ত্রী) কন-যক্-(অঘ্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১১১।) টাপ্। ১ দশমবর্ষীয়া কুমারী। ২ অবিবাহিতা স্ত্রী; ভারতেও কন্যা শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছে,—"সকলকেই কামনা করিতে পারে বলিয়া অবিবাহিতা স্ত্রীর নাম কন্যা।" তন্ত্রে নব কন্যার প্রাধান্য কথিত হইয়াছে। যথা—

"নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।

ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা।
মালাকারস্ত কন্যা চ নবকন্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
গুপ্তসাধনতন্ত্র ১ম পটল।

নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, ধোবানী, নাপিতিনী, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোয়ালিনী ও মালী-কন্যাই নবকন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্ত্রের মতে ইহারাই কুলাঙ্গনা। ৩ স্ত্রী মাত্র।

৪ ঘৃতকুমারী। ৫ বড় এলাইচ। ৬ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ৭ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ৮ মহৌষধি বিশেষ। সুশ্রুত বলেন, ইহার ময়ূর পক্ষের ন্যায় মনোজ্ঞ বারটি পাতা, স্বর্ণবর্ণ ক্ষীর অর্থাৎ আটা, এবং কন্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। ৯ মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত ষষ্ঠ রাশি। এই রাশি উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের শেষ তিন পাদ, হস্তা নক্ষত্রের সম্পূর্ণ পাদ ও চিত্রার প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ, এই সময়ে অবস্থিতি করে। ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা জল মধ্যে নৌকারূঢ়া এবং শস্য ও অগ্নিধারিণী। ইহার অপর নাম পাথেয়। মতান্তরে ইহাকে শীর্ষোদয়া, দিনবলা, পিঙ্গলবর্ণা, দক্ষিণদিক্‌স্বামিনী, বায়ুপ্রকৃতি, শীতলস্বভাবা, শুদ্ধভূমিচারিণী, বৈশ্যবর্ণ, রুক্ষা, স্ত্রপাঙ্গী, খটচ্ছব্দা, অল্পসন্তানা ও অল্পপুংসঙ্গা কহে। এই রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে, বেদশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্‌, যথাস্থানে ক্রোধ করিয়াও তজ্জন্য অনুতাপকারী এবং পত্নীর প্রতি সর্ব্বদা বিরস হইয়া থাকে। কন্যা লগ্নে জন্ম হইলে নানা শাস্ত্রে বিশারদ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সৌভাগ্যশালী ও সুরত-প্রিয় হয়।

১০ সুতা, দুহিতা। বিবাহ ব্যতীত কন্যার অন্য সংস্কারকালে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের নিষেধ আছে। ইহাদের নামকরণ, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ কার্য্য বিনা মন্ত্রে নিষ্পাদন করিবে। নিষ্ক্রামণ সংস্কার একেবারেই নিষিদ্ধ।

১১ তীর্থ বিশেষ; এই তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ হয়।

("ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ! কন্যাতীর্থমনুত্তমম্‌।
কন্যাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ॥"
ভারত ৩।৮৩।১০৪।)

১২ চতুরক্ষরী ছন্দোবিশেষ; এই ছন্দে গ (একটি গুরুবর্ণ) ও ম (তিনটি গুরুবর্ণ) অর্থাৎ চারিটিই গুরুবর্ণ থাকে। ("গ্মৌচেৎ কন্যা।" বৃত্তরত্নাকর।)

কন্যাকা (স্ত্রী) কন্যৈব, কন্যা-স্বার্থে-কন্‌. অমুক্তপুংস্কত্বাৎ ন হ্রস্বঃ। ১ কন্যা। ২ কুমারী।

কন্যাকাল (পুং) কন্যায়াঃ কালঃ, ৬তৎ। অবিবাহিতা থাকিবার নিয়মকাল; দশম বৎসর পর্য্যন্ত।

কন্যাকুব্জ (পুং) কন্যাঃ কুব্জা যত্র, বহুব্রী। কান্যকুব্জ দেশ।

কন্যাকূপ (পুং) তীর্থবিশেষ। (ভারত অনু ২৫ অঃ।)

কন্যাগর্ভ (পুং) কন্যায়া গর্ভঃ, ৬তৎ। অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভ।

কন্যাগিরি। মান্দ্রাজপ্রদেশের নেল্লুর জেলার অন্তর্গত একটি তালুক, সাধারণে কনিগিরি বলে। ইহার পরিমাণফল ৭২৬ বর্গ মাইল। অক্ষা ১৫°১´ হইতে ১৫°৩২´ উঃ, এবং দ্রাঘি °৭৯°৯´ হইতে ৭৯°৪৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এইস্থানে দুইটি ফৌজদারী আদালত ও থানা আছে।

ইহার প্রধাননগর—কন্যাগিরি (কনিগিরি) অক্ষা° ১৫°১৩´ উঃ, দ্রাঘি ৭৯°৩২´ পূঃ।

খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে গজপতি বংশীয় ককেত রুদ্রচন্দ্র পুত্র কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দে কৃষ্ণরায় এই নগর আক্রমণ করেন। পূর্ব্বে এখানে ভাল ভাল ঘরবাড়ী ছিল, হায়দারআলী সেই সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলেন। লোকসংখ্যা ২৮৬৯, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু।

কন্যাগ্রহণ (ক্লী) কন্যায়া গ্রহণং, ৬তৎ। বিবাহ।

কন্যাট (পুং) কন্যা অটতি অত্র, কনা-অট-আধারে ঘঞ্‌। বাসগৃহ। (অথ বাসসদ্মনি কন্যাটঃ। শব্দাব্ধি।)

কন্যাতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

কন্যাত্ব (ক্লী) কন্যায়া ভাবঃ, কন্যা-ত্ব (তস্যভাবস্তুতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কন্যার ভাব।

কন্যাদান (ক্লী) কন্যায়া দানং বরায় সম্প্রদানম্‌। পাত্র হস্তে কন্যা সম্প্রদান, কন্যার বিবাহ দেওয়া। অগ্নিপুরাণে কন্যা দানের ফলাফল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;—যে ব্যক্তি কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে উপযুক্ত বরকে অলঙ্কৃতা কন্যা প্রদান করে, তাহার শত যজ্ঞফল লাভ হয়। পিতৃপিতামহলোক কন্যাদান কথা শ্রবণ করিলে, সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মবিবাহের দ্বারা কন্যা প্রদান করিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। দিব্য বিবাহের দ্বারা কন্যা সম্প্রদানে সূর্য্যলোকের দ্বার ভেদ করিয়া স্বর্গে গমন করে।

গান্ধর্ব্ববিবাহে কন্যাদানে গন্ধর্ব্বলোক লাভ করিয়া দেবতার ন্যায় চিরদিন ক্রীড়া করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শুল্ক সহ কন্যা সম্প্রদান করে, সে অনন্তকাল কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ সহ ক্রীড়া করিতে পারে।

ব্রাহ্মবিবাহে কন্যাদান করিয়া তাহার গৃহে ভোজন নিষিদ্ধ; কেহ মোহবশতঃ ভোজন করিলে তাহাকে নরকে যাইতে হয়। তবে দৌহিত্রের উৎপত্তি হইলে সেখানে

ভোজন করিতে কোনই নিষেধ নাই। বন্ধ্যা কন্যার গৃহে চিরদিনই ভোজন নিষিদ্ধ।

কন্যাদূষণ (ক্লী) কন্যায়া দূষণম্, ৬তৎ। অবিবাহিতা স্ত্রীর ব্যভিচার।

কন্যাধন (ক্লী) কন্তাকালে লব্ধং ধনম্, মধ্যলো°। অবিবাহিতাবস্থার স্ত্রীধন। অধিকারিণীর মৃত্যুতে তাহার সহোদরগণ এই ধনের অধিকারী হইয়া থাকে।

কন্যান্তঃপুর (ক্লী) কন্যায়া অন্তঃপুরম্, ৬তৎ। কন্তার বাসস্থল, অন্তঃপুর মধ্যে যে অংশে রাজকুমারী বাস করে। ("কন্যান্তঃপুরবোধনায় যদধিকারায় দোষানুপম্।" নৈষধ ৪।)

কন্যাপতি (পুং) কন্তায়াঃ পতিঃ, ৬তৎ। জামাতা।
(কন্তাপতিস্তু দুহিতুঃ স্বামিনি স্মৃতঃ। শব্দাব্ধি।)

কন্যাপাল (পুং) কন্তাপ্রধানঃ পালঃ, মধ্যলো° ১ শূদ্র জাতিবিশেষ, পাল নামক বণিক্ জাতি। [পাল দেখ।] ২ কন্তার পতি, জামাতা। ৩ (ত্রি) কন্তার প্রতিপালক।

কন্যাপুত্র (পুং) কন্তায়াঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। কন্তার পুত্র, দৌহিত্র।

কন্যাপুর (ক্লী) কন্তায়াঃ পুরম্, ৬তৎ। কন্তার বাড়ী।

কন্যাপ্রদান (ক্লী) কন্তায়াঃ প্রদানং বরায় সম্প্রদানম্। কন্তাদান।

কন্যাভর্ত্তা (পুং) কন্তাভিঃ প্রার্থনীয়ো ভর্ত্তা, মধ্যলো°। ১ কার্ত্তিকেয়, কার্ত্তিকেয় অতিশয় রূপবান্ বলিয়া কন্তামাত্রেই তাঁহার ন্যায় পতিকামনা করে। (৬তৎ) ২ জামাতা।

কন্যাভাব (পুং) কন্তায়া ভাবঃ, ৬তৎ। কন্যাত্ব, কন্তাবস্থা।

কন্যাময় (ত্রি) কন্তা-ময়ট্। ১ কন্যাস্বরূপ। ২ প্রচুর কন্যাবিশিষ্ট অন্তঃপুর।

কন্যারত্ন (ক্লী) কন্যারত্নমিব, উপমি°। শ্রেষ্ঠকন্যা, অসাধারণ রূপবতী বা গুণবতী কন্যা।

কন্যারাম (পুং) বুদ্ধবিশেষ। (কন্তারামো বুদ্ধভেদে। শব্দাব্ধি।)

কন্যারাশি (পুং) কন্তাখ্যঃ রাশিঃ, কর্ম্মধা। রাশিবিশেষ। [কন্যা দেখ।]

কন্যারাশীয় (ত্রি) কন্যারাশেরিদম্, কন্যারাশি-ছ। কন্যারাশি সম্বন্ধীয়।

কন্যাবেদী [ন্] (পুং) কন্যাং দুহিতরং আবিন্দতি, কন্যা-আ-বিদ্-ণিনি। জামাতা। ("কন্যাং কন্যাবেদিনশ্চ পশূন্ মুখ্যান্ সুতানপি।" যাজ্ঞ।)

কন্যাশুল্ক (ক্লী) কন্যায়াঃ শুল্কম্, ৬তৎ। কন্যার মূল্য, বিবাহকালে বরের নিকট যে টাকা লওয়া হয়।

কন্যাশ্রম (ক্লী) তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে, শত কন্যালাভ ও অন্তিমে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।
("ততঃ কন্যাশ্রমং গচ্ছেৎ নিয়তো ব্রহ্মচর্য্যবান্।
ত্রিরাত্রোপষিতো রাজন্ নিয়তো নিয়তাশনঃ।
লভেৎ কন্যাশতং দিব্যং স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি॥"
ভারত বন ৮৩ অঃ।)

কন্যাসম্প্রদান (ক্লী) কন্যায়াঃ সম্প্রদানম্, ৬তৎ। কন্যাদান। [কন্যাদান দেখ।]

কন্যাসংবেদ্য (ক্লী) তীর্থবিশেষ, এই তীর্থে নিয়ত নিয়তাশন হইয়া থাকিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় এবং এই স্থানে কন্যার্থ অণুপরিমিত দ্রব্যও দান করিলে তাহা অক্ষয় থাকে।
("কন্যাসংবেদ্য মাসাদ্য নিয়তো নিয়তাশনঃ।
মনোঃ প্রজাপতে র্লোকানাপ্নোতি পুরুষর্ষভ॥
কন্যার্থং যৎ প্রযচ্ছন্তি দানমণ্বপি ভারত।
তদক্ষয়মিতি প্রাহুর্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥" ভারত)

কন্যাস্বয়ম্বর (ক্লী) কন্যয়া স্বয়ং ব্রিয়তে যত্র, কন্যা-স্বয়ং-বৃ-থ। কন্তাকর্তৃক স্বয়ং পতিগ্রহণ।

কন্যাহ্রদ (পুং) তীর্থবিশেষ, এই তীর্থে বাস করিলে দেবলোকে গমন করিতে পারে।
("যস্ত কন্যাহ্রদে বাসো দেবলোকং স গচ্ছতি।"
ভারত অনু ২৫ অঃ।)

কন্যাহরণ (ক্লী) কন্যায়া হরণম্, ৬তৎ। কন্যার অভিভাবকদিগের অজ্ঞাতসারে অথবা তাহাদিগের নিকট বল প্রকাশ করিয়া কন্যাগ্রহণ।

কন্যিকা (স্ত্রী) কন্যা এব, কন্যা স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। কন্যা।

কন্যুষ (ক্লী) কন ইন্, কন্যা কান্ত্যা ওষতি ইব। কনি-উষ-ক। হস্তপুচ্ছ, হাতের পোছা।

কপ (পুং) কানি জলানি পাতি, ক-পা-ক। ১ বরুণ দেব। ২ অসুরবিশেষ। (ভারত অনু° ১৫৭ অঃ।) ৩ (ত্রি) জলপায়ী।

কপট (পুং, ক্লী) কপ-অটন্; কং সত্যং ব্রহ্মাণমপি পটতি আচ্ছাদয়তি, ক-পট অচ্ বা। ১ মিথ্যা ব্যবহার, কপটতা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—ব্যাজ, দম্ভ, উপধি, ছদ্ম, কৈতব, কূট, কল্ক, ছল, মিষ, কৈরব, ব্যপদেশ, লক্ষ, নিভ, মায়া, শঠতা, শাঠ্য, কুস্তি ও নিকৃতি।
২ দনুপুত্র, দানববিশেষ।

কপটচারী [ন্] (ত্রি) কপট-চর-ণিনি। প্রবঞ্চক, যে কপট ব্যবহার করে।

কপটতা (স্ত্রী) কপটস্য-ভাবঃ, কপট তল্-টাপ্ (তস্য ভাব স্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯) কপটের ভাব, কাপট্য।

কপটতাপস (পুং) কপটেন তাপসঃ। ছলপূর্ব্বক যে তপস্বী হয়, কপটসন্ন্যাসী।

কপটধারী [ন্] (ত্রি) কপটং ধারয়তি, কপট-ধৃ-ণিনি। কপটযুক্ত।

কপট-পটু (ত্রি) কপটে পটুঃ, ৭তৎ। ১ প্রতারণা করিতে নিপুণ। ২ ইন্দ্রজালকারী।

কপটবচন (ক্লী) কপটপূর্ণং বচনম্। প্রতারণাবাক্য, যে বাক্যের দ্বারা বঞ্চনা করা হয়।

কপটবেশ (ত্রি) কপটো বেশো যস্য, বহুব্রী। ১ ছদ্মবেশী। ২ (পুং) (কর্ম্মধা) ছদ্মবেশ।

কপটবেশী [ন্] (ত্রি) কপটবেশোঽস্যাস্তি, কপটবেশ-ইনি। ছদ্মবেশী।

কপটিক (ত্রি) কপটঃ বিদ্যতে হস্য, কপট-মত্বর্থে ঠন্। কপটবিশিষ্ট।

কপটিনী (স্ত্রী) কপটো হস্যাস্তি, কপট-ইনি-গৌরাদিত্বাৎঙীষ্। চীড়ানামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

কপটী [ন্] (ত্রি) কপটো হস্যাস্তি, কপট-ইনি। প্রতারক, বঞ্চক

কপটী (স্ত্রী) কপ-অটন্-ঙীষ্। পরিমাণবিশেষ; এক আঁকাড়।

কপটেশ্বর। কাশ্মীরস্থ জনপদবিশেষ। এইখানে পাপসূদন নাগের বাস ছিল। ইহাই রাজতরঙ্গিনীবর্ণিত পাপসূদন-তীর্থ। (রাজতরঙ্গিণী ৩১। ৩২।) এই স্থান কোটহার পরগণার অন্তর্গত ইস্লামাবাদের নিকট।

কপটেশ্বরী (স্ত্রী) কমিব শুভ্রঃ পটঃ বসনং তত্তুল্যং ফলং ঈষ্টে, ক-পট-ঈশ-করপ্-ঙীপ্। শ্বেত কণ্টকারী। [কণ্টকারী দেখ।]

কপন (পুং) কপ-ল্যু। ১ কম্পন। ২ ঘুণাদি কীট।

কপর্দ্দি (পুং) পর্দ্দ পূরণে-ভাবে ক্বিপ্-বলোপঃ (রাৎলোপঃ। পা ৬।৪।২১।) ইতি। পর্ পূর্ত্তিঃ, কস্য গঙ্গাজলস্য পরা পূরণেন দাপয়তি শুদ্ধ্যতি; ক-পর্-দৈপ-ক (আতোঽনুপ সর্গে। পা ৩।২।৩) ১ শিবজটা। ২ কড়ি।

(কপর্দ্দঃ খশুপরশো র্জটাজূটে বরাটকে। মেদিনী।)

কপর্দ্দক (পুং) কপর্দ্দ-কন্। ১ বরাটক, কড়ি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বরাট, কপর্দ্দ, বরাটিকা, চরাচর, চর, বর্গা, বালক্রীড়ক।

বাঙ্গালার কড়ি বা কৌড়ি, হিন্দীও গুজরাটীতে কৌড়ি, তামিলে 'কপর্দি', তৈলঙ্গে 'গবল্ল', সিংহলে 'পিঙ্গো', মলয়ে 'বেয়া', পারস্যে 'খরমোহর', আরব্যে 'বুদা', ইংরাজীতে 'কৌরি', (Cowrie), ফরাসীরা 'কোরিস্' বা 'বৌগেস্' (Coris, Cauris, or Bouges), ওলন্দাজেরা 'কৱিস্' বা 'শ্ল্যাঙ্গেনহুফ্‌জেস্' (Kanris, Slaugenhoofdges), রোমকেরা 'কোরি', বা 'পোর্শেলাঙ্ক' (Cori, Porcellanc), জর্ম্মনেরা 'কৱিস্' (Kanris), স্পেনীয়রা 'সিক্কে' বা 'বুসিওস্' (Siqueyes, Bucios), পর্ত্তুগীজেরা 'বুসিওস্' বা 'জিম্বোস্' (Zimbos,) দিনেমার, সুইস্ ও রুষেরা 'কৌরিস্' (Kauris) কহে।

কড়ি সামুদ্রিক জীব। পৃথিবীর নানাস্থানে নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলেই একজাতীয়। এই জাতিকে ইংরাজীতে সাইপ্রিডি (Cypræidæ) বলে।

ইহারা একসঙ্গী অর্থাৎ আপনাপনি সঙ্গমদ্বারা সন্তানোৎপাদন করে, ইহাদের স্ত্রীপুরুষ বলিয়া বিভিন্নতা নাই। এই জাতির মাথা স্বতন্ত্র ভাবে বাহিরে থাকে, তৎসঙ্গে দুই পার্শ্বে দুইটি কোণাকার রেখাযুক্তস্থান উহাই ইহাদের স্পর্শ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাজ করে, তাহারই বাহিরে দুই পার্শ্বে দুইটি অতি ক্ষুদ্র চক্ষু আছে।

এই জীবের তিন অবস্থা। প্রথম বা বাল্যাবস্থায় বহিরাবরণ স্বচ্ছ, পিঙ্গলবর্ণ ও অতিমসৃণ দেখায়, আবরণে তিনটি করিয়া ভ্রাম্ভ্রিমা রেখা টানা থাকে। দ্বিতীয় বা যৌবনাবস্থায় কড়ি অনেকটা স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়, এই সময়ে কড়ির বহিরোষ্ঠ পুরু হইয়া আসে, কিন্তু তখনও বহিরাবরণ তেমন কঠিন হয় না। তৃতীয় বা পূর্ণাবস্থায় কড়ির বহিরাবরণ অত্যন্ত কঠিন হয়, আবরণের গাত্রে ফিট্‌কি ফিট্‌কি বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রেণী অনুসারে বর্ণও পরিস্ফুট হয়।

রাজনির্ঘণ্টের মতে, কড়ি ৫ প্রকার। ১—যে কড়ি দেখিতে সোণার মত, তাহার নাম সিংহী। ২—ধূম্রবর্ণা কড়ির নাম ব্যাঘ্রী। ৩—যে কড়ির উপরিভাগে পীত ও নিম্নভাগে শ্বেতবর্ণ তাহার নাম মৃগী। ৪—কেবল শ্বেত কড়ির নাম হংসী। ৫—যে কড়ি বেশী বড় নয় তাহার নাম বিদণ্ডা।

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে কড়ি জাতি তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম, যে শ্রেণীর বহিবারণ অতি মসৃণ, মেরুদণ্ড (Columella) অত্যন্ত বিস্তৃত তাহাকে সাইপ্রিয়া (Cypræa) বলে। এই শ্রেণীতে অনেক প্রকার কড়ি আছে। তন্মধ্যে ১ গোলকড়ি (Cypræa Mappa) ২ ছুচোঁকড়ি (C. Talpa.) ৩ ঘেচি কড়ি (C. Cicercula), ৪ খুদে কড়ি (C. Childreni) প্রভৃতি সাইপ্রিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত।

গোলকড়ি ভারতমহাসাগরে পাওয়া যায়, এই কড়ি কোনটা গোলাপী, কোনটা কাল ও কোনটা বা নেবুর রঙের মত হয়। মরিচসহরে একপ্রকার মৃগের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কড়ি দেখা যায়, তাহা দেখিতে অতিসুন্দর। ছুঁচোকড়ির গঠন দেখিতে অনেকটা ছুঁচার মত, মধ্যের দাঁতগুলি কটা অথবা কাল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কড়িকে আরিসিয়া (Aricia) বলে। এদেশে যে কড়ি বাজারে ও দোকানে দ্রব্যাদির মূল্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম সাইপ্রিয়া মোনেটা (Cypræa moneta)। এই কড়ি অতি পূর্ব্বকাল হইতে এদেশে সামান্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে চলিত হইয়া আসিতেছে। এদেশে এখন কুড়ি গণ্ডা কড়িতে এক পয়সা গণনা করে। এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে কড়ির বেশী আদর ও অধিক মূল্য ছিল।

ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"বরাটকানাং দশকদ্বয়ং যৎ
সা কাকিণী তাশ্চ পণশ্চতস্রঃ।
তে ষোড়শ দ্রম্য ইহাবগম্যো
দ্রম্যৈস্তথা ষোড়শভিশ্চ নিষ্কঃ॥" লীলাবতী।

২০ কড়িতে ১ কাকিণী, ৪ কাকিণীতে ১ পণ, ১৬ পণে ১ দ্রম্য, ১৬ দ্রম্যে ১ নিষ্ক।

রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের মতেও ৮০ কড়িতে ১ পণ। যথা—

"অশীতিভির্ব্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে।
তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং স্যাদ্রজতং সপ্তভিস্ত তে॥"

পূর্ব্বে এবং এখনও দক্ষিণায় কড়ি দেওয়া যায়, শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে—

"হতমশ্রোত্রিয়ং দানং হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ।
তস্মাৎ পণং কাকিনীং বা ফলং পুষ্পমথাপি বা।
প্রদদ্যাৎ দক্ষিণাং যজ্ঞে তথা স সফলো ভবেৎ॥"

পূর্ব্বে আফ্রিকায়ও কড়ি মুদ্রারূপে প্রচলিত ছিল।

এখন কড়ি ক্রমশঃই শস্তা হইয়া পড়িতেছে। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে এক টাকায় ২৪০০ কড়ির অধিক পাওয়া যাইত না, কিন্তু এখন এক টাকায় প্রায় ৬০০০ কড়ি পাওয়া যায়।

৩য় শ্রেণীর কড়ির নাম নেরিয়া (Naria) এই শ্রেণীর কড়ির শিরদাঁড়া সরু, দাঁতগুলি তীক্ষ্ণ, বহিরাবরণ অতি চিক্কণ হয়। এই শ্রেণীতে নানা আকারের কড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ডিমের মত একপ্রকার কড়িই অধিক বড় হয়। মুক্তার ন্যায় ছোট ছোট কড়িও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চীনদেশে ও আড্রিয়াটিকসাগরে লম্বা লম্বা কড়ি পাওয়া যায়, এখানকার লোকে দেখিলে তাহা কড়ি বলিয়া কিছুতে চিনিতে পারে না। এই কড়ি দেখিতে সাপুড়েদিগের বংশীর ন্যায়।

বৈদ্যক মতে—ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ এবং কর্ণশূল, ব্রণ, গুল্ম, শূল ও নেত্রদোষনাশক। (রাজনির্ঘণ্ট)

২ মহাদেবের জটা।

(কপর্দ্দকো বরাটে চ জটাজুটে শিবস্য চ। শব্দাব্ধি।)

কপর্দ্দিকা (স্ত্রী) কপর্দ্দক-টাপ্-অতইত্বম্। কড়ি।
("মিত্রাণ্যমিত্রতাং যান্তি যস্য নস্যুঃ কপর্দ্দিকাঃ।" পঞ্চতন্ত্র।)

কপর্দ্দিগিরি পঞ্জাবের য়ুসফজৈ জেলার অন্তর্গত একটি স্থান। ইহার বর্ত্তমান নাম শাহবাজগড়ি। এখানে বৌদ্ধরাজ অশোকের অনুশাসন পত্র পাওয়া গিয়াছে।

কপর্দ্দিনী (স্ত্রী) কপর্দ্দিন্-ঙীপ্। জটাধারিণী।
("মৃণালব্যালবলয়া বেণীবন্ধকপর্দ্দিনী।
হরানুকারিণী পাতু লীলয়া পার্ব্বতী জগৎ॥" সাহিত্য দ।)

কপর্দ্দিস্বামী [ন্] (পুং) আপস্তম্বীয় শুল্বসূত্রের ভাষ্যকার।

কপর্দ্দী [ন্] (পুং) কপর্দ্দো জটাজুটোঽস্যাস্য, কপর্দ্দ-ইনি। ১ শিব। ২ (ত্রি) জটাযুক্ত।

কপর্দ্দীশ (পুং) কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ।
("কালেশ্বরকপর্দ্দীশৌ চরণাবতিনির্ম্মলৌ।" কাশী ৩৩ অঃ।)

কপল (ক্লী) [বৈদিক] ১ অর্দ্ধাংশ। ২ বর্দ্ধমানের একটি গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৭। ৩২।)

কপাট (ত্রি) কং বায়ুং মস্তকং বা পাটয়তি, ক-পট-ণিচ্-অণ্। দ্বারের আবরণকারী কাষ্ঠখণ্ডবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অরর, কবাট, কপাটী, কবাটী, অররী, অররি, দ্বারকণ্টক, অসার।

বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশনামক বাস্তুশাস্ত্রে লিখিত আছে—
"যদারৌতি কপাটং বৈ তস্য বংশক্ষয়ো ভবেৎ।" ৭ম অঃ।
যাহার গৃহের কপাটে থ্যান্ থ্যান্ শব্দ হয়, তাহার বংশক্ষয় হইয়া থাকে।

কপাটঘ্ন (পুং) কপাটং হন্তি কপাট-হন্-টক্ (শক্তৌ হস্তি কপাটয়োঃ। পা ৩। ২। ৫৪।) চৌর, ডাকাত। (কপাটঘ্নশ্চৌরঃ। কাশিকা।)

কপাটসন্ধি (পুং) কপাটং সন্ধীয়তে অত্র, কপাট-সম্-ধা-কি। উভয় কপাটে বা কপাটে চৌকাটে মিলিত স্থান।

কপাটসন্ধিক (পুং) সুশ্রুতোক্ত কর্ণরোগবিশেষ। [কর্ণরোগ দেখ।]

কপাটিকা (স্ত্রী) কপাট স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। কপাট।

কপিঞ্জল (পুং) কপিরিব জবতে বেগেন গচ্ছতি, কং শ্রুতি-সুখদং পিঞ্জয়তি বা (পৃষোদরাদিত্বাৎ)। ১ চাতকপক্ষী; সুশ্রুত মতে ইহার মাংস গুণ; শীতল, লঘু, রক্তপিত্তনাশক, এবং শ্লৈষ্মিক রোগ ও মন্দবায়ুতে উপকারী। ২ তিত্তিরি পক্ষী। (অথ তিত্তিরৌস্তাৎ কপিঞ্জলঃ পুমান্ মতঃ। শব্দার্থি।) ইহার মাংস গুণ;—সর্ব্বদোষনাশক, ধারক, বর্ণের প্রসন্নতা-কারক, এবং হিক্কা শ্বাস ও বায়ুরোগনাশক। গৌর তিত্তিরি অন্যান্য তিত্তিরি অপেক্ষা অধিক গুণশালী। (সুশ্রুত)। ৭ তেজল নামক পক্ষিবিশেষ। ৪ ঋষিকুমার বিশেষ; বাণভট্ট রচিত কাদম্বরী উপাখ্যানে ইনি শ্বেত-কেতু ঋষির পুত্র ও পুণ্ডরীকের বন্ধু বলিয়া বর্ণিত আছেন।

কপিঞ্জলন্যায় (পুং) যে ন্যায় দ্বারা বহুত্বকে ত্রিত্ব সংখ্যায় পর্য্যবসিত করা যায়, তাহাকে কপিঞ্জল ন্যায় বলে।

বেদে একটি শ্রুতি আছে,—

"বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেত" অর্থাৎ "বসন্ত-যাগের নিমিত্ত বহুকপিঞ্জলের হনন করিবে।" এইশ্রুতিদ্বারা কতগুলি কপিঞ্জল-হননের বিধি দেওয়া হইতেছে, তাহা প্রথম দৃষ্টিতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। কারণ, ত্রিত্ব হইতে পরার্দ্ধত্ব পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাতেই বহুত্ব বুঝায়। "প্রথমোপস্থিত-পরিত্যাগে প্রমাণাভাবাৎ"—জৈমিনীর এই সূত্রানুসারে এখানে এই "বহুত্বে" বৈদিক তাৎপর্য্য "ত্রিত্ব" বুঝিতে হইবে; তাহা না বুঝিলে বেদে অপ্রামাণ্যাপত্তি ঘটে; কারণ, "ত্রিত্ব" হইতে "পরার্দ্ধত্ব" পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাতেই যখন "বহুত্ব আছে, তখন "বহু কপিঞ্জল" কতগুলিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া লোকে নিশ্চয়ই বেদে প্রবৃত্তি-শূন্য হইয়া পড়িবে। মীমাংসাকার এই বিরোধের সুন্দরমীমাংসা করিয়াছেন।

"প্রথমোপস্থিতেস্তন্ত্রত্বাৎ"। মীমাংসা সূঃ।

ত্রিত্বের উৎপত্তি হইলে ত্রিত্ব সহিত একত্ব জ্ঞান দ্বারা চতুষ্টের উৎপত্তি হয়, সুতরাং চতুষ্ট্ব প্রভৃতি সংখ্যা জন্মিবার পূর্ব্বে নিয়মতঃ ত্রিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় বলিয়া ত্রিত্ব সংখ্যাতেই বেদবোধ্য বহুত্ব পর্য্যবসন্ন অর্থাৎ বেদে যে যে স্থলে বহুত্বের বোধ হইবে, সেই সকল স্থলে প্রথমোপস্থিতিত্ব হেতু ত্রিত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। যাহাদের মতে ত্রিত্ববিশিষ্ট একত্বজ্ঞান চতুষ্টের কারণ নয়, তাহাদের মতেও ত্রিত্বতেই বহুত্বের পর্য্যবসান স্বীকার করিতে হইবে। এই মতে একত্বত্রয় বিষয়ক জ্ঞান ত্রিত্বের কারণ এবং একত্ব চতুষ্টয় বিষয়ক জ্ঞান চতুষ্টের কারণ এইমত স্বীকার করা হয়, সুতরাং বহুত্বকে ত্রিত্বের অন্তর্গত বলিলে তৎকারণ একত্ব জ্ঞানের লাঘব হইবে। যদি চতুষ্ট্বাদি সংখ্যাতেও বহুত্ব পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে একত্ব চতুষ্টয় জ্ঞানচতুষ্টের কারণ হওয়াতে গৌরব হয়, একত্ব চতুষ্টয় জ্ঞান অপেক্ষা একত্বত্রয় জ্ঞানে লঘুত্ব থাকাতে তজ্জন্য ত্রিত্বেই বেদবোধ্য বহুত্বের পর্য্যবসান হইবে, তাহা হইলে বহুত্ব জ্ঞান করা দুঃসাধ্য হইবে না। যদি বহুত্ব জ্ঞান হয়, তাহা হইলে বহু-কপিঞ্জলহননে প্রবৃত্তির আর অজ্ঞান-নিবন্ধন বাধা হইবে না, সুতরাং বেদের অপ্রামাণ্যাশংকা হইতে পারে না।

কপিতৈল (ক্লী) শিলারস।

("সিহ্লাকস্তু তুরুষ্কঃ স্যাৎ যতো যবনদেশগঃ।
কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাতং তথাচ কপিনামকঃ॥" ভাবপ্র।)

কপিত্থ (পুং) কপিস্তিষ্ঠতি ফলপ্রিয়ত্বাৎ যত্র, কপি-স্থা-ক (পৃষোদরাদিত্বাৎ) সলোপঃ। ১ কদ্‌বেল। [কদ্‌বেল দেখ।] ২ কুশদ্বীপেশ্বর রাজা জ্যোতিষ্মতের পুত্র; (বিষ্ণু ২য় অং। ৪ অঃ।)

কপিত্থত্বক্ (ক্লী) কপিত্থস্য ত্বগিব ত্বক্ যস্য, মধ্যলো°। এলবালুক, [এলবালুক দেখ।]

কপিত্থপর্ণী (স্ত্রী) কপিত্থস্য পর্ণমিব পর্ণং পত্রং যস্যাঃ, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ ইহার সাধারণ নাম 'কপিথানী'। সংস্কৃত পর্য্যায়—বিরাজা, সুরসা ও চিত্রপত্রিকা।

কপিত্থাষ্টক (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত অতীসাররোগের ঔষধ-বিশেষ;—জোয়ান, পিপুলমূল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজ-পাত, নাগেশ্বর, শুঁট, মরিচ, চিতা, বালা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া ও সচললবণ, ইহাদের প্রত্যেকে এক একভাগ; তিন্তিড়ী, ধাইফুল, পিপুল, বেলশুঁট ও দাড়িম, ইহাদের প্রত্যেকে ৩ ভাগ, চিনি ৬ ভাগ, কদ্‌বেল ৮ ভাগ, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতীসার, গ্রহণী, ক্ষয়রোগ, গুল্ম, গলরোগ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কা রোগ নিবারিত হয়।

কপিত্থাস্য (পুং) কপিত্থবৎ গোলাকারং আস্যং মুখং যস্য, বহুব্রী। ১ বানরবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গোলা-সুল, দধিশ্রোণ ও নগাটন। ২ মৃগবিশেষ।

কপিত্থিনী (স্ত্রী) কপিত্থো হস্যাত্র দেশে, কপিত্থ-ইন্ (পুষ্ক-রাদিদেশে। পা ৫।২।১৩৫।) ঙীষ্। ১ কপিত্থযুক্ত দেশ। ২ কপিত্থপর্ণী।

কপিত্থিল (ত্রি) কপিত্থ-কাশাদিত্বাৎ ইল (বুঞ্ছণ্ কঠজিল-সেনিরচণ্ঢণ্য য ককফিঞ্চ ঞ্যকক্ ঠকোহরীহণকৃশাশ্বর্য্য-কুমুদকাশেতি। পা ৪।২।৮০।) কপিত্থযুক্ত দেশাদি।

কপিধ্বজ (পুং) কপি র্হনুমান্ ধ্বজে যস্য, বহুব্রী। অর্জ্জুন। (ভারত বন ১৫১ অঃ।)

কপিনামক (পুং) কপিনামন্—স্বার্থে কন্। শিলারস। ("কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাতং তথাচ কপিনামকঃ।" ভাব প্র।)

কপিনামা [ন্] (পুং) কপের্নামেব নাম যস্যাঃ বহুব্রী। শিলারস।

কপিপিপ্পলী (স্ত্রী) কপিবর্ণা রক্তা পিপ্পলীব, উপমি। ১ রক্ত অপামার্গ। ২ সূর্য্যাবর্ত্তবৃক্ষ।

কপিপ্রভা (স্ত্রী) কপিষপি প্রভো নিজগুণপ্রসারো যস্যাঃ বহুব্রী। ১ আলকুশী। ২ অপামার্গ। (কপিপ্রভা স্ত্রিয়াং মতা অপামার্গে। শব্দাব্ধি।)

কপিপ্রভু (পুং) কপীনাং হনুমদাদীনাং প্রভু র্নিয়ন্তা, ৬তৎ। ১ রামচন্দ্র। ২ বালি। ৩ সুগ্রীব।

কপিপ্রিয় (পুং) কপীনাং প্রিয়ঃ, ৬তৎ। ১ আমড়া। ২ কদ্‌বেল।

কপিভক্ষ (ত্রি) কপীনাং ভক্ষঃ, ৬তৎ। ১ বানরদিগের ভক্ষ্য বস্তু। ২ (পুং) কদলী, ইহা বানরের অতি প্রিয় খাদ্য।

কপিরক (পুং) কপিল-স্বার্থে কন্-লস্য-রত্বম্ (সংজ্ঞাছন্দসো র্বাকপিলকাদীনাম্। পা ৮। ২। ২৮, বার্ত্তিক ৩।) কপিল বর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ।

কপিরথ (পুং) কপি র্হনুমান্ রথইব বাহনো যস্য, বহুব্রী। ১ রামচন্দ্র। ২ (কপিঃ রথে যস্য) অর্জ্জুন।

কপিরোমফলা (স্ত্রী) কপীনাং রোম ইব রোমফলে যস্যাঃ, মধ্যলো°। আলকুশী; ইহার ফলে বানরের লোমের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ শূক দ্বারা আবৃত।

কপিল (পুং) কম্-ইলচ্-পাদেশশ্চ (কমেঃ পশ্চ। উণ্ ১।৫৬) কম্ ধাতুর উত্তর ইলচ্ প্রত্যয় হয়, এবং অন্তে অর্থাৎ মএব-স্থানে প আদেশ হয়।) ১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ অগ্নি। ৩ কুক্কুর। ৪ শিলারস। ৫ মহাদেব। ৬ বিষ্ণু। ৭ সর্পবিশেষ। ৮ দানব-বিশেষ। ৯ বরুণবৃক্ষ। ১০ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। ১১ (পুং) মুনি-বিশেষ। ইহার পিতার নাম কর্দ্দম ও মাতার নাম দেবহূতি, ইনিই সাঙ্খ্যদর্শন-প্রণেতা।

সাঙ্খ্যাচার্য্য কপিল একজন অতি প্রাচীন ঋষি ছিলেন, বেদের উপনিষদ্ভাগে তাঁহার নাম পাওয়া যায় *। তিনি সিদ্ধর্ষিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।"

গীতা ১০। ২৬।

* "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি।" শ্বেতাশ্বতর ৫। ২। প্রসূত কপিল ঋষিকে যিনি সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞানদ্বারা পোষণ করেন।

আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি।

ভাগবতে লিখিত আছে—"কপিল ভগবানের পঞ্চম অবতার, মহাযোগী কর্দ্দমের ঔরসে দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকালে আকাশে বর্ষণশীল মেঘ হইতে নানাবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য করিতে লাগিল, এবং অপ্সরাগণ আনন্দে গীত আরম্ভ করিল, আকাশ হইতে পক্ষীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, দিক্, জল ও সর্ব্বপ্রাণীর মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। স্বয়ং ব্রহ্মা কর্দ্দমাশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি কর্দ্দমকে জানাইয়া কহিলেন, হে মুনে! তোমার এই বালকটি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর এবং সাঙ্খ্যাচার্য্য কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া লোকে 'কপিল' নাম প্রাপ্ত হইবেন। ইনি জ্ঞানসাধন সাঙ্খ্যশাস্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্ত এই অবতার গ্রহণ করিয়াছেন।

কপিল আপন পিতা কর্দ্দম ও মাতা দেবহূতিকে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন। দেবহূতি স্ত্রীলোক হইলেও পুত্রের নিকট তত্ত্বকথা শুনিয়া জ্ঞান ও জীবন্মুক্তি লাভ করেন।"

ভাগবতে দেবহূতিকে উপদেশচ্ছলে কপিল কর্ত্তৃক সাঙ্খ্যমত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই মত কপিল মত হইতে অনেকটা বিভিন্ন। ভাগবতোক্ত কপিল মত এইরূপ—

যে সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশাত্মক, যাহাদের দ্বারা শব্দস্পর্শাদি বিষয় অনুভূত হয়, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি তাহাদিগের যে স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাকেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলে, শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইন্দ্রিয়-গণের ঐ বৃত্তি আপনা হইতে হয় না, বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলে পর হয়। ঐ প্রকার ভক্তি হইলে ক্রমে মুক্তিও হইয়া পড়ে। ঈশ্বর যাহার আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহের পাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসভাজন, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, বন্ধুর ন্যায় হিতকারী, ইষ্টদেবের ন্যায় পূজ্য অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের ভজনা করে, তাহাদের কাল কিছুই করিতে পারে না।

প্রতিলোমবুদ্ধিবিশিষ্ট যে আত্মা, তিনিই পুরুষ; সেই পুরুষ অনাদি ও নির্গুণ এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। পুরুষ কেবল সাক্ষীস্বরূপ। তিনি আপনি প্রকাশ পান, এই বিশ্ব তাহার সহিত সমন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সেই পুরুষের নিকট বিষ্ণুর শক্তিরূপা অব্যক্তগুণময়ী প্রকৃতি লীলাবশতঃ উপগতা হইলে তিনি অবজ্ঞাক্রমে তাহাকে

গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ প্রকৃতি আপনার গুণদ্বারা আপনার সমানরূপ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করিতে থাকেন। নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান, তাহার নাম প্রকৃতি। ঐ প্রধান ত্রিগুণ, অতএব তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ অকার্য্য, সুতরাং মহত্তত্ত্বও নহে, কার্য্য ও জীবনস্বরূপ নিত্য অর্থাৎ জীবের প্রকৃতিও নয়। উক্ত প্রধানের কার্য্যস্বরূপ চতুর্বিংশতিগণ আছে, যথা—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত, গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দ তন্মাত্র এই পঞ্চ তন্মাত্র; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, ত্বক্, বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয়। মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই চারি অন্তরিন্দ্রিয়। যদিও অন্তঃকরণই অন্তরিন্দ্রিয়, কিন্তু বৃত্তিভেদে উক্ত চারিপ্রকার প্রভেদ হইয়া থাকে। এই চতুর্বিংশতিতত্ত্বই সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ স্থান। এতদ্ভিন্ন কাল পঞ্চবিংশতত্ত্ব।

নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল মনঃ, ভক্তিযোগ, তত্ত্বদর্শিজ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ, এবং দৃঢ়তর আত্মসমাধি এই সকল দ্বারা পুরুষের প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে আলানিকাষ্ঠের ন্যায় জ্বলিয়া শেষে তিরোহিত হইতে পারে। পুরুষের প্রকৃতি এইরূপে একবার গেলে আর তাহা চাপিয়া উঠে না। তখন পুরুষ বোধ করেন, ইহার ভোগ ভুক্ত হইয়াছে। পুরুষ জন্মজন্মান্তরে অধ্যাত্মরত হইয়া যখন তাহার আর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বিষয়েও বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিমান্ হইয়া আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে, তখন কৈবল্য ধামে দেহাতিরিক্ত সদাশ্রয় স্বরূপ পরমানন্দ লাভ করেন। তখন লিঙ্গশরীর নাশ হওয়ায় আনন্দলাভ করিয়া পুনর্ব্বার আর তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে হয় না, আত্মজ্ঞানবলে মিথ্যা জ্ঞান সকলও বিনষ্ট হইয়া যায়।”

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ভাগবতোক্ত কপিলমতের সহিত সাংখ্যসূত্রের মত অনেকটা স্বতন্ত্র। এখন দেখা যাউক, তিনি সাংখ্যসূত্রে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন—

বস্তুমাত্রেই সৎ অর্থাৎ কোন বস্তুরই উৎপত্তি কিম্বা বিনাশ নাই। বস্তুর আবির্ভাব হইলেই আমরা তাহা উপলব্ধি করি এবং তিরোভাব হইলে আর উপলব্ধি হয় না। আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বস্তুর সত্তা স্বীকার করিতে হয়। তাহা না করিলে একমাত্র উপাদান হইতে সকলকার্য্য উৎপন্ন অসৎকার্য্যবাদিমতে উপাদান মৃত্তিকার সহিত ঘটের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল না, সেইরূপ পটের সহিতও উক্ত মৃত্তিকার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ না থাকিলেও যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, সেইমত পটও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। যদি উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্যকে সৎ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকা হইতে পটোৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু মৃত্তিকার সহিত পটের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহার সহিত যাহার কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ নাই, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না। ঘটের সহিত উৎপত্তির পূর্ব্বেও মৃত্তিকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া ঘটের মৃত্তিকা হইতে উৎপত্তি হয়। যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকারূপ সৎকারণের সহিত অসৎ ঘটরূপ কার্য্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং অসৎকার্য্যবাদিমতে ঘটসংসর্গশূন্য মৃত্তিকা হইতে যেমন ঘটের উৎপত্তি হয় সেই মত অসম্বদ্ধমৃত্তিকা হইতে পটের উৎপত্তি হইতে বাধা কি? অথবা মৃত্তিকার সহিত সংসর্গ নাই বলিয়া যেমন মৃত্তিকা হইতে পট উৎপন্ন হয় না, সেই মত মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া মৃত্তিকা হইতে ঘটেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। উক্ত যুক্তিদ্বয়ই সৎকার্য্যবাদ স্থাপনের প্রধানতম যুক্তি।

উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা স্বীকার করিলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ মহর্ষি কপিলের মতে কার্য্যমাত্রই উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে অব্যক্তাবস্থায় ডিম্বস্থিত সর্পের মত অবস্থান করে, ডিম্ব হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে যেমন সর্পকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেই কারণ হইতে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কার্য্যকেও প্রত্যক্ষ করা যায় না।

কপিল পদার্থের সংখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তৎকৃত দর্শনসূত্রের নাম সাংখ্যসূত্র। [সাংখ্য দেখ।] সেই পঁচিশটি পদার্থ এই—প্রকৃতি (১), মহত্তত্ত্ব (২), অহঙ্কার (৩), মন (৪) শব্দতন্মাত্র (৫), স্পর্শতন্মাত্র (৬), রূপতন্মাত্র (৭), রসতন্মাত্র (৮), গন্ধতন্মাত্র (৯), চক্ষুঃ (১০), কর্ণ (১১), নাসিকা (১২), জিহ্বা (১৩), ত্বক্ (১৪), বাক্ (১৫), পাণি (১৬), পাদ (১৭), পায়ু (১৮), উপস্থ (১৯), আকাশ (২০), বায়ু (২১), তেজঃ (২২), জল (২৩), ক্ষিতি (২৪), আত্মা (২৫)। যে সময়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কোন কার্য্যকারিতা থাকে না, সেই সময় উপলক্ষিত উক্ত ত্রিগুণকে প্রকৃতি বলে, এই প্রকৃতির প্রথম কার্য্য বুদ্ধিতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্বকেই মহত্তত্ত্ব বলে। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে শব্দ প্রভৃতি তন্মাত্র ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের (শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে তেজ, রস হইতে জল, গন্ধ হইতে ক্ষিতির) উৎপত্তি হইয়াছে। আত্মা নিত্য স্বপ্রকাশ ও নির্ব্বিকার, সুখ

দুঃখপ্রভৃতি কিছুই তাহাকে স্পর্শ করে না। যখন অন্তঃকরণের বুদ্ধিতত্ত্বের সুখ ও দুঃখাকার বৃত্তি হয়, সেই সময়ে অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান হয় বলিয়া অন্তঃকরণের সুখ ও দুঃখাদি আত্মাতে অনুভূত হয়। যেমন কোন বৃক্ষে মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হইলে মনুষ্যের হস্ত মস্তকাদি জ্ঞান বৃক্ষেতে হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান হইলে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম সুখ ও দুঃখাদি আত্মাতে অনুভূত হইয়া থাকে।

কপিল তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। ঘটাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে অন্তঃকরণে বিষয়াকার পরিণাম উৎপন্ন হয়, সেই পরিণাম অত্যন্ত নির্ম্মল, তাহাতে স্বপ্রকাশ আত্মা প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই বিষয় সকলকে অনুভব করিয়া থাকে। ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্য জ্ঞানকে অনুমিতি বলে, অনুমিতির করণই অনুমান প্রমাণ। যে হেতু সাধ্যের অব্যভিচারী, (সাধ্যশূন্য স্থান থাকে না), সেই হেতুতে সাধ্যের যে সামান্যাধিকরণ্য (সাধ্যাধিকরণে সেই হেতুর যে অস্তিত্ব) তাহাকে ব্যাপ্তি বলে। যাহাকে সাধন করিতে হইবে, তাহাকে সাধ্য বলে, যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এখানে পর্ব্বতে বহ্নিকে সাধন করিতে হইবে বলিয়া বহ্নিই সাধ্য। যাহা দ্বারা সাধ্যের সাধন করা হয়, তাহাকে হেতু বলে, যেমন ধূম, ধূম দেখিয়াই পর্ব্বতে বহ্নির সাধন করা হইয়া থাকে। বহ্নিশূন্য স্থানে ধূম থাকে না, কিন্তু বহ্নির অধিকরণে ধূমের অস্তিত্ব আছে, অতএব ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিতে কোনও বিরোধ নাই। শব্দদ্বারা যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের করণকে শব্দপ্রমাণ বলে। কপিল বৈদান্তিকের মত এক জীববাদী নহেন। তিনি বলেন, সকলের এক জীবাত্মা স্বীকার করিলে রামের সুখ হইলে শ্যামও সেই সুখাদি অনুভব করিতে পারে। নৈয়ায়িকাদির মত সাঙ্খ্য পণ্ডিতগণ আত্মাতে দুঃখ ও সুখ স্বীকার করে না, বিষয়েই তাঁহারা সুখ ও দুঃখ স্বীকার করেন, যদি বিষয়ে সুখ ও দুঃখ না থাকিত, তাহা হইলে অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তিমাত্র সুখ ও অনভিলষিত বিষয় দ্বারা দুঃখ হইত না। অভিলষিত বিষয়ে সত্ত্বগুণের উদ্ভব হইলেই সুখ হয় এবং রজোগুণের উদ্ভব হইলেই দুঃখ হয়।

কপিল সাঙ্খ্যসূত্রে বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। সাঙ্খ্যসূত্রমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে জগতের কর্ত্তা বলিতে হইবে, তাহা হইলে বিষম সৃষ্টিকারী ঈশ্বর মনুষ্যের মত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। একজনকে সুখী ও অপরকে দুঃখী করা কোন মতেই ঈশ্বরের উচিত হইতে পারে না, যে হেতু ঈশ্বর সকলের নিকটেই সমান। যেমন অয়স্কান্তমণির লৌহ আকর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি চেতন-সম্বন্ধ না থাকিলেও হইয়া থাকে, সেই মত চৈতন্যময় ঈশ্বরের সম্বন্ধ না থাকিলেও অচেতন প্রকৃতির সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে। কপিল বলেন যে, অন্তঃকরণ যখন প্রকৃতিতে লীন হইবে, তখনই পুরুষের মুক্তি হয়। যতকাল পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ থাকিবে, ততকাল পুরুষের মুক্তি হইবে না।

ইঁহারই কোপানলে সগরবংশ ধ্বংশ হইয়াছিল; কেহ কেহ বলেন সগরবংশনাশক কপিল স্বতন্ত্র। ১২ বিতথপুত্র। ১৩ বসুদেবপুত্র। ১৪ কুশদ্বীপের পর্ব্বতবিশেষ। (ভাগবত ৫।২০।১৫)

কপিল। ব্রাহ্মণসম্প্রদায়বিশেষ। ইঁহারা আপনাদিগকে কপিলবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। সুরাট, বরোচ ও অম্বুসরে কপিলব্রাহ্মণেরা বাস করেন।

কপিলক (ত্রি) কপ-ইরন্-স্বার্থে করস্য লঃ। ১ কম্পান্বিত। ২ (পুং) (কপিল-স্বার্থে কন্) পিঙ্গলবর্ণ।

কপিলক্ষেত্র। নর্ম্মদা ও মহীসাগরের মধ্যবর্ত্তী উপকূল। স্কন্দপুরাণোক্ত রেবাখণ্ড মতে ইহা অতি পুণ্যস্থল। [কপিলা-সঙ্গম দেখ।]

কপিলগঙ্গিকা (স্ত্রী) কপিলগঙ্গা; কামরূপস্থ নদীবিশেষ। (কালিকাপু° ৭৯।১৪৯) ইহার বর্ত্তমান নাম কপিলী।

কপিলদেব (পুং) স্মৃতিশাস্ত্রবিশেষের প্রণেতা।

কপিলদ্যুতি (পুং) কপিলা রক্তা পিঙ্গলবর্ণা বা দ্যুতির্যস্য, বহুব্রী। সূর্য্য।

কপিলদ্বীপ। পবিত্র তীর্থবিশেষ। এখানে ভগবানের অনন্তমূর্ত্তি বিরাজ করেন। (নারসিংহপু° ৬৫।৭) [কপিলক্ষেত্র দেখ।]

কপিলদ্রাক্ষা (স্ত্রী) কপিলা কপিলবর্ণা দ্রাক্ষা, কর্ম্মধা। দ্রাক্ষাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মৃদ্বীকা, গোস্তনী, কপিলফলা, অমৃতরসা, দীর্ঘফলা, মধুবল্লী, মধুফলা, মধুলী, হরিতা, হারহারা, সুফলা, মৃদ্বী, হিমোত্তরা, পথিকা, হেমবতী, শতবীর্য্যা ও কাশ্মরী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ;—মধুর, শীতল, হৃদ্য, মত্ততা জন্য হর্ষপ্রদ এবং দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও হৃল্লাস (বমনবেগ) নিবারক।

কপিলদ্রুম (পুং) কপিলঃ কপিলবর্ণো দ্রুমঃ, মধ্যলো°। কাক্ষীনামক সুগন্ধিকাষ্ঠবিশেষ।

কপিলধারা (স্ত্রী) কপিলানাং ধারা দুগ্ধধারা ইব শুদ্ধা ধারা

যস্যাঃ, কপিলানাং দুগ্ধধারাভিঃ সম্ভূতা নির্ম্মলা ধারা যস্যাঃ ইতি বা, আকারস্য হ্রস্বত্বং (ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞা ছন্দসো বহুলম্। পা ৬।৩।৬৩।) ১ গঙ্গা। ২ তীর্থবিশেষ। (কাশী ৬২ অঃ।) ৩ (৬ তৎ) কপিলা গাভীর দুগ্ধধারা।

কপিলফলা (স্ত্রী) কপিলং ফল যস্যাঃ, বহুব্রী। দ্রাক্ষা।

কপিলমত (ক্লী) কপিলস্য মুনের্ম্মতম্, ৬তৎ। কপিলমুনির মত, সাংখ্যদর্শনের মত।

কপিলমুনি (পুং) খুলনা জেলাস্থ একটি গ্রাম। কপোতাক্ষ (কবদক) নদীর তটে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে কপিলনামক এক জন সাধু এইখানে কপিলেশ্বরী নামে এক দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করেন, তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম কপিলমুনি হইয়াছে। চৈত্রমাসের বারুণীর দিন কপিলেশ্বরী দেবীর মহোৎসব হয়, সেই সময় এখানে মেলা হইয়া থাকে, সেই দিন এখানকার কপোতাক্ষনদীতে স্নান ও দেবীদর্শন করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়, তদুপলক্ষে নানাস্থান হইতে তীর্থযাত্রীগণ আগমন করেন। এখানে জাফর আলী নামক একজন মুসলমান পীরের সুন্দর মস্‌জিদ্ আছে।

অক্ষা° ২২° ৪১´ উঃ, দ্রাঘি ৮৯°২১´ পূঃ।

কপিললিঙ্গ। মেঘনা নদীর পূর্ব্বধারে প্রায় দুইহাজার হাত দূরে, নবপালের নিকট অবস্থিত লিঙ্গবিশেষ। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৯। ৪২।)

কপিলবস্তু (ক্লী) প্রাচীন নগরবিশেষ।

শাক্যরাজগণের রাজধানী এবং শাক্যসিংহের জন্মস্থান। বৌদ্ধগ্রন্থপাঠে জানা যায়, বুদ্ধদেবের সময়ে এখানে বিস্তর লোকের বাস ছিল, সুন্দর রাজপ্রাসাদ, মনোহর উদ্যান, অসংখ্য সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী নগরের স্থানে স্থানে শোভাবর্দ্ধন করিত, তৎকালে কপিলবস্তুতে নানাদেশীয় লোকের বসবাস ছিল। [শাক্য দেখ।]

প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাং হিয়ান্ ও হিউএন সিয়ং কপিলবস্তু দর্শনে আগমন করেন। উঁহারা ক্রমান্বয়ে 'কিআ বো-লো-বে' ও 'কি-পি-লো-ক-স্‌সে-তি' নামে এইস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।

হিউএন্ সিয়ঙের বর্ণনায় জানা যায় যে, কপিলবস্তু একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, ইহার পরিমাণফল প্রায় ৬০০ মাইল (৪০০০ লি)। উভয় পরিব্রাজকের সময়ে কপিলবস্তুর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে যে স্থান সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহারা আসিয়া দেখেন সেই স্থান জনমানবশূন্য মরুপ্রায় পড়িয়া আছে। এমন কি তৎকালে শাক্যরাজধানী কপিলবস্তুনগরের পূর্ব্বশ্রী এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। নগরের প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাসাদ সকল ভগ্ন অথবা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই নিকট হীনযান-মতাবলম্বীদিগের একটি সঙ্ঘারাম ছিল, এ ছাড়া হিন্দুদিগের দুইটি দেবমন্দির ছিল। প্রাসাদের মধ্যস্থলে শুদ্ধোদনরাজের প্রস্তরমূর্ত্তি, তাহারই অনতিদূরে বুদ্ধজননী মায়াদেবীর অন্তঃপুর ছিল। এ ছাড়া নগরের আশে পাশে অনেকগুলি স্তূপও দৃষ্ট হইত।

বর্ত্তমান ফৈজাবাদ হইতে ঘর্ঘরা ও গণ্ডকী নদী মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং ঐ দুইনদীর সঙ্গমস্থান পর্য্যন্ত চীনপরিব্রাজক বর্ণিত কপিলবস্তুরাজ্য বলিয়া অনুমিত হয়। ফৈজাবাদ হইতে ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত বস্তিজেলার অন্তর্গত মনসুরনগর পরগণার সামীল ভুইলা নামক স্থানই প্রাচীন কপিলবস্তু নগর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন সকলে তাহাকে 'ভুইলা তাল' বলে। [কপিলবস্তুর বিস্তৃত বিবরণ Cunningham's Arch. Survey of India, Vol. xii. p. 83-172. দেখ।]

কপিলশিংশপা (স্ত্রী) কপিলা পিঙ্গলবর্ণা শিংশপা, কর্ম্মধা। শিংশপা বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কপিলা, পীতা, সারিণী, কপিলাক্ষী, ভস্মগর্ভা ও কুশিংশপা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—তিক্ত, শীতবীর্য্য এবং আমবাত, পিত্ত, জ্বর, বমন ও হিক্কানাশক। [শিংশপা দেখ।]

কপিলসংহিতা (স্ত্রী) উপপুরাণবিশেষ। ইহাতে উৎকলদেশের তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

কপিলস্মৃতি (স্ত্রী) কপিলপ্রণীতা স্মৃতিঃ, মধ্যলো°। সাংখ্যশাস্ত্র। বেদার্থানুভব ও মুনিপ্রণীত বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রের স্মৃতিত্ব স্বীকার করা হয়।

("কপিল স্মৃতেরনবকাশদোষমাশঙ্ক্য মানবাদিস্মৃত্যন্তরানবকাশদোষাৎ সাঙ্খ্যমতং প্রত্যাখ্যাতুম্।"

'স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গইত্যাদি সাঙ্খ্য।' সাঙ্খ্য সূ°-ভাষ্য।

কপিলা (স্ত্রী) কপিলো বর্ণোঽস্যাস্তি, কপিল-অর্শআদিত্বাৎ অচ্-টাপ্। ১ পুণ্ডরীকনামক দিগ্‌গজের পত্নী। ২ ভস্মগর্ভশিংশপাবৃক্ষ। ৩ রেণুকানামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

'(রেণুকা রাজপুত্রী চ নন্দিনী কপিলা দ্বিজা।
ভস্মগন্ধা পাণ্ডুপুত্রী স্মৃতা কৌন্তী হরেণুকা॥ রাজবল্লভ।)

৪ স্বর্ণবর্ণা গাভীবিশেষ। ৫ দক্ষকন্যা। ৬ গৃহকন্যা। ৭ কামধেনু। ৮ শিংশপা। ৯ রাজনীতি। ১০ কামরূপস্থ নদীবিশেষ। (কালিকাপু° ৮১ অঃ।)

১১ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটি নদী, এই নদীর সহিত নর্ম্মদানদী মিলিত হইয়াছে।

"আপগা কপিলা নাম বৃষ্টা ব্রহ্মর্ষিদৈবতৈঃ।
নর্ম্মদাসঙ্গম স্তত্র রুদ্রাবর্ত্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" রেবাখণ্ড ২৬অঃ।

কপিলা ও নর্ম্মদা নদীর সঙ্গমস্থানকে রুদ্রাবর্ত্ত বলে। [কপিলাবর্ত্ত দেখ।] রেবাখণ্ডমতে এইখানে স্নান করিয়া মহেশ্বরের পূজা করিলে অক্ষয়স্বর্গ লাভ হয়। ১২ তীর্থবিশেষ। ১৩ শ্যামলতা। ১৪ বিশালদেশের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৪৯। ১৯)

১৫ (ত্রি) কপিলবর্ণযুক্ত।

কপিলাক্ষী (স্ত্রী) কপিলং কপিলবর্ণং অক্ষি ইব পুষ্পং যস্যাঃ। ১ মৃগের্ব্বারু। ২ কপিলশিংশপা।

কপিলাচার্য্য (পুং) কপিলঃ কপিলনামা আচার্য্যঃ, কর্ম্মধা। ১ কপিল ঋষি। ২ বিষ্ণু।

("মহর্ষিঃ কপিলাচার্য্যঃ কৃতজ্ঞো মেদিনীপতিঃ।" বিষ্ণুস°।)

কপিলাঞ্জন (পুং) কপিলং অঞ্জনং যত্র, বহুব্রী। শিব, মহাদেব।

কপিলাতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ ; এইতীর্থে ব্রহ্মচারী হইয়া স্নান এবং পিতৃলোক ও দেবতার অর্চ্চনা করিলে, সহস্র কপিলা গাভীদানের ফললাভ হয়। (ভারত। ৩। ৮৩। ৪৫)

কপিলাদান (ক্লী) কপিলায়া দানং ৬তৎ। কপিলাগাভী দান। মৎস্যপুরাণোক্ত কপিলাদানের মন্ত্র ;—

"কপিলে ! সর্ব্বভূতানাং পূজনীয়া ঽসি রোহিণী।
তীর্থদেবময়ী যস্মাৎ অতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥"

ঘণ্টা, চামর, কিঙ্কিনী, দিব্যবস্ত্র ও হেমদর্পণ-ভূষিতা, পয়স্বিনী, সুশীলা, তরুণী ও বৎসযুক্তা কপিলা প্রদান করা উচিত। এই দানে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

কপিলাপুর। দক্ষিণাপথের নগরবিশেষ। (রেবাখণ্ড ১৭। ৬) সম্ভবতঃ নর্ম্মদানদীতীরে অবস্থিত।

কপিলাবট (পুং) কপিলয়া কৃতো ঽবটঃ গর্ত্তঃ। তীর্থবিশেষ। (ভারত বন ৮৪। ২৮।)

কপিলাবর্ত্ত। বরোচজেলার অন্তর্গত নর্ম্মদা ও কপিলা নদীর সঙ্গমস্থান। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডমতে ইহার নাম রুদ্রাবর্ত্ত।

কপিলাশ্ব (পুং) কপিলাঃ কপিলবর্ণা অশ্বা যস্য বহুব্রী। ১ ইন্দ্র। ২ রাজবিশেষ। ৩ সূর্য্যবংশীয় কুবলয়াশ্বের পুত্র।

(কপিলাশ্বঃ পুংসি শক্রে। শব্দাব্ধি।)

কপিলাসঙ্গম। কপিলা ও নর্ম্মদানদীর সঙ্গম স্থান। এইখানে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। ইহার নিকট অনেক পবিত্র তীর্থ আছে। (রেবা খণ্ড ১৩ অঃ।) বর্ত্তমান বরোচ জেলার অন্তর্গত।

কপিলাহ্রদ (পুং) তীর্থবিশেষ। (ভারত বন ৮৪ অঃ)

কপিলিকা (স্ত্রী) কপিলা-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ অতইত্বম্। শত পদীবিশেষ, কান কোটারিবিশেষ।

("শতপদাস্তু পরুষা কৃষ্ণা চিত্রা কপিলিকা পীতিকা রক্তা শ্বেতা অগ্নিপ্রভা ইত্যষ্টৌ।" সুশ্রুত)

কপিলী। আসামের অন্তর্গত জয়ন্তীগিরি হইতে নির্গত নদী-বিশেষ। ইহার প্রাচীন নাম কপিলা বা কপিলগঙ্গিকা।

কপিলীকৃত (ত্রি) অকপিলং কপিলং কৃতম্, কপিল-অভূত তদ্ভাবে চ্বি-কৃ-ক্ত। যাহা কপিল ছিল না তাহাকে কপিল করা হইয়াছে।

কপিলেন্দ্রদেব। উৎকলের একজন রাজা। বাল্যকালে তিনি একজন ব্রাহ্মণের গরু চরাইতেন, তৎপরে উৎকল-রাজ নেত্রবাসুদেবের নিকট আসিয়া চাকুরী করেন। কার্য্য-দক্ষতা গুণে তিনি নেত্রবাসুদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। বাসুদেবের মৃত্যু হইলে তিনি আপন সাহস-বলে উৎকলের রাজসিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল ২৭ বর্ষ (১৪৫২-১৪৭৯ খৃঃ অঃ)।

কপিলেশ (ক্লী) কপিলেন প্রতিষ্ঠাপিতং ঈশং লিঙ্গম্, মধ্যলো°। কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ।

("কপিলেশং মহালিঙ্গং কপিলেন প্রতিষ্ঠিতম্।
মুচ্যন্তে কপয়োঽপ্যস্য দর্শনাৎ কিমু মানবাঃ॥" কাশীখণ্ড।)

কপিলেশ্বর। একটি প্রাচীন নগর। মান্দ্রাজপ্রদেশের গোদাবরী জেলার রামচন্দ্রপুর তালুকের অন্তর্গত। অক্ষা° ১৬° ৪৬´ উঃ, দ্রাঘি ৮১° ৫৭´ ২০´´ পূঃ। (১৮৮১ সালে) লোক-সংখ্যা ৫০৫৭।

কপিলোমফলা (স্ত্রী) কপীনাং লোম ইব লোমাবৃতং ফলং যস্যাঃ, বহুব্রী। আলকুশী।

কপিলোমা (স্ত্রী) কপীনাং লোমইব লোমমঞ্জরী যস্যাঃ, বহুব্রী। রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য। [রেণুকা দেখ।]

কপিলোহ (ক্লী) কপিবৎ পিঙ্গলং লোহং। পিত্তল ধাতু-বিশেষ। [পিত্তল দেখ।]

(——অথারকূটঃ কপিলোহং সুবর্ণকম্।
রিরী রীরী চ রীতিশ্চ পীতলোহং সুলোহকম্॥
হেম ৪। ১১৪।)

কপিল্লিকা (স্ত্রী) কপিবর্ণা বল্লিকা, (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ব লোপঃ। গজপিপ্পলী। [গজপিপ্পলী দেখ।]

কপিবক্ত্র (পুং) কপের্বানরস্য বক্ত্রমিব বক্ত্রং যস্য, বহুব্রী। দেবর্ষি নারদ। মহাভারতে নারদের বানরমুখ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার ভাগিনেয় পর্ব্বত ঋষি মনুষ্যলোকে আসিয়া মনুষ্যগণ

সহ একত্র বাস করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। তাহার পর উভয়ে উভয়কে শুভাশুভ যাবতীয় মনোভাব প্রকাশ করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, সৃঞ্জয় রাজার রাজ্য মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার জন্য স্বীয় কন্যাকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; কিছুদিন পরে নারদ সেই কন্যার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ এই মনোভাব ভাগিনেয় পর্ব্বতের নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন না। পর্ব্বত নারদের আকার ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহার মনোভাব অবগত হইলেন, এবং নারদ যে গোপন করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছেন এজন্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন,—"এই রাজকন্যা তোমার ভার্য্যা হইবে এবং তুমি বানরমুখ ধারণ করিয়া এই মর্ত্ত্যভূমে বিচরণ করিবে।" (ভারত শান্তি ৩০ অঃ।) ২ (ক্লী) (কপের্বক্ত্রম্) বানরের মুখ।

কপিবল্লী (স্ত্রী) কপিরিব কপি লোম ইব বল্লী, মধ্যলো°। গজপিপ্পলী।

কপিময়না। একপ্রকার ময়না গাছ। (Vangueria spinosa.) [ময়না দেখ।]

কপিশ (পুং) কপিঃ বর্ণবিশেষঃ কপিলনাম বা অস্ত্যস্ত, কপি-শ (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃশনেলচঃ। পা ৫।২। ১০০।) ১ শ্যাববর্ণ; এইবর্ণ কৃষ্ণ ও পীত এই উভয় বর্ণে মিলিত হইয়া উৎপন্ন হয়। ২ (ত্রি) কপিশ বর্ণযুক্ত। (পুং) ৩ মেটে রঙ্গ। ৪ শিব।

("কপিলঃ কপিশঃ শুক্ল আয়ুশ্চৈব পরো২পরঃ।"
(ভারত অনু। ১৭।৯৭।)

৫ শিলারস।

(কপিশস্ত্রিষু শ্যাবে স্ত্রী মাধব্যাং সিহ্লকে পুমান্। মেদিনী।)
৬ (ক্লী) মদ্যবিশেষ।

("গ্রামা ন পশ্যৎ কপিশং পিপাসতঃ।" মাঘ।)

৭ জনপদবিশেষ। [কাপিশী দেখ।]

কপিশা (স্ত্রী) কপিশ-টাপ্। ১ মদ্যবিশেষ। ২ মাধবীলতা। ৩ নদীবিশেষ। রঘু রাজা এই নদী পার হইয়া উৎকলে গিয়াছিলেন। (রঘুবংশ)। ইহার বর্ত্তমান নাম কশাই, উহা মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

কপিশাঞ্জন (পুং) কপিশং অঞ্জনং কপিশযুক্তং বা অঞ্জনং যস্র, বহুব্রী। শিব।

কপিশাপুত্র (পুং) কপিশায়াঃ, মদোন্মত্তায়াঃ পিশাচ্যাঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। পিশাচ।

কপিশায়ন (পুং) ১ দেবতা। ২ মদ্যবিশেষ। কপিশদেশোদ্ভব দ্রাক্ষাজাত মদ্য। [কাপিশী দেখ।]

কপিশী (স্ত্রী) কপিশ-বর্ণবাচিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মাধবীলতা। ২ মদ্যবিশেষ।

কপিশীকা (স্ত্রী) কপিশ-স্বার্থে বাহুলকাৎ ঈকন্ টাপ্চ। মদ্যবিশেষ।

কপিশীর্ষ (ক্লী) কপীনাং প্রিয়ং শীর্ষং প্রাকারাদীনাং অগ্রপ্রদেশঃ, মধ্যলো°। প্রাচীরাদির অগ্রভাগ। (প্রাকারাগ্রং কপিশীর্ষং। হেম ৪।৪৭)।

কপিশীর্ষক (ক্লী) কপীনাং শীর্ষবর্ণবৎ কায়তি প্রকাশতে, কপিশীর্ষ-কৈ-ক। ১ হিঙ্গুল। ২ প্রাচীরের অগ্রভাগ।

কপিষ্ঠল (পুং) ঋষিবিশেষ। [কাপিষ্ঠল দেখ।]

কপিস্কন্ধ (পুং) কপীনাং স্কন্ধ ইব স্কন্ধো যস্য, মধ্যলো°। দানববিশেষ। (হরিবংশ)

কপূরথলা। পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্টের অধীন এক দেশীয় করদ রাজ্য। অক্ষা ৩১° ৯′ হইতে ৩১° ৯′ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫° ৩′ ১৫″ হইতে ৭৫° ৩৮′ ৩০″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ৬২০ বর্গমাইল। (১৮৮১ সালের) লোকসংখ্যা ২৫২৬১৭।

পূর্ব্বকালে কপূরথলারাজ্য অনেকটা বিস্তৃত ছিল, পূর্ব্বে জালন্ধর ও পশ্চিমে শতদ্রু নদী ছাড়াইয়া আরও অনেকটা লইয়া এই রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইত।

কপূরথলার আহলুবালিয়া-বংশীয় পূর্ব্বতন সর্দ্দারগণ আপন অসি বলে সমস্ত শাতদ্রব প্রদেশ শাসন করিতেন। পূর্ব্বে আহলনামক গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া এই বংশীয়েরা আহলুবালিয়া নামে অভিহিত হইতেন। সদাও সিং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

১৭৮০ খৃঃ অঃ, রামগড়িয়া বংশীয় সর্দ্দার যশঃসিংহ শাতদ্রব প্রদেশ অনেকটা আপনি অধিকার করেন এবং অনেকটা মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট হইতে ১৮০৮ খৃঃ অব্দে প্রাপ্ত হন।

১৮০৯ খৃঃ কপূরথলার সর্দ্দারের সঙ্গে ইংরাজদিগের এক সন্ধি হয়, তাহাতে সর্দ্দার শতদ্রুপ্রদেশে যে সকল ইংরাজসৈন্য আসিবে তাহাদের রসদ ও বাসস্থান যোগাইতে স্বীকৃত হন এবং যুদ্ধকালে ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু আলিবালের যুদ্ধের সময় সর্দ্দার ফতেসিংহের পুত্র নেহালসিংহ ইংরাজদিগকে সাহায্য না করিয়া ইংরাজসৈন্যের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন, তাহাতে তাঁহারই পরাজয় হইল। ইংরাজবাহাদুর তাহার রাজ্য হস্তগত করিলেন।

১৮৪৫ খৃঃ, ইংরাজেরা জালন্ধর প্রদেশ অধিকার করিলে বারি দোয়াব নামক স্থান পূর্ব্বতন হয়। কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী বাহাদুর আপন হাতে রাখিলেন। ১৮৪৯ খৃঃ অঃ, সর্দ্দার নেহাল সিংহ রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ খৃঃ অঃ, তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রণধীর সিংহ রাজা হন। ১৮৫৭ খৃঃ, বিদ্রোহের সময়ে রণধীর ইংরাজদিগকে যথাশক্তি সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহারই সহায়তায় ইংরাজেরা জালন্ধর প্রদেশ হাতে রাখিতে পারিয়াছিলেন। তৎপরবর্ষে তিনি সসৈন্যে অযোধ্যা প্রদেশে আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে শাসন করেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বীরত্ব ও রাজভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত বন্দী, বিথৌলী, ও আকোনা নামক স্থান চিরকালের জন্য জায়গীর দেন। এখানে কপূরথলারাজ সমস্ত তালুকদারের প্রধান হইয়া 'রাজা-ই-রাজাগণ' উপাধি ভোগ করিয়া থাকেন। ১৮৭০ খৃঃ রণধীর বিলাত যাত্রাকালে আদেনবন্দরে প্রাণত্যাগ করেন, তৎপুত্র খরকসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ, খরকের পুত্র জগৎজিসিংহ কপূরথলার রাজা হন। সম্প্রতি তৎপুত্র রাজা হইয়াছেন।

কপূরথলার রাজা নিজ রাজ্য হইতে ১০,০০,০০০৲ টাকা এবং অযোধ্যা প্রদেশ হইতে ৮,০০,০০০৲ টাকা কর আদায় করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ১,৩১,০০০৲ টাকা এবং রণধীর সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রের বংশধরগণকে ৬০,০০০৲ টাকা দিতে হয়।

ইহার প্রধাননগর কপূরথলা।

কপিস্থল (ক্লী) কপীনাং স্থলং, আবাসঃ, ৬তৎ। ১ বানরদিগের নিবাসস্থান। ২ পঞ্জাবের প্রাচীন জনপদবিশেষ। [কাপিস্থল দেখ].

কপিস্বর (ত্রি) কপীনাং স্বর ইব স্বরো যস্য, বহুব্রী। বানরের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট ব্যক্তি।

কপীকচ্ছু (স্ত্রী) কপিকচ্ছু-সংজ্ঞায়াং বা দীর্ঘঃ। আলকুশী।

কপীজ্য (পুং) কপিভি র্বানরৈ রিজ্যতে পূজ্যতে, কপি-যজ্-ক্যপ্। ১ রামচন্দ্র। ২ ক্ষীরিকাবৃক্ষ। ৩ (কপিষু ইজ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ।) সুগ্রীব। ৪ হনুমান্।

কপীত (পুং) কপিভিরিতঃ প্রাপ্তঃ প্রিয়ত্বেনেতি শেষঃ। শ্বেতবুহ্ণা বৃক্ষ।

কপীতন (পুং) কপীনাং ঈং লক্ষ্মীং তনোতি, কপি-ঈ-তন্ পচাদ্যচ্। ১ আমড়া গাছ। ২ গর্দ্দভাণ্ডবৃক্ষ, গাব্ধিভাট। ৩ শিরীষ। ৪ অশ্বত্থ। ৫ সুপারি গাছ। ৬ বেল গাছ।

কপীন (দেশজ) কৌপীন শব্দের অপভ্রংশ। [কৌপীন দেখ]

কপীন্দ্র (পুং) কপিরিন্দ্র ইব, কপিষু ইন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠো বা। ১ হনুমান্। ২ বালি। ৩ সুগ্রীব। ৪ বিষ্ণু।

("শরীরভূতভৃদ্‌ভোক্তা কপীন্দ্রো ভূরিদক্ষিণঃ।" ভারত ১৩। ১৪৯। ৬৬।)

কপীবহ (স্ত্রী) কপিবহ-(ইকো বহেঽপীলোঃ। পা ৬। ৩। ১২১।) দীর্ঘঃ। সরোবরবিশেষ।

কপীবান্ [ৎ] (পুং) বশিষ্ঠ ঋষির পুত্রবিশেষ।

কপীবান (পুং) বশিষ্ঠ-মুনির পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ)

কপীষ্ট (পুং) কপীনাং ইষ্টঃ প্রিয়ঃ, ৬তৎ। ১ রাজাদনী বৃক্ষ। ২ কপিত্থ, কদ্‌বেল।

কপুচ্ছল (ক্লী) কস্য শিরসঃ পুচ্ছমিব লাতি, ক-পুচ্ছ-লা-ক। ১ কেশচূড়া। ২ কেশের অগ্রস্থান।

("ইদমেব কপুচ্ছলময়ং দণ্ডঃ স্বাহাকারঃ।" শতব্রা ৯।৩।১।১০।)

কপুষ্টিকা (স্ত্রী) কস্য শিরসঃ পুষ্ট্যৈ কায়তি, ক-পুষ্টি-কৈ-ক-টাপ্। কস্য শিরসঃ পুষ্ট্যৈ পোষণায় হিতং, ক-পুষ্টি-কন্ টাপ্ বা। কেশচূড়ার সংস্কার কার্য্য।

("অথাত স্তৃতীয়ে বর্ষে চূড়াকরণং কপুষ্টিকা।" গোভিল।)

কপূয় (ত্রি) কুৎসিতং পূয়তে, কু-পূয়-অচ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ) উ লোপঃ। কুৎসিত।

("অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাসোহ তে কপূয়যোনিমাপদ্যেরন্।" ছান্দো° উপ°।)

কপৃথ্ (ত্রি) কুৎসিতং প্রথয়তি, কু-প্রথি-ক্বিপ্ বৈদিকত্বাৎ নিপাতনে সিদ্ধং। কুৎসিত প্রকাশক।

কপোত (পুং) কো বায়ু, পোতঃ নৌরিবাস্য। কব-ওতচ্ (কবেরোতচ্ পশ্চ। উণ্ ১। ৬৩) ইতি বস্য পশ্চ। পায়রা ও ঘুঘুর সাধারণ নাম কপোত। সংস্কৃতে পায়রার নাম "পারাবত বা গৃহকপোত" এবং ঘুঘুর নাম "বনকপোত।" লাটিন ভাষায় কপোতের প্রতিশব্দ Columbidæ. হিন্দীতে পায়রাকে সাধারণতঃ "কবুতর্" বলে।

পারাবতের পর্য্যায়—গৃহকপোত, পারাপত, পারাবত, কলরব, ছেদ্য ও গৃহকুক্কুট।

ঘুঘুর পর্য্যায়—বনকপোত, চিত্রকণ্ঠ, কোকদেব, দহন, ধূসর, ভীষণ, ধূম্রলোচন, অগ্নিসহায় ও গৃহনাশন।

[ইহার বিশেষ বিবরণ "ঘুঘু" দেখ।]

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পারাবত দেখিতে পাওয়া যায়, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহে ইহাদের সংখ্যাই অধিক। আমেরিকায় পায়রা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের পায়রা বড় দেখা যায় না। ভারতবর্ষে ও

মলয় উপদ্বীপে সংখ্যাও যেমন অধিক, বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীও তেমনই অধিক ; য়ুরোপ ও উত্তর এসিয়ায় ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প।

খগতত্ত্ববেত্তারা এপর্য্যন্ত প্রায় তিন শতেরও উপর কপোত-শ্রেণী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই দেখিতে অতি সুন্দর। অনেকগুলির গাত্র ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে চিত্রিত বলিয়া দেখিতে বড়ই মনোহর। ইহাদের প্রায় সকল শ্রেণীর অঙ্গসৌষ্ঠব বেশ সুগঠিত ও সুদৃশ্য। পায়রার অধিকাংশ শ্রেণীই মানুষের খাদ্যের উপযোগী এবং অনেক স্থলে খাদ্যরূপে প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পায়রার মধ্যে দাম্পত্য প্রেম অতি সুন্দর। ইহারা একবার যে দুইটীতে জোড় মিলিয়া যায়, জীবনসত্ত্বে আর বিযুক্ত হয় না। ইহাদের এই অবিচ্ছিন্ন প্রেমের কথা সকল দেশের কাব্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালার কবি মাইকেলও বলিয়া গিয়াছেন—

"ছিনু মোরা সুলোচনে! গোদাবরী তীরে,
কপোত কপোতী যথা, উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।"

পায়রাবতেরা স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই বাসা বাঁধা, ডিমে তা দেওয়া ও শাবকের আহার-দানকার্য্যে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। ইহারা কাটিতে কাটিতে বিনাইয়া বাসা বাঁধিতে পারে না। গাছের উপর, পাহাড়ের গহ্বরে, ইষ্টকালয়ের কার্ণিসের নীচে বা দেওয়ালের গাত্রে গর্ত্তে কাটিকুটি সাজাইয়া আলগা করিয়া বাসা বাঁধে। ইহাদের একবারে দুইটি শ্বেতবর্ণ ডিম্ব হইয়া থাকে, কোন কোন শ্রেণীর একটিমাত্র ডিম্ব হয়, কিন্তু কাহারও দুইটির বেশী হয় না। প্রতিমাসেই ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিম ফুটিতে ১৫ দিন সময় লাগে। এই ১৫ দিন তা দিতে হয়। কপোতী ডিম পাড়িয়া প্রথম ৩ দিন একাক্রমে দিবারাত্র সমানে ডিমের উপর তা দিয়া বসিয়া থাকে, কেবল এক একবার খাইতে উঠিয়া আসে। প্রথম তিন দিন বেশীক্ষণ কপোতকে তা দিতে দেয় না বা ক্ষণমাত্রও ডিম খালি রাখিয়া উঠিয়া আসে না। কপোতী যখন খাইতে যাইবার জন্য ইচ্ছা করে, তখন কপোত গিয়া ডিমে তা দিতে বসে। কপোত নিকটে না থাকিলে কপোতী একান্ত ক্ষুধা পাইলেও ডিম অনাবৃত রাখিয়া উঠিয়া আসে না। কপোত নিকটে নাই অথচ কপোতীর ক্ষুধা পাইয়াছে, কিন্তু ডিম অনাবৃত রাখিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সেই সময় কপোতী কপোতকে ডাকিবার জন্য এক প্রকার গম্ভীর গুঁব্ গুঁব্ শব্দ করিতে থাকে। কপোত দূরে থাকিলেও এই শব্দ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম তিন দিন কাটিয়া গেলে কপোতী ডিম ছাড়িয়া উঠিয়া আসে। দিনের বেলায় অধিকক্ষণ কপোত তা দেয় এবং রাত্রে কপোতী তা দিয়া থাকে। ১৫ দিন বাদে ডিম ফুটিয়া শাবক বহির্গত হয়। এই শাবক চর্ম্মাচ্ছাদিত মাংসপিণ্ড মাত্র হইয়া থাকে। ইহার গাত্রে পালকের চিহ্নমাত্র থাকে না এবং চক্ষু দুটিও মুদিত থাকে। ডিম ফুটিলে কপোতী আবার ৩ দিন তা দিতে বসে। প্রথম ৩ দিনের ন্যায় এ ৩ দিনও সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকে। কপোত কপোতী উভয়েই শাবককে খাওয়াইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহারা যাহা খায়, তাহাই আপনাদের উদরস্থ খাদ্যাধারে রাখিয়া দুগ্ধবৎ তরল পদার্থে পরিণত করিয়া শাবকের গালে ঢালিয়া দেয়। কিছু দিন গেলে মণ্ডবৎ করিয়া গালে ঢালিয়া দেয়, শেষে অর্দ্ধ গলিত পদার্থ ঢালিয়া দিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া ক্রমশঃ কঠিন দ্রব্য খাইতে শিখায়।

ডিম ফুটিবার প্রায় ৫।৬ দিন পরে পালকের রেখা দেখা দেয় এবং একমাস মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে পালকে ঢাকিয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া গেলেও শাবক খুঁটিয়া খাইতে শিখে না, তবে এই সময়ে তাহারা পিতামাতার সহিত উড়িয়া ভূমিতে নামিতে ও বাসায় উঠিতে শিখে, এ সময়েও তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। শাবক দেড় মাসের বা দুই মাসের হইলে নিজে খুঁটিয়া খাইতে পারে। ডিম ফুটিবার পর পায়রার শাবককে "পিল" বলে। পিল উড়িতে আরম্ভ করিলে "পাট্‌ঠা" বলে। পায়রার ডানার শেষভাগে ৩।৪টি বড় পালক থাকে, এই পালকগুলিকে "বীরপর" বলে। প্রথম বীরপর হইতে ডানায় উড়িবার উপযুক্ত ১০টি পালক জন্মে। মানুষের যেমন ৭ বৎসর বয়সে কচি দাঁত পড়িয়া গিয়া আবার উঠে, সেইরূপ পায়রারও পাট্‌ঠা-বেলায় ডানার পালক পড়িয়া গিয়া পুনরায় উঠিয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে ডানার ভিতরের উড়িবার পর প্রথম হইতে খসিতে আরম্ভ হয়। একটি খসিয়া যতদিন সেটি আবার না জন্মে, ততদিন দ্বিতীয়টি খসে না। এইরূপে যতদিন পর্য্যন্ত ৫ম পর না খসে ততদিন পায়রার শাবককে "পাট্‌ঠা" বলা হয়। তৎপরে ইহাদের বয়স পরিণত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ শেষ বীর পালকটি পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়। এইরূপ ১০ম পালক পরিবর্ত্তনকে "দশক-সাফ" করা বলে।

গ্রহবাজ পায়রার যতদিন "দশক সাফ" না করে, ততদিন তাহাকে পাট্‌ঠা বলা যায়।

পায়রা ফল শস্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কোনরূপ কীটাদি আহার করে না; কিন্তু এক এক শ্রেণীর পায়রায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেঁড়ি খাইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের পায়রায় বক্ বকম, বকো কোঁ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় শব্দ করে। ইহারা স্ব স্ব শ্রেণীর কপোতী মনোনীত করিয়া থাকে বটে, কিন্তু গৃহপালিত কপোতেরা মানুষের বশীভূত হইয়া ভিন্ন শ্রেণীর কপোতীর সহিতও মিলিত হইয়া থাকে। পায়রার মধ্যে স্ত্রীজাতি পায়রাই যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, একটা কপোতীর জন্য দুইটা কপোত বিষম যুদ্ধে মাতিয়া গিয়াছে, আর কপোতী নূতন কপোতের দিকে ঝুঁকিতেছে। আবার অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, কোন দুই দম্পতীর মধ্যে প্রত্যেকের স্ত্রীপুরুষে ঝগড়া হইলে উভয়ে আপোষে বন্দোবস্ত করিয়া পরস্পর স্ত্রী পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। ইহারা সন্ধ্যাকালে অতি শীঘ্র শীঘ্র বাসায় প্রবেশ করে, কিন্তু অন্যান্য পক্ষীর ন্যায় প্রাতঃকালেই বাসা পরিত্যাগ করে না। ইহারা সূর্য্যকিরণ কিছু অধিক ভালবাসে। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। ইহাদের দুই পক্ষ অতি সবল এবং লঘু; এই জন্য ইহারা অতি দ্রুত উড়িতে পারে।

সাধারণতঃ পায়রা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের ঠোঁট বড় বেশী লম্বা হয় না, প্রায়ই ১ ইঞ্চিরও কম হইয়া থাকে। ঠোঁট দুইখানি সরল এবং একটু টেপা। ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বাঁকা, কাহারও বা বেশ বাঁকিয়া গিয়া থাকে। উপরকার ঠোঁটের উপর গোড়ায় ঈষৎ মাংস গজাইয়া থাকে, এই মাংস অতি কোমল ও সমান। কোন কোন শ্রেণীর ইহা ঢেউ-খেলান হইয়া থাকে। এই মাংসের উপরেই ঠিক কপালের নীচে নাকের ছেঁদা দুইটি সরল ভাবে থাকে। ইহাদের কপাল হইতে মস্তকের উপরিভাগ গোল হইয়া পশ্চাৎদিকে গড়াইয়া গিয়াছে। ইহাদের মুখ-বিবর নিতান্ত ক্ষুদ্র কি অতি বৃহৎ নহে। চক্ষু দুইটি ঠোঁটের বিস্তর পশ্চাতে মস্তকের দুই পার্শ্বে সমসূত্রপাতে অবস্থিত। ডানা বেশ দীর্ঘ। কোন কোন শ্রেণীর ডানা গুটাইয়া রাখিলে শেষ প্রান্ত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, কাহারও বা ঈষৎ গোলাকার হইয়া যায়। পুচ্ছের পালকগুলিও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। পুচ্ছে প্রায় ১২টি বা ১৪টি পালক থাকে, এই পালকগুলি অন্যান্য স্থানের পালক হইতে যথেষ্ট দীর্ঘ। কোন কোন শ্রেণীর পুচ্ছে ১৬টি আর কোন কোন শ্রেণীর ১০টি মাত্র পালক থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের হাঁটুর উপরি ভাগ পর্য্যন্ত পা পালকঢাকা থাকে। অঙ্গুলিগুলি নাতিদীর্ঘ, পশ্চাতের অঙ্গুলি সম্মুখের অঙ্গুলির ন্যায় সমসূত্রপাতে অবস্থিত। নখর দণ্ডোপবেশী পক্ষীগণের ন্যায় বক্র। অঙ্গুলিগুলিও অন্যান্য দণ্ডোপবেশী পক্ষীগণের ন্যায় গ্রন্থিল। কোন কোন শ্রেণীর সমস্ত পায়ে (অঙ্গুলির গাঁইটগুলি পর্য্যন্ত) পালক গজাইয়া থাকে।

বাঙ্গালার লোকে আমোদের নিমিত্ত পায়রা পুষিয়া থাকে, এজন্য এখানে পায়রার ব্যবসা আছে। শুদ্ধ বাঙ্গালায় কেন, পৃথিবীর সকল স্থলেই পায়রা মনুষ্যের আলয়ে পালিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালার কপোত-পালকেরা ও কপোত-ব্যবসায়ীরা শাকুনশাস্ত্র হিসাবে ইহাদের শ্রেণী বিভাগ করে না; আকার, কার্য্য ও গুণাদি দেখিয়া শ্রেণী বিভাগ করে। এইরূপে এখানে ইহাদের প্রধানতঃ দুইটি জাতি আছে, গোলা ও গ্রহবাজ। এই দুই জাতীর আবার পরিবার বিভাগ অনেক প্রকার। প্রত্যেক পরিবারে আবার কতকগুলি শ্রেণীভেদ আছে। গোলা জাতীয় কপোতের মধ্যে নক্সা, লক্কা, সিরাজ্, বোগদাদ, মুক্ষি, গুলিখাল, পরপাঁও, সিস্তার, কড়িয়াল, আউল, ইহায়ু, আকৃখা, গলাফুলো, কাব্‌রা, মুগিয়া, লোটন, জেকোবিন ও সাধারণ গোলা প্রভৃতি পরিবারই প্রধান।

বঙ্গদেশের গৃহস্থের বাটীতে প্রায় এক জাতীয় গোলা আপনি অযাচিত হইয়া বাস করে, ইহাদিগকে 'কেলে গোলা' বলে। এই জাতীয় গোলা নানা বর্ণের দেখা যায়। ইহাদের মূল্য অতি অল্প।

গ্রহবাজ জাতীয় কপোতের মধ্যে কাক্‌জী, কটুকী, সবুজ, নীলা, কাল, আবলুক, লাল, প্লেন, খত্তেন, উদা, ভূরা, গাণ্ডার, নাচরা, কাস্‌রা, কাচকড়া, মহাদুম, তাদুগ, দোবাজ এই কয় পরিবার প্রধান।

গোলা ও গ্রহবাজ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। গোলার ঠোঁট অপেক্ষা গ্রহবাজের ঠোঁট খাটো হয়। গোলার চক্ষুতে সর্ব্বদা শান্ত ভাব থাকে, কিন্তু গ্রহবাজের চক্ষুতে সর্ব্বদাই চটুলতা বর্ত্তমান।

গ্রহবাজ জাতীয় পায়রার পায়ে পালক জন্মিলে তাহাকে "ঝাপড়া" বলে আর মাথায় ঝুঁটি হইলে "চটিয়াল" বলে, আর যে শ্রেণীর মাথায় ঝুঁট ও পায়ে পালক উভয়ই জন্মে, তাহাকে "ছাপড়া ছটিয়াল" বলে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় পায়রার অসংখ্য ভেদ ছিল, কিন্তু এখনকার শ্রেণীর নাম ধরিয়া প্রাচীন নামগুলি নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম স্বীয় কাব্যে ইহাদের নামের তালিকা দিয়াছেন। প্রাচীন কালেও

এদেশে পায়রা পুষিবার প্রথা ছিল, কবিকঙ্কণের কাব্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যের ২য় খণ্ডের নায়ক ধনপতি দত্তের যথেষ্ট পায়রা ছিল। বাল্যকালে ধনপতি বালকগণের সঙ্গে এই পায়রা উড়াইয়া নগরময় খেলা করিয়া বেড়াইতেন। এই পায়রা উড়ান হইতেই তাঁহার কাব্যের প্রধান ঘটনা ধনপতি-খুল্লনামিলন সংঘটিত হয়। নিম্নে এই বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

"লয়ে শিশুগণ, বেণের নন্দন,
পায়রা উড়াতে যায়।
সঙ্গে শিশু যত, লয়ে পারাবত,
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়॥"

* * * * *

"পায়রা উড়াইতে যায় সাধু ধনপতি।
যত নগরিয়া ভাই করিয়া সংহতি॥
* * * *
মুরারি, দৈত্যারি, গোবিন্দ, ভবানন্দ।
পায়রা উড়াতে হৈল সবার আনন্দ॥
যত নগরিয়া বেণে সদাগর সাথ।
যতনে লইল সব নিজ পারাবত॥"

* * * * * *

"লয়ে নিজ পারাবত চলে ধনপতি দত্ত
উড়াইতে নগরিয়া সাথে।
করি শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
কিঙ্করে পিঞ্জর লয় মাথে॥
খড়ি-মারি, পাত-শালিকা, খেত্রা, নেতা, নয়ান সুখা,
করট, তামট, সুলক্ষণ।
সোজ-মুখ, রাজ-গোলা, শিখরিয়া, ঘন-বোলা,
সাঙলী, শুবলী সুদর্শন॥
কেবল্যা, বাতাঙ্গা, হাঁসা, নেটে, খাটু, বুড়া, ডাঁসা,
জগ-সিন্দুরিয়া বন-জয়া।
নীল-কুমুদ-কুখা, ঘিরিনি, দীঘল-মুখা,
মন-সুখা, রাঙ্গা, দেউলিয়া॥
সিংহা, বাঘা, রণজিতা, কয়রা, কপাল-চিতা,
সিন্ধু, মাট্যা, পাঙশা, পাথরা।
মাণিক, দোসলি, মুড়া, আভাঙ্গা, পরনা, জুড়া,
পালট, বিলটী, রতি-ভোরা॥
পাঙ্গশি, পাথরি, টাঙ্গি, হাঁসী, ডাঁসী, বড়ি রাজি,
নানারঙ্গে লইয়া পায়রী।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
রঘুনাথ নৃপতি কেশরী॥

সঙ্গে সঙ্গে ধনপতি আনন্দে পুর্ণিত মতি
পায়রা উড়ায় সদাগরে।
ছাড়িয়া পাটের দোলা একে একে করে খেলা
পায়রী রাখিয়া বাম করে॥
* * * * * *
নগরিয়া শিশু মিলি দেয় ঘন করতালি
খেতারে উড়ায় ধনপতি।
তার পাছে ভাই যত উড়াইল পারাবত
বামহাতে রাখি পারাবতী॥
* * * * * *
ইছানি নগর মুখে, খেতা যায় অন্তরীক্ষে
উভমুখে ধায় সদাগর।
* * * * * *
পায়রী ধরিয়া করে খেতা বলি উচ্চৈস্বরে
ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধনপতি।
* * * * *
সাত পাঁচ সখি মেলি খুল্লনা খেলেন ধুলি
পারাবত পড়িল অঞ্চলে।
পায়রা আঁচলে ঢাকি, চৌদিকে বেড়িয়া সখি
যায় রামা আপন ভবনে।
সদাগর যান পাছে, পারাবত তারে যাচে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥"

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে সেকালে লোকে পায়রা কিরূপ ভালবাসিত, কিরূপে তাহা লইয়া আমোদ করিত, তাহা সমস্তই বুঝা যায়।

কবিকঙ্কণ যে সকল নাম দিয়াছেন তাহা হইতে আমরা "রাজ-গোলা" (গোল জাতীয় কোন এক শ্রেণী) আর পালট (পালটীয়া বাজী করে? গ্রহবাজ) এবং "বিলটি" (লুটিয়া বেড়ায়?—(লোটন) নামক এই তিনটি শ্রেণী বুঝিতে পারি।

এদেশও বালকেরা পায়রা উড়াইয়া খেলা করিয়া থাকে। পায়রা উড়াইবার জন্ম এদেশে "ব্যোম" বাঁধিতে হয়। গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ প্রাচীরের গাত্রে একটা দীর্ঘ বাঁশ আঁটিয়া দিয়া তাহার মাথায় একটি চতুরস্র ছতরি (ছোট ছোট বাখারির মাচা) বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহার নাম ব্যোম। পায়রা ছাড়িয়া দিলে, ইহার উপর গিয়া বসিয়া থাকে। তৎপরে বালকেরা একটা বৃহৎ ছিপের খোঁচা দিয়া ঝাঁক্‌কে ঝাঁক্ উড়াইয়া দেয়।

এদেশে পায়রার থাকিবার ঘরকে খোপ বলে। খোপ কাঠের ও বাঁশের হয়। ইংরাজীতে Dove-cot যে প্রণালীর খোপ, তাহাকে এদেশে "পায়রার খুপ্রি ঘর" বলে।

এদেশের পায়রার বসন্ত বা গুটি, শুকো, সর্দ্দি ও ফুলো রোগ বেশী হয়। গুটি হইলে জলে ভিজিতে দিতে নাই এবং তারপিণ তৈলের প্রলেপ দিতে হয়। ফুলো হইলে রৌদ্রে রাখিতে ও এক কোয়া রসুন খাওয়াইয়া দিতে হয়। সর্দ্দিতেও ঐ ঔষধ। শুকো হইলে সরিষার তৈলের পলিতা পোড়াইয়া সেই ভস্ম খাওয়াইয়া দিতে হয়। হোমিওপ্যাথির মতের কোন কোন ঔষধ ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী; ইহা পরীক্ষা করা হইয়াছে।

গ্রহবাজ জাতীয় পায়রা আকাশে উঠিবার সময় কি আকাশ হইতে নামিবার সময় উলটিয়া পাল্টাইয়া ডিগ্‌বাজি খাইতে থাকে। ইহা ইহাদের জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। এই কার্য্যকে বাজি বলে। যে পায়রা বেশী পরিমাণে বাজি করিয়া থাকে, তাহাকে 'বাজেন্দার' বলে। গ্রহবাজ জাতীয় পায়রা একবার উড়িলে এক দমে অতি উচ্চে উঠিয়া যায়, এজন্য অনেক সময় শ্যেন (শীক্‌রা) পক্ষী দ্বারা আক্রান্ত হয়,—এইরূপে বিনষ্ট হওয়াকে "ঠোঁটে লাগা" বলে। গ্রহবাজ বাজি করিবার সময় যে ভাবে ঘুরিয়া পড়ে, তাহাকে "প্যাঁচ" বলে। কোন কোন পায়রা একবারে দুই দিকে দুইটি প্যাঁচ দিয়া ঘুরিতে পারে। দুই প্যাঁচের অধিক কোন পায়রাই ঘুরিতে পারে না। যে গ্রহবাজ একবারে এক দমে এক বাঁশভোর উচ্চে ঘুঘুর ন্যায় উঠিয়া যায়, তাহাকে "সড়োকদার" বলে। গ্রহবাজের পাট্‌ঠা প্রথমে সম্পূর্ণরূপে বাজি করিতে পারে না, অর্দ্ধেকটা ঘুরিয়া আবার সিধা হইয়া উড়িতে থাকে। এইরূপ অর্দ্ধেক বাজিকে "কোঁদ" বলে। যে সকল গ্রহবাজ অতি অল্পদুর উঠিয়াই বাজি করিতে থাকে, তাহাদের "গরম" হইয়াছে বুঝিতে হয়। গরমে পড়িলে ইহারা অধিক দুর উড়িতে পারে না।

কি গোলা, কি গ্রহবাজ সকল প্রকার পায়রাই রৌদ্র ভালবাসে এবং তাহাদের পক্ষে রৌদ্র উপকারীও বটে, বিশেষতঃ গ্রহবাজেরা উপযুক্ত রৌদ্র উপভোগ করিতে না পাইলেই গরমে পড়ে। আতপহীন স্থান ইহাদের বিষম অনিষ্টকর। গ্রহবাজ গরমে পড়িলে, তাহাদের পুচ্ছের পালকগুলি ছিঁড়িয়া দিতে হয় বা কাঁচি দিয়া "লেণ্ডু" করিয়া (লেজ ছাঁটিয়া) দিলে উপকার হয়। গ্রহবাজ জাতীয় পায়রা দীর্ঘে অধিক বড় হয় না; সাধারণতঃ ১ ফুট হইতে ১৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। গ্রহবাজকে ইংরাজীতে Tumbler-pigeon বলে।

গোলাজাতীয় পায়রা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারবর্গের আকৃতিগত বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নে সেই সমস্ত লিখিত হইল—

জেকোবিন—এই পরিবারের শ্রেণীগত বিশেষ লক্ষণ মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে চক্ষুর পার্শ্ব দিয়া ডানার উপরিভাগ পর্য্যন্ত দুই থাক উচ্চ পালক থাকে। ইহার এক থাক বুকের দিকে ও অপর থাক পিঠের দিকে বাঁকিয়া পড়ে, মধ্যস্থলে সিঁথির ন্যায় হয়। ইহাদের বর্ণ সাধারণতঃ লাল, কাল, সাদা ও জরদ বর্ণের হয়। ইহাদের পৃষ্ঠ, পুচ্ছ, বক্ষঃস্থল ও মস্তকের বর্ণ প্রায় সাদা থাকে। ডানার বর্ণই কেবল ভিন্ন হইয়া থাকে। যাহাদের চিলে বর্ণ হয়, তাহাদের রং বাঙ্গালা ইষ্টকের রঙ্গের সহিত ঈষৎ পীতমিশ্রিত করিলে যেমন হয়, সেইরূপ। আর যাহাদের বর্ণ কাল তাহারা যেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণে ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত। ডানা দুইখানির উপরেই এই বর্ণ থাকে এবং গলদেশের পূর্ব্বোক্ত দুই থাক পালকের ডগাগুলি ঐ ঐ বর্ণের হয়। সমস্ত শাদা ও ঈষৎ বেগুনির আভাযুক্ত ধূসরবর্ণের কচিৎ কখন দেখা যায়। ইহাদের ঠোঁট কিছু ক্ষুদ্র, চক্ষুর মণির চতুষ্পার্শ্ব কাল হইয়া থাকে। ডানার শেষ বড় পালক ৩টি হয়। ইহারা বড় ভীরু। ইংরাজীতে এই শ্রেণীকে Jacobine and Jack বলে।

লক্কা—এই পায়রা ক্ষুদ্র শ্রেণীর। দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অপরাজিতা ও রেশমী। লক্কার বিশেষ চিহ্ন এই যে, ইহাদের পুচ্ছের পালকগুলি ময়ূরের পেকমের ন্যায় সর্ব্বদা ছত্রাকার হইয়া থাকে। ইহাদিগকে 'ফুল লক্কা'ও বলে। সাধারণতঃ যাহাদের পেকম পূর্ণছত্রাকার হয় না, তাহাকে 'হাফলক্কা' বলে। ফুললক্কার বর্ণ সমস্ত শ্বেত হইয়া থাকে। ইহাদের বর্ণ অধিক উজ্জ্বল শাদা রেশমের ন্যায় হইলে রেশমী-লক্কা কহে। সমস্ত কাল ফুললক্কাও আছে, কিন্তু তাহা দেখিতে তত মনোহর নহে। 'হাফলক্কা' শাদা, কাল, ও অপরাজিতা বর্ণের হইয়া থাকে। যে লক্কা দেখিতে নানা বর্ণের ও সুন্দর, তাহাকে 'নকসা' বলা যায়। ফুললক্কার পুরুষ জাতি ভূমিতে চরিবার সময় অতি সুন্দর দেখায়। ইহারা যখন বসিয়া থাকে বা চলিতে থাকে, তখন ইহারা সমস্ত গলদেশটা ঈষৎ বাঁকাইয়া এমন সুন্দর ভাবে কাঁপাইতে থাকে যে, দেখিলে মন আনন্দে ভরিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে দু এক শ্রেণীর মাথায় ঝোটন হয় না। কিন্তু সকলেরই পায়ে পর হয়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Fan-tail pigeons বলে।

সিরাজু—কাল, লাল, জরদ, গাঢ় ধূসর ও কাশ্মীরী প্রভৃতি

নানাবর্ণের হয়। এই পরিবারের বিশেষ চিহ্ন এই যে, ইহাদের ঠোঁটের গোড়া হইতে চক্ষুর পশ্চাৎ দিয়া, ঘাড়, পিঠ, ডানা হইয়া পুচ্ছের গোড়া পর্য্যন্ত একমাত্র বর্ণ থাকে এবং নিম্ন ঠোঁটের নিম্ন হইতে গলা, বক্ষ, ডানার নিম্নভাগ, উদর এবং পুচ্ছের পালকগুলি শাদা হইয়া থাকে। ইহাদের জঘনদেশ হইতে অঙ্গুলির গ্রন্থিগুলি পর্য্যন্ত বয়োবৃদ্ধির সহিত পালকে ঢাকিয়া যায়। এই জাতীয় পায়রা খুব বড় হইয়া থাকে। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু অতি গম্ভীর, ভীমকায় ও বলশালী হইয়া থাকে। লাল সিরাজুর বর্ণ ঠিক রক্তবর্ণ নহে, চিলে বর্ণের উপর ঈষৎ কৃষ্ণাভ পীতবর্ণের ভাগই অধিক। কাল সিরাজুর বর্ণ ঘোর নীলবর্ণযুক্ত কৃষ্ণ। সবুজ মিশ্রিত চিক্কণ। ধূসর বর্ণের সিরাজু দেখিতে বেশ এবং কাল সিরাজু হইতে নম্রপ্রকৃতি। কাশ্মীরী সিরাজুর বর্ণ ধূসর বটে, কিন্তু তাহার পালকের উপর, বক্ষে, পৃষ্ঠে, ডানায় ও ঘাড়ে সাদা ও বেগুণি-মিশ্রিত বিন্দু বিন্দু দাগ আছে। একবর্ণা সিরাজুর বক্ষে ও উদরে ভিন্ন বর্ণের একটি ছোট পালক থাকিলে গুল্‌দার বলে। গুল্‌দার সিরাজু দেখিতে অতি সুন্দর।

মুক্কি—প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, কাল ও আগরায়। দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের বিশেষ চিহ্ন এই যে, ঠোঁটের উপর হইতে চক্ষুর উপর দিয়া ঝুঁটীর কোল পর্য্যন্ত সমস্ত মস্তক ধব্‌ধবে শাদা হয় এবং দুইটি ডানার এবং বাকি সমস্ত দেহের অন্য বর্ণ হয়। ইহারা অতি ক্ষুদ্র জাতীয় পায়রা হইয়া থাকে এবং যত ক্ষুদ্র হয় ততই সুদৃশ্য হয়। ইহারাও লক্কার ন্যায় ঘাড় কাঁপাইয়া থাকে (কসে) এবং ঘাড় কাঁপাইবার সময় ইহাদিকে লক্কা অপেক্ষাও দেখিতে সুন্দর ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন দেখায়। মুক্কির কাল শ্রেণীর উজ্জ্বলতাই অধিক। ইহাদেরও গলদেশ নানাবর্ণ মিশ্রিত চিক্কণ হইয়া থাকে। কাল ছাড়া অন্য বর্ণের হইলে কাহারও মতে তাহাকেই 'আগরায় মুক্কি' বলে। ধূসর ও চিলে মুক্কির বর্ণ চক্ষুস্নিগ্ধকর। ইহাদের পায়ে পর হইতে দেখা যায় না, সকলেরই মাথার ঝুঁট থাকে। ইহাদের মাথার শাদা রং যদি চক্ষুর নিম্নে বা গলদেশে বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে তাহাকে দাগী মুক্কি বলে। দাগী মুক্কির দর অল্প, আদর অল্প, দেখিতেও ঈষৎ বিশ্রী। বিলাতে মুক্কির মাথা ও ডানার তিনটি বড় পালক ও পুচ্ছের রং কাল হয় এবং ঝুট কিছু লম্বা হইয়া মাথার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে, গাত্রবর্ণ শাদা হয়। সেখানে মুক্কি তিন প্রকার, এই তিন শ্রেণীর মাথার রং যথাক্রমে কাল, পীত ও লাল হয় এবং মাথায় যে রং থাকে ডানা ও পুচ্ছে বড় পালকগুলিতে সেই রং হয়। ইহাদিগকে সে দেশে Nun pigeons বলে।

কড়িয়াল—ইহাদের চক্ষু ছোট কড়ির মত বড় হয়, চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে ও নাকের গোড়ায় ঠোঁটের উপর ঈষৎ রক্তাভ কোমল মাংসের বড় বড় ফুল হইয়া থাকে।

পরপাও (পর্পণ)—ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মাথায় ঝুঁট হয়, পায়ে পর হয়। পায়ের গোড়ালির কাছের পরগুলি খুব বড় বড় হয়। ইহারা দেখিতে তত সুদৃশ্য নয়। সিরাজুর ন্যায় এই শ্রেণীও খুব বৃহৎ ও ভীমকায় হয়, কিন্তু তাহাদের মত মাধুর্য্যপূর্ণ গম্ভীর ভাবের পরিবর্ত্তে ইহাদের একটু ভীমদর্শনত্ব থাকে। ইহাদের ঠোঁট কোন কোন শ্রেণীর ঈষৎ কৃষ্ণাভ হয়। ইহাদের মধ্যে চিলে (লাল) পরপাওয়ের সংখ্যাই অধিক, তদ্ব্যতীত সাদা কাল পরপাও আছে। ইহাদের পুরুষগুলা যখন কোটরে বসিয়া থাকে, তখন গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে। এই শব্দ করিবার সময় ইহাদের গলদেশের অভ্যন্তরস্থ খাদ্যাধার থলি ফুলিয়া উঠিতে থাকে; এই থলিকে ইংরাজীতে Crop বলে ও এই শ্রেণীর পায়রাকে ইংরাজীতে Cropper বলে। ইহাদের পায়ের পর দেখিয়া কেহ কেহ Flag-thighed Pigeonsও বলে।

গলাফুলা—দুই প্রকার কাল ও শাদা। ইহারা অতি বৃহৎ হইয়া থাকে; ইহাদের ঠোঁটের নিম্ন হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটা থলির ন্যায় ফুলিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Pouter pigeons বলে।

লোটন—ক্ষুদ্রজাতীয় শ্বেতবর্ণের একপ্রকার গোলা-পায়রা। ইহারা মাটীতে লুটিতে পারে, এই জন্য এই শ্রেণীকেই লোটন বলে। লোটন পায়রাকে লুটাইতে হইলে পায়রাটিকে দক্ষিণ হস্ত দিয়া এরূপ ভাবে ধরিতে হয় যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তাহার একটি ডানা এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা অপর ডানা চাপা পড়ে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা গলার দুইপার্শ্ব দিয়া বক্ষঃস্থলের দুইপার্শ্বে ঠেকে। পরে দক্ষিণে ও বামে এরূপে নাড়িবে যে ঘাড়টা যেন একবার ডাহিনে ও বামে ঠক্ ঠক্ করিয়া নড়িতে থাকে। এইরূপ মিনিট খানেক নাড়িয়া মাটিতে ছাড়িয়া দিলে সে ডিগ্‌বাজি দিতে থাকে। ৪।৫টা বাজি করার পর ধরিয়া সিধা করিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা কঠিন মাটিতে লাগিয়া মাথা ফাটিয়া যাওয়া সম্ভব। ইহার ইংরাজী স্বতন্ত্র নাম নাই, কিন্তু Tumbler বলা যাইতে পারে। শীঘ্র শীঘ্র লুটিতে পারিলে "খ'ড়্‌কে" ও একদমে বেশীবার লুটিতে পারিলে "বেদম লোটন" বলে।

আউল—এই শ্রেণীর অনেক ভেদ আছে। ইহাদের

ঠোঁট খুব ছোট, ইহাদের গলদেশের পালকগুলি বক্ষের উপর উদরাভিমুখী হইয়া থাকে না, দুই পার্শ্বদেশে বাঁকিয়া মাঝখানে চুলের বিনুনির ন্যায় হইয়া থাকে। ইহা সমস্ত গলদেশ ভরিয়া হয় না, বক্ষের উর্দ্ধদেশে অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে ঐরূপ হয়। এই জাতীয় পায়রা সুগঠিত ও দৃঢ়কায়। ইহাদের মাথায় ঝুঁটি হইলে, সেই শ্রেণীকে "টরপেট" বলে।

আকৃথা—ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণের আধিক্যযুক্ত ধূসর। ইহাদের চক্ষু রক্তকম্বলের ন্যায় রক্তবর্ণ। ঠোঁট ছোট ও কাল। ইহাদের গলদেশ ময়ূরের ন্যায় চিক্কণ। ঠোঁটে ফুল নাই। চক্ষুর আবরণী কৃষ্ণবর্ণ।

ইহায়ু—পাটকিলা বর্ণ। ইহাদের বর্ণের ঈষৎ তারতম্যানুসারে নানারূপ আছে। ইহাদের শব্দ অনেকটা ঘুঘুর ন্যায় কতকটা "ইহায়ু, ইহায়ু"র মত। যাহাদের শব্দ সুস্পষ্ট ও বর্ণ কিছু তরল, সেই শ্রেণীই উৎকৃষ্ট।

সিস্তারু—ইহাদের মস্তক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত কৃষ্ণের আধিক্যযুক্ত ধূসর, পৃষ্ঠ ও বক্ষে শাদা ও কাল দাগ থাকে। চক্ষু ও চক্ষুর আবরণী কৃষ্ণবর্ণ।

কাবরা—সিস্তারুর ন্যায় সমস্ত লক্ষণ, কেবল পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল পাটল ও শাদা দাগযুক্ত।

মুগিয়া—ইহাদের বর্ণ লাল ও জরদ-মিশ্রিত। ইহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ এবং ঠোঁটের পার্শ্বে ফুল হয়।

থাল—দেখিতে খর্ব্বাকার, ঠোঁট ছোট। এই পরিবারের মস্তক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত ও পুচ্ছ এক বর্ণের হয়, মধ্যস্থল শাদা থাকে। যাহাদিগের মধ্যস্থলে গুল জন্মায় তাহাদিগকে গুলিথাল বলে। ইহারা কাল, লাল ও জরদ বর্ণের হয়।

নিশোরা—দেখিতে কাল ও লম্বাকার। ইহাদের পুচ্ছ কিছু লম্বা ও অধিক পালকযুক্ত, ঠোঁট গ্রহবাজের ন্যায় ক্ষুদ্র। পূর্ব্বেকার নবাবেরা এই পায়রা বড় ভালবাসিতেন। ইহারা খুব উড়িতে পারে।

বোগদাদ—দেখিতে কাল। ইহাদের ঠোঁট প্রায় দেড় ইঞ্চি বড় এবং ঠোঁটের অগ্রভাগ বক্র হয়, চক্ষু বড় বড়, পার্শ্বে ফুল থাকে। ইহারা এক হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। কেহ কেহ বলেন, এই পায়রা তুরুষ্কের বোগদাদনগর হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে।

ঘুঘু পায়রা—কাহারও মতে ইহারা ইহায়ু জাতীয়। কথিত আছে—ঘুঘু ও পায়রার সঙ্গমে এই জাতীয়ের উৎপত্তি। ইহারা দেখিতে শাদা ও খর্ব্বাকার। কোন কোনটি ঘুঘুর ন্যায় হয়। ইহারা ঘুঘুর ন্যায় শব্দ করিতে পারে।

গ্রহবাজ জাতীয় পায়রাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিবারই প্রধান। যথা—

আবলুক—দেখিতে শাদা। এই পরিবারের চক্ষুর পার্শ্বে সরিষার মত একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন হয়, অথবা ডানার উপর দাগ থাকে। সরিষার মত কাল চিহ্নবিশিষ্ট আবলুকের অধিক চিহ্নযুক্ত শাবক হইলে, উহারাই উৎকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া গণ্য হয়।

উদা—দেখিতে পীতাধিক্য রক্তবর্ণ, ডানার উপর রেখা এবং চক্ষুর মধ্যে দুইটি গোলাকার দাগ থাকে।

কাগজী—দেখিতে শাদা, ইহাদের চক্ষে রঙ্গিন দাগ থাকিলে, তাহাকে 'মতিচুর' বলে।

কটকী—দেখিতে কাল, সর্ব্বাঙ্গে কাল গুলের ন্যায় দাগযুক্ত। চক্ষু দুইটিতেও দাগ হয়।

কাচকড়া—দেখিতে ধূম বর্ণ, চক্ষে দাগ থাকে।

কাসরা—দেখিতে গাঢ় ধূসর, চক্ষে লম্বা দাগ থাকে।

খতেন—দেখিতে ঈষৎ পিঙ্গল, চক্ষু গোলাকার দাগযুক্ত। এই জাতীয় স্ত্রীর সংখ্যা অতি অল্প।

গাওার—দেখিতে খতেনের ন্যায় কিন্তু অধিক গাঢ়।

জাগ বা নাচরা—দেখিতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

এই পরিবারের দোবাজ-ডানার মধ্যে অনেকগুলি পালক শাদা হয়, যাহাদের ডানায় কেবল একটিমাত্র পালক শাদা থাকে, তাহাদিগকে 'একবাজ' বলে।

নীলা—দেখিতে তরল ধূসর বর্ণ। ঠোঁট শাদা।

প্লেন—ইহারা সিয়া, চিনি ও সাধারণ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সিয়া প্লেনের পুচ্ছ কাল অথবা লাল, গলায় কতকগুলি ছিট্‌কাটা এবং চক্ষুতে গোলাকার দাগ থাকে। চিনি প্লেনের গলায় লাল ছিট্‌কাটা, চক্ষু রঙ্গিন ও দুটি গোল দাগ থাকে। উক্ত দুই জাতীয় দেখিতে বড় সুন্দর। সাধারণ প্লেনের অঙ্গে, গলদেশে এবং পুচ্ছে দাগ থাকে।

ভুরা—এই পরিবারের গলদেশে, পৃষ্ঠে ও পুচ্ছে শাদা ও কাল ছিট্‌কাটা থাকে। কাহারও কেবল অঙ্গে এবং চক্ষুতে দাগ থাকে।

মহাদুম—দেখিতে কাল। এই পরিবারের পুচ্ছের সমস্ত না হউক কতকগুলি পালক শাদা হয়। যাহাদের পুচ্ছে একটি মাত্র শাদা পালক থাকে, তাহাকে 'তাদুম' বলে।

সবুজ—দেখিতে গাঢ় ধূসর বর্ণ, ডানায় দুইটি করিয়া রেখা থাকে। এই পরিবারের বাজি, ঘোরা ও উড়ন লইয়া উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের তারতম্য আছে।

ইংরাজ-খগতত্ত্ববেত্তাদিগের মতে পায়রা ও ঘুঘুর সাধা-

রণ নাম Columbidæ। ইহারা প্রধানতঃ শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা ভূমিতে চরিয়া খাইতে অধিক ভাল বাসে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশের বর্ণই নীলবর্ণের প্রকার ভেদ। পায়রার বর্ণ ও স্বভাবানুসারে ৩টী শ্রেণী নির্ণীত হইয়া থাকে; ১ম Lapholæminæ অর্থাৎ ডবল ঝোটন পায়রা (Crested-pigeons), ২য় Palumbinæ অর্থাৎ বন্য পায়রা (Wood-pigeons), ৩য় Columbinæ অর্থাৎ পাহাড়ে পায়রা (Rock-pigeons).

প্রথম শ্রেণীতে এখন অষ্ট্রেলিয়ায় একটি মাত্র জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মাথায় ময়ূরের চূড়ার মত ডবল ঝুঁট হয়। ইংরাজী খগতত্ত্বে এই জাতিকে Lapholæmus antarticus (অর্থাৎ দক্ষিণ মহাসাগরীয় ডবল ঝুঁটপায়রা) বলে। ২য় শ্রেণী, অর্থাৎ বন্য পায়রার মধ্যে এক প্রকার বেগুণির আভাযুক্ত তরল নীলবর্ণের পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতি মধ্যভারতের পূর্ব্বাংশ হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আসাম, আরকান ও রামরিদ্বীপেও ইহাদের সংখ্যা যথেষ্ট। হিমালয়ের মধ্যপ্রদেশে এই শ্রেণীর একপ্রকার বুটাদার পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতি দেখিতে অতি মনোহর। দারজিলিংএর নিকট এক প্রকার এই জাতীয় পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে নেপালীরা "নাম্ পুংক্রো" বলে। নীলগিরি পর্ব্বতে এই জাতীয় এক শ্রেণীর পায়রা আছে, তাহাকে তদ্দেশবাসীরা রাজ-কপোত বলে। ইহারা দৈর্ঘ্যে পুচ্ছের পালক সমেত প্রায় ২৫ ইঞ্চি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মধ্যে বাঙ্গালার বুনো-গোলা ও গ্রহবাজ পায়রাকে ফেলা যায়। ৩য় শ্রেণী, নীলবর্ণের পার্ব্বত্য পায়রা কুমায়ুন প্রদেশের উত্তরে, উত্তর এসিয়া ও জাপান হইতে সমস্ত য়ুরোপখণ্ডে পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ ঠিক নীল নহে, নীলের আধিক্যযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাশ্মীর অঞ্চলে হিমালয়ে এক প্রকার শ্বেত-চঞ্চু কপোত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে দেখিতে বেশ সুন্দর।

ইংরাজী খগতত্ত্বে এই সকল ও অন্যান্য জাতি বা পরিবার ভেদে যে সকল লক্ষণালক্ষণ লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করা এক প্রকার অসম্ভব, কারণ সেই সেই জাতীয় পক্ষী না দেখিলে কেবল কবির বর্ণনা পড়িয়া তাহার সাহায্যে একটা আকৃতি কল্পনা করিয়া লেখা যুক্তিসিদ্ধ নহে। সেই জন্য ইংরাজী খগতত্ত্বানুসারে সমস্ত জাতির লক্ষণালক্ষণ লিখিত হইল না।

পায়রা বড় সুখী প্রাণী। অতি সামান্য অসুখে, সামান্য বিপদে ইহাদের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় পায়রাকে লক্ষ্মীর বরপাত্র বলিয়া আদর করিয়া থাকে। এদেশে অনেকের বিশ্বাস আছে, যে পায়রা পুষিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়, দরিদ্রতা দূর হয়, সংসারে লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়ে; এজন্য অনেকে পায়রা পুষিয়া থাকে এবং বন্য পায়রা আসিয়া বাটীতে আশ্রয় লইলে তাহাদিগকে তাড়ায় না। কলিকাতায় বাঙ্গালী মহাজন ও হিন্দুস্থানী মহাজনেরা স্ব স্ব ব্যবসায়-স্থানে সযত্নে পায়রা প্রতিপালন করে। ইহাদের এই বিশ্বাস ও পায়রার সুখপ্রিয়তা দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে "সুখের পায়রা।" এই নিমিত্তই সুখের পায়রা বলিলে চিরসুখী-বিলাসী লোককে বুঝায়, আবার সম্পদের বন্ধুকেও বুঝায়।

মনুষ্যের অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে রাজ-কপোতের এক অসাধারণ গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা শিক্ষিত হইলে দূরদেশ হইতে লিপি আনিতে পারে। ইহাদিগের পক্ষ অত্যন্ত সবল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর কপোতের মধ্যে যাহার পক্ষ যতটা সবল সে তত অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। ইহারা বাঙ্গালার কড়িয়াল শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের দ্বারা লিপি প্রেরণ আর এখন বড় শুনা যায় না। পূর্ব্বে তুরুষ্ক রাজ্যে এই প্রথার অত্যন্ত প্রচলন ছিল; এখনও সেখানে দু এক স্থলে ধনীদিগের মধ্যে দু একটি লিপিবাহী কপোত আছে। ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে বোগদাদের সম্রাট্ নুরুদ্দীন্ মুহম্মদ এই প্রথার প্রচলন করেন। পরে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বোগদাদনগর মঙ্গোলীয়দিগের হস্তগত হইলে এই প্রথা রহিত হইয়া যায়। ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়া যুদ্ধেও এই কপোত দেখা দিয়াছিল। বেশী দিনের কথা নয়, কলিকাতার বড় আদালতে এইরূপ একটি পত্রবাহী কপোত আসিয়াছিল। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Carrier pigeons বলে।

লিপিবাহী কপোতকে শিখাইতে বহু যত্ন, আয়াস ও সময় লাগে। শাবক পরিণত হইলে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ লইয়া একত্র রাখিয়া পোষ মানাইতে হয় এবং উভয়ের মধ্যে যাহাতে যথেষ্ট প্রণয় জন্মে, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। তাহার পর যে স্থান হইতে তাহাদিগকে পত্রাদি আনিতে হইবে, সেই স্থলে খোলা খাঁচায় করিয়া পাঠাইয়া দিতে হয়। ইহাদের মধ্যে যদি কোনটাকে আর একটার নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া আনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপরটাও তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া থাকে। অতি পাতলা অথচ কড়া-কাগজে পত্র লিখিয়া ইহার একটার ডানার পালকে একটি আল্পিন দিয়া গাঁথিয়া দিতে হয়; আল্পিনের সূক্ষ্মাগ্রভাগ শরী-

য়ের বাহিরের দিকে রাখিতে হয়। পরে ইহাকে উড়াইয়া দিলে যে বাটীতে ইহার যোড়ার পায়রাটি থাকিবে, সেই বাটীতে উড়িয়া আসে। ইহাদের বাসস্থানের প্রতি অত্যন্ত মমতা জন্মে বলিয়া একটি মাত্র পায়রা পুষিয়াও কার্য্য চলিতে পারে। এরূপ হইলে শিক্ষিত পায়রাকে কোন লোকের হাতে দিয়া, যাঁহার নিকট হইতে সংবাদ পাইবার আবশ্যক, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হয়। তিনি পূর্ব্বোক্তরূপে লিপি বাঁধিয়া দিলে পায়রা প্রাণপণে উড়িয়া প্রতিপালকের গৃহে ফিরিয়া আসে। ইহাদিগকে শিখাইতে হইলে, প্রথমতঃ ইহাদিগকে বাড়ী চিনাইবার জন্য এবং বহুদূর হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রত্যহ ইহাদিগকে লইয়া দুইবার তিনবার বাটী হইতে এক পোয়া পথ দূরে গিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। একপোয়া পথ অভ্যস্ত হইলে অর্দ্ধক্রোশ, ক্রমে এক, দুই, তিন, ক্রমে পাঁচ ক্রোশ, পরে গ্রামান্তর, অবশেষে দেশান্তরে লইয়া গিয়া শিক্ষা দিতে হয়। ইহারা অতি শীঘ্রই শিখে। শেষে এতদূর দক্ষতা লাভ করে যে সমুদ্র পার হইয়াও যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহারা শিক্ষিত হইলে, এক ঘণ্টায় ২০ ক্রোশ উড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। অধিক দূরদেশ হইতে যদি এই কপোতের দ্বারা পত্র পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে উড়াইবার পূর্ব্বে ৮ ঘণ্টাকাল অনাহারে একটা অন্ধকার গৃহে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। শেষে ছাড়িয়া দিলে একেবারে অতি উর্দ্ধদেশ দিয়া উড়িতে উড়িতে ক্ষুধার জ্বালায় প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। শুনা যায়, সমুদ্র পার হইতে গিয়া অনেকগুলি কপোত জলে পড়িয়া মারা গিয়াছে। কুয়াসা হইলে বা ঝড় বৃষ্টিতে ইহারা সহজে ও স্বল্লায়াসে উড়িতে পারে না, সুতরাং ঐ কালে ইহাদের উড়াইলে, কি পথিমধ্যে ঐরূপ সময় ঘটিলে ইহাদের অত্যন্ত বিপদ্ ঘটে।

এ প্রথা যে কেবল তুরুস্কেই ছিল, তাহা নহে, পরে য়ুরোপের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। পূর্ব্বে মিশর, পালেস্তাইন, তুরুস্ক, আরব ও পারস্য হইতে যুদ্ধ সময়ে জয়-পরাজয়, সৈন্য আনয়ন, খাদ্য অনাটন প্রভৃতির সংবাদ এই কপোত দ্বারা অতি সহজে সম্পন্ন হইত। ইংলণ্ডের বিলাসী ধনী-সন্তানেরাও সেকালে ইহাদের দ্বারা প্রণয়িনী ও বন্ধু বান্ধবের নিকট সংবাদাদি প্রেরণ করিতেন।

রামায়ণ মহাভারতাদির সময়েও আমাদের দেশে পক্ষীর মুখে সংবাদ প্রেরণপ্রথা প্রচলিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মহাভারতে একটি গল্প আছে।—গৃহে ঋতুমতী ও কামাতুরা পত্নী রাখিয়া চেদিদেশাধিপতি মহারাজ উপরিচর পিতৃ-নিদেশে মৃগয়ায় গমন করেন। সেখানে বৃক্ষচ্ছায়ায় শ্রান্তিদূর করিবার সময়ে পত্নীকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহার রেতস্খলন হয়। মহারাজ উদ্বিগ্ন হইয়া সেই রেতঃ পাতার ঠোঙায় করিয়া একটি শ্যেনপক্ষীকে দিয়া পত্নীর নিকট পাঠাইয়া দেন। শ্যেন সেই ঠোঙা মুখে করিয়া চেদিরাজধানী অভিমুখে যাইতে যাইতে অপর একটা শ্যেনের সহিত বিবাদ করিয়া তাহা ফেলিয়া দেয়। ইহাতে মৎস্যের উদরে ব্যাসজননী মৎস্যগন্ধার জন্ম হয়। এই উপাখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, শ্যেনপক্ষীও শিক্ষিত হইলে লিপিবহনের কার্য্য করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন নলদময়ন্তীতে "হংসদূতের" কথা পাওয়া যায়। দময়ন্তীর পোষিত হংস আসিয়া নলকে তাঁহার রূপের কথা জানাইয়া যায়। ইত্যাদি উপাখ্যান এতদিন কবির কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু যখন কপোতের এই স্বভাবের কথা জানা গিয়াছে, তখন আর সেই পৌরাণিক উপাখ্যান একেবারে অমূলক বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

দেখা যায় যে, প্রায় সকল দেশেই কপোত পবিত্র পক্ষী বলিয়া বিখ্যাত। আমরা ইহাদিগকে লক্ষ্মীর বরপাত্র বলি, আবার মক্কানগরে কপোতেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ ও কপোতেশী নামে ভবানী মূর্ত্তি আছে। প্রাচীন আসিরীয়া দেশের রাজারা ইহাদিগকে পরম ভক্তি করিতেন। আরবদেশী বৃহৎকায় নীল পারাবত "নোয়ার ঘুঘু" বলিয়া মহা সম্মান পাইয়া থাকে। মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থে ইহারা "স্বর্গের দূত" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। মুসলমানেরা বলে যে, যখন মুহম্মদের কিছু জানিবার প্রয়োজন হইত, তখন স্বর্গ হইতে কপোত আসিয়া কাণে কাণে বলিয়া দিয়া যাইত। মক্কার কাবা মস্‌জিদে পায়রা অতি যত্নের সহিত পালিত হয় এবং "কাবার ঘুঘু" বলিয়া কোন মুসলমান কখন ইহাদিগকে খায় না। সেকালে ইংরাজ খৃষ্টানেরাও ইহাদিগকে "Holy-bird" (পবিত্র পক্ষী) বলিয়া আদর করিত।

আমাদের পুরাণেও আছে যে শিবিরাজার দানশীলতা পরীক্ষার্থ অগ্নি কপোতরূপ ও ইন্দ্র শ্যেনরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কপোত শ্যেন ভয়ে ভীত হইয়া শিবির ক্রোড়ে পতিত হইল এবং আশ্রয় চাহিল। শিবি শরণাগতকে রক্ষা করিয়া শ্যেনকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বদেহের সমস্ত মাংস, শেষে নিজদেহ দান করিয়া মহা যশোলাভ করিলেন। এই হইতে কপোতের নাম অগ্নিমূর্ত্তি হয়।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কপোত মাংসের গুণাগুণ লিখিত আছে।

মহর্ষি চরকের মতে,—পায়রার মাংস কষায়, মধুর, শীতল

এবং রক্তপিত্তনাশক। হারীতের মতে—বৃংহন, বলকর, বাতপিত্তনাশক, তৃপ্তিকর, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর এবং মানবের হিতকর। ভাবমিশ্র বলেন ইহার গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক, সংগ্রাহী, শীতল, ত্বকের হিতকর এবং বীর্য্যবর্দ্ধক। সুশ্রুত ও বাভটের মতে কালপায়রা (কাণকপোত) গুরু, লবণযুক্ত, স্বাদু ও সর্ব্বদোষকর। [ঘুঘু শব্দ দেখ।]

কপোতক (ক্লী) কপোত ইব কপোতবর্ণবৎ কায়তি প্রকাশতে। কপোত-কৈ-ক। সৌবীরাঞ্জন।

কপোতকীয় (ত্রি) কপোতো হস্ত্যস্য, কপোত-ছ-কুক্ চ (নড়াদীনাং কুক্ চ। পা ৪।২।৯১।) কপোতযুক্ত।

কপোতচরণা (স্ত্রী) কপোতস্য চরণশ্চরণবৎ আকারো হস্ত্যস্যাঃ, কপোত-চরণ-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্-টাপ্ চ। ১ নলীনামক গন্ধদ্রব্য। ২ ক্ষীরিকা। ৩ (৬তৎ) কপোতের পা।

কপোতপাক (পুং) কপোতস্য পাকঃ ডিম্বঃ, ৬তৎ। কপোতশিশু, পায়রা বা ঘুঘুর-ছানা।

কপোতপাদ (ত্রি) কপোতস্য পাদাবিব পাদৌ যস্য, হস্ত্যাদিত্বাৎ নাস্ত্যলোপঃ। (পাদস্যলোপোঽ হস্ত্যাদিভ্যঃ। পা ৫।৪।১৩৮।) কপোতের ন্যায় পদযুক্ত।

কপোতপালিকা (স্ত্রী) কপোতান্ পালয়তি, কপোত-পাল-ণিচ্-ণ্বুল্ স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। ১ বিটঙ্ক, পায়রার খোপ বা বাসা। ২ স্তম্ভাদির উপরে যে সকল সঙ্কীর্ণ স্থানে পায়রা প্রভৃতি বাসা করে। ৩ চিড়িয়াখানা।

কপোতপালী (স্ত্রী) কপোতান্ পালয়তি, কপোতপাল-ণিচ্-অণ্-ঙীপ্ চ। কপোতপালিকা।

("চিক্রংসয়া কৃত্রিমপত্রিপঙ্‌ক্তেঃ
কপোতপালীষু নিকেতনানাম্।" মাঘ।)

কপোতরেতস (পুং) প্রবরমুনি বিশেষ।

কপোতরোমা [ন্] (পুং) ১ রাজা উশীনরের পুত্র। কপোতরূপী অগ্নির বরে ইঁহার জন্ম। (ভারত বন ১৯৬ অঃ।) ২ যদুবংশীয় কুকুর নৃপতির পৌত্র। (হরিবংশ ৩৮ অঃ)

কপোতলুব্ধকীয় (ক্লী) কপোতং লুব্ধকঞ্চ অধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ, কপোতলুব্ধক-ছ। মহাভারতের অন্তর্গত আখ্যায়িকা-বিশেষ, ইহাতে কপোত ও লুব্ধকের গল্পছলে গৃহস্থের প্রাণ দিয়াও অতিথি সৎকার কর্ত্তব্য, এইরূপ উপদেশ আছে।

কপোতবঙ্কা (স্ত্রী) কপোতো বঙ্কতে প্রতার্য্যতে হনয়া, কপোত-বন্‌চ্ করণে ঘঞ্ কুত্বং টাপ্ চ। ব্রাহ্মী। [ব্রাহ্মী দেখ।]

("কপোতবঙ্কা মূলং হি পিবেদম্লসুরাদিভিঃ।" সুশ্রুত।)

কপোতবর্ণী (স্ত্রী) কপোতস্য বর্ণ ইব বর্ণো যস্যাঃ, গৌরাদীত্বাৎ ঙীষ্। ছোট এলাইচ।

কপোতবল্লী (স্ত্রী) কপোতবর্ণা বল্লী মধ্যলো°। ব্রাহ্মী। ("ব্রাহ্মী কপোতবল্লী চ সোমবল্লী সরস্বতী।" ভাবপ্র।)

কপোতবাণা (স্ত্রী) কপোতপাদ ইব যো বাণ স্তদ্বৎ আকারো যস্য। নলিকা নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ।

কপোতবৃত্তি (ত্রি) কপোতানাং বেগো বৃত্তিরিব বৃত্তির্যস্য, বহুব্রী। ১ সঞ্চয়হীন, যে রোজ আনিয়া রোজ খায়। ২ (৬তৎ) (স্ত্রী) সঞ্চয়শূন্য জীবিকা।

কপোতবেগা (স্ত্রী) কপোতানাং বেগে গতিরিব বেগঃ দ্রুতবৃদ্ধির্যস্যাঃ, মধ্যলো°। ব্রাহ্মীশাক।

কপোতসার (ক্লী) কপোতবর্ণইব সারঃ কৃষ্ণবর্ণো যস্য, বহুব্রী। অঞ্জনবিশেষ, স্রোতোঞ্জন।

কপোতহস্ত (ক্লী) উপাসনাকালে হাতযোড় করা।

কপোতাক্ষ নদী। বাঙ্গালার একটী নদী। চলিত কথায় ইহাকে "কপদক" নদী বলে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরের নিকট মাথাভাঙ্গা নদী হইতে বহির্গত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থল হইতে কিছুদূর পূর্ব্বাভিমুখে বহিয়া গিয়া নদীয়া ও যশোহরের মধ্যে দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে। এই স্থানে এই নদীই নদীয়া ও ২৪ পরগণা এবং যশোহর জেলার সীমা নির্দ্দেশক। ২৪ পরগণার মধ্যে আশাশুনি হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে ইহা "মরিছাপ গাং"এর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গাঙের ভিতর দিয়া কলিকাতা হইতে নৌকাদি যাতায়াত করে। যেখানে কপোতাক্ষ উক্ত গাঙের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার ২ মাইল দক্ষিণে এই নদী হইতে পূর্ব্বমুখে যশোহর জেলার 'চাঁদখালী খাল' নির্গত হইয়াছে। এই খাল দিয়া খুলনা, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে মাল আমদানী রপ্তানি হইয়া থাকে। চাঁদখালী খালের মুখ হইতে ২২° ১৩′ ৩০″ উত্তর অক্ষান্তরে এবং ৮৯° ২০′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় ইহার সহিত খোলপেটুয়া নদী মিলিত হইয়াছে। এই সংযুক্ত নদী দুইটীকে সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ কোথাও পাঙ্গাসি, বাড়, পাঙ্গা, নামগাদ ও সমুদ্র বলে। সাগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার নাম মালঞ্চ। কপোতাক্ষ অবশেষে এই মালঞ্চ নামেই বঙ্গোপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

যশোহর জেলার মধ্যে এই নদীর তীরে সাগরদাঁড়ী নামে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম আছে। এই গ্রামে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনাদি কাব্য-প্রণেতা ৮ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়।

কপোতাঙ্ঘ্রি (স্ত্রী) কপোতস্য অঙ্ঘ্রিরিব, উপমি। ১ নলীনামক গন্ধদ্রব্য। ২ (পুং) (৬তৎ) পায়রা বা ঘুঘুর পা।

কপোতাঞ্জন (ক্লী) কপোতবর্ণং অঞ্জনন্, মধ্যলো°। স্রোতোঞ্জন।

কপোতাভ (পুং) কপোতস্য আভাইব আভাযস্য, মধ্যলো°। ১ কপোতবর্ণ।

(কপোতস্ত কপোতাভঃ পীতস্ত সিতরঞ্জনঃ। শব্দাব্ধি।)

২ মূষিকবিশেষ; ইহা দংশন করিলে, দষ্টস্থানে গ্রন্থি, পিড়কা ও শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাতে বায়ু, পিত্ত,* কফ ও রক্ত এই চতুর্বিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। (সুশ্রুত)

কপোতারি (পুং) কপোতানাং অরির্মারকঃ, ৬তৎ। শ্যেন পক্ষী, বাজপাখী।

কপোতিকা (স্ত্রী) কপোত-স্বার্থে কন্ টাপ্ অতইত্বম্। কপোতী, পায়রী, মাদী পায়রা বা ঘুঘু।

কপোতী (স্ত্রী) কপোত-ঙীষ্। ১ কপোতজাতির স্ত্রী। ২ যজ্ঞীয় যূপবিশেষ।

কপোতেশ্বর (পুং) মহাদেব। কোন সময়ে কুশস্থলীতে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মহাদেব কপোতের ন্যায় কৃশ হইয়া যাওয়ায়, তাঁহার এই নাম হইয়াছে। অগ্নিপুরাণের মতে, কোন সময়ে হরপার্ব্বতী কপোত কপোতীর রূপধারণ করিয়া বিহার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে শিবের এই নামের উৎপত্তি।

কপোতেশ্বরী (স্ত্রী) কপোতেশ্বর-ঙীষ্। পার্ব্বতী, দুর্গা।

কপোল (পুং) কপি-ওলচ্-(কপিগডিগণ্ডিকটিপটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১। ৬৩।) নলোপঃ। গণ্ডস্থল, গাল।

কপোলকল্পনা (স্ত্রী) অমূলক কল্পনা, গানগল্প।

কপোলকল্পিত (ত্রি) যে সকল অমূলক বিষয় কল্পনা করা হয়।

কপোলকাষ (পুং) কষ্যতে অনেন ইতি কাষঃ, কপোলানাং কাষঃ কষণস্থানম্। হস্তিগণ যেখানে গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করে, বৃক্ষাদির স্কন্ধস্থান।

("লীনালিঃ সুরকরিণাং কপোলকাষঃ।" ভারবি।)

কপোলফলক (পুং) কপোলঃ ফলকইব। বিস্তৃত কপোল।

কপোলভিত্তি (স্ত্রী) কপোলা ভিত্তয়ইব, উপমি। বিস্তৃত কপোল।

কপোলী (স্ত্রী) জানুর অগ্রভাগ।

কপ্‌চান (দেশজ) পক্ষিদের বুলি ধরিবার উপক্রম করা।

কপ্যাখ্য (ক্লী) কপিরাখ্যা যস্য, বহুব্রী। বানর।

কপ্যাস (ক্লী) আস্যতে অনেন ইতি আসঃ, কপীনাং আসঃ, ৬তৎ। কপিগণের পৃষ্ঠের প্রান্তভাগ।

কফ (পুং) কেন জলেন ফলতি, ক-ফল-ড (অন্যেষপি দৃশ্যতে। পা ৩। ২। ১০১।) শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, শ্লেষ্মা। "ক" শব্দের অর্থ দেহ এবং "ফল" ধাতুর অর্থে গতি; সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, ইহা প্রাণিগণের দেহে সর্ব্বত্র গতি (চলাচল) করে বলিয়া, উহাকে কফ বলা যায়। ইহা শরীরস্থ সৌম্য (জলীয়, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট) ধাতু। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কফ ও শ্লেষ্মা বলা যায়। ক্লেদন, সঙ্ঘাত, সৌম্যধাতু, শ্লেষ্মা, ঘন ও বলী, এই কয়েকটি শব্দ কফ শব্দের পর্য্যায়। এই কফ দেহকে ধারণ করিয়া রাখে বলিয়া উহাকে "ধাতু", সমস্ত দেহকে দূষিত করে বলিয়া উহাকে "দোষ" এবং ক্লেদাদি দ্বারা সর্ব্বশরীরকে মলিন করে বলিয়া উহাকে "মল" বলা যায়। এই কফ নামভেদে, স্থানভেদে ও কার্য্যভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—

"কফস্ত্বেতানি নামানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ।
রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষ্মণঃ স্থানভেদতঃ॥"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান॥

১ ক্লেদন, ২ অবলম্বন, ৩ রসন, ৪ স্নেহন এবং ৫ শ্লেষ্মণ, এই কয়েকটি শ্লেষ্মার নাম।

"আমাশয়ে২থ হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু।
স্থানেষ্বেষু মনুষ্যাণাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ॥"

সুখবোধ॥

১ আমাশয়, ২ হৃদয়, ৩ কণ্ঠ, ৪ মস্তক ও ৫ সন্ধিস্থান, শরীরের এই ৫টি স্থান কফের প্রধান আশ্রয়স্থল। ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা আমাশয়ে, অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা হৃদয়ে, রসন নামক শ্লেষ্মা কণ্ঠে, স্নেহন নামক শ্লেষ্মা মস্তকে এবং শ্লেষ্মণ নামক শ্লেষ্মা সন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। ইহা সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও যখন অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তখন কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত আমাশয়াদি পঞ্চস্থানেই অবস্থিতি করে। উল্লিখিত ক্লেদনাদি পঞ্চবিধ শ্লেষ্মার কার্য্যও পৃথক্ পৃথক্, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে;—

"ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নমাত্মশক্ত্যা২পরাণ্যপি।
অনুগৃহ্লাতি চ শ্লেষ্মস্থানান্যুদককর্ম্মণা॥
রসযুক্তাত্মবীর্য্যেণ হৃদয়স্থানলম্বনম্।
ত্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ।
রসনাবস্থিতস্ত্বেষ রসনো রসবোধনাৎ।
স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয় তর্পণঃ।
শ্লেষ্মণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং যং শ্লেষং বিদধাত্যসৌ॥"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান॥

১ম—ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা আপন শক্তি দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যকে ক্লিন্ন করে, সুতরাং তদ্দ্বারা পিণ্ডাকৃতি আহারীয় বস্তু সকল ভিন্ন হইয়া (গলিয়া) পড়ে। তৎপরে ঐ ভিন্ন অন্ন

সকল হৃদয় প্রভৃতি অন্যান্য স্থান সমূহে গমনপূর্ব্বক হৃদয়াবলম্বন, ত্রিক (মেরুদণ্ডের নিম্ন ও উপরিস্থ সন্ধিস্থান অর্থাৎ গুহ্যের সন্নিকট শেষাস্থি ও ঘাড়), সন্ধারণ, রসগ্রহণ, ইন্দ্রিয়সমূহকে শৈত্য গুণে সন্তৃপ্তিকরণ এবং সন্ধিসংশ্লেষণ প্রভৃতি উদক কর্ম্মদ্বারা তত্তৎস্থানের আনুকূল্য করিয়া থাকে। ২য়—বক্ষঃস্থলস্থিত অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা রসসহযোগে স্বীয় শক্তি দ্বারা হৃদয় অবলম্বন এবং ত্রিক-দেশকে ধারণ করিয়া রাখে। ৩য়—রসন নামক রসনাস্থ কফ আহারীয় বস্তু সমূহের রসজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। ৪র্থ—স্নেহন নামক শ্লেষ্মা স্নেহপদার্থ প্রদানপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন করে। ৫ম—শ্লেষণ নামক কফ সন্ধিসমূহের সংশ্লেষ (মিলন) বিধান করিয়া থাকে। বাভটের মতে—

"কফধাম্নাঞ্চ শেষাণাং যৎকরোত্যবলম্বনম্।
অতোঽবলম্বকঃ শ্লেষ্মা যস্ত্বামাশয়সংশ্রিতঃ।
ক্লেদকঃ সোঽন্নসঙ্ঘাতক্লেদনাদ্ রসবোধনাৎ।
বোধকো রসনাস্থায়ী শিরঃসংস্থোঽক্ষিতর্পণাৎ।
তর্পকঃ সন্ধিসংশ্লেষাচ্ছ্লেষ্মকঃ সন্ধিষু স্থিতঃ॥"

বাভট, সূত্রস্থান।

অবলম্বক, ক্লেদক, শ্লেষ্মক, বোধক এবং তর্পক, এই ৫টি নাম দ্বারা কফ ৫ ভাগে বিভক্ত হয়। অবলম্বক শ্লেষ্মা পূর্ব্বোক্ত অবলম্বন কফোক্ত ক্রিয়াশীল ও স্থানগত, ক্লেদক শ্লেষ্মা ক্লেদন শ্লেষ্মার ন্যায় কার্য্যকারী ও স্থানগত, শ্লেষ্মক কফ পূর্ব্বোক্ত শ্লেষণ কফের মত কার্য্যাকারী ও স্থানগত, বোধক শ্লেষ্মা পূর্ব্বোক্ত রসন নামক কফের সদৃশ ক্রিয়াবিশিষ্ট ও স্থানগত এবং তর্পক শ্লেষ্মা সুশ্রুতোক্ত স্নেহন নামক শ্লেষ্মার সদৃশ ক্রিয়াকারী ও স্থানাশ্রয়ী।

"শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীত এবচ।
মধুরস্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাদ্ বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ॥"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান।

ইহা শ্বেতবর্ণ, গুরু (ভারী), স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, মধুর রসাত্মক এবং বিকৃত হইলে লবণ রসবিশিষ্ট।

কফ প্রকোপের কারণ ও কাল—গুরুপাকী দ্রব্য, মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য, অত্যন্ত স্নিগ্ধ দ্রব্য, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, দ্রব (তরল) বস্তু; দধি, পিষ্টক ও ঘৃতসংযুক্ত দ্রব্য এই সকল বস্তু ভোজন করিলে এবং দিবানিদ্রা, বাল্যকাল, শীতকাল, বসন্তকাল, রাত্রির প্রথমকাল, দিবার আদি সময় (প্রভাত) এবং ভোজন করিবামাত্র, এই সকল সময়ে কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে; কফ প্রকুপিত হইলে স্তিমিতভাব, মধুররস, শীততা, শৌক্ল্য, প্রসেক, মলপ্রাচুর্য্য, স্থিরতা, লবণাক্ততা, কণ্ডু, আলস্য, চিরকারিতা, কঠিনতা, শোথ, অরুচি, স্নিগ্ধতা, তন্দ্রা, তৃপ্তি, উপদেহ, কাস ও গুরুতা; এই বিংশতি প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফজ রোগে এইগুলি উপকারী। যথা—রুক্ষ দ্রব্য, ক্ষার দ্রব্য, কষায় দ্রব্য, তিক্ত দ্রব্য এবং কটুদ্রব্য সেবন, ব্যায়াম, নিষ্ঠীবন (কাশিয়া থুতু নিক্ষেপ করণ), ধূমপান, উষ্ণ শিরোবিরেচক দ্রব্য (নস্যাদি) ব্যবহার, বমনকারক দ্রব্য প্রয়োগ, স্বেদ (গরম জলাভিষিক্ত ফ্ল্যানেলাদি উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা সেক প্রদান), উপবাস, মৈথুন, পথপর্য্যটন, যুদ্ধ, জাগরণ, জলক্রীড়া এবং পদাদি দ্বারা আঘাত প্রয়োগ, এই প্রকার আহার বিহার ও ঔষধাদি দ্বারা প্রকুপিত কফ প্রশমিত হইয়া থাকে। উক্ত রুক্ষ দ্রব্যাদিকে কফ সংশমন বর্গ বলা যায়।

জলক্রীড়া (সন্তরণ), শীতল এবং ক্রিয়া দ্বারা কি প্রকারে কফ প্রশমিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে এই বলা যায় যে, জলক্রীড়া জনিত শীতলতা দ্বারা শারীরিক উষ্মা অবরুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং যেমন চতুর্দ্দিকে কর্দ্দম লেপন করিয়া দিলে পাকাগ্নি প্রখর হওয়ায় সত্বর পাকক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ শারীরিক অগ্নি অত্যন্ত প্রখর হইয়া কফকে শোষণ করে। কফ বর্দ্ধিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, নাসিকাদি হইতে কফস্রাব, আলস্য, দেহের গুরুতা ও শ্বেতবর্ণতা, অঙ্গাদি শীতল ও শিথিল হয় এবং শ্বাস, কাস ও নিদ্রাধিক্য হইয়া থাকে। কফ ক্ষীণ হইলে শ্রান্তিবোধ, হৃদয়াদি শ্লেষ্মাশয় সমূহের শূন্যতা (কফশূন্যতা), দ্রবত্বে অল্পতা এবং শারীরিক সন্ধি-সমূহ শিথিল হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির শরীরে কফ অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে, তাহারা কফের গুণ ক্রিয়াদি-বিশিষ্ট হইয়া কফাত্মক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাকে কফ-প্রকৃতিক বলা যায়। গম্ভীর বুদ্ধি, কেশ শ্যামবর্ণ ও স্নিগ্ধ, ক্ষমাশীলতা, বীর্য্যবত্তা, স্থূলকায়, সমধিক বলবত্তা এবং নিদ্রা-বস্থায় স্বপ্নযোগে জলাশয় দর্শন, এই সকল শ্লেষ্ম প্রকৃতির লক্ষণ বলিয়া জানিবে। এই শ্লেষ্মপ্রকৃতি বিকৃত হইলে স্নেহ, বন্ধ (বদ্ধতা), স্থিরতা, গৌরব, বৃষের ন্যায় বল, ক্ষমা, ধৃতি এবং অলোভ, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। (সুখবোধ।)

লক্ষণ। সুশ্রুতের মতে—কেশ নীলবর্ণ, সৌভাগ্যবান্, মেঘ ও মৃদঙ্গের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগ; প্রফুল্ল পদ্ম কুমুদাদি বিবিধ পুষ্প, সন্তরণশীল হংস চক্রবাকাদি জলক্রীড়ক পক্ষী ও সবুজ মনোহর সরোবরাদি জলাশয় দর্শন, রক্তান্তনেত্র, সুবিভক্ত গাত্র, সমাবয়ব, স্নিগ্ধদেহ, সত্ত্বগুণযুক্ত ক্লেশসহিষ্ণু এবং গুরুকে মান্যকারী এই সকল কফ প্রকৃতির লক্ষণ।

মানবগণের শরীরে দুই প্রকার কফ অবস্থান করে, সাম-

কফ ও নিরাম কফ। যে কফ আম (অপক্ব)-রস মিশ্রিত থাকে, তাহাকে সাম কফ বলে। আর যে কফ অপক্ব রস-বিহীন তাহাকে নিরাম কফ বলিয়া জানিবে। নিরাম কফ অবিকৃত ও নির্দ্দোষ, উহা দ্বারা কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সাম কফ বিকৃত ও দূষিত; ইহা দ্বারা নানাবিধ অহিত উৎপন্ন হয় বলিয়াই উহার লক্ষণ সকল কথিত হইল। যথা—

"আলস্যতন্দ্রাহৃদয়াবিশুদ্ধিদোষাপ্রবৃত্ত্যাবিলমূত্রতাভিঃ।
গুরূদরত্বারুচিসুপ্ততাভিরামান্বিতং ব্যাধিমুদাহরন্তি॥"
ভাবপ্রকাশ, মধ্যখণ্ড-জ্বরাধিকার।

আলস্য, তন্দ্রা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা (বক্ষঃস্থলে কফ কর্ত্তৃক বাধাবোধ), দোষের অপ্রবৃত্তি (স্রাব হয় না), মূত্রের আবিলতা (ঘোলাটে), উদরে ভারবোধ, অরুচি ও নিদ্রালুতা, এই সকল সাম কফের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

প্রথমেই কফ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দ্দেশক ব্যুৎপত্তি দ্বারা উহা সর্ব্বশরীরে চলাচল করে এরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং তৎপরে কফ যখন অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তখন উহা হৃদয়, কণ্ঠ, আমাশয়, মস্তক ও বিকৃত হইলে সন্ধিস্থল, এই ৫টি স্থানে অবস্থিতি করে এবং বিকৃত হইলে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বশরীরের নানাস্থানে যাইয়া নানা প্রকার রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই কফ দেহের সর্ব্বত্র প্রসরণশীল হইলেও বায়ুর সাহায্য ব্যতীত হৃদয়াদি স্বস্থান হইতে অন্যত্র আদৌ যাইতে পারে না। যথা—"পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ। বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ।" শার্ঙ্গধর, ষষ্ঠ অধ্যায়। অর্থাৎ পিত্ত, কফ, বিষ্ঠামূত্রাদি মল এবং রস রক্তাদি ধাতু সমস্তই পঙ্গুবৎ অচল, স্বয়ং শরীরাভ্যন্তরে কদাচ গতি-বিধি করিতে পারে না, বায়ু কর্ত্তৃক যে স্থানে নীত হয়, তথায় মেঘ বর্ষের ন্যায় স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ কফ বিকৃত কুপিত বা বর্দ্ধিত হইলে, উহা বায়ু কর্ত্তৃক শরীরের নানাস্থানে নীত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন কফ বক্ষঃস্থ ফুস্‌ফুসে নীত হইলে শ্বাস্ ও কাসরোগ, মস্তকে নীত হইলে শিরঃপীড়া, নাসিকায় আসিলে প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে ইত্যাদি।

পথ্য—বমন, উপবাস, নেত্রাঞ্জন, মৈথুন, শরীরমার্জ্জন, উষ্ণজলাদির স্বেদ, চিন্তা, জাগরণ, পরিশ্রম, অত্যধিক পথপর্য্যটন, তৃষ্ণার বেগধারণ, গণ্ডূষধারণ, প্রতিসারণ (দন্ত জিহ্বা মুখে ঘর্ষণ দ্রব্য প্রয়োগ) শিরোবিরেচক নস্য, হস্তী অশ্বাদি যানারোহণ, ধূমপান, শরীরাচ্ছাদন, যুদ্ধ, মনোদুঃখ উৎপাদন, রুক্ষদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, পুরাতন ও ষষ্টিক ধান্য, বরবটী, তৃণ ধান্য, ছোলা, মুগ, কুলত্থ, কলাই, যব, ক্ষার, সর্ষপতৈল, গরমজল, ধন্বদেশজ মাংস, রাইসরিষা, বেতাগ্র, পটোল, করলা, উচ্ছে, বেগুন, যজ্ঞডুমুর, কাঁকরোল, মোচা, রসুন, ভাণ্ড, ওলনা, নিম্ব, কচিমূলা, কট্‌কী, তেউরী, মধু, তাম্বূল, পুরাতনমদ্য, ত্রিকটু, ত্রিফলা, গোমূত্র, খই, কৃষ্ট তণ্ডুলকৃতান্ন, ঈষদুষ্ণ গৃহ, কাঁসা, লৌহ, মুক্তা, কর্পূররসযুক্ত, তিক্তকর দ্রব্য ও কষায় দ্রব্য, এই সকল আচরণ, পান ও আহারাদিতে কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অপথ্য—স্নেহ প্রয়োগ, তৈলাভ্যঙ্গ, উপবেশন, দিবা নিদ্রা, স্নান, নূতনজল, নূতন তণ্ডুল, মাষকলাই, মৎস্য, মাংস, গুড়াদি মিষ্টদ্রব্য, ছানা, দধি প্রভৃতি দুগ্ধবিকৃত দ্রব্য, পেয়া, কামরাঙ্গা, পুঁইশাক, কাঁঠাল, ধান, খেজুর, দুগ্ধ, অম্লেপন, নারিকেল, মিষ্টান্ন, মধুর দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, গুরু (ভারী) দ্রব্য ও হিম, এই সকল আচরণ, আহার, বিহারাদি কফের অপথ্য অর্থাৎ এই সকল দ্বারা কফ-রোগীর অনিষ্ট উৎপন্ন এবং কুপিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কফকর (ত্রি) কফং করোতি, কফ-কৃ-অচ্। কফবৃদ্ধিকারক দ্রব্য। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে,—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষানী, মেদা, মহামেদা, ছিন্নরুহা, কাকরাশৃঙ্গী, তুগাক্ষীরী, পদ্মক, প্রপৌণ্ডরীক; ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মৃদ্বিকা, জীবন্তী ও মধুক; এই কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রব্য সকল কফকর। [অন্যান্য দ্রব্য কফ শব্দে দেখ।]

কফকূর্চ্চিকা (স্ত্রী) কফং কূর্চ্চতি বিকৃতং করোতি, কফ-কূর্চ্চ-ণ্বুল্-টাপ্-অত ইত্বঞ্চ। লালা, থুতু।

(স্যণীকা স্যন্দিনী লালাস্রাসবঃ কফকূর্চ্চিকা। হেম ৩।২৯৩।)

কফকেতু (পুং) ঔষধ বিশেষ।

কফক্ষয় (পুং) কফানাং ক্ষয়ঃ, ৬তৎ। শরীরস্থ স্বাভাবিক কফের নাশ। [কফক্ষয়ের লক্ষণ কফে দেখ।]

কফঘ্ন (ত্রি) কফং তদ্বিকারঞ্চ হন্তি, কফ-হন্-টক্। কফনাশক বা কফজনিত পীড়ানাশক দ্রব্য।

সুশ্রুতোক্ত আরগ্বধাদি, বরুণাদি, শালসারাদি, লোধ্রাদি, অর্কাদি, সুরসাদি, পিপ্পল্যাদি, এলাদি, বৃহত্যাদি, পটোলাদি, উষকাদি ও মুস্তাদি গণোক্ত দ্রব্যসকল এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চমূল, দশমূল প্রভৃতি দ্রব্য সকল কফনাশক। [অন্যান্য কফ শব্দে দেখ।]

কফঘ্নী (স্ত্রী) কফঘ্ন-ঙীপ্। হবুষা বিশেষ, আউচ বৃক্ষ বিশেষ।

কফজ (ত্রি) কফাজ্জায়তে, কফ-জন্-ড। শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন।

কফজ্বর (পুং) কফ নিমিত্তো জ্বরঃ, মধ্যলো° । জ্বররোগ বিশেষ। [জ্বর দেখ।]

কফণি (পুং, স্ত্রী) কেন সুখেন ফণতি অনায়াসেন সঙ্কোচ-বিকোচনত্বং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ, ক ফণ্-ইন্। কেন অনায়াসেন স্ফুরতি, ক-স্ফুর-ইন্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কফোণি, কনুই। (কফোণিস্তু ভুজা মধ্যং কফণিঃ কূর্পরশ্চ সঃ। হেম ৩। ২৫৪।)

কফদ (ত্রি) কফং দদাতি, কফ-দা-ড। শ্লেষ্মকারক।

কফনাশন (ত্রি) কফং নাশয়তি, কফ-নশ-ণিচ্-ল্যুট্। শ্লেষ্মনাশক।

কফপ্রায় (ত্রি) কফঃ প্রায়ঃ বাহুল্যেন যত্র, বহুব্রী। কফবহুল, অতিরিক্ত শ্লেষ্মসংযুক্ত।

কফল (ত্রি) কফঃ সাধ্যত্বেন অস্ত্যস্য, কফ-লচ্। কফজনক; শ্লেষ্মকারক।

কফবর্দ্ধক (ত্রি) কফং বর্দ্ধয়তি, কফ-বৃধ-ণিচ্-ণ্বুল্। যাহার দ্বারা শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়।

কফবর্দ্ধন (পুং) কফং কফজনিতং বিকারম্বা বর্দ্ধয়তি, কফ-বৃধ-ণিচ্-ল্যু। ১ পিণ্ডীতগর বৃক্ষ। ২ (ত্রি) কফবৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদি।

কফবিরোধি [ন্] (ক্লী) কফং বিশেষেণ রুণদ্ধি কফ-বি-রুধ-ণিনি। ১ মরিচ। ২ (ত্রি) শ্লেষ্মনাশক।

কফসম্ভব (ত্রি) কফাৎ সম্ভবঃ উৎপত্তির্যস্য, ৫তৎ। কফজাত।

কফহর (ত্রি) কফং হরতি নাশয়তি, কফ-হৃ-অচ্। কফনাশক।

কফহৃৎ (স্ত্রী) কফং হরতি, কফ-হৃ-ক্বিপ্। শ্লেষ্মনাশক।

কফাত্মক (ত্রি) কফ আত্মা যস্য, কফাত্মন্-কন্। ১ কফময়। ২ কফরূপী।

কফান্তক (পুং) কফস্য অন্তকো নাশকঃ। বাবলাগাছ।

কফারি (পুং) কফস্য অরিঃ শময়তি। শুণ্ঠী, শুঁট।

কফিনী (স্ত্রী) কফিন্-ঙীপ্। ১ হস্তিনী। ২ শ্লেষ্মপ্রধান স্ত্রী।

কফী (ত্রি) কফোঽস্ত্যস্য, কফ-ইনি (দ্বন্দ্বোপতাপগর্হ্যাৎ প্রাণিস্থাদিনিঃ। পা ৫। ২। ১২৮।) ১ শ্লেষ্মযুক্ত। ২ (পুং) হস্তী।

কফেলু (ত্রি) কফং লাতি আদত্তে, কফ-লা-কু নিপাতনাৎ এত্বম্ (অন্দূদৃন্ফূজম্বূ কম্বূ কফেলূ কর্কন্ধূ দিধিষূ। উণ্ ১। ৯৫।) ১ কফযুক্ত। ২ (পুং) শ্লেষ্মাতক বৃক্ষ।

(কফেলুঃ শ্লেষ্মাতকতরৌ পুংসি। উজ্জ্বলদত্ত।)

কফোণি (পুং, স্ত্রী) কেন সুখেন ফণতি স্ফুরতি বা, ক-ফণ-স্ফুর বা-ইন্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কূর্পর। কনুই।

কফোড় (পুং) কফোণি-বেদে কফোড়াদেশঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ। কফোণি, কনুই।

কবন্ধ (ক্লী) কস্য প্রাণবায়োঃ বন্ধ আশ্রয়ঃ, ৬তৎ। ১ জল। (পুং) ২ কং জলং বধ্নাতি, ক-বন্ধ-অণ্। উদর, পেট। ৩ বাহু। ৪ ধূমকেতু। ৫ রাক্ষস বিশেষ। রামায়ণে এই রাক্ষসের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে;—"দনু নামক কোন এক দানব উগ্রতপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দীর্ঘ জীবন বরলাভ করিয়াছিল। বরপ্রভাবে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া কোন সময়ে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল, ইন্দ্র বজ্রাঘাতের দ্বারা তাহার হস্ত ও মস্তক শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন; কিন্তু ব্রহ্মবরে তাহার তাহাতেও প্রাণবিয়োগ হইল না। এইরূপ বিকৃত শরীরে দিন দিন ক্লিষ্ট হইয়া দনু বারম্বার ইন্দ্রের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্রমে ইন্দ্রও তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে যোজন পরিমিত দুই হস্ত ও বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে এক বদন বসাইয়া দিলেন। দনু সেই মূর্ত্তিতে বনে বনে ভ্রমণ ও দীর্ঘ বাহু দ্বারা বন্য জন্তু আহার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

তৎপরে একদা পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাসহ সেই বনে উপস্থিত হইলে, ঐ রাক্ষস দীর্ঘ বাহু দ্বারা তাহাদিগকে ধারণ করিল, রাম বীর্য্যভরে লঘু হস্তে স্বীয় খড়্গ দ্বারা তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। রামহস্তে মৃত্যু হওয়ায় কবন্ধ দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিল।"

মহাভারতের মতে এই রাক্ষস পূর্ব্বে বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব ছিল, পরে কোন ব্রাহ্মণ অভিশাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়।

৬ (পুং ক্লী) (কেন প্রাণবায়ুনা পুনর্বধ্যতে, সম্বধ্যতে) মস্তকহীন জীবিত এবং ক্রিয়াযুক্ত কলেবর। ৭ আথর্ব্ব বিশেষ। ৮ মুনিবিশেষ।

কবন্ধবধ (পুং) কবন্ধস্য বধঃ বধোপাখ্যানং যত্র। পদ্মপুরাণের অধ্যায়বিশেষ, এই অধ্যায়ে কবন্ধ রাক্ষসের বধ বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে।

কবন্ধী [ন্] (পুং) ঋষিবিশেষ।

("অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ।" প্রশ্নোপ°)

২ (ত্রি) কং জলং অস্যাস্তি, ক-বন্ধ-ইনি। জলযুক্ত।

কবরী। জাতিবিশেষ। মান্দ্রাজ প্রদেশে এই জাতির বসবাস। ইহারা প্রায় ১৮ শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে বলিগি ও তোত্তিয়ার নামক শাখাই প্রধান।

পূর্ব্বে কবরীরা চাষবাসের জন্য জমি রাখিত, সেই জমি অপর নিকৃষ্ট জাতি দ্বারা আবাদ করাইয়া তাহার আয়ে

জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এখন ইহাদের মধ্যে সেই পূর্ব্ব-প্রথা থাকিলেও অনেকে নিজে চাষ বাস করে, কেহ কেহ দাঁড়ি মাঝি, ও কেহ বা সামান্য বাণিজ্য ব্যবসাও করিয়া থাকে।

তোত্তিয়ার শাখা কোন কোন স্থানে তোত্তিয়ান্ বা কম্বলত্তার নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা পরিশ্রমী ও বড় উৎসাহী। কৃষিকার্য্য হইতে অনেক উচ্চ কার্য্য পর্য্যন্ত ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মান্দ্রাজনগরে তোত্তিয়ারেরা অনেক ভাল ভাল কার্য্য করিয়া থাকে।

তোত্তিয়ারেরা ৯ শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রত্যেক শ্রেণী অপর শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র। প্রায় পাঁচ শতবর্ষ পূর্ব্বে কতকগুলি তোত্তিয়ার মদুরাজেলায় আসিয়া উপনিবেশ করে।

ইহারা সকলই বিষ্ণু-উপাসক, বিষ্ণুর লীলাখেলা মন্ত্রের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকে। কেহ বিষ্ণুর নিন্দা করিলে ইহাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। নিন্দাকারীকে যথোচিত শাস্তিবিধান করিতে কেহ পশ্চাৎপদ হয় না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ইন্দ্রজাল জানে, সেই জন্য সাধারণে ইহাদিগকে ভয় ভক্তি করে। শুনা যায়, ইহারা ইন্দ্রজালবলে সাপে কামড়ান ভাল করিতে পারে। ইহাদের পুরুষেরা মাথায় পাগ্ড়ী বাঁধে। স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ অলঙ্কার পরে, তাহাদের বক্ষ অনেকটা অনাবৃত থাকে, তাহাতে লজ্জা বোধ করে না।

তোত্তিয়ারদিগের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু প্রায়ই সকলে একবার বিবাহ করে, একপত্নীর মৃত্যু হইলে তবে অপর পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহে অথবা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না, কোড়াঙ্গিনায়কন্ নামে ইহাদের এক এক চাঁই থাকে, তাহারাই বিবাহাদি সম্পন্ন করে এবং এই জাতির জন্মকোষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া দেয়।

কবরী-জাতিরা প্রধানতঃ তৈলঙ্গ, প্রায় সকলেই এই এই ভাষায় কথা কয়। তবে যাহারা স্বদেশ ছাড়িয়া অন্যস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

কবীর। কবীরপন্থী নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনি কাহার পুত্র অথবা কোন্ জাতীয় তৎসম্বন্ধে কিছু গোলযোগ আছে। তাঁহার জাতি, কুল ও জন্ম বিষয়ে নানা বিবরণ পাওয়া যায়। মুসলমানেরা বলেন, তিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন। কিন্তু ভক্তমালে লিখিত আছে—

"রামানন্দশিষ্য কোন ব্রাহ্মণের এক বালবিধবা কন্যা ছিল। একদিন সেই ব্রাহ্মণ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গুরুদর্শনে গমন করেন। রামানন্দ সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে 'তুমি পুত্রবতী হও' বলিয়া সহসা আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ বৃথা হইল না, বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যার এক পুত্র জন্মিল, তাহার নামই কবীর। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অভাগিনী জননী লোকাপবাদ ভয়ে গুপ্তভাবে সেই শিশুকে স্থানান্তরে পরিত্যাগ করিয়া আসিল। একজন জোলা ও তাহার স্ত্রী দৈবাৎ ঐ শিশুকে পাইয়া নিজ পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিয়াছিল।"

কবীরপন্থীরা ভক্তমালের প্রথম অংশ আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কবীর একদিন কাশীর নিকট 'লহর তলাও' নামক সরোবরে পদ্মপত্রের উপর ভাসিতেছিলেন, সেইখান দিয়া নুরি নামে একজন জোলা স্বীয় পত্নী নিমার সঙ্গে বিবাহনিমন্ত্রণে যায়। নিমা ঐ শিশুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে নিজ স্বামীর নিকট আনয়ন করে। শিশু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আমায় কাশীতে লইয়া চল। নুরি সেই সদ্যোজাত শিশুর মুখে কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কোন উপদেবতা মানবদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছে ভাবিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে ফেলিয়া পলাইতে লাগিল। শিশু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ গিয়া নুরি দেখিল, শিশু তাহার সম্মুখে উপস্থিত! তখন নুরি ভয়ে জড়ীভূত হইল। শিশু তাহার ভয় নিবারণ করিয়া কহিল, তোমরা আমায় প্রতিপালন কর, কোন ভয় নাই, এইরূপে সেই শিশুরূপী কবীর জোলা কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইলেন।

কবীরের জীবনের প্রথমাংশ যেমন কৌতুকাবহ, অবশিষ্ট অংশও তদনুরূপ।

ভক্তিমাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

"পূর্ব্বকালে বেদান্তাভ্যাসনিরত একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি স্ত্রী-পুত্রের জন্য শিল্পকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন তিনি সূতা আনিবার জন্য তন্তুবায়ের ভবনে গমন করেন। তথা হইতে নিজগৃহে ফিরিয়া আসিয়া জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। দৈবযোগে সেই জ্বরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তন্তুবায়কে স্মরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তন্তুবায়ের ঘরে তাঁহার জন্ম হইল।

তন্তুবায়ের ঘরে জন্ম লইয়া সেই ব্রাহ্মণ প্রথমে বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে শিখিলেন, কিন্তু পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানও জন্মিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, এ সংসার অসার, এ জীবন পদ্মপত্রে জলের মত। এই কাশীধামে কে আমার গুরু হইবে? কে আমাকে এ সংসারসাগর

হইতে পরিত্রাণ করিবে? কর্ণধার না পাইলে এই দেহতরী কিরূপে চলিবে?

একদিন তিনি কতকগুলি সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার মনোভাব জানাইলেন। সাধু বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে তুই? কি চাস্।' তিনি বলিলেন, "আমি জাতিতে তন্তুবায়, রামানন্দের শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি।' বৈষ্ণবগণ উপহাস করিয়া কহিলেন, 'তুই ম্লেচ্ছ! তোর গুরু কে হইবে?'

তখন তন্তুবায়রূপী কবীর ভগ্নমনোরথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় সাধুগণের নিকট আসিয়া মনের দুঃখ জানাইলেন। কিন্তু এবারও তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। তিনি অস্থির চিত্তে বারাণসীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; যাঁহাকে দেখেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি বলিতে পার, গুরু রামানন্দ কোথায়?' এইরূপে বহুদিন গত হইল। একদিবস একজন বৈষ্ণব তাঁহাকে দয়া করিয়া বলিল, 'গুরু রামানন্দ অমুক স্থানে বাস করেন, রাত্রিশেষ হইলে বহির্দ্বার খুলিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে বাহির হন। তুই রাত্রি থাকিতে তাঁহার বহির্দ্বারের সম্মুখে গিয়া শুইয়া থাকিস, যখন দ্বার খুলিয়া তিনি বাহিরে আসিবেন তাঁহার পদ তোর অঙ্গে লাগিবে, তখন তিনি যে নাম উচ্চারণ করিবেন, তাহাই তুই গুরু মন্ত্র ভাবিয়া গ্রহণ করিবি। এ ছাড়া রামানন্দের শিষ্য হইবার কোন উপায় নাই।'

কবীর বৈষ্ণবের কথায় আশ্বস্ত হইলেন। শুভদিনে রাত্রিশেষে রামানন্দের দ্বারে আসিয়া শুইয়া রহিলেন। রাত্রিশেষ হইলে রামানন্দ প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া কুশ তিল লইয়া স্নানার্থ যেমন বাহির হইবেন অমনি কবীরের অঙ্গে তাঁহার পদস্পর্শ হইল; কবীরও মহাসমাদরে গুরুপদ ভাবিয়া চুম্বন করিলেন। রামানন্দ একজন ম্লেচ্ছের গায়ে পা লাগিল দেখিয়া 'রাম! রাম! কে তুই?' এই কথা উচ্চারণ করিলেন। এইরূপে কবীরের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি রামানন্দকে গুরু সম্বোধন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন *।

সেই অবধি কবীর 'রাম' নাম সার করিলেন, তিনি স্তব স্তুতি কিছুই করিতেন না, কেবল রামনামই মুক্তির সোপান ভাবিতেন। তদবধি তিলকমালা ধারণ করিয়া অপরাপর বৈষ্ণবের ন্যায় কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন।

কবীরের আচার ব্যবহার দেখিয়া বৈষ্ণবেরা ক্রুদ্ধ হইল। একদিন তাহারা কবীরকে ডাকিয়া বলিল, 'রে ম্লেচ্ছাধম! তুই কি সাহসে তিলকমালা ধারণ করিতেছিস্? কে তোরে এ দুর্বুদ্ধি দিয়াছে।'

কবীর শান্তশিষ্টভাবে উত্তর করিলেন, 'সত্যই বলিতেছি, গুরু রামানন্দ আমাকে রামমন্ত্র দিয়াছেন, তাই আমি এমন হইয়াছি।'

সকলে আসিয়া রামানন্দকে কবীরের কথা বলিল। রামানন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি গুরুর নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরভাবে কহিলেন, 'হে নাথ! আপনি কি ভুলিয়া গেলেন? সে দিন রাত্রিশেষে আমি আপনার দ্বারে শয়ন করিয়াছিলাম, আপনি আমার অঙ্গে পদ দিয়া রাম নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেইদিন আমি রামমন্ত্র লাভ করিয়াছি, সেইদিন হইতে নিয়তই রাম নাম জপ করিয়া থাকি। প্রভো! ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।'

রামানন্দ কবীরের পরিচয় পাইলেন, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেইদিন হইতে সকলে কবীরকে একজন ভক্ত বলিয়া জানিলেন।

কবীর যে কেবল একজন ভক্ত ছিলেন, তাহা নয়; তাঁহার হৃদয় দরিদ্রের দুঃখে গলিয়া যাইত। একদিন তিনি একখানি বস্ত্র লইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, পথে একজন বৃদ্ধের সহিত দেখা হইল। তখন শীতকাল, দরিদ্র বৃদ্ধ শীতার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট বস্ত্রখানি চাহিল, কবীর দরিদ্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া অম্লানবদনে বস্ত্রখানি তাহাকে প্রদান করিলেন। দান করিলেন বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সংসারের কথা তাহার মনে উদয় হইল। আহা! আজ যে তাঁহার গৃহে অন্ন নাই, তাঁহার মাতা যে পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। কবীর রিক্তহস্তে কেমন করিয়া ঘরে ফিরিবেন! তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আজ দরিদ্রকে এই বস্ত্রখানি দিয়া আমার যে সুখ লাভ হইল, বস্ত্রখানি বেচিয়া অর্থ লইয়া এমন সুখ ত পাইতাম না! আমার যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে। কবীর গৃহে ফিরিলেন, আসিয়া শুনিলেন তাঁহার মাতা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্য বসিয়া আছেন। কবীর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! আজ আমাদের সংসার চলিল কিরূপে, আমাদের ত আজ কিছু সংস্থান ছিল না।'

মাতা উত্তর করিলেন, 'সে কি কবীর! তুমিই যে লোক দিয়া আমার কাছে অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছ।'

---

* রেখ্‌তার মতে কবীর রামানন্দের দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যথা—

'প্রথম হি রূপ জোলাহা কীন্হা। চারিবরণ মোহি কাহ্‌ন চীন্হা।
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহ। গুরুপূজা কছু হম সোঁ লেহ।"

কবীর আশ্চর্য্য হইলেন, আবেগে গদ্গদভাবে মাতাকে কহিলেন, 'মাগো! তুমিই ধন্য! সাক্ষাৎ ভক্তবৎসল ভগবান্ আসিয়া তোমায় অর্থ দিয়া গিয়াছেন। মা! দীন দুঃখীকে ধন বিতরণ কর। ধনে আমাদের প্রয়োজন কি মা?'

তাঁহার মাতা দীন দরিদ্রকে ধন বিতরণ করিলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, কবীর বড় দাতা; যে যায়, সেই পায়, কাহাকেও বৃথা ফিরিতে হয় না।

কবীরের বদান্যতা শুনিয়া একদিন চারিদিক্ হইতে বিস্তর লোক আসিয়া তাঁহার বাটীতে অতিথি হইল। কবীর দেখিলেন, বড়ই বিভ্রাট! তিনি দরিদ্র, নির্ধন, গৃহে অন্নের সংস্থান নাই, কিরূপে এত লোকের মনস্তুষ্টি করিবেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল, তিনি গৃহান্তরে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান্ কবীররূপ ধরিয়া অতিথিদিগকে ধনরত্নে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। কবীর গৃহে আসিয়া এই অপূর্ব্ব ঘটনা অবগত হইলেন। তখন কবীর আর কি স্থির থাকিতে পারেন? প্রাণ ভরিয়া কেবল ইষ্টদেবকে ডাকিতে লাগিলেন।

একদিন কবীর রাজসভায় উপস্থিত হইয়া এক অঞ্জলি জল লইয়া পূর্ব্বমুখে নিক্ষেপ করেন। রাজা তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তৎকালে কবীর নির্ভয়ে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্! হাসিবার কোন কারণ নাই। জগন্নাথপুরীতে একজন পূজক ব্রাহ্মণের পায়ে গরম ভাত পড়িয়া গিয়াছে, আমি তাঁহারই পায়ে শীতল জল অর্পণ করিলাম।'

কবীরের কথায় রাজার বড় কৌতূহল জন্মিল, তিনি জগন্নাথপুরীতে চর পাঠাইলেন। চর ফিরিয়া আসিয়া কবীরের কথা সপ্রমাণ করিল। তখন রাজা স্থির করিলেন যে কবীর নিশ্চয়ই একজন সিদ্ধপুরুষ। কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কবীর রাজাকে আপন ক্ষুদ্রকুটীরে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, যোড়হস্তে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনার শুভাগমনে এ দাস কৃতার্থ হইল! কিঙ্করকে আদেশ করুন, কি করিতে হইবে?' রাজা কবীরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'হে বৈষ্ণব! তুমি আমার দোষ গ্রহণ করিও না, আমি না জানিয়া তোমাকে উপহাস করিয়াছি। বল, কি করিলে তুমি সুখী হও! ধন রত্ন যাহা চাহ, এখনি দিতে প্রস্তুত আছি।'

কবীর সহাস্যমুখে উত্তর করিলেন 'রাজন্! ধনরত্নে প্রয়োজন কি? জীবন মরণ উভয়ই সমান। আমি মূর্খ! এ ছার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সামান্য ধনের ইচ্ছা করি না। যাহারা দীন দরিদ্র, ক্ষুধাতুর, অর্থের জন্য লালায়িত, আপনার ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে ধন দান করুন, আপনার মহাপুণ্য হইবে।'

রাজা হৃষ্টচিত্তে নিজ প্রাসাদে ফিরিলেন এবং সেইদিন হইতে রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দিলেন, 'কবীর আমার অতি প্রিয়'।

কিছুদিন পরে কবীর তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। মথুরা দর্শন করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। তখন দিল্লীতে যবনরাজ সিকন্দর লোডী রাজত্ব করিতেছিলেন। দুষ্টলোকে গিয়া যবনরাজকে জানাইল যে, কবীর নামে একজন দাম্ভিক জোলা আসিয়া অনেককে বঞ্চনা করিতেছে। এরূপ লোককে রাজার শাস্তি দেওয়া উচিত।

সিকন্দর কবীরকে ধরিবার জন্য আদেশ করিলেন। যথাসময়ে রাজপুরুষেরা কবীরকে গিয়া ধরিল। কবীর তাহাদের মুখে শুনিলেন তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। যবন-রাজের সমীপে আনীত হইলে পারিষদবর্গ তাঁহাকে নমস্কার করিতে বলিল। কিন্তু কবীর তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'কাহাকে আবার প্রণাম করিব? এ সংসারে কে বধ্য নয়?'

তখন যবনরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যমুনার অগাধ সলিলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। রাজপুরুষেরা তৎক্ষণাৎ কবীরকে যমুনার জলে ফেলিয়া দিল। কালিন্দীর কালজলে কবীরের দেহ অদৃশ্য হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সকলে দেখিতে পাইল, কবীর যমুনার পরপারে সহাস্যমুখে বেড়াইতেছেন। দুষ্টলোকেরা ম্লেচ্ছ-রাজকে জানাইয়া বলিল যে কবীর ঐন্দ্রজালিক, সামান্য ইন্দ্রজালবিদ্যা-প্রভাবে নিশ্চয়ই সে রক্ষা পাইয়াছে। এবার তাহাকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা হউক।'

দিল্লীশ্বর দুষ্টের কথায় ভুলিলেন, রাজপুরুষদিগকে ডাকাইয়া মহানলে কবীরকে দগ্ধ করিতে বলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জলন্ত অনলে কবীরের একগাছি কেশমাত্র নষ্ট হইল না।

কবীরের এই অমানুষ ঘটনা দেখিয়াও দিল্লীশ্বরের চৈতন্য হইল না, তিনি ক্রোধে উন্মত্ত ও দুর্জ্জনের কথায় বশীভূত হইয়া হস্তীপদতলে কবীরের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

কিন্তু ভগবান্ যাঁহার প্রতি সদয়, শত হস্তী তাঁহার কি করিতে পারে? আজ মত্ত হস্তীও কবীরের সিংহরূপ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল।

যবনেরা কবীরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এবার সিকন্দরেরও মন টলিল। তিনি কবীরকে আহ্বান করিয়া সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, 'সাধু! আমার দোষ ক্ষমা করিও। তুমি মহাজন, আজ আমি জানিতে পারিয়াছি।'

কবীর যবনরাজের নিকট বিদায় লইয়া কাশীধামে আগমন করিলেন। এখানে তিনি সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া আত্মজ্ঞানলাভে যত্নবান্ হইলেন।

এই কাশীতেও তাঁহার চারিদিকে বিপক্ষ ঘুরিত। একদিন কোন দুষ্টলোক কবীরের নাম করিয়া কাশীবাসী সমস্ত সাধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। ঘটনাক্রমে সেইদিন কবীর স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কুটীরে কেবল কয়েকজন শিষ্য ছিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া কাশীর সহস্র সহস্র সাধু কবীরের বাসায় উপনীত হইলেন। সহস্রাধিক অতিথিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া শিষ্যগণের প্রাণ শুকাইল! সকলেই ভাবিতেছিল, এতলোককে কিরূপে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিব। পরক্ষণেই ভক্তবৎসল ভগবান্ কবীরের রূপে ভক্ষ্য ভোজ্য লইয়া সর্ব্বসমক্ষে দেখা দিলেন এবং স্বহস্তে সাধুদিগকে ভোজন করাইয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। আজ সাধুগণ যে কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইল, তাহা প্রকাশ করা যায় না। কবীর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহাসমারোহ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। একজন শিষ্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস! এ ব্যাপার কি? কি জন্য এত লোকের সমাগম হইয়াছে।'

শিষ্য আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'একি কথা বলিতেছেন? আপনি সহস্রাধিক লোক ভোজন করাইলেন, তাঁহারাই আসিয়া মহোৎসব করিতেছে।'

কবীর বুঝিতে পারিলেন, এ সকলি হরির লীলা! তিনি মনোভাব গোপন করিয়া শিষ্যকে কহিলেন, 'বৎস! আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমাকে সাধুগণের প্রসাদ আনিয়া দাও।'

যাহারা কবীরের নিয়তই অনিষ্ট চেষ্টা করিত, ক্রমে সেই দুর্জ্জনেরাও কবীরের মহত্বগুণে বশীভূত হইতে লাগিল। তাহারা কবীরের নিকট নিজ নিজ দোষ স্বীকার করিয়া কতই ক্ষমা চাহিত! 'তখন সাধু কবীর সকলকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমানন্দে রাম নাম উচ্চারণ করিতেন।

কাশীবাসী মাত্রেই কবীরের গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। এমন কি একদিন একজন রূপবতী বেশ্যা কবীরের নিকট আসিয়া বলিল 'মহাত্মন্! আমি নৃত্য গীতাদি নানাপ্রকার উপভোগ দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করি।'

রূপসৌন্দর্য্যশালিনী নৃত্যগীতনিপুণা নর্ত্তকীকে দেখিয়া কবীর সহাস্যে কহিলেন, 'আমি সুখভোগ জানি না; নাচ গান জানি না; আমি স্ত্রীও নই, পুরুষও নই; আমার কাছে তোমার মনস্কামনা কিরূপে পূর্ণ হইবে?'

নর্ত্তকী অতি কাকুতিমিনতিভাবে তাঁহাকে বলিল, 'আমি বড় আশায় আসিয়াছি। হতাশ হইয়া কি ফিরিতে হইবে?'

কবীর ধীরভাবে বলিলেন, 'দেখ! আমার গৃহে স্বয়ং ভক্তবৎসল হরি বিরাজ করেন, তিনি অতিরাগী, মহাভোগী, তাঁহার কাছে নৃত্য গীত করিয়া তোমার ভোগপিপাসা নিবারণ করিতে পার।'

নর্ত্তকী মহা আনন্দিত হইল, তাহার কি সৌভাগ্য যে স্বয়ং ভগবান্‌কে নৃত্য গীত দ্বারা পরিতোষ করিবে। সেইদিন হইতে সেই বেশ্যা কবীরের গৃহে থাকিয়া প্রত্যহ নৃত্য গীত করিত।

কিছুদিন গত হইল। বেশ্যা মনে মনে কবীরকে ভালবাসিতে লাগিল। একদিন গভীর রজনী সকলেই নিদ্রিত; কিন্তু সেই বেশ্যার চক্ষে ঘুম আসিল না, কবীরের সম্ভোগ লালসায় তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই আত্মসংযম করিতে সমর্থ হইল না, যে ঘরে কবীর নিদ্রা যাইতেছিলেন, মনের আবেগে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই গভীর অমারজনীতে তথায় কবীরের পরিবর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময় হরিমূর্ত্তি তাহার নয়নগোচর হইল।

তখন তাহার কামপিপাসা কোথায় অন্তর্হিত হইল! হৃদয়ে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। আজ তাহার পক্ষে সংসার অসার বোধ হইল। বেশ্যা সেই অমানিশায় একাকী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান করিল।

কবীর প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলেন, বেশ্যা ঘরে নাই; তাহার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকলই পড়িয়া আছে। তিনি ভাবিলেন এতদিনে বুঝি বেশ্যার সদ্গতি হইল।

তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার যাইবার সময় হইয়াছে। বৎসগণ! তোমরা কাশীবাসী সকলকে সংবাদ দাও। মণিকর্ণিকার ঘাটে যেন আমার সহিত সকলে সাক্ষাৎ করে।'

শিষ্যেরা চারিদিকে গুরু আজ্ঞা ঘোষণা করিল। দলে দলে লোক আসিয়া পুণ্যসলিলারতটে সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই কবীরের কথা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। কবীর যখন দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়জন সকলেই উপস্থিত

হইয়াছে; তিনি মিষ্টকথায় সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আজ আমি পরপারে গমন করিব। আমার ইহজীবনের লীলা ফুরাইয়াছে। ভাই! আমি অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ ঘরে জন্মিয়া কর্ম্মসূত্রে বৈষ্ণব হইয়াছি। এই মিথ্যা অপবিত্র দেহ রাখিয়া ফল কি? বন্ধুগণ! মগররাজ্যে* আমার মোক্ষ হইবে।'

কবীরের কথা শুনিয়া সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি মধুর কথায় দেহের অনিত্যতা বুঝাইয়া সর্ব্বসাধারণকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর তিনি সকলকে সঙ্গে করিয়া মণিকর্ণিকার পরপারে আসিলেন। এইখানে আসিয়া তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি ভূমিতে শয়ন করিলেন, শিষ্যেরা তাঁহার শরীরে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া দিল। তৎপরে প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইল, তিনি উঠিলেন না। তাহাতে সকলেরই মন অস্থির হইয়া উঠিল। শিষ্যেরাও কেহ সাহস করিয়া তাঁহার অঙ্গের আবরণ খানি তুলিতে পারিল না। দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া সাধারণের মনে বিজাতীয় ভাব উদয় হইল, সকলই বারম্বার কবীরকে জাগাইতে বলিল। তখন অগত্যা শিষ্যগণ গুরুর আবরণবস্ত্র তুলিয়া ধরিল। কিন্তু বস্ত্রের মধ্যে আর কবীরের দর্শন পাইল না। সকলে দেখিল কেবল বস্ত্রখানি, শূন্য ধরাসন পড়িয়া আছে। এইরূপে ভক্ত কবীর পরমপদ লাভ করিলেন।"

(ভক্তিমাহাত্ম্য ১৮০-১৮৫। ১ পৃঃ)

বস্তুতঃ কবীর যে একজন মহৎ লোক ছিলেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তিনি যে জাতিই হউন, তাঁহার নিকট হিন্দুমুসলমান সকলেই সমান। তিনি অকুতোভয়ে শাস্ত্র ও কোরাণের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিতেন হিন্দুদিগের রাম এবং মুসলমানের করীম স্বতন্ত্র নয়, অনুসন্ধান কর হৃদয়ে দেখিতে পাইবে; এই বিশ্ব যাঁহার সংসার, আলি ও রামের সন্তানেরা যাঁহার সন্তান, তিনিই আমার পীর। তিনি জপ পূজাদি স্বীকার করিতেন না। জপ পূজাদি সম্বন্ধে বলিতেন—

"মন্‌কা ফেরৎ জনম্ গয়ো গয়ো ন মন্‌কা ফের্।
কর্‌কা মন্‌কা ছোড় কর্ মন্‌কা মন্‌কা ফের্॥"

জপমালার গুটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গেল, কিন্তু মনের ঘোর কাটিল না; তাই বলি হাতের গুটি ছেড়ে মনের গুটি ঘুরাও।

তিনি জাতিভেদও † স্বীকার করিতেন না, তাঁহার বচনে পাওয়া যায়—

"সব্‌সে হিলিয়ে সব্‌সে মিলিয়ে সব্‌কা লিজিয়ে নাঁউ।
হাঁজী হাঁজী সব্‌সে কিজিয়ে বসে আপন গাঁউ॥"

সকলের সঙ্গী হইবে, সকলের সহিত মিলিবে, সকলের নাম গ্রহণ করিবে। হাঁজী হাঁজী সকলকেই বলিবে, কিন্তু আপন জায়গায় থাকিবে।

তিনি সংসারকাণ্ড দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিতেন—

"বাম্হন টামন্ মুরখ্ ভয়ে সূদ্র পড়ে গীতা।
ঠগ্ ঠগর্ বন্দ্ আচ্ছা খাবে দুঃখ পাবে পণ্ডিতা॥
সাঞ্চাকো মারে লাঠা ঝুটা জগৎ পিতায়।
গোরস গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠ বিকায়॥
সতীকো না মেলে ধোতি গস্তান্ পহ্‌রে খাসা।
কহে কবীরা দেখ ভাই দুনিয়াকা তামাসা॥"

কবীরের জাতিকুল লইয়া যেমন গোল, কবীরপন্থীয়া তাঁহার সময় লইয়াও সেইরূপ গোল করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ১২০৫ সম্বতে কবীর টক্‌সার-শাস্ত্র প্রকাশ করেন এবং ১৫০৫ সম্বতে মগরনগরে তাঁহার মোক্ষ হয়। তাহা হইলে কবীরের প্রায় ৩ শতবর্ষ পরমায়ু হইয়া পড়ে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক তিনি যে সিকন্দর লোডীর সমসাময়িক, তাহা আমরা ভক্তিমাহাত্ম্য ও কয়েকখানি মুসলমান ইতিহাসপাঠে জানিতে পারি। সিকন্দর ১৫৪৪ সম্বতে রাজ্য প্রাপ্ত হন; অতএব এই সময়ে যে কবীর বিদ্যমান ছিলেন, তাহাই সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করা যায়।

শিখদিগের ধর্ম্মগুরু নানকও কবীরের মত আপন ধর্ম্মগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন সৎনামী, সাধ, শ্রীনারায়ণী ও শূন্যবাদিদিগের পুস্তকেও কবীরের বচন পাওয়া যায়।

---

* ভক্তিমাহাত্ম্যের যে পুঁথি পাইয়াছি, তাহাতে 'মগধ' পাঠ আছে, কিন্তু 'মগর' হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া এই পাঠ গ্রহণ করিলাম। প্রবাদ আছে, কবীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহ লইয়া হিন্দুমুসলমানে বিবাদ হইতেছিল, সেই সময়ে কবীর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া 'আমার শবদেহের আবরণ খানি তুলিয়া দেখ' এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করেন। আবরণ তুলিয়া সকলে দেখিল, সেখানে শব নাই, কেবল কতকগুলি ফুল ছড়ান রহিয়াছে। কাশীর রাজা বীরসিংহ সেই ফুলের অর্দ্ধেক আনিয়া দাহ করিলেন এবং সেই ফুলের ছাই এখানকার কবীর-চৌর নামক স্থানে সমাহিত করিলেন। পাঠানরাজ বিজলিখাঁ অপর অর্দ্ধ লইয়া গোরক্ষপুরের নিকট কবীরের মৃত্যুভূমি মগরনামক গ্রামে স্থাপন করিয়া তাহার উপর সুন্দর সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন।

উক্ত 'কবীরচৌর' ও 'মগরের সমাধিক্ষেত্র' কবীরপন্থীদিগের প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য।

† "জাতি পাঁতি কুল কাপরা যেহ শোভা দিন চারি।
কহে কবীর শুনহো রামানন্দ যেউ রহে ঝক্‌মারি।
জাতি হমারী বানী কুল কর্‌তা উর মাহি।
কুটম্ব হমারে সন্ত হ্যায় কোই মুরখ সমঝত নাহি।"
রেখতা।

ইহাতে বোধ হইতেছে, উক্ত সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণও কবীরের মত লইয়া সেই সঙ্গে স্ব স্ব মত প্রচার করেন। [অন্যান্য কথা কবীরপন্থী শব্দে দেখ।]

কবীরপন্থী। সম্প্রদায়বিশেষ। ইঁহারা মহাত্মা কবীর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া চলেন। [কবীর দেখ।]

কবীরপন্থীরা সকল দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রতি অধিক ভক্তি দেখান। রামানন্দী ও অপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের বেশ সদ্ভাব এবং আচার ব্যবহার অনেকটা তাহাদের মত, তাই অনেকে কবীরপন্থীদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকে। ইঁহারা অপরাপর বৈষ্ণবের ন্যায় তিলকসেবা করেন, নাসিকার উপর চন্দনের অথবা গোপীচন্দনের রেখা অঙ্কিত করেন, কণ্ঠে তুলসীমালা, আবার হাতে তুলসীর জপমালা ও ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কবীরপন্থীরা জানেন, এ সকলই বৃথা আড়ম্বর মাত্র, বাস্তবিক ইঁহারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কোন দেবদেবীর উপাসনা অথবা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না।

কবীরপন্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই দল, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। গৃহস্থেরা স্ব স্ব জাতিগত ও বর্ণগত আচার ব্যবহার অবলম্বন করেন; কেহ আবার নিজ ধর্ম্ম ছাড়াইয়া হিন্দুজাতির উপাস্য দেবদেবীরও পূজা করিয়া থাকেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা কেবল একমনে নয়নের অগোচর কবীরদেবেরই ভজনা করেন, তাঁহাদের গুরুর নিকট মন্ত্র লইতে হয় না। তাঁহারা কেবল বিভোল হইয়া প্রাণ ভরিয়া ধর্ম্মগান করাকেই উপাসনা মনে করেন। যাঁহার যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমনি বেশভূষা করেন, কেহ আবার উলঙ্গপ্রায় হইয়াও পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। ইঁহাদের মহন্তেরা মাথায় টুপী পরেন। উক্ত দুইদল প্রধানতঃ ১২ শাখায় বিভক্ত। এই ১২ শাখা প্রবর্ত্তক-দিগের নাম—

১। শ্রুতগোপাল দাস। সুখনিধানপ্রণেতা। ইঁহার শিষ্যগণ শিষ্যপরম্পরায় দ্বারকার আখড়া, বারাণসীর কবীর-চৌর, মগরের সমাধি এবং জগন্নাথের আখড়ার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

২। ভগোদাস। বীজকরচয়িতা। ইঁহার অনুগামী শিষ্যপ্রশিষ্যগণ ধর্নৌতি নামক স্থানে বাস করেন।

৩। নারায়ণ দাস }
৪। চুরামণ দাস } ধর্ম্মদাস নামক বণিকের পুত্র। ইঁহারা গৃহস্থ ছিলেন, তাই সকলে 'বংশগুরু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এখন চুরামণের বংশ সমাজভ্রষ্ট এবং নারায়ণের বংশ লোপ হইয়াছে।

৫। জীবনদাস। ইনি সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। [সৎনামী দেখ।]

৬। জগোদাস। কটকে ইঁহার গদি আছে।

৭। কমাল। প্রবাদ আছে ইনি কবীরের পুত্র; কিন্তু তৎপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। ইনি বোম্বাই-বাসী। ইঁহার মতাবলম্বীরা যোগাভ্যাসী।

৮। টাকৃশালী। ইনি বরদাবাসী।

৯। জ্ঞানী। সহস্‌রামের নিকট মঝনি গ্রামে ইঁহার বাস ছিল।

১০। সাহেবদাস; কটকনিবাসী। মূলপন্থী নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। [মূলপন্থী দেখ।]

১১। নিত্যানন্দ }
১২। কমলানন্দ } উভয়ে দাক্ষিণাত্যবাসী।

এ ছাড়া দান-কবীরী, মাঙ্গেল-কবীরী, হংস-কবীরী প্রভৃতি আরও কতকগুলি শাখা আছে।

ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহের মধ্যে বারাণসীর কবীরচৌর নামক স্থানকেই সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান বলিয়া মনে করেন।

কবীরপন্থীদিগের প্রকৃত ধর্ম্মমত সহজে জানা যায় না, তবে যে হিন্দুধর্ম্ম হইতেই এই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা কবীরপন্থী-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেকটা স্বীকার করা যায়। কবীরপন্থীরা একমাত্র কবীরের মত ব্যতীত অপরাপর সকল মত দূষিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে কবীরপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মছাড়া আর সকল ধর্ম্মই ভ্রমপূর্ণ।

ইঁহাদের মতে, ঈশ্বর এক, তিনি সাকার ও সগুণ তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর ও ত্রিগুণ-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ আছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্ব-দোষবিবর্জ্জিত, স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু আর আর সকল বিষয়ে মনুষ্যের সহিত পার্থক্য নাই। কবীর-পন্থীরা বলেন এই সম্প্রদায়ের সাধুরা ঈশ্বরের অনুরূপ, তাঁহারা পরলোকে তাঁহার সমান হইয়া তাঁহার সহিত একত্র পরমসুখে বাস করেন। ঈশ্বরের আদি নাই, অন্ত নাই; তিনি নিত্যস্বরূপ। যেমন গাছের ডালপালা প্রথমে বীজের অন্তর্গত থাকে, সেইরূপ সকল বস্তু ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে ঈশ্বর শরীরের অন্তর্নিবিষ্ট থাকে।

কবীরপন্থীরা আরও বলেন—পরমপুরুষ পরমেশ্বর প্রলয়ান্তে ৭২ যুগ পর্য্যন্ত একাকী থাকিয়া বিশ্ব-সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা অবশেষে এক স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিল। ঐ স্ত্রীর নাম মায়া। এই মায়াই আদ্যা-শক্তি বা প্রকৃতি। পরমেশ্বর এই মায়ার সহিত সম্ভোগ

করিলেন, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি হয়। তৎপরে পরমপুরুষ অন্তর্হিত হন। ক্রমে মায়া আপন পুত্রগণের নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। তাঁহারা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; তদুত্তরে মায়া কহিলেন, "আমি নিরাকার, নয়নের অগোচর এবং আদি মহাপুরুষের সহচারিণী। এখন তোমাদের সহচর্য্যায় আসিয়াছি।" তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সহসা তাঁহার কথা স্বীকার করিলেন না। বিশেষতঃ বিষ্ণু ছাড়িবার লোক নহেন, তিনি মায়াকে কঠিন প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। তখন মায়া আপন পুত্রগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য দুর্গা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। সেই ভয়ঙ্করী দুর্গামূর্ত্তি দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অত্যন্ত ভীত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া মায়ার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার তিন কন্যা জন্মে, সরস্বতী লক্ষ্মী ও উমা। তিনি ব্রহ্মাদির সঙ্গে তিন কন্যার বিবাহ দিয়া জ্বালামুখী প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন এবং ঐ ছয় জনের উপর বিশ্বসৃষ্টি, নানাবিধ ভ্রমাত্মক জ্ঞান ও অমূলক ক্রিয়াকাণ্ড প্রচার করিবার ভারার্পণ করেন। ব্রহ্মাদি সকলেই মায়ার অধীন, সেই জন্য তাহাদের পূজাদি করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। কেবল কবীরের স্বরূপজ্ঞান লাভ করাই সর্ব্বধর্ম্মের মূল অভিপ্রায়, কিন্তু তথাপি ঐ সকল দেবতা ও উপাসকেরা কেহই সে দুর্ল্লভ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই।

সকল জীবের জীবাত্মা সমান, পাপমুক্ত হইলে আপন মনোমতরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। জীবাত্মা যতদিন না মুক্ত হন, ততদিন নানা যোনি পরিভ্রমণ করেন। যখন উল্কাপাত হয়, তখন তিনি কোন গ্রহশরীরে প্রবেশ করেন। স্বর্গ ও নরক উভয়ই মায়ার কার্য্য, বাস্তবিক স্বর্গ ও নরক বলিয়া কিছু নাই। পৃথিবীর সুখই স্বর্গ, পৃথিবীর দুঃখই নরক।

কবীরপন্থীরা বলেন, সংসারত্যাগই সৎপরামর্শ, কারণ সংসারে থাকিলে আশা, ভয়, লোভ প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয় না, সুতরাং শান্তিলাভেরও নানা বিঘ্ন ঘটে। গুরুভক্তিই প্রধান ধর্ম্ম। শিষ্য দোষ করিলে গুরু তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি দণ্ড দিতে পারেন না। [কবীর দেখ।]

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ও মধ্যভারতে অনেক কবীরপন্থী বাস করে, ইহাদের মতে কেহ বিষয়ী, কেহ বা ধর্ম্মব্রতাবলম্বী। ইহারা বড় সত্যপ্রিয়, উপদ্রবশূন্য এবং নেহাত ভাল মানুষ। ইহাদের উদাসীনেরা অপরাপর সন্ন্যাসীদের মত দুরন্ত স্বভাব নহেন এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়ান না।

কাশীধামে কবীরচৌর নামক স্থানে অনেক কবীর-পন্থী আসিয়া বাস করে। পূর্ব্বে কাশীরাজ বলবন্তসিংহ তথাকার কবীরপন্থীদিগের আহারাদি জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপুত্র চৈৎসিংহ কবীরপন্থীর সংখ্যা নিরূপণ করিবার উদ্দেশে কাশীর নিকট এক মেলা করেন, তাহাতে প্রায় ৩৫,০০০ কবীরপন্থী-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছিল।

কবুলি (স্ত্রী) জন্তুর দেহের পশ্চাৎ ভাগ।

কবুতর (হিন্দী) কপোত শব্দের অপভ্রংশ, পায়রা। [কপোত দেখ।]

কবুল (আরব্য) স্বীকার।

কবে (দেশজ) ১ কোন্ দিনে। ২ কোন্ সময়ে। ৩ কখন।

কব্জা (আরব্য কব্‌জ্ শব্দজ) যে যন্ত্রের দ্বারা চৌকাটের সহিত কপাটযুক্ত করিয়া রাখা হয়। লৌহ পিত্তল প্রভৃতি ধাতু দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হয়।

কব্জি (আরব্য কব্‌জ্ শব্দজ) হাতের চেটোর মূলসন্ধি, যে সন্ধিস্থানে হাতের চেটো আরম্ভ হইয়াছে। মণিবন্ধ।

কব্বলদুর্গ। মহিসুর-রাজ্যের মাল্‌বল্লী তালুকের অন্তর্গত। শিংসা ও অর্কবতীর নদীর মধ্যবর্ত্তী একটি কোণাকার গিরি। অক্ষা ১২°৩০´ উঃ, দ্রাঘি ৭৭°২২´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানকার হিন্দু ও মুসলমান রাজারা দোষী ব্যক্তিকে এই গিরির উপর লইয়া বন্দী করিয়া রাখিতেন, এখানকার অস্বাস্থ্যকার বায়ু-গুণে অপরাধীর শীঘ্রই জীবন নিঃশেষ হইত।

কভু (দেশজ) কখন, কোন সময়ে।

কম্ (দেশজ) ১ অল্প। ২ তুল্য।

কম (অব্যয়) ১ জল। ২ মস্তক। ৩ সুখ। ৪ মঙ্গল। ৫ পাদপূরণার্থ নিরর্থক শব্দ।

কমক (ত্রি) কম্-ণিঙ্-ভাবে অচ্ স্বার্থে অক্। ১ কামুক। ২ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

কমঠ (পুং) কম-অঠ (কমেরঠঃ। উণ্ ১।১০২।) ১ কচ্ছপ। [কচ্ছপ দেখ।] ২ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। ৩ বংশ। ৪ দৈত্যবিশেষ। ৫ শল্লকী। ৬ কাম্বোজরাজবিশেষ। (ভারত ২। ৪। ২২।) ৭ (ক্লী) ভাণ্ডবিশেষ, মুনিগণের জলপাত্র-বিশেষ।

কমঠী (স্ত্রী) কমঠ-ঙীষ্। ১ ছোট কাছিমজাতি। ২ কচ্ছপী। ৩ শল্লকী।

কমণ্ডলু (পুং, ক্লী) কস্য জলস্য প্রজাপতের্বা মণ্ডঃ সারঃ, তং লাতি গৃহ্লাতি, ক-মণ্ড-লা-ডু (ডুপ্রকরণে মিতদ্র্বাদিভ্য উপ-সংখ্যানম্। পা ৩।২।১৮০। বার্ত্তিক) ১ সন্ন্যাসীদিগের মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা লাউএর বস প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, কুণ্ডীপ, করক। ২ (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষ।

(কমণ্ডলুঃ স্নাৎকরকে নম্রী না প্লক্ষপাদপে। মেদিনী।) ৩ (স্ত্রী) গর্দ্ধভাণ্ড বৃক্ষ, গাঁধিভাট।

কমণ্ডলুতরু (পুং) কমণ্ডলুস্তদাকারস্তরুঃ, মধ্যলো°। ১ অশ্বত্থ বৃক্ষ। ২ গর্দ্ধভাণ্ড, গাঁধিভাট।

কমন (ত্রি) কম-ণিঙ্-ভাবে যুচ্। ১ কমনীয়। ২ কামুক। (পুং) ৩ কন্দর্প। ৪ অশোক বৃক্ষ। ৫ ব্রহ্মা।

কমনচ্ছদ (পুং) কমনঃ কমনীয়ঃ ছদঃ পক্ষো যস্য, বহুব্রী। কঙ্কপক্ষী। (কঙ্কস্ত কমনচ্ছদঃ। হেম ৪। ৩৯৯।)

কমনীয় (ত্রি) কাম্যতে যৎ, কম্-কর্ম্মণি অনীয়র্। ১ কামনার যোগ্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চারু, হারি, রুচির, মনোহর, বল্গু, কান্ত, অভিরাম, বন্ধুর, বাম, রুচ্য, সুষম, শোভন, মঞ্জু, মঞ্জুল, মনোরম, সাধু, রম্য, মনোজ্ঞ, পেশল, হৃদ্য, সুন্দর, কাম্য, কম্র, সৌম্য, মধুর ও প্রিয়।

কমনীয়তা (স্ত্রী) কমনীয়স্ত ভাবঃ, কমনীয়-তল্-টাপ্ (তস্ত ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) সৌন্দর্য্য, কান্তি।

কমন্ধ (ক্লী) ১ কম্ শিরঃ অন্ধং শূন্যং যস্য। কবন্ধ। ২ কমং দীপ্তিং জীবনং বা দধাতি ইতি বা কম-ধা-ড (পৃষোদরাদিত্বাৎ)। জল।

কমর (ত্রি) কম-অর-চিৎ (অর্তিকমিভ্রমিচমিদেবিবসিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৩। ১৩২। ঋ, কম, ভ্রম, চম, দেব ও নিজন্ত বস ধাতুর উত্তর অর প্রত্যয় ও চিৎ হয়।) কামুক। (কমরঃ কামুকঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কমরাণ। সুলতান্ বাবরের পুত্র, হুমায়ুনের ভ্রাতা। প্রথমে ইনি কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; বাবরের অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে হুমায়ুন কমরাণকে আফগানিস্থান ও পঞ্জাবপ্রদেশের রাজ্যভার প্রদান করেন। যৎকালে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন, কমরাণ শেরশাহকে পঞ্জাব ছাড়িয়া দিয়া কাবুলে চলিয়া আসেন। সেই অবধি হুমায়ুনের সহিত ইহার বিবাদের সূত্রপাত হইল। [হুমায়ুন দেখ।]

হুমায়ুন পারস্যরাজের সাহায্যে কমরাণকে পরাস্ত করেন। কমরাণ কান্দাহার এবং পরে কাবুল হারাইয়া সিন্ধুপ্রদেশে পলায়ন করেন। ১৫৫১ খৃঃ অব্দে, সৈন্যসংগ্রহ করিয়া আপনার হৃতরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু এবারও তাড়িত হইলেন। এই সময়ে তিনি অসভ্য আফগানদিগের আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষার্থ কাবুল ও পঞ্জাবের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ঘুরিতে লাগিলেন। ১৫৫২ খৃঃ, পার্ব্বতীয় গখর জাতিরা হুমায়ুনের নিকট তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। হুমায়ুনের আদেশে কমরাণের দুই চক্ষু উৎপাটিত হইল। ১৫৫৬ খৃঃ, হুমায়ুনের অনুমতি লইয়া মক্কায় যাত্রা করেন, তথায় মৃত্যু হয়। (কাহারও মতে পথেই মৃত্যু হইয়াছিল।)

কমরুদ্দীন্ খাঁ, (মীর মুহম্মদ ফাজিল)। ইনি উজীর ঝাৎমাদুদ্দৌলা মুহম্মদ আমীন খাঁর পুত্র। ইনি দিল্লীসম্রাট্ মুহম্মদশাহের সময়ে পিতৃপদ লাভ করেন এবং 'ঝাৎমাদুদ্দৌলা নবাব কমরুদ্দীন্ খাঁ বাহাদুর নসর জঙ্গ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি আহ্মদ শাহ আবদালীর বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৭৪৮ খৃঃ, ১১ই মার্চ্চ, সহিন্দের যুদ্ধের সময়ে ইনি আপনার শিবিরে নেমাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শত্রু-নিক্ষিপ্ত গোলা দ্বারা ইহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

কমল (ক্লী) কম-ণিঙ্-ভাবে বৃষাদিত্বাৎ কলচ্। কং জলং অলতি অলঙ্করোতি, কম্-অল্-অচ্ বা। ১ পদ্ম। [উৎপল ও পদ্ম দেখ।] ২ জল। ৩ তাম্র। ৪ ক্লোম। ৫ ঔষধ। ৬ সারসপক্ষী। ৭ (পুং) মৃগবিশেষ। ৮ পাটলবর্ণ। ৯ (ত্রি) পাটলবর্ণযুক্ত। (পুং) ১০ আকাশ। ১১ চাতকপক্ষীবিশেষ। ২ ধ্রুবক অর্থাৎ তালবিশেষ।

("উক্তো মলয়তালেন লঘুমধ্যে স্ফুরেদ্‌গুরুঃ।
সপ্তদশাক্ষরৈর্যুক্তঃ কমলোঽয়ং ভয়ানকে।"
সঙ্গীতদামোদর।)

কমলক (ক্লী) কমল-স্বার্থে কন্। কমল।

কমলকীট (পুং) কমলবর্ণঃ কীটঃ। কীটবিশেষ।

কমলকীরক (পুং) কমলবর্ণঃ কীর ইব কায়তি। কমল-কীর-কৈ-ক। কীটবিশেষ।

কমলকোরক (পুং) কমলস্য কোরকঃ, ৬তৎ। পদ্মের কুঁড়ি, অস্ফুটস্ত পদ্ম।

কমলকোষ (পুং) কমলস্য কোষঃ, ৬তৎ। কমলকোরক, পদ্মের কুঁড়ি।

কমলখণ্ড (ক্লী) কমল-খণ্ড (কমলাদিভ্যঃ খণ্ডঃ। পা ৪। ২। ৫১। বার্ত্তিক।) পদ্মসমূহ।

কমলগর্ভাভ (ত্রি) কমলগর্ভস্য আভাইব আভা যস্য, মধ্যলো°। পদ্মের মধ্যস্থলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট।

কমলচ্ছদ (পুং) কমলঃ কমলবর্ণঃ ছদঃ পক্ষো যস্য, বহুব্রী। ১ কঙ্কপক্ষী। ২ (৬তৎ) পদ্মের পাপড়ি।

কমলজ (পুং) কমলাৎ বিষ্ণোর্নাভিকমলাৎ জায়তে, কমল-জন-ড। ব্রহ্মা।

কমলদেবী (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ। ললিতাদিত্যের স্ত্রী এবং রাজা কুবলয়াপীড়ের মাতা। (রাজতরঙ্গিণী ৪। ৩৭২।)

কমলপত্রাক্ষ (ত্রি) কমলপত্রবৎ অক্ষিণী যস্য। পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুর্বিশিষ্ট।

কমলপুর। ১ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত ঝালাবারের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ভাউনগর-গোঁদল রেলওয়ের লিম্‌রি ষ্টেসন হইতে ১৭ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

২ আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা ২৫° ৪২´ উঃ, ও দ্রাঘি ৮১° ২৫´ পূঃ। গ্রামের কাছে কমাল নামক একজন মুসলমান সাধুর এবং তাহার পুত্র ও শিষ্যাদির গোরস্থান আছে।

কমলভব (পুং) কমলাৎ ভবতীতি, কমল-ভূ-অণ্। ১ কমলজ, ব্রহ্মা। ২ একজন জৈনগ্রন্থকার; ইনি কর্ণাটীভাষায় শান্তিনাথ পুরাণ রচনা করেন।

কমলভিদা (ত্রি) কমলানাং ভিদা পাটনং, ৬তৎ। পদ্ম-প্রস্ফুটিত হওয়া।

কমলযোনি (পুং) কমলং বিষ্ণুনাভিকমলং যোনিরুৎপত্তি-স্থানং যস্য, বহুব্রী। ১ ব্রহ্মা। ২ (স্ত্রী) (৬তৎ) পদ্মের উৎপত্তিস্থান।

কমলবতী (স্ত্রী) [কমলদেবী দেখ।]

কমলবীজ (ক্লী) পদ্মবীজ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—স্বাদু,কষায় ও তিক্তরস, শীতল,গুরু,বিষ্টম্ভি,শুক্রবর্দ্ধক, রুক্ষ, বলকারক, সংগ্রাহক, গর্ভসংস্থাপক, এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, রক্ত ও দাহনাশক।

কমলবদন (ত্রি) কমলমিব বদনং যস্য, বহুব্রী। পদ্মের ন্যায় যাহার মুখকান্তি।

কমলবর্দ্ধন (পুং) একজন কম্পনরাজ। তিনি কাশ্মীর-রাজের একজন প্রবল শত্রু ছিলেন। বালক শূরবর্ম্মা কাশ্মীরের রাজা হইলে তিনি সুযোগ বুঝিয়া কাশ্মীররাজ্য আক্রমণ করেন। একাঙ্গ ও তন্ত্রীগণ তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে; তাঁহার ভয়ে কাশ্মীররাজ সিংহাসনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া গুপ্তভাবে পলায়ন করেন। কমলবর্দ্ধনের বড় আসা ছিল যে, তিনিই কাশ্মীরের রাজা হইবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কোন মতে তাঁহাকে রাজা হইতে দিলেন না। তৎপরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণেরা যশস্করনামক একজন সামান্য লোককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কমলবর্দ্ধন ৮১৬ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

কমলবসু। এখানকার প্রাচীন লোকের মুখে 'ফিরিঙ্গি কমলবোস,' 'তনুমঘ,' 'জাঁদ্‌রেল কালুঘোষ' প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম শুনা যায়। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকে কি প্রকার লোক ছিলেন, তাঁহাদের নামের সহিত বিজাতীয় উপাধি সংযুক্ত হইবার কারণ কি? তাহা অনেকেই অবগত নন।

উপস্থিত প্রবন্ধে কেবল 'ফিরিঙ্গি কমলবোসের' কথাই লিখিব। [তনু মঘ, কালুঘোষ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কমলবসুর আসল নাম রামকমল বসু। তাঁহার গুরু-জনেরা কেবল 'কমল' বলিয়াই ডাকিত, তাহা হইতেই তিনি সাধারণের নিকট 'কমলবোস্' বলিয়া পরিচিত হন।

১৭৬৭ খৃঃ অঃ, রামকমল গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গোইপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাণিকচন্দ্র বসু চন্দননগরে ফরাসীদের অধীনে তহসীলদারী করিতেন। তৎকালে গোইপুরে করাল কালরূপী বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়, অধিবাসীরা প্রাণের ভয়ে স্থানান্তরে পলাইতে থাকে। এই সময়ে মাণিকচন্দ্র স্ত্রী ও চারি পুত্রকে চন্দননগরে লইয়া আসেন। সেই পর্য্যন্ত আর তিনি জন্মভূমে ফিরিলেন না। এখানে রামকমল গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় যৎসামান্য বাঙ্গালা ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন।

রামকমল পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁহার পিতার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, কাজেই তাঁহাকে অল্পবয়সে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তিনি ২০বর্ষ বয়ক্রমকালে পর্ত্তুগীজদিগের সিপ্-সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে জাহাজের কাপ্তেনদিগের সঙ্গে সংস্রব থাকায়, অল্প-দিন মধ্যে সামান্য চলিত পর্ত্তুগীজ ভাষা শিখিয়াছিলেন। এই প্রথম কার্য্যে তিনি কিছুই উন্নতি করিতে পারেন নাই, বরং কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট কিছু টাকা দায়ী হন, সেই টাকার জন্য কিছুদিন তাহাকে কারাভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে গোপীমোহন ঠাকুরের যত্নে ও সাহায্যে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

রামকমল জেল হইতে আসিয়া নিজের টাকায় ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। এইবার তাঁহার ভাগ্য ফিরিল। এই সময়ে ডি' সুজা প্রভৃতি প্রধান প্রধান বণিকেরা তাঁহার সহিত কারবার করিতে লাগিলেন।

পর্ত্তুগীজবণিক্‌দিগের সহিত কারবার করিয়া রামকমল বেশ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তিনি এক প্রকার ছিট কাপড় (চন্দননগরে তাঁতি দ্বারা বুনাইয়া) আমেরিকায় রপ্তানি করিতেন। ইহাতে তিনি বিলক্ষণ লাভ করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, প্রত্যেক জাহাজে তাঁহার ৫০,০০০৲ টাকা লাভ হইত। এইরূপে তিনি ১০ বার লাভ করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজদিগের (ফিরিঙ্গি) সংস্রবে থাকিয়া বড়লোক হইলেন, সেইজন্য তখনকার লোকেরা তাঁহাকে 'ফিরিঙ্গি কমলবোস' বলিত। বাস্তবিক তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তৎকালে দোল-

দুর্গোৎসবাদি সকল পূজাই মহা সমারোহে সম্পন্ন করিতেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর তাঁহার বিলক্ষণ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। তখনকার টোলে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অনেক জমিজরাত দান করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, তাঁহার বাটী হইতে কখন অতিথি ফিরিত না; দীনদুঃখীকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

রামকমল অল্পদিন মধ্যেই মান্য গণ্য ও সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু অধিকদিন সেই উপার্জ্জনের ধন ভোগ করিতে পারিলেন না। ৪৩ বর্ষ বয়সে ৫টি পুত্র, কলিকাতা ও চন্দননগরে ভূমিসম্পত্তি এবং কতক নগদ টাকা রাখিয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন।

মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, তাঁহার সেই ভবনেই সর্ব্বপ্রথম ডেভিড্ হেয়ার কর্ত্তৃক হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়, এই বাটীতেই রামমোহন রায় প্রথমে আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করেন। এই বাটীতে বসিয়া ডফ সাহেব বাঙ্গালার চারিদিকে মিসনরি পাঠাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান আদিব্রাহ্মসমাজের নিকট দুই তিনটি বাড়ীর পর কমলবসুর সেই প্রসিদ্ধ বাড়ীখানি রহিয়াছে। তাঁহার বংশধরগণের নিকট হইতে মল্লিকেরা এই বাটী খরিদ করিয়াছেন। এখনও অনেক বৃদ্ধ তাহাকে 'ফিরিঙ্গি কমল বোসের' বাড়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কমলবসুর বংশধরেরা এখন চন্দননগরে বাস করিতেছেন। এখন আর তাঁহারা তেমন সম্পত্তিশালী নন; তাঁহার পুত্রগণের অপরিমিত ব্যয়দোষেই সেই বিপুল সম্পত্তি প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।

কমলষণ্ড (পুং) কমলানাং ষণ্ডঃ সমূহঃ, ৬তৎ। পদ্মসমূহ, অনেক পদ্ম।

কমলসম্ভব (পুং) কমলাৎ সম্ভব উৎপত্তির্যস্য, বহুব্রী। ব্রহ্মা।

কমলা (স্ত্রী) কমল-টাপ্। ১ লক্ষ্মী। ২ সুন্দরী স্ত্রী। ৩ নেবুবিশেষ। [কমলানেবু দেখ।] ৪ গঙ্গা। ("কমলা কমলতিকা কালী কলুষবৈরিণী।" কাশী ২৯।৪৪।) ৫ নর্ত্তকীবিশেষ। ৬ কাশ্মীরস্থ পুরীবিশেষ। (রাজত ৪।৪৮৩।) ৭ ছন্দোবিশেষ। তুইটি নগণ ও একটি সগণ অর্থাৎ ৮টি লঘুবর্ণের পর একটি গুরুবর্ণ যুক্ত যে ছন্দঃ তাহার নাম 'কমলা'।

"দ্বিগুণ নগুণ সহিতঃ সগণ ইহ হি বিহিতঃ।
ফণিপতি মতি বিমলা ক্ষিতিপ ভবতি কমলা॥"
(বৃত্তরত্নাকর।)

৮ নামরূপে প্রবাহিত একটী নদী, এই নদীর তীর অধিক উর্ব্বরা। [ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৬। ৫৪।]

৯ উত্তর বেহারপ্রদেশে প্রবাহিত নদীবিশেষ। এই নদী নেপাল রাজ্যে হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ অংশকে বুড়ী কমলা বলে। ইহাই ব্রহ্মখণ্ডে তৈরভুক্তের অন্তর্গত পুণ্যসলিলা কমলা নদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার তীরে শিলানাথ গ্রাম, তথায় শিলানাথ নামে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৪৯।১৬৬) ১০ বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। (ঐ ৩৯ অঃ)

কমলাকর (পুং) কমলানাং আকরঃ, উৎপত্তিস্থানম্ ৬তৎ। ১ যে সকল সরোবর তড়াগ প্রভৃতিতে অধিক পদ্ম জন্মে। ২ পদ্মসমূহ। ৩ কমলাকরভট্ট নির্ম্মিত স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ। ৪ গোদাবরী তিরোবর্ত্তী দেবগিরি-নিবাসী নৃসিংহের পুত্র, ইনি সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক ও জাতকতিলক নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

কমলাকরভট্ট। বিখ্যাত স্মৃতিসংগ্রহকার। ইনি রামকৃষ্ণভট্টের পুত্র, নারায়ণ ভট্টের পৌত্র এবং দিনকর ভট্টের সহোদর। এই মহাত্মা অনেকগুলি স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। ইহার সময়ে ইনি একজন প্রধান স্মার্ত্ত ছিলেন।

কমলাকরের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিই প্রধান। ১ তত্ত্বকমলাকর, ২ পূর্ত্তকমলাকর, ৩ তীর্থকমলাকর, ৪ সংস্কার প্রয়োগ বা সংস্কারপদ্ধতি, ৫ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দীপদানপ্রয়োগ, ৬ শান্তিরত্ন, ৭ শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব, ৮ সহস্র চণ্ড্যাদি বিধি, ৯ নির্ণয়সিন্ধু, ১০ বিবাদতাণ্ডব। ইহার গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ইনি ১৫৩৩ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালে বঙ্গে যে সকল দিগ্গজ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ইনিও একজন। "শ্রীকান্ত কমলাকান্ত বলরামশ্চ শঙ্করঃ", প্রভৃতি শ্লোকে ইহার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে, শ্রীকান্ত, কমলাকান্ত, বলরাম ও শঙ্কর এই চারিজন পণ্ডিত একত্র একপক্ষ হইয়া বিচারে বসিলে স্বয়ং সরস্বতীও নিজে অপরপক্ষ অবলম্বন করিয়া জয়ী হইতে পারিতেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাকে স্বীয় সভায় রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে কমলাকান্ত বিরক্ত হইয়া, রাজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় গ্রামে আসিয়া বাস করেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত "পুঁড়া" গ্রামে ইহার বাস ছিল। তৎকালে "পুঁড়া" পণ্ডিতমণ্ডলীর বাসস্থান ছিল বলিয়া "ছোট নবদ্বীপ নামে বিখ্যাত

হইয়াছিল। আজিও এখানে কমলাকান্তের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান বংশধর কমলাকান্তের প্রপৌত্র।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। একজন প্রসিদ্ধ সাধক এবং বর্দ্ধমানের সভাপণ্ডিত। ইনি ১২১৬ সালে অম্বিকা কাল্না হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া তৎকালীন বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত হন।

কমলাকান্ত একজন সাত্বিক, অভিমানশূন্য ও পরম দেবীভক্ত ছিলেন, তাঁহার ইষ্ট নিষ্টায় মুগ্ধ হইয়া তেজশ্চন্দ্র তাঁহাকে আপন গুরুপদে বরণ করেন এবং তাঁহার বাসের জন্য বর্দ্ধমানের নিকট কোটালহাট গ্রামে সুন্দর বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই বাটীতে তিনি মহা সমারোহে শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজা সম্পন্ন করিতেন। উক্ত পূজার দিন তাঁহার শত্রু মিত্র সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ এবং তাঁহার ভক্তিগাথা শ্রবণ করিতেন।

যেরূপ পদাবলীতে রামপ্রসাদ দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, যে পদাবলী এখনও সমস্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দেয়; কমলাকান্ত সেইরূপ পদাবলী গান করিয়া এক সময়ে বর্দ্ধমানবাসীদিগকে মাতাইয়া গিয়াছেন। কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, যে কোন লোক হউক, যখন তাঁহাকে অনুরোধ করিত, তিনি যে কোন সুর ও তালে একটি শ্যামাবিষয়ক পদ রচনা করিয়া নিজে গাহিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতেন।

তিনি নির্ভীক ও সরলচিত্ত ছিলেন। শুনা যায়, একদিন রাত্রিকালে 'ওড়গায়ের ডাঙ্গা' নামক মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ কতকগুলি দস্যু ভীমরবে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি দেখিলেন, এইবার বুঝি তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তখন নির্ভয়ে পরমানন্দে রামপ্রসাদী সুরে এই বলিয়া শ্যামা মাকে ডাকিলেন,—

"আর কিছু নাই শ্যামা তোমার, কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি, অতেব হ'লেম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
কিন্তু বিপদ্‌কালে কেউ কোথা নাই, ঘর বাড়ী ওড়্‌গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা-নয়নে দ্যাখো,
নইলে জপ করি যে তোমায় পাওয়া, সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥"

দস্যুগণ মোহিত হইল। তাহারা বৈরভাব বিসর্জ্জন দিয়া কমলাকান্তের পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কমলাকান্ত তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি বিবেকস্রোতে ভাসিতেন, সংসারের কিছুমাত্র মমতা করিতেন না। শুনা যায়, যখন তাঁহার স্ত্রীকে দাহ করিবার জন্য চিতা প্রজ্জলিত হয়, তখন কমলাকান্ত নৃত্য করিতে করিতে গাহিলেন—

"কালি! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বি সেটা॥
তোমার কৃপায় হয় তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কোঁপিন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাস তুচ্ছ বাস মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন ঘুচ্‌ল না তার সিদ্ধি ঘোঁটা॥
দুঃখে রাখ সুখে রাখ করবো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে প'রেছি আর পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা॥
জগত জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥"

কুমার প্রতাপচাঁদও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

শুনা যায়, তাঁহার মৃত্যুকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র স্বয়ং তাঁহার ভবনে উপস্থিত হন এবং গুরুদেবকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করেন। তাহাতে কমলাকান্ত একটী পদাবলী গাহিয়া তাঁহাকে উত্তর দিলেন—

"কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি শরণ লব॥"

অনন্তর কমলাকান্ত ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন। প্রবাদ এইরূপ, সাধকের তৃণশয্যা ভেদ করিয়া ভোগবতীর স্রোতোবেগ প্রবাহিত হইয়াছিল।

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। আজকাল ইংরাজেরা প্রাচ্য-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া খোদিত লিপি, প্রাচীন হস্তাক্ষর প্রভৃতি পাঠ করিয়া যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার মূল এই পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসিয়াটিক সোসাইটীর পণ্ডিত ছিলেন। যৎকালে পণ্ডিত কমলাকান্ত এই সমাজের পণ্ডিত ছিলেন, তখন প্রধান পুরাতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ সাহেব ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রাচীন শিলা-লিপি, তাম্রফলক, হস্তাক্ষর প্রভৃতির মর্ম্মোদ্ধার করাই পণ্ডিত কমলাকান্তের কার্য্য ছিল।

দিল্লী ও আলাহাবাদে দুইটি লৌহস্তম্ভে প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষায় কোন বিষয় অঙ্কিত ছিল। ইহার অনুলিপি পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সার উইলিয়ম্ জোন্স, কোলব্রুক ও হোরেস হেমেন উইলসন প্রভৃতি সংস্কৃতবিৎ সাহেবেরা ইহার অর্থ করিতে বা কোন্ জাতীয় অক্ষরে

অঙ্কিত, তাহার বিন্দু বিসর্গও স্থির করিতে পারেন নাই। শেষে কমলাকান্ত এই লিপির মর্ম্মোদ্ধার করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। কমলাকান্ত প্রথমতঃ লিপিগুলির অক্ষর নির্ণয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে ইহার সহিত ধাউলি, সাঁচি ও গিরিনর প্রভৃতি স্থানের খোদিত লিপির সমতা দেখিয়া বঙ্গাক্ষর ও দেবনাগরাক্ষরের সহিত মিলাইয়া একে একে অক্ষরগুলি স্থির করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে "দ" ও "ন" স্থির হয়। "দ" ও "ন" স্থির হইবার পর কার্য্য অনেকটা সহজ হইয়া গেল, তৎপরে া ি ু ইত্যাদি স্থির করিয়া ফেলিলেন। ক্রমশঃ অন্যান্য বর্ণ ও পরে শব্দ স্থির করিয়া লইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে লিপি দুইখানি প্রাচীন পালিভাষায় খোদিত। বর্ত্তমানকালে এই প্রাচীন পালিবর্ণমালা উদ্ভাবনের মূল এই বঙ্গীয় পণ্ডিত ৺কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার।

ইহার পর কমলাকান্ত উক্ত দুইখানি লিপির অর্থোদ্ধার ও টীকা করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সেই অর্থ ও টীকা সাধারণে প্রচারিত হইলে, বিদ্বজ্জনসমাজে মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল। ভারতেতিহাসের তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়গুলির একটি নূতনালোক প্রভাসিত হইল, কিন্তু যাহার দ্বারা এত কাণ্ড ঘটিল, তিনি তাহার ফল পাইলেন না। ফল পাইলেন, সম্পাদক প্রিন্সেপ সাহেব। আমেরিকা ও য়ুরোপ হইতে বিদ্যানুরাগীরা প্রিন্সেপ সাহেবকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রিন্সেপ সাহেব নিতান্ত অকৃতজ্ঞ লোক ছিলেন না, তিনি তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে কমলাকান্তকেই ইহার মর্ম্মোদ্ভেদক ও টীকাকার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বেরিলীতে প্রাপ্ত একখানি কুটিল লিপির সমালোচনা কালে কমলাকান্ত মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, এরূপ সুন্দর ভাব ও ভাষা তিনি অন্য কোন লিপিতে এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। এই লিপিখানির বর্ণমালা হইতেই যে বঙ্গলিপির বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে বা সাদৃশ্য আছে, এ কথা কমলাকান্তই প্রথমে প্রকাশ করিয়া যান।

কমলাকান্ত আর একটি বিশেষ কার্য্য করিয়া পুরাতত্ত্ব আলোচনার সমধিক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত দিল্লী ও আলাহাবাদলিপিতে অক্ষরের দ্বারা সংখ্যা-বাচকত্ব প্রতিপাদিত ছিল। কোন্ অক্ষর কোন্ সংখ্যার বোধক, তাহা নানা সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিয়া নির্ণয় করিয়া যান। এ স্থলে তাহার দুই একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

"স্তনযুগাকৃতিশ্চতুরঙ্কো বিসর্গশ্চ।"

৪ (চারি)—এই অঙ্কটী স্ত্রীলোকের স্তনযুগাকৃতি এবং বিসর্গের ন্যায়। কাতন্ত্র ব্যাকরণে তিনি এই সূত্র পাইয়া স্থির করেন যে; বিসর্গ (ঃ) বর্ণটি (৪) চারি এই অঙ্কবোধক বর্ণ। এইরূপে পিঙ্গলকৃত প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র ৬ (ছয়) সংখ্যাবোধক বর্ণ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

ইহার পরে ও পূর্ব্বে প্রিন্সেপ সাহেব এইরূপে কমল পণ্ডিতের সাহায্যে নানাবিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। প্রিন্সেপ নিজে বিশেষরূপে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না; পণ্ডিত কমলাকান্তই তাঁহার চক্ষু হইলেন। কমলাকান্ত যশোলিপ্সু ছিলেন না, তাহা বিশেষ বুঝা যায়। কারণ, যদি তাঁহার বিন্দুমাত্র যশোলিপ্সা থাকিত, তাহা হইলে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটা যদি তাঁহার নিজ নামে প্রচার করিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ন্যায় তাঁহার নাম পৃথিবীর সকল স্থানে বিঘোষিত হইত।

দুঃখের বিষয়, এই পণ্ডিতবরের চরিত্রবিষয়ে বা কোথায় তাঁহার জন্মস্থান, কোথায় তিনি থাকিতেন, কে তাঁহার পিতা মাতা ছিল, তাহার কণামাত্রও সন্ধান পাওয়া গেল না।

কমলাক্ষ (ত্রি) কমলমিব অক্ষি যস্য, বহুব্রী। পদ্মের ন্যায় সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট।

কমলাদেবী। ১ কাদম্বরাজ শিবচিত্তবীরপ্রমাদিদেবের পাটরাণী। দাক্ষিণাত্যের শিলালিপি পাঠে জানা যায়—তাঁহার পতি গোপকপুরীতে (বর্ত্তমান গোয়ানগরে) রাজত্ব করিতেন। তিনি পতির প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। দেব-দ্বিজকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার দানশীলতা ও পরোপকারিতা গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ রমণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ব্রাহ্মণদিগকে অনেকগুলি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে ৪২৭৫ কল্যব্দে (১১৭৪ খৃ অঃ) কাদম্বরাজ ব্রাহ্মণগণকে দেগম্বে গ্রাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কমলাদেবী উমার পূজা করিতেন।

ইতিহাসে আর এক কমলাদেবীর নাম পাওয়া যায়; নিম্নে তাঁহার বিবরণ লিখিত হইল—

২ ইনি গুজরাটরাজ করণ রায়ের পরমাসুন্দরী পত্নী, যখন খিলজীবংশীয় সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ (১২৯৭ খৃষ্টাব্দে) গুজরাট জয় করেন, তখন বন্দীগণের সহিত কমলাদেবীও দিল্লীতে নীত হন। কিছুদিন পরে আলাউদ্দীনের কৌশলে ও প্ররোচনায় কমলাদেবী সম্রাটের সহিত বিবাহিত হন। ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে এই কমলাদেবীর গর্ভজাতা গুজরাটের রাজকন্যা দেবলদেবীও দিল্লীতে বন্দিনী হইয়া আসেন। আলাউদ্দীনের পুত্র শাহজাদা খিজির খাঁ দেবলদেবীর রূপে

মুগ্ধ হইয়া পড়েন। অবশেষে ইঁহাদের উভয়েরও বিবাহ হইয়া যায়। মোবারিক সা সম্রাট্ হইয়া স্বীয় ভ্রাতাকে গোয়ালিয়রের নিকট বন্দী করিয়া নিহত করেন এবং ভ্রাতৃবধূ দেবলদেবীকে নিজ পত্নীত্বে বরণ করেন। খিজির খাঁর সহিত দেবলদেবীর প্রণয়কথা লইয়া তদানীন্তন রাজ-কবি আমীর খশ্রু "ইসকিয়া" নামে একখানি সুন্দর পারসী কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা এই কমলা দেবীকে "কওলা দেবী" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

কমলানেবু (দেশজ) স্বনামখ্যাত ফল। ইহার গাছকে সংস্কৃত ভাষায় কমলা, নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, সুরঙ্গ, ত্বগ্‌গন্ধ, ত্বক্‌সুগন্ধ, সুরঙ্গ, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র, মুখপ্রিয় কহে। (ভাবপ্র; রাজনি°)

বঙ্গের কোন কোন স্থানে নারুঙ্গী, নারেঙ্গা, কমলা, মোগ্‌লাই, কাকি, খাটজামির; হিন্দীতে অমৃতফল, কমলানেবু, সুন্থর, নারিঙ্গী, সঙ্গতর, নারেঞ্জ; নেপালী 'সুন্তল', গুজরাটী 'নারুঙ্গী', পঞ্জাবী 'সন্তর', 'নারঙ্গি', 'নারঞ্জ'; বোম্বাই 'নারজ্বী শস্ত্র', 'নারিঙ্গশাল;' মহারাষ্ট্রী 'সকু লিম্বু' 'নারুঙ্গশাল', 'নারিঙ্গ;' তৈলঙ্গী 'গঞ্জনিম্ম', 'কিত্তলি,' 'কিচ্চিলিপন্দু', 'নারিঞ্জপন্দু'; তামিল 'কিচিলি', 'কেচু', 'কল্লুঙ্গী পল্লম্'; কর্ণাটে 'কিত্তলে পন্নু,' 'কিত্তবৈপ্পে'; মলয় 'মাহুর-নারন্না' 'কোলাঞ্জি নরকম্'; মহিসুরে 'ফেরুক', 'সিমও-মনিস্'; সিংহলী 'নারঙ্গকা'; 'দোদন'; আরবী 'নারঞ্জ'; পারসী 'নারঙ্গ', রুষ 'নারঞ্জস্'; স্পেনীয় 'নারঞ্জ', পর্তুগীজ 'লরঞ্জিরা' (Laranjeira de fructo dolce); জর্ম্মণ 'ওরঙ্গেন বৌম' (Orangen baum) ইতালী 'অরন্‌সিও' (arancio) লাটিন 'অরঙ্গিয়া' (arangia) এবং বর্ত্তমান লাটিন বৈজ্ঞানিক নাম Citrus aurantium.

ইংরাজীতে 'অরেঞ্জ' বলে। এই শব্দও আরবী 'নারঞ্জ' শব্দের অপভ্রংশ। আরবী 'নারঞ্জ' সংস্কৃত 'নারঙ্গ' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র।

সংস্কৃত নারঙ্গকে এদেশে 'কমলানেবু' বলে কেন? তাহা লইয়াও গোলযোগ। কেহ বলেন, আসামে কমলানামে এক নদী আছে, তাহার নিকট এই নেবু বিস্তর জন্মে বলিয়া ইহার নাম কমলানেবু হয়। আবার কেহ বলেন, ত্রিপুরার রাজধানী কুমিল্লা হইতে এই নেবু পূর্ব্বে আনীত হইত, সেইজন্ত কুমিল্লানেবুর স্থানে কমলানেবু নাম হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই দুইটি কথাই ঠিক নয়। কারণ পূর্ব্ব হইতে তৈলঙ্গদেশে এই লেবুকে "কমলাপন্দু" বলিত। কমলা নামটিও অন্ততঃ ২।৩ শতবর্ষের প্রাচীন হইবে। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারে 'কমলা' নেবুও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"রম্ভাফলং তিন্তিড়ীকং কমলং নাগরঙ্গকম্।
ফলান্যেতানি ভোজ্যানি এভ্যোঽন্যানি বিবর্জ্জয়েৎ॥"

এদেশে নারেঙ্গা বলিলে 'কমলানেবুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট আর একপ্রকার অম্লরস প্রধান নেবুকে বুঝাইয়া থাকে। এইজন্যই বোধ হয় অনেকে বলিয়া থাকেন, "প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রে কমলানেবুর কোন উল্লেখ নাই। পূর্ব্বে এদেশে 'কমলানেবু' ছিল না। বৈদ্যক শাস্ত্রে 'নারঙ্গ' শব্দের উল্লেখ থাকায় স্বীকার করিতে হইবে যে কমলানেবুর ন্যায় আকার বিশিষ্ট নারঙ্গনেবুই এদেশে ছিল।"

উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ ডি কণ্ডোল লিখিয়াছেন, "দুইহাজার বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কমলানেবু ছিল না, তাহা হইলে সংস্কৃত শাস্ত্রে অবশ্যই ইহার উল্লেখ থাকিত এবং তাহা হইলে প্রাচীন গ্রীকজাতিও এই উপাদেয় ফলের অবশ্যই বর্ণনা করিত। কমলানেবু চীন হইতে ভারতে আনীত হইয়াছে।"

আবার ডাক্তার বোনেভিয়া বলেন, 'কমলানেবু ভারতবর্ষেই জন্মাইত। ইহার প্রাচীন সংস্কৃত নাম সুন্তর।'

যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় উক্ত উভয় মতই যুক্তিসঙ্গত নয়।

কমলানেবু বহুদিন হইতে হিমালয় প্রদেশের স্থানে স্থানে, নেপাল, সিকিম, শ্রীহট্টের উত্তরে খাসিয়া গিরির দক্ষিণ প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, নাগপুরে এবং দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে জন্মাইতেছে। এতদ্বারা বোধ হইতেছে কমলানেবু ভারতবর্ষীয় ফল, চীন অথবা অপর কোন দেশ হইতে এখানে আনীত হয় নাই। ইহার প্রাচীন নাম 'সুন্তর' নয়, কারণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এই নামের উল্লেখ নাই। ভাবপ্রকাশ পাঠে জানা যায় কমলানেবুর প্রাচীন সংস্কৃত নাম নারঙ্গ।

কমলানেবু প্রধানতঃ চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়,—১ সন্তর বা মোগলাই কমলা; ২ কেওন্‌লা বা নারিঙ্গী; ৩ লাল কমলা ও ৪ মান্দারিণ।

১। মোগলাই কমলার ছাল অতি পরিষ্কার, দেখিতে পীতাভ কমলারঙের মত, ত্বক্ বড় আল্‌গা। নাগপুর দিল্লী, আলবার, গুর্‌গাঁও, লাহোর, মুলতান, পুণা, মান্দ্রাজ, কুর্গ, শ্রীহট্ট, ভোটান, নেপাল এবং সিংহলে এই জাতীয় কমলার আবাদ হয়। অগ্রহায়ণ বা পৌষমাসে ইহার ফল পরিপক্ব হয়।

২। কেওন্‌ল (কমলা)—কোন স্থানে নারঙ্গীনামে প্রসিদ্ধ। এই জাতীয় কমলা মোগলাই কমলা অপেক্ষা

অধিক পরিমাণে জন্মে। আবাদ করিলে ভারতের সর্ব্বত্র এই কমলা জন্মিতে পারে। এই কমলা পৌষ মাঘমাসে কলিকাতার বাজারে বিক্রীত হয়।

৩। লাল কমলাকে উদ্ভিদ্‌বেত্তারা মাল্‌তা নেবু (Malta Orange) বলে। এখন হিমালয় ও দারজিলিঙ্গে যে সবুজ রঙ্গের বুনো কমলা জন্মাইতেছে, তাহা এই জাতীয় কমলার অবনতি মাত্র। ব্রহ্মদেশে ঠিক এই জাতীয় এক প্রকার কমলা দেখিতে পাওয়া যায়। পুণার বাজারে 'মুসেম্বি' নামে একজাতীয় ছোট লালকমলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জাবিস্তান হইতে এ দেশে আনীত হয়।

গুজরাণবালায় এক প্রকার কমলা জন্মে, তাহা খাইতে অতি সুস্বাদু। এই নেবু ইংরাজের অতি প্রিয়, তাঁহারা ইহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কমলানেবু মনে করিয়া সমাদর করেন।

৪। মান্দারিণ—দেখিতে ক্ষুদ্রাকার, বর্ণ প্রায় লাল কমলার মত। খাইতে সুস্বাদু, সকল প্রকার কমলা অপেক্ষা ইহার পাতায় ও ফলে সদ্‌গন্ধ অধিক। ইহা চীন হইতে খাসিয়া গিরি পর্য্যন্ত পার্ব্বতীয় ভূখণ্ডে উৎপন্ন হয়।

এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর নানাদেশে জলবায়ু ও অবস্থাভেদে নানা আকারের কমলানেবু দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে য়ুরোপেও কমলা জন্মাইত না। প্রথমে পর্ত্তুগীজেরাই ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপে লইয়া যায়।

গুণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভাবমিশ্রের মতে কমলানেবুর সংস্কৃত নাম নারঙ্গ। তিনি লিখিয়াছেন—

"নারঙ্গো মধুরাম্লঃ স্যাদ্দীপনং বাতনাশনম্।
অপরস্ত্বম্লমত্যুষ্ণং দুর্জ্জরং বাতহৃৎ সরম্॥"
ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড ১ম ভাগ।

নারঙ্গের (এখন কমলানেবু) গুণ মধুরাম্ল, অগ্নিপ্রদীপক ও বাতনাশক। অপর এক প্রকার নারঙ্গ আছে (যাহাকে আমরা নারেঙ্গানেবু বলি) তাহা অত্যন্ত অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বায়ুনাশক ও সারক।

রাজনির্ঘণ্টের মতে—ইহা মধুর অম্ল, গুরু, রোচন, এবং বাত, আম, কৃমি, শূল ও শ্রমনাশক; বল্য এবং রুচ্য।

হাকিমীমতে কমলানেবুর খোসা ও ফুল উষ্ণ ও শুষ্ক; ইহার সাঁশ শীতল; ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশি বা জরভাব হইলে এই ফল খাইতে দেওয়া যায়। ইহার রস পিত্তনাশক এবং পিত্তাতিসারনিবারক। কৃমি অথবা বমন নিবারণের জন্য ইহার বড়ি ব্যবহার করা যায়। কমলানেবু মিশ্রিত জলও অতিশয় বলকর। ইহার খোসা ও ফুল হইতে তৈল হয়, তাহা মালিসের ঔষধরূপে ব্যবহার করা যায়।

ডাক্তার ঐদেলি বলেন, "হিন্দু চিকিৎসকদিগের মতে ইহা রক্তশোধক, জ্বরে পিপাসানিবারক, পীনসরোগহর এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক। গ্রীষ্মের সময় ভাল পাকা কমলানেবুর সরবত ইংরাজদিগের পক্ষে বড় উপাদেয়। ইহার খোসা বাতনাশক, অজীর্ণরোগের পক্ষে হিতকর।"

ভারতবর্ষীয় ফার্ম্মাকোপিয়ার মতে, ইহা বলকর ও অগ্নিবর্দ্ধক। অজীর্ণ রোগে অথবা সাধারণ দুর্ব্বলতার পক্ষে ইহা বড় উপকারী। ইহার পাতা চোঁয়াইয়া যে জল পাওয়া যায়, তাহার আধছটাক স্নায়বীয় এবং মূর্চ্ছারোগে প্রয়োগ করিলে আক্ষেপ নিবারণ করে।"

এদেশে মুখে ব্রণ হইলে কেহ কেহ কমলানেবুর শুষ্ক খোসা ঘষিয়া লাগায়, আর ঐ খোসা জল দিয়া বাটিয়া চর্ম্মরোগে ব্যবহার করিলে আশু ফল পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্রই কমলানেবু সুস্বাদু ফল বলিয়া সমাদৃত হয়। ইহার গাছ বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। শুনা যায় এক একটি গাছ ৫। ৬ শতবর্ষ হইল এখনও জীবিত আছে। ঐ গাছ এক একটি ৫০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং গুঁড়ি ১২ ফিট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। একটি গাছে ৫০০ হইতে ৬০০০ ফল হয়।

কমলানেবুর পাতা জল দিয়া চোঁয়াইয়া লইলে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। তাহার গন্ধ অতি তীব্র অথচ তৃপ্তিকর। তাহাকে ইংরাজেরা 'নিরোলি অয়েল' বলিয়া থাকেন। এই তৈলে আতর প্রস্তুত হয়। বিলাতে লেবেণ্টার, সাবান প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে ঐ তৈল মিশ্রিত করে।

ইহার ফুল হইতে যে তৈলবৎ নির্যাস নির্গত হয়, তাহার আতর অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক কমলানেবুর তৈল পরীক্ষা করিয়া ইহা হইতে কর্পূর বাহির করিয়াছেন; তাহার নাম 'নিরোলি ক্যাম্ফার'।

কমলাপতি (পুং) কমলায়াঃ পতিঃ, ৬তৎ। বিষ্ণু।

কমলালয় (ক্লী) তাঞ্জোরের অন্তর্গত ত্রিবলুর নগরস্থ একটি পবিত্র তীর্থ। এখানে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আছে।

কমলালয়া (স্ত্রী) কমলং আলয়ো যস্যাঃ। লক্ষ্মী।

কমলাসখ (পুং) কমলায়াঃ সখা-টচ্ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১।) বিষ্ণু।

কমলাসন (পুং) কমলং আসনং যস্য, বহুব্রী। ১ ব্রহ্মা। ("ক্রান্তানি পূর্ব্বং কমলাসনেন।" কুমার।)

২ (ক্লী) কমলায়া লক্ষ্ম্যা অসনং ক্ষেপণং দানমিত্যর্থঃ। লক্ষ্মীর দান। ৩ আসনবিশেষ, পদ্মাসন।

কমলাসনস্থ (পুং) কমলঃ বিষ্ণোর্নাভিকমলং তদ্রূপে আসনে তিষ্ঠতি, কমল-আসন-স্থা-ক। ব্রহ্মা।

কমলাহট্ট (পুং) রাণী কমলাবতী স্থাপিত কাশ্মীরস্থ হাট। (রাজতরঙ্গিণী ৪। ২০৮।)

কমলিনী (স্ত্রী) কমলানি সন্তি অত্র, কমল-ইনি (পুষ্করাদিভ্যো দেশে। পা ৫। ২। ১৩৫।) ১ পদ্মিনী, পদ্মের গাছ বা গুল্ম। ২ পদ্মাকর, যে সকল সরোবরে অধিক পদ্ম জন্মে। ৩ গঙ্গা।

("কুমুদ্বতী কমলিনী কান্তিঃ কল্পিতদায়িনী।" কাশী ২৯।৩০।)

কমলেক্ষণ (ত্রি) কমলমিব ঈক্ষণং যস্য, বহুব্রী। পদ্মচক্ষু। পদ্মের ন্যায় যাহার চক্ষু অতি সুন্দর।

কমলেশ্বর (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (কূর্ম্মপু ৩৪। ৭) কোন কোন পুথিতে কমলেশ্বর স্থানে 'কালকেশ্বর' পাঠ দৃষ্ট হয়।

কমলোত্তর (ক্লী) কমলমিব উত্তরং শ্রেষ্ঠম্। কমলাদুত্তরং উত্তমমিব বা। কুসুম্ভ ফুল।

(লট্বায়াং মহারজনং কুসুম্ভং কমলোত্তরম্। হেম ৪। ২২৫।)

কমা (স্ত্রী) কম-ণিঙ্-ভাবে অ-টাপ্। ১ শোভা ২ (দেশজ) অল্প হওয়া।

কমাতাপুর। কোচবিহারের একটি প্রাচীন বিধ্বস্ত নগর। রাজা নীলধ্বজ কর্তৃক স্থাপিত। পূর্ব্বে ইহার খুব সমৃদ্ধি ছিল। হোসেন শাহের আক্রমণের পর হইতে বর্ত্তমান দশা হইয়াছে।

কমান্ (পারস্য) ১ বক্র ধনুক।

কমান (দেশজ) অল্প করা।

কমাল খাঁ গখর। সুলতান সারঙ্গের পুত্র; গখররাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা মালিক খাঁর বংশীয়। গখররাজ্য ভাট ও সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী গিরিমালার মধ্যে, এইখানে কমাল খাঁর পিতা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতা মালিক কলান শেরশাহের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করেন। অবশেষে তিনি সপুত্র গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হন। এইখানে মালিক নিহত হইলেন। শেরশাহের পুত্র সলিমশাহের কৃপায় কমাল খাঁ মুক্তিলাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃব্য সুলতান আদম গখররাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। কমাল দেখিলেন পিতৃব্যের হস্ত হইতে উদ্ধারের আর আশা নাই, তখন নিরুপায় হইয়া অকবর বাদশাহের সভায় উপস্থিত হইলেন। অকবর তাঁহাকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে তিনি কার্য্যদক্ষতা গুণে পঞ্চহাজারী পদ অধিকার করিলেন। এইবার তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের সুযোগ হইল। তিনি অকবরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তখন অকবর সুলতান্ আদমকে শাসন করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইলেন। আদম পরাজিত ও বন্দী হইয়া কমাল খাঁর নিকট আনীত হইলেন। অকবরের অনুগ্রহে কমাল খাঁ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। আদম বন্দীভাবে জীবন অতিবাহিত করিলেন। ১৫৬২ খৃঃ অঃ কমাল খাঁর মৃত্যু হয়।

কমালগঞ্জ। ফরক্কাবাদ (ফরুখাবাদ) জেলার অন্তর্গত ফরুখাবাদ তহসীলের অধীন একটি গ্রাম, গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২৮৯৮। এই গ্রামে গুরসহাইগঞ্জ যাইবার পথে দুই ধারে দোকান। মঙ্গল ও শুক্রবারে হাট বসে। বস্ত্র ও শস্যের ব্যবসা হয়। এখানে পুলিস ও বড় ডাকঘর আছে। পুলিসের জন্য এখানকার লোকদিগকে কর দিতে হয়।

কমালপুর। মধ্যপ্রদেশের ভূপাল রাজ্যের অধীনস্থ একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সামন্ত ঠাকুর মদনসিংহ সিন্ধিয়ার নিকট হইতে প্রতিবর্ষে ৪৬০০৲ টাকা পাইয়া থাকেন এবং সুজাবলপুরের অন্তর্গত একটি গ্রামের উপসত্ব ভোগ করিয়া থাকেন।

কমালুদ্দীন্ খুজন্দী (সেখ)। একজন বিখ্যাত পারস্য কবি। হাফেজের সমসাময়িক। কেবল কমাল খুজন্দী নামে পরিচিত। পারস্যে খুজন্দনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৯০ খৃঃ অঃ, তাব্রেজ নগরে ইহার মৃত্যু হয়, তথায় ইহার সমাধিস্থান আছে। ইহার গজল মুসলমানসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে।

কমাসিন (বা দর্শেন্দা)। বান্দা জেলার একটি তহসীল, যমুনার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৮১,২৩৮। ইহার সদরথানা কমাসিন গ্রাম, উহা বান্দানগর হইতে ১৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২০০০, তন্মধ্যে ঠাকুরদিগের সংখ্যাই অধিক।

কমিতা [তৃ] (পুং) কম-ণিঙ্-ভাবে তৃচ্। কামুক।

(কমিতা কামুকে পুংসি। শব্দাব্ধি।)

কমিত্রী (স্ত্রী) কমিতৃ-ঙীপ্। কামুকী।

কমী (পারস্য) অল্প, কম।

কমে (দেশজ) অল্প হয়, কম হয়।

কমেবার। গোদাবরীতটস্থ কৃষকজাতি বিশেষ।

কমোনা। উত্তরপশ্চিমে বুলন্দসহর জেলার একটি গ্রাম। কালীনদীর দক্ষিণতটের নিকট অবস্থিত। এখানকার দুর্গ প্রসিদ্ধ।

কম্‌নে (দেশজ) কোন্‌দিকে।

কম্প (পুং) কপি-ভাবে ঘঞ্। ইদিত্বাৎ মুম্। ১ কাঁপা, গাত্র চলিত হওয়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বেপথু, বেপন, বেপ, ও কম্পন। ২ বায়ুস্পর্শে পত্রাদি চালিত হওয়া।

কম্পজ্বর (পুং) কম্পযুক্তো জ্বরঃ, মধ্যলো°। যে জ্বরে কম্প হয়, বায়ুজন্য জ্বর। [জ্বর দেখ।]

কম্পন (ত্রি) কপি-যুচ্-ইদিত্বাৎ মুম্। ১ কম্পযুক্ত, কাঁপুনে। সংস্কৃত পর্য্যায়—চলন, কম্প, চল, লোল, চলাচল, চঞ্চল, তরল, পারিপ্লব, পরিপ্লব, চপল ও চটুল। ২ কম্পকারক। ৩ (ক্লী) (কপি-ভাবে ল্যুট্) কম্প। (কম্পনং ন দ্বয়োঃ কম্পে। মেদিনী।) (পুং) ৪ (কম্পয়তি বেপথুযুক্তং করোতি, কপি-ণিচ্-যুচ্, ল্যুর্বা।) শীত ঋতু। ৫ রাজবিশেষ।

("কাম্বোজরাজঃ কমঠঃ কম্পনস্তু মহাবলঃ।
সততঃ কম্পয়ামাস যবনানেক এব যঃ॥" ভারত ২।৪।১২।)

৬ অস্ত্রবিশেষ। ৭ সন্নিপাত জন্য জ্বরবিশেষ। ভাবমিশ্র কফোল্বণ সন্নিপাত জ্বরকেই কম্পজ্বর বলিয়াছেন—

"জড়তা গদ্গদা বাণী রাত্রৌ নিদ্রা ভবত্যপি।
প্রস্তব্ধে নয়নে চৈব মুখমাধুর্য্যমেবচ॥
কফোল্বণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ।
মুনিভিঃ সন্নিপাতোঽয়মুক্তঃ কম্পনসংজ্ঞকঃ॥"

কফোল্বণ-সন্নিপাতে শরীরে জড়তা, গদ্গদবাক্য, রাত্রে অধিক নিদ্রা, চক্ষুর্দ্বয় স্তব্ধ ও মুখে মিষ্টরস বোধ হয়। মুনিগণ ইহাকেই কম্পজ্বর বলেন।

৮ কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী নগরবিশেষ।

কম্পনা (স্ত্রী) কম্পন-টাপ্। ১ নদীবিশেষ। ২ সেনা, সৈন্য।

কম্পনীয় (ত্রি) কম্পন-ছক্। কম্পনের যোগ্য।

কম্পমান (ত্রি) কপি-শানচ্-ইদিত্বাৎ মুম্। কম্পযুক্ত, যে কাঁপিতেছে।

কম্পলক্ষ্মা [ন্] (পুং) কম্পঃ চলনং লক্ষ্ম লক্ষণং যস্য, বহুব্রী। বায়ু, বাতাস। (কম্পলক্ষ্মা পুমান্ বায়ৌ। শব্দাব্ধি।)

কম্পবায়ু (পুং) কম্পঃ কম্পকরঃ বায়ুঃ। বাতরোগবিশেষ। কম্পকারক বায়ুরোগবিশেষ। [বাতব্যাধি দেখ।]

কম্পা (স্ত্রী) কপি-ভাবে অ-টাপ্। কম্পন, সঞ্চালিত হওয়া।

কম্পাক (পুং) কম্পয়া চলনেন কায়তি প্রকাশতে, কম্প-কৈ-ক। বায়ু।

(কম্পাক নিত্যগতিগন্ধবহপ্রভঞ্জনাঃ। হেম ৩।১৭২।)

কম্পিত (ক্লী) কপি-ভাবে ক্ত। ১ কম্পন। ২ (কর্ত্তরি ক্ত) (ত্রি) কম্পযুক্ত। (কম্পিতং কম্পনে স্মৃতং কম্পযুক্তে চ। শব্দাব্ধি।)

কম্পিল (পুং) কম্প-ইলচ্। ১ রোচনী, কমলাগুঁড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কম্পিল্ল, কম্পিল্য, কম্পীল, কম্পিল্লক, রক্তাঙ্গ, রেচী, রেচনক, রঞ্জক, লোহিতাঙ্গ ও রক্তচূর্ণক। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—বিরেচক, কটু, উষ্ণ, লঘু এবং ব্রণ, কফ, কাস ও তন্ত্ব ক্রিমিনাশক। সুশ্রুতের মতে ইহার তৈলগুণ—তিক্ত, কটু ও কষায়রস, অধোগত দোষনাশক, দুষ্ট ব্রণশোধক, এবং ক্রিমি, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ুনাশক। ২ ফরক্কাবাদের কাইমগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটি প্রধান গ্রাম। মহাভারতে কাম্পিল্য নামে প্রসিদ্ধ। [কাম্পিল্য দেখ।]

কম্পিল্ল (পুং) কম্প-ইল্ল। কমলাগুঁড়ী।

কম্পিল্লক (পুং) কম্পিল্ল-স্বার্থে কন্। কমলাগুঁড়ী।

কম্পী [ন্] (ত্রি) কম্পো অস্ত্যস্তি, কম্প-ইনি। ১ কম্পযুক্ত। ২ (কম্প-ণিচ্ ণিনি) যে কাঁপায়।

("গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞো ঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥" শিক্ষা ৩২।)

কম্প্য (ত্রি) কপি-ণিচ্-কর্ম্মণি যৎ। চালনীয়, কাঁপাইবার উপযুক্ত।

কম্প্র (ত্রি) কম্পি-র (নমিকম্পি স্ম্যজসকমহিংসদীপো রঃ। পা ৩।২।১৬৭।) কম্পান্বিত। ("বিধায় কম্প্রানি মুখানি কম্প্রতি।" নৈষধ ১।১৪২) স্ত্রিয়াং টাপ্। শাখা।

কম্বখৎ (পারস্য) দুঃখী, অসুখী, দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

কম্বখতী (পারস্য) দুর্দ্দশা, দুঃসময়।

কম্বন। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তামিল কবি। বেল্লুরের বেন্নৈই নেল্লুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তত্রত্য বল্লালনামক শূদ্রবংশীয়। বার বর্ষ বয়স হইতে বাল্মীকি-রামায়ণ তামিল ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সম্পূর্ণ করেন। চোলাধিপ করিকাল চোল তাঁহার কবিত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন। রাজেন্দ্র চোল কম্বনকে আপন রাজসভায় আহ্বান করিয়া রাজকবি উপাধি প্রদান করেন। তিনি ৮০৭ শকে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকৃত তামিল রামায়ণ, 'কম্বনপাদল,' 'কাঞ্চিবরম্ পিল্ল তামল', 'চোল কুর্বঞ্জ' (করিকাল চোলের ইতিহাস), এবং 'কম্বন অংগরাধি' নামক তামিল অভিধান দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। তিনি মদুরানগরে ৬০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। (Wilson's Mackinzie Collection.)

কাহারও মতে, ইহার নাম কম্বর, তঞ্জোরের অন্তর্গত কম্ব-নাডুনামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আপন রামায়ণের তামিল অনুবাদ রাজেন্দ্র চোলের সময় আরম্ভ করিয়া কুলোত্তুঙ্গ চোলের রাজ্যকালে সমাপ্ত করেন।

(Caldwell's Dravidian Grammar, p. 134.)

কম্বম্। মান্দ্রাজের কর্ণুলজেলার অন্তর্গত একটি নগর।

কম্বর (পুং) কম্ব-অরন্। ১ বিবিধবর্ণ, চিত্রবর্ণ। ২ (ত্রি) নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট।

কম্বর। সিন্ধুপ্রদেশস্থ একটি তালুক। অক্ষা° ২৭°২৮´ হইতে ২৭° ৫৯´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৬৭° ৩৩´ ৪৫´´ হইতে ৬৮°১০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ৯৭৭ বর্গমাইল। এখানে প্রায় লক্ষলোকের বাস। এখানকার অপর নাম শাহদৎপুর। শিকারপুর জেলা হইতে এখানে তালুক উঠিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রধাননগর কম্বর। অক্ষা° ৭৩° ৩৫´ উঃ, এবং দ্রাঘি ৬৮° ২´ ৪৫´ পূঃ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বেলুচীরা এই নগর লুটপাট করে, তাহার পরবর্ষে অগ্নিপ্রয়োগে এই নগর এককালে ধ্বংস হইয়া যায়।

কম্বল (পুং) কম্ব-বৃক্ষাদিত্বাৎ কলচ্। ১ মেষাদির লোম-নির্ম্মিত আসনবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রল্লক, বেশক, রোমযোনি, রেণুকা ও প্রাবার। এদেশে অনেকেই কম্বল ব্যবহার করেন। পূর্ব্বে কম্বল কবচের কাজ করিত। কেহ কেহ বলেন কম্বলের তুলাভরা করিয়া গায়ে দিলে বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। ২ সর্প-বিশেষ। ৩ গরু প্রভৃতির গল কম্বল। ৪ উত্তরীয়। ৫ মৃগ-বিশেষ। ৬ নাগদ্বয়, তন্মধ্যে একটি পাতালে ও অপরটি বরুণ-দেবের সভাস্থলে বাস করে। ৭ কৃমিবিশেষ। ৮ তীর্থবিশেষ।
("প্রয়াগং সুপ্রতিষ্ঠানং কম্বলাশ্বতরৌ তথা।
তীর্থং ভোগবতী চৈব বেদিরেষা প্রজাপতেঃ॥" ভারত বন৮৫অ:)
৯ (ক্লী) জল।
(কম্বলো নাগরাজে স্যাৎ সাস্না প্রাবরয়োরপি।
কপাবপ্যুত্তরাসঙ্গে সলিলে তু নপুংসকম্। মেদিনী।)

কম্বলক (পুং) কম্বল-স্বার্থে কন্। কম্বল। [কম্বল দেখ।]

কম্বলকারক (পুং) কম্বলং করোতি, কম্বল-কৃ-ণ্বুল্। কম্বল-নির্ম্মাতা, যাহারা কম্বল প্রস্তুত করে।

কম্বলধারক (পুং) কম্বল-ধৃ-ণ্বুল্। কম্বলধারী, যাহার গাত্রে কম্বল আছে।

কম্বলবর্হিষ (পুং) অন্ধকরাজের পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৯।২৪।১১।)

কম্বলবান্ [ৎ] (ত্রি) কম্বলোঽস্যাস্তি, কম্বল-মতুপ্-মস্য বঃ। ১ কম্বলবিশিষ্ট, যাহার কম্বল আছে। ২ প্রশস্ত গলকম্বল-বিশিষ্ট (বৃষ)।

কম্বলহার (পুং) কম্বলং হরতি, কম্বল-হৃ-অণ্। ১ কম্বলহারক, যে কম্বল অপহরণ করে। ২ ঋষিবিশেষ।

কম্বলার্ণ (ক্লী) কম্বলরূপং ঋণম্, কম্বল-ঋণ-বৃদ্ধিঃ (প্রবৎসতর-কম্বলবসনার্ণদশানামৃণে। পা ৬।১।৮৯। বার্ত্তিক ৬।) কম্বলরূপ ঋণ।

কম্বলিকা (স্ত্রী) কম্বল-ঈ-স্বার্থে কন্-হ্রস্বঃ-টাপ্ চ। ১ ক্ষুদ্র কম্বল। ২ কম্বলমৃগের স্ত্রী।

কম্বলিবাহ্যক (ক্লী) কম্বলঃ সাস্না অস্ত্যস্য, কম্বল-ইনি, কম্বলিভির্বৈরুহ্যতে, কম্বলিন্ বহ-কর্ম্মণি ণ্যৎ-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। গোশকট, গরুর গাড়ী। সংস্কৃত পর্য্যায়,— গন্ত্রী ও গান্ত্রী।
(অনস্তু শকটো হথ স্যাদ্ গন্ত্রী কম্বলিবাহ্যকম্। হেম ৩।৪১৭।)

কম্বলী [ন্] (পুং) কম্বলঃ গলকম্বলঃ প্রশস্তোঽস্ত্যস্য, কম্বল-ইনি। বৃষ।

কম্বলীয় (ত্রি) কম্বলায় হিতম্, কম্বল-ছ। কম্বলের উপাদান, মেষলোমযুক্ত।

কম্বল্য (ক্লী) কম্বল-যৎ (কম্বলাচ্চ সংজ্ঞায়াম্। পা ৫।১।৩।) শতপল পরিমিত উর্ণা (কম্বলমূর্ণাপলশতম্। কাশিকা।)

কম্বালায়ী [ন্] (পুং) শঙ্খচিল।

কম্বি (স্ত্রী) কমু বাহুলকাৎ বিন্। ১ দর্ব্বী, হাতা। ২ বাঁশের পাব্ (কম্বিরংশে চ বংশস্য খজাকায়ামপি স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কম্বু (পুং) কম-উন্ বুক্চ। ১ শঙ্খ। (পুং) ২ বলয়, বালা। ৩ শামুক। ৪ হস্তী। ৫ চিত্রবর্ণ। ৬ গ্রীবাদেশ। ৭ নলক হাড়।

কম্বুক (পুং) কম্বু স্বার্থে কন্। কম্বু।

কম্বুকণ্ঠী (স্ত্রী) কম্বুরিব কণ্ঠোঽস্যাঃ কণ্ঠ-ঙীষ্। যে স্ত্রীর কণ্ঠদেশে শঙ্খের ন্যায় তিনটি দাগ আছে।

কম্বুকা (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা বৃক্ষ। [অশ্বগন্ধা দেখ।]

কম্বুকাষ্ঠা (স্ত্রী) কম্বু চিত্রবর্ণং কাষ্ঠং যস্যাঃ, বহুব্রী। অশ্বগন্ধা।

কম্বুগ্রীব (ত্রি) কম্বুরিব রেখাত্রয়যুক্তা গ্রীবা যস্য। যাহার গলদেশে শঙ্খের ন্যায় তিনটি রেখাবিশিষ্ট।
("কম্বুগ্রীবঃ পুষ্করাক্ষো ভর্ত্তা যুক্তো ভবেন্মম।"
ভারত ১।১৫৩।১৮।)

কম্বুগ্রীবা (স্ত্রী) কম্বুরিব রেখাত্রয়যুক্তা গ্রীবা, উপমি। শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্ত গ্রীবা।

কম্বুপুষ্পী (স্ত্রী) কম্বুবৎ শুভ্রং পুষ্পং যস্যাঃ; বহুব্রী। শঙ্খ-পুষ্পীবৃক্ষ। [শঙ্খপুষ্পী দেখ।]

কম্বুমালিনী (স্ত্রী) কম্বুতুল্য পুষ্পাণাং মালা সমূহঃ অস্ত্যস্যাঃ। শঙ্খপুষ্পী।

কম্বূ (ত্রি) কম্ব-কূ, নিপাতনাৎ সাধুঃ (অন্দূদৃন্ফূজম্বূকম্বূ কফেলূকর্কন্ধূদিধিষূ। উণ্ ১।৯৫। এই সকল শব্দ কূ প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়।) ১ চোর। (কম্বূঃ পরদ্রব্যাপহারী। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ (স্ত্রী) (কম্বু-উঙ্) কম্বু। [কম্বু দেখ।]

কম্বূক (পুং) কম্বূ-স্বার্থে কন্। কম্বূ।

কম্বো। জাতিবিশেষ। এখন এই জাতি পঞ্জাব ও বিজনোরে বাস করে। পূর্ব্বে ইহারা সিন্ধুনদ ছাড়াইয়া কাবুলের

উত্তর প্রদেশে বাস করিত। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইহারাই 'কাম্বোজ' নামে উক্ত হইয়াছে এবং ইহাদের পূর্ব্ববাসস্থানকে পূর্ব্বকালে 'কম্বোজ' বলিত। তৎকালে সকলেই হিন্দু ক্ষত্রিয় ছিলেন। মুহম্মদ গিজনী এইজাতির অনেককেই মুসলমান করেন। মোগলেরা এই জাতিকে বড় ঘৃণা করিত পারসীভাষায় চলিত আছে—

"আউঅল্ কম্বো দুএম্ অফগাঁ সেওয়ম্ বদ্‌জাত কাশ্মীরী।"

[কম্বোজ দেখ।]

কম্বোজ (পুং) কম্ব-ওজ। ১ শঙ্খবিশেষ। ২ হস্তিবিশেষ। ৩ দেশবিশেষ। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে—

"পাঞ্চালদেশমারভ্য ম্লেচ্ছাদ্দক্ষিণপূর্ব্বতঃ।
কাম্বোজদেশো দেবেশি ! বাজিরাশিপরায়ণঃ॥"

পাঞ্চালদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ম্লেচ্ছ দেশ হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাম্বোজদেশ। এখানে বিস্তর ঘোটক উৎপন্ন হয়।

শক্তিসঙ্গমের মত ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। রঘুবংশে লিখিত আছে, মহারাজ রঘু পারসীক, সিন্ধুনদতীরবাসী এবং হূণদিগকে জয় করিয়া কম্বোজদেশীয় রাজগণকে পরাজয় করেন। কাম্বোজেরা তাঁহার নিকট অবনত হইয়া উৎকৃষ্ট অশ্ব ও রাশীকৃত সুবর্ণ উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। তৎপরে রঘু অশ্ব সাহায্যে গৌরীগুরু পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। * (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ)

রঘুবংশের উক্ত বর্ণনা দ্বারা বোধ হইতেছে, কম্বোজদেশ সিন্ধুনদীর উত্তরভাগ এবং গৌরীগুরু † পর্ব্বতের নিকট ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণে গৌরগ্রীব এবং মহাভারতে সুবাস্তু নদীর সহিত গৌরীনদীর উল্লেখ দেখা যায়। এই সুবাস্তু ও গৌরী নদী বর্ত্তমান্ পঞ্জাবের উত্তরস্থ স্বাৎ প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত।

অতএব রঘুবংশের মত ধরিলে বর্ত্তমান সিন্ধু ও লণ্ডই নদীর উত্তরাংশে পূর্ব্বকালে কম্বোজনামক জনপদ ছিল। পূর্ব্বকালে কম্বোজবাসীরা সংস্কৃত কথা কহিত। (নিরুক্ত ২। ২)। [কম্বো দেখ।] ৪ (ত্রি) কম্বোজদেশবাসী।

কম্বোজ। (কম্বোডিয়া) জনপদবিশেষ। উত্তর সীমা লেয়স্‌দেশ, পূর্ব্বে কোচীন-চীন, দক্ষিণে শ্যামোপসাগর ও চীনসাগর এবং পশ্চিমে শ্যামদেশ। অক্ষা° ৮°৪৭′ হইতে ১৫° উঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পূর্ব্বকালে যখন কম্বোজ স্বাধীন ছিল, সেই সময়ে এই রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরাজগণ এই দূরদেশে রাজত্ব করিতেন; তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ, ধর্ম্মানুরাগ, দেবদ্বিজভক্তি, অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যমহিমা, বহু শতবর্ষ গত হইয়াছে, তথাপি এখনও কম্বোজের নগরে, কাননে ও পর্ব্বত-গহ্বরে শিলাফলক এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কম্বোজের প্রাচীন হিন্দুরাজকাহিনী এতদিন খনিগর্ভে মণির ন্যায় লুক্কায়িত ছিল, এতদিন পরে ফরাসীপণ্ডিতগণের গভীর গবেষণা-প্রভাবে সাধারণ সমক্ষে উন্মুক্ত হইয়াছে। হিন্দুগণের ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়। দীন দরিদ্র ধর্ম্মভীরু হিন্দু জানিতে পারিবেন, কম্বোজের প্রাচীন হিন্দু রাজগণ সুদূরবর্ত্তী কম্বোজরাজ্যে যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়; যাহা আমরা বিধর্ম্মী কবলিত ভারতবর্ষে খুঁজিয়া পাই না, সামান্য কম্বোজের ভিতর তাহাই দেখিতে পাইব।

পুরাতত্ত্ব।—বর্ত্তমান কম্বোজের বকু, বকং, লোলি, প্রে, ক্রিবস্‌জেলার অন্তর্গত চম্‌নম্, বটিজেলার ফ্নম্, চিসোব নামক পর্ব্বতে, বত্তম্বঙ্গজেলা (এক্ষণে শ্যামরাজ্যান্তর্গত), ফিমনক্, কেদিচর, এবং অঙ্গ-চম্‌নিক নামক স্থান হইতে প্রাচীন কর্ণাটী অক্ষরে অনেক সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল শিলালিপি পাঠে জানা যায় পূর্ব্বকালে কম্বোজ রাজ্য পশ্চিমে শ্যামদেশ হইতে পূর্ব্বে আনামের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার প্রাচীন অধিবাসীদিগকে 'কম্বুজ' বা 'কাম্বোজ' বলিত। এই কম্বোজজাতি বর্ত্তমান কম্বোজরাজ্যের আদিম অধিবাসী নয়। ইহাদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে—

"তক্ষশিলা হইতে অনতিদূরে রোমবিষয়ে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ বিচক্ষণ নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র যুবরাজ

* "বিনীতাধ্বশ্রমাস্তস্য সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ।
তত্র হূণাবরোধানাং ভর্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্।
কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরাঃ।
গজালানপরিক্লিষ্টৈরক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ॥
তেষাং সদশ্বভূয়িষ্ঠা স্তুঙ্গা দ্রবিণরাশয়ঃ।
উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকাঃ কোশলেশ্বরম্॥
ততো গৌরীগুরুং শৈলমারুরোহাশ্বসাধনঃ।" রঘু ৪ সর্গ।

† মল্লিনাথ 'গৌরীগুরু' শব্দের অর্থ হিমালয় লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গৌরীগুরু এখানে একটি স্বতন্ত্র পর্ব্বতকে বুঝাইতেছে। পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি 'গোরিয়া' (Goryaia) নামে এক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন (Ptolemy, Bk. VII. Ch. I.)। এই জনপদের মধ্য দিয়া গোরনদী প্রবাহিত। এই নদী বর্ত্তমান কাবুল নদীতে পতিত হইয়াছে। উহা ঋক্‌সংহিতা ও মহাভারতে গৌরীনদীনামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার চারিদিকে পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। কালিদাস এই পর্ব্বতমালাকেই গৌরীগুরুনামে উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই পর্ব্বত হইতেই গৌরীনদী উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশই টলেমি কর্ত্তৃক 'গোরিয়া' নামে উক্ত হইয়াছে।

'ক্র থং' গর্হিত কর্ম্মের জন্ত রাজ্য হইতে নির্বাসিত হন। সেই রাজকুমার নানাস্থান অতিক্রম করিয়া এই কম্বোজরাজ্যে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।"

যদি এই প্রবাদ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, সেই রাজকুমার পঞ্জাব ও কাবুলের উত্তরস্থ কম্বোজ নামক প্রাচীন জনপদ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই দেশের এখনকার কাম্বোজদিগের সহিত কাশ্মীরী ও কম্বোদিগের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ এখানকার প্রাচীন দেবমন্দিরাদির নির্ম্মাণ-প্রণালীও কাশ্মীরের মন্দিরাদির ন্যায়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই কম্বোজরাজ্যের নাম হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সিন্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত 'কম্বোজ' হইতে হইয়াছে।

সেই রাজকুমার কোন্ সময়ে এ দেশে আগমন করেন, তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশ্মীর-রাজ তুঞ্জিনের রাজত্বকালে (৩১৯ খৃঃ অঃ) ভারতের পশ্চিমপ্রদেশে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ সেই সময়ে এই দেশে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কতদূর সত্য, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিলাম না।

এখানকার সংস্কৃত শিলালিপিতে 'কিরাত' জাতির নাম পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ তাহারাই এ দেশের আদিম নিবাসী। মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণানুসারেও ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমান্তবাসীর নাম কিরাত।

কম্বোজ ও আনাম্ (অন্নম্)-দেশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত অঙ্গদ্বীপ হওয়াই সম্ভব। এই দ্বীপের বিবরণে উক্ত হইয়াছে—

"অঙ্গদ্বীপং নিবোধধ্বং নানা সত্ত্বসমাকুলম্।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্দ্বীপং বহুবিস্তরম্॥
হেমবিক্রমসম্পূর্ণং রত্নানামাকরং ক্ষিতৌ।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সন্নিভং লবণাম্ভসা॥
তত্র চন্দ্রগিরির্ণামনৈক নির্ঝরকন্দরঃ।
তত্রসানুদরীচাস্য নানাসত্ত্বসমাশ্রয়া॥
স মধ্যে নাগদেশস্য নৈকদেশো মহাগিরিঃ।
কোটিভ্যাং নাগনিলয়ং প্রান্তে নদনদীপতেঃ॥"

ব্রহ্মাণ্ডে ৫৪ অঃ।

য়ুরোপীয় ঐতিহাসেরা বলেন যে, ১৫৬ খৃঃ চীনপতি মিং-হোয়াংতি টঙ্কিনে 'অন্নম্' নামে এক সামরিক জেলা সংস্থাপন করেন, তাহার নাম হইতে সমস্ত অন্নম্ বা আনাম দেশের নাম হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 'অন্নম্' শব্দ 'অঙ্গম্' শব্দের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অঙ্গরাজ্যের রাজধানীর নাম যেমন চম্পা, সেইরূপ এই অন্নম্‌দেশের রাজধানীর নামও চম্পা। এইজন্ত পূর্ব্বকালে (শিলালিপি অনুসারে) এই অন্নম্ দেশ চম্পারাজ্য বলিয়াও অভিহিত হইত। বর্ত্তমান কম্বোজের যে স্থান হইতে সর্ব্বপ্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম 'অঙ্গ-চম্‌নিক', ইহাও 'অঙ্গচম্পিক' বা 'অঙ্গচম্পা' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়। এই কয়েকটি প্রমাণের দ্বারা উক্ত স্থানকে এক স্বতন্ত্র অঙ্গদেশ বা অঙ্গদ্বীপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কম্বোজ এবং অন্নমের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতই সম্ভবতঃ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত 'চন্দ্রগিরি' বলিয়া মনে হয়।

[চম্পা শব্দে অন্যান্য কথা দেখ।]

ইতিহাস।—কম্বোজের হিন্দুরাজগণের প্রাচীন ইতি-হাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখনও সমস্ত শিলালিপি অথবা এখানকার প্রাচীন পুস্তকাদি সংগৃহীত হয় নাই, যদ্দ্বারা সেই ঘোর অন্ধকার হইতে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই।

অধুনাতন কম্বোজ হইতে যে সর্ব্বপ্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার সময় ৫২৬ শক। কিন্তু তাহাতে কোন রাজার নাম নাই। শিলালিপি হইতে যে সকল রাজার নাম বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে 'ভববর্ম্মা' নৃপতিই সর্ব্বপ্রথম। ভববর্ম্মের পর শিলালিপি অনুসারে যে যে হিন্দুরাজের নাম পাওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল—

রাজার নাম।		সময়।
ভববর্ম্মা	... ...	৫৪৮ শক।
মহেন্দ্রবর্ম্মা ঈশানবর্ম্মা	}	
জয়বর্ম্মা	... ...	৫৮৬-৫৮৯ শক (?)
ভববর্ম্মা	... ...	৫৮৯ শক।
পৃথিবীন্দ্রবর্ম্মা	.. ..	(?)
ইন্দ্রবর্ম্মা	(পৃথিবীন্দ্র বর্ম্মার পুত্র)	৭৯৯ শক।
যশোবর্ম্মা	(ইন্দ্রবর্ম্মার পুত্র) ...	৮১১ শক।
হর্ষবর্ম্মা	(যশোবর্ম্মার জ্যেষ্ঠপুত্র)	
ঈশানবর্ম্মা ২য়,	(যশোবর্ম্মার ২য় পুত্র)	৮৩২ শক।
জয়বর্ম্মা	(ইন্দ্রবর্ম্মার ২য় পুত্র, যশোবর্ম্মার ভ্রাতা)	৮৫০ শক।
হর্ষবর্ম্মা ২য়,	(জয়বর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা)	৮৬৪ "
রাজেন্দ্রবর্ম্মা	(হর্ষবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)	৮৬৬ "
জয়বর্ম্মা	(রাজেন্দ্রবর্ম্মার পুত্র)	৮৯০ "
উদয়াদিত্য বর্ম্মা ১ম	...	৯২২ "
জয়বীরবর্ম্মা		৯২৪

সূর্য্যবর্ম্মা	...	...	৯৩৯-৯৫০ শক।
উদয়াদিত্যবর্ম্মা ২য়,		...	৯৫১ শক।
হর্ষবর্ম্মা ৩য়, (উদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)			
উদয়াকরবর্ম্মা	...	...	৯৮৮ "
জয়বর্ম্মা	...	...	...
ধরণীধরবর্ম্মা	...	...	১০৩১ "
সূর্য্যবর্ম্মা	...	...	১০৩৪ "
জয়বর্ম্মা	(পরম বিষ্ণুলোক)		১১০৮ "

উপরোক্ত রাজগণের মধ্যে পৃথিবীন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রবর্ম্মা বকু নামক স্থানে ৮০০ শকে পৃথিবীন্দ্রেশ্বর নামে এক বৃহৎ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোবর্ম্মাও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যশোবর্ম্মার ভ্রাতা জয়বর্ম্মার সময় হইতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে। ইতিপূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধ ছিল না। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু এ সময়ে এখানকার কোন হিন্দুরাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। জয়বর্ম্মা পরম বিষ্ণুলোক সম্ভবতঃ ১১০০ শকে এখানকার প্রসিদ্ধ অঙ্কোরবটের দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই জয়বর্ম্মার পর শিলালিপিতে আর কোন হিন্দুরাজের নাম এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অনুসন্ধান চলিতেছে, ফল কতদূর হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ?

চীন ইতিহাসপাঠে জানা যায়, খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে কম্বোজরাজ চীনরাজের নিকট রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দী হইতে কম্বোজরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, কারণ সেই সময় হইতে আর হিন্দুরাজগণের নাম শুনা যায় না। যাহা হউক কম্বোজের বৌদ্ধইতিহাসও গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। বোধ হয়, শ্যামের বৌদ্ধরাজগণ প্রবল হইয়া উঠিলে, কম্বোজ শ্যামের অধীন হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসীরা বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে কম্বোজে প্রবেশ করেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে আনামরাজ খিয়া-লং ফরাসীপতি ষোড়শ লুইয়ের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। তদনুসারে ফরাসীরা যুদ্ধকালে আনামরাজকে সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের সাহায্যে খিয়া-লং তৎকালে টঙ্কিং ও কম্বোজ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃঃ অঃ, আনামরাজের মৃত্যু হয়। ১৮৪১ খৃঃ অঃ, তাঁহার পৌত্র তিএন্-ফ্রি রাজা হইয়া কয়েকজন ফরাসী ও স্পেনিস্ খৃষ্টান-ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রাণ বধ করিবার আদেশ দেন, তাহাতে সমস্ত ফরাসী ও স্পেনিস্গণ খেপিয়া উঠেন। ১৮৪৭ খৃঃ অঃ, কাপ্তেন রিগল-ডি-গিনোলি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র নিষ্পত্তি করিবার জন্য সসৈন্যে প্রেরিত হইলেন। আনামরাজ ফ্রান্সের আদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। তখন ফরাসী সেনাপতি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অনেকবার যুদ্ধ ঘটিল, কিন্তু তথাপি আনামরাজ ফরাসীদিগের নিকট অবনত হন নাই। আনামের গোলযোগ শুনিয়া ১৮৫৯ খৃঃ অঃ, কম্বোজের খৃষ্টানেরা একত্র হইয়া বিদ্রোহী হইল। নৌ-সেনাপতি গিনোলি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সৈগন নদী দিয়া কম্বোজে প্রবেশ করেন। এবার ফরাসীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে কম্বোজরাজ বিচলিত হইলেন। ১৮৬২ খৃঃ ২৬এ মে, আনামরাজ সন্ধি করিবার জন্য কম্বোজের রাজধানী সৈগননগরে দূত প্রেরণ করেন। ১৫ই জুন তারিখে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়। ফরাসীরা তাঁহাদের যুদ্ধব্যয়াদি এবং পূর্ব্বসন্ধিপত্রানুসারে তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ আদায় করিয়া লইলেন। এ সময়ে খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকের অবাধে ধর্ম্মপ্রচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে কম্বোজ আনাম ও শ্যামের অধীনে করদরাজ্যভুক্ত ছিল; একজন রাজপ্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত। ফরাসীরা কম্বোজরাজ্যে আসিয়া এখানকার মিকং নদীতীরবর্ত্তী প্রদেশের উর্ব্বরতা ও শস্যশালিতা দেখিয়া বিমোহিত হইলেন, তাঁহারা এই স্থান হস্তগত করিবার ইচ্ছা করিলেন। অন্যতম নৌ-সেনানায়ক গ্রাণ্ডেয়ার তত্রত্য রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হইলেন। রাজপ্রতিনিধি ফরাসীদের মনোভাব জানিতে পারিয়া আনামরাজের মতামত জানিবার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। কিন্তু ফরাসী দূত তাঁহার কথা শুনিলেন না। সে সময়ে কম্বোজ-রাজপ্রতিনিধির তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি ফরাসী বিপক্ষে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সন্ধি করিতে হইল। এই সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষে বাণিজ্য চালাইবার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। কম্বোজে ফরাসীদের যে সকল মালের মাসুল লাগিত তাহা রহিত হইল, এবং কম্বোজের উৎপন্ন দ্রব্যাদির যে মাসুল নির্দ্ধারিত ছিল, তাহাও উঠিয়া গেল। ফরাসীরা কম্বোজের নানাস্থানে এক একজন প্রতিনিধি (রেসিডিণ্ট) রাখিবার আদেশ পাইলেন এবং উদঙ্ নামক নগরে আপনাদিগের আবশ্যক মত বাটী, কারখানা ও গুদাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার জন্য জমি পাইলেন। কম্বোজরাজ ফরাসীদের অনুমতি ব্যতীত অপর কোন বৈদেশিক প্রতিনিধি উদঙ্ নগরে রাখিতে পারিবেন না, তাহাও সেই সন্ধিপত্রে স্থিরীকৃত হইল।

এতদিন কম্বোজপতি একজন সামান্য রাজপ্রতিনিধি মাত্র ছিলেন, এখন ফরাসীদিগের সাহায্যে রাজ উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের মত শ্যামরাজকে কর দিতে লাগিলেন।

১৮৬৫ খৃঃ অঃ, মিকং ও বৈকোনদীর মধ্যবর্ত্তী জলাভূমিতে দেশীয়েরা দলবদ্ধ হইয়া রাজবিদ্রোহী হয়, তাহারা ফরাসীদিগের উপর অত্যাচার এবং তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে কম্বোজের একজন সামন্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া কম্বোজরাজ নরোদনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তৎকালে ফরাসীরা কম্বোজরাজের সহিত যোগ দিয়া বিদ্রোহী দমনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সহজে কেহ বশ্যতা স্বীকার করিল না। এই যুদ্ধে দুই তিনজন ফরাসী সেনাপতি রণশায়ী হইয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃঃ, ১৬ই আগষ্ট, বিদ্রোহী-সামন্ত নিজ দলবল লইয়া প্রবলবেগে রাজধানী আক্রমণ করেন। এই সময়ে রাজপরিবারেরা দারুণ বিপদে পড়িলেন। ফরাসীদিগের প্রায় দুইশত রণতরী উদঙ্ নগরে থাকিয়া শত্রুদিগকে যথাসাধ্য বাধা দিতে থাকে। ১৭ই ডিসেম্বর আসিল, এই দিবস কম্বোজ-ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর দিন! এই দিনে রাজবিদ্রোহী কম্বোজবাসীরা আপনাদের জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য অকুতোভয়ে প্রাণপণে ফরাসী ও কম্বোজরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত সহস্র কাম্বোজ জন্মভূমির নাম লইয়া রণশয্যায় শয়ন করিল। এই যুদ্ধে ফরাসী ও কম্বোজের অনেক প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক বহু যত্ন, অনেক কষ্ট এবং বিস্তর সৈন্যক্ষয়ের পর বিদ্রোহীর করাল কবল হইতে কম্বোজ-রাজধানী উদঙ্ নগর রক্ষিত হইল।

এবার কম্বোজরাজ ফরাসীদিগের সাহায্যে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কম্বোজরাজ নরোদন নিজ নামে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ফরাসীরা মিকং নদী-কূলে উপনিবেশ স্থাপন করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

নগর।—এখন কম্বোজের প্রধান নগর সৈগন, ও পিঙ্গে (বন্দর)।

হিন্দুকীর্ত্তি।—প্রথমেই লিখিয়াছি, কম্বোজরাজ্যে প্রাচীন হিন্দুরাজগণ যে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বহুবর্ষ অতীত হইল বটে, কিন্তু এখনও তাহার কীর্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। কম্বোজের বন জঙ্গলে, মানবের অগম্যস্থানে, সেই অসাধারণ কীর্ত্তিরাশি পরিলক্ষিত হয়। উৎসাহী ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের যত্নে সেই পুরাকীর্ত্তিসমূহ জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হইতেছে। যত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম—

কম্বোজের নানাস্থানে যে সকল পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহা স্থান ভেদে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম অঙ্কোর বট, ২য় বকু ও লোলি, এবং ৩য় কম্বোজের দক্ষিণ ও মধ্যমাংশ।

১ম, অঙ্কোর বট।—শ্যামবাসীরা ইহাকে 'নখন্ বট' অর্থাৎ নগর-মন্দির বলিয়া থাকে। এই মহামন্দির অঙ্কোরনগর হইতে প্রায় দুইক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার মত বৃহৎ মন্দির অতি অল্পই দেখা যায়, মন্দিরের আয়তন প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে। ইহার পরিবেষ্টক প্রাচীর ১০৮০×১১০০ফুট এবং চারিদিকে ২৩০ ফুট বিস্তৃত খাত দ্বারা পরিবেষ্টিত। খাতের উপর দিয়া মন্দিরে যাইবার জন্য সুদৃঢ় সুরম্য স্তম্ভ-পরিশোভিত সেতু আছে। সেতুর পর পঞ্চতল গোপুর, তাহার মধ্য দিয়া মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে যাইতে হয়।

নৈঋত কোণ দিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলে ডান ধারে অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হয়। এখানে ভীষ্মের শরশয্যা দেখিতে পাইবে। মধ্যস্থলে কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত, তাঁহার দুইপার্শ্বে মুকুট ও কিরীট শোভিত কুরু ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দণ্ডায়মান! গজে ও রথে তেজঃপুঞ্জ মহারথীগণ অবস্থান করিতেছেন। পিতামহ ভীষ্মের অনতিদূরে গজের উপর রাজা দুর্য্যোধন ম্লানবদনে অপেক্ষা করিতেছেন। শত শত বর্ষ গত হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল মূর্ত্তির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; এই প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি সকল দূর হইতে দেখিলে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়।

মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমোত্তরভাগে রামায়ণের দৃশ্য। রাক্ষসবানরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। বিকট মূর্ত্তিধারী রাক্ষসবীরগণ রথে চড়িয়া বাণ বর্ষণ করিতেছে; মধ্যস্থলে রাম হনুমানের উপর বসিয়া রাবণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ দণ্ডায়মান। সিংহ-যোজিত রথে রাবণ রামের শরপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

উত্তর পশ্চিমভাগে দেবাসুরের সমর-দৃশ্য। বিবিধ মূর্ত্তি-ধারী মুকুটশোভিত দেবগণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বাণ ত্যাগ করিতেছেন। বিকট মূর্ত্তিধারী অসুরগণও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। এখানকার মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রদেবের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অতি সুন্দর। দেবগণ স্ব স্ব বাহনে আরূঢ়।

উত্তরপূর্ব্বমঞ্চ।—এখানেও দেবাসুরে যুদ্ধ। চতুরানন, পঞ্চানন, ষড়ানন, গরুড়োপরি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু অসুর দলন করিতেছেন। বহুমুখ ও বহু হস্তবিশিষ্ট দেবগণ অশ্বে, গজে, সিংহে বা গণ্ডারে আরোহণ করিয়া তীর ধনুক হস্তে যুদ্ধে ব্যাপৃত। যুদ্ধস্থলের অদূরে জটাজুটবিলম্বিত ত্রিশূলধারী মহাদেব মূর্ত্তি, সিদ্ধর্ষি যোগীগণ পুষ্পকরে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন।

উত্তরভাগের কিছু পূর্ব্বে আবার একটি মঞ্চ।—এখানকার শিল্পনৈপুণ্য ও স্থাপত্যকার্য্যাদি এখনও শেষ হয় নাই, সকলই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এখানেও পৌরাণিক দৃশ্য। বিষ্ণু গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া একজন গজারোহী অসুরকে বিনাশ করিতেছেন। আরও অনেক দেবাসুর মূর্ত্তি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।

পূর্ব্বদক্ষিণ ভাগে সমুদ্রমন্থন দৃশ্য। কি শিল্পকার্য্যে, কি চিত্রকার্য্যে, কি স্থাপত্যবিদ্যায় সর্ব্ববিষয়ে এই মঞ্চটি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সমুদ্রমন্থনের এমন জীবন্ত দৃশ্য বোধ হয় আর কোথায়ও নাই। মধ্যস্থলে কূর্ম্মের উপর মন্দরাচল স্থাপিত, তদুপরি বিষ্ণু; মন্দর বাসুকীদ্বারা বেষ্টিত, নাগরাজের মুখের দিকে প্রায় ১০০ শত বিকটাকার দৈত্য মূর্ত্তি, এবং পুচ্ছভাগে ১০০ দেবমূর্ত্তি। দৈত্যগণকে দেখিতে খর্ব্ব, বলিষ্ঠ, শিরস্ত্রাণ ও কবচাবৃত, সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল ও লম্বা দাড়ী আছে। দেবগণের মাথায় মুকুট, কণ্ঠে হার, হস্তে বলয়, দুই থাক অঙ্গদ ও যজ্ঞসূত্র শোভিত। এই দুই শত মূর্ত্তি ঠিক একভাবে দণ্ডায়মান।

যেখানে সমুদ্রমন্থন হইতেছে, তাহার উপরিভাগের দৃশ্য অতি চমৎকার। যেন শত শত স্বর্গবিদ্যাধরী ও অপ্সরাগণ আকাশপথে নৃত্য করিতেছে। তাহার অধোভাগে সাগরের দৃশ্য। নানাপ্রকার সামুদ্রিক জীবজন্তু মৎস্যাদি এই কল্পিত সমুদ্রে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। স্বচ্ছ সলিলে কেমন ধীরে ধীরে স্রোত বহিতেছে!

তাহার পর দক্ষিণপূর্ব্বভাগে আর একটি মঞ্চ। এখানে যমালয়ের দৃশ্য। পাপের নিগ্রহ, পুণ্যের পুরস্কার; স্বর্গ ও নরকের সুখ ও দুঃখের দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে নরকযন্ত্রণার ৩৬টি মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তির নিম্নে খোদিত-লিপিতে যে প্রকার পাপ করিলে যেরূপ নরক ভোগ হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত মঞ্চ ছাড়াইয়া পশ্চিমে কিছুদূর গমন করিলে আর একটি সুদৃশ্য মঞ্চ নয়নগোচর হয়। এখানে কম্বোজের রাজগণ ও রাজপরিবারগণের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এখানকার কারুকার্য্যের পারিপাট্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়; এমন জাঁকজমক দৃশ্য কম্বোজের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! কোথাও পীনোন্নত পয়োধরা সুচারুহাসিনী রাজমহিলাগণ বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া মহাপায়ায় বসিয়া সমারোহ মধ্য দিয়া যাইতেছেন, উপরে চিত্রবিচিত্র চন্দ্রাতপ দোদুল্যমান; আবার তাহারাই পশ্চাতে দিব্যরূপধারিণী মনোমোহিনী রাজকন্যাগণ নরচালিত রথে আরোহণ করিয়া আছেন, যেন কোথায় যাইতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সখীগণ পুষ্পচয়ন করিয়া উপহার দিতেছে, দাসদাসীগণ নিকটবর্ত্তী ফলশালী বৃক্ষ হইতে ফল লইয়া ছোট ছোট বালকবালিকাকে বিতরণ করিতেছে। রাজকন্যাগণের পার্শ্বসহচরীগণ কেহ চামর ব্যজন করিতেছে, কেহ মাথায় ছাতি ধরিয়াছে, কেহ সুস্বাদু ফল লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহারই অদূরে নির্জ্জন উপবন-দৃশ্য! গিরিমালা মধ্যে তরুরাজী,—তরুতলে মৃগশিশু খেলা করিতেছে; তরুশাখায় নানাবিধ পক্ষী বসিয়া আছে।

মঞ্চের উপরিভাগে সশস্ত্র কবচাবৃত রাজপুরুষ, নর্ত্তক এবং ধানুকীগণ দণ্ডায়মান। ইহাদের বেশভূষাও রাজসভার উপযোগী। সম্মুখে রাজসভা। কুণ্ডলধারী জটাজুটবিলম্বিত ব্রাহ্মণগণ গম্ভীরভাবে সমাসীন, রাজা ও রাজকুমারগণ পদোচিত বেশভূষা করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট, অস্ত্রধারী যোদ্ধাগণ রাজসভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন। প্রাচীন হিন্দুরাজসভা যেরূপ ভাবে হইত, এই দৃশ্য দেখিলে তাহার কতকটা ধারণা হইতে পারে। পরমবিষ্ণুলোক জয়বর্ম্মা অঙ্কোর বটের উক্ত মহাকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

অঙ্কোর বট নামক মন্দির হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দূরে আরও তিনটি পবিত্র স্থান আছে, তাহাদের নাম বকং, বকু ও লোলি।

বকঙের মন্দির অতি প্রাচীন, দেখিতে ত্রিকোণাকার, ছয়তলে বিভক্ত, প্রত্যেক তলে নির্গম আছে, উপর উপর স্থাপিত হইয়া শেষে ৩৪ হাত উচ্চ ত্রিভুজ মন্দিররূপ ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেকের মধ্যস্থলে সিঁড়ি, তাহাতে সিংহমূর্ত্তি খোদিত ছিল, এখন প্রায় আর নাই। নির্গমের প্রত্যেক কোণে গজমূর্ত্তি। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ৮টি ইষ্টকনির্ম্মিত ছোট মন্দির আছে। এখানকার লোকেরা বলে, এই অবধি প্রধান মন্দিরের সীমা। ৮টি মন্দিরের তোরণ-প্রাচীরে সংস্কৃত ভাষায় ৮।১০ ছত্র লিপি খোদিত আছে, এতদ্দ্বারা মন্দিরনির্ম্মাতার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কম্বোজরাজ ইন্দ্রবর্ম্মা হরগৌরী পূজার জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

বকু নামক স্থানে পাশাপাশি ছয়টি শিবমন্দির আছে, প্রত্যেক মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের প্রাচীরে বকঙের মন্দিরের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় লিপি খোদিত আছে। বকঙের মন্দিরে কেবল সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি বাহির হইয়াছে, কিন্তু বকুর মন্দিরে সংস্কৃত এবং কম্বোজে প্রচলিত খ্মের ভাষার শিলা-লিপিও পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি অনুসারে পরমেশ্বর ও ইন্দ্রেশ্বর নামে এই দেবমন্দিরগুলি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। বকুতে তিনটী শক্তিমন্দিরও আছে। মন্দিরের কারুকার্য্য অতি পরিপাটী, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

বকু হইতে প্রায় পোয়াখানেক পথ উত্তরে গমন করিলে লোলিনামক স্থান পাওয়া যায়। এখানে চারিটি ইষ্টক নির্ম্মিত দেবমন্দির আছে। স্থানে স্থানে ভগ্নস্তম্ভ সকল পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলেই বোধ হইবে যে সেখানে কোন বৃহৎ দেবালয় ছিল, এখন মক্ষিকা ও ভিত্তির সামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে। প্রত্যেক মন্দিরের ডান পাশে অনুশাসন-লিপি খোদিত রহিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায়, কম্বোজ-রাজ যশোবর্ম্মা ৮১৫ শকে শিব ও ভবানীর সেবার্থ উক্ত মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করেন। তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী-গণকে দেবসেবায় বিশেষ মনোযোগ করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

উপরে যে মন্দিরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম, ঐ সকল ছাড়া আরও অনেক মন্দির আছে, তন্মধ্যে বেওন-নগরের ব্রহ্মমন্দিরগুলিই সর্ব্বপ্রধান। শিল্পশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত-গণের মতে অঙ্কোর-বটের মন্দির অপেক্ষা কম্বোজের ব্রহ্মমন্দিরগুলি সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। কি শিল্পনৈপুণ্যে, কি কারুকার্য্যে, কি স্থাপত্যকর্ম্মে, ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাতাগণ স্ব স্ব প্রাধান্য দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ যাহা আমরা সমস্ত ভারতে খুঁজিয়া পাই না, সেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মন্দির কম্বোজে

ব্রহ্মমন্দির

দেখিলাম। এই ব্রহ্মার মন্দির দেখিলে আমাদের কত কথাই মনে আসে! আমাদের আরাধ্য বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্-গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মার উপাসনা দেখিতে পাই, এই ব্রহ্মাই আর্য্যজাতির সর্ব্বপ্রথম উপাস্য দেবতা। উপনিষদে নিরা-কার পরমব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন, পুরাণে ইনিই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। পুরাণে আমরা অনেক ব্রহ্মতীর্থের নামও পাঠ করিয়াছি, কিন্তু ভারতবর্ষের কোন স্থানে যে ব্রহ্মার মন্দির আছে, তাহা দেখি নাই অথবা শুনি নাই।

কম্বোজের হিন্দুগণ তবে কোথা হইতে এই ব্রহ্মমন্দিরের তত্ত্ব পাইলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও কঠিন। সম্ভবতঃ যখন ভারতের উত্তরস্থ কম্বোজদেশবাসী কাম্বোজগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এই সুদূর প্রদেশে আগমন করেন, বোধ হয় তৎকালে সেই আদি কম্বোজদেশে ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরও নির্ম্মিত হইত। কত শত বর্ষ গত হইয়াছে, বিধর্ম্মীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাহার চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হইয়াছে। জানি না, ভবিষ্যদ্গর্ভে কি নিহিত আছে! হয় ত হিমালয়ের দুর্গম তুষারবেষ্টিত গহ্বর মধ্য হইতে এই ব্রহ্মমন্দির অথবা ইহার গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, মধ্য এসিয়ায় ব্রহ্মমন্দির ছিল, প্রাচীন কাম্বোজেরা এখানে আসিয়া তদনুসারে ব্রহ্মালয় নির্ম্মাণ করেন। এ কতদূর সত্য? ভগবানই জানেন।

এখানকার ব্রহ্মমন্দিরগুলির একটু বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক মন্দিরের চূড়ায় ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ শোভা পাইতেছে। এক একটি বৃহৎ ব্রহ্মমন্দির অঙ্কোরবটের সমকক্ষ হইতে পারে। অতি ক্ষুদ্র যেটি তাহারও আয়তন ও গঠনপ্রণালী নিতান্ত সামান্য নয়। পূর্ব্বপৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মমন্দিরের চিত্র দেওয়া গেল। মন্দিরের অভ্যন্তর যে প্রণালীতে এবং যেরূপ কৌশলে নির্ম্মিত, তাহা চিত্র করিয়া দেখান যায় না। মূল কথা, শিল্পীগণ প্রাণ ভরিয়া নিজ নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

যেখানে বড় মন্দির আছে, তাহারই নিকট আরও কয়েকটি ছোট ছোট ব্রহ্মমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

বেওননগরের পূর্ব্বে অর্দ্ধক্রোশ দূরে 'পতন্ তা কুম্' নামক এক প্রথমশ্রেণীর উচ্চ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সংস্কৃত নাম ব্রহ্মপত্তন অর্থাৎ যে নগরে ব্রহ্মমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এই মন্দির চতুরস্র, প্রতি দিক্ প্রায় ৪০০ ফুট বিস্তৃত। পূর্ব্বে ইহার বহির্দৃশ্য যেমন নয়নপ্রীতিকর ছিল, এখন তাহার কণামাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন মন্দিরের চারিদিকে বন জঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে, মন্দির ভেদ করিয়া মহীরুহগণ মস্তক উত্তোলন করিতেছে। স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বন্য জীব জন্তুর বাসস্থান হইয়াছে। যেখানে পূর্ব্বে শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত, এখন তথায় দিবাভাগেও শিবার উচ্চরব শ্রুত হয়! বিধির নির্ব্বন্ধ! হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। কেবল মন্দির নয়, কম্বোজের ক্রোমি নামক পর্ব্বত হইতে অনেক ব্রহ্মমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। কাশীতে শিবলিঙ্গ যেমন ছড়াছড়ি, এই পর্ব্বতেও তদ্রূপ অসংখ্য ব্রহ্মমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

কম্বোজরাজগণও ব্রহ্মার প্রতি সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইতেন। এখানকার প্রাচীনলোকের মুখে গল্প শুনা যায় যে, একজন রাজা কোন নাগরাজের কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহাতে নাগরাজের উৎপাতে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, শেষে নগরদ্বারে এক ব্রহ্মমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, তাহাতে তাঁহার সকল ভয় দূর হইল। নাগরাজ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি অদ্যাপি নগরদ্বারে রহিয়াছে। একজন চীনপরিব্রাজক ১২৯৫ খৃঃ অব্দে এখানে আগমন করেন, তিনি ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া পঞ্চানন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারই ভ্রম বলিতে হইবে, অথবা চীনপরিব্রাজক বৌদ্ধগণের রীত্যনুসারে যেখানে যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাহাই বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

যাহা হউক, বৌদ্ধদিগের দেখিবার জিনিসও কম্বোজের নানাস্থানে পড়িয়া আছে, কোথাও বৃহৎ পাষাণে খোদিত ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি, কোথাও প্রত্যেকবুদ্ধ, কোথাও বা বুদ্ধনির্ব্বাণের আধ্যাত্মিক দৃশ্য রহিয়াছে। এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে, কম্বোজের পুরাতত্ত্ব জানিবার জন্য ফরাসীপণ্ডিতগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ভবিষ্যতে আরও কত কি নূতন কথা জানিতে পারিব।

আব হাওয়া।—কম্বোজের জল বায়ু বঙ্গদেশের ন্যায়। এখানে জ্যৈষ্ঠমাস হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত বর্ষা হয়, এই সময়ে উত্তরপূর্ব্ব বায়ু বহিতে থাকে। দক্ষিণপশ্চিম বাতাস হইলে ভূমি শুষ্ক হয়। এখানে তাপমান যন্ত্রের ১০৩° তিন ডিগ্রির অধিক কখন উত্তাপ হয় না এবং যখন অধিক শীত হইতে থাকে, তখন ৫৭° ডিগ্রি পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। দেশীয় এবং য়ুরোপীয় উভয়ের পক্ষেই এই স্থান অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। কম্বোজদেশ সমতল, নদীতটস্থ স্থান অতিশয় উর্ব্বরা ও ফলশালী।

উৎপন্নদ্রব্য।—ধান্য, পান, সুপারি, চন্দনকাষ্ঠ, ও রেবন্দচিনি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। লৌহ, রৌপ্য, ও হস্তিদন্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। খৃষ্টের নবম শতাব্দীতে দুইজন আরব্য ভ্রমণকারী কম্বোজে আগমন করেন, তাঁহারা লিখিয়াছেন "জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্‌লিন্ এই কম্বোজে পাওয়া যায়, এখানে প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানি হয়।"

জীবজন্তু।—হস্তী, মহিষ, মৃগ ও গোমেষাদি বন জঙ্গলে দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষা।—কম্বোজে খ্মের ও আনামী ভাষা প্রচলিত। এখানকার কাম্বোজেরা প্রধানতঃ খ্মের ভাষায় কথা কয়; এই ভাষাই এখানকার আদিভাষা বলিয়া বিবেচিত।

(কম্বোজ দেশের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করা আবশ্যক—

Henri Mouhot's Travels in Indo-China, Cambodia, and Laos. Die Völker der Oestlichen Asien von Dr. A. Bastian.— J. Garnier's Voyage d' Exploration en Indo-Chine.— Abel Remusat's Nouveaux Melanges Asiatiques.—Croizier's L'Art Khmer; Légendes Indo-Chinoises relatives aux monuments de pierre de' l'ancien Cambodge.-Aymonier's Notice sur le Cambodge, Geographie du Cambodge.— Journal Asiatique 1882-83-84; Journal of the Indo-Chino Society of Paris 1877-78; Journal of the Anthropological Society of Bombay, Vol. I. p. 505-532.)

কম্ব্বাতায়ী [ন্] (পুং) শঙ্খচিল।

কম্ভ (ত্রি) কং জলং সুখং বা অস্যাস্তি, কম্-ভ (কংশংভ্যাং-বভযুস্তিতুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮।) ১ জলযুক্ত। ২ সুখী।

কম্ভারী (স্ত্রী) কং জলং বিভর্ত্তি ধারয়তি, কম্-ভৃ-অণ্-ঙীপ্, ঙীষ্ বা। গাম্ভারী বৃক্ষ। [গাম্ভারীদেখ]

কম্ভু (ক্লী) কং জলং তত্তুল্যং শৈত্যং বিভর্ত্তি, কম্-ভৃ-ডু। উশীর, বেণামূল।

কম্র (ত্রি) কাময়তি, কম্-র (নমিকম্পিস্ম্যজসকমহিংস-দীপো রঃ। পা ৩।২।১৬৭।) ১ কামুক। ২ কাম্যতে অসৌ। কমনীয়, মনোহর। (কাম্যং কম্রং কমনীয়ং সৌম্যঞ্চ মধুরং প্রিয়ম্। হেম ৬।৮১।)

কম্রা (স্ত্রী) কম্র-টাপ্। ১ কমনীয়া, মনোরমা। ২ কামুকী। ৩ গঙ্গা। ("কমনীয়জলা কম্রা কপর্দ্দি সুকপর্দ্দগা।" কাশী ২৯। ৪৪।)

কয় (ত্রি) কিম্ পৃষোদরাদিত্বাৎ বেদে কয়াদেশঃ। ১ কি। কো বায়ু ইব যাতি গচ্ছতি অথবা কং জলমিব যাতি। ক-যা-ড। ২ বয়ঃ, বয়ঃক্রম। (পুং) ৩ দৈত্যবিশেষ, অপর নাম কাসার। বালিখিল্যের নিকট ইনি বেদের একখানি সংহিতা শিক্ষা করেন। (ভাগবত)

কয়লা। (হিন্দী) বৃক্ষাদির দগ্ধাবশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ কঠিন পদার্থকে এদেশে সাধারণতঃ "কয়লা" বলে। আপাততঃ কয়লা দুই-প্রকার দেখা যায়, অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠাদির কয়লা আর ভূগর্ভোত্তলিত খনিজ কয়লা। খনিজ কয়লাকে সংস্কৃত ভাষায় "মৃদঙ্গার" বলে, এবং কাষ্ঠের কয়লা "অঙ্গার" নামেই প্রচলিত। খনিজ কয়লাও ভূগর্ত্তস্থ আভ্যন্তর তাপে দগ্ধাবশিষ্ট রাসায়নিক ক্রিয়াউৎপন্ন বৃক্ষাদিরই অবশিষ্টাংশ বটে। জীবশরীর হইতেও কয়লা উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প।

"কয়লা' এই পদার্থের বাঙ্গালা নাম নহে, কয়লা হিন্দী নাম। যথা "কয়লা কি ময়লা ছুটে যব আগ করে পরবেশ।' ইহার সংস্কৃত নাম অঙ্গার "অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" এই "অঙ্গার' শব্দের অপভ্রংশ "আঙার" ইহার বাঙ্গালা নাম। এখন কয়লা নামই চলিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা—

হিন্দী—কোয়লা, কয়লা।
বাঙ্গালা—আঙার, আঙ্রা, কয়লা।
দাক্ষিণাত্য—কোলসা।
তামিল—করি বা সিমাই করি।
তেলগু—বোগ্গু বা সিম বোগ্গু।
মলয়—করি।
কর্ণাটী—ইদ্দাল্লু।
গুজরাটী—কোয়লো বা কোলসো।
সৈংহলী—অঙ্গূরু।
আরবী—ফাম।
পারসীক—জুঘাল্।
ব্রহ্ম—মিয়ুএ বা মীদূ-য়ে।

কয়লার প্রাকৃতিক গঠনপ্রণালীর নিয়মানুসারে পদার্থ-তত্ত্ববেত্তারা কয়লার কয়টী শ্রেণী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। খনিজতত্ত্বজ্ঞেরা সাধারণতঃ ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে একভাগ শিলাজতুবিশিষ্ট, অপর ভাগে উহা নাই। শিলাজতুহীন কয়লাকেই "পাথুরে কয়লা" বলে। পাথুরে কয়লা বড় শক্ত হয়। ইহা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। এই কয়লা পুড়িবার সময় ধূম হয় না। আমেরিকায় এই জাতীয় কয়লায় দোয়াত, বাক্স প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তুও প্রস্তুত হয়। শিলাজতুবিশিষ্ট কয়লার নানাবিধ শ্রেণী ও প্রত্যেক শ্রেণীর স্বতন্ত্র নাম আছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে শিলাজতুর পরিমাণের বিভিন্নতা আছে। পাথুরে কয়লা অপেক্ষা এই কয়লা অনেক কোমল। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব পাথুরেকয়লা অপেক্ষা অল্প। পাথুরেকয়লার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৩ হইতে ১·৭৫ পর্য্যন্ত হয়, কিন্তু শিলাজতুবিশিষ্ট কয়লার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৫ অপেক্ষা প্রায় বেশী হয় না।

পিচ কয়লা—এই জাতীয় কয়লার বর্ণ ঈষৎ ধূসর কৃষ্ণ-বর্ণের মখমলের ন্যায়। ইহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে পট্ পট্ করিয়া ফাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু

তাহার পরেও যদি উত্তাপ পায়, তাহা হইলে আবার সব গলিয়া ডেলা হইয়া জলিতে থাকে। জলিবার সময় এই কয়লার অগ্নিশিখা ঈষৎ পীতবর্ণ দেখায়। পিচকয়লা জলিবার সময় মুহুর্মুহু উল্টাইয়া না দিলে ইহার আগুন নিবিয়া যায়। কারণ ইহা গলিতে গলিতে জমিয়া যায় এবং আগুন "মেড়ো" পড়িতে থাকে। ইংলণ্ডের অন্তর্গত নিউকাস্‌ল নামকস্থানের খনিতে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

গুট্‌কে কয়লা (Cherry coal)—ইহা দেখিতে ঠিক পিচ কয়লার মত। পিচকয়লার মত ইহাও অগ্নিস্পর্শ করিবামাত্র ফাটিয়া ছড়াইয়া যায়। পিচকয়লার মত এ কয়লা গলিতে গলিতে জমাট বাঁধিয়া যায় না। গুট্‌কে কয়লা বড় ভঙ্গপ্রবণ, এজন্য খনি হইতে তুলিবার সময় যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ইহা পুড়িবার সময় পরিষ্কার পীতবর্ণের শিখা উঠিতে থাকে। ইংলণ্ডের গ্লাসগো নামক স্থানের খনিতে এই কয়লাই অধিক।

বাতি কয়লা—ইহার ঔজ্জ্বল্য নাই। ইহার গঠন বেশ দৃঢ় এবং মসৃন। অগ্নি লাগিলে ইহা এবড়ো থেবড়ো হইয়া ফাটিয়া চটিয়া যায়। বাতি কয়লা অতি শীঘ্র জলিয়া যায় এবং ইহা হইতে পীতবর্ণের অগ্নিশিখা উঠিতে থাকে। ইহা অগ্নিতে গলে না, পাথুরে কয়লার ন্যায় পুড়িতে থাকে। ইহা হইতে এক প্রকার বাতি প্রস্তত হয়। ইহাতেও দোয়াত, নস্যদান প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তত হইয়া থাকে।

কাঠকয়লা—যে কয়লা হইতে কাষ্ঠের অংশ এখনও সম্পূর্ণরূপে কয়লায় পরিণত হয় নাই, তাহাকে "কাঠকয়লা" বলে। ইহার বর্ণ ঈষৎ পাট্‌কিলা কৃষ্ণবর্ণ। ইহা পুড়িবার সময় অতিশয় গন্ধ নির্গত হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহার গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করিলে ইহার অপরিবর্ত্তিত কাষ্ঠাংশ সকল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উপকূলভাগে এই কয়লা পাওয়া যায়। ইহাতে জলীয়াংশ অধিক থাকে; এমন কি ইহাতে যত অঙ্গারসার থাকে, জলীয়াংশও প্রায় ততটা থাকে। প্রাচীনতম কয়লাস্তর অপেক্ষা এরূপ কয়লাস্তরগুলি আধুনিক বলিয়া অনুমিত হয়।

মসীকৃষ্ণকয়লা—ইহাও একপ্রকার শিলাজতুবিশিষ্ট কয়লা। ইহা বৃক্ষশাখার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া ভূস্তর মধ্যে জন্মে। ইহা কোমল এবং ভঙ্গপ্রবণ, এবড়ো থেবড়ো ভাবে চিড়খাওয়া। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব জল অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহার বর্ণ ঠিক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মখমলের মত। ইহার রজনের ন্যায় এক প্রকার ঔজ্জ্বল্য আছে। দক্ষিণ ভারতে ইহা পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা হইতে কাঁচকড়ার গহনার মত এক প্রকার গহনা প্রস্তত হয়। মন্দগুলি আলানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা যখন পুড়িতে থাকে, তখন সবুজবর্ণের শিখা উঠিতে থাকে, মেটেতৈলের কড়াগন্ধ বাহির হয়। ইহাতে শতকরা ৩৭° ভাগ দাহ্য ও বায়বীয় পদার্থ আছে।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই কয়লার খনি আছে। এই সকল খনিতে যে সকল কয়লা পাওয়া যায়, তাহা য়ুরোপের কয়লার ন্যায় ভূস্তর-সংগঠনের অঙ্গার-যুগের বস্তু নহে। দাক্ষিণাত্যে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহাকে গোণ্ডবন কয়লা (Gondwana system) বলিয়া থাকে। ভূস্তর সংগঠনের দ্বিতীয় যুগে যে সকল অঙ্গারস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের গঠনপ্রকরণ যেরূপ এই গোণ্ডবন কয়লাও সেইরূপ। দাক্ষিণাত্যের বহির্ভাগে যে সমস্ত কয়লার খনি আছে, তাহার গঠনভঙ্গিমা ভূস্তর-সংগঠনের তৃতীয় যুগের ন্যায়।

গোণ্ডবন কয়লা উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে ও মধ্যভারতে পাওয়া যায়। ভূস্তর-গঠনের তৃতীয় যুগোৎপন্ন কয়লা সৈন্ধবীয় ও গাঙ্গ্য প্রদেশের বহির্ভাগে সকল স্থানে উৎপন্ন হয়। এই দুই প্রকার কয়লার মধ্যেও আবার ভাল মন্দ প্রভেদ আছে। উভয়বিধ কয়লার মধ্যে যাহা এ পর্য্যন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট য়ুরোপীয় কয়লার ন্যায়। গোণ্ডবন কয়লায় ভস্মভাগ কিছু বেশী, কোন স্থানের কয়লায় আবার জলীয় ভাগও বেশী থাকে। তৃতীয় যুগের কয়লায় ভস্মভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং দাহ্যপদার্থের অংশ বেশী থাকে। গোণ্ডবন কয়লা অপেক্ষা ইহা লঘু। গোণ্ডবন কয়লার মধ্যে বাঙ্গালা দেশজাত কয়লা ও তৃতীয় যুগের কয়লার মধ্যে আসামের কয়লাই প্রধান গণ্য। এই দুই দেশের কয়লায় কি পরিমাণ দাহ্য পদার্থ, জলীয়াংশ ও ভস্ম আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

	বাঙ্গালার কয়লা		আসামের কয়লা	
	সাধারণ	উৎকৃষ্ট	সাধারণ	উৎকৃষ্ট
ভস্ম ...	১৬·১৭	৪·৪০	৩·৯	·৪
জলীয়াংশ ...	৪·৮০	·৯৬	৫·০	...
দাহ্যপদার্থ (জলশূন্য)	২৫·৮৩	২৮·১২	৩৪·৬	৩৩·৫
অঙ্গারসার	৫৩·২০	৬৬·৫২	৫৬·৫	৬৬·১

বাঙ্গালায় যে সকল স্থানে কয়লার খনি আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

রাণীগঞ্জক্ষেত্র—ভারতবর্ষের যেখানে যত কয়লা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই ক্ষেত্রই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রয়োজনীয়। কলিকাতার অতি নিকটে এবং

ভারতের প্রধান রেলপথের উপর অবস্থিত বলিয়া ইহার ব্যবসায় অতি বিস্তৃত। পশ্চিম বাঙ্গালার পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই ক্ষেত্র, কলিকাতা হইতে ১২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৫০০ শত বর্গমাইল ভূমি হইতে কয়লা উত্তোলিত হয়, কিন্তু অনুমান হয় যে ইহার দ্বিগুণ স্থানে কয়লার খনি আছে, কারণ যতই খনি বিস্তৃত হইতেছে, ততই পূর্ব্বদিকে খনির গভীরতা ও কয়লার আধিক্য দেখা যাইতেছে। এই ক্ষেত্র হইতে যাহা নষ্ট হইবে তাহা (অর্থাৎ ঝড়্তি পড়্তি) বাদ দিয়া প্রায় ১৪০০০০০০ টন কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রের কয়লার শিরাগুলির (Seam) মধ্যে কোন কোনটা প্রায় ৭০।৮০ ফুট মোটা। কয়লার শিরা বেশী মোটা হইলে তাহাতে ভাল কয়লা পাওয়া যায় না।

ঝড়িয়া বা ঝেড়িয়া—রাণীগঞ্জের কয়লাক্ষেত্র হইতে পশ্চিমে ৮ ক্রোশ দূরে, দামোদর নদীর নিকটে অবস্থিত। এই ক্ষেত্র সমস্তই মানভূম জেলার অধীন। প্রায় ২০০ মাইল বিস্তৃত। ইহার শিরায় যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা রাণীগঞ্জের কয়লা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ইহাতে জ্বালানি অংশ অধিক আছে। এই ক্ষেত্রের শিরাগুলি সকল স্থানে সমান মোটা নহে। এই ক্ষেত্র হইতে ৪৬৫০০০০০০ টন কয়লা উঠে।

বোকারোক্ষেত্র—ঝড়িয়া ক্ষেত্রের পশ্চিমে ২ মাইল দূরে দামোদরের নিকটে এই ক্ষেত্র অবস্থিত। ক্ষেত্রটি ২২০ মাইল বিস্তৃত। এখানকার কয়লা মধ্যবিধ। শিরাগুলি খুব দীর্ঘ। একটি শিরা ৮৩ ফুট মোটা। এখানে প্রায় ১৫০০০০০০০০ টন কয়লা পাওয়া যাইতে পারে।

রামগড়ক্ষেত্র—বোকারো ক্ষেত্রের দক্ষিণে এই ক্ষেত্র অবস্থিত। ইহার কয়লা বড় ভাল নহে। এখানে শিরা অনেক আছে, কিন্তু সেগুলি বড় বেশী দূর বিস্তৃত নহে। পশ্চিম সীমায় হাজারীবাগ হইতে রাঁচি পর্য্যন্ত এক রাস্তা আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, এই দিকে আপনা হইতেই ভূমির উপরিভাগে কয়লা বাহির হইয়া পড়ে, দেশীয় লোকেরা এই কয়লা সংগ্রহ করিয়া রাঁচিতে বেচিতে লইয়া যায়। রামগড়ক্ষেত্র ৪০ বর্গমাইল বিস্তৃত এবং এখানে প্রায় ৫০০০০০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে।

উত্তরকরণপুরক্ষেত্র—রামগড়ের পশ্চিমে। দামোদরের উৎপত্তিস্থানের নিকট এই ক্ষেত্র অবস্থিত। প্রায় ৪৭২ মাইল বিস্তৃত। কয়লাও প্রায় ৮৭৫০০০০০০০ টন উঠিতে পারে।

দক্ষিণকরণপুর—উত্তর করণপুর ক্ষেত্রের দক্ষিণে প্রায় ৭২ বর্গমাইল বিস্তৃত। এখানে কয়লা প্রায় ৭৫০০০০০০ টন আছে। এই খনির কয়লা বড় উত্তাপজনক।

চোপক্ষেত্র—এই ক্ষুদ্র ক্ষেত্র কেবল ১ বর্গমাইল বিস্তৃত। হাজারীবাগ মালভূমির উপর বিস্তৃত।

ইটকুরীক্ষেত্র—হাজারীবাগের ২৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত। এখানে কয়েকটি সামান্য কয়লার শিরা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অওরঙ্গক্ষেত্র—লোহারডাগা জেলায় কোয়েল নদীর ধারে অবস্থিত। কোয়েলনদী শোণনদের একটী উপনদী। ক্ষেত্র প্রায় ৯৭ বর্গমাইল বিস্তৃত। কয়লাও ২০০০০০০০ টন উঠিতে পারে। এখানেও মাটিতে আপনা হইতে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা বড় ভাল নহে।

হুতারক্ষেত্র—অওরঙ্গক্ষেত্রের পশ্চিমে ৭৮ বর্গমাইল বিস্তৃত। কয়লা ভাল।

ড্যাল্টনগঞ্জক্ষেত্র—কোয়েল নদীতীরে ২০০ বর্গমাইল বিস্তৃত। শিরা অধিক নাই; এক একটি ৬ ফুট মোটা। কয়লা খুব ভাল। এখানে অনুমান ১১৬০০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে।

করহারবারিক্ষেত্র—কলিকাতা হইতে ২০০ মাইল পশ্চিমে হাজারীবাগ জেলায় এই ক্ষেত্র অবস্থিত। এ ক্ষেত্র ৮ বর্গমাইল বিস্তৃত। এখানকার কয়লা খুব উত্তম। এই ক্ষেত্রে ৩ টী প্রধান শিরা আছে। শিরাগুলি গড়ে সর্ব্বত্রই প্রায় ১৬ ফুট করিয়া মোটা। এখানে প্রায় ১৩৬০০০০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে। ইঞ্জিনের কার্য্য চালাইবার জন্য রাণীগঞ্জ অপেক্ষা এখানকার কয়লাই ভাল।

দেওঘরক্ষেত্র—এখানে জয়ন্তী, শাহাজোরী, ও কুণ্ডিৎ কড়েয়া নামক তিনটি ক্ষেত্র পরস্পর অতি নিকটে অবস্থিত। এখানে নানা প্রকার কয়লা উঠিয়া থাকে। জয়ন্তীর কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। শাহাজোরির কয়লা ভাল নহে।

রাজমহলপার্ব্বত্যক্ষেত্র—রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমাংশে এই ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত, কিন্তু এক্ষণে প্রায় ৭০ বর্গমাইলের কিছু অধিক স্থানে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতের শিখর ব্যবধান পড়ায় সমস্ত ক্ষেত্র এখন হুড়া, চাপারভিটা, পাচওয়াড়া, মোহউঘুড়ি ও ব্রাহ্মণী এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এখানকার কয়লা ভাল নহে, প্রায়ই পাথরের মত। কোনভাগেই শিরাগুলি বড় বিস্তৃত নহে; পূর্ব্বদিগে যদি কয়লার শিরা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এখানকার কয়লা রপ্তানির পক্ষে অতি সুবিধা হয়, কারণ নিকটেই গঙ্গানদী।

উড়িষ্যার ব্রাহ্মণী নদীর ধারে প্রায় ৭০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত কয়লার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এখনও এখানে কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। এখানকার কয়লা ভাল নহে। ক্ষেত্রটির নাম তালচির।

আসামে যে কয়টি ক্ষেত্র আছে, তন্মধ্যে ডফলা পাহাড়ের ক্ষেত্রে গোণ্ডবন কয়লা পাওয়া যায়, কিন্তু এখানকার কয়লার স্তর ৫। ৬ ফুটের অধিক মোটা নহে, কাজেই এ ক্ষেত্রে কোন কার্য্য হয় না।

খসিয়া ও জয়ন্তীপাহাড়ের ক্ষেত্র—এখানে ভূস্তর গঠনের তৃতীয় যুগের স্তরের ন্যায় এবং প্রাণীযুগের স্তরের ন্যায় কয়লার স্তর পাওয়া যায়। মেয়ো-বে-লির্কা নামক স্থানে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহাতে পাইরিটীজ নামক গন্ধক-প্রধান ধাতুর ভাগ অধিক বলিয়া জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, তবে সিলং ষ্টেশনে ব্যবহৃত হয় মাত্র। এইস্থান ও ল্যাংগ্রিণ নামক স্থানের কয়লার স্তর তৃতীয়যুগের এবং চেরাপুঞ্জির কয়লা প্রাণীযুগের। জয়ন্তীপর্ব্বতের আম-উর, লা-কা-ডোং, নরপুর, শা-টিং-বা ও সেরমাং নামক স্থানের কয়লায় অঙ্গারসারের ভাগ যথেষ্ট আছে। এখানে একমাত্র লা-কা-ডোং ক্ষেত্রেই ১৫০০০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে।

গারোপর্ব্বতক্ষেত্র—দরঙ্গগিরি ক্ষেত্রে প্রায় ৭ ফুট মোটা কয়লার শিরা আছে, কিন্তু ইংরাজেরা সেখানে যাইতে পান না বলিয়া কয়লা উঠান হয় না।

উত্তরআসাম—মাকুম নামক ক্ষেত্রে অনেকগুলি বড় বড় কয়লার শিরা আছে, তন্মধ্যে একটি প্রায় ১০০ ফুট মোটা, আর একটি ৭৫ ফুট, এখানকার কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। এখানে প্রায় ১৮০০০০০০ টন কয়লা আছে। জয়পুর নামক ক্ষেত্রের কয়লা তত ভাল নহে। দুই চারিটী শিরায় ভাল কয়লাও পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রায় ১০০০০০০০ টন কয়লা আছে। নাজীর নামক ক্ষেত্রে কতকগুলি শিরা আছে, তাহার অধিকাংশই ৩০ ফুট বা তাহা অপেক্ষাও মোটা। এখানেও জয়পুর ক্ষেত্রের মত কয়লা উঠিবে। জাঞ্জি ও ডিসাই নামে আরও দুইটি ক্ষেত্র এখানে আছে।

ব্রহ্মদেশের মধ্যে ও ভারতের পূর্ব্বাংশে নিম্নলিখিত স্থানে কয়লা পাওয়া যায়—

আরকান প্রদেশের অন্তর্গত বরঙ্গাদ্বীপে ৩ খনি ও পেনি-কিয়ং দ্বীপে ১টি খনি আছে। রামরিদ্বীপে যে খনি আছে, তাহার একটি শিরা প্রায় ৬ ফুট মোটা। চেদুবাভূমেও কয়লার খনি আছে। পেগু প্রদেশে পৈয়টমেয়োর খনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে এখানকার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তেনাসরিম ও উত্তরব্রহ্মের নানাস্থানে কয়লার খনি আছে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে তাতাপানি, ইরিয়া ও মোরণ নামক ক্ষেত্র তিনটিই শোণনদের নিকটে। এখানে শিরায় যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহাতে বেশ কার্য্য চলে। সিঙ্গরাউলি নামক স্থানের কোটাক্ষেত্রের কার্য্য সম্প্রতি বন্ধ হইয়াছে। সোহাগপুর ক্ষেত্রের শিরাগুলি আড়ভাবে সন্নিবেশিত, সুতরাং এখান হইতে কয়লা উঠাইবার বড় সুবিধা। এতদ্ভিন্ন জোহিল্লা, উমরিয়া, কোরর, ঝিল-মিলি, বিশ্রামপুর, লক্ষ্মণপুর প্রভৃতিস্থানে কয়লার ক্ষেত্র আছে। ইহার মধ্যে উমরিয়ার ক্ষেত্র সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

মধ্যভারতে মহানদীর নিকট রায়গড়, হিঙ্গির, উদয়পুর ও কোর্ব্বা ক্ষেত্র। ইহার মধ্যে কোর্ব্বা ক্ষেত্রের কয়লা বেশ ভাল ও শিরা মোটা। নর্ম্মদানদী ও সাতপুর পর্ব্বতের মধ্যে মহাপানিক্ষেত্র বেশ বড়। এই ক্ষেত্রের কয়লা লইয়া গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের কার্য্য চলে। এত-দ্ভিন্ন তাওয়া উপত্যকায় শাহপুর বা বিটুলক্ষেত্র, পেঁচ উপ-ত্যকা, এবং বর্দ্ধ-গোদাবরী উপত্যকার বন্দরক্ষেত্রে বেশ কয়লা পাওয়া যায়।

নিজামরাজ্যে বর্দ্ধা বা চণ্ডক্ষেত্র—বেশ বড় খনি। এখানে বরোরা, ধুগুস্, বুন্, বুন ও পাপুরে মধ্যে এবং যষ্ঠী ও পাউনির মধ্যে কয়লা পাওয়া যায়।

বোম্বাই বিভাগে—কচ্ছ, সিন্ধু, বোলান গিরিবর্ত্মে মাছ-নামক স্থানে, হরণাই গিরিপথের উপর শাহরিগ, লুনি পাঠানরাজ্যে চমারলং, ওয়াজিরী রাজ্যে কানিগরম, লবণপর্ব্বত, কালাবা প্রভৃতি স্থানে কয়লার খনি আছে। পঞ্জাবে লবণ পর্ব্বতের মধ্যে অব, মুঙ্গেলবর, চামিল, কুট্ট, শোভা খাঁ, দেবল, মুরপুর (নীলবন), কেঙ্কলি, দাণ্ডং, পিড়, ভগবানবল্ল প্রভৃতি স্থানে কয়লা পাওয়া যায়। পিড়-খনির কয়লাই এদেশে জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ভগবান-বল্লের কয়লায় পাইরিটীজনামক গন্ধকপ্রধান ধাতুর ভাগ বেশী এবং বড় কাটা এজন্য ইহা জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না।

হিমালয় পর্ব্বতে পঞ্চনদীর তীরবর্ত্তী ডাণ্ডলি, সঙ্গরমার্গ পর্ব্বতের উত্তরপশ্চিম ভাগে প্রাণীযুগের কয়লার স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। শিবালিক পর্ব্বতে কয়লার ন্যায় পদার্থ ও অপরিপুষ্ট কয়লা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কার্য্য হয় না। সিকিমে ডালিঙ্কোট নামক স্থানে গোণ্ডবনের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লা পাওয়া যায়। এখানে একপ্রকার কয়লার গুঁড়া

পাওয়া যায়, তাহা পেনসিলের কৃষ্ণসীসক-বৎ পদার্থের ন্যায় হইয়াছে।

মাদ্রাজে বেদ্দাদানোল, মাদাভেরম, লিঙ্গল্লা, সিঙ্গারেনী, কামারম, টাণ্ডুর, অন্তর গাঁও, ষষ্ঠী ও পাওনি প্রভৃতি স্থানে কয়লা উঠে।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালায় কয়লা তুলিবার কার্য্যের সূত্রপাত হয়। তখনকার বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের হিটলি ও সামার নামক দুইব্যক্তি ইহার একচেটিয়া ব্যবসায় করিতেন। ইহারা প্রথমেই রাণীগঞ্জে কার্য্যারম্ভ করেন, কিন্তু প্রথম প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কার্য্যবন্ধ করিয়া দেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্যবন্ধ থাকে। তৎপরে জোন্সনামে একব্যক্তি কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনিও বিশেষ কোন সুবিধা করিতে না পারায়, ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য বন্ধ দেন। আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোং নামে একদল বণিক ঐ বৎসরই আবার কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহাদের হস্তে ৫০টী খনির কার্য্য চলিতে থাকে। ২৭টা এঞ্জিন ও ১৬০০ লোক এই সময় কার্য্য করিতে থাকে। এ সময় ১৩০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর করিয়া খনন করা হইয়াছিল। দামোদরনদীর তল পর্য্যন্ত এই খনি বিস্তৃত, বিস্তারও তখন প্রায় ৩ মাইল ছিল। ১৮৪০ সালে এখান হইতে ১৫ লক্ষ মণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমশঃই পরিমাণ বাড়িতে লাগিল, শেষে ১৮৬০ সালে প্রায় চতুর্গুণ হইয়া উঠিল।

কয়লার ব্যবহার।—ভারতের কয়লা প্রায়ই অধিকাংশ রেলওয়ের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। রাণীগঞ্জের বা বাঙ্গালা দেশজাত কয়লাই কলিকাতার কলকারখানায় ও জাহাজাদিতে ব্যবহৃত হয়, এখানকার ছোট ছোট কয়লাই ইটের পাঁজায় লাগে, আর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কয়লা গৃহস্থের জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

কয়লা উত্তোলন।—বাঙ্গালার করহারবারি ক্ষেত্র যদিও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু এখানে উত্তোলনপ্রথা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই স্থানের অনুকরণেই কার্য্য চলিয়া থাকে। কয়লার খনিতে প্রাতে ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত কার্য্য চলে। আবশ্যক মত রাত্রি পর্য্যন্ত বেশী খাটাইয়া লওয়াও হয়। সপ্তাহের মধ্যে ৪ দিন বেশ পুরাদমে কার্য্য চলিতে থাকে। খননকার্য্যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান এবং সাঁওতাল কোল প্রভৃতি জাতি নিযুক্ত হয়। প্রতি রবিবারে ইহাদিগকে বেতন দেওয়া হয়। বাঙ্গালার "বাউরী" নামক জাতি এই খননকার্য্যে বিশেষ দক্ষ। ইহারাই এখানে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকে এবং খননকার্য্য শিক্ষা দেয়।

খনির মধ্য হইতে জলনিঃসারণ করিবার জন্য এঞ্জিনের সাহায্যে জল ছেঁচিবার (Pomp-Engine) কল বসান আছে এবং বায়ু চলাচলের জন্য ধূমনলের ন্যায় শূন্যগর্ভ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, অনেক খনিতে আবার ইহা নাই। অন্ধকারবশতঃ লোকে মশাল জ্বালিয়া কার্য্য করে। যে খনিতে তৈল বা গন্ধকের পরিমাণ অধিক, সেখানে এই মশালের আগুণ হইতে সময়ে সময়ে মহাবিপদ্ ঘটে।

খনকেরা খনির নিকটেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া বাস করে। প্রত্যেক কুটীরে একখানি ক্ষুদ্র বাসগৃহ, একটি শস্য ও একটি গোশালা থাকে। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে খনিতে কার্য্য হইতে থাকে, তখন ইহারা সেইখানে কার্য্য করে, কিন্তু বর্ষার ৩ মাস (জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর) ইহারা আপনার চাষ বাস করে। অনেকে আবার সংবৎসর কেবল খনিতেই কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা সোমবারে সপ্তাহের ছুটী পাইয়া থাকে।

কয়লার ব্যবসায়—কয়লার আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। যে সকল জাহাজ এ দেশ হইতে যায়, তাহাতে খরচের জন্য যাহা বিক্রীত হয় তাহাই ভারতের কয়লার রপ্তানি বলিয়া গণ্য, আর যে সকল দেশে সহজে কয়লা পাওয়া যায় না, সেই সকল দেশে (ভারতের) অন্যস্থান হইতে কয়লা আনিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করে, ইহাই আমদানী বলিয়া গণ্য হয়। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের জন্য বাঙ্গালা বা নিজামের রাজ্য হইতে কয়লা আমদানী করিতে হয়।

কোককয়লা—সচরাচর গৃহস্থ বাড়ীতে যে কয়লা ব্যবহৃত হয়, তাহা খনিজ কয়লা নহে। তাহা কলে পোড়াইয়া, উহা হইতে তৈলাদি বাহির করিয়া লইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে "কোক" বলে। খনিজ কয়লাকে সামান্যতঃ "কাঁচা কয়লা" বলিয়া থাকে। কোক এদেশেও হয়, আবার অন্যান্য দেশ হইতেও ভারতে আমদানী হয়। এখানে যে কোক হয়, তাহা দুই প্রকার, কঠিন ও কোমল। কঠিন কোক লোহার কারখানা ও ছোট খাট এঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়; কোমল কোক পুড়িবার সময় ধূম হয় এবং রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

অনেক বিচক্ষণ ডাক্তারে বলিয়া থাকেন যে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে অধিকাংশ লোকে অম্লরোগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রধান কারণ এই কয়লার

জলে রন্ধন করিয়া খাওয়া। কথাটা এখনও পর্য্যন্ত যদিও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই, কিন্তু নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

কয়স্থা (স্ত্রী) কো বায়ু ইব যাতি গচ্ছতি কিংবা কং জলমিব যাতি। ক-যা-ড কয়ঃ, তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক (আতো ইনুপসর্গে ক। পা ৩।২।৩) টাপ্ চ (অজাদ্যত টাপ্। পা ৪।১।৪।) বয়স্থা। কাকোলী।

কয়াদ্ (দেশজ) ১ কারাবাস। ২ কারাদণ্ডের স্থায় আট-কাইয়া রাখা।

কয়াধু (স্ত্রী) জম্ভাসুরের কন্যা। হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী। প্রহ্লাদের মাতা। দানবপতি হিরণ্যকশিপুর কয়াধুর গর্ভে সংহ্লাদ, অনু-হ্লাদ, প্রহ্লাদ ও হ্লাদ এই চারিপুত্র জন্মে। (ভারত ৬।১৮।৯)

কয়ার (হিন্দী) বনতিতির, চিকোরপাখী। [চিকোর দেখ।]

কয়াল (আরব্য) ধান্যাদি পরিমাপক ব্যক্তি; যাহারা ক্রেতা ও বিক্রেতা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া বিক্রেয় বস্তু মাপিয়া দেয়।

কয়ালী (দেশজ) কয়ালের কার্য্য।

কয়ী (দেশজ) কই মাছ।

কয়েক (দেশজ) কএক, কতিপয়।

কয়েদ (আরব্য) কএদ, আটক।

কর (পুং) কীর্য্যতে বিক্ষিপ্যতে অসৌ অনেন বা কর্ম্মণি বা করণে অপ্। ১ হস্ত। ২ হাতির শুঁড়। ৩ কিরণ। ৪ করকা, বর্ষোপল। ৫ প্রত্যয়। ৬ বিষয়। ৭ কর্ত্তা। ৮ উপপদ পূর্ব্বে থাকিলে কারক, জনক ইত্যাদি বুঝায়। যথা সুখকর ইত্যাদি। ৯ শুল্ক। ১০ রা-ক (আতোহনুপসর্গে। পা ৩।২।৩)। রাজস্ব অর্থাৎ নৃপতির প্রাপ্য অংশ। সাধারণতঃ ইহাকে খাজানা বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় ভাগধেয়, বলি, কার ও প্রত্যায়। (করো বর্ষোপলে রশ্মৌ পাণৌ প্রত্যায়শুণ্ডয়োঃ। মেদিনী।)

"ক্রয়বিক্রয় মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্॥
যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাম্।
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥"

নৃপতি ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতির লাভালাভ দেখিয়া কর সংগ্রহ করিবেন। কর্ম্মকর্ত্তা ও রাজা উভয়েই যাহাতে ফলভাগী হইতে পারেন, সেইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজার করনির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য।

"পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥"

রাজা পশু ও সুবর্ণাদির পঞ্চাশভাগের একভাগ এবং ভূমির উৎকর্ষ ও অনুৎকর্ষ বিবেচনা করিয়া ধান্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশভাগের একভাগ গ্রহণ করিবেন।

"আদদীতাথ ষড্ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ॥
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ চর্ম্মণাং বৈদলস্য চ।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ॥"

বৃক্ষ, প্রস্তর, মধু, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, রস, পুষ্প, মূল, ফল, পত্র, শাক, তৃণ, চর্ম্ম, পিষ্টক, মৃৎপাত্র ও প্রস্তরপাত্র প্রভৃতির ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য।

"ম্রিয়মাণোঽপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্।
ন চ ক্ষুধাস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্॥" (মনু ৭অঃ)

রাজা নিতান্ত ধনহীন হইলেও শ্রোত্রিয়ের ধন গ্রহণ করা উচিত নহে; কিন্তু শ্রোত্রিয় ব্যবসায়ী হইলে তাঁহাকে রাজকর প্রদান করিতে হইবে।

"এই দ্রব্য ক্রয় করিতে কত মূল্য লাগিয়াছে, ইহা বিক্রয় করিলে কত লাভ থাকিবেক, এই দ্রব্য রক্ষা করিতে বণি-কের কিরূপ ব্যয় হইয়াছে, এবং চৌরাদি হইতে নিরাপদে রক্ষা করিতেই বা তাহার কিরূপ ব্যয় হইয়াছে। ইদানীং বিক্রয় করিলেই বা কত লাভ থাকিতে পারে এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া বণিকের বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

নৃপতি কেবল নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে যে ব্যয় বা পরিশ্রমাদি হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া একদেশদর্শীরূপে নির্দ্ধারণ করিবেন না। কিন্তু কৃষক, বণিক্ প্রভৃতির সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। জলোকা, বৎস ও ভ্রমরগণ যেরূপ অল্পে অল্পে রক্ত, ক্ষীর ও মধু ভক্ষণ করিয়া থাকে, ভূপতিও সেইরূপ বণিকাদির যাহাতে মূলধনের উচ্ছেদ না হয়, এইরূপে অল্প অল্প করিয়া কর গ্রহণ করিবেন।

রাজ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বাপহারী শ্রোত্রিয়ের যদি অন্নাভাবে অবসন্ন হইতে হয়, তাহাহইলে সেই মহীপতির রাষ্ট্রও অচিরাৎ ক্ষুধায় অবসন্ন হয়। অতএব রাজা শাস্ত্র ও জ্ঞানানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ না হয়, শ্রোত্রিয়গণ চৌরাদির ভয় হইতে নিরুদ্বেগে থাকিতে পারেন, তাহা অবশ্য করিবেন। রাজকর্ত্তৃক সুরক্ষিত শ্রোত্রিয় যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তদ্দ্বারা নৃপতির আয়ুঃ, ধন ও রাষ্ট্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (মনু)

১১ বঙ্গীয় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের উপাধি বিশেষ। ইহারা ৮ ঘরের মধ্যে পরিগণিত।

করক (ক্লী পুং) কিরতি বিক্ষিপতি জলমস্মাৎ করোতি জলমত্র বা। কৄ বা কৃ-বুন্ (কৃঞাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং বুন্।

উণ্ ৫। ৩৫)। ১ করজ, কমণ্ডলু। ২ (করোতি বায়ুাদি দোষাভাবং কুণোতিঃ) ইতি কৃ-বুন্। দাড়িম্ববৃক্ষ। ৩ করঞ্জবৃক্ষ। ৪ পলাশবৃক্ষ। ৫ করীর, বংশাঙ্কুর। ৬ বকুলবৃক্ষ। ৭ কর এব স্বার্থে-ক। রাজস্ব। ৮ দাড়িম্বফল। ৯ করকা, মেঘোপল, শিলা। ১০ কোবিদার, রক্তকাঞ্চন। ১১ নারিকেল মালা।

করকঙ্কণন্যায় (পুং) কর শব্দ প্রয়োগ করিলে যেরূপ কঙ্কণাদি অলঙ্কারযুক্ত ও কর বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ দৃষ্টান্তসূচক ন্যায়।

করকচ (পুং) ১ সামুদ্রিক লবণবিশেষ [কড়কচ দেখ।] ২ জ্যোতিষোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ। শনিবারে ষষ্ঠী, শুক্রে সপ্তমী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, বুধে নবমী, মঙ্গলবারে দশমী. সোমবারে একাদশী এবং রবিবারে দ্বাদশী তিথিকে করকচ কহে।

"শনিভার্গবজীবজ্ঞকুজসোমার্কবাসরে।
ষষ্ঠ্যাদিতিথয়ঃ সপ্ত ক্রমাৎ করকচাঃ স্মৃতাঃ॥"

করকচি (দেশজ) কোমল, অপুষ্ট।

করকচ্ছপিকা (স্ত্রী) কচ্ছপস্যদাকৃতিরস্তি অস্যা মুদ্রায়াঃ ঠন্। কূর্ম্মমুদ্রা [মুদ্রা দেখ।] তান্ত্রিকগণ অর্চ্চনাকালে মৎস্য কূর্ম্মাদি অনেক প্রকার মুদ্রা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কূর্ম্ম অর্থাৎ কচ্ছপাকার যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহারই নাম করকচ্ছপিকা বা কূর্ম্মমুদ্রা।

করকঞ্জ (ক্লী) করপদ্ম। "চুড়ি কনক করকঞ্জে" বিদ্যাপতি।

করকটিয়া (দেশজ) ১ নীরস। ২ পক্ষিবিশেষ, করটু।

করকণ্টক (পুং, ক্লী) করে কণ্টক-ইব। নখ।

করকপাত্রিকা (স্ত্রী) করকঃ কমণ্ডলুরূপা পত্রিকা। কমণ্ডলু।

করকপুর। উত্তরপশ্চিম প্রদেশস্থ নগরবিশেষ। পাটলিপুত্র নগর হইতে ৮৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে মুঙ্গেরের সন্নিকটে অবস্থিত।

করকমল (ক্লী) করঃ কমলমিব, উপমি। পদ্মের ন্যায় সুন্দর হস্ত।

করকলস (পুং) করঃ কলস ইব, উপমি। জলাদি গ্রহণ জন্য যেরূপে উভয়কর মিলিত করা হয়।

করকলিত (ত্রি) করেন কলিতঃ ধৃতঃ। হস্ত দ্বারা ধৃত।

করকা (স্ত্রী) কৃণোতি অপচয়ং করোতি ফলাদিকং, কিরতি ক্ষিপতি জলম্ বা। কৃঞ্-বুন্-টাপ্ ক্ষিপকাদিত্বাৎ নেত্বং মেঘভব জল বা শিলা। শিল। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—বর্ষোপল, মেঘোপল, বীজোদক, ঘনকফ, মেঘাস্থি, বার্চর, কর, করক, রাধরস্কু ও ধারাঙ্কুর।

করকাজল (ক্লী) করকায়া জলম্ ৬তৎ। বৈদ্যকমতে ইহার লক্ষণ ও গুণ,—দিব্য বায়ু ও তেজঃ সংযোগে সংহত হইয়া আকাশ হইতে পাষাণ খণ্ডের ন্যায় যে জলীয় পদার্থ পতিত হয়, তন্নিঃসৃত জলকে করকাজল বা শিলজল কহে। ইহা রূক্ষ, নির্ম্মল, গুরু, স্থির গুণযুক্ত, অতিশয় শীতল, পিত্তনাশক এবং কফ ও বায়ুবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ)

করকাজ (ক্লী) করকায়া জায়তে, জন-ড (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১)। করকাজাত জল।

করকিশলয় (পুং, ক্লী) করঃ কিশলয়মিব। করপল্লব, পল্লবের ন্যায় সুন্দর হস্ত।

করকাক্ষ (ত্রি) করকা মেঘভবশিলাবৎ অক্ষি যস্য। মধ্যলো°। যাহার চক্ষুঃ করকার ন্যায় শুভ্রবর্ণ।

করকাম্ভাঃ [স্] (পুং) করকাবৎ অম্ভো বিদ্যতে যত্র বহুব্রী। নারিকেল বৃক্ষ।

করকায়ু (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ।

করকাসার (পুং) করকায়া আসারঃ ৬তৎ। শিলাবৃষ্টি।

করকি (দেশজ) তৃণবিশেষ।

করকিটেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। এক প্রকার টেঙ্গরা।

করকুট্মল (ক্লী) করঃ কুট্মলবৎ। মুকুলিতাঙ্গুলি হস্ত।

করকোষ (পুং) করাভ্যাং নির্ম্মিতঃ কোষ; মধ্যলো°। জলাদি গ্রহণের জন্য উভয় হস্ত যেরূপ মিলিত করা হয়।

করকোল। চট্টলস্থ একটি গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৫।১৬)

করকোষ্ঠী (স্ত্রী) করস্থিতা কোষ্ঠী। করস্থিতা রেখা। হস্তরেখা দ্বারা কোষ্ঠীর ন্যায় শুভাশুভ অবগত হইতে পারা যায়, এই জন্য উহাকে করকোষ্ঠী কহে।

করগবীজ (মৈথিলী করগ=করঙ্ক, বীজ আধার) নারিকেলের খোল বা কমণ্ডলু।

"দশন মকুতা জিনি কন্দ, করগবীজ জিনি
কম্বুকণ্ঠ আকারে।" বিদ্যাপতি।

করগ্রহ (পুং) করো গৃহ্যতে যত্র আধারে অপ্। ১ বিবাহ। (৬তৎ) ২ হস্তধারণ। ৩ প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্য রাজস্ব গ্রহণ।

করগ্রহণ (ক্লী) করস্য গ্রহণং যত্র, বহুব্রী। [করগ্রহ দেখ।]

করগ্রহারম্ভ (পুং) করগ্রহস্য আরম্ভ প্রকৃতিপুঞ্জেভ্যো যত্র। বার্ষিককর গ্রহণারম্ভের দিন, পুণ্যাহ, পুণ্যা। অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, মঘা, ভরণী ও কৃত্তিকা ভিন্ন অন্য নক্ষত্রে; মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ ও মীনলগ্নে এবং রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে করগ্রহারম্ভ কর্ত্তব্য।

"তীক্ষ্ণোগ্রবর্জ্জীতরভেষু লগ্নে
শীর্ষোদয়ে ভানুদিনে শুভাহে।
কুর্য্যাদমূন্যানি সমীহিতানি
করগ্রহারম্ভমপি প্রজাভ্যঃ"॥

বঙ্গদেশে এই সময়ে জমীদারগণ দেবতাদিগের অর্চনা করিয়া নূতনখাতা প্রস্তুত করেন এবং এই উপলক্ষে স্ব স্ব সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া থাকেন।

করগ্রাহ (পুং) করং গৃহ্লাতি যঃ গ্রহ-ণ (বিভাষা গ্রহঃ। পা ৩।১। ১৪৩) ১ রাজা। ২ রাজস্ব আদায়কারী, গোমস্তা। ৩ সাধারণতঃ হস্ত গ্রহণকারীমাত্র।

করগ্রাহক (পুং) করং গৃহ্লাতি গ্রহ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ১ পতি। ২ রাজস্ব আদায়কারী। ৩ হস্তগ্রহণকারী।

করগ্রাম (পুং) গোণ্ডবন প্রদেশস্থ নগরবিশেষ। এই নগর গোণ্ডজাতির রাজধানী। উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত রত্নপুর হইতে ৬৪ ক্রোশ উত্তরদিকে অবস্থিত।

করগ্রাহী [ন্] (পুং) করং গৃহ্লাতি, গ্রহ-ণিনি (শিল্পিনি-ষ্বুন্। পা ৩।১।১৪৫) [করগ্রাহ দেখ।]

করঘর্ষণ (পুং) করাভ্যাং ঘৃষ্যতে হসৌ। ঘৃষ-কর্ম্মণি ল্যুট্। ১ দধিমন্থন দণ্ড। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—বৈশাখ, দধিচার, তক্রাট। ২ (ক্লী) হস্তঘর্ষণ।

করঘর্ষী [ন্] (পুং) করাভ্যাং করয়ো বা ঘর্ষণং বিদ্যতে যস্ত যত্র বা করঘর্ষ-ইনি। মন্থনদণ্ড।

করঙ্ক (পুং) কস্ত মস্তকস্ত রঙ্ক-ইব। ১ মাথার খুলী। ২ (কৌর্য্যতে জলমত্র। কৃ-অপ্। করঃ জলহীনঃ অঙ্কো গর্ভো যস্ত শকন্ধাদিত্বাদলোপঃ) নারিকেলাস্থি, নারিকেলের খোল। ৩ কমণ্ডলু। (করঙ্কে কমণ্ডলৌ। মেদিনী।) ৪ শরীরাস্থি। ৫ পাত্রবিশেষ, কৌটা। ("তাম্বুলকরঙ্ক-বাহিনী" কাদম্বরী।) ৬ ভিক্ষাপাত্র। ৭ ইক্ষুবিশেষ। ৮ মস্তক।

করঙ্কপাবন (ক্লী) তাপীনদীর উত্তরস্থ তীর্থবিশেষ।
(তাপীখণ্ড ১১।১)

করঙ্কশালি (পুং) করঙ্ক ইতিনাম্না শোভতে, করঙ্ক-শাল-ইন্। ইক্ষুবিশেষ।

করঙ্গ (দেশজ) করঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ। জলপাত্রবিশেষ। সাধারণতঃ বৈষ্ণবেরাই "করঙ্গ" বলিয়া থাকে।

"কমণ্ডলু তুম্বীফল, করঙ্গ পিবারে জল,
হাতে আশা হিঙ্গুল বরণ।" অন্নদামঙ্গল।

করঙ্গণ (ক্লী) বিপনি, হাট।

করঙ্গা (দেশজ) করঙ্ক।

করঙ্গুলি। মান্দ্রাজের চেঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত মধুরান্তক তালুকের মধ্যস্থ একটি নগর। মান্দ্রাজ হইতে ২৪ ক্রোশ দূরে দক্ষিণ ট্র্যাঙ্করোডের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ৩২´ উঃ, দ্রাঘি ৭৯° ৫৬ ৪০´´ পূঃ। এখানকার জলবায়ু তেমন ভাল নয়। ১৭৯৫ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে তালুকের থানা ছিল। এখানকার দুর্গ বিখ্যাত। ঐ দুর্গ আয়তনে ১৫০০ গজ এবং চারিদিকে শস্যক্ষেত্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। দুর্গের প্রাকার এখন ভগ্ন হইয়াছে, উহার পাথর লইয়া এখানকার পূর্ত্তকার্য্য চলিতেছে। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধের সময় এই দুর্গ যুদ্ধকারীদের আড্ডা হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃঃ, দুর্গটি ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল। ১৭৫৭ খৃঃ অঃ, ফরাসীরা দখল করিয়া লয়। পর বর্ষে ইংরাজেরা ঐ দুর্গ পুনরায় পাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেক সৈন্তক্ষয় হইল বটে, কিন্তু কিছুতেই উদ্ধার করিতে পারিলেন না। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে কর্ণেল কুট এই দুর্গ আক্রমণ করেন। সেই পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের অধিকারে আছে।

করচা (আরব্য) ব্যবসায়িদিগের হিসাব রাখিবার খাতাবিশেষ।

করচিমালা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Bridelia lancæfolia) এই গাছ বঙ্গদেশে জন্মে, খুব বড় হয়।

করচিয়ব (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। অর্জ্জুনগাছ (Pentaptera Arjuna)

করচ্ছদ (পুং) কর ইব আবরণকারী ছদো যস্ত। শাখোট বৃক্ষ, সেওড়াগাছ। [শাখোট দেখ।]

করচ্ছদা (স্ত্রী) করকিরণবৎ লোহিতবর্ণং ছদং পুষ্পং অস্তাঃ। সিন্দূর পুষ্পবৃক্ষ।

করজ (ক্লী) করে জায়তে, জন-ড। ১ ব্যাঘ্রনখ নামক গন্ধ-দ্রব্য। ২ (পুং) কং সুখং জলং বা রঞ্জয়তি, কর্ম্মণি অণ্। করঞ্জবৃক্ষ। (করঞ্জকঃ স্তাৎ করজঃ পত্রসূচী ফলাশন। শব্দ-রত্নাবলী) ৩ নখ। "ন মৃল্লোষ্টঞ্চ মৃদ্নীয়ান্ন ছিন্দ্যাৎ করজৈস্তৃণম্" মনু ৪।৭০।) ৪ হস্তজাত দ্রব্যমাত্র।

করজগি। ধারবারের একটি বিভাগ। ভূমিপরিমাণ ৪৪২ বর্গ মাইল। এখানে চৌরাশি হাজার লোকের বাস। এই বিভাগের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বরদনদী প্রবাহিত।

করজাখ্য (পুং, ক্লী) করজস্ত নখস্তেব আখ্যা যস্ত। নখীনাম গন্ধদ্রব্য।

করজোড়ি (পুং) করং জোড়য়তি, জড় বন্ধে-ইন্। হাড়-জোড়া গাছ।

করঞ্জ (পুং) কং মুখং শিরোমুখং বা রঞ্জয়তি ক-রঞ্জ-ণিচ্-অণ্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। করম্চা।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে করঞ্জ চারি প্রকার যথা—

১ ডহরকরম্চা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নক্তমাল, পূতিক,

চিরবিল্বক, পূতিপর্ণ, বন্ধফল, রোচন, চিরবিল্ব, করঞ্জ, করঞ্জক, চিরিবিল্ব, উদকীর্য্য।

২ নাটাকরম্চা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—প্রকীর্য্য, পূতিকরঞ্জ, পূতিক, কলিকারক, পূতিকরঞ্জ, সকণ্টক, সুমনা, রজনীপুষ্প, প্রকীর্ণ, কলিমালক, কলহনাশক, কৈড়র্য্য, কলিমাল ও পূতিকরঞ্জ।

৩ কাঁটাকরম্চা বা গাঁটিয়া করমচা। ইহার সংস্কৃত নাম—ষড়্গ্রন্থা, মহাকরঞ্জ, বিষঘ্নী, হস্তিচারিণী, রাসয়িনী, কাকঘ্নী, সুমনা, মদহস্তিনী, হস্তিকরঞ্জক, কাকভাণ্ডী, মধুমতী।

৪ করম্চা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—করমর্দ্দক, কৃষ্ণপাকফল, অবিগ্ন, সুষেণ, কৃষ্ণপাক, পাকফল, কৃষ্ণফল, পাককৃষ্ণফল, কৃষ্ণফলপাক, পাককৃষ্ণ, ফলকৃষ্ণ, পাকফলকৃষ্ণ, বনালয়, বলালক, করাম্লক, বোল, বশ, আবিগ্ন, করমর্দ্দী, বনেক্ষুদ্রা, করাম্ল, করমর্দ্দ, পাণিমর্দ্দ।

১। ডহরকরম্চা হিন্দীতে করঞ্জ বা কিরমাল, মহারাষ্ট্রীতে করঞ্জ্, পঞ্জাবে সুকচেন্, তামিলে পুঙ্গম্, তৈলঙ্গে কনুগ, বা কগ্গেরা, সিংহলে মোগলকরন্দ্, কর্ণাটে কোঙ্গয়, ব্রহ্মে থ-বেন বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Pongamia glabra। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। ইহার গাছ ৪০।৫০ ফুট বড় হয়।

বৈদ্যক মতের ডহরকরম্চার গুণ—কটু, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক, কফনাশক, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও ক্রিমিরোগে উপকারক; বায়ুশান্তিকর ও ভেদক।

বৈদ্যক মতে ডহরকরঞ্জের তৈল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তজনক, ক্রিমিনাশক, কিছু পিত্তবৰ্দ্ধক। চক্ষুরোগ, বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্ষত ও চর্ম্মদোষ মাত্রে বিশেষ উপকারক এবং বিসূচিকা রোগনাশক। ইহা বাহ্য ও অভ্যন্তরে প্রয়োগ করা যায়। মাত্রা ৫ ফোঁটা।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ইহার পাতা বাটিয়া ক্ষত রোগে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ডাক্তার ঐন্সলি বলেন, ইহার শিকড়ের রস ক্ষতস্থানপরিষ্কারক এবং নালীঘার মুখরোধক। ডাক্তার গিবসনের মতে ইহার তৈল সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

তৈল করিবার জন্য ডহরকরম্চার বীজ অগ্রহায়ণ মাসে সংগ্রহ করিয়া ঘানি দিয়া মাড়িতে হয়। ১ মণ বীজে প্রায় সাড়ে ছয় সের তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল ৫৫° ডিগ্রি উত্তাপে জমাট বাঁধিতে পারে। দক্ষিণদেশে এই তৈল জ্বালাইয়া থাকে।

২। নাটাকরম্চাকে হিন্দিতে নাটকরঞ্জ্ ও মহারাষ্ট্রে সাগরগোতা, দক্ষিণে গচ্ছ, তামিলে কলিচিময়ম্ বা গচ্ছ চেত্তু, সিন্ধীতে কিরমৎ। ইহার ইংরাজি বৈজ্ঞানিক নাম Guilandina Bonduc.

এই গাছ ভারতবর্ষে, পূর্ব্বউপদ্বীপে ও আমেরিকায় জন্মে. গাছে কাঁটা এবং ফুল হরিৎবর্ণ হয়।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, বিষরোগ ও বাতশ্লেষ্মনাশক এবং কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ ও ক্ষতরোগে উপকারক। ইহার ফলে শীঘ্র জ্বর ভাল হয়।

ইহার বীজকে ইংরাজেরা বণ্ডকনাট্ (Bonduc nut) বলেন, ইহা দেখিতে শ্বেতবর্ণ, অতিশয় কঠিন এবং খাইতে অত্যন্ত তিক্ত। পরীক্ষা করিলে ইহার বীজ হইতে তৈল, শাঁস, শর্করা ও নির্যাস পাওয়া যায়। এ দেশে বেনের দোকানে এই বীজ বিক্রীত হয়। সবিরাম জ্বরে ইহা প্রয়োগ করিলে সদ্য সদ্য উপকার দর্শে।

৩। কাঁটা করম্চাকে হিন্দিতে কাটকরঞ্জ্ বলে। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কটু, বিষহর; কণ্ডু ও ব্রণ নিবারক। ইহার মূলের ত্বক্ ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১ মাষা।

৪। করম্চাকে হিন্দীতে করৌন্দা, বোম্বাই অঞ্চলে করিন্দা, তামিলে কল্‌কা, তৈলঙ্গে পেদ্দ কলিবি বা ওকা চেত্তু, উড়িষ্যায় গোথো, বুড়ী করুণ্ডী ও ইংরাজেরা Carissa বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Carissa Carandas.

এই কণ্টকাবৃত গুল্ম ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। ইহার সাদা সাদা ফুল হয়। ফল পাকিলে নীলবর্ণ দেখায়। এ দেশের লোকেরা করম্চা ফল খাইয়া থাকে।

করম্চা দুই প্রকার একজাতীয়ের ফল কিছু বড়, অপরজাতীয়ের ফল কিছু ছোট হয়। যাহার ছোট ফল হয়, তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় করমর্দ্দিকা বলে।

বৈদ্যকমতে উভয়প্রকার করম্চা ফল অপক্কাবস্থায় অম্ল, গুরু, রোচক, উষ্ণ, রক্তপিত্ত ও কফবৃদ্ধিজনক এবং তৃষ্ণানাশক। পক্কফলের গুণ মধুর, রুচিকর, লঘু, বায়ু ও পিত্তনাশক।

কাহারও মতে উক্ত চারিপ্রকার করম্চা ছাড়া মাকড়া করম্চা (সংস্কৃত নাম মর্কটী) ও বিষকরম্চা (অঙ্গারবল্লরী) নামে আরও দুই প্রকার করম্চা আছে। বৈদ্যকগ্রন্থে উভয়ের গুণাগুণ লিখিত হয় নাই। ২ বেদোক্ত অসুরবিশেষ, ইন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন। (ঋক্ ১।৪৫।৮)

করঞ্জ বা উরণ। বোম্বাই প্রদেশের থান জেলার অন্তর্গত একটি দ্বীপ, বোম্বাই বন্দরের দক্ষিণপূর্ব্বে এবং কর্ণাক বন্দর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। হিন্দুরাজাদিগের সময়ে এখানে অনেক দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়, প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ

এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের সময়ে এই পর্ব্বতময় দ্বীপে অনেক বৌদ্ধচৈত্য ও প্রস্তরমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে এখানে শিহ্লারা নামক সম্প্রদায় রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের সময়ে এখানে অনেক নগর স্থাপিত ও উদ্যানাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্ত্তুগীজেরা এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা ১৫৩০ হইতে ১৭৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দ্বীপ নিজ অধিকারে রাখিয়াছিল। পর্ত্তুগীজগির্জ্জা ও আশ্রমঘর এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে বর্গীরা এই স্থান আক্রমণ করে। তৎপরে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া এই দ্বীপ অধিকার করে। ১৭৭৪ খৃঃ হইতে করঞ্জদ্বীপ ইংরাজঅধিকারভুক্ত হইয়াছে।

এই দ্বীপের পূর্ব্বভাগ দিয়া (উরণ হইতে পণবেল পর্য্যন্ত) প্রায় সাড়ে সাতক্রোশব্যাপী ধাতুবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রধান বন্দর মোরা, করঞ্জা ও শিবা। বোম্বাই যাইতে হইলে মোরা বন্দরে ইষ্টিমারে চড়িতে হয়। ইহার নিকট শূকরদ্বীপ নামে আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

এখানে লবণ, মৌহুয়া, মদ ও খেজুররসের সুরা প্রস্তুত হয়। প্রতিবর্ষে প্রায় ৪৬,০০০৲ টাকার লবণ ও ১৬,৬০,০০০৲ টাকার মদ জন্মে।

এই দ্বীপ হংসকারণ্ডবের অতি প্রিয়স্থান। বোম্বাই হইতে পক্ষীশীকারীরা এখানে আমোদ করিতে আসেন। করঞ্জবন্দরের বর্ত্তমান নাম উরণ।

করঞ্জনগর। ১ বেরারের অমরাবতীজেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। অক্ষা ২০°২৯´ উঃ, দ্রাঘি ৭৭°৩২´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ১১ হাজার।

করঞ্জ নামক একজন ঋষির নাম হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ, করঞ্জ ঋষি কঠোর রোগে আক্রান্ত হইয়া মহামায়ার আরাধনা করেন, দেবী তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া এখানে সরোবর করিয়া দেন। করঞ্জ সেই সরোবরে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন। সেই অবধি এই স্থান পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। লিঙ্গপুরাণে এই করঞ্জতীর্থের নাম পাওয়া যায়, হেথায় নীললোহিত মহাদেব আছেন। (লিঙ্গপুরাণ ৫০।৫) এখনও অনেক প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে, তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী প্রশংসনীয়। এখানে বাণিজ্য ব্যবসা জন্য অনেক বণিক্ বাস করেন।

২ মধ্য প্রদেশের বর্দ্ধাজেলার একটি নগর। ইহার চারিদিকে গিরিমালা, বর্দ্ধানগর হইতে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। প্রায় ২৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে নবাব মুহম্মদ খাঁ নিয়াজি কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। এই পার্ব্বতীয় ভূভাগে ইক্ষু ও অহিফেন উৎপন্ন হয়।

করঞ্জক (পুং) করঞ্জ-স্বার্থে কন্। করঞ্জ।

করঞ্জফল (পুং) করঞ্জফলবৎ অম্লং যস্য। কপিত্থ বৃক্ষ।

করঞ্জফলক (পুং) করঞ্জফল স্বার্থে কন্ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) কপিত্থ বৃক্ষ, কদ্‌বেল।

করট (পুং) কং কুৎসিতং বা রটতি রবং করোতি ক-রট-অচ্ (পচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। ৩।১।১৩৪) ১ কাক। ("বরমিব গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ") ২ (কিরতি বিক্ষিপতি মদমিতি বা) ২ হস্তিগণ্ড। ("কথং হি ভিন্নকরটং পক্ষিনং বনগোচরম্। উপস্থায় মহানাগং করেণুঃ শূকরং স্পৃশেৎ"। ভারত) ৩ কুসুম্ভ বৃক্ষ, কুসুম ফুলগাছ। ৪ দুর্ণ্যজীবনধারী। ৫ একাদশাহ-শ্রাদ্ধ। ৬ দুর্দ্দরুঢ়, দুর্দ্দম্য নাস্তিক। ৭ বাদ্যভেদ। (করটো গজগণ্ডে স্যৎ কুসুম্ভে নিন্দ্যজীবিনে। একাদশাহাদিশ্রাদ্ধে দুর্দ্দরুটেঽপি বায়সে। করটো বাদ্যভেদে। মেদিনী।)

করটক (পুং) করট স্বার্থে কন্। চৌরশাস্ত্র প্রবর্ত্তক কর্ণীর পুত্র। (কর্ণীসুতঃ করটকঃ স্তেয়শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ।) [করট দেখ।]

করটা (স্ত্রী) করট-টাপ্। দুঃখে দোহ্যা গাভী। যে গাভী দোহন করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়।

করটী [ন] (পুং) করটো বিদ্যতেঽস্য, প্রাশস্তে ইন্। হস্তী। (দন্তাবলং করটিকুঞ্জরকুম্ভিপীলবঃ। হেম।)

করটু (পুং) ক-অটু। পক্ষিবিশেষ, করকটিয়া। (কর্করেটুঃ করেটুঃ স্যাৎ করটুঃ কর্করাটুকঃ। হেম।)

করণ (ক্লী) ক্রিয়তে অনেন কৃ ল্যুট্। ব্যাকরণোক্ত কারক-বিশেষ। ক্রিয়া নিষ্পত্তির কারণসমূহের মধ্যে কারণান্তরের ব্যবধান অভাবে যে বস্তুকে ক্রিয়ানিষ্পত্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহাকেই করণকারক বলে। যেমন "দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি" "দা দ্বারা ধান্যচ্ছেদ করিতেছে" হস্তাদি ছেদন কার্য্যের নিষ্পন্নকারক হইলেও দাত্র সংযোগের প্রাধান্য হেতুক কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় দাত্রেরই করণকারকত্ব হইল।

"ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তির্যদ্ব্যাপারাদনন্তরম্।
বিবক্ষ্যতে যদা যত্র তৎকরণ মুদাহৃতম্।" হরিকারিকা।

২ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। ৩ দেহ। ৪ ক্রিয়া, কার্য্য। ৫ স্থান। ৬ হেতু। ৭ হস্তলেপ। ৮ নৃত্যের প্রকার। ৯ গীতবিশেষ। ১০ ক্রিয়াভেদ। ১১ সংবেশন। ১২ বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পদ, কিন্তুঘ্ন, নাগ এই একাদশটি করণ জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত। এই সকল করণের

যথাক্রমে অধিষ্ঠাতৃদেবতার নাম—ইন্দ্র, কমলজ, মিত্র, অর্য্যমা, ভূ, শ্রী, যম, কলি, বৃষ, ফণী ও মারুত। এক একটি তিথিতে দুই দুইটি করণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ববাদি ৭টি করণ শুক্ল প্রতিপদের শেষার্দ্ধ হইতে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত এবং অবশিষ্ট ৪টি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শেষার্দ্ধ হইতে শুক্লপ্রতিপদের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। (পুং) ১৩ বিষ্ণু।

১৪ জাতিবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইহারা লিপিকারের কার্য্য করে। (ব্রহ্মবৈঃ ব্রহ্ম° ১০ অঃ, ও কৃষ্ণজন্মে ৮৫ অঃ)। ভারতবর্ষের নানাস্থানে করণজাতি বাস করে। ইহাদের আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, কেবল যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারে না। অনেক স্থানে ইহারা করণকায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে কর্ণলু নামে অভিহিত।

ভগবান্ মনুর মতে করণেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয়। যথা—

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসদ্রবিড় এব চ॥" মনু ১০।২১।

১৫ অসভ্য অবস্থায় পতিত বলশালী জাতিবিশেষ। আসামের পূর্ব্বাংশে পার্ব্বতীয় প্রদেশে, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে এই জাতি বাস করে।

সকল স্থানের করণজাতি দেখিতে এক প্রকার নহে। দেশভেদে ইহাদের আকারের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে দেখিতে বলশালী, সাহসী এবং ভীমকায়। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষেরা মুখে উল্কি কাটে, দূর হইতে দেখিলে ভয়ঙ্কর দেখায়। এই জাতি অসভ্য বটে, কিন্তু অতি সরল, সত্যবাদী এবং নিরীহ। যুদ্ধবিগ্রহ ভালবাসে না, সকলেই শান্তিপ্রিয়। কিন্তু কেহ ইহাদের অনিষ্ট করিলে, অথবা ইহাদের নিকট দোষী হইলে, তখন এই জাতির বীর্য্যবহ্নি জ্বলিয়া উঠে। ৫।৭ জন ব্রহ্মবাসী বলবীর্য্যে ১ জন করণের সমকক্ষ। বল থাকিলেও করণেরা যুদ্ধকার্য্যে ব্রতী হয় না। তাই বলিয়া এই জাতি অলস নয়। যেখানে বাস করে, ইহাদের অপরিসীম পরিশ্রমে ও যত্নে সেই স্থান প্রচুর শস্যশালিনী হইয়া উঠে। তবে এককালে ইহাদিগকে নির্দ্দোষ বলা যায় না, কারণ ইহারা বড় নেসাখোর। মদের জন্য লালায়িত, মদ পাইলে ইহারা অর্থকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে।

করণেরা লিখিতে পড়িতে জানে না, ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রও কিছুই নাই। মূর্খতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা উত্তর দেয় যে, এক সময়ে ঈশ্বর মহিষচর্ম্মে তাঁহার আদেশ ও ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়া মানব জাতিকে ডাকিয়া পাঠান। মানব জাতির মধ্যে সকলেই ঈশ্বরের আদেশ ও ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য গমন করিল, কিন্তু সময় না হওয়ায় কেবল এই করণজাতি যাইতে পারিল না। সুতরাং চিরকালই তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রহীন হইয়া রহিল।

(ক্লী) ১৬ যোগিদের আসন প্রভৃতি। ১৭ কৃতাদি। ১৮ লেখ্যপত্র সাক্ষিদিব্যাদি।

করণক (ত্রি) দিয়া, দ্বারা। পূর্ব্ববর্ত্তি কোনপদের সহিত বহুব্রীহি সমাস না হইলে ইহার প্রয়োগ হয় না।

করণত্রাণ (ক্লী) করণৈঃ হস্তাদিভিঃ ত্রায়তে যৎ করণে ল্যুট্। মস্তক। (বরাঙ্গং করণত্রাণং শীর্ষং মস্তকমিত্যপি। হেম।)

করণবাচক (পুং) ৬-তৎ, করণং বাচয়তি বচ-ণুল্। করণবোধক। করণ জন্য জনকত্ববিশিষ্ট।

করণবাস। বুলন্দসহর জেলার মধ্যে একটি সহর। এই সহর অনুপসহর হইতে ১২ মাইল এবং বুলন্দসহর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অনুপসহর তহসীলের মধ্যে গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সমস্তই হিন্দু। জমীদারেরা বৈশ (বৈশ্য)-জাতীয় রাজপুত। দশহরার দিন এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে, এ জেলায় এত বড় মেলা আর কখন হয় না। এই সহরে একটি অতি প্রাচীন শীতলামন্দির আছে। প্রতি সোমবারে এই মন্দিরে স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত হইয়া পূজাদি দিয়া থাকে।

করণা (স্ত্রী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, একপ্রকার বৃহৎ জাতীয় সছিদ্র যন্ত্র, ভারতবর্ষ ও পারস্যে ব্যবহৃত হয়। ধ্বনি কর্ণভেদী এবং দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট। ইহার নামান্তর কর্ণা।

করণাধিপ (পুং) করণানাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ জীব। ২ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা। কর্ণের দিক্, ত্বচের বায়ু, নেত্রের অর্ক, রসনার প্রচেতা, নাসিকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বাক্যের বহ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের উপেন্দ্র, পায়ুর মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র, বুদ্ধির চতুর্ম্মুখ, অহঙ্কারের রুদ্র ও মনের অচ্যুত। ৩ ববাদি করণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা; যথা— ইন্দ্র, কমলজ, মিত্র, অর্য্যমা, ভূ, শ্রী, যম, কলি, বৃষ, ফণী ও মারুত।

করণী (স্ত্রী) ক্রিয়তে ক্রিয়াবিশেষোঽত্র কৃ করণে ল্যুট্ ঙীষ্। গণিতশাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াবিশেষ। অতি সূক্ষ্মরূপে যে রাশির মূল বাহির করিতে পারা যায় না। (Surds.)

করণীয় (ত্রি) ক্রিয়তে যৎ যত্র বা কর্ম্মণি আধারে চ, কৃ-অনীয়র (কৃত্যল্যুটো বহুলম্। পা ৩।৩।১১৩।) কার্য্য, যাহা করা উচিত। ২ যেখানে করা উচিত।

করণীসুতা (স্ত্রী) যে কন্যাকে পোষ্যপুত্রীরূপে গ্রহণ করা যায়।

করণ্ড (পুং) ক্রিয়তে কৃ-অণ্ডন্ কর্ম্মণি (অণ্ডন্ কৃসৃভৃবৃঞঃ।

উণ্ ১।১২৮) ১ মধুকোষ, মৌচাক। ২ অসি। ৩ কারণ্ডব পক্ষী। ৪ দলাঢ়ক, গিরিমাটি। (করণ্ডো মধুকোষাসিকারণ্ডেষু দলাঢ়কে। মেদিনী।) ৫ বংশাদি রচিত পুষ্পপাত্রবিশেষ, সাজি। ৬ কৌটা ("দীপভাজনভ্রমরকরণ্ডকপ্রভৃত্যনেকোপকরণযুক্তঃ" দশকুমার।) ৭ কালখণ্ড, যকৃৎ। ৮ শৈবালবিশেষ।

করণ্ডা (স্ত্রী) করণ্ড-টাপ্ (অজাদ্যতষ্টাপ্। পা ৪।১।৪) পুষ্পভাণ্ড, সাজি।

করণ্ডিক (পুং) করণ্ডঃ বিদ্যতে যস্য, করণ্ড-ইকন্। যে সকল জীবের করণ্ডবৎ চর্ম্মময় স্থলী আছে।

করণ্ডী [ন্] (পুং) করণ্ডবৎ আকারোঽস্তি অস্য, ইন্। মৎস্যবিশেষ।

করতল (পুং) করস্য তলঃ ৬তৎ। ১ হস্ততল, হাতের তেলো। করস্তলমিব। ২ হস্ত।

করতাল (ক্লী) করাভ্যাং দীয়মানস্তালো যত্র বহুব্রী। ১ ভল্লক, বাদ্যবিশেষ, এই যন্ত্র কাঁসাধাতুতে প্রস্তুত হয়। খোলের বাজানায় ইহা দ্বারা তাল দেওয়া হয়। ২ হাততালী।

করতালক (ক্লী) করতাল স্বার্থে কন্। [করতল দেখ।]

করতালধ্বনি (পুং) করতালস্য ধ্বনিঃ ৬তৎ। করতালের বাদ্য।

করতালী (স্ত্রী) করতাল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বাদ্যবিশেষ, করতাল, করঙ্কি। ২ করতলদ্বয়ের অভিঘাতে উৎপাদিত শব্দ।

করতোয়া (স্ত্রী) করাভ্যাং চ্যুতং হরপার্ব্বতীপরিণয়কালীন হরকরাভ্যাং ক্ষরিতং তোয়ং জলং বিদ্যতে যত্র। অর্শাদিত্বাদচ্। স্বনামখ্যাত নদীবিশেষ। কথিত আছে, গৌরীবিবাহসময়ে শিবের পাণিবিনিক্ষিপ্ত জল হইতে এই নদীর উৎপত্তি হয়। এই নদী অতিশয় পবিত্র। এমন কি, বর্ষাকালে সকল নদীর জলই অশুচি হয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, কিন্তু এই নদীর জল কোন সময়েই অশুচিত্ব প্রাপ্ত হয় না। এই নদী তীর্থস্থলীর মধ্যে গণনীয়া। এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

(ভারত ৩।৮৫।৩।)

পূর্ব্বকালে এই নদী বঙ্গ ও কামরূপের মধ্যে সীমানির্দ্দেশক ছিল। [কামরূপ দেখ।] এই নদীর গতি এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নদী রঙ্গপুরের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত। এখন জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরপশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল হইতে উৎপন্ন হইয়া, বরাবর দক্ষিণে আসিয়া রঙ্গপুরের মধ্য দিয়া বগুড়াজেলার দক্ষিণে হুরাসাগর নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এইস্থান হইতে এই গতি লইয়া ভারি গোলযোগ, নানা শাখা চারিদিক্ হইয়া কে কোথায় চলিয়াছে, তাহা নির্ণয় করাই কঠিন, বিশেষতঃ গত কয়েক শতবর্ষ ধরিয়া ত্রিস্রোতা নদী এই অঞ্চলে যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট গতি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন করতোয়া নদীর পূর্ব্বগতি নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

উক্ত স্থান হইতে করতোয়া নদী ফুলঝর নামে অত্রাই (আত্রেয়ী) নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। অনেকে এই ফুলঝরকেই প্রাচীন করতোয়ানদী বলিয়া উল্লেখ করেন। আবার কাহারও মতে মহানদী ও তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদীর মধ্যবর্ত্তী 'করতো' নামক নদীই প্রাচীন করতোয়ার ঊর্দ্ধগতি, এবং বগুড়ার দক্ষিণে সর্ব্বমঙ্গলা ও যুবনেশ্বরী নামে যে দুই নদী প্রবাহিত হইতেছে, ইহার মধ্যে যুবনেশ্বরী নদীই প্রাচীন করতোয়ার মধ্যগতি।

এক্ষণে করতোয়ানদী নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিলেও পৌরাণিক সময়ে মহাস্রোতস্বতীরূপে প্রবাহিত হইত।

করদ (ত্রি) করং দদাতি কর-দা-ড। ১ রাজস্বপ্রদানকারী। ২ পরিত্রাণার্থ হস্ত প্রদানকারী।

করদায়ী [ন্] (ত্রি) করং দদাতি কর-দা-ণিনি ("নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩।১।১৩৪) করপ্রদানকারী।

করদীকৃত (ত্রি) অকরদং করদং ক্রিয়তে যেন চ্বি। যাহাকে করদান করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

করদ্রুম (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি সমন্তাৎ শাখাঃ, কৄ-অচ্, করশ্চাসৌ দ্রুমশ্চ নিত্যসমাসঃ। কারস্কর বৃক্ষ।

করদ্বিষ্ (পুং) করং দ্বেষ্টি, কর-দ্বিষ্-কিপ্। ১ গোত্রভেদ। ২ বেদশাখাভেদ।

করন্ধম (পুং) করং ধমতি অগ্নিসংযোগং করোতি কর-ধ্মা-খশ্ (উগ্রংপশ্যেরম্মদপাণিন্ধমাশ্চ। পা ৩।২।৩৭) মুম্ চ। ইক্ষ্বাকুবংশীয় খনীনেত্র নামক রাজার পুত্র, প্রকৃত নাম সুবর্চ্চাঃ।

সত্যযুগে মনুর বংশে খনীনেত্র নামক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় উদ্ধতপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তৎকর্তৃক স্বীয় সহোদরগণ এমন কি প্রজাবর্গও নিরন্তর উৎপীড়িত হইত। এই অনিবার্য্য ঔদ্ধত্যপ্রকৃতিবশতঃ তিনি প্রজাসমূহের প্রকৃতিরঞ্জন করিয়া স্বীয় পূর্ব্বপুরুষোচিত যশঃলাভ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। পরিশেষে দিগ্বিজয়ী নৃপতি হইলেও তিনি প্রজাগণ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। প্রজাগণ তৎপুত্র সুবর্চ্চাকে রাজ্য প্রদান করিল।

সুবর্চ্চা পিতাকে বিরুদ্ধক্রিয়ারত হেতু রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইতে দেখিয়া, সতত সংযতচিত্তে প্রজাগণের

হিতসাধনে নিরত হইয়াছিলেন। প্রজাগণও তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যব্রত, শুচি, শমদমাদি গুণভূষিত, মনস্বী ও ধার্ম্মিক দেখিয়া একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। কালবশে সদা ধর্ম্মনিরত সুবর্চ্চা অর্থহীন হওয়ায় সামন্তগণ তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সেই ধর্ম্মাত্মা নৃপতি কোষ ও বাহনাদি বিহীন হইয়া সামন্তগণের ভয়ে নিজ অনুরক্ত ভৃত্য লইয়া অতি সাবধানে স্বপুরীরক্ষা করিয়াছিলেন। বলহীন হইলেও নিয়তধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া উৎপীড়ক সামন্তগণ তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে যখন রাজা সামন্তগণ কর্ত্তৃক নিদারুণরূপে পীড়িত হইলেন, তখন তিনি নিজ কর অনলে বিক্ষিপ্ত করিলে অগ্নি হইতে তাঁহার ভীমপরাক্রম সৈন্যসকল উৎপন্ন হইল। তখন বলীয়ান্ নৃপতি অদ্ভুতরূপে আবির্ভূত সেই সৈন্যপরিবৃত হইয়া স্বীয় সীমার অন্তর্বর্ত্তী নৃপতিগণকে স্ববশে আনিলেন। তিনি স্বীয় কর অগ্নিতে দগ্ধ করায় তদবধি "করন্ধম" নামে বিখ্যাত হইলেন। (অশ্বমেধ পর্ব্ব)

করন্ধয় (ত্রি) করং ধয়তি লেঢ়ি, কর-ধে-খশ্ মুম্। হস্তলেহক।

করন্যাস (পুং) করে করাবয়বে ন্যাসঃ ৭তৎ। তন্ত্রোক্ত ন্যাসবিশেষ। তন্ত্রোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গুলিসমূহের তল ও পৃষ্ঠদেশে যে ন্যাস করা হয়।

"অঙ্গন্যাসঃ করন্যাসো বীজন্যাসস্তথৈব চ" বটুকস্তব।

করপক্ষ (পুং) করৌ পত্রবৎ যস্য বহুব্রী। বাদুড়াদি।

করপঙ্কজ (ক্লী) করঃ পঙ্কজমিব। পদ্মহস্ত।

করপণ্য (ক্লী) করার্থং রাজস্বার্থং পণ্যম্, মধ্যালো°। রাজস্ব প্রদানের জন্য যে কোন বিক্রেয় বস্তু প্রদত্ত হয়।

করপত্র (ক্লী) করমবলম্ব্য পততি, কর-পত-ষ্ট্রন্ দাম্নীশসযুযুজস্তুতুদসিসিচাদি° পা ৩।২।১৮২) ষ্ট্রন্। ১ ক্রকচ, করাত; সুশ্রুতে কথিত বিংশতি শস্ত্রের প্রকারভেদ। ২ জলক্রীড়া।

করপত্রবান্ [ৎ] (পুং) করপত্রবৎপত্রং যস্য তৎ অস্যাস্তি; করপত্র-মতুপ্মস্য বঃ। (তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্। পা ৫। ২। ৯৪। সংজ্ঞায়াম্। ৮। ২। ১১) তালবৃক্ষ।

করপত্রিকা (স্ত্রী) করৌ পত্রং যানমিব যস্যাঃ কর-পত্র-কপ্-টাপ্-অত ইত্বম্। জলক্রীড়া।

করপর্ণ (পুং) করবৎ পর্ণং যস্য। ১ ভিণ্ডাতকবৃক্ষ। ২ রক্ত এরণ্ড। [এরণ্ড দেখ]

করপল্লব (পুং) করস্য পল্লববৎ। ১ অঙ্গুলি। ২ (করঃ পল্লব ইব) ৪ হস্ত।

করপাত্র (ক্লী) করঃ পাত্রবৎ যত্র। ১ জলক্রীড়া। ২ কর-এব পাত্রম্। হস্তরূপ পাত্র।

করপাল (পুং) করং পালয়তি কর-পাল-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১) খড়্গ।

করপালিকা (স্ত্রী) করং পালয়তি কর-পাল-ণ্বুল্ (ণ্বুল্-তৃচৌ পা ৩। ১। ১৩৩। অজাদ্যতষ্টাপ্। ৪। ১। ৪) টাপ্। ১ ক্ষুদ্র হস্তযষ্টি, ছড়ি। ২ ছোরা। ৩ মুদ্গর।

করপালী (পুং) করং পালয়তি কর-পাল ণিনি-ঙীষ্ (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩। ১। ১৩৪) ১ ক্ষুদ্র হস্তযষ্টি, ছড়ি। ২ ছোরা। ৩ মুদ্গর।

করপীড়ন (ক্লী) করস্য বধূকরস্য পীড়নং বরেণ যত্র বহুব্রী। বিবাহ।

করপুট (পুং) করয়োঃ পুটঃ ৬তৎ। বদ্ধাঞ্জলি, করযোড়।

করপ্রদ (ত্রি) করং প্রদদাতি কর-প্র-দা-অঙ্। (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩। ৩। ১০৬) করদাতা।

করফু (বৌদ্ধশব্দ) কোন বিশেষ উচ্চ সংখ্যা।

করবালিকা (স্ত্রী) করং বলতে পালয়তি, কর-বল-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বং। করপালিকা।

করভ (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি ইতস্ততঃ কৄ বিক্ষেপে (কৄশৄশলিকলিগর্দিভ্যো অভচ্। উণ্ ৩। ১২২) কৄ-অভচ্। করে ভাতি শোভতে; কর-ভা-ক (আতোঽনুপসর্গে ক। পা ৩। ২। ৩) ১ মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত হস্তের বহির্দ্দেশ। ২ উষ্ট্রশিশু। ৩ উষ্ট্র। (করভো মণিবন্ধাদি কনিষ্ঠান্তোষ্ট্রতৎসুতে। মেদিনী।) ৪ হস্তিশাবক। ৫ নখীনামক গন্ধ দ্রব্য। ৬ কটি। ৭ অশ্বতর, খচ্চর।

করবাল (পুং) করস্য বালঃ সুত ইব। ১ নখ। করং আশ্রিত্য বলতে হিনস্তি বল-অণ্। তরবারি। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—অসি, খড়্গ, তীক্ষ্ণবর্ম্ম, দুরাসদ, বিশসন, শ্রীগর্ভ, বিজয়, ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মমাল, নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, কৌক্ষেয়ক, মণ্ডলাগ্র, করপাল, তরবার, রিষ্টী। গঠনের আকার অনুসারে ইহার আরও কতকগুলি নাম আছে।

অতিপূর্ব্বকালে সেই বৈদিক সময় হইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ করবাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, বীরচিন্তামণি, লৌহার্ণব, যুক্তিকল্পতরু, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে করবাল বা খড়্গের বিবরণ যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে।

বীরচিন্তামণি মতে খড়্গ নির্ম্মাণ করিতে হইলে দুই প্রকার লৌহ উপযুক্ত—নিরঙ্গ ও সাঙ্গ।

শার্ঙ্গধরপদ্ধতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রধান সাঙ্গ লৌহ দশ প্রকার। যথা—১ রোহিণী, ২ ময়ূরগ্রৈবক, ৩ ময়ূরবজ্র, ৪ সুবর্ণবজ্র, ৫ মৌষলবজ্র, ৬ স্বর্ণক, ৭ গ্রন্থিবজ্র, ৮ শৈবালমালান, ৯ নীলপিণ্ড, ১০ তিত্তিরাঙ্গ।

১। যাহার ক্ষুদ্র কাকরের ন্যায় আকার, অথচ অত্যন্ত কঠিন, এই প্রকার লৌহ অল্প নীলবর্ণের হইলে তাহাকে রোহিণী বলা যায়। রোহিণী দ্বারা ক্ষত হইলে অত্যন্ত বেদনা হয়।

২। দেখিতে ময়ূরকণ্ঠ মত, এমন লৌহকে ময়ূরগ্রৈবক বলা যায়।

৩। যাহার উপরটা দেখিতে নাগকেশরফুলের ন্যায় আভাযুক্ত, তাহার নাম ময়ূরবজ্রক।

৪। যাহার শরীরে সোণার মত চিহ্ন আছে, তাহারই নাম সুবর্ণবজ্র। এই লৌহ অধিক মূল্যবান্।

৫। যাহার দুই পার্শ্বে আভাযুক্ত, মধ্যে স্বর্ণরেখাবিশিষ্ট এবং আঘাত করিলে সংঘাত স্থান ধূম্রবর্ণ হয়, তাহার নাম মৌষলবজ্র।

৬। যাহাকে ভাঙ্গিলে তাহার উপরিভাগে পদ্মের ডাঁটার মত সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখা যায়, তাহার নাম স্বর্ণক, ইহার অপর নাম কঙ্কোলবজ্রক।

৭। যাহার সর্ব্বাঙ্গে গাঁইট আছে, তাহাকে গ্রন্থিবজ্র বলা যায়। এই লৌহ মূল্যবান্ ও দুর্লভ।

৮। যাহার অঙ্গে অবিচ্ছিন্ন আঁস থাকে ও আভা দুর্ব্বাঘাসের মত হয়, তাহার নাম শৈবালমালান।

৯। যাহার অঙ্গ দেখিতে অনেকটা নীলবড়ির মত, তাহার নাম নীলপিণ্ড।

১০। যাহার অঙ্গ তিতির পাখীর মত, তাহার নাম তিত্তিরাঙ্গ। এই লৌহ মহামূল্য ও দুর্লভ। ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট অস্ত্র নির্ম্মিত হয়।

লৌহার্ণবমতে নিরঙ্গলৌহ তিনপ্রকার;—রোহিণী, পাণ্ড্য ও কল্ম। কল্মকে এখন কান্তিকড়া বলে।

প্রাচীন গ্রন্থে ১৫ প্রকার লক্ষণাক্রান্ত তরবারির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

১ কালখড়্গ। ২ নকুলাঙ্গ। ৩ ক্ষুদ্রবজ্র। ৪ মহাখড়্গ। ৫ কেতকীবজ্র। ৬ কুটীরক। ৭ কজ্জলগাত্র। ৮ কালগিরি। ৯ ধবলগিরি। ১০ কান্তিলৌহ। ১১ দমনবজ্র। ১২ বামনাক্ষ। ১৩ মহিষ। ১৪ অঙ্গপত্র। ১৫ গজবজ্র।

১। যে তরবারির জমি কাল, সোণার মত আভা এবং অল্প বজ্রচিহ্নযুক্ত তাহার নাম কালখড়্গ বা জাহ্নবীবজ্র।

২। যাহার উপর ঊর্দ্ধগামী কপিলের আভা দেখা যায়, তাহাই নকুলাঙ্গ। ইহার স্পর্শে সর্পাদিও বিনষ্ট হয়।

৩। যাহার শরীরে মালাকার ছোট ছোট কুণ্ডলী দেখা যায়, তাহার নাম ক্ষুদ্রবজ্র।

৪। যাহার অন্তর্ভাগ অতি কঠিন, ভূমি চিহ্নহীন, মধ্য ও পার্শ্ব স্থূল কিন্তু অত্যন্ত ধারাল, তাহার নাম মহাখড়্গ।

৫। যে তরবারির ভূমিতে কেতকীপাতার মত চিহ্ন থাকে, তাহার নাম কেতকীবজ্র।

৬। যাহার অঙ্গ সূক্ষ্ম রজত পত্রাকার অথচ কৃষ্ণবর্ণ, সেই অসির নাম কুটীরক। ইহা দ্বারা ক্ষত হইলে শোথ জন্মে।

৭। যাহার ধার সাদা, মধ্য কাজলের মত, সর্ব্বাঙ্গে কাল দাগ, তাহার নাম কজ্জলগাত্র।

৮। যাহার অঙ্গে সোণার বিন্দু, অথচ কালদাগ থাকে, তাহার নাম কালগিরি।

৯। পাণ্ড্যলৌহ নির্ম্মিত যে অসির ভূমি ও অঙ্গ রূপার মত সাদা, তাহাকে ধবলগিরি বলা যায়।

১০। কান্তিলৌহনির্ম্মিত যে অসির অঙ্গে রূপার চিহ্ন, বর্ণ অল্প নীল, তাহাকে নিরঙ্গ বা কান্তিলৌহ বলে। এই অসি দুর্লভ ও অতি মূল্যবান্।

১১। যে তীক্ষ্ণধার অসির অঙ্গে দোনা অথবা কুঁদ গাছের পাতার মত চিহ্ন থাকে, তাহা দমনবজ্র।

১২। যে খড়্গ অতি কঠিন, কোনরূপ চিহ্নরহিত এবং ছেদনকালে ছেদ্য বস্তুতে থেঁৎড়ে যায় না। তাহার নাম বামনাক্ষ।

১৩। যাহার নীলমেঘের ন্যায় আভা এবং অঙ্গে এরণ্ড বীজের ন্যায় চিহ্ন দেখা যায়, তাহার নাম মহিষ।

১৪। যে খড়্গ মাজিলে তাহাতে দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহার নাম অঙ্গপত্র।

১৫। যাহার অঙ্গ অতি মসৃণ, ঘন ও স্থূলরেখাবিশিষ্ট, ধার অতি তীক্ষ্ণ, রক্তস্পর্শমাত্র যাহা শরীরে প্রবেশ করে, যে অসির ধৌত জল পান করিলে আধিব্যাধি দূর হয়, তাহার নাম গজবজ্র।

দেশভেদে করবালের গুণাগুণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। প্রাচীন ধনুর্ব্বেদ মতে—খটী, খট্টের, ঋষিক, বঙ্গ, শূর্পারক, বিদেহ, অঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, চীন ও কালঞ্জরে যে লৌহ উৎপন্ন হয়, তাহাই খড়্গনির্ম্মাণার্থ প্রশস্ত।

খটী ও খট্টের দেশজাত করবাল অত্যন্ত সুদৃঢ়। ঋষিক দেশের তরবারি গুরুভার, অনায়াসেই ইহা দ্বারা শরীর ছিন্ন হয়। বঙ্গদেশীয় অসি অতি তীক্ষ্ণ, ছেদ ও ভেদ করিতে পটু। শূর্পারকদেশীয় তরবারি অতিশয় কঠিন। বিদেহের তরবারি অসহ্য তেজস্বী ও প্রভাবশালী। মধ্যমগ্রামের করবাল লঘু ও অতি তীক্ষ্ণ। বেদিদেশের অসি হাল্‌কা, তীক্ষ্ণ কিন্তু সারহীন। সহগ্রামের খড়্গ অতি তীক্ষ্ণ

ও ভারি হাল্কা। চীনদেশীয় খড়্গ তীক্ষ্ণ ও বেশ নির্ম্মল। কালঞ্জরের নিকট হইতে যে খড়্গ জন্মে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও সুলক্ষণযুক্ত।

ধনুর্ব্বেদের মতে খড়্গের পরীক্ষা ৮ প্রকারে করিতে হয়, সেইজন্য ইহাকে অষ্টাঙ্গ কহে। যথা—১ অঙ্গ। ২ রূপ। ৩ জাতি। ৪ নেত্র। ৫ অরিষ্ট। ৬ ভূমি। ৭ ধ্বনি। ৮ পরিমাণ।

১। খড়্গ প্রস্তুত হইলে তাহার শরীরে যে নানা প্রকার চিহ্ন বা দাগ হয়, সেই চিহ্নই অঙ্গ। অঙ্গ প্রায় ১০০ প্রকার হইতে পারে।

২। খড়্গে যে রঙ্ দৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার রূপ। নীলরূপ, কৃষ্ণরূপ, পিঙ্গলরূপ, ধূম্ররূপ প্রধানতঃ এই চারি প্রকার রূপ, এ ছাড়া মিশ্ররূপও হইয়া থাকে।

৩। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি প্রকার খড়্গের জাতি, এ ছাড়া জাতিসঙ্করও হয়। যে খড়্গ সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য তাহাই ব্রাহ্মণ জাতি। ইহা দ্বারা অল্প ক্ষত হইলেও সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণা ও শোথ জন্মে। মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ ও জ্বর হইয়া শীঘ্রই প্রাণ বহির্গত হয়। হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই তিন দ্রব্য কুটিয়া উক্ত খড়্গের উপর ১ দিন রাখিয়া দিলেও কষায় রসে মলিন হয় না, বরং অধিক পরিষ্কার হইয়া থাকে। হিমালয় ও কুশদ্বীপে কখন কখন এই খড়্গ পাওয়া যায়।

যে খড়্গ ধূম্রবর্ণ, তীক্ষ্ণধার, কর্কশধ্বনিযুক্ত ও আঘাতসহ তাহাই ক্ষত্রিয়। এই খড়্গ সংস্কার না করিলেও বহুদিন পরিষ্কার থাকে, ইহা শাণযন্ত্রে ধরিলে বহু অগ্নিকণা বাহির হয়। ইহা দ্বারা ক্ষত হইলে তৃষ্ণা, দাহ, মলমূত্ররোধ, জ্বর, মূর্চ্ছা ও কখন মৃত্যু ঘটে, যাহা দেখিতে নীল ও কৃষ্ণ, সংস্কার করিলে খুব উজ্জ্বল হয়, শাণ না দিলে তীক্ষ্ণ হয় না, এরূপ খড়্গ বৈশ্য জাতি।

যাহা দেখিতে মেঘের মত, ধার মোটা, ধ্বনি মৃদু, শাণ দিলেও তীক্ষ্ণ হয় না, তাহাই শূদ্রজাতি।

যে খড়্গে বহুজাতির লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হয়, তাহা জাতিসঙ্কর বলিয়া গণ্য।

৪। ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের নাম নেত্র। খড়্গবেত্তাগণের মতে নেত্রচিহ্ন ত্রিশের অধিক হয় না। যথা—চক্র, পদ্ম, গদা, শঙ্খ, ডমরু, ধনুঃ, অঙ্কুশ, ছত্র, পতাকা, বীণা, মৎস্য, শিব, ধ্বজ, অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, শূল, ব্যাঘ্রনেত্র, সিংহ, সিংহাসন, গজ, হংস, ময়ূর, পুত্রিকা, জিহ্বা, দণ্ড, খড়্গ, চামর, শিখা, ফুলমালা ও সর্পাকার চিহ্ন।

৫। যে খড়্গের চিহ্ন অমঙ্গলজনক, সেই চিহ্নের নাম অরিষ্ট। খড়্গের অরিষ্ট ৩০ প্রকার। যথা—ছিদ্র, রেখা, ভিন্ন, কাকপদ, ভেকশির, বিড়ালচক্ষু, ইন্দুর, শর্করা, নীলা, মশক, ভ্রমরপদ, সূচী, বিন্দু, কপোতক, নীচে নীচে ত্রিবিন্দু, খর্পর, শকল, শূকর, কুশপত্র, জাল, কয়াল, কঙ্কপত্র, খর্জ্জুর, শৃঙ্গ, গোপুচ্ছ, খস্তা, লাঙ্গল ও বড়িশ ইত্যাকার চিহ্নসকল অরিষ্ট। অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত খড়্গ যে ধারণ করে, তাহার নানা বিপদ্ ঘটে।

৬। খড়্গের ভূমি দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রথম ক্ষেত্র বা কায়া, দ্বিতীয় জন্মস্থান। খড়্গের ভাল মন্দ জানিতে হইলে তাহার জন্মস্থানের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত।

খড়্গের ভূমি অর্থাৎ জন্মস্থান দ্বিবিধ, দিব্য ও ভৌম। স্বর্গে যে সকল খড়্গ বা লৌহ জন্মে তাহা দিব্য। আর যাহা ভারতবর্ষে জন্মে, তাহা ভৌম। যুক্তিকল্পতরু নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে দেবাসুরের যুদ্ধে প্রথমতঃ খড়্গের জন্ম হয়। তদনুরূপ খড়্গসকল কোন কোন পুণ্য স্থানে রক্ষিত আছে। তাহার মধ্যে যেগুলি স্থূলধার, অতি লঘু, নির্ম্মল, সুন্দরনেত্র, অরিষ্টহীন, দুর্ভেদ্য, উত্তম ধ্বনিযুক্ত, বিনাসংস্কারেও নির্ম্মল থাকে এবং ভাঙ্গিলে আর যোড়া দেওয়া যায় না, তাহাই দিব্য খড়্গ। ইহা দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ ও অন্ত্রপাক জন্মে। (সম্ভবতঃ উল্কাজাত লৌহোৎপন্ন খড়্গকেও দিব্য বলা যাইতে পারে।)

ভৌম খড়্গের লক্ষণ জানিতে হইলে প্রথমে লৌহতত্ত্ব জানা উচিত। [লৌহ দেখ।] ইহা দুই প্রকার—অমৃত ও বিষজন্মা। এক প্রাচীন কিংবদন্তি আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব বিষ পান করেন, সেই পীত বিষ বিন্দু বিন্দু ক্রমে নানা দেশে নিপতিত হইয়াছিল। সেই সেই বিষবিন্দু হইতে কালায়স বা ইস্পাত জন্মে, ইহাই বিষজন্মা। দেবগণ সমুদ্রমন্থনোত্থিত অমৃত পান করেন, সেই পীত অমৃতের বিন্দু যে যে স্থানে পড়িয়াছিল সেই সেই স্থানে শুদ্ধ লৌহ উৎপন্ন হয়, শুদ্ধ লৌহের নাম অমৃতজন্মা। শুদ্ধ লৌহ বারাণসী, মগধ, সিংহল, নেপাল, অঙ্গদেশ, সুরাষ্ট্র, প্রভৃতি পুণ্যভূমে উৎপন্ন হয়। ওড্র, কলিঙ্গ, ভদ্র, পাণ্ড্য, অয়স্কান্ত ও বজ্র প্রভৃতি বিবিধ শুদ্ধ লৌহ আছে। এই সকল লৌহের অসিই উৎকৃষ্ট।

৭। ধ্বনি অর্থাৎ শব্দ শুনিয়া খড়্গের ভাল মন্দ জানা যায়। খড়্গের ধ্বনি প্রথমতঃ দুই প্রকার ঘোর ও ভার। হংস, কাংস্য, ঢক্কা ও মেঘধ্বনি এই চারি প্রকার ধ্বনিই ঘোর। ঘোরধ্বনিযুক্ত খড়্গ উত্তম বলিয়া গণ্য। কাক,

বীণা, খর ও প্রস্তর উত্থিত ধ্বনি, এই চারি প্রকার ধ্বনিই তার। ভারধ্বনিযুক্ত খড়্গ ভাল নহে।

৮। খড়্গের মান উত্তম ও অধম ভেদে দ্বিবিধ। যাহা বিশাল ও হাল্কা তাহা উত্তম, যাহা খাট ও ভারি তাহা অধম। উহা আবার তিন প্রকার উত্তম, মধ্যম ও অধম। নাগার্জ্জুনের মতে, যে খড়্গ যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অঙ্গুলির চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি ও ওজন হইলে তাহাই উত্তম। যে খড়্গ যত মুষ্টি দীর্ঘ, তাহার অর্দ্ধ অঙ্গুলির তিন ভাগের এক ভাগ বিস্তৃতি ও তাহার অর্দ্ধ পল ওজন হইলে মধ্যম পরিমাণ। যত মুষ্টি দীর্ঘ, অঙ্গুলির ৪ ভাগের এক ভাগ বিস্তৃতি এবং তাহার অর্দ্ধ বা অধিক পল ওজন, তাহাই অধম।

পূর্ব্বকালে রাজগণ অতি যত্নের সহিত অসিচালনা শিক্ষা করিতেন। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে ৩২ প্রকার অসিচালন-ক্রিয়ার নাম পাওয়া যায়। যথা—ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সৃত, সংযান্ত, সমুদীর্ণ, নিগ্রহ, প্রগ্রহ, পদাবকর্ষণ, সন্ধান, মস্তকভ্রামণ, ভুজভ্রামণ, পাশ, পাদ, বিবন্ধ, ভূমি, উদ্ভ্রমণ, গতি, প্রত্যাগতি, আক্ষেপ, পাতন, উত্থানক, প্লুতি, লঘুতা, সৌষ্টব, শোভা, স্থৈর্য্য, দৃঢ়মুষ্টিতা, তির্য্যক্ প্রচার, ঊর্দ্ধপ্রচার।

করভক (পুং) অনুকম্পিতঃ করভঃ করভকঃ করভ-কন্ (অনুকম্পায়াং। পা ৫।৩।৭৬) ১ প্রিয়তম হস্তিশাবক বা উষ্ট্রশাবক। ২ (স্বার্থে-কন্) করভ।

করভকাণ্ডিকা (স্ত্রী) করভস্য প্রিয়ং কাণ্ডং যস্যাঃ, বহুব্রী, করভকাণ্ড-কপ্, টাপ্ ইত্বং। উষ্ট্রকাণ্ডী বৃক্ষ।

করভঞ্জক (ত্রি) করং ভনক্তি কর-ভনজ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) করভঙ্গকারী। (পুং) প্রাচীন জনপদবিশেষ। (মহাভা° ভীষ্ম ৯। ৬৯।)

করভঞ্জিকা (স্ত্রী) করভঞ্জক-টাপ্ (অজাদ্যতষ্টাপ্। পা ৪।১।৪) ইত্বং। ১ করভঙ্গকারিণী। ২ করমর্দ্দবিশেষ। [করমর্দ্দ দেখ।]

করভঞ্জন (ত্রি) করং ভনক্তি ভনজ-ল্যুট্। করভঙ্গকারী।

করভপ্রিয়া (স্ত্রী) করভস্য উষ্ট্রস্য করিশাবকস্য বা প্রিয়া, ৬তৎ। ১ ক্ষুদ্রদুরালভা। ২ উষ্ট্র বা করিশাবকাদির স্ত্রী।

করভবল্লভ (পুং) করভস্য বল্লভঃ ৬তৎ। ১ উষ্ট্রপ্রিয় পীলুবৃক্ষ। ২ কপিত্থবৃক্ষ।

করভাদনী (স্ত্রী) করভেন উষ্ট্রেন অদ্যতে, করভ-অদ-কর্ম্মণি-ল্যুট্-ঙীপ্। ক্ষুদ্র দুরালভা।

করভী [ন্] (পুং) করভঃ হস্তস্য অবয়বভেদস্তদ্বদ্ আকারোঽস্তি শুণ্ডে যস্য অথবা করো হস্ত ইব ভাতি কর-ভা-ড করভঃ শুণ্ডস্তদস্তি যস্য বহুব্রী। হস্তী।

করভী (স্ত্রী) করভস্য স্ত্রী করভ-ঙীষ্ (জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযো-পধাৎ। পা ৪।১।৬৩) স্ত্রীকরভ, হস্তী ও উষ্ট্রাদির স্ত্রী।

করভীয় (ত্রি) করভ-ঢঞ্। হস্তী বা উষ্ট্রসম্বন্ধীয়।

করভীর (পুং) করভিনং করিণং ঈরয়তি প্রেরয়তি মৃত্যুমুখম্; করভ-ঈর-অণ্। সিংহ।

করভূ (স্ত্রী) করাৎ ভবতি কর-ভূ-ক্বিপ্। নখ।

করভূষণ (ক্লী) করো ভূষ্যতে অনেন কর-ভূষ ল্যুট্। ১ কঙ্কণ। ২ হস্তালঙ্কার মাত্র।

করভোরু (স্ত্রী) করভবৎ উরুর্যস্যাঃ উঙ্। প্রশস্ত উরুবিশিষ্টা স্ত্রী।

করম (দেশজ) ১ "কর্ম্ম" শব্দ স্থানে পদ্যে এইরূপ আদেশ হয়। ২ (যাবনিক) ভাগ্য, কর্ম্মফল।

করমঙ্গল। বারমহলের মধ্যস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখন বন জঙ্গলময়, কিন্তু ইহার অদূরে পর্ব্বতোপরি প্রাচীন হিন্দুমন্দির ও রাজগৃহাদি রহিয়াছে। রায়কোট হইতে ২১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

করমচা (দেশজ) করমর্দ্দ। [করঞ্জ দেখ।]

করমট্ট (পুং) করং হস্তিশুণ্ডং অট্টতি অতিক্রাময়তি কর-অট্ট-থ মুম্। ১ গুবাক বৃক্ষ, সুপারিগাছ। ২ পানিয়া আমলা গাছ।

করমণ্ডল। ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূল। এই নামের উৎপত্তি লইয়া কিছু গোলযোগ আছে। কেহ বলেন পুলি-কটের নিকটস্থ প্রাচীন 'করুমণল' গ্রাম হইতে করমণ্ডল নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে পর্ত্তুগীজদিগের জাহাজ লাগিত, নাবিক ও আড়তদারদিগের বাস ছিল। আবার কাহারও মতে, তামিল 'চোরমণ্ডল' হইতে ইংরাজেরা অপভ্রংশ করিয়া করমণ্ডল নাম দিয়াছে। শেষোক্ত মতই অনেকটা যুক্তিসঙ্গত। তামিল 'চোরমণ্ডল' শব্দের সংস্কৃত নাম চোলমণ্ডল। প্রাচীন চোলরাজগণের সময় হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। [চোল দেখ।] পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান সোরেতৈ (Sôrêtai) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (Ptolemy, Geog. Bk. VII. Ch. 1.)

করমরী [ন্] (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি দণ্ডার্হান্ অত্র কৃ-অধিকরণে অপ্ করঃ কারাগারঃ তত্র মরঃ মৃত্যুবৎ ক্লেশে অস্য বাহুলকাৎ ইনি অথবা করে ম্রিয়তে কর-মৃ-ইনি। বন্দী, কয়েদী।

করমর্দ্দ (পুং) করং মৃদ্নাতি, কর-মৃদ-অণ্। করমর্দ্দক বৃক্ষ, পাণি আমলা। ভাবপ্রকাশের মতে কাঁচা করমর্দ্দের গুণ— অম্ল, গুরু, তৃষ্ণানাশক, উষ্ণ, রুচিকর এবং পিত্ত, রক্ত ও কফ-

বৃদ্ধিকারক। পক্ব করমর্দ্দ, মধুর, রুচিজনক, লঘু, পিত্ত ও বায়ুনাশক। [করঞ্জ দেখ।]

করমর্দ্দক (পুং) করং মৃদ্নাতি কর-মৃদ্-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) বা করমর্দ্দ এব স্বার্থে-কন্। ১ বৃক্ষবিশেষ, পাণি আমলা। ২ করৌন্দা, করমৃচা।

করমর্দ্দা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। এই নদী নর্ম্মদা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গমস্থান পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তথায় করমর্দ্দেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্কন্দপুরাণীয় রেবাখণ্ডের মতে, করমর্দ্দাসঙ্গমে স্নান করিয়া করমর্দ্দেশ্বর দর্শন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

করমর্দ্দী [ন্] (পুং) করং মৃদ্নাতি মৃদ-ণিনি। পাণি আমলা।

করমর্দ্দী (স্ত্রী) করং মৃদ্নাতি মৃদ-অণ্-ঙীপ্। করমর্দ্দকবৃক্ষ।

করমশোণি। দ্বারভঙ্গের অন্তর্গত একটি গ্রাম। দ্বারভঙ্গ-রাজমন্ত্রী করমশোনি এই গ্রাম স্থাপন করেন। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৪৪। ১৬০-৬১)

করমা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

করমাল (পুং) করঃ করিশুণ্ডঃ তদাকৃতিবৎ মালা সমূহো যস্য। ১ ধূম। ২ মেঘ। (অন্তঃস্থঃ করমালশ্চ শুরী জীমূতবাহ্যপি। হেম ৪। ১৭০।)

করমালা (স্ত্রী) করঃ করাঙ্গুলিপর্ব্বমালা ইব জপসংখ্যাহেতুত্বাৎ। করপর্ব্বরূপ মালা। করমালায় জপ করিতে হইলে অনামিকার তৃতীয়, মূলপর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল, তৃতীয় ও শেষপর্ব্ব অনামিকা ও মধ্যমার শেষ, এবং তর্জ্জনীর শেষ ও তৃতীয় মূল, এই অষ্ট পর্ব্বে যথাক্রমে জপ করিতে হয়। অনামিকার মধ্য হইতে কনিষ্ঠাদি ক্রমে তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ডানদিকে ১০ বার গমন করিয়া জপ করাকে করমালা কহে।

"আরভ্যানামিকামধ্যং দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ।
তর্জ্জনী মূলপর্য্যন্তং করমালা প্রকীর্ত্তিতা॥"

করমুক্ত (ক্লী) করেণ গৃহীত্বা অরাতিং প্রতি মুচ্যতে, কর-মুচ-ক্ত। (নিষ্ঠা। পা ৩। ২। ১০২) ১ অস্ত্রভেদ, বড়শী। ২ করাৎ মুক্তঃ ৫তৎ (ত্রি) হস্তচ্যুত। ৩ নিকর।

করমেতিবাই। অসাধারণ ভক্তিমতী কোন ব্রাহ্মণকন্যা। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের খাজল গ্রামে ইহার জন্ম, পিতার নাম পরশুরাম পণ্ডিত, তিনি ঐ দেশস্থ রাজার পুরোহিত ছিলেন। রাজা ও রাজপুরোহিত উভয়েই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য সে সময়ে বৈষ্ণবগণ স্ত্রীদিগকেও বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন। করমেতিবাই শৈশবকালেই বিদ্যাবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মেও অধিকতর ভক্তি জন্মিয়াছিল। পণ্ডিত পরশুরাম যথাকালে তাঁহাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিলেন। করমেতিবাইয়ের বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা থাকিলেও পিতার অনুরোধে তিনি বিবাহ করিলেন। কিন্তু স্বামীকে অবৈষ্ণব ও অত্যন্ত বিষয়ী দেখিয়া, তিনি স্বামী সহবাস বা গৃহস্থালী করিতে নিতান্ত অসম্মত হইলেন। তাঁহার সকল কার্য্যই সাধারণের বিস্ময়কর হইয়াছিল,—সর্ব্বদাই তিনি নির্জ্জনস্থানে থাকিয়া ইষ্টদেবের পাদপদ্ম চিন্তা করিতেন এবং পাগলিনীর ন্যায় কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, কখন বা 'হা নাথ' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেন।

কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্বামীগৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ যত্ন হইতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রেমরসের আস্বাদ পাইয়া সংসারে তাঁহার বিষবৎ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, সুতরাং তিনি স্বামীগৃহে যাওয়া নিতান্ত অনিষ্টকর জানিয়া সর্ব্বদাই রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে কাহাকে কিছু না বলিয়া গোপনে বৃন্দাবন যাওয়া স্থির করিলেন। রাত্রিকালে করমেতিবাই নিজের গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন, বাটীর সকল দ্বারই বন্ধ থাকায় বাহিরে আসিবার কোন পথ পাইলেন না, অবশেষে মনের আবেগে উপরতলা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। করমেতিবাই বড় বাটীর বাহির হইতেন না, কোথায় বৃন্দাবন, কোনদিকে পথ, কিছুই জানেন না, তথাপি তিনি কাঙ্গালিনীর ন্যায় একাকিনী উর্দ্ধশ্বাসে বৃন্দাবন উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে পরশুরাম পণ্ডিত গৃহে কন্যাকে না দেখিয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং রাজার নিকটে গিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য দিয়া চারিদিকে করমেতির অন্বেষণের জন্য লোক পাঠাইলেন।

করমেতিবাই একটি বৃহৎ প্রান্তর দিয়া যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, দূরে তাঁহার অন্বেষণের জন্য লোক আসিতেছে। দেখিয়া নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; ধু ধু প্রান্তর, কোথাও লুকাইবার উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না, সম্মুখে কেবল একটি উষ্ট্রের মৃতদেহ পড়িয়া আছে, শৃগাল কুকুরে তাহার মাংসাদি প্রায় ভক্ষণ করিয়াছে। ভীষণ দুর্গন্ধ, নিকটে যাওয়াই দুঃসাধ্য। ভক্তিমতী করমেতি সেই উষ্ট্রদেহের উদর মধ্যে লুকাইলেন। উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। অন্বেষণকারিগণ তাহার অন্য দিক্ দিয়া চলিয়া গেল। আবার কে কখন আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে তিনি তিনদিন পর্য্যন্ত সেই উষ্ট্রের দেহ মধ্যেই অনাহারে কেবল কৃষ্ণচিন্তা করিয়া অতিবাহন করিলেন। তিন দিন

পরে তথা হইতে নির্গত হইয়া নদীতে স্নান করিয়া শরীর নির্ম্মল করিলেন। এইরূপে তিনি পথিমধ্যে বহুক্লেশ সহ্য করিয়া বৃন্দাবনে পৌছিলেন। পবিত্র বৃন্দাবন দর্শনে তাঁহার বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইল, মন প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে বন মধ্যে কৃষ্ণদর্শন অভিলাষে ধ্যানযোগে উপবিষ্ট হইলেন।

এদিকে পরশুরাম পণ্ডিত কন্যার বিরহে নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া, দেশদেশান্তরে অন্বেষণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি বহু বন বহু স্থান অন্বেষণ করিয়াও কন্যার কোন সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে একদিন একটি বিশাল বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে নিবিড় বনমধ্যে করমেতিকে উপবিষ্ট দেখিয়া অতি ব্যস্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সঙ্গীগণ সহ কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এখন আর তাঁহার সে কন্যা নাই, সংসারের মলিনতা এখন তাঁহার দেহ হইতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, মুখশ্রীর কেমন এক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সমুদায় শরীরেই তপঃপ্রভা প্রকাশ পাইতেছে এবং কেমন এক আশ্চর্য্য জ্যোতিতে তাঁহার মুখমণ্ডল পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিলেন, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে দরদর ধারায় প্রেমাশ্রু বহিতেছে। কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া পরশুরামের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তিনি আর করমেতিকে কন্যাভাবে দেখিতে সাহস পাইলেন না। অবশেষে নিতান্ত আকুল হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

বহুক্ষণ পরে করমেতিবাই চক্ষু উন্মীলন করিলেন, সম্মুখেই পিতাকে উপস্থিত দেখিয়া নীরবে প্রণাম করিয়া নীরবেই বসিয়া রহিলেন, যেন পরস্পর অপরিচিত। পণ্ডিত পরশুরাম তাঁহাকে অনেক বিনয় করিয়া ফিরিতে বলিলেন, এবং গৃহে বসিয়াই কৃষ্ণচিন্তা করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু করমেতি তাহাতে কোনরূপেই স্বীকৃত না হইয়া, পিতাকে তাঁহার আশা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণপদসাধনে উপদেশ দিলেন। কৃষ্ণপদচিন্তা বিষয়ে উপদেশ দিবার কালে করমেতি প্রেমভরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং পুনর্ব্বার আপনা হইতেই যেন চেতনা-লাভ করিলেন।

পরশুরাম পণ্ডিত কন্যার এইরূপ অসাধারণ ভক্তিতে চমৎকৃত হইলেন। বারম্বার অনুরোধেও কন্যাকে ফিরাইতে না পারিয়া একাকীই রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং রাজার নিকট সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। রাজা বিশেষ ভগবৎ প্রেমিক ছিলেন, তিনি করমেতিকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তথায় করমেতির নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এখনও ঐ কুটীরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে।

করমোদা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (বিষ্ণু, মার্ক, ব্রহ্মাণ্ডপু)

করম্ব (ত্রি) ক্রিয়তে কৃ-অম্বচ্ (কৃকদিকড়িকটিভ্যোঽম্বচ্। উণ্ ৪। ৮২) মিশ্রিত। ২। ভাবে অম্বচ্। মিশ্রণ, মিশান। (করম্বঃ কবরো মিশ্রঃ সম্পৃক্তঃ খচিতঃ সমাঃ। হেম ৬। ১০৫।)

করম্বক (ত্রি) করম্ব-স্বার্থে কন্। করম্ব।

করম্বিত (ত্রি) করম্বঃ মিশ্রণং জাতোঽস্য, করম্ব-ইতচ্। ১ মিশ্রিত। ২ খচিত। ("মধুকরনিকর করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জ কুটীরে।" গীতগোবিন্দ)

করম্ভ (পুং) কেন জলেন রভ্যতে একত্রীক্রিয়তে ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ; ক-রভ-ঘঞ্ (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্। পা ৩। ৩। ১৯। রভেরশব্ লিটোঃ। পা ৭। ১। ৬৩। নুম্) ১ দধিমিশ্রিত ছাতু। ২ উদমন্থ। ৩ ভাজা যবমাত্র। ৪ মিশ্রগন্ধ। ৫ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। ৬ শতাবরী, শটী বা শতমূলী।

করম্ভক (ক্লী) করম্ভ-স্বার্থে কন্। দধি মিশ্রিত ছাতু। ইহার অপর সংস্কৃত নাম কর্কসার। ("নিবৈরঞ্জলিভিঃ প্রাদাৎ দ্বিজন্মভ্যঃ করম্ভকম্।" রাজতরঙ্গিণী ৫। ১৬।)

করম্ভা (স্ত্রী) কেন জলেন বায়ুনা রভ্যতে সিচ্যতে বিকীর্য্যতে বা, ক-রভ-ঘঞ্ (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্। পা ৩। ৩। ১৯) টাপ্। ১ শতাবরী। ২ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ৩ কলিঙ্গ দেশীয়া স্বনামখ্যাতা রমণী, পুরুবংশীয় অক্রোধন নৃপতি ইহার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার গর্ভে দেবাতিথির জন্ম হয়। (ভারত আদি ৯৫। ২২)

করম্ভি (পুং) যদুবংশীয় রাজবিশেষ। ইহার পিতার নাম শকুনি এবং পুত্রের নাম দেবরাত। (ভাগবত ৯। ২৪। ৫)

করযোড় (দেশজ) উভয়হস্ত একত্র করা, বিনীতভাব, যোড়হস্ত। ("করযোড়ে কহেন রাজন।" গোবিন্দমঙ্গল।)

করর (আরব্য) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কররা (আরব্য) কর্কশ, খড়্‌খড়ে।

কররুদ্ধ (ত্রি) করে কারাগারে হস্তেন বা রুদ্ধ। ১ কারাগারে আবদ্ধ। ২ হস্ত দ্বারা আবদ্ধ।

কররুহ (পুং) করাৎ রোহতি উৎপদ্যতে। কর-রুহ-ক (ইগুপধা। পা ৩। ১। ১৩৪) ১ নখ। ২ অঙ্গুলি। ৩ কৃপাণ।

করর্দ্ধি (স্ত্রী) করস্য ঋদ্ধিঃ। ১ করসম্পৎ। ২ (করেন ঋদ্ধির্যস্য) করতালী।

করল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Bucco Carula.)

করলা (দেশজ) কারবেল্ল, উচ্ছে। [উচ্ছে দেখ।]

করবার (পুং) করং বৃণোতি, বারয়তি আক্রমণকারিভ্যো বা কর-বৃ-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ কৃপাণ, খড়্গ। ২ কাণাড়া প্রদেশের একটি নগর। গোয়া হইতে ২২ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪° ৫০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১১´ পূঃ।

১৬৬৩ খৃঃ অব্দে এখানে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আপনাদিগের কুঠী স্থাপন করেন। টিপু সুলতানের সময়ে সে সকল নষ্ট হইয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই কোঙ্কন ভাষা ব্যবহার করেন, তবে বহুদিন বিজয়পুর রাজ্যের অধীন থাকায় মহারাষ্ট্রভাষায়ও প্রচলিত আছে।

করবারক (পুং) করং বারয়তি আচ্ছাদয়তি। কর-বৃ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ১ হস্তাবরণকারী। ২ দেয় রাজস্ব বন্ধকারী।

করবিন্দস্বামী। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রের একজন ভাষ্যকার।

করবী (স্ত্রী) কস্য বায়োঃ রবো বিদ্যতে হত্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ হিঙ্গুপত্র, ইঙ্গুদীবৃক্ষ। করেণ বীয়তে ক্বিপ্যতে কর-বী-ক্বিপ্ (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১৭৮) ২ কবরী, চুলের খোঁপা। ৩ স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পুষ্প। [করবীর দেখ।]

করবীক (ক্লী) কবরী স্বার্থে কন্। কবরী। [করবীর দেখ।]

করবীর (পুং) করং বীরয়তি, বীর বিক্রান্তৌ অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ কৃপাণ, খড়্গ। ২ দেশভেদ। ৩ শ্মশান। ৪ ব্রহ্মাবর্ত্ত। ৫ দৃশদ্বতীনদীতীরস্থ চন্দ্রশেখরনামক রাজপুরী।

৬ রাজপুরীবিশেষ। চেদিদেশের নিকটবর্ত্তী এবং গোমন্তপর্ব্বত হইতে ৩ দিবসের পথে অবস্থিত। কংসবধ শ্রবণে ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ রাম ও কৃষ্ণের বিনাশ কামনায় মথুরাপুরী অবরোধ করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ রাম ও কৃষ্ণের পরাক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, বৃদ্ধ চেদীশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে রাম ও কৃষ্ণ চেদি হইতে অনতিদূরবর্ত্তী করবীরপুর অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। রামকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া উদ্ধত করবীরপতি শৃগাল তাঁহাদের গতিরোধ জন্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঘোরতর যুদ্ধে শৃগাল হত হইলেন। (হরিবংশ ৯৯।১০১ অঃ।) মহাভারতের সময় হইতে একটি তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে,—

"যোজনং দশ হে পুত্র কারাষ্ট্রো দেশদুর্দ্ধরঃ॥ ২৪
তন্মধ্যে পঞ্চ ক্রোশঞ্চ কাশ্যাদ্যবাধিকং ভুবি।
ক্ষেত্রং বৈ করবীরাখ্যং ক্ষেত্রং লক্ষ্মীবিনির্ম্মিতম্॥ ২৫
তৎ ক্ষেত্রং হি মহৎ পুণ্যং দর্শনাৎ পাপনাশনম্।
তৎক্ষেত্রে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ॥ ২৬
তেষাং দর্শনমাত্রেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
তৎক্ষেত্রং কেবলং পীঠং মহালক্ষ্ম্যাশ্চ তত্ত্বতঃ॥" ২৭
উত্তরার্দ্ধে ২ অঃ।

হে পুত্র! দশযোজন বিস্তৃত দুর্দ্দম কারাষ্ট্রদেশ, তাহারই মধ্যে কাশী প্রভৃতির অধিক পুণ্যস্থান লক্ষ্মীবিনির্ম্মিত করবীরক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্র দর্শন করিলে মহাপুণ্য লাভ হয় এবং পাপক্ষয় হয়; বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ সেই ক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহাদিগের দর্শনমাত্রে সকল পাপ বিদূরিত হয়। সেই ক্ষেত্রই কেবল মহালক্ষ্মীর পীঠ বলিয়া কথিত।

কারাষ্ট্রদেশের বর্ত্তমান নাম করাঢ়। এতএব করবীর এই করাঢ়ের অন্তর্গত। [করাঢ় দেখ।]

৯ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—প্রতিহাস, শতপ্রাস, চণ্ডাত, হয়মারক, প্রতীহাস, অশ্বঘ্ন, হয়ারি, অশ্বমারক, শীতকুম্ভ, তুরঙ্গারি, অশ্বহা, বীর, হয়মার, হয়ঘ্ন, শতকুন্দ, অশ্বরোধক, বীরক, কুন্দ, শকুন্দ, শ্বেতপুষ্পক, অশ্বান্তক, নখরাহ্ব, অশ্বনাশন, স্থলকুমুদ, দিব্যপুষ্প, হরিপ্রিয়, গৌরীপুষ্প ও সিদ্ধপুষ্প।

করবীর দুই প্রকার শ্বেতকরবী ও রক্তকরবী। শ্বেত করবীর পর্য্যায়—শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ, অশ্বমার। লাল করবীর পর্য্যায়—রক্তপুষ্প, চণ্ডাত, লগুড়।

হিন্দীভাষায় ও দাক্ষিণাত্যে কণের, তামিলে অলারি, তৈলঙ্গে ঘেন্নেরু, আরব্য ও পারসীতে দিফ্লি, ইংরাজীতে Oleander কহে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Nerium Odorum.

উভয় প্রকার করবীরলতাই ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। কোন গাছে কেবল লাল অথবা কেবল সাদা, আবার কোন কোন গাছে শ্বেতরক্ত মিশ্রিত ফুল জন্মে, শেষোক্ত করবীরকে অনেকে পদ্মকরবী বলিয়া থাকে। বৈদ্যকশাস্ত্রমতে উভয় প্রকার করবীর গুণ—তিক্ত, কষায়, কটু, উষ্ণবীর্য্য। ব্রণ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, ক্ষত, ক্রিমি ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগে ইহার মূল ব্যবহার করা যায়। ইহার মূল বিষাক্ত, আত্যান্তিক প্রয়োগে বিষবৎ কার্য্য করে। (চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ, শার্ঙ্গধর)। হাকিমীগ্রন্থে ইহা সুম্-উল্ হিমর ও খর্জহরা নামে অভিহিত; ইহা প্রদাহ ও স্ফোটক নিবারক।

ইহা বাহ্য প্রয়োগ করিতে হয়, আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কি মনুষ্য কি জীবজন্তু সকলেরই মৃত্যু হয়।

মীর মুহম্মদ হোসেন নামক মুসলমান হাকিম বলেন, ইহার মূল অপর সকলস্থলে বিষময় হইলেও, সর্পে কামড়াইলে ইহা বিষবিনাশক হইয়া থাকে। পোকা মাকড় মারিতে হইলে ইহার মূল প্রয়োগ করা যায়।

স্ত্রীলোকেরা অনেক সময়ে ঐ মূল খাইয়া আত্মহত্যা করে। এজন্য দক্ষিণদেশে স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বিবাদ উপস্থিত হইলে 'কণের' কাছে যাও, এইরূপ বলিয়া গালাগালি দেয়।

ডাক্তার ডাইমক্ বলেন, করবীমূলে তীব্র হৃদ্‌বিষ আছে। ইহার ·০০০১৬ গ্রেণ মাত্র একটা ভেককে খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৪ মিনিট পরে হৃদ্‌গতি নিস্তব্ধ হয়। সেই সঙ্গে হৃদ্‌গতি ও ঘর্ম্মরোধ হইয়া যায়।

করবীফুল হিন্দুদেবতার অতি প্রিয় দ্রব্য। ইহার পাতা ও বল্কল শুকাইয়া বাটিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম-রোগে উপকার দর্শে।

করবীরক (পুং) করবীরবৎ কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক (আতোঽনুপসর্গে ক। পা ৩। ২। ৩।) বা করং বীরয়তি বীরবিক্রান্তৌ ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ১ অর্জ্জুনবৃক্ষ। ২ স্বার্থে কন্। করবীর। ৩ খড়্গ। ৪ করবীর মূলরূপ বিষ।

করবীরকন্দসংজ্ঞ (পুং) করবীর কন্দ ইতি সংজ্ঞা যস্য। তৈলকন্দ।

করবীরতৈল [করবীরাদ্য দেখ।]

করবীরপুর (ক্লী) [করবীর দেখ।]

করবীরভুজা (স্ত্রী) করবীরভুজঃ শাখা ইব ভুজঃ শাখা যস্যাঃ বহুব্রী। আঢ়কীবৃক্ষ, অরহর।

করবীরভূষা (স্ত্রী) করবীরস্য ভূষেব ভূষা অস্যাঃ। আঢ়কী, অরহর।

করবীরাদ্যতৈল (ক্লী) করবীরং আদ্যং প্রধানং যত্র বহুব্রী। কুষ্ঠরোগাধিকারের বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। শ্বেতকরবীর মূলের রস, গোমূত্র, চিতা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে।

শ্বেতকরবীর মূল ও বিষ (মিঠা) সমভাগে কল্ক করিয়া গোমূত্রের সহিত তৈল পাক করিবে। ইহা সেবনে চর্ম্মদল, সিধ্ম, পামা, বিস্ফোট ও কিটিম প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম শ্বেতকরবীরাদ্যতৈল।

করবীরী (স্ত্রী) কিরতি বিক্ষিপতি দানবরাক্ষসাদীন্ কৄ-অচ্ (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ইচ্। পা ১। ১৩৪) করঃ বীরঃ পুত্রোঽস্যাঃ। ১ অদিতি। কং সুখং রাতি দদাতি ক-রা-ক (আতোঽনুপসর্গে। পা। ৩। ২। ৩) করঃ সুখজনকঃ বীরঃ পুত্রো যস্যাঃ। ২ পুত্রবতী। ৩ শ্রেষ্ঠগবী। (করবীর্য্য-দিতি শ্রেষ্ঠগবী পুত্রবতীষু চ। মেদিনী।)

করবীর্য্য (পুং) করবীরপুরে ভবঃ, করবীর যৎ। ১ ধন্বন্তরির প্রতি আয়ুর্ব্বেদপ্রশ্নকর্ত্তা ঋষিবিশেষ। ২ (করস্য বীর্য্যং) বাহুবল।

করশাখা (স্ত্রী) করস্য শাখা ইব। অঙ্গুলি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অগ্রুব, অধ্বা, ক্ষিপ, ত্রিশ, শর্য্যা রশনা, ধীতি, অথর্য্য, বিপ, কক্ষ্যা, অবনি, হরিৎ, স্বসার, জামি, সনাভি, যোক্ত্র, যোজন, ধুর, শাখা, অভীশু, দীধিতি ও গভস্তি। (বেদনিঘণ্টু ২ অঃ।)

করশীকর (পুং) করাৎ করিশুণ্ডাৎ নিঃসৃতঃ শীকরঃ, করস্য শীকরো বা। হস্তির শুণ্ডনিক্ষিপ্ত জলকণা। ইহার অপর সংস্কৃত নাম বমথু।

"উদাত্তমগ্নিং শময়াম্বভূবু গর্জা বিবিগ্নাঃ করশীকরেণ।" রঘু।

করশুদ্ধি (স্ত্রী) করস্য শুদ্ধিঃ (৬তৎ) 'ফড়্' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা হস্তশোধন। ("আদাবৃষ্যাদিক-ন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃ পরম্" তন্ত্রসার।) পূজাদি কার্য্যে ঋষ্যা-দিন্যাসের পরেই করশুদ্ধি করিতে হয়।

করশূক (পুং) করস্য করে বা শূকঃ সূক্ষ্মাগ্রঃ সূচ্যাগ্র ইব বা। নখ।

করশোথ (পুং) করগতঃ শোথঃ মধ্যলো°। হস্তের শোথ (ফুলন)। [শোথ দেখ।]

করস্ (ক্লী) ক্রিয়তে যৎ কৃ-অসুন্। কর্ম্ম। ("প্রতে পূর্ব্বাণি করণানি বিপ্রা° বিদ্বা° আহ বিদুষে করাংসি" ঋক্ ৪।১৯ ২০।)

করসাদ (পুং) সদনং সাদঃ সদ-ভাবে ঘঞ্ করস্য সাদঃ অবসন্নতা। হস্ত অবশ হওয়া।

করসূত্র (ক্লী) করে স্থিতং সূত্রং ৭তৎ। ১ হস্তের সূক্ষ্ম সূত্র। ২ বিবাহকালীন মঙ্গলার্থ হস্তে ধৃত সূত্র।

করস্থালী [ন্] (পুং) করঃ স্থালীব অস্য। মহাদেব। যেরূপ স্থালিতে (হাঁড়ি) পাক করিয়া থাকে, মহাদেবও সেইরূপ মহাকালরূপে প্রলয়কালে হস্তরূপ স্থালীতে সমুদায় ভূতের পাক করিয়া থাকেন।

"তলতালঃ করস্থালী ঊর্দ্ধসংহননো মহান্।"

ভারত অনু ১৭ অঃ।

করম্ন (পুং) করণং করঃ কৃ-অপ্ করং মাতি করোতি ধাতু-নামনেকার্থত্বাৎ মা-ক (আতোঽনুপসর্গে ক। পা ৩। ২। ৩) কর্ম্মকর বাহু। ("রেবৎস্বপ্রা করম্না দধিষে বপুংষি" ঋক্ ৩। ১৮। ৫।) বাহু। (বেদনিঘণ্টু ২। ৪)

করস্বন (পুং) করস্য স্বনঃ ৬তৎ। হস্তধ্বনি।

কররুঞ্চা (স্ত্রী) সপ্তাক্ষরা ছন্দোবিশেষ।

করহাট (পুং) করেণ বিকিরণেন হাট্যতে দীপ্যতে হট-ণিচ্-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ পদ্মাদির মূল। ২ করং হাটয়তি হট-ণিচ্-অণ্ কর্ম্মণি। মদনবৃক্ষ। ৩ দেশবিশেষ।

করহাটক (পুং) করহাট ইব স্বার্থে কন্ অথবা করং হটয়তি কর-হট-ণিচ্-ণ্বুল্ (ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩। ১।১৩৩) ১ মদন বৃক্ষ। ("করহাটকার্জ্জুনককুভেত্যাদি" সুশ্রুত।) ২ করস্য হাটকং (ক্লী) স্বর্ণের হস্তালঙ্কার। ৩ জনপদবিশেষ। (সভাপর্ব্ব)। ইহার বর্ত্তমান নাম করাঢ়। [করাঢ় দেখ।]

করাঘাত (পুং) করেণ আঘাতঃ ৩তৎ। হস্তাঘাত, কিল, চাপড়, ঘুসি প্রভৃতি।

করাঙ্গণ (ক্লী) করস্য আসনং ৬তৎ। রাজস্ব আদায়ের স্থান।

করাঙ্গুলি (পুং) করস্য অঙ্গুলি ৬তৎ। হস্তাঙ্গুলি, হাতের আঙ্গুল।

করা (দেশজ) ১ কড়া, শক্ত। ২ ক্রোধী। ৩ ক্রিয়াপদ।

করাগার (পুং) করস্য আগারঃ। রাজস্ব আয়ের গৃহ।

করাচি। ভারতের সর্ব্বপশ্চিম প্রদেশস্থ সিন্ধুদেশের একটি জেলার নাম করাচি। এই জেলার উত্তরে শীকারপুর জেলা, পূর্ব্বে হায়দরাবাদ জেলা ও সিন্ধুনদ, পশ্চিমে সাগর ও বেলুচিস্থান, দক্ষিণে কোরিনদী এবং সাগর। করাচিজেলা ও বেলুচিস্থানের মধ্যে হাবনদী বহুদূর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ এবং বেলুচিস্থানের মধ্যে সীমাস্বরূপে প্রবাহিত। উত্তরদক্ষিণে এই জেলার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল এবং পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃতি প্রায় ১১০ মাইল, পরিমাণফল ১৪১১৫ বর্গমাইল। এই জেলার সদরথানার নাম করাচি। সিন্ধুনদের মোহানা হইতে বেলুচিস্থানের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত এই জেলার ভূমিভাগ সকল স্থলে সমান উচ্চ নহে। জেলার পশ্চিমাংশে কোহিস্থান নামক উপবিভাগের মধ্যে কতকটা পার্ব্বত্যপ্রদেশ আছে। বেলুচিস্থানের পূর্ব্বাংশস্থিত হালা পর্ব্বত হইতে কতকগুলি পর্ব্বতশিখর বহির্গত হইয়াছে। এই সকল পার্ব্বত্যপ্রদেশের মধ্যে মধ্যে উর্ব্বরউপত্যকা আছে। ভূমিভাগ সাধারণতঃ দক্ষিণপূর্ব্বমুখে নাবাল। উপকূলভাগে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগরশাখা প্রবেশ করিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে নদীতীরে বাবলা-বন যথেষ্ট। সিন্ধুনদই এখানকার প্রধান নদী। কিন্তু হাবনদী হইতেই এ জেলার অধিকাংশ স্থলে জল পাইয়া থাকে। এ জেলায় সিন্ধুনদ প্রায় ১২৫ মাইল বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণাংশেই সিন্ধু বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া সাগরে পড়িয়াছে। এই সকল শাখা বড়ই পরিবর্ত্তনশীল, বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে সীতা এবং বাঘিয়ার নামক শাখা দুইটি বেশ বিস্তৃত ছিল, এমন কি উহাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে জাহাজাদি যাতায়াত করিতে পারিত, কিন্তু ১৮৩৭ সাল হইতে বাঘিয়ার নদীর জল ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, আর পুরাতন সোঁতা ক্রমশঃ ভরিয়া গিয়াছে। বাগনা নামক একটী শাখার তীরে করাচি জেলার প্রাচীন বন্দর "শাহবন্দর" অবস্থিত ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত এই বন্দর কলহরা রাজবংশের নৌবন্দর ছিল। তৎপরে এখানে যুদ্ধজাহাজাদিও থাকিত, কিন্তু এখন এস্থান হইতে নদী প্রায় ১০ মাইল সরিয়া গিয়াছে। এখন "হজামরো" নামক শাখাই সিন্ধুর প্রধান মুখ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ১৮৪৫ সালেও এই শাখাটি অতি ক্ষুদ্র ছিল, শাল্তি ভিন্ন ক্ষুদ্রনৌকা অতিকষ্টে গতায়াত করিত। এই জেলার মধ্যে সেওয়ান উপবিভাগে "মঞ্চর" নামে একটি বৃহৎ হ্রদ আছে। এত বড় হ্রদ সিন্ধুদেশের মধ্যে আর নাই। করাচিনগরের ৭।৮ মাইল উত্তরে পার্ব্বত্যপ্রদেশে "পির-মাংঘো" নামক স্থানে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা নাকি অতি সুন্দর। ভ্রমণকারীরা প্রায়ই এই স্থানের শোভা দেখিবার জন্য আসিয়া থাকে। এই স্থানের নিকটই একটী "জলা" আছে। এই জলায় অসংখ্য কুম্ভীর বাস করে। আরণ্য জন্তুর মধ্যে চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়েবাঘ, শৃগাল, উষ্কামুখী, ভল্লুক, হরিণ ও বন্যমেষ প্রধান। পক্ষীর মধ্যে শকুনির সংখ্যা যথেষ্ট। কোহিস্থানে নানা জাতীয় সরীসৃপ দেখা যায়।

করাচি জেলায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তৎপরে হিন্দু ও তৎপরে অন্যান্য জাতি। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও লোহানার সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য জাতির মধ্যে জৈন, পারসী, য়িহুদী ও বৌদ্ধ আছে। এই সুদূর পশ্চিমে ১৬ জন ব্রাহ্মও আছে। এই জেলা করাচি, সেওয়ান, জিবক ও শাহবন্দর নামে ৪টি উপবিভাগে বিভক্ত।

এই জেলায় করারি, কোটরি, সেওয়ান, বুবক, জহ্ন, ঠাঠা, কেতি বন্দর, মঞ্চন্দ ও মীরপুর বতোরো নামক কয়েকটী নগর প্রধান। করাচির বন্দর ৩টী—করাচি, কেতি ও শিরগণ্ড (শ্রীগণ্ড)।

এখানকার লোকে বলে যে ঠাঠা নগর হইতে গ্রীকসম্রাট্ আলেক্জাণ্ডারের সেনাপতি নিয়ারকস্ পারস্য সাগরোদ্দেশে গমন করেন। সেওয়ান নগরে এক অতি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে; অনেকে বলে, এ দুর্গটীও আলেক্জাণ্ডারের নির্ম্মিত। করাচিরজেলার অতি অল্পস্থানেই আবাদ হইয়া

থাকে। বৃষ্টি, কূপ ও নির্ঝরের জলের উপরেই এখানকার কৃষি চলিয়া থাকে। মালিরক্ষেত্রে জোয়ার, বাজরা, যব ও ইক্ষু জন্মে। জিবক ও শাহবন্দরের নিকটবর্ত্তীস্থানে চাউল, গম, ইক্ষু, ভূট্টা, তুলা ও তামাকু জন্মে। কোহিস্থানের পার্ব্বত্যক্ষেত্রে কোনরূপ শস্যাদি জন্মে না। এখানকার লোকেরা প্রায়ই তৃণাহারী পশুমাংসেই জীবন ধারণ করে। এই জেলার তিনবার খন্দ হয়, যে খন্দ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়মাসে উপ্ত ও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে পরিপক্ক হয় তাহাকে "কারিফ" খন্দ বলে, যে খন্দ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে উপ্ত এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে পরিপক্ক হয় তাহাকে "রবি" খন্দ, ফাল্গুন চৈত্রে উপ্ত ও আষাঢ় শ্রাবণে পরিপক্ক হয়, তাহাকে "আধাওয়া" খন্দ বলে। করাচিজেলার প্রধান পণ্যদ্রব্য—তুলা, গম ও পশুলোম।

শাহবন্দরের নিকট শ্রীগণ্ড খাঁড়িতে যথেষ্ট লবণ জন্মে। কাপ্তেন বার্ক ১৮৪৭ সালে এখানকার লবণস্তর পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে এই লবণ লইয়া ক্রমাগত ৪০০ শত বৎসরকাল সমস্ত পৃথিবীর লবণের খরচ কুলাইতে পারা যায়। এখানে লবণশুল্কের পরিমাণ দ্বিগুণ বলিয়া কেহই এই লবণ উঠাইয়া ব্যবসায় করিতে পারে না। সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার ব্যবসাও আছে। মুহানা নামে মুসলমান জাতি এই ব্যবসা করিয়া থাকে। ঠঠ্ঠানগরী লুঙ্গিনামক শীতবস্ত্রের জন্য এবং বুবকনগর কার্পেটের জন্য বিখ্যাত।

করাচিজেলার অধিকাংশ সহর সিন্ধুর ইতিহাসের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট। [বিশেষ বিবরণ "সিন্ধু" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

করাচিসহরে সিন্ধুপ্রদেশের সেনাবাস স্থাপিত আছে। এই সহরের ঠিক দক্ষিণে করাচি উপসাগর। এই উপসাগরের এক পার্শ্বে মানোরা অন্তরীপ। মানোরা অন্তরীপ ও ক্লিফ্‌টন্ নামক স্বাস্থ্যনিবাসের মধ্যে করাচি উপসাগরের বিস্তার প্রায় ৩½ মাইল কিন্তু প্রবেশের মুখে "ঝিনুক পাহাড়" নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যদ্বীপে এবং "কিয়ামারি" নামক দ্বীপে প্রায় বন্ধ। মানোরা অন্তরীপে একটি আলোকস্তম্ভ আছে। এই আলোকস্তম্ভের পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র দুর্গও আছে।

করাচি নামের কারণ।—১৭২৫ খৃষ্টাব্দে যেখানে হাব নদী সাগরে মিলিতেছে, সেখানে খড়কনামে একটি সহর ছিল। খড়কে তখন ব্যবসায় বাণিজ্য বেশ বিস্তৃত ছিল। ক্রমশঃ কালে খড়কবন্দরে প্রবেশের পথ বালিতে বন্ধ হইয়া গেলে, আরও একটু দক্ষিণে, যেখানে এখন বর্ত্তমান করাচি সহর বর্ত্তমান, সেইখানে "কলাচিকুন" নামে এক ক্ষুদ্র নগর ছিল। এই স্থান হইতে করাচির চারিদিকে ব্যবসায় বাণিজ্যের আমদানি রপ্তানি বাড়িতে থাকে। ক্রমশঃ এখানে দুর্গ নির্ম্মিত হয় ও মস্কটনগর হইতে তোপ আনিয়া ঐ দুর্গ সুরক্ষিত করা হয়। শেষে "শাহবন্দরের" ব্যবসায় একেবারে মরিয়া গেলে এই স্থান সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। উক্ত "কলাচি" নাম হইতেই "করাচি" নাম হইয়াছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

করাট (ত্রি) করায় বিক্ষেপায় অটতি অট-অচ্। চাপড়।

করাটিয়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

করাণী (দেশজ) কেরাণী, লেখক।

করাত (দেশজ) করপত্র শব্দের অপভ্রংশ। কাঠ চিরিবার অস্ত্রবিশেষ।

করাতী (দেশজ) করাত ব্যবসায়ী, যাহারা করাতের দ্বারা কাঠ চিরে।

করাতগ্রাম। কাশীজেলাস্থ গ্রামবিশেষ (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৪।৫৩।)

করাঢ়। ১ বোম্বাই প্রদেশের সাতারাজেলার অন্তর্গত একটি বিভাগ। ইহার ভূমি পরিমাণ ৩৯৫ বর্গমাইল। মহাভারতে এই স্থান 'করহাটক' নামে সঞ্জয়ন্তী নগরীর সহিত উক্ত হইয়াছে। যথা—

"নগরীং সঞ্জয়ন্তীঞ্চ পাষণ্ডং করহাটকম্।
দূতৈরেব বশে চক্রে করঞ্চৈনানদাপয়ৎ॥" ভারত সভা ৩১।৭০

দাক্ষিণাত্যের বনবাসী প্রভৃতি কোন কোন স্থানের প্রাচীন শিলাফলকেও করাঢ়ের প্রাচীন নাম করহাটক দৃষ্ট হয়।

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে এই ভূভাগ 'কারাষ্ট্র' নামে উক্ত হইয়াছে। সহ্যাদ্রিখণ্ডমতে কারাষ্ট্র কোয়না সঙ্গমের দক্ষিণে এবং বেদবতী নদীর উত্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১০ যোজন বিস্তৃত।

"বেদবত্যাশ্চোত্তরে তু কোয়নাসঙ্গদক্ষিণে।
কারাষ্ট্র নাম দেশশ্চ দুষ্টদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" উত্তরার্দ্ধে ২।৩।

এখানে লক্ষাধিক হিন্দুর বাস, তন্মধ্যে করাঢ় ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। [করাঢ়ব্রাহ্মণ দেখ।]

২ করাঢ় বিভাগের প্রধান নগর। কৃষ্ণা ও কোয়নানদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°১৭′ উঃ, দ্রাঘি ৭৪°১৩′ ৩০″ পূঃ। এখানকার লোকসংখ্যা ১০৭৭৮। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই নয়হাজার। এখানে সবজজের আদালত, ডাকঘর, ঔষধালয় প্রভৃতি আছে।

করাঢ়ব্রাহ্মণ (কারাষ্ট্রব্রাহ্মণ) মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণ জাতিবিশেষ। আপনাদিগের জন্মভূমির নামানুসারে ইহাদিগের নামও করাঢ় হইয়াছে। স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদিখণ্ডে ইহারা অতি নিন্দিত ও দুষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

"কারাষ্ট্রো নাম দেশশ্চ দুষ্টদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩

সর্ব্বে লোকাশ্চ কঠিনা দুর্জ্জনাঃ পাপকর্ম্মিণঃ।
তদ্দেশজাশ্চ বিপ্রাস্তু কারাষ্ট্রা ইতি নামতঃ॥ ৪
পাপকর্ম্মরতা নষ্টা ব্যভিচারসমুদ্ভবাঃ।
খরস্থ হস্তিযোগেন রেতঃ ক্ষিপ্তং বিভাবকম্॥ ৫
তেন তেষাং সমুৎপত্তির্জাতা বৈ পাপকর্ম্মিণাম্।
তদ্দেশে মাতৃকাদেবী মহাদুষ্টা কুরূপিণী॥ ৬
তস্যাঃ পূজা বদাব্দে চ ব্রাহ্মণো দীয়তে বলিঃ।
তে পংক্তিগোত্রজা নষ্টা ব্রহ্মহত্যাং করোতি চ॥ ৭
ন কৃতা যেন সা হত্যা কুলং তস্য ক্ষয়ং ব্রজেৎ।
এবং পুরা তয়া দেব্যা বরো দত্তো দ্বিজান্ কিল॥ ৮
তেষাং সংসর্গমাত্রেণ সচৈলং স্নানমাচরেৎ।
তেষাং দেশান্তরে বায়ুর্ন গ্রাহো যোজনত্রয়ম্॥ ৯
কেবলং বিষমাপ্নোতি পাতকং হ্যতিদুস্তরম্।"

সহ্যাদ্রিখণ্ড ২।২। অঃ।

ইঁহারা সকলেই শাক্ত। শুনা যায়, পূর্ব্বে ইঁহাদের মধ্যে এক প্রথা ছিল যে, প্রতিবর্ষে দেবী শক্তির সমক্ষে একটি করিয়া ব্রাহ্মণশিশু বলি দিতে হইত। ১৮১৮ খৃঃ অব্দের পর হইতে এই প্রথা এককালে উঠিয়া গিয়াছে। ইঁহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা অপর মহারাষ্ট্রদিগের ন্যায়। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রকবি মোরোপন্থ এই করাঢ়শ্রেণীভুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে ভিন্ন গোত্র ও অনেক ঘর দৃষ্ট হয়। যথা—

গোত্র				ঘর
কাশ্যপগোত্র	...	...	...	৭২
অত্রিগোত্র	...	..	...	৭৫
ভরদ্বাজগোত্র	...	...	...	৭৭
জমদগ্নিগোত্র	...	...	...	৭৫
বশিষ্ঠগোত্র	...	...	...	৮০
কৌশিকগোত্র	...	...	...	৪৭
নৈধ্রুবগোত্র	...	...	...	২৪
গৌতমগোত্র	...	...	...	১৫
গার্গ্যগোত্র	...	...	...	১৬
মুদ্গলগোত্র	...	...	...	৮
বিশ্বামিত্রগোত্র	...	...	...	১
বাদরায়ণগোত্র	...	...	...	১
কৌণ্ডিন্যগোত্র	...	...	...	১
উপমন্যুগোত্র	...	...	...	১
আঙ্গিরসগোত্র	...	...	...	১
লোহিতাক্ষগোত্র	...	...	...	১
বৈণ্যগোত্র	...	...	...	৬
শাণ্ডিল্যগোত্র	...	...	...	৬
কুলশগোত্র	...	...	...	৩
বাৎস্যগোত্র	..	...	...	২
ভার্গবগোত্র	...	....	...	২
পার্থিবগোত্র	...	...	...	২

[মহারাষ্ট্র দেখ।]

করামর্দ্দ (পুং) করং আ সম্যক্ মৃদ্নাতি কর-আ-মৃদ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) করমর্দ্দবৃক্ষ, করমচা গাছ।

করাম্বুক (পুং) কীর্য্যতে বিক্ষিপ্যতে কৄ-কর্ম্মণি অপ্। করং অম্বু যস্মাৎ কপ্। কৃষ্ণপাকফলবৃক্ষ, করমচা।

করাম্লক (পুং) কীর্য্যতে ইতি করং কীর্য্যমানং অম্লং যস্মাৎ অম্ল-কপ্। করমর্দ্দকবৃক্ষ।

করায়িকা (স্ত্রী) করাবিব আচরতি উড্ডয়নকালে করবল্লম্বমানত্বাৎ। কর-ক্যঙ্ (উপমানাদাচারে। পা ৩।১।১০) ততো ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ।৩।১।১২৩) টাপ্। ১ বলাকাপক্ষী, ক্ষুদ্র বক। ২ কুটপুরী।

করার (আরব্য) অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি।

করারবীর। কাশীর বায়ুকোণে চারিযোজন দূরে অবস্থিত যবনপুরের নিকটস্থ একটি গ্রাম। এখানে প্রাচীন দুর্গ ও পীরস্থান আছে। (ভ' ব্রহ্মখণ্ড ৫০। ২৭৩)

করারি (দেশজ) ১ যে ব্যক্তি করার করিয়াছে। ২ যদ্বিষয়ে করার আছে। ৩ উপাসকসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা কালী, চামুণ্ডা প্রভৃতি দেবীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির উপাসক; ভারতের নানাস্থানে কোন কোন লোক শলাকাদি দ্বারা আপন মাংস বিদ্ধ করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, অনেকে তাহাদিগকেই করারি বলেন।

করারোট (পুং) করে আরোটতে ভাতি, কর-আ-রুট-অচ্ (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩।১।১৩৪) অঙ্গুরীয়ক।

করাল (ক্লী) করায় চক্ষুরোগাদিবিক্ষেপায় অলতি শক্নোতি কর-অল-অচ্। ১ কৃষ্ণকুঠেরক, কালতুলসী। ২ ঘৃতাদিভ্রষ্ট বেশবার, চপ্। (পুং) করং আলাতি গৃহ্নাতি অথবা করায় ভয়প্রদর্শনায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি কর-আ-লা-ক। ৩ সর্জ্জরসযুক্ত তৈল, গর্জ্জনতৈল। ৪ তুঙ্গ, উচ্চ। ৫ (ত্রি) দন্তুর, উন্নতদন্ত, দেঁতো। ৬ (ত্রি) ভয়ানক ("সদ্ধা বৃহদ্ধা বৃহকঃ করালশ্চ মহামনাঃ।" ভারত ১। ১২৩। ৫৪।) ৭ দন্তরোগভেদ। কুপিত বায়ু দণ্ড আশ্রিত করিয়া ক্রমে ক্রমে দণ্ড সকল বিকৃত ও ভয়ানক ভাবে উন্নত করিয়া তোলে, ইহাকে করাল রোগ বলে, ইহা অসাধ্য। (মাধবনিদান।)

৮ কস্তুর মৃগ। ৯ দৈত্যবিশেষ। ১০ গন্ধর্ব্ববিশেষ। ১১ মৎস্যবিশেষ।

করালক (পুং) করাল এব স্বার্থে-কন্ করালবৎ কায়তি বা। ১ কৃষ্ণতুলসী। ২ করালশব্দবাচক।

করালকেশর (পুং) করালঃ কেশরো যস্য। সিংহ।

করালত্রিপুটা (স্ত্রী) করালানি ত্রীণি পুটানি যস্যাঃ। লঙ্কা-ধান্য, ত্রিকাণ্ডিকা (রাজনি)

করালদংষ্ট্রা (স্ত্রী) করালাঃ দংষ্ট্রা যস্যাঃ। ১ কালী। ২ ভয়ানকদন্তবিশিষ্টা স্ত্রী।

করালভৈরব (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

করাললোচন (ত্রি) করালে লোচনে যস্য। ভয়ানক চক্ষুবিশিষ্ট।

করালবদনা (স্ত্রী) করালং বদনং যস্যাঃ। ১ কালী। ২ ভয়ঙ্করমুখী স্ত্রী।

করালম্ব (ত্রি) করং আলম্বতে শরণার্থং গৃহ্নাতি লম্ব-অচ্। করগ্রহণকারী।

করালম্বন (ত্রি) করেণ করস্য বা আলম্বনং। ১ হস্ত দ্বারা গ্রহণ। ২ হস্তগ্রহণ।

করালা (স্ত্রী) করাল-টাপ্। শারিবা, অনন্তমূল।

করালানন (ত্রি) করালং আননং যস্যাঃ। ভয়ঙ্কর মুখবিশিষ্ট।

করালিক (পুং) করাণাং করসদৃশশাখানাং আলিঃ শ্রেণি র্যত্র, করাল-কপ্ ইত্বম্। বৃক্ষ। (নন্দ্যাবর্তকরালিকৌ তরুবহ্নপর্ণী পুলাক্যংস্ত্রিপঃ। হেম ৪। ১০০।)

করালিত (ত্রি) করাল-ইতচ্। ভয়যুক্ত।

করালী (স্ত্রী) করাল-ঙীষ্ (জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাৎ। পা ৪। ১। ৬৩) অগ্নির সপ্ত জিহ্বার অন্তর্গত জিহ্বাবিশেষ।

"কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা॥" মুণ্ডকোপনিষৎ।

করাস্ফোট (পুং) করেণ আস্ফোটঃ শব্দো যত্র। ১ বক্ষঃস্থলে একহস্ত সঙ্কুচিতভাবে রাখিয়া অন্য হস্ত দ্বারা তাড়ন, তাল ঠোকা। ২ করস্য আস্ফোটঃ। করাঘাত।

করি (দেশজ) উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ। যেমন আমি করি।

করিক (পুং) করো বিক্ষেপো হস্তি অস্য কন্। বিট্খদির।

করিকণবল্লী (স্ত্রী) করিকণঃ গজপিপ্পল্যবয়ব-ইব বল্লী। চই।

করিকণাবল্লী (স্ত্রী) করিকণায়াইব বল্লী। চবিকাবৃক্ষ, চই।

করিকর (পুং) করিণঃ করঃ ৬তৎ। হস্তিশুণ্ড।

করিকা (স্ত্রী) করো বিলেখনমস্তি অস্যাঃ অর্শাদিত্বাদচ্ ইত্বঞ্চ। নখরেখা।

করিকাল (কারিকোল)। কর্ণাটিকের একটি নগর। ট্রাঙ্কুইবার হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১০° ৫৫′ উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৫৩′ পূঃ।

এই নগরটি অতি প্রাচীন। ১৭৪০ খৃঃ হইতে ১৭৬৩ খৃঃ অব্দ ব্যাপী কর্ণাটিক সমরের সময় এই নগর সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। এখানে ইংরাজদিগের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ হয়। এখানে করিকাল নদী ও কাবেরীনদীর একটি ক্ষুদ্র শাখা আছে। করিকালের চারিদিকে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয়। এখান হইতে লবণ রপ্তানি হইয়া থাকে।

করিকালচোল। একজন বিখ্যাত চোলরাজ, পরান্তক চোলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পাণ্ড্যরাজ বীরপাণ্ড্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইনি কাবেরীর জলপ্লাবন হইতে তঞ্জোর জেলা রক্ষা করিবার জন্য আনিকাট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইনি ৯০০ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

করিকুম্ভ (ক্লী) করিণঃ কুম্ভঃ ৬তৎ। ১ হস্তিকুম্ভ, হস্তির মস্তকস্থ কুম্ভাকৃতি স্থান। ২ গন্ধচূর্ণ।

করিকুম্ভ(পুং) করী নাগকেশরস্তদ্বৎ কুম্ভস্তঃ। নাগকেশর চূর্ণ।

করিগর্জিত (ক্লী) করিণঃ গর্জ্জিতং গর্জ্জনং ভাবে ক্ত। বৃংহিত, হস্তির গর্জ্জন।

করিজ (পুং) করিণো জায়তে করি-জন-ড (পঞ্চম্যাম-জাতৌ। পা। ৩। ২। ৯৮) ১ হস্তিশিশু। ২ (স্ত্রী) গজমুক্তা।

করিণী (স্ত্রী) করিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ হস্তিনী। ২ দেবতাবিশেষ।

করিদারক (পুং) করিণং দারয়তি করি-দৃ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩। ১। ১৩৩) সিংহ।

করিনাসিকা (স্ত্রী) করিণঃ নাসিকা। ১ হাতির নাক। ২ করিণঃ নাসিকা ইব আকৃতির্যস্যাঃ। যন্ত্রবিশেষ।

করিপ (পুং) করিণং পাতি রক্ষতি করি-পা-ড (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩। ২। ১০১) হস্তিপালক, মাহুত।

করিপত্র (ক্লী) করিণঃ কর্ণবৎ পত্রমস্য। তালীশপত্র।

করিপথ (পুং) করিণঃ পথঃ ৬তৎ। ১ হস্তির গমনযোগ্য পথ। (সংজ্ঞায়াং কন্।) ২ দেবপথ। ৩ দেশবিশেষ।

করিপিপ্পলী (স্ত্রী) করিসংজ্ঞকা পিপ্পলী মধ্যলো°। গজপিপ্পলী।

করিপোত (পুং) করিণঃ পোতঃ ৬তৎ। হস্তিশিশু।

করিবন্ধ (পুং) করিণং বধ্নাতি যত্র, বন্ধ আধারে ঘঞ্ (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং। পা ৩। ৩। ১৯)। ১ হস্তিবন্ধন স্তম্ভ, আলান। ইহার অন্যনাম প্রারব্ধি। ২ ভাবে ঘঞ্ (ভাবে। পা ৩। ৩। ১৮)। গজবন্ধন।

করিবর (পুং) করিণাং বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। শ্রেষ্ঠহস্তী।

("ঠোঁটেতে করিয়া সে কচ্ছপ করিবর।" গোবিন্দমঙ্গল।)

করিভ (ক্লী) করীব ভাতি ভা-ক (আতোঽনুপসর্গে। পা ৩। ২। ৩) ১ কুঞ্জবিশেষ।

করিম (যাবনিক) করুণাময়, ঈশ্বর।

করিমখাঁ। একজন পাঠানদলপতি। ইনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চিতুর সহিত মিশিয়া সিন্ধিয়ারাজ্য লুট-পাট করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে সিন্ধিয়া কর্তৃক বন্দী হন। সিন্ধিয়া অনেক টাকা লইয়া ইঁহাকে মুক্তি দেন। মুক্তি পাইয়া করিম্ আরও প্রবল হইয়া উঠিলেন। দেশের লোকজন তাঁহার নাম শুনিলেই ভয় পাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে আবার তাঁহাকে ইন্দোরে বন্দী করা হইল। করিম্ কিছুদিন পরে মুক্তি লাভ করিয়া ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ, কর্ণেল আদম তাঁহার বিপক্ষে সৈন্যচালনা করেন। এই সময়ে করিম যাবদের যশোবন্ত রায়ের আশ্রয় লইতে চান, কিন্তু অবশেষে বাধ্য হইয়া উক্ত বর্ষে ১৫ই ফেব্রুয়ারী সার জন মাল্‌কোমের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনি আপন জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য গোরক্ষপুর প্রাপ্ত হইলেন।

করিঙ্গ। রাজমহেন্দ্রীজেলার অন্তর্গত সমুদ্রতটস্থ একটি বন্দর। রাজমহেন্দ্রী নগর হইতে ১৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। নানাস্থান হইতে করিঙ্গে জাহাজ আসিয়া লাগে। এখানে বাণিজ্য ব্যবসায়ও আছে। পূর্ব্বে এই নগর বেশ সমৃদ্ধি-শালী ছিল, এখন আর তেমন নাই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র হইতে বাণ আসিয়া করিঙ্গনগরকে ভাসাইয়া দেয়, তাহাতে বিস্তর লোক মারা পড়ে এবং পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। ইহার পার্শ্বস্থ সাগরকে করিঙ্গ উপসাগর বলে।

করিঙ্গ শব্দ কলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ। [কলিঙ্গ দেখ।]

করিমাচল (পুং) মচশাঠ্যদম্ভয়োঃ, মচ ভাবে ঘঞ্। করিণং হস্তং মাচং শাঠ্যং লাতি বিস্তারয়তি করি-মাচ-লা-ক (আতো হনুপসর্গে। ৩। ২। ৩) সিংহ।

করিমুখ (পুং) করিণোমুখমিব মুখং যস্য। ১ গণেশ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডে বর্ণিত আছে ;—পার্ব্বতীনন্দন গণেশ জন্মিলে সকল দেবতাই সেই সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভগবতী ক্রমে সকল দেবতাকেই আসিয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিলেন, কিন্তু সেই দেবমণ্ডলীর মধ্যে শনিকে না দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার সেই প্রাণের সুন্দর নন্দন দেখিবার জন্য আসিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। শনির দৃষ্টিমাত্র সমুদয় ভস্ম হইয়া উড়িয়া যায়, এই ভয়ে শনি গণপতিকে দেখিতে আসেন নাই। যাহা হউক অবশেষে ভগবতীর আদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শনি আসিয়া ভগবতীকে জানাইলেন যে তিনি যাহা দেখেন, তাহাই বিনাশ পায়। বারবার এইরূপ বলিলেও ভগবতী তাঁহাকে গণেশ দেখাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শনি অবশেষে নিরুপায় হইয়া গণেশকে দেখিবার জন্য আপন মুখবস্ত্রের এক প্রান্ত খুলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি প্রথমে গণপতির মস্তকে পড়িয়াছিল, তাহাতে মস্তক ভস্ম হইয়া উড়িয়া যায়। মস্তক বিনষ্ট দেখিয়া শনি পুনরায় বস্ত্র বন্ধন করিলেন। পার্ব্বতীও প্রিয়পুত্রের মস্তকহীন দেখিয়া শোকে আকুল হইয়া পড়ি-লেন। তখন দৈববাণী হইল "উত্তর শিয়রে যে হস্তী নিদ্রিত আছে, তাহার মুণ্ড গণেশের মস্তক হইবে।' দেবগণ অনুসন্ধানে বাহির হইয়া দেখিলেন, দেবরাজের হস্তী ঐরাবত ঐভাবে নিদ্রিত, তখন সকলে অগত্যা সেই হস্তিমুণ্ড কাটিয়া গণেশের দেহে যোগ করিয়া দিলেন। এইরূপে গণপতির করিমুখ হইয়াছিল। ২ করিণঃ মুখং। হাতির মুখ।

করিয়াটি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Tringa Ochropus.)

করির (পুং, ক্লী) কিরতি বিক্ষিপতি কৃ-ইরন্ সংজ্ঞায়াং। ১ বংশাঙ্কুর, বাঁশের কোঁড়া। ২ (পুং) ঘট। ৩ বৃক্ষবিশেষ।

করিরত (ক্লীং) করিণো রতমিবরতম্, মধ্যলো°। ১ কাম-শাস্ত্রোক্ত এক প্রকার রতি।

"ভুগতস্তনভুজান্তমস্তকামুন্নতাং স্বয়মধোমুখীং স্ত্রিয়ম্।
ক্রামতি স্বকরকৃষ্টমেহনে বল্লভকরিরতং তদুচ্যতে॥"

২ (৬তৎ) হস্তির রমণ।

করিরা, করিরী (স্ত্রী) হস্তিদন্তের মূল।

করিব (ত্রি) করিণং বাতি হিনস্তি করি-বা-ক (আতোঽনু-পসর্গে। পা ৩। ২। ৩) সিংহ।

করিশ (দেশজ) গুল্মবিশেষ। (Dalbergia reniformis.)

করিশাবক (পুং) করিণাং শাবকঃ। হস্তিশিশু। পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত হস্তিশিশু। সংস্কৃত পর্য্যায়—কলভ, করভ, করিপোত, করিজ, বিক্ক ও ধিক্ক।

করিশুণ্ড (ক্লী) করিণঃ শুণ্ডং। হাতির শুঁড়।

করিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন কর্ত্তা ইষ্ঠন্। কর্ত্তৃতম। ("পুরু সখিভ্য আসুতি করিষ্ঠঃ" ঋক্ ৭। ৯৭। ৭।)

করিষ্ণু (পুং) কৃ-ইষ্ণুচ্। করণশীল।

করিসুত (পুং) করিণঃ সুতঃ, ৬তৎ। হস্তিশাবক।

করিসুন্দরিকা (স্ত্রী) করীব সুন্দরী, করি-সুন্দরী সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ হ্রস্বশ্চ। ১ নাগযষ্টি। ২ কাপড় শুষ্ক করিবার যন্ত্রবিশেষ। (হারাবলী)

করিস্কন্ধ (ক্লী) করিণাং সমূহঃ করিন্-স্কন্ধচ্। ১ গজসমূহ। ২ করিণঃ স্কন্ধং, ৬তৎ। গজের স্কন্ধ। ৩ করিস্কন্ধমিব স্কন্ধং যস্য। হস্তির স্কন্ধের ন্যায় যাহার স্কন্ধ।

করী [ন্] (পুং) করঃ শুণ্ডঃ অস্তি অস্য কর-ইনি। ১ হস্তী। ২ অষ্টসংখ্যা। ৩ নাগকেশর।

করীতি (পুং) ১ ব্যক্তিবিশেষের নাম। ২ জনপদবিশেষ। (ভারত ভীষ্ম।)

করীন্দ্র (পুং) করিণাং ইন্দ্রঃ ৬তৎ। ১ করিশ্রেষ্ঠ, উত্তম হাতি। ২ ঐরাবত হস্তী।

করীর (পুং, ক্লীং) কিরতি বিক্ষিপতি আবরণান্ কৃ-ঈরন্, (কৄশৄপৄকটিপটিশৌটিভ্য ঈরন্। উণ্ ৪।৩৪) ১ বংশাঙ্কুর, বাঁশের কোঁড়া। বাভটের মতে ইহার গুণ—শ্লেষ্মনাশক, কষায়, দাহজনক, বাতজনক, আধ্মানজনক, মধুর ও কফজনক। ২ ঘট। ৩ অঙ্কুরমাত্র। ("হিমাংশু বংশস্ত করীরমেব মাং নিশম্য কিয়াসি ফলেগ্রহিগ্রহা" নৈষধ।) ৪ (পুং) মরুভূমিজাত উষ্ট্রপ্রিয় কণ্টকবৃক্ষবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম করীল। সংস্কৃত পর্য্যায়—ক্রকর, গ্রন্থিল, ক্রকচ, নিষ্পত্রিকা, করির, গূঢ়পত্র, করক, তীক্ষ্ণকণ্টক। (Capparis aphylla.) ইহাকে বাঙ্গালা ও হিন্দীতে উট কটের, আরবে ও বোম্বাই অঞ্চলে কবর, সিরীয় ভাষায় কবার, তুরুস্কে কবরিষ, পারস্তে কবর ও কুরক বলে। এই গাছ ভারতবর্ষে সচরাচর জন্মে। ইহার ফল ব্যবহৃত হয়। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, স্বেদজনক, উষ্ণ ও ভেদক। অর্শ, কফ, বায়ু, আম, বিষজ শোথ ও ব্রণনাশক। ইহার ত্বক্ ব্যবহার্য্য। মাত্রা ২ মাষা।

মখজন-উল-আদ্‌বিয়া নামক হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার মূলের ত্বক্ গ্রহণীয়। ইহা কণ্ডুঘ্ন, কটু, পরিষ্কারক, পক্ষাঘাত ও সকল প্রকার বাতরোগে উপকারক। ইহার টাট্‌কা পাতার রস কাণের ভিতর প্রয়োগ করিলে পোকা মরিয়া যায়।

ঐন্সলি সাহেবের মতে দূষিত ব্রণের ইহা এক মহৌষধ।

করীরক (ক্লী) করীরএব স্বার্থে কন্। বংশাঙ্কুর।

করীরকুণ (ক্লী) করীরস্ত পাকঃ করীর-কুণচ্ (তস্ত পাকমূলে পিল্বাদিকর্ণাদিভ্যঃ কুণজাহচৌ। পা ৫।২।২৪) করীরশাক।

করীরপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ।

করীরা (স্ত্রী) করীর-টাপ্। চীরিকা, ঝিঁঝিপোকা। ২ হস্তিদন্তমূল।

করীরিকা (স্ত্রী) করীরমিব আকৃতির্যস্তাঃ করীর-ঠন্-টাপ্ চ। ১ হস্তিদন্তমূল। ২ ঝিল্লী, ঝিঁঝিপোকা।

করীরী (স্ত্রী) কিরতি কৃ-ঈরন্ [করীর দেখ।] গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১) চীরিকা, ঝিল্লী। ২ হস্তিদন্তমূল। (করীরী চীরিকায়াঞ্চ দন্তমূলে চ দন্তিনাম্। মেদিনী।)

করীষ (পুং, ক্লীং) কীর্য্যতে বিক্ষিপ্যতে কৃ-ঈষন্ (কৄতৄ-ভ্যামীষন্। উণ্ ৪।২৬) ১ শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে। ২ পশুর পুরীষমাত্র। (তত্র শুষ্কে তু গোগ্রন্থিঃ করীষছগণে অপি। হেম)

করীষক (পুং) করীষ এব স্বার্থে কন্। [করীষ দেখ।] দেশবিশেষ। (ভারত ভীষ্ম ৯। ৫৫)

করীষগন্ধি (ত্রি) করীষস্ত গন্ধইব গন্ধো যস্ত। শুষ্ক গোবরের ন্যায় গন্ধযুক্ত।

করীষঙ্কষা (স্ত্রী) করীষং কষতি হিনস্তি করীষ-কষ-খচ্-মুম্‌চ (সর্ব্বকূলাভ্রকরীষেষু কষঃ। পা ৩। ২। ৪২) বায়ু।

করীষাগ্নি (পুং) করীষস্থিতোঽগ্নিঃ। শুষ্কগোময়বহ্নি, ঘুঁটের আগুন।

করীষী [ন] (পুং) করীষঃ বিদ্যতে যত্র করীষ-ইনি। করীষযুক্ত দেশ।

করীষিণী (স্ত্রী) করীষিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ গোময়াধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী।

("গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।" শ্রীসূক্ত।)

করুই (দেশজ) গোলা, ভাণ্ডার, দ্রব্যাগার।

করুণ (পুং) করোতি মনঃ আনুকূল্যায় কৃ-উনন্, (কৃবৃদারিভ্য উনন্। উণ্ ৩। ৫৩) ১ বৃক্ষবিশেষ, করুণানেবুর গাছ। (Citrus decumana.) রাজবল্লভের মতে ইহার ফলের গুণ—কফ, বায়ু, আম ও মেদোনাশক, পিত্তপ্রকোপক।

২ শৃঙ্গারাদি অষ্ট রসের অন্তর্গত তৃতীয় রস। সাহিত্যদর্পণে করুণরসের লক্ষণাদি এইরূপে কথিত হইয়াছে;—বন্ধুবান্ধবাদির বিয়োগ হইতে করুণ রসের উৎপত্তি। করুণ রসের কপোত বর্ণ, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। করুণ রসের স্থায়িভাব শোক, আলম্বন ভাব শোচ্য জন, (যাহার বিয়োগ হইয়াছে), এবং তাহার দাহাদি অবস্থাই উদ্দীপন ভাব। দৈবনিন্দা, ভূতলে পতন, ক্রন্দন, বিবর্ণতা, উর্দ্ধশ্বাস, নির্ব্বাতস্থ প্রদীপের ন্যায় নির্জ্জীববৎ নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া থাকা ও প্রলাপ ইহার অনুভাব। বৈরাগ্য, জড়তা ও চিন্তা প্রভৃতি ইহার ব্যভিচার ভাব। বন্ধুবিয়োগে দৈবনিন্দা। যথা—

বিপিনে ক জটানিবন্ধনং
তব চেদং ক মনোহরং বপুঃ।
অনয়ো র্ঘটনা বিধেঃ স্ফুটং
ননু খড়্গেন শিরীষকর্ত্তনং॥ রাঘববিলাস।

সঙ্গীত শাস্ত্রে এই সকল রাগরাগিণী করুণরসে গেয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—ভৈরব, ভৈরবী, রামকেলি, খট্, গান্ধার, যোগিয়া, বিভাষ, কুকুভ, দেবকিরি, আলাহিয়া, বেলাবলী, সিন্ধুড়া, সিন্ধু, মূলতানী, পূরবী, তোড়ী, গৌরী, কেদারা, ইমন্, কল্যাণ, জয়জয়ন্তী, হাম্বির, ভূপালী, কাণাড়া, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, বেহাগ, বাগেশ্রী, সুরট, শঙ্করাভরণ, মোহিনী, মালকোষ, বাঙ্গালী, মল্লার, ললিত।

৩ পরদুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা, দয়া। ৪ করুণার বিষয়, দীন। ("অনুরোদিতীব করুণেন পত্রিনাং বিরুতেন বায়")। ৫ দয়াযুক্ত। ৬ বুদ্ধভেদ। ৭ পরমেশ্বর। ৮ প্রাণিদিগের অভয়জনক পরিব্রাজক। ৯ তীর্থবিশেষ। (কালিকাপুরাণ)

করুণধ্বনি (পুং) করুণসূচকঃ ধ্বনিঃ। ১ দুঃখে বা শোকে মানবমুখ হইতে যেরূপ শব্দ নির্গত হয়। ২ যে শব্দ শুনিলে জীবের প্রতি দয়া জন্মে।

করুণমল্লী (স্ত্রী) করুণা করুণযোগ্যা মল্লী। নবমল্লিকা। এই ফুল অতি সুকুমার, স্পর্শনেই মলিন ও হীনপ্রভ হইয়া থাকে, এইজন্যই ইহাকে করুণমল্লী বলে।

করুণবিপ্রলম্ভ (পুং) করুণযুক্তো বিপ্রলম্ভঃ। শৃঙ্গার রসের ভেদবিশেষ। নায়ক নায়িকার মধ্যে একজন পরলোক গমন করিলে পুনর্ব্বার মিলন আশায় জীবিত ব্যক্তি যে কোন প্রকারে কষ্টে সৃষ্টে জীবন ধারণ করে, তাহার নাম করুণবিপ্রলম্ভ। যেরূপ কাদম্বরীর পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা-বৃত্তান্তে পুনর্ব্বার পুণ্ডরীকের লাভ বা জন্মান্তরে লাভবিষয়ে করুণরসই বর্ত্তমান। কিন্তু দৈববাণী শ্রবণানন্তর পুণ্ডরীকের সহিত মিলন আশাই শৃঙ্গাররসের উদ্রেক।

করুণবেদিত্ব (ক্লী) করুণং দয়াং বেত্তি জানাতি বিদ-ণিনি ততঃ ভাবে ত্ব। দয়াবানের ধর্ম্ম।

করুণবেদী [ন] (ত্রি) করুণং দয়াং বেত্তি পরদুঃখং অনুভবতি বিদ-ণিনি। দয়াবান্।

করুণা (স্ত্রী) করোতি চিত্তং পরদুঃখহরণায় কৃ-উনন্ (কৃবৃদারিভ্যো উনন্। উণ্ ৩। ৫৩) টাপ্ চ। ১ অপরের দুঃখ-বিনাশের ইচ্ছা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কারুণ্য, ঘৃণা, কৃপা, দয়া, অনুকম্পা, অনুক্রোশ, শূক। ২ গঙ্গার নামবিশেষ। ('কূটস্থা করুণা কান্তা কূর্ম্মযানা কলাবতী॥' কাশীখ' ২৯।৪৩) ৩ পুলস্ত্যমুনির কনিষ্ঠা কন্যা।

করুণাকর (ত্রি) করুণায়া আকরঃ, ৬তৎ। অত্যন্ত দয়ালু।

করুণাত্মক (ত্রি) করুণঃ করুণরসঃ আত্মা যস্য বহুব্রী, করুণাত্মন্ কন্। করুণ রসবিশিষ্ট কাব্যাদি।

করুণাত্মা [ন্] (পুং) করুণো দয়ার্দ্র আত্মা যস্য, বহুব্রী। দয়াবান্।

করুণানিদান (ত্রি) করুণা নিদীয়তে নিশ্চিত্য দীয়তে যেন, করুণা-নি-দা-ল্যুট্। দয়ালু, দয়ার আধার।

করুণানিধি (ত্রি) করুণা নিধীয়তেঽত্র, করুণা-নি-ধা-কি (কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩। ৩। ৯৩।) করুণাযুক্ত, দয়াবান্।

করুণান্বিত (ত্রি) করুণয়া অন্বিতঃ, ৩তৎ। করুণাযুক্ত, দয়াবান্।

করুণাময় (ত্রি) করুণা প্রাচুর্য্যেণ অস্ত্যস্য, করুণা-ময়ট্। দয়াময়। ("অভয় শরণদাতা তুমি কৃপাসিন্ধু।

কেবল করুণাময় পতিতের বন্ধু।" গোবিন্দমঙ্গল।)

করুণাযুক্ত (ত্রি) করুণয়া যুক্ত ৩তৎ। দয়াবান্।

করুণারম্ভ (ত্রি) করুণঃ করুণরস আরম্ভো যত্র, বহুব্রী। ১ করুণরসে আরম্ভ করিয়া লিখিত গ্রন্থাদি। ২ (৬তৎ পুং) করুণরসের আরম্ভ।

করুণার্দ্র (পুং) করুণয়া আর্দ্রঃ, ৩তৎ। অত্যন্ত দয়ালু, যাহাদের হৃদয় দুঃখী দেখিলে গলিয়া যায়।

করুণার্দ্রচিত্ত (পুং) করুণয়া আর্দ্রং চিত্তং যস্য বহুব্রী। দয়ালুহৃদয়।

করুণাসাগর (পুং) করুণায়াং সাগর-ইব, উপমি'। দয়ার সমুদ্রস্বরূপ, অতিশয় দয়ালু।

করুণী [ন্] (পুং) করুণা অস্ত্যস্য, করুণা-ইনি (সুখাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ১৩১।) করুণাযুক্ত, দয়াবান্।

করুণী (স্ত্রী) কৃ-উনন্-ঙীপ্। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; কোঙ্কণ দেশে ইহাকে ককরথিরুণি কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—গ্রীষ্মপুষ্পী, রক্তপুষ্পী, চারিণী, রাজপ্রিয়া, রাজপুষ্পী, সূক্ষ্মা ও ব্রহ্মচারিণী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ এবং কফ, বায়ু, আধ্মান (পেটফাঁপা), বিষবমন ও উর্দ্ধশ্বাসনাশক।

করুত্থাম (পুং) তুর্বসুবংশীয় দুষ্মন্তরাজার পুত্রবিশেষ। (হরি ৩২অঃ)

করুন্ধম (পুং) তুর্বসুবংশীয় ত্রৈসানুর পুত্রবিশেষ। (হরি ৩২ অঃ)

করুম (পুং) অথর্ব্ববেদোক্ত পিশাচবিশেষ।

("যে শালাঃ পরিনৃত্যন্তি সায়ং গর্দ্দভনাদিনঃ।
কুসূলা যে চ কুক্ষিলাঃ ককুভাঃ করুমাঃ স্রিমাঃ।
তানোষধে! ত্বং গন্ধেন বিষূচীনান্ বিনাশয়॥"
অথর্ব্ব ৮। ৬। ১০।)

করুল (দেশজ) কুরর পক্ষী। [কুরর দেখ।]

করূ (স্ত্রী) কৃ-ঊ। ১ কর্ত্তন, কাটা। ২ কৃত্ত, যাহা কাটা হইয়াছে।

করূষ (পুং) কৃ ঊষন্। দেশবিশেষ, দন্তবক্র এই দেশে অধিপতি ছিলেন। (ভারত সভা ৪র্থঃ)। বর্ত্তমান শাহাবাদ জেলা।

করূষক (পুং) ১ বৈবস্বত মনুর পুত্র। ২ ফল্‌সা, পরুষক।

করূষজ (পুং) করূষদেশে জায়তে, করূষ-জন্-ড। দন্তবক্র। ("তাবিহাথ পুনর্জাতৌ শিশুপালকরূষজৌ।" ভারত আদি)

করূষাধিপতি (পুং) করূষস্য তন্নামজনপদস্য অধিপতিঃ, ৬তৎ। ১ করূষদেশের রাজা। ২ দন্তবক্র।

করেট (পুং) করে করাঙ্গুলিষু অটতি উৎপদ্যতে, অলুক্ সমাসঃ; করে-অট-অচ্। নখ।

করেটব্যা (স্ত্রী) করে অটং অটনং ব্যয়তি, অলুক্‌সমাসঃ; করে-অট-ব্যে-ড-টাপ্‌। ধনচ্ছুনামক পক্ষিবিশেষ।

করেটু (পুং) কে জলে বায়ৌ বা রেটতি, ক-রেট-কু। পক্ষি বিশেষ, করকটিয়া। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কর্করেটু, করটু, কর্করাটুক। (কর্করেটুঃ করেটুঃ স্যাৎ করটুঃ কর্করাটুকঃ। হেম)

করেণু (পুং) কৃ-এণু (কৃবৃভ্যামেণুঃ। উণ্‌ ২।১।) ১ হস্তী, মদ্দা হাতি। ২ (স্ত্রী) হস্তিনী। (করেণুর্গজহস্তিন্যোঃ। অমর।) বৈদ্যকমতে হস্তিনীর দুগ্ধ কিঞ্চিৎ কষায়যুক্ত, মধুররস, বৃষ্য, গুরু, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকর, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বলকারক। ৩ কর্ণিকার বৃক্ষ।

করেণুকা (স্ত্রী) করেণু-স্বার্থে কন্‌-টাপ্‌। হস্তিনী।

করেণুপাল (পুং) করেণুং পালয়তি রক্ষতি, করেণু-পাল-ণিচ্‌-অচ্‌। হস্তিনীপালক।

করেণুভূ (পুং) করেণৌ করেণুবিষয়ে ভবতি হস্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তনায় প্রভবতি ইত্যর্থঃ, করেণু-ভূ-ক্বিপ্‌। ১ পালকাপ্যনামক হস্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তক মুনি। ২ হস্তিনী হইতে উৎপন্ন।

করেণুমতী (স্ত্রী) নকুলের পত্নী, ইঁহার গর্ভে নকুলের নিরমিত্র-নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভারত আদি ৯৫ অঃ।)

করেণুসুত (পুং) মধ্যলো°। ১ মুনিবিশেষ। ২ হস্তিশাবক।

করেণূ (স্ত্রী) কৃ-এণূ। ১ হস্তিনী। ২ (পুং) হস্তী (অমরটীকা।)

করেনর (পুং) তুরুষ্কনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

করেন্দুক (পুং) করেণ রশ্মিনা ইন্দুরিব কায়তি শোভতে, কর-ইন্দু-কৈ-ক। ভূতৃণ, গন্ধতৃণ। [গন্ধতৃণ দেখ।]

করেবর (পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে পাষাণঃ কপিভিরিতি যাবৎ করস্তস্মিন্‌ ব্রিয়তে উৎপদ্যতে, অলুক্‌ সমাসঃ; করে-বৃ অচ্‌। শিলারস।

করোট (ক্লী) কে মস্তকে রোটতে দীপ্যতে, ক-রুট্‌-অচ্‌। মাথার খুলি, শিরোস্থি। (Cranium)

করোটক (পুং) সর্পবিশেষ।

করোটি (স্ত্রী) ক-রুট্‌-ইন্‌। শিরোস্থি। মাথার খুলি। (Cranium) [কঙ্কাল দেখ।]

করোটী (স্ত্রী) করোট-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। মাথার খুলি।

করোৎকর (পুং) করাণাং উৎকরঃ সমূহঃ। কর সমূহ।

করৌলি। ভরতপুর ও করৌলি এজেন্সির রাজনৈতিক তত্ত্বাবধানে রাজপুতনার অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৬° ৩´ হইতে ২৬° ৪৯´ উঃ পর্য্যন্ত এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৫´ হইতে ৭৭° ২৬´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

করৌলিরাজ্যের উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বসীমা ভরতপুর ও ধোলপুর, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে জয়পুর, এবং দক্ষিণপূর্ব্বে চম্বল নদী প্রবাহিত হইয়া করৌলিকে গোয়ালিয়ার রাজ্য হইতে পৃথক্‌ করিয়াছে। ভূমিপরিমাণ ১২০৮ মাইল। লোক-সংখ্যা ১৪৮৬৭০।

এই রাজ্য উচ্চ, নিম্ন ও পর্ব্বতময়। উত্তরদিকে গিরিমালা সীমাপ্রাচীররূপে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। এখানকার গিরিশৃঙ্গ উচ্চতায় ১৪০০ ফুটের অধিক নয়।

এখানে চম্বল নদীই প্রধান, এই নদী হইতে পাঁচটিশাখা বাহির হইয়া পঞ্চনদ নামে করৌলিতে প্রবাহিত হইতেছে। পঞ্চনদ উত্তরমুখী হইয়া বাণগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। করৌলি নগরের দক্ষিণপশ্চিম দিয়া কালিগুর ও জিরোতা নামে দুই ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে, এই দুই নদীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে অতি সামান্য জল থাকে। এখানকার পাহাড়ের উপর যে সকল ইঁদারা আছে, তাহার জল উষ্ণপ্রধান ও অস্বাস্থ্যকর।

এখানকার পাহাড়ে প্রধানতঃ দুই প্রকার পাথর আছে, এক বিন্ধ্যপাথর, অপর কাচপাথর (মণিপ্রস্তর), যেখানে কাচপাথর, তাহারই চারিদিকে অধিক পরিমাণে বিন্ধ্যপাথর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার চূণাপাথর নীলাভ, কপিল অথবা হরিৎবর্ণ বিশিষ্ট। উৎকৃষ্ট বেলে পাথরও পাওয়া যায়। তাজমহলের প্রায় অনেকাংশ এই বেলেপাথর লইয়া নির্ম্মিত। এখানকার 'ভাঁড়ের' নামক চূণাপাথর অনেক স্থানে চূণের জন্য পোড়ান হইয়া থাকে। এখানকার অধিকাংশ গ্রামই প্রস্তর নির্ম্মিত। করৌলির উত্তরপূর্ব্বে পর্ব্বতোপরি লৌহখনি বাহির হইয়াছে।

জীবজন্তু।—চম্বলনদীর নিকট বনজঙ্গলে বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, শাম্বর, নীলগাই দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের নিকট শশক, উদ্বিড়াল, ভারুইপক্ষী, কুক্কুট, কাদাখোঁচা এবং জলাশয়াদিতে বক, হংস, কারণ্ডব প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয়; মৎস্যাদিও প্রচুর জন্মে। করৌলির পশ্চিমাংশে বিস্তর সর্প, কুম্ভীর প্রভৃতি সরীসৃপ বাস করে।

উদ্ভিজ্জ।—করৌলির উচ্চ গিরিমালার বড় একটা গাছ নাই। চম্বলনদীর উর্দ্ধভাগে ধাইকুল, পলাশ, খদির, কার্পাস, শাল, গর্জ্জন ও নিম গাছ জন্মে।

এখানকার কৃষিতে যব, গম, ছোলা, তামাকু, ধান্য, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু ও শণ উৎপন্ন হয়।

এখানে জলাশয় ও ইঁদারা হইতে এবং চম্বলনদীর বাণ আসিলে সেই জল লইয়া কৃষিকার্য্য চলে।

বাণিজ্য।—এখানে টুকরা কাপড়, লবণ, ইক্ষু, তুলা, মহিষ ও ষাঁড় আমদানী হয় এবং ধান্য, কার্পাস ও ছাগ রপ্তানি হয়।

জলবায়ু।—এখানকার আবহাওয়া বড় মন্দ নয়। জ্বর,

অতিসার ও বাত রোগ হইতে দেখা যায়, অপর ছোঁয়াচে রোগ বড় এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ইতিহাস। মুকুন্দীর কারিকা অনুসারে করৌলির প্রথম রাজা ধর্ম্মপাল। নিম্নে ঐ কারিকা দেওয়া গেল—

মুকুন্দীর কারিকা।	বয়ানভাটের তালিকা।*	সময়।
ধর্ম্মপাল		
সিংহপাল		
জগপাল		
নরপালদেব		
সংগ্রামপাল		
কুন্তপাল		
সুচপাল		
পুচপাল		
বিরামপাল		
জ্যেষ্ঠপাল		
বিজয়পাল	বিজয়পাল	১০৩০ খৃঃ অঃ।
তহনপাল	তহনপাল	১০৬০ "
ধর্ম্মপাল	ক্ষিতিপাল	১০৯০ "
কুমার (কুন্বর) পাল	ধর্ম্মপাল	১১২০ "
অজয়পাল	কুন্বরপাল	১১৫০ "
হরিপাল	অজয়পাল	১১৮০ "
সোহপাল	হরিপাল	১১৯৬ "
অনঙ্গপাল	সোহনপাল	১২২০ "
পৃথ্বিপাল		১২৫২ "
রাজাপাল		১২৬৪ "
ত্রিলোকপাল		১২৮৬ "
বিপলপাল		১৩০৮ "
আসলপাল		১৩৩০ "
যুগলপাল		১৩৫২ "
অর্জ্জুনপাল (১ম)		১৩৭৪ "
বিক্রমজিৎপাল		১৩৯৬ "
অভয়চাঁদপাল		১৪১৮ "
পৃথ্বিরাজপাল		১৪৪০ "
চন্দ্রসেনপাল		১৪৬২ "
ভারতীচাঁদ		১৪৮৪ "
গোপালদাস		১৫০৬ "
দ্বারকাদাস		১৫২৮ "
মুকুন্দদাস		১৫৫০ "
যুগপাল		১৫৮২ "
তুলসীপাল		১৫৯৪ "
ধর্ম্মপাল (২য়)		১৬১৬ "
রত্নপাল		১৬৩৮ "
আর্ত্তিপাল		১৬৬০ "
অজয়পাল (২য়)		১৬৮২ "
রাচিপাল		১৭০৪ "
সুজাধরপাল		১৭২৬ "
কুন্বরপাল (২য়)		১৭৪৮ "
শ্রীগোপাল		১৭৭০ "
মাণিকপাল		১৭৯২ "
অমূল্যপাল		১৮১৪ "
হরিপাল (২য়)		১৮৩৬ "
মধুপাল		১৮৫৬ "
অর্জ্জুনপাল		১৮৭৯ "

করৌলিরাজ অর্জ্জুনপাল কৃষ্ণের বংশধর এবং যদুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই বংশ বৃন্দাবনের নিকট ব্রজধামে বাস করিতেন। এককালে বয়ানে তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। ১০৫৩ খৃঃ অঃ, মুসলমানেরা এই স্থান অধিকার করেন। তখন হইতে তাঁহারা করৌলিতে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৪৫৪ খৃঃ অব্দে মালবপতি মাহ্মুদ খিল্‌জী করৌলি আক্রমণ করেন। অক্‌বর বাদশাহ মালবজয়ের পর এই রাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করিয়া লয়েন। মোগলগৌরবরবি অস্তমিত হইলে মহারাষ্ট্রেরা এই স্থান অধিকার করিয়া, ২৫০০০৲ টাকা বার্ষিককর নির্দ্দিষ্ট করেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দ পেশোবা করৌলির উপসত্ব ইংরাজদিগকে ভোগ করিতে দেন। ইংরাজেরাও এখানকার রাজার সহিত এই বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, ইংরাজরাজের বিপদ্ আপদের সময়ে করৌলিরাজ সৈন্যসংগ্রহ দ্বারা ইংরাজদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। এই সময় হইতে করৌলিরাজ্য ইংরাজরাজের আশ্রিত হইল।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে মহারাজ নরসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় করৌলিরাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের খাস হইবার কথা হয়। কিন্তু অনেক জল্পনার পর রাজার আত্মীয় মদনপালকে করৌলিরাজ্যের সিংহাসন প্রদান করা হইল। মদন ৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়ে কোটার বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষে সৈন্য পাঠাইয়া ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, এই কারণে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে 'জি, সি, এস, আই' উপাধি এবং ১৫ স্থানে ১৭ তোপের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ১৮৬৯ খৃঃ, মদনপালের মৃত্যু হইলে দুইজনের পর ১৮৭৯ খৃঃ, অর্জ্জুনপাল রাজা হইলেন।

করৌলিরাজ্যের মাসুল হইতেই অনেকটা কর আদায় হয়। (১৮৮১ সালের) বার্ষিক কর আদায় ৪৮৩৮১০৲, তন্মধ্যে খরচ ৪২৯৫৮০৲। এখানে রীতিমত পুলিস নাই। রাজার সৈন্যগণই সেই কার্য্য করিয়া থাকে। করৌলিরাজের ১৬০ জন অশ্বারোহী, ১৭৭০ জনপদাতি, ৩২ জন গোলন্দাজ এবং ৪০টি কামান আছে। সৈন্যগণ নিম্নলিখিত ১২ জায়গার ১২টি দুর্গে অবস্থান করে।

যথা—করৌলিনগর, উঠগড়, মন্দ্রেল, নারোলি, সপোত্রা, দৌলৎপুর, থালি, জমুরা, নিন্দা, খুদা, উন্দ ও খোদাই।

করৌলিরাজের স্বতন্ত্র টাকশাল আছে; তাহাতে রৌপ্যমুদ্রা খোদিত হয়।

২ করৌলিরাজ্যের প্রধাননগর করৌলি। মথুরা হইতে ৩৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩০´ উত্তর, দ্রাঘি° ৭৭°৪´ পূঃ।

কাহারও মতে অর্জ্জুনদেব প্রতিষ্ঠিত কল্যাণজীর মন্দির হইতেই এই নগরের নাম হইয়াছে। ১৩৪৮ খৃঃ অব্দে অর্জ্জুন এই নগরটি স্থাপন করেন। এককালে এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও পার্ব্বতীয় মেনাজাতির উৎপাতে ইহার সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল। ১৫০৬ খৃঃ, রাজা গোপালদাসের শাসনকালে এই নগর পূর্ব্বশ্রী লাভ করে। এই সময়ে এখানে সুরম্য হর্ম্ম্যসকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরটি প্রায় ১ ক্রোশ, ইহার চারিদিকে বেলেপাথরের প্রাচীর; নগরে প্রবেশ করিবার ৬ সিংহদ্বার এবং ১১টি গুপ্তদ্বার এবং নগরের মধ্যে গোপালদাসের সময়কার এক সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ আছে। প্রাসাদের চারিদিকে অত্যুচ্চ প্রাচীরপরিবেষ্টিত, দুইটি সুন্দর সিংহদ্বার, প্রাসাদের মধ্যে রাজমহল ও দেওয়ানি-আম নামক গৃহ দেখিবার জিনিষ বটে, এই দুই গৃহের চিত্র বিচিত্র, কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে নির্ম্মাণ-কারীদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। এখানে শিকারগঞ্জ, শিকারমহল ও আমমহল নামে তিনটি মনোরম উদ্যান আছে। লোকসংখ্যা ২৫,৬০৭।

কক (পুং) করোতি কৃ-ক (কৃদাধারার্চ্চিকলিভ্যঃ কঃ। উণ্ ৩। ৪০) ১ শ্বেত অশ্ব। ২ কুলীর, কাঁকড়া। ৩ দর্পণ। ৪ ঘট। ৫ কর্কট রাশি। ৬ অগ্নি। ৭ তিল। ৮ সৌন্দর্য্য। ৯ কণ্টক। ১০ বৃক্ষবিশেষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী। ১১ শুভ্রবর্ণ। ১২ উত্তম, শ্রেষ্ঠ।

১৩ রাষ্ট্রকূটাধিপতি গোবিন্দরাজের পুত্র। খোদিত শিলা-লিপি অনুসারে ইনিই কর্ক ১ম। ইহার দুই পুত্র ইন্দ্ররাজ ও কৃষ্ণরাজ, ইহার মৃত্যু হইলে রাষ্ট্রকূটরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার রাজ্যকাল ৬৮৫ খৃঃ অঃ।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় ২য় কর্ক গুজরাটরাজ ৩য় ইন্দ্রের পুত্র, তাঁহার অপর নাম সুবর্ণবর্ষ। তিনি গুজরাটে রাজত্ব করিতেন। তিনি ২য় ধ্রুবরাজের পিতা। বরদা ও অপর স্থানের অনুশাসনপত্রে তাহার সময় ৭৩৪ ও ৭৪৯ শক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত উভয় রাষ্ট্রকূটরাজই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। এই বংশে আর একজন কর্কের (৩য়) নাম পাওয়া যায়, তাহার অপর নাম অমোঘবর্ষ বা বল্লভনরেন্দ্র। তাঁহার পিতা (৪র্থ) কৃষ্ণরাজ। সময় ৯১২-৩ খৃঃ অঃ।

কর্ক উপাধ্যায়। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ও পারস্করগৃহ্যসূত্রের ভাষ্যকার। সায়ণাচার্য্যের পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। সায়ণ আপন বেদভাষ্যে কর্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কর্কখণ্ড (পুং) কর্কঃ খণ্ড; ভূমি ভাগো যত্র বহুত্রী। দেশবিশেষ।
(ভারত বনপর্ব্ব ২৫৩। ৭৯)

কর্কটির্ভিটী (স্ত্রী) কর্কবর্ণা শুক্লা, চির্ভিটী, মধ্যলো°। সাদাফুটি।

কর্কট (পুং) কর্ক-অটন্। ১ বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কর্ক, ক্ষুদ্রধাত্রী, ক্ষুদ্রামলক ও কর্কফল। ইহার ফলের আকৃতি ছোট আমলকীর মত। ২ জলজন্তুবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কর্কটক, কুলীর, কুলীরক, সদংশক, পঙ্কবাস ও তির্য্যক্‌গামী। বাঙ্গালায় কাঁকড়া বা ক্যাঁকড়া, দক্ষিণে দরয়া-কা-কেক্‌ড়া, তামিলে কন্দলনান্দু, তৈলঙ্গে নত্তকৈয়া বা সমুদ্রপু, মলয়ে কপিতিং, পারস্যে পাঞ্জপায়া, আরবে খিরচিং, লাটিন ক্যান্‌সার (Cancer), ইংরাজীতে ক্র্যাব্ (Crab) বলে।

য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদেরা কর্কটজাতিকে দৃঢ়াবরণীবিশিষ্ট-দশপাদী জীবশ্রেণী (Crustaceans of the order Decapoda) মধ্যে ধরিয়াছেন।

ইহাদের পাঁচজোড়া বক্ষস্থলনিঃসৃত প্রত্যঙ্গ আছে, বোধ হয়, এই জন্যই পারস্যভাষায় ইহাদিগকে পাঞ্জপায়া অর্থাৎ পঞ্চপদবিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বক্ষ প্রদেশের প্রত্যেক পার্শ্বে কানকোয়া বেষ্টিত আছে।

কর্কটজাতি পৃথিবীর নানাস্থানে বাস করে। ইহারা নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়,—যাহারা সমুদ্রে বাস করে, তাহারা স্বভাবতঃ অনেক বড় হয়। যাহারা নদীতে থাকে, তাহারা সামুদ্রিক কর্কট অপেক্ষা ক্ষুদ্র, আবার যাহারা জলাশয়ে বাস করে, তাহারা আরও ছোট হয়।

সকল প্রকার কর্কটের পৃষ্ঠাবরণ (খোলা) দেখিতে সমান নয়, দেশভেদে ও জল বায়ুর অবস্থাভেদে নানাস্থানে নানাবিধ আকারের কর্কট দৃষ্ট হয়। ইহারা অণ্ডজ জীব। প্রথমাবস্থায় মাতৃবক্ষে অতি ক্ষুদ্র ডিম্বাকারে বাস করে, সময় হইলে ডিম্ব ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ইহাদিগকে কোন প্রকার পোকা বলিয়া ভ্রম জন্মে; ডিম্ব হইতে নির্গত হইয়াই জলে ভাসিতে থাকে। এ সময়ে ইহাদের বিপদ্ অনেক, জলচর জীবগণ আপনাদের আহার ভাবিয়া সদ্যোজাত কর্কট ধরিয়া ভক্ষণ করে। যতই বড় হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে রূপেরও পরিবর্ত্তন বটে। প্রথম হইতে পাঁচরকম রূপপরি-বর্ত্তনের পর প্রকৃত কর্কটরূপ প্রাপ্ত হয়।

কর্কটেরা সমুদ্রের অতল সলিলে, জলের ধারে, অথবা সলিলনিকটস্থ পাহাড়ের গর্ত্তে বাস করে। বঙ্গদেশের বাদায় যেখানে সমুদ্র অথবা নদীর জল সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে, এরূপ স্থলে গর্ত্ত করিয়াও ছোট বড় সকল প্রকার কর্কট বাস করিতে দেখা গিয়াছে। দুই এক জাতি ভিন্ন সকল প্রকার কর্কট পদদ্বারা সাঁতার কাটিতে পারে না, বরং স্থলে বেড়াইতে পারে।

কর্কটের মত ঝগড়াটে এবং খাদ্যগ্রহণ করিতে তৎপর

জলচরজীব আর নাই। অধিক কর্কট একত্র হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়, যে বলবান্ তাহারই জয় এবং যে অতি ক্ষীণ, তাহার প্রাণসংশয় হয়। ইহারা শীতকালে গভীর জলে বাস করে, আবার গ্রীষ্ম আসিলে তটের নিকট থাকে। পৃথিবীর নানাপ্রকার কর্কট মানবজাতির খাদ্যোপযোগী। •

রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মলমূত্রপরিষ্কারক, ভগ্নসন্ধানকারী অর্থাৎ ভঙ্গস্থান জোড়া দিতে সমর্থ এবং বায়ুপিত্তনাশক। কৃষ্ণকর্কট অর্থাৎ কাল কাঁকড়ার গুণ—বলকারক, ঈষৎ উষ্ণ ও বায়ুনাশক।

৩ পক্ষিবিশেষ, করকটে। ৪ পদ্মমূল। ৫ তুম্বীলাউ। ৬ মেষাদি দ্বাদশ রাশির চতুর্থ রাশি; এই রাশি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের শেষপাদের সহিত পুষ্যা ও অশ্লেষানক্ষত্রে হইয়া থাকে। (এই নক্ষত্রের চারিদিকে ৫টি উপগ্রহ আছে।) ইহার দেবতা কুলীরাকৃতি, তাহার পৃষ্ঠদেশ উন্নত; তিনি শ্বেতবর্ণ, কফপ্রকৃতি, স্নিগ্ধ, জলচর, বিপ্রবর্ণ, উত্তরদিক্‌পাল, বহু স্ত্রীসঙ্গ ও বহু সন্তানশালী। কর্কটরাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে কপটচিত্ত, মৃদুভাষী, মন্ত্রণাকুশল, অপ্রবাসী ও অঋণী হইয়া থাকে। জন্মকালীন চন্দ্র এই রাশিগত থাকিলে মানব নৃত্যগীতাদি বহুকলাভিজ্ঞ, নির্ম্মলবৃত্তি, কৃশ, সুগন্ধপ্রিয়, জলকেলিপ্রিয়, ধনবান্, বুদ্ধিমান্ এবং দাতা হইয়া থাকে। কর্কটলগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে ভোগী, সর্ব্বজনপ্রিয়, মিষ্টান্নপানভোজী ও আত্মীয়দিগের প্রিয় হইয়া থাকে। ৭ সর্পবিশেষ। ৮ কলশ। ৯ কীলক, গোঁজ। ১০ কণ্টক। ১১ রোগবিশেষ। (Cancer) অর্ব্বুদক্ষত রোগ, ইহা অসাধ্য।

কর্কটক (পুং) কর্কট এব-স্বার্থে-কন্। ১ কাঁকড়া। ২ যন্ত্রভেদ।

কর্কটক্রান্তি (স্ত্রী) নিরক্ষরেখা হইতে ১৩॥ ক্রোশ উত্তরস্থিত অক্ষরেখা। (Tropic of Cancer.)

কর্কটশৃঙ্গিকা (স্ত্রী) কর্কটতুল্যং শৃঙ্গমস্যাঃ, কর্কটশৃঙ্গ-স্বার্থে কন্-টাপ্-ইত্বং। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটশৃঙ্গী (স্ত্রী) কর্কটস্য শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমগ্রভাগো যস্যঃ, বহুব্রী। গাছবিশেষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কর্কাটাখ্যা, মহাঘোষা, শৃঙ্গী, কুলীরশৃঙ্গী, চক্রাঙ্গী, কুলিঙ্গী, কাসনাসিনী, ঘোষা, বনমূর্দ্ধজা, চক্রা, শিখরী, কর্কটাঙ্গা, কর্কটী, বিষানিকা, কৌলীরা, চন্দ্রাস্পদা, বলাঙ্গা। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—কষায় ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য; এবং কফ, বায়ু, ক্ষয়, জ্বর, উর্দ্ধবায়ু, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, অরুচি ও বমিনাশক।

কর্কটাক্ষ (পুং) কর্কট-ইব অক্ষি গ্রন্থিভেদোঽস্য, বহুব্রী। কাঁকুড়, কর্কটী।

কর্কটাখ্যা (স্ত্রী) কর্কটস্য আখ্যা এব আখ্যা যস্যাঃ, বহুব্রী। কাঁকড়াশৃঙ্গীবৃক্ষ।

কর্কটাঙ্গা (স্ত্রী) কর্কটস্য অঙ্গং শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমগ্রমস্যাঃ কর্কটাঙ্গ-টাপ্। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটাস্থি (ক্লী) কর্কটস্য অস্থি, ৬তৎ। কাঁকড়ার খোলা।

• **কর্কটাহ্ব** (পুং) কর্কটমাহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে কণ্টকময়ত্বাৎ, কর্কট-আ-হ্বে-ক। বেলগাছ।

কর্কটাহ্বা (স্ত্রী) কর্কটাহ্ব-টাপ্। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটি (স্ত্রী) করং কটতি প্রাপ্নোতি, কর-কট্-ইন্-(সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) শকন্ধাদিবৎ অলোপঃ। কাঁকুড়।

কর্কটিকা (স্ত্রী) কর্কটী-স্বার্থে কন্-টাপ্-হ্রস্বশ্চ। কাঁকুড়। ("তৌ চ বৃতি ভঙ্গং কৃত্বা কর্কটিকাক্ষেত্রেষু প্রবিশ্য তৎফলভক্ষণং স্বেচ্ছয়া কৃত্বা।" পঞ্চতন্ত্র।)

কর্কটিকেশ (ক্লী) কামরূপস্থ একটি গ্রাম। শ্রাদ্ধের পর এই গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

"উদ্যতস্তু গয়াং গন্তুং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
বিধায় কর্কটিকেশং গ্রামস্যাস্তু প্রদক্ষিণম্॥" যোগিনীতন্ত্র।

কর্কটিনী (স্ত্রী) কর্কটবৎ আকারো হস্ত্যস্যাঃ, কর্কট-ইন্-ঙীপ্। দারুহরিদ্রা।

কর্কটী (স্ত্রী) কর্কং কণ্টকং অটতি গচ্ছতি, কর্ক-অট্-ইন্ শকন্ধাদিত্বাদলোপঃ ঙীষ্। করং কটতি, বা কর-কট্-ইন্-ঙীষ্। ১ শাল্মলীফল, শিমুলফল। ২ সর্পবিশেষ। ৩ দেবদালীলতা। ৪ কাঁকড়াশৃঙ্গী। ৫ এর্ব্বারু। ৬ ঘোটিকাবৃক্ষ। ৭ ফললতাবিশেষ, কাঁকুড়। (Cucumis Utilissimus) ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কটুদলী, ছর্দ্দাপনিকা, পীনসা, মূত্রফলা, ত্রপুষা, হস্তিপর্ণী, লোমশকাণ্ডা, মূত্রলা, বহুকন্দা, কর্কটাক্ষ, শান্তনু, চির্ভটী, বালুকী, এর্ব্বারু, ত্রপুষী।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রূক্ষ, মলরোধক, গুরু, রুচিকর ও পিত্তনাশক। পাকা কাঁকুড় তৃষ্ণা, অগ্নি ও পিত্তকারক। ইহার পাকপ্রণালী—পরিপুষ্ট কাঁকুড়ের ছাল বীজ বাদ দিয়া গোলাকার খণ্ড খণ্ড করিবে, পরে তপ্তৈতলে ভাজিয়া লইয়া ঘৃত, দুগ্ধ ও শর্করার সহিত পাক করিবে, পাকশেষে এলাচীর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সুবাসিত করিয়া লইবে। এতদ্ভিন্ন ইহার তরকারী পাক করিয়া খাইবারও রীতি আছে। তিক্ত কাঁকুড় রক্তপিত্তনাশক ও কফদোষকারক। পাকাকাঁকুড় মূত্ররোধবিনাশক।

কর্কটু (পুং) কর্কট-কু, মৃগয়্বাদিত্বাৎ। করেটুপক্ষী, করকটে।

কর্কন্দ। চট্টলস্থ গ্রামবিশেষ। (ভঃ ব্রহ্মখণ্ড ১৫।২২)

কর্কন্ধু (পুং স্ত্রী) কর্কং কণ্টকং দধাতি, কর্ক-ধা-কু-মুম্‌চ। ১ কোলিবৃক্ষ, শৃগালকুল, শেয়াকুল।

ভাবপ্রকাশের মতে শেয়াকুলের গুণ—অম্ল, কষায় ও ঈষৎ মধুররস, স্নিগ্ধ, তিক্ত, গুরু ও বাতপিত্তনাশক। শুষ্ক কুল ভেদক, অগ্নিকারক, লঘু, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও রক্তনাশক। কোন কোন স্থলে কর্কন্ধু শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। ২ কুলফল।

কর্কন্ধুকুণ (পুং) কর্কন্ধূণাং পাকঃ, কর্কন্ধু-কুণপ্ (তস্য পাকমূলে পীল্বাদি কর্ণাদিভ্যঃ কুণজাহচৌ। পা ৪। ২। ২৪।) ১ কর্কন্ধুর পক্বাবস্থা। ২ পাকা কর্কন্ধু।

কর্কন্ধুমতী (স্ত্রী) কর্কন্ধুরস্ত্যত্র ভূমৌ ইতিশেষঃ, কর্কন্ধু-মতুপ্ ঙীষ্। কর্কন্ধুযুক্ত ভূমি।

কর্কন্ধূ (পুং স্ত্রী) কর্কং কণ্টকং দধাতি, কর্ক ধা-কু ততো নিপাতনাৎ সিদ্ধং (অন্দূদৃম্ফূজম্বূকম্বূকফেলূকর্কন্ধূদিধিষূ। উণ্ ১। ৯৫।) কর্কন্ধুবৃক্ষ। [কর্কন্ধু দেখ।]

কর্কফল (ক্লী) কর্কস্য কর্কটস্য ফলম্, ৬তৎ। ১ কর্কটফল। ২ (কর্কবৎ ফলং যস্য) বৃক্ষবিশেষ, ক্ষুদ্র আমলকী।

কর্কর (ত্রি) কর্ক-অরন্। ১ কঠিন। ২ কর্কশ।

কর্কর (ক্লী) কর্ক-রা-ক। ১ ছোট ছোট পাথরকুচি, যাহা পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করে; ইহার অপর সংস্কৃত নাম চূর্ণখণ্ড। ২ কাঁকর। (পুং) ৩ দর্পণ। ৪ সর্পবিশেষ। (ভারত ১। ৩৫। ১৬।) ৫ মুদ্গর।

কর্করাক্ষ (ত্রি) কর্করং কর্কশং অক্ষি যস্য, বহুব্রী। কর্কশচক্ষু।

কর্করাঙ্গ (পুং) কর্করতুল্যং অঙ্গং যস্য বহুব্রী। কালকণ্ঠ নামক পক্ষিবিশেষ, খঞ্জনপক্ষী।

কর্করাটু (পুং) কর্কং হাসং রটতি প্রকাশয়তি, কর্ক-রট-কু কুঞ্ বা। কটাক্ষ।

কর্করাটুক (পুং) কর্কং কর্কশং রটতি রৌতি, কর্ক-রট-উকঞ্ স্বার্থে কন্। করকটে পাখী।

কর্করান্ধুক (পুং) কর্করঃ কঠোর অন্ধুঃ, কর্ম্মধা; স্বার্থে কন্। অন্ধকূপ।

কর্করাল (পুং) কর্করঃ সন্ অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কর্কর অল্-অচ্। চূর্ণকুন্তল, অলক।

(অলকস্তু কর্করালঃ খণ্ডরশ্চূর্ণকুন্তলঃ। হেম ৩। ৫৬৯)

কর্করী (স্ত্রী) কর্কং হাসবৎ নির্ম্মলং সলিলং রাতি, কর্ক-রা-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ক্ষুদ্রজলাধার, গাড়ু, ঝারী। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়,—আলু, গলন্তিকা, অলু ও আরু।

কর্করীকা (স্ত্রী) কর্করী-স্বার্থে কন্ হ্রস্বো ন। কর্করী।

কর্করেট (ক্লী) কর্কং কর্কেতি শব্দং রেটতে যত্র, কর্ক-রেট ঘঞ্। গলায় হাত, গলা টিপিয়া ধরা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—অর্দ্ধচন্দ্র ও অঙ্গুলিতোরণ।

কর্করেটু (পুং) কর্কং কর্কেতি শব্দং রেটতে ভাষতে রৌতি বা, মৃগয়াদিত্বাৎ সাধুঃ। করেটুপক্ষী, করকটে।

কর্কশ (পুং) রুক্ষোঽস্ত্যস্য, কর্ক-শ (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫। ২। ১০০) ১ কাম্পিল্লবৃক্ষ, কমলাগুড়ী বা গুড়ারোচনী। ২ কাসমর্দ্দ, কালকাসিন্দা। ৩ ইক্ষু। ৪ খড়্গ। ৫ (ত্রি) কঠিনস্পর্শ। ৬ ক্রূর। ৭ নির্দ্দয়। ৮দুর্ব্বোধ। ৯ কৃপণ। ১০ খরস্পর্শ, খরখরে। ১১ সাহসী। ১২ কঠোর। ১৩ অত্যন্ত। ("তস্য কর্কশবিহারমম্ভবম্।" রঘু।) ১৪ কৃপণ।

কর্কশচ্ছদ (পুং) কর্কশঃ ছদঃ পত্রমস্য, বহুব্রী। ১ পটোল। ২ শাখোটবৃক্ষ, শেওড়াগাছ।

কর্কশচ্ছদা (স্ত্রী) কর্কশঃ অমসৃণঃ ছদো যস্যাঃ কর্কশচ্ছদ-টাপ্। ১ কোশাতকী, ঝিঙ্গে। ২ দগ্ধারুক্ষ।

কর্কশত্ব (ক্লী) কর্কশস্য ভাবঃ কর্কশ-ত্ব (তস্যভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) কর্কশতা, কর্কশের ধর্ম্ম। [কর্কশ দেখ।]

কর্কশদল (পুং) কর্কশং দলং পত্রমস্য, বহুব্রী। ১ পটোল। ২ শেওড়াগাছ।

কর্কশদলা (স্ত্রী) কর্কশং দলং যস্যাঃ, কর্কশদল-টাপ্। ১ কোশাতকী, ঝিঙ্গে। ২ দগ্ধারুক্ষ।

কর্কশবাক্য (ক্লী) কর্কশঞ্চতৎ বাক্যঞ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ নিষ্ঠুর বচন। ২ নীরসবাক্য।

কর্কশা (স্ত্রী) কর্কশ-টাপ্। ১ ব্যভিচারিণী স্ত্রী। ২ বৃশ্চিকালী, বিছাতিলতা।

কর্কশিকা (স্ত্রী) কর্কশ-কন্-টাপ্-অত ইত্বং। বনকুল।

কর্কসার (ক্লী) কর্কঃ কর্কশঃ সারো যত্র, বহুব্রী। করম্ভক, দধি মিশ্রিতছাতু।

কর্কারু (পুং) কর্কং হাস্যবৎ শৌক্ল্যং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কর্ক-ঋ-উণ্। কুষ্মাণ্ড, কুমড়া। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, গুরু, মলবদ্ধকারক ও রক্তপিত্তনাশক। পক্ব কর্কারু তিক্ত, অগ্নিকারক, ক্ষারযুক্ত এবং কফ ও বায়ুনাশক।

কর্কারুক (পুং) কর্কং হাসং হিতকারিত্বাৎ ঋচ্ছতি জনয়তি, কর্ক-ঋ-উকঞ্। কালিঙ্গবৃক্ষ, খেঁড়ো।

সুশ্রুতের মতে ইহার ফল গুণ,—গুরু, বিষ্টম্ভী, শীতল, স্বাদু, কফকারক, মলমূত্রপরিষ্কারক, ক্ষারযুক্ত ও মধুররস।

কর্কি (পুং) কর্ক-ইন্। ১ কর্কটরাশি। ২ আরঙ্গাবাদের পূর্ব্বনাম।

কর্কী (স্ত্রী) কর্ক অচ্-ঙীষ্। কাঁকুড়।

কর্কীপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ।

কর্কেতন (ক্লী, পুং) কর্কে হাস্যাদৌ তনোতি, কর্কে তন্-অচ্

অলুক্‌সমাস। রত্নবিশেষ। এই রত্নকে হিন্দীতে ও পারস্যে জমরদ্‌, হিব্রু 'টার্‌শিস্‌,' গ্রীক 'বেরলস্‌,' লাটিন 'স্মারগ্‌ডাস্‌' (Smaragdus), পোলণ্ড 'জ্মরগদ্‌', রুষ 'ইস্মুমরদ্‌', ওলন্দাজ 'স্মরগদ্‌' বা 'এস্‌মরদ্‌', দিনেমার ও সুইস্‌ 'সমরদ্‌,' রোমক 'স্মরল্‌দো', পর্ত্তুগীজ 'এস্‌মরল্‌দ,' বাইবেলে বেরিল, ফরাসীভাষায় বেরিল (Beril) এবং ইংরাজিতে বেরিল বা ক্রিসোবেরিল্‌ (Beryl বা Chrysoberyl) কহে।

গরুড়পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে,—"বায়ু হৃষ্টচিত্তে দৈত্যপতির নখ সকল গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলে কর্কেতন নামক পূজ্যতম রত্ন পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইল। স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ, সর্ব্বত্র সমবর্ণ, ঈষৎপীত, ওজনে ভারি, বিচিত্র এবং ত্রাসব্রণাদি দোষবর্জ্জিত কর্কেতন অতিউৎকৃষ্ট। রক্তের মত লাল, চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুর, মধুর ন্যায় ঈষৎ পীত, তামার মত অল্প লাল, পীত, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, নীল এবং সাদা কর্কেতন পাপনাশক। সংস্কারকের দোষে তেমন জ্যোতির্ম্ময় হয় না। এই মণি সোণায় মুড়িয়া গলে বা হাতে পরিলে অতি সুন্দর দেখায়, তাহাতে আয়, বংশ ও সুখ বৃদ্ধি হয় এবং রোগ ও কলিদোষ দূর করে। যে নির্দ্দোষ কর্কেতন ধারণ করে, সে সর্ব্বত্র পূজিত, বহু ধনশালী, বহুবান্ধব, দীপ্তিমান্‌ ও নিত্যতৃপ্ত হয়। এই মণি যত উজ্জ্বল ও যত ভারি হয়, ইহার মূল্যও তত অধিক।" (গরুড় পু: ৭৫ অ:)।

এই মণি ভারতবর্ষে, সিংহলে, উত্তর আমেরিকায়, মিসরে, রুষে ইউরাল পর্ব্বতস্থ তজোঝাজনদীগর্ভে, ব্রেজিলে, মোরভিয়ায় এবং পেগুতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণভারতে কৈম্বাতুর হইতে ২০ ক্রোশ ঈশানকোণে কর্কেতনের খনি আছে এবং নানাস্থানে মরকত, ইন্দ্রনীল প্রভৃতির সহিত দৃষ্ট হয়।

ইহা সবুজ, নীল, হরিৎ প্রভৃতি নানাবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট কর্কেতন দেখিতে অল্প সবুজ বা দুর্ব্বাঘাসের বর্ণের মত। ইহার ঔজ্জ্বল্যও অধিক। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৬ হইতে ৩·৮ পর্য্যন্ত। ইহা অতিশয় কঠিন, প্রায় ৮·৫। ইহা দ্বারা স্ফটিক বিদ্ধ করা যায়। আবার কর্কেতন চিরিতে বা বিদ্ধ করিতে হইলে ইন্দ্রনীল ও মাণিকের আবশ্যক। ইহা ঘষিলে বৈদ্যুতিক জ্যোতি: নির্গত হয়, তাহা কর্কেতনের গুণানুসারে কয়েক ঘণ্টা থাকিতে পারে।

কর্কেতনের মধ্যে যাহা অর্দ্ধস্বচ্ছ, তাহা 'বিল্লী কি আঁখ' (বিড়ালাক্ষী) নামে বিক্রীত হয়।

অতি উজ্জ্বল স্বচ্ছ কর্কেতনের মূল্য অধিক, এক একটি ১০০৲ টাকা হইতে ৩০০০৲ পর্য্যন্ত।

কর্কোট (পুং) কর্ক-ওট। নাগরাজবিশেষ। ("অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মো হপি তক্ষকঃ। কর্কোটঃ কুলিকঃ শঙ্খ ইত্যষ্টৌ নাগনায়কাঃ॥" ত্রিকাণ্ড শে°।)

কর্কোটক (পুং) কর্কং কণ্টকময়ত্বাৎ কঠোরং অটতি প্রাপ্নোতি, কর্ক-অট্‌-অচ্‌, (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ওকারাদেশঃ, তদ্বৎ কায়তি প্রকাশতে, কর্কোট-কন্‌। ১ বেলগাছ। ২ কদ্রুপুত্র নাগরাজবিশেষ। (কর্কোটকঃ স্যাদ্বালূরকাদ্রবেয়প্রভেদয়োঃ। মেদিনী।) ৩ ইক্ষু। ৪ কাঁকরোল। [কাঁকরোল দেখ।] ৫ মহাভারত ও পুরাণোক্ত জনপদবিশেষ। (মার্কণ্ডেয় পু° ৫৮। ৮, মহাভা° দ্রোণ, বৃহৎসংহিতা ১৪। ১২)। ইহার বর্ত্তমান নাম কারা; জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত।

কর্কোটকী (স্ত্রী) কর্কোটক-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। ১ পীতঘোষা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কটুফলা, মহাজালিনি, ধামার্গব ও রাজকোষাতকী। [ধামার্গব দেখ।] ২ কাঁকুড়।

কর্কোটব্যাপী (স্ত্রী) কর্কোটনামনাগেন কৃতা বাপী, মধ্যলো°। কাশীস্থ তীর্থবিশেষ। ("কর্কোটব্যাপ্যা ঈশানে মরীচেঃ কুণ্ডমুত্তমম্‌।" কাশীখণ্ড।)

কর্কোটিকা (স্ত্রী) কর্কোট-স্বার্থে কন্‌-টাপ্‌-অত-ইত্বং। কাঁকরোল।

কর্চ্চরিকা (স্ত্রী) কং সুখং যথা তথা চর্য্যতে উপযুজ্যতে, ক-চর-কন্‌, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পিষ্টকবিশেষ, কচুরী। [কচুরী দেখ।]

কর্চরী (স্ত্রী) কং জলং চুর্য্যতে অত্র, ক-চুর-ঙীষ্‌ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) জলশূন্য শুষ্ক ফলখণ্ড; হিন্দুস্থানীরা ইহাকে কচরী কহে। ইহাতে ক্ষীর ও অম্লসংযুক্ত করিয়া ঘৃতপক্ক করিতে হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—রুচি ও বলকারক, উষ্ণ, পিত্তকর, কফজনক ও ভেদক।

কর্চ্চূর (ক্লী) কর্জ্জ-উর (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ কর্ব্বুর, বিবিধবর্ণ। ২ স্বর্ণ। ৩ বৃক্ষবিশেষ, কচুর। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মুখপরিষ্কারক এবং কফ, কাস ও গলগণ্ডনাশক। চরকে ত্বকশূন্য কর্চ্চূরের এইরূপ গুণ লিখিত আছে,—রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, সুগন্ধি, কফ ও বায়ুনাশক, এবং শ্বাস, হিক্কা ও অর্শোরোগে হিতকর। [আম্বহলুদ দেখ]।

কর্চ্চূরক (পুং) কর্চ্চূর স্বর্ণমিব কায়তি প্রকাশতে, কর্চ্চূর-কৈ-ক। ১ কাঁচা হলুদ। ২ (স্বার্থে কন্‌) কর্চ্চূর।

কর্জ্জ (আরব্য) ঋণ, দেনা।

কর্জ্জদার (পারস্য) দেনাদার, অধমর্ণ।

কর্জ্জপত্র (আরব্য কর্জ্জ + সংস্কৃত পত্র) কর্জ্জ লইবার সময় উত্তমর্ণকে যেরূপ লিখিয়া দিতে হয়।

কর্জ্জশোধ (আরব্য কর্জ্জ + সংস্কৃত শোধ) ঋণ পরিশোধ।

কর্জ্জী (দেশজ) অধমর্ণ, যে ঋণ করে।

কর্ণ (পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে বায়ুনা শব্দো যত্র, কৄ-ন-নিচ্চ (কৃবৃজৃষিদ্রুপন্যনিস্বপিভ্যো নিৎ। উণ্ ৩।১০।) কর্ণ্যতে আকর্ণ্যতে অনেন কর্ণ-করণে অপ্ বা। ১ শ্রবণেন্দ্রিয়, কাণ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শব্দগ্রহ, শোত্র, শ্রুতি, শ্রবণ, শ্রব, শ্রোত্র ও বচোগ্রহ। কর্ণের বাহ্যাভ্যন্তর সমুদায় অবয়বেই 'কর্ণ' শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কর্ণগহ্বরের আকাশস্থানেই কর্ণেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং সেই আকাশের নামই 'শ্রবণেন্দ্রিয়।' এই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা দিক্, শব্দ ইহার বিষয়।

এখনকার শারীরবিদ্ পণ্ডিতগণের মতে মনুষ্য এবং যাবতীয় স্তন্যপায়ী জীবের কর্ণ তিনভাগে বিভক্ত—১ বহিঃকর্ণ, ২ ঢক্কা (Tympanum) ও ৩ কর্ণাভ্যন্তরস্থ বিবর বা গোলকধাঁদা (Labyrinth)। বহিঃকর্ণের আবার দুই অংশ কর্ণশষ্কুলী (Auricle) এবং কর্ণপ্রণালী বা কর্ণ-বহির্দ্বার (Auditory canal or external meatus.)

কর্ণশষ্কুলী উপাস্থিক সংগঠনানুসারে উচ্চ ও নিম্নগামী। ইহার গভীর ও প্রশস্ত মধ্যস্থান, যাহাতে গোলছিদ্রগুলি নামিয়া গিয়াছে, তাহার নাম কর্ণস্থালী (Concha) এবং নিম্নতম দোলায়মান অংশকে কর্ণপালি বা কাণের পাতা (Lobe) বলা যায়। এদেশে কর্ণবেধের সময় এই কাণের পাতায় ছিদ্র করিতে হয়। বহিঃকর্ণে একখানি উপাস্থি আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি ছিদ্র এবং সেই ছিদ্রগুলি সূত্রাকার ঝিল্লিসমূহে পূর্ণ থাকে। কর্ণশষ্কুলীর একভাগ হইতে অপরভাগে কয়েকটি পেশী চলিয়া গিয়াছে। এই পেশী সর্ব্বশুদ্ধ ৩টী। উহারা পার্শ্বস্থ শিরস্ত্বক্ (Scalp) হইতে কর্ণে বিস্তৃত হইয়াছে, মনুষ্য মধ্যে এই পেশী তেমন আবশ্যকীয় নয়, কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবের পক্ষে এগুলি না থাকিলেই নয়।

কর্ণপ্রণালী অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিসর, উহা কর্ণস্থালী হইতে অভ্যন্তরে গিয়াছে, ইহার উভয় পার্শ্ব অপেক্ষা মধ্যভাগ অধিক সরু। এইজন্য কর্ণের অভ্যন্তরে কোন কিছু প্রবেশ করিলে বাহির করিতে কষ্ট হয়। অধোভাগ উপরভাগ অপেক্ষা বৃহৎ হওয়ায় কর্ণপ্রণালীর শেষ হইতে মধ্যকর্ণের ঝিল্লী তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত। কর্ণপ্রণালী অস্থিগর্ভ ও উপাস্থিযুক্ত। যে ভাগ অস্থিগর্ভ, তাহার মধ্যে ঝিল্লিপরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম অস্থিকণা থাকে। কোন কোন প্রাণীর স্বতন্ত্রভাবে কেবল অস্থির ন্যায় থাকে।

কর্ণরন্ধ্রের বহির্ভাগে মুখাভিমুখী স্থানকে কর্ণপত্রক (Tragus) বলে। কর্ণরন্ধ্রে খোলযুক্ত গ্রন্থি থাকে, ঐ গ্রন্থি থাকায় কীট ও ময়লাদি প্রবেশ করিতে পারে না।

কর্ণের বহির্দ্বারের ও কর্ণবিবরের মধ্যবর্ত্তী গহ্বরকে মধ্য-কর্ণ বা ঢক্কা (Tympanum) বলা যায়। এই স্থান বায়ুপূর্ণ। ঐ বায়ু গলকোষ হইতে ইউষ্টেকিয়ান্ নলী দিয়া ঢক্কায় প্রবিষ্ট হয়। ঢক্কাঝিল্লীর ও কর্ণবিবরের সহিত সচল অস্থিশ্রেণী সংযুক্ত আছে।

ঢক্কার গহ্বর দেখিতে অসমান এবং সারি সারি সূক্ষ্ম লোমবৎ উপত্বকে সজ্জিত। এই উপত্বক্ গলকোষ হইতে নির্গত হইয়া ইউষ্টেকিয়ান্ নলী দিয়া কর্ণমণ্ডলে আসিয়া পৌছিয়াছে।

ঢক্কার ক্ষুদ্রাস্থি তিনখানি এবং তাহাদের আকারানুসারে নাম মুদ্গরাস্থি (Malleus), নিহানী-অস্থি (Incus) এবং রেকাবাস্থি (Stapes.)

ঢক্কার ঝিল্লী উক্ত গহ্বরের বহিঃপ্রাচীররূপে সংগঠিত। উহা দেখিতে ডিম্বাকৃতি। এই ঝিল্লীর উপর ও অধোদিকের মাঝামাঝি ক্ষুদ্রাস্থিশ্রেণীর প্রথমটি মুদ্গরের হাতলের আকারে সংলিপ্ত আছে, সেই অস্থির নাম মুদ্গরাস্থি।

ঢক্কাগহ্বরে কর্ণাভ্যন্তরের সহিত সংস্রব থাকিবার জন্য দুইটি গবাক্ষ আছে, ঐ গবাক্ষ কোমল ঝিল্লী দ্বারা আবদ্ধ থাকে। উহার একটিকে ডিম্বাকার গবাক্ষ (Fenestra ovalis) এবং অপরটিকে গোলগবাক্ষ (Fenestra rotunda) বলা যায়। প্রথমটি কর্ণবিবরের প্রবেশদ্বারের প্রদর্শকরূপে রহিয়াছে এবং আপন ঝিল্লীর দ্বারা ক্ষুদ্রাস্থিশ্রেণীর অন্তরাস্থির (অপর নাম রেকার-অস্থি) সহিত দৃঢ়রূপে সংযুক্ত আছে। দ্বিতীয় গবাক্ষটি কর্ণবিবরের শম্বুকাকার গহ্বরের (Cochlea) দিকে অবস্থিত।

ঢক্কার মুদ্গরাস্থির সহিত একাধিক পেশী লিপ্ত আছে। এই পেশীর একটি করোটির কীলকাস্থির কশেরুমজ্জাবৎ স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, (ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Laxator tympani) আর একটি শঙ্খাস্থির প্রস্তরবৎ কঠিন স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Tensor tympani) শেষোক্ত পেশী মুদ্গরাস্থির হাতলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শারীরতত্ত্ববিদের মধ্যে অনেকেই প্রথম পেশীর অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, উহাকে পেশী না বলিয়া বরং বন্ধনী বলা যাইতে পারে।

নিহানী-অস্থি বলিলে কামারদিগের নিহানীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট বুঝায়, কিন্তু সেরূপ নয়। এই অস্থিখানি দেখিতে পেষণদন্তের ন্যায়, ইহার যে অংশ ক্ষুদ্র তাহা পশ্চাদ্দিকে যাইয়া ঢক্কাগহ্বরের পশ্চাদ্ভাগে চুচুকাকার কোষের *

* চুচুকাকার কোষ—Mastoid cells.

উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং যে অংশ কিছু বড়, তাহা অধোগামী হইয়া শেষে রেকাবাস্থির মাথার উপর চেপ্টা অথচ গোলাকার ধারণ করিয়াছে।

রেকাবাস্থি দেখিতে অশ্বারোহীর পদ রাখিবার রেকাবের ন্যায়। ইহার মস্তক, গ্রীবা, দুইশাখা ও ভূমি আছে। এই অস্থির কোণাকার উচ্চাংশ হইতে এক সূক্ষ্ম পেশী (Stapedius) উৎপন্ন হইয়া ডিম্বাকার গবাক্ষের পশ্চাদ্ভাগে রেকাবাস্থির গ্রীবাদেশে সন্নিবেশিত হইয়াছে; গ্রীবাদেশ পশ্চাদ্ভাগে টানিলে, উহা কর্ণবিবরের দ্বারকে সঙ্কুচিত করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইউষ্টেকিয়ান্‌নলী দিয়া ঢক্কা-গহ্বর বাহির হইয়াছে। ইউষ্টেকিয়ান্‌নামক একজন শারীরবিৎ এই নলীটী প্রথমে আবিষ্কার করেন, তাঁহারই নামানুসারে এই নলীর নাম হইয়াছে। এটি প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। ইহার অল্পভাগ অস্থিময় এবং অধিকাংশ উপাস্থিময়। এই নলীর মধ্য দিয়া বায়ু বহিয়া ঢক্কার উপরে ও মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং এই পথ দিয়া ঢক্কাগহ্বরস্থ সঞ্চিত শ্লেষ্মাদিও নির্গত হয়।

কর্ণাভ্যন্তরস্থ বিবরই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মূল অংশ, এখানে কর্ণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুর স্পন্দজনক সূত্র সকল ছড়াইয়া আছে। উহা তিন অংশে বিভক্ত, বিবরদ্বার (Vestibule), অর্দ্ধগোলাকার নলীসমূহ (Semi-circular canals) এবং শম্বুকাকার গহ্বর (Cochlea)। ঐ তিনটি গর্ত্তাকারে গোলকধাঁদার মত ঘোরপাক খাইয়া শঙ্খাস্থির প্রস্তরবৎ অতি কঠিনাংশে অবস্থিত আছে। ঢক্কার গোলগবাক্ষ ও ডিম্বাকার গবাক্ষ দ্বারা ইহাদের বাহির সম্বন্ধ এবং ভিতরে সম্বন্ধ কর্ণাভ্যন্তরস্থ শ্রোত্র-নলীর সহিত। এই নলীই করোটীর গহ্বর হইতে কর্ণবিবর অবধি শ্রোত্রসম্বন্ধীয় স্নায়ু (Auditory nerve)-কে বহন করিতেছে।

উপরোক্ত গর্ত্তগুলির চারি পার্শ্বে অস্থিময় গোলকধাঁদা (Osseous labyrinth) আছে এবং উহাদের মধ্যে আবার ঝিল্লীর গোলকধাঁদা (Membranous labyrinth) আছে।

বিবরদ্বারটি কর্ণাভ্যন্তরের মধ্যগহ্বররূপে অবস্থিত, এইখান হইতে অর্দ্ধগোলাকার নলীসমূহ এবং শম্বুকাকার গহ্বর বাহির হইয়াছে। এই দ্বারটি উচ্চতায় ১ ইঞ্চির পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই দ্বারের বহির্গাত্রে ৫টি ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া অর্দ্ধগোলাকার নলীসকল বাহির হইয়াছে। পশ্চাদ্দিকে শম্বুকাকার গহ্বর। বহির্গাত্রে ডিম্বাকার গবাক্ষ আছে এবং ভিতর গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া শ্রোত্রসম্বন্ধীয় স্নায়ুর স্পন্দজনক সূত্রসকল ভিতরে প্রবেশ করে।

উক্ত অর্দ্ধগোলাকার নলী ৩টি, তাহাদের উভয়পার্শ্বে ছোট বড় এক একটি দ্বার থাকে।

শম্বুকাকার গহ্বর দেখিতে শম্বুকের ন্যায়। উহা কর্ণবিবরের অগ্রবর্ত্তী। ইহাতে দেড় ইঞ্চি লম্বা অস্থিময় নলী আছে।

অস্থিময় কোমল বিবরদ্বারের ও অর্দ্ধগোলাকার নলীর মধ্যে যে কোমল অংশ তাহাই ঝিল্লীর গোলকধাঁদা (Membranous Labyrinth)। অস্থিময় গোলকধাঁদা দেখিতে ঝিল্লীর গোলকধাঁদার মত, তবে উভয়ের আয়তনে ছোট বড় আছে। উভয় গোলকধাঁদার মধ্যে পেরিলিম্প (Perilymph) নামক একপ্রকার তরল পদার্থ থাকে। ঝিল্লীগোলকধাঁদায় এণ্ডোলিম্প (Andolymph) নামে একপ্রকার তরল পদার্থ আছে এবং ইহার কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ বিবরদ্বারের স্নায়ুর প্রান্তভাগে, কি মানুষ কি নিকৃষ্ট পশুর মধ্যে একপ্রকার চূণের মত পদার্থ দেখা যায়। মানব, স্তন্যপায়ী জন্তু, পক্ষী এবং সরীসৃপদিগের মধ্যে চূর্ণমিশ্রিত মিহি গুঁড়ার মত থাকে, উহাকে কাণের গুঁড়া (Otoconia) বলা যায়।

বিবরদ্বারাংশে দুইটি থলি, একটি উপরে সেটি কিছু বড় ও দেখিতে ডিম্বাকার। (ইংরাজীতে ইহাকে Utriculus or common sinus বলে।) অপরটি দেখিতে প্রথমটি অপেক্ষা কিছু ছোট ও গোলাকার, এটি নিম্নে থাকে, ইহাকে কোষাণু (Sacculus) বলে।

সুশ্রুতের মতে প্রত্যেক কর্ণে ১টি করিয়া ২টি সন্ধি, তাহার নাম শৃঙ্গাটক। অস্থি দুইখানি, তাহার নাম তরুণ। পেশী ২টী। শিরা ১০। ধমনী ৬, তন্মধ্যে বায়ুবাহিনী ২, শব্দবাহিনী ২, শব্দকারিণী ২। চরকের মতে কর্ণ একটি আন্তরীক্ষ পদার্থ *।

কর্ণের অবয়বগুলি একে একে লিখিত হইল। এখন দেখা যাউক, কিরূপে আমারা কর্ণে শুনিতে পাই; কর্ণের যন্ত্রগুলি কিরূপে কার্য্য করে।

য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কাহারও মতে, শব্দ কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বে প্রথমে বায়ুকর্ত্তৃক কর্ণশষ্কুলীতে নীত হয়, তৎক্ষণাৎ বায়ুপ্রভাবে তাহার তরল পদার্থের আণবিক কম্পন উপস্থিত হয়। শব্দ বায়ুতে সঞ্চালিত হইবামাত্র বায়ু দ্বারা ঢক্কার ঝিল্লীরও উৎকম্পন হইতে

* "বহির্বিভক্তমুচ্যতে মহান্তি চাণূনি চ স্রোতাংসি তদান্তরিক্ষং শব্দঃ শ্রোত্রঞ্চ।" চরক শারীরস্থান ৭ অঃ।

শরীরে যে সমুদায় ছিদ্র এবং বড় ও সূক্ষ্ম স্রোত সমুদায় আছে, সেই সমুদায় এবং শব্দ ও কর্ণ আন্তরিক্ষ পদার্থ।

থাকে। বায়ুতে শব্দ যতবার ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, ঢক্কার ঝিল্লীও ততবার উৎকম্পিত হইতে থাকে। সেই সঙ্গে মুদ্গরাস্থি দুলিয়া নিহানী-অস্থি এবং ডিম্বাকার গবাক্ষের ঝিল্লীকে জাগাইয়া দেয়। তৎক্ষণাৎ ঢক্কার পেশী দিয়া ঢক্কা-ঝিল্লীর বিতান দুলিতে থাকে। ঢক্কাগহ্বরে বায়ু দুই ভাবে কার্য্য সম্পাদন করে। প্রথমতঃ গবাক্ষের ঝিল্লীসমূহের বহির্ভাগে রীতিমত তাপ রাখে, তাহাতে ঐ ঝিল্লী-গুলির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ ঢক্কাগহ্বরে বায়ু প্রবেশ করায় ক্ষুদ্রাস্থিমালার গতি হইতে থাকে। শব্দবিজ্ঞানানুসারে বায়ুসংস্পর্শে ঐ ক্ষুদ্রাস্থি হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়।

কর্ণাভ্যন্তরস্থ বিবর বা গোলকধাঁধায় তিন প্রকারে শব্দ যায়। প্রথমতঃ অস্থি শ্রেণী দিয়া, দ্বিতীয়তঃ ঢক্কাগহ্বরের বায়ু দিয়া এবং তৃতীয়তঃ মস্তকের অস্থি মধ্য দিয়া।

কর্ণের অভ্যন্তরস্থ বিবরদ্বারকেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মূলযন্ত্র বলা যায়। পশ্বাদির কর্ণের অপরাংশ না থাকিলেও এই অংশ থাকিবেই থাকিবে। বৃহৎকায় জন্তুদিগের কর্ণের মধ্য-ভাগে এই বিবরদ্বার থাকে। এখানে কাণের শুঁড়া থাকায় শব্দের বিশেষ সুবিধা হয়। কাছে আসিবামাত্র থন্ থন্ শব্দ হয়, সেই শব্দ বিবরদ্বারের ঝিল্লী, অর্দ্ধ গোলাকার নলীর প্রসারিত অংশ (Ampullæ) এবং তাহাদের স্নায়ুতে সঞ্চারিত হয়।

অর্দ্ধগোলাকার নলীসমূহের দীর্ঘতা, বিস্তার ও উচ্চতা আছে। তদ্দ্বারা শব্দের গতি জানা যায়। শব্দ থামিয়া গেলেও শব্দের ভাব এককালে কর্ণ হইতে যায় না। [কাণ দেখ।]

২ যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ; ভোজরাজদুহিতা কুন্তী অবিবাহিতা-বস্থায় পিতৃগৃহে অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, একদা দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার আতিথ্যপ্রার্থী হইলে তিনি অতি যত্নের সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, মুনি তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীকে মন্ত্র প্রদান করিলেন, ঐ মন্ত্রের দ্বারা যে কোন দেবতাকে আহ্বান করিলেই তিনি আসিয়া সহবাস করিবেন। কুন্তী আশ্চর্য্য প্রভাবশালী এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া কৌতূহলবশে সেই মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। সূর্য্য তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করিলেন, সম্ভোগমাত্রেই কবচ-কুণ্ডলধারী সূর্য্যসম তেজস্বী এক নবকুমার উৎপন্ন হইল।

কুন্তী লোকলজ্জা ভয়ে তাঁহাকে অশ্বনদীর জলে ভাসা-ইয়া আসিলেন। কুমার কর্ণ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই সময়ে অধিরথ নামক একজন সূতের দর্শনপথে পতিত হইলেন। অধিরথ অপুত্রক ছিলেন, তিনি এমন সুন্দর শিশু পাইয়া নদী হইতে তুলিয়া লইলেন এবং পরমানন্দে নিজ পত্নী রাধার সহিত পুত্র নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ণের কবচকুণ্ডলরূপ বসু (ধন) দেখিয়া তাঁহার 'বসুষেন' নাম রাখিলেন।

কর্ণ প্রথমে দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন। ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার সময় হইতে অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার ঈর্ষা জন্মে। একদিন রঙ্গভূমে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষা করেন, তাহাতে অর্জ্জুন অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করায় দ্রোণাচার্য্য তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করেন। কর্ণের প্রাণে তাহা সহিল না। রঙ্গস্থলে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "অর্জ্জুন। তুমি যাহা দেখাইলে, আমিও সকলকে দেখাইতে পারি, তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিও না।" এই বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে অর্জ্জুনের মত অলৌকিকী ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিলেন। তখন দুর্য্যোধন কর্ণের কার্য্য-প্রণালী দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিলেন এবং তাঁহার মান বাড়াইবার জন্য তাঁহাকে অঙ্গরাজ্য প্রদান করিলেন।

কর্ণ প্রায় সর্ব্বদাই দুর্য্যোধনের কাছে থাকিতেন। তাঁহাকে পাইয়া দুর্য্যোধনের পাণ্ডবভয় অনেকটা দূর হইল।

একদিন কর্ণ দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন, "গুরো! আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দান করুন। আপনার নিকট আশানুরূপ প্রায় সকল অস্ত্রই প্রাপ্ত হইয়াছি, বাকি কেবল ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা দান করিয়া আমার মনোস্কামনা পূর্ণ করুন।" দ্রোণ জানিতেন যে, কর্ণ বড় অর্জ্জুনদ্বেষী। সেই নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, "যে নিত্য শুদ্ধব্রতাচারী ব্রাহ্মণ অথবা যে তপঃস্বাধ্যায়নিরত ক্ষত্রিয়, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মাস্ত্রের উপযুক্ত। সেইজন্যই তুমি ব্রহ্মাস্ত্র পাইতে পার না।"

তখন কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিবার জন্য মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করিলেন, এখানে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া পরশু-রামের নিকট নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার অতিপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি সমুদ্রতীরে আসিয়া শরক্রীড়া করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহার শর-প্রহারে কোন ব্রাহ্মণের হোমধেনু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কর্ণ ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন এবং তিনি না জানিয়া দোষ করিয়াছেন, তজ্জন্য ক্ষমা চাহি-লেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, "তুমি যাহার জন্য এত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, যাহাকে পরাজয় করি-বার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছ; তাহারই হস্তে তোমার

মৃত্যু হইবে।" কর্ণ ক্ষুণ্ণ মনে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন থাকিতে থাকিতে তিনি পরশুরামের নিকট হইতে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিলেন।

একদিন পরশুরাম তাঁহার উরুর উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যান। সেই সময়ে অলর্কজাতীয় অষ্টপাদ কীট আসিয়া কর্ণের উরুদেশের একদিক্ ভেদ করিয়া অপরপারে বাহির হয়। কর্ণ গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হইবে ভাবিয়া সেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া রহিলেন। কিন্তু সেই দারুণ দংশনে উরু বিদীর্ণ হইয়া রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। গাত্রে রক্ত লাগিবামাত্র পরশুরাম জাগরিত হইলেন, তিনি চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র কীট মরিয়া গেল। তখন তিনি কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস! তুমি এ অসহ্য কীট দংশন কিরূপে সহ্য করিলে? ব্রাহ্মণশরীরে কখনই এরূপ সহ্য হয় না। অতএব শীঘ্র সত্য করিয়া বল, তুমি কে।"

কর্ণ অবনত হইয়া বিনীতভাবে উত্তর করিলেন "গুরো! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি মিথ্যাবাদী হইয়া আপনার নিকট বড়ই অপরাধ করিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ নই, সামান্য সূতপুত্র। সূতকন্যা রাধা আমার মা, আমার নাম কর্ণ।" তখন পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দেখ কর্ণ! তুমি ব্রহ্মাস্ত্র পাইবার জন্য আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছ, এই জন্য যুদ্ধকালে ঐ অস্ত্র তোমার মনে পড়িবে না। এখন শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

কর্ণ হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে দুর্য্যোধনের সহিত কলিঙ্গ-রাজ্যে গমন করেন। এখানে কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদকন্যার স্বয়ম্বর। স্বয়ম্বরসভায় দুর্য্যোধন কুরুবীরগণের সাহায্যে রাজকন্যাকে হরণ করিলেন। তৎকালে কর্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জরাসন্ধ তাহার বীরত্ব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মালিনী-নগরী প্রদান করেন। এইবার কর্ণের বিবাহ হইল, তাঁহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী।

তিনি পাণ্ডবগণকে মারিবার জন্য সর্ব্বদাই দুর্য্যোধনকে কু-পরামর্শ দিতেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভীষ্ম কর্ণের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া যখন তখন তাঁহার নিন্দা করিতেন। তাহা কর্ণের পক্ষে অসহ্য বোধ হইত। তিনি ঘোষযাত্রার দুর্ঘটনার পর একদিন দুর্য্যোধনকে বলেন, "মিত্র! আমার একটী কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমাদের নিন্দা এবং পাণ্ডবগণের সুখ্যাতি করেন। বিশেষতঃ তোমার সমক্ষে সর্ব্বদাই আমায় অবজ্ঞা করেন। এখন আমায় অনুমতি কর, আমি একাই সমস্ত পৃথিবী জয় করি।"

দুর্য্যোধনের অনুমতি লইয়া কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি দ্রুপদ, ভগদত্ত, এবং বঙ্গ, কলিঙ্গ, মণ্ডিক, মিথিলা, মগধ, কর্কখণ্ড, অবনীপুর, অহিচ্ছত্র, বৎস, কেরলী, মৃত্তিকাবতী, মোহন, ত্রিপুর, কোশল, রুক্মী, চেদি, অবন্তি, ম্লেচ্ছ, ভদ্রক, রোহিতক, আগ্নেয়, মালব, শশক ও আটবিক প্রভৃতি নানাদেশীয় রাজগণ এবং অপরাপর সভ্য ও অসভ্য জাতিকে জয় করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। দুর্য্যোধনের সপক্ষীয়েরা কর্ণকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে দুর্য্যোধন বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই সময়ে কর্ণ তাঁহাকে বলেন, "অদ্য হইতে যে যাহা চাহিবে, আমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিব। এই আমার প্রতিজ্ঞা। যতদিন না আমি অর্জ্জুনের প্রাণবধ করিতে পারিব, ততদিন এই ব্রত পালন করিব।"

ইতিপূর্ব্বে বৃষকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণ কেমন দাতা পরীক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কহিলেন, তোমার পুত্র বৃষকেতুর মাংস খাইতে ইচ্ছা করি। কর্ণ তাহাই করিলেন। তাঁহার স্ত্রী বৃষকেতুর মাংস রন্ধন করিয়া কৃষ্ণকে খাইতে দিলেন। কৃষ্ণ কর্ণের আচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যাপ্রভাবে বৃষকেতুর পুনরায় প্রাণদান করিলেন। এই অলৌকিক দানের জন্য কর্ণ 'দাতাকর্ণ' নামে বিখ্যাত হন।

একদিন তিনি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন সূর্য্য আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'কর্ণ! ইন্দ্র পাণ্ডবগণের হিতসাধনে ব্রাহ্মণবেশে তোমার নিকট কবচ ও কুণ্ডল চাহিতে যাইবেন, অতএব সাবধান! তাঁহাকে উহা দিও না।" কিন্তু কর্ণ উত্তর করেন যে, প্রাণ গেলেও তিনি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। তখন সূর্য্য তাঁহাকে কুণ্ডলকবচের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রের শক্তিঅস্ত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রভাত হইল। ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া কর্ণের নিকট কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। কর্ণ বলিলেন, 'দেবরাজ! আপনাকে আমি চিনিয়াছি, আমি কবচ ও কুণ্ডল দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমিও আপনার শত্রুমর্দ্দিনী শক্তি প্রার্থনা করি।' ইন্দ্র তাহাতেই সম্মত হইলেন। শেষে যাইবার সময়ে বলিলেন, 'কর্ণ! এই শক্তি দ্বারা আমি শত শত শত্রু বিনাশ করিতাম, কিন্তু তোমার হস্তনিক্ষিপ্ত হইলে একটি শত্রু বিনাশ করিয়া আমার নিকট গমন করিবে।'

এ দিকে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস ফুরাইয়া আসিল।

তাঁহারা পাঞ্চালরাজের পুরোহিতকে সন্ধির জন্ত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঠাইলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের কুশল সংবাদ লইয়া কহিলেন, 'পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক, তাই যুদ্ধে আত্মীয় কুটুম্বের বিনাশ না করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। বাস্তবিক অর্জ্জুনের স্তায় যোদ্ধা আর নাই। কৌরবপক্ষে এমন কোন বীর নাই যে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে।' এই কয়টী কথা কর্ণের অসহ্য হইল, তিনি ভীষ্মের অনেক নিন্দা করিলেন। শেষে কর্ণও শকুনির পরামর্শে সন্ধি রহিত হইল।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে প্রথমে ভীষ্ম কৌরবসেনাপতি হইলেন। তৎকালে তিনি আপন সেনাগণের সুবন্দোবস্ত করিয়া দুর্য্যোধনকে বলেন, 'দেখ দুর্য্যোধন! কর্ণ নীচ জাতি এবং ক্ষুদ্র প্রকৃতি, পরশুরামের নিকট অভিসপ্ত, আপন কবচ ও কুণ্ডলভ্রষ্ট হইয়াছে। এরূপ সামান্ত ব্যক্তিকে অর্দ্ধরথী বিবেচনা করাই উচিত।' এই কথা শুনিয়া কর্ণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সেইদিন প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যতদিন ভীষ্ম জীবিত থাকিবে, ততদিন কখনই আমি যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না।' এই বলিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন।

দশদিন যুদ্ধের পর কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইলেন। কর্ণ একদিন রাত্রিকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, 'আপনি সর্ব্বদাই যাহার নিন্দা করিতেন, আমি সেই কর্ণ।' ভীষ্ম চক্ষু মেলিয়া রক্ষিদিগকে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, পরে সস্নেহে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'কর্ণ! আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শুনিয়াছি, তুমি কুন্তীর পুত্র। তুমি পাণ্ডবগণের দ্বেষ করিবে বলিয়াই আমি তোমাকে কটু কথা বলিতাম। বাস্তবিক তোমার স্তায় দাতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠাপর আর দ্বিতীয় নাই। তোমার প্রতি আমার যে পূর্ব্বভাব ছিল, তাহা দূর হইয়াছে। এখন যদি তুমি আমার কথা শোন, তবে আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার আপন সহোদর পাণ্ডবগণের সহায়তা কর।'

তেজস্বী কর্ণ উত্তর করিলেন, 'যখন আপনি বলিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমি কুন্তীর পুত্র। পিতামহ! এতদিন যাহার ঐশ্বর্য্যে আমি প্রতিপালিত হইয়াছি, যাহাকে একবার আশ্বাস প্রদান করিয়াছি, কেমন করিয়া সেই প্রিয়বন্ধু দুর্য্যোধনের প্রতিকূলাচরণ করি; বরং প্রাণ যায়, তাহাও শ্রেয়, তবু প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না।' ভীষ্ম কহিলেন, 'তবে স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ কর। কখন কূটযুদ্ধ করিও না।'

ভীষ্মের পর দ্রোণাচার্য্য কৌরবপক্ষে সেনাপতি হইলেন। কর্ণ তাঁহার অধীনে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বালক অভিমন্যুকে কূটযুদ্ধে বিনাশ করিবার পরামর্শ দেন এবং এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

কর্ণের বড় আশা ছিল, যে একাঘ্নী শক্তি দ্বারা অর্জ্জুনকে বধ করিবেন, কিন্তু তাঁহার মনের আশা মনেই রহিল। যখন ভীমনন্দন ঘটোৎকচ কুরুসৈন্যদলনে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ণের সম্মুখীন হন, তখন তিনি আত্মরক্ষা করিবার জন্য সেই একাঘ্নী শক্তি নিক্ষেপ করিয়া ঘটোৎকচকে নিপাত করিলেন। দ্রোণ নিহত হইলে কর্ণ কুরুসৈন্যের সেনাপতি হইলেন। তাঁহার সারথি হইলেন শল্য। যথাসময়ে মহাবীর কর্ণ সসৈন্যে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার যুদ্ধনীতি ও বীরত্ব দর্শনে কৌরব পক্ষে আনন্দধ্বনি এবং পাণ্ডবপক্ষে হাহাকারধ্বনি উঠিল। কিন্তু কর্ণের সারথি শল্য তাঁহার প্রতি বিমুখ। কর্ণ 'অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব' বলিয়া যতই আস্ফালন করেন, শল্য তাহার প্রতিবাদ করিয়া অর্জ্জুনের প্রশংসা এবং তাঁহার নিন্দা করিতে থাকেন। যাহা হউক, তিনি নিজ বাহুবলে ৭৭ প্রভদ্রক, ২৫ পাঞ্চাল, ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেন প্রভৃতি মহাবীর এবং চেদি ও অপরাপর স্থানের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত করেন। এমন কি অর্জ্জুন ব্যতীত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে পরাস্ত করেন। তিনি কুন্তীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে অর্জ্জুন ব্যতীত অপর কোন পাণ্ডবের প্রাণবধ করিবেন না, তাই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ পরাস্ত হইলেও প্রাণ হারান নাই।

শেষে অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে অর্জ্জুনহস্তে তিনি অন্তিমশয্যায় শয়ন করেন। (মহাভারত)

তাঁহার প্রথম নাম বসুষেন, পালকপিতা সূত তাঁহার এই নাম রাখিয়াছিলেন। পরে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যানুসারে কর্ণ, বৈকর্ত্তন, অর্কনন্দন, অঙ্গরাজ, অঙ্গেশ্বর, চাম্পেশ, চম্পাধিপ, অঙ্গাধিপ ও ঘটোৎকচান্তক প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতিপালক পিতা ও পালিকা মাতার পরিচয়ানুসারে লোকে তাঁহাকে সূতপুত্র রাধেয়, রাধাপুত্র, প্রভৃতি বলিয়াও সম্বোধন করিত। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত আদি। ১১৭। ৩।) ৪ নৌকার দাঁড়। ৫ সুবর্ণালি বৃক্ষ। ৬ চারি হাত বাহু ও তিনহাত কোটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র। ৭ কুটিল। ৮ (কর্ণঃ প্রাশস্ত্যেন অস্ত্যস্ত, কর্ণ-অচ্ অর্শাদিত্বাৎ) দীর্ঘকর্ণ, লম্বকর্ণ। (কৃষ্ণ যজুঃ ২। ৪। ৪০।)

কর্ণ। মেবারের একজন রাণা। ইনি রাজপুত বীরকেশরী প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠপৌত্র। পিতৃনিদেশে এবং বিধর্ম্মী যবন

হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য অনেকবার মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এ সময়ে মেবারের নিতান্ত হীন অবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া মেবারের রাজকোষ শূন্য, মেবারের প্রধান প্রধান বীরগণ রণশয্যায় চিরনিদ্রিত। এরূপ অবস্থায় রাজপুতবীর আর কতদিন মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে যুঝিতে পারেন? এমন কি রাজকোষ শূন্য হওয়ায়, কর্ণ সুরটনগর লুণ্ঠন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৬১৩ খৃঃ অব্দে মহাবীর কর্ণ জাহাঙ্গীর পুত্র খুরম্ (শাহজাহান)-হস্তে পরাজিত হইলেন। এতদিন পরে আজ মেবারের রাণা অমর মোগলসম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ধি হইলে কর্ণ খুরমের সহিত আজমীরে আসিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাদশাহ যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া কর্ণকে আপন দক্ষিণপার্শ্বে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। এই সময়ে প্রতিদিন বাদশাহ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন এবং বহুমূল্য খেলাত ও বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রী প্রদান করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিতেন। জাহাঙ্গীর আপন জীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন—

"মাতৃভূমির প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে কর্ণ সুখসেব্য দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করিতে জানিতেন না। তিনি অতিশয় লাজুক, অতি অল্পভাষী এবং আমাদের সহিত অল্পই মিশিতে চাহিতেন। আমাদের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য প্রতিদিন সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতাম। আমি একদিন তাঁহাকে নুরজিহানের নিকট লইয়া যাইলাম। মহিষী তাঁহাকে হস্তী, অশ্ব, তরবারি প্রভৃতি নানাপ্রকার খেলাত পারিতোষিক প্রদান করিলেন।"

বাস্তবিক জাহাঙ্গীর কর্ণের সহিত বিজেতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন না, যাহাতে তিনি আপন সম্ভ্রম কিছুমাত্র লাঘব জ্ঞান না করেন, তৎপক্ষে জাহাঙ্গীর সর্ব্বদাই চেষ্টা করিলেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে মেবারের শেষ স্বাধীন রাজা মহারাণা অমর-সিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণকে সিংহাসন প্রদান করেন।

কর্ণ রাণা হইলে মেবারে শান্তির রাজত্ব হইল। মোগল আক্রমণে মেবারের যে যে অংশ ভগ্ন ও নষ্ট হইয়াছিল, তিনি তাহার পুনঃসংস্কার করিলেন। আপন রাজধানীর চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাকারগুলি পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পেশোলার জলরোধক বাঁধটি পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। তিনি ১৬২৮ খৃঃ অব্দে (১৬৮৪ সম্বতে) প্রিয়পুত্র জগৎসিংহের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

কর্ণওয়ালিস্। লর্ড কর্ণওয়ালিস, যিনি ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। ইঁহার নাম চার্লস্ কর্ণওয়ালিস। ইনিই কর্ণওয়ালিস্ প্রদেশের দ্বিতীয় আরল্ ও প্রথম মার্কুইস্। পিতা বর্ত্তমানে ইনি লর্ড ব্রুস নামে পরিচিত ছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, ইনি পিতৃপদের অধিকারী হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। শাসনকার্য্যে ইঁহার সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা ও স্বাধীন মত প্রদান করিবার শক্তি ছিল। এই সময়ে আমেরিকাবাসীরা স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ করে, তাহাতে লর্ড কর্ণওয়ালিস অতি উৎসাহ ও বিশেষ দক্ষতার সহিত নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, কামডেন, পয়েন্ট কমফর্ট (সুখ অন্তরীপ?) প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে জয়লাভ করেন; কিন্তু ইয়র্ক নদীতীরে ইয়র্ক নগরের যুদ্ধে ফরাসী ও আমেরিকাবাসী দ্বারা একবারে আক্রান্ত হওয়ায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শত্রুহস্তে সদলে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন (১৭৮১ খৃঃ)। ইঁহার পরাজয়েই ইংরাজদিগের হার হইল। ইংরাজেরা ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিয়া ইঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই পরাজয়ের জন্য বিশেষ তিরস্কৃত হন নাই।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতের গভর্ণর জেনারেল নির্ব্বাচিত হইলেন এবং ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় উপনীত হন। ইনি শান্তস্বভাব, গম্ভীরবুদ্ধি, সুবিচার-ক্ষম, লোকপ্রিয়, মহান্-হৃদয় ও লোকহিতৈষী ছিলেন। যে সময়ে তিনি ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন, তৎকালে ভারতে যুদ্ধবিগ্রহাদি কিছু ছিল না; কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালের দুর্নীতিতে দেশ ছাইয়া পড়িয়াছিল। অত্যাচার অবিচারে আপামর সাধারণে পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং অনেকানেক দেশীয় রাজা বিধ্বস্ত হইয়াছিল; সুতরাং এরূপ অবস্থায় লর্ড কর্ণওয়ালিস্ আসিয়া স্বীয় স্বভাব-গুণে নানা হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ভারতীয় প্রজাগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এ সময়ে বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ও সৈনিকেরা এদেশীয় লোকের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন, দেশীয় রাজগণের নিকট উপঢৌকন লইতেন। সৈনিকেরা নানাবিধ উপায়ে পুরস্কার গ্রহণ করিত, শান্তিরক্ষার জন্য কতকগুলি সৈন্য বৃথা নিযুক্ত করা হইত। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই সকল কুপ্রথা নিবারণ করেন। ইনি কি সৈনিক কি অন্যবিধ কর্ম্মচারী সকলের জন্যই মাহিনার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

অযোধ্যার উজীরের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি অন্যায় ও অসঙ্গত নিয়ম আছে দেখিয়া, লর্ড কর্ণ-

কর্ণদর্পণ (পুং) কর্ণে দর্পণ ইব, উপমি°। তাড়ঙ্ক নামক কর্ণভূষণ বিশেষ; কাণতড়্কা।

কর্ণদুন্দুভি (স্ত্রী) কর্ণে কর্ণাভ্যন্তরে দুন্দুভিরিব তত্তুল্য ধ্বনি-জনকত্বাৎ। কর্ণকীটী, কাণকোটারি।

কর্ণদেব (পুং) চৌলুক্যরাজবিশেষ। ইনি অনহিল্লবাড়ের রাজা ভীমদেবের পুত্র। রাজ্যকাল ১১২০—১১৫০ সম্বৎ। ইঁহার পুত্রের নাম জয়সিংহ সিদ্ধরাজ। এই বংশে আর একজন কর্ণ-দেবের নাম পাওয়া যায়। তিনি সারঙ্গদেবের পুত্র, ১৩৫৩ হইতে ১৩৬০ সম্বৎ পর্য্যন্ত গুজরাটে অনহিল্লবাড়ে রাজত্ব করেন।

কর্ণধার (পুং) কর্ণং অরিত্রং ধারয়তি কর্ণ-ধৃ-অণ্, ণ্যন্তাৎ অচ্ বা। ১ নাবিক, মাঝি। ২ (ত্রি) দুঃখাদির নিবারক।

("অকর্ণধারা পৃথিবী শূন্যেব প্রতিভাতি মে।
গতে দশরথে স্বর্গং রামে চারণ্যমাশ্রিতে॥"
রামায়ণ ২।৮৮।১৭।)

কর্ণধারিণী (স্ত্রী) কর্ণং অন্যজীবাপেক্ষয়া বিপুলং ধরতি, কর্ণ-ধৃ-ণিনি ঙীষ্। হস্তিনী।

কর্ণনাদ (পুং) অঙ্গুলিপিহিতকর্ণে নাদঃ ধ্বনিভেদঃ। কর্ণ-রোগবিশেষ; এইরোগে বায়ু শব্দবাহী শিরাসমূহে প্রবেশ করিয়া কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার শব্দ উৎপাদন করে। সর্ষপতৈলের দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে অথবা অপামার্গ পোড়াইয়া সেই ক্ষারজল এবং অপমার্গের কল্কের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাদ আরোগ্য হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণনাসা (স্ত্রী) কাণ ও নাক।

কর্ণন্দু (স্ত্রী) কাণের মাকড়ি।

কর্ণপত্রক (পুং) কর্ণে পত্রমিব কায়তি শোভতে, কর্ণ-পত্র-কৈ-ক। কর্ণপালী, কাণের পাতা।

কর্ণপথ (পুং) কর্ণ এব পন্থাঃ-অচ্। কাণের ছিদ্র, ইহাই শব্দ প্রবেশের পথ।

কর্ণপরম্পরা (স্ত্রী) কর্ণানাং পরম্পরা, ৬তৎ। কাণাকাণি, একজনের কাণ হইতে অন্যের কাণে, আবার তাহার কাণ হইতে অপরের কাণে এইরূপে ক্রমশঃ বিস্তৃতি।

কর্ণপরাক্রম (পুং) অপভ্রংশযোগ্য বিবিধ ছন্দোযুক্ত কাব্য-বিশেষ।

কর্ণপর্ব্ব (ক্লী) মহাভারতের অষ্টমপর্ব্ব; কর্ণের সেনাপতিত্ব গ্রহণের পর যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, এই পর্ব্বে তাহাই বর্ণিত আছে।

কর্ণপাক (পুং) কর্ণরোগবিশেষ; কর্ণমধ্যে ক্ষত, অভিঘাত, ফোড়া বা বাতাদি তিন দোষ কুপিত হইলে কর্ণ হইতে রক্ত বা পীত বর্ণ স্রাব নির্গত হয় এবং কর্ণ মধ্য অতিশয় উষ্ণ ও দাহযুক্ত হইয়া থাকে; ইহাকেই কর্ণপাক রোগ কহিয়া থাকে। (সুশ্রুত।) মালতী পত্রের রস অথবা গোমূত্র মধুর সহিত কর্ণে পূরণ করিলে কাণপাকা রোগ বিনষ্ট হয়। হরিতাল্ ও গোমূত্র একত্র করিয়া অথবা আম ও আমের নূতনপাতা, কদ্‌বেল ও কাপাসের বীজ সমভাগে লইয়া ছেঁচিয়া রস বাহির করিবে, ঐ রসের কর্ণপূরণ করিলে কাণ পাকা নিবারণ হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণপালি (স্ত্রী) কর্ণং পালয়তি শোভয়তি কর্ণপাল-ইন্। কাণের পাতা। (Lobe)

কর্ণপালী (স্ত্রী) কর্ণং পালয়তি শোভয়তি, কর্ণ-পাল-অণ্ ঙীষ্। ১ কাণের পাতা। ২ কাণবালা নামক কর্ণভূষণ।

কর্ণপাল (দেশজ) কাণের গহনাবিশেষ।

কর্ণপিশাচী (স্ত্রী) কর্ণং স্বরূপং পিনষ্টি, কর্ণ-পিশ্-ক্বিপ্, কর্ণপিট্ আচয়তি নাশয়তি স্বরূপদর্শনেন, কর্ণপিট্-আ-চি-ণিচ্-অচ্ ঙীষ্। দেবীবিশেষ। এই দেবীর ধ্যান,—

"কৃষ্ণাং রক্তবিলোচনাং ত্রিনয়নাং খর্ব্বাঙ্গ লম্বোদরীং,
বন্ধূকারুণজিহ্বিকাং বরবরাভীযুক্করামুন্মুখীম্।
ধূম্রার্চ্চির্জটিলাং কপালবিলসৎ পাণিদ্বয়াং চঞ্চলাং,
সর্ব্বজ্ঞাং শবহৃৎ কৃতাধিবসতীং পৈশাচিকীং তাং নুমঃ॥"

কৃষ্ণবর্ণা, রক্তচক্ষু, ত্রিনয়না, খর্ব্বাকৃতি, লম্বোদরী, বাঁধুলি ফুলের ন্যায় রক্তজিহ্বা, বর ও অভয়দানে দুই কর ব্যাপৃত, উর্দ্ধমুখী, ধূম্রবর্ণজটাশালিনী, অপর হস্তদ্বয়ে নরমুণ্ড; চঞ্চলা, শবহৃদয়বাসিনী ও সর্ব্বজ্ঞা পৈশাচিকীকে নমস্কার করি।

নিশাকালে বা অর্দ্ধরাত্রে ঐ ধ্যানে চিন্তা করিয়া পূজা করিবে এবং দগ্ধমৎস্যের বলি প্রদান করিবে। বলিদানের মন্ত্র,—"ওঁ কর্ণপিশাচি দগ্ধমীনবলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা।"

জল প্রোক্ষণের মন্ত্র,—

"রক্তচন্দনবন্ধূক জবাপুষ্পাদিকং যৎ।
অমৃতং কুরু দেবেশি স্বাহা।"

পূজার দিন প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জপ করিয়া মধ্যাহ্নে নিরামিষ একবার মাত্র ভোজন করিবে। প্রাতঃকালে যত সংখ্যক জপ করা হয়, সেই সংখ্যক রাত্রিকালেও জপ করিতে হইবে। তাম্বূলাদি ভিন্ন রাত্রে অন্য কিছু ভোজন করিবে না। জপের দশমাংস তর্পণ করিবে। "ওঁ কর্ণপিশাচীং তর্পয়ামি হ্রীং স্বাহা" এইরূপে একলক্ষ পুরশ্চরণ করিয়া দশাংশ হোম করিবে। অভাবে দশভাগ তর্পণ করিয়া বর প্রার্থনা করিবে।

যন্ত্রের উপর চন্দনের দ্বারা মূলবীজ লিখিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয়।

আকাশ হইতে হুঙ্কারাদির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলে এবং দীর্ঘ অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে বুঝিতে হয়।

কর্ণপুট (ক্লী) কর্ণস্য পুটং, ৬তৎ। কাণের ছিদ্র।

কর্ণপুর (ক্লী) কর্ণস্য পুরং, ৬তৎ। কর্ণের রাজধানী, চম্পানগরী।

কর্ণপুরী (স্ত্রী) কর্ণস্য পুরী, ৬তৎ। চম্পানগরী।

কর্ণপুষ্প (পুং) কর্ণবৎ কর্ণাকারং পুষ্পং যস্য, কর্ণভূষণযোগ্যং পুষ্পং বা যস্য, বহুব্রী। মোরট লতা।

কর্ণপূর্ (স্ত্রী) কর্ণস্য পূঃ পুরং, ৬তৎ। কর্ণরাজের পুরী, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চম্পা, মালিনী ও লোমপাদপূঃ।

কর্ণপূর (পুং) কর্ণং পূরয়তি অলঙ্করোতি, কর্ণ-পূর-অণ্। ১ শিরীষগাছ। ২ নীলপদ্ম। ৩ অশোকবৃক্ষ। ৪ কর্ণভূষণ। (কর্ণপূরঃ শিরীষে স্যান্নীলোৎপলাবতংসয়োঃ। মেদিনী।

কর্ণপূরক (পুং) কর্ণং পূরয়তি ভূষয়তি, কর্ণ-পূর-ণ্বুল্। কর্ণপূর স্বার্থে কন্ বা। ১ শিরীষগাছ। ২ নীলপদ্ম। ৩ অশোকগাছ। ৪ কদম্বগাছ। ৫ কাণের গহনা।

কর্ণপূরণ (ক্লী) কর্ণস্য পূরণং, ৬তৎ। তৈলাদির দ্বারা কাণের ছিদ্র পূর্ণ করা।

কর্ণপ্রণাদ (পুং) কর্ণে অঙ্গুলিপিহিতকর্ণে প্রণাদঃ শব্দ-বিশেষঃ ৭তৎ। কর্ণনাদ নামক কর্ণরোগবিশেষ।

কর্ণপ্রতিনাহ (পুং) কর্ণে জাতঃ প্রতিনাহঃ রোগবিশেষঃ মধ্যলো°। কর্ণরোগবিশেষ। কাণের খোল দ্রব হইয়া ঘ্রাণমুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে কর্ণপ্রতিনাহ নামক রোগ উৎ-পন্ন হয়, এই রোগে মস্তকের অর্দ্ধভাগে বেদনা হইয়া থাকে। (মাধবকর)। কর্ণপ্রতিনাহ রোগে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া নস্যাদি গ্রহণ করিতে হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণপ্রতীনাহ (পুং) কর্ণপ্রতিনাহ রোগ।

কর্ণপ্রয়াগ (পুং) গড়বাল জেলাস্থ একটি গ্রাম, পিণ্ডার ও অলকানন্দা নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১৪´ ৪০´´ পূঃ। অতি পূর্ব্বকাল হইতে একটি তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার গঙ্গাসঙ্গমে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। হিমালয়ে যাইবার সময়ে যাত্রীরা এই তীর্থ দর্শন করিয়া যান।

এখানে হিমাচলনন্দিনী শিবসোহাগিনী উমার মন্দির আছে। এখানকার পাণ্ডারা বলেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই দেবীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ব্বে এখানে পিণ্ডার উত্তীর্ণ হইবার কারণ দড়ির ঝোলা ছিল, এখন লোহের সেতু প্রস্তুত হইয়াছে।

এখানকার একটি মন্দিরে কর্ণের প্রতিমূর্ত্তি আছে। কাহা-রও মতে, সেই কর্ণের নাম হইতে কর্ণপ্রয়াগ নাম হইয়াছে।

কর্ণপ্রয়াগ সমুদ্র হইতে ২৫৬০ ফিট্ উচ্চ।

কর্ণপ্রান্ত (পুং) কর্ণস্য প্রান্তঃ সীমাদেশঃ, ৬তৎ। কর্ণের শেষ সীমা।

কর্ণপ্রাবরণ। জনপদ ও সেই জনপদবাসী জাতিবিশেষ।

মহাভারতে এই জনপদ দক্ষিণদেশীয় কালমুখ, কোলগিরি, নিষাদ প্রভৃতির সহিত উক্ত হইয়াছে। (সভাপর্ব্ব ৩০ অঃ)।

দেশাবলীর মতে এই জনপদ মালবদেশের পশ্চিমে।

মৎস্যপুরাণে অপর এক কর্ণপ্রাবরণের নাম পাওয়া যায়। এই জনপদ দিয়া পাবনী নদী প্রবাহিত। (মৎস্য পু° ১২১।৫৮।) এই স্থান হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। এই জনপদটিও অধিবাসীবাচক। পাশ্চাত্য মেগেস্থিনি তাঁহার ভারতপুস্তকে কর্ণপ্রাবরণদিগকে এনোটোকৈটৈ (Enôtokoitai) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

কর্ণফুলী। চট্টগ্রামের একটি নদী। অক্ষা° ২২° ৫৫´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৯২° ৪৪´ পূর্ব্বে, জয়াদ্রি হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণমুখে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর দক্ষিণকূলে চট্টগ্রামনগর ও বন্দর অবস্থিত। এই নদীর প্রধান শাখা ৪টি কাসালং, চিংড়ী, কপতাই ও রঙ্খিয়াঙ্গ্।

এই নদীর উৎপত্তিস্থানে নীলকণ্ঠ নামক লিঙ্গ আছে। ব্রহ্মখণ্ডের মতে এই নদীতে স্নান করিলে পুণ্য হয়। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৪।৬।)

কর্ণপ্রায় (পুং) দেশবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় এই দেশ নৈঋ্ঝত দিকে বলিয়া কথিত আছে। (বৃহৎসংহিতা ১৪। ১৮।)

কর্ণফল (পুং) কর্ণঃ ফলমিব যস্য, বহুব্রী। মৎস্যবিশেষ, কাণলিমাছ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—অজীর্ণ ও শ্লেষ্মকারক।

কর্ণভূষণ (ক্লী) কর্ণং ভূষয়তি, কর্ণ-ভূষ-ল্যু। কাণের গহনা।

কর্ণভূষা (স্ত্রী) কর্ণং ভূষয়তি, কর্ণ-ভূষ-অচ্-টাপ্। কাণের অলঙ্কার।

কর্ণমল (ক্লী) কর্ণস্য মলং, ৬তৎ। কর্ণজাত ময়লা, ইহার অপর সংস্কৃত নাম কর্ণগূথ।

কর্ণমুকুর (পুং) কর্ণে মুকুরঃ দর্পণ ইব, উপমি°। তাড়ঙ্ক নামক কাণের অলঙ্কার।

কর্ণমদ্গুর (পুং) মৎস্যবিশেষ। কাণমাগুর। (Silurus unitus)

কর্ণমূল (ক্লী) কর্ণস্য মূলং, ৬তৎ। কাণের মূলদেশ।

কর্ণমূলীয় (ত্রি) কর্ণমূল-ঢঞ্। কর্ণমূল সম্বন্ধীয়।

কর্ণমোটী (স্ত্রী) কর্ণং কর্ণোপলক্ষিতং রোগবিশেষং মোটয়তি নাশয়তি, কর্ণ-মুট-ইন্-ঙীপ্। চামুণ্ডা দেবী।
(চামুণ্ডা চর্চ্চিকা চর্ম্মমুণ্ডা মাজ্জারকর্ণিকা।
কর্ণমোটী মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী॥ হেম ২। ১২০)

কর্ণযোনি (ত্রি) কর্ণঃ যোনিঃ স্থানমস্য, বহুব্রী। ১ কর্ণ-গ্রাহ্য বিষয়, শুনিবার বিষয়। ২ কর্ণ হইতে উৎপন্ন।

কর্ণরন্ধ্র (পুং) কর্ণস্য রন্ধ্রং ৬তৎ। কাণের ছিদ্র।

কর্ণরাজ। গুজরাটের অনহিল্লবাড়ের একজন রাজা। ভীম-রাজের পুত্র। (১০৭৩ খৃঃ অঃ) ভীম স্বর্গারোহণ করিলে কর্ণ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার শাসননীতিগুণে রাজ্যের সামন্ত ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন। তিনি কদম্বরাজ জয়কেশীর কন্যা ময়ণল্লদেবী (মৈনলদেবীর) রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। প্রথমে তাঁহার পুত্রাদি না হওয়ায় লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান করেন। পরে লক্ষ্মীর বরে মৈনলদেবীর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। (১০৯৩ খৃঃ) বৃদ্ধাবস্থায় তিনি আপন পুত্র জয়সিংহকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। (হেমাচার্য্যকৃত দ্বৈআষরায়।)

কর্ণরোগ (পুং) কর্ণস্য কর্ণে জাতো বা রোগঃ। যে সকল রোগ কর্ণে উৎপন্ন হয়। কর্ণরোগ ২৮ প্রকার। তাহাদিগের নাম—কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য (কালা), কর্ণক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডূ, কর্ণগূথ, কর্ণপ্রতীনাহ, জন্তুকর্ণ, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ, ৪ প্রকার অর্শঃ, ৭ প্রকার অর্ব্বুদ, ৪ প্রকার শোথ ও ২ প্রকার বিদ্রধি। [কাণ শব্দে কাণচটা, কাণফোলা, কালা প্রভৃতি রোগের বিবরণ দেখ।]

কর্ণরোগপ্রতিষেধ (পুং) কর্ণরোগাণাং প্রতিষেধঃ শমনো-পায়ো যত্র, বহুব্রী। ১ সুশ্রুতসংহিতার অধ্যায়বিশেষ। ২ (৬তৎ) কর্ণরোগ চিকিৎসা।

কর্ণল (ত্রি) কর্ণঃ কর্ণশক্তিরস্ত্যস্য, কর্ণ-লচ্ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ৯৭।) প্রশস্ত শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট।

কর্ণলতা (স্ত্রী) কর্ণস্য লতা-ইব, উপমি°। কর্ণপালী, কাণের পাতা।

কর্ণলতিকা (স্ত্রী) কর্ণস্য লতা-ইব। কর্ণলতা-স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। কাণের পাতা। (পালিস্তু কর্ণলতিকা। হেম ৩।৫৭৪)

কর্ণবংশ (পুং) কর্ণঃ কর্ণাকৃতিবৎ বংশো যত্র, বহুব্রী। মঞ্চ, মাঁচা।

কর্ণবৎ (ত্রি) কর্ণঃ প্রাশস্ত্যেন অস্ত্যস্তি, কর্ণ-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ দীর্ঘ কর্ণবিশিষ্ট। ২ কর্ণযুক্ত।

কর্ণবর্জ্জিত (পুং) কর্ণেন শ্রবণেন্দ্রিয়েণ বর্জ্জিতঃ হীনঃ। ১ সর্প; ইহাদের পৃথক্ কর্ণেন্দ্রিয় নাই। ২ (ত্রি) বধির, যাহার শ্রবণশক্তি নাই।

কর্ণবিট্ [ষ্] (স্ত্রী) কর্ণস্য কর্ণে জাতা বা বিট্। কাণের খৈল।
("বসা শুক্রমসৃঙ্ মজ্জা মূত্রবিড় ঘ্রাণকর্ণবিট্।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥" মনু।)

কর্ণবিবর (ক্লী) কর্ণস্য বিবরং, ৬তৎ। কাণের ছিদ্র। কর্ণাভ্যন্তরস্থ কর্ণবিবরের ইংরাজি নাম Vestibule.

কর্ণবেধ (পুং) কর্ণয়োঃ কর্ণস্য বা বেধঃ, ৬তৎ। সংস্কারবিশেষ, ইহাতে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কাণে ছিদ্র করিতে হয়। জন্মমাসাবধি ৬, ৭, ৮, ১২ ও ১৬ মাসে; বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোমবারে; দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী তিথিতে, মধ্যাহ্নকালে; ক্ষত্রিয়ের স্বর্ণ-শলাকা দ্বারা, ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যের রৌপ্যশলাকা দ্বারা এবং শূদ্রের লৌহশলাকা দ্বারা কর্ণবেধ করিতে হয়। জন্মমাসে, চৈত্র ও পৌষমাসে, যুগ্মবৎসরে, হরির শয়নকালে, দূষিত সূর্য্যে, কৃষ্ণপক্ষে, জন্মনক্ষত্রে দিবসের পূর্ব্বভাগে ও রাত্রিকালে কর্ণবেধ করিবে না। (মদনরত্ন)। সূর্য্যের উত্তরায়ণ সময় কর্ণবেধের প্রশস্তকাল, দক্ষিণায়নে কর্ণবেধ করিবে না। (গর্গ)। এক পিতার দুইটি পুত্রের কর্ণবেধ সংস্কার না হইতে যদি পুনর্ব্বার পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে উপস্থিত দুই পুত্র মধ্যে যাহার শুদ্ধ বর্ষ হইবে, তাহারই কর্ণবেধ করান কর্ত্তব্য; এ সময়ে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিচারের আবশ্যক করে না; নতুবা ঐরূপ তিন পুত্র হইলে তাহাকে 'কর্ণঘট্টক' কহে, ইহা অতীব দোষজনক। (মলমাসতত্ত্বে মাণ্ডব্য)। ব্রাহ্মণের কর্ণছিদ্র অঙ্গুষ্ঠের যব প্রমাণ প্রশস্ত হওয়া বিধি। নির্ণয়সিন্ধুতে লিখিত আছে,— "অঙ্গুষ্ঠমাত্র সুষিরৌ কর্ণৌ ন ভবতো যদি।
তস্মৈ শ্রাদ্ধং ন দাতব্যং দত্তঞ্চেদাসুরং ভবেৎ॥"

যাহার কর্ণে অঙ্গুষ্ঠ যব প্রমাণ ছিদ্র নাই, তিনি শ্রাদ্ধে অনধিকারী; শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অসুরগণের ভোজ্য হইয়া থাকে। হেমাদ্রি দেবলবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"কর্ণরন্ধ্রং রবেশ্ছায়া ন বিশেদগ্রজন্মনঃ।
তং দৃষ্ট্বা বিলয়ং যান্তি পুণ্যোঘাশ্চ পুরাতনাঃ॥"

যে ব্রাহ্মণের কর্ণরন্ধ্র দিয়া সূর্য্যকিরণ প্রবেশ না করে, তাহাকে দেখিলে প্রাচীন পুণ্যশীল ব্যক্তিগণও নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। [কর্ণব্যধবিধি দেখ।]

কর্ণবেধনিকা (স্ত্রী) বিধ্যতে হনয়া, কর্ণ-বিধ-করণে ল্যুট্-স্বার্থে কন্ টাপ্-অত ইত্বং। কর্ণবেধনের অস্ত্র, কাণ ফুড়িবার সূচ।

কর্ণবেধনী (স্ত্রী) বিধ্যতে হনয়া, কর্ণ-বিধ-করণে ল্যুট্ ঙীপ্। কর্ণবেধের সূচী।

কর্ণবেষ্ট (পুং) কর্ণৌ বেষ্টয়তি, কর্ণ-বেষ্ট-অচ্। ১ কুণ্ডল। ২ দ্বাপরযুগের রাজবিশেষ। (ভারত° আদি ৬৭ অঃ)

কর্ণবেষ্টক (ক্লী) কর্ণৌ বেষ্টয়তি, কর্ণ-বেষ্ট-ণ্বুল্। কুণ্ডল। (তাড়ঙ্কস্তু তাড়পত্রং কুণ্ডলং কর্ণবেষ্টকঃ। হেম ৩।৩২০।)

কর্ণবেষ্টকীয় (ত্রি) কর্ণবেষ্টক-ঢঞ্। কর্ণবেষ্টকসম্বন্ধীয়।

কর্ণবেষ্টন (ক্লী) কর্ণৌ বেষ্ট্যতেঽনেন, কর্ণ-বেষ্ট-ল্যুট্। কুণ্ডল।

কর্ণব্যধবিধি (পুং) কর্ণব্যধস্য কর্ণবেধস্য বিধিঃ, ৬তৎ। ১ কর্ণবেধের নিয়ম। [কর্ণবেধ দেখ।] ২ বালকের রক্ষাভূষণের জন্য সুশ্রুতোক্ত কর্ণবেধের নিয়ম। সুশ্রুতে লিখিত আছে,—বালকের ষষ্ঠ বা সপ্তমমাসে প্রশস্ত তিথি করণ মুহূর্ত্ত ও নক্ষত্রযুক্ত দিবসে মঙ্গলকার্য্য ও স্বস্তিবাচন করিয়া ধাত্রীর কোলে বালককে উপবেশন করাইবে এবং পুতুল প্রভৃতি বিবিধ খেলানা দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে ভিষক্ বাম হস্তের দ্বারা কাণ টানিয়া ধরিয়া সূর্য্যকিরণে দৈবকৃত ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্তে সূক্ষ্মসূচী দ্বারা সোজা ভাবে বিদ্ধ করিবেন। পুত্রের দক্ষিণ কর্ণ ও কন্যার বাম কর্ণ বেধ করিতে হয়। বেধের পর তাহাতে তুলার বর্ত্তি করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবেন এবং তাহাতে অপক্ব তৈল সেবন করিবেন। অধিক রক্তস্রাব হইলে, বা বেদনা অধিক হইলে অন্য স্থানে বেধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যথাস্থানে যথারীতি বিদ্ধ হইলে কোনরূপ উপদ্রবের আশঙ্কা থাকে না, অজ্ঞভিষক্ কোন শিরা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। কালিকা শিরা বিদ্ধ হইলে জ্বর, দাহ, শোথ ও বেদনা; মর্ম্মরিকা শিরায় বেদনা, জ্বর ও গ্রন্থি; লোহিতিকা শিরায় মন্যাস্তম্ভ, অপতানক, শিরোগ্রহ ও কর্ণশূল উৎপন্ন হয়।

কষ্টকর জিহ্বা, প্রশস্ত সূচী দ্বারা বেধ, গাঢ়তরবর্ত্তি প্রবেশ, দোষের প্রকোপ অথবা বিদ্ধ হইয়া বেদনা ও শোথ উৎপন্ন হইলে, যষ্টিমধু, এরণ্ড মূল, মঞ্জিষ্ঠা, যব ও তিল বাটিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, ঐ প্রলেপের দ্বারা কর্ণ স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বিদ্ধ করিতে হইবে। ছিদ্র প্রশস্ত করিবার জন্য তিন দিন অন্তর ক্রমশঃ স্থূলবর্ত্তি প্রবেশ করাইয়া তৈলের সেক দিতে হইবে। (সুশ্রুত)।

কর্ণশষ্কুলী (স্ত্রী) কর্ণয়োঃ কর্ণস্য বা শষ্কুলী ইব, উপমি°। কর্ণবেষ্টন, কর্ণগোলক। বহিঃকর্ণ (Auricle or External ear) (কর্ণঃ শ্রোত্রং শ্রবণঞ্চ বেষ্টনং কর্ণশষ্কুলী। হেম ৩।২৩৮।)

কর্ণশিরীষ (পুং) কর্ণগতঃ শিরীষঃ মধ্যলো°। যে শিরীষফুল কাণে অলঙ্কাররূপে দেওয়া যায়।

কর্ণশূল (পুং) কর্ণস্য শূলঃ শূলবৎ যন্ত্রণাপ্রদো রোগঃ। কর্ণরোগবিশেষ। কর্ণমধ্যে দূষিত কফ পিত্ত ও রক্ত কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ হইয়া বায়ু চারিদিকে বিচরণ করে, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়; এই পীড়ার নাম কর্ণশূল, ইহা কষ্টসাধ্য।

কদ্‌বেল, ছোলঙ্গনেবু ও আদা ইহাদের রস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে; অথবা শুঁঠ, মধু, সৈন্ধব ও তৈল একত্র কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে, কিম্বা রসুন, আদা, শজিনা ও রক্তশজিনার মূল এবং কদলীর রস উষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে, অথবা কেবল সমুদ্রফেণ চূর্ণ করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। গোমূত্র, ছাগমূত্র, মেষমূত্র, মহিষমূত্র, অশ্বমূত্র, হস্তিমূত্র, উষ্ট্রমূত্র অথবা গর্দ্দভমূত্র উষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে কিম্বা আকন্দপত্রের পুট মধ্যে সিজের পাতা ঝল্‌সাইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহার রস দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে অথবা পাকা আকন্দের পাতায় ঘৃত মাখিয়া, অগ্নি বা রৌদ্রে তপ্ত করিয়া নিঙড়াইলে যে রস বাহির হইবে, ঐ রসের দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল ভাল হয়। (চক্রদত্ত)।

কর্ণশূলী [ন্] (পুং) কর্ণশূলোঽস্যাস্তি, কর্ণশূল-ইনি (অতইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) কর্ণশূলবিশিষ্ট, যাহার কর্ণশূলরোগ হইয়াছে।

কর্ণশোভন (ত্রি) কর্ণং শোভয়তি, কর্ণ-শুভ-ণিচ্-ল্যুট্। কর্ণভূষণ, কাণের গহনা।

কর্ণশ্রব (ত্রি) শ্রূয়তে শ্রু-অপ্ শ্রবঃ শব্দঃ, কর্ণেন শ্রবঃ শ্রবণযোগ্যঃ শব্দো যত্র, বহুব্রী। শুনিবার যোগ্য শব্দবিশিষ্ট বায়ু প্রভৃতি। ("কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবাপাংশুসমূহনে।" মনু)

কর্ণসংস্রাব (পুং) কর্ণস্য কর্ণয়োবা সংস্রাবঃ পূয়শোণিতাদেঃ নিঃস্রাবণং যত্র রোগে, বহুব্রী। কর্ণরোগবিশেষ। মস্তকে কোনরূপ আঘাত পাইলে, জলে নিমগ্ন হইলে, অথবা আভ্যন্তরিক কোন বিদ্রধি পাকিলে, বায়ু কর্ণদ্বার দিয়া পূয়স্রাব করায়, ইহাকেই কর্ণস্রাব রোগ কহে। (মাধবনিদান।)

জাম, শিমুল, বেড়েলা, বকুল ও কুল এই সকল গাছের ছালের চূর্ণ ও কদ্‌বেলেররস একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব ভাল হয়। অথবা হাতির বিষ্ঠা পুটপাকে সিদ্ধ করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে, ঐ রসে তৈল ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত)।

কর্ণসুবর্ণ। ভারতবর্ষের এক প্রাচীন জনপদ। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং (থ্‌সঙ্গ্) 'কিএ-লো-ন-সু-ফ-ল-ন'

নামে যে জনপদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তাহারই 'কর্ণসুবর্ণ' এই সংস্কৃত নাম দিয়াছেন।

চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, "এই জনপদ দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় ১৪০০ কি ১৫০০ লি (প্রায় ১২৫ ক্রোশের অধিক) হইবে। ইহার রাজধানী প্রায় ২০ লি (দেড় ক্রোশ।) এখানে বিস্তর লোকের বাস, সকলেই শান্ত, শিষ্ট ও সম্পত্তিশালী। জমি নাবাল ও উর্ব্বরা, জমিতে নিয়মিত কৃষিকার্য্য হয়, নানাবিধ মহার্ঘ্য ও উপাদেয় কুসুমভূষণে এই জনপদ অলঙ্কৃত। এখানকার জলবায়ু মনোরম, অধিবাসীরা বিদ্যোৎসাহী। (সেই সময়ে) এখানে দশটি সঙ্ঘারাম এবং তাহাতে প্রায় ২০০০ যতি বাস করেন। সকলেই সম্মতীয় হীনযান-মতাবলম্বী। এতদ্ভিন্ন পঞ্চাশটি দেবমন্দির আছে। নগরের পার্শ্বেই রক্তবিটি (লো-তো-বেই-চি) নামে একটি সঙ্ঘারাম আছে, ইহার দরদালান সুবিস্তৃত এবং প্রাকারগুলি অতি উচ্চ। এখানে পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধ ছিলেন না।...রাজার আদেশে একজন শ্রমণ আগমন করেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথায় মুগ্ধ হইয়া রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ সমাদর হইল। উক্ত সঙ্ঘারামের অনতিদূরে অশোকরাজ একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।"

এই কর্ণসুবর্ণ জনপদ কোথায় ছিল, তাহার বর্ত্তমান স্থান লইয়াই গোলযোগ। কাহারও মতে, মুর্শিদাবাদ হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে 'কুরূসোন্ কা-গড়' নামে যে একটি প্রাচীন নগর আছে, সম্ভবতঃ সে প্রাচীন নগরই কর্ণসুবর্ণ হইবে।

(J. As. Soc. Bengal, Vol. XXII. 231ff. J. R. As. (N. S.) Vol. VI. 248, Ind. Ant. Vol. VII. 197.)

আবার কেহ ভাগলপুরের নিকটস্থ কর্ণগড়কে কর্ণসুবর্ণ বলিয়া মনে করেন। (Beal's Record, Vol. II. 20in.) বস্তুতঃ কর্ণসুবর্ণের প্রকৃত স্থান এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়, এই জনপদ তাম্রলিপ্ত হইতে ৭০০ লি (প্রায় ৫০ ক্রোশের অধিক) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

কর্ণসূ (স্ত্রী) কর্ণ-সূ-কিপ্। কর্ণের জননী, কুন্তী।

কর্ণসূচী (স্ত্রী) কর্ণবেধনার্থং সূচী, মধ্যলো°। যে সূচীর দ্বারা কর্ণবেধ করা হয়।

কর্ণস্ফোটা (স্ত্রী) কর্ণস্য স্ফোটেব স্ফোটা বিদারণং যস্যাঃ। লতাবিশেষ, কাণফাটা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্রুতিস্ফোটা, ত্রিপুটা, কৃষ্ণতণ্ডুলা, চিত্রপর্ণী, কোপলতা, চন্দ্রিকা ও অর্দ্ধচন্দ্রিকা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—কটু, তিক্ত, শীতল, সর্ব্বপ্রকার বিষরোগ, গ্রহদোষ, ভূতাদি দোষ ও পীড়ানাশক।

কর্ণস্রাব (পুং) কর্ণস্য কর্ণয়োর্বা স্রাবঃ পূয়াদিনিঃসরণং, ৬তৎ। কর্ণরোগবিশেষ। [কর্ণসংস্রাব দেখ।]

কর্ণস্রোতঃ [স্] (ক্লী) কর্ণস্য স্রোত ইব, উপমি°। কর্ণবিবর, কাণের ছিদ্র।

কর্ণস্রোতোভব (পুং) কর্ণস্রোতসো বিষ্ণুকর্ণবিবরাৎ ভবতি, কর্ণস্রোতস্-ভূ-অচ্। ১ মধু নামক অসুর। ২ কৈটভ নামক অসুর। [কৈটভ দেখ।] (ভারত অনু° ৬৬ অঃ।)

কর্ণহীন (ত্রি) ৩তৎ। ১ বধির, কালা। ২ সর্প, সাপের কাণ নাই।

কর্ণাকর্ণি (পুং) কর্ণে কর্ণে গৃহীত্বা প্রবৃত্তং কথনম্, ব্যতিহারে ইচ্, পূর্ব্বস্য দীর্ঘশ্চ। কাণাকাণি, পরস্পর কাণের নিকট কথা বলা।

("কর্ণাকর্ণি হি কপয়ঃ কথয়ন্তি চ তৎকথাম্।" রামা ৬।২১।৩৯।)

কর্ণাঞ্জলি (পুং) কর্ণঃ অঞ্জলিরিব, উপমি°। কর্ণরূপ অঞ্জলি, কাণের ছিদ্র; অঞ্জলির দ্রব্য গ্রহণের ন্যায় ইহার শব্দ গ্রহণে যোগ্যতা আছে, এই জন্যই ইহাকে অঞ্জলির সহিত উপমিত করা হইয়াছে।

কর্ণাট। দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন জনপদ। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের মতে—

"রামনাথং সমারভ্য শ্রীরঙ্গান্তং কিলেশ্বরি!
কর্ণাটদেশো দেবেশি! সাম্রাজ্যভোগদায়কঃ॥"

রামনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরঙ্গের সীমা অবধি সাম্রাজ্যভোগদায়ক কর্ণাটদেশ।

রামনাথের বর্ত্তমান নাম রামনাদ, উহা ভারতের দক্ষিণে সমুদ্রের নিকট অবস্থিত। শ্রীরঙ্গ ত্রিশিরাপল্লীর নিকট কাবেরী ও কোলরুণ নদী মধ্যে অবস্থিত। তাহা হইলে, শক্তিসঙ্গমের মতে, ভারতের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ রামেশ্বরের নিকট হইতে কাবেরী নদী পর্য্যন্ত কর্ণাটদেশ হইতেছে।

কিন্তু উক্তমত ভুল বলিয়াই বোধ হয়। মহাভারত মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও বৃহৎসংহিতায় কর্ণাট অবন্তি, দশপুর, মহারাষ্ট্র ও চিত্রকূটের সহিত উক্ত হইয়াছে। যথা—

"অবন্তয়ো দাশপুরা স্তথৈবা কণিনো জনাঃ।
মহারাষ্ট্রাঃ স কর্ণাটা গোনর্দ্দাশ্চিত্রকূটকাঃ॥"

মার্কণ্ডেয় পু° ৫৮ অঃ।

"কর্ণাট মহাটবিচিত্রকূটঃ।" ইত্যাদি। বৃহৎসংহিতা ১৪।১৩।
শক্তিসঙ্গম তন্ত্রেরও একস্থানে লিখিত আছে—

"মার্জ্জারতীর্থং রাজেন্দ্র! কোলাপুরনিবাসিনী।
তাবদ্দেশো মহারাষ্ট্রঃ কর্ণাট-স্বামিগোচরঃ॥"

এখানেও মহারাষ্ট্রের নিকট কর্ণাটস্বামির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

এতদ্ভিন্ন কর্ণাটরাজগণের খোদিত শিলালিপি পাঠে জানা যায়, তাঁহারা বর্ত্তমান মহিসুরের উত্তরাংশ হইতে বিজয়পুর পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ঐ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড মহাভারত, মার্কণ্ডেয় ও বরাহমিহিরোক্ত কর্ণাট বলিয়া মনে হয়। এখন অনেকে কাণাড়া ও কর্ণাটিক প্রদেশের নাম শুনিয়া উহাকেই কর্ণাট বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাঁহাদেরও ভ্রম বলিতে হইবে।

এখন যাহাকে কর্ণাটিক বলে, সেই স্থানে কোন প্রাচীন কর্ণাটরাজ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন নাই। মুসলমানেরা আসিবার সময় হইতে মহিসুরের দক্ষিণ অংশ কর্ণাটিক নামে অভিহিত হয়। [কর্ণাটিক দেখ।] শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষিণ কর্ণাটের নাম পাওয়া যায়। ঐ স্থান কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক নামক জনপদের সহিত উক্ত হইয়াছে। (ভাগবত ৫।৬।৮)

বর্ত্তমান কর্ণাটিকের কাবেরী কূলস্থ স্থান উক্ত দক্ষিণকর্ণাট হইলেও হইতে পারে।

এখন যাহাকে কন্নড় বা কাণাড়া বলে, তাহা কর্ণাট শব্দেরই অপভ্রংশ। কিন্তু এই প্রদেশও প্রাচীন কর্ণাট রাজ্যের অন্তর্ভূত নয়, মহিসুরের দক্ষিণাংশে মুসলমানেরা আসিয়া যেমন কর্ণাটিক নাম দিয়াছে, ইংরাজেরাও সেইরূপ গোয়ার দক্ষিণস্থিত সমুদ্রকূলবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম কাণাড়া রাখিয়াছেন। প্রাচীনকালে সমুদ্রকূলবর্ত্তী এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ সহ্যাদ্রিখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কর্ণাটপ্রদেশে চালুক্য, চের, গঙ্গ, পল্লব ও কলচুরিবংশ রাজত্ব করিতেন। [চালুক্য প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দ দেখ।] খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে কর্ণাটের দক্ষিণাংশ চোল রাজাদিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে উত্তর অংশে কলচুরী রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

বল্লালদেব মহিসুরস্থ তোন্নুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তিনি এবং তাঁহার বংশধরেরা বিজয়নগরের কলচুরীরাজের করদ ছিলেন। কলচুরীর অধঃপতনে বল্লালবংশের অভ্যুদয় হইল।

১৩৩৬ খৃঃ অব্দে, বল্লালবংশ প্রবল হইয়া তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণস্থিত কর্ণাটপ্রদেশ অধিকার করেন। ১৫৬৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, তৎপরে তাঁহারা মুসলমানদিগের বাহুবলে পরাজিত হইয়া প্রথমে পেন্নাকোণ্ডা, তৎপরে চন্দ্রগিরিতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একটী শাখা অনাগুণ্ডিতে ছিলেন। এই সময় হইতে কর্ণাটিক নাম প্রচারিত হয়। প্রাচীন কর্ণাট হইতে কর্ণাটিককে স্বতন্ত্র বুঝাইবার জন্য 'কর্ণাটপয়ানঘাট' অর্থাৎ কর্ণাটের নিম্নভূমি এবং তাহার উত্তরে অবস্থিত পার্ব্বতীয় ভূমিকে 'কর্ণাট বালাঘাট' বলা হইত।

মুসলমানেরা বিজয়নগরের হিন্দুরাজাদিগকে তাড়াইয়া কর্ণাট দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন, একভাগ কর্ণাটিক হায়দরাবাদ বা গোলকুণ্ড, অপর কর্ণাটিক বিজাপুর, উভয় বিভাগ আবার পয়ানঘাট ও বালাঘাট এই দুই উপবিভাগে বিভক্ত।

ব্যুৎপত্তি।—এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ণ-অট্-অচ্ শব্দাদি এইরূপে কর্ণাটশব্দের ব্যুৎপত্তি সাধেন। কিন্তু শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, দ্রাবিড়ী কর্ণাডু (কর্ কৃষ্ণ + নাডু স্থান) অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রদেশ বা কৃষ্ণকার্পাসোৎপাদক ক্ষেত্র হইতে এই কর্ণাট নাম হইয়াছে।

যাহাই হউক, কর্ণাট নামটিও যে বহুপ্রাচীন, তাহা মহাভারত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা পাঠে জানা গিয়াছে।

কর্ণাট শব্দ স্থান-বাচক হইলেও বহুদিন হইতে স্বতন্ত্র জাতি ও ভাষাবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [কর্ণাটক দেখ।]

২ দ্রাবিড়ব্রাহ্মণ মধ্যে শ্রেণীবিশেষ। ভারতের উত্তরাঞ্চলে পঞ্চগৌড় বলিলে যেমন কান্যকুব্জ, সারস্বত, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে বুঝায়, সেইরূপ দ্রাবিড় বলিলে মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও গুর্জ্জর এই পঞ্চশ্রেণীর দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া থাকে।

দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের ৪র্থ শ্রেণী কর্ণাট। তাঁহারা অপর দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের নিকট আভিজাত্যে ও মর্য্যাদায় নিকৃষ্ট। অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদিগকে কন্যাদান করেন না। কিন্তু অন্ন গ্রহণ করিতে কাহারও বাধা নাই। অপর স্থানের ব্রাহ্মণেরা যেমন সর্ব্বত্র পূজিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন, কর্ণাটব্রাহ্মণদিগের ভাগ্যে তেমন সম্মান, তেমন আদর অভ্যর্থনা ঘটে না।

কাণাড়া ও কর্ণাটিক প্রদেশে এই শ্রেণীর বসবাস। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই প্রায় লিঙ্গায়ৎ। তাহারা এই ব্রাহ্মণদিগের সম্মান করা দূরে থাকুক, বরং সময়ে সময়ে নিন্দা করিয়া থাকে। তবে যদি কোন কর্ণাটব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্যে কাহারও বাটীতে অতিথি হন, তবে আদর অভ্যর্থনার পরিসীমা থাকে না। কায়মনোচিত্তে ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করেন।

তাঁহারা এদেশের ব্রাহ্মণদিগের স্তায় যজমান দ্বারা পরিপোষিত না হওয়ায়, কাজেই জীবিকানির্ব্বাহের জন্ত স্ব স্ব জাতীয় কর্ম্মত্যাগ করিয়া ও নানাপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন। এমন কি অনেকে পেটের দায়ে কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ণাট ব্রাহ্মণেরা ঋক্ অথবা যজুর্ব্বেদী। তাঁহারা প্রধানতঃ সপ্তশাখায় বিভক্ত—১ হৈগ, ২ কাত, ৩ শীবেলরী, ৪ বর্গীনায়, ৫ কন্দাব, ৬ কর্ণাটক, ৭ মহীসুরকর্ণাটক, ৮ শীরনাদ (শ্রীনাথ)। বাসস্থানের নামানুসারে কর্ণাট ব্রাহ্মণদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়।—

গোত্র।	উপাধি।	কুল।
কশ্যপ ...	আদ-কর্ণাটক ...	মহিসুর।
গৌতম ...	কর্ণকঙ্গ ...	বয়জলুর।
ভরদ্বাজ ...	মুর্কিনাড় ...	শৃঙ্গেরী।
বশিষ্ঠ ...	বয়লনাড় ...	শ্রীরঙ্গপত্তন।
বিশ্বামিত্র ...	কর্ণকম্বলু ...	দেবন্দহালী।
শাণ্ডিল্য ...	মুর্কিনাড় ...	হোসুরবাগলোর।
গর্গ ...	নবীনকর্ণাটক ...	মাগদী।
অঙ্গিরা ...	পেরীচরণ ...	মুলবাগলু।
বৎস ...	দেশস্থ ...	মালোর।
ভারদ্বাজ ...	হলকর্ণের ...	সূর্য্যপুরম্।
উপমন্যু ...	প্রাচীনকর্ণাটক ...	শ্যামরাজনগরম্।
কাশ্যপ ...	পেরীচরণ ...	কুরক।
শাণ্ডিল্য ...	প্রাচীনকর্ণাটক ...	হাগলবারী।
গৌতম ...	মুর্কিনাড় ...	চিত্রদুর্গ।
ভরদ্বাজ ...	মুর্কিনাড় ...	শিওমগী।

এ ছাড়া কুটী, নঙ্গনগুরু প্রভৃতি আরও কয়েক ঘর আছে। তাহাদের বিশেষ বিবরণ কিছু জানা যায় নাই।

কর্ণাটব্রাহ্মণেরা উত্তর ও দক্ষিণ কাণাড়া, তুলুব, মালাবর, কোচিন ও মহিসুরে বাস করেন। তাঁহাদের সংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক হইবে।

কর্ণাট ব্রাহ্মণের দেহের গঠন সুশ্রী, দেখিতে অনেকটা উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়।

কর্ণাটক। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ;—তেলগু (তৈলঙ্গ), তামিল (দ্রাবিড়ী) ও কর্ণাটক (কর্ণাটী)। তেলগুভাষা উত্তর মান্দ্রাজে, তামিল ভাষা দক্ষিণ মান্দ্রাজে ও কর্ণাটীভাষা মান্দ্রাজের পশ্চিমাংশ হইতে পশ্চিমোপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে প্রচলিত। এই তিনটি ভাষাই দাক্ষিণাত্যের প্রধান ভাষা। তন্মধ্যে কাণাড়া, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, মহিসুর, নিজামরাজ্যের পশ্চিমাংশ ও বিদরেই কর্ণাট ভাষার প্রচলন অধিক। নীলগিরিতে বড়গনামে যে এক জাতি বাস করে, তাহারাও নাকি প্রাচীন কর্ণাটীভাষা ব্যবহার করে। প্রাচীন কর্ণাটীকে এখন হলকন্নড় বলে। মহারাষ্ট্র ও মহিসুরের যে সকল প্রাচীন খোদিত শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন কর্ণাটী অক্ষরে আছে।

মান্দ্রাজ বা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিভিলিয়ান ও অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে এই সকল দেশীয়ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। ইহাদিগের জন্ত শিক্ষা দিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার সময়ে কর্ণাটী ভাষা সম্বন্ধে অনেক বিষয় সংগৃহীত ও লিখিত হইয়াছে। এই সংগ্রহের সময় দেখা গিয়াছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কেশবপণ্ডিত নামক একব্যক্তি "গণরত্নদর্পণ" নামক একখানি ধাতুসম্বন্ধীয় পুস্তক সংগ্রহ করেন। সেইখানিই এই ভাষার মূলব্যাকরণ।

কর্ণাটী-ভাষা সংস্কৃতাদি ভাষার ন্যায় বামদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে লিখিত হইয়া থাকে। এই ভাষার শব্দ বা পদ লিখিতে হইলে, সেই সেই শব্দ লিখিতে যে যে বর্ণের বা যুক্তাক্ষরের প্রয়োজন তাহাই পাশাপাশি লিখিয়া যাইতে হয়। দুইটি শব্দ বা পদের মধ্যে আবশ্যক মত কোন ছেদ বা ফাঁক দিবার ব্যবস্থা নাই, বাক্য বা বাক্যাংশের পরও কোনরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। কর্ণাটী বর্ণমালায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬টি অক্ষর আছে, ইহার মধ্যে ১৬টি স্বরবর্ণ, ২টি অর্দ্ধস্বর ও ৩৮টি ব্যঞ্জনবর্ণ। এই ৫৬টি বর্ণের মধ্যে ৪৭টি বিশুদ্ধ কর্ণাটিমিশ্রিতবর্ণ, বাকি ৯টি সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণসৌকর্য্যার্থে গড়িয়া লওয়া হইয়াছে। সংস্কৃতাদি ভাষার ন্যায় কর্ণাটী ভাষাতেও যুক্তাক্ষরের আকার ভিন্নরূপ এবং যুক্তাক্ষরও যথেষ্ট।

কর্ণাটী ভাষার সমুদয় শব্দ ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত—১ম মূল কর্ণাটী শব্দ, ২য় কর্ণাটী প্রত্যয়াদিযুক্ত সংস্কৃত শব্দ, ৩য় সংস্কৃত পরিবর্ত্তিত শব্দ, ৪র্থ অপভ্রংশ ও অপভাষার শব্দ এবং ৫ম অন্যান্য ভাষার শব্দ। কর্ণাটী-ভাষায় বিশেষ্য শব্দগুলিও ৪ ভাগে বিভক্ত, যথা,—বস্তুবাচক বিশেষ্য, বিশিষ্ট বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও যৌগিক বিশেষ্য। কর্ণাটী ভাষায় দেবগণ ও মানব পুংলিঙ্গ, দেবী ও মানবী স্ত্রীলিঙ্গ এবং সমস্ত পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদি এবং অচেতন ও উদ্ভিদ্ পদার্থ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া গণ্য। এ ভাষায় দুইমাত্র বচন আছে—একবচন ও বহুবচন। সর্ব্বনাম শব্দ ৮ ভাগে বিভক্ত যথা,—ব্যক্তিবাচক, পূরণবাচক, অনিশ্চয়াত্মক, সংখ্যাবাচক, স্থানবাচক, সময়পরিমাণবাচক ও প্রশ্নসূচক। কর্ণাটী-ভাষায়

ক্রিয়া সকর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক। ইহাদের কাল আট প্রকার দ্বিতীয় পুরুষের অনুজ্ঞাকালের ধাতুর রূপ যাহা তাহাই ধাতুর মূল রূপ।

কর্ণাটী ভাষায় উপসর্গাদি অব্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ, সমুচ্চয়াদি অব্যয় ও বিস্ময়াদি অব্যয়ও আছে। এতদ্ভিন্ন ভাষায় যে সকল বিশেষত্ব আছে, তাহা এরূপে লিখিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কর্ণাটী ভাষাতেও শূন্যযোগে দশগুণোত্তর সংখ্যা ধৃত হয়।

(কর্ণাটীভাষা সম্বন্ধে যদি বিশেষ বিবরণ জানিতে হয় তবে Dr. Mc Kerrell's Grammar of the Carnataka language এবং Caldwell's Dravidian Grammar দেখা আবশ্যক)

২। নেপালের একটি রাজবংশ। পার্ব্বতীয় বংশাবলী পাঠে জানা যায় নেপালের কর্ণাটক রাজগণ নেপালী-সম্বৎ ৯ হইতে ২২৮ (অর্থাৎ ৮৯০ খৃঃ হইতে ১১০৯ খৃঃ) অবধি ২১৯ বর্ষ রাজত্ব করেন। এই কয়জন নেপালাধিপ কর্ণাটকগণের নাম পাওয়া যায়—

নাম।		রাজ্যকাল।
১। নান্যদেব	...	৫০ বর্ষ।
২। গঙ্গদেব (ঐ পুত্র)	...	৪১ "
৩। নরসিংহদেব (গঙ্গের পুত্র)	...	৩১ "
৪। শক্তিদেব (নরসিংহের পুত্র)	...	৩৯ "
৫। রামসিংহদেব (শক্তির পুত্র)	...	৫৮ "
৬। হরিদেব।		

কর্ণাটশিখর (ক্লী) মহারণ্য মধ্যস্থ চিত্রকূটাদি পর্ব্বতের চূড়াদেশ।

কর্ণাটিক। কুমারী অন্তরীপ হইতে উত্তর সরকার পর্য্যন্ত, পূর্ব্বঘাট ও করমণ্ডল উপকূল অর্থাৎ সমস্ত তামিল প্রদেশ য়ুরোপীয়কর্ত্তৃক ভ্রমক্রমে কর্ণাটিক নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কর্ণাটিক বলিতে গেলে কর্ণাটসম্বন্ধীয় বুঝায়। কিন্তু উক্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে প্রাচীন কর্ণাটরাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। [কর্ণাট দেখ।] বরং ইহার উত্তরাংশ ত্রিচনপল্লী ও কাবেরীনদীর উপকূলস্থ ভূমিখণ্ড এক সময়ে দক্ষিণকর্ণাট নামে কথিত হইত। এখন ইংরাজেরা যাহাকে কর্ণাটিক বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান আর্কট (অরুকদু), মদুরা ও তঞ্জোররাজ্য তাহার অন্তর্গত।

পলাশীযুদ্ধের সময় এই কর্ণাটিকে ইংরাজদের সহিত কয়েকবার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধগুলিতেই দাক্ষিণাত্যে ইংরাজপ্রভুত্বের ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত হয়। নিম্নে সেই যুদ্ধগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল।—

যে সময় ক্লাইব কলিকাতায় ইংরাজগণের বিপদ্ শুনিয়া অ্যাড্মিরাল ওয়াট্সনের সহিত মান্দ্রাজ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালাভিমুখে চলিয়া আসেন, সেই সময়ে (এপ্রেল, ১৭৫৭ খৃঃ) কাপ্তেন কালিয়ড নামক মান্দ্রাজের জনৈক ইংরাজ সেনানী মদুরারাজ্যের বাকি রাজস্ব আদায়ের জন্য আক্রমণ করেন। কাপ্তেন কালিয়ড ত্রিচনপল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কালিয়ড মদুরা-জয়ের আশায় ত্রিচনপল্লী পরিত্যাগ করিবামাত্র ইংরাজের তদানীন্তন শত্রু ফরাসীরা ত্রিচনপল্লী আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিল। ফরাসীসৈন্য ত্রিচনপল্লীতে পঁহুছিয়া ইংরাজদুর্গ অধিকার করিয়া বসিল। কাপ্তেন কালিয়ড এই সংবাদ পাইবামাত্র তাড়াতাড়ি ত্রিচনপল্লীর দিকে ফিরিলেন, মদুরার যুদ্ধে হার হইল। যাহা হউক, কালিয়ড ত্রিচনপল্লীতে পঁহুছিয়াই ফরাসী সৈন্যকে উৎসাদিত করিয়া ফেলিলেন। ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ পরাজিত হইয়া ইংরাজ হস্তে ত্রিচনপল্লী সমর্পণ করিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে বন্দীবাস নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা ইংরাজকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় কর্ণেল অ্যালডারক্রন তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং নগরাবরোধ করিয়া বসিয়া থাকেন, কিন্তু ফরাসীরা বন্দীবাসের শাসনকর্ত্তার পক্ষ হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ায় কাপ্তেন অ্যালডারক্রন অবরোধ উঠাইয়া লইয়া চলিয়া আসেন। ইহার পরই মহারাষ্ট্রীয়েরা আসিয়া তত্রত্য নবাবের নিকট বাকি চৌথ রাজস্ব ৪ লক্ষ টাকা চাহিয়া বসে, কিন্তু নবাবের তখন অত টাকা দিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি নানারূপ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। শেষে মহারাষ্ট্রীয়েরা ৪½ লক্ষ টাকায় সমস্ত দেনা শোধ করিয়া লইতে সম্মত হয়। এ সময় পাঠান নবাবেরা দাক্ষিণাত্যের সুবাদার এবং মহারাষ্ট্রনায়ক মুরারি রাওয়ের অধীনতা বড় স্বীকার করিতেন না, সুতরাং ইংরাজদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি মার্হাট্টাদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। ইংরাজেরা এসময় এরূপসূত্রে সন্ধিস্থাপন করিতে পারিলেন না, কারণ মার্হাট্টারা তখন তাঁহাদের উপর সদয় ব্যবহার করিতেছিল। এইরূপে একমাস কাটিয়া গেলে পরমাসে (জুন ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে) কাপ্তেন কালিয়ড আবার মদুরা আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইল এবং প্রথম আক্রমণে ইহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না; কিন্তু কালিয়ড এত ক্ষতি সহ্য করিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন না। ৮ই আগষ্ট তারিখে কালিয়ড নগর প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন এবং

শাসনকর্তার নিকট হইতে ১,৭০,০০০৲ টাকা বাকি রাজস্ব আদায় করিলেন। ইহার পরও ইংরাজেরা মহুরারাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনপক্ষেই জয় পরাজয় স্থির হইল না।

এই সময়ে আবার য়ুরোপে ইংরাজ ফরাসীতে যুদ্ধ বাধে। ফরাসীরা কাউণ্ট ডি লালী নামক একজন বিখ্যাত সৈনিককে ভারতের ফরাসীসেনার নায়কত্ব দিয়া একদল নৌ-সেনা সহ এখানে প্রেরণ করিলেন। লালীর নিজের এক সহস্র আইরিষ সৈন্য ছিল। তিনি আসিবার সময় তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ১৭৫৮ সালের এপ্রেলমাসে ভারতে আসিয়া পৌছিলেন। লালী পৌছিয়াই ইংরাজ অধিকৃত সেণ্ট ডেভিড দুর্গ আক্রমণ করিলেন। অ্যাডমিরাল ষ্টিভেন্সের অধীনস্থ ইংরাজসেনাগণ তাঁহাকে বাধা দিল বটে কিন্তু ফল হইল না। লালী দুর্গ অধিকার করিয়া মান্দ্রাজ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আবশ্যকমত অর্থ না থাকায় সে সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। অর্থ-সংগ্রহের জন্য লালী এই সময় তঞ্জোরের রাজার প্রদত্ত ৫৬ লক্ষ টাকার তমস্থক আদায় করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। তঞ্জোরের রাজা ইংরাজের মন্ত্রণায় ভুলিয়া টাকা দিতে বৃথা বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে ইংরাজের নৌ-সেনা আসিয়া পড়িল, কাজেই লালী বাধ্য হইয়া সেণ্ট ডেভিড দুর্গের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। লালী কিবেলুরের একটি প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংশ করেন এবং তাহার পূজক সেবাইত ব্রাহ্মণগণকে তোপে উড়াইয়া দেন। এই সময় ফরাসীসেনানী বুসি নিজামরাজ্যে মহা সমাদরে বাস করিতেছিলেন। লালী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বুসি লালীর নিকট আসিবামাত্র উত্তর সরকারের ফরাসী অধিকারে গোলমাল বাধিয়া গেল। বিজিগাপত্তনের রাজা আনন্দরাজ ফরাসী-অধিকার আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে ফরাসীর আক্রমণ হইতে কিরূপে রাজ্য রক্ষা করিবেন ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। শেষে অন্য উপায় না পাইয়া বাঙ্গালায় ক্লাইবের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব আবশ্যক মত সন্ধিপত্র স্থির করিয়া উত্তর সরকার হইতে ফরাসী তাড়াইবার উদ্দেশ্যে কর্ণেল ফোর্ডের অধীনে ২ হাজার সিপাহী ৫০০ শত গোরাসৈন্য ও ৬টা কামান দিয়া রাজমহেন্দ্রী অভিমুখে পাঠাইলেন। পথিমধ্যে ফরাসী সেনানী কনফ্লাঁ ঐ পরিমাণ সৈন্য লইয়া তাঁহাকে পরাজিত ও তাঁহার সমস্ত কামান দখল করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু ফোর্ড তাহাতে দুঃখিত না হইয়া কনফ্লাঁ প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং রাজমহেন্দ্রীতে আসিয়া দেখিলেন, সেখানে কেহই নাই; সুতরাং সসৈন্যে মছলীপত্তনের দিকে অগ্রসর হইলেন। মধ্যে কয়েকস্থলে আনন্দরাজ বাধা দিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে (৬ মার্চ্চ ১৭৫৮ খৃঃ) ফোর্ড স্বদলে মছলীপত্তনে পৌছিলেন। কনফ্লাঁ এবার নিজামের সাহায্য চাহিলেন। নিজাম সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এদিকে ফোর্ডের গোরাসৈন্য বাকি মাহিনা ও মছলীপত্তনের লুঠের অংশ পায় নাই বলিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, কিন্তু শেষে যখন শুনিল যে নিজাম সৈন্য কেবলমাত্র ১০ দশ ক্রোশ দূরে আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন তাহারা নিরস্ত হইল। ফোর্ড মছলীপত্তন দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। নিজাম এই সময় ফরাসী সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। ফরাসী রণতরী কূলে আসিয়া কিন্তু সৈন্য নামাইল না শুনিয়া নিজাম বাঁকিয়া বসিলেন এবং স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে ইংরাজদের সঙ্গে মিশিলেন। সন্ধি হইল, ইংরাজেরা বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা আয়ের উপযুক্ত ভূ-সম্পত্তিসহ চিরকালের জন্য মছলীপত্তন সহর পাইবেন আর কৃষ্ণানদীর উত্তরে ফরাসীদের কোন কুঠি ভবিষ্যতে হইবে না বা থাকিবে না এবং সুবাদার নিজকার্য্যে কখন ফরাসী রাখিতে পারিবেন না, সন্ধিপত্রে এই কয়েকটী চুক্তি হইল।

যে সময় লালী সেণ্ট ডেভিডের অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া আসেন, সেই সময় অ্যাড্‌মিরাল পোকোক ইংরাজ পক্ষে ও কাউণ্ট ডি আসি ফরাসীপক্ষে করমণ্ডল উপকূলে স্ব স্ব নৌসেনা লইয়া উপস্থিত। পোকোক নিজ হইতে দুইবার আসিকে আক্রমণ করেন, আসি ভীত হইয়া পুঁদিচেরী পলায়ন করিলেন এবং সেখানে লালীর নিকট তাড়া খাইয়া মরিচসহরে পলাইয়া গেলেন। লালী ইহাতে হীনবল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু এই সময় কর্ণাটিকের নবাব চাঁদসাহেবের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজাসাহেবকে ফরাসীরা কর্ণাটিকের নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে গদিতে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, লালী তাহাতেই বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মুহম্মদ আলী আর্কটের শাসনকর্তা ছিলেন, তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য লালী প্রতারণাপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন ১০,০০০৲ টাকায় তিনি আর্কট গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। মুহম্মদ আলী তাহাতেই রাজী হইলেন। লালী ছলে নগর প্রবেশ করিয়া দখল করিলেন; আর্কট লওয়ার পর তিনি চিঙ্গলিপুট দুর্গ অধিকার করিতে আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরা-

জেরা মান্দ্রাজের এত নিকটে ফরাসীরাজ্য হইতে দিবেন কেন? তাঁহারা চিঙ্গলিপুট দুর্গে সৈন্যাদি পাঠাইয়া সুরক্ষিত করিলেন। লালী মান্দ্রাজ অধিকার করেন, এরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, তবুও সাহস করিয়া ৯৪ হাজার টাকা মাত্র অবলম্বন করিয়া ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজ অবরোধ করিতে যাত্রা করিলেন। মান্দ্রাজও এ আক্রমণ সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সৈন্যসংখ্যা আবশ্যক মত বেশী ছিল না বলিয়া ৯ সপ্তাহকাল ফরাসীসৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৯ তারিখে মান্দ্রাজ যায় যায় হইল, এমন সময় ইংরাজদের নৌ-সেনা আসিয়া পৌছিল। এদিকে ফরাসীদের খাদ্যের অভাব হওয়ায় তাহাদের আর্কটের দিকে ফিরিতে হইল।

ইংরাজেরা সমুদ্রপথে খাদ্য ও সৈন্যের সাহায্য পাইতে লাগিলেন, কিন্তু ফরাসীরা পুঁদিচেরী হইতে কোন সাহায্য না পাইয়া একেবারে উদ্যমহীন হইয়া পড়িল। ১০ই সেপ্টেম্বর, ফরাসী নৌ-সেনার কতকাংশ ত্রিনকমলীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ইংরাজসেনানী পোকক তাহা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। ইহার পর আর একদল ফরাসী নৌ-সেনা কাউণ্ট আসির অধীনে ৪,০০,০০০৲ টাকার জহরতাদি ও সৈন্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইতে আদেশ না পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে বন্দীবাস ইংরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হইল। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে, কুট ইংরাজপক্ষ হইতে বন্দীবাস আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। ফরাসীরা এইখান হইতেই পরাজিত হইতে লাগিল। বন্দীবাসের যুদ্ধে বুসি বন্দী হইলেন। কুট তৎপরে আর্কট আক্রমণ করিলেন এবং জয় করিয়া অন্যান্য স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফরাসীরা কিছুতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। মার্চ্চ মাসের মধ্যে উপকূলে কালিকট ও পুঁদিচেরী ব্যতীত ফরাসীদের আর কোন অধিকার রহিল না। লালী অর্থ বা সৈন্য সাহায্য না পাইয়া মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, শেষে মহিসুরের হায়দর আলীর সাহায্য চাহিলেন। হায়দর আলী স্বীকৃত হইলেন, স্বয়ং সৈন্য লইয়া আসিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন কারণ বশতঃ শীঘ্র স্বরাজ্যে সসৈন্যে ফিরিয়া গেলেন, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ফরাসীদের কোন উপকার হইল না। এই সময়ে মেজর মনসন ফরাসীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন, কিন্তু লালী হঠাৎ ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজ শিবির আক্রমণ করিয়া মনসনকে গুরুতররূপে আহত করেন, শেষে কুটের হস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হন। তৎপরে কুট পুঁদিচেরী অবরোধ করিয়া বসিলেন। ক্রমে দুর্গমধ্যে খাদ্যের অভাব হইল। দুইদিনের মত খাদ্য অবশিষ্ট থাকিতে লালী দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া মান্দ্রাজে রাজা-সাহেবের নিকট আশ্রয় লইলেন।

এইরূপে ফরাসী প্রাদুর্ভাব ভারতে লুপ্ত হইল। কর্ণাটিকের মধ্যে এই সময়ে কেবল তিয়াগর ও গিঞ্জিনামক স্থান দুটি মাত্র রহিল। কিছুদিন পরে ইহাও ইংরাজহস্তগত হয়।

কর্ণাটিকা (স্ত্রী) কর্ণাটী স্বার্থে কন্ টাপ্ হ্রস্বঃ। ১ রাগিণী-বিশেষ। ২ হংসপদীলতা। ৩ কর্ণাটদেশীয় স্ত্রী।

কর্ণাটী (স্ত্রী) কর্ণাট-ঙীপ্। রাগিণীবিশেষ, এই রাগিণী মালব রাগের পত্নী। ২ হংসপদীলতা। ৩ কর্ণাটদেশের স্ত্রী। ৪ অনুপ্রাসবিশেষ; ক বর্গের অনুপ্রাসকে কর্ণাটী কহে। ৫ কর্ণাটের ভাষা।

কর্ণাট্ট (ক্লী) কর্ণঃ তির্য্যগ্রেখাকারবান্ ইব অট্টম্। তির্য্যক্ যানের ন্যায় পাষাণাদি বিস্তার করিয়া যে গৃহ প্রস্তুত হয়, ঐরূপ গৃহবিশেষ।

(বিভিন্নস্তে মনিস্তম্ভান্ কর্ণাট্ট শিখরাণি চ।"
ভারত বন ২৬৫ অঃ।)

কর্ণাদেশ (পুং) কর্ণালঙ্কার বিশেষ, এখন অনেকে কাণ ইয়ারিং বলে।

কর্ণানুজ (পুং) কর্ণস্য অনুজঃ, কর্ণ-অনু-জন্-ড। যুধিষ্ঠির।

কর্ণান্দু (স্ত্রী) কর্ণস্য আন্দুরিব। ১ কর্ণপালী, কাণতড়্কা। ২ উৎক্ষিপ্তিকা, কাণকড়া। (উৎক্ষিপ্তিকাতু কর্ণান্দু র্বালিকা কর্ণপৃষ্ঠগা। হেম ৩। ৩২০।)

কর্ণান্দূ (স্ত্রী) কর্ণান্দু-উঙ্। কর্ণপালী।

কর্ণাভরণ (ক্লী) কর্ণস্য কর্ণে ধার্য্যং বা আভরণম্। কাণের অলঙ্কার।

কর্ণাভরণক (পুং) কর্ণাভরণমিব পুষ্পৈঃ কায়তি প্রকাশতে, কর্ণাভরণ কৈ-ক। আরগ্বধ, সোন্দাল গাছ। [আরগ্বধ দেখ।]

কর্ণারা (স্ত্রী) কর্ণঃ অর্য্যতে বিধ্যতে (ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ) অনয়া, কর্ণ-ঋ-ঘঞ্-টাপ্। কর্ণবেধনী, যাহা দ্বারা কর্ণবেধ করা হয়।

কর্ণারি (পুং) কর্ণস্য অরিঃ, ৬তৎ। ১ অর্জ্জুন। ২ নদী সর্জ্জ-বৃক্ষ, আজন গাছ।

কর্ণার্পণ (ক্লী) কর্ণস্য কর্ণয়োর্বা অর্পণং শ্রুতিযোগ্য বিষয়ে। কাণ দেওয়া, মনোযোগের সহিত শোনা।

কর্ণালঙ্কার (পুং) কর্ণ অলঙ্ক্রীয়তে যেন, কর্ণ-অলং-কৃ-ঘঞ্। কাণের গহনা, কর্ণভূষণ।

কর্ণালঙ্ক্রিয়া (স্ত্রী) কর্ণয়োরলংক্রিয়া অলঙ্করণং ৬তৎ। কাণ শোভিত করা।

কর্ণালঙ্কৃতি (স্ত্রী) কর্ণয়োরলঙ্কৃতিরলঙ্করণং ৬তৎ। ১ কাণের গহনা। ২ কাণ শোভিত করা।

কর্ণাস্ফাল (পুং) কর্ণয়োরাস্ফালঃ আস্ফালনং। হস্তিদিগের কর্ণ সঞ্চালন, কাণঝলা।

কর্ণি (পুং) কর্ণ-ইন্। ১ শরবিশেষ, ইহার ফলা কর্ণাকৃতি। ২ ভাবে ইন্। ভেদ করা।

কর্ণিকা (স্ত্রী) কর্ণ-ইকন্-(কর্ণললাটাৎ কনলঙ্কারে। পা ৪।৩।৬৫।) টাপ্। ১ কর্ণভূষণবিশেষ, কাণতড়কা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তালপত্র, তাড়ঙ্ক ও দন্তপত্র। ২ হস্তিদিগের শুণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অঙ্গুলির ন্যায় দ্রব্যবিশেষ। ৩ পদ্মবীজকোষ, পদ্মের চাকী। ৪ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলি। ৫ বোঁটা। ৬ লেখনী, কলম। ৭ অগ্নিমন্থবৃক্ষ। ৮ অজশৃঙ্গী বৃক্ষ। ৯ অপ্সরোবিশেষ, ("মেনকা সহজন্যা চ কর্ণিকা পুঞ্জিকস্থলা।" ভারত আদি। ১২৩।৬১।) ১০ সেবতী, গোলাপফুল; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লক্ষপুষ্পা ও অতিমঞ্জুলা। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—আহ্লাদকর, শীতল, সংগ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ত্রিদোষ ও রক্তনাশক, বর্ণকর, তিক্ত, কটু ও পরিপাককারক। ১১ যোনিরোগবিশেষ; প্রসবের পূর্ব্বে কোঁৎ দিবার অনুপযুক্ত সময়ে কোঁৎ দিলে, গর্ভের দ্বারা বায়ু প্রতিরুদ্ধ হইয়া শ্লেষ্ম ও রক্ত সহ মিশ্রিত হয়, তাহা হইতেই এই রোগ উৎপন্ন হয়। (চরক।)

এই রোগে সর্ব্বপ্রকার কফনাশক ঔষধ ব্যবস্থেয়। কুড়, পিপুল, আকন্দের কোমল শাখা অর্থাৎ অগ্রভাগ ও সৈন্ধব লবণ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; ঐ বর্ত্তি যোনিতে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে কর্ণিকা রোগ নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণিকাচল (পুং) কর্ণিকায়াং স্থিতঃ অচলঃ। সুমেরুপর্ব্বত। ("যস্ত নাভ্যামবস্থিতঃ সর্ব্বতঃ সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজো মেরু র্দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ কুবলয়কমলস্য।" ভাগবত ৫।১৬।৭।)

কর্ণিকাদ্রি (পুং) কর্ণিকায়াং স্থিতঃ অচলঃ। সুমেরুপর্ব্বত।

কর্ণিকাপর্ব্বত (পুং) কর্ণিকায়াং স্থিতঃ পর্ব্বতঃ। সুমেরু।

কর্ণিকার (পুং) কর্ণিং ভেদনং করোতি, কর্ণি-কৃ-অণ্। ১ বৃক্ষবিশেষ, কণিয়ার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দ্রুমোৎপল, পরিব্যাধ ও বৃক্ষোৎপল। ২ কর্ণিকার পুষ্প; ("বর্ণ প্রকর্ষে সতি কর্ণিকারম্।" কুমারস॰।) ৩ আরগ্বধবিশেষ, ছোট সোন্দাল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রাজতরু, প্রগ্রহ, কৃতমালক, সুফল, চক্র, পরিব্যাধ, ব্যাধিরিপু, পিত্তবীজক ও লম্বারগ্বধ। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—সারক, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, এবং কফ, শূল, উদর, কৃমি, মেহ, ব্রণ ও গুল্মনাশক।

কর্ণিকারপ্রিয় (পুং) শিব।

কর্ণিকী [ন্] (পুং) কর্ণিকা শুণ্ডাগ্রাঙ্গুলিঃ অস্ত্যস্তি, কর্ণিকা-ইনি। হস্তী।

কর্ণিনী (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ, কর্ণিকা। [কর্ণিকা দেখ।]

কর্ণিল (ত্রি) কর্ণং প্রাশস্ত্যেন অস্ত্যস্তি, কর্ণ-ইলচ্ (তুন্দাদিভ্য ইলচ্। পা ৫।২।১১৭।) দীর্ঘকর্ণ, লম্বাকর্ণবিশিষ্ট।

কর্ণিশর (পুং) শরবিশেষ।

কর্ণী (ন্) (পুং) কর্ণৌ পক্ষৌ অস্ত্যস্ত কর্ণ-ইনি (তুন্দাদিভ্য ইলচ্চ। পা ৫।২।১১৭। চকারাদিনিঠনৌ ইতি কাশিকা।) ১ সপ্তবর্ষপর্ব্বত মধ্যে পর্ব্বতবিশেষ। (হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধো মেরুরেবচ। চৈত্রঃ কর্ণীচ শৃঙ্গীচ সপ্তৈতে বর্ষপর্ব্বতাঃ। হারাবলী।)

২ বাণবিশেষ। ("করোতি কর্ণিনো যস্ত যস্ত খড়্গাদি কুন্নর। প্রযান্তি তে বিশসনে নরকে ভৃশ দারুণে॥" বিষ্ণু ২।৬।১৬। কর্ণিনো বাণবিশেষান্। শ্রীধর)

কর্ণী (স্ত্রী) কর্ণ-ঙীপ্। ১ বাণবিশেষ। ২ মূলদেবের মাতা।

কর্ণীমান্ [ৎ] (পুং) কর্ণী বাণবিশেষাকারঃ ফলেঽস্ত্যস্য, কর্ণিন্-মতুপ্, সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ। আরগ্বধ, সোন্দাল।

কর্ণীরথ (পুং) কর্ণঃ সামিপ্যাৎ স্কন্ধঃ অস্ত্যস্তি বাহনত্বেন, কর্ণ-ইনি; কর্ণী চাসৌ রথশ্চেতি, কর্ম্মধা, দীর্ঘশ্চ (অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা ৬।৩।১৩৭।) ১ খেলিবার ছোট রথ। ২ মনুষ্যে বহন করিতে পারে তৎপরিমিত রথ। ৩ স্ত্রী বহনের জন্য উপরে কাপড় ঢাকা যানবিশেষ, ডুলি; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—প্রবহন, হয়ন, প্রহরণ ও ডয়ন।

কর্ণীসুত (পুং) কর্ণ্যাঃ সুতঃ ৬তৎ। মূলদেব, চৌরশাস্ত্রকার। ("কর্ণীসুতো মূলদেবো মূলভদ্রঃ কলাঙ্কুরঃ। হারাবলী।)

কর্ণূল। মান্দ্রাজের অন্তর্গত একটী জেলা। ইহার উত্তরে তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণানদী এবং কৃষ্ণা জেলা; দক্ষিণে কদপা ও বেলারি জেলা, পূর্ব্বে কৃষ্ণা ও নেল্লূর জেলা এবং পশ্চিমে বেলারি জেলা। সদর থানা কর্ণূল।

কর্ণূল জেলার নল্লমলয় ও যেরমলয় নামে দুই পর্ব্বতশ্রেণী ঠিক মধ্যস্থল দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। নল্লমলয় এ জেলার মধ্যে উত্তর দক্ষিণে ৭০ মাইল। ইহার বিস্তার স্থানে স্থানে প্রায় ২৫ মাইল। ঐ পাহাড়ের বিরমকুণ্ড (৩১৪৫ ফুট) গুণ্ডলা ব্রহ্মেশ্বর (৩৭৫৫ ফুট) ও দুর্গামুকুণ্ড (৩০৮৬ ফুট)-নামক প্রধান শিখর এই জেলায় অবস্থিত। এই পর্ব্বতের

উপর পাঁচটি মালভূমি আছে, তন্মধ্যে গুগুলা-ব্রহ্মেশ্বর শিখরের মালভূমিই প্রধান, উচ্চে প্রায় ২৭০০ ফুট। এ স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর নহে। যেরমলয়শ্রেণী বড় উচ্চ নহে, ইহার শিখরদেশ প্রায় সমতল, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতা ২০০০ ফুট মাত্র। এই দুটী পর্ব্বতশ্রেণীতে সমস্ত জেলা ৩টি প্রধান ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বাংশের নাম কম্ভ উপত্যকা; এ অংশ পর্ব্বতময়। পর্ব্বতগাত্রে অনেকগুলি খাদ আছে। হিন্দুরাজগণের সময়ে এই সকল সরোবরের মধ্যে কম্ভ সরোবর অতি মনোহর ছিল। গুগুলাকামা নদীতে বাঁধ দিয়া এই সরোবর নির্ম্মিত। কম্ভ উপত্যকা হইতে নন্দিক নামক পর্ব্বতের মণ্ডলগিরিবর্ত্ম দিয়া মধ্যাংশে পড়িতে হয়। এই মধ্যাংশ অতি বিস্তৃত।

এখানে ভবনাশী নদী—উত্তরে ও কুন্দের নদী দক্ষিণ-ভাগে প্রবাহিত। এই অংশের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া মাদ্রাজের জলপ্রবাহ খাল খনিত হইয়াছে।

পশ্চিম অংশে উত্তরদক্ষিণে হিন্দ্রি নদী প্রবাহিত। ইহা তুঙ্গভদ্রায় পতিত হইয়াছে। যেখানে ভবনাশী নদী কৃষ্ণায় পতিত হইতেছে, সেই স্থলে সঙ্গমেশ্বর নামক তীর্থ অবস্থিত। এই সঙ্গমেশ্বর তীর্থের নিকটে একটি "ঘূর্ণিজল" আছে, তাহাও পবিত্র "চক্রতীর্থ" নামে খ্যাত।

এই স্থানে নল্লমলয় পর্ব্বতে "চিঞ্চু" নামক অসভ্য জাতির বাস। ইহারা "গুদেম্" নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বাস করে। এক একটি গুদেমে নানা জাতীয় চিঞ্চু থাকে। ইহারা স্বীয় অধিকৃত পর্ব্বতজাত দ্রব্য প্রতিবাসী-দের দিয়া অপর দ্রব্যাদি লয়। কন্যা বিবাহের যৌতুক স্বরূপও কিছু কিছু দেয়। ইহারা চাষ করিতে ভালবাসে না। নিম্নভূমির লোকেরা ইহাদিগকে ক্ষেত্ররক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে "ঘাট তালিয়াড়ি" বা রাস্তার চৌকীদার নিযুক্ত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে জঙ্গল রক্ষা করে বলিয়া ইনাম (নিষ্কর) জমী ভোগ করে। ইহাদের ভাষা তৈলঙ্গের অপভ্রংশ।

কর্ণূলের এই তিনটি স্থান প্রধান, ১ কম্ভম্. ২ কর্ণূল, ৩ নন্দিয়াল।

পূর্ব্বে এই জেলা বরঙ্গুলের তৈলঙ্গরাজের অধীন ছিল। বরঙ্গুল রাজবংশের অধঃপতন হইলে কর্ণূলের রাজা ঈশ্বর রায়ের পুত্র নরসিংহ রায়কে বিজয়নগরের রাজা গ্রহণ করেন। এই সময়ে কর্ণূলে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয় এবং এই স্থান রামরাজাকে জায়গীর দেওয়া হয়। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে বিজয়নগর তালিকটের যুদ্ধে বিজয়পুরের সুলতানের নিকট পরাস্ত হইলে কর্ণূল বিজয়পুর রাজ্যের সামীল হয়। বিজয়পুরের মুসলমানরাজ আবদুল বহাব নামক একজন হাবসীকে এই কর্ণূলজেলা জায়গীর দেন। জায়গীরদার এখানকার প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া তথায় মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।

১৬৫১ খৃঃ, আরঙ্গজিব কর্ণূল জয় করিয়া খিজির খাঁ নামক একজন পাঠান সেনানীকে তাঁহার যুদ্ধকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া এই স্থান প্রদান করেন। খিজির খাঁ আপন পুত্র দায়ুদের হস্তে নিহত হন। দায়ুদের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র ইব্রাহিম খাঁ ও আলিফ খাঁ ছয় বৎসর ধরিয়া এই স্থানে রাজত্ব করেন।

আলিফের পৌত্র হিম্মত খাঁ বাহাদুর হায়দরাবাদের নিজাম নাজির জঙ্গের সহিত কদপা ও সুবনীর নবাবের বিরুদ্ধে কর্ণাটিক অভিমুখে যাত্রা করেন। নাজিরজঙ্গ্ নবাব-দিগের হস্তে গুপ্তভাবে নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দক্ষিণের সুবাদার হইলেন। কিন্তু তিনিও পাঠান নবাব-দিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে না পারায় হিম্মত বাহাদুর তাঁহাকে বধ করেন, পরে তিনিও একজন সৈনিকের ক্রোধে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। সলাবৎ জঙ্গ দক্ষিণের সুবাদার হইলে হিম্মত খাঁর ভ্রাতা মুনাবর খাঁ রীতিমত টাকা দিয়া পুনরায় কর্ণূল জেলা জায়গীর পাইলেন। ইহার কিছুদিন পরে হায়দরআলী কর্ণূল আক্রমণ করেন এবং ২ লক্ষ গড়্-বল টাকা লুট করিয়া লইলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই জেলা কদপা ও বেলারির সহিত বৃটীশ শাসনাধীন হইল। এখানকার জায়গীরদার প্রতিবর্ষে ১ লক্ষ গড়্বল টাকা কর দিয়া আসিতেছেন।

কর্ণূলজেলার ভূ-পরিমাণ ৭৭৮৮ বর্গমাইল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের গণনায় এখানকার লোকসংখ্যা ৭০৯৩০৫।

কর্ণেচুরচুরা (স্ত্রী) কর্ণে চুরচুরা মন্ত্রণাকথনং নিপাতনাৎ সিদ্ধং (পাত্রে সমিতাদয়শ্চ। পা ২।১।৪৮।) কাণেকাণে মন্ত্রণা বা পরামর্শ করা।

কর্ণেজপঃ (ত্রি) কর্ণে জপতি, অপ্রকাশং যথাতথা অনুচিতং প্রবোধয়তি; কর্ণে লগিত্বা পরাপকারং বদতি বা; অলুক্ সমাসঃ। ১ গোপনে উচিত বিষয়ে পরামর্শদাতা। ২ পরের অনিষ্টবিষয়ক মন্ত্রদাতা; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সূচক, পিশুন, দুর্জ্জন ও খল। এই সকল নাম মধ্যে কর্ণেজপ ও সূচক পরের অপকারবাদী; পিশুন, দুর্জ্জন ও খল পরস্পরে ভেদকারক।

কর্ণেটিরটিরা (স্ত্রী) নিপাতনাৎ সিদ্ধং (পাত্রে সমিতাদয়শ্চ। পা। ২।১।৪৮।) কাণেকাণে মন্ত্রণা বা পরামর্শ করা।

কর্ণেন্দু (পুং) কর্ণয়োঃ কর্ণে বা ইন্দুরিব, উপমি°। কর্ণান্দু, অর্দ্ধচন্দ্রাকার কাণের গহনাবিশেষ।

কর্ণোৎপল (ক্লী) কর্ণস্থিতমুৎপলং মধ্যলো°। ১ কাণে যে পদ্ম ধারণ করা হয়। ২ (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

কর্ণোপকর্ণিকা (স্ত্রী) কর্ণাদুপকর্ণো যস্যাস্, কর্ণোপকর্ণ-ঠন্ টাপ্‌ অত ইত্বম্। কাণাকাণি। ("প্রাগেব কর্ণোপকর্ণিকয়া শ্রুতাপবাদ কুণ্ঠিত হৃদয়ঃ।" পঞ্চতন্ত্র।)

কর্ণোর্ণ (পুং) কর্ণে উর্ণাধিকং লোম যস্য, বহুব্রী। মৃগবিশেষ। ("কর্ণোর্ণৈকপদশ্বান্যৈ নির্জুষ্টং বৃকনাভিভিঃ।" ভাগ ৪.৬।২০।)

কর্ণ্য (ত্রি) কর্ণে ভবঃ, কর্ণ-যৎ (শরীরাবয়বাচ্চ। পা ৪।৩।৫৫।) ১ কর্ণ হইতে উৎপন্ন মলাদি। ২ (কর্ম্মণি যৎ) ভেদের যোগ্য।

কর্ত্ত (পুং) কর্ত্ত-ভাবে অপ্। ১ ভেদ।

("সধ্র্যঙ্ নিয়ম্য যতয়ো যমকর্ত্তহেতিং।
জহুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ॥" ভাগ ২।৭।৪৮।
'কর্ত্তোভেদঃ তন্নিরাসো হকর্ত্তঃ।" শ্রীধর।) ২ (কর্ত্তয়তি ভিনত্তি, কর্ত্ত-অচ্। (ত্রি) ভেদক, ভেদকারী।

কর্ত্তন (ক্লী) কৃৎ-ভাবে ল্যুট্। ১ ছেদন, কাটা। ২ সূতা কাটা, সূতা তৈয়ার করা। (কর্ত্তনং ন দ্বয়োশ্ছেদে নারীণাং সূত্র নির্ম্মিতৌ। মেদিনী) ৩ শিথিল করা। ৪ (করণে ল্যুট্) কাটিবার অস্ত্র। ৫ (কর্ত্তরি ল্যু) ছেদকারক।

কর্ত্তনী (স্ত্রী) কর্ত্তন-ঙীপ্। কাটিবার অস্ত্রবিশেষ, কাটারি।

কর্ত্তরি (স্ত্রী) কৃৎ-ইন্। কাটিবার অস্ত্র, কাতারি বা কাটারি [কর্ত্তরী দেখ।]

("ক্ষুরকর্ত্তরি সংদংশৈ স্তস্য রোমানি নির্হরেৎ।" সুশ্রুত।)

কর্ত্তরিকা (স্ত্রী) কর্ত্তরী স্বার্থেকন্ টাপ-হ্রস্বশ্চ। কাটিবার অস্ত্রবিশেষ, কর্ত্তরী।

কর্ত্তরী (স্ত্রী) কৃন্তুতি, কৃৎ-অর-ঙীষ্; যদ্বা কর্ত্তং রাতি, কর্ত্ত রা-ক (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩। ২। ৩।) ১ কৃপাণী। ২ কাতি, সোণার পাত কাটিবার অস্ত্র। ৩ কাঁচি, চুল প্রভৃতি কাটিবার অস্ত্র। ৪ কাটারি। ৫ যোগবিশেষ, জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে,—"ক্রূরমধ্যগতশ্চন্দ্রো লগ্নং বা ক্রূরমধ্যগং।
কর্ত্তরী নাম যোগোহয়ং কন্যানিধনকারকঃ।"

চন্দ্র অথবা লগ্ন ক্রূর রাশির অর্থাৎ প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম নবম ও একাদশ রাশির মধ্যগত হইলে কর্ত্তরী নামক যোগ হয়। এই যোগ কন্যার নিধনকারী।

কর্ত্তরীয় (পুং) বৃক্ষবিশেষ; এই বৃক্ষের বল্কল, সার ও নির্য্যাস বিষময়।

("অন্তপাচক কর্ত্তরীয়সৌরীয়ককরঘাটকরম্ভনন্দন- বরাটকানি সপ্ত ত্বক্‌সারনির্য্যাসবিষাণি।" সুশ্রুত কল্প ২ অঃ।)

কর্ত্তব্ (দেশজ) গীতাদিতে সুরের নানা প্রকার কৌশল দেখানকে কর্ত্তব্ বলে, ইহার সংস্কৃত নাম কর্ত্তব্য এবং হিন্দি নাম 'কর্ত্তব্'। কর্ত্তব্ করিবার সময় রাগভ্রষ্টকর কোন সুর (বিবাদী সুর) ব্যবহৃত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

কর্ত্তব্য (ত্রি) কর্ত্তুং যোগ্যং, কৃ-যোগ্যাদ্যর্থে তব্যঃ। ১ করিবার উপযুক্ত ("হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।" হিতোপ°) ২ (ক্লী) কার্য্য। ৩ ছেদ্য, কাটিবার উপযুক্ত।

কর্ত্তব্যতা (স্ত্রী) কর্ত্তব্যস্য ভাবঃ, কর্ত্তব্য-তল্ (তস্য ভাব স্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯)-টাপ্। বিধেয়তা।

কর্ত্তা (পুং) করোতি সৃজতি সম্পাদয়তি বা, কৃ-তৃচ্ (ণ্বুল্-তৃচৌ। পা ৩। ১। ১৩৩।) ১ ব্রহ্মা। ২ কর্ম্মসম্পাদক; এই কর্ত্তা পাঁচ প্রকার,—হেতু কর্ত্তা, প্রয়োজক কর্ত্তা, অনুমন্তা কর্ত্তা ও গৃহীতা কর্ত্তা।

ন্যায় মতে, ক্রিয়াকৃতি যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহাকে কর্ত্তা বলে। বেদান্তপরিভাষা মতে, যিনি উপাদান বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান চিকীর্ষা এবং কৃতিমান্ তিনিই কর্ত্তা। যথা—ঘটের প্রতি কুম্ভকার। ভামতী মতে, ইতরকারক দ্বারা প্রেরিত না হইয়া যিনি সকল কারকের প্রয়োজক (প্রেরক) তিনিই কর্ত্তা।

কর্ত্তা গুণানুসারে ত্রিবিধ হইয়া থাকে—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। মুক্তসঙ্গ, নিরহঙ্কারী, ধৈর্য্যশালী, উৎসাহী এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার পুরুষ সাত্ত্বিক কর্ত্তা; রাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধ, হিংস্র, অশুচি, এবং হর্ষশোকাদি-যুক্ত পুরুষ রাজস কর্ত্তা। আত্মজ্ঞান লাভে নিশ্চেষ্ট, শঠ, প্রতারক, অলস, বিষভোজী, দীর্ঘসূত্রী ও শুষ্কপ্রকৃতি পুরুষ তামস কর্ত্তা। ৩ প্রভু। ৪ অধ্যক্ষ। ৫ মহাদেব।

("ক্রোধহা ক্রোধকৃৎকর্ত্তা বিশ্ববাহুর্মহীধরঃ।"
ভারত ১৩। ১৪৯। ৪৭।)

কর্ত্তাভজা—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। এই সম্প্রদায়ী লোকদিগের ব্যাখ্যানুসারে একেশ্বরবাদী লোকেরাই প্রকৃত কর্ত্তাভজা, অর্থাৎ "কর্ত্তা" ঈশ্বর, তাঁহাকে ভজনা করে যে সেই "কর্ত্তাভজা"। এই সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ প্রথম মত-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকের নাম আউলিয়া চাঁদ। মত-প্রতিষ্ঠাতা আদিপুরুষের এই নামটি বোধ হয়, এতৎ সম্প্রদায়ী লোকেরা তাঁহার উপাধি স্বরূপ রাখিয়া থাকিবেন, এটি তাঁহার প্রকৃত নাম নহে।* আউলিয়া চাঁদের আবির্ভাব

* আরবী ভাষায় "আউল" শব্দে "আদি" বুঝায় এবং "আউলিয়া" শব্দে স্থানবিশেষে "সিদ্ধপুরুষ"কেও বুঝাইয়া থাকে।

তিরোভাব ও ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে উক্ত সম্প্রদায়ী-লোকদিগের মধ্যে বিভিন্ন শাখাবলম্বীর নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্নরূপ আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। রামানুজ, কবীর, দাদু ও নানকাদি ধর্ম্মপন্থীদিগের যেমন লিখিত গ্রন্থ ও পদ্ধতি আছে, এ সম্প্রদায়ীদিগের তদ্রূপ কিছুই নাই; তবে ইহাদিগের মধ্যে যে পুরুষপরম্পরাগত জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্মপ্রচারকের অনেক পরে কোন কোন লেখক এবং উপাসক-সম্প্রদায়-সংগ্রাহক ইংরেজী ও বাঙ্গালাভাষায় যথাশ্রুত উপাখ্যান লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সে সমস্ত লেখা যে কতদূর সমূলক ও প্রামাণিক তাহা সংশয়শূন্য হইয়া বলা কঠিন। ঐ সমস্ত আখ্যানের মধ্যে যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা তাহাও স্থির করা সম্ভব নহে।

এই আউলিয়াচাঁদ যে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার একথা তৎসম্প্রদায়ী সকল লোকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব অন্তলীলার শেষভাগে ক্ষীর-চোরা গোপীনাথের * মন্দিরে অপ্রকট হইয়া † অলক্ষ্যে সন্ন্যাসীর বেশে আনোরপুর পরগণার "ঘোলা দুবলী" নামক স্থানে আসিয়া কিছুদিন প্রচ্ছন্নভাবে কালযাপন করেন। অনন্তর তথা হইতে উলাগ্রামে মহাদেব বারুইয়ের বরজে বালকবেশে দর্শন দেন। মহাদেবের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না, তিনি ঐ অজ্ঞাতকুলশীল বালকটিকে পাইয়া বহুদিন পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। কথিত আছে, আউলেচাঁদ ১২ বৎসরকাল ঐ মহাদেব বারুইয়ের ঘরে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে ছলক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এক গন্ধবণিকের গৃহে কিছুদিন থাকেন, পরে একজন ভূ-স্বামীর ভবনে ১॥ বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। অনন্তর বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশে কোন কোন স্থানে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বেজড়া নামক একখানি গ্রামে অতিবাহিত করেন। এই স্থলেই ক্রমে পশ্চাল্লিখিত ২২ জন শিষ্য তাঁহার অনুচর হয়;—১ নয়ন, ২ লক্ষ্মীকান্ত, ৩ হটু ঘোষ, ৪ বেচু ঘোষ, ৫ রামশরণ পাল, ৬ নিত্যানন্দ দাস, ৭ খেলারাম উদাসীন, ৮ কৃষ্ণদাস, ৯ হরি ঘোষ, ১০ কানাই ঘোষ, ১১ শঙ্কর, ১২ নিতাই ঘোষ, ১৩ আনন্দলাল গোঁসাই, ১৪ মনোহর দাস, ১৫ বিষ্ণু দাস, ১৬ কিনু, ১৭ গোবিন্দ, ১৮ শ্যাম কাঁসারি, ১৯ ভীমরায় রজপুত, ২০ পাঁচু রুইদাস, ২১ নিধিরাম ঘোষ ও ২২ শিশুরাম। এই বাইশ জন শিষ্য সম্বন্ধে কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য বচন প্রচলিত আছে; যথা,—"আউলে চাঁদ দোয়া গরু, সঙ্গে বাইশ ফকীর বাছুর তার।" এই বিষয়ে একটি অপূর্ব্ব গীতও শুনিতে পাওয়া যায়;—

"এ ভাবের মানুষ কোথা হৈতে এলো।
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বলো॥
এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একটি মন,
বাহু তুলি কল্লে প্রেমে ঢলাঢল॥
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো॥" *

কথিত আছে, আউলেচাঁদ চাকদহের নিকট পরারী নামক স্থানে বহুকাল বাস করেন এবং ১৬৯১ শকে বোয়ালে নামক গ্রামে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎকালে তাঁহার বাইশজন শিষ্যের মধ্যে রামশরণ ও হটুঘোষাদি আটজন প্রধান শিষ্য সেই স্থানেই তাঁহার কন্থার সমাজ দিয়া দেহটিকে লইয়া পরারী গ্রামে গমন করেন এবং সেইখানে তাহা সমাহিত করেন।

যদিও আউলেপ্রভুর ২২ জন শিষ্য থাকার কথা কর্ত্তাভজাদিগের পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এক্ষণে এক রামশরণ পালের বংশ ও প্রচারিত মত ভিন্ন অন্য কাহারও বংশের বা পিতামাতার নাম ধাম ও পরিচয় কি, তাহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন কথা জানিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না।

এই রামশরণ পাল সদ্গোপজাতীয় একজন গৃহস্থ। চাকদহের নিকট জগদীশপুর গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ইঁহার

* বাঙ্গালার স্থানে স্থানে একটি জনশ্রুতি আছে যে, একদিন গোপীনাথ-বিগ্রহের শ্রীমন্দিরে সমাগত অতিথির মধ্যে মাধবেন্দ্রপুরী নামক একটি বালক উক্ত বিগ্রহের বৈকালিক জলপানের ক্ষীর খাইবার জন্য অভিলাষী হন, ভক্তবৎসল গোপীনাথ ভোগের থাল হইতে এক কটোরা ক্ষীর চুরী করিয়া ধড়ার অঞ্চলে লুকাইয়া রাখেন; পরে সেবাইতগণকে প্রত্যাদেশ করেন যে মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য এইরূপে ক্ষীর চুরী করিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে ডাকিয়া দাও। সেবাইতেরা প্রত্যাদেশ পাইয়া ঘোষণা করিলেন,

"কে আছরে ভক্তমধ্যে মাধবেন্দ্রপুরী।
তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর করেছেন চুরী।"

† চৈতন্য সম্প্রদায়ীদিগের মতেও এইরূপ একটি প্রবাদ আছে,—

"কি করিব কোথায় যাব বচন না সরে।
গোরাচাঁদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।"

* কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, ১৬৬৪ শকে বঙ্গদেশে বর্গীর হাঙ্গামের সময় আউলেচাঁদকে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ বেগার ধরিলেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকট চন্দ্রহাটীর ঘাটে স্বীয় কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গাকে পুরিয়া লইয়া খড়ম পায়ে দিয়া জলশূন্য পঙ্কিল গঙ্গাগর্ভ পার হইয়া চলিয়া যান। আউলে কর্ত্তার কমণ্ডলুস্থিত সেই গঙ্গাজল আজিও ঘোষপাড়ার পালদিগের বাড়ীতে আছে। সেই জল দ্বারা লোকের সকল কামনা পূর্ণ ও সকল দায় হইতে মুক্তিলাভ হয় বলিয়া কর্ত্তাভজারা বিশ্বাস করে।

পিতার নাম নন্দ ঘোষ। গৃহস্থের নিয়মানুসারে ইঁহার পিতা প্রথমতঃ চাকদহের নিকটস্থ জগপুর গ্রামের শিশুঘোষের কন্যা গৌরীর সহিত ইঁহার বিবাহ দেন; এবং সেই গৌরীর গর্ভে রামশরণের ত্রৈলোক্যমোহিনী ও জগত্তারিণী নামে দুইটী কন্যা হয়। কিছুদিন পরে রামশরণের এই দুই কন্যা ও পত্নী মৃত্যুমুখে পড়িলে, তিনি স্বীয় জন্মভূমি জগদীশপুরের নিকট গোবিন্দপুর-গ্রামবাসী গোবিন্দ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যার নাম সরস্বতী। এই সরস্বতীই দেহান্তের পর "সতী মা" নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। সরস্বতীর গর্ভে রামশরণের "রামদুলাল" নামে এক পুত্র এবং "অন্নদা" ও "ভবানী" নামে দুই কন্যা হয়। সরস্বতীকে বিবাহ করিবার অতি অল্প দিন পরেই রামশরণ বিষয় কার্য্যের প্রার্থনায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত মুরতিপুর গ্রামে আসিয়া নিজ কুটুম্ব কাটুদিগের বাড়ীতে বাসা করিয়া থাকেন। তথাকার জমীদার বেনাপুরের খাঁ রাজদিগের বংশোদ্ভব রায় রায়ান দেওয়ান পদ্মলোচন রায় বাহাদুরের বাটীতে অতিথিসেবার একটি চাকরী প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্মে স্বীয় প্রভুর সন্তোষ ও বিশ্বাসজনক কার্য্য করায় "বিশ্বাস" উপাধি লাভ করেন। অনন্তর তাঁহার প্রভু তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে উখড়া পরগণার একটি মহালে নাএব নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কথিত আছে যে, এই স্থানেই আউলেচাঁদের সহিত রামশরণের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয়। রাম পূর্ব্ব হইতেই অতিথিভক্ত, সাত্বিক ও পরমার্থপ্রিয় লোক ছিলেন। এই স্থলে গমনের অল্পদিন পরেই তাঁহার আতিথেয়তার যশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং সর্ব্বদাই নানা প্রকার অতিথি অভ্যাগতের সমাগম হইতে লাগিল।

একদা রামশরণের কাছারী বাটীতে একজন মহাপুরুষের সমাগম হইল। যথাসময়ে মহাপুরুষ স্নানে গেলেন। এমন সময়ে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে রামশরণ পূর্ব্বসঞ্চিত শূলবেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপুরুষ স্নানান্তে তথায় উপস্থিত হইয়া রামশরণের মূর্চ্ছা ও দুর্দ্দশা দেখিয়া পরিচারকবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া আপনার কমণ্ডলু হইতে যৎকিঞ্চিৎ জল লইয়া রামের চক্ষে প্রক্ষেপ ও মুখে দিবামাত্র রাম চৈতন্যপ্রাপ্ত ও যন্ত্রণামুক্ত হইয়া উঠিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাধুর প্রতি রামের ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তি হইয়া উঠিল। এদিকে মহাপুরুষ স্নানান্তে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে ধ্যানস্থ হইয়াছেন, সে ধ্যানের আর ভঙ্গ নাই, সমস্ত দিবা অবসান হইল, তথাপি কোন সাড়া শব্দ নাই, রামশরণের স্নানাহার নাই, সন্ধ্যার পর গৃহের বহির্ভাগে রাম একটি দীপ প্রজ্জলিত করিয়া বসিয়া ও আপনি একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাত্রি দুইপ্রহর অতীত, বাসার সমস্ত লোক নিদ্রিত, কেবল রাম একাকী জাগ্রত, এমন সময় মহাপুরুষ ঘরের দ্বার মুক্ত করিয়া কমণ্ডলু হস্তে তথা হইতে চলিলেন। রামও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া মহাপুরুষ এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, রামশরণও অনুগমন করিলেন। রামের গমনের শব্দে মহাপুরুষ পথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন। তখন রামও অমনি তাঁহার পদানত হইয়া পড়িলেন ও কহিলেন যে 'ঠাকুর আমাকে কৃপা করিয়া সঙ্গী করুন, আমি সেবায় নিযুক্ত থাকিব।' ঠাকুর কহিলেন, "আমি উদাসীন সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী, বিশেষতঃ তুমি দারপরিগ্রহ করিয়াছ, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। এক্ষণে তোমার সময় হয় নাই। তুমি যথাসময়ে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর এবং আমি যে উপদেশাদি দিই তাহা পালন, যজন ও যাজনপূর্ব্বক আপনার ও অন্যের মঙ্গল বর্দ্ধন কর।" এই বলিয়া তিনি রামকে আপন কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিলেন। প্রবাদ আছে যে উপরের লিখিত পালদিগের ঘরে যে গঙ্গাজল আছে সে এই জল। শুনা যায়, তদবধি রামশরণ বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুরতিপুর গ্রামের সদ্গোপপল্লীতে আসিয়া নির্ভর করিলেন এবং ক্রমে স্বীয় মত বিস্তার করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার সম্প্রদায় যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ওদিকে তদনুসারে তাঁহার দিন দিন ধনাগম বৃদ্ধি হইয়া সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। মতাবলম্বী লোকেরা বলেন যে, তখন আউলিয়া চাঁদ বা ফকীর ঠাকুর রামের এই ভবনে আসিয়া অনেক দিন ছিলেন। তিনি অতি দীর্ঘকায় ও আজানুলম্বিত বাহু ছিলেন। ফলমূল ও লতাপাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে তাঁহার অনেক অলৌকিকী শক্তির কথা প্রচলিত আছে। অন্ধের নয়ন, খঞ্জের চরণ, কুষ্ঠাদি উৎকট রোগের আরোগ্য সাধন, অপুত্রের পুত্র, দরিদ্রের ধন, মৃতের জীবন-দান ইত্যাদি অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া তিনি স্বীয় মতাবলম্বী লোকদিগকে বিমোহিত করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বহুতর ব্যক্তিকে আপন মতে আনিয়া ছিলেন। প্রবাদ যে তাঁহার প্রসাদে তথায় রামশরণও এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন ও এই সামান্য সদ্গোপপল্লী মুরতিপুর গ্রামের ঘোষপাড়া অল্প দিনের মধ্যে বঙ্গবিখ্যাত হইয়া উঠিল। এই স্থানেই তাঁহার পুত্র রামদুলালের জন্ম হয়। রামশরণের

পর রামদুলালও কর্ত্তাভজা মতের ভারী উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ বড় বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন এবং রীতিমত পারস্ত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সকল প্রকার লোকের বোধসুলভ সামান্য সামান্য ভাষায় ন্যূনাধিক সাত আট শত গীত রচনা করেন, ঐ সমস্ত গীতের নাম "ভাবের গীত"। কিন্তু তাহার মধ্যে সকল গানের ভাব বোধ হয় কোন মতাবিলম্বী কর্ত্তাভজাও বুঝিতে কি বুঝাইতে পারেন না। তাহার মধ্যে কোন গীত প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রানুগত, কোন কোন গীত মুসলমানদিগের সুফী সম্প্রদায়সিদ্ধ এবং অনেক গীত রচয়িতার নিজের অভিপ্রেত। যদিও ঐ সমস্ত গীত বহুযত্নপূর্ব্বক একত্র সংগৃহীত হইয়া বহুকালের পর এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি পাঠকগণের অবগতির জন্য এ স্থলে আমরা দুই চারিটি গীতের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম—

১। আদ্দি অবধি জলে ফিরি।
জীব তরায় যে থাকি কেউ থাকে না বাকি,
একাকী পেতে ভগ্নতরি।

এই গীতের স্থানান্তরে 'কশ্যপপত্নী অদিতি দিতি দুই সতীনে, পতিসহ...করে দেবাসুরগণে, সেই কশ্যপ ঋষির উৎপত্তি বিধির যোগেতে, তিনটি বিধির উৎপত্তি সেই গুণের নিধি নিরঞ্জন হতে, এই নয় পুরুষের মধ্যে যারা আছে হয়েছে স্বর্গের অধিকারী।'

আমি পরিচয় দিলে সকলে বুলে কথার কথা—
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হদ্দ যত প্রকৃতি সবাই আমার মাতা * * *

২। ডাক্‌চি পার হব বলে ও ছেলে মুখ তুলে তাকাও।
পুরাতন তরি পেতে, কেরালথান করেছ ডান হাতে,
এই নদ নদীতে পার করিতে লোকটা পেছে কত চাও।
তোমার আচ্ছা মাজা খাসা পয়সা বাছের বাছ দেখে,
ঠাউরে ঠাউরে সুমার ক'রে দিবো তোমাকে,
আমি সুমার করি সয়না দেরী ত্বরায় তরি ভিড়িয়ে দাও॥
ভাইরে অবিশ্রান্ত বসন্ত শান্ত যেথানে,
ভেবেছে জনকত লোক তারা চলে যাবে সেখানে;
তার অবধি, ভবজলধি আদ্য নদীপার,
খবর পেয়ে এলে ধেয়ে সেই জলধির ধার,
জলের খেয়া দেখে বল্‌চে ডেকে তরিতে কে ফিরে চাও।
ডাক্‌চি পার হব বলে ও ছেলে মুখ তুলে তাকাও॥

৩। ভজরে ভজরে তার চরণ।
ও যার নাম করিলে হয় সকল জ্বালা নিবারণ॥
তুমি বারেক ভজে দেখো,
মজা না পাও বুঝে সুঝে ক্ষান্ত হয়ে থেকো,
সেই দীন হীনগণ জনার মনোরঞ্জন।
যে জন ইক্ষুরসের পেয়েছে সন্ধান,
অগ্রভাগ হইতে ক্রমে করে রসপান,
তেম্‌নি ক্ষীণ হতে হতে, দুঃখ পাবে অতিশয় নানা-নো মতে
ও ভাই! এই দীন হীন জনগণার মনোরঞ্জন॥

৪। এই জন্যে মন করে খুঁৎ খুঁৎ।
তিনি গড়েন যত ঘর তার ঘড়ি ঘড়ি বেগ্‌ড়ে যুত॥
আমি সোদাতে যাই ঘরামির বাড়ি,
শুন্‌তে পাই তার হাত কামাই নাই একঘড়ি,
ভাইরে, সে ঘর উড়্‌য়ে নে যায় পঞ্চভূত॥

এই সমস্ত গীত প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের সুরে গীত হয় এবং তাহার ন্যায় ইহার চিতেন, মহড়া, কলি, পরকলি ও পর-চিতেন ফুকো প্রভৃতি সমস্ত শাখা প্রশাখা আছে। প্রস্তাব বাহুল্যের আশঙ্কায় তাবৎ বিস্তৃতরূপে না দিয়া নমুনা স্বরূপ আমরা এই দুই চারিটি গীতের এক এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বর্ত্তমান কর্ত্তাভজা মতাবলম্বীরা রামদুলালের রচিত এই গীতগুলিকে 'শাস্ত্র' বলিয়া মান্য করে এবং ইহার মধ্যে যাহার যে গীত ইচ্ছা সে সেই গীতের আলাপ ও আলোচনা করিয়া থাকে। প্রতি শুক্রবার প্রাতে ও সন্ধ্যার পর উক্ত মতাবলম্বীদিগের বৈঠক হইবার নিয়ম আছে এবং তদনুসারে অনেক স্থানে বৈঠক হইয়াও থাকে, ঐ বৈঠকে এই ভাবের গীত সঙ্গীত হইয়া থাকে। রামদুলালের সময় অনেক ধনী মানী ও জ্ঞানী লোক উক্ত মতাবলম্বী হয়েন। শুনা যায় ভূ-কৈলাসের রাজা ৺ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর কোন উৎকট রোগ শান্তির উদ্দেশে ঘোষপাড়া পর্য্যন্ত গমন করিয়া ফল প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত মতাবলম্বী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিবংশপরম্পরায় নামের প্রথমে 'সত্য' শব্দ যুক্ত থাকিবার এই মাত্র কারণ। আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি কাশীধামে 'গুরুধাম' এই নামে পৃথক্ একটি স্থান প্রস্তুত করিয়া রামদুলালকে তথায় লইয়া গিয়া ঐ গুরুধামে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একলক্ষ টাকা দক্ষিণা দিতে চাহিয়াছিলেন। তথাপি দুলাল স্বীয় গদি ছাড়িয়া তথায় গমন করেন নাই। রামদুলাল ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বাঙ্গালা ১২৩৮ কি ৩৯ সালের চৈত্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি বারুণীর দিবস ইহলোক হইতে অবসর লয়েন।

রামদুলালের চারি পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি পুত্রসন্তান হয়। ১ রাধামোহন, ২ মথুর, ৩ কুঞ্জবিহারী, ৪ ঈশ্বরচন্দ্র,

৫ ইন্দ্রচন্দ্র। দুলাল বর্ত্তমানেই প্রথমতঃ দ্বিতীয়ের প্রাপ্তি হয়। যদিও তাঁহার পরলোক গমনের পর তিন পুত্র বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তৎকালে তাঁহার মাতা কর্ত্তা রামশরণের স্ত্রী বর্ত্তমান থাকায় কোন পুত্রই গদির মালিক না হইয়া স্বয়ং সরস্বতী 'কর্ত্তা মা' ও 'সতী মা' নামে গদিনসী হইলেন এবং তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব চলিতে লাগিল। যদিও তিনি স্ত্রীলোক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আমলে উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছিল। তিনি অতি প্রাচীনাবস্থা পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিয়া বাঙ্গালা ১২৪৭ কি ৪৮ সালের আশ্বিন মাসে দেবীপক্ষে প্রতিপদের দিন ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর তাঁহার চতুর্থ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল গদির মালিক হইয়া বহুদিন কর্ত্তৃত্ব করেন। তাঁহার প্রথম কর্ত্তৃত্ব সময়ে সম্প্রদায়ের অবস্থা পূর্ব্ববৎই ছিল। অনন্তর কতকগুলি অসৎ লোকের কুসংসর্গে তাঁহার অসৎ প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া তদনুরূপ কার্য্যের ঘটনায় ঘোষপাড়ার ঘর একেবারে ছারখার হইয়া গেল, এক্ষণে আর সে শ্রী নাই, সে সৌষ্ঠব নাই, সে সাত্বিক ভাব নাই, সে হরিসংকীর্ত্তন নাই, শুক্রবারের মজলিস্‌ও নাই, সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের চিত্তরঞ্জন ও মনোমোহনের জন্য কেবল নির্জ্জীব সমাজঘর, ঠাকুর ঘর ও দাড়িমতলা পড়িয়া আছে। আর গোড়ের থালের আড়ৎদারদিগের ন্যায় যাত্রীদিগের পুঁটলী কাড়াকাড়ি চলিতেছে এবং থানসন্তীদিগের ন্যায় দুই পক্ষের মহাশয়গণ লোক সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বকীয় কর্ম্মফল ভোগের জন্য হতমান ও হতশ্রী হইয়া কলিকাতার বড় জেলে কারাবাস পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে স্বসম্প্রদায় মধ্যে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধেয় হইতে হয় নাই এবং অর্থাগমের হানি হয় নাই। সেই জেলখানাতে শত শত লোক গিয়া নানাজাতীয় খাদ্যাদি উপহার দিয়াছে এবং অর্থানুকূল্য করিয়াছে। ধন্য ধর্ম্মের কুহক! ধন্য বিশ্বাস! ধন্য ভক্তি! যে কিছুতেই টলিবার কি হেলিবার দুলিবার ও টলিবার নহে। ঠাকুরের যত দুর্দ্দশা ততই মহিমা, ততই লীলার প্রকাশ না হইবে কেন? যখন ক্রাইষ্টের ক্রুশাঘাত, কৃষ্ণের ব্যাধহস্তে মৃত্যু ও দেবরাজের দস্যুবৃত্তি লীলা ও মহিমা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তখন ঈশ্বরচন্দ্রেরই বা অপরাধ কি? ঈশ্বরের জীবদ্দশাতেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রসিকলাল ও সত্যচরণ পালের এক পৃথক্ গদি হয়, এক্ষণে ঐ গদি ও ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু ঘটনার পর হইতে তাঁহার পৌত্র হরিদাস পালের আর এক গদি এই দুই গদি প্রচলিত আছে।

রামশরণের পুত্র রামদুলাল যে ভাবের গীতগুলি রচনা করিয়া যান, তদ্ভিন্ন কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের আর কোন লিখিত গ্রন্থাদি থাকা প্রকাশ নাই এবং আউলিয়াচাঁদ রামশরণকে যে কি মূলমন্ত্র ও উপদেশ প্রদান করেন, তাহাও সংশয়শূন্য হইয়া জানা যায় না। এক্ষণে উক্ত সম্প্রদায়ী লোকে বা যে কতকগুলি বাঙ্গালাভাষা রচিত বচন পাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেগুলি যে মত-প্রবর্ত্তকের মুখ-বিগলিত হইয়া তদবধি পুরুষপরম্পরানুসারে চলিয়া আসিতেছে, কি ক্রমে উক্ত সম্প্রদায়-সিদ্ধ মহাপুরুষেরা ইহাও আবশ্যক মত সময়ে সময়ে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা স্থির করা বড় কঠিন। এক্ষণে তাঁহাদিগের দলে পরমার্থ-সাধনের ও আচারানুষ্ঠানের যদিও নানাপ্রকার বিভিন্নতা জন্মিয়াছে, কিন্তু বীজমন্ত্র ও মূলতত্ত্ব বিষয়ে কোন অনৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। যথা বীজমন্ত্রের মূল সূত্র "গুরু সত্য।" কোন ব্যক্তি উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে চাহিলে প্রথমতঃ সে ঐ মূলমন্ত্র পায়। যখন উহাতে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অধিকতর ধারণা শক্তি হয়, তখন সে "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার তুমি আমার, তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু" (এই মন্ত্রের প্রকারান্তর শুনা যায়। যথা, "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু তোমার সুখে চলি বলি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই, গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা") তিনবার এই ষোল আনা মন্ত্র পাইয়া থাকে। ইহাদিগের মতে পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যহরণ ও পরহত্যা সাধন এই তিনটি কায়কর্ম্ম ও ঐ ত্রিবিধ কায়কর্ম্মের ইচ্ছা রূপ মনঃ কর্ম্ম ও মিথ্যা কথন, কটু কথন, বৃথা ভাষ ও প্রলাপভাষ এই চারি প্রকার বাক্ কর্ম্ম, এই দশবিধ কর্ম্ম নিষেধ। ইহা আউলিয়াচাঁদের উপদেশ ও আজ্ঞা বলিয়া খ্যাত। ইহাতে বোধ হয় কর্ত্তাভজাসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের উদ্দেশ্য অতি উৎকৃষ্টই ছিল। এই বিষয়ে আর একটি মন্ত্রও আছে, যথা "মেয়ে হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।" ইহাদিগের মতের মন্ত্রদাতা গুরুর নাম মহাশয়, আর শিষ্যের নাম বরাতি *। কোন মহাশয় যখন কোন বরাতিকে উপদেশ দেন, তখন তাহাকে মূলমন্ত্রের সঙ্গে উক্ত প্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ী লোক পরস্পর যখন কথাবার্ত্তা করিয়া থাকেন, তখন তাহাতে অন্যের দন্তস্ফুট করা বড় কঠিন। তার মধ্যে অনেকগুলি

* বরাতি অর্থাৎ যে যার বরাতে পড়ে সে তার বরাতি মাত্র নচেৎ মূল গুরু সেই কর্ত্তা

তেঁতেঠারের মত সাঙ্কেতিক শব্দ আছে। তন্তুবায়দিগের যেমন ঢেঁকি বলিলে মাকুকে বুঝায়, তেমনি ইহাদিগেরও তেমোর বলিলে আমার বুঝায়। যথা, তোমার যে চক্ষের দোষ হইয়াছে অর্থাৎ আমার চক্ষের দোষ হইয়াছে। ইহারা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করাকে 'হাটা' বলেন। যথা, তুমি কি কালি তথায় হাঁটিবে অর্থাৎ গমন করিবে। ইহারা আপন আপন বাড়িকে বাসা বলেন, তাহার মর্ম্ম ঘোষপাড়া সমস্ত লোকেরই বাড়ি, আর তাহাদিগের নিজ নিজ বাসস্থান কেবল বাসা মাত্র। উক্ত সম্প্রদায়ী লোকের নাম ভগবজ্জন, তদ্ভিন্ন আর সকল লোকই ঐহিক লোক, কর্ত্তাভজারা মৃত্যুকে দেহ রাখা বলে অর্থাৎ জীবাত্মা অমর, তিনি দেহ এখানে রাখিয়া অন্য দেহ ধারণ করেন, ইহাদিগের ধর্ম্মানুযায়ী সিদ্ধপুরুষের নাম পাত্রসাব্যস্ত। ইহাদিগের জাতিবিচার ও অন্নবিচার নাই, সকল বর্ণের লোকই, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত এ ধর্ম্মগ্রহণ করিবার অধিকারী এবং যে বর্ণের লোকেই হউক, একবার মূলমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক এ ধর্ম্মভুক্ত হইলে ইহারা তাহার সহিত অন্নপান গ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষে মানুষের সেব্য ও পূজ্য, তদ্ভিন্ন অপর কোন দেব দেবীর আরাধনা বা উপাসনা ইহাদের মতে আবশ্যক নহে। যদিও পরস্ত্রীগমন কি গমনের ইচ্ছা পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের সম্পূর্ণ মত বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ; কিন্তু এক্ষণে নরসেবা ও নারীসেবাই এই ধর্ম্মের সর্ব্বনাশের মূল হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তাভজা দলের মধ্যে হিসাব করিলে তিনভাগের অধিক স্ত্রীলোক ও এক ভাগের ন্যূন পুরুষ। প্রাচীন মহাত্মাদিগের মহাবাক্যের বিপরীত এই সমস্ত নরনারী সর্ব্বদা একত্র সহবাস করায় কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম দিন দিন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আসিতেছে।

কর্ত্তাভজারা গৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে আর আর যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সমস্তই অনুমান, কেবল ইহাই সত্য ধর্ম্ম; ইহার জ্ঞানসাধন দ্বারা মানব আপন আপন ইষ্টদেবকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই প্রত্যক্ষ করণক্রিয়া সকলের সাধ্য নহে, কেহ কেহ নিজ সাধন বলে ইহার অধিকারী হইতে পারেন। এতৎ সংক্রান্ত অনেক কৌতুকাবহ উপাখ্যান আছে, প্রস্তাব বাহুল্যের আশঙ্কায় তদ্বর্ণনে ক্ষান্ত হইতে হইল।

যাহা হউক ত্রিবিধ কারণে এক্ষণে ত্রিবিধ লোকদিগকে ঘোষপাড়া যাইতে হয় এবং তথাকার মতস্থ হইতে দেখা যায়। ১ম, বর্ব্বর ও স্ত্রীজাতিদিগকে একটা ধর্ম্মরূপ কুহকে মুগ্ধ করিয়া অর্থশোষণ ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করণ। ২য়, উৎকট রোগ বা অপর কোন সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ। ৩য়, কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম কি ইহা জানিবার কারণ। এই তিন প্রকারের লোকের মধ্যে প্রথম প্রকারের লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দ্বিতীয় প্রকার লোক তাহার কম, আর তৃতীয় প্রকারের লোক অতি বিরল। ঘোষপাড়ার গদির কর্ত্তার এই কয়েক প্রকার আয়ের পথ। ১ খাজনা, ২ ভোগ, ৩ মানসিক।*

ঘোষপাড়ার পালবাবুদের বাটীতে এক্ষণে এই কয়েকটি দৈবস্থান আছে, যথা সতীমার সমাজ†, দাড়িম্বতলা, ঠাকুর ঘর‡ এবং শ্রীযুতের স্থান এই স্থানে রামশরণের পুত্র রাম দুলালের খড়ম আছে। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি পর্ব্বাহে ঘোষপাড়ার তন্মতাবলম্বীদিগের সমাগম হইয়া থাকে। ১ম, ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এই সময়ে সেখানে একদিনে দোল ও রাসযাত্রা হইয়া থাকে। সেই দোলযাত্রায় দোলচৌকী ও রাসাসনে যদিও প্রকাশ্যে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির বার হইয়া থাকে, কিন্তু গুপ্তভাবে তাহার পশ্চাতে একটি বালিশের আকারে নিম্নের লিখিত কতকগুলি যত্নরক্ষিত পরমপদার্থের অধিষ্ঠান হয়। এই দোলরাস পর্ব্বই সকলের প্রধান। এই সময়ে ঘোষপাড়ায় সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয় এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর দোকানি পসারি গিয়া নানা দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করে।

এই উপলক্ষে পালবাবুদিগের যত টাকা আয় হয়, বৎসরের মধ্যে কোন পর্ব্বে তদ্রূপ হয় না।

দ্বিতীয় বৈশাখ মাসে যে পূর্ণিমা হয়, তাহাতে ঘোষপাড়ার রথযাত্রা হইয়া থাকে। উক্ত রথের উপরও ঐ বালিশ উঠিয়া থাকে। এ সময় বড় অধিক লোকের সমাগম ও ধূমধাম হয় না।

তৃতীয় আষাঢ় মাসের রথযাত্রার পর চতুর্থী তিথিতে রামশরণ পালের মহোৎসব। ইহাতে গৌড় বৈষ্ণবদিগের প্রচলিত রীত্যনুসারে অধিবাস, মহোৎসব ও পূর্ণমহোৎসব, তিন দিন এই তিন প্রকার মহোৎসব হইয়া থাকে। ইহাতেও বহুতর লোকের সমাগম হয় এবং পালদিগেরও তদনুরূপ অর্থাগম হইয়া থাকে।

---

* উক্ত ধর্ম্মবাদীরা বলেন যে, প্রত্যেক লোকের শরীর সেই কর্ত্তার; অতএব তাহাতে যে তুমি বাস কর, তাহারি খাজনা কি কর তোমার অবশ্য দেয়। সতী মা কি ঠাকুর ঘরে যে ভক্তিপূর্ব্বক কিছু ভোগ দেয় তাহার নাম ভোগ, আর কেবল দায় উদ্ধারের জন্য যে যাহা মানিয়া যায় তাহাকে মানসিক বলে।

† শুনা যায় এই সমাজঘরে রামশরণের স্ত্রী সরস্বতীর দেহাবশেষ সমাহিত আছে, এজন্য ইহার নাম সমাজঘর।

‡ দাড়িম্বতলার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র দোতলাঘরের মধ্যে রামশরণের খড়ম, আউলিয়া চাঁদের আশা বাড়ি ও কন্থা এবং একটি কৌটার মধ্যে রামদুলাল পালের অস্থি ইত্যাদি কতকগুলি পবিত্র পদার্থ আছে। প্রতিদিনই তাহার অর্চ্চনা হয়। পূর্ব্বে নাচ ঘরের সম্মুখে সন্ধ্যার সময় হরি সঙ্কীর্ত্তন হইত, এই ঘরের নাম ঠাকুরঘর।

চতুর্থ সপ্তমীর মহোৎসব। ইহাতে লোকের বড় সমাগম হয় না, কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রকার মহোৎসবের কার্য্য হইয়া থাকে।

পঞ্চম কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। এই দিনে অনেক যাত্রী ঘোষপাড়া ধামে আসিয়া থাকে এবং পালবাবুদিগেরও কিছু অর্থ লাভ হয়। যদিও কর্ত্তাভজা মতাবলম্বীদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রকার কতকগুলি বিশেষ আচারানুষ্ঠান বিদ্যমান আছে, কিন্তু বাহ্যে হিন্দুধর্ম্মের বিপরীত কোন ব্যবহারই দৃষ্ট হয় না। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা যেমন যত্নপূর্ব্বক আপন আপন বর্ণাচার ও কুলাচার রক্ষা করিয়া থাকেন, কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়-দিগকেও বাহিরে তদ্রূপ করিতে দেখা যায়। যে ব্যক্তির যে বর্ণে উৎপত্তি তিনি সেই বর্ণের সকল ব্যবহারই রক্ষা করিয়া থাকেন। এমন কি ঘোষপাড়ার পালবাবুদিগেরই অন্যান্য সদ্গোপের ন্যায় গুরু ও পুরোহিত থাকা দৃষ্ট হয় এবং যথানিয়মে তাঁহারা আসিয়া আবশ্যক মত, গুরুপুরোহিতের কার্য্য করিয়া যান। পালদিগের বাটীতে আর আর সদ্গোপের ন্যায় লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীপূজাদি সকল প্রকার পূজা হইয়া থাকে এবং স্বজাতি ও স্ববর্ণের সহিত যথাবিধি বিবাহাদি কার্য্য হয়, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য সাধন জন্য তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে ব্যবহার ও পরমার্থ দুই সত্য, উভয়কে সমানরূপে পালন ও পূজা করিতে হইবে। ইহার পোষকে ইহাদিগের একটি বচনও আছে যথা "লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্গুরুর মধ্যে একাকার"। পালদিগের বাটীতে কোন উৎকট রোগের কথা দূরে থাকুক, সামান্য সর্দ্দি শ্লেষ্মা হইলেও তখনি ডাক্তার বৈদ্যের প্রয়োজন হয়। যাহা হউক ধন্য মানুষের মন, ধন্য লোকের ভক্তি ও ধন্য ধর্ম্মের কুহক।

কর্ত্তিত (ত্রি) কর্ত্ত-ক্ত-ইচ্। যাহা কাটা হইয়াছে।

কর্ত্তুকাম (ত্রি) কর্ত্তুং কামঃ অভিলাষো যস্য, বহুব্রী। করিতে ইচ্ছুক, যাহার করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

কর্ত্তৃকা (স্ত্রী) কৃন্ততি ছিনত্তি, কৃৎ-তৃচ্-স্বল্পার্থে কন্-টাপ্ চ। ক্ষুদ্র খড়্গ, ছোট খাঁড়া। কাটারি।

("হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্।"
তন্ত্রসা° শ্যামাধ্যান।)

কর্ত্তৃত্ব (ক্লী) কর্ত্তুর্ভাবঃ, কর্ত্তৃ-ত্ব (তস্যভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯) কর্ত্তার ধর্ম্ম।

("ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।" গীতা ৫।১৩।)

কর্ত্তৃপুর (ক্লী) নগরবিশেষ। ভারতের উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত। সমুদ্রগুপ্ত এই স্থান জয় করেন।

কর্ত্তৃবাচ্য (ত্রি) কর্ত্তা বাচ্যো যত্র, বহুব্রী। যেখানে ক্রিয়া পদের দ্বারা কর্ত্তৃ লক্ষিত হয়। এই বাচ্যে কর্ত্তার প্রথমা ও কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

কর্ত্তৃস্থ (ত্রি) কর্ত্তরি কর্ত্তৃসম্পাদনযোগ্যে তিষ্ঠতি, কর্ত্তৃ-স্থা ড। কর্ত্তৃস্থানীয়, কর্ত্তার প্রতিনিধি।

কর্ত্রী (স্ত্রী) করোতি যা, কৃ-তৃচ্ ঙীপ্ চ। ১ কার্য্য-সম্পাদনকারিণী। ২ প্রভুপত্নী।

কর্ত্ত্ব (ক্লী) কৃ-ত্বন্ (কৃত্যার্থে তবৈকেন্ কেন্যত্বনঃ। পা ৩। ৪। ১৪।) ঘৃত। (কর্ত্ত্বং হবিঃ। কাশিকা।)

কর্দ্দ (পুং) কর্দ্দ-অচ্। কর্দ্দম, কাদা।

কর্দ্দঙ্গ। পঞ্জাবের কাঙ্গড়া জেলার মধ্যবর্ত্তী একটি গ্রাম, ভাগ-নদীর বামকূলে অবস্থিত। এখন লাহুল উপবিভাগের অন্ত-র্গত। এখানে ভাল ভাল বাড়ী আছে।

কর্দ্দট (পুং) কর্দ্দং কর্দ্দমং অটতি কারণত্বেন প্রাপ্নোতি কর্দ্দ-অট্-অচ্ (শকন্ধ্বাদিত্বাদলোপঃ।) ১ পঙ্ক, পাঁক। ২ কর-হাট, পদ্মকন্দ। ৩ (ত্রি) পঙ্কার, পাঁকে গমনকারী।

(কর্দ্দটঃ করহাটে স্যাৎ পঙ্কপঙ্কারয়োরপি। মেদিনী।)

কর্দ্দন (ক্লী) কর্দ্দতে, কর্দ্দ-ভাবে ল্যুট্। উদরশব্দ, পেটের ডাক।

(পর্দ্দনং গুদজে শব্দে কর্দ্দনং কুক্ষিসম্ভবে। হেম ৬।৩৯)

কর্দ্দম (ক্লী) কর্দ্দ-অম (কলিকর্দ্দোরমঃ। উণ্ ৪। ৮৪।) ১ কাদা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নিষদ্বর, জম্বাল, পঙ্ক ও শাদ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—শীতল, রুক্ষ এবং বিষ রোগ, বেদনা, দাহ ও শোথনাশক। ২ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রজাপতি বিশেষ, কীর্ত্তিমানের পুত্র, ইহার পুত্রের নাম অনঙ্গ (ভারত শান্তি)। ব্রহ্মার ছায়া হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া ছিল। ইনি সরস্বতী-তীরে বিন্দুসরতীর্থে দশহাজার বৎসর তপস্যা করেন, স্বায়ম্ভুব মনুকন্যা দেবহূতি ইহার পত্নী, পুত্রের নাম কপিলদেব এবং কলাদি নয়টি ইহার কন্যা। [কপিল ও কলা দেখ।] ৩ পাপ। (কর্দ্দমঃ পঙ্কপাপয়োঃ। উজ্জ্বল।) ৪ ছায়া। ("বেদেষু কর্দ্দমঃ শব্দশ্ছায়ায়াং বর্ত্ততে স্ফুটম্।" ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্ম° ২২ অঃ) ৫ নাগবিশেষ।

("কর্দ্দমশ্চ মহানাগো নাগশ্চ বহুমূলকঃ।" ভারত ১।৩৫।১৬।)

৬ (কর্দ্দম-অর্শ আদিত্বাৎ মত্বর্থে অচ্, ত্রি) কর্দ্দমযুক্ত স্থান। ৭ বিন্ধ্যপার্শ্বের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ৮ কাশীপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী একটি গ্রাম। এখানে কর্দ্দমেশ নামক শিবলিঙ্গ আছে। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৪। ৪৮-৫২।)

কর্দ্দমক (পুং) কর্দ্দমে কায়তি প্রকাশতে, কর্দ্দম-কৈ-ক। ধান্যবিশেষ। [ধান্য দেখ।]

কর্দ্দমরাজ (পুং) কাশ্মীরের রাজবিশেষ, ইহার পিতার নাম ক্ষেত্রগুপ্ত। (রাজতরঙ্গিণী ৬। ২০০, ৩২৫, ৩৪১)

কর্দ্দমাটক (পুং) কর্দ্দমো মলাদিঃ অট্যতে নিক্ষিপ্যতে যত্র, কর্দ্দমস্য মলাদেঃ আটো নিক্ষেপোঽত্র ইতি বা। বিষ্ঠাদি ফেলিবার স্থান।

কর্দ্দমিত (ত্রি) কর্দ্দম-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) কর্দ্দমরূপে পরিণত, কাদা হইয়া যাওয়া।

কর্দ্দমিনী (স্ত্রী) কর্দ্দমানাং দেশঃ, কর্দ্দম-ইনি (পুষ্করাদিভ্যো দেশে। পা ৫।২। ১৩৫।)-ঙীপ্। প্রচুর কর্দ্দমযুক্ত দেশ।

কর্দ্দমিল (ক্লী) কর্দ্দম-ইল (বুঞ্ছণ্কঠজিলসেনিরঢঞ্ণ্যয ফক্ফিঞিঞ্ঞ্যকক্ঠকো হরীহণাদিত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) জনপদবিশেষ। ("এতৎ কর্দ্দমিলং নাম ভরতস্যাভিষেচনম্।" ভারত বন।)

কর্দ্রমী (স্ত্রী) মুদ্গর বৃক্ষ, কামরাঙ্গা।

কর্পট (পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে কৃ-বিচ্, কর্ চাসৌ পটশ্চেতি। ১ জীর্ণবস্ত্র, ছেঁড়া কাপড়, নেকড়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লক্তক ও নক্তক। ২ পর্ব্বতবিশেষ,—ইহা নাভিমণ্ডলের পূর্ব্বদিকে ও ভস্মকূটের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে শমন অবস্থান করেন। (কালিকাপু° ৮১ অঃ।) ২ মলিন বস্ত্র। ৩ বস্ত্রখণ্ড। ৪ কষায় রক্তবস্ত্র।

কর্পটধারী [ন্] (ত্রি) কর্পটং ধরতি, কর্পট-ধৃ-ণিনি। মলিন জীর্ণবস্ত্রখণ্ডধারী, ভিক্ষুক।

কর্পটিক (ত্রি) কর্পটো হস্ত্যস্য, কর্পট-ঠন্ (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) কর্পটধারী।

কর্পটী [ন্] (ত্রি) কর্পটো হস্ত্যস্য, কর্পট-ইনি (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) কর্পটধারী।

কর্পটিনী (স্ত্রী) কর্পটিন্-ঙীষ্। কর্পটধারিণী।

কর্পণ (পুং) কৃপ-ল্যুট্। লৌহশস্ত্রবিশেষ। ("চাপচক্রকণপকর্পণপ্রাশপা ট্টশমুষলতোমরাদি প্রহরণজালমুপযুঞ্জানাঃ।" দশকুমার।)

কর্পর (পুং) কৃপ বাহুলকাৎ অরন্, লত্বাভাবঃ। ১ কপাল, মাথার খুলি। ২ শস্ত্রবিশেষ। ৩ কটাহ। ৪ খোলা। ৫ উড়ুম্বর বৃক্ষ। ৬ কাছিমের পিঠের খোলা।

কর্পরাংশ (পুং) কর্পরস্য অংশঃ, ৬তৎ। খাপরার অংশ, খোলাকুচি।

কর্পরাল (পুং) কর্পর ইব অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কর্পর অল্-অচ্। ১ কন্দরাল। ২ পর্ব্বতজাত পীলুবিশেষ, আখরোট্।

কর্পরাশী [ন্] (পুং) কর্পরে অশ্নাতি, কর্পর-অশ-ণিনি। বটুকভৈরব।

("শ্মশানবাসী মাংসাশী কর্পরাশী মখান্তকৃৎ।" বটুকস্তব।)

কর্পরিকা (স্ত্রী) কর্পরী স্বার্থে কন্ টাপ্ হ্রস্বঃ। কর্পরী, দারুহরিদ্রার কাথের তুঁতে।

কর্পরিকাতুত্থ (ক্লী) কর্পরিকৈব তুত্থম্। দারুহরিদ্রার কাথের তুঁতে।

কর্পরী (স্ত্রী) কৃপ বাহুলকাৎ অরট্, লত্বাভাবঃ, ঙীপ্। দারুহরিদ্রার কাথের তুঁতে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দার্ব্বিকা ও তুত্থাঞ্জন।

কর্পাস (পুং, ক্লী) কৃ-পাস, (কৃঞঃ পাসঃ। উণ্ ৫।৪৫) কার্পাস, কাপাসগাছ। [কার্পাস দেখ।] (কর্পাসঃ শস্যভেদঃ স্যাৎ। উজ্জ্বল।)

কর্পাসফল (ক্লী) কর্পাসস্য ফলং, ৬তৎ। কাপাসের বীজ, মাকাটি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ, স্তন্যবর্দ্ধক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, গুরু ও কফকারক।

কর্পাসী (স্ত্রী) কর্পাসজাতিত্বাৎ গৌরাদিত্বাৎ বা ঙীষ্। কাপাসগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী ও সমুদ্রান্তা। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও বায়ুনাশক। কার্পাসের পত্র বায়ুনাশক, রক্ত ও মূত্রবর্দ্ধক, এবং কর্ণপীড়কা, কর্ণনাদ ও পূয়স্রাবের শান্তিকারক। [কার্পাস দেখ।]

কর্পূর (পুং, ক্লী) কৃপ উর (খর্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০।) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ; পারসীভাষায় ইহাকে কাফুর, হিন্দিভাষায় কপূর, দক্ষিণে কাপূর, তামিল করূপুরম্, সিংহলী কপূরু ও ইংরেজী ভাষায় ক্যাম্ফর (Camphor) কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ঘনসার, চন্দ্রসংজ্ঞ, সিতাভ্র, হিমবালুকা, সিতাভ, ঘনসারক, সিতকর, শীত, শশাঙ্ক, শীলা, শীতাংশু, হিমবালুক, হিমকর, শীতপ্রভ, শাম্ভব, শুভ্রাংশু, স্ফটিকাভ্র, কারমিহিকা, তারাভ্র, চন্দ্রার্দ্রক, চন্দ্র, লোকতুষার, গৌর, কুমুদ, হনু, হিমাহ্বয়, চন্দ্রভস্ম, বেধক ও রেণুসারক। কর্পূরের ত্রয়োদশ প্রকার ভেদ আছে,—পোতাস, ভীমসেন, সিতকর, শঙ্করবাস সংজ্ঞ, পাংশু, পিঞ্জ, অব্দসার, হিমবালুক, জুতিকা, তুষার, হিম, শীতল ও পত্রিকাখ্য। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—শীতল, বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, লেখন, লঘু, সুগন্ধি, মধুর ও তিক্তরস এবং কফ, পিত্ত, বিষদোষ, দাহ, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা, মেদঃ ও দুর্গন্ধনাশক। চীনে কর্পূর,—কফনাশক, তিক্তরস এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বমিনিবারক।

কর্পূর উদ্ভিদ্‌জাত জমাট, গন্ধযুক্ত ও চঞ্চল উদ্বায়ু গুণবিশিষ্ট (যাহা উবিয়া যায়) শ্বেত পদার্থ বিশেষ। রসায়নশাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, উদ্ভিদের উদ্বায়ুগুণযুক্ত তৈলের দ্বিতীয় অবস্থা বা দ্বিতীয় গঠন কর্পূর। নানা প্রকার উদ্ভিদ্ হইতেই কর্পূর পাওয়া যায়।

কর্পূরের ইতিহাস।—কতকাল হইতে কর্পূর মানবজাতির ব্যবহারে আসিতেছে? কোন সময় হইতে মানব ইহার গুণাগুণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন? সেই সময় লইয়া বিষম গোল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রাচীন গ্রন্থে কর্পূরের উল্লেখ পাওয়া যায়। হজ্রমৌতের কিন্দা-রাজবংশীয় ইমরু-ই-কৈস্ নামে একজন রাজপুত্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব্য কবিতা লিখিয়া যান, তাহাতে কর্পূরের উল্লেখ আছে।

কিন্তু আমরা বলি, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষীয়েরা কর্পূরের সন্ধান পাইয়াছেন। সুশ্রুত, চরক, বাভট, হারীত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ প্রচারকগণ কর্পূরের নাম ও কেহ কেহ গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ইশাক ইবন্ আমন্ নামক একজন আরব্য চিকিৎসক এবং ইবন্ খুর্দদ্‌বা নামক একজন আরব্য ভৌগোলিক খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিয়া যান, "মলয় প্রায়োদ্বীপ হইতে কর্পূর রপ্তানি হয়।" খৃষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কপোলো লিখেন, "ফন্‌সুর নামক স্থানেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্পূর উৎপন্ন হয়।" ফন্‌সুর বা পনস্থর সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে; এখন সেখানকার কর্পূর 'বরস' নামে খ্যাত। পূর্ব্বে য়ুরোপে কর্পূর কি কেহ তাহা জানিত না. চীনদেশ হইতে প্রথমে য়ুরোপে কর্পূর যায়। ১৫৬৩ খৃঃ অব্দ হইতে, য়ুরোপীয়েরা দুই প্রকার কর্পূরের সন্ধান পাইয়াছেন।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের লোকেরা প্রধানত দুইপ্রকারে কর্পূর ভাগ করিতেন, এক পক্ক কর্পূর, অপর অপক্ক কর্পূর।

ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত বলেন, পক্ক কর্পূর চীনদেশীয় (Cinnamonum Camphora) একপ্রকার গাছের কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়, রৌদ্রের তাপে পক্ক হয়। অপক্ক কর্পূর বোর্ণিও দ্বীপের এক প্রকার বৃক্ষের (Dryobalanops aromatica) স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, এই কর্পূরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বোম্বাই অঞ্চলে হিন্দুস্থানীরা ইহাকে 'ভীমসেনী কর্পূর' বলে।

দাক্ষিণাত্যে চারি প্রকার কর্পূর প্রচলিত আছে,—১ কাফুরি কৈস্থরি, (কৈস্থরি কপূর), ২ সুরাটি কাফুর, ৩ চীনীকাফুর (চীনের কর্পূর) এবং ৪ বটাই-কাফুর।

য়ুরোপীয় ডাক্তারেরা স্থান ভেদে ও গুণভেদে কর্পূরকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—

১ম—ফর্মোজা বা চীনে-কর্পূর এবং জাপানী কর্পূর। ফর্মোজাদ্বীপ এবং মধ্য চীনরাজ্যে 'ক্যাম্ফার লরেল' (Cinnamonum Camphora) নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। এদেশে খদিরবৃক্ষ হইতে যে প্রণালীতে খয়ের পাওয়া যায়, সেইরূপে উক্ত গাছের কাঠের কুচার নির্যাস হইতে হইতে স্বচ্ছ কাচের মত কর্পূর বাহির হয়। তাহার সার গ্রহণ করিতে হয়। এই গাছের কর্পূরমাত্রে চীনে কর্পূর নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে বিলাতে ও ভারতে এই কর্পূরের খুব কাটুতি ছিল। চীন সম্রাটের উৎপাতে এখন আর চীনে কর্পূর বড় একটা বিলাতে যাইতে পারে না।

জাপানে এই গাছ বেশ জন্মে, সমুদ্রের শীতল বাতাস ইহার বড় উপকারী। এখানকার সৎসুমা ও বঙ্গোনামক জেলায় কর্পূরের কারবার আছে।

২য়—ভীমসেনী কর্পূর। ইহার প্রকৃত নাম 'বরস্।' সুমাত্রা দ্বীপের বরস নামক নগরে শাল গাছের মত দেখিতে এক প্রকার গাছ (Dryobalanops aromatica) জন্মে। এই গাছের কাণ্ডে কাচের মত এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত থাকে। যেমন খদিরবৃক্ষে খয়ের এবং চন্দনবৃক্ষে অগুরু পাওয়া যায়, ইহাও সেইরূপ কাণ্ডের অভ্যন্তরে এবং বৃক্ষের হৃদয় মধ্যস্থ ফাটা চির মধ্যে জমাট বাঁধিয়া থাকে।

কর্পূরের কাচবৎ অংশ কাণ্ডের ভিতরই পাওয়া যায়, কোন কোন স্থলে গুঁড়ি, গাঁইট বা যে ডাল দিয়া আর একটি ডাল বাহির হইয়াছে, এমন স্থানে অথবা গাছের বড় বড় তক্তার গর্ত্ত বা ফাটা মধ্যে থাকে।

ঐ গাছ যত বড় হয়, কর্পূর তত অধিক হয়। কিন্তু এখানকার লোকের জ্বালায় দীর্ঘজীবী হইতে পায় না। অধিবাসীরা কর্পূরের লোভে কত শত ছোট গাছ কাটিয়া ফেলে। কিন্তু ৭।৮ বর্ষের গাছ না হইলে তেমন কর্পূর হইতে দেখা যায় না।

ঐ গাছ ওলন্দাজ অধিকৃত সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরপশ্চিম উপকূলে আয়ার বাঙ্গী হইতে বরস্ ও সিঙ্কেল নামক নগর পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানে, বোর্ণিও দ্বীপের উত্তরাংশে এবং লেবুয়ান্ দ্বীপে জন্মে।

৩য়—নাগাই কর্পূর। ইংরাজেরা ইহাকে Blumea Camphor বলেন। চীনদেশের কাণ্টন নগরে এই কর্পূর প্রস্তুত হয়। ইহার গাছ খুব বড় হয়। এই জাতীয় গাছ হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চলে, খাসিয়া গিরি, চট্টগ্রাম, পেগু, ব্রহ্ম এবং চীনের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে জন্মে। তবে ব্রহ্মদেশেই কিছু অধিক। ব্রহ্মের কর্পূর গাছ সম্বন্ধে একজন লোক বলিয়াছেন, যদি এই সকল গাছ হইতে কর্পূর লওয়া যায়, তবে তাহা দ্বারাই পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ সঙ্কুলান হইতে পারে।

ডাক্তার ডাইমক্ বোম্বাইঅঞ্চলে এই জাতীয় একপ্রকার কর্পূরোৎপাদক বৃক্ষ পাইয়াছেন। বোম্বাই অঞ্চলের লোকেরা কণ্ডু তাড়াইবার জন্য এই গাছ ব্যবহার করে।

৪র্থ—নানা জাতীয় বৃক্ষ হইতে এক প্রকার কর্পূর প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা সুগন্ধি দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। এই কর্পূর তামাকের পাতা চোঁয়াইয়া, কিম্বা (Thymus) তৈলের সার আংশিক পরিমাণে চোঁয়াইয়া অথবা পাচুলী গাছ হইতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত গাছ হইতে যে কর্পূর বাহির হয়, তাহাকে অনেক স্থানে 'পাচুলি কর্পূর' বলে। নারেঙ্গানেবু হইতে একপ্রকার কর্পূর পাওয়া যায়, তাহার ইংরাজি নাম 'নিরোলি ক্যাম্ফার।' (Neroli Camphor.)

বাঙ্গালাদেশে এক প্রকার গাছ (Nimnophila gratioloides) জন্মে, তাহা হইতে কর্পূর পাওয়া যায়।

গত কয়েক বর্ষ ধরিয়া ভারতবর্ষে বেশ কর্পূরের আমদানী রপ্তানী চলিতেছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

খৃষ্টাব্দ	আমদানী		রপ্তানী	
	ভীমসেনী	অন্যপ্রকার	ভীমসেনী	অন্যপ্রকার
১৮৭৯-৮০ ...	২০,৯০৯৲	৫,৩৪,০০১৲	২,৩১৬৲	২৩,১৭৪৲
১৮৮০-৮১ ...	২২,৯২৪৲	৫,৫৩,৭৩২৲	১৪০৲	২৬,৫৫৯৲
১৮৮১-৮২ ...	৩৮,৫৭৪৲	৫,৫২,৫৩৫৲	১,৬৪০৲	২১,১৩৮৲
১৮৮২-৮৩ ...	৪৩,৬১৮৲	৮,৬৮,৭৯৪৲	৫২৯৲	২৫,২৩১৲
১৮৮৩-৮৪ ...	৩৮,৫৭৯৲	৬,২৭,২৭৮৲	৭৯০৲	২৮,৭৩০৲
১৮৮৪-৮৫ ...	৩৫,৫০১৲	৬,৮৩,৩৩৩৲	২৭০৲	১৩,৪৩২৲
১৮৮৫-৮৬ ...	২৫,৯৪৪৲	৬,৫৩,৫৪৫৲	০	১৬,৭৭৯৲

দেশীয় কবিরাজের মতে কর্পূর কামোদ্দীপক, কিন্তু মুসলমানদিগের মতে কামশক্তিহ্রাসকারক। হিন্দুমুসলমান উভয়ের মতে চক্ষের প্রদাহ অবস্থায় চক্ষুর পাতায় কর্পূর দিলে বিশেষ ফল দর্শে।

হাঁপানী রোগ অধিক বাড়িয়া উঠিলে ৪ গ্রেণ কর্পূর. ঐ মাত্রা হিঙ্গের সহিত বড়ি করিয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়, এই সময়ে বুকে তার্পিণ তৈল মালিস করা উচিত।

পুরাতন বাতরোগে ৫ গ্রেণ কর্পূর ১ গ্রেণ আফিমের সহিত শুইবার সময়ে খাইতে দিলে, খানিকটা ঘাম হইয়া ব্যথার লাঘব হয়।

কর্পূর ও হিঙ্গ একত্র খাওয়াইলে হৃদ্‌রোগ নিবারিত হয়।

বালককালে ছেলেদের কাশি হইলে একখানি ন্যাকড়ায় কর্পূর মাখাইয়া তাতাইয়া রাত্রিকালে বক্ষের উপর দিয়া রাখিলে রোগের অনেকটা শান্তি হয়।

স্বপ্নদোষ ও শুক্রক্ষয় প্রভৃতি রোগে রাত্রিকালে শুইবার সময়ে ৪ গ্রেণ কর্পূরের সঙ্গে অর্দ্ধ গ্রেণ আফিম খাইতে দিলে রোগের প্রতিকার হয়। মেহাদি রোগে লিঙ্গোচ্ছ্বাস ঘটিলে উক্ত ঔষধের সহিত আফিম বাড়াইয়া দিবে এবং লিঙ্গের উপর কর্পূরের লিনিমেণ্ট জড়াইয়া রাখিলে আশু ফলপ্রদ হয়।

স্ত্রীলোকের জরায়ুতে ঐরূপ নানারোগে প্রদাহ উপস্থিত হইলে রোগের অবস্থানুসারে ৫।৬ গ্রেণ মাত্রায় কর্পূরের এক একটি বড়ি করিয়া দিনে ২।৩ বার খাইতে দিলে সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঐরূপ স্থলে রোগীর অন্ত্র খালি রাখিতে হইবে।

প্রসবকালে খেঁচনী আরম্ভ হইলে ৫ গ্রেণ কর্পূর ও ৫ গ্রেণ ক্যালোমেল মধুতে মাখিয়া দুইটি বড়ি করিয়া এক একটি খাইতে দিলে উপকার দর্শে। ঘণ্টা খানিক পরে রোগীকে জোলাপ দিবে।

পীনসরোগে কর্পূরের বাষ্প বড় উপকারী। স্নায়ুশূল রোগে ৩।৪ গ্রেণ কর্পূর অর্দ্ধগ্রেণ বেলেডোনার সার সহিত প্রয়োগ করিলে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়।

ওলাউঠা রোগে অনেকস্থলে কর্পূর উপকারী, আবার অনেকস্থলে অনুপকারী হইয়া থাকে।

গর্ভবতী অধিক মাত্রায় কর্পূর খাইলে গর্ভস্রাব হয়।

বস্ত্রাদির উপর কর্পূর ছড়াইয়া রাখিলে পোকা লাগিতে পারে না।

২ (পুং) ব্যক্তিবিশেষ, ইনি গজমল্লের পিতা এবং কল্যাণমল্লের পিতৃব্য।

কর্পূরক (পুং) কর্পূর ইব কায়তি প্রকাশতে, কর্পূর কৈ-ক। ১ কর্ব্বূরক। ২ কর্চ্চূরক।

কর্পূরখণ্ড (পুং) কর্পূরস্য খণ্ডঃ, ৬তৎ। কর্পূরের টুক্‌রা।

কর্পূরগৌর (ত্রি) কর্পূরবৎ গৌরঃ শুভ্রঃ। কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ।

কর্পূরগৌরী। রাগিণীবিশেষ; জ্যোতিঃ, খাম্বাবতী, জয়তশ্রী, টঙ্ক ও বরাটী যোগে উৎপন্ন।

কর্পূরতিলক (পুং) কর্পূর ইব শুক্লং তিলকং ললাটচিহ্নং যস্য, বহুব্রী। হস্তিবিশেষ।

কর্পূরতিলকা (স্ত্রী) পার্ব্বতীর একজন সখী, বিজয়া।

কর্পূরতৈল (ক্লী) কর্পূরস্য তৈলমিব স্নেহঃ। কর্পূরস্নেহ, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হিমতৈল, সুধাংশুতৈল। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—কটু, উষ্ণ, কফ ও বায়ুনাশক, দন্তের দৃঢ়তাকারক ও পিত্তবর্দ্ধক।

কর্পূরনালিকা (স্ত্রী) পক্কান্নবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম, কর্পূরনারী বা নেওয়ালা। ঘৃত সংযুক্ত ময়দা দ্বারা লম্বাকৃতি ঠোঙ্গা করিয়া তাহার মধ্যে লবঙ্গ, মরিচ, কর্পূর ও চিনি পুরিয়া

মুখ বন্ধ করিতে হইবে, তাহার পর ঘৃতে ভাজিয়া লইলেই ইহা প্রস্তুত হইল। ইহার গুণ,—শরীরবর্দ্ধক, বলকারক, সুমিষ্ট, গুরু, পিত্ত ও বায়ুনাশক, রুচিজনক এবং দীপ্তাগ্নি মানবদিগের অত্যন্ত উপকারী। (ভাবপ্র° ২য়।)

কর্পূরমণি (পুং) কর্পূর বর্ণো মণিঃ। পাষাণবিশেষ। ইহা বাতাদি দোষনাশক।

কর্পূররস (পুং) কর্পূর ইব রুক্তো রসঃ পারদঃ, মধ্যলো°। পাকবিশেষের দ্বারা কর্পূরের ন্যায় কৃত পারদ, রসকর্পূর। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার পাকপ্রণালী এইরূপ,—

"রস-কর্পূর প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সামান্যরূপে পারদ শোধন করিয়া লইতে হইবে; পরে ঐ পারদের সম পরিমিত গেরিমাটী, ইটের গুঁড়া, ফটকিরি, সৈন্ধব, উইমাটী, ক্ষার লবণ ও হাঁড়ি রঙ্ করিবার মাটীর চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। তাহার পর ঐ সমস্ত চূর্ণের সহিত পারদ একটি হাঁড়িতে রাখিয়া তাহার উপর আর একটি হাঁড়ি দিয়া মাটি ও নেকড়া দ্বারা সন্ধিস্থান লেপিয়া দিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে তিনবার লেপ দিয়া শুষ্ক হইলে ঐ হাঁড়ি অগ্নিতে জ্বাল দিতে হইবে, অনবরত ৪ দিন জ্বাল দিয়া, আরও একদিন অঙ্গারের উপর রাখিতে হইবে। পাঁচদিনের পর অতি সাবধানতার সহিত উপরের হাঁড়িটি খুলিয়া লইবে। তাহাতে যে কর্পূরের ন্যায় পারদ লাগিয়া থাকিবে, তাহারই নাম কর্পূররস বা রসকর্পূর। এই রসকর্পূর অনুপান বিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে, ফিরঙ্গরোগ ও তজ্জন্য উপদ্রব সকল নিবারিত হয়, এবং অগ্নির দীপ্তি, শারীরিক পুষ্টি ও বিপুল বলবীর্য্য লাভ করিয়া শত রমণী সম্ভোগে সামর্থ্য জন্মিয়া থাকে।

কর্পূরসরস্ (ক্লী) সরোবরবিশেষ।

কর্পূরস্তব (পুং) কর্পূরাদি শব্দঘটিতঃ স্তবঃ মধ্যলো°। শ্যামা-স্তববিশেষ; এই স্তবের প্রথমে কর্পূর শব্দ আছে বলিয়া ইহাকে কর্পূরস্তব কহিয়া থাকে।

কর্পূরা (স্ত্রী) কৃপ-উর-টাপ্। হরিদ্রাবিশেষ, আমাদা।

কর্পূরী [ন্] (ত্রি) কর্পূরো ঽস্ত্যস্য, কর্পূর-ইনি। কর্পূরযুক্ত।

কর্পূরিল (ত্রি) কর্পূরো ঽস্যাস্তি, কর্পূর কাশাদিত্বাৎ ইল (বুঞ্ছণ্ কঠজিলেত্যাদি। পা ৪।২।৮০) কর্পূর যুক্ত।

কর্ফর (পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে, কৃ-বিচ্; ফল্যতে ফল-কলস্য রঃ; কীর্য্যমানঃ ফলঃ প্রতিবিম্বো যত্র, বহুব্রী। দর্পণ, আয়না।

কর্ব্বুদার (পুং) কর্ব্বুরিব কর্ব্বুঃ সন্ বা শ্লেষ্মাণং মলং বা দারয়তি, কর্ব্বু-দৃ-ণিচ্-অচ্। ১ কোবিদারবৃক্ষ। ২ শ্বেতকাঞ্চন। ৩ নীলঝিণ্টী।

("শণস্য কোবিদারস্য কর্ব্বুদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পং গ্রাহি প্রশস্তঞ্চ রক্তপিত্তে বিশেষতঃ। চরক সূত্র ২৭ অঃ।)

কর্ব্বুদারক (পুং) কর্ব্বুদারবৎ কায়তি, কর্ব্বুদার কৈ-ক; যদ্বা কর্ব্বুরিব শ্লেষ্মাণং দারয়তি, কর্ব্বু-দৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। শ্লেষ্মান্তক।

কর্ব্বুর (ক্লী) কর্ব্বতি গর্ব্বতি অস্মাৎ অনেন বা, কর্ব্ব দর্পে উরচ্ (মদ্‌গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২) ১ স্বর্ণ। ২ ধুস্তুরবৃক্ষ। ৩ জল। ৪ (পুং) (কর্ব্বতি হিনস্তি জীবন, কর্ব্ব-উরচ্) রাক্ষস। ৫ পাপ।

(কর্ব্বুরং সলিলে হেম্নি কর্ব্বুরঃ পাপরক্ষসোঃ। মেদিনী) ৬ (কর্ব্বতি নানাবর্ণতাং গচ্ছতি) নানাবর্ণ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—চিত্র, কির্ম্মীর, কল্মাষ, শবল ও এত। ৭ (ত্রি) নানাবর্ণবিশিষ্ট, চিত্রিত। ৮ শঠী। ৯ নদীজাত নিষ্পাব ধান্য।

কর্ব্বুরফল (পুং) কর্ব্বুরং চিত্রবর্ণং ফলং যস্য, বহুব্রী। সাকুরুণ্ডবৃক্ষ।

কর্ব্বুরা (স্ত্রী) কর্ব্বুর-টাপ্। ১ কৃষ্ণতুলসী, পারুল। ২ বাবুই তুলসী।

কর্ব্বুরিত (ত্রি) কর্ব্বুরো ঽস্য জাতঃ, কর্ব্বুর-ইতচ্। চিত্রিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট।

কর্ব্বুরী (স্ত্রী) কর্ব্বুর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (ষিদ্‌গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১) দুর্গা।

কর্ব্বূর (ক্লী) কর্ব্বতি গর্ব্বং প্রাপ্নোতি যস্মাৎ, কর্ব্ব-উর (খর্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০)। ১ স্বর্ণ। ২ হরিতাল। ৩ (পুং) শঠী। ৪ রাক্ষস। ৫ দ্রাবিড়ক, কাঁচা হলুদ। ৬ নানাবর্ণ।

কর্ব্বূরক (পুং) কর্ব্বূর স্বার্থে কন্। ১ হরিদ্রাভবৃক্ষ, কাঁচা হল্‌দি। ২ কালহরিদ্রা। ৩ কর্পূরহরিদ্রা, আমাদা। ৪ কাকবসন্ত, কাজ্ঞ্জিতা হরিদ্রা বা হরিদ্রাভকচোরা; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দ্রাবিড়ক, কাল্পক, বেধমুখ্যক, কাল্যক।

কর্ব্বূরিত (ত্রি) কর্ব্বূরো ঽস্য সংজাতঃ, কর্ব্বূর ইতচ্। চিত্রিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট।

কর্ম্ম [ন্] (পুং, ক্লী) কৃ কর্ম্মণি মণিন্ অর্দ্ধর্চ্চাদি। যাহা করা যায়, তাহাকে কর্ম্ম বলে। বৈয়াকরণ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে—"তৎক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে সতি তৎক্রিয়াজন্য ফলশালিত্বং কর্ম্মত্বং" ইতি কর্ম্মলক্ষণ।

যে ক্রিয়ার আশ্রয় না হইয়াও সেই ক্রিয়াজন্য ফলবিশিষ্ট হয়, সেই সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম। যথা "ওদনং পাতি"। এইস্থানে কর্ত্তৃসমবেত পাকক্রিয়ার অনাশ্রয় ওদন পাক জন্য বিক্লিত্তিরূপ ফলবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়া উক্ত ওদনই কর্ম্ম লক্ষণের লক্ষ্য হইল। উক্ত কর্ম্ম তিন প্রকার—নির্ব্বর্ত্ত্য, বিকার্য্য ও

প্রাপ্য। যে বস্তু অবিদ্যমান থাকিয়া উৎপত্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে নির্ব্বর্ত্ত্য বলে যেমন "কটং করোতি" এখানে কট পূর্ব্বে অবিদ্যমান ছিল, পরে উৎপত্তি দ্বারা আত্মলাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং কট-কে নির্ব্বর্ত্ত্য কর্ম্ম বলা যায়।

যে বস্তু পূর্ব্বে সৎ হইয়া পরে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বিকার্য্য বলে, যেমন "ওদনং পচতি" এখানে ওদন পূর্ব্বে সৎ হইয়া পরে কেবলমাত্র অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ওদনই বিকার্য্য কর্ম্মের উদাহরণ হইল। এই বিকার্য্য কর্ম্ম দ্বিবিধ, প্রকৃতিনাশসম্ভূত ও গুণান্তরোৎপত্তি দ্বারা নামান্তরবিশিষ্ট। "কাষ্ঠং ভস্ম করোতি" এইস্থলে কাষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া ভস্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রকৃতিনাশসম্ভূত কর্ম্মের উদাহরণ হইল। "সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি" এইস্থলে সুবর্ণ হইতে গুণান্তরবিশিষ্ট কুণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং গুণান্তরোৎপত্তি দ্বারা সুবর্ণই নামান্তর দ্বারা অভিহিত হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় উদাহরণ সুসঙ্গত হইল। নির্ব্বর্ত্ত্য ও বিকার্য্য ভিন্ন কর্ম্মকে প্রাপ্য বলে, যেমন "আদিত্যং পশ্যতি।"

মীমাংসকেরা কর্ম্ম দুই প্রকার বলিয়া থাকেন, অর্থ কর্ম্ম ও গুণ কর্ম্ম। যে কর্ম্ম দ্বারা আত্মাতে কোনরূপ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহাকে অর্থ কর্ম্ম বলে, যেমন অগ্নিহোত্র যাগ। এই যজ্ঞ করিলে যাজ্ঞিকের আত্মাতে স্বর্গজনক অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং সেই অদৃষ্ট দ্বারা পরে যজ্ঞকর্ত্তা স্বর্গ লাভ করে। যে কর্ম্ম দ্বারা বস্তু সংস্কৃত হয়, তাহাকে গুণ কর্ম্ম বলে। যথা, "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" এখানে প্রোক্ষণ দ্বারা ব্রীহিকে সংস্কৃত করা হইয়াছে বলিয়া প্রোক্ষণকে গুণকর্ম্ম বলা যায়।

অর্থকর্ম্ম নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিন প্রকার, যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহাকে নিত্য কর্ম্ম বলে। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ না করিলে ব্রাহ্মণের পাপ হয় বলিয়া অগ্নিহোত্রাদি ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম্ম। যে কর্ম্ম কোন নিমিত্ত উপলক্ষে করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে; গোবধাদি পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত গোবধাদি নিমিত্ত উপলক্ষে করা হয় বলিয়া উহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে পাপ হয়, কিন্তু করিলে কোন ফল হয় না, এই মত কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকে। বাস্তবিক তাহা অমূলক, যেহেতু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় এই মত স্মৃতির বচনে লেখা আছে,—
"নিত্য নৈমিত্তিকৈরেব কুর্ব্বাণো দুরিতক্ষয়ং।"

মীমাংসা পরিভাষা।

যে কর্ম্ম কোন ফল কামনাপূর্ব্বক করা যায়, তাহাকে কাম্য বলে। যেমন "কারীরি যাগ" ইহা বৃষ্টি কামনাশীল পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে কাম্য বলা যায়। কাম্য কর্ম্ম তিন প্রকার, ঐহিক ফলক, আমুষ্মিক ফলক ও ঐহিকামুষ্মিক ফলক। যে কর্ম্ম দ্বারা ইহলোকে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐহিক ফলক বলে, কারীরি যাগ দ্বারা ইহলোকে বৃষ্টিরূপ ফল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা ঐহিক ফলক। যে কর্ম্ম পরকালে ফলের উৎপাদক হয়, তাহাকে আমুষ্মিক ফলক বলে, অগ্নিহোত্রাদি যাগ ইহকালে কাহার স্বর্গ প্রদান করে না, কিন্তু পরকালেই স্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে; সুতরাং অগ্নিহোত্র যাগই আমুষ্মিক ফলক। যে কর্ম্ম ইহকাল ও পরকালে ফলপ্রদ তাহাকে ঐহিকামুষ্মিক ফলক বলে।

বোধায়নাচার্য্য জ্ঞানসহকারে এই কর্ম্মকে মুক্তির কারণ বলেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য ইহা স্বীকার করেন না। শঙ্কর বলেন যে, যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এই জ্ঞান চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়, তখন সেই জ্ঞানী পুরুষ কর্ম্ম ও তৎসাধনাভূত মিথ্যা মনে করে এবং পরমব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে নিজের অস্তিত্বও স্বীকার করে না, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা ও সাধনের মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত সেই জ্ঞানসময়ে কর্ম্ম থাকার সম্ভাবনা নাই বলিয়া জ্ঞান সহকারে কর্ম্ম মুক্তির কারণ হইতে পারে না, কেবলমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, পরে বিশুদ্ধ চিত্তে সেই কূটস্থ ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইলে মুক্তিলাভ হয়।

জৈন মতে কর্ম্ম দুই প্রকার—ঘাতি কর্ম্ম ও অঘাতি কর্ম্ম। যে কর্ম্ম মুক্তির বিঘ্নকর তাহার নাম ঘাতি কর্ম্ম। এই ঘাতি কর্ম্ম চারিপ্রকার, জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও আন্তর্য্য। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় না, এই জ্ঞানকে জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্ম বলে। আর্হত দর্শন অধ্যয়ন করিলে মুক্তি হয় না, এই জ্ঞানকে দর্শনাবরণীয় কর্ম্ম বলে। শাস্ত্রে মুক্তির পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কোনটী মুক্তির প্রকৃত কারণ এই বিশেষের অনবধারণকে মোহনীয় কর্ম্ম বলে। মোক্ষপথে প্রবৃত্তির বিঘ্ন করাকে আন্তর্য্য বলে। অঘাতি কর্ম্মও চারি প্রকার—বেদনীয়, নামিক, গোত্রিক ও আয়ুষ্ক। ঈশ্বরতত্ত্ব আমার জ্ঞাতব্য এই অভিমানকে বেদনীয় কর্ম্ম বলে। আমি অমুক নামবিশিষ্ট এই অভিমানকে নামিক কর্ম্ম বলে। আমি অমুকবংশে জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছি এই অভিমানকে গোত্রিক কর্ম্ম বলে। শরীর রক্ষার জন্য যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে আয়ুক্ত কর্ম্ম বলে। উক্ত চারি প্রকার কর্ম্ম মুক্তির কোনও বিঘ্নকারী হয় না, এইজন্য ইহাকে অঘাতি কর্ম্ম বলা যায়।

নৈয়ায়িকগণ ক্রিয়াকে কর্ম্ম বলেন এবং তাহাকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করেন; যথা উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। যে ক্রিয়াদ্বারা উপরে কোন বস্তু সংযুক্ত করা যায়, তাহাকে উৎক্ষেপন বলে। যে ক্রিয়া দ্বারা অধোদেশে কোন বস্তুর সংযোগ হয়, তাহাকে অবক্ষেপন বলে। যে ক্রিয়াদ্বারা প্রস্ফুটিত বস্তু মুদ্রিত হয়, তাহাকে আকুঞ্চন বলে। যে ক্রিয়া দ্বারা মুদিত বস্তু প্রস্ফুটিত হয়, তাহাকে প্রসারণ বলে। যে ক্রিয়াদ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া যায়, তাহাকে গমন বলে। এই গমন পাঁচ প্রকার; যথা ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, উর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যগ্‌গমন। এই সম্বন্ধে ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

"উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনন্তথা।
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ॥
ভ্রমণং রেচনং স্পন্দনোর্দ্ধজ্বলনমেব চ।
তির্য্যগ্‌গমনমপ্যত্র গমনাদেব লভ্যতে॥"

পূর্ব্বে মীমাংসকেরা জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, আবার বৈদান্তিকেরা বলিতেন, 'কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞান না জন্মিলে মুক্তি হয় না'।

উক্ত মতবৈষম্য দূর করিবার জন্য মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অতি চমৎকার মহোৎকৃষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং অতি দুর্জ্ঞেয় যে কর্ম্মতত্ত্ব তাহা অতি মনোহর ও বিস্তারিতরূপে সুবোধগম্য করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

গীতার তৃতীয়াধ্যায় অবধি ষষ্ঠাধ্যায় পর্য্যন্ত ও অষ্টাদশাধ্যায়ে কর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক কথা ও অন্যান্যাধ্যায়ে তৎসংক্রান্ত কোন না কোন মহৎ প্রসঙ্গ বিবৃত আছে, কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়টি কেবল কর্ম্মাত্মক, এইজন্য সেই অধ্যায়ের নাম কর্ম্মযোগাধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণের মতে শারীরিক ব্যাপারের নাম কর্ম্ম, তদভাবকে অকর্ম্ম বলে। পুনশ্চ শাস্ত্র বিধেয় যাহা তাহা কর্ম্ম ও তন্নিষিদ্ধ অকর্ম্ম। আবার কর্ম্মসাধন সত্ত্বেও অকর্ম্ম বোধ এবং অকর্ম্ম সত্ত্বেও কর্ম্ম ঘটিতে পারে। কর্ম্মের বিভাগ নানা প্রকার, তন্মধ্যে বৈষয়িক বিবিধ সুখাভিলাষ, তৃপ্তি বা স্বর্গাদি পুণ্যফল প্রাপ্তি জন্য কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহার নাম কাম্য কর্ম্ম; তৎকামনাশূন্য হইয়া অহংজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের কেবলমাত্র সত্বা জ্ঞানে তন্ময়চিত্তে তদ্ভক্তিতে তৎপ্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম, আর চিত্তশুদ্ধির জন্য যে নিয়মিত কর্ম্ম, তাহা নিত্য কর্ম্ম। শরীর বাক্য মন প্রভৃতির প্রবর্ত্তক পঞ্চবিধ কারণ শরীর, কর্ত্তা (অর্থাৎ চিত্ত ও অহঙ্কার), চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়াদি প্রাণাদির বিবিধ বায়ুর ব্যাপার এবং চক্ষু কর্ণাদির আনুকূল্যকারী সূর্য্য বায়ু ইত্যাদি। ঈশ্বরের সত্ত্বাতেই দুর্জ্ঞেয় মায়ার সত্ত্বা, মায়া হইতেই উদ্ভব সত্ত্ব রজ তমঃ ত্রিবিধ গুণ, পৃথিব্যাদিতে কোন সত্ত্বই নাই যাহা এই ত্রিগুণমুক্ত; সুতরাং সকলই এই গুণের প্রাদুর্ভাবভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করে এবং তজ্জন্যই কর্ম্মের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ বিভাগ হইয়াছে। বিশেষ কর্ম্মের যে বিশেষ বিশেষ ফল ও পাপপুণ্যাদি তাহার নিয়ন্তা ঈশ্বর নহেন; প্রাকৃতিক অলঙ্ঘনীয় নিয়মে তাহা ঘটিয়া থাকে। অহংভাব অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমানশূন্য আত্মীয়ের প্রতি স্নেহ, শত্রুর প্রতি দ্বেষবর্জ্জিত ও ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া যে নিত্য কর্ম্ম করা হয়, তাহা সাত্ত্বিক। ফলাকাঙ্ক্ষায় ও অহঙ্কারযুক্ত হইয়া অতিশয় আয়াসে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজসিক এবং ভবিষ্যৎ নিজ শুভাশায় বিত্তনাশ করিয়া পরহিংসারত হইয়া নিজ সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা তামসিক। জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৃতি, শ্রদ্ধা এবং কর্ত্তা ইহাদেরও সত্ত্বানুরূপ ত্রিবিধ লক্ষণ দর্শিত হইয়াছে, যজ্ঞ তপঃ, দান এবং আহার ইহারও ঐ প্রকার ত্রিধা ভেদ, কর্ম্মের রূপ ভেদ এই সকলের উপর নির্ভর করে।

শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের প্রশংসা করিয়া জ্ঞানের মহোৎকর্ষতা দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী আত্মতত্ত্বজ্ঞ আত্মার প্রসাদে আত্মক্রিয়াতেই আত্মায় সন্তুষ্ট, "তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ", সে ব্যক্তির নিজের পক্ষে কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই, করিলেও কোন ইষ্ট নাই, না করিলেও কোন প্রত্যবায় (পাপ) নাই। কিন্তু এতদুক্তি অনুযায়িক কর্ম্মকাণ্ডের অকর্ত্তব্যতা আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য মহদুপদেশ দিয়াছেন এবং এককালীন সাংখ্য, যোগ ও পূর্ব্বমীমাংসার ক্রিয়াকলাপসম্বন্ধীয় আপাততঃ বিরোধি মতের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। কর্ম্ম বন্ধনস্বরূপ অর্থাৎ মুক্তিলাভের বাধকস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্য সাংখ্য-মনীষিগণ কর্ম্ম দোষাবহ বলিয়া তত্ত্যাগ বিধান করিয়াছেন; তবে মীমাংসকেরা বলেন যে যজ্ঞদান ও তপস্যা কখনই পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে, উভয় মত ধরিলে মহাবিরোধ ঘটিয়া উঠে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে কোন বিরোধ নাই। কারণ দেহধারী মাত্রেই অশেষরূপে কর্ম্মত্যাগের ক্ষমতাই নাই, 'নহি দেহভৃতাশক্য

ত্যক্তুং কর্ম্মণ্যশেষতঃ।' কেহ কখন কর্ম্মত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল মাত্র থাকিতে পারেন না, তাঁহার ইচ্ছার বিরোধেও প্রকৃতির গুণ তাহাকে কর্ম্মরত করায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন এই যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম এবং গমন, আলাপ, স্বপ্ন, নিশ্বাস, মলমূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ ও নেত্র উন্মীলন ও নিমীলন যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, তাহা ইন্দ্রিয়দিগের স্বতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্য, ইচ্ছা দ্বারা অনিবার্য্য। তবে যাহারা অভ্যাস বলে কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ)-সকলকে সংযম করিয়াও তাহাদের মন লালসায় পরিপূর্ণ থাকে, তাহারা কপটাচারী। ত্যাগও সত্বানুরূপ ত্রিধা ভেদাত্মক। আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কর্ত্তব্য বোধে যে কার্য্যানুষ্ঠান তাহা সাত্বিক ত্যাগ। এরূপ ত্যাগী সত্বগুণসম্পন্ন মেধাবী ও সংশয়বিরহিত, তিনি দুঃখাবহ বিষয়ে দ্বেষ ও সুখাবহ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। ফলতঃ তাহারাই কর্ম্মফলত্যাগী বলিয়া বাচ্য। দুঃখাবহ বিষয় কায়ক্লেশ ভয়ে ত্যজ্য হইলে তাহাকে রাজসিক ত্যাগ বলে এবং নিত্যকর্ম্ম মোহবশতঃ ত্যজ্য হইলে তাহা তামসিক ত্যাগ হয়। এক্ষণে উভয় মতের সামঞ্জস্যে শ্রীকৃষ্ণ এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কর্ম্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, কদাচ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; এই কয়েকটি কার্য্য বিবেকীদিগের চিত্ত শুদ্ধির কারণ। এই কথাটিই নিশ্চয় যে, আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়, কর্ম্মত্যাগ কখনই কর্ত্তব্য নহে। জ্ঞানযোগ যদিও শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানভিত্তিস্থাপিত ভক্তি-উদ্ভাবিত শান্তি জ্ঞান-অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তথাচ বিধেয় কর্ম্মারম্ভ ভিন্ন যখন জ্ঞানলাভের ব্যাঘাত হয়, তখন তৎতৎকর্ম্ম বর্জ্জন অপেক্ষা সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানোপদেশে মানসবৃত্তির প্রকৃত চালনা দ্বারা ও অভ্যাস বলে ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বর-উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা না হয় তাহাই বন্ধন। ঈশ্বর উদ্দেশের কর্ম্মই প্রকৃত যজ্ঞ নামধেয়, নানা কামনা সিদ্ধি করিবার জন্য যে কর্ম্ম ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করা হয়, তাহাতে মন কেবল সেই কর্ম্ম সিদ্ধির উপর নিবেসিত থাকে, ঈশ্বর-বিমুখ হয়। তথাচ যখন নানা মনুষ্য নানা প্রকৃতিস্থ, তখন যেমন বালককে লাড্ডু লোভ দেখাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত করান হয়, সেইরূপ তদ্বৎ কর্ম্মফল আশায় ক্রিয়াকলাপাদি করা ধর্ম্মসোপানের একটি নিম্ন পৈঠা মাত্র, এবং "সহ যজ্ঞা প্রজাসৃষ্ট্যাদি" শ্লোকে কৃষ্ণ সে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আর এই সতর্কতা দর্শাইয়াছেন যে, যেরূপ অগ্নি প্রথম উদ্দীপন সময়ে ধূমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ সকল কর্ম্মেরই প্রারম্ভে দোষ দর্শন হইলেও তাহা পরিত্যাগ না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাহা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার যদিও কোন ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন নাই, তথাচ যখন তৎকর্ম্ম-সিদ্ধাকাঙ্ক্ষীর প্রয়োজন এবং যখন ইতর পুরুষ শ্রেষ্ঠের কার্য্যানুগামী হয়, তখন সিদ্ধপুরুষ জন-হিতার্থ তৎতৎকর্ম্ম করিতে পারেন; সিদ্ধির সর্ব্বোচ্চ সোপানের পৈঠায় উঠিবার জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরতত্বে ঈশ্বরভক্তিতে নিবিষ্ট হইবার জন্য কর্ম্মফলত্যাগী হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মসাধন আবশ্যক এবং এরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তার্থ নিম্নশ্রেণীর লোকের পক্ষে সকাম কর্ম্মও বিধেয়। কিন্তু নিম্ন দুই শ্রেণীর লোকের সততই আচার্য্য উপদেশে তত্বজ্ঞান শিক্ষা প্রয়োজন। কর্ম্মের যে মোক্ষ উদ্দেশ্য ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরভক্তির জন্য চিত্তশুদ্ধি তাহা বিস্মৃত হইয়া কেবল কর্ম্মপরায়ণ হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা বৃথা।

ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করা অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও বিবিধ যত কিছু সৎকার্য্য মানব করিয়া থাকে, তাহাতে তাঁহাকেই স্মরণ, তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন, তাঁহারই বিভূতিদর্শন করা হয়; কখন বা তাঁহারই বিশ্বরূপ, কখন বা সৌম্য মূর্ত্তি ধ্যান করিলে এমনই অনির্ব্বচনীয় ভাব মনে উপস্থিত হয়, যে তাহাতে অহংভাব বিমুক্ত সোহহং জ্ঞান উপস্থিত হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। এই পরাসিদ্ধি সাধকের প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ, এজন্য কেবলমাত্র ঈশ্বরপরায়ণ হইলে যে ব্যবসায়িকা বুদ্ধি লাভ করিতে হয়, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলেও ক্ষতি নাই, এ এমনই ধর্ম্ম যে ইহার যতদূর সাধন হয় ততদূরই কল্যাণকর। বৈষয়িক অকিঞ্চিৎকর সুখ লাভও হইল না, সিদ্ধি লাভও হইল না বলিয়া দুঃখের বিষয় কিছুই নহে, যে হেতু যখন এরূপ কর্ম্ম সমর্পণ দ্বারা ঈশ্বরমগ্ন হইলে পবিত্র সুখের ইয়ত্তা নাই, অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ হয়, তজ্জন্য ইহজন্মে যোগভ্রষ্ট অর্থাৎ উক্ত প্রকার চরম সিদ্ধির অলাভ হইলে, ইহজন্মের কিয়ৎ পরিমাণে তৎকার্য্য বলে পরজন্মে তৎকর্ম্ম সাধনে অধিক সমর্থবান্ হওয়া যায়। তাই কাহারও অনেক জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভ, কাহারও পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম বলে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়। দ্রব্য যজ্ঞাদি যত প্রকার যজ্ঞ কর্ম্ম, তদপেক্ষা ঈশ্বর পরায়ণতা স্বরূপ জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ এবং সেই যজ্ঞের যে প্রধান ফল ঐশিক ভাব প্রাপ্ত হওয়া, তদ্ভাব মধ্যে সর্ব্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি এবং সৌহার্দ্য পরিগণিত। সুতরাং যিনি সর্ব্বভূত

হিতে রত, যাঁহার শত্রুমিত্রে সমান প্রীতি ও দয়া, এবং যিনি স্বীয় ইষ্টানিষ্ট ভুলিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনিই পরম যোগী।

কর্ম্মকর (ত্রি) কর্ম্ম করোতি মূল্যেন কর্ম্মন্, কৃ-ট- (কর্ম্মণি ভৃতৌ। পা ৩।২।২২)। ১ বেতন লইয়া কার্য্যকারক, চাকর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়। ভৃতক, ভৃতিভুক, বৈতনিক, বেতনোপজীবী, ভরণ্যভুক্ ও কর্ম্মণ্যভুক্। ২ কর্ম্মকারক, যে কর্ম্ম করে।

("শিষ্যান্তেবাসিভৃতকাশ্চতুর্থস্তধিকর্ম্মকৃৎ।
এতে কর্ম্মকরা জ্ঞেয়াঃ।" মিতাক্ষরা ৮৴)

৩ (পুং) (কর্ম্মহিংসাং করোতি, কৃ-হেত্বাদৌ ট) যম।

(কর্ম্মকরো ভৃত্যে বেতনাজীবিনঃ ত্রিষু। কীনাশে পুংসি। মেদিনী।)

কর্ম্মকরী (স্ত্রী) কর্ম্মন্-কৃ-ট-ঙীপ্। ১ দাসী। ২ মূর্ব্বালতা। ৩ বিম্বিকা লতা, তেলাকুচার লতা।

কর্ম্মকর্ত্তা (পুং) কর্ম্মণঃ কর্ত্তা সম্পাদকঃ, ৬তৎ। ১ কার্য্যকারক। ২ (কর্ম্মৈব কর্ত্তা) ব্যাকরণোক্ত বাচ্যবিশেষ; ইহাতে কর্ম্মের কর্তৃত্ব বিবক্ষা দ্বারা কর্ম্ম কর্তৃত্বতা প্রাপ্ত হয়।

"ক্রিয়মাণন্তু যৎকর্ম্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি।
সুকরৈঃ স্বৈগুর্ণৈঃ কর্ত্তুঃ কর্ম্মকর্ত্তেতি তদ্বিদুঃ॥"

কর্ত্তা যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহা যদি নিজের গুণে আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়, তাহাকেই কর্ম্মকর্ত্তা কহে। এই বাচ্যে কর্ম্মবাচ্যের ন্যায় যক্, আত্মনেপদ, চিণ্, চিণ্বৎ ও ইট্ হয়, এবং কর্ম্মে প্রথমা হইয়া থাকে।

কর্ম্মকাণ্ড (ক্লী) কর্ম্মণাং কর্ত্তব্যতাপ্রতিপাদকং কাণ্ডম্, মধ্যলো°। কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাপ্রতিপাদক বেদাংশ। [কর্ম্ম দেখ।]

কর্ম্মকার (ত্রি) কর্ম্ম করোতি ভৃতিং বিনা ইতি শেষঃ। ১ বেতন ব্যতিরেকে যাহারা কর্ম্ম করে, বেগার। ২ কামার নামক জাতিবিশেষ। [কামার দেখ।]

("হরিণাক্ষি! কটাক্ষেণ আত্মানমবলোকয়।
নহি খড়্গো বিজানাতি কর্ম্মকারং স্বকারণম্॥ উদ্ভট।)

কর্ম্মকারক (ত্রি) কর্ম্মকরোতি, কর্ম্ম-কৃ-ণ্বুল-(ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) কার্য্যকারক।

কর্ম্মকারী [ন্] (পুং) কর্ম্ম করোতি, কর্ম্ম-কৃ-ণিনি। কর্ম্মকারক। ("তাম্ বিদিত্বা সুচরিতৈ গূঢ়ৈস্তৎ কর্ম্মকারিভিঃ॥" মনু ৯।২৬১।)

কর্ম্মকীলক (পুং) কর্ম্মণা কীলকইব বস্ত্রক্ষালনাদিনা গৃহস্থানাং মানরক্ষাকপাটকীলকস্বরূপঃ। রজক, ধোবা।

কর্ম্মকুশল (ত্রি) কর্ম্মণি কুশলঃ, ৭তৎ। কর্ম্মে নিপুণ।

কর্ম্মকৃৎ (ত্রি) কর্ম্ম করোতি, কর্ম্মন্-কৃ-ক্বিপ্। কর্ম্মকারক।

("কর্ম্মাপি দ্বিবিধং জ্ঞেয়মশুভং শুভমেব চ।
অশুভং দাসকর্ম্মোক্তং শুভং কর্ম্মকৃতাং স্মৃতম্॥" মিতাক্ষরা।)

কর্ম্মক্ষম (ত্রি) কর্ম্মণি ক্ষমঃ সমর্থঃ, ৭তৎ। কর্ম্ম করিতে সমর্থ। ("আত্ম কর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রোধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ।" রঘু।)

কর্ম্মক্ষেত্র (ক্লী) কর্ম্মণাং ক্রিয়ানুষ্ঠানানাং ক্ষেত্রম্, ৬তৎ। ভারতবর্ষ, এই স্থানে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফলানুসারে অন্যান্য বর্ষে জন্ম হইয়া থাকে। ভাগবতে লিখিত আছে,—

"অত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রম্। অন্যান্যষ্টবর্ষাণি স্বর্গিণাং পুণ্যশেষোপভোগস্থানানি ভৌমস্বর্গপদানি ব্যপদিশন্তি॥" ভাগবত ৫।২৭।১১।) কথিত বর্ষসমূহ মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র, অন্যান্য অষ্টবর্ষ স্বর্গবাসিদিগের অবশিষ্ট পুণ্য ভোগের স্থান, এজন্য ঐ সকল বর্ষকে ভৌমস্বর্গ বলিয়া থাকে।

কর্ম্মগ্রন্থি (পুং) কর্ম্মণাং গ্রন্থিবন্ধনমস্মাৎ, বহুব্রী। অজ্ঞান জন্য বাসনারূপ দোষ, এই বাসনাই সকল প্রবৃত্তি ও কর্ম্মবন্ধনের হেতু।

কর্ম্মচণ্ডাল (পুং) কর্ম্মণা চণ্ডালইব। ১ অসূয়ক, হিংস্রক। ২ পিশুন, খল। ৩ কৃতঘ্ন। ৪ অত্যন্ত ক্রোধী।

("অসূয়কঃ পিশুনশ্চ কৃতঘ্নো দীর্ঘরোষকঃ।
চত্বারঃ কর্ম্মচণ্ডালা জন্মতশ্চাপি পঞ্চমঃ॥" বসিষ্ঠ।)

৫ রাহু। ("উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ।
কর্ম্মচণ্ডাল! যোগোত্থং মম পাপক্ষয়ং কুরু॥"
গ্রহণমুক্তিস্নান মন্ত্র।)

কর্ম্মচন্দ্র (পুং) ১ মালবদেশের একজন রাজা। ২ মগধের একজন রাজা।

কর্ম্মচারী [ন্] (ত্রি) কর্ম্মণি চরতি, কর্ম্ম-চর-ণিনি। বেতন লইয়া যাহারা কার্য্য করে।

কর্ম্মচিৎ (ত্রি) কর্ম্ম-চি-ভূতে ক্বিপ্। ১ কৃতকর্ম্ম, যে কর্ম্ম করা হইয়াছে। ২ কর্ম্মের দ্বারা চীয়মান অর্থাৎ যাহা সঞ্চিত হইতেছে।

("কর্ম্মময়ান্ কর্ম্মচিতস্তে কর্ম্মণৈবাধীয়ন্তে।
কর্ম্মণা চীয়ন্তে।" শতপথ ব্রা ১০।৫।৩।৯।)

কর্ম্মচিত (ত্রি) কর্ম্মণা চিতঃ, কর্ম্ম-চি-ক্ত। কর্ম্মনিষ্পাদ্য, কর্ম্মের দ্বারা যাহা সম্পাদন করিতে হয়।

("তদ্যথেহ কর্ম্মচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে এবমমুত্র পুণ্যচিতঃ।" বেদপরি° শ্রুতি।)

কর্ম্মচেষ্টা (স্ত্রী) কর্ম্মণি চেষ্টা, ৭তৎ। ক্রিয়ানুষ্ঠানের চেষ্টা।

("আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ॥" মনু)

কর্ম্মচোদনা (স্ত্রী) কর্ম্মণি কর্ম্মাববোধনে চোদনা বিধিঃ। ১ কর্ম্মবিষয়ে প্রেরণকারক বিধি। ২ (কর্ম্মচোদ্যতে প্রবর্ত্ততেঽনয়া, অ-টাপ্) কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু।

("জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।" গীতা।)

৩ কর্ম্মবিধি ("চোদনা চোপদেশশ্চ বিশিষ্টৈকার্থ বাচিনঃ। ইত্যনেন উক্ত লক্ষণং ত্রিগুণাত্মকঃ জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্ততে।" শ্রীধরস্বামী।)

কর্ম্মজ (পুং) কর্ম্মণঃ কর্ম্মজন্যাদৃষ্টাজ্জায়তে, কর্ম্ম-জন্-ড। ১ কর্ম্মফল জন্য রোগাদি; এই রোগ শাস্ত্রানুসারে নির্ণীত হইয়া ঔষধপ্রয়োগেও উপশম প্রাপ্ত হয় না, কেবল কর্ম্মক্ষয়েই ইহার শান্তি হইয়া থাকে। ২ জন্মপরিগ্রহ, কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্মবিশেষের ফলে যোনিবিশেষে জন্ম হইয়া থাকে। ৩ পাপপুণ্যাদি। ৪ ক্রিয়া জন্য সংযোগ বিভাগাদি। ৫ বেগনামক সংস্কার।

("মূর্ত্তমাত্রেতু বেগঃ স্যাৎ কর্ম্মজো বেগজঃ কচিৎ। ভাষাপরি°)

৬ বটগাছ। ৭ (কর্ম্মণো জাতঃ বিষভোগবাসনাবশাৎ ক্রমশো মলিনায়মান বৃত্তিভির্জাত ইত্যর্থঃ) কলিযুগ। ৮ (ত্রি) ক্রিয়াজাত।

("তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্ম্মজং দোষমাত্মনঃ।" মনু ১২।১০)

কর্ম্মজগুণ (পুং) কর্ম্মণো জায়তে যো গুণঃ, কর্ম্মধা°। ক্রিয়াজন্য গুণ, সংযোগ, বিভাগ ও বেগ।

("সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ বেগশ্চৈতে তু কর্ম্মজাঃ। ভাষাপরি°।)

কর্ম্মজিৎ (পুং) ১ জরাসন্ধবংশীয় মগধের নৃপবিশেষ। ২ উড়িষ্যার একজন রাজা। তিনি ৭৮ খৃঃ হইতে ১৪৩ খৃঃ অব্দ অবধি, ৬৫ বর্ষ রাজত্ব করেন।

কর্ম্মজ্ঞ (ত্রি) কর্ম্ম জানাতি কর্ম্মন্ জ্ঞা-ক। কর্ম্মবোধক, যাহার হিতাহিত ও সময় বুঝিয়া কর্ম্মবিশেষ করিবার জ্ঞান আছে।

কর্ম্মঠ (ত্রি) কর্ম্মণি ঘটতে কর্ম্মন্ অঠচ্ (কর্ম্মণি ঘটোঽঠচ্। পা ৫।২।৩৫।) কর্ম্মকুশল, কর্ম্মে সুনিপুণ, যে যত্নের সহিত সুশৃঙ্খলায় নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে। ইহার অপর নাম কর্ম্মশূর।

("জ্ঞাতাশয়স্তস্য ততোব্যতানীৎ।
স কর্ম্মঠঃ কর্ম্ম সুতানুবন্ধি॥" ভট্টি ১।১১।)

কর্ম্মণিবাচ্য (পুং) ব্যাকরণোক্ত বাচ্যবিশেষ। এই বাচ্যে কর্ম্মে প্রথমা ও কর্ত্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং কর্ম্মপদের বচন ও পুরুষ নির্দ্দিষ্ট হয়।

কর্ম্মণ্য (ত্রি) কর্ম্মণি সাধুঃ কর্ম্মন্-যৎ। ১ কর্ম্মযোগ্য, কেজো। ২ যাহা কর্ম্মবিশেষে আবশ্যক।

কর্ম্মণ্যতা (স্ত্রী) কর্ম্মণ্যস্য ভাবঃ, কর্ম্মণ্য-তল্-টাপ্ (তস্যভাব স্তুতলৌ। পা ৫।১।১১৯) ১ নিপুণতা। ২ কাজে লাগা।

কর্ম্মণ্যভুক্ (ত্রি) কর্ম্মণং বেতনং ভুঙ্‌ক্তে, কর্ম্মণ্য-ভুজ-কিপ্। বেতনোপজীবী, চাকর।

কর্ম্মণ্যা (স্ত্রী) কর্ম্মণা সম্পদ্যতে, তত্র সাধু কর্ম্মন্-যৎ-টাপ্। ১ বেতন। ২ মূল্য।

কর্ম্মত্যাগ (পুং) কর্ম্মণঃ ত্যাগঃ, ৬তৎ। কর্ম্ম পরিত্যাগ করা, চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া।

কর্ম্মদক্ষ (ত্রি) কর্ম্মণি দক্ষঃ ৭তৎ। কর্ম্মে পটু।

কর্ম্মদুষ্ট (ত্রি) কর্ম্মণা দুষ্টঃ, ৩তৎ। ১ কর্ম্মবিশেষের দ্বারা পতিত। ২ পাপী।

কর্ম্মদেব (পুং) কর্ম্মণা দেবঃ প্রাপ্ত দেবভাবঃ। দেববিশেষ; অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ সূর্য্য, এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই তেত্রিশটি কর্ম্মদেব। অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মফলে ইহারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ইন্দ্র প্রভু এবং ইহাদিগের আচার্য্য বৃহস্পতি।

কর্ম্মদেবী। মেবারের রাজা সমরসিংহের পত্নী। ইহার পুত্রের নাম রাহুপ। [সমরসিংহ দেখ।]

কর্ম্মদেবতা (স্ত্রী) কর্ম্মণা দেবতা। কর্ম্মদেব।

("জ্যোতিষ্টোমাদিনা স্বর্গং প্রাপ্তাঃ স্যুঃ কর্ম্মদেবতাঃ।" শব্দচি।)

কর্ম্মদোষ (পুং) কর্ম্মৈব দোষঃ, কর্ম্মহেতুদোষো বা। ১ দুষ্ট কর্ম্ম, পাপজনক হিংসাদি কর্ম্ম। ২ কর্ম্ম জন্য পাপাদি। ৩ কর্ম্মবিষয়ক দোষ। ৪ সমস্ত কর্ম্মের মূলকারণস্বরূপ মিথ্যাজ্ঞান জন্য বাসনারূপ দোষ।

কর্ম্মধারয় (পুং) ব্যাকরণোক্ত সমানাধিকরণ পদঘটিত সমাসবিশেষ।

("সমানাধিকরণস্তৎ পুরুষঃ কর্ম্মধারয়ঃ।" পাণিনি।)

কর্ম্মধ্বংশ (পুং) কর্ম্মণো ধ্বংশঃ, ৬তৎ। কর্ম্ম নষ্ট, কর্ম্মক্ষতি।

কর্ম্মনাশা (স্ত্রী) কর্ম্ম নাশয়তি, কর্ম্মন্-নশ-ণিচ্-অণ্-টাপ্। নদীবিশেষ। বঙ্গপ্রদেশের শাহাবাদ জেলার কাইমুর পাহাড় হইতে, অক্ষা° ২৪° ৩৪′ ৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩°৪১′ ৩০″ পূঃ মধ্যে নির্গত হইয়াছে। এই নদী উত্তর পশ্চিমমুখে গিয়া দরিহার গ্রামের নিকট শাহাবাদ ও মির্জাপুর দুইদিকে দুই জেলা রাখিয়া বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে। এই নদী চৌসা গ্রামের নিকট গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার দুইটি শাখা ধর্ম্মাবতী ও দুর্গাবতী।

পাহাড়ের উপরে যেখানে যেখানে কর্ম্মনাশা বহিতেছে, সেখানকার নদীগর্ভ পাথরিয়া হইলেও যেখানে জমি [illegible] সেখানকার গর্ত্ত কর্দ্দমময় ও অতি গভীর [illegible]

নদী শুখাইয়া যায়, কিন্তু বর্ষাকালে ইহার তোড় দেখে কে, তখন অল্পজলে সহজে নামিতে অনেকেই সাহস করে না। সেই সময়ে মালবোঝাই করা বড় বড় নৌকা অনায়াসে ইহার বক্ষে ভাসিয়া যায়। মির্জাপুর জেলার ছানপাথর নামক স্থানে এই নদী ১০০ ফুট উচ্চ হইতে নামিতেছে, অধিক বৃষ্টির সময়ে সেই জলপ্রপাতটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। অনেকে বলিয়া থাকেন, এই নদী স্পর্শ করিলে মহাপাপ হয়, রাবণের প্রস্রাবে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। [বৈদ্যনাথ দেখ।] কাহারও মতে, সূর্য্যবংশীয় ত্রিশঙ্কু রাজা ব্রহ্মহত্যার পাপ করেন। তিনি আপনার পাপমোচনের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় পুণ্যতোয়া নদীর জল আনয়ন করেন এবং সেই জলে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। এখন যে কর্ম্মনাশা প্রবাহিত হইতেছে, উহা সেই ত্রিশঙ্কুরাজার গাত্র-ধৌত অপবিত্র জল। আবার কাহারও মতে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ এই নদী পার হইয়া কীকট অথবা বঙ্গদেশে আসিতেন না, তাই সেই সময় হইতে অপবিত্র রহিয়াছে। যাহা হউক, এই নদীকূলে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা এই নদী অপবিত্র মনে করে না, এই নদীর জলে তাহাদের সায়ংসন্ধ্যা কার্য্য চলিতেছে। বরং ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে যে, এই নদীতে, বিশেষ গঙ্গা ও কর্ম্মনাশাসঙ্গমে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। যথা—

"ভাগীরথ্যা সমং তত্র কর্ম্মনাশা নদী দ্বিজাঃ।
সংগতিং পুণ্যদাং প্রাপ্তা লোকতারণহেতবে॥"

ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৮। ৪০।

উক্ত ব্রহ্মখণ্ডের মতে, এই নদীর কূলেই তাড়কারাক্ষসীর বন ছিল।

কর্ম্মনিষ্ঠ (ত্রি) কর্ম্মণি নিষ্ঠা যস্য, বহুব্রী। যাগাদি কর্ম্মাসক্ত। ("জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথাপরে। তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠাস্তথা পরে।" মনু।)

কর্ম্মনিষ্ঠা (স্ত্রী) কর্ম্মণি নিষ্ঠা আসক্তি, ৭তৎ। কর্ম্মে আসক্তি।

কর্ম্মন্দ (পুং) ভিক্ষুসূত্রকার ঋষিবিশেষ।

কর্ম্মন্দী [ন্] (পুং) কর্ম্মন্দেন ভিক্ষুসূত্রকারকেন ঋষিবিশেষেণ প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রমধীতে, কর্ম্মন্দ-ইনি (কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ। পা ৪।৩।১১১।) ভিক্ষু, সন্ন্যাসী।

কর্ম্মন্যাস (পুং) কর্ম্মণাং বিহিতকর্ম্মণাং বিধিনা ন্যাসঃ ত্যাগঃ। ১ কর্ম্মত্যাগ, সন্ন্যাস। ২ কর্ম্মফল ত্যাগ।

কর্ম্মপঞ্চম (সঙ্গীত) ললিতা, হিন্দোল, বসন্ত ও দেশকার যোগে উৎপন্ন রাগিণীবিশেষ।

কর্ম্মপথ (পুং) কর্ম্মণাং পন্থাঃ, কর্ম্মন্-পথিন্-অচ্। কর্ম্মের পদ্ধতি। এই কর্ম্ম পদ্ধতি দশপ্রকার, মহাভারতে সেই দশ কর্ম্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করিবার উপদেশ আছে,—

"কায়েন ত্রিবিধং কর্ম্ম বাচা চাপি চতুর্ব্বিধম্।
মনসা ত্রিবিধঞ্চৈব দশকর্ম্মপথাংস্ত্যজেৎ॥
প্রাণাতিপাতঃ স্তৈন্যঞ্চ পরদারমথাপিবা।
ত্রীণি পাপানি কায়েন সর্ব্বতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
অসৎপ্রলাপং পারুষ্যং পৈশুন্যমনৃতং তথা।
চত্বারি বাচা রাজেন্দ্র ন জল্পেন্নানুচিন্তয়েৎ॥
অনভিধ্যা পরস্বেষু সর্ব্বসত্ত্বেষু সৌহৃদম্।
কর্ম্মণাং ফলমস্তীতি ত্রিবিধং মনসা চরেৎ॥"

ত্রিবিধ কায়িক, চতুর্বিধ বাচিক ও ত্রিবিধ মানসিক এই দশ কর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিবে। প্রাণনাশ, চৌর্য্য ও পরদার গমন এই তিন প্রকার কায়িক কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। অসৎবাক্য, কর্কশবাক্য, নিষ্ঠুরবাক্য ও মিথ্যাবাক্য এই চারি প্রকার বাক্য বলিবে না। পর-সম্পত্তিতে নিস্পৃহ হইয়া সর্ব্বজীবে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া এবং কর্ম্মের ফল আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া আচরণ করিবে।

(ভারত অনু° ১৩ অঃ।)

কর্ম্মপদ্ধতি (স্ত্রী) কর্ম্মণাং পদ্ধতি, ৬তৎ। কর্ম্মের প্রণালী, কর্ম্ম করিবার নিয়ম।

কর্ম্মপাক (পুং) কর্ম্মণঃ ধর্ম্মাধর্ম্মমূলকস্য পাকঃ পরিণাম, ৬তৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মের সুখদুঃখাদিরূপ পরিণাম। [কর্ম্মবিপাক দেখ।]

কর্ম্মপ্রদীপ (পুং) কর্ম্ম প্রদর্শয়িতুং প্রদীপ ইব। কাত্যায়ন প্রণীত গ্রন্থবিশেষ।

কর্ম্মপ্রবচনীয় (পুং) কর্ম্ম প্রোক্তবান্, কর্ম্মন্-প্রবচ-অনীয়র্। পাণিনি ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ; (কর্ম্ম প্রবচনীয়াঃ। পা ১।৪।৮৩)।

কর্ম্মপ্রবাদ (পুং) জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রান্তর্গত চতুর্দ্দশ পূর্ব্বের মধ্যে অষ্টম পূর্ব্ব। [জৈন দেখ।]

কর্ম্মফল (ক্লী) কর্ম্মণঃ জীবকৃতশুভাশুভরূপস্য ফলং পরিণামঃ। ১ শুভাশুভ কর্ম্মের সুখদুঃখ ভোগরূপ পরিণাম। ২ কামরাঙ্গা ফল।

কর্ম্মবন্ধ (ক্লী, পুং) কর্ম্মণা বন্ধঃ শরীরসম্বন্ধঃ, ৩তৎ। ১ কর্ম্ম জন্য অদৃষ্টবশে পরজন্মরূপ বন্ধন। ২ (ত্রি) কর্ম্মবন্ধঃ বন্ধসাধনং যস্য, বহুব্রী। কর্ম্মরূপ বন্ধনের কারণযুক্ত। ("লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" গীতা।)

কর্ম্মবন্ধন (ক্লী) কর্ম্মণা বন্ধনং, কর্ম্ম এব বন্ধনম্বা। ১ কর্ম্ম জন্য জন্মগ্রহণ। ২ কর্ম্মরূপ বন্ধন।

কর্ম্মভূ (স্ত্রী) কর্ম্মণঃ কর্ম্মণি উচিতা বা ভূঃ, ৬ বা ৭তৎ।

১ চাসের উপযুক্ত ভূমি, কৃষ্টভূমি ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,— কর্ম্মান্ত। ২ ভারতবর্ষ।

("তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা হ্যতোহন্যা ভোগভূময়ঃ॥")

কর্ম্মভূমি (স্ত্রী) কর্ম্মণঃ পুণ্যজনকযজ্ঞাদিরূপক্রিয়ায়া ভূমিঃ, ৬তৎ। ১ আর্য্যাবর্ত্ত।

(ভরতাঃ স্যৈরাবতানি বিদেহাশ্চ কুরূন্ বিনা।
বর্ষাণি কর্ম্মভূম্যঃ স্যুঃ শেষাণি ফলভূময়ঃ॥ হেম ৪। ১২।)

২ ভারতবর্ষ।

("উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি॥
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারো হস্য মহামুনে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্॥"
বিষ্ণুপু° ৩।১।২।)

কর্ম্মভোগ (পুং) কর্ম্মণঃ কর্ম্মজন্য সুখদুঃখাদের্ভোগঃ, ৬তৎ। কর্ম্মফলানুসারে সুখদুঃখাদির ভোগ।

কর্ম্মমন্ত্রী [ন্] (পুং) কর্ম্ম মন্ত্রয়তি, কর্ম্মন্-মন্ত্র ণিচ্-ণিনি। কর্ম্ম সম্বন্ধে মন্ত্রণাদাতা।

কর্ম্মমীমাংসা (স্ত্রী) কর্ম্মণি মীমাংসা। কর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়-কারক বিচার শাস্ত্রবিশেষ। জৈমিনিসূত্র।

কর্ম্মমূল (ক্লী) কর্ম্মণো মূলমিব মূলমস্য, মধ্যালো° বহুব্রী। যদ্বা কর্ম্মণে যজ্ঞাদি ক্রিয়াজন্য সৎকর্ম্মার্থং মূলং যস্য। কুশ নামক তৃণবিশেষ।

কর্ম্মযুগ (ক্লী) কৃণাতি হিনস্তি অন্যোহন্যং যত্র, কৃ-মনিন্; কর্ম্ম হিংসাপ্রধানং যুগম্ কর্ম্মধা। কলিযুগ।

কর্ম্মযোগ (পুং) কর্ম্মসু যোগস্তৎকৌশলম্, ৭তৎ। চিত্ত শুদ্ধি-জনক বৈদিক কর্ম্ম। [কর্ম্ম দেখ।]

("অয়মেব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগস্য সাধকঃ।
কর্ম্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্যচিন্নৈব দৃশ্যতে॥" মলমাস তত্ত্ব।)

কর্ম্মযোগী [ন্] (পুং) কর্ম্মযোগো হস্যাস্তি, কর্ম্ম-যোগ-ইনি। কর্ম্মযোগে রত ; যাঁহারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি অভিলাষে যজ্ঞ ধ্যানাদি বৈদিক কর্ম্ম করেন।

কর্ম্মযোনি (স্ত্রী) কর্ম্মণো যোনিঃ আদিকারণম্, ৬তৎ। কর্ম্মের মূল কারণ।

কর্ম্মর (পুং) কর্ম্ম হিংসাং রাতি, কর্ম্মন্-রা-ক। কামরাঙ্গা।

কর্ম্মরক (পুং) কর্ম্মর স্বার্থে কন্। কামরাঙ্গা।

কর্ম্মরঙ্গ (পুং, ক্লী) কর্ম্মণে হিংসায়ৈ রজ্যতে, রোগাদিজনক-ত্বাদিতি ভাবঃ, কর্ম্মন্-রঞ্জ-ঘঞ্। ফলবৃক্ষবিশেষ, কামরাঙ্গা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শিরাল, বৃহদম্ল, রুজাকর, কর্ম্মার, কর্ম্মরক, পীতফল, কর্ম্মর, মুদ্গরক, মুদ্গর, ধরাফল ও কর্ম্মারক। হিন্দীতে কামরক্ বা করমল, বোম্বাইঅঞ্চলে করমল, তামিল তমর্ত্তম্‌ থরম্, তৈলঙ্গে কোরমঙ্গ বা তমর্ত্তচেত্তু, মলয়ে ব্লিং বিং মণিস্, ব্রহ্মে জুঙ্গ যা, পর্ত্তুগীজ করম্বোল। ইংরেজী বৈজ্ঞানিক নাম Averrhoa Carambola. রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—অম্ল, উষ্ণ, বায়ুনাশক, পিত্তকারক, তীক্ষ্ণ, কটুপাকী ও অম্লপিত্তকারক। ইহার পক্কফল মধুর ও অম্লরস, এবং বল, পুষ্টি ও রুচিকারক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা শীতল, মলবদ্ধকারক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

কামরাঙ্গা দুই প্রকার, মিঠা ও টক্। তন্মধ্যে পাকা টক্ কামরাঙ্গাই অনেকে পছন্দ করেন, খাইতেও বেশ মুখরোচক।

কামরাঙ্গা গাছ ১৪ ফুট হইতে ৩৬ ফুট পর্য্যন্ত বড় হইতে দেখা যায়। য়ুরোপীয়দিগের মতে, কামরাঙ্গা প্রথমে ভারত মহাসাগরীয় মালাক্কাদ্বীপে জন্মাইত, তথা হইতে সিংহলে এবং সিংহল হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা নয়, বহু প্রাচীনকাল হইতে ইহার গাছ ভারতবর্ষে জন্মাইতেছে, রামায়ণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষণে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কামরাঙ্গা জন্মাইতেছে।

কর্ম্মরাষ্ট্র। দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন উপবিভাগ। (Ind. Ant. VII. 189)

কর্ম্মারী (স্ত্রী) কর্ম্ম ভৈষজ্যোপযোগক্রিয়াং রাতি দদাতি, কর্ম্ম রা-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) বংশলোচনা। [বংশলোচন দেখ।]

কর্ম্মর্ঘ (পুং) অথর্ব্ববেদী একজন প্রাচীন ঋষি।

কর্ম্মবচন (ক্লী) কর্ম্মবাক্য। বৌদ্ধমতানুযায়ী ক্রিয়াকাণ্ড।

কর্ম্মবজ্র (পুং) কর্ম্ম শ্রোতাদ্যনুষ্ঠানং বজ্রমিব যস্য, বহুব্রী। শূদ্র।

কর্ম্মবৎ (ত্রি) কর্ম্ম অস্যাস্তি, কর্ম্ম মতুপ্, মস্য বঃ। কর্ম্মবিশিষ্ট।

কর্ম্মবশ (ত্রি) কর্ম্মণো বশঃ ৬তৎ। ১ কর্ম্মের অধীন। ২ কর্ম্মের অনুরোধ।

কর্ম্মবশিতা (স্ত্রী) কর্ম্মবশিনো ভাবঃ, কর্ম্মবশিন্-তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কর্ম্মাধীনের ধর্ম্ম।

কর্ম্মবশী [ন্] (পুং) কর্ম্মণো বশঃ বশ্যতা অস্যাস্তি, কর্ম্মবশ-ইনি। কর্ম্মাধীন।

কর্ম্মবশ্যতা (স্ত্রী) কর্ম্মণো বশ্যতা, অধীনতা, ৬তৎ। কর্ম্মের অধীনতা।

কর্ম্মবাটী (স্ত্রী) কর্ম্মণাং শাস্ত্রোক্ত তিথি নিমিত্তীভূতক্রিয়াণাং চন্দ্রকলাক্রিয়াণাম্বা বাটীব। তিথি।

(তিথিঃ পুনঃ কর্ম্মবাটী প্রতিপৎ পক্ষতিঃ সমে। হেম ২।৬১।)

কর্ম্মবিধি (পুং) কর্ম্মণো বিধির্নিয়মঃ, ৬তৎ। কর্ম্মের নিয়ম।

কর্ম্মবিপাক (পুং) কর্ম্মণঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম মূলকস্ত বিপাকঃ পরিণামঃ, ৬তৎ। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল মুক্তি, স্বর্গ, পরজন্মে ঐশ্বর্য্যাদি সুখের উপকরণ লাভ করিয়া সুখভোগ প্রভৃতি শুভকর্ম্মের ফল এবং রোগ ও নরকাদি অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ।

আমাদের শাস্ত্র মতে, অধর্ম্মের ন্যূনাধিক্য অনুসারে প্রথমে তদ্রূপ নরক ভোগ করিয়া পাপযোনি বিশেষে উৎপত্তি হয়। কিরূপ পাপে কিরূপ যোনিতে উৎপত্তি হয় তৎসম্বন্ধে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—পতিত ব্যক্তির দান গ্রহণ করিলে নরকান্তে পাপী কৃমি, উপাধ্যায়কে প্রতারণা করিলে কুকুর, গুরুপত্নী বা গুরুদ্রব্যে লোভ করিলে গর্দ্দভ, মাতা প্রভৃতি অন্য গুরুজনকে আক্রমণ করিলে শারিকা, মাতা-পিতাকে যন্ত্রণা দিলে কচ্ছপ, প্রভুদত্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া অন্য দ্রব্য আহার করিলে বানর, গচ্ছিত ধন অপহরণ করিলে কৃমি, কাহারও গুণের প্রতি দোষারোপ করিলে রাক্ষস, বিশ্বাসঘাতকতা করিলে মৎস্য, যব ধান্য প্রভৃতি শস্য অপ-হরণে ইন্দুর, পরস্ত্রীগমনে ব্যাঘ্রবৃক প্রভৃতি, ভ্রাতৃজায়াহরণে কোকিল, গুরু প্রভৃতির পত্নীহরণে শূকর, যজ্ঞ দান বিবাহ প্রভৃতির বিঘ্ন করিলে কৃমি; দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া ভোজন করিলে বায়স, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করিলে ক্রৌঞ্চ, শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণী গমন করিলে কৃমি, ব্রাহ্মণীগর্ব্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে কাষ্ঠনাশক কীট, কৃতঘ্নতা করিলে কৃমিকীট পতঙ্গ বা বৃশ্চিক, শস্ত্রহীন ব্যক্তিকে হনন করিলে খর, স্ত্রী ও শিশুবধ করিলে কৃমি, কাহারও ভোজ্যবস্তু চুরি করিলে মক্ষিকা, অন্নহরণ করিলে বিড়াল, তিলহরণে মূষিক, ঘৃতহরণে নকুল, মদ্গুরমৎস্যহরণে কাক, মধুহরণে ডাঁশ, পিষ্টকহরণে পিপীলিকা, জলহরণ করিলে বায়স, কাঁসা হরণ করিলে হারীত বা কপোত, স্বর্ণভাণ্ড হরণে কৃমি, বস্ত্রাদি হরণে ক্রৌঞ্চ, অগ্নিহরণে বক, বর্ণক ও শাক পত্রাদিহরণে ময়ূর, রক্তবস্ত্র হরণে চকোর, সুগন্ধিবস্তু হরণ করিলে ছুঁচা, বাঁশ হরণ করিলে শশক, ময়ূরের পুচ্ছ হরণ করিলে ষণ্ড, কাষ্ঠহরণ করিলে কাষ্ঠকীট, ফুল চুরি করিলে দরিদ্র, যাব হরণ করিলে পঙ্গু, শাকহরণে হারীত, জলহরণে চাতক এবং গৃহহরণ করিলে রৌরবাদি দারুণ নরক ভোগ করিয়া তৃণ গুল্ম লতা বৃক্ষাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গো সুবর্ণাদি হরণেও এইরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যা হরণ করিলে বহু নরকভোগের পর মূক হইয়া এবং ইন্ধন শূন্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে মন্দাগ্নি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। (গরুড়পু° ২২৯ অঃ।)

পাপকার্য্য বিশেষের দ্বারা সেই জন্মে বা পরজন্মে রোগ বিশেষও ভোগ করিতে হয়। শাতাতপ ঋষি যে পাপে যেরূপ রোগের বিধান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল। পাপ জন্য যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পর পরজন্মেও ঐ রোগযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মহাপাতক জন্য রোগ ৭ জন্ম, উপ-পাতক জন্য রোগ ৫ জন্ম, এবং পাপ জন্য রোগ ৩ জন্ম হইয়া থাকে। মহাপাতক, উপপাতক ও পাতকের প্রায়শ্চিত্তেরও ন্যূনাধিক্য আছে। মহাপাতকের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত, উপপাতকে অর্দ্ধ এবং পাতকে ষষ্ঠাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন অতিপাতককে দানাদি সাধারণ বিধানের দ্বারা মুক্ত হইতে পারা যায়।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
ছাগহত্যা	অর্ধকাঙ্গ	বিচিত্রযুক্ত ছাগদান।
অশ্বহত্যা	বক্রমুখ	শত পল চন্দন দান।
মেষহত্যা	পাণ্ডুরোগ	ব্রাহ্মণকে একপল কস্তুরীদান।
উষ্ট্রহত্যা	বিকৃত স্বর	কর্পূরক ফলদান।
কাকহত্যা	কর্ণহীনতা	কৃষ্ণবর্ণা গাভী দান।
খরহত্যা	কর্কশ লোম	৩ মোহর পরিমিত স্বর্ণ প্রকৃতি দান।
হস্তিহত্যা	সর্ব্বকার্য্যে অসিদ্ধি	মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গণেশ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, অথবা কুলত্থশাক ও পিষ্টকের দ্বারা গণসমূহের শান্তি-বিধান ও একলক্ষ গণেশ মন্ত্র জপ।
তরক্ষুহত্যা	কেকরাক্ষি (ট্যারা)	গুল্মময়ী ধেনুদান।
গোহত্যা	কুষ্ঠ	পঞ্চ পল্লব সংযুক্ত, পঞ্চ বর্ণবিশিষ্ট রক্তচন্দন লিপ্ত, রক্তপুষ্প ও রক্তবস্ত্র আচ্ছাদিত একটি রক্তকুম্ভ দক্ষিণদিকে স্থাপিত করিয়া তাহাতে তিলচূর্ণ পূর্ণ তাম্রপাত্র রাখিয়া তাহার ১০৮ মাষা পরিমিত সুবর্ণের যমমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে, এবং তাহার নিকট 'আমার পাপ শান্তি করুন' বলিয়া প্রার্থনা করিবে। তৎপরে সামবেদী ব্রাহ্মণ সেই কলসে সাম পারায়ণ করিবেন। অনন্তর দশ ভাগ সর্ষপ দ্বারা পাত্র মাল্যের অভি-সেচন করিবে। পরিশেষে "যমোঽপি মহিষারূঢ়ো দণ্ডপাণির্ভয়ানকঃ। দক্ষি-ণাশা পতির্দেবো মম পাপং ব্যপোহতু।" এই মন্ত্রের দ্বারা যমমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তিসহকারে আচার্য্যকে নিবে-দন করিবে।
মহিষহত্যা	কৃষ্ণগুল্ম	১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণ প্রকৃতি দান।
মার্জ্জারহত্যা	হস্ততল পীতবর্ণ	১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণে পারাবত প্রস্তুত করিয়া দান।
বকহত্যা	দীর্ঘনাশিকা	শুক্লবর্ণা গাভী দান।
শুকশারিকাহত্যা	স্খলিত বাক্য	ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত কোন শাস্ত্রগ্রন্থ দান।
শূকর হত্যা	দন্তুর	দক্ষিণার সহিত ঘৃত-কুম্ভ দান।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
শৃগালহত্যা	পদশূন্যতা	একপল পরিমিত স্বর্ণ-অশ্ব দান।
হরিণহত্যা	খঞ্জ	একপল পরিমিত স্বর্ণ-অশ্ব দান।
পিতৃহত্যা	চেতনানাশ	৩০টি প্রাজাপত্য করিয়া, ১ পল পরিমিত স্বর্ণে নৌকা প্রস্তুত করিয়া এবং তাম্রপাত্রে রৌপ্যময় কুম্ভ স্থাপন করিয়া ১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণে বিষ্ণু বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে পট্ট-বস্ত্র পরিধানি করাইয়া যথাবিধি পূজা করিতে হইবে। পরে ঐ সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে।
মাতৃহত্যা	অন্ধ	পিতৃহত্যার ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত।
ভ্রাতৃহত্যা	মূক	চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া "সরস্বতি জগন্মাতঃ শব্দব্রহ্মাদি দেবতে। দুষ্কর্ম্ম বরণাৎ পাপাৎ পাহি মাং পরমেশ্বরী।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পল পরিমিত স্বর্ণ সহ ব্রাহ্মণকে পুস্তকদান করিবে।
স্ত্রীহত্যা	অতীসার	১০টি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ, শর্করা ও ধেনুদান এবং শত ব্রাহ্মণ ভোজন।
বালকহত্যা	মৃতবৎস	ব্রাহ্মণের বিবাহ দান, হরিবংশ শ্রবণ, মহারুদ্রের জপ, অযুতসংখ্যক দূর্ব্বা আহুতি দিয়া দক্ষিণাসহ ১০৮ মাষা পরিমিত ১১ খণ্ড স্বর্ণ, অথবা ১১ পল স্বর্ণ একাদশটি ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অন্যান্য ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দক্ষিণা দান কর্ত্তব্য। অবশেষে আচার্য্য বরুণদৈবতমন্ত্রের দ্বারা দম্পতিকে স্নান করাইবেন, যজমান আচার্য্যকে বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি প্রদান করিবেন।
রাজহত্যা	ক্ষয়রোগ	গো, ভূমি, স্বর্ণ, মিষ্টান্ন, জল, বস্ত্র, ঘৃতধেনু ও তিলধেনু দান।
ব্রহ্মহত্যা	পাণ্ডুকুষ্ঠ	চারিদিকে পঞ্চপল্লব ও পঞ্চবর্ণ সংযুক্ত কলস স্থাপিত করিয়া মধ্য কলসের উপর রৌপ্যনির্ম্মিত অষ্টদল পদ্ম রাখিয়া তাহার উপর ১০ তোলা স্বর্ণনির্ম্মিত দশহস্ত চতুর্ম্মুখ দেব স্থাপন করিবে। দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঐ কলসস্থ দেবের পূজা, দেবপাঠ, হোম প্রভৃতি—প্রত্যহ সম্পাদন করিবে। পরে ঐ সকল দ্রব্য আচার্য্যকে দান করিতে হইবে।
বৈশ্যহত্যা	রক্তার্ব্বুদ	৪টি প্রাজাপত্য করিয়া সপ্ত ধান্য উৎসর্গ।
শূদ্রহত্যা	দণ্ডাপতানক	১টি প্রাজাপত্য করিয়া দক্ষিণার সহিত একটি ধেনুদান।
বংশনাশ	কুষ্ঠ ও নির্ব্বংশ	শত প্রাজাপত্য করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমি ও দক্ষিণাদান এবং ভারত শ্রবণ।
অভক্ষ্য ভোজন	উদরে কৃমি	ভীষ্মপঞ্চকের উপবাস।
অস্পৃশ্যস্পৃষ্ট অন্ন ভোক্তা	ঐ	ত্রিরাত্র উপবাস।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
গর্ভপাত	যকৃৎ, প্লীহা ও জলোদর	তিনপল পরিমিত স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্রযুক্ত জল ও ধেনুদান।
দাবাগ্নিদাতা	রক্তাতিসার	জলপান ও বটবৃক্ষ রোপণ করিবে।
দুষ্টবচন	খণ্ডিত	দুগ্ধপূর্ণ ঘটদ্বয় ও দুইপল রৌপ্য ব্রাহ্মণকে দান।
ভালথাকিতে মন্দ অন্নদান	মন্দাগ্নি	তিনটি প্রাজাপত্য করিয়া ১০০ শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।
ধূর্ত্ততা	অপস্মার	ব্রহ্মকূর্চ্চময়ী ধেনুদান।
পরনিন্দা	খল্লী	কাঞ্চনসহ ধেনুদান।
অন্যের ভোজনে বিঘ্নদান	অজীর্ণ	যথাবিধি লক্ষ হোম কর্ত্তব্য।
অন্যকে দুঃখদান	শূল	অন্নদান ও রুদ্রের জপ করিবে।
অন্যকে উপহাস	কাণা	স্বর্ণসহ গাভী দান।
নৃশংসতা	শ্বাসকাস	সহস্রপল পরিমিত ঘৃত দান।
প্রতিমা ভঙ্গ	অপ্রতিষ্ঠ	তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন অশ্বত্থে সেচন করিয়া বিঘ্নরাজের পূজা স্থাপন।
মদ্যপান	রক্তপিত্ত	স্বর্ণসহ একটি ঘৃত বা অর্দ্ধ ঘট মধুদান।
পথনাশ	পাদরোগ	অশ্বদান।
রজস্বলাস্পৃষ্ট অন্ন-ভোজন	কৃমি	ত্রিরাত্র গোমূত্র ও যাব ভোজন।
বিষদান	ছর্দ্দি রোগ	১০টি দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে।
সভায় পক্ষপাতিতা	পক্ষাঘাত	সত্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে ৩ নিষ্ক (৩২৪ মাষা) পরিমিত স্বর্ণদান করিবে।
সুরাপান	শ্যাবদন্ত	প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়া ৭ তোলা পরিমিত শর্করাদান, মহারুদ্রের জপ, তাহার দশাংশ তিলের দ্বারা হোম ও বরুণমন্ত্রের দ্বারা অভিষেক।
দেবালয়ে ও জলে মলমূত্র ত্যাগ	গুহ্যরোগ	একমাসকাল দেবতাপূজা, একটি প্রাজাপত্য ও দুইটী গাভী দান করিবে।
অগম্যাগমন	ধ্রুবমণ্ডল	কার্পাস-ভার ও কাংসদোহ সংযুক্ত সবৎসা তিলষষ্ঠি পরিমিত স্বর্ণধেনুদান; দানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। "সুরভী বৈষ্ণবী মাতা মম পাপং ব্যপোহতু।"
অশ্বযোনি গমন	গুদস্তম্ভ	দুইমাসকাল প্রতিদিন সহস্র সংখ্যক স্নান।
অপক্ক অন্নহরণ	হীনদীপ্তি	দুই নিষ্ক (২১৬ মাষা) স্বর্ণে অশ্বিনীকুমার নির্ম্মাণ করিয়া দান করিবে।
ইক্ষুবিকার হরণ	গুল্মোদর	গুড় ও ধেনু দান।
উর্ণা কম্বলাদি মেষলোমজাত দ্রব্য হরণ	লোমশ	১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণে অগ্নি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে, পরে ঐ মূর্ত্তি ও কম্বল দান।
ঔষধ হরণ	সূর্য্যাবর্ত্ত	একমাসকাল সূর্য্যার্ঘ্য ও কাঞ্চন দান করিবে।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
কন্দমূল হরণ	ক্ষুদ্র হস্ত	যথাশক্তি দেবালয় ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিবে।
কাংস্য হরণ	পুণ্ডরীক	ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাকে শতপল কাংস্য দান করিবে।
গুরুপত্নীগমন	মূত্রকৃচ্ছ্র	নীলমাল্যযুক্ত ও নীল বস্ত্র আচ্ছাদিত ঘট পশ্চিমদিকে স্থাপন করিয়া তাহার উপর তাম্রপাত্রে ছয়নিষ্ক স্বর্ণ নির্ম্মিত বরুণ মূর্ত্তি পুরুষসূক্তের দ্বারা পূজা করিবে। সামবেদী ব্রাহ্মণ সেই সময়ে সামবেদ পাঠ করিবেন। পরিশেষে ২০ নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণ পুত্তলিকা 'নিষ্পাপোঽহং' বলিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে, এবং ঐ বরুণ মূর্ত্তি আচার্য্যকে প্রদান করিবে। বরুণ মূর্ত্তি দানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়,— "যাদসামধিপো দেবো বিশ্বেশামধিপো বরঃ। সংসারনৌ কর্ণধারো বরুণঃ পাবনো২স্তু মে।"
চণ্ডালীগমন	হীনমুক্তা	মাতৃগামীর ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
তপস্বিনী প্রসঙ্গ	প্রমেহ	একমাস রুদ্রের জপ ও যথাশক্তি স্বর্ণ দান করিবে।
তপস্বিনী সঙ্গম	অশ্মরী	মধু, ধেনু ও স্বর্ণসহ শতদ্রোণ পরিমিত তিল দান।
তাম্বুল হরণ	শ্বেতোষ্ঠতা	দক্ষিণাসহ উত্তম প্রবালদ্বয় দান করিবে।
তাম্রহরণ	ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ	প্রাজাপত্য ব্রত ও শত পল পরিমিত তাম্র দান।
তৈলহরণ	কণ্ডু প্রভৃতি	উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণকে দুই ঘটী তৈলদান করিবে।
ত্রপু সীসা হরণ	নেত্ররোগ	উপবাস করিয়া যথাবিধি ঘৃত ও ধেনু দান করিবে।
দধিহরণ	মত্ততা	ব্রাহ্মণকে দধি ও ধেনু দান।
কাষ্ঠহরণ	হস্তস্বেদ	ব্রাহ্মণকে দুইপল কুঙ্কুমদান।
দীক্ষিতা স্ত্রীসঙ্গম	দুষ্টরক্ত জন্য নেত্ররোগ	দুইটি প্রাজাপত্য করিবে।
দুগ্ধহরণ	বহুমূত্র	ব্রাহ্মণকে যথাবিধি দুগ্ধধেনু দান করিবে।
দেবতাহরণ	বিবিধ জ্বর	তন্মধ্যে জ্বরে রুদ্রের জপ, মহাজ্বরে মহারুদ্রের, রৌদ্র জ্বরে অতিরৌদ্রের, এবং বৈষ্ণব জ্বরে মহারুদ্র ও অতিরৌদ্রের জপ করিবে।
নানাবিধ দ্রব্যহরণ	গ্রহণী	যথাশক্তি জল বস্ত্র ও স্বর্ণদান।
পক্বান্নহরণ	জিহ্বারোগ	লক্ষবার গায়ত্রীজপ ও তিল দ্বারা তাহার দশাংশ জপ করিবে।
পট্টসূত্রহরণ	লোমশূন্যতা	ধেনুদান।
পশুযোনি গমন	মূত্রাঘাত	দুইখানি তিলপাত্র দান।
পিতৃস্বসা গমন	দক্ষিণভাগে ব্রণ	যথাশক্তি ছাগ দান।
পুত্রবধূ গমন	কৃষ্ণকুষ্ঠ	কন্যাগমনের প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক পরিমিত প্রায়শ্চিত্ত, এবং ঘৃতযুক্ত তিলদ্বারা দশাংশ হোম করিবে।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
ফলহরণ	অঙ্গুলিব্রণ	ব্রাহ্মণকে অযুত সংখ্যক নানাবিধ ফলদান।
ভ্রাতৃজায়া গমন	গুল্ম ও কুষ্ঠ	কন্যাগমনের প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক, এবং ঘৃতযুক্ত তিল দ্বারা দশাংশ হোম কর্ত্তব্য।
মধুহরণ	নেত্ররোগ	উপবাস করিয়া মধু ও ধেনুদান করিবে।
মাতুলানীগমন	কুব্জতা	কৃষ্ণমৃগ চর্ম্মদান।
মাতৃহরণ	লিঙ্গহীন	উত্তরদিকে কৃষ্ণমাল্যযুক্ত কুম্ভ বস্ত্রাবৃত রাখিয়া, তাহার উপর কাংস্যপাত্রে ছয় নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণ নির্ম্মিত নরবাহন কুবের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পুরুষ সূক্তের দ্বারা যজ্ঞ করিবে। অথর্ব্ববেদবিদ্ ব্রাহ্মণ সেই সময়ে অথর্ব্ববেদোক্ত কার্য্য করিবেন। পরিশেষে বিংশতি নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণের পুত্তলি ব্রাহ্মণকে "নিষ্পাপোঽহং" বলিয়া দান করিবে, এবং ঐ কুবের মূর্ত্তি আচার্য্যকে দান করিবে। কুবেরমূর্ত্তি দানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়,— "নিধীনামধিপো দেবঃ শঙ্করস্য প্রিয়ঃ সখা। সৌম্যাশাধিপতিঃ শ্রীমান্ মম পাপং ব্যপোহতু।"
মাতৃস্বসাগমন	সর্ব্বাঙ্গ ব্রণ	দাসদান ও অগম্যাগমনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
মৃতভার্য্যাগমন	মৃতভার্য্য	একটি ব্রাহ্মণের বিবাহ দিবে।
রক্তবস্ত্র ও প্রবাল-হরণ	বাতরক্ত	মণি ও বস্ত্রসহ মহিষীদান।
লৌহহরণ	চিত্রিতাঙ্গ	একদিন উপবাস করিয়া শতপল লৌহ দান করিবে।
বস্ত্রহরণ		নিষ্কপরিমিত স্বর্ণনির্ম্মিত প্রজাপতি ও ১ জোড়া বস্ত্র দান।
বিদ্যাপুস্তকহরণ	মূক	ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাসহ ন্যায় ইতিহাস প্রভৃতি দান।
ব্রাহ্মণের রত্নহরণ	অনপত্যতা	মহারুদ্রজপাদি, দশাংশ পলাশ কাষ্ঠের দ্বারা হোম, ও মৃতবৎসার প্রায়শ্চিত্তোক্ত প্রায়শ্চিত্ত।
ব্রাহ্মণের স্বর্ণহরণ	কুলঘ্ন	তিনটি চান্দ্রায়ণ করিয়া শত মোহর দান।
শাকহরণ	নীললোচন	ব্রাহ্মণকে দুইটি মহানীল মণিদান।
শুক্তিহরণ	পাণ্ডুকেশ	উপবাস করিয়া শতপল শুক্তিদান করিবে।
সুগন্ধি দ্রব্য	অঙ্গদৌর্গন্ধ	লক্ষ পদ্মের দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে।
স্বগোত্র স্ত্রীগমন	ভগন্দ	মহিষীদান।
স্বজাতি স্ত্রীগমন	হৃদয় ব্রণ	দুইটি প্রাজাপত্য করিবে।
স্বকন্যাগমন	রক্তকুষ্ঠ	পূর্ব্বদিকে পীতমাল্য ও পীতবস্ত্র আচ্ছাদিত কলস রাখিয়া তাহার উপর স্বর্ণপাত্রে ৬ নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণ নির্ম্মিত বাসব মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া

পাপ	মৃত্যু	প্রায়শ্চিত্ত
		পুরুষ সূক্তের দ্বারা যজ্ঞ করিবে এই সময়ে ঋক্ যজুঃ সাম ও বেদানুসারে আচরণ করিবে। পূজান্তে 'নিষ্পাপোঽহম্' বলিয়া ব্রাহ্মণকে শত সুবর্ণ নির্ম্মিত পুত্তলী দান করিবে, এবং বাসব মূর্ত্তি আচার্য্যকে প্রদান করিবে ঐ মূর্ত্তি প্রদানের মন্ত্র,—"দেবানামধিপো দেবো বজ্রী বিষ্ণুনিকেতনঃ। শতযজ্ঞঃ সহস্রাক্ষঃ পাপং মম নিকৃন্ততু॥"
অনধ্যায়ে অধ্যয়ন	বজ্রাঘাতে	বিদ্যা দান।
অস্পৃশী	অস্পর্শসঙ্গে	বেদপারায়ণ।
করবৃত্তি	বৃক বা বৃষকর্ত্তৃক	যথাশক্তি স্বর্ণদান।
কুমতি দান	বিষপ্রয়োগে	ক্ষেত্রসংযুক্ত ভূমিদান।
কুমারীগমন	ব্যাঘ্রাদিহত	পরকন্যার বিবাহ দান।
বস্ত্রছেদন ও নিকৃন্তন	কৃমিহত	ব্রাহ্মণকে গোধূমান্ন দান।
যজ্ঞনিন্দা বা দেবনিন্দা	শস্ত্রহত	দক্ষিণাসহ মহিষী দান।
গুরুহত্যা	শয্যামৃত্যু	নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণনির্ম্মিত পাত্রে বিষ্ণুর অধিষ্ঠানযুক্ত এবং তুলসীপত্র বিভূষিত শয্যাদান।
দক্ষিণাহরণ	দাবাগ্নি বা বৃক্ষাঘাতে	বাটীতে সভা করিবে।
বিদ্রোহ	বিবাহসংস্কার হীনাবস্থায় মৃত্যু	কুমারের বিবাহ দান।
ব্রাহ্মণনিন্দা	প্রস্তরাঘাতে	সবৎসা দুগ্ধবতী গাভীদান।
ব্রাহ্মণের বস্ত্রহরণ	অনপত্যাবস্থায় মৃত্যু	৯০টি কৃচ্ছ্রব্রতাচরণ।
গচ্ছিত ধনহরণ	কুক্কুরাঘাতে	ব্যাঘ্রাদি হতের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত।
রাজহত্যা	গজাঘাতে	চারি নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণনির্ম্মিত হস্তিদান।
পশুহত্যা	চৌরহস্তে	ধেনুদান।
জালাদি দ্বারা পশু পক্ষী ধারণ	বনমধ্যে শূকরাঘাতে	ব্যাঘ্রাদি হতের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত।
অহঙ্কার	অশুচি অবস্থায় মৃত্যু	দুই নিষ্ক স্বর্ণজ হরিদান।
মদ্যবিক্রয়	পতিত হইয়া মৃত্যু	ষোড়শ প্রাজাপত্য কর্ত্তব্য।
মিত্রভেদ	শত্রুহস্তে	বৃষদান।
যজ্ঞহানি	অগ্নিদগ্ধ	যথাশক্তি পাদুকা দান।
রাজকুমারহত্যা	রাজহস্তে	স্বর্ণময় পুরুষদান।
রাজহস্তিহত্যা	বৃক্ষাঘাতে	স্বর্ণসহ স্বর্ণময় বৃক্ষ দান।
লৌহহরণ	অতীসাররোগে	সংযত ভাবে লক্ষসংখ্যক গায়ত্রী জপ।
বিষদান	সর্পাঘাতে	নাগ বলিদান ও স্বর্ণদান।
শিবনিন্দা	শৃঙ্গাঘাতে	বস্ত্রসহ বৃষদান।
শাস্ত্রহরণ	বমনরোগ বা অস্পৃশ্য স্পর্শনে	শাস্ত্রগ্রন্থ দান।
খল	গাড়ীর আঘাতে	উপকরণসহ অশ্বদান।
সেতুভেদ	জলমগ্ন	তিন নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণময় বরুণ দান।
দর্পের সহিত কার্য্য	শাকিনী প্রভৃতির আবেশে	যথোচিত রুদ্র নাম জপ।
হিংসা	উদ্বন্ধনে	দুগ্ধবতী গাভী দান।
	অশ্বাঘাতে	তিন নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণ দান।
হিংসা	বানরাঘাতে	স্বর্ণনির্ম্মিত বানর দান।
	বিসূচিকারোগে	১০০ ব্রাহ্মণ ভোজন।
	কণ্ঠকবলে	তিল ধেনু দান।
	কেশরোগে	৮ কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে।

অগতির সাধারণপ্রায়শ্চিত্ত,—

ফল ও সপ্তধান্যের উপর পঞ্চপল্লব ও সর্ব্বৌষধিসংযুক্ত কৃষ্ণবস্ত্র আচ্ছাদিত অকালমূল (আমা) কলস স্থাপন করিয়া, তাহার উপর নিষ্কপরিমিত স্বর্ণনির্ম্মিত মহিষারূঢ়, চতুর্ভুজ, দণ্ডহস্ত ও স্বর্ণকুণ্ডলধারী প্রেতরূপী পুরুষ অধিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিবে। প্রত্যহ পুরুষসূক্ত এবং দুগ্ধের দ্বারা তর্পণ করিবে আর কলসে ষড়ঙ্গ রুদ্রনাম জপ করিবে। যমসূক্তের দ্বারা যমপূজা প্রভৃতি, আত্মবিশুদ্ধির জন্য গায়ত্রী জপ এবং গ্রহশান্তিপূর্ব্বক দশাংশ তিলহোম করিয়া অজ্ঞাতগোত্র ব্রাহ্মণকে তিলোদক প্রদান করিবে।

"ইমং তিলময়ং পিণ্ডং মধুসর্পিঃসমন্বিতম্।
দদামি তস্মৈ প্রেতায় যঃ পীড়াং কুরুতে মম॥"

এই মন্ত্রের দ্বারা মধু ও শর্করা-মিশ্রিত কৃষ্ণ তিলপিণ্ড প্রেতরূপকে দান করিয়া, যজমান প্রেতের উদ্দেশে তিলপাত্র সংযুক্ত দ্বাদশটি কৃষ্ণকলস, এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে একটি কলস প্রদান করিবে। বরায়ুধধারী আচার্য্য বরুণদৈবত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কলসে জল লইয়া দম্পতিকে অভিষিক্ত করিবেন। যজমান তাঁহাকে দক্ষিণা দিবে ও নারায়ণবলি করিবে। [নারায়ণবলি দেখ।]

এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা প্রেত প্রেতত্ব মুক্ত হইয়া পবিত্র ও তৃপ্ত হইয়া থাকে এবং পুত্রপৌত্রদিগকে আরোগ্যসম্পদ প্রদান করে।

প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের অনুষ্ঠান,—

৪, ৫, ৮, বা ১০ সংখ্যক ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইয়া, তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে প্রায়শ্চিত্তের উপক্রম করিতে হয়, তৎপরে বিষ্ণুর পূজা এবং কামনা অনুসারে সঙ্কল্প করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি ধেনু, বস্ত্র, অলঙ্কার ও দক্ষিণা প্রদান করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করিবে। তাঁহাদের অনুমতি হইলে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত সমাপন করিয়া, ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবে, পরিশেষে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া বন্ধুগণসহ স্বয়ং ভোজন করিবে।

দানের সাধারণ বিধি,—

কেবলমাত্র গোদানের বিধান থাকিলে, সুশীলা সবৎসা

দুগ্ধবতী গাভী, বৃষদানে শুক্ল বস্ত্র ও কাঞ্চনসহ বৃষ, ভূমিদানে দশ নিবর্ত্তন পরিমিত ভূমি, স্বর্ণদানে শতনিষ্ক অথবা পঞ্চাশৎ নিষ্ক স্বর্ণ, অশ্বদানে উপকরণসহ সুশীল অশ্ব, মহিষ দানে স্বর্ণায়ুধযুক্ত মহিষী, গজ মহাদানে সুবর্ণফল সহিত গজ, দেবতার অর্চ্চনে লক্ষ মন্ত্রের দ্বারা পুষ্পদান, ব্রাহ্মণ ভোজনে সহস্র ব্রাহ্মণকে মিষ্টান্নদান, রুদ্রজপে লক্ষসংখ্যক পুষ্পের দ্বারা শিবপূজা করিয়া একাদশ রুদ্রের নাম জপ, ঘৃত গুগ্‌গুলসহ তদ্দশাংশ হোম ও বরুণমন্ত্রের দ্বারা অভিষেক, ধান্যদানে ৬০ খারী অর্থাৎ ৭৬৮ মণ ধান্য, এবং বস্ত্রদানে কর্পূর মিশ্রিত পট্টবস্ত্রদ্বয় দান করিতে হয়।

বিবিধ পুরাণের মতেও নিম্নোক্ত রোগ নিম্নোক্ত পাপানুসারে উৎপন্ন হয়। যথা—

১ ক্লীবতা,—নিরপরাধিনী পতিব্রতা যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে, কাহারও অণ্ডকোষ ছেদন করিয়া দিলে, অথবা ঋতুস্নাতা স্ত্রীর সহবাস না করিলে নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২ অল্পবয়সেই সন্তান নষ্ট হওয়া,—তৃষ্ণার্ত্ত জীবের জল পানে বাধা প্রদান করিলে, তাহার পুত্র কন্যা অতি অল্প আয়ু হইয়া থাকে।

৩ দরিদ্রতা,—যে ব্যক্তি প্রভূত ধনবান্ হইয়াও ধর্ম্মনিন্দক হয় এবং দেবতা, অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে কিছুমাত্র দান না করে, মৃত্যুর পর সে বিবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া অতিদরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া নিরতিশয় ক্লেশে জীবনযাপন করিয়া থাকে।

৪ বিয়োগ,—দুষ্ট, দুরাচার, দুষ্টবুদ্ধি ও স্নেহভেদকারী ব্যক্তি পরজন্মে বিয়োগ যন্ত্রণা অনুভব করে।

৫ নেত্ররোগ,—গৃহস্থের দীপহরণ করিলে অথবা সতী পরনারীর প্রতি সকাম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বা পরের সম্ভোগ দর্শন করিলে, কাণা বা অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৬ কুব্জতা,—দেবতাপ্রতিমা, ব্রাহ্মণ, গুরু, শ্রেষ্ঠব্যক্তি, ব্রহ্মচারী ও তপস্বী দেখিয়া অভিবাদন না করিলে, মৃত্যুর পর শ্মশান বৃক্ষ হইয়া বহুকাল অতিবাহন করিয়া কুব্জরূপে জন্ম হয়।

৭ খঞ্জ ও ছিন্নপাদতা,—জুতা ও খড়ম চুরি করিলে বহুবিধ নরক যন্ত্রণার পর খঞ্জ বা ছিন্নপাদ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৮ ছিন্নহস্ততা ও ছিন্নপাদতা,—পিতা, মাতা, গুরু বা বৃদ্ধকে তাড়না করিলে বিবিধ যম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ছিন্নহস্ত বা ছিন্নপদ হইয়া উৎপন্ন হয়।

৯ ছিন্ননাসিকতা,—শ্রুতি স্মৃতি কথায় বিঘ্ন উৎপাদন করিলে বা দেবনিন্দা করিলে মৃত্যুর পর নৈর্ঋত ও পশ্চিমদিকৃস্থিত পিঙ্গলা নামক নগরে পিশাচগণের সহিত বহুকাল বাস করিয়া, ছিন্ননাসিক হইয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করে।

১০ ছিন্নকর্ণতা,—কাহারও মিথ্যা অপবাদ দ্বারা তাহাকে সন্তাপিত করিলে, ছিন্নকর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

১১ হস্তপদহীনতা,—উভয় সৈন্যের দারুণ সংগ্রামস্থলে স্বীয় প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, মৃত্যুর পর দুঃসহ নরকভোগ করিয়া হস্তপদহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

১২ পক্ষরোগ,—নিজে সশস্ত্র হইয়া নিরস্ত্র শত্রু বিনাশ করিলে, বহু জন্ম পশুযোনি প্রাপ্তির পর মনুষ্যজন্ম পাইয়া এইরোগে পীড়িত হয়।

১৩ বৈধব্য,—যে স্ত্রী যৌবনগর্ব্বে স্বীয় অনুগত পতিকে বিরূপ বলিয়া দিবসে নিন্দা করে, রাত্রিতে তাহার শয্যা স্পর্শ করে না এবং পতি আজ্ঞায় নিতান্ত রুষ্ট হয়; পরজন্মে তাহার বৈধব্যযন্ত্রণা ঘটে।

১৪ বন্ধ্যাতা,—পিপাসার্ত্ত বৎসকে জলপান করিতে বাধা দিলে, দক্ষিণাশূন্য ব্রত আচরণ করিলে, মিষ্টফলাদি দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিলে এবং কাহাকেও মৈথুনে উদ্যোগী দেখিয়া তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিলে বন্ধ্যাতা ঘটিয়া থাকে।

১৫ গর্ভস্রাব,—যে স্ত্রী হিংসাবশে সপত্নী বা অন্য নারীর সন্তান দুষ্ট ঔষধ বা দুষ্ট মন্ত্রাদির দ্বারা বিনষ্ট করে, নরকান্তে সে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া অন্য কোন পুণ্যফলে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইলেও গর্ভস্রাব পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকে।

১৬ মৃতভার্য্যতা,—জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে মৃতভার্য্য হয়। সপ্তমী তিথিতে তৈল স্পর্শ করিলেও জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

১৭ বহুপুত্রতা ও অপুত্রতা,—গাভীমুখ হইতে ভোজ্য বস্ত আকর্ষণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে মৃত্যুর পর তিন মন্বন্তর কাল নির্জ্জন মরুভূমিতে বাস করিয়া পরজন্মে বহুপুত্রক বা অপুত্রক হইয়া থাকে।

১৮ দৌর্ভাগ্য,—তৃতীয়া তিথিতে তৈল স্পর্শ করিলে দৌর্ভাগ্য জন্মে।

১৯ সাপত্ন্য,—যে স্ত্রী মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের দ্বারা বিবাদ করে এবং পরস্পর স্নেহবৈষম্য ঘটাইয়া দেয়, পরজন্মে তাহাকে সপত্নী জন্য দুঃখভোগ করিতে হয়।

২০ জাত্যন্তর,—অপবিত্র অন্ন যতি প্রভৃতি ভিক্ষুকদিগকে দান করিলে জাত্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

২১ মূকতা,—কোন নৃত্যগীতাদিকারীকে উপহাস করিলে পরজন্মে মূকত্ব ঘটিয়া থাকে।

২২ গদ্‌গদবাক্য,—জিগীষা পরবশ হইয়া যে ব্যক্তি বিবাদ করে, অথবা মূর্খতাজন্য গুরুনিন্দা করে, মৃত্যুর পর বহুবিধ যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে সে গদ্‌গদ ভাষী হইয়া থাকে।

২৩ মুখরোগ,—পিতৃনিন্দা, গুরুনিন্দা ও দেবনিন্দাকারী মিথ্যাবাদী, এবং অভক্ষ্যভক্ষক ব্যক্তিগণ নরকান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া মুখরোগাক্রান্ত হয়।

২৪ কর্ণরোগ,—অসম্বদ্ধ প্রলাপ বা পাপবাক্য শ্রবণ করিলে পরজন্মে কর্ণরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

২৫ দুর্গন্ধগাত্রতা,—সুগন্ধি দ্রব্য হরণ করিলে, মূত্র বিষ্ঠাযুক্ত নরকভোগ করিয়া পরজন্মে দুর্গন্ধগাত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২৬ দারিদ্র্য ও বিরূপতা,—দানকার্য্যে ব্যাঘাত করিলে, পরজন্মে দরিদ্র ও বিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২৭ স্বিন্নপাদপাণিতা,—লবণ চুরি করিলে মৃত্যুর পর ক্ষারাব্ধি নামক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পর জন্মে হস্তপদে স্বেদযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২৮ দাহজ্বর,—অগ্নিদ্বারা গৃহ, গ্রাম, ক্ষেত্র প্রভৃতি দগ্ধ করিলে, প্রাণান্তে রৌরব নরকভোগ করিয়া পরজন্মে দাহজ্বরে কষ্ট পাইতে হয়।

২৯ অগ্নিমান্দ্য,—ব্রাহ্মণের পাককালে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে, কল্মষ নামক নরক ভোগ করিয়া, পরজন্মে অগ্নিমান্দ্য রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৩০ অজীর্ণ,—পাক করিয়া পাকাগ্নি জল দিয়া নির্ব্বাণ করিলে অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৩১ অতীসার,—যজ্ঞাগ্নি দূষিত করিলে, দানলোপ করিলে, কিম্বা চুরি করিয়া পরের ছাগ বিনষ্ট করিলে, নরকান্তে তিনবৎসর মৎস্যযোনি হইয়া পরে মনুষ্যজন্মে অতীসার রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৩২ গ্রহণী,—যে ব্যক্তি ধনলোভে দান ভোজন হব্যকব্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র অর্থ সঞ্চয় করে, যে ব্যক্তি গো ও ভূমি অপহরণ করে, যে নিষ্ঠুর, যে ব্যক্তি সরলা সচ্চরিত্রা যুবতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করে, সে নরকান্তে গ্রহণী রোগগ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পশু দ্রব্য ধন প্রভৃতি অতি কষ্টে প্রাপ্ত হয়।

৩৩ পাণ্ডু,—পরভার্য্যায় বা নীচ জাতীয়া স্ত্রীতে সঙ্গত হইলে, বহুকাল পর্য্যন্ত বহুবিধ যমদণ্ড ভোগ করিয়া মানুষ জন্মে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইয়া ক্ষীণচেতাঃ হইতে হয়।

৩৪ কামলা,—অন্নাদি চুরি করিলে, জীবনান্তে ত্রিবিধ নরকভোগ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কাক কঙ্ক প্রভৃতি তীর্য্যক্‌যোনি প্রাপ্তির পর মনুষ্যজন্মে কামলারোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৩৫ কাস,—কাস পাঁচপ্রকার, কর্ম্মভেদানুসারে ইহার উৎপত্তির ভেদ হইয়া থাকে। ১ অতি কঠোর মিথ্যাবাক্যের দ্বারা কাহাকেও পীড়িত করিলে পিত্তপ্রবল কাসরোগে পীড়িত হয়। ২ ব্রাহ্মণের স্থান বিনষ্ট করিলে বাতজন্য কাস উৎপন্ন হয়। ৩ জলাশয় ধ্বংস করিলে শ্লেষ্মজন্য কাস হইয়া থাকে। ৪ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে বিভিন্ন জ্ঞান করিলে সন্নিপাত জন্য কাস হয়। ৫ যজ্ঞ ব্যতিরেকে পশুহত্যা করিয়া ভোজন করিলে, সর্ব্বদোষজন্য কাসরোগে পীড়িত হইতে হয়।

৩৬ শ্বাসকাস,—শ্বাসকাসও মহা, ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, তমক ও ক্ষুদ্র ভেদে পাঁচ প্রকার, কর্ম্মবিশেষে ঐ পাঁচ প্রকার উৎপন্ন হয়। ১ যজ্ঞব্যতীত শ্বাসরোধপূর্ব্বক পশু হত্যা করিয়া সেই মাংস ভক্ষণ করিলে মহাশ্বাস হয়। ২ পুরাণকথা সময়ে অন্য কথা উত্থাপন করিলে ঊর্দ্ধশ্বাস হয়। ৩ নিষিদ্ধ দান গ্রহণ করিলে ছিন্নশ্বাস হয়। ৪ শাস্ত্রার্থে বৃথা দোষারোপ করিলে তমক শ্বাস হয়। ৫ এবং পাককালে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে ক্ষুদ্র শ্বাসরোগে পীড়িত হইতে হয়।

৩৭ যক্ষ্মা,—বিপ্রহত্যা, ন্যাসহরণ, বৃত্তিচ্ছেদ, প্রজাপীড়ন ও গুরুবিদ্রোহ করিলে, জীবনান্তে বিবিধ দুঃসহ যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত কৃমিযোনি হইয়া থাকিতে হয়; পরে মনুষ্য জন্ম পাইলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৩৮ রক্তপিত্ত,—নিতান্ত দুর্ব্যবহার, পরদ্রব্যে অভিলাষ, পরভার্য্যা কামনা এবং পিতৃব্যবধূ গমন করিলে রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৩৯ গুল্ম,—একাকী মিষ্ট বস্তু ভোজন করিলে এবং নীচ জাতীয়া স্ত্রী গমন করিলে, জীবনান্তে কৃমি পূযপূর্ণ কাকোল নামক নরক ভোগ করিয়া ৪ বৎসর পিপীলিকা যোনিতে উৎপত্তি হয়, পরে মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া গুল্মরোগে পীড়িত হইতে হয়।

৪০ শূল,—নিরপরাধে কাহাকেও শূলাঘাত করিলে, অথবা কাহারও প্রতি শূলসম কষ্টদায়ক বাক্য প্রয়োগ করিলে, এবং দম্পতির স্নেহভেদ করিলে, ৪ মন্বন্তর যমযন্ত্রণা ভোগের পর পক্ষিযোনিতে উৎপন্ন হইয়া বিয়োগ যন্ত্রণা পাইতে হয়। পরে মনুষ্যজন্মে শূলরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৪১ অর্শঃ,—সাধ্বী ঋতুস্নাতা স্ত্রীর সহবাস না করিলে, আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, বা গোহত্যা করিলে, ৩৫১৯০০০০০ বৎসর নরকে থাকিয়া মনুষ্যজন্ম হইলে অর্শোরোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৪২ ভগন্দর,—আচার্য্য-ভার্য্যায় গমন করিলে, অথবা স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধের ধন হরণ করিলে নরকান্তে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া ভগন্দররোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৪৩ ছর্দ্দি,—গরুর মুখ হইতে কোন বস্তু আকর্ষণ করিয়া ফেলিয়া দিলে, পরজন্মে বায়ুজন্য ছর্দ্দিরোগ হয়। পিতৃলোককে তৃপ্ত না করিয়া স্বয়ং জলপান করিলে, পিত্তজন্য ছর্দ্দিরোগ উৎপন্ন হয়।

৪৪ হিক্কা,—কোন যোগীর তপস্যা নষ্ট করিলে হিক্কা রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৪৫ অরোচক,—পিতা, মাতা ও অতিথি প্রভৃতিকে অন্ন না দিয়া স্বয়ং ভোজন করিলে, পরজন্মে হীন জাতিতে উৎপন্ন হইয়া অরোচক রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৪৬ স্বরভঙ্গ,—গান সমাপ্তি না হইতে গায়ককে বাধা দিলে জন্মান্তরে স্বরভঙ্গ রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৪৭ অতিতৃষ্ণা,—তৃষিত গো-সমূহের জলপানকালে ব্যাঘাত করিলে অথবা জল হরন করিলে অসংখ্যকাল মরুভূমিতে কীট-যোনি থাকিয়া, মনুষ্যজন্মে তৃষ্ণা ব্যাধিযুক্ত হইয়া থাকে।

৪৮ বিস্ফোট,—চণ্ডালের জলাশয়ে স্নান ও সেই জল পান করিলে, নরকান্তে বিস্ফোট রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৪৯ ভ্রম ও মূর্চ্ছা,—যে কুটিলব্যক্তি সভাস্থলে লোকদিগকে ভ্রান্তিতে ফেলিয়া অন্য প্রকার বলে, তাহাকে নরকান্তে ভ্রম বা মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

৫০ হৃদ্রোগ,—লোভ বা দ্বেষবশতঃ কাহারও পীড়ন করিলে, অথবা কাহাকেও মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রদান করিলে পরজন্মে হৃদ্রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৫১ আমবাত,—যজ্ঞ করিয়া তাহার দক্ষিণা না দিলে অথবা ব্রাহ্মণকে কোন বস্তু উৎসর্গ করিয়া তাহা ব্রাহ্মণকে দান না করিলে, কিম্বা অধর্ম্মাচরণে উপার্জ্জিত ধন সংগ্রহ করিলে, জন্মান্তরে আমবাত রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৫২ সর্ব্বাঙ্গ বাতব্যাধি,—সুরাপান করিয়া হঠাৎ স্ত্রীসহবাস ইচ্ছা করিলে, অথবা পরস্ত্রীর বস্ত্রহরণ করিলে, নরকান্তে তীর্য্যক্‌যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যজন্মে সর্ব্বাঙ্গগত বাতরোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৫৩ তুন্দরোগ,—ব্রাহ্মণের ঘট হরণ করিলে অথবা যজ্ঞকালে সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদি না দিলে, মেদসঞ্চিত হইয়া তুন্দ অর্থাৎ স্থৌল্যরোগ উৎপন্ন হয়।

৫৪ অম্লপিত্ত,—লোভপরবশ হইয়া নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিলে, জীবনান্তে কাক, কুক্কুর ও গৃধ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরজন্মে মনুষ্যদেহ ধারণ করে এবং অম্লপিত্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

৫৫ শোথোদর,—লোভ, মোহ বা দ্বেষবশত অধর্ম্মাচরণ করিলে, নরকান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া শোথোদরী হইয়া থাকে।

৫৬ জলোদর,—বিষ্ণু ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে ভিন্ন জ্ঞান করিলে জন্মান্তরে জলোদর রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৫৭ শোথ,—বিনা অপরাধে কশা বেত্র বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা কাহাকেও তাড়িত করিলে, জন্মান্তরে শোথরোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৫৮ মূত্রকৃচ্ছ্র,—বিধবাগমন বা মদ্যপান করিলে নরকান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৫৯ মূত্রাঘাত,—দম্পতির মৈথুনকালে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে জন্মান্তরে মূত্রাঘাত রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬০ অশ্মরী,—অপ্রীতি বা ক্রোধবশত ঋতুস্নাতা স্ত্রীতে উপগত না হইলে মৃত্যুর পর পূয়শোণিতপূর্ণ নরক ভোগ করিয়া পরজন্মে অশ্মরীরোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৬১ মেহ,—বিংশতি প্রকার, কর্ম্মানুসারে প্রকার ভেদে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১ শূকরযোনি মৈথুন করিলে উদকমেহ হয়। ২ মাতৃগমনে মধুমেহ। ৩ রজকীগমনে ক্ষারমেহ। ৪ সতীত্ব হরণে সান্দ্রমেহ। ৫ রোগিণীগমনে মাঞ্জিষ্ঠ মেহ। ৬ মিত্রস্ত্রীগমনে শুক্রমেহ। ৭ চতুষ্পদগমনে সিকতামেহ। ৮ স্বর্ণহরণে ক্ষীরমেহ। ৯ সুরাপানে সিতমেহ। ১০ ঋতুমতী গমনে কালমেহ। ১১ রজস্বলা গমনে রক্তমেহ। ১২ নীচজাতীয়া স্ত্রীগমনে মজ্জমেহ। ১৩ বিধবাসঙ্গমে ইক্ষুমেহ। ১৪ ব্রাহ্মণীগমনে হস্তিমেহ। ১৫ অক্ষতযোনি গমনে হারিদ্রমেহ। মাতা, ভগিনী, কন্যা, শ্বশ্রূ, অক্ষতযোনি, ভ্রাতৃজায়া, মাতুলানী, গুরুপত্নী, রাজপত্নী, মিত্রপত্নী প্রভৃতি অন্যান্য কুটুম্বিনী গমনে জীবনান্তে জলন্ত লৌহখণ্ড ভক্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পাঁচবৎসর শূকরযোনি, দশ বৎসর কুক্কুরযোনি, তিনমাস পিপীলিকাযোনি ও এক বৎসর বৃশ্চিকযোনিতে উৎপন্ন হইয়া পরে গোজন্ম গ্রহণ করে, সর্ব্বশেষে মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার মেহরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬২ পুংস্ত্বনাশ,—ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গমন করিলে পুংস্ত্ব বিনষ্ট হয়।

৬৩ মুষ্কবৃদ্ধি,—লুব্ধকের সহিত মিত্রতা করিয়া সর্ব্বদা বনে বনে ব্যাধের ন্যায় মৃগাদি হনন করিয়া বেড়াইলে নরকান্তে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া মুষ্কবৃদ্ধি রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬৪ উন্মাদ,—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, পিতামাতা ও ব্রাহ্মণ

প্রভৃতি সম্মানার্হ ব্যক্তিদিগের অর্চ্চনা না করিলে, অথবা তাঁহাদিগের নিন্দা করিলে, কিম্বা ব্রাহ্মণ গুরু প্রভৃতির প্রতি দণ্ডাচরণ করিলে ও তাঁহাদিগকে স্মৃতিভ্রমকারী কোন দ্রব্য প্রদান করিলে, জন্মান্তরে উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬৫ অপস্মার,—কোপবুদ্ধি হইলে, উপকারীর নিকট অকৃতজ্ঞ হইলে, অধম মানবের সহিত ব্রাহ্মণের গ্রাস-রোধ করিলে, অথবা রজ্জুদ্বারা গোমুখ বন্ধ করিলে, নরকান্তে ব্যাল, ব্যাঘ্র ও শূকরযোনি ভোগ করিয়া, মনুষ্য জন্মে অপস্মার রোগে পীড়িত হইতে হয়।

৬৬ অস্থিশূলাদি,—ছাগী, তিলধেনু, লৌহবর্ম্ম, তিলাজিন, গজ, উভয়মুখী, ধেনু, সালূক, মধু, তৈল, লবণ ও মহাদান গ্রহণ করিলে, কিম্বা কামবশে অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক মৈথুন করিলে, অথবা পরস্ত্রী ও গাভী প্রভৃতিতে রেতঃপাত করিলে, এবং ব্রহ্মস্ব বা রাজার দ্রব্য অপহরণ, আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিলে, হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ, নদী বা দস্যুহস্তে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর বহুকাল ক্লেশজনক যোনি ভ্রমণ করিয়া, মনুষ্যজন্মে অস্থিশূলাদি রোগে পীড়িত হইতে হয়।

৬৭ মূত্রকৃমি,—বিনামন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে, নরকান্তে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া মূত্রকৃমি পীড়িত হইতে হয়।

৬৮ বিদ্রধি,—ফল অপহরণ করিলে, নরকান্তে বানরজন্ম, পরে মনুষ্যজন্মে বিদ্রধি রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

৬৯ অপচী ও বাতগ্রন্থি,—বিশালবৃক্ষে, পর্ব্বতে, নদীতীরে, বল্মীকাগ্রে, গোষ্ঠস্থলে, গো-গৃহে বা দেবালয়ে মূত্রত্যাগ ও নিষ্ঠীবনাদি নিক্ষেপ করিলে, বহুবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে অপচী ও গ্রন্থি রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

৭০ শিরোরোগ—তীর্থস্থানে বিহিতকার্য্যাদি না করিলে এবং গুরু ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে দেখিয়া প্রণাম না করিলে, নরকান্তে দশবৎসর ভল্লূকযোনি, তিনবৎসর মেষযোনি ভোগ করিয়া মনুষ্যজন্মে শিরোরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৭১ নেত্রহীনতা,—পরস্ত্রীর প্রতি কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অথবা গরু বা ব্রাহ্মণের চক্ষুতে আঘাত করিলে, প্রাণান্তে বিবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, জন্মান্তরে নেত্রহীন হইতে হয়।

৭২ রাত্র্যন্ধতা,—কামবুদ্ধিতে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, নগ্না স্ত্রী অবলোকন করিলে, কিম্বা গো-হিংসা ও বিপ্র-হিংসা দর্শন করিলে, রাত্র্যন্ধ্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, দিবান্ধতা ও অর্দ্ধদৃষ্টি-রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

৭৩ দৃষ্টিক্ষীণতা,—উদয়, অস্ত ও মধ্য সময়ে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, অথবা অশুচি অবস্থায় সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, গাভী ও দিক্ দৃষ্টি করিলে পরজন্মে দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ জন্মিয়া থাকে।

৭৪ বিষমাক্ষিতা ও বিরূপাক্ষিতা,—পুত্রের প্রতি জার ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, পরজন্মে বিরূপাক্ষী হয়। পুরুষ পরস্ত্রীর প্রতি, এবং স্ত্রী পরপুরুষের প্রতি কুটিল দৃষ্টিক্ষেপ করিলে পরজন্মে বিষমাক্ষি হইতে হয়।

৭৫ গলগণ্ড ও গণ্ডমালা,—গুরুপত্নীর কণ্ঠ দর্শন করিলে, নরকান্তে গলগণ্ড বা গণ্ডমালা রোগাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

৭৬ নাসারোগ,—কামাবিষ্টচিত্তে ব্রাহ্মকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সুগন্ধি কুসুমাদি ব্রাহ্মণ দেবতা প্রভৃতিকে দান না করিয়া স্বয়ং আঘ্রাণ করিলে পরজন্মে নাসারোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৭৭ দুগ্ধহীনতা,—অপর বালকের জন্য দুগ্ধযাচ্ঞা করিলেও যে স্ত্রী তাহা না দেয়, প্রাণান্তে তাহাকে ৪ বৎসর সর্পিণী ও ৪ বৎসর কচ্ছপী হইয়া পরিশেষে মনুষ্যজন্মে দুগ্ধহীনা হইতে হয়।

৭৮ স্তনবিস্ফোট,—অন্য পুরুষকে যে স্ত্রী স্বীয় স্তন দর্শন করায়, নরকান্তে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাকে স্তনবিস্ফোট রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৭৯ বেশ্যাত্ব,—স্বামীর মৃত্যুর পর যে স্ত্রী পরপুরুষকে অভিলাষ করে, প্রাণান্তে তাহাকে তপ্তলৌহময় পুরুষ-আলিঙ্গন প্রভৃতি যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে বেশ্যা হইতে হয়।

৮০ বাধির্য্য,—ধর্ম্মচিন্তা পরাঙ্মুখ হইয়া, পিতামাতা, ব্রাহ্মণ ও তীর্থ প্রভৃতির নিন্দা করিলে পরজন্মে বাধির্য্যরোগগ্রস্ত অর্থাৎ শ্রবণশক্তিহীন (কালা) হইতে হয়।

৮১ শ্লেষ্মরোগ,—নিত্যক্রিয়া বহির্ভূত হইয়া ভোজন করিলে প্রাণান্তে শুষ্ক কাষ্ঠোপজীবী ও বায়স জন্ম গ্রহণ করিয়া পরজন্মে শ্লেষ্মরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৮২ হস্তশূল,—সন্ধ্যাদিবিহীন ব্রাহ্মণ জীবনান্তে এক বৎসর কাল কঙ্ক ও পারাবত যোনি ভোগ করিয়া মনুষ্য জন্ম হইলে হস্তশূলরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

৮৩ যোনিরোগ,—যে স্ত্রী রমণকালে পতির সন্তোষ বিধান না করে, অথবা অন্যের ভোজ্যবস্তু অপহরণ করে, তাহাকে ১৪ বৎসর উষ্ট্রযোনি ভোগ করিয়া মনুষ্যজন্মে যোনিরোগ গ্রস্ত হইতে হয়।

৮৪ প্রদর,—ক্ষুধার্ত্ত পতিকে ভোজন না করাইয়া যে স্ত্রী অগ্রে ভোজন করে, কিম্বা বৃথা পশুহত্যা করে, অথবা ভোজ্যবস্তু অপহরণ করে; প্রাণান্তে তাহাকে মদ্যপানোক্ত

দিগের কার্য্য,—উচ্চারণ, আদানাদি, গমনাদি, উৎসর্গ ও আনন্দ। ইহাদিগের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও ব্রহ্মা। [ইন্দ্রিয় দেখ।]

কর্ম্মোদ্যুক্ত (ত্রি) কর্ম্মণি উদ্যুক্তঃ, ৭তৎ। কর্ম্মে উদ্যোগ-বিশিষ্ট।

কর্বাইতনগর। মান্দ্রাজের উত্তর অরকট্ জেলার মধ্যবর্ত্তী একটি বৃহৎ জমিদারী। ভূমিপরিমাণ ৬৮০ বর্গমাইল। অক্ষা° ১৩°৪´ হইতে ১৩° ৩৮´ ৩০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১৭´ হইতে ৭৯° ৫৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২৭৫৮৩০।

এই ভূভাগের উত্তরে চন্দ্রগিরি, পূর্ব্বে কালহস্তী ও চেঙ্গলপৎ, দক্ষিণে বালাজপেট, এবং পশ্চিমে চিত্তুর। এই স্থানকে অনেকে ব্রহ্মরাজের দেশ বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রথম কর্ণাটিক যুদ্ধের সময়ে এখানে ব্রহ্মরাজনামে একজন পলিগার রাজত্ব করিতেন। এখানকার পেশকাশ বা স্থায়ীকর ১৮০৪৯০৲ টাকা।

এখানকার জমি উর্ব্বরা, চাষবাসও বেশ চলে, নীল প্রচুর উৎপন্ন হয়। এখানকার নগরীপাহাড়ে গাছ কাটিয়া বড় বড় তক্তা পাওয়া যায়।

এই ভূভাগের প্রধাননগরের নামও কর্ব্বাইত নগর। এই নগরটি পূর্ব্বে ৮ ফুট উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল, কেবল দক্ষিণে ও পশ্চিমদিকে দুইটি বৃহৎ তোরণদ্বার ছিল। এখন আর নাই, ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানে রেল-ওয়ে ষ্টেসন আছে। লোকসংখ্যা ৫৮৭৪।

কর্ব্ব (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি চিত্তং বিষয়েষু, কৄ-ব (কৄগৄশৄদৃভ্যো বঃ। উণ্ ১।১৫৫।) ১ কাম (কর্ব্বঃ কামঃ। উজ্জ্বল-দত্ত।) ২ (কৃণাতি হিনস্তি, কৄ-ব) ইন্দুর।

কর্ব্বট (পুং, ক্লী) কর্ব্ব-অটন্। ১ দুইশত গ্রামের মধ্যবর্ত্তী সুন্দরস্থান। ২ শতগ্রামের লোক যে স্থানে ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ৩ চারিদিকে সমগ্রাম। ৪ চারি-দিকে সমান গৃহস্থান বিশেষ। ৫ বঙ্গের দক্ষিণাংশস্থ প্রাচীন জনপদ বিশেষ, মার্কণ্ডেয়পুরাণে 'কর্ব্বটাসন' নামে উক্ত হইয়াছে। ("তাম্রলিপ্তং চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা।

সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ॥"

ভারত ২।৩০।২২।)

৬ (ক্লী) নগরমাত্র।

কর্ব্বটক (পুং, ক্লী) কর্ব্বট-স্বার্থে কন্। ১ কর্ব্বট। ২ পাহাড়ের ঢালু।

কর্ব্বটী (স্ত্রী) কর্ব্বট-ঙীষ্। নদীবিশেষ। (রামায়ণ)।

কর্ব্বর (ক্লী) কৄ-বরচ্। ১ কর্ম্ম। কৄ বিক্ষেপে-ষ্বরচ্; (কৃগৄশৄবৃচতিভ্যঃ ষ্বরচ্। উণ্ ২।১২৩।) ২ ব্যাঘ্র। ৩ রাক্ষস। ৪ পাপ। ৫ ঔষধবিশেষ।

(কর্ব্বরঃ কথিতো ব্যাঘ্রে শিবায়ামপি কর্ব্বরী।

কর্ব্বর্য্যুমায়াং না রক্ষঃপাপয়োর্ভেষজান্তরে॥ মেদিনী।)

কর্ব্বরী (স্ত্রী) কর্ব্বর-ঙীষ। ১ উমা, পার্ব্বতী। ২ ব্যাঘ্রী। ৩ হিঙ্গুপত্রী। ৪ রাক্ষসী।

কর্ব্বুদার (পুং) কর্ব্ব-উণ্, কর্ব্বুং দারয়তি, কর্ব্ব-দৃ-অণ্। কোবিদারগাছ।

কর্ব্বুর (পুং) কর্ব্বতি হিনস্তি, কর্ব্ব-উরচ্ (মদ্গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২।) ১ শ্বেতবর্ণ। ২ রাক্ষস। (কর্ব্বুরঃ শ্বেতরক্ষসোঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ চিত্রবর্ণ। ৪ শঠী।

কর্ব্বূর (পুং) কর্ব্ব-ঊর (খর্জিপিঞ্জাদিভ্য ঊরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০।) ১ রাক্ষস। ২ শঠী।

কর্ব্বুক। জৈনশাস্ত্রোক্ত ভারতের দক্ষিণপশ্চিমস্থিত জনপদ-বিশেষ। (জৈ° হরিবংশ ১১। ৭৪)

কর্শক (পুং) [বৈ] রাক্ষস। পিশাচ। প্রেত।

কর্শন (ক্লী) কৃশ-ল্যুট্। কৃশ করণ।

কর্শিত (ত্রি) কৃশ-ণিচ্-ক্ত। কৃশীকৃত, যাহাকে ক্ষীণ করা হইয়াছে।

কর্শ্য (পুং) কৃশ-যৎ। কর্চ্চূরগাছ; হিন্দিভাষায় ইহাকে 'কচুর' কহে।

কর্ষ (পুং, ক্লী) কৃষ-পচাদ্যচ্, কর্ম্মণি করণে বা ঘঞ্। ষোল মাষা পরিমাণ, ৮০ রতি; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অক্ষ। বৈদ্যক পরিমাণে ইহাকে দুই তোলা কহে; তাহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুবর্ণ, অক্ষ, বিড়ালপদক, পিচু, পানিতল, উড়ুম্বর, তিন্দুক ও কবড়গ্রহ। ২ (পুং) আকর্ষণ। ৩ বিলেখন, চাঁচিয়া ফেলা। ৪ বিভীতক, বহেড়াগাছ।

কর্ষক (ত্রি) কর্ষতি ভূমিং, কৃষ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৫।১। ১১৯।) ১ কৃষিজীবী, কৃষাণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ক্ষেত্রা-জীব, কৃষিক, কৃষীবল ও কার্ষক। ২ আকর্ষণকারী। ৩ যে চাঁচিয়া ফেলে।

কর্ষণ (ক্লী) কৃষ-ভাবে ল্যুট্। ১ কৃষিকার্য্য, লাঙ্গল প্রভৃতির দ্বারা ভূমিখনন, সাধারণ কথায় ইহাকে 'চাষ' কহে। ২ আক-র্ষণ, টানা। ৩ শোষণ। ৪ পীড়ন।

("শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।

তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥"

মনু ৭।১১৭।)

কর্ষণি (স্ত্রী) কৃষ-অনি। অসতী।

কর্ষণী (স্ত্রী) কর্ষণ গৌরাদিত্বাৎ-ঙীষ্। ক্ষীরিণীবৃক্ষ।

কর্ষণীয় (ত্রি) কর্ষণ-ছ। ১ কর্ষণের যোগ্য। ২ যাহা কর্ষণ করিতে হইবে।

কর্ষফল (পুং) কর্ষঃ কর্ষমাত্রং ফলং যস্য, বহুব্রী। বিভীতক, বহেড়াগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিভীতক, অক্ষ, কর্ষফল, কলিদ্রুম, ভূতবাস ও কলিযুগালয়। [বহেড়া দেখ।]

কর্ষফলা (স্ত্রী) কর্ষফল-টাপ্। আমলকীগাছ। [আমলকী দেখ।]

কর্ষাপণ (পুং) কর্ষেণ আপণ্যতে ক্রীয়তে, কর্ষ-আ-পণ-অচ্। কর্ষপরিমিত মূল্যের দ্বারা যাহা ক্রয় করা হয়।

কর্ষার্দ্ধ (ক্লী) কর্ষস্য অর্দ্ধম্, ৬তৎ। এক তোলা পরিমাণ।

কর্ষিণী (স্ত্রী) কৃষ-ণিনি-ঙীপ্। ১ ক্ষীরিণীবৃক্ষ। ২ অশ্বের লাগাম ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—খলীন, কবীয় ও কবিকা। ৩ (ত্রি) মনোহারী।

("ঘ্রাণকান্তমধুগন্ধকর্ষিণীঃ
পানভূমি রচনাঃ প্রিয়সখঃ ॥" রঘু ১৯। ১১।)

কর্ষিত (ত্রি) কৃষ-ণিচ্-ক্ত। ১ আকর্ষিত। ২ যে ভূমিতে চাস দেওয়া হইয়াছে। ৩ যাহা কৃষ করা হইয়াছে।

কর্ষী [ন্] (ত্রি) কৃষ-ণিনি। আকর্ষক।

কর্ষূ (পুং) কৃষ উ (কৃষিচমিতনিধনিসর্জিখর্জিভ্য উঃ। উণ্ ১।৮২।) ১ কৃষি। ২ জীবিকা। ৩ করীষাগ্নি, ঘুঁটের আগুন। (স্ত্রী) ৪ কৃত্রিম ক্ষুদ্র জলাশয়। ৫ নদীমাত্র। ৬ ইষ্টিখাত।

("চতুরঙ্গুলপৃথ্বীস্তাবদন্তরাস্তথাধঃখাতা বিতস্ত্যায়তাস্তিস্রঃ কর্ষূঃ কুর্য্যাৎ।" শ্রাদ্ধবিবেকধৃত-বিষ্ণুসূত্র।)

(কর্ষূঃ পুমান্ করীষাগ্নৌ স্ত্রিয়াং কুল্যেষ্টিখাতয়োঃ। মেদিনী)

কর্হি (অব্য) কিম্-র্হিল্ (অনদ্যতনে র্হিলন্যতরস্যাম্। পা ৫। ৩। ২১।) কাদেশঃ। কোন্ সময়ে, কবে।

কর্হিচিৎ (অব্য) কর্হি চ চিচ্চ, দ্বন্দ্ব। মুগ্ধবোধ মতে কর্হিচিৎ (কিমঃ ক্ব্যস্থাচ্চিচ্চনৌ। মু° তদ্ধিত)। কোন কালে ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জাতু ও কদাচিৎ।

("যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥" ভাগবত ১০। ৮৪। ১৩।)

কল (ক্লী) কড়তি মাদ্যতি অনেন, কড়-ঘঞ্ (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১।) ড়লয়োরেকত্বম্। ১ শুক্র। ২ শেয়াকুল বৃক্ষ। (পুং) ৩ মধুরাস্ফুটধ্বনি। ৪ সালগাছ। ৫ (ত্রি) কলয়তি মান্দ্যং জনয়তি জঠরাগ্নিম্। অজীর্ণ।

(কলং শুক্রে ত্রিষ্বজীর্ণে চাব্যক্তমধুরধ্বনৌ। মেদিনী।)

(দেশজ) ৬ নূতন গজান।

কলক (পুং) কলতে, কল্-ণ্বুল্-স্বার্থে কন্। শকুল মৎস্য। (শকুলে স্যাৎ কলকো হৎ গড়কঃ শকুলার্ভকঃ। হেম ৪। ৪১১)

কলকণ্ঠ (পুং) কলপ্রধানঃ কণ্ঠো যস্য। ১ কলধ্বনিকারী। ২ হংস। ৩ পায়রা। ৪ কোকিল। ৫ কল-প্রধানঃ কণ্ঠঃ। কলধ্বনি। (কলকণ্ঠঃ কলধ্বানে হংসে পারাবতে পিকে। মেদিনী।)

কলকল (পুং) কলাদপি কলঃ, কলশব্দে-ঘঞ্ ; কলঃ প্রকারঃ, প্রকারার্থে দ্বিত্বম্। ১ কোলাহল। ২ সাল-নির্য্যাস, ধুনা। (কলকল উক্তঃ কোলাহলে তথা সালনির্য্যাসে। মেদিনী।)

কলকলবান্ [ৎ] (ত্রি) কলকলো হস্যাস্তি, কল-কল-মতুপ্, মস্য বঃ। কলকলবিশিষ্ট।

কলকীট (পুং) কল-প্রধানঃ কীটঃ, মধ্যলো°। সঙ্গীতের গ্রামবিশেষ।

কলকূজিকা (স্ত্রী) কলং কূজয়তি উচ্চারয়তি, কল-কূজ-ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বম্। মধুরধ্বনিকারিণী।

কলকূট (পুং) ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ এবং তাহারা যেখানে বাস করে সেই জনপদ।

কলকূনিকা (স্ত্রী) কামুকী।

কলগী (আরব্য শব্দজ) উষ্ণীষ, কিরীট।

("মালিক কলগীতোরা চকমকে হীরা।" অন্নদামঙ্গল)

কলঘোষ (পুং) কলো মধুরো ঘোষো ধ্বনির্যস্য, বহুব্রী। কোকিল।

কলঙ্ক (পুং) কলয়তি, কল-ক্বিপ্ ; কল্ চাসৌ অঙ্কশ্চেতি, কর্মধা°। ১ চিহ্ন। ২ অপবাদ।

"তেজলু গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক ॥" বিদ্যাপতি।

৩ লৌহের মলা। (কলঙ্কোঽঙ্কে হপবাদে চ কালায়স মলে হপি চ। মেদিনী।)

কলঙ্ককর (ত্রি) কলঙ্কং করোতি জনয়তি, কলঙ্ক-কৃ-ট। কলঙ্কজনক, যাহা হইতে অপবাদ উৎপন্ন হয়।

কলঙ্কষ (পুং) করেণ কষতি হিনস্তি, কল-কষ-খচ্-মুম্ চ। সিংহ।

কলঙ্কষা (স্ত্রী) কলঙ্কষ-টাপ্। করতালি।

কলঙ্কহৃৎ (পুং) কলঙ্কং হরতি নাশয়তি, কলঙ্ক-হৃ-ক্বিপ্। শিব।

কলঙ্কিত (ত্রি) কলঙ্কো হস্য জাতঃ কলঙ্ক-ইতচ্। কলঙ্কী, যাহার কলঙ্ক আছে।

কলঙ্কী [ন্] (ত্রি) কলঙ্কো হস্যাস্য, কলঙ্ক-ইনি। ১ কলঙ্কযুক্ত, কলঙ্কিত। ("কলঙ্কী জায়তে বিপ্রে তির্য্যগ্যোনিশ্চ নিষ্বকে।" তিথ্যাদিতত্ত্ব।)

২ চিহ্নযুক্ত। ৩ লৌহমলবিশিষ্ট। ৪ (পুং) চন্দ্র।

কলঙ্কুর (পুং) কং জলং লঙ্কয়তি গময়তি, ভ্রাময়তি ইত্যর্থঃ ; ক-লকি ণিচ্-উরচ্। আবর্ত্ত, জলের ঘুরণি।

কলচুরি। ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন রাজবংশ। চেদি, দাহলমণ্ডল ও কর্ণাটে একসময়ে এই রাজবংশীয়গণ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। [কর্ণাট ও চেদি দেখ।] ভারতের নানাস্থান হইতে কলচুরিরাজগণের খোদিত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শিলালিপি ও তাম্রানুশাসনে কালচুরী ও কলচুরী নাম পাওয়া যায়। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, শিলাফলকে 'কলৎস্থরি' ও 'কলচূর্য্য' এই সংস্কৃত নামেও এই বংশীয় রাজগণ অভিহিত হইয়াছেন।

গুপ্তরাজগণ পূর্ব্ব প্রতাপ হারাইয়া হীনবল ও হীনাবস্থ হইয়া পড়িলে কলচুরিরাজগণ কালঞ্জর জয় করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০০ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মদাতটস্থ দাহলমণ্ডল জয় করিয়া, তাঁহারা পূর্ব্বে ছত্রিশ গড় এবং দক্ষিণে কর্ণাটরাজ্য ক্রমান্বয়ে অধিকার করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে কলচুরিবংশীয়গণ গোদাবরী তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া অনেকে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহাদের কেহ বা করদ রাজা, কেহ বা সামন্ত, কেহ বা মণ্ডলেশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু চেদির (বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ডের) রাজগণ রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন; পার্শ্ববর্ত্তী ও অপরাপর রাজাদিগকে তাঁহারা আপনাদিগের বশে আনিয়াছিলেন।

কল্যাণের চালুক্যরাজগণ প্রবল হইলে দক্ষিণাপথে কলচুরি রাজগণের পূর্ব্বতেজঃ হ্রাস হইয়া আইসে। খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে (খৃঃ অঃ ৫৬৭-৬১০) চালুক্যরাজ মঙ্গলীশ কোন কোন কলচুরি রাজাকে পরাস্ত করিয়া করদ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক দাহল ও কর্ণাটের উত্তরাংশে এই বংশীয় রাজগণ খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। [দাহলমণ্ডল ও কর্ণাট দেখ।]

এই বংশ প্রায় নয়শত বর্ষকাল উত্তরে ত্রৈপুর বা চেদি, পশ্চিমে ভিল্‌সা (বিদিশা), পূর্ব্বে ছত্রিশগড় এবং দক্ষিণে গোদাবরীতট পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড উপভোগ করেন।

তাঁহারা সকলেই শৈব ও শক্তির সেবক ছিলেন। চেদির কলচুরিরাজ কর্ণদেবের অনুশাসনে সুবর্ণ বৃষভধ্বজ ও চতুর্হস্ত পরিশোভিতা হস্তিপরিবৃতা কমলেকামিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, তৎপুত্র গাঙ্গেয়দেবের স্বর্ণমুদ্রায়ও চতুর্হস্তা পার্ব্বতী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা দেশাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে 'করচুলি' নামক রাজপুত জাতির নামোল্লেখ দেখিতে পাই—

"চৌহানশ্চ দীক্ষিতশ্চ রেকোবারস্ততঃপরম্।
করচুলিঃ পরিহারো চান্দেলাখ্যো নৃপোত্তম ॥
বাঘেলো বয়সো ভূপ কছূয়া রজপুত্রকঃ।
রাঠৌরো রণশূরশ্চ রাণাখ্য রণদুর্জ্জয়ঃ ॥
বিশেষঃ প্রবলো যুদ্ধে দ্বাদশ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"

দেশাবলী-রণস্তম্ভ বিবরণ

এই করচুলি রাজপুত এক সময়ে বাঘেলখণ্ডে (প্রাচীন চেদিরাজ্যে) বাস করিত।

রেবা হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত রাজপুত বাস করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে 'কারচুলি ঠাকুর' বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন, 'আমরা হৈহয় বংশীয়, সহস্রার্জ্জুনের বংশধর। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা রায়পুর-রতনপুর হইতে আসিয়া এ অঞ্চলে বাস করিয়াছেন।'

এই করচুলি বা কারচুলি রাজপুত জাতিই সম্ভবতঃ প্রাচীন শিলালিপি বর্ণিত কলচুরি বা কালচুরি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্ সেই কলচুরি বংশীয়দিগকে আর্জ্জুনায়ন বলিয়া স্বীকার করেন। (Fleet's Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 10 দেখ) কিন্তু এখানে আমরা ফ্লিট্ সাহেবের মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বংশধরগণ হৈহয় নামে পরিচিত, আর্জ্জুনায়ন বলিয়া কোন পুরাণ বা প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত হয় নাই। কোন কোন পুরাণ, বৃহৎসংহিতা ও পাণিনির অশ্বাদিগণে আর্জ্জুনায়ন শব্দ জনপদ ও সেই জনপদবাসী লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে। বরাহমিহির এই জনপদ ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত অপরাপর জনপদের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মত গ্রাহ্য করিলে এই জনপদ পাণিনি-গণোক্ত অশ্ব (অশ্বক) জনপদের নিকটে হয়। [আর্য্যাবর্ত্ত শব্দ ১৮৩ পৃঃ ও আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে অশ্বক ও আর্জ্জুনায়ন দেখ।] বর্ত্তমান জলালাবাদ যাইবার সময় ঐ স্থানকে অনেকে 'অর্জ্জুন' বলিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে ঐ প্রদেশ ও তজ্জনপদবাসীরাই আর্জ্জুনায়ন বলিয়া কথিত হইত। কলচুরিবংশ সমুদ্রগুপ্তের অনুশাসনস্তম্ভ-বর্ণিত আর্জ্জুনায়ন নয়।

পূর্ব্বকালে এই কলচুরিরাজগণ এক স্বতন্ত্র সম্বৎ ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের অনুশাসন ও খোদিত শিলাফলকে এই সম্বৎ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই সম্বতের প্রথম আরম্ভকাল নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে, কলচুরি রাজকর্ত্তৃক কালঞ্জর অধিকারের সময় হইতে কলচুরি বা চেদি সম্বৎ আরম্ভ

হইয়াছে। তাঁহার মতে ২৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার আরম্ভ। অধ্যাপক কিলহোর্ণের মতে ২৪৮-৪৯ খৃঃ এই সম্বতের আরম্ভ কাল।

(Cunningham's Indian Eras, p. 60; Archæological Survey of India, Vol. IX. p. 9; Academy, December 1887, p.394; R. Sewell's Sketch of the Dynasties of Southern India, p.42ff.)

কলঞ্জ (পুং) কং লঞ্জয়তি, ক-লজি-অণ্। ১ বিষাক্ত অস্ত্রে-মৃত মৃগ। ২ বিষাক্ত অস্ত্রহত পক্ষী। ৩ তাম্রকূট, তামাক। বিষ্ণুসিদ্ধান্ত সারাবলী নামক গ্রন্থে তামাকের ধূমসেবনে এইরূপ গুণ লিখিত আছে,—

"কলঞ্জসংবেষ্টনধূমপানাৎ
স্যাদ্দন্তশুদ্ধির্মুখরোগহানিঃ।
কফঘ্নমামজ্বরহানি কৃচ্ছ
গান্ধর্ববিদ্যা প্রবণৈকসেব্যম্॥"

কলঞ্জ-সংবেষ্টন আধুনিক চুরুট বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, ইহার ধূমসেবনে দন্তশুদ্ধি, মুখরোগ, কফ ও আমজ্বর উপশমিত হয়। সঙ্গীতবিদেরা এই ধূম সেবনে স্বরের উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন। [তামাক দেখ।]

৪ পরিমাণবিশেষ, ১০ পল; ইহার অপর নাম ধরণ।

("কলঞ্জঃ ধরণং প্রাহু মণিমানবিশারদাঃ।")

৫ (ক্লী) বিষাক্ত অস্ত্রহত মৃগপক্ষীর মাংস।

কলঞ্জাধিকরণ (ক্লী) "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদি বাক্য অবলম্বন করিয়া পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিশেষ।

কলট (ক্লী) কং জলং লটতি আবৃণোতি, ক-লট-অচ্। তৃণাদি নির্ম্মিত গৃহাচ্ছাদন, চাল। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কুটল।

কলতা (স্ত্রী) কলস্য ভাবঃ, কল-তল্-টাপ্ (তস্যভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) অব্যক্ত মধুরতা।

কলতূলিকা (স্ত্রী) কং সুখং বিষয়ত্বেন লাতি গৃহ্নাতি কলং কামং তূলয়তি পূরয়তি; কল-তূল-ণ্বুল্-টাপ্-অত ইত্বম্। ১ ইচ্ছাবতী। ২ কামুকী, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বাঞ্ছিনী ও লম্পিকা।

কলত্র (ক্লী) গড় সেচনে-অত্রন্-গকারস্য ককারঃ. (গড়াদেশ্চ কঃ। উণ্ ৩।১০৬) ড়স্য লঃ। ১ স্ত্রী। ২ নিতম্ব। ৩ দুর্গস্থান। (কলত্রং শ্রোণিভার্য্যায়াং দুর্গস্থানে চ ভূভুজাম্। হেম° অনে ৩।৫৩১।)

কলত্রবান্ [ৎ] (পুং) কলত্রমস্যাস্তি, কলত্র-মতুপ্, মস্য বঃ। সস্ত্রীক।

("কলত্রবন্তমাত্মানমবরোধে মহত্যপি।" রঘু।)

কলত্রী [ন্] (পুং) কলত্রমস্যাস্ত, কলত্র-ইনি। সস্ত্রীক, স্ত্রীযুক্ত।

কলধূত (ক্লী) কলেন অবয়বেন ধূতং শুদ্ধম্, ৬তৎ। ১ রৌপ্য। ২ কলেন অব্যক্তমধুরধ্বনিনা ধূতম্ মনোরমম্। (ত্রি) অব্যক্ত মধুর শব্দযুক্ত।

কলধৌত (ক্লী) কলেন অবয়বেন ধৌতং শুদ্ধম্। ১ স্বর্ণ, সোণা।

"তপ্তকলধৌত জিনি হৈল অঙ্গশোভা।" কবিকঙ্কণ।

২ রৌপ্য।

("অধিরাত্রি যত্র নিপতন্নভোলিহাং
কলধৌতধৌতশিলবেশ্মনাং রুচৌ॥" মাঘ।)

(কলধৌতং সুবর্ণে স্যাৎ রজতে চ নপুংসকম্। মেদিনী।)

৩ কলধ্বনি।

কলধ্বনি (পুং) কলঃ অস্ফুটমধুরঃ ধ্বনির্যস্য, বহুব্রী। ১ পায়রা। ২ কোকিল। ৩ ময়ূর। ৪ অব্যক্ত মধুর শব্দ।

("অপ্সরোগণসঙ্গীতকলধ্বনিনিনাদিতে।" মহানির্ব্বাণ°।)

কলন (ক্লী) কল্যতে লক্ষ্যতে দুষ্যতে বা, কল-ল্যুট্। ১ চিহ্ন। ২ দোষ। ৩ কল্যতে শুক্রশোণিতাভ্যাং অন্যোহন্যং মিশ্র্যতে। গর্ভে মিশ্রিত শুক্রশোণিতের প্রথম বিকার; ইহার সংস্কৃত নামান্তর কলল। [কলল দেখ।]

("কলনং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদম্।
দশাহেন তু কর্কন্ধূঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃপরম্॥"
ভাগবত ৩।৩১।২।)

৪ গ্রহণ। ৫ গ্রাস। ("কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।") ৬ জ্ঞান। ("লোকানামন্তকৃৎকালঃ কালোঽন্যঃ কলনাত্মকঃ।" সূর্য্যসি°।

'কলনাত্মকঃ জ্ঞানবিষয়স্বরূপঃ জ্ঞাতুং শক্যইত্যর্থঃ।' রঙ্গনাথ।

৭ (পুং) কং জলং লাতি, ক-লা-ক; কলঃ সন্ নমতি, কল-নম্-ড। বেতস, বেতগাছ।

কলনা (স্ত্রী) কল-ভাবে যুচ্-টাপ্। ১ বশীভূততা।

("করারং যৎক্ষ্বেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা।" আনন্দলহরী।)

২ জল্পনা। ৩ অবমোচন। ("পিচ্ছাবচূড়া কলনামিবোরঃ।" মাঘ।)

কলনাদ (পুং, স্ত্রী) কলো নাদোঽস্য, বহুব্রী। ১ রাজহংস। ২ (ত্রি) কলধ্বনিযুক্ত। ৩ (পুং, কর্ম্মধা) কলধ্বনি।

কলন্তক (পুং) পক্ষিবিশেষ।

কলন্দক (পুং) গোত্রপ্রবর মুনিবিশেষ।

কলন্দন (পুং) কলং শাস্ত্রবিহিতং বাক্যং শিষ্টাচারং বা দৃণাতি, কল-দৃ-খচ্ মুম্চ। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। লেট জাতির ঔরসে ও তীবর কন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।)

কলন্দিকা (স্ত্রী) কলং কামং সর্ব্বাভীষ্টং দদাতি, কল-দা-

ক-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ অতইত্বম্। পৃষোদরাদিত্বাৎ মুম্ চ। সর্ব্ববিদ্যা। (কলম্বিকা সর্ব্ববিদ্যা। হেম ২। ১৭২।)

কলঙ্কু (স্ত্রী) কলায়াঃ মাত্রায়া অঙ্কুরিব, শকন্ধ্বাদিত্বাদলোপঃ। ঘোলীশাক।

কলপ (দেশজ) চুল রঙ্গ করিবার জন্য একপ্রকার দ্রব পদার্থবিশেষ।

কলভ (পুং) কলেন করেণ শুণ্ডেন ইত্যর্থঃ ভাতি, কল-ভা-ক যদ্বা কল-অভচ্ (কুদৃশৃশলিকলিগর্দ্দিভ্যোঽভচ্। উণ্ ৩।১২২) ১ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক হাতির ছানা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—করিশাবক, ব্যাল ও দুর্দ্দান্ত। ২ হস্তিমাত্র।

("মুদা রমন্তে কলভা বিকস্বরৈঃ।" মাঘ।)

৩ ধুতরাগাছ। ৪ উষ্ট্রশাবক।

কলভবল্লভ (পুং) কলভস্য হস্তিশাবকস্য বল্লভঃ প্রিয়ঃ, ৬তৎ। পীলুবৃক্ষ।

কলভী (স্ত্রী) কং জলং আশ্রয়তয়া লভতে, ক-লভ-অচ্-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। চঞ্চুবৃক্ষ।

কলভৈরব (পুং) কলং ভৈরবশ্চ, কর্ম্মধা°। ভয়ঙ্কর অব্যক্ত শব্দ।

("ইহমুহুর্ম্মুদিতৈঃ কলভৈরবঃ।" মাঘ।)

কলম (পুং) কলয়তি অক্ষরং জনয়তি, কল-ণিচ্-অম (কলিকর্দ্দোরমঃ। উণ্ ৪।৮৪।) ১ লেখনী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লেখনী, বর্ণতূলী ও অক্ষরতুলিকা। ২ শালিধান্যবিশেষ; রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—কষায়রস, চক্ষুর হিতকারক, এবং রক্তদোষ ও ত্রিদোষনাশক। ৩ চোর।

(কলমঃ পুংসি লেখন্যাং শালৌ পটচ্চরেঽপি চ। মেদিনী।)

৪ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; ইহার আকার লিখিবার কলমের ন্যায়, সেইজন্য ইহার নাম 'কলম'। এই যন্ত্র এইরূপ নামেই অনেকদেশে প্রচলিত আছে। ইহাই সংস্কৃতে কলম, পারস্য, আফগানিস্থান, তুর্কি, তাতার প্রভৃতি দেশেও কলম, এবং গ্রীসে কলমস্ (Calamus), সেইজন্য বোধ হয় ইহা ভারতবর্ষীয় যন্ত্র। ইহার একমুখ কলমের ন্যায় কর্ত্তিত এবং অপর মুখ অন্যান্য বংশীর ন্যায় অনাবদ্ধ থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তার রন্ধ্র সংখ্যা অন্যান্য বংশীর ন্যায় সাতটি। ইহা সরলভাবে বাজাইতে হয়। যেদিকে বাজায়, সেইখানে দেশী সানাইয়ের মত একটি ক্ষুদ্র নল বসান থাকে এবং বাজাইবার পূর্ব্বে থু থু দিয়া ভিজাইয়া লইতে হয়।

কলমকর্ত্তনী। কলম কাটিবার ছুরী।

কলমকাঠি। কলম করিবার কাঠি।

কলমজারি (পারস্য) ১ কার্য্যে ব্যস্ত। ২ আদেশ।

কলমতরাস্ (পারস্য) কলমকাটিবার ছুরী।

কলমা (আরব্য) ১ কথা ২। মুসলমানদিগের ভজনা।

কলমী (দেশজ) কলমীশাক; ইহার সংস্কৃত নাম কলম্বী। [কলম্বী দেখ।]

কলমীশাক (দেশজ) জলজাত শাকবিশেষ। [কলম্বী দেখ।]

কলমেরমোচ্ (দেশজ) কলমের অগ্রভাগ (Nib.)

কলমোত্তম (পুং) কলমেভ্যঃ কলমেষু বা উত্তমঃ। গন্ধশালি, সুগন্ধি ধান্য।

কলম্ব (পুং) কল্যতে ক্ষিপ্যতে শত্রুং প্রতি, কল-অম্বচ্। ১ শর, বাণ। ২ শাকনালিকা, শাকের নল বা ডাঁটা। ৩ কদম্ব। (কলম্বো নালিকাশাকে পৃষৎকে নীপপাদপে। হেম° অনে ৩। ৪৪৭।)

কলম্ব। সিংহলের একটি জনাকীর্ণ নগর। ৪৯৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে সিংহলীদিগের প্রাচীন পুস্তকে এই স্থান 'কুলম্' বা সমুদ্রতট বলিয়া খ্যাত ছিল। ১৫০৫ খৃঃ, পর্ত্তুগীজেরা এখানে প্রথম পদার্পণ করে। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজ অধিকৃত হয়।

এই নগরে মান্নার উপসাগরের নিকট কতকগুলি হিন্দু-মন্দির আছে।

কলম্বক (পুং) কলম্ব-সংজ্ঞায়াং কন্। ধারা কদম্ব।

কলম্বকুজ্জক (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (বৃহন্নীলতন্ত্র)

কলম্বিকা (স্ত্রী) কলম্ব-টাপ্-অত ইত্বম্। ১ কলমীশাক।

("কলম্বিকা গুরুর্ব্বৃষ্যা কষায়াস্তন্যবৃদ্ধিদা।" চক্রদ°।)

২ (কলম্বীব কায়তে প্রকাশতে, কলম্বী-কৈ-ক-টাপ্-ইত্বঞ্চ, পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। গ্রীবার পশ্চাচ্ছিকস্থ নাড়ী, ইহার অপর সংস্কৃত নাম মন্যা।

কলম্বী (স্ত্রী) কে জলে লম্বতে, লবি স্রংসনে-অচ্-ঙীষ্। জলজ লতাবিশেষ, কলমীশাক। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কড়ম্বী, কলম্বু ও কলম্বিকা। (Convolvulus repens.)

রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—মধুর ও কষায়রস, গুরু; স্তন্যদ, শুক্র ও শ্লেষ্মকারক।

কলম্বু (স্ত্রী) কে জলে লম্বতে, ক-লম্ব-উণ্। কলমীশাক।

কলম্বুট (ক্লী) কে জলে লম্বতে ভাসতে, ক-লম্ব-উটন্। ১ হৈয়ঙ্গবীন, সদ্যো দুগ্ধজাত ঘৃত। ২ নবনীত, মাখন।

কলম্বূ (স্ত্রী) কে জলে লম্বতে, লম্ব-বাহুলকাৎ উঙ্। কলমী।

কলরব (পুং) কলঃ মধুরাস্ফুটো রবঃ ধ্বনি র্যস্য, বহুব্রী। ১ কপোত, পায়রা। ("শীর্ণপ্রাসাদোপরি জিগীষুরিব কলরবঃ কণতি।" আর্য্যাসপ্তশতী ৫৯৩।)

২ কোকিল। ৩ (কর্ম্মধা°) কলধ্বনি। ৪ গোলমাল।

কলরোল (পুং) কলধ্বনি। অস্ফুট মধুর শব্দ।

"আই আই আয়োর উঠিল কলরোল।
জামাই মাইলো ঠেলা বলি হৈল গণ্ডগোল॥" শিবায়ন।

কলল (পুং, ক্লী) কল্যতে বেষ্ট্যতে হননে, কল-বৃষাদিভ্যঃ কলচ্। ১ জরায়ু, গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম। ২ শুক্রশোণিতের প্রথম বিকার; গর্ভের প্রথমমাসে কলল উৎপন্ন হয়। ঋতুস্নাতা স্ত্রী স্বপ্নে মৈথুন আচরণ করিলে তাহার গর্ভ হইয়া থাকে, সেই গর্ভ অস্থি প্রভৃতি পৈত্রিক গুণশূন্য হওয়ায় 'কলল' মাত্র প্রসূত হইয়া থাকে। (সুশ্রুত।)

(গর্ভস্তু গরভো ভ্রূণো দোহদলক্ষণঞ্চ সঃ।
গর্ভাশয়ো জরায়ুঃ স্যাৎ কললোহস্য পুনঃ সমে॥ হেম ৩।২৪৪।)

কললজ (পুং) কললমিব জায়তে, কলল-জন-ড। ১ রাল, ধুনা। ২ গর্ভ।

কললজোদ্ভব (পুং) উদ্ভবতি অস্মাৎ, উদ্ভবঃ, কললজস্য উদ্ভবঃ, ৬তৎ। সালগাছ।

কলবল (দেশজ) ১ বিবিধ অস্ফুট শব্দ। ২ অসম্বদ্ধ বাক্য।

কলবিঙ্ক (পুং) কলং মধুরাস্ফুটং বঙ্কতে রৌতি, কল-বকি-অচ্-পৃষোদরাদিত্বাৎ অত ইত্বম্। ১ চটক, চড়াইপাখী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কলবিঙ্ক, কুলিঙ্গ ও কালকণ্টক। ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার গুণ,—শীতল, স্নিগ্ধ, স্বাদু, শুক্র ও কফকারক এবং সন্নিপাতনাশক। গৃহচটক অধিকতর শুক্রকারক। ২ কলিঙ্গক বৃক্ষ। ৩ কলঙ্ক। ৪ শ্বেতচামর। ৫ ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের মস্তকবিশেষ। ভাগবতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"কোন সময়ে ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সুরাচার্য্য বৃহস্পতির অবমাননাকরায়, বৃহস্পতি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অসুরগণ দেবতাদিগকে নিতান্ত পীড়িত করিয়া তুলিল, ব্রহ্মা অনন্যোপায় দেখিয়া ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিয়া অসুর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। দেবগণও তদনুসারে তাঁহাকে পুরোহিত করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ মাতামহ বংশের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ গোপনে অসুরদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইন্দ্র তাহা অবগত হইয়া ক্রোধে বিশ্বরূপের মস্তকসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বরূপের ৩টি মস্তক ছিল, নাম—কপিঞ্জল, কলবিঙ্ক ও তিত্তিরি। যে মুখের দ্বারা তিনি সুরাপান করিতেন, সেই মুখের নাম কলবিঙ্ক।" (ভাগবত ৬। ৯ অঃ।)

৬ তীর্থবিশেষ।

কলশ (ত্রি) কলং মধুরাব্যক্তশব্দং শবতি, জলপূরণসময়ে প্রাপ্নোতি, কল-শু গতৌ-ড। জলাধারবিশেষ, কলসী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ঘট, কুট, নিপ, কলস, কলসি, কলসী, কলশি, কলশী, কুম্ভ ও করীর। তন্ত্রসারোক্ত কলাবতী দীক্ষা প্রকরণে কলশের পরিমাণ এইরূপ লিখিত আছে,—"পঞ্চাশ অঙ্গুল বেড়, ষোড়শ অঙ্গুল উচ্চ এবং আট অঙ্গুলি মুখ। ৩৬ অঙ্গুলি বিস্তার ও উচ্চতাবিশিষ্টকে কুম্ভ বলে। ষোড়শ বা দ্বাদশ অঙ্গুলির কম করা উচিত নহে।"

কলশদির্ (স্ত্রী) কলশস্য দীর্দরণম্, কলশ-দৄ-ভাবে ক্বিপ্। যাজ্ঞিক কলশ-বিদারণ।

কলশপোতক (পুং) সর্পবিশেষ।

("আর্য্যকশ্চোগ্রকশ্চৈব নাগঃ কলশপোতকঃ।"
ভারত আদি ৩৫ অঃ।)

কলশি (স্ত্রী) কলং শরীরমালিন্যং শুতি নাশয়তি, কল-শো-ইন্। ১ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। ২ (কল-শৃ-ডি) ঘট, জলাধারবিশেষ। ("কলশিমুদধিগুর্ব্বী বল্লবা লোড়য়ন্তি।" মাঘ।)

কলশী (স্ত্রী) কলশি-ঙীপ্। ১ জলপাত্রবিশেষ। ২ চাকুলে। ৩ তীর্থবিশেষ।

কলশিকণ্ঠ (ত্রি) কলশ্যাঃ কণ্ঠইব কণ্ঠঃ অস্য, বহুব্রী। ১ কলশীর কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠযুক্ত। ২ ঋষিবিশেষ।

কলশীমুখ (পুং) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহার মুখ কলশীর মুখের ন্যায়।

কলশীসুত (পুং) কলশ্যাঃ সুত ইব, কলশীতঃ উৎপন্নত্বাৎ। অগস্ত্যমুনি। [অগস্ত্য দেখ।]

কলশোদর (পুং) কলশ ইব উদরমস্য, বহুব্রী। ১ দানববিশেষ। (হরিবংশ ২৪০ অঃ) ২ কলশের ন্যায় যাহার উদর।

কলস (ত্রি) কেন জলেন লসতি শোভতে, ক-লস্-অচ্। ১ কলশ, কলশী। ২ (পুং) দ্রোণ পরিমাণ, ৪ আঢ়ক /৮সের। ("চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কলসোনল্বণোর্ম্মণঃ।" শার্ঙ্গধর।) ৩ (পুং, কেন জলেন লসতি, ক-লস্-অচ্।) কুম্ভ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে "অমৃত সংগ্রহের জন্য যে সময়ে দেবাসুরে সাগরমন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের কলাসমূহের দ্বারা পৃথক্২ নয়টি ঘট প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই জন্যই ইহার নাম কলস হইয়াছে।" নির্ব্বাণ তন্ত্রেও লিখিত আছে—

"কলাং কলাং গৃহীত্বা তু দেবানাং বিশ্বকর্ম্মণা।
নির্ম্মিতোহয়ং স বৈ যস্মাৎ কলসস্তেন কথ্যতে॥"

৪ গর্তজাত নাগবিশেষ। (মহাভারত) ৫ কাশ্মীরের একজন রাজা, ইহার অপর নাম রণাদিত্য। ইনি তুক্কের পুত্র। ৮ই শ্রাবণ ৯৮৫ শকে, তুক্ক ইহাকে রাজা করেন। রাজা হইয়া তাঁহার পিতার উপর কেমন বিষ নজর পড়িল, পিতার

উপর অত্যাচার করিতে বাকি রাখিলেন না। তাঁহার মন্ত্রিগণের এ সব অত্যাচার সহ্য হইল না। শেষে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী হলধর তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। তখন কলস নামমাত্র রাজা হইয়া পিতার অধীনে চলিতে লাগিলেন। যত ভণ্ড লম্পট তাঁহার সহচর হইল। তাহাদের সহবাসে ক্রমে ইহার চরিত্র এত নীচ হইয়া পড়িল যে আপন কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আপন ভগিনী ও তনয়ার সতীত্ব নষ্ট করেন। বৃদ্ধ রাজা তাঁহার আচরণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এই সময়ে এই দুষ্ট পিতৃহত্যা করিবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। পরে নিজ মাতার কাতর বাক্যে এই দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধ পিতা মনের দুঃখে আত্মঘাতী হইলেন। কলসও কিছুদিন রাজত্ব করিয়া লীলাখেলা শেষ করিলেন। তাঁহার পর উৎকর্ষ কাশ্মীরের রাজা হন। (রাজতরঙ্গিণী ৭ম তরঙ্গ)

কলসক্ষেত্র । কর্ণাটকের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থস্থান। [স্কন্দপুরাণীয় কলসক্ষেত্রমাহাত্ম্য দেখ।]

কলসি (পুং) কেন জলেন লসতি, ক-লস্-ইন্। ১ চাকুলে। ২ গর্গরী। ৩ জলপাত্রবিশেষ।

কলসী (স্ত্রী) কলস-ঙীপ্। ১ কলস। ২ চাকুলে। ("কলসী বৃহতী দ্রাক্ষা।" সুশ্রুত।)

কলসীক (ক্লী) কলসী-স্বার্থে কন্। কলস।

("অবলম্বিত কর্ণশষ্কুলী কলসীকং রচয়ন্নবোচত।"
নৈষধ ২। ৮।)

কলসীসুত (পুং) কলস্যাং জাতঃ সুতঃ, মধ্যলো'। অগস্ত্যমুনি।

কলসোদধি (পুং) কলস ইব উদধিঃ, মন্থনাধারত্বাৎ। সমুদ্র।

কলসোদরী (স্ত্রী) কলইব উদরং যস্যাঃ, বহুব্রী। কলশের ন্যায় উদরবিশিষ্টা স্ত্রী।

কলসনাড় (দেশজ) একপ্রকার চোঁচ ঘাস।

কলস্বর (পুং) কলশ্চাসৌ স্বরশ্চেতি, কর্ম্মধা'। কলরব, অব্যক্ত মধুর শব্দ।

"চাঁদমুখে চুম্বন করিয়া তার পর।
চক্ষে জল দিয়া কাঁদে করি কলস্বর॥" শিবায়ন।

কলহ (পুং, ক্লী) কলং কামং হন্তি অত্র, কল-হন্ অধিকরণে ড। ১ বিবাদ, ঝগড়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যুদ্ধ, আয়োধন, জন্য, প্রধন, প্রবিদারণ, মৃধ, আস্কন্দন, সংখ্যা, সমীক, সাম্পরায়িক, সমর, অনীক, রণ, বিগ্রহ, সম্প্রহার, অভিসম্পাত, কলি, সংস্ফোট, সংযুগ, অভ্যামর্দ্দ, সমাঘাত, সংগ্রাম, অভ্যাগম, আহব, সমুদায়, সংযৎ, সমিতি, আজি, সমিৎ, যুধ, শমীক, সাম্পরায়ক, সংস্ফেট ও যুৎ। ২ (পুং) পথ ৩ খড়্গকোষ, তরবালের খাপ। ৪ ভণ্ডন, প্রতারণা।

(কলহং যুধি বাটে না খড়্গকোষে চ ভণ্ডনে। মেদিনী।)

কলহংস (পুং) কলেন মধুরাস্ফুটধ্বনিনা বিশিষ্টো হংসঃ মধ্যলো'। ১ বালিহাঁস; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কাদম্ব, কলনাদ ও মরালক। ২ রাজহংস।

("কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ।
প্রতীয়িরে শ্রোত্রসুখৈর্নিনাদৈঃ॥" ভট্টি)

৩ রাজশ্রেষ্ঠ। ৪ পরমাত্মা। ৫ ব্রহ্ম। ৬ ব্রাহ্মণ। ৭ রাগিণী বিশেষ। মধু, শঙ্করবিজয় ও আভীরীযোগে উৎপন্ন। ৮ ছন্দোবিশেষ; ইহা অতিজগতীর অন্তর্ভূত এবং ত্রয়োদশ অক্ষরবিশিষ্ট; এই ছন্দের ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ১০ম ও ১১শ অক্ষর লঘু, এবং ৩য়, ৫ম, ৯ম, ১২শ, ১৩শ অক্ষর গুরু।

"সজসাঃ সগৌ চ কথিতঃ কলহংসঃ।"

উদাহরণ যথা,—

"যমুনাবিহারকুতুকে কলহংসো
ব্রজকামিনী কমলিনী কৃতকেলিঃ।
জনচিত্তহারিকলকণ্ঠনিনাদঃ
প্রমদং তনোতু তব নন্দতনূজঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী।)

কেহ কেহ ইহাকে 'সিংহনাদ'ও কহিয়া থাকেন।

কলহকার (ত্রি) কলহং করোতি, কলহ-কৃ-অণ্। কলহকারক।

("হস্তং কলহকারো হসৌ শব্দকারঃ পপাত খম্। ভট্টি।)

কলহকারক (ত্রি) কলহং করোতি, কলহ-কৃ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩। ১। ১৩৩।) বিবাদকারী।

কলহকারী [ন্] (ত্রি) কলহ-কৃ-ণিনি। বিবাদকারক।

কলহনাশন (পুং) কলহং নাশয়তি, কলহ-নশ-ণিচ ল্যু। ১ পূতিকরঞ্জ। ২ যে ঝগড়া থামায়।

কলহপ্রিয় (পুং) কলহঃ প্রিয়ো যস্য, বহুব্রী। ১ নারদ। ২ (ত্রি) বিবাদপ্রিয়, ঝগড়াটে।

("দুর্ম্মুখাঃ কপিলাঃ কৃষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ।"
রামায়ণ ৫। ১৬। ২৭।)

কলহপ্রিয়া (স্ত্রী) কলহস্য কলহে বা প্রিয়া, ৬ বা ৭তৎ। শারিকা পাখী।

কলহর । মধ্যপ্রদেশবাসী বণিক্জাতিবিশেষ। ইহারা অধিকাংশই দোকানদার। এ অঞ্চলে এই জাতির সংখ্যা অনেক। এক বেণগঙ্গাপ্রদেশেই ৩ লক্ষের অধিক। এই জাতি প্রধানতঃ তিন শাখায় বিভক্ত, সিহোরা কলহর, পরদেশী কলহর ও জৈন কলহর। সিহোরা কলহর পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ডে বাস করিত,

সেখান হইতে এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করে। পূর্ব্বে তাহারা 'ওমরাই বেনিয়া' বলিয়া পরিচয় দিত।

পরদেশী কলহরেরাই এখানকার আদি কলহর। তাহারা বলে, যে ভারতের উত্তর অঞ্চল হইতে সে দেশে গিয়াছে। জৈন কলহরেরা সমাজচ্যুত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া অপর কলহর অপেক্ষা নিম্নশ্রেণী বলিয়া অভিহিত।

কলহান্তরিতা (স্ত্রী) কলহাৎ অন্তরিতা পশ্চাৎ পরিতাপমাপ্তা ইতি শেষঃ। নায়িকাবিশেষ; সাহিত্যদর্পণে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা।
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা॥"

যে স্ত্রী প্রথমে অনুরোধকারী নায়ককে ক্রোধভরে পরিত্যাগ করিয়া পরে অনুতাপ করে, তাহাকে কলহান্তরিতা কহে। উদাহরণ যথা—

"নো চাটুশ্রবণং কৃতং ন চ দৃশাহারো হস্তিকে বীক্ষিতঃ
কান্তস্য প্রিয়হেতবে নিজসখীবাচোঽপি দূরীকৃতাঃ।
পাদান্তে বিনিপত্য তৎক্ষণমসৌ গচ্ছন্ময়া মূঢ়য়া
পাণিভ্যামবরুধ্য হন্ত সহসা কণ্ঠে কথং নার্পিতঃ?॥"

প্রাণনাথের চাটুবাক্যে আমি কর্ণপাত করি নাই, সমীপস্থ হারও একবার চাহিয়া দেখি নাই এবং প্রিয়সখিগণ কান্ত সম্বন্ধে যে সকল প্রিয়বাক্য বলিয়াছিল, তাহাতেও আস্থা না দেখাইয়া অবজ্ঞা করিয়াছি; পরিশেষে কান্ত যখন আমার পায়ে পড়িয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, আমি সেই সময়ে কেন তাঁহার কণ্ঠদেশে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া হার পরাইয়া দিই নাই? (সাহিত্যদ° ৩। ৮৬।) ভ্রান্তি, সন্তাপ, সম্মোহ, বিশ্বাস, জ্বর ও প্রলাপাদি কলহান্তরিতার ক্রিয়া। (রসমঞ্জরী।)

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"কলহে খেদায়া পতি পশ্চাৎতাপিতা।
কবিগণ বলে তারে কলহান্তরিতা॥
ক্রোধে হয়ে হতজ্ঞান, কৈনু তার অপমান,
এখন আকুল প্রাণ দেখিতে না পাইয়া।
ফুটিছে বিবিধ ফুল, ডাকে ভৃঙ্গ অলিকুল,
সামালিব এই শূল কার পানে চাহিয়া॥
কাতর হইয়া অতি, বিস্তর করিয়া নতি,
চরণে ধরিল পতি না চাহিনু ফিরিয়া।
করিনু যেমন কর্ম্ম, ফলিল তাহার ধর্ম্ম,
মরুক এমত মর্ম্ম দুঃখে যাই মরিয়া॥"

কলহাপহৃত (ত্রি) কলহেন অপহৃতং। বিবাদ করিয়া যাহা অপহৃত হয়।

কলহী [ন্] (ত্রি) কলহ-ইনি। কলহযুক্ত, ঝগড়াটে। ("অথযেহল্লাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনঃ।" ঋগ্বো° ৭।৬।১।)

কলহু। গণিতোক্ত ঊর্দ্ধসংখ্যাবিশেষ।

কলা (স্ত্রী) কলয়তি বৃদ্ধিতো ধনং সঞ্চিনোতি, কল-অচ্-টাপ্। ১ মূলধন বৃদ্ধি, সুদ। ২ শিল্পাদি। ৩ অংশ। ৪ ত্রিংশ-কাষ্ঠা পরিমিত সময়। ৫ উভয় ধাতুর মিশ্রণস্থানস্থ অবকাশ বিশেষ, ইহার দ্বারাই রসরক্তাদি ধাতু পৃথক্ ভাবে থাকিতে পারে। ৬ স্ত্রীদিগের রজঃ। ৭ নৌকা। ৮ কপট। ৯ রাশির ত্রিশ অংশকে ভাগ এবং ভাগের ষষ্টি ভাগকে কলা কহে।

"বিকলানাং কলা ষষ্ঠ্যা তৎ ষষ্ঠ্যা ভাগ উচ্যতে।
তত্ত্রিংশতা ভবেদ্রাশির্ভগণো দ্বাদশৈবতে॥" সূর্য্যসিদ্ধান্ত।)

১০ চন্দ্রের ষোড়শভাগ, তাহাদিগের নাম—অমৃতা, মানদা, পুষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতিরঙ্গদা, পূর্ণা, পূর্ণামৃতা ও স্বরজা। চন্দ্রের এই সকল কলা অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ক্রমে ক্রমে পান করেন বলিয়া, দিন দিন চন্দ্রের হ্রাস হইয়া অমাবস্যা হইয়া থাকে। অগ্নি প্রথম কলা, সূর্য্য দ্বিতীয়, বিশ্বদেবা তৃতীয়, বরুণ চতুর্থ, বষট্কার পঞ্চম, ইন্দ্র ষষ্ঠ, দেবর্ষিগণ সপ্তম, একপাৎ অজ অষ্টম, যম নবম, বায়ু দশম, উমা একাদশ, পিতৃলোক দ্বাদশ, কুবের ত্রয়োদশ, পশুপতি চতুর্দ্দশ ও প্রজাপতি পঞ্চদশ কলা পান করার পর, ষোড়শ কলা জলমধ্যে প্রবেশ করে, জল হইতে ওষধি শরীরে প্রবিষ্ট হয়। গাভীসকল জল ও ওষধি-প্রবিষ্ট ঐ কলা পান করিলে তাহা অমৃতস্বরূপ ক্ষীর হইয়া নিঃসৃত হয়, ঐ ক্ষীরজাত ঘৃত মন্ত্রপূত করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, চন্দ্র পুনর্ব্বার দিনে দিনে আপ্যায়িত হইতে থাকেন।

১২ সূর্য্যের দ্বাদশভাগ; তাহাদের নাম,—তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা।

১২ অগ্নিমণ্ডলের দশভাগ, তাহাদের নাম,—ধূম্রা, অর্চ্চি, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা ও হব্যকব্যবহা।

১৩ চতুঃষষ্টি (৬৪) কলা, শিবতন্ত্রে সেই সকল কলার নাম নির্দ্দেশ আছে। যথা—গীতবাদ্য; নৃত্য, নাট্য; চিত্র; ভূষণ; নির্ম্মাণ; তণ্ডুল ও কুসুমাদি দ্বারা পূজার উপহার সজ্জা; পুষ্পশয্যা; দন্ত বসন ও অঙ্গরাগ; মণিভূমিকা কর্ম্ম; শয্যারচনা; উদকবাদ্য; উদকঘাত; চিত্রাযোগ; মাল্য-গ্রন্থন; চূড়ানির্ম্মাণ; বেশভূষা করণ; কর্ণপত্র ভঙ্গ; গন্ধলেপন; ভূষণযোজনা; ইন্দ্রজাল; কৌমারযোগ; হস্তলাঘব; বিবিধ

শাকাপূপাদি ভক্ষ্য প্রস্তুত করণ; পানকরসরাগাসবাদি; যোজনা; সূচীবাপকর্ম্ম; সূত্রক্রীড়া; প্রহেলিকা; প্রতিমালা; দুর্ব্বচক যোগ; পুস্তক পাঠ; নাটিকা ও আখ্যায়িকা দর্শন; কাব্যসমস্যাপূরণ; পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প; তর্ককর্ম্ম; তক্ষণ; বাস্তুবিদ্যা; রৌপ্যরত্নাদি পরীক্ষা; ধাতুবাদ; মণিরাগজ্ঞান; আকরজ্ঞান; বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগ; মেষকুক্কুট ও লাবক-যুদ্ধবিধি; শুকশারিকা প্রলাপন; উৎসাদন; কেশমার্জ্জন কৌশল; অক্ষরমুষ্টিকা কথন; ম্লেচ্ছিত কবিকল্প; দেশভাষা জ্ঞান; পুষ্পশকটিকা নিমিত্তজ্ঞান; যন্ত্রমাতৃকা; ধারণমাতৃকা; সম্পাট্য; মানসীকাব্যক্রিয়া; ক্রিয়াবিকল্প; ছলিতক যোগ, অভিধানকোষছন্দোজ্ঞান; বস্ত্রগোপন; দ্যূতবিশেষ; আকর্ষণক্রীড়া; বালক ক্রীড়নক; বৈনায়িকী বিদ্যাজ্ঞান; বৈজয়িকী বিদ্যাজ্ঞান ও বৈতালিকীবিদ্যাজ্ঞান। কোন কোন গ্রন্থে সূচীবাপ কর্ম্ম ও সূত্রক্রীড়া একপদ করিয়া বীণাডমরুক-বাদ্য একটি অধিক সন্নিবেশ এবং বৈতালিকী স্থানে বৈয়াসিকী পাঠ দৃষ্ট হয়। ১৪ জিহ্বা।

("কলাং পরাঙ্মুখীং কৃত্বা ত্রিপথে পরিযোজয়েৎ।

হটযোগদীপিকা।

১৫ শিব। ১৬ লেশ। ১৭ অল্প সময়। ১৮ বিভূতি। ১৯ সামর্থ্য। ২০ সংখ্যা। ২১ শৌর্য্যাদি গুণ। ২২ কলন। ২৩ বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা, ইনি মরীচির পত্নী ছিলেন। ২৪ জীব দেহস্থ ষোড়শকলা; তাহাদিগের নাম,—প্রাণ, শ্রদ্ধা, ব্যোম, বায়ু, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য্য, তপঃ, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোক ও নাম। ২৫ একটি মাত্রাযুক্ত লঘুবর্ণ।

("ষড় বিষমেঽষ্টৌ সমে কলাস্তাশ্চ সমেস্যুর্নোনিরন্তরাঃ।
নসমাত্রপরাশ্রিতা কলা বৈতালীয়েঽন্তে রলৌ গুরুঃ॥"

বৃত্তরত্নাকর।

২৭ ঠাট, চালাকি। ২৮ কদলী। [কদলীশব্দে কলার সমস্ত জ্ঞাতব্য বিবরণ লিখিত হইয়াছে, কেবল কলার মান্দাসের কথা লিখিত হয় নাই। এখানে তাহার কিছু পরিচয় দিব।]

পূর্ব্বে এদেশে কলার মান্দাস অর্থাৎ কলাগাছে ভেলা প্রস্তুত করিয়া জলপথে যাতায়াত চলিত। কলার মান্দাস করিতে হইলে প্রথমে বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া তাহার বেলদো পর পর সাজাইয়া বাঁশের গজাল দিয়া আঁটিয়া দিতে হয়, আঁটিয়া দিলে দেখিতে ভেলার মত হইবে। এই ভেলা জলে ভাসাইয়া দিলে শীঘ্র ডুবিয়া যায় না।

মনসার ভাসান নামক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে কলার মান্দাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বাসরঘরে সাপের কামড়ে বেহুলার পতি মরিয়া যায়। সতী বেহুলা পতি নখিন্দরকে কোলে লইয়া কলার মান্দাসে চড়িয়া ভাসিয়া চলিলেন। শেষে তাঁহার গুণে পতি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। [নখিন্দর ও বেহুলা দেখ।]

কবি কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ উক্ত উপাখ্যানটি রচনা করেন। এই মান্দাসে জলভ্রমণ উপলক্ষে বেহুলা নানাস্থান দিয়া ভাসিয়া যান, সেই সকল স্থানের নাম প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"নানারূপ বন্ধ করি, বাঁশের গজাল মারি,
সাজাইল কলার মান্দাস।
কলার মান্দাস ভাসে গাঙ্গড়ের জলে।
বেহুলা ভাসিয়া যায় কান্ত লৈয়া কোলে॥
মনসা কৃপায় যায় মনের নিঃসন্দে।
চাঁপাতলা এড়াইয়া গেল কুণ্ডরবন্দে॥
ত্রিদিন বেহুলা ভাসে ছুবরাজপুর।
নবখণ্ড এড়াইয়া গেল বহুদূর॥
প্রাণহীন স্বামী তার কোলে নখিন্দর।
ভাসিয়া ভাসিয়া পাইল বাঁকা দামোদর॥
ওঝাটী গোবিন্দপুর বর্দ্ধমান ভাসে।
আলো গঙ্গাপুরে বেহুলা উত্তরিল আসে॥
বিষহরি বিনোদিনী মায়া কৈল তায়।
গঙ্গাপুরে বেহুলার মান্দাস এলায়॥
বাঁশের গজাল যত তাহা গেল ছেড়ে।
থান থান হৈয়া ভাসে যত কলা বড়ে॥
বেহুলা করেন স্তব মনসার তরে।
মান্দাস লাগিল যোড়া ঈশরীর বরে॥
আলো গঙ্গাপুরে যান করিয়া পশ্চাৎ।
দেপুরে মান্দাস ভাসে রজনী প্রভাত॥
অবিরত নেত্রজল নিবারিতে নারী।
নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলা সুন্দরী॥
মৃণ্ময়ী বিষহরি কেউয়ায় কমলা।
তিন দিন তাঁর পূজা করিল বেহুলা॥
কেউয়ায় করিয়া পূজা জগাতি কমলা।
ভাসিলা আদমপুরে সুন্দরী বেহুলা॥
গোদাঘাটা পশ্চাৎ করিয়া সীমন্তিনী।
জলেতে ভাসিয়া যায় দিবস রজনী॥
ভাসিয়া কুক্কুরঘাটা বেহুলা সুন্দরী।
সেই ঘাটে দান সাধে ঘাটের জগাতি॥
অবিরত মনে কত গণিল হুতাশ।
বোয়ালিয়া দহে ভাসে কলার মান্দাস॥
বোয়াল ছাড়িয়া গেল মান্দাসের পাশ।
হাসনহাটিতে যথা হাসনের ঘাট॥
প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেলডাঙ্গায়।
কলার মান্দাস চাপি আইল তথায়॥
বৈদ্যপুর ভাসিয়া পাইল পিড়তলী।
গহরপুর ভাসিয়া গঙ্গার জলে দিলি॥
তিন দিনে ত্রিবেণী ত্রিধারা যথা বহে।
তথায় বেহুলা আইল ক্ষেমানন্দ কহে॥"

কলাই (দেশজ) কলায় শব্দের অপভ্রংশ হইলেও ইহার অর্থভেদ ঘটিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় মটরকে কলায় কহে, বাঙ্গালায় কলাই শব্দ মাষ অর্থাৎ মাষ কলাই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কলাই (আরব্য শব্দজ) পাত্রাদি টিন্ অথবা অপর কোন ধাতু দিয়া মোড়া।

কলাইকর। কলাইয়ের কার্য্য যে করে।

কলাকন্দ (দেশজ) ক্ষীরের অর্থাৎ বরফীর মিষ্টান্ন-বিশেষ।

কলাকর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Unona longiflora) অশোকের মত দেখিতে একপ্রকার সুন্দর গাছ। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে দেবদারী, তামিলে অশোকেমরম বা থেবথরু বলে। দক্ষিণ দেশে এখানকার মত অশোক গাছ বড় একটা জন্মায় না, সেখানকার লোকেরা ইহাকেই অশোক বলিয়া মনে করে। এই সুন্দর গাছ ভারতবর্ষ ও যবদ্বীপে জন্মে। মান্দ্রাজ প্রদেশেই কিছু অধিক।

কলাকুশল (ত্রি) কলায়াং গীতাদিচতুঃষষ্টিকলাবিষয়ে কুশলঃ নিপুণঃ, ৭তৎ। গীতাদি চৌষট্টিকলায় সুনিপুণ।

কলাকুল (ক্লী) কলয়া মাত্রয়াপি আকুলয়তি, কল-আকুলি নামধাতোঃ—অচ্। বিষ, হলাহল।

কলাকেলি (পুং) কলাভিঃ কেলিঃ বিলাসো যস্য, বহুব্রী। কলাসু কেলির্যস্য বা। কন্দর্প।

কলাক্ষেত্র। কামরূপস্থ একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। (যোগিনীতন্ত্র)

কলাঙ্কুর (পুং) ১ সারসপাখী। ২ চৌরশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক কর্ণীসুত। ৩ কংসাসুর।

কলাচিকা (স্ত্রী) কলাং অচতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি বা, কলা-অচ্-অণ্ স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। প্রকোষ্ঠ, কনুয়ের পর হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্তভাগের নাম প্রকোষ্ঠ। (অধস্তস্মা মণিবন্ধাৎ স্যাৎ প্রকোষ্ঠঃ কলাচিকা। হেম ৩।২৫৪।)

কলাচী (স্ত্রী) কলাং অচতি, কলা-অচ্-অণ্-ঙীষ্। কলাচিকা।

কলাচীন (পুং, স্ত্রী) কর্কাঙ্গনামক পক্ষিবিশেষ।

কলাজাজী (স্ত্রী) কলায়ৈ জায়তে, কলা-জন্-ড-টাপ্, কলাজা সতী আজায়তে, কলাজ-আ-জন্-ড-ঙীষ্। কলোঞ্জানামক বৃক্ষ-বিশেষ; পাশ্চাত্যভাষায় ইহাকে 'মঙ্গরৈলা' কহে।

কলাদ (পুং) কলাং গৃহস্থদত্তস্বর্ণাদীনাং অংশং আদত্তে গৃহ্নাতি, কলা-আ-দা-ক। স্বর্ণকার, সেকরা।

কলাদক (পুং) কলাং গৃহস্থদত্তস্বর্ণাদীনাং অংশং অত্তি গোপয়তি, কলা-অদ্-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) স্বর্ণকার।

কলাদ্গি। বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণ বিভাগের একটি জেলা। এখন বিজাপুর জেলা নামে চলিত হইতেছে।

এই জেলার উত্তরাংশে ভীমানদী বিজাপুরের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা শোলাপুর জেলা এবং অকালকোট রাজ্য বিজাপুর হইতে পৃথক্ হইয়াছে। দক্ষিণে মালপ্রভা নদী, পূর্ব্বে ও দক্ষিণপূর্ব্বে নিজামরাজ্য, পশ্চিমে মুধোল রাজ্য, জামখণ্ডী ও জাঠ। অক্ষা° ১৫° ৫০´ হইতে ১৭°২৭´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩১´ হইতে ৭৬° ৩১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ৫৭৫৭ বর্গমাইল।

এই স্থান প্রাচীন দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত। এখানকার নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর অনেক জিনিস দেখিবার আছে। নিবিড় বনরাজী মধ্যেও অপূর্ব্ব প্রস্তররচিত পৌরা-ণিক দৃশ্য পড়িয়া রহিয়াছে, কে সেই সকলের নির্ম্মাতা তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এই জেলার অন্তর্গত ঐবল্লী, বাদামি, বাগলকোট, ধুলখেদ, গলগলি, হিপর্গী এবং মহাকূট নামক স্থানই প্রধান, ঐ সকল স্থানকে এ অঞ্চলের লোকেরা পুণ্যতীর্থ বলিয়া মনে করেন। দেব, ঋষি ও সিদ্ধগণের লীলা প্রসঙ্গে ঐ সকল স্থানের মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে। [বাদামি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বন কাটিয়া কবে এখানে বসতি হইল, তাহা ঠিক করা কঠিন। তবে অতি পূর্ব্বকালে এখানে নগর স্থাপিত হইয়া-ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমী এখানকার বাদামি, কলকেরি ও ইন্দি নামক নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদামি নামক স্থানটি অতি প্রাচীন, পল্লবরাজগণ এখানে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া নিরাপদে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্যরাজ পুলিকেশী (১ম) পল্লবদিগকে তাড়াইয়া বাদামি অধিকার করেন। পুলিকেশীর পর চালুক্যরাজগণ ৭৬০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে রাষ্ট্রকূট রাজগণ এই স্থান আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটবংশের অধঃপতন হইলে কলচুরি ও হয়শাল-বল্লালবংশের রাজ্যকাল আরম্ভ হয়। তাঁহারা ৯৭৩ হইতে ১১৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া যান। অনন্তর দেবগিরির যাদব রাজগণ অধিকার করিয়া লইলেন। তৎকালে দেবগিরি (বর্ত্তমান দৌলতাবাদ) নগরে যাদবরাজগণের রাজধানী ছিল। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন্ দেবগিরি আক্রমণ করেন। তখন যাদববংশীয় রামচন্দ্র দেবগিরির রাজা। তিনি মুসলমানের আক্রমণে এককালে নিঃস্ব হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেন। খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে যুসফ আদিল শাহ দক্ষিণাপথে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, বিজাপুরে তাঁহার রাজধানী হইল। [বিজাপুর দেখ।]

পূর্ব্বে এখানে অনেক বৌদ্ধস্তূপ ছিল, চীনপরিব্রাজক

হিউএন্‌সিয়াং আসিয়া সেই সকল দর্শন করিয়া যান, তখন এই রাজ্য ৬০০০ লি (প্রায় সাড়ে চারিশত ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল।

এই জেলায় ভীমা, কৃষ্ণা, ধোন, ঘাটপ্রভা এবং মালপ্রভা নামে নদী প্রবাহিত, এ ছাড়া আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আছে। ধোন্‌নদীর জল বেজায় নোন্‌তা, কিন্তু অপর নদীর জল সুখমিষ্ট।

এখানে লৌহ, শ্লেট্, কালপাথর, চূণ-পাথর, লাল বেলে পাথর প্রভৃতি খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হয়।

এখানে জোয়ার, বাজরা, গম এবং কার্পাস বেশ জন্মে। এরণ্ড, তিসি, তিল ও কুসুম প্রচুর উৎপন্ন হয়। বসন্তাগমে স্বর্ণাকার কুসুমফুল ফুটিয়া উঠে, তখন এখানকার শোভা দেখে কে ?

এখানকার বন জঙ্গলে বাঘ, শূকর, হরিণ, নেকড়েবাঘ ও শিয়াল দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানকার আবহাওয়া নেহাত মন্দ নয়। তবে যথাকালে বৃষ্টি না হওয়ায় সময়ে সময়ে ভাল শস্য জন্মে না, তাহাতে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে। দক্ষিণাপথে ১৩৯৬-১৪০৭ খৃষ্টাব্দে, এই বহুবর্ষব্যাপী দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়, সেই সময়ে এই জেলা এককালে উৎসন্ন হইয়াছিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দেও আর একবার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। এই সময়ে /২ সের জোয়ার ও বাজরার দাম ১৲ টাকা হইয়াছিল। এইরূপে ১৮১৮-১৯, ১৮২৪-২৫, ১৮৩৩, ১৮৫৪, ১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। এই সময়ে টাকায় সাড়ে চারি সেরের অধিক জোয়ার কি বাজরা পাওয়া যাইত না। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষই প্রধান। সে সময়ের কথা মনে করিলে বুক ফাটিয়া যায়। কতশত নরনারী অন্নাভাবে ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সেই দুর্ভিক্ষকে এ অঞ্চলের লোকেরা কঙ্কালরূপী মহামারী বলিয়া থাকে। বাস্তবিক সেই অকালমৃত অসংখ্য নরনারীর কঙ্কাল ভূগর্ভ খননকালে এখনও পাওয়া যায়।

এই জেলায় ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কোলি, কুণবী, বেরদ, মালকের, কোষ্টি, কুম্ভকার, লোহকার, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার, সূত্রধার, তৈলকার, ভাণ্ডারী, দর্জ্জি, ধাঙ্গড়, ধোপা, হজ্জাম, জঙ্গম, লিঙ্গায়ত, পঞ্চমশালি, রঙ্গী ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। লোকসংখ্যা ৬৩৮৪৯৩।

কলাধর (পুং) কলাঃ ধরতি, কলা-ধৃ-অচ্। ১ চন্দ্র। ২ চতুঃষষ্টিকলাভিজ্ঞ ব্যক্তি। ৩ শিব।

কলাধিক (পুং) কুক্কুট।

কলান (দেশজ) যোগকরা, গচান।

কলানক (পুং) একজন শিবের অনুচর।

কলানাথ (পুং) গন্ধর্ব্ববিশেষ, ইনি সোমেশ্বরের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কলানিধি (পুং) কলাঃ নিধীয়ন্তেঽস্মিন্, কলা-নি-ধা-কি। ১ চন্দ্র। ২ চৌষট্টিকলাভিজ্ঞ ব্যক্তি।

কলানুনাদী [ন্] (পুং) কলং অনুনদতি, কল-অনু-নদ্ণিনি। ১ শব্দ করিতে করিতে গমনকারী। ২ ভ্রমর। ৩ কলবিঙ্ক। ৪ চটক, চড়ূই। ৫ কপিঞ্জল। ৬ চাতক। (কলানুনাদী রোলম্বে কলবিঙ্কে কপিঞ্জলে। মেদিনী।)

কলান্তর (ক্লী) অন্যা কলা অংশঃ, সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ। ১ লাভবৃদ্ধি, সুদ। (বৃদ্ধিঃ কলান্তরমৃণং তুদ্ধারঃ পর্য্যুদঞ্চনম্। হেম.৩।৫৪৫।) ২ চন্দ্রের অন্যকলা।

("পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥" কুমার। ১। ২৫।)

কলান্যাস (পুং) কলানাং ন্যাসঃ, ৬তৎ। তন্ত্রোক্ত ন্যাসবিশেষ। তন্ত্রসারে লিখিত আছে,—শিষ্যশরীরে কলান্যাস করিবে ; পাদতল হইতে জানু পর্য্যন্ত 'ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ', জানু হইতে নাভি পর্য্যন্ত 'ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ' নাভি হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত 'ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ', কণ্ঠ হইতে ললাটদেশ পর্য্যন্ত 'ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ,' ললাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত 'ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ', এই মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিয়া, পুনর্ব্বার ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পাদতল পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

কলাপ (পুং) কলাং মাত্রাং আপ্নোতি, কলা-আপ্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১।) কলা আপ্যতে অনেন, কলা-আপ-ঘঞ্ বা (হলশ্চ। পা ৩। ৩। ১২১।) ১ সমূহ। ২ ময়ূরপুচ্ছ। ৩ মেখলা, চন্দ্রহার। ৪ অলঙ্কার।

("কণ্ঠস্য তস্যাঃ স্তনবন্ধুরস্য
মুক্তাকলাপস্য চ নিস্তলস্য॥" কুমার।)

৫ তূণ। ৬ চন্দ্র। ৭ চতুর। ৮ ব্যাকরণবিশেষ। কলাপব্যাকরণের অপর নাম কুমার ও কাতন্ত্র।

কলাপচন্দ্র নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই ব্যাকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"রাজা শালিবাহন কোন মহিষীর সঙ্গে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। জলসিঞ্চনে সেই রাণী রতিরসে আত্ম-হারা হইয়া রাজাকে বলিলেন,—"মোদকং দেহি দেব!" অর্থাৎ হে দেব! আমাকে উদক (জল) দিও না। মূর্খতাবশতঃ রাজা সেই স্বরঘটিত পদ বুঝিতে না পারিয়া রাণীকে একটি

মোদক (মোয়া) প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই বুদ্ধিমতী রাণী 'আমার পতি রাজা হইলেও মূর্খ' এই বলিয়া নিন্দা করিলেন। শালিবাহন ভার্য্যার সমুদয় কথা গুরু শর্ব্ববর্ম্মার কাছে জানাইলেন। তথন শর্ব্ববর্ম্মা তাঁহার শিক্ষার জন্য কাতন্ত্র রচনা করিলেন।"

কাতন্ত্র বা কলাপ রচনা সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তি আছে—'শর্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনকে ব্যুৎপন্ন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কুমারের আরাধনা করেন। তথন ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া নিজ ব্যাকরণ-জ্ঞান আবির্ভাবের নিমিত্ত 'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' এই পদ্যপাদরূপ সূত্র শর্ব্ববর্ম্মাকে প্রদান করেন। শর্ব্ববর্ম্মা তাহাই অবলম্বন করিয়া কলাপ প্রণয়ন করেন। কুমার হইতে ব্যাকরণের প্রথম সূত্র প্রাপ্ত হওয়ায়, ইহার একটি নাম 'কুমার ব্যাকরণ'।

আর একটি কিম্বদন্তি আছে, তাহা এই—'যথন শর্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কুমারের আরাধনা করেন, তথন কুমার যে ময়ূরটিতে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হন, শর্ব্ববর্ম্মা দেখিলেন, সেই ময়ূরের কলাপদেশে 'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' এই সূত্রটি লেখা রহিয়াছে। তাহা দেখিবামাত্র তাঁহার মনে পূর্ণ ব্যাকরণ-জ্ঞান উদিত হইল।

তিনি সেই সূত্রটি প্রথমে রাথিয়া স্বতন্ত্র ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। ময়ূরের কলাপে ইহার প্রথম সূত্র লিখিত থাকায় এই ব্যাকরণের কলাপ নাম হয়।

কলাপের টীকাকারগণের মতে শর্ব্ববর্ম্মা ঈষৎ তন্ত্রে অর্থাৎ অল্পসূত্রে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, এই জন্য ইহার নাম হইল কাতন্ত্র*।

বঙ্গদেশে কলাপ নামই প্রসিদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতমাত্রই প্রায় কলাপব্যবসায়ী। বৈয়াকরণগণ পাণিনির পরই ইহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। বাস্তবিক কেবল এই ব্যাকরণ খানি আদ্যোপান্ত মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়া পণ্ডিতপদবাচ্য হওয়া যায়।

শর্ব্ববর্ম্মা কলাপের সন্ধি, চতুষ্টয় এবং অথ্যাত এই অংশ-ত্রয়ের সূত্র রচনা করেন। তিনি কৃৎসূত্র প্রণয়ন করেন নাই। কাত্যায়ন কৃৎসূত্রের প্রণেতা।

দুর্গসিংহ কলাপের বৃত্তি রচনা করেন। তাঁহার বৃত্তি না হইলে বোধ হয় কলাপব্যাকরণ সম্পূর্ণ ও সাধারণের সুবোধগম্য হইত না। বাস্তবিক দুর্গসিংহ নিজবৃত্তিতে যেরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা জানিলে চমৎকৃত হইতে হয়। [দুর্গসিংহ দেখ]

এতদ্দেশে কলাপের অনেকগুলি টীকা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে শ্রীপতিরচিত কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা, ত্রিলোচনকৃত পঞ্জিকা, কবিরাজকৃত কলাপবৃত্তিটীকা, হরিরামকৃত [illegible] রঘুনাথশিরোমণির ব্যাথ্যা; কাতন্ত্রচন্দ্রিকা ও [illegible] প্রভৃতি কয়েকথানিই প্রসিদ্ধ।

৯ গ্রামবিশেষ; (ভাগবত ৯।১২।৬)। ১০ অস্ত্রবিশেষ; (ভারত ৪।৫।২৮।) ১১ বাণ। ১২ ধনু ১৩ ব্যাপার।

"দবদহনজ্বালা কলাপায়তে।" সাহিত্যদর্পণং ১০ প।)

কলাপক (পুং) কলাপ-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ হস্তীর গলবন্ধ। ২ (স্বার্থে কন্) কলাপ। ৩ (ক্লী) যস্মিন্ কালে ময়ূরাঃ কলাপিনো ভবন্তি, স কলাপী, তস্মিন্‌কালে দেয়ং ঋণম্, কলাপিন্-বুন (কলাপ্যশ্বত্থযববুসাদ্বুন্। পা ৪।৩।৪৮।) ঋণবিশেষ। ৪ কবিতাবিশেষ, চারিটি কবিতা একত্র যুক্ত হইলে তাহাকে কলাপক কহে।

"ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যং তেনৈকেন চ মুক্তকং।
দ্বাভ্যাস্তু যুগ্মকং সন্দানিতকং ত্রিভিরিষ্যতে।
কলাপকং চতুর্ভিশ্চ পঞ্চভিঃ কুলকং মতম্॥'
(সাহিত্য দং ৬।৫৫৮।)

সন্দানিতকের নামান্তর বিশেষক; গ্রন্থান্তরে "ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষকম্।" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

কলাপগ্রাম (পুং) কলাপনামকো গ্রামঃ মধ্যলোপ। গ্রামবিশেষ, হিমালয়ের উত্তরে এই গ্রাম বলিয়া মহাভারতে কথিত আছে। ("হিমবন্তমতিক্রম্য কলাপগ্রামমাবিশৎ।" ২ যশোরস্থ গ্রামবিশেষ। (ভ° ব্রহ্মখ° ১১। ২১)

কলাপছন্দ (পুং) ২৪ নল মুক্তার গহনা।

কলাপতত্ত্বার্ণব (পুং) কলাপব্যাকরণের [illegible] বিশেষ।

কলাপদ্বীপ (পুং) কলাপঃ তন্নামকো গ্রামঃ [illegible] কলাপগ্রাম।

কলাপশিরা [স্] (পুং) মুনিবিশেষ।

কলাপানুসারী [ন্] (পুং) কলাপব্যাকরণের মতানুযায়ী।

---

*(১) "কাতন্ত্রস্যেতি তত্রি কুটুম্বধারণে চুরাদিবিণন্তঃ। তন্ত্র্যন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেনেতি স্বরবৃদৃগমিগৃহামল্ [কলাং ৪।৫।৪১] ইতি করণেঽল্ প্রত্যয়ঃ। স চানেকার্থত্বাদ্ধাতুনাং ব্যুৎপাদনেঽপি বর্ত্ততে। তেন তন্ত্রমিহ সূত্রমুচ্যতে। ঈষত্তন্ত্রং কাতন্ত্রম্। কুশব্দস্য তন্ত্রশব্দে পরে। কা ত্বীষদর্থে ঽক্ষ ইতি ঈষদর্থে কাদেশঃ" ত্রিলোচনকৃত কাতন্ত্রপঞ্জিকা। (২) "ঈষত্তন্ত্রং কাতন্ত্রম্। ঈষচ্ছব্দোঽল্পার্থবাচকঃ।" কবিরাজ ও কাতন্ত্রচন্দ্রিকা।

কলাপিনী (স্ত্রী) কলাপশ্চন্দ্রঃ অস্ত্যস্যাম্, কলাপ-ইনি-ঙীপ্। ১ রাত্রি। ২ নাগরমুথা।

কলাপী [ন্] (পুং) কলাপোঽস্ত্যস্য, কলাপ-ইনি। ১ অশ্বত্থ গাছ। ২ ময়ূর। ৩ কোকিল। ৪ তূণবাণাদিধারী। ৪ কলাপ-ব্যাকরণাধ্যায়ী। ৫ বৈশম্পায়নের ছাত্রবিশেষ।

কলাপূর (পুং ক্লী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

কলাপূর্ণ (পুং) কলাভিঃ পূর্ণঃ, ৩তৎ। ১ চন্দ্র। ২ চৌষট্টি কলায় অভিজ্ঞ। ৩ অংশমাত্রে পরিপূর্ণ।

("সদা ভবান্ ফাল্গুনস্য গুণৈরস্মান্ বিকত্থতে।
ন চার্জ্জুনঃ কলাপূর্ণো মম দুর্য্যোধনস্য বা॥"
ভারত ৪। ৩৭। ১৩।)

কলাভৃৎ (পুং) কলাং বিভর্ত্তি, কলা-ভৃ-ক্বিপ্-তুগাগমশ্চ। ১ চন্দ্র। ২ (ত্রি) গীতাদিকলাভিজ্ঞ।

কলামক (পুং) কলম-কনি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কলম ধান্য। [কলম দেখ।]

(শালয়ঃ কলমাদ্যাঃ স্যুঃ কলমস্তু কলামকঃ। হেম ৪। ২৪৫।)

কলামোচা (দেশজ) ধান্যবিশেষ। (Andropogon laxum)

কলাম্বিকা (স্ত্রী) কলা অর্থঃ বিকায়তে প্রযুজ্যতে অস্যাম্, কলা-বি-কৈ-ক টাপ্; পৃষোদরাদিত্বাৎ মুম্। ১ ঋণদান, ধার দেওয়া।

কলায় (পুং) কলাং অয়তে, কলা-অয়-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১।) মটর; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সতীনক, হরেণু, খণ্ডিক, ত্রিপুট, অতিবর্ত্তুল, মুণ্ডচণক, শমন, নীলক, কণ্ঠী, সতীল, হরেণুক, সতীন ও সতীনক ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—মধুর রস, পাকে মধুর, রুক্ষ ও বায়ুবর্দ্ধক।

ইহার শাকের গুণ,—ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর রস, রুক্ষ, ভেদক ও বায়ুপ্রকোপক। (রাজনির্ঘণ্ট)।

. ("বিকসৎকলায়কুসুমাসিতদ্যুতেঃ।" মাঘ।)

কলায়খঞ্জ (পুং) বাতব্যাধিবিশেষ; ভাবপ্রকাশোক্ত ইহার লক্ষণ,—

"কম্পতে গমনারম্ভে খঞ্জন্নিব চ লক্ষ্যতে।
কলায়খঞ্জং তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্॥"

প্রথম পদক্ষেপের সময় সমস্ত শরীর কম্পিত হইয়া খঞ্জের ন্যায় গমন করিলে, তাহাকে 'কলায়খঞ্জ' কহে।

খঞ্জ ও পঙ্গুরোগের ন্যায়ই ইহার চিকিৎসা করিবে। স্নেহ ক্রিয়া ইহাতে বিশেষ কর্ত্তব্য।

কলায়ন (পুং) কলানাং নৃত্যগীতাদীনাং অয়নং প্রাপ্তির্যত্র, বহুব্রী। নর্ত্তক।

কলায়া (স্ত্রী) কলায়-টাপ্। গণ্ডদূর্ব্বা। [গণ্ডদূর্ব্বা দেখ।]

কলালাপ (পুং) কলং মধুরাস্ফুটং আলপতি, কল-আ-লপ্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১।) ১ ভ্রমর। ২ (কর্ম্মধা) মধুর আলাপ। ৩ (ত্রি) মধুর আলাপকারী।

কলাবউ (দেশজ) নবপত্রিকা। দুর্গাপূজার প্রথম দিন পূর্ব্বাহ্নে এই নবপত্রিকা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক অর্চ্চনা করা হয়। ইহাতে কদলী প্রভৃতি ৯টি পল্লব থাকে। প্রত্যেক পল্লবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বতন্ত্র। কদলীর অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, হরিদ্রার দুর্গা, ধান্যের লক্ষ্মী, কচুর কালিকা, মানকচুর চামুণ্ডা, জয়ন্তীর কার্ত্তিকী, দাড়িমের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা ও বিল্বের শিবা। পূজাকালে প্রত্যেক দেবীর স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয়। এই নবপত্রিকা বধূর ন্যায় বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে বলিয়া সাধারণে ইহাকে 'কলাবউ' বলিয়া থাকে। অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহাকে গণেশের পত্নী বলিয়া জানে; কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক।

কলাবৎ (দেশজ) কালোয়াৎ, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ।

কলাবতী (স্ত্রী) কলাঃ সঙ্গীতাদয়ঃ সন্তি অস্যাম্, বহুব্রী; কলা-মতুপ্-মস্য বঃ-ঙীপ্। ১ তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্বের বীণা।

(নারদস্য তু মহতী গণানাস্য প্রভাবতী।
বিশ্বাবসোস্তু বৃহতী তুম্বুরোস্তু কলাবতী॥ হেম ২। ২০৩।)

২ দ্রুমিল রাজার পত্নী। ৩ রাধিকার মাতা। ৪ অপ্সরোবিশেষ। ৫ গঙ্গা। ("কূটস্থা করুণা কান্তা কূর্ম্মযানা কলাবতী।" কাশী ২৯। ৪৭।)

৬ দীক্ষাবিশেষ। তন্ত্রসারে ইহার নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে,—শিষ্য উপবাস করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক প্রথমে স্বস্তিবাচন সহ সঙ্কল্প করিবে, গুরু আচমন করিয়া প্রথমে দ্বারদেশে সামান্য অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক দ্বার পূজা করিবেন। তৎপরে দক্ষিণপদ অগ্রসরপূর্ব্বক দ্বারের বাম শাখা স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণাঙ্গ সঙ্কোচপূর্ব্বক মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নৈঋত দিকে বাস্তুপুরুষ ও ব্রহ্মার পূজা করিবেন এবং দেয় মন্ত্র দ্বারা ও দিব্যদৃষ্টি অবলোকন দ্বারা দিব্য বিঘ্ন, অস্ত্রমন্ত্র ও জল দ্বারা অন্তরীক্ষস্থ বিঘ্ন ও বামপার্ষ্ণির আঘাত দ্বারা ভৌম বিঘ্ন উৎসারণ পূর্ব্বক তণ্ডুলাদি দ্রব্য অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিবেন। তৎপরে আসনশুদ্ধি, স্বস্তিক কর্ম্ম, বিঘ্নোৎসারণ, পঞ্চগব্য প্রভৃতির দ্বারা মণ্ডপশোধন করিয়া, দক্ষিণে পূজাদ্রব্য, বামে সুবাসিত জলপূর্ণ কুম্ভ, পৃষ্ঠদেশে হস্ত প্রক্ষালনের জন্য একটি পাত্র রাখিতে হইবে। সর্ব্বদিকে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া পুটাঞ্জলি পূর্ব্বক, বামদিকে গুরু পরমগুরু ও পরাপর

দক্ষিণে গণেশ ও মধ্যে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে। অস্ত্র মন্ত্র ও গন্ধ পুষ্পের দ্বারা করদ্বয় সংশোধন করিয়া, ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ দিকে তিনটি তালি, ও তুড়িদ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিয়া, এবং বহ্নি, বীজ ও জলধারা দ্বারা বহ্নি প্রাকার চিন্তা করিয়া ভূতশুদ্ধি করিতে হইবে। তৎপরে মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস ও মন্ত্রন্যাস; তাহার পর মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ধ্যান, মানসপূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন; তৎপরে অর্ঘ্যপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, সেই জলদ্বারা আত্মা ও পূজোপকরণ মূলমন্ত্র সহ তিনবার সিঞ্চিত করিয়া, পীঠমন্ত্রের দ্বারা শরীরে ধর্ম্মাদির পূজা করিতে হইবে। তৎপরে হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি কেশরে পীঠশক্তির পূজা করিয়া মধ্যে পীঠপূজা করিবে। হৃদয়ে মূল দেবতার পূজা নৈবেদ্য ব্যতীত কেবল গন্ধাদি দ্বারা করিতে হইবে। তাহার পর মস্তক, হৃদয়, মূলাধার ও পদ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে মূলমন্ত্র দ্বারা পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমাপন করিবে।

এই সমস্ত কার্য্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলদ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। তৎপরে প্রোক্ষণীর জল পরিবর্ত্তন করিয়া, বহিঃ পূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমে শারদোক্ত সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলাদির অন্যতম মণ্ডল বিধান করিয়া, তাহাতে ঘট স্থাপন করিবে। মণ্ডলপূজার পর, কর্ণিকা ধান্যপূর্ণ করিয়া, তাহার উপর তণ্ডুল বিস্তার, তাহার উপর কুশ বিস্তারপূর্ব্বক আতপতণ্ডুল সংযুক্ত কুশাসন বিন্যাস করিবে। তৎপরে মণ্ডলে পীঠোক্ত দেবতার পূজা এবং প্রাদক্ষিণ্যের দ্বারা বহ্নির দশকলা বিন্যাস করিয়া পূজা করিতে হইবে। তৎপরে স্বর্ণাদিরচিত কুম্ভ অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষালিত চন্দন অগুরু ও কর্পূর দ্বারা ধূপিত এবং ত্রিগুণ সূত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া কুম্ভের পূজা করিবে, ও তাহাতে বিষ্টর, আতপতণ্ডুল ও নবরত্ন প্রক্ষেপ করিয়া, প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক কুম্ভ ও পীঠের একত্ব চিন্তা করিয়া পীঠস্থাপন করিতে হইবে। ঐ কুম্ভের চারিদিকে ঘেরিয়া সূর্য্যের দ্বাদশকলা স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিবে।

তৎপরে আত্মভেদে মাতৃকামন্ত্র প্রতিলোমভাবে জপ করিয়া, দেবতা বুদ্ধিতে বটাদিবৃক্ষের কষায় দ্বারা, কিম্বা পলাশ বল্কলের কষায় দ্বারা, তীর্থজলের দ্বারা অথবা সুবাসিত জলের দ্বারা, কুম্ভ পূর্ণ করিবে। চন্দ্রের অমৃতাদি ষোড়শ কলা প্রাদক্ষিণ্যের দ্বারা জলে চিন্তা এবং মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া এবং একটি শঙ্খ বটাদিবৃক্ষের কষায় প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ ও অষ্ট গন্ধদ্রব্যের দ্বারা বিলোড়িত করিয়া, তাহাতে সকল কলার আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। প্রথমেই অগ্নির দশকলা পূজা করিতে হইবে; মূলমন্ত্রের প্রতিলোমভাবে জপ ও মনে মনে মন্ত্রদেবতার ধ্যান করিয়া তাহাদিগের প্রাণ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রত্যেকের পূজা করিতে হয়। তৎপরে সূর্য্যের তপিন্যাদি দ্বাদশকলা ও চন্দ্রের অমৃতাদি ষোড়শকলার আবাহনাদি করিয়া প্রত্যেকের পূজা করিবে। পরিশেষে পঞ্চাশকলার পূজা করিতে হয়। সৃষ্ট্যাদি ক ও চবর্গ দশকলা, জরাদি ট ও তবর্গ দশকলা, তীক্ষ্ণাদি প ও যবর্গ দশকলা, পীতাদি ষবর্গ পঞ্চকলা ও নিবৃত্ত্যাদি অবর্গ ষোড়শকলার পূজা করিবে; সমর্থ হইলে প্রত্যেককে আবাহন করিয়া পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করা উচিত। তৎপরে কলাময় ঐ শঙ্খস্থ কাথ কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। ঐ কুম্ভমুখ অশ্বত্থ, পনস ও আম্র পল্লব ইন্দ্রবল্লী বেষ্টিত করিয়া কল্পবৃক্ষবুদ্ধিতে তাহা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, এবং কল্পবৃক্ষফল বুদ্ধিতে ঐ মুখের উপর ফল, আতপ ও চসক স্থাপন করিবে। তাহার পর নির্ম্মল পট্টবস্ত্রদ্বয় দ্বারা কুম্ভবেষ্টন করিয়া এবং মূলমন্ত্রের দ্বারা কুম্ভে মূর্ত্তি কল্পন করিয়া, যথোক্তরূপ দেবতার ধ্যানপূর্ব্বক তাঁহার আবাহনাদি সহকারে পূজা করিতে হইবে। দেবতার অঙ্গে অঙ্গন্যাস, ধেনুমুদ্রা ও পরমীকরণমুদ্রা প্রদর্শন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ষোড়শোপচারে পূজা সমাপন হইলে ১০০৮ বা ১০৮ জপ করিবে।

অতঃপর মন্ত্রের দশসংস্কার সমাপন করিয়া গুরু শিষ্যের নেত্রদ্বয় মন্ত্র ও বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিবেন এবং পুষ্প দ্বারা তাহার অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া স্বয়ং মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দেবতার প্রীতির জন্য কলসে ঐ পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করাইবেন। তৎপরে নেত্রবন্ধন খুলিয়া শিষ্যকে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া, স্বকৃত পূজাক্রমানুসারে ভূতশুদ্ধ্যাদি বিধান করিয়া শিষ্যদেহে সেই সেই মন্ত্রোক্ত ন্যাস করিবেন। কুম্ভস্থ দেবতাকে পঞ্চোপচারে পুনর্ব্বার পূজা করিয়া, অলঙ্কৃত শিষ্যকে অন্য আসনে উপবেশন করাইবেন, এবং ঐ কুম্ভমুখস্থ কল্পবৃক্ষরূপ পল্লব সকল শিষ্যের মস্তকে রাখিয়া, মনে মনে মাতৃকা জপপূর্ব্বক বশিষ্ঠসংহিতোক্ত অভিষেক মন্ত্র দ্বারা ঐ কুম্ভস্থ জল শিষ্যশরীরে সেচন করিবেন। শিষ্য অবশিষ্ট জলের দ্বারা আচমন করিয়া বস্ত্রদ্বয় পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক গুরু সমীপে উপবেশন করিবে। তৎপরে গুরু শিষ্যসংক্রান্ত ও আত্মদেবতাকে এক চিন্তা করিয়া গন্ধাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন।

তৎপরে মন্ত্রের দ্বারা শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়া শিষ্যশরীরে কলান্যাস করিবেন এবং শিষ্যমস্তকে হস্ত দিয়া

১০৮ বার জপ করিয়া 'অমুক মন্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি' বলিয়া শিষ্যহস্তে জলদান করিবেন। শিষ্যও 'দদস্ব' বলিয়া জলগ্রহণ করিবে। তখন গুরু ঋষ্যাদি যুক্ত মন্ত্র দ্বিজাতির দক্ষিণকর্ণে তিনবার ও বামকর্ণে একবার, স্ত্রীলোক ও শূদ্র হইলে বামকর্ণে তিনবার ও দক্ষিণকর্ণে একবার শ্রবণ করাইবেন। মন্ত্রগ্রহণের পর শিষ্য গুরুচরণে পতিত হইয়া থাকিবে, গুরু তাহাকে মন্ত্র দ্বারা উত্থিত করিবেন। উত্থিত হইয়া শিষ্য ঐ মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে এবং কুশ তিল ও জল গ্রহণ করিয়া গুরুকে স্বর্ণখণ্ড দক্ষিণা ও দীক্ষাগ্রহণের সমস্ত সামগ্রী প্রদান করিবে। অন্যান্য ব্রাহ্মণকেও যথাশক্তি দান করিয়া পরিতুষ্ট করিতে হইবে। গুরুকেও মন্ত্রদানের পর স্বীয় শক্তি রক্ষার জন্য ১০০৮ বা ১০৮ মন্ত্র জপ করিতে হয়। পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইয়া শিষ্যও ভোজন করিবে। যেহেতু দীক্ষাদিবসে গুরু-শিষ্য উভয়েরই উপবাস নিষিদ্ধ।

কলাবাদতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

কলাবান্ [ন্] (পুং) কলাঃ সন্ত্যত্র, কলা-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ সঙ্গীতবিদ্যাবিদ্, কালোয়াৎ। ২ চন্দ্র। ৩ (ত্রি) কলাবিশিষ্ট।

কলাবিক (পুং) কলং আবিকায়তি বিশেষেণ রৌতি, কল-আবি-কৈ-ক। কুক্কুট, মোরগ।

কলাবিকল (পুং) কলয়া কামাবেশেন বিকলশ্চঞ্চলঃ, ৩তৎ। চটক, চড়ুইপাখী। [চটক দেখ।]

কলাবিধিতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কলাসারতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কলাহক (পুং) কলং আহন্তি, কল-আ-হন্-ড- সংজ্ঞায়াং কন্। কাহলনামক বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

কলি (পুং) কলতে কলেরাশ্রয়ত্বেন বর্ত্ততে, কল-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ৪১৭) ১ বহেড়া গাছ; নলরাজের নির্য্যাতন জন কলি কোন সময়ে বহেড়া গাছ অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 'কলি' হইয়াছে। (বামন ২১ অঃ।) (কলিরক্ষো বিভীতকঃ। হেম ৪। ২১১।) ২ (কলতে স্পর্দ্ধতে) শূর, বীর। ৩ (কলন্তে স্পর্দ্ধমানা ভাবন্তে) বিবাদ। ৪ যুদ্ধ। ৫ (কলয়তি পাপেন জড়য়তি) যুগবিশেষ, চতুর্থযুগ। (কলিঃ স্ত্রী কলিকায়াং না শরাজিকলহে যুগে। মেদিনী।)

কল্কিপুরাণে কলিযুগের উৎপত্তিকথা এইরূপ লিখিত আছে,—

"প্রলয়ান্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মা পৃষ্ঠদেশ হইতে পাপময় মলিন ঘোর অধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন; অধর্ম্ম তাঁহার মার্জ্জারলোচনা মিথ্যানাম্নী পত্নীর গর্ভে 'দম্ভ' নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন, দম্ভ 'মায়া' নাম্নী স্বীয় ভগিনী গর্ভে 'লোভ' নামক পুত্র ও 'নিকৃতি' নাম্নী কন্যা উৎপাদন করিলেন; এই ভ্রাতা ভগিনী হইতে ক্রোধের জন্ম হইল, ক্রোধের ঔরসে তাহার ভগিনী গর্ভে কলি জন্মগ্রহণ করিল, তাহার রূপ তৈলসংযুক্ত অঞ্জনের ন্যায়, মুখ করাল, জিহ্বা লোল, উদর কাকের ন্যায় এবং সর্ব্বাঙ্গে পূতিগন্ধ। এইরূপ ভয়ানক মূর্ত্তিতে বামহস্ত দ্বারা উপস্থ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিল। জন্মাবধিই কলি স্ত্রী, মদ্য, দ্যূত, সুবর্ণ প্রভৃতিতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কলির ঔরসে ভগিনী দুরুক্তির গর্ভে 'ভয়' নামক পুত্র ও 'মৃত্যু' নাম্নী কন্যার উৎপত্তি হয়। (কল্কি ১ অঃ।)

কলিযুগের লক্ষণ—"যে সময়ে সর্ব্বদাই মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদন, শোক, মোহ, দীনতা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহার নাম কলিকাল।

এই সময়ে মানবগণ কামী ও কটুভাষী, জনপদ সকল দস্যুপীড়িত, বেদ সকল পাষণ্ডদূষিত, রাজগণ প্রজাপীড়ক, ব্রাহ্মণগণ শিশ্ন ও উদরপরায়ণ, ব্রাহ্মণবালকগণ ব্রতশূন্য ও অশুচি, ভিক্ষুকগণ পরিবারপোষক, তপস্বিগণ গ্রামবাসী, ন্যাসিগণ অর্থলোলুপ, এবং মনুষ্যমাত্রেই ক্ষুদ্রকায়, অধিকভোজনশীল ও চৌর্য্য মায়া প্রভৃতিতে সমধিক সাহসী হইবে।

এইকালে ভৃত্যগণ প্রভুত্যাগ, ও তপস্বিগণ ব্রতত্যাগ করিবে; শূদ্রগণ তপোবেশোপজীবী হইয়া প্রতিগ্রহ লইবে, মনুষ্যমাত্রই উদ্বিগ্ন, অনলঙ্কার ও পিশাচতুল্য হইয়া, অস্নাত অবস্থায় ভোজন করিয়াও অগ্নি দেবতা অতিথি প্রভৃতির পূজা করিবে। পিণ্ডোদকক্রিয়া লোপ হইবে। সকলেই স্ত্রীরত ও শূদ্রসম হইয়া উঠিবে। স্ত্রীগণ অল্পভাগ্যা, অধিক সন্তানবতী ও সৎপতির অবজ্ঞাকারিণী হইবে। কেহই আর বিষ্ণুপূজা করিবে না, তবে কলিকালে এই এক ভাল হইবে যে, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেই মানব মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।" (গরুড় পু ২২৭ অঃ।)

উল্লাসতন্ত্রেও কলিযুগের লক্ষণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—"যে সময়ে বৈদিকী দীক্ষা, পৌরাণিকী দীক্ষা ও পাপপুণ্যের বেদসম্ভব পরীক্ষা লুপ্ত হইবে, স্থানে স্থানে গঙ্গা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবেন, রাজগণ ম্লেচ্ছজাতীয় ও ধনলোলুপ হইবে, স্ত্রীগণ অতিশয় দুর্দ্দান্ত, কর্কশ, কলহরত ও পতিনিন্দুক হইবে, মানবগণ স্ত্রী-পরাজিত, কামকিঙ্কর ও গুরু মিত্রাদির অনিষ্টকারক হইবে, পৃথিবী অল্পশস্যা, মেঘগণ

অল্পবর্ষী ও বৃক্ষসকল স্বল্পফল হইবে ; ভ্রাতা, আত্মীয়, অমাত্য প্রভৃতি সামান্যমাত্র ধনের জন্য পরস্পর কলহ করিবে এবং মদ্যমাংসাদি পানভোজন, নিন্দা এবং দণ্ডশূন্য হইবে, তখনই কলি প্রবল হইয়াছে জানিবে।"

মাঘীপূর্ণিমায় শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহার আয়ুঃকাল চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার (৪৩২০০০) বৎসর। আর্য্যভট্টমতে ১৫৭৭৯১৭৫০ দিবস।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—"কলিতে মানবগণের ৫০ বর্ষ মাত্র পরমায়ু হইবে। কলি দোষে দেহিদিগের দেহ ক্ষীণ হইলে, বর্ণাশ্রমাচারী লোকদিগের বেদবিহিত ধর্ম্মপথ নষ্ট হইলে, ধার্ম্মিক পাষণ্ডপ্রায় হইল, রাজগণ দস্যুপ্রায় হইলে, মনুষ্যগণ চৌর্য্য, মিথ্যা, বৃথা হিংসা ইত্যাদি নানা বৃত্তি-সম্পন্ন হইলে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ শূদ্রপ্রায় হইলে, গো সকল ছাগপ্রায় হইলে, আশ্রম সকল গৃহপ্রায় হইলে, বন্ধু সকল যৌন-প্রায় হইলে, ওষধির গুণ সকল হ্রাস হইলে, পর্ব্বতসকল নিম্নপ্রায় হইলে, মেঘ সকল বিদ্যুৎপ্রায় হইলে, গৃহ সকল শূন্যপ্রায় ধর্ম্মরহিত হইলে, লোকসকল দুঃসহ চেষ্টিত হইলে ধর্ম্ম পরিত্রাণের নিমিত্ত সত্ত্বগুণে ভগবান্ কল্কি অবতীর্ণ হইবেন। তোমার (পরীক্ষিতের) জন্ম অবধি মহানন্দের রাজ্যাভিষেক কাল পর্য্যন্ত ১১৫০ বর্ষ অতিবাহিত হইবে। সপ্ত নক্ষত্রাত্মক সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যে উদয় সময়ে যে দুইটি নক্ষত্ররূপ ঋষিকে আকাশমণ্ডলে প্রথম উদিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তদুভয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত যে অশ্বিন্যাদি এক একটি নক্ষত্রকে রাত্রিকালে দেখা যায়, তাহার এক একটির সহিত যুক্ত হইয়া ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মনুষ্যপরিমাণের এক এক শত বৎসর অবস্থিতি করেন, সেই সকল ঋষিরা অধুনা তোমার (পরীক্ষিতের) সময়ে মঘাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে বিচরণ করিবেন, তখন কলি প্রবৃত্তি ১২০০ বৎসর অতীত হওয়াতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইবে। যখন ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন করিবেন, তখন অবধি অর্থাৎ নন্দাভিষেক অবধি এই কলি অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। যে দিন কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, সেই দিন অবধিই কলিযুগ প্রতিপন্ন হইয়াছে। দিব্য পরিমাণ সহস্র বৎসরের পর চতুর্থ কলি অতীত হইলে, পুনর্ব্বার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে।"

(ভাগবত ১২শ স্কন্ধ, ২য় অঃ, ১০-২৯ শ্লোঃ)

বর্ত্তমান ১৮১৩ শকাব্দ পর্য্যন্ত কলিযুগের ৪৯৯২ বৎসর অতীত হইতেছে।

এই যুগে ধর্ম্ম একপাদ, অধর্ম্ম তিনপাদ। মনুষ্যের আয়ুঃ পরিমাণ ১০৮ বৎসর, দেহপ্রমাণ স্ব স্ব হাতের ৩॥০ হাত। অবতার শ্রীকৃষ্ণ এবং যুগশেষে দশম অবতার কল্কি উৎপন্ন হইয়া পাপিগণের বিনাশসাধন করিবেন। ব্রাহ্মণ নিরগ্নি, অন্নগত প্রাণ এবং ভোজন পাত্রের অনিয়ম হইবে।

কলিযুগের বিশেষ ধর্ম্ম দান। মনুসংহিতা প্রভৃতিতে লিখিত আছে—

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥"

সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিযুগে দানমাত্র বিশেষ ধর্ম্ম। (মনু সং।)

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুঃ কলৌ দানং দয়া দমঃ॥"

সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দান, দয়া ও দম বিশেষ ধর্ম্ম। (মহাভারত।)

"ত্রয়ীধর্ম্মঃ কৃতযুগে জ্ঞানং ত্রেতাযুগে স্মৃতং।
দ্বাপরে চাধ্বরঃ প্রোক্তঃ কলৌ দানং দয়া দমঃ॥"

সত্যযুগে বৈদিক ধর্ম্ম, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিতে দান, দয়া ও দম বিশেষ ধর্ম্ম। (বৃহস্পতি।)

এইরূপ লিঙ্গপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতেও একবাক্যে দানের কথা অনুমোদিত আছে।

কলিযুগের সংহিতা নিশ্চয় সম্বন্ধে পরাশর লিখিয়াছেন,—

"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥"

সত্যযুগে মনুসংহিতা, ত্রেতায় গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত এবং কলিযুগে পারাশর সংহিতা ধর্ম্মশাস্ত্র।

কলিদোষশান্তির জন্য লিঙ্গপুরাণ, বৃহন্নারদীয়, মহাভারত, ও শিবপুরাণে শিবপূজার উপদেশ আছে। স্কন্দপুরাণে শিবই একমাত্র কলিযুগের দেবতা বলিয়া উল্লেখ আছে,—

"ব্রহ্মা কৃতযুগে দেবঃ ত্রেতায়াং ভগবান্ রবিঃ।
দ্বাপরে ভগবান্ বিষ্ণুঃ কলৌ দেবো মহেশ্বরঃ॥"

সত্যযুগে ব্রহ্মা, ত্রেতায় সূর্য্য, দ্বাপরে বিষ্ণু ও কলিতে মহেশ্বর দেবতা।

অন্যান্যস্থলে কালিকা ও গোপাল কলির জাগ্রত দেবতা বলিয়া উল্লেখ আছে,—

"কলৌ জাগর্ত্তি গোপালঃ কলৌ জাগর্ত্তি কালিকা॥"

কাশীবাস, গঙ্গাস্নান প্রভৃতিও কলিকালে মুক্তির উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"নাস্তৎ পশ্যামি জন্তূনাং মুক্ত্বা বারাণসীং পুরীম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং কলৌ যুগে॥

যে বিপ্রাস্তাং পুরীং প্রাপ্য ন মুঞ্চন্তি কদাচন।
বিজিত্য কলিজান্ দোষান্ যান্তি তৎ পরমং পদম্॥"

কলিযুগে বারাণসীপুরী ব্যতীত জীবগণের সর্ব্বপাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত আর নাই। যে ব্রাহ্মণ ঐ পুরী প্রাপ্ত হইয়া কখন তাহা পরিত্যাগ না করেন, তিনি কলিজ পাপ বিনাশ করিয়া পরম পদ লাভ করিতে পারেন। (স্কন্দ পু°।)

গঙ্গাস্নান সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—

"কৃতে সর্ব্বানি তীর্থানি ত্রেতায়াং পুষ্করং পরং।
দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গৈব কেবলম্॥"

সত্যযুগে সমুদায় তীর্থ, ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র এবং কলিযুগে গঙ্গাই একমাত্র তীর্থ। মহাভারতে আছে,—

"গীতা গঙ্গা তথা ভিক্ষুঃ কপিলাশ্বত্থসেবনম্।
বাসরং পদ্মনাভস্য সপ্তমং ন কলৌ যুগে॥"

গীতা, গঙ্গা, ভিক্ষুক, কপিলা, অশ্বত্থবৃক্ষ ও হরিবাসর সেবা ব্যতীত কলিযুগে আর সপ্তম ধর্ম্মকার্য্য নাই।

হরিনাম কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—

"যেঽহর্নিশং জগদ্ধাতুর্বাসুদেবস্য কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তান্ নরব্যাঘ্র ন কলির্বাধতে নরান্॥
চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥"

যাঁহারা দিবানিশি জগৎস্রষ্টা বাসুদেবের কীর্ত্তন করেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকে কলি কোনরূপ বাধা দিতে পারে না। সর্ব্বদা সকলস্থানেই চক্রপাণির নাম করিবে, তাহাতে অশৌচ বিবেচনার আবশ্যক নাই, যেহেতু নামকীর্ত্তনই পবিত্রকারক। জ্ঞানবশতঃ হউক বা অজ্ঞানবশতঃই হউক হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই পুরুষের পাপসকল অগ্নি কর্ত্তৃক কাষ্ঠরাশির ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়।

স্কন্দপুরাণে আছে,—

"গোবিন্দনাম্না যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে।
কীর্ত্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা॥"

গোবিন্দনাম যুক্ত কোন মানবের নাম করিলেও সহস্র পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতে,—

"মেধ্যামেধ্যবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাং ভবেৎ॥ ৬
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥ ৭
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানি ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥" ৮। ২য়উল্লাস।

পবিত্রাপবিত্র বিচারহীন ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধি হইবে না; পুরাণ, সংহিতা ও স্মৃতি দ্বারাও মনুষ্যের ইষ্ট সিদ্ধি হইবে না। কলিকালে আগমোক্ত পথ ব্যতিরেকে গতি নাই।

"পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্লভঃ।
বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে॥ ১৯
কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে।" ৪র্থ উল্লাস।

কলিযুগে পশুভাব নাই, দিব্যভাবও দুর্লভ। কলিযুগে বীরসাধনই প্রত্যক্ষফলদায়ক। হে দেবি! কলিযুগে কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধি হইতে পারে না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া কুলাচারের অনুষ্ঠান করিবেন, যাঁহারা দয়াশীল হইবেন, যাঁহারা গুরুশুশ্রূষায় তৎপর, পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান্, স্বপত্নীতে অনুরক্ত, সত্যব্রত, সত্যনিষ্ঠ ও সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া 'কুলসাধনে' সত্য এইরূপ বিশ্বাস করিবেন, যাঁহারা হিংসা, মাৎসর্য্য, দম্ভ ও দ্বেষশূন্য হইবেন এবং যাঁহারা কুলাচার অনুসারে স্নান, দান, তপস্যা, তীর্থদর্শন, ব্রত ও তর্পণ, গর্ভাধান, পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি আচরণ করিবেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না। কলির দোষসমূহের মধ্যে একটি প্রধান গুণ আছে যে, সত্যপ্রতিজ্ঞ কৌলিকগণের সঙ্কল্পমাত্রই শ্রেয় লাভ হয়।

কলির তারক ব্রহ্মনাম,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রামরাম হরে হরে॥"

বৃহন্নারদীয়ে নিম্নোক্ত কার্য্যসকল কলিতে নিষিদ্ধ—সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, অসবর্ণ কন্যাবিবাহ, দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসদান, বানপ্রস্থাশ্রম, দত্তকন্যা অক্ষতা হইলেও তাহার পুনর্ব্বার দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ, অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থান গমন, গোমেধ যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ আততায়ী হইলেও তাহার হিংসা করা, সুরাগ্রহণ, অগ্নিহোত্র হবনীতেও লেহ লীঢ়া গ্রহণ, বৃত্ত ও স্বাধ্যায়সাপেক্ষ অশৌচ, সঙ্কোচ, মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্তবিধান, সংসর্গদোষ সম্বন্ধে চুরি প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্তিলাভ, দত্তক ও ঔরস ব্যতীত অন্য পুত্র গ্রহণ, গুরু-স্ত্রী পরিত্যাগ, পরোদ্দেশে আত্মত্যাগ, উচ্ছিষ্টের বর্জ্জন, দাস গোপাল প্রভৃতির অন্নভোজন, গৃহস্থের অতিদূরে তীর্থসেবা, গুরুস্ত্রীতে শিষ্যের গুরুবৎ বৃত্তি, দ্বিজাতি-

দিগের আপদ্‌বৃত্তি, অশ্বস্তনিকতা, ব্রাহ্মণের প্রবাস, মুখাগ্নি-ধমন, বলাৎকারাদি-দোষ-দুষ্ট-স্ত্রী-গ্রহণ, সর্ব্বজাতিতে যতির ভিক্ষাগ্রহণ, ব্রাহ্মণাদির জন্য শূদ্রাদির পাক, পর্ব্বতের উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া অথবা অগ্নিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য সকল কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্ণয়সিন্ধু, হেমাদ্রি, আদিত্যপুরাণ ও পৃথ্বীচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে।

যুধিষ্ঠির, হরিশ্চন্দ্র, মুনিশ্চন্দ্র, তেজঃশেখর বিক্রমাদিত্য, বিক্রমসেন, লাউসেন, বল্লালসেন, দেবপাল, ভূপাল, মহীপাল, এই কয়েকজন কলিযুগের প্রধান রাজা এবং যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়, নাগার্জ্জুন ও বলি* এই ছয়জন রাজচক্রবর্ত্তী শককারক। [শক দেখ।]

৬ দেবগন্ধর্ব্ববিশেষ, কশ্যপ ঔরসে দক্ষকন্যার গর্ভে ইহার জন্ম। (মহাভারত ১। ৬৫। ৪৪।)।

৭ একজন অতি প্রাচীন ঋষি। ইহার নাম ঋক্‌সংহিতায় দৃষ্ট হয়।

৮ সঙ্গীতের অন্তরা। ৯ শিব। ১০ বৈষ্ণবদিগের তিলকের ভেদবিশেষ, ইহার আকৃতি ফুলের কুঁড়ির ন্যায় আগাগোড়া সূক্ষ্ম ও মধ্য স্থূল; ইহা অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম হইলে 'রসকলি' বলিয়া থাকে। ১১ (স্ত্রী) কলিকা, ফুলের কুঁড়ি।

কলিক (পুং) কলো মন্দগম্ভীরো ধ্বনিরস্ত্যস্য, কল-মত্বর্থে ঠন্। ক্রৌঞ্চ পক্ষী।

কলিকা (স্ত্রী) কলিরেব, কলি-স্বার্থে কন্-টাপ্। ১ ফুলের কুঁড়ি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কোরক, কলি, কলী।

("মুগ্ধামজাতরজসাং কলিকামকালে।
ব্যর্থং কদর্থয়সি কিং নবমালিকায়াঃ॥" সাহিত্য দং।)

২ বীণার মূলদেশ। ৩ রচনাবিশেষ; তালনিয়ত পদসমূহের নাম কলা, কলাযুক্ত বলিয়া ইহার নাম কলিকা। কলিকা ছয় প্রকার,—চণ্ডবৃত্ত, দ্বিগাদিগণবৃত্ত, ত্রিভঙ্গীবৃত্ত, মধ্য, মিশ্র ও কেবল। চণ্ডবৃত্তে দশপ্রকার সংযুক্ত বর্ণ থাকে। মধুর, শ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, শিথিল ও হ্রাদি-সংযুক্ত হইয়া বর্ণ সকল হ্রস্ব দীর্ঘভেদে ভিন্ন হয়। হ্রস্ব ও মধুর সংযোগ যথা,—শঙ্কর, অঙ্কুশ ও কিঙ্কর। শ্লিষ্টসংযোগ দর্প, কর্পর ও সর্প। বিশ্লিষ্ট সংযোগ যথা,—ভল্ল, কল্যাণ ও চিল্লি। শিথিল সংযোগ,—পশ্য, কশ্যপ ও বশ্য। হ্রাদি সংযোগ মহ্য গুহ্য, সহ্য ও প্রসহ্য। কেহ কেহ গর্হাদি শব্দকেই হ্রাদি সংযুক্ত বলিয়া থাকেন। দীর্ঘসংযোগ যথা,—তুঙ্গ, অঙ্গ, কার্পাস, বাল্য, বৈশ্য ও বাহ্যক। চণ্ডবৃত্তে কলার নিয়ম,—দ্বাদশ হইতে চৌষট্টি, ইহার ন্যূনাধিক করা হয় না। চণ্ডবৃত্ত দুইপ্রকার নখ ও বিশিখ। তন্মধ্যে নখ বিংশ প্রকার,—বর্দ্ধিত, বীরভদ্র, সমগ্র, অচ্যুত, উৎপল, তুরঙ্গ, শ্রীগুণরতি, মাতঙ্গলেখিত ও তিলক; এই নয় প্রকার ব্যতীত অন্যভেদের নামাদি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশিখ পাঁচ প্রকার,—পদ্ম, কুন্দ, চম্পক, বঞ্জুল ও বকুল। তন্মধ্যে পদ্ম ছয় প্রকার,—পঙ্কেরুহ, সিতকঞ্জ, পাণ্ডুৎপল, ইন্দীবর, অরুণাম্ভোজ ও কহ্লার। বকুল দুই প্রকার,—ভাস্বর ও মঙ্গল। এইরূপে চণ্ডবৃত্ত বিংশ প্রকার হইয়া থাকে। দ্বিগাদিগণবৃত্ত পাঁচপ্রকার,—কোরক, গুচ্ছ, সংফুল্ল, কুসুম ও গন্ধ। ত্রিভঙ্গীবৃত্ত, দণ্ডক ও বিদগ্ধভেদে দুই প্রকার—মিশ্রকালিকা গদ্যসম্পৃক্তা ও সপ্তবিভক্তিকা ভেদে দুই প্রকার, কেবলাও দুই প্রকার—অক্ষরময়ী ও সর্ব্বলঘ্বী।

৪ ছন্দোবিশেষ;—

"প্রথমমপরচরণসমুত্থং শ্রয়তি স যদি লক্ষ্ম।
ইতরদিতরগদিত মপি যদি চ তুর্য্যং
চরণযুগলকমবিকৃতমপরমিতি কলিকা সা॥"

(বৃত্তরত্নাকর ৪ অঃ।)

প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ একরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে, এবং তৃতীয় চতুর্থ চরণ অবিকৃত থাকিলে তাহাকে কলিকা কহে।

৫ কলা, চন্দ্রের জ্যোতির অংশ।

("তন্যস্তে কলিকা যস্মাত্তস্মাত্তাস্তিথয়ঃ স্মৃতাঃ।"
সিদ্ধান্তশিরোমণি।)

কলিকা (দেশজ) কল্কে, তামাক খাওয়ার উপকরণবিশেষ, ইহাতেই তামাক সাজিতে হয়। মাটি, পাথর ও বিবিধ ধাতু প্রভৃতি দ্বারা ইহা প্রস্তুত। উৎপত্তির স্থানে ও আকার ভেদানুসারে ইহারও নানা প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন,—বলাগড়ে, কাঁটালে, ধুতরাফুলি ধুমুচি, ইত্যাদি।

কলিকাতা—সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী, বঙ্গদেশের সর্ব্ব-প্রধান নগরী; বৃটীশ-শাসনের কেন্দ্রস্থল, বৃটীশ-রাজপ্রতিনিধির বসতিস্থান, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। এই নগরীতে এত অধিক সুরম্য, সুন্দর, সুশোভিত অট্টালিকা আছে যে, তজ্জন্য ইহার আর একটি স্বতন্ত্র নামের সৃষ্টি হইয়াছে; লোকে ইহাকে ঐ জন্য "সৌধময়ী মহানগরী" বলিয়া থাকে।

* "যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ ধরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুনমেদিনীপতির্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকাঃ কলৌ।"
জ্যোতির্বিদাভরণ।

এই নগরী গঙ্গানদীর দক্ষিণবাহিনী শাখা ভাগীরথীর বামতীরে অবস্থিত। ইংরাজেরা ভাগীরথীর দক্ষিণাংশকে "হুগলী" নদী বলেন, সুতরাং ইংরাজ-ভৌগোলিকের মতে ইহা হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরে গঙ্গার মুখে জাহাজের গমন-পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্ত যে সকল 'বয়া' আছে, তাহা হইতে কলিকাতার দক্ষিণাংশস্থিত নদী-তীরবর্ত্তী ফোর্ট উইলিয়ম নামক ইংরাজ-দুর্গের অন্তর্গত সময়-নিরূপক গোলক-স্তম্ভ পর্য্যন্ত মাপিয়া আসিলে জানা যায় যে, সাগরতীর হইতে কলিকাতা ঠিক ৮৬·২ ভৌগোলিক মাইল বা ৪৩ ক্রোশ উত্তরে ২২° ৩৪´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°২৫´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কলিকাতার ভূতত্ত্ব*—ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে অতিপূর্ব্বে অর্থাৎ ইতিহাসাতীতকালে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগ, যাহাকে ইংরাজ ভৌগোলিকেরা গাঙ্গেয় "ব" দ্বীপ বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন, তাহার অস্তিত্ব মাত্র ছিল না ; বর্ত্তমান রাজমহল, মুরসিদাবাদ ও মালদহের মধ্যে কোন একস্থলে সমুদ্রতীর ছিল। হিমালয় হইতে যে সকল নদী তখন ঐ স্থানে আসিয়া সাগরে পড়িত, তাহাদেরই স্রোতবাহিত মৃত্তিকারাশিতে গাঙ্গেয় "ব" দ্বীপের ক্রমশঃ জন্ম হইয়াছে, সুতরাং কলিকাতা নগরীর জন্ম ঐ সময়েই হয়। কলিকাতার ভূমি সামান্ততঃ নিম্ন ও সমতল, দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে ঢালু।

কলিকাতার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্ত এক সময়ে দুইটি পরীক্ষা হইয়াছিল, একটি ফোর্ট উইলিয়মে (কেল্লাতে) কূপখনন ও শিয়ালদহে পুষ্করণীখনন।† ১৮৩৫ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূতত্ত্বাবিষ্কারের জন্ত কেল্লাতে একটি কূপ ৪৮১ ফুট গভীর করিয়া খনন করা হয়। ১৫৯ ফুট নিম্নে একপ্রকার পীতবর্ণ শিরাযুক্ত আঁটাল মাটি এবং ১৯৬ ফুট নিম্নে লৌহমিশ্রিত মৃত্তিকা পাওয়া যায় ; ৩৪০ এবং ৩৫০ ফুট নিম্নে প্রস্তরে পরিণত অস্থি পাওয়া যায়, পরীক্ষকেরা ইহাকে কচ্ছপের অস্থি বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন ; ৩৭২ ফুট নিম্নে আরও কতকগুলি ঐরূপ অস্থি পাওয়া যায়। এইখানে ৩৮০ ফুট নিম্নে যে স্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, এই স্তরে এক সময়ে একটি বৃহৎ জঙ্গল ছিল, এখন তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এই স্তরটি দেখিয়া পরীক্ষকেরা নিশ্চয় করেন যে, বর্ত্তমান সুন্দরবনের ভূপৃষ্ঠ তুল্য এই স্তরটীও এক সময়ে ভূপৃষ্ঠে ছিল, কালক্রমে সেই ভূপৃষ্ঠ ৩৭০ ফুট বসিয়া গিয়াছে।

ঐ কূপে ৩৯২ ফুট নিম্নে বালুকা মধ্যে গিরিনদীগর্ভ-সুলভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গার, কতকগুলি জীর্ণকাষ্ঠ খণ্ড, ৪০০ ফুট নিম্ন হইতে একখণ্ড চূণপাথর এবং ৪০০ হইতে ৪৮১ ফুট মধ্যে সমুদ্রোপকূলজাত দ্রব্য ও সূক্ষ্ম সিকতাময় আদি পার্থিবপদার্থ, স্ফটিক, ফেল্‌স্পার, অভ্র, স্লেট ও চূণপাথর-মিশ্রিত উপলখণ্ড পাওয়া যায়। বিঘ্ন ঘটায় আর নিম্নে বেশী দূর খনন করা হয় নাই, সুতরাং স্থির হইল না যে, কতদূর পর্য্যন্ত এই অসমভাবাপন্ন স্তর আছে, কোন কোন পরীক্ষক অনুমানে স্থির করেন যে, নিম্নে আরও ৮০ ফুট এইরূপ আছে। উপরি উক্ত স্তরাবলীর বর্ণনা হইতে স্থির হয় যে, পূর্ব্বে ইহার নিকটে উচ্চ পাহাড় ছিল, তাহাই বসিয়া গিয়া বর্ত্তমান সমতল ভূমির উৎপত্তি হইয়াছে।

শিয়ালদহের ষ্টেশনের সীমার মধ্যে যে বৃহৎ পুষ্করিণীটি খনন করা হইয়াছিল, তাহা হইতে ব্লানফোর্ড সাহেব কলিকাতার ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করেন। পুষ্করণীটি তৎকালের ভূমির স্বাভাবিক সমতল হইলে ৩০ ফুট গভীর করিয়া খনন করা হয়। তখনকার ভূমির পৃষ্ঠদেশ, নিকটস্থ খালের মরা-জোয়ারের সীমাসমতল হইতে ১৫॥ নিম্ন এবং গ্রীষ্মকালীন ভাগীরথীর অত্যন্ত মরা-জোয়ারের সীমাসমতল হইতে ১৭ ফুট উচ্চ ছিল মাত্র। পুষ্করণী খুঁড়িবার সময় দেখা যায়, প্রথম ৩ ফুট ভূমি উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকাপূর্ণ, তাহার পরের স্তর অসমতল এবং ধান্তক্ষেত্রের মৃত্তিকার ন্তায় মৃত্তিকাপূর্ণ, এই স্তরের সকল স্থলেই একরূপ নহে, কোথাও স্বল্পভার-সহিষ্ণু বালুকা ও লবণাক্ত কর্দ্দম, কোথাও বা পরিষ্কার চিক্কণ মৃত্তিকা। এ সকলেও উদ্ভিজ্জাবশেষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা এত পুরাতন যে, তাহাদের জাতি-উৎপত্তি অবগত হইবার উপায় হয় নাই। ইহার নীচে ভূপৃষ্ঠ হইতে আঁটাল মাটি পাওয়া যায়, এই আঁটাল মাটি ২০ ফুট নীচে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উদ্ভিদজাত মৃত্তিকার স্তর ৩ ফুট বাদ দিলে মধ্য স্তরটির বেধ ১৭ ফুট হয়। ইহার নিম্নে উদ্ভিদজাত অপরিণত কয়লার স্তর (শুষ্ক হইলে ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না।) এই স্থলে কতকগুলি সুন্দরী গাছের গুঁড়ি দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুঁড়ির শিকড় বাঁকিয়া না গিয়া ঠিক সোজা হইয়া নিম্নস্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয় যে, এক সময়ে এই স্তরটি ভূপৃষ্ঠ ছিল, কালক্রমে বসিয়া গিয়াছে। এই স্তরটি পুষ্করিণীর সর্ব্বাংশে দেখা যায়। অনেকে অনুমান

* Geology of India, by Blanford, and Medlicot, এবং Blanford's Physical Geography.

† Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IX. p. 636 and Vol. XXXII. p. 154.

করেন যে, এই স্তরটি সমস্ত কলিকাতা, তন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্র বা নদীতীরবর্ত্তী স্থানগুলিতে বর্ত্তমান, তবে সকল স্থলে এই স্তরের অবস্থান সমগভীর নহে। সারা ভাঁটার সময় গার্ডেন রীচের (কোম্পানীর বাগানের) নিম্নে এবং অপর পারে নদী-গর্ভে এই স্তর সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শিয়ালদহে এই স্তর ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০।৩১ ফুট নিম্ন এবং কোম্পানীর বাগানের নীচে ৩৬ ফুট নিম্ন, কিন্তু কেল্লাতে ৫১ ফুট নিম্ন।

পূর্ব্বে যে গাছের গুঁড়ির কথা বলা গিয়াছে, তাহার মূলানুসন্ধান করিবার জন্য একটি ৪ ফুট গভীর কূপ খনন করিয়া দেখা যায়, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই সকল বৃক্ষাবশেষ পূর্ব্বোক্ত খালের সারা ভাঁটার সীমাসমতল হইতে ১৫॥ ফুট নিম্নে এবং ভাগীরথীর ঐ স্থান হইতে ১৩ ফুট নিম্নে জন্মিয়াছিল। মাতলা, ক্যানিং-টাউন প্রভৃতি স্থলেও ঐ স্তরটি পাওয়া যায় এবং তাহাদিগের সহিত তুলনায় ও সুন্দর-বনের সুন্দরীবৃক্ষ-সংস্থানের ভূমির সহিত তুলনা করিয়া বুঝা যায়, শিয়ালদহের যে স্তরে ঐ সকল বৃক্ষাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে ঐ সকল বৃক্ষ জন্মিবার পরে ১৮ বা ২০ ফুট বসিয়া গিয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেল্লার ভিতরে যেখানে ঐ স্তরে বৃক্ষাবশেষ দেখা গিয়াছিল, সেই স্থলই যদি ঐ বৃক্ষগণের মৌলিক অবস্থান-স্থল হয়, তবে সেখানেও যে স্তরটি ৪৬।৪৮ ফুট বসিয়া গিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই দুই স্থানের ভূপৃষ্ঠ সমসাময়িক কি না, তাহার বিশ্বাসজনক কোন প্রমাণ নাই।

উপরোক্ত কারণসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপটী গড় ১৮ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত বসিয়া গিয়াছে। যেহেতু নিম্নে যে সকল স্থানে সুন্দরীগাছ পাওয়া গিয়াছে, ঐ সকল গাছ এককালে ভূপৃষ্ঠে জন্মিয়াছিল; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভূতত্ত্ববিদ্ ব্লানফোর্ড সাহেব যে সকল স্থানের খনন পরিদর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদয় স্থানে ৮ হইতে ১০ ফুট মধ্যেই ঐরূপ বৃক্ষাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। উপরিস্থ স্তরসমূহ সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জাবশেষ এবং নদীজলসম্ভূত শম্বুকাদিতে পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল স্থানে যে এক সময়ে ভূপৃষ্ঠ ছিল, তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে যে কেবল স্তরটি কালসহকারে বসিয়া গিয়াছে তাহাই স্পষ্ট বুঝা যায় এমত নহে। উহা এত শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল যে, নদী-স্রোতবাহিত মৃত্তিকা (পলি) দ্বারাও তত দ্রুত ভরাট হওয়া অসম্ভব।

নদীর গতি-পরিবর্ত্তন—কলিকাতার দক্ষিণে "টালির নালা" বা "আদি গঙ্গা" নামে একটি খাল আছে। এই খাল-টীর পূর্ব্বে এ অবস্থা ছিল না। ইহা বিস্তৃত নদী ছিল, প্রাচীনকালে ইহাই ভাগীরথীর প্রধান স্রোত ছিল। কালক্রমে ইহা একটি সামান্য "সোঁতা" মাত্রে পর্য্যবসিত হয় ও অব-শেষে "টালি" নামক এক সাহেব ইহার পঙ্কোদ্ধার করিয়া "টালির নালা" এই নামে প্রচারিত করেন। ভাগীরথীর স্রোত ঘুসড়ির নিকট দক্ষিণবাহিনী হইয়া বরাবর কলি-কাতাকে বামে রাখিয়া খিদিরপুরের নিকট পূর্ব্ববাহিনী হয়। সেখান হইতে বর্ত্তমান টালির নালার খাল বাহিয়া চারি-ক্রোশ দক্ষিণে গড়িয়াগ্রাম পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে বহিয়া অগ্নিকোণে বাঁকিয়া হাতিয়াগড় পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। এখনও হাতিয়াগড় পর্য্যন্ত সেই আদি গঙ্গার গর্ভ স্পষ্ট লক্ষিত হয়।*

* খিদিরপুরের নিম্নে যে গঙ্গার মূলস্রোত প্রবাহিত ছিল, তাহা কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য হইতেও বুঝা যায়। শ্রীমন্তের ডিঙ্গা গঙ্গা বাহিয়া কোন্নগর, কোতরঙ্গ এড়াইয়া কুচিনান হইয়া কলিকাতার উত্তরস্থ চিৎপুরে উপস্থিত হইল, তৎপরে কলিকাতা ও তাহার সম্মুখে অপর সালিখা অতিক্রম করিয়া বেতেড়, ধমন্তগ্রাম হইয়া ডাহিনে হিজলীর পথ পরিত্যাগ করিয়া বালিঘাটা (বেলেঘাটা?) উপস্থিত হইল, তৎপরেই শ্রীমন্তের ডিঙ্গা কালীঘাটে পঁহুছিল।

"ত্বরায় চলে তরি তিলেক না রহে।
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ রহে॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়॥
ছাগ মহিষ মেষে পূজিয়া পার্ব্বতী।
কুচিনান এড়াইল সাধু শ্রীপতি॥
ত্বরায় চলিল তরি তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা এড়াইয়া যায়॥
বেতেড়েতে উত্তরিল বেণিয়ার বালা।
কলিকাতা এড়াইল অবসান বেলা॥
বেতাই চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে।
ধনস্ত গ্রামখানা সাধু এড়াইল বামে॥
ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বালিঘাটা এড়াইল বাণিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥"

রেনেল সাহেব আভ্যন্তরিক জলপথের গতি দেখাইবার জন্য তাঁহার "হিন্দুস্থানের মানচিত্র" নামক গ্রন্থে যে একখানি নদী-প্রবাহ-প্রদর্শক মানচিত্র দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্বে বেলেঘাটার নিম্নে একটি নদীধারা ছিল, কবিকঙ্কণের বর্ণনার "বালিঘাটা" যদি এই বেলেঘাটা হয়, তাহা হইলে ঐ নদীধারাই যে ভাগীরথীর আদিস্রোত তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না, কারণ এই নদীধারার উপরেই শ্রীমন্ত কালীঘাট পাইয়াছিলেন।

কলিকাতার জলবায়ু,—উষ্ণ-কটিবন্ধের বা গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রায় সীমার নিকট এবং কর্কটক্রান্তির ১ অক্ষাংশ মধ্যে স্থাপিত হইলেও কলিকাতার জলবায়ু প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের সান্নিধ্যবশতঃ কলিকাতাবাসিগণকে ভারতের অপরাপর স্থানের লোকের ন্যায় কোন ঋতুর আতিশয্য অনুভব করিতে হয় না; আর সেই জন্য এখানে ষড়্ঋতুর মধ্যে তিনটিমাত্র ঋতুর প্রভেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ফাল্গুনমাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাসের আদ্যাবস্থা পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম, তৎপরে ভাদ্র পর্য্যন্ত বর্ষা, তৎপরে কার্ত্তিকের শেষ হইতে শীত ঋতুর আবির্ভাব হয়। অগ্রহায়ণের শেষ হইতে মাঘের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শীতের প্রাবল্য এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে গ্রীষ্ম ও রৌদ্রের তীক্ষ্ণতা হয়। কলিকাতায় বৎসরের মধ্যে গড়ে উষ্ণতার পরিমাণ বৃদ্ধি ৭৯.৪°; গ্রীষ্মের সময় গড়ে ৮৪.৫° বর্ষায় গড়ে ৮৩.৩° ও শীতে গড়ে ৭৫.৫° উষ্ণতার পরিমাণ দেখা যায়। গত ত্রিশ-বৎসরের মধ্যে ১৮৬৭ ও ১৮৭৩ সালের মে মাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গরম পড়িয়াছিল, ছায়াতে তখন উষ্ণতা হইয়াছিল ১০৬°। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ঝড় হইয়া থাকে। ঝড়ের সময় প্রায় উত্তরপশ্চিমকোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে। অপরাহ্নেই প্রায় ঝড় হয়। কলিকাতার ঝড়ে প্রায় বজ্রপতন ও বিদ্যুৎস্ফুরণ অধিক হয়। কলিকাতার সাধারণ বায়ুর আর্দ্রতা কিছু অধিক। অধ্যাপক ব্ল্যানফোর্ডের মতে, এখানকার বায়ুতে এক-সহস্রাংশে গড় '৭৬২ ভাগ জলীয় বাষ্প বা সূক্ষ্ম জলকণা থাকে। কলিকাতায় বৎসরে গড়ে ৬৬.০৪ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। তন্মধ্যে ১৮৭১ সালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হইয়াছিল, উহার পরিমাণ ৯২.৩১ ইঞ্চি। শ্রাবণমাসের শেষে অধিক বৃষ্টি হয়, অর্থাৎ গড়ে ৪১.১৮ ইঞ্চি এবং পৌষমাসের শেষে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয়, অর্থাৎ গড়ে ০.২৪ ইঞ্চি মাত্র। কলিকাতায় বায়ুর ভার গড়ে সমুদ্রতল হইতে ১৮ ফুট ও বায়ুমান যন্ত্রে জুন বা জুলাই মাসে ২৯.৭৯২ ইঞ্চি উচ্চে অনুভূত হয়। ডিসেম্বর মাসে আরও উচ্চে অর্থাৎ ৩০.০৪১ ইঞ্চি উর্দ্ধে বুঝা যায়। কলিকাতার অবস্থান স্থল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এখানে ঘূর্ণীবাতাস ও তৎসঙ্গে প্রবল ঝড় প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিতে পারে এবং ঘটেও। এরূপ ভীষণ ঝড় এখানে ১২।১৪ বৎসরের মধ্যে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। চল্লিশসালের বন্যা ও আশ্বিনে ঝড় এবং কার্ত্তিকে ঝড় (১২৭১ এবং ১২৭২ সাল) ইহার নিদর্শন। এই সকল ঝড়ে কলিকাতার নীচে ভাগীরথী গর্ভে জাহাজাদির যথেষ্ট ক্ষতি হয় বলিয়া আজকাল কলিকাতা বন্দরে "ঝটিকাসঙ্কেত" (Storm Signal) স্থাপিত আছে। কলিকাতায় ঝড়ের লক্ষণ বুঝিতে পারিলেই নাবিকদিগেকে সাবধান করিবার জন্য ঐ সকল সঙ্কেত প্রদর্শন করা হয়। কলিকাতার মৌসুম বায়ু বহিতে আরম্ভ হইলে অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখমাসে নৈর্ঋতদিক্ হইতে এবং ঐ বায়ু বন্ধ হইবার সময় অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিনমাসে ঈশানকোণ হইতে ঝটিকা উত্থিত হয়।

অনেকে অনুমান করেন যে পূর্ব্বে চাঁদপাল ঘাটের নিকট হইতে যে খাল (যাহাকে ডিঙ্গাভাঙ্গার খাল বলিত) ধর্ম্মতলার উত্তর দিয়া বরাবর পূর্ব্বমুখে বর্ত্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ক্রিক-রো নামক স্থানের ভিতর দিয়া বেলেঘাটার নিকট বড় খালে মিলিত হইয়াছিল, সে খালে পূর্ব্বে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিত; শ্রীমন্তের ডিঙ্গা এই খাল দিয়াই বড় খাল হইয়া আদিগঙ্গার উপর দিয়া কালীঘাটে পঁহুছিয়াছিল, আর এ খালের দৈর্ঘ্য চাঁদপাল ঘাট হইতে বেলেঘাটা পর্য্যন্ত ছিল। কিন্তু রেনেলের মানচিত্রে বেলেঘাটার নিম্নে যে নদীধারা আছে তাহাকে সামান্য খাল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাহার দৈর্ঘ্য অনেক দূর।

তৎপরে শ্রীমন্ত কালীঘাটের দক্ষিণে নানা স্থান অতিক্রম করিয়া শেষে;—

"ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগ এড়াইল অবসান বেলা।
ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর।
অমলিঙ্গ দিয়া উত্তরিল সদাগর।
সঙ্কেতমাধব পূজা করিল সত্বর।
তাহার মেলান সাধু পায় হাত্যাঘর।"

এই "হাত্যাঘর"ই এখনকার হাতিয়াগড়। কবিকঙ্কণের বর্ণনা যে সমূলক, তাহা এখন হাতিয়াগড়ের নিকট আদিগঙ্গার গর্ভ দৃষ্টি করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

কলিকাতার প্রত্নতত্ত্ব।—এখন যে কলিকাতা লক্ষ লক্ষ মানবের বাসভূমি 'সৌধময়ী মহানগরী' বলিয়া পরিচিত, সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতার চিহ্নমাত্র ছিল না। সাগরের অতলস্পর্শী সলিলগর্ভে এই স্থান নিহিত ছিল। কেবল এই স্থান কেন, সমস্ত গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপের চিহ্নমাত্র ছিল না। ভূতত্ত্ববিদেরা বহু অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, অতি পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান রাজমহলের নিম্ন দিয়া বঙ্গোপসাগরের খর স্রোত প্রবাহিত হইত। বহুদিন পরে ক্রমশঃ চড়া পড়িয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করে; কিন্তু গাঙ্গের 'ব' দ্বীপটি বহুদিন জলমগ্ন ছিল। কলিকাতা ঐ গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপেরই অন্তর্গত, পলি জমিয়া যখন কলিকাতার ভূপৃষ্ঠ দেখা দিল, তখন ইহা সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির বর্ত্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশকে 'সমতট'* বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নামটি

* বরাহমিহিরের পূর্ব্বে আর কোন পুরাণ, উপপুরাণ অথবা প্রাচীন পুস্তকে সমতটের উল্লেখ নাই। [সমতট দেখ।]

দ্বারাও বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বে এখানে সমুদ্র ছিল অথবা সেই ভূভাগে সমুদ্রের স্রোত আসিত। কিন্তু বরাহমিহিরের কিছু পূর্ব্ব হইতেই সেখানে সমুদ্রস্রোত আর না আসায়, সেই সমুদ্রতটস্থ স্থান 'সমতট' নামে প্রচলিত হয়। ক্রমে এখানে লোকের বসতি হইয়া খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে সমতট একটি ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হয়। (বরাহমিহিরকৃত বৃহৎসংহিতা ১৪। ৬, এবং চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এর ভ্রমণবৃত্তান্ত দেখ)। তৎকালে কলিকাতা সমতটের দক্ষিণে বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ সুন্দরবন মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই প্রাচীন বনজঙ্গলময় স্থান ইতিমধ্যে আর একবার ভূগর্ভে বসিয়া গিয়াছিল, ক্রমশঃ পলি পড়িয়া আবার ভূভাগে পরিণত হয়।

কতদিন হইল, কলিকাতা বর্ত্তমান ভূভাগে পরিণত হইয়াছে, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তৎপরে সর্ব্ব প্রথম কোন্ সময়ে এই স্থান মানবজাতির বাসযোগ্য হয়, তাহাও জানিবার উপায় নাই। সুন্দরবনের ন্যায় এখানেও পূর্ব্বে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর আবাস ছিল। তৎপরে অসভ্য বন্য জাতিরা আসিয়া নদীতীরে স্থানে স্থানে বাস করিতে থাকে। তাহারা সম্ভবতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত কীকট, নিষাদ, শবর অথবা কোল জাতি। তাহাদের বসবাসে ক্রমে এই জঙ্গলময় স্থান ক্ষুদ্রগ্রামে পরিণত হয়। তৎপরে অসভ্য ধীবরজাতি আসিয়া এখানে বাস করে। তাহারা নিকটস্থ নদী হইতে মাছ ধরিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহাও কতদিনের কথা, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

কলিকাতার প্রাচীনত্ব।—কলিকাতা কতদিন হইল নগর হইয়াছে, তাহা ঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। কাহারও কাহারও মতে এই স্থান খুব প্রাচীন। পণ্ডিত পদ্মনাভ ঘোষাল এইরূপ বলেন যে—"বহুপ্রাচীন কাল হইতে কলিকাতা নগর পরিচিত। পুরাকালে হিন্দুগণ এই স্থানকে কালীক্ষেত্র বলিতেন। তৎকালে ইহা বেহুলা (আধুনিক বেহালা) হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই কালীক্ষেত্রের সীমার মধ্যে কোন স্থানে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া সতীদেহের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল বলিয়া এই স্থানে একটী দেবীমূর্ত্তি ও একটি ভৈরবমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, সেই দেবীর নাম হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছিল কালীক্ষেত্র। কলিকাতা শব্দ কালীক্ষেত্রের অপভ্রংশ ছাড়া আর কিছু নহে।" (১)

পদ্মনাভ আরও বলেন,—"বল্লালসেনের সময় কলিকাতার অবস্থা বিশেষ মন্দ ছিল না, তৎপরে সুন্দরবনের উৎপত্তির সময় হইতে ইহার দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়।" (২)

(১) Indian Antiquary, 1873. (২) গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব দেখ।

উপরোক্ত বিষয়গুলি যে কতদূর সত্য, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আমরা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে উহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন প্রমাণ খুঁজিয়া পাইলাম না।

বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীন হইলে ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইত। সপ্তগ্রাম ঐ সকল প্রদেশের একটি। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানসমূহ সম্ভবতঃ এই প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবরের প্রধান সচিব সুবিখ্যাত আবুল-ফজল প্রণীত আইন-ই-অকবরীনামক গ্রন্থে কলিকাতা নামের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে আর অন্য কোন ইতিহাসে অথবা প্রামাণিক পুস্তকে কলিকাতার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই আইন-ই-অকবরী গ্রন্থে অকবর শাহের রাজস্বসচিব-তোদরমল্লকৃত রাজস্ব-তালিকায় বঙ্গদেশ যে কয়েকটি বিভাগ বা সরকারে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কলিকাতা সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) সরকার-ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, মহল কলিকাতা (কল্‌কাত্তা), বারবাকপুর ও বকুয়া এই মহলত্রয় হইতে একত্র বাৎসরিক ২৩,৪০৫৲ টাকা রাজস্বস্বরূপ সাম্রাজিক কোষে সরবরাহ হইত।

আইন-ই-অকবরী রচিত হইবার পরে এবং বঙ্গদেশের সহিত য়ুরোপীয়দিগের সংস্রব হইবার পূর্ব্বে আর কোন মুসলমান ইতিহাস-লেখকদিগের বিরচিত ঐতিহাসিক পুস্তকে "কলিকাতা" নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীকৃত চণ্ডীতে আমরা কলিকাতার উল্লেখ দেখিতে পাই (?) কথিত আছে যে ১৪৬৬ শকে বা ৩৯৬ বৎসর পূর্ব্বে অথবা সম্রাট্ অকবর শাহের সিংহাসনারূঢ় হইবার বার বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। এই পুস্তক মধ্যে বণিক ধনপতি এবং তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সওদাগরের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ মধ্যে কলিকাতার (?) নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব অকবরেরও অনেক পূর্ব্বে কলিকাতা বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এই সময়ে কলিকাতা নাম সম্বন্ধে কিছু গোল আছে। আইন্ অকবরীতে কল্‌কত্তা মহলে কোন্ কোন্ গ্রাম ছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এই সময়কার সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা কলিকাতা-মহলকে কিলকিলা নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মগধাধিপ বৈজলরাজের সভাপণ্ডিত কবিরাম দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক পুস্তকে 'কিলকিলা'র বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। [কবিরাম শব্দে তাঁহার জীবনী ও সময় দেখ।] তাঁহার মতেও

কিলকিলার মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম ছিল, নিম্নে তদ্বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম*—

"পশ্চিমে সরস্বতী ও পূর্ব্বে যমুনা নদী, ইহার মধ্যে ২১ যোজন-পরিমিত কিলকিলা ভূমি। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। দানগলী নদীর পশ্চিমে গঙ্গার নিকটে শাড়েশ্বরীদেবী বিরাজ করিতেছেন। এখানে উপবাস করিলে কুষ্ঠাদি দারুণ রোগ-সমূহ (দেবীর কৃপায়) আরোগ্য হয়। মাহেশ ও খড়্গাদাহ (খড়দহ) গ্রামের মধ্যে দীর্ঘগঙ্গার (বুড়িগঙ্গা) নিকট কুলপাল নামক রাজা বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গানদীর তটে অনুপদেশ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বার্ত্তাভূমি (?) আছে। এখানে কদলী, পৃশ্নিপর্ণী, সুপারি প্রভৃতি গাছ জন্মে। পীঠমালা তন্ত্রের মতে, এখানে ভাগীরথীর তীরে সতীদেবীর শরীর হইতে বামহস্তের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। কালীদেবীর প্রসাদে কিলকিলাবাসীরা ধনধান্যবান্ হইবে। সকল প্রকার

* "পশ্চিমে সরস্বতীসীমা পূর্ব্বে কালিন্দিকা মতা।
একবিংশতিযোজনৈশ্চ মিতো কিলকিলাভিধঃ। ৬৬৩
কিলকিলাভূমিমধ্যে দ্বৌ দেশৌ নৃপশেখর।
দানগলীসরিত্তীরে পশ্চিমপার্শ্বে বিরাজতে। ৬৬৪
যত্র শাড়েশ্বরী দেবী গঙ্গায়াশ্চৈব সন্নিধৌ।
কুষ্ঠাদিগুরুরোগাণাং বিনাশশ্চোপবাসতঃ। ৬৬৫
মাহেশখড়্গাদাহাখ্যগ্রাময়োরন্তরে মহান্।
দীর্ঘগঙ্গা সমীপে চ রাজা হি কুলপালকঃ। ৬৬৬
কেচিদ্বদন্তি ভূপাল বার্ত্তাভূমির্নদীতটে।
অনুপানাঞ্চ দেশানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ। ৬৬৭
অনেককদলীবৃক্ষাঃ তথা লাঙ্গুলিভূরুহাঃ।
তথা ক্রমুকবৃক্ষাণাং বাহুল্যং তত্র জায়তে। ৬৬৮
পীঠমালাতন্ত্রগ্রন্থে সতীদেব্যাঃ শরীরতঃ।
বামভুজাঙ্গুলিপাতো জাতো ভাগীরথীতটে। ৬৬৯
কালীদেব্যাঃ প্রসাদেন কিলকিলাদেশবাসিনঃ।
দ্রবিণৈঃ পূরিতা নিত্যং ভাবিতাশ্চিরকালতঃ। ৬৭০
বঙ্গদেশঞ্চ গায়ন্তি সর্ব্বশস্যস্য বর্দ্ধনাৎ।
প্রায়শো বর্ণভেদানাং বাসো হি সর্ব্বদা ভুবি। ৬৭১
সম্ভাব্য ভূমিং লোকা হি ধনানাং সম্ভতা নৃপ।
ভাগীরথ্যাশ্চোভয়পার্শ্বে দ্বিযোজনপ্রমাণতঃ। ৬৭২
কিলকিলাব্যয়শব্দশ্চ বহুবর্ষেষু বর্ত্ততে।
যথা কথঞ্চিদুৎপত্তিঃ করণীয়া হি সাধুভিঃ। ৬৭৩
সমুদ্রমন্থনারম্ভে কূর্ম্মপৃষ্ঠে চ মন্দরঃ।
ভারভূতোঽহিদেবশ্চ দৈত্যানাং মোহনায় চ। ৬৭৪
কূর্ম্মনিবাসো জায়েত মন্দরধারণশ্রমাৎ।
তেন কল্লোলবহুলং জায়তে যদবধির্নৃপ। ৬৭৫
তদবধিঃ কিলকিলাদেশো গীয়তে দেশবাসিভিঃ।
কিলকিলাসম্পত্তির্বসতি নিশ্চয়েনৈব যত্র চ। ৬৭৬
কমলানুশয়নং তত্র কিলকিলা বিশ্রুতা ভুবি।
সতীদেব্যা বরেণৈব ভীমভুজবলপুত্রকঃ। ৬৭৭
কুলপালো দেশপালো বিখ্যাতঃ পশ্চিমে তটে।
কুলপালস্য দ্বৌ পুত্রৌ হরিপালোঽহিপালকৌ। ৬৭৮
জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুরপশ্চিমে স্বনামবসতিং কৃতঃ।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্টবাপিসমন্বিতঃ। ৬৭৯
হরিপালো হি তত্রৈব তন্তুবায়স্য গোষ্ঠিষু।
রাজা বভূব বিপ্রেষু সাম্বাপিসংজ্ঞকেষু চ। ৬৮০
অহিপালো মাহেশে চ রাজ্যং ত্যক্ত্বা চ পশ্চিমে।
ত্রিবেণীসন্নিধানে চ চক্রদ্বীপস্য সন্নিধৌ।
ভমুরদ্বীপমধ্যে চ বসতিং কৃতবান্ মুদা। ৬৮১
অহিপালস্য ত্রয় পুত্রাঃ বেদবেদবিৎসু জজ্ঞিরে।
কৃতধ্বজো বিভাণ্ডশ্চ কেশিধ্বজো মহাবলঃ। ৬৮২
পশ্চিমে যোজনান্তে চ সপ্তগ্রামস্য মধ্যতঃ।
নৃপো ভূত্বা বেদজাতিং...পপালহ। ৬৮৩
কৃতধ্বজস্য তনয়ো বিরলিসংজ্ঞকো বলিঃ।
স্বর্গাঙ্কিগ্রামমধ্যে চ চকার বসতিং মুদা। ৬৮৪
বিভাণ্ডো বাণমন্ত্রী চ পূর্ব্বপারে স্থিতঃ স চ।
জগদ্দলে মহাগ্রামে যস্য বংশোঽপি বর্ত্ততে। ৬৮৫
প্রতাপাদিত্যভূপস্য যশোরভূমিপস্য চ।
গঙ্গাবাসস্থলো রাজন্ ইদানীং বর্ত্ততে নৃপ। ৬৮৬
কেশিধ্বজো মহাগ্রামে চান্দোল...ভিধেয়কে।
কায়স্থান্ বহুলান্ নীত্বা রাজ্যত্বঞ্চ চকারহ। ৬৮৭
তস্য বংশেষু চোৎপন্না ব্রাহ্মীসরিৎতটে নৃপ।
তেষাং কায়স্থজাতীনামিদানীমস্তি শাসনম্। ৬৮৮
শিবপুরং সমারভ্য বালুকো হি দ্বিজাস্পদঃ।
শ্রীরামাদিপুরং দিব্যং ভদ্রেশ্বরস্য সন্নিধৌ। ৬৮৯
বংশবাটী প্রভৃতয়ো হুগলীমাপ্য বর্ত্ততে।
খলাপি তটিনী নিত্যং বহতে বালুকান্তরে। ৬৯০
দামোদরাদাগতা চ গঙ্গাং মিলতি সাদরম্।
খলশানিমহাগ্রামো যত্র রাজা চ ধীবরঃ। ৬৯১
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পাটলিগ্রামবাসিনাম্।
কায়স্থানাং শাসনঞ্চ বর্ত্ততে অধুনা নৃপ। ৬৯২
গোবিন্দাদিপুরং সর্ব্বং তথাহি ভট্টপল্লিকম্।
কালীদেব্যাঃ সমীপে চ শৃগালদাহাদিকং নৃপ। ৬৯৩
সারপল্লিং মহাগ্রামং...তেষাঞ্চ শাসনম্।
গ্রামাণাং ত্রিসহস্রঞ্চ কিলকিলায়াঞ্চ বর্ত্ততে। ৬৯৪
কিষসারমহাতন্ত্রে পটলে প্রথমেঽপি চ।
নিরূপণং শূলিনশ্চ কিলকিলাবিবরস্য চ। ৬৯৫
ততঃ কিলকিলাদেশে নবদ্বীপজনালয়ে।
তত্র দ্বিজকুলে সাম্বং কলের্ত্তাবী শচীসুতঃ। ৬৯৬
ততঃ কিলকিলাদেশে খড়্গদগ্রামমধ্যতঃ।
হাড়াপিপণ্ডিতগেহে নিত্যানন্দো ভবিষ্যতি। ৬৯৭

দিগ্বিজয়প্রকাশে কিলকিলাবিবরণ।

শস্যাদি এখানে জন্মে বলিয়া, অনেকে ইহাকে ঋদ্ধদেশ বলিয়া থাকেন। এখানে সকল বর্ণের লোক নিয়ত বাস করে।...... কিলকিলা অব্যয় শব্দ, সাধুগণ ইহার নানাপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। এখানকার দেশবাসীদিগের মতে, সমুদ্র মন্থনকালে কূর্ম্ম পৃষ্ঠস্থিত মন্দর পর্ব্বতের ও অনন্তের ভারে অভিভূত হইয়া দৈত্যগণের মোহনের জন্য নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিশ্বাসের কল্লোল যতদূর গিয়াছিল, ততদূর কিলকিলা দেশ। সতীদেবীর বরে মহাবলবান্ কুলপাল ও দেশপাল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রসিদ্ধ হইয়া ছিলেন। কুলপালের দুই পুত্র, হরিপাল ও অহিপাল। জ্যেষ্ঠ হরিপাল সিঙ্গুরের পশ্চিমে নিজ নামে হট্টবাপীযুক্ত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণ, তাঁতিগোষ্ঠী ও সাঙ্গাইদিগের রাজা হইলেন। অহিপাল মাহেশ ছাড়িয়া ত্রিবেণীর নিকট চক্রদ্বীপ (চাকদ) ও ডমুরদ্বীপ (ডমুরদ) মধ্যে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। অহিপালের তিন পুত্র, কৃতধ্বজ, বিভাণ্ড ও মহাবল কেশিধ্বজ। (তিনি) কিলকিলার পশ্চিমে যোজনান্তরে সপ্তগ্রাম মধ্যে রাজা হইয়া 'বেষ'(?) জাতিকে পালন করিতে লাগিলেন। কৃতধ্বজের পুত্র মহাবল বিরলি সুগন্ধি নামক গ্রামে বসবাস করেন। বিভাণ্ড পূর্ব্বপারে বাণরাজার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা জগদ্দলে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি যশোররাজ প্রতাপাদিত্য ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বস্থ স্থান সমূহের রাজা হইয়াছেন। রাজা কেশিধ্বজ চান্দোল নামক স্থানে নানা স্থান হইতে কায়স্থ আনাইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখন ব্রাহ্মীনদীর তীরে সেই কেশিধ্বজের বংশোদ্ভব কায়স্থগণ রাজত্ব করিতেছেন। শিবপুর ও বালুকা (বালি) গ্রামের মধ্যে এবং ভদ্রশ্বরের নিকট শ্রীরামপুরাদি গ্রামে ব্রাহ্মণজাতির বাস। হুগলীর নিকট বংশবাটী (বাঁশবেড়িয়া) প্রভৃতি গ্রাম, এখানে থলাপিনদী দামোদর হইতে আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। থলশানি গ্রামে ধীবর রাজার রাজত্ব। এক্ষণে গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যে পাটলিগ্রাম—কায়স্থ অধিবাসীদিগের অধীন। গোবিন্দপুরাদি গ্রাম, ভট্টপল্লি, কালীদেবীর নিকটস্থ শৃগালদাহ (শিয়ালদা) এবং সারপল্লিও কায়স্থদিগের শাসনে আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০০ গ্রাম কিলকিলার অন্তর্গত। বিশ্বসারতন্ত্রে প্রথম পটলে কিলকিলাস্থ শিবলিঙ্গের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। ঐ তন্ত্রমতে কিলকিলাদেশে নবদ্বীপ নগরে ব্রাহ্মণবংশে শচীসুত (চৈতন্যদেব) এবং খড়্দাদ গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে নিত্যানন্দ জন্ম গ্রহণ করিবেন।"

যাহা হউক অকবরের সময়ের পরে যে সময়ে ইংরাজগণ কলিকাতায় পদার্পণ করেন, সে সময়ে কলিকাতার অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কলিকাতা তাঁহার জমিদারীভুক্ত ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালার সুবাদার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। উক্ত রাজার নিকট তাঁহার পিতৃপিতামহের সময়ের দেয় রাজস্বের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা নবাবের পাওনা ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ঐ টাকা রেহাই পাইবার জন্য নবাবের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একদা নবাব জলপথে নৌকারোহণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। ভাগীরথী-তীরস্থ অন্যান্যগ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে নবাবের তরণী কলিকাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময়ে এখানে একখানি অতি সামান্য পল্লী ছিল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ এককালে জলাভূমি, বাদা ও বনে আচ্ছন্ন ছিল, কেবল ইহার উত্তরাংশে গঙ্গার ধারে কতকগুলি লোকের বসতি ছিল মাত্র। তৎকালে মুরশিদাবাদ ও কলিকাতার মধ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে কোন গ্রাম বা নগরের নিকট এরূপ বন ছিল না; এই কারণে সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার জমীদারীর দুরবস্থা নবাবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে ঐ প্রদেশ দেখাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী রাজার একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া জমীদারীর অবস্থা নিজ চক্ষে দেখিবার জন্য বহির্গত হইলেন। লোকালয় অতিক্রম করিয়া যত দূর যাইতে লাগিলেন, ততদূর কেবল অরণ্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এই সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শিক্ষামত নবাবের সঙ্গীগণ 'এখানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুর ভয় আছে' প্রভৃতি নানাপ্রকার ভয়ের কথা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন। রাজাও সময় বুঝিয়া সজলনয়নে ও কাতর বচনে নিবেদন করিলেন, 'ধর্ম্মাবতার! যদি সৌভাগ্যক্রমে কৃপা করিয়া বিশেষ কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক এতদূর আসিয়াছেন, তবে আর কিছু দূর চলুন, তাহা হইলে সেবকের জমীদারীর যে কিরূপ অবস্থা তাহা জানিতে আর কিছু বাকী থাকিবে না।' নবাব উত্তর করিলেন, 'কৃষ্ণচন্দ্র! আর অধিক দূর যাইবার আবশ্যক নাই, যথেষ্ট হইয়াছে, অদ্য হইতে তোমাকে তোমার পিতৃপিতামহের ঋণদায় হইতে মুক্ত করা গেল।' (৬) ইহা হইতেই তৎকালে কলিকাতার কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

(৬) কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত ১০৩ হইতে ১০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

কলিকাতায় ইংরাজাগমন, তৎকালীন ভূবৃত্তান্ত ও আনুষঙ্গিক ইতিহাস।—বাঙ্গালা-প্রদেশে ইংরাজদিগের প্রথম কুঠি স্থাপিত হয় বালেশ্বরের নিকট পিপ্‌লিতে, তৎপরে কিছুদিন নানা গোলমালে পড়িয়া ইংরাজেরা বাঙ্গালায় আপনাদের বাণিজ্য বিস্তৃত করিতে পারেন নাই। সুরাটের ইংরাজকুঠির অধীনস্থ "হোপওয়েল" নামক জাহাজের শস্ত্রচিকিৎসক মিঃ গেব্রিয়েল বাউটন সম্রাট্ শাহজাহানের একটী কন্যার দুরারোগ্য অগ্নিদগ্ধক্ষত আরোগ্য করায় তিনি ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে পুরস্কারস্বরূপ একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সনন্দে ইংরাজদিগকে দিল্লীসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে এবং বঙ্গদেশে তাঁহাদিগের ইচ্ছামত সকলস্থলে বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। এই সনন্দের বলে ইংরাজেরা নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে হুগলিতে কুঠি করিয়া হুগলী, পাটনা, বালেশ্বর, কাশিমবাজার, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে বিপুল উৎসাহে বহু বিস্তৃত বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। এ সময়ে কিন্তু বাঙ্গালায় ইঁহাদের প্রতি কুঠিতে একজন এন্‌সাইন ও বিশজন রক্ষী সৈন্য ব্যতীত আর কোনরূপ সামরিক বল ছিল না। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে ইংরাজ বণিকেরা বাঙ্গালার বাণিজ্য সম্বন্ধে বেশ প্রবল হইয়া উঠিলেন। বাঙ্গালার নবাব ইহাতে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া বলে ছলে ইংরাজ বণিক্‌দলকে শাসনে রাখিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে ইংরাজেরা নবাবের অত্যাচারে একান্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। নবাব সম্রাটের সনন্দ উপেক্ষা করিয়া নানাহারে ইংরাজদিগের নিকট শুল্ক আদায় করিতে লাগিলেন। ইংরাজ বণিকদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়িল; তাঁহারা কোর্ট অব্ ডিরেক্টরদিগকে জানাইলেন। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের বাণিজ্যতরীগুলিকে দুইটি বহরে (Fleet) ভাগ করিয়া একটি সুরাটে ও অপরটি গঙ্গার মোহানায় প্রেরণ করিলেন। যেটি গঙ্গার মোহানায় আসিল, তাহাতে ৬০০ শত য়ুরোপীয় শিক্ষিত সৈন্য ছিল।

কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা কোম্পানীর গোমস্তা জব চার্ণককে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, বাঙ্গালায় যত ইংরাজ আছে, সকলে একত্র হইয়া এরূপ ভাবে প্রস্তুত থাকিবে যে, বালেশ্বরে জাহাজের বহর পঁহুছিলেই তাহারা সকলেই যেন জাহাজে উঠিতে পারে। জাহাজের বহরের অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ ছিল যে, তিনি বালেশ্বরে ইংরাজগণকে উঠাইয়া লইয়া চট্টগ্রাম নগর আক্রমণ ও তথায় আত্মরক্ষণোপযোগী দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজদিগকে স্থাপন করিবেন।

জাহাজের বহর আসিয়া পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হইল। খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বহর আসিয়া নদীর মুখে পঁহুছিল। জব চার্ণক তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাইয়া বহরের অধ্যক্ষকে সদলে হুগলীর নিম্নে আসিতে লিখিলেন এবং নিজে হুগলীর কুঠির অধীনে একটি পর্ত্তুগীজ পদাতি-দল প্রস্তুত করিয়া লইলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ এ সংবাদে ভীত হইয়া জব চার্ণকের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

নবাব সন্ধির প্রস্তাব করিলেন বটে, কিন্তু পাছে যুদ্ধ বাধে, এই আশঙ্কায় তিনিও সুবাদালির চতুর্দ্দিক্ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সৈন্য-দল ফৌজদারের অধীনে থাকিবার জন্য হুগলীতে প্রেরিত হইল। ইতিমধ্যে যখন একটা মীমাংসা হইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সেই সময়ে একদিন (১৬৮৬, ২৮এ অক্টোবর) হুগলীর বাজারে ইংরাজপক্ষীয় কয়েকজন সৈনিকের সহিত নবাবের কয়েক জন সৈনিকের বিবাদ হয়। এই সূত্রে ৩ জন ইংরাজ মারা পড়ে; সুতরাং একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধে। কয়েকঘণ্টা যুদ্ধের পর নবাবসৈন্য বিশৃঙ্খলতা বশতঃ ইংরাজসৈন্যের নিকট পরাস্ত হইল। বাঙ্গলাদেশে ইংরাজনবাবে ইহাই সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ। ইংরাজেরা জয়ী হইয়া হুগলীনগর আক্রমণ করিলেন। জাহাজের বহরের অধ্যক্ষ অ্যাড্‌মিরাল নিকলসন জাহাজ হইতে নগরের উপরে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হুগলীর প্রায় ৫০০ শত গৃহ বিনষ্ট হইল। ইংরাজেরা নগর লুণ্ঠন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে জব চার্ণক দৃঢ়রূপে নিবারণ করিয়া রাখিলেন। (এই নিবারণ করার জন্য তিনি শেষে ডিরেক্টরদিগের নিকট তিরস্কৃত হন; কারণ, তাঁহারা বলেন যে, যদি ইংরাজসৈন্য নগর লুণ্ঠন করিতে পাইত, তাহা হইলে নবাবসৈন্য ও দেশীয় লোকেরা ইংরাজের প্রভাব বুঝিতে পারিত। *)

ইংরাজসৈন্য জয়ী হইল, কিন্তু যুদ্ধ ছাড়িল। ফৌজদার ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধি হইল যে, যে পর্য্যন্ত সম্রাটের নিকট হইতে নূতন ফরমাণ না আসে, ততদিন ইংরাজেরা পূর্ব্ব সনন্দানুসারে বাণিজ্য করিতে পাইবেন ও নবাব তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য ৪৬ লক্ষ টাকা দিবেন। সন্ধি করিয়া মুসলমানেরা ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। নবাব ঢাকা, মালদহ, পাটনা ও কাশিমবাজারের কুঠিগুলি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া, সেই

* Vide (*a*) Stewart's History of Bengal, (*b*) Broom's History of the Rise and Progress of the Bengal Army and (*c*) Cook's Monthly Mail and Indian Advertiser Vol. I or VIII.

সকল স্থানের অধ্যক্ষগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তৎপরে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নবাব সৈন্যসংগ্রহ করিয়া হুগলীতে প্রেরণ করিলেন।

ইংরাজগণ এই সৈন্যসংগ্রহ দেখিয়া পরামর্শ করিলেন যে, হুগলীতে থাকিয়া এইরূপ নিত্য উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা এ স্থান হইতে প্রধান কুঠী উঠাইয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত। স্থান অনুসন্ধান হইতে লাগিল। শেষে হুগলীর কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার পূর্ব্বপারে সুতানুটি নামক স্থানই স্থির হইল। এই স্থানটি অনেক কারণে ইংরাজের পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হইল; কারণ, এই সময়ে গঙ্গার পশ্চিমতীরে চন্দননগরে ফরাসীরা ও চুঁচড়ায় ওলন্দাজেরা কুঠীস্থাপন করিয়া সমুদ্রের নৈকট্যবশতঃ আপনাদিগের বাণিজ্যব্যবসায় যেরূপ বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছিল; তাহাতে ইংরাজেরাও বুঝিয়াছিলেন যে, গঙ্গার দক্ষিণাংশে কোন একস্থলে বাণিজ্যের প্রধান কুঠী স্থাপিত করিয়া সমুদ্র গমনাগমনের সুবিধা করিতে পারিলে, তাঁহাদেরও বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইবে। হুগলী যদিও তৎকালে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল বটে, তথাপি সাগর হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া বিদেশীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধাকর ছিল না। পূর্ব্বোক্ত নবাবী অত্যাচার ও বাণিজ্যতরীর গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা ব্যতীত মহারাষ্ট্রদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্যও ইংরাজেরা একেবারে গঙ্গার পশ্চিমকূল ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। (১)

সুতানুটি স্থানটি ইংরাজের নিকট অনেক পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিল। বঙ্গোপসাগর হইতে হুগলী যাতায়াতের সময় গঙ্গার উভয়কূলের সকল স্থানই ইংরাজেরা বিশেষরূপে জানিয়া শুনিয়া রাখিয়াছিলেন। হুগলী পরিত্যাগের পরামর্শ স্থির হইলে, স্থানানুসন্ধানের সময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে, যদি সুতানুটিতে প্রধান কুঠী করা যায়, তাহা হইলে অনেকগুলি সুবিধা হয়:—

প্রথমতঃ—হুগলীর ফৌজদারের সহিত সর্ব্বদা সংঘর্ষণ থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ—ভাগীরথীর গর্ভ দিন দিন যেরূপ মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আর কিয়দ্দিন পরে হুগলীর নিম্নে জাহাজ লইয়া যাওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। সুতানুটিতে সে আশঙ্কা একেবারে থাকিবে না। তৃতীয়তঃ—ফরাসী জাতির সহিত ইংরাজের শত্রুতা যেরূপ দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে, তাহাতে চন্দননগর হইয়া বড় বড় বাণিজ্যতরী হুগলী লইয়া যাওয়া বিষম ভয়ের কথা। সুতানুটি চুঁচড়া ও চন্দননগরের দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া সে ভয়ের সম্ভাবনা নাই। চতুর্থতঃ—সমুদ্র নিকট হইবে। পঞ্চমতঃ—সুতানুটি গঙ্গার পূর্ব্ব পারে অবস্থিত বলিয়া মহারাষ্ট্রদিগের উপদ্রবের ভয় থাকিবে না। ষষ্ঠতঃ—একেবারে জাহাজেই পণ্য দ্রব্যাদি উঠান ও নামান হইবে। সপ্তমতঃ—যে সকল বৃহদাকার জাহাজ গঙ্গায় আসিতে পারিবে না, তাহা বঙ্গোপসাগরে নঙ্গর করিয়া রাখিলেও সান্নিধ্যবশতঃ কোন অসুবিধা হইবে না। অষ্টমতঃ—গঙ্গানদী পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য নদীর ন্যায় বন্যা প্রবলা নহে। নবমতঃ—সুতানুটির নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেকগুলি বহু জনাকীর্ণ গ্রাম আছে; সুতরাং ব্যবসায় ও বসবাসের সুবিধা হইবে। দশমতঃ—সুতানুটিতে এ সময়ে তন্তুবায়জাতির অধিক বাস ছিল। ইহারা বস্ত্রবয়ন ও সূত্র-প্রস্তুতকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সুতরাং ইহাদিগকে কুঠীর অধীনে রাখিয়া বস্ত্রের ব্যবসায় চালাইতে পারিলেও বিশেষ লাভবান্ হওয়া যাইবে।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ ডিসেম্বর তারিখে জব চার্ণক হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্য ও ইংরাজের যাবতীয় কর্ম্মচারী লইয়া সুতানুটিতে পঁহুছিলেন। যেখানে জব চার্ণক প্রথম অবতরণ করেন সেই ঘাটকে তখন "সুতানুটি ঘাট" বলিত (১)। সুতানুটিতে এ সময়ে একটি তুলা, সুতা ও বস্ত্রের হাট হইত, এই হাটের সম্মুখেই এই ঘাটটি ছিল। কোম্পানীর অমুদ্রিত কাগজপত্রের সহিত যে মানচিত্র আছে, তাহাতে যে স্থলে সুতানুটি ঘাটের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এখনকার আহীরীটোলা ঘাটের উত্তরস্থ চাঁপাতলা এবং রথতলাঘাটের নিকটস্থ কোন একস্থান হইতে পারে; তবে সে ঘাটের যথার্থ অবস্থান এখন অনেকটা পূর্ব্বাংশে নগরগর্ভে পড়িয়া গিয়াছে।

যে হাট ও ঘাটের কথা বলা হইল, ইহা বর্ত্তমান বড় বাজারের শেঠ ও বসাকদিগের* যত্নে নির্ম্মিত হয় বলিয়া

(১) Vide "Some Observation and Remarks on a late Publication entitled Travels in Europe, Asia and Africa"—by J. Price.

(১) Vide Map attached to the Selections from Unpublished Records of Government.

* বসাকেরা বলিয়া থাকেন যে, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামের নীচে সরস্বতী নদীর—(যাহা এক্ষণে আন্দুল, মহিয়াড়ী ও রাজগঞ্জের নিম্ন দিয়া আসিয়া গঙ্গায় মিলিয়াছে ইহা এক্ষণে সরস্বতী-খাল নামে কথিত। ত্রিবেণীর নিম্নে এই সরস্বতীর গোড়ারদিকের কতকাংশ আছে। তৎপরে আদিগঙ্গার ন্যায় ইহারও দুর্দ্দশা হইয়াছে। আদি গঙ্গার স্থানে স্থানে বুজিয়া গিয়া যেমন "ঘোষের গঙ্গা" "বোসের গঙ্গা" নামে পুষ্করণীমাত্রে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ, মাকড়দহ, জনাই প্রভৃতি গ্রামের নীচে সরস্বতী-নদীর পুরাতন গর্ত্ত-বিশিষ্ট পুষ্করণী ও চিহ্নাদি দেখা যায়।)—স্রোত কমিয়া গেলে হুগলী-সহর

প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। সে সময় সুতানুটি ও তদ্দক্ষিণ-বর্ত্তী কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক দুইখানি গ্রামে ইহা-দের বসবাস ছিল।

জব চার্ণক দলবল লইয়া সুতানুটিতে* পঁহুছিয়া ঘাটের কিঞ্চিদ্দক্ষিণে একটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের তলে কুঠীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। এই নিম্ববৃক্ষের তলা হইতেই বর্ত্তমান "নিমতলা" নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে। সেদিন (১৮৮৩) নিমতলার আনন্দময়ীর মন্দিরের নিকট অগ্নিদাহে যে প্রাচীন নিম্ববৃক্ষটী পুড়িয়া গিয়াছে, সেটি চার্ণকের সময়ের বৃক্ষ নহে; কারণ সে সময়ে ঐ স্থানের ভূমির উৎপত্তি হয় নাই, উহা তখন গঙ্গাগর্ভে ছিল।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জব চার্ণক সংবাদ পাইলেন যে, নবাব সায়েস্তা খাঁর সেনাপতি আবদুল সমদ খাঁ বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হুগলীতে উপস্থিত হইয়াছেন, দেশ হইতে ইংরাজ উচ্ছেদ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই সংবাদ পাইয়াই চার্ণক বুঝিলেন যে আর এখন সুতানুটিতে থাকাও যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, বাঙ্গালার নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবার মত তাঁহার সৈন্যবল নাই, আর এরূপ অরক্ষিত স্থানও সেরূপ বৃহৎ যুদ্ধের উপযোগী নহে। এই স্থির করিয়া তিনি আবার সদলে সুতানুটি ত্যাগ করিয়া গঙ্গানদীর মোহানায় হিজলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা গঙ্গার পশ্চিমকূলে সুতানুটির ৫ ক্রোশ দক্ষিণে "টানা" নামক স্থানের দুর্গ অধিকার করিলেন। পরে যতই দক্ষিণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই নদীতীরস্থ মুসলমানদিগের অধিকৃত স্থানের লবণের এবং শস্যের গোলা লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। নদীগর্ভে মুসলমানদিগের যে সকল নৌকা দেখিতে পাইলেন, তাহাও হস্তগত করিয়া আপনাদের জাহাজগুলির মধ্যে কতকগুলিকে বালেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন এবং দেশীয় বণিক-গণের ৪০ খানি তরণী পোড়াইয়া দিলেন।

এ সময়ে হিজলী একটি দ্বীপের মত ছিল, পশ্চিমদিকে একটি ক্ষুদ্র খাঁড়ি ছিল, সুতরাং হিজলী আসিতে হইলে নৌকা ব্যতীত আর কোন উপায়ই ছিল না। সে সময়ে এখানে লোকের বাস ছিল না বলিলেই চলে, চারিদিকে বড় বড় বন আর তাহাতে ব্যাঘ্রের বাস ছিল। প্রকৃতপক্ষে নবাবের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্যই ইংরাজেরা এই স্থানটি মনোনীত করেন।

জব চার্ণক হিজলীতে সদলে অবতীর্ণ হইয়া বন কাটা-ইয়া চতুর্দ্দিকে কামানাদি স্থাপন করিলেন এবং গঙ্গার উপর সমস্ত জাহাজাদি রাখিয়া মোহানা আটকাইয়া বসিয়া রহি-লেন; কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। হিজলীতে এক বিন্দুও পানোপযোগী পরিষ্কার জল পাওয়া যাইত না, তাহার উপর দক্ষিণে লোণাবাতাসে সমস্ত ইংরাজসৈন্য পীড়িত হইল এবং জলাভাবে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পড়িল; যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা পীড়ায় এরূপ কাতর হইয়া পড়িল যে, তাহাদের জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইল। শুভাদৃষ্টক্রমে নবাব সায়েস্তা খাঁ এই সময়ে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। চার্ণক হৃষ্টমনে সন্ধি করিলেন। সন্ধিতে ইংরাজেরা সকল স্থানের কুঠীগুলি ফিরিয়া পাইলেন, সমুদ্র হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে "উলুবেড়িয়াতে" ডক ও গোলা করিবার অনুমতি পাইলেন, ইহাদের বাণিজ্য বিনাশুল্কে চলিতে লাগিল, কেবল মুসলমানদিগের যে নৌকাগুলি ইহারা হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহাই ফিরাইয়া দিলেন।

বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠে, সেই সময়ে শেঠ-দিগের একজন ও বসাকদিগের ৪ জন আদিপুরুষ সুতানুটির দক্ষিণস্থ গোবিন্দপুরগ্রামে আসিয়া বাস করেন। বসাকেরা বলেন যে, য়ুরোপীয়-গণের সহিত বাণিজ্য করিবার লোভেই তাঁহারা এখানে আসেন, কিন্তু তাহা যুক্তিসিদ্ধ অনুমান বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, তাহা হইলে তাঁহারা তৎকালের বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলী বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে না থাকিয়া এতদূরে আসিয়া বাস করিবেন কেন? আর বর্ত্তমান শেঠ বংশধরেরা ইহাদের আদিপুরুষ মুকুন্দরাম শেঠ হইতে ১২শ পুরুষ এবং কালিদাস বসাকের বংশধরেরা ১৬শ পুরুষ এবং অন্য তিনজন বসাকের বংশধরেরা ১২শ পুরুষ অধস্তন। এই বংশাবলী আলোচনা করিলে জানা যায় যে সময়ে ইঁহাদের আদিপুরুষেরা (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে) এখানে আসেন, তখন সপ্তগ্রামের তেমন হীনাবস্থা হয় নাই, তখনও সপ্ত-গ্রামে বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। তবে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, স্বদেশে কোন বিশিষ্ট কারণে উৎপীড়িত বা বিরক্ত হইয়া আত্মীয় বান্ধবের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্যই বোধ হয়, তাঁহারা এই অঞ্চলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ তৎকালে কলিকাতা যে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। অতএব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যাশায় এখানে আসাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

* সুতানুটির নাম য়ুরোপীয়গণ কতদিন হইতে অবগত হইয়াছেন, তাহা ঠিক করিবার কোন কাগজপত্র নাই, কেবল ভালেণ্টিন নামক ওলন্দাজ সাহেবের সঙ্কলিত ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে সুতানুটি স্থলে "চিটানুটি" (Chittanutte) লিখিত আছে, আর কর্ণেল ইউল্ "ইণ্ডিয়া-হাউসের" পুরাতন কাগজপত্র পর্য্যবেক্ষণের সময়ে কয়েকখানি অতি পুরাতন চিঠিপত্র পান। তাহার মধ্যে একখানি সুতানুটি হইতে ১৬৮৬ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে লিখিত হয় এবং তাঁহার পুস্তক হইতে জানা যায় যে, ইংরাজেরাও ১৬৮৬ সালের পূর্ব্বে এই স্থানটি জানিতেন, কারণ, ইউল সাহেব বলেন যে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের "ইংলিস পাইলট ও প্রাচীন সমুদ্র যাত্রীর মানচিত্রে" সুতানুটির উল্লেখ আছে।

নবাবের হঠাৎ এরূপ সন্ধি করিবার কারণ ছিল। অ্যাডমিরাল নিকলসন যিনি হুগলীতে বহর লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি ইংলণ্ড হইতে চট্টগ্রাম ও সমস্ত মুসলমান নৌকা অধিকার করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। নবাব এই সংবাদ শুনিয়া এত শীঘ্র সন্ধি করিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে জব চার্ণক উলুবেড়িয়ায় ডক নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পীড়িত সৈন্য ও ইংরাজগণকে সুতানুটিতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা আসিয়া কুঠীরে বাস করিতে লাগিল। এমন সময়ে মালাবারে ইংরাজ ও মোগল-সেনায় যুদ্ধ বাধে, সুতরাং সায়েস্তা খাঁর মনে আবার ইংরাজ-পীড়নের কথা জাগিল। তিনি সুতানুটি ত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগকে হুগলীতে আসিতে আদেশ পাঠাইলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত গোলমালে তাঁহার রাজ্যের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া যথেষ্ট টাকা চাহিলেন এবং নিজ সৈন্যদিগকে ইংরাজের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের আদেশ দিলেন। চার্ণকের তখন এরূপ অবস্থা যে তিনি টাকা দিতে না যুদ্ধ করিতে পারেন না এবং বুঝিলেন যে হুগলীতে ফিরিয়া যাওয়া কোনক্রমে সঙ্গত নহে। কাজেই তাঁহার আদেশ মত দুইজন ইংরাজ কুঠীয়াল নবাবকে কথায় ভুলাইয়া এই অত্যাচার নিবারণের জন্য ঢাকায় উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে ইংলণ্ড হইতে কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা নিকল্‌সনের অকৃতকার্য্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া কাপ্তেন হিদকে ৬৪টি কামান ও ১৬০ জন ইংরাজসৈন্য সহ বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। হিদের উপর আদেশ রহিল যে, তিনি হয় উপযুক্ত নিয়মে যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালায় ইংরাজ-বাণিজ্য বজায় রাখিবেন, নতুবা বাঙ্গালার সমস্ত ইংরাজসৈন্য ও কুঠীয়াল-গণকে মান্দ্রাজে পঁহুছাইয়া দিয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবেন।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হিদ আসিয়া সুতানুটি পঁহুছিলেন। এ সময়ে চার্ণক পূর্ব্বোক্ত দুইজন কুঠীয়ালকে নবাবের নিকট ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি নবাব কতকটা কথা গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট সুতানুটিবাসের ও তথায় জমী খরিদ করিয়া আবাসাদি নির্ম্মাণের অনুমতি আনিতে হইবে। এই অবস্থায় হিদ সুতানুটিতে উপস্থিত হইয়া নবাবের ব্যবহারের কথা শুনিলেন এবং নিজে উদ্ধত স্বভাবের লোক বলিয়া তৎক্ষণাৎ চার্ণকের অনভিমতেও যুদ্ধ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং কোম্পানীর সমস্ত কুঠীয়াল ও লোকজনকে লইয়া বালেশ্বরাভিমুখে গমন করিলেন। বালেশ্বরের শাসনকর্ত্তা নবাবের হইয়া সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু হিদ শুনিলেন না। তখন সেই শাসনকর্ত্তা বালেশ্বরের ইংরাজ কুঠীর দুইজন কুঠীয়ালকে জামীন স্বরূপে বন্দী করিলেন। এই সময়ে ঢাকায় নবাবের নিকট পূর্ব্বপ্রেরিত দুই জন ও অন্য দুই কুঠীতে দুইজন ইংরাজ কুঠীয়াল এবং বালেশ্বরের এই বন্দীদ্বয় ব্যতীত আর সকলেই হিদের জাহাজে ছিলেন। হিদ উক্ত ৬ জনের প্রাণের আশঙ্কা সত্ত্বেও সৈন্যসামন্ত লইয়া বালেশ্বর আক্রমণ করিলেন। যে দিন বালেশ্বর আক্রমণ করা হইল, সেইদিনই ঢাকার দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, নবাবসৈন্য ইংরাজের অধীনে আরাকান অধিকার করিবে। হিদ চট্টগ্রাম দখলে সম্ভাবনা দেখিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর তিনি বালেশ্বর ত্যাগ করিয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চট্টগ্রাম সুরক্ষিত দেখিয়া আরাকানরাজকে হস্তগত করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজার উত্তর দিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়া পূর্ব্বোক্ত ৬ জনকে বাঙ্গালায় ফেলিয়া অন্য সকলকে মান্দ্রাজে রাখিয়া আসিবার জন্য ১৩ ফেব্রুয়ারী যাত্রা করিলেন।

এ দিকে অরঙ্গজেব এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া দেশ হইতে ইংরাজ তাড়াইয়া দিতে আদেশ দিলেন। নানা অত্যাচার ঘটিল। এদিকে সায়েস্তা খাঁ বৃদ্ধবয়সে আগরায় গিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। আলীমর্দ্দন খাঁর পুত্র ইব্রাহিম খাঁ নবাব হইলেন। ইব্রাহিম বড় দয়ালু। তিনি নবাব হইয়াই বন্দী ইংরাজ ৬ জনকে ছাড়িয়া দিলেন ও সম্রাটের আদেশ আনাইয়া ইংরাজগণকে বঙ্গদেশে আসিবার জন্য চার্ণককে পত্র লিখিলেন।

ইংরাজগণ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪এ আগষ্ট তারিখে সুতানুটিতে আসিয়া স্থায়ীরূপে বসবাস করিতে থাকেন। সাম্রাজিক কোষে বাৎসরিক ৩০০০ মুদ্রা সরবরাহ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্গালার নানস্থানে কুঠী-স্থাপন ও ব্যবসা বাণিজ্য করিবার জন্য, ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে (আল হিজিরা ১০০২) জব চার্ণক নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট হইতে সম্রাট প্রদত্ত 'হস্‌বুল্ হুকম' প্রাপ্ত হন। ইংরাজগণ সুতানুটিতে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি পাইলেন বটে, কিন্তু উক্ত স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার আজ্ঞা পাইলেন না। (১) এই ঘটনার পর ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১০ই দিবসে চার্ণকের মৃত্যু হয়। কোর্ট অব ডিরেক্টারেরা এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, চার্ণকের জীবন কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা মান্দ্রাজ হইতে পৃথক্ থাকিয়া ব্যবসায়

(১) Broome's History of the Rise and Progress of the Bengal Army, Vol. I. p. 24.

কার্য্য করিবে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর পুনরায় ফোর্ট সেণ্ট জর্জের (মান্দ্রাজের) অধীনস্থ হইবে। (২)

চার্ণকের মৃত্যুর পর বাঙ্গালা পুনর্ব্বার মান্দ্রাজের অধীন হইল এবং ইলিস্ সাহেব চার্ণকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কমিসারী-জেনারল ও সুপারভাইজার স্যার্ জে গোওস্বরকে কার্য্যে সন্তুষ্ট করিতে না পারায় তাঁহার পদে ঢাকাস্থিত কুঠীর অধ্যক্ষ আয়ার সাহেব নিযুক্ত হইলেন।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টারগণের আজ্ঞানুসারে সুতানুটি বাঙ্গালার প্রধান এজেণ্টের বাসস্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বৎসর সুতানুটিতে ২০০০৲ মুদ্রা শুল্ক হিসাবে আদায় হইয়াছিল।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে একটি ঘটনায় য়ুরোপীয় বণিকদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। শোভাসিংহ নামক জনৈক বৰ্দ্ধমানের তালুকদার উক্ত স্থানের রাজাকে নিহত করিয়া রহিম খাঁ নামক উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দারের সাহায্যে বাঙ্গালার সুবাদারের বিপক্ষে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করেন। এই রাজদ্রোহ দমন করিবার জন্য যশোরের ফৌজদার নুর উল্লার উপর ভার দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত ফৌজদার ভীরুতাবশতঃ হুগলীর কেল্লা হইতে পলায়ন করেন। এই সুবিধা পাইয়া বিদ্রোহীগণ হুগলীনগর হস্তগত করে। শোভাসিংহ বাঙ্গালার অধীশ্বর হইবারও অনেকটা সুবিধা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই সুযোগ পাইয়া ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী প্রভৃতি য়ুরোপীয় বণিকগণ আপনাদিগের উপনিবেশ শত্রু হইতে রক্ষণোপযোগী করিবার জন্য নবাবের নিকট হইতে অনুমতি পাইলেন। ফলে এই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজগণ দুর্গ নির্ম্মাণে প্রথম উদ্যোগী হইলেন। তৎকালীন ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে "ফোর্ট উইলিয়ম" নামক দুর্গ নির্ম্মিত হইল। (৩)

উপরোক্ত ঘটনায় সম্রাট্ অরঙ্গজেব বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পৌত্র আজিম উস্‌সানকে বাঙ্গালার সুবাদার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণ মুদ্রা ও বিবিধ মূল্যবান্ উপঢৌকনাদি প্রদানে প্রীতি সম্পাদন করিয়া, আজিম উস্‌সানের নিকট হইতে সুতানুটি, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর* এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করিলেন।

(২) Vide Bruce's Annals of the East India Coy. Vol. III. p. 143—4.

(৩) Vide Historical and Topographical Sketch of Calcutta, by James Rainey.

* সুতানুটির দক্ষিণে কলিকাতা ও তাহার দক্ষিণে গোবিন্দপুর নামক দুইখানি গ্রাম গঙ্গাতীরে ছিল। আইন-ই অকবরী গ্রন্থে যেখানে সরকার সাতগাঁর মধ্যে "কলিকাতা" নামক মহলের উল্লেখ আছে, সেখানে সুতানুটি বা গোবিন্দপুরের নাম নাই, কিন্তু কলিকাতার সহিত এক বন্ধনীতে বারবকপুর ও বকুয়া নামক আর দুইটি মহলের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ দুইটিই সুতানুটি বা গোবিন্দপুরের পরিবর্ত্তিত নাম কিনা তাহা নিরূপিত হয় নাই। পূর্ব্বে যে ওলন্দাজ ভালেণ্টাইন সাহেবের মানচিত্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে গোবিন্দপুরের স্থলে গোবর্দ্ধপুর লিখিত হইয়াছে। আইন-ই অকবরী ভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে গোবিন্দপুরের নাম দৃষ্ট হয় এবং সে গোবিন্দপুর যে, এই ভাগীরথীতীরস্থ গোবিন্দপুর তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাহাতে আছে যে—

"তাম্রলিপ্তপ্রদেশ চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুরপ্রান্তে চ কালী সুরধনীতটে ॥"

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে কর্ণেল ইউলের কথিত (১৬৭০ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত "ইংলিস পাইলট ও প্রাচীন সমুদ্রযাত্রীর মানচিত্র" নামক পুস্তকে সুতানুটির পার্শ্বে গোবিন্দপুরের নাম পাওয়া যায়।

এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করিবার বিশেষ কারণ ঘটিল। এ সময়ে ইংরাজগণ দিন দিন সুতানুটিতেই আপনাদিগের বাণিজ্যস্থান করিবার অভিপ্রায়ে আয়োজন করিয়া আসিতেছিলেন, অথচ তদুপযোগী জমী পাইতেছিলেন না। জমীদারের খাজনা দিয়া তাহার উপর এরূপ বহুবিস্তৃত কারবার করা সুবিধাজনক নহে, অথচ নবাবের হুকুম না পাইলেও জমী খরিদ করা হয় না, সুতরাং তাঁহারা অর্থলোলুপ আজিম উস্‌সানকে অর্থে বশীভূত করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আজিম বৰ্দ্ধমানে ছিলেন। ওলন্দাজেরা ইংরাজের ন্যায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার আশায় তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিল। ইংরাজেরা তাহারই প্রতিবাদ এবং জমীক্রয় ও ক্ষতিপূরণাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য মিঃ ওয়ালস্ নামক একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীমাসে ওয়ালস্ আজিমের শিবিরে উপস্থিত হইয়া জুলাই মাসের মধ্যে নানাবিধ অর্থাদি দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিলেন। আদেশপত্রখানি তৎক্ষণাৎ সুতানুটিতে প্রেরিত হইল, কিন্তু তখনকার সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমীদারেরা অনুমতিপত্রে দেওয়ানের সহি নাই বলিয়া বিক্রয়ে অসম্মত হইলেন। অবশেষে ১৭০০ সালের জানুয়ারীমাসে দেওয়ানের সহি করাইয়া অনুমতিপত্র উপস্থিত করিলে জমীদারেরা ওজর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

বিভার্লিসাহেব বলেন যে ঐ ক্রীতস্থানের বিস্তৃতি নদীর ধারে (ভাগীরথীর) লম্বায় তিন মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল

হইবে। (১) কিন্তু বোল্ট সাহেব বলেন যে, ঐ সমস্ত স্থান দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দেড় মাইল হইবে। (২) এই ভূমির দরুণ যে বাৎসরিক ১,১৯৫৲ মুদ্রা বাঙ্গালার নবাবকে প্রদান করিতে হইবে, তাহা আজিম উস্-সান্ নিজের প্রাপ্যের মধ্যে রাখিলেন। (৩) যাহা হউক, এই ক্রয়-সম্বন্ধীয় নবাব প্রদত্ত সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া সূতানুটিস্থ প্রধান বণিক-প্রতিনিধি এই সংবাদ লণ্ডন নগরে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্কে জানাইলেন। তাঁহারা প্রত্যুত্তরে কলিকাতাকে প্রেসিডেন্সী পদে উন্নত করিয়া এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া পাঠাইলেন যে, প্রেসিডেণ্ট মাসে ২০০৲ টাকা মাহিনা এবং ১০০৲ টাকা ভাতা পাইবেন। তাঁহার অধীনে একটী সভা থাকিবে, ঐ সভায় চারিজন সভ্য হইবে। পরামর্শাদি দানে ইঁহারা প্রেসিডেণ্টকে সাহায্য করিবেন। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথম হইবেন হিসাবী (Accountant), দ্বিতীয় বাণিজ্য দ্রব্যাদির গুদাম-রক্ষক (Warehouse-keeper), তৃতীয় সামুদ্রিক কোষাধ্যক্ষ (Marine-purser) এবং চতুর্থ রাজস্ব-গ্রাহক (Receiver of Revenues).

আয়ার সাহেব বিলাত যাত্রা করিলে বিয়ার্ডসাহেব কুঠীর প্রধান বণিকপদে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালা একটি বিভিন্ন প্রেসিডেন্সী বলিয়া পরিগণিত হইল, তখন জনবিয়ার্ড সাহেবই প্রথম প্রেসিডেণ্টপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সার চার্লস্ আয়ার বিলাত হইতে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া আসিলে বিয়ার্ডসাহেবকে দ্বিতীয় বা হিসাবীপদ গ্রহণ করিতে হয়, তখন হাল্সি তৃতীয় বা বাণিজ্য দ্রব্যাদির গুদাম-রক্ষক, হোয়াইট সামুদ্রিক কোষাধ্যক্ষ এবং রাফ্ সেল্ডন্ পঞ্চম বা রাজস্ব-গ্রাহক নিযুক্ত হন। (কিন্তু আয়ার সাহেব আসিয়া কার্য্য গ্রহণ না করাতে বিয়ার্ড সাহেবই কার্য্য করেন।) (৪)

ইতিপূর্ব্বে যে সকল চিঠি পত্রাদি লণ্ডনে কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স অথবা অন্যত্র লেখা হয়, ঐ সকল পত্রাদির উপরে "সূতানুটি" বলিয়া লিখিত আছে। (৫) কিন্তু এখন হইতে কলিকাতা "প্রেসিডেন্সী কলিকাতা" এবং তদনন্তর "প্রেসিডেন্সী অব ফোর্ট উইলিয়ম" বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে। শেষোক্ত নামে অদ্যাপিও চলিতেছে; কিন্তু ঠিক কোন্ সময় হইতে যে, সূতানুটি, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর এই তিনটি সম্মিলিত গ্রাম কেবল "কলিকাতা" নামে অভিহিত হইতে থাকে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কাহারও কাহারও মতে "কলিকাতা" এই যে নামটি ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় হইতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঐ মত ভ্রমাত্মক, যেহেতু ১৭০২ খৃষ্টাব্দে দুইটি বিসম্বাদী ইংরাজ বণিক সমিতির (অর্থাৎ ইংলিস্ কোম্পানী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানী) সম্মিলিত হইবার যে দলিল লেখা হয়, তাহাতে সূতানুটি বলিয়াই লিখিত হইয়াছে (কলিকাতা নহে)। যাহা হউক উপরোক্ত তিনটি গ্রাম এইরূপে সন্নিবেশিত ছিল:— টালি নালা (তৎকালে গোবিন্দপুর খাড়ি বা আদিগঙ্গা) হইতে আরম্ভ করিয়া এখনকার কেল্লা পর্য্যন্ত স্থানকে গোবিন্দপুর কহিত। এই গ্রাম কতকগুলি মেটেঘরের সমষ্টিমাত্র এবং মধ্যে বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল।

উত্তরে চিৎপুরের খাল (মহারাষ্ট্রখাত), পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে বর্ত্তমান টাঁকশাল, বড়বাজার এবং পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিসের কতকাংশ ও সারকিউলার রোডের খানিকটা পশ্চিমাংশ সূতানুটি নামে প্রসিদ্ধ ছিল*। গোবিন্দপুর ও সূতানুটির মধ্যবর্ত্তী স্থান কলিকাতা।

এই কলিকাতা পশ্চিমে ভাগীরথীর তীর হইতে পূর্ব্বে কোন্ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। বড়বাজার, পাথুরিয়া গির্জ্জা, পোষ্ট আপিশ, কাষ্টম হাউস প্রভৃতি স্থান ডিহি কলিকাতার মধ্যে ছিল। ফলে এই তিনটি গ্রাম এবং আর কয়েকটি সামান্য সামান্য পল্লী মিলিত হইয়া এই "সৌধময়ী মহানগরী" (City of Palaces) হইয়াছে।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে জন বিয়ার্ড সাহেব "সম্মিলিত পূর্ব্বভারত বণিক-সমিতি"র (United Company of Merchants Trading in the East India) বঙ্গীয় সভার সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সির এলাকার কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাঁহার অধীনে আট জন কমিসনর নিযুক্ত হয়েন; এই বিসম্বাদী বণিক সমিতির সম্মিলনে উক্ত কোম্পানিদ্বয়ের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিবাদ মিটিল না।

ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের নিকটে সার উইলিয়ম নরিসের দৌত্যকার্য্য নিষ্ফল হইলে, সম্রাট্

(১) Vide Report on the Census of the Town of Calcutta taken on the 6th April 1876, by Beverly, C. S.

(২) Vide Bolt's Consideration on Indian Affairs 2. ed. 1772. p. 60.

(৩) Vide Orme, Vol. II. p. 17.

(৪) History of the Rise and Progress of the Bengal Army, by Arthur Broome, I. 31.

(৫) Historical Notices concerning Calcutta in the days of Job Charnok (in Indian and Colonial Magazine).

* সূতানুটির প্রাচীন চিঠায় জানা যায় যে, বাগবাজার, হোগলকুঁড়িয়া, সিমুলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্বতন্ত্রগ্রাম ও সূতানুটির সীমার বহির্ভূত ছিল।

তাঁহার রাজ্য মধ্যে সমস্ত য়ুরোপীয়গণকে বন্দী করিবার আজ্ঞা প্রচার করেন। পাটনা এবং রাজমহলস্থ ইংরাজ-উপনিবেশ লুণ্ঠিত হয়, এবং কলিকাতা লুণ্ঠন করিবার জন্য হুগলীর ফৌজদার ইংরাজদিগকে প্রদর্শন করেন; কিন্তু বিয়ার্ড সাহেব কলিকাতাকে উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিয়া ফৌজদারের ভয়-প্রদর্শন উপেক্ষা করিলেন। ফৌজদারও তাৎকালিক অবস্থা বুঝিয়া আর বিশেষ গোলমাল বাধাইলেন না।

১৭০৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট বিয়ার্ড সাহেবের মৃত্যু হইল। তাঁহার পদে উভয় কোম্পানীর হিসাব পরিষ্কার করিবার জন্য হেজেস্ ও সেলডন্ সাহেব নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে অনেকগুলি তোপ আনাইয়া য়ুরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা ১৩০ জন করিয়া উইলিয়ম দুর্গ সুরক্ষিত করা হইল। কলিকাতার অবস্থা এইরূপে দিন দিন উন্নত হওয়ায় নির্ব্বিঘ্নে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে এই মহা-নগরী কলিকাতার প্রথমাবয়ব সংগঠিত হয়।

যদিও অরঙ্গজেবের সনন্দ দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, বাৎসরিক ৩০০০৲ মুদ্রা প্রদান করিলে ইংরাজগণ সর্ব্ব-প্রকার শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইবেন, তথাচ নবাব মুর্শিদ্ কুলি খাঁ অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় শতকরা ২৷৷০ টাকা হিসাবে শুল্ক গ্রহণ করিবার আজ্ঞা দেন। তখনকার কলিকাতার গবর্ণর হেজেস্ সাহেব ইংরাজদিগের প্রতি এই-রূপ অযথা ব্যবহারের প্রতিবিধানের আশায় দূত পাঠাইবার জন্য ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের নিকট হইতে অনুমতি লইলেন। সেই দৌত্যকার্য্যে জন সর্ম্ম্যান ও ষ্টেফেন্‌সন নামক দুই জন অভিজ্ঞ কুঠিয়াল এবং তাহাদের সঙ্গে খোজা সরহদ্দ দোভাষী ও উইলিয়ম হামিণ্টন নামক একজন ডাক্তার নিযুক্ত হইলেন। দূতগণ ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ৮ই জুলাই তারিখে বহুমূল্য বিবিধ য়ুরোপজাত দ্রব্যাদির উপঢৌকন সহ দিল্লীনগরে উপনীত হন। (১)

এই সময়ে সম্রাট্ ফিরোক্‌শিয়ারের সহিত রাজা অজিত-সিংহ নামক রাজপুতরাজের কন্যার বিবাহ; কিন্তু সম্রাটের এরূপ পীড়া হইল যে, রাজকীয় চিকিৎসকগণ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও ঐ রোগের শান্তি করিতে পারিলেন না। ফলে ঐ বিবাহও স্থগিদ হয়। অবশেষে খাঁ দৌরাণের অনু-রোধে সম্রাট্ সমাগত ইংরাজ দূতদলভুক্ত ডাক্তার হামিণ্টন সাহেবকে তাঁহার চিকিৎসা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে হামিণ্টন সাহেব বিলক্ষণ বিজ্ঞতার সহিত অতি অল্পকাল মধ্যে সম্রাটের রোগ আরোগ্য করিলেন। এই ঘটনায় হামিণ্টন সাহেব সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেন। রোগ হইতে শান্তিলাভ করিবার পর রাজকীয় বদান্যতার যতদূর পরিচয় দিতে হয়, তাহা ব্যতীত সম্রাট্ প্রতিজ্ঞা করেন যে, হামিলটন সাহেব আর যাহা যাচ্ঞা করিবেন তাহাও তিনি সাধ্যমত দান করিবেন। হামিণ্টন সাহেবও বাউটনের মত নিজের স্বার্থ ও লাভেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া, যাহাতে দৌত্যকার্য্যে সমাগত ইংরাজগণের মনোরথ পূর্ণ হয়, তাহাই প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ হামিণ্টন সাহেবের এইরূপ নিঃস্বার্থভাব দর্শনে চমৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইলেই তাঁহার প্রার্থনার বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন এবং যাহাতে নিজের সাম্রাজ্যের মর্য্যাদার উপযুক্ত ও যতদূর সাধ্য দেয়, তাহা তিনি ইংরাজদিগকে দান করিতে ত্রুটি করিবেন না। রোগশান্তির পরেই বিবাহ সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের অগ্রে ইংরাজগণ তাঁহাদিগের আবেদন-পত্র সম্রাট্ সমীপে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, কিছুদিন বিলম্বে এবং বিলক্ষণ উৎকোচের সাহায্যে অবশেষে ইংরাজদূতগণের উদ্দেশ্য সফল হইল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে (আল-হিজরা ১১২৯) বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যাতে বাণিজ্য করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্রাট্ ফিরোক্-শিয়ারের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দ্বারা কোম্পানীর পূর্ব্বপ্রাপ্ত অধিকার বলবৎ হইল। ইংরাজগণ বাণিজ্য দ্রব্যাদির নৌকা অনুসন্ধান হইতে অব্যাহতি ও মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে তিনদিন কোম্পানীর টাকা মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইলেন এবং সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জন্য যে ১১৯৫৷৶০ বাৎসরিক দিতে হইত, উহা ব্যতীত আরও ৮১২১৷৷০ মুদ্রা বৎসর বৎসর সাম্রাজিক কোষে সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া উক্তগ্রামত্রয়ের সন্নিকটে দক্ষিণে ভাগীরথীর উভয়পারে পাঁচ ক্রোশের মধ্যে ৩৮টি পল্লিগ্রাম ক্রয় করিবার আদেশ পাইলেন। (১)

সম্রাটের নিকট হইতে এইরূপ সনন্দ লইয়া আসায়, নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ ইংরাজ বণিকদিগের উপর অত্যন্ত

(১) Stewart's History of Bengal, p. 395-6; Auber, Vol. I, p. 16.

(১) Appendix C. History of the Rise and Progress of the Bengal Army by Capt. A. Broome and East Indian Records Book No. 593.

ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। সেই গ্রামগুলি ক্রয় করিবার পক্ষে যদিও তিনি সম্রাটের আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া প্রকাশ্যে কোন প্রকার শত্রুতাচরণ করিতে সাহস করেন নাই, তথাচ গুপ্ত ভাবে ঐ গ্রামগুলির জমীদারদিগকে ভয় দেখাইতে ছাড়েন নাই। তিনি গুপ্তভাবে জমীদারদিগকে জানাইলেন যে, যতই অধিক মূল্য দিতে স্বীকার হউক না কেন, যদ্যপি কোন জমীদার তাহার ভূমি বা গ্রাম ইংরাজদিগকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার (নবাবের) কোপ হইতে কাহারও রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না। তিনিও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদ্যপি এই সকল স্থান ইংরাজদিগের হস্তগত হয়, তাহা হইলে ভাগীরথী সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের আয়ত্তাধীন হইবে এবং তাহারা ইচ্ছামত নদীর উভয়পার্শ্বে বুরুজাদি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের বল আরও বাড়াইতে পারিবে। (১)

যাহা হউক, বোল্টস্ সাহেব বলেন যে, সম্রাট ঐ ৩৮টি গ্রাম ইংরাজদিগকে দান করেন নাই, উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। জমীদারগণ ঐ গ্রাম সকল বিক্রয় করিতে সম্মত হয়েন নাই বটে, কিন্তু ইংরাজগণ অবশেষে অনেকের নিকট হইতে প্রতারণা অথবা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২)

কাপ্তেন হামিল্টন ১৭১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে আগমন করেন। তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন;—নদীর ধারে দক্ষিণে গোবিন্দপুরে একটি এবং উত্তরে বরাহনগরের নিকটে আর একটি কোম্পানির উপনিবেশের সীমা চিহ্ন ছিল। এই দুইটি চিহ্নের ব্যবধান তিন ক্রোশ হইবে এবং ভূমির দিকে সীমা ছিল ধাপার বিল বা লোণা বিল পর্য্যন্ত, ফলে এই সময়ে কলিকাতায় সীমা ঠিক যে কি ছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর পুণ্ডিতের পরিচালনাধীনে মহারাষ্ট্রগণ (বর্গী) উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া জেলা মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান হইয়া রাজমহল পর্য্যন্ত নগর ও পল্লী সমস্ত লুটপাট করিতে থাকে। তাহারই পর বর্গীরা কলিকাতার সন্নিকটে ভাগীরথীর অপর পারে—(যথায় অধুনা কোম্পানির বাগানের তত্ত্বাবধায়ক বাস করেন)—টানা কেল্লা হস্তগত করিয়া হুগলীনগর লুণ্ঠন করে। ঐ সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমপারের অধিবাসীগণ কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করে। মহারাষ্ট্রদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরাজগণ পূর্ব্বপারে থাকিয়াও কলিকাতার চতুর্দ্দিকে একটি গভীর গড় খাই করিবার জন্য নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নিকট অনুমতি গ্রহণ করেন। সুতানুটির উত্তর অংশ হইতে গোবিন্দপুরের দক্ষিণ অংশ পর্য্যন্ত ঐ নালাটী খনন করিবার কথা হয়। ছয় মাস মধ্যে দেড় ক্রোশ (তিন মাইল) খনন করা হইল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, আলীবর্দ্দীর অধ্যবসায়ে মহারাষ্ট্রগণ ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে কলিকাতা হইতে ৩০ ক্রোশের মধ্যে আর আসিল না, তখন ঐ খাতের খনন কার্য্য বন্ধ হইল। এই খাল "মহারাষ্ট্রখাত" (Maharatta Ditch) নামে অভিহিত। শ্যামবাজারের নিকট দমদমা যাইবার রাস্তায় আজও ঐ খাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। * অর্ম্মি সাহেবের মতে কলিকাতার অধিবাসীদিগের অনুরোধে এবং তাঁহাদিগেরই ব্যয়ে ঐ খালটি খনন করা হয়। (১)

হলওয়েল সাহেব বলেন যে, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দেও সিমুলিয়া, মলঙ্গা, মির্জাপুর এবং হোগলকুঁড়িয়া সমস্ত মিলিয়া ৩০৫০ বিঘাভূমি এই চারিস্থান কোম্পানি উপনিবেশের সীমার মধ্যে ছিল না; ঐ স্থানগুলিও কোম্পানি ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাদিগের স্বত্বাধিকারীদিগকে কোন প্রকারে সম্মত করিতে পারেন নাই। (২) ঐ স্থান কয়টি কলিকাতার সীমার বাহিরে ছিল বটে, কিন্তু বেনেপুকুর, পাগলডাঙ্গা, ট্যাংরা এবং ধলন্দ এই চারি স্থান সমস্ত মিলিয়া ২২৮ বিঘা ভূমি হইবে—তখন কলিকাতার অংশরূপে পরিগণিত ছিল। দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৫৪ সালে হলওয়েল সাহেব কোম্পানীর জন্য রসিক মল্লিক এবং নওয়াগীস্ মল্লিকের নিকট হইতে ২২৮১৲ মুদ্রা মূল্যে সিমুলিয়া ক্রয় করেন। (৩)

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করেন। এই সময়ে তাঁহার আদেশে অল্পকালের জন্য কলিকাতা "আলিনগর" নামে অভিহিত হয়। তৎপরে অন্ধকূপহত্যা এবং উহার পরবৎসরে জানুয়ারীমাসে ক্লাইব এবং ওয়াটসন কর্ত্তৃক কলিকাতা গ্রহণের পর উমিচাঁদ,

(১) Broome's Rise and Progress of the Bengal Army Vol. I. p. 36.

(২) Bol's Consideration on Indian Affairs 1772. App. p. I. note.

* সম্প্রতি ইহা বুজাইয়া মিউনিসিপালিটি হইতে রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে।

(১) Orme's History of India, Vol. II. p. 15.
Broomes Rise and Progress of the Bengal Army, Vol. I p.41.

(২) Holwell's Indian Tracts, 2nd. ed. 1764. p 140.

(৩) Selections from the Unpublished Records of the Government. p. 53.

অন্ধকূপ, ক্লাইব শব্দ দেখ।] ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীতে সিরাজউদ্দৌলার সহিত সন্ধি হয়। এই সন্ধি দ্বারা এই স্থির হয় যে, যে সকলগ্রাম সনন্দ দ্বারা কোম্পানি পাইয়াছিলেন, সুবাদার তাহা আজও তাঁহাদিগকে দখল দেন নাই; এক্ষণে ঐ সকল গ্রামে কোম্পানীকে অধিকার দেওয়া হইবে এবং কোম্পানীকে ঐ সকল স্থান বিক্রয় করিতে জমীদারদিগকে কোনরূপ বাধা দেওয়া হইবে না।

পলাশীর যুদ্ধের পর যখন নবাব মীরজাফর নূতন সুবাদারপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন একটি সন্ধি দ্বারা ইংরাজ বণিক-সমিতি কলিকাতায় মৌরসী জমা প্রাপ্ত হন। (১) [পলাশী ও মীরজাফর দেখ।]

এই সন্ধি দ্বারা কলিকাতার মধ্যস্থিত ভূমি ছাড়া মীরজাফর কোম্পানীকে কলিকাতার সীমার বাহিরে একটি ১১০০ হস্ত পরিমিত জমী দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি কোম্পানীর জমীদারীভুক্ত করিয়া দেন, এবং আজ্ঞা দেন যে ঐ অংশের সমস্ত কর্ম্মচারী কোম্পানীর অধীনস্থ হইবে ও অন্যান্য জমীদারের ন্যায় কোম্পানীও রাজস্ব প্রদান করিবেন। (২)

পর বৎসর ১৭৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফর্দ্ সওয়াল দ্বারা কোম্পানী তালুক বা জায়গীর স্বরূপ কলিকাতা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ ইংরাজ বণিক-সমিতি তাঁহাদের কুঠী রক্ষা করিবেন এবং বন্দর সকল সাবধানে রাখিবেন বলিয়া নবাব মীরজাফর ৮৮৩৬৲টাকা রাজস্ব রেহাই দিয়া উক্ত কোম্পানীকে কলিকাতা, পাইকান, মানপুর এবং আমীরাবাদ পরগণা চতুষ্টয়ের মধ্যস্থিত ২০½টি মৌজা, দুইটি বাজার এবং আবওয়াব ফৌজদারী প্রদান করেন। মৌজা কয়েকটি এই—১ গোবিন্দপুর, ২ মির্জ্জাপুর, ৩ চৌরঙ্গী, ৪ ধলন্দ, ৫ জেলে কোলন্দ, ৬ বেলেডেঙ্গা, ৭ আনতাটি, ৮ শিয়ালদহ, ৯ বাহির বির্জ্জি, ১০ কিসপুরপাড়া, ১১ বাহির শ্রীরামপুর, ১২ সুতানুটি ১৩ হোগলকুঁড়িয়া, ১৪ সিমলা, ১৫ মাথন্দ, ১৫ আড়িঙ্গী, ১৭ ডিহি কলিকাতা, ১৮ দক্ষিণ পাইকপাড়া, ১৯ বির্জ্জি, ২০ শ্রীরামপুর, ২০½ গণেশপুর, মলঙ্গা খালসার মধ্যবর্ত্তি। বাজারদ্বয়—১ সুতানুটি-বাজার ও ২ গোবিন্দপুর-বাজার।

উপরোক্ত গ্রামগুলির মধ্যে কয়েকটি মহারাষ্ট্র খাতের এবং কতকগুলি উক্ত খাতের সীমা হইতে ১২০০ হস্তের মধ্যে ছিল। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত সময়েও লোকে সাধারণ কথাবার্ত্তায় মহারাষ্ট্র খাতই কলিকাতার সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিত। যাহাই হউক, যে সময়ে কোম্পানী ২৪ পরগণা গ্রহণ করেন, সেই সময়ে মহারাষ্ট্র খাতের বাহিরে যে সকল স্থান কলিকাতার সীমাভুক্ত ছিল, ঐ সকল স্থান এবং আরও কতক ভূমি লইয়া কলিকাতা ও২৪ পরগণা হইতে বিভিন্ন রাখিয়া ডিহি পঞ্চান্ন গ্রাম নামে অভিহিত হয়। অধুনা যে সকল স্থান কলিকাতার সহরতলী বলিয়া পরিচিত, উক্ত স্থানগুলিই পূর্ব্বে ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম নামে অভিহিত হইত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২১ আইনে পঞ্চান্নগ্রামের সীমার মধ্যে সমস্ত ভূমিই সহরতলী বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সময় হইতে উহার অতি সামান্য অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল। (১) ঠিক কোন সময়ে যে, কলিকাতা এবং পঞ্চান্ন গ্রামের মধ্যে সীমা নির্দ্ধারিত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রশ্ন উঠায় উক্ত সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১০ই দিবসে গবর্ণর জেনারেল ব্যবস্থাপক সভা হইতে একটি আইন (২) বিধিবদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত রূপ ঘোষণাপত্র দ্বারা কলিকাতার সীমা নির্দ্ধারিত করেন। সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল।—

উত্তরসীমা—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বাগবাজারের খালের মুখ হইতে পুরাতন পাউডার মিলবাজার হইয়া দমদমা যাইবার পোলের (শ্যামবাজার পোল) পাদদেশ পর্য্যন্ত।

পূর্ব্ব সীমা—মহারাষ্ট্র খাতের পশ্চিমধার অথবা তৎপার্শ্বস্থ রাস্তার পূর্ব্বধার হইয়া হাল্সিবাগানের উত্তরকোণ হইতে ঐ খাতের দক্ষিণধার দিয়া পূর্ব্বমুখে, তথা হইতে খাতের উত্তর ধার দিয়া পশ্চিমমুখে, উক্তস্থান হইতে খাতের পশ্চিম ও বৈঠকখানা রাস্তার পূর্ব্বধার দিয়া দক্ষিণদিকে মহারাষ্ট্র খাতের শেষ সীমা হইয়া ঝঞ্জা রামলোচনের বাজারের কোণ অথবা নারায়ণ চাটুর্য্যের রাস্তার ঠিক বিপরীত দিকে যেখান হইতে বেলেঘাটার রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। তৎপরে মির্জ্জাপুর ভেদ করিয়া বৈঠকখানা রাস্তার পূর্ব্বধার হইয়া এবং পর্ত্তুগীজদিগের সমাধিভূমিকে পূর্ব্বদিকে রাখিয়া যেখানে প্রাচীন সুবিখ্যাত বৈঠকখানা বৃক্ষ ছিল,—অর্থাৎ বহুবাজার রোড ও বৈঠকখানা বাজারের বিপরীত দিকে রাস্তার দুই পার্শ্বে, বৈঠকখানা রাস্তার পূর্ব্বধার দিয়া গোপীবাবুর বাজারের এবং তথা হইতে সমান চলিয়া গিয়া যেখানে উক্ত রাস্তা পশ্চিম

(১) Bolt's Indian Affairs p. 81.

(২) Rise, Progress and State of the English Government in Bengal, by Harry Verelst 1772. App. p. 154.

(১) Census Report of Calcutta of 1876 by Mr. Beverly.

(২)-159th section Cap. 52. of the Act passed in the 33 year of his Majesty's reign.

দিকে বাঁকিয়াছে, তথায় ডিহি শ্রীরামপুর পূর্ব্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে রাখিয়া খানিক দূর গিয়া পূর্ব্ব সীমা শেষ হইয়াছে। তখনকার কলিকাতার সহরতলীর প্রোটেষ্টাণ্ট সমাধিভূমি, চৌরঙ্গী এবং ডিহি বির্জি এই সীমার অন্তর্ভূত হয়।

দক্ষিণ সীমা—উক্ত স্থান হইতে ডানদিকে বাঁকিয়া ডিহি বির্জির অন্তর্গত বেনেপুকুর বা এঁড়িয়াপুকুর সীমারেখার, মধ্যে রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখে,—যেখানে চৌরঙ্গীর বড় রাস্তার বিপরীত দিকে রসাপাগলা রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে, তথা হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিস এবং সাধারণ হাঁসপাতালের মধ্যে সাধারণ রাস্তার দক্ষিণদিকে খানিক দূর গিয়া পুনরায় পশ্চিমমুখে সাধারণ হাঁসপাতাল, পাগলাগারদ, ডিহি ভবানীপুরস্থিত হাঁসপাতালের সমাধিভূমি বাদ দিয়া আলীপুরের পুলের পাদদেশ পর্য্যন্ত; ঐখান হইতে আলীপুর পুলের দক্ষিণ হইয়া টালির নালা (আদিগঙ্গা)র উচ্চ জলরেখা চিহ্ন, ঐখান হইতে ক্রমান্বয়ে চলিয়া গিয়া খিদিরপুরে পুল হইয়া উয়েষ্টনের ডক বাদ দিয়া আদিগঙ্গার মুখে (যেখানে হুগলী নদীর সহিত আদিগঙ্গা মিলিয়াছে); উক্ত স্থান হইতে ঠিক সমান ভাবে গিয়া নদীর অপর বা পশ্চিম পারে মেজার কিডের বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে (অথচ উক্ত বাগান ও শিবপুর বাদ দিয়া) দক্ষিণসীমা শেষ হইয়াছে।

পশ্চিমসীমা—শেষোক্ত স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নিম্ন জল-রেখা চিহ্ন হইয়া ক্রমে রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া এবং শালিখার ঘাট বাদ দিয়া চিৎপুর পুলের নিকট (নদীর পশ্চিমতীরে) পূর্ব্বোক্ত জাফাপুরে কর্ণেল রবার্টসনের বাগানের উত্তর কোণে যাইয়া পশ্চিম সীমা শেষ হইয়াছে।*

পূর্ব্ব কথিত বিধি (Act 56) অনুসারে যদিও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সীমা পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য সক্ষম ছিলেন, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত কলিকাতার সীমা আর বদলায় নাই। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ঠিক কোন্ সময়ে যে, কলিকাতা এবং পঞ্চান্নগ্রামের উভয়ের সীমা স্থিরীকৃত হয়, তাহা ঠিক জানা যায় না এবং ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা-পত্র প্রকাশিত হওয়াতে এই সীমা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ উপস্থিত হয়; যেহেতু উহাতে পূর্ব্ব সীমা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যে অবধি মহারাষ্ট্র খাত দেখিতে পাওয়া যায় সেই অবধি উক্ত খাতের ভিতরের দিক্ পর্য্যন্ত কলিকাতার সীমা বর্ণিত হইয়াছে। (১) কিন্তু এই খাত সম্পূর্ণ খনন করা হয় নাই এবং

(১) Selections from the Calcutta Gazette, Vol. II. by W. S. Seton Karr, C. S. p. 129.

মেছুয়াবাজার রাস্তার দক্ষিণে ইহার চিহ্ন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ স্থানের পর হইতে আলীপুর পুল পর্য্যন্ত সারকিউলার রোড (তৎকালে ইহাকে বৈঠকখানা রোড কহিত) এবং তথা হইতে আদিগঙ্গার দক্ষিণ পর্য্যন্ত সীমা ধরা হইয়াছে। ১৭৯৪ সালে পূর্ব্বদক্ষিণ সীমা কি ছিল তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। ১৭৫৭ সালের যে কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্র আছে, উহা হয় মাপে ভুল অথবা কলিকাতার সীমা ঐ সময়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। উক্ত মানচিত্রে এস্প্লানেডের জমীর পরিমাণ প্রকৃত মাপের ঠিক অর্দ্ধেক ধরা হইয়াছে। আবার ১৮৩৮ সালের "ফিবার হস্পিট্যাল কমিটি"র সমীপে সাক্ষ্যপ্রদানে ডাক্তার নিকলসন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ এবং সামরিক হাঁসপাতাল হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে একটি স্তম্ভ প্রোথিত ছিল, উহাতে খোদিত ছিল যে, এই স্থানে ফোর্ট উইলিয়মের এস্প্লানেড শেষ হইতেছে।" (১) ফলে কলিকাতার সীমা যে ঠিক কোন সময়ে কি ছিল তাহা সমস্ত ঠিক নির্ণয় করা অতীব সুকঠিন।

কলিকাতার অন্তর্গত প্রাচীন ও আধুনিক স্থানাদির ইতিহাস।—কলিকাতার মধ্যে যে সমস্ত স্থানের নাম পাওয়া যায়, তাহার কতকগুলি হইতে এই স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণাদি পাওয়া যায়।

কলিকাতায় কতকগুলি প্রধান রাস্তার নাম কয়েকজন রাজপুরুষের নামানুসারে হইয়াছে, যথা,—ভান্সিটার্ট রো নামক রাস্তাটি কলিকাতার প্রাচীন গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেবের নামে নামকরণ হইয়াছে। "ক্লাইব ষ্ট্রীট" নামক রাস্তা লর্ড ক্লাইবের নামানুসারে হইয়াছে। এই রাস্তার উপরে এক্ষণে যে বাটীতে "অরিএণ্টল ব্যাঙ্ক" আছে, অনেকে বলেন, সেই বাটীতেই লর্ড ক্লাইব বাস করিতেন, কেহ কেহ বা বলেন যে, যে বাটীতে গ্রেহাম কোম্পানীর আপিস আছে, সেই বাটীই লর্ড ক্লাইবের বাটী ছিল। এই দুই বাটীই অতি প্রাচীন, তবে উভয়ের মধ্যেই এক্ষণে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, "কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ও স্কয়ার" লর্ড কর্ণওয়ালিসের নামে অভিহিত হইয়াছে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ নামক রাস্তার উত্তর দিকের শেষভাগ হইতে বাগ্‌বাজারের খাল পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, ইহাই কলিকাতার উত্তর সীমা। খালের নিকট যেখানে রাস্তাটি মিলিয়াছে, সেইখানেই

(১) Census Report of Calcutta, 1876, by H. Beverley Esqr. C. S. p. 34.

কলিকাতার সীমান্ত উত্তরপূর্ব্ব কোণ। এই খালের উপর একটি পুল আছে। এই পুল পার হইয়া "টালা" নামক স্থানে যাওয়া যায়। প্রাচীন টালা (Mr. Tulloh) নামক নিলামওয়ালা সাহেবের নাম হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। টালার পুল হইতে নামিয়া দক্ষিণমুখে কিয়দ্দূর আসিলে ডাহিনে বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট্; এই রাস্তা বরাবর পশ্চিমমুখে গঙ্গাতীরে পঁহুছিয়াছে। বাগ্‌বাজারের মধ্যে উত্তরপূর্ব্বাংশে এখন যেখানে নিকারীপাড়া (মৎস্য বা নাবিক ব্যবসায়ী বাঙ্গালী মুসলমানকে নিকারী বলে) সেইখানে অতি প্রাচীনকালে ইংরাজের "বারুদখানা" ছিল। এখনও এই বারুদখানার বৃহৎ দীঘী "বারুদখানার পুকুর" নামে ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। বাগ্‌বাজার অতি প্রাচীন স্থান, গবর্ণমেণ্টের ১৭৪৯ সালের কাগজে এই স্থানের উল্লেখ আছে। বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীটের বিপরীত খালের দিকে পূর্ব্বমুখে একটি রাস্তা গিয়াছে। ঐ রাস্তা দিয়া দমদমা, বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট যেখানে আরম্ভ, সেইখান হইতেই উহার পূর্ব্ব দিয়া সার্কুলার রোড দক্ষিণমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই সার্কুলার রোড অতি প্রাচীন রাস্তা, এই রাস্তাই কলিকাতার উত্তর হইতে পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইবার রাস্তা ছিল। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উত্তরদিকের মাথার নিকট "শ্যামবাজার" ও "শ্যামপুকুর" নামক দুইটি পল্লীও বহু প্রাচীন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্রে "শ্যামবাজার" নামক পল্লীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পল্লীতে অতি বৃহৎ একটী প্রাচীন দীর্ঘিকা ছিল, ইহার নাম ছিল "শ্যামপুকুর", সম্প্রতি এই পুষ্করণী দূষিত হইয়া যাওয়ায় গতবৎসরে বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্যামবাজারের পূর্ব্বে সার্কুলার রোডের মুখের নিকট পূর্ব্ব পার্শ্বে "মোহনবাগান" নামক পল্লী, এই স্থানে রাজা রাধাকান্তের পিতা ৺ গোপীমোহন দেবের একটি সুবৃহৎ সুন্দর উদ্যান ছিল, তাহা হইতেই এই স্থানের নাম হইয়াছে। মোহন-বাগানের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া "মহারাষ্ট্র খাত" ছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে নবাবের অনুমতি লইয়া ইংরাজেরা বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণের উদ্দেশে এই খাত খনন করেন। খাতটি মোহনবাগানের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া বরাবর দক্ষিণমুখে জানবাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও সম্ভবতঃ এইখানে ডিঙ্গাভাঙ্গার খালের সহিত মিলিত হইয়াছিল; এই খাতের ভগ্নাবশেষ এখনও শ্যামবাজারের পুলে যাইবার রাস্তায় দেখা যায়। মোহনবাগানের দক্ষিণে হাল্‌সির বাগান নামক পল্লী। এইখানে ক্রোরপতি উমিচাঁদের বাগানবাটী ছিল। ঢাকার রাজা রাজবল্লভের পুত্র কুমার কৃষ্ণদাস নবাব-ভয়ে ভীত হইয়া পলাইয়া আসিয়া এই বাগান বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তৎপরে হাল্‌সি সাহেবের নামানুসারে এই স্থানের ঐরূপ নামকরণ হয়। হাল্‌সির বাগানের পশ্চিমে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের পূর্ব্বে "হাতিবাগান" পল্লী। "হাতিবাগান" পল্লীতে এক্ষণে কলিকাতার অনেকগুলি "ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত" চতুষ্পাঠী করিয়া বাস করিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্বকালে এখানে নবাবের হস্তী থাকিত। এই হাতিবাগান হইতে দক্ষিণে এক্ষণে যে স্থানকে মাণিকতলা বলে, তাহার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত জঙ্গলে আবৃত ছিল। ৭০। ৭৫ বৎসর পূর্ব্বেও এই সকল স্থানে সন্ধ্যার পর লোকে চোর ডাকাত ও খুনের ভয়ে যাতায়াত করিত না। হাতিবাগানের দক্ষিণ ও পশ্চিমে "হোগলকুঁড়িয়া" পল্লী। গত শতাব্দীতে হোগলা বনে আবৃত ছিল। মহারাষ্ট্র খাত খনন কালে ইহা পরিষ্কৃত হয়। এ স্থানটি এইনামেই বহুকালাবধি বিখ্যাত। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের কাগজপত্রে হলওয়েল সাহেব এই স্থানকে হোগলকুঁড়িয়া নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে এই স্থানে মুসলমানেরা "গোর" দিত। বৃদ্ধ লোকেরা বলেন যে, পূর্ব্বে এখানে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণসময় ভিত্তি খননকালে অনেকগুলি কবর ও মনুষ্য দেহাবশেষ বাহির হইয়াছিল৷ হোগল-কুঁড়িয়ার উত্তর পূর্ব্বকোণে "সিকদার বাগান" নামক পল্লী। এ স্থানে পূর্ব্বে "সিকদার" উপাধিধারী ব্যক্তিগণের বৃহৎ বাগান ছিল। হোগল-কুঁড়িয়ার পশ্চিমে "দর্জ্জিপাড়া" নামক পল্লী; এখানে এখনও যথেষ্ট মুসলমান দর্জ্জির বাস আছে। এই স্থানের রাস্তাঘাটের নাম "লাল ওস্তাগরের গলি," "গুলু ওস্তাগরের গলি" "হোসেন পাড়া" ইত্যাদি। প্রাচীনকালে এই মুসলমান পাড়ার (দর্জ্জিপাড়ার) নিকটে দুই ঘর হিন্দু বাস করিত, তাহাদের মধ্যে একজন "মুদির দোকান" চালাইত, আর একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন; দর্জ্জিপাড়ায় সেই দুই হিন্দুর নামে দুইটি রাস্তা বর্ত্তমান আছে,—শ্রীদাম (ছিদাম) মুদির গলি, আর ঈশ্বর ঠাকুরের গলি। দর্জ্জিপাড়ার উত্তরে "বালাখানা" নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। এই স্থানের নাম "বালাখানা" কেন হইয়াছে তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। "বালাখানা" অর্থে দীর্ঘ-গৃহশ্রেণী, ইংরাজীতে ইহাকে "ব্যার্‌য়াক" বলা যায়। বালাখানায় মুসলমানদিগের সৈন্য প্রহরী ইত্যাদি থাকিত (যেমন "ফৌজদারী বালাখানা" অর্থাৎ যেখানে ফৌজদারের "বালাখানা" ছিল।) সম্ভবতঃ পূর্ব্বে এ অঞ্চলেও একটি ক্ষুদ্র "বালাখানা" ছিল,

তাহাতে সৈন্যাদি থাকিত। বালাখানার দক্ষিণে ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি রাস্তাকে এখন গ্রে ষ্ট্রীট্ বলে; গ্রে ষ্ট্রীট্ পূর্ব্বে সার্কুলার রোডে মিলিয়াছে; ইহাকে দেশীয়েরা "বালাখানার রাস্তা" বলে। বাঙ্গালার ছোটলাট আর উইলিয়ম গ্রের নামানুসারে ইহাকে এক্ষণে গ্রে ষ্ট্রীট্ বলা যায়। যেখানে গ্রে ষ্ট্রীট্ সার্কুলার রোডে মিলিয়াছে, সেই স্থানের নাম নন্দনবাগান। নন্দনবাগান পূর্ব্বকালে উমিচাঁদের বাগান বাটীর (হালসির বাগানের) অন্তর্গত ছিল। সিরাজ ১৮৫৬ সালে কলিকাতা অবরোধ করিবার সময় এই নন্দনবাগানেই ছাউনি করিয়াছিলেন এবং রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে পাইবার জন্য নন্দনবাগান ও হাল্‌সির বাগান ভাঙ্গিয়া উমিচাঁদের বাটী লুট করেন। তৎপরে নন্দন উপাধিধারী কোন ব্যক্তি এখানে বাগান করায় ইহার নাম নন্দনবাগান হইয়াছে। হোগলকুঁড়িয়ার নিজ পূর্ব্বদক্ষিণে গোয়াবাগান নামক ক্ষুদ্র পল্লী। গোয়াবাগান শব্দের অর্থ গুপারি বাগান। বোধ হয় পূর্ব্বে এ অঞ্চলে কাহারও গুপারির বাগান ছিল বা তৎপূর্ব্বে এ অঞ্চলে যে জঙ্গল ছিল, তন্মধ্যে যথেষ্ট গুপারি বৃক্ষ ছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে। এক্ষণে এখানে গাভীর হাট আছে। অনেকে বলেন গো-হাট (বাগান) হইতে "গো-বাগান" (গোয়াবাগান নহে) নাম হইয়াছে। এথানকার গো-হাট অতি প্রাচীন। গোয়াবাগানের দক্ষিণে "সিমুলিয়া" নামক বৃহৎপল্লী। সিমুলিয়া যখন বনের মধ্যে ছিল, তখন এস্থলে যথেষ্ট সিমুল তুলার বৃক্ষ ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম হইয়াছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এ অঞ্চলে সন্ধ্যার পর লোকের যাতায়াত বন্ধ হইত। ১৭৪৯ সালের কাগজপত্রে এইস্থান এই নামেই উক্ত হইয়াছে।

কলিকাতায় কতকগুলি স্থান এইরূপ বৃক্ষের নামে পরিচিত। যথা—কলাবাগান,—দুটি আছে একটি বাগ্‌বাজারের খালের নিকট, অপরটি বর্ত্তমান চোরবাগানের ভিতর। চোরবাগানের কলাবাগানে বসাকদিগের কলার চাষ ছিল। এই বাগানের মধ্যে একটি বৃহৎ দীঘী ছিল, ইহা "বসাক দীঘী" বা "কলবাগানের দীঘী" নামে পরিচিত। সম্প্রতি এই দীঘীকে ছোট করিয়া ও তাহার চতুর্দ্দিকে বৃক্ষাদি দ্বারা সাজাইয়া মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক "মার্কাস্ স্কয়ার" নাম দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নারিকেলডাঙ্গা, নেবুবাগান, নেবুতলা, হরিতকীবাগান, বকুলবাগান, পেয়ারাবাগান, নিমতলা, বাঁশতলা, তালতলা, আমড়াতলা, চাঁপাতলা ইত্যাদি। এই সকল স্থানে পূর্ব্বে ঐ সকল বৃক্ষের সংখ্যা অধিকই থাক বা তাহাদের বৃহদাকার অথবা প্রাচীনত্ব হইতেই হউক স্থানগুলির নামকরণ হইয়াছে। "বাঁধা-বটতলা" নামক স্থানে পূর্ব্বে একটী পুষ্করণী ও একত্র যোড়া দুটি বটগাছ ছিল। এখানে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গ্রন্থগুলি অতি দুর্দ্দশার সহিত মুদ্রিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে। আর কতকগুলি নাম ব্যক্তিগত নাম বা উপাধি হইতে হইয়াছে, যেমন—রামবাগান, রায়বাগান, নাথের বাগান, রাজার ফুলবাগান (এখানে শোভাবাজার রাজবংশের ফুলবাগান ছিল।) ইত্যাদি। এই সকল স্থলে বোধ হয় উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণের বাস বা বাগান ছিল। সুরতির বাগান নামক পল্লীতে পূর্ব্বে একটি বৃহৎ উদ্যান ছিল, সেখানে বহু আড়ম্বরে সেকালে সুরতি খেলা হইত। বাদুড়বাগান নামক পল্লীতে বাদুড়ের আধিপত্য বড় বেশী ছিল কিনা তাহা কে বলিবে? পূর্ব্বে যেমন "শ্যামপুকুর" পল্লীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ কয়েকটি স্থানের নাম আছে, যথা নিয়োগীপুকুর, বেণেপুকুর প্রভৃতি। এই সকল স্থানে উক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ পুষ্করণী ছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল বেণেপুকুরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "ফড়িয়া-পুকুর" নামকস্থানে বোধ হয় পূর্ব্বে নানাস্থানের ফলবিক্রেতা আসিয়া শাকতরকারী বিক্রয়াদি করিত এবং নিকটে একটি বৃহৎ পুষ্করণী ছিল। ঝামাপুকুর নামক স্থানের পুষ্করণী আজও বর্ত্তমান। শুনা যায়, এখনও ইহার তলদেশ হইতে যথেষ্ট ঝামা ইট বাহির হয়। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে কাগজপত্রে উল্লেখ আছে যে, সে সময়ে এই অঞ্চলের পুষ্করণীগুলি অতি দূষিত জলপূর্ণ ছিল; বোধ হয়, জলের সেই দোষ নিবারণের জন্য ঝামাপুকুরের অধিকারীরা পূর্ব্বকালে পুষ্করণী মধ্যে যথেষ্ট ঝামা ফেলাইয়া থাকিবেন।

কতকগুলি স্থানের নাম তত্রত্য অধিবাসিগণের জাতি, নাম বা ব্যবসায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যথা—* কুমারটুলী,

* কুমারটুলীতে কোম্পানীর সময়কার সহরকোতোয়াল বনমালী সরকারের স্থাপিত "শ্যামসুন্দর" ও "শিব ঠাকুরের" মন্দির অতি বিখ্যাত। শ্যামসুন্দরের মন্দিরের বহির্ভাগ দেখিতে তাদৃশ মনোরম নহে, কিন্তু ইহার গাত্রে ইষ্টক কাটিয়া নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত হওয়াতে কারুকার্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পার্শ্ব দিয়া এক্ষণে রাস্তা হওয়ায় ইহার নাটমন্দিরাদি ভগ্ন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুদিগের রাজ্যকালে নির্ম্মিত মন্দিরাদির ন্যায় দেখিবার যোগ্য শিল্পকার্য্যে ও খোদিত মূর্ত্তিতে পূর্ণ। এই মন্দির বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত। এখানে একটি বৈষ্ণব উৎসব হইয়া থাকে, তাহাতে নানা যাত্রী আসিয়া থাকে। তবে বনমালী সরকারের বংশলোপ হওয়ার পর এবং বিষয়াদি দৌহিত্র বংশে প্রবর্ত্তিত

এখানে কুম্ভকারগণের অধিক বাস ও ব্যবসায় আছে। জেলে-টোলা ও জেলেপাড়া—পূর্ব্বকালে মৎস্যজীবী ধীবরেরা বাস করিত। শাঁখারীটোলা—এখানে শঙ্খবণিকগণের বাস ও ব্যবসায় ছিল।

কাঁসারীপাড়া—কাংস্য বণিকগণের বাস এখনও যথেষ্ট আছে। এইরূপ ধোপাপাড়া, চাষাধোপাপাড়া, কামার-পাড়া, আহিরীটোলা, শুঁড়ীপাড়া, ডোমপাড়া, পটুয়াটোলা, হাড়িপাড়া, মুচিপাড়া, নিকারীপাড়া ইত্যাদি।—এই সকল স্থানের কোথাও এখনও উক্ত জাতীয় লোক বাস করে, কোথাও বা কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল "ধোপাপাড়ার" উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানপাড়া ও উড়িয়াপাড়ায় মুসলমান ও উড়িয়ারা বাস করে এবং দর্জিপাড়ায় মুসলমান দর্জ্জিগণের অধিক বাস আছে। এই তিন স্থান আধুনিক। খালাসীটোলায় এখনও জাহাজের মাঝিমাল্লা বাস করে। "কসাইটোলা" একটি প্রাচীন পল্লি, এখন ইহার এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের নাম বেণ্টিক্ ষ্ট্রীট্। পূর্ব্বে কলিকাতার ইংরাজগণের প্রয়োজনীয় মাংসাদি এই স্থানে বিক্রীত হইত। বেণ্টিক্ ষ্ট্রীট্ অতি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল, এই রাস্তা দিয়াই সেকালে যাত্রীরা কালীঘাটে যাইত।

পূর্ব্বে লবণের ব্যবসায়ের জন্য "নলঙ্গা", চূণের ব্যবসায়ের জন্ম "চূণাগলি", হাড়ের কারবারের (চিরুণী, কৌটা, খেলিবার পাশা) জন্ম "হাড়কাটা" ও ছাতার ব্যবসায় হইতে "ছাতাওয়ালাগলি"র নামকরণ হইয়াছে। এইরূপে দরমা-হাটা, দয়ে (দধি)-হাটা, মুরগীহাটা, মেছোবাজার, গরাণ-(খুঁটি)-হাটা, সুন্দরিয়া (সিন্দুরিয়া ?)-পটী, সোণাপটী, তুলাপটী, আফিঙ্গের চৌরাস্তা ইত্যাদি। পগেয়াপটীতে এক্ষণে বস্ত্রের বিপুল ব্যবসায় এবং খোঙ্গরাপটীতে এক্ষণে বেণে মসলা, ডাক্তারি ঔষধ, ছাতা ইত্যাদির ব্যবসায় আছে। কিন্তু পূর্ব্বে কিসের ব্যবসা হইতে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে, তাহা জানা যায় না। "সানকীভাঙ্গা" পল্লীর নাম কি সূত্রে হইল বলা যায় না, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এখানে সানকীর মত ক্ষণভঙ্গুর মৃৎপাত্রের ব্যবসায় ছিল।

কতকগুলি স্থানের নাম মুসলমানগণের নামানুসারে হইয়াছে;—যেমন, "মির্জাপুর" বোধ হয় কোন মির্জার নামানু-সারে হইয়াছে। মেহ্‌দী বাগান—এখানে আগা মেহ্‌দী নামক মুসলমানের বাগান ছিল; কেহ বলেন তৎপূর্ব্বে এখানে মেহেদীগাছের বন ছিল। মাণিকতলা—পীর মাণিকের নামানুসারে হইয়াছে। সোণাগাছি—সোণাগাজি নামে একজন মুসলমান জমীদার এই অঞ্চলে ছিল। "ইমান বক্স থানাদারের লেন" নামে একটি রাস্তা আছে। এই ইমান বক্স কোন্ সময়ে কোথাকার থানাদার ছিলেন, ইহা জানা যায় নাই।*

কতকগুলি স্থানের নাম তত্রত্য প্রাচীন বিখ্যাত বস্তু হইতে নামকরণ হইয়াছে। যথা,—যোড়াসাঁকো, এইখানে পূর্ব্বে দুইটি সাঁকো পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গা-নদী চিৎপুর রাস্তার যতটা পূর্ব্বে সরিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে ততটা দূরে ছিল না। এখন দরমাহাটার রাস্তার উপর টাঁকশালের নিকট যেখানে ৺ জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে, পূর্ব্বে সেই মন্দিরের নিম্নে ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। সেই সময়ে যোড়াসাঁকো পল্লীতে বোধ হয় গ্রামের জল-নির্গমনের জন্ত বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী ছিল। সেই প্রণালীর বিস্তৃতি সম্ভবতঃ কিছু বেশী ছিল, আর সেইজন্ত পারাপারের সুবিধার্থ চিৎপুর রাস্তার মুখে দুইটি যোড়া সাঁকো ছিল। এই সাঁকো দুইটি হইতেই এ স্থানের নাম হইয়া থাকিবে। যখন কলিকাতায় প্রথম ড্রেণ হয়, তখন চিৎপুর রাস্তার নিম্নে এই সাঁকোর পোস্তার অবশিষ্টাংশ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু ঠিক কোথায় বাহির হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। যোড়াবাগান—ঐরূপ পাশাপাশি দুইটি বাগানছিল। পাথুরিয়াঘাটা—অনেকে মনে করেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পাথর বাঁধান ঘাট হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। যখন সমস্ত ষ্ট্রাণ্ড রোড গঙ্গার গর্ভে ছিল, তখন পূর্ব্বোক্ত যোড়াবাগানের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে পাথর বাঁধান একটি ঘাট ছিল, লোকে তাহাকে "পাথুরিয়া ঘাট" বলিত। সেই ঘাট হইতেই এ স্থানের নামকরণ হইয়াছে। বড়বাজার,—প্রাচীন "কলিকাতা" নামক গ্রামের হাট বা বাজার এইখানে হইত, নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের মধ্যে এত বড় হাট বা বাজার আর ছিল না বলিয়া সে কালেও এ স্থানকে "বড়বাজার" বলিত। এখনও সহরে এত বড় বৃহৎবাজার আর নাই;

হওয়ায় ইহার আর পূর্ব্বকার মত সমৃদ্ধি নাই। এখন "নবদ্বীপ পণ্ডিত-মণ্ডলী" হইতে যে নূতন পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে বৈষ্ণব-দিগের পর্ব্বাহ মধ্যে এই শ্যামসুন্দর মন্দিরের উৎসবই "গৌর গোপীনাথ কুঞ্জের মহোৎসব" নামে উল্লিখিত আছে। এই ঠাকুর-বাটী ৩৫ নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীটে অবস্থিত। বনমালী সরকারের বাড়ী সেকালে কলিকাতার অট্টালিকামালার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল।

এইখানেই কলিকাতার প্রাচীন কালেক্টর বা নায়েব জমীদার গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ী। এখানে এখনও তাঁহার বংশধরগণ বাস করেন। সেকালে এই "গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি ও বনমালী সরকারের বাড়ী" প্রসিদ্ধ ছিল।

সামান্য মাছ তরকারী হইতে হীরামতি জহরৎ যখন যত টাকার আবশ্যক, তাহা এই বড়বাজারে পাওয়া যায়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এ স্থান এই নামেই অভিহিত হইত। শোভা বা সভাবাজার—অনেকে বলেন যে, রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে তাঁহার বাটীতে যে কায়স্থগণের সমবেত মহতী সভা হইয়াছিল, তাহারই প্রসিদ্ধি হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। কেহ বলেন যে, সেই সভায় আহূত ব্যক্তিগণের দৈনন্দিন ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ নবকৃষ্ণকে একটি বাজারের মত ভাণ্ডার স্থাপন করিতে ও তাঁহাদের বাসের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইতে হইয়াছিল, যে স্থানে এই সকল হইয়াছিল, লোকে সেই স্থানকে "সভার বাজার" বলিত; ক্রমে তাহা হইতে "সভা-বাজার" নামের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু ইহার কোনটিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ যে সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধ হয়, তাহার বহু পূর্ব্বে হইতেই এই স্থান এই নামেই বিখ্যাত ছিল; ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের কোম্পানীর কাগজপত্রে, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল সাহেবের লিপিতে ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব এবং মুন্সী (তখন রাজা হন নাই) নবকৃষ্ণের নামের সহিত এ স্থানের এই নামেই পরিচয় আছে। কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, কলিকাতার প্রাচীন বসাকবংশের শোভারাম বসাক এখানে একটি বাজার করিয়া তাহার নাম "শোভারাম বাজার" রাখেন—তাঁহা হইতে ইহার নাম "শোভাবাজার" হইয়াছে। কিন্তু তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না বা তাহার সাপক্ষে কোন কাগজপত্রও পাওয়া যায় না, কারণ প্রাচীন কালে বা মধ্যকালে কলিকাতায় যে সকল ব্যক্তিগত নামে বাজার স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে নামের অর্দ্ধাংশ লোপ বা নামের পর বাবু শব্দ লোপ দেখা যায় না। যেমন, মাধব বাবুর বাজার, লালা বাবুর বাজার, জগু বাবুর বাজার ইত্যাদি; সুতরাং যদি শোভারাম বসাকের নামে এ স্থানের নামকরণ হইত, তাহা হইলে "শোভারাম বাবুর বাজার" এইরূপ নামকরণ হইত। কোন বিশ্বস্ত প্রাচীন বিজ্ঞ লোক রাজা রাধাকান্ত দেবের মুখে শুনিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ঐ বাজারের 'সুবা বাজার' অর্থাৎ সুবাদারের বাজার এই নাম ছিল; তাহারই অপভ্রংশ করিয়া বঙ্গবাসীরা 'শুভা' বা 'সভাবাজার' বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই বাজার তথনকার (কাঁচা) চিৎপুর রাস্তার উপর বসিত। শোভাবাজারের দক্ষিণ এবং দর্জিপাড়া ও বালাখানার উত্তরস্থানকে এখন "রাজার পাড়া" বলে, কিন্তু পূর্ব্বে এই স্থানকে "হনুমান্-বাগান" বলিত। সেকালে নাকি এই অঞ্চলে বানরের বিশেষ উপদ্রব ছিল। এখনও দমদমার নিকট একস্থলে যথেষ্ট বানর আছে দেখা যায়। চোরবাগান—পূর্ব্বে এখানে চোর ডাকাতের বিশেষ উপদ্রব ছিল বলিয়া লোকে এই অঞ্চলের এইরূপ নাম দিয়াছিল। এখন যেখানে ছাতু বাবুর মাঠে বাজার হইয়াছে, তাহার উত্তরাংশে দর্জিপাড়ার রাস্তা পর্য্যন্ত ছাতু বাবুর বাটীর উত্তরাংশকে পূর্ব্বে "মালীর বাগান" বলিত। ক্রোরপতি রাম-দুলালের বাগানের মালীরা এই অঞ্চলে থাকিত বলিয়া এই নাম হইয়াছিল। মালীর বাগান ছাড়াইয়া পূর্ব্বে "হেদো" বা "হেদুয়া" নামক স্থান। "হেদো" হ্রদ শব্দের অপভ্রংশ, ৭০।৮০ বর্ষ পূর্ব্বে, এখানে বনজঙ্গলে পরিবৃত জঘন্য জলা বা 'দহ' ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম "হেদো" হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানেও চোর ও দুষ্ট লোকের বড় উপদ্রব ছিল। পূর্ব্বকার সেই বন কাটাইয়া এবং 'জলা' পরিষ্কার করিয়া বর্ত্তমান 'হেদুয়া পুকুর' হইয়াছে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজারের নিকট অনেকগুলি নীচ জাতীয়া বেশ্যার বাস ছিল, এ সময়ে এখানে মাঝিমাল্লাগণের গতিবিধি ছিল। এখনও নিকটবর্ত্তী "সিদ্ধেশ্বরীতলায়" ঐরূপ বেশ্যাগণের যথেষ্ট বাস আছে। এই সিদ্ধেশ্বরীতলায় "সিদ্ধেশ্বরী" নামক কালীর মন্দির ও নবরত্ন নামক শিবমন্দির আছে। এতদুভয় মন্দির কুমারটুলীর মিত্রবংশের আদিপুরুষ সেকালের কলিকাতার নায়েব জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শুনা যায়, সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে গোবিন্দরামের সময়ে এত বলি দেওয়া হইত যে, রক্তস্রোত চিৎপুর রাস্তার নর্দ্দামা ভরিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়িত। সিদ্ধেশ্বরীতলার উত্তরে মদনমোহনতলা। এখানে বিষ্ণুপুর-রাজবাটীর বিগ্রহ মদনমোহন নামক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির মন্দির ও রাসমঞ্চ আছে। এখানে রাসযাত্রার সময়ে এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূর্ব্ব দিন অন্নকুট-যাত্রার সময়ে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহ ঋণগ্রস্ত হইয়া কলিকাতার বাগ্‌বাজার-নিবাসী তথনকার জনৈক লবণব্যবসায়ী কায়স্থবণিক গোকুলচাঁদ মিত্রের নিকট লক্ষ টাকা ধার করেন এবং প্রতিভূস্বরূপ মদনমোহন বিগ্রহ রাখিয়া যান। পরে যখন আবার উদ্ধার করিতে আসেন, তখন গোকুলের সেবায় তুষ্ট হইয়া মদনমোহন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন ও স্বপ্নে রাজাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। হাটখোলা—শোভাবাজারের পশ্চিমাংশে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত স্থানের নাম "হাটখোলা"। এইখানেই বর্ত্তমান চাঁপাতলা ও রথতলা-ঘাটের মধ্যে প্রাচীন "সুতানুটি ঘাট" ছিল আর সেই ঘাটের উপরেই "সুতানুটি হাট" ছিল। সেই হাট হইতে

এই স্থানের নাম হইয়াছে। এখন এখানে অনেকগুলি মহাজনের আড়ত আছে।

ডাল্‌হাউসি স্কয়ার ও ষ্ট্রীট্ নামক রাস্তা ও স্থান, লর্ড ডাল্‌হাউসির নামে অভিহিত হইয়াছে। "ডাল্‌হাউসি স্কয়ার" এতদ্দেশীয়ের নিকট "লালদীঘী" নামে পরিচিত। লালদীঘী অতি প্রাচীন স্থান, গত শতাব্দীতে ইহাকে ইংরাজেরা "কেল্লার বাগান" (Green in the Fort) বলিতেন।* আজকাল সাহেবেরা ইহাকে "ট্যাঙ্ক স্কয়ার" বলিয়া থাকেন। কলিকাতায় যখন জলের কল হয় নাই, তখন কলিকাতার দক্ষিণাংশে এই লালদীঘীর জলই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত। যখন বর্ত্তমান পোষ্ট-আপিসের নিকট কলিকাতার "পুরাণ কেল্লা" ছিল, তখন এই পুষ্করিণী ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানই ইংরাজদিগের সায়ংকালীন ভ্রমণ ও আমোদপ্রমোদের স্থল ছিল। ইহার তীরে একটি কমলানেবুর কুঞ্জ ছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সেই কুঞ্জে বসিয়া প্রাচীনকালের ইংরাজগণ সুখে কথোপকথন করিতেন। এই দীঘীর নাম "লালদীঘী" ও ইহার নিকটস্থ রাস্তার নাম "লালবাজার" কেন হইল, তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বে এই স্থানের মৃত্তিকার বর্ণ রক্তবর্ণ ছিল, আবার কেহ বলেন যে, পূর্ব্বে ইহার নিকটেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃহৎ বৃহৎ লাল রঙের বাড়ী ছিল, তাহা হইতে এরূপ নাম হইয়াছে। টাভেৰ্ণিয়ার্সের লিখিত বিবরণে দেখা যায় যে, "পূর্ব্বে এখানে দীঘী ছিল না। কলিকাতার দক্ষিণাংশে সুমিষ্ট জলের অভাব হওয়ায় এতদঞ্চলের অধিবাসীগণের প্ররোচনায় গভর্ণমেণ্টের আদেশে "পুরাণ কেল্লা"র সম্মুখের বাগানের মেছোপুকুর বাড়াইয়া দীঘী করা হয় ও সাধারণে যাহাতে এই দীঘীতে স্নানাদি করিয়া জল নষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য চতুর্দ্দিকে লৌহ বেড়া দেওয়া হয়।" এক্ষণে লালদীঘীর পরিসর যতটা আছে, পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা আরও বেশী ছিল। যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন, তখন ইহার তীর বাঁধান ও খননকার্য্য শেষ হয়। লালদীঘীর উত্তরপূর্ব্ব কোণ হইতে "লালবাজার" নামে যে রাস্তা অপার চিৎপুর রোডে মিলিয়াছে ও তৎপরে পূর্ব্বমুখে "বহুবাজার ষ্ট্রীট্" নামে বরাবর শিয়ালদহ গিয়া মিশিয়াছে, এই রাস্তাটি বহু প্রাচীন; ইহার নাম তখন ছিল "বৈঠকখানার রাস্তা।" "লালবাজার" রাস্তা যেখানে "অপার চিৎপুর রোডে" মিশিয়াছে, তাহারই উত্তরপূর্ব্বকোণে এখন পুলিস আপিস। যে বাটীতে পুলিস আপিস আছে, ঐ বাটী জন্ পামার নামক ইংরাজ বণিকের বাটী ছিল। সেই পুরাতন বাটী গতবৎসর (১৮৯১) ভাঙ্গিয়া আমূল পুনর্গঠিত হইয়াছে। পামার সাহেবের পিতা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সেক্রেটরী ছিলেন। ইহার ন্যায় দয়ালু ইংরাজ আর ছিল না। এখন যাহার নাম "হরিণবাড়ী", তাহাই সেকালের কলিকাতার "জেল" ছিল। লালদীঘীর উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রাচীন কলিকাতার প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার স্থল "অন্ধকূপ" বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বে এই স্থানে অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি ৫০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিঃ হলওয়েল যিনি অন্ধকূপ-কারায় বন্দী ছিলেন, যিনি জগদীশ্বরের কৃপায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২০ জুন রাত্রে সেই যমকবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন; তিনিই নিজ-ব্যয়ে সে রাত্রে, সে ঘরে যাঁহারা মরিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মরণার্থ ঐ স্তম্ভটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অন্ধকূপে মৃত প্রত্যেক ব্যক্তির নাম স্তম্ভগাত্রে খোদিত ছিল। এই স্তম্ভটি অনেকদিন দণ্ডায়মান ছিল, শেষে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের আদেশে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। যেখানে এই স্তম্ভ ছিল, এখন সেখানে ছোটলাট ইডেনের মূর্ত্তি আছে। এই লালদীঘীর নিকটে যেখানে বর্ত্তমান "কাষ্টম হাউস" ও "পোষ্ট আপিস" আছে, পূর্ব্বে সেইখানি প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়ম
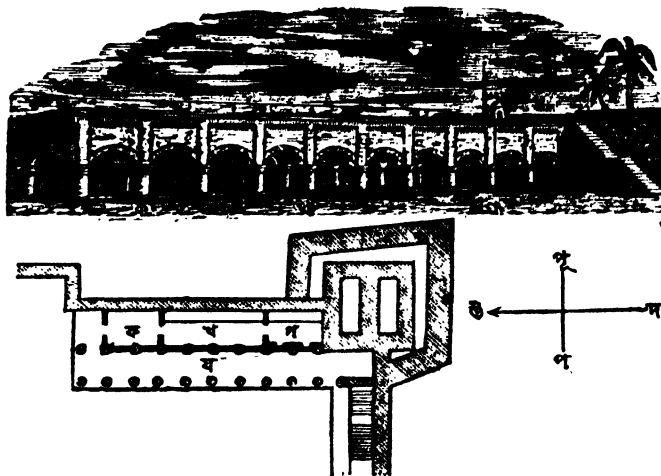
(ক) প্রহরীসভা। (খ) বারিক। (গ) প্রাচীন অন্ধকূপের বহির্দৃশ্য।

* তখন ইহাতে লালদীঘীর ন্যায় বড় পুষ্করিণী ছিল না। বাগানের মধ্যস্থলে একটী ছোট পুষ্করিণী ছিল, তাহাতে ইংরাজেরা আমোদের জন্য মাছ ছাড়িয়া রাখিতেন। এই সময়ে এই বাগানে ২৫ একরেরও বেশী জমী ছিল।

নামক দুর্গ ছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুর্গের বাটী বর্ত্তমান ছিল, শেষে ঐ বৎসরেই তাহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া "কাষ্টম-হাউস" নির্ম্মিত হয় ও অবশিষ্টাংশ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া "পোষ্ট আপিস" নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীন দুর্গের একপার্শ্বের প্রাচীর বর্ত্তমান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল, পরে গত আগষ্টমাসে নূতন "কালেক্টোরেট বিল্ডিং" নির্ম্মাণের সময়ে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। এই নূতন বাটীর ভিত্তি-খননের সময়ে পোষ্ট আপিসের বর্ত্তমান উত্তর-পূর্ব্ব ফটক, যাহার মস্তকের উপর ভিতরদিকে "অন্ধকূপ" স্মৃতি প্রস্তরখানি গাঁথা আছে, তাহারই উত্তরে ৫।৬ ফুট মাটীর নিম্নে একটি ঘর বাহির হইয়াছিল। গৃহটিতে একটি জানালা ছিল এবং তাহার ছাদ, দেওয়াল, খিলান কোথাও ভাঙ্গে নাই। গৃহটির বহির্ভাগের প্রাচীরে ও গৃহের অভ্যন্তরে বালির জমাট পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই। সকলেই স্থির করিয়াছেন যে, ইহা প্রাচীন দুর্গের অভ্যন্তরস্থ একটি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল, গুদামরূপে বা ভৃত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হইত। পুরাতন দুর্গ গঙ্গাতীরের দিকে, এখন যেখানে পোর্ট কমিসনরগণের আপিস আছে, সেই পর্য্যন্ত ও এখন
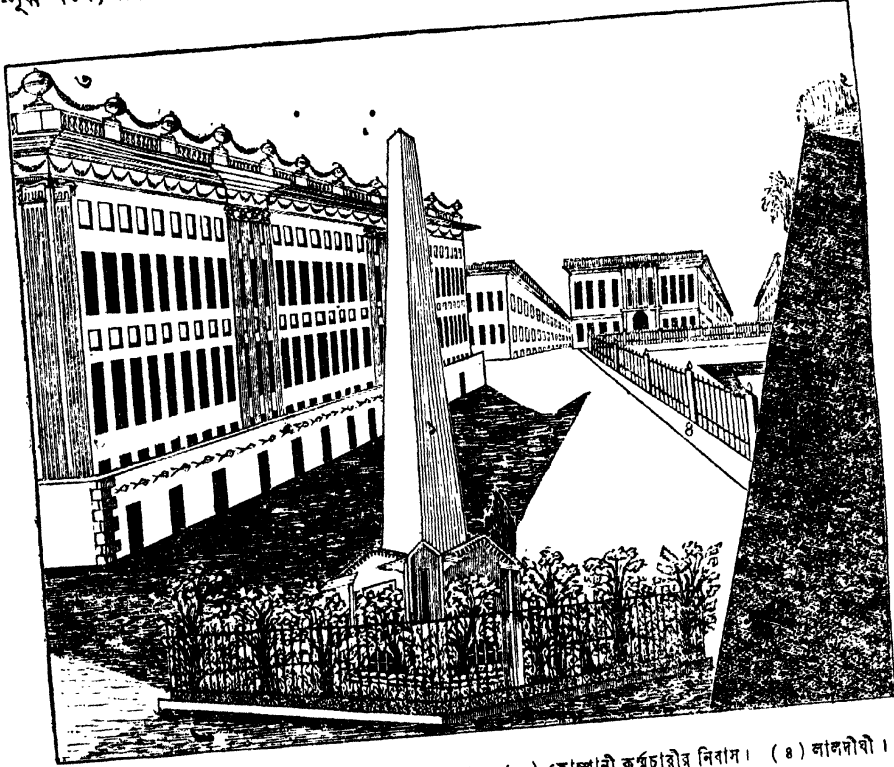
(১) ১৭৯০ খৃঃ অঃ অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ। (২) পুরাণ কেল্লা। (৩) কোম্পানী কর্ম্মচারীর নিবাস। (৪) লালদীঘী।

যেখানে রেলওয়ে আপিস আছে, তাহার উত্তরস্থ রাস্তার উত্তরে ও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কারণ, ঐ সকল স্থানে যখন আধুনিক গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তখন ভিত্তি-খননের সময়ে ভূমধ্য হইতে বড় বড় প্রাচীরের অংশ পাওয়া গিয়াছিল।

লালদীঘীর উত্তরে "রাইটার্স বিল্ডিং"। এই সৌধমালা অতি প্রাচীন, তবে পূর্ব্বকালে ইহার সম্মুখভাগ এরূপ সুদৃশ্য ছিল না। এই বাটীর উত্তরদিকে বর্ত্তমান "লায়ন্সরেঞ্জ" নামক রাস্তার উত্তর ও পূর্ব্বে যে সকল গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাও সে কালে ছিল না। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মিঃ বারওয়েল কলিকাতার গবর্ণর ছিলেন, তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া প্রস্থান করেন। যখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, তখন এই বৃহৎ সৌধমালা তাঁহার সম্পত্তি ছিল। অবশেষে, যখন কোম্পানীর কর্ম্মচারী যুবক সিভিলিয়ানগণের সংখ্যা বেশী হইল, তখন এই সৌধমালা গবর্ণমেণ্ট বারওয়েল-পরিবারের নিকট হইতে ভাড়া লইয়া ঐ সকল কর্ম্মচারীকে থাকিতে দেন। তখন হইতে ইহার নাম "রাইটার্স বিল্ডিং" হয়। অবশেষে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইহার সম্মুখভাগ পরিবর্ত্তিত এবং আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। "রাইটস বিল্ডিং"এর উত্তরপার্শ্ব দিয়া "কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট"

নামক বর্ত্তমান রাস্তা আছে। এই রাস্তার উত্তরপূর্ব্ব কোণে যে বাড়ীতে এখন "এক্সচেঞ্জ" আছে, পূর্ব্বে সেই বাটীতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ" স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাস্তার অপর পার্শ্বে যে দীর্ঘ সৌধমালা আছে, তাহাই পূর্ব্বে "হরকরা" নামক সংবাদ পত্রের কার্য্যালয় ছিল। তখন "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" বাটী ও "হরকরা" আফিস, এতদুভয়ের ছাদের উপর দিয়া একটি কাষ্ঠের সাঁকো দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন ছিল। "রাইটার্স বিলডিং"এর পশ্চিমে প্রাচীন "সেণ্টজন গির্জ্জা" ছিল। এই গির্জ্জাই কলিকাতার সর্ব্ব প্রথম গির্জ্জা। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়, ইহার চূড়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুদৃশ্য ছিল। সে কালের গবর্ণরগণ কোম্পানীর অধীনস্থ কলিকাতাবাসী ইংরাজকর্ম্মচারীগণে পরিবৃত হইয়া প্রতি রবিবারে এইখানে উপাসনা করিতে আসিতেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পে এই গির্জ্জার চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা অবরোধ করেন তখন তাঁহার আদেশে এই গির্জ্জা ধূলিসাৎ করা হয়।

যে রাস্তা রাধাবাজারের রাস্তার সম্মুখ দিয়া লালবাজারের রাস্তা হইতে বহির্গত হইয়াছে, উহাকে "মিসন্ রো" বলে। পূর্ব্বে ইহাকে "দি রোপ ওয়াক্" বলিত। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা অবরোধের সময়ে এই পথের উপর মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। এই রাস্তার উপর একটি গির্জ্জা আছে। এই গির্জ্জার নাম "ওল্‌ড চর্চ বা ওল্‌ড মিসন্ চর্চ"। ইহার বাঙ্গালা নাম "লাল-গির্জ্জা", ১৭৬৭ সালে মিঃ কিরনাণ্ডার নামক এক ব্যক্তি ইহা স্থাপন করেন। তিনি ইহার "বেথ-টিফিলা" নাম দিয়াছিলেন। কিরনাণ্ডার সাহেব সুইডেন-দেশীয় লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইহা একটি ক্ষুদ্র গির্জ্জা ছিল। তখন ইহার গাত্রে এক প্রকার পাথুরে লাল রং দেওয়া ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম "লাল গির্জ্জা" হইয়াছিল; কেহ বলেন, লালদীঘীর নিকটে অবস্থিত বলিয়াই ইহার নাম "লাল গির্জ্জা" হইয়াছে। অবশেষে বণ্টট নামে একজন দিনেমার বর্ত্তমান গির্জ্জাস্তম্ভ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। এই বাটী নির্ম্মাণের সময়ে কিরনাণ্ডারের 'বেথ-টেফিলা' ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়।

লালদীঘীর নিজ দক্ষিণে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বাটী আছে, ইহার নাম "ডাল্‌হৌসি ইন্‌ষ্টিটিউট্"। এই প্রশস্ত গৃহটি বড় বড় বিখ্যাতলোকের প্রস্তরমূর্ত্তি রাখিবার জন্য নির্ম্মিত হয়। এখানে লর্ড ডাল্‌হৌসি, সিপাহীযুদ্ধে বিখ্যাত বীর হাভলক, নীল, আউটর‍্যাম, নিকল্‌সন্ প্রভৃতি কয়েক জনের প্রস্তর মূর্ত্তি এবং একটি রঙ্গ-(থিয়েটার)-মঞ্চ আছে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহার সম্মুখভাগ নির্ম্মিত হয়।

'ডাল্‌হৌসি ইন্‌ষ্টিটিউটের" দক্ষিণ রাস্তার অপর পারে "টেলিগ্রাফ আপিস।" ১৮৭৩ সালে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর-পূর্ব্বকোণে একটি ১২০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ আছে। লালদীঘীর দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে "করেন্সি আপিস"। এখানে নোট ভাঙ্গাই হয়। এই বাটীটি পূর্ব্বে "আগ্‌রা ও মাষ্টারম্যান্ ব্যাঙ্কের" জন্য নির্ম্মিত হয়, কিন্তু বাড়ীটির নির্ম্মাণ শেষ হইবার পরে উক্ত ব্যাঙ্ক 'ফেল' হয়। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া "করেন্সি আপিস" করেন।

করেন্সি আপিসের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণের চৌমাথা হইতে যে রাস্তা টেলিগ্রাফ আফিসের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার নাম "ওল্‌ড্ কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট্"। এই রাস্তাটি বরাবর গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর ফটকের সম্মুখ দিয়া ময়দানে আসিয়া মিলিয়াছে। এই রাস্তার উপর যত টাকার ব্যবসা বাণিজ্য হইয়া থাকে, এত টাকার ব্যবসা পৃথিবীর আর কোথাও একস্থানে এক রাস্তার উপরে হয় না। এইখানেই ইংরাজ-জহুরী হামিল্‌টনের দোকান। এই অঞ্চলে একটি ঘড়িওয়ালা গির্জ্জা আছে, উহা সেকালে ছিল না। উহার নাম "সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ চর্চ", এদেশীয়েরা উহাকে "লাটসাহেবের গির্জ্জা" বলে। লর্ড ময়রা ইহার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন বলিয়া ইহার দেশীয় নাম ঐরূপ হইয়াছে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুন ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়; ঐ দিন ইংরাজী পর্ব্ব "সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ ডে" এবং তাহা হইতেই ইহার নাম "সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ চর্চ" রাখা হয়। ইহার ঘড়ীটি ১৮৩৫ সালে প্রদত্ত হয়। ডাক্তার ব্রাইস্ নামক একব্যক্তি এই গির্জ্জার স্থাপয়িতা; ইহা স্কটলণ্ডের পাদরীগণের অধিকারভুক্ত। কলিকাতার মধ্যে এই গির্জ্জার চূড়া অনেকানেক গির্জ্জা অপেক্ষা উচ্চ। কলিকাতার প্রথম বিশপ্ মিডল্‌টনের সহিত ডাঃ ব্রাইসের ইংলণ্ডীয় ও স্কটলণ্ডীয় গির্জ্জার উচ্চতা লইয়া তর্ক হয়। সেই তর্কের বশে ব্রাইস ইহার চূড়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ করেন। বিশপ্ মিডল্‌টন তখন নূতন "সেণ্টজন চর্চে" (পাথুরিয়া গির্জ্জায়) থাকিতেন, ব্রাইস্ সেণ্টজন চর্চের চূড়া অপেক্ষা সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ চর্চের চূড়া উচ্চ করিয়া তদুপরি একটি বায়ুগতি-নির্দ্দেশক মোরগ পক্ষী স্থাপন করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় চর্চের সম্ভ্রম রক্ষার্থে ও বিশপ্ মিডল্‌টনের মান রক্ষা করিবার জন্য নিয়ম করেন যে, পূর্ত্ত বিভাগ হইতে সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজের অন্যান্য সমস্ত অংশ মেরামত হইবে, কেবল ঐ পক্ষিটীর কিছু দোষ হইলে

তাহা পূর্ত্তবিভাগ হইতে মেরামত হইবে না; আজিও এই নিয়ম চলিতেছে। এই সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ চর্চ যে স্থলে নির্ম্মিত, পূর্ব্বে সেইখানে "ওল্ড কোর্ট হাউস" বা সাবেক টাউনহল ছিল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ বুসিয়ার নামক একজন বণিক এই টাউনহল প্রস্তুত করান। ঐ বণিকই অবশেষে বোম্বাইয়ের গবর্ণর হন। ১৭৩৪ সালে মিঃ বুসিয়ার ঐ টাউনহলটি গবর্ণমেণ্টেকে দান করেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার কথা থাকে যে, গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৪০০০৲ টাকা সাহায্য করিয়া একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করিবেন। এই টাকায় বর্ত্তমান 'ফ্রি স্কুল' স্থাপিত হয়। এই প্রাচীন টাউনহলের ছাদের উপর দুইটি সভাগৃহ ছিল। সেখানে তদানীন্তন ইংরাজগণের ভোজ, নৃত্য, সভা ও বক্তৃতাদি হইত। সাবেক টাউনহলের নিকট বর্ত্তমান "লায়ন্স্ রেঞ্জ" নামক রাস্তার উত্তর-পূর্ব্বকোণে সেকালের ইংরাজগণের "থিয়েটর গৃহ" ছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অবরোধের সময়ে সিরাজের সৈন্যদল এই "থিয়েটর গৃহ" অধিকার করিয়া এইখান হইতে প্রাচীন কেল্লার উপর তোপ মারিতে আরম্ভ করে।

পাথুরিয়া গির্জ্জা—গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পশ্চিমকোণে "চর্চ লেনের" উপর যে ঘড়িওয়ালা গির্জ্জা আছে, তাহাকে বাঙ্গালীরা "পাথুরিয়া গির্জ্জা" বলে। ইহার নাম "সেণ্ট জন চর্চ"। পুরাতন "সেণ্ট জন চর্চ" সিরাজ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ইহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। ইহার ভিত্তিপ্রস্তর বড়লাট স্থাপন করেন। রাজা নবকৃষ্ণ এই গির্জ্জার জন্য ৬বিঘা জমী বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রাচীন কবর স্থান ছিল। চর্চ লেনের দিকে এখনও কয়েকটি সমাধিস্তম্ভ বর্ত্তমান। এই স্থানেই কলিকাতার স্থাপয়িতা জব চার্ণক, ইংরাজের বাঙ্গালা জয়ের প্রধান সহায় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ও দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোকসিয়ারকে আরোগ্য করিয়া বাঙ্গালায় ইংরাজ বাণিজ্যের সূত্রপাত করেন সেই ডাক্তার হামিল্টনের কবর আছে। কথিত আছে, গৌড়নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট হিন্দুপ্রাসাদের ভগ্ন প্রস্তর দ্বারা ইহার স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীরা ইহাকে "পাথুরে গির্জ্জা" বলে। চর্চ লেনের পশ্চিম পার্শ্বে ঠিক গির্জ্জার সম্মুখে যে বাড়ীতে এখন "ষ্ট্যাম্প অ্যাণ্ড ষ্টেশনারী আপিস" আছে, সেই বাটীতেই পুরাতন কলিকাতার "টাঁকশাল" ছিল। ১৭৯১ হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে টাকা তৈয়ারী হইত। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম টাকা তৈয়ার হয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউস—১৭৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে আপজন্ সাহেব যে মানচিত্র করেন, তাহাতে দেখা যায়, বর্ত্তমান লাট সাহেবের বাড়ীর স্থানেই পুরাতন লাট সাহেবের বাড়ী ও "কাউন্সিল হাউস" ছিল। তাহার পূর্ব্বে এখন যেখানে "ট্রেজারি বিল্ডিং" আছে, সেইখানে ছিল। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউস লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে এখন বরণ কোং'র আপিস, সেই বাটীতে মিসেস্ হেষ্টিংস (ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্ত্রী) থাকিতেন। হাইকোর্টের পূর্ব্বদিকে "ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট্"। ইহাকে "উকীল পাড়ার রাস্তা" বলে। এইস্থানে যেখানে "এজ্‌রা বিল্ডিংস্" আছে, সেইখানে পূর্ব্বতন ডাকঘর ছিল।

টাউনহল—যেখানে বর্ত্তমান টাউনহল আছে, পূর্ব্বে সেখানে জষ্টিস হাইডের বাড়ী ছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ৭ লক্ষ টাকায় বর্ত্তমান "টাউনহল" নির্ম্মিত হয়। টাকা চাঁদায় উঠে।

হাইকোর্ট—১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের আদেশে আলীপুরে বর্ত্তমান সৈনিক হাঁসপাতাল নামক বাটীতে সদর দেওয়ানী বা আপীল আদালত এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "সদর নিজামত আদালত" মিলিত হইয়া সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয়। "ওল্ড কোর্ট হাউস" নামক স্থলে যে প্রাচীন "কোর্ট হাউস" বা "টাউনহল" ছিল, এখন যেখানে সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ চর্চ আছে, তাহাতেই এই আদালত বসিত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট তৈয়ার হইয়া গেলে, এই বাটীতে সুপ্রীম কোর্ট উঠিয়া আসে ও পুরাতন কোর্ট হাউস ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বর্ত্তমান হাইকোর্টের স্থানে পুরাতন সুপ্রীম কোর্টের বাটী ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমান হাইকোর্ট নির্ম্মিত হয়।

ছোট আদালত—চর্চ লেন হইতে উত্তরমুখে হেয়ার ষ্ট্রীটে বাহির হইয়া পড়িলেই রাস্তার উত্তরপার্শ্বে ছোট আদালত। ১৮৭২ সালে ইহা নির্ম্মিত হয়।

পোষ্ট আপিস—পুরাতন কেল্লার কতকাংশ জমীর উপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

বান হাউস—কাষ্টম হাউসের নিকটেই "বান হাউস"; ইহার প্রকৃত নাম বণ্ডেড ওয়্যার হাউস (Bonded ware-house). এই বাটীটি গুদাম মাত্র। কলিকাতা বন্দরে যে সকল মাল আসিয়া নামে বা এখান হইতে যাহা রপ্তানী হয়, তাহাই এই গুদামে থাকে। এই গুদামগুলিতে কিন্তু কাষ্ঠের সম্পর্ক নাই; কড়ি বরগা প্রভৃতি কিছুই নাই, অথচ বাটীটি খুব মজবুত।

রেলওয়ে আপিস—কাষ্টম হাউসের উত্তরে এই মনোহর বাটী অবস্থিত। এই ধরণের বাড়ী কলিকাতায় আর দ্বিতীয় নাই। ইহার কার্ণিসাদি প্রস্তর-নির্ম্মিত। জানালা

দরজা কপাট ব্যতীত বাটীতে কাষ্ঠের সম্পর্কও নাই। ইহাতে দরজা, ও জানালার চৌকাট পাথরের প্রাচীর কাটিয়া করা হইয়াছে। এই বাটী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার উত্তরপূর্ব্বকোণে ফুটপাথরের উপর এক জায়গা মেজেমো করা আছে। এই স্থানে প্রাচীন কেল্লার উত্তরপূর্ব্বকোণের বুরুজ ছিল। রেলওয়ে আপিসের ভিত্তি খননের সময়ে এই বুরুজ ও তাহার সংলগ্ন উত্তর দিকের আবরক প্রাচীর এবং উত্তরপশ্চিমের বুরুজ ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমদিকের আবরক প্রাচীরের কিয়দংশ বাহির হইয়াছিল। এই সকল প্রাচীরের বহির্দ্দেশে কোনরূপ বালির বা চূণের কাজ ছিল না, ইষ্টকের লাল রং দেখা যাইত। অনেকে মনে করেন—এই রক্তবর্ণের দুর্গপ্রাকারের সন্নিহিত বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত "কেল্লার বাগানের" মেছোপুকুরের নাম "লালদীঘী" হইয়াছে। কেহবা বলেন যে অর্ম্মি এবং হলওয়েল সাহেবের লিখিত প্রাচীন কেল্লার সূত্রধরের দোকানের নিকটস্থ দুর্গের জলনির্গমের খিলানের মুখের পুকুরই লালদীঘী, পূর্ব্বে এই পুষ্করিণী দিয়া গঙ্গার জল ঘুরাইয়া আনিয়া দুর্গ পরিখা পূর্ণ করা হইত।"

মেটকাফ হল—ছোট আদালতের দক্ষিণপশ্চিমকোণে গঙ্গাতীরে হেয়ার ষ্ট্রীটের দক্ষিণপার্শ্বে "মেটকাফ হল।" ১৮৪০ খৃঃ বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান উপলক্ষে লর্ড মেটকাফের নামে এই পুস্তকালয় স্থাপিত হয়।

টাঁকশাল—ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের নিকট এই সুন্দর বাটী প্রায় ৫৬ বিঘা জমীর উপর নির্ম্মিত। ইহার মধ্যস্থলের বৃহৎ বাটীটি গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের মিনর্ব্বা দেবীর মন্দিরের অবিকল প্রতিকৃতি, তাহার দৈর্ঘ্য-বিস্তার ইহার ঠিক দ্বিগুণ। ১৮২৪-৩০ খৃষ্টাব্দে এই বাটী নির্ম্মিত হয়। এখানে যে কল আছে, তাহাতে আবশ্যক হইলে ১ দিনে একেবারে ১০ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারে। ১৮৬৬ সালে একবার হঠাৎ প্রয়োজন হওয়ায় একদিনে ১৮ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল। যেখানে এখন টাঁকশাল অবস্থিত, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য কালে ভাগীরথীর বেলাভূমি ছিল।

ডাল্‌হৌসি স্কয়ারের ন্যায় লর্ড ওয়েলেস্‌লির নামে স্কয়ার, প্লেস ও ষ্ট্রীটের নাম আছে। বহুবাজার-জলের কলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া যে রাস্তা বরাবর দক্ষিণমুখে "তেকোণা পুকুরের" নিকট পার্ক ষ্ট্রীটে মিলিয়াছে, তাহার নামই "ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট" এই রাস্তার মধ্যস্থলে "ফ্রি-চর্চ" নামে একটি গির্জ্জা আছে; ইহার দেশীয় নাম "মাদ্রাসার গির্জ্জা"। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ডফ্ সাহেব অন্যান্যলোকের সহিত মিলিয়া এই গির্জ্জা স্থাপন করেন। এই ফ্রি-চর্চের উত্তরে "কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ," এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ওয়ারেণ হেষ্টিংস্। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে আরবী ও পারস্য ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও মুসলমান্ আইন শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইহার বর্ত্তমান বাটী নির্ম্মিত হয়। ইহার সম্মুখে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার দেশীয় নাম "মাদ্রাসা গোলপুকুর"। তেকোণা পুকুর ছাড়াইয়া আরও কিছু দক্ষিণে গেলে আর একটি পুষ্করিণী আছে তাহার দেশী নাম "বামুন (ব্রাহ্মণ) বস্তি (বসতি) দীঘী"।

ডিউক অব ওয়েলিংটনের নামেও একটি ষ্ট্রীট্ ও স্কয়ার আছে। ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটের উত্তরে বহুবাজারে জলের কলের আপিস, এই জলের কলের মৃত্তিকামধ্যস্থ পুষ্করিণীর দক্ষিণপার্শ্বস্থ চৌমাথার নামই "ওয়েলিংটন স্কয়ার"। ওয়েলেস্‌লি রাস্তার উত্তরমুখ হইতে বহুবাজার চৌরাস্তার দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে রাস্তা তাহার নামই ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, এই রাস্তার উত্তরাংশে পূর্ব্বদিকে "হিদারাম বাড়ুয্যের গলী" নামে একটি রাস্তা আছে। কলিকাতার প্রথম পত্তনের সময়ে সেই রাস্তা নির্ম্মিত হয়।

বহুবাজার—বহুবাজার ষ্ট্রীট্ নামে একটি বৃহৎ রাস্তা বহুবাজার চৌরাস্তা হইতে পূর্ব্বে শিয়ালদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত ও পশ্চিমে অপার চিৎপুর রাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তাটিই প্রাচীন বৈঠকখানার রাস্তা। বহুবাজার পল্লীটিও বহু প্রাচীন। বহুবাজার ষ্ট্রীটের পূর্ব্বাংশে একটি স্থানের নাম "নেড়া গির্জ্জা"। এই স্থানে পূর্ব্বে একটি গির্জ্জা ছিল। এখন যে বৃহৎ বাজার, যাহাকে "নেড়া গির্জ্জার বাজার" বা "ভুলুপালের বাজার" বলে, পূর্ব্বে সেইখানে গির্জ্জাটি ছিল। এই স্থানে উক্ত "ভুলুপালের" ঠাকুর বাটী "কুঞ্জবাটী" নামক দেবালয়ে একটী মেলা হয়। সেই মেলায় প্রায় সহস্রাধিক লোক সমবেত হয়। নবদ্বীপাদি দূর স্থান হইতেও বৈষ্ণবগণ এখানে আসিয়া থাকেন।

এই বহুবাজারে জল যোগাইবার কল আছে। এখানকার প্রধান কার্য্যালয় হইতেই চোঙের মধ্য দিয়া কলিকাতার সর্ব্বত্র জল যোগান হইয়া থাকে।

বহুবাজার ছাড়াইয়া উত্তরে পটলডাঙ্গা ও কলেজ ষ্ট্রীট্। এখানে কয়েকটি বিশ্ব বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত কলেজ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, হিন্দু কলেজ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, এবং ডাক্তারি শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ উঠিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে সম্মিলিত হয়।

কলেজ ষ্ট্রীটের উত্তরে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ ও ঠনঠনিয়া। এই ঠনঠনিয়া কর্ণওয়ালিস্ ও চোরবাগানের মোড়ে একটি প্রাচীন কালী ও শিবমন্দির আছে। শঙ্কর ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ এইরূপ, একদিন রজনীযোগে কালীদেবী শঙ্কর ঘোষকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করেন, 'শঙ্কর! তোর বাটীর পার্শ্বে আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দে, তোর মঙ্গল হইবে।' শঙ্কর ঘোষ দেবীর আদেশে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবীকে এবং তাঁহার পার্শ্বের মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিলেন। এখনও শিব-মন্দিরের পাষাণের উপর খোদিত আছে—

"শঙ্করের হৃদয় মাঝে কালী বিরাজে।"

কলিকাতার এ অঞ্চল সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লেখ্য আছে, কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এখানেই উপসংহার করিতে হইল। এখন কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চল লইয়া দুই এক কথা বলিব।

আদিগঙ্গা যেখানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই মুখের উপর একটি সেতু আছে; মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংসের শাসনকালে সাধারণ চাঁদায় নির্ম্মিত হয়। হেষ্টিংসের সময়ে সেতুটি প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম "হেষ্টিংস্ ব্রিজ্" রাখা হয়। খিদিরপুর হইতে উক্ত সেতু পার হইয়া কুলি-বাজারে পড়িতে হয়। এখানে গবর্ণমেণ্টের কমিসেরিয়ট গুদাম সকল আছে। এই স্থানে প্রথম ব্রাহ্মণরক্তে ইংরাজ-শাসন কলুষিত হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট শনিবার দিবসে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। [নন্দকুমার দেখ।]

বর্ত্তমান আলীপুরের সেতু হইতে কিছু দূরে দুইটি বৃক্ষ ছিল, তাহারই তলে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ এবং সার ফিলিপ্ ফ্র্যান্সিসের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়।

এখন আলীপুরে যে সৈনিকদিগের হাঁসপাতাল আছে, তাহাতে পূর্ব্বে সদর দেওয়াণী বা আপীল আদালত বসিত, ঐ আদালত বর্ত্তমান বড় আদালতের সহিত মিলিত হইলে এই বাটীতে সৈনিক হাঁসপাতাল (Military Hospital) হইল। এই বাটীর পূর্ব্বদিকে নগরাভিমুখে পাগলাগারদ ও সাধারণ চিকিৎসালয় (General Hospital), শেষোক্ত বাটী পূর্ব্বে একজন ধনীর বাগান ছিল, তৎপরে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া সাধারণ চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

চৌরঙ্গী—উক্ত চিকিৎসালয় হইতে কিছু পূর্ব্বদিকে আসিলে চৌরঙ্গী নামক রাস্তা। এই রাস্তা চিৎপুর হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বে যাত্রীগণ চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী দর্শন করিয়া এই রাস্তা দিয়া কালীঘাটে যাইত। এই রাস্তার পশ্চিমে গড়ের মাঠ এবং পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত ইংরাজদিগের বসতি স্থান। পূর্ব্বকালে এইস্থান ও ময়দান নিবিড় বন জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানেও বন্য বরাহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু বাস করিত, সেই বন মধ্যে দুর্দ্দান্ত ডাকাতদিগের আড্ডা ছিল। অস্ত্রশস্ত্র না লইয়া কেহই এ পথে চলিতে পারিত না। কেহ কেহ বলেন, তৎকালে এখানে গোরক্ষনাথের শিষ্য চৌরাঙ্গী নামধারী হঠযোগীরা বাস করিতেন, তাহা হইতে এইস্থান "চৌরঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, "প্রাচীন গোবিন্দপুরের পূর্ব্বাংশে* জঙ্গল-গিরি নামক একজন চৌরাঙ্গী যোগী কালী-দেবীর কোন পবিত্র চিহ্নের সেবা করিতেন। ঐ চিহ্নই দেবীর কনিষ্ঠাঙ্গুলি। অবশেষে গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান কেল্লা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে এই পবিত্র চিহ্ন বর্ত্তমান কালীঘাট নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত দেবীপূজক চৌরাঙ্গী হইতে বর্ত্তমান চৌরঙ্গী নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে।" শেষোক্ত মতটি যুক্তিসিদ্ধ ও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। চৌরঙ্গী যোগীদিগের অনেক পূর্ব্বে কালীঘাট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। [কালীঘাট দেখ।] বিশেষতঃ জঙ্গলগিরির নাম হইতে চৌরঙ্গীর উৎপত্তি এবং এখানে তাঁহার নিবাস সম্বন্ধে কোন প্রমাণ অথবা জনপ্রবাদ প্রচলিত নাই। সুতরাং জঙ্গলগিরি চৌরাঙ্গী হইতে চৌরঙ্গীনামের উৎপত্তি অযৌ-ক্তিক বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত। আরও চৌরাঙ্গী যোগীগণ এই অঞ্চলে কোন সময়ে বাস করিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়েই সন্দেহ আছে। [চৌরাঙ্গী দেখ।]

চৌরঙ্গী এই স্থানীয় নামটি অধিকদিনের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না, ১৭৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরজাফরের পুত্র মীরণের নামাঙ্কিত সনন্দপত্রসহ সংলগ্ন 'ফর্‌দি সম্বুলে' চৌরঙ্গী একটি মৌজা বলিয়া সর্ব্বপ্রথম বর্ণিত হইয়াছে। তৎকালে এই স্থান কতকটা পরগণা কলিকাতার অন্তর্গত এবং কিয়দংশ পরগণা পাইকানের অন্তর্গত ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার বনজঙ্গল পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়। এখন চৌরঙ্গীতে যে সকল সৌধমালা দেখা যায়, উহা সমস্তই আধুনিক। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ২৪খানি মাত্র বাটী ছিল, তৎসাময়িক আপ্‌জন সাহেবের মানচিত্র দেখিলেই

* এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি জেল।

জানা যায়। তৎকালে এখানে (বর্ত্তমান মিড্‌ল্টন রো নামক গলিস্থ 'লোরেটে হাউস্' নামক বাটীতে) সার ইলাইজা ইম্পি বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর নিকট পুষ্করিণী বা ঝিল ছিল, ঐ ঝিল বুজাইবার সময়ে, এখানে সাংঘাতিক ওলাউঠা রোগের দারুণ সূত্রপাত হইয়াছিল, তজ্জন্য বর্ত্তমান 'মিড্‌ল্টন্ রো' নামক রাস্তা কিছুদিন 'কলেরা ষ্ট্রীট্' বা ওলাউঠার রাস্তা বলিয়া খ্যাত ছিল। এই সমস্ত স্থান ইম্পির উদ্যান মধ্যে ছিল।

পার্ক ষ্ট্রীট্—(দেশীয়েরা বাদামতলা বলিয়া থাকে)। এই রাস্তা হইয়া ইম্পির বাগানে যাইতে হইত বলিয়া পার্ক ষ্ট্রীট্ নাম রাখা হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এই পথ সমাধিভূমির রাস্তা (Burial Ground Road.) নামে অভিহিত ছিল। কারণ, সেই সময়ে এই পথ দিয়া শবদেহ লইয়া গোর দিতে যাইত। তৎকালে এখানে কেহ বড় একটা বাস করিতে চাহিত না। তখনকার সাহেবেরাও এখানে ভূতের ভয় করিত।

এই রাস্তার নিকটে উড ষ্ট্রীট্ ও থিয়েটার রোড, এই দুই রাস্তার সঙ্গমস্থলে পূর্ব্বে চক্ষু চিকিৎসালয় ছিল, তাহাতে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট সাহেব বাস করিতেন, তাঁহার পৌত্তলিকধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল, তৎকালে সকলে তাঁহাকে 'হিন্দু ষ্টুয়ার্ট' বলিত।

সেণ্টপলের গির্জ্জা—চৌরঙ্গীর দক্ষিণপ্রান্তে ময়দানের উপর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। দেশীয়েরা ইহাকে 'বির্জ্জিতলার গির্জ্জা' বলিয়া থাকে। এই গির্জ্জার সম্মুখে রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে লর্ড বিসপের বাটী আছে।

এসিয়াটিক সোসাইটি—এই প্রত্নতত্ত্ববিদের সভা গড়ের মাঠ হইতে পার্ক ষ্ট্রীটে প্রবেশ-পথের উপর অবস্থিত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই বাটী নির্ম্মিত হয়।

এসিয়াটিক সোসাইটির দুইটি বাটী পরেই চৌরঙ্গী রাস্তার উপর প্রসিদ্ধ মিউজিয়ম্ বা যাদুঘর; এই বাটী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

ধর্ম্মতলা—চৌরঙ্গীর উত্তর সীমা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই রাস্তাকে এভিনিউ (Avenue) বলিত। তখন এই রাস্তা দিয়া সোনাবিল ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যাওয়া যাইত। পূর্ব্বে এখানে গাছের তলায় মহা সমারোহে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হইত। এই পূজা নীচ লোকেরাই করিত। সেই ধর্ম্মঠাকুরের নাম হইতে 'ধর্ম্মতলা' নাম হইয়াছে। আবার কাহারও মতে, এখন যেখানে কুক সাহেবের আড়গড়া, সেইখানে একটি বড় মস্‌জিদ্ ছিল, তাহা হইতে এই ধর্ম্মতলা নাম হইয়াছে। ধর্ম্মতলার বাজার ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহাকে পূর্ব্বে সেক্সপীয়রের বাজার বলিত। ধর্ম্মতলা রাস্তার কোণে মুসলমানদিগের একটি বৃহৎ মস্‌জিদ্ আছে, এই মস্‌জিদের কারুকার্য্য অতি চমৎকার। ইহা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের পুত্র শাহাজাদা গোলাম মহম্মদের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মতলা বাজারের দক্ষিণে মিউনিসিপাল আপিসের পার্শ্বেই 'মিউনিসিপাল মার্কেট' বা হগ্‌সাহেবের বাজার। এমন সুন্দর বাজার আর কোথাও দেখা যায় না।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি।—কলিকাতা নামটি কি করিয়া হইল, এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দুই একটি কথা আমরা উত্থাপন করিব।

১। প্রবাদ আছে, যখন সর্ব্বপ্রথম একজন ইংরাজ এখানে আসিয়া আর কাহাকেও না দেখিয়া একজন চাষীকে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করেন, সে ইংরাজী কথা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল, সাহেব বুঝি তাহার ধান্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই ভাবিয়া সে উত্তর করিল, 'কাল কাটা' অর্থাৎ গতকল্য এই ধান্য কাটিয়াছি। সাহেব মনে করিল, এই স্থানের নাম তবে বুঝি 'ক্যাল্‌ক্যাটা।'

২। লং সাহেব বলেন, কলিকাতার নাম সম্ভবত মহারাষ্ট্র-খাত অর্থাৎ খাল কাটা হইতে হইয়া থাকিবে।

৩। কোন কোন বিচক্ষণ ইংরাজের মতে কলিচুণ হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি।

৪। কাহারও মতে কালীঘাট হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে।

উপরে যে কয়টি কথা লিখিলাম, আমাদের বিবেচনায় কোনটি যুক্তিসঙ্গত অথবা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

প্রথমতঃ ইংরাজ আগমন এবং মহারাষ্ট্র-খাত খননের পূর্ব্বে কলিকাতা নাম ছিল। তাহা আমরা আবুল-ফজলের আইন-ই-অক্‌বরীগ্রন্থে দেখিতে পাই। সুতরাং কাল-কাটা প্রবাদ ও খাল কাটা হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইতে পারে না।

কলিচুণ হইতে কলিকাতার নাম হওয়া নিতান্ত উষ্ণ মস্তিষ্কের কথা, এরূপ প্রলাপ বাক্যে কর্ণপাত করা যাইতে পারে না।

কালীঘাট হইতেও কলিকাতা নাম হয় নাই। কারণ ভারতের নানাস্থানের প্রাচীন ও আধুনিক জনপদ নগরাদির নাম মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়;

যে কালী স্থানে 'কলি' এবং ঘাট বা ঘাটা স্থানে 'কাতা' এরূপ নামের অপভ্রংশ বা নাম পরিবর্ত্তন কথন ঘটে নাই, বিশেষতঃ কালীঘাটস্থানে কলিকাতা হওয়া শব্দশাস্ত্রের নিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। এমন কি ভারতের যে কোন স্থানের নামের আদিতে কালী আছে, তাহা ভারতবাসীর নিকট কেন, সুদূরবর্ত্তী যবনগণ দ্বারাও বিভিন্ননামে উচ্চারিত হয় নাই। সুতরাং কালীঘাট নাম হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত এককালে পরিত্যাগ করাই উচিত। [কালীঘাট দেখ।]

কলিকাতাকে দেশীয়েরা 'কোল্‌কাতা' এবং উত্তর পশ্চিমের লোকেরা 'কল্‌কত্তা' বা 'কলকাত্তা' নামে উচ্চারণ করেন এবং বঙ্গবাসীরা লিখিবার সময় 'কলিকাতা' লেখেন বটে, কিন্তু উচ্চারণ করেন 'কোলিকাতা।' আমাদের কোন বিশ্বস্ত বন্ধু 'কোল্ কা হাতা' বা 'কোলি কা হাতা' হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি স্বীকার করেন। তিনি অনুমান করেন, প্রাচীনকালে কোল অথবা কোলি-জাতি এখানকার নদীতীরে বাস করিত, সম্ভবতঃ তাহাদের বাস থাকায় এখানকার কোল্‌কাতা বা কোলিকাতা নাম হইয়াছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ও দ্রাবিড়ভাষায় 'কোল' শব্দের একটি অর্থ শূকর দৃষ্ট হয়। যখন কলিকাতা বনজঙ্গলে পরিণত ছিল, তৎকালে বর্ত্তমান সুন্দরবনের ন্যায় এখানেও যে বিস্তর শূকরের বাস ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুমান করা যায় সেই সময় হইতে এখানকার নাম 'কোল্‌কাতা' হইয়াছে। অক্‌বরের সময়ে (বোধ হয় তাঁহারও পূর্ব্ব হইতে) কলিকাতামহলের প্রান্তবর্ত্তী নীচ জাতিরা ঐ শূকর ধরিয়া ব্যবসা করিত। বরাহনগর* এ ব্যবসার প্রধানস্থল। ওলন্দাজ ও ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস পাঠে এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহা হউক শূকর অথবা কোলজাতির নাম হইতেই যে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না। তবে কলিকাতা নাম কিসে হইল? তাহাই এখন বিবেচ্য।

* বরাহনগর নামটি আধুনিক নহে। প্রাচীন ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের পুস্তকে এবং অক্‌বর বাদশাহের সমসাময়িক কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীগ্রন্থে বরাহনগরের উল্লেখ আছে। কবি মাধবাচার্য্যের বচন উদ্ধৃত করিলাম।—

"ফিরাইতন বাহি যায় সাধু ধনপতি।
বরাহনগরে ডিঙ্গা হইল উপনীতি।
চিত্রপুর ঘাট সাধু বাহে সাবধানে।
তাহার মেলানে ডিঙ্গা গেল কুচিয়ানে।"

যদিও এখনকার বঙ্গবাসীগণ কলিকাতা এবং পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা 'কল্‌কত্তা' বলিয়া থাকেন, কিন্তু অক্‌বরের সময়ে এবং ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এই স্থানকে প্রকৃতই কলিকাতা অথবা কলকত্তা বলিত কি না, তৎপক্ষেই এখন ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে লিখিয়াছি বটে; আইন-ই-অক্‌বরীতে 'মহাল্ কল্‌কতা' এবং কবিকঙ্কণের মুদ্রিত চণ্ডীগ্রন্থে 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখন আবার বিষম গোলযোগ দেখিতেছি। প্রথমতঃ এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে আইন্-ই-অক্‌বরী নামক যে পারস্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ পুস্তকে সরকার সাতগাঁও-এর মধ্যে যেখানে 'মহাল্ কল্‌কতার' উল্লেখ আছে, তাহারই নিম্নে 'কল্‌তা,' 'কল্‌না,' 'তল্‌পা' এইরূপ পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রিত পুস্তকে থাকিলেও কবিকঙ্কণ রচিত চণ্ডীমঙ্গলের যে কয়েকখানি প্রাচীন পুথি দেখিলাম, তন্মধ্যেও 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ নাই। এতদ্ব্যতীত অক্‌বরের সমসাময়িক কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীগ্রন্থে ধনপতি ও শ্রীমন্তের সমুদ্র যাত্রা বর্ণনাকালে বরাহনগর, চিত্রপুর, কালীঘাট প্রভৃতি পার্শ্বস্থ স্থানের উল্লেখ থাকিলেও ঐ গ্রন্থে কলিকাতা নামের কোন উল্লেখ নাই। এমন কি, এ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্র অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে ১৬ই আগষ্ট ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে কল্‌কত্তা (Calcutta) নামের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে কল্‌কত্তা বা 'কলিকাতা' এই নামটি বর্ত্তমান ছিল কিনা, তৎপক্ষেই ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কারণ, ওলন্দাজ ভ্যালেণ্টাইনের মানচিত্রে প্রাচীন কলিকাতা গ্রামের উভয় পার্শ্বস্থ চিট্টানুটি (বা সুতানুটি) ও গোবর্ণপুর (বা গোবিন্দপুর) উক্ত দুইটি স্থানের উল্লেখ থাকিলেও কলিকাতার নাম পাওয়া যায় না। তাহাতে কলিকাতার নামোল্লেখ নাই বটে, কিন্তু একস্থানে ভ্যালেণ্টাইন কল্‌কলা (Calcula) নামক একটি গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণেল ইউল সাহেব এই স্থানটি 'খোল খালি' বলিয়া অনুমান করেন। কোম্পানীর সময়কার একখানি অতি প্রাচীন সমুদ্রযাত্রীর মানচিত্রে 'কল্‌কলা' স্থানে কলকত্তা (Calcutta) লিখিত দেখা যায়। আবার টমাস্ কিচেন নামক একজন ভৌগোলিক কলকত্তা (Calcutta) স্থানে কল্‌কলা (Calcula) নাম ব্যবহার করিয়াছেন। যদিও ইউল্ কল্‌কলার নাম 'খোল খালি' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক সময়ে এই কলি-

কাতাকে কেহ কেহ 'কল্‌কলা' নামক স্থান বলিয়াও মনে করিতেন। বাস্তবিক ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যখন কোন কাগজপত্রে স্পষ্টতঃ কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না, এবং ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের ওলন্দাজ মানচিত্রে যখন সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের উল্লেখ থাকিলেও কলিকাতার নাম পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু একস্থলে 'কল্‌কলা' নাম পাওয়া যাইতেছে। তখন অনুমান করা যায়, এই কলিকাতার একটি প্রাচীন নাম 'কল্‌কলা' ছিল।

রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার শেষাবস্থায় বৃন্দাবনধামে একখানি বাঙ্গালা পদাবলি রচনা করেন, তিনি আপন মুদ্রিত পদাবলির মুখপত্রে 'কলিকাতা' স্থানে 'কিলকিলা' নাম লিখিয়াছেন। এতদ্বারা বোধ হইতেছে যে, রাজা রাধাকান্ত কলিকাতার যে অপর একটি প্রাচীন নাম 'কিলকিলা' ছিল, তাহা অবশ্যই জানিতেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক কবিরাম তৎকৃত দিগ্বিজয়প্রকাশে 'কিলকিলা' ভূমির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। এই কিলকিলা ভূমিই যে আইন্-ই-অক্‌বরীর 'মহাল্ কল্‌কত্তা',* তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কিলকিলার অপভ্রংশে ওলন্দাজ ভৌগোলিক কর্তৃক 'কল্‌কলা' শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব নহে। ঐ কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশে একস্থানে কিলকিলা যে ভাবে বর্ণিত আছে, তাহাকে কিলকিলা ভূমির অন্তর্গত কিলকিলানামক গ্রাম বলিয়াও অনুমিত হয়। যথা—

"কিলকিলা দক্ষিণাংশে যোজনত্রয় ব্যত্যয়ে।
সহস্রধারা গঙ্গাহি জাতা চ হস্তিকোটকে॥"

কিলকিলাবিবরণে ১৬৭ শ্লোঃ।

উক্ত কিলকিলা প্রাচীন কলিকাতা গ্রাম বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ এই কিলকিলা কলিকাতার অতি প্রাচীন নাম। এই কিলকিলা শব্দের অপভ্রংশে আইন্-ই-অক্‌বরী প্রভৃতিগ্রন্থে কল্‌কত্তা, কল্‌তা, কল্‌না, কল্‌কলা, কলকত্তা, কলিকাতা প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আরব্য ও পারস্যভাষাবিদ্ মৌলবীগণও স্বীকার করেন যে, পারস্যভাষায় 'কল্‌কত্তা' শব্দ লিখিয়া তাহাতে যদি 'নুক্তা' না দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ শব্দ কল্‌তা, কল্‌না, তল্‌পা এইরূপ বিভিন্ন নামে উচ্চারিত হইতে পারে। বোধ হয়, তাই পারস্যভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন আইন্-ই-অক্‌বরীগ্রন্থে পাঠান্তর লক্ষিত হইতেছে।

* এখনকার সহর কলিকাতা নয়। কারণ অক্‌বরের অনেক পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম উপনিবেশ সময়ে কলিকাতা একটি সামান্য গ্রামরূপে অভিহিত হইত।

সুতরাং কিলকিলা শব্দ ভাষান্তরে লিখিত হইয়া 'কল্‌কলা', 'কল্‌কত্তা', 'কলকত্তা' ও পরিশেষে কলিকাতা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি।—কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর হার্ল্‌ড্রেল সাহেবের মতে, গোবিন্দরাম মিত্রের নামানুসারে গোবিন্দপুর হইয়াছে। আবার বড় বাজারের শেঠ বসাকেরা বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে এই স্থানে তাঁহাদের ইষ্টদেব গোবিন্দজীর মন্দির ছিল, তাহা হইতে এই স্থানের নাম গোবিন্দপুর হইয়াছে। এই দুইটি মতই বিশেষ যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। প্রথমতঃ গোবিন্দরাম মিত্রের অনেক পূর্ব্ব হইতে গোবিন্দপুর নাম পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ যদি গোবিন্দজীর নাম হইতে গোবিন্দপুর নাম হইত, তাহা হইলে যে সকল প্রাচীনগ্রন্থে গোবিন্দপুরের উল্লেখ আছে, তাহাতে গোবিন্দজীর নামও থাকা সম্ভবপর। যাহা হউক, কবিরাম বিরচিত দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক গ্রন্থে, গোবিন্দপুরের নামকরণ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ বিবরণ পাইয়াছি, নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"ইদানীং নৃপশার্দ্দূল চরভূমৌ কথা শৃণু।
কালীদেব্যাঃ সন্নিধৌ চ গঙ্গায়াং প্রাচ্যকে তটে॥ ১০৫২
গোবিন্দদত্তো রাজা চ কলিবেদাব্দসহস্রগে।
সিন্ধুসঙ্গমতীর্থযাত্রাকরণার্থং সমাগতঃ॥ ১০৫৩
গোবিন্দদত্তভূপালং তীর্থাৎ প্রত্যাগতং শুভম্।
কালীদেবী স্বপ্নচ্ছলে নৌকায়ামুবাচ হ॥ ১০৫৪
অকর্ষণীপুরীং রাজন্ আগচ্ছ হি মমাজ্ঞতঃ।
বাদর-রসা-পৃথিব্যাঞ্চ ছেদয়িত্বা তৃণাদিকম্॥ ১০৫৫
পুরং.........মহতীং মৎসকাশতঃ।
প্রাপ্স্যসি শৃণু ভূপাল তে কল্যাণং ন চেদপি॥ ১০৫৬
কালীদেব্যা বচো জ্ঞাত্বা গঙ্গায়াশ্চ তটান্তরে।
বসতিং ভূয়সীং তত্র চকার হি মুদান্বিতঃ॥ ১০৫৭
পারীন্দ্রগ্রামাৎ সর্ব্বাণি দ্রবিণানি মহীপতিঃ।
আনয়িত্বা চ বসতিং কৃতবান্ সুরসরিত্তটে॥ ১০৫৮
লাঙ্গুলী দ্বিরদন্ধযুতঃ দেব্যাঃ পৃষ্ঠে চ বর্ত্ততে।
যদাদেশেন তন্মূলে.........॥ ১০৫৯
প্রাপ্তা তেনৈব ভূপেন মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিশি।
কাঞ্চনকর্ষপুরিতাশ্চালভ্যা দেবাসুরৈরপি॥ ১০৬০
ভূরীণি দ্রবিণান্যেব প্রাপ্য গোবিন্দভূপতিঃ।
চতুঃষষ্টিসংখ্যকৈশ্চ বলিভিঃ পূজনং কৃতম্॥ ১০৬১
গোত্রবৃদ্ধ্যা বিত্তবৃদ্ধ্যা তেজোবৃদ্ধ্যা হি ভূমিপ।
বভূব গোবিন্দদত্তো বর্দ্ধিষ্ণুপ্রবরো মহান্॥ ১০৬২

ভাগীরথীপূর্ব্বতটে পুরীবর্দ্ধনহেতবে।
বাস্তুযাগং দ্বিজান্ নীত্বা চকার বাসহেতবে॥" ১০৬৩

"হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে চরভূমির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। গঙ্গার পূর্ব্বপারে কালীদেবীর সন্নিকটে চারি সহস্র কল্যব্দে গোবিন্দদত্ত নামক একজন রাজা গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা উদ্দেশে আগমন করেন। যখন তিনি তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আইসেন, সেই সময়ে কালীদেবী নৌকামধ্যেই তাঁহাকে এইরূপ স্বপ্নাদেশ করেন; 'রাজন্! তুমি আমার আজ্ঞায় অকর্ষণপুরীতে * আগমন কর। আমার নিকটবর্ত্তী বাদররসা (?) ভূমিতে তৃণগুল্মাদি পরিষ্কার করিয়া একটি মহাগ্রাম সংস্থাপন কর। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।' রাজা দেবীর আদেশ অবগত হইয়া পারীন্দ্রগ্রাম (?) হইতে নানাবিধ ধনরত্ন আনয়ন করিয়া সুরধুনীতটে বসতি করিলেন। গোবিন্দদত্ত স্বপ্নকালে দেবীর পৃষ্ঠদেশে যে একখানি স্কন্ধদ্বয় যুক্ত লাঙ্গল দেখিয়াছিলেন, পরে দেবীর আদেশে ঐ লাঙ্গল দ্বারা তথাকার ভূমি খনন করিয়া প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ অর্থ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়া গোবিন্দদত্ত চতুঃষষ্টি বলি দ্বারা দেবীর পূজা করেন। ধন ধান্য, বংশ ও বলের বৃদ্ধিপ্রযুক্ত তিনি কালক্রমে ঐ স্থানের বর্দ্ধিষ্ঠ লোক হইয়াছিলেন। এইরূপ অচিন্তিত ঐশ্বর্য্যলাভে তিনি পুরীর শ্রীবৃদ্ধি এবং ঐ স্থানে বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বাস্তুযাগ করাইয়াছিলেন।"

কবিরামের উক্ত বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, রাজা গোবিন্দদত্তের নামানুসারে এই স্থানের নাম 'গোবিন্দপুর' হইয়া থাকিবে।

সুতানুটি সম্বন্ধে দুই একটি কথা।—ইতিপূর্ব্বে সুতানুটি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এখানে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্ব হইতে তন্তুবায়েরা সুতার নুটি (বা লুটি) প্রস্তুত করিয়া (বর্ত্তমান হাটখোলার নিকট) তখনকার সুতানুটির হাটে বিক্রয় করিত, ঐ হাটকে সুতানুটির হাট বলিত। এই হাটের সম্মুখে একটি ঘাট ছিল, তাহাই সুতানুটির ঘাট। এইখানে ইংরাজবণিকেরা নামিয়া তন্তুবায়দিগের নিকট হইতে সুতা (বা সুতার নুটি) ক্রয় করিত। সেই হাটের পার্শ্বে একটি বিস্তীর্ণ বাজার বসিত। বোধ হয় য়ুরোপীয় বণিকেরা 'সুতানুটি-হাটের' নামানুসারে ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদায় স্থানের সুতানুটি নাম প্রদান করেন। কারণ ইংরাজ অথবা অপরাপর য়ুরোপীয়গণের আগমনের পূর্ব্বেকার কোন দেশীয় চিঠায় 'সুতানুটি' নাম পাওয়া যায় না। ইংরাজদিগের অধিকার-কাল হইতে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দখলে ছিল, তৎপরে ঐ বৎসরে ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নওয়াপাড়া মৌজার পরিবর্ত্তে মহারাজ নবকৃষ্ণকে সুতানুটি প্রদান করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নবকৃষ্ণকে যে সনন্দ পত্র দেন, তাহাতে এই কয়েকটি স্থানের উল্লেখ আছে—

১ মহল সুতানুটি (২৩১৭ বিঘা)। ২ হাট সুতানুটি। ৩ বাজার সুতানুটি। ৪ সুবাবাজার। ৫ চার্লস্‌বাজার। ৬ বাগবাজার (১০০ বিঘা)। ৭ হোগলকুঁড়িয়া (২৯৭) বিঘা। ঐ কয়টি স্থানের জন্য নবকৃষ্ণকে প্রতি বর্ষে ১২৩৭৮/১০ মাল খাজনা দিতে হইত। * এখনও শোভাবাজারের রাজবংশীয়গণ ঐ সকল স্থানের তালুকদারী-সত্ব ভোগ করিতেছেন।

বিদ্যালয়।—কলিকাতায় ৪টি গবর্ণমেণ্টের কলেজ, ৫টি মিসনরী কলেজ এবং দেশীয়লোকের যত্নে স্থাপিত ৩টি কলেজ আছে। ডাক্তারি শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ ও ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল, শিল্পশিক্ষার জন্য আর্টস্কুল বা শিল্প বিদ্যালয় (Government School of Art) এ ছাড়া ২৯১টি অপর বিদ্যালয় আছে। ইহার মধ্যে ১৪৯টি বিদ্যালয় বালকদিগের জন্য এবং ১৪২টি বালিকাদিগের জন্য। উহার ভিতর আবার বালকদিগের জন্য ৮২টি ইংরাজী, এবং ৭২টি বাঙ্গালা বিদ্যালয়, বালিকাদিগের জন্য ১২০টি বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষকতা শিক্ষা দিবার জন্য ৩টি নর্ম্মাল বিদ্যালয় আছে।

হাঁসপাতাল।—কলিকাতার মধ্যে ৬টি হাঁসপাতাল আছে—মেডিকেলকলেজ হাঁসপাতাল, মেও হাঁসপাতাল, ক্যাম্প্‌বেল হাঁসপাতাল, স্থানীয় পুলিশ হাঁসপাতাল এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য ইডেন হাঁসপাতাল।

ধর্ম্মসমাজ—কলিকাতায় নানাজাতির বাস থাকায় অনেকগুলি ধর্ম্মসমাজ আছে। তন্মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মসমাজগুলি ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত এই কলিকাতার মধ্যে ৫৬টি হরিসভা এবং ৩টি ব্রাহ্মসমাজ আছে।

* অকর্ষণপুরী—যে ভূমি কর্ষিত হয় নাই।

* কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি ইহাদিগের প্রাচীন ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যঘটিত অনেক কথা জানিবার যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বনের বিশেষ চেষ্টা কর্ত্তব্য। সদরবোর্ডে, কলিকাতা বা ২৪ পঃ কালেক্টারীতে, মান্দ্রাজের পুরাতন সেরেস্তায়, বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরী ও ব্রিটিস্ মিউজিয়মে যে অনেক পুরাতন কাগজ আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে অনেক ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত হইতে পারে।

জল।—অপর স্থানের ন্যায় এখানে পুষ্করিণীর জল কাহাকেও খাইতে হয় না। মিউনিসিপালিটীর যত্নে এখানে কলের জল সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। এই জল পল্তা নামক স্থান হইতে আনীত হয় এবং জলের কলের আপিসে শোধিত হইয়া নলদ্বারা কলিকাতার চারিদিকে সঞ্চালিত হয়। এখন প্রায় কলিকাতার সকল বাটীতেই অন্ততঃ একটি করিয়া জলের কল আছে এবং সাধারণের সুবিধা জন্য প্রতিরাস্তার মোড়ে একটি করিয়া বড় জলের কল ও মধ্যে মধ্যে স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছে।

এখানকার অনেক হিন্দুবিধবারা কলের জল অপবিত্র ভাবিয়া পান করেন না, তাঁহারা ভাগীরথীর জল আনাইয়া ব্যবহার করেন।

গ্যাস।—সন্ধ্যার পরই কলিকাতার বড় রাস্তা হইতে সামান্য গলিঘুঁজি সর্ব্বত্রই গ্যাসালোকে আলোকিত হয়, এজন্য দিনের মত রাত্রিকালে পথে চলিতে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় না।

ড্রেন।—কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার সকল রাস্তার পার্শ্বেই নর্দ্দমা দেখা যাইত, কিন্তু এখন আর নাই। প্রায় সকল রাস্তার মৃত্তিকার ভিতর দিয়া ড্রেন গিয়াছে, সকল বাটীর এবং সকল রাস্তার ময়লা ঐ ড্রেনের ভিতর দিয়া ধাবারবিলে গিয়া পড়ে, এজন্য কলিকাতাবাসীকে আর নর্দ্দমার ময়লার দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হয় না।

পুলিস।—কলিকাতার পুলিস কমিসনরের অধীন। কমিসনরের একজন সহকারী আছেন। তাঁহাদের নীচে ৪ জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ২১৯ জন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী, ১২২১ জন কনষ্টেবল্ এবং ৬ জন অশ্বারোহী কনষ্টেবল্। এ ছাড়া বিস্তর পাহারাওয়ালা আছে। প্রতিবর্ষে পুলিসের খরচ ৪২৩৮৯০৲।

উপরোক্ত জল, গ্যাস, ড্রেন ও পুলিসের জন্য (গবর্ণমেণ্টকর ব্যতীত) কলিকাতাবাসিগণ মিউনিসিপালিটিকে স্বতন্ত্র কর দিতে বাধ্য।

কলিকাতা বন্দর—ভাগীরথীর ধারে ৫ ক্রোশ বিস্তৃত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে পোর্ট কমিসনরগণের তত্ত্বাবধানে আছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীর উপর কলিকাতা হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত এক সেতু আরম্ভ হয় এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ঐ সেতু সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হয়। উক্ত সেতু প্রস্তুত করিতে ২২০০০০০৲ খরচ হয়, সেই সময় হইতে উক্ত পোর্ট কমিসনরগণ ঐ সেতুর তত্ত্বাবধান করায় তাঁহারা 'ব্রিজ কমিসনর' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। পোর্ট কমিসনরগণের প্রধান কার্য্য ভাগীরথীর তীরে জাহাজ, নৌকা এবং তাহার মাল রাখিবার জন্য জেটী ও গুদাম প্রস্তুত রাখা, নদীর উপর আলো রাখা, যাহাতে জাহাজ নৌকাদিতে কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্ক থাকা। [মাতলা, পোর্টক্যানিং দেখ।]

বাণিজ্য।—কলিকাতায় যেমন নানাদেশীয় লোকের বাস, সেইরূপ নানাদেশের সহিত ইহার বাণিজ্য। এখানে প্রতিবর্ষে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। [বাণিজ্য শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

লোকসংখ্যা।—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির এলাকাধীন স্থানের লোকসংখ্যা মোট ২৬,৮১৫,৫৯। তন্মধ্যে সাবেক মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ স্থানে পুরুষ ২,৮৭,০৩৪, স্ত্রীলোক ১,৪৯,৩৫৯। বর্দ্ধিত স্থানে পুরুষ ১,২৮,০৯৭, স্ত্রীলোক ৮৫,০০১। কেল্লায় পুরুষ ৭১১৯, স্ত্রী ৩৪৯। বন্দরে পুরুষ ২৬,৫১৪, স্ত্রী ৭৩। খালে পুরুষ ২,০৭২; স্ত্রী ৩০।

গত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে, কলিকাতা নগর, বন্দর ও সহরতলীর লোকসংখ্যা ৪২৮৬৯২; তন্মধ্যে শতকরা ৬২ জন হিন্দু, ৩২.২ জন মুসলমান এবং ৪.৪ জন খৃষ্টান। এবং মোট ব্রাহ্ম ৪৮৮, বৌদ্ধ ১১০৫, জৈন ১৪৩, য়িহুদী ৯৮৬, পার্শী ১৪২, শিখ ২৮.৪ এবং অপরজাতি মোট ৭২১।

হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ৫২,২৪১; কায়স্থ ৫২,৩৫১; কৈবর্ত্ত ৩৪,২৬২; চামার ২১৫০১; সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকার ১৭,৫৩৫; তন্তুবায় ১৬৪৫৮; বৈষ্ণব ১৫,৭৬৫; বাগ্‌দি ১৩,৪০৩; গোয়ালা ১২,২৭৪; সদ্গোপ ১১,৫৪৩; কাহার ১১,০৪১; তেলি ১০৭৬৯, মেস্তর ১০,৬৬৬।

রাজা নবকৃষ্ণের সময়ে কেবল সুতানুটিতে ২৯৯৫ ঘর লোকের বাস ছিল, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ৩৪৮ ঘর, কায়স্থ ৪৭২ ঘর, তাঁতি ২৪৬ ঘর, মুসলমান ২১৬ ঘর, তেলি ৮৫ ঘর, কলু ৪৬ ঘর, চাষাধোবা ৭৬ ঘর, এ ছাড়া অপরাপরজাতি বাস করিত বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপালিটির শাসনবিবরণী অনুসারে কলিকাতায় ২৫,৯৪৯ পাকা এবং ৪৭,২৭৭ কাঁচা বাড়ী আছে।

কলিকাপূর্ব্ব (ক্লী) কলিকয়া অংশেন জন্যং অপূর্ব্বং। চরমাপূর্ব্বের জনক অপূর্ব্ব। যেমন, দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগের অঙ্গ আগ্নেয়াদিযাগ জন্য অপূর্ব্ব। ("অঙ্গ প্রধানান্ততর বহুকর্ম্মসাধ্য সর্গাদি ফলজনকাপূর্ব্বোৎপত্তৌ তত্তৎ প্রত্যেক কর্ম্মজন্যমদৃষ্টম্॥" স্মৃতি)

কলিকার (পুং) কলিং কলহং করোতি, কলি-কৃ-অণ্। ১ ধূম্যাট পক্ষী, ফিঙ্গে। ২ পীত মস্তক পক্ষী। ৩ (কলিং স্বকণ্টকৈরনিষ্টং করোতি) পূতিকরঞ্জ।

(কলিকারস্তু ধূম্যাটে করঞ্জে পীতমস্তকে। মেদিনী।)

কলিকারক (পুং) কলিং স্বকণ্টকৈরনিষ্টং করোতি, কলি-কৃ-নিচ্-ণ্বুল্। ১ পূতিকরঞ্জ, কাঁটাকরঞ্জ। ২ (কলিং কলহং কারয়তি) নারদ ঋষি। (নারদস্তু দেবব্রহ্মা পিশুনঃ কলিকারকঃ। হেম ৩।৫১৩।) ৩ (ত্রি) কলহকারক।

কলিকারী (স্ত্রী) কলিং গর্ভপাতাদ্যনিষ্টং করোতি, কলি-কৃ-অণ্-ঙীষ্। বিষলাঙ্গলিয়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,— লাঙ্গলী, হলিনী, গর্ভপাতনী, দীপ্তা, বিশল্যা, অগ্নিমুখী, নক্তা, ইন্দ্রপুষ্পিকা, বিদ্যুজ্জ্বালা, অগ্নিজিহ্বা, ব্রণহৃৎ, পুষ্পসৌরভা, স্বর্ণপুষ্প ও বহ্নিশিখা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—কটু, উষ্ণ, কফ ও বায়ুনাশক, গর্ভস্থ শল্য অর্থাৎ মৃত গর্ভ নিষ্ক্রামক এবং সারক।

কলিকাল (পুং) কলিরেব কালঃ। কলিযুগ [কলি দেখ]

কলিঙ্গ (ক্লী) কলি গম-ড, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ইন্দ্রযব। (পুং) ২ পূতিকরঞ্জ। ৩ (কে মস্তকে লিঙ্গং চিহ্নমস্য) ধূম্যাট, ফিঙ্গেপাখী। ৪ কুটজগাছ। ৫ শিরীষগাছ। ৬ অশ্বত্থগাছ। ৭ জল পদার্থ। ৮ একজন অতি প্রাচীন রাজা। দীর্ঘতমার ঔরসে বলিপত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ইহার জন্ম। ৯ ভারতবর্ষের এক প্রাচীন জনপদ। এই জনপদ কোথায় ?

মহাভারতে লিখিত আছে* "রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া পঞ্চ শত নদী মধ্যে স্নান করিলেন। তৎপরে ভ্রাতৃগণ সহ সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ-দেশে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এই সমস্ত প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ বলিয়া থাকে। এই স্থানে স্রোতস্বতী বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে; এই স্থানে ভগবান্ ধর্ম্ম দেবগণের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই স্থানে ভগবান্ রুদ্র যজ্ঞকালে পশু গ্রহণপূর্ব্বক ইহা 'আমারই অংশ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে দেবগণ রুদ্রকে কহিলেন, হে ভগবন্! পরস্ব গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায়, আপনি ধর্ম্মসাধন যজ্ঞভাগ সমস্ত আত্মসাৎ করিবেন না। এই বলিয়া সকলে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। যাগ দ্বারা তাঁহার সম্মান-বর্দ্ধন করিলে রুদ্র পশু পরিত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এ বিষয়ে এক কিংবদন্তি আছে যে, দেবগণ রুদ্রভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসপূর্ণ একভাগ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! এই গাথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক এই স্থানে স্নান করিলে স্বর্গপথ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত বৈতরণীতে নামিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সাগরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং লোমশের আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক মহেন্দ্র-পর্ব্বতে নিশাযাপন করিলেন।"

রঘুবংশে কালিদাস লিখিয়াছেন,—

"স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্ব্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥"

রঘু, হস্তী দ্বারা সেতু প্রস্তুত করিয়া, কপিশা নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং উৎকল-দেশবাসী রাজাদিগের সাহায্যে পথ অবগত হইয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রের মতে,—

"জগন্নাথাৎ পূর্ব্বভাগাৎ কৃষ্ণাতীরান্তগং শিবে।
কলিঙ্গ-দেশঃ সংপ্রোক্তো বামমার্গপরায়ণঃ ॥
কলিঙ্গ দেশমারভ্য পঞ্চাষ্টযোজনং শিবে।
দক্ষিণস্যাং মহেশানি! কালিঙ্গঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥"

জগন্নাথের পূর্ব্বভাগ হইতে কৃষ্ণানদীর তীর পর্য্যন্ত কলিঙ্গদেশ, এই স্থানের লোকেরা বামাচারমতাবলম্বী। আবার কলিঙ্গ-দেশ হইতে দক্ষিণে ৫৮ যোজন পর্য্যন্ত কালিঙ্গ নামে কথিত হইয়া থাকে।

* "স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ!
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্।
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত!
লোমশ উবাচ।
এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ।
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥
সমানং দেবযানেন পথা স্বর্গমুপেয়ুষঃ।
অত্র বৈ ঋষয়োঽন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে ॥
অত্রৈব রুদ্রো রাজেন্দ্র! পশুমাদত্তবান্ মখে।
পশুমাদায় রাজেন্দ্র! ভাগোঽয়মিতি চাব্রবীৎ।
হৃতে পশৌ তদা দেবাস্তমূচুর্ভরতর্ষভ!
মা পরস্বমভিদ্রোগ্ধা মা ধর্ম্মান্ সকলান্ বশীঃ ॥
ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ্ভিস্তে রুদ্রমস্তুবন্।
ইষ্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানয়াঞ্চক্রিরে তদা।
ততঃ স পশুমুৎসৃজ্য দেবযানেন জগ্মিবান্।
তত্রানুবংশো রুদ্রস্য তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির!
অযাতযামং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সঙ্কল্পয়ামাসুর্ভয়াদ্রুদ্রস্য শাশ্বতম্ ॥
ততো বৈতরণীং সর্ব্বে পাণ্ডবা দ্রৌপদী তথা।
অবতীর্য্য মহাভাগাস্তর্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৄন্ ।...
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো মহাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ সাগরমভ্যগচ্ছৎ।
কৃত্বা চ তৎ শাসনমস্য সর্ব্বং মহেন্দ্রমাসাদ্য নিশামুবাস।"
মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১১৪ অঃ।

কবিরামকৃত দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"ঔড্রদেশাদুত্তরে চ কলিঙ্গো বিশ্রুতো ভুবি।

তত্রাস্যং ভীমকেশস্ত সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ॥" ১৮১ ॥

ঔড্রদেশের উত্তরে প্রসিদ্ধ কলিঙ্গদেশ, সেই স্থানে লোক-প্রসিদ্ধ ভীমকেশের রাজত্ব।

এইত গেল আমাদের দেশীয় প্রাচীন মত। এখন দেখা যাউক, প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক ঐতিহাসিকগণ কলিঙ্গ-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। প্লিনি তিনটি কলিঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, ১ কলিঙ্গী, ২ মোদোগলিঙ্গম্, ৩ মকোকলিঙ্গী। ইহার মধ্যে কলিঙ্গী, মণ্ডি ও মল্লির নিম্ন ভাগে এবং মালেয়াস্ পর্ব্বতের নিকট। (Pliny, *Hist. Nat.* VI. 21)

এখানে সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মণ্ডি ও মল্লিরা কে? এবং মালেয়াস্ পর্ব্বতই বা কোথায়?

মণ্ডি জাতি এখন মুণ্ডা নামে বিখ্যাত;—এই জাতি
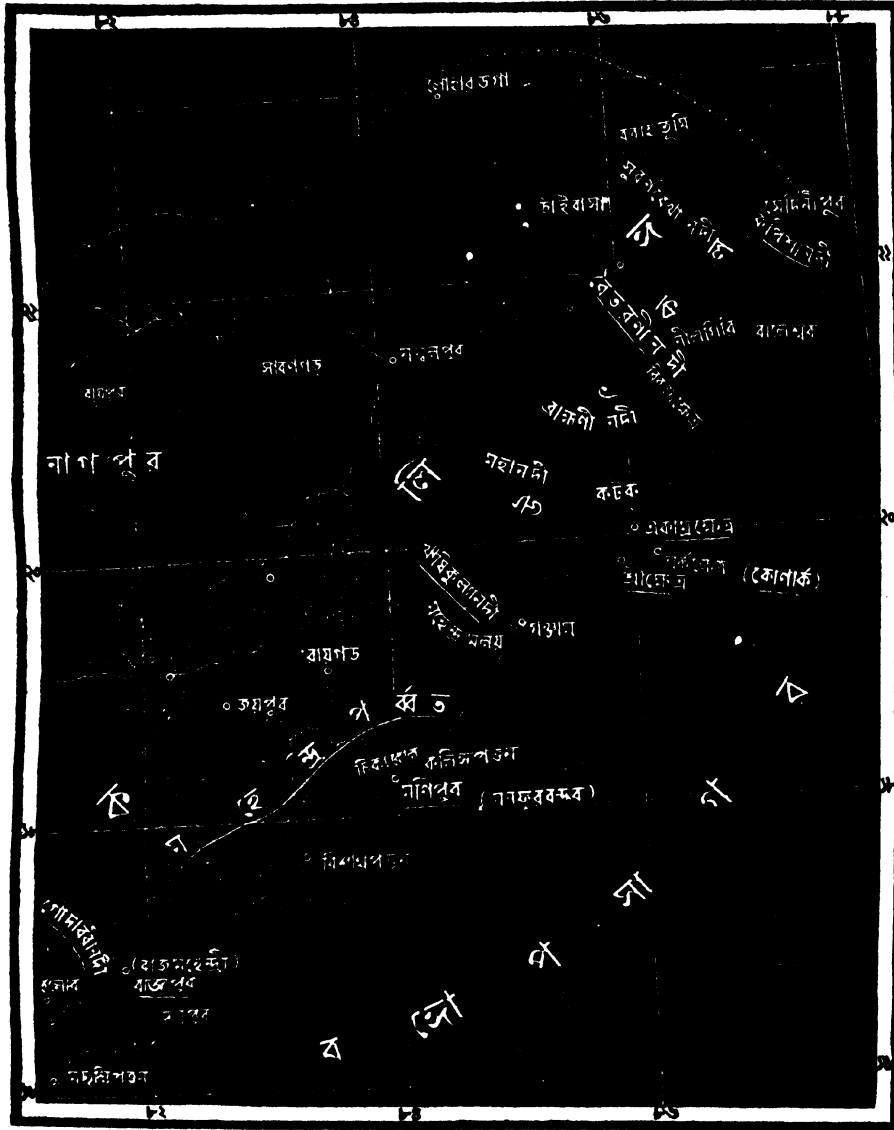
প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের মানচিত্র।

এখনও ছোটনাগপুরের দক্ষিণ-অংশে বাস করে। (Campbell's Ethnology of India, pp. 150-1) এই জাতির অনতিদূরে উড়িষ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশে কন্ধ নামক অসভ্য জাতির বাস। (Imperial Gazetteer of India, Vol. VII. p. 506 দেখ।) এই অসভ্য জাতিই প্লিনি-বর্ণিত মল্লি বলিয়া সহজে স্বীকার করা যায়। কন্ধ জাতিরাও আপনাদিগকে মল্লাক্ বা মাল বলিয়া কখন কখন পরিচয় দেয়।

মালেয়াস্ পর্ব্বত আমাদের পুরাণোক্ত 'মাল্যবান্'।

প্লিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, এই মালেয়াস্ পর্ব্বতে মোনেদে ও শবরী জাতি বাস করে। অতি পূর্ব্বকাল হইতে উড়িষ্যার পার্ব্বতীয় প্রদেশে শবর জাতির বাস ছিল, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে, নীলাচলের নিকটেই শবরাগার ছিল, সেইখানে শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজ করিতেন। যথা—

"নীলাচলং লিখস্থং খং পশ্যতাং পাপনাশনম্।
অত্যদ্ভুতং নিবসতি সাক্ষাত্তনুভৃতো হরেঃ॥
উপত্যকায়ামারূঢ়ঃ সমন্তান্মার্গয়ন্ দ্বিজঃ।…
দদর্শ শবরাগারৈর্বেষ্টিতং পরিতো দ্বিজাঃ।
ক্ষেত্রস্য দীপস্থানং যৎ খ্যাতং শবরদীপকম্॥
দদর্শ বিষ্ণুভক্তাংস্তান্ শঙ্খ-চক্র-গদাধরান্।…
ততো বিশ্বাবসুর্নাম শবরঃ পলিতাঙ্গকঃ॥" ইত্যাদি।

অতএব প্লিনি-বর্ণিত 'শবরী' জাতি পুরাণকথিত শবর ভিন্ন আর কিছুই নয়। এক্ষণে উড়িষ্যার অন্তর্গত পাললহরা রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী একটি উচ্চ গিরিশৃঙ্গকে মালয় বা 'মাল্যগিরি' বলে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বকালে এই রাজ্যের সমস্ত গিরিমালাকেই 'মাল্যগিরি' বলিত। এই গিরিমালাই 'মালেয়াস্' নামে প্লিনি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকে পুরাণোক্ত 'মাল্যবান্' পর্ব্বত বলিয়া স্বীকার করিলে কোন দোষ পড়ে না। যাহা হউক, বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, প্লিনি উড়িষ্যার পশ্চিমাংশকে কলিঙ্গ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

২য়, মোদোগলিঙ্গম্। আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল ইহাকে 'মধ্যকলিঙ্গ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সেণ্ট মার্টিন এই স্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"মনুতে মদ নামক এক প্রকার অসভ্য জাতির নাম পাওয়া যায়, ইহারা আন্ধ্র জাতির সহিত একত্র বর্ণিত হইয়াছে।* প্লিনি এই জাতিকে গঙ্গার এক বৃহদ্দ্বীপবাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গলিঙ্গ সম্ভবতঃ কলিঙ্গ শব্দের রূপান্তর মাত্র। গঙ্গার 'ব'দ্বীপে ঐ জাতির বাস থাকায় উহাকে মদগলিঙ্গ বলিত।"

আমাদের মতে, উক্ত উভয় মতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমরা তেলগু-ভাষায় মোদোগলিঙ্গ শব্দ দেখিতে পাই। তৈলঙ্গীদিগের উচ্চারণ অনুসারে এই শব্দ "মুদুগলিঙ্গ" হইয়া থাকে। তেল্‌গু ভাষায় মুদু শব্দের অর্থ তিন। সুতরাং 'মোদোগলিঙ্গ' বা 'মুদুকলিঙ্গে'র সংস্কৃত নাম ত্রিকলিঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেই যুক্তিসঙ্গত হয়। (Caldwell's Dravidian Grammar, Intro. p. 32. দেখ।)

ত্রিকলিঙ্গ * নামক জনপদের নাম দক্ষিণদেশের ৫ম, ৯ম, ও ১০ম শতাব্দীর শিলালিপি ও তাম্রশাসনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জনপদ পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল। টলেমি ত্রিগ্‌লিপ্টন বা ত্রিলিঙ্গন্ নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। (Ptolemy's Geog Bk. vii. ch. 23) দক্ষিণাপথের তামিল শিলালিপিতে ইহা 'তেলিঙ্গ' নামে কলিঙ্গদেশের সহিত উক্ত হইয়াছে। (Archæological Survey of Southern India, Vol. IV. p. 61.) স্কন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডে 'তিলঙ্গ' নামক জনপদের উল্লেখ আছে। যথা,—

"নরেন্দ্রনামদেশে চ লক্ষমেকঞ্চ পাদকম্।
তিলঙ্গদেশে চ তথা লক্ষঃ প্রোক্তঃ সপাদকঃ॥"

কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অঃ।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে ইহাই 'তৈলঙ্গ' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

"শ্রীশৈলন্তু সমারভ্য চোলেশান্ মধ্যভাগতঃ।
তৈলঙ্গদেশো দেবেশি! ধ্যানাধ্যয়নতৎপরঃ॥"

শ্রীশৈল হইতে আরম্ভ করিয়া চোলরাজ্যের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ দেশ। হে দেবেশি! এই স্থানের লোকেরা ধ্যান ও বেদাধ্যয়ন-তৎপর।

ত্রিকলিঙ্গ বা তৈলঙ্গের বর্ত্তমান নাম তেলিঙ্গ বা তেলিঙ্গন। এই জনপদ মান্দ্রাজের উত্তর পলিকট নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে গঞ্জাম পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিপতি, বেল্লারি, কর্ণূল, বিদর ও চন্দা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানে তৈলঙ্গ বা তেল্‌গুভাষী হিন্দুজাতির বাস।

৩য়, মক্কোকলিঙ্গী। ইহা সংস্কৃত মঘকলিঙ্গের রূপান্তর। প্রাচীন হিন্দুগণ বর্ত্তমান আরাকান প্রদেশকে মঘদ্বীপ এবং তাহার অধিবাসীদিগকে মঘ বলিয়া জানিতেন। কেহ কেহ এই মঘদ্বীপবাসীকেই প্লিনি-কথিত মক্কোকলিঙ্গী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন সিয়ং কলিঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন "কোঙ্-উ-তো' হইতে একশত ক্রোশের অধিক (১৪০০ বা ১৫০০ লি)

* মনুসংহিতায় ইহারা বৈদেহিক জাতিসমুৎপন্ন মেদ ও অন্ধ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। (মনু ১০। ৩৬) মদ নয়।

* কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, ত্রিকলিঙ্গ বলিলে তিনটি কলিঙ্গ বুঝায়। যথা কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ ও উৎকলিঙ্গ। উৎকলিঙ্গ হইতেই অপভ্রংশে উৎকল নাম হইয়াছে। (Indian Antiquary. V. 59.) এই মত সঙ্গত নয়। কারণ মহাভারত হরিবংশাদিতে উৎকল নাম দৃষ্ট হয়; প্রাচীন কোন গ্রন্থে উৎকলিঙ্গ নাম নাই।

গমনের পর আমরা কলিঙ্গ (কি-লিঙ্-কিয়) দেশে আসিলাম।" (Si-yu-ki, Bk.x.) এখন দেখা যাউক 'কোঙ্-উ-তো' দেশ কোথায়? কানিংহাম সাহেবের মতে, ইহারই বর্ত্তমান নাম গঞ্জাম। (Cunningham's Ancient Geography of India, p. 513)। কিন্তু ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বিখ্যাত চীনভাষাবিদ্ ষ্টানিস্লা জুলেঁ 'কোঙ্-উ-তো' শব্দের সংস্কৃত নাম 'কোন্যোধ' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (১) কিন্তু আমাদের বিবেচনায়,—'কোন্যোধ' না হইয়া 'কঙ্কযোধ' হওয়াই অধিক সঙ্গত। প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কটক প্রদেশে কঙ্ক ও যোধ নামে দুই পাশাপাশি ক্ষুদ্র অথচ প্রবল রাজ্য ছিল। এই দুই রাজ্যের মধ্যে যোধ রাজ্য সমধিক প্রাচীন। কটকের প্রাচীন রাজধানী চৌদ্বারের নিকট হইতে একখানি অতি প্রাচীন তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহার খোদিত অনুশাসন পাঠে জানা যায় যে, ঐ ক্ষুদ্র জেলা ত্রিকলিঙ্গ-রাজ ভবগুপ্তের শাসনাধীন ছিল। (২) ভবগুপ্তের পুত্রের নাম শিবগুপ্ত, তিনি উৎকল-রাজ যযাতিকেশরীর সমসাময়িক, অনুশাসন-পত্রানুসারে তাঁহার রাজত্ব-কাল ৪৭৪—৫২৬ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ত্রিকলিঙ্গরাজ ভবগুপ্ত চীনপরিব্রাজকের অনেক পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার সময়ে যোধ জেলার অবস্থা অবশ্যই ভাল ছিল। বোধ হয়, তাঁহার অনেক পরে অর্থাৎ হিউএন্ সিয়ঙের সময়ে যোধ কঙ্ক-রাজের অধিকারভুক্ত হইয়া কঙ্কযোধ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কঙ্করাজ সামান্য ভূখণ্ডের অধিপতি হইলেও তাঁহার প্রতাপ নিতান্ত কম ছিল না। কঙ্করাজ্য বড়ই উর্ব্বরা, এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। কঙ্করাজ কলিকাতা ও কটকনগরে বিস্তর চাউল রপ্তানী করিয়া থাকেন। (৩) হিউএন্ সিয়ঙের মতে কঙ্কযোধ হইতে ১০০ ক্রোশ গমন করিলে কলিঙ্গদেশ পাওয়া যায়। তাহা হইলে গঞ্জাম প্রদেশই কলিঙ্গ-দেশ হইতেছে। কানিংহামের মত ধরিলে গঞ্জাম রাজ্য প্রায় ছাড়াইয়া যাইতে হয়। যাহা হউক, চীনপরিব্রাজক গঞ্জাম প্রদেশ হইতে যে, কলিঙ্গ আরম্ভ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই মত স্বীকার করিয়া লইলে মহাকবি কালিদাসের বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়। চীন-পরিব্রাজকের মতে, কলিঙ্গদেশের ভূপরিমাণ প্রায় ৩৫৭ ক্রোশ (৫০০০ লি) অক্‌বরের রাজত্বকালে কলিঙ্গ দণ্ডপাট নামে একটি সরকার ছিল, উহা উড়িষ্যার অন্তর্গত। তখন

(১) Julien's 'Hiowen Thsang,' III 91.
(২) Indian Antiquary, Vol v. 57.
(৩) Sterling's Orissa, p. 8.

এই স্থান ২৭টি মহলে বিভক্ত ছিল। (আইন-ই-অক্‌বরী।) এইত গেল সাবেক কথা, এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কি বলেন, তাহাই জানা আবশ্যক।

কোলব্রুক সাহেবের মতে, গোদাবরী নদীর তটস্থ প্রদেশ কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত। (১)

কানিংহাম বলেন "হিউএন্ সিয়ঙের সময়ে কলিঙ্গরাজ্য গঞ্জামের দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৪০০ হইতে ১৫০০ লি অর্থাৎ ২৩৩ হইতে ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তৎকালে ইহার ভূমি-পরিমাণ প্রায় ৮৩৩ মাইল ছিল। যদিও ইহার চতুঃসীমা উক্ত হয় নাই, কিন্তু এই রাজ্য পশ্চিমে অন্ধ্র ও দক্ষিণে ধনাকাট রাজ্যের সহিত সম্মিলিত ছিল। ইহার প্রান্তসীমা দক্ষিণ-পশ্চিমে গোদাবরী এবং উত্তর-পশ্চিমে ইন্দ্রাবতী নদীর শাখা গুলিয়া নদী ছাড়াইয়া যায় নাই। এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড মহেন্দ্র পর্ব্বতের দ্বারা সমাকীর্ণ।" ইত্যাদি।

শিলা-লিপিবৎ হুলট্‌সের মতে, কলিঙ্গ গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যে। (২)

আমাদের মতে, মহাভারত ও হরিবংশের সময়ে কলিঙ্গ-রাজ্য বর্ত্তমান বৈতরণী নদীর তট প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৩) এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও সরকার তৎকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উৎকলরাজ প্রবল হইয়া উঠিলে উৎকল কলিঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র হইল। [উৎকল শব্দ দেখ।] তদবধি কেবল গঞ্জাম ও সরকার কলিঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট রহিল। খৃষ্টের দশম ও একাদশ শতাব্দীতে চালুক্য-রাজগণের প্রবল প্রতাপে কলিঙ্গ-রাজ্য উত্তরে উৎকল ও দক্ষিণে চোলমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে তৈলঙ্গ পর্য্যন্ত এই কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের আক্রমণকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের ভূমিপরিমাণ অনেকটা কমিয়া আসে। সেই সময়ে উৎকল ও তৈলঙ্গ (তেলিঙ্গন) স্বতন্ত্র হইল। মহেন্দ্রপর্ব্বতের উপরিস্থিত সামান্য ভূভাগকে লোকে কলিঙ্গ বলিত। প্রকৃত কথা, তৎকালে কলিঙ্গ নামের লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এখনকার বর্ত্তমান মানচিত্রেও কলিঙ্গরাজ্যের উল্লেখ নাই,

(১) Colebrooke's Essays, Vol. II. 179.
(২) E. Hultzsch's South Indian Inscriptions, p. 63.
(৩ হরিবংশে 'অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ (২২৮ অঃ ৫৫ শ্লোক), এই স্থলে তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) সহ কলিঙ্গ উক্ত হওয়ায় ২টী সন্নিকটস্থ জনপদ বলিয়া সহজে অনুমান করা যায়। টলেমির মতেও গঙ্গাসাগরের নিকটে কলিঙ্গ রাজ্য (Indian Antiquary, Vol. XIII. p. 363 দেখ।)

কেবল সমুদ্র-তটস্থ কলিঙ্গ-পত্তন ও গোদাবরীর মোহানা-স্থিত করিঙ্গ নগর যেন সেই কলিঙ্গ রাজ্যের চিহ্নমাত্র স্মরণ করিয়া দিতেছে।

মহাভারতাদিতে কলিঙ্গ-রাজ্যের দুইটি প্রধান নগরের উল্লেখ আছে,—মণিপুর ও রাজপুর। বৌদ্ধশাস্ত্রে কলিঙ্গের এই দুইটি প্রাচীন নগরের নাম পাওয়া যায়,—দন্তপুর ও কুম্ভবতী। জৈনদিগের হরিবংশ নামক গ্রন্থে কাঞ্চন-নগর নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে। প্রাচীন শিলাপিতে কলিঙ্গ-নগর, পিষ্টপুর, বেঙ্গীপুর প্রভৃতি আরও কয়েকটী প্রাচীন নগরের উল্লেখ দেখা যায়।

কলিঙ্গ জনপদ কোন্ সময়ে সংস্থাপিত হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মহাভারতের মতে, দীর্ঘতমা-পুত্র কলিঙ্গ স্বীয় নামে জনপদ স্থাপন করেন।

"অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা ভুবি॥
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গস্য চ স স্মৃতঃ।"

মহাভারত আদি ১০৪। ৪৯

মহাভারতের মত ধরিলে কলিঙ্গরাজ্যের স্থাপনকাল বৈদিক সময়ে যাইয়া পড়ে। [দীর্ঘতমা দেখ।]

বাস্তবিক এই জনপদ অতি প্রাচীন, বৈদিকগ্রন্থে না থাকুক, রামায়ণাদি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। (রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা ৪১ অঃ) *

পূর্ব্বকালে এখানকার ক্ষত্রিয়েরা বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কলিঙ্গরাজ মহাবীর শ্রুতায়ু দুর্য্যোধনের সেনাপতি হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। ভীমের হস্তে তিনি এবং তৎপুত্র শক্রদেব ও কেতুমান্ নিহত হন। (ভীষ্মপর্ব্ব)। দাথাবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ হইলে তৎকালীন কলিঙ্গরাজ বুদ্ধদেবের দন্ত আনিয়া আপন রাজ্যে স্থাপন করেন এবং যেখানে ঐ দন্ত রাখিয়াছিলেন, পরে সেই নগরের নাম দন্তপুর হইল। [দন্তপুর দেখ।]

কলিঙ্গক (পুং) কলিঙ্গ-সংজ্ঞায়াং কন্। কলিঙ্গ-ইব কায়তি কলিঙ্গ কৈ-ক, ইতি বা। ইন্দ্রযব।
("কলিঙ্গকাঃ পটোলস্য পাঠা কটুকরোহিণী।" চক্রদত্ত।)

কলিঙ্গড়ী (স্ত্রী) দুর্গা।

কলিঙ্গা (স্ত্রী) কায় সুখায় লিঙ্গমস্যাঃ, বহুব্রী; ক-লিঙ্গ-টাপ্। ১ নারী। ২ তেউড়ি। ৩ ভোজরাজের পত্নী, দুষ্মন্তের মাতা। (নৃসিংহপু° ২৮।১৮)

কলিঙ্গাদ্যগুড়িকা (স্ত্রী) জ্বরাতিসাররোগের ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—ইন্দ্রযব, বেলশুঁট, আমের আঁটির শাঁস, কদ্‌বেল, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হলুদ, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, শোনা, লোধ, মোচরস, নখী, ধাইফুল ও বটের কুঁড়ী; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া চেলুনি জলদ্বারা (আটগুণ জলে চাউল ধুইয়া) পেষণ করিতে হয়, চিক্কণ হইলে ২ তোলা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে জ্বরাতিসার, শূল, অতিসার ও রক্তদোষ নিবারিত হয়।

কলিঙ্গিকা। অপর নাম কলিঙ্গগঙ্গা। কামরূপের একটি নদী। (কালিকাপু°) ইহার বর্ত্তমান নাম কলং।

কলিচুণ (দেশজ) ঝিণুক, শামুক প্রভৃতি পোড়াইয়া যে চুণ প্রস্তুত হয়। [চুণ দেখ।]

কলিজা (দেশজ) বক্ষঃস্থল, কল্‌জে।

কলিঞ্জ (পুং) কং বায়ুং লঞ্জতি তিরস্করোতি, রোধনেন ইতি শেষঃ ক-লন্জি-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) নিপাতনাৎ সাধুঃ। কট, বেড়া, দরমা। ইহার অপর সংস্কৃত নাম 'কিলিঞ্জ।'

কলিঞ্জন (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (Alprinia Galanga.)

কলিত (ত্রি) কল-ক্ত। ১ বিদিত। ২ প্রাপ্ত। ৩ ভেদিত। ৪ গণিত। ৫ উপার্জ্জিত। ৬ অনুগত। ৭ আশ্রিত। ৮ বিচারিত। ৯ বদ্ধ। ১০ উক্ত। ১১ গৃহীত। ১২ ধৃত।
("করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণিঃ।" ভৈরবধ্যান।)
১৩ (ক্লী, ভাবে ক্ত।) জ্ঞান।

কলিদ্রুম (পুং) কলিনা আশ্রিতো দ্রুমঃ, মধ্যলো°। বিভীতক, বহেড়াগাছ। [বিভীতক দেখ।]

কলিনাথ (পুং) কলেঃ কলিরেব বা নাথঃ। ১ কলিযুগের প্রভু, কলি। ২ মুনিবিশেষ, ইনি একখানি গন্ধর্ব্ববেদ প্রণয়ন করেন।

কলিন্দ (পুং) কলিং দদাতি দ্যতি বা, কলি-দা দো বা-খচ্ মুম্। ১ বহেড়াগাছ। ২ সূর্য্য। ৩ পর্ব্বতবিশেষ, এই পর্ব্বত হইতে যমুনানদী নির্গত হইয়াছে। (রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা ৪০অঃ)

কলিন্দকন্যা (স্ত্রী) কলিন্দস্য পর্ব্বতবিশেষস্য কন্যা ইব। যমুনা নদী। ("কলিন্দকন্যা মথুরাং গতাপি
গঙ্গোর্ম্মিসংসক্তজলেব ভাতি॥" রঘু।)

কলিন্দনন্দিনী (স্ত্রী) কলিন্দং নন্দয়তি, কলিন্দ-নন্দ-ণিনি-ঙীপ্। যমুনানদী।

কলিন্দশৈলজা (স্ত্রী) কলিন্দশৈলাৎ জায়তে, কলিন্দ-শৈল-জন্-ড-টাপ্। যমুনানদী।

* রামায়ণে অপর এক কলিঙ্গনগরের নাম পাওয়া যায়। উহা গোমতী ও অযোধ্যার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল। (রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৭১ অঃ দেখ)

কলিন্দিকা (স্ত্রী) কলিং দ্যুতি নাশয়তি, কলি-দো-খচ্-মুম্ স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বম্। সর্ব্ববিদ্যা। (কলিন্দিকা সর্ব্ববিদ্যা। হেম ২। ১৭২)

কলিপ্রিয় (পুং) কলিঃ কলহঃ প্রিয়ো যস্য, বহুব্রী। ১ নারদমুনি। ("কলিপ্রিয়স্য প্রিয়শিষ্যবর্গঃ।" রঘু।) ২ বানর। ৩ দুষ্ট প্রকৃতি। ৪ বহেড়াগাছ।

কলিমারক (পুং) কলিনা স্বদেহস্থ কণ্টকেন মারয়তি, কলি-মৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। পূতিকরঞ্জ।

কলিমালক (পুং) কলীনাং কণ্টকানাং মালা যত্র, কলি-মালা-ক। পূতিকরঞ্জ।

কলিমাল্য (পুং) কলীনাং মাল্যং যত্র, বহুব্রী। পূতিকরঞ্জ।

কলিযুগ (ক্লী) কলিরেব যুগম্। চতুর্থযুগ। [কলি দেখ।]

কলিযুগাদ্যা (স্ত্রী) কলিযুগস্য আদ্যা আদ্যাতিথিঃ, ৬তৎ। মাঘী পূর্ণিমা; এই তিথি হইতে কলিযুগের আরম্ভ।

কলিল (ত্রি) কল্যতে মিশ্র্যতে, কলি-ইলচ্ (সলিকল্যনিমহি ভড়িভণ্ডীত্যাদি। উণ্ ১। ৫৫।) ১ মিশ্র। ২ গহন।
(কলিলং মিশ্রং গহনঞ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)
("যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।" গীতা ২।৫২।)

কলিবল্লভ। চালুক্যরাজ ধ্রুবের নামান্তর।

কলিবিক্রম। দক্ষিণাপথের একজন প্রাচীন চালুক্যরাজা। ইঁহার অপর নাম ত্রিভুবনমল্ল বা বিক্রমাদিত্য (৪র্থ)। ইনি আহবমল্লের পুত্র। ইঁহার রাজত্বকাল সম্বৎ ৯৯৭—১০৪৮।

কলিবিষ্ণুবর্দ্ধন। পূর্ব্ব চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্য নরেন্দ্র মৃগরাজের পুত্র। ইনি দেড়বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কলিবৃক্ষ (পুং) কলেরাশ্রয়রূপো বৃক্ষঃ, মধ্যলো°। বহেড়াগাছ।

কলিসংশ্রয় (পুং) কলেঃ সংশ্রয়ঃ আবেশঃ, ৬তৎ। ১ শরীরে কলি প্রবিষ্ট হওয়া। ২ কলির আকৃতি।

কলিহারী (স্ত্রী) কলিং হরতি, কলি-হৃ-অণ্-ঙীষ্। বিষলাঙ্গলিয়া। ("কলিহারী সরাকুষ্ঠশোকার্শোব্রণশূলজিৎ।" ভাবপ্র°)

কলী (স্ত্রী) কলি-ঙীপ্। কলিকা, ফুলের কুঁড়ী।

কলীজা (দেশজ) বক্ষঃস্থল।

কলু (দেশজ) নিম্নশ্রেণী বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ইহারা তৈলাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর হিন্দু আছে। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইহাদিগকে "কলু" বলে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাদিগকে "তেলী" বলে। বাঙ্গালায় "তেলী" নামে আর এক জাতি আছে, তাহারাও তৈলাদি বিক্রয় করে বটে, কিন্তু তাহারা "কলু" অপেক্ষা উচ্চশ্রেণী-ভুক্ত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বা বিহারে এ পার্থক্য নাই। সংস্কৃতভাষায় কলুকে তৈলকার বা তৈলিক বলে।

বাঙ্গালায় যে সকল কলু আছে, তাহাদের মধ্যে ৬ শ্রেণীর কলুই প্রধান। কোলকাতা (কলিকাতা ?), আনরপুরী, পশ্চিমে, পিসনেৎ বা পিস্লে, দেশ বা দেশলা ও সপ্তগ্রামী; এতদ্ভিন্ন দোয়াদশ (দ্বাদশ), রাঢ়ী, সেনভূমী, কুতুবপুরী প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেণী আছে, তাহারা ইহাদের স্বজাতিতে পূর্ব্বোক্ত ৬ শ্রেণীর কলু অপেক্ষা অল্প সম্ভ্রম পাইয়া থাকে। এই সকল শ্রেণীকে "সমাজ" বলে। উক্ত সমাজের মধ্যে আবার পর্য্যায়ক্রমে কোলকাতা, আনরপুরী, পশ্চিমে, দেশলা ও সপ্তগ্রামীরা অল্পবিস্তর সম্ভ্রম পাইয়া থাকে। "কোলকাতা" সমাজের কলুর সংখ্যা অতি অল্প। "আনরপুরীর" সংখ্যাই অধিক। পূর্ব্বে এই ছয় সমাজের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইত না, এখনও হয় না, তবে পূর্ব্বে কোন কোন উচ্চ সমাজের লোক নিম্ন-সমাজ হইতে কন্যা গ্রহণ করিত বটে, কিন্তু কখনও নিম্নসমাজে কন্যা সম্প্রদান করিত না; আজকাল সে প্রথাও রহিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার কলুদিগের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রই অধিকাংশ।

কলুরা অনাচরণীয়, অর্থাৎ ইহাদের স্পৃষ্ট জল কোন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ব্যবহার্য্য নহে। ইহাদের দীক্ষাদান ও পৌরোহিত্য করিবার জন্য একশ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত মিশিতে পারেন না, কারণ, তাঁহারা পতিত অর্থাৎ তাঁহারা কলুদিগের নিকট নিষিদ্ধ দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলুর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও রাঢ়ীয় ও বৈদিক দুই শ্রেণীই আছে। বৈদিক কলুর ব্রাহ্মণের উপাধি চক্রবর্ত্তী ও ভট্টাচার্য্য এবং রাঢ়ীয় কলুর ব্রাহ্মণের মধ্যে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও চক্রবর্ত্তী উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই অধিক। ইহাদের এতদিন কলুর পৌরোহিত্যাদিই একমাত্র জীবিকা ছিল, সম্প্রতি কোন কোন স্থলে কেহ কেহ ইংরাজের অধীনে চাকুরী স্বীকার করিয়াছেন।

বাঙ্গালার কলুর মধ্যে কোলকাতা ও আনরপুরী সমাজের কলুর উপাধি সাধুখাঁ (সাদখাঁ) ও মণ্ডল। অন্যান্য শ্রেণীতে মণ্ডল, পরামাণিক, বারিক, দত্ত প্রভৃতি উপাধি আছে।

কলুজাতির ইতিবৃত্ত—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুম্ভকারের ঔরসে ও কোটকজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তৈলকার নামক জাতির উৎপত্তি, আর জাতিমালার মতে কূপজাতীয় পুরুষের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে তৈলকারের উৎপত্তি হইয়াছে।

তৈলকার শব্দের আর কয়টি প্রতিশব্দ—ধুসর, চাক্রিক, তৈলিক, তৈলী। স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ধ্রুবের বংশে বেণ নামে এক রাজা হন। বেণ দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত স্বরাজ্যে (ভারত

বা নাভিবর্ষে) বিবাহ বিষয়ে জাতিগত বাধা উঠাইয়া দেন। সুতরাং তখনকার চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম মিলন যথেষ্ট চলিয়া গেল। এই সকল বর্ণবিপর্য্যয়ে যে সকল সন্তান উৎপত্তি হইল, তাহারাই বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া নানাজাতির প্রতিষ্ঠাতা হইল। বেণ রাজার এইরূপ দুর্ব্যবহার দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উরুদেশ মন্থন করিয়া এক পুরুষ উৎপাদন করিলেন। এই পুরুষ পৃথুনামে খ্যাত হইয়া রাজা হইলেন। পৃথু রাজা হইয়া সমস্ত বর্ণসঙ্করের মধ্যে কার্য্যবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ করিয়া দিলেন। এই সময়ে যাহাদিগের প্রতি তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার ভার দেওয়া হয় তাহারাই তৈলকার বা কলুনামে স্বতন্ত্র জাতি হইল। পৃথু নিয়ম করিয়া দেন যে, যে শ্রেণীর প্রতি যে কার্য্যের বা ব্যবসার ভার অর্পিত হইল, সে যদি সে ব্যবসা ত্যাগ বা অন্য ব্যবসা অবলম্বন করে, তবে সে স্বশ্রেণী হইতে ভ্রষ্ট ও রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবে।

কলুরা "ঘানিগাছ" নামক কাষ্ঠময় যন্ত্রে বণ্ডের সাহায্যে তিল, তিসি, সর্ষপ, পোস্ত, বাদাম, এরণ্ড প্রভৃতি তৈলকর বীজ ও নারিকেলের শস্য পেষণ করিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়া তাহারই ব্যবসায় করে। বাঙ্গালায় "তেলী" নামক যে জাতি তৈল প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে "গাছুয়া বা ঘনা তেলী" বলে। কলুর ঘানিগাছ ও ঘনাতেলীর ঘানিগাছ বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র। ঘনাতেলীর গাছ অপেক্ষা কলুর গাছ অধিক সুবিধাজনক ও কার্য্যোপযোগী।

"কলু"র বর্ত্তমান অবস্থা—ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। ইংরাজেরা এক্ষণে পেষণযন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ইহাদের জীবিকায় হস্তারক হইয়া উঠিয়াছেন। ইংরাজাবিষ্কৃত কলে যেরূপ শীঘ্র ও যত অধিক তৈল হইতে পারে, কলুর ঘানিগাছে তাহা হওয়া একান্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং কলুর ঘানিতে তৈলপেষণ এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। কাজেই আজকাল ইহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা তৈল ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ হইত, প্রতিগ্রামে অভাবপক্ষে এক ঘর কলুরও বাস আবশ্যক হইত, এবং তাহার জীবিকা ও সর্ষপাদি উৎপাদনের জন্য একখণ্ড ভূমির চাষ হইত, কিন্তু এক্ষণে আর তাহার আবশ্যক হয় না। ইংরাজের যন্ত্রের সাহায্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা অবধি কলুর ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজের আর সেরূপ দৃঢ়তা নাই, কাজেই এই সকল কলুব্যবসায়ী ব্রাহ্মণাদি জাতির কোন শাসন নাই; রাজা বিদেশীয়, তিনি ইহাতে অনিষ্টকারিতা দেখিতে পান না। সুতরাং দিন দিন কলুজাতির অন্নাভাব বাড়িয়া উঠিতেছে।

কলু (দেশজ) ২ আসামের গারো পাহাড়স্থ একটি নদী। এই নদী তুরা নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে।

কলুক (পুং) বাদ্য যন্ত্রবিশেষ, এক প্রকার মন্দিরা।

কলুনী (দেশজ) কলুজাতির স্ত্রী।

কলুষ (ক্লী) কং সুখং লুষতি হিনস্তি, ক-লুষ্ অণ্। কল-উষচ্ বা (পৃনহিকলিভ্য উষচ্। উণ্ ৪।৭৫) ১ পাপ্। ২ মলিনতা। ("বিগতকলুষমম্ভঃ শালিপকা ধরিত্রী।" ঋতু সং।) (পুং) কস্য জলস্য লুষঃ হিংসক আবিলকারকঃ, ক-লুষ ক। ৩ মহিষ। (ত্রি) ৪ বদ্ধ। ৫ নিন্দিত। ৬ কষায়িত। ৭ দুঃখিত। ৮ ক্ষুব্ধ। ৯ পাপী। ১০ অসমর্থ।
("ভাবাববোধকলুষা দয়িতেব রাত্রৌ।" রঘু ৫।৬৪।)

কলুষিত (ত্রি) কলুষমস্য সঞ্জাতং, কলুষ-ইতচ্ (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) ১ পাপযুক্ত। ২ দূষিত। ৩ মলিন। ৪ কষায়িত। ৫ বদ্ধ। ৬ দুঃখিত। ৭ ক্ষুব্ধ। ৮ অসমর্থ।

কলুষী [ন্] (ত্রি) কলুষমস্যাস্তি, কলুষ-ইনি। ১ পাপী। ২ মলিন।

কলূতর (পুং) দেশবিশেষ।

কলেজা (দেশজ) বক্ষঃস্থল।

কলেবর (ক্লী) কলে শুক্রে বরং শ্রেষ্ঠং, দেহোৎপত্তিহেতুকত্বাৎ পবিত্রম্, সপ্তম্যা অলুক্। শরীর।
(কলেবরং শরীরোঽস্মিন্নজীবে কুণপং শবঃ। হেম ৩।২২৮।)

কলেরা (ইংরেজি Cholera) ওলাউঠা। [ওলাউঠা দেখ।]

কলোয়ার (কলবার)—হিন্দুস্থানী ও বিহারী বেণিয়াজাতি হইতে উৎপন্ন এক অতি নীচজাতীয় লোক। ইহারা সরাপের ব্যবসায় করিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, খদির-প্রস্তুতকারী "খয়েরওয়ার" নামক বন্যজাতির নাম হইতে ইহাদের এই জাতীয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে, আর কেহ কেহ বলেন যে, "কলওয়ালা" শব্দ হইতে "কলওয়ার" নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু কোনটিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

এই জাতি প্রধানতঃ ৬ শ্রেণীতে বিভক্ত;—বনোধিয়া, বিয়াপুত বা ভোজপুরী, দেশওয়ার, জৈসওয়ার, অযোধ্যাবাসী খালসা ও খরিদাহা। ইহা ব্যতীত ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান আছে, তাহারা "রাঙ্কি বা কলাল" নামে পরিচিত। বনোধিয়ারা এই মুসলমানগণ-সম্বন্ধে বলে যে, উহারা

রায়বেরেলি হইতে প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে "সাগাই" (সাঙ্গা?) বলে। বিয়াহুতেরা বলে যে, পূর্ব্বে তাহাদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না, তবে আজকাল চলিয়া গিয়াছে। ইহারা স্বজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে, যে আদি-পুরুষ হইতে সমুদয় কলওয়ার জাতির উৎপত্তি, সেই আদি-পুরুষের দুইটি পত্নী ছিল, একটি "বিয়াহি" (বিবাহিত), আর একটি "সাগাই" এই "বিয়াহি"-পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা "বিয়াহুত" নামে পরিচিত, আর "সাগাই"-পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরাই অন্যান্য নামে পরিচিত। বিয়াহুতেরা মদের ব্যবসা, মদ্যপান, নিজ হস্তে গোদোহন বা বলীবর্দ্দের "অণ্ডচ্ছেদ" করে না। ইহারা কেবল "তাড়ির" ব্যবসা করে। খরিদাহা শ্রেণীরা বলে যে, গাজীপুর জেলার একটি গ্রামের নাম হইতে তাহাদের শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে। খরিদাহারা বিয়াহুতগণের ন্যায় নিজহস্তে গোদোহন ও ষণ্ডের অণ্ডচ্ছেদন করে না, তবে মদ্যপানে বা মদ্যের ব্যবসায়ে তাহাদের আপত্তি নাই। অন্যান্য কলওয়ারেরা জৈসওয়ার শ্রেণীকে জারজ বংশ বলিয়া থাকে। কোন এক কলওয়ারের "জৈসিয়া" নামে এক উপপত্নী ছিল; তাহার গর্ভজাত সন্তান হইতে জৈসওয়ারগণের উৎপত্তি; কিন্তু তাহারা আপনারা বলে যে, পূর্ব্বে তাহারা "জৈসপুর" নামক এক গ্রামে ছিল, সেই গ্রামের নাম হইতে তাহাদের শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি নিষিদ্ধ বিষয়ের তারতম্য লইয়া অন্যান্য শ্রেণীগুলির বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। বিয়াহুত ও খরিদাহা শ্রেণীর লোকেরা স্ববংশে নিজ মাতামহগোষ্ঠীতে, পিতৃমাতামহ-গোষ্ঠীতে বা পিতামহের মাতামহ-গোষ্ঠীতে বিবাহ করে না। জৈসওয়ার শ্রেণীরাও ঐরূপ স্ববংশে, নিজ মাতামহ-গোষ্ঠীতে ও নিজ প্রমাতামহীর পিতৃবংশে বিবাহ করে না।

বিবাহ—বিয়াহুত ও খরিদাহা শ্রেণীর কলওয়ারেরা ৫ম হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত ও জৈসওয়ারেরা ৫ হইতে ১০ম বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দেয় ও বনোধিয়ারা ৭ হইতে ১৪ বৎসরে দেয়; কিন্তু সকলেই কন্যা অপেক্ষা বরের বয়স কয়েক বৎসর বেশী হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করে। পুরুষের বিবাহ সকল শ্রেণীতেই ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানী বেনিয়াদিগের যে প্রণালীতে বিবাহ হইয়া থাকে, ইহাদেরও সেইরূপ হয়। "সিন্দুরদান" কার্য্য হইয়া গেলেই বিবাহ সম্পূর্ণ হয়।

ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে "ঘরদেখি," "বরদেখি" ও "পানবাটি" নামক তিনটি কুলাচার আছে। কেবল বনোধিয়াগণের মধ্যে ঐ তিন প্রথা নাই। বরের পিতাকে মর্য্যাদা রক্ষার্থ ইহারা কিছু নগদ অর্থ দেয়, তাহাকে "তিলক" বলে, কোন শ্রেণীতেই ২১৲ টাকার অধিক তিলক দিবার রীতি নাই। ইহারা একটি হইতে ৪টি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। প্রথমা পত্নী বন্ধ্যা হইলেই এরূপ পত্ন্যন্তর গ্রহণ ঘটে। সকল শ্রেণীতেই বিধবাবিবাহ চলে। পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে ইহারা সে পত্নীকে পরিত্যাগ করে। চম্পারণ জেলায় পরিত্যক্তা ব্যভিচারিণীকেও কলওয়ারেরা "সাগাই" প্রণালীতে পত্নীরূপে গ্রহণ করে, এরূপও দেখা যায়।

ধর্ম্ম—এই জাতীর সকল শ্রেণীর লোকেই বৈষ্ণব, তবে অন্যান্য গ্রাম্যদেবতার পূজা করিয়া থাকে। "শোখা" নামক দেবতাকে শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষের দুইটি সোমবার বিয়াহুত ও খরিদাহা শ্রেণীর লোকেরা চাউল ও দুগ্ধ উৎসর্গ করে, ঐ সময়ে বুধ ও বৃহস্পতিবারে "কালী" ও "বন্দী" নামক দেবতাকে ছাগল ও মিষ্টান্ন উৎসর্গ করে এবং মঙ্গলবারে "গোরইয়া" দেবতাকে স্তন্যপায়ী শূকরশাবক ও মদ্য উৎসর্গ করে। ঐ সময়ে শনিবারে জৈসওয়ারেরা পিষ্টক ও মিষ্টান্ন "পাঁচপীর" দেবতাকে এবং ভাদ্র কৃষ্ণা একাদশী ও মাঘী শুক্লা একাদশী ও ত্রয়োদশীতে বনোধিয়ারা "ব্রহ্মদেব"কে উৎসর্গ করিয়া থাকে। এই সকল নিবেদিত প্রসাদী দ্রব্য ইহারা আপনারা ভোজন করে। কেবল উৎসর্গিত স্তন্যপায়ী শূকরশাবকগুলি খায় না, মৃত্তিকামধ্যে পুঁতিয়া ফেলে আর পাঁচপীরের প্রসাদ মুসলমানগণকেও বিতরণ করিয়া দেয়।

ইহাদের পূজাদি ও পৌরহিত্যাদি করিবার জন্য এক শ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ আছে। কেবল বনোধিয়ার পুরোহিতেরা অন্যান্য কনোজীয়া ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান পাইয়া থাকে। ইহারা শবদাহ করে। ত্রয়োদশদিনে আদ্যশ্রাদ্ধ হয়। বনোধিয়ারা ৭ম বর্ষের ন্যূন মৃত সন্তানের শব পুঁতিয়া ফেলে।

জীবিকা ও অবস্থা—সরাপ প্রস্তুতের ব্যবসায়ই ইহাদের মূল জীবিকা। বনোধিয়া, দেশবর ও খালসা ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীর কলবরেরা অন্যান্য ব্যবসা ও তেজারতি কারবারও করিয়া থাকে; অধিকাংশই কৃষিকার্য্য করে। যে সকল কলবরেরা তেজারতি কারবার করে, তাহারাই ইহাদের মধ্যে সম্ভ্রম পায়। ছোটনাগপুরের ভকতশ্রেণীর কলবরেরা ঐ ব্যবসায়ে সমধিক সম্ভ্রান্ত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিলাসিতা নাই, সামান্য মজুরেরা যেরূপ আহারাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করে, ইহারাও সেইরূপ করে।

ইহারা অনাচরণীয়, অর্থাৎ ইহাদের স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণাদির অব্যবহার্য্য। ইহাদের অধিকাংশ এখন চাষবাস করিয়া খায়, কারণ ইহাদের জাতিগত ব্যবসায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ায় কৃষি ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। "তেলী" বা কলু অপেক্ষা ইহারা জাতিপর্য্যায়ে উচ্চ শ্রেণী মধ্যে গণ্য বটে।

সর্ব্বাপেক্ষা চম্পারণ ও মজঃফরপুর জেলায় এই জাতির বাস অধিক। নদীয়ায় ১ ঘর মাত্র আছে।

কল্ক (পুং) কল্-ক (কৃদাধারার্চ্চিকলিভ্যঃ কঃ। উণ্ ৩। ৪০।) ১ শিলাপিষ্ট দ্রব্য।

"দ্রব্যমাত্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা জলমিশ্রিতং।
তদেব সূরিভিঃ পূর্ব্বৈঃ কল্ক ইত্যভিধীয়তে॥"

শুষ্ক হউক বা জলমিশ্রিত হউক শিলাপিষ্ট দ্রব্যমাত্রকেই কল্ক বলা যায়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পিষ্ট, বিনীয়, আবাপ ও প্রক্ষেপ। একপ্রহরের অতিরিক্ত কাল থাকিলে কল্ক দ্রব্যের বীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ২ ঘৃততৈলাদির শেষ। ৩ দম্ভ। ৪ বহেড়াগাছ। ৫ বিষ্ঠা। ৬ কিট্ট। ৭ পাপ। ৮ দ্রব্যমাত্রের চূর্ণ। ৯ কাণের মলা। ১০ তুরুষ্ক নামক গন্ধ-দ্রব্য। ১১ প্রতারণা। ১২ (ত্রি) কলয়তি পাপং আচরতি, কল্-ক। পাপাত্মা, পাপাশয়।

(কল্কোঽস্ত্রী ঘৃততৈলাদিশেষে দম্ভে বিভীতকে।
বিট্‌কিট্টয়োশ্চ পাপে চ ত্রিষু পাপাশয়ে পুনঃ॥ মেদিনী।)

কল্কন (ক্লী) কল্কং শাঠ্যং করোতি, কল্ক-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। ১ শঠতাচরণ। ২ বিবাদ।

কল্কফল (পুং) কল্কস্য বিভীতকস্য ফলমিব ফলং যস্য, মধ্যলো°। দাড়িমগাছ। [দাড়িম দেখ।]

কল্কল (পুং) ব্যক্তিবিশেষ।

কল্কলানি (দেশজ) ১ বৃথাবাক্যে গোলযোগ করা। ২ জল-স্রোতের শব্দ।

কল্কাশিন্দা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কল্কি (পুং) কল্কং পাপং হার্য্যতয়া অস্তি অস্য ইন্। ভগবান্ নারায়ণের দশাবতারের মধ্যে দশম বা শেষাবতারের নাম "কল্কি"। যখন ভূমণ্ডলে কলির চতুর্থ-পাদ বা পূর্ণাধিকার হইবে অর্থাৎ কলির শেষে যখন সমুদয় মানব একবর্ণ হইয়া যাইবে এবং বিষ্ণুর নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইবে, তখন ভগবান্ এই নামে অবতীর্ণ হইয়া, কলিকে নিপীড়িত করিয়া, তাহাকে পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দিবেন এবং ম্লেচ্ছকুল ধ্বংস করিয়া সদ্ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও পুনর্ব্বার সত্যযুগকে আধিপত্য প্রদান করিবেন।

(মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণু, গরুড়, নারসিংহ ইত্যাদি।)

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ পরম্পর পৃথিবীতে অধিকার পাইয়া থাকে। এই চারিটি যুগের সমষ্টি কালকে "দিব্যযুগ" বলে। এইরূপ ৭১টি দিব্যযুগে এক একটি মন্বন্তর হয়। বর্ত্তমান সময়ে ৭ম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। বৈবস্বতের অধিকারের ৭১টি দিব্য-যুগের মধ্যে অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগের বর্ত্তমান কলিযুগ চলি-তেছে। ইতিপূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ নামক ছয়টি মন্বন্তর হইয়া গিয়াছে। এই প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১টি করিয়া ৪২৬টি দিব্যযুগ অতীত হইয়াছে এবং প্রত্যেক দিব্যযুগে একটি করিয়া কলিযুগ অতীত হইয়াছে; আর বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর ২৭টি দিব্য-যুগ ও তৎসঙ্গে ২৭টি কলিযুগও গিয়াছে। বর্ত্তমান শ্বেত-বরাহ কল্পে মোট ৪৫৩টি কলিযুগ অতীত হইয়াছে। যদি প্রত্যেক কলির শেষাবস্থায় নারায়ণ কল্কিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ৪৫৩ বার তাঁহার কল্কিলীলা হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান কলিযুগের শেষেও একবার হইবে। প্রত্যেক মন্বন্তরে নারায়ণের অবতারাদি সমান হয় কি না তাহা কোন পুরাণ হইতেই স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্বন্তরে বা কলিযুগে কল্কি অবতার হইয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করা যায় না।

যাহা হউক, ভগবানের কল্কিলীলা সম্বন্ধে কল্কিপুরাণকার যাহা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, "কলির শেষ পাদ উপস্থিত হইলে, স্বাধ্যায়, স্বধা, স্বাহা, বষট্ ও ওঙ্কার অন্তর্হিত হইল, সুতরাং দেবগণের আহারাদিও বন্ধ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা সমবেত হইয়া দীনা ক্ষীণা মলিনা ধরণীকে অগ্রে করিয়া একান্ত হতাশ মনে ব্রহ্ম-লোকে গিয়া উপনীত হইলেন। দেবগণ বিষণ্নমনে ব্রহ্ম-লোকে উপনীত হইয়া সনক সনন্দ সনাতনাদি ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া অবস্থান করিলেন। পিতা-মহ তাঁহাদিগকে সাদরে উপবেশন করিতে বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবগণ তখন কলির দোষে যেরূপে ধর্ম্মনাশ হইয়াছে, সেই সমস্ত যথাযথ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণের নিকট অবস্থা অবগত হইয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'চল, বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিব।' এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে স্তবাদিতে তুষ্ট করিয়া দেবগণের প্রার্থনা জানাইলেন। নারায়ণ বিধিমুখে কলি-বিবরণ জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, 'বিভো! আমি তোমার

অভিপ্রায়ানুসারে শম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশার ঔরসে সুমতিগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিব। আমার জ্যেষ্ঠ আর তিনটি ভ্রাতা হইবেন। আমি সেই ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া কলিক্ষয় করিব। আমার প্রিয়তমা লক্ষ্মীও পদ্মা নাম ধারণ করিয়া সিংহলদেশে বৃহদ্রথপত্নী কৌমুদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। দেবগণ! তোমরাও ভূমণ্ডলে স্ব স্ব অংশে অবতরণ কর। আমি তোমাদের সহায়ে দেবাপি ও মরু নামক রাজদ্বয়কে পৃথিবীরাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া তথায় সত্যযুগ ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিব।' বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দেবগণকে বিদায় দিয়া ভগবান্ শম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশার ঔরসে সুমতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্রক নামে বিষ্ণুযশার তিনটি পুত্র হইয়াছিল। যথাকালে বৈশাখমাসের শুক্লা দ্বাদশীদিনে ভগবান্ ভূমিষ্ঠ হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কৃষ্ণাবতারের ন্যায় এবারেও চতুর্ভুজ হইলেন। কথিত আছে, মহাষষ্ঠী ইঁহার ধাত্রী হইয়াছিলেন, ভগবতী অম্বিকা নাভিচ্ছেদন করিয়াছিলেন, ভাগীরথী গর্ভক্লেদ পরিষ্কার ও সাবিত্রী দেবী গাত্রমার্জ্জন করিয়াছিলেন, পৃথিবীদেবী স্তন্য দিয়াছিলেন, ষোড়শমাতৃকা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। স্বর্গে ব্রহ্মা ভগবান্‌কে এইরূপে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া পবনকে সূতিকাগৃহে প্রেরণ করিলেন। পবন আসিয়া ভগবানের কর্ণে কর্ণে বলিলেন 'প্রভো! আপনার চতুর্ভুজমূর্ত্তির দর্শন লাভ দেবতাদিগেরও দুর্লভ; সুতরাং এ মূর্ত্তি সংবরণ করিয়া মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করাই যুক্তিসঙ্গত।' ভগবান্ পবনমুখে ব্রহ্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজ মানবশিশু হইলেন। বিষ্ণুযশা হঠাৎ পুত্রের রূপান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট রূপকে ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

ভগবানের জন্মগ্রহণাবধি শম্ভলগ্রামের পাপ তাপ অন্তর্হিত হইল। অধিবাসিবর্গ মঙ্গলানুষ্ঠানে রত হইল। পুত্রকে ক্রমশঃ প্রাপ্তবয়ঃ দেখিয়া বিষ্ণুযশা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া নামকরণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যে দিন নামকরণ হইবে, সেই দিন পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ব্যাসদেব ভিক্ষুকরূপ ধারণ করিয়া শিশুরূপী কল্কিকে দেখিতে আসিলেন। বিষ্ণুযশা এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সূর্য্যসম তেজস্বী অতিথিচতুষ্টয়কে দেখিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে সংবর্দ্ধনা করিলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইয়া পিতৃক্রোড়স্থ বালককে দেখিয়াই বুঝিলেন, ভগবান্ কলিকন্ধ বিনাশের জন্য এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তাঁহারা বালকের 'কল্কি' নাম নির্দ্দেশ করিলেন এবং উপস্থিত থাকিয়া জাতকর্ম্ম ও নামকরণাদি সংস্কার করাইয়া প্রসন্নমনে বিদায় হইলেন। ইহার পর গর্গ, ভর্গ, বিশাল প্রভৃতি নামে দেবতারা কল্কির জ্ঞাতিরূপে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে বিশাখযূপ নামে নরপতি তৎপ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণাদিকে প্রতিপালন করিতেন। কিয়ৎকাল পরে কল্কির উপনয়নযোগ্য বয়স হইল, বিষ্ণুযশা একদিবস কল্কিকে বলিলেন, 'বৎস, আমি তোমার যজ্ঞসূত্ররূপ প্রধান সংস্কার সম্পন্ন করিব, পরে তুমি চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবে।' কল্কি এই কথা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বেদ কি, সাবিত্রী কি, যজ্ঞসূত্র কি, ব্রাহ্মণ কি, দশবিধ সংস্কার কি, বিষ্ণুপূজা কি, প্রভৃতি জানিয়া লইলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যে ব্রাহ্মণ সৎপথের পথিক হইয়া হরির প্রীতিলাভ, ত্রিলোকের অভীষ্টসাধন ও নিখিল ভুবনের উদ্ধার করেন, এরূপ ব্রাহ্মণ কোথায় থাকেন।' বিষ্ণুযশা এই প্রসঙ্গের উত্তরে কলির অত্যাচারের কথা বিবৃত করিলেন। পিতার মুখে কলির সংবাদ শুনিয়া ভগবান কল্কি যেন প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; তাঁহার মনে কলিনিগ্রহের অভিলাষ জন্মিল। পরে যথানিয়মে উপনয়ন শেষ হইলে, তিনি গুরুকুলে বাস করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

তখন পরশুরাম মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেন। তিনি কল্কিকে আসিতে দেখিয়া নিজ আশ্রমে আনিয়া, স্বীয় পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'বৎস, আমি তোমার অধ্যাপনা করিব, ভৃগুবংশে জমদগ্নির ঔরসে আমার জন্ম, বেদবেদাঙ্গ তত্ত্বে ও ধনুর্ব্বিদ্যায় আমি পারদর্শী, আমি সমুদয় পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়াছি, এক্ষণে তপশ্চরণের জন্য এই মহেন্দ্রপর্ব্বতে বাস করিতেছি, তুমি আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার কর এবং অভিলষিত শাস্ত্র অভ্যাস কর।' কল্কি পরশুরামের কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার নিকট থাকিয়া চতুঃষষ্টিকলা সাঙ্গবেদ ও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া যথাকালে দক্ষিণা দিতে চাহিলেন। পরশুরাম দক্ষিণার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণকুমার, ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট কলিনিগ্রহের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কলিনিগ্রহের নিমিত্ত অবতার হইয়াছেন, তুমি সেই পূর্ণব্রহ্মরূপী হরি, তুমি আমার নিকট বিদ্যা শিখিয়াছ, পরে শিবের নিকট অস্ত্র ও সর্ব্বজ্ঞ শুকপক্ষী এবং

সিংহলদেশের রাজকন্যা পদ্মানাম্নী লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে তোমার হস্তে ধর্ম্মহীন নৃপতিগণের বিনাশ, কলির নিগ্রহ ও স্বধর্ম্মের সংস্থাপন হইবে, তুমি অবশেষে মরু ও দেবাপিকে পৃথিবীরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া গোলোকে প্রতিগমন করিবে, তোমার এই সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমার পরম প্রীতি হইবে, তাহাই আমার দক্ষিণা।' কল্কি গুরুদেবের কথা শুনিয়া বিল্বোদকেশ্বর নামক শিবমন্দিরে গিয়া মহাদেবের পূজা ও স্তব করিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবাদিদেব পার্ব্বতীর সহিত আবির্ভূত হইলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন, 'তুমি যে স্তব রচনা করিয়া পাঠ করিলে, সেই স্তব যে পাঠ করিবে তাহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই ক্রতগামী বহুরূপী গরুড়ের অংশসম্ভূত অশ্ব ও এই সর্ব্বজ্ঞ শুক তোমাকে দিতেছি, গ্রহণ কর; আজ হইতে মানবগণ তোমাকে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে সুনিপুণ, বেদপারদর্শী ও সর্ব্বভূতবিজয়ী বলিয়া জানিবে, এই মহাপ্রভাশালী রত্নখচিত মুষ্টিশালী করাল করবাল গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা পৃথিবীর গুরুভার হরণ করিও।' এই বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন; কল্কিও হরপার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া শিবদত্ত বস্তুগুলি লইয়া অশ্বারোহণে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বিষ্ণুযশা পুত্র-

কল্কি অবতার।

মুখে সমস্ত অবগত হইয়া যেখানে সেখানে সেই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন, ক্রমে সেই কথা রাজা বিশাখযূপের কর্ণগোচর হইল। বিশাখযূপ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যথার্থ-ই বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছেন, কারণ যে অবধি কল্কির জন্ম হইয়াছে, সেই অবধি তাঁহার রাজধানী মাহিষ্মতী নামক নগরীতে যাগ, দান ও তপস্যা ব্রতের অনুষ্ঠান হইতেছে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি তাহাদের দুরাচার ত্যাগ করিয়াছে। বিশাখযূপ এই সকল দেখিয়া নিজেও ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলেন ও বিশুদ্ধ হৃদয়ে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কল্কি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ গ্রহণকরত মাহিষ্মতীপুরের উদ্দেশে অশ্বারোহণে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃত্রয় ও গর্গ ভর্গাদি জ্ঞাতিগণও অনুগমন করিলেন। বিশাখযূপ কলির আগমন শুনিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি পুরোদ্বারে পৌছিয়া দেখিলেন, দেবতা-পরিবৃত উচ্চৈশ্রবারোহী ইন্দ্রের ন্যায় স্বজনপরিবৃত কল্কি দণ্ডায়মান। বিশাখযূপ তাঁহাকে দেখিয়াই অবগত হইয়া প্রণাম করিলেন, কল্কিও প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পাইয়া সেই দিন হইতেই বিশাখযূপ পুণ্যাত্মা বৈষ্ণব হইলেন।

কল্কি রাজার সহিত বাস করিতে লাগিলেন এবং সংক্ষেপে আশ্রমধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'আমার অংশগণ কলির পাপে ভ্রষ্টাচার হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তুমি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া আমার উপাসনা কর, আমিই পরম লোক, আমিই সনাতন ধর্ম্ম, কাল স্বভাব সংস্কার আমারই অনুগামী। আমি চন্দ্রবংশীয় দেবাপি ও সূর্য্যবংশীয় মরুকে ধর্ম্মরাজ্যে সংস্থাপিত ও সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গোলোকে প্রস্থান করিব।' বিশাখযূপ কল্কির বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কল্কি কলি-কলুষ-বিনাশের জন্য বিশাখযূপের সভামধ্যে প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট্‌মূর্ত্তি, ব্রহ্মা, মায়া, দেবদানব-মানব-স্থাবরজঙ্গমাদির সৃষ্টি, বেদমাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণমহিমা প্রভৃতি কথা ও আপনার অবতারের আবশ্যকতা ব্যক্ত করিলেন। বিশাখযূপ এই সকল কথা শুনিয়া সন্ধ্যাকালে স্থানান্তরে যাইলে, শিবদত্ত শুক ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া কল্কির নিকট উপস্থিত হইল। কল্কি শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শুক, তুমি কোন্ দেশে কি আহার করিয়া আসিলে বল, তোমার মঙ্গলত' শুক কহিল, 'দেব, সাগরের মধ্যে সিংহল নামে দ্বীপ আছে, সেখানকার নৃপতির নাম বৃহদ্রথ, কৌমুদী নাম্নী মহিষীর গর্ভে তাঁহার এক কন্যা হইয়াছে, তাঁহার নাম পদ্মাবতী, পদ্মাবতী ত্রিলোকে দুর্লভা, তাঁহার চরিত্র অতীব রমণীয়, রূপে মন্মথও পাগল হয়, পদ্মাবতী হরপার্ব্বতীর উপাসনা করিয়া বর

লাভ করিয়াছেন যে, কোন মনুষ্য-রাজপুত্র পদ্মাবতীর উপযুক্ত নহেন, এই জগতে মানব বা দেব অসুর নাগ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যে কেহ পদ্মাকে কামভাবে নিরীক্ষণ বা অভিলাষ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ স্বীয় পুরুষজন্মের বয়সানুরূপ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে, একমাত্র নারায়ণই তাঁহার স্বামী। পদ্মা মহাদেবের নিকট এই বর লাভ করিয়া পরম হৃষ্টা হইয়া এতদিন নারায়ণের অপেক্ষা করিতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার পিতা স্বয়ম্বরের আয়োজন করিয়াছেন, নৃপতির উদ্দেশ্য স্বয়ম্বর সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন রুক্মিণীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নারায়ণ এই সভামধ্যে পদ্মাকেও গ্রহণ করিবেন। এদিকে স্বয়ম্বর-সভায় যে সকল নৃপতি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পদ্মাকে কামভাবে দৃষ্টি করিবামাত্র স্ব স্ব বয়সানুরূপ বিপুলনিতম্বা স্তনযুগশালিনী সুমধ্যমা রমণীর শরীর প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহার মনে যেরূপ রমণীর রূপ প্রতিভাসিত ছিল, তিনি সেইরূপ রূপ প্রাপ্ত হইলেন, এমন কি, তাঁহারা হাস্যবিলাসব্যসনে নিপুণতাও লাভ করিলেন। নৃপতিগণ স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নমনে পদ্মার সহচরী হইলেন। আমি বিবাহ দেখিব বলিয়া নিকটস্থ একটি বৃক্ষে বসিয়াছিলাম, এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পদ্মাও বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমি পদ্মার বিলাপ শুনিয়াছি, তিনি শ্রীহরির চিন্তায় একান্ত কাতরা; আমি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া পদ্মাবতীকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।'

কল্কি শুকমুখে পদ্মাবতী লক্ষ্মীর এতাদৃশ অবস্থা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য শুককে যথোযুক্ত উপদেশ দিয়া পুনরায় সিংহলে প্রেরণ করিলেন। শুক সিংহলে উপস্থিত হইল এবং পদ্মাবতীকে কতকটা আশ্বাসিত করিয়া তাঁহার মুখে শিবোক্ত বিষ্ণুপূজার পদ্ধতি, ভগবানের দেহের বর্ণনা ও শ্রীচরণ হইতে কেশ পর্য্যন্ত প্রতি অঙ্গের ধ্যান শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সমুদ্রের অপর পারে শম্ভলগ্রামে বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই সংবাদ প্রদান করিল। পদ্মা শুকমুখে কল্কির সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিলেন এবং তাঁহাকে কল্কিদেবকে আনয়নের জন্য নিযুক্ত করিলেন ও বলিয়া দিলেন, "শুক, যাহা বলিবার হয় বলিও, তোমার অবিদিত কিছুই নাই; আমি আর কি বলিব, যদি কল্কি আপনাকে মনুষ্যভ্রমে স্ত্রীরূপ-প্রাপ্তির আশঙ্কায় সিংহলে পদার্পণ না করেন, তথাপি তাঁহার শ্রীচরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, 'আমার অদৃষ্ট-দোষে শিবের বর অভিশাপে পরিণত হইয়াছে।' শুক পদ্মাবতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কল্কির নিকট প্রত্যাগমন করিল। কল্কি শুকের নিকট পদ্মার কথা শুনিয়া শিবদত্ত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক শুককে সঙ্গে লইয়া তন্ময়চিত্তে ত্বরিতপদে সিংহলে যাত্রা করিলেন। যথাকালে রাজধানী কারুমতীনগরে উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রান্তভাগে মনোহর সরোবর দৃষ্টি করিয়া শুককে বলিলেন, "শুক, এই স্থানে স্নান করিতে হইবে।" শুক কল্কির উদ্দেশ্য বুঝিয়া পদ্মাবতী সন্নিধানে গমন করিল। কল্কি সরোবরতীরে সোপানোপরি অবস্থান করিলেন। এদিকে শুক গিয়া পদ্মাবতীকে কল্কির আগমন সংবাদ জানাইল। পদ্মাবতী শুনিয়া সরোবর-স্নানের ছলে সহচরী সঙ্গে লইয়া কল্কিদর্শনে চলিলেন। পদ্মাবতী আসিতেছেন শুনিয়া, গৃহে বিপণিতে যে সকল পুরুষ ছিল, তাহারা ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল; তাহাদিগের কামিনীগণ পাছে পতির স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি হয়, এই ভয়ে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। পদ্মাবতী সহচরীগণের সহিত সরোবর-সোপানে নামিলেন, ভগবান্ কল্কি তখন কদম্বতরুর মূলদেশে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। পদ্মাবতী যথাকালে স্নান সমাপন করিয়া সেই তরুমূলে উপস্থিত হইলেন এবং কল্কির রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হইয়া শুককে বলিলেন, 'শুক, এই মহাপুরুষের নিদ্রা ভঙ্গ করিও না, কি জানি যদি নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমাকে দেখিয়া ইনি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমার কি হইবে। হায়! মহাদেবের বর আমার পক্ষে শাপ হইল!' কল্কি মনে মনে পদ্মার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জাগরিত হইলেন এবং পদ্মাবতীকে মধুর প্রেমসম্ভাষণে আদর করিলেন। পদ্মাবতী কল্কিদেবের মধুর বচন শ্রবণ করিয়া এবং তদীয় পুরুষত্ব অক্ষত রহিয়াছে দেখিয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং লজ্জানম্রমুখে প্রেমগদ্গদস্বরে ভগবান্ কল্কিকে স্তবে তুষ্ট করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পদ্মাবতী নিজ গৃহে আসিয়া পিতার নিকট ভগবান্ কল্কিদেবের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। রাজা বৃহদ্রথ, নগরে শ্রীহরির পদার্পণ হইয়াছে শুনিয়া, নানাবিধ নৃত্য, গীত, বাদ্যাদির আয়োজন করিয়া পাত্রমিত্র পরিজন ও ব্রাহ্মণাদি সহ কল্কিদেবকে আনয়ন করিতে যাত্রা করিলেন। পুরোহিতগণ পূজার উপকরণ লইয়া অনুসরণ করিলেন। রাজা সরোবরতীরে কল্কিকে দেখিয়া স্তব পূজাদি দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন ও অবশেষে পুরী মধ্যে আনয়ন করিয়া পদ্মাবতীকে সম্প্রদান করিলেন। যে রাজগণ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্তব করিয়া কল্কির

প্রসন্নতা লাভ করিলেন ও তাঁহার আদেশমত রেবানদীর জলে অবগাহন করিয়া স্ব স্ব পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইলেন। পরে সকলে দশ অবতারের নামোল্লেখ ও ভগবান্ কল্কির স্তব করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। পুরুষোত্তম কল্কি এই সময়ে তাহাদিগকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপদেশ, বৈদিক অনুশাসনাদি, প্রবৃত্তিমার্গের ও নিবৃত্তিমার্গের পথিকোচিত কার্য্যের উপদেশ দিলেন। নৃপতিগণ এই সকল কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেব, কে কি কারণে স্ত্রী ও পুরুষভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন, সুখ, দুঃখ ও জরা কোথা হইতে, কাহার আদেশে, কি উদ্দেশে বিহিত হইয়াছে? এ পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হয় নাই ও এতদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু আমরা জানি না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বলুন।' কল্কিদেব এই প্রশ্ন শুনিয়া অগস্ত্যনামক মুনিকে স্মরণ করিলেন। মুনিবর স্মরণমাত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন। কল্কি তখন রাজাদিগের প্রশ্ন শুনাইয়া সদুত্তর দিতে কহিলেন। মুনিবর অগস্ত্য স্বীয় পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া রাজাদিগের সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। রাজগণ তাহার পর স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নৃপগণ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে, ভগবান কল্কিও স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে সংকল্প করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া শম্ভলগ্রামে ভগবানের জন্য স্বস্তি প্রভৃতি নানাবিধ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। কল্কি ও পদ্মাবতী যথাকালে নানাবিধ যৌতুক লইয়া শম্ভল গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা সকলে উপনীত হইলে কল্কি ও পদ্মাবতী জনক জননীর চরণে প্রণাম করিয়া বন্ধুজন সমভিব্যাহারে নগরে আগমন করিয়া বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কল্কির ভ্রাতা কবি স্ব-পত্নী কামকলার গর্ভে বৃহৎকীর্ত্তি ও বৃহদ্বাহু; প্রাজ্ঞ স্ব-পত্নী সন্নতির গর্ভে যজ্ঞ ও বিজ্ঞ; এবং সুমন্ত্রক মালিনীর গর্ভে শাসন ও বেগবান্ নামে পুত্রোৎপাদন করিলেন।

কিছুদিন অতীত হইলে, বিষ্ণুযশা অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কল্কি পিতার ইচ্ছা অবগত হইয়া ধনরত্ন সংগ্রহার্থ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন।

কল্কি স্বজনে পরিবৃত হইয়া সসৈন্যে প্রথমতঃ কীকটদেশে উপস্থিত হইলেন। কীকটদেশে তখন সব একাকার হইয়া গিয়াছে, কেহ আর ধন, স্ত্রী বা অন্নাদিগ্রহণে আপনার ও অপরের মধ্যে কোন ভেদ দেখিত না। কীকটে তখন জিন নামক রাজা ছিলেন। তিনি কল্কিকে আসিতে শুনিয়া দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

প্রথম যুদ্ধে জিনরাজের বৌদ্ধসেনা বিধ্বস্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। পরে কল্কি ও জিনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিল। কল্কি শরাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জিনরাজ অচেতন কল্কিদেহ উঠাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিশ্বম্ভর দেহ উঠাইতে পারিল না। ইতিমধ্যে বিশাখযূপ নিকটস্থ হইয়া জিনকে গদাঘাতে স্তম্ভিত করিয়া কল্কিদেহ লইয়া স্ব-রথে আরোহণ করিলেন। রথে উঠিয়াই কল্কির চেতনা হইল। চেতনা পাইয়া তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে আবার জিনের সম্মুখে উপনীত হইয়া তাহাকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কটিদেশ ভগ্ন করত বিনাশ করিলেন। জিনের ভ্রাতা শুদ্ধোদন গদাহস্তে ভ্রাতৃঘাতীর প্রতিশোধ দিতে আসিল, কিন্তু কল্কির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবির নিকট বাধা পাইয়া তাঁহার-ই সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শুদ্ধোদনে কবিতে গদাযুদ্ধ হইল, কিন্তু শুদ্ধোদন কিছুতে-ই কবিকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া মায়াদেবীকে স্মরণ করিল। মায়াদেবী সিংহধ্বজ রথে সৈন্যের পুরোভাগে থাকিলে বিপক্ষপক্ষের সৈন্য হীন হইয়া পড়িত। মায়া আসিলেন, কল্কিসৈন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। বৌদ্ধসেনা জয়ধ্বনি করিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু কল্কি কারণ বুঝিতে পারিয়া নিজে মায়ার সম্মুখীন হইলেন। মায়া বিষ্ণুকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার শরীরে মিশিয়া গেলেন। মায়াকে অন্তর্হিত দেখিয়া বৌদ্ধসৈন্য হীনবল হইয়া পড়িল। যাহা হউক, শেষে আবার যুদ্ধ বাধিল। ক্রমে শুদ্ধোদন, কাকাক্ষ, কপোতরোমা প্রভৃতি বৌদ্ধনায়কগণ পতিত হইতে লাগিল। শেষে অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বৌদ্ধবীরপত্নীরা যুদ্ধে আগমন করিল। ভগবান্ কল্কি তখন তাহাদিগকে অবলাজনসুলভ অকৃতিত্ব বুঝাইয়া দিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। রমণীগণ সে কথা না শুনিয়া পতিশোকে অস্ত্রত্যাগ করিল, কিন্তু অস্ত্রগণ শত্রুর প্রতি না গিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, 'যে ভগবানের শক্তির আশ্রয়ে আমরা শত্রুকুল ধ্বংস করি, ইনি সেই ভগবান্ হরি। ভগবান্ যখন প্রহ্লাদের জন্য নৃসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন তখনও আমরা হরির গাত্রে আঘাত করিতে পারি নাই, আর এখনও পারিব না।'

বৌদ্ধকামিনীরা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইল ও অবশেষে কল্কির শরণ লইল। কল্কিদেব তখন তাহাদিগকে ভক্তিযোগের উপদেশ দিলেন। তাঁহারাও ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করিল।

কল্কিদেব তৎপরে কীকট হইতে চক্রতীর্থে আসিয়া সদলে শাস্ত্রবিহিত বিধানানুসারে স্নানাদি করিলেন। একদিন তথায় বালিখিল্য নামক কতকগুলি মুনি বিষণ্ণ বদনে আসিয়া জানাইলেন যে, কুম্ভকর্ণের নিকুম্ভনামে এক পুত্র ছিল, তাহার কুথোদরী নামে এক কন্যা আছে। কালকঞ্জনামক রাক্ষসের সহিত এই কুথোদরীর বিবাহ হইয়া বিকঞ্জনামে এক সন্তান হইয়াছে। আপাততঃ কুথোদরী হিমালয় পর্ব্বতে মস্তক রাখিয়া নিষধ পর্ব্বতে পদদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিয়া আছে। হিমালয়ের এক উপত্যকায় বসিয়া বিকঞ্জ স্তন্যপান করিতেছে, সেই রাক্ষসীর নিশ্বাস পবনে প্রতিহত ও বিবশ হইয়া আমরা আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমাদিগকে চিরকালই রাক্ষসভীতি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এবারেও করুন।

কল্কি মুনিগণের কথা শুনিয়া হিমালয়ের উপত্যকায় গিয়া দেখিলেন, এক দুগ্ধময়ী নদী অতি খরস্রোতে বহিয়া যাইতেছে; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, উহা কুথোদরীর একটি স্তনের দুগ্ধধারা; বিকঞ্জ একটি স্তন পান করিতেছে বলিয়া অপর স্তনের দুগ্ধধারা গড়াইয়া নদী হইয়া বহিতেছে। সপ্তঘটিকা পরে সে যখন স্তন পরিবর্ত্তন করিবে, তখন এই নদী শুকাইয়া যাইবে, অপরদিক দিয়া অপর স্তনে দুগ্ধ বহিতে থাকিবে। কল্কি এই কথা শুনিয়া কুথোদরীর ভীষণাকারের কথা চিন্তা করিতে করিতে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিকটে গিয়া দেখেন, রাক্ষসীর কর্ণগহ্বরে পর্ব্বতগহ্বর ভ্রমে সিংহগণ আশ্রয় লইয়াছে, লোমকূপে হস্তিগণ পুত্রপৌত্রাদি লইয়া সুখে আছে। কল্কি রাক্ষসীকে দেখিয়া শরত্যাগ করিলেন। রাক্ষসী শরবিদ্ধ হইয়া গভীর গর্জ্জন করিল। শব্দে কল্কিসেনা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। পরে রাক্ষসী শ্বাস গ্রহণ করিবামাত্র হস্ত্যশ্বরথপদাতি সহিত কল্কি রাক্ষসীর নাসাপথে প্রবিষ্ট হইবার উপক্রম হইল। রাক্ষসী নিকটে পাইয়া সমস্তই গ্রাস করিল।

ভগবান্ কল্কি সসৈন্যে রাক্ষসীর উদরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র জগৎ সংসার ভীত হইয়া উঠিল। কল্কিদেব তখন রাক্ষসীর উদরে বাণাগ্নি জালিয়া করবাল হস্তে উদর বিদারণ করিয়া বহির্গত হইলেন। সৈন্যগণ যোনিরন্ধ্র, কর্ণ, নাসারন্ধ্র প্রভৃতি যে যেথান দিয়া পারিল বাহির হইয়া পড়িল। কুথোদরী পঞ্চত্ব পাইল। বিকঞ্জ জননীর মৃত্যু দেখিয়া নিরায়ুধ হস্তে কল্কিসেনা বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। কল্কি পঞ্চবর্ষীয় ভীষণ রাক্ষস শিশুকে ব্রহ্ম-অস্ত্রে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে অসংখ্য মুনি ঋষি গঙ্গাস্তব পাঠ করিতে করিতে কল্কিদর্শনে আসিলেন। এই সকল ঋষিসত্তমগণের মধ্যে অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পরাশর, নারদ, দুর্ব্বাসা, দেবল, কণ্ব, অশ্বত্থামা, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, ত্রিত, বেদপ্রমিতি প্রভৃতি মহর্ষিগণ ছিলেন। ইঁহাদের সহিত মরু ও দেবাপি নামক দুই রাজর্ষি আসিয়াছিলেন। কল্কি তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, মরু আপনাকে সূর্য্যবংশোদ্ভূত অগ্নিবর্ণের পৌত্র ও শান্তের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। ইনি কলাপগ্রামে তপস্যা করিতেছিলেন, ব্যাসদেবের মুখে কল্কি অবতারের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। মরু আপনাকে চন্দ্রবংশীয় প্রতীপকের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। ইনি শান্তনুকে রাজ্যদান করিয়া কলাপগ্রামে তপস্যা করিতেছিলেন, ব্যাসমুখে কল্কিসংবাদ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন।

ইঁহাদের পরিচয় শুনিয়া ভগবান্ কল্কির পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। উভয়কে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, 'মরু, প্রজাপীড়ক, প্রাণিহিংসক ম্লেচ্ছগণকে সংহার করিয়া তোমাকে অযোধ্যার সিংহাসনে এবং পুরুশদিগের উচ্ছেদসাধন করিয়া দেবাপিকে হস্তিনারাজ্যে বসাইব। তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে কৃতবিদ্য, এক্ষণে যোদ্ধৃবেশে রথারোহণে আমার অনুগমন কর। মরু! তুমি বিশাখযূপের সুন্দরী রুচিরাঙ্গী কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ কর এবং দেবাপি! তুমিও রুচিরাশ্ব নৃপতির কন্যা শান্তাকে বিবাহ কর।' কল্কি এই কথা বলিবামাত্র আকাশ হইতে দুইখানি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রথ অবতরণ করিল। সকলে বিস্মিত হইল। কল্কি কহিলেন, 'তোমরা উভয়ে লোকপালনার্থ সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, যম ও কুবেরের অংশে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমাদের জন্য ইন্দ্রাদেশে বিশ্বকর্ম্মা এই রথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তোমরা ইহাতে আরোহণ করিয়া আমার অনুবর্ত্তী হও।' কল্কির এই কথার পর পুষ্পবৃষ্টি হইল।

এই সময়ে সনকসদৃশ এক তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারী উপনীত হইলেন। কল্কি পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'কমলাপতে! আমি আপনার আদেশবহ সত্যযুগ। আপনার আবির্ভাব ও প্রভাব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।' সত্যযুগ এই বলিয়া কল্কির স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিয়া সত্যযুগ কল্কির অনুগামী হইলেন। মহর্ষিরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

কল্কি তৎপরে বিশসনরাজ্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বিশাখ-

যূপ, দেবাপি ও মরু তাঁহার অনুগামী হইলেন ধর্ম্ম স্বয়ং এই সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কল্কির নিকট স্বীয় পরিজন সহ উপস্থিত হইলেন। কল্কি পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন। কীকটে বৌদ্ধ বিদলিত হইয়াছে শুনিয়া ধর্ম্ম আহ্লাদিত হইয়া সিদ্ধাশ্রমে স্বপরিজনবর্গকে রাখিয়া কল্কির অনুগমন করিলেন।

এবার কলকি খশ, কাম্বোজ, শবর, বর্ব্বর প্রভৃতিকে দমন করিবার অভিলাষে কলির পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কলির পুরী এরূপ ভীষণ যে, দেখিমাত্র সকলের মনে ভয় সঞ্চার হয়। সর্ব্বদাই ভূত, সারমেয়, কাক উলূক ও শৃগালগণে সমাচ্ছন্ন। গোমাংশের পূতিগন্ধে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ। সেখানে কামিনীগণ দ্যূত, বিবাদ প্রভৃতি ব্যসনে অনুরক্ত। রমণীরাই সেখানে সংসারে কর্ত্রী, অন্য প্রভু নাই।

কলি কল্কিদেবকে যুদ্ধোদ্যত শুনিয়া স্বীয় পরিজনে পরিবৃত হইয়া পেচকাঙ্করথে আরোহণ করিয়া বিশসন নগরের বহির্ভাগে আসিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তত রহিল। কল্কি সসৈন্যে উপনীত হইয়া ধর্ম্মের সহিত কলির, ঋতের সহিত দম্ভের, প্রসাদের সহিত লোভের, অভয়ের সহিত ক্রোধের, সুখের সহিত ভয়ের, হর্ষের সহিত নিরয়ের, যোগের সহিত আধির, ক্ষেমের সহিত ব্যাধির, প্রশ্রয়ের সহিত গ্লানির, স্মৃতির সহিত জরার ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ক্রমে বিষম যুদ্ধ বাধিল। আকাশে দেবতারা দেখিতে আসিলেন। মরুরাজা খশ ও কাম্বোজদিগের সহিত, দেবাপি চীন ও বর্ব্বরদিগের সহিত এবং বিশাখযূপ পুলিন্দ ও চণ্ডালগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কলির কোক ও বিকোক নামক দুই দানব সেনাপতি ছিল। ইহারা বৃকাসুরের পৌত্র ও শকুনির পুত্র। ইহাদের দেখিতে উভয়েই একরূপ। ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া ইহারা দেবতারও অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। গদাহস্তে এই দুই বীর রণে নামিলে স্বয়ং মৃত্যুও ভীত হইয়া পলায়ন করিতেন। কল্কিদেব স্বয়ং এই দুই বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। যুদ্ধে অস্ত্রের ঝনঝনা বীরগণের স্পর্দ্ধাবাক্য প্রভৃতিতে পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। অবশেষে কলির অনুচরবর্গ একে একে পরাজিত হইয়া নানা দিগ্দেশে পলায়ন করিল। কলি স্বয়ং পরাজিত হইয়া স্ত্রীস্বামিক ভবনে প্রবিষ্ট হইল, তাহার পেচকাঙ্ক রথ চূর্ণিত হইয়া গেল। খশ চণ্ডালাদি ধর্ম্মভ্রষ্ট জাতিরাও মরু দেবাপি ও বিশাখযূপের হস্তে নিষ্পেষিত হইল।

কোক ও বিকোকের সহিত কল্কিদেব যেন পুনরায় মধুকৈটভের যুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কল্কি ইহাদের অস্ত্রাঘাতে নিতান্ত পীড়িত ক্রুদ্ধ হইয়া একবারে বিকোকের শিরশ্ছেদ করিলেন, কিন্তু কোক ভ্রাতার মৃতদেহের প্রতি চাহিবামাত্র সে জীবিত হইয়া আবার উভয়ে কল্কির প্রতি ধাবিত হইল। এইরূপে কতবার উভয়ের শিরশ্ছেদ করিলেন, কিন্তু একে অন্যের মৃতদেহ দৃষ্টি করিবামাত্র জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে কল্কি স্বীয় অশ্বকে তাহাদের প্রতি নিযুক্ত করিলেন। কামগামী অশ্বের খুরপ্রহারে দানবদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল, তথাপি মরিল না দেখিয়া কল্কি চিন্তাযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা এই সময়ে রণস্থলে আসিয়া কল্কিকে বলিলেন, 'বিভো! ইহারা অস্ত্রশস্ত্রে বধ্য নহে! ইহাদিগকে আমি বরদান করিয়াছিলাম, যে একে অন্যের মৃতদেহ দেখিতে পাইলে মৃতব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে, সুতরাং যাহাতে ইহারা এক সময়ে বিনষ্ট হয়, তাহা করুন।' কল্কি তখন রহস্য বুঝিতে পারিয়া গদা পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের মস্তকে এককালে বজ্রমুষ্টিতে প্রহার করিলেন। উভয়ে বিদীর্ণ মস্তক হইয়া পঞ্চত্ব পাইল, আর কেহ কাহারও মৃতদেহ দেখিতে পাইল না, সুতরাং আর জীবিত হইল না। দেবতারা ও পৃথিবীস্থ সকলে ইহাদের বিনাশে পরম প্রীত হইলেন। সিদ্ধাচরণাদি তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কলিপুর বিজিত হইল।

কল্কি তৎপরে ভল্লাটনগরে শয্যাবর্ণদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিতে লাগিলেন। ভল্লাটনগরে শশিধ্বজ রাজা অতি কৃষ্ণপরায়ণ এবং যোগীর অগ্রগণ্য। ভগবান্ কল্কি যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া, তিনিও প্রীতি ও ভক্তিসহকারে সৈন্য সজ্জিত করিয়া প্রস্তত রহিলেন। তাঁহার বিষ্ণুপরায়ণা সুশান্তা স্বামীকে জগৎপতির সহিত যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, নাথ! ভগবানের কোমল শরীরে আপনি অস্ত্রক্ষেপণ করিবেন, কিরূপে? শশিধ্বজ উত্তর দিলেন, প্রিয়ে! রণস্থলে গুরুশিষ্যে, উপাস্য উপাসকে স্বচ্ছন্দে প্রহার করিতে পারে; আর যদি যুদ্ধে জীবিত থাকি, তাহা হইলে রাজা আছি, তাহাত থাকিবই অথচ কল্কিজয়ী হইয়া যশস্বী হইব, অথবা যদি যুদ্ধে মরি তাহা হইলে স্বর্গে নিঃসন্দেহে যাইব; সুতরাং আমি কোন দিকেই ক্ষতি দেখিতেছি না। এতদ্ভিন্ন তিনি ঈশ্বর, আমি সেবকাধম, তিনি আমার নিকট যেরূপে সেবা চাহিবেন, আমায় তাহা করিতে প্রস্তত থাকিতে হইবে, সুতরাং প্রভু যখন আমার নিকট যুদ্ধ চাহিতে আসিতেছেন, তখন আমি তাহাই করিতে বাধ্য। রাণী শুনিয়া বলিলেন—হরিসেবকেরা কখনই কামনালিপ্ত নহেন,

সুতরাং আপনি যে স্বর্গ কামনা বা যশ কামনায় যুদ্ধ করিবেন, ইহা অসম্ভব, আর আপনি যখন নিষ্কাম, তখন তিনিও অদাতা, সুতরাং আমার বোধ হয় আপনাদের উভয়ের যুদ্ধোদ্যমই মোহের খেলামাত্র। এইরূপ আরও কথোপকথনের পর শশিধ্বজ হরিনাম স্মরণ ও হরিধ্যান করিয়া হরির সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। শয্যাকর্ণগণ উদ্যতাস্ত্র হইয়া তাঁহার সহিত চলিল। রাজকুমার সূর্য্যকেতুও পরম বৈষ্ণব ও অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধ বাধিল। বিশাখযূপের সহিত শশিধ্বজ, মরুর সহিত সূর্য্যকেতু ও দেবাপির সহিত বৃহৎকেতু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কল্কিসৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সূর্য্যকেতুর যুদ্ধে মরু মূর্চ্ছিত হইবামাত্র সারথি তাহাকে লইয়া পলায়ন করিল। বৃহৎকেতু দেবাপির যুদ্ধে পরাজিত হইলেন ও তাঁহার ক্রোড়ে নিষ্পেষিত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সূর্য্যকেতু সাহায্যার্থ আসিয়া মুষ্ট্যাঘাতে দেবাপির চৈতন্য হরণ করিয়া তাঁহার ভুজবন্ধন হইতে ভ্রাতাকে মুক্ত করিলেন। শশিধ্বজ বিশাখযূপকে পরাস্ত করিয়া কল্কির সম্মুখীন হইলেন।

শশিধ্বজ কল্কিকে বলিলেন, 'পুণ্ডরীকাক্ষ! আইস, তুমি আমার হৃদয়ে প্রহার কর, নতুবা আমার ভয়ে আমার অন্ধকার হৃদয়ে লুকাও। আর যদি আমায় শত্রু বিবেচনা করিয়া থাক, তবে নির্ব্বিবাদে প্রহার কর, আমি অনায়াসে শিব অথবা বিষ্ণুলোকে চলিয়া যাই।'

কল্কি এই কথায় মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বাহ্যে তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়ে মহাযুদ্ধ বাধিল। উভয়ে দিব্যাস্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন। শেষে কল্কির মুষ্ট্যাঘাতে শশিধ্বজ মুহূর্ত্তের জন্য অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন; পরমুহূর্ত্তে তিনিও কল্কিকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। কল্কি সেই আঘাতে ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। ধর্ম্ম ও সত্যযুগ পতিত কল্কিকে উঠাইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিকটস্থ হইবামাত্র রাজা শশিধ্বজ তাঁহাদের উভয়কে উভয় কক্ষে ও কল্কিকে বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া স্বপুরীতে চলিয়া আসিলেন। গৃহে পৌঁছিয়া রাজা দেখিলেন, রাণী সখিগণে পরিবৃতা হইয়া হরিগুণগান করিতেছেন। রাজা ভার্য্যাকে বলিলেন, 'প্রিয়ে! এই ভগবান্ কল্কি মূর্চ্ছাচ্ছলে আমার বক্ষস্থলে উঠিয়া তোমার ভক্তি দেখিতে আসিয়াছেন। আর আমার উভয় কক্ষে ধর্ম্ম ও সত্যযুগ। তুমি ইহাদের যথোচিত অর্চ্চনা কর।' সুশান্তা সকলকে প্রণাম করিয়া হরিপ্রেমে বিভোরা হইয়া নৃত্য ও স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া কল্কি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া ঈষৎ লজ্জিতমুখে সুশান্তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুশান্তা দাসী বলিয়া পরিচয় দিলেন। ধর্ম্ম ও সত্যযুগ তাঁহার হরিভক্তির প্রশংসা করিলেন। কল্কি প্রীত হইয়া বলিলেন, 'তোমরাই যথার্থ আমায় জয় করিয়াছ।' শেষে কল্কি শশিধ্বজের কন্যা রমার পাণিগ্রহণ করিলেন। অবশেষে কল্কির সহচর রাজগণ শশিধ্বজকে তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তির কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি পরিচয় দিয়া যেরূপে হরিভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করেন।

তৎপরে কথাপ্রসঙ্গে শশিধ্বজ ভক্তিতত্ত্ব, বাসনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন এবং শেষে দ্বিবিদ ও জাম্ববানের ন্যায় মরণ প্রার্থনা করিলেন। রাজগণ ঐ বানরদ্বয়ের বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন, শশিধ্বজ তাহাও শুনাইলেন এবং আরও বলিলেন যে, তিনিই কৃষ্ণাবতারে সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন। তৎপরে কল্কি শ্বশুর শশিধ্বজকে সান্ত্বনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপরে তিনি সসৈন্যে কাঞ্চনীপুরীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরী গিরিদুর্গে বেষ্টিত ও সর্পজাল কর্ত্তৃক রক্ষিত। কল্কি বিবিধ বাণ দ্বারা বিষাস্ত্র নিবারণ ও পুরী প্রবেশ করিলেন। পুরী মধ্যে সুন্দর প্রাসাদ হরিচন্দনবৃক্ষে বেষ্টিত ও মণিকাঞ্চনে অলঙ্কৃত, কিন্তু মনুষ্যের সম্পর্ক নাই, কেবল নাগকন্যাগণ চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কল্কি এই পুরী প্রবেশে ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল, 'আপনি একা প্রবেশ করুন; পুরীমধ্যে এক বিষকন্যা আছে, তাহার দৃষ্টিতে আপনি ভিন্ন আর সকলেই মরিবে।' তখন কল্কি কেবল শুককে লইয়া অশ্বারোহণে খড়্গহস্তে পুরী প্রবেশ করিয়া বিষকন্যাকে দেখিতে পাইলেন। বিষকন্যা নারায়ণকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমার তুল্য হতভাগিনী বিষনেত্রা কামিনী আর নাই; আপনি কে?' কল্কি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি বিষনেত্রা হইলে কেন?' বিষকন্যা বলিল, 'আমি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রগ্রীবের ভার্য্যা, সুলোচনা। একদিন আমি পতির সহিত গন্ধমাদন কুঞ্জবনে রসালাপ করিতেছিলাম, এমন সময় যক্ষ মুনির কদর্য্য কলেবর দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া বিষনেত্রা হইতে অভিসম্পাত করিলেন। এক্ষণে আপনার দর্শনে আমার শাপান্ত হইল, আমি স্বামীসকাশে চলিলাম।'

বিষকন্যা স্বর্গে গমন করিলে, কল্কি ঐ পুরের অধীশ্বর অমর্ষকে ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে মরুকে অযোধ্যারাজ্যে, সূর্য্যকেতুকে মথুরায়, দেবাপিকে বারণাবত, অরিস্থল, বৃকস্থল, কামন্দক ও হস্তিনারাজ্যে অভিষিক্ত

করিলেন এবং কবি প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্রাদি ও জ্ঞাতিবর্গকে কীকটাদি রাজ্য প্রদান করিলেন, বিশাখযূপকে কৌন্ত ও কলাপরাজ্য প্রদান করিলেন। অবশেষে সকলে শম্ভলে ফিরিয়া আসিলেন। পৃথিবীতে ধর্ম্ম ও সত্যযুগের অধিকার প্রবর্ত্তিত হইল।

কিছুদিন অতীত হইলে, বিষ্ণুযশা পুত্রকে যজ্ঞ করিতে অনুরোধ করিলেন; কল্কিও পিতার আদেশে রাজসূয়, বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। কৃপ, রাম, বশিষ্ঠ, ব্যাস, ধৌম্য, অকৃতব্রণ, অশ্বত্থামা, মধুচ্ছন্দা ও মন্দপাল প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই সকল যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। কল্কি যজ্ঞান্তে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে ব্রাহ্মণগণকে মধুমাংসাদি ভোজন করাইলেন; পরে সকলে শম্ভলে ফিরিয়া আসিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে পরশুরাম কল্কিভবনে উপস্থিত হইলেন। এই সময় কলির পদ্মাবতীগর্ভে জয় ও বিজয় নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। রমার পুত্র হয় নাই। তিনি পরশুরামকে দেখিয়া তাঁহাকে অভিলাষ জানাইলেন। পরশুরাম রমাদ্বারা রুক্মিণীব্রত করাইলেন। ব্রতের ফলে রমার মেঘমাল ও বলাহক নামে দুই পুত্র হইল। এইরূপে কল্কি পত্নীপুত্র লইয়া মহাসুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদিবস ব্রহ্মাদি দেবতা আসিয়া তাঁহাকে স্বর্গে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন তিনি পুত্র ও প্রজাবর্গকে ডাকাইয়া জানাইলেন। তাহারা সকলে শোকার্ত্ত হইয়া পড়িল।

কল্কি রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে হিমালয়প্রদেশে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া আপনাকে আপনি স্মরণ করিলেন। অমনি চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গোলোকে চলিয়া গেলেন। পদ্মা ও রমা অনলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া পতিলোকপ্রাপ্ত হইলেন। পৃথিবীতে সত্য ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিল। দেবাপিও মরুরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।" (কল্কিপুরাণ)।

[কল্কিপুরাণ শব্দ দেখ।]

ভাগবতে কল্কি ভগবানের ত্রয়োবিংশ অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (ভাগবত ১।৩ অধ্যায়, ২৪।২৫ শ্লোক)

জৈনদিগের মধ্যে কল্কি অবতারের কথা শুনা যায়। তাঁহারা বলেন যে, মহাবীরের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পর প্রতি সহস্র বৎসরে কল্কি অবতার হইয়া জৈনধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত স্থাপন করেন। যথা;—

"মুক্তিং গতে মহাবীরে প্রতিবর্ষসহস্রকম্।
একৈকো জায়তে কল্কির্জৈনধর্ম্মবিরোধকঃ॥
(জৈন° হরিবংশ ৬০।২।৫২)

কল্কিপুরাণ—একখানি অতিরিক্ত উপপুরাণ। এখানি অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্তর্গত নহে। ইহাতে ৩টি অংশ আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে সাতটি সাতটি করিয়া চৌদ্দটি অধ্যায় এবং তৃতীয়াংশে একবিংশতিটি অধ্যায় আছে। সর্ব্বশুদ্ধ এই ৩৫টি অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে শুক-মার্কণ্ডেয়-সংবাদ, অধর্ম্মের বংশকীর্ত্তন, কলি-বিবরণ, পৃথিবী ও দেবতাদিগের ব্রহ্মলোকে গমন, ব্রহ্মবাক্যানুসারে শম্ভলস্থ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশাগৃহে সুমতিগর্ভে বিষ্ণুর ও তদংশভূত চারিটি জ্যেষ্ঠ সহোদরের জন্মবিবরণ, কল্কি-বিষ্ণুযশা-সংবাদ, কল্কির উপনয়ন, পরশুরামের সহিত কল্কির সাক্ষাৎ, তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন, অস্ত্রশস্ত্র-শিক্ষা, কল্কির শিবারাধনা, হরপার্ব্বতী সাক্ষাৎ কল্কির শিবস্তবপাঠ, শিবের নিকট অশ্ব, খড়্গ, শুক, অস্ত্রাদি এবং বরলাভ, শম্ভলে প্রত্যাগমন, জ্ঞাতিদিগের নিকট বরকীর্ত্তন, নরপতি বিশাখযূপের সভায় কল্কির সংক্ষেপে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন, শুকের আগমন, শুক-কল্কি-সংবাদ, সিংহল বর্ণন, পদ্মাচরিত, শিবের নিকট পদ্মার বরপ্রাপ্তি, পদ্মার স্বয়ম্বরের আয়োজন, স্বয়ম্বর সভায় আগত রাজগণের স্ত্রীভাবপ্রাপ্তি, পদ্মার বিষাদ, শুককে কল্কির দূতরূপে প্রেরণ, শুক-পদ্মা-সংবাদ, পদ্মার বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুর পাদাদি কেশান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা ও ধ্যান, শুককে অলঙ্কার দান, শুক-প্রত্যাগমন, পদ্মার উদ্দেশে কল্কি ও শুকের সিংহল যাত্রা, পদ্মার সরোবরে স্নানচ্ছলে অভিসার, পদ্মার জলক্রীড়া, কল্কিপদ্মামিলন, বৃহদ্রথসংবর্দ্ধন, কল্কি-পদ্মা বিবাহ, স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত রাজগণের কল্কি দর্শনে পুংস্ত্ব প্রাপ্তি ও কল্কির স্তব, কল্কির বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপদেশ, রাজগণের প্রশ্ন, অনন্তমুনির আগমন, অনন্তের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন, শিবস্তব, পিতৃমৃত্যুর পর অনন্তের মায়াদর্শন ও বৈরাগ্যাবলম্বন, অনন্তমোক্ষ, রাজগণের প্রত্যাগমন, কল্কি-পদ্মার শম্ভলে প্রত্যাগমন, বিশ্বকর্ম্ম-বিধান, ভ্রাতৃগণের বংশবৃদ্ধি, বিষ্ণুযশার যজ্ঞকামনা, কল্কির স্বজনসহ দিগ্বিজয়ে গমন, জিনরাজ বধ, বৌদ্ধনিগ্রহ, মায়ার অন্তর্দ্ধান, বৌদ্ধরমণীগণের যুদ্ধযাত্রা, অস্ত্রদেবতাদিগের আবির্ভাব, জ্ঞানযোগকথন, মুনিগণের আগমন, কুথোদরী বৃত্তান্ত, সপুত্রা কুথোদরীবধ, হরিদ্বারে গমন, মুনিগণ-সাক্ষাৎ, মরু ও দেবাপি মিলন, উভয়ের পরিচয়সূত্রে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ কীর্ত্তন, মধুর রামচরিত শ্রবণ, মরু ও দেবাপির সহিত কল্কির যুদ্ধযাত্রা, ধর্ম্ম ও সত্য যুগ মিলন, কোক বিকোক-বিনাশ, ভল্লাটগমন, শয্যাকর্ণদিগের সহিত যুদ্ধ, সুশান্তসমীপে শশিধ্বজের বিষ্ণুভক্তি কীর্ত্তন, রণস্থলে শশিধ্বজ কর্ত্তৃক কল্কি, ধর্ম্ম ও সত্যযুগের

পরাজয় এবং তাঁহাদিগকে লইয়া শশিধ্বজের পুরীপ্রবেশ, সুশান্তার স্তব, কল্কির সহিত রমার বিবাহ, শশিধ্বজের পূর্ব্বজন্মের বিবরণ, দ্বিবিদ ও জাম্ববানের বিবরণ, স্যমন্তকোপাখ্যান, শশিধ্বজের মুক্তি, বিষকন্যা-মোচন, রাজাদিগের রাজ্যদান, পুত্রাদির অভিষেক, মায়াস্তব, শম্ভলে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান, নারদ হইতে বিষ্ণুযশার মুক্তিলাভ, ধর্ম্ম ও সত্যযুগাধিকার, রুক্মিণীব্রত, কল্কির বিহার, পুত্রপৌত্রাদি বৃদ্ধি, ব্রহ্মকল্কিসংবাদ, বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠগমন, পদ্মা ও রমার অনল প্রবেশ, কথাশেষ, শুকদেবের প্রস্থান, মুনিগণোক্ত গঙ্গাস্তব সংক্ষেপে পুরাণ বিবরণ ও পুরাণের ফলশ্রুতি বিবৃত হইয়াছে।

কল্কিপুরাণের রচয়িতা, উৎপত্তি ও শ্লোক সংখ্যা—এখানি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়া বিবৃত হইলেও তাঁহার রচিত বলিয়া বিশ্বাস হয় না; কারণ বেদব্যাস প্রণীত যে সকল মহাপুরাণ ও উপপুরাণ নামক অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যায় তাহার মধ্যে ইহার নাম নাই। এতদ্ভিন্ন ইহার মধ্যেই তৃতীয়াংশের একবিংশ অধ্যায়ের শেষে এক স্থলে আছে, "সকল পুরাণাভিজ্ঞ লোমহর্ষণনন্দন সূত বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।"—যদি এখানি বেদব্যাস-রচিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার লেখনী হইতে স্বশিষ্যের প্রতি প্রণামজ্ঞাপক শ্লোক লিখিত হইত না।

এই কল্কিপুরাণ মধ্যেই ইহার রচয়িতা যে বেদব্যাস তাহাও আবার পাওয়া যায়। প্রথম অংশে প্রথম অধ্যায়ে উগ্রশ্রবা শৌনকাদি ঋষির প্রশ্নানুসারে যখন কল্কিপুরাণ-ব্যাখ্যার উপক্রম করিলেন, তখন পুরাণোৎপত্তি নিরূপণ করিবার সময়ে বলিলেন, "পুরাকালে নারদ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা এই উপাখ্যান তাঁহাকে বলেন। নারদ ব্যাসদেবের নিকট ব্যাখ্যা করেন। বেদব্যাস স্বপুত্র ব্রহ্মরাতকে (শুকদেবকে?) সেই বিবরণ বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মরাত অভিমন্যুপুত্র বিষ্ণুরাতের (পরীক্ষিতের?) সভায় এই কথা কীর্ত্তন করেন, কিন্তু কথা শেষ হইতে না হইতে বিষ্ণুরাত স্বর্গগমন করিলেন। মার্কণ্ডেয়াদি মহর্ষিগণ শুকদেবকে অনুরোধ করিয়া কথার শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন। আমি সেই সময়ে শুকদেবের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিব। ইহাতে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক আছে।"—কিন্তু তৃতীয়াংশের শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থের উপসংহার কালে, উগ্রশ্রবার মুখেই ভিন্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, "যে সকল ব্যক্তি নিরতিশয় পাপী তাহারাও এই পুরাণের প্রভাবে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। এই কল্কিপুরাণে ছয়সহস্র একশত শ্লোকে সকল শাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। প্রলয়াবসানে শ্রীহরির মুখ হইতে এই কল্কিপুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পুরাণে চতুর্বর্গ লাভ হয়। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রাহ্মণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া, এই পরম বিস্ময়কর ভগবান্ কল্কির প্রভাব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধেও এই পুরাণের দুই স্থলে দুইরূপ সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে; পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত অংশদ্বয়ে তাহা দৃষ্ট হইবে।

কল্কিপুরাণের বর্ণিত বিষয়—পুরাণোপপুরাণ বর্ণিত বিষয় সকলের বাহুল্য বর্ণনা কল্কি পুরাণে নাই। ইহার লেখক সে সম্বন্ধে যে সকল কথা যে পরিমাণে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলেই বোধ হয় যে, সে সকল অংশ কেবল পুরাণত্ব রক্ষা করিবার উদ্দেশেই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র। রঘুবংশ, নৈষধ, কুমার প্রভৃতি মহাকাব্যে যেমন কোন এক ব্যক্তি বিশেষের বা বিষয় বিশেষের বর্ণনা থাকে, ইহাতেও সেইরূপ একমাত্র কল্কিচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে শৃঙ্গার, শান্তি ও বীররসের বেশ স্ফূর্ত্তি আছে, অন্যান্য রসও অবিস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং পুরাণাদির ন্যায় ইহাতে পুনরুক্তি দোষ বা অনর্থক অব্যয় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। এই সকল কারণে ইহাকে একখানি সুন্দর মহাকাব্য বলিলে বেশ যুক্তিসঙ্গত হয়। ইহার রচনাপ্রণালীও পুরাণের ন্যায় রসহীন নহে এবং তাদৃশ প্রাচীন ধরণের ভাষাতেও লিখিত নহে।

কল্কি পুরাণের ঐতিহাসিকতা ও কালনির্ণয়—কল্কিপুরাণে কলিযুগের শেষপাদের বর্ণনা আছে এবং কথিত হইয়াছে যে যখন কলিপ্রভাবে সমস্ত পৃথিবী একবর্ণা হইয়া যাইবে, তখন ভগবান কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিকে দূর করিয়া সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করিবেন; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে মনোযোগপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে কল্কির সময়ে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কলির শেষপাদের ঘটনা না হইয়া বরং প্রথমপাদের ঘটনা বলিয়া অনুমিত হয়। কল্কির সহিত মায়াবাদী বৌদ্ধগণের প্রথম যুদ্ধ বাধে। এই অংশ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, যখন ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মে ভাসিতেছিল, তখন ভারতের যে অবস্থা ছিল, ইহা সেই অবস্থার বর্ণনা। কল্কিশব্দে জৈন হরিবংশের যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেও ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অনুমান হয়, যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতা ঈষৎ কমিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছিল, কল্কিপুরাণকার ঠিক সেই সময়ের লোক। তখন তাঁহার চক্ষে ভারতের যে দুর্দ্দশার ছবি ভাসিতেছিল তিনি তাহাকেই কলির

শেষ পাদের অবস্থা বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এইখান হইতেই কল্কি পুরাণ রচনার অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তৎপরে কল্কিপুরাণে যে সকল স্থানের নাম কথিত হইয়াছে, (মাহিষ্মতী, শম্ভল, কীকট, সিংহল, পৌণ্ড্র, শৌণ্ড্র, সুরাষ্ট্র, পুলিন্দ, মগধ, মধ্যকর্ণাট, অন্ধ্র, ওড্র, কলিঙ্গ, অঙ্গ, বঙ্গ, কঙ্ক, কলাপক, দ্বারকা, মথুরা, বারণাবত, অরিস্থল, বৃকস্থল, কামন্দক, হস্তিনাপুরী, চোল, বর্ব্বর, কর্ব্ব, ভল্লাট, কাঞ্চনপুরী প্রভৃতি) তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন পৌরাণিক নাম। ইহার কতকগুলি, সেই সেই নামে পূর্ব্বোক্ত অনুমিত সময়ে (অর্থাৎ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের প্রথমাবস্থায়) বিদ্যমান থাকা সম্ভব।

তাহার পর মরু ও দেবাপির পরিচয়স্থলে, কল্কিপুরাণকার যে বংশাবলী দিয়াছেন, তাহাতে মরু রামচন্দ্রের অধস্তন একবিংশ পুরুষ এবং দেবাপি পাণ্ডবগণের ঊর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ শান্তনুর ভ্রাতা বলিয়া কথিত আছে। যদি অন্যান্য পুরাণের কথা বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, যুধিষ্ঠিরাদি কলির প্রারম্ভ ৬৫৩ বৎসরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঊর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ কখনই তাঁহার বহুপরবর্ত্তী কলির শেষপাদের লোক হইতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন মরু ও দেবাপির যে বংশাবলী দেওয়া আছে, তাহা হইতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, মরু ও দেবাপির মধ্যেও সাত পুরুষের পার্থক্য আছে। তাহার পর আরও এক কথা, এই স্থলে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কল্কি অবতারের পর সত্যযুগের প্রারম্ভ। যদি কল্কিদেব দেবাপি ও মরুকে পৃথিবীরাজ্যে স্থাপিত করিয়া সত্যযুগের সংক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে, দেবাপি ও মরুকে সত্যযুগের প্রথম রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু অন্য কোন পুরাণেই সে কথা বলে না। [কল্কি দেখ।]

কল্কিপুরাণের ঘটনা ভবিষ্যৎ ঘটনা কি না—ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া যদি পুরাণের কথা বলিয়া এতদ্বর্ণিত বিষয়গুলি যথার্থবোধে ভক্তির সহিত বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার বর্ণিত ব্যাপারগুলি ভবিষ্যতে ঘটিবার কথা, কিন্তু এই পুরাণখানির বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা বোধ হয় না। ইহাতে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত অতীতকালের ঘটনা-বোধক।

উগ্রশ্রবা ঋষিপ্রশ্নের পর বলিলেন—"শুকদেবের অনুমতিক্রমে আমি সেই পুণ্যাশ্রমে যে সকল ভবিষ্য ঘটনা শুনিয়াছিলাম, এই স্থলে সেই শুভকর ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি।" ভবিষ্যৎ কালের বোধক উগ্রশ্রবার মুখে একটি মাত্র কথা ব্যতীত আর কোথায় বিন্দুমাত্রও কিছু নাই।

ইহা ভবিষ্যৎকালের ঘটনা বলিয়া কথিত হইলেও বাস্তবিক ইহা ভবিষ্যৎকালের ঘটনা নহে; কিন্তু মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, নারসিংহ পুরাণ প্রভৃতিতে কল্কিঅবতারের কথা যাহা লিখিত আছে, তাহাতে সমস্তই ভবিষ্যৎ কালবোধক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কল্কি অবতার উত্তরকালে হইবেন, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক কল্কিপুরাণখানিতে সংক্ষেপে অনেক গভীর ভাবময়ী সৎকথার আলোচনা আছে, পাঠে আনন্দ আছে। এই সকল কারণে কল্কিপুরাণকে "অনুভাগবত" বলিয়া থাকে।

কল্কিপ্রাদুর্ভাব (পুং) কল্কেঃ দশমাবতারস্য প্রাদুর্ভাবঃ উৎপত্তিঃ। কল্কি অবতারের উৎপত্তি।

কল্কিরাজ। একজন প্রাচীন রাজা, গুপ্তরাজবংশের পর ইনি ইন্দ্রপুরে ৪১ বর্ষ রাজত্ব করেন। (জৈন° হরিবংশ) ইহার ভ্রাতা রাজা অজিতঞ্জয়। (জৈন° উত্তরপুরাণ)।

কল্কী [ন্] (পুং) কল্কঃ পাপং নাশ্যতয়া অস্ত্যস্য, কল্ক-ইনি। কল্কি অবতার।

("মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥" পুরাণ।)

কল্‌তানি (দেশজ) ১ নিংড়ান রস। ২ আঁষ জলের ন্যায় পচা জিনিষের রস।

কল্প (পুং) কল্প্যতে বিধীয়তে অসৌ, কৃপ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ বিধি। ("এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ প্রদানে হব্যকব্যয়োঃ॥" মনু ৩।১৪৭।) ২ (কল্পতি সৃষ্টিং নাশং বা অত্র, কৃপ-ণিচ্-অপ্।) প্রলয়; স্বসন্ধিযুক্ত চতুর্দ্দশ মনু দ্বারা এক প্রলয় কাল নির্ণীত হয়।

"সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ।
কৃতপ্রমাণঃকল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশ স্মৃতঃ॥" (সূর্য্যসি°।)

৩ (কল্পতে স্বক্রিয়ায়ৈ সমর্থো ভবতি অত্র, কৃপ-ঘঞ্) ব্রহ্মার একদিন, দেবতার দুই সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন হয়; এইরূপ ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস হইয়া থাকে। তাহার সংস্কৃত নাম—শ্বেতবারাহ, নীললোহিত, বামদেব, গাথান্তর, রৌরব, প্রাণ, বৃহৎকল্প, কন্দর্প, সত্য, ঈশান, ধ্যান, সারস্বত, উদান, গরুড়, কৌর্ম্ম (ইহাই ব্রহ্মার পৌর্ণমাসী), নারসিংহ, সমাধি, আগ্নেয়, বিষ্ণুজ, সৌর, সোম, ভাবন, সুপুমালী, বৈকুণ্ঠ, আর্চ্চিষ, বল্মীকল্প, বৈরাজ, গৌরীকল্প, মাহেশ্বর ও পিতৃকল্প (ইহাই ব্রহ্মার অমাবস্যা) এইরূপ বারমাসে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, এবং এইরূপ শত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু কাল। উহার পঞ্চাশ বর্ষ অতীত হইয়াছে।

এক্ষণে একপঞ্চাশদ্বর্ষীয় শ্বেতবারাহ কল্প চলিতেছে, চৈত্রমাসের শুক্ল প্রতিপদে প্রথম কল্প আরম্ভ হইয়াছে।

"চৈত্রে মাসি জগৎ ব্রহ্মা সসর্জ্জ প্রথমেঽহনি।
শুক্লপক্ষে সমগ্রন্তু তদা সূর্য্যোদয়ে সতি।
প্রবর্ত্তয়ামাস তদা কালস্য গণনামপি॥"

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রথমদিনে সূর্য্যোদয় হইলে ব্রহ্মা সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং সেই সময় হইতেই কালের গণনা প্রবর্ত্তিত হইয়া ছিল। (ব্রাহ্মপুরাণ)

।০। প্রাণাদি স্থূল কালের নাম মূর্ত্তকাল এবং ত্রুট্যাদি পরমাণু সদৃশ সূক্ষ্মকালের নাম অমূর্ত্তকাল। সুস্থ শরীরে নিশ্বাস প্রশ্বাসের যে পরিমিত কাল, তাহাকে প্রাণ কহে; অর্থাৎ দশটি গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে কাল লাগে তাহাকে প্রাণ কহে। উহা ইংলণ্ডীয় ৪ সেকেণ্ড পরিমিত সময়। ঐরূপ ৬ প্রাণে ১ বিনাড়ী বা পল এবং ৬০ বিনাড়ীতে ১ নাড়ী বা ১ দণ্ড হয়। ৬০ দণ্ডে ১ নাক্ষত্র অহোরাত্র এবং ৩০ নাক্ষত্র অহোরাত্রে ১ নাক্ষত্র মাস হয়। এক সূর্য্যোদয় হইতে অন্য সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে কাল তাহার নাম সাবন অহোরাত্র এবং ঐরূপ ৩০ সাবন অহোরাত্র পরিমিত কালই সাবন মাস। এক তিথি হইতে অপর তিথি পর্য্যন্ত যে কাল তাহার নাম চান্দ্র অহোরাত্র। ঐরূপ ৩০ চান্দ্র অহোরাত্রে এক চান্দ্র মাস হয়। সূর্য্যের এক রাশি সংক্রমণ হইতে অপর রাশি সংক্রমণ পর্য্যন্ত কালের নাম সৌর মাস। ঐরূপ দ্বাদশমাসে এক বৎসর হয়। সৌর এক বৎসরে দেবতাগণের এক অহোরাত্র হয়। যে সময়ে দেবতাগণের দিন ঐ সময়ে অসুরগণের রাত্রি, এবং যে সময়ে দেবতাগণের রাত্রি ঐ সময়ে অসুরগণের দিন হয়। ঐরূপ ৩৬০ অহোরাত্রে দেবতাগণের ও অসুরগণের এক এক বৎসর হইয়া থাকে। দেবতাগণের ১২,০০০ বৎসরে এক মহাযুগ বা চারিযুগ হয়। ঐ চারিযুগে ৪,৩২০,০০০ সৌর বৎসর হয়। সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রতিযুগের আদি সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ অর্থাৎ প্রতি যুগের অন্ত্যসন্ধির সহিত চারি যুগ হয় এবং ধর্ম্মপাদের ব্যবস্থা অনুসারে অর্থাৎ সত্যযুগে চারিপাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপর যুগে দ্বিপাদ ও কলিযুগে একপাদ, এই অনুসারে চারি যুগের পরিমাণ স্থির হয়। মহাযুগ পরিমিত বৎসরকে দশভাগ করিলে যে ভাগফল লব্ধ হয়, তাহাকে চারিগুণ করিলে যাহা হয়, তাহাই সত্যযুগের পরিমাণ। ঐরূপ তিন গুণে ত্রেতাযুগের দ্বিগুণে দ্বাপর যুগের ও একগুণে কলিযুগের পরিমাণ জানিতে হইবে। প্রতি যুগের আদি ও অন্ত্য ষষ্ঠাংশই সেই সেই যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ।

একসপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর হয়। সত্যযুগ পরিমাণে ঐ মন্বন্তরের সন্ধি জানিতে হইবে। ঐরূপ এক এক মন্বন্তরের পর এক একবার জলপ্লাবন হইয়া থাকে। এক এক কল্পে সন্ধির সহিত চতুর্দ্দশ মন্বন্তর থাকে; অর্থাৎ সন্ধির সহিত চতুর্দ্দশ মন্বন্তরেই এক কল্প হয়। এক সত্যযুগের পরিমাণে ঐরূপ কল্পের আদিতে ঐ পঞ্চদশ সন্ধি স্বীকৃত হইয়া থাকে।

	দেবমান।	সৌরমান।
আদি সন্ধি	৪,৮০০	১৭,২৮,০০০
একসপ্ততি মহাযুগ	৮৫২,০০০	৩০,৬৭২০,০০০
এক সন্ধি	৪,৮০০	১,৭২৮,০০০
এক মন্বন্তর	৮৫৬,৮০০	৩০৮,৪৪৮,০০০
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর	১১, ৯৯৫,২০০	৪,৩১৮,২৭২,০০০
কল্প	১২,০০০,০০০	৪,৩২০,০০০,০০০

সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়। প্রতি কল্পের অবসানে সর্ব্বভূতের বিনাশ অর্থাৎ প্রলয় হয়। এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিন হয়, এবং তাঁহার রাত্রির পরিমাণও দিবসের তুল্য। পূর্ব্বকথিত অহোরাত্র সংখ্যায় একশত বৎসরকাল ব্রহ্মার আয়ুঃ। একাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুর অর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশবর্ষ অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান কল্পের আরম্ভ ব্রহ্মার আয়ুর অবশিষ্ট পঞ্চাশদ্বর্ষের প্রথম দিবস জানিতে হইবে। বর্ত্তমান কল্পেরও ছয় মনু ও তাহার সপ্ত সন্ধি অতীত হইয়াছে। এক্ষণে বৈবস্বত-নামক সপ্তম মনুর কাল চলিতেছে। ঐ বর্ত্তমান মনুর ও সপ্তবিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে। এই অষ্টাবিংশতি যুগেরও আবার সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর বিগত হইয়াছে, কলিযুগ চলিতেছে।

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত মধ্যাধিকার ১১—২৩)

৪ বিকল্প। ৫ ন্যায়। ৬ কল্পবৃক্ষ। ৭ শাস্ত্রবিশেষ, এইশাস্ত্রে বেদষড়ঙ্গের অন্তর্গত যাগক্রিয়াদির উপদেশ আছে। ৮ ব্যাকরণের প্রত্যয়বিশেষ, ঈষদূন অর্থে এই প্রত্যয় হইয়া থাকে। ("তে পরস্পরমাসন্না দেবকল্পা মহর্ষয়ঃ।" ভারত ১।১২৬৫।) ৯ সংকল্প, প্রতিজ্ঞা। ১০ পক্ষ। ১১ অভিপ্রায়। ১২ বেদবিধিবিশেষ।

কল্পক (পুং) কল্পয়তি ক্ষৌরকর্ম্মাদিনা বেশং রচয়তি, কৃপ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ নাপিত। ২ কর্চ্চূর। ৩ (কল্পয়তি গদ্যপদ্যাদিকমুদ্ভাব্য রচয়তি) গ্রন্থকর্ত্তা। ৪ (ত্রি) রচক। ৫ আরোপক।

কল্পকার (পুং) কল্পং কল্পসূত্রং করোতি, কল্প-কৃ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ১ কল্পসূত্রকারক আশ্বলায়নাদি।

২ (কল্পং বেশং করোতি) নাপিত। ৩ (ত্রি) বেশকারক ৪ ছেদক।

কল্পকারক (পুং) কল্পং করোতি, কল্প কৃ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) ১ কল্পসূত্রকারক। ২ নাপিত। ৩ (ত্রি) বেশকারক। ৪ ছেদক।

কল্পকেদার (পুং) কালীশিব প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থবিশেষ।

কল্পক্ষয় (পুং) কল্পস্য সৃষ্টেঃ ক্ষয়ো যত্র, বহুব্রী। প্রলয়। ("কল্পক্ষয়ে পুনস্তে তু প্রবিশন্তি পরং পদম্।" বিষ্ণুপুরাণ।)

কল্পগা (স্ত্রী) গঙ্গা নদী।

কল্পতরু (পুং) কল্পশ্চাসৌ তরুশ্চেতি, কর্ম্মধা। কল্পস্য তরুঃ রাহোঃ শিরঃ ইত্যাদিবৎ ৬তৎ। ১ দেবলোকের বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষের নিকট যে কোন পদার্থ প্রার্থনা করিলেই পাওয়া যায়। ("নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" ভাগবত ১।১।৩।) ২ স্মৃতিশাস্ত্রবিশেষ। ৩ শারীরকসূত্রভাষ্যের ভামতী টীকার একখানি ব্যাখ্যার নাম।

কল্পদ্রু (পুং) কল্পশ্চাসৌ দ্রুশ্চেতি, কর্ম্মধা। কল্পতরু।

কল্পদ্রুম (পুং) কল্পশ্চাসৌ দ্রুমশ্চেতি, কর্ম্মধা। কল্পতরু।

কল্পন (ক্লী) কৃপ-ভাবে ল্যুট্। ১ ছেদন। ২ রচনা। ৩ বিধান। ৪ আরোপ। ৫ অপ্রকৃত বিষয়ের উদ্ভাবন।

কল্পনা (স্ত্রী) কৃপ-ণিচ্-ভাবে যুচ্-টাপ্। ১ হস্তিসজ্জা। ২ নায়কের আরোহণ জন্য হস্তিসজ্জা। ৩ অনুমান। ৪ রচনা। ৫ অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণবিশেষ। ৬ নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন।

কল্পনাকাল (ত্রি) কল্পনায়াঃ কাল ইব কালো যস্য, বহুব্রী। সঙ্কল্পের ন্যায় আশু বিনাশী অস্থির পদার্থ।

কল্পনাথ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Justicia paniculata.)

কল্পনাশক্তি (স্ত্রী) কল্পনায়াঃ নবোদ্ভাবনস্য শক্তিঃ ৬তৎ। নূতন বিষয় উদ্ভাবনের শক্তি।

কল্পনী (স্ত্রী) কল্পয়তি, কেশাদীন্ ছিনত্তি অনয়া, কৃপ ছেদনে ল্যুট্-ঙীপ্। কর্ত্তনী, কাঁচি। (কৃপাণী কর্ত্তরী কল্পন্যপি। হেম ৩।৫৭৫।)

কল্পনীয় (ত্রি) কল্পনায় হিতম্, কল্পন-ঠক্। ১ কল্পনার উপযোগী। ২ ছেদ্য। ৩ বিধানের উপযুক্ত। ৪ আরোপণের উপযোগী।

কল্পপাদপ (পুং) কল্পয়তি সর্ব্বকামং সম্পাদয়তি কল্পঃ, কল্পশ্চাসৌ পাদপশ্চেতি, কর্ম্মধা। কল্পবৃক্ষ।

("মৃষা ন চক্রেঽল্পিতকল্পপাদপঃ।" নৈষধ। ১।১৫।)

কল্পপাদপদান (ক্লী) কল্পপাদপস্য সুবর্ণনির্ম্মিত পাদপাকৃতের্দানম্। মহাদানবিশেষ। বল্লালসেন-বিরচিত দানসাগর নামক গ্রন্থে এই দানের বিধান এইরূপ বর্ণিত আছে,—"যজমান কল্পপাদপ-দান করিতে ইচ্ছা করিলে, তুলাপুরুষ দানের ন্যায় পুণ্য দিন দেখিয়া পুণ্যাহ বচন, লোকেশের আবাহন, এবং ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ ও আচ্ছাদন একত্র করিবে। শক্তি অনুসারে তিন পল হইতে সহস্র পল পর্য্যন্ত স্বর্ণের অর্দ্ধাংশ দ্বারা নানা ফলযুক্ত ও নানা বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি যুক্ত পাঁচটি শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ প্রস্তুত করিয়া, ১ প্রস্থ গুড়ের উপর ২ খানি শুক্লবস্ত্র আচ্ছাদন করিবে, এবং তাহার তলদেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অপর অর্দ্ধাংশ স্বর্ণ দ্বারা আর চারিটি বৃক্ষ ও চারিটি মূর্ত্তি করিতে হইবে। তন্মধ্যে সন্তান বৃক্ষের তলদেশে রতি ও কন্দর্পের মূর্ত্তি রাখিয়া গুড়ে বসাইয়া ঐ বৃক্ষ ১ প্রস্থ পূর্ব্বদিকে, ঘৃতের উপর লক্ষ্মীসহ মন্দার বৃক্ষ দক্ষিণদিকে, জীরকের উপর সাবিত্রীসহ পারিভদ্র বৃক্ষ পশ্চিমদিকে, এবং তিলের উপর সুরভিসহ হরিচন্দন বৃক্ষ উত্তরদিকে রাখিয়া প্রত্যেক বৃক্ষ ২ খানি করিয়া শুক্লবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। প্রত্যেক বৃক্ষের পার্শ্বে ২টি করিয়া ৮টি পূর্ণকলস, তাহার উপর ইক্ষুদণ্ড ও ফলাদি রাখিয়া কৌষেয় বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। পূর্ণ কলসের পার্শ্বদেশে পাদুকা, উপানহ, ছত্র, চামর, আসন, ভাজন ও দীপ রাখিয়া দিবে। পরে মন্ত্রবিশেষ দ্বারা তিন বার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে দুই তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কল্পপাদপ দান করিবে।

দানান্তে এত দান করিলাম বলিয়া বিস্মিত হইবে না, এবং কোনরূপ শঠতা ব্যবহার করিবে না।

এই মহাদান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, এবং সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হওয়ায় প্রাণান্তে শতকল্প স্বর্গবাস করিয়া রাজাধিরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আবার নারায়ণ-বলযুক্ত, নারায়ণ-পরায়ণ ও নারায়ণ-কথাসক্ত হওয়ায় তাহার নারায়ণলোক লাভ হয়।

এই কল্পপাদপ দান কথা পাঠ করিলে, শ্রবণ করিলে বা স্মরণ করিলেও পাপবিমুক্ত হইয়া মন্বন্তরকালে ইন্দ্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়।"

কল্পপাল (পুং) কল্পং সুরাবিধানকল্পং পালয়তি, কল্প-পাল-ণিচ্-অণ্। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। (কল্পপালঃ সুরাজীবী শৌণ্ডিকো মণ্ডহারকঃ। হেম ৩। ৫৬৫।)

কল্পমহীরুহ (পুং) কল্পশ্চাসৌ মহীরুহশ্চেতি, কর্ম্মধা। কল্পবৃক্ষ।

কল্পলতাদান (ক্লী) কল্পলতায়াঃ যথাবিধ-সুবর্ণ-নির্ম্মিতায়া লতায়া দানং, ৬তৎ। মহাদানবিশেষ।

দান-সাগরে ইহার দান বিধি এইরূপ লিখিত আছে,—

"শক্তি অনুসারে পাঁচ পল হইতে সহস্র পল পর্য্যন্ত পরিমিত স্বর্ণের ফল ফুল গ্রহ ও পক্ষীশোভিত, স্থানে স্থানে বিদ্যাধর, কিন্নর, মিথুন ও সিদ্ধমূর্ত্তি, এবং সিদ্ধহস্তলগ্ন মুক্তাহারবিশিষ্ট দশটি লতা নির্ম্মাণ করিয়া, নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। লতার নিম্নদেশে স্থাপনের জন্য ব্রাহ্ম্যাদি দশটি প্রতিমা করিতে হইবে। লতা রোপণের জন্য লবণ, গুড়, হরিদ্রা, তণ্ডুল, ঘৃত, ক্ষীর, শর্করা, তিল ও নবনীত এবং লতাপার্শ্বে স্থণ্ডিলের জন্য দশটি ধেনু, দশটি কুম্ভ ও দশ যোড়া বস্ত্র সংগ্রহ করিবে। ব্রতের পূর্ব্বদিনে হবিষ্য ভোজন, নিবেদন, সঙ্কল্প বাক্য প্রভৃতি করিতে হইবে। পরদিন গুরু, পুরোহিত, যজমান ও জাপক সকলে উপবাসী থাকিবেন। পুরোহিত প্রধান বেদীতে লিখিত চক্রের উপর পূর্ব্বাদি ৮ দিকে ৮টি ও লতামণ্ডপ মধ্যে ২টি লতা রাখিয়া তাহার নিম্নদেশে লবণ দিয়া হংসারূঢ়া ব্রাহ্মী ও অনন্তশক্তি মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন, অপর আটদিগের ৮টি লতার নীচে যথাক্রমে পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া গুড়ের উপর স্বর্ণাসনে কুলিশায়ুধহস্তা মাহেন্দ্রী, হরিদ্রার উপর স্রুবহস্তা ছাগারূঢ়া আগ্নেয়ী, তণ্ডুলের উপর গদাপাণি মহিষারূঢ়া যাম্যা, ঘৃতের উপর খড়্গপাণি, নরারূঢ়া নৈর্ঋতী, ক্ষীরের উপর নাগ-পাশ হস্তে সর্পস্থা বারুণী, শর্করার উপর মৃগাসনা পতাকিনী, তিলের উপর সৌম্যা এবং নবনীতের উপর শূলহস্তে বৃষা-সনে মাহেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। প্রত্যেক মূর্ত্তিই মুকুট যুক্ত, ক্রোড়দেশে পুত্রবিশিষ্ট ও প্রসন্ন হওয়া আবশ্যক। লতার পার্শ্বে দশধেনু, দশ পূর্ণকুম্ভ ও দশ যোড়া বস্ত্র স্থাপন করিবে। তৎপরে মঙ্গল গীত, বাদ্য, বন্দিগণের স্তুতিপাঠ প্রভৃতি হইতে থাকিবে, এই সময়ে কুণ্ডের নিকটস্থ ৪ কুম্ভ জল দ্বারা যজমানকে স্নান করাইবে। স্নানান্তে যজমান শুক্লবস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্যাদি ধারণ করিয়া, লতাসমূহ তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তিন বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। তৎপরে যথাবিধানে কল্পলতা দান করিয়া দক্ষিণা-দান, দরিদ্র অনাথ প্রভৃতির সন্তোষ সাধন ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কার্য্য সম্পাদন করিবে।

কল্পবর্ষ (পুং) উগ্রসেনভ্রাতা দেবকের পুত্র।
(ভাগবত ৯। ২৪। ২৫।)

কল্পবল্লী (স্ত্রী) কল্পলতা।

কল্পবায়ু (পুং) প্রলয়কালে যে বায়ু প্রবাহিত হয়।

কল্পসূত্র (ক্লী) কল্পস্য বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানস্য প্রতিপাদকং সূত্রম্। ১ বৈদিক কর্ম্মবিধায়ক গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থ আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি প্রণীত।

("ত্র্যহোঽশ্বমেধঃ সংখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ।
চতুষ্টোমমহস্তস্য প্রথমং পরিকল্পিতম্॥" রামা ১।১৩।৪৩।)

২ জৈনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থবিশেষ। ভদ্রবাহু এই গ্রন্থ প্রচার করেন।

কল্পাতীত (পুং) কল্পঃ কল্পকালঃ অতীতো যস্য, কল্পঃ সৃষ্টিঃ অতীতঃ অতিক্রান্তো যেন বা বহুব্রী। কল্পকাল অপেক্ষাও অধিক দিন যাহারা বাঁচিয়া থাকে, অথবা যাঁহারা সৃষ্ট নহেন অর্থাৎ নিত্য, দেবতাবিশেষ।

(কল্পাতীতা নব গ্রৈবেয়কাঃ পঞ্চত্বনুত্তরাঃ।
নিকায়ভেদাদেবং স্যুর্দেবাঃ কিল চতুর্ব্বিধাঃ॥ হেম ২। ৮।)

কল্পাদি (পুং) কল্পস্য সৃষ্টেঃ আদিঃ প্রথমঃ কালঃ, ৬তৎ। সৃষ্টির পূর্ব্ব সময়।

কল্পানুপদ (পুং) সামবেদান্তর্গত গ্রন্থবিশেষ।

কল্পান্ত (পুং) কল্পস্য অন্তো যত্র, বহুব্রী। ১ প্রলয়। ২ ব্রহ্মার দিনান্ত।

("উপবাসরতাশ্চৈব জলে কল্পান্তবাসিনঃ।" রামা ৩।১০।৪।)

কল্পান্তর (ক্লী) কল্পাদন্তরং, ৫ তৎ। অপর কল্প।

কল্পান্তস্থায়ী [ন্] (ত্রি) কল্পান্তপর্য্যন্তং তিষ্ঠতি, কল্পান্ত-স্থা-ণিনি। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত যাহা বর্ত্তমান থাকে।

কল্পিক (ত্রি) উপযুক্ত, যোগ্য।

কল্পিত (পুং) কল্প্যতে সজ্জীক্রিয়তে অসৌ, কৃপ-ণিচ্-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ সজ্জিত হস্তী। ২ (ত্রি) রচিত।

("ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।" মহানির্ব্বাণ।)

৩ উদ্ভাবিত। ৪ সম্পাদিত। ৫ সজ্জিত। ৬ দত্ত। ৭ আরোপিত। ৮ অবধারিত। ৯ কৃত্রিমবিষয় সত্যের ন্যায় স্থিরীকৃত।

কল্পিতার্ঘ্য (ত্রি) কল্পিতং দত্তং অর্ঘ্যং যস্মৈ। যাঁহাকে অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছে।

কল্পী [ন্] (ত্রি) কল্পয়তি, কৃপ-ণিচ্-ণিনি। ১ রচনাকারক। ২ আরোপক। ৩ বেশকারক। ৪ (পুং) নাপিত।

কল্প্য (ত্রি) কৃপ-ণিচ্-যৎ। ১ রচনীয়। ২ আরোগ্য। ৩ অনুষ্ঠেয়। ৪ বিধেয়।

কল্বল (দেশজ) ১ অস্পষ্ট শব্দ। ২ অস্পষ্ট কথা।

কল্বলানি (দেশজ) ১ অস্পষ্ট শব্দকরা। ২ অস্পষ্ট ভাবে কথা বলা।

কল্বলি (দেশজ) কল্বল করা।

কল্ম [ন্] (ক্লী) রলয়োরৈক্যাৎ। কর্ম্ম।

কল্মাল (পুং) কলয়তি অপগময়তি মলং, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তেজঃ।

কল্মলীক (ক্লী) কলয়তি অপগময়তি মলং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তেজঃ।

কল্মলীকী [ন্] (পুং) কল্মলীকমস্ত্যস্তি, কল্মলীক-ইনি। রুদ্র।

কল্মষ (ক্লী) কর্ম্ম শুভকর্ম্ম স্যতি নাশয়তি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ পাপ। ২ হস্তিপুচ্ছ। ৩ মলিনতা। ৪ (পুং) নরকবিশেষ। ৫ (ত্রি) মলিন। ৬ (পুং) মাসবিশেষ; জন্মনক্ষত্রে মঙ্গলবার বা শনিবার হইলে তাহাকে কল্মষ মাস কহে। • ।

"জন্মন্যৃক্ষে যদি স্যাতাং বারৌ ভৌমশনৈশ্চরৌ।
স মাসঃ কল্মষো নাম মনোদুঃখপ্রদায়কঃ॥" দীপিকা।

কল্মাষ (পুং) কলয়তি, কল-কিপ্; মাষয়তি স্বভাসা অভিভবতি অন্যবর্ণান্, মাষ-ণিচ্-অচ্; কল্-চাসৌ-মাষশ্চেতি কর্ম্মধা। ১ চিত্রবর্ণ। ২ (ত্রি) চিত্রবর্ণবিশিষ্ট, চিত্রিত। ৩ কৃষ্ণপাণ্ডুরবর্ণ। ৪ কৃষ্ণবর্ণ। ৫ (কলং শুভকর্ম্ম মাষয়তি হিনস্তি, কল্-মষ্-ণিচ্-অচ্) রাক্ষস। ৬ গন্ধশালি। ৭ সর্পবিশেষ। ৮ অগ্নিবিশেষ। ৯ (ত্রি) কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত।

কল্মাষকণ্ঠ (পুং) কল্মাষঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কণ্ঠো যস্য, বহুব্রী। শিব, নীলকণ্ঠ।

কল্মাষগ্রীব (ত্রি) কল্মাষা কৃষ্ণবর্ণা গ্রীবা যস্য,বহুব্রী। ১ যাহার গ্রীবাদেশ কৃষ্ণবর্ণ। ২ (পুং) কল্মাষা গ্রীবা সামীপ্যাৎ কণ্ঠো যস্য। মহাদেব।

কল্মাষতা (স্ত্রী) কল্মাষস্য ভাবঃ,কল্মাষ-তল্ (তস্য ভাবস্ততলৌ। পা ৫।১।১১৯।) ১ চিত্রবর্ণতা। ২ কৃষ্ণপাণ্ডুরবর্ণতা। ৩ কৃষ্ণবর্ণতা। ("রাক্ষসং ভাবমাপন্নঃ পাদে কল্মাষতাং গতঃ।" ভাগবত ৯।৯।২৫।)

কল্মাষপাদ (পুং) কল্মাষৌ কৃষ্ণবর্ণৌ পাদৌ যস্য, বহুব্রী। সৌদাসরাজ; ইনি নলসখা ঋতুপর্ণরাজের বংশীয়। কোন সময়ে সৌদাস মৃগয়া করিতে গিয়া এক রাক্ষস বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রাতা সেই ক্রোধে বৈরনির্য্যাতনের উপায় অনুসন্ধানের আশায় রাজার গৃহে পাচকবেশে বাস করিতে লাগিল। একদিন রাজ-গুরু বশিষ্ঠ রাজগৃহে ভোজন করিতে উপস্থিত হইলে, ঐ রাক্ষস তাঁহাকে নরমাংস ভোজন করিতে দিয়াছিল। বশিষ্ঠ সেই মাংস দেখিয়া রাজার দুর্ব্যবহার বিবেচনায় তাঁহাকে 'রাক্ষস হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। বিনা অপরাধে অভিশাপ দেখিয়া রাজাও গুরুকে প্রতিশাপ দিবার জন্য জল গ্রহণ করিলেন; এই সময়ে রাজমহিষী মদয়ন্তী দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে এই অকার্য্য হইতে নিবারিত করিলেন। রাজা সেই জল নিজের পায়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতেই তাঁহার নাম কল্মাষপাদ হইল।

(ভাগবত। ৯। ৯ অঃ)

কল্মাষাঙ্ঘ্রিক (পুং) কল্মাষৌ কৃষ্ণবর্ণৌ অঙ্ঘ্রী যস্য, কল্মাষাঙ্ঘ্রি-কন্। কল্মাষপাদ।

কল্মাষী (স্ত্রী) কল্মাষ-ঙীষ্। ১ চিত্রবর্ণা স্ত্রী। ২ কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী। ৩ কৃষ্ণবর্ণা যমুনা। ("কল্মাষীতীরসংস্থস্য গতস্থং শিষ্যতাং ভৃগোঃ।" ভারত সভা ৭৬ অঃ) ৪ রাক্ষসী।

কল্মেশ্বর।—মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। নাগপুর সহর হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। কুণবীজাতীয় একব্যক্তি এখানকার জমীদার, তিনি নগরের মধ্যে একটি প্রাচীন দুর্গে বাস করেন। সেই দুর্গটি দিল্লী হইতে একজন হিন্দু মনসবদার আসিয়া নির্ম্মাণ করেন। এখানে ধান্য, তৈল ও দেশীকাপড়ের ব্যবসা আছে। এখানকার জমীতে আফিম, ইক্ষু ও তামাক জন্মে। লোকসংখ্যা ৫৩১৮।

কল্য (ক্লী) কল্যতে আগম্যতে, কল-কর্ম্মণি-যৎ। ১ প্রাতঃকাল। ২ (কলয়তি মিষ্টতাং সম্পাদয়তি কল্-যক্) মধু। ৩ (ত্রি) সজ্জ, প্রস্তুত। ৪ নীরোগ। ৫ বধির ও বোবা। ৬ দক্ষ। ৭ কল্যাণবাক্য। ৮ উপায় বাক্য। (মেদিনী)

কল্যজগ্ধি (স্ত্রী) কল্যে প্রাতঃ জগ্ধির্ভোজনম্, ৭তৎ। ১ প্রাতঃকালে ভোজন। ২ প্রাতঃকালের ভোজ্য।

কল্যত্ব (ক্লী) কল্যস্য নীরোগস্য ভাবঃ, কল্য-ত্ব (তস্য ভাবস্ততলৌ। পা ৫।১।১১৯।) আরোগ্য, নীরোগতা।

কল্যপাল (পুং) কল্যং মধু মদ্যং পালয়তি, কল্য-পাল-অণ্। শুঁড়ি।

কল্যপালক (পুং) কল্যং পালয়তি, কল্য-পাল-ণ্বুল্। শুঁড়ি।

কল্যবর্ত্ত (পুং) কল্যে প্রাতঃ বর্ত্ততে জীব্যতে অনেন, কল্য-বৃত-ণিচ্-অপ্। প্রাতর্ভোজন। (কল্যবর্ত্তঃ প্রাতরাশঃ। হেম ৩। ৮৯।)

কল্যা (স্ত্রী) কলয়তি মাদয়তি, কল্-ণিচ-যক্ টাপ্। ১ মদ্য। ২ কল্যাণবাক্য। ৩ হরীতকী।

কল্যাণ (ক্লী) কল্যে প্রাতঃ অণ্যতে শব্দ্যতে, কল্য-অণ্-ঘঞ্ (অকর্ত্তরি চ। পা ৩।৩।১৯।) ১ মঙ্গল; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্ব, শ্রেয়স্, শিব, ভদ্র, শুভ, ভাবুক, ভবিক, ভব্য, কুশল, ক্ষেম ও শস্ত। ২ (ত্রি) কল্যাণযুক্ত। ৪ অক্ষয়স্বর্গ। (কল্যাণমক্ষয়ে স্বর্গে মঙ্গলেঽপি নপুংসকম্। মেদিনী।) ৫ রাগবিশেষ। এই রাগে ধ, নি, সা, ঋ, গ, ম, প এই কয়েকটি স্বর আছে। রাত্রি ১০ দণ্ডের সময় ইহা গান করিতে হয়। ইহার ঠাটে রাজধানী কল্যাণ, বিয়ারী, ঐরাবত ও কোকিল কল্যাণ প্রভৃতি গাইতে হয়। কল্যাণের পুত্রগণের নাম,—হিমাল, বল্লভ, বীর, অঙ্গাল, কলিঙ্গরা, পুলিন্দ ও গুরুসাগর।

(পুং) রাজবিশেষ, ইনি 'ভট্ট শ্রীকল্যাণ' নামে খ্যাত ছিলেন। ৭ গীতগঙ্গাধর নামক পুস্তকপ্রণেতা।

কল্যাণ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির থান নামক জেলার একটি উপবিভাগ। ইহার পরিমাণফল ২৭৮ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের উত্তরে উলহাস ও ভাৎসা নদী, পূর্ব্বে শাহপুর ও মুর্ব্বাদ, দক্ষিণে কর্জ্জৎ ও পনবেল এবং পশ্চিমে পার্সিক পর্ব্বতমালা। এখানে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, কলাই, শর্ষপাদি ও অত্যল্প শণ ও পাট জন্মে। এখানকার লোকসংখ্যা ৭৭,৯৮৮।

এই স্থান প্রায় ত্রিকোণাকার। পশ্চিমাংশে প্রশস্ত সমতল ভূমি এবং পূর্ব্বে ও দক্ষিণে পর্ব্বতমালার অংশ সমূহে দেশটি পরিব্যাপ্ত। কল্যাণে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ব্বদিক্ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, ইহা বড়ই অস্বাস্থ্যকর। শীতকালে এখানে জ্বরের কিছু প্রাদুর্ভাব হয়, কিন্তু তাহা হইলেও এই সময় বেশ স্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। এখানে একটি দেওয়ানী আদালত, দুইটি ফৌজদারী আদালত ও একটি থানা আছে। 'কল্যাণনগর' এই প্রদেশের প্রধান সহর। কল্যাণ সহরে বন্দর আছে। এইখানে চাউল ছাঁটাইবার ব্যবসা অতি প্রবল। কল্যাণে যখন মুসলমান অধিকার ছিল, তখন এই সহরটিতে ১১টি মস্‌জিদ্ ও ৪টি নগরদ্বার নির্ম্মিত ও ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করা হয়। নগরটি ১৯°১৪´ উঃ অক্ষরেখায় এবং ৭৩° ১০´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কল্যাণ অতি প্রাচীন স্থান। নানা স্থানের অতি প্রাচীন এমন কি খৃষ্টীয় প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর খোদিত লিপিতেও কল্যাণ প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। পেরিপ্লাসের মতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কল্যাণ নামে একটি প্রধান রাজ্য ছিল, কস্‌মস্ ইণ্ডিকোপ্লেষ্টেসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের ৫টি প্রধান বাণিজ্য প্রধান নগরীর মধ্যে কল্যাণ একতম, এখানে বস্ত্র পিত্তল প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা কল্যাণনগরীকে একটি জেলার সদর থানা করিয়া ইহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ইস্‌লামাবাদ রাখেন। পর্ত্তুগীজেরা ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অধিকার করে। ইহারা এস্থান অধিকার করিয়া স্থানটি রক্ষা করিবার কোন বন্দোবস্ত করে নাই। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে তাহারা ইহার উপকণ্ঠ লুণ্ঠন করিয়া যথেষ্ট ধন রত্ন লইয়া যায়। তাহার পরই এ প্রদেশ আহ্মদনগর রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজ প্রবল হইলে, কল্যাণ তদ্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শিবজীর সেনাপতি আবাজী সোমদেব কল্যাণ আক্রমণ ও ইহার শাসনকর্ত্তাকে বন্দী করেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা শিবজীর হস্ত হইতে এ প্রদেশ আর একবার উদ্ধার করে, কিন্তু ১৬৬২ পুনরায় অধিকারচ্যুত হয়। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবজী ইংরাজদিগকে এখানে একটি কুঠি স্থাপন করিতে আদেশ দেন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মার্হাট্টারা ইংরাজদিগকে সাহায্যকরা বন্ধ করিলে ইংরাজেরা এ প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন। তদবধি এই স্থান ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আছে।

কল্যাণের প্রাচীন ইতিহাস—ইহার প্রাচীন ইতিহাস এ পর্য্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ কর্ণাটকের খোদিত লিপি হইতে। কর্ণেল মেকেঞ্জি সাহেব সংস্কৃত পুস্তকাবলীর যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে "মকরাজ বমরাজ বংশাবলী" নামে একখানি পুথির ইতিহাস মধ্যে লিখিয়াছেন যে ইহাতে ত্রিপতী পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী নারাণবর বা নারায়ণবরম্ নামক স্থানের জমীদারগণের বা প্রাচীন কর্ব্বেতীনগরের মকরাজবংশীয় রাজগণের বংশবিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তোন্দমান চক্রবর্ত্তীর বংশীয় ধনঞ্জয় চোল নামক জনৈক চোলরাজপুত্র হইতে এই বংশের উৎপত্তি। ধনঞ্জয়ের বংশে নারায়ণরাজ নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। এই নারায়ণরাজই নারায়ণবরম্ বা কল্যাণ-পত্তন নগরী স্থাপন করেন। কল্যাণপত্তন প্রাচীন কল্যাণ বা আধুনিক নারায়ণবরম্ নদীর উপর অবস্থিত।

কর্ণাটক খোদিত লিপি হইতে যতদূর জানা যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, যখন চালুক্যরাজগণ গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর অন্তর্গত ভূভাগে অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন; তখন কোঙ্কণ, কল্যাণ, বনবাসী প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। এই সময় কল্যাণ এতদূর সমৃদ্ধিশালী ও বিখ্যাত হইয়া পড়ে যে, তদানীন্তন চালুক্যরাজগণ আপনাদিগকে খোদিত লিপি প্রভৃতিতে "কল্যাণ বা কল্যাণপুরের চালুক্যরাজ" বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। কোঙ্কণ প্রদেশের চিত্ররাজ মহামণ্ডলেশ্বর নামক জনৈক নৃপতির (৯৪৬ শক) প্রদত্ত ছাড় সম্বন্ধে মতামত দিবার সময় অধ্যাপক ল্যাসেন বলিয়াছেন যে, "এতদুল্লিখিত শিলহার জাতি কাবুলিস্থানের উত্তরস্থ কাফির জাতীয় "শিলার" ব্যতীত অন্য জাতি নহে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যেও শিলাৎ নামে এক জাতি ছিল, ইহারা প্রথমে মান্যক্ষেতের রাষ্ট্রকূটগণের ও তৎপরে কল্যাণের চালুক্যগণের অধীনস্থ হয় এবং এই শিবলারগণের অধীনেই তখন সমগ্র কোঙ্কণ প্রদেশ, বেলগাম ও সেতারার মধ্যবর্ত্তী

স্থান সমুদয় ছিল। শিলারগণের পর[illegible] ঐ সকল প্রদেশও কল্যাণের অধীনস্থ হয়।

দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজগণের মধ্যে কলিবিক্রম বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লদেবের একখানি মহিমাত্মক কাব্য আছে। বিহ্লণ নামক জনৈক কবি তাহার প্রণেতা'ও' কাব্যখানির নাম "বিক্রমাঙ্কচরিত"। এই কাব্যের মতে এই বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল শক ৯৮৭—১০৪৮, এবং ইহার পিতা আহবমল্ল ২য় কল্যাণনগরীর স্থাপয়িতা; কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও যে কল্যাণ-প্রদেশ ছিল, তাহার স্বতন্ত্র প্রমাণ পাওয়া যায়। (Ind. Ant. Vol. I. p. 209) কল্যাণ প্রদেশ পূর্ব্বোক্ত বিক্রমাদিত্যের অতি প্রিয় স্থান ছিল। নানা স্থানের যুদ্ধ জয় করিয়া বিক্রমাদিত্য এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন।

কল্যাণউপাধ্যায়। বালতন্ত্রনামক সংস্কৃত-গ্রন্থ-প্রণেতা, ইনি মহীধরের পুত্র, রামদাসের পৌত্র, অতিচ্ছত্র নগর ইহার জন্মস্থান। ইনি ৬৪৪ শকে শ্রাবণ পূর্ণিমা রবিবারে আপন বালতন্ত্র পরিসমাপ্ত করেন।

কল্যাণক (ক্লী) কল্যাণ-স্বার্থে কন্। ১ কল্যাণ। ২ (ত্রি) কল্যাণযুক্ত।

কল্যাণকগুড় (পুং) গ্রহণীরোগের বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—আমলকীর স্বরস ।২ সের, ইক্ষু-গুড় /৬।০ সের, একত্র পাক করিবে; পাক প্রায় সমাপ্ত হইলে পিপুলমূল, জীরা, চৈ, মরিচ, পিপুল, শুঁট, গজ-পিপ্পলী, হবুষা, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, আকনাদি, চিতা ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, তেউড়ী চূর্ণ /১ সের ও তৈল /১ সের প্রক্ষেপ দিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। ২ তোলা পরিমিত এই অবলেহ ৮ তোলা এলাইচ তেজপত্রের চূর্ণসহ সেবন করিলে গ্রহণী, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ, শোথ, মন্দাগ্নি, পুরুষত্বহানি ও বন্ধ্যাদোষ নিবারিত হয়। ইহা তেউড়ী তৈলে ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া দিতে হয়। (চক্রদত্ত।)

কল্যাণকঘৃত (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত ঔষধ-সংস্কৃত ঘৃতবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুথা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমত্বক্, উৎপল, প্রিয়ঙ্গু, এলাইচ, এলবালুক, রক্তচন্দন, দেবদারু, বেণামূল, কুড়, হরিদ্রা, শালপানী, চাকুলে, অনন্তমূল, শ্যামা, রেণুকা, ত্রিবৃৎ, দন্তী, বচ, তালীশ কেসর ও মালতীমূল এই সকলের কল্ক দ্বারা দ্বিগুণ দুগ্ধের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, বিষমজ্বর, শ্বাস, গুল্ম, উন্মাদ, বিষরোগ, অলক্ষ্মীগ্রহ ও রক্ষোদোষ, অগ্নি-[illegible]ন্দ্য, অপস্মার, শুক্রহীনতা, বন্ধ্যাদোষ, চক্ষুরোগ ও শুক্র-মার্গের দোষসমূহ নিবারিত হইয়া আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। (সুশ্রুত)

কল্যাণকর (ত্রি) কল্যাণং করোতি, কল্যাণ-কৃ-ট (কৃঞো হেতুতাচ্ছীল্যানুলোম্যেষু। পা৩।২।২০।) মঙ্গলকর, শুভজনক।

কল্যাণকলবণ (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত ঔষধ-সংস্কৃত লবণবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—গণ্ডীর, পলাশ, কুটজ, বিল্ব, আকন্দ, শিজ, অপামার্গ, পাটল, পারিভদ্র, পিপুল, কৃষ্ণগন্ধা, কদম্ব, নির্দহনী, চিতা, তগরপাদুকা, পূতিকা, বৃহতী, কণ্টকারী, ভেলা, ইঙ্গুদী, বৈজয়ন্তী, কদলী, পুনর্নবা, বালা, তিলক, ইন্দ্রবারুণী, শ্বেতমোক্ষক ও অশোক; এই সকল গাছের লতাপাতা মূল সমস্তই লবণমিশ্রিত করিয়া পোড়াইতে হইবে, তাহার পর ক্ষার প্রস্তুতের বিধান মত ইহা স্রাব করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। হিঙ্গ্বাদিগণোক্ত বা পিপ্পল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য সকল ইহাতে প্রক্ষেপ দিতে হইবে। ইহা সেবনে বায়ুরোগ, গুল্ম, প্লীহা, অতিষঙ্গ, অজীর্ণ, অর্শঃ, অরোচক ও কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়।

কল্যাণকামোদ (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ, ইমন্ ও কামোদ এই উভয়রাগ মিশ্রিত হইলে,তাহাকে'কল্যাণকামোদ' কহে।

কল্যাণকৃৎ (ত্রি) কল্যাণ-কৃ-ক্বিপ্। ১ কল্যাণকারক, যে কল্যাণ করে। ২ শাস্ত্রবিহিত কার্য্যকারক।

কল্যাণকোট। সিন্ধুপ্রদেশের ঠাঠা নগরের পার্শ্বস্থ একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ, বর্ত্তমান নাম তোঘ্লকাবাদ।

কল্যাণচন্দ্র (পুং) একজন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

কল্যাণদেবী (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের স্ত্রী। (রাজতর°)

কল্যাণধর্ম্মা [ন্] (ত্রি) কল্যাণো মঙ্গলময়ো ধর্ম্মোঽস্যাস্তি, কল্যাণ-ধর্ম্ম-ইনি। মঙ্গলকর ধর্ম্মবিশিষ্ট।

কল্যাণনট (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ; কল্যাণ ও নট এই উভয় রাগ মিশ্রিত হইলে, তাহাকে 'কল্যাণনট' কহে।

কল্যাণপুর। ১ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ফতেপুর জেলার অন্তর্গত একটি তহসীল, গঙ্গাযমুনানদীর মধ্যে। ২১৬ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। পরিমাণ ২৭৯ বর্গমাইল। ১১:৮২ জন লোকের বাস। ২ কাশ্মীরের একটি প্রাচীন নগর, (৬৬৭ শকে) কল্যাণদেবী এই নগর স্থাপন করেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪৮২) ৩ দাক্ষিণাত্যের কল্যাণপ্রদেশের প্রাচীন রাজধানী। চালুক্যরাজগণের শিলালিপিতে এই স্থান প্রসিদ্ধ। [কল্যাণ দেখ।]

কল্যাণমল।—অযোধ্যা প্রদেশের হর্দোই জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা। ইহার প্রাচীন নাম রথোলিয়া। প্রবাদ এইরূপ, রামচন্দ্র রাবণনিধন করিয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া

আসিবার সময়ে এখানে রথ হইতে অবতরণ করেন এবং রাবণ-বধ-জনিত পাপক্ষালনের জন্ত এখানকার 'হাতিয়া হরণ' নামক পবিত্রকুণ্ডে স্নান করেন।

পাঁচশতবর্ষ পূর্ব্বে এই স্থান ঠাঠেরাদিগের অধিকারে ছিল, তৎপরে বৈশ্যবার রাজপুতকুলোদ্ভব রাজকুমার ঠাঠেরাদিগকে তাড়াইয়া ৯৪ খানি গ্রামের উপর রাজত্ব করেন। তিনি 'রথৌলিয়া' নগরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নাগমল নামক তাঁহার একজন নায়েব প্রভুহত্যা করিয়া (কাহারও মতে বলপ্রয়োগপূর্ব্বক) এই স্থান অধিকার করেন। এখনও নাগমল-বংশীয় শকরবার রাজপুতগণ ৬৩ খানি গ্রাম উপভোগ করিতেছেন।

এই পরগণার পরিমাণ ৬৩ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৪১ বর্গমাইলে চাষ হয়। এখানকার জমী তেমন উৎকৃষ্ট নয়। লোকসংখ্যা ২৮৫৭২। এখানকার 'হাতিয়াহরণ' নামক কুণ্ডের পার্শ্বে প্রতিবর্ষে ভাদ্রমাসে একটি মেলা হয়, তাহাতে ন্যূনাধিক পনরহাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

এই পরগণার মধ্যে কল্যাণ নামক গ্রামটিই প্রধান।

কল্যাণমল্ল (পুং) ১ অনঙ্গরঙ্গ-নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ গজমল্লের পুত্র, ইনি মেঘদূতের মালতীনাম্নী টীকা রচনা করেন।

কল্যাণমিত্র (ক্লী) কল্যাণস্য ধর্ম্মস্য মিত্রং ইব। মহর্ষি গুতপার পুত্র, ইহার নাম স্মরণে নষ্টদ্রব্য পাওয়া যায়, এবং বজ্রভয় নিবারিত হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু°)

কল্যাণযোগ (পুং) কল্যাণকরো যোগঃ, মধ্যলো° কর্ম্মধা। জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত যাত্রার যোগবিশেষ। বৃহস্পতি কেন্দ্র স্থলে অর্থাৎ লগ্নস্থানের ১,৪,৭,১০ম স্থলে; এবং সূর্য্য ত্রিকোণে অর্থাৎ ৫মে ও ৯ম স্থানে অথবা ১০ বা ১১শ স্থলে থাকিলে 'কল্যাণযোগ' হয়। এই যোগে যাত্রা করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে।

কল্যাণরাজচরিত্র (ক্লী) কল্যাণরাজের জীবনচরিত, ইহা মদন নামক কোন লেখকের লিখিত।

কল্যাণবচন (ক্লী) কল্যাণং মঙ্গলময়ং বচনং, কর্ম্মধা। মঙ্গলবাক্য।

কল্যাণবর্ম্মা [ন্] (পুং) ১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্; ইনি সারাবলী নামক একখানি জ্যোতিষ রচনা করেন। ২ কাশ্মীররাজ বৃহস্পতির একজন মাতুল; বৃহস্পতির শৈশবাবস্থায় ইনি কিছু দিন ভ্রাতৃগণের সহিত রাজকার্য্য চালাইয়াছিলেন। ইনি কল্যাণস্বামীকেশব নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। (রাজতর° ৪। ৬৯৬)।

কল্যাণবাচন (ক্লী) কল্যাণস্য বাচনং উচ্চারণম্, ৬তৎ। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসমূহের প্রথমেই ব্রাহ্মণ দ্বারা যে মন্ত্রবিশেষ উচ্চারণ করান হয়। যজমান 'ওঁ খঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কর্ম্মণি কল্যাণং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু' এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। ব্রাহ্মণ 'ওঁ কল্যাণম্' এই মন্ত্র ৩ বার পাঠ করিলে,

'ওঁ পৃথিব্যামুদ্ধৃতায়াস্তু যৎকল্যাণং পুরাকৃতম্।
ঋষিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈস্তৎ কল্যাণং সদাস্তু নঃ॥'

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ দ্বারা কার্য্যারম্ভে কল্যাণবাচন করিতে হয়।

কল্যাণবাদী [ন্] (ত্রি) কল্যাণং বদতি, কল্যাণ-বদ-ণিনি। কল্যাণবক্তা, যে কল্যাণ বলে।

কল্যাণবিনোদ (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ, কল্যাণনটের নামান্তর। [কল্যাণনট দেখ]

কল্যাণবীজ (পুং) কল্যাণং বীজং যস্য, বহুব্রী। ১ মসূর। [মসূর দেখ] ২ (৬তৎ) মঙ্গলের কারণ।

কল্যাণসিংহ। বিকানীরের একজন রাজা। রাজা জেৎসিংহের পুত্র, ১৬০৩ সংবতে ইনি রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইনি ২৭ বর্ষ রাজত্ব করেন।

কল্যাণাচার (পুং) কল্যাণকরঃ আচারঃ, মধ্যলো°। মঙ্গলকর আচরণ।

কল্যাণাচারী [ন্] (ত্রি) কল্যাণাচারং অস্ত্যস্য, কল্যাণাচার-ইনি। মঙ্গলময় আচরণযুক্ত।

কল্যাণাভিজনন (ক্লী) কল্যাণকরং অভিজননং, কর্ম্মধা। মঙ্গলকর জন্ম।

কল্যাণালয় (ত্রি) কল্যাণস্য আলয়ঃ, ৬তৎ। ১ মঙ্গলের আশ্রয়, যাঁহার নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করা যায়। ২ (পুং) পরমেশ্বর।

কল্যাণাস্পদ (ত্রি) কল্যাণস্য আস্পদঃ, ৬তৎ। ১ মঙ্গলের পাত্র। ২ (পুং) জগদীশ্বর।

কল্যাণিকা (স্ত্রী) কল্যাণ-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্, অত ইত্বম্। ১ মনঃশিলা। [মনঃশিলা দেখ।]

কল্যাণিনী (স্ত্রী) কল্যাণং অস্ত্যস্যাঃ, কল্যাণ-ইনি-ঙীপ্। ১ বলা। [বলা দেখ।] ২ কল্যাণবিশিষ্টা স্ত্রী।

কল্যাণী [ন্] (ত্রি) কল্যাণমস্যাস্তি, কল্যাণ-ইনি। কল্যাণযুক্ত।

কল্যাণী (স্ত্রী) কল্যাণ-ঙীপ্। ১ মাষপর্ণী। ২ গাভী। ("উপস্থিতেয়ং কল্যাণী নাম্নি কীর্ত্তিত এব যৎ।" রঘু ১।৮৭।)

কল্যাণীয় (ত্রি) কল্যাণ-ছক্। কল্যাণের যোগ্য পাত্র, কল্যাণবিশিষ্ট।

কল্যাণ্যাদি (পুং) পাণিনি ব্যাকরণোক্ত গণবিশেষ, কল্যাণী,

সুভগা, দুর্ভগা, বন্ধকী, অন্তদৃষ্টি, অনুসৃষ্টি, জরতী, বলীবর্দী, জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও পরস্ত্রী; এই কয়েকটি শব্দ কল্যাণ্যাদিগণের অন্তর্ভূত; চক্ প্রত্যয়ান্ত এই সকল শব্দের নিয়োগে ইনঙ্ আদেশ হয়। (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্‌চ। পা ৪।১।১২৬।)

কল্যাপাল (পুং) কল্যাং মদ্যং পালয়তি, কল্যা-পাল-ণিচ্-অণ্। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি।

কল্যুষ (ক্লী) [বৈদিক] কনুই (?)

কল্ল (ত্রি) কল্লতে শব্দং ন গৃহ্ণাতি, কল্ল-অচ্। বধির, কালা।

কল্লট (পুং) স্পন্দসর্ব্বস্ব ও স্পন্দসূত্রবিবরণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। কাশ্মীর ইঁহার জন্মস্থান। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইঁহাকে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক হইবেন, ঐ সময়ে কাশ্মীরে কল্লট নামে একজন শৈব রাজা ছিলেন, সম্ভবতঃ স্পন্দসর্ব্বস্বকার ঐ রাজার নামেই আপন গ্রন্থ চালাইয়া থাকিবেন। স্পন্দসূত্রের বার্ত্তিককার ভাস্করভট্টের মতে বসুগুপ্ত কল্লটের নিকট শিবসূত্র ব্যক্ত করেন। পরে কল্লট স্পন্দসূত্রের কারিকাসহ জনসমাজে প্রচার করেন। তিনি স্পন্দসূত্রের একখানি লঘুবৃত্তিও রচনা করেন। [শৈব দর্শন দেখ।]

কল্লত্ব (ক্লী) কল্লস্য ভাবঃ, কল্ল-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) ৩ স্বরভেদ। (স্বরভেদস্তু কল্লত্বং। হেম ২।২২০।) ২ বধিরতা।

কল্লন। দক্ষিণাপথের অসভ্য কৃষ্ণবর্ণ জাতিবিশেষ। তামিল তৈলঙ্গী প্রভৃতি ভাষা অনুসারে 'কল্লন' শব্দের একটি অর্থ চোর বা ডাকাত। পূর্ব্বে ইহারা চৌর্য্য বা ডাকাতী করিত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে।

মদুরারাজ্যে এই জাতির বাস। এক সময়ে ইহারা জমীদার বল্লালদিগের নিকট হইতে কোন কোন স্থান লইয়া স্বাধীনভাবে বাস করিত।

ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এই জাতি মদুরা এবং নিকটস্থ রাজ্যে বড়ই উৎপাত করিত। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মদুরা ইংরাজ অধিকৃত হইলে, ইহাদের সেই প্রভাব দৌরাত্ম্য অনেক কমিয়া আসে, তবে সেই উদ্ধত স্বভাব, অতুল সাহস এবং শরীরের তেজ এখনও কমে নাই।

কল্লন জাতির বিবাহপদ্ধতি বড় চমৎকার, একটী রমণী অনায়াসে দুইটি হইতে দশটি পর্য্যন্ত পতি গ্রহণ করিতে পারে, তবে এক এক জোড়া লইতে হইবে, বিজোড় হইলে চলিবে না। ইহাদের সন্তানেরা আপনাদিগকে ছয়, আট বা দশজনের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেয় না;—এইরূপে পরিচয় দিয়া থাকে, 'আট ও দুইজনের, ছয় ও দুইজন অথবা চার ও দুইজনের পুত্র।' অনেকগুলি পিতা হওয়ায় বড় একটা গোলযোগ নাই, তাহারা ভাবে সন্তান সকলেরই, সুতরাং সকলেই প্রতিপালন করিতে বাধ্য।

ইহারা পুত্রদিগকে শৈশবকাল হইতে চৌর্য্যবৃত্তি শিক্ষা দেয়। যে এই কার্য্যে যেমন পরিপক্ক হয়, সে স্বজাতির নিকট সেইরূপ আদর ও সম্মান লাভ করে। ইহারা শিবের পূজা করে। কেহ মরিলে আবশ্যক হইলে পোড়াইয়া ফেলে অথবা গোর দেয়।

কল্লা, কল্লি (দেশজ) ১ দুষ্ট। ২ শঠ। ৩ অবাধ্য।

কল্লি (অব্য) কল্য, আগামী দিন।

কল্লিনাথ (পুং) একজন সঙ্গীত-শাস্ত্র-রচয়িতা।

কল্লোল (পুং) কল্ল-বাহুলকাৎ ওলচ্। ১ মহাতরঙ্গ, বড় ঢেউ; ইহার অপর সংস্কৃত নাম উল্লোল। ২ হর্ষ। ৩ (ত্রি) শত্রু। (কল্লোলঃ পুংসি হর্ষে স্যাদুল্লোলবৈরিণোরপি। মেদিনী)

কল্লোলিত (ত্রি) কল্লোলোঽস্য সংজাতঃ, কল্লোল-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) তরঙ্গযুক্ত।

কল্লোলিনী (স্ত্রী) কল্লোলোঽস্ত্যস্যাঃ, কল্লোল-ইনি-ঙীপ্। নদী।

কল্লোলিনীবল্লভ (পুং) কল্লোলিনীনাং নদীনাং বল্লভ ইব। সমুদ্র।

কল্‌সা (দেশজ) মৎস্য শরীরের অবয়ব বিশেষ, কান্‌কো ও মুখ কোণের মধ্যস্থান।

কল্‌হণ (কহ্লণ) (পুং) রাজতরঙ্গিণী নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ইতিহাস রচয়িতা। ইনি কাশ্মীরের প্রধান রাজমন্ত্রী চম্পক-প্রভুর পুত্র। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়, কল্‌হণ ৪২২৪ সপ্তর্ষি বা লৌকিকাব্দে এবং ১০৭০ শকে (১১৪৮ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন*।

কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণী ভারতবাসী হিন্দুদিগের বড় আদরের ধন, ভারতের পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের অমূল্য বস্তু। পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল, ভারতবাসী আপনাদের প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়ন করাকে আবশ্যকতা জ্ঞান করিতেন না। কল্‌হণ এই অপবাদ দূর করিয়াছেন; তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমকালীন গোনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সমসাময়িক সিংহদেবের রাজ্যকাল অবধি কাশ্মীরের ইতিহাস

* "লৌকিকেঽব্দে চতুর্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যাত্যধিকং যাতং সহস্রপরিবৎসরাঃ।" রাজতরঙ্গিণী ১।৫২।

লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজতরঙ্গিণী পাঠ করিলে কাশ্মীরের প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণের বংশাবলী, সংক্ষিপ্ত জীবনী, রাজ্যকাল এবং কাশ্মীরের ও তন্নিকটস্থ জনপদ সমূহের অবস্থা জানা যাইতে পারে। [কাল শব্দে কলহণগৃহীত অব্দ সকলের সমালোচন দেখ।] রাজতরঙ্গিণীর রচনা-প্রণালীও বেশ কবিত্ব ও শব্দলালিত্যপূর্ণ।

কল্হোরা। সিন্ধু প্রদেশীয় বেলুচী মুসলমানজাতি। ইহারা আপনাদিগকে অব্বাসের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়।

কবক (ক্লী) কবতে আচ্ছাদয়তি বিস্তারয়তি বা, কব-অচ-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ ছত্রাক, বেঙ্ছাতা। মনুসংহিতায় ইহা অখাদ্য বলিয়া লিখিত আছে,—

("লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।" মনু।)

২ (পুং) কবল, গ্রাস।

(গ্রাসোগুড়েরকঃ পিণ্ডো গড়োলঃ কবকোগুড়ঃ। হেম ৩৮৯)

কবচ (পুং, ক্লী) কু-অচ্ (ঋতন্যঞ্জিবন্যঞ্জ্যর্পিমদ্যত্যঙ্গিকু ইত্যাদি। উণ্ ৪।২।) অথবা কং দেহং বঞ্চতি বিপক্ষাস্ত্রাণি বঞ্চয়িত্বা রক্ষতি, ক-বঞ্চ অচ্; কং বাতং বঞ্চতি বা। ১ সন্নাহ, বর্ম্ম (কবচং বর্ম্ম। উজ্জ্বলদত্ত।) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তনুত্র, বর্ম্ম, দংশন, উরশ্ছদ, কঙ্কটক, জগর, দংশন, জাগর, অজগর, কটক, যোগ, সন্নাহ ও কঞ্চুক।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ এই কয়েক ধাতু দ্বারা বর্ম্ম প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন কাষ্ঠ, চর্ম্ম ও বল্কল দ্বারাও বর্ম্ম প্রস্তুত হইত, ইহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর দ্রব্যনির্ম্মিত বর্ম্ম অধিক গুণযুক্ত। বৈদিক কালে স্বর্ণনির্ম্মিত কবচের প্রচলন ছিল, ঋক্‌সংহিতাপাঠে জানা যায়। শরীরের আবরক, লঘু, দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য, এই কয়েকটি কবচ সাধারণ। ছিদ্রযুক্ত অতিশয় ভার বা পাতলা এবং সহজভেদ্য বর্ম্ম নিকৃষ্ট। শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণ এই কয়েক প্রকার বর্ম্মে রঙ্গ করিবার নিয়ম। ২ শরীররক্ষার জন্য দেবতার মন্ত্রবিশেষ; প্রথমে মন্ত্রবিশেষের উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা করিয়া ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, পরে ভূর্জ্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া স্বর্ণরৌপ্য বা তাম্রের দ্বারা তাহা আবৃত করিয়া কণ্ঠ বা দক্ষিণ বাহু প্রভৃতি স্থানে ধারণ করিতে হয়। ৩ গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ। ৪ ঢাক-বাদ্য, নাগরাবাদ্য।

(কবচো গর্দ্দভাণ্ডেচ সন্নাহে পটহে হপিচ। মেদিনী।)

কবচপত্র (ক্লী) কবচলেখনসাধনং পত্রমিব পত্রং বল্কলং যস্য, বহুব্রী। ভূর্জ্জপত্র।

কবচপাশ (পুং) [বৈ] কবচ বা বর্ম্মবন্ধ, যদ্দ্বারা বর্ম্ম বাঁধা যায়। (ঋক্‌সংহিতা)।

কবচহর (পুং) কবচং হরতি যেন বয়সা, কবচ হৃ-অচ্। (বয়সি চ। পা ৩।২।১০।) কবচহরণের উদ্যম করিবার উপযুক্ত বয়স্কবালক। (কবচহরঃ কুমারঃ। কাশিকা।)

কবচিত (ত্রি) কবচং সংজাতমস্য, কবচ-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬) কবচযুক্ত।

কবচী [ন্] (ত্রি) কবচং অস্ত্যস্য, কবচ-ইনি। ১ বর্ম্মযুক্ত। ২ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (মহাভারত ১।১১৭।১১।) ৩ শিব, মহাদেব।

কবটী (স্ত্রী) কৌতি শব্দায়তে, কু-অটন্-ঙীষ্। কবাট।

কবড় (পুং) কেন জলেন বলতে চলতি, ক-বল-অচ্, লড়য়োরৈক্যম্। ১ গ্রাস। ২ মুখের ভিতর জলাদি দিয়া নাড়া চাড়া করিয়া ফেলিয়া দেওয়া, কবল করা।

কবতী (স্ত্রী) ক শব্দঃ অস্ত্যস্য, ক-মতুপ্-মস্য বঃ-ঙীপ্। "কয়া নশ্চিত্র" ইত্যাদি ঋক্‌বিশেষ।

কবত্নু (ত্রি) [বৈ] ১ স্বার্থপর। ২ মন্দকর্ম্মা। (সায়ণ) "পুষ্যতি ন দেবাসঃ কবত্নবে।" ঋক্‌সংহিতা ৭।৩২।৯।

কবন (ক্লী) কৌতি শব্দায়তে, কু-ল্যুট্। জল।

কবন্তুক (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। (পা ২।৪।৬৯)

কবপথ (পুং) কুপথ-কোঃ কবাদেশঃ। (পথি চ ছন্দসি। পা ৬।৩।১০৮।) মন্দপথ।

কবয়ী (স্ত্রী) কাৎ জলাৎ বয়তে গচ্ছতি, ক-বয়-ইন্-ঙীষ্। মৎস্যবিশেষ, কইমাছ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম ক্রকচপৃষ্ঠী। [কই দেখ।]

কবর (ত্রি) কে মস্তকে বরং শোভমানত্বাৎ শ্রেষ্ঠং। কেশ-পাশ। ২ সংপৃক্ত। ৩ খচিত। ৪ (পুং) কু-অরন্ (কোরন্। উণ্ ৪।১৫৪।) পাঠক (উজ্জ্বলদত্ত।) (পুং, ক্লী) ৬ লবণ। ৭ অম্ল। (কবরং লবণাম্লয়োঃ। মেদিনী।) ৮ চিত্রবর্ণ।

("দৃষ্টৈবনির্জ্জিতকলাপভরামধস্তাৎ।
ব্যাকীর্ণ মাল্যকবরাং কবরীং তরুণ্যাঃ॥" মাঘ ৫।১৯।)

(আরব্য শব্দজ) গোর, সমাধি।

কবরকী (স্ত্রী) কবরং কেশপাশং কিরতি বিক্ষিপতি যত্র, কবর-কৃ-ড-ঙীষ্। কারাগারবদ্ধা, কয়েদী।

কবরপুচ্ছী (স্ত্রী) কবরং চিত্রবর্ণং পুচ্ছং অস্যাঃ, ঙীষ্। ১ ময়ূরী। ২ বিচিত্র পুচ্ছবিশিষ্টা।

কবরা (স্ত্রী) কবর-টাপ্। ১ খরপুষ্প, বাবুই। ২ বিচিত্রবর্ণা।

কবরী (স্ত্রী) কং শিরঃ বৃণোতি আচ্ছাদয়তি, ক-বৃ-অচ্-ঙীপ্। অথবা কু-অরন্ (কোরয়ন্ উণ্ ৪।১৫৪।) ঙীষ্। ১ কেশ-বিন্যাস, চুলের খোঁপা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কেশবেশ,

১ কবর ও কেশগর্ভক। ২ বর্ব্বরা; বাবুই। ৩ কারবী, হিঙ্গের পাতা।

কবরীভর (পুং) কবর্য্যাঃ ভর আধিক্যম্, ৬তৎ। স্থূল কবরী।

কবরীভার (পুং) কবর্য্যাঃ ভার আধিক্যম্, ৬তৎ। ১ স্থূল কবরী। ২ কবরীর ভারত্ব।

কবরীভৃৎ (ত্রি) কবরীং বিভর্ত্তি, কবরী-ভৃ-কিপ্। কবরী-ধারী, যাহার কবরী আছে।

কবর্গ (পুং) ককারাদি ৫টি বর্ণ,—ক খ গ ঘ ঙ, এই পাঁচটি কবর্গ; ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ।

কবর্গীয় (ত্রি) ক বর্গাৎ ভবঃ, কবর্গ ছ। কবর্গ হইতে উৎপন্ন।

কবর্দ্ধা। মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। অক্ষা ২১° ৫১´—২২° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮১° ৩´—৮১° ৪০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ ৮৮৭ বর্গ মাইল। ৩৮৯ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। লোকসংখ্যা ৮৬৩৬২।

এই রাজ্যের পশ্চিমাংশ চিল্পি গিরিশ্রেণী, রাজ্যমধ্যে এই স্থান উৎকৃষ্ট। এখানে তুলা, ধান্য, গমাদি বেশ জন্মে। এখানকার জঙ্গলে লাক্ষা, মউয়াফুল ও নানাপ্রকার গঁদ পাওয়া যায়।

এই রাজ্যের প্রধাননগর কবর্দ্ধা. উহা ২২° ১´ উঃ অক্ষ এবং ৮১° ১৫´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এখানে কার্পাস ও লাক্ষার ব্যবসাই প্রধান। কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের প্রধান দলপতি এই স্থানে বাস করে।

কবল (পুং) কেন জলেন বলতে চলতি, ক-বল-অচ্। ১ গ্রাস।

("ব্যস্জন্ কবলান্নাগা গাবো বৎসান্ ন পায়য়ন্।" রামা ২।৪১।৯।)

২ মৎস্যবিশেষ, বেলে মাছ।

কবলপ্রস্থ (পুং) কবলস্য প্রস্থঃ, ৬তৎ। ১ কবলযোগ্য পরিমাণবিশেষ। ২ নগরবিশেষ।

কবলিকা (স্ত্রী) ব্রণের উপর প্রলেপ দিয়া তাহার উপর বাঁধিবার উপযুক্ত পত্রাদি।

("ততঃ কল্কেনাচ্ছাদ্য নাতিস্নিগ্ধাং নাতিরুক্ষাং
কবলিকাং দত্বা বস্ত্রপট্টেন বন্ধীয়াৎ।" সুশ্রুত সূত্র ৫ অঃ।)

কবলিত (ত্রি) কবলং করোতি, কবল-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। ১ ভুক্ত। ২ গ্রস্ত, যাহা গ্রাস করা হইয়াছে। ৩ অধিকৃত। ৪ ব্যাপ্ত।

কবলীকৃত (ত্রি) অকবলং কবলং কৃতম্, কবল-চ্বি-কৃ-ক্ত। কবলিত।

কবষ্ (ত্রি) কু-অসুন্, ছান্দসত্বাৎ ষত্বম্। ছিদ্রযুক্ত কপাটাদি।

কবষ (ত্রি) কু-অষচ্। সচ্ছিদ্র কপাটাদি। (পুং) প্রাচীন ঋষিবিশেষ। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

কবস (পুং) কু-অস্ (ঋতন্যঞ্জিবন্যঞ্জ্যর্পিমদ্যত্যঙ্গিকুযু কৃশিভ্য ইত্যাদি। উণ্ ৪.২।) ১ সংনাহ, বর্ম্ম। ২ কণ্টক জাতি। (কবসঃ সংনাহঃ কণ্টকজাতিশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কবাগ্নি (পুং) কু-অল্পো অগ্নিঃ কোঃ কবাদেশঃ। অল্প অগ্নি।

কবাট (ত্রি) কু-শব্দে—ভাবে অপ্, কবং শব্দং অটতি, কব-অট্-অচ্। কং বাতং বটতি বারয়তি বা, ক-বট-অণ্। কপাট। ("মোক্ষদ্বারকবাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী।" অন্নদাস্তব।)

কবাটক (ত্রি) কবাট-স্বার্থে কন্। কপাট।

কবাটঘ্ন (ত্রি) কবাটং হন্তি শক্ত্যা, কবাট-হন-টক্ (শক্তৌ হস্তিকবাটয়োঃ। পা ৩.২.৫৪।) চোরবিশেষ, ডাকাৎ; যাহারা কপাট ভাঙ্গিয়া চুরি করে।

কবাটবক্র (স্ত্রী) কবাটং বক্রং যস্মাৎ, ৫তৎ। কপাটবেটু বা কবাটবেণ্টুয়া নামক বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বক্রাগ্র, কপোতবক্র ও অম্রজিৎ।

কবাটী (স্ত্রী) কবাট-অল্পার্থে ঙীপ্। ছোট কপাট।

কবার (ক্লী) কং জলং আশ্রয়ত্বেন বৃণোতি, ক-বৃ অণ্। পদ্ম।

কবারি (ত্রি) কুৎসিতোঽরিঃ. কোঃ কবাদেশঃ। কুৎসিত শত্রু।

কবাসখ (ত্রি) কুৎসিতস্য সখা, কু-সখা-টচ্। কোঃ কবা-দেশশ্চ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) কুৎসিত সহায়বিশিষ্ট।

কবি (পুং) কবতে শ্লোকান্ গ্রথতে বর্ণয়তি বা, কব-ইন্। ১ কবিতা গান প্রভৃতি রচয়িতা। ২ বাল্মীকি। ৩ শুক্র। ৪ পণ্ডিত। ৫ (স্ত্রী) কু-অচ্-ই (অচ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮।) খলীন, লাগাম।

(——— কবির্বাল্মীকিশুক্রয়োঃ।
সূরৌ কাব্যকরে পুংসি স্যাৎ খলীনে তু যোষিতি। মেদিনী।)

৬ ভৃগুর পুত্র ও শুক্রাচার্য্যের পিতা ঋষিবিশেষ। ৭ সূর্য্য। ৮ কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ৯ ক্রান্তদর্শী। ১০ মেধাবী। ১১ চাক্ষুষ মনু ও বৈরাজ প্রজাপতিকন্যার গর্ভজাত পুত্রবিশেষ।

("কন্যায়াং ভরতশ্রেষ্ঠ বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ।
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কবিঃ।" হরি ২ অঃ।)

১২ স্তোতা, স্তবকর্ত্তা। ১৩ ব্রহ্মা।

কবি—বঙ্গদেশ-প্রসিদ্ধ এক প্রকার গানবিশেষ। যদিও কবি শব্দের প্রকৃত অর্থ কবিতা-রচয়িতা ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি কবিতা রচনা করে, 'কবি' বলিলে সেই ব্যক্তিকেই বুঝায়; কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বহুদিন হইতে উক্ত গানবিশেষ এত প্রসিদ্ধরূপে কবি শব্দে বুঝাইয়া আসিতেছে যে ঐ গীতের ব্যবসায়িদিগকে সচরাচর লোকে 'কবিওয়ালা' বলিয়া

থাকে এবং উহার রচয়িতাকে কবির 'বাঁধনদার' বলে। এইদেশের মধ্যে এই কবিগানের ও কবিওয়ালাদিগের যে কতদিন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সংশয়শূন্য হইয়া স্থির করা বড় কঠিন। বোধ হয় কালিয়দমন যাত্রার অনেক পরে ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, এবং ঐ যাত্রাই ইহার নিদান ও উৎপত্তিস্থান। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রসঙ্গঘটিত কালিয়দমন যাত্রার অঙ্গবিশেষের নাম ঝুমুর। যাত্রার বালকগণ একত্র হইয়া, একতানে ঐ ঝুমুর গাহিয়া থাকে এবং ঝুমুরের ভাবেই রসজ্ঞ ও মতবিজ্ঞ ভাবুকেরা, মান, মাথুর কি কলঙ্কভঞ্জন কোন্ পালার যাত্রা হইবে, তাহা বুঝিতে পারেন। পাঠকদিগের অবগতির জন্য পরমানন্দ অধিকারীর দলের একটি ঝুমুর এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

"ও যার অঙ্গ বাঁকা বচন বাঁকা বাঁকা যুগল আঁখি।
হৃদয় নিদয় পাষাণ ও তার শোন্ গো বিধুমুখী।
ও মন চুরি করে, বাঁশির স্বরে, ও তা জানে গো জগৎজনে,
তার সঙ্গে রাই প্রেম কর সে কি প্রেমের মরম জানে।"

এই ঝুমুর গানের পর যাত্রার প্রকৃত পালা আরম্ভ হয়। ইহার সুর ও তাল মান অতি মধুর। এই ঝুমুরের অনুকরণ করিয়া পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলাতে পৃথক্ ঝুমুরের দলের সৃষ্টি হয়। তাহাতে খোলের বদলে মাদল বাজে, এবং স্ত্রী পুরুষ একত্র মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়া কৃষ্ণলীলা-ঘটিত সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড় লহরাদি গান করিয়া থাকে। কবির গানের মত ইহাতে উত্তর প্রত্যুত্তরও আছে। যথা,—

"নন্দঘোষ বলে, ও কুতূহলে,
আজি কানাই বলাই সঙ্গে লয়ে যাব মধুমগুলে।"
উত্তর—"কেঁদে যশোমতী কয়, নন্দ মহাশয়,
কানাই বলাই কেন নিয়ে যাবে বল কংশালয়?"

এইরূপ গীতের সহিত প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গানের সুরসায়ের অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যথা—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা হরুঠাকুরের ওস্তাদ রঘুর গীত,—

"যদি চল্লি গোপাল রে তুই মথুরায়,
আয় আয় একবার করি কোলে।
ও তুই কংশযজ্ঞে যাবি, আমারে কাঁদাবি রে,
একবার ডাকরে ডাক জন্মের মতন মা বলে।"

কবির আসরে প্রথমতঃ ভবানী-বিষয়, পরে সখী-সংবাদ, তার পর বিরহ এবং সর্ব্বশেষে লহর ও খেউড় গাইবার নিয়ম। দুর্গা ও শ্যামাদি শক্তির স্তোত্র এবং লীলাদি বর্ণনা-সম্পর্কীয় ভক্তিরস কি বীররসের গানের নাম ভবানী বিষয়; অথবা 'ঠাকুরুণ বিষয়।' কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক ব্রজাঙ্গনা ও সখীদিগের উক্তি গীতকে সখীসংবাদ বলিয়া থাকে এবং পতিবিয়োগবিধুরা বিরহিণী কামিনীদিগের বিরহ-যন্ত্রণা-প্রকাশক গীতগুলি বিরহ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই বিরহে কখন কখন পুরুষের উক্তিও শুনিতে পাওয়া যায়। শ্লেষ, ব্যঙ্গ, কাব্য ও পরিহাসাদি ভাবের গানের নাম লহর এবং আদিরস-ঘটিত গীতের নাম খেউড়। ভদ্রভাবের খেউড় প্রায় আকার-ইঙ্গিতে ও ভাব-ভঙ্গিতে খুব প্রচ্ছন্নভাবে রচিত ও গীত হয়। ইহার নাম সাদা খেউড়। আর কখন কখন কোন কোন খেউড় এত অশ্লীল শব্দে ও বীভৎসরসে রচিত হইয়া থাকে যে, তাহা শুনিলে কর্ণে হস্তার্পণ করিতে হয়। দুই ব্যক্তি একত্র হইয়া শুনা দূরে থাকুক, নির্জ্জনে আপনা আপনি মনে করিতেও ঘৃণা ও লজ্জাবোধ হয়। কিন্তু মানবচরিত্র কি অদ্ভুত ও কালের কি কুটিলগতি! কিছু দিন পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে মহা-মহা বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, অধ্যাপক ও রাজা রাজওয়াড়ারা, পিতা-পুত্রে একত্র বসিয়া অতিশয় যত্নপূর্ব্বক এই খেউড় শ্রবণ করিতেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির হাপ্-আখড়াইয়ের গীতের মধ্যেও উক্তপ্রকার অশ্লীল শব্দপূর্ণ আদিরসের বিস্তর খেউড় দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঘরে শারদীয়া পূজার সময় নবমী-কীর্ত্তন উপলক্ষে নবমীপূজার দিন মহিষ বলিদানের পর কাদা-খেউড়ের সময় স্বয়ং মহারাজ, যুবরাজ ও আর আর রাজকুমারদিগকে নিজে নিজে এক-একটি সকার-বকারের খেউড় রচনা করিয়া গাইতে হইত এবং কখন কখন পরস্পর ছড়া কাটা-কাটি ও উত্তর-প্রত্যুত্তর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন,—

"কি হ'ল ওলো ঠকুর্ঝি" ইত্যাদি খেউড়টি রাজকুমার শিবচন্দ্রের রচিত বলিয়া প্রবাদ আছে। উক্তবংশে অদ্যাপি এই রীতি প্রচলিত আছে কি না, বলা যায় না; বোধ হয় না থাকাই সম্ভব।

কবির দুই দল থাকে, একদল গান গাহিয়া থামিলে, অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করে। গীতের সেই উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া সভাসদেরা কাহার জয় বা কাহার পরাজয় হইল, তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। প্রতি কবির দলেই একজন বা দুইজন কবিয়া গীত-রচক বা বাঁধনদার থাকেন। এখন কবির গান আর তেমন শুনা যায় না। লোকের পূর্ব্ববৎ অনুরাগ না থাকায় 'কবি' লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন কবির অনুকরণে সখের 'হাপ্-আখড়াই' গান মধ্যে মধ্যে শুনা যায়।

বাঙ্গালা সনের একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রকৃত কবি-গান ও কবিওয়ালা বিদ্যমান থাকার কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ হরুঠাকুরের ওস্তাদ রঘুর পূর্ব্বে আর কেহ প্রকৃত কবিওয়ালা বলিয়া ছিল না। কেহ কেহ বলেন, 'মতে' ও নন্দ কবিওয়ালার দল রঘুর পূর্ব্ববর্ত্তী। যাহা হউক, ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় বহুলোক একত্র হইয়া, বৈঠক করিয়া কবির স্থায় কোন একরকম গান করিতেন, যেহেতু উত্তরকালবর্ত্তী কবিকে অনেক প্রাচীন লোক 'দাঁড়া কবি' বলিতেন। যথা,—"এদের বাড়ী দাঁড়া কবি হইতেছে।" "এটা দাঁড়াকবির সুর" ইত্যাদি। যাহা হউক, একমতে রঘু হইতেই দাঁড়াকবি বা প্রকৃতি কবির সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। রঘুর দলের অনেক গীতের সুরসার তদুত্তর কালবর্ত্তী কবিওয়ালাদিগের স্থায়। যথা, সখীসংবাদ,—

"তোরা বলিস্ ত আমি তোদের সঙ্গে যাই,
বৃন্দে আর আমার মানেতে কাজ নাই।
কুলপঙ্কে কত ডুবে রব।
ও কলঙ্ক গলার হার, শঙ্কা কি আমার, ডঙ্কা মেরে চ'লে যাব।"

রঘু যে কি জাতি ছিলেন, এবং কোথায় তাঁহার বাস ছিল, তাহা নিশ্চয়রূপে জানা যায় না, ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখ হইতে এই বিষয়ে ভিন্ন রূপ কথা শুনা যায়। কেহ এই রঘুকে রঘুনাথ দাস চর্ম্মকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেহ বা ভদ্র শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ বলেন, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শালিখাতে রঘুর বাস ছিল, আবার কেহ বলেন, গুপ্তিপাড়া রঘুর জন্মস্থান। রঘুর পরে, কি তৎসমকালে 'রাসুনৃসিংহ', যাহাকে 'রাসু নরসিং' বলিয়া থাকে, এবং লালুনন্দলাল ও গোজলা গুঁই এইনামে কয়েক ব্যক্তির দল থাকার কথা কাহারও কাহারও নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যে কি প্রমাণ অনুসারে ঐ কথা বলিয়া থাকেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন লোকপরম্পরায় রাসু নরসিংএর ও লালুনন্দলালের কথা শুনা যায় বটে; তাহাদের মধ্যে রাসুনৃসিংহেরই যে দুই একটি গান শুনা যায়, তাহাই ভাবপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। যথা,—

(মহড়া)— "সখি এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয়।
সুহৃদভঞ্জন, লোকগঞ্জন, কলঙ্কভাজন হ'তে হয়।
(চিতেন)—এমনো পীরিতি করি, যা'তে তরি দুদিকে,
ঐহিক আর পারিকে,
শ্রীনন্দনন্দন, দু'খভঞ্জন, সদা রাখি মন তারি পায়।
(অন্তরা)—অমিয় ত্যজে, গরলে মজে, উপজে কি সুখ,
কলঙ্কঘোষণ, জগতে মরণ হ'তে অধিক,
(পরচিতেন)—হৃদয়-মন্দির মাঝে, রসরাজে বসায়ে,
দেখিব আঁখি মুদিয়ে,
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে, কলঙ্কবিচ্ছেদে নাহি ভয়।
(অন্তরা)—মনেরে ক'রে চাতক পাখী রাখিব বিশেষে,
জলং দেহি জলং দেহি ডাকিব প্রেমের প্রয়াসে,
(চিতেন)—ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সে নীরদ হইতে,
জাহ্নবী হ'লেন যাহাতে,
সেই কৃপা জলে, মন ডুবায়ে, কালেরে করিব পরাজয়।
(অন্তরা)—কমলজ জন, সেবিত ধন, অরুণ চরণে,
মনের তিমির বিনাশে পাইলে কিরণে।
(চিতেন)—হৃদে আছে শতদল, সে কমল ফুটিবে,
প্রেম পীযূষ ঘটিবে,
মনো মধুব্রত, হ'য়ে যেন রত, সেই নামামৃত সুধা খায়।
(শেষ অন্তরা অথবা কলি)—
অমিয় আর গরল, দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে,
নয়ন দিয়াছেন বিধাতা দেখিয়ে ভখিতে;
ত্যজিয়ে এ সুধারস, কেন বিষ ভখিবে?
কলুষ-কূপে ডুবিবে,
থাকিতে নয়ন, অন্ধ যেই জন, পেয়ে প্রেমধন সে হারায়।"

এই কবির রচিত বিরহ যথা,—

(মহড়া)—"কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা।
করিলে শ্রবণ, হয় দিব্যজ্ঞান, হেন প্রেমধন উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিরাগে, মনেরি রাগে, পীরিতি প্রয়াগে মুড়াব মাথা।
(চিতেন)—আমি রসিকের স্থানে, পেয়েছি সন্ধানে,
তুমি নাকি জান প্রেম-বারতা।
কাপট্য ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে, ইহার লাগিয়ে এসিছি হেথা।
(অন্তরা)—হায় কোন প্রেমলাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী, কেমন প্রেমে?
কি প্রেম কারণে, ভগীরথজনে, ভাগীরথী আনে ভারতভূমে।
(পরচিতেন)—কোন্ প্রেমে হরি, বধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী, ক'রে অনাথা।
কোন্ প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে, কৃষ্ণপদপেলে মাধবীলতা।"

রাসু নৃসিংহের এরূপ গীত আর বড় দৃষ্ট হয় না। তবে তাঁহার অধিকাংশ গানই একটু সাত্ত্বিক ও ভক্তি ভাবের।

ফরাসডাঙ্গায় নিকটবর্ত্তী গোন্দলপাড়ায় রাসুনৃসিংহের জন্মস্থান বলিয়া খ্যাতি আছে। ইনি কায়স্থকুলোদ্ভব ভদ্র-সন্তান, বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর পর দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কবিওয়ালা লালুনন্দলালও এই সময়ের লোক। কিন্তু ইহার দলের অধিক গান প্রচারিত নাই। তাঁহার একটি পাঠকগণের অবগতির জন্ত এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

(মহড়া)—"হ'ল এ সুখ লাভ পীরিতে।
চিরদিন গেল কাঁদিতে।
(চিতেন)—হ'য়েছে না হ'বে কলঙ্ক আমার গিয়েছে না যাবে কুল,
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কতদূর
শেষে এই হ'ল কাণ্ডারী পালাল, তরণী লাগিল ভাসিতে।
(অন্তরা)—ধন প্রাণ মন যৌবন দিয়ে শরণ লইলাম্ যা'র,
তবু তা'র মন্ পাওয়া সখি আমার হ'ল ভার,
না পুরিল সাধ, উদয় বিচ্ছেদ, মিছে পরিবাদ জগতে।" ইত্যাদি

ইহার পরই হরুঠাকুরের সময়। অনুমান বাঙ্গালা ১১৪৫ কি ৪৬ সালে কলিকাতা সিমুলিয়াতে হরু (হরেকৃষ্ণ) ঠাকুরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কালীচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। হরু প্রথমতঃ সখের দল করেন, তৎপরে অনেক বিলম্বে পেশাদারী দল করিয়াছিলেন। তিনি পেশাদারী কবিওয়ালা হইলেও কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই তিন স্থানের রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি জন্মকবি এবং ইঁহার কবিতাশক্তি স্বভাবসিদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা রাজা নবকৃষ্ণই হরুকে বড় সমাদর করিতেন ও ভালবাসিতেন। ইহাতে তাঁহার সভাপণ্ডিত অধ্যাপকেরা মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাদিগের এই ভাব বুঝিতে পারিয়া, যে সময়ে তাঁহারা প্রাতঃস্নানের পর রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান, একদিন সেই সময়ে রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—যে "গতরাত্রে পূর্ণচন্দ্র দর্শনে আমার মনোমধ্যে একটি ভাবের উদয় হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারা সেই ভাবের একটি পুরাণপ্রসঙ্গঘটিত কবিতা পূরণ করিয়া দিলে, মনে বড় আহ্লাদ হয়।" অধ্যাপকেরা কহিলেন, 'তার আশ্চর্য্য কি ? কি ভাব, আজ্ঞা করুন।' রাজা কহিলেন,—"বঁড়িশে বিঁধেছে যেন চাঁদ।" অধ্যাপকেরা একে একে সকলেই চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই ভাবের উদ্দীপন ও স্ফূরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"মহারাজ! ভাবটা বড় কুট; একটু চিন্তা করিয়া কল্য কবিতা প্রস্তুত করিয়া দিব।" এই কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ একজন চোপ্‌দারকে কহিলেন,—"যাও, হরুঠাকুর যে ভাবে থাকেন, সেইভাবেই তাঁহাকে আসিতে বল।" আজ্ঞামাত্র চোপ্‌দার গিয়া হরুকে রাজা নবকৃষ্ণের আদেশ জানাইল। হরু তখন তৈল মাখিতে ছিলেন, শুনিবামাত্র গামছা দোছোটে রাজসভায় আসিলেন। রাজা হাসিতে হাসিতে হরুকে ঐ ভাবটি বলিয়া একটি পুরাণোক্ত গীত রচনা করিতে বলিলেন। কবিতা দেবীর অনুগ্রহে, হরু তৎক্ষণাৎ একটি সেই ভাবের সখীসংবাদ প্রস্তুত করিয়া, মহারাজ ও সভাস্থ সকলকে শুনাইলে, সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া, হরুকে সাধুবাদ দিলেন ও রাজাকে কহিলেন, "আপনি প্রকৃত রসজ্ঞ ও ভাবজ্ঞ বলিয়াই হরুর এত আদর করেন। আমরা হরুর ঈদৃশী শক্তি জানিতে ও বুঝিতে পারি নাই।"

হরুঠাকুরের সখীসংবাদ বড় প্রশংসনীয়। সখীসংবাদ—

(মহড়া)—"তোমার ভাব দেখে করি অনুভাব ভাব বুঝি ফুরা'ল।
দিন দিন্, রসহীন্ হ'লে প্রাণ, ওরে প্রাণ,
তুমি আছ সেই তোমার প্রেম লুকা'ল।
একি ভাব, গেছে পূর্ব্বের সে সব ভাব, অভাবে ভাব মিশা'ল।
তোমায় লোকে কয়, রসময়, মিথ্যানয় সে রস পরের কাছে হয়,
ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়,
তোমায় আমায় আছে ভ্রান্তি, হয় শিরে সংক্রান্তি,
যেন শান্তিশতকেতে পাঠ এগোলো।
(চিতেন)—সেই তুমি সেই আমি সেই প্রণয়, নূতন নয় পরিচয়,
তবে প্রাণ হ'লে রসের অনুষ্ঠান বিরস বদন কেন হয়,
পেলেম ব্যাভারে পরীক্ষে, (ওরে প্রাণ)
তোমার অযাচক ভিক্ষে চক্ষে রেখে চাওনা পোড়া চক্ষে,
তোমার সদাই বদন বাঁকা, হয় যখন দেখা (প্রাণ)
সে সব শশিমুখের হাঁসি কমনে গেল।
(অন্তরা)—প্রাণ যেমনে ভুলা'লে এ মন, তোমার কোথা মন,
কেমন কেমন দেখতে পাই।
বলনা কোন্‌খানে মন হারা'ল রে প্রাণ না হয় আমিও
সেই পথে যাই।
(পরচিতেন)—নাই এখন তোমার সে সুদৃশ্য সুহাস্য সুবচন,
কোথা হয়, যেন কে কারে কি ক'য়, ও প্রাণ এমনি অন্য মন,
তুমি রসিক নও তানয় প্রাণ, রাগ স্থান বিশেষে মান,
কোন্ রাজ্যে ধান, কোন্ রাজ্যে বাণ,
আমি হাজা প্রজা ব'লে. জ্বলে প্রাণ জ্বলে প্রাণ,
আমার সুখের সময়ে তোমার রস শুকাল।
(ফুকো)—প্রাণ বল্‌বো বল্‌বো করি, ভয়ে বল্‌তে নারি
সদাই ভারি ভারি মুখ।
এমন সুখের দেখা পাই না হে রসরাজ করি হাস্য রহাস্য কৌতুক।
(শেষচিতেন)—আমি জানি আমা হ'তে প্রাণ সুখের স্থান তোমার নাই
(ওরে প্রাণ)
এখন কোথায় জুড়াও প্রাণ সেই কথা শুনতে চাই,
মনে এই বড় তিতিক্ষে (ওরে প্রাণ)
আপনার স্থাপিতবৃক্ষে সুখফলদান কর বিপক্ষে,
হ'য়ে আশার উদ্যোগী সম্ভোগী মন হ'ল।
প্রেমের ছায়া লেগে কায়া কই জুড়া'ল।"

হরুঠাকুর রচিত বিরহ।

(মহড়া)—"ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার জীবন যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন
সে চাহেনা আমি তার যোগাই মন।

(চিতেন)—যেখানেতে না রহিল মানী জনার মান,
সে কেমন অজ্ঞান তা'রে সঁপে প্রাণ,
সেধে কেঁদে হ'য়ে গেছে কলঙ্কভাজন।
(অন্তরা)—একি প্রণয়ের রীতি সই শুনেছ এমন,
কেহ সুখে থাকে কেহ দুখে জ্বালাতন,
(চিতেন)—শয়নে স্বপনে মনে যে যা'রে ধেয়ায়,
সে জন তাহার ফিরে নাহি চায়,
তথাপি না পারে তা'রে হ'তে বিস্মরণ।
(অন্তরা)—সখি পিরীতি পরম ধন জগতেরি সার,
সুজনে কুজনে হ'লে হয় ছারখার,
(পরচিতেন)—সামান্ত খেদের কথা একি প্রাণ সই
কারেই বা কই, প্রাণে মরে রই,
ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছন।
(ফুকো)—যা'রে ভাবিব আপন সই তা'র এ বোধ নাই,
এমন প্রেমের মুখে তা'রো মুখে ছাই,
(চিতেন)—হেন অরণ্যরোদনে ফল আছে কি
এ হ'তে সুখী একা যে থাকি,
ধ'রে বেঁধে করা কিনা প্রেম উপার্জ্জন।
(অন্তরা)—যার স্বভাব লম্পট সই তার কি এ বোধ,
আছে কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ,
(চিতেন)—অতিদূঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন,
এমন মিলন না দেখি কখন ;
রঘু বলে কোথা মিলে দুজনে সুজন।"

বিরহবর্ণনায় রামবসুর সমান কেহই নয়। তবে হরু ঠাকুরের রচিত বিরহের মধ্যে দুই একটি গীতে বিলক্ষণ ভাবের গাঢ়তা ও রচনার নিপুণতা দেখা যায়। বিশেষতঃ আর আর যত কবি, সকলেই বসন্ত ঋতু অবলম্বনপূর্ব্বক বিরহ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু হরু বর্ষা ঋতু আশ্রয় করিয়া, যে একটি বিরহ রচনা করিয়াছিলেন, সেটি অতি মধুর ও তাহাতে হরুঠাকুরের বেশ কবিত্ব শক্তির প্রকাশ পাইয়াছে। যথা,—

(চিতেন)—"সুধীর ধার বহিছে এই ঘোরতরা রজনী।
এ সময়ে প্রাণসখিরে কোথায় গুণমণি।
ঘন গরজে ঘন শুনি ;
ঐ ময়ূর ময়ূরী হরষিত হেরি চাতক চাতকিনী।
(অন্তরা)—এ কদম্ব কেতকী চম্পকজাতি সেউতি সেফালিকে,
আণেতে প্রাণেতে মোহ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে,
বিদ্যুৎ খদ্যোত দিবাজ্যোতি মত প্রকাশে দিনমণি।
*   *   *   *   *   *
প্রিয়মুখে মুখ দিয়ে শারী শুক থাকে দিবস রজনী।

হরুর শেষাবস্থায় এবং তাঁহার দেহাবসানের পর নীলু, রামপ্রসাদ, উদয়দাস, পরাণদাস, নিত্যানন্দদাস বৈরাগী, ভবানীবেণে, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহ, কাশীনাথ পাটনী ও তৎপুত্র নীলুহরি পাটনী, ভোলাময়রা, চিন্তাময়রা, বলরাম কপালী এবং আণ্টুনি সাহেবের কবির দল হয়। এই দলগুলির মধ্যে নীলু ও রামপ্রসাদের দলই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দলগুলির আবির্ভাব হওয়া বলিয়া বোধ হয়। তবে ইহার মধ্যে কোন্ দল কখন অর্থাৎ কে অগ্রে ও কে পশ্চাতে হয়, তাহা ঠিক করা কঠিন। তবে পূর্ব্বোক্ত দলগুলি যে সমকালবর্ত্তী, তাহা ঐ সমস্তদলের মধ্যে পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা জানা যায়। ইহার কিছুদিন পরেই গোবিন্দ আরজবিগি, উদ্ধবদাস, নিতাইদাসের পুত্র, এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস (পর্য্যন্ত নিতাইদাসের দল রাখিয়াছিলেন) এবং পরাণ-সিং সর্ব্বশেষে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত দলাধিপতিরাই যে স্বয়ং গীত-রচয়িতা ছিলেন, তাহার কোন প্রামাণিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকের দলে পৃথক্ বাঁধনদার থাকিত এবং অনেকেই নিজে গান প্রস্তুত করিতেন। নীলুঠাকুর, মোহন সরকার, ভবানে বেণে ও ঠাকুরদাস সিংহের দলে অনেক সময়ে বিখ্যাত কবি রামবসু গান দিতেন। তৎপরে তিনি নিজে দল করিয়া আর কাহারও দলে গান দেন নাই। গোরক্ষনাথ ঠাকুর বলিয়া একব্যক্তি সাহেবের দলে বাঁধনদার ছিলেন। নীলু পাটনীর দলে সমস্ত গীত একজন 'কুকুরমুখো গোরা' নামক বাঁধনদারের রচিত।

বাঁধনদারদিগের মধ্যে সকলে যে শিক্ষিত ও ভদ্রলোক তাহা নহে। অনেকে অশিক্ষিত ও অভদ্র ছিলেন। ইহার মধ্যে কাহার কাহার বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত ছিলনা, কিন্তু এমনি সরস ও ভাবপূর্ণ গীত রচনা করিতে পারিত যে তাহা শুনিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হইত। প্রবাদ আছে যে পাটনীর দলের বাঁধনদার কুকুরমুখো গোরা কেবল মুখে মুখে বড় বড় ওস্তাদিদলের গীতের উত্তর দিত এবং ঐ সমস্ত উত্তর গানের মধ্যে পুরাণঘটিত গূঢ় ও গুহ্য ভাব সকল সন্নিবেশিত থাকিত। একবার নিতাইদাস নীলুপাটনীকে "দাঁড়বাওয়া পাটনী" বলিয়া শ্লেষ করিয়াছিলেন, তাহাতে গোরা ঐ গীতের উত্তরে বাবাজিকে শ্লেষ করিয়া বলে—

"তোর জাত খুঁজে রাত কাবার হলো ডুব দিয়ে পেলেমনা থাই।
নিজের আদ্যি কি ভেবে দেখরে বৈরাগী নিতাই ॥
ছেড়ে শর ক্ষীর ননী,
সেই যশোদার নীলমণি,
যতো বৈষ্ণবী পার করবে বলে দণ্ড ধরে আছি তাই।" ইত্যাদি।

কবিওয়ালাদিগের মধ্যে কবিত্ব শক্তি অনুসারে পর্য্যায় বদ্ধ করিতে হইলে হরুর পর রামবসুর কথা উল্লেখ করা

কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু সময়ের পূর্ব্বকার ঘটনা ধরিলে নীলুঠাকুরের দলকেই হরুর আসন্ন নিকটবর্ত্তী বলিয়া গণ্য করা উচিত। দুঃখের বিষয় এই যে নীলুর দলের অধিক গীত প্রকাশ নাই, যাহা কিছু আছে, তাহাও রামপ্রসাদ ঠাকুরের রচিত বলিয়া বিখ্যাত, এজন্য তত্তাবৎ রামপ্রসাদ ঠাকুর প্রসঙ্গে প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। নীলুর পর রামপ্রসাদ ঠাকুর নীলুপাটনীর দল রাখেন। রামবসুকৃত একটি গীতে তাহার একথা প্রকাশ আছে, যথাস্থানে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। নীলুঠাকুরের পর নিতাইদাসের দলই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দল বলিয়া খ্যাতি আছে। নিতাইদাসের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী। ফরাসডাঙ্গার ইং-রাজাধিকৃত চন্দননগর ইহার জন্মভূমি। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব এবং বালককাল হইতেই ইহার গাহনা বাজনায় বড় অনুরাগ। সর্ব্ব প্রথমে নীলুঠাকুরের কবির দলে গান করিতেন, তার পরে নিজে দল করেন। কিন্তু সকল গীত স্বয়ং রচনা করিতেন না, নবাইঠাকুর ও গৌর কবিরাজ নামে দুই ব্যক্তিও ইহার দলে বাঁধনদার ছিলেন। ইহার দলের গীত বিলক্ষণ সারগর্ভ ও সাত্বিকতা পূর্ণ। যথা,—

সখী-সংবাদ।

(মহড়া)—"ফিরে ফিরে চায় ফিরে যায় ঐ শ্যামধন।
পিয়ারী খানিক বই, বলবে কৃষ্ণ কই কই
তখন কোথা যাব কোথা পাব শ্যামের অন্বেষণ।
অভিমানে রয়েচেন মানিনী রতন,
মানের অধীন হ'য়ে কোন দিন
কি ঘটিবে মানে মান যাবে, প্রাণ যাবে, মাধব যাবে,
না মরিব দেখিব তখন ;
পেয়ারী কেমন না হেরে কালবরণ।
(চিতেন)—যা করে তা করুক রাই সই তাহে ক্ষতি নাই,
কেন্দে কৃষ্ণ যায় ফিরে, চাইতে চাইতে রাধারে,
যখন যাই রাই যাই রাই মাধব বলে,
অমনি বয়ান ভাসে শ্যামের নয়নজলে ;
ক্ষণেক কুঞ্জের বাহিরে যায়, ক্ষণেক দাঁড়ায়
চলিতে না চলে চরণ।
(অন্তরা)—রাধার একি মান সইগো, রাইকে মানা কর,
মানে মজে রাই, শ্যামের আর সে পিরীত নাই,
এখন মানের সঙ্গে পিরীত হল,
মানিনী কৃষ্ণ প্রতি, কোপে মজে হয়েছে অধীরা অতি,
এবে হয়ে রাধা মানপ্রস্ত
অমনি শ্যামের প্রতি হল খড়্গ হস্ত,—
(পরচিতেন)—নিকুঞ্জেতে ললিতে সই বৃন্দের প্রতি কয় ;
মানময়ীর মান হেরে হয়েছি হে বিস্ময়।
রাধার যুগলচরণকমল করে ধরি,
অমনি ধুলায় লুণ্ঠিত বংশীধারী,
তথাচ মান নাহি গেল উথলিল দুর্জ্জয়মান-সরোবর।

বিশেষতঃ উক্ত বৈরাগীর দল ভিন্ন পুরুষোক্তি আর তেমন বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। যথা—

(মহড়া)—"পীরিতের কি ধার ধারো তুমি প্রাণ,
এতো নবীনা নারীরো কর্ম্ম নয়, ইথে প্রবীণতা অতিশয়,
কখন রাজা, কখন প্রজা, কখন বা যোগী হ'তে হয়।
সখি আঁখি মনঃপ্রাণ, সদা সাবধান,
ধ্যান শবসাধনের প্রায়।
(চিতেন)—আগে মাথায় লইয়ে কলঙ্কের ডালি,
কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়।
মান অপমান সইয়ে ইথে নাহি থাকে লোকলাজ ভয়।
দীপে পতঙ্গ যেমন, হয়লো পতন, দাহন করিতে নিজ কায়।
(মহড়া) এই খেদ হয়, তবু বল পুরুষ ভাল নয়।
যখন দক্ষযজ্ঞে সতী ত্যজেছিলেন প্রাণ,
তখন মৃতদেহ গলায় গেঁথে রাখলেন মৃত্যুঞ্জয়।
(চিতেন)—কথায় কথায় ক'রে অভিমান, তিলে ক'রে বসে তাল,
ও ধনী না জানি কেমন পুরুষের কপাল ;
যদি পুরুষ পাতকী হবে,
তবে পাণ্ডবেরা নারীর সঙ্গে বনে কেন বেড়াবে ;
দেখো তারা একা নয়, হরি দয়াময়,
মানে ধরেছিলেন রাধার পদদ্বয়।
(মহড়া)—আর নারীরে করিনে প্রত্যয়।
নারীর নাইকো কিছু ধর্ম্মভয়।
(অন্তরা)—নারী মিতে যেমন, ভুলতে তেমন, দুই দিকে তৎপর।
মজিয়ে পরে চায় না ফিরে আপনি হয় অন্তর।
(চিতেন)—উত্তমেরে ত্যাজ্য করে অধমে যতন,
নারী বারি দুই জনারি নীচপথে গমন,
তার প্রমাণ বলি প্রাণ, নলিনী-তপনে ত্যজিয়ে,
বনের পতঙ্গ সে ভৃঙ্গ তারে মধু বিতরয়।"

নিতাইদাসের সমকালবর্ত্তী আর একজন কবিওয়ালা ভবানে বেনে। ইহার প্রকৃত নাম ভবানী, জাতিতে গন্ধবণিক, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী উপনগর বরাহনগর ইহার বাস-স্থান। কেহ কেহ কহেন যে, অম্বিকাকালনার নিকট সাত-গেছে ভবানের জন্মস্থান, বরাহনগরে তাহার দল থাকিত বলিয়া লোক তাহাকে উহার বাসিন্দা মনে করিত।

ভবানে প্রথমতঃ রামবসুর নিকট হইতে গীত লইয়া প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভবানের দল এক সময়ে নাম-লব্ধ হইয়াছিল। প্রায় নিতাইদাসের সঙ্গে ইহার লড়াই হইত এবং তৎকালবর্ত্তী লোক "নিতে ভবানের" লড়াইকে "বাঘে মহিষের লড়াই" বলিতেন। ঐ দুইজনের এমনি

প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল, যেখানে ভবানে সেখানে নিতে, যেখানে নিতে সেইখানে ভবানে। পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিতে ভবানের এক একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নিতাইদাসের রচিত বিরহ।

(মহড়া)—"কোকিল রে কিছু দয়া ধর্ম্ম নাই তোমার শরীরে,
হয়ে মদনের অনুচর, রাধায় জ্বালাবে নিরন্তর,
তবে স্ত্রীহত্যার ভাগী কর্‌বো তোমারে;
দেখবে ব্রজনগরে।
সেই কৃষ্ণপ্রেমে মজে ত্রিজগৎ মাঝে কালকলঙ্কী হল নাম,
আবার সে কাল হ'লো আমার বাম;
আবার কাল তমালডালে ঐ কাল কোকিল,
বসন্তকালে জ্বালায় আমারে।

(চিতেন)—নিষেধ করিলে তোমায় না শুন কথা,
দেখি তোমার রীত একি বিপরীত,
দেহ বারে বারে অন্তরে ব্যথা;—
যদি তোমার রব শুনে মরিরে পরাণে,
তবে তোর গতি হবে কি,
বিহঙ্গ তুই কাননের পাখী;
তুমি না চেন আত্মপর হান্‌তেছ পঞ্চশর,
দুঃখিনী কমলিনীর হৃদ্‌পিঞ্জরে।

(অন্তরা)—ওরে কোকিলে রাখরে কমলিনীর মিনতি,
কৃষ্ণপ্রেমের অনল জ্বলে আবার তায় দিতেছরে আহুতি;—
রাধার হ'য়ে মধুপুরে যেতে ত পারে না এই শ্রীমতীর হ'ল কি দুর্গতি।
মনের খেদে প্রাণে বাঁচিনে, যদি আজ হে কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণবিহনে,
প্রাণেতে মরি, তবু অন্তে পাব শ্রীহরি;
ওরে তোমার কি কঠিন প্রাণ, জ্বালালে রাধার প্রাণ,
একাকী পেয়ে কুঞ্জকুটীরে।"

ভবানেবেনের দলের রচিত বিরহ।

(মহড়া)—"একবার কুঞ্জবনে কৃষ্ণ ব'লে ডাক্‌রে কোকিলে।
মধুর কুহুধ্বনি শুনে তাপিত প্রাণ জুড়াবে গোপীগণে;
নীরব হয়ে বসে কেন রইলি তমাল ডালে।
জুড়াবে গোকুলবাসী গোপী সকলে,
শুনাও মধুমাখা মধুস্বর, ওরে পিকবর, রাধার কর্ণকুহরে।
সুমধুর স্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল,
জানি দুঃসহ বিরহ ও নামে নির্ব্বাণ হয়,
কৃষ্ণপ্রেমের জ্বালা যাবে কৃষ্ণনাম নিলে।

(চিতেন)—বসন্ত সময় ব্রজে হ'লনা বসন্তের অভ্যুদয়,
দূতী কৃষ্ণবিচ্ছেদে মনের খেদে কোকিলেরে কয়,
সেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যাম বৃন্দাবনে নাই;
দুঃখের কি দিব সখের কৃষ্ণপদপঙ্কে, অঙ্গ ঢেলে আছে রাই,
জুড়ায় কমলিনীর জীবন ব্যথায় ব্যথী এমন কে,
ওরে পক্ষ হও সাপক্ষ দুখিনী বলে।

(অন্তরা)—আমরা দুখিনী গোপী বিরহিণী কৃষ্ণবিরহে
দেখরে বিহঙ্গ বিনে ত্রিভঙ্গ অনঙ্গে অঙ্গ দহে;
কৃষ্ণ হয়েছে রাধার কলেবর, শোন্‌রে ওরে পিকবর,
সে পায় জীবন এখন ওরে কৃষ্ণনাম শুনালে।"

নিতাইদাস যেমন গাহিয়ে তেমনি বাজিয়ে ছিলেন। তাঁহার সম ঢুলী তৎকালে কেহই ছিল কি না সন্দেহ। সহর ফরাসডাঙ্গা নিবাসী স্বাধ্যারামবাইতির পুত্র দেশবিখ্যাত মোহন ঢুলীই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গৎ করিত; কিন্তু যখন গাহিতে গাহিতে তিনি বড় উন্মত্ত হইতেন, তখন মোহনের স্কন্ধ হইতে ঢোল লইয়া নিজে বাজাইতেন এবং তাঁহার আড়ি পরম ও তিহাইয়ের চোট শুনিয়া মোহন বারম্বার তাঁহার পায়ের ধূলা লইত।

কবিওয়ালা মোহন সরকার ও ঠাকুরদাস সিংহের নিজের কোন গীত প্রসিদ্ধ নাই, এজন্য তাহাদিগের কথা পৃথক্‌রূপে আর কিছু বলা হইল না। ইহারা দুইজনেই রামবসুর সাহায্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। অতএব রামবসুর পরিচয়েই ইহাদিগের পরিচয় হইবে। এই সময়েই কবি রামবসুর নাম জাহির হইয়া উঠে এবং তিনি পৃথক্ দল করেন।

৺ রামবসুর প্রকৃত নাম রামচন্দ্র বসু, কলিকাতার নিকট ভাগীরথীর পরপারস্থ শালিখাগ্রামে অতি ভদ্রকুলীন কায়স্থের ঘরে ইহার জন্ম এবং ইনি জন্ম কবি। অতি বাল্যাবস্থায় যখন সহর কলিকাতায় যোড়াসাঁকো-নিবাসী ৺ বারাণসী ঘোষের বাটীতে রামচন্দ্র তাঁহার পিশামহাশয়ের নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করিতেন, তখন হইতে কলাপাতে তিনি গীত রচনা করিয়া ফেলিয়া দিতেন, কবিওয়ালা ভবানেবেনে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার এইরূপ অসাধারণ রচনাশক্তি জানিতে পারিয়া গোপনে তাঁহার নিকট হইতে গান লইতে আরম্ভ করে। তিনি কিছুদূর পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া কিছুদিন কেরাণীগিরি চাকরী করেন, কিন্তু কবিতা-রচনা বিষয়ে তাঁহার এমন অনুরাগ ছিল যে, সে চাকরী তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি কেবল কবিতা-রচনাতেই জীবন দীক্ষিত করিলেন। প্রথমতঃ তিনি কাহারো নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না, তারপর প্রয়োজন সাধনের জন্য অগত্যা তাঁহাকে কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বতন লেখকদিগের প্রমাণানুসারে সর্ব্বাগ্রে ভবানে-বেনের দলে তাঁহার গান দেওয়া বলিয়া মনে করিতে হয়, তার পর নীলু-ঠাকুর, পরে মোহন সরকার, তদনন্তর ঠাকুরদাস সিংহ, অবশেষে তিনি নিজ নামে দল করিয়া এই বঙ্গদেশের মধ্যে

যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার দেহাবসান হয়। তিনি ৪২ বিয়াল্লিশ বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা ১২৩৫ কি ৩৬ সালে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সহর মুরশিদাবাদের কাশীমবাজারস্থ রাজা হরিনাথ কুমার বাহাদুরের বাটীতে শারদীয়া পূজার সময় গান করিতে গিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন এবং সেই পীড়াতেই তাঁহার আয়ুঃ শেষ হয়। রামবসুর কবিত্বশক্তি অসাধারণ ও অদ্বিতীয়।

রামবসু রচিত সপ্তমী।

(মহড়া)—"তবে নাকি উমার তত্ত্ব ক'রেছিলে (গিরিরাজ!)
ওহে শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে।
নারী প্রবোধিতে যেতে হে কৈলাসে যাই ব'লে॥
এসে বলতে মেনকা তোমার দুঃখের কথা উমা সব শুনেছে,
তোমায় দেখ্তে পাষাণী আপনি ঈশানী আস্তে চেয়েছে,
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ওই হে,
আমি আপনি এসেছি জননী ব'লে॥

(চিতেন)—তারা হারা হ'য়ে নয়নের তারা হারা হ'য়ে রই,
সদা কই উমা কই আমার প্রাণ উমা কই,
আমার সেই হারা তারা ত্রিজগতের সারা বিধি এনে মিলালে॥
উমা চন্দ্রবদনে ডাকছে সঘনে মা মা মা বলে।
উমা যত হেসে কয়, ও তো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে॥

(অন্তরা)—ভাল হোক হোক ওহে গিরি চাই, আমি নারী তাই ভুলি বচনে
তোমার কি মনে হয় না হে নাথ হেরিতে উমার চন্দ্রাননে।

(পরচিতেন)—আশা-বাক্যে আমার নাথ প্রাণ রহি বল কতদিন,
দিনের দিন তনু ক্ষীণ, বারিহীন যেমন মীন;
যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বৎসরে তাকে, আন্তে তো যেতে হয়,
যেন মাহীনা কন্যা তিন দিনের জন্য এলো হে হিমালয়;
মুখে করি হাহাকার ছিলাম যেন শব হে,
গৌরী মৃতদেহে এসে প্রাণ দিলে॥"

রামবসু রচিত ১ সখীসংবাদ।

(মহড়া)—"শ্যাম কাল মান ক'রে গেছে কেমন আছে সখি দেখে আয়।
আমায় ক'রে সে বঞ্চিতে, গেল কা'র কুঞ্জে বঞ্চিতে,
ভয়ে পড়িতে মরি হরিপ্রেমের দায়।
ছলে রাধার মন ছলেছে তুমি জান্বে মন দূরে থেকে,
চাঁদ দেখে গো দেখ দেখি কয় কি কয় কথা ডেকে,
যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয় অপ্রণয়,
শ্যামকে সেধো গো ধরে দুটি রাঙা পায়॥

(চিতেন)—সাধ করে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান,
শ্যামের তায় হ'ল অপমান,
শ্যামকে সাধ্লাম না, ফিরে চাইলাম না,
কথা কইলাম না রেখে মান;
কৃষ্ণ সেই মানের অনুরাগে রাগে যাচ্ছে, দূতী,
পড়ে আছে চন্দ্রাবলীর নবরাগে;
ছেড়ে পূর্ব্বের সে পূর্ব্বরাগ
এখন কি অপূর্ব্বরাগ
রাগে পাছে তাম রাধায় আদপ্ ভুলে যায়॥

.(অন্তরা)—ওগো যার মানের মানে আমার মানে,
সে না মানে তবে কি করে এ মানে;
মাধবের কত মান না হয় তার পরিমাণ,
আমি মানিনী হয়েছি যার মানে।

(পরচিতেন)—যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান,
সেই পক্ষে রাখ্তে হয় সম্মান,
রাখতে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের মান অপমান;
এখন মানাতে প্রাণ জ্বলে জ্বলে জ্বলে গো,
আমার সেই কাল জলধর, হল আজ অন্তর,
রাধাচাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায়॥

(মুকো)— যখন শ্যাম সাধলে চরণ ধরে,
তখন তারে একবার চাইলেম না ফিরে,
কুঞ্জের বার ক'রে তায়, গুমরে প্রাণ যায়,
না দেখে কাল জলধরে;
অন্তরে বাধা করি অনুরাগ,
নিকটে গেলে বাড়ে রাগ,
মরি প্রেমের রীত যে করে বঞ্চিত
ভাবি তারি রীত অনুরাগ,
কৃষ্ণ সর্ব্বদা বিরাগ করে,
তবু তারে গো প্রাণে রাখি প্রাণ জুড়াব মনে করি;
আমার হৃদয়ের ধন কালবংশীবদন
সে কোন্খানে ভুলে আছে শ্রীরাধা।......

(শেষ অন্তরা)—সই এ ভাবের কি ভাব বল দেখি,
থাকি থাকি কেন কৃষ্ণ বলে ডাকি,
মানে ভেবে বিরূপ, দেখি সই কালরূপ,
যে দিকে ফিরাই দুই আঁখি;
একবার ভাবিগো শ্যামকে ভুলি ভুলি
আবার যে ভুলি একি দায়।
হ'ল শ্যামের মন সে কি......ধন,
তবু আমার মন তারে চায়॥"

ঐ ২ সখীসংবাদ।

(মহড়া)—"ওগো ললিতে গো দেখে যাগো রাই কেন এমন হ'লো।

(চিতেন)—বসেছিলেন কমলিনী একালা কুঞ্জেতে,
শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গকথা আমরা আসিতে,
কৃষ্ণ কথা পেলে আর কি ভোলে, রাই,
রয়ে, রয়ে, ঐ কথা তোলে,
কইতে কইতে কৃষ্ণ কথা, এলো খেলো স্বর্ণলতা,
'কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে'—আছে কি ম'লো।"

যদিও শেষোক্ত সখীসংবাদটীর আগাগোড়া সমস্ত অংশ পাওয়া যায় না, কিন্তু যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই কবির বেশ গুণপণা প্রকাশ পাইয়াছে। বিরহ-বর্ণনে রামবসুর কেহ এখন সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তাঁহার দুইটি বিরহের কতকাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

(মহড়া)—"মনে রহিল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে তারে বলি বলি আর বলা হ'ল না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না॥
যদি নারী হ'য়ে সাধিতাম তাকে,
নিলর্জ্জ রমণী বলে হাসিত লোকে,
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী-জনম যেন করে না॥

(চিতেন)—একে আমার এ যৌবনকাল তাহে কাল বসন্ত এল,
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল;
যখন আসি আসি সে আসি বলে,
সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়নজলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁও না॥

(অন্তরা)—তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম সজনি,
অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি,
একি সখি হ'ল বিপরীত রেখে লজ্জার সম্মান,
মদনে দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ।" ইত্যাদি

ঐ ২য় বিরহ।

(মহড়া)—"প্রাণ সইরে ঐ নারীধরা বসন্ত এলো।
(চিতেন)—শরত শিশিরে সইরে আমি ছিলাম তো ভালো।
একি পর্ব্ব সখি সর্ব্বনেশে মদন এসে ক'ল্লে আকুলো।
যখন কুহু কুহু কুহরে কোকিলে,
প্রাণ সই প্রাণনাথ কৈ, ভাল জ্বালা হ'ল বসন্তকালে,
যেমন সপ্তরথী মেলে, আমার বধিলে যেন অভিমন্যুর দশা হ'ল।
কোকিল বলে বিরহিনী যৌবন সামালো।" ইত্যাদি।

লহর-রচনা বিষয়েও রামবসু অদ্বিতীয়। নীলুঠাকুরের মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ ঠাকুর যখন সেই দলের দলপতি হইলেন, তখন কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ী দুর্গোৎসবের সময়ে এক আসরে রামপ্রসাদ রামবসুকে শ্লেষ করিয়া একটি লহরের ছড়ায় গাহিয়াছিলেন—

"নাই কো রামবোসের এখন সেকেলে পৌরোষ।
এখন দল করে হ'য়েছেন রামবোস রামকামারের…কোষ॥"

তৎপরেই রামবসু ঐ গীতের এইরূপ উত্তর দিলেন,—

(মহড়া)—"তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন্।
যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটি দিন।
(চিতেন)—যেমন রাতভিখারীর ধামাবওয়া থাকে এক একজন,
হরিনাম বলেনা মুখে পিছু থেকে চাল কুড়তে মন,
কর্ম্মে অকর্ম্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্ম্মা,
মন কাজের কাজি ঠাটর বাজী (ভাইরে)
ঠিক যেন ধোবার বিশকর্ম্মা;
যেমন বিদ্যাশূন্য বিদ্যাভূষণ সিদ্ধিরস্তবস্তুহীন॥
(অন্তরা)—নীলমণি ম'লে নীলমণির দলে,
ঢুকলো শিংভাঙ্গা এঁড়ে বাছুরের পালে,
যেমন নবাব ম'লে নবাব হ'ল উজীরালী আড়াই দিন,
মরি হায় কি সুরৎ, ঠিক যেন বজরার মুরৎ,
খাড়া আছেন খাপ খুলে রাতদিন।
যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন জাঁক,
দুনিয়ার কর্ম্মেতে কুড়ে ভোজনে দেড়ে বচনে পুড়িয়ে করেন খাক,
তেমনি শ্রীছাদ, এই পেট্‌কো মুলুকচাঁদ,
ধ'রে কৃষ্ণপ্রসাদ … তরেন রামপ্রসাদ, (?)
যেমন জন্মে কভু হাত পোরে না দোলে লবেদার আস্তীন্।"

যখন হরুঠাকুর দল পরিত্যাগ করিয়া রাজা নবকৃষ্ণের সভাসদ্ হইয়া কালযাপন করিতেন, তখন তিনি একবার পক্ষপাত করিয়া রামবসুর দলের হার সাব্যস্ত করায় রাম বসু পাল্‌টে গানে আসিয়া গাহিলেন,—

"ঠাকুর বাঁচ্‌বেন না বিস্তর দিন।
তার চক্রে ধরেছে পোকা স্বর্ণরেখা অতি ক্ষীণ॥" ইত্যাদি।

প্রবাদ যে ইহাতে হরুঠাকুর বড় রুষ্ট হইয়া রামবসুকে বাপান্ত করিয়া আসর হইতে উঠিয়া যান।

রামবসুর খেউড়ও এইরূপ উপমারহিত, কিন্তু সে সমস্ত গীত অশ্লীল শব্দপূর্ণ বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল না; কিন্তু তাহার আগাগোড়া রসোদ্দীপক ও কবিত্বপূর্ণ। রামবসুর রচিত বিরহের মধ্যে আর একটি বিশেষ গুণ লক্ষিত হয় যে, অধিকাংশ গীতই স্বকীয় রসে বর্ণিত হইয়াছে।

কলিকাতার উপনগর ভবানীপুরে কতকগুলি ভদ্রসন্তান একত্র হইয়া নলদময়ন্তীর যাত্রার দল করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে সখের যাত্রার এই আরম্ভ। রামবসু এই দলের গীত ও সুর দেন। ইহাতেও উক্ত বসুর কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

রামবসুর সমকালবর্ত্তী আর একজন কবিওয়ালার কথা বড় কৌতুকাবহ। তিনি আদৌ এদেশীয় লোক নহেন, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সাতসমুদ্র তের নদী পারের লোক, তিনি একজন আহেলে বিলাতী পর্ত্তুগীজ সাহেব। তাঁহার নাম মিষ্টার এণ্টনি এবং তাঁহার সহোদরের নাম মিষ্টার কেলি। এদেশে তাঁহারা আণ্টুনি ও কালুসাহেব

নামে বিখ্যাত ছিলেন। গরিটীর নিকট ফরাসী অধিকার-ভুক্ত স্থানে আণ্টুনির বাগানবাটী ছিল, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সাহেব বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙ্গালায় আসিয়া কিছুদিন থাকিতে থাকিতে একজন ব্রাহ্মণকন্যার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সমস্ত বাণিজ্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ গরিটীর বাগানে ঘরদ্বার করিয়া থাকিতে লাগিলেন এবং স্বীয় প্রণয়িনী ব্রাহ্মণকন্যার সর্ব্বপ্রকার সন্তোষ সাধনে তৎপর হইলেন। ব্রাহ্মণীর সহিত দীর্ঘকাল সহবাসে সাহেবের বাঙ্গালা কথাবার্ত্তায় বিলক্ষণ অধিকার ও আদর জন্মিল। বিপ্রাঙ্গণা আপনার বিশ্বাসের অনুরূপ দোলদুর্গোৎসবাদি যে সমস্ত পূজার্চ্চনা করিতে থাকিলেন, সাহেব তাহাতেও অনুমোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত পর্ব্বাহে তৎকাল-প্রচলিত কবির গান শুনিয়া আণ্টুনি সাহেবের বড় অনুরাগ জন্মিল, ক্রমে এতদূর হইয়া উঠিল যে, আণ্টুনি সাহেব নিজে সখের এক কবির দল করিয়া বসিলেন, এইরূপে যখন সাহেবের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া গেল, তিনি একেবারে নির্ধন হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি সেই সখের দলকে পেশাদারীদল করিয়া তদ্দ্বারা আপনার জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, সাহেবের দল খুব নামলব্ধ ও বিখ্যাত হইয়া উঠিল। গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি সাহেবের দলের বাঁধনদার ছিলেন, কিন্তু সময়ে সময়ে সাহেব নিজেও কোন কোন গীতের উত্তর দিতেন ও নূতন ভাবের গীত রচনা করিতেন। যখন ঠাকুরদাস সিংহের দলে রামবসু বাঁধনদার, তখন এক আসরে সিংহ সাহেবকে বলেন,—

"কও হে আণ্টুনি আমি এইটি শুন্‌তে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই॥"

ইহাতে সাহেব নিজেই উত্তর দিলেন,—

"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হ'য়ে ঠাকুরো সিঙ্গীর বাপের জামাই কুর্ত্তি টুপী ছেড়েছি॥"

আর একবার রামবসু নিজদলে এক আসরে সাহেবের সঙ্গে লড়াইতে বলেন,—

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদ্‌রিসাহেব শুন্‌তে পেলে গালে দেবে চুণকালি॥"

তাহাতে সাহেব উত্তর করেন,

"খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই॥
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ দেখ্ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে,
আমার মানব-জনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥"

একবার চুঁচড়ায় কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ী দুর্গোৎসবের সময়ে সাহেবের দলের বাঁধনদার গোরক্ষনাথ বলেন, "তুমি যদি সম্বৎসরের বেতন শোধ করিয়া না দাও, তবে আমি তোমাকে নূতন সপ্তমী দিব না।" ইহাতে সাহেব রাগান্বিত হইয়া আর তাঁহার উপাসনা করিলেন না, নিজে এই ঠাকুরুণ বিষয় প্রস্তুত করিয়া গাহিলেন,—

"আমি ভজন সাধন জানিনে মা নিজে তো ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া ক'রে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী॥" * * *

আণ্টুনি সাহেবের সমকালবর্ত্তী গোবিন্দ আরজবিগি প্রভৃতি আর কতকগুলি ওস্তাদীদল বিদ্যমান থাকার কথা শুনা যায়, কিন্তু তাহাদিগের কোন বিশেষ কবিত্ব কি গুণপণার কথা প্রচার নাই।

হরুর অনেক পরে শান্তিপুরের নিকট বৈঁচিগ্রামে সাতুরায় নামে আর একজন কবি প্রাদুর্ভূত হন। সাতুরায় ব্রাহ্মণ এবং ভদ্রসন্তান, তিনি কখন নিজে কবির দল করেন নাই এবং কোন পেসাদার কবিওয়ালার দলে বাঁধনদারীও করেন নাই। সাতুরায় যদিও জন্মকবি, কিন্তু তিনি যাবজ্জীবন চাকরী করিতেন। তাঁহার শেষাবস্থায় তিনি রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের তরফ বারাসতে মোক্তারি করিতেন, সেই কর্ম্ম করিতে করিতেই তাঁহার জীবনের শেষ হয়। তাঁহার অল্পাবস্থায় শান্তিপুরের জমীদারেরা তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আদর ও যত্নপূর্ব্বক আপনাদের নিকট রাখেন। এখানে তিনি শিবচন্দ্র বাবুর সখের দলের গীত রচনা করিয়া দেন। সেই সময়ে তিনি অনেক ভাল ভাল গীত বাঁধিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে একটি উদ্ধৃত করা গেল—

(মহড়া)—"অপরূপ একি রূপ কৃষ্ণরূপ লিখেছ গো রাই।
লিখলে সব শ্যামের অবয়ব
গতি নাই যে চরণ বই, সে চরণ কৈ গো কৈ,
ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই।

(চিতেন)—কৃষ্ণ বিচ্ছেদে খেদে কিশোরী কৃষ্ণরূপ করিয়া মনন,
নির্জ্জনে শ্যামধনে দেখ্‌বার হ'ল আকিঞ্চন,
ভুমে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ ক'রে লিখন,
মথুরায় পাছে যায় সেই ভয়ে লিখলেন্ না যুগল চরণ,
এরূপ করিয়া দরশন, জিজ্ঞাসেন সখীগণ,
রাই রাই গো বল রঙ্গময়ী একি রঙ্গ দেখ্‌তে পাই।

(অন্তরা)—একি ভাব সুধাংশুমুখী তোয় সুধাই।
কও কি ভাবে এ ভাবের হ'ল উদয় কিশোরী,
শ্যাম শরীর লিখ্‌লে লিখ্‌লে না কেন সমুদয়,
আমরা যে চরণ শরণ, লয়েছি সর্ব্বজন, রাই রাই গো,
আজ কি সে চরণ লিখ্‌তে তোমার স্মরণ নাই।

(কলি)—এই বিনয় করি, লেখ গো কিশোরী, শ্রীহরির শ্রীচরণ,
অঙ্গুলে আর ঝাঁপিসনে আর রাই
অঙ্গহীন মাধুরী কর্ত্তে নাই দরশন।
(পরচিতেন)—যে চরণ সাধন জন্য সদাশিব যোগধর্ম্ম করেন আশ্রয়,
ত্রিভঙ্গের সর্ব্বাঙ্গের সারাৎসার সেই পদদ্বয়,
যদি সেই চরণ লিখ্‌তে হলি বিস্মরণ,
দুঃসহ বিরহ কিশোরী কিসে করবি নিবারণ,
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা-পারাবার, যা হ'তে হবে পার,
(রাই রাই গো)
বিশেষ জেনেও কি কপালক্রমে ভুললে তাই।"
(পাল্‌টা মহড়া)—নিরদয় পদদ্বয় লিখি নাই এই আশঙ্কায়।
(চিতেন)— শ্রীমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি শ্রীপদহীন, লিখে শ্রীমতী খেদে কয়।
বল্‌বো কি ও সখি বল্‌তে বিদরে হৃদয়।
লিখে শ্রীকান্তে লিখি নাই সই শ্রীচরণ,
কি কারণ বিবরণ বলি শোন,
শোন গো তার চরণের কি আচরণ
ল'য়ে গেল শ্যাম কংসাল কুতবর্থার নিকট হইতে
আনলে [illegible] পাইয়াছিলেন* কতুবর্থা জাহাঁগী
রইল ১৫২৮ শকে (১৬০৬ খৃষ্টাব্দে
(অন্তরা)— সই সময় বধ [illegible] হইয়াছি
চিত্রময়ূরে গেলে হায়,
বিচিত্র কি চিত্রশ্যাম যদি মধুপুরে যায়।"

কবিওয়ালাদিগের এই কবির গীতরচনা ও পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারায় বঙ্গদেশের প্রাচীন ও তৎকালীন রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, অপর কোন গ্রন্থপাঠে তাহা প্রাপ্ত হইয়া সহজ নয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় কালসহকারে উক্ত 'কবি'গীত দিন দিন লুপ্ত হইতেছে।

কবি—যবদ্বীপের প্রাচীন ভাষা। যেমন ব্রহ্ম, শ্যাম, পেগু প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন পালি-ভাষার প্রচলন না থাকিলেও, তথাকার প্রাচীন বৌদ্ধপীঠস্থানে খোদিত শিলালিপিতে পালি-ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তেমনি এই কবিভাষা এক্ষণে যব, বালি প্রভৃতি দ্বীপে ব্যবহৃত না হইলেও পূর্ব্বেকার খোদিত শিলালিপি ও প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। যবদ্বীপে কবিশব্দের অর্থ রহস্য বা আখ্যায়িকা; বোধ হয়, প্রাচীনকালে এই ভাষায় রহস্য ও আখ্যায়িকা রচিত হইত, তাই এই 'কবি' নাম হইয়া থাকিবে। অনেকে অনুমান করেন, সংস্কৃত কাব্য শব্দ হইতে 'কবি' শব্দের উৎপত্তি।

কোন কোন শব্দশাস্ত্রবিদের মতে, এই ভাষা যবদ্বীপের দেশীয় ভাষা নহে, কোন সময়ে ভিন্নদেশ হইতে এই ভাষা যবদ্বীপে গিয়া প্রচলিত হইয়া থাকিবে। সত্য বটে ভারতের দক্ষিণদেশের ভাষাসমূহের অনেক শব্দ এই কবি ভাষায় দেখা যায়, কিন্তু বর্ত্তমান যবদ্বীপের যাবনী ভাষার সহিতই ইহার বিশেষ সৌসাদৃশ থাকায়, ইহাকে ভিন্ন দেশীয় ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন বাঙ্গালাভাষার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ পার্থক্য, প্রাচীন কবি ও যাবনী ভাষাও অনেকটা তদনুরূপ। প্রাচীন বাঙ্গালার ব্যবহারানুসারে যেমন অনেক অপ্রচলিত সাবেক বাঙ্গালা শব্দ সহজে সাধারণে বুঝিতে পারেনা, সেইরূপ কবিভাষার অনেক শব্দ এখনকার যবদ্বীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ভিন্ন জনসাধারণে বুঝিতে অক্ষম।

যবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে হইলে, এই কবিভাষা শিক্ষা করা উচিত। যবদ্বীপে মুসলমান আসিবার নায় বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজাদিগের বিবরণ এই কবিভাষায় লিখিত এক খোদিত শিলালিপিতে পাওয়া যায়। যব ও বালি দ্বীপের ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এই কবিভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই ভাষায় লিখিত 'ব্রাতযুদ' বা ভারতযুদ্ধ নামক গ্রন্থই প্রধান, এই গ্রন্থ দয়ানামক প্রদেশের রাজা জয়বয়ের আদেশে আম্পুসুদা নামক এক ব্যক্তি প্রণয়ন করেন। জয়বয় কুরুসেনাপতি শল্যের কাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহারই মনস্তুষ্টির জন্য কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া ১১১৭ শকে "ব্রাতযুদ" রচিত হয়। [যবদ্বীপ দেখ।]

কবিক (ক্লী) কবি-স্বার্থে কন্। ১ খলীন, লাগাম। (পুং) ২ কবি।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। বঙ্গদেশ বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সেলিমাবাদ থানার এলাকাধীন দামুন্যা * নামক গ্রামে কবিকঙ্কণের জন্ম। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম কবিচন্দ্র।

এ দেশে মুকুন্দরাম 'কবিকঙ্কণ' নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছেন। কবিকঙ্কণ † রাজপ্রদত্ত উপাধিমাত্র, তাঁহার প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম।

* দামুন্যা গ্রাম বর্ত্তমান জাহানাবাদ হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

† কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থে আপনার এই পরিচয় দিয়াছেন—
"শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ, এই গীত হইল যেমতে।
উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়রদেশে, চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।
সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে সুজনরাজ, নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামুন্যায় করি কৃষি, নিবাস পুরুষ হয় সাত।

যে সময়ে যবনের উৎপীড়নে বঙ্গবাসীগণ উত্যক্ত, বিরক্ত, মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে অক্ষম, এমন কি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়া ছিল, সেই দুঃসময়ে কবিকঙ্কণ যৌবন-তরঙ্গে সংসার স্রোতে ভাসিতে ছিলেন। তিনি মুসলমানের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আপন জন্মস্থান ছাড়িয়া মনের দুঃখে স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া বিদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, নানাস্থানে পথে ঘাটে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত! নানাস্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভূমি পরগণার মধ্যবর্ত্তী আড়্‌রা নামক গ্রামে ব্রাহ্মণরাজ বাঁকুড়াদেবের নিকট উপস্থিত হন। বাঁকুড়াদেব তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিলেন এবং আপন পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন। এই স্থানে কবিকঙ্কণ পরমসুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এইখানেই তিনি রাজা রঘুনাথের আদেশে বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বপ্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গল প্রচার করেন।

কবিকঙ্কণের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন, পুত্র দুইজনের নাম শিবরাম ও মহেশ, কন্যা দুইটির নাম চিত্ররেখা ও যশোদা।

কবিকঙ্কণের বংশধরেরা অদ্যাপি দামুন্যাগ্রামে * বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সাবর্ণ্য শ্রোত্রীয়। তাঁহারা কবিকঙ্কণের হস্তলিখিত চণ্ডীমঙ্গলের পূজা করিয়া থাকেন। সেই পুথিখানি কবিকঙ্কণের আরাধ্যদেবী মহিষীমর্দ্দিনীর রায় নিকট স্থাপিত আছে। এখন দামুন্যাগ্রামে কবিকঙ্কণের ব্রাহ্মণ এবং ভদ্রসন্তান যে মহিষমর্দ্দিনী আছে, তাহার মূর্ত্তি করেন নাই এবং কোন পেনাদার শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এবং গলে স্বীকার করেন নাই। সাতুরায় যদিও [illegible]রা বলেন, "কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব[illegible]করী করিতেন। [illegible]বতী তাঁহাকে দেখা দেন, তখন তিনি আপন কুলমন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবতী তাঁহাকে বলেন, 'তুমি আমাতেই তোমার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে।' তাই মহিষমর্দ্দিনীর প্রতিমা এইরূপ।" প্রথমতঃ কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি চণ্ডীমঙ্গল লিখিবার অনেক পূর্ব্বে 'জগন্নাথ-মঙ্গল' নামক একখানি উৎকলমাহাত্ম্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে অনেক স্থলে—

"দ্বিজ মুকুন্দ কহে বন্দিয়া শ্রীহরি।"

এইরূপ ভনিতা দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থখানি চণ্ডীমঙ্গলের মত সুললিত ও কবিত্বশক্তি-পরিচায়ক নহে। ইহার রচনা প্রণালী দৃষ্টে অনুমিত হয়, এই গ্রন্থখানি তিনি বালককালে রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন নাই। বোধ হয়, ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথ তাঁহাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতে চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থ যেমন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পালাক্রমে গীত হইয়া আসিতেছে, জগন্নাথমঙ্গল ক্ষুদ্র পুস্তক হইলেও বহুদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত উৎকলদেশের নানাস্থানে ইহার গান শুনিতে পাওয়া যায়।

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্ভোজভৃঙ্গ, গৌড় বঙ্গ-উৎকল- অধিপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ।
উজীর হ'ল রায়জাদা, ব্যাপারীরা ভাবে সদা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পোনর কাঠায় কুড়া, নাহি মানে প্রজার গোহারি।
সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিনা উপকারে খায় খতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।
ডিহিদার আরোজখোজ,টাকা দিলে নাহি রোজ,ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী, হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।
কোতালিয়া বড়পাপ, সজ্জনের কাল সাপ, কড়ির কারণে বহু মারে।
আপালি পাথালি কড়ি, লেখা জোখা নাহি দড়ি, যত দিয়া যেবা নিতে পারে।
পেয়াদা সভার নাছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা।
প্রজার ব্যাকুলচিত্ত, বেচে ধান্য গোরু নিত্য, টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা।
সহায় শ্রীমন্তখাঁ, চণ্ডীগড় যার গাঁ, যুক্তিকরি গম্ভীর (?) খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, পথে দেখা হৈল তার সনে।
তেলিগাঁয়ে উপনীত, রূপরায় কৈল হিত, যদুকুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, তিনদিবসের দিল ভিক্ষা।
বাহিল গোড়াইনদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি, তেউট্যায় হৈনু উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি, পাইনু বাতনগিরি, গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত।
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম আমোদর, উপনীত গোখড়ানগরে।
তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান, শিশু কান্দে ওদনের তরে।
আশ্রয়ি পুখুরআড়া, নৈবেদ্য শালুকনাড়া, পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধামে, চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া, আজ্ঞা দিল রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বহিয়া যাই, আরড়া নগরে উপনীত।
আরড়া ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী, সম্ভাষিণু নৃপমণি, রাজা দিল দশ আড়াধান।
বীরমাধবের সুত, বাঁকুড়াদেব গুণযুত, সুত পাশে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, গুরু করি করিল পূজিত।
সঙ্গে ভাই রামানন্দ, সে জানে বংশের সন্ধি, অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি, গায়েনের দিলেন ভূষণ।
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত, প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
তাহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, মন ভাবা করিও কুশল।"

* দামুন্যাগ্রামনিবাসী চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন আপনাদিগকে কবিকঙ্কণের প্রকৃত বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কবিকঙ্কণের সময়।—মুদ্রিত চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থের শেষে লিখিত আছে—

"শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥"

এই কবিতার উপর নির্ভর করিলে ১৪৬৬ শকে চণ্ডী-মঙ্গলের রচনা-কাল স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু চণ্ডী-মঙ্গলের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, মানসিংহ যখন গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের রাজা, সেই সময়ই চণ্ডীগ্রন্থের উৎপত্তি-কাল। মানসিংহ ১৫১১ শকে এ দেশের সুবাদারী পদ প্রাপ্ত হন, সুতরাং ১৪৬৬ শকে গ্রন্থখানি রচিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এমন কি উক্ত চণ্ডী-মঙ্গলের প্রাচীন পুথিতে সমাপ্তিকাল-নিরূপক কবিতাটি দৃষ্ট হয় না, ইত্যাদি কারণে ১৪৬৬ শক-নিরূপক কবিতা অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়।

কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম কুতবখাঁর নিকট হইতে কয়েক বিঘা জমীর সনন্দ পাইয়াছিলেন* কতুবখাঁ জাহাঁগীর বাদসাহের সময়ে ১৫২৮ শকে (১৬০৬ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হইয়াছিলেন, অতএব ১৫১১ শকের পর ও ১৫২৮ শকের পূর্ব্বে কোন সময়ে কবিকঙ্কণ আপন গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমির রাজগণের মধ্যে কবিকঙ্কণের প্রতিপালক রঘুনাথ রায় ১৪৯৫ শক হইতে ১৫২৫ শক পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন†। ঐ রাজত্বের সময়েই চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয়।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলে যেরূপ কবিত্ব, শব্দলালিত্য, রচনা-পারিপাট্য এবং চরিত্র অঙ্কনে যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। তিনি এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ভগবতীর পূজা প্রচারোদ্দেশে কালকেতু ও শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন, এই উপাখ্যানে দেবীমাহাত্ম্য-ঘটিত যে সকল পুরাণ-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও কবিকঙ্কণের সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ৩০০ বর্ষ পূর্ব্বেকার বঙ্গদেশের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতির প্রকৃত ছবি এই চণ্ডীগ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে, বঙ্গ-সমাজের এমন প্রকৃত চিত্র তৎকালীন অপর কোন পুস্তকে লিখিত হইয়াছে কি না সন্দেহ!

তিনি চণ্ডী লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ,মহাভারত, হরিবংশ হইতে নানাবিধ উপাখ্যান, ভারতবর্ষস্থ নানাস্থানের নদ নদী নগর গ্রাম অরণ্য কতই বর্ণন করিয়াছেন! পশু পক্ষী ও নানাধর্ম্মী বহুজাতীয় মানবের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব কি সুন্দরই চিত্রিত করিয়াছেন। কালকেতু, ধনপতি, শ্রীমন্ত, ভাঁড়ু দত্ত, মুরারিশীল, লহনা, ফুল্লরা, খুল্লনা, দুর্ব্বলা প্রভৃতি সমুদয় চরিত্রই পৃথক্‌ভাবে চিত্রিত।

কবিকঙ্কণ প্রায় সকল স্থলেই বিশেষ নিপুণতার সহিত নায়ক নায়িকার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুই এক স্থলে অত্যুক্তিদোষ ও অস্বাভাবিক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, খুল্লনা কখন পতি সহবাস করে নাই, ১২।১৩ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই, এমনকালে বিদেশ-প্রত্যাগত পতির শয়নগৃহে যাইবার ব্যগ্রতা, যাইবার সময়ে সপত্নীর সহিত নির্লজ্জের মত বাগ্‌বিতণ্ডা,নিদ্রিত পতিকে মৃতবোধে রোদন আরম্ভ, নিজে যাচিয়া পতি সঙ্গে পাশাখেলা; এবং মহাধনীর পত্নী হইলেও গুণচট্ট পরিয়া ছাগল চরাইয়া বেড়ান, এরূপ স্থলে তাঁহার মাতাও কন্যার একবার তত্ত্ব লইল না, এগুলি অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। এ ছাড়া ১২ বর্ষ বয়সের শ্রীমন্ত সিংহলে গিয়া বিবাহের পর শালীশালজ প্রভৃতির সহিত যেরূপ হাস্য-পরিহাস করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

কবিকঙ্কণের রচনা প্রগাঢ় রসোদ্দীপক, ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইলেও আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ নয়; ইহার স্থানে স্থানে অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে, এ ছাড়া এত অপভ্রংশ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, যে তাহাদের অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। সুতরাং সেই সেই স্থানে রসভঙ্গ-দোষ ঘটে।

চণ্ডী গ্রন্থে যে দুইটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটি স্থান কলিঙ্গদেশ এবং দ্বিতীয়টি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী অজয়নদের তীরস্থ উজ্জয়িনীনগরী। কলিঙ্গদেশ কবিকঙ্কণের বাসস্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী, বোধ-হয়, তিনি সেই দেশে কখন গমন করেন নাই, তাই এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ঠিক হয় নাই। দ্বিতীয় স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ অনেকটা ঠিক্। অদ্যাপি মঙ্গলকোটের নিকট 'উজনী' নামে একটি স্থান আছে, তাহাই কবি-কঙ্কণের উজ্জয়িনী নগরী বলিয়া বোধ হয়, এখন উহা পতিত

* শিবরামের বংশধরের নিকট সনন্দ আছে।

† রঘুনাথ রায়ের বংশীয়েরা এক্ষণে মেদিনীপুরের সেনাপতি গ্রামে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সে প্রবল প্রতাপ, সে পূর্ব্ব বিষয় সম্পত্তি নাই; বর্দ্ধমানরাজ সমস্ত কাড়িয়া লইয়াছেন। সেনাপতি গ্রামের গবর্ণমেণ্ট খাজনাবাদ যাহা উপস্বত্ব থাকে, তদ্দ্বারাই তাঁহাদের কথঞ্চিৎ জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতেছে।

ভূখণ্ড মাত্র, সেখানে লোকের বসবাস নাই। উহার নিকট 'ভ্রমর' নামক একটি খাল আছে, খালটি অজয়নদে মিশিয়াছে। ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর অজয় বাহিয়া সিংহল যাত্রাকালে নদের উত্তরকূলে সহনপুর, গাঙ্গড়া, বাকুল্যা, চরকি, অঙ্গারপুর, নর্গা, উদ্ধানপুর প্রভৃতি গ্রামের নামোল্লেখ আছে, এখনও তাহার অনেক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে উক্ত সওদাগরদ্বয়ের নৌকা গঙ্গায় পৌঁছিলে গঙ্গার উভয় কূলবর্ত্তী যে সকল স্থানের নাম পাওয়া যায়*, তাহার অনেক আজও প্রত্যক্ষ হইতেছে। তৎকালে সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারে ছিল, কবিকঙ্কণ ঐ সকল স্থান 'ফিরিঙ্গীর দেশ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"ফিরিঙ্গীর দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিদিন বহে যায় হারামদের ডরে॥"

কেহ কেহ অনুমান করেন, কালকেতু ও শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবিকঙ্কণের স্বকপোলকল্পিত; কিন্তু তাহা নয়। কবিকঙ্কণের বহুপূর্ব্ব হইতে কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিবেণী-নিবাসী কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল বা দুর্গামাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়†।

* কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের ৫।৭ খানি প্রাচীন পুথি পাঠ মিলাইয়া দেখিলে প্রত্যেক পুথিতেই যেখানে কোন স্থানের নাম আছে, সেইখানের বিভিন্ন পাঠ লক্ষিত হয়, এমন কি দুইখানি প্রাচীন পুথির পাঠ একরূপ প্রায় দেখা যায় না।

† কবি মাধবাচার্য্য আকবর বাদশাহের সমসাময়িক, তিনি আপন দুর্গামাহাত্ম্যে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন;—

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার।
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি।
সেই পঞ্চগৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল।
সেই মহানদী-তটবাসী পরাশর।
যাগযজ্ঞ জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু।
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য।
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায়ে গান।
তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান।
শ্রুতি তাল ভঙ্গ দোষ না নিবা আমার।
তোমার চরণে মাগি এই পরিহার।
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় শারদা-চরিত।"

উপরোক্ত কবিতা পাঠে দেখা যাইতেছে, মাধবাচার্য্য ১৫০১ শকে (১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে) 'দুর্গামাহাত্ম্য' রচনা করেন। এই প্রমাণানুসারে তিনি কবিকঙ্কণের অন্ততঃ ১০ বর্ষ পূর্ব্বে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল বা দুর্গামাহাত্ম্যে ধনপতি ও শ্রীমন্তসওদাগরের সমুদ্রযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিরও পূর্ব্বে গান হইত। তবে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর মত রচনাপ্রণালী ভাবোদ্দীপক ও কবিত্বপূর্ণ না হওয়ায় জনসমাজে তেমন আদৃত হয় নাই।

কবিকণ্ঠহার (পুং) কবিনাং কণ্ঠহারইব আদরণীয় ইত্যর্থ। ১ কবিদিগের উপাধিবিশেষ। ২ একখানি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ।

কবিকর্ণপুর। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকার। কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়াপাড়া) গ্রামে সেনবংশ নামে একটি প্রসিদ্ধ বংশ আছে। ঐ বংশে শিবানন্দ সেন নামে এক পরম বৈষ্ণবপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একবার রথের সময় শ্রীশ্রী মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্ত সপরিবারে নীলাচলে গমন করেন। রথের সময় প্রভুকে দর্শন করিতে যত গৌড়ীয় যাত্রী গমন করিতেন, তাঁহাদিগের পথের ব্যয়-নির্ব্বাহ ও আবাস-স্থান নির্দ্ধারণ করাই শিবানন্দের প্রধান কর্ম্ম ছিল। শিবানন্দ যেবার সপরিবারে নীলাচলে গমন করেন, তাহার পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে যখন একবার তিনি একাকী নীলাচলে গিয়াছিলেন, ঐবারে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, এবার তোমার একটি পুত্র হইবে, ঐ পুত্রের নাম পরমানন্দপুরী গোসাঞি রাখিবে। ঐ সময়ে শিবানন্দের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, শিবানন্দ বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে। শিবানন্দ প্রভুর আজ্ঞানুসারে পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস রাখিলেন।

পুত্রটিকে দর্শন করিয়া অবধি শিবানন্দের বড়ই অভিলাষ হইয়াছিল যে, তিনি পুত্রটিকে লইয়া চৈতন্যপ্রভুর চরণে সমর্পণ করিবেন; কিন্তু ঐটি তাঁহার শেষ পুত্র, সুতরাং তাঁহার পত্নী ঐ পুত্রটিকে সেই দূরদেশে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। অগত্যা শিবানন্দকে সপরিবারে নীলাচলে যাইতে হইল। শিবানন্দের পুত্র এই পরমানন্দ দাসই পরে কবিকর্ণপুর নামে বিখ্যাত হয়েন। কবিকর্ণপুর সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য-চরিত নামে একখানি মহাকাব্য, আনন্দ-বৃন্দাবন নামে একখানি চম্পূকাব্য এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুরের বিষয় যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা এই;—

শিবানন্দ সেন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া শত শত ভক্তের সহিত যখন চৈতন্যপ্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভুও ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনার্থ কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। যখন উভয় দল মিলিত হইল, তখন শিবানন্দের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র

পিতৃমুখশ্রুত প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আগ্রহ সহকারে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা গৌরাঙ্গপ্রভু কে আমাকে দেখাইয়া দিন।" তাহাতে শিবানন্দ সেন উত্তর প্রদান করেন, তাহাই চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ;—

"বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র-
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥"

বিদ্যুদ্দামকান্তি, উৎকণ্ঠিত মৃগেন্দ্রগতি, স্বর্ণপরিঘসম দীর্ঘোন্নত বাহু, সিংহগ্রীব, অরুণ-কিরণকান্তিবাসা, ঐ শ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্মুখে রহিয়াছেন ; তোমরা প্রণাম কর, প্রণাম কর।

ঐ দিবস শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে শিবানন্দের পুত্রকে নিবেদন করা হইল না। কয়েক দিবস পরে প্রভু যখন দুই তিনটি ভক্ত সমভিব্যাহারে শিবানন্দের বাসার নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন শিবানন্দ পত্নীর সহিত চৈতন্যের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে নিজ বাসাতে লইয়া আসিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে, চৈতন্য কখন স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করিতেন না; কিন্তু যাহাদিগের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাব অথবা যাঁহারা তাঁহার গুরুজন মধ্যে গণ্য, তাঁহাদিগের সহিত চৈতন্যদেবের এই ভাব ছিল না। শিবানন্দের পত্নীকে চৈতন্য নিজের কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, সুতরাং শিবানন্দের কথায় কোন আপত্তি না করিয়া তিনি তাঁহাদিগের বাসাতেই গমন করিলেন। এইবার শিবানন্দ পুত্রকে লইয়া চৈতন্যপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন। প্রভু শিবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া তোমার দিব্য পুত্র হইয়াছে বলিয়া স্নেহভাবে বালকের মস্তকে চরণ প্রদানে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে পরমানন্দ প্রভুর ইচ্ছানুসারেই হউক অথবা বালস্বভাববশতই হউক চরণগ্রহণার্থ মস্তক অবনত না করিয়া হাঁ করিলেন। তাহা দেখিয়া চৈতন্যদেব বালকের মুখে পায়ের বুড়া আঙ্গুল ঠেকাইলেন ; বালকও দুই হস্তে পা ধরিয়া সতৃষ্ণ-হৃদয়ে ঐ অঙ্গুলি লেহন করিতে লাগিলেন। এই বিষয়টি আনন্দবৃন্দাবনের নিম্নলিখিত শ্লোকে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে ;—

"বৎসাস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়া রসনয়া প্রাপস্য সৎকাব্যতাম্।
দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু সুরৈর্দুষ্প্রাপ্যমেতৎ ত্বয়া॥"

বৎস! তুমি স্বীয় রসনা দ্বারা এই অঙ্গুলি আস্বাদন করিয়া সৎকবিত্ব প্রাপ্ত হইলে, এই দেবদুর্লভ কবিত্ব ভক্তজন মধ্যে প্রচার করিও।

ঐ সময়েই প্রভু বলেন, "পরমানন্দ, তুমি উত্তম কবি হইবে। অদ্যাবধি তোমার নাম কবিকর্ণপুর হইল।" বস্তুতঃ কবিকর্ণপুর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একজন প্রধান কবি হইয়াছিলেন। [কাঞ্চনপল্লী দেখ।]

কবিকল্পদ্রুম (পুং) বোপদেবপ্রণীত ধাতুসমূহের অর্থবোধক গ্রন্থবিশেষ।

কবিকল্পলতা (স্ত্রী) কাব্যরচনা শিখিবার উপযোগী গ্রন্থবিশেষ।

কবিকা (স্ত্রী) কবি-স্বার্থেকন্-টাপ্। ১ লাগাম। ২ কচুক পুষ্প। ৩ কইমাছ।

কবিক্রতু (ত্রি) [বৈ] ১ স্তুতি করিতে ইচ্ছু। ২ জ্ঞানবান্।

কবিচন্দ্র (পুং) ১ কর্ণপুরের পুত্র ও কবিবল্লভের পিতা ; ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। কবিচন্দ্রের নামে কাব্যচন্দ্রিকা, ধাতুচন্দ্রিকা, রত্নাবলী, রামচন্দ্রচম্পূ, শান্তিচন্দ্রিকা, স্বরলহরী ও স্তবাবলীনামক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থগুলি একজনের হস্তলিখিত কিনা, তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। ২ কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনিও বাঙ্গালা কবিতা লিখিতেন। এক্ষণে তৎকৃত 'দাতাকর্ণ' কবিতা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ।

কবিচ্ছদ (ত্রি) কবিঃ শব্দঃ ছদ আবরণ বস্ত্রমিব যস্য, বহুব্রী। পণ্ডিত।

কবিজ্যেষ্ঠ (পুং) কবিষু জ্যেষ্ঠঃ, ৭তৎ। বাল্মীকিমুনি।

কবিঞ্জুক (পুং) পক্ষীবিশেষ।

কবিতম (ত্রি) অয়মেবামতিশয়েন কবিঃ, কবি-তমপ্ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩। ৫৫।) বহুকবির মধ্যে উৎকৃষ্ট কবি।

কবিতা (স্ত্রী) কবের্ভাবঃ, কবি-তল্ (তস্যভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) টাপ্। কাব্য, শ্লোক, পদ্য।

কবিতাবেদী [ন্] (ত্রি) কবিতাং বেত্তি, কবিতা বিদ্-ণিনি। কবিতাজ্ঞ, যাহার কবিতাবিষয়ে জ্ঞান আছে।

কবিত্ব (ক্লী) কবের্ভাবঃ, কবি-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কবিতা-রচনার শক্তি।

কবিত্বন (ক্লী) [বৈ] ১ স্তুতি। ২ জ্ঞান।

কবিপুত্র (পুং) কবেঃ ভৃগুপুত্রস্য পুত্রঃ, ৬তৎ। ১ শুক্রাচার্য্য ২ ভার্গবঋষি।

("ভৃগোঃ পুত্রঃ কবির্বিদ্বান্ শুক্রঃ কবিসুতোগ্রহঃ।"
মহাভারত আদি ৬৬ অঃ।)

কবিভূষণ (পুং) কবীনাং ভূষণমিব। ১ উপাধিবিশেষ। ২ কবিচন্দ্রের পুত্র।

কবিয় (ক্লী) কং সুখং অজতি, ক-অজ-ক-ওজস্থানে বি আদেশঃ। খলীন, লাগাম।

(কবী ধনীনং কবিকা কবিঃং মুখবন্ধনম্। হেম ৪। ৩১৬।)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—বাঙ্গালার বিখ্যাত "রামপ্রসাদী পদাবলী" রচয়িতা। ইঁহার পদাবলী ব্যতীত "কালীকীর্ত্তন" "শিব সঙ্কীর্ত্তন", "কৃষ্ণকীর্ত্তন" ও "বিদ্যাসুন্দর" নামক কয়েকখানি কাব্য আছে। এই কয়খানি পুস্তকের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রধান এবং কালীকীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,কিন্তু তাঁহার পদাবলীই তাঁহার অতুল ও অক্ষয়কীর্ত্তি। রামপ্রসাদের এই গানগুলির তুল্য ভক্তিভরা গান জগতের আর কোনদেশের সাহিত্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইঁহার পদাবলীগুলি অতি সহজ কথায়, অতি গূঢ়ভাবে পরিপূর্ণ। কালীকীর্ত্তনখানি মহাকাব্যের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। ইহার অধিকাংশই গানময়। এই সকল গান কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট। শিবসঙ্কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। বিদ্যাসুন্দরখানি প্রধান গ্রন্থ হইলেও বাঙ্গালীর নিকট তাদৃশ আদর পায় নাই; কারণ,রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর অতি মধুর বলিয়া এখানির হতাদর ঘটিয়াছে, কিন্তু, তাই বলিয়াই যে কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর মাধুর্য্যহীন, তাহা নহে, বরং কাব্যাংশে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা এখানি শ্রেষ্ঠতর। ভারতের কাব্যে যে রস আছে, তাহা সাধারণের নিকট অতি মধুর, অতি তৃপ্তিকর; আর কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরেও সেই রস আছে, কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে ততটা তৃপ্তিকর নহে, তবে কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরে এই রসের সঙ্গে আর একটি সামগ্রী আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের কাব্যে নাই। ভারতচন্দ্র তাঁহার নায়কনায়িকাকে কেবল রিপুর দাসদাসী করিয়া সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কবিরঞ্জন উভয়কে ভক্তির জীবন্ত প্রতিমা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এক কথায় ভারতচন্দ্র প্রসাদ-গুণপ্রধান আর কবিরঞ্জন ভক্তিরস-প্রধান। ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে, শব্দযোজনায় ভারতের কাব্য অতুলনীয় আর ভাবে, চরিত্রচিত্রণে ও বর্ণনায় গম্ভীরতায় কবিরঞ্জন লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ। আর এক কথা,—কবিরঞ্জনের কাব্য ভারতের কাব্যের পূর্ব্বে রচিত হয়। এস্থলে এ বিষয়ে আর অধিক আবশ্যক নাই। ["বিদ্যাসুন্দর" দেখ।]

জীবনী—প্রসিদ্ধ হালিসহরের অন্তর্গত বর্ত্তমান "কুমারহাটা" বা "কুমারহট্ট" গ্রামে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের যে স্থলে কবিরঞ্জনের বাস ছিল, সেখানে এখন গৃহাদি নাই, তবে যেখানে তিনি তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডী আসন করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন, সেই স্থলে সেই আসনের স্থান আজিও বর্ত্তমান আছে। আজিও গ্রামের লোকে এই স্থানটিকে পবিত্র বলিয়া মলমূত্র ত্যাগে অপবিত্র করে না। অনেক গায়ক ভিক্ষায় যাইবার সময় অগ্রে এই আসনের স্থানের মাটী ভক্ষণ ও মস্তকে ধারণ করিয়া, এই স্থানে দাঁড়াইয়া দুচারিটা গান করিয়া পরে অন্যত্র গমন করে। সম্প্রতি এইখানে স্থানীয় যুবকগণের উৎসাহে রামপ্রসাদের উদ্দেশে প্রতিবৎসর একটি মেলা হইয়া থাকে।

কবিরঞ্জন কুমারহট্টের যেখানে বাস করিতেন, নিজকাব্য বিদ্যাসুন্দরে তাহাকে "সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তার মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম॥"

কবিরঞ্জনের যে সকল কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোথাও কাল-নিরূপক কোন কথা নাই। কালী-কীর্ত্তনের একস্থলে আছে,—

"শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥"

এই "রাজকিশোর" কে? তাহারও অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন এই "রাজকিশোর" শব্দ যুবকরাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশে লিখিত, কিন্তু তাহাও কতটা যুক্তিযুক্ত তাহারও স্থির করিবার কোন উপায় নাই।

অনেকে অনুমান করেন যে কবিরঞ্জন ১৬৪০—১৬৪৫ শকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ বলেন, তিনি ১৬৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। যদি ইহাই গ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ১২২৭ সালে (ইং ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে) কবিরঞ্জন জন্মিয়াছিলেন, বলিতে হয়; আর ভারতচন্দ্রের জন্মকাল ১৬৩৪ শকে সুতরাং উভয়ে সমকালবর্ত্তী হইলেও ভারত রামপ্রসাদ অপেক্ষা আট বৎসরের বড় বলিতে হয়।

রামপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কিন্তু প্রসাদী পদাবলীর মধ্যে কতকগুলি গানের শেষে "দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে" এইরূপ ভণিতা আছে; ইহা দেখিয়া অনেকে বলিতে চাহেন যে, রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণ ছিলেন, অথচ কোথাও কোন স্থলে ব্রাহ্মণের "সেন" উপাধি নাই; সুতরাং তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কেহ বলেন, রামপ্রসাদের সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালার বৈদ্যসমাজ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলিয়া প্রমাণ করিয়া উপবীত গ্রহণ এবং অশৌচকাল কমাইয়া লয়েন; রামপ্রসাদ বোধ হয়, এই আন্দোলন স্রোতে পড়িয়া আপনাকে "দ্বিজ" নামে অভিহিত করিতেন, এরূপ অনুমান করা বাতুলতামাত্র; কারণ, ভক্তিমান্ রামপ্রসাদ কখনই ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসম্মান দেখাইয়া হঠকে

মাতিবার মত তরল-প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আরও তিনি কালী-কীর্ত্তনের অনেক স্থলে নিজ ব্রাহ্মণেতর জাতি-প্রতিপাদক "ভণে রামপ্রসাদ দাস, মার এই এক ধ্যান," "রামপ্রসাদ দাসে প্রেমানন্দে ভাসে," "দাস প্রসাদ বলে, সেই ব্রহ্মময়ী" ইত্যাদি যথেষ্ট ভণিতা আছে। কেহ কেহ বলেন, "দ্বিজ" শব্দ পরবর্ত্তী যোজনামাত্র। কেহ কেহ আবার বলেন, "দ্বিজ রামপ্রসাদ" হয়ত একজন স্বতন্ত্র লোক ছিলেন, কালক্রমে তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি কবিরঞ্জনের গীতাবলীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। এই উভয় কথার মীমাংসা করা বড় সহজ; কারণ নিম্নে রামপ্রসাদ সেনের নিজের লিখিত পরিচয় ও তাঁহার বংশ-তালিকা দেওয়া হইল, ইহাতে তাঁহার অধস্তন ৫ম পুরুষের নামও আছে, তাঁহার বংশীয়েরা আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

রামেশ্বর সেন
|
রামরাম সেন
|
(প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে) — নিধিরাম
(দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে) — অম্বিকা, ভবানী, রামপ্রসাদ (১) বিশ্বনাথ

ভবানী (বিবাহিতা) লক্ষ্মীনারায়ণ দাস
— জগন্নাথ, কৃপারাম

রামপ্রসাদ — পরমেশ্বরী, (২) রামদুলাল, জগদীশ্বরী, রামমোহন

(২) রামদুলাল — (৩) রাজচন্দ্র
(৩) রাজচন্দ্র — (৪) কালাচাঁদ, গোরাচাঁদ

রামমোহন — (৩) জয়নারায়ণ, দুর্গাদাস
(৩) জয়নারায়ণ — (৪) গোপালকৃষ্ণ — (৫) কালীপদ সেন।

এতদ্ভিন্ন বিদ্যাসুন্দরের শেষে যে, কবিরঞ্জন নিজ আত্মীয়গণের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, সেখানে তিনি লিখিয়াছেন যে,—

"জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী।
যার পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনের যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি কৃপারাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥"

এই উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় চরণে "ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস" এই নাম হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবিরঞ্জন ব্রাহ্মণ ছিলেন না; তবে গীতের ভণিতায় উল্লিখিত "দ্বিজ রামপ্রসাদ" একজন স্বতন্ত্রলোক ছিলেন—এ সন্দেহ এখানেও মিটিল না, সম্ভবতঃ এই দ্বিজ রামপ্রসাদ কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ঠাকুর হইতে পারেন। কারণ, ইঁহারা প্রায় সমসাময়িক। [কবি দেখ।] বিদ্যাসুন্দরের শেষে রামপ্রসাদ নিজবংশ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

"ধনহেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কীর্ত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্ন কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশ সম্ভূত ধীর সর্ব্বগুণযুত
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তাঁর কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রামপ্রসাদ সেন যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা বেশ ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। তাঁহার অনেক পূর্ব্বপুরুষের নাম কীর্ত্তিবাস। এই কীর্ত্তিবাস হইতে নিজ পিতামহ রামেশ্বর পর্য্যন্ত মধ্যে কয়েক পুরুষের নাম তিনি প্রকাশ করিয়া যান নাই।

রামপ্রসাদ বাল্যকালেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দি-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, কাজেই তাঁহার স্কন্ধে সংসারের ভার পড়িল। রামপ্রসাদের পিতা বোধ হয়, এ সময়ে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, জাতীয় চিকিৎসাব্যবসায়ে কোনরূপে দিনপাত করিতেন; কারণ, পিতার মৃত্যুর পরই রামপ্রসাদকে সংসার-প্রতিপালনের জন্য অল্পবয়সে কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টায় আসিতে হইয়াছিল। রামপ্রসাদের মধ্যমা ভগিনীপতি

লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের বাটী কলিকাতায় ছিল, সেই সূত্রে তিনি কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। তখন জমীদার বা মহাজনের বাড়ী ভিন্ন আর কোথায় চাকরী মিলিত না, কাজেই রামপ্রসাদ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কলিকাতার এক ধনবানের গৃহে একটি সামান্ত মুহুরীগিরি পাইলেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ বৎসরের অধিক নহে। কোন্ ধনবানের গৃহে তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না; কেহ বলেন, ভূ-কৈলাসের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট আর কেহ বলেন যে, নবরঙ্গকুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট তিনি চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন। কিছুদিন চাকরী করিবার পর একদিন তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী তাঁহার লিখিত খাতা বহিগুলি দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্রোধের কারণ আর কিছুই নহে, কেবল রামপ্রসাদ সেই সকল পাকা খাতার হিসাবের পার্শ্বে প্রতিপৃষ্ঠায় যেখানে ফাঁক পাইয়াছেন, সেইখানেই গান লিখিয়া ভরাইয়াছেন। উপরিতন কর্ম্মচারী একান্ত বিষয়ীলোক, কাজেই তিনি এ সকল গানের ভাব কি, আর কি অবস্থাতেই বা লিখিত হইয়াছে, তাহা না বুঝিয়া কেবল বুঝিলেন, রামপ্রসাদের হস্তে প্রভুর হিসাবের পাকা খাতা মাটী হইয়াছে; সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ প্রভুকে গিয়া সেই খাতা দেখাইলেন। বাঙ্গালীর শুভাদৃষ্টক্রমে রামপ্রসাদের প্রভু খাতা খুলিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিলেন;—

"আমায় দেও মা তবিল্‌দারী।
আমি নিমক্‌-হারাম নই শঙ্করী॥
পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা-মাইনার চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর তবে ত মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে, এমন্ পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইত সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥"

প্রভু গানটি দেখিলেন, দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহার আর দাওয়ানজীর নালিশ শুনা হইল না। তিনি খাতাখানি লইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার আর কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না। তিনি বুঝিলেন, রামপ্রসাদ সামান্ত লোক নহেন, রামপ্রসাদ তাঁহার তহবিলদার বা মুহুরী হইবার উপযুক্ত নহেন, তিনি মা কালীর তহবিলদার হইবার আশায় ভোর হইয়া পড়িয়াছেন; মা কালীর পদরত্নভাণ্ডারের জিম্মা লইবার জন্ত বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন, নিজের সত্ত্বা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত প্রভুদাস সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া, প্রভুর হিসাবের পাকা খাতায় স্বচ্ছন্দ মনে, বিভোর প্রাণে, প্রাণের উৎস ছুটাইয়া নিজের ভক্তিভরা প্রাণের কথাগুলি সুরে বাঁধিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন।

যাহা হউক রামপ্রসাদের প্রভু গানগুলি পড়িয়া দাওয়ানজীর আর কোন কথা শুনিলেন না, তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে নিজকর্ম্ম হইতে অবসর দিয়া সংসারচিন্তা হইতে বিরত থাকিতে বলিলেন, আর তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণের জন্ত মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই ঘটনা হইতে অনুমান হয় যে, বাল্যকাল হইতেই রামপ্রসাদের মনে কালীভক্তি জাগরিত হইয়াছিল এবং যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তি পূর্ণ-বিকসিত হইয়া তাঁহাকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি ভক্তিভরাপ্রাণে সময়ে সময়ে নিজের সত্ত্বা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন, কাজেই হিসাব লিখিতে বসিয়া পাকাখাতার কথা, হিসাবের কথা, ভুলিয়া গিয়া মা কালীর সহিত যেন কথা কহিতেন, প্রত্যুত্তরগুলি স্বভাবতই গানের আকারে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেই সেই পাকাখাতায় লিখিয়া ফেলিতেন।

যাহা হউক, রামপ্রসাদ গুণগ্রাহী ও ভক্তিমান্ প্রভুর কৃপায় একবারে সংসারচিন্তা ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বাটী চলিয়া গেলেন। বাটী গিয়া রামপ্রসাদ তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডী আসনাদি করিয়া সাধনা করিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে রামপ্রসাদের বিবাহ হয়। ঠিক্ কোন সময়ে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার নিজ লিখিত গ্রন্থের কোথাও ভণিতায় স্বীয় শ্বশুরকুলের পরিচয় দেন নাই; কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থলে—

"ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥"

এইরূপ ভণিতা দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, রামপ্রসাদ যে সময় বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তখনও তাঁহার সাধনায় মনোমত সিদ্ধিলাভ হয় নাই, কিন্তু তিনি যে কোন প্রকার সিদ্ধলাভ করিয়াছিলেন, একথা ঐ বিদ্যাসুন্দরেই তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

"শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা ॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণ-পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈল শিবা ॥"

রামপ্রসাদের পত্নীও অসামান্যা রমণী ছিলেন। কালী স্বপ্নযোগে তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করিতেন। রামপ্রসাদ এইজন্যই কালীর উপর অভিমান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে"—ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের সাধনা কিরূপ বলা যায় না; কিন্তু তাঁহার লেখা দেখিয়া বোধ হয় না যে, কোন প্রকার সাধনপ্রণালী তাঁহার জানা ছিল। তিনি সুন্দরের শবসাধন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবে হেলা।
বিষয় বিষম কালসর্প নিয়া খেলা ॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।
ভঙ্গীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু কয়ে যাই ॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি তখনও সংসারে লিপ্ত বিষয় কর্ম্মে মিশিয়া থাকিতেন বলিয়া, শবাদি সাধনার গূঢ় মর্ম্ম অবগত থাকিলেও সে সকল অবলম্বন করিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদের বিশ্বাস ছিল—

"গুরুমন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র, পরমায়ু ধর্ম্ম।
ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম ॥"

সেইজন্য তিনি কোথাও তাঁহার উপদেষ্টার নামও প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু কালীকীর্ত্তনের একস্থলে পাওয়া যায়,—

"কৃপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ
প্রাণদান দিয়া লৈতে চায়।"

এ স্থান হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বোধ হয় প্রসাদের গুরুর নাম 'কৃপানাথ' ছিল।

"রামপ্রসাদের বাসস্থান 'কুমারহট্ট' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল। কুমারহট্ট গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া এখানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটি কাছারিবাড়ী ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। এই সূত্রে রামপ্রসাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল; কারণ, কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় গুণজ্ঞ ও সজ্জনপ্রিয়ের নিকট রামপ্রসাদের ন্যায় গুণী ব্যক্তি অধিকদিন অপরিচিত থাকিতে পারে না, তবে কি সূত্রে তাঁহাদের প্রথম পরিচয় হয় তাহা জানা যায় না। অবশেষে যখন কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টের প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতেন, সেই সময় রামপ্রসাদকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত নানাবিষয়ের আলোচনা করিতেন। এ সময় কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত ভারতচন্দ্রের পরিচয় হয় নাই। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের অসাধারণ কবিত্ব ও পারমার্থিক ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু রামপ্রসাদ সংসার-বিরাগী নিস্পৃহ মহাশক্তির উপাসক প্রেমিক লোক ছিলেন। তিনি এরূপে রাজপ্রসাদ ভোগ করাকে বড় ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। এসম্বন্ধে তাঁহার যে মত ছিল, তাহা আমরা বিদ্যাসুন্দরের একটি চরণে দেখিতে পাই,—"ক্ষিপ্ত যেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে।" এই মতের পরিপোষক তাঁহার দুইটী গীতও দেখিতে পাওয়া যায়;—

(১)

"আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমি কোন্দল করেছ, বলয়ে শিব ভিকারী ॥
জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্ম তার উপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরা-পারে যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী ॥
নাতোয়ানি কাচ কাচো মা অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি ॥
ওমা কোথায় লুকাবে বল তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা এত কেন হলে ভারি।
যদি রাখ পদে থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥"

(২)

"আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো।
আমি অভয়পদ সার করেছি, ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো।
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌ব নাগো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান মনের আগুণ তুল্‌ব না গো ॥
ধনলোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো।
আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুল্‌ব না গো ॥
মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো ॥"

বাস্তবিক কালীও তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেও রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন না, বরং সন্তুষ্ট হইয়া প্রসাদকে একশত বিঘা নিষ্করভূমি দান করিলেন এবং "কবিরঞ্জন" উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে কেবল গান শুনিয়া আর ভাব দেখিয়া প্রসাদকে উপাধি দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি অবশ্যই তাঁহার রচিত কোন কাব্যগ্রন্থ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এই কাব্য যে কি, তাহা জানা যায় না, তবে কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরের

শেষোক্ত অষ্টমঙ্গলায় তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়,—

(অষ্টমঙ্গলা)

"নমো বিশ্বভাবিনী দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী
জনমিলা পর্ব্বতেশ-ঘরে। ......(১)
কার্ত্তিকেয় জন্মহেতু ভস্মরাশি মীনকেতু
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে॥ ......(২)
দুরন্ত মহিষাসুর তার দর্প কৈলা চূর
লীলায় হইলা দশভুজা।
মহিষমর্দ্দিনী নাম সেতুবন্ধে প্রভু রাম
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা॥ ......(৩)
শুম্ভ নিশুম্ভের গর্ব্ব সম্মুখ সমরে খর্ব্ব.........(৪)
শক্তি লভে সুরথ সমাধি। ....(৫)
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা জন্মজরামৃত্যুহরা
তব তত্ত্ব না জানেন বিধি॥
বিধি হরি ত্রিলোচনে মহাকালী দরশনে
গতমাত্র প্রণমতঃ মায়া।
শেষ জন্ম কৃপালেশ গত যাবতীয় ক্লেশ
দিলা পদসরসিজছায়া॥ ....(৬)
নৃপতি বিক্রমাদিত্য তোমা পূজে নিত্য নিত্য
লভিল রমণী ভানুমতী। ....(৭)
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা মূঢ়মতি জানি কিবা
কৃপাময়ী অগতির গতি॥
মালাধর হারাবতী শাপে জন্ম বসুমতী
ব্রতকথা জগতে প্রচার। ....(৮)
কালক্রমে ত্যজি প্রাণ, পুনরপি পরিত্রাণ
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার॥"

ইহার মধ্যে শেষ মঙ্গল লইয়াই 'বিদ্যাসুন্দর' রচিত হয়, কিন্তু অপর সাতটি মঙ্গলের কথা বিদ্যাসুন্দরে কিছুই নাই; সুতরাং বোধ হয় যে কবিরঞ্জন এই ৮টি মঙ্গল লইয়া একখানি সুবৃহৎ কাব্য লিখিয়াছিলেন, আর বিদ্যাসুন্দরের কথা লইয়াই তাহার শেষ মঙ্গল রচিত হয়; কিন্তু এখন সে কাব্যের পূর্ব্বাংশ লোপ পাইয়াছে বলিয়াই কেহ কেহ অনুমান করেন।

রামপ্রসাদের সমকালে তাঁহার নিজগ্রামে 'আজু গোঁসাই' নামে একব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম যে কি ছিল, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য; কেহ কেহ 'অযোধ্যারাম গোস্বামী' বলিয়া অনুমান করেন। ইহার সহিত রামপ্রসাদের জীবনে অনেকটা সম্বন্ধ ছিল। গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণব আর সাধক রামপ্রসাদ মা কালীর 'আদুরে ছেলে', সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে বিষম মতভেদ ছিল ও মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতের উক্তি-প্রত্যুক্তি লইয়া বিবাদ বাধিত; কিন্তু কখন মুখামুখী ঝগড়া বা তর্ক হইত কিনা জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া, উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া রঙ্গ দেখিতেন; কিন্তু যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আজু গোঁসাইয়ের মত একজন উপস্থিত কবির আদর হয় নাই কেন? কেহ কেহ সে জন্য বলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র নিজে কালীভক্ত ছিলেন বলিয়া, বৈষ্ণবদিগের উপর শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না অথবা আজু গোঁসাইয়ের কবিত্বশক্তি উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত ছিল না। এ মীমাংসা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ যাঁহার উপস্থিত কবিত্ব শুনিয়া আমোদিত হইবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইত, তাঁহার কবিত্বই যে উৎসাহ পাইবার অনুপযুক্ত ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, আর বৈষ্ণব বলিয়া যে তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদ-লাভ করেন নাই, তাহাও ঠিক নহে; কারণ, তাঁহার সভায় অনেকানেক পণ্ডিত থাকিতেন, তাঁহারা যে সকলই শাক্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? বৈষ্ণবের প্রধান স্থান নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহাও বোধ হয় অসম্ভব।

আজু গোঁসাই গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। তাহার প্রাণে জগন্ময় শ্রীকৃষ্ণের রূপ ব্যতীত কালীদুর্গাশিব প্রভৃতি কিছুই স্থান পাইত না; কিন্তু রামপ্রসাদের প্রাণে এরূপ দ্বৈতভাব ছিল না; তিনি গাহিতেন;—

(১)

"নটবরবেশে বৃন্দাবনে কালী হ'লে রাসবিহারী।
পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব,
কে বুঝে একথা বিষম ভারি॥" ইত্যাদি।

(২)

"মন করনা দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তল্লাসি।
মহাকালী, কৃষ্ণ, শিব, সকল আমার এলোকেশী॥" ইত্যাদি।

যাহা হউক আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের দু একটি গানের যে উত্তর দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা সংগৃহীত হইল।

"এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতিজল বহ্নি বায়ু শূন্যে পাঁচে পরিপাটি॥

যেমন শরার জলে সূর্য্যের ছায়া অভাবেতে স্বভাব যেটী
গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলেম মাটী ॥
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি।
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি ॥
আগে ইচ্ছাসুখে পান করিয়ে বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি ॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদিপুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা যা ইচ্ছা তাহাই কর মা, তুমি গো পাষাণের বেটী ॥"

এই গান শুনিয়া আজুগোঁসাই উত্তর দিয়াছিলেন—

"এই সংসার সুখের কুটি।
যার যেমন মন তেমনি ধন মনের কররে পরিপাটি ॥
ওহে সেন অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি।
ওরে শিবের ভাবনা কেন শ্যামামায়ের চরণ দুটি ॥
জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিলনা-ক্রটি।
সে যে এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রেখে, খেতে পেত দুধের বাটি ॥"

রামপ্রসাদের গান—

"মুক্ত কর মা মায়াজালে।" ইত্যাদি।

আজুগোঁসাইয়ের উত্তর—

"বদ্ধকর মা খেপলা জালে।
যাতে চুণপুঁটী এড়াবেনা, মজা মারব ঝোলে ঝালে ॥"

রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তনে ভগবতীর গোপবধূবেশে বেণু বাজাইয়া একাম্রকাননে গো-চারণ বর্ণনা করিয়া কয়েকটি গীতপদ ও ভজন রচনা করিয়াছেন। আজুগোঁসাই সেই-গুলি শুনিয়া উত্তর দেন,

"না জানে পরমতত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায়রে ?
তা যদি হইত যশোদা যাইত
গোপালে কি বনে পাঠায়রে ?"

আজু গোঁসাইয়ের এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া রামপ্রসাদ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একবার বলিয়াছিলেন—

"কর্ম্মের ঘাট, তেলের কাট, আর পাগলের ছাট,
ম'লেও যায় না।"

আজুগোঁসাই ঐ কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"কর্ম্ম-ডোর স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর
ম'লেও যায় না।"

রামপ্রসাদ এই "মদের ঘোর" উল্লেখ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"কালীনাম সুধারস পান কর রাত্রিদিনে।" ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামদুলাল ও কন্যাদ্বয়ের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কনিষ্ঠপুত্র রামমোহনের নাম পাওয়া যায় না, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যখন রামমোহন ভূমিষ্ঠ হন, তাহার বহুপূর্ব্বে বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল, আর যখন তাঁহার তিনটি সন্তানের পর বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে কনিষ্ঠ পুত্রটি তাঁহার পরিণত বয়সের সন্তান। যখন এই কনিষ্ঠ পুত্রটি গর্ভে তখন আজুগোঁসাই সে সংবাদ শুনিয়া রামপ্রসাদকে বলেন—

"তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকাঘুঁটি।"

এই কয়টী সামান্য ঘটনা ছাড়া রামপ্রসাদের জীবনে কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদিন রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন ও আপন মনে গান গাহিতেছিলেন। বেড়ার অপর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশ্বরী হঠাৎ কোন কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলেন, রামপ্রসাদ তাহা জানিতে পারিলেন না। তৎপরে জগদীশ্বরী ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, বেড়া অনেকদূর বাঁধা হইয়াছে; কিন্তু একা রামপ্রসাদ কিরূপে এতটা বাঁধিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভিতর দিক্ হইতে দড়ি ফিরাইয়া দিল কে? রামপ্রসাদ গাহিতে গাহিতে বলিলেন, "কেন মা তুমিই-ত দিতেছিলে।" জগদীশ্বরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না আমি উঠিয়া গিয়াছিলাম।" তখন রামপ্রসাদ সকল শুনিয়া ব্যাপার বুঝিলেন ও ঈষৎ হাসিয়া গাহিলেন—

"মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ! ভাব শক্তি পাবে মুক্তি বাঁধ দিয়ে ভক্তিদড়া ॥
নয়ন থাক্‌তে দেখ্‌লে না মন ! কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥
মায়ে যত ভালবাসে বুঝা যাবে মৃত্যু-শেষে,
ক'রে দুচার দণ্ড কাঁদাকাটা শেষে দিবে গোবর ছড়া।
ভাই বন্ধু দারা সুত কেবলমাত্র মায়ার গোড়া ॥
ম'লে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী কড়ি দিবে আটকড়া।
অঙ্গেতে যত আভরণ সকলি করিবে হরণ
দোছোট বস্ত্র গায়ে দিবে চারকোণা মাঝখানে ছেঁড়া ॥
যেই ধ্যানে একমনে সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হ'য়ে দেখ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধ্‌ছে বেড়া ॥"

কিছুদিন হইতে রামপ্রসাদের মনে বারাণসী-দর্শনের অভিলাষ জন্মে, একদিন তিনি স্নান করিতে যাইবার সময় গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলেন,—

"আমি কবে কাশী-বাসী হব।
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব ॥

গঙ্গাজলে বিল্বদলে বিশ্বেশ্বরনাথে পূজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে ম'লে পরে মোক্ষ পাব॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে নৃত্য ক'রে গাল বাজাব॥
প্রসাদ বলে এ জনমে এমন দিন নাহি পাব।
যদি সেই বেটী সে ইচ্ছা করে এখনি সে দিন পেয়ে যাব॥"

রামপ্রসাদ গান সবেমাত্র গাহিয়া থামিয়াছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে একটী রমণী আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "বাবা! তুমি বেশ গাও, আমাকে দুটা গান শুনাও।" রামপ্রসাদ বলিলেন, "যাও মা! তুমি আমার বাড়ী গিয়ে বস, আমি স্নান করে এসে তোমায় গান শুনাব।" পরে রামপ্রসাদ স্নান করিয়া আসিয়া গৃহে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিজ জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! একটী স্ত্রীলোক কি গান শুনিতে এসেছিল?" প্রসাদের মাতা বলিলেন, "হাঁ হাঁ একটী মেয়ে মানুষ এসেছিল বটে, কিন্তু তোর বিলম্ব দেখে চণ্ডীমণ্ডপে কি লিখে রেখে গেছে।" রামপ্রসাদ চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বুঝিলেন, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা গান শুনিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কাশীতে গিয়া গান শুনাইয়া আসিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন *। রামপ্রসাদ অমনি আর্দ্রবস্ত্রে মাতাকে সঙ্গে লইয়া—"মন চলরে বারাণসী" গান গাহিতে গাহিতে বারাণসী চলিলেন। পথিমধ্যে রামপ্রসাদের বড়ই কষ্ট হয়, বোধ হয় পীড়িত হইয়া পড়েন, কাজেই পথ চলিতে অক্ষম হন এবং কাশী যাওয়া হইল না ভাবিয়া তাঁহার বড় দুঃখ হয়। তিনি অতি দুঃখে একদিন গাহিলেন,—

"মাগো, আমার কপাল দোষী।
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হইয়ে যেতে নারিলাম বারাণসী॥
ভারত-ভূমে জনমিয়া কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমি না ভাবিলাম অভয় পদ কোথায় পাব গয়াকাশী॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মাগো, পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে পথ হারায়ে আছি বসি॥
পরের হরণ পরগমন মনে তখন হাসি খুসি।
সাজাই এখন করে রোদন প্রসাদ নয়ন-জলে ভাসি॥"

তৎপরে তিনি সেই অবস্থাতে ত্রিবেণীর নিকট পৌঁছিলে, সেখানে রাত্রে অন্নপূর্ণা তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রত্যাদেশ করিলেন, "আর তোমার কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, এইখান হইতেই আমায় গান শুনাও।" রামপ্রসাদ অমনি গাহিলেন—

১। "কাজ কি আমার কাশী?
যাঁর কৃত কাশী তদ্বরসি বিগলিত কেশী॥
জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খ'সি,
সেই হ'তে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি॥
অসী বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী,
মায়ের করুণা বরুণাধারা অসীধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি,
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল তা না বাসি,
ঐ যে গলাতে লেগেছে আমার কালী নামের ফাঁসি॥"

২। "আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃদ্‌কমলে ধ্যানকালে আনন্দসাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥
কালীনামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
ওরে অনলে দাহন যথা হয়রে তুলারাশি।
গয়ায় ক'রে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
ওরে যে করে কালীর ধ্যান তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে ভাবিলে রে এলোকেশী॥"

৩। "কাজকিরে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশকোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান শাস্ত্রমান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃদ্‌কমলে ভাব ব'সে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥"

প্রবাদ আছে, কালী রামপ্রসাদের হস্ত হইতে শৃগালীরূপে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার রামপ্রসাদ গাবগাছ হইতে পদ্ম আহরণ করিয়া কালীপূজা করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আর দুইচারিটি ঘটনা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে জানা যায়। তিনি কলিকাতায় ভগিনীপতির বাটীতে মধ্যে মধ্যে আসিতেন, এই সময়ে তাঁহার সহিত রাজা নবকৃষ্ণের পরিচয় হইয়াছিল। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে দোলের সময় এক-

* কেহ কেহ বলেন, অন্নপূর্ণা লিখিয়া রাখিয়া যান নাই, রামপ্রসাদ বাটী আসিবামাত্র দৈববাণী হয় "আমি আর বসিতে পারি না, তুই কাশী গিয়া আমাকে গান শুনাইয়া আয়।"

বার রামপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাকে দোলসম্বন্ধে একটি গান রচনা করিতে বলেন। রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ গাহিলেন,—

"হৃদ্‌কমলমঞ্চে দোলে করালবদনী (শ্যামা)।
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী (ওমা)॥
ইড়া পিঙ্গলানামা সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে বাঁধা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী (উমা)॥
আবির রুধির তায় কি শোভা হয়েছে হায়
কাম আদি মোহ যায় হেরিলে অমনি (ওমা)।
যে দেখেছে মায়ের দোল সে পেয়েছে মায়ের কোল
শ্রীরামপ্রসাদের এই ঢোল মারা বাণী (ওমা)॥"

আর একবার রথ-যাত্রা উপলক্ষে রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

"কালী কালী বল রসনারে।
ও মন ষট্‌চক্ররথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিন্‌টে কাছি কাছাকাছি, বাঁধা আছে মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতায়, সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশান্তরে॥
জুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময়-শির নড়িতে নারে, কলে বিকল হ'লে পরে॥
তীর্থে গমন, মিথ্যা-ভ্রমণ মন উচাটন করোনারে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস শীতল হ'য়ে অন্তঃপুরে॥
পাঁচজনে পাঁচস্থানে গেলে ফেলে রাখ্‌বে প্রসাদেরে।
ও মন এই-ত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকৃতে পার
দু-অক্ষরে*॥"

আর একবার চড়ক দেখিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

"ওরে মন চড়কী চড়ক ঘোর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে।
মনরে ওরে করপঙ্কবিল্বদলে পূজিছ তাঁহারে॥
ঘরেতে যুবতীর বাক্‌, বাজিছে গাজনে ঢাক,
মনরে ওরে, বৃন্দাবলী থ্যাম্‌টা ঢালী বাজায় বারে॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে,
মনরে ওরে, এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ ধন্তরে তোমারে॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ,
মনরে ওরে, মায়াডোরে বঁড়শীগাঁথা স্নেহ বল যারে॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার,
মনরে ওরে, শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি ডাক কেলে মারে॥"

আর একবার কুমারহট্ট নিবাসী অধ্যাপক বলরাম তর্কভূষণ তাঁহাকে মাতাল বলিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ সেই কথা শুনিয়া গাহিয়াছিলেন,—

"ওরে সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয়কালী বলে।
মন-মাতালে মাতাল করে, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
গুরুদত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞানশুঁড়ীতে চোঁয়ায় ভাটি,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, সোধন করি বলে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মিলে॥"

রামপ্রসাদের মৃত্যুসম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তিনি পূর্ব্বেই কোন্‌ সময়ে মৃত্যু হইবে জানিতে পারিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে কালীপূজা করেন। পরদিন বিসর্জ্জনের সময় পরিজনবর্গকে নিজ আসন্নকাল উপস্থিত জানাইয়া, সকলের সঙ্গে গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরে গমন করেন এবং গঙ্গাজলে নিজ শরীর অর্দ্ধ মগ্ন করিয়া শেষ চারিটি গান করেন। তাঁহার শেষ গানটি এই—

"তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখ্‌লি সুখে তেমনি সুখ কি পাছে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দড় দক্ষিণায় জোর বড়,
মাগো ওমা, আমার দফা হ'ল রফা দক্ষিণা হ'য়েছে॥"

উক্ত গানটির শেষ ছত্র গাহিবামাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া রামপ্রসাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

রামপ্রসাদের মত।—কবিরঞ্জন শুচি অশুচি সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ স্বীকার করিতেন না, তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন,

"ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞানখড়্গে বলিদান করিলে কৈবল্য পাবা॥"

তাঁহার মতে, অহঙ্কার বিনাশ না হইলে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না।

"অহঙ্কার অবিদ্যা তোর সে'টাকে তাড়ায়ে দিবি।"

তিনি প্রকৃত তান্ত্রিক, মহাশক্তির উপাসক, আদ্যাশক্তির

---

* প্রবাদ আছে বটে এই গানটি রথ-উপলক্ষে রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন, কিন্তু বোধহয় তাহা নহে, কারণ "তীর্থে গমন, মিথ্যাভ্রমণ" ইত্যাদি চরণগুলি পড়িলে অনুমান হয় যে, কোন সময়ে তাঁহার জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া রথ দেখিবার সাধ হইয়াছিল বা সে সম্বন্ধে কাহারও সহিত কোন কথোপকথন হইয়াছিল, কারণ তাঁহার আরও একটি গানে আছে, "ভবজরা পাপরোগ, নীলাচলে না না ভোগ, ওরে জ্বরে কাশী সর্ব্বনাশী, ত্রিবেণীস্নানে রোগ বাড়িবে।"

প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তিনি ঘটে পটে, জলে স্থলে, সকল দেবমূর্ত্তিতেই মহাশক্তি কালীরূপ দেখিতে পাইতেন ;—

তিনি এক স্থানে গাহিয়াছেন,

"ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জাননা।"

কালী কৃষ্ণ ব্রহ্মা শিবে তাঁহার অভেদজ্ঞান জন্মিয়াছিল। তাঁহার মতে, ধাতু পাষাণ অথবা মাটিমূর্ত্তি পূজা করিয়া কাজ কি, হৃদয়মন্দিরে সেই মহাশক্তির মনোময় প্রতিমার কল্পনা করিয়া সাধক অর্চ্চনা করিবেন। মহাশক্তির প্রতি অচলা ভক্তি থাকিলেই মুক্তিলাভ হয়। তাঁহার মত পরিপোষক কয়েকটি গীত উদ্ধৃত হইল ;—

(১)

"মন তোর্ এত ভাবনা কেনে ?
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে ॥
জাঁকজমকে কল্লে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে ;
তুই লুকিয়ে তাঁরে কর্‌বি পূজা জান্‌বেনারে জগৎজনে ॥
ধাতুপাষাণ মাটীর মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদিপদ্মাসনে ॥
আলোচাল আর পাকাকলা কাজ কিরে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্ত কর আপন মনে ॥
ঝাড়লণ্ঠন বাতির আলো কাজ কি তোর সে রোসনায়ে ;
তুমি মনোময় মাণিক্যজ্বেলে দেওনা জলুক্ নিশিদিনে ॥
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে।
তুমি জয়কালী জয়কালী বলি বলি দাও ষড়রিপুগণে ॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি জয়কালী বলি,দাও করতালি,মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥"

(২)

"মন কোরনা দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী ॥
আমি বেদাগম পুরাণে কল্লেম কত খোঁজ তল্লাসি ;
ঐ যে কালীকৃষ্ণ শিবরাম—সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,
ও মা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে পদে গঙ্গা গয়াকাশী ॥"

(৩)

"কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
তারা পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ ॥
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তারা ঘটে পটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
তারার উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
কালীর মর্ম্ম কাল জেনেছেন অন্য কেটা জান্‌বে তেমন ॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধুতরণ।
আমার মন্ বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধর্‌বে শশী হ'য়েবামন ॥"

কবিরহস্য (ক্লী) কবীনাং রহস্যং যত্র, বহুব্রী। গ্রন্থবিশেষ ; এই গ্রন্থে প্রত্যেক ধাতু যত প্রকার গণভুক্ত এবং তাহার প্রত্যেকগণে যেরূপ নিষ্পন্ন হয়, তাহাই কাব্যচ্ছলে লিখিত আছে। ইহা পণ্ডিত হলায়ুধ প্রণীত। [হলায়ুধ দেখ।]

কবিরাজ (পুং) কবীনাং রাজা শ্রেষ্ঠঃ, কবি-রাজন্-টচ্ (রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫। ৪। ৯১) ১ কবিশ্রেষ্ঠ। ২ কবিবিশেষ, ইনিই 'রাঘবপাণ্ডবীয়' কাব্য প্রণয়ন করেন। পাশ্চাত্য মতে, ইনি খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ৩ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। এই চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব্বে অনেকেই প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, সেই অবধিই বোধ হয় চিকিৎসক মাত্রেই 'কবিরাজ' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। বঙ্গদেশে বৈদ্যমাত্রেই কবিরাজনামে পরিচিত।

কবিরাজগণের আরও কয়েকটি উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা— কবিরঞ্জন, কবিচন্দ্র, কবিরত্ন, কবিভূষণ, কবিবল্লভ, কবীন্দ্র, বৈদ্যনিধি ইত্যাদি।

এ দেশে কবিরাজের আর একটি নাম "নাড়ীটেপা" ভাল ভাল কবিরাজগণ কেবলমাত্র নাড়ী টিপিয়া উৎকট উৎকট রোগ নির্ণয় করিয়া থাকেন বলিয়া "নাড়ীটেপা" নাম হইয়াছে। যাহারা আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শী নয় অথচ চিকিৎসা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে "হাতুড়িয়া" বলে।

পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে কবিরাজের বিশেষ সমাদর ছিল। তৎকালে বিক্রমপুর ও কাঁচড়াপাড়ায় কবিরাজী শিখিবার পাঠশালা ছিল, এ ছাড়া বড় বড় কবিরাজের বাটীতেও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য অনেক ছাত্র থাকিত। মধ্যে হাকিমী ও ইংরাজী চিকিৎসার প্রচলনে কবিরাজগণের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এক্ষণে আবার কবিরাজী চিকিৎসার দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে। [বৈদ্য, চিকিৎসা, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কবিরাজী (দেশজ) ১ বঙ্গদেশীয় বৈদ্যক চিকিৎসা। ২ (ত্রি) কবিরাজসম্বন্ধীয়। (পুং) ৩ উপাসক-সম্প্রদায়বিশেষ। রূপ কবিরাজ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। রূপের গুরু তাঁহাকে শঙ্খধারিণী রমণীর হস্তে ভোজন করিতে নিষেধ করেন ; তাই একদিন তিনি শঙ্খধারিণী গুরুপত্নীর হস্তে ভোজন করেন

নাই। শুক এই কথা শুনিয়া তাঁহার তিন কষ্ঠিমালার মধ্যে দুই কণ্ঠি ছিঁড়িয়া দেন। রূপ সেই এক কণ্ঠি লইয়া পলায়ন করেন। উৎকলদেশে অনেক বৈষ্ণব রূপ কবিরাজের মতানুবর্ত্তী হইয়া তাহারা কবিরাজী নামে বিখ্যাত হয়। কবিরাজীরা অন্য বৈষ্ণবের ঘরে বিবাহ অথবা অন্নগ্রহণ করে না, অথবা অন্য কাহার পাক করা অন্ন ভোজন করে না, প্রায় সকলেই সদাচারী। কাহারও মতে, ইহাদেরই অপর নাম 'স্পষ্টদায়ক'।

কবিরাম। ১ দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভূগোল-রচয়িতা। ইনি কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থপাঠে জানা যায়, ইনি যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। ইঁহার গ্রন্থে সমস্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রাচীন ভূবৃত্তান্ত ও প্রবাদ লিখিত হইয়াছে। ২ বেহারে ডোমজাতির চাঁইকে কবিরাম কহে।

কবিরামায়ণ (পুং) কবিনা কবিতয়া কবিষু কাব্যেষু বা রামঃ অয়নং আশ্রয়ো যস্য, বহুব্রী। বাল্মীকি মুনি।

কবিল (ত্রি) কু-কব-বা বর্ণনে-ইলচ্। ১ স্তোতা, স্তবকারক। ২ শব্দকারক।

কবিলাসিকা (স্ত্রী) কং সুখং বিলাসয়তি উদ্দীপয়তি ক-বি-লস-ণিচ্-ণ্বুল্ টাপ্-অত ইত্বম্। বীণাবিশেষ।

কবিবর (ত্রি) কবিষু বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। কবিশ্রেষ্ঠ।

কবিবল্লভ (পুং) অপর নাম আদিত্যসূরি। ইনি বিশ্বেশ্বর আচার্য্যের শিষ্য এবং কালাদর্শ বা কালনির্ণয় নামক স্মৃতিসংগ্রহ রচয়িতা।

কবিবেদী [ন্] (ত্রি) কবিং কবিত্বং বেত্তি কবি-বিদ্-ণিনি। ১ কাব্যবেত্তা। ২ কবি।

কবিশস্ত (ত্রি) কবিষু শস্তঃ খ্যাতঃ ৭তৎ। বিখ্যাত কবি।

কবিশেখর (পুং) সাধনমুক্তাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

কবী (স্ত্রী) কবি-ঙীষ্। লাগাম।

(কবী খলীনং কবিকা কবিয়ং মুখযন্ত্রণম্। হেম ৪।৩১৬।)

কবীন্দ্র আচার্য্য সরস্বতী, কবিচন্দ্রোদয় ও পদচন্দ্রিকা নাম্নী সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা।

কবীন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা, একাম্রচন্দ্রিকা ও বিরজামাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি উৎকলরাজ অলাবুকেশরীর সময়ে ঐ দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

কবীয় (ক্লী) কবি-স্বার্থে ছ। লাগাম।

কবীয়ৎ (ত্রি) কবিরিব আচরতি, কবিং স্তোতারং ইচ্ছতি বা; কবীয়-শতৃ। ১ কবিসদৃশ। ২ নিজের স্তব পাইবার ইচ্ছাযুক্ত।

কবীয়ান্ [স্] (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন কবিঃ, কবি-ঈয়সুন্। (দ্বিবচন-বিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭।) উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।

কবীরপন্থী (দেশজ) বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। [কবীর দেখ।]

কবুলাবেশী (আরব্য কবূল শব্দজ) কোন জমীর জমা নিরিখ মত গুজস্তা জমা অপেক্ষা যত অধিক দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়, তাহার নাম 'কবুলাবেশী।'

কবূল (আরব্য) ১ স্বীকার।

কবেল (ক্লী) কং জলং বিলতি বৃণাতি,ক-বিল-অণ্। ১ পদ্ম। ২ শুঁদিফুল।

কবোষ্ণ (ক্লী) কুৎসিতং ঈষৎ ইত্যর্থঃ উষ্ণং, কর্ম্মধা কোঃ কবাদেশঃ (কবঞ্চোষ্ণে। পা ৬।৩।১০৭।) ১ ঈষৎ উষ্ণ স্পর্শ। ২ (ত্রি) ঈষৎ উষ্ণ স্পর্শযুক্ত।

(কোষ্ণঃ কবোষ্ণঃ কদুষ্ণোমন্দোষ্ণশ্চেষদুষ্ণবৎ। হেম ৬।২২।)

"মৎপরং দুর্লভং মত্বানূনমাবর্জ্জিতং ময়া।
পয়ঃ পূর্ব্বৈঃ সনিশ্বাসৈঃ কবোষ্ণমুপভুজ্যতে॥" রঘু ১।৬৭।

কব্য (ত্রি) কবি-যৎ (বসুঅয়স্ওক-কবি-ক্ষেম-বর্চ্চস্ নিকেবলউক্থজনপূর্ব্বনবসুরমর্ত্তযবিষ্ঠ ইত্যেতেভ্যশ্ছন্দসি স্বার্থে যৎ। কাশিকা ৫।৪।৩০) [বৈ] স্তবকারী (সায়ণ)। (পুং) ২ বেদোক্ত পিতৃলোকবিশেষ।

("মাতলী কবৈর্যমো অঙ্গিরোভিঃ।" ঋক্‌সংহিতা ১০।১৪।৩)

(ক্লী) কূয়তে দীয়তে পিতৃভ্যঃ যৎ অন্নাদিকং, কু-অচ্-যৎ (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭। ৩ পিতৃলোকের উদ্দেশে যে অন্নাদি দেওয়া হয়।

কব্য পদার্থ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়, নতুবা তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—একটিমাত্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কব্য ভোজন করাইলে পুষ্কল ফল লাভ হয়, কিন্তু অমন্ত্রজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও তাহা হয় না; বিশেষতঃ অমন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সে যতগুলি গ্রাস্ ভক্ষণ করে, পিতৃলোকদিগকে ততগুলি উত্তপ্ত লৌহ গোলা ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব প্রথমেই পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কব্য ভোজন করাইবে। বেদতত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণমধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ, তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠ ও কর্ম্মনিষ্ঠভেদে চারি শ্রেণী আছে। হব্য ভোজনে চারি শ্রেণীরই বিধান থাকিলেও কব্য-ভোজনে একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিধান দেখা যায়।

"জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথা পরে।
তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চকর্ম্মনিষ্ঠাস্তথাপরে॥
জ্ঞাননিষ্ঠেষু কব্যানি প্রতিষ্ঠাপ্যানি যত্নতঃ।

হব্যানি তু যথান্যায়ং সর্ব্বেষেব চতুর্ষ্বপি ॥"

ঐরূপ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে, মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, বন্ধু, পুরোহিত বা যজমানকে ভোজন করাইবে। (মনু ১ অঃ।)

মনুর মতে বেদজ্ঞ হইলেও এই সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করান নিষিদ্ধ। যথা—চিকিৎসক, দেবল, কন্যা-বিক্রেতা, দোকানদার, চৌর্য্যাদিদোষে পতিত, ক্লীব, নাস্তিক, জটাধারী, দুর্ব্বল, প্রতারক, রাজার প্রেষ্য, কুনখী, শ্যাবদন্ত, গুরুর প্রতিরোদ্ধা, অগ্নিত্যাগী, রাজযক্ষ্মী, পশুপালক, ব্রহ্মদ্বেষী, অভিনেতা, শূদ্রাণীপতি, বিধবার গর্ভজাত, কাণা, বেতন লইয়া যাঁহারা অধ্যাপনা করেন, শূদ্রশিষ্য, দুষ্টবাদী, মাতা পিতা ও গুরুকে অকারণ পরিত্যাগকারী, গৃহদাহক, বিষদাতা, কুণ্ডান্নভোজী, সোমবিক্রেতা, সমুদ্রযাত্রী, অবিবাহিত, অগ্রজ বর্ত্তমানে বিবাহকারী, জারজ, বন্দী, তৈলিক, কূটকারক, পিতার সহিত বিবাদকারী, মদ্যপ, পাপরোগী, দাম্ভিক, রসবিক্রেতা, ধনু ও শরনির্ম্মাতা, দিধিষূপতি, মিত্রদ্রোহী, দ্যূতবৃত্তি, পুত্রাচার্য্য, অপস্মাররোগ, গণ্ডমালারোগী, শ্বিত্ররোগী, খল, উন্মত্ত, অন্ধ, বেদনিন্দক, জ্যোতিষ, ব্যবসায়ী, পক্ষিপোষক, যুদ্ধশাস্ত্রের আচার্য্য, স্থপতি, দূত, বৃক্ষারোপক, কুকুরের সহিত ক্রীড়াশীল, শ্যেনপক্ষিজীবী, কন্যাদূষক, হিংস্র, শূদ্রবৃত্তি, গণযাগকারী, আচারহীন, কৃষিজীবী, শ্লীপদরোগী ও সজ্জননিন্দিত।

(পুং) চতুর্থ মন্বন্তরের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

কব্যতা (স্ত্রী) [বৈ] স্তুতি। জ্ঞান।

কব্যবাড়্ [কব্যবাল দেখ।]

কব্যবাল (পুং) কব্যং বল্যতে দীয়তে অস্মৈ কব্যবল-ঘঞ্। ১ পিতৃগণবিশেষ।

("কব্যবালো হনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা।
অগ্নিষাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥"
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

২ অগ্নি। অগ্নিমুখেই পিতৃগণ উদ্দেশে দান করা হইয়া থাকে।

কব্যবাহ্ (পুং) কব্যং বহতি, কব্য-বহ-ণ্বি। অগ্নি, যে অগ্নিতে পিতৃগণের উদ্দেশে কব্য দেওয়া হয়।

কব্যবাহ (পুং) কব্যং বহতি প্রাপয়তি পিতৃনিতি শেষঃ, কব্য-বহ-অণ্। অগ্নি।

কব্যবাহন (পুং) কব্যং বহতি কব্য-বহ-ঞ্যুট্ (কব্যপুরীষপুরীষ্যেষু ঞ্যুট্। পা ৩। ২। ৬৫।) ১ অগ্নি। ("অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা। শুক্ল যজুঃ। ২।২৯।") যজুর্ব্বেদের মতে, অগ্নি তিন প্রকার, দেবগণের অগ্নি 'হব্যবাহন' পিতৃগণের 'কব্যবাহন' এবং অসুরগণের 'সহরক্ষা'। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২। ৫। ৮। ৬)

কশ (পুং) কশতি শব্দায়তে তাড়য়তি বা কশ-অচ্। অশ্ব প্রভৃতিকে তাড়না করিবার পদার্থবিশেষ, চাবুক; ইহা চর্ম্ম, বস্ত্র ও বেত প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত হয়।

("সরাজা তং কশেন অতাড়য়ৎ।" মহাভারত ৩।১৯৮।)

কশস্ (ক্লী) কশতি নীচং গচ্ছতি কশ-অসুন্। জল। (নিঘণ্টু ১। ১২)

কশা (স্ত্রী) কশ-টাপ্। ১ চাবুক। ("জঘান কশয়া মোহাৎ তদা রাক্ষসমুনিন্।" ভারত ১।১৭৭।১০।) (চর্ম্মদণ্ডে কশা রশ্মৌ বল্গাবক্ষেপণী কুশাঃ। হেম ৪।৩১৮।) ২ মাংসরোহিণী। (ভাবপ্র°) ৩ (দেশজ) টানা।

কশাই (দেশজ) গরু প্রভৃতি মারিয়া যাহারা বিক্রয় করে।

কশাই, মেদিনীপুর জেলায় নদীবিশেষ, সাধুভাষায় কংশবতী এবং কালিদাসের রঘুবংশে কপিশানদী নামে পরিচিত।

কশাইফুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গের বাগ্দিজাতিবিশেষ। ইহারা কশাই নদীতে নৌকা চালায় ও মাছ ধরিয়া বেড়ায়। ১৪ প্রকার বাগ্দীর মধ্যে ইহারা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়।

কশাঘাত (পুং) কশেন কশয়া বা আঘাতঃ ৩তৎ। চাবুক মারা।

কশাত (দেশজ) তৃণবিশেষ, কেষো।

কশাত্রয় (ক্লী) কশানাং কশাঘাতানাং ত্রয়ম্ বহুব্রী। ৩ প্রকার কশাঘাত; মৃদু, মধ্য ও নিষ্ঠুর। অশ্বগণের সাধারণ দণ্ডকালে মৃদু আঘাত এবং উপবেশন, নিদ্রা, স্খলন, দুষ্টচেষ্টা, অশ্বিনী দেখিয়া ঔৎসুক্য, গর্ব্বিত হ্রেষারব, ত্রাস, দুরুত্থান, বিমার্গগমন, ভয়, শিক্ষাত্যাগ, চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি অপরাধে মধ্য ও নিষ্ঠুর আঘাত করিতে হয়। অপরাধ বিশেষে আঘাতের স্থানও পৃথক্। ত্রস্ত ও ভীত হইলে গলদেশে শিক্ষাত্যাগ ও চিত্তবিভ্রমে অধরে গর্ব্বিত হ্রেষারব ও অশ্বিনী দেখিয়া ঔৎসুক্যকালে বাহু ও স্কন্ধদেশে উপবেশন ও নিদ্রায় কটিদেশে দুর্ব্যবহার ও বিমার্গ প্রস্থানে মুখে, স্খলন ও দুরুত্থানে জঘনে এবং কুণ্ঠ প্রকৃতি হইলে সর্ব্বস্থানেই কশাঘাত করিতে হয়।

কশার্হ (ত্রি) কশাং অর্হতি কশা-অর্হ-অণ্। ১ কশা মারিবার উপযুক্ত। ইহার অপর সংস্কৃত নাম কশ্য।

[কশাত্রয় দেখ।]

কশিক (পুং) কশতি হিনস্তি সর্পম্, কশ-বাহুলকাৎ ইক। নকুল, বেজি।

কশিকপাদ (ত্রি) কশিকস্য পাদাবিব পাদৌ অস্য, বহুব্রী, হস্ত্যাদিত্বাৎ নাস্ত্যলোপঃ (পাদস্য লোপাঽহস্ত্যাদিভ্যঃ। পা ৫।৪।১৩৮।) নকুলের ন্যায় পদবিশিষ্ট জন্তু।

কশিপু (পুং) কশতি দুঃখং কশ্যতে বা, মৃগষ্বাদিত্বাৎ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অন্ন। ২ আচ্ছাদন। ৩ অন্নাচ্ছাদন।
(কশিপুর্ভক্তাচ্ছাদনয়োরেকোক্ত্যা পৃথক্তয়োঃ পুংসি। মেদিনী।)
৪ শয্যা। ("সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈঃ।" ভাগবত ২।২।৪)
৫ আসনবিশেষ।

কশিপূপবর্হণ (ক্লী) [বৈ] উপাধান বস্ত্র। বালিসের খোল।

কশীকা (স্ত্রী) কশ-বাহুলকাৎ ঈকন্-টাপ্। প্রসূতা নকুলী। ("আগধিতা পরিগধিতা যা কশীকেব জঙ্গহে।" ঋক্ ১।১২৬।৬। 'কশীকা সূতবৎসা নকুলী' সায়ণ।)

কশু (পুং) রাজবিশেষ, ইহার পিতার নাম চেদি।

কশুর (দেশজ) ১ কুশাবতী নামের অপভ্রংশ। [কুশাবতী দেখ] ২ অন্ন। [কসুর দেখ।]

কশেরক (পুং) যক্ষবিশেষ। (ভারত ২।১০ অঃ)

কশেরু (পুং, ক্লী) কে দেহে শীর্য্যতে ক-শৃ-উ-এরঙাদেশশ্চ (কেশ্রএরঙ্চাস্য। উণ্ ১।৯০।) ১ পৃষ্ঠাস্থি, পিঠের দাঁড়া, শিরদাঁড়া। ২ (ক্লী) কং জলং বাতং বা শৃণাতি। কেশুর। (Scirpus kysoor) ইহা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে দুইপ্রকার বড় কেশুরকে 'রাজকশেরু' ও মুথার ন্যায় ক্ষুদ্র কেশুরকে দেশ বিশেষে 'চিচ্চোড়' কহে। দ্বিবিধ কেশুরের গুণ—মধুর, কষায়রস, শীতল, গুরু, মলগ্রাহী; পিত্ত, রক্তদাহ ও চক্ষুরোগ-নাশক এবং শুক্র, বায়ু, শ্লেষ্মা ও স্তম্ভকারক।" (ভাবপ্র।) ৩ (পুং) ভারতবর্ষের একটি বিভাগ।
("ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথবারুণঃ॥" বিষ্ণুপুরাণ)

কশেরুক (ক্লী) কশেরু-স্বার্থে কন্। কেশুর।

কশেরুকা (স্ত্রী) কশেরুক-টাপ্। পৃষ্ঠাস্থি, পিটের দাঁড়া।

কশেরুমান্ (পুং) ১ যবনরাজবিশেষ।
("ইন্দ্রদ্যুম্নোহতঃ কোপাদ্‌যবনশ্চ কশেরুমান্।" হরি ১৬ অঃ।)
২ ভারতবর্ষের খণ্ডবিশেষ।

কশেরুস্ (ক্লী) কশেরু।

কশেরু (স্ত্রী) ক-শৃ-উ-এরঙচাস্যাদেশঃ (কেশ্রএরঙ চাস্য। উণ্ ১।৯০।) ১ তৃণকন্দবিশেষ, কেশুর। (কশেরু তৃণকন্দে স্ত্রী। উজ্জলদত্ত।) [কশেরু দেখ।] ২ বিশ্বকর্ম্মার চতুর্দ্দশী কন্যা। নরকাসুর হস্তিরূপে ইহাকে হরণ করিয়াছিল। (হরিঃ ১২১ অঃ।)

কশোক (ত্রি) কশ তাড়নে-বাহুলকাৎ ওক। ১ হিংসক। ২ রাক্ষসাদি।

কশ্চন (অব্যয়) কিম্-চন ইতি মুগ্ধবোধঃ। (পাণিনি ইহাকে পৃথক পদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।) কোনও, অনির্দ্দিষ্ট কোন একজন।

কশ্চিৎ (অব্যয়) কিম্-চিৎ ইতি মুগ্ধবোধঃ। পাণিনি মতে ইহাও পৃথক্ পদ। কোনও, অনির্দ্দিষ্ট কোন একজন।
("কশ্চিৎ কান্তাবিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তং গমিত মহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।" মেঘদূত।)

কশ্মল (ক্লী) কশ-কল-মুট্ (কুটিকশিকৌতিভ্যঃ প্রত্যয়স্য মুট্। উণ্ ১।১০৮) ১ মূর্চ্ছা। ২ মোহ। ৩ পাপ। ৪ (ত্রি) মলিন।
(মলিনং কচ্চরং ম্লানং কশ্মলঞ্চ মলীমসম্। হেম ৬।৭১)
৫ দুরাচার। ৬ (ত্রি) পাপী।

কশ্মশ (ক্লী) বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎ লস্য শঃ। কশ্মল। [কশ্মল দেখ।]

কশ্মীর (পুং) কশ-ঈরন্-মুড়াগমশ্চ (কশেমু্ট্ চ। উণ্ ৪।৩২) কাশ্মীর জনপদ [কাশ্মীর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কশ্মীরজ (ক্লী) কশ্মীরে জায়তে, কশ্মীর-জন্-ড। কুঙ্কুম-বিশেষ। [কুঙ্কুম দেখ।]

কশ্মীরজন্ম [ন্] (ক্লী) কশ্মীরে জন্ম যস্য বহুব্রী। কুঙ্কুম-বিশেষ। [কুঙ্কুম দেখ।]
(কশ্মীরজন্ম ঘুসৃণং বর্ণং লোহিতচন্দনম্। হেম ৩।৩০৮।)

কশ্য (ক্লী) কশাং অর্হতি কশা-য (দণ্ডাদিভ্যো যঃ। পা ৫।১।৬৬।) ১ অশ্বের মধ্যদেশ। (মধ্যং কশ্যং নিগালস্তু গলোদ্দেশঃ খুরাঃ শফাঃ। হেম ৪।৩১০।) ২ (ত্রি) কশা-ঘাতের যোগ্য। ৩ কশতি বাহুলকাৎ করণে যৎ। মদ্য।

কশ্যপ (পুং) কশ্যং সোমরসাদিজনিতং মদ্যং পিবতি কশ্য-পা-ক। ১ ঋষিবিশেষ, ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির ঔরসে ও কলার গর্ভে ইহার জন্ম। মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে, কশ্য অর্থাৎ সোমরস জনিত মদ্য হইতে ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহার নাম কশ্যপ হইয়াছে।
"ব্রহ্মণস্তনয়ো যোঽভূৎ মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ।
কশ্যপস্তস্য পুত্রোঽভূৎ কশ্যপানাৎ স কশ্যপঃ॥"
মার্কণ্ডেয়পু° ১০৮।৩।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতামতে, কশ্যপ হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্ম হইতে জন্মে। "হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ যাবকা যাসু জাতঃ কশ্যপো যাস্বিন্দ্রঃ।" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫।৬।১।১)
কশ্যপ একজন প্রজাপতি। সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বসংহিতার

মতে, ইনি ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের জনক। (সামস' ১।১।২।৪ ; শুক্ল যজুঃ ৩।৬২ ; অথর্ব্ব ১৩।৩।১০।)

কাত্যায়নের বেদানুক্রমণিকার মতে, কশ্যপ ঋক্‌সংহিতার কয়েকটি সূক্তের ঋষি। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কশ্যপঋষি দক্ষের ১৭টি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের গর্ভে ১৭টি জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল ; যথা—১ অদিতিগর্ভে দেবগণ, ২ দিতিগর্ভে দৈত্যগণ, ৩ দনুর গর্ভে দানব, ৪ কাষ্ঠা গর্ভে অশ্বাদি, ৫ অরিষ্টাগর্ভে গন্ধর্ব্বগণ, ৬ সুরসাগর্ভে রাক্ষস, ৭ ইলাগর্ভে বৃক্ষ, ৮ মুনিগর্ভে অপ্সরোগণ, ৯ ক্রোধবশার গর্ভে সর্প, ১০ তাম্রার গর্ভে শ্যেন গৃধ্র প্রভৃতি, ১১ সুরভিগর্ভে গো মহিষাদি, ১২ সরমাগর্ভে শ্বাপদ, ১৩ তিমিগর্ভে জলজন্তু, ১৪ বিনতাগর্ভে গরুড় ও অরুণ; ১৫ কদ্রুগর্ভে নাগ, ১৬ পতঙ্গীগর্ভে পতঙ্গ, ১৭ যামিনীগর্ভে শলভ।

(ভাগবত ৪।১।১২।)

কিন্তু মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতিতে কশ্যপের ত্রয়োদশ ভার্য্যার উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ত্রয়োদশটির নাম এই—১ অদিতি ২ দিতি ৩ দনু ৪ বিনতা ৫ খসা ৬ কদ্রু ৭ মুনি ৮ ক্রোধা ৯ অরিষ্টা ১০ ইরা ১১ তাম্রা ১২ ইলা এবং ১৩ প্রধা। (মার্কণ্ডেয় ১০৮ অঃ।)

২ (পশ্যতীতি পশ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পশ্য এব পশ্যকঃ আদ্যন্তাক্ষর বিপর্য্যয়াৎ সিধ্যতি। যদ্বা কশ্যং অজ্ঞানং অবিদ্যামিত্যর্থঃ পিবতি নাশয়তি অথবা কশ্যং বিজ্ঞানঘনং পাতি রক্ষতি স্বাত্মনীতি শেষঃ।) পরব্রহ্ম।

("তদেব ব্রহ্ম বা আত্মা এতস্য পাতা হর্ত্তা প্রজানাং গোপ্তা বাবহ কশ্যপো হ যোহমজ্ঞান-ভোক্তা গান্ধর্ব্বি।" তাপনি শ্রুতি ২।১১।) ৩ কচ্ছপ। ৪ (ত্রি) শ্যাবদন্ত (সুরাপঃ শ্যাবদন্তঃ স্যাৎ।) ৫ মৃগবিশেষ। ৬ মৎস্যবিশেষ।

কশ্যপনন্দন (পুং) কশ্যপস্য নন্দনঃ পুত্রঃ ৬তৎ। ১ গরুড়। ২ দেবাসুরাদি।

কশ্যপপুর (ক্লী) কশ্যপস্য পুরম্ ৬তৎ। বর্ত্তমান কাশ্মীর; কশ্যপ ঋষি ইহার কশ্যপপুর নামকরণ করিয়াছিলেন। এই জনপদই হীরদোতসের 'কস্পাতুরস' এবং টলেমীর 'কশ্পীরা'।

কশ্যপসংহিতা (স্ত্রী) কশ্যপস্য সংহিতা, ৬তৎ। কশ্যপ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

কশ্যপস্মৃতি (স্ত্রী) কশ্যপপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

কষ (পুং) কষতি অত্র অনেন বা কষ-অচ্; যদ্বা-কষ-ঘ-নিপাতনাৎ সাধুঃ। (গোচর-সঞ্চরবহব্রজব্যজাপণনিগমাশ্চ। পা ৩।৩।১১৯।) কষ্টিপাথর, যাহাতে স্বর্ণ রৌপ্য ঘষিয়া পরীক্ষা করা হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শান ও নিকষ।

কষণ (ত্রি) কষ্যতে বিবাদ্যতে, কষ-কর্ম্মণি-ল্যুট্। ১ অপক্ব। ৩ (পুং) কষতি অত্র। কষ্টিপাথর। ৪ (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। ঘর্ষণ, কণ্ডূয়ন।

("কষণকম্পনিরস্ত মহাহিভিঃ
ক্ষণবিমত্ত মতঙ্গজবর্জিতৈঃ।" ভারবি ৫।৪৭।

৫ চালন। ৬ (দেশজ) টানিয়া বাঁধা।

কষণী (দেশজ) ধমকানি, শাসন, কসুনি।

কষপাষাণ (পুং) কষশ্চাসৌ পাষাণশ্চেতি কর্ম্মধা। কষ্টিপাথর।

("কষ পাষাণনিভে নভস্তলে।" নৈষধ ২।)

কষা (স্ত্রী) কষ্যতে তাড্যতে অনয়া কষ বাহুলকাৎ করণে অপ্-টাপ্। ১ কশা, চাবুক। (দেশজ) ২ টানিয়া বাঁধা। ৩ কষায় রস। ৪ শরীর রুক্ষ হওয়া। ৫ কৃপণ।

কষাকু (পুং) কষ-আকু। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি।

কষানি (দেশজ) ১ ক্লেদ। ২ নির্গত রস।

কষায় (পুং, ক্লী) কষতি কণ্ঠং, কষ-আয়। ১ রসবিশেষ, কষা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তুবর, কুবর ও তুবর। সুশ্রুতে কষায় রসের এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে; যথা—যে রস আস্বাদন করিলে মুখ শুষ্ক, জিহ্বা স্তম্ভিত, কণ্ঠদেশ বদ্ধ, হৃদয় কর্ষিত ও পীড়িত হয়, তাহাকে কষায় রস কহে। পৃথিবী বায়ুগুণ-বহুল হইলে এই রসের উৎপত্তি হয়। এই রসের গুণ মল-গ্রাহক, ব্রণরোপক, স্তম্ভন, শোধন, লেখন, শোষক, পীড়াদায়ক, ক্লেদনাশক ও বায়ুবর্দ্ধক। ইহা অতিরিক্ত ব্যবহার করিলে পীড়া, মুখশোষ, উদরাধ্মান, বাক্যগ্রহ (কথা বলিতে আট-কাইয়া যাওয়া), মন্যাস্তম্ভ, গাত্রস্ফুরণ, গাত্র চিমিচিমি, স্রোতোঅবরোধ, শ্যাবত্ব, শুক্রনাশ, আকুঞ্চন, আক্ষেপণ প্রভৃতি বায়ুবিকার উপস্থিত হয়।

২ কাথ, পাচন, ইহার অপর সংস্কৃত নাম নির্য্যূহ। ইহার পাঁচ প্রকার ভেদ আছে—স্বরস, কল্ক, কথিত, শীত, ও ফাণ্ট। [তত্তৎ শব্দে দেখ।]

৩ নির্য্যাস। ৪ বিলেপন, অনুলেপ।

("কণ্ঠার্পিতো লোধ্রকষায়রূক্ষে
গোরোচনাক্ষেপনিতান্ত গৌরে।" কুমার)

৫ অঙ্গরাগ। (পুং) ৬ শোনা গাছ। ৭ রাগ, আসক্তি। ৮ কলিযুগ। ৯ নির্ব্বিকল্প সমাধির বিঘ্নবিশেষ। বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অখণ্ড বস্তু গ্রহণে উদ্যুক্ত হইলেও যে রাগাদি সংস্কার উদ্ভূত হইয়া তাহাকে স্তব্ধ করিয়া রাখে এবং অখণ্ড বস্তু গ্রহণ করিতে না দেয়, তাহাকেই 'কষায়' কহে। ১০ ধ বৃক্ষ। (ত্রি) ১১ কষায়রসবিশিষ্ট। ১২ সুরভি। ("প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রী কষায়ঃ।" মেঘদূত।)

১৩ লোহিত, রক্তবর্ণ। ১৪ রক্তপীতমিশ্রিত বর্ণ। ১৫ অপটু। ১৬ সুশ্রাব্য। ১৭ রঞ্জিত। ১৮ আসক্ত, সংসারলিপ্ত। লোক-প্রকাশ নামক জৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"কষং সংসারকান্তারময়ং তে যান্তি যে জনাঃ।
তে কষায়াঃ ক্রোধমানমায়া লোভঃ ইতি শ্রুতঃ॥" ৩।৪০৯।

কষায়কৃৎ (পুং) কষায়ং কষায়রাগং করোতি, কষায়-কৃ-কিপ্-তুগাগমঃ। ১ রক্তলোধ্র। ২ (ত্রি) কষায় প্রস্তুতকারী।

কষায়তা (ত্রি) কষায়স্য ভাবঃ, কষায়-তল্-টাপ্। কষায়ের ধর্ম্ম।

কষায়পাক (পুং) দ্রব্যবিশেষের কাথ প্রস্তুত-প্রণালী। যে সকল কাথে জলের পরিমাণ লিখিত নাই, তথায় আর্দ্র দ্রব্য হইলে ৮ গুণ ও শুষ্ক দ্রব্য হইলে ১৬ গুণ জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিবে। অথবা ১ তুলা দ্রব্যে দ্রোণ পরিমিত জল দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিতে হয়।

কষায়পাণ (ক্লী, পুং) কষায়ঃ পানং যস্য, বহুব্রী; ণত্বং (পানন্দেশে। পা ৮। ৪। ৯।) গান্ধার জাতি। (কষায়পাণা গান্ধারাঃ। কাশিকা।)

কষায়যাবনাল (পুং) কষায়ঃ রক্তবর্ণঃ যাবনালঃ, কর্ম্মধা। কষায়রসবিশিষ্ট যাবনাল ধান্য।

কষায়রস (পুং) রসবিশেষ। [কষায় দেখ।]

কষায়বর্গ (পুং) কষায়াণাং কষায়রসযুক্তদ্রব্যাণাং বর্গঃ সমূহঃ, ৬তৎ। ন্যগ্রোধাদি, অম্বষ্ঠাদি, প্রিয়ঙ্গ্বাদি, লোধ্রাদি, ত্রিফলা, শল্লকী, জাম, আম, বকুল, তিন্দুক, ফলিনী, কতকশাক, পাষাণভেদী, বনস্পতিফল, সালসারাদি, কুরবক, কোবিদার, জীবন্তী, চিল্লী, পালঙ্কী, সুনিষণ্ণ, নীবার ও মুদ্গ প্রভৃতি দ্রব্য সংক্ষেপতঃ কষায়বর্গের অন্তর্ভূত। (সুশ্রুত।)

কষায়বাসিক (পুং) সুশ্রুতোক্ত কীটবিশেষ; এই জাতীয় কীট সৌম্য, সুতরাং শ্লেষ্মপ্রকোপক; ইহাদের মল-মূত্র বিষাক্ত।

কষায়া (স্ত্রী) কষ-আয়-টাপ্। ক্ষুদ্র দুরালভা লতা। (Small sort of Hedysarum) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যাস, যবসা, দুস্পর্শ, ধন্বযাস, কুনাশক, দুরালভা, দুরালম্ভা, সমুদ্রান্তা, রোদিনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, হরবিগ্রহা, দুরভিগ্রহা। ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত ও কষায়রস, সারক, শীতল, লঘু এবং কফ, মেদ, মত্ততা, শ্রম, পিত্ত, রক্ত, কুষ্ঠ, কাস, তৃষ্ণা, বিসর্প, বাতরক্ত, বমি ও জ্বরনাশক। [দুরালভা দেখ।]

কষায়িত (ত্রি) কষায়ঃ রক্তপীতাদিবর্ণঃ সঞ্জাতোঽস্য কষায়-ইতচ্। (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) রক্তাদি বর্ণকৃত, যে বস্তুর রক্তাদি বর্ণ করা হইয়াছে।

("অমুষ্যৈব কষায়িত স্তনী সুভগেন প্রিয়গাত্রভস্মনা।"
কুমার ৪। ৩৪।)

কষায়ী [ন্] (পুং) কষায়ো বিদ্যতে ঽস্য, কষায়-ইনি। ১ শালবৃক্ষ। ২ লকুচবৃক্ষ। ৩ খর্জ্জুরবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ কষায়বিশিষ্ট।

কষায়ীকৃত (ত্রি) অকষায়ঃ কষায়ঃ কৃতঃ, কষায়-চ্বি-কৃ-ক্ত। যে কষায় বর্ণশূন্য দ্রব্যে কষায়বর্ণ করা হইয়াছে।

কষায়ীভূত (ত্রি) অকষায়ঃ কষায়ো ভূতঃ, কষায়-চ্বি-ভূ-ক্ত। কষায়রূপে বা কষায় গুণযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত দ্রব্য।

কষি (ত্রি) কষতি হিনস্তি, কষ-ই (খনিকষ্যজ্যসিবসি ইত্যাদি। উণ্ ৪। ১২৯।) হিংস্রক।
(কষির্হিংস্রঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কষিত (ত্রি) কষ-ক্ত। যাহা কষা অর্থাৎ পরীক্ষা করা হইয়াছে।

কষীকা (স্ত্রী) কষতি, কষ-ঈকন্ (কষি-দুষিভ্যামীকন্। উণ্ ৪। ১৬।)-টাপ্। ১ পক্ষিজাতি। (কষীকা পক্ষিজাতিঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ (কষত্যনয়া) খন্তা।

কষী (পারস্য শব্দজ) দাঁড়ি, ছেদ।

কষীদা (পারস্য শব্দজ) শক্ত করিয়া বাঁধা।

কষেরুকা (স্ত্রী) কষ-এরক্-উ-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্। ১ পৃষ্ঠাস্থি, পিঠের দাঁড়া। ২ কশেরুকা, কেশুর।

কঙ্কষ (পুং) কষ ইতি অব্যক্তশব্দমুচ্চার্য্য কষতি কষ-কষ্-অচ্। বিষধর কৃমিবিশেষ।

("যেবাষাসঃ কঙ্কষাস এজৎকাঃশিববিৎস্নুকাঃ।
দৃষ্টশ্চ হন্যতাং কৃমি রুতাদৃষ্টশ্চ হন্যতাম্॥"
অথর্ব্ববেদ ৫। ২৩। ৭।)

কষ্ট (ত্রি) কষ্যতে হসৌ, কষ কর্ম্মণি ক্ত নেট্ (কৃচ্ছ্র গহনয়োঃ কষঃ। পা ৭। ২। ২২।) ১ পীড়াযুক্ত। ২ গহন। ৩ পীড়াকারক। ৪ কষ্টসাধ্য। ৫ কুৎসিত। ৬ (ক্লী) কষ-ভাবে ক্ত। পীড়ামাত্র; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, পীড়া, বাধা, ব্যথা, দুঃখ, অমানস্য, প্রসূতিজ, কৃচ্ছ্র, আভীল, আবাধা, বেদনা, দুখ, আমানস্য, কলাকল, অর্ত্তি, আর্ত্তি, পীড়ন, বাধন, আমনস্য, বিবাধন, বিহেঠন, বিধানক, পীড়িত, কাথ ও অশর্ম্ম। ৭ অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত দোষবিশেষ; অর্থ-প্রতীতি ব্যবহিত হইলে তাহাকে কষ্ট বা ক্লিষ্টতা-দোষ কহে।

"ক্লিষ্টত্বমর্থপ্রতীতের্ব্যবহিতত্বম্।" সাহিত্য দ° ৭ অঃ।)

যথা "ক্ষীরোদজাবসতিজন্ম ভুবঃ প্রসন্নাঃ।" এখানে 'জল প্রসন্ন' এই অর্থে বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু সহজে তাহা বুঝিবার উপায় নাই,—ক্ষীরোদজা লক্ষ্মী, তাঁহার বসতি পদ্ম, পদ্মের জন্মস্থান জল। অতএব এখানে ক্লিষ্টত্ব বা কষ্টদোষ ঘটিয়াছে।

সাহিত্যদর্পণে ইহাকে ক্লিষ্টত্ব বলিলেও গ্রন্থান্তরে 'কষ্ট' নামে অভিহিত আছে।

("কষ্টং তদর্থাবগমো দুরায়ত্তো ভবেদ্যদি।")

কষ্টকর (ত্রি) কষ্টং করোতি, কষ্ট-কৃ-ট। ১ পীড়াজনক। ২ দুঃখজনক।

কষ্টকল্পনা (স্ত্রী) কষ্টেন কল্পনা, ৩তৎ। ১ যাহা ভাবিয়া স্থির করিতে কষ্ট বোধ হয়। ২ যাহা সহজে কল্পনা করা যায় না।

কষ্টকল্পিত (ত্রি) কষ্টেন কল্পিতং রচিতম্। যাহা কষ্টে রচনা করা হইয়াছে।

কষ্টকার (পুং) কষ্টং করোতি, কষ্ট-কৃ অণ্। ১ সংসার। ২ (ত্রি) পীড়াকারক।

কষ্টকারক (পুং) কষ্টকার-স্বার্থে কন্। কষ্ট-কৃ-ণ্বুল্ বা যদ্বা কষ্টস্য কারকঃ ৬তৎ। ১ সংসার। (ত্রি) ২ দুঃখজনক।

কষ্টজীবী [ন্] (ত্রি) কষ্টেন জীবতি, কষ্ট-জীব-ইনি। ১ যে কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ২ যে অনেক ভোগ করিয়াও বাঁচিয়া থাকে।

কষ্টতপা [স্] (পুং) কষ্টং কষ্টকরং তপো যস্য, বহুব্রী। অতি কষ্টকর তপস্যাকারক।

কষ্টদ (ত্রি) কষ্টং দদাতি, কষ্ট দা-ক। কষ্টদায়ক, যে কষ্ট দেয়।

কষ্টরিপু (পুং) কষ্টঃ কষ্টসাধ্যো রিপুঃ, কর্ম্মধা। যে শত্রুকে কষ্টে পরাজয় করিতে হয়। মনুসংহিতায় ইহার এইরূপ লক্ষণ উক্ত আছে,—

"প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরঞ্চ দক্ষং দাতারমেবচ।
কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ।"

বিদ্বান্, কুলীন, বীর, দক্ষ, দাতা, কৃতজ্ঞ ও ধৈর্য্যশালী শত্রুকে পণ্ডিতগণ 'কষ্টরিপু' কহেন।

কষ্টলভ্য (ত্রি) কষ্টেন লভ্যং, ৩তৎ। যাহা কষ্টে পাওয়া যায়।

কষ্টশ্রিত (ত্রি) কষ্টং শ্রিতং আশ্রিতং যেন, বহুব্রী। ১ যে কষ্ট পাইতেছে। ২ কঠোর ব্রতকারক।

কষ্টশ্রোত্রিয়। বঙ্গদেশীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের একটি বিভাগ। [শ্রোত্রিয় দেখ।]

কষ্টসহ (ত্রি) কষ্টং সহতে কষ্ট-সহ-অচ্। কষ্টসহিষ্ণু।

কষ্টসাধ্য (ত্রি) কষ্টেন সাধ্যম্, ৩তৎ। ১ যাহা কষ্টে আরোগ্য করিতে হয়। ২ যাহাকে কষ্টে পরাজয় করিতে হয়।

কষ্টস্থান (ক্লী) কষ্টং কষ্টকরং স্থানম্, কর্ম্মধা। দুঃখজনক স্থান।

কষ্টহরণপর্ব্বত, মুঙ্গেরস্থ পর্ব্বতের একটি প্রাচীন নাম।

কষ্টহরণী, ১ কীকট দেশস্থ একটি নদী। (ভ° ব্রহ্মখ° ২১।৪৯) ২ অঙ্গদেশের দবীকর্ণের নিকট প্রতিষ্ঠিত এক প্রাচীন দেবীমূর্ত্তি। (দেশাবলী § ৪৪।২।৬)। বর্ত্তমান মুঙ্গেরের নিকট।

কষ্টা (দেশজ) কষায় রসবিশিষ্ট।

কষ্টি (স্ত্রী) কষ-ভাবে ক্তি। ১ কষা, পরীক্ষা করা। ২ (অধিকরণে ক্তি) কষিবার পাথর।

কষ্টিপাথর (দেশজ) সোণা রূপা পরীক্ষা করিবার পাথরবিশেষ।

কষ্টেসৃষ্টে (দেশজ) অতি কষ্টে। সংস্কৃত ভাষাতেও 'কষ্টসৃষ্টি' শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি করিয়া অতি কষ্টের স্থলে 'কষ্টসৃষ্ট্যা' এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

কস্ (দেশজ) ১ কাথ। ২ মুখের প্রান্তভাগ।

কস (পুং) কসতি বিকসতি স্বর্ণাদিরত্র, কস-অচ্। কষ, কষ্টিপাথর।

কসন (পুং) কসতি হিনস্তি, কস-ল্যু। কাসরোগ।

কসনা (স্ত্রী) কসতি হিনস্তি বিষেণ পীড়য়তি কষ-ল্যু-টাপ্। লূতাবিশেষ, কৃষ্ণবর্ণ মাকড়সাবিশেষ। ইহার মূত্র স্পর্শে বিষরোগ হইয়া থাকে। [বিষরোগ দেখ।]

("আলমূত্রবিষা কৃষ্ণা কসনা চাষ্টমী স্মৃতা।" সুশ্রুত।)

কসনি (দেশজ) ১ বাক্‌ডোর। মুখরজ্জু। (?)

"কুন্দলের ধুকড়ি ঢেঁকির পিঠে জিন।
কসনি কুসের দড়ি লাগামবিহীন॥" রামেশ্বর শিবায়ন ১১৪।

২ কসিয়া বাঁধা।

কসনোৎপাটন (পুং) কসনং কাসরোগং উৎপাটয়তি, কসন-উৎ-পট-ণিচ্-ল্যুট্। বাসক বৃক্ষ।

কসব্ (আরব্য) বাণিজ্য, ব্যবসা।

কসম্ (আরব্য) শপথ।

কসর্ণীর (পুং) সর্পবিশেষ। (অথর্ব্বসংহিতা ১০।৪।৫)

কসরবানি, বেহার অঞ্চলের বেণিয়া জাতির একটি শাখা, এই শাখা আবার ৯৬ থাকে বিভক্ত; তন্মধ্যে ইহারাই প্রধান, যথা—সগেলা, বগেলা, চনক্কাৎ-কথৌতিয়া, আবকহিলা, চালানিয়া, চৌসোবার, মালহাটিয়া, লোঙ্গঝরাঝরি, সোনেচড়ু, পেকেদাঁড়ি, সোনাল, তারসি ও তিরুসিয়া।

কসরবানিরা স্ব স্ব থাকে অথবা যাহার সহিত পাঁচ পুরুষে সম্বন্ধ আছে, এরূপ লোকের সহিত বিবাহ কার্য্য করে না। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। পুরুষেরা বহু বিবাহ করিতে পারে। বিধবা-বিবাহ ইহাদের মধ্যে দোষের নহে, তবে বিধবা কোনক্রমে আপন দেবরকে বিবাহ করিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, বিষ্ণুর

উপাসনা ব্যতীত, তাহারা 'বন্নী' ও 'সোখা-শম্ভূনাথ নামক গ্রাম্যদেবতারও পূজা করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই দোকানদার, তবে অল্প লোকেই কৃষিকার্য্য করে। ইহারা তেলী অথবা মুসলমানকে কখন গবাদি বিক্রয় করে না।

কসা (স্ত্রী) কসতি তাড়য়তি, কস-অচ্ টাপ্। ১ কসা, চাবুক। ২ (দেশজ) মুখের প্রান্তদেশ।

কসাই (আরব্যশব্দজ) ১ পশুঘাতক। ২ (দেশজ) একটি নদী। মানভূমজেলার উত্তর পশ্চিমাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর হইয়া হলদী নদীর সহিত মিশিয়াছে। কালিদাসের রঘুবংশে ইহা 'কপিশা' নামে উক্ত হইয়াছে। কোন কোন প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে ইহার নাম কংশবতী দৃষ্ট হয়।

কসাগিলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Dolichos hexandrus)

কসাম্বু (ক্লী) পিতৃলোকদিগকে কব্যদান সময়ে যে জল দান করা হয়।

কসায়ী (আরব্যশব্দজ) কসাই, পশুঘাতক।

কসারস্ (পুং) পক্ষিবিশেষ।

("হংসকাকময়ূরাণাং কৃকলাসকসারসাম্।" মহাভারত ১৩৬ অঃ)

কসালা (আরব্য) কষ্ট।

কসিপু (পুং) কশতি শাস্তি দুঃখম্, (নিপাতনাৎ সিদ্ধম্।) ১ কশিপু। ২ অন্ন।

কস্নি (দেশজ) ১ কসাকসি। ২ গৃহস্থ পরিবারকে শাসন বা পীড়াপীড়ি।

কসুর (আরব্য) ১ অভাব। ২ ত্রুটি। ৩ অবশিষ্ট। ৪ অল্প।

"পার্ব্বণি পঞ্চকজাত, ওড়ালোন সনাভাত,
ধানকাটি কমির কসুরে।" কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

কস্কষাণি (দেশজ) ক্রোধে দন্ত কড়মড়ি।

কস্‌কস্ (দেশজ) ১ অধিক উত্তপ্ত। ২ অধিক কাঁচা। ৩ অত্যন্ত ক্রোধ।

কসিয়া, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গোরখপুরজেলার দ্রোণ-তহ-সীলের এলাকাধীন একটি গ্রাম, গোরখপুর হইতে ১৮॥ ক্রোশ পূর্ব্বে।

কসিয়া গ্রাম—বৌদ্ধগ্রন্থে 'কুশীনগর' নামে পরিচিত। এইখানে শাক্যবুদ্ধের নির্ব্বাণ হয়। ভারতবর্ষের বৌদ্ধ রাজাদিগের সময় এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে দেশ বিদেশ হইতে বৌদ্ধযাত্রীগণ অতি পবিত্র তীর্থ ভাবিয়া এই স্থান দর্শন করিতে আসিত। খৃষ্টের ৫ম ও ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএন্‌সিয়াং এই পবিত্রস্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন। হিউএন্‌সিয়াং লিখিয়াছেন, 'এই নগরের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশদূরে, অজিতাবতী নদীর পরপারে শালবন ছিল, এই বনে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করেন। তাঁহার স্মরণার্থ অশোকরাজ অনেকগুলি স্তূপ ও একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে এক প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন।'

হিউএন্-সিয়াঙের সময়ে এখানকার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল, তৎকালে এখানকার প্রাসাদ উপবন সকলই ধ্বংস হইয়াছিল। কেবল অশোকরাজ-নির্ম্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ এবং বুদ্ধমূর্ত্তি ভূষিত একটি বিহার সেই পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছিল।

এখন এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে অশ্বত্থমূলে উপ-বিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি, একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীন স্তূপ এবং রামভর-ভবানী নামক দেবীমন্দির আছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বৌদ্ধস্মৃতি ছিল, কালবশে গণ্ডকীনদীর জলস্রোতে সেই সমস্ত কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রামে ডাকঘর, ঔষধালয়, পুলিসের থানা ও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের থাকিবার কাছারী আছে।

কসিয়াড়ি, মেদিনীপুরজেলার তামলুক উপবিভাগের অন্তর্গত একটি গ্রাম। অক্ষা° ২২° ৭´ ২৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭°১৬´২০´´ পূঃ। এই গ্রামটি বাণিজ্যপ্রধান, এখানে তসরের কৃষি হয় এবং তসরের ব্যবসার জন্যই এই স্থান বিখ্যাত।

কসেরা, বেহার অঞ্চলের এক প্রকার বেণিয়াজাতি। [কাঁসারি দেখ।]

কস্কাদি (পুং) পাণিনি-ব্যাকরণোক্ত বিসর্গস্থানে নিত্য স হইবার জন্য গণবিশেষ।

"কস্ক, কৌতস্কুত, ভ্রাতুষ্পুত্র, শুনস্কর্ণ, সদ্যস্কাল, সদ্যস্ক্রী, সাদ্যস্ক্র, কাংস্কান্, সর্পিষ্কুণ্ডিকা, ধনুষ্কপাল, বর্হিষ্পল, যজুষ্পাত্র অয়স্কান্ত, তমস্কাণ্ড, অয়স্কাণ্ড, মেদস্পিণ্ড, ভাস্কর, অহস্কর ও আকৃতিগণ।" (পা ৮।৩।৪৮।)

কস্তম্ভী (স্ত্রী) [বৈ] কং শিরোঽগ্রভাগং স্তভ্নাতি, ক-স্তন্ভ-অণ্ ঙীষ্। শকটের অধঃপতন নিবারণ জন্য মেথিবিশেষ।

কস্তীর (ক্লী) রাং, রঙ্গধাতু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পুত্র-পিচ্চট, মৃদঙ্গ, বঙ্গ, রঙ্গ, ত্রপুঃ, স্বর্ণজ, নাগজীবন, গুরুপত্র, চক্র, তমর, নাগজ, আলীনক ও সিংহল। [রঙ্গ দেখ।]

কস্তুরিকা (স্ত্রী) কস্তূরী-স্বার্থে কন্-টাপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কস্তূরী।

কস্তূর (দেশজ) কস্তূরী।

কস্তূরা (দেশজ) কস্তূরী।

কস্তূরিকা (স্ত্রী) কস্তূরী স্বার্থে কন্-টাপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ) হ্রস্বঃ। কস্তূরী।

কস্তূরিকামৃগ (পুং) একজাতীয় হরিণ। ইহাদের তলপেটের নিকট নাভিতে কস্তূরী সঞ্চিত থাকে এবং ইহাদের শরীর হইতে কস্তূরীগন্ধ নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে কস্তূরিকা-মৃগ কহে। সংস্কৃত পর্য্যায়—কস্তূরীমৃগ, গন্ধবাহ, গন্ধমৃগ। ভারতবর্ষে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই মৃগ পরিচিত ও সমাদৃত। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ৫ প্রকার মৃগের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে কস্তূরিকামৃগ 'পার্থিবমৃগের' অন্তর্গত। যথা:—

"পৃথিব্যপ্‌বায়ুগগনাস্তেজোঽধিকাস্ত পঞ্চধা।
ভিদ্যন্তে নৈকভেদাস্ত সমস্তা মৃগজাতয়ঃ॥
যে গন্ধিনঃ ক্ষীণশরীরকর্ণা-
স্তে পার্থিবা গন্ধমৃগাঃ প্রদিষ্টাঃ।" যুক্তিকল্পতরু।

মৃগজাতি এক প্রকার নয়। পার্থিবমৃগ, জলমৃগ, বায়ুমৃগ, গগনমৃগ ও তেজোমৃগ এই পাঁচ প্রকার ভেদ আছে। যে সকল মৃগের শরীর ও কর্ণ ক্ষীণ, গন্ধবিশিষ্ট; তাহাদিগকে পার্থিব গন্ধমৃগ বলা যায়। [মৃগ দেখ।] এই গন্ধমৃগেরই অপর নাম কস্তূরিকামৃগ।

কস্তূরিকামৃগ রোমন্থক চতুষ্পদ পশুর মধ্যে পরিগণিত। সচরাচর যে সকল হরিণ দেখা যায়, ইহারা সেরূপ নয়। হরিণের বড় বড় শিং থাকে, কিন্তু ইহাদের তাহা নাই, তবে গতি হাব ভাব ঠিক হরিণের মত, এজন্য ইহাদিগকে এক বিভিন্ন জাতীয় হরিণ বলা যায়। হরিণের ন্যায় ইহাদের চক্ষুর মূলে অক্ষিছিদ্র নাই। এ ছাড়া ইহাদের উপর-মাড়ি হইতে গালের দুই পার্শ্বে দুইটি গজদন্ত ২। ৩ অঙ্গুলি বাহির হইয়া থাকে। লোম স্পর্শ করিলে হংসপুচ্ছের পালকের মত কর্কশ বোধ হয়।

কস্তূরীর জন্যই কস্তূরিকামৃগের এত আদর। এই সুগন্ধি দ্রব্য বহুদিন হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত। [কস্তূরী দেখ]

"কস্তূরিকামৃগবিমর্দ্দি সুগন্ধিরেতি" মাঘ।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের তিন জায়গায় তিন প্রকার কস্তূরিকামৃগ পাওয়া যাইত, স্থানভেদে কস্তূরীরও তারতম্য ছিল। কাশ্মীর-পণ্ডিত নরহরি-বিরচিত নিঘণ্টুরাজনামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"কপিলা পিঙ্গলা কৃষ্ণা কস্তূরী ত্রিবিধা মতা।
নেপালে ঽপি কাশ্মীরকে কামরূপে ঽপি জায়তে॥
কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাশ্মীরদেশসম্ভবা কস্তূরী হ্যধমা স্মৃতা॥"

নেপাল কাশ্মীর ও কামরূপ এই তিনদেশে তিন প্রকার কস্তূরী জন্মে। কামরূপের কস্তূরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, নেপালের কস্তূরী মাঝারি, দেখিতে নীল এবং কাশ্মীরের কস্তূরী অধম, দেখিতে কপিলবর্ণ।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে পূর্ব্বকালে কামরূপ, নেপাল ও কাশ্মীরে ভিন্ন প্রকারের কস্তূরীমৃগ বাস করিত। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের মতে হিমালয় প্রদেশই এই জাতীয় মৃগের প্রধান বাসস্থান ;—

"মৃগনাভিঃ কস্তূরী তদ্গন্ধি কস্তূরীমৃগাধিষ্ঠানাদিত্যুক্তং
তেন হিমাদ্রাবপি তন্মৃগস্য সঞ্চারোঽস্তীতি গম্যতে॥"
কুমারসম্ভবে মল্লিনাথকৃত টীকা ১। ৫৪।

এই মৃগজাতি সাইবেরিয়া, মধ্য এসিয়া এবং হিমালয়-প্রদেশে গ্রীষ্মকালে সমুদ্র হইতে ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থানে, টঙ্কিণ ও আনামদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সহ্যাদ্রি গিরিতেও এই মৃগ দৃষ্ট হয়। সকল স্থানের কস্তূরিকামৃগ অপেক্ষা তিব্বতদেশীয় কস্তূরীমৃগ অধিক আদরণীয়। ইহাকে তিব্বতে 'লা', 'লব', কাশ্মীরে 'রৌস', কুনাবরে 'বেনা', হিন্দুস্থানীরা 'কস্তূর' ও 'কস্তূরী,' মহারাষ্ট্রে 'পেশোরী' ও পারস্যে 'মুসক্' বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম (Moschus Moschiferus)

কস্তূরীমৃগ ২॥০ ফুটের অধিক বড় হয় না, চর্ম্ম কাল, মধ্যে মধ্যে লাল ও জরদের ফুটকি ; ঠোঁট পীত, লেজ ছোট প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রী ও পুরুষের ২ বর্ষ পর্য্যন্ত লেজের উপরে লোম ও নিম্নভাগে পসম থাকে ; পুরুষ বড় হইলে লোম বা পসম থাকে না। কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের নাভি হইতেই কস্তূরী উৎপন্ন হয়।
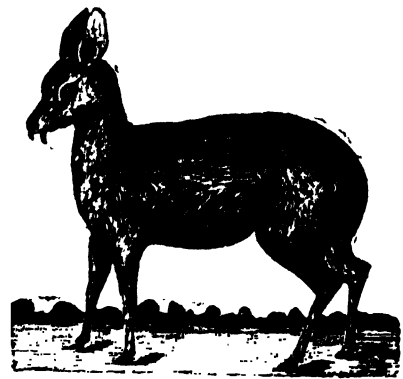
কস্তূরিকামৃগ।

ইহারা অতি ভীরু, নিরীহ, লাজুক এবং নির্জ্জন-প্রিয়। নিবিড় অরণ্য ও মানবের অগম্য উপত্যকাপ্রদেশ ইহাদের বিচরণ-ভূমি। শীকারীরা বহুকষ্টে ইহাদের ধরিতে অথবা আক্রমণ করিতে পারে। কোনক্রমে ধরিতে পারিলে শীকারীরা ইহাদের নাভিচ্ছেদন করিয়া লয় এবং উহা অধিক মূল্যে ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে।

কস্তূরিকামৃগের নাভি (Musk-bag) একটি ছোট পায়রার ডিমের মত, আকার বুক্কের ন্যায়। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ট্যাভ্যার্নিয়ার ১৬৭৩টি নাভি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কস্তূরিকামৃগ পর্ব্বতজাত সামান্য তৃণ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের চারি পা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, দূর হইতে তাহাতে জঙ্ঘাদির ভেদ দেখা যায় না। এজন্য একটি গল্প আছে যে, কস্তূরিকা মৃগের হাঁটু নাই।

ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে কস্তূরিকামৃগের মত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র পশু আছে, কিন্তু তাহাদের নাভিতে কস্তূরী উৎপন্ন হয় না। সুমাত্রা ও যবদ্বীপে এই ক্ষুদ্র অর্দ্ধ হস্ত-পরিমিত হরিণকে কোথাও 'সেব্রোটন্' কোথাও বা "নেপু" বলে। ইহার ইংরাজী প্রদত্ত নাম Tragulas Javanicus.
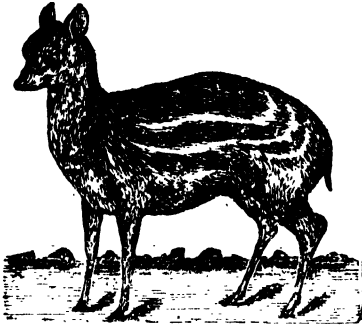
ইহা যবদ্বীপবাসীগণের অতি প্রিয়; পুষিলে বেশ পোষ মানে।

কস্তূরী (স্ত্রী) কসতি গন্ধো হস্যাঃ কস্-উর-তুট্-ঙীপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ [কস্তূরিকামৃগ দেখ।] ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মৃগনাভি, মৃগমদ, মৃগ, মৃগী, নাভি, মদ, বাতামোদ, যোজনগন্ধিকা, মদনী, গন্ধকেলিকা, বেধমুখ্যা, মার্জারী, সুভগা, বহুগন্ধদা, সহস্রবেধী, শ্যামা, কামান্ধা, মৃগাণ্ডজা, কুরঙ্গনাভি, ললিতা, শ্যামলা, মোদিনী, কস্তূরিকা, কস্তরিকা, নাভী, লতা, যোজনগন্ধা, মার্গ, গন্ধবোধিকা, কালাঙ্গী, ধূপসঞ্চারী, মিশ্রা ও গন্ধপিশাচিকা। কস্তূরীমৃগের নাভি (একটি ক্ষুদ্র থলী আকারে) থাকে। তন্মধ্যে এই কস্তূরী উৎপন্ন হয়। এই জন্য সচরাচর ইহাকে মৃগনাভি বলে। আরবী ও পারসি ভাষায় মুস্ক্, বা মিস্ক্, হিন্দী তামিল ও তেলগু ভাষায় কস্তূরী ও কস্তুর, যব ও মলয়ে দিদেশ, সিংহলে রুস্তা বা উরুলা, ব্রহ্মে দো, চীনে শি-হিয়ং, রুষে কবর্গ ও মস্কস্, ইতালীতে মুস্‌চিও, জর্ম্মনে বিসম্, পর্ত্তুগীজেরা অল্‌মিস্কার, ওলন্দাজেরা মস্ক, দিনেমারেরা দিসমের, ফরাসীরা মস্ক্, ইংরাজীতে মাস্ক কহে। মৃগনাভি কিছু উগ্র; ইহার আস্বাদ কটু অথচ মুখে দিলে বেশ সদ্গন্ধ বাহির হয়।

ভারতবর্ষে মৃগনাভির আদর বহু পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন বৈদ্যক মতে, কামরূপ, নেপাল ও কাশ্মীর এই তিনদেশে কস্তূরী উৎপন্ন হয়, ইহাদিগের মধ্যে কামরূপের কস্তূরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা কৃষ্ণবর্ণ, নেপালের মধ্যম নীলবর্ণ, এবং কাশ্মীরের অধম কপিলবর্ণ। খরিকা, তিলকা, কুলথা, পিণ্ডা ও নায়িকা নামে ইহা পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত। (ভাবপ্রকাশ) রাজবল্লভের মতে, ইহার গুণ সুগন্ধি, তিক্ত, চক্ষুর হিতকারক এবং মুখরোগ, কিলাস, কফ, দৌর্গন্ধ্য, বন্ধ্যাদোষ, অলক্ষ্মী, মলা, রক্তপিত্ত ও ছর্দ্দিনাশক। এতদ্ভিন্ন ভাবপ্রকাশে কটু, ক্ষার, উষ্ণ, শুক্রজনক, গুরু এবং শীত ও শোষনাশক এই কয়েকটি গুণ অধিক লিখিত আছে।

পূর্ব্বে য়ুরোপের লোকেরা কস্তূরীর বিষয় জানিত না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা য়ুরোপে কস্তূরী লইয়া যায়। আরব ও পারসিকেরা কস্তূরীকে মুস্ক বলে, তাহা হইতে লাটিন মুস্কস্ (Muschas) ও ইংরাজী মাস্ক্ (Musk) শব্দের উৎপত্তি।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ—

উত্তেজক ও আক্ষেপঘ্নক। হাঁফানি কাশ(১০-১৫ গ্রেণ), কাশী (১ গ্রেণ দিনে ৩। ৪ বার), মৃগীরোগ, তাণ্ডবরোগ, ধনুষ্টঙ্কার, স্ত্রীলোকের প্রসবকালীন আক্ষেপ, হিষ্টিরিয়া, মোহকর ও তান্ত্রিক জ্বর, (Pneumonia) ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ (২৪—৩০ গ্রেণ) ও বাতরোগে বিশেষ উপকারী। ছেলেদের তড়কারোগে অধিক আক্ষেপ হইতে থাকিলে ১-৫ গ্রেণ কস্তূরী পিচ্‌কারী করিয়া প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ ফল পাওয়া যায়।

এক্ষণে তিন প্রকার মৃগনাভি প্রচলিত; তিব্বতদেশীয়, রুষদেশীয় ও চীনদেশীয়। ইহার মধ্যে তিব্বতদেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট, চীনের মধ্যম, রুষের অধম। রুষদেশীয় মৃগ হইতে যে কস্তূরী পাওয়া যায়, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট না হওয়ায় ব্যবসাদারেরা রুষদেশীয় মৃগের নাভি হইতে কস্তূরী আনিয়া চীনদেশীয় মৃগের নাভিতে পুরিয়া রাখে, তাহাতে উহার গন্ধ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয়।

মৃগনাভি অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, এক একটি নাভির মূল্য ১৫৲। ১৭৲ টাকা, তাই ব্যবসায়ীরা ইহাতে মাংসের কুচি ও রক্ত মিশাইয়া কৃত্রিম চর্ম্মলোমে ঢাকিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু মৃগনাভির পরীক্ষা অতি সহজে হয়। কৃত্রিম মৃগ-

নাভি আগুনে ফেলিলে তাহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। কিন্তু প্রকৃত কস্তূরীতে এমন ঘটে না। (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Hibischus Abelmoschus) আর একজাতীয় গাছ আছে তাহা দেখিতে ভেরাণ্ডাগাছের মত (Amaryllis Zeylanica)

কস্তূরীকাণ্ডজ (পুং) মৃগনাভি।

কস্তূরীতিলক (ক্লী) কস্তূর্য্যাস্তিলকং ৬তৎ। কস্তূরীর ফোঁটা। ("কস্তূরীতিলকং ললাটফলকে।" বিষ্ণুস্তব।

কস্তূরীমল্লিকা (স্ত্রী) কস্তূরী গন্ধযুক্তা মল্লিকা মধ্যলো'। ১ মৃগমদবাসা। ২ লতাকস্তূরী। ইহাকে এদেশে কস্তূরী বলে, কস্তূরীগাছ দুইপ্রকার একপ্রকার লতানিয়া অপর ভেরাণ্ডাগাছের মত, উভয় গাছে ফল ও ফুল হয়। ফুল এবং ফলের বীজে বেশ সদ্গন্ধ আছে। এদেশে মাথাঘসার মসলায় কস্তূরীবীজ দেওয়া হয়।

কস্তূরীমৃগ [কস্তূরিকামৃগ দেখ।]

কস্তূরীবল্লিকা (স্ত্রী) কস্তূরীগন্ধযুক্তা বল্লিকা মধ্যলো। লতাকস্তূরী। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর ও তিক্তরস, শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, ভেদক এবং শ্লেষ্ম, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ ও মুখরোগনাশক।

কস্মল (ক্লী) কশ-কল-মুট্ (নিপাতনাৎ) শস্য সত্বম্। ১ কশ্মল। ২ মোহ।

কস্‌রৎ (আরব্য) ব্যায়াম, কৌশল।

কস্‌লৎ (আরব্য) ব্যায়াম, কৌশল।

কস্‌বা (আরব্য) ক্ষুদ্র নগর বা গ্রাম।

কস্‌বাটী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

কস্‌বী (আরব্য) বেশ্যা।

কস্‌বীবাজ (আরব্য শব্দজ) লম্পট।

কস্বর (ত্রি) কস্-বরচ্। ১ গমনশীল, যে গমন করিতেছে। ২ হিংস্রক।

কহন (দেশজ) বলা।

কহয় (পুং) কস্য সূর্য্যস্য হয়ঃ অশ্বঃ। সূর্য্যের অশ্ব। সূর্য্যের অশ্ব ৭টি ইহাদের সকলেরই বর্ণ হরিৎ অর্থাৎ সবুজ।

কহরা (দেশজ)। মৎস্যবিশেষ, খয়েরা মাছ।

কহলক (দেশজ) এক জাতীয় ঘুঘু (Columba lineata.)

কহা (দেশজ) বলা।

কহাকহি (দেশজ) বলাবলি, পরস্পর কথা কহা।

কহাহ (পুং) কটাহ।

কহিক (পুং) কহোড়-ঠক (দ্বিতীয়াদচো লোপে সন্ধ্যক্ষর দ্বিতীয়ত্বে তদাদের্লোপবচনম্। পা ৫।৩।৮৩। বার্ত্তিক ৮।) অনেন সাধুঃ। ঋষিবিশেষ।

কহু (দেশজ) ককুভ গাছ। (Pentaptera glabra)

কহুবা (দেশজ) একপ্রকার অর্জ্জুন গাছ, ককুভ।

কহুয় (পুং) হ্বে-ক্যপ্-হুয়ঃ, কঃ সূর্য্যঃ হুয়ো যস্য বহুব্রী। সূর্য্যের আহ্বানকারক ঋষিবিশেষ।

কহুয়া (দেশজ) বাগ্মী, যে অধিক ও ভালবলিতে পারে। যেমন কহিয়ে বলিয়ে লোক।

কহোড় (পুং) ঋষিবিশেষ, ইনি উদ্দালকের শিষ্য ও অষ্টাবক্রের পিতা।

কহ্লণ (পুং) কল্হণ। রাজতরঙ্গিণী প্রণেতা। [কল্হণ দেখ।]

কহ্লার (ক্লী) কস্য জলস্য হার ইব কে জলে হ্লাদতে বা ক-হ্লাদ্ পচাদচ্-(পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ)। শ্বেত উৎপল, শ্বেত শুঁদি, হেলা ফুল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সৌগন্ধিক, কল্হণ ও গন্ধক। (Nymphæa edulis) ইহাকে বঙ্গদেশে কোন কোন স্থানে ছোট শুঁদি কহে। ইহা ভারতবর্ষের নানা স্থানে জলা ও পুষ্করিণীতে জন্মে। অপর পদ্মের মত ইহার মূলও বড় হয়। ইহার শাঁস খাওয়া যায়। ইহার ফুল ছোট সাদা বা লাল রঙের হয়। রাজবল্লভের মতে, ইহার পুষ্প-গুণ—কষায় ও মধুর রস, শীতল এবং পিত্ত, কফ ও রক্তনাশক।

কহ্ব (পুং) কে জলে হ্বয়তি শব্দায়তে স্পর্দ্ধতে বা ক-হ্বে-ক। বক। (বকে কহ্বো বকোটবৎ। হেম ৪। ৩৯৮)

কা (অব্যয়) ১ কাকের শব্দ। ২ মন্দ। ৩। পথ ও অক্ষ শব্দ পরে থাকিলে কু শব্দের স্থানে কা আদেশ হয়। (কা পথ্যক্ষয়োঃ। পা ৬।৩।১০৪।)

কাই (দেশজ) লেই, মণ্ড।

কাইট (দেশজ) ১ কিট্ট, মলা। ২ তৈলাদির নীচে যে পদার্থ জমিয়া থাকে, ঐরূপ পদার্থের নাম কাইট বা কাট।

কাইবীচি (দেশজ) তেঁতুলের বীজ, এই বীজের শাঁসে কাইবৎ আটা থাকে, বোধ হয় তাই কাইবীচি নাম হইয়াছে। [তেঁতুল দেখ।]

কাইম (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থলে 'কেমা', কোনখানে বা 'খরিম', তৈলঙ্গে 'নীল বোলাকোদি' এবং বঙ্গের কোন কোন স্থানে 'কেম' বলে। ইংরাজীতে (Porphyrio poliocephalus.)

এই পাখী দেখিতে গাঢ় নীল, পুচ্ছ চিক্কণ কৃষ্ণ, পুচ্ছের মূলের নিম্নভাগ শ্বেত এবং উপরিভাগ অল্প নীল। ঠোঁঠ লাল, উপরসীমা কিন্তু কতকটা কাল, দুই চুয়ালের উপর যেন রক্তের ফোটা, পা দুটি ইটের মত লাল। এক একটি লম্বায় ১ হাত, ডানা ১৩ অঙ্গুলি।

এই পাখী ভারতবর্ষ ও সিংহলের খাল, বিল, জলা, অথবা নদীতে যেখানে অধিক খাগড়া গাছ জন্মে এরূপ স্থানেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। যে ঝিল অথবা বিলের চারিপাশে ঝোপ থাকে, এরূপ স্থানই কাইম পাখীর প্রিয় ও আবাসযোগ্য। ইহাদের ডাক কুঁকড়ার ন্যায়। বীজ ও শাক সব্‌জী ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহাদের ডিম কখন কখন কুঁকড়ার বাসায় দিয়া ফোটান হয়। আফ্রিকা ও নিউজিলণ্ডে এই জাতীয় কএকপ্রকার পাখী আছে। ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জে একজাতীয় কাইম আছে, তাহারা বুনো হাঁসের ডিম চুষিয়া খায়।

কাইল (দেশজ) কল্য, কাল্।

কাউর (দেশজ) ব্রণবিশেষ, শিশুদিগের পদাদিস্থানে ইহা উৎপন্ন হয়; ইহার আকৃতি প্রায় পাচড়ার ন্যায়, চিকিৎসাও তদ্রূপ। [পামা দেখ।]

কাএদা (আরব্য) ১ অধিকার। ২ বশ। ৩ সুশৃঙ্খল। ৪ নৈপুণ্য। ৫ বন্দোবস্ত।

কাএম (আরব্য) স্থায়ী।

কাএমগঞ্জ, ১ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ফরুখাবাদ জেলার একটি তহসীল। গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। কাম্পিল ও শমসাবাদ ইহার অন্তর্গত। তহসীলের কতকাংশ ভাঙ্গাড় ও কতকাংশ নাবাল; কতকাংশ বালুকাময় আবার কতকাংশ বেশ উর্ব্বরা। [কাম্পিল ও শম্‌সাবাদ দেখ।] এই তহসীলের ভূপরিমাণ ৩৭১ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে ২৪০ বর্গমাইলে কৃষি হয়। জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু ও কার্পাস বেশ জন্মে। (১৮৮১ সালের সংখ্যানুসারে) এখানে ১৬৭১৫৬ লোকের বাস। তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক খাজনা ২৫৪৬৪০৲। এখানে দাওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত আছে।

২ কাএমগঞ্জ তহসীলের প্রধান কাছারী ও কাম্পিল পরগণার প্রধান নগর কাএম-গঞ্জ। অক্ষা° ২৭° ৩৩´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৩´ ৪৫´´। বুড়গঙ্গানদীর অর্দ্ধ-ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

এই নগর ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ফরুখাবাদের প্রথম নবাব মুহম্মদখাঁ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি আপন পুত্র কাএমের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ করেন। এইখানে পাঠানদিগের দুর্গ ছিল, এখনও অনেক পাঠান এই নগরের নিকটবর্ত্তী জমি ভোগ করিতেছে।

কাএমগঞ্জ নগর আম, তামাক ও বিলাতী আলুর জন্ত প্রসিদ্ধ। এখানে নানাপ্রকার বস্ত্র ও ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি লৌহাস্ত্রও প্রস্তুত হয়। লোকসংখ্যা ১০৪৪৩।

কাএমজঙ্গ, ফরুখাবাদের নবাব মুহম্মদখাঁ বঙ্গসের পুত্র, পিতার মৃত্যুর পর ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ফরুখাবাদের নবাবীপদ গ্রহণ করেন। ইঁহারই নামানুসারে কাএমগঞ্জ নগরের নামকরণ হয়।

রোহিলা-সর্দ্দার আলী মুহম্মদ খাঁর মৃত্যু হইলে, নবাব কাএমজঙ্গ আপন উজীরের প্ররোচনায় রোহিলখণ্ডের রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধঘোষণা করেন, এই মহাযুদ্ধে তিনি পরাস্ত ও নিহত হন (১০ই নবেম্বর ১৭৪৯ খৃঃ)। এই সময়ে সেই দুর্বৃত্ত উজীর কাএমজঙ্গের সকল ধন সম্পত্তি অধিকার করিল। নবাবের প্রধান কর্ম্মচারীগণ বন্দী হইয়া প্রয়াগে আসিল। কেবল নবাবমাতা আপন ভরণপোষণের জন্য ফরুখাবাদ নগর ও কতকগুলি ক্ষুদ্র জেলা পাইলেন। উজীরই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিল। উজীরের সহকারী রাজা নবাব রায় বিজিত স্থান-সমূহের শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নবাব রায়ের আধিপত্য বেশী দিন থাকিল না। কাএমজঙ্গের ভ্রাতা আহ্মদখাঁ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, ভ্রাতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন।

কাএমী (আরব্য কাএম্ শব্দজ) স্থায়ী।

কাওয়ালী (দেশজ) তালবিশেষ।

হিন্দুস্থানীরা 'কাবালী' কহে। কাবাল শ্রেণীর গায়কেরা প্রায় এই তাল ব্যবহার করেন, বোধ হয় তাই এরূপ নাম হইয়াছে। ইহা তেতালা (ত্রিতালী) ও জলদতেতালা (দ্রুতত্রিতালী) নামেও পরিচিত। জলদ তেতালা, ঢিমা তেতালা, মধ্যমান ও আড়াঠেকা, ইহারা একজাতীয় কেবল আড় করিয়া বাজাইলে একই বোলে বাজান যাইতে পারে। মধ্যমানকে দ্বিগুণ জলদ করিলে কাওয়ালী, মধ্যমান হইতে জলদ কাওয়ালী হইতে আড় হইলে জলদ-তেতালা, মধ্যমান আড় হইলে ঢিমা-তেতালা। আড়াঠেকার বোল মধ্যমানকে কিছু আড় বাজাইলেই হইতে পারে। কাওয়ালী চারিমাত্রার তাল ও একটি ফাঁক। ঠেকা—

```
    |+          |           |১         |
১।  ধা  ধিন্  দিন্  তা,  তেৎ  ধাগে  ত্রেকেটে  দিন্,
    |০          |           |১         |
    তা  ধিন্  তিন্  তা,  কৎ  তাগে  ত্রেকেটে  দিন্::
    |+          |           |১
২।  ধা  ধিন্  ধিন্  ধা,  তা  ধিন্  ধিন্    তা,
    |০          |           |১         |
    তা  তিন্  তিন্  তা,  না  ধিন্  ধিন্    তা::
    |+                      |১
৩।  ধা  ধিন্  ধা,          না  ধিন্  ধা,
                            |০
    তি  তিন্  তা            না  ধিন্  ধা::
```

তৃতীয় প্রকার ঠেকা জলদ বাজাইবার কালে ও সেতার সঙ্গতেই অধিক প্রচলিত।

কাওরাঠোঁটী (দেশজ) গুল্মবিশেষ, কাকজঙ্ঘা।

কাওরা (দেশজ) বাঙ্গালার বাগ্দীজাতীয় অতি নীচ শ্রেণীর হিন্দু জাতিবিশেষ। ইহারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালায় 'কাওরা', পশ্চিম বাঙ্গালা, মধ্যবাঙ্গালা ও ছোটনাগপুরে "খৈরা", মানভূম ও বাঁকুড়ায় 'খয়রা' ও সাঁওতাল পরগণায় 'কোরা' নামে প্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে ইহারা দক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতির অন্তর্গত। ছোট নাগপুর পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালায় ইহারা ভূমিখননাদি ও চাষবাস করিয়া থাকে। মানভূম ও বাঁকুড়ার খয়রাদিগকে মুণ্ডাজাতীয় (ধাঙ্গড়জাতীয়) বলিয়া অনেকে অনুমান করেন এবং ইহারাও স্বীকার করে যে, হয়ত বহুপূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে কোন না কোন প্রকার নিকট সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে নাই। সাঁওতাল পরগণার কাওরারা বলে যে, তাহারা নাগপুর হইতে এদেশে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে (পশ্চিম বাঙ্গালা ও ছোট নাগপুরে) কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে; যথা—ধালো, মোলো, শিখরিয়া, বাদামিয়া, সোণারেখা, ঝেটীয়া ও গুড়ি বাবা। এই কয়শ্রেণীর আবার গোত্রভেদ আছে; যথা—আলু, বার্দ্দা, ভুটুকু (শূকর-শাবক), হাঁসদা (বন্যহংস), কশ্যপ (কচ্ছপ), সামা সাল (শালমাছ) বা সাউলা ও সাম্পু (বৃষ)। ইহার মধ্যে বার্দ্দা গোত্রীয় খৈরারা আপনাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে, তাহাদের আদিপুরুষ স্বীয় ভ্রাতার সহিত বনমধ্যে শীকার করিতে যায়, কিন্তু দৈবক্রমে কোন শীকার না পাইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। শেষে দেখিল বনের মধ্যে একটি পিঠুলি বা পিঠালী-গাছে শালপাতায় বাঁধা একটি পুঁটুলী ঝুলিতেছে, তাহারা উহা নামাইয়া দেখিল যে উহাতে কতকটা কি মাংস বাঁধা রহিয়াছে। ক্ষুধার আতিশয্যবশতঃ তাহারা আর অনুসন্ধান করিল না যে উহা কিসের মাংস; অমনি পোড়াইয়া ভোজন করিল। অবশেষে তাঁহারা জানিতে পারিল যে উহা মনুষ্যের জরায়ু (নবজাতশিশুর সহিত যে ফুল পড়ে তাহাই)। তাহারা তদবধি পিঠালীগাছের ফলকে তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের পক্ষে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যায়।

আলুগোত্রীয়েরা আপনাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে, তাহাদের আদিপুরুষ ফল-আলু গাছের তলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাহারা ঐ গাছের ফল এবং সাদৃশ্য নিবন্ধন আলুজাতীয় কোন কন্দও ভক্ষণ করে না। কালক্রমে পূর্ব্বাঞ্চলে ইহাদের এই সকল গোত্রভেদ উঠিয়া গিয়া সামান্যতঃ ধালো, মোলো, শিখরীয়া ও বাদামিয়া এই চারিটী শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। ধোলো শ্রেণীর লোকেরা বলে যে তাহারা সিংহভূম জেলার পূর্ব্বাংশ ধলভূম হইতে এদেশে আসিয়াছে। এইরূপে মোলোরা মানভূম, শিখরীয়ারা দামোদর ও বরাকর নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পরেশনাথ পাহাড়ের সমেতশিখরনামক শিখর হইতে এবং সোণারেখারা সুবর্ণরেখা নদীর তীর হইতে এদেশে আসিয়াছে;

বাঙ্গালা-দেশের বাগ্দীর মধ্যে একশ্রেণীর নাম ঝেটীয়া বাগ্দী আছে দেখিয়া বোধ হয়, ঝেটীয়া কাওরাগণ তাহাদেরই সমজাতীয়। বাঁকুড়ায় এই চারিশ্রেণীর লোক স্বশ্রেণীতেই বিবাহাদি করে; কিন্তু বাঁকুড়ার কিছু পূর্ব্বে মোল ও শিখরীয়া শ্রেণীরা পরস্পর আদান প্রদান করিয়া থাকে। মানভূম অঞ্চলে এরূপ শ্রেণী-বিভাগ নাই। মধ্য-বাঙ্গালার কাওরারা বলে যে, যখন বিশ্বামিত্র ঋষির বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, সেই সময় সেই দেবগবীর আপীনদেশ হইতে যে সকল ম্লেচ্ছসৈন্য নির্গত হইয়া বিশ্বামিত্রকে পরাভূত করে, এই কাওরারাই সেই ম্লেচ্ছসৈন্যের অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন যে সাঁওতাল পরগণার খয়রারা পশ্চিম হইতে এদেশে আসিয়াছে এবং প্রথমে খদির প্রস্তুত করাই তাহাদের জাতিগত ব্যবসা ছিল, কিন্তু এরূপ মীমাংসা সমীচীন নহে।

যে প্রদেশে ইহাদের গোত্রভেদ আজিও রক্ষিত হইয়াছে, সেদেশে ইহারা কখনই পিতৃগোত্রে বিবাহ করে না; কিন্তু মাতৃগোত্রে মাতুল হইতে ৩ পুরুষ অতীত হইলে বিবাহ করিতে পারে।

কাওরারা দৃঢ়বিশ্বাসী হিন্দু। ইহাদের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবভেদ আছে। ইহারা কালী, দুর্গা, মনসা, শিব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করে। মনসা ও ভাদুদেবী ইহাদের নিকট অতি প্রিয় দেবতা; বাগ্দীদের মত ইহারাও মনসাদেবীর ভাদ্রমাসের ঝাপান-উৎসবে যোগ দেয়। ভাদ্রমাসের শেষদিন বাগ্দীদের মত ইহারাও ভাদুদেবীর পূজা করে। ছোটনাগপুরের পাচেট রাজবংশে অতি পূর্ব্বকালে এক রাজার ভাদুনামে এক কন্যা ছিলেন। কন্যাটি অতি সুশীলা ও ধর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন। রাজাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। এই কন্যা চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়া কেবল লোকের উপকার করিতেন। শেষে এই অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই রাজকন্যা ভাদুই কাওরা ও বাগ্দীর উপাস্য দেবী। মানভূম ও বাঁকুড়ায় বাগ্দীরা ভাদ্রসংক্রান্তির দিন ভাদুদেবীর একটি প্রতিমূর্ত্তি লইয়া উৎসব করিতে করিতে নগরপথে বাহির হয়। কাওরারাও ইহাতে

যোগ দেয়। উৎসবে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই মিলিত হয়, সকলেই নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে গমন করিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহাদের গৃহে ডোমদের ধর্ম্মঠাকুরের মত গ্রাম-দেবতা কুদ্র ও 'ভৈরবঠাকুরের' পূজা হয়। গ্রাম-দেবতা ও কুদ্রদেবতার নিকট ইহারা ছাগল, হাঁস, পায়রা প্রভৃতি বলি দেয় ও নৈবেদ্যাদি দিয়া থাকে। "দেওঘরীয়া ব্রাহ্মণেরা" এই সকল দেবতার পূজাদি করিয়া থাকে। যে ঘরে ঐরূপ দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহাকে দেবতার নামানুসারে কুদ্রস্থান, ভৈরবস্থান ইত্যাদি বলে। মানভূমের কাওরারা ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে না, ডোমদিগের মত ইহাদের মধ্যে একজন করিয়া পণ্ডিত থাকে; এই পণ্ডিতকে ইহারা 'লায়া' বা 'নায়া' বলে। লায়াকে ইহারা নিষ্কর জমী ভোগ করিতে দেয়, ঐ জমীকে লায়ালী জমী বলে। আরও পূর্ব্বাঞ্চলে "বর্ণ ব্রাহ্মণগণ" ইহাদের পৌরাহিত্য করিয়া থাকে। বর্ণব্রাহ্মণেরা বাগ্দী ও বাউরী ব্রাহ্মণের ন্যায় পতিত।

কাওরারা হিন্দুসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ শ্রেণীতে গণ্য। বাগ্দী, বাউরী, বুনা প্রভৃতির সহিত ইহারা প্রায় এক জাতীয়। ছোটনাগপুরের কাওরা গোমাংস, শূকরমাংস, হাঁস, মোরগ, প্রভৃতি সকল প্রকার হিন্দুদের নিষিদ্ধ মাংসই খাইয়া থাকে, কেবল মেঠো-ইন্দুর, সাপ, টিকটিকী, গোসাপ ইত্যাদি ও মৃত পশুর মাংস খায় না। ছোট-নাগপুরের পূর্ব্বে যে সকল কাওরা থাকে, তাহারা গো-মাংস স্পর্শও করে না। অনেকে পক্ষিমাংস বা মদ্যাদিও ব্যবহার করে না। নিজ বাঙ্গালার কাওরা বড় হিন্দুর পান ভোজনাদির নিয়ম পালন করে বলিয়া তাহারা অন্যান্য কাওরা অপেক্ষা আপনাদিগকে উচ্চ জাতীয় বলিয়া বিবেচনা করে। কাওরা-রা বাগ্দীদের সহিত একত্র ঘৃতপক ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করে, কিন্তু অন্ন বা জল গ্রহণ করে না। ইহারা নবশাখের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে।

ছোট নাগপুরের কাওরারা শবদাহ বা সমাধি দুই করে। সমাধি দিবার সময় ইহারা শবমস্তক উত্তরদিকে রাখিয়া শবমুখ (মাটিতে উপুড় করিয়া) মাটি চাপা দেয়। বাঁকুড়া ও আরও পূর্ব্বাঞ্চলে শবদাহই করে; কেবল যাহারা ওলাউঠা, বসন্ত বা কোনরূপ সংক্রামক পীড়ায় মরে, তাহাদিগকেই কবর দেওয়া হয়, ইহাদিগকেও উপুড় করিয়া সমাহিত করে। তাহাদের বিশ্বাস যে, এরূপ করিলে ঐ সকল রোগগ্রস্ত লোকের প্রেত আর পৃথিবীতে উঠিতে পারে না। ইহারা একাদশ দিবসে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিক ও চৈত্রমাসে ইহারা পিতৃ-লোকের উদ্দেশে চাউল, ঘৃত ও গুড় উৎসর্গ করে।

পশ্চিম বাঙ্গালায় কাওরাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও অধিকবয়সে বিবাহ দুই প্রচলিত আছে; অধিক বয়স্কা কন্যারা বিবাহের পূর্ব্বে কিন্তু পুরুষ সহবাস করিতে পার না। ঘটনাক্রমে এরূপ হইলে উভয়ে সমাজে দণ্ডিত হয়। নিজ বাঙ্গালায় ইহারা কেবল বাল্যকালে বিবাহ দেয়। বাঁকুড়ায় ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে ব্যভিচার ঘটিলে বড় বিষম দণ্ড হয়। ইহাদের বিবাহ-নিয়ম সমস্তই বাগ্দীদের মত [বাগ্দী দেখ।] দুই একস্থলে ইহাদের মধ্যে কেবল সিন্দূরদান-প্রথা ভিন্নরূপ। বাঁকুড়ায় বর জাঁতিতে করিয়া সিঁদুর পরাইয়া দেয়। মানভূমে বর গোরুর জোয়াণের (জোয়ালের) এক প্রান্তে দাঁড়ায় এবং কন্যা এক আটি খড়ের উপর দাঁড়ায়। বরকে কন্যার পশ্চাতে দাঁড়াইতে হয়, এবং কন্যা অল্পে অল্পে সাত পা অগ্রসর হয়, এই সময়ে বরকে কন্যার কপালে সিঁদুর মাখাইয়া দিতে হয়। নিজ বাঙ্গালার কাওরা-দিগের বিবাহপ্রথা হিন্দুদের মত। ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ আছে। অনেকেই দুই বিবাহ করে। মানভূম, সাঁওতাল-পরগণা, ও ছোট নাগপুরে কাওরাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। এই বিবাহকে ইহারা "সাঙ্গা" বলে। "সাঙ্গার" বিবাহ মুসলমানের 'নিকার' মত অপবিত্র। ইহারা সাঙ্গা করিবার সময় পাত্র পাত্রীর কপালে নিজহস্তে সিঁদুর দেয় না। পাত্র সিঁদুর স্পর্শ করিয়া দেয় ও উপস্থিত অন্যান্য বিধবারা প্রত্যেকে সেই সিঁদুর পাত্রীর সিঁথায় পরাইয়া দেয়। সাঁওতাল-পরগণা ও মানভূমে বিধবারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু কেবল মৃতস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পারে না; দেবরকে পারে, কিন্তু তাঁহাকেই যে বিবাহ করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। বিধবারা যদি অন্য পতি না লইয়া দেবরকে পতিত্বে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহা অন্যান্য সাঙ্গা অপেক্ষা কতকটা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। বাঁকুড়ায় ও তাহার পূর্ব্বে কাওরারা বিধবার বিবাহ দেয় না। ছোটনাগপুরে স্বামীকর্ত্তৃক পরি-ত্যক্ত সধবা-স্ত্রীও সাঙ্গা করিয়া থাকে। স্ত্রীর সতীত্বে সন্দেহ হইলেই স্বামী তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া নিজ সমাজের মণ্ডলদিগের নিকট স্ত্রী-পরিত্যাগের প্রার্থনা করে। মণ্ডলেরা প্রমাণে বিশ্বাস করিয়া দোষ সাব্যস্ত করিলে স্ত্রী গৃহবহিষ্কৃত হয়। সাঁওতাল-পরগণার স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ঐরূপে পতি অথবা পত্নী পরিত্যাগের প্রার্থনা করিতে পারে।

কোন উচ্চ জাতীয় পুরুষ যদি পতিত হইয়া ইহাদের

জাতিভুক্ত হইতে চাহে, তাহা হইলে ইহারাও মণ্ডলদিগের অনুমতি লইয়া বাগ্দীদের মত তাহাকে স্বজাতিভুক্ত করিয়া লয়। নূতন কাওরা হইতে হইলে প্রার্থীকে একটি সামাজিক ভোজ দিতে হয়। ইহারা সামাজিক ও দেওয়ানী মীমাংসা আপনাপন পঞ্চায়েতের উপর নির্ভর করে। উত্তরাধিকারীত্ব লইয়া গোলমাল হইলে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার মতে কার্য্য হয়। বাঁকুড়ায় ও পূর্ব্বাঞ্চলে কোথাও কোথাও জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক বিষয় হইতে "জেঠাং" বলিয়া এক জ্যেষ্ঠ-ভাগ প্রাপ্ত হয়; মানভূমে সকলেই সমান ভাগ পায়। যদি কাহারও একাধিক পত্নীর ভিন্ন ভিন্ন গর্ভজাত সন্তান থাকে, তবে যে কয়জন স্ত্রী থাকে সমস্ত বিষয় সেই কয় ভাগে বিভক্ত হয়, পরে সেই এক এক ভাগ এক এক স্ত্রীর সন্তানেরা দ্বিতীয়বার ভাগ করিয়া লয়।

হিন্দু-রাজত্বকালে কাওরারা পুষ্করিণী-খনন, পথ-প্রস্তুত, ও অন্যান্য ভূমিসম্বন্ধীয় কার্য্য করিত, আজও তাহাই আপনাদিগের জাতিগত ব্যবসায় বলিয়া বিবেচনা করে। ইহারা "ভাঙ্গি" নামক একপ্রকার ত্রিকোণাকার জোড়া ঝুড়িতে করিয়া মাটি বহিয়া থাকে; এই ভাঙ্গি কাঁধে করিয়া বহন করে, কেহ কখন মাথায় লয় না। বেলদার নামক চাষীজাতি মাটি ফেলিবার সময় এই ভাঙ্গি কখন স্পর্শ করে না। নিজ বাঙ্গালায় অনেক কাওরারা চাষের কাজ করিয়া থাকে। অনেক কাওরা বহুকালপূর্ব্ব হইতে ঘাটওয়ালীর কার্য্য করিতেছে। এই কার্য্যের জন্য তাহারা ঘাটওয়ালীর জমী ভোগ করে।

কাংশি (পুং) কংসে ভবঃ কংস-বাহুলকাৎ ইঞ্, বেদে (পৃষোদরাদিত্বাৎ) সস্য শত্বম্। কাঁসার পাত্র।

কাংস (ত্রি) কংসো দেশভেদো হভিজনো হস্য, কংস-অণ্ (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যো হণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩।) কংসাধিষ্ঠিত ভোজদেশীয় মানবাদি।

কাংস্য (ক্লী) কংসায় পানপাত্রায় হিতম্ কংসীয়ং তস্য বিকারঃ, কংসীয়-যঞ্-ছলোপঃ (কংসীয় পরশব্যয়োর্যঞঞৌ লুক্চ। পা ৪।৩।১৬৮।) কংসমেব ইতি স্বার্থে যঞ্ বা। তাম্র ও রঙ্গ মিশ্রিত ধাতু, কাঁসা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কংস, কংসাস্থি, তাম্রার্দ্ধ, সৌরাষ্ট্রক, ঘোষ, কাংসীয়, বহ্নিলোহক, দীপ্তিলোহ, ঘোরপুষ্প, দীপ্তিকাংস্য, কান্ত। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, রুক্ষ, কষায়, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, স্রোতঃ-সমূহের ও চক্ষুর হিতকারক, রুচিকারক এবং বায়ু ও কফরোগ-নাশক। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি গুণ রাজবল্লভ বলিয়াছেন—অম্লরস, বিশদ, লেখন, সারক ও পিত্তনাশক। সুখবোধে কাংস্য দেহের দৃঢ়তা ও আয়ুবৃদ্ধিকারক বলিয়া উক্ত আছে। ইহার শোধন মারণ প্রভৃতি তাম্রের ন্যায়। অনেকে আবার স্বতন্ত্র পদ্ধতিতেও ভস্ম করিয়া থাকেন।

কাংস্যকার (পুং) কাংস্যং তৎপাত্রং করোতি, কাংস্য-কৃ-অণ্। কংসকার, কাঁসারি। [কাঁসারি দেখ।]

কাংস্যজ (ত্রি) কাংস্যাজ্জায়তে, কাংস্য-জন্-ড। কাঁসা ধাতু দ্বারা যাহা প্রস্তুত হয়।

কাংস্যতাল (পুং) কাংস্যেন নির্ম্মিতঃ তালঃ, মধ্যলো। ১ করতাল। ২ মন্দিরা।

কাংস্যনীল (পুং) কাংস্যেন কৃতঃ নীলঃ, মধ্যলো। অঞ্জন বিশেষ, নীলতুথ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মুষাতুথ হেম, তার ও বিতুন্নক।

(মুষাতুথং কাংস্যনীলং হেমতারং বিতুন্নকম্। হেম ৪।১১৮) কোন কোনস্থলে 'কাংস্যনীল' পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঁক (কঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ) পক্ষিবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঙ্ক, লৌহপৃষ্ঠ, সন্দংশবদন, খর, রণালঙ্করণ, ক্রূর, আমিষপ্রিয়, অরিষ্ট, কালপুষ্ট, লোহপৃষ্ঠক, কিংশারু, দীর্ঘপদ, দীর্ঘপাদ। (অমর, হেম, নিঘণ্টুরাজ, শব্দরত্নাবলী)।

কাঁকপাখী এক প্রকার নহে; সাদা কাঁক ও কাল কাঁক ভেদে কএক প্রকার কাঁক দেখা যায়। সাদা কাঁককে হিন্দুস্থানীরা কবুদ, বেহারে খয়রা, সিন্ধুপ্রদেশে সেয়া, তৈলঙ্গে নারায়ণপাতি, তামিলে নারায়ণ ও ইংরাজীতে Blue Heron কহে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Ardea cinercea.

ইহার মাথা সাদা, ঘাড় কাল, মাথার পশ্চাদ্দিকের পালক কাল, পিঠ ও ডানা নীলাভ কটা, পক্ষের পালক কাল, পিঠের কাছাকাছি ডানার অগ্রভাগের পালকগুলি বেশ সুচিক্কণ অথচ কটার মত, লেজ নীলাভ ভস্মাকার, বুক ও সমস্ত নিম্ন অংশ সাদা। চক্ষু ঘোর হলুদিয়া, ঠোঁটের উপরভাগ কটা, পা ও পায়ের তলা কটা। এক একটা দুই হাতের উপর বড় হয়।

এই জাতি এসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকার নানাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বৃক্ষের উচ্চ চূড়ায় দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং নদী, খাল ও বিল প্রভৃতি জলাশয় হইতে মৎস্য ধরিয়া খায়।

কাশ্মীররাজ্যে এই পাখীর কিছু আদর বেশী। শুনিতে পাওয়া যায়, কাশ্মীররাজের উষ্ণীষে নাকি এই পাখীর পালক সুশোভিত হয়!

লাল কাঁককে ইংরাজীতে Purple Heron কহে,

ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Ardea purpurea। লাল কাঁকের মাথা কাল তাহাতে সবুজের আভা, টুঁটি সাদা, গাল লালের আভাযুক্ত কটা, ঘাড় ঘোর লাল তাহাতে পিঙ্গল ও কালরঙের আভা, পিঠ, পাখা ও পুচ্ছ রক্তাভযুক্ত ধূসর, পিঠের কাছাকাছি ডানা লম্বা ও দেখিতে ঘোর লাল, বুক, পেট ও থাবা কটাসে লাল, পেটের উপর কতকটা সাদাটিয়া। ঠোঁট ঘোর পীত, উপরভাগ কতকটা কটা। এক একটা দুই হাতের কিছু বড় হয়। আবার কোন কোনটি ছোটও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে জলপ্রধান স্থানে খাল, বিল, জলা ও শস্যক্ষেত্রে সাদা কাঁক দেখা যায়। যেখানে বক থাকে, সেখানে প্রায় লাল কাঁকের গতায়াত ঘটে না। ইহারা বড় বড় খাগড়াগাছের উপর বাসা নির্ম্মাণ করে। মৎস্য, ভেক প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। ভারতবর্ষ, সিংহল, মলয়, ব্রহ্মদেশ এবং য়ুরোপে ও আফ্রিকাতেও লাল কাঁক দৃষ্ট হয়।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যকশাস্ত্রকার সুশ্রুতের মতে কাঁক পাখীর মাংস সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণের সহিত সমান গুণ-বিশিষ্ট, রস বীর্য্য ও বিপাকে হিতকর এবং শোষরোগে ফলপ্রদ। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬ অ:)।

কাঁকই (দেশজ) কঙ্কোতিকা, চিরুণী।

কাঁকজোল, এক ক্ষুদ্র বিভাগ, পূর্ণিয়া, মালদহ ও ভাগলপুরের কতকাংশ। কনিংহামের মতে ইহার অপর নাম রাঢ়।

কাঁকড়া (দেশজ) কর্কট, জলজন্তুবিশেষ। [কর্কট দেখ।]

কাঁকড়াকাঠ (দেশজ) কাষ্ঠবিশেষ।

কাঁকড়াবিছা (দেশজ) বৃশ্চিকবিশেষ। [বৃশ্চিক দেখ।]

কাঁকড়াশালি (দেশজ) ধান্যবিশেষ।

কাঁকড়াশৃঙ্গী (দেশজ) [কর্কটশৃঙ্গী দেখ।]

কাঁকড়ি (দেশজ) কঙ্কণ।

কাঁকনি (দেশজ) কঙ্কণ।

কাঁকতল্পী (দেশজ) কক্ষদেশে লইয়া যাইবার উপযুক্ত বোচ্‌কা।

কাঁকনী (দেশজ) [কাঁকিনী দেখ।]

কাঁকোর (দেশজ) কঙ্কর, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঠিন পদার্থবিশেষ।

কাঁকরোল (দেশজ) ফলবিশেষ, কর্কোটক।

কাঁকলা (দেশজ) ১ কঙ্কোল নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ। ২ কাকোলী।

কাঁকলাস (দেশজ) কৃকলাস, গিরগিটী।

কাঁকবিড়ালী (দেশজ) পীড়াবিশেষ, কক্ষদেশে অর্থাৎ বগলে ফোড়া হইলে, তাহাকে 'কাঁকবিড়ালী' কহে।

কাঁকাল (দেশজ) কটিদেশ, কোমর।

কাঁকালি (দেশজ) কটিদেশ।

"আপনার গৌরব রাখহ বনমালী।
হের দেখ বাড়ি মারি ভাঙ্গিব কাঁকালি॥" দুঃখীশ্যাম।

কাঁকিনী (দেশজ) মহিষের স্ত্রী, মহিষী।

কাঁকিলা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ (Esox Scolopax)

কাঁকুয়া (গ্রাম্য) কানকুয়া।

কাঁকুই (দেশজ) কঙ্কোতিকা, চিরুণী।

কাঁকুড় (দেশজ) কর্কটী। [কর্কটী দেখ।]

কাঁকুড়ী (দেশজ) কাঁকুড়।

কাঁখ (দেশজ) কাঁক, কক্ষ।

"পুত্রভাবে কোলে কাঁখে তুমি কর তায়।" গোবিন্দমঙ্গল ১৬২।

কাঁখতাল্লী (দেশজ) বগল, কক্ষ।

কাঁচ (দেশজ) কাচ। [কাচ দেখ।]

কাঁচকড়া [কাচকড়া দেখ।]

কাঁচকলস (দেশজ) বোতল, গ্লাস প্রভৃতি।

কাঁচকলা (দেশজ) কাঁচা কলা, অপককদলী।

কাঁচগড়গড় (দেশজ) ঘাসবিশেষ।

কাঁচড়া (দেশজ) [কঞ্চট দেখ।]

কাঁচড়াদাম (দেশজ) কাঁচড়া।

কাঁচপাত্র (দেশজ) কাচনির্ম্মিত পাত্র।

কাঁচপোকা (দেশজ) পতঙ্গবিশেষ, বোল্‌তাজাতীয় একরূপ পতঙ্গ, কুমীরেপোকা। ইহাদিগের বর্ণ নীল। বোল্‌তার ন্যায় ইহাদের দংশনেও জ্বালা করে। ঘরের কপাট চৌকাট প্রভৃতি কাঠে ছিদ্র করিয়া, অথবা মৃত্তিকাদি দ্বারা গৃহের ভিত্তি প্রভৃতি স্থানে একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করিয়া বাস করে। তাহাদের বাসার মাটি জলে গুলিয়া ললাটাদি তিলকস্থানে ফোটা দিলে পালাজ্বর আরোগ্য হয়। এই পোকা প্রায়ই তেলাপোকা (আরসুলা) ধরিয়া নিজের বাসায় লইয়া যায়। প্রবাদ আছে কাঁচপোকা তেলাপোকা ধরিলে, তেলাপোকা নিতান্ত ভীত হইয়া কেবল কাঁচপোকার চিন্তা করে, তাহাতে ক্রমে ক্রমে সেও কাঁচপোকার ন্যায় বর্ণাদি প্রাপ্ত হইয়া কাঁচপোকা হইয়া যায়।

কাঁচমণি (দেশজ) কাচ।

কাঁচলবণ (দেশজ) লবণবিশেষ।

কাঁচলি (দেশজ) স্ত্রীলোকের স্তনাচ্ছাদক বস্ত্রবিশেষ।

"কুচযুগ হেমগিরি হর-মনোহর।
বিচিত্র কাঁচলি তায় বিশ্ব-অগোচর॥" ধর্ম্মমঙ্গল ৭। ১৩১।

কাঁচা (দেশজ) অপক।

কাঁচী (দেশজ) ১ কর্ত্তরী, চুল ও বস্ত্র প্রভৃতি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। ২ অসম্পূর্ণ।

কাঁচীওজন (দেশজ) অসম্পূর্ণ ওজন; দেশ ও স্থান-ভেদে কাঁচাসেরে ৫৮, ৬৭, ৬৪, ৭২ তোলা প্রভৃতি নানাপ্রকার ওজন দেখা যায়।

কাঁচীসীম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Dolichos lignosus.) [সীম দেখ।]

কাঁচীসের (দেশজ) ৫৮, ৬০, ৬৪ ও ৭২ তোলা।

কাঁচুলী (দেশজ) কাঁচলি।

কাঁজি (দেশজ) কাঞ্জিক, আমানি।

কাঁজিয়াল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Cascaria ovata.)

কাঁটা (দেশজ) ১ কণ্টক, বৃক্ষস্থ সূচীবৎ পদার্থবিশেষ। ২ মাছের হাড়। ৩ বাধা। ৪ শত্রু।

কাঁটাআলু (দেশজ) আলুবিশেষ (Dioscorea pentaphylla)

কাঁটাকচু (দেশজ) কচুবিশেষ (Pothos læsia.)

কাঁটাকারী (দেশজ) কণ্টকারী।

কাঁটাকুড় (দেশজ) কণ্টককুণ্ড, কণ্টকময় স্থান।

কাঁটাকুলিকা (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Ruellia longifolia.)

কাঁটাগুড়কামাই (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Monetia barlerioides.)

কাঁটাগোলাব (দেশজ) গোলাববিশেষ। (Rosa Chinensis.) [গোলাপ দেখ।]

কাঁটানটিয়া (দেশজ) কাঁটাযুক্ত নটে নামক শাকবিশেষ (Amaranthus Spinosus.) কাঁটানটের সংস্কৃত নাম মারিষ, বাষ্পক, মার্ষ। ইহা দুই প্রকার—সাদা কাঁটানটে ও লাল কাঁটানটে।

বৈদ্যক মতে সাদাকাঁটা নটের গুণ—মধুর, শীতল, বিষ্টম্ভী, পিত্তনাশক, গুরু, বাতশ্লেষ্মকারী, রক্তপিত্তনিবারক ও অগ্নিবৈষম্যনাশক।

লাল কাঁটানটিয়ার গুণ—ক্ষারবিশিষ্ট, মধুর, সর, কফজনক, পাকে কটু, স্বল্প দোষকর, ইহা অধিক গুরু নহে।

বৈদ্যকমতে কাঁটানটের মূল—উষ্ণ, কফঘ্ন, আর্ত্তবরোধক, রক্তপিত্তনিবারক ও প্রদররোগে শান্তিদায়ক।

কাঁটাপালখ (দেশজ) কাঁটাযুক্ত পাখা।

কাঁটাবউল (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Pristis pectinatus.)

কাঁটাবাটানা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Quercus acuminata.)

কাঁটাবাঁশ (দেশজ) বেড়বাঁশ, ইহার গাত্রে কাঁটা আছে। (Bambusa spinosa.)

কাঁটাবাবলা (দেশজ) বাবলাগাছ। (Mimosa Arabica.)

কাঁটাভোলা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Perca Cataa.) [ভোলা দেখ।]

কাঁটাময় (দেশজ) কাঁটা-বিশিষ্ট।

কাঁটামান (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Pothos heterophylla.)

কাঁটাল, কাঁঠাল (দেশজ কণ্টকীফলশব্দের অপভ্রংশ)। ১ কণ্টকী, পনসফল। ইহার সংস্কৃত নাম—পনস, কণ্টকিফল, কণ্টকীফল, ফণাস, অতি বৃহৎফল, মহাসর্জ্জ, ফলিন, ফলবৃক্ষক, স্থূল, কণ্টফল, মূলফল, অপুষ্পফলদ, চূতফল, চম্পকোষ, চম্পালু, রসাল, মৃদঙ্গফল, পনস, পনসতালিকা। উত্তর-পশ্চিমে কঁঠাল, বোম্বায়ে 'ফনস', ও তামিলে পিলা কহে। (Jack-fruit, Artocarpas integrifolia.)

কাঁঠালগাছ এক একটি খুব বড় হয়। কাঁঠাল দুই প্রকার—খাজা কাঁঠাল ও নেও বা গলা কাঁঠাল। খাজা কাঁঠালের কোয়া প্রায় ৮।১০ অঙ্গুলি বড় হয়, নেওর কোয়া তেমন বড় হয় না।

এই ফল কেবল গাছের উপর শাখায় জন্মে না, অনেক সময় গাছের মূলে মাটির মধ্যে হইতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই কাঁঠাল গাছ জন্মে। ইহার গাছ পাথরিয়া জায়গায় অধিক বাড়িতে পারে না, কিন্তু গুঁড়ি খুব মোটা হয়; বালুকাযুক্ত স্থানে খুব বাড়ে, শাখা প্রশাখাও বেশ ছড়াইয়া পড়ে; যদি ইহার মূলে অধিক জল সিঞ্চিত হয়, অথবা পুষ্করিণীর ধারে যেখানে ইহার মূল জল টানিতে পারে, এরূপ স্থানে কাঁঠালগাছে প্রায় ফল ধরে না অথবা ছোট ছোট ফল ধরিলে তাহা বাড়িতে না বাড়িতে শুকাইয়া যায়। এদেশে অপক্ব ফলকে ইচোড় এবং পক্বফলকে কাঁঠাল বলে। ইচোড় ও কাঁঠাল বঙ্গবাসীর অতি প্রিয়।

বৈদ্যক রাজবল্লভ মতে ইহার গুণ—সুমধুর, বৃংহণ, স্নিগ্ধ, শীতল, দুর্জ্জর, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মা ও শুক্রজনক। ইচোড়ের গুণ—কষায়, স্বাদু, বাতল, রক্তপিত্তহারক।

নিঘণ্টুরাজের মতে—বলবীর্য্যবর্দ্ধক, শ্রমদাহনাশক, রুচিকর, গ্রাহী, হৃদ্য, গুরু। বীজের গুণ—ঈষৎ কষায়, মধুর, বাতল, গুরু, রুচিকর। ইচোড়ের গুণ—নীরস ও হৃদ্য; মধ্যপকের গুণ—দীপন।

ভাবপ্রকাশের মতে ইচোড়ের গুণ—বিষ্টম্ভী, বাতজনক, কষায়, গুরু, দাহকর, মধুর, বলকারক, কফজনক ও মেদোবর্দ্ধক। পক্বফল—শীতল, স্নিগ্ধ, বায়ু ও পিত্তনাশক, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, স্বাদু, অতিশয় মাংসবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক, বলকারক, শুক্রপ্রদ, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ব্রণহারক। ইহার মজ্জা

শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক। বীজ—শুক্রজনক, মধুর, গুরু, কোষ্ঠরোধক ও মূত্রনিঃসারক। মন্দাগ্নি ও গুল্মরোগীর পক্ষে কাঁঠাল অতি অনিষ্টকর। ২ কাঁটাবৃক্ষ।

কাঁটালকুষী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ (Perca nebulosa.)

কাঁটালকোষ (দেশজ) কাঁটালের কোষ বা কোয়া।

কাঁটালপাড়া, চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। এখানে পূর্ব্বে খুব সংস্কৃত চর্চ্চা ছিল। নবদ্বীপপতি মহারাজ সতীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মদন-গোপালের রাসযাত্রার সময় এখানে বড় ধূমধাম হয়।

কাঁটালমাছ (দেশজ) কণ্টকবিশিষ্ট মৎস্য।

কাঁটালাল্বাটানা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Quercus armata.)

কাঁটালিকলা (দেশজ) কলাবিশেষ। হিন্দুদিগের পূজা ও মঙ্গলকর্ম্মে এই কলা ব্যবহৃত হয়।

কাঁটাশিঙ্গুর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Quercus armata) পূর্ব্ববঙ্গে ইহা বিস্তর জন্মে।

কাঁটাশিরীষ (দেশজ) শিরীষগাছ। (A species of Mimosa.)

কাঁটাশুনা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Panax digitata.)

কাঁটাসিঙ্গ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Quercus armata.)

কাঁটাসিজ (দেশজ) তেকাটা সিজ গাছ।

"বড়ি ভাজা বিতরণ বদরীর বীজ।
কলা মূলা ভেজে দিল কাটা কাঁটাসিজ॥" শিবায়ণ ১৯।

কাঁটী (দেশজ) ১ লৌহ নির্ম্মিত গোলাকার পদার্থ, ইহা জালে গাঁথা থাকে। ২ স্বর্ণনির্ম্মিত গোলাকার পদার্থ, ইহা অলঙ্কার বিশেষে ব্যবহৃত হয়।

কাঁটীপলা (দেশজ) হাতের অলঙ্কারবিশেষ, স্বর্ণের কাঁটী ও প্রবাল যথাক্রমে এক কাটীর পর একটী প্রবাল এইরূপে গাঁথিয়া এই অলঙ্কার প্রস্তুত হয়।

কাঁঠী (দেশজ) কাটী।

কাঁঠীবালা (দেশজ) কাঁটীপলার নামান্তর।

কাঁঠীবালাচন্দনা (দেশজ) চন্দনাপক্ষীবিশেষ (Psittacus eupatria, *Latham.*)

কাঁড় (দেশজ) তীর, শর।

কাঁড়ন (দেশজ) তুষ পরিষ্কার করা।

কাঁড়রা (দেশজ) মোটা, স্থূল।

কাঁড়রাবুল্বুল্ (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Turdus jocosus.) [বুল্বুল্ দেখ।]

কাঁড়া (দেশজ) পরিষ্কৃত, তুষশূন্য।

কাঁড়ি (দেশজ) ১ রাশি, ঢিবি। ২ তালের কাঠ।

কাঁড়িয়া (দেশজ) বৃহৎ ভাণ্ড।

কাঁত (দেশজ) অল্প পরিসরবিশিষ্ট প্রাচীর।

কাঁৎড়া (দেশজ) গৃহাদির ভগ্নাবশেষ, ভগ্ন প্রাচীর।

কাঁথ (দেশজ) কাঁত।

কাঁথা (দেশজ, কন্থা শব্দের অপভ্রংশ) কন্থা, যাহা কতকগুলি জীর্ণ বস্ত্র একত্র শেলাই করিয়া প্রস্তুত হয়।

কাঁথী (দেশজ) নদীর উচ্চতট।

কাঁথ্ড়া (দেশজ) কাঁৎড়া। ভগ্নাবশেষ।

কাঁদড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, (Commelina nudiflora.) ইহা সেঁৎ সেঁতে স্থানে অধিক উৎপন্ন হয়।

কাঁদ (স্কন্ধশব্দের অপভ্রংশ) বাহুর মূলদেশ।

কাঁদন (দেশজ) রোদন, ক্রন্দন।

কাঁদনি (দেশজ) রোদন, ক্রন্দন।

কাঁদনী (দেশজ) যে বালিকা অধিক কাঁদে।

কাঁদনিকলা (দেশজ) রোদন, বিলাপ।

কাঁদলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Commelina nudiflora.)

কাঁদা (দেশজ) ১ রোদন করা। ২ প্রান্তদেশ। ৩ কূল, তীর।

কাঁদাকাটী (দেশজ) রোদন, বিলাপ।

কাঁদাকাঁদি (দেশজ) পরস্পর রোদন।

কাঁদাড়ি (দেশজ) ছাঁচতলার নিম্নে প্রবাহিত পয়ঃনালা।

কাঁদালবাড়ি (দেশজ) কৃষকের স্কন্ধস্থিত যষ্টিবিশেষ, ইহা দ্বারা কৃষকেরা গোরু তাড়ায় ও ধান মাড়িবার কালে ধান টানিয়া একত্র করিয়া দেয়।

কাঁদী (দেশজ) তাল, নারিকেল, কলা প্রভৃতি ফল সকল যেরূপ একত্র গ্রথিত হইয়া থাকে, তাহাকে কাঁদী কহে।

কাঁধ (দেশজ) স্কন্ধ, বাহুর মূলদেশ।

কাঁধনড়ি (দেশজ) স্কন্ধে করিয়া লইবার উপযুক্ত দীর্ঘ যষ্টি।

কাঁধা (দেশজ) ১ প্রান্তদেশ। ২ স্কন্ধ।

কাঁধাড়ি (দেশজ) ১ পাহাড়ের শিরোভাগ। ২ কাঁদাড়ি।

কাঁপন (দেশজ) কম্পন, থরথর করিয়া শরীর চালিত হওয়া।

কাঁপনি (দেশজ) কম্পনরোগ, স্থায়ীভাবে বহুক্ষণ কম্পিত হওয়া। [বেপথু দেখ।]

কাঁপা (দেশজ) কম্পিত হওয়া।

কাঁশা (দেশজ) কাংস্য ধাতু।

কাঁসড় (দেশজ) কাংস্য নির্ম্মিত বাদ্য যন্ত্রবিশেষ; দেবতাদিগের আরতি সময়ে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কাঁসর (দেশজ) কাঁসার বাদ্য যন্ত্রবিশেষ, কাঁসড়।

কাঁসা (দেশজ) কাংস্য।

কাঁসারি (দেশজ, সংস্কৃত কাংস্যকার শব্দের অপভ্রংশ) কাংস্যদ্রব্যনির্ম্মাতা ও বিক্রেতা হিন্দুবণিক্‌জাতিবিশেষ। অপর নাম কংসকার, কংসবণিক, কাংস্যকার। বোম্বাইয়ে 'কঁসর' বা 'কংসর' এবং উত্তর-পশ্চিম ও বেহার অঞ্চলে 'কসেরা,' 'কংসেরা' ও 'তামেরা' নামে আখ্যাত। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়।—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে,—

"কোন সময়ে বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচীকে দেখিয়া কামশরে পীড়িত হইলেন। সেই সময় ঘৃতাচী কামদেবের নিকট গমন করিতেছিলেন, বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে আপনার অভিলাষ জানাইয়া কহিলেন, 'হে সুন্দরি! আমি কামদেবের নিকট কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে তোমাকে বিবিধ অলঙ্কার প্রদান করিব।' ঘৃতাচী কহিলেন, 'দেখ, তুমি বলিতেছ 'আমি কামদেবের নিকট কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি।' এখন আমি সেই কামদেবের চিত্তরঞ্জন করিতে যাইতেছি। আমি অদ্য তোমার গুরু কামদেবের পত্নীস্থানীয়। এরূপ স্থলে আমাকে কামনা করিলে তোমার গুরুপত্নী-গমন-রূপ মহাপাতক হইবে। আমি কিছুতেই আজ তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না।' বিশ্বকর্ম্মা ঘৃতাচীর কথায় অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, 'তুই যেমন আমার মনোরথ পূর্ণ করিলি না, তেমনি আমার অমোঘ শাপপ্রভাবে মর্ত্ত্যলোকে শূদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর্।' তখন ঘৃতাচীও বিশ্বকর্ম্মাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, 'তুমিও আমার শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নরলোকে জন্ম গ্রহণ কর।' অনন্তর ঘৃতাচী নরলোকে শূদ্রার গর্ভে জন্ম লইয়া মদনগোপের পত্নী হইলেন, এদিকে বিশ্বকর্ম্মাও ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঘটনাক্রমে মদনগোপের স্ত্রীর সহিত ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মা সহবাস করিলেন, তাহাতে ৯টি পুত্র জন্মে, সেই নয় পুত্রই মালাকার, কর্ম্মকার, কংসকার প্রভৃতি নয় প্রকার জাতি। তাহাদের মধ্যে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয় প্রকার জাতি শিল্পিদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত"*।

বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের মতে—"ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে অম্বষ্ঠ, গন্ধবণিক, শঙ্খকার ও কংসকারজাতির উৎপত্তি হইয়াছে"*।

ভার্গবরাম বিরচিত জাতিমালা মতে—

"গান্ধিকঃ শাঙ্খিকশ্চৈব কাংসিকো মণিকারকঃ।
সুবর্ণবণিকশ্চৈব পঞ্চৈতে বণিজ স্মৃতাঃ॥
শাঙ্খিক্যাং গান্ধিকাজ্জাতস্তাম্রকাংস্যোপজীবিকঃ॥"

বণিক অর্থাৎ বেণিয়াজাতি ৫ প্রকার, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক (শাঁখারি), কংসবণিক (কাঁসারি), মণিকার ও সুবর্ণবণিক। গন্ধবণিকের ঔরসে শঙ্খবণিক-কন্যার গর্ভে তাম্র ও কাংস্য-উপজীবী কংসবণিকজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ভার্গবরাম কংসবণিক হইতে বিলোমক্রমে অপর জাতি সংস্রবে যে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এইরূপ লিখিয়াছেন।—

"শাঙ্খিকাৎ কাংসিকন্যায়াং মণিকারশ্চ জায়তে।
কাংস্যকারাচ্চ মাণিক্যাং সুবর্ণজীবিকোঽভবৎ॥
মণিপুত্র্যাং কাংস্যকারাৎ গোপালশ্চ সম্ভবঃ।
গোপালাৎ কাংস্যপুত্র্যাং বৈ তৈলিস্তাম্বূলিকস্ততঃ॥"

শঙ্খবণিকের ঔরসে কংসবণিককন্যার গর্ভে মণিকার; কংসবণিকের ঔরসে মণিকার-কন্যার গর্ভে সুবর্ণবণিক এবং গোয়ালার ঔরসে কংসবণিক-কন্যার গর্ভে তেলী ও তাম্বূলীর জন্ম।

বঙ্গদেশের কোন কোন বয়োবৃদ্ধ কাঁসারির মুখে শুনা যায়, এই জাতির আদিপুরুষ বহু পূর্ব্বকালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আসিয়া বাস করেন।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কাঁসারিরা আপনাদিগকে প্রকৃত বৈশ্যজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বাস্তবিক শিল্পী ও বণিক্‌দিগের মধ্যে তাঁহাদিগের সম্মানই অধিক। তাঁহারা যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার উপাধি-ভেদে সাতটি শাখা আছে—১ পূর্ব্বিয়া, ২ পচ্ছমান্ (পশ্চিমীয়), ৩ গোরখপুরী, ৪ তঙ্ক, ৫ তাঞ্চরা, ৬ ভরীয়া, ৭ গোলর।

উক্ত শাখাগুলির মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান অথবা আহার-ব্যবহার প্রচলিত নাই। মির্জাপুরে এই জাতির সংখ্যা কিছু অধিক, এখানে তাহারা কাঁসার বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দূরদেশান্তরে বিক্রয় করিতে পাঠায়।

বেহার অঞ্চলের কাঁসারিরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কাঁসারিদের মত পদমর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ঠঠেরা প্রভৃতি অপর বেণিয়া অপেক্ষা কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ।

* "বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ॥
মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ।" ব্রহ্মখণ্ড ১০।১৯-২০ শ্লোঃ।

* "বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ অম্বষ্ঠো গান্ধিকো বণিক্।
কংসকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সম্বভূবতু।" বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

তাহারা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিলে, ঠঠেরাগণ তাহাতে পালিস অথবা খোদাই করে। [ঠঠেরা দেখ।]

বেহারের কাঁসারিদের অনেক গোত্র চলিত আছে; যথা—বনৌধিয়া, বসইয়া, চৌপর্গা, চৌঘরা, হুরিহর্ন, লক্ষ্ম-মহৌলিয়া, মছুরা, মহৌলিয়া, মৌহরিয়া, সুথরিয়া, সুপ্পর।

ইহারা স্বগোত্রে বিবাহ করিতে পারে না এবং বাল্য-কালেই কন্যার বিবাহ দেয়। অনেক সময়ে কন্যার কিছু অধিক বয়সে বিবাহ হইতে দেখা যায়; এমন কি অনেক সময়ে ঋতু হইবার পর কন্যা পতিমুখে দেখিতে পায়। বিবাহ-প্রথা অনেকটা বেহারের কায়স্থদিগের মত। স্ত্রী রুগ্না মৃতবৎসা, মূঢ়গর্ভা অথবা বন্ধ্যা হইলে পুরুষ স্বতন্ত্র পত্নী বরণ করিতে পারেন। ইহাদের বিধবারা মনে করিলে 'সাগাই' প্রথামত বিবাহ করে। গভীর রাত্রে অন্ধকার গৃহে এই বিবাহ হয়, এরূপ বিবাহে কেবল বিধবারাই উপস্থিত থাকে, সধবারা অপবিত্র ভাবিয়া এই বিবাহ দেখে না। পুরুষ সিন্দুর দান করিয়া বিধবাকে আপন পত্নীত্বে গ্রহণ করে। এরূপ বিবাহে ভোজ নাই, আমোদ নাই, শাস্ত্রানুসারে কোন ধর্ম্মকর্ম্মও করিতে হয় না।

সমাজে ইহারা সৎশূদ্র বলিয়া প্রচলিত, ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হস্তে জলগ্রহণ করিতে পারেন।

বঙ্গদেশীয় কাঁসারিদিগের মধ্যে পদবী, ঘর ও ভিন্ন ভিন্ন গোত্র প্রচলিত আছে।

পদবী—কুণ্ড, প্রামাণিক, দাস, দাঁ, পাল, নন্দন, দে ইত্যাদি।

ঘর—সপ্তগ্রামী, মামদবাদী, মাণ্ডতা, মাইতি।

গোত্র—শঙ্খঋষি, শাণ্ডিল্য, সপ্তর্ষি, ঋষিকেশ, দধিঋষি।

ইহারাও স্বগোত্রে বিবাহ করিতে পারে না। বিবাহাদি কার্য্যে ইহাদিগকে বিষম দায়ে পড়িতে হয়; বিবাহের সময় সব ঘর নিমন্ত্রণ করা চাই, কাজেই ভোজের খুব বেশী আয়োজন করিতে হয়। এই জন্য গরীব কাঁসারিরা এককালে ৮।৯টী কন্যার বিবাহ দেয়।

বিবাহপ্রথা—বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কন্যা ও বরকর্ত্তা পরস্পরের গৃহে গিয়া পাত্রপাত্রী স্থির করেন; পরে ঘরে ঘরে পান ও কাটা সুপারি পাঠাইয়া 'পানপত্র' হয়; বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য স্থলবিশেষে পানপত্রের সঙ্গে 'সায়-সন্দেশ' হয়, একবার 'সায়সন্দেশ' হইলে সহজে বিবাহ ভঙ্গ করিবার যো নাই। কায়স্থ-ব্রাহ্মণাদির মত ইহাদিগকে কোন প্রকার লিখিত লগ্নপত্র করিতে হয় না। বিবাহের পূর্ব্বে 'ডেকো' নামে কতকগুলি লোক পাড়ায় ও কুটুম্ববাটীতে 'অমুকের পুত্রের সহিত অমুকের কন্যার বিবাহ হইবে' বলিয়া সংবাদ দিয়া আসে এবং ভোজের সময় যাইয়া সকলকে ডাকিয়া আনে। গাত্রহরিদ্রার দিন বরের মাতৃস্থানীয় কোন স্ত্রীলোক এক কাঁসীতে তৈল ও হরিদ্রা, অপর এক থালে মিষ্টান্ন এবং কতকগুলি কুটুম্ব স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া কন্যার গাত্রহরিদ্রা দিতে যান। বিবাহের পূর্ব্বে বরকর্ত্তাকে কন্যার গহনা পাঠাইয়া দিতে হয়, সেই সঙ্গে খাবার, পান ও সুপারি লইয়া বরপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা যাইয়া কন্যাকে গহনা পরাইয়া আসেন। বর ও কন্যা পাল্কি করিয়া কুটুম্বগৃহে যাইয়া দুগ্ধ ও চিড়া আহার করে এবং প্রত্যেক বাটী হইতে বর ধুতি ও কন্যা সাটী পাইয়া থাকে। তৎপরে কন্যাকর্ত্তা 'মুনিভাঙ্গা' সারিতে যান। এই সময় বরকে কুশের পৈতা ও আংটি পরাণ হইয়া থাকে। কন্যাকর্ত্তা বরকে বলেন, 'তুমি সন্ন্যাস-আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমার কন্যাকে গ্রহণ কর।' তখন বর ভাবী শ্বশুরের কথামত যথোচিত উত্তর করেন। পরে লগ্ন অনুসারে রাত্রে বিবাহ হয়। বিবাহে সিঁতায় সিন্দূর দিবার নিয়ম নাই। বাসরঘরে বর যাইতে পায় না, অন্য ঘরে শুইয়া থাকে; অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বর গুপ্তভাবে নিজ গৃহে চলিয়া যায়। দিবসে বর একবার শ্বশুরালয়ে আসিয়া আহার করিয়া যায়। পরে রাত্রে বরকে আনাইয়া 'বরনায়ান' হইয়া থাকে। চারি রাত্রি বরনায়ান হয়। বিবাহের আটদিন বরের নিমন্ত্রিত সপরিবার কন্যার বাটীতে ও কন্যার নিমন্ত্রিত সপরিবার বরের বাটীতে আহারাদি করিয়া থাকে।

ইহারা বিবাহের চতুর্থ দিবসকে 'চৌঠ' বলিয়া থাকে, এই দিন যদি শুভবার হয় তবে যথাসাধ্য বর বিদায় করিতে হয়, নহিলে শুভ দিনে বিদায় হয়। বিদায়ের পর বর শ্বশুর-পক্ষীয় কুটুম্ববাড়ীতে নমস্কার করিতে যায় এবং সকলেরই নিকট হইতে কিছু কিছু যৌতুক পায়। এই দিবস ঘর-বসত করিবার জন্য কন্যাকে শ্বশুরগৃহে লইয়া যাওয়া হয়।

বসতের দিন বরকন্যা আট হাঁড়ীতে ভাত ও ব্যঞ্জন রাখিয়া এক একবার খোলা-ঢাকা করে, তাহাকে 'অষ্টমঙ্গলা' বলে। সেই দিবস কন্যাপক্ষ হইতে বরকে ও বরপক্ষ হইতে কন্যাকে একখানি লালপেড়ে কাপড় আল্‌তায় ছোপাইয়া পরিতে দেয়। বর শ্বশুরগৃহে আসিয়া কন্যার কপালে সিন্দূর দিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া নিজ গৃহে কন্যাকে লইয়া যায়। সেইদিন রাত্রে বরকন্যা একত্র শয়ন করে। যদি কন্যা ছোট হয়, তবে বিছানা মাড়াইয়া চলিয়া যায়। সেই দিবস ঘরবসত না হইলে কন্যা এক বৎসর পিতৃগৃহে বাস করে, তৎপরে শুভ দিনে শ্বশুরগৃহে ঘরবসত করিতে আসে। ঘরবসত না হইলে যদি ঐ একবর্ষ মধ্যে বরের মৃত্যু

হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা শ্বশুরগৃহে আর স্থান পায় না, আজীবন তাহাকে পিতৃগৃহে থাকিতে হয়।

বাঙ্গালার কাঁসারিদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই।

ইহাদের পূজা শান্তি সস্ত্যয়নাদি ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হাতে জল গ্রহণ করিতে পারেন।

পূর্ব্ববঙ্গে অধিকাংশ কাঁসারিই শৈব; পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব এই কয়প্রকার কাঁসারিই দেখিতে পাওয়া যায়। ৩০এ ভাদ্র বিশ্বকর্ম্মা পূজা হইয়া থাকে, এই দিবস কোন কাঁসারি যন্ত্রাদি স্পর্শ করে না।

মাইতী কাঁসারিরা কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যার পর প্রতিপদে তাঁহাদের কুলদেবতা কালীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

বোম্বাই-প্রদেশের কাঁসারিরা আপনাদিগকে কর্ত্তিবারী-বংশীয় সেনাপতি ক্ষত্রিয়ের ঔরসোৎপন্ন ও ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভজাত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা তথাকার শূদ্রজাতি অপেক্ষা কুলে-শীলে ও মানে অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই প্রায় মহাকালীর উপাসক।

কাক (ক্লী) কু ঈষৎ কং জলং, কোঃ কাদেশঃ। ১ ঈষৎ জল। ২ (কাকস্য সমূহঃ) কাক সকল। ৩ সুরতবন্ধবিশেষ। [কাকপদ দেখ।] ৪ (পুং) কায়তে শব্দায়তে, কৈ-কন্ (ইণ্‌ভীকাপাশল্যতিমর্চ্চিভ্যঃ কন্। উণ্ ৩।৪৩।) পক্ষি-বিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—করট, অরিষ্ট, বলিপুষ্ট, সকৃৎপ্রজ, ধ্বাঙ্ক্ষ, আত্মঘোষ, পরভৃৎ, বলিভুক্, বায়স, বাতজব, বল, দীর্ঘায়ু, সূচক, কৃষ্ণ, গ্রামীণ, পিশুন, কট-খাদক, দ্বিক, কাগ, কাণ, ধূলিজঙ্ঘ, নিমিত্তকৃৎ, কৌশিকারি, চিরায়ু, মুখর, খর, মহালোল, চিরঞ্জীবী, চলাচল, করটক, নাগবীরক, গূঢ়মৈথুন, লণ্টাক, শ্রাবক ও রতজ্বর।

পৃথিবীর উত্তরাংশে সর্ব্বত্রই প্রায় কাক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই কাক আছে। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহারা "কাক" "কাগ্" "কাগা" "কাউয়া" "কেগো" প্রভৃতি নামে পরিচিত।

কাকের শ্রেণীবিভাগ নানাপ্রকার; তন্মধ্যে ভারতে ডোমকাক, দাঁড়কাক, পাতিকাক ও কড়িয়ালই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদেশিক শাকুন-শাস্ত্রবেত্তাগণের মতে কাক "করভিডি" (*Corvidœ*) বিভাগের অন্তর্গত "করভিনি" (*Corvinœ*) শ্রেণীভুক্ত "করভাস্" (*Corvus*) জাতীয়। "করভাস্" জাতীয় পক্ষীর নাসারন্ধ্র ঠিক কপালের নীচে হয় না, ঊর্দ্ধ-চঞ্চুর প্রায় মধ্যস্থলে হয় এবং ১২।১৪টি নাসা-লোমে (চঞ্চুর পার্শ্বদিয়া চঞ্চুর দিকে কতকগুলি তীক্ষ্ণ লোমের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট কোমল অথচ সূক্ষ্ম পালক হয় তদ্দ্বারা) আবৃত, ইহাই এই জাতির বিশেষ চিহ্ন। এতদ্ভিন্ন চঞ্চু দীর্ঘ, কঠিন, পুষ্ট ও সরল; ঊর্দ্ধচঞ্চুর উচ্চতা কিছু অধিক, ডানা ক্রমসূক্ষ্ম, দীর্ঘ, প্রথম পর ছোট, কিন্তু ২য় পর ১ম অপেক্ষা বড়, ৩য় ও ৪র্থ পর সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং ৫ম পর হইতে ক্রমশঃ ছোট। পুচ্ছ মধ্যবিধ; পুচ্ছের অগ্রভাগ কতকটা গোলাকার, পায়ের ডাঁটি দৃঢ়; ইহার গ্রন্থিগুলি সবল, পায়ের পাতা মধ্য-বিধ, ক্ষুদ্রাঙ্গুলিই প্রায় সমান, নখ তীক্ষ্ণ ও খুব বক্র। ইহারা শাখা প্রশাখায় বসিতে পারে, আবার ভূমিতেও চলিতে পারে।

১। পাতিকাক—বাঙ্গালায় সাধারণত যে কাক দেখা যায়, তাহাকে বাঙ্গালীরা "কাগ্" "কাউয়া" "কাগা" "কেগো" বলিয়া থাকে। পশ্চিম বাঙ্গালা ও উত্তরপ্রদেশে ইহাদিগকে "পাতি-কাউয়া" ও "দেশী কাউয়া" বলিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যেও এই কাক আছে; তৈলঙ্গীরা "মাক্ষীকাকী", তামিলেরা 'নল্লকাক', সিংহলীরা "করবীকাকা" "কাকুম" ও "গ্রয়া" এবং মণিপুরীরা "মানকোয়াক" বলে। ইহাদের কপাল, মস্তক ও মুখমণ্ডল চিক্কণ-কৃষ্ণবর্ণ এবং ঘাড়, গলা, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও উদর পাংশু-বর্ণ; পুচ্ছ ও ডানা কৃষ্ণবর্ণ, গলদেশের পালক বিরল; কৃষ্ণ-বর্ণ পালকগুলিতে পিঙ্গল ও সবুজবর্ণের চিক্কণতা আছে। ইহারা ১৫ হইতে ১৭।১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়, পুচ্ছের পালক ৭ ইঃ, ডানা ১১ ইঃ, পায়ের ডাঁটি প্রায় ২ ইঃ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মতে ইহার নাম "করভাস্ স্প্লেণ্ডেন্স" (C. Splendens) অর্থাৎ "সাধারণ কাক;" ইংরাজেরা ইহাকে "ভারতীয় সাধারণ কাক" বলিয়া থাকেন। ইহাকে সংক্ষাচ্ছলে বাঙ্গালায় "গ্রাম্যকাক" বলা যাইতে পারে। হিমালয়ের পাদমূল হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই কাক দেখা যায়। সিকিমে নাই। নেপাল ও কাশ্মীরে অল্প। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জল-বায়ুর গুণে ইহাদের বর্ণব্যত্যয় হইয়া থাকে। সিন্ধু, রাজ-পুতানা প্রভৃতি শুষ্কপ্রদেশে ইহাদের ফিঁকা রঙের পালকগুলি প্রায় শাদা হইয়া থাকে, আর সিংহলদ্বীপে ও দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রোপকূলে ঐ সকল পালক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

কাকের স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পর যে বিশেষ বন্ধুতা দেখা যায়, তাহা নহে। নগরে, গ্রামে ও বহুজনাকীর্ণ স্থানে ইহারা অধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করে। ঐ সকল স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন বৃহদ্‌বৃক্ষে ইহারা প্রায় ১০০।২০০ মিলিয়া রাত্রিযাপন করে। ইহারা গর্ভিণী না হইলে কেহ বাসা বাঁধে না। ডিম পাড়িলে কেবল স্ত্রীপুরুষ দুইটাই বাসায় যায়। অন্য সকলে গাছে বসিয়াই রাত্রিযাপন করে। কাকেরা সন্ধ্যাকালে সূর্য্যাস্তের পরই কোন এক

বৃক্ষে বহুদূর এমন কি ১০।২০ মাইল দূর হইতে আসিয়া দলবদ্ধ হইতে থাকে এবং রাত্রি ২।৩ দণ্ড পর্য্যন্ত কে কোন ডালে বসিয়া ঘুমাইবে, ইহা স্থির করিবার জন্য "কা কা" রবে দিক্ ভরিয়া দেয়। পরদিন প্রত্যূষেও আবার প্রায় ২ দণ্ড রাত্রি থাকিতে ঐরূপে ডাকিতে থাকে এবং ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায়, শেষে সূর্য্যোদয় হইলে আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নানাদিকে উড়িয়া যায়। উড়িয়া যাইবার সময় ইহারা ৩টি হইতে ৩০।৪০টি পর্য্যন্ত একত্র এক একদিকে গমন করে। যাহারা বহুদূরে আহারের চেষ্টায় যাইবে, তাহারাই সকাল সকাল যায়, আর যাহারা নিকটে চরিবে, তাহারা গাছে বসিয়া অনেকক্ষণ পরস্পর আলাপ করিতে থাকে বা পালকাদি সংযত করিতে থাকে।

ইহারা মনুষ্যের খাদ্যাবশেষ দ্বারাই প্রধানতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা যে গ্রাম বা নগরের নিকট থাকে, তাহার কোন্ বাড়ীতে কখন খাদ্যাদি পাক হয়, কখন কে ভোজনাবশেষ বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করে, তাহা বেশ জানে, এবং সময় বুঝিয়া ঠিক সেই সেই স্থানে উপস্থিত হয়। সকলেই এ সকল জানে, কিন্তু সকলেই এক স্থানে উপস্থিত হয় না। কতকগুলি ঐরূপে লোকালয়ে ভ্রমণ করে, কতকগুলি নদীতীরে কাঁকড়া, ভেক, ক্ষুদ্র মৎস্য বা কীটাদি ধরিতে গমন করে, কতকগুলি মাঠে গিয়া গবাদির শরীরজাত কীটাদি, অথবা পক্ক শস্যকণা খাইতে যায়, কতকগুলি কোথায় কোন মৃত জন্তুর শরীর পড়িয়াছে তাহার অন্বেষণে গমন করে এবং কদলী, বট, আম ইত্যাদি বৃক্ষে ফল পাকিলেও তাহার উপর অনেকের দৃষ্টি পড়ে। বর্ষাকালে সন্ধ্যা বা সকালবেলা "বাদলাপোকা" উড়িলে ইহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না, ইহারা দলে দলে আসিয়া সেই পোকা ধরিয়া খাইতে থাকে। গ্রীষ্মকালে ইহাদের অতি কষ্ট হয়। প্রতিদিন বেলা ৮।১০ ঘটিকা অতীত হইলেই ইহারা গ্রীষ্মে কাতর হইয়া অট্টালিকার ছাদে বা বৃক্ষাদির ছায়ায় বসিয়া হাঁ করিয়া হাঁপাইতে থাকে, রৌদ্র পড়িলে আবার ভ্রমণে বাহির হয়। প্রত্যহ চরিয়া আসিবার সময় ইহারা পথিমধ্যে দল পূর্ণ করিতে করিতে আসিতে থাকে। ইহারা চরিয়া ফিরিয়া আসিয়া একে একে গৃহে, অট্টালিকার ছাদে বা ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিতে বসিয়া থাকে এবং যখন সেই স্থান দিয়া তাহাদের পরিচিত দল উড়িয়া বাসার দিকে যাইতে থাকে, তখন তাহারাও উড়িয়া গিয়া স্বদলে মিলিত হয়।

বৈশাখ হইতে ভাদ্রের মধ্যে ইহারা ডিম পাড়ে। এক এক বড় বৃক্ষে বড় জোর ৩টি কাক বাসা বাঁধে। কাটি-কুটা দিয়াই ইহারা বাসা বাঁধে, কিন্তু কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী কাকের বাসায় টিনের টুকরা ও সোডাওয়াটার-বোতলের তার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা একেবারে ৪টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ঈষৎ সবুজবর্ণ ও তাহার গাত্রে ধূসর বর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগ থাকে। "কাগডিমী" রং দেখিতে বড় সুন্দর। কোকিলেরা নিজে বাসা বাঁধে না, তাহারা এই কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া রাখে, শেষে কোকিলশাবক ডাকিতে শিখিলে, কাকী ঠোক্‌রাইয়া বাসা হইতে তাড়াইয়া দেয়। ঈশ্বরের এমনি মহিমা যে যতদিন কোকিলশাবক উড়িতে না পারে, ততদিন ডাকিতেও পারে না, সুতরাং কাকী স্বীয় সন্তান-নির্ব্বিশেষে পালন করে। কাকেরা শাবককে অনেক দিন পর্য্যন্ত আহার দিয়া থাকে।

কাক অতি দ্রুত উড়িতে পারে। ব্রাহ্মণচিল সময়ে সময়ে ইহাদের মুখস্থিত আহার কাড়িয়া লইবার জন্য তাড়া করে, তখন ইহারা যেরূপ বেগে উড়িয়া পলাইতে থাকে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ইহারা বড় চতুর ও বুদ্ধিমান। ইহাদের ধূর্ত্ততা সম্বন্ধে যথেষ্ট গল্প প্রচলিত আছে। ইহারা এতদূর নির্ভীক যে, মানুষ ভোজন করিতেছে, নিকটে বিড়াল বসিয়া আছে, অথচ তাহা কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্নপাত্র হইতেই অন্ন লইয়া উড়িয়া পলায়ন করে। ইহারা লোকের সম্মুখ দিয়া লাফাইতে লাফাইতে ভূমির উপর চলিয়া যায়, বিন্দুমাত্র ভয় করে না। ইহাদের প্রতি কেহ যদি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহারা তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলায়। ইহারা বড়ই সন্দিগ্ধ-চিত্ত, সামান্য ভয়ের সম্ভাবনা থাকিলে সেদিকে বড় যায় না।

ইহারা স্বজাতীয়ের মৃতদেহ দেখিলে বা বন্দুকের শব্দ শুনিলে মহা কোলাহল করিয়া সেইস্থানে একত্র হয়। স্বজাতীয়ের কাহারও বিপদ্ ঘটিলে ইহারা জড় হইয়া কোলাহলে সেই স্থান বিরক্তিকর করিয়া তুলে এবং যতক্ষণ তাহার কোন একটা শেষ ফল দেখিতে না পায়, ততক্ষণ কেহ সে স্থান ত্যাগ করে না।

ইহারা বড় পরিহাস-প্রিয়। দুই তিনটা কাক একত্র মিলিত হইয়া চিল, শকুনি বা অন্যান্য পক্ষীকে ঠোক্‌রাইয়া, তাহাদের লাঙ্গুল টানিয়া বিরক্ত করিয়া তুলে। তাহারা বিরক্ত হইয়া উড়িয়া গেলে বা চীৎকার করিয়া উঠিলে, ইহারা মহা আনন্দে "কা-কা" করিয়া উঠে। ঠিক ঐরূপে ইহারা বিড়ালের মুখের আহারও কাড়িয়া লয়।

এই দুষ্ট কাক গরীবের বড় অনিষ্ট করে। ইহারা সময়ে

সময়ে তৃণ-চালে বা খোলার চালের খোলার মধ্যে খাদ্যাদি লুকাইয়া রাখে, শেষে আবশ্যকমত স্থান ঠিক করিতে না পারিয়া, চালের অধিকাংশ তৃণ টানিয়া ও খোলা উল্টাইয়া ফেলে।

ইহারা ফিঙ্গার সঙ্গ ভালবাসে না। ফিঙ্গা দেখিলেই কাক সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়, ফিঙ্গাও পশ্চাতে পশ্চাতে উড়িতে থাকে। ইহাকেই 'কাকের পিছনে ফিঙ্গা লাগা' বলে।

হিন্দুর নবান্ন পর্ব্বে এই কাকের বড় আদর দেখা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ "নবান্ন" লইয়া গৃহছাদে উঠিয়া কাকের আগমন প্রার্থনা করিতে থাকে, কিন্তু সে দিন ইহাদিগকে পাওয়া দায় হয়, কারণ প্রায় সর্ব্বত্রই ইহারা ভোজ্য পাইয়া তৃপ্ত থাকে। এই জন্য লোকে কথায় বলে যে, "নবান্নের কাক" অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য।

২। (ক) ডোমকাক—'করভাস্' জাতির মধ্যে ডোম-কাক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরাঞ্চলে ইহাদিগকে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধু, রাজপুতানা প্রভৃতি কয়েকস্থানে ইহারা গ্রীষ্মকালে থাকে না। শরতের প্রথমে ইহারা আসে ও বসন্তের পরেই আফগানস্থান, কাশ্মীর প্রভৃতি শীতপ্রধান স্থানে চলিয়া যায়। হিমালয় পর্ব্বতের ১৪০০০ ফুটের উর্দ্ধে ডোমকাক আছে; কিন্তু তন্নিম্নে পার্ব্বত্য-প্রদেশে নাই। বাঙ্গালায়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে যেরূপ ডোমকাক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের গাত্র গাঢ়নীলের আভাযুক্ত চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ; গলদেশের পালকগুলি দীর্ঘ ও বিরল; উপরের ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র, উর্দ্ধচঞ্চুর উচ্চতা অধিক; ডানা দৈর্ঘে ১৫ ইঃ। দেহ দৈর্ঘে ২৫ হইতে ২৭ ইঃ। চঞ্চুর উভয়পার্শ্বে খাল, চঞ্চু ও পদদ্বয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, উর্দ্ধচঞ্চুর অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র। ইহাদিগকে হিন্দুস্থানীরা "দুদা" ও "ডোমকাগ্", বাঙ্গালায় "ডোমকাগ", ইংরাজেরা "র‍্যাভেন," স্কচেরা "কর্ব্বি", সুইডেন-বাসীরা "ক্রপ", দিনেমারেরা "রওন", জর্ম্মনেরা "কোলক্রেড", ফরাসীরা "করবো", ইতালীয়েরা "ক্রভো", "ক্রবো" বা "ক্রভোগ্রসো", প্রাচীন রোমকেরা "করভাস্", স্পেনীয়রা "এল্ কুইর্ভো", পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপবাসীরা "কঅ-কঅ-গিউ" এবং এস্কুইমোরা "তুলুআক" বলে। বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রে ইহার নাম করভাস্ কোরাক্স (Corvus Corax)।

হিমালয় ও য়ুরোপে যে ডোমকাক দেখা যায়, তাহারা বড় ভীত-স্বভাব, কখন লোকালয়ে আসিতে চাহে না, কিন্তু ভারতে অন্যান্যস্থানে যে সকল ডোমকাক আছে, তাহারা পাতিকাকের ন্যায় নির্ভীক, ঘরে দুয়ারে ইচ্ছামত যাতায়াত করে। ডোমকাকেরা কিন্তু বড় দ্বন্দ্ব-প্রিয়। ইহারা কলহ করিতে করিতে এতদূর উন্মত্ত হয় যে, উভয়ের মধ্যে একটা প্রায়ই মারা পড়ে। সিন্ধুপ্রদেশে প্রতি বৎসর শরৎকালে ইহারা যখন আসে, তখন প্রথম প্রথম ইহাদের অনেকগুলি মারা পড়ে দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইহাদের স্বভাবসুলভ দ্বন্দ্বপ্রিয়তাই এই মৃত্যুর কারণ। সিন্ধুপ্রদেশের ডোমকাকেরা জাতিগত কণ্ঠস্বর ভিন্ন ঘণ্টাধ্বনির মত একপ্রকার শব্দ করিতে পারে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহারা কাটিকুটা দিয়া মাঠের মধ্যে বা বিরল জঙ্গলে বড় বড় বৃক্ষের মাথায় বাসা বাঁধে। ইহাদের ৪।৫টি ডিম হয়। ইহারা প্রায় পৌষ হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যেই ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখিতে সবুজের আভাযুক্ত তরল নীলবর্ণ; ডিমের গাত্রে কৃষ্ণাধিক্য মেটে রঙ্গের, তরল বেগুনি রঙ্গের ও তরল সিন্দূরিয়া রঙ্গের দাগ থাকে।

(খ) ভোটদেশীয় ডোমকাক।—হিমালয়ের উর্দ্ধতমপ্রদেশে, কাশ্মীর ও কুমায়ুন রাজ্যে এবং তিব্বতদেশে একজাতীয় ডোমকাক আছে, তাহারা প্রায় দীর্ঘে ২৮ ইঃ; ডানা ১৯ ইঃ বড়, উর্দ্ধচঞ্চুর গোড়ার উচ্চতা খুব বেশী, এবং তাহাদের পুচ্ছও দীর্ঘ হইয়া থাকে। অন্যান্য অবয়ব সাধারণ ডোমকাকের মত। দুই চারিজন বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রবিৎ ইহাকে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণনা করেন ও "করভাস্ টিবেটেনাস্" (Corvus Tibetanus) অর্থাৎ 'তৈব্বতী ডোমকাক' নামে অভিহিত করেন, কিন্তু সামান্য আকারের দীর্ঘতা ভিন্ন অন্য কোন বিভিন্নতা নাই দেখিয়া অনেকেই ইহাকে সাধারণ শ্রেণীমধ্যে গণ্য করেন।

য়ুরোপীয় শাকুনতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ডোমকাক (র‍্যাভেন) মনুষ্যের কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর অনুকরণ করিতে পারে।

(গ) পাটলচূড়-ডোমকাক।—মরুপ্রদেশে আর একপ্রকার ডোমকাক দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের কপাল ও মস্তক পাটলাভ পিঙ্গলবর্ণ ও কতকাংশে বেগুনি রঙ্গের চিক্কণতা আছে, পালকের মধ্যে উপরের স্তরের পালক চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ ও নিম্নস্তরের পালক পাটলাভ পিঙ্গলবর্ণ; পিঙ্গলবর্ণের পালকগুলির প্রান্তভাগ রক্তাভ। চঞ্চুপুট কাল, পদদ্বয় কাল। দৈর্ঘ্যে ২২ ইঞ্চি। সিন্ধুপ্রদেশের যাকোবাবাদ ও লারখানার মরুভূমিতে ইহাদিগকে শীতকালে দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জাবের ডোমকাক (C. Corax) হইতে ইহাদের গাত্রবর্ণ ভিন্ন, আরও একটু পার্থক্য আছে যে, ইহাদের গলদেশের

পালকগুলি ক্ষুদ্রাকার ও দেহ পরিমাণে ছোট। ইহাদিগে নাম "করভাস্ আম্ব্রিনাস্" (C. Umbrinus) অর্থাৎ 'পাটলচূড়ডোমকাক।' ইহা ভারতের উত্তরপশ্চিমপ্রান্ত হইতে মিসরদেশ, এসিয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণস্থ সকল দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। দাঁড়কাক—এইজাতীয় কাককে উত্তরভারতে "দাড়" বা "দাল কাউয়া" ও দক্ষিণে "ধেরি কাউয়া" বলে। যাহারা শীক্‌রে পক্ষী প্রতিপালন করিয়া তদ্দারা পক্ষী-শীকার করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই জাতীয় কাককে "কড়িয়াল কাক" বলে এবং তৈলঙ্গীরা "কাকী", তামিলেরা "কাকা," লেপ্‌চারা "উলক্-ফো", ভুটানীরা "উলক্" এবং অনেক ভারতবাসী ইংরাজ ইহাদিগকেই "র‍্যাভেন" বলেন; কিন্তু বস্তুতঃ শাকুনতত্ত্বজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিতেরা ইহাকে "ইণ্ডিয়ান কর্ব্বি" (Indian Corby) বলিয়া থাকেন।

দাঁড়কাকের কয়েকটী শ্রেণী ভেদ আছে।—

(ক) ভারতীয় দাঁড়কাকগুলির আকার এইরূপ—সমস্ত শরীরের উপরিস্তরের পালকগুলি চিক্কণ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; নিম্নস্তরের পালক তত ঘোর বর্ণ নহে, পুচ্ছের পালক-সংস্থান ঈষৎ গোলাকার, ডানা খুব দীর্ঘ, প্রায় পুচ্ছের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, চঞ্চুপুট সরল, ঊর্দ্ধচঞ্চুর সম্মুখভাগ উচ্চ ও অগ্রভাগ বক্র, ঘাড় ও চক্ষুপার্শ্বদ্বয়ের পালকে প্রায় চিক্কণতা নাই এবং এই স্থানের পালক তুলার থুপির মত, তাহাতে পালকের ডাঁটি নাই। ইহাদের ঠোঁট, পা ও আঙ্গুল কৃষ্ণবর্ণ। এক একটি দৈর্ঘে ১৯ ইঃ, ডানা ১১ হইতে ১৪ ইঃ, পুচ্ছ ৭ ইঃ, পায়ের ডাঁটী ২ ইঞ্চির অধিক এবং ঠোঁট ২॥ ইঞ্চি।

ইহাদিগকে ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে "করভাস্ ম্যাক্রো-র্হিঙ্কাস্" (C. macrorhynchus) বা "করভাস্ কাল্‌মিনেটাস্ (C. culminatus) বলে।—ইহারা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে, লোকালয় প্রভৃতি সকল স্থানে বাস করে। পূর্ব্ব-উপদ্বীপ ও ভারতীয় দ্বীপশ্রেণীতেও আছে। গ্রাম্যকাকের ন্যায় ইহারা অগণ্য নহে, তবে অন্যান্য জাতীয় কাক অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা অধিক বটে। দাক্ষিণাত্যে নীলগিরি পর্ব্বতে ইহারাই গ্রাম্যকাকের ন্যায় অসংখ্য বাস করে। ইহারা লোকালয় অপেক্ষা বনে, জঙ্গলে অথবা পর্ব্বতে থাকিতে ভালবাসে। ইহারা প্রধানতঃ মৃত জন্তুর মাংসাদি আহার করে বলিয়া ইহাদিগকে ইংরাজেরা "কর্ব্বি" বা "কেরিয়ন" অর্থাৎ 'গলিত-মাংসভুক্' বলেন। ইহারাও ডিম পাড়িবার সময় কোন দুর্গম জঙ্গলের ভিতর একটি নিরুপদ্রব বৃক্ষে বাসা বাঁধে। বাসার শুষ্ক ঘাস, পাতা ও লোম দিয়া কোমল ও উষ্ণ করে। একবারে ৩।৪টি ডিম হয়, ডিম তরল সবুজবর্ণ ও গাত্রে ধূসরবর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগ হয়। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে ডিম পাড়িবার সময়। ইহাদের বাসাতেও কোকিলে ডিম পাড়ে। ইহারা বড় অনিষ্টকারী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোরগ, পায়রার ছানা ও চড়াই ধরিয়া লইয়া যায়, এমন কি ক্ষুদ্র ছাগ-শিশু পর্য্যন্ত ইহাদের চঞ্চুপুটাঘাতে মারা পড়ে। ইহারা অপর পক্ষীর বাসা বা ডিম নষ্ট করিতে দেখিলে 'রাজকাক' ইহাদিগকে তাড়া করে। অনেক ইংরাজ ইহাদিগকে "জঙ্গলক্রো" (Jungle crow) অর্থাৎ বন্যকাক বলিয়া থাকেন।

(খ) য়ুরোপীয় দাঁড়কাক বা "কেরিয়ন ক্রো" (Carrion crow) অর্থাৎ 'গলিত মাংসভুক্ কাক' দেখিতে ঠিক এদেশীয় দাঁড়কাকের ন্যায়, কেবল গাত্রের সর্ব্বত্রই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, গালের পালক নরম নহে। সর্ব্বশরীর চিক্কণ। পুচ্ছের পালক ৮ ইঃ, ডানা ১২ হইতে ১৪ ইঃ, এবং ঠোঁট প্রায় ৩ ইঃ। ভারতবর্ষে ও কাশ্মীরে কেবল এই জাতীয় দাঁড়কাক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোথাও নাই। এই জাতীয় পক্ষীর আদিম বাসস্থান সাইবিরিয়ার পূর্ব্বাংশে ইনিসি নদী হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত। সেখান হইতে ইহারা দক্ষিণে কাশ্মীর ও পশ্চিমে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে বাস করে। ইহারা দল বাঁধিয়া বাস করে না। ইহাদিগকে ইংরাজী শাকুন শাস্ত্রে "করভাস্ কোরোন" (C. Corone) বলে।

(গ) কাশ্মীরে আর এক শ্রেণীর দাঁড়কাক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রমাণে দাঁড়কাক হইতে ক্ষুদ্র, গাত্র-বর্ণ অন্ধকারের মত কাল। ইহারা অতি দ্রুত উড়িতে পারে। চিলের সহিত ইহাদের বিষম বিবাদ। ইহারাও গলিত মাংস খাইয়া থাকে। কাশ্মীরে, সিমলা-প্রদেশে, দুগসাই উপত্যকায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পার্ব্বতীয় কাক নামে বিখ্যাত। ইংরাজী শাকুন শাস্ত্রমতে ইহাদিগকে দাঁড়কাক ও গ্রাম্যকাকের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া "করভাস্ ইণ্টারমিডিয়াস্" (C. intermedius) বলে।

(ঘ) সূক্ষ্মচঞ্চু দাঁড়কাক—গাত্রবর্ণ বেগুনি মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ। মস্তক, ঘাড়, পৃষ্ঠ, উদর ও চক্ষের বর্ণ অপেক্ষাকৃত তরল। কপাল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। দৈর্ঘে ১৮ ইঃ, ডানা ১২॥ ইঃ, পুচ্ছ ৭ ইঃ, চঞ্চুপুট লম্বে ২॥ ইঃ, মোটা পোণে এক ইঞ্চি মাত্র। ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে ইহার নাম "করভাস্ টেনুইরষ্ট্রীস" (C. tenuirostris)।

এতদ্ভিন্ন চীনদেশীয় "করভাস্ পেক্‌টোরালিস্" (C. pectoralis) ও যবদ্বীপের "করভাস্ এঙ্কা" (C. enca)

দাঁড়কাকজাতীয় বটে। যবদ্বীপের "করভাস্ এন্কা" স্থূলচঞ্চু কাকের এক জাতীয়, কিন্তু ক্ষুদ্রকায় এবং চীনদেশীয় "পেক্‌টোরালিস্" ভারতীয় দাঁড়কাক-জাতীয়।

৪। ব্রহ্মদেশীয় গ্রাম্যকাক—ইহাদের কপাল, মস্তক, চিবুক ও গলা চিক্কণ কৃষ্ণ। ঘাড় ও চক্ষুপার্শ্ব তরল পিঙ্গলবর্ণ এবং কর্ণাবরক পালকগুলি ও নিম্নদেশের পালকগুলি পিঙ্গলাভ-মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ। ডানা, পুচ্ছ ও বাকি পালক চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ. ইহাদের কৃষ্ণবর্ণ পালকগুলি হইতে বেগুনী ও সবুজবর্ণ-মিশ্রিত অর্থাৎ ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আভা বাহির হয়। ইহাদের স্বভাবাদি ঠিক ভারতীয় গ্রাম্য-কাকের ন্যায়। সমস্ত ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণে মারগুই পর্য্যন্ত, পশ্চিমে আসাম হইতে মণিপুরের পূর্ব্বাঞ্চল পর্য্যন্ত সমস্তদেশে এই কাকের বাস, অন্যত্র নাই। ইহাদের ব্রহ্মদেশীয় নাম "কীগ্যান" এবং বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রমতে ইহাদিগকে "করভাস্ ইন্সোলেন্স" (C. insolens) বলে।

৫। ঝোটন কাক—ইহাদের মস্তকে কাকাতুয়ার ন্যায় ঝোটন আছে। ইহাদিগের মস্তক, ঘাড়, গলা, বক্ষের ঊর্দ্ধভাগ, ডানা, পুচ্ছ, এবং উরু চিক্কণ; অবশিষ্ট পালক গঙ্গার বেলেমাটীর ন্যায় ধূসরবর্ণ। উপরের পালকের কলম কৃষ্ণবর্ণ ও নীচের পালকের কলম পাটল। পা, ঠোঁট ও অঙ্গুলি কাল। দৈর্ঘে ১৯ ইঃ, পুচ্ছ ৭॥ ইঃ, ডানা ১২॥ ইঃ, পায়ের ডাঁটি ২ ইঃ ও ঠোঁট ২ ইঃ। ইহাদের ইংরাজী নাম হুডেড ক্রো (Hooded Crow) এবং ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রসম্মত নাম "করভাস্ করণিক্স্" (C. Cornix)

ইহাদের ৩টী শ্রেণী আছে। এই ৩টী শ্রেণীর আকৃতিগত এত স্পষ্ট প্রভেদ যে দেখিলে স্পষ্টই চিনিয়া লইতে পারা যায়। বিশুদ্ধ ঝোটন কাক (True Corvus Cornix) পারস্যোপসাগরের উপকূল হইতে পশ্চিমে য়ুরোপ পর্য্যন্ত সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কৃষ্ণবর্ণের পালক ব্যতীত অন্য পালকগুলির বর্ণ পাংশুল ধূসর। এই জাতীয় "করভাস্ কেপেল্লেনাস্" (C. Capellanus) পারস্যোপসাগরের তীরে ও মেসোপোটেমিয়া প্রদেশে দেখা যায়। এই শ্রেণীর পালকের বর্ণ শাদা ও পালকের কলম কাল। আকার বর্ণাদির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শীতকালে ইহাদিগকে পঞ্জাবের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তরপশ্চিমকোণে, হাজারা প্রদেশে ও গিলঘিট প্রান্তে দেখা যায়। গলিত-মাংসভুক্ কাকের ন্যায় ইহাদের স্বভাবাদি; আবার ইহারা শস্যভুক্‌ও বটে এবং শস্য পাইবার আশায় ইহারা দলে দলে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভারতবর্ষে ইহারা বাসা বাঁধে না বা ডিম পাড়ে না। সাইবিরিয়ায় ইহারা গলিত মাংসভুক্ শ্রেণীর সহিত সহবাসাদি করিয়া সন্তান উৎপাদন করে। এই বর্ণশঙ্কর কাক এদেশে দেখা যায় না।

৬। কাশ্মীর-প্রদেশে, পশ্চিম এসিয়ায় এবং য়ুরোপে একপ্রকার দাঁড়কাক দেখা যায়; বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রমতে ইহারা ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইহাদিগের সমস্ত অবয়বের বর্ণ কাল; মস্তক, গলা, ঘাড় ও নিম্নদেশের পালক নীলবর্ণের চিক্কণতা ও পাটলের আভাযুক্ত। ইহাদের পরিমাণ দাঁড়কাকেরই ন্যায়, সামান্য ইতরবিশেষ আছে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে রুক (Rook) ও ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে "করভাস্ ফ্রুগাইলিগাস্" (C. Frugilegus) বলে। ইহাদের শাবক ৫ মাসের হইলে তাহাদের নাসা-লোম (Nasal bristles) পড়িয়া যায় ও তাহার দুইমাস পরেই তাহাদের মুখের সম্মুখভাগে অর্থাৎ ঠোঁটের মূলে কিছুমাত্র পালক থাকে না। এই কাক ভারতবর্ষে বাসা বা সন্তানোৎপাদন করে না। ইহারা প্রধানতঃ শস্যভোজী, চরিবার জন্য দলে দলে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং খাল বিল ও জলাশয়ে কীটাদি ধরিয়া খায়।

৭। কাশ্মীরে আরও এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকার দাঁড়কাক দেখা যায়, ইহাদিগকে ক্ষুদ্রচঞ্চু দাঁড়কাক বলা যায়। ইহাদের মস্তক ও কপাল চিক্কণ ও কৃষ্ণবর্ণ, ঘাড় গাঢ় ধূসরবর্ণ, মস্তকের পার্শ্ব ও গলা তরল ধূসর বর্ণ, অর্দ্ধেক গলায় প্রায় শ্বেতবর্ণের কাঁঠি আছে। উপরের স্তরে পালক ও পুচ্ছ সুচিক্কণ নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, পালকের কলম ধূসর, গলার নিম্নভাগ কৃষ্ণবর্ণ, অন্যান্য পালকও শ্লেটের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। দীর্ঘ ৬.১৩ ইঃ, পুচ্ছ ৫॥ ইঃ, ডানা ৯ ইঃ, পায়ের ডাঁটি ১॥ ইঃ, ও ঠোঁট ১॥ ইঃ মাত্র। ইংরাজীতে ইহাদিগকে "জ্যাক ড" (Jackdaw) ও ইংরাজী শাকুন-শাস্ত্রানুসারে "করভাস্ মনিডিউলা" (C. monedula) বলে। ভারতের মধ্যে কাশ্মীর ও উত্তর-পঞ্জাবে ইহাদিগকে দেখা যায়। শীতকালে আম্বালা প্রদেশে পর্ব্বতের নিকটেও ইহাদের দেখা যায়। ইহারা কাশ্মীরে পুরাতন অট্টালিকা ও বৃক্ষাদিতে বাসা বাঁধিয়া বাস করে। ইহারা ৪ হইতে ৬টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে।

৮। শ্বেতকাক—কাকের ন্যায় অবিকল আকারের একপ্রকার পক্ষী আছে, তাহার সমস্ত পালক কাকাতুয়ার ন্যায় শাদা। পদদ্বয় ও ঠোঁট এবং চক্ষুও কাকাতুয়ার ন্যায়। ইহাদিগকে শ্বেতকাক বলে।

কাক সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশে কয়েকটি প্রবাদ আছে—

(১) ইহারা এক চক্ষে দেখিতে পায় না, কারণ রাম

সীতা একদিন বনে বেড়াইতেছিলেন। ইন্দ্রপুত্র সীতার রূপ দেখিয়া মোহিত হন এবং কাকরূপে সীতার বক্ষ বসন আকর্ষণ করেন। নখাঘাতে সীতার স্তনে রক্তপাত হয়। রাম দেখিয়া বাণ ত্যাগ করেন। বাণ কাকের চক্ষুতে লাগে। তদবধি কাকেরা একটি চক্ষুর দৃষ্টি হারাইয়াছে। (রঘুবংশ, ১২।২২-২৩) এ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

"দয়ার সাগর রাম না মারেন পাখী।
তীক্ষ্ণবাণে বিঁধিলেন তার এক আঁখি॥"

(২) যদি কোন গৃহস্থের ছাদে বসিয়া একটা কাক আর একটা কাকের গাত্রকীট বাছিয়া দেয় ও মাথার পালক সংযত করিয়া দেয়, আর যদি কোন সধবা পুত্র-সম্ভাবিতা বধূ বা কন্যা তাহা দর্শন করে, তবে গৃহিণীরা স্থির করেন যে সেই মাসের ঋতুস্নানের পরই সে কামিনী গর্ভিনী হইবে।

(৩) কাকের পালক স্পর্শ করিলে পূর্ব্বধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। অনেকে এই বিশ্বাসে কাকের পালক ছুঁইলে সবস্ত্র স্নান করিয়া থাকেন।

(৪) কাক ঝড় ব্যতীত মরে না। "কাক মরে ঝড়ে, বিড়াল বলে আমার শাপ ফল্লো হাড়ে হাড়ে।" (এই শাপটা কি বা তাহার ইতিহাস আছে কিনা জানা যায় নাই।)

(৫) কাক যখন প্রত্যুষে উঠিয়া ডাকিতে থাকে ও ইতস্ততঃ উড়িতে থাকে অথচ আহার গ্রহণ করে নাই তখন শুভোদ্দেশে যাত্রা করিলে মঙ্গল হয়। ডাকের বচনে আছে—"উঠে পড়ে খায় না, তখন কেন যায় না।"

(৬) কাক নাপিত শিয়াল।
এই তিন চতুরাল॥

(৭) পক্ষী জাতির মধ্যে কাক চণ্ডালজাতীয়। ইহারা শবদেহ পরিষ্কার করে। কেহ কেহ আবার ইহাকে ব্রাহ্মণ জাতীয়ও বলে।

(৮) কাকমাংস তিক্ত, কোন পশুপক্ষীর খাদ্য নহে। লোকে স্বার্থপরতার তুলনায় বলে, "কাক সকলের মাংস খায়, কিন্তু তার মাংস কেহ খাইতে পায় না।" [কাকচরিত্র দেখ।]

মদনপালের মতে ইহার মাংস গুণ—লঘু, অগ্নিদীপক, বৃংহণ, বলকারক, আয়ু ও চক্ষুর হিতকর এবং ক্ষত ও ক্ষয়রোগ-নাশক।

৫ এক কড়ার চতুর্থাংশ। ৬ দ্বীপবিশেষ। ৭ তিলকবিশেষ। ৮ শিরোঽবক্ষালন। ৯ (ত্রি) কুৎসিতভাবে গমনকারী, খোঁড়া। ১০ অতি ধৃষ্ট।

কাককঙ্গু (স্ত্রি) কাকপ্রিয়া কঙ্গুঃ মধ্যলো°। ধান্যবিশেষ। চীনা। (চীনকস্তু কাককঙ্গুঃ। হেম ৪।২৪৪।)

কাককলা (স্ত্রী) কাকস্য কলা অবয়ব ইব অবয়বো যস্যাঃ, মধ্যলো°। কাকজঙ্ঘা।

কাকঘ্নী (স্ত্রী) কাকং হন্তি, কাক-হন্-ট-ঙীপ্। মহাকরঞ্জ।

কাকচরিত্র (ক্লী) কাকস্য চরিত্রং বর্ণিতং যত্র, বহুব্রী। শাকুনশাস্ত্রের অংশবিশেষ; ইহাতে কাকের চেষ্টাদি ও শব্দবিশেষ দ্বারা কিরূপে লাভালাভ জানিতে পারা যায়, তাহারই উপদেশ লিখিত আছে। বসন্তরাজ প্রণীত শাকুনশাস্ত্রে ইহার মত লিখিত হইয়াছে। তাহা এই—

"কাক পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজ; বর্ণ ও স্বর দ্বারা ঐরূপ ভেদ বুঝিয়া লইতে হয়। যে সকল কাক পরিমাণে বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও বৃহৎ মস্তকযুক্ত এবং যাহাদিগের স্বর গম্ভীর, তাহারা বিপ্রজাতি। যাহাদের মিশ্রবর্ণ, পিঙ্গল অথবা নীলচক্ষু, তীক্ষ্ণরব এবং অতিশয় বল আছে, তাহারা ক্ষত্রিয় জাতি। যাহাদের বর্ণ পাণ্ডু বা নীল, চক্ষু শ্বেত বা নীল, শব্দ অল্প রূঢ়, তাহারা বৈশ্যজাতি। যাহাদের বর্ণ ভস্মের ন্যায়, শরীর কৃশ, শব্দ অধিকাংশ ককারযুক্ত, স্বভাব চঞ্চল, তাহারা শূদ্রজাতি এবং যাহাদের মুখদেশ রূক্ষ, সূক্ষ্ম ও পাতলা, স্কন্ধদেশ দীপ্তিবিশিষ্ট, শব্দ ও বুদ্ধিবৃত্তি স্থির, আশঙ্কা অল্প, তাহারা অন্ত্যজ। দ্রোণনামক কৃষ্ণবর্ণ বিপ্রকাক (দাঁড়কাক) শ্রেষ্ঠ, অভাবে যাহাদের কণ্ঠদেশ শ্যামবর্ণ, তাহাদিগের লক্ষণাদি দেখিবে। অদ্ভুত দর্শন বলিয়া শ্বেতকাক গ্রাহ্য নহে। বিপ্রকাকের নিকট প্রশ্ন করিলে, তাহারা পরিষ্কার উত্তর দেয়। ক্ষত্রিয়কাক তাহা অপেক্ষা অল্প। বৈশ্যকাক অধিবাসন পাইলে এবং শূদ্রকাক পূজা পাইলে উত্তর দেয়। কিন্তু অন্ত্যজকাক সর্ব্বদাই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে। এই পাঁচ প্রকার কাকের শব্দ দ্বারা যথাক্রমে তৎক্ষণাৎ, তিনদিন ও সপ্তাহ বা একপক্ষ অন্তরে ফল পাওয়া যায়।

"শান্ত ও প্রদীপ্তভাবে শব্দ করিলে তাহা শুভপ্রদ, কিন্তু রৌদ্রস্বরে শব্দ করিলে তাহা প্রশস্ত নহে। সর্ব্বত্র মধুর শব্দই প্রশস্ত। প্রদীপ্তভাবে অথচ পরুষস্বরে শব্দ করিলে কার্য্য নিষ্পন্ন হইলেও পুনর্ব্বার তাহা বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রদীপ্ত অথচ শান্তভাবে শব্দ করিলে, তাহা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়। শান্ত ও প্রদীপ্তভাবে বাহিরে একবার শব্দ করিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াও যদি পুনর্ব্বার সেইরূপ শব্দ করে, তাহা হইলে সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমে দীপ্ত শব্দ করিয়া পরে শান্ত শব্দ করিলে কার্য্য নষ্ট হইয়া দ্বিতীয়বারে সিদ্ধ হয়।

"সূর্য্যোদয়ের সময় পূর্ব্বদিকে কোন নির্দ্দোষ স্থানে বসিয়া

সম্মুখভাবে শব্দ করিলে শত্রুনাশ, চিন্তিত কার্য্যের সিদ্ধি এবং স্ত্রী ও রত্ন লাভ হয়। অগ্নিকোণে বসিয়া শব্দ করিলে, শত্রুনাশ, ভয়নাশ ও স্ত্রীলাভ হয়। দক্ষিণদিকে পরুষ স্বরে শব্দ করিলে অতি দুঃখ, রোগ বা মৃত্যু; কিন্তু মধুরস্বরে শব্দ করিলে কার্য্যসিদ্ধি ও স্ত্রীলাভ হয়। নৈর্ঋতদিকে সহসা শব্দ করিলে ক্রূরকার্য্য সংঘটন, দূতাগমন ও কার্য্যের মধ্যমসিদ্ধি ঘটে। পশ্চিমদিকে শব্দ করিলে বৃষ্টি হয়; স্ত্রী, বস্ত্র ও রাজপুরুষ আগমন করে এবং স্ত্রীর সহিত কলহ হইয়া থাকে। বায়ুকোণে শব্দ করিলে বাঞ্ছিত বস্ত্র, অন্ন ও যান লাভ হয়; কিন্তু পূর্ব্বের বৃত্তি বিনষ্ট হয় এবং অতিথির আগমন ও স্বদেশ হইতে নিজের বিদেশ গমন হইয়া থাকে। উত্তরদিকে শব্দ করিলে দুঃখ, সর্পভয়, দরিদ্রতা, ধননাশ ও প্রিয়ব্যক্তি লাভ হয়। ঈশানদিকে শব্দ করিলে স্ত্রী ও অন্ত্যজাতি আগমন করে এবং রোগের কারণ উৎপত্তি, প্রিয় বস্তুলাভ ও পীড়ার আধিক্য থাকিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-প্রদেশে অর্থাৎ ঊর্দ্ধদিকে মধুর স্বরে শব্দ করিলে, বাঞ্ছিত অর্থলাভ, প্রভুর অনুগ্রহ ও ধন লাভ হয়।

"প্রথম প্রহরের সময় পূর্ব্বদিকে কাক ডাকিলে চিন্তিত কার্য্যের সিদ্ধি, অভীষ্ট ব্যক্তির আগমন ও বিনষ্ট বিষয়ের লাভ হইয়া থাকে। অগ্নিকোণে ডাকিলে স্ত্রীলাভ ও শত্রুনাশ হয়। দক্ষিণদিকে ডাকিলে স্ত্রীলাভ, সুখলাভ ও প্রিয়সঙ্গ লাভ হয়। নৈর্ঋতদিকে ডাকিলে প্রিয়পত্নী, মিষ্টান্ন ও চিন্তিত বিষয়ের সিদ্ধি লাভ হয়। পশ্চিমে ডাকিলে পূজ্যজনের আগমন ও বৃষ্টি হয়। বায়ুকোণে ডাকিলে শুভ, রাজপ্রসাদ ও পথিক দর্শন হয়। উত্তরে ডাকিলে ভয়, চৌর ও শোক-সংবাদ, অথবা মনোরম সংবাদ ও ধনলাভের সংবাদ আসিয়া থাকে। ঈশানকোণে ডাকিলে প্রিয়ব্যক্তির সহিত আলাপ, অগ্নিভয় ও বহুলোকের সঙ্গ হয়। ব্রহ্মদেশে ডাকিলে সুখ ও কামভোগ, সম্মান, সম্পদ, ধন ও সিদ্ধি লাভ হয়।

"দ্বিতীয় প্রহরে পূর্ব্বদিকে কাকের শব্দ হইলে কোন পথিকের আগমন, চৌরভয়, ব্যাকুলতা ও অতিশয় শঙ্কা; অগ্নিকোণে কলহ, প্রিয়ব্যক্তির আগমন-সংবাদ ও স্ত্রীলাভ; দক্ষিণে বৃষ্টি, অতিশয় ভয় ও প্রিয়ব্যক্তির সমাগম; নৈর্ঋতে প্রাণভয়, স্ত্রী ও ভোজ্যলাভ এবং যাবতীয় রোগনাশ; পশ্চিমে স্ত্রীলাভ, স্ত্রীর আগমন, সম্পদ্‌বৃদ্ধি ও কুবর্ষণ; বায়ুকোণে ধ্বজ ও চৌর সঙ্গ, দূতের আগমন এবং স্ত্রী, মাংস ও অন্নলাভ; উত্তরে রম্য রব করিলে স্বগণ ও ইষ্ট ব্যক্তির আগমন এবং জয়লাভ; অরম্য রব করিলে চৌরভয়; ঈশানে রূক্ষ শব্দ করিলে চৌরভয়, অগ্নিভয় ও বিরুদ্ধ বাক্য অরূক্ষ হইলে গুরুর আগমন ও জয়লাভ; ব্রহ্মপ্রদেশে সুশব্দ করিলে রাজপ্রসাদ ও মিষ্টান্ন লাভ এবং কুশব্দ করিলে চৌরভয় হইয়া থাকে।

"তৃতীয় প্রহরে পূর্ব্বদিকে রূক্ষ শব্দ করিলে সম্পদ্ বৃদ্ধি ও চৌরভয় হয় এবং রম্য শব্দ করিলে রাজার আগমন, জয়লাভ ও কার্য্যসিদ্ধি হয়। এইরূপ অগ্নিকোণে বিরুদ্ধ শব্দে অগ্নিভয়, কলহ, বিরুদ্ধ সংবাদ ও যাত্রার বিফলতা, বিশুদ্ধ শব্দে জয়াদি সংবাদ; দক্ষিণ দিকে শীঘ্রই রোগোদ্ভব, আপ্ত-ব্যক্তির আগমন ও ক্ষুদ্র কার্য্যের সিদ্ধি; নৈর্ঋত দিকে মেঘাগম, মিষ্টান্নলাভ, শত্রুনাশ, শূদ্রের আগমন, প্রভুর বিরুদ্ধ সংবাদ ও যাত্রায় কার্য্যনাশ; পশ্চিমে নষ্টধন লাভ, দূরপথে গমন, সুহৃদ্‌ব্যক্তির আগমন, স্ত্রীলাভ, অভীষ্ট জয়াদির সংবাদ ও যাত্রায় কার্য্যসিদ্ধি; বায়ুকোণে দুর্দ্দিন বার্ত্তা, অপহৃত বস্তুর লাভ, সন্তোষকর সংবাদ, উত্তম স্ত্রীলাভ ও যাত্রা; উত্তর দিকে কার্য্যসিদ্ধি, অর্থলাভ, ভোজ্যবৃদ্ধির জন্য শুভসংবাদ, গমন ও বৈশ্য-সমাগম; ঈশানদিকে সুশব্দে ভোজ্য ও জয়লাভ, কুশব্দে হানি ও কলহ এবং ব্রহ্মদিকে শব্দ করিলে তিলতণ্ডুল ও তাম্বূলযুক্ত ভোজ্য লাভ হইয়া থাকে।

"চতুর্থ প্রহরে পূর্ব্বদিকে অর্থলাভ, রাজপূজা, অভয়, সম্পদ্ বৃদ্ধি ও রোগ; অগ্নিকোণে ভয়, রোগ, মৃত্যু ও শিষ্টাগম; দক্ষিণদিকে তস্কর ও শত্রুভয়, শিষ্টজনের আগমন, রোগ ও মৃত্যু; নৈর্ঋতে অতি বৃদ্ধি, অভীষ্টসিদ্ধি ও পথে চৌরের সহিত যুদ্ধ; পশ্চিমে ব্রাহ্মণের আগমন, অর্থলাভ, স্ত্রী ও জয়লাভ, বৃষ্টি, যাত্রায় সিদ্ধি এবং রাজপ্রসাদ; বায়ুকোণে প্রিয়স্ত্রীর আগমন, সপ্তাহ মধ্যে প্রবাস এবং সত্বর প্রত্যাগমন; উত্তরে পথিকের আগমন, তাম্বূললাভ, কুশল সংবাদ, বৈশ্য হইতে ধনলাভ, অশ্বাদি আরোহণ এবং যাত্রা নিরুদ্ধ জন্য রোগীর মৃত্যু; ঈশানদিকে স্বর্ণের সংবাদ ও রোগনাশ এবং ব্রহ্মদিকে শব্দ করিলে মধ্যম বার্ত্তা ও মধ্যমসিদ্ধি হয়।

"দিক্ ও প্রহরাদি অনুসারে যে সকল শুভাশুভ বিমিশ্র ভাবে কথিত হইল, তন্মধ্যে দীপ্তশব্দ অশুভ ও শান্তশব্দ শুভকর বলিয়া জানিবে; অথচ দীপ্তদিকের রব শান্তদিকে প্রসারিত হইলে অধিক ফলপ্রদ; দীপ্তদিকে অবস্থিত হইয়া দীপ্তদিক্ দেখিতে দেখিতে শব্দ করিলে তাহা দুষ্ট; দীপ্তদিকে থাকিয়া প্রদীপ্ত দিক্ দেখিতে দেখিতে শব্দ করিলে তাহাও দুষ্ট; দীপ্তদিকে থাকিয়া প্রশান্ত দিক্ সম্মুখ করিয়া শব্দ করিলে তুচ্ছ ও দুষ্ট ফলপ্রদ; শাখায় বসিয়া শান্তদিক্ দেখিতে দেখিতে রূক্ষ শব্দ করিলে অল্প অনিষ্ট; শান্তদিকে থাকিয়া প্রদীপ্ত দিক্ দেখিতে দেখিতে শান্তস্বরে শব্দ করিলে অল্প

অভীষ্টপ্রদ এবং শান্তদিকে থাকিয়া দীপ্তদিক্ দেখিতে দেখিতে শব্দ করিলে শীঘ্র অভীষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। এইরূপে মনুষ্যগণ কাকসমূহের আকার, চেষ্টা ও রব বিভাগ করিয়া দিবারাত্রে চারি প্রহর অনুযায়ী শুভাশুভ নিরূপণ করিবেন

"কাল ও স্থানবিশেষে কাকের বাসা নির্ম্মাণ দেখিয়াও শুভাশুভ নিরূপিত হয়।

বৈশাখ মাসে নিরুপদ্রব বৃক্ষে বাসা নির্ম্মাণ করিলে দেশের মঙ্গল এবং কুৎসিত, শুষ্ক বা কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে বাসা নির্ম্মাণ করিলে দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। প্রশস্ত বৃক্ষের পূর্ব্ব শাখায় বাসা করিলে বৃষ্টি, শকুনপ্রাসাদ, নীরোগ ও বিজয়; অগ্নিকোণের শাখায় বৃষ্টি, ভয়, কলহ বা পাপ, দুর্ভিক্ষ ও শত্রু দ্বারা দেশনাশ এবং পশুদিগের পীড়া; দক্ষিণশাখায় অল্প বৃষ্টিপাত, অন্ননাশ ও শত্রুবিরোধ; নৈর্ঋত শাখায় বাসা করিলে বর্ষাকালে অল্পবৃষ্টি, মনুষ্যের রোগ, শত্রু ও চৌরভয়, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ; পশ্চিমশাখায় বৃষ্টি, নীরোগ, মঙ্গল, সুভিক্ষ, সম্পদ্ ও আনন্দ; বায়ুকোণস্থ শাখায় অত্যন্ত বায়ু অর্থাৎ ঝটিকাদি, অল্পবৃষ্টি, মূষকের উপদ্রব, শস্যনাশ ও দুই পক্ষে মহাবিরোধ; উত্তর শাখায় বাসা করিলে বর্ষাকালে পরিমিত বৃষ্টি, মঙ্গল, সুভিক্ষ, সুখ, নীরোগ, সম্পদ্ বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি; ঈশানদিকস্থ শাখায় অল্পবৃষ্টি, শত্রুবৃদ্ধি, প্রজাদিগের উৎসর্গ, বান্ধবদিগের কলহ-প্রবৃত্তি এবং লোকসকল মর্য্যদাশূন্য হইয়া থাকে। বৃক্ষের অগ্রভাগে বাসা করিলে অত্যন্তবর্ষণ; মধ্যদেশে করিলে মধ্যমরূপে বৃষ্টি এবং নিম্নদেশে করিলে একেবারে অনাবৃষ্টি হয়। ভূমিতে কুলায় করিলে অবৃষ্টি ও রোগাদি ভয়ের বৃদ্ধি; শুষ্ক বৃক্ষে বাসা বাঁধিলে দাঙ্গা অর্থাৎ লাঠালাঠী ও অন্ননাশ; প্রাচীরের রন্ধ্রে প্রভৃত ভয়, নিম্নপ্রদেশে, তরু কোটরে, বল্মীক রন্ধ্রে ও লতায় বাসা করিলে পীড়া, অবৃষ্টি ও দেশ নিয়মশূন্য হয়।

"কাকের অণ্ডপ্রসবানুসারে শুভাশুভ নির্ণয় করা যায়।— একটি অণ্ডপ্রসব করিলে তাহাকে বারুণ, দুইটি করিলে অগ্নি, তিনটি করিলে বায়ু ও চারিটী করিলে ঐন্দ্র বলিয়া থাকে। বারুণ অণ্ডপ্রসবে পৃথিবী শস্যপূর্ণা হয়, অগ্নি-অণ্ডপ্রসবে মন্দবর্ষণ হয় ও রোপিত বীজের অঙ্কুর হয় না; বায়ু-অণ্ডপ্রসবে শস্য উৎপন্ন হইলেও তাহা শুক, শলভ প্রভৃতি কীটগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলে এবং ঐন্দ্র অণ্ড প্রসব করিলে পৃথিবীতে মঙ্গল, সুভিক্ষ, সুখ ও কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

"কাকের শব্দ চেষ্টাদি অনুসারে যাত্রাকালীন শুভাশুভ নির্ণয়।—প্রবাসী যাত্রাকালে কাকদিগকে দধি ও অন্নযুক্ত পূজা প্রদান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নমস্কার করিবে।—

মন্ত্র।—ভুঙ্ক্ষ্ব বলিং পক্ষিষু মন্ত্রপূতং
ত্বং প্রাণিষু প্রাণিষি বর্দ্ধলক্ষ্ম্।
শুক্লেন চ স্ত্রীং ভজসে নমোঽস্তু
তুভ্যং খগেন্দ্রায় সকৃৎপ্রজায়॥

নমস্কারের পর স্বীয় কার্য্য স্মরণ করিয়া তাহার সিদ্ধিকামনায় কাক দর্শন করিতে হইবে। কাক যদি সেই সময়ে বামদিকে মধুর শব্দ করিয়া দক্ষিণদিক্ দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি ও প্রত্যাগমন হইয়া থাকে। সেই কাক যদি পুনর্ব্বার বামদিক্ দিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যাগত হয়, তবে অভীষ্ট কার্য্যের সিদ্ধি, মঙ্গল ও শীঘ্র প্রত্যাগমন হয়। বামদিকে অনুলোম অর্থাৎ উপর হইতে নীচে আসিবার সময় মধুর রব করিলে প্রয়োজন সিদ্ধি; বাম ও দক্ষিণ উভয়দিকে ঐরূপ শব্দ করিলে কার্য্যের সিদ্ধি অসিদ্ধি উভয়ই হইয়া থাকে, অর্থাৎ কার্য্যসমূহের মধ্যে কতক কার্য্যের সিদ্ধি এবং কতকগুলির অসিদ্ধি ঘটে। পৃষ্ঠদেশে মধুর শব্দ করিতে করিতে অনুগমন করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। শব্দ করিতে করিতে অগ্রে যাইলে, উপস্থিত হইয়া হর্ষ প্রকাশ করিলে, অথবা পদ দ্বারা মাথা চুলকাইলে অভীষ্টসিদ্ধি হয়। হাতী বাঁধিবার থামে বসিয়া শব্দ করিলে হস্তীলাভ, হস্তীর উপরে রাজত্ব, অশ্বে বাহন ও ভূমিলাভ, ধ্বজে বিজয়, কূপে নষ্ট বস্তু ও জয়লাভ, নদীতীরে কার্য্যসিদ্ধি, পূর্ণ ঘটে ধনলাভ; প্রাসাদ, ধান্যরাশি, হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ, শস্যপূর্ণ ও তৃণপূর্ণ ভূমিতে বসিয়া শব্দ করিলে ধনলাভ এবং যুগ্মশব্দ করিলেও ধনলাভ হয়। পৃষ্ঠদেশে বা সম্মুখে গোময়ের উপরে বসিয়া অথবা বটাদি বৃক্ষে বসিয়া বিষ্ঠাপূর্ণ মুখে শব্দ করিলে অভিলষিত ভোজন পান লাভ হয় এবং অন্নাদি, বিষ্ঠা, ফল, মূল, পুষ্প বা মৎস্যপূর্ণ মুখ দেখিলেও মিষ্টান্নভোজন হয়। নারী-শিরস্থ পূর্ণ ঘটে বসিয়া শব্দ করিলে স্ত্রী ও ধনলাভ, শয্যার উপরে বসিয়া শব্দ করিলে সুজন সমাগম হইয়া থাকে। সম্মুখে গোপৃষ্ঠ, বৃক্ষ, দূর্ব্বা বা গোময়ে চঞ্চু ঘর্ষণ করিতেছে, অথবা অন্যকে আহার দিতেছে, এরূপ অবস্থা দেখিতে পাইলে বিচিত্র ভোজ্য লাভ হয়। ধান্য, যব, দধি বা ঘৃত দেখিয়া শব্দ করিলে ধন লাভ, মুখে কাঁচা তৃণ লইয়া সম্মুখে দেখা দিলে লাভ; মনোরম অঙ্কুর, পত্র, পুষ্প, ফুল ও ছায়াযুক্ত বৃক্ষে শব্দ করিলে কার্য্যসিদ্ধি; বৃক্ষের শিখরদেশে প্রশান্তভাবে শব্দ করিলে স্ত্রীসঙ্গ, ধান্যাদি রাশিতে শব্দ করিলে অন্নলাভ, গো-পৃষ্ঠে গো ও স্ত্রীলাভ, হস্তিশিশু-পৃষ্ঠে মঙ্গল, গর্দ্দভের পৃষ্ঠে শত্রুভয় ও বধ, শূকরপৃষ্ঠে বধ, ঘন পঙ্কযুক্ত শূকরপৃষ্ঠে ধন লাভ, মহিষ

পৃষ্ঠে সদোজ্বর, মৃতশরীরে মৃত্যু, শূন্যকলসে কার্য্যক্ষতি ও কাষ্ঠে কলহ হয়। দক্ষিণদিকে শব্দ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া যাইলে, সম্মুখ দিয়া আসিলে, অথবা পশ্চাৎদিকে শব্দ করিতে করিতে বিপরীতভাবে গমন করিলে রক্তপাত হইয়া থাকে। বাম ও দক্ষিণ ক্রমে উত্তরদিকে শব্দ করিলে অনর্থ, বামদিকে বিপরীতভাবে গমন করিলে বিঘ্ন, পশ্চাৎদিক্ হইতে শব্দ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া গেলে রক্তপাত, লতাদি লইয়া প্রদক্ষিণ করিলে সর্পভয়, গো-পুচ্ছ ও বল্মীক উপরে বসিয়া শব্দ করিলে সর্পদর্শন, অঙ্গার, চিতা ও অস্থির উপরে বসিয়া শব্দ করিলে মৃত্যু, কর চর্ব্বণ করিয়া শব্দ করিলে হানি ও পীড়া, পৃষ্ঠদেশে নিষ্ঠুর শব্দ করিলে মৃত্যু, শূন্যমুখ প্রসারিত করিয়া থাকিলে অমঙ্গল, পরাঙ্মুখ হইয়া থাকিলে রক্তপাত বা মৃত্যুভয়, চঞ্চু বা অস্থি ভঙ্গ হইলে অস্থিভঙ্গ বা বন্ধন, পরস্পর যুদ্ধ করিলে বধ ; পরাঙ্মুখ হইয়া শুষ্ক বৃক্ষে থাকিলেও রোগ, তিক্তবৃক্ষে কলহ ও কার্য্য নাশ, কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে পক্ষদ্বয় কাঁপাইয়া রূক্ষ শব্দ করিলে মৃত্যু, ভগ্নশাখায় বধ, লতাবেষ্টিত থাকিলে বন্ধন, কণ্টকযুক্ত রম্যবৃক্ষে কলহ ও কার্য্যসিদ্ধি, আচ্ছন্নবৃক্ষে রক্তপাত ; বিষ্ঠা, আবর্জনা, মৃত্তিকা, তৃণ, কাষ্ঠ, কূপ ও ভস্মাদিতে কার্য্যনাশ হইয়া থাকে। কাকমুখে লতা, রজ্জু, কেশ, শুষ্ক কাষ্ঠ, চর্ম্ম, অস্থি, জীর্ণবস্ত্র, বল্কল, অঙ্গার, রক্তোৎপল ও খোলা দেখিতে পাইলে পুণ্যক্ষয়, পাপ সমাগম, এবং পথে ও আলয়ে মহদ্ভয়, রোগোৎপত্তি, বন্ধন, বধ ও সর্ব্বধনাপহরণ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। ঊর্দ্ধমুখ হইয়া চঞ্চল পক্ষে কর্কশ শব্দ করিলে মৃত্যু, এক পা সঙ্কুচিত করিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দীপ্ত স্বরে শব্দ করিলে অথবা কাষ্ঠাদি কুট্টিত করিলে যুদ্ধাদিতে অনর্থ, চঞ্চুদ্বারা পুচ্ছদেশ কণ্ডূয়ন করিয়া শব্দ করিলে মৃত্যু, এক পায়ে উপবিষ্ট থাকিলে বন্ধন, যাত্রাকারীর মস্তকে বিষ্ঠা বা গোময় নিক্ষেপ করিলে বন্ধন, অস্থিনিক্ষেপ করিলে মৃত্যু, ঊর্দ্ধদিকে শব্দ করিলে স্ত্রীদোষ ; মনুষ্য, হস্তী বা অশ্ব মস্তকে বসিয়া শব্দ করিলে মৃত্যু এবং নদীতীরে বা বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কর্কশ শব্দ করিলে ব্যাঘ্রভয় ঘটে। পীড়িত বা দুশ্চেষ্ট কাক দর্শনে অমঙ্গল, মনুষ্য বা অশ্বমস্তকে অথবা রথে দৃষ্ট হইলে সৈন্যবধ, সৈন্যের সম্মুখ দিয়া আসিলে পরাজয়, মাংস না থাকিলেও গৃধ্র ও কঙ্কসহ শিবির মধ্যে কাক প্রবেশ করিলে শত্রুগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলে সন্ধি ; ছিন্নধ্বজে আরোহণ করিয়া সমুদ্যত শত্রুসৈন্যগণের দিকে চাহিয়া থাকিলে, অথবা বটাদি ক্ষীরীবৃক্ষে আরোহণ করিয়া শব্দ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দিগনুসারে ও প্রহরানুসারে কাকশব্দের যেরূপ শুভাশুভ কথিত হইয়াছে, যাত্রাকালে তাহাও অনুসন্ধান করিতে হয়।

"কাকের চেষ্টাবিশেষ দ্বারা শুভাশুভ নিরূপিত হয়।—অকারণে বহুকাক একত্র মিলিত হইয়া শব্দ করিলে গ্রামে অন্ননাশ হয় ; চক্রাকৃতি হইয়া শব্দ করিলে গ্রামের রোধ এবং বাম ও দক্ষিণদিকে ভ্রমণ করিলে গ্রামে ভয় উপস্থিত হয় ; রাত্রিকালে শব্দ করিলে জনসমূহের বিনাশ হয়। চঞ্চু ও চরণদ্বারা লোকদিগকে উদ্বেজিত করিলে শত্রুসমূহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নান করিয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া শব্দ করিলে বৃষ্টি হয়। এইরূপ জলজন্তু ও স্থলজন্তু বিপরীত ব্যবহার করিলে অর্থাৎ জলচর স্থলে আসিলে এবং স্থলচর জলে যাইলে বর্ষাকালে বৃষ্টি ও অন্য সময়ে ভয় ঘটিয়া থাকে। মধ্যাহ্নকালে কাহারও গৃহের উপর কাক বসিয়া শব্দ করিলে, চোর তাহার ধনাদি অপহরণ করে, অথবা অন্য কোন প্রমাদ ঘটিয়া থাকে। অদৃষ্টভাবে তৃণপূর্ণমুখে শব্দ করিলে অগ্নিভয়, অথবা স্বস্থানে থাকিলে কিম্বা প্রবাসে গমন করিলেও তিন দিবস মধ্যে বিবিধ দুঃখ ঘটে। ছায়ায় বসিয়া শব্দ করিলে লাভ, ভূমিতে ভূমিলাভ, জলে বিঘ্ন, প্রস্তরে কার্য্যনাশ, (স্বস্থানস্থিত বা প্রবাসী হইলেও তাহাকে অনুভব করিতে হয়।) দ্বারদেশে রুধিরলিপ্ত হইয়া শব্দ করিলে শিশুনাশ, পাখা কাঁপাইতে কাঁপাইতে রূক্ষ শব্দ করিলে গৃহের অমঙ্গল, ঊর্দ্ধদিকে পাখা তুলিয়া কর্কশ শব্দ করিলে প্রলয়, ক্রুদ্ধ হইয়া অপর কাকের উপর আরোহণ করিয়া শব্দ করিলে রোগ দ্বারা মৃত্যু, কাককর্ত্তৃক দ্রব্য নষ্ট বা অপহৃত হইলে বিনাশ ও লাভ হইয়া থাকে। কাকের নিকট রোগবিনাশের প্রশ্ন করিলে,—সুরব করিলে শীঘ্র রোগনাশ ও শান্তপ্রদেশে কর্কশ শব্দ করিলে বিলম্বে রোগনাশ হইয়া থাকে। প্রশ্ন করিলে যদি শান্তদিক্ আশ্রয় করিয়া শান্তস্বরে শব্দ করে, তাহা হইলে শুভ, তাহার বিপরীত হইলে অশুভ হয়। কুম্ভে অথবা জানালায় শব্দ করিলে গর্ভিণীর পুত্রোৎপত্তি হয়। কোন কণ্টকযুক্ত শাখা লইয়া উড়িয়া গেলে রাজার আগমন হইয়া থাকে। অন্নাদি, বিষ্ঠা ও মাংস প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণমুখ কাক অভীষ্ট ফল বলিয়া দেয় ; ঐরূপ কাক মন্ত্রাদিতে সিদ্ধি ও বাণিজ্যাদিতে লাভপ্রদ এবং বিবাহবিধিতে প্রশস্ত। কাক অশ্বাদি বাহনে অবস্থিত হইলে ইষ্টসিদ্ধি, ছত্রাদিতে অবস্থিত হইলে সেই সেই দ্রব্য লাভ, প্রাচীরে অবস্থিত হইলে বধূ আগমন এবং মনোরমবৃক্ষে অবস্থান করিলে মনোজ্ঞবিষয়ের লাভ হয়। গৃহের দিকে সম্মুখ হইয়া কুলকুলধ্বনি

করিলে পথিকের আগমন হয় এবং ঐরূপ ধ্বনি সর্ব্বকার্য্যে শুভজনক। কাকের মৈথুন দর্শন বা শ্বেতকাক দর্শন পৃথিবীর মহাভয় ও উৎপাতসূচক। ঐরূপ অদ্ভুত দর্শনে মানবদিগের উদ্বেগ, বিদ্বেষ, ভয়, প্রবাস, ধনক্ষয়, ব্যাধিভয়, প্রহার, বুদ্ধিনাশ, আকুলতা ও প্রমাদ ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল দুঃখরাশির শান্তিজন্য দর্শনমাত্রেই সবস্ত্র স্নান, ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্রদান, অনশন ও ভূমিশয়ন করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে এবং স্ত্রীসম্ভোগ ত্যাগ করিবে। ঐ সাতদিন অকাকঘাতী-ব্রত আচরণ করিতে হইবে। তাহার পর প্রভাতে স্নান করিয়া শান্তিবিধান করিবে এবং যথাশক্তি গুণী ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিবে। ঐরূপ অদ্ভুত দৃষ্টি যে দেশে ঘটে, তথায় অবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, ভয়, উপসর্গ, চোর, অগ্নি ও শক্রভয় এবং ধর্ম্মনাশ উপস্থিত হয়। রাজা তাহার শান্তি জন্য শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্ম করিয়া অন্ন, গো, ভূমি ও ধনদান করিবেন এবং এক বৎসর যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন।

"স্বরবিশেষ দ্বারা যেরূপ শুভাশুভ নির্ণীত হয়।—'ককাং' শব্দ মঙ্গলজনক, 'কেকাং' শব্দ অভিলষিত ভোজন ও যানলাভের কারণ এবং 'কুং কুং' শব্দে অর্থলাভ, 'কং কং' শব্দে স্বর্ণলাভ, 'কেং কেং' শব্দে সুন্দরী স্ত্রীলাভ, 'কাং কাং' শব্দে ভোগলাভ, 'কু কু' শব্দে পুত্রলাভ, 'কে কব' শব্দে যাত্রাসিদ্ধি, 'ক্রোং কোং' শব্দে শুভ লাভ, 'কুং কুং' শব্দে প্রিয়সঙ্গম হয়। 'ক্রাং ক্রূং' 'ক্রাং' ও 'ক্রাং ক্রাং' শব্দ যুদ্ধজনক, 'ক্রাং ক্রাং' 'ক্রোং ক্রোং' 'ক্রূং ক্রূং' ও 'ক্রো কু কু কূ' শব্দ মৃত্যুবোধক। 'খ গ' শব্দ যাত্রাকারীর মৃত্যুজনক, 'ক্রী ক্রীং' শব্দ ইষ্টার্থ-বিনাশকারী, 'জল জল' শব্দ অগ্নিভয়জনক, 'কী কী' ও 'কো কো' শব্দ বারম্বার করিলে তাহা বধজনক, 'কা' শব্দ সর্ব্বদা বিফলকারক, 'ক' শব্দ মিত্রলাভকারক, 'কা কা' শব্দ হানিকারক, 'কা কটী' শব্দ আহারদোষজনক, 'কু কু' শব্দ যুদ্ধজনক, 'কে কে' 'কা কুটি' ও 'কিং টিকি' শব্দ পরদোষসূচক, 'কাং কাং কাং' শব্দ মহৎ যুদ্ধসূচক, 'কাং' শব্দ বাহননাশক, 'কু কু কু' শব্দ হর্ষপ্রদ। শ্রান্ত, দীন ও উৎসাহহীন কাক দীর্ঘ 'কা' শব্দ করিলে তাহা কার্য্যনাশক, 'বক্ বক্' শব্দে মাংসভোজন, 'কলি কলি' শব্দে রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের নিবারণ ও রুক্ষস্বরে শব্দ করিলে বিদেশী ব্যক্তির আগমন, 'শব শব' শব্দে মৃত্যু, 'কণ কণ' শব্দে কলহ, 'কুলু কুলু' শব্দে প্রিয় ব্যক্তির আগমন, 'কট কট' শব্দে অন্ন ও দধিভোজন ঘটিয়া থাকে। এইরূপ বহু বহু প্রদীপ্ত ও শান্ত স্বরানুসারে শুভাশুভ লক্ষিত হয়।

"কাকদিগকে বলি অর্থাৎ তাহাদের অভীষ্ট আহারাদি প্রদান করিলে, তাহারা নিত্যই হিত বলিয়া থাকে, এজন্য প্রাচীন মুনিগণ তাহাদিগকে বলিপ্রদানের যেরূপ নিয়ম বলিয়াছেন, তাহাই এখন বর্ণিত হইতেছে।

"দক্ষিণদিক্ ব্যতীত অন্যান্যদিকে বটাদি ক্ষীরীবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া যেখানে বহুকাক একত্র থাকিবে, নিবৃত্তদিবসে তথায় উপস্থিত হইয়া কাকদিগকে বলিপিণ্ডের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে হইবে; পরদিন প্রাতঃকালে ঐ বৃক্ষের নিম্নদেশ পরিষ্কার করিয়া গোময় লেপন করিবে। তাহার পর ঐ স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বৈবস্বত, রাক্ষস, বরুণ, বায়ু, কুবের ও শম্ভুর পূজা করিয়া, অষ্টদিকে অষ্টলোকপালের পূজা করিবে; পূজাকালে প্রণব ও নমঃ শব্দযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অর্ঘ্য, আসন, আলেপন, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, দীপ, আতপ চাউল ও দক্ষিণা, এই সকল দ্রব্য পূজার উপকরণ। পূজান্তে তরু সন্নিবিষ্ট কাকদিগকে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া দধিপিণ্ডযুক্ত বলি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—'ইন্দ্রায় যমায় বরুণায় ধনদায় ভূতবায়সায় বলিং গৃহ্নাতু মে স্বাহা।'

"ঐ সমস্ত কার্য্যান্তে তথা হইতে অপসৃত হইয়া নিভৃত দেশে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া কাকের চেষ্টা বিশেষ দ্বারা শুভাশুভ লক্ষ্য করিবে। পূর্ব্বদিক্ হইতে খাইতে আরম্ভ করিলে সুখ ও ধন বৃদ্ধি, অগ্নিদিক্ হইতে আরম্ভ করিলে অগ্নিভয়, দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিলে অর্থনাশ, নৈর্ঋতে দিক্পালগণের কার্য্যহানী, পশ্চিমে অভীষ্টসিদ্ধি, বায়ুদিকে অন্ন বৃষ্টি, উত্তরে সুখ, আরোগ্য ও কার্য্যসিদ্ধি ও ঈশানদিকে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। চতুর্দ্দিকে বলি একেবারে বিলুপ্ত হইলে কার্য্যে শুভাশুভ উভয়ই ঘটিবার সম্ভাবনা এবং প্রদত্ত বলি একেবারে ভোজন না করিলে ভয়ের আশঙ্কা।

"ক্ষীরীবৃক্ষ, উপবন, চতুষ্পথ, নদীতীর ও দেবালয় প্রভৃতি স্থানে; ভূতদিন ও অষ্টমী তিথিতে, অর্দ্ধসিদ্ধ গোধূম বা ছোলা, দধি ও তণ্ডুলাদির দ্বারা বলি প্রদান করিতে হয়।

"এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে; তন্মধ্যে নারদাদি কথিত পিণ্ডত্রয় দানের ব্যবস্থা এইরূপ—"শুভদিনে চতুর্থ প্রহরের সময় পূর্ব্বকথিত স্থানে পিণ্ডত্রয় ভোজনের জন্য কাকদিগকে সযত্নে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। পরদিন প্রাতে ভূমিলেপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বরুণ, লোকপালগণ ও কাকদিগের যথাক্রমে দধ্যোদন, আতপতণ্ডুল, পুষ্প, ধূপ প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বাদি দিগনুসারে প্রথম

পিণ্ডে স্বর্ণ, দ্বিতীয় পিণ্ডে রৌপ্য, ও তৃতীয় পিণ্ডে লৌহ নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যে বলি প্রদানের উপযুক্ত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। তাহার পর নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা কাকদিগকে আহ্বান করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—'ওঁ হিবি টিমি বিটি কাকচাণ্ডালায় স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে বিখায় কাকচণ্ডালায় স্বাহা।"

"কাক সুবর্ণযুক্ত পিণ্ড ভোজন করিলে কার্য্য উত্তম হয়, এইরূপ রৌপ্যযুক্ত পিণ্ডভোজনে মধ্যম ও লৌহযুক্ত পিণ্ড ভোজনে অধম বুঝাইয়া থাকে। বিবাদ, বাণিজ্য, বিবাহ, বৃষ্টি, মঙ্গল, ধন, কৃষি, ভোগ, রোগ, সংগ্রাম, সেবা, রাজকার্য্য ও দেশ সম্বন্ধে শুভাশুভ দেখিতে হইলে এইরূপ বলি প্রদান করিতে হয়।"

"কাক পিণ্ড গ্রহণ করিয়া অনুকূল চেষ্টা করিলে, দক্ষিণ পক্ষ ও গ্রীবা উচ্চ করিয়া শব্দ করিতে করিতে মনোজ্ঞস্থান বা মনোজ্ঞ বৃক্ষ আশ্রয় করিলে শুভ ও অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে; ইহার বিপরীত চেষ্টায় বিপরীত ফল হয়। কাক যদি প্রধান পিণ্ড লইয়া শান্তদিকে গমন করে, তাহা হইলে ফল পূর্ণ, এবং ঐ পিণ্ড লইয়া প্রদীপ্তদিকে গমন করিলে কার্য্যের ফল প্রথমে উত্তম হইলেও পরে তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয় পিণ্ড অপহরণ করিয়া শান্তদিকে গমন করিলে শুভ ও কার্য্য ফল বিলম্বে সিদ্ধ হয়। জঘন্য পিণ্ড লইয়া প্রদীপ্তদিকে গমন করিলে কার্য্যও নিতান্ত জঘন্য হইয়া থাকে।"

"পিণ্ডাষ্টক দানের ব্যবস্থা—শুভদিনে সায়ংকালে বলিভোজনের জন্ম কাকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, পরদিন প্রভাতে সমস্ত উপকরণসহ কোন নির্জ্জন দেশস্থ তরুতলে গিয়া, মৃত্তিকা, গোময় প্রভৃতি দ্বারা পরিস্কৃত করিবে এবং পঞ্চগব্য দ্বারা পরিশুদ্ধ করিবে। তাহার পর ঐ স্থানে সৌম্য উপহার দ্বারা কুলদেবতার পূজা করিয়া, ঘৃত ও দধিমিশ্রিত আটটি অন্নপিণ্ড পূর্ব্বাদিক্রমে আটদিকে ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নৈর্ঋত, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কুবের, মহেশ্বর ও কাকদিগকে প্রদান করিবে। প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া প্রণব ও নমঃ শব্দযুক্ত মন্ত্র এবং অর্ঘ্য, আসন, আলেপন, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, দীপ, আতপ চাউল ও দক্ষিণাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ নমঃ খগপতয়ে গরুড়ায় দ্রোণায় পক্ষিরাজায় স্বাহা।
দ্রোণাচকসমং পিণ্ডং গৃহাণ স্বযশস্থিতঃ।
যথাদৃষ্টং নিমিত্তঞ্চ কথয়স্বাধমে স্ফুটম্॥"

পিণ্ডদানের পর তথা হইতে অপসৃত হইয়া নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া কাকচেষ্টা লক্ষ্য করিবে। প্রথম পিণ্ড গ্রহণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি; দ্বিতীয়ে উদ্বেগ, শোক, যাত্রার বিফলতা, হানি বা কলহ; তৃতীয়ে রোগ, আপদ্, ভয় ও মৃত্যু; চতুর্থে যুদ্ধজয়; পঞ্চমে সহজে অভীষ্ট সিদ্ধি; ষষ্ঠে প্রবাস ও বিফলতা; সপ্তমে অসিদ্ধি এবং অষ্টমে সন্তাপ, শোক ও যাত্রার বিফলতা হইয়া থাকে। পিণ্ড একেবারে ভোজন না করিলে অথবা চঞ্চুনখ দ্বারা নিক্ষেপ করিলে সর্ব্বকার্য্যে অমঙ্গল অথবা ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে।"

কাকচিঞ্চা (স্ত্রী) কাকবর্ণা চঞ্চা প্রান্তভাগঃ ফলে যস্যাঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কুঁচ, গুঞ্জা। [গুঞ্জা দেখ।]

কাকচিঞ্চি (স্ত্রী) কাকবর্ণা চঞ্চা প্রান্তভাগঃ ফলে যস্যাঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কুঁচ, গুঞ্জা।

কাকচিঞ্চিক (ক্লী) কুঁচ।

কাকচিঞ্চী (স্ত্রী) কাকচিঞ্চি-ঙীপ্। গুঞ্জা।

কাকচ্ছদ (পুং) কাকস্য ছদঃ পক্ষঃ ইবঃ ছদো যস্য মধ্যলো°। ১ খঞ্জনপাখী। ৬তৎ। ২ কাকের পাখা।

কাকচ্ছদি (পুং) কাকচ্ছদ-বাহুলকৎ ইচ্। খঞ্জনপাখী।

কাকজঙ্ঘা (স্ত্রী) কাকস্য জঙ্ঘেব জঙ্ঘা আকৃতির্যস্যাঃ মধ্যলো°। ১ কেওয়াঠেঙ্গা গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকাঙ্গী, কাকাক্ষী, কাকনাসিকা, কৃষীবল, ধ্বাঙ্ক্ষজঙ্ঘা, কাকাহ্বা, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও নদীকান্তা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, ব্রণ, কফ, বধিরতা, অজীর্ণ, জীর্ণজ্বর ও বিষম জ্বরনাশক। লক্ষানাথের মতে ইহাতে জ্বর, কণ্ডূ, বিষমজ্বর ও ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

পুষ্যা নক্ষত্রে ইহার মূল তুলিয়া রক্ত সূতা দ্বারা গলদেশে বা হস্তে বন্ধন করিলে একদিন অন্তর পালাজ্বর আরোগ্য হয়।

কেহ কেহ এই গাছকে "মসী" বলিয়া থাকে। ইহাকে তৈলঙ্গে সুরপদি বা 'চিবিকি বেলমা' ও ইংরাজী উদ্ভিজ্জশাস্ত্রে Leea hirta বলে। কেউয়া ঠেঙ্গা গাছ ৪। ৫ হাত বড় হয়। ইহার কাণ্ডসন্ধির মধ্যভাগ উন্নত দেখিতে কাকজঙ্ঘার মত, সেই স্থান হইতে পাতা গজায়। পাতা এক একটি দৈর্ঘে আধ হাত, প্রস্থে ৪ অঙ্গুলি, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও বহুশিরাযুক্ত লোমশ ও কিঞ্চিৎ খরস্পর্শ। ইহার ফল এক এক গোছ হয়, তাহার মটরবৎ বর্ত্তুল উপর প্রদেশ কিঞ্চিৎ নিম্ন।

এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যশোরাঞ্চলে নদকূলবর্ত্তী জঙ্গলে বিস্তর জন্মে। ২ গুঞ্জা। ৩ মুদ্গপর্ণী লতা। (রত্নমালা)

কাকজম্বু (স্ত্রী) কাকবর্ণা জম্বুঃ। ভূমিজম্বু, ক্ষুদে জাম, বনজাম।

কাকজম্বূ (স্ত্রী) কং জলং অকতি আশ্রয়ত্বেন গৃহ্লাতি, ক-অক-অণ্-টাপ্; কাকা চাসৌ জম্বূশ্চেতি কর্ম্মধা°। জলজাত জামবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকফলা, নাদেয়ী, কাকবল্লভা, ভৃঙ্গেষ্টা, কাকনীলা, ধ্বাঙ্ক্ষজম্বূ ও ধনপ্রিয়া। বাঙ্গালায় কাকজাম, বনজাম ও পানশিউলী কহে। (Ardisia humilis) রাজনির্ঘণ্টমতে ইহার গুণ—কষায়, অম্ল, পাকে মধুর, গুরু, দাহ, শ্রম ও অতিসারনাশক, এবং বীর্য্যবর্দ্ধক ও রসদায়ক।

কাকজাত (পুং) কাকেন জাতঃ প্রতিপালনেন বর্দ্ধিত ইত্যর্থঃ। ১ কাকপুষ্ট, কোকিল। ২ (ত্রি) কাকজাত, কাক হইতে উৎপন্ন।

কাকণ (ক্লী) কু ঈষৎ কণতি নিমীলতি, কু-কণ্-অচ্ কোঃ কাদেশঃ। ১ গুঞ্জা, কুঁচ। ২ (কাকণমিব আকৃতিরস্যাস্তি কৃষ্ণরক্তচিহ্নিতত্বাৎ) কুষ্ঠবিশেষ।

"যৎ কাকণন্তিকাবর্ণমপাকং তীব্রবেদনম্।
ত্রিদোষলিঙ্গং তৎকুষ্ঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি॥" নিদান।

যে কুষ্ঠ কুঁচের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অপাক অর্থাৎ পাকেনা, এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, তাহার নাম 'কাকণ', এই কুষ্ঠ ত্রিদোষ জন্য, সুতরাং ত্রিদোষের লক্ষণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা অসাধ্য।

কাকণক (ক্লী) কাকণ-স্বার্থে কন্। কাকণকুষ্ঠ।

কাকণন্তিকা (স্ত্রী) কু ঈষৎ কণন্তী নিমীলন্তী, কু-কাদেশঃ, কাকণন্তী-কন্-টাপ্। কুঁচ।

কাকণন্তী (স্ত্রী) কু ঈষৎ কণন্তী নিমীলন্তী, কু-কণ-শতৃ-ঙীপ্-কোঃ কাদেশঃ। কুঁচ।

("কোষ্ঠং গত্বা ক্ষোভয়ন্ তস্য রক্তম্
তচ্চাধস্তাৎ কাকণন্তী প্রকাশম্॥" সুশ্রুত।)

কাকণী (স্ত্রী) কাকণ-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১) ১ গুঞ্জা। ২ কুষ্ঠবিশেষ। [কাকণ দেখ।]

কাকতন্দ্রা (স্ত্রী) কাকস্য তন্দ্রেব তন্দ্রা, মধ্যলো°। ১ কাকের তন্দ্রার ন্যায় অতি সতর্ক ভাবে তন্দ্রা। ২ (৬তৎ) কাকের তন্দ্রা।

কাকতা (স্ত্রী) কাকস্য ভাবঃ, কাক-তল্ (তস্য ভাবস্তলৌ পা ৫। ১। ১১৯।)-টাপ্। ১ কাকের ধর্ম্ম। ২ কাকের স্বভাব।

কাকতালীয় (ক্লী) কাকতালমধিকৃত্য উপদিষ্টং, কাক-তাল-ছ (সমাসাচ্চ তদ্বিষয়াৎ। পা ৫।৩।১০৬।) ন্যায়-বিশেষ। গাছ হইতে তালের ঠিক পড়িবার সময় কোন কাক সেই তালের উপর বসিলে, লোকে যেমন তাহাকে 'কাকে তাল ফেলিয়া দিল' বলে; সেইরূপ কোন কার্য্য আপনা আপনি সিদ্ধ হইবার সময় কেহ তাহাতে হাত দিলে তাহারই কৃত বলিয়া পরিচিত হয়। ইহাকেই কাকতালীয় ন্যায় কহে।

("তদিদং কাকতালীয়ং বৈরমাসাদিতং ত্বয়া।"
রামায়ণ ৩।৪৫।১৭।)

কাকতালুকী [ন্] (ত্রি) কাকবৎ তালুরস্যাস্তি, কাক-তালুক-ইনি (হস্তোপতাপগর্হ্যাৎ প্রাণিস্থাদিনিঃ। পা ৫।২।১২৮।) কাকের ন্যায় তালুবিশিষ্ট।

কাকতিক্তা (স্ত্রী) কাকমাংসবৎ তিক্তা, মধ্যলো°। ১ কাক-জঙ্ঘা। ২ গুঞ্জা, কুঁচ।

কাকতিন্দুক (পুং) কং জলং অকতি, ক-অক-অণ্; কাকশ্চাসৌ তিন্দুকশ্চেতি, কর্ম্মধা°। যদ্বা কাকবর্ণস্তিন্দুকঃ, কাকপ্রিয়ো বা তিন্দুকঃ, মধ্যলো°। বৃক্ষবিশেষ। দেশভেদে ইহাকে 'মাকড়াকেন্দু' 'মাকড়ো গাব' ও 'কাকতেঁদু' বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকেন্দু, কুলক, কাকপীলুক, কাকপীলু, কাকাণ্ড, কাকস্ফূর্জ্জ, কাকাহ্ব ও কাকবীজক। (Diospyros tomentosa) রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার কাঁচা ফলের গুণ—কষায়, অম্ল, গুরু ও বায়ুরোগ-নাশক। ইহার পক্ক ফলের গুণ—মধুর, কিঞ্চিৎ কফকারক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

কাকতুণ্ড (পুং) কাকতুণ্ডস্য ইব বর্ণো২স্যাস্য, কাকতুণ্ড-অচ্ (অর্শ আদিত্বাৎ।) কাল অগুরু। (কালাগুরুঃ কাকতুণ্ডঃ। হেম ৩।৩০৫।)

কাকতুণ্ডফলা (স্ত্রী) কাকতুণ্ডমিব ফলমস্যাঃ, বহুব্রী। কাক-নাসিকা, কেওয়া-ঠোঁটা।

কাকতুণ্ডিকা (স্ত্রী) কাকতুণ্ডস্যেব বর্ণঃ ফলাংশে যস্যাঃ, কাকতুণ্ড-ঠন্-টাপ্। গুঞ্জা।

কাকতুণ্ডী (স্ত্রী) কাকং ঈষৎ দুঃখং তুণ্ডতে নাশয়তি, তুড়িঙ বধে-অণ্-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ১ রাজপিতল। ২ (কাকতুণ্ডস্যেব আকৃতির্যস্যাঃ) কেওয়া ঠোঁটা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকাদনী, কাকপীলু, কাক-শিম্বী, রক্তলা, ধ্বাঙ্ক্ষাদনী, বক্রশল্যা, দুর্ম্মোহা, বায়সাদনী, ধ্বাঙ্ক্ষনখী, বায়সী, কাকদন্তিকা ও ধ্বাঙ্ক্ষদন্তী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, দ্রব, রসায়ন, বায়ুদোষ-নাশক, রুচিকারক ও পলিতস্তম্ভক।

কাকতুল্য (ত্রি) কাকস্য তুল্যং, ৬তৎ। কাকের মত।

কাকতেয় (কাকত্য), দক্ষিণাপথের এক প্রাচীন হিন্দু-রাজবংশ। এই বংশীয়েরা প্রথমে কল্যাণের চালুক্যরাজগণের অধীনস্থ ছিলেন। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্গণের মতে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে এই বংশের অভ্যুদয়কাল।

এই রাজবংশে যে যে রাজার নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাকতি-প্রলয় প্রথম। কেহ কেহ বলেন, প্রলয়রাজের পাট-রাণী কাকতিদেবীর পূজা করিতেন, প্রলয় পত্নীর অনুগামী ও কাকতিদেবীর উপাসক হইয়া কাকতিপ্রলয় নাম গ্রহণ করেন। ঘটনাক্রমে একদিন সেই রাজা একটি শিবলিঙ্গ পান, সেই লিঙ্গ নাকি পরেশ-পাথরের। রাজা সেই পাথরের গুণে বিস্তর ধন লাভ করেন। সেই পাথর এমনি ভারী ছিল যে, কেহই নড়াইতে পারিত না। কাজেই প্রলয়রাজকে অনমকোণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে পাথর পাওয়া গিয়াছিল সেইখানে ৯৯০ শকে (১০৬৮ খৃষ্টাব্দে) নগর স্থাপন করিতে হইল। প্রথমে কাকতিপ্রলয় চালুক্যরাজগণের অধীনে করদ রাজা ছিলেন। চালুক্যরাজদিগের অধঃপতন-কালে ইনি স্বাধীন হইলেন। প্রলয়ের পুত্র জন্মিলে দৈবজ্ঞেরা বলেন যে, সেই পুত্র পিতৃঘাতী হইবে। দৈবজ্ঞের কথা শুনিয়া রাজা পুত্রকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। কোন ব্যক্তি তাহাকে পাইয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিল। সেই পুত্র বয়োপ্রাপ্ত হইলে পরেশলিঙ্গের রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন। ঘটনাক্রমে একদিন রাত্রে প্রলয়রাজ মন্দিরে দেব দর্শন করিতে গমন করেন। সঙ্গে লোক জন কেহই ছিল না। রাজকুমার রাজাকে গুপ্তভাবে আসিতে দেখিয়া মনে করিল, বুঝি কোন চোর আসিতেছে, তাহার আর বিলম্ব সহিল না। তরবারী দ্বারা রাজাকে গুরুতররূপে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতেই প্রলয়রাজ ধরাশায়ী হইলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, যে পুত্রের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাতৃক্রোড় হইতে লইয়া বনে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, এই সেই পুত্র, তাহারই এই কাজ। তিনি বুঝিলেন অদৃষ্টলিপি বৃথা হইবার নয়। পুত্রের কি দোষ? তাঁহার অদৃষ্টে ছিল, তাই পুত্র হস্তে মরিতে হইল। তিনি অন্তিমকালে পুত্রকে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই রাজ্য প্রদান করিলেন।

কাকতিপ্রলয়ের পুত্র রুদ্রদেব। তিনি পিতৃহত্যারূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সহস্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বাহুবলে কটক ও বলনাদের রাজা তাঁহার বশ্যতা-স্বীকার করিয়াছিলেন। কিছুকাল রাজত্বের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। কিছুদিন পরে মহাদেব দেবগিরির রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া জীবন হারাইলেন। তাঁহার পর রুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র গণপতিদেব রাজা হইলেন। তিনি দেবগিরির রামরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পিতৃব্যের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেন। রামরাজ তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহাকে আপনার কন্যারত্ন প্রদান করিয়া তাঁহার আনুগত্য-স্বীকার করিলেন। গণপতিদেব পল্লিপারদিগের যত্নে বলনাদ, নেল্লুর প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করেন। তিনি বড় জৈনবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার সময়ে অসংখ্য জৈনমন্দির বিনষ্ট হইয়া, সেই সেই স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি নগর পত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আপন রাজধানীর চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া তাহার 'একশিলানগর' নাম রাখেন। তাঁহার রাজত্বকালে অনেক তৈলঙ্গ কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী গোপরাজ রমণের যত্নে নিয়োগী ব্রাহ্মণেরা সামান্য মুহুরী কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎকালীন বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এই নিয়মের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজমন্ত্রীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে জনসাধারণ সমর্থ হয় নাই।

গণপতিদেবের পুত্র হয় নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা উমাকদেবীর সহিত রাজমহেন্দ্রীর রাজকুমার চালুক্য-তিলক বীরভদ্রের বিবাহ হয়। গণপতির মৃত্যুকালে তাঁহার দৌহিত্রও জন্মে নাই। সুতরাং তদীয় পত্নী রুদ্রমাদেবী তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া ২৮ বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে উমাকদেবীর পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব বয়োপ্রাপ্ত হইলে, তিনিই মাতামহ গণপতিদেবের সিংহাসন লাভ করিলেন। এই প্রতাপরুদ্রদেবই বরঙ্গলের শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা। তিনি গোদাবরী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত প্রদেশে অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ এইরূপ, তাঁহার প্রবলপ্রতাপে ভীত হইয়া কটকরাজ দিল্লীর বাদশাহের নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করেন। মুসলমান ইতিহাসপাঠে জানা যায়, ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র মুসলমানদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া, দিল্লীর সুলতানের নিকট প্রেরিত হন। কিছুদিন পরে প্রতাপরুদ্র স্বাধীনতা লাভ করিয়া বরঙ্গলে প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু আর অধিক দিন তাঁহাকে ইহলোকে থাকিতে হইল না। তাঁহার মরণান্তে তৎপুত্র বীরভদ্র রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময় যবনের আক্রমণে বরঙ্গল রাজধানী এককালে ভস্মীভূত হইল। বীরভদ্র বরঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া কোণ্ডবীড়ু নামক স্থানে একটি নূতন নগর স্থাপন করিলেন। বরঙ্গলের কাকত্য-রাজবংশের সেই অবধি রাজত্ব ফুরাইল।

[কোণ্ডবীড়ু দেখ।]

কাকদন্ত (পুং) কাকস্য দন্তঃ। কাকের দাঁত, ঘোড়ার ডিম, 'শশবিষাণ, কূর্ম্মলোম' প্রভৃতির ন্যায় নিরর্থক বাক্য।

কাকদন্তকি (পুং) প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ

কাকদন্তগবেষণ (পুং) কাকস্য দন্তাঃ সন্তি ন বা ইতি সংশয়ে তত্র বর্ণভেদস্য সংখ্যাবিশেষস্য চ গবেষণমিব অনর্থকঃ অর্থস্তো যত্র। অকারণ অন্বেষণ-বোধক ন্যায়বিশেষ।

কাকের দন্ত আছে কিনা এ সন্দেহ নিশ্চয় হওয়ার পূর্ব্বে তাহার বর্ণ ও সংখ্যা লইয়া গোলযোগ করা যেমন অনর্থক; সেইরূপ অনর্থক বিতণ্ডাস্থলে এই ন্যায়ের উদাহরণ দেওয়া হয়।

কাকদ্রুম (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (Dalbergia rimosa.)

কাকধ্বজ (পুং) কাকং ঈষজ্জলং বাষ্পং ধ্বজ ইব যস্য। বাড়বাগ্নি। [বাড়বাগ্নি দেখ।]

কাকনন্তী (স্ত্রী) কু ঈষৎ কনন্তী নিমীলন্তী, কোঃ কাদেশঃ। কাকণন্তিকা, কুঁচ।

কাকনামা [ন্] (পুং) কাকস্য নাম নাম যস্য, মধ্যলো°। বকফুলের গাছ। [কাকশীর্ষ দেখ।]

কাকনাস (পুং) কাকস্য নাসায়া বর্ণ ইব ফলে যস্য। বিকণ্টক, বঁইচগাছ।

কাকনাসা (স্ত্রী) কাকস্য নাসা-ইব ফলমস্যাঃ। কেওয়াঠোঁটী গাছ।

কাকনাসিকা (স্ত্রী) কাকনাসা-স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ কেওয়াঠোঁটী। ২ রক্ত ত্রিবৃৎ।

কাকনিদ্রা (স্ত্রী) কাকস্য নিদ্রা ইব নিদ্রা, মধ্যলো°। ১ কাকের নিদ্রার ন্যায় অতি সতর্কতার সহিত নিদ্রা। ২ (৬তৎ) কাকের নিদ্রা।

কাকনীলা (স্ত্রী) কাক ইব নীলা। জামবিশেষ।

কাকন্দক (ত্রি) কাকন্দীদেশে ভবঃ, কাকন্দী বুঞ্ (রোগধেত্তোঃ প্রাচাম্। পা ৪।২।১২৩) কাকন্দী দেশবাসী।

কাকন্দি (স্ত্রী) দেশবিশেষ।

কাকন্দী (স্ত্রী) কাকন্দি-ঙীপ্। দেশবিশেষ।

কাকন্দীয় (ত্রি) কাকন্দী-ছ। কাকন্দীদেশবাসী।

কাকপক্ষ (পুং) কাকস্য পক্ষ ইব আকারো হস্ত্যস্য। কাকপক্ষ-অচ্। ১ মস্তকের দুইপার্শ্বে কেশ কাটিয়া কেশ-রচনাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শিখণ্ডক ও শিখণ্ডি। পূর্ব্বে বালকদিগের মস্তকে ঐরূপ কেশরচনা ব্যবহার ছিল।

("কৌশিকেন স কিল ক্ষিতীশ্বরো
রামমধ্বরবিঘাতশান্তয়ে।
কাকপক্ষধরমেত্যযাচিত-
স্তেজসা হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে॥"
রঘু ১১।১।)

২ কাণের দুইপার্শ্বে কেশরচনাবিশেষ, কাণপাট্টা বা কাণজুল্পী।

কাকপক্ষযুক্ত (ত্রি) কাকপক্ষেণ কেশসংস্কারবিশেষেণ যুক্তঃ, ৩তৎ। ১ শিখণ্ডকযুক্ত। ২ কাণপাট্টাযুক্ত।

কাকপদ (পুং) কাকপদ ইব আকারো হস্ত্যস্য, কাকপদ-অচ্। ১ রতিবন্ধবিশেষ।

"পাদৌ যৌ স্কন্ধযুগ্মস্থৌ ক্ষিপ্ত্বা লিঙ্গং ভগে লঘু।
কাময়েৎ কামুকীং কামী বন্ধঃ কাকপদো মতঃ॥"
রতিমঞ্জরী।)

২ (কাকস্য পদং পদপরিমাণম্, ক্লী) কাকপদের ন্যায় পরিমাণ; স্মৃতিশাস্ত্রে এই পরিমাণে শিখা রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ৩ (কাকপদবৎ আকৃতিরস্ত্যস্য, কাকপদ-অচ্) পুস্তকের লিখিত বিষয় অপেক্ষা স্থানে স্থানে অধিক লিখিবার আবশ্যক হইলে সেই স্থানে যে চিহ্ন দিয়া উপরে বা নীচে লিখিত হয়, তাহাকে লেখকগণ কাকপদ বলেন। তাহার আকার এইরূপ (ʌ বা V)।

কাকপর্ণী (স্ত্রী) কাক ইব কৃষ্ণং পর্ণং যস্যাঃ, কাকপর্ণ-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) মুদ্গপর্ণী, মুগানী। [মুদ্গপর্ণী দেখ।]

কাকপীলু (পুং) কাকপ্রিয়ঃ পীলুঃ। ১ কাকতিন্দুক। ২ কাকতুণ্ডী। ৩ শ্বেত কুঁচ।

কাকপীলুক (পুং) কাকপীলু-সংজ্ঞায়াং কন্। কাকতিন্দুক, মাকড়াকেন্দু। (Diospyros tomentosa.)

কাকপুচ্ছ (পুং) কাকস্য পুচ্ছ ইব পুচ্ছো যস্য, মধ্যলো°। কোকিল।

কাকপুষ্ট (পুং) কাকেন পুষ্টঃ, ৩তৎ। কোকিল। কোকিলী ডিম ফুটাইতে পারে না বলিয়া, তাহারা কাকের বাসায় আসিয়া কাকের ডিম ফেলিয়া দিয়া নিজে ডিম পাড়িয়া যায়; কাক নিজের ডিম ভাবিয়া সেই কোকিলের ডিমে তা দিয়া থাকে। ডিম্ ফোটার পরও শাবকের সম্পূর্ণ পালক হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কোকিল বলিয়া চিনিতে পারা যায় না, সুতরাং কাকও ততদিন তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকে। এইরূপে কাক কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় ইহাকে 'কাকপুষ্ট' কহে। [কোকিল দেখ।]

কাকপুষ্প (ক্লী) কাকবৎ কৃষ্ণং পুষ্পং যস্য, বহুব্রী। গন্ধপর্ণ।

কাকপেয় (ত্রি) কাকৈরনতকন্ধরৈঃ পীয়তে, কাক-পা-যৎ (কৃত্যৈরধিকার্থবচনে। পা ২।১।৩৩।) পূর্ণ জলাশয়।

কাকফল (পুং) কাকপ্রিয়ং ফলমস্য, মধ্যলো°। নিম্বগাছ। [নিম্ব দেখ।]

কাকফলা (স্ত্রী) কাকপ্রিয়ং ফলমস্যাঃ, মধ্যলো°। কাকজম্বু, বনজাম।

কাকবন্ধ্যা (স্ত্রী) কাকীব বন্ধ্যা; পুষ্পভাবঃ। একটিমাত্র পুত্র প্রসব করিয়া যে স্ত্রী বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। কাকও একবার মাত্র প্রসব করে বলিয়া ঐরূপ স্ত্রীকে 'কাকবন্ধ্যা' কহে।

কাকবলি (পুং) কাকেভ্যো দেয়ো বলিরন্নাদিকম্, মধ্যলো°। কাককে অন্নাদি যাহা দেওয়া হয়। বলিপ্রদানের নিয়ম যথা—প্রথমে কাককে "ওঁ যমদ্বারাবস্থিতনানাদিগ্‌দেশীয়-বায়সেভ্যোনমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পাদ্যাদি দান করিয়া পূজা করিবে। পূজান্তে—

"ওঁ কাক ত্বং যমদূতো ঽসি গৃহাণ বলিমুত্তমং।
যমলোকগতং প্রেতং ত্বমাপ্যায়িতুমর্হসি।"

এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনার পর—

"ওঁ কাকায় কাকপুরুষায় বায়সায় মহাত্মনে।
অন্নপিণ্ডং প্রযচ্ছামি কথ্যতাং ধর্ম্মরাজনি॥"

এই মন্ত্রদ্বারা পিণ্ডদান করিতে হইবে।

আহ্নিকতত্ত্বে পিণ্ডদানের মন্ত্র অন্যরূপ। যথা—

"ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যাঃ সৌম্যা বৈ নৈঋ‍র্তাস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তু ভূমৌ পিণ্ডং ময়ার্পিতম্॥
ওঁ কাকেভ্যো নমঃ।"

এই মন্ত্র দ্বারা পিণ্ডদান করিয়া তাহাতে জল সিঞ্চন করিতে হয়।

কাকভাণ্ডী (স্ত্রী) কাকস্য ঈষজ্জলস্য মুখস্রাবরূপস্য ভাণ্ডী ক্ষুদ্রভাণ্ডমিব, উপমি°। মহাকরঞ্জ; ইহা মুখে দিলে মুখ হইতে জলস্রাব হইয়া থাকে।

কাকভীরু (পুং) কাকাৎ ভীরুর্ভয়শীলঃ, ৫তৎ। পেচক। [পেচক দেখ।]

কাকমদ্গু (পুং) কাক ইব কৃষ্ণো মদ্গুর্জলচরপক্ষিবিশেষঃ। দাত্যূহ, ডাহুকপাখী।

("ঘৃতং হৃত্বা তু দুর্ব্বুদ্ধিঃ কাকমদ্গুঃ প্রজায়তে।"
ভারত ১৩। ১১১। ১২১।)

কাকমর্দ্দ (পুং) কাকং মৃদ্‌নাতি, কাক-মৃদ্ অণ্। মহাকাল-লতা, মাকাল।

কাকমাচিকা (স্ত্রী) কাকমাচী-স্বার্থে কন্-টাপ্ হ্রস্বঃ। কাকমাচী বৃক্ষ।

কাকমাচী (স্ত্রী) কাকান্ মঞ্চতে, মচি-অণ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ নলোপঃ) ঙীষ্। ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ; গুড়কামাই। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বায়সী, ধ্বাঙ্ক্ষমাচী, বায়সাহ্বা, সর্ব্বতিক্তা, বহুফলা, কটুফলা, রসায়নী, গুচ্ছফলা, কাকমাতা, স্বাদুপাকা, সুন্দরী, তিক্তিকা ও বহুতিক্তা।

বঙ্গদেশে স্থানবিশেষে 'কাস্তে' ও 'মধুনী', হিন্দীভাষায় 'কবৈয়া' বা 'মকোই', বোম্বাই অঞ্চলে 'কমুনি' বা 'ঘাটি' ও তামিলে 'মনত্তক্-কলি' বলে। (Solanum nigram) এই গাছ দেখিতে ছোট লঙ্কাগাছের মত, ফুলও তদ্রূপ, ফল মটর বা ব্যাকুড়ের ন্যায় এককালে গোছা গোছা হয়, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।

রাজনির্ঘণ্ট ও রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বৃষ্য, রসায়ন, রোচক, ভেদক এবং কফ, শূল, অর্শঃ, শোথ, কুষ্ঠ ও কণ্ডূনাশক। ভাবপ্রকাশে আরও কয়েকটি অধিক গুণ দেখা যায়—জ্বর, মেহ, নেত্ররোগ, হিক্কা, বমি ও হৃদ্রোগনাশক।

হকিমেরা ইহার ফলকে 'অনব্-উস্-থলিব' বলিয়া থাকেন।

যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে দেড় পোয়া কাকমাচীর রসপ্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

ডাক্তার মুদিন সেরিফের মতে, শোথরোগে কাকমাচীর পত্রের কাথ অথবা তাহার রস ১ ড্রাম মাত্রায় দিনে তিনবার সেবন করান যাইতে পারে।

কাকমাতা (স্ত্রী) কাকস্য মাতেব পোষিকা, কাকস্য তৎফল-প্রিয়ত্বাৎ। কাকমাচী।

কাকমুখ (ত্রি) কাকস্য মুখমিব মুখং যস্য, বহুব্রী। ১ কাকের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ২ (পুং) পুরাণোক্ত জাতিবিশেষ, ইহারা সম্ভবতঃ মহানদীর উপকূলে বাস করিত।

কাকমুদ্গা (স্ত্রী) কাকেন ঈষজ্জলেন মুদং গচ্ছতি, কাক-মুদ্-গম-ড-টাপ্। মুদ্গপর্ণী গাছ, মুগানী। [মুদ্গপর্ণী দেখ।]

কাকযব (পুং) কাকবৎ নির্গুণোযবঃ। আগড়া, তণ্ডুল-শূন্য ধান্য। ("তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে তথা কাকযবা ইব।"
মহাভারত।)

কাকর, ১ বোম্বাইপ্রদেশের শিকারপুর জেলার একটি তালুক। একটি নগর ও ১০২ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। লোক সংখ্যা ৪৯ ৫০০। ১৮৮১-৮২ খৃঃ অনুসারে গবর্ণমেণ্ট খাজনা ১৮৬২১০৲ টাকা। এখানে ১১ থানা ও ২টি ফৌজদারী আদালত আছে। ভূমিপরিমাণ ৫৯৮ বর্গমাইল। ২ কাকর তালুকের নগর। অক্ষা ২৬° ৫৮´ উঃ, দ্রাঘি ৬৭° ৪৪´ পূঃ।

কাকরালা (ককরালা) বুদাউন জেলার দাতাগঞ্জ তহশীলের অন্তর্গত একটি নগর। বুদাউন নগর হইতে ছয়ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে হিন্দুদেবমন্দির ও কতকগুলি মসজিদ্

আছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী কর্তৃক এই নগর ভস্মীভূত হয়। ১৮৫৮ খৃঃ এপ্রেল মাসে ইংরাজ সেনানায়ক জেনারেল পেনি বিদ্রোহী শাসন করিতে যান, কিন্তু তিনি কতকগুলি মুসলমান গাজী কর্তৃক নিহত হন, অবশেষে তাঁহার সৈন্যগণের যত্নে বিদ্রোহীগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। লোকসংখ্যা ৫৮১০, তন্মধ্যে ৩৪৫৬ মুসলমান ও ২৩০৫ হিন্দু।

কাকরুত (ক্লী) কাকস্য রুতম্, ৬তৎ। কাকের রব। [শব্দবিশেষানুসারে শুভাশুভ কাকচরিত্রে দেখ।]

কাকরুহা (স্ত্রী) কাক ইব রোহতি, মূলশূন্যতয়া বৃক্ষাদ্যবলম্বনেন জায়তে; কাক-রুহ-ক-টাপ্। যদ্বা কাকপুরীষাৎ রোহতি উৎপদ্যতে বৃক্ষোপরি ইত্যর্থঃ। বন্দ্য বৃক্ষ, পরগাছা।

কাকরূক (ত্রি) কু কুৎসিতং করোতি, কু-কৃ-উক; 'কোঃ কাদেশঃ। ১ স্ত্রীবশীভূত। ২ উলঙ্গ। ৩ ভীরু। ৪ নিঃস্ব, দরিদ্র। (পুং) ৫ দম্ভ। ৬ কাকেন লূয়তে ছিদ্যতে, কাক-লূ-কর্ম্মণি ক্বিপ্-লস্য রঃ সংজ্ঞায়াং কন্। পেচক।
(কাকরূকো নগ্নদম্ভস্ত্রীজিতোলূকভীরুষু নিঃস্বে। মেদিনী।)

কাকল (ক্লী) ঈষৎ কলো যস্মাৎ,কোঃ কাদেশঃ। ১ কণ্ঠমণি। ২ গ্রীবাস্থ উন্নতদেশ, টুঁটি। ৩ (পুং) কা ইত্যেবং কলো যস্য, বহুব্রী। দ্রোণকাক, দাঁড়কাক।

কাকলক (পুং) কাকল-কপ্। ২ কণ্ঠমণি, কণ্ঠের উন্নতদেশ। (গলো নিগরণঃ কণ্ঠঃ কাকলকস্তু তন্মণিঃ। হেম ৩।১৫২।)
২ ষষ্টিক ধান্যবিশেষ। ("ষষ্টিককঙ্গুকমুকুন্দকপীচকপ্রমোদককাকলকাসনপুষ্পকমহাষষ্টিকচূর্ণককুরবককেদারকপ্রভৃতয় ষষ্টিকাঃ।" সুশ্রুত।)

কাকলাস (দেশজ) কৃকলাশ। (Lacerta scutata.)

কাকলি (স্ত্রী) কল্-ইন্ কলিঃ; কু ঈষৎ কলিঃ, কোঃ কাদেশঃ। সূক্ষ্ম মধুরাস্ফুটধ্বনি।
("দেবী কাকলিগীতস্য তন্বীণা নিনদস্য চ।"
কথাসরিৎসাগর।)

কাকলী (স্ত্রী) কাকলি-ঙীপ্। সূক্ষ্ম ও মধুর অস্ফুটধ্বনি। (কাকলী তু কলঃ সূক্ষ্ম একতানো লয়ানুগঃ। হেম ৬।৪৬।)
("ক্রীড়ৎ কোকিল কাকলী কলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।"
উত্তরচরিত ২ অঃ।)
২ যন্ত্রবিশেষ। ৩ রত্নবিশেষ।

কাকলীক (পুং, ক্লী) অস্ফুট মধুরধ্বনি।

কাকলীদ্রাক্ষা (স্ত্রী) কাকলীব সূক্ষ্মা দ্রাক্ষা, মধ্যলো°। দ্রাক্ষাবিশেষ, কিস্‌মিস্। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জম্বুকা, ফলোত্তমা, লঘুদ্রাক্ষা, নির্বীজা, সুবৃত্তা ও রসাধিকা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মধুর, অম্ল, রসাল, রুচিকারক, শীতল, শ্বাস ও হৃল্লাসনাশক এবং জনসমূহের প্রিয়।
[কিস্‌মিস্ দেখ।]

কাকলীরব (পুং) কাকলী মধুরাস্ফুটো রবো যস্য, বহুব্রী। ১ কোকিল। ২ (কর্ম্মধা) সূক্ষ্ম ও মধুর অস্ফুটধ্বনি।

কাকবর্ণ (পুং) সুনিকবংশীয় রাজবিশেষ। শিশুনাগের পুত্র।
(বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।২)

কাকবর্ম্মা, নেপালের সোমবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি মনাঙ্কের পুত্র।

কাকবল্লভা (স্ত্রী) কাকস্য বল্লভা, প্রিয়া। কাকজম্বু,বনজাম।

কাকবল্লরী (স্ত্রী) কাকপ্রিয়া বল্লরী, মধ্যলো°। স্বর্ণবল্লী।

কাকশিম্বী (স্ত্রী) কাকপ্রিয়া শিম্বী, মধ্যলো°। কাকতুণ্ডী, কেওয়াঠোঁটীগাছ। [কাকতুণ্ডী দেখ।]

কাকশীর্ষ (পুং) কাকঃ শীর্ষে অগ্রে যস্য, বহুব্রী। বকবৃক্ষ, বকফুলের গাছ।

কাকস্ত্রী (স্ত্রী) কাকস্য স্ত্রীব, নাম সাদৃশ্যাৎ। বকফুলের গাছ।

কাকস্ফূর্জ্জ (পুং) কাকঃ স্ফূর্জ্জতি অস্মিন্, কাক-স্ফূর্জ্জ-ঘঞ্। কাকতিন্দুক বৃক্ষ। [কাকতিন্দুক দেখ।]

কাকস্বর (পুং) কাকস্য স্বর ইব স্বরো যস্য, বহুব্রী। ১ কাকের ন্যায় যাহার কণ্ঠস্বর। ২ (৬তৎ) কাকের রব।

কাকা (দেশজ) ১ পিতৃব্য, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ২ কাকের শব্দ।

কাকা (স্ত্রী) কাকবৎ আকারো ইস্ত্যস্যঃ, কাক-অচ্-টাপ্। ১ কাকনাসালতা। ২ কাকোলী গাছ। ৩ কাকজঙ্ঘা গাছ। ৪ রক্তিকা লতা। ৫ মলপূ গাছ। ৬ কাকমাচী গাছ।
(কাকাস্যাৎ কাকনাসায়াং কাকোলী কাকজঙ্ঘয়োঃ। রক্তিকায়াং মলপূাঞ্চ কাকমাচ্যাঞ্চ যোষিতি॥ মেদিনী।)

কাকাক্ষি (ক্লী) কাকস্য অক্ষি চক্ষুঃ, ৬তৎ। কাকের চক্ষু।

কাকাক্ষিগোলক ন্যায় (পুং) কাকস্য অক্ষি গোলকমিব ন্যায়ঃ, উপমি°। ন্যায়বিশেষ। কাকের একমাত্র চক্ষুই যেমন উভয় অক্ষি গোলকের কার্য্য সম্পাদন করে; সেইরূপ একবিষয়ের সহিত দুইটি বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলে তাহাকে কাকাক্ষিগোলক ন্যায় বলে।

কাকাঙ্গা (স্ত্রী) কাকস্য অঙ্গং জঙ্ঘেব আকারো যস্যাঃ, বহুব্রী। কাক-অঙ্গ-টাপ্। কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাকাঙ্গী (স্ত্রী) কাকস্য অঙ্গং জঙ্ঘেব আকৃতির্যস্যাঃ। কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাকাঞ্চী (স্ত্রী) কাকং তজ্জঙ্ঘাকারং অঞ্চতি প্রাপ্নোতি, কাক-অচ্-অণ্-ঙীপ্। কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাকাণ্ড (পুং) কাক্যা অণ্ড ইব ফলং যস্য বহুব্রী। ১ মহানিম্ব। ২ কাকতিন্দুক।

("কাকাণ্ডসুরসগবাক্ষ্যা
পুনর্ণবা বায়সী শিরীষফলৈঃ।
উদ্বন্ধবিষজলমৃতে
লেপৌষধ নস্যপানানি॥" চরক-চি-২৫ অঃ।)

৩ (৬তৎ) কাকের ডিম্।

কাকাণ্ডক (পুং) কাক্যাঃ অণ্ডঃ, ৬তৎ ; কাকী-অণ্ড-পুম্ভাবঃ-স্বার্থে কন্। কাকের ডিম।

("কেচিৎ হরিদ্রা সংকাশাঃ কাকাণ্ডকনিভাস্তথা।"
ভারত বন°।)

কাকাণ্ডা (স্ত্রী) কাকস্য অণ্ড ইব বীজমস্যাঃ, বহুব্রী। কোলশিম্বী।

কাকাণ্ডাবৃশ্চিক, মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমির অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই গ্রামে কাকাণ্ডাবৃশ্চিক নামে এক জাগ্রত দেবতা আছেন। (দেশাবলী।)

কাকাণ্ডী (স্ত্রী) কাকাণ্ড-ঙীষ্। মহাজ্যোতিষ্মতী-লতা। [মহাজ্যোতিষ্মতী দেখ।]

কাকাণ্ডোলা (স্ত্রী) কাকাণ্ডং ওরতি তৎসাদৃশ্যং বীজে প্রাপ্নোতি, কাক-উর-অচ্-টাপ্-রস্য লত্বম্। কোলশিম্বী।

কাকাতুয়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। বর্ত্তমান শাকুনতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে কাকাতুয়া তোতাপাখীজাতীয়। কেবল প্রভেদ এই, তোতা অপেক্ষা কাকাতুয়া আকারে বড়, মাথায় বেশ ছড়ান পাখার মত ঝুঁট ও পুচ্ছ অনেকটা বড় হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে Cockatoo ও ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে এই পক্ষীবংশকে Cacatuina কহে।

প্রকৃত কাকাতুয়ার পালক শাদা, তবে কোন কোনটার শাদা পালকের উপর অল্প লাল বা অপরবর্ণ-মিশ্রিত দেখা যায়। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপে দুই প্রকার কাল-কাকাতুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে 'ক্যালিপ্টোরিঙ্কাস্' (Calytorhynchus) ও 'মাইক্রো[illegible] (Microglossus) কহে। তন্মধ্যে শেষোক্ত কাল-কাকাতুয়াই [illegible] বড় হয়। নিউগিনিতে এই [illegible] কাকাতুয়া পাওয়া যায়। তাহাদের জিহ্বা কাঁটাল, তদ্দ্বারা অক্লেশে খাদ্যদ্রব্যাদি গৃহীত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ও অষ্ট্রেলিয়ায় কাকাতুয়ার সংখ্যা অধিক। ইহারা ফল, মূল, বীজ ও স্বেদজ কীটাদি আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পুষিলে বেশ পোষ মানে, শিখাইলে তোতার মত বেশ কথা বলিতে পারে।

কাকাদনী (স্ত্রী) কাকৈরদ্যতে ভুজ্যতে হসৌ। কাক-অদ্-কর্ম্মণি ল্যুট্-ঙীপ্। ১ কুঁচ। ২ শ্বেত কুঁচ। ৩ কেলেকোড়া ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হিংস্রা, গৃধ্রনখী, তুণ্ডী, কালা, অহিংস্রা, কটুকা, পানি, কাপাল ও কুলিক। সুশ্রুতে সংক্ষেপতঃ ইহার শ্লেষ্মনাশকতা গুণ বর্ণিত আছে।

কাকায়ু (পুং) কাকস্য আয়ুর্যস্মাৎ বহুব্রী। স্বর্ণবল্লীলতা।

কাকার (ত্রি) কং জলং আকিরতি ক-আ-কৄ-অণ্। জলস্রাবকারক।

কাকারি (পুং) কাকঃ অরির্যস্য বহুব্রী। পেচক।

(ধূকে নিশাটঃ কাকারিঃ কৌশিকোলূকপেচকাঃ।
হেম ৪। ৩৯০।)

কাকাল (পুং) কা ইতি শব্দং কলতি রৌতি কা-কল্-অণ্। দাঁড়কাক।

কাকাবলি (স্ত্রী) কাকানাং আবলিঃ শ্রেণী, ৬তৎ। শ্রেণীবদ্ধ বহুসংখ্যক কাক।

কাকিণা, রঙ্গপুরজেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম, ত্রিস্রোতা নদীর বামকূলে অবস্থিত। এখানকার লোকেরা কেহ কেহ কাঁকিনা ও কাকিনীয়া এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এ অঞ্চলের বিজ্ঞলোকদিগের মতে 'কাঁকিনা' শব্দ কাহণ বা কাহণীয়া শব্দের অপভ্রংশ। গ্রামটি বড় অধিক দিনের নয়। তবে এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান জমীদারেরা এই গ্রামে বাস করেন। এখানে হাটবাজার আছে ; ইক্ষু, তামাক ও পাটের বিস্তর রপ্তানি হইয়া থাকে।

কাকিণিকা (স্ত্রী) কাকিণী—স্বার্থে কন্ হ্রস্বশ্চ। পণের চতুর্থাংশ, পাঁচগণ্ডাকড়ি।

কাকিণী (স্ত্রী) ককতে গণনাকালে চঞ্চলী ভবতি, কাক-ণিনি-ঙীপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ নস্য ণঃ।) ১ পণের চতুর্থাংশ, পাঁচগণ্ডাকড়ি। ২ মানদণ্ড, কাঠানল। ৩ কুঁচ। ৪ এককড়া। ৫ এক মাষার চতুর্থাংশ।

কাকিনী (স্ত্রী) কাকিণী।

("ঈশ্বরা ভূরিদানেন যল্লভন্তে ফলং কিল।
দরিদ্রস্তচ্চ কাকিণ্যা প্রাপ্নুয়াদিতি নঃ শ্রুতিঃ॥" পঞ্চতন্ত্র।)

কাকিল (পুং) কু ঈষৎ কিরতি, কু-কৄ-ক, কোঃ কাদেশঃ, রস্য লত্বম্। কণ্ঠমণি, গলদেশের মধ্যস্থিত উন্নত অংশ।

কাকী (স্ত্রী) কাকস্য স্ত্রী। ১ কাকের স্ত্রী। ২ বায়সীলতা। ৩ কাকোলী। ৪ কর্কশ স্বর। ৫ (দেশজ) খুড়ী, পিতৃব্যের পত্নী।

কাকীয় (ত্রি) কাকস্য ইদম্। কাক-ছণ্। কাকসম্বন্ধীয়, কাকের।

কাকু (স্ত্রী) কক-উণ্। ১ শোক...বায়া স্বরবিকার ২ বিরুদ্ধ অর্থবোধক স্বরবিশেষ।

লক্ষণ কথিত আছে—

("ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে।"
সাহিত্যদর্পণ ২।২৩।)

৩ দৈন্যোক্তি। ৪ বদ্সুর। ৫ জিহ্বা। ৬ উল্লাপ।

কাকুড় (দেশজ) কাঁকুড়। [কর্কোটী দেখ।]

কাকুৎস্থ (পুং) ককুৎস্থস্য নৃপতেরপত্যম্ পুমান্। ককুৎস্থ-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২।) ১ রামচন্দ্র। ২ স্বার্থে-অণ্। ককুৎস্থ রাজা। [ককুৎস্থ দেখ।]

কাকুৎস্থবর্ম্মা, দক্ষিণাপথের পলাশিকা ও বনবাসীর প্রাচীন কদম্ব রাজা। তাঁহার পুত্রের নাম শান্তিবর্ম্মা। [কদম্ব দেখ।]

কাকুদ (ক্লী) কাকুং দদাতি কাকু দা-ক। তালু।

(তালু তু কাকুদম্। হেম ৩।২৪৯।)

কাকুদ্র (ত্রি) উদ্গাতা। (ঐতরেয় ব্রা° ৭।১।)

কাকুপুর, অযোধ্যার একটি প্রাচীন নগর। কাণপুর হইতে ১০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বৌদ্ধরাজগণের সময় ইহাই অযোধ্যার প্রধান নগররূপে পরিচিত ছিল। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, এই কাকুপুর ভোটদেশীয় বৌদ্ধ-গ্রন্থে 'বাগুদ' নামে অভিহিত হইয়াছে। কাকুপুর ও বিঠুরের মধ্যে পঞ্চক্রোশী উৎপলারণ্য নামক পবিত্র স্থান।

এখন কাকুপুরে 'ছত্রপুর' নামক একটি গড়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, সেই গড় প্রায় ৯০০ বর্ষ পূর্ব্বে চান্দেলরাজ ছত্রপালকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

এখানে ক্ষীরেশ্বর-মহাদেব ও অশ্বত্থামার নামে দুইটি বৃহৎ মন্দির আছে। প্রতি বর্ষে দেবতার উৎসব উপলক্ষে একটি মহামেলা হয়।

কাকুভ (ত্রি) ককুভ ইদম্, ককুভ্-অঞ্। ১ ককুভ্ ছন্দো গ্রথিত গাথাদি। ২ দিক্ সম্বন্ধীয়। ৩ ককুভের পুত্র।

কাকুবাদ (ক্লী) কাকা দৈন্যস্বরেণ বাদম্, ৩তৎ। দীনস্বরে উক্তি।

"কাকুবাদ করিয়া কহিলা করপুটে।
দাস পাছে দোষ পায় দুর্গার নিকটে॥"
রামেশ্বর—শিবায়ণ ১৩৪।

কাকুক্তি (স্ত্রী) কাকা দৈন্যস্বরেণ উক্তিঃ ৩তৎ। দীনস্বরে কথন।

কাকুতি (দেশজ) কাতরোক্তি দীনভাবে অনুরোধ।

কাকেক্ষু (পুং) কাকং ঈষজ্জলং যত্র তাদৃশ ইক্ষুঃ। ১ তৃণ-বিশেষ, নলখাগড়া। ২ কাশবিশেষ।

কাকেন্দু (পুং) কাকস্য ইন্দুরিব, আহ্লাদকত্বাৎ, ৬তৎ। কুলিকবৃক্ষ, মাকড়াকেন্দুগাছ।

[কস্য ইষ্টঃ ৬তৎ। নিমগাছ। [নিম্ব দেখ।]

কাকোচী (পুং) কু ঈষৎ কোচী সঙ্কোচী কু-কুচ-ণিনি-স্বার্থেকন্ কোঃ কাদেশঃ। কাকোচী বা কাউচীমৎস্য।

কাকোচী (স্ত্রী) কাকোচ-ঙীষ্। কাউচীমৎস্য।

কাকোড়ুম্বর (পুং) কাকপ্রিয়ঃ উড়ুম্বরঃ মধ্যলো°। কাক-ডুমুর।

কাকোড়ুম্বরিকা (স্ত্রী) কাকোড়ুম্বর-স্বার্থে-কন্-টাপ্-অত-ইত্বম্। কাকডুমুর বা কোঠডুমুর গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ফল্গু, মলপূ, জঘনেফলা, মলয়ু, ফল্গুফলা, পত্রজী, রাজিকা, ক্ষুদ্রোদুম্বরিকা, ফল্গুবাটিকা, ফল্গুনী, কাকোড়ুম্বর, ফলবাটিকা, বহুফলা, কুষ্ঠঘ্নী, অজাজী, চিত্রভেষজা, ধ্বাঙ্ক্ষ-নাম্নী। বাঙ্গলার স্থানবিশেষে খোখসাডুমুর বা ডুমুরী, হিন্দীতে খোঁপ্সা, পঞ্জাবঅঞ্চলে ধূসা বা দেগর কহে। (Ficus oppositifolia) এই গাছ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রাচীরের গায়ে অথবা জমির উপর জন্মে। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কষায়রস, শীতল, ব্রণনাশক, গর্ভরক্ষাবিষয়ে হিতকারক ও স্তন-দুগ্ধ-বর্দ্ধক। এতদ্ব্যতীত ভাবপ্রকাশে কফ, পিত্ত, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, অর্শঃ, পাণ্ডু ও কামলা-নাশক এই কয়েকটি অধিক গুণ লিখিত আছে।

কাকোদর (পুং) কু কুৎসিতং অকতি কু-অক্-অচ্ কোঃ কাদেশঃ; কাকং বক্রগমনকারি উদরং যস্য বা বহুব্রী। সর্প।

(কাকোদরো বিষধরঃ ফণভৃৎ পৃদাকুঃ। হেম ৪।৩৬৯।)

কাকোদুম্বরিকা (স্ত্রী) কাকপ্রিয়া উদুম্বরিকা মধ্যলো°। কাকডুমুর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ফল্গুদুম্বরিকা, খরপত্রী, রাজিকা, ক্ষুদ্রোদুম্বরিকা, কুষ্ঠঘ্নী, ফল্গুবাটিকা, অজাজী, ফল্গুনী, মলপূ, চিত্রভেষজা ও ধ্বাঙ্ক্ষনাম্নী।

[কাকোডুম্বরিকা শব্দে গুণ দেখ।]

কাকোরী, অযোধ্যাপ্রদেশের লক্ষ্ণৌজেলার অন্তর্গত কাকোরি পরগণার একটি নগর। অক্ষা° ২৬° ৫১´ ৫৫″ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৪৯´ ৪৫″ পূঃ। নগরটি অতি প্রাচীন, পূর্ব্বে এখানে ভার-জাতির বাস ছিল, এখন লক্ষ্ণৌ এর উকীলমোক্তারগণের প্রিয় আবাস স্থান। এখানে অনেক মুসলমান পীরের গোরস্থান আছে। লোকসংখ্যা ৭৪৬২। এখানে সপ্তাহে দুইবার হাট বসে।

কাকোল (পুং, ক্লী) কু কুৎসিতং তীব্রতরং যথা স্যাত্তথা কোলতি পীড়য়তি কু-কুল-ঘঞ্, কোঃ কাদেশ। ১ কৃষ্ণবর্ণ স্থাবর বিষবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—উগ্রতেজঃ, কৃষ্ণচ্ছবি, মহাবিষ, গরল, ক্ষ্বেড়, বৎসনাভ, প্রদীপন, শৌক্লিকেয়, ব্রহ্মপুত্র ও বিষ। ২ (ক্লী) কাকেন উন্নায়তে

উক্যতে অত্র, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নরকবিশেষ। ৩ (পুং) দাঁড়কাক। ৪ সর্প। ৫ শূকরবিশেষ। ৬ কুলাল, কুম্ভকার। ৭ কাকোলী নামক ঔষধবিশেষ।

কাকোলী (স্ত্রী) কাকোল-ঙীষ্ (ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ঔষধবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মধুরা, কাকী, কালিকা, বায়সোলী, ক্ষীরা, ধ্বাঙ্ক্ষিকা, বীরা, শুক্লা, ধীরা, মেদুরা, ধ্বাঙ্ক্ষোলী, স্বাদুমাংসী, বয়ঃস্থা, জীবনী, শুক্র-ক্ষীরা, পয়স্বিনী, পয়স্যা ও শীতপাকী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মধুররস, শীতল, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক এবং ক্ষয়রোগ, পিত্ত, বাতব্যাধি, রক্তদোষ, দাহ ও জ্বরনাশক।

কাকোলূক (ক্লী) কাকশ্চ উলূকশ্চ নিত্যবিরোধিত্বাৎ সমাহার দ্বন্দ্বঃ। সমবেত কাক ও পেচক।

কাকোলূকিকা (স্ত্রী) কাকোলূক-বুন্ (দ্বন্দ্বাদ্বুন্ বৈরমৈথুনিকয়োঃ। পা।৪।৩।১২৫।) টাপ্। কাক ও পেচকের স্বাভাবিক শত্রুতা।

কাকোলূকীয় (পুং) কাকোলূকমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ কাকোলূক-ছ। কাক ও পেচকের আখ্যান অবলম্বন করিয়া লিখিত পুস্তকবিশেষ।

কাকোল্যাদি (পুং) কাকোলী প্রভৃতি কতকগুলি বৈদ্যকোক্ত দ্রব্যের সংজ্ঞা।

"কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কর্কটশৃঙ্গী, বংশলোচন, ক্ষীরী, পদ্মক, প্রপৌণ্ডরীক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মৃদ্বিকা, জীবন্তী ও মধুক এই কয়েকটি দ্রব্য কাকোল্যাদিগণের অন্তর্গত। ইহারা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক এবং শ্লেষ্ম, শুক্র, আয়ুঃ ও স্তন্যবর্দ্ধক।"

(সুশ্রুত-সূত্র-৩৮ অঃ।)

কাকোষ্ঠক (পুং) কাকস্য ওষ্ঠ ইব কায়তি প্রকাশতে কাক-ওষ্ঠ-কৈ-ক। কর্ণবন্ধের আকৃতিবিশেষ; মাংসশূন্য সংক্ষিপ্ত অগ্রদেশ এবং অল্প রক্তবিশিষ্ট কর্ণপালিকে কাকোষ্ঠকপালি কহে।

("নির্মাংসসংক্ষিপ্তাগ্রাল্পশোণিতপালিঃ কাকোষ্ঠক পালিরিতি।" সুশ্রুত সূত্র ১৬ অঃ।)

কাক্ষ (পুং) কুৎসিতং অক্ষং যত্র, কোঃ কাদেশঃ (কা পথ্যক্ষয়োঃ। পা ৬।৩।১০৪।) ১ কটাক্ষ।

(অপাঙ্গদর্শনং কাক্ষঃ কটাক্ষো২ক্ষি বিকূণিতম্। হেম ৩।২৪২।)

২ (কর্ম্মধা) কুৎসিত চক্ষু।

কাক্ষসেনি (পুং) অভিপ্রতারীর নামান্তর।

কাক্ষী (স্ত্রী) কক্ষে কচ্ছে ভবঃ কক্ষ-অণ্ (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩।) ঙীপ্। ১ অড়হর। ২ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা।

(কাক্ষী তুবরিকায়াঞ্চ সৌরাষ্ট্র্যমৃদ্যপি স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কাক্ষীব (পুং) কু ঈষৎ ক্ষীবয়তি ক্ষীব-ণিচ-অচ্ কোঃ কাদেশঃ। ১ সজিনাগাছ। ২ গৌতম ঋষির ঔশীনরী নাম্নী শূদ্রাণীর গর্ভজাত পুত্রবিশেষ।

("শূদ্রায়াং গৌতমো যত্র মহাত্মা সংশিতব্রতঃ। ঔশীনর্য্যামজনয়ৎ কাক্ষীবাদ্যান্ সুতান্ মুনিঃ॥" ভারত সভা।)

কাক্ষীবক (পুং) কাক্ষীএব-স্বার্থে কন্। সজিনাগাছ।

কাক্ষীবত (পুং) কক্ষীবতো মুনেরপত্যম্ পুমান্ কক্ষীবৎ-অণ্। ১ কক্ষীবৎ ঋষির পুত্র। (ত্রি) ২ কক্ষীবৎ ঋষি সম্বন্ধীয়।

কাক্ষীবতী (স্ত্রী) কাক্ষীবত-ঙীপ্। ব্যুষিতাশ্বের স্ত্রী, ইহার নাম ভদ্রা। (ভার° আদি ১২১ অঃ।)

কাক্ষীবান্ [ৎ] (পুং) ১ শূদ্রাগর্ভজাত দীর্ঘতমা ঋষির পুত্রবিশেষ। ২ চণ্ডকৌশিকের পিতা গৌতম। ৩ রাজবিশেষ। (ভার আদি ১ অঃ।)

কাঁখড়া (দেশজ) ১ জলজন্তুবিশেষ। [কুলীর দেখ।] ২ গাছবিশেষ। (Curcuma zerumbet.)

কাগ (পুং) কা ইতি শব্দং গায়তি কা-গৈ-ক। কাক।

কাগজ (পারসীক শব্দ) "কাগজ" যে কি জিনিস, তাহা আর আজ কাল কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। পৃথিবীতে এমন দেশ অতি অল্পই আছে, যেখানে কাগজ নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। যথা,—

উত্তর-ভারত ও পারস্য	...	কাগজ।
আরব	... ...	কর্ত্তাস্।
তামিল	... ...	বরক।
দেনমার্ক	... ...	পেপির।
ফ্রান্স ও জর্ম্মনী	... ...	পেপিয়ার।
ইতালী ও প্রাচীন লাটিন	...	কার্টা বা চার্টা।
পর্ত্তুগীজ ও স্পেন	... ...	পেপেল।
রুষিয়া	... ...	বুমাজ্না।
ইংলণ্ড	... ...	পেপার।

অপ্রাচীন তান্ত্রিক সংস্কৃত গ্রন্থে 'কাগদ' নাম পাওয়া যায়।

এখন সকল দেশেই প্রধানতঃ লিখনকার্য্যে কাগজ ব্যবহৃত হয়। এই সকল কাগজও আজ কাল প্রধানতঃ নানাবিধ বাষ্পীয় যন্ত্র সাহায্যে য়ুরোপ, আমেরিকা ও এসিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু এখনও এসিয়ার দক্ষিণ ও পূর্ব্বপ্রদেশসমূহে হাতে হাতে যথেষ্ট পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হয়। এই সকল কাগজ দুর্ম্মূল্য ও বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ভারত, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, চীন, জাপান, পারস্য প্রভৃতি দেশেই ঐরূপ হাত-গড়া কাগজের বেশী আদর দেখা যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার, ভুটান, নেপাল, আহ্মদাবাদ, সুরাট, ধারবার কোলাপুর, আরঙ্গাবাদ ও দৌলতাবাদে ঐরূপ হাত-গড়া কাগজ যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। আরঙ্গাবাদের কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; দেশীয় রাজন্যবর্গ এই কাগজের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এই কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা মসৃণ, চিক্কণ ও সুদৃঢ় হইয়া থাকে। ইহার পরই দৌলতাবাদের "বাহাদুর খানি" ও "মাধাগরি" কাগজ সমধিক আদৃত হয়। এই দুই কাগজ প্রস্তুতের সময় ইহার মধ্যে স্বর্ণের সূক্ষ্মপাত মিশিয়া দেয়, তৎপরে কাগজ প্রস্তুত হইলে কাগজখানির সর্ব্বত্র ঐ স্বর্ণের সূক্ষ্মাংশ-সকল ছড়াইয়া পড়ে, দেখিতে অতি চমৎকার শোভা হয়;— এই কাগজের নাম "আফশানি কাগজ"। দেশীয় রাজন্যগণ এই আফশানি কাগজে রাজকীয় কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। এই সকল হাত-গড়া কাগজে দলীল, সনন্দ, ছাড় প্রভৃতি লিখিত হইয়া থাকে।

যাহার উপর লেখা যায়, সংস্কৃত ভাষায় তাহাকে পত্র বলে। বাঙ্গালা ভাষায় চলিত কথায় "পাতা" বা "পেঁতে" বলিলে যে অর্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে, সংস্কৃত পত্র শব্দের যথার্থ অর্থ তাহাই। কি জন্য অক্ষর, পত্র ও লিখন-প্রণালীর উৎপত্তি হইল তৎসম্বন্ধে একটি কৌতুহলজনক অথচ সমূলক প্রমাণ রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"ষাণ্মাসিকে তু সংপ্রাপ্তে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥"

অর্থাৎ ছয়মাস অতীত হইলে ভ্রম উপস্থিত হইল দেখিয়া বিধাতা কর্ত্তৃক পূর্ব্বকালে অক্ষর সৃষ্ট হইয়া পত্রারূঢ় হইল। ছয় মাসের পর যে অধিকাংশ কথাই ভুল হইয়া যায়, তাহা একান্ত সত্য।

জগতের উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে প্রথমেই কাগজের উপর কালি কলম দিয়া লিখিবার প্রথা প্রচারিত হয় নাই। কাগজ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে কিসে লেখা হইত, কিসে কাগজ সৃষ্টি হইল, প্রথমে কোন দেশে কাগজ সৃষ্টি হয় ও কি কি দ্রব্য হইতে কিরূপে এখন কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

১। কাগজ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কি কি সামগ্রী লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত?

(ক) প্রস্তর ও কাষ্ঠ—সর্ব্বাদৌ প্রস্তর ও কাষ্ঠই লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। অতি প্রাচীনকালে কাষ্ঠে ও প্রস্তরে অক্ষরাদি খুদিয়া রক্ষিতব্য বিষয় সকল লিখিত হইত। কালদীয়া-প্রদেশের প্রাচীন সমাধিস্তম্ভের এবং মিশরদেশের পিরামিডের গাত্রে খোদিত অস্পষ্ট অক্ষরমালাই ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন।

(খ) ইষ্টক—প্রাচীন কালদীয়গণ ইষ্টকের উপর আপনাদিগের জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণাদির ফলাফল উৎকীর্ণ করিয়া রাখিত। এইরূপ লিপি-বিশিষ্ট ইষ্টক এখন কোন কোন য়ুরোপীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

(গ) সীসা—প্রাচীনকালে সীসার উপরে দলীলাদি খুদিয়া রাখিবার প্রথা ছিল। কথিত আছে যে, হিসিয়ডের "গ্রন্থাবলী ও তাঁহার সময়" নামক পুস্তক একটি বৃহৎ সীসার টেবিলে খোদিত হইয়াছিল ও বহুদিন পর্য্যন্ত মেসিসের মন্দিরে রক্ষিত ছিল। সীসার পাত হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া পাতলা করিয়া লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোমনগরে এইরূপ সীসার খোদিত একখানি পুস্তক পাওয়া যায়, তাহার আকার ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৩ ইঞ্চি প্রশস্ত। ইহাতে প্রাচীন মিসরীয় অস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত।

(ঘ) পিত্তলাদি—রোমনগরে সাধারণ প্রস্তাবাদির ফলাফল সেকালে পিত্তলে খোদিত হইত। প্রাচীন রোমীয় সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পিত্তলের বগ্লসে বা তলবারের খাপে আপনাদিগের "ইচ্ছাপত্র" (Wills) লিখিয়া রাখিত। ১২ ধারার আইন (Laws of 12 tables) পিত্তলে খোদিত হইয়াছিল। রোমীয় সম্রাট ভেস্পেসীয়ানের রাজত্বকালে যখন অগ্নিদাহে রাজধানী পুড়িয়া যায়, তখন প্রায় ৩০০০ হাজার পিত্তলের পাত নষ্ট হইয়া যায়; ঐ সকল পাতে কত প্রয়োজনীয় আইন ও দলীলাদি ভস্মীভূত হইয়া যায়। সিরীয়ার প্রাচীন মঠে ডাক্তার বুকানন ৬ খানি ধাতুফলক পাইয়াছিলেন। সে গুলি ধাতু-বিমিশ্রিত। ৬ খানি ধাতুফলকে প্রায় ১১ পৃষ্ঠা হইবে। ইহা পেরেকের মাথার ন্যায় বা ত্রিকোণাকার অক্ষরে লিখিত। কোচীনের য়িহুদীদিগের নিকটেও এইরূপ কয়েকখানি ধাতুফলক আছে।

(ঙ) কাষ্ঠ—সোলনের আইনগুলি কাষ্ঠের উপর খোদিত; এই কাষ্ঠময় আইন পুস্তকের নাম অক্সোনস্ (Axones)। ঐ আইনের কতকগুলি আবার প্রস্তরের উপরেও খোদিত আছে; এই প্রস্তর-লিপির নাম গ্রীক-ভাষায় "কিরবিস্" (Kyrbies)। হোমরের সময়ের পূর্ব্বে তালিকা পুস্তকগুলিও (গ্রীসের) কাষ্ঠে খোদিত হইত। বক্স্ ও নেবু গাছের কাষ্ঠ এবং হাতীর দাঁতই এই সকল

কার্য্যে অধিক ব্যবহৃত হইত। তখন এই সকল পাতের উপর মোম মাখাইয়া খুন্তি (স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, লৌহ বা তামার সুক্ষমুখ শলাকা) দিয়া আঁচড়াইয়া লিখিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল। এই সকল লিখিত কাষ্ঠফলকগুলি একত্র বাঁধিয়া রাখিলে যে পুস্তক হইত, তাহাকে "কডেক্স্" (Codex) অর্থাৎ পুথি বলিত। ইহার উপরে সময়ে সময়ে খড়ির গোলা দিয়াও লিখিত হইত। বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে সামান্ত সামান্ত মুদির দোকানে এই প্রকারের বস্তু আজিও দেখা যায়। তাহারা ৩ খণ্ড ৬×৪ ইঞ্চি কাষ্ঠ একত্র দড়ি দিয়া গাঁথিয়া রাখে। দড়ির সহিত একটি পেরেক বাঁধা থাকে। খণ্ডগুলিতে মোমের সহিত ভূষা মাখাইয়া রাখে। কেনাবেচা করিতে করিতে যে সময়ে কোন ধারের হিসাব বা অন্ত কোন হিসাব টুকিয়া রাখিবার আবশ্যক হয়, তাহাই ইহাতে পেরেক দিয়া লিখিয়া রাখে। হিন্দুস্থানীরা একখণ্ড ১ ফুট×১॥ ফুট তক্তায় লিখিয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই কঞ্চির কলমে খড়িগোলা দিয়া লিখে। পূর্ব্বে এইরূপ কাষ্ঠফলকে চিঠি লিখিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাঁটের উপর মোহর করিয়া দিত। সলোমন-পুস্তকালয়ে এইরূপ ২ ফুট ৬৬ ইঞ্চি কাষ্ঠে লিখিত তক্তা আছে। চীনেরাও কাষ্ঠের তক্তা লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত।

(চ) পাতা—প্রাচীনকালে অধিকাংশ জাতিই বৃক্ষপত্রকে লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত। আফ্রিকার মিসরীয়েরা সর্ব্বপ্রথমে তালপত্র ব্যবহার করিতে শিখে। সিরাকিউসের জজেরা জলপাইগাছের পাতায় নির্ব্বাসনদণ্ডের আসামীগণের নাম লিখিতেন। ভারতে, সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে তালপত্র যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। ব্রহ্মদেশে কোন পুস্তক সুদৃঢ় করিয়া লিখিতে হইলে, হাতীর দাঁতের পাতের উপর লিখিত। হাতীর দাঁতের পাতগুলি প্রথমতঃ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহার উপর স্বর্ণের বা রৌপ্যের হল করিয়া অক্ষর লিখিত। উড়িয়া ও সিংহলীরা "তালিপত" গাছের পাতা ব্যবহার করে; এই পাতা খুব চওড়া ও পুরু। ইহার উপরে অক্ষরগুলি স্পষ্ট করিবার জন্য খুন্তি দিয়া লিখিয়া কয়লার গুঁড়া মাখাইয়া মুছিয়া ফেলিত। এখনও সিংহলে তালিপত ও ভারতে তালপত্রের বহুল ব্যবহার আছে। ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতবর্ষে যতগুলি প্রাচীন তালপাতের পুঁথি দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১৮৯ সম্বতের পুথি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

(ছ) বৃক্ষবল্কল—এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বল্কল লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন কাল্দীয়গণ বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ বল্কলকে লেবার (Leber) বলিত ও লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত। এই লেবার হইতেই লেবার অর্থে এখন পুস্তক বুঝায়। ব্রহ্মদেশীয়েরা বাঁশের চেয়াড়ির উপর পবিত্র পুস্তকাদি লিখিত। সুমাত্রাদ্বীপের বুট্টাজাতি আজ ও একপ্রকার বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ ছালের উপর লিখিয়া থাকে। তাহারা এই ছাল লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া চারকোণা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দেয়। রজন বা টার্পিণ তৈলের বৃক্ষজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের রসে ইক্ষুরস মিশাইয়া কালি প্রস্তুত করে। সাধারণতঃ ব্যবহারের জন্য ইহারা বাঁশের গাঁঠের গায়ে যে মোচার খোলার মত খোলা (অসিফলক) থাকে, তাহাতেও লিখিয়া থাকে। বড্‌লিয়ান লাইব্রেরীতে মেক্সিকোদেশীয় অস্পষ্ট সাংকেতিক অক্ষরে লিখিত একখানি পুস্তক আছে, তাহার অক্ষরসমূহও বল্কলের উপর চিত্রিত। ভারতের মালাবার উপকূলবাসীরা আজিও প্রধানতঃ বল্কলের উপরেই লেখা পড়া করে।

(জ) রেশমীবস্ত্র খণ্ড—প্লিনি বলেন রেশমীবস্ত্রের উপর লিখনকার্য্য সেকালে অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই সকল রেশমীবস্ত্রের পুস্তকাদিতে ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নাম ও সাধারণের দলীলাদি লেখা হইত। মিসরের লোকেরাও এরূপ পুস্তকে রক্ষিতব্য বিষয় লিখিয়া রাখিত।

(ঝ) পশুচর্ম্ম—প্রাচীনকালে এক সময়ে কোথাও কোথাও লোকে পশুচর্ম্মের উপর লিখিত। প্রাচীন যোনজাতি পুস্তককে "ডেপ্‌টেরি" ((Depteræ) বা চর্ম্ম (?) বলিত। বিব্‌লস্ (Biblos) গাছ যখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, তখন ছাগল ও ভেড়ার চামড়াই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে কন্‌ষ্টন্টিনোপলে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তাহাতে একজাতীয় সর্পের উদরের চর্ম্ম পুড়িয়া যায়। ঐ সকল সর্পচর্ম্মে গ্রীকদিগের মহাকাব্য "ইলিয়াড" ও "অডেসি" স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল।

(ঞ) পার্চমেণ্ট ও বিলাম্—ছাগ ও মেষচর্ম্মকে রীতি অনুসারে এরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে তাহার উপর "ছাপা" হইতে পারে; এইরূপ প্রস্তুত করা চামড়ার নাম পার্চমেণ্ট। সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট পার্চমেণ্টের নাম বিলাম্। বিলাম্ সকল চামড়ায় হয় না; অকালপ্রসূত বা দুগ্ধপায়ী গো-বৎসের চর্ম্মে মাত্র প্রস্তুত হয়। প্রাচীনকালে য়িহুদীরা ইহার উপর আইনাদি লিখিত। পারসীকেরা ইহাতে স্বদেশ-প্রচলিত গল্প বা ইতিহাস লিখিত। দলীলাদি লিখিবার জন্য ইহা এখনও ব্যবহৃত হয়। ড্রেসডেন লাই-

ব্রেরীতে হুমাপক্ষীর চর্ম্মে লিখিত একখানি মেক্সিকো-পঞ্জিকা ও ভিয়েনা লাইব্রেরীতে একখানি পুস্তক আছে।

(ট) প্রস্তুত করা চামড়া (লোম তুলিয়া পিটিয়া পরিষ্কার করিয়া যে চর্ম্ম নানাবিধ কার্য্যোপযোগী করা হইয়াছে)—এরূপ চর্ম্মে আরবীয়েরাই অধিকাংশ লিখিত।

এইরূপ চর্ম্মে ৫৭ পাতার একখানি চিত্র-বিচিত্র অক্ষরে লিখিত পুস্তক দেখা গিয়াছে।

২। কাগজের সৃষ্টি—প্রথমেই একেবারে অংশুমান্ পদার্থের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই। প্রথমে তৃণ ও বৃক্ষাদির অংশবিশেষ হইতে কাগজবৎ একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের মতে পেপিরস্ (Papyrus Antiquorum বা বাইবেল মতে ইংরাজী "বুলরাস্" Bulrush) নামক তৃণের মূলদেশ হইতে প্রস্তুত কাগজই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা হইতে যে কাগজ প্রস্তুত হইত, তাহাকে "পেপিরস পেপর" বা সংক্ষেপে "পেপিরি" বলিত। স্মাস সাহেব রচিত Exodus নামক গ্রন্থে দেখা যায়, খৃষ্টের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বেও পেপিরির বহুল প্রচলন ছিল এবং খৃষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পরেও এই পেপিরি ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই তৃণ শরের ন্যায় জলা জমীতে হইয়া থাকে। মিসরদেশে, সিরীয়ায় ও সিসিলিদ্বীপে এই তৃণ জন্মে। সিরীয়ায় ইহাকে বেবির (Babeer), গ্রীকেরা ইহাকে বিব্‌লস্ (Biblos) এবং উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা সাইপেরাস সিরিয়াকাশ (Cyperus Syriacus) বলেন। ইহা প্রায় ৮ হইতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহার পাতা কিন্তু শরের পাতার মত নহে, আমাদের দেশীয় ঝাউ গাছের পাতার ধরণ যেরূপ, এই তৃণের অগ্রভাগেও সেই ধরণের ৮টী মাত্র পাতা হয়। ইহার সর্ব্বাঙ্গে পাতা থাকে না বা শরের ন্যায় গাঁট থাকে না। ওলের ডাঁটার মত গাছটি সরল হইয়া উঠে ও মাথার উপর ওলের পাতার মত ৮টি পাতা ছত্রাকারে বিস্তৃত হয়, আর সেই পাতার গা দিয়াই ঝাউপাতার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পত্রাংশ সকল ঝুলিয়া পড়ে। ইহার গাত্রের বর্ণ সবুজ, কিন্তু গোড়ার দিকের যে অংশ জল ও কর্দ্দম মধ্যে থাকে, সেটুকু অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ। এই অংশের ছাল অতি পাতলা এবং মোচার খোলার মত। ইহার ঐ অংশে ১৯।২০টি খোলার ভাঁজ হইয়া থাকে। এইগুলি সাবধানে খুলিয়া লইয়া আড়ভাবে পরস্পর ধারে ধারে জুড়িয়া লইলেই সেকালের পেপিরি কাগজ প্রস্তুত হইত। ঐ ছাল জুড়িতে সেকালে শিরীষ বা তদ্রূপ কোন আঠা ব্যবহৃত হইত না। পেপিরাস্ ঘাসের গোড়া মানুষের বাহুর মত মোটা হইয়া থাকে, সুতরাং যে গাছের গোড়া যত মোটা ঐ পেপিরি কাগজও ততটা চওড়া হইত। এই ছাল আবার যত ভিতরের হয়, ততই পাতলা হইয়া থাকে বলিয়া সেকালে নানাপ্রকার পুরু ও পাতলা 'পেপিরি' প্রস্তুত হইত। যে পেপিরি সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম হইত, তাহাকে গ্রীকেরা "হেরিটিকা" বলিত, কারণ এই শ্রেণীর পেপিরি কেবল মিসরীয় যাজকগণ ব্যবহার করিতেন, অপর সাধারণে বা বিদেশীয় বণিকেরা ক্রয় করিতে পাইত না। মিসরীয় যাজকেরা ইহার উপর ধর্ম্মকথা লিখিয়া বিক্রয় করিতেন মাত্র। এ সময়ে মিসরীয়েরাই পেপিরি প্রস্তুত করিতে জানিত, সুতরাং গ্রীকেরা ঐ প্রথম শ্রেণীর "পেপিরি" প্রস্তুত করিয়া লইতেও পারিত না। রোমকেরাও ঐ জন্য 'হেরিটিকা পেপিরি' পাইত না; কিন্তু শেষে তাহারা উহা ব্যবহার করিবার উপায় করিয়া লয়। রোমসম্রাট্ অগস্তাসের সময় রোমকেরা মিসর হইতে যাজকগণের লিখিত 'হেরিটিকা' ক্রয় করিয়া আনিত এবং এক প্রকার ঔষধ দিয়া ঐ সকল লেখা ধুইয়া ফেলিত। এই ঔষধটিও তাহারাই উদ্ভাবন করে। এইরূপে ধুইয়া ফেলিয়া রোমক বণিকেরা স্বদেশীয় সম্রাটের নামানুসারে উহার "অগস্তাস্" কাগজ নাম দিয়াছিল। উক্ত শ্রেণীর ঠিক পরবর্ত্তী পেপিরি কাগজকে রোমকেরা অগস্তাস্-পত্নীর নামানুসারে 'লেভিয়ানা' বলিত। শেষে যখন তাহারা নিজে পেপিরি প্রস্তুত করিতে শিখিল, তখন ঐ দুইশ্রেণী ব্যতীত 'অ্যাম্ফিথিয়েট্রিকা' 'ফ্যানিয়ানা' 'এম্পোরটিকা' "ক্লডিয়া" প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন দরের পেপিরি প্রস্তুত করিত। প্লিনির ইতিহাস পড়িলে বুঝা যায় যে, তখন গ্রীস বা রোমে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, পেপিরি প্রস্তুত করিতে মিসরদেশীয় নীলনদের জল একান্ত আবশ্যক, কারণ নীলনদের জলে স্বভাবতই এক প্রকার আঠাবৎ পদার্থ আছে, তদ্দ্বারা পেপিরির ছালগুলি জুড়িবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত। পেপিরির ছালগুলিকে ছাঁটিয়া সমান করিয়া ধারে ধারে মিলাইয়া একটি টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়া নীলনদের জল ছিটাইয়া দিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই পেপিরি প্রস্তুত হইত; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, পেপিরি-ছাল ভিজিলেই উহা হইতে এক প্রকার আঠা-রস বাহির হইয়া থাকে এবং শুকাইলে তাহাতেই ছালগুলি জুড়িয়া যায়।

তৎপরে কিরূপে কি উপায়ে অংশুমান্ পদার্থকে মণ্ড করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়, তাহা

জানিবার উপায় নাই, তবে অনুসন্ধিৎসা-পরায়ণ সুধীগণ অনুমান করেন, যেমন বোল্‌তা, ভীমরুল ও মৌমাছির চাক দেখিতে অনেকটা কাগজের ন্যায় এবং উহা বৃক্ষাদিজাত পদার্থ হইতেই প্রস্তুত। উক্ত পতঙ্গেরা যেরূপে বৃক্ষাংশ বিশেষকে তরলাকারে পরিণত করিয়া অণুপ্রমাণে মুখে করিয়া আনিয়া বৃহৎ বৃহৎ চাক এবং বিস্তৃত ডিম্বকোষ সকল প্রস্তুত করে, সেই উপায়ের অনুসরণ করিয়াই বোধ হয় কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় খৃষ্টীয় ৯৫ অব্দে চীনেরাই অংশুমান্ পদার্থ হইতে সর্ব্ব প্রথমে কাগজ প্রস্তুত করে।

কণ্‌ফুচির সময়ে চীনেরা বাঁশের আভ্যন্তরীণ ছালের উপর তীক্ষ্নমুখ লেখনী দিয়া আঁচড়াইয়া লিখিত। তৎপরে ইহারা সেই বাঁশেরই ছাল, তুলা, রেশম ও অন্যান্য গাছের ছাল হইতে মণ্ড করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিতে শিখে। হানবংশীয় হোটি নামক চীনসম্রাটের রাজত্বকালে কতকগুলি বৃক্ষের ছাল, পুরাতন মাছ-ধরা জালের ছিন্নাংশ, শণ ও রেশম একত্র সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিত এবং এই মণ্ডেই কাগজ হইত। কাগজ প্রস্তুত করিতে ইহারা সেই প্রাচীনকালে যে সকল যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছিল, একালে তাহারই উন্নতি করিয়া তাহার সাহায্যে উত্তমোত্তম কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। এখন চীনদেশে নানাবিধ কাগজ হইয়া থাকে। ইহাদের দেশীয় হো-সি নামক খড়ের কাগজ এত অধিক প্রস্তুত হয় যে, ইহারা তদ্দ্বারাই শবদাহ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, ইংলণ্ডীয় ঐতিহাসিকেরা কাগজের উৎপত্তি সম্বন্ধে চীনকেই প্রথম পদবী দিন আর যাহাকেই দিন, গ্রীক ইতিহাসে কিন্তু যথার্থ কথা জানা যায়। পঞ্জাববিজয়ী গ্রীক-সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি নিয়ারকাস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে তিনি ভারতবর্ষে উত্তম মসৃণ চিক্কণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী একপ্রকার 'তুলা-চাপড়ান' জিনিসের উপর বাণিজ্যাদির আদান প্রদানের হিসাব লিখনের বহুল প্রচলন দেখিয়াছিলেন। এই তুলা-চাপড়ান সম্ভবত তুলাত বা তুলট কিম্বা তুলট কাগজের অনুরূপ হইবে। মাকিদনরাজ ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন খৃষ্টজন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে, সুতরাং তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই যে ভারতে তুলটের ন্যায় কোন প্রকার লিখিবার কাগজের প্রচলন ছিল, তাহা নিশ্চয়। অনেকে মনে করেন, বিলাতী কাগজে বা আধুনিক কলের কাগজে হরিতাল মাখাইলেই তুলট কাগজ প্রস্তুত হয়; কিন্তু তাহা নহে। পূর্ব্বে মালদহ জেলায় এই তুলট কাগজ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। দেশ বিদেশেও এই কাগজের বেশ আদর ছিল, এজন্য প্রতিবৎসর মালদহ হইতে নানা প্রকারের তুলটকাগজ দেশ বিদেশে রপ্তানি হইত। সে কালে ইংরাজেরাই চীনদেশীয় একশ্রেণীর কাগজকে "India-proof" নাম দিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই কাগজ পূর্ব্বে চীন দেশে উৎপন্ন হইত না, সর্ব্বপ্রথমে ভারত হইতে চীনে রপ্তানি হইয়া থাকিবে; কারণ তাহা হইলে ওরূপ নামকরণ কেন হইবে? এবং চীনের সহিত ভারতের যে অন্তর্ব্বাণিজ্য পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে মালদহে এই কাগজের ব্যবসায় বেশ বিস্তৃত ছিল; এক শ্রেণীর লোকের ইহাই উপজীবিকা ছিল। এখনও অনেক প্রাচীন জমীদারের ঘরে সাটিনের ন্যায় উজ্জ্বল ও মসৃণ এক প্রকার কাগজে বাদ্‌শাহী সনন্দ, ছাড় ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পুরাতন দেশী কাগজ গৌড়ে প্রস্তুত হইত। আমরা তুলট কাগজে লিখিত ছয় সাতশত বর্ষের প্রাচীন পুঁথি দেখিয়াছি। ভারতবর্ষে মুসলমানেরাও কাগজের ব্যবসা করিত। মুসলমান তাঁতীরা যেমন "জোলা," মুসলমান মৎস্যজীবীরা যেমন 'নিকারী' ইত্যাদি আখ্যা পাইয়াছে, সেইরূপ সেকালের কাগজ-ব্যবসায়ী মুসলমানেরা "কাগজী" আখ্যা পাইয়াছিল। এখনও কাগজী-মুসলমানেরা ঢাকা অঞ্চলে "কাগজ" প্রস্তুত করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কলিকাতার বিগত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে (১৮৮৩-৮৪) কয়েক প্রকার পাটের কাগজ, ঢাকা মুন্সীগঞ্জের 'মেঘু কাগজীর' প্রস্তুত এক প্রকার কাগজ, শাহাবাদ সাসেরাম হইতে ৪ প্রকার দেশী কাগজ, বহরমপুর-কণটোলি (মুজঃফরপুর) হইতে দুই প্রকার দেশী কাগজ, এবং ভুটান হইতে এক প্রকার বৃক্ষের ছালের কাগজ প্রদর্শিত হয়। ভুটিয়া কাগজে প্রায় পোকা লাগে না। এই কাগজই সুদৃঢ় ও মসৃণ বলিয়া বিখ্যাত।

পূর্ব্বে পারস্যে কঠিন বৃক্ষ ত্বক্ হইতে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত। ঐ ত্বকের নাম তুস্ বা তুজ্। প্রাচীন পারসীকেরা এই তুজ চামড়ার সহিত মিশাইয়া কাগজ প্রস্তুত করিত। তাহারা এই কাগজ বহুল ব্যবহার করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে পঞ্জাবাদি উত্তরভারতেও ঐ কাগজ আসিত।

মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের কতকগুলি গ্রন্থ মেষের স্কন্ধাস্থির পাতে লিখিত হইয়াছিল।

৩। বিলাতী কাগজের ইতিহাস—

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চীনেরাই খৃষ্টীয় কালারম্ভের সময়ে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য শণ, রেশম ও ছিন্ন

যন্ত্রাদি হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করে। আরবেরা ইহাদের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়া ৭০৬ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দ সহরে প্রথম কারখানা স্থাপন করে। তাহাদিগের নিকট হইতে ঐ কাগজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে য়ুরোপে প্রচারিত হয়। এই সময়েই সর্ব্বপ্রথম স্পেনদেশে তুলা হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা স্থাপিত হয়। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে ভেলেন্সিয়া প্রদেশের প্রাচীন নগর কৃজেটিভা নগরের কারখানার কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইয়া উঠে। এই কাগজ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সকলদেশে রপ্তানি হইত। ক্রমে ভেলেন্সিয়া ও টেলেডো প্রদেশের খৃষ্টানেরা কাগজের কারখানাগুলির বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের সর্ব্বত্র তুলার কাগজ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতে থাকে। সেই সময়কার কাগজে লিখিত একখানি দলীল উত্তর সিরিয়া প্রদেশের গস নগরের মঠে রক্ষিত আছে। দলীলখানি রোমসম্রাট্ দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আদেশপত্র। ইহাতে ১২৪১ খৃষ্টাব্দের তারিখ দেওয়া আছে। অবশেষে ১৪শ শতাব্দীতে শণ ও রেশম হইতে বেশী পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় এবং তুলার কাগজ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তখন তুলার কাগজ বড় বেশী দৃঢ় হইত না। সেকালে শণাদি হইতে যে কাগজ প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমান প্রণালীর ন্যায় তখন শণ ধৌত করিয়া শাদা করিয়া ফেলিত না, কেবল উহার আঠা ধুইয়া ফেলিত। এই সকল কাগজে শিরীষ মাখাইয়া দিলে আরও দৃঢ় হইত। সেই সকল কাগজ যাহা আছে, তাহা আজও বিলক্ষণ মজবুত ও সমান উজ্জল আছে; দেখিলেই প্রশংসা করিতে হয়। ১৪শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনে শণ রেশমাদির কাগজের কারখানা যথেষ্ট হইয়াছিল। জর্ম্মনিতে ন্যুরেম্বর্গনগরে ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে আর ইংলণ্ডে ১২৫০ খৃষ্টাব্দে হার্টফোর্ডসায়রের ষ্টেভেনেজ নগরে সর্ব্বপ্রথম কাগজের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কেন্টসায়রে মেডষ্টোমনগরে পাতলা কাগজের একটি কারখানা হয়। ইহারই কিছু পূর্ব্বে বস্কোরভাইল কাগজ ঢালিবার বুনন-করা ছাঁচ উদ্ভাবিত করেন। এই ছাঁচ ফরাসীরা ব্যবহার করিতে করিতে তাহার আরও উন্নতি করে এবং পরিণামে ঐ সকল ছাঁচে সেকালে "বেলম্" (Vellum) কাগজ প্রস্তুত হইত। এই সময় হলণ্ড হইতে শণ রেশমাদি কুচাইয়া কুটিবার জন্য কাঁচি ও ঢেঁকিকল আবিষ্কৃত হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে মুসেঁ ডিডো সকল প্রকার তন্তু হইতেই কাগজ প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। মুসেঁ ডিডো সেই উপায়টি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ফুর্ড্রিনিয়ার কোম্পানি উহার একচেটিয়া কারবার করিতে আদেশ পান। অবশেষে ইহাদের এই একচেটিয়া কারবারে মহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা জুটিল। ইহাদের কাগজ প্রস্তুতের একচেটিয়া যন্ত্র ও প্রথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হইল; কাজেই ব্যবসায়ে আর প্রতিযোগিতা চলিল না, লোকসান পড়িল। রুষিয়ার রাজকোষে তখন ইহাদের লক্ষাধিক টাকা পাওনা। ৭৫ বৎসর বয়সে হেনরি ফুর্ড্রিনিয়ার নামক এক ব্যক্তি একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে লইয়া রুষিয়ার টাকা আদায়ের চেষ্টায় গেলেন। অন্যান্য সকলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিলেন যে, তাঁহাদের উদ্ভাবিত ব্যবসায়ে এতদিন ইংলণ্ডের রাজকোষে প্রতিবৎসর প্রায় ৫ লক্ষ মুদ্রা আয় হইয়াছে, আর এখন সেই ব্যবসায় নষ্ট হইল; সুতরাং এ সময় ইংরাজ-রাজের কিছু দয়া করা উচিত। পার্লিয়ামেণ্টে এ আবেদনের বিচার হইয়া স্থির হইল যে কেবল ৭০০০ পাউণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য কাগজ-ওয়ালারা ইহা দেখিয়া চাঁদা করিয়া আরও কতক টাকা তুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইল। ইতিমধ্যে যাঁহাদের নামে ব্যবসায়ের একচেটিয়া ছিল, তাঁহাদের শেষ বংশধর ৮৯ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইহার দুইটীমাত্র কন্যা অনেক চেষ্টার পর রাজকোষ হইতে যৎসামান্য মাসিক বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

আজকাল চিঠির কাগজে ও ফুলস্ক্যাপ কাগজে যেরূপ জলের লাইনকাটা থাকে, পূর্ব্বে সকল বিলাতী কাগজেই ঐরূপ জলীয় দাগের চিহ্ন থাকিত। এই সকল জলীয় দাগের চিহ্ন ব্যবসায়ী ভেদে বিভিন্ন হইত। হিসাব বা দলীলাদিতে জাল হইয়াছে কি না জানিবার জন্য ঐ সকল জলীয় চিহ্ন পরীক্ষা করা হইত। প্রাচীনকালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জলীয় চিহ্নের মধ্যে ফ্ল্যাণ্ডার্স্ নগরে যে কাগজ হইত, তাহাতে একটি হাতের পাঞ্জা থাকিত, ঐ পাঞ্জার মধ্যম অঙ্গুলির মাথা হইতে একটী তারকাবিশিষ্ট শলাকা বহির্গত হইত। এই কাগজে তখন সাধারণ চিঠি পত্রাদির কার্য্য চলিত। ভিনিসের একটী যাদুঘরে ঐরূপ কাগজে লিখিত একখানি চিঠি আছে, ঐ চিঠিখানি ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ২০ জুলাই তারিখে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেন্‌রি ফ্রান্সিস্কো ক্যাপেলোকে লিখিয়াছিলেন। এই পাঞ্জামার্কার কাগজকে "হাত কাগজ" (Hand-paper) বলে। আর এক প্রকার চিঠির কাগজে (Note-paper) সে কালে একটি মদের

গ্রাসের চিহ্ন থাকিত; কিন্তু কিছুদিন পরে আবার তাহা বদলাইয়া ঢালের উপর রাজচিহ্ন (Royal arms) অঙ্কিত হইত। ডাকের কাগজে (Post-paper) সে কালের ডাকপিয়াদার শিঙ্গা ও ঢালের উপর রাজমুকুট চিহ্ন থাকিত। নকলের কাগজে (Copy paper) ফরাসী জাতীয় পুষ্পচিহ্ন থাকিত। ডেমি কাগজে ফরাসীপুষ্প ও ঢালের মাথায় রাজমুকুট থাকিত। রয়্যাল কাগজে বাঁকা বামহস্ত ও ফরাসী পুষ্পচিহ্ন থাকিত। ক্যাপ (Cap) কাগজে অশ্বারোহীর টুপির (Jockey-cap) ন্যায় কোন পদার্থ অঙ্কিত থাকিত। এই ক্যাপ কাগজে সেক্ষপীয়রের পুস্তকাবলী সর্ব্বপ্রথম ছাপা হয়। আর্কিয়লজিয়ার মতে, ১৬৬১ সালে ফুল্স্ক্যাপ কাগজ প্রথম প্রচারিত হয়। প্রথম চার্লস্ নিজ কোষশূন্য দেখিয়া কতকগুলি ব্যবসাদারকে একচেটিয়া ব্যবসার আদেশ দেন। কএকজন সেই সময়ে রাজকীয় কর্ম্মে যে কাগজ লাগে তাহারই একচেটিয়া পায়। তাহারাই ফুল্স্ক্যাপ কাগজের আকারে কাগজ প্রস্তুত করে। প্রথমে এই কাগজে রাজচিহ্ন দেওয়া হইত, কিন্তু ক্রমওয়েল রাজ্যাধিকার করিলে রাজচিহ্নের পরিবর্ত্তে "গাধারটুপি" (Foolscap) ও একটা ঘণ্টাচিহ্ন দেওয়া হয়। শেষে আবার যখন শাসনভার "রাম্প্ পার্লিয়ামেণ্টের (Rump Parliament) হস্তে পড়ে, তখন ইহা উঠিয়া যায়, কিন্তু আজিও উহার নাম এবং পার্লিয়ামেণ্টের আবেদা থাতাপত্রের নাম "ফুল্স্ক্যাপ"ই আছে।

অনেক বিলাতী কাগজে প্রায় নীল রঙ্গ করে। এরূপ রঞ্জিত করিবার প্রণালী পূর্ব্বে হঠাৎ ঘটিয়া গিয়াছিল। মিঃ বুটেন্শ নামক একজন কাগজব্যবসায়ী ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে একদিন নিজের কারখানায় সস্ত্রীক বেড়াইয়া কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রীর হাত হইতে এক মোড়ক নীলবর্ণের গুঁড়া একটা কাগজের মণ্ডে পড়িয়া যায়। রং মণ্ডের উপর পড়িবামাত্র তাহাতে মিশিয়া যায়। শেষে সেই মণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হইলে, তাহার বড়ই আদর হয়। বুটেন্শের স্ত্রীও নীলরঙ্গের পাটি (Cake) বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করেন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। এডিনবরা নগরে এজন্য একটি সভা হয়। সভায় যে সকল নিয়মাদি স্থিরীকৃত হয়, তাহা আজিও বৃটীশ মিউজিয়মে আছে। সেকালে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম কাগজ স্পেনদেশীয় এক প্রকার ঘাস (Esparto Alfa, Lygeum Sparteum) হইতে প্রস্তুত হইত।

এইরূপে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধকালের মধ্যে য়ুরোপীয় কাগজ প্রস্তুতের জন্য যে সকল বস্তু ব্যবহৃত হয় এবং প্রত্যেক বস্তু সর্ব্বপ্রথম কোন কোন সালে কে ব্যবহার করেন? তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ;—

দ্রব্য	সাল	প্রথম ব্যবহারকর্ত্তা—
তুলা, শণ, রেশম, পশম	১৬৮২	ব্লাডেন (Bladen)
চামড়া	১৭৯০	হুপার (Hooper)
খড়	১৮০০	কুপ্স্ (Koops)
কাঁটাগাছ	ঐ	
কাষ্ঠ	১৮০১	
বল্কল	১৮০০	
শুষ্ক তৃণ	ঐ	
পশুবিষ্ঠা	১৮০৫	জোন্স্ (Jones)
সেহালা ; শৈবাল	১৮২৪	নেস্‌বিট্ (Nesbitt)
হপ গাছ	১৮২৫	দিলা-গর্দ্দে (De-la-Garde)
চুল, লোম	১৮৩৩	উইলিয়মস্ (Williams)
ঘৃতকুমারী	১৮৩৮	বেরি (Birry)
কলাগাছের খোলা	ঐ	ঐ
কলাইয়ের ডাঁটা	ঐ	ডি'হারকোর্ট (D'Harcourt)
ইক্ষুদণ্ড	ঐ	বেরি (Berry)
বৃক্ষপত্র	ঐ	ব্যালম্যানো (Balmano)
বৃক্ষের শিকড়	ঐ	
জনারের তুঁষ ও ডাঁটা		ডি'হারকোর্ট (D'Harcourt)
মটরের ডাঁটা	ঐ	ঐ
গটাপার্চা	১৮৪৬	হ্যানক (Hanock)
পাট	১৮৪৬	ক্যালভার্ট (Calvert)
নারিকেল ছোবড়া	১৮৫২	নিউটন (Newton)
তুঁষ	১৮৫২	উইল্কিন্সন্ (Wilkinson)
করাতের গুঁড়া	ঐ	
তামাকের ডাঁটা	ঐ	অ্যাডকক্ (Adocock)
তৃণবর্গ	১৮৫৩	ষ্টিফ্ (Stiff)
নারিকেল নালা	১৮৫৪	ডিয়াপার (Diaper)
বাদামের খোলা	ঐ	কুপল্যাণ্ড (Coupland)
জলজতৃণ	১৮৫৫	আরচার (Archer)

এতদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ বস্তু হইতে প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু সকলগুলি হইতেই কাগজ করিলে যে ব্যবসায়

চলিতে পারে, তাহা নহে এ বিষয়ে চীনবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। চীনরাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে প্রত্যেক জেলায় ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে কাগজ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চীনেরা হো-সি নামক খড়ের কাগজে শবদাহ করে। পি-সুজে নামক কাগজ তুঁতগাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়; এই কাগজ তাহারা ঘায়ের লিণ্ট (Lint) বা পটির জন্য ব্যবহার করে, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরার ব্যবহারের স্থলেও তাহারা এই কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিয়াংসিতে পিয়াউ-সিন্ নামে এক প্রকার কাগজ হয়, তাহা মোড়ক করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। হোয়া-সিয়েন নামক কাগজ কেবল ঔষধাদি মুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিয়াংসি প্রদেশে হোয়াংপিয়ান্ নামক কাগজ হো-সি কাগজের ন্যায়ই শবদাহে ব্যবহৃত হয়। তা-সে ও চং-সে নামক কাগজ হিসাবের খাতাপত্রাদি করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। ম-পিয়েন ও লিয়েন-সি সুন্দর অথচ পাতলা কাগজ, ইহাই লিখনমুদ্রণাদি করিবার জন্য ও চিত্রাদি বসাইবার জন্য এবং কৈ-লিয়েন-সি নামক হরিদ্রা-বর্ণের সূক্ষ্ম কাগজ ঔষধালয়ে চূর্ণ ঔষধাদি মুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। লা-সিয়েন নামক মোমঢাল কাগজে পত্রাদি লিখিত হয়। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার রঙ্গিলা কাগজ অত্যন্ত সুলভমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহার কতকগুলিতে ৭টি ও কতকগুলিতে ৮টি করিয়া লম্বভাবে লালরঙ্গের রেখা টানা থাকে।

এই সমুদায় কাগজই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত হয়। ফো-কিয়েন প্রদেশে কচি বাঁশ হইতে, চি-কিয়াং প্রদেশে খড় হইতে এবং কিয়াং-নান প্রদেশে ছিন্ন রেশম হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। এতন্মধ্যে রেশমের কাগজ অত্যন্ত মহার্ঘ, আদরণীয় এবং সুদৃশ্য। কাগজে যাহাতে কালি চুপ্সাইয়া না যায়, এরূপ করিবার জন্য ইহারা এক প্রকার শিরীষবৎ পদার্থ প্রস্তুত করে। উহা দেখিতে ঠিক্ মোমের পটপটির মত। মাছের কাঁটা বেশ করিয়া ধুইয়া উহার তৈলাংশ নষ্ট করিয়া পরিমাণ মত ফট্‌কিরির সহিত একত্র মিশাইয়া রাখে; ক্রমে উভয় বস্তু গলিয়া তরল হইয়া যায়, তৎপরে চিম্‌টা দিয়া ধরিয়া এক একখানি কাগজ উহাতে ডুবাইয়া লইয়া রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া লয়। তাহারা আর এক প্রকার কড়া কাগজ প্রস্তুত করে, তাহা অর্দ্ধ ইঞ্চি মোটা হয়। এই কাগজে সহজে অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া যাইতে পারে না। ইহারা "ভারত" নামে এক প্রকার কাগজ (India-paper) প্রস্তুত করে, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম শিল্পের খোদিত অতি সুন্দর ছাপা হয়। চীনে নৌকার বা গৃহের ছাদ ফুটা হইয়া গেলে, তৈলাক্ত কাগজ গুজিয়া দিয়া দাগ্‌রাজী করিয়া লয়। পূর্ব্বে যে কড়া কড়া কাগজের কথা বলা হইল, তাহা হইতে ইহারা জাহাজের বা নৌকার পালে তালি দিয়া থাকে, এবং দোকানদারেরা ইহা হইতে জিনিষ পত্রাদি বাঁধিবার সুতলি করিয়া লয়। চীনে প্রতিদিন কাগজ এত অধিক ব্যবহৃত হয় যে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না, ইহার তুল্য সুলভ বাণিজ্য দ্রব্য আর নাই। চীনেরা খড়, গমের কুটা, তূলা, শণ, কচি বাঁশ, রেশম ইত্যাদি যাহা কিছু পায় তাহা হইতেই কাগজ করিয়া থাকে। চীনের কাগজে মোম দেওয়া হয়, তাই ঐ সকল কাগজ দেখিতে অত চিক্কণ। কাগজে মোম মাখাইবার পূর্ব্বে একখানি পাথর দিয়া ঘষিতে হয়। চীনে বিদেশীয় কাগজ বেশী দিন টিকে না। দেশীয় কাগজ এমন নিয়মে প্রস্তুত করে, যে দৈবাৎ নষ্ট না হইলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। সুতরাং চীনে সাধারণতঃ যে কাগজে লেখাপড়া হইয়া থাকে, তাহা তাহাদের দেশী কাগজ। বিদেশীয় কাগজে শিরীষ দিলে চীনে তাহা বেশী দিন থাকে না।

চীনেরা অতি সহজে বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। কচি বাঁশগুলিকে প্রথমতঃ জলে বেশ করিয়া ভিজাইয়া রাখে, জলে থাকিয়া যখন বাঁশগুলির হাড়ে হাড়ে জল প্রবেশ করে, তখন বাঁশগুলি চিরিয়া চূণের জলে ভিজাইয়া রাখে। ইহাতে বাঁশ একবারে কাদার মত নরম হইয়া পড়ে, শেষে উদূখলে ফেলিয়া কুটিতে থাকে। কুটিতে কুটিতে যখন সমস্ত বাঁশটা মণ্ড হইয়া পড়ে, তখন উদূখল হইতে তুলিয়া লইয়া অগ্নিতে জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকে। এইরূপ সিদ্ধ করিয়া ফেলিয়া ছাঁচে ঢালিয়া আবশ্যক মত পাতলা বা মোটা কাগজ করে। বাঁশের এই কাগজে লেখাপড়া বা মোড়ক করা ভিন্ন আরও কাজ হয়। ইটখোলায় ইট প্রস্তুতের সময় ইটের মাটির তাগাড়ের সহিত বাঁশের মোটা কাগজ কুটিয়া মিশাইয়া দিয়া থাকে। বাঁশের কাগজ খুব পাতলা ও স্বচ্ছ হয়। চীনেরা ৫০ খৃষ্টাব্দে এই কাগজ প্রথম প্রস্তুত করে। কেহ কেহ বলেন, তাহার আরও পূর্ব্বে চীনে বাঁশের কাগজ প্রচলিত ছিল। চীনের এক এক প্রদেশে এক একটি বস্তু হইতে প্রধানতঃ কাগজ হইয়া থাকে। কোথাও শণ, কোথাও কচি বাঁশ, কোথাও তুঁতছাল, কোথাও খড়, কোথাও গমের খড় হইতে প্রধানতঃ বহু পরিমাণে কাগজ হয়। রেশমের গুটি হইতে

পার্চমেণ্টের মত একপ্রকার কাগজ হয়, ইহাকে চীনেরা লো-ওয়েন-ডি বলে। ইহা অত্যন্ত মসৃণ হয় এবং ইহাতে খোদাই লেখা চলিতে পারে। এক প্রদেশে কো-চা বা 'চা' নামক একপ্রকার গাছ হইতে যথেষ্ট কাগজ হয়। ইহারা সেকালের কাগজগুলিও আজ কাল প্রস্তুত করিয়া থাকে। চীনবাসীরা চীন বা ব্রহ্মদেশীয় তুঁত (Bronssonetia papyrifera, paper-mulberry) ছালের কাগজ প্রস্তুত করিতে প্রথমতঃ ডালগুলি ১ হাত লম্বা টুকরা করিয়া কাটিয়া ক্ষারজলে সিদ্ধ করিয়া লয়। এইরূপ সিদ্ধ করিলে আভ্যন্তরীণ ছালের পরদাগুলি আল্‌গা হইয়া যায়। তৎপরে তুলিয়া লইয়া যতদূর পারে ঐ সকল ছাল খুলিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। এইরূপে যখন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছাল জমা হয়, তখন সেইগুলি ৩। ৪ দিন ধরিয়া জলে ভিজাইয়া নরম করিতে থাকে। অবশিষ্টাংশ হইতে একবারে বহিঃস্থ ছালগুলি ফেলিয়া দেয়। সর্ব্বশেষ বহিরাবরক ছালখানি ফেলিয়া দিয়া যাহা কিছু বাকী তাহা সিদ্ধ করে। যতক্ষণ এইগুলি সিদ্ধ হইতে থাকে, ততক্ষণ উহা একটি ঘোট্‌না দিয়া উনুনের উপর নাড়িতে থাকে। ইহাতে সমস্ত আঁশ মরিয়া যায়। তৎপরে নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে মণ্ডাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া তুলে, পরে ঢেঁকিতে কুটিয়া ধুইয়া ভাতের মাড় মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া কাগজ করে। বাঁশের কাগজ অপেক্ষাও ইহাতে যত্ন আবশ্যক। তৎপরে তা সাজাইবার সময় প্রতি তা'র নিম্নে একটি করিয়া কাটি দিয়া উপর্য্যুপরি সাজাইয়া দেয়। এইরূপে একদিন রাখিয়া দেয়, শেষে প্রতি তা তুলিয়া লইয়া শুকাইতে দেয়। এই কাগজ নরম ও বড় পাতলা হইয়া থাকে, এক পৃষ্ঠা ব্যতীত দুই পৃষ্ঠায় লেখা যায় না। চীনেরা কখন কখন ইহার দুই তা কাগজ একত্র উপর্য্যুপরি শিরীষ দিয়া আঁটিয়া ফেলে। এরূপে আঁটিলে বুঝা যায় না যে, ইহা দুই তা কাগজ কি এক তা কাগজ।

জাপানে ঐ কাগজ প্রস্তুত করিবার সময় ইহারা ডালগুলিকে ক্ষারজলে সিদ্ধ না করিয়া ছাই জলে হাঁড়ী বা পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হইয়া যখন ডালগুলির উভয় প্রান্ত হইতে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণে ছাল গলিয়া যায়, তখন নামাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা করে, তৎপরে ছালগুলি ছাড়াইয়া লইয়া ৩। ৪ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া রাখে। এই সময় ইহারা ছুরি দিয়া কৃষ্ণবর্ণ ছালখানি চাঁচিয়া ফেলে। তাহার পর মোটাছাল ও পাতলা ছাল বাছিয়া আলাহিদা করে। তাহার পর ছালগুলি আবার সিদ্ধ করিতে থাকে ও একটি কাটি দিয়া ঘুঁটিতে থাকে। এইরূপে মণ্ড প্রস্তুত হইলে ভাতের মাড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি মিশাইয়া মাদুরে ঢালিয়া কাগজ করে এবং তা সাজাইবার সময় তা-মধ্যে খড় দিয়া উপর্য্যুপরি সাজাইয়া চাপ দিয়া জল বাহির করিয়া ফেলে। তৎপরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে কাগজ হইল। এই কাগজের আঁশ বুঝিয়া না টানিলে ছিঁড়িতে পারা যায় না অর্থাৎ কাগজের আঁশগুলি যে ভাবে থাকে, তাহার আড়ভাবে টানিলে ছিঁড়ে না। ইহা ভাঁজ করিয়া রাখিলে ভাঁজে ভাঁজে ফাটিয়া যায় না এবং য়ুরোপীয় কাগজ অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী। সর্ব্বদা বাজারে যে চীনের হাতপাখা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পাখা এই কাগজে প্রস্তুত হয়। এই কাগজে ঘরের দেওয়াল হয়; প্রায় মোড়ক করিবার জন্যই বহুল ব্যবহৃত হয়। সেখানে পকেট রুমালের পরিবর্ত্তে এই কাগজ অনেকে ব্যবহার করেন। বাস্তবিকও এই কাগজ এরূপ সূক্ষ্ম, কোমল ও মসৃণ হয় যে দেখিলে কোন মতেই কাপড় ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া চিনা যায় না, কারণ ইহা ভাঁজ করিয়া রাখিলে ভাঁজের দাগ বসে না। জাপানীরা এই কাগজে গালার কাজ করিয়া টুপি প্রস্তুত করে এবং গৃহমধ্যস্থ ঠেলা বেড়ার কাচের পরিবর্ত্তে এই কাগজও ব্যবহার করে। ইহাতে তোয়ালে, টেবিলের আস্তরণ, গায়ের ফতুয়া জামা প্রভৃতিও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জাপানে প্রধানতঃ মোরস পেপিরিফেরা স্যাটাইভা (Morus papyrifera sativa) বা প্রকৃত প্রস্তাবে যথার্থ 'কাগজের গাছের ছাল' হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। জাপানীরা ইহাকে "কাদ্‌জি" বলে; ইহাতে ভাতের মাড় ও "অরেণি" (Oreni) মূল মিশাইয়া সুদৃশ্য ও দৃঢ় করে। আর এক প্রকার ঐ জাতীয় বৃক্ষের ছাল হইতে কাগজ করে, এই শ্রেণীর গাছকে জাপানীরা "কাদ্‌স" বা "কাদ্‌জিরা" বলে, এই কাগজে বেশ ছাপা হয়। ঐ "কাদ্‌জ্‌" এত শক্ত যে উহা হইতে কাছি দড়ি হইতে পারে। সিরিগা প্রদেশে সিরিগানগরে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়, ইহার সহিত রেশমের এত নিকট সাদৃশ্য যে হাতে করিয়া ধরিয়াও ভ্রমে পড়িতে হয়। অনেকে অনুমান করেন যে জাপানী "কাদ্‌জ" শব্দ হইতে ইরাণি-রা "কাগজ" শব্দ গ্রহণ করিয়াছে।

সমরকন্দে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম রেশমী কাগজ প্রস্তুত হয়। চীনের কাগজ অপেক্ষাও ইহার অধিক আদর। সর্ব্বপ্রথমে চীনেরাই রেশম হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে ভারতবর্ষ, ভারত হইতে পারস্য, পারস্য হইতে

আরব, আরব হইতে গ্রীস ও গ্রীস হইতে প্রাচীন রোমক রাজ্যে রেশমী কাগজ প্রস্তুতপ্রণালী প্রচারিত হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে নেপালে শুদ্ধ বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। নেপালীরা বাঁশ কাটিয়া কাষ্ঠের উদূখলে কুটিয়া মণ্ড প্রস্তুত করে। তৎপরে জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লয়, নানা প্রক্রিয়ার পর রেশমের বস্ত্রের উপর ঢালিয়া শুকাইতে দেয়। তৎপরে নুড়ি পাথর দিয়া ঘষিয়া মসৃণ করে, এই কাগজ বড় কড়া হয়; আড়ভাবে ছেঁড়া যায় না। এই কাগজে "ফিল্টার্" (Filter) করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা, কারণ ইহা জলে ভিজিলে শীঘ্র এলাইয়া যায় না বা ভিজা কাগজ লইয়া অধিকক্ষণ নাড়া চাড়া করিলেও শীঘ্র নষ্ট হয় না। নেপালী কাগজ নামে আরও একপ্রকার কাগজ হয়। মহাদেব-কা-ফুল (Daphne canaabina) নামক গাছের বল্কল হইতে প্রস্তুত হয়। ১৮৫১ সালের প্রদর্শনীতে এই বল্কল হইতে প্রস্তুত করা একখণ্ড সুবৃহৎ কাগজ প্রদর্শিত হয়, দর্শকেরা তাহা দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী জাপানের তুঁতছালের কাগজ প্রস্তুতের ন্যায়, কেবল ইহা ছাই জলে সিদ্ধ করিবার সময় ডাল সিদ্ধ করে না, আভ্যন্তরীণ ছাল তুলিয়া লইয়া সিদ্ধ করে। এই কাগজে আবার সময়ে সময়ে কড়ি ঘষিয়া মসৃণ করে। এই কাগজ যদিও নেপালী-কাগজ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহা নেপালে প্রস্তুত হয় না। ভোটরাজ্যে ও হিমালয়প্রদেশেই ঐ বৃক্ষের যথেষ্ট বন আছে এবং সেইদেশেই প্রস্তুত হয়। ভুটিয়ারা ইহার কাষ্ঠ জ্বালাইয়া থাকে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই কাষ্ঠের কতকগুলি ইটকাকার খণ্ড ইংলণ্ডে পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে ইহা হইতে হাতে যে কাগজ হয়, তৎসম্বন্ধে একজন মুদ্রাকর বলেন যে, ইহাতে এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছাপা উঠিতে পারে যে, কোন ইংরাজী কাগজে তেমন হইতে পারে না। ইহা চীনদেশীয় "ইণ্ডিয়া পেপারের" তুল্য গুণবিশিষ্ট। নেপালে এই কাগজে লিখিত কতকগুলি পুঁথি আছে, শুনা যায় সেগুলি বহু প্রাচীন। এই সকল পুঁথি দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে চীনদেশ হইতে প্রায় ৭০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভুটিয়ারা এই কাগজ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। "মহাদেব কা-ফুল" ক্ষুদ্রাকার কাঁটাগাছ মাত্র, দেখিতে অনেকটা বিলাতী লরেলের ন্যায়। ইহা দুই বৎসরকাল বাঁচে, শীতকালে ইহার পাতা ঝরে না। ইহার ফল বিষাক্ত। এই গাছ নানাজাতীয় আছে, সকল জাতীয় হইতেই কাগজ হয়। কতকগুলি গাছের ফুল ধবধবে শাদা, কতকগুলির ফুল ঈষৎ মেটে ও বেগুনি মিশ্রিত শাদা বর্ণের হয়। হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, নেপালী কাগজে হরিতাল বা সেঁকো মিশ্রিত করে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ নেপালে ওরূপ বিষ কেহ বেচিতে পায় না, লুকাইয়া বেচিলেও বিশেষ দণ্ড পায়। মহাদেব-কা-ফুল জাতীয় গাছই ঈষৎ বিষাক্ত, কিন্তু কাগজ প্রস্তুত করিলে আর তাহাতে বিষ থাকে না, কারণ দেখা গিয়াছে যে এ কাগজেও পোকা লাগে। এই কাগজ শুষ্কাবস্থায় বড় কড়া, শুষ্ক দ্রব্যাদি মুড়িবার পক্ষে মন্দ নহে। কলিকাতার যাদুঘরে এই কাগজের একখানি আছে, তাহা দীর্ঘে ৫০ ফুট ও প্রস্থে ২৫ ফুট।

ভুটানীরা তদ্দেশজাত "ডিয়া" নামক একপ্রকার গাছের ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। ইহারা গাছের ছালগুলিকে লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া কাষ্ঠের ছাইয়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া প্রস্তরের উপর রাখিয়া কাষ্ঠের মুদ্গর দিয়া কুটিয়া পিটিয়া মণ্ড প্রস্তুত করে, তৎপরে জাপানী-কাগজের প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহাতে সাটিন ও রেশম বুনা যাইতে পারে। চীনদেশে ইহা ঐরূপেই ব্যবহৃত হয়।

ব্রহ্মদেশে একপ্রকার লতা হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়, উহা পেষ্টবোর্ডের মত কড়া ও পুরু হয়। এই কাগজের উপর কাল রং মাখাইয়া দেয় এবং স্লেট-পেন্‌সিলের মত একপ্রকার ঈষৎ হরিৎবর্ণ প্রস্তরের পেন্‌সিল দিয়া লিখে।

শ্যামদেশে একপ্রকার বল্কল হইতে ২ প্রকার কাগজ হয়। তদ্দেশে এই বৃক্ষকে "পিলক্ ক্লোই" বলে। এই দুই প্রকার কাগজের এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ও একপ্রকার শ্বেতবর্ণ হয়। ইহাও ভাল কাগজ নহে এবং প্রস্তুতও ভাল হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভারতেও হাতেগড়া কাগজ হয়। এখানে পুরাতন গুণচট, ছেঁড়া কাপড়, পুরাতন কাগজ ও আংশুমান্ বৃক্ষাদি হইতে কাগজ করে। প্রথমে ঐ সকল দ্রব্য ভিজাইয়া চুণের গুঁড়া মিশাইয়া ঢেঁকিতে কুটিতে থাকে। তৎপরে মণ্ডটি ধুইয়া লইয়া চুণের জলে পচাইতে দেয় ও ৪। ৫ দিন অন্তর চুণের জল বদলাইয়া দেয়। এইরূপে দুই তিনবার জল বদলাইয়া পচাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া শুকাইয়া লয়। কাগজ শুকাইয়া গেলে ভাতের মাড় দিয়া খুঁটিয়া শুকাইতে দেয়, পরে ২। ৪ দিন চাপ দিয়া রাখে তৎপরে তেলা-পাথর ঘষিয়া মসৃণ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপে তুলা ও শণ হইতে প্রধানতঃ কাগজ প্রস্তুত হইত, ছেঁড়া কাপড়ের বা রেশমী বস্ত্রের ব্যবহার ছিল না। এখন প্রধানতঃ উহাই ব্যবহার

হইয়া থাকে; কারণ ইহা অতি সহজে ও স্বল্প খরচে মণ্ডে পরিণত হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এক্ষণে নানাস্থান হইতে য়ুরোপে ছিন্ন বস্ত্রাদি আমদানী হইয়া থাকে।

মাদাগাস্কর দ্বীপে "আবো" নামক বৃক্ষের বল্কল হইতে একপ্রকার কাগজ হয়। এই কাগজও ভুটানের ডিয়া গাছের ছালের কাগজের মত প্রস্তুত হয়। ইহাতে ভাতের মাড় দিয়া থাকে; তাহাতে শীঘ্র কালি চুপসাইয়া যায় না।

তুলার কাগজের ইতিহাস।—য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে বুকেরিয়া প্রদেশে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে বা ১০ম শতাব্দীর প্রথমভাগে বম্বিকিনী (Bombycinee) নামক তুলার কাগজ প্রথম প্রস্তুত হয়। আরবীয়েরা বলে, যুসফ্ অমরা নামক ব্যক্তিই ইহা প্রথম প্রস্তুত করেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহারও অনেক পূর্ব্বে তুলট বা তুলার কাগজ ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহা মাকিদনবীর সেকন্দরের সেনাপতি নিয়ার্কসের 'তুলা-চাপড়ান' হিসাব পত্রের উল্লেখে জানা যায়। আরবীয়েরা কাগজ প্রস্তুতপ্রণালী পারসিকদিগের নিকট শিক্ষা করে, তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে আফ্রিকার অন্তর্গত সেণ্টা নগরে, তৎপরে স্পেনদেশে কজেটিভা, ভ্যালেন্সিয়া ও টলেডো নগরে তুলার কারখানা স্থাপন করেন।

য়ুরোপীয়েরা দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ব-য়ুরোপে ও সিসিলিদ্বীপে তুলার কাগজ প্রস্তুত করিতেন। কাগজের উপযুক্ত বস্তুর অভাবে তুলার কাগজ উদ্ভাবিত হয়। এই কাগজ প্রস্তুত হওয়াতে ক্রমশঃ পেপিরি কাগজ উঠিয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী হইতে তুলার কাগজের বহুল ব্যবহার হয়। ইহা প্রথমে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে চীন ও ভারত, ক্রমশঃ পারস্য, আরব, গ্রীস, অষ্ট্রীয়া (ভিনিসিয়া), ও জর্ম্মনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; তখন ইহার নাম ছিল গ্রীক পার্চমেণ্ট। তৎকালে গ্রীকেরা ইহাকে "বম্বরকিনি" বলিত; কারণ গ্রীক ভাষায় তুলার গাছকে "বম্বিকস্" বলে। প্রাচীন লাটিনেরা "চার্টা বম্বিসিনা" (Charta Bombycina). মধ্যকালের লেখকেরা "চার্টা গসিপেনা বা কৃজিলিনা (Charta Gossypena or xjlina), স্পেনীয়রা "পার্গোমিনো ডি পানো" (Pergamino di panno) বলিত। ডামাস্কসে যে কাগজ হইত, তাহা ভাল হইত বলিয়া তাহাকে "চার্টা ডামাস্কেনা" (Charta Damascena) ও অনেকে "চার্টা কটনিয়া" (Charta Cotonia) এবং শেষে "চার্টা সেরিকা" (Charta Serica) বলিত। কারণ চীনের সেরেকা প্রদেশ হইতেই প্রথমতঃ তুলা আমদানী হইত। তৎপরে ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে।

তুলার কাগজের পর রেশম হইতে কাগজ হইতে আরম্ভ হয়। প্লিনির বর্ণনাপাঠে জানা যায় যে পূর্ব্বে রেশমী বস্ত্রের একখণ্ড নানা উপায়ে প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহাতেই লিখিবার ব্যবহারও ছিল, ইহাকে "লিবি লিণ্টাই" (Libi lintie) বলিত এবং আজকাল যে ভাবে চিত্রকরেরা রেশমীবস্ত্রে ছবি আঁকিবার জন্য জমী করিয়া লয়, প্রায় সে কালেও সেই উপায়ে লিখিবার জন্য জমী করিত। ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপ মধ্যে জর্ম্মনেরা রেশম হইতে কাগজ করেন। কেহ কেহ ইতালীয়দিগকে প্রথম নির্ম্মাতা বলেন। য়ুরোপীয়েরা চীনবাসীদের নিকট ইহা শিক্ষা করে। কেহ কেহ বা বলেন, যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও য়ুরোপে রেশমী কাগজ ছিল।

কাগজের কল ও ব্যবসায় ইত্যাদি।—এখন য়ুরোপের সর্ব্বত্র এসিয়া ও আমেরিকার অনেকানেক স্থলে সাধারণতঃ বাষ্পীয়যন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ কলে কাগজ প্রস্তুত হয়। এখন কুটা, পিসা, মণ্ড করা, ধৌত করা, ছাঁচে ঢালা, শুকান, চিক্কন করা, মাপ মত কাটা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই কলে হইয়া থাকে। কি য়ুরোপ কি আমেরিকা, কি এসিয়া প্রায় সকল স্থলেই এখন বস্ত্রের ছিন্নাংশ হইতেই প্রধানতঃ কাগজ হইয়া থাকে। অনেক কাগজের কলওয়ালার মতে, তুলাজাত দ্রব্যাদি (বস্ত্রাদি) হইতে যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহাই আধুনিক কলে সুন্দররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু কাঁচা তুলা (অর্থাৎ সূতা বা বস্ত্রাদি ভিন্ন অন্য অবস্থা হইতে যে মণ্ড হয়) তাহা এখনকার কলে সহজে ব্যবহার করিতে সুবিধা হয় না। কালে কালে নানা লোক দ্বারা নানা বস্তু হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে; সহজে সুবিধায় স্বল্পব্যয়ে অধিক পরিমাণে কাগজ পাইবার আশায় অনেকেই ঘাস, খড়, পাতা ইত্যাদি লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু আজিও কেহই তুলার বা রেশমের বস্ত্রাংশের ন্যায় আর কোন বস্তু হইতেই আশানুরূপ ফল পাইতেছেন না, তবে ক্রমাগত পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকিলে উত্তরকালে কি দাঁড়াইবে বলা যায় না; কারণ, পেপিরস বল্কল খৃষ্ট জন্মের পরও প্রায় ১২ শত বৎসর চলিয়াছিল, আর তুলা রেশমের কাগজের বয়স কেবল ১২৫০ বৎসর হইল মাত্র। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে খড়ের কাগজ লণ্ডনে প্রস্তুত হয়। ঐ সময়ে মাকুইস অফ্ সল্সবারি ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জ্জকে একখানি পুস্তক উপহার দেন, উহা কেবল খড়ের কাগজে মুদ্রিত, আর যে সকল বস্তুতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার মধ্যে বহুগুলির

বিবরণ তৎকালে জানা গিয়াছিল, তাহারই ইতিহাস ঐ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছিল। খড়ের কাগজ আজকাল য়ুরোপের সর্ব্বত্রই চলিত হইয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। একবার শিল্পসমিতিতে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় তৃণ পরীক্ষিত হয়, তাহাতে স্থির হয় যে সমস্ত তৃণ হইতেই কাগজ হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে খড়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মন ভাষায় একখানি পুস্তক লিখিত হয়, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ৬০ প্রকারের স্বতন্ত্র দ্রব্যজাত কাগজ ছিল।

আফ্রিকার এস্পার্টো (Esparto) তৃণ ও অ্যাডান্সোনিয়া (Adansonia) বৃক্ষের বল্কল ব্যতীত "ডিস্" (Diss-grass) ঘাস হইতেও কাগজ হইতে পারে, কিন্তু সহজপ্রাপ্য নহে। আলজিরিয়া প্রদেশে ক্ষুদ্রকার একজাতীয় তাল পাওয়া যায়, তাহাতেও কাগজ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা যেমন দুষ্প্রাপ্য, তেমনি তৈলময় তন্তুবিশিষ্ট বলিয়া কাগজও ভাল হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকার নদীর স্রোত রুদ্ধ করিয়া একপ্রকার জলজতৃণ জন্মে, উহা ইংরাজীতে "পামেটা" (Palmeta) নামে খ্যাত। এগুলি ৮।১০ ফুট হয়। ইহাতেও কাগজ হইতে পারে।

আজকাল কাপাসবীজের তুঁষ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। অনেকে বলেন, ইহার কাগজ খুব ভাল হয়। পূর্ব্বে স্পেনদেশীয় এস্পার্টো তৃণসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে "মেরোকোয়া টেনাসেসিমা" (Mrochoa Tenacissama) ও "লিগেয়াম্ স্পার্টাম্ (Lygeum Spartum) জাতীয় ঘাসই ভাল, ঐ ঘাস ভূমধ্যসাগরের তীরেই বেশী জন্মে।

ভারতবর্ষীয় বাব্‌লাগাছের আভ্যন্তরীণ বল্কল হইতে ও অতি উৎকৃষ্ট কাগজ হইতে পারে।

প্রুসিয়া রাজ্যে পেরো নামক তৃণ হইতে কাগজ হয়।

কাগজে বর্ণাদি সংযোগ।—পূর্ব্বে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে যেরূপে রঙ্গিন্ কাগজ উদ্ভাবিত হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন কালাবধি সাধারণতঃ কাগজের বর্ণ শাদা হইয়া থাকে এবং তদুপরি কালরঙ্গের কালিতে লিখনরীতি চলিয়া আসিতেছে। কাগজের পূর্ব্বে যখন চামড়ায় লেখা চলিত ছিল, তখন মেষাদির চর্ম্ম পীতাদি বর্ণে রঞ্জিত করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের হল-করা অক্ষরে লিখিত। রোমকেরা হাতীর দাঁতের পাতে সবুজ রং করা মোম মাখাইত। অনেক স্থলে সিন্দূরে লিখিবার প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। গ্রীক রাজবংশে প্রায় সমস্ত লেখাপড়াই লালরঙ্গে হইত। ভারতবর্ষে চন্দন, আল্‌তা ও সিন্দূর দিয়া মন্ত্রাদি লিখিবার প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালায় ও ভারতের অন্যান্য স্থলে বালকগণকে প্রথম লিখিতে শিখাইবার সময় "রামখড়ি" নামক একপ্রকার কোমল প্রস্তর খণ্ড দিয়া ভূমিতে বর্ণমালা লিখাইতে অভ্যাস করান হয়, তৎপরে ক্রমশঃ তালপাতা, কলাপাতা ও অবশেষে আজকাল কাগজে লিখান হইয়া থাকে। ইহা হইতেই ভারতের লেখ্য বস্তুর ক্রমাবিষ্কার স্পষ্ট বুঝা যায়। এদেশে সেকালে যতপ্রকার লেখ্য ছিল, তন্মধ্যে তালপাতা, কলাপাতা, বটপাতা, তেরেটপাতা, ভূর্জ্জপত্র, তুলাৎ বা তুলট কাগজ, প্রস্তর ও ধাতুফলকাদিই প্রধান। এখনও তালপাতার বহুল ব্যবহার আছে। হস্তে বা কণ্ঠে কবচ ধারণ করিবার জন্য স্তবকবচাদি লিখিতে হিন্দুরা আজিও ভূর্জ্জপত্র ব্যবহার করে। কলাপাতা আজিও পল্লীগ্রামের পাঠশালে ব্যবহৃত হয়। এই কলাপাতায় শীঘ্র শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ইহাতে কখন কোন রক্ষিতব্য বিষয় লিখিত হয় না। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় একটি প্রবাদ আছে—"লিখে দিলাম কলার পাতে, ভেসে বেড়াগে পথে পথে”—অর্থাৎ কলারপাতে লিখিয়া দিয়াছি মাত্র—উহাতে উহার কোনও উপকারে আসিবে না। তেরেটপাতায় লিখিত পুথি এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়; ইহা তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষপত্র। পাতাগুলি দেখিতে অবিকল তালপাতার ন্যায় তবে উহা অপেক্ষা পাতলা, চওড়া, নমনশীল অথচ দীর্ঘকাল স্থায়ী। বটপাতার ব্যবহার আর নাই। ধাতুফলক ও প্রস্তরফলক এখন কেবল মন্দিরাদিতে শিল্পলিপি খুদিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তান্ত্রিক উপাসকেরা তাম্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যাদিতে খোদিত দেবতার যন্ত্র মন্ত্রাদি পূজা ও ধারণ করিয়া থাকে। তুলাৎ বা তুলট কাগজ যথেষ্ট চলিত আছে। পূর্ব্বে নিয়ারকসের বর্ণনায় বলা গিয়াছে যে তুলা পিটিয়া একপ্রকার "তুলা-চাপড়ান" হইত, তাহা হইতে হউক বা দেশীয় তুঁত বা চীন ও ব্রহ্মদেশীয় তুঁত হইতে কাগজ হইত বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম তুলট হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে এই কাগজের উপর গঁদ, কাঁই-বিচি (তেঁতুল-বীজ)-বাটা ও হরিতাল মাখাইয়া ঘুঁটিয়া রঙ্গ করিত, কেহ কেহ বা ভাতের মাড় দিত। ইহাতে কাগজে পোকা ধরিত না বা কালি চুপ্‌সাইত না। যে কাগজে ভাতের মাড় দেওয়া হইত, তাহাতে কোন সংস্কৃত পুস্তক লিখিত হইত না। হরিতালাদি দিবার পর বড় কড়ি দিয়া ঘষিয়া মসৃণ-করা হইত।

মুসলমানদের আমলে ভারতে কয়েক প্রকার কাগজ

প্রস্তুত হইত; তন্মধ্যে (১) সাধারণ ব্যবহারের কাগজ, (২) আমীর ওমরাহদিগের ব্যবহারের কাগজ এবং (৩) ঘোঁটা কাগজই প্রধান। ঘোঁটা কাগজ আবার ৩ রকম ছিল।

১ম, শাদা—কেবল কড়ি বা নুড়ি ঘষিয়া মসৃণ করা।

২য়, অরফ্‌শান্—রূপালি ও সোণালি ছিটা দেওয়া অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের "আফসানি" কাগজের মত।

৩য়, টিকৃলিদার—ছোট ছোট পাটালি আকারের রূপালি ও সোণালি পাত বসান। মর্য্যাদা অনুসারে ইহারই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার হইত।

এ সকল কাগজ আড়া লম্বা হইত। এই সকল কাগজে বিষয়াদি লিখিত হইলে পর গুটাইয়া তাহার উপর ঐ প্রকারের আর একখণ্ড কাগজ জড়াইয়া রাখিত। এই কাগজ খণ্ডকে "কোমরবন্দ্" বলিত। তৎপরে মলমলের বগ্‌লির ভিতর পুরিয়া আর একটি মখমল, কিংখাব বা ভাল জরির তাসের কাপড়ের বগ্‌লিতে পুরিয়া জরির দাড় দিয়া মুখ বাঁধিয়া রাখিয়া দিত।

কাশ্মীরে একপ্রকার পুরাতন দেশী কাগজ দেখা যায়, তাহা দেখিতে তেমন শাদা না হইলেও তাহার ন্যায় সুচিক্কণ ও দৃঢ় কাগজ ভারতে অল্পই আছে। শুনা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই কাশ্মীরে ঐ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দ্বারা যে যে উদ্ভিজ্জ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে, নিম্নে তাহার নাম দেওয়া হইল;—

পোস্তাড়ি, বাব্‌লা, মুর্গ, ঘৃতকুমারী, আনারস, সুপারি, বাবুইঘাস, বাঁশ, বেড়বাঁশ, রক্তকাঞ্চন, বনরাজ, শিয়ালী, ভূর্জ্জপত্র, ভাবরঘাস্, চীনেঘাস, বোল (সুন্দরবনে), শিমুল, তাল, তুঁত, পলাস, অড়হর, আকন্দ, গাঁজা, অক্ষোট, দেখুর, চিক্কি (বেরারপ্রদেশে), চোচড়াঘাস, নারিকেল, খিনালতা, জাতিপাট, চালিতা, গোন্দি (হিন্দী), শণ, হরিদ্রা, মহাদেব-কা-ফুল, কুটাল (হাজারা প্রদেশে), কুটিলাল পঞ্জাবে, শ্বেত বড়ুনা (হিন্দী), তল্‌তাবাঁশ, কালাঞ্চি (পঞ্জাবে), কোদালিয়া, চিতি (শতদ্রুনদীতীরে), ভিংসা (জাপানে), রুদ্রাক্ষ, মূর্বা, জঙ্গলী-ভেঁদী (উত্তর পশ্চিমে), মিঠা শিমুল, পালিতামাদার, জামরুল, ফতসিয়া (ফর্ম্মোজাদ্বীপে), বট, কাশ্মিরী, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বিলাতী আনারস (বা ব্রহ্মবাঙ্কনী), গাম্ভারী, কাপাস, ফলসা, হাম্পু (কুর্গ প্রদেশে), অঞ্জন, সূর্য্যমুখী, পলুয়া-পাত, ঢেঁড়স, স্থলপদ্ম, জবা, মেস্তাপাত, আঁতমোড়া, কাস্তিয়া, কিপ (সিন্ধুপ্রদেশে), তিসী (ক্ষুমা), নালাচড়া, তোঙ্গুস্ (হিন্দী), তুঁত, কদলী, ফণিমনসা, খড়, শকর-আলু (হিন্দী), কেয়া, বিলাতী-কিকর, ছুকারা, খেজুর, শীতলপাটী, ইক্ষু, মুঞ্জা, শর, কুশ, পাহাড়ী-পিপুল, মূর্ব্বা, মর্দ্দো (বেলজিয়মে), সিন্ধুপ্রদেশের সরখদ ঘাস, জয়ন্ত, করেত, বেড়েলা, সিংমা (চীনদেশে), মাণি (উত্তর-পশ্চিমে), তেলহাই, গোল্দার (দক্ষিণে), ষ্টিপা (Stipa) ঘাস, পুরুষপিপুল, গোধূম, অম্লমূল, হোগলা, বনওকড়া, বিচুয়া, আলু, ঘন (রত্নগিরিতে), তিলক, যুকা (উত্তর আমেরিকায়), ও মক্কা প্রভৃতি।

কাগজী (পারস্য) ১ কাগজনির্ম্মাতা। ২ কাগজের আধার।

কাগজীনেবু (দেশজ) এক জাতীয় নেবু।

কাগদ (পারস্য 'কাগজ' অথবা জাপানী 'কাদ্‌জ' শব্দ হইতে উৎপন্ন।) কাগজ।

("ভূর্জ্জে বা বসনে রক্তে ক্ষৌমে বা তালপত্রকে
কাগদে চাষ্টগন্ধেন পঞ্চগন্ধেন বা পুনঃ।
ত্রিগন্ধেনাথবৈকেন বিলিখ্য ধারয়েন্নরঃ
পঞ্চ সপ্তত্রিলোকৈর্কা শোধিতং কবচং শুভম্॥"
মন্ত্রকল্পদ্রুম।)

কাগল, বোম্বাইপ্রদেশের কোলাপুররাজের অধীন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ১২৯ বর্গমাইল। মোট খাজনা আদায় ২১১৯৬০৲। তন্মধ্যে এখানকার সামন্তরাজ কোলাপুররাজকে প্রতিবর্ষে ২০০০৲ কর দিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সামন্তরাজের পূর্ব্বপুরুষ সখারাম রাও সিন্ধিয়ার একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কোলাপুররাজের নিকট 'কাগল' সনন্দ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র, মহারাষ্ট্র-কুলোদ্ভব জয়সিংহ রাও ঘাট্‌গে সর্জ্জারাও বজারৎ মাআব নামক বর্ত্তমান সামন্তরাজকে, দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সামন্তরাজ সম্মানার্থ ৯টি করিয়া তোপ পাইয়া থাকেন।

কাগল রাজ্যে দুধগঙ্গা ও বেদগঙ্গা নাম্নী দুইটী নদী প্রবাহিত। ইহার প্রধান নগরের নাম 'কাগল', উহা অক্ষা° ১৬°৩৪´ উঃ এবং ৭৪°২০´৩০´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৬৭৭১, অধিকাংশই হিন্দু।

কাগান, পঞ্জাবপ্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটি উপত্যকা; দক্ষিণাংশ ব্যতীত তিনদিকে কাশ্মীররাজ্য পরিবেষ্টিত। উপত্যকাটি পরিমাণে প্রায় ৮০০ বর্গমাইল। দৈর্ঘে ৬০ মাইল, বিস্তারে ১৫ মাইল। ইহার শৃঙ্গগুলি প্রায় ১৭০০০ ফুট উচ্চ।

কাগান-উপত্যকা হিমালয়ে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অত্যুচ্চ উপত্যকা ২২টি রোখ বা অরণ্যে বিভক্ত। এই সকল বনে বড় বড় বাহাদুরী কাষ্ঠ পাওয়া যায়।

এখানকার লোকসংখ্যা অধিক নয়, স্থানে স্থানে কোথাও ৩|৪ ঘর লোকের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপত্যকায় 'কাগান' নামে একটি গ্রাম আছে। উহা অক্ষা° ৩৪°৪৬´৪৫´´ উঃ এবং ৭৫°৩৪´১৫´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কাগারি (পুং) কাগস্য অরিঃ, কাগঃ অরির্যস্য বা। পেচক।

কাগ্নি (পুং) ঈষৎ অগ্নিঃ, কোঃ কাদেশঃ। অল্প অগ্নি।

কাঙুর, কামরূপের একটি অপর প্রাচীন দেশ্য নাম।

"মহাসিদ্ধ পীঠ এই কাঙুর ভুবন।" ঘনরাম—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

[কামরূপ দেখ।]

কাঙ্কা (দেশজ) ১ কাকের ঠোঁঠ। ২ কাকোলী। ৩ কাকজঙ্ঘাগাছ।

কাঙ্কাম্য (দেশজ) তৃণবিশেষ। (Cyperus jalmotha ?)

কাঙ্কায়ন (পুং) মুনিবিশেষ, ইনিও চরকসংহিতাপ্রণেতা অগ্নিবেশ ঋষির সহিত ভরদ্বাজ পুনর্ব্বসু ঋষির নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চরকসংহিতা পাঠে জানা যায়, ইহারও প্রণীত পৃথক্ কোন সংহিতা ছিল। কিন্তু আজ কাল তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কাঙ্কালী (দেশজ) কটিদেশ।

কাঙ্ক্ষা (স্ত্রী) কাক্ষি-অটাপ্। আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা।

("উদ্গারশুদ্ধাবপি ভক্তকাঙ্ক্ষা।" সুশ্রুত।)

কাঙ্ক্ষিত (ত্রি) কাক্ষি-ক্ত। অভিলষিত।

কাঙ্ক্ষণীয় (ত্রি) কাক্ষি-অনীয়র্ (তব্যত্তব্যানীয়রঃ। পা ৩।১ ৯৬।) বাঞ্ছনীয়, ইচ্ছার উপযুক্ত।

কাঙ্ক্ষিন্ (ত্রি) কাঙ্ক্ষতীতি, কাক্ষি-ণিনি। আকাঙ্ক্ষাকারী, অভিলাষী।

কাঙ্ক্ষোঝ (পুং) কঙ্কপক্ষিবিশেষ।

কাঙ্গনা (দেশজ) কঙ্গু নামক ধানবিশেষ। [কঙ্গু দেখ।]

কাঙ্গয়ম্, মান্দ্রাজপ্রদেশের কোইম্বাতুর জেলার ধারাপুর তালুকের অন্তর্গত একটি নগর।

ইহার প্রাচীন নাম কোঙ্গু, বোধ হয় পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্যের কোঙ্গুরাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। অক্ষা° ১১° ১´ উঃ, দ্রাঘি ৭৭° ৩৬´ পূঃ। লোকসংখ্যা ৫২৩৮।

কাঙ্গা (স্ত্রী) কুৎসিতং অঙ্গং যস্যাঃ, বহুব্রী। কাদেশ, টাপ্। বচ নামক ঔষধবিশেষ।

কাঙ্গাল (দেশজ) ১ দরিদ্র, গরীব। ২ যে কোন বিষয়ের অভাববিশিষ্ট।

কাঙ্গালী (দেশজ) দরিদ্র।

কাঙ্গালীপনা (দেশজ) দরিদ্রের ভান, আপনাকে দরিদ্র বলিয়া পরিচিত করা।

কাঙ্গুক (ক্লী) কঙ্গুধান। [কঙ্গু দেখ।]

কাঙ্গড়া, ১ পঞ্জাবপ্রদেশের ছোটলাটের অধীন একটি জেলা। অক্ষা ৩১° ২০´ হইতে ৩৩° উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫° ৫৯´ হইতে ৭৮° ৩৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৯০৬৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭৩০৮৪৫।

ইহার প্রায় সর্ব্বত্র অত্যুচ্চ গিরিমালায় পরিবেষ্টিত। এই সকল গিরি সমুদ্রসমতল হইতে উচ্চে এক একটি ৯৩৭ফুট হইতে ১৫৯৫৬ফুট পর্য্যন্ত দেখা যায়। তন্মধ্যে ধবলাধারগিরি কাঙ্গড়া জেলার উত্তর সীমারূপে ঘেরিয়া আছে, তাহার পরই 'বড় বঙ্গাহল' গিরিমালা, ইহার এক একটি শৃঙ্গ ১৭০০০ হইতে ২০০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ।

কাঙড়া গিরিমালায় পরিবেষ্টিত ও সমাকীর্ণ হইলেও স্থানে স্থানে গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্র আছে।

উত্তরসীমায় হিমালয়-পর্ব্বত তিব্বতের বক্ষুজনপদ ও চীনসাম্রাজ্যসীমা হইতে এই জেলাকে পৃথক্ করিয়াছে, দক্ষিণপূর্ব্বে বসহর, মন্দি, বিলাসপুর প্রভৃতি পার্ব্বতীয় রাজ্য, দক্ষিণপশ্চিমে হুসিয়ারপুর জেলা এবং উত্তর-পশ্চিমে চাকিনদী, গুরুদাসপুর ও চাম্বারাজ্য হইতে এই জেলাকে পৃথক্ রাখিয়াছে। এই জেলা পাঁচটি তহসীলে বিভক্ত, তন্মধ্যে কুলূ হইতে পীরপঞ্চাল একটি অংশ, মধ্যস্থলে কাঙ্গড়া তহসীল, তৎপরে হামীরপুর, ডেরা ও নূরপুর তহসীল দক্ষিণভাগে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ধবলাধারগিরি বঙ্গাহল তালুককে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরার্দ্ধের নাম বড়বঙ্গাহল এবং দক্ষিণার্দ্ধের নাম ছোটবঙ্গাহল। বড়বঙ্গাহল তালুক ও কুলূর মধ্যস্থলে বড়বঙ্গাহল গিরি, ইহা দৈর্ঘে ১৫ মাইল এবং উচ্চে ১৮০০০ ফুট হইবে। ইহার মধ্যে একটি সামান্য গ্রাম আছে, তথায় প্রায় ৪০০০ কুনেৎ জাতির বাস। কয়েকবর্ষ গত হইল, দারুণ তুষারপাতে এখানকার বিস্তর ঘরদ্বার কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। এই গিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গ ভেদ করিয়া ইরাবতী নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

ছোটবঙ্গাহলের মাঝখানে একটি ১০০০০ ফুট উচ্চ গিরিশৃঙ্গ পড়িয়াছে, তাহাতে এই স্থান দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার নিম্নাংশে ১৯১২০ খানি গ্রাম আছে, ঐ সকল গ্রামে কেবল কুনেৎ ও দাঘীজাতির বাস। বঙ্গাহল তালুকের কিয়দংশের নাম বীরবঙ্গাহল, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোহর।

কাঙ্গড়াজেলার মধ্যদিয়া তিনটি গিরিশ্রেণী সমভাবে চলিয়া গিয়াছে,-এই তিন গিরিশ্রেণী হইতে বিপাশা, চন্দ্রভাগা, স্পিতি ও ইরাবতী নদী বহির্গত হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস—ভারত ও পুরাণাদিতে কুলিন্দ ও কুলূত নামক পার্ব্বতীয় জাতির নামোল্লেখ আছে, তাহারাই এখানকার প্রাচীন অধিবাসী। সেই প্রাচীনকালে কাঙ্‌ড়া জেলা কতকটা পুরাণোক্ত কুলূতজনপদের এবং কতকটা কুলিন্দ জনপদের মধ্যে পরিগণিত ছিল। (এখন সেই কুলূত ও কুলিন্দ জাতি কুলু ও কুনেৎ নামে পরিচিত।)

[কুলূত ও কুলিন্দ দেখ।]

কুলূত ও কুলিন্দ জাতিকে পরাস্ত করিয়া রাজপুতেরা এই স্থান অধিকার করেন। তাঁহারা এই পার্ব্বতীয় ভূভাগ বিভাগ করিয়া বহুকাল রাজত্ব করেন। তাঁহারা সকলেই আপনাদিগকে কুরুপাণ্ডবগণের সমকালীন জালন্ধরের কতোচ রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। মুসলমানদিগের আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া কতোচ রাজকুমারগণ কাঙ্‌ড়ার গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের বিপুল রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তখনও এখানকার নগরকোটের হিন্দু দেবমন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, এত ঐশ্বর্য্য পঞ্জাবের আর কোন দেবমন্দিরে ছিল না। হিন্দুমাত্রেই এখানকার দেবমূর্ত্তির বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। ১০০৯ খৃঃ গজনী-পতি মামুদ এখানকার দেবতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিলেন, তাঁহার লোভ ও বিদ্বেষ প্রবল হইল। তিনি পেশোবার ক্ষেত্রাভিমুখে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। হিন্দু রাজগণ তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গজনীর নিকট সকলেই পরাস্ত হইলেন। তখন মামুদ কাঙ্‌ড়া দুর্গ অধিকার করিয়া মন্দিরের দেবমূর্ত্তিসহ স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্য প্রভৃতি বহুমূল্য ধন লুণ্ঠন করিলেন। প্রায় ৩৫ বর্ষ পরে রাজপুতগণ কাঙ্‌ড়াদুর্গ উদ্ধার করিয়া বহু সমারোহে পুনর্ব্বার দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কিছুদিন আর কোন গোলযোগ ঘটে নাই। তৎপরে ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ফিরোজ তোগলক কাঙ্‌ড়া অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন, এখানকার রাজা সহজেই তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করায় তিনি আপনার রাজ্য পাইলেন বটে, কিন্তু সেই পবিত্র দেবমূর্ত্তি হারাইলেন। মুসলমানেরা সেই দেবমূর্ত্তি লুঠিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিল।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে অকবর বাদশাহ কাঙ্‌ড়া দুর্গ অধিকার করেন। তদবধি এই পার্ব্বতীয় ভূভাগের রমনীয় বিভাগ সকল দিল্লী সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইল, কেবল দুর্গম মরুময় স্থান দেশীয় সর্দ্দারগণের অধিকারে রহিল। এখানকার রাজপুতগণ দুইবার বিদ্রোহ হইয়া কাঙ্‌ড়া দুর্গ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, জাহাগীর দুইবার (১৬১৫ খৃঃ ও ১৬২৮ খৃঃ) কতোচ রাজকুমারদিগকে শাসন করিবার জন্য কাঙ্‌ড়ায় গমন করেন। শেষবারে ২২ জন সর্দ্দার কর দিতে সম্মত হন।

জাহাগীর কাঙ্‌ড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া এখানে বাসের জন্য গ্রীষ্মভবন নির্ম্মাণের আদেশ করেন। এখনও এখানকার গর্গরীগ্রামে সেই গ্রীষ্মভবনের চিহ্ন পড়িয়া আছে।

দিল্লীর মুসলমান বাদশাহেরা কাঙ্‌ড়ার সর্দ্দারগণকে উপেক্ষা করিতেন না, সকলকেই বিশেষ সম্মান দেখাইতেন এবং পদ অনুসারে সকলকেই বিশেষ বিশেষ পদমর্য্যাদা প্রদান করিতেন। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে নূরপুরের রাজা জগৎচাঁদ শাহজহান বাদশাহ কর্তৃক ১৪০০০ সৈন্যের অধিনেতৃপদ প্রাপ্ত হন। তিনি সেই সৈন্য সাহায্যে বাল্‌খ ও বদক্‌সানের উজবেগদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ছিলেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে, অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জগৎচাঁদের পৌত্র মান্ধাতা কিছুদিনের জন্য সুদূরবর্ত্তী বামিয়ান ও ঘোরবন্দের শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত হন। কুড়ি বর্ষ পরে রাজা মান্ধাতা ২০০০ মনসবদার পদ প্রাপ্ত হন।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কাঙ্‌ড়ারাজ ঘমণ্ডচাঁদ জালন্ধর এবং ইরাবতী ও শতদ্রুনদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন।

দিল্লীর বাদশাহগণের পূর্ব্ব পরাক্রম বিলুপ্ত হইলে, রাজ্যমধ্যে একপ্রকার অরাজকতা ঘটে, সেই সময়ে প্রায় ১৭৫২ খৃঃ এখানকার রাজপুত সর্দ্দারগণ স্বাধীন হইয়া কাঙ্‌ড়ার অধিকাংশ উপভোগ করিতে থাকেন, তৎকালে আহ্মদশাহ দুরানি কেবল ভগ্ন কাঙ্‌ড়া দুর্গটি আয়ত্তে রাখিয়াছিলেন মাত্র। ১৭৭৪ খৃঃ, জয়সিংহ নামক একজন শিখ-সর্দ্দার কৌশলক্রমে কাঙ্‌ড়া দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু ১৭৮৫ তিনি ঐ দুর্গটি কাঙ্‌ড়ার রাজপুতরাজ সংসারচাঁদকে ছাড়িয়া দিলেন। এতদিন পরে কাঙ্‌ড়া দুর্গ পুনরায় কতোচ রাজবংশের হস্তগত হইল। কতোচরাজ সংসারচাঁদ পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাঙ্‌ড়ার পার্ব্বতীয় প্রদেশের নানা স্থানের সর্দ্দারগণ তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হইলেন। এমন কি সংসারচাঁদ যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন, ঐ সকল সর্দ্দারগণ সসৈন্যে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেন। প্রতি বর্ষে একবার করিয়া প্রত্যেক সর্দ্দারকে রাজদর্শনে আসিতে হইত। সংসারচাঁদ ২০ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিলেন। তিনি নামসম্ভ্রমে ও যশে সকল কতোচরাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন।

কাছাড় (কাছার)। আসামের চিফ কমিসনরের অধীন একটি জেলা। অক্ষা ২৪° ১২´ হইতে ২৫° ৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি ৯২°২৮´ হইতে ৯৩° ২৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

ভূপরিমাণ ৩৭৫০ বর্গমাইল।

এই জেলার উত্তরে কপিলি ও দিয়ং নদী, ঐ দুই নদী দ্বারা নওগঙ্গ্ জেলা হইতে কাছাড় পৃথক্ হইয়াছে; পূর্ব্বে মণিপুর ও নাগা পাহাড়; দক্ষিণে লুসাই বা কুকি জাতি-পরিবেষ্টিত গিরিমালা, পশ্চিমে শ্রীহট্ট ও জয়ন্তী পাহাড়।

এই জেলা প্রধানতঃ বরাক উপত্যকার উত্তরাংশ অধিকার করিয়া আছে। ইহার তিন দিকে উচ্চ গিরিমালা; কেবল পশ্চিমে শ্রীহট্টের দিকে খোলা। ঐ সকল পাহাড়ে কোথায় নিবিড় বন জঙ্গল, কোথাও পর্ব্বত ভেদ করিয়া স্বচ্ছ প্রস্রবণ প্রবাহিত; উপত্যকার মধ্যভাগে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে কলনাদিনী স্রোতঃস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। বর্ষাকালে ষ্টিমারে করিয়া ঐ স্রোতঃস্বতী পার হইতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণে উভয় পার্শ্বে পাহাড়গুলি একটি হইতে আর একটি এইরূপ ভাবে বাহির হইয়া ঢেউ খেলাইয়া গিয়াছে।

এখন এই সকল ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর জঙ্গল কাটিয়া চা বাগান হইয়াছে। পাহাড়ের উপরিভাগে চা-করদিগের বিশ্রাম ভবন। এখানকার নিম্ন ভূমিতে ধান্সের চাষ হইতেছে।

বারেল পাহাড় এই জেলাকে 'উত্তর কাছাড়' ও 'দক্ষিণ কাছাড়' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; এই গিরিমালা ২৫০০ ফুট হইতে ৬০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। বরাক উপত্যকার দক্ষিণে ভুবন, রেংতি পাহাড়, তিলাঁই এবং সরসপুর বা সিদ্ধেশ্বর পাহাড়। এই পাহাড়গুলি দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গিয়াছে, উচ্চ্রেয়ে একটি একটি ৩০০০ ফুটের কম নয়। উপরিভাগের পাহাড়ে আদৌ অধিত্যকা নাই।

বরাক নদী—এই জেলার মধ্য দিয়া প্রথমে উত্তরে তৎপরে পশ্চিম মুখে চলিয়াছে, সকল সময়েই নৌকাযোগে এই নদী পার হওয়া যায়। কাছাড়ের মধ্যে বরাকনদীর এই কএকটি প্রধান শাখা আছে; যথা—উত্তরাংশে জিরি, জাতিঙ্গা, মদুরা, বদরী ও ছিরি নদী এবং দক্ষিণাংশে ধলেশ্বরী, ঘাগ্রা ও সোনাই। রেংতি ও তিলাঁই পাহাড়ের মধ্যে চাৎলা নামে একটি হোড় বা জলা পড়িয়া আছে, বর্ষাকালে বরাক নদীর জল আসিয়া এখানে জমে, তাহাতে ঐ জলাটি ছয় ক্রোশ বিস্তৃত একটি হ্রদরূপে পরিণত হয়।

বরাক নদীর উত্তরাংশ স্থান শস্তপ্রধান, যে দিকে দেখ, দেখিতে পাইবে শস্তক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে। এখানে শস্ত বেশ উৎপন্ন হয়; কিন্তু দক্ষিণভাগ বন্তা প্রধান।

এখানকার জমী বালি ও কর্দ্দম মিশ্রিত। এখানকার মৃত্তিকা কোমল, চাষবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানকার পর্ব্বতগর্ভে স্ফটিক, স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল শ্লেটপাথর এবং উপলখণ্ডের চাপ পাওয়া যায়।

এখানে খনি বা ভাল খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে কাছাড়ে অধিকাংশ লবণই এখানকার লবণকূপ হইতে সংগৃহীত হইত। এখন বঙ্গদেশ হইতে ভাল লবণের আমদানী হওয়ায় অনেকেই আর লবণকূপ হইতে লবণ সংগ্রহ করে না, তবে শুনা যায়, এখনও একটি লবণ-কূপ ব্যবহার হইয়া থাকে।

কাছাড়ের ধনভাণ্ডার কাছাড়ের বনজঙ্গলে নিবদ্ধ। ভাল ভাল জারুল ও নাগকেশর এখানে অপর্য্যাপ্ত জন্মে, যতই কাট, কিছুতেই ফুরায় না। এখানকার বুনারা অবিশ্রান্ত কাঠ কাটিতেছে, তাহাদিগকে কাঠ কাটিয়া লইবার জন্ত প্রত্যেককে ১৲ টাকা করিয়া কর দিতে হয়।

কাছাড় হইতে প্রতিবর্ষে নৌকা, হাল, যষ্ঠি ও চাপড়ান ঘাস প্রভৃতি অনেক টাকার দ্রব্য বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এখানকার কাশ্মীরীগাছ হইতে রবার উৎপন্ন হয়। গত ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ে প্রায় ষাটহাজার টাকার রবার বিক্রয় হয়।

এখানকার অরণ্যে হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, মেৎনা গো, ব্যাঘ্র, কৃষ্ণ শূকর, শাবর ও বড়শিঙ্গা হরিণ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার হাতিখেদা গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া। মেৎনা গো কাছারীরা দেবতার বলি দিবার জন্ত পুষিয়া থাকে। মহিষের দ্বারা কৃষিকার্য্য হয়।

ইতিহাস—এখন যেমন কাছাড় সামান্ত একখণ্ড ভূভাগে পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে এমন ছিল না, পূর্ব্বকালে রঙ্গপুর, আসাম, কাছাড় ও ত্রিপুরা এই কয়টি লইয়া কাছাড়-রাজ্য ছিল।

ইহার প্রাচীন নাম "হেড়ম্বরিষয়"। এরূপ প্রবাদ আছে, যে হিড়িম্ব রাক্ষসের সহোদরা ভীম-পত্নী হিড়িম্বা কাছাড় রাজকুলের আদিমাতা। হিড়িম্বার বংশধরেরা এই স্থানে রাজত্ব করেন বলিয়া এই জনপদ হেড়ম্ব নামে পরিচিত হয়। ব্রহ্মখণ্ড নামক একখানি ভবিষ্য পুরাণীয় গ্রন্থে এই হেড়ম্ব জনপদের প্রথম নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

"বরেন্দ্র তাম্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্ব মণিপুরকম্।
লৌহিত্যস্ত্রৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসঙ্গকম্॥"

এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রণচণ্ডী। (৬।৬৪।)

"হেড়ম্বদেশমধ্যে চ রণচণ্ডী বিরাজতে।
বরবক্রা সরিৎপার্শ্বে হিড়িম্বা লোকতুর্জ্জয়া।।"

ভবিষ্য° ব্রহ্মখণ্ড ২২। ৪১।

এখন যাহাকে আমরা কাছাড় বলি, তাহারই খানিকটা 'কচ্ছাল' গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ ছিল।· [ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৯।৫৫।]

দেশাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, এক সময়ে হেড়ম্বরাজ্য উত্তরে কামরূপ ও ধর্ম্মপুর, পূর্ব্বে মণিপুরসীমা, দক্ষিণে মন্থরা এবং পশ্চিমে শিয়ালকোট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেশাবলীমতে এই কয়টি নগর ও গ্রাম হেড়ম্বরাজ্যের অন্তর্গত। যথা—

১ কাশপুর—হেড়ম্বরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এই নগর ঘটোৎকচবংশীয় হেড়ম্বরাজগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

২ ধর্ম্মপুর—হেড়ম্ব রাজধানী হইতে ১৮ যোজন উত্তরে পর্ব্বতের নিকট অবস্থিত। এখানে গার ও নাগাজাতির বাস। যেখানে নাগারা বাস করে, তাহাকে কেহ কেহ 'থাইচারি নাগাগর' বলে।

৩ শৃগালকোট বা শিয়ালকোট—কাশপুর হইতে ৮ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত।

৪ তিলাত্রিমাল—শিয়ালকোট হইতে ৬ যোজন পূর্ব্বে; এই গ্রামে পূর্ব্বকাল হইতে অনেকগুলি মনোহর পুষ্করিণী আছে।

৫ ফুলার্সাদি—শিয়ালকোট হইতে অর্দ্ধ যোজন পূর্ব্বে অবস্থিত।

৬ জয়নগর—ফুলার্সাদির পূর্ব্বে।

৭ চাপঘাট—কাশার (বা কাছাড়ের) দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা হেড়ম্বরাজের সহিত প্রায়ই যুদ্ধ করিত।

এতদ্ভিন্ন বন্ধাশীল, লাহাটো, ছত্রশতী, বাওয়াগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরগণা ছিল। (দেশাবলী)

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, পূর্ব্বকালে অর্জ্জুনপুত্র বভ্রুবাহণের বংশধর কাছাড়ে রাজত্ব করিতেন, এখানকার রাজবংশীয়েরা বভ্রুবাহনের বংশধর, কিন্তু এ প্রবাদটি ঠিক নয়। প্রাচীন পুস্তক ও সাধারণের প্রবাদ মতে হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের বংশধরেরা এখানে রাজত্ব করিতেন। দেশাবলীতে লিখিত আছে—"হেড়ম্বদেশের প্রথম রাজা ঘটোৎকচ, তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কর্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র বর্ব্বরীক এখানকার রাজা হন। বর্ব্বরীক শ্রীকৃষ্ণের চক্রাঘাতে নিহত হইলে, তৎপুত্র মেঘবর্ণ হেড়ম্বের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার অনেক পুরুষ গত হইলে, সেই বংশে সুর দর্পনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাযোদ্ধা ও পরমধার্ম্মিক ছিলেন, ৫০ বর্ষ রাজত্বের পর তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার পুত্র শস্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ রামচন্দ্র রাজা হইলেন। [দেশাবলী হেড়ম্বদেশবর্ণন দেখ।]

কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিসনর এড্গার সাহেব লিখিয়াছেন যে, "কাছাড় রাজবংশ বহুদিনের প্রাচীন নয়। কাছাড় রাজবংশ মধ্যে ঘটোৎকচ হইতে যে বংশাবলী প্রচলিত আছে, তাহাও অভিনব। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশাবলী প্রস্তুত হয়, সুতরাং তাহার উপর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে রণবীর নির্ভয়নারায়ণ কাছাড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা; তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার উত্তরপুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্র ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। হরিশ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর ৩৭ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র ভ্রাতৃউত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন।"

কিন্তু দেশাবলীর বর্ণনায় বিশ্বাস করিলে এড্গারের কথায় উপেক্ষা করিতে হয়। এড্গার সাহেব কাছাড় রাজবংশকে অপ্রাচীন বলিয়া স্থির করিলেও রাজমালা প্রভৃতি অপরাপর প্রাচীন ইতিবৃত্ত গ্রন্থে প্রাচীন কাছাড় রাজগণের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। রাজমালা প্রায় সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত হয়। এই গ্রন্থে লিখিত আছে "ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দৌহিত্রসম্বন্ধে হেড়ম্বরাজের সিংহাসন অধিকার করেন। ত্রিলোচনের দ্বিতীয়পুত্র দক্ষিণ পৈতৃকরাজ্যের উত্তরাধিকারী হন।"

কাছাড়ের ঐতিহাসিকেরা বলেন, এখন যেখানে নাগাজাতির বাস সেই নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত পার্ব্বত্যপ্রদেশসমূহে পূর্ব্বে কাছাড় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। আসামের দিমাপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এখনও দিমাপুরে প্রাচীন কাছাড়রাজগণের রাজপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ ও বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখনও সেই কাছারীদিগের বংশধরেরা কুকী ও নাগাদিগের সহিত উত্তর কাছাড়ে বাস করিতেছেন, তৎপরে কাছাড়ী রাজগণ দক্ষিণাভিমুখে বারেল পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী মাইবোং নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানকার জঙ্গলমধ্যে প্রাচীন দেবমন্দির ও সুস্বাদুফলের উপবন এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, এখানে কাছাড়ী রাজারা অতি অল্পকাল বাস করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকগণের মতে, পূর্ব্বকালে কাছাড়ী রাজগণ

বিভিন্ন-মতাবলম্বী পার্ব্বতীয় জাতি মধ্যে পরিগণিত হইতেন। তাঁহারা মাইবোং নামক স্থানে আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে কাছাড়রাজ ত্রিপুরারাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ত্রিপুরারাজের নিকট হইতে বরাক উপত্যকা প্রাপ্ত হন। অনেকে অনুমান করেন যে, সেই সময় হইতে কাছাড়-রাজগণ ক্ষত্রিয় পরিচারক বর্ম্মোপাধি ব্যবহার করিতেন। জয়ন্তীরাজগণের উপদ্রবে কাছাড়-রাজগণ মাইবোং ছাড়িয়া কাশপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন*। এই সময়ে বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত গড়েরিতর নামক স্থানে আর একটি ক্ষুদ্র রাজধানী ছিল, শেষোক্ত রাজধানী এককালে বিধ্বস্ত হইয়া এখন তৎপরিবর্ত্তে চা-বাগান শোভা পাইতেছে।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র কাছাড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে মণিপুররাজ মধুচন্দ্র ভ্রাতৃকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাছাড়রাজ তাঁহাকে ৫০০ শত সৈন্য সাহায্যার্থ প্রদান করিলে, মধুচন্দ্র মণিপুরে পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা করেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর মধুচন্দ্র নিহত হইলেন, তাঁহার ২য় সহোদর চৌরজিৎ পূর্ব্ব হইতে মণিপুরে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, তিনি ৩য় সহোদর মারজিতের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, তিনি দুই বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া মারজিতের হস্তে শাসনভার-প্রদানপূর্ব্বক চিরদিনের মত তীর্থবাসী হইবেন। তিন বৎসর গত হইল, মারজিৎ চৌরজিতের নিকট মণিপুরের সর্পাশন চাহিলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রাণবধের চক্রান্ত হইতেছে। তখন কালবিলম্ব না করিয়া গোপনে তিনি একমাত্র অশ্বারোহণে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত কাছাড় যাত্রা করিলেন। এখানে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রাতা কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু মারজিতের মনোহর অশ্ব দর্শনে কাছাড়রাজের লোভ হইল। এই লোভই কাছাড়-রাজবংশের সর্ব্বনাশের কারণ। কাছাড়রাজ ইচ্ছানুরূপ মূল্য লইয়া অশ্ববিক্রয়ের জন্য মারজিৎকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মণিপুররাজকুমার প্রাণপ্রিয়তর অশ্বটি কিছুতেই দিতে চাহিলেন না, গোবিন্দচন্দ্র সেই অশ্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। মারজিৎ আশ্রয়দাতা কর্ত্তৃক মর্ম্মপীড়িত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে আবার রাজধানীতে উপনীত হইলেন এবং ব্রহ্মরাজের নিকট যথেষ্ট সমাদর পাইলেন, ব্রহ্মরাজ তাঁহাকে মণিপুররাজ্য উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই মারজিৎ ব্রহ্মরাজের সাহায্যে মণিপুর উদ্ধার করিলেন। তিনি পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশ্বাপহারী এখনও পার্শ্ববর্ত্তী রাজাসনে বিরাজ করিতেছেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কাছাড়ধ্বংস করিতে চলিলেন। রাজধানী কাশপুর ভস্মীভূত হইল। আবাল বৃদ্ধের রোদনধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! কাছাড় নরশোণিতে প্লাবিত হইল। গোবিন্দচন্দ্র আত্মরক্ষার্থ শ্রীহট্টে পলায়ন করিলেন। কাছাড় ধ্বংশ করিয়া মারজিৎ "মেয়াঙাম্বা" অর্থাৎ কাছাড়-বিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে ব্রহ্মরাজ মারজিৎকে আবানগরে যাইবার জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু মারজিৎ বলিয়া পাঠান যে যদি ব্রহ্মরাজ উভয়রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী কোন এক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন, তবে মণিপুররাজ সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্রহ্মরাজ মারজিতের পত্রে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া সসৈন্যে মণিপুর আক্রমণ করিলেন। মারজিৎ কাছাড়ে আসিয়া পলায়িত সহোদর চৌরজিৎ ও গম্ভীরসিংহকে আহ্বান করিলেন। তিনি উভয় ভ্রাতাকে বিজিত কাছাড়রাজ্যের এক একটি অংশ দান করিলেন। তাঁহারাও পরস্পর বিপদে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

গোবিন্দচন্দ্র রাজ্য হারাইয়া ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু সে সময়ে কোম্পানী বাহাদুর অমিতপরাক্রম মহারাষ্ট্র ও পিণ্ডারীগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। গোবিন্দচন্দ্র তখন নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। পররাজ্যলোলুপ শ্বেতগজাধিপ কাছাড়াভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মারজিৎ, চৌরজিৎ ও গম্ভীর সিংহ তিনজনে মিলিয়া প্রাণপণে ব্রহ্মসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন। ব্রহ্মরাজের জয় হইল এবং কাছাড়রাজ্য ব্রহ্মরাজের হস্তগত হইল। তখন হতভাগ্য গোবিন্দচন্দ্র পুনরায় কোম্পানিবাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজসৈন্য-সাহায্যে পুনরায় কাছাড়ের ময়ূরাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইংরাজসৈন্য কাছাড় পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অল্পদিন পরেই কাছাড়ীসেনার অধিনায়ক তুলারাম

* এড্গার, কাপ্তেন ফিসর ও হণ্টার প্রভৃতি সাহেবের মতে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশপুর রাজধানী স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহারও অনেক পূর্ব্বে যে এখানে হেড়ম্বরাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ১৬৫০ শকে রচিত দেশাবলী গ্রন্থপাঠে জানা যায়।

সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া উত্তরকাছাড় অধিকার করেন। তৎপরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা গোবিন্দচন্দ্র গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় তাঁহার অধিকৃতরাজ্য ইংরাজ-অধিকারভুক্ত হইল। তখনও তুলারাম উত্তর কাছাড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, ১৮৫৫ খৃঃ, তিনিও অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে ইংরাজ-কোম্পানী তাঁহার অংশও অধিকার করিলেন।

পূর্ব্বে কাছাড়ের বনজঙ্গলে স্বভাবতই চা-গাছ জন্মাইত। ১৮৫৫ খৃঃ, চা-করেরা প্রথম ইহার সন্ধান পায়। সেই পর্য্যন্ত কাছাড়ের নানাস্থানে চা-বাগান প্রস্তুত হইয়াছে। এই চা-বাগান লইয়া দুই একবার ইংরাজরাজকে নাগাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, নাগাপর্ব্বতের অঙ্গামী-নাগারা কাছাড়ের উত্তরাংশে চা-বাগানে নামিয়া আসিয়া বিলক্ষণ উৎপাত করে, এই উপদ্রবে একজন চা-কর সাহেব ও ১২ জন কর্ম্মচারী নাগাদের হস্তে নিহত হন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট অঙ্গামী-নাগাদিগকে শাসন করিবার জন্ত ১৮৮০-৮১ খৃঃ স্বাধীন নাগরাজ্যে ইংরাজ-সৈন্ত প্রেরণ করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, কাছাড়ে একজন ধর্ম্মপ্রচারক দেখা দেন। তিনি চারিদিকে এই বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার দৈব ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা বলে, তিনি কাছাড়রাজ্য উদ্ধার করিবেন এবং কাছাড়ীরা আবার সকলেই স্বাধীন হইবে। দলে দলে অসভ্য কাছাড়ীরা আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। তাহারা প্রথমতঃ গুঞ্জং থানা তৎপরে মাইবোং নগরে ডিপুটি কমিসনর ও তথাকার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে আক্রমণ করিল। এই সময়ে একটি সামান্ত যুদ্ধ বাধে। ডিপুটি কমিসনর বিলক্ষণরূপে অসির আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আক্রমণকারীদের মধ্যে ৯ জন নিহত হয় এবং অবশিষ্ট সকলে বন মধ্যে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে।

কাছাড়ে যথাকালে আউস্, শালি ও আমনধানের চাষ হয়। এ ছাড়া সরিষা, তিসী, কলাই, ইক্ষু, লঙ্কা ও নানাবিধ শাকসব্জিরও চাষ হইয়া থাকে। এখানে মণিপুরী খেস ও কুকীরমণীদের প্রস্তুত একপ্রকার অতি উৎকৃষ্ট মসারি পাওয়া যায়।

শিলচর, সিদ্ধেশ্বর, ও হৈলাকাঁদি নামক স্থানে প্রতিবর্ষে কুলির হাট হয়। চাকরেরা চা-বাগানের জন্ত সেই সকল কুলী লইয়া যায়।

কাছাড়ের লোকসংখ্যা ৩১৩৮৫৮, তন্মধ্যে সহরে, গ্রামে ও ময়দানে ২৮৯৪২৫ এবং পর্ব্বতের উপর ২৪৪৩৩ জন লোকের বাস। তন্মধ্যে কাছাড়ী, কুকী, লুসাই, নাগা ও মিকির জাতির সংখ্যাই অধিক। [কাছাড়ী, কুকী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কাছাড়ী (কাছারী)। কাছাড়ের পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ। কাছাড়ের প্রধান প্রধান লোকের মতে কাছাড়ী, নাগা, আবর প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতি মেচ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কাছাড়ীজাতি সাহসী, বলিষ্ঠ এবং গ্রামবাসী। তাহাদের মুখের আকার মোগলজাতির মত; চিবুক কেশশূন্য, এবং দেহ অতি অল্প লোমযুক্ত। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি শাখা আছে, যথা সরমীয়া, স্বর্গীয়া ও স্বর্গীয়-বুটিয়া। সরমীয়ারা কাছাড়ের ও আসামের উত্তরাংশে বাস করে, তাহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। স্বর্গীয়ারা পূর্ব্বদ্বারে বাস করে, তাহাদের মধ্যে সকলেই আপনাদের পূর্ব্ব রীতিনীতি অনুসারে চলে। স্বর্গীয়া বুটিয়ারা ভোটানে বাস করে, তাহারা অধিকাংশই ভোটের লামার মতাবলম্বী।

কাছাড়ীরা রাক্ষসপ্রথায় বিবাহ করে। তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতার নাম 'বথো', তাঁহার পত্নীর নাম 'মৈমোন'। তাহারা পরমবস্তু ভাবিয়া আকন্দগাছের পূজা করে। ওঝারা ইহাদের পুরোহিত এবং চিকিৎসক। তাহাদের প্রধান পুরোহিতের নাম দেওশী।

সমগ্র কাছাড়ীর সংখ্যা প্রায় ৩০০০০০০। আসামে একজাতি কাছাড়ীদের সঙ্গে বাস করে, তাহাদিগকে হোজাই-কাছারী বলে।

কাছাঢিলা (দেশজ) অসাবধান।

কাছাধরা (দেশজ) ১ অনুগত। ২ তোষামোদকারী। ৩ ভীরু।

কাছার (দেশজ) জেলাবিশেষ। [কাছাড় দেখ।]

কাছারী (পারস্য) ১ বিচারস্থল। ২ কার্য্যালয়। ৩ জমীদারগণের কর্ম্মচারীগণ যেখানে বসিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করে।

কাছি, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকশ্রেণীভুক্ত জাতিবিশেষ। ইহারা বাজারে ফলমূলাদি বিক্রয় ও বাগানে মালীর কাজ করিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যে সকল কাছি জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ ৭টি শ্রেণীবিভাগ আছে;—কনোজিয়া, হৰ্দ্দিয়া, সিংগ্রৌরিয়া, জৌনপুরীয়া, বাম্হনীয়া বা মগহিয়া, জেরেঠা ও কচ্ছবা। এই ৭ শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান বা পানভোজনাদি চলে না। কনৌজিয়া শ্রেণীই এই ৭ শ্রেণীর

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ ও কচ্ছবারা সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নপদবীতে গণ্য ; কিন্তু কচ্ছবারা বলে যে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ এবং কনোজিয়রা সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন পদবীতে গণ্য। এই কনোজিয়া-শ্রেণী কনোজ হইতে কাশী পর্য্যন্ত, হরদিয়া-শ্রেণী পূর্ব্ব-অযোধ্যায়, সিংগ্রোরিয়া-শ্রেণী অযোধ্যার দক্ষিণপশ্চিমাংশে, জৌনপুরীয়া-শ্রেণী অযোধ্যার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে, জৌনপুরীয়া-শ্রেণী বনৌধা জেলায়, বান্ধণীয়া ও জেরেঠা শ্রেণীদ্বয় বিহারে এবং কচ্ছবা শ্রেণী ব্রজ ও জয়পুরাদি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ৭ শ্রেণী ব্যতীত কাছিদিগের মধ্যে আরও তিনটি শ্রেণী অল্পসংখ্যক দেখা যায়—ধাকলা, সুখসেন ও সচন। বিহারে ইহারাই অধিকাংশ আফিমের চাষ করে।

ললিতপুরের কাছিদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ৭টি বা ১০টি শ্রেণী নাই। ইহারা কচ্ছবা, সলোরিয়া, হর্দ্দিয়া ও অম্বার এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত।

ঝান্সীতে যে সকল কাছি আছে, তাহারা বলে যে, তাহারা কচ্ছবা (কচ্ছবহ) রাজপুতজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ও তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা নরবর প্রদেশ হইতে এতদঞ্চলে আসিয়াছিল।

কাছি জাতির শ্রেণী বিভাগের নামগুলি অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় ইহারা আপনাদিগের বাসভূমি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, কনোজিয়া—কনোজ বা কান্যকুব্জ, হর্দ্দিয়া—হর্দ্দিয়াগঞ্জ, সিংগ্রোরিয়া—সিংগ্রোর (এলাহাবাদ হইতে ২৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত, রামায়ণোক্ত নিষাদরাজ্য "শৃঙ্গবের পুরী"), জৌন-পুরীয়া—জৌনপুর ; বান্ধণীয়া বা মগহিয়া—মগধ, কচ্ছবা—কচ্ছবহ, সুখসেন—সঙ্কিশা (রামায়ণোক্ত "সাঙ্কাশ্য"—কালীনদীর তীরে মৈনপুরী ও ফরক্কাবাদের মধ্যে আজিও ইহার ভগ্নাবশেষ আছে)।

অনেকস্থলে ইহারা কোয়েরি মুরাও বা মোবাই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা কৃষিকর্ম্মে অতি পটু এবং অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে উত্তমোত্তম শস্যাদি ফল উৎপাদন করিতে পারে।

আগ্রাঅঞ্চলে কচ্ছবহ কাছির সংখ্যাই অধিক। কচ্ছবহ রাজপুত ঠাকুরদিগের ঔরসে ক্রীতদাসীর গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। দাক্ষিণাত্যে এই জাতি যথেষ্ট আছে। ইহারা কুণবী জাতির সদৃশ পদবীতে গণ্য। বোম্বাই প্রদেশে ইহারা ফলফুল ও তরকারী বিক্রয় করে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকের জন্ত ইহারা বিক্রয় করেনা ; দেবসেবার জন্ত ইহারা মাথায় করিয়া মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। দাক্ষিণাত্যে ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র ২টী শ্রেণীতে ভেদ আছে—কাছি বুন্দেলী ও কাছি নরবরী।

রাজপুতানার ঢোলপুর প্রদেশেই কাছিজাতি যথেষ্ট আছে।

কাছিম (দেশজ) জলজন্তুবিশেষ। [কচ্ছপ দেখ।]

কাছী (দেশজ) মোটা দড়ি, যাহাদ্বারা নৌকাদি দৃঢ়রূপে তীরে বাঁধিয়া রাখা হয়।

কাছে (দেশজ) নিকটে।

কাছ্‌লা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বুদাউন জেলার বুদাউন তহসীলের অন্তর্গত নগরবিশেষ। গঙ্গার পশ্চিমতীরে বুদাউন সহরের ৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বুদাউনের নিম্নে বেরেলী ও হাতরাশের মধ্যবর্ত্তী রাজপথ গঙ্গাতীরে আসিয়া মিলিয়াছে। গ্রীষ্মকালে গঙ্গায় নৌসেতু বাঁধিয়া ঐ পথের কার্য্য চলিয়া থাকে। বেরেলী হইতে শস্যাদি এই পথে বুদাউনে আমদানী হয়, তৎপরে কাছলায় নৌকা বোঝাই হইয়া কাণপুর ও ফতেগড়ে রপ্তানি হয়। এখানে থানা, ডাকঘর, আফিমের গুদাম, সরাই, হাট ও তাঁবু ফেলিবার মাঠ আছে। সপ্তাহে দুইবার হাট হয়।

কাজ (দেশজ, প্রাকৃত কজ্জ শব্দের অপভ্রংশ) কার্য্য, কর্ম্ম।

কাজর (হিন্দী) কাজল, অঞ্জন।

"কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলপর॥" বিদ্যাপতি।

কাজর—মুসলমানজাতিবিশেষ। পারস্যের বর্ত্তমান রাজবংশ এই জাতীয়। যে সময় সুফ্‌ফভি বংশীয় প্রথম সম্রাট শাহ ইস্মাইল শিয়া-মত পারস্যের রাজকীয় মতরূপে প্রচার করেন, তখন যে ৭টি তুর্কীজাতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিল, ইহারা তাহাদের একতম। একসময়ে প্রাচীন হির্কনিয়া (বর্ত্তমান মসন্দরান্) রাজ্যে এই কাজরজাতি মহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের (হিজিরা ৯০৬) পূর্ব্বে এই জাতির কথা শুনা যায় না। ঐ সময়ের একখানি হস্ত-লিখিত গ্রন্থে "পিরিকো কাজর" নামক এক ব্যক্তির নাম আছে, তৎপূর্ব্বের কোন সাহিত্যেও "কাজর" জাতির উল্লেখ নাই। অস্ত্রাবাদ ও মসন্দরান প্রদেশে ইহারা অধিক সংখ্যক বাস করে। রাজপুতের ন্যায় ইহারা কেবল যুদ্ধব্যবসায়ী ; এই জাতিসম্ভূত আগা মুহম্মদ খাঁ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম সম্রাট হন ও অস্ত্রাবাদের নিকট বাস করেন। (ইনি একজন সামান্য সৈনিকের পুত্র এবং এক সময়ে নাদিরসাহের সভা হইতে বিতাড়িত হন।) নাদিরের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ইহাকে বাল্যকালে পাইয়া খোজা করিয়া দেন। ইনি লোভী ও পরাক্রমপ্রিয়

ছিলেন, ইঁহার পর ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফতে আলী (১৭৯৯ খৃঃ) সম্রাট্ হন। ইঁহার সময়েই রুষ পারস্যের যুদ্ধ ঘটে। কর্ণেল ম্যাকগ্রিগরের মতে—তিমুর বাদশাহ ৮০৩ হিজিরায় সিরিয়া হইতে কাজরদিগকে এদেশে আনয়ন করেন। ইহাদের মধ্যে য়োকরিবাস ও আশোগাবাস নামে দুটি শ্রেণী ও প্রত্যেক শ্রেণী ৬টী করিয়া বংশভেদ আছে। জিয়াড়োগ্‌লু নামক কাজর-জাতীয় একটি বংশ রুষ-আর্ম্মেনিয়ার গাঞ্জাপ্রদেশে উঠিয়া গিয়া বাস করিতেছে। আজদানলু বংশীয়েরা ১ম তমাস্প শাহের সময় মার্ব্ব প্রদেশে উঠিয়া যায়, কিন্তু বোখারার খাঁ সাহেবের অধীনে উজ্‌বাক্ বংশীয়েরা তাহাদিগকে দূরীভূত এবং অবশিষ্ট অনেককে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

কাজল (ক্লী) কুৎসিতং জলম্, কোঃ কাদেশঃ। ১ কুৎসিত জল। ২ (দেশজ) কজ্জল, অঞ্জন।

কাজলগোরী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Tacca integrifolia.)

কাজলনতা (দেশজ) কাজল প্রস্তুত করিবার জন্য লৌহনির্ম্মিত বস্তুবিশেষ। বাঙ্গালী কন্যাদিগকে বিবাহকালে কাজলনতা হাতে রাখিতে হয়।

কাজলবলি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Alpinia Banglium, *Buch.*)

কাজলবাস (তুর্কী কাজল্ অর্থ লাল+বাস=যাহারা মাথায় লাল টুপী ব্যবহার করে।) শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান জাতিবিশেষ। পারস্যের তাব্রিজ, সিরাজ, মেসিদ্ ও কের্ম্মান্ নগর এই জাতির জন্মভূমি। তথায় ইহারা অশ্বপালন, মেষপালন ও কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কাজলবাসেরা বিলক্ষণ সাহসী, দুর্দ্দান্ত ও মহাযোদ্ধা। ইহারা পারস্যবীর নাদিরসাহের বিপুলবাহিনী মধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। নাদিরসাহের খুন হইলে কাজলবাসেরা আহ্মদসাহের সহিত মিলিত হইয়া কাবুল অধিকার করে। এই সময়ে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০০০। আহ্মদসাহের মৃত্যুর পর ইহারা কাবুলের নিকটবর্ত্তী চান্দোলগ্রামে বাস করিতে থাকে। ইহারা সুন্নিসম্প্রদায়ভুক্ত দুরাণি সর্দ্দারগণের ঘোর শত্রু, আফগান্ সর্দ্দারেরা ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলেন।

এক্ষণে কাজলবাস-সৈন্য আমীরের, আফগান সর্দ্দারগণের এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিতেছে।

কাজলা (দেশজ) কৃষ্ণবর্ণ, কালরঙ্গের বস্ত্র।

কাজলালটোরা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Lanius excubitor.)

কাজলি (দেশজ) ১ কালরঙ্গের বস্ত্র। ২ মৎস্যবিশেষ। (Malopterurus Koila, *Buch.*)

কাজাক্, (কজ্জাক) মধ্য-এসিয়ার ভ্রমণকারী মুসলমান জাতিবিশেষ। য়ুরোপে ইহারা কোসাক নামে পরিচিত। ইহারা মধ্য-এসিয়ার উত্তরবিভাগস্থ মরুপ্রদেশের অন্তর্গত ভূভাগসমূহে প্রধানতঃ বাস করে। তুর্কিজাতির ন্যায় ইহাদের মধ্যে নানাবিধ শ্রেণী, শাখা ও বংশবিভাগ আছে। য়ুরোপে ইহারা বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্রদল এই তিনভাগে বিভক্ত। এরূপ বিভাগ কিন্তু মধ্য এসিয়ায় নাই। ভ্রমণ-প্রিয়তা ও যুদ্ধপ্রিয়তার জন্য অতি দূরবাসী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা একত্র হয়। এম্বানদীর তীরে, আরাল হ্রদের তীরে এবং বল্কাশ ও আলাতৌ হ্রদের তীরে ইহাদের অধিক সংখ্যক দেখা যায়, কিন্তু এতদূরবর্ত্তী হইলেও সর্ব্বদা সকল প্রদেশে ভ্রমণ করার জন্য ইহাদের ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য নাই।

ট্রান্‌সাক্সিয়ানা প্রদেশে ইহারা তোকেল বা তিয়োকেল সুলতান্ নামক একব্যক্তির অধীনে স্বাধীন জাতিরূপে প্রথম অভ্যুত্থান করে। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে (৯৪১ হিজিরা) জক্সর্ত্তেশনদীর তীরে ইহারা বড়ই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। সুলতান্ তোকেল মস্কাউনগরে রুষ সম্রাট্ কেডোবের নিকট অনেকবার দূত পাঠাইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধপ্রিয় জাতীরা "যদ তসাই" (দৈবশক্তিসম্পন্ন প্রস্তরখণ্ড) নামক একপ্রকার প্রস্তরখণ্ডের রোগমোচনের শক্তি, যুদ্ধে জয়বিধানের শক্তি, এবং ভূতবর্গের উপর ক্ষমতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে।

ইহারাই ১৬শ শতাব্দীতে তাতারসেনা দলের মধ্যে সম্মুখভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিত। রুষিয়া এই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহারা সেই সুবিধায় সেই সময় প্রায় সমস্ত রুষিয়ারাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে, এমন কি অষ্ট্রাকান পর্য্যন্ত অধিকার করে। শেষে প্রচণ্ডবীর ইভান (Ivan the terrible) ইহাদিগকে রুষসীমার বহির্দ্দেশে দূরীভূত করিয়া দেন। ইহারা পরাস্ত হইয়া সমরকন্দ, বোখারা ও খিবা প্রদেশে পলাইয়া যায়। এস্থলেও ইহারা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে, পরে অল্পদিন হইল এখানেও রুষ-অধিকার বিস্তৃত হওয়ায়, ইহারা কতকটা শান্ত হইয়া নামমাত্র রুষিয়ার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কাজন প্রদেশে এইজাতীয় লক্ষাধিক লোক বাস করে।

ইহাদের ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন মসজিদ্, ভিন্ন কবরভূমি ও তাঁবু ফেলিবার স্থান আছে। ইহাদের মধ্যে অনেক ধনী বণিক আছেন। অনেক সম্মানার্হ বিদ্বান্‌ও আছেন। রুষিয়ার কোন আইন ইহারা গ্রাহ্য করে না। ভাষায় ও আচার ব্যবহারে বুরুতজাতি হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে। ইহাদের স্ত্রীলোকের ও শিশুর গাত্রবর্ণ য়ুরোপীয়গণের ন্যায়, কেবল

সূর্য্যোত্তাপে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের মস্তক দীর্ঘ, পাগড়ী কোণাকার, চক্ষু বাদামের ন্যায় ও ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট, হনু উচ্চ, চেপ্টা নাক, প্রশস্ত ললাট, ওষ্ঠ বৃহৎ ও গোঁপ অল্প। ইহাদের মতে কালুনযাজকগণের স্ত্রীজাতিই সুন্দরী। ইহারা গ্রীষ্মকালে কল্পক নামক পাগড়ী ও শীতকালে তুমক নামক টুপি পরে। ইহারা সামুদ্রিক শাস্ত্র ফলিতজ্যোতিষ, ভূতাদি আহ্বান প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে ও সেই সেই শাস্ত্রের বহুল আলোচনা করে।

১৮১২ হইতে ১৬ খৃষ্টাব্দে, ইহাদের মধ্য হইতে কতক-গুলি উপযুক্ত লোক লইয়া রুষসম্রাট্ ৮০টি সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়াছেন।

য়ুরোপীয় কোসাকেরা দেখিতে সুপুরুষ, আতিথেয় ও সম্মানার্হ। বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা মস্তকে একটি রাত্রি-কালোচিত রেশমী টুপি পরে ও তাহার গাত্রে একখানি রুমাল জড়ান থাকে।

কাজিয়া (আরব্য) কলহ, বিবাদ।

কাজী (আরব্য) মুসলমান-সমাজের বিচারপতি। যেখানে মুসলমানের রাজত্ব, সেইখানেই কাজী সমাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, ফৌজদারী ও দাওয়ানী বিধি অনুসারে বিচার করেন। যখন ভারতরাজ্য মুসলমানরাজের অধীন ছিল, তৎকালে এই কাজীরা বিচারকপদে অভিষিক্ত ছিলেন। এই বঙ্গ-দেশেই অনেক কাজী বিচার করিতেন; শুনা যায়, তাঁহা-দের মধ্যে পক্ষপাত ও স্বেচ্ছাচারিতা কিছু প্রবল ছিল, সেই জন্য বোধ হয় এখনও অনেকে কোন প্রকারে অন্যায় বিচার হইলে 'কাজীর বিচার হইল' বলিয়া উপহাস করেন। এখন ইংরাজাধিকৃত ভারতসাম্রাজ্যের মধ্যে কাজীরা মুসলমান-দিগের বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহবন্ধন দৃঢ় করিয়া থাকেন। কিন্তু তুরুষ্ক, আরব ও পারস্যে ইহারা এখনও বিচারকের কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে দেশভেদে ইহাদের মর্য্যাদার কিছু তারতম্য আছে। তুরুষ্কদেশে ইহাদের হস্তে বিচারের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিলেও, সেথানে কাজীরা মুফ্তির অধীন। তুরুষ্কাধিপ হারুণ আল্ রসীদের সময় হইতে কাজীর হস্তে বিচারভার অর্পিত হয়, সর্ব্বপ্রথম কাজীর নাম আবু য়ুসফ্। সকল দেশ অপেক্ষা আরবরাজ্যে কাজীদিগের ক্ষমতা অধিক, যদি প্রজারা কোন কারণে দেশের অধিপতির নামে অভিযোগ করেন, তাহা হইলে প্রবল-পরাক্রান্ত মস্কটাধিপ ইমামকেও কাজীর সমক্ষে উপস্থিত হইতে হয়। পারস্যদেশে প্রত্যেক নগরেই কাজী আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই শেথ উল্ ইস্লামের অধীন। সর্ব্বপ্রধান কাজীর নাম কাজীউল কাজৎ।

কাজী আহ্মদবিন্ মুহম্মদ অল্গফারি অল্কাজ্‌বিনি। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইনি নুসখ্ ইজহন্-আরা নামক একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থে মুসলমান রাজ্যের স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া ৯৭২ হিজিরী পর্য্যন্ত লেখা ঘটনাবলী লিখিত হইয়াছে। কাজী আহ্মদ্ পদব্রজে পারস্য হইতে মক্কা দর্শনে গমন করেন, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সিন্ধুপ্রদেশে দৈবাল নামক গ্রামে ইহার মৃত্যু হয় (১৫৬৭ খৃঃ।)

আজীমআলীখাঁ, একজন মুসলমান চিকিৎসক ও ওমরাহ। ইনি আগ্রানগরে যমুনাতীরে (১৫৫১ খৃঃ) একসুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। সেই উদ্যানের আর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নাই, অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা অদ্যাপি "হকীম্-কা-বাঘ" নামে প্রসিদ্ধ।

কাজীয়াৎ (পারস্য) কাজীর কার্য্য, বিচার।

কাজ্‌লা (দেশজ) কোন ক্রমনিম্নস্থানে একটি দ্রব্য রাখিয়া তাহা ঠেলিয়া উপরদিকে না তুলিয়া, যদি ঐ দ্রব্যটির নিম্নদেশ হইতে স্থানটিকে চালনা করা যায়, তাহা হইলেও দ্রব্যটি উপরদিকে উঠিতে থাকে, এই প্রক্রিয়ার নাম কাজ্‌লা।

কাঞ্চন (ক্লী) কাঞ্চতে দীপ্যতে, কচি-ল্যু। ১ স্বর্ণ। ২ পদ্ম-কেশর। ৩ ধন। ৪ (ক্লী পুং) নাগকেশর ফুল। ৫ দীপ্তি। ৬ বন্ধন। ৭ (ত্রি) স্বর্ণ নির্ম্মিত। (পুং) ৮ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; এই পুষ্প শ্বেত ও রক্ত ভেদে দুই প্রকার। রক্ত পুষ্পের সংস্কৃত পর্য্যায়—রক্তপুষ্প, কোবিদার, যুগ্মপত্র ও কুণ্ডল। শ্বেত পুষ্পের পর্য্যায়—কাঞ্চনাল, কর্ব্দার ও পাকারি। [কাঞ্চনফুল শব্দে গুণাদি দেখ।] ৯ চম্পক। ১০ উডুম্বর। ১১ ধুস্তূর। ১২ পুরূরবার বংশীয় ভীমের পুত্রবিশেষ। ("ভীমস্ত বিজয়স্থাণ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ। ভাগ ৯।১৫।৩।) ১৩ পঞ্চম বুদ্ধ। ১৪ নারায়ণের পুত্রবিশেষ। ১৫ ধনঞ্জয়-বিজয় নামক গ্রন্থ প্রণেতা।

কাঞ্চনক (ক্লী) কাঞ্চন-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ হরিতাল। ২ ধান্য-বিশেষ (সুশ্রু° সূত্র° ৪৬ অঃ।) ৩ (পুং) কাঞ্চনফুলের গাছ।

কাঞ্চনকদলী (স্ত্রী) কাঞ্চনবর্ণা কদলী, মধ্যলো°। চাঁপা কলা।

কাঞ্চনকন্দর (পুং) কাঞ্চনস্য কন্দরঃ, ৬তৎ। স্বর্ণের খনি।

কাঞ্চনকারিণী (স্ত্রী) কাঞ্চনং বহুমূলেন বন্ধনং করোতি, কাঞ্চন-কৃ-ণিনি-ঙীপ্। শতমূলী। [শতাবরী দেখ।]

কাঞ্চনক্ষীরী (স্ত্রী) কাঞ্চনমিব ক্ষীরমস্যাঃ, বহুব্রী। ক্ষীরিণীলতা।

কাঞ্চনগিরি (পুং) কাঞ্চনময়োগিরিঃ, মধ্যলো°। ১ সুমেরু পর্ব্বত। ২ দান করিবার উদ্দেশ্যে স্বর্ণনির্ম্মিত কৃত্রিম পর্ব্বত।

কাঞ্চনগৈরিক (ক্লী) কাঞ্চন গিরিভো জাতম্, কাঞ্চন-গিরি-ঢঞ্। সুমেরু পর্ব্বতজাত গিরিমাটী।

কাঞ্চনচক্র (ক্লী) বৌদ্ধশাস্ত্রমতে পৃথিবীর মধ্যভাগ। (দিব্যাবদান ১৯৮।৮)

কাঞ্চনচয় (পুং) কাঞ্চনস্য চয়ঃ রাশিঃ, ৬তৎ। স্বর্ণের রাশি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা। পূর্ব্ব হিমালয়ের এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ, সিকিম ও নেপালের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪২´৫´´, দ্রাঘি° ৮৮°১১´২৬´´ পূঃ। ধবলাগিরি ছাড়া এত-বড়শৃঙ্গ আর জগতে নাই, ২৮১৭৬ ফুট ইহার উচ্ছ্রায়। এই শৃঙ্গ গোস্বামীস্থান হইতে ৬৫ ক্রোশ পূর্ব্বে থাকায় ইহার শৃঙ্গ দ্বারা যেন নেপালের পূর্ব্ব সীমা রক্ষা করিতেছে। এই শৃঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন তুষারাবৃত থাকে। সূর্য্যোদয়কালে দূর হইতে ঠিক্ কাঞ্চনের ন্যায় দেখায়, সেইজন্য বোধ হয়, এই শৃঙ্গ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'কাঞ্চনজিঙ্ঘ', 'কাঞ্চনশৃঙ্গ', এবং কোন কোন সংস্কৃত পুস্তকে 'কাঞ্চনাদ্রি' নামে অভিহিত।

কাঞ্চনপল্লী। বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগণার উত্তর প্রান্তে কলিকাতা হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে পূর্ব্ববঙ্গরেলওয়ের একটি আড্ডা আছে। ইহার বর্ত্তমান নাম এবং প্রাচীন কিংবদন্তি দ্বারা অনেকে অনুমান করেন যে, এক সময় ইহা বঙ্গবিখ্যাত কুমারহট্ট (হালিসহর) গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট পল্লী ছিল*। এই গ্রামের লোকব্যবহৃত নাম কাচরাপাড়া বা কাচনাপাড়া কি কাঁচরাপাড়া। পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমানজেলা প্রভৃতি রাঢ় দেশীয় লোক ইহাকে কাতলাপাড়াও† বলিয়া থাকে। উক্ত গ্রামের মধ্যে পুরুষপরম্পরায় একটি জনপ্রবাদ আছে, যে কাঞ্চনপল্লী নামটি ইহার গৌরবসূচক নাম। পূর্ব্বকালে এইস্থানে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও বিচক্ষণ চিকিৎসকের বাস ছিল বলিয়া লোকে ইহাকে আদর করিয়া কাঞ্চনপল্লী বলিতেন, বস্তুতঃ এখানে কাচনা নামে এক প্রকার ঘাস হইত বলিয়া কাচনাপাড়া নাম হইয়াছিল। কেহ কেহ কহেন যে পূর্ব্বে এখানে অনেক সুবর্ণবণিকের বাস ছিল এবং স্বর্ণ রৌপ্যের ক্রয় বিক্রয় হইত বলিয়া, ইহাকে সাধারণে কাঞ্চনপল্লী বলিত। এই শেষোক্ত কথার প্রমাণ পক্ষে অদ্যাপি একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। কলিকাতার বড়বাজারে অদ্যাপি যে সকল নিক্তি বিক্রয় হয়, তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য বিক্রেতারা তাহা কাচনাপাড়ার নিক্তি বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু বহুকাল হইতে উক্ত গ্রামে কোন প্রকার নিক্তি প্রস্তুত হইতে দেখা যায় না। যাহা হউক পূর্ব্বকালে ঐ গ্রাম সুবর্ণাদি মূল্যবান্ ধাতু ক্রয়বিক্রয়ের স্থান থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। যদিও বাগেরখাল নামক একটি কৃত্রিমনদী ইহাকে মূলস্থান কুমারহট্ট হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকালে ইহা যে কুমারহট্টের সঙ্গে একত্র ও সংযুক্ত ছিল, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হইতে পারে না, কারণ বাগেরখাল নামক খাল কুমারহট্ট ও কাঞ্চনপল্লী সংস্থাপনের অনেকপর নির্ব্বাসিত মল্লিক সাহেব, তাঁহার বাসস্থানের গড় স্বরূপ বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধার জন্য ফুলিয়া গ্রামের নিম্নস্থ যমুনা হইতে ভাগিরথী পর্য্যন্ত প্রায় দুই ক্রোশ বিস্তৃত একটি খাল কাটাইয়া দেন। উক্ত খাল এই উভয় স্থানের মধ্যে ব্যবধানস্বরূপ থাকা সত্বেও কাঞ্চনপল্লী অদ্যাপি হাবিলিসহর পরগণার অধীন ও কুমারহট্ট সমাজভুক্ত। ইহার বর্ত্তমান দক্ষিণসীমা মল্লিক সাহেবের কাটাখাল, পশ্চিমে ভাগীরথী খাত, উত্তরে যমুনা-তীরস্থ মুরতিপুর ও পূর্ব্বসীমা সিন্দে ভবানীপুর। এই গ্রাম যে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থানে চরপত্তন হইয়া তাহার উপর সংস্থিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিষয়ের একটি চমৎকার আখ্যান আছে। একদা কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী একজন তীর্থযাত্রী কাশীধামে একজন দণ্ডাশ্রমী পুরুষকে দর্শন করিতে গিয়া পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে পরিচয় দিলেন, যে "আমার নিবাস ত্রিবেণীর পরপারস্থিত ভাগীরথীতীরবর্ত্তী কাঞ্চনপল্লী।" সিদ্ধপুরুষ কহিলেন, "কি, ত্রিবেণীর পরপার কাঞ্চনপল্লী? কোন্ ত্রিবেণী? ত্রিবেণীর পূর্ব্বপারে তো ভেঁপুরনগর।" তীর্থযাত্রী কহিলেন, "ভেঁপুর-নগর আমার বাসস্থান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ পূর্ব্বে।" সাধু বলিলেন, "তবে কি তোমরা গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থানে চরের উপর বাস কর। আশ্চর্য্য! ইহার মধ্য গঙ্গায় চর হইয়া তাহাতে গ্রামের পত্তন হইয়াছে! কালের কি কুটিলা গতি!" যাহা হউক, অদ্যাপি উক্ত ভেঁপুরগ্রামে নগরঘাটা ও জগাতিঘাটা প্রভৃতি স্থান বিদ্যমান আছে এবং সেই সেই স্থান যে একসময় নগর-বিশেষ ও বাণিজ্যস্থান ছিল, তাহা সময়ে সময়ে এখানকার মৃত্তিকার নিম্ন হইতে তৈজসাদি বহুবিধ দ্রব্যজাত প্রাপ্ত হওয়ায় অনেকে স্থির করিয়াছেন। যদিও এই কাঞ্চনপল্লী

* অনেক বিচক্ষণ ও পণ্ডিত লোক অনুমান করেন, যে পাড়া শব্দই কোন একখানি মূল গ্রামের অংশ বা খণ্ড পরিচায়ক, যেমন উত্তরপাড়া, একসময় পল্লিগ্রামের উত্তরদিকস্থ পল্লী ছিল, কিন্তু বালির খাল মধ্যস্থানে ব্যবধান হওয়ায় ক্রমে পৃথক্ গ্রামরূপে পরিচিত হইল। সেইরূপ কাঁচরাপাড়া ও হালিসহরের মধ্যস্থানে মল্লিক সাহেব খাল কাটিয়া দেওয়ায় কাঁচরাপাড়া স্বতন্ত্রগ্রাম বলিয়া বিখ্যাত হয়।

† রাঢ়দেশে মাছুধমারাকেও 'কাতলাপাড়া' বলে।

গঙ্গাযমুনার মুক্তবেণীর মধ্যস্থিত চরের উপর উৎপন্ন বলিয়া অনেক প্রমাণ ও নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা যে অন্যূন তিনশত বৎসরের পূর্ব্বকালবর্ত্তী, সে বিষয়েও অনেক সংশয়চ্ছেদী প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কাঞ্চনপল্লী শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভুর সমকালবর্ত্তী সেন শিবানন্দের পাট। বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ পাটমালাগ্রন্থে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে কাঞ্চনপল্লী নামটীই লিখিত আছে, তৎপূর্ব্বে উহা অন্য নামেও আখ্যাত হইবার কথা শুনা যায় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদ্যজাতির একটি সমাজের নাম নরহট্ট অর্থাৎ নরহট্টগ্রামীয়। এই নরহট্ট-গ্রামই কাঞ্চনপল্লীর প্রাচীন নাম। এক্ষণে যে স্থলে কাঁচড়া-পাড়ার বড় চড়া, প্রাচীন লোকেরা বলেন যে পূর্ব্বে ঐ স্থানেই নরহট্ট গ্রাম ছিল। কালে উহা গঙ্গার গর্ভসাৎ হইয়া যায় এবং তথাকার লোকেরা ক্রমে তৎপূর্ব্বদিকে সরিয়া আসাতে কাঁচড়াপাড়ার উৎপত্তি হয়। সেই প্রাচীন কাঁচড়া-পাড়াও ক্রমে গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, বহুতর কাংস্যবণিক উহার পরপার বংশবাটী অর্থাৎ বাঁশবেড়ে গ্রামে উঠিয়া গিয়া বাস করে এবং তদবধি বাঁসবেড়ে গ্রাম কাঁসারিজাতির একটি প্রধান স্থান হইয়া উঠে। বিশেষতঃ সেন শিবানন্দ নিজ গুরু শ্রীনাথ আচার্য্যের নামে যে কৃষ্ণরায়বিগ্রহ প্রকাশ করেন; ঐ বিগ্রহ * প্রথমতঃ শ্রীনাথাচার্য্যের দৌহিত্রসন্তান শ্রীমহেশের † নিজ বাটীতে থাকিতেন। একদা বঙ্গপ্রভাকর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতপুত্র যশোরজিৎ রায় (কচুরায়) কোন বিশেষ কারণে দিল্লী যাইবার সময় কাঁচড়াপাড়া হইয়া যান এবং যাত্রাকালে কৃষ্ণরায়বিগ্রহ দর্শন করিয়া এইরূপ মানসিক করেন যে, "যদি আমি দরবারে ফতে হই, তাহা হইলে ঠাকুরের একটি শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিব।" দৈবযোগে যশোরজিৎ রায় দরবারে কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমনকালে পুনর্ব্বার কৃষ্ণরায়কে দর্শন করিয়া আইসেন; এবং তাঁহার শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির ও দোলমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন এবং নিত্যসেবা নির্ব্বাহের জন্য কৃষ্ণবাটীনামে একখানি নিষ্কর তালুক প্রদান করেন; অদ্যাপি ঐ কৃষ্ণবাটী তালুক উক্ত বিগ্রহেরই সেবার্থ সেবায়ৎ অধিকারীদিগেরই স্বত্বাধিকারে আছে। তবে রাজার আমলে যেমন নিষ্কর ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের দশশালা বন্দোবস্তের সময় বার্ষিক ২৮৸/০ কর ধার্য্য হইয়াছে। ঈশানচন্দ্র অধিকারী মুখোপাধ্যায় এক্ষণে এই বংশের প্রধান ও প্রাচীন। যশোরজিৎরায় যে দেবালয় করিয়া দেন, সে দেবালয় ও তৎসন্নিহিত নগরের বাজার প্রভৃতি কাঁচড়াপাড়ার বহুতর প্রাচীন-কীর্ত্তি কালে গঙ্গাগর্ভে জলসাৎ হইয়া সেই সেই স্থানে এক্ষণে পুনরায় নূতন চরের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দেবালয় ধ্বংস হইবার পর কলিকাতানিবাসী নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক * এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কৃষ্ণরায় জীউর দেবমন্দিরাদি প্রস্তুত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবাদ আছে, এই মহান্ কীর্ত্তির উদ্যোগেই নিমাইয়ের পরলোক প্রাপ্তি হয় এবং তাঁহার ইচ্ছাপত্রানুসারে তাঁহার উত্তরাধিকারিরা সকলকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ফলতঃ কৃষ্ণরায় জীউর দেবালয়সদৃশ দেবালয় এ অঞ্চলের আর কোন স্থানে নাই। শকাব্দা ১৭০৭ শকে শ্রীমন্দির সম্পন্ন হয়। শ্রীমন্দিরটি দেখিলে বোধ হয়, যেন কেহ ইষ্টক ও চূর্ণাদি উপকরণ কোন বিশাল পাকযন্ত্রে দ্রবী-ভূত করিয়া মন্দিরটিকে ছাঁচে ঢালিয়াছে, এরূপ সুঠাম সুশ্রী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মন্দির দৃষ্টিগোচর হওয়া বঙ্গদেশে অতি বিরল। এই অদ্বিতীয় মন্দির যে কেবল ক্ষণজন্মা নিমাইচরণ ও গৌরচরণ এবং কাঞ্চনপল্লী গ্রামেরই কীর্ত্তিস্বরূপ এমন নহে, ঐ দৃষ্টিদুর্লভ দেবকীর্ত্তি আমাদিগের হতভাগ্য বঙ্গদেশেরও শিল্পনৈপুণ্যের মহদ্যশঃ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। আমা-দিগের দেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রকাশ ও আবিষ্কারের জন্য দূরদেশে গমন করিয়া, পূর্ব্বতন মঠ, মন্দির ও অট্টালিকার শিল্পনৈপুণ্য পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের পার্শ্বদেশে যে কত শত অসামান্য কীর্ত্তিকলাপ অব্যক্ত ও অনেকের অবিদিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা কিছুমাত্র অবগত নহেন! সেন শিবানন্দের পুত্র পুরীগোস্বামী, যিনি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া কবিকর্ণপুর উপাধি লাভ করেন, কাঞ্চনপল্লী তাঁহার জন্মভূমি ও লীলাস্থান। তিনি বৈদ্যজাতিদিগের নরহট্টসমাজভুক্ত ছিলেন। অদ্যাপি কাঞ্চন-পল্লী-নিবাসী বিখ্যাত কবিরাজ চণ্ডীচরণ রায়ের বংশোদ্ভব রায় বৈদ্যেরা কবিকর্ণপুরের সন্তান বলিয়া পরিচয়

* "অস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবোয়ঃ প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।
অনুগ্রহায় দ্বিজঃ কিঞ্চিৎ শ্রীয়ঃ শ্রীনাথসংজ্ঞকঃ।"
এই শ্লোকটি উক্ত কৃষ্ণরায় বিগ্রহের পদ্মাসনে খোদিত আছে।

† ঐ শ্রীমহেশই কাঁচড়াপাড়ার কৃষ্ণরায়বিগ্রহের বর্ত্তমান অধিকারী-বংশের আদিপুরুষ বলিয়া অধিকারী মহাশয়েরা পরিচয় দেন এবং তিনি ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া এক্ষণে ইঁহারাও মুখোপাধ্যায় উপাধিতে অভিহিত হন।

* কিম্বদন্তী আছে, সুখসাগরের কুঠির সাহেব মিষ্টর জোসেফরট (যাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বালাখানার তুল্য উৎকৃষ্ট প্রাসাদ বঙ্গদেশের কুত্রাপি ছিল না বলিয়া প্রবাদ আছে।) একদা বলেন, "বাঙ্গালা কা বিচ মে থোড়া রূপেয়া হামারা হ্যায়, আউর থোড়া রূপেয়া নিমু মল্লিককা হ্যায়"।

Mountain-ebony কহে। এই গাছ বড় বাহারী, তেমনি ফুলগুলি সুন্দর ও নানাবর্ণের, বিশেষতঃ বেগুনিয়া ফুলের উপর মাঝে মাঝে রক্তের বিন্দুতে বড়ই সুন্দর দেখায়। বোম্বাই ও পঞ্জাবে, উড়িষ্যার গুমসররাজ্যে, আজমীরে, বাঙ্গলা ও বেহারে এবং ব্রহ্মদেশে এই ফুলের গাছ জন্মে। ইহার কাষ্ঠ বেশ মজবুত, এক একটি গাছ বড় হইলে ১০ ইঞ্চি চওড়া তক্তা পাওয়া যায়।

পঞ্জাবের লোকেরা ইহার ফুলের কুঁড়ি রন্ধন করিয়া খায়।

ভাবপ্রকাশ নামক বৈদ্যকগ্রন্থে উভয়গাছের এইরূপ গুণ লিখিত হইয়াছে। যথা—কাঞ্চনাল শীতল, গ্রাহী, কষায়, শ্লেষ্মপিত্তনাশক এবং কৃমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ ও গণ্ডমালা-রোগহারক। কোবিদারের গুণও ঐ প্রকার, বিশেষতঃ ইহার ফুল লঘু, রূক্ষ, সংগ্রাহী; পিত্তরক্ত, প্রদর, ক্ষয় ও কাসরোগনাশক।

কাঞ্চনবুড়া (দেশজ) ফুলগাছবিশেষ। পশ্চিমে স্থানবিশেষে মদননির্ব্বিশী কহে। (Kœmpferia angustifolia) ইহার ফল বড় হয়, রঙ্ শাদা, ধার বেগুনিয়া।

কাঞ্চনভূ (স্ত্রী) কাঞ্চনময়ী ভূ, মধ্যলো°। স্বর্ণময় স্থান।

কাঞ্চনময় (ত্রি) কাঞ্চনস্য বিকারঃ, কাঞ্চন-ময়ট্ (ময়ট্ বৈতয়োর্ভাষায়ামভক্ষ্যাচ্ছাদনয়োঃ। পা ৪।৩।১৪৩।) স্বর্ণনির্ম্মিত।

কাঞ্চনমালা (স্ত্রী) ১ অশোকরাজপুত্র কুণালের পত্নী। ২ স্বর্ণশ্রেণী। ৩ কাঞ্চনবৃক্ষের শ্রেণী।

কাঞ্চনবপ্র (পুং) কাঞ্চনময়ো বপ্রঃ, মধ্যলো°। ১ স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাচীর। ২ সুমেরু পর্ব্বতের সানুদেশ।

কাঞ্চনবর্ম্মা [ন্] (পুং) প্রাচীন রাজবিশেষ। [হিরণ্যবর্ম্মা দেখ।]

কাঞ্চনষ্ঠীবী [ন্] (পুং) সৃঞ্জয়রাজের পুত্র। (ভারত শা° ৩০।৩১ অঃ।)

কাঞ্চনসন্ধি (পুং) কাঞ্চনবৎ দুর্ভেদ্যঃ সন্ধিঃ, মধ্যলো°। উভয় বস্তুতে মিলিয়া সন্ধি, যে সন্ধি স্বর্ণের ন্যায় দুর্ভেদ্য অর্থাৎ সহজে ভঙ্গ হয় না।

কাঞ্চনা (স্ত্রী) মহীরাবণের রাজধানী, ইহার অপর নাম স্বর্ণভূমি।

কাঞ্চনাক্ষ (পুং) দানববিশেষ। (হরিব° ২৪০ অঃ।)

কাঞ্চনাক্ষী (স্ত্রী) সরস্বতী নদী।

কাঞ্চনাঙ্গ (ত্রি) কাঞ্চনবৎ সুন্দরং অঙ্গং যস্য, বহুব্রী। ১ স্বর্ণের ন্যায় সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট। ২ (ক্লী) কাঞ্চনময়ং অঙ্গং মধ্যলো°। স্বর্ণনির্ম্মিত অবয়ব।

কাঞ্চনাভিধানসন্ধি (পুং) কাঞ্চনসন্ধি।

কাঞ্চনার (পুং) কাঞ্চনং তদ্বর্ণং ঋচ্ছতি পুষ্পৈঃ, কাঞ্চন-ঋ-অণ্। কাঞ্চনফুলের গাছ।

কাঞ্চনাল (পুং) কাঞ্চনং কাঞ্চনবর্ণং অলতি, কাঞ্চন-অল্ অণ্। কাঞ্চনগাছ।

কাঞ্চনারক (পুং) কাঞ্চনার-স্বার্থে কন্। কাঞ্চনফুলের গাছ।

কাঞ্চনাহ্বয় (পুং) কাঞ্চনং স্বর্ণং আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে স্বভাসা ইতিশেষঃ, কাঞ্চন-আ-হ্বে-ক। কাঞ্চন ইতি আহ্বয়ো নাম যস্য বা। নাগকেশর গাছ।

কাঞ্চনী (স্ত্রী) কচ্যতে দীপ্যতে অনয়া, কাচি ল্যুট্ ঙীপ্। ১ হরিদ্রা। ২ স্বর্ণক্ষীরী গাছ। ৩ গোরোচনা। (হিন্দী) ৪ নর্ত্তকী, গায়িকা। ৫ গোস্বামী সম্প্রদায়বিশেষ। তাঁহারা নৃত্যগীত দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের পরিধেয় গৈরিক বাস, আচার ব্যবহার সাধারণ গোঁসাইদিগের মত। আবশ্যক হইলে তাঁহারা বিবাহ করিতে পারেন। মৃত্যু হইলে তাঁহাদের শবের সমাধি অথবা নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

কাঞ্চনীয় (স্ত্রী) কাঞ্চনায় হিতং, কাঞ্চন-ছ টাপ্। গোরোচনা।

কাঞ্চি (স্ত্রী) কাচি-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭।) ১ স্ত্রীদিগের কটীভূষণ, চন্দ্রহার।

("হৃতকাঞ্চিবল্লীবন্ধোত্তরজঘনাদপরভোগভুক্তায়াঃ।
উল্লসতি রোমরাজিঃ স্তনশম্ভোর্গরলরেখেব॥" আ° স° ৬৯৩।)

২ দাক্ষিণাত্যস্থিত দ্রাবিড়রাজ্যের রাজধানী। ইহাকে বর্ত্তমান সাধারণে কঞ্জীভরম্ (Conjeveram) বলে।

["অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি রবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥" কাঞ্চীপুর দেখ।]

কাঞ্চিক (ক্লী) কাঞ্চি-সংজ্ঞায়াং কন্। কাঁজি।

(কাঞ্চিকং কাঞ্জিকং ধান্যাম্লারনালে তুষোদকম্। হেম ৩।৪৯।)

কাঞ্চী (স্ত্রী) কাঞ্চি ঙীষ্। ১ চন্দ্রহার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মেখলা, সপ্তকী, রসনা, সারসন, কাঞ্চি, রসনা, কক্ষা, কক্ষ্যা, সপ্তকা, সারশন, রসন ও বন্ধন। কেহ কেহ বলেন, এক পর্য্যায়ের মধ্যে এই সমস্ত নাম কথিত থাকিলেও বস্তুতঃ বিভিন্নতা আছে;—

"একযষ্টির্ভবেৎ কাঞ্চী মেখলা ত্বষ্টযষ্টিকা।
রসনা ষোড়শজ্ঞেয়া কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ॥"

একগাছিমাত্র যষ্টিকে কাঞ্চী কহে, ইহাই বর্ত্তমান সময়ে গোট নামে ব্যবহৃত হয়। আটগাছি যষ্টিবিশিষ্ট কটীভূষণের নাম মেখলা, ষোল গাছি যষ্টিবিশিষ্টের নাম রসনা, এবং পঞ্চবিংশতি যষ্টিবিশিষ্টের নাম কলাপ। ২ দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়রাজ্যের রাজধানী। [কাঞ্চীপুর দেখ।] ৩ কুঁচ।

কাঞ্চীনগর (ক্লী) কাঞ্চীপুর। [কাঞ্চীপুর দেখ।]

কাঞ্চীপদ (ক্লী) কাঞ্চ্যাঃ পদং স্থানম্, ৬তৎ। জঘন, নিতম্ব। (শ্রোণিঃ কলত্রং কটীরং কাঞ্চীপদং ককুদ্মতী। হেম ৩।২৭১)

কাঞ্চীপুর, মান্দ্রাজপ্রদেশের চেঙ্গলপুত জেলার মধ্যবর্তী কাঞ্চীবরম্ তালুকের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ নগর। অক্ষা' ১২° ৪৯´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি' ৭৯° ৪৫´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ৫৮৫৮ একর। লোকসংখ্যা ৩৭২৭৫, তন্মধ্যে ৩৫,৯৮৯ জন হিন্দু. হিন্দুদিগের মধ্যে শতকরা ১১ জন ব্রাহ্মণ ও ১৭ জন তাঁতি। এখানে আদালত, কারাগার, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়

পুরাতত্ত্ব।—কাঞ্চীপুর অতি প্রাচীন সহর। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। যথা—

"অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছাৎ প্রস্রবাদ্ দ্রাবিড়াঞ্ছকান্।
শকৃতশ্চাসৃজৎ কাঞ্চীন্ শবরাংশ্চৈব পার্শ্বতঃ ॥"

মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৭৬।৩৪।

অনেক মহাত্মার মতে, মহাভারতে কাঞ্চীনামের উল্লেখ থাকিলেও কেবল ঐ প্রমাণটির উপর নির্ভর করিয়া ইহাকে মহাভারতের সমকালীন অতি প্রাচীন সহর বলা যায় না। তামিল ভাষায় লিখিত "কাঞ্চীপুর স্থলপুরাণে" লিখিত আছে, প্রসিদ্ধ চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ চোল এই নগর স্থাপন করেন। তৎপুত্র অদণ্ডী তোণ্ডীরের সময়ে ইহার বিশেষ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্ ফার্গুসান সাহেবও উক্ত মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলে পরিবৃত ছিল, তথন এখানে অসভ্য কুরুম্বরজাতি বাস করিত। খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে অদণ্ডী চক্রবর্ত্তী এই নগর পত্তন করেন।" (Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture.)

উপরোক্ত উভয় মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বাস্তবিক এই কাঞ্চীপুর অতি প্রাচীন নগর। চোলরাজগণের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্বে এই নগরে দক্ষিণাপথের প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিবর্গের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। এখন যেমন কাঞ্চীপুর একটি ক্ষুদ্র নগর, পূর্ব্বকালে এমন ছিল না, তখন এই কাঞ্চীপুর একটি বিস্তীর্ণ জনপদে বিভক্ত ছিল। স্কন্দপুরাণের কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে—

"গ্রামাণাং নবলক্ষঞ্চ কাঞ্চীপুরে প্রকীর্ত্তিতম্।" ৩৭ অঃ।

মহাভারতের সময় কাঞ্চীপুর সম্ভবতঃ কলিঙ্গের ক্ষত্রিয়-রাজগণের অধীন ছিল, তথনও এই স্থান দ্রাবিড়রাজ্যের অন্তর্গত হয় নাই। মহাভারতে দ্রাবিড় ও কাঞ্চীর স্বতন্ত্র উল্লেখে এই মাত্র অনুমিত হয়। তৎপরে দক্ষিণাপথের পাণ্ড্যরাজগণ এই স্থান অধিকার করেন।

পাণ্ড্যরাজগণের পরই কাঞ্চীপুর পল্লবরাজগণের হস্তগত হয়। এক সময়ে পল্লবরাজগণ দ্রাবিড় ও দক্ষিণাপথের অধিকাংশ জয় করিয়া এই কাঞ্চীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিলেও, তৎকালীন কাঞ্চী-পুরের পল্লবরাজগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর শিলালিপি তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। সেই সকল শিলালিপি পাঠে উপলব্ধি হয়, সে সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে এখানে জৈনধর্ম্মও বিশেষ প্রবল ছিল। তৎকালীন পল্লবরাজ-গণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে সকল সনন্দ বা অনুশাসনদ্বারা গ্রাম দান করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই সেই ব্রাহ্মণগণের অব্যবহিত পূর্ব্বে জৈনদিগের অধিকার ছিল। বোধ হয়, হিন্দু-রাজগণ জৈনগণকে উচ্ছেদ করিয়া সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণ-দিগকে স্থাপন করেন। (Indian Antiquary, VIII. 281.)

বৌদ্ধগণ অনুমান খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে কাশী হইতে আসিয়া কাঞ্চীপুরে বাস করেন। পাণ্ড্যরাজগণের সময়ে এখানে জৈনধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, জৈনরাজগণ এখানকার অধিকাংশ বৌদ্ধ অধিবাসীকে তাড়াইয়া দেন। (Wilson's Mackenzie Collection, p. 40. 41.)

শিলালিপি-অনুসারে সিংহবিষ্ণুই কাঞ্চীপুরের প্রথম পল্লব-রাজ, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন; অনেকে অনুমান করেন, তাঁহার সময়ে বিষ্ণুকাঞ্চীর বরদরাজস্বামীর আবির্ভাব হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে পুলিকেশী (২য়) একবার কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজকে আক্রমণ করেন। ৫০৭ শকে খোদিত পুলি-কেশীর শিলালিপিপাঠে জানা যায়, যে পল্লবরাজ তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া কাঞ্চীপুরের প্রাকার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন *।

খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং কাঞ্চীপুরে (কি এন্-চি-পু-লো) আগমন করেন। সেই সময়ে কাঞ্চীপুর দ্রাবিড়রাজ্যের রাজধানী, প্রায় ২॥ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। সে সময়ে এখানে বৌদ্ধ, নির্গ্রন্থ ও হিন্দু এই তিন দলই প্রবল। তৎকালে এখানে ১০০টি বৌদ্ধসঙ্ঘারাম ও ৮০টি দেবমন্দির ছিল। কাঞ্চীপুর ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান,

* "আক্রান্তাত্মবলোন্নতিম্বলরজশ্ছন্নকাঞ্চীপুরঃ।
প্রাকারান্তরিতপ্রতাপমকরোদ্যঃ পল্লবানাম্পতিম্।"
৫০৭ শকে খোদিত ঐহোল-শিলালিপি।

এইজন্য বৌদ্ধগণ এই স্থানকে পুণ্যভূমি বলিয়া মনে করিত। তাই নানাদেশ হইতে বৌদ্ধযাত্রী এখানে আসিত।

অনেকে অনুমান করেন যে, চীনপরিব্রাজকের আগমন-কালে এখানে বৌদ্ধরাজ রাজত্ব করিতেন, কিন্তু তাহা নহে। খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীর শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে,সে সময়েও এখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী পল্লবরাজগণের রাজত্ব ছিল।

পূর্ব্বতন পল্লবরাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শিলালিপিতে কাঞ্চীপুরাধিপ নরসিংহ বর্ম্মা আপনাকে শৈব বা মহেশ্বরোপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে কাঞ্চীপুরে শৈবধর্ম্ম প্রবল হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ* কাঞ্চীপুর অধিকার করেন। তৎপুত্র অদণ্ডী চক্রবর্ত্তীর সময়ে কাঞ্চীপুর তোণ্ডীরমণ্ডলের রাজধানী হইয়াছিল।

খৃষ্টের দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে চালুক্য রাজগণ কাঞ্চীপুর অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। বিহ্লণকবি বিরচিত বিক্রমাঙ্কচরিত নামক সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে জানা যায়, চৌলুক্যরাজ আহবমল্ল (১০৪০-৬৯) চোলরাজধানী কাঞ্চী আক্রমণ করেন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও চোলরাজদিগকে স্ববশে আনিতে পারেন নাই। তাঁহার আদেশক্রমে তৎপুত্র বিক্রমাদিত্য চৌলুক্য কয়েকবার কাঞ্চী আক্রমণ করিয়াছিলেন। [বিহ্লণকৃত বিক্রমাঙ্কচরিত ৩। ৬১, ৬৬। ২২-২৮ দেখ।]

বোধ হয় সেই সময়ে কাঞ্চীর কোন কোন অংশ পল্লবরাজগণেরও অধিকারে ছিল; কারণ শিলালিপি ও বিহ্লণের গ্রন্থপাঠে জানিতে পারা যায় যে বিক্রমাদিত্যপুত্র বিনয়াদিত্যকর্ত্তৃক কাঞ্চীর ত্রৈরাজ্যপল্লবের বিপুলবাহিনী আক্রান্ত ও পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল।

১০৮৩ শকের একখানি শিলালিপিতে খোদিত আছে যে, ঐ সময়ে (খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতাব্দীতে) কাকত্যরাজ রুদ্রদেব কাঞ্চীপুর শাসন করিতেন। (Ind. Antiquary XI. 19.)

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালে উৎকলের কেশরীবংশীয় একজন রাজা কাঞ্চীপুর লুট করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৪৭৭ খৃঃ, বাহ্মণীবংশীয় মুসলমানরাজ মুহম্মদ কাঞ্চীপুর জয় করিয়া আপন অধিকারভুক্ত করেন। সেই পর্য্যন্ত কিছু দিন এই স্থান বাহ্মণীবংশীয়দিগের শাসনাধীনে থাকে। তৎপরে বিজয়নগরের রাজা নরসিংহ রায় বাহ্মণীদিগের হস্ত হইতে এই স্থান উদ্ধার করেন। তিনি বীর বসন্তরায়কে কাঞ্চীপুরের শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করেন। নরসিংহ রায়ের পুত্র কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীপুরে আগমন করেন। তিনি কাঞ্চীপুরের বিখ্যাত শতস্তম্ভমণ্ডপ এবং কতকগুলি শিবমন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন। ১৪৩৮ শকে খোদিত অনুশাসনপত্রপাঠে জানা যায় যে, তিনি এখানকার প্রসিদ্ধ বরদরাজস্বামীর মন্দিরের ব্যয়-কারণ ১১ শত টাকা আয়ের বিশরা, তিরুপ্য, কদাহ, উপন্নগাল ও গোবিন্দবদি প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করেন।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর যবন-কবলিত হইলে, কাঞ্চীপুর গোলকুণ্ডার মুসলমানরাজের শাসনাধীন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে ইহা অরুকদুর সামিল হয়। ১৭৫১ খৃঃ, লর্ড ক্লাইব ফরাসীদিগের হস্ত হইতে কাঞ্চীপুর অধিকার করেন, কিন্তু ঐ বর্ষেই রাজসাহেবকে ছাড়িয়া দিতে হয়। ১৭৫৭ খৃঃ, ফরাসীরা এই স্থান আক্রমণ করিয়া অগ্নি প্রদান করেন। পরবর্ষে ইংরাজসৈন্য এই নগর পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজে ফরাসীদিগের বিপক্ষে যাত্রা করেন, কিন্তু আবার ফিরিয়া ফরাসী অবরোধ হইতে এই নগর উদ্ধার করেন। কাঞ্চীপুরের অদূরে পুল্ললূর নামক স্থানে ইংরাজ ও মুসলমানে একটি ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে, হায়দার আলী জেনারেল বেলির সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়াছিলেন।

কাঞ্চীপুর একটি প্রাচীন মহাতীর্থ। ভারতবর্ষের যে সাতটি পুণ্যনগরী দর্শন করিলে জীব অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, কাঞ্চীপুর তাহাদেরই মধ্যে একটি।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতা সিদ্ধিদায়িকা॥"

তোড়লতন্ত্রের মতে, এই তীর্থই বিশ্বরূপ মহাদেবের কটীদেশ(স্বরূপ)। যথা—

"নাভিমূলে মহেশানি অযোধ্যাপুরী সংস্থিতা।
কাঞ্চীপীঠং কটীদেশে শ্রীহট্টং পৃষ্ঠদেশকে॥"

তোড়লতন্ত্র ৭ম উল্লাস।

কেবল তীর্থ নয়, কাঞ্চী মহাপীঠ স্থান। বৃহন্নীলতন্ত্রের মতে এখানে কনককাঞ্চীদেবী বিরাজ করেন।

"কাঞ্চ্যাং কনককাঞ্চী স্যাদবন্ত্যামতিপাবনী।"

বৃহন্নীলতন্ত্রে ৫ম পটল।

* ফার্গুসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পুরাবিদের মতে খৃষ্টীয় ১১শ বা ১২শ শতাব্দী মধ্যে কুলোত্তুঙ্গচোলের রাজত্বকাল; কিন্তু দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ বৃহদীশ্বর মাহাত্ম্য নামক পুস্তকের মতে, কুলোত্তুঙ্গ খৃষ্টের নব শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন।

কাঞ্চীপুর সহর দুইভাগে বিভক্ত ; বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিব-কাঞ্চী। শিবকাঞ্চীতে শিবমন্দির ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। এই দুই স্থানে দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে শিবকাঞ্চীস্থিত 'একাম্রনাথ' নামক মহাদেবের অনাদিলিঙ্গ, ভগবতী কামাক্ষীদেবীর মূর্ত্তি, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমা ও সমাধি-স্থল, কম্পানদীতীর্থ এবং বিষ্ণুকাঞ্চীস্থিত "শ্রীবরদরাজ স্বামী" নামক ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তি, উলঙ্গমূর্ত্তি, বেগবতীধারাতীর্থ, রবিতীর্থ, সোমতীর্থ, মঙ্গলতীর্থ, বুধতীর্থ, বৃহস্পতিতীর্থ, শুক্রতীর্থ ও শনিতীর্থ প্রভৃতি প্রধান। এ ছাড়া কাঞ্চীর নিকট কেদারেশ্বর ও বালুকারণ্য নামে দুইটি পুণ্য-স্থান আছে। [ঐ সকল তীর্থের বিবরণ শিবকাঞ্চীমাহাত্ম্য, কামাক্ষীবিলাস, কেদারেশ্বরমাহাত্ম্য, বালুকারণ্যমাহাত্ম্য প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

দক্ষিণদেশের স্মার্ত্তদিগের মতে শিবকাঞ্চী বারাণসীতুল্য। এই স্থানের উৎপত্তিবিষয়ে স্থলপুরাণের একস্থলে কথিত আছে যে, মহাদেব পার্ব্বতীকে পুণ্যতীর্থের বিষয় বলিতে বলিতে বলেন যে, "বারাণসী, রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র, ইত্যাদি পুণ্যক্ষেত্র হইতে কাঞ্চীপুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানে যাহারা বাস করে, যাহারা ইহা দর্শন করে বা ইহার বিষয় শ্রবণ করে, অথবা ইহার বিষয় মনে করে বা আন্দোলন করে এবং যে সকল পশু-পক্ষী এখানে বাস করে, তাহারাও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই নগরের মধ্যস্থলে আমি সমস্ত শাস্ত্রকে আম্রবৃক্ষরূপে রাখিয়া এবং আপনি লিঙ্গরূপে "একাম্রনাথ" নামে অভিহিত হইয়া বাস করিতেছি। এই কাঞ্চীপুরে বাস করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। কাঞ্চীপুর চারিদিকে পঞ্চযোজন বিস্তৃত। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে আড়াই ক্রোশ স্থানের মধ্যে আমি সর্ব্বদাই বিরাজমান থাকিব ; এমন কি প্রলয় সময়ে উহা আমার ত্রিশূলের উপর রাখিব, অতএব ইহার কখনই বিনাশ নাই, ইহা আমারই আকৃতি জানিবে।"

আর্য্যাবর্ত্তের লোকেরা যেমন জীবনের শেষভাগে কাশীতে গিয়া বাস করে ও কাশীতে মরিতে পারিলে শিবত্ব প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে, দাক্ষিণাত্যের লোকেরাও তেমনি কাঞ্চীতে বাস করে এবং এখানে মরিলে মুক্ত হয় বলিয়া বিশ্বাস করে।

দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তি আছে। কাঞ্চীপুরের "একাম্রনাথ-লিঙ্গ" তন্মধ্যে ক্ষিতিমূর্ত্তি। ক্ষিতিমূর্ত্তি বলিয়াই এই লিঙ্গ মৃত্তিকায় গঠিত ; সুতরাং অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় এখানে জলাভিষেক হয় না।

একাম্রনাথের মন্দির দাক্ষিণাত্যে অতি বিখ্যাত দেখিতেও অতি সুন্দর ও অতি পুরাতন। এই মন্দির এক সময়ে একবারে যে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা নহে ; ক্রমে ক্রমে ইহা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই মন্দিরের দেওয়াল পরস্পর সরলভাবে নির্ম্মিত নহে বা ঘরগুলিও পরস্পর সম্মুখীন নহে। অনেকে অনুমান করেন, ইহার মূলস্থান চোলরাজারা নির্ম্মাণ করেন ; পরে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায় কর্ত্তৃক গোপুর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি পুরাতন আম্রবৃক্ষ আছে। বৃক্ষটির বয়স ৩। ৪ শত বৎসর হইবে। এখানকার লোকের বিশ্বাস এই আম্রবৃক্ষটি অনাদি-কালের এবং ইহাই সর্ব্বশাস্ত্ররূপী, এই বৃক্ষের চারিটি ডালে মিষ্ট, কটু, তিক্ত ও অম্ল এই চারি প্রকার আম্র হইয়া থাকে। যাঁহারা উক্ত বৃক্ষের আম্র খাইয়াছেন, তাঁহারা এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। দেব-সেবকেরা বলেন যে, পূর্ব্বে ঐ আম্রবৃক্ষ হইতে প্রত্যহ একটি করিয়া পাকা আম্র পাওয়া যাইত ও তাহা একাম্রনাথকে ভোগ দেওয়া হইত। অনেকে বলেন, ইহা হইতেই লিঙ্গের নাম 'একাম্রনাথ' হইয়াছে। এখন আর প্রত্যহ আম্র পাওয়া যায় না।

কামাক্ষীদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে স্থলপুরাণে আছে যে, কোন সময়ে পার্ব্বতীদেবী কৌতুকচ্ছলে মহাদেবের পশ্চাতে গিয়া পশ্চাৎ হইতেই তাঁহার চক্ষু আবরণ করায়, বিশ্ব-সংসার অন্ধকারময় হইয়া গেল ; কারণ, সূর্য্যচন্দ্রবহ্নিরূপী নয়নত্রয় ঢাকা পড়িলে আলো হইবে কিসে? ইহাতে ভগবতীর পাপ হইল এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহাদেবের আদেশে তিনি মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া কাঞ্চী-পুরে একাম্রনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থিত কম্পানদী নামক তীর্থে কামাক্ষী দেবীরূপে ছয়মাস তপস্যা করিলে মহাদেব পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তদবধি কামাক্ষীমূর্ত্তি স্বতন্ত্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ফাল্গুনমাসের পঞ্চদশদিন ব্যাপিয়া একাম্রনাথের বার্ষিক মহোৎসব হয়, উহার দশমদিবসে রাত্রিতে কামাক্ষীদেবীর ভোগমূর্ত্তির* সহিত একাম্রনাথের ভোগমূর্ত্তিকে একত্র রাখা হয়।

কামাক্ষীদেবীর মন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট। ইহারই প্রাঙ্গণে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমাধি আছে। এই সমাধির উপর তাঁহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শিবকাঞ্চীতে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ আছে। এই সকল

* দাক্ষিণাত্যের প্রায় প্রত্যেক বিগ্রহের দুইটি করিয়া মূর্ত্তি থাকে। একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূলমূর্ত্তি, আর একটি উৎসবাদিতে নগরযাত্রার জন্য প্রস্তুত ভোগমূর্ত্তি। এই ভোগমূর্ত্তিই অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত হইয়া থাকে।

লিঙ্গসম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে একাম্র-নাথ একমুষ্টি বালুকা ছড়াইয়াছিলেন। ইহাতে যতগুলি বালুকাকণা ভূমিতে পড়ে, তাহার প্রত্যেকটী এক একটি লিঙ্গরূপে পরিণত হয়। এখন সকল লিঙ্গের পূজা হয় কি না সন্দেহ।

একাম্রনাথের পূজার জন্ম ১৪০০৲ শত টাকা আয়ের কয়েকখানি গ্রাম ও নগদ ৮০৫৲ টাকা কালেক্টরী হইতে বরাদ্দ আছে।

এই মন্দিরে প্রত্যহ বেদপাঠ ও বেদগান হইয়া থাকে। উৎসবের সময় ভোগমূর্ত্তি রত্নালঙ্কারে শোভিত হইয়া বাহক-ব্রাহ্মণস্কন্ধে নীত হয়। পশ্চাতে ব্রাহ্মণেরা বেদগান করিতে করিতে যাইতে থাকেন। ফাল্গুনমাসে ইহার রথোৎসব হয়। ঐ সময় বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

এই দেবালয় কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় সৈন্যবাস বা হাঁস-পাতালরূপে ব্যবহৃত হইত। দ্বারের উপর সেই যুদ্ধের একটি গোলার দাগ আজও আছে।

উক্ত শিবমন্দির হইতে ২ ক্রোশ দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী, এখানেই বরদরাজস্বামীর প্রসিদ্ধ মন্দির। স্থলপুরাণে বরদরাজ স্বামীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"কোন সময়ে ব্রহ্মা অশ্বমেধযজ্ঞ করেন, কাঞ্চীপুরে যজ্ঞস্থল নিরূপিত হয়। যজ্ঞভূমির উত্তরদ্বার নারায়ণ, পশ্চিম দ্বার বিরিঞ্চীপুর, দক্ষিণদ্বার চিঙ্গলিপুত, পূর্ব্বদ্বার মহাবলী-পুর। সরস্বতীদেবী ব্রহ্মার যজ্ঞের কথা শুনেন নাই, নারদ ব্রহ্মলোকে গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে না জানাইয়া যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি যজ্ঞস্থল ভাসাইয়া দিবার উদ্দেশে নদীরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুর সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। বিষ্ণু আসিয়া সরস্বতীর গতি রোধ করিলে অন্তঃসলিলা হইয়া বহিতে লাগিলেন। বিষ্ণু আর কি করেন—উলঙ্গভাবে এদোক্কোরি নামক স্থানে নদীর মুখে পতিত হইলেন। তখন সরস্বতীদেবী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া আপনার পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে যথাসময়ে যজ্ঞীয় অশ্বমাংস আহুতি দেওয়া হইল, ভগবান্ বিষ্ণু সেই হুতমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে আবির্ভূত হইলেন। বিষ্ণুদর্শনে ব্রহ্মার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। সমাগত ঋষি ও ঋত্বিক্‌গণ বিষ্ণুকে সেই স্থানে থাকিবার জন্ম প্রার্থনা করিলেন। নারায়ণ তাঁহাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কাঞ্চী-পুরে শ্রীবরদরাজস্বামী নামে বিরাজ করিতে লাগিলেন।"

কিংবদন্তি এইরূপ যে, একাদশ শতাব্দীতে কাঞ্চীপুরের শাসনকর্ত্তা গঙ্গাগোপালরাও বরদরাজের বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে তিনি অপুত্রক ছিলেন, বরদরাজের কৃপায় তাঁহার পুত্রসন্তান হয়। তাই তিনি এক শিবমন্দির ভাঙ্গিয়া সেই ইষ্টকে এক বৃহৎ বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে বরদরাজ স্বামীকে আনাইয়া স্থাপন করিলেন। এই বিষ্ণুমন্দির হইতেই এই স্থান বিষ্ণুকাঞ্চী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুমন্দিরের দেবীমহলের এক স্তম্ভে ১৭৩২ শকের একখানি শিলালিপিতে লিখিত আছে, লোলনৃতম্মল্লজী নামে কোন ব্যক্তি উদৈয়ার পলেয়ম্ হইতে বরদরাজের মূর্ত্তি বিষ্ণুকাঞ্চীতে আনয়ন করেন। বিষ্ণুমন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণরায়নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ শতস্তম্ভমণ্ডপ বিদ্যমান। একখানি পাথর কাটিয়া এই মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নিকট আরও কএকটি মণ্ডপ আছে, তন্মধ্যে বাহনমণ্ডপ ও কল্যাণমণ্ডপই শ্রেষ্ঠ। এই মন্দিরের দেবসেবার জন্ম ৩০০০৲ টাকার আয়ের একখানি গ্রাম এবং মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে ৯৯৬১৲ টাকা বরাদ্দ আছে। এই মন্দির অতি সমৃদ্ধিশালী, কেবল ইহার মণিমুক্তাদির মূল্যই লক্ষ টাকার অধিক হইবে। লর্ড ক্লাইব ৩৬৬১৲ টাকা মূল্যের মকরান্তি নামক একখানি কণ্ঠাভরণ প্রদান করিয়াছিলেন। বৈশাখমাসে ১০ দিন ব্যাপিয়া ইহার মহোৎসব হইয়া থাকে, এই সময় এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

কাঞ্চীপুরী (স্ত্রী) নগরবিশেষ। কাঞ্চীপুর।

কাঞ্চীপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ। কাঞ্চীপুর।

কাঞ্জিক (ক্লী) অন্জ-ণ্বুল্-টাপ্-অত ইত্বম্, অঞ্জিকা; কু কুৎ-সিতা অঞ্জিকা প্রকাশো যস্য, কোঃ কাদেশঃ। কাঁজি; অন্নে জল দিয়া পর্য্যুষিত করিলে সেইজল যখন অম্লরস হইয়া উঠে, তাহাকেই কাঁজি কহে, আমানী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—আরনাল, সৌবীর, কুল্মাষ, অভিষুত, অবন্তিসোম, ধান্যাম্ল, কুঞ্জল, কুল্মাস কুল্মাষাভিষুত, কাঞ্চিক, কাঞ্জীক, কাঞ্জিকা, কঞ্জিক, কাঞ্জী, ভক্তবারী, ধান্যমূল, ধান্যযোনি, তুষাম্বু, গৃহাম্ল, মহারস, তুষোদক, শুক্ত, চুক্র, ধান্তুষ, উন্নাহ, রক্ষোঘ্ন, কুণ্ডগোলক, স্ববীরাম্ল, বীর, অভিষব ও অন্নসারক। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—ভেদক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, স্পর্শশীতল, শ্রম ও ক্লান্তিনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক এবং পিত্ত, রুচি ও বস্তিশুদ্ধিকারক। রাজনির্ঘণ্টের মতে কাঁজি অঙ্গে মর্দ্দন করিলে, বায়ু, শোথ, পিত্ত, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, শূল, আধ্মান ও বিবন্ধ বিনষ্ট হয়।

কাঞ্জিকবটক (পুং) কাঞ্জিক যোগেন কৃতো বটকঃ, মধ্যলো॰।

কাঁজি বড়া। ভাবপ্রকাশে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—একটি নূতনপাত্র কটুতৈলদ্বারা লেপন করিয়া, নির্ম্মল জলপূর্ণ করিতে হইবে। পরে তাহাতে রাই-সরিষা, জীরা, লবণ, হিঙ্গু ও হরিদ্রার চূর্ণের সহিত কতকগুলি বড়া ভিজাইয়া তিনদিন পর্য্যন্ত পাত্রের মুখবন্ধ করিয়া রাখিবে। তিনদিন পরে ঐ বড়া অম্লাস্বাদ হইলে তাহাকেই কাঞ্জিকবটক বা কাঁজিবড়া কহে। ইহা রুচিকারক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং শূল, অজীর্ণ ও দাহবিনাশক।

কাঞ্জিকা (স্ত্রী) কুৎসিতা অঞ্জিকা যস্যাঃ, টাপ্। ১ জীবন্তী-লতা। ২ পলাশীলতা।

কাঞ্জী (স্ত্রী) কং জলং অনক্তি, ক-অনজ্-অণ্-ঙীষ্। ১ মহা-দ্রোণী বৃক্ষ। ২ কাঁজি।

কাঞ্জীক (ক্লী) কাঞ্জিক, কাঁজি।

কাট্ (দেশজ) কাষ্ঠ।

কাট (পুং) কং জলং অট্যতে অত্র, ক-অট্ ঘঞ্। ১ কূপ। ২ বিষমপথ।

কাটন (দেশজ) ১ ছেদন। ২ খনন। ৩ বিদারণ।

কাটনা (দেশজ) ১ সূতা কাটা। ২ সূতা-কাটার যন্ত্র।

কাটনী (দেশজ) যে স্ত্রীলোক সূতা কাটে।

কাটবেম (পুং) কালিদাস-প্রণীত শকুন্তলা নাটকের একজন টীকাকার।

কাটব্য (ক্লী) কটোর্ভাবঃ, কটু-ষ্যঞ্। ১ কটুতা। ২ কার্কশ্য।

কাটা (দেশজ) ১ ছেদন করা। ২ ছিন্ন।

কাটাখাল, দক্ষিণ কাছাড়ে প্রবাহিত ধলেশ্বরী নদীর একটি শাখা। প্রবাদ এইরূপ বহুকাল পূর্ব্বে এক জন কাছাড়ীরাজা ধলেশ্বর নদী হইতে খাল কাটিয়া বরাকনদীর সহিত মিলিত করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গমস্থানে সেই রাজা একটি বৃহৎ বাঁধ প্রস্তুত করাইয়া দেন। এখন বারমাসই ইহাতে জল থাকে, স্রোত বহে, নৌকা করিয়া বারমাসই পার হইতে হয়।

কাটা ঘা (দেশজ) সর্পাদির ক্ষতজন্য অথবা ছুরিকাদি দ্বারা ছেদ জন্য ব্রণ।

কাটান (দেশজ) ১ অতিবাহন করা। ২ জলের পথ করিয়া দেওয়া। ৩ মন্ত্রাদির কার্য্যনষ্টকারক অপর মন্ত্রবিশেষ। ৪ ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ করা। ৫ অধিক পরিমাণে বিক্রয় করা।

কাটানী (দেশজ) বৃক্ষাদি ছেদন করাইবার মজুরি।

কাটাম, কাঠাম, কাঠামো (দেশজ) ১ মৃণ্ময়ী প্রতিমাদি নির্ম্মাণের জন্ম কাষ্ঠ বা বংশাদি নির্ম্মিত আয়তন। ২ আট-চালাদি বাঁধিবার জন্ম বংশাদির আয়তন। ৩ দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে নিয়ম আছে যে, রথের দিন বা সেই পক্ষের মধ্যে এক শুভদিনে একখণ্ড সরল, নিখুঁত বংশদণ্ড দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। কুম্ভকারেরা এই বংশখণ্ড লইয়া গিয়া দেবীদেহের আয়তন বা ঠাট বাঁধিতে আরম্ভ করে। বাঙ্গালায় সকল গৃহস্থেরই কৌলিক রীতি এরূপ নহে, তবে অনেকের আছে। এই উৎসর্গীকৃত বংশখণ্ডকেও "কাটাম" বলে।

কাটার (দেশজ) কর্ত্তরী, কাটারী, দা,।

"সুকুঠার কাটার খরধার ছুরী।
বহু তীর তূণীর কোদণ্ডধারী॥" শিবায়ণ।

কাটারী (দেশজ, কর্ত্তরীশব্দের অপভ্রংশ) ১ দা। ২ কাতারী।

কাটাল, মালদহ জেলার পূর্ব্ব ও উত্তরপূর্ব্বাংশে বিস্তৃত কণ্টক-ময় জঙ্গলাবৃত ভূভাগ। এই ভূভাগ উত্তরপূর্ব্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে মহানদীর চরভূমি হইতে দিনাজপুরের সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রাকৃতিক গঠন বড়ই অদ্ভুত। এখানে বড় গাছ অথবা বড় বন নাই, কেবল কাঁটাবন, বোধ হয়, সেইজন্য এই ভূভাগের নাম 'কাঁটাল' বা 'কাটাল' হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এই বিস্তৃত কাটাল ভূভাগের এমন দুর্দ্দশা হয় নাই। পূর্ব্বকালে এখানে বহুলোকের বাস ছিল, অদ্যাপি পুষ্করিণী ও গৃহাদির ভগ্নাবশেষ এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির সাক্ষ্যদান করিতেছে। প্রসিদ্ধ পাণ্ডুয়ানগরের ধ্বংসাবশেষ এই কাঁটাবনের নিবিড় জঙ্গল মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাই এখন এ অঞ্চলের লোকের নিকট 'পেরুয়া কাটাল'। এই ভূভাগের মধ্য দিয়া কয়েকটি খাড়ী ও নালা চলিয়া গিয়াছে। এখানে কেবল অসভ্য লোকের বাস, তাহাদের অনেকেই শীকারী ও মৎস্যজীবি। সম্প্রতি পেরুয়া-কাটালের খানিকটা পরিষ্কার করিয়া কয়েক ঘর সাঁওতাল আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছে।

কাটিহারা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Ardisia Catihara, *Buch.*)

কাটী (দেশজ) ১ সূক্ষ্ম কাষ্ঠ। ২ তৃণাদির খণ্ড।

কাটুক (ক্লী) কটুকস্য ভাবঃ কটুক-অণ্ (হায়নান্ত যুবাদিভ্যো অণ্। পা ৫।১।১৩০।) কটুরস।

কাটুরা, কাটুরে (দেশজ) ১ কাষ্ঠাগার। ২ যাহারা কাষ্ঠ কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; কাঠুরিয়া।

কাটোয়া, বঙ্গের বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরবর্ত্তী একটি নগর বা গঞ্জ। অক্ষা° ২৩° ৩৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ১০´ পূঃ।

এই স্থানে চৈতন্যদেব কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে

দীক্ষিত হন। এখনও গৌরাঙ্গদেবের মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমান নবাবদিগের সময়ে কাটোয়া বেশ বর্দ্ধিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্ররাজমন্ত্রী ভাস্করপন্থ বঙ্গবিজয়কালে এখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কাসিম-আলীর সহিত এখানে একটি যুদ্ধ হয়।

এখানকার অধিবাসীর মধ্যে তাঁতিরাই বর্দ্ধিষ্ঠ। এখানে পিত্তল কাঁসার ব্যবসা হয়।

কাট্য (ত্রি) কাটে বিষমমার্গে কূপে বা ভবঃ, কাট-যৎ। ১ বিষমমার্গজাত। ২ কূপজাত। ৩ (পুং) রুদ্রবিশেষ।

কাট্‌কবুল (দেশজ কাট+আরব্য কবুল্) একবারে অসম্মতি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কাট্‌কুট (দেশজ) ১ ইতর লোকেরা বন হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠ পাতা প্রভৃতি যাহা সংগ্রহ করিয়া আনে। ২ বেতন বন্ধ করা। ৩ উত্তমর্ণের পাওনা হইতে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট দিবার থাকে। ৪ লিখিত বিষয়ের মধ্যে লেখনীদ্বারা অশুদ্ধ বা অসংলগ্ন শব্দাদির সংশোধন।

কাট্‌গড়া, কাঠ্‌গড়া (দেশজ) কাষ্ঠের বা বাঁশের খুঁটি দ্বারা বেষ্টিত স্থান। কাট্‌রা, কাঠ্‌রা।

কাট্‌ছাতা (দেশজ) বেঙের ছাতা।

কাট্‌ কাট্‌ (দেশজ) লোকের রৌদ্রমূর্ত্তির পরিচায়ক অবস্থা। "বলিতে না বলিতে তাহারা যেন মার্ মার্, কাট্ কাট্ করিয়া আসিয়া পড়িল।"

কাট্‌ঠোক্‌রা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ; কাষ্ঠকুট্ট।
[কাষ্ঠকুট্ট দেখ।]

কাট্‌তি (দেশজ) দ্রব্যবিশেষের বিক্রয়বাহুল্য।

কাট্‌পীদ্দা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Muscicapa Ganna.)

কাটবগলা (দেশজ) কঙ্কজাতীয় পক্ষিবিশেষ।

কাট্‌রা, কাঠ্‌রা (দেশজ) ১ কাট্‌গড়া, কাঠ্‌গড়া। ২ বারাণ্ডাদির প্রান্তভাগে শোভা ও রক্ষাবিধানার্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃতি (বেড়া) বা রেলিং (Railing)

কাঠ (পুং) কাঠ্যতে, তঙ্ক্যতে, কঠ-ঘঞ্। ১ পাষাণ। ২ (ত্রি) কঠস্য ইদম্, কঠ-অণ্। কঠসম্বন্ধীয়।

কাঠক (ক্লী) কঠানাং ধর্ম্মং আম্নায়ঃ সমূহো বা, কঠ-বুঞ্। ১ কঠশাখাধ্যায়িগণের ধর্ম্ম। ২ কঠশাখাধ্যায়িদিগের শাস্ত্র। ৩ কঠশাখাধ্যায়িসমূহ।

কাঠরিয়া, কাঠুরিয়া (দেশজ) যাহারা বনের কাঠ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কাঠশাঠী [ন্] (পুং) কঠশাঠেন প্রোক্তং অধীয়তে কঠশাঠণিনি (শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি। পা ৪।৩।১০৬।) কঠশাঠকথিত শাস্ত্রাধ্যায়ী।

কাঠা (দেশজ) ১ প্রস্থে চারি হাত ও দীর্ঘে আশী হাত। ২ ধান্যাদি মাপ করিবার পাত্রবিশেষ, রেক্। ৩ বাঙ্গালা দেশীয় কচ্ছপের শ্রেণীভেদ, নদীজ ক্ষুদ্রকায় কচ্ছপ।

কাঠাকালি (দেশজ) অঙ্কবিশেষ; জমীর পরিমাণ স্থির করিবার নিয়মাদি।

কাঠাকিয়া (দেশজ) একশত কাঠা পর্য্যন্ত বিঘা প্রভৃতি নাম সংযোগ করিয়া গণনা করা।

কাঠাবাড়ী (দেশজ) চারি হাত পরিমাণ যষ্টি, ইহা দ্বারা ভূমির মাপ হয়।

কাঠাম (দেশজ) বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা রচিত আকৃতি, ঠাট।

কাঠাল (দেশজ) কঠিন। (বৃক্ষাদির উন্নতাবস্থা)?

কাঠি (দেশজ) ১ কাষ্ঠের ক্ষুদ্র অংশ। ২ বাদ্য বাজাইবার ক্ষুদ্র যষ্টি।
"দামামায় দিল কাঠি, তোলপাড় করে মাটি।"
গোবিন্দমঙ্গল ২১০।

কাঠিন (ক্লী) কঠিনস্য ভাবঃ, কঠিন-অণ্। ১ দৃঢ়তা, কঠিনতা। ২ (পুং) খেজুর।

কাঠিন্য (ক্লী) কঠিনস্য ভাবঃ, কঠিন-ষ্যঞ্। ১ কঠিনতা। ২ নিষ্ঠুরতা। ("কাঠিন্যস্য পরীক্ষার্থং অঙ্গং কর্ম্ম কৃতামপি।"
রাজতরঙ্গিণী ৫।৪৪০)

কাঠিন্যফল (পুং) কাঠিন্যং ফলে যস্য, বহুব্রী। কপিত্থবৃক্ষ, কদ্‌বেল গাছ।

কাঠিয়া রামরাম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Orchis uniflora)

কাঠেরণি (পুং) ঋষিবিশেষ।

কাঠেরণীয় (ত্রি) কাঠেরণেরিদম্, কাঠেরণি-ছ। (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮।) কাঠেরণি ঋষিসম্বন্ধীয়।

কাঠ্‌ (দেশজ) কাষ্ঠবৎ কঠিন ও শুষ্ক। যথা—"চামড়াখানি শুকাইয়া কাঠ্ হইয়া গিয়াছে।" ২ আড়ষ্ট, ভীতিবিহ্বল। যথা—"ভয়ে কাঠ্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।" ৩ কৃশ, দুর্ব্বল—"দিন দিন শরীর যেন কাঠ্ হইয়া যাইতেছে।"

কাঠ্‌কাঠ্‌ (দেশজ) নীরস। যথা—"এত কাঠ্ কাঠ্ গিলিতে পারিবে কেন?"

কাঠ-খড়ি (দেশজ) খড়িবিশেষ, ইহা চা খড়ি অপেক্ষা কঠিন। [খড়ি দেখ।]

কাঠ্‌গড়া (দেশজ) বেড়া, সমারোহকার্য্যে লোকসমূহের শ্রেণী বিভাগ জন্য স্থানে স্থানে যেরূপে বেড়া দেওয়া হয়।

কাঠ্‌গোলাপ (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Rosa Chinensis.)
[গোলাপ দেখ।]

কাঠচাঁদা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। [চাঁদা দেখ।]

কাঠ্চোর (দেশজ) যে কাঠ চুরি করে। পক্ষিবিশেষ, কাঠ্‌ঠোক্‌রা (Picus Bengalensis.)

কাঠ্ছাতিয়া (দেশজ) বেঙের ছাতি। জলাশয়ের ধারে অথবা জঙ্গলে বর্ষাকালে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঠ্জাম (দেশজ) জামবিশেষ। (Eugenia operculata.) [জাম দেখ।]

কাঠ্জালী (দেশজ) একপ্রকার কড়া লবণ।

কাঠ্ঝোঁকড়ি (দেশজ) একপ্রকার ঝাকড়া গাছ।

কাঠ্টগর (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Tabernæmontana coronaria.) [টগর দেখ।]

কাঠ্ঠোক্‌রা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। ইহারা চঞ্চুদ্বারা কাষ্ঠ বা বৃক্ষমধ্যে গর্ত্ত করিয়া থাকে। [কাষ্ঠকুট্ট দেখ।]

কাঠ্ডুমুর (দেশজ) উড়ুম্বরবিশেষ। (Ficus oppositifolia.)

কাঠ্ন্যকার (দেশজ) শুষ্ক বমন ; বারম্বার বমনের উদ্বেগ হইলেও যাহাতে উদরস্থ কোন দ্রব্য উঠিয়া যায় না। অধিকাংশ স্থলেই বায়ুর আধিক্য জন্য এই রোগের উৎপত্তি হয়, সেই সকল স্থলে বায়ুর উপশম করাই ইহার চিকিৎসা।

কাঠ্পিপীড়া (দেশজ) পিপীলিকাবিশেষ, ইহারা শুষ্ক কাষ্ঠ ও বৃক্ষাদিতে উৎপন্ন হইয়া তথায় বাস করে। সাধারণ পিপীলিকা অপেক্ষা ইহাদের দংশনে যন্ত্রণা অধিক হয়। [পিপীলিকা দেখ।]

কাঠ্ফড়িঙ্গ (দেশজ) পতঙ্গবিশেষ।

কাঠ্ফড়ুরা (দেশজ) কাঠঠোক্‌রা। (Picus Bengalensis.)

কাঠমাণ্ডু, (খাটমাণ্ডু) স্বাধীন নেপালরাজ্যের রাজধানী। বাঘমতী ও বিষ্ণুমতীনদীর সঙ্গমস্থলে নাগার্জ্জুন-গিরি অবস্থিত, এই গিরির পাদদেশ হইতে অর্দ্ধক্রোশদূরে উপত্যকার পশ্চিমাংশে কাঠমাণ্ডুনগর। ইহার প্রাচীন নাম 'মঞ্জুপত্তন'। দেশীয় লোকের বিশ্বাস যে পুরাকালে মঞ্জুশ্রী নামক এক ব্যক্তি এই নগর স্থাপন করেন। রাজধানীর ভূমি চতুরস্র বা ত্রিকোণ অথবা বৃত্ত অর্দ্ধবৃত্ত এরূপ কোন নিয়মিত আকারবিশিষ্ট নহে ; হিন্দুরা বলে—ইহার আকার দেবীর খড়্গের ন্যায় ; আর বৌদ্ধ নেবারীরা বলে—ইহার আকার মঞ্জুশ্রী নামক নগরস্থাপয়িতার তলবারীর ন্যায়, এই কল্পিত তলবারীর মুঠি নগরের দক্ষিণদিকে বাঘমতী ও বিষ্ণুমতীর সঙ্গমস্থল এবং নগরের উত্তরদিকে "তিস্মালে" নামক উপকণ্ঠ স্থান তাহার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। মঞ্জুশ্রীর তলবারীর মুঠিতে যেরূপ একখণ্ড বস্ত্র ছত্রাকারে বেষ্টিত থাকিত, এই তিস্মালে জনপদও সেইরূপভাবে অবস্থিত।

প্রকৃতপক্ষে কাঠমাণ্ডুনগর প্রায় ৭২৩ খৃষ্টাব্দে গুণকামদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরটি উত্তর দক্ষিণেই বেশী দীর্ঘ, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ হইবে। ইহার বর্ত্তমান নাম কাঠমাণ্ডু, এই নাম বড় বেশীদিনের নহে। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা লচমিনা সিং মাল্ (লক্ষ্মণসিংহ মল্ল ?) নগরমধ্যে সন্ন্যাসীদিগের জন্য একটি কাষ্ঠময় বৃহৎ বাটী (মন্দির বা সাধুমণ্ডপ) নির্ম্মাণ করান। এই বাটী এখন বর্ত্তমান আছে ও ঐ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কাষ্ঠমণ্ডপ হইতেই "কাঠমাণ্ডু" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নগর প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল এবং প্রাচীর-গাত্রে মধ্যে মধ্যে সুন্দর তোরণ ছিল। এখন স্থানে স্থানে প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে ; কিন্তু অধিকাংশস্থলেই উহার চিহ্নমাত্র নাই। তোরণগুলির মধ্যে এখনও প্রায় ৩২টি বর্ত্তমান আছে ; কিন্তু কোনটীরই কবাট নাই।

কাঠমাণ্ডু সহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩২টি পল্লী বা টোলায় বিভক্ত। তন্মধ্যে আস্‌সান টোলা, ইন্দ্র-চক, কাটমাণ্ডুটোলা, লবনটোলা ও রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থান প্রভৃতি পল্লীই অধিক প্রসিদ্ধ।

নগরের মধ্যভাগে দরবার বা রাজবাটী অবস্থিত। ইহা দেখিতে তত সুদৃশ্য নহে—তবে অতি বৃহৎ। ইহার অংশবিশেষ বড় প্রাচীন, ব্রহ্মদেশীয় মন্দিরাদির আকারে নির্ম্মিত, এই প্রাসাদে যে সকল মোটা মোটা উৎকীর্ণ শিল্প আছে, তাহা দেখিতে বেশ সুন্দর। প্রাসাদের মধ্যে যেটি খাস দরবার গৃহ, সেটি ২০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দরবার-গৃহে ও সহরের আধুনিক ধনীদিগের গৃহে সার্সির জানালা দরজা আছে। রাজবাটীর আকার কতকটা চতুরস্র, উত্তরদিকে নগরমুখে উন্মুক্ত। এই দিকে অত্যুচ্চ 'তলিজু' নামক মন্দির অবস্থিত। দক্ষিণদিকে শেষভাগে মন্ত্রণাগৃহ, 'বসন্তপুর' নামক অট্টালিকা ও নূতন দীর্ঘ দরবার বা সভাগৃহ। পূর্ব্বে উদ্যান ও অশ্বশালা। পশ্চিমে প্রধান তোরণদ্বার। ইহার সম্মুখে নগরের প্রধান পথ, পথপার্শ্বে নেবারিদিগের নির্ম্মিত অনেকগুলি হিন্দুমন্দিরাদি আছে। সভাগৃহের উত্তর-পশ্চিমে "কোট" বা যুদ্ধ বিগ্রহাদির মন্ত্রণাগার। এই গৃহ হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ভীষণ নরহত্যার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে কোট-লিং, ধুনসার প্রভৃতি আইন-আদালত সকল অবস্থিত। রাজবাটীর সম্মুখভাগে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির আছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অতি উচ্চ ও বহুতলবিশিষ্ট। এই সকল মন্দিরের উৎকীর্ণ কারু, চিত্র ও স্বর্ণাদি

বর্ণের গিল্টীর কার্য্য অতি সুন্দর। অনেকগুলির সমস্ত ছাদই পিত্তলের বা তাম্রের গিল্টী করা। মন্দিরগুলির কার্ণিসে অনেকগুলি করিয়া পাতলা ঘণ্টা ঝুলিতে থাকে, একটু জোর বাতাসে এই সকল ঘণ্টা টুন্ টুন্ করিয়া বাজিয়া বড় মধুর শব্দ উৎপন্ন করে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে কতকগুলির দ্বারে প্রস্তরের সিংহাদি মূর্ত্তি উভয়দিকে স্থাপিত আছে।

অনেক সর্দ্দার আজ কাল সহরের মধ্যে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া নগর শোভা বাড়াইয়াছেন।

এই নগরে আর একপ্রকার মন্দির দেখা যায়, তাহা স্তম্ভের উপর গুম্বজ করিয়া নির্ম্মিত। এই শ্রেণীর মন্দিরে বিশেষ কারুকার্য্য না থাকিলেও দেখিতে বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। পূর্ব্বোক্ত তলেজু মন্দির দেখিতে ব্রহ্মদেশীয় মন্দিরাদির ন্যায়, মন্দির মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কথিত আছে যে, ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজা মহেন্দ্র মাল (মহেন্দ্র মল্ল?) এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরে কেবল রাজবংশীয়েরাই পূজাদি করিয়া থাকেন। অনেকগুলি মন্দিরের সম্মুখে সেই সেই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা প্রাচীন রাজগণের প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই সকল মূর্ত্তি প্রায়ই মন্দিরের দিকে হাঁটু গাড়িয়া করজোড়ে উপবিষ্ট এবং ইহাদের মস্তকে রাজসম্মানসূচক ধাতুনির্ম্মিত সর্পফণা পরিশোভিত; ঐ ফণার উপরে একটী ক্ষুদ্র পক্ষী আছে। রাজবাড়ী হইতে একটু দূরে এক মন্দিরে একটি বৃহৎ ঘণ্টা ও অপর দুই মন্দিরে দুইটি বৃহৎ দামামা আছে। এই সমস্ত মন্দিরে নানাবিধ হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

রাজবাড়ী হইতে ২০০ গজ দূরে অর্দ্ধ-য়ুরোপীয় প্রণালীতে নির্ম্মিত "কোট" নামক অট্টালিকা আছে। যেখানে এই বাটী নির্ম্মিত, সেই স্থানে সারজঙ্গ বাহাদুরের অভ্যুদয়মূলক ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ নরহত্যা ঘটিয়াছিল। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী লোক ঐ সময়ে বিনষ্ট হয়।

এখানে কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহা একখানি মাত্র প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত। এই সকল ক্ষুদ্র মন্দিরের দেবমূর্ত্তি কয়েক ইঞ্চি মাত্র দীর্ঘ। অনেকগুলি মন্দিরে মেষক, হংস, ছাগ ও মহিষাদি বলি হয়।

নগরের পথাদি অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কার। প্রত্যেক পথের ধারে নর্দ্দামা আছে, তাহা কখন পরিষ্কার হয় না। নগরের ময়লা জমিতে সার দিবার জন্য কতকটা নষ্ট হয়। বাড়ীগুলি প্রায়ই চতুরস্র ও অভ্যন্তর চকমিলান; পথের দ্বার অপ্রশস্ত, মধ্যে বিস্তৃত উঠান।

উত্তর পূর্ব্বের সিংহদ্বার দিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলে দাক্ষিণদিকে "রাণীপুখরি" নামে বৃহৎ দীর্ঘিকা। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। দীঘীর মধ্যস্থলে একটি মন্দির, ইহার পশ্চিম পাড় দিয়া ইষ্টকনির্ম্মিত সেতুদ্বারা মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের দক্ষিণে একটি বৃহৎ প্রস্তরের হস্তীপৃষ্ঠে "রাজা প্রতাপমাল ও তাঁহার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। এই রাজাই এই মন্দির ও দীর্ঘিকার নির্ম্মাতা। আরও একটু দক্ষিণ হইতে বুকায়ুন (Cape lilac) গাছের সারির মধ্য দিয়া একটী রাস্তা নগর মধ্যে 'ঠাণ্ডিখেল' নামক বৃহৎ কাওয়াজের মাঠে গিয়া মিশিয়াছে। ঐ মাঠে পূর্ব্বে জঙ্গবাহাদুরের তলবারধারী মূর্ত্তি ৩০ ফিট উচ্চ স্তম্ভের উপর বসান ছিল, পরে বাঘমতী নদীতীরে একটি প্রাসাদে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই মাঠের পশ্চিমে প্রাচীন সেনাপতি ভীমসেন ঠাপার 'দারেরা' নামক ২৫০ ফুট উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ। এই স্তম্ভের গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর। ঐ সেনাপতির আরও একটি বৃহদাকার স্তম্ভ ছিল, তাহা ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এই স্তম্ভটিও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুন্দর করিয়া মেরামত হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে একটি গোলাকার সিঁড়ি আছে। এই স্তম্ভে উঠিয়া নগরের শোভা দেখিতে বেশ।

ইহার একটু দক্ষিণে পুরাতন শেলেখানা। মাঠের পূর্ব্বে পুরাতন কামানখানা, এখানে বারুদ, কামান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আজকাল সহরের দক্ষিণে ৪ মাইল দূরে মুক্কু নামক নদীতীরে চৌঠহানের নিকট একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, ঐখানে কামানাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই পথে পূর্ব্বমুখে ফিরিয়া এক মাইল গেলে ঠাটপটলী নামক স্থান। ঐ থানে বাঘমতীতীরে অবস্থিত জঙ্গবাহাদুরের বাটী। এই প্রাসাদের সম্মুখ হইতে বাঘমতীর উপর এক মনোরম সেতু পার হইয়া পত্তন নামক স্থান।

কাঠমাণ্ডুর রেসিডেণ্টের বাটী নগরের উত্তরদিকে এক মাইল দূরে। স্থান বেশ। প্রবাদ আছে, এইখানে ভূতাদির উপদ্রব ছিল বলিয়া রেসিডেণ্টের বাসেরজন্য মনোনীত হয়।

বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী রণদীপ সিংহ নগরের উত্তরপূর্ব্ব পার্শ্বে, নৈত্রৈন-হিট্টি নামক স্থানে বৃহৎ প্রাসাদে বাস করেন। কাঠমাণ্ডুতে ১২০০০ পদাতিসৈন্য থাকে, ইহাদের প্রাচীন ধরণের ২৫০টি বন্দুক আছে।

কাঠমাণ্ডু কোন বিশেষ ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ নয়।

কাঠবমি (দেশজ) কাঠঠুকার।

কাঠবিড়াল—তীক্ষ্ণদন্তশ্রেণীর অন্তর্গত ইন্দুরজাতীয় চতুষ্পদ

জন্তুবিশেষ। ক্ষুদ্রজাতীয় পশুদিগের মধ্যে কাঠবিড়ালের শরীর অতি সুশ্রী। ইহাদের সমস্ত দেহ কোমল চিক্কণ লোমে আচ্ছাদিত; চক্ষুর তারা উজ্জ্বল; শরীর অতিশয় পরিচ্ছন্ন; প্রত্যেক পায়ে চারিটি বা পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি আছে। কাঠবিড়াল পশ্চাতের দুই পা পাতিয়া উবু হইয়া বসে এবং সম্মুখের দুই পা দিয়া মুখে আহার তুলিয়া খায়।

কাঠবিড়ালের দন্ত অতিশয় ধারাল ও শক্ত। ইহারা দন্ত দ্বারা নারিকেল, শুপারি, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি ফলের শক্ত খোলা কাটিয়া তাহার শাঁস খায়; আম্র, পেয়ারা, গোলাপজাম, খেজুর প্রভৃতি ফল পাকিলে তাহাও খায়। ইহারা শীতের প্রভাব বাড়িলে বাসা হইতে বহির্গত হয় না ও তজ্জন্য গ্রীষ্মকালেই প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। শীত বাড়িলে বাসায় থাকিয়া ইহারা সঞ্চিত খাদ্যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। কাঠবিড়ালী পাট, শণ, নেকড়া, নারিকেল ছোপড়া প্রভৃতি আহরণ করিয়া, বৃক্ষ বা প্রাচীরের গর্ত্তে বাসা করে। ইহারা দেড়মাস গর্ভধারণ করিয়া একবারে ৪।৫টি সন্তান প্রসব করে।

এই জন্তুর শরীর অতি লঘু, এজন্য এক নিমেষে বড় বড় বৃক্ষের শিখরদেশে উঠিতে পারে। ইহারা বানরের মত শাখায় শাখায় লাফাইয়া বেড়ায় ও পাখীর মত ডালে বসিয়া বিশ্রাম করে। গাছের উপর বা দেওয়ালের উপর বেড়াইবার সময়, ইহারা আপনাদের লোমশ পুচ্ছটিকে মধ্যে মধ্যে খাড়া করিয়া, পাখীর মত চলিবার সুবিধা করিয়া লয়। ইহারা বিলক্ষণ চতুর, এক মুহূর্ত্তও অসাবধান থাকে না। পক্ষী-দ্বারা উপক্রুত হইলে, কাঠবিড়াল কখন কখন তাহাদিগকে তাড়া করে; কিন্তু হিংস্রস্বভাব নহে বলিয়া তাহাদের ধরিতে পারিলেও প্রাণনাশের চেষ্টা পায় না বা পাখীর বাসায় গিয়া ডিম্ব বা শাবকের অনিষ্ট করে না। কাষ্ঠখণ্ড অথবা অন্য কোন লঘুদ্রব্য অবলম্বন করিয়া ইহারা নদী, খাল, হ্রদ প্রভৃতি পার হইবার চেষ্টা পায় এবং লাঙ্গুল দিয়া হাল ও পালের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। যদি অনুকূল বায়ু থাকে, তবেই নির্ব্বিঘ্নে পর পারে উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু স্রোত বা বায়ু প্রবল থাকিলে কাঠবিড়াল আধার সমেত জলে ডুবিয়া মরে।

ইহাদের লাঙ্গুলে অধিক লোম হয়। এই লোম সর্ব্বদা স্ফীত হইয়া থাকে। ইহাদের গাত্রের লোম শাদা, মধ্যে মধ্যে কাল বা পাটলবর্ণের লোমও দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঠবিড়াল নানাজাতীয় আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গালায় যে শ্রেণী অধিক পরিমাণে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মস্তক হইতে লাঙ্গুলের মূল পর্য্যন্ত চারিটি কালো সরল ডোরা টানা থাকে। এই দাগের সম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশে একটি প্রবাদ আছে যে, যখন রাম বানর-সাহায্যে সাগরে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন, তখন কাঠবিড়াল ভগবানের কার্য্যে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে একবার করিয়া জলে ডুব দিয়া, ভিজাগায়ে সমুদ্রের বালি মাখাইয়া সেতুর উপরে গিয়া, প্রস্তরাদির জোড়ের মুখে মুখে গায়ের বালি ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া ফাঁকগুলি বুজাইতে লাগিল। এই কার্য্যে অসংখ্য কাঠবিড়াল নিযুক্ত হইল; কাজেই বানরগণের কার্য্যের বিষম বাধা উপস্থিত হইল। তাহারা শীঘ্র যাতায়াত করিতে পারে না দেখিয়া, হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কাঠবিড়ালগুলিকে তাড়াইয়া রামের নিকট লইয়া গিয়া অভিযোগ করিল। রাম শুনিয়া স্নেহপরবশ হইয়া ইহাদের গাত্রে হাত বুলাইয়া দেন। তাহাতেই ইহাদের গাত্রে ভগবানের কৃপাচিহ্নস্বরূপ তাঁহার অঙ্গুলির দাগ ফুটিয়া উঠে।

এই প্রবাদ হইতে বাঙ্গালায় একটি সুন্দর উপমারও সৃষ্টি হইয়াছে। লোকে কাহারও কোন উপকার করিয়া স্বীয় দীনতা প্রকাশ করিয়া বলে—"আমার আর কি সাধ্য যে উপকার করি, তবে কাঠবিড়ালের সাগর-বাঁধা মাত্র।" কেহ কোন বৃহৎ ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রী হইলে, তাহার কার্য্য-প্রণালীর নিন্দা করিবার জন্যও বলে—"কি করছ, যেন কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা হচ্ছে, অমন করলে সাতবছরেও শেষ হ'বে না।"

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কাঠবিড়াল আছে, কেবল অষ্ট্রেলিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা স্তন্যপায়ী। দেশভেদে কাঠবিড়ালের নাম—

ফরাসী	...	...	Ecureuil.
ইতালীয়	...	...	Scojattolo, Schiarro, Schiaratto.
স্পেনীয়	...	...	Arda, Ardilla, Esquilo.
পর্ত্তুগীজ	...	...	Ciuro.
জর্ম্মন	...	...	Eichhörn, Eichhörnchen.
ওলন্দাজ	...	...	Inkhoorn.
সুইস্	...	...	Ikron, Graskin.
দিনেমার	...	...	Ekorn.
ওয়েলস্	...	...	Gwiwair.
বাঙ্গালা	...	...	কাঠবিড়াল।
সংস্কৃত	...	...	কাষ্ঠমার্জ্জার।
হিন্দী	...	...	চিখুর বা চিখুরী, গিলহরী।

য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে কাঠবিড়াল "রোডেন্-

শিরা" (Roden tia) বিভাগের অন্তর্গত "সিউরিডি" (Sciuridæ) শ্রেণীভুক্ত। য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্বানুসারে সিউরিডি বা কাঠবিড়াল প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত যথা;—সিউরাস্ (Scirus), টেরোমিস্ (Pteromys) ও সিউরোপ্টেরাস্ (Sciuropterus), এতদ্ভিন্ন আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে তাহা "আর্ক্‌টোমিডিনি" (Arctomydinæ) নামে উল্লিখিত হয়।

১। সিউরাস (Sciurus) শ্রেণীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কাঠবিড়াল—

(ক) মালাবারীয় কাঠবিড়াল—(The Malabar Squirrel, Sciurus Malabaricus) ইহাদের কাণ, ঘাড়, মুখবিবর, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধভাগ পিঙ্গলাভ বাদামীবর্ণের; পৃষ্ঠের নিম্নভাগ, পদচতুষ্টয়ের উপরিভাগ ও পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণের; কপাল ও চক্ষুঃপার্শ্বস্থ স্থান পিঙ্গল; গলা, বক্ষ ও অন্যান্য নিম্নাঙ্গ মলিন পীতবর্ণের হইয়া থাকে। কর্ণ ক্ষুদ্র ও গোলাকার ও গাত্রে অধিক লোম হয়। ইহাদের দেহ ১৬।১৮ ইঞ্চি ও পুচ্ছ ২০।২১ ইঞ্চি হইয়া থাকে। নীলগিরির নিম্নদেশ, ত্রিবাঙ্কুড় ও মালাবার উপকূলের দক্ষিণাংশে ইহাদের বাস। হিন্দীতে ইহাদিগকে "জঙ্গলী গিলহরী" বলে।

(খ) মধ্যভারতীয় রক্তবর্ণ কাঠবিড়াল—(The Central Indian Red Squirrel, Sciurus maximus) এই জাতীয় কাঠবিড়াল পূর্ব্বোক্ত জাতির ন্যায় আকারবর্ণাদিবিশিষ্ট, কেবল ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় ও উরুদেশ কৃষ্ণবর্ণ নহে, লাঙ্গুল, বক্ষ ও উদরাদিও তত কৃষ্ণবর্ণ নহে। এই জাতি মধ্যভারতে প্রচুর পরিমাণে বাস করে এবং সেখান হইতে কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। পাঁচমুড়ি পাহাড়ে, বস্তারের জঙ্গলে ও শুমসুর জেলাতেও ইহাদিগকে যথেষ্ট দেখা যায়। ইহাদিগকে বাঙ্গালায় "কাঠবিড়াল," হিন্দীতে "রুখী," কোলজাতি—"কোনডেং", মুঙ্গেরজেলায় "রাম্ন" বা "রটুন্দর," তৈলঙ্গীরা "বেট-উদ্ধাতা" ও গোঁড়াজাতি "পার্‌বরস্তি" বলে।

(গ) বোম্বাই প্রদেশীয় রক্তবর্ণ কাঠবিড়াল—(The Bombay Red Squirrel, Sciurus Bombayances or Elphinstonei) ইহাদের দেহের উপরিভাগ, পুচ্ছের গোড়ারদিকে অর্দ্ধাংশ, পশ্চাতের পায়ের বহির্ভাগ, সম্মুখের পায়ের অর্দ্ধাংশ ও কর্ণদ্বয়ের সর্ব্বত্রই এক সমান রক্তাধিক্য-মিশ্রিত পীতাভ ও অন্যান্য অবয়বের বর্ণ গোলাপী। এই দুই বর্ণের সম্মিলনস্থল অতি স্পষ্ট রেখাদ্বারা বিভক্ত; এই স্থলে একবর্ণের লোম অপরবর্ণের সহিত মিশিয়া যায় না। এই জাতীয় কাঠবিড়ালের কর্ণ কোণাকার ও দেহ লম্বে ২০ ইঞ্চি হয়। মহাবলেশ্বর পর্ব্বতে, সহ্যাদ্রির উত্তরাংশে এবং মালাবার উপকূলের উত্তরাংশে এই জাতীয় কাঠবিড়াল যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

এই তিন শ্রেণীর (ক, খ, গ,) কাঠবিড়ালের স্বভাবাদি একই প্রকার। ইহারা সুদীর্ঘ বৃক্ষের অগ্রভাগে বড় বড় বাসা বাঁধিয়া থাকে। ইহারা "চুক্-চুক্-চুক্" এইরূপ কতকটা কর্কশশব্দ করে এবং ভূমিতে নামিলে বড় ভীরু-স্বভাব প্রকাশ করে, কিন্তু বৃক্ষের উপরে সহস্র উপদ্রুত হইলেও নির্ভীকমনে আনন্দে এ ডাল হইতে ও ডালে লাফাইয়া বেড়ায়। ইহারা পোষমানে।

(ঘ) পার্ব্বত্য কৃষ্ণবর্ণ কাঠবিড়াল—(The black Hill-Squirrel, Sciurus Racruroides) ইহাদের দেহের উপরিভাগ কৃষ্ণাভ, নিম্নভাগ ম্লানশ্বেতবর্ণ; জঙ্ঘাদেশের বহির্ভাগ কৃষ্ণবর্ণ, গালের উপর ত্রিকোণাকার একটি ম্লান-ধূসরবর্ণের দাগ এবং কর্ণে ম্লান রক্তবর্ণের দাগ আছে। ইহাদের দেহ লম্বে ১৫ ইঞ্চি ও পুচ্ছ ১৬ ইঞ্চি। ইহাদের লোম চিক্কণ, কিন্তু তেমন ঢেউখেলানো নহে। হিমালয়ের দক্ষিণ পূর্ব্বে, সিকিম ও নেপালপ্রদেশে এবং আসাম ও ব্রহ্মের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহারা যথেষ্ট বাস করে। দাক্ষিণাত্যে এই জাতীয় কাঠবিড়াল অত্যল্প সংখ্যায় আছে; কিন্তু ইহার সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই বলিয়া ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে তাহাদিগকে "সিউরাস টেনান্টিয়াই" বলে ও মলয় উপদ্বীপের এই শ্রেণীর তুল্য যে শ্রেণী আছে, তাহাকেও "সিউরাস বাইকলার," অর্থাৎ দ্বিবর্ণ কাঠবিড়াল কহে।

(ঙ) পার্ব্বতীয় ধূসর কাঠবিড়াল—(The grizzled Hill-Squirrel, Sciurus mocrourus) মস্তক, গলদেশ, পুচ্ছের অর্দ্ধাংশ, পদচতুষ্টয়ের বহির্ভাগ ম্লান পিঙ্গলাভ কৃষ্ণবর্ণ; উদর পার্শ্বদ্বয়, কক্ষদ্বয় ও লাঙ্গুল ধূসরাভ চিক্কণতাবিশিষ্ট পিঙ্গলবর্ণ; অধরোষ্ঠ, গাল, গলা, উদর ও পদচতুষ্টয়ের অভ্যন্তর-ভাগ পীত বা বসন্তীবর্ণ। শরীরের দৈর্ঘ্য ১২।১৩ ইঞ্চি; লাঙ্গুল ১২।১৩½ ইঞ্চি। ইহাদের লোম ঈষৎ ঢেউখেলানো ও কর্কশ, অধিকাংশ লোমই পীতশ্বেতমিশ্রিত চিক্কণবর্ণ। ত্রিবাঙ্কুড়, মহিসুর ও নীলগিরিতে ইহাদিগকে দেখা যায়। সিংহলে এই জাতীয় একশ্রেণীর কাঠবিড়াল আছে, তাহাদের বর্ণে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে এই জাতীয় একটি শ্রেণী আছে, তাহা ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে 'সিউরাস্ এফিপিয়াম্,' "Sciurus Ephippium" নামে খ্যাত।

(চ) লোকরিয়া কাঠবিড়াল (The orange-bellied

Squirrel, Sciurus lakriah) ইহাদের গাত্রের উপরিভাগ হরিতাভ পিঙ্গল, লোম কমলানেবুর বর্ণ, জঘনদেশ পীতাধিক কমলাবর্ণ। লাঙ্গুল চেপ্টা, প্রশস্ত ও লাঙ্গুলের লোমের প্রান্তভাগে কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণের দুটী ডোরা আছে। দেহের দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি, লাঙ্গুল ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি। ভুটানীরা ইহাকে "ঝামো", লেপ্‌চারা "কিল্লী" বা "কাল্লি টিঙ্‌ডঙ্গ" ও নেপালীরা "লোকরিয়া" বলে।

(ছ) শ্বেতোদর কাঠবিড়াল (The Hoary-bellied Squirrel, Sciurus lokrioides) ইহারা পূর্ব্বোক্ত (চ) শ্রেণীর সহিত আকৃতি প্রকৃতিতে একরূপ, কেবল ইহাদের উদরাদির বর্ণ ঈষৎ রক্তাভশ্বেত। ইহাদের লাঙ্গুল তত প্রশস্ত নহে বা ইহাদের লাঙ্গুলে সেরূপ কালো-শাদা ডোরা নাই।

(চ ও ছ) এই দুই শ্রেণীর কাঠবিড়ালে বর্ণগত সামান্য প্রভেদ ভিন্ন আর কোন বিভিন্নতা নাই বলিয়া সিকিমের লোকেরা ইহাদিগকে পৃথক্ শ্রেণী বলিয়া বিবেচনা করে না। য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, এই দুইশ্রেণীর মধ্যে প্রথমশ্রেণীই অপেক্ষাকৃত পর্ব্বতের উচ্চতরপ্রদেশে বাস করে। হিমালয়ের পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে, নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি স্থলে এই দুইশ্রেণীর পশুই দেখা যায়।

(জ) আসামী কাঠবিড়াল (The Assam Squirrel, Sciurus Assamensis) পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর (চ ও ছ) কাঠবিড়ালের অবিকল আকারপ্রকার, কেবল বর্ণগত সামান্য বিভিন্নতা আছে। ইহারা আসাম, আরাকান, ঢাকা, শ্রীহট্ট, তেনাসেরিম প্রভৃতি স্থানে বাস করে। আসাম ও আরাকানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে 'চ' শ্রেণীর কাঠবিড়ালও আছে, এজন্য অনেকে আসামী কাঠবিড়ালকে ও 'চ ও ছ' শ্রেণীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এতদ্ভিন্ন এই তিন শ্রেণী হইতে ঈষৎ বর্ণগত প্রভেদ ধরিয়া আরও কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। তাহারা খসিয়া পর্ব্বত হইতে মলয় উপদ্বীপ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। ইহাদের মধ্যে Sciurus Tergenens, S. chrysonotus, S. erythrogaster, S. hyperythrus, S. erythrœus, S. phayri, S. Blanfordi, S. atrodorsalis প্রধান।

(ঝ) ডোরাদার কাঠবিড়াল (The common stripped Squirrel, Sciurus palmarum) বাঙ্গালার এই জাতীয় কাঠবিড়ালই যথেষ্ট। দাক্ষিণাত্যেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়, কেবল বাঙ্গালার পূর্ব্বোত্তরাংশে এবং মালাবারের কোন কোন অংশে নাই। এই জাতীয় কাঠবিড়ালকে প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় কাঠবিড়াল বলা যাইতে পারে; কারণ, ভারতের বহির্ভাগে, এমন কি সিংহলে পর্য্যন্ত এই জাতীয় কাঠবিড়াল দেখা যায় না। ইহারা লোকালয়ে, গৃহের প্রাচীরে, কড়িবরগার গর্ত্তে, খোলার ঘরের বা কুটীরের চালে বাসা করে। শস্যকণা, রুটী ও অন্নাদির কণিকা লইবার জন্য ইহারা নির্ভয়ে ঘরে দ্বারে ভ্রমণ করে। ইহারা অতি চতুর ও সতর্ক হইলেও সর্ব্বদা ভূমিতে খাদ্যান্বেষণে ভ্রমণ করে বলিয়া অনেক সময়ে বিপদে পড়ে। মানুষে আমোদ করিবার জন্য ইঁদুরকল পাতিয়া ধরে এবং চিলেও ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়। ইহাদিগকে শৈশব হইতে পুষিলে বেশ পোষ মানে। ত্রিচীনপল্লীতে এই পশু অধিক বিক্রীত হয়। ইহাদের চর্ম্মে য়ুরোপীয় স্ত্রীলোকের জুতা ও দস্তানা হয়। ইহারা ৬।৭ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। ইহাদের লাঙ্গুলও ৬।৭ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। এই শ্রেণীর একবারে ২ হইতে ৪টি পর্য্যন্ত শাবক হয়। ইহাদের স্বর অতি কর্কশ ও কর্ণপীড়াকর। ইহারা কখন দলবদ্ধ হইয়া বৃক্ষাদিতে আমোদে ছুটাছুটী ও শব্দ করিতে থাকে, তখন দেখিতে বেশ কিন্তু শব্দের জন্য বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠে। ইহাদের স্বর অনেকটা চড়াইপাখীর ডাকের মত, কিন্তু তদপেক্ষা শতগুণ গম্ভীর ও কর্কশ।

ইহাদিগের দেহের উপরিভাগের বর্ণ ঈষৎ হরিতাভ ধূসর, মস্তক হইতে পুচ্ছমূল পর্য্যন্ত পীতাভ শ্বেতবর্ণের বা কৃষ্ণবর্ণের ডোরা আছে। দুই পার্শ্বে ঐরূপ আর দুইটি তরলবর্ণের ডোরা আছে। উদরাদি অবয়ব শ্বেতাভ, পুচ্ছের প্রত্যেক লোমে প্রথমে একটু লাল তৎপরে একটু কাল, আবার একটু লাল, পরে একটু কাল, এইরূপে চিত্রিত। কর্ণ গোলাকার। ইহারা যখন ভীত বা সতর্ক হইয়া দ্রুত পলায়ন করে, তখন পুচ্ছের লোমাবলী বোতল বা কেরোসীন ল্যাম্পের চিম্নি-পরিষ্কার করা ব্রস বা কুঁচির ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে।

ইহাদের পৃষ্ঠের এই ডোরাসম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যে প্রবাদ আছে, তাহা ভিন্নরূপ;—হনুমানের এক সময় গঙ্গাপার হইবার আবশ্যক হয়, কিন্তু গঙ্গাদেবীকে উল্লঙ্ঘন করিতে হনুমানের সাহস না হওয়ায়, সকল পশু মিলিয়া নানাবিধ উপায়ে গঙ্গার সেতু বাঁধিয়া দেয়। ঐ সেতুর মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র ছিল। কাঠবিড়াল সেই ছিদ্রটি বালুকাদ্বারা বুজাইয়া দেয়। হনুমান্ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করেন। তদবধি পঞ্চাঙ্গুলির দাগ ইহাদের পৃষ্ঠে চিরকাল রহিয়াছে।

এই শ্রেণীকে হিন্দীতে গিলহরী, বাঙ্গালায় কাঠবিড়াল বা লক্ষ্মীবিড়াল, মহারাষ্ট্রীয়েরা খরি, কর্ণাটীয়া আলালু, তৈলঙ্গীরা ভোদাস্তা ও বন্দুরজাতি উর্ত্তা বলে। ইহার আর এক শ্রেণীর ইংরাজী প্রদত্ত নাম S. pencillatus.

(ঞ) জঙ্গলী ডোরাদার কাঠবিড়াল—(The Jungle-stripped Squirrel, Sciurus tristriatus) পূর্ব্বোক্ত "ঝ" শ্রেণীর সহিত ইহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, কেবল তদপেক্ষা অধিক কাল; মুখ, কপাল ও উদরপার্শ্ব রক্তাভ পিঙ্গল; ডোরাগুলি পূর্ব্বোক্তশ্রেণীর ডোরা অপেক্ষা অপ্রশস্ত, পৃষ্ঠের সর্ব্বাংশে বিস্তৃত নহে। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৭।৮ ইঞ্চি, লাঙ্গুলও ৭।৮ ইঞ্চি হয়। ইহাদের স্বর পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ন্যায় কর্কশ নহে। মেদিনীপুরের জঙ্গল হইতে সিংহল পর্য্যন্ত এই জাতীয় কাঠবিড়াল দেখা যায়। ইহারা বন্যপ্রদেশেই থাকে; কচিৎ কখন লোকালয়ে আসে বা বাস করে, আর যদিও আসে, তবে যাহাতে মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া থাকিতে পারে, তজ্জন্য সতর্ক হয়।

অনেকে এই দুই শ্রেণীকে পরস্পর সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু স্বরভেদ, শব্দভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলেন, তাহা হইতে পারে না; ইহার দুইটি বিভিন্ন মূলশ্রেণী।

(ট) ত্রিবাঙ্কুড়ের ডোরাদার কাঠবিড়াল—(The stripped Squirrel, Sciurus Layardi) "ঞ" শ্রেণী অপেক্ষাও ইহারা বর্ণগত অধিক কাল, পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে ও উভয়পার্শ্বে পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ দাগ থাকে; পুচ্ছের অগ্রভাগ কাল ও মধ্যভাগ পিঙ্গলাভ। এই শ্রেণী ত্রিবাঙ্কুড়ের পর্ব্বতে ও সিংহলে দেখা যায়।

(ঠ) নীলগিরির ডোরাদার কাঠবিড়াল—(The Neelghery stripped Squirrel, Sciurus sublineatus) ইহাদের বর্ণ চিক্কণ বসন্তাভ বর্ণ। ডোরাগুলির মধ্যে ১টী পাতলা ও ১টী গাঢ়বর্ণের ডোরাবিশিষ্ট, ডোরাগুলি অপ্রশস্ত। লোম অতি ঘন ও অতিশয় কোমল। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫।৬ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৬ ইঞ্চি। এই শ্রেণী নীলগিরিপর্ব্বতে, কুর্গপ্রদেশে ও ত্রিবাঙ্কুড়ে অল্পপরিমাণে দেখা যায়।

এই শ্রেণীর সহিত যবদ্বীপের (S. insignis নামক) এক শ্রেণীর অধিকাংশ সাদৃশ্য আছে।

(ড) হিমালয়ের ক্ষুদ্রকায় কাঠবিড়াল। (The small Himalayan Squirrel, Sciurus Mcclellandi) ইহাদের বর্ণ ম্লান কৃষ্ণাভ চিক্কণ পিঙ্গল, নিম্নভাগ শ্বেতাভ পিঙ্গল। ইহাদের নাসিকা হইতে গোঁপের গোড়া পর্য্যন্ত দুইদিকে ও স্কন্ধ হইতে পাছার উপরাংশ পর্য্যন্ত দুইদিকে দুটি কাল দাগ আছে ও গলায় ঐরূপ ঈষৎ রক্তাভ একটি দাগ আছে। কাণ ক্ষুদ্র, কাণের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৫ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৪ ইঞ্চি। ক্ষুদ্রকায় কাঠবিড়াল সিকিম, ভুটান ও আসমের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এবং খসিয়া পর্ব্বতে দেখা যায়। দার্জিলিঙে ৪।৬ হাজার ফুট উপরেও ইহাদিগকে দেখা যায়, কিন্তু নেপালে বা তাহার পশ্চিমে নাই। লেপচারা ইহাদিগকে—"কল্লিগাঙ্গদিন্" বলে।

তেনাসেরিম প্রদেশে এই জাতীয় এক শ্রেণী আছে, তাহাদের বর্ণ ইহাদের অপেক্ষা কিছু গাঢ় (Sciurus Barbei)। যবদ্বীপে (S. plantani) ও মাণ্ডুই দ্বীপে এই জাতীয় আর একপ্রকার (S. berdmorei) দেখা যায়।

(ঢ) দীর্ঘনস কাঠবিড়াল (The long-snouted Squirrel, Rhino-sciurus tupoioides) মলয়রাজ্যে শূকরের ন্যায় দীর্ঘনাসাবিশিষ্ট এক প্রকার কাঠবিড়াল দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন প্রথম অর্থাৎ সিউরাস্ (Sciurus) বিভাগে মধ্য এসিয়ার "য়ুরোপীয় কাঠবিড়াল" (S. Europœus) ও আফ্রিকায় (S. Geosciurus or xerus) দুই জাতীয় কাঠবিড়াল দেখা যায়।

২। টেরোমিস (Pteromys) বিভাগ;—এই বিভাগে যে সকল কাঠবিড়ালকে গণনা করা হয়, তাহারা সাধারণতঃ উড্ডয়নশীল "কাঠ-বিড়াল" নামে অভিহিত হয়। ইহাদের পশ্চাতের পায়ের সহিত সম্মুখের পদদ্বয় একখণ্ড পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া, যখন ইহারা বৃক্ষ হইতে লম্ফ দিয়া বৃক্ষান্তরে পতিত হয়, তখন এই চর্ম্মদ্বয় গোরুর গলকম্বলসদৃশ বিস্তৃত হইয়া অনেকটা বাদুড়ের ডানার কাজ করে। এই জাতীয় কাঠবিড়াল পূর্ব্ব দক্ষিণ এসিয়ায় ও মলয় উপদ্বীপে দেখা যায়। ইহাদের পুচ্ছ গোলাকার ও চতুর্দ্দিকে লোমবিশিষ্ট।

২ (ক) পিঙ্গলবর্ণ উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The brown Flying-squirrel, Pteromys petaurista) ইহাদের গাত্রবর্ণ মলিন রক্তাভকৃষ্ণবর্ণ এবং শ্বেতাভ চিক্কণতাবিশিষ্ট। পদদ্বয় ও তৎসংলগ্ন স্থান অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; ওষ্ঠাধর, চক্ষুপার্শ্ব, লাঙ্গুলের শেষাংশ গাঢ় পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ, কাহারও বা লাঙ্গুলের অগ্রভাগ শাদাও হয়। উদরাদি স্থান প্রায় শাদা বা পাতলা ধূসর, ইহাদের পুরুষের গলায় রক্তবর্ণের অসম্বদ্ধ দাগ হয় ও স্ত্রীজাতির গলায় ঐরূপ পীতাভ দাগ হয়।

শরীরের দৈর্ঘ্য ২০ ইঞ্চি, পুচ্ছ ২১ ইঞ্চি। বিড়ালীর ন্যায় কাঠবিড়ালীরও ৬টী স্তন থাকে, কিন্তু চারিটি

দিয়া দুগ্ধধারা নির্গত হয়। দাক্ষিণাত্যের নিবড় বন জঙ্গলে এই উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল দেখা যায়। ইহারা ফল, বৃক্ষের ছাল ও শিকড় প্রভৃতি খায়। ইহাদিগকে শৈশবাবস্থায় ছাগ বা গোদুগ্ধ দ্বারা প্রতিপালন করিয়া পুষিতে পারা যায়। জন্মের ৩ সপ্তাহ পরে ইহারা কোমল ফল খাইতে শিখে। দিনের বেলায় ইহারা ঘুমাইতে ভালবাসে; গ্রীষ্মকালে চিত হইয়া চার পা ঊর্দ্ধে তুলিয়া শুইয়া থাকে, রাত্রিতে আনন্দে চলা-ফেরা করে। ইহারা ভূমিতে বা বৃক্ষাদির উপরে চলিতে গেলে লাফাইয়া লাফাইয়া থপ্ থপ্ করিয়া চলিতে থাকে। পদসংলগ্ন চর্ম্মদ্বয়ের সাহায্যে ইহারা এক ডাল হইতে অন্য ডালে লাফাইয়া যায়। দুইটি বৃক্ষ ১২।১৩ ফুট অন্তর হইলেও স্বচ্ছন্দে লাফাইতে পারে। লাফাইবার সময় ইহারা একটি বৃক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডালে উঠিয়া অপর বৃক্ষে নিম্নাভিমুখে কোণাকুণি লাফাইয়া পড়ে, সোজা লাফাইতে পারে না। ইহাদের শব্দ অতি মৃদু, প্রায় শুনা যায় না। ইহারা রাগিলে কামড়ায় না, আঁচড়াইয়া দেয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহাদিগকে 'থাক্য', কোলজাতীয়েরা 'ওরাল' এবং মালাবারীরা 'প্যারাসাটেন' বলে।

(খ) শ্বেতোদর উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The white-bellied flying squirrel, Pteromys inornatus) ইহাদিগের দেহের উপরিভাগ চিক্কণ রক্তাভ পিঙ্গল ও শাদা শাদা বিন্দু বিন্দু দাগবিশিষ্ট, উড্ডয়নচর্ম্ম ও পদদ্বয়ের বহির্ভাগ রক্তবর্ণ ও উদরাদি শ্বেতবর্ণ; নাকের চতুর্দ্দিকে একটি ধূসরবর্ণের দাগ আছে; গোঁপ কাল। ইহাদের দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ১৬ ইঞ্চি। এই জাতীয় কাঠবিড়াল উত্তরপশ্চিমে হিমালয় ও কাশ্মীর হইতে কুমাউন পর্য্যন্ত দেখা যায়। ৬ হাজার ফুটের নিম্ন ভূভাগে ইহাদের সংখ্যা অত্যল্প ও ঊর্দ্ধে ১০ হাজার ফুটের উপরে নাই। ইহাকে কাশ্মীরে "রুসি-গুগর" (অর্থাৎ উড়ুকতন্দুব) বলে।

(গ) রক্তোদর উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The Red-bellied flying squirrel, Pteromys magnificus) ইহাদের উপরিভাগ বসন্তাভ পীত, স্কন্ধ ও জঙ্ঘা স্বর্ণ বা রক্তবর্ণ, উদরাদি কমলাবর্ণ বা পীতাভ চিক্কণ রক্তবর্ণ; লাঙ্গুল খাটো, অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণবর্ণ রেখা, চিবুকে ত্রিকোণাকার দাগ। কর্ণ রক্তবর্ণ। এই জাতি হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে, নেপাল, ভুটান, আসাম ও খসিয়া পর্ব্বতে দৃষ্ট হয়; দার্জ্জিলিঙ্গে যথেষ্ট। ইহারা দেখিতে অতি সুশ্রী, ইহাদিগকে লেপচারা 'বিয়োম্' বলে।

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশের (P. cinerascens), মলয়দ্বীপের (P. nitidus), যবদ্বীপের (P. elegans) ও ফিলিপাইন দ্বীপের (P. Philippensis) উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল ভারতেও দেখা যায়।

৩। সিউরোপ্টেরাস্ (Sciuropterus) বিভাগ—ইহাদের লাঙ্গুল দেহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, শরীর কিছু চেপ্টা ও সাধারণতঃ ক্ষুদ্রকায়।

(ক) ধূসরমস্তক উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল। (The Grey-headed flying squirrel, Sciuropterus caniceps) ইহাদের সমস্ত মস্তক লৌহের ন্যায় ধূসরবর্ণ, দেহের উপরিভাগ, উড্ডয়ন চর্ম্ম ও লাঙ্গুল কৃষ্ণাভ স্বর্ণবর্ণ। গলা শ্বেতাভ ও উদরাদি অন্যান্য অবয়ব কমলালেবুর ন্যায় রক্তবর্ণ। ইহাদের দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি ও লাঙ্গুল ১৬ ইঞ্চি। নেপাল ও সিকিম প্রদেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলে এই জাতির একপ্রকার শ্রেণী আছে, তাহাকে (S. Layardi) লেপ্চারা—"বিয়ম্ চিম্বো" বলে।

(খ) ধূসরবর্ণের উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The grey flying squirrel, Sciuropterus Fimbriatus) ইহাদের গাত্রবর্ণ মলিন রক্তাভ পিঙ্গল বা বন্য খরগোসের মত কৃষ্ণমিশ্রিত তরল ধূসরবর্ণ; লোমের মূলভাগ সীসার বর্ণবিশিষ্ট, মধ্যভাগ পিঙ্গল ও অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ; মুখ শাদা, গোঁপ অতি দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ, লাঙ্গুল প্রশস্ত, লাঙ্গুলের গোড়ার দিকের লোমাবলীর অগ্রভাগ কাল ও লাঙ্গুলের অগ্রভাগের লোমাবলী পিঙ্গল বা ধূসর। শরীরের দৈর্ঘ্য ১০।১১ ইঞ্চি, পুচ্ছ ১০ ইঞ্চি।

এই জাতীয় কাঠবিড়াল হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে সিমলা হইতে কাশ্মীরপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহারা আফগানস্থানেও আছে। ইহার আর এক শ্রেণীর নাম Sc. Baberi.

(গ) কৃষ্ণ ও শ্বেতমিশ্রিত বর্ণের উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল (The Black and white flying squirrel, Sciuropterus alboniger) ইহাদের দেহের উপরিভাগের বর্ণ ঈষৎ রক্তাভ; উদরাদি ঈষৎ পীতাভ। অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মত। শরীরের দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৯।১০ ইঞ্চি। ইহারা নেপাল ও ভুটানে বাস করে। লেপ্চারা ইহাদিগকে "খিম" ও ভোটেরা "পিয়াম বা পিয়ু" বলে।

(ঘ) রোমপাদ উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The hairy-footed flying squirrel, Sciuropterus villosus) ইহাদের উপরিভাগ উজ্জ্বল লৌহমরিচার বর্ণবিশিষ্ট ও ঐ রঙ্গের তরল বিন্দু বিন্দু দাগবিশিষ্ট। কর্ণ ক্ষুদ্র, কর্ণের চতুষ্পার্শ্বে লম্বা লোম আছে; পায়ে ও অঙ্গুলিতে বড় বড় লোম

হয়। শরীরের দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি। সিকিম, ভুটান ও আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। দার্জ্জিলিঙ্গে ইহাদের লোম কিছু বেশী বড় হয়।

(ঙ) ত্রিবাঙ্কুড়ের ক্ষুদ্র উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The small Travancor flying squirrel, Sciuropterus fusco-capillus) ইহাদের বর্ণ গাঢ়-পিঙ্গল, লোমগুলির অগ্রভাগ পীতবর্ণের দাগবিশিষ্ট। উদরাদি রক্তাভশ্বেত, লাঙ্গুলের রোমাবলী দেহের বর্ণসদৃশ ও অগ্রভাগ শাদা দাগযুক্ত। গোঁপ দীর্ঘ ও কাল; লোম দীর্ঘ, চিক্কণ ও সূক্ষ্ম। শরীরের দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৬ ইঞ্চি। সিংহলে এই জাতীয় কাঠবিড়ালের ইংরাজী নাম Sc. Layardi, পেগু ও তেনাসেরিমের এই জাতীয়ের নাম Sc. Phayrei, আরাকানের এই জাতীয়ের নাম Sc. spadiceus. মালয়ে এই জাতীয় কাঠ-বিড়ালের তিনটী শ্রেণী আছে, তাহাদের ইংরাজী প্রদত্ত নাম Sc. Sagitta, Sc. Horsefieldii ও Sc. genibarbis.

৪। আর্কটোমিডিনি (Arctomidinæ) মরমট (Marmots)। এই জাতীয় পশু আজিও বাঙ্গালায় বা হিন্দুস্থানে আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং ইহার বাঙ্গালা বা হিন্দী নাম কি তাহা বলা যায় না। ইহারা কাঠবিড়াল জাতীয় কিন্তু স্থূলকায় ও ক্ষুদ্র লাঙ্গুলবিশিষ্ট। শীতপ্রধান দেশে ইহারা থাকে। হিমালয়ের মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। হিমালয়ে ইহাদের দুই শ্রেণী দেখা গিয়াছে। তন্মধ্যে (ক) শ্বেত মরমট (The white Marmot, Arctomys bobac) নামক শ্রেণীকে কাশ্মীরে 'ভ্রিণ,' তিব্বতে 'কাদিয়া-পিউ', ভুটানে 'ভিবি' ও লেপ্‌চারা "লেহা বা পট-স্থামিয়ং" বলে। ইহাদের লাঙ্গুল ক্ষুদ্র, চক্ষু ও মস্তক বৃহৎ, স্ত্রীজাতির ১০।১২টি স্তন ও শরীর দৃঢ়। বর্ণ ধূসর, লোম ঘন। লম্বে ২৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৫।৬ ইঞ্চি। ইহারা কাশ্মীর হইতে সিকিম পর্য্যন্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাস করে। বৃক্ষাদির শিকড় ও ফলাদি খায় এবং ভূমিতে বাসা করে। ইহারাও প্রকৃত কাঠবিড়ালের মত সম্মুখের দুই পা দিয়া খাদ্য ধরিয়া খায়। ইহারা একস্থানে কতকগুলি মিলিয়া বাস করে এবং গর্ত্তের বাহিরে বসিয়া খেলা করিতে থাকে, কিন্তু সামান্য শব্দেই ভীত হইয়া গর্ত্তের মধ্যে পলাইয়া যায়।

৪ (খ) রক্ত মরমট বা হিমাচলীয় মরমট (The Red Mormot, Arctomys Hemachalanus) ইহাদিগকে লেপ-চারা—'চিপি' ও কাশ্মীরে 'স্রোগ' বলে।

কাঠ্‌বেণিয়া, বেহারের বণিকজাতির এক শ্রেণী। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব। মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দেবদেবী ছাড়া ইহারা সোখা, শম্ভুনাথ এবং সৎনারায়ণ নামক গ্রাম্যদেবতার পূজা দিয়া থাকে। অপর বণিকের মধ্যে কন্যা ও বর উভয় পক্ষে সপ্তপুরুষের সম্বন্ধ থাকিলেও পিণ্ড বাঁধিলে যেমন বিবাহ হয় না; কাঠবেণিয়ার মধ্যে সেরূপ কোন বাধা নাই। ইহারা বাল্যকালে কন্যার বিবাহ দেয় এবং এক পত্নী বর্ত্তমানে অপর পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, তবে বিধবা পূর্ব্বপতির কনিষ্ঠ সহোদর অথবা সম্পর্কীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে পারে না। পত্নীর কোন গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হইলে স্বামী পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া পত্নী পরিত্যাগ করিতে পারে। এরূপ পরিত্যক্ত স্ত্রীলোকের আর বিবাহ হয় না। ইহারা শবদাহ করে এবং অশৌচান্তে ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। সামান্য ব্যবসা ও কৃষিকার্য্য ইহাদের উপজীবিকা।

কাঠ্‌বেল (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Jasminum multiflorum.)

কাঠ্‌মরঙ্গ (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Tantalus leucocephalus.)

কাঠ্‌মল্লিকা (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Jasminum Zambac.)

কাঠমূলী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Canthium angustifolium.)

কাঠ্‌রা (দেশজ) ১ কাঠির বেড়া দেওয়া স্থান। ২ বারান্দার রেলিং।

কাঠ্‌রাঙ্গা (দেশজ) একজাতীয় বড়গাছ (Ehretia levis.) ইহা ভারতবর্ষে ও সিংহলে জন্মে। ইহা হইতে কঠিন ও বহুদিনস্থায়ী কাঠ পাওয়া যায়।

কাঠ্‌শালুক (দেশজ) কন্দবিশেষ।

বঙ্গদেশে স্থান বিশেষে বড় শালূক, হিন্দীতে কমল, পারস্যে নিলোফর, সিন্ধুপ্রদেশে কুনি, তৈলঙ্গে কাকি-কলুবা অল্লিকলং (Nymphæa pubescens)। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও যবদ্বীপে জন্মে। ইহার বড় বড় শাদা ফুল হয়। হিন্দুগণ পবিত্র ভাবিয়া এই ফুলদ্বারা দেবার্চ্চনা করে। প্রাচীন মিসরের অধিবাসীরাও এই ফুল অতি পবিত্র জ্ঞান করিত।

কাঠ্‌শিম (দেশজ) শিম্বীবিশেষ। (Dolichos gladiatus.) [শিম দেখ।]

কাঠ্‌শোলা (দেশজ) শোলা। (Æschynomene paludosa) [শোলা দেখ।]

কাড়ন (দেশজ) অপরের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ। "যেন কেহ কার প্রাণ লয়ে যায় কাড়ি।" রামেশ্বর।

কাড়া (দেশজ) ১ বাদ্যবিশেষ; খুলীর ন্যায় মৃত্তিকা-নির্ম্মিত একটি খোলে চর্ম্মের আচ্ছাদন দ্বারা প্রস্তুত। পূর্ব্বকালে রাজাদিগের বহির্দ্বারে এক একটি বৃহৎ কাড়া থাকিত, কোন বিষয় ঘোষণা করিতে হইলে সেই কাড়ায় আঘাত করিয়া

ঘোষণা করা হইত। রাজাদিগের বহির্গমনকালেও সর্ব্বাগ্রে এই কাড়ার শব্দ করিতে করিতে যাইত। এখনও অনেক দেবালয়ের বহির্দ্বারে কাড়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহা বাদিত হইয়া থাকে। দেশীয় বাদ্যকরগণ ঐরূপ আকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একরূপ কাড়া গলায় ঝুলাইয়া বাজাইয়া থাকে। ডগর নামক আর একটি বাদ্য ইহার সহিত বাদিত হয়; এজন্য ঐ উভয় বাদ্যের নাম 'ডগর কাড়া।' ২ লুণ্ঠিত। ৩ শব্দ, ডাক।

"বিজুরি কাড়ার পথ বাসুদেব চলে।" দুঃখীশ্যাম ২৮।

কাড়াকাঠি (দেশজ) তৈলকারদিগের যষ্টিবিশেষ। ঘানী হইতে তৈল প্রস্তুতকালে ইহা দ্বারা বীজগুলি টানিয়া বাহির করা হয়।

কাড়াকাড়ি (দেশজ) পরস্পর বলপূর্ব্বক গ্রহণ।

কাড়াচিয়া (দেশজ) বলপূর্ব্বক গ্রহণ, আক্রমণ।

কাড়ান (দেশজ) ১ অপরের দ্বারা লুণ্ঠন করান। ২ অধিক দিন পর্য্যন্ত নিরন্তর বৃষ্টি হওয়া। ৩ অভীষ্ট দেবতার মস্তকে পুষ্পাদি রাখিয়া, তাহা যতক্ষণ না আপনাপনি পতিত হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করা।

কাড়ানওকুল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Tantalus Manillensis.)

কাড়াবিকড়া (দেশজ) বলপূর্ব্বক পরস্পর গ্রহণ।

কাণ (পুং) কণতি এক চক্ষুর্নিমীলতি, কণ-ঘঞ্। ১ কাক। ২ (ত্রি) এক চক্ষুবিশিষ্ট প্রাণী, কাণা। (কাণঃ কাকৈক চক্ষুষোঃ। মেদিনী।) ৩ (দেশজ) কর্ণ, শ্রবণ।

কাণকাটা (দেশজ) ১ যে কাণ কাটিয়া দেয়। ২ যাহার কাণ ছিন্ন হইয়াছে।

কাণকুয়া (দেশজ) মৎস্যের কর্ণদেশ।

কাণকোটারি (দেশজ) কীটবিশেষ, শতপদী, কেন্নুই। [শতপদী দেখ।]

"কাণকোটারিতে মোর কাণ হৈল কালা।
কেটা মোয়ে বুড়ি বলে এত বড় জ্বালা॥" ভারত—অন্নদামঙ্গল।

কাণখড়কিয়া (দেশজ) ১ কর্ণের মলা। ২ শ্রবণে সতর্ক।

কাণখুস্কি (দেশজ) কাণের মল বাহির করিবার জন্য শলাকাবিশেষ।

কাণচটা (দেশজ) কর্ণপালীর মধ্যদেশে একরূপ ঘা হয়, তাহাকেই কাণচটা কহে। হলুদপোড়া ইহার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

কাণচুল্‌কানি (দেশজ) কর্ণমধ্যে গুর্ গুর্ করা।

কাণজুল্‌পি (দেশজ) চিবুকাদি স্থানের শ্মশ্রু ফেলিয়া, কেবল কর্ণমূল হইতে ঈষৎ লম্বিত শ্মশ্রু রাখিয়া দিলে তাহাকেই কাণজুলপি বা কাণপাটা বলে।

কাণতড়্‌পা (দেশজ) কর্ণালঙ্কারবিশেষ।

কাণপাকা (দেশজ) কর্ণরোগবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম পূতিকর্ণ। [পূতিকর্ণ দেখ।]

কাণপাটা (দেশজ) ১ কাণজুল্‌পি। ২ কর্ণের নিম্নস্থ অংশ।

কাণপাতলা (দেশজ) যে কোন কথা শুনিবামাত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে।

কাণপাল, দেবপাল বংশীয় অঙ্গ বঙ্গের একজন রাজা।
(ভঃ ব্রহ্মখণ্ড ২০।৭১)

কাণভাঙ্গন (দেশজ) কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া।

কাণভাঙ্গানি (দেশজ) সতর্ক করা, কাণে কাণে বলিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া।

কাণভাঙ্গী (দেশজ) ১ গুপ্তভাবে কাহারও কাছে কোন কথা প্রকাশ করা। ২ কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া।

কাণভূতি (পুং) পিশাচরূপী যক্ষবিশেষ; ইনি সুপ্রতীক নামে কুবেরের অনুচর ছিলেন। স্থূলশিরা নামক কোন রাক্ষসের সহিত ইহার বন্ধুত্ব থাকায় কুবের তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলেন। কিন্তু ইনি বন্ধুত্বের অনুরোধে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। তাহাতে কুবের অভিশাপ প্রদান করিলে পিশাচ যোনিতে উৎপন্ন হইয়া কাণভূতি নামে কিছুদিন বিন্ধ্যাটবীতে বাস করিয়াছিলেন। পরে দীর্ঘজঙ্ঘা নামক ইহার ভ্রাতার চেষ্টায় পুষ্পদন্তের মুখে মহাদেব-কথিত বৃহৎকথা শ্রবণ করিয়া মাল্যবানের নিকট প্রকাশ করায় পিশাচযোনি হইতে মুক্তিলাভ করেন।
(কথাসরিৎসাগর।)

কাণমলা (দেশজ) ১ কর্ণ মর্দ্দন করা। ২ কাণের মলা।

কাণমাগুর (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। [মাগুর দেখ।]

কাণমূতা (দেশজ) কর্ণমূল, কাণের মূলদেশ।

কাণমোচড়া (দেশজ) কাণমোচড়াইয়া দেওয়া, কাণমলা।

কাণলুটি (দেশজ) কাহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশে কাণমলা।

কাণা (দেশজ) ১ এক চক্ষুহীন। ২ ফুটা, ছিদ্র। ৩ পাত্রাদির কিনরা।

কাণাকাণি (দেশজ) ১ গোপনে পরামর্শ করা। ২ নদনদীর প্রায় পূর্ণ অবস্থা।

কাণাচি (দেশজ) গৃহের পশ্চাৎভাগ।

কাণাচিয়া (দেশজ) ১ গৃহের পশ্চাৎভাগ।

কাণাড়ি (দেশজ) গুপ্তভাবে কাণ দেওয়া।

কাণাড়িপাতা (দেশজ) যে অলক্ষ্যে থাকিয়া গুপ্তভাবে কাণ পাতিয়া শ্রবণ করে। ২ কাণ দেওয়া।

কাণাৎ (দেশজ) শিবির বা তাঁবুর পর্দ্দা বা দেওয়াল।

কাণাদ (ত্রি) কণাদস্য ইদম্। কণাদ-অণ্। ১ কণাদপ্রণীত শাস্ত্র, ইহা বৈশেষিক বা ঔলূক্যদর্শন নামে প্রসিদ্ধ।
[কণাদশব্দ দেখ।]
২ কণাদসম্বন্ধীয়।

কাণা-দামোদর, হুগলীজেলায় প্রবাহিত একটি স্রোতস্বতী। পূর্ব্বে ইহাই দামোদর নদীর শাখা ছিল, এখন যেখানে কাণা-নদী দামোদর ছাড়িয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে, এই স্রোতটি তাহারই নিকট হইতে পৃথক হইয়া হুগলী মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্রোতটির নিম্নাংশের নাম কাণসোণা খাল। উহা উলুবেড়িয়ার অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে হুগলী নদীতে মিলিত হইয়াছে।

কাণানদী, হুগলী জেলার একটি স্রোতস্বতী। পূর্ব্বে ইহাই দামোদরের প্রধান খাল ছিল, এখন কিন্তু একটি ক্ষুদ্র স্রোত মাত্র। বর্দ্ধমানের দক্ষিণে সলিমাবাদের নিকট বর্ত্তমান দামোদর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। পরে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া ঘিয়া নদীর সহিত মিলিত হইয়া কুন্তিনদী নামে নয়াসরাইয়ের নিকট ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। এই স্রোতস্বতীর মধ্যে দামোদরের জল আসিয়া পড়ে।

কাণাশি, মাছ ঝুলাইয়া লইয়া যাইবার জন্য যে দড়ি কাণকুয়ার মধ্যে দেওয়া হয়।

কাণি (দেশজ) ছিন্নবস্ত্র, নেকড়া।

কাণিপাব্দা (দেশজ) একপ্রকার পাব্দামাছ। [পাব্দা দেখ।]

কাণিমাগুর (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

কাণুটি (দেশজ) কাণমলা, কাণ মোচড়ান।

কাণুক (ত্রি) কণ দীপ্তৌ, কণ-উকঞ্। ১ কান্ত, কমনীয়। ২ আক্রান্ত। ৩ পূর্ণ।

কাণূক (পুং) কণতি শব্দায়তে, কণ-উকণ্। (মৃকনিভ্যা-মৃকোকণৌ। উণ্ ৪।৩৯। মৃঙ ধাতু ও কণ্ ধাতুর পরে যথাক্রমে উক ও উকণ্ প্রত্যয় হয়।) কাক। (কাণূকঃ কাকঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কাণেকাণে (দেশজ) কাণের অতি নিকটে মুখ দিয়া কথোপকথন।

কাণেতালা (দেশজ) উৎকট শব্দ শুনিয়া কাণের যাতনা-বিশেষ। ইহাতে শ্রবণশক্তি কিছুকাল রুদ্ধ হয়।

কাণেয় (পুং) কাণায়াঃ অপত্যং পুমান্, কাণা-ঢক্। ১ এক চক্ষুহীনার পুত্র। ২ কাকশাবক।

কাণেয়বিধ (ক্লী) কাণেয়ানাং বিষয়ো দেশঃ, কাণেয়-বিধল্ (ভৌরিক্যাদৈষুকার্য্যাদিভ্যো বিধল্ ভক্তলৌ। পা ৪।২।৫৪।) কাণেয়গণের বিষয় বা দেশ।

কাণের (পুং) কাণায়াঃ অপত্যং পুমান্, কাণা-ঢ্রক্ (ক্ষুদ্রাভ্যো বা। পা ৪।১।১৩১।) ১ একচক্ষুহীনার পুত্র। ২ কাকশাবক।

কাণেলী (স্ত্রী) ১ অবিবাহিতা কন্যা। ২ ব্যভিচারিণী।

কাণেলীমাতৃ [র্] (পুং) কাণেলী মাতা যস্য, বহুব্রী। ১ অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ২ ব্যভিচারিণীর পুত্র।

কাণোড়সাপ (দেশজ) বিষধর সর্পবিশেষ। ইহারা গাছের উপর হইতে মনুষ্য অথবা পশ্বাদির উপর লাফাইয়া পড়িয়া দংশন করে।

কাণোড়া (দেশজ) বিনয়ী, নম্র, অধীন।

কাণ্টকমর্দ্দনিক (ত্রি) কণ্টকমর্দ্দনেন নির্বৃত্তম্, কণ্টক-মর্দ্দন-ঠক্। (নির্বৃত্তে হক্ষদ্যূতাদিভ্যঃ। পা ৪।৪।১৯।) কণ্টকমর্দ্দন দ্বারা সম্পাদিত স্বাস্থ্যাদি।

কাণ্টকার (ত্রি) কণ্টকারস্য অবয়বো বিকারো বা, কণ্টকার-অঞ্ (প্রাণিরজতাদিভ্যো হঞ্। পা ৪।৩।১৫৪।) ১ কণ্টকারের অবয়ব। ২ কণ্টকারের বিকার।

কাণ্টাল (দেশজ) কাঁটাল।

কাণ্ঠা (দেশজ) কলহপ্রিয় স্ত্রীলোক।

কাণ্ঠেবিদ্ধি (পুং) কণ্ঠেবিদ্ধস্য ঋষেঃ অপত্যং পুমান্, কণ্ঠে-বিদ্ধ-ইঞ্। কণ্ঠেবিদ্ধ নামক ঋষির পুত্র।

কাণ্ড (পুং, ক্লী) কণি-ড-দীর্ঘশ্চ। ১ দণ্ড। ২ নাল। ৩ বাণ। ৪ শরগাছ। ৫ অশ্ব। ৬ কুৎসিত। ৭ কতকগুলি একজাতীয় বস্তুর একত্র সমাবেশ। ৮ পরিচ্ছেদ। ৯ অবসর। ১০ প্রস্তাব। ১১ জল। ১২ স্তম্ব। ১৩ তৃণাদির গুচ্ছ। ১৪ গাছের গুঁড়ি। ১৫ গাছের ডাল। ১৬ সমূহ। ১৭ নির্জ্জন স্থান। ১৮ শ্লাঘা। ১৯ পাপী। ২০ ব্যাপার, ঘটনা। ২১ পর্ব্ব। ২২ খাকড়া-বিশেষ। ২৩ বৃন্ত, বোঁটা। ২৪ (পুং) অক্ষোঠ বৃক্ষ। ২৫ (ক্লী) এক সন্ধির নিকট হইতে অন্য সন্ধি পর্য্যন্ত দীর্ঘ এক খণ্ড অস্থি। ("ভগ্নং সমাসাৎ দ্বিবিধং হুতাশ-
কাণ্ডে চ সন্ধৌচ হি তত্র সন্ধৌ।" মাধব নি°।)
২৬ (ত্রি) কাণ্ডস্য অবয়বো বিকারো বা, কাণ্ড-অণ্ (বিল্বাদিভ্যো হণ্। পা ৪।৩।১৩৬।) কাণ্ডের অবয়ব বা বিকার।

কাণ্ডকটুক (পুং) কাণ্ডে স্কন্ধে লতায়াং ইত্যর্থঃ কটুকঃ, ৭তৎ। কারবেল্ল, করলা। [কারবেল্ল দেখ।]

কাণ্ডকাণ্ডক (পুং) কাণ্ডস্য শরবৃক্ষস্য কাণ্ডমিব কাণ্ডং যস্য, কাণ্ডকাণ্ড-কপ্। কাশ নামক তৃণবিশেষ।

কাণ্ডকার (ক্লী) কাণ্ডং স্কন্ধং কিরতি, দীর্ঘতয়া উৎক্ষিপতি, কাণ্ড-কৃ-অণ্। ১ সুপারি। ২ (পুং) কাণ্ডং বাণং করোতি, কাণ্ড-কৃ-অণ্। বাণনির্ম্মাণকারক।

কাণ্ডকীলক (পুং) কাণ্ডে স্কন্ধে কীলমিব যস্য, কাণ্ডকীল-কপ্। লোধ কাঠ।

কাণ্ডকুষ্ক (পুং) ঋষিবিশেষ।

কাণ্ডগুণ্ড (পুং) কাণ্ডেন গুচ্ছেন গুণ্ডয়তি বেষ্টয়তি ভূমিং, কাণ্ড-গুড়ি-অণ্। গুণ্ড নামক তৃণবিশেষ।

কাণ্ডগোচর (পুং) কাণ্ডস্য বাণস্য গোচর ইব গোচরো যস্য, মধ্যলো°। নারাচ নামক লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

কাণ্ডগ্রহ (পুং) কাণ্ডস্য বিষয়স্য প্রকরণস্য বা গ্রহঃ জ্ঞানম্। কাণ্ডজ্ঞান, উপস্থিত প্রকরণের বা বিষয় মাত্রের অর্থবোধ।

কাণ্ডগ্রহরহিত (ত্রি) কাণ্ডগ্রহেণ রহিতঃ হীনঃ, ৩তৎ। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য; যাহার কোন বিষয়েই অর্থবোধ হয় না।

কাণ্ডচারী [ন্] (পুং) কাণ্ডে তরুশাখায়াং চরতি, কাণ্ড-চর-ণিনি। যাহারা বৃক্ষশাখায় বিচরণ করে। কাকাতুয়া, কাঠঠোক্‌রা, টিয়া প্রভৃতি পক্ষিদিগকে কাণ্ডচারী কহে।

কাণ্ডজ্ঞান (ক্লী) কাণ্ডস্য প্রকরণস্য বিষয়স্য বা জ্ঞানম্, ৬তৎ। ১ বিষয়জ্ঞান। ২ প্রকরণবোধ। ৩ মোটামুটি জ্ঞান।

কাণ্ডণী (স্ত্রী) কাণ্ডেন স্কন্ধেন নীয়তে হসৌ, কাণ্ড-নী-কিপ্-ঙীপ্-ণত্বম্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) রামদূতী নামক লতাবিশেষ।

কাণ্ডতিক্ত (পুং) কাণ্ডে স্কন্ধে তিক্তঃ, ৭তৎ। চিরাতা। [কিরাততিক্ত দেখ।]

কাণ্ডতিক্তক (পুং) কাণ্ডতিক্ত-স্বার্থে কন্। চিরাতা।

কাণ্ডধার (পুং) কাণ্ডং ধারয়তি অত্র, কাণ্ড-ধৃ-ণিচ্-অচ্। ১ দেশবিশেষ। ২ (ত্রি) স অভিজনো হস্য, কাণ্ডধার-অঞ্ (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যো হণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩।) তদ্দেশবাসী।

কাণ্ডনীল (পুং) কাণ্ডে স্কন্ধে নীলঃ, কাটবত্বাৎ। লোধ।

কাণ্ডপট (পুং) কাণ্ডে কাষ্ঠাদিনির্ম্মিতস্তম্ভে স্থিতঃ পটঃ, মধ্যলো°। যবনিকা, পরদা।

(অপটী কাণ্ডপটঃ স্যাৎ প্রতিসীরা জবন্যপি। হেম ৩।৩৪৪।)

কাণ্ডপুঙ্খা (স্ত্রী) কাণ্ডস্য বাণস্য পুঙ্খ ইব পুঙ্খো যস্যাঃ, মধ্যলো°। শরপুঙ্খা গাছ।

কাণ্ডপুষ্প (ক্লী) কাণ্ডাৎ স্কন্ধং ব্যাপ্য পুষ্পং যস্য, বহুব্রী। ক্ষুদ্র সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ, দ্রোণপুষ্প।

কাণ্ডপৃষ্ঠ (পুং) কাণ্ডঃ বাণঃ পৃষ্ঠে যস্য, বহুব্রী। ১ শস্ত্রাজীব, ব্যাধ। ২ বৈশ্যাপতি। ৩ (ক্লী) কাণ্ডং তরুস্কন্ধ ইব স্থূলং পৃষ্ঠং যস্য, বহুব্রী। স্থূলপৃষ্ঠ ধনুঃ, যে ধনুর পৃষ্ঠদেশ মোটা। ৪ মহাবীর কর্ণের ধনু।

কাণ্ডবারিণী (স্ত্রী) কাণ্ডান্ সংগ্রামাপতিতান্ বাণান্ বারয়তি স্মরণাদেব ইতি শেষঃ, কাণ্ড বৃ-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্। দুর্গা।

("মহাগজঘটাটোপসংযুগে নরবাজিনাম্।"
স্মরণাদ্বারয়তে বাণান্ তেন সা কাণ্ডবারিণী॥"
দেবী পুরাণ ৪৫ অঃ।)

কাণ্ডবীণা (স্ত্রী) কাণ্ড ইব স্থূলা বীণা, মধ্যলো°। ১ কণ্ডোল নামক বীণাবিশেষ; চণ্ডালবীণা। ২ শরনির্ম্মিত বীণা।

কাণ্ডভগ্ন (ক্লী) কাণ্ডে অস্থিখণ্ডে ভগ্নম্, ৭তৎ। হস্তপদাদির দীর্ঘ অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়া।

কাণ্ডরুহা (স্ত্রী) কাণ্ডাৎ ছিন্নস্কন্ধাৎ রোহতি, কাণ্ড-রুহ-ক টাপ্। কটুকী। [কটুকা দেখ।]

কাণ্ডর্ষি (পুং) কাণ্ডস্য বেদবিভাগস্য ঋষিঃ, যদ্বা কাণ্ডেষু একজাতীয়ক্রিয়াদিসমবায়েষু ঋষি বিচারকঃ। দেবকাণ্ড-বিশেষের অধ্যাপক মুনিবিশেষ। পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা ক্রিয়াকাণ্ডের বিচারক বলিয়া জৈমিনি, উত্তরমীমাংসারূপ বেদান্তশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের বিচারক হইয়াছিলেন বলিয়া বেদব্যাস এবং ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা ভক্তিকাণ্ডের বিচারক হওয়ায় শাণ্ডিল্য ঋষি 'কাণ্ডর্ষি' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

কাণ্ডলাব (ত্রি) কাণ্ডং লুনাতি, কাণ্ড-লূ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) বৃক্ষস্কন্ধের ছেদনকারক।

কাণ্ডবান্ [ৎ] (পুং) কাণ্ডঃ শরঃ প্রহরণতয়া অস্ত্যস্য, কাণ্ড মতুপ্-মস্য বঃ। কাণ্ডীর, তীরন্দাজ; যাহারা তীরধনুক লইয়া যুদ্ধাদি করিয়া থাকে।

(তূণী ধনুর্ভৃৎ ধানুষ্কঃ স্যাৎ কাণ্ডীরস্তু কাণ্ডবান্। হেম ৩।৪৩৫)

কাণ্ডসন্ধি (পুং) কাণ্ডস্য স্কন্ধস্য সন্ধিঃ মেলনস্থানম্, ৬তৎ। গ্রন্থি, গাঁট্।

কাণ্ডস্পৃষ্ট (ত্রি) স্পৃষ্টং গৃহীতং কাণ্ডং যেন, নিষ্ঠান্তত্বাৎ পরনিপাতঃ। শস্ত্রাজীব, শস্ত্রব্যবহার দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

(শস্ত্রাজীবঃ কাণ্ডস্পৃষ্টো গুরুহা নরকীলকঃ। হেম ৩।৫২২।)

কাণ্ডহীন (ক্লী) কাণ্ডেন স্কন্ধেন হীনম্, ৩তৎ। মুথাবিশেষ; ভদ্রমুস্তক।

কাণ্ডানুক্রম (পুং) কাণ্ডস্য অনুক্রমঃ। তৈত্তিরীয়সংহিতার কাণ্ডসমূহের সূচীপত্র।

কাণ্ডানুক্রমণিকা (স্ত্রী) কাণ্ডস্য অনুক্রমণিকা। তৈত্তি-রীয়সংহিতার সূচীপত্র।

কাণ্ডানুক্রমণী (স্ত্রী) কাণ্ডস্য অনুক্রমণী অনুক্রমণম্। তৈত্তি-রীয়সংহিতার সূচীপত্র।

কাণ্ডার (দেশজ) কর্ণধার, মাঝি।

"পথে দান সাধ্যে কান নৌকায় কাণ্ডার।" দুঃখীশ্যাম ২৪৯।

কাণ্ডারী (দেশজ) কর্ণধার, মাঝি।

"কাণ্ডারী বলেন পাপী শুন মোর বাণী।
পার হও একে একে ক্ষীণ তরি খানি॥" গোবিন্দমঙ্গল।

কাণ্ডারোপণ, (ক্লী) মাঙ্গল্যক্রিয়াবিশেষ, দেবমূর্ত্তির চারিদিকে চারিটি তীরকাটি পুতিয়া এই ক্রিয়া করিতে হয়।

কাণ্ডিকা (স্ত্রী) কাণ্ডঃ গুচ্ছঃ বাহুল্যেন অস্যাস্তি, কাণ্ড-ঠন্-টাপ্। ১ লঙ্কা নামক ধান্তবিশেষ। ২ বালুকা নামক কাঁকুড়।

কাণ্ডী [ন্] (ত্রি) কাণ্ডঃ গুল্মঃ প্রাশস্ত্যেন অস্ত্যস্য, কাণ্ড-ইনি। প্রশস্ত গুল্মযুক্ত।

কাণ্ডী, সিংহলের মধ্যবর্ত্তী কাণ্ডী নামক অধিত্যকার প্রধান নগর। অক্ষা° ৭° ১৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৪৯´ পূঃ।

কাণ্ডীর প্রাচীন নাম শ্রীবর্দ্ধনপুর। পূর্ব্বকালে সিংহলী রাজগণ এইখানে রাজত্ব করিতেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ময়দা-মহা-নবেরা নামক স্থানে রাজা বিক্রমরাজ সিংহের সহিত ইংরাজদের এক যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে সিংহলের রাজা পরাজিত ও বন্দী হইলে ইংরাজেরা কাণ্ডী অধিকার করেন, সেই অবধি ইংরাজাধিকারে আছে।

এখানে কাণ্ডাজাতির বাস, তাহারা পাহাড়ের উপর বাস করে; সকলেই বলবান্, স্থূলকায় ও সাহসী। অধিকাংশ প্রায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী, তবে ইংরাজপদার্পণের পর কেহ কেহ খৃষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ৫।৭ ভ্রাতা একজন স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিত, সন্তানেরা উক্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠকেই পিতা সম্বোধন করিত। পুরুষ আপন মনোমত বহু স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত, এরূপ প্রায় পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের অনুরাগ হইলেই ঘটিত। স্ত্রী যদি পতি লইয়া আপন পিতৃগৃহে থাকে, তবে অপর ভ্রাতার ন্যায় পিতৃসম্পত্তির উপর অধিকার জন্মে, কিন্তু পতিকে তাহার পূর্ব্ব বিষয় আশয় ছাড়িয়া আসিতে হয়। আবার যদি স্ত্রী গিয়া স্বামীর গৃহে বাস করে, তাহা হইলে তাঁহার আর পিতৃসম্পত্তির উপর অধিকার থাকে না, কিন্তু পতির উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব চলে। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দ হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কাণ্ডাজাতির কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্ত চেষ্টিত হইয়াছেন। এখনও স্ত্রী-পুরুষের মত হইলে পরস্পরে বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে পারে। কিন্তু যদি বিবাহভঙ্গের ৯ মাস মধ্যে স্ত্রীর পুত্রাদি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বপতি সেই পুত্রকে গ্রহণ ও তাহার ভরণপোষণ করিবেন। [সিংহল দেখ।]

কাণ্ডীর (পুং) কাণ্ডঃ স্তম্বঃ অস্ত্যস্য, কাণ্ড-ঈরন্ (কাণ্ডাণ্ডাদীরন্নীরচৌ। পা ৫।২।১১১।) ১ অপাঙ্ গাছ। ২ কাণ্ড-বেল নামক লতাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাণ্ড-কটুক, নাসাসংবেদন, পটু, অগ্রকাণ্ড, স্তোমবল্লী, কারবল্লী ও সুকাণ্ডিকা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, সারক এবং দুষ্ট ব্রণ, লূতাবিষ, গুল্ম, উদর, প্লীহা, শূল ও মন্দাগ্নিনাশক।

কাণ্ডীরা (স্ত্রী) কাণ্ডীর-টাপ্। মঞ্জিষ্ঠা।

কাণ্ডীরী (স্ত্রী) কাণ্ডীর-ঙীষ্ (ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) মঞ্জিষ্ঠা। [মঞ্জিষ্ঠা দেখ।]

কাণ্ডেক্ষু (পুং) কাণ্ডে ইক্ষুরিব। ১ কুলেখাড়া গাছ। [ক্ষুরক দেখ।] ২ কাশতৃণ।

কাণ্ডেরী (স্ত্রী) কাণ্ডং বাণাকারং পুষ্পং ঈর্ত্তে, প্রাপ্নোতি কাণ্ড-ঈর-অণ্-ঙীষ্। নাগদন্তী বৃক্ষ। [নাগদন্তী দেখ।]

কাণ্ডেরুহা (স্ত্রী) কাণ্ডে রোহতি, কাণ্ডে-রুহ-ক-টাপ্; সপ্তম্যা অলুক্। কটকী।

কাণ্ডোল (পুং) কণ্ডোল স্বার্থে অণ্। ডোল্ নামক আধারবিশেষ, ইহা ধান্য চাউলাদি রাখিবার জন্য বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। [কণ্ডোল দেখ।]

কাণ্ব (পুং) কণ্বস্য অপত্যং পুমান্, কণ্ব-অণ্। ১ কণ্বঋষির পুত্র। (ত্রি) কণ্বসম্বন্ধীয়। ৩ কণ্ববংশীয়দিগের ছাত্র। ৪ যজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষ। ৫ কণ্বদৃষ্ট সামবিশেষ।

কাণ্বক (ত্রি) কণ্বেন দৃষ্টং সাম, কণ্ব-বুঞ্। কণ্বদৃষ্ট সামবিশেষ।

কাণ্বায়ন (পুং) কণ্ব-অণ্-ফক্। ১ কণ্ববংশীয় বেদোক্ত প্রাচীন ঋষি। ২ শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রচয়িতা ঋষিবিশেষ। ৩ কণ্ববংশীয় রাজগণ। এক সময়ে এই বংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, মৎস্য ও ভাগবতপুরাণমতে—কণ্ববংশীয় মহামতি বসুদেব শুঙ্গবংশীয় শেষ নৃপতি দেবভূতিকে (দেবভূমিকে) বিনাশ করিয়া রাজ্যপালন করিবেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—

"পার্থিবো বসুদেবস্তু বাল্যাদ্ব্যসনিনং নৃপম্।
দেবভূমিংততো হত্বা শুঙ্গেষু ভবিতা নৃপঃ॥
ভবিষ্যতি সমা রাজা নব কাণ্বায়নস্তু সঃ।
ভূতিমিত্রঃ সুতস্তস্য চতুর্দ্দশ ভবিষ্যতি॥
ভবিতা দ্বাদশ সমা তস্মান্নারায়ণো নৃপঃ।
সুশর্ম্মা তৎসুতশ্চাপি ভবিষ্যতি সমা দশ॥
চত্বারঃ শুঙ্গভৃত্যাস্তে নৃপাঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ।
ভাব্যাঃ প্রণতসামন্তাশ্চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ॥
তেষাং পর্য্যায়কালে তু নৃপোঽন্ধ্রো হি ভবিষ্যতি।
কাণ্বায়নমথোদ্ধৃত্য সুশর্ম্মাণং প্রসহ্য তম্॥"

ব্রহ্মাণ্ড, উত্তর ৩৪ অঃ।

মৎস্যপুরাণে ২৭৩ অধ্যায়ে—

"অমাত্যো বসুদেবস্তু প্রসহ্য হ্যবনীং নৃপঃ॥ ৩১
দেবভূমি মথোৎসাদ্য শৌঙ্গস্তু ভবিতাঃ নৃপঃ।
ভবিষ্যতি সমা রাজা নব কাণ্বায়ণো নৃপঃ॥ ৩২
ভূমিমিত্র সুতস্তস্য চতুর্দ্দশ ভবিষ্যতি।
নারায়ণঃ সুতস্তস্ত ভবিতা দ্বাদশৈব তু॥ ৩৩
সুশর্ম্মা তৎসুতশ্চাপি ভবিষ্যতি দশৈব তু।
ইত্যেতে শুঙ্গভৃত্যাস্তু স্মৃতাঃ কাণ্বায়না নৃপাঃ॥ ৩৪
চত্বারিংশৎ পঞ্চ চৈব ভোক্ষ্যন্তীমাং বসুন্ধরাম্।
এতে প্রণতসামন্তা ভবিষ্যা ধার্ম্মিকাশ্চ যে।
যেষাং পর্য্যায়কালেতু ভূমিরান্ধ্রান্ গমিষ্যতি॥" ৩৫

উপরোক্ত ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণের বচনানুসারে জানা যাইতেছে, বসুদেব প্রথমে শুঙ্গরাজ দেবভূমির * অমাত্য, ছিলেন, পরে আপন প্রভুকে বিনাশ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করায়, তৎবংশীয় রাজগণ "শুঙ্গভৃত্য" নামেও প্রসিদ্ধ হন। ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণের মতে কাণ্বায়ন রাজগণের সর্ব্বশুদ্ধ রাজত্বকাল ৪৫ বর্ষ; তন্মধ্যে বসুদেব ৯, তৎপুত্র ভূমিমিত্র বা ভূতিমিত্র ১৪, তৎপুত্র নারায়ণ ১২, এবং তৎপুত্র সুশর্ম্মা ১০ বর্ষ মাত্র রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কণ্বংশীয় রাজগণ ৩৪৫ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। যথা,—

"শুঙ্গং হত্বা দেবভূতিং কণ্বোঽমাত্যস্তু কামিনম্।
স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং বসুদেবো মহামতিঃ॥ ১৮
তস্য পুত্রস্তু ভূমিত্রস্তস্য নারায়ণঃ সুতঃ।
কাণ্বায়না ইমে ভূমিং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি বর্ষাণাঞ্চ কলৌ যুগে॥" ১৯

ভাগবত ১৩ স্ক° ১ অঃ।

পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ কাণ্বায়ন রাজগণের শাসনকাল এইরূপ স্থির করিয়াছেন—

বসুদেব	...	...	খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ	৭৬	হইতে	৬৭।
ভূমিমিত্র	...	...	"	৬৭	"	৫৩।
নারায়ণ	...	...	"	৫৩	"	৪১।
সুশর্ম্মা	...	...	"	৪১	"	৩১।

(R. Sewell's Dynasties of Southern India, p. 7.)

সুশর্ম্মাকে বিনাশ করিয়া তাঁহার একজন অন্ধ্রজাতীয় ভৃত্য রাজ্য অধিকার করেন। †

* ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণমতে 'দেবভূতি'।

† সেই অন্ধ্রভৃত্যের নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে 'সিন্ধুক', মৎস্যপুরাণমতে 'শিশুক,' বিষ্ণুপুরাণমতে 'শিপ্রক' এবং ভাগবতেরমতে 'বৃষল'।

কাণ্বীপুত্র (পুং) কণ্বস্য অপত্যং পুমান্, কাণ্ব্যঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্ যলোপঃ কাণ্বী; কাণ্ব্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। কণ্বংশীয় ঋষিবিশেষ।

কাণ্বীয় (ত্রি) কাণ্বস্য ইদম্, কাণ্ব-ছ। কণ্বংশীয়গণের সম্বন্ধীয়।

কাণ্ব্য (পুং) কণ্বস্য অপত্যং পুমান্, কণ্ব-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) ১ কণ্বপুত্র। ২ কণ্বংশীয়। ৩ কণ্ব-সম্বন্ধীয়।

কাণ্ব্যায়ন (পুং) কাণ্ব্য-ফক্ (যঞিঞোশ্চ। পা ৪।১।১০১।) কণ্বংশীয়।

কাৎ (অব্যয়) কু কুৎসিতং অততি অনেন, কু-অত-ক্বিপ্, কোঃ কাদেশঃ। তিরস্কার।

("যন্ময়ৈশ্বর্য্যমত্তেন গুরুঃ সদসি কাৎকৃতঃ। ভাগবত ৬।৭।৯।)

কাতন্ত্র (ক্লী) কু ঈষৎ তন্ত্রং অস্য, কোঃ কাদেশঃ। কলাপ ব্যাকরণ; শর্ব্ববর্ম্মা ইহার সঙ্কলনকর্ত্তা। বৃহৎকথাসারে এই ব্যাকরণ সঙ্কলনসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—কোন সময়ে কার্ত্তিকেয় শর্ব্ববর্ম্মার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া দেখা দেন, কুমারের কৃপায় শর্ব্ববর্ম্মার মুখে সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। তখন কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে "সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ" এই সূত্র উচ্চারণ করিলেন; শর্ব্ববর্ম্মাও ঐ সূত্র শুনিবামাত্র তাহার পরবর্ত্তী সূত্র উচ্চারণ করিলেন। কার্ত্তিকেয় তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শর্ব্ববর্ম্মাকে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে আদেশ করেন এবং তাহার 'কাতন্ত্র' ও 'কলাপ' নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। [কলাপ দেখ।]

কাতন্ত্রপঞ্জিকা (স্ত্রী) ত্রিলোচনদাস কৃত কাতন্ত্রব্যাকরণের টীকা।

কাতন্ত্রপঞ্জী (স্ত্রী) কলাপব্যাকরণের টীকা।

কাতর (পুং) কং জলং আতরতি, ক-আ-তৄ-অচ্। ১ কাতলা মাছ। ২ (ত্রি) কু কষ্টেন তরতি, কু-তৄ-অচ্-কোঃ কাদেশঃ। ব্যাকুল, অধীর। ৩ ভীত। ৪ বিবশ। ৫ চঞ্চল। ৬ উড়ুপ, ভেলা। ৭ ঋষিবিশেষ।

কাতরতা (স্ত্রী) কাতরস্য ভাবঃ, কাতর-তল্। ১ ব্যাকুলতা। ২ ভীরুতা।

কাতরত্ব (ক্লী) কাতরস্য ভাবঃ, কাতর-ত্ব। ১ ব্যাকুলতা। ২ ভীরুতা।

কাতরায়ণ (পুং) কাতরস্য ঋষেরপত্যং পুমান্, কাতর-ফক্। কাতর ঋষির পুত্রাদি।

কাতরোক্তি (স্ত্রী) কাতরস্য উক্তিঃ ৬তৎ। কাতর ব্যক্তির বাক্য।

কাতর্য্য (ক্লী) কাতরস্য ভাবঃ, কাতর-ষ্যঞ্। কাতরতা।

কাতল (পুং) কাতর এব রস্ত লঃ। ১ কাতলা মাছ। ২ ঋষিবিশেষ।

কাতলায়ন (পুং) কাতলস্য ঋষে রপত্যং পুমান্। কাতল-ফক্। ১ কাতল ঋষির পুত্রাদি। ২ কাতলা মাছের ছানা।

কাত্তা (দেশজ) ১ নারিকেলের ছালের দড়ি। ২ কাতারি।

কাতান (দেশজ) ১ দা, কাটারি। ২ কাত করাইয়া দেওয়া।

কাতার (দেশজ) সারি সারি।

কাতারি (দেশজ) ১ ঘট। ২ অস্ত্রবিশেষ, ইহা দ্বারা সোণা রূপা প্রভৃতি ছেদন করা হয়।

কাতারী (দেশজ) অস্ত্রবিশেষ, কাতারি।

কাতি (স্ত্রী) কৈ-ক্তিন্। ১ স্তব। ২ (দেশজ) শাঁক কাটিবার করাত।

কাতীয় (ত্রি) কাত্যায়নস্য ইদম্, কাত্যায়ন-ছ, ফকো বা লুক্। ১ কাত্যায়নসম্বন্ধীয়। ২ (পুং) কাত্যায়নের ছাত্র।

কাতীর (আরবী) ১ শিক্ষক। ২ লেখক।

কাতু (পুং) কং জলং অততি, সাতত্যেন গচ্ছতি, ক-অত-উন্। কূপ।

কাতৃণ (ক্লী) কু কুৎসিতং ক্ষুদ্রং বা তৃণম্, কোঃ কাদেশঃ; কর্ম্মধা। রোহিষ নামক তৃণবিশেষ।

কাতে (দেশজ) বিপদে, মুস্কিলে।

কাতেকাতে (দেশজ) পাশে পাশে বক্রভাবে দ্রব্যাদি রাখা।

কাত্রেয় (ত্রি) কত্ত্রেরিদম্, কত্রি-ঢকঞ্ (কত্র্যাদিভ্যো ঢকঞ্। পা ৪।২।৯৫।) কত্রিসম্বন্ধীয়।

কাত্থক্য (পুং) কথ ণ্বুল্,-কথকঃ-স্বার্থে ষ্যঞ্। অগ্নিবিশেষ। (নিরুক্ত ৮।৫।৬।)

কাত্য (পুং) কতস্য ঋষে র্গোত্রাপত্যম্, কত-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) কাত্যায়ন ঋষি।

কাত্যায়ন (পুং) কতস্য গোত্রাপত্যম্, কত-যঞ্-ফক্। ১ অতি প্রাচীন ঋষিবিশেষ। যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১৩ ৪২২।), সাঙ্খ্যায়ন আরণ্যক (৮। ১০), আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্র (১২।১৩।১৫), রামায়ণ এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (৪।১।১৮) মধ্যেও ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ইনি 'কাত্যায়ন গোত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া অনুমিত হয়। [স্কান্দে নাগর-খণ্ড ১০৮।১৬ দেখ।]

২ ধর্ম্মশাস্ত্রকারক মুনিবিশেষ। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে কয়েকজন কাত্যায়নের পরিচয় পাওয়া যায়;—তন্মধ্যে বিশ্বামিত্রবংশীয়, গোভিলপুত্র ও সোমদত্তের পুত্র বররুচি-কাত্যায়নই প্রধান। ১ম, বিশ্বামিত্রবংশীয় কাত্যায়ন মুনি "কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র," "কাত্যায়ন-গৃহ্যসূত্র" ও "প্রতিহারসূত্র" রচনা করেন। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রকে কেহ কেহ "কাতীয় শ্রৌতসূত্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

১ কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম কণ্ডিকায় এই সকল বিষয় লিখিত আছে; যথা—বেদ বেদাঙ্গাধ্যায়ী সপত্নীক দ্বিজগণের ও রথকারের অগ্নিস্থাপনাদি কার্য্যে অধিকার; অঙ্গহীন, ক্লীব, পতিত এবং শূদ্রগণের অধিকার; নিষাদ ও সূত্রধরগণের গাবেধুক নামক চরুতে অধিকার; ব্রতলঙ্ঘন-কারিদিগের গর্দ্দভযজ্ঞ নামক প্রায়শ্চিত্তে অধিকার; এই গাবেধুক চরু ও ব্রতলঙ্ঘনকারিদিগের প্রায়শ্চিত্তরূপ গর্দ্দভ-যজ্ঞের লৌকিকাগ্নিতে কর্ত্তব্যতা; গর্দ্দভযজ্ঞে কপালে ঘৃত দান না করিয়া ভূমিতেই ঘৃতদান-বিধি, অগ্নিতে শুদ্ধিকারক হোম না করিয়া জলে করিবার বিধান, কিন্তু অন্যান্য আধারাদি অগ্নিতেই কর্ত্তব্য বিধি; গর্দ্দভের শিশ্নদেশ হইতে প্রাশিত্র প্রদান; যজ্ঞসমূহে, বিহারবিষয়ে, গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নিতে কর্ত্তব্য বৈদিক কর্ম্ম; আবসথ্য অর্থাৎ গৃহসম্বন্ধীয় লৌকিক অগ্নিতে স্মৃতিবিহিত কর্ত্তব্য এবং মাংস-পাক নিষেধ ব্যবস্থা। ২য় কণ্ডিকায়—দেবতাগণের উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যাগ; যাগলক্ষণ; অমাবাস্যা ও পৌর্ণমাসাদি শব্দের অর্থবোধক ত্যাগবিশেষ; তাহার প্রাধান্য; ঐ প্রকরণপঠিত অগ্ন্যাধান হইতে ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণা পর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহের অঙ্গতা; এইরূপ প্রযাজ ও পূর্ব্বাধার প্রভৃতি হোমবিধি; তাহার অঙ্গসমূহ; হোমে দণ্ডায়মান হইয়া বষট্কার প্রদান; যজতি শব্দের অর্থ; উপবিষ্ট হইয়া স্বাহাকার প্রদান; জুহোতি শব্দের অর্থ; সমুদায় কর্ম্মেই ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যবিধি; ক্ষত্রিয়বৈশ্যগণের অবশিষ্ট হবি-র্ভোজনে নিষেধ জন্য পৌরহিত্যে নিষেধ; ফললাভে অভি-লাষী হইলে কাম্যকর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা; অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা; না করিলে তাহার দোষ-বিধান; দীক্ষিত ব্যক্তির সত্যবাক্য, ভূমিতলে শয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা; ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠান না করিয়া, গৃহদাহ ও ধনহানি প্রভৃতি কারণে প্রায়শ্চিত্তের অবশ্য কর্ত্তব্যতা; যথাশক্তি নিত্য কর্ম্মসমূহ প্রতিপালন; কাম্যকর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গরূপে প্রতিপালন এবং কামনা থাকিলেও যে কোন সময়ে কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, যখন বৈদিক অঙ্গ সমুদায় সম্পন্ন করিবার সামর্থ হয়, সেই সময়ে করিবার বিধি। ৩য় কণ্ডিকায়—ঋক্, যজুঃ, সাম ও প্রৈষ ভেদে চারিপ্রকার মন্ত্র; ঋক্প্রভৃতির লক্ষণ; যজুর যে পরিমিত পদ উচ্চারণ করিলে পদসমূহের আকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়, কর্ম্মকালে সেই পরিমিত বাক্যের প্রয়োগ বিধি; যেখানে পঠিত পদ-

সমূহ দ্বারা যজুঃ আকাঙ্ক্ষাশূন্য হয় না, তথায় যথাযোগ্য পদ অধ্যাহার করিয়া অথবা পূর্ব্বপঠিত পদ সংযুক্ত করিয়া আকাঙ্ক্ষাশূন্য করিবার বিধান; কর্ম্মারম্ভে মন্ত্রপ্রয়োগ বিধি; যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রসমূহ অন্যে শুনিতে না পায় এইরূপ স্বরে এবং ঋগ্বেদ ও প্রৈষমন্ত্র সকল উচ্চৈঃস্বরে প্রয়োগ করিবার নিয়ম; বর্হিশব্দের কুশজাতিমাত্র অর্থ; সাগ্নিক ব্রাহ্মণের হোমগৃহাদিতে এবং বসুধারা হোম প্রভৃতিতে সংখ্যার কোন বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকায় যে পরিমিতসংখ্যায় কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহাই গ্রহণ করিবার বিধি; ইধ্মবর্হি বন্ধন জন্য সংনহন ও বিষম সংখ্যা তৃণমুষ্টির বন্ধনিয়ম; (সংনহনে ভেদ, যথা—১ উত্তরদিকে বহির্ভাগে অগ্রভাগ স্থাপনপূর্ব্বক বর্ম্মের ন্যায় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, বাহিরে মূলদেশে গ্রন্থি গোপন করিয়া রাখিবে। ইহাকে প্রাগগ্র-সংনহন কহে।—২ পূর্ব্বদিকে বহির্ভাগে অগ্রভাগ স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধন করিয়া মূলদেশে গ্রন্থি লুক্কায়িত করিলে, তাহাকে উদগগ্র-সংনহন কহে।) ১৮ হাত বা ২১ হাত পলাশকাষ্ঠখণ্ডের নাম ইধ্ম, কিন্তু পলাশের অভাবে বইঁচিকাষ্ঠ, বইঁচির অভাবে গণিয়ারি, গণিয়ারি অভাবে বংশ, বংশের অভাবে যজ্ঞডুমুর এবং যজ্ঞডুমুরের অভাবে খদিরকাষ্ঠ গ্রহণ করিবার বিধি; তিনখানি ইধ্মকাষ্ঠ দ্বারা পরিধিপরিমাণের ব্যবস্থা; অগ্নিসন্দীপন মন্ত্রের বৃদ্ধি অনুসারে ইধ্মকাষ্ঠের বৃদ্ধির নিয়ম থাকিলেও, পিতৃউদ্দিষ্টকার্য্যে অগ্নিসন্দীপন-মন্ত্রের হ্রাসসত্ত্বে ইধ্মকাষ্ঠের হ্রাসবিধির অভাব; অগ্নিপ্রণয়ন জন্য পূর্ব্বোক্ত ইধ্মকাষ্ঠের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ইধ্মের আবশ্যকতা; ইষ্টকাপশু-যজ্ঞে ২৮ হাত পরিমিত পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠদ্বারা ইধ্ম করিবার বিধি এবং এই ইধ্ম তিনপ্রকার সংনহন নামক বন্ধনবিশেষ দ্বারা বন্ধন করিবার প্রণালী; অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীতে বেদকরণ; সূত্রোক্ত 'আঙ্' শব্দের অভিবিধি ও প্রতিজ্ঞা অর্থ; সর্ব্ববিধ কর্ম্মে অনুক্ত থাকিলেও গার্হপত্য অনুসারে আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নির উদ্ধারের আবশ্যকতা; কিন্তু অন্য কার্য্যের জন্য তাহাদের উদ্ধার করা হইলে, তাহার পর আর আগন্তুক অন্য কার্য্যের জন্য উদ্ধারের অনাবশ্যকতা; (যেহেতু যে কার্য্যের জন্য তাহাদের উদ্ধার করা হয়, তাহা সমাপ্ত হইলে ঐ অগ্নি পুনর্ব্বার লৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই দর্শ প্রভৃতি কার্য্যে উদ্ধৃত অগ্নিতে অগ্নিহোত্র হোম সম্পাদিত হয়; কিন্তু ঐ অগ্নি লৌকিক হওয়ায় আর তাহাতে আহবনাদি কার্য্য হইতে পারে না। যেখানে পৌর্ণমাসাদি কার্য্যে পৃথক্ তন্ত্রোক্ত বহুবিধ যজ্ঞের বিধান আছে, তথায় প্রতি যজ্ঞেই পৃথক্ পৃথক্ অগ্নি উদ্ধার করিয়া সম্পাদন করিবার নিয়ম; খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত স্রুবাদি কোথায়ও অনুক্ত থাকিলে, সেখানেও তাহার কর্ত্তব্যতা; স্রুব, স্ফ্য, স্রুক্, জুহূ প্রভৃতি হোমসাধন দ্রব্যের লক্ষণ; যজ্ঞকার্য্যে সকলের গমনাগমন জন্য প্রণীত ও উৎকর ব্যতীত পথবিধান এবং উত্তরবেদিকাকার্য্যে চাত্বাল ও উৎকরের অন্তরাল পথনিয়ম। ৪র্থ কণ্ডিকায়—বিহিত দ্রব্যের অভাব হইলে কাম্যকর্ম্মের আরম্ভ নিষেধ; নিত্যকার্য্যসমূহে প্রধান দ্রব্যের অভাব হইলেও প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা তাহার অনুষ্ঠানবিধি; কাম্যকার্য্যে সমুদায় অঙ্গ সংগৃহীত হইলে, কার্য্য আরম্ভ করিবার বিধি, তবে আরম্ভের পর কোন প্রধান দ্রব্যের অভাব হইলে প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা তাহার সমাপন এবং অসমাপ্ত কার্য্যের ত্যাগ নিষেধ; নিত্যকার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে বা পরে প্রতিনিধি দ্রব্যের আয়োজন করায়, কিন্তু কাম্য কার্য্যের অবশ্যকর্ত্তব্যতা না থাকায় প্রতিনিধি দ্রব্যদ্বারা আরম্ভ করা যায় না, এইমাত্র উভয়ের ভেদ কথন এবং জ্যোতিষ্টোম দীক্ষিতগণের শরীর ধারণার্থ পয়ঃপান প্রভৃতি ব্রতেও প্রতিনিধি বিধান। এই প্রতিনিধি নিয়মেও আবার কতকগুলি বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, যে দ্রব্যের অভাবে তৎসদৃশ অন্য দ্রব্যের প্রতিনিধি কল্পনা করা হয়, দৈবাৎ সেই দ্রব্যও নষ্ট হইলে তাহার ন্যায় অন্য প্রতিনিধি না হইয়া প্রধান দ্রব্যজাতীয় দ্রব্য দ্বারাই প্রতিনিধি কল্পনা করিতে হয়। যেমন ব্রীহি অভাবে নীবারদ্বারা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দৈবাৎ সেই নীবার নষ্ট হইলে, নীবার জাতীয় অন্য দ্রব্যের কল্পনা না করিয়া ব্রীহি সদৃশই অন্য ব্রীহি কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ যেখানে কৃষ্ণব্রীহির অভাব হইলে তাহার প্রতিনিধি শুক্লব্রীহি হইবে, কিন্তু কৃষ্ণ নীবার হইবে না এবং যেখানে পুংবৎসযুক্ত গাভীর দুগ্ধদ্বারা কার্য্যের বিধান আছে, তথায় ঐরূপ গাভীর অভাব হইলে স্ত্রীবৎসযুক্ত গাভীর দুগ্ধ প্রদান করিবে, কিন্তু পুংবৎসযুক্ত মেষী প্রভৃতির দুগ্ধ প্রদান করিলে চলিবে না। এইরূপ সমুদায় দ্রব্যেরই প্রতিনিধি বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। ৫ম কণ্ডিকায় শ্রুতিপাঠ, মন্ত্রপাঠ এবং অর্থসিদ্ধিক্রমানুসারে পদার্থের অনুষ্ঠানক্রম, যেখানে পাঠক্রম ও অর্থসিদ্ধিক্রম উভয়ের বিরোধ হইবে, তথায় পাঠক্রম উপেক্ষা করিয়া অর্থসিদ্ধিক্রমের গ্রহণ করিতে হইবে এবং যেখানে শ্রুতিপাঠ ও মন্ত্রপাঠ উভয়ের বিরোধ হইবে, তথায় শ্রুতিপাঠক্রম গ্রহণ না করিয়া মন্ত্রপাঠক্রমে কার্য্য সম্পাদনবিধি এবং যেখানে বহু প্রধান দ্রব্যের একত্র প্রয়োগ বিধান আছে, তথায় কোনরূপ ক্রমবিভাগের ব্যবস্থা না করিয়া সমুদয়ের প্রয়োগ করিবার নিয়ম। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় অবত্ত

হবিঃ * নষ্ট হইলে, অন্য হবিঃ দ্বারা কার্য্য সম্পাদন, অগ্ন্যাদি দেবতা, মন্ত্র এবং প্রযাজ অনুযাজ † প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহের প্রতিনিধি নিষেধ; দৃষ্টার্থ অবঘাত প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহের প্রতিনিধি বিধান, নিষিদ্ধ বস্তু কোন বিহিত বস্তুর সদৃশ হইলেও তাহার প্রতিনিধিত্ব নিষেধ, ত্যাগ ও বপন প্রভৃতি এবং সংস্কারকর্ম্মে যজমানের প্রতিনিধিত্বের অভাব, কিন্তু পাত্রগ্রহণ, হবির্দর্শন, অগ্নিস্থাপন, ব্যূহন ও বেদবন্ধনাদি গুণকর্ম্মে যজমানের প্রতিনিধিত্ব বিধি; পত্নী অভাবেও হবির্দর্শন, অন্বারম্ভ ও উপাঞ্জন ‡ প্রভৃতি গুণকর্ম্মে প্রতিনিধিকল্পনা; যজমান কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ প্রতিনিধিরূপে কল্পিত ব্যক্তিরও দীক্ষাদি যজমানধর্ম্ম সম্পাদনবিধি; ব্রাহ্মণেরই যজ্ঞাধিকার, ক্ষত্রিয়বৈশ্যের অনধিকার; ব্রাহ্মণ হইলেও এক কল্প ব্রাহ্মণের অধিকার, কিন্তু বিভিন্ন কল্পের নহে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৃহপতিত্বে অধিকার থাকিলেও যজ্ঞে অধিকার নাই এবং সহস্র বৎসর সাধ্য যজ্ঞ মনুষ্যসাধ্য, যেহেতু এখানে সম্বৎসর শব্দের সহস্র দিন মাত্রে লক্ষণাবিধি আছে। ৭ম কণ্ডিকায়— যেখানে একটি মাত্র ফলকামনায় একবাক্য দ্বারা বহুসংখ্যক প্রধান কার্য্যের বিধান আছে, সেখানে সমুদায় কার্য্যের একত্র প্রয়োগ; দেশ, কাল, ফল ও কর্ম্মাদি সমান হইলে, প্রধান কার্য্যসমূহের আশু উপযোগী আঘার, প্রযাজ ও আজ্যভাগ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ না করিয়া একত্র করিবার নিয়ম; কিন্তু দেশ, কাল বা তন্ত্রভেদ থাকিলে একত্র কর্ত্তব্য নহে, এক দ্রব্যে অনেক কর্ম্মের বিধান থাকিলে, প্রত্যেক ক্রিয়ার মন্ত্রপাঠ না করিয়া একবার মাত্র করিবার বিধি; কিন্তু হবির্গ্রহণ, কুশচ্ছেদ, কুশস্তরণ ও আজ্যগ্রহণ কার্য্যে প্রত্যেক বারই মন্ত্রপাঠ করিবার বিধি, আজ্যগ্রহণ কার্য্যে তিনবার মন্ত্রপাঠ ও অবশিষ্ট বার মৌনী হইতে হয়। দীক্ষিত ব্যক্তির অনেক দুঃস্বপ্নদর্শনে একবারমাত্র মন্ত্রপাঠ বিধি; এক নদীর অনেক প্রবাহ উত্তীর্ণ হইতে হইলে একবার মন্ত্রপাঠ, অনেক বৃষ্টিধারার সংযোগ থাকিলেও বর্ষণকালে একবার মন্ত্রপাঠ; এক সময়ে অনেকগুলি অমঙ্গল দর্শনে একবার মাত্র সূর্য্যোপস্থাপন, বিশ্রামপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ গমন করিবার সময়ে অমেধ্য দর্শন করিলে একবার মাত্র মন্ত্রপাঠ, এক রাত্রির মধ্যে বারংবার নিদ্রাদি কালে অমঙ্গল দর্শন করিলে কালভেদে বারংবার মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে, এখানে একবার করিলে চলিবে না, অপ্রধানকালীন অঙ্গ একবার মাত্র, ইহার প্রতিধান পরিবর্ত্তিত করিতে হয় না। আধানাদি কার্য্যে সমুদায় পুরুষই কর্ত্তা, কেবল যজমান নহে; তাব দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ প্রভৃতি আত্মকর্ম্মসমূহ ও পুরুষযোনি মন্ত্রসমূহ যজমান স্বয়ং জপ করিবেন এবং বপন অভ্যঞ্জনাদি সংস্কারও যজমানেরই, বিশেষ বচন দ্বারা কোন কোন স্থলে এই সংস্কার পুরোহিতেরও হইয়া থাকে; এই সকল কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্যেরও বিশেষ বিধান থাকিলে তাহা যজমানকেই করিতে হয়। যেমন যজমান বসুধারা হোম করিবেন, যজমান পাত্র সকল গ্রহণ করিবেন, তদ্ভিন্ন কার্য্য পুরোহিত প্রভৃতির। যেমন অধ্বর্য্যুর আধ্বর্য্যব কার্য্য, হোতার হৌত্রকার্য্য ও উদ্গাতার ঔদ্গাত্র কার্য্য। সমুদায় কার্য্যই যজ্ঞোপবীতধারীকে করিতে হয়, সেই সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বদিক্ বা উত্তরদিকস্থ করিয়া সম্পাদন করিবার নিয়ম; পরিস্তরণ ও পর্য্যুক্ষণাদি কার্য্য, প্রদক্ষিণ ক্রমে পিত্র্যকার্য্য অপসব্য ক্রমে অর্থাৎ দক্ষিণদিক হইতে ক্রমে বাম দিকে কর্ম্ম করিতে হয়, দৈবকার্য্যে যেখানে পুনরাবৃত্তি করিবার নিয়ম, পৈত্রকার্য্যে তথায় একবার। পৈত্রকর্ম্মে দক্ষিণদিক্ প্রশস্ত, দৈবকর্ম্মে যাহা পূর্ব্বদিকে স্থাপিত করিতে হয় পৈত্রকর্ম্মে সেই সমুদায় দক্ষিণদিকে স্থাপিত করা উচিত, প্রধান দ্রব্য বিনষ্ট হইলে নিকটস্থ উপযোগী অঙ্গসমূহের সহিত তাহার পুনরাবৃত্তি কর্ত্তব্য। ৮ম কণ্ডিকায়—বিকল্পবিধিস্থলে একটি মাত্র দ্রব্য দ্বারাই কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। অদৃষ্ট বহু বিষয় বিহিত থাকিলে, সমুদায় গুলিই গ্রহণ করিবে। যজ্ঞকালে মন্ত্রসমূহ একশ্রুতিস্বরে প্রয়োগ করিবে; সংহিতাস্বরে বা ব্রাহ্মণস্বরে প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু সুব্রহ্মণ্য, সাম, জপ, ন্যূঙ্খ ও যাজমান মন্ত্র একশ্রুতিস্বরে প্রয়োগ না করিয়া সংহিতার ন্যায় স্বরেই প্রয়োগ করিবে। আধানে বিহিত দক্ষিণাভেদের বিকল্প কর্ত্তব্য, কিন্তু সমুচ্চয় নহে। অনেক সাধনকার্য্যে ঔষধ্যাদি কার্য্যের সমুচ্চয় করিতে হয়। সর্ব্বত্রই গার্হপত্য ও আহবনীয় কার্য্যে প্রদক্ষিণ করিয়া অপসব্য, এবং অপসব্য করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। বিহারের উত্তরদিকে সমুদায় কার্য্য করিতে হয়; সুতরাং ব্রহ্ম ও যজমানের আসন বিহারের দক্ষিণদিকে কর্ত্তব্য। আসনদ্বয় মধ্যে প্রথমতঃ যজমান একখানি আসনে বেদিমধ্যে পদের অগ্রভাগ সংস্থাপন করিয়া উপবেশন করিবেন; তৎপরে ব্রহ্মের উপবেশন কর্ত্তব্য। ব্যক্তিবিশেষের আদেশ না থাকিলে, যজুর্বিহিত কর্ম্ম অধ্বর্য্যু সম্পাদন করিবেন; আদেশ থাকিলে অন্যে করিবেন। হবিঃপাত্রস্থ দ্রব্যসমূহ

* আহুতিপ্রদানার্থ গৃহীত হবিকে অবত হবিঃ বলে।

† যজ্ঞবিশেষকে প্রযাজ ও অনুযাজ বলে [প্রযাজ শব্দ দেখ।]

‡ গোময়াদি দ্বারা লেপন।

যেমন পর পর সংগৃহীত হয়, প্রদানকালে সেইরূপ সেই সকল দ্রব্য পূর্ব্বে পূর্ব্বে গ্রহণ কর্ত্তব্য। প্রতাপনাদি অগ্নি-সাধ্য সংস্কার গার্হপত্য অগ্নিতে সম্পাদন করিবে। সমুদায় কার্য্যেই হবিঃপ্রদান গার্হপত্য বা আহবনীয়ে কর্ত্তব্য। সংস্কারশূন্য ঘৃতমাত্রই আজ্যশব্দের অর্থ বুঝিবে, ঘৃত শব্দে গব্য ঘৃত বুঝিতে হইবে। দ্রব্যবিশেষ কথিত না থাকিলে সর্ব্বত্রই ঘৃত দ্বারা হোম কর্ত্তব্য, কিন্তু বিশেষ দ্রব্যের বিধান থাকিলে সেই সেই দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে। চাত্বাল * হইতে বহিঃস্থ পুরীষ গ্রহণ করিবে। পৃথক্ আদেশ না থাকিলে, আহবনীয় অগ্নিতেই সমুদায় যাগ কর্ত্তব্য; কিন্তু আদেশের বিভিন্নতা থাকিলে আদেশানুসারে যাগ করিতে হয়। এইরূপ আদেশ না থাকিলে একবার মাত্র গৃহীত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে, এবং আদেশ থাকিলে আদেশানুসারে করিতে হইবে। ৯ম কণ্ডিকায়—সকলস্থলেই ব্রীহি বা যব হবিঃরূপে কল্পিত হয়। উভয়ের বিধানস্থলে বিধানানুসারে কোথায় প্রথমে যব পরে ব্রীহি, এবং কোথায়ও বা প্রথমে ব্রীহি পরে যব প্রদান কর্ত্তব্য। কিন্তু আপস্তম্ব মতে সর্ব্বদাই কেবল ব্রীহি গ্রাহ্য। দ্বিবিধ গ্রহণের বিধান থাকিলে, প্রথমবার পুরোডাশ চরুর মধ্যদেশ হইতে বক্রভাবে এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত গ্রহণ, দ্বিতীয়বারে হবির পূর্ব্ব ভাগ হইতে ঐরূপ নিয়মে গ্রহণ করিতে হয়। জমদগ্নি প্রভৃতি প্রবর সমূহে তিনবার হবিঃগ্রহণ কর্ত্তব্য। তাহাতে প্রথমবার মধ্যদেশ হইতে, দ্বিতীয়বার পূর্ব্বভাগ হইতে, এবং তৃতীয় বার পশ্চাৎভাগ হইতে গ্রহণ করিতে হয়। যেখানে আজ্য-ভাগ, পত্নী সংযাজ, উপাংশুযাজ ও অগ্নিহোত্র হোমাদিতে চারিবার গ্রহণের বিধি আছে, তথায় জমদগ্নি প্রভৃতির পাঁচবার গ্রহণ করিতে হয়। দধি দুগ্ধেরও অবদান স্রুবদ্বারা অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব পরিমিত গ্রহণ করিতে হয়। পুরোডাশাদি হবির অবদান হইতে প্রথম আজ্য একবার গ্রহণ করিয়া, অন্য হবিঃ গ্রহণ করিবে, এবং শেষবার আবার আজ্য গ্রহণ করিতে হয়। স্বিষ্টিকৃৎ হোমে হবির্গ্রহণ প্রধান অবদান অপেক্ষা একবার কম করিতে হয়। উপস্তার কার্য্য একবার করিবে। উপরিদেশে অভিঘারণ দুইবার কর্ত্তব্য। অবদেয় ও অবদান হবির প্রত্যভিঘারণ করিতে হয়। এক কপাল পুরোডাশ সর্ব্বস্থানেই আহুতি দিবে। "অগ্নয়ে অনুব্রুহি" এইরূপ বাক্য দ্বারা চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত দেবতা পদ দ্বারা অনুবচন করিতে হয়। আশ্রাবণের পর যেখানে মৈত্রাবরুণের অনুসন্ধান করিতে হয়, সেখানেও চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত দেবতাপদ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু আশ্রবণের পর যেখানে মৈত্রাবরুণের অনুসন্ধান করিতে হয় না, সেখানে দ্বিতীয়ান্ত দেবতাপদ প্রয়োগ করিবে। প্রৈষসম্বন্ধি অনুবচনস্থলে দ্রব্যের উত্তর ষষ্ঠী হয়; কিন্তু দুইটি প্রৈষের সম্বন্ধ থাকিলে ষষ্ঠী হয় না। যেখানে 'নাম গ্রহণপূর্ব্বক ইহাকে যজনা কর' এইরূপ প্রয়োগের বিধান থাকে, সেখানে ইহাকে পদের পরিবর্ত্তে সেই সেই নাম প্রয়োগ করিবে। বষট্‌কারের সহিত আহুতি প্রদানস্থলে বেদির দক্ষিণভাগে উত্তরপূর্ব্ব বা ঈশানমুখে অবস্থিত হইয়া বষট্‌কারের পর বা বষট্‌কারের সহিত আহুতি প্রদান করিবে। ঐ সকল স্থলে ঘৃতমিশ্রিত হবিঃ প্রদান করিতে হয়; তাহার নিয়ম—প্রথমে ঘৃত আহুতি, মধ্যে হবির আহুতি, এবং পরে আবার ঘৃত আহুতি প্রদান করিবে। অথবা ঘৃত ও হবি একত্রই প্রদান করিতে হয়। ১০ম কণ্ডিকায়—'আগ্নেয়ো অষ্টাকপালো ভবতি" ইত্যাদি স্থলে লট্ বিভক্তি বিধির্লিঙ্ বোধক বুঝিতে হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপকরণ দ্রব্যসমূহ প্রথমে কল্পনা করিয়া কর্ম্মদেশ স্থানে স্থাপিত করিবে। সর্ব্বত্রই উত্তরদিকে লোম ও পূর্ব্বদিকে গ্রীবা বিন্যাসযুক্ত চর্ম্মের আস্তরণ প্রদান করিবে। হবিঃসমূহ মধ্যে যে সকল দ্রব্য পশ্চাৎ পঠিত আছে; তাহা দেশ কালানুসারে পশ্চাৎই প্রদান করিতে হয়। গ্রহণাদি কার্য্য পূর্ব্বে পঠিত থাকিলে পূর্ব্বে, এবং পরে পঠিত থাকিলে পরে গ্রহণ করিবে। এইরূপ অধিশ্রয়ণাদি কার্য্য পূর্ব্বে পঠিত থাকিলে দক্ষিণদিকে এবং পরে পঠিত থাকিলে উত্তরদিকে স্থাপন করিবে। স্থালী, স্রুব ও ঘৃত দক্ষিণ হস্তে গৃহীত হইলে, বাম হস্ত দ্বারা বেদের উপগ্রহণ করিবে। কিন্তু উপভৃৎ প্রভৃতি দ্বিতীয় দ্রব্যের গ্রহণ বিধি থাকিলে বেদের উপগ্রহণ করিতে হয় না। ঘৃত ব্যতীত অন্য দ্রব্য দ্বারা যাগ করিতে হইলে, স্ফ্যের উপগ্রহণ করিবে। বেদ বজ্রাদি দ্বিতীয় দ্রব্য না থাকিলে কুশদ্বারা উপগ্রহ করিতে হয়। স্রুক্ গ্রহণ করিবার সময়, স্রুক্ ও জুহু উভয় হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া উপভৃতের উপরিদেশে স্থাপন করিবে। এই স্থাপন কালে পরস্পর স্পর্শ জন্য শব্দ হওয়া উচিত নহে। বিশ্বজিৎ ন্যায়ানুসারে সকল স্থলেই ফলস্বরূপ স্বর্গ কল্পিত হইয়া থাকে। একটিমাত্র কার্য্যে বেদবিহিত বৈকল্পিক অঙ্গসমূহের মধ্যে অধিকাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইলে ফলও অধিক হয়। এইরূপ ষড়দক্ষিণাপক্ষ অপেক্ষা দ্বাদশ ও চতুর্বিংশতি দক্ষিণাপক্ষের ফল অধিক। যজমানসম্বন্ধী দান, অন্বারম্ভ, বরণ ও ব্রতপ্রমাণ গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ দানবিধি, সত্যবাক্য ও অধঃশয়নাদি ব্রত যজমানের কর্ত্তব্য, এবং অগ্নি ধর, বেদি, গৃহ প্রভৃতির

* উত্তরবেদী প্রস্তুত করণার্থ মাটি খুঁড়িয়া গর্ত।

পরিমাণ যজমান হস্তানুসারেই স্থির করিতে হয়। প্রোথিত যূপ, ছিন্ন কুশ, অবহত ব্রীহি, পিষ্ট তণ্ডুল, দোহনকৃত দুগ্ধ, এবং দগ্ধ ইষ্টকাদিতে সেই সেই দ্রব্যে বিহিত কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে হয়। রৌদ্র মন্ত্র, রক্ষোদৈবত মন্ত্র অসুর দৈবত মন্ত্র ও শৈব মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই সেই দেবতা সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক আত্মস্পর্শ ও হস্ত দ্বারা জল স্পর্শ করিবে।

এই সমস্ত সর্ব্বকার্য্যের উপযোগী বিধান প্রথমাধ্যায়ে কথিত আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা, তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, যথা—পৌর্ণমাস-যজ্ঞকাল, ইহাতে অগ্নির অন্বাধান, অধ্বর্য্যু ও যজমানের অধিকার। তাহার বিধানপ্রণালী। দীক্ষা গ্রহণে দীক্ষিত ধর্ম্ম সমুদায়। দিবামৈথুন ও মাংসপরিবর্জ্জন। শিখা পর্য্যন্ত কেশ পরিত্যাগ। ব্রতকালানুসারে সপত্নীক যজমানের মাষ-মাংস-লবণবর্জ্জিত হবিষ্যান্ন হবির সহিত ভোজন বিধি। সত্য বাক্য প্রয়োগ। রাত্রিকালে পূর্ব্ববিহিত বিহার স্থানে অগ্নিহোত্রহোম সায়ংকালে ভোজনেচ্ছা হইলে হোমের পর অধিক রাত্রি না হইতেই নীবার প্রভৃতি বন্য ওষধির অন্ন ও বন্য বৃক্ষের ফল ভোজন করিবে। আহবনীয় গৃহে বা গার্হপত্য গৃহে শয্যা ব্যতীত অধঃশয়ন বিধি এবং ব্রহ্মচর্য্য আচরণ বিধান। (এই নিয়ম সপত্নীক যজমানেরই বুঝিতে হইবে।) পৌর্ণমাসে অন্বাধানাদি কার্য্য সমাপন হইলে দুইদিন বা একদিনে কার্য্যভেদের বিধি। (তাহা প্রাতঃকালেই সম্পাদন করিতে হয়।) ২য় কণ্ডিকায় অগ্নিহোত্রের পর ব্রহ্মবরণ বিধি, এবং তাহার প্রকার। ৩য় কণ্ডিকায় ব্রহ্মসদন হইতে আত্মস্পর্শ পর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান, প্রকার ও মন্ত্রাদি কীর্ত্তন।

তৃতীয় অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা, তাহাতে হোত্র সদন হইতে পৌর্ণমাস সমাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান প্রকার ও মন্ত্রাদি বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ১৫টি কণ্ডিকা; তাহার ১ম ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে দর্শযাগের পূর্ব্বে পিণ্ড ও পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রকার ও মন্ত্রাদি কথন। দ্রব্যদেবতাযুক্ত আখ্যাতপ্রত্যয়ান্ত কর্ম্ম শব্দ ও বেদবোধিত যাগ শব্দের অর্থ। সমুদায় যজ্ঞে ও অগ্নীষোমীয় পশুতে দর্শপৌর্ণমাস যাগধর্ম্মের অতিদেশ। বৈশ্বদেব, বরুণপ্রাঘাস, সাকমেধ ও শুনাসীর নামক চতুঃপর্ব্বময় চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম বৈশ্বদেব পর্ব্বে দর্শপৌর্ণ ধর্ম্মকথন। অপর তিন পর্ব্বে ত্রিবিধ বর্হিঃ প্রস্তারাদি ঔপদেশিক ধর্ম্মবিধান। চাতুর্ম্মাস্য বরুণপ্রঘাসাদি পর্ব্বত্রয়ে বৈশ্বদেব পর্ব্বধর্ম্মের বিধান আছে, কিন্তু মারুত্যাদিতে ঐরূপ বিধান নাই। সৌমিক স্নান অপেক্ষা বারুণ প্রাঘাসিক স্নানে ধর্ম্ম হইয়া থাকে। কোথায় করিবে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, সেই কার্য্যের জন্য লৌকিকাগ্নিই গ্রহণ করিবে। দর্শ ও পৌর্ণমাসে আগ্নেয়াদি ছয়টি প্রধান যাগ আছে। এক দেবতাযুক্ত বৈকৃত কর্ম্ম সমুদায়ে আগ্নেয় ধর্ম্মের বিধান। অনেক দেবতাযুক্ত কর্ম্মে অগ্নিষোমীয় ধর্ম্ম বিধি। দ্রব্য সামান্যে ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। দেবতা গুণের উপাংশুত্ব প্রভৃতির সাম্য অবস্থায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। দ্রব্য দেবতা উভয়ের সাম্যে বিরোধ থাকিলে দ্রব্যের সমানতায় ধর্ম্ম হয়, কিন্তু দেবতার সামান্যে হয় না। গাভীতে দুগ্ধের ধর্ম্মই হয়, কিন্তু দধি জন্য হয় না। এজন্য চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতিতে পরিবাসিত শাখা দ্বারা পবিত্র বন্ধনের পর বৎস দূরীভূত এবং দোহন চতুষ্টয়ের প্রাপ্তি হয়। পশুতে দধি জন্য ধর্ম্ম না হইয়া দুগ্ধ জন্য ধর্ম্ম হইয়া থাকে। দ্রব্যসমূহে স্থানাপত্তির ধর্ম্ম হয়। প্রাকৃতস্থানযুক্ত দ্রব্যের যে স্থানীয় ধর্ম্মের সহিত বিরোধ হয়, স্থানপ্রাপ্ত দ্রব্যে সেই বিরোধ থাকিতে পারে না। যে বিকৃতিতে প্রাকৃত দ্রব্য দেবতাস্থানে অন্য দ্রব্য দেবতাদি বিহিত হয়, সেখানে প্রকৃত মন্ত্রের উহ হয় না। বিকৃতিতে বচনবিশেষে প্রাকৃত ধর্ম্ম হয় না। অর্থলোপ বা প্রয়োজন লোপহেতু প্রাকৃত ধর্ম্ম হয় না। বিকৃতিতে বিরোধ হেতু প্রাকৃত ধর্ম্মসমূহের প্রবৃত্তি হয় না। প্রকৃতিতে যাহা পরার্থরূপে বিহিত, পরার্থের অপ্রবৃত্তি জন্য বিকৃতিতে তাহার অপ্রবৃত্তি হয়। যেখানে পরার্থজাত দ্রব্য কোথায় ও কর্ম্মান্তর সাধন জন্য বিহিত হইয়াছে, সেখানে পরের অভাব থাকিলেও পরার্থজাত দ্রব্যের সদ্‌ভাব হয়। সমুদায় যজ্ঞেরই সদ্যঃ সময় বিধি। ৪র্থ কণ্ডিকায় প্রজা, পশু, অন্ন ও যশঃ কামাদির কার্য্য-দাক্ষায়ণ যজ্ঞ, মন্ত্র এবং দর্শ পৌর্ণমাসের দেব ও দ্রব্যভেদ বর্ণনপূর্ব্বক তাহাদিগের বিধান। ৫ম কণ্ডিকায় উপাংশু শব্দের অর্থ কথন, এবং তাহাতে দ্রব্য দেবতাদি বর্ণন। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় ব্রীহি ও যব পাককালে আগ্রয়ণ নামক কর্ম্ম কর্ত্তব্য। শরৎ বসন্ত প্রভৃতি কাল, দ্রব্যদেবতাদির মন্ত্রবিধান ও তাহার প্রকার। দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের পর অগ্রয়ণাদির যথা প্রকৃতি কার্য্যবিধি, কিন্তু ঐ যজ্ঞের পূর্ব্বে বিহিত নহে। দর্শপৌর্ণমাসের উৎসর্গ হইলে অগ্নিহোত্রে আহুতি বিধি, এবং আগ্রয়ণ বিধান প্রকার। দীক্ষিতের বিশেষ বিধি। সম্বৎসর ও উপসৎকাদি যজ্ঞে আগ্রয়ণবিশেষ। সম্বৎসর ও সূতী প্রভৃ-

ভিতে দ্রব্যবিশেষ। শ্যামাক আগ্রয়ণের বিধান প্রকার। ৭ম কণ্ডিকায় অগ্নি, আধেয়কর্ম্ম, কাল, দেবতা ও মন্ত্রের বিধান প্রকারাদি কথিত আছে। ৮ম, ৯ম ও ১০ম কণ্ডিকায় আধানের অঙ্গ কর্ম্মসমূহের বিধান এবং মন্ত্রাদি কথন। ১১শ কণ্ডিকায় পুনর্ব্বার আধানে ধননাশ প্রভৃতি নিমিত্ত কথন। তাহার বিধান প্রকার। ১২শ কণ্ডিকায় কেবল মাত্র অগ্নিহোত্রাঙ্গ বাৎসপ্রের উপস্থান প্রকার। ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ কণ্ডিকায় অগ্নিহোত্রের কাল, দ্রব্য, দেবতা, বিধান ও মন্ত্রাদি কামনা-ভেদানুসারে অবস্থা ভেদযুক্ত অগ্নিতে হোমের কর্ত্তব্যতা। কামনা-ভেদের হোমে দ্রব্যভেদ বিধি। এইরূপ দ্রব্যসমূহ দ্বারা প্রত্যহ সংবৎসর হোম করিলে, সেই সেই কামনাসিদ্ধি। অগ্নিহোত্র হোমে, এবং সর্ব্ববিধ যজ্ঞে গার্হপত্য আগারের দক্ষিণদ্বার দিয়া প্রবেশবিধি। সর্ব্বদা যজমানের স্বয়ংই হোম করা উচিত, কার্য্যবশতঃ যজমান অশক্ত হইলে যজমানানুযুক্ত অধ্বর্য্যুও করিতে পারেন। কিন্তু দর্শ ও পৌর্ণমাসীতে সর্ব্বদা স্বয়ং হোম করিবে। প্রবাসে, সূতকাদি অশৌচে বিশেষ নিয়ম আছে।

৫ অধ্যায়ে ১৩টি কণ্ডিকা; তাহার মধ্যে ১ম ও ২য় কণ্ডিকায় চাতুর্ম্মাস্য * যজ্ঞান্তর্গত, বৈশ্বদেব যাগের পর্ব্বকাল এবং তাহার দ্রব্য ও দেবতা প্রয়োগাদি বর্ণন। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম কণ্ডিকায় বরুণপ্রাঘাসের রূপ ও তাহার পর্ব্বকাল, দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্রবিধানাদি। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় সাকমেধের রূপ ও তাহার পর্ব্বকাল, দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্রাদি বিধান। ৭ম, কণ্ডিকায় দ্বিহবিষকক্রোড়িনীয়ে ইষ্টির কালবিধান এবং তদীয় দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন। ৮ম, ৯ম কণ্ডিকায় পিত্রেষ্টির কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন। ১০ম কণ্ডিকার ত্রৈয়ম্বকহোমের কালবিধান, এবং দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি নিয়ম। ১১শ কণ্ডিকায় চাতুর্ম্মাস্য যাগান্তর্গত পর্ব্ববিশেষাত্মক শুনাসীরীয়ের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন। সূতকাদিতে ও চাতুর্ম্মাস্যের পুনর্ব্বার আরম্ভ। চাতুর্ম্মাস্য ত্রিবিধ, ঐষ্টিক, পাশুক ও সৌমিক; এই ত্রিবিধ চাতুর্ম্মাস্যের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি। ১২শ, ১৩শ কণ্ডিকায় মিত্রবিন্দেষ্টি; তাহার দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র বিধান।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১০টি কণ্ডিকায় নিরূঢ়, পশুবন্ধযাগ, তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি কথিত আছে।

৭ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা; তাহাতে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান; এবং জ্যোতিষ্টোমের পূর্ব্বানুষ্ঠেয় সোমযজ্ঞের দ্রব্য দেবতাদিগের বিধান আছে।

৮ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা। তাহার ১ম ও ২য় কণ্ডিকায় আতিথ্যকর্ম্ম, তাহার দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। ৩য় কণ্ডিকায় ঔপবসথ্যের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম কণ্ডিকায়ও ঐরূপ বিধানাদি কথিত আছে।

৯ম অধ্যায়ে ১৪টি কণ্ডিকা। ১ম কণ্ডিকায় সৌত্যকর্ম্ম ও তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা এবং মন্ত্রবিধানাদি। অপর কণ্ডিকাসমূহে প্রাতঃসবনের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি কথিত আছে।

১০ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা। তাহার সমুদায় কণ্ডিকাতেই প্রায় অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত মধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবনের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধান। অধ্যায় শেষে জ্যোতিষ্টোম-যাগে সোমোত্তর কর্ত্তব্য অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শ, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তর্যাম ও জ্যোতিষ্টোম যাগে সোমোত্তর কর্ত্তব্য সোমের জ্যোতিষ্টোম বিধান এবং তাহাতে আধ্বর্য্যব বিধান প্রকার।

১১শ অধ্যায়ে ১টি মাত্র কণ্ডিকা; তাহাতে জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গ ব্রহ্মবিধান।

১২শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্ডিকা; তাহাতে দ্বাদশাহ যজ্ঞের বিধান। একাদশাহ প্রভৃতি যজ্ঞে জ্যোতিষ্টোম ধর্ম্মের অতিদেশ। কেহ বলেন, তাহাতে অগ্নিষ্টুত ধর্ম্মের অতিদেশ কথিত আছে। সত্ররূপ ও অহীনরূপভেদে দ্বাদশাহ দুই প্রকার; এই উভয় রূপের লিঙ্গপ্রদর্শন। যাহার আদ্যন্তে অতিরাত্র, তাহার নাম সত্র এবং যাহার কেবল অন্তে অতিরাত্র, তাহাকে অহীন কহে। সত্রযাগে যজমানসহ ষোড়শ ঋত্বিকের কর্তৃত্ব থাকায়, সকলেরই যজমানত্ব; সুতরাং সকলেরই ফলপ্রাপ্তির অধিকার থাকায় ঐ কার্য্যে দক্ষিণার অভাব। ষোড়শ ঋত্বিকে যজমানত্বের অতিদেশ থাকায় সপ্তদশ ব্যক্তিরই দীক্ষাদি যজমান ধর্ম্মনির্দ্দেশ। গৃহপতির অন্বারম্ভ বিধি। যজ্ঞসম্পাদন জন্য পাত্রগ্রহণাদি কার্য্যে মাত্র একজনেরই কর্তৃত্ব, তৎকর্তৃক সম্পাদিত হইলেই সকলের সম্পাদিত হইয়া থাকে। গার্হপত্য ও আহবনীয় অঙ্গারপ্রাসন। অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত তদীয় দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র, দীক্ষা ও কালবিধানাদি নিরূপিত হইয়াছে।

১৩শ অধ্যায়ে ৪টি কণ্ডিকা। তাহার প্রথম কণ্ডিকায় গবাময়ন যজ্ঞের প্রকার ও তাহাতে দ্বাদশাহ যজ্ঞ ধর্ম্মের

* বৈশ্বদেব, শুনাসীর, বরুণপ্রাঘাস ও সাকমেধ এই যাগচতুষ্টয়স্বরূপ চাতুর্ম্মাস্য যাগ। এই যাগচতুষ্টয় কখনও পর্ব্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অতিদেশ। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কণ্ডিকায় দ্বাদশাহ ধর্ম্মের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র বিধানাদি বর্ণিত আছে।

১৪শ অধ্যায়ে ৩টি কণ্ডিকা। তাহাতে জ্যোতিষ্টোম, সংস্থাভেদ, বাজপেয় যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র-বিধানাদি কথিত আছে।

১৫শ অধ্যায়ে ১০টি কণ্ডিকা। সমুদায় কণ্ডিকায় রাজসূয়-যজ্ঞ, তাহাতে ক্ষত্রিয় জাতির অধিকার, বাজপেয় যজ্ঞ করিলে আর রাজসূয়ের অনাবশ্যকতা, এবং রাজসূয়ের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি বর্ণিত আছে।

১৬শ অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় পঞ্চচিতিক স্থলবিশেষস্থিত অগ্নিবিধান প্রকার। চয়নরূপাঙ্গ বিশিষ্টাগ্নির সোমাঙ্গতা কথন। তাহাতে ইচ্ছানুসারে অধিকার। তবে কেবলমাত্র মহাব্রত নামক স্তোত্রসাধ্য সোমযাগে পঞ্চচিতিক স্থলের নিয়ম, অন্যত্র ইচ্ছানুসারে বিকল্প। ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ কণ্ডিকায় উখা (যজ্ঞাদি পাত্রবিশেষ) নির্ম্মাণ প্রকার। ৫ম কণ্ডিকায় অগ্নিচয়ন প্রকার এবং তাহাতে দেবতা ও মন্ত্রাদির বিধান। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় পঞ্চ অগ্নি-বিশেষের চয়ন প্রকার। ৭ম কণ্ডিকায় তৎসম্বন্ধীয় প্রায়শ্চিত্ত-হোম বিধান। ৮ম কণ্ডিকায় পূর্ব্বোক্ত অগ্নিচয়নের প্রকার ভেদ, এবং তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন।

১৭শ অধ্যায়ে ১২টি কণ্ডিকা। সমুদায় কণ্ডিকায় প্রায়-শ্চিত্তান্ত কর্ম্মের পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যের বিধান এবং তাহার ভেদ, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত হইয়াছে।

১৮শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্ডিকা। তাহাতে শতরুদ্রীয় হোম; তাহার অঙ্গকর্ম্ম, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। ৬ষ্ঠ কণ্ডি-কার শেষভাগে অগ্নিচয়নকারী পুরুষের নিয়ম কথিত আছে।

১৯শ অধ্যায়ে ৭টি কণ্ডিকা। তাহাতে সৌত্রামণিযাগের বিধান, এই যজ্ঞে ধনাভিলাষী ব্রাহ্মণের অধিকার; সোম যজ্ঞকারী সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের সোমযজ্ঞের পর ইহার কর্ত্তব্যতা; সোমাতিপূত অর্থাৎ যাহার মুখ, নাসিকা, কর্ণ, গুহ্য প্রভৃতি ছিদ্রদ্বারা পীতসোম নিঃসৃত হয় তাহার, এবং সোমবামী অর্থাৎ পীতসোম মুখ দিয়া যে বমন করে তাহারও এই যজ্ঞে অধিকার; শত্রু কর্ত্তৃক স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত রাজার পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি জন্য ইহাতে অধিকার; পশু অভাবে পশু পাইবার কামনায় বৈশ্যেরও ইহাতে অধিকার; চারিরাত্রে এই যজ্ঞের সম্পাদন বিধি; এই যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ সুরা প্রস্তুতপ্রণালী এবং এই যজ্ঞীয় দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত আছে।

২০শ অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা। ঐ সমস্ত কণ্ডিকায় অশ্বমেধ যজ্ঞের বিধান; ইহাতে অভিষিক্ত-ক্ষত্রিয় রাজারই একমাত্র অধিকার; ব্রাহ্মণবৈশ্যের অনধিকার; তিনরাত্রে ইহার সম্পাদন নিয়ম; এই যজ্ঞফলে সমুদায় অভীষ্ট সিদ্ধির কথা এবং যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত আছে।

২১শ অধ্যায়ে ৪টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় নরমেধযজ্ঞের বিধি; সর্ব্বজীব হইতে উৎকর্ষকামী পুরুষের অধিকার; পাঁচ রাত্রে ইহার সম্পাদন-বিধি; ইহাতে একবিংশতি দীক্ষা নিয়ম; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধিকার, বৈশ্যের অনধিকার এবং এই যজ্ঞের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান বিহিত আছে। ২য় কণ্ডিকায় সর্ব্ববিষয়-অভিলাষী ব্যক্তির সর্ব্বমেধযজ্ঞের বিধান এবং দশ রাত্রে তাহার সম্পাদন নিয়ম। ৩য় ও ৪র্থ কণ্ডিকায় মনুষ্য, অশ্ব, গো, মেষ ও ছাগ, এই পঞ্চ পশুর বধবিধি; প্রোষিত বা মৃত পিতার সম্বৎসর অতীত হইলে পিতৃমেধযজ্ঞের বিধান এবং তাহার নক্ষত্রাদি কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধান বর্ণিত আছে।

২২শ অধ্যায়ে ১১টি কণ্ডিকা। তাহার প্রথম কণ্ডি-কায় যজুর্ব্বেদীয় আধানাদি পিতৃমেধ পর্য্যন্ত কর্ম্মবিধি ও সামবেদীয় একাহসাধ্য যাগাবধি কথিত আছে। এই সম্বন্ধীয় কতকগুলি পরিভাষাও এই কণ্ডিকায় লিখিত আছে, যথা—বিভিন্ন সংস্থ কথিত না থাকিলে যজ্ঞ অগ্নিষ্টোমসংস্থ হইয়া থাকে। ধেনুমাত্র দক্ষিণাদেয় ভূর্নামক একাহ ও জ্যোতিঃ নামক একাহে বিশেষ কোন সংস্থ কথিত না থাকায় এই উভয়ই অগ্নিষ্টোমসংস্থ। গো ও আয়ুঃ নামক একাহ উক্থ্য-সংস্থ। অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎ অগ্নিষ্টোমসংস্থ। এই অভিজিতে সহস্র গো অথবা শত অশ্ব কিম্বা এই সমুদায় দক্ষিণার বিধান। বিশ্বজিতে সহস্র অশ্ব বা যথাসর্ব্বস্ব দক্ষিণা বিহিত আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিভাগযোগ্য দ্রব্য এবং ভূমি ও দাস ব্যতীত পদার্থকে সর্ব্বস্ব পদার্থ কহে। কেহ বলেন ধারণ-ভ্রমণাদি জন্য ভূমির, এবং শুশ্রূষার জন্য দাসের আবশ্যক থাকায়, এই উভয় দ্রব্য ব্যতীত সুবর্ণাদি অন্য সমুদায় দ্রব্যই সর্ব্বস্ব; পুরুষমেধ যজ্ঞে গর্ভদাস-দানের বিধান থাকায় এবং ভূমির একদেশ পরিত্যাগে ধারণের সম্ভাবনা থাকায়, স্বমতেও ঐ উভয় দ্রব্য ব্যতীত অন্য সমুদায়ই সর্ব্বস্ব। কিন্তু অবভৃথ স্নান বিহিত বৎসচ্ছবি ও দীক্ষার উপযোগী দ্রব্যসমূহ সর্ব্বস্বের মধ্যে পরিগণিত নহে। বস্তুতঃ সহস্র অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দ্রব্যই সর্ব্বস্ব নামে অভিহিত এবং ইহাই দক্ষিণারূপে কল্পিত হয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে দ্বাদশরাত্রি প্রভৃতি নিয়মের বিভিন্নতা আছে। অভিজিৎ সম্পন্ন হইলে বিশ্বজিতের অনুষ্ঠান করিতে হয় অথবা অভিজিৎ ও বিশ্বজিতের একদা অনুষ্ঠান

কর্ত্তব্য। কিন্তু এক সময়ে উভয় কার্য্য করিতে হইলে, দেবযজন-স্থানের বিশেষ নিয়ম আছে যে, তাহাতে ষোড়শ ঋত্বিকের বাহুল্যপ্রযুক্ত অন্যতম ঋত্বিক্ দ্বারা অন্যত্র কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। তাহাতে বহির্বেদিক কর্ম্মসমূহ উভয়েরই একরূপ; কেবল অন্তর্বেদিক কর্ম্মেই উভয়ের বিভিন্নতা আছে। উভয় কার্য্য এক সময়ে করিলেও অভিজিতের এক একটি অঙ্গ সম্পাদন করিয়া, বিশ্বজিতের এক একটি অঙ্গ সম্পাদন করিতে হয়। সর্ব্বজিৎ নামক একাহ মহাব্রত নামক সামস্তবসাধ্য; এই যজ্ঞে সম্বৎসর দীক্ষা, সপ্তাহে স্নান এবং তিনটি বা ছয়টি উপসদ্ বিহিত। অর্থাৎ সম্বৎসর দীক্ষার পর সপ্তমদিবসে স্নান করিবে তাহার পর সপ্তাহ অতীত হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহাতে তিনটি বা ছয়টি উপসদ্ করিতে হইবে। এই যজ্ঞও অগ্নিষ্টোমসংস্থ। এই সমস্ত বিষয় ১ম কণ্ডিকায় কথিত আছে। ২য় কণ্ডিকায় সর্ব্বজিৎ যজ্ঞের দক্ষিণা ভেদ ও তাহার বিধানাদি; এই যজ্ঞের উক্থ্য সংস্থতা; কথিত অভিজিৎ প্রভৃতির নামান্তর; যথা—অভিজিতের নাম জ্যোতিঃ, বিশ্বজিতের নাম বিশ্বজ্যোতিঃ এবং সর্ব্বজিতের নাম সর্ব্বজ্যোতিঃ; এই সমুদায়ের দক্ষিণা ভেদ বিধানাদি; চতুর্থ উক্থ্যসংস্থের ত্রিরাত্রসম্মিত নাম। সাদ্যস্ক্র নামক ছয়টি যজ্ঞের বিধান; উত্তরোত্তর তাহার প্রদর্শন; যথা—প্রথম সাদ্যস্ক্রে স্বর্গকাম, পশুকাম এবং ভ্রাতৃব্য-বিশিষ্ট পুরুষদিগের অধিকার; দ্বিতীয় সাদ্যস্ক্রে দীর্ঘব্যাধিশান্তি এবং প্রতিষ্ঠা ও অন্নাভিলাষিদিগের অধিকার; অনুক্রীনামক তৃতীয় সাদ্যস্ক্রে কর্ম্মহীন ও কর্ম্ম-নিবৃত্তি প্রার্থিগণের অধিকার; বিশ্বজিৎ শিল্প নামক চতুর্থ সাদ্যস্ক্রের দক্ষিণাভেদ, সর্ব্বস্ব প্রতিনিধি দক্ষিণা-বিধান ও সর্ব্বস্ব প্রতিনিধি দ্রব্যসমূহের বর্ণন; যথা—ধেনু, বৃষ, সীর, ধান্য, পলাদি পরিমাণোপযোগী স্বর্ণ ও রৌপ্য, দাস, দাসী, মিথুন, উপকরণের সহিত মহানস, অশ্বাদি যানারোহণ, এবংগৃহ শয্যা। অতএব সর্ব্বস্ব পদ দ্বারা এই সমস্তই গ্রহণ কর্ত্তব্য। শ্যেন নামক পঞ্চম সাদ্যস্ক্রে বৈরনির্য্যাতন কামের অধিকার; তাহার দক্ষিণা, অনুষ্ঠান, মন্ত্র ও দেবতাদি-কথন। একত্রিক নামক ষষ্ঠ সাদ্যস্ক্রের বিধান। দীক্ষা অপেক্ষা সদ্যঃক্রিয়মানতা জন্য ইহাদের সাদ্যস্ক্র সংজ্ঞা। ব্রাত্যস্তোম নামক চতুর্ব্বিধ একাহযাগের বিধান। তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পতিত সাবিত্রীকদিগকে ব্রাত্য কহে; এই দোষ শান্তির জন্য ইহাদিগের অনুষ্ঠান ও লৌকিক অগ্নিতে ইহাদিগের হোমবিধি। তন্মধ্যে প্রথম ব্রাত্যস্তোমে নৃত্যগীত-কারী ব্রাত্যগণের অধিকার; নৃশংসরূপে নিন্দিতব্যক্তির দ্বিতীয় উক্থ্যসংস্থে অধিকার; তৃতীয়ে কনিষ্ঠের অধিকার; ইহাতে কনিষ্ঠকে গৃহপতি করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়; চতুর্থে অল্প সন্ততি স্থবির জ্যেষ্ঠের অধিকার, অর্থাৎ ঐরূপ জ্যেষ্ঠকে গৃহপতি করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। এই সকল কার্য্যের দীক্ষাবিধানাদি এবং ব্রাত্যস্তোম-সম্পাদনকারীর ব্যবহার বিধি। পরিশেষে ব্রহ্মবর্চ্চস, বীর্য্য, অন্ন ও প্রতিষ্ঠাদি অভিলাষী, এবং স্বীয় পবিত্রতা-প্রার্থী ব্যক্তির অগ্নিষ্টোমসংস্থ অগ্নিষ্টুৎ নামক একাহযাগের কর্ত্তব্যতা।

৫ম কণ্ডিকায় অগ্নিষ্টুতের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি বর্ণন। ত্রিবৃৎস্তোম নামক অগ্নিষ্টোমসংস্থ চতুর্ব্বিধ যজ্ঞের বিধান; তন্মধ্যে অনিরুক্ত প্রাতঃসবন প্রথম, তাহার নাম ইপ্সুযজ্ঞ; স্বর্গাদি অভিলাষী কিম্বা গ্রামাদি অভিলাষীর ইহাতে অধিকার; ইহার দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র-বিধানাদি। বৃহস্পতি সবল দ্বিতীয়, রাজার সহিত ব্রাহ্মণের (যে ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মস্থাপকরূপে অঙ্গীকার করেন, সেই ব্রাহ্মণের) ইহাতে অধিকার। তৃতীয়ের নাম ইষু; ইহা শ্যেনের ন্যায় করিতে হয়, কিন্তু সদ্য অনুষ্ঠেয় নহে এইমাত্র প্রভেদ; মৃত্যুকামনা করিয়াই ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় সর্ব্বস্বার নামক চতুর্থ একাহ যজ্ঞ; জীবনাভিলাষী বা মৃত্যুকামনাকারী উভয়েরই ইহাতে অধিকার; সিদ্ধান্ন ইহার দক্ষিণা; এই যজ্ঞের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি। ঋত্বিক্ অপোহনীয় নামক ত্রিবিধ যজ্ঞের বিধান; তন্মধ্যে প্রথমের নাম সর্ব্বস্তোম; দ্বাদশাহিক ছন্দোমত্রয়মধ্যে উক্থ্যসংস্থ উত্তম দিবসদ্বয় পৃথক্ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋত্বিক্ অপোহনীয় নামক ত্রিবিধ যজ্ঞের বিধান, তন্মধ্যে প্রথমের নাম সর্ব্বস্তোম, দ্বাদশাহিক ছন্দোমত্রয় মধ্যে উক্থ্যসংস্থ উত্তম দিনদ্বয় পৃথক্ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋত্বিক্ অপোহনীয় সম্পাদন করিতে হয়। বাচস্তোম চতুর্ব্বিধ। ছান্দোগ্যে ইহাদিগের বিশেষ বিধি লিখিত আছে। পরিশেষে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিনব ও ত্রয়স্ত্রিংশ নামক ছয়টি একাহ পৃষ্ঠ্যস্তোম-বিশেষের বিধান কথিত আছে।

৭ম কণ্ডিকায় তাহাদিগের বিধান প্রকার, মন্ত্র ও দেবতা প্রভৃতির কথন। অগ্ন্যাধেয়, পুনরাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস, দাক্ষায়ণ ও অগ্রয়ণ নামক প্রতিকর্ম্মে সোমযুক্ত ছয়টি যজ্ঞ ও তাহার বিধানাদি কথিত আছে। ৮ম কণ্ডিকায় সপ্তদশ স্তোমক পাঁচটি যজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে গ্রামাভিলাষী ব্যক্তির উপহব্য নামক অনিশ্চিত যজ্ঞবিধান এবং মিথ্যাভিশ ব্যক্তিরও ঐ যজ্ঞে অধিকারবিধি। তাহার দক্ষিণা

বিধানাদি। দুর্গাভিলাষী ব্যক্তির ঋতপেয় এবং তাহার বিধান প্রকার, দেবতা ও মন্ত্রাদির বিষয় কথিত আছে। ৯ম কণ্ডিকায় পশুকাম ও বৈশ্যকাম ব্যক্তির বৈশ্যস্তোম; তাহার বিধানাদি। উক্থ্যসংস্থ তীব্রসুৎ নামক যজ্ঞ। তীব্রসুতে সোমের অতিদেশ থাকিলেও বিশেষ বিধান। তাহাতে সোমাভিপূত স্বরাজ্য ভ্রষ্টরাজার; এবং দীর্ঘ ব্যাধিশান্তি, গ্রাম, প্রজা ও পশুকামনাকারিদিগের অধিকার এবং তাহার বিধানাদি কথিত আছে। ১০ম কণ্ডিকায় রাজ্যপ্রার্থী ক্ষত্রিয়ের রাট্ নামক যজ্ঞ। তাহার বিধানাদি। এই যজ্ঞের অগ্নিষ্টোমসংস্থতা। ঋষভের ন্যায় এই ঐন্দ্রপরিযজ্ঞের কর্ত্তব্যতা। অন্নাদি প্রার্থী ব্যক্তির বিরাট্ নামক যজ্ঞ; ইহারও ঐন্দ্রপরিযজ্ঞের ন্যায় আদ্যন্তে আগ্নেয় পশুসংযুক্ত করিয়া কর্ত্তব্যতা। পুত্রার্থীর উপশদ নামক একাহ তাহার বিধানাদি। উক্থ্যসংস্থ পুনস্তোম নামক একাহ। তাহাতে প্রতিগ্রহ দোষশান্তি প্রার্থীর অধিকার। তাহার দক্ষিণাদি। পশুকাম ব্যক্তির চতুষ্টোম নামক ও উদ্ভিদ্বলভিদ্ নামক একাহদ্বয়। দর্শপৌর্ণমাসের ন্যায় মিলিত এই উভয়ের ফল সাধকতা। ইষুযজ্ঞ তাহার বিধানাদি। উদ্ভিদ্ যজ্ঞের পর সেই দিন হইতে অর্দ্ধমাস, একমাস, অথবা সম্বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ ইষু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি। তাহার বিধানাদি। পূজাভিলাষী ব্যক্তির অপচিতি নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। তাহাতে রাজা বা ত্রিজাতির অধিকার। তাহার বিধানাদি। উভয় যজ্ঞের মধ্যে প্রথম যজ্ঞের নাম পক্ষীতি ও দ্বিতীয় যজ্ঞের নাম জ্যোতিঃ। এই উভয় যজ্ঞও সত্রাহ্নিতের ন্যায় দীক্ষাযুক্ত; ইহাদিগের দক্ষিণাবিধি। ঋষভ ও গোষব নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোমসংস্থ ঋষভে রাজার অধিকার, এবং তাহার দক্ষিণাভেদ বিধি। উক্থ্যসংস্থ গোষবে অযুত গোদক্ষিণা, এবং বৈশ্য বা অন্য জাতির তাহাতে অধিকার। তাহার বিধানাদি। মরুৎস্তোম নামক যজ্ঞবিধি। তাহাতে একত্রিত ভ্রাতৃসমূহ ও বন্ধু সমূহের অধিকার। বৈশ্যস্তোমনির্দ্দিষ্ট দক্ষিণাই ইহার দক্ষিণারূপে নির্দ্দেশ। ঐন্দ্রাগ্নকুলায় নামক যজ্ঞবিধি। পুত্রার্থী ও পশুপ্রার্থী ব্যক্তির তাহাতে অধিকার। গোকুল দক্ষিণা। ইহাতে দুই ভ্রাতা বা দুই সখার অধিকার, সমূহের নহে। রাজকর্ত্তব্য, উক্থ্যসংস্থ ইন্দ্রস্তোমের বিধান। পুরোহিত প্রার্থীর ইন্দ্রাগ্নোস্তোম নামক যজ্ঞবিধি। সাযুজ্য অভিলাষী রাজা ও পুরোহিতের ইহাতে অধিকার। উভয়ের একত্র বা পৃথক্‌ভাবে অধিকার, এইরূপ অধিকারের ভেদবিধি। পশুকাম ব্যক্তির অগ্নিষ্টোমসংস্থবিধান নামক যজ্ঞদ্বয়ের বিধান। তাহাতে অভিচারকাম বা পশুকামের অধিকার। পশুকাম ব্যক্তির বৎস ও দুগ্ধযুক্ত বৃহৎগাভী, এবং অভিচারকামের ত্রিশটি গো দক্ষিণাবিধি। অভিচারকামের সংদশ ও বজ্র নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। দ্বন্দ্বসোমভাবে এই উভয় যজ্ঞের কর্ত্তব্যতা। এই উভয়ের মধ্যে যজ্ঞের ষোড়শিসংস্থ রূপভেদ কথন। সংদশ দ্বারা রাজার অভিচার করিবে, দেশের নহে এবং বজ্রদ্বারা দেশের অভিচার করিবে, রাজার নহে; এইরূপ বিধান। মতান্তরে উভয়েরই বিপরীত ভাবে বিধান। অভিচার দ্বারা রাজাদির উপশম বা মারণ সম্পাদন করিয়া জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞদ্বারা আত্মশুদ্ধির বিধান। এইরূপে সামবেদবিহিত একাহ নির্দ্দিষ্ট আছে।

২৩শ অধ্যায়ে ৫টি কণ্ডিকা। তাহার ১ম কণ্ডিকায় অহীন নামক যজ্ঞসমূহের দ্বাদশ উপসদ্ এবং একমাসে তাহার সমাপনবিধি। সুত্যোপসদের বিশেষ উপদেশ। দীক্ষাভেদ বিধি; যথা সৌত্যদিন ও উপসদ্‌সমূহের দিন গণনা করিয়া দীক্ষানিয়ম দুইরাত্রি হইতে দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত সম্পাদনযোগ্য যাগ অহীন নামে অভিহিত হয়। অন্যের মতে পাঠ হেতু সত্রিরাত্রেরও অহীনসংজ্ঞতা। যাহাদিগে দশরাত্রাদির প্রবৃত্তিকে গৌণ্য কহে। দ্বাদশদিন কর্ত্তব্য দশরাত্রের দ্ব্যহাদিতে কর্ত্তব্যতা। দ্বিরাত্রি প্রভৃতিতে সহস্র দক্ষিণা; চারিরাত্রি প্রভৃতিতে অধিক দক্ষিণাদানে প্রত্যহ সমভাগে দানবিধি। পরিশেষে অবশিষ্ট সমুদায়ের দান। ত্রয়োদশ অতিরাত্রের বিধান; যথা—ষোড়শিগ্রহরহিত চারিটি প্রথম অতিরাত্র। তন্মধ্যে প্রজাতিকামের নব সপ্তদশ নামক প্রথম অতিরাত্র; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবিশিষ্টা স্ত্রীর জ্যেষ্ঠপুত্রের কর্ত্তব্য বিষুবৎ নামক দ্বিতীয় অতিরাত্র; যাহার ভ্রাতৃব্য আছে তাহার গো নামক তৃতীয় অতিরাত্র; স্বর্গকাম বা আরোগ্যকাম ব্যক্তির আয়ুঃ নামক চতুর্থ অতিরাত্র। ধনাভিলাষীর জ্যোতিষ্টোম নামক পঞ্চম অতিরাত্র। পশুকামের বিশ্বজিৎ নামক ষষ্ঠ অতিরাত্র। ব্রহ্মতেজঃ প্রার্থীর ত্রিবৃৎ নামক সপ্তম অতিরাত্র। বীর্য্যকাম ব্যক্তির পঞ্চদশ নামক অষ্টম অতিরাত্র। অন্নাদি অভিলাষী ব্যক্তির সপ্তদশ নামক নবম অতিরাত্র। প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তির একবিংশ নামক দশম অতিরাত্র। প্রাপ্ত পশুর ধ্বংশ হইলে পুনর্ব্বার তাহার প্রাপ্তি জন্য আপ্তোর্য্যাম নামক একাদশ অতিরাত্র। ভ্রাতৃব্যবানের অভিজিৎ নামক দ্বাদশ অতিরাত্র। ঐশ্বর্য্যপ্রার্থীর সর্ব্বস্তোম নামক ত্রয়োদশ অতিরাত্র। এইরূপে ত্রয়োদশ প্রকার অতিরাত্রের বিষয় কথিত আছে।

২য় কণ্ডিকায় দুই স্তুতীয় তিনটি অহীনবিধি। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অহীনের ষোড়শিগ্রহরহিত দুইটি অতিরাত্র। তিনটি অহীনের আঙ্গিরস, চৈত্ররথ ও কাপিবন, এই তিনটি নাম কথন। দ্বিতীয় দ্বিরাত্রির উক্‌থ্য পূর্ব্বরূপ অন্যের মতভেদ। পাষ্ঠিক অগ্নিষ্টোম স্থানে উক্‌থ্যনির্দ্দেশ। সংস্থভেদমাত্রই তাহার ধর্ম্ম। পুণ্যযোগ্য হইয়াও যে পুণ্যহীনের ন্যায় হয়, তাহারই আঙ্গিরসে অধিকার। পুত্রার্থী ব্যক্তির চৈত্ররথে অধিকার। স্বর্গকাম বা পশুকাম ব্যক্তির কাপিবনে অধিকার। ত্রিস্তুতীয় গর্গ, বৈদ, ছন্দোম, অন্তর্বসু ও পরাক নামক পাঁচটি অহীনযজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে বৈদ ত্রিরাত্রিসাধ্য এবং ত্রিবৃৎস্তোমযুক্ত অপর সমুদায় অতিরাত্রসাধ্য। এই পঞ্চবিধ-যজ্ঞে সংস্থভেদ কথন। এই সমুদায়ে রাজ্যকামের অধিকার; তবে অন্তর্বসুতে পশুকামের এবং পরাকে স্বর্গকামের অধিকার আছে; এইমাত্র ভেদকথন। অত্রিচতুর্বীর, জামদগ্ন্য, বশিষ্ঠসংসর্প ও বিশ্বামিত্র নামক চারিটি চারিদিন-সাধ্য যজ্ঞবিধান। তন্মধ্যে জামদগ্ন্যযজ্ঞে পুষ্টিকাম ব্যক্তির অধিকার; তাহাতে বিংশতি দীক্ষা এবং এই চারিটি যজ্ঞেই পুরোডাশবিশিষ্ট উপসদের বিধান কথিত আছে। ৩য় কণ্ডিকায় তাহার বিধান প্রকারাদি। ৪র্থ কণ্ডিকায় পঞ্চদিনসাধ্য তিনটি অহীনা বিধান। তন্মধ্যে প্রথম অহীনের নাম দেবপঞ্চাহ, দ্বিতীয়ের নাম পঞ্চশারদীয়; এই উভয় অহীনের বিধানাদি কথন। তৃতীয় পঞ্চাহের ব্রতবৎ নাম কথন। এই ত্রিবিধ পঞ্চাহ যজ্ঞে জ্যোতির্গৌ, মহাব্রত ও গৌরায়ু নামক তিনটি একাহ যজ্ঞের বিধি। সর্ব্বজিতের ন্যায় ইহাতে দীক্ষানিয়ম এবং তাহার বিধানাদি নির্দ্দিষ্ট আছে। ৫ম কণ্ডিকায় ছয়দিন-সাধ্য তিনটি অহীনের বিধি। তিনটি অহীনের ঋতু ষড়হ, পৃষ্ঠ্যাবলম্ব ও ত্রিকদ্রুক, এই তিনটি নাম কথন। এই ত্রিবিধ যজ্ঞে স্তোমবিধানাদি। সপ্তাহসাধ্য সাতটি অহীনের বিধান। তন্মধ্যে চারিটির উত্তম মহাব্রত। এই চারিটির মধ্যে তৃতীয়টিতে পশুকামের অধিকার। পঞ্চম অহীনের নাম ইন্দ্রসপ্তাহ; এই পঞ্চম সপ্তাহে দ্বিতীয় একাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টি একাহ এবং স্তুত্যাহ সমুদায়ের বিধান। ঐ সপ্তাহ সমুদায়ের প্রত্যেক সপ্তাহেই জ্যোতিঃ, গৌঃ, আয়ুঃ, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও সর্ব্বজিৎ এই ছয়টি মহাব্রতের কর্ত্তব্যতা। এইরূপ সমুদায় দিনসাধ্য যজ্ঞেই মহাব্রতের বিধান। উত্তম সর্ব্বস্তোমের বিধান; তাহার শেষ দিনে জ্যোতিঃ, গৌঃ, আয়ুঃ, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও সর্ব্বজিৎ মহাব্রতবিশিষ্ট সর্ব্বস্তোম অতিরাত্র। জনক সপ্তরাত্র নামক ষষ্ঠ সপ্তাহ। তাহার বিধানাদি। উত্তম সপ্তম সপ্তাহে বৃহদ্রথন্তর সামযুক্ত পৃষ্টির বিধান। এই সমুদায়ের পৃষ্ঠ্যস্তোম সংজ্ঞা। এইরূপে সপ্তসপ্তাহ অহীনের বিধান কথিত আছে। তৎপরে তাহার বিধানাদি। অষ্টস্তুত্য অহীনে পাষ্ঠিক ষড়হের পর হইতে মহাব্রত কর্ত্তব্য। নবরাত্রে ত্রিকদ্রুকা, জ্যোতিঃ, গৌঃ ও আয়ুঃ নামক মহাব্রতের বিধান। তাহার প্রকারান্তর। তাহার বিধানাদি। চারিটি দশরাত্রের বিধি। প্রতিষ্ঠা-কামনাকারী ব্যক্তির ত্রিককুপ্ নামক প্রথম দশরাত্র; অভিচারকারীর কৌসুরুবিন্দ নামক দ্বিতীয় দশরাত্র; পূর্দশ-রাত্র নামক তৃতীয় দশরাত্র; পশুকাম ব্যক্তির ছন্দোম নামক চতুর্থ দশরাত্র। তাহার বিধানাদি। পৌণ্ডরীক নামক একাদশ রাত্র এবং তাহার বিধানাদি কথিত আছে।

২৪শ অধ্যায়ে ৭টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় দ্বাদশরাত্র হইতে এক একদিন বৃদ্ধি করিয়া, চত্বারিংশৎ রাত্রি পর্য্যন্ত যজ্ঞবিধি, তাহাতে যে ক্রমানুসারে যে সকল দিন উপদিষ্ট আছে, সেই সকল দিন সেইরূপই বুঝিতে হইবে। আবাপিক সমূহের অন্তক্রম এবং ঔপদেশিক সমূহের উপদেশক্রমই গ্রহণ করিতে হয়। উপদিষ্টদিন ব্যতিরিক্ত অন্যদিন সমূহের আবাপক্রম কথন; যথা—যজ্ঞ অপূর্ণ হইলে দশরাত্র আবাপ হয়; ইহা যজ্ঞের পরেই হয়, পূর্ব্বে হয় না। পাষ্ঠিক অহ ছয়, এবং ছন্দোম অহ চারিটি এই দশরাত্র, অথবা পৃষ্ঠ্য ষড়হ তিনটি ছন্দোম ও অবিবাক্য এই সমুদায়ের নাম দশরাত্র। এই দশরাত্র সমুদায় দিনের অন্তে জানিতে হইবে। দশরাত্রের পর একাহ বিষয়ে প্রকৃতিবিহিত সমুদায়ে মহাব্রত হয়। যজ্ঞ সংখ্যাপূরণ জন্য দশরাত্রের পর একাহ ব্যতীত মহাব্রত হয়। মহাব্রত ব্যতীত অন্য কার্য্যসমূহ আবাপের পর ও দশ-রাত্রের পূর্ব্বে করিতে হয়। যেখানে ষড়হ ব্যতীত যজ্ঞ-সংখ্যা পূর্ণ হয় না, তথায় ষড়হপূরণের জন্য অভিপ্লবের ব্যবহার হয়। অভিপ্লবের পূর্ব্বে পঞ্চাহ সমুদায় ও পঞ্চাহ ব্যতীত সংখ্যাপূরণ না হইলে অনুষ্ঠিত হয়। ত্র্যহ ব্যতীত সংখ্যাপূরণ না হইলে, ত্র্যহ বিষয়ে জ্যোতিঃ, গৌঃ ও আয়ুঃর বিধান, এই তিনটিকে ত্রিকদ্রুকা কহে। চতুরহব্যতীত যজ্ঞ সংখ্যাপূরণ না হইলে, চতুরহ বিষয়ে জ্যোতিঃ প্রভৃতি তিনটি ও মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পূরণ কর্ত্তব্য। দ্ব্যহ ব্যতীত সংখ্যাপূরণ না হইলে, দ্ব্যহ বিষয়ে গৌঃ ও আয়ুঃ পূরণ হইয়া থাকে। যজ্ঞের আদ্যন্তে অতিরাত্র কর্ত্তব্য। প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়ের মধ্যে আবাপস্থান করিতে হয়। যে আবাপ করিবার বিধি আছে, তাহার অতিরাত্রদ্বয় মধ্যে করণের

বিধান। আবাপসমূহের সমবায় দ্বারা যেখানে যজ্ঞ পূর্ণ হয়, তথায় যে যে অনুষ্ঠান অল্প, তাহাই প্রথমে করিবার বিধি। দুইটি ত্রয়োদশরাত্র যজ্ঞের বিধি। ইহাতে পৃষ্ঠ্য সম্পাদিত হইলে সর্ব্বস্তোম নামক অতিরাত্রের বিধান; অর্থাৎ সমুদায় যজ্ঞেই দ্বাদশাহ ধর্ম্মের বিধান আছে, সুতরাং ইহাতেও দ্বাদশরাত্রসমূহ সম্পাদন এবং সর্ব্বস্তোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করিবে; তাহা হইলেই ত্রয়োদশ রাত্রের পূরণ হইল। ইহার ক্রম যথা—প্রথমদিনে প্রায়ণীয় অতিরাত্র, দ্বিতীয়দিন হইতে ছয়দিন পর্য্যন্ত পৃষ্ঠ্যষড়হ, অষ্টমদিনে সর্ব্বস্তোমঅতিরাত্র, নবমদিন হইতে চারিদিন চারিটি ছন্দোমা এবং ত্রয়োদশদিনে উদয়নীয় অতিরাত্র। দ্বিতীয় ত্রয়োদশ রাত্রে দশরাত্রের পরে মহাব্রত করিতে হয়, এইরূপ ভেদ কথিত আছে। সম্ভার্য্য তৃতীয় ত্রয়োদশরাত্রের গবাময়নের ন্যায় সন্তরণপ্রকার। চতুর্দ্দশরাত্র তিনটি যজ্ঞের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি। তন্মধ্যে শেষ চতুর্দ্দশ রাত্রে বিবাহোদকতল্পসংশয়িতগণের অধিকার। পঞ্চদশ রাত্র চারিটি যজ্ঞের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি এবং সপ্তদশরাত্রে, অষ্টাদশরাত্রে, একোনবিংশরাত্রে ও বিংশতিরাত্রে এইরূপ আবাপন পূরণ কথিত আছে। ২য় কণ্ডিকায় ষোড়শরাত্র প্রভৃতি চারিটিতে আবাপ প্রকার। তন্মধ্যে ষোড়শরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর ত্রিকদ্রুক ও দশরাত্রের ব্রত; সপ্তদশরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর পঞ্চাহ; অষ্টাদশরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর ষড়হ; একোনবিংশরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর ষড়হ এবং দশরাত্রের পর ব্রত; এইরূপ আবাপ উক্তির দ্বারা বিধান প্রকার। এক বিংশতিরাত্রে দুইটি অতিরাত্র, তাহাতে আবাপ প্রকার ও তাহার বিধানাদি। অন্নাদিকাম ব্যক্তির দ্বাবিংশতিরাত্রের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি। প্রতিষ্ঠাকামের ত্রয়োবিংশতিরাত্রবিধান। প্রজাকাম ও পশুকাম ব্যক্তির চতুর্বিংশতিরাত্রের বিধান; ইহা দ্বিবিধ, তন্মধ্যে প্রথমের বিধানাদি এবং দ্বিতীয়ের সংসদ নাম ও তাহার বিধানাদি কথিত আছে। অন্নাদি কামের পঞ্চবিংশতি রাত্রের বিধি। প্রতিষ্ঠাকামের ষড়বিংশতিরাত্রের বিধান। ধনকামের সপ্তবিংশতিরাত্রের বিধি। প্রজাকাম ও পশুকামের অষ্টাবিংশতিরাত্র এবং দ্বাত্রিংশৎরাত্রের বিধি। এই সমুদায়ের ক্রমশঃ বিধান। একোনত্রিংশৎরাত্র, ত্রিংশৎরাত্র, একত্রিংশৎরাত্র ও দ্বাত্রিংশৎরাত্রের বিধানাদি, ত্রয়স্ত্রিংশৎরাত্রের [illegible] ও তদ্বিধানপ্রকার, চতুস্ত্রিংশৎরাত্রাবধি চত্বারিংশৎ [illegible]যজ্ঞের আবাপক্রমানুসারে পূরণ বিধি। তাহার অন্নাদিকামের চতুস্ত্রিংশৎরাত্র, প্রতিষ্ঠাকামের ষট্‌ত্রিংশৎরাত্র, ঐশ্বর্য্যকামের সপ্তত্রিংশৎরাত্র, প্রজা[illegible]কাম ও পশুকামের অষ্টাত্রিংশৎরাত্র এবং চত্বারিংশৎরাত্র যজ্ঞে[illegible] বিধান। একোনপঞ্চাশৎ রাত্রসাধ্য সপ্ত যজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে প্রথমের নাম বিধৃতি, তাহার বিধানাদি। দ্বিতীয়ের নাম যমাতিরাত্র, তাহার বিধানাদি। তৃতীয়ের নাম অঞ্জনাভ্যঞ্জনীয়, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে আপনার খ্যাতি-আকাঙ্ক্ষীগণের ইহাতে অধিকার এবং ইহার বিধানাদি। চতুর্থের নাম সম্বৎসরসমিত, তাহার বিধানাদি। ৩য় কণ্ডিকায় ইহার সাদৃশ্য জন্য প্রসঙ্গাধীন পুত্রার্থিগণের কর্ত্তব্য একষষ্টিরাত্রের বিধান। সবিতার উদ্দেশে পঞ্চম ককুভবিধি। তাহার বিধানাদি। তাহাতে পুত্রার্থীর অধিকার। ষষ্ঠ ও সপ্তমের সামান্য বিধান। শতরাত্রের বিধানাদি এবং ঐ বিধানে বিকল্পবিবরণ কথিত আছে। ৪র্থ কণ্ডিকায় সবন সমস্ত প্রভৃতি হোমের বিধানাদি। সম্বৎসর প্রভৃতি যজ্ঞে গবাময়নধর্ম্মের অতিদেশ। আদিত্যগণের অয়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি। আদিত্যগণের অয়নের ন্যায় অঙ্গিরসদিগের অয়নবিধি। তাহার বিশেষ নিয়ম। দৃতিবাতবানের অয়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি। কুণ্ডপায়িগণের অয়ন নামক যজ্ঞের কালবিধানাদি। ঐ যজ্ঞে সুত্যা স্থানসমূহে সোম ও উপনহন প্রভৃতির বিশেষ বিধি। সর্পসত্র নামক যজ্ঞের ভেদবিধানাদি এবং তাহাতে গবাময়ন ধর্ম্মের অতিদেশ কথিত আছে। ৫ম কণ্ডিকায় তাপশ্চিত নামক যজ্ঞের বিধানাদি; মহাতাপশ্চিত যজ্ঞের বিধানাদি; ক্ষুল্লক তাপশ্চিত নামক যজ্ঞ ও সহস্রসাব্যাপ্তি যজ্ঞের বিধানাদি; ত্রিসম্বৎসর যজ্ঞের বিধানাদি; মহাসত্র নামক যজ্ঞের বিধানাদি; দ্বাদশ বৎসরসাধ্য প্রজাপতিসত্র নামক যজ্ঞের বিধানাদি; ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরসাধ্য শক্ত্যানাময়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি; শত বৎসরসাধ্য সাধ্যানাময়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি; সহস্র বৎসরসাধ্য বিশ্বসৃজাময়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি (গৌণ বৃত্তি অনুসারে এই যজ্ঞ সহস্র দিনসাধ্য বুঝিতে হইবে); সারস্বত যজ্ঞসমূহের বিধানাদি; বাৎসত্র নামক যজ্ঞবিধি; শতসংখ্যক প্রথমগর্ভিণী বৎসতরী ও একটি বৃষ সহস্র সংখ্যাপূরণ জন্য এই যজ্ঞে বনে ত্যাগ করার বিধি; সারস্বতযজ্ঞের দীক্ষাকাল ও দেশাদি বিধান। (যথা—চৈত্র শুক্লসপ্তমী তিথিতে সরস্বতী বিনশন নামক স্থানে দীক্ষা কর্ত্তব্য। সরস্বতী বিনশন স্থান যথা—সরস্বতী নাম্নী যে নদী প্রবাহিতা আছে, তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমভাগ মনুষ্যগণের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু মধ্যভাগ ভূমি মধ্যে নিমগ্ন থাকায় কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না; এই স্থানকে সরস্বতীবিনশন

কহে। ইহাতে দীক্ষাবিধানাদির প্রকার।) ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় তাহার অঙ্গবিধানাদি। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গমস্থলে তাহার বিধানাদি। প্লক্ষপ্রস্রবণ নামক সরস্বতীর উৎপত্তি স্থানে অগ্নয়েকামায় নামক যজ্ঞের বিধি। এই যজ্ঞে কারপচ নামক দেশবিশেষে যজমানের অবভৃথস্নানবিধি। যজ্ঞশেষে উদবসনীয়ের কর্ত্তব্যতা। পৃষ্ঠশমনীয়শূন্য তিনটি সারস্বতযজ্ঞের বিধান। পূর্ব্বোক্ত সহস্র যজ্ঞ পূরণ না হইতে গৃহপতির মৃত্যু বা সমুদায় গো বিনষ্ট হইলে এই যজ্ঞ সমাপনের বিধি। সহস্রপূরণ হইলেও এই যজ্ঞ সমাপন করিতে হয়। গৃহপতির মৃত্যু হইলে, আয়ুঃনামক অতিরাত্রযজ্ঞ করিয়া এবং দ্রব্যসমূহ নষ্ট হইলে বিশ্বজিৎ-নামক যজ্ঞ করিয়া সমাপন করিবার বিভিন্ন বিধি। উভয় ঘটনাতেই জ্যোতিষ্টোম দ্বারা সমাপনরূপ অন্য মত কথন। এইরূপে প্রথম সারস্বত কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সারস্বত দৃতিবাতবানের অয়নের ন্যায় কর্ত্তব্য। তাহার বিধানাদি। তাহাতে তিথির ক্ষয়বৃদ্ধিরও বিশেষ বিধান। শুক্ল কৃষ্ণপক্ষের বিশেষ বিধানাদি। তৃতীয় সারস্বতে বিশ্বজিৎ ও অভিজিতের বিধানাদি। তাহাতে ঋত্বিক্ অথবা আচার্য্যের দার্ষদ্বত নামক যজ্ঞ কর্ত্তব্যতা। এই যজ্ঞে এক বৎসরের জন্য বনমধ্যে গোসকল পরিত্যাগ করিবে; দ্বিতীয় বৎসরে তাহাদিগকে নির্জ্জল স্থানে রক্ষা করিবার বিধি। ঐ বৎসরেই সরস্বতীতীরে নৈতন্ধবা নামক যে সকল প্রাচীন গ্রাম আছে, তাহাতেই অগ্ন্যাধানের আরম্ভবিধি এবং কুরুক্ষেত্রে পরীণৎ নামক স্থলে অন্বারম্ভ বিধি। তৎপরে তৃতীয় বৎসরে পরীণৎ নামকস্থলেই দর্শপৌর্ণমাসাস্ত কার্য্যের কর্ত্তব্যতা। দৃষদ্বতীতীর দিয়া আগমন করিয়া যমুনায় অবভৃত স্নান এবং ঐ স্থানে মন্ত্রপাঠের বিশেষ বিধান কথিত আছে। ৭ম কণ্ডিকায় চৈত্র বা বৈশাখমাসের শুক্লপঞ্চমীতে তুরায়ণ নামক সারস্বতযজ্ঞের কর্ত্তব্যতা। তাহার দীক্ষা বিধানাদি। এই যজ্ঞ এক বৎসরসাধ্য। তাহাতে বর্ষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যের উপদেশ। দার্ষদ্বতের ন্যায় অনিয়ত অবভৃথ স্নানবিধি। ভরতদ্বাদশাহ প্রভৃতি দ্বাদশাহ ভেদ কথন। তাহার বিধানাদি এবং উৎসর্পিসমূহে গবাময়নের বিকল্প বিধান বিহিত আছে।

২৫ অধ্যায়ে ১৪টি কণ্ডিকা। তাহাতে অঙ্গবৈগুণ্য দোষের উপশম জন্য প্রায়শ্চিত্তবিধান। (প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অর্থ যথা—প্রপূর্ব্বক অয় ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া প্রায় পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ বিধি অতিক্রম জন্য দোষ; চিত ধাতুর উত্তর ভাবে ক্ত প্রত্যয় করিয়া চিত্তপদ নিষ্পন্ন হয়, ধাতুসমূহের বহুবিধ অর্থ বিহিত থাকায় তাহার অর্থ সন্ধান, প্রায়ের অর্থাৎ বিধি-অতিক্রম জন্য দোষের চিত্ত অর্থাৎ সন্ধান, এই বাক্যে পাণিনী ব্যাকরণোক্ত "প্রায়স্য চিত্তি চিত্তয়োঃ" এবং "পারস্কর প্রভৃতি" সূত্রদ্বারা মধ্যে 'সুট্' আদেশ পূর্ব্বক এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সর্ব্বকার্য্যের অন্তে অথবা নিমিত্তকালে প্রায়শ্চিত্তের কর্ত্তব্যতা।) প্রায়শ্চিত্তবিশেষের আদেশ না থাকিলে, সর্ব্বত্র মহাব্যাহৃতি হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধি; বিশেষ আদেশ থাকিলে আদেশানুসারেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (যথা—"প্রণীতাঃ স্কন্না অভিমৃশেৎ" এই যজুঃশ্রুতিদ্বারা প্রণীতাভিমর্ষণরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে বলিয়া ইহাই কর্ত্তব্য।) ঋগ্বেদোক্ত হৌত্রিক কর্ম্ম উপঘাত হইলে, গার্হপত্য অগ্নিতে 'ভূঃ' স্বাহা বলিয়া অগ্নিদৈবত হোম করিবে; ইহাতে কর্ত্তার বিশেষ আদেশ না থাকিলে ব্রহ্মেরই করা উচিত। ব্রহ্মবরণের পূর্ব্বে নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মবরণের পূর্ব্বেই ব্যাহৃতিহোমের জন্য অপর ব্রহ্মবরণ করিয়া তাঁহার দ্বারা করাইবে। যে অগ্নিহোত্রাদিতে ব্রহ্মবরণের বিধি নাই, তাহা স্বয়ং কর্ত্তব্য। কালাহুতি দ্বারা সোমে ইহার সমুচ্চয় করিতে হয়। যজুর্ব্বেদোক্ত কর্ম্মের উপঘাত হইলে, দক্ষিণাগ্নিতে 'ভুবঃ স্বাহা' বলিয়া হোম করিতে হয়, তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মেরই কর্ত্তব্য। সোমে আগ্নীধ্রীয় অগ্নিতে 'ভুবঃ স্বাহা' বলিয়া হোম করিতে হয়; এইমাত্র পূর্ব্বের সহিত ইহার বিভিন্নতা। ইহার দেবতা বায়ু। সামবেদবিহিত কর্ম্মের উপঘাত হইলে, আহবনীয় অগ্নিতে 'স্বঃ স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে; ইহার দেবতা সূর্য্য। সর্ব্ববেদোক্ত কর্ম্মের উপঘাত হইলে তিনবার পৃথক্ পৃথক্ 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা' এই বাক্য দ্বারা এবং একবার সমুদায় মিলিত বাক্য দ্বারা এই চারি বার হোম করিতে হয়। "অয়াশ্চাগ্নে" ইত্যাদি পঞ্চ ঋক্ দ্বারা প্রত্যেক ঋকে আহবনীয় অগ্নিতে পঞ্চ আহুতিরূপ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত নামক হোম করিবে। স্মৃতিবিহিত অজ্ঞাত কর্ম্মে পৃথক্ ও মিলিত ভাবে চারিটি মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। (যেমন যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তি শিখাবদ্ধ করিয়া পবিত্র দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কর্ম্ম করিবে, এই নিয়মস্থলে যজ্ঞোপবীত ধারণাদি স্মৃতি বিহিত কর্ম্ম; ইহার কোনরূপ উপঘাত হইলে ব্যস্ত ও মিলিত চারিটি মহাব্যাহৃতি হোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।) তাহার পর যজুর্ব্বেদোক্ত সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত নামক পূর্ব্বোক্ত পঞ্চঋক্ বেদীয় আহুতিরূপ প্রায়শ্চিত্ত সমুদায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে করিবার বিধি। (কিন্তু ইহাতে সম্প্রদায় ভেদ আছে, যথা—গার্হপত্যে ভূঃ, দক্ষিণাগ্নিতে ভুবঃ, আহবনীয় অগ্নিতে স্বঃ,

এবং সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত নামক পঞ্চ আহুতিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হোমে ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎপরে কর্ম্মবিশেষানুসারে প্রায়শ্চিত্ত বিধান কথিত আছে। এই অধ্যায়ের ৭ম কণ্ডিকার ৮ম সূত্র পর্য্যন্ত এই সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে; তাহার পর ৯ম সূত্র হইতে কর্ম্মসমাপ্তির পূর্ব্বে যজমানের মৃত্যু হইলে তখনই কর্ম্মসমাপ্তি হয়, এইরূপ এক পক্ষ এবং ঋত্বিক্ প্রভৃতি অবশিষ্ট ভাগ সমাপ্ত করিবেন এইরূপ অপর পক্ষ; তাহাতে কর্ম্মসমাপ্তি পর্য্যন্ত উত্তর ক্রিয়াবিশেষের বিধান বিহিত আছে। ৮ম কণ্ডিকায় উপকৃত পশুর পলায়ন প্রভৃতিতে প্রায়শ্চিত্তের ভেদ কথন। তাহার পর অন্ত্যযাগপদ্ধতি। ৯ম কণ্ডিকায় অস্থিসঞ্চয় প্রকারাদি। ১০ম কণ্ডিকায় যজ্ঞবিশেষ করিবার জন্য উদ্যম করার পর দৈবাৎ তাহা না করা হইলে, বিশ্বজিৎ নামক অতিরাত্র যজ্ঞ করিবার বিধি। যজ্ঞাদির জন্য দীক্ষা করিলে যদি দৈবাৎ বা কোন মনুষ্য জন্য সেই দীক্ষা অর্দ্ধকৃত বা স্বামীর যজ্ঞ সমাপন করিব না, যদি এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হয়; তাহা হইলে সোমযুক্ত সাধারণ ধান্য ঘৃতাদি সর্ব্বস্ব দক্ষিণার সহিত বিশ্বজিৎ নামক অতিরাত্র যজ্ঞ করিবে। অধ্বর্য্যু প্রভৃতির দৈবাৎ স্ব স্ব কার্য্য করা না হইলে, অদক্ষিণা-ভাবেই কর্ম্ম সমাপন করিয়া, পুনর্ব্বার অন্যকে বরণপূর্ব্বক যাগ আরম্ভ করিবার বিধি। তাহাতে দিনভেদের বিশেষ নিয়ম। দীক্ষিত ব্যক্তির পত্নী যদি রজস্বলা হয়, তাহা হইলে দীক্ষারূপ শঙ্কুনিধান করিয়া রক্তস্রাব পর্য্যন্ত বালুকায় অবস্থান করিবে। সুত্যা বর্ত্তমান থাকিলে সিকতায় উপবেশন করিবে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে বেদীর নিকটে সিকতার উপর উপবেশন করিবে। চতুর্থ দিবসে গোমূত্রমিশ্রিত জল দ্বারা স্মৃতিবিহিত স্নান করিয়া, বস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক সান্নিপাতিক কার্য্য করিবে; আরাৎউপকারক কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। (দীক্ষণীয় ভূমি উল্লেখন প্রভৃতি কার্য্যকে আরাৎউপকারক কার্য্য কহে।) পত্নী প্রসূতা হইলে দশরাত্রির পর স্নান করিবে। মতান্তরে গর্ভিণীর দীক্ষা নিষেধ আছে। কিন্তু "অযজ্ঞিয়াঃ গর্ভাঃ" এই শ্রুতি অনুসারে গর্ভবতীরও দীক্ষায় অধিকার আছে, ইহাই কাত্যায়নের মত। দীক্ষিত ব্যক্তির দুঃস্বপ্নাদি দর্শন প্রভৃতিতে প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ বিধি। চমসের পান ও অপান সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত বিধান। সোমের উপর মেঘবর্ষণ হইলে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহাতে প্রায়শ্চিত্তবিধি। চমস দোষ বিষয়ে এবং দ্রোণকলসের শোষ-বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত বিধান। অগ্নিভেদনে হোমভেদ প্রায়শ্চিত্ত। ১১শ কণ্ডিকায় সোমের অপহরণ হইলে অব্যক্ত রক্তিমাযুক্ত পুষ্প ও তৃণ সোমকার্য্যে নিধান করিয়া অভিষব করিবার বিধি। বহুকালীন খদিরবৃক্ষ লতার ন্যায় অঙ্কুরিত হইলে, তাহাকে শ্যেনহৃত কহে; ঐ শ্যেনহৃত এবং শ্যামা (সোমসদৃশ পূতিকা নামক লতাবিশেষ), অরুণবর্ণ দূর্ব্বা, অব্যক্ত রক্তিমাযুক্ত দূর্ব্বা, হরিৎবর্ণ কুশ অথবা শুষ্ক কুশ, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্রব্যের অভাব হইলে পর পর দ্রব্য প্রতিনিধান করিয়া অভিষব করিবার নিয়ম। তাহাতে গোদানপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া, উক্ত দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ সমাপন কর্ত্তব্য। অবভৃথের পর পুনর্ব্বার তাহাতে যজ্ঞ-বিধি। সোম কলসভেদানুসারে সামপাঠ প্রায়শ্চিত্তবিধান। অভিষবণ কর্ম্মে প্রস্তুতি পরিমিত সোমরস প্রাপ্ত হইলে জলাদি দ্বারা তাহা বৃদ্ধি করিয়া কলস পূর্ণ করিয়া দ্রোণকলসের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হয়। সোম পরে প্রাপ্ত হইলে যে কিছু দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আনয়ন করিয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞ করিবার বিধি। তাহাতে গোদান প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিয়ম। ১২শ কণ্ডিকায় সোমের আধিক্য হইলে আদ্য প্রভৃতি সবন বিশেষানুসারে প্রায়শ্চিত্তভেদ বিধান। দীক্ষিত ব্যক্তির রোগ হইলে, দ্রোণকলসে যে শুণ্ঠিপিপ্পলী প্রভৃতি বপন করা হয়, তন্মধ্যে যে দ্রব্য লইবার ইচ্ছা হয়, তাহাই লইয়া চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিবেন; কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা বিধেয় নহে। তাহার বিধানাদি। জ্বরযুক্ত ব্যক্তিরও পূর্ব্বোক্ত দেশে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত রোগ-শান্তি বিধান; অন্যত্র নহে। প্রাতঃসবনে তাহার মন্ত্র বিশেষ দ্বারা অভিষেক প্রকার। সবনের পর দীক্ষিত ব্যক্তিকে সমুদায় ঋত্বিক্‌গণ স্পর্শ করিবেন; তাহাতে যজমানের মন্ত্রভেদ দ্বারা স্পর্শ বিধি। দীক্ষিত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ করিবার পর তাহার অস্থিসমূহ কৃষ্ণমৃগ চর্ম্মে বাঁধিয়া, মৃত ব্যক্তির পত্নী স্বীয় কর্ম্ম ও পতিকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। পত্নীর মৃত্যু হইলে তাহার নেদেষ্ঠী ভ্রাতাদিগকে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ সমাপন করিতে হইবে; এইরূপ মতান্তর আছে। কিন্তু কাহারও মতে মৃত্যু হইলেই যজ্ঞেরও সমাপন হয়। উভয় পক্ষেই তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত বিধানাদি। ১৩শ কণ্ডিকায়—উখাভরণ দিনে যজমানের মৃত্যু হইলে বিশেষ প্রায়শ্চিত্তবিধান। যজ্ঞদীক্ষা মধ্যেই মৃত্যু হইলে, উক্ত সোমাদি কার্য্য জন্য দীক্ষিত ব্যক্তির কর্ম্মফল হয়; কিন্তু মতান্তরে কথিত আছে—দীক্ষিত ব্যক্তির ভ্রাতা প্রভৃতিরই প্রকৃত যজ্ঞফল প্রাপ্তি হয়। স্বকীয় অগ্নিতে স্বকীয় দ্রব্য দ্বারা সাগ্নিক নেদেষ্ঠী পুত্রাদি কর্ত্তৃক সাগ্নিচিত্যাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে নেদেষ্ঠীরই ফলপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু প্রকৃত যজ্ঞফল

যজমান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে উপস্থিত ব্যক্তি নখছেদন দিন হইতে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত ... করিবেন। যদি নেদেষ্ঠী আহিতাগ্নি না হয়, তাহা হইলে যজ্ঞকারী ব্যক্তিরই অগ্নিতে কার্য্য করিতে হয়। তাহাতে বৈশ্বানর নির্বাপ নামক প্রায়শ্চিত্ত বিধান। ২৩শ কণ্ডিকায়—এক রাজার অধীন যজমানদ্বয় যদি পর্ব্বত বা নদী প্রভৃতির ব্যবধানশূন্য সমান দেশে যজ্ঞ করেন, তাহাতে সোমসংসব হয়। আর যদি পরস্পর বিরোধী যজমানদ্বয় ঐরূপ এক স্থানে যজ্ঞের জন্য সোমের অভিষব করেন, তাহা হইলে মিলিতভাবে কার্য্য করার জন্য তাহাকে সংসব কহে। তাহাতে সমুদায় কর্ম্মই সত্বর সম্পাদন করা উচিত। তাহার বিধানাদি। দেশকাল ভিন্ন হইলে, পর্ব্বতাদির ব্যবধান থাকিলে এবং পরস্পর বিরোধী না হইলে তাহা সংসব হয় না; এইরূপ ভেদকথন। সংসববিষয়ে আপনার ন্যায় মৃত্যুকামনাকারী হোত্রাদি কর্ত্তৃক কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিশেষের বিধান। যথা, হোতার মৃত্যুকামনাকারী হোতা, অধ্বর্য্যুর মৃত্যুপ্রার্থী অধ্বর্য্যু, এবং যজমানের মরণাকাঙ্ক্ষী যজমান সেই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। এই যজ্ঞ, রথে করিয়া এক দিনে যাইতে পারা যায় এইরূপ দেশে এবং পরস্পর দ্বেষ থাকিলে অনুষ্ঠিত হয়। পরস্পরের দ্বেষ না থাকিলে, অথবা উক্ত নিয়ম অপেক্ষা দেশের দূরত্ব হইলে অনুষ্ঠান অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত হোতা প্রভৃতি মধ্যে একজন মাত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অথবা একজনের মৃত্যু হইলে, স্ব স্ব যজ্ঞ মধ্যবর্ত্তী অধ্বর্য্যু প্রভৃতি অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন; তাহাতে অন্য বরণ অপেক্ষা করিতে হয় না। সোমাদি দগ্ধ হইলে প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিতে হইবে। পঞ্চ গোদান করিয়া এই যজ্ঞ সমাপন করিবার বিধি। দ্বাদশ রাত্রির পূর্ব্বে ঐরূপ দোষ হইলে পুনর্ব্বার যজ্ঞারম্ভ করিবে, এবং পরিশেষে পঞ্চ গোদান দক্ষিণামাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে; এইরূপ মতান্তরের বিধান। ব্রহ্মেরই বিহিত কর্ম্মে অধিকার থাকায়, বিশেষ আদেশ না থাকিলে সমুদায় প্রায়শ্চিত্ত হোমেই ব্রহ্মের অধিকার এবং ব্রহ্মশূন্য অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে যজমানেরই অধিকারবিধি কথিত আছে।

২৬শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্ডিকা। এই সমস্ত কণ্ডিকায় প্রবর্গ্যের উপযোগী মহাবীর সম্ভরণ কর্ম্ম প্রতিপাদিত আছে। (যথা—মৃৎপিণ্ড, বল্মীকলোষ্ট্র, শূকর কর্ত্তৃক উৎপাটিত মৃত্তিকা, পুতিকা নামক লতাবিশেষ, ও গবেধুক নামক জলসন্নিহিত মহাতৃণজাত শুক্ল ফলবিশেষ; এই সমস্ত দ্রব্য সঞ্চয়পূর্ব্বক তাহা পূর্ব্বদিক্ বা উত্তরদিকে রাখিয়া, কৃষ্ণ মৃগচর্ম্ম ও কুদাল উত্তরদিকে রাখিবে।) ঐ সমস্ত গ্রহণ ও নিধানের মন্ত্রকথন। ইহাতে কুম্ভকার কর্ত্তৃক ভাণ্ডাদি নির্ম্মাণের উপযোগী এবং অতি চিক্কণ মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে হয়; ঐরূপ মৃত্তিকা কৃষ্ণ মৃগচর্ম্মের উত্তরদিকে রাখিবে। তাহার দক্ষিণদিকে বল্মীকলোষ্ট্র রাখিতে হইবে। সমচতুষ্কোণ ভূভাগের পূর্ব্বদিকে দ্বার ও সাতবার ভূসংস্কার করিয়া তাহার উপর বালুকা আচ্ছাদনপূর্ব্বক, তাহাতে পঞ্চ অরত্নি অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাত পরিমিত মৃগচর্ম্ম রাখিয়া, তাহার উপর উপকরণ সমূহ রাখিয়া দিবে। উল্লেখন, জলদ্বারা অভিষিঞ্চন ও সম্ভার-দ্বারা সংসর্গবিষয়ে মন্ত্রসমূহকথন। তাহার পর অধ্বর্য্যু গবেধুক ও ছাগদুগ্ধ পৃথক্ ভাবে রাখিয়া, বল্মীকলোষ্ট্রাদির সহিত মৃৎপিণ্ড মিশ্রিত করিবে। তৎপরে মহাবীর কর্ত্তব্য (তাহার স্বরূপ যথা—পরিমাণে এক প্রাদেশ, অর্থাৎ অর্দ্ধ হস্ত; মধ্যদেশ উলূখলের ন্যায় সঙ্কুচিত, উপরিভাগে তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের পরেই ঐ সঙ্কুচিত মেখলা করিতে হয়। মহাবীর নিষ্পন্ন হইলে, "মখস্য শিরঃ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাহার স্পর্শবিধি। কাহারও মতে ঐ মন্ত্র দ্বারা তাহার গ্রহণ। এইরূপ অপর দুইটি মহাবীরের বিধান। অভিমর্শনের পর সমুদায়গুলি ভূমিতে নিহত করিবার বিধি। স্রুক্ মুখের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, রৌহিণ কপাল ও বক্ষ্যমাণ পুরোডাশ কপালের ন্যায় গোলাকার দোহনপাত্রদ্বয় ভূমিতে স্থাপন করিয়া, অবশিষ্ট মৃত্তিকা প্রায়শ্চিত্ত জন্য নিহিত করিবে। "মখায় ত্বেতি", মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গবেধুকসমূহ চূর্ণ করিয়া, অশ্বপুরীষদ্বারা প্রদীপ্ত দক্ষিণাগ্নি দ্বারা "অশ্বস্য ত্বেতি" মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঐ মৃত্তিকায় ধূপদান করিবে। উখার ন্যায় প্রদাহনাদি বিধি। চতুষ্কোণ অবট করিয়া, তাহাতে শ্রপণ অর্থাৎ পাকসাধন কাষ্ঠাদি বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর তিনটি মহাবীর বক্রভাবে রাখিতে হইবে, পরে তাহার উপর পুনর্ব্বার ঐ কাষ্ঠের আচ্ছাদন দিয়া দক্ষিণাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে। দগ্ধ হইলে পুনর্ব্বার ঐগুলি ছাগদুগ্ধদ্বারা সিঞ্চিত করিতে হইবে। ২য় কণ্ডিকায় মহাবীর বিধানের পর প্রবর্গ্য আচরণের বিধান; গার্হপত্যের পূর্ব্বে প্রাগগ্রকুশসমূহ বিস্তৃত করিয়া তাহাতে পাত্রসমূহের স্থাপনবিধি। প্রোক্ষণী সংস্কৃত ও উত্থিত করিয়া ব্রহ্মের অনুজ্ঞা করণ। হোত্রাদি প্রেরণ। গৃহের পূর্ব্বদ্বার দিয়া স্থূণা ও ময়ূখ নির্গত করিয়া, গৃহের দক্ষিণদিকে যেখানে বসিয়া হোতা নিখাত স্থূণা ও ময়ূখ দেখিতে পায়, সেইরূপ স্থলে তাহা নিখাত করিবার বিধি। গার্হপত্য ও আহবনীয়ে উত্তরদিকে খর নিবাপ। দক্ষিণদিকে ভিত্তি লগ্নভাবে উচ্ছিষ্ট

ধর নিবাপের কর্ত্তব্যতা। আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে সম্রাড়াসন্দী আহরণ করিয়া দক্ষিণদিকে প্রাচী গ্রহণ। উত্তরদিকে রাজাসন্দ্যা ও কৃষ্ণাজিন আস্তরণ করিয়া, তাহাতে মহাবীর নিধান অথবা তাহা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। অধ্বর্য্যু বা অন্য কেহ স্থূণাদি নিষ্কাশন করিবে। তৎপরে বিহিত সিকতা মধ্যে মহাবীর প্রবেশন কথিত আছে। ৩য় কণ্ডিকায়—প্রস্তোতা প্রেরণ। পত্নীশিরঃ আচ্ছাদন। আজ্যসংস্কার কালে শরতৃণ জ্বালিয়া সিকতা মধ্যে স্থাপন বিধি। ঐ সকল মুঞ্জ প্রলবে সংস্কৃত, ঘৃত পূর্ণ মহাবীর নিধান। মহাবীরের উপরে প্রাদেশধারক মন্ত্রপাঠ। দক্ষিণদিকে যজমানের উত্তানপাণি নিধান। উত্তরদিকে প্রাদেশনিধান। মহাবীরের চতুর্দ্দিকে ভস্মক্ষেপ করিয়া, পরিশ্রপণ বিধি, এবং মহাবীরের আচ্ছাদনবিধি কথিত আছে। ৪র্থ কণ্ডিকায়—আচ্ছাদনকালে প্রস্তোতার প্রেষণ। মহাবীরের চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণাজিন নির্ম্মিত ব্যজন দ্বারা ব্যজন করিবার বিধি। ব্যজনকালে বাম ও দক্ষিণভাবে তিনবার প্রদক্ষিণ বিধান। তেজঃ প্রদীপ্ত হইলে তাহাতে শততোলা ঘৃতদান করিয়া মহাবীর সিঞ্চন করিবার বিধি। এই সময়ে প্রাতপ্রস্থাতার চরুপাক বিধি। পাকশেষে চরুস্থাপন নিয়ম। প্রস্তোতা প্রেষণ। যজমানের সহিত ঋত্বিক্‌গণের পরিক্রমণ। প্রস্তোতা ব্যতীত অপর পঞ্চ ঋত্বিকের উপস্থানবিধি। ছন্দোগদিগের প্রস্তোতার সহিত ছয়জনেরই পরিক্রমণবিধি। পত্নীর শিরআচ্ছাদন খুলিয়া তাঁহাদ্বারা মহাবীর মোক্ষণবিধি। পরিশেষে রৌহিণ আহুতির বিষয় কথিত আছে। ৫ম কণ্ডিকায়—ধর্ম্মধুক্ বন্ধনের জন্য রজ্জু এবং তাহার পদবন্ধন জন্য সন্দান গ্রহণপূর্ব্বক গার্হপত্যে গমন করিয়া, মন্ত্র ও উপাংশু নাম উচ্চারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার তাহার আহ্বানবিধি। প্রস্তোতা প্রেষণ। মন্ত্রপাঠানুসারে সমাগত গাভীকে সেই রজ্জুদ্বারা স্থূণায় বন্ধন ও সন্দান দ্বারা তাহার পদ বন্ধন করিয়া "ধর্ম্মায় দীষ্বেতি" মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বৎসকে স্তনপানে বিরত করিবে। বিহিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পিন্বন নামক পাত্রবিশেষে তাহার দোহন বিধি। স্তনালম্ভন বিধি। এইরূপ ময়ূখে ছাগবন্ধন করিয়া প্রতিপ্রস্থাতা তাহাকে দোহন করিবেন। প্রতিপ্রস্থাতার প্রেষণ বিধি। গাভীর নিকট হইতে অধ্বর্য্যুর উত্থান নিয়ম। পরীশাসদ্বয়ের গ্রহণ বিধি। পরীশাসদ্বয়দ্বারা মহাবীর গ্রহণ এবং তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করিবার নিয়ম। দুগ্ধরূপ ঘর্ম্মের নিম্নদেশে উপযমনী স্থাপন। উপযমনী দ্বারা গৃহীত মহাবীরে ছাগদুগ্ধ সেচন করিয়া নির্ব্বাপিত করিবার এবং গোদুগ্ধ অপনয়ন করিবার বিধি। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায়—আহবনীয়ে গমন করিয়া বাতনাম জপবিধি। উপযমনীতে পতিত দুগ্ধ বা ঘৃতের সিঞ্চন বিধি। জপের পর প্রস্তোতাপ্রেষণ বিধি। বষট্‌কারের সহিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হোমবিধি। তিনবার মহাবীর উৎকম্পন করিবার নিয়ম। বষট্‌কারযুক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পুনর্ব্বার হোমবিধি। হুতাবশিষ্ট দ্রব্যের ব্রহ্মানুমন্ত্রণ। যজমান কর্ত্তৃক ধর্ম্মের অনুক্রমণ। অতিতপ্তজন্য পাত্র মধ্যে উচ্ছলিত ধর্ম্মলেশসমূহের অনুমন্ত্রণ। অধ্বর্য্যু ঈশান দিকে গমন করিয়া সিকতা মধ্যে তৎকর্ত্তৃক মহাবীর নিধান বিধি। নিম্নস্থ ঘর্ম্মমধ্যে শকল প্রবেশ করাইয়া, ঘৃত দ্বারা আহুতিদানপূর্ব্বক প্রথম পরিধিতে বিকঙ্কতশকলসমূহ নিধান করিবার বিধি। এইরূপ তিনবার আহুতি দিয়া অবশিষ্ট শকল দক্ষিণদিকে কুশমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অহুত সপ্তম শকল মহাবীরস্থ ঘৃতাদি দ্বারা লিপ্ত করিয়া, প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রদান করিবে। তৎপরে দ্বিতীয় রৌহিণ হোমবিধি। মধ্যম পরিধিতে নিহিত পঞ্চ বিকঙ্কত শকল আহবনীয়ে আহুতি দিবে। উপযমনীস্থ ঘর্ম্মাজ্য অগ্নিহোত্র বিধানানুসারে আহুতি দিয়া সমুদায় ঋত্বিক্ প্রভৃতি ভক্ষণ করিবেন। খরে উচ্ছিষ্ট ধৌত করিয়া উপযমনী নিধান করিতে হইবে। এই সময়ে উপশ্রিত পঞ্চশকল আহবনীয়ে প্রহার করিবে। তৎপরে ধেনুকে তৃণজল দান বিধি। সমুদায় পাত্রসমূহ আসন্দ্যা করিবার বিধি। খর, স্থূণা, ময়ূখ, কৃষ্ণাজিন, অভ্রি, উপশয় ও আসন্দীর একবার আসাদন ও প্রোক্ষণবিধি কথিত আছে। ৭ম কণ্ডিকায়—উপসদের পর প্রবর্গ্য উৎসাদনের প্রকার। অবভৃথের ন্যায় অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক সামগান জন্য প্রস্তোতার প্রেষণ। অবভৃথের ন্যায় দেশগতি ও নিধন। সামগানের পর সকলের উৎসাদন দেশে অর্থাৎ মহাবীরাদি পাত্রত্যাগদেশে গমন বিধি। সেখানে যজ্ঞ অগ্নিচিতিশূন্য হইলে সকলের উত্তর বেদিতে গমন বিধি। কিন্তু যজ্ঞ অগ্নিচিতিযুক্ত হইলে পরিব্যন্দে গমন করিতে হয়। সেই উৎসাদন দেশ বা উত্তরবেদি পরিষেক করিয়া উত্তর কার্য্যের কর্তব্যতা। অধ্বর্য্যু উত্তর বেদিতে প্রথম মহাবীর এবং পূর্ব্বদিকে অপর দুই মহাবীর নিধান করিবেন। সেই স্থানে উপশয়া অর্থাৎ মহাবীরাদির নির্ম্মাণাবশেষ মৃত্তিকা স্থাপন করিতে হইবে। মহাবীরাদির চতুর্দ্দিকে পরীশাসদ্বয় নিধান করিবে। নীচে ও বাহুদেশে রৌহিণী ও হবনী নামক স্রুক্‌দ্বয় নিধান করিবে। রৌহিণ হবনীর উত্তরদিকে অভ্রি, দক্ষিণদিকে আসন্দী, এবং অভ্রির উত্তরদিকে ধবিত্র অর্থাৎ কৃষ্ণাজিন

নির্ম্মিত যাজনসমূহে নিধান করিবে। তৎপরে পরিধি, উপযমনী, রজ্জু, সন্দান, বেদ, পিন্বন, স্থূণা, ময়ূখ, রোহিণ, কপাল, ভৃষ্টি, স্রুব, মুঞ্জকুট, খর, উচ্ছিষ্টখর প্রভৃতির নিধান বিধি। দুগ্ধদ্বারা মহাবীরাদি সপ্তপাত্রের গর্ত্তপূরণ বিধি। পত্নীর সহিত সকলের চাত্বাল মার্জ্জনবিধি। তৎপরে ব্রহ্ম প্রভৃতিকে যাজ্ঞিক দ্রব্যসমূহের প্রদানবিধি। মহাবীর ভঙ্গ হইলে যথাকালে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান। ঐ প্রায়শ্চিত্তের প্রকারাদি। প্রবর্গ্য চরণবিধি। তাহাতে পূর্ণাহুতি হোম প্রকার। সম্রিয়মাণ মহাবীর ভগ্ন হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিয়ম। প্রবর্গ্যের অধিকারী নির্দ্দেশ। হুতশেষ দ্রব্যের ভক্ষণ বিধি। দধিভক্ষের পর চাত্বাল মার্জ্জনবিধি। প্রবর্গ্যাচরণের আদ্যন্তে শান্তিকাধ্যায় পাঠবিধি। এই দুই অধ্যায়ের মধ্যে ১ম অধ্যায় দ্বারপিধানের পর, এবং ২য় অধ্যায় আনন্দ্যায় পাত্রনিধানের পর পাঠ করিতে হয়।

কাত্যায়নসূত্রে এই সমস্ত বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন—

১ অনন্ত; ২ কর্ক; ৩ কল্যাণোপাধ্যায়; ৪ গঙ্গাধর; ৫ গদাধর; ৬ গর্গ; ৭ পিতৃভূতি; ৮ ভর্তৃযজ্ঞ; ৯ মহাদেব; ১০ মিশ্রাগ্নিহোত্রী; ১১ শ্রীধর; ১২ হরিহর। যাজ্ঞিকদেব শ্রৌতসূত্রপদ্ধতি এবং পদ্মনাভ কাত্যায়নসূত্রপদ্ধতি নামে স্বতন্ত্র পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন।

৩, গোভিলপুত্র কাত্যায়ন গৃহ্যসংগ্রহ এবং ছন্দোপরিশিষ্ট বা কর্ম্মপ্রদীপ রচনা করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন এবং স্মৃতিপ্রণেতা কাত্যায়ন উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু উভয়ের রচনাপ্রণালী দেখিয়া সেরূপ বোধ হয় না।

হরিবংশে বিশ্বামিত্রবংশীয় কতির পুত্র কাত্যায়নগণের* নাম পাওয়া যায়। আবার ঐ বিশ্বামিত্রবংশে বেদশাখাপ্রবর্ত্তক সাঙ্কৃতি, গালব, মুদ্গল, মধুচ্ছন্দ, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ, হারিত, পাণিনি, বভ্রু, ধ্যানজপ্য, দেবরাত, শালঙ্কায়ন, বাস্কল, বেণু, যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষণ, ঔড়ুম্বর, তারকায়ন প্রভৃতি আবির্ভূত হন। তাঁহাদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজুঃ অর্থাৎ বাজসনেয়ীশাখা প্রচার করেন। শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন ঐ বাজসনেয়ী শাখার অনুবর্ত্তক। এই কারণে বোধ হইতেছে, বিশ্বামিত্রবংশীয় (যাজ্ঞবল্ক্যের অনুবর্ত্তী) কাত্যায়ন ঋষিই কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের রচয়িতা।

স্মৃতিকার কাত্যায়ন গোভিলের পুত্র *। (কাত্যায়নের কর্ম্মপ্রদীপ নামক স্মৃতিগ্রন্থে এই সকল বিষয় আছে;—

যজ্ঞোপবীত; আচমন; মাতৃগণ; আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ; সেই শ্রাদ্ধার্হকৃত্য; পরিবেদনদোষ; তৎপ্রতিপ্রসব; স্থণ্ডিলরেখা; অগ্ন্যাধান; অরণিবিধি; অগ্ন্যুদ্ধার; স্রুবাদি লক্ষণ; সায়ংপ্রাতর্হোমকাল; হোমেতিকর্ত্তব্যতা; স্নানাদিক্রিয়া; সন্ধ্যোপাসনা; তর্পণ; পঞ্চযজ্ঞপ্রকরণ; দক্ষিণাদি পাত্র; আজ্যস্থাল্যাদি; অমাবাস্যাশ্রাদ্ধকাল; শ্রাদ্ধভোক্তৃকথন; কর্ষূবিধি; দর্শপৌর্ণমাস হোমকালাদি; প্রবাসিদিগের পূর্ব্বকৃত্য; স্ত্রী কর্ত্তব্যকর্ম্ম; দাম্পত্যাসন্নিকর্ষ কৃত্যাদি; প্রেতকার্য্য; শোকোপনোদন; পর্ণনরদাহাদি; অশৌচে বর্জ্জনদ্রব্যাদি; ষোড়শশ্রাদ্ধাদি; হোমীয়বিশেষ; চরু; গো-অশ্বযজ্ঞাদিকাল; নরযজ্ঞকাল; অন্বাহার্য্যনাম ও বিধি; অক্তাতাদি সংজ্ঞা ও নানাবিধি।

গৃহ্যসংগ্রহে ব্রাহ্মণদিগের দশবিধ সংস্কার ও বাস্তুক্রিয়াদি লিখিত হইয়াছে।

৪, কাত্যায়ন বররুচিকেই অনেকে পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সোমদত্তভট্ট বিরচিত কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে "পুষ্পদন্ত নামক মহাদেবের একজন অনুচর গৌরীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া বৎসরাজধানী কৌশাম্বীনগরীতে সোমদত্ত নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই কাত্যায়ন-বররুচি

* "বিশ্বামিত্রস্য চ সুতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
বিখ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু তেষাং নামানি মে শৃণু।
দেবশ্রবাঃ কতিশ্চৈব যস্মাৎ কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ।
শালাবত্যাং হিরণ্যাক্ষো রেণো র্জজ্ঞে২থ রেণুমান্।
সাঙ্কৃতির্গালবশ্চৈব মুদ্গলশ্চেতি বিশ্রুতাঃ।
মধুচ্ছন্দো জয়শ্চৈব দেবলশ্চ তথাষ্টকঃ।
কচ্ছপো হারিতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য তে সুতাঃ।
তেষাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাত্মনাম্।
পাণিনো বভ্রবশ্চৈব ধ্যানজপ্যাস্তথৈব চ।
দেবলা বেণবশ্চৈব যাজ্ঞবল্ক্যাঘমর্ষণাঃ।
উদুম্বরা হ্যভিষ্ণাতাস্তারকায়নচুঞ্চুলাঃ।" হরিবংশ ২৭ অধ্যায়ে।

* "অথাতো গোভিলোক্তানামন্যেষাং চৈব কর্ম্মণাম্।
অস্পষ্টানাং বিধিং সম্যগ্দর্শয়িষ্যে প্রদীপবৎ।" কর্ম্মপ্রদীপ ১।১।
এখানে টীকাকারগণ গোভিলকে কাত্যায়নের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৃহ্যসংগ্রহেও এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—
"পুনরুক্তমতিক্রান্তং যচ্চ সিংহাবলোকিতম্।
গোভিলে যে ন গৃহ্ণন্তি ন তে জানন্তি গোভিলম্।
গোভিলাচার্য্যপুত্রস্য যোঽধীতে সংগ্রহং পুমান্।
সর্ব্বকর্ম্মসংমূঢ়ঃ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।" গৃহ্যসংগ্রহ ২।১৪-১৫।

নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার জন্মকালে আকাশবাণী হইয়াছিল যে, 'এই বালক শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষপণ্ডিতের নিকট সমস্ত বিদ্যালাভ করিবে। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ইহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্মিবে বলিয়া বররুচি নামে বিখ্যাত হইবে *।' বয়োবৃদ্ধি সহ তিনি অসীমবুদ্ধি ও ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি কোন নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া মাতার নিকট সেই নাটক সমস্ত আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং উপনয়নের পূর্ব্বে ব্যাড়ির মুখে প্রাতিশাখ্য শুনিয়া তাহা সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন অবশেষে বর্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করেন, এমন কি তিনি বৈয়াকরণিক তর্কে পাণিনিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। অবশেষে মহাদেবের অনুগ্রহে পাণিনি জয়লাভ করেন। কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত পাণিনি-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তাহা সম্পূর্ণ ও সংশোধিত করেন। পরিশেষে তিনি মগধরাজ যোগনন্দের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন।"

হেমচন্দ্র, মেদিনী ও ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে কাত্যায়নের একটি নাম বররুচি † লিখিত হইয়াছে।

অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতেও বার্ত্তিককার কাত্যায়ন-বররুচি এবং প্রাকৃত-প্রকাশ নামক ব্যাকরণকার বররুচি উভয়ে এক ব্যক্তি। বোধ হয়, তিনি ইণ্ডিয়া হাউসের পুস্তকালয়স্থ সর্ব্বানুক্রমণীতে 'অত্র শৌণকাদিমত সংগ্রহীতুর্বররুচেরনুক্রমণিকা' এই বচন পাঠ করিয়াই উক্তমত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক কাত্যায়নবররুচি এবং প্রাকৃত-প্রকাশ নামক প্রাকৃত ব্যাকরণরচয়িতা উভয়ে এক ব্যক্তি নহেন। প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচি বাসবদত্তা প্রণেতা সুবন্ধুর মাতুল। পুরাবিদ্‌গণের মতে, এই বররুচি হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর লোক। (Hall's Vásavadattá, preface, p. 6. দেখ)। কিন্তু পাণিনির বার্ত্তিককার তাহার বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সোমদেব ব্যাড়ি, পাণিনি ও কাত্যায়ন এই তিনজনকে সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তিপূর্ব্বক পাণিনিসূত্র ও কাত্যায়নের বার্ত্তিক আলোচনা করিলে, উভয় ব্যক্তিকে সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

১ম, পাণিনির সময়ে যে প্রকার শব্দশাস্ত্রের নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক বার্ত্তিক রচনার সময় অপ্রচলিত হইয়া উঠে। যেমন, "অদড্ডতরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ।" পা ৭।১।২৫। অর্থাৎ ডতর ও ডতম প্রত্যয়ান্ত এবং অন্য, অন্যতর ও ইতর এই পাঁচটি সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার এক বচনে 'অদড়্' হইবে। যথা—কতরৎ, কতমৎ, ইত্যাদি। তৎপরে পাণিনি আবার বিশেষ বিধি করিলেন—"নেতরাচ্ছন্দসি।" পা ৭।১।২৬॥

অর্থাৎ—বেদে ইতর শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে অদড়্ হইবে না, 'ইতরদ্' পদের পরিবর্ত্তে "ইতরম্" হইবে।

কাত্যায়ন ঐ বিশেষ বিধির বার্ত্তিকে উক্ত সূত্রের সংশোধন করিয়া লিখিয়াছেন।

"ইতরাচ্ছন্দসি প্রতিষেধে একতরাৎ সর্ব্বত্র।" বা০।

এই বার্ত্তিকের পক্ষসমর্থন করিয়া কাশিকাকার লিখিয়াছেন—

"একতরাচ্ছন্দসি ভাষায়াঞ্চ সর্ব্বত্র প্রতিষেধ ইষ্যতে।" অর্থাৎ কি বৈদিক প্রক্রিয়া কি সাধারণ ব্যবহার্য্য ভাষা সর্ব্বত্রই "একতরম্" পদ ব্যবহৃত হইবে।

এতদ্ভিন্ন ৮।৪।৩৫ সূত্রেও কাত্যায়ন প্রতিষেধ করিয়াছেন।

২য়, পাণিনির সময় কোন কোন শব্দ যেরূপ অর্থ-প্রকাশক ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহার অনেক রূপান্তরিত হয়। যেমন—

"আশ্চর্য্যমনিত্যে।" ৬।১।১৪৭। পাণিনি আশ্চর্য্য শব্দের অনিত্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাত্যায়ন—"অদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্।" অর্থাৎ আশ্চর্য্য শব্দের অর্থ অদ্ভুত এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ৪।২।১২৯, ৭।৩।৬৯ প্রভৃতি কয়েক স্থলেও পাণিনি ও কাত্যায়নের অর্থবিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

৩য়, পাণিনির সময়ে অধিকাংশ শব্দ * ও শব্দার্থ যেরূপ প্রচলিত ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহার অনেক অপ্রচলিত হইয়া যায়। যথা—

* "একশ্রুতিধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষাদবাপ্স্যতি।
কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি।
নাম্না বররুচির্লোকে যত্তস্মৈ হি রোচতে।
যদ্‌যদ্ বরং ভবেৎ কিঞ্চিদিত্যুক্ত্বা বাগুপারমৎ।"
সোমদেবকৃত কথাসরিৎসাগর।

† হেমচন্দ্রকৃত অনেকার্থসংগ্রহ ৩। ১১৬, মেদিনী নান্তে ১১৫, ত্রিকাণ্ডশেষ ২।৬।২৫।

* কথিত শব্দগুলির দুই একটি কোন কোন কোষে শব্দনির্ণয়ার্থ উদ্ধৃত হইলেও ভট্টিকাব্য ব্যতীত কোন প্রাচীন লৌকিক কাব্যগ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় না। শব্দপ্রয়োগের নানারূপ দেখাইবার জন্যই কেবল ভট্টিকাব্যে উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে।

পাণিনিধৃত শব্দ।	অর্থ।
উৎসঞ্জন (১ । ৩ । ৩৬)	ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ।
উপসংবাদ (৩ । ৪ । ৮)	পণবন্ধ, শপথকরণ।
উপাজেকৃ অন্বাজেকৃ (১ । ৪ । ৭৩)	বলাধান।
ঋষি (৪ । ৪ । ৯৬)	বেদ।
কণেহন (১ । ৪ । ৬৬)	শ্রদ্ধা প্রতিঘাত।
নিবচনেকৃ (১ । ৪ । ৭৬)	মৌন।
প্রত্যবসান (১ । ৪ । ৫২)	ভোজন।
মনোহন (১ । ৩ । ৬৬)	শ্রদ্ধা প্রতিঘাত।
স্বকরণ (১ । ৩ । ৫৬)	স্বীকার, বিবাহ।
হোত্রা (৫ । ১ । ১৩৫)	ঋত্বিক্।

উপরোক্ত যুক্তি ও প্রয়োগানুসারে (কথাসরিৎসাগরে উল্লিখিত হইলেও) আমরা পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কাত্যায়নের বহুপূর্ব্বে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এমন কি, বার্ত্তিক আদ্যোপান্ত মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে ইহাই উপলব্ধি হয়, যে পাণিনি ব্যাকরণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, কাত্যায়নের সময়ে তাহার উপযুক্ত বৃত্তি অথবা বার্ত্তিক অভাবে অনেকেই ঐ ব্যাকরণ বুঝিতে পারিতেন না, সুতরাং ঐ মহাগ্রন্থ লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। কাত্যায়ন এই লুপ্তরত্নের উদ্ধারের নিমিত্ত অশেষ পরিশ্রম, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতাপ্রভাবে আপন বার্ত্তিকপাঠ প্রণয়ন করেন। মহাভাষ্যে পতঞ্জলিও লিখিয়াছেন—

"পুরাকল্প এতদাসীৎ। সংস্কারোত্তরকালং ব্রাহ্মণা ব্যাকরণং স্মাধীয়তে। তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণনাদানুপ্রদানজ্ঞেভ্যো বৈদিকাঃ শব্দা উপদিশ্যন্তে, তদদ্যত্বে ন তথা। বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি। বেদান্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকাঃ অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এবং বিপ্রতিপন্নবুদ্ধিভ্যো হধ্যেতৃভ্যঃ সুহৃদ্ ভূত্বা আচার্য্য ইদং শাস্ত্রং মন্বাচষ্টে। ইমানি প্রয়োজনান্যধ্যেয়ং ব্যাকরণমিতি।"

মহাভাষ্য ১ । ১ । ১ আহ্নিক।

পুরাকালে উপনয়ন হইবার পর ব্রাহ্মণেরা বেদ অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা তদনুসারে স্বরপ্রক্রিয়া ও বৈদিক শব্দের উপদেশ লাভ করিতেন। কিন্তু এখনকারকালে আর সেরূপ নাই। লোকে বেদপাঠ করিয়াই বক্তা হইয়া উঠে এবং কহে যে বেদ হইতে বৈদিক শব্দ এবং লোকব্যবহারে লৌকিক শব্দ জানা যায়, অতএব ব্যাকরণপাঠে আবশ্যক কি? আচার্য্য কাত্যায়ন এই সকল বিপ্রতিপন্নবুদ্ধি অধ্যয়নকারীদিগের বন্ধু হইয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য (পাণিনির অনুবর্ত্তী হইয়া) এই বার্ত্তিকশাস্ত্র প্রকাশ করেন।

কোন কোন লেখক বলেন, কাত্যায়ন বিদ্বেষভাবে পাণিনির সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং পাণিনির দোষ দেখাইবার জন্যই তাঁহার বার্ত্তিক রচিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সমগ্র বার্ত্তিক ও মহাভাষ্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কহিয়া থাকেন, কাত্যায়ন পাণিনির উদ্ধারকর্ত্তা। বাস্তবিক, নাগোজীভট্ট "বার্ত্তিক" শব্দের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"বার্ত্তিকমিতি। সূত্রেঽনুক্তদুরুক্তচিন্তাকরত্বং বার্ত্তিকত্বম্।"

পাণিনিসূত্রে যে সকল কথা উক্ত হয় নাই, অথবা এরূপ অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, সহজে বোধগম্য হয় না, সেই সকল অনুক্ত ও দুরুক্ত বিষয়গুলি যাহাতে আলোচিত হইয়াছে, তাহাই বার্ত্তিক।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন পাণিনি-ব্যাকরণ সাধারণের বোধগম্য হইত না, পাণিনির আর্ষসূত্রগুলি লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন কি পাণিনির অনেকসূত্রে আর্ষপদ্ধতি ও আর্ষশব্দ রহিয়াছে, যাহা কাত্যায়নের সময়ের লোকেরা অপ্রচলিত, ভিন্নার্থ অথবা শব্দশাস্ত্রের রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিত। সেই সময়ে কাত্যায়ন সাধারণকে বুঝাইবার জন্য আবশ্যক বিবেচনা করিয়া পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিক প্রণয়ন করিলেন। কাত্যায়ন আপন বার্ত্তিকের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"সিদ্ধে শব্দার্থসংবন্ধে। লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম্মনিয়মো যথা লৌকিকবৈদিকেষু। সমানায়ামর্থাবগতৌ শব্দেন চাপশব্দেন চ শব্দেনৈবার্থোঽভিধেয় ইতি নিয়মঃ।
তত্র জ্ঞানপূর্ব্বকে প্রয়োগে ধর্ম্মঃ।
ন চেদানীমাচার্য্যাঃ সূত্রাণি কৃত্বা নিবর্ত্তয়ন্তি।
বৃত্তিসমবায়ার্থো ঽনুবন্ধকরণার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ।
শাস্ত্রপ্রবৃত্তিফলকো বর্ণানাং ক্রমেণ নিবেশো বৃত্তিসমবায়ঃ॥"

শব্দের সহিত শব্দগত অর্থের সম্বন্ধ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এই লোকপ্রসিদ্ধ অর্থের প্রয়োগ হইলেও শাস্ত্র দ্বারা শব্দের বেদবিহিত ধর্ম্মের নিয়মানুসারে অর্থ নির্ণীত হয়। শব্দ ও অপশব্দ এই উভয় দ্বারা সমান অর্থবোধই হয়, তথাপি শব্দ দ্বারা অর্থপ্রকাশ করিবে এইরূপ নিয়ম আছে।

জ্ঞানপূর্ব্বক শব্দপ্রয়োগ করিলে ধর্ম্ম হয়। পাণিনি প্রভৃতি আচার্য্যগণ সূত্র রচনা করিয়া তাহাকে নিবর্ত্তিত করেন না। (অর্থাৎ আচার্য্যঋষিগণ জ্ঞানপ্রভাবে অথবা

যোগবলে যে সকল সূত্র উদ্ভাবন করেন, তাহা ঈশ্বরাদিষ্ট বেদবাক্যের ন্যায় অনর্থক নহে, সুতরাং তাহা সাধারণের বোধগম্য না হইলেও তাহাকে ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে না।)

বৃত্তিসমবায়ের নিমিত্ত ও অনুবন্ধকরণের নিমিত্ত বর্ণের উপদেশ হইয়াছে। শাস্ত্রে প্রবৃত্তির নিমিত্ত একের পর আর একটি বর্ণযোজনাকে বৃত্তিসমবায় কহে।

কাত্যায়নের বার্ত্তিকপাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। (১) তিনি অধিকাংশ স্থানেই পাণিনিসূত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া যথাবিধি অর্থপ্রকাশ করিয়াছেন। (২) কোন কোন স্থলে নানা তর্কবিতর্ক ও সমালোচনা করিয়া পাণিনিসূত্র সংরক্ষণে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন। (৩) কোন কোন স্থলে সূত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। (৪) আবার স্থলবিশেষে পাণিনিসূত্রের দোষ দেখাইয়া তাহার প্রতিষেধ করিয়াছেন এবং (৫) অনেক স্থলে পরিশিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

পতঞ্জলি আপন মহাভাষ্যে বার্ত্তিকপাঠ উদ্ধৃত করিয়া তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

[পাণিনি ও পতঞ্জলি দেখ।]

এই কাত্যায়ন বেদের সর্ব্বানুক্রমণী ও প্রাতিশাখ্য প্রণয়ন করেন। [প্রাতিশাখ্য ও সর্ব্বানুক্রমণী দেখ।]

ইনি পতঞ্জলির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ও পাণিনির পরবর্ত্তী।

৫, একজন বৌদ্ধ আচার্য্য, ইনি অভিধর্ম্মজ্ঞানপ্রস্থাননামক বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা করেন। নেপালী বৌদ্ধগ্রন্থপাঠে জানা যায়, ইনি বুদ্ধের নির্ব্বাণের ৪০০ বর্ষ পরে প্রাদুর্ভূত হন।

৬, জৈনদিগের একজন প্রধান ও প্রাচীন স্থবির।

কাত্যায়নবীণা (স্ত্রী) কাত্যায়নেন আবিষ্কৃতা বীণা, মধ্যলো°। কাত্যায়নসৃষ্ট শততন্ত্রীযুক্ত বীণাবিশেষ।

কাত্যায়নী (স্ত্রী) কাত্যায়ন-ঙীপ্। ১ দুর্গা। মহিষাসুর কর্ত্তৃক নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া, তাহার বিনাশসাধনের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্ব স্ব দেহ হইতে এই মূর্ত্তির সৃষ্টি করেন। মহর্ষি কাত্যায়ন সর্ব্বপ্রথমে ইঁহার অর্চ্চনা করায় কাত্যায়নী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে ইনি সৃষ্ট হইয়া, শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিন কাত্যায়ন ঋষির পূজাগ্রহণের পর দশমীতে মহিষাসুরকে বিনাশ করেন। ২ কষায় বস্ত্রপরিধানা প্রৌঢ় বয়স্কা বিধবা। ৩ কাত্যায়নঋষির পত্নী। ৪ যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বিতীয়া পত্নী। ("যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বেভার্য্যে বভূবতুঃ মৈত্রেয়ী কাত্যায়নী চ।" বৃহৎ আ° উ°।) ৫ ভৈরবী।

কাত্যায়নীতন্ত্র (ক্লী) কাত্যায়ন্যাঃ তন্ত্রম্, ৬তৎ। কাত্যায়নী পূজার মন্ত্রাদি বিধায়ক শিবপ্রোক্ত তন্ত্রবিশেষ।

কাত্যায়নীপুত্র (পুং) কাত্যায়ন্যাঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য। ইনি বুদ্ধের চারিশত বর্ষ পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কাত্যায়নীব্রত (ক্লী) কাত্যায়ন্যাঃ ব্রতম্, পূজাবিশেষঃ, ৬তৎ। কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। বৃন্দাবনে গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে প্রাপ্তিকামনায়, ঊষাকালে যমুনাজলে স্নান করিয়া, বালুকার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুতপূর্ব্বক ভগবতী কাত্যায়নীর পূজারূপ এই ব্রত আচরণ করিতেন।

কাৎলা (দেশজ) একপ্রকার মাছ। সংস্কৃত ভাষায় কাতর, কাতল, বাঙ্গালা ও হিন্দীতে কাৎলা, উত্তর-পশ্চিমে কোন কোন স্থানে 'ভোয়াসা', বোম্বাই অঞ্চলে 'টাম্বা', সিন্ধুপ্রদেশে 'তৈলী', তৈলঙ্গে 'বোৎচি' এবং ব্রহ্মে 'নগা থৈং' কহে। ইহার ইংরাজীপ্রদত্ত নাম Cyprinus catla.।

এই মাছ এক একটি দুই হাত আড়াই হাত পর্য্যন্ত বড় হয়, দেহের অপর অংশ অপেক্ষা মুড়া প্রায় ৪।৫ ইঞ্চি বড়।

এই মাছ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল কৃষ্ণানদীর দক্ষিণাংশে বড় দেখা যায় না।

বৈদ্যক রাজবল্লভের মতে, ইহার মাংসগুণ মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও বায়ুপিত্তকফকারক।

কাথক (পুং) কথকস্য অপত্যং পুমান্, কথক-অণ্। ১ কথকের পুত্র। ২ (ত্রি) কথকের বংশীয়। ৩ কথকসম্বন্ধীয়।

কাথক্য (পুং) কথকস্য গোত্রাপত্যং, কথক-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) কথক ঋষির বংশীয় পুত্র।

কাথক্যায়ন (পুং) কথকস্য গোত্রাপত্যম্, কথক-যঞ্-ফক্। কথকবংশীয় পুত্র।

কাথঞ্চিৎক (ক্লী) কথঞ্চিৎ-ঠক্ (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪ ৩৫।) কথঞ্চিৎ, কোনও প্রকারে।

কাথি (দেশীয় রাজ্য) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত খান্দেশ প্রদেশের তলোদা উপবিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্র মেহবা রাজ্য। ইহার পরিমাণ প্রায় ৩০০ বর্গ মাইল। তলোদা উপবিভাগের উত্তর পশ্চিমকোণে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি অবস্থিত। সাতপুরা পর্ব্বতের শিখরমালায় এই ক্ষুদ্ররাজ্যটির ভূভাগ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকায় বিভক্ত। এদেশের নাবাল জমীগুলিতে কলাই ও ধান্য হয়। বনবিভাগে চকর কাষ্ঠ, মহুয়াফুল, মধু ও মোম উৎপন্ন হয়। এক্ষণে এখানে যে রাজবংশ রাজত্ব করিতেছেন, তাহারা ভীল জাতীয় হিন্দু। বর্ত্তমান রাজা বলেন যে, তাঁহারা জাতিতে ভীল হইলেও রাজপুতঔরসসম্ভূত বটে। বর্ত্তমান রাজা নাবালক, এজন্য

এক্ষণে রাজ্যভার বৃটীশরাজের হস্তে আছে। এখানকার রাজারা বংশানুক্রমিক রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন, কিন্তু নিঃসন্তান হইলে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না। ইঁহারা বৃটীশ-রাজকে ১৩০৲ টাকা বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। কাথিয়ারে দুইটিমাত্র বেশ ভাল রাস্তা আছে, একটি পূর্ব্বদিকে আরকানি পরগণার অন্তর্গত ঝাড়গাঁওয়ের মধ্যে ও অপরটি দক্ষিণপশ্চিম ইম্‌লিনামক গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া কুকরমুণ্ড গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। এই দুইটিপথে গাড়ী ঘোড়া চলিতে পারে।

কাথিক (ত্রি) কথায়াং সাধুঃ, কথা-ঠক্ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪। ৪। ১০২।) কথারচনা বিষয়ে সুনিপুণ।

কাথিয়াবার (কাঠিয়াবাড়, কাঠিবাড়)—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাটপ্রদেশের অন্তর্গত একটি উপদ্বীপ। ইহাই প্রাচীন সৌরাষ্ট্ররাজ্য। [সৌরাষ্ট্র দেখ।] ইহা আরব সাগরের তীরবর্ত্তী কচ্ছপ্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। গুজরাট প্রদেশের পশ্চিম উপকূল হইতে ইহা বহির্গত হইয়া পশ্চিমমুখে আরব সাগরে বিস্তৃত হইয়াছে। কচ্ছের দক্ষিণে এই উপদ্বীপ বহির্গত হওয়ায় কচ্ছ উপসাগর ও রণ নামক লবণোপহ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উপদ্বীপটির কণ্ঠদেশ অপ্রশস্ত, কিন্তু সাগরের মধ্যস্থলে ইহার মধ্য বা উদরভাগ বিশেষ প্রশস্ত এবং পশ্চিমমুখে ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া "স"কারের নাসিকার ন্যায় আকারবিশিষ্ট হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে ও পশ্চিমে আরবসাগর, পূর্ব্বে কাম্বে উপসাগরের কিয়দংশ এবং গুর্জ্জরবাহিণী শাবরমতী নদী। এই প্রদেশের ১৩২০ বর্গ মাইল ভূভাগ (রাজস্ব ১০৯০০০৲টাকা), বরদারাজ গাইকোয়াড়ের অধিকৃত ও অবশিষ্টাংশের মধ্যে ১১০০ বর্গ মাইল ভূভাগ (২৬,৬০০০৲টাকা রাজস্ব) আহ্মদাবাদজেলার অধীন এবং ৭ বর্গ মাইল ভূভাগ (রাজস্ব ৩৮০০০৲টাকা) কাথিয়াবারের দক্ষিণদিগ্‌স্থিত ডিউ-নামক ক্ষুদ্রদ্বীপস্থ পর্ত্তুগীজদিগের শাসন অধিকৃত, এতদ্ভিন্ন অবশিষ্টাংশ "কাথিয়াবার পোলিটিক্যাল এজেন্সী" নামক বৃটিশ শাসনসমিতির অধিকৃত।

কাথিয়াবার এজেন্সীর শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য এই এজেন্সী আপাততঃ চারিটী "প্রান্ত" বা বিভাগে বিভক্ত, ঝালাবার, হালাল, সুরাঠ ও গোহেলবার। পূর্ব্বে কিন্তু এই প্রদেশ দশ "প্রান্ত" নামক উপবিভাগে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে উত্তরদিকে ঝালাবার প্রান্তে ৫৩টি ক্ষুদ্ররাজ্য ছিল; ঝালাবারের পশ্চিমে মচ্ছুকান্থা প্রান্ত (মৎস্যকান্ত?), উত্তর পশ্চিমে হালাল (এই প্রান্তে ২৬টি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল); সর্ব্ব-পশ্চিমে বরদার অধীনস্থ ওখমণ্ডল প্রান্ত; দক্ষিণপশ্চিম উপ-কূলে বার্দ্দা বা জেঠবার প্রান্ত, দক্ষিণে সুরাঠ প্রান্ত, দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূলে পার্ব্বত্য বাব্রিয়াবাড় প্রান্ত, মধ্যস্থলে বৃহৎ কাথিয়াবার প্রান্ত, শত্রুঞ্জী (শত্রুঞ্জয়) নদীতীরস্থ উন্দসর্ব্বিয়া প্রান্ত, পূর্ব্বে গোহেলবার প্রান্ত, (কাম্বে উপসাগরের তীরে—গোহেল রাজপুতগণ এই স্থানে রাজত্ব করিত বলিয়া ইহার নাম হয়), এই শেষোক্ত প্রান্তের মধ্যে আহ্মদাবাদ বিভাগের গোঘা বা গোগো উপবিভাগ অবস্থিত।

কাথিয়াবারের ভূভাগ বন্ধুর ও অনুচ্চ পর্ব্বতমালায় অনিয়মিত ভাবে বিচ্ছিন্ন। ঝালাবারের পশ্চিমে ঠাঙ্গা ও মাণ্ডব পর্ব্বত এবং হালালের মধ্যবর্ত্তী কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ পর্ব্বত ব্যতীত উত্তরাংশের অন্যান্যস্থল প্রায় সমতল; কিন্তু দক্ষিণাংশে গোঘার নিকট হইতে ২০ মাইল দূরে বাব্রিয়াবাড় ও সুরাঠের উত্তর দিয়া উপকূলের সমান্তরালে "গিরি" নামক পর্ব্বতমালা গিরিনর জনপদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গিরিনরের পর্ব্বতমালার বিপরীত দিকে "ওসম" পর্ব্বত অবস্থিত এবং আরও পশ্চিমে হালাল ও বার্দ্দার মধ্যে বার্দ্দা পর্ব্বত মালা ঘুমলি হইতে রাণাবাও নামক স্থান পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে ২০ মাইল বিস্তৃত। গিরিনরের পর্ব্বতমালা কেবল গ্র্যানাইট প্রস্তরপূর্ণ ও অতি প্রসিদ্ধ। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৩৫০০ ফুট উচ্চ।

কাথিয়াবারের সর্ব্বপ্রধান নদী "ভাদর" (ভদ্রা) মাণ্ডব পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপশ্চিমমুখে ১১৫ মাইল ভূমি বাহিয়া বার্দ্দার অন্তর্গত নবিবন্দর নামক নগরের নিকট সমুদ্রে মিলিয়াছে। মাণ্ডব পর্ব্বত হইতেই আর একটি "ভাদর" নদী ("শুকা ভাদর" নামে প্রসিদ্ধ) উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বমুখে কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন অজি, মচ্ছু (মৎস্য?), ভোগাবা ও শত্রুঞ্জী (শত্রুঞ্জয়) নামে কয়েকটী নদী আছে। শত্রুঞ্জীনদীর উপকূলের শোভা অতি সুন্দর।

কাথিয়াবারে পূর্ব্বে জেঠবা, চুড়াসমা, সোলাঙ্কী, বালা প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীন জাতির প্রভুত্ব ছিল; কিন্তু আজ কাল ঐ সকল জাতির সংখ্যাও হ্রাস হইয়া গিয়াছে এবং ঝালা, জারেজা, প্রমার, কাথি, গোহেল, জাঠ, মুসলমান ও মাহাট্টাগণই দেশের মধ্যে জমীদার হইয়া পড়িয়াছে।

কাথিয়াবারের বনবিভাগ অতি প্রয়োজনীয়। দেশীয় রাজগণ যদিও এ সকল প্রদেশে মনোযোগ দেন না, তবুও এ সকল প্রদেশ হইতে তাঁহাদের মন্দ আয় হয় না। বাঙ্কানার ও পঞ্চালপ্রদেশে চকর কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। ভাউনগর, মর্ভি, গোণ্ডাল ও মানাবদার প্রদেশে বাবলার আবাদ আছে। নানাজাতীয় তাল, আম ইত্যাদি ভাউনগরে বিশিষ্টরূপে

জন্মে। প্রশস্ত রাস্তা ও অন্যান্য প্রধান রাস্তার ধারে ধারে নানারূপ বৃক্ষাদি রোপিত হইয়া থাকে।

ইতিহাস—কাথিয়াবার প্রদেশই প্রাচীন সুরাষ্ট্রদেশ। গ্রীক ও রোমীয় প্রাচীন ভৌগোলিকগণ ইহাকে "সুরাষ্ট্রীনী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানেরা দেশীয় চলিত কথানুসারে "সুরাঠ" বলিত। এখনও ইহার অন্তর্গত দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ একটি বিভাগকে সুরাঠ বলে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে কচ্ছ প্রদেশ হইতে কাথি জাতি দূরীভূত হইলে, তাহারা এই প্রদেশের পূর্ব্বাংশ (এখন যে বিভাগের নাম কাথিয়াবার প্রান্ত বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে সেই স্থানে) আসিয়া বাস করে, পরে ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে সৌরাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লয়। শেষে যখন মহারাষ্ট্রীদিগের সহিত ইহাদের জানা শুনা হয়, তখন তাহারাই এই প্রদেশ "কাথিয়াবার" (কাথিগণের রাজ্য) এই নাম দেয়। সেই অবধি এই প্রদেশ কাথিয়াবার নামেই চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এতদঞ্চলের হিন্দুরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা আজিও ইহাকে সৌরাষ্ট্র বা সুরাষ্ট্ররাজ্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

অতিপূর্ব্বে সৌরাষ্ট্র ব্রাহ্মণানুগত ক্ষত্রিয়রাজ্য ছিল, পরে বৌদ্ধরাজ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অশোক ২৯৫-২২৯ খৃঃ পূঃ অব্দে জুনাগড় ও গিরিনরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতে একটি অনুশাসন উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। গ্রীক ইতিহাসবেত্তা ষ্ট্রাবো 'সারাওষ্টস্' নামে যে রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ সুরাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ এবং তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায় প্রায় ১৯০ হইতে ১৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে শকদ্বিনীয় নৃপতিরা এদেশ কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

এই প্রদেশ অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের অধিকারকালে সম্ভবতঃ প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত। তৎপরে খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত দেশীয় সাহ উপাধিধারী রাজগণ রাজত্ব করেন। তৎপরে কনোজের গুপ্তরাজগণের অধিকৃত হয়। গুপ্তরাজগণ সেনাপতি বা প্রতিনিধি দ্বারা এদেশ শাসিত করিতেন। অবশেষে এই প্রতিনিধি সেনাপতিরাই স্বাধীন রাজা হন। ইহাদের মধ্যে বলভীনগরের সেনাপতি ভট্টারক সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও প্রবল ছিলেন। শেষে যখন গুপ্তবংশ রাজ্যচ্যুত হন, তখন বলভীনগরের ভট্টারকবংশ কচ্ছ, লাটদেশ (সুরাঠ, বরোচ, খেদা ও বরদার কতকাংশ) এবং মালবে প্রভুত্ব স্থাপন করেন (৪৮০ খৃষ্টাব্দ।) ভাউনগরের উত্তর-পশ্চিমে ১৮ মাইল দূরে বর্ত্তমান "বালা" নামক স্থানের ধ্বংসাবশিষ্ট নগরীকেই অনেকে বলভীনগর বলিয়া অনুমান করেন। বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের রাজত্বকালে (৬৩২—৬৪০ খৃষ্টাব্দ?) হিউয়েন সিয়াং এদেশে আসেন। তিনি যে "ফলপি" রাজ্যের ও "সুলাচা" প্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বোধ হয় বলভী ও সৌরাষ্ট্র হইবে। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায় যে, এদেশের লোক বিদ্যানুশীলন করিত, তবে সমুদ্রোপকূলবাসী বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যেই ব্যস্ত থাকিত; ইহারা অতিশয় ধনী ও অতিথিভক্ত ছিল।

কিসে বলভীরাজ্য ধ্বংস হয় জানা যায় না। অনেকে অনুমান করেন, সিন্ধু হইতে মুসলমানেরাই ইহা আক্রমণ ও ধ্বংস করে। এই সময় (৭৪৬ হইতে ১২৯৭ খৃঃ অব্দ) অনহিলবারে রাজধানী স্থাপিত হয়। এই সময় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সৌরাষ্ট্র বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং জেঠবা জাতি প্রাধান্য লাভ করে। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা অনহিলবার অধিকার করে। ইহার কিছু পূর্ব্বে অনহিলবারের সমৃদ্ধিকালে ঝালাজাতি এদেশে আসিয়া বাস করে।

গজনীর মামুদ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন। তিনিই প্রথমতঃ (১১৯৪ খৃষ্টাব্দে) অনহিলবার আক্রমণ ও তাহার ধ্বংসের সূত্রপাত করিয়া যান। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন। ইনি গুজরাটের মুসলমান রাজগণের আদিপুরুষ। এই মুসলমান বংশ ১৪০৩ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বিশেষ প্রবল হইয়া ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তৎপরে এই স্থান মোগলসম্রাট আকবরের অধিকৃত হয়। আহ্মদাবাদের রাজগণ কাথিবারের কতকগুলি সর্দ্দারকে বশীভূত করিয়া বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থ মাঙ্গ্রোল, বীরাবল, ডিউ, গোগো ও কাম্বে প্রভৃতি বন্দরগুলির উৎকর্ষতা সাধন করেন।

১৫২৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা এদেশে প্রবেশ করিতে পায়। পূর্ব্বোক্ত মুসলমান রাজগণের মধ্যে বাহাদুর নামক রাজা হুমায়ুন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ডিউদ্বীপে পর্ত্তুগীজদিগের আশ্রয় লয়েন। পরে তিনিই পর্ত্তুগীজগণকে কাথিয়াবারের মধ্যে কারখানা করিতে আদেশ দিতে বাধ্য হন। এই কারখানা শেষে দুর্গে পরিণত হয় ও পর্ত্তুগীজেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিষ্ঠুরভাবে বাহাদুরকে হত্যা করে (১৫৩৬ খৃঃ)।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রেরা গুজরাটে প্রবেশ এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এদেশে দৃঢ়রূপে আধিকার প্রবর্ত্তিত করেন, কিন্তু তৎপরে প্রায় ৫০ বৎসর কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তযুদ্ধে কাথিবারের

মহারাষ্ট্রদিগকে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে গুইকুমার প্রতি বৎসর পশ্চিম ও উত্তরদিকের সর্দ্দারগণের নিকট হইতে রাজস্ব-আদায়ের জন্ম "মুলুক-গিরি" নামে একদল সৈন্ম পাঠাইতেন। এই সৈন্মদলের সহিত সর্দ্দারগণের প্রায়ই বিবাদ হইত, আর সেই সূত্রে দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিত। ইংরাজরাজ ইহা দেখিয়া গুইকুমারের সহিত একযোগে রাজস্ব আদায়ের সুনিয়ম করিলেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কাথিয়াবারের কতকগুলি তালুকদার স্ব স্ব তালুক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়া আপনারা বৃটিশ-রাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এই সকল তালুকদার মহারাষ্ট্ররাজ পেশবারের অধীন ছিলেন না। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে গুইকুমারের সৈন্য ও বৃটীশরাজের সৈন্য কাথিয়াবারে প্রবেশ করিয়া তালুকদার ও সর্দ্দারগণের সহিত বন্দোবস্ত করে। স্থির হইল—তালুকদার নিজ নিজ তালুকের খাজনা নির্দ্দিষ্ট হারে দিবেন এবং স্ব স্ব অধিকার মধ্যে শান্তিরক্ষা করিবেন; গুইকুমার আর মুলুকগিরি সৈন্ম পাঠাইবেন না। কর্ণেল ওয়াকারের মধ্যস্থতায় (১৮০৭-৮ খৃঃ) সামন্তযুদ্ধ থামিয়া যায়। এই সময় হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার বৃটীশরাজের হস্তে পড়িল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে গুইকুমার রাজস্বের নিজাংশ বৃটীশরাজের হাতদিয়াই আদায় ও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে কাথিয়াবারের শাসনভার পলিটিক্যাল এজেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হয়। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়া এজেণ্ট সমস্ত কার্য্য করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এক জন ইংরাজবিচারকের অধীনে এখানকার রাজকোটনগরে একটি প্রধান নিজামত আদালত স্থাপিত হইয়াছে।

কাথিয়াবারে রীতিমত পুলিস নাই। প্রত্যেক সর্দ্দার স্ব স্ব অধিকারমধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে বাধ্য।

ভাউনগর হইতে গোণ্ডাল পর্য্যন্ত যে রেল-লাইন আছে, তাহাই এখানকার প্রধান রেলপথ। এই লাইনে ১৪টি ষ্টেশন আছে। ধোলা-ষ্টেশন হইতে একটি শাখা-পথ ধোরাজি পর্য্যন্ত গিয়াছে, ইহার মধ্যে ১০টি ষ্টেশন আছে।

কাথিয়াবারে তুলার আবাদ যথেষ্ট। এখান হইতে বৎসরে প্রায় ৩০,০০০,০০০৲ টাকার তুলা রপ্তানি হয়। এই তুলার কাট্‌তি বোম্বাইয়েই অধিক। এখানে চকর কাষ্ঠের ব্যবসাও যথেষ্ট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যের মধ্যে ধরঙ্গধ্র, নবনগর, জুনাগড় ও ভাউনগর (ভবনগর) প্রধান। ভাউনগর রাজ্যে দেশীয় লোক পরিচালিত ৫টি তুলার কল আছে।

কাথিয়াবারের প্রধান উৎপন্ন—তুলা, বাজরা, জোয়ার, ইক্ষু, হরিদ্রা ও নীল। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ ও রৌপ্য, জরি, রেশমী বস্ত্র, সিন্দূর, সুগন্ধি তৈল, গোলাপফুলের সুগন্ধি, হস্তিদন্ত ও চন্দনের নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এখানকার ঘোড়া অতি উৎকৃষ্ট। মেষলোমের ব্যবসায় যথেষ্ট আছে।

এদেশে ধাতুপাত্র, শস্য, চিনি প্রভৃতি আমদানী হয়। থাদ্রী ও হালালের মধ্যে লৌহখনি আছে। পুরবন্দররাজ্যে বখরলা নামক স্থানে অনেক লৌহের খনি বাহির হইয়াছে, কিন্তু অপরিষ্কৃত লৌহপিণ্ড গলাইবার উপযুক্ত ইন্ধনের অভাবে এ সকল খনির কার্য্য হয় না।

বন্য জন্তুর মধ্যে গিরিশিখরে সিংহ, চিতাবাঘ, হরিণ, শূকর, হায়েনা, নেকড়ে, শৃগাল, বনবিড়াল, খেঁকশিয়ালী, শজারু প্রভৃতি প্রধান।

গুজরাটের সিংহ দেখিতে ঈষৎ পীতাভ শ্বেত, ব্যাঘ্রের তুল্য দীর্ঘ ও সবল। ইহারা একাদিক্রমে ৩ পুরুষ একত্র বাস করে। আপাততঃ সমস্ত জঙ্গলের মধ্যে প্রায় ১২টী সিংহ আছে মাত্র, আর সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। এই সিংহ কয়েকটি বধ করিতে নিষেধ আছে।

লোকসংখ্যা ২৩৩৮৯৯, তন্মধ্যে ১৯৪২৫৮ হিন্দু এবং ৩০৩৩৭ মুসলমান, দুইটি পরগণা ইহার অন্তর্গত চাঁদা ও অলুদেমৌ।

[প্রভাস, উজ্জয়ন্ত, গিরিনর, শত্রুঞ্জয়, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি শব্দে কাথিয়াবারের পুরাতত্ত্ব তীর্থমাহাত্ম্যাদি দেখ।]

কাদখোঁচা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, কাদাখোঁচা।

কাদড়া (দেশজ) কাদা, কর্দ্দম।

কাদড়াটিয়া (দেশজ) কাদাযুক্ত স্থান।

কাদম্ব (পুং) কদম্বে সমূহে ভবঃ, কদম্ব-অণ্। ১ কলহংস। রাজবল্লভের মতে ইহার মাংস গুণ—শীতল, ভেদক, শুক্রকারক এবং বায়ু, রক্ত ও পিত্তনাশক। ২ কদম্ব-স্বার্থে অণ্। কদম গাছ। ৩ (ত্রি) কদম্বসম্বন্ধীয়। ৪ ইক্ষু। ৫ বাণ। (কাদম্বঃ স্যাৎ পুমান্ পক্ষিবিশেষে শায়কে হপি চ। মেদিনী।) ৬ দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন রাজবংশ। [কদম্ব দেখ।]

কাদম্বক (পুং) কাদম্ব-স্বার্থে কন্। বাণ।

কাদম্বর (ক্লী) কাদম্বং কদম্বোদ্ভবং রসং লাতি গৃহ্লাতি, কাদম্ব-লা-ক, লস্য রঃ। ১ কদম্ ফুল দ্বারা প্রস্তুত মদ্যবিশেষ। ২ (পুং, ক্লী) দধির সর। ৩ শীধু নামক মদ্যবিশেষ। ৪ ইক্ষুজাত গুড়াদি। (পুং) ৫ বলরাম।

কাদম্বরী (স্ত্রী) কু কৃষ্ণবর্ণং নীলবর্ণং ইত্যর্থঃ, অম্বরং বস্ত্রং যস্য, কোঃ কদাদেশঃ; কদম্বরো বলরামঃ, তস্য প্রিয়া, কদম্বর-

অণ্-ঙীপ্। ১ মদ্য। ২ কোকিলা। ৩ সরস্বতী। ৪ শারিকাপাখী। ৫ বাণভট্ট বিরচিত কথাবিশেষের নায়িকা, ইনি হংস নামক গন্ধর্ব্বরাজের এবং চন্দ্রকিরণ হইতে উৎপন্ন অপ্সরোকুলে জাতা গৌরীর কন্যা। এই নায়িকার নামানুসারে বাণভট্টপ্রণীত সেই কথাগ্রন্থেরও নাম কাদম্বরী হইয়াছে। [বাণভট্ট দেখ।]

কাদম্বরীবীজ (ক্লী) কাদম্বর্য্যাঃ বীজম্, ৬তৎ। সুরাবীজ।

কাদম্বর্য্য (পুং) কাদম্বর্য্যৈ হিতং, কাদম্বরী-যৎ। কদম্ববৃক্ষ।

কাদম্বা (স্ত্রী) কাদম্ব ইব আচরতি, কাদম্ব-ক্বিপ্, অচ্-টাপ্। কদম্বপুষ্পী লতা, মুণ্ডিরী লতা।

কাদম্বিনী (স্ত্রী) কাদম্বাঃ কলহংসাঃ সন্তি অস্যাম্, কাদম্ব-ইনি-ঙীষ্। মেঘমালা।

কাদর,—ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণার একশ্রেণীর অনার্য্য জাতি। দাক্ষিণাত্যে অনমলয় পর্ব্বতে এবং কোইম্বাটুর জেলায় "কাদের" নামে একশ্রেণীর অনার্য্য জাতি বাস করে, অনেকের অনুমানে এই উভয়জাতিই একশ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয়।

কাদরেরা কৃষি ও মৎস্যধারণ করিয়াই প্রধানতঃ জীবিকানির্ব্বাহ করে; অনেকে মজুরীও করিয়া থাকে। কাহারও মতে ইহারা ভুঁইয়া জাতিরই একটি জাতিভ্রষ্ট শ্রেণী মাত্র। ইহাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী-বিভাগ আছে—কাদর ও নৈয়া। নৈয়া নামক একটি স্বতন্ত্র জাতিও আছে, তাহাদের সহিত কাদরজাতির কোন সংশ্রব নাই।

কাদরজাতির মধ্যে অনেক গোত্র আছে। সকল গোত্রে পরস্পর আদান প্রদান হয় না। ইহাদের মধ্যে বাড়ে,বারিক, দর্ব্বে, হাজারি, কম্প্তি, কাপড়ি, মন্দর, মন্ত্রি, মাঁঝি,মরৈয়া, মরিক, মির্দাহ, নৈয়া, রৌৎ ও রিখিয়াসন এই কয়টি গোত্র আছে। ইহার মধ্যে যাহাদের বাড়ে গোত্র, তাঁহারা মির্দাহ, কম্প্তি ও রৌৎ গোত্র ভিন্ন অন্য কোন গোত্রে বিবাহ করে না; বারিকগোত্র মন্দর, মির্দাহ, রৌৎ ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে না; দর্ব্বে গোত্র মরিক ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে না; কম্প্তি গোত্র কেবল বারিক, কাপড়ি, মরিক, দর্ব্বে, মাঁঝি ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে। মরিকগোত্র বারিক, কাপড়ি, মাঁঝি, মন্দর ও নৈয়া গোত্রে; মির্দাহ গোত্রে দর্ব্বে, মাঁঝি, কম্প্তি ও বাড়ে গোত্রে এবং নৈয়া গোত্র কেবল মরিক, হাজারি, নৈয়া, কম্প্তি, ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে। ইহারা মাতুলকন্যা বা পিতৃব্যকন্যাকে বিবাহ করে না এবং মাতৃপর্য্যায়ে ৩ পুরুষ ও পিতৃপর্য্যায়ে ৭ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করে।

ইহারা বালিকা ও বয়স্থা কন্যারও বিবাহ দেয়। তবে বালিকাকালে বিবাহ দেওয়াই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়। সিন্দুরদানই বিবাহের প্রধান কার্য্য। গ্রামের নাপিত ইহাদের পুরোহিতের কার্য্য করে। স্ত্রীর সন্তান না হইলে ইহারা আবার বিবাহ করে। বিধবা সাঙ্গাই প্রথানুসারে নিষিদ্ধ গোত্র ও পুরুষাদি বাদ দিয়া বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রী স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সাঙ্গাই প্রথানুসারে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে। সাঙ্গাই-বিবাহ বাটীর বাহিরে অন্তঃপুরের পশ্চাতে খোলা জায়গায় হয়, আর শুভ বিবাহ বাড়ীর উঠানে হইয়া থাকে।

ইহারা শবদাহ করিয়া তাহার ভস্ম লইয়া মৃত্যুর পরদিবস সমাহিত করে; ত্রয়োদশদিনে মৃতের উদ্দেশে বলি দেয় এবং মৃত্যুর তারিখ হইতে ছমাসের পর আবার ঐরূপ বলি দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বার্ষিক শ্রাদ্ধাদি নাই।

হিন্দুর মধ্যে ইহারা অতি নিম্ন শ্রেণীতে গণ্য। ডোম ও হাড়ি ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাদের জল স্পর্শ করে না। কাদরেরা নিজে ভুঁইয়া ও কাহারের অন্নাদি গ্রহণ করে; কিন্তু তাহারা করে না। ইহারা গোমাংস, শূকরমাংস, মোরগ ও মেঠো ইন্দুর খায়, মদ্যাদিও পান করে। সময়ে সময়ে ইহারা কাস্তে ও কুঠারের পূজা করে।

কাদরেরা হিন্দু বটে, কিন্তু অপর অসভ্য জাতির ন্যায় নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ইহাদের মধ্যে কতকাংশ লোকে বিশ্বাস করে যে কতকগুলি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অপদেবতারা তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করে; তন্মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের আত্মা। অপর কেহ কেহ বিশ্বাস করে যে ওরূপ অপদেবতা নাই, তবে নদীপর্ব্বতাদি হইতে শক্তি সকল উদ্ভূত হয়, এই সকলের কোন মূর্ত্তি বা প্রতিমা নাই। কোথাও এক ঢিপি মৃত্তিকা বা এক খণ্ড সিন্দুর-লেপিত প্রস্তর খণ্ড মাত্র ভগবানের উদ্দেশে শবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সকল প্রতিষ্ঠিত দেবতার মধ্যে কারু-দানো,হর্দ্দিয়া-দানো, সিমরা-দানো,পাহাড়-দানো,মোহন, দুয়া, লিলু, পরদোনা ইত্যাদি প্রধান। ইহাদের মতে এই সকল অপদেবতা যে কিরূপ শক্তিবিশিষ্ট তাহা জানা যায় নাই। কাদরেরা বলে যে, ঐ সকল অপদেবতার পূজায় অবহেলা করিলে দেশে নানা অমঙ্গল ঘটে। পূজাকালে ইহারা শূকরশাবক, ছাগল, পায়রা ও মোরগ বলি দেয়, শস্যের শীষ ও ঘৃতাদি উৎসর্গ করে। ইহাদের দেবতা যেখানে স্থাপিত থাকেন, সেই কুঞ্জের নাম সর্ণা। নাপিতেরাই ইহাদের

পুরোহিত। পূজাদ্রব্য উপাসকেরা ভোজন করে। ইহারা নিজে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় ও পরমেশ্বর, মহাদেব, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে বিশ্বাস করে।

দাক্ষিণাত্যের কাদেরগণ পর্ব্বতবিভাগে বাস করে। তাহারা পুলিয়ার ও মালয় আরসার জাতির উপর প্রভুত্ব করে। সময়ে সময়ে কামান ও যুদ্ধসজ্জাদি বহন করে বটে, কিন্তু কখন দাসাদির কাজ করে না। মুটিয়া বলিলে তাহারা আপনাকে অপমানিত বোধ করে। এই জাতি বড় বিশ্বাসী, সত্যবাদী ও বাধ্য। ইহারা কুঞ্চিত কেশে খোঁপা বাধে; বন হইতে হরিদ্রা, আদা, মধু, মোম, এলাচ, রঞ্জন, বড় রিটা, মাজুফল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া চাউল ও তামাকুর সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহারা বৃটীশাধিকৃত বন হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করে, তাহার জন্য কিছু কর দেয় না। কোচীনরাজের অধিকৃত বনভাগ হইতে এলাচসংগ্রহ করিবার জন্য কেবল বার্ষিক ১০০৲ টাকা কোচীনরাজকে রাজস্ব দেয়। ইহারা বনমধ্যে পথপ্রদর্শকের কার্য্য করে, কিন্তু কখন ভারবহন করে না।

কাদরআলী, একজন মুসলমান পীর। প্রায় ৫২৭ হিজরীতে সিজিস্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তৎপরে কুতব উদ্দীনের রাজ্যকালে আজমীঢ়ে আইসেন; এখানে সৈয়দ-হুসেন মেশেদীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১০২৭ হিজরীতে জাঁহাগীর বাদশাহ তাঁহার গোরের নিকট একটি সুন্দর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার স্মরণার্থ নগরেও একটি মস্‌জিদ্ আছে। মোপ্‌লা মুসলমানেরা কাদরআলীকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ১১ই জমাদি-উল্-আখীর তাঁহার উৎসব দিন।

কাদলেয় (ত্রি) কদলেন নির্ব্বৃত্তম্, কদল-ঢঞ্। কদল-নির্ম্মিত।

কাদা (দেশজ) ১ কর্দ্দম, পাঁক। ২ বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকদিগের প্রথম ঋতু হইলে একরূপ উৎসব।

কাদাকিচা (দেশজ) কর্দ্দমময় স্থান।

কাদাখেঁড়ু (দেশজ) বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীলোকদের প্রথম ঋতু হইলে, অন্যান্য স্ত্রীলোক একত্র হইয়া যে খেউড় পাঁচালী প্রভৃতি গান করে, তাহাকেই কাদাখেঁড়ু বা কাঁদাখেউড় বলে।

কাদাখোঁচা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

কাদাচিৎক (ক্লী) কদাচিৎ ভবম্, কদাচিৎ-কালবাচিত্বাৎ ঠঞ্। কোনও অনির্দ্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন।

কাদাচিৎকতা (স্ত্রী) কাদাচিৎকস্য ভাবঃ, কাদাচিৎক-তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) টাপ্। কদাচিৎ উৎপত্তি।
("তথাপি তস্য কাদাচিৎকতয়া উপচরিতেন কার্য্যত্বেন কার্য্যত্বমুপচর্য্যতে।" সাহিত্যদ° ৩। ২৭।)

কাদাটিয়া (দেশজ) কাদাযুক্ত, কর্দ্দমময়।

কাদাড়িয়া (দেশজ) কর্দ্দমপূর্ণ, কাদাযুক্ত।

কাদান (দেশজ) কাদা করিয়া দেওয়া।

কাদাল (দেশজ) কাদাযুক্ত।

কাদিপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের সুলতানপুর জেলার উপ-বিভাগ। অক্ষা° ২৫° ৫৮´৩০´´ হইতে ২৬° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°৯´ হইতে ৮২°৪৪´ পূঃ। উত্তরসীমা অকবরপুর তহ-সীল, পূর্ব্বে আজমগড় জেলা, দক্ষিণে পত্তি তহসীল এবং পশ্চিমে সুলতানপুর তহসীল। ভূমিপরিমাণ ৪৩৯ বর্গমাইল।

কাদিয়ান, বোর্ণিও দ্বীপবাসী অনার্য্য জাতিবিশেষ। এই জাতি এক্ষণে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহারাই বোর্ণিও দ্বীপের আদিম অধিবাসী। ইহারা সরল ও শান্তি-প্রিয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ সুশ্রী।

কাদিরগঞ্জ, উত্তর-পশ্চিমের এটা জেলার অন্তর্গত একটি পল্লী। এখানে কঙ্করে নির্ম্মিত একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, এখানকার আরবীভাষায় খোদিত শিলালিপিপাঠে জানা যায়, ঐ স্থানে ১১০৪ হিজরীতে আলমগিরির রাজ্যকালে সুজাৎ খাঁর দরগা নির্ম্মিত হয়।

কাদিহাটি, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি নগর। সাধারণে কেদিটি বলে। অক্ষা° ২২° ৩৯´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৯´ ৪৮´´ পূঃ। এখানে প্রায় ৫০০০ লোকের বাস। বিদ্যালয়, ডাক-ঘর ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটী আছে।

কাদের্ (আরব্য) শক্তিশালী, ক্ষমতাবান্।

কাদ্দা (দেশজ) কাটারী, দা।

কাদ্রবেয় (পুং) কদ্রোরপত্যম্ পুমান্, কদ্রু-ঢক্ (শুভ্রাদি-ভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ১২৩।) কদ্রুপুত্র, শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, ভুজঙ্গম ও কুলিক এই কয়েকটি কাদ্রবেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

("শেষো হনন্তো বাসুকিশ্চ তক্ষকশ্চ ভুজঙ্গমঃ।
কূর্ম্মশ্চ কুলিকশ্চৈব কাদ্রবেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
মহাভারত ১। ৬৫। ৪১।)

কান (হিন্দী) ১ কানাই, কৃষ্ণ। ২ অসভ্য বাদ্যকর জাতি-বিশেষ, অনেকটা আচার-ব্যবহারে ডোমজাতির ন্যায়। ২ মুসলমান কামারবিশেষ। ইহারা লোহাপেটা, ছাতার শিক ও মৎস্য ধরিবার বড়শী প্রস্তুত করে।

কানক (ক্লী) কনকং ফলমিব উগ্রং ফলং অস্যাস্য, কনক-অণ্। ১ জয়পালবীজ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,

তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, সারক ও উৎক্লেদকারক। ২ (ত্রি) কনকসম্বন্ধীয়, স্বর্ণনির্ম্মিত।

কানকুর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, কাঁকুড় (Cucumis utilissimus.)

কানগুই (পারস্য) নবাবের সময়ে রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে একপ্রকার উপাধিবিশেষ, কানুনগোই।

কানড়গৌড় (পুং) কানড়া ও গৌড়রাগসংযোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ।

কানড়নট (পুং) কানড়া ও নটরাগ সংযোগে জাত রাগবিশেষ।

কানড়া, কানাড়া (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। নি সা ঋ গ ম প ধ (নি-ধা) এই কয়েকটি ইহার স্বরগ্রাম। রাত্রি ১১ হইতে ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত এই রাগিণী গানের সময়। কানড়া ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিণীর সহিত মিশ্রিত হইয়া ১৮ প্রকার মিশ্রকানড়ার উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—১ দরবারীকানড়া, ২ নায়কীকানড়া, ৩ মুদ্রা-কানড়া, ৪ কৌশিকীকানড়া, ৫ বাগেশ্রীকানড়া, ৬ নটকানড়া, ৭ কাফিকানড়া, ৮ কোলাহলকানড়া, ৯ মঙ্গলকানড়া, ১০ শ্যামকানড়া, ১১ টঙ্ককানড়া, ১২ নাগধ্বনিকানড়া, ১৩ আড়ানা, ১৪ সাহানা, ১৫ সুগ্রাকানড়া, ১৬ সুবরাই-কানড়া, ১৭ হোসেনীকানড়া, ১৮ মিঞার জয়জয়ন্তী।

কানদ (পুং) ধীবরদের পুত্র।

কানন (ক্লী) কং জলং অননং জীবনং অস্য, বহুব্রী। যদ্বা কানয়তি দীপয়তি, কন-ণিচ্ ল্যুট্। ১ বন। ২ (কস্য ব্রহ্মণঃ আননম্।) ব্রহ্মার মুখ। ৩ গৃহ।

(কাননং বিপিনে গেহে পরমেষ্ঠিমুখে হপি চ। মেদিনী)

কানচন্দ্র, টিপরার একজন বিখ্যাত রাজা। (দেশাবলী ৪৫৫।২।২)

কাননাগ্নি (পুং) কাননাজ্জাতো হগ্নিঃ, মধ্যলো°। দাবানল।

কাননারি (পুং) কাননস্য অরিরিব, উপমি°। শমীবৃক্ষ; ইহার মধ্যস্থিত শাখা ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, সময়ে সময়ে সমগ্র বনও দগ্ধ করিয়া ফেলে; এজন্য ইহাকে কাননারি কহে।

কাননৌকাঃ [স্] (পুং) কাননং ওকঃ স্থানমস্য, বহুব্রী। বনবাসী।

কানপুর (হিন্দী কানহ্পুর=কানাইপুর) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটি জেলা ও নগরের নাম। আলাহাবাদ বিভাগের সর্ব্বপশ্চিমাংশে এই জেলা অবস্থিত; ইহার উত্তর-পূর্ব্বে গঙ্গানদী, পশ্চিমে ফরক্কাবাদ ও এতাবা; দক্ষিণপশ্চিমে যমুনা ও পূর্ব্বে ফতেপুর। এই জেলার সদর কানপুরনগর।

কানপুর জেলা গঙ্গাযমুনার অন্তর্গত সুবিখ্যাত দোয়াব প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী। এই জেলায় গঙ্গা ও যমুনা ভিন্ন আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। সাধারণতঃ ভূমি-ভাগ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ঢালু। চারিটি প্রধান ক্ষুদ্র নদীতে কানপুর জেলাটি চারিটী প্রধান ভাগে বিভক্ত;—গঙ্গার উপনদী "ঈশান" উত্তরদিকে একখণ্ড ত্রিকোণাকার ভূমিকে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যস্থলে পাণ্ডু ও রিন্দ নদীদ্বয়ে আর দুইটী বিভাগ হইয়াছে ও অবশিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে যমুনার উপনদী সেঙ্গুর বর্ত্তমান। এই সকল নদীর ভাঙ্গন বড় অধিক, বিস্তৃত ও গভীর। কানপুর জেলার মধ্যে গঙ্গাযমুনায় বর্ষাকালে বড় বড় নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে; কিন্তু অন্য সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা ব্যতীত বড় নৌকা চলিতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকাইয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কানপুরের নীচে পারাপারের জন্য ভাসা-সেতু ছিল, পরে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলপথের জন্য গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইলে ঐ ভাসা-সেতু কানিতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যমুনার উপর নৌ-সেতু আছে।

কানপুর জেলার জমী স্বভাবতঃ শুষ্ক, কিন্তু এখন গঙ্গার খাল হওয়ায় জমী বেশ উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী হইয়াছে। এই খাল শাখা-প্রশাখায় কাটিয়া সমস্ত জেলায় ছড়াইয়া জল দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এ জেলায় কতক-গুলি ঝিল আছে। পরগণা সিকন্দ্রা নামক স্থানে সোনাউনামে একটি ঝিল আছে, ইহা সিকন্দ্রা পরগণা হইতে ভোগনিপুর পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ঝিলটি যমুনা হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। যমুনা এখন যেখানে যেমন ভাবে যতটা বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, ঐ ঝিলটিও ঠিক তাহার সমান্তর ভাবে ঐরূপ বাঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়াছে দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে ইহাই যমুনা নদীর প্রাচীন গর্ভ ছিল; কিন্তু আজিও এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ বা প্রবাদ পাওয়া যায় না; এইরূপ রসুলাবাদ ও শিবরাজপুর পরগণায় ২৫ মাইল বিস্তৃত একটি স্রোতও ঐরূপ একটি প্রাচীন নদীগর্ভ বলিয়া বিবেচিত হয়। এ জেলায় জঙ্গল নাই, তবে স্থানে স্থানে পতিত জমী আছে। এই সকল পতিত জমীতে কিংশুক বৃক্ষই অধিক দেখা যায়। এ জেলায় চিতাবাঘ, নীলগাই (নীলবর্ণ কৃষ্ণসারজাতীয় হরিণ), শৃঙ্গহীন ও শৃঙ্গবিশিষ্ট হরিণ, খেঁকশিয়ালী, শৃগাল, বন্যশূকর ইত্যাদি ভিন্ন অন্য কোন বন্য জন্তু নাই।

কানপুর জেলার ২৩৭০ বর্গমাইল ভূমিতে প্রায় লক্ষ লোকের বাস, তন্মধ্যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সকল জাতীয় হিন্দু, সকল শ্রেণীর মুসলমান ও য়ুরোপীয় আছে।

গ্রামের সামাজিক বন্ধন অন্তর্বেদীর অন্যান্য স্থানের মত। জমীদারেরাই প্রথমে গণ্য, ব্রাহ্মণ বা রাজপুতেরাই প্রধানতঃ জমীদার। তৎপরে এখানকার সাবেক অধিবাসীদিগের বংশধর কৃষকগণ, ইহারা জমীদারদিগের জমী বংশানুক্রমে মৌরসী স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে। তৎপরে বেণিয়া দোকানদার ইত্যাদি, তৎপরে উদ্বাস্ত জমীভোগী প্রজা, তৎপরে নাপিত, কামার, কুমার ইত্যাদি শিল্পজীবিগণ।

কানপুর জেলায় চাষবাসের বিশেষ প্রভেদ নাই, দোয়াবের অন্যান্য স্থলেও যেরূপ প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হয়, এখানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। এখানে দুই প্রধান ফসল হয়। শরৎকালে যে ফসল হয়, তাহাকে খারিফ ও বসন্তকালে যে ফসল হয় তাহাকে রবিফসল বলে। জ্যৈষ্ঠের প্রথমবৃষ্টিতে খারিফ ফসল বুনে। এই ফসলে ধান, ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার, তুলা, নীল ইত্যাদি হইবে; ইহার অধিকাংশই আশ্বিনমাসে পরিপক্ক হয়। ধান শীঘ্র শীঘ্র পাকিলে ভাদ্রেও কাটিয়া থাকে, কিন্তু তুলা ফাল্গুন ব্যতীত তুলিবার উপযুক্ত হয় না। রবি ফসল আশ্বিনে বুনে ও চৈত্রবৈশাখে কাটে। এই জেলার প্রধান খাদ্য গম। এখন এ জেলায় তুলার চাষই প্রধান লাভকর ও বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এজেলায় চাষ করিয়া লোকে একরূপ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে; কিন্তু চামার, কাচ্ছি, কুড়মি প্রভৃতি কৃষকশ্রেণী বড়ই দরিদ্র। এইজন্য কানপুরের দরিদ্রতা অতিপ্রসিদ্ধ। উত্তরাঞ্চলে জোয়ার ও গম এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাজরা অধিক জন্মে। বিলাহুর, রসুলাবাদ ও শিবরাজপুরের দক্ষিণাংশে ধান্য জন্মে। শিবরাজপুরের উত্তরাংশে নীলই প্রধান। এই সকল ক্ষেত্রে গঙ্গার খাল, কূপ, পুষ্করিণী, জলা, ঝিল ইত্যাদি হইতে জল আনিয়া আবাদ হয়। কানপুরে অনাবৃষ্টির ভয় বেশী, সুতরাং দুর্ভিক্ষের ভয়ও যথেষ্ট; এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলেই আবার সে ভয় আরও বেশী। ১৭৭০, ১৭৮৩-৮৪, ১৮০৩-৪ ও ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কানপুরে বড় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক, বিস্তর গোরু বাছুর মরিয়া যায়।

কানপুর হইতে শস্য, তুলা ও নীলবীজের রপ্তানি হয়। এই জেলায় যে নীল হয়, তাহা হইতে কেবল বীজই সংগৃহীত হয় এবং বেহারপ্রদেশে এই বীজই অধিক বিক্রীত হয়। কানপুরনগরে ঘোড়ার সাজ, জুতা, পোর্টম্যান্টো ইত্যাদি চামড়ার দ্রব্যাদি যথেষ্ট ও উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হয়।

কানপুরে তুলার কলে কাপড় হয়। এখানে তাঁবু প্রস্তুত হয়। এখানকার পুরাতন কেল্লায় গবর্ণমেণ্টের চামড়ার কারখানা হইতে সৈন্যগণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের ময়দার কলও এইখানে, এই কলে সৈন্যদিগের জন্য ময়দা, ছাতু ইত্যাদি ভাঙ্গা হয়। এখানে তেজারতী কারবার অল্প, বেণিয়া ও রাজপুতেরাই তাহা করিয়া থাকে। রেলপথ, নদী, খাল, পাকা ও কাঁচা রাস্তা প্রভৃতি নানাবিধ পথ যথেষ্ট আছে। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান পাকা রাস্তা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড গঙ্গার সমান্তরালে এই জেলায় প্রায় ৬৪ মাইল বিস্তৃত।

এখানে একজন কালেক্টর-ম্যাজিষ্ট্রেট্, দুইজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ও দুইজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন। এ জেলা হইতে সকল প্রকার রাজস্বের মোট পরিমাণ ৩৯০২৮৬০৲ টাকা। পুলিস, টেলিগ্রাফ, বিদ্যালয় ইত্যাদি সুবিধামত আছে।

কানপুর জেলায় চারিটি প্রধান নগর আছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই ৫ হাজারের অধিক লোক বাস করে। প্রধান নগর কানপুরে ১৫১৪৪৪, বিঠুরে ৬৬৮৫, বিলহোরে ৫৫৮৯ ও অকবরপুরে ৫১৩১ জন লোকের বাস।

কানপুর নগর গঙ্গানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। প্রয়াগসঙ্গম হইতে ১৩০ মাইল উর্দ্ধে এই নগর অবস্থিত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাই চতুর্থ নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৫০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। এখানে সেনানিবাস, আদালত, ষ্টেশন ইত্যাদি আছে। সেনানিবাস ও আদালত গঙ্গাতীরে। পূর্ব্বাংশে আলাহাবাদ-রোডের উপর পশ্চিমপার্শ্বে দেশীয় অশ্বারোহী সেনানিবাস ও কাওয়াজের জমী। কাওয়াজের পশ্চিমে য়ুরোপীয় পদাতি-বারিক ও সেণ্টজন গির্জ্জা, ইহাদের মধ্যে গঙ্গাতীরে মেমোরিয়াল গির্জ্জা (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের স্মরণার্থ নির্ম্মিত হয়)। নগরের উত্তরাংশে সাধারণ কাওয়াজের জমী। ইহার সম্মুখে গঙ্গাতীরে মেমোরিয়াল উদ্যান। এই উদ্যানে একটি কূপ ছিল। এক্ষণে সেই কূপের উপর একটি স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই স্তম্ভের উপরে একটি স্বর্গবিদ্যাধরীর মূর্ত্তি আছে। স্তম্ভগাত্রে ইংরাজীতে খোদিত আছে যে "বিঠুরের বিদ্রোহী নানা ধুন্ধুপন্থের দল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ জুলাই তারিখে এই স্থানের নিকটে অনেক য়ুরোপীয়কে বিশেষতঃ য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক ও শিশুকে অন্যায়রূপে বধ করিয়া এই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল।" এই উদ্যান রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৫০০০ টাকা খরচ হয়। ঐ বিদ্রোহে যাহারা নিহত হয়, এই বাগানের

দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমাংশে তাহাদিগকে সমাহিত করা হইয়াছিল।

কানপুর নগর প্রাচীন নহে, এজন্ত এখানে দর্শনীয় অট্টালিকা প্রাসাদ বা মন্দিরাদি নাই।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারের ও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোরার যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা (অযোধ্যার নবাব উজীর) পরাজিত হইলে এই নগর নির্ম্মিত হয়। নবাব বৃটীশরাজের সহিত সন্ধি করিয়া ফতেগড় ও কানপুরে সৈন্ত রাখিতে স্বীকৃত হন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান স্থান নবাধিকৃত স্থানের প্রান্তসীমায় সেনানিবাসের জন্ত নিরূপিত হওয়ায় এই নগরের পত্তন হইল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা অযোধ্যার নবাবের নিকট ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান প্রাপ্ত হইলে তখন হইতে ইহা একটি জেলা ও প্রধান নগর বলিয়া গণ্য হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ব্যতীত আর কোন ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে ঘটে নাই।

মুসলমানদিগের অধীনে এই জেলাটি সুবা আলাহাবাদ ও আগ্রার অধীনে অনেকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সাহাব-উদ্দীন্ ঘোরী দোয়াব অধিকার করেন, সেই সঙ্গে ইহাও তাঁহার অধিকৃত হয়। আরঙ্গজেবের সময় এখানে দুই একটি সামান্ত মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। মোগল সম্রাট্‌গণের দুর্দ্দশার সময় ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে এই অংশ মহারাষ্ট্রদিগের অধিকৃত হয়। অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধির পর বৃটীশসেনা প্রথমতঃ বিলগ্রামে (বিল্বগ্রামে) পরে কানপুরে আসিয়া অবস্থান করে।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় কয়েকদিন ধরিয়া সমস্ত জেলায় বিদ্রোহানল জ্বলিয়াছিল। মিরাটে বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পরই নানাসাহেবকে কানপুরের ধনাগার রক্ষার ভার দেওয়া হয় এবং জুন মাসের প্রথমে চতুর্দ্দিকে গড়খাই করিয়া সমস্ত যুরোপীয়কে রাখা হয়। ৬ই জুন, এখানকার দেশীয় দ্বিতীয় অশ্বারোহীদল ও দেশীয় প্রথম পদাতিদল বিদ্রোহী হইয়া জেল ভাঙ্গে, ধনাগার লুঠ করে ও আফিসাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে। তৎপরে বিদ্রোহীগণ দিল্লীঅভিমুখে চলিয়া যায়। এই সময় ৫৩ এবং ৫৪ সংখ্যক সৈন্তদল বিদ্রোহী হয়। নানাসাহেব তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সাহায্যে যুরোপীয়গণের আবাস আক্রমণপূর্ব্বক ৩ সপ্তাহ অবরোধ করিয়া রাখেন। বেলিগারদ হইতে ইংরাজেরা কেবল সাত শত কি সহস্র জনই হইবে, রৌদ্রে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করেন। বিদ্রোহীদের তিনবার আক্রমণ বৃথা হইয়াছিল। শেষে ইংরাজগণের অধিকাংশ বিনষ্ট হওয়ায় বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া উন্মত্তভাবে স্ত্রীলোক ও শিশু পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে লাগিল। ২৬ জুন, নানাসাহেব হতাবশিষ্ট ইংরাজদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সকলকে লইয়া কানপুরের সতীচোরার ঘাটে নৌকায় তুলিয়া দিলেন। নৌকা আলাহাবাদে খুলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তীরস্থ বিদ্রোহী সিপাহীরা গুলি মারিয়া আরোহীদিগকে মারিয়া ফেলিতে লাগিল। দুইখানি নৌকা পলাইতে চেষ্টা করায় সেনারা উভয়তীর হইতে গুলি মারিয়া একখানি ডুবাইয়া দিল। এখান হইতে কয়েক জন লাফাইয়া পড়িয়া শিবরাজপুরে পলাইয়া যায়; সিপাহীরা সেখান হইতেও আবার ৪ জন ব্যতীত সকলকে ধরিয়া আনিয়া মারিয়া ফেলে। নৌকায় যত স্ত্রীলোক ও শিশু ছিল, সকলকে শবদাকুঠিতে আবদ্ধ রাখা হয়। পরে যখন কানপুরের বহির্দ্দেশে হাব্‌লকের কামানের প্রথম শব্দ শুনা যায়, তখন সিপাহীরা সেই সকল শিশু ও স্ত্রীলোককে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলে। প্রায় ২০০ শত প্রাণ বিনষ্ট হয়। যেখানে এই ব্যাপার ঘটে, সেইখানেই মেমোরিয়াল কূপ ও স্তম্ভ আছে।

১৫ জুলাই হাব্‌লক পাণ্ডুনদীতীরে ও ঔঙ্গরে যুদ্ধ করেন, তৎপর দিন কানপুর অধিকৃত হয়।

২৭ নবেম্বর, গোয়ালিয়রের বিদ্রোহীদল অযোধ্যায় বিদ্রোহিগণের সহিত মিলিত হইয়া কানপুর আক্রমণপূর্ব্বক নগর অধিকার করে। পরদিন সন্ধ্যাকালে লর্ড ক্লাইভ আসিয়া পুনরায় আক্রমণ করেন ও ৬ই ডিসেম্বর বিদ্রোহীদিগকে নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের সমস্ত কামান অধিকার করেন। জেনেরল ওয়ালপোল অকবরপুর, রসুলাবাদ ও ডেরাপুর উদ্ধার করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কাল্‌পি উদ্ধার হইলে কানপুরে শান্তি স্থাপিত হয়।

কানলক (ত্রি) কনল-বুঞ্‌। কনল নামক ব্যক্তি নির্ম্মিত।

কানাড়া,—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী একটি প্রদেশ। ইহার উত্তরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্ জেলা, দক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মালাবার জেলা, পূর্ব্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ধারবার জেলা, মহীসুররাজ্য এবং কুর্গ, পশ্চিমে আরব-সাগর ও ভারত মহাসাগর এবং উত্তরপশ্চিম কোণে গোয়া প্রদেশ। এই প্রদেশটি প্রেসিডেন্সী বিভাগের সময় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তরাংশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ও দক্ষিণাংশ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত হইয়াছে। উত্তর কানাড়ার প্রধান নগর ও বন্দর করবর। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপকূলবর্ত্তী প্রদেশগুলির দক্ষিণদিগবর্ত্তী, ইহার দক্ষিণে দক্ষিণকানাড়া প্রদেশ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত, ইহার প্রধান নগর মঙ্গলূর (মঙ্গলোর)।

উত্তর কানাড়ার মধ্যে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের সহ্যাদ্রিখণ্ড উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। এই জেলায় ইহার উচ্চতা ২৫০০ হইতে ৩০০০ ফুট। সহ্যাদ্রির উভয় পার্শ্বের ভূমির একদিক্ উচ্চ ও অপর দিক্ নিম্ন। উচ্চ ভূভাগের নাম বালাঘাট, পরিমাণ প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল। উপকূলভাগে অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর মুখ থাকায় উপকূলরেখা বড় ছিন্ন ভিন্ন। (নদীমুখ প্রশস্ত হইয়া) সমুদ্রখাড়ী দেশের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপকূলের উত্তরপশ্চিমকোণে করবর অন্তরীপ। সমুদ্রতীরের ভূমি প্রধানতঃ বালুকাময়, মধ্যে মধ্যে পাহাড়ও আছে। পরে নারিকেল-বৃক্ষপূর্ণ জঙ্গল, তৎপরে অপ্রশস্ত ধান্যক্ষেত্র। এই নিম্নভূমির বিস্তার কোথাও ১৫ মাইলের অধিক নহে, আবার অনেক স্থলে ৫ মাইলেরও বেশী হয় না। এই ভূভাগের পার্শ্বেই প্রায় ২০০।৩০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বত। এই পর্ব্বতমালার মধ্যে মধ্যে আবার সহস্র ফুট উচ্চ জঙ্গলাবৃত শিখরও আছে। এই সকল শিখরের মধ্যে মধ্যে উত্তম কর্ষিত ধান্যক্ষেত্র ও উদ্যানশোভিত অট্টালিকা আছে। বালাঘাটের মালভূমি ২৫০০ হইতে ২০০০ ফুট উচ্চ। নদীতীরবর্ত্তী কতক স্থান ভিন্ন এই মালভূমিটি একপ্রকার বনময় পতিত জমী। নদীতীরে সামান্য সামান্য গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্র আছে।

সহ্যাদ্রির উভয় পার্শ্বেই নদী আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি পশ্চিমমুখে আরব-সাগরে ও কতকগুলি পূর্ব্বমুখে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পূর্ব্বাংশের নদীর মধ্যে তুঙ্গভদ্রার উপনদী বার্দ্দা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমাংশের নদীগুলির মধ্যে উত্তরে কালীনদী, মধ্যে গঙ্গাবালী ও তদ্রি এবং দক্ষিণে শিরাবতী প্রসিদ্ধ। শিরাবতীর জলরাশি হোনাবার নগরের ৩৫ মাইল ঊর্দ্ধে ৪২৫ ফুট উচ্চ পর্ব্বতের উপর হইতে ভীষণবেগে পড়িতেছে। ইহাই বিখ্যাত গারসোপ্পা প্রপাত। পর্ব্বতের অধিকাংশই গ্র্যানাইট্ পাথর, অনেকের মূলদেশ ল্যাটিরাইট। করবর ও হোনাবার নগরের নিকটে পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে ল্যাটিরাইট প্রস্তর সংগৃহীত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। এই প্রদেশের স্থানে স্থানে লৌহখনি আছে। কুম্প্তা হইতে ১৮ মাইল যান উপত্যকায় চূণপাথর পাওয়া যায়।

উত্তর কানাড়ার বনবিভাগে সকল প্রকার বৃক্ষই জন্মে, তন্মধ্যে সেগুণ, পিয়াশাল প্রভৃতিই অধিক। এখানে গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগ হইতে কাঠ কাটান হইয়া থাকে। কৃষকেরা বন হইতে বিনা খরচায় জালানি কাঠ, সারের জন্য পাতা ও গৃহনির্ম্মাণের জন্য বাঁশ, খুঁটি ইত্যাদি পায়। পূর্ব্বে এখানকার কাঠ গুজরাট ও বোম্বাইয়ে লইয়া গিয়া বিক্রীত হইত, এখন করবরে লইয়া গিয়া বিক্রীত হয়।

দক্ষিণকানাড়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। এই জেলায় নদী অনেক, সুতরাং শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, নানা বৃক্ষাদিপূর্ণ বন, নারিকেল-বাগান প্রভৃতি যথেষ্ট।

এই প্রদেশের উপকূলভাগে উত্তর-দক্ষিণে সমস্ত ভূভাগে (বিস্তারে ৫ হইতে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত) লোকের বাস কিছু ঘন। এই ভূভাগ ল্যাটিরাইট প্রস্তরপূর্ণ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০৭ হইতে ৬০০ ফুট উচ্চ। ইহার পরেই পশ্চিমঘাটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরমালা। জমলাবাদের পর্ব্বত (বেলতঙ্গড়ির নিকট) ও গর্দ্দভকর্ণ পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই প্রদেশে পশ্চিমঘাট ৩০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চ হইয়াছে। পূর্ব্বাংশে ইহাকেই একপ্রকার সীমা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি গিরিবর্ত্ম আছে, তন্মধ্যে সম্পাজি, অগুম্বি, চরমাদি, হায়দরগদি বা হাসানগদি, মঞ্জরাবাদ ও কলুর প্রভৃতি কুর্গ ও মহিসুরের মধ্যে অবস্থিত। মঙ্গলোর হইতে এই সকল গিরিপথ পর্য্যন্ত শকটগমনোপযোগী রাস্তা আছে।

দক্ষিণকানাড়ার কোন নদীই ১০০ মাইলের অধিক বিস্তৃত নহে ও সকলগুলিই পশ্চিমঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে গ্রীষ্মকালেও অনেকগুলিতে নৌকা গমন করিতে পারে। এই সকল নদীর মধ্যে নেত্রবতী, গুরপুর, গঙ্গোলি, চন্দ্রগিরি বা পয়স্বিনী নদীই প্রধান। কারকল নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র ও সুন্দর হ্রদ ও কুণ্ডপুরে একটি নির্ম্মল জলের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হ্রদ আছে।

এই জেলার মৃত্তিকায় অতি সুন্দর দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ হয়। অনেক বণিক এই মৃত্তিকা হইতে কলে টালি ও ইষ্টকাদি প্রস্তুত করে। এদেশে চীনেমাটির ন্যায় একপ্রকার শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল মসৃণ মৃত্তিকা পাওয়া যায়। সিজার নামক স্থানে স্বর্ণ; সুব্রহ্মণ্য ও কেম্ফল্ল নামক স্থানে দাড়িম্ববীজাকার ক্ষুদ্র পুলকমণি; উদিপি ও উপ্পারঙ্গড়ি তালুকের মধ্যে লৌহখনি আছে। লৌহ উত্তোলনের কোন বন্দোবস্ত নাই।

এই জেলায় অধিকাংশ জমীই অধিবাসিগণের অধিকৃত। গবর্ণমেণ্টের অধীনে কেবল পশ্চিমঘাটের নিকটবর্ত্তী বনভূমির কতকাংশ আছে। এই সকল বন হইতে চকর কাঠ, বাঁশ, জালানি কাঠ, এলাচ, বন্য এরারুট, খদির, দারুচিনি (ছাল ও তৈল), গঁদ, রজন ও নানাপ্রকার রং উৎপন্ন হয়। মধু, মোম এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি মলয়কুদি বা পার্ব্বতীয় লোকেরা

সংগ্রহ করে। এই জেলা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় দেড় লক্ষ টাকার চন্দনের তৈল প্রস্তুত হইয়া রপ্তানি হয়। মহীসুর হইতে চন্দনকাষ্ঠ আসে, তাহার তৈল কেবল দক্ষিণ-কানাড়ায় প্রস্তুত হয়।

এক প্রকার বলিতে গেলে কানাড়া নামে স্বতন্ত্র দেশ নাই। পূর্ব্বে কানাড়া প্রদেশের চতুঃসীমা দেওয়া হইয়াছে, তাহার দক্ষিণের কতকাংশের নাম মলয়ালম্ (মলয়); মধ্যাংশের নাম তুলুব ও উত্তরের কতকাংশের নাম কর্ণাট। অনেকে বলেন, কানাড়া কর্ণাটদেশের নামান্তর, কিন্তু তাহা নহে [কর্ণাট দেখ।] দক্ষিণ কানাড়ার উদিপি পরগণার উত্তর পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রাচীন কেরলরাজ্যের অন্তর্গত। কথিত আছে, পরশুরামের ক্ষত্রিয়বিনাশের পর পাণ্ড্যরাজারা আসিয়া এই স্থান অধিকার করেন। ১২৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ড্যরাজগণ প্রবল ছিলেন, পরে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহা বিজয়নগররাজের অধিকারভুক্ত হয়। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন বিজয়নগররাজের প্রবলপ্রতাপ তালিকোটের যুদ্ধে খর্ব্ব হয়, তখন বেদনুরের সর্দ্দার স্বাধীনতালাভ করিয়া বেদনুররাজ্য-স্থাপন করেন এবং কানাড়ার হনর নামক স্থান হইতে নীলেশ্বর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তৎপর চেরকল-রাজের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বন্দোবস্তের সময় এই প্রদেশ শক্ররাজ্য কানাড়া নামে উল্লিখিত হইত। কানাড়ার উত্তরাংশ তুলুব প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এবং ১৬১ হইতে ৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কদম্বরাজগণের অধিকৃত ছিল। [কদম্ব দেখ।] তৎপরে ৭১৪ হইতে ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বল্লালবংশের অধীন হয় [বল্লাল দেখ] এবং তৎপরে তুলুবের ইক্কেরি রাজগণের অধিকৃত ছিল (১৫৬০-১৭৬৩।) এই ইক্কেরি রাজগণ বিজয়নগররাজ্যধ্বংশের পর প্রাধান্য লাভ করেন। [বিজয়নগর ও তুলুব দেখ।] ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দরআলী বেদনুর-অধিকারকালে কানাড়ার মধ্যে মঙ্গলোর বাগবুর অধিকার করিয়া তৎপরে মালাবার ও সমস্ত জেলা অধিকার করেন। দুই বৎসর পরে ইংরাজসৈন্ত হনর ও মঙ্গলোর সহর উদ্ধার করেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই টিপুসুলতান পুনরাধিকার করিলেন। তৎপরে টিপুর সহিত ১৭৮৩৮৪ যুদ্ধের দক্ষিণ-কানাড়ায় মহাযুদ্ধ ঘটে। অবশেষে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণরূপে ইংরাজাধিকারে আসে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কুর্গরাজের সাম্রাজ্যগ্রহণের সময় অমর ও সুলিয়-প্রদেশের লোকেরা স্ব স্ব প্রদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত করিবার প্রার্থনা করায় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটীশরাজ তাঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। সমগ্র সর্গনিস জেলা দক্ষিণ-কানাড়ার পুত্তুর বিভাগের সহিত একত্র করা হয়। ঐ বৎসরেই কল্যাণাপ্পা সুবরায় নামক একজন সর্দ্দার কুর্গরাজের পতনে ইংরাজদিগকে অস্ত্রধারণ করেন। পুত্তুর হইতে মঙ্গলোর পর্য্যন্ত বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়। তৎপরে বিদ্রোহিগণ শাসিত হইলে কানাড়াপ্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হইল। দক্ষিণ-কানাড়ার প্রধান নগর মঙ্গলোর, বন্টবাল ও উদিপি। দক্ষিণ-কানাড়ায় প্রধানতঃ হিন্দু, পর্ত্তুগীজ, ফিরিঙ্গী, আরব ও অনার্য্য জাতির বাস। হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক, ইহারা সারস্বত ও কোঙ্কণী নামক দুই সমাজে বিভক্ত। যাহারা দ্রাবিড় জাতি হইতে উদ্ভূত, সেই ব্রাহ্মণগণ শিবলী নামে বিখ্যাত।

এ দেশের আরবীয়েরা মাপ্পিলা নামে বিখ্যাত। অনার্য্য জাতীয়ের মধ্যে মলয়কুদিয়াই প্রধান, ইহারা যেরূপে কৃষিকার্য্য করে তাহাকে 'কুমারী' প্রণালী বলিয়া থাকে।

উত্তর-কানাড়ায় হিন্দুর মধ্যে গুপারি ব্যবসায়ী হারিক ব্রাহ্মণেরাই বিখ্যাত। মুসলমানদিগের মধ্যে নব্যায়তা (নাবিক)-গণ আরববণিকদিগের প্রতিনিধি বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত, কিন্তু অল্পসংখ্যক আছে। আফ্রিকা হইতে আনীত পর্ত্তুগীজগণের ক্রীতদাসীদিগের গর্ভজাত মুসলমানেরা সিদি নামে আখ্যাত। ইহাদের আকৃতি এখনও অনেকটা কাফ্রির ন্যায় আছে।

কানাৎ (আরব্য) শিবির, তাঁবু।

কানিষ্ঠিক (ক্লী) কনিষ্ঠিকা ইব, কনিষ্ঠিকা-অণ্ (শর্করাদিভ্যো ঽণ্। পা ৫।৩।১০৭।) কনিষ্ঠিকার ন্যায়।

কানিষ্ঠিনেয় (পুং) কনিষ্ঠায়া অপত্যম্ পুমান্, কনিষ্ঠা-ঢক্ ইনঙ্ আদেশশ্চ (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্ চ। পা ৪।১।১২৬।) কনিষ্ঠার পুত্র।

কানীত (পুং) কনীতস্য অপত্যম্ পুমান্। কনীত নামক ঋষির পুত্র, পৃথুশ্রবাঃ।

কানীন (পুং) কন্যায়াং জাতঃ, কন্যা-অণ্ কনীন আদেশশ্চ (কন্যায়াঃ কনীনচ। পা ৪।১।১১৬।) ১ অবিবাহিতা কন্যার গর্ভজাত পুত্র; ইহার অপর সংস্কৃত নাম 'কন্যকাজাত'। এই পুত্র তাহার মাতামহের পুত্রস্থানীয় হইয়া থাকে। ("কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতো মতঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য।) ২ কর্ণ। ৩ ব্যাসদেব।

(কানীনঃ কন্যকাজাততনয়ে ব্যাসকর্ণয়োঃ। মেদিনী।)

কানীয়স (ত্রি) কনীয়সঃ ইদম্। কনিষ্ঠ সম্বন্ধীয়।

কানীবৃক্ষ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Salvania cucullata)

কানুড় (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Crinum toxicarium)

কানুনগোই (পারস্য) মুসলমান-রাজত্বকালে যে সকল রাজ-কর্ম্মচারী ভূ-সম্পত্তির যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নবাবের নিকট জানাইতেন, তাঁহাদিগেরই এই উপাধি ছিল। আইন অক্‌বরীপাঠে জানা যায়, পূর্ব্বে প্রত্যেক সরকারে এক একজন কানুনগোই এবং তাহাদের অধীনে প্রত্যেক মহলে একজন করিয়া পাটোয়ারী নিযুক্ত থাকিতেন।

তৎকালে কোন ভূমির চৌহদ্দী, বিভাগ, বিক্রয় এবং হস্তান্তরকরণ প্রভৃতি ভূ-সম্পত্তিসম্বন্ধীয় কোন কার্য্য আবশ্যক হইলে প্রথমে কানুনগোইকে জানাইতে হইত অথবা তাঁহার আদেশ লইয়া কার্য্য করিতে হইত। ভূমিসম্পর্কীয় কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে, কানুনগোই মীমাংসা করিয়া দিতেন।

অক্‌বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া রাজা টোডর মল্ল ও মুজঃফর খাঁ দশশালা বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা ১৯ জন নূতন কানুনগোই নিযুক্ত করিয়া প্রত্যেক সরকারের কানুনগোইদিগের নিকট হইতে ভূমিসম্পত্তি-সম্বন্ধীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে রাজা টোডর মল্ল যখন জমা বন্দোবস্ত করিতে আইসেন, তখন এখানে কানুন-গোইরাই প্রত্যেক ভূমির সীমা, তাহার জমা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় জানাইয়া টোডর মল্লের সাহায্য করিয়াছিলেন।

এখনও স্থানবিশেষে এইরূপ কানুনগোই নিযুক্ত আছেন। বঙ্গদেশে পূর্ব্বে যাহারা কানুনগোই কার্য্য করিতেন, এক্ষণে তাঁহার বংশধরেরা ঐ কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলেও অনেকে কানুনগোই বা 'কানুঙ্গো' উপাধি ভোগ করিতেছেন।

কানুম্‌ (কানন্‌) পঞ্জাবের কুনাবার উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ৩১° ৪০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩০´ পূঃ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৯৩০০ ফুট উচ্চে পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এখানে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমঠ আছে, এই মঠে বিস্তর ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। এই স্থান লাধকের প্রধান লামার অধীন।

এখানে "বিজ্‌রাল" নামক কম্বলের ব্যবসাই অধিক।

কানুক (দেশজ) কাণুক, কাক।

কানুন (পারস্য) আইন।

কানুনগোই (পারস্য) কানুনগোই।

কান্ত (ক্লী) কনতে দীপ্যতে, কন-কর্ত্তরি ক্ত। ১ কুঙ্কুম। ২ লৌহবিশেষ। ৩ (ত্রি) মনোরম, সুন্দর। (পুং) ৪ শ্রীকৃষ্ণ। ৫ চন্দ্র। ৬ স্বামী। ৭ চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত ও অয়স্কান্ত মণি। ৮ হিজলগাছ। ৯ বসন্ত ঋতু। ১০ বিষ্ণু। ১১ শিব। ১২ কার্ত্তিকেয়। ১৩ কামদেব। ১৪ (ত্রি) অভিলষিত।

কান্ত, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহজহানপুর জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম, শাহজহানপুর সহর হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ দক্ষিণে জলালাবাদের পথের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪৮´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৪৯´ ৪৫´´ পূঃ।

এই নগরটি অতি প্রাচীন, যখন শাহজহানপুর সহরের পত্তন হয় নাই, তখন ইহার খুব সমৃদ্ধি ছিল, প্রাচীন অট্টালিকা, প্রাচীন দুর্গাদির ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপ প্রভৃতি দৃষ্টে ইহার কতকটা পূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানসহরে পুলিসের থানা, ডাকঘর, সরাই ও কুচ করিবার মাঠ আছে। লোক সংখ্যা ৪৬৮১, তন্মধ্যে ২৭৮৮ হিন্দু। এই প্রাচীন জনপদটি মহাভারতোক্ত 'কান্তি' (ভীষ্ম ৯।১০) এবং পাশ্চত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি বর্ণিত 'কিণ্ডিয়া' বলিয়া অনুমিত হয়।

কান্তকড়া (দেশজ) কান্তলৌহ নির্ম্মিত কটাহ।

কান্ততা (স্ত্রী) কান্তস্য ভাবঃ, কান্ত-তল্‌-টাপ্‌। ১ সৌন্দর্য্য। ২ স্বামিত্ব।

কান্তত্ব (ক্লী) কান্তস্য ভাবঃ, কান্ত-ত্ব (তস্যভাবস্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) ১ মনোহারিতা। ২ স্বামিত্ব।

কান্তনগর, বাঙ্গালাপ্রদেশের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বীরগঞ্জ থানার অধীন একটি গণ্ডগ্রাম, দিনাজপুর সহর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

কান্তনগর এখন যেমন একটি সামান্য পল্লী, পূর্ব্বে এমন ছিল না, এখানকার দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে সহজেই বোধ হয়, একসময়ে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং এখানে বহুলোকের বাস ছিল। এখন যে স্তূপাকার দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ নয়নগোচর হয়, অনেকের বিশ্বাস এই দুর্গ এক সময়ে বিরাটরাজার ছিল, তিনি ঐ দুর্গ মধ্যে বাস করিতেন, পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসকালে এখানে আগমন করিয়াছিলেন।

কান্তনগরের চারিদিকে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া আছে, তাহার নাম উত্তর-গো-গৃহ। প্রবাদ এইরূপ, এখানকার ধাপা নদীর পূর্ব্বতীরে এবং কচাই নদীর উত্তরতীরে বিরাটরাজের গোধন চরিত। এই গোচারণমাঠে এক সময়ে অত্যুচ্চ প্রাকার পরিবেষ্টিত ছিল। এক্ষণে বৃক্ষলতাদিতে এই সকল স্থান জঙ্গলাবৃত হওয়ায় সেই প্রাচীন প্রাকারের চিহ্ন পর্য্যন্ত বাহির করিবার উপায় নাই*।

* এখানকার অধিবাসীর মধ্যে কিংবদন্তি আছে, দিনাজপুরের অধিকাংশ স্থানই প্রাচীন মৎস্যদেশ। কিন্তু মহাভারতাদি পাঠ করিলে কোনক্রমে এ অঞ্চলে মৎস্যদেশের অবস্থান নির্ণীত হইতে পারে না। মৎস্যদেশ বা বিরাটরাজ্য উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র এবং বিরাট ও মৎস্য শব্দ দেখ।]

কান্তনগরের কান্তমন্দির অতি প্রসিদ্ধ, এমন সুন্দর ও বিচিত্র মন্দির বঙ্গদেশে আর নাই। রাজা প্রাণনাথ দিল্লী হইতে কান্তনামে বিষ্ণুবিগ্রহ আনয়ন করেন। এই কান্তবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কান্ত-মন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ এবং অনুমান ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। রাজা প্রাণনাথ এই মন্দির নির্ম্মাণার্থ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই মন্দির অধর বাঙ্গালা দেশের স্থপতি ও শিল্পীগণের গৌরবপ্রকাশক, ইংরাজাগমনের পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশের দীন শিল্পীগণ স্থাপত্য ও শিল্পবিদ্যায় কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা এই কান্তনগরের পবিত্র দেবমন্দির দেখিলেই জানা যায়। এটি
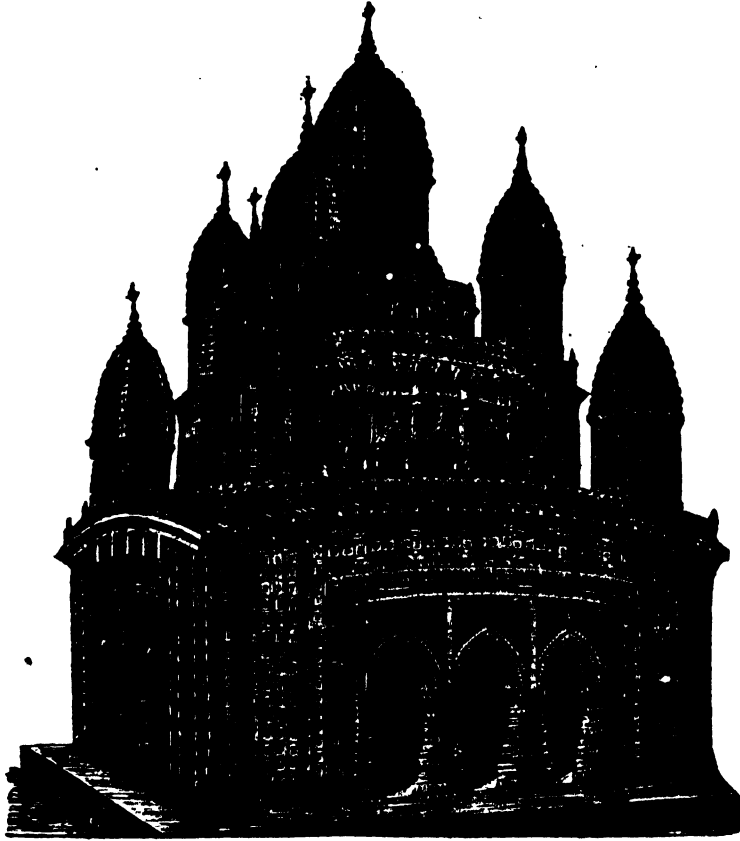
কান্তমন্দির।

নবরত্ন মন্দির। মন্দিরের চূড়ার বিষ্ণুচক্র হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত সুগঠিত, সুচিত্রিত ও কারুকার্য্য-সুশোভিত। এই মন্দিরে আদৌ পাথরের সম্পর্ক নাই, ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সমস্তই ইষ্টকনির্ম্মিত, মন্দিরগাত্রে ইষ্টক খোদিয়া বহু সংখ্যক দেবদেবীমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। দেবদেবীর-মূর্ত্তি ব্যতীত; প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে রীতি-পদ্ধতি ও পরিধেয় বস্ত্রাদি কিরূপ প্রচলিত ছিল, তাহাও মূর্ত্তি দর্শন করিলে জানিতে পারা যায়। বলিতে কি, এমন ইষ্টকনির্ম্মিত এবং ইষ্টকখোদিত নিখুঁত কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির আর কোথাও নাই।

কান্তনগরের কিছুদূরে সনকা নামক স্থান, প্রবাদ আছে, বিখ্যাত বণিক চাঁদ সওদাগর এখানে একটি মাটির দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কান্তপক্ষী [ন] (পুং) কান্তস্য কার্ত্তিকেয়স্য পক্ষী, ৬তৎ। যদ্বা কান্তঃ মনোহরঃ পক্ষো হস্তাস্তি, কান্ত-পক্ষ-ইনি। ময়ূর।

কান্তপুষ্প (পুং) কান্তানি মনোরমাণি পুষ্পাণ্যস্য, বহুব্রী। রক্তকাঞ্চন গাছ।

কান্তলক (পুং) কান্তং লক্যতে আস্বাদ্যতে, কান্ত-লক-ঘঞর্থে কঃ। নন্দীবৃক্ষ, তুঁদগাছ।

কান্তলোহ (ক্লী) কান্তং লোহশ্রেষ্ঠত্বাৎ কমনীয়ং লোহম্। ১ অয়স্কান্ত। ২ লোহবিশেষ; যে লোহপাত্রে জল রাখিয়া, তাহাতে তৈলবিন্দু নিঃক্ষেপ করিলে তৈল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

না হয়, যাহার স্পর্শে হিঙ্গু স্বীয় গন্ধ পরিত্যাগ করে, নিমের কাথও মধুর আস্বাদ হয়, যাহাতে দুগ্ধ পাক করিলে দুগ্ধ বালুরাশির ন্যায় জমিয়া যায় এবং যে লৌহপাত্রে ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, তাহাকেই কান্তলৌহ কহে। এই লৌহদ্বারা বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ঔষধে প্রয়োগ করিবার জন্য ইহার জারণ মারণ প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যক। [তাহার উপদেশ 'লৌহ' শব্দে দেখ।]

ইহার নিরুত্থীকরণসম্বন্ধে রসেন্দ্রসারসংগ্রহে এইরূপ উপদেশ লিখিত আছে। যথা—"শুদ্ধ পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, এই উভয়ের সমপরিমাণ লৌহচূর্ণ, একত্র ঘৃত-কুমারীর রসের সহিত ২ প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া, তামার পাত্রে এক একটি গোলক করিয়া দিতে হইবে। তৎপরে ঐ গোলকগুলি এরণ্ডপত্র দ্বারা দুই প্রহর কাল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে, উষ্ণ হইয়া উঠিবে, তখন সেইগুলি ধান্য রাশির মধ্যে তিনদিন পর্য্যন্ত রাখিয়া চতুর্থদিনে চূর্ণ করিতে হইবে। এই চূর্ণ কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া, জলে নিঃক্ষেপ করিলে ভাসিয়া উঠিবে।"

কান্তলৌহ (ক্লী) কান্তম্ মনোরমং লৌহম্, কর্ম্মধা। কান্তলোহ।

কান্তবাবু, কাসিমবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। জাতিতে তিলি। প্রথমে তিনি সামান্য মুদীর ব্যবসায় করিতেন, এজন্য অনেকে তাঁহাকে "কান্তমুদী" নামে অভিহিত করেন। যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ কাসিমবাজারে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির অধীনে কর্ম্ম করিতেন, সেই সময়ে সিরাজউদ্দৌলা সেখানকার ইংরাজদিগকে ধরিয়া বধ করিবার আদেশ দেন। সেই ঘোর সঙ্কটকালে কান্ত-বাবু ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে আপন দোকান মধ্যে নিরাপদস্থানে গোপন করিয়া তাঁহার জীবনরক্ষা করেন। হেষ্টিংশ গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলে কান্তবাবুর মহা উপকার বিস্মৃত হন নাই; তিনি প্রথমতঃ কান্তবাবুকে আপনার দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে হেষ্টিংশের অনুগ্রহে কৃষ্ণকান্ত কোম্পানি বাহাদুরের নিকট গাজিপুর ও আজিমগড় জেলার অন্তর্গত "দুহাবেহার" পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র লোকনাথ রাজাবাহাদুর উপাধি লাভ করিলেন। সন ১১৯৫ সালে পৌষমাসে কান্তবাবুর মৃত্যু হয়। কান্তবাবু হেষ্টিংসের ডান হাত ছিলেন, যত কিছু কুকর্ম্ম হেষ্টিংস্ করিতেন, তাহা এই কান্তবাবু দ্বারাই সম্পন্ন হইত। হেষ্টিংসের টাকার প্রয়োজন হইলেও, কান্ত ধার করিয়া আনিয়া দিতেন। যেখানে হেষ্টিংস যাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে কান্ত বাবু থাকিতেন; এক সময়ে হেষ্টিংস্ কান্তবাবুর জন্য কাশীর রাজমাতাকেও শাসাইয়া ছিলেন।

কান্তবাবু কমালদ্দিনের বেনামীদার। তিনি আপন পুত্রের নামে লবণ ব্যবসায় চালাইতেন। (কান্তবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে Beveridge's The Trial of Nanda Kumar, p. 234-45, 367-401 দেখ।)

ইনিই বর্ত্তমান কাসিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথের পিতামহ।

কান্তা (স্ত্রী) কাম্যতে অসৌ, কম-ণিচ্-ক্ত-টাপ্। ১ পত্নী। ২ সুন্দরী স্ত্রী। ৩ প্রিয়ঙ্গু। ৪ বড় এলাইচ। ৫ রেণুকা। ৬ নাগরমুথা। ৭ গঙ্গা।

("কূটস্থা করুণা কান্তা কূর্ম্মযানা কলাবতী।" কাশীখণ্ড ২৯।৪৩।)

কান্তাই, বাঙ্গালা প্রদেশের মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। মুজঃফরপুর সহর হইতে ৪ ক্রোশ। এখানে নীলের ব্যবসা যথেষ্ট। অক্ষা° ২৬°১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ২০´৩০´´ পূঃ।

কান্তাঙ্ঘ্রিদোহদ (পুং) কান্তায়া অঙ্ঘ্রিণা চরণস্পর্শেন দোহদঃ পুষ্পোদ্গমো যস্য, বহুব্রী। অশোকগাছ।

[অশোক দেখ।]

কান্তাচরণদোহদ (পুং) কান্তাচরণেন স্ত্রীচরণস্পর্শেন দোহদঃ পুষ্পোদ্গমো যস্য, বহুব্রী। অশোক।

কান্তায়স (ক্লী) অয় এব, আয়সম্ স্বার্থে অণ্; কান্তং আয়সম্, কর্ম্মধা। ১ অয়স্কান্ত, চুম্বকলৌহ। ২ কান্তলৌহ।

কান্তার (ক্লী) কস্য সুখস্য অন্তং ঋচ্ছতি গচ্ছতি, কান্তং মনোজ্ঞং ঋচ্ছতি বা। কান্ত-ঋ-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ১ কানন, বন। ২ পদ্মবিশেষ। (পুং) ৩ কাজ্লি আক্। ভাব-প্রকাশের মতে ইহার গুণ—গুরু, সারক, শরীরের স্থূলতা, শুক্র ও শ্লেষ্ম বৃদ্ধিকারক। ৪ কোবিদার বৃক্ষ। ৫ বাঁশ। (পুং ক্লী) ৬ মহাবন। ৭ দুর্গম পথ। ৮ গর্ত্ত। ৯ ছিদ্র। ১০ দুর্ভিক্ষ।

কান্তারক (পুং) কান্তার-স্বার্থে কন্। ইক্ষুবিশেষ, কাজ্লি আক্।

কান্তারগ (ত্রি) কান্তারং গচ্ছতি, কান্তার-গম-ড। যে বনে গমন করে।

কান্তারপথ (পুং) কান্তারাবৃতঃ পন্থা, মধ্যলো°। বনমধ্যবর্ত্তী পথ।

কান্তারপথিক (ত্রি) কান্তারপথেন আহৃতম্, কান্তারপথ-ঠঞ্। (আহৃতপ্রকরণে বারি-জঙ্গল-স্থল-কান্তার-পূর্ব্বপদা-দুপসংখ্যানম্। পা ৫।১।৭৭। বার্ত্তিক ১।) ১ বনপথ দ্বারা আহৃত। ২ বনপথে গমনকারী।

কান্তারবাসিনী (স্ত্রী) কান্তারে বাসো হস্ত্যস্যাঃ, কান্তার-বাস-ইনি-ঙীষ্। ১ দুর্গা। ২ বনবাসিনী।

কান্তারী (স্ত্রী) কান্তার-ঙীষ্ (ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১।) ইক্ষুবিশেষ, কাজলি আক্।

কান্তি (স্ত্রী) কম্ কন্-ভাবে ক্তিন্। ১ দীপ্তি। ২ শোভা। কান্তির সংস্কৃত পর্য্যায়—শোভা, দ্যুতি, দীপ্তি, ছবি, শুভা, ভাসা, ভাঃ ও অভিখ্যা। ৩ স্ত্রীশোভা।

"রূপযৌবন লালিত্যং ভোগাদ্যৈরঙ্গভূষণম্।
শোভা প্রোক্তা সৈব কান্তি র্মন্মথাপ্যায়িতা দ্যুতিঃ॥"
সাহিত্যদর্পণ ৩।

রূপ ও যৌবনের লালিত্য এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা যে সৌন্দর্য্য হয়, তাহার নাম শোভা। এই শোভাই কামচেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে তাহাকে কান্তি কহে।

৪ ইচ্ছা। ৫ কামশক্তিবিশেষ। ৬ দুর্গা। ৭ গঙ্গা। ৮ চন্দ্রের কলাবিশেষ। ৯ চন্দ্রের স্ত্রীবিশেষ। ১০ কান্তিকড়া।

কান্তিক (ক্লী) কান্ত্যা, কান্তি আখ্যয়া কায়তি আহ্বয়তে, কান্তি-কৈ-ক। কান্তি বা কান্তলোহ।

কান্তিকর (ত্রি) কান্তিং করোতি, কান্তি-কৃ-খ। কান্তি-বর্দ্ধক দ্রব্যাদি।

কান্তিদ (ক্লী) কান্তিং দ্যতি নাশয়তি, কান্তি-দো-ক। ১ পিত্ত। [পিত্তদেখ।] ২ (ত্রি) কান্তিং দদাতি, কান্তি-দা ক। কান্তিদায়ক, শোভাবর্দ্ধক। ৩ ঘৃত।

কান্তিদা (স্ত্রী) কান্তিদ-টাপ্। সোমরাজী।

কান্তিদায়ক (ক্লী) কান্তিং দদাতি, কান্তি-দা-ণ্বুল্। ১ কালিয়ক নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ২ (ত্রি) শোভাদায়ক।

কান্তিনগরী (স্ত্রী) কাঞ্চীনগরী।

কান্তিপুর (ক্লী) ১ নেপালের অন্তর্গত নগরবিশেষ। এখন নেপালের রাজধানীর নাম কাটমাণ্ডু. পূর্ব্বে এই নগরকে কান্তিপুর বলিত। নেপালীরাজবংশাবলীপাঠে জানা যায় যে, রাজা লক্ষ্মীনরসিংহ মল্ল ৭১৫ নেপালীসম্বতে (১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে) গোরক্ষনাথের পূজার্থ একটি বৃহৎ কাষ্ঠমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তদনন্তর কান্তিপুর স্থানে কাটমাণ্ডু নাম হইল। স্কন্দপুরাণের কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে—

"নবৈকলক্ষা গ্রামাণাং কান্তিপুরে প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ৩৭ অঃ।

কান্তিপুরে নবলক্ষ গ্রাম আছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, কুমারিকাখণ্ডোক্ত কান্তিপুর নেপালরাজ্যের একটি প্রাচীন নাম অথবা কুমারিকাখণ্ডের অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। ২ গোয়ালিয়াররাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। ইহার বর্ত্তমান নাম কাট্‌বার, অশ্বিন্‌নদীর তীরে অবস্থিত। প্রভাসখণ্ড মতে এখানে জনপ্রিয় নামক দেবতা বিরাজ করেন।

কান্তিভৃৎ (ত্রি) কান্তিং বিভর্ত্তি, কান্তি ভৃ-ক্বিপ্। ১ কান্তি-বিশিষ্ট। ২ (পুং) চন্দ্র।

কান্তিমতী, কাঞ্চীপুরাধিপ চোলরাজ সোমেশ্বরের কন্যা ও পাণ্ড্যরাজ উগ্রপাণ্ড্যের পট্টমহিষী।

কান্তিমান্ [ৎ] (পুং) কান্তিঃ প্রাশস্ত্যেন অস্ত্যস্য, কান্তি-মতুপ্। ১ চন্দ্র। ২ কামদেব। ৩ (ত্রি) কান্তিযুক্ত।

কান্তিমত্তা (স্ত্রী) কান্তি মতো ভাবঃ, কান্তিমৎ-তল্ টাপ্। কান্তিবিশিষ্টতা।

কান্তিহর (ত্রি) কান্তিং হরতি নাশয়তি, কান্তি-হৃ-খ। কান্তিনাশক।

কান্থক (ত্রি) বর্ণুনদ সমীপস্থ কন্থাৎ জাতঃ, কন্থা-বুক্ (বর্ণৌবুক্। পা ৪। ২। ১০৩।) বর্ণুনদের সমীপস্থ কন্থাজাত।

কান্থক্য (পুং) কন্থকস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যম্, কন্থক-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫।) কন্থক ঋষিবংশীয়।

কান্থক্যায়ন (পুং) কন্থকস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যম্, কন্থক-যঞ্-ফক্। কন্থক ঋষিবংশীয়।

কান্থিক (ত্রি) কন্থায়াং জাতঃ, কন্থা-ঠক্ (কন্থায়াষ্ঠক্। পা ৪। ২। ১০২।) কন্থাজাত।

কান্দ (ত্রি) কন্দস্য ইদম্, কন্দ-অণ্। ১ কন্দসম্বন্ধীয়। ২ কন্দজাত।

কান্দন (দেশজ) ক্রন্দন, রোদন।

কান্দনী (দেশজ) যে বালিকা বা যে স্ত্রী অধিক রোদন করে।

কান্দর্প (পুং) কন্দর্পস্য অপত্যং পুমান্, কন্দর্প-অঞ্। ১ কন্দর্পের পুত্র, অনিরুদ্ধ। ২ (ত্রি) কন্দর্পসম্বন্ধীয়।

কান্দর্পিক (ক্লী) কন্দর্পায় কন্দর্পবৃদ্ধয়ে প্রয়োজনমস্য, কন্দর্প-ঠক্। কাম বৃদ্ধিকারক দ্রব্য ও নিয়মাদি।

[বাজীকরণ দেখ।]

কান্দব (ক্লী) কন্দৌ সংস্কৃতং ভক্ষ্যম্, কন্দু-অণ্। পিষ্টকাদি ভোজ্যবস্তু।

কান্দবিক (ত্রি) কান্দবং পণ্যং অস্য, কান্দব-ঠক্ (তদস্য পণ্যম্। পা ৪। ৪। ৫১।) পিষ্টকবিক্রেতা, মিঠাইওয়ালা।

কান্দা (দেশজ) রোদন করা।

কান্দাবিষ (ক্লী) কান্দবিষ, ছান্দসত্বাৎ দীর্ঘঃ। মূলবিষ, কন্দবিষ।

কান্দাহার, আফগানস্থানের একটি প্রদেশ। হণ্টর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, কান্দাহার আলেকসান্দার বা সিকন্দর শব্দের অপভ্রংশ। প্রসিদ্ধ মাকিদনবীর আলেকসান্দার নিজনামে এখানে একটি নগর পত্তন করেন, তাহার নামানুসারেই এই নগরের নামকরণ হয়। কিন্তু

ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ঋগ্বেদে (১।১২৬।৭) ও অথর্ব্ববেদে (৫।২২।১৪) গন্ধারি নামক জনপদ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩৪), শতপথব্রাহ্মণ (৮।১।৪।১০), ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৬।১৪।১), অথর্ব্বপরিশিষ্ট (৫৬) রামায়ণ (৪।৪৩।২৪), মহাভারত, হরিবংশ ও পাণিনি সূত্রে গন্ধার বা গান্ধার জনপদের উল্লেখ আছে। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা অনুসারে এই জনপদ সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়।

ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে—

"সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা।" ১।১২৬।৭।

আমি গান্ধারদেশীয় মেষীর ন্যায় লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা। এখনও আফগানস্থানে লোমশ-মেষ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ঋক্‌সংহিতায় গান্ধারদেশীয় কুভানদীর উল্লেখ আছে, আলেক্‌সান্দার যে সময়ে এ অঞ্চলে আগমন করেন, তৎকালীন গ্রীকগণ ঐ নদীকে 'কোফেন' ও 'কোফেস্' নামে উল্লেখ করিয়াছিলেন, এই নদীর বর্ত্তমান নাম কাবুল।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, আলেক্‌সান্দারের আসিবার বহু পূর্ব্বে সংস্কৃত শাস্ত্রে যাহা গান্ধাররাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহারই অপভ্রংশ বর্ত্তমান কান্দাহার। কান্দাহার প্রদেশ এখন আর পূর্ব্বকালের ন্যায় বিস্তীর্ণ না হইলেও চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্, সুংযুন্ ও হিউএন্-সিয়াং প্রভৃতির সময়ে এই জনপদ বর্ত্তমান পেশোয়ার ও কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [গান্ধার দেখ।]

বর্ত্তমান কান্দাহার প্রদেশ খিলাত-ই-ঘিলজাইর ৫ ক্রোশ দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে হাজারা প্রদেশ, দক্ষিণে বলুচিস্থানের সীমান্ত এবং পশ্চিমে হেলমন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এই প্রদেশে শাহমক্‌সুদ্, গুলকো, খক্রেজ এবং গমস্তে নামক কএকটি গিরিমালা আছে এবং হেলমন্দ, তর্ণক, অরগন্দাব, দোরী, অর্ঘস্তান ও কদনাই নামে কএকটী নদী প্রবাহিত হইতেছে।

প্রধান নগর—কান্দাহার, ফরা, খেলাত-ই-ঘিলজাই ও মারুফ। এখানে প্রায় চারিলক্ষ লোকের বাস, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ দুরাণীজাতি, পারসী ও ঘিলজাই জাতিও বিস্তর আছে। আয় প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা।

কান্দাহার, আফগানস্থানের অন্তর্গত কান্দাহার প্রদেশের প্রধাননগর। এই নগর ৩১°৩৭´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৬৫°৩০´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়, অরগন্দাব ও তর্ণকনদীর মধ্যে এবং কাবুলের ৩৮০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

বর্ত্তমান কান্দাহার নগর বড় বেশীদিনের নির্ম্মিত নহে। আধুনিক নগর অরগন্দাব নদীর বামদিকে অবস্থিত; কিন্তু একবারে তীরবর্ত্তী নহে; নদী ও নগরের মধ্যে একটি পর্ব্বতশ্রেণী আছে। এই পর্ব্বতমালার মধ্যে একস্থানে একটি বিচ্ছেদ থাকায় নদীতীরের সহিত নগরের সংযোগ আছে। প্রাচীন কান্দাহার নগর বর্ত্তমান নগরের ৪ মাইল পশ্চিমে চেলজিনাক পর্ব্বতের মূলে অবস্থিত ছিল; ইহার তিনদিকে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র ও অপরদিকে উচ্চ দুরারোহ পর্ব্বত থাকায় লোকে বিশ্বাস করিত যে নগর অজেয়; কিন্তু নাদির শাহ বহুদিন অবরোধের পর নগর অধিকার করিয়া সে বিশ্বাস দূর করেন। ইহার পর প্রাচীন নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে দুই মাইল দূরে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবনাদিশূন্য পরিষ্কৃত সমতল ভূমির উপর আর একটি নগর নির্ম্মিত হয় ও তাহার নাম নাদিরাবাদ রাখা হয়; কিন্তু আহ্মদসাহ আবদালী এই নগরটিও ধ্বংস করিয়া, ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান কান্দাহার নগর স্থাপন করেন। প্রাচীন কান্দাহারের বহু বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। এখনও এই ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রাচীনকালাবধি কান্দাহার নগর একটি বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া গণ্য। এই নগরে হিরাট, ঘোর, সিস্তান (পারস্য), কাবুল ও ভারতবর্ষ হইতে পাঁচটি বড় বড় রাস্তা আসিয়াছে। আর এই সকল স্থানের পণ্য এখানকার বাজারে আনীত ও বিক্রীত হয়। প্রথমে আলেকসান্দার, তৎপরে ইহা তাঁহার সেনাপতি সিলিউকসের অধীন হয়। তৎকালীন ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তৎপরে পারদ ও সাসান বংশীয়েরা অধিকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের সময়েরও বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎপরে হিজিরাসনের প্রথমাবস্থায় মুসলমান-ধর্ম্মপ্রচারক মুহম্মদের বংশধরেরা এদেশে প্রবেশ করেন। ৮৬৫ খৃঃ, য়াকুব-বেন-লিস্ নামক এক ব্যক্তি "সাফোরি" রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া কান্দাহার অধিকার করেন। সাসান-বংশীয়েরা পুনরায় ইহাদিগের হস্ত হইতে কান্দাহার উদ্ধার করে, পরে গজনবী বংশীয়েরা তাহাদিগকে দূরীভূত করেন। তৎপরে ঘোরী-বংশীয়েরা গজনবীদিগকে তাড়াইয়া আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিলেন। তাঁহাদিগের পর কান্দাহার সেলজুকীদিগের হস্তগত হয়। অবশেষে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা কান্দাহারে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করে। তৎপরে আবার কয়েক বৎসর পরে গিয়াস্-উদ্দীন মুহম্মদ ঘোরীর হস্তগত হয়। ১২১০ খৃষ্টাব্দে খোরিজমের সুলতান আলাউদ্দীন্ মুহম্মদ এই স্থান অধিকার করেন। ১২২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র জাঁহাগীর

খাঁ কর্ত্তৃক দূরীভূত হন, আবার মালেক কুর্ত্তবংশীয়গণ আসিয়া জাঁহাগীর খাঁর উত্তরাধিকারীদিগকে তাড়াইয়া দেন। কিছু দিন পরে মালেক-কুর্ত্তীয়রা স্থানীয় সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নগর ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। অবশেষে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুর-জঙ্গ সর্দ্দারগণের হস্ত হইতে ইহা অধিকার করেন। তৈমুরবংশীয়গণ ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আপনাদিগের অধিকারে রাখিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে আবু সৈয়দের মৃত্যু হইলে কান্দাহার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় স্থান স্বাধীন হইয়া উঠে। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের মোগলরাজ্যস্থাপয়িতা বাবর শাহবেগ নামক স্বাধীন রাজাকে পরাস্ত করিয়া কান্দাহার ভারতরাজ্যভুক্ত করেন। কিছুপরে পারসিকেরা এই স্থান অধিকার করে। এইরূপ একবার পারস্ত ও অপর-বার ভারতের অধীনত্ব স্বীকার করিতে করিতে কান্দাহারের রাজলক্ষ্মী কিছুদিন অস্থিরা থাকিয়া অবশেষে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে পারসিকেরা অধিকার করে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ ১০০০০০০ সৈন্য লইয়া ১৮ মাসকাল অবরোধের পর কান্দা-হার অধিকার করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শাহসুজা কান্দাহারের বিরুদ্ধে গমন করেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগত হন। তৎপরে সাদোজাইগণ কান্দাহার অধিকার করিতে চেষ্টা পায়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শাহসুজা আর একবার ইংরাজের সাহায্য লইয়া কান্দাহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী সৈন্যসাহায্যে ২০ এপ্রেল কান্দাহার অধিকার করেন এবং নগরমধ্যস্থ আহ্মদ শাহের সমাধিমন্দিরে ৮ই মে তারিখে রাজপদে অভিষিক্ত হন। তৎপরে তাঁহার সৈন্যদল সমুদয় আফগানস্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত কাবুল ও গজনীর দিকে অগ্রসর হইল। সৈন্যের কতকাংশ কান্দাহারে সুজার নিকট রহিল। এই সময়ে দুরাণীর বিদ্রোহী হইয়া সাদোজাই জাতীয় অকবর খাঁ ও সফদর-জঙ্গের অধীনে কান্দাহার আক্রমণ করে। অবশেষে ১৮৪৩ সালে নানাযুদ্ধ-বিগ্রহাদির পর সফদর-জঙ্গ নগর অধিকার করিলেন, কিন্তু অতি অল্পদিনের পর কোহন-দিল খাঁ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। কোহনদিল অতি অত্যাচারী ছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কোহন-দিল খাঁর মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র মুহম্মদ-সাদিক আসিয়া পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও পিতৃব্য রহিমদিল খাঁর উপর অত্যাচার করায় রহিমদিল খাঁ আফগানরাজ দোস্তমুহম্মদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দোস্তমুহম্মদ আসিয়া নগর অধিকার করেন ও নিজ পুত্র গোলাম হায়দরকে শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করিয়া যান। গোলাম হায়দরের পর শের আলী খাঁ প্রথমে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা শেষে আমীর হইয়া কাবুলে ফিরিয়া গেলেন ও নিজ ভ্রাতা আমীন খাঁকে শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আমীন খাঁ শের আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কাজবাজের যুদ্ধে নিহত হন। আমীনের কনিষ্ঠ মুহম্মদ সরিফ একবার বৃথা চেষ্টা করিয়া শেষে জ্যেষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করেন। আজিম খাঁ নামক শেরআলীর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে খিলাতি-ই-খিলজাই নামক স্থানে শেরআলীকে পরাস্ত করেন। পর বৎসর শেরআলীর পুত্র য়াকুব খাঁ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন।

এই সময়ে আফগানস্থানের সহিত ইংলণ্ডের মনো-মালিন্য ঘটায় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কোয়েটা হইতে সার ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্ট একদল সৈন্য লইয়া আফগানরাজ্যে প্রবেশ করেন। সৈফ-উদ্দীন্ নামক সেনাপতি তক্তিকুল নামক স্থানে তাঁহাকে বাধা দেন, কিন্তু পরাস্ত হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার ইংরাজের অধীন হয়।

শের আলীর মৃত্যুর পর য়াকুব খাঁ গণ্ডমক নামক স্থানে ইংরাজের সহিত সন্ধি করেন। যুদ্ধাদি মিটিয়া যায়। সন্ধি অনুসারে ইংরাজদিগকে কান্দাহার ছাড়িয়া পিশিনে ফিরিয়া আসিবার আদেশ হইল, ইতিমধ্যে সার লুই ক্যাভ্যাগনারি কাবুলের দরবারে স্বদলে নিহত হন; সুতরাং কান্দাহার পুনরায় ইংরাজ-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল এবং কান্দাহারের রক্ষণার্থ খিলাত-ই-খিলজাই নামক স্থান অধিকার করা হইল। ১৮৮০ সালে বোম্বাই হইতে মেজর জেনরল প্রিমরোজ উপস্থিত হইলে পর সার ষ্টুয়ার্ট সসৈন্যে ফিরিয়া আসিলেন। সর্দ্দার শের আলী খাঁ ইংরাজের অধীনে কান্দাহারের ওয়ালী নিযুক্ত হন। সর্দ্দার মুহম্মদ আয়ুব খাঁ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। ইংরাজসেনানী বারো পথিমধ্যে বাধা দেন, কিন্তু স্বদলে একেবারে বিনষ্ট হওয়ায়, আয়ুব খাঁ কান্দাহারের পথ মুক্ত পাইয়া অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে আব্দর-রহমন খাঁ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া নিজে আমীর বলিয়া পরিচিত হন। ইতিপূর্ব্বে সার রবার্টস্ কান্দাহারের উদ্ধারার্থ নূতন সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সার রবার্ট পঁহুছিলে বাবা-ওয়ালি কাটাল ও গণ্ডিমুলা-সাহিবদাদ নামক স্থানে আয়ুবের সহিত ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আয়ুব সমস্ত হারাইলেন। তাঁহার সৈন্য, শিবির অস্ত্র শস্ত্রাদি, কামান গোলাগুলি বারুদ সবই বিপক্ষের হস্তগত হইল। অবশেষে ১৮৮১ সালের এপ্রেল মাসে কান্দাহার-প্রদেশে শান্তিস্থাপন করিয়া সার রবার্ট কোয়েটায় ফিরিয়া

আসিলেন। তৎপরে আমীর আবদর-রহমন মুহম্মদ হাসম খাঁ নামক একজন ষোড়শবর্ষীয় বালককে সর্দ্দার সমসুদ্দীন্ খাঁর অধীনে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন

আয়ুব খাঁ হিরাটে পলাইয়া রহিলেন। এখানে তিনি জমসিদি জাতির অধিপতি স্বীয় শ্বশুরকে বিনষ্ট করিয়া নিজে অধিনেতা হইয়া আমীরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং আডা কুরেজ নামক স্থানে আমীরের সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া কান্দাহার দখল করেন। তৎপরে আমীর নিজে ধীরে ধীরে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া আয়ুবের রসদ ও কামানগুলি অধিকার করিয়া ফেলিলেন। আয়ুব আবার হিরাটে পলাইলেন, কিন্তু সর্দ্দার আবদুল কুদুস্ খাঁ হিরাট অধিকার করায় আয়ুব পারস্যরাজের শরণাগত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

তৎপরে আমীর গোলাম-হায়দর খাঁর অধীনে ৭০০০ শিক্ষিত সৈন্য দিয়া কান্দাহার রক্ষা করিলেন ও ১৮৮২ সালে সর্দ্দার নূর মুহম্মদ খাঁ শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

কান্দাহার নগর দেখিতে আয়তাকার, ৩॥ মাইল বিস্তৃত। চতুর্দ্দিকে গড়খাই, খাদ ২৪ ফুট গভীর। গড়খাইয়ের পর রৌদ্রদগ্ধ মৃণ্ময়প্রাচীর। ইহাতে ইষ্টক বা প্রস্তর নাই। রৌদ্রে শুকাইয়া পাথরের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিক্ ১৯৬৭ গজ, পূর্ব্বে ১৮১০ গজ, দক্ষিণে ১৩৪৫ গজ ও উত্তরে ১১৬৪ গজ। নগরের ৬টি ফটক। পূর্ব্বে বারদুবাণি ও কাবুলদ্বার, দক্ষিণে শীকারপুরদ্বার, পশ্চিমে হিরাট ও তোপখানাদ্বার, উত্তরে ইদ্গা-দ্বার। ৬টি দ্বার হইতে নগরের মধ্যে ৬টি বড় রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে শীকারপুরদ্বারের রাস্তা ও কাবুলদ্বারের রাস্তার মিলনস্থলে একটি মসজিদ্ ইহার নাম চার্সু। ইহার গুম্বজের ব্যাস ৫০ গজ। রাস্তাগুলি ৪০ গজ বিস্তৃত। সহরের উত্তরে কেল্লা, ইহার নিকট তোপখানার মাঠ। এই মাঠের পশ্চিমে আহ্মদ শাহ দুরাণীর কবর। ইহা অতি উচ্চ অট্টালিকা। নগরের প্রত্যেকদ্বার ও প্রত্যেক রাস্তা হইতে ইহার গুম্বজ দেখা যায়। ইহার চতুর্দ্দিকে আহ্মদশাহের বংশধরগণের আরও ক্ষুদ্র ১২টি কবর আছে।

কান্দাহারের বাণিজ্য একপ্রকারে পারস্যবাসীরই একচেটিয়া বলিতে হয়। কান্দাহারের প্রধান উৎপন্ন রেসমের বস্ত্রাদি ও লোমজ গাত্রাবরণাদি (কোট চোগা ইত্যাদি)। লাক্ষার চাষ বহু বিস্তৃত। মেওয়াফল প্রচুর। শুষ্কফল এখানকার প্রধান খাদ্য।

কান্দাহারী বেগম, বাদশাহ শাহজহানের প্রথমা মহিষী। ইনি পারস্যরাজ ইস্মাইল শাহের (১ম) বংশোদ্ভব সুলতান হোসেন-মির্জা-সফীর কন্যা। সম্রাট্ অকবর পারস্যরাজ শাহ অব্বাসকে কান্দাহারের শাসনভার প্রদান করিলে, পারস্যরাজ এই প্রদেশের শাসনভার সুলতান হোসেন মির্জার হস্তে অর্পণ করেন। হোসেন মির্জার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মুজঃফর হোসেন কান্দাহারের শাসনভার পাইলেন। তিনি ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তিনজন ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া অক্বরের সভায় উপনীত হন। অক্বর তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে পঞ্চহাজারী পদ এবং শম্ভলনামক স্থান জায়গীর দিলেন। কান্দাহারী বেগম তাঁহার ভগিনী। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে এই সুন্দরী রমণীর সহিত যুবরাজ খুরমের (পরে শাহজহানের) বিবাহ হয়। আগ্রার কান্দাহারী-বাঘ নামক উদ্যানে এই কান্দাহারী বেগমের সমাধি হয়। তাঁহার সমাধিমন্দিরটি অতি সুন্দর, এখন ভরতপুররাজের অধিকৃত।

কান্দি—মুরসিদাবাদ জেলার উপবিভাগ। ইহার পরিমাণফল ৩৮৯ বর্গমাইল। ইহাতে কান্দি, ভরতপুর ও খড়্গাঁ নামে ৩টি থানা আছে। এই উপবিভাগের সদরথানা কান্দি, বীরভূম হইতে ময়ূরাক্ষিনদী যেখানে এই জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, ঠিক সেইখানে ইহা অবস্থিত; এইখানে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদিবাস। ঐ বংশের আদিপুরুষ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাগোবিন্দ ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কান্দিতে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন এবং অভ্যাগতগণকে ব্রাহ্মণবাহকের ডাক বসাইয়া হাতে হাতে জগন্নাথ হইতে টাট্কা প্রসাদ আনাইয়া খাওয়াইয়াছিলেন।

কান্দিগভূত (ত্রি) কাং দিশম্ গচ্ছামি, ইত্যাকুলীভূতঃ; কান্দিশ্-ভূ-ক্ত। ১ পলায়িত। ২ ভীত।

("স কথশ্চিৎ ভয়াত্তস্মাৎ বিমুক্তো ব্রাহ্মণস্তদা।
কান্দিগ্ভূতো জীবিতার্থী প্রদুদ্রাবোত্তরাং দিশম্।"
ভারত শান্তি ১৬৯ অঃ।)

কান্দিশীক (ত্রি) 'কাং দিশম্ যামি' ইত্যেবং বাদিনো অর্থে ঠক্ প্রত্যয়েন পৃষোদরাদিত্বাৎ সিদ্ধম্। যদ্বা কদি বৈক্লব্যে ভাবে ইন্, কন্দি বৈক্লব্যম্; শীক সেচনে-ভাবে ঘঞ্, শীকঃ অশ্রুপাতঃ; কন্দিশ্চ শীকশ্চ তৌ বিদ্যেতে অস্য, কন্দিশীকঅণ্। ভয় পাইয়া পলায়নকারী।

কান্দু (কাণ্ডু বা কাঁড়ু) বঙ্গ ও বেহারনিবাসী নীচ-জাতিবিশেষ। স্থানবিশেষে এই জাতিকে কান্ন, ভরভুঞ্জা, ভুঞ্জা, ভুজারি ও ভুর্জি বলে। শস্যকণ্ডনই এই জাতির প্রধান উপজীবিকা ছিল।

কাণ্ডুজাতির মধ্যে কয়েকটী শ্রেণী আছে—

১ মধেসিয়া।	৬ কোরাঞ্চ্।
২ মগহিয়া।	৭ ধুরিয়া।
৩ বণ্টরিয়া বা ভরভুঞ্জা।	৮ রবাণী। (রমণী-বেহারা)
৪ কনৌজিয়া।	৯ বল্লমতিরিয়া।
৫ গোঁড়।	১০ ঠঠের বা ঠঠেরা।

উক্ত শ্রেণীমধ্যে মধেসিয়া ও বণ্টরিয়ারা পুরুষানুক্রমে শস্যকণ্ডন ও মিষ্টান্নবিক্রয় করিয়া আসিতেছে। কেবল মধেসিয়া শুরিয়ারা চাষবাস অথবা অপর কাহারও দাসত্ব করে। কনৌজিয়ারা সোরা প্রস্তুত করে, গোঁড়েরা পাথর ভাঙ্গে, কেহ কেহ জমীদারদিগের অনুচরের কার্য্য করে, কোরাঞ্চ বা কোঁরাঁচ শ্রেণী শস্যকণ্ডন, গৃহে মৃত্তিকা-লেপন, ইষ্টক প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কেবল ধুরিয়া ও রবাণীরা পাল্কীর বেহারার কার্য্য করে, এই শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে দুই একজন সামান্য মিষ্টান্ন বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।

এই জাতির মধ্যে ধুরিয়া ও রবাণীরাই পদমর্য্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন, এই দুই শ্রেণীর সহিত কাহারের সংস্রব আছে, এমন কি আদানপ্রদানও চলে; কিন্তু অপর শ্রেণীর কাণ্ডুরা কাহারের সহিত কোন সংস্রব রাখে না।

[কাহার দেখ।]

এই জাতিকে বাঙ্গালা দেশের স্থানবিশেষে 'পাঁচপীরীয়া কাঁড়ু' বলে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাঁচপীর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদের উপাধি সাহু অর্থাৎ সাধু। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে।

	মূল বা গোত্র।	
মধেসিয়া শ্রেণী	বণিয়াপাপর	কোটা
	বিজয়-বনারস	পচ্‌তর
	দাহুটা	শ্রীবিতিয়া।
	হাতমুথা	

মগহিয়া শ্রেণী	আকান	খাধনু	পিলিচ্	মেহেৌস্
	আপগাঁও	গাগের	বহি	রাজগিরি
	আম্বার	গাঁরোল	বাবাকোল	রৌণিয়া
	আরাপ	ছিংনি	বিরেরি	সরাইহাট
	ইচ্‌বরিয়া	জিয়াববার	বেরে	সিরা
	উত্তরদাহা	তিসোর	ভারত	সোরসবার
	কাতেসার	তোরিল	ভাতের	
	কানাপ	নতিয়ান্	মনের	
	কানেইস্	নেনিজোর	মহুলি	
	কারিয়ান্	নেপ্রা	মালদিয়া	
	কাসিয়ন্	পরসৌতিয়া	মাসৌর	
	কোকুরন্	পালি	মূর্ত্তি	

বণ্টারিয়া।	চৌদিহা।	তিন্দিহা।
কোঁরাঁচ্	চাসি	কোরিয়ার
	ডেহ্‌রি	মুথা
	হাতিয়াকান্ধা	

ইহারা স্বগোত্রে বিবাহ করে না। কেহ কেহ পিতৃ ও মাতৃপর্য্যায়ে তিন পুরুষ, কেহ বা সাত পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ দেয়। ইহাদের মধ্যে কন্যার বালিকাবয়সে বিবাহ দেওয়া প্রশস্ত বলিয়া গণ্য, তবে বয়স্থার বিবাহের অভাব নাই। ইহাদের বিবাহের প্রধান অঙ্গ সিন্দূরদান। বিবাহ সময়ে কন্যাকর্ত্তা তিলক দেন এবং বরকর্ত্তাকে অলঙ্কারাদি যৌতুক দিতে হয়। কন্যাকর্ত্তা অতিশয় গরীব হইলে প্রায় বরকর্ত্তার গৃহেই বিবাহ হয়, এরূপ স্থলে কন্যাকর্ত্তা বর-কর্ত্তাকে যৎসামান্য (১০৲ টাকা) দিয়া সন্তুষ্ট করে।

গোঁড় শ্রেণীর মধ্যে একপ্রকার অপূর্ব্ব পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যে অত্যন্ত দরিদ্র, যাহার কন্যার বিবাহ দিবার কোন উপায় নাই, সে মুক্ত তরবারীর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেয়। এরূপ স্থলে প্রথমতঃ আত্মীয় কুটুম্বেরা আসিয়া মিলিত হয়, তাহাদের সমক্ষে পুরোহিত অসির অগ্রভাগ দিয়া কন্যার সিঁতায় সিন্দূর পরাইয়া দেন। তৎপরে সকলে সেই কন্যাকে বিবাহিতা বলিয়া গণ্য করে, সে যতদিন না এক স্বতন্ত্র পতি লাভ করে, ততদিন বিবাহিতা রমণীর ন্যায় পিতৃগৃহে অবস্থান করে। কিছুকাল পরে বর জুটিলে আবার রীতিমত বিবাহ হয়। যদি কোন বয়স্থা বিবাহের পূর্ব্বে পরপুরুষের সহবাস করে, তাহা হইলে পঞ্চায়তের নিকট অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পায়। স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে কাণ্ডুরা পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, পরিত্যক্ত রমণী আবার স্বতন্ত্র পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে।

স্ত্রীলোক যদি অপর জাতীয় পুরুষের সহিত ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে সে জাতিচ্যুত ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়।

ইহাদের বিধবারা সাগাই প্রথা অনুসারে বিবাহ করিতে পারে। বিধবা দেবরকে বিবাহ করিতে বাধ্য নয়, তবে কার্য্যগতিকে এইরূপই প্রায় ঘটে। যদি বিধবা দেবর ব্যতীত অপর কোন পরপুরুষকে বিবাহ করে, আর যদি তাহার পুত্রসন্তানাদি থাকে, তাহা হইলে প্রথম পতির আত্মীয়েরা তাহার পুত্রদিগকে পাইবার অধিকারী, কেবল কন্যাসন্তান মাতার সহিত যাইতে পারে। বিধবা-বিবাহে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে বিধবার সিঁতায় সাতবার সিন্দূর লেপন করিয়া থাকেন।

কাণ্ডুরা দুইটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। অনেক স্থলে

প্রথম পত্নীর অথবা পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া বিবাহ করিতে হয়। কিন্তু পত্নীর জ্যেষ্ঠা সহোদরাকে বিবাহ করিতে পারে না।

ইহাদের মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বা বৈষ্ণব। মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যে সকল দেবদেবীর পূজা করেন, ইহারাও তাঁহাদিগকে পূজা করে অথবা মানিয়া চলে; এ ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র দেবতা আছেন। বেহারের কাণ্ডুরা "গোরইয়ার" পূজা করে। পূজা হইবার পূর্ব্বে গৃহের বাহিরে একতাল মাটি এক স্থানে রাখা হয়, দোসাধ (গোরাই ঠাকুরের পুরোহিত) আসিয়া সেই মাটির তালকে দেবতা কল্পনা করিয়া পূজা করে। পূজান্তে দোসাধেরা কাণ্ডুদিগের হইয়া শূকরশাবক বলি দেয়। এই বলির মাংস পুরোহিত ও যে পরিবার পূজা দেয়, সেই পরিবারের লোকেরা খায়। ছোট-নাগপুরের পাহান নামক পুরোহিতেরা যেরূপভাবে দেবতার কার্য্যাদি করে, দোসাধেরাও সেইরূপ কার্য্য করে ও সেইরূপ ভাবেই দক্ষিণাদি পাইয়া থাকে। বণ্টরিয়া বা ভরভুঞ্জা নামক শ্রেণীরা গোবিন্দ নামে গৃহদেবতার উপাসনা করে এবং জন্মাষ্টমীর দিন খই, কলা, দধি ও মিষ্টান্ন ভোগ দেয় এবং দায়াদ আত্মীয়গণে মিলিয়া প্রসাদ খায়। গৌড় শ্রেণীরা বৎসরে একদিন বন্দি-মা নামক দেবীর রৌপ্য-প্রতিমার পূজা করে ও দশহরার দিন বাটালি, হাতুড়ি, টাঙ্গী, প্রভৃতি শিল্প কাটিবার অস্ত্র ও উপকরণাদি ধৌত করিয়া ঘৃত মাখাইয়া পূজা করে। কোরাঞ্চ শ্রেণীরাও বন্দি-মার পূজা করে, কিন্তু তাহারা কাপড়ের প্রতিমা স্থাপন করে। ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের মগহিয়া কাণ্ডুরা কলালী শাহ (কালালী মহারাজ বা কালালী বাবা) নামক জনৈক দৈবশক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পূজা করে, ইহার নিকট ছাগ, মিষ্টান্ন, অন্ন, নানাবিধ কলাই, গম ও তিলাদি ভাজা উৎসর্গ করে এবং শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে গাঁজা নিবেদন করিয়া দেয়। ভুনা-ওয়ালা কাণ্ডুরা মাঘমাসে সরস্বতী পূজা করে, কিন্তু সেই দিন সোখা শিবনাথ নামক দেবতার পূজা দেয়। এই পূজায় তাহারা ঘৃত, ময়দা, যবের ছাতু ও অন্যান্য যে সকল দ্রব্য লইয়া ব্যবসা করে, তাহার একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া ধুনা মিশাইয়া আগুণে আহুতি দেয় এবং খুব ধূম উঠিলে দেবতার প্রীতি হইল বলিয়া বিবেচনা করে। বেহারে আষাঢ় মাসের প্রতি শুক্রবারে রামঠাকুর, রামধারী, নব বা নায়া গোসাই নামক দেবতার নিকট ছাগ বলি দেয়। ঢাকার কাণ্ডুরা যদিও ব্রাহ্মণ দিয়া পৌরহিত্য করায়, তবু পাঁচপীরের ভজনা করে। অনেকে মুসলমানের রোজার সময় তাহাদের ন্যায় রোজা করে; ইহারা কৌপীন পরে, দরগায় মিষ্টান্নাদি সিরণী দেয় ও মুসলমানি কবচ ধারণ করে। পাঁচ-পীরীয় কুম্ভকার ও বিন্দ জাতির ন্যায় নানকশাহী আখড়ার মহান্তরাই ইহাদিগের গুরু হয়। ইহাদের শ্রাদ্ধাদি ৩১ দিনে হয়। শস্যাদি ভাজিয়া ও ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করাই (ভুনাওয়ালার ব্যবসাই) ইহাদের জাতিগত মূল ব্যবসা। উত্তরভারতে ইহারা অধিকাংশ কৃষক। গৌড়শ্রেণীরা অট্টালিকাদি নির্ম্মাণার্থ প্রস্তরাদি কাটে ও পালিস করে। ইহারাই সিল নোড়া ও শস্যভাঙ্গা জাঁতা প্রস্তুত করে; অনেকে রাজ-মিস্ত্রীর কার্য্যও করে। অনেকে ধনিগৃহে দাসত্বও করে। এই সকল দাসেরা বেতন বলিয়া অর্থ পায় না, থাকিতে নিষ্কর বাড়ী পায় ও ফসল কাটিবার সময় "মাঙ্গান" বলিয়া এক ভাগ পায়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও ভাজা ভাজে ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। ঢাকায় ইহারা মিঠাইওয়ালার ব্যবসা করে। ইহাদিগের নিকট হইতে ইক্ষু, গুড়, প্রভৃতি শুষ্ক মিষ্টখাদ্য ব্রাহ্মণে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু দুগ্ধ বা জলমিশ্রিত মিষ্টান্ন হিন্দুর অস্পৃশ্য।

ইহারা কোইরি, গোয়ালা, গঙ্গৌত প্রভৃতি জাতির সহিত একশ্রেণীতে গণ্য। কেহ কেহ বলেন, ইহারা নিম্নশ্রেণীর বেণিয়া জাতিতে গণ্য। ইহারা অপরের পাককরা দ্রব্য খায়। গৌড়শ্রেণীরা ব্রাহ্মণের অন্নও খায় না।

কান্দুনে (দেশজ) যে বালক অতিরিক্ত রোদন করে।

কান্দুয়া (দেশজ) অতিরিক্ত রোদনকারক।

কান্দুয়াবাঘ (দেশজ) বাঘবিশেষ (Felis jubata.)

কান্দুলি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Commelina nudiflora.)

কান্ধ (দেশজ) স্কন্ধ; বাহুর উপরিভাগ।

কান্না (দেশজ) ক্রন্দন, রোদন।

কান্নাকাটি (দেশজ) অত্যন্ত রোদন।

কান্যকুব্জ (ক্লী) কন্যাঃ কুব্জা যত্র, কন্যকুব্জ-স্বার্থে অণ্। দেশবিশেষ, ইহার হিন্দী নাম কনোজ্। সংস্কৃত পর্য্যায়, মহোদয়, কন্যাকুব্জ, গাধিপুর, কৌশ ও কুশস্থল।

[কন্যাকুব্জ ও কনোজ দেখ।]

কান্যকুব্জী (স্ত্রী) কান্যকুব্জ-ঙীপ্। কান্যকুব্জদেশীয়া স্ত্রী।

কান্যজা (স্ত্রী) কাৎ জলাৎ অন্যস্মিন্ জায়তে, ক-অন্য-জন্-ড টাপ্। নলী নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ।

কাপ (দেশজ) ১ কৌতুককারক।

"কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।" (অন্নদামঙ্গল।)

২ ছদ্মবেশী, কপটাচারী। ৩ অবতার, যেমন "কলির কাপ"।

৪ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা কুলভ্রষ্ট, তন্মধ্যে একশ্রেণীর নাম 'কাপ।'

।৫। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী* দুই বিবাহ করেন, তাঁহার প্রথমপক্ষের স্ত্রীর গর্ভে উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি, রুদ্রপতি, চণ্ডীপতি ও রুদ্রাণীপতি এই ছয় পুত্র এবং দ্বিতীয়পক্ষে পশুপতি নামে এক পুত্র জন্মে। প্রবাদ আছে, একদা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর প্রথমাপত্নী কবরীতে চম্পকপুষ্প ধারণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে ব্যভিচারিণী সন্দেহ করিয়া পরিত্যাগ করেন; তাঁহার ছয় পুত্র নিরপরাধিনী জননীকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায়, তিনি মাতার সহিত ঐ ছয় পুত্রকেও ত্যাগ করেন। তাঁহার উপেক্ষিত পুত্রগণ স্বতন্ত্ররূপে 'করণ' করিতে আরম্ভ করেন। তখন উদয়নাচার্য্যের সমাজবদ্ধ লোকগণ বলিতে লাগিলেন, "ইহারা সমাজপতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথচ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া স্বতন্ত্ররূপে করণ করিয়া 'কাচের' অর্থাৎ সংয়ের ন্যায় কার্য্য করিতেছে, সুতরাং ইহারা সকলেই কাচ অর্থাৎ সং। এই শব্দ হইতেই কাপ শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কাচগণই অবশেষে 'কাপ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। উদয়নাচার্য্য সমাজে এই প্রকার কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিয়া যান যে, এই কাপগণের সঙ্গে একত্র আহার, বিহার, একশয্যায় শয়ন অথবা একঘাটে স্নান করিলে, কুলীনের কুলপাত হইবে, এমন কি, কাপনিক্ষিপ্ত বারি কুলীনের অঙ্গে নিপতিত হইলেও তাহার কুল বিনষ্ট হইবে। ইহা দ্বারা কুলীনসমাজে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। কাপগণ কালাপাহাড়ের ন্যায় ইতস্ততঃ বারিনিক্ষেপ প্রভৃতি উপায় দ্বারা কুলীনগণের কুলনাশ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কুলীনসমাজ দিন দিন ক্ষীণদশায় নিপতিত ও কাপসমাজ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে রাজশাহীজেলার অন্তঃপাতি তাহেরপুর নিবাসী রাজা কংশনারায়ণরায় দেখিলেন যে কাপ সম্বন্ধে উদয়নাচার্য্যকৃত কুনিয়ম সমাজে প্রচলিত থাকিলে অল্পদিন মধ্যেই কুলীন নাম বিলুপ্ত হইবে। এই নিমিত্ত তিনি কাপে এক কন্যাদান করিয়া কাপের মর্য্যাদা স্থাপন করেন, এবং কাপ ও কুলীনের একত্র ভোজন দিয়া সমাজে এই নিয়ম প্রচলন করেন যে, কাপ ও কুলীনে একত্র শয়ন, উপবেশন, স্নান ও ভোজনাদিতে কুলীনের কুলপাত হইবে না। কেবল কুশবারিসংযুক্ত কার্য্যে অর্থাৎ কন্যা আদান-প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে কুলীনের কুল বিনষ্ট হইবে। তদবধি বারেন্দ্রসমাজে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে সমাজে কাপের সংখ্যা অপ্রচুর নয় ও ইহার মধ্যে রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতী লালইর, কাশীমপুর ও পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিপুরের চৌধুরীগণ প্রধান কাপ।

* এই উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীকে অনেকে ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করেন। সুসঙ্গপরগণার অন্তর্গত পূর্ব্বধলা ও খাগরার সিংহগোষ্ঠী, ধোপাড়হরের রায় এবং রামনগর প্রভৃতি স্থানের ভাদুড়ীগণ এই উদয়নাচার্য্যের বংশোদ্ভব। ইহা ব্যতীত রাজশাহী ও পাবনা জেলাতেও ঐ বংশের অনেক লোক আছেন। পূর্ব্বধলার বর্ত্তমান সিংহ বংশ উদয়নাচার্য্য হইতে ২৩ পুরুষ অধস্তন। সিংহবাবুরা বলেন, ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বাবিয়াটী গ্রাম উদয়নাচার্য্যের জন্মভূমি।

কাহারও বিশ্বাস, সুসঙ্গের বর্ত্তমান রাজগণ উদয়নাচার্য্যের বংশোদ্ভব, কিন্তু তাহা নয়। উদয়নাচার্য্যের বংশোদ্ভব গৌরীবল্লভ ভাদুড়ী নামে একজন সুসঙ্গে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার তিন পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম রামগোবিন্দ, এই রামগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র হরিরাম সুসঙ্গের এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া যৌতুকস্বরূপ সুসঙ্গ পরগণার ৶০ আনা অংশ প্রাপ্ত হন। অতঃপর হরিরাম এবং তাঁহার বংশধরগণ সুসঙ্গের রাজবংশের "সিংহ" উপাধি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

[সুসঙ্গ দেখ।]

কাপটব (পুং) কাপটোর্গোত্রাপত্যম্, কাপটু-অণ্। ১ কাপটু ঋষিবংশীয়। ২ (ক্লী) কুৎসিতঃ পটুঃ, তস্য ভাবঃ, কাপটু-ভাবে অণ্। নিন্দিত পটুতা।

কাপটিক (পুং) কপটেন চরতি, কপট-ঠক্। ১ ছাত্র। ২ অন্যের মর্ম্মজ্ঞ। ৩ প্রতারক।

(কাপটিকোঽন্যমর্ম্মজ্ঞে ছাত্রে পুংসি শঠে ত্রিষু। মেদিনী।)

কাপট্য (ক্লী) কপটস্য ভাবঃ কার্য্যম্বা, কপট-ষ্যঞ্। ১ কপটতা, শঠতা। ২ প্রতারণা।

কাপড় (দেশজ) বস্ত্র।

কাপথ (পুং) কুৎসিতঃ পন্থাঃ, কু-পথিন্-অচ কোঃ কাদেশঃ (কাপথ্যক্ষয়োঃ। পা ৬।৩।১০৪।) ১ কুৎসিত পথ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ব্যধ্ব, দুরধ্ব, বিপথ, কদধ্বা, কুপথ, অসৎপথ ও কুৎসিতবর্ত্ম। ২ দানববিশেষ। ৩ বেণামূল।

(কাপথঃ কুৎসিতপথে উশীরে ক্লীবমিষ্যতে। মেদিনী।)

কাপরগাদি, বাঙ্গালাপ্রদেশের অন্তর্গত সিংহভূম-জেলার গিরিমালা। ইহার শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৯৮ ফুট উচ্চ। এই গিরিমালা দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া ময়ূরভঞ্জের উত্তর সীমায় মেঘাশনি গিরির সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গিরির উত্তরে পাথর মধ্যে তামা উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে একদল সাহেব এখান হইতে তামা উঠাইত। কিন্তু অধিক ব্যয়সাধ্য হওয়ায় তাঁহারা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কার্য্য বন্ধ করেন, খাজনা বাবদে দালভূমির রাজা তাঁহাদের বাটী কল ও কারখানা দখল করিয়া রাখেন।

কাপা (স্ত্রী) কং সুখং আপ্যতে অনয়া, ক-আপ-ঘঞ্ টাপ্। বন্দিদিগের প্রাতঃকালীন স্তুতিপাঠ।
("প্রাতর্জয়েথে জরণেব কাপয়া।" ঋক্ ১। ৪০। ৩।
'প্রাতঃ প্রবোধকস্তু বন্দিনোবাণী কাপা তয়া।' ভাষ্য)

কাপাটিক (স্ত্রী) কপাটিক এব, কপাটিকা-স্বার্থে অণ্। ক্ষুদ্র কপাট।

কাপাল (স্ত্রী) কপালমেব, কপাল-স্বার্থে-অণ্। ১ কুষ্ঠরোগ-বিশেষ। [কপাল দেখ।]
২ (পুং) কেলেকোঁড়া গাছ।

কাপালিক (পুং) কপালেন নরকপালেন চরতি, কপাল-ঠক্। ১ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ২ বামাচারিবিশেষ। ৩ যোগি-বিশেষ।

কাপালী [ন্] (পুং) কপালং ধার্য্যত্বেন অস্ত্যস্য, কপাল-ইনি। ১ শিব। ২ বাসুদেবের পুত্রবিশেষ। ৩ বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ। পূর্ব্ববঙ্গের একপ্রকার নিম্নশ্রেণীর তাঁতি। কাহারও মতে, কামারের ঔরসে ও তেলী কন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। আবার কেহ বলেন, তিয়রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে কপালী বা কাপালীর জন্ম হইয়াছে। কপালীদের বিশ্বাস যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আসিয়াছে। আবার একটি প্রবাদ আছে—আদিশূরের সময়ে তাহারা শূদ্রজাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আগমন করিলে আদিশূর কপালীদিগকে অভ্যাগত ব্যক্তিগণের পদধৌত করিতে আদেশ করেন, কিন্তু কপালীরা তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে, গৌড়রাজ তাহাদিগকে সমাজের অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীতে গণ্য করিলেন।

এই জাতির উপাধি—সিক্‌দার, মুতবর, মণ্ডল, রায়, হালদার, ভুইয়া, মালা, মাঝি।

গোত্র—শিব ও কাশ্যপ।

ইহাদের মধ্যে কোন বিশেষ শ্রেণীভেদ নাই, তবে যাহারা কেবল গুণথলি প্রস্তুত করে আর কেবল যাহারা গুণথলি বিক্রয় করে, এই উভয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। যাহারা কেবল বিক্রয় করে, তাহারাই অপর হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। এই উভয়ের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান হয় না।

কপালীরা কন্যার বালিকা বয়সে বিবাহ দেয়; উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত ইহারা শাস্ত্রানুসারে কন্যা সম্প্রদান করে। কন্যা-কর্ত্তা বরের নিকট পণ লইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ অধিক প্রচলিত নাই, তবে প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। যদি কোন নারী ভ্রষ্টা হয়, তবে সে নিজ প্রণয়ীকে সাঙ্গা করিতে পারে না, কিন্তু রক্ষিত বেশ্যার ন্যায় তাহার সহিত একত্র বাস করিতে পারে। এরূপ স্থলে উভয়ে নিন্দনীয় অথবা সমাজচ্যুত হইতে পারে।

কপালীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব, অল্পই শাক্ত। ইহারা বড়াননের বড় ভক্ত। বর্ণব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌর-হিত্য করে। আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে ইহারা ৩০ দিন অশৌচ গ্রহণের পর ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করে। কাহারও অপঘাতে মৃত্যু হইলে ৪র্থ দিবসে শ্রাদ্ধ হয়।

কাপালী পল্লিগ্রামে বাস করে, পাটের চাষ দেয় এবং পাটের তন্তু হইতে 'গুণচট্' বয়ন করে। শণ বা তুলার চাষ করিলে ইহাদের জাতি নষ্ট হয়।

ইহারা তিন প্রকার গুণচটের ব্যবসা করে ঐ তিন প্রকারের নাম ছালা, ছাট ও তাঁত।

পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে দুই একজন তালুকদার ও জমীদার ছিল। কিন্তু এখন ইহাদের সামাজিক অবস্থা শোচনীয়।

কাপালী (স্ত্রী) কাপাল-ঙীষ্। বিড়ঙ্গ।

কাপাস (দেশজ, কার্পাস শব্দের অপভ্রংশ) বৃক্ষবিশেষ, ইহার ফল হইতে তুলা উৎপন্ন হয়। [কার্পাস দেখ।]

কাপাসীটেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Pimelodes. capasi-Tayngra.)

কাপাসীয়াপোকা (দেশজ) কাপাসবৃক্ষজাত কীটবিশেষ।

কাপিক (পুং) কপিরেব-ঠক্ (অঙ্গুল্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫। ৩। ১০৮।) কপি, বানর।

কাপিঞ্জল (পুং) কপিঞ্জলস্য অপত্যম্ পুমান্, কপিঞ্জল-অণ্। কপিঞ্জলের পুত্র।

কাপিঞ্জলাদি (পুং) কপিঞ্জলান্ তন্মাংসানি অত্তি কপিঞ্জল-অদ্-অণ্-ইঞ্। চাতক ও তিত্তির পক্ষীর মাংসভক্ষক।

কাপিঞ্জলাদ্য (পুং) কাপিঞ্জলাদেরপত্যং পুমান্, কাপিঞ্জ-লাদি-ণ্য (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪। ১। ১৫১।) কাপিঞ্জলা-দির পুত্র।

কাপিত্থ (স্ত্রী) কপিত্থস্য বিকারঃ, কপিত্থ-অঞ্ (অনুদাত্তা-দেশ্চ। পা ৪। ৩। ১৪০।) কপিত্থ দ্বারা নির্ম্মিত বস্তু।

কাপিত্থক (স্ত্রী) দেশবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা)। বর্ত্তমান উত্তরভারতের সঙ্কিশ নামক নগরের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান। [সঙ্কিশ বা সাকাশ্য দেখ।]

কাপিল (পুং) কপিলেন প্রোক্তং শাস্ত্রং বেত্তি অধীতে বা, কপিল-অণ্। ১ সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা। ২ (কপিলমধিকৃত্য কৃতো

গ্রন্থঃ) কপিলমুনির মতানুসারে লিখিত উপপুরাণবিশেষ। ৩ পিঙ্গলবর্ণ। ৪ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট।

কাপিলিক (পুং) কপিলিকায়া অপত্যং পুমান্, কপিলিকা-অণ্। কপিলবর্ণার পুত্র।

কাপিলেয় (পুং) কপিলায়া অপত্যং পুমান্, কপিলা-ঢক্। কপিলমুনির শিষ্যবিশেষ; ইনি কপিলা নাম্নী কোন ব্রাহ্মণীর স্তনপান করায় 'কাপিলেয়' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

(ভারত শান্তি ২১৮ অঃ।)

কাপিল্য (ত্রি) কপিলেন নির্বৃত্তম্, কপিল-ণ্য। কপিল-নির্ম্মিত।

কাপিবন (ক্লী) দুইদিন সাধ্য অহীন যজ্ঞবিশেষ।

(আঙ্গিরস চৈত্ররথ কাপিবনাঃ।" কাত্যা ২৩।২।৩।)

কাপিশ (ক্লী) কপিশা মাধবী, তৎপুষ্পাৎ জাতম্, কপিশা-অণ্। ১ মাধবীফুল হইতে প্রস্তুত মদ্য। ২ মদ্যমাত্র।

কাপিশায়ন (ক্লী) কাপিশ্যাঃ জাতম্, কাপিশী-ষ্ফক্ (কাপিশ্যাঃ ষ্ফক্। পা ৪।২।৯৯।) ১ মদ্য। ২ দেবতা। ৩ কাপিশী জনপদবাসী।

কাপিশী (স্ত্রী) পাণিন্যুক্ত প্রাচীন জনপদবিশেষ। (পা ৪।২।৯৯।) চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই জনপদ "কি-অ-পি-শি" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজকের সময়েও এই জনপদ ক্ষত্রিয়রাজের অধীন ছিল। তৎকালে এখানে নিগ্রন্থ, পাশুপত, কাপালিক, দেবোপাসক এবং বিস্তর বৌদ্ধ বাস করিত। সেই সময়ে এই জনপদ ৪০০০ লি (প্রায় ৩৩৩ ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল। (Beal's Buddhist Record I. 54-58 দেখ।)

প্রাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি 'কপিশা', প্লিনি 'কপিশিন্' ও সলিনাস 'কফস' নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

কনিংহাম সাহেবের মতে, এই প্রাচীন জনপদটি বর্ত্তমান কাফিরিস্থান, ঘোরবন্ধ ও পঞ্চশির পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়, যে বর্ত্তমান নয়্ (পাণিনি-কথিত বর্ণু) উপত্যকা-প্রদেশ অবধি কাপিশীর ক্ষত্রিয়-রাজের অধিকারভুক্ত ছিল।

প্লিনি 'কপিসসা' নামে ইহার রাজধানীর উল্লেখ করিয়াছেন। উহার বর্ত্তমান নাম কুসান অথবা ওপিয়ান্।

কাপিশেয় (পুং) কপিশায়া অপত্যং পুমান্, কপিশা-ঢক্। পিশাচ।

কাপিষ্ঠল (পুং) কপিষ্ঠলস্য ইদম্, কপিষ্ঠল-অণ্। প্রাচীন জনপদবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় কাপিস্থল নামে উক্ত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক্ ভৌগোলিক এরিয়ান্ বর্ণিত কাম্বিস্থলী। পঞ্জাবের উত্তরে ইরাবতী ও অশিক্লী নদীর মধ্য-বর্ত্তী। ২ গোত্রভেদ। (স্কান্দে নাগর § ১০৮।২২।)

কাপিষ্ঠলি (পুং) কপিষ্ঠলস্য গোত্রাপত্যম্, কপিষ্ঠল-ইঞ্। কপিষ্ঠল ঋষিবংশীয়।

কাপী (স্ত্রী) ১ নদীবিশেষ। ২ স্ত্রীবিশেষ।

কাপু, মান্দ্রাজপ্রদেশবাসী একপ্রকার নিম্নজাতি। ইহারা স্থানবিশেষে কাপলু, রেড্ডী বা নায়ডু নামে পরিচিত। নেল্লুর, কদপা, কর্ণুল, ইংরাজের শাসনভুক্ত রাজ্য ও সমস্ত তৈলঙ্গে এই জাতির বাস। প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যই ইহাদের উপজীবিকা। তবে কেহ কেহ ব্যবসাদিও করিয়া থাকে। ইহারা চতুর, সাহসী ও কার্য্যক্ষম।

এই জাতি ১৩টি শাখায় বিভক্ত। যথা—আয়ে, কানিদে, চল্লকুটী, দেশুরি, নেরাতু, পন্টা, পাকানটী, পেদাকান্তি, পল্লে, মোটাতি, রচু, যেরাপ ও রেলামা কাপলু।

কাপুড়ে (দেশজ) কাপড়বিক্রেতা, বস্ত্রব্যবসায়ী।

কাপুরুষ (পুং) কুঃ পুরুষঃ কোঃ কাদেশঃ (বিভাষা পুরুষে। পা ৬।৩।১০৬।) নিন্দিত পুরুষ।

কাপুরুষতা (স্ত্রী) কাপুরুষস্য ভাবঃ কাপুরুষ-তল্। ১ নিন্দিত পুরুষের কার্য্য। ২ ভীরুতা প্রভৃতি।

কাপুরুষত্ব (ক্লী) কাপুরুষস্য ভাবঃ, কাপুরুষ-ত্ব (তস্য ভাবস্ত-তলৌ। পা ৫।১।১১৯।) ১ নিন্দিত পুরুষের কার্য্য। ভীরুতা প্রভৃতি।

কাপুরুষ্য (ক্লী) কাপুরুষস্য ভাবঃ, কাপুরুষ-ষ্যঞ্। কাপুরুষতা।

কাপেয় (ত্রি) কপের্ভাবঃ কার্য্যম্বা, কপি-ঢক্। ১ কপি-সম্বন্ধীয়। ২ বানরের কার্য্য।

কাপোত (ক্লী) কপোতানাং সমূহঃ, কপোত-অণ্। ১ পায়রার ঝাঁক। ২ (কপোতস্য ইদম্) পায়রাসম্বন্ধীয়। ৩ সৌবীরাঞ্জন। (পুং) ৪ সাজিমাটী। ৫ কপোতবর্ণ। ৬ রচক। ৭ (ত্রি) কপোতবর্ণ বিশিষ্ট।

কাপোতক (ত্রি) কপোতাঃ সন্তি অস্যাম্,কপোত-ছ-কুক্ চ; তত্র ভবঃ অণ্, ছস্য লুক্। কপোতবিশিষ্ট দেশজাত।

কাপোতপাক্য (পুং) কপোতানাং পাকঃ ডিম্বঃ, তস্য সমূহঃ, কপোতপাক-ণ্য। পায়রার ডিম সকল।

কাপোতাঞ্জন (ক্লী) কাপোতং তৎ অঞ্জনঞ্চেতি, কর্ম্মধা। সৌবীরাঞ্জন।

কাপোতি (ত্রি) কপোতস্য ইদম্, কপোত-ইঞ্। কপোতসম্বন্ধীয়।

কাপ্য (পুং) কপের্গোত্রাপত্যং, কপি-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো

যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) ১ কপি-ঋষিবংশীয়, আঙ্গিরস। ২ বানরবংশীয়। ৩ (স্ত্রী) পাপ।

কাপ্যকর (পুং) কুৎসিতং আপ্যং কাপ্যং পাপং করোতি, কাপ্য-কৃ-ট। ১ স্বকৃত পাপ যে প্রকাশ করিয়া ফেলে। ২ (ত্রি) পাপকারক।

কাপ্যকার (পুং) কাপ্যং করোতি কাপ্য-কৃ-অণ্। ১ যে পাপ করিয়া তাহা প্রকাশ করে। (ত্রি) পাপকারক।

কাপ্যায়নী (স্ত্রী) কপের্গোত্রাপত্যং, কপি-যঞ্-ফক্-ঙীষ্। কপিবংশীয়া।

কাফর (আরব্য) মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে কাফর, কাফির বা কাফের বলিয়া থাকে।

কাফল (পুং) কুৎসিতং ফলং যস্য, কোঃ কাদেশঃ। কট্‌ফল।

কাফি, কাপি—একপ্রকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ফল। ইহা ভাজিয়া ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া চাএর ন্যায় দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া অনেকে প্রত্যহ পান করে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম,—

বাঙ্গালা	...	কাপি, কাফি, কাবা।
হিন্দী	...	কাওয়া, বন্, বুন্, কফী, কফি।
গুর্জ্জরী	...	বুন্দ, কাপ্পি।
বোম্বাই	...	কব, বন, কহ্‌বা, বুন্দ, কাফি।
দাক্ষিণাত্য	...	বুন্দ, তচেম-কেবে।
মহারাষ্ট্রী	...	কাফি, বন, বন্দ্, বুন্।
তামিল	...	কাপি-কোট্টাই, কাপি-কোট্টু, কাপি।
তৈলঙ্গ	...	কাপি-ভিত্তুলু, কাপি।
কর্ণাটী	...	কাফি, বোন্দ-বীজ, কাপি-বীজ।
আরবী	...	বন, কহ্‌ভা, কবা, কুএহবা।
পারসী	...	বন, কহ্‌ভা, কহোয়া, তচেম-কেওহে।
ব্রহ্ম	...	কা-পউত, কাফি-সি।
সিংহলী	...	কোপি-অত্তা, কোপি-কোট্টা।
ইংরাজী	...	কফি (Coffee)
ফরাসী	...	কফি (Café)
জর্ম্মণ	...	কফ্ফী (Kaffee)
বৈজ্ঞানিক নাম	...	কফিয়া এরাবিকা (Coffea Arabica)

ইহার গাছ ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখা হয়, কিন্তু শাখা বড় দীর্ঘ হয় না। ইহার গাছের ছাল শজনা গাছের ছালের ন্যায় ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। কমলানেবুর আকারের শাদা ফুল হয়। ফুলগুলি ক্ষুদ্র বকুল ফলের ন্যায় হয়, পাকিলে রক্তবর্ণ দেখায়। প্রতি ফলে দুইটি মাত্র বীজ হয়। এই বীজ ছাড়াইয়া ফল শুকাইয়া বিক্রয় করে। তৎপরে সেই শুষ্ক ফল ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া লইলেই দোকানের গুঁড়া কাপি প্রস্তুত হয়।

অনেকে অনুমান করেন যে, ইহার আরবী "কহোয়া" নামে প্রথমতঃ মদ্য বুঝাইত, এক্ষণে ইহাকে বুঝায়, আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐ শব্দটী আবিসিনিয়ার (আফ্রিকা) অন্তর্গত কাফা প্রদেশের নাম হইতে অপভ্রংশ হইয়াছে। ইহার হিন্দীনাম "বন্" হইতে ইহার গাছ ও ফল এবং "কহোয়া" নামে গুঁড়া কাপি বুঝায়।

এই ফলের আদিনিবাস আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়া, সুদন, গিনি এবং মোজাম্বিক প্রদেশের উপকূলে। এই সকল স্থলে এই গাছ আপনা হইতেই বনমধ্যে জন্মে। আরবদেশে ইহাদিগকে ওরূপে জন্মিতে দেখা যায় না। তবে বলা যায় না, আরবের দুর্গম মধ্যপ্রদেশে আছে কি না।

কাপির অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষে ৭ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়।

১। আরবী কাপি—(Coffea Arabica) ভারতের নানাস্থানে এই কাপির যথেষ্ট চাষ হয়।

২। বাঙ্গালার কাপি—(Coffea Bengalensis) কুমাউন হইতে মিশ্‌মি পর্য্যন্ত, উত্তর-পশ্চিমে ও বাঙ্গালা, আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও টেনাসেরিমপ্রদেশে ইহা জন্মে। ইহার ফল ঈষদ্ আয়তাকার। চট্টগ্রামে ইহাকে "হরীণা" ফল বলে।

৩। সুগন্ধি কাপি—(Coffea fragrans) শ্রীহট্ট ও টেনাসেরিমপ্রদেশে পাওয়া যায়। ফল পূর্ব্বোক্ত দুই জাতীয়ের ন্যায়ই হয়।

৪। আসামী কাপি—(Coffea Jenkinsii) আসামের খসিয়া পর্ব্বতে ইহা জন্মে। ফল ঈষৎ ডিম্বাকার হয়।

৫। খসিয়া কাপি—(Coffea khasiana) খসিয়া ও জয়ন্তী পাহাড়ে জন্মে। ফলগুলি ¼ ইঞ্চিমাত্র মোটা হয়, বীজগুলি কোল-কুঁজা হয়।

৬। ত্রিবাঙ্কুড়ের কাপি—(Coffea Travancorensis) ত্রিবাঙ্কুড়ে জন্মে। ফল লম্বায় ছোট ও চওড়ায় বড় হয়।

৭। মালাবারী কাপি—(Coffea Wightiana) দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে হয়। ইহার ফলের আকার ত্রিবাঙ্কুড়ের ফলের মত, কিন্তু একদিকে একটি গভীর টোল খাইয়া যায়।

প্রথম শ্রেণী ভিন্ন আর সকল শ্রেণীর কাপি অল্প জন্মে। দাক্ষিণাত্যের লোকেরাই বেশী কাপি খায় ও সেই দিকেই ইহার চাষ বেশী হয়। দাক্ষিণাত্যে কাপি এখন এত বেশী জন্মে যে, বিদেশেও রপ্তানি হয়।

১৫° উত্তর ও ১৫° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে কাপি বেশ ভাল জন্মে, কিন্তু ৩৬° উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যপ্রদেশেও মাঝারি জন্মে। তুলার চাষ যেমন জমীতে হয়, ইহার চাষেও সেইরূপ জমী আবশ্যক। ইহার ঝোপ দেখিতে অতি মনোরম বলিয়া অনেকে ইহা উদ্যানে শোভার জন্য রোপণ করে। যেখানে ফারেণহীটের তাপমানে ৬০° হইতে ৮০° পর্য্যন্ত উষ্ণতা অনুভূত হয়, সেই স্থানে ইহা জন্মে। যেখানে মাসে একবার বৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু বৎসরে ১৫০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না, সেই প্রদেশে কাপি ভালরূপ জন্মে। ইহার চাষে বড় যত্ন আবশ্যক। অতিশয় মেঘ হইলে বা অতিবেগে বাতাস বহিলে ইহার পক্ষে অশুভ। জোর বাতাসে ইহার ফুল ঝরিয়া যায়, সুতরাং ফল ধরে না, প্রায় অর্দ্ধেক শস্য ক্ষতি হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইলে ইহার গাছে ছায়া আবশ্যক। সমুদ্র উপকূলে ইহা বড় ভাল হয় না। আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়ার সহিত সমসূত্রপাতে ভারতে যে যে স্থান পড়ে, সেই সকল স্থানে বিশেষতঃ নীলগিরি উপত্যকার কাফি অতি উত্তম হয়।

আবিসিনিয়ায় ইহার বন্যফলকে "বন্" বা "বউন" বলে। প্রাচীন কালে মিসর ও সিরিয়ায় ঐ নামে চলিত ছিল। সেকালে সিরিয়াবাসীরা ইহার বীজকে কেভে (Cave) বলিত এবং উহাই সিদ্ধ করিয়া খাইত। আরবী গ্রন্থাদি আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, সেখ সাহাবুদ্দীন ধর্ভানি নামক এক ব্যক্তি আফ্রিকার উপকূলে কাফির ব্যাপার অবগত হইয়া সর্ব্বপ্রথম আদেনবন্দরে একখানি দোকান করে। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাফি আরবে প্রথম আসে। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে ইহা যেমেন, মক্কা, কায়রো, দামাস্কাস, আলেপো ও কনষ্টাণ্টিনোপলে বিস্তৃত হয়। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলে একটি কাফিপানাগার সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এই আলোপো সহরেই রণওলফ নাম জনৈক য়ুরোপীয়ের নিকট কাফি প্রথম পরিচিত হয়। তৎপরে কিরূপে ইহা ভারতে আনীত হয়, তাহা বলা যায় না। অনেকেই বলেন যে, বাবা বুদান নামে একজন মুসলমান সন্ন্যাসী মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে ৭টীমাত্র বীজ লইয়া মহিসুরে আসেন। দক্ষিণ ভারতে এই মতটির উপর এত বিশ্বাস যে, ইহার যে সমস্তই অমূলক, তাহা বোধ হয় না। ১৫৭৬ হইতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লিন সোটেন (Jan Huygen van Linschoten) নামক একজন ওলন্দাজ এদেশে বেড়াইতে আসিয়া নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে মালাবার উপকূলের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কাফির নাম নাই। ইহার সমসাময়িক লেখকগণের পুস্তকে মিসরীয়গণের বউন বা বন্ ফলের কাথ খাইবার কথা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, লিনসোটেন যে সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে এখানে কাফির কথা শুনেন নাই। ডাঃ ওয়ালিচ বিলাতে হাউস অব্ কমন্সে সাক্ষ্য দিবার সময় বলেন যে, "কলিকাতার কোম্পানীর বাগানে যে কাফি হইত, তাহা ভিন্ন আর কিছু খাই নাই।" তৎপরে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও এই উনবিংশ শতাব্দীর বিবরণ। সিংহলে পর্ত্তুগীজ দৌরাত্ম্যের পূর্ব্বে আরবেরা ইহা প্রথম প্রচার করে।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপশ্রেণীতে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের শেষে গবর্ণর 'ভান হূর্ণ (Van Hoorne) আরব-বণিকগণের নিকট হইতে বীজসংগ্রহ করিয়া যবদ্বীপে বটেভিয়ানগরে রোপণ করেন। ইহা হইতে যে গাছ হয়, তাহার মধ্যে একটী চারা হলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহা হইতে চারা করিয়া ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে সুরিনাম নামক স্থানে পাঠান হয়। ইহার দশ বৎসর পরে আমষ্টার্ডমের কাপি-বাগান হইতে একটি চারা চতুর্দ্দশ লুইকে উপঢৌকন দেওয়া হয়, পরে তাহা হইতে চারা লইয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রোপণ করা হয়। ইহা হইতে নূতন মহাদ্বীপে কাপির চাষ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমেরিকা ও য়ুরোপের কাপি-চাষের মূল যবদ্বীপ, কিন্তু এখন আমেরিকায় যে পরিমাণে কাপি উৎপন্ন হইতেছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন হয় না। এক ব্রেজিলেই ৫৩০০০০০০ পাঁচকোটী ত্রিশলক্ষ চারা হইতে যত্ন সহকারে ফল সংগ্রহ হইয়া থাকে। কোষ্টারিকা, গোয়াটিমালা, ভেনেজুইলা, গোয়ানা, পেরু, বলিভিয়া, জামেকা, কিউবা, পোর্টোরিকো, ও অন্যান্য পশ্চিমভারতীয়দ্বীপে, অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে, কুইন্স্ল্যাণ্ডে, এবং পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপাবলীর মধ্যে সুমাত্রা, বোর্ণিয়ো ও মালয় উপদ্বীপে, শ্যামদেশে, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি প্রণালী মধ্যগত দ্বীপবিভাগে এবং ফিজিদ্বীপে ইহার চাষ হইতেছে। ব্রেজিল ও যবদ্বীপের আবাদ যত বিস্তৃত তত আর কোথাও নহে, তৎপরেই ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপের আবাদ উল্লেখ-যোগ্য।

কাফিপানের প্রথা আরবে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, মুসলমান ধর্ম্মযাজকেরা ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন; কারণ মসজিদ্ বা দরগা অপেক্ষা কাফিপানাগারে লোকের আসক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। এই পানাসক্তি কমাইবার জন্য ইহার উপর বিস্তর শুল্ক স্থাপিত হয়। গ্রেটব্রিটেনে চা-এর প্রথম দোকান হইবার পূর্ব্বে (১৬৫৭) কাফি পানা-

গার স্থাপিত হয় (১৬৫২ খৃঃ)। ডি, এড্ওয়ার্ডস্ নামে একজন তুরুস্কের ইংরাজবণিক্ কাফিপানে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়েন যে, দেশে আসিবার সময় তাঁহাকে প্যাস্কোয়া রোসি-নামক একজন গ্রীক চাকরকে প্রত্যহ কাফি তৈয়ার করিয়া দিবার জন্য সঙ্গে লইয়া আসেন। ইহার বন্ধুবান্ধবেরাও ক্রমশঃ কাফিপানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বন্ধু-বান্ধবের নিত্য উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি রোসিকে কর্ণহিলের সেণ্টমাইকেলের অ্যালো নামক স্থানে প্রকাশ্যে কাফিপানাগার খুলিয়া দেন। ক্রমশঃ ইহার ব্যবহার বাড়িয়া গেলে পানাগারের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় চার্লস্ (১৬৭৫ খৃঃ) এই সকল পানাগারে লোকের জনতা দেখিয়া উহার ব্যবহার কমাইতে ও পানাগারের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিতে রাজাদেশ বিধিবদ্ধ করিয়া দেন। ফ্রান্সে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে কাফি ব্যবহার চলিত হয় এবং ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে প্যারীনগরে প্রথম পানাগার স্থাপিত হয়। তৎপরে ক্রমশঃ য়ুরোপে সর্ব্বত্র ইহার ব্যবহার বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল। অবশেষে ১৮৪৭ সালে চা-এর ব্যবসায় ও ব্যবহার অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়িলে কাফির আদর কমিয়া যায়। ব্রহ্মদেশে কাফির চাষ হইতেছে, কিন্তু এখনও বীজের অভাব আছে। দিন দিন ইহার পানস্পৃহা বাড়িতেছে।

ভারতের দাক্ষিণাত্যে কাফির আবাদ রীতিমত হয়। ১৮৮৩। ৮৪। ৮৫ এই তিন বৎসরে দাক্ষিণাত্যে প্রায় ১৮৬৫০০ একর ভূমিতে ইহার চাষ হইয়াছে; তন্মধ্যে মহি-সুরে ৮২১০০ একর ভূমিতে ৭,১১,০,০০০ পাউণ্ড; মান্দ্রাজে ৫৫১০০ একর ভূমিতে ১৩,১৬০,০০০ পাউণ্ড; কুর্গে ৪২৩০০ একর ভূমিতে ৯,৩৩০,০০০ পাউণ্ড; ত্রিবাঙ্কুড়ে ৪৮০০ একর ভূমিতে ৮২০,০০০ পাউণ্ড ও কোচীনে ২২০০ একর ভূমিতে ৮৩০০০০ পাউণ্ড কাফি উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতে পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে কিরূপে কাপি আসিল, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে বাবা বুদানের কথা বলা হইয়াছে। মহিসুরে ইহার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে দুই শতাব্দী পূর্ব্বে মক্কা হইতে আসিবার সময় তিনি কতকগুলি ফল ও ৭টি মাত্র বীজ আনিয়াছিলেন। এখানে তিনি যে পর্ব্বতশিখরে থাকিতেন, আজকাল লোকে তাঁহার নামানুসারে "বাবা বুদানগিরি" বলে। এই শিখরে তাঁহার কুটীরপার্শ্বে তিনি সেই ৭টী বীজ হইতে গাছ করেন, ক্রমশঃ সেই পর্ব্বতে ইহার অনেক গাছ হয়। তৎপরে ৬০।৭০ বৎসর অতীত হইলে আরও নিকটবর্ত্তী কয়েক স্থানে ইহার আবাদ হয়। শেষে আজ প্রায় ৪০ বৎসর হইল, ইংরাজরাজের এদিকে দৃষ্টি পড়ায় ইহার রীতিমত আবাদ হইতেছে। মি ক্যানন নামক একজন ইংরাজ সর্ব্বপ্রথমে বাবা-বুদানগিরির দক্ষিণে এক উচ্চ জমীতে ইহার প্রথম আবাদ করেন।

কাফির ব্যবসায়ে ইংরাজাধিকৃত দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুগন্ধি কাফি বহুপরিমাণে উৎপন্ন হয়। কাফিগাছের পাতা উপযুক্ত নিয়মে প্রস্তুত করিয়া লইলে চা-রূপে ব্যবহৃত বা চা-এর সহিত ভেজাল চলিতে পারে। সুমাত্রায় পাড়াং নামক স্থানের লোকেরা এই পাতা চা-এর মত করিয়া প্রত্যহ পান করে। চা-এর ন্যায় ইহারও ক্লেশ-হর শ্রান্তিনাশক গুণ আছে।

কাফিফলের খোলা হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। এখন এই তৈল বাহির করিবার প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই।

আমেরিকায় কাফির আরক উত্তেজক ও বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে চলিত হয় নাই। সুরাসারের প্রভাবে শরীরে যেরূপ কার্য্য উৎপাদন করে, ইহাতেও সেইরূপ হয়। কাফি চা অপেক্ষা সারক, ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ করে না; তবে বেশী পরিমাণে খাইলে হয়।

টাইফয়েড জ্বরে ফরাসী-নৌসেনার মধ্যে রোগীকে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর দু-চামচ কাফি খাওয়াইয়া মধ্যে মধ্যে ক্লারেট বা বারগাণ্ডি মদ্য সেবন করান হয়; ইহাতে যথেষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে। কাফিপানে ফরাসীদিগের মধ্যে মূত্রস্থলীতে অশ্মরীরোগের আতিশয্য কমিয়া গিয়াছে। তুরুস্কে কাফি-পানে বাতের পীড়া নাই বলিলেই হয়। তুরুস্কবাসীরা প্রত্যহ কাফি পান করে, ইহাই তাহাদের প্রিয়তম পানীয়। সবিরাম জ্বরে কুইনাইনের ন্যায় কাঁচা কাফি খাইতে দেওয়া হয়, কিন্তু তত্টা ফল হয় না। ভাজা কাফিতে পচা জীব-শরীর বা বৃক্ষাদির দুর্গন্ধ দূর হয় এবং দূষিত বায়ুর সংক্রামতা নষ্ট করে। মান্দ্রাজ ও গঞ্জামের হাঁসপাতালে প্রত্যহ কাফির ভাজা গুঁড়া পোড়াইয়া বায়ুর দূষিত অংশ নষ্ট করিয়া থাকে। আরবেরা বলে কাফির কামেচ্ছা-নিবারক গুণ আছে। বাটীর প্রাঙ্গণে বা খোলা মাঠে কাফি পোড়াইলে হাওয়া বিশুদ্ধ হয়, ইহা অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের অনুমোদিত। ইহাতে আফিমের বিষও নষ্ট হয়।

লাইবিরিয়ার কাফি—(Liberian coffee) আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূলে লাইবিরিয়া, অঙ্গোলা, গোলঙ্গো, অল্টো প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহার বৃক্ষ আরবীয় কাফি-বৃক্ষ অপেক্ষা দৃঢ়; ফল ও পাতা বড়। যখন কাফিগাছের সম্বন্ধে সিংহলে অনুসন্ধান হয়, সেই সময়ে এই শ্রেণীর কাফি

য়ুরোপীয়দিগের নিকট প্রথম পরিচিত হয়। এই শ্রেণীর কাফিতে নাকি পোকা অধিক লাগে না।

কাফির চাষ লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই; কারণ কাফির চাষ, বা বাগান না দেখিলে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না। আরবীয় কাফিগাছের নানারূপ পীড়া ধরে। আবহাওয়া, জল, চাষবাসের দোষেই অধিকাংশ পীড়া হয়। চাষের দোষে কাঙ্করে, চারা মুস্‌ড়াইয়া যায়, পাতায় হরিদ্রাবর্ণের গুড়ার উৎপত্তি ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, পাতা কোঁকড়াইয়া যায় এবং কাফি-পোকা ও কাফি-মাছি লাগা প্রভৃতি দোষ জন্মে; এতদ্ভিন্ন পঙ্গপাল, ইন্দুর, কাঠবিড়াল, শৃগাল ইত্যাদিতেও বিস্তর নষ্ট হয়। শৃগালের অত্যাচারে যে সকল ফল পড়িয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া অনেকে শৃগাল-কাফি নাম দিয়া থাকে।

কাফিখাঁ, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ইহার প্রকৃত নাম মুহম্মদ হাশিম। ইনি পারস্তভাষায় মুন্তখবুল্ লুবাব ইতিহাস প্রণয়ন করেন, এই গ্রন্থে বাবর হইতে দিল্লীর মোগলবাদশাহগণের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্রাট্ ফরকসিয়ারের রাজত্বকালে ইনি নিজাম্‌উল্‌মুলুক (হায়দরাবাদের প্রথম নিজাম) পদ প্রাপ্ত হন।

কাফিরকোট, সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত মেহরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ একটি উপত্যকা। এখানে বড় বড় কৃত্রিম ধাপ আছে, এই ধাপে গম জন্মে। এই ধাপের মধ্যে মধ্যে প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। মুসলমানেরা ঐ সকল মূর্ত্তি কাফের (অর্থাৎ বিধর্ম্মী) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, বলিয়া ইহার নাম কাফির-কোট রাখিয়াছে।

কাফিরিস্থান—ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমা ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী একটি প্রদেশকে কাফিরিস্থান বলে। ইহার পশ্চিম সীমা আফগানস্থানের অন্তর্গত আলীসাঙ্গ নদী এবং পূর্ব্বে কুনার নদীকে সীমা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই স্থানের অধিবাসীকে কাফির ও সিয়াপোশ বলে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন য়ুরোপীয় এই প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সুতরাং তৎপূর্ব্বে ইহার যাহা কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তাহার উপর প্রকৃতপক্ষে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। প্রাচীন ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা এই স্থান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করা; কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে যে মুসলমানেরা এই প্রদেশে সহজে প্রবেশ করিতে পায় না বা করিতে চাহেনা, কারণ কাফির জাতির সহিত ইহাদের চিরশত্রুতা। কোন কাফির যদি নিজ-জীবনে কোন উপায়ে একটি মুসলমানকে হত্যা করিতে না পারে, তবে সে স্বজাতিতে স্বশ্রেণীতে, স্ববংশে অপদার্থ ও হেয় হইয়া পড়ে। সুতরাং এরূপ সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে মুসলমানের নিকট এ প্রদেশের বা এই জাতির বিবরণ ঠিক জানা যাইবে কিরূপে?

এখানে সিয়াপোশ নামে একটি জাতি বাস করে, কেহ কেহ এই সিয়াপোশজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন যে, ইহারা পারস্তের গবরজাতির স্থায় আচারব্যবহারবিশিষ্ট কোন একটি আরবীয় জাতি হইতে উৎপন্ন, কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা আলেকসান্দারের গ্রীক-সৈন্যের ঔরসোৎপন্ন, আবার কেহ অনুমান করেন যে, মুসলমান-মত প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল অসভ্যজাতিকে পর্ব্বতাদিতে বাস করিবার জন্য সমতল প্রদেশ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়, সিয়াপোশেরা তাহাদেরই মধ্যে একশ্রেণী।

কাফিরগণের ভাষার সহিত কিন্তু আরবী, পারসী বা তুর্কীভাষার বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই; বরং সংস্কৃতের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে। এই কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিবেচনা করেন যে, ইহারা আরব বা আফগানের মত একবারে একটি স্বতন্ত্র জাতি নহে, ইহারা ভারতীয় জাতিরই অন্তর্গত কেবল দেশভেদে যেন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এখানকার যে বিবরণ সংগৃহীত হয়, তাহা হইতে জানা যায়, যে, এদেশে কত্তার, গম্বীর, দেলহুলজ্, অরণ্‌স্, ইশুর্ম, আমিসোজ, পাগুত, বৈগল নামক কয়েকটি জনপদ আছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডব্লিউ, ম'নৈয়ার নামক ইংরাজই সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম এ প্রদেশে পদার্পণ করিতে সমর্থ হন। তিনি এখানকার লোকসংখ্যা অনুমানে ৬ লক্ষ স্থির করেন। প্রতি গ্রামে ১০০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত লোকের বাস আছে।

ইহাদের দৈনিক আচার ব্যবহার ও আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ বিভিন্নমত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন সিয়াপোশেরা দেখিতে বলিষ্ঠ, দৃঢ়গঠিত, সাহসী কিন্তু স্বভাবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—অলস, বিলাসী ও সর্ব্বদা মদ্যপায়ী। আফগানস্থানে অনেকগুলি কাফির ধৃত হইয়া বাস করিতেছে, তাহাদের দেখিলে ঐ অনুমান দৃঢ় বলিয়াই বোধ হয়। ইহাদিগের মধ্যে য়ুরোপীয় গঠনের লোকই অধিক, কঙ্কাক্ষ ও বিড়ালাক্ষও আছে। ইহারা নাকি আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিতে পারে না, চৌকির উপরেই বসিতে সুবিধা বোধ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা রূপবতী ও বুদ্ধিমতী। ইহাদের বর্ণ রক্তোজ্জ্বল শ্বেত। অনেকে

বলেন, ইহারা অতিরিক্ত মদ্যপান করে বলিয়া ইহাদের রক্তবর্ণ হইয়াছে। ইহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তুমি কিরূপ পানাহার ভালবাস, তাহারা অমনি উত্তর দেয় "প্রতিদিন এক মসক মদ চাই"—এক মসকে প্রায় পনর সের মদ ধরে।

ম'নেয়ারের বিবরণ পাঠ করিয়া জানা যায় যে, কাফিরিস্থানের লোকেরা সুপুরুষ, সাহসী ও কৃষিজীবী। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বাগানের কাজ করে। ইহারা নৃত্যগীতে বড় অনুরক্ত। প্রায় প্রতিসন্ধ্যা নৃত্যগীতাদিতে যাপন করে। ইহাদের আপনাদের মধ্যে আত্মকলহ বা যুদ্ধবিগ্রহজনিত রক্তপাত হয় না। মুসলমানের সহিত ইহাদের সর্প-নকুল সম্বন্ধ, দেখা হইলেই যুদ্ধ বাধিয়া যায়, আর জাতিগত বিবাদ ত আছেই। ইংরাজরাজের সহিত ইহাদের কোন বিবাদ নাই। ইহাদের মধ্যে দাসত্বপ্রথা ও দাসব্যবসায় আছে; কিন্তু শীঘ্রই রহিত হইবে বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রায় নাই। স্ত্রীর ব্যভিচারদোষে শারীরিক দণ্ড সামান্য হয়; কিন্তু পুরুষকে কতকগুলি গোমেষাদি জরিমানা দিতে হয়। ইহারা শব সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখে। একমাত্র অদ্বিতীয় দেবতা "ইম্রু"কে (ইন্দ্রকে?) পূজা করে। ইম্রের মন্দির আছে, সেই মন্দিরে পবিত্র প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত, পুরোহিত আসিয়া পূজা করেন। ইহারা তীরধনুর্ধারী। গো-মেষাদিই ইহাদের মূল্যবান্ বস্তু, ইহাই যাহার অধিক থাকে, সেই ধনী। ইহাদের মধ্যে ১৮ জন সর্দ্দার আছে।

এই জাতি পরস্পর শপথ করিয়া বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হয়। কোনসূত্রে কাহারও সহিত সন্ধিভঙ্গের পূর্ব্বে তাহার নিকট একটি তীর বা একছড়া ছর্‌রার মালা পাঠাইয়া দেয়। ইহারা বড় অতিথি-ভক্ত। যদি কোন অতিথি ইহাদের বাড়ী আসে, তাহা হইলে স্বয়ং গৃহকর্ত্তা তাহার পরিচর্য্যা করে এবং যদি অপর কেহ কোন অতিথিকে ভুলাইয়া নিজ বাটীতে লইয়া যায়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বিষম বিবাদ বাধে, এমন কি রক্তারক্তি ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের যথেচ্ছভ্রমণে বাধা নাই, অবগুণ্ঠন নাই; কিন্তু পুরুষের সহিত একত্র পান-ভোজন করিতে পায় না। প্রতিগ্রামে স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের জন্য স্বতন্ত্র বাটী থাকে। ইহাদের আপনাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া পরে মিটিবার কালে বিবাদীদের মধ্যে একজন অপরের স্তনচুম্বন করে এবং সেই ব্যক্তি স্তনচুম্বনকারীর মস্তক চুম্বন করে। এইরূপে বিবাদ মিটিয়া যায়। কাফিরেরা নিজ সন্তান বিক্রয় করে না, কিন্তু কষ্টে পড়িলে প্রতিবাসীর সন্তান চুরী করিয়া বিক্রয় করে। কেহ কেহ বলেন, এই ব্যাপারটী ব্যবসার মধ্যে গণ্য এবং এইজন্য চিত্রলের সর্দ্দার বিক্রয়ার্থ বালকবালিকার উপর কর আদায় করেন। কোন মুসলমানজাতির বিরুদ্ধে ইহারা যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তখন যতদিন পর্য্যন্ত আয়োজন ও উপায়াদি নির্দ্ধারিত না হয়, ততদিন কোন পুরুষ নিজ বাটীতে আসিতে পায় না; দিবারাত্র মন্ত্রণাগৃহে থাকে ও সেইখানেই পানভোজন-শয়নাদি করে। যে স্থান আক্রমণ করিতে হইবে, দিনের বেলায় সকলে সেই স্থলে উপনীত হইয়া, দুই তিনজন করিয়া ঝোপেঝাপে লুকাইয়া থাকে ও যেমন নিকট দিয়া মুসলমানেরা যাতায়াত করে, অমনি আক্রমণ করিয়া বিনাশ করে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে একত্র হইয়া স্ব স্ব কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে। মুসলমানেরাও ঐরূপে কাফিরস্থানে প্রবেশ করিয়া বালক-বালিকা চুরী করিয়া আনে।

ইহারা জাঁতায় ভাঙ্গিয়া গম, যব প্রভৃতির ময়দা করিয়া তাহাতে রুটী প্রস্তুত করে। রুটী লৌহকটাহে সেঁকিয়া খায়। ইহারা গৃহ-পালিত পশুমাংসও খাইয়া থাকে। ইহারা এক কোপে গলা কাটিয়া পশুহত্যা করে; যদি দুইকোপ দিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহারা সে মাংস অপবিত্র বোধে পরিত্যাগ করে এবং বারিজাতির মধ্যে পারিয়া শ্রেণীকে ডাকিয়া দান করে।

ইহারা আঙ্গুর হইতে মদ্য প্রস্তুত করে। আঙ্গুরের বর্ণভেদে মদ্যের দুইপ্রকার বর্ণ হয়। বালকেরা বৎসরের সকল সময় মদ্য খাইতে পায় না। মোগলসম্রাট বাবর লিখিয়াছেন যে, কাফিরেরা গলায় মদ্যপূর্ণ "কিং" নামক চামড়ার বোতল ঝুলাইয়া রাখে। তিনি আরও বলেন যে, ইহারা জলের পরিবর্ত্তে মদ্য পান করে।

কাফির-দিগের সাহায্য না পাইলে ইহাদের দেশে প্রবেশ করিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাফিরস্থান দেখিতে অতি সুন্দরদেশ; নিবিড় বৃক্ষমালায় প্রকৃতির রম্য উপবন বলিয়া বোধ হয়; প্রান্তভাগে মহাবন। কাফিরস্থান প্রধানতঃ তিনটী উপত্যকায় বিভক্ত। এই তিনটী উপত্যকা হইতে এখানকার তিনটি প্রধান জাতির নামকরণ হইয়াছে;—রামগল, বৈগল ও বাসগল। ইহাদের মধ্যে বৈগল-জাতীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও ইহাদের উপত্যকাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কাফির বা সিয়াপোষ ইহাদের জাতীয় নাম নহে, পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানেরা ইহাদিগকে ঐ নামে অভিহিত করে। মুসলমানেরা ইহাদিগকে (মুসলমান ধর্ম্মে অবিশ্বাসী বলিয়া "কাফের")

কাফির বলে এবং ইহাদের মধ্যে বৈগলেরা কৃষ্ণবর্ণ ছাগ-চর্ম্মের জামা গায়ে দেয় বলিয়া ও বৈগলের সংখ্যাই অধিক বলিয়া সমুদায় জাতিকে "সিয়াপোশ" বা "টর" (কৃষ্ণবর্ণ-পোষাক) বলে। রামগল বা বাসগলেরা ওরূপ চর্ম্মের জামা পরে না, তৎপরিবর্ত্তে সূতার কাপড়ের জামা পরে। পূর্ব্বোক্ত তিন জাতির ভাষা স্বতন্ত্র।

ইহারা ভূতপ্রেতাদিতে বিশ্বাস করে এবং ইহজীবনে যাহা কিছু দুঃখ-কষ্ট পায়, তাহা এই সকল ভূতপ্রেতাদি হইতেই ঘটে বলিয়া মনে করে। ইহারা যে মদ্য পান করে, তাহা মদ্যপ্রস্তুত-প্রণালীর নিয়মানুসারে পচান বা চোঁয়ান নহে। তাহা বিশুদ্ধ টাট্‌কা দ্রাক্ষারস।

ইহাদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদির পর পরাজিত জাতির স্ত্রীলোকেরা বন্দিনী হইলে, আপনাদিগের মধ্যে দাসী-রূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের মধ্যে লজ্জাশীলতা বা ধর্ম্মভাব একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ইহাদের সমাজে তাহা বিশেষ দোষ বলিয়াও গণ্য নহে; কারণ, এরূপ দোষে উভয়পক্ষে যেরূপ সামান্য শাস্তি পায়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহারা কি ইংরাজ, কি আফগান, কি তুর্ক, কাহারও অধীন নহে, সম্পূর্ণ স্বাধীন। সিন্ধু ও অক্ষসনদীর মধ্যে সমস্ত গিরিবর্ত্মে ইহাদের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। হিমালয়-পর্ব্বতের শেষ প্রান্ত হইতে অক্ষসনদীর তীরবর্ত্তী বদকসানের পার্ব্বত্য-প্রদেশ পর্য্যন্ত এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালায় ইহাদের অধিকার। কাবুল নদীর উৎপত্তিস্থলে যে সকল গিরিবর্ত্ম আছে, তাহাও ইহাদের অধীনে।

ইহারা দেখিতে সুপুরুষ হইলেও দীর্ঘচ্ছন্দ নহে।

ইহাদের মধ্যে অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি আছে, তন্মধ্যে দারাসুবি নামক জাতি আপনাদিগকে ভাজক-মতাবলম্বী এবং অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। লম্পাক (লম্‌ঘান্) নামক স্থানের ভাষার সহিত ইহাদের ভাষার ও আফগানদিগের আকারের সহিত ইহাদের আকা-রের সৌসাদৃশ্য আছে।

সেওয়া (শিবা ?) নামক স্থানের অপরপার্শ্বে চুগুনি নামক একজাতি আছে, ইহারা অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় অধিক। বিশুদ্ধ কাফিরেরা ইহাদিগকে "নিমা" অর্থাৎ বর্ণশঙ্কর বলিয়া থাকে; কারণ, ইহারা কাফির ও আফগান উভয় জাতীয় কন্যারই পাণিগ্রহণ করে এবং কাফিরস্থানে নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পায়। ইহারা প্রধানতঃ পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া থাকে। কুন্দপর্ব্বতেই ইহাদের অধিক বাস। ইহারা আফগান অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় ও ইহাদের আকৃতি অপেক্ষাকৃত কোমলতাপূর্ণ। ইহারা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা নাই।

এই প্রদেশের অরত উপত্যকা ৭৩০০ ফুট দীর্ঘ। উচ্চলিক ইয়ালিক নামক গিরিপথের দৃশ্য পরমরমণীয়। কুন্দ পর্ব্বতের শিখরে একটি ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। কথিত আছে, এই হ্রদের তীরে নোয়ার নৌকার ভগ্নাবশেষ প্রস্তরীভূত হইয়া আছে এবং উহারই নিম্ন-উপত্যকায় লামেকের (নোয়ার পিতার) সমাধিস্তম্ভ আছে। [নৌবন্ধন দেখ।]

কাফ্রি—(দেশজ) আফ্রিকার দক্ষিণস্থ কাফ্রেরিয়া নামক স্থানের অধিবাসী; কিন্তু সাধারণতঃ সুদনের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী সমুদয় আফ্রিকাবাসীই এই নামে পরিচিত। এক্ষণে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষেও কাফ্রি আছে, ইহারা সাধারণতঃ হাব্‌সী নামে পরিচিত। কবে কোন সময়ে, কিরূপে ইহারা এদেশে প্রথম আসে, তাহা স্থির করা যায় না, তবে ইহা অনুমিত হয় যে, যে সময়ে আরবের সহিত ভারতের বহি-র্বাণিজ্য ছিল, সেই সময়েই আরবদিগের মিশ্রণে ইহারা আসিয়া থাকিবে, তৎপরে আফগান, মোগল, তুর্ক প্রভৃতি জাতীয়গণের সঙ্গে অনেকে আসিয়াছে। ইহারা আসিয়া ক্রমশঃ বিশেষ প্রশ্রয় পাইয়া শেষে স্থানবিশেষে রাজা পর্য্যন্ত হইয়াছে।

এক্ষণে উত্তরকানাড়ার দাণ্ডিসিজেলার পার্ব্বত্যপ্রদেশে কাফ্রির বাসই অধিক। বোম্বাই উপকূলে জাঞ্জিরা নামক স্থানে "হাব্‌সী" বা "সিদি" জাতীয় রাজা আছে, এই রাজ-বংশ আবিসিনীয় কাফ্রি হইতে উৎপন্ন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই আবিসিনীয় কাফ্রিরা ভারত-উপকূলে জলদস্যুর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নিকটবর্ত্তী সাগরে ঘুরিয়া বেড়াইত। খৃষ্টীয় ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে বিজয়পুরে যে আদিলশাহী বংশ ও নিজামশাহীবংশ রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের অধীনে কাফ্রিরা পুররক্ষী সৈন্যশ্রেণীতে অনেক নিযুক্ত হইত। সিন্ধু-প্রদেশে তালপুরের আমীরেরা একদল কাফ্রিসৈন্য রাখেন। কর্ণাটের নবাবেরাও কাফ্রিদাস রাখিতেন। কর্ণাটের দাস ও মেক্রান নামক স্থানে কাফ্রির সংখ্যা অনেক এবং আজও নিজামরাজ্যে নিজামের নিয়মিত সৈন্যের মধ্যে কাফ্রি আছে এবং অনিয়মিত সৈন্যের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই কিছু বেশী। বাঙ্গালা দেশেও মুসলমানগণের সঙ্গে কাফ্রিজাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেকালে মুসলমান নবাবগণের অধীনে ইহারা পুররক্ষী সৈন্যদলে নিযুক্ত থাকিত, নগরাদিতে

শান্তিরক্ষক নিযুক্ত হইত। কাফ্রিরা বাঙ্গালায়ও হাব্সী নামে পরিচিত ও এই জাতীয় শান্তিরক্ষকেরা "হাব্সী কোতোয়াল" নামে খ্যাত ছিল, হাব্সীরমণীরাও নবাব-অন্তঃপুরে দাসী থাকিত। নবাবগণের অনুকরণে হিন্দু জমীদার ও রাজারাও পুররক্ষায় কাফ্রি নিযুক্ত করিতেন। ইহারা বড় বিশ্বাসী প্রভুভক্ত ও বলিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়, ইহাদের হস্তে এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইত। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যে বর্দ্ধমানের বর্ণনাস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন—

"নদী জিনি গড়খানা, দ্বারে হাব্সীর থানা
দেখিয়া বিকট লাগে শঙ্কা।"*

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ এসিয়ার অন্যান্য স্থলেও কাফ্রিজাতির বাস আছে। তাহারা উপনিবেশী নহে, সেই সকল স্থানই তাহাদের আদিম বাসভূমি। আফ্রিকার কাফ্রিজাতির বাসভূমির সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থান করে বলিয়া ইহাদের উভয়ের মধ্যে দেশগত পার্থক্য ব্যতীত, অন্য কোন বিভিন্নতা দেখা যায় না, এইজন্য এই সমস্ত জাতিকেও সাধারণতঃ কাফ্রিজাতির অন্তর্গত করা হয়। টলেমী ইহাদের বিবরণ জানিতেন, তাহা তাঁহার পুস্তক পাঠে জানা যায়। তাঁহার পুস্তকে "অরিয়া খেরসনেসাস," 'যাবাডস্ ইন্সিউলি' ও "ইথিওপিস্ ইক্থিওপেজি"র বৃত্তান্ত পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহা সুমাত্রা, যবদ্বীপ এবং নবগিনির পাপুয়াজাতির বিবরণ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ইহারাই রামায়ণোক্ত রাক্ষসজাতি বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রাচীনকালে যখন ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যে মিসরীয় বণিকেরা বাণিজ্য করিতে আসিত, সেই সময়ে আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা আরব ও আফ্রিকা উভয়স্থান হইতেই এদেশে আসিত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে এইরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় তিন হাজার বৎসর চলিয়াছিল। এসময়ে যে, ঐ সকল দেশের লোকেরা কেবল পণ্য লইয়া পোতারোহণে এদেশে আসিত আর ক্রয় বিক্রয় করিয়া বন্দর হইতেই চলিয়া যাইত, তাহা নহে; অনেকে বণিকরূপে এদেশে বাস করিয়াছিল। এই সকল স্থায়ী বণিকেরাই সিংহলে "মুরজাতি" ও দাক্ষিণাত্যে "মপ্লা" বা "লব্বাই" নামে খ্যাত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যগণের অধিকার বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই এখানে কাফ্রির বাস হইয়াছে। উক্তমত সমর্থনের জন্য তাঁহারা বলেন, দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিবৃন্দের সহিত আর্য্যজাতির যতটা পার্থক্য আজও দেখা যায়, ততটা ভারতের আর কোথাও নাই এবং দাক্ষিণাত্যের সকল ভাষাই সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ প্রভেদ। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিগণের মধ্যে কতকাংশের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য অধিকাংশ ইরাণীয়ের ন্যায়, কতকাংশের সমিতীয়-ইরাণীয়ের ন্যায়, কতকাংশের অষ্ট্রেলীয়ের ন্যায় ও কতকগুলি মলয় পাপুয়াজাতির ন্যায় এবং একান্ত নিম্নশ্রেণীর লোকগণের মধ্যে অধিকাংশের আকৃতি আফ্রিকাবাসীর আকারের মত। ইহাদের মতানুসারে বিন্ধ্য এবং ঘাটপর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী অসভ্যজাতির আকৃতি অনেকটা উত্তর ভারতীয় আর্য্যজাতির আকৃতির ন্যায়, কিন্তু ঘাটপর্ব্বতের পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা মলয়-উপদ্বীপের জাকুন জাতির ন্যায়। এই জাকুন জাতীয়ের সহিত আফ্রিকাবাসীর অধিক সাদৃশ্য আছে।

পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপাবলীতে প্রধানতঃ চারিজাতির বাস। (১) বিশুদ্ধ মলয়জাতি, (২) মলয় উপদ্বীপবাসী খর্ব্বাকার কাফ্রি বা সেমাংজাতি, (৩) ফিলিপাইনদ্বীপের ক্ষুদ্রাকার কাফ্রি বা এইটা জাতি ও (৪) নবগিনির বৃহৎ-কায় কাফ্রি বা পাপুয়াজাতি; এতদ্ভিন্ন নবগিনি ও মলয় উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলিদ্বীপে ইহাদেরই মধ্যবর্ত্তী একজাতীয় লোক দেখা যায়, তাহাদের মলয়-কাফ্রিজাতি বলা যায়। সিলিবিস ও লম্বকদ্বীপের পূর্ব্বে যে সকল দ্বীপ আছে, তাহার অধিবাসিবৃন্দ সাধারণতঃ অষ্ট্রেলিয়াবাসীর ন্যায়। এই পার্থক্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, এসিয়ার দক্ষিণাংশের সহিত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমভাগস্থ দ্বীপগুলি অতি প্রাচীনকালে একত্র সংলগ্ন ছিল এবং কালক্রমে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।*

আফ্রিকায় যে সকল কাফ্রি বাস করে, অনুমানে তাহা-

* ভারতচন্দ্র বর্ণিত বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা অনেক কাল্পনিক, সুতরাং বর্দ্ধমান বর্ণনায় ভারত নিজের সমকালের বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, নতুবা সুন্দর বর্দ্ধমানের ভিতর ইংরাজ, ওলন্দাজ, দীনেমার, হাবসী, মোগল পাঠান সৈন্য দেখিতে পাইতেন না।

* এ অনুমান শুদ্ধ লোকের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে না। সুমাত্রা, বোর্ণিও, যব, বালি প্রভৃতিদ্বীপের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী প্রণালীগুলি ও এসিয়ার প্রধান ভূ-খণ্ডের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী কোথাও ১৫০।২০০ হাতের অধিক গভীর নহে, কিন্তু সিলিবিস দ্বীপের পূর্ব্বাংশের প্রণালী ও সমুদ্রাংশ অনেকস্থলে ৪০০ হাতের অপেক্ষাও গভীর। এতদ্ভিন্ন এসিয়ার দক্ষিণাংশের উৎপন্ন ফল মূল বৃক্ষাদি, আরণ্য জন্তু ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষাদির সহিত এই সকল দ্বীপের ঐ সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়।

দের সংখ্যা ২ কোটীর অধিক নহে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে কাফ্রেরিয়াবাসী কাফ্রি ও হটেণ্টটদিগকেও ধরা হইয়াছে।

লোহিতসাগরের পূর্ব্বকূলে, পারস্তোপসাগরের তীরে এবং মলয় উপদ্বীপে কাফ্রিজাতীয়ের সংখ্যা মোটের উপর ৫০ লক্ষের অধিক হইবে না; কিন্তু বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপ হইতে পূর্ব্বদিকের দ্বীপাবলীতে যে সকল জাতীয় লোককে সাধারণত কাফ্রি বলিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে ন্যূনকল্পে ১২টী আকৃতিগত শ্রেণী-বিভাগ আছে। এই ১২টী শ্রেণীগত পার্থক্য দেখিয়া বোধ হয়;—ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ৩।০ হাত বা চারি হাত পর্য্যন্ত হয় এবং কতকগুলি সাড়ে চারি হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত শ্রেণীর কথা বলা যাইতেছে।

আন্দামান দ্বীপের মীনকপী কাফ্রি—মনুষ্য শ্রেণীতে বোধ হয় ইহাদের অপেক্ষা অসভ্য জাতি আর নাই। ইহাদের বাসস্থানের স্থিরতা নাই, পরিধেয় বস্ত্রাদি নাই এবং জীবীকার জন্য যে কোনপ্রকার কার্য্য করিতে হয়, তাহাও ইহারা জানে না। ইহারা লোকের সহিত মিশিতে চাহে, অথচ অনিষ্টপ্রিয়। ইহারা নরমাংসভুক্ নহে বটে, কিন্তু শূকরমাংস, মৎস্য, শস্য, ফল ও মূল খাইয়া থাকে। ইহারা জঙ্গলের ফল, মূল, বিল ও পুষ্করিণী হইতে মৎস্যাদি ধরিয়া খায়। ইহারা তীরধনু লইয়া বনে বনে পুষ্করিণীতে-পুষ্করিণীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাঁশের চেয়াড়িতে মাছধরা আকুঁনী প্রস্তুত করে। ইহাদের কাপড় নাই এবং একেবারে উলঙ্গ থাকিতে কিছুমাত্র দ্বিধা ভাবে না। ইহারা ক্ষুদ্রকায়, পনর পোয়ার অধিক উচ্চ হয় না। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র ও তালু চাপা। ইহারা আপনাদের সর্ব্বাঙ্গ কাচখণ্ড দ্বারা আঁচড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া শরীরের শোভা সম্পাদন করে। বাহুমূল ও কণ্ঠমূল হইতে মণিবন্ধ ও কটিদেশ পর্য্যন্ত অঙ্গের চতুর্দ্দিকে গোলাকার আঁচড়ের দাগে ইহাদিগকে অতি বিশ্রী ও ভয়ানক দেখায়, কিন্তু তাহাই ইহাদের প্রধান শোভা। ইহারা যখন কোন বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে, তখন ইহারা দক্ষিণ হস্তের তালুর নিম্নভাগে ধীরে ধীরে দন্তাঘাত করিয়া বামস্কন্ধে একটি ক্ষুদ্র চাপড় মারে। সহিসেরা ঘোড়ার গা মলিয়া দিবার সময় যেরূপ ভাবে চুম্কুড়ি দেয়, ইহারা সেইরূপ শব্দ করিয়া চুম্বন করে। যখন ইহারা পরস্পর কথোপকথন করিতে থাকে, তখন ইহারা এরূপ জড়াইয়া উচ্চারণ করে যে, অপরের বোধ হয় যেন তাহারা কেবল কিচ্‌মিচ্‌ করিয়াই বুঝি মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; উড়িয়াদের মত ইহাদের উচ্চারণ-প্রণালী অতি দ্রুত ও অস্পষ্ট। ইহারা নাচিতে ভালবাসে এবং নাচিবার সময় হাত দুটী মাথার দিকে তুলিয়া সঙ্গীতের তালে তালে লাফাইয়া লাফাইয়া নাচিতে থাকে এবং নাচিবার সময় কখন মাথা ঘুরায়, কখন সমস্ত শরীর সম্মুখের দিকে ঝুঁকাইয়া দেয়। এইরূপে সঙ্গীত ও নৃত্যের তালে তালে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে।

সেমাং, বিলা—আন্দামান দ্বীপের পূর্ব্বে মলয় উপদ্বীপের অন্তর্গত কেদা, পেরাক, পাহাঙ্ ও ত্রিঙ্গানুপ্রদেশে এক জাতীয় কাফ্রি বাস করে, তাহাদিগকে মলয়জাতিরা "সেমাং" ও "বিলা" বলে। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ পশমের ন্যায়, গঠনাদি আফ্রিকাবাসীর ন্যায় খর্ব্বাকার। পূর্ণবয়স্ক পুরুষের উচ্চতা তিন হাতের অধিক হয় না। ইহাদেরও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান বা চাষবাস নাই। ইহাদের অধিকাংশই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বনের উৎপন্নাদি সংগ্রহ করে এবং তাহাই মলয়জাতীয় নিকট ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির সহিত বিনিময় করিয়া থাকে। ইহারা শীকার করে ও শীকারলব্ধ পশুপক্ষী বা তাহাদের চর্ম্ম-পালকাদিও বিনিময় করিয়া খাদ্যাদি সংগ্রহ করে।

ক্রিয়ান নদীর উপনদী ইঙ্গানের তীরবর্ত্তী স্থানে "সেমাং বুকিৎ" নামক এক শ্রেণী কাফ্রির বাস। ইহারা পূর্ণবয়সে ৩।০ হাত হয়। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র, মস্তকের সম্মুখভাগ কতকটা কোণাকার উচ্চ, পশ্চাদ্ভাগ বর্ত্তুলাকার ও মধ্যাংশের অপেক্ষা অপ্রশস্ত। মলয়জাতীয়ের অপেক্ষা ইহাদের মুখমণ্ডল সাধারণতঃ অপ্রশস্ত, ভ্রূদেশ উচ্চ, নয়নকোটর অতি গভীর, নাসিকামূল অনুচ্চ ও নাসিকা ক্ষুদ্র; নাসিকার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও উল্টান। চক্ষুর পর্দ্দা হরিদ্রাবর্ণ, পক্ষ্ম ঘন, দীর্ঘ ও কোঁকড়া, হনুদেশ প্রশস্ত, মুখবিবর প্রশস্ত, ঠোঁট মোটা বা ছোট। ভ্রূ, নাসিকার অগ্রভাগ ও থুঁতির উচ্চতা একসমান। ইহাদের উদর বৃহৎ কিন্তু শরীর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। ইহারা বানরের ন্যায় উদর কমাইতে ও ফুলাইতে পারে। গাত্রচর্ম্ম সাধারণতঃ কোমল ও চিক্কণ।

ত্রিঙ্গানুর সেমাং নামক শ্রেণী কেদাদিগের ন্যায় ঈষৎ তরলবর্ণ; সেমাং-বুকিৎদিগের মত মসৃণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নহে। ইহাদের চুল পশমের ন্যায় নহে, কোঁকড়া কোঁকড়া এবং ঘটোৎকচের ন্যায় উচ্চ হইয়া থাকে, মাড়োয়ারীদিগের মত খুব ঘন মোটা গোঁপ হয়। মস্তকের গঠন মলয় বা কাফ্রিদিগের মত নহে, অনেকটা পাপুয়াদের মত। ইহাদের স্বর পরিস্কার, কোমল, কিন্তু অনুনাসিক, ইহারা কপালে ও

গালে উল্কি পরে। দক্ষিণ কর্ণ বিঁধাইয়া বড় ছেঁদা রাখিয়া দেয় এবং সম্মুখভাগে এক কোণা গোলাকার চুল রাখিয়া সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করে। পেরাকের নদীকূলবর্ত্তী এই শ্রেণী "সেমাতিংপায়" বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা সমুদ্রতীর হইতে পর্ব্বতের উপর পর্য্যন্ত সকল স্থানেই বাস করে, কিন্তু বুকিতেরা বন ও পার্ব্বত্য স্থান ভিন্ন জলের উপকূলভাগে বা নদীকূলে যায় না। আর "সকি" শ্রেণীর লোকেরা পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে নামে না। কেদা ও পেরাকের সেমাংগণের ভাষায় দুইটি শব্দের যোগজ শব্দ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বড় কথা বা সমাসবাক্য নাই। যে সকল স্থানে এই সেমাং জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে মলয়জাতীয় লোক নাই।

পাপুয়া শ্রেণীর কাফ্রিরা—ফ্লোরিস, সুম্বর বা চন্দনা, অদেনারা, সলর, লম্বটা, রুতার, ওম্বে,ওয়েট্টাব, রত্তি, সর্ব্বত্তি, বব্বর, তিমর, তিমরলাউৎ, লারাট, নব ক্যালিডোনিয়া, নব আয়র্লণ্ড, ওটাহায়টী, পলিনেসিয়া, ফিজি, মালকস্, নবগিনি, পোপো, বাসন্দা, কি দ্বীপ, অম্বয়না, সালবত্তি প্রভৃতি পূর্ব্বাংশের দ্বীপাবলীতে বাস করে। যে সকল দ্বীপে এই জাতীয় কাফ্রির বাস, মলয়জাতিরা সেই সকল স্থানকে "তানা-পাপুয়া" (পাপুয়া জাতির বাসস্থান) বলে। ইহাদের চুল খুব কোঁকড়া বলিয়া ইহাদের নামই "পাপুয়া" হইয়াছে। কারণ মলয়-ভাষায় কোঁকড়া চুলকে "পুয়া-পুয়া" বলে; এই পুয়া-পুয়া শব্দ হইতে পাপুয়া শব্দের উৎপত্তি। ইহাদের আকৃতি একবারে অবিকল কাফ্রির মত; প্রশস্ত নাসিকা, মোটা বড় বড় ঠোঁট, কপাল ও থুঁতি টেপা, রং মেটে-মেটে, অক্ষিগোলকের চতুষ্পার্শ্ব শাদা। ইহারা দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ায় অন্যান্য কাফ্রিজাতি অপেক্ষা পূর্ণগঠিত ও বলিষ্ঠ; ইহারা উৎসাহী, অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী। এই সকল গুণের জন্য সেকালে ইহাদিগকে সভ্য দেশে দাসরূপে বেশী বিক্রয় করিত ও লোকেও আগ্রহসহকারে ক্রয় করিত। ইহাদের মানসিক বৃত্তি মলয়জাতি অপেক্ষা হীন না হইলেও বড় চঞ্চল বলিয়া ইহারা স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে না। মলয়জাতির সহিত বিবাদে এইজন্যই ইহারা পরাজিত হয়।

ইহারা নবগিনি ও তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপগুলিতে সমুদ্রোপকূলে বাস করে ও অন্যান্যস্থলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে অবস্থান করে। অনেকগুলি দ্বীপে ইহাদের সংখ্যা একবারেই হ্রাস হইয়া গিয়াছে। সিরাম ও গিলোলোদ্বীপে ইহাদিগকে কচিৎ কখন দেখা যায় মাত্র। অনেকে অনুমান করেন যে, কালে এই শ্রেণী পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে; কারণ, শীকারপ্রিয় অপেক্ষাকৃত তাম্রবর্ণ জাতীয় লোকেরাই ইহাদিগকেই অধিক বিনাশ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা ভ্রম, কারণ যেখানে যেখানে আজকাল য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রচলিত হইতেছে, সেখানে সেখানে ইহারা পরস্পর দিন দিন মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে শিখিতেছে। সিরাম ও গিলোলোদ্বীপে যাহারা আছে, তাহারা অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অতিশয় ভীরু হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা কোন সভ্য জাতির সহিত মোটেই মিশে না। অপরিচিত বা ভিন্ন জাতীয় লোক দেখিলে বন-জঙ্গলে পলাইয়া লুকাইয়া থাকে। মাইসলনামক বৃহৎদ্বীপে এই জাতীয় লোক ভিন্ন অন্য কোন জাতির বাস নাই, কেবল উপকূলভাগে একপ্রকার মিশ্রজাতি বা শঙ্করজাতি আছে, তাহাদেরও আকৃতি-প্রকৃতি অনেকটা ইহাদের মত। পূর্ব্বোক্ত শঙ্করজাতি নাবিকতায় বিশেষ পারদর্শী ও য়ুরোপীয়গণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। ম্যাগেলনদ্বীপে এই জাতীয় লোক দেখা যায়, কিন্তু নিকটবর্ত্তী জেবুদ্বীপে এই জাতীয় একটি লোকও নাই বা কোনকালে ছিল বলিয়াও শুনা যায় না। নবগিনি, কি, অরু, মাইসল, সালবত্তি প্রভৃতি দ্বীপে এই জাতীয় লোক বাস করে এবং এই শ্রেণীই ফিজিদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের চুল কড়া ও খুব কোঁকড়া। পূর্ণবয়স্কগণের মাথায় এইরূপ চুল খুব বড় হইয়া টুপির মত হয়। ইহারা এইরূপ চুলই ভালবাসে। ইহাদের ঐরূপ কোঁকড়া দাড়ী আছে, সমস্ত বাহুতে, পায়ে ও বক্ষেও ঐরূপ লোম অল্প হয়। উচ্চতায় ইহারা মলয়জাতি অপেক্ষা দীর্ঘ, প্রায় য়ুরোপীয়গণের ন্যায়; পদদ্বয় দীর্ঘ, কিন্তু ক্ষীণ; বাহু মলয়জাতীয়ের অপেক্ষা দীর্ঘ, মুখমণ্ডল দীর্ঘাকার, কপাল চেপ্টা, ভ্রূ বড়, নাসিকা উচ্চ ও শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্র; নাসামূল মোটা, নাসাছিদ্র প্রশস্ত, মুখবিবর বড় ও ঠোঁট মোটা ও বড়। ইহারা কাজে কথায় বড় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চিৎকার করিয়া ও উচ্চ হাস্য করিয়া লাফাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে। ইহারা আপনাদের ঘর, বাড়ী, নৌকা ও তৈজসাদি খুদিয়া চিত্রিত করে। স্ব স্ব শিশু-সন্তানের উপর ইহারা বড় ক্রুদ্ধ। এই শ্রেণী কখন সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ হইয়া বাস করিতে পারিবে না। বোধ হয় যে, কালে য়ুরোপীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইলে এই যুদ্ধপ্রিয় জাতি লোপ পাইবে। ইহারা বড় বিশ্বাসী।

বৃহৎকায় পাপুয়ারা আকৃতিগত শ্রেষ্ঠ ও বলাদির জন্য বিখ্যাত। ইহাদের বিস্তৃত স্কন্ধ ও গভীর বক্ষঃস্থল দেখিতে প্রীতিকর বটে, কাফ্রিজাতির সাধারণ দোষ পদদ্বয়ের ক্ষীণতা

ও অপূর্ণতা, পাপুয়াদিগের তাহার অভাব নাই। স্বাধীন পাপুয়া-জাতি বড়ই প্রতিহিংসাপরায়ণ ও উদ্ধতস্বভাব। নবগিনির উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে ইহাদের বাস আছে, তাহারা স্বদেশে অন্য কোন জাতিকে নিরাপদে বাস করিতে দেয় না এবং একান্ত উত্যক্ত করিয়াও তাড়াইতে না পারিলে নিজের স্থান ত্যাগ করিয়া অভ্যন্তর ভাগে পার্ব্বত্য প্রদেশে চলিয়া যায়। ইহারা উল্কি পরে না, কিন্তু উরুতে, বক্ষে ও পাছার উপর একপ্রকার প্রলেপ দিয়া চামড়া কুঁচ্‌কাইয়া শক্ত শক্ত আব প্রস্তুত করিতে ভালবাসে, সময়ে সময়ে যত্ন করিয়া ইহা এক আঙ্গুল পর্য্যন্ত উচ্চ করে।

ফ্লোরিস ও নবগিনি দ্বীপ প্রভৃতিতে এই কাফ্রিজাতিই সেই সেই দ্বীপের অধিবাসী। নবগিনিতে পাপুয়ারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পরস্পর যুদ্ধে সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকে। এই সকল যুদ্ধে বিপক্ষ পক্ষের মাথা কাটিতে না পারিলে কোন পক্ষই নিরস্ত হয় না। নবগিনির কাফ্রিরা একটী কাষ্ঠময়ী প্রতি-মার উপাসনা করে। এই দেবতাকে তাহারা "কারবর" বলে। এই প্রতিমা ১৮ ইঞ্চি উচ্চ। প্রত্যেক ঘটনায় ইহারা এই দেবতার নিকট জানাইয়া থাকে। ইহাদের বিধবারা স্বামীগৃহে বাস করে। অন্যান্য স্থানের কাফ্রি অপেক্ষা নবগিনির পাপুয়ারা অনেকাংশে সভ্য, কিন্তু তাহা-দের মধ্যে অধিকাংশ অতি সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করে এবং শীকার বা স্বভাবজাত ফলমূলে জীবিকানির্ব্বাহ করে। উপকূলভাগের পাপুয়ারা অপেক্ষাকৃত সভ্য; তাহারা উচ্চ খোঁটার উপর গোলার মত বড় বড় কদাকার ঘর বাঁধিয়া বাস করে।

ডোরিদ্বীপে পাপুয়ারা 'মাইফোর' নামে খ্যাত। ইহারা দীর্ঘে ৫॥ হাত। জাতিসুলভ কোঁকড়া চুলগুলিকে স্ত্রীলোকের ন্যায় বড় করিয়া রাখে। এই চুলের জন্য ইহাদিগকে আরও ভয়ানক দেখায়। ইহাদের পুরুষেরা মাথায় একখানি চিরুণি গুঁজিয়া রাখে, স্ত্রীলোকেরা রাখে না। ইহাদের দাড়ীর লোম কোঁক্‌ড়া, কপাল উচ্চ ও অপ্রশস্ত চক্ষুদ্বয় বড়, বর্ণ কটা বা কালো, নাক থ্যাবড়া ও খাঁদা, ঠোঁট মোটা কিন্তু দাঁতগুলি ঠিক মুক্তার মত। পুরুষেরা বহির্বাসের ন্যায় একপ্রকার ছোট কাপড় পরে, এই কাপড় 'মার' নামক গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা নীলরঙ্গের সূত্রের বস্ত্র পরিধান করে, তাহা হাঁটুর নীচে নামে না। ইহারা উৎসবাদিতে উল্কি পরে, এই উল্কি বেশীদিন থাকে না। উল্কি পরিবার সময় মাছের কাঁটা দিয়া, যেখানে উল্কি পরিতে ইচ্ছা করে, সেইখানে রক্ত বাহির করিয়া ভূষা মাখাইয়া দেয়। ইহারা সমুদ্রগমনে অতিশয় পারদর্শী, নৌকাচালনে, সন্তরণে ও সমুদ্রে ডুব দিয়া সমুদ্রগর্ভে কর্ম্মাদি করিতে ইহাদের তুল্য নিপুণ লোক নাই বলিলেই চলে। ইহারা বৃক্ষের গুঁড়ি খুদিয়া আপনাদের নৌকা প্রস্তুত করে; ভুট্টা, ধান ইত্যাদি শস্য খায়, শূকরমাংস পাইলেও খাইয়া থাকে। ইহারা চৌর্য্যবৃত্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্য ও ঘৃণ্য অপরাধ বলিয়া থাকে। ইহারা লাম্পট্যদোষবর্জ্জিত এবং একবার-মাত্র বিবাহ করে।

অরুদ্বীপে স্থানে স্থানে পরিষ্কার জলপূর্ণ জলা এবং স্থানে স্থানে দুর্গম জঙ্গল আছে। এখানকার লোকেরা মলয় ও পলিনেসিয়-কাফ্রিগণের মধ্যবর্ত্তী জাতি। অষ্ট্রেলীয়-দিগের সহিতই ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি ও ব্যবহারের সাদৃশ্য অধিক। পুরুষেরা উরু বেড়িয়া তৃণে বুনা চ্যাটাই বা কাপড় পরে এবং উড়ানী ব্যবহার করে। ইহারা ক্রোধনস্বভাব নহে, কিন্তু গুরুজন বা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকেরা তৃণে বুনা চ্যাটাই-এর একখণ্ড সম্মুখে ও একখণ্ড পশ্চাদ্দিকে ঝুলাইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান ও কতকগুলি খৃষ্টান। অম্বয়নাদ্বীপের ওলন্দাজেরা এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশের প্রায় প্রধান প্রধান লোককে খৃষ্টান করিয়াছে। অরুদ্বীপের পাপুয়ারা নিজ নিজ গৃহ ধাতুফলক ও হস্তিদন্ত দ্বারা সজ্জিত করে। হস্তী মরিয়া গেলে ইহারা দন্তসংগ্রহ করে।

কি-দ্বীপের কাফ্রিরা মুসলমান বটে, কিন্তু শূকরমাংস ভক্ষণ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকের মধ্যেও অবরোধ প্রথা নাই। ইহা-দের বালকবালিকারা বড় আমোদপ্রিয় এবং পূর্ণবয়স্কেরাও প্রায় সকল বিষয়েই গোলমাল করিয়া থাকে। এই দ্বীপে দুইজাতীয় লোকের বাস, তন্মধ্যে পাপুয়ারা নারিকেল তৈল, নৌকা ও কাষ্ঠের গামলা প্রস্তুত করে। ইহাদের প্রস্তুত বড় বড় নৌকায় ২০ হইতে ৩০টন বোঝাই দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ মুদ্রার চলন নাই, সমস্ত বিনিময়ে সম্পন্ন হয়। ইহারা গাছের ছাল বা সূতার কাপড় পরিয়া থাকে। এখানকার অন্যবিধ জাতি বান্দাদ্বীপের মুসলমান, তাহারা তথা হইতে তাড়িত হইয়া এই দ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহারা সূতার কাপড় পরে। ইহাদিগকে মলয়জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এক্ষণে এই জাতির সন্তানপরম্পরা পরস্পর সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র মধ্যবর্ত্তী জাতি হইয়া পড়িয়াছে।

সেরেমদ্বীপ মলক্কাস্ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে গিলোলো-দ্বীপের অধিবাসীর সহিত পাপুয়া-

দিগের অতি নিকট সাদৃশ্য আছে। ইহাদের পুরুষের পূর্ণ গঠন, কিন্তু দেহ কর্কশ এবং স্ত্রীলোকের আকৃতি মলয়জাতীয় অপেক্ষা অপ্রীতিকর। এই দ্বীপের অধিবাসী পাপুয়ারা "আলফারো" নামে খ্যাত। ইহারা মস্তকের বামপার্শ্বে খোঁপা বাঁধে এবং খোঁপার মধ্যস্থলে এক অঙ্গুলি মোটা একটি গুঁজিকাটী রাখে; এই গুঁজিকাটীর অগ্রভাগ ও গোড়ার দিকে লাল রং মাখান। ইহারা প্রায় উলঙ্গ ও অলঙ্কারবর্জ্জিত। কেবল পুরুষেরা ঘাসের বা রূপার বালা, মল, পুঁতির বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলবিশেষের মালা পরে। স্ত্রীলোকেরা খোঁপা বাঁধে না, কিন্তু ঐ সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করে। ইহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘচ্ছন্দ।

সিলিবিসদ্বীপের কাফ্রিরা ব্রহ্মদেশবাসী ও কাফ্রিজাতির মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা মলয়জাতির ন্যায় সভ্য এবং 'বুগি' নামে খ্যাত।

ফিলিপাইনদ্বীপে পশমের ন্যায় কেশযুক্ত কাফ্রির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আফ্রিকাবাসীদিগের অপেক্ষা ইহাদের গাত্রবর্ণ কিছু তরল কৃষ্ণবর্ণ। স্পেনীয়রা ইহাদিগকে "ক্ষুদ্রকায় কাফ্রি" বলিয়া থাকে; কারণ, ইহারা তিন হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহাদের জাতিগত নাম "ইটা" বা "আএটা"। এই দ্বীপপুঞ্জের পানাগ, নিগ্রোস, সমর, লেয়টী, মসবেত, বোহল ও জেবু দ্বীপের মধ্যে এই জাতীয় লোক দেখা যায়; অন্যান্য দ্বীপে বিশুদ্ধ 'ইটা' শ্রেণীর কাফ্রি নাই। জেবুদ্বীপে একটিও 'ইটা' শ্রেণীর কাফ্রি নাই।

গিবিদ্বীপের পাপুয়াদিগের চেপ্টা নাক, মোটা ঠোঁট, কোটরগত চক্ষু এবং বাদামী বর্ণ। অনেকে অনুমান করেন যে, নবগিনির পাপুয়া জাতি এবং মলয়জাতির মিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। ইহাদের চুলও পাপুয়াদিগের ন্যায় নহে।

অষ্ট্রেলিয়া, নব ক্যালিডোনিয়া, পিলু প্রভৃতি দ্বীপে যে সকল পাপুয়া কাফ্রি দেখা যায়, তাহারা পলিনেসিয়পাপুয়া-কাফ্রির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বা মধ্যবর্ত্তী জাতি বলিয়া গণ্য।

ফিজিদ্বীপের পাপুয়ারাই পাপুয়াশ্রেণী কাফ্রির পূর্ণমূর্ত্তি। ইহারা কথাবার্ত্তায় নম্র ও ব্যবহারে ভদ্র; কিন্তু নব-গিনি, নব ক্যালিডোনিয়া ও ফিজির পাপুয়ারা নরমাংসভুক্। ফিজিদ্বীপের পাপুয়ারা আফ্রিকাবাসী হটেন্টটদিগের ন্যায় চূড়াকারে চুল বাঁধে এবং সানদিগের ন্যায় করোটী অপ্রশস্ত। নবগিনির পাপুয়ারা ধার্ম্মিকতা, গুরুজনভক্তি ও আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত। প্রায় সকল স্থলেই কাফ্রি স্ত্রীলোকের মধ্যে ব্যভিচার দোষ নাই বলিলেই চলে।

কাব, পারস্যোপসাগরকূলবাসী আরবজাতিবিশেষ। উত্তরে শাত্তর হইতে রামহরমুজ এবং পূর্ব্বে বেবেহান হইতে হিন্দিয়ান অবধি এই জাতির বাস। ইহাদের রাজধানী মুহমেরা। এই জাতির বাসভূমির মধ্য দিয়া বহুশাখাবেষ্টিত তাব নদী প্রবাহিত। এই নদী আরব ভৌগলিকগণ কর্ত্তৃক দৌরক নামে অভিহিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাবেরা কতকগুলি ইংরাজী জাহাজ আক্রমণ করে, সেই সূত্রে ইহাদের সহিত যুদ্ধ বাধে। তৎপরে আলীরজা পাশা মুহমেরা-নগর অধিকার করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে পারস্যযুদ্ধের পর ঐ নগর ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে।

কাবর (পুং) কুৎসিতো বন্ধঃ, কোঃ কাদেশঃ, পৃষোদরাদি-ত্বাৎ সিদ্ধং। কুৎসিত বন্ধ।

কাব্‌লা খাঁ, একজন বিখ্যাত মোগলসম্রাট্। জঙ্গীশ খাঁর প্রপৌত্র, তাতাররাজ মঙ্গু খাঁর ভ্রাতা। ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতৃস্বত্ব প্রাপ্ত হন; ইনিই চীনরাজ্যে য়ুইনবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে অসংখ্য দলবল সঙ্গে লইয়া চীনরাজ্যে প্রবেশ করেন এবং তাতারদিগকে পরাজয় করিয়া উত্তর-চীন অধিকার করেন। তৎপরে ১২৭৯ খৃঃ, সং-বংশ নির্ম্মূল করিয়া দক্ষিণচীন হস্তগত করেন। এই সময়ে তিনি উত্তরে উত্তরমহাসাগর হইতে দক্ষিণে মালাক্কা-প্রণালী এবং পূর্ব্বে কোরিয়া হইতে পশ্চিমে এসিয়ামাইনার পর্য্যন্ত সমুদয় ভূ-খণ্ডে একাধিপত্য করেন। অপর মোগলসম্রাট্‌দিগের ন্যায় ইনি অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন না, তাঁহার সুশাসন গুণে চীনবাসীমাত্রই তাঁহার প্রশংসা করিতেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে কাব্‌লা খাঁ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কাবা। ১ জাতিবিশেষ। ইহারা ভারতবর্ষের পশ্চিমে গুজরাটের উত্তরকচ্ছ-উপসাগরের উপকূলে মহারাষ্ট্ররাজ্যে বাস করিত। বোম্বেটিয়াগিরি করিয়া ইহারা জীবিকা উপার্জ্জন করিত। এক্ষণে ইহাদের কথা বড় শুনিতে পাওয়া যায় না।

২ মুসলমানদিগের পরিচ্ছদবিশেষ। ইহা চাপ্‌কানের মত, কেবল বক্ষস্থলে অর্দ্ধাংশ কাটা। তাহার ভিতরে স্বতন্ত্র জামা পরিধান করা যায়। ঐ জামায় বক্ষস্থলে জরির অথবা অন্য কোন প্রকার কাজ করা কাপড় থাকে। কাবার কাটা অংশ দিয়া তাহা দেখা যায়। কাবার ব্যবহার পূর্ব্বে অধিক স্থল, এখন আর বড় দেখা যায় না।

৩ সমচতুষ্কোণ আকৃতিকে আরব্য ভাষায় কাবা বলে।

৪ আরবদেশে মক্কানগরে এক প্রায় সমচতুষ্কোণ বাটী আছে। তাহার নাম কাবা। উহা মুসলমানগণের একটি তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। উহার উত্তর-পশ্চিম হইতে

দক্ষিণপূর্ব্বে দৈর্ঘ্য ২৪ হাত ও প্রস্থ ২৩ হাত এবং উচ্চে ২৭ হাত। পূর্ব্বদিকে ইহার দ্বার। দ্বারের নিকট রৌপ্যাসনের উপর একখানি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর আছে। যাত্রিগণ মক্কায় পৌছিয়াই হস্তমুখপ্রক্ষালন বা স্নানাদি করিয়া মস্‌জিদে গমন করে। অগ্রে কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর চুম্বন করিয়া তাহার পর কাবা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। কাবাকে দক্ষিণে রাখিয়া তিনবার দ্রুতপদে ও চারিবার ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করিয়া কাবাকে বামে রাখিয়া পরিভ্রমণ শেষ করিতে হয়। কাবার নিকট একখানি প্রস্তরে ইব্রাহিমের পদ চিহ্ন আছে। প্রদক্ষিণের পর যাত্রিগণ এই প্রস্তরের নিকট গিয়া মন্ত্রপাঠ করে। তাহার পরে কৃষ্ণপ্রস্তরখানিকে পুনরায় চুম্বন করিয়া চলিয়া আইসে। আরবদেশীয় পরিবারবর্গের মধ্যে প্রথা আছে, বেটাছেলে হইলে জন্মাইবার ৪০ দিন পরে তাহাকে কাবায় লইয়া আসে। তথায় আনিয়া তাহার উপর মন্ত্রাদি পাঠ করা হয়। তাহার পর ছেলেটীকে বাড়ী আনা হইলে নাপিত আসিয়া ছেলের গণ্ডদেশে ক্ষুর দিয়া চক্ষের কোণ হইতে মুখের কোণ পর্য্যন্ত সমান্তরালে তিনটি দাগ কাটিয়া দেয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে কাবা আরবদিগের তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। কথিত আছে, আদমের সময় একখানি প্রস্তরমূর্ত্তি স্বর্গ হইতে পতিত হয়। ক্রমে ইহাতে ৩৬০টী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহম্মদের ধর্ম্মপ্রচারে ইহার গৌরব কতক নষ্ট হয়। ভারতে খালিফ ওমারের বংশীয় কর্ণাটের নবাবগণ এই কাবায় উঠিবার জন্য একটি স্বর্ণ-সোপান প্রদান করেন। ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে কাবার গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাবাইজ—জাতিবিশেষ। পারস্যের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কুর্দ্দজাতির বাস। কাবাইজ জাতি এই জাতির অন্তর্গত।

কাবাব (আরব্য) ১ তরলীয় দ্রব্যের পরিমাণবিশেষ।

২ পাচিত মাংসবিশেষ। মাংসখণ্ড অগ্নিতে ঝলসাইয়া কাবাব প্রস্তুত হয়। মুসলমানেরা লোহার শিকে অথবা বংশনির্ম্মিত শিকের মত বাখারিতে খণ্ড খণ্ড মাংসবিদ্ধ করিয়া আগুনের উপরে রাখিয়া দেয়। তাপে উহা সিদ্ধ ও আগরোসেদ্ধী হয়। উহাকে শিক-কাবাব বলে। কখন কখন মাংসখণ্ডের সহিত পলাণ্ডু ও আদা দেওয়া হয়। কখন রৌপ্যনির্ম্মিত শিকও ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

কাবাল খেল, কাশ্মীরপ্রান্তে বন্নুর নিকট ওয়াজিরিদিগের বাস। উচ্চ মগ্নাট ও ওয়াজিরিদিগের মধ্যে কাবাল খেল একটি জাতি। ইহাদিগের মধ্যেও মিয়ামি, সেকালী ও গিপালী নামে তিনটী শ্রেণী আছে। ইহাদিগের মধ্যে ৩৫০০ জন বলবান্ যোদ্ধা। ১৮৫০ ও ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহারা ভারতের প্রান্তভাগে ইংরাজ-অধিকারে আসিয়া বিংশতিবার লুঠ তরাজ করে। ইংরাজেরাও ইহাদিগকে কয়েকবার আক্রমণ ও অবরোধ করেন।

কাবুল—আফগানস্থানের একটী জেলা। ইহার উত্তর-পশ্চিমে কোহিবাবা, উত্তরে হিন্দুকুশ পর্ব্বত, উত্তর পূর্ব্বদিকে পঞ্চশির (পঞ্চসরা) নদী, পূর্ব্বদিকে সলিমান পর্ব্বতশ্রেণী, দক্ষিণে সফেদ-কো ও গজনী এবং পশ্চিমে হাজারা-প্রদেশ।

কাবুলের অধিকাংশস্থল পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ইহার অনেকগুলি উপত্যকা উর্ব্বরা। এই উপত্যকায় বড় বড় বৃক্ষ জন্মে, তাহাতে কড়ি বরগা হয়। কোহিস্থান ও কুরমে ভাল ভাল কাষ্ঠ পাওয়া যায়। কাবুলের নানাস্থানে মেওয়ার বাগান। কো-দামানে ও হস্তালিফ উপত্যকায় বাগান কিছু বেশী। বাগানগুলি দেখিতে অতি মনোরম। লোগার ও ঘোরবন্দ নামক প্রদেশে পশুচারণের স্থান আছে, এখানে পশ্বাদির আহারও বেশ পাওয়া যায়। গম ও যব এখানে যথেষ্ট জন্মে, কিন্তু উহা দরিদ্র লোকে কেবল ব্যবহার করিয়া থাকে। সম্পন্নলোক মাত্রে মাংস অধিক আহার করেন। গজনী হইতে নানাবিধ শস্য এ প্রদেশে আমদানী হয়। উত্তর বরাকুসন, জলালাবাদ, লামঘন ও কুনার হইতে চাউল আমদানী হয়। এই জেলাতে স্থানে স্থানে শস্যাদি বেশ জন্মে। বামিয়ান ও হাজারা হইতে ঘৃত আমদানী হয়। এখানে দ্রব্যাদি মহার্ঘ্য নহে। গ্রীষ্মের সময় লোকে অধিকাংশই তাম্বুতে থাকে। প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত বাটীও আছে। বাটীগুলির ছাদ ভারতবর্ষের মত সমতল। গো ও মেষই এখানকার ধন বলিয়া গণ্য। উত্তরে তুর্কিস্থানের সহিত ও দক্ষিণে ভারতের সহিত বাণিজ্য হয়। তুর্কিস্থানের সহিত অশ্বের বাণিজ্যই অধিক হইয়া থাকে। গ্রামগুলি ছোট বড় নানা প্রকার। এক একটি গ্রামের ১০০।১৫০ ঘর বসতি। গ্রামের ভিতর মধ্যে মধ্যে ছোট খাট কেল্লা আছে। জল অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। উপত্যকার মধ্যে প্রায় গোরুর গাড়ীই চলে। বহির্বাণিজ্যে উষ্ট্র, অশ্ব ও অশ্বতর ব্যবহৃত হয়। তুর্কিস্থানে রুষেরা শুল্কের মাত্রা বাড়াইয়াছে, এজন্য সেখানকার বাণিজ্য কিছু কমিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভারত হইতে কাপড় ও চা যাইত, তাহাও বন্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে শুল্ক হইত তাহার আয়ও কমিয়া গিয়াছে।

কাবুলের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে হাকিম বলে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমীর সের আলী খাঁর ভ্রাতা সর্দ্দার আহ্মদ খাঁ এখানকার হাকিম ছিলেন। কাবুলের আয় প্রায় ১৮,০০,০০০ আঠার

লক্ষ টাকা। আফগানস্থানের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানকার সৈন্যসংখ্যা কিছু অধিক। এখানকার রাস্তাগুলিও মন্দ নহে। পূর্ব্বে এখানে হিন্দুরাজগণের অধিকার ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। [গান্ধার দেখ।]

২ উক্ত কাবুলজেলার প্রধাননগর কাবুল। কাবুল ও নগর নামক দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গজনী হইতে ৮৮ মাইল, খিলাত-ই-ঘিলজাই হইতে ২২৯ মাইল, পেশোবার হইতে ১৭৫ মাইল। অক্ষা° ৩৪° ৩০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৯°১৮´ পূঃ। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে ইহার ১,৪০,০০০ লোক সংখ্যা ছিল। এখানে তাপমানযন্ত্র ৩০° ডিগ্রি নামে ও ১০৫° ডিঃ উঠে।

কো-তাকৎ সা ও কোঃ থোজা সফর নামক দুইটী গিরিশ্রেণী মিলিত হইয়া কোণের মত হইয়াছে, সেই স্থান সমতল। সেইখানেই কাবুলনগর অবস্থিত। ইহার চারিদিক্ বেষ্টন করিলে দেড় ক্রোশের অধিক হয় না। প্রধান দুর্গ বালা-হিসার নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। পূর্ব্বে চারিদিকে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল, এক্ষণে স্থানে স্থানে তাহার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। নগরের অধিকাংশ স্থানই বৃক্ষবাটিকায় পরিপূর্ণ। বসতি ৫০০০ ঘরের অধিক নহে। নগরের গমনাগমনের জন্য পূর্ব্বে ৭টি ফটক ছিল, এক্ষণে লাহরি ও সরদার নামক দুইটি মাত্র ইষ্টকনির্ম্মিত দরজা দেখা যায়। লোকের ঘর বাটী অধিকাংশ কাঁচা ইটের ও কাদার গাথুনি। পূর্ব্বে পাকা গাথুনি হইত, তাহার অনেক প্রমাণ বুঝা যায়। নগরটি কয়েক মহল্লায় বিভক্ত, মহল্লাগুলি আবার কুচে বিভক্ত। কুচগুলি প্রাচীর-বেষ্টিত। যুদ্ধবিগ্রহের সময় প্রাচীরগুলি মেরামত হইয়া থাকে। তখন এ গুলি এক একটি দুর্গেরও মত হইয়া উঠে। প্রবেশের জন্য এক একটি ফটক মাত্র থাকে। এইরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থার নাম কুচবন্দী। ভিতরের রাস্তাগুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। নগরে অনেকগুলি বাজার আছে, তন্মধ্যে দুইটি প্রধান। দুইটিই প্রায় সমান্তরালে অবস্থিত। একটির নাম সোর-বাজার, অপরটি দরজা লাহোরির বাজার। নগরের দক্ষিণদিকে সোর-বাজারে চার-ছাতা নামক একটি ইমারত আছে, উহা দেখিতে বড় সুন্দর। বাজারের মধ্যে ঐটী দেখিবার জিনিস; উহার ৪টা বড় বড় খিলান করা গাথুনি। তাহার উপর নানা চিত্র বিচিত্র। আলিমর্দ্দান খাঁ এই বাটী নির্ম্মাণ করেন। নগরের বাহিরে বাবর ও তৈমুর শাহের সমাধিস্থান। এদুটিও দেখিবার জিনিস। কাবুলের শাসনকর্ত্তা খোদ আমীর। পূর্ব্বে বালহিসারেই রাজভবন ছিল। এক্ষণে আমীর নগরের মধ্যে অন্যস্থানে বাস করেন। নগরে একটি বিদ্যালয় আছে। বিদেশী বণিক অথবা ব্যবসায়ীদিগের থাকিবার জন্য এখানে ১৪। ১৫টী সরাই আছে, এগুলিকে কারবান-সরাইও বলা গিয়া থাকে। সাধারণ লোকের স্নানের জন্য স্নানাগার আছে, সেগুলিকে হাম্মাম বলে। হাম্মামে জল গরম থাকে। গ্রীষ্মের সময় চারিদিক্ হইতে বণিকগণ আসিয়া থাকে। ক্রয় বিক্রয় অধিকাংশই দালালদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। নগরের স্থানে স্থানে কূপ আছে; কিন্তু তাহাদের জল কিছু ভারি। নদীর জল অনেক ভাল।

নগরে আসিবার জন্য কয়েকটি সেতু আছে। তন্মধ্যে পুল-ই-কিস্তি (অর্থাৎ ইষ্টকের পুল) নামক সেতুই প্রধান। কতকগুলি ডোঙ্গা যোড়া দিয়া পুল-নওয়া (নৌ-সেতু) নির্ম্মিত হইয়াছে। পাকা সেতু আরও কয়েকটি আছে। অনেক স্থানে নদীতে জলের স্বল্পতা হেতু সেতুর আবশ্যকতা হয় নাই।

তৈমুরশাহ কাবুলে আফগানস্থানের রাজধানী স্থাপন করেন। সেই অবধি সাদুজাই-বংশীয় সকল রাজাই কাবুলে থাকিতেন। সাদুজাইবংশের পতনের পর এই নগর দোস্তমুহম্মদের হস্তে আসিল। ইংরাজদিগের আমলে কাবুলে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। [আফগানস্থান দেখ।]

ইংরাজেরা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট সসৈন্যে শাহ সুজাকে কাবুলে পাঠাইয়া দেন। ইংরাজদিগের সেনাদল দুই বৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করিল। পরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২রা নবেম্বর কাবুলের সেনাগণ বিদ্রোহী হইয়া আমীর শাহ সুজাকে খুন করে। দোস্ত মুহম্মদের পুত্র অকবর খাঁ তখন ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। ইংরাজদিগকে কাবুল পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই মর্ম্মে সন্ধি হইবার কথা বার্ত্তা চলিল। সার উইলিয়ম ম্যাকনাটন শাহ সুজার সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিতে গেলেন। শাহসুজা সেই সুযোগে ম্যাকনাটনকে পিস্তল দিয়া গুলি করিলেন। ম্যাকনাটন সাহেবের সঙ্গে ট্রেবর, মেকেঞ্জি ও লরেন্স সাহেব ছিলেন। ঘিলজাই সেনাগণ ট্রেবর সাহেবকেও খুন করিল। অপরাপর সাহেবগণ আবদ্ধ হইলেন। শেষে স্থির হইল যে, ইংরাজদিগকে টাকা কড়ি সমস্ত দিতে হইবে, কেবল ৬টি কামান লইয়া তাহারা চলিয়া আসিবেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারি, ইংরাজসেনা ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৫০০ সেনা ও ১২,০০০ অনুচর দারুণ শীতে বরফ ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিলেন। সেই দলের মধ্যে কেবল ডাক্তার ব্রাইডন শশরীরে জলালাবাদে ফিরিয়া আসেন। ৯৫ জন বন্দী হইয়াছিল; তাহারাও অবশেষে ফিরিয়া আসে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর ইংরাজ-

সেনা লইয়া কাপ্তেন পোলক কাবুলে প্রবেশ করিয়া বালা-হিসার দখল করেন। ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ইংরাজেরা নগর দখল করিয়া রহিলেন। মেকনাটন সাহেবের হত্যার পর তাহার দেহ বাজারে ঝুলাইয়া রাখে। তাহার প্রতি-শোধের জন্য ইংরাজেরা চার-ছাতা বাজারটি তোপে উড়াইয়া দিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গণ্ডামকে য়াকুব খাঁর সহিত ইংরাজগণের যে সন্ধি হয় তাহাতে কাবুলে ইংরাজদিগের একজন রেসিডেণ্ট রাখা স্থির হয়। তদনুসারে সার লুইস কাবাগনারি রেসিডেণ্ট হইয়া কাবুলে গমন করিলেন। তথনও আফগানগণ আদৌ শান্ত হয় নাই। সেই বৎসর ৩রা সেপ্টেম্বর তাহারাও সসৈন্যে সারলুইস কাবাগনারিকে ছলপূর্ব্বক বিনাশ করিল। কুরম উপত্যকায় তখন সার ফ্রেডরিক রবার্টস্ ইংরাজসেনা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কাবুলে যাইতে অনুমতি করিলেন। রবার্টের সৈন্য অভিযান করিলেন, পথে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইল। ৯ই অক্টোবর তিনি কাবুল অধিকার করিলেন। ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক বালাহিসার, কেল্লা ও রাজবাটীর অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল। আমীর য়াকুব খাঁ পদত্যাগ করিলেন। ইংরাজেরা কাবুল অধিকার করিয়া রহিলেন। দেশের লোকে মনে করিয়াছিল যে, ইংরাজেরা ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহারা বসিয়া রহিল দেখিয়া সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। অল্প দিন পরে আফগানেরা কাবুল ও বালাহিসার দখল করিল। ২৩এ সেপ্টেম্বর সেরপুরে একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজদিগেরই জয় হইল। কিন্তু তাহা-দিগকে সেরপুরেই অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল। ২৩এ ডিসেম্বর তথায় প্রায় ৫০ হাজার আফগানসেনা আসিয়া ইংরাজগণকে আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হয়। পর দিবস অধিকতর ইংরাজসেনা আসিয়া জুটিল। কাবুল আবার ইংরাজের হস্তগত হইল। তাহার পরে তিনমাসকাল আর কোন গোলযোগ হয় নাই। ২২এ জুলাই আবদর রহমান কাবুলের আমীর মনোনীত হইলেন। আগষ্ট মাসে ইংরাজ-সেনাগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমীর আবদর রহমানের শাসনে কতকটা শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮৮১ সালে আয়ুব খাঁ আক্রমণ করিতে আসেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া হিরাট হইয়া পারস্য অভিমুখে প্রস্থান করেন। সেই বৎসর আমীর একবার কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময় বাল্কিক ও কোহিস্থানবাসীগণ বিদ্রোহী হয়, কিন্তু অল্পে অল্পেই গোলযোগ মিটিয়া যায়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রুষসৈন্য মার্ভ অধিকার করিয়া আফগানস্থানের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ইংরাজেরা রুষের ও আফগানস্থানের সীমা স্থির করিয়া দিবার জন্য ৪০ জন কর্ম্মচারী ও ৪০০ সেনা পাঠাইয়া দেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, ভারতের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফরিন রাবলপিণ্ডিতে এক দরবার করেন, আমীর তাহাতে নিমন্ত্রিত হন। মার্চ মাসের শেষে আমীর আবদর রহমান তথায় আসেন। একপক্ষ কাল থাকিয়া আবার ফিরিয়া যান।

৩ আফগান স্থানের একটি নদী। এই নদীর তীরে কাবুল নগর। ঋগ্বেদে এই নদী কুভা নামে উক্ত হইয়াছে। [কুভা দেখ।]

কাম (অব্যয়) অনুজ্ঞা।

কাম (ক্লী) কাময় হিতম্, কম-অণ্। ১ শুক্র। ২ যথেষ্ট। ৩ বাঞ্ছনীয়। ৪ স্বীকারবাক্য। ৫ অনুমতি। ৬ (পুং) কাম্যতে অসৌ কম-ঘঞ্। ইচ্ছা। ৭ সঙ্গমেচ্ছা। ৮ বর।

("সন্তানকামায় তথেতি কামং
রাজ্ঞে প্রতিশ্রুত্য পয়স্বিনী সা।" রঘু।)

৯ মহাদেব। ১০ বিষ্ণু। ১১ বলদেব। ১২ কামদেব। [কামদেব দেখ।] ১৩ ককার অক্ষর। ১৪ তৃষ্ণা। এ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥"(২।৬২।)

প্রথমতঃ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি উৎপন্ন হয়, পরে সেই বিষয়ে কাম অর্থাৎ তৃষ্ণা জন্মে; তাহার পর সেই কাম কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

এই কাম সম্বন্ধে আরও ভগবদ্গীতার শাঙ্করভাষ্যে লিখিত আছে—"যিনি শত্রু হইয়াও সমুদায় প্রাণিবর্গকে স্ববশে রাখিতে পারেন, তিনিই কাম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই কামই সমুদায় অনর্থের মূল এবং ইহা যে কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া, প্রাণিদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিচারহীন করে; সুতরাং তখন তাহারা পাপাচারী হইয়া উঠে। অতএব দুরাত্মা কাম যাহাতে চিত্ত হইতে দূরে অবস্থান করে, প্রাণিমাত্রেরই তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়।"

১৫ চন্দ্রবংশীয় মাঙ্গল্য রাজপুত্র। তৎপুত্র শম্ভু।

(সহ্যাদ্রিখণ্ড ১। ৩০। ১৫।)

১৬ মহিসুরের একজন শাস্তররাজ। কাদম্বরাজ বিজয়া-দিত্যদেবের সহিত ইঁহার ভগিনী চট্টলাদেবীর বিবাহ হয়। ইনি ১১৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

১৭ বৃটীশ ব্রহ্মের থয়েটমরো জেলার একটি বিভাগ। অক্ষা° ১৮° ৪৯´ হইতে ১৯° ৫´ উঃ, দ্রাঘি ৯৪° ৪৫´ হইতে ৯৫° ১৪´ ২০´´ পূঃ। উত্তরসীমা থয়েৎ ও মেঙদূন, পূর্ব্বে ইরাবদী, দক্ষিণে পদৌঙ্ ও পশ্চিমে আরাকান-যোমা। পরিমাণ ৫৭৫ বর্গমাইল।

পূর্ব্বে এই স্থান ময়ঠুগীর অধীনে ছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই ময়ঠুগীর এলাকায় ১৪২ খানি গ্রাম ছিল। এই বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বেকার ডিহিদারদিগের ন্যায় ময়ঠুগীরাও ক্ষমতাশালী ছিলেন, সকল বিষয়েই তাঁহাদের কর্তৃত্ব চলিত বটে, কিন্তু কাহারও জীবনমরণে হাত দিতে পারিতেন না অথবা স্বর্ণ ছত্র ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিল না।

পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ এই কাম হইতে ৮৫৭০৲ টাকা কর পাইতেন। এক্ষণে মোট ৭৪৮৯০৲ খাজনা আদায় হয়। লোকসংখ্যা ৩৫৩৮৭।

এই বিভাগের প্রধান সহর কাম, ইরাবদী নদীর দক্ষিণ-পার্শ্বে অক্ষা ১৯° ১´ উঃ এবং দ্রাঘি ৯৫°১০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই নগরের মধ্য দিয়া 'মদে' নামক একটি স্রোত বহিতেছে, কিছু দূরে মতুন নদী প্রবাহিত হইতেছে।

এই নগরে অনেক বৌদ্ধদেবালয় ও আশ্রম আছে। পূর্ব্বে ইহার নাম 'মহাগাম' ছিল, ইহাই বৌদ্ধগ্রন্থে মহাগ্রাম এবং পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি কর্তৃক মা-গ্রাম (Magrama) নামে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মরাজ আলম্প্রা ইহার 'কাম' নাম প্রদান করেন। লোকসংখ্যা ১১৯৬।

১৭ রাজপুতনার ভরতপুররাজের অধীন কামান-পরগণার প্রধান সহর। ভরতপুররাজ্যের উত্তরপূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান জয়পুররাজ্যের অধীন ছিল, রাজা কামসেন ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আপন নামে পরিচিত করেন।

এই নগর অতি প্রাচীন। কিংবদন্তি এইরূপ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইখানে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। বৌদ্ধরাজাদিগের সময়েও এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অদ্যাপি এখানে বিস্তর বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে শতস্তম্ভ মন্দির দেখিবার জিনিস, এই মন্দিরে বুদ্ধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান সেনাপতি পেরোঁ কর্তৃক রণজিত সিংহের অধিকারভুক্ত হয়। এখান হইতে ভরতপুর পর্য্যন্ত ধাতুবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে।

কামকন্দলা, কামসেন রাজার কন্যা। (কামসেন মধ্য প্রদেশের কামবতী বর্ত্তমান কাম বা কামন্ নগরীতে রাজত্ব করিতেন।) কামকন্দলা নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"কামকন্দলা অতিশয় রূপবতী ছিলেন, তাঁহার অনুপম রূপে মুগ্ধ হইয়া মাধবানল নামে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি আসক্ত হন। ঘটনাক্রমে রাজা কামসেন মাধবানলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। মাধবানল বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য যে যাহা চাহিত সাধ্যমত তাহাই তাহাকে অর্পণ করিতেন। মাধবানল বিক্রমের নিকট কামকন্দলার কর প্রার্থনা করিলেন। পরে রাজা বিক্রম কামসেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজকুমারী কামকন্দলাকে মাধবানলের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর দম্পতি পুষ্কাবতী নগরীতে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। মাধবানল কামকন্দলার নিমিত্ত সুন্দর রাজভবন নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।" মধ্যপ্রদেশের বিলহরী নামক স্থানে অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। (Cunningham's Arch. Sur Ind. IX. p. 37.)

কামকলা (স্ত্রী) কামস্য কলা প্রিয়া, ৬তৎ। ১ কামদেবের পত্নী রতি। ২ চন্দ্রের ষোড়শ কলা।

৩ তন্ত্রোক্ত বিদ্যাবিশেষ। পুণ্যানন্দ প্রণীত কামকলা-বিলাস নামক তন্ত্র গ্রন্থে ইহার বিষয় বর্ণিত আছে। তন্ত্রশাস্ত্র স্বভাবতই গূঢ়, সহজে ইহার স্পষ্ট অর্থবোধ হয় না; এইজন্য কামকলাবিদ্যার মূলশ্লোকই উদ্ধৃত করিতে হইল।—

"সকলভুবনোদয়স্থিতিলয়ময়লীলাবিলোকনোদ্যুক্তঃ।
অন্তর্লীনবিমর্শঃ পাতু মহেশঃ প্রকাশমাত্রতনুঃ॥
সা জয়তি শক্তিরাদ্যা নিজসুখময়নিত্যনিরুপমাকারা।
ভাবিচরাচরবীজং শিবরূপবিমর্শনির্ম্মলাদর্শে॥
স্ফুটশিবশক্তিসমাগমবীজাঙ্কুররূপিণী পরা শক্তিঃ।
অণুত্তররূপানুত্তরবিমর্শ লিপিলক্ষ্যবিগ্রহা ভাতি॥
পরশিবরবিকরনিকরে প্রতিফলতি বিমর্শদর্পণে বিশদে।
প্রতিরুচিরুচিরে কুড্যে চিত্তময়ে নিবিশতে মহাবিন্দুঃ॥
চিত্তময়ো হহঙ্কারঃ সুব্যক্তাহার্ণসমরসাকারঃ।
শিবশক্তিমিথুনপিণ্ডঃ কবলীকৃতভুবনমণ্ডলো জয়তি॥
সিতশোণবিন্দুযুগলং বিবিক্তশিবশক্তিসঙ্কুচৎপ্রসরম্।
বাগর্থসৃষ্টিহেতু পরস্পরানুপ্রবিষ্টবিস্পষ্টম্॥
বিন্দুরহঙ্কারাত্মা রবিরেতন্মিথুনসমরসাকারঃ।
কামঃ কমনীয়তয়া কলা দহনেন্দুবিগ্রহৌ বিন্দূ॥
ইতি কামকলাবিদ্যা দেবীচক্রক্রমাত্মিকা সেয়ং।
বিদিতা যেন স মুক্তো ভবতি মহাত্রিপুরসুন্দরীরূপঃ॥
স্ফুটিতাদরুণাদ্বিন্দো র্নাদব্রহ্মাঙ্কুরো রবোঽব্যক্তঃ।
তস্মাৎ গগনসমীরণদহনোদকভূমিবর্ণসম্ভূতিঃ॥

অথ বিশনাদপি বিন্দোর্গগনানিলবহ্নিবারিভূ মজনিঃ।
এতৎ পঞ্চকবিকৃতির্জগদিদমথাদ্যাজাড়পর্য্যন্তম্॥
বিন্দুত্রিতয়ং বস্তুভেদবিহীনং পরস্পরং তদ্বৎ।
বিদ্যাদেবতয়োরপি ন ভেদলেশোঽস্তি বেদ্যবেদকয়োঃ॥
বাগর্থৌ নিত্যযুতৌ পরস্পরং শক্তিশিবময়াবেতৌ।
সৃষ্টিস্থিতিলয়ভেদৌ ত্রিধা বিভক্তৌ ত্রিবীজরূপেণ।
মাতা মানং মেয়ং বিন্দুত্রয়ভিন্নবীজরূপাণি।
ধামত্রয়পীঠত্রয়শক্তিত্রয়ভেদভাবিতান্যপি চ॥
তেষু ক্রমেণ লিঙ্গত্রিতয়ং তদ্বচ্চ মাতৃকাত্রিতয়ম্।
ইত্থং ত্রিতয়তুরীয়া তুরীয়পীঠাদিভেদিনী বিদ্যা॥
শব্দস্পর্শৌ রূপং রসগন্ধৌ চেতিভূতসূক্ষ্মাণি॥
ব্যাপকমাদ্যং ব্যাপ্যং তুত্তরমেবং ক্রমেণ পঞ্চদশ॥
পঞ্চদশাক্ষররূপা নিত্যা সৈবা হি ভৌতিকাভিমতা।
নিত্যাঃ শব্দাদিগুণপ্রভেদৈর্ভিন্না স্থথানয়া ব্যাপ্তাঃ॥
নিত্যাস্তিথ্যাকারাস্তিথয়ঃ শিবশক্তিসমরসাকারাঃ।
দিবসনিশামপ্যস্তাঃ শ্রীবর্ণাস্তেপি তদ্বীজরূপাঃ॥
অব্যক্তবিন্দুত্রয়সমষ্টিহেতৈর্বিভাবিতাকারা।
ষট্ত্রিংশৎ তত্ত্বাত্মা তত্ত্বাতীতা চ কেবলা বিদ্যা॥
বিদ্যাপি তাদৃশাত্মা সূক্ষ্মা সা ত্রিপুরসুন্দরী দেবী।
বিদ্যাদেব্যাত্মকয়োরত্যন্তাভেদমামনন্ত্যার্য্যাঃ॥
যা সান্তরোহরূপা পরা মহেশী ত্রিভাবিতা সৈব।
স্পষ্টা পশ্যন্ত্যাদিত্রিমাতৃকাত্মা চ চক্রতাং যাতা॥
চক্রস্যাপি মহেশ্যা ন ভেদলেশো বিভাব্যতে বিবুধৈঃ।
অনয়োঃ সূক্ষ্মাকারা পরৈব সা স্থূলসূক্ষ্ময়োশ্চ ভিদা॥
মধ্যং চক্রস্য স্যাৎ পরাময়ং বিন্দুতত্ত্বমেবেদম্।
উচ্ছূনং তচ্চ যদা ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং চক্রম্॥
এতৎ পশ্যন্ত্যাদিত্রিতয়নিদানং ত্রিবীজরূপঞ্চ।
বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী চাম্বিকা অনুত্তরাংশভূতাঃ স্যুঃ॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শান্তাশ্চৈতা স্যুদোত্তরাবয়বাঃ।
বাহ্যাভ্যন্তরবর্ণদ্বয়মিদমেকাদশাত্মপশ্যন্তী॥
এবং কামকলাত্মা ত্রিবিন্দুতদ্বৎস্বরগণবর্ণময়ী।
সেয়ং ত্রিকোণরূপং যাতাত্রিগুণস্বরূপিণী মাতা॥
এষা পরা তদস্থা বামাদিব্যষ্টিমাতৃসৃষ্ট্যাত্মা।
তেন নবাত্মা জাতা মাতা সা মধ্যমাভিধানাভ্যাম্॥
দ্বিবিধা হি মধ্যমা সা স্থূলসূক্ষ্মাকৃতি স্থিতা সূক্ষ্মা।
নবনাদময়ী স্থূলা নববর্গাত্মা চ ভূতলিপ্যাত্মা॥
আদ্যা কারণমন্যা কার্য্যং ত্বনয়োর্যতস্ততো হেতোঃ।
নৈবেবং নহি ভেদস্তাদাত্ম্যং হেতু হেতুমদভীষ্টম্॥
শ ষ স প বর্গ ময়ং তদ্বসুকোণং মধ্যকোণবিস্তারম্।

নবকোণং মধ্যং চেতাস্মিংশ্চিদ্দীপদীপিতে দশকে॥
তচ্ছায়াত্রিতয়মিদং দশারচক্রদ্বয়াত্মনা বিততম্।
ক চ ট ত বর্গ চতুষ্টয়বিলসনবিস্পষ্টকোণবিস্তারম্॥
এতচ্চক্রচতুষ্টয়প্রভাগমেতৎ দশার-পরিণামঃ।
হান্তিস্বরনবক চতুর্দশবর্ণময়ং চতুর্দশারমিদম্॥
পরয়া পশ্যন্ত্যাপি চ মধ্যময়া স্থূলবর্গরূপিণ্যা।
এতাভিরেকপঞ্চাশদক্ষরাত্মা চ বৈখরীজাতা॥
কাদিভিরষ্টভিরূপৈশ্চতমষ্টদলাত্মক বৈখরৈর্বর্গৈঃ।
স্বরগণসমুদিতমেতদ্দ্ব্যষ্টদলাম্ভোরুহঞ্চ সঙ্কিস্তাম্॥
বিন্দুত্রয়ময়তেজস্ত্রিতয়বিকারাশ্চ তানি বৃত্তানি।
ভূবিম্বত্রয়মেতৎ পশ্যন্ত্যাদি ত্রিমাতৃবিশ্রান্তিঃ॥
ক্রমণং পদবিক্ষেপঃ ক্রমোদয়ন্তেন কথ্যতেহেধা।
আবরণং গুরুপংক্তিদ্বয়মিদমম্বাপদাম্বুজপ্রসরম্॥
সেয়ং পরা মহেশী চক্রাকারেণ পরিণমেত তদা।
তদ্দেহাবরণানাং পরিণতিরাবর্ণদেবতাঃ সর্ব্বাঃ॥
আসীনা বিন্দুময়ে চক্রে সা ত্রিপুরসুন্দরীদেবী।
কামেশ্বরাঙ্কনিলয়া কলয়া চন্দ্রস্য কল্পিতোত্তংসা॥
পাশাঙ্কুশেক্ষুচাপপ্রসূনশরপঞ্চকাঙ্কিতকরা।
বালারুণারুণাঙ্গী শশিভানুকৃশানুলোচনত্রিতয়া॥
তন্মিথুনং গুণভেদাদাস্তে বিন্দুত্রয়াত্মকে ত্র্যস্রে।
কামেশীবিভ্রেশপ্রমুখদ্বন্দ্বত্রয়াত্মনা বিততম্॥
বসুকোণনিবাসিন্যো যাস্তাঃ সন্ধ্যারুণা বশিন্যাদ্যাঃ।
পূর্ব্বাষ্টকমেবেদং চক্রতনোঃ সম্বিদাত্মনো দেব্যাঃ॥
তদ্বিষয়বৃত্তয়স্তাঃ সর্ব্বজ্ঞাদিস্বরূপতাপন্নাঃ।
অন্তর্দশারনিলয়া লসন্তি শরদিন্দুসুন্দরাকারাঃ॥
তদ্বাহ্যপংক্তিকোণে যোগিন্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ পূর্ব্বাঃ।
দেবীধীকর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়ময়া বিশ্বদেবভূবাদ্যাঃ॥
ভুবনারচক্রভবনা দেবীমন্থকরণবিবরণস্ফুরণাঃ।
সন্ধ্যাসবর্ণবসনাঃ সক্তিস্থ্যাঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ॥
অব্যক্তমহদহঙ্কৃতিতন্মাত্রাঃ স্বীকৃতাঙ্গনাকারাঃ।
দ্বিরদচ্ছদনসরোজে জয়ন্তি গুপ্ততরযোগিনীসংজ্ঞাঃ॥
ভূতানীন্দ্রিয়দশকং মনশ্চ দেব্যা বিকারষোড়শকম্।
কামাকর্ষিণ্যাদিস্বরূপতঃ ষোড়শারমধ্যাস্তে॥
মুদ্রাস্ত্রিখণ্ডমাদ্যাঃ সম্বিন্ময্যঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ সর্ব্বাঃ।
আদিমহীগৃহমাগা ভাগা বালার্ককান্তিভিঃ সদৃশাঃ॥
আধারনবকমস্যা নবচক্রত্বেন পরিণতং যেন।
নবনাদশক্তয়োপি চ মুদ্রাকারেণ পরিণতাশ্চক্রে॥
অস্যাঙ্গাদিগুথকমাকারৈশ্চৈবমষ্টকং স্পষ্টং।
ব্রাহ্ম্যাদিমাতৃরূপং মধ্যমভূবিম্বমেতদধ্যাস্তে॥

অণিমাদস্তুতয়ো হস্তাঃ স্বীকৃতকমনীয়কামিনীরূপাঃ।
বিদ্যাস্তরফলভূতা গুণভাবেনাস্ত্যভূনিকেতনগাঃ॥
পরমানন্দানুভবঃ পরমগুরুনির্বিশেষবিদ্যাত্মা।
স পুনঃ ক্রমেণ ভিন্নঃ কামেশত্বং যযৌ বিমর্শাংশাৎ॥
আসীনঃ শ্রীপীঠং কৃতযুগকালে গুরুঃ শিবো বিদ্যাম্।
তস্মৈ দদৌ স্ব শক্ত্যৈ কামেশ্বর্য্যৈ বিমর্শরূপিণ্যৈ॥
সাপ্যেব মিত্রসংজ্ঞান্ স্থানেশান্ জ্যেষ্ঠমধ্যবালাখ্যান্।
চিৎপ্রাণবিষয়ভূতাংস্ত্রেতাযুগাদিকারণত্রিগুরূন্॥
বীজত্রিতয়াধিপতীন্ পরীক্ষ্য বিদ্যাং প্রকাশয়ামাস।
এতৈরোঘত্রিতয়ানন্নুগৃহীতুং গুরুক্রমো বিহিতঃ॥"

ভাবার্থ—আদিসৃষ্টিকারণ শিব ও শক্তি দুইটি বিন্দুস্বরূপ, এই দুইটি বিন্দুমধ্যে শিবরূপ বিন্দুটি শ্বেতবর্ণ, এবং শক্তিরূপ বিন্দুটি রক্তবর্ণ। শিববিন্দুর সহিত যখন শক্তিবিন্দু সংযুক্ত হয়, সেই সময়ে এই উভয় বিন্দুর সংযোগকে কাম কহে। বিন্দু দুইটির নাম কলা ও নাদ। এই শিবশক্তি বিন্দু হইতেই ছত্রিশ অক্ষর, সমুদায় ভাষা, এবং পঞ্চভূতাদি যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। অকার অক্ষরে শিব এবং হ কার অক্ষরে শক্তি বুঝায়; এইজন্য শিববিন্দু, শক্তিবিন্দু ও নাদ, এইতিনের সংমিশ্রণে 'অহং'কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাকেই কামকলাবিদ্যা কহে এবং ঐ শক্তিই ত্রিপুরাসুন্দরী নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত বিন্দু তিনটি একটি ত্রিকোণচক্রের মধ্যস্থিত; সুতরাং ত্রিপুরাসুন্দরী সেই চক্রমধ্যে অবস্থান করেন এবং তাহার কোণসমূহে সিদ্ধিপ্রদা যোগিনীগণের অধিষ্ঠান। এই ত্রিপুরাসুন্দরীর বালারুণের ন্যায় অরুণবর্ণ, মস্তকে চন্দ্রকলা, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি তাঁহার চক্ষুত্রয়; পাশ, অঙ্কুশ, ইক্ষু, ধনুঃ ও পঞ্চশর তাঁহার হস্তে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয়ে অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই গুপ্ততর যোগিনীসমূহ; এবং মধ্যে পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও ষোড়শ বিকার অবস্থিত আছে।

এই কামকলা-বিদ্যা অবগত হইতে পারিলে ত্রিপুরাসুন্দরীত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু গুরুর উপদেশ ব্যতীত কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা ইহাতে কখনই জ্ঞানলাভ হয় না। ইহার ৩৬ মূলতত্ত্ব যথা—

১ শিব, ২ শক্তি, ৩ সদাশিব, ৪ ঈশ্বর, ৫ শুদ্ধবিদ্যা, ৬ মায়া, ৭ কলা, ৮ বিদ্যা, ৯ রাগ, ১০ কাল, ১১ নিয়তি, ১২ পুরুষ, ১৩ প্রকৃতি, ১৪ অহঙ্কার, ১৫ বুদ্ধি, ১৬ মনঃ, ১৭ শ্রোত্র, ১৮ ত্বক্, ১৯ নেত্র, ২০ জিহ্বা, ২১ ঘ্রাণ, ২২ পাদ, ২৩ পাণি, ২৪ পায়ু, ২৬ উপস্থ, ২৭ শব্দ, ২৮ স্পর্শ, ২৯ রূপ, ৩০ রস, ৩১ গন্ধ, ৩২ আকাশ, ৩৩ বায়ু, ৩৪ তেজঃ ৩৫ অপ্, ৩৬ পৃথিবী।

কামকলাবিলাস, (পুং) কামকলায়াঃ বিলাসঃ সম্যক্ বিবরণং যত্র, বহুব্রী। তন্ত্র শাস্ত্রবিশেষ; ইহাতে কামকলাবিদ্যার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে; পুণ্যানন্দ ইহার প্রণেতা এবং নটনানন্দ নাথ ইহার টীকাকার।

[কামকলা দেখ।]

কামকাতি (ত্রি) কৈ শব্দে ক্তিন্, কাতিঃ শব্দঃ; কামপরা কাতিঃ শব্দো যস্য, বহুব্রী। কামশব্দযুক্ত।

কামকাম (ত্রি) কামং কাময়তে, কাম কম-ণিচ্-অণ্। অভীষ্টপ্রার্থী, অভিলষিত বস্তু যে প্রার্থনা করে।

কামকামী [ন্] (ত্রি) কামং কাময়তে, কম-ণিচ্-ণিনি। অভীষ্টপ্রার্থী।

কামকার (ত্রি) কামং করোতি, কাম-কৃ-অণ্। ১ কাম্যকার্য্যের নিষ্পাদক। ২ (পুং) ফলাভিসন্ধি।

কামকূট (পুং) কাম এব কূটং প্রধানং যস্য, বহুব্রী বেশ্যাপ্রিয়, লম্পট। ২ বেশ্যাগণের বিভ্রম। ৩ কামরাজনামক শ্রীবিদ্যার মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্র তিন প্রকার। যথা তন্ত্রে,—

১ম কামকূট,—

"বিয়চ্চন্দ্রস্ততঃ পশ্চাৎ কলৌ নকুলি বহ্নি চ।
মায়াস্বরেণ সংযুক্তং নাদবিন্দুকলান্বিতম্।
প্রথমং কামরাজস্য কূটং পরম দুর্লভম্॥" (হসকলহ্রীম্।)

২য় কামকূট,—

"বিয়দ্বিষ্ণুযুতং কামো হংসঃ শক্রস্ততঃপরম্।
মহামায়া ততঃ পশ্চাৎ স্বপ্রব্যতীতি কথ্যতে॥" (হকসলহ্রীম্।)

৩য় কামকূট,—

"মদনং শিববীজঞ্চ বায়ুবীজং ততঃপরম্।
ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চাৎ মহামায়াং সমুদ্ধরেৎ॥"(কহসলহ্রীঁ।)

কামকৃৎ (ত্রি) কামেন করোতি, কাম-কৃ-ক্বিপ্। ১ যথেচ্ছকারক। ২ (কামং করোতি) অভীষ্টসম্পাদক। ৩ (পুং) বিষ্ণু। ("কামহা কামকৃৎ কান্তঃ কামঃ কামপ্রদঃ প্রভুঃ।" বিষ্ণুসহ°।)

কামকেলি (ত্রি) কামে তদ্ধেতুকরতৌ কেলির্যস্য বহুব্রী। ১ লম্পট। ২ (পুং) কামনিমিত্তা কেলিঃ, মধ্যলো°। সুরত।

(সম্বেশঃ সম্প্রয়োগঃ সম্ভোগশ্চ রহোরতিঃ।
গ্রাম্যধর্ম্মো নিধুবনং কামকেলিঃ পশুক্রিয়া॥
হেমচন্দ্র ৩। ২০১।)

কামক্রীড়া (স্ত্রী) কামেন ক্রীড়া, ৩তৎ। ১ কামহেতুক ক্রীড়া, সুরত। ২ পঞ্চদশাক্ষরি ছন্দোবিশেষ।

"মাঃ পঞ্চ সূর্য্যস্তাং সা কামক্রীড়া সংজ্ঞা জ্ঞেয়া।"

পাঁচটি ম গণ অর্থাৎ ১৫টি বর্ণই গুরু হইলে তাহাকে 'কামক্রীড়া' ছন্দঃ কহে। (বৃত্তর° টী°।)

কামখড়্গদলা (স্ত্রী) কামং কমনীয়ং খড়্গমিব দলং পত্রং যস্যাঃ, বহুব্রী। স্বর্ণকেতকী ফুলের গাছ।

কামগ (ত্রি) কামেন বাঞ্ছয়া ইচ্ছয়া যথেচ্ছং দেশং গচ্ছতি, কাম-গম-ড। ১ ইচ্ছানুসারে দেশবিশেষে গমনকারক যানাদি। ২ যথেচ্ছ-স্ত্রীগামী লম্পট। ৩ (পুং) কন্দর্প।

কামগতি (ত্রি) কামং যথেচ্ছং গতি র্যস্য, বহুব্রী। ১ ইচ্ছানুসারে যে সকল যানাদি গমন করে। ২ যথেচ্ছদেশে গমন কারক ব্যক্তি। ৩ যথেচ্ছ স্ত্রীগামী লম্পট।

কামগম (ত্রি) কামং যথেচ্ছং গচ্ছতি, কাম-গম-অচ্। ১ কামচারী। ২ যথেচ্ছভাবে স্ত্রীগমনকারক।

কামগা (স্ত্রী) কামেন অনুরাগেণ গচ্ছতি, কাম-গম-ড-টাপ্। যথেচ্ছ-পুরুষগামিনী স্ত্রী, কুলটা।

("পাষণ্ডানাশ্রিতা স্তেনাঃ ভর্তৃঘ্ন্য কামগাদিকাঃ।
সুরাপা আত্মত্যাগিন্যো নাশৌচোদকভাজনাঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য)।

কামগামী [ন্] (ত্রি) কামং যথেচ্ছং যোনিবিচারং অকৃত্বৈব ইত্যর্থঃ গচ্ছতি, কাম-গম ণিনি। ১ যাহারা যোনিবিচার না করিয়াই যথেচ্ছভাবে স্ত্রীগমন করে। ২ কামচারী।

কামগিরি (পুং) কামপ্রধানো গিরিঃ, মধ্যলো°। ১ কামরূপের একটি পাহাড়। (কালিকাপুরাণ।) ২ দাক্ষিণাত্যের একটি পর্ব্বত।

"কামগিরিং সমারভ্য দ্বারকান্তং মহেশ্বরি!" শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।

কামগুণ (পুং) কামকৃতো গুণঃ, মধ্যলো°। ১ অনুরাগ। ২ বিষয়। ৩ ভোগ।

(অথ কামগুণো রাগে বিষয়াভোগয়োরপি। মেদিনী।)

কামঙ্গামী [ন্] (ত্রি) কামং যথেচ্ছং গচ্ছতি, কামম্-গম-ণিনি। ১ ইচ্ছানুসারে গমনশীল। ২ যথেচ্ছ স্ত্রীগামী। ইহার অপর সংস্কৃত নাম অনুকামীন।

(কামঙ্গাম্যনুকামীনঃ। হেম ৩। ১৫৯।)

কামচর (ত্রি) কামেন চরতি, কাম-চর-ট। স্বেচ্ছাচারী; ইচ্ছানুসারে সকল স্থানেই যাহারা বিচরণ করে।

("তাং নারদঃ কামচরঃ কদাচিৎ।" কুমার।)

কামচরণ (ক্লী) কামং যথেচ্ছং চরণং বিচরণং কর্ম্মধা। যথেচ্ছভাবে বিচরণ।

কামচরত্ব (ক্লী) কামচরস্য ভাবঃ কামচর-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কামচরের কার্য্য, যথেচ্ছভাবে বিচরণ।

কামচার (ত্রি) কামেন স্বেচ্ছয়া চরতি, কাম-চর-ঘঞ্। ১ যথেচ্ছভাবে বিচরণকারক। ২ (কামং যথেচ্ছং চারয়তি, কাম-চর-ণিচ্-অচ্।) যে যথেচ্ছভাবে গোরু প্রভৃতি পশুদিগকে চরাইয়া থাকে।

কামচারী [ন্] (ত্রি) কামেন স্বেচ্ছয়া চরতি, কাম-চর-ণিনি। ১ কামুক। ২ যথেচ্ছচারী। ৩ চড়ুই পাখী। ৪ (পুং) গরুড়।

কামজ (ত্রি) কামাৎ জায়তে, কাম-জন-ড। ১ অভিলাষজাত ব্যসনাদি। মনুসংহিতার মতে কামজব্যসন ১০ প্রকার। যথা,—

"মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যাচ কামজো দশকো গণঃ॥"

মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবা-নিদ্রা, পরনিন্দা, স্ত্রীসম্ভোগ, মদ্যপান, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথা পর্য্যটন; এই দশটি কামজ ব্যসন। ইহার মধ্যে মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়া; এই চারিটি উত্তরোত্তর অধিক কষ্টদায়ক। কামজ ব্যসনে আসক্ত হইলে ধর্ম্ম ও অর্থলাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এজন্য সর্ব্বদা ইহার পরিত্যাগ করা উচিত। ২ কামজাত। ৩ (পুং) কামদেবের পুত্রাদি।

কামজজ্বর (পুং) কামজশ্চাসৌ জ্বরশ্চেতি, কর্ম্মধা। জ্বরবিশেষ, কামরিপুর আধিক্য হইলে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহার লক্ষণ,—

"কামজে চিত্তবিভ্রংশস্তন্দ্রালস্যমভোজনম্।"

কামজজ্বরে মনের বিকলতা, তন্দ্রা, আলস্য ও ভোজনশক্তির নাশ হইয়া থাকে। (মাধব নি°।) আশ্বাসবাক্য, অভীষ্ট বস্তুর লাভ, বায়ুর উপশমকারক কার্য্য এবং যে কোন উপায়ে হৃষ্ট থাকিতে পারিলে এই জ্বর নিবারিত হয়। ক্রোধের দ্বারাও এই জ্বরের উপশম হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ।)

কামজনি (পুং) কামস্য জনিরুৎপত্তিঃ অস্মাৎ, বহুব্রী। ১ কোকিল। ২ (ত্রি) সুগন্ধি মাল্যচন্দন প্রভৃতি বস্তু।

কামজান (পুং) কামং জনয়তি, কাম-জন-ণিচ্-অচ্ নিপাতনাৎ ন হ্রস্বঃ। অথবা কামজং কন্দর্পভাবং আনয়তি, কামজ-আ-নী-ড। ১ কোকিল।

কামজিৎ (পুং) কামং জয়তি, কাম-জি-কিপ্। ১ মহাদেব। ২ কার্ত্তিকেয়। ৩ জিনদেব।

কামঠ (ত্রি) কমঠস্য ইদম্, কমঠ-অণ্। ১ কচ্ছপসম্বন্ধীয়। ২ কমণ্ডলু সম্বন্ধীয়।

কামঠক (পুং) সর্পবিশেষ, ধৃতরাষ্ট্রনামক নাগবংশে ইহার জন্ম এবং জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে ইহার বিনাশ হইয়াছিল। (মহাভারত আদি°।)

কামড় (দেশজ) দংশন, দন্তাঘাত।

কামড়া-কামড়ি (দেশজ) পরস্পরে দন্তাঘাত করা।

কামড়ান (দেশজ) দংশন করা।

কামণ্ডলব (ত্রি) কমণ্ডলোর্ভাবঃ কর্ম্মধা, কমণ্ডলু-অণ্। (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০।) ১ কমণ্ডলু সম্বন্ধীয়। ২ কমণ্ডলুর কার্য্য।

কামণ্ডলেয় (ত্রি) কমণ্ডলোরিদং, কমণ্ডলু-ঢ,উবর্গস্য লোপঃ (ঢে লোপোঽকদ্রাঃ। পা ৬।৪।১৪৭।) ঢ স্থ এয়। (আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফ ঢ খ ছ ঘাং প্রত্যয়াদীনাম্। পা ৭।১।২।) কমণ্ডলুসম্বন্ধীয়।

কামতরু (পুং) কামং যথেচ্ছং জাতস্তরুঃ, মধ্যলো°। বৃক্ষবিশেষ, বন্দাক। [বন্দাক দেখ।]

কামতা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকট অবস্থিত। কামদগিরি হইতে ইহার নাম কামতা হইয়াছে।

কামতাপুর (কমতাপুর) বিহারের অন্তর্গত একটি ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন নগর। কামরূপ রাজা নীলধ্বজ ইহার স্থাপয়িতা। এই নগর কামরূপের কামপীঠের মধ্যে অবস্থিত। যখন কামরূপ-রাজ্য পশ্চিমে করতোয়ানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তখন এই নগরী এক সময়ে সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল; তখন ইহার শোভা সমৃদ্ধি যেরূপ ছিল, এখন তাহার চিহ্ন মাত্র আছে, নতুবা বলিতে গেলে, এখন ইহা একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম অপেক্ষাও হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ভগ্নাবশেষের মধ্যে দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, সরোবর, উদ্যান, দেবালয় ইত্যাদি সকল বিষয়েরই ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার পশ্চিমে লালবাজার নামে এখন একটি ক্ষুদ্র সহর আছে। য়ুরোপীয়েরা সাধারণতঃ সেই লালবাজার নামেই ইহাকে অভিহিত করেন।

পূর্ব্বে কামতাপুর ধরলানদীর পশ্চিমতটে অবস্থিত ছিল; কিন্তু এক্ষণে ধরলা প্রাচীন খাদ পরিত্যাগ করিয়া অনেকটা পূর্ব্বে সরিয়া যাওয়ায়, ইহা ধরলা হইতে অনেকদূরে পড়িয়া আছে। ধরলার প্রাচীন গভীর বিস্তৃতখাদ এখনও কাম্তাপুরের পূর্ব্বে পড়িয়া আছে, এখনও ভরাট হইয়া উঠে নাই; সেই খাদ দেখিয়া বোধ হয় যে পূর্ব্বে ধরলা এখনকার অপেক্ষা অনেকটা বিস্তৃত ও প্রবল নদী ছিল। কাম্তাপুরের মধ্য দিয়াও একটা ক্ষুদ্র নদী আজিও প্রবাহিত আছে; ইহার নাম "শিঙ্গীমারী" * ("শৃঙ্গী বা সিংহমারী") এই ক্ষুদ্র নদীতে প্রাচীন নগরটী দুইভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বের খণ্ড অপেক্ষা পশ্চিমখণ্ড ক্ষুদ্র। যেখান দিয়া শিঙ্গীমারী নগরে প্রবেশ করিয়াছে বা যেখান দিয়া নগর হইতে বাহির হইয়াছে সেই দুই স্থানের অনেকাংশ ইহার একটানা খর স্রোতে বিনষ্ট হইয়াছে।

নগরটি অনেকটা আয়তাকার, পরিধি প্রায় ১৯ মাইল। তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকেই ৫ মাইল ধরলার প্রাচীন খাদ উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বকোণাভিমুখে অবস্থিত। নগরটি অপর তিনদিকে খাদ ও মৃণ্ময় বৃহৎ প্রাকার-পরিবেষ্টিত। খাদ দুইটি, একটি নগর পরিখা অপরটি নগরের অভ্যন্তরে দুর্গ-পরিখা। এই দুর্গ পরিখার মাটী তুলিয়া বোধ হয় দুর্গের মুরচা নির্ম্মিত হয়, আর নগর পরিখার মাটিই বোধ হয় পরিখার বহির্দ্দেশে ফেলিয়া ঢালু ভেড়ী বাঁধা হয়। এই ভেড়ী ও দুর্গের মুরচা এখন অধিকাংশস্থলেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নগর-পরিখা ও দুর্গের মুরচা উক্ত কারণে অতি বৃহৎ ও বিস্তৃত হইয়াছিল। নগর পরিখার পরই ইহার তিন দিকে নগররক্ষার্থ মুরচা আছে, পূর্ব্বে ধরলানদীর দিকে এই মুরচা নাই। দুর্গ পরিখার বিস্তার এখন সকল স্থলে সমান নাই। এখন ইহার তীরে চাষ বাস হইতেছে বলিয়াই ক্ষেত্রে জল-সংগ্রহের জন্য এই দুর্গ পরিখা কাটিয়া নানাস্থানে মাঠের সহিত কতকটা মিলাইয়া লইয়াছে। দুর্গের মুরচাগুলির (এখন যে অবস্থায় আছে তাহাতেও) তলভাগ প্রায় ১৩০ ফুট বিস্তৃত ও উচ্চে ২০।৩০ ফুট হইবে; কিন্তু দেখিলেই বোধ হয় যে এ গুলি আরও উচ্চ ছিল, কিন্তু কালক্রমে শিখরদেশের মৃত্তিকা ধুইয়া গোড়ায় পড়িয়া তলদেশের বিস্তৃতি কিছু বাড়াইয়া দিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বের আয়তন কত বড় ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। মুরচাগুলি আগাগোড়া মাটির, বাহিরের দিকেও যে ইষ্টকের আবরণ ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। নগর পরিখার বিস্তার এখনও ২৫০ ফুট, কিন্তু গভীরতা যে কতটা ছিল, তাহা এখন ঠিক অনুমান করা যায় না, কারণ এখন অনেকটা ভরাট হইয়া উঠিয়াছে, তবে বাহিরের ভেড়ী দেখিয়া বোধ হয় যে গভীরতাও বড় সামান্য ছিল না। এই নগরের তিনটি তোরণ এখনও বর্ত্তমান, এবং শিঙ্গীমারীর পশ্চিমকূলে একটি তোরণ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়, এবং সম্ভবতঃ এই তোরণের নিকট মুসলমানদের তাম্বু পড়িয়াছিল। এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে অন্যান্য তোরণের নিকট যেমন পরিখা নাই ও দুর্গ-মুরচার বাহিরে এবং মধ্যে যেমন অন্যান্য রক্ষণোপযোগী ব্যবস্থা দেখা যায় এই স্থানেও সেইরূপ আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে

* অনেকে বলেন, শৃঙ্গী (সিঙি) মৎস্য হইতে ইহার নাম শৃঙ্গীমারী এবং অনেকে বলেন, ইহার নাম "সিংহ" হইতে সিংহমারী হইয়াছে।

যে একটি তোরণ ছিল, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, এই স্থান হইতে একটি পুরাতন প্রশস্ত রাস্তা বরাবর উত্তরমুখে নগর মধ্যে কোষাগার নামক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে ঈষৎ বাঁকিয়া দক্ষিণমুখে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর আরও নানাবিধ সাধারণ কার্য্যের চিহ্ন দেখা যায়। এই রাস্তা নগরবহির্দ্দেশে সোদল-দীঘীর তীর দিয়া ঘোড়াঘাট অভিমুখে গিয়াছে; নগর হইতে দীঘী পর্য্যন্ত রাস্তা প্রায় ৩ মাইল, ইহারও উত্তরপার্শ্বে কয়েকটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। এদেশের লোকেরা নগর হইতে সোদল-দীঘী পর্য্যন্ত পথিপার্শ্বস্থ ভগ্ন অট্টালিকাগুলিসম্বন্ধে বলে যে, এ গুলি মোগলদিগের নির্ম্মিত; কিন্তু তাহা তাহাদিগের ভ্রম বলিয়াই বোধ হয়। ইহার মধ্যে একটি ইষ্টক-স্তূপের উপর দুইটি ও আর একটি ইষ্টকস্তূপের উপর চারিটি গ্রানাইট পাথরের অসম্পূর্ণ ও সৌষ্ঠবশূন্য স্তম্ভ আছে। হিন্দু রাজাদিগের সময় এখানে বিস্তর অট্টালিকা ছিল, অবরোধকালে মুসলমানেরা এই সকল অট্টালিকা অধিকার করিয়া বাস করিয়াছিল এবং এ সকলের দুর্দ্দশাও তাহাদিগের হস্তেই হইয়াছে। যেখানে একটি তোরণ ছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছে, তাহার ও শিঙ্গীমারী নদীর দুই মাইল পশ্চিমে একটি ভগ্নপ্রায় তোরণ আছে; এই তোরণে প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভাদি ছিল বলিয়া ইহার নাম "শিলাদ্বার", এই সকল স্তম্ভ-প্রস্তর সৌষ্ঠবশূন্য ও কোনরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট নহে। শিলাদ্বারের দুই মাইল পশ্চিমে আর একটি তোরণ আছে, ইহার নাম "বাঘদ্বার" এই তোরণের শিরোদেশে একটি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ছিল। নগরের উত্তরাংশে ধরলানদীর প্রাচীন খাদের মুখ হইতে পশ্চিমে প্রায় এক মাইল দূরে "হোকোদ্বার" নামক তোরণ। কামরূপ জেলায় যে সকল অসভ্য জাতির নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে "হোকো" কোন অসভ্য জাতি নহে। এজন্য বোধ হয় যে "হোকো" নামক কোন অসভ্য লোকের নামানুসারে এই তোরণটির নাম হইয়া থাকিবে। এই সকল তোরণগুলিই ইষ্টকনির্ম্মিত এবং ইহাদের নিকটে নানাবিধ রক্ষোপযোগি উপায় ছিল, এখনও সে সকলের ভগ্নাবশেষ আছে। হোকোদ্বারের বহির্দ্দেশে রাস্তার বামপার্শ্বে ও শিঙ্গীমারীর পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ আছে, ইহা প্রায় ১ বর্গ মাইল জমীর উপর গঠিত। এই দুর্গ "পাত্রের গড়" নামে প্রসিদ্ধ। এই দুর্গে পাত্র অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী বাস করিতেন। ইহার গঠনপ্রণালী ও ব্যবস্থাদি নগরদুর্গের ন্যায় তত উৎকৃষ্ট নহে; কিন্তু তাহা হইলেও ইহা এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, নগরদুর্গ হইতেই ইহার রক্ষাকার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে। এই দুর্গের আরও উত্তরে একটি ক্ষেত্রের মধ্যে রাজার স্নানাগার ছিল। ইহার চারিদিকে এখন তামাকুর চাষ হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রের এক স্থানকে আজিও "শীতলবাস" বলে, কিন্তু এখানে কোনরূপ অট্টালিকার চিহ্নও নাই। এইখানে একটি পাথরের গামলার ন্যায় পাত্র আছে, তাহা গ্রানাইট প্রস্তর হইতে খুদিয়া প্রস্তুত করা। ইহার কাণা ৬ ইঞ্চি মোটা এবং মুখের বিস্তার ৬½ ফুট ও গভীরতা ৩½ ফুট। ইহার অভ্যন্তরে একটি পাথরের ধাপের ন্যায় আছে, বোধ হয় তাহা দিয়া ইহার মধ্যে অবতরণ করিতে হইত। পাথরের বাহিরে ঐরূপ উঠিবার কোন উপায় না থাকায় অনুমান হয় যে, ঐ পাথর ভূমিতে পোতা ছিল ও উহার কিণারা স্নানভূমির মেঝের সহিত সমপৃষ্ঠ ছিল। এই স্নানাগারের ক্ষেত্র দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্নানাগার ও শীতলবাস একটি সুন্দর ছায়াশীতল মনোরম উদ্যান মধ্যে ছিল, কালক্রমে উদ্যানের বৃক্ষাদি বিনষ্ট হইয়াছে বা কৃষিকার্য্যের জন্য সেই সকল বৃক্ষাদি কাটিয়া ফেলিয়া সমগ্র ভূ-ভাগ আবাদ করা হইয়াছে।

নগরমধ্যে প্রধান স্থান দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ। ইহা প্রায় নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে ৬০ ফুট বিস্তার একটি পরিখা আছে। দুর্গ পূর্ব্বপশ্চিমে ১৮৬০ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ১৮৮০ ফুট বিস্তৃত। পরিখার বহির্দ্দেশে দুর্গ-মুরচা ও পরিখার অভ্যন্তরে ইষ্টকপ্রাচীর। উত্তর ও দক্ষিণ-দিকে পরিখার তীর হইতেই এই প্রাচীর গাঁথা এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রাচীরের কোণে প্রশস্ত ঢালু পোস্তা। দুর্গ-মুরচার বাহিরে দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে কতকগুলি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও একটি বৃহৎ জলা আছে। অপর তিনদিকে এই দুর্গের মধ্য-বিস্তারে প্রায় ২০০ গজ জমী মাটির মুরচায় বেষ্টিত। এই বেষ্টিত স্থানটি তিনভাগে বিভক্ত; সম্ভবতঃ এই স্থানে রাজান্তঃপুর ছিল। ইহার বাহিরে কয়েকটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, কিন্তু নিকটে কোন অট্টালিকার চিহ্ন নাই। দুর্গাভ্যন্তরে ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে উত্তরাংশে বৃহৎ স্তূপ পড়িয়া আছে, ইহা উচ্চে ৩০ ফুট, শিখরদেশ ৩৬০ ফুট বিস্তৃত এবং চতুষ্কোণাকার। এই স্তূপের দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটি ক্ষুদ্র অথচ গভীর পুষ্করিণী আছে এবং সেই জন্য স্তূপের ঐ অংশ এখনও নষ্ট হয় নাই। ইহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকের আবরক ছিল, কিন্তু এক্ষণে ঐ পুষ্করিণীর তীর ভিন্ন আর কোনদিকে নাই। ইহার নিকটে আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, এগুলি দেখিলেই বোধ হয় যে দুর্গের এই অংশ রক্ষা করিবার জন্যই এই পুষ্করিণীগুলি উৎখাত হইয়াছিল ও সেই মৃত্তিকা রাশিতেই ঐ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপের অভ্যন্তর

ইষ্টকগঠিত নহে, কেবল বালি ও মৃত্তিকাপূর্ণ। এই স্তূপের উপর উত্তর ও দক্ষিণভাগে দুইটি ইষ্টকদিয়া বাঁধান ১০ ফুট প্রশস্ত কূপ আছে; কূপ দুইটির তলদেশ পর্য্যন্ত বাঁধান। স্তূপের উপর পূর্ব্ব-পশ্চিমে দুইটি স্থান আছে, দেখিলেই সহজে বুঝা যায় যে, সেখানে পূর্ব্বে অট্টালিকা ছিল। পূর্ব্বদিকে এই ঢিপির উপর একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণাকার বেদীর ন্যায় স্থান আছে। অনেকেই অনুমান করেন যে, এইখানে কমতেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির ছিল। এ অনুমান অনেকটা সত্য। এই বেদীর পশ্চিমে আর একটি ভগ্নাবশেষ আছে, লোকে বলে সেখানে রাজবাড়ী ছিল। কিন্তু তাহা অসম্ভব; সেরূপ ক্ষুদ্র স্থানে রাজবাটী হইতে পারে না; ইহা বোধ হয় দেবীর উৎসবমঞ্চ ছিল। নীলকুঠির জন্য এই স্থান হইতে যে ইষ্টক সংগৃহীত হয়, তাহা নাকি অতি সুগঠিত, কিন্তু এখানে যে সকল ইষ্টক আজিও ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, তাহা ভারতবর্ষের সাধারণ ইষ্টকের ন্যায়। ঢিপির দক্ষিণদিকে মধ্যস্থল হইতে একটি ইষ্টকপ্রাচীর দুর্গপ্রাচীর পর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এই প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ আছে। সম্ভবতঃ এই সকল স্থানে দরবার ও রাজকার্য্য হইত। এই দিকে ঢিপির পূর্ব্বগাত্রে তাহারই সমান দীর্ঘ একটি দীঘী আছে। কথিত আছে যে, এই দীঘীতে রাজারা কয়েকটা কুম্ভীর পুষিয়া রাখিতেন। এই দীঘীর উত্তর-পূর্ব্বকোণে আর একটি ক্ষুদ্র ঢিপি আছে, ঐ ঢিপির চতুর্দ্দিকে এই দীঘী হইতে একটি খাল কাটিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া আছে। এই ক্ষুদ্র ঢিপিতেও অনেক ইট পড়িয়া আছে দেখিয়া অনুমান হয় যে, এখানে একটি দেবমন্দির ছিল। কুমীরদীঘীর ঠিক পূর্ব্বে আর একটি ঢিপি আছে, লোকে বলে এই ঢিপির উপর শেলেখানা বা অস্ত্রাগার ছিল। বড়ঢিপির পশ্চিম-দক্ষিণে ও মধ্যপ্রাচীরের পশ্চিমে যে খণ্ড তাহা প্রাচীরের পূর্ব্বের খণ্ড অপেক্ষা ছোট। এখানে বোধ হয় রাজার বাড়ী ছিল। ইহারই ঠিক উত্তরে অন্তঃপুর, এই অন্তঃপুরের পূর্ব্বধারে বড়ঢিপি, পশ্চিমদিকে মাটীর মুরচা, দক্ষিণ ও উত্তরে ইটের প্রাচীর। ইহার মধ্যস্থলে একটি স্তূপ আছে, অনুমান হয় এই স্তূপটি অন্তঃপুরস্থ কোন দেবালয় ছিল। এই স্তূপের নিকট দুইটী পুষ্করিণী আছে, সম্ভবতঃ এই দুইটী স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারার্থ পাথর দিয়া বাঁধান ছিল। বড় ঢিপির দক্ষিণ-পশ্চিমকোণের পুষ্করিণীতীরে আর একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। অন্তঃপুরের নিকটস্থ এই দুই পুষ্করিণীতে ও পূর্ব্বোক্ত বড়ঢিপির উপরে, যে স্থানে কমতেশ্বরীর মন্দির ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, সে স্থানেও প্রস্তরাদির ভগ্নখণ্ড সকল পাওয়া যায়। একস্থানে ৮ ফুট লম্বা ১৮ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ধূসরবর্ণের গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভের একটি খণ্ড পড়িয়া আছে, ইহার অগ্রভাগ আট-পলা ও মূলদেশ চতুষ্কোণ। লোকে বলে ইহা স্তম্ভাংশ নহে, নীলাম্বর নামক নৃপতির অয়োগোলকের একখণ্ডমাত্র। প্রবাদ আছে যে, এই দুর্গ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ও নগরের বহির্দ্দেশের মুরচা নগরাধিষ্ঠাত্রী কমতেশ্বরী দেবী নিজে নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্বদিকে ধরলার তীরে কমতেশ্বরী নির্ম্মিত মুরচা নাই। কথিত আছে, ইহার নির্ম্মাণের সময় রাজাকে দেবীর আদেশে একাদিক্রমে চারিদিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু তিনদিন কাটিয়া গেলে, রাজা আর ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারায় চতুর্থ দিনে আহার করেন; এই সময় দেবীও তিন দিকের মুরচা শেষ করিয়াছিলেন মাত্র, কাজেই অপরদিকের মুরচা গাঁথা হইল না। ধরলার তীর হইতে বাঘদ্বার পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত পথ আছে। রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের এক মাইল দূরে শিঙ্গীমারী নদীর বর্ত্তমান খাদ। ইহার নিকটে আর একটি ক্ষুদ্র খাদ আছে, তাহার উপর বাঘদ্বারের সম্মুখে কিছু দূরে একটি ইষ্টকের খিলানবিশিষ্ট সেতু আছে। এই সেতুর উপর দিয়াই পূর্ব্বোক্ত ধরলা-বাঘদ্বারের রাস্তা। বাঘদ্বারের নিকটে একটি প্রস্তরময় স্থানকে লোকে গৌরীপট্ট বলে। ইহার শিবলিঙ্গাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই বৃহদাকার শিবলিঙ্গের উপর মন্দির ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র আছে। ইহার নিকটে একটী পুষ্করিণী, পূর্ব্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ৩০০, ও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তারে ২০০ ফুট। ইহার দুইদিকে দুইটি ঘাট আছে। ইহার নিকটে কতকগুলি উৎকীর্ণ মূর্ত্তিবিশিষ্ট বৃহদাকার প্রস্তর আছে, তাহার একখানিতে একটি অর্দ্ধনাগিনীমূর্ত্তি ও একখানিতে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী মূর্ত্তি খোদা আছে।

আসাম বুরুঞ্জীপাঠে জানা যায়—খৃষ্টীয় ১৪শ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে কামরূপে নীলধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ আছে;—বগুড়া জেলার এক ব্রাহ্মণের একজন গো-রক্ষক ছিল। এই গো-রক্ষক বড় দুষ্ট, পরের অনিষ্ট করিতে ভালবাসিত। সে প্রতিদিন অপরের ক্ষেত্রে গো-পাল ছাড়িয়া দিয়া নিজে নিদ্রা যাইত। প্রতিদিন এইরূপে শস্যহানি দেখিয়া সকলে ব্রাহ্মণকে তাঁহার ভৃত্যের দুর্ব্যবহারের কথা জানাইল। ব্রাহ্মণ একদিন নিজে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মাঠে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার গো-রক্ষক এক গাছতলায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে ও একটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাহার মুখের

রৌদ্র নিবারণ করিয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ সর্প দেখিয়া ভীত হইলেন এবং দ্রুতপদে পলাইতে উদ্যোগ করিলেন, এমন সময় সর্প লোকসমাগম বুঝিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। ব্রাহ্মণ তখন তাহাকে জাগাইতে গিয়া দেখিলেন যে, তাহার পদতলে অষ্টদলপদ্ম, ত্রিশূল ও উর্দ্ধরেখা প্রভৃতি রাজলক্ষণ আছে। এই সকল দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া তাহার নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে কোনরূপ নীচকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলেন। অবশেষে একদিন ব্রাহ্মণ তাহাকে ডাকিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, সে যদি কোন দিন রাজা হয়, তবে সে তাঁহাকে মন্ত্রী করিবে। কালক্রমে কামরূপরাজ ধর্ম্মপালের তদানীন্তন বংশধর দুর্ব্বল হওয়ায় এই গো-পালক তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং নীলধ্বজ নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হইল এবং স্বরাজ্যকে "ব্রাহ্মণরাজ্য" নাম দিয়া প্রতিপালক ব্রাহ্মণকে মন্ত্রী করিল। আর একটি প্রবাদ আছে যে, কোন স্থানে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একটি দাসী ছিল, তাহারই গর্ভে এক পুত্রসন্তান হয়। ব্রাহ্মণ তাহাকে গো-রক্ষায় নিযুক্ত করেন। কালক্রমে পূর্ব্বোক্তরূপে সেই গো-রক্ষক নীলধ্বজ হয়। আর একটি প্রবাদ আছে যে, এই গো-রক্ষক অসুর (অসভ্য জাতীয়) ছিল। যাহা হউক, রাজা নীলধ্বজ মিথিলা হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনাইয়া কামরূপে স্থাপন করেন এবং "কামতাপুর" * নামে একটি নগর পত্তন করেন। তিনিই সেই নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া "কমতেশ্বর" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে "সচ্ছূদ্র" বলিয়া প্রচারিত করেন।

এই নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ, তৎপরে তৎপুত্র নীলাম্বর রাজা হন। এই নীলাম্বর ঘোড়াঘাটের গড় ও অনেক কীর্ত্তি স্থাপন করেন। একদা নীলাম্বররাজের মন্ত্রীপুত্র রাজরাণীর প্রতি আসক্ত হওয়ায় রাজা তাহাকে বধ করিয়া, তাহার মাংস রাঁধাইয়া মন্ত্রীকে খাইতে দিলেন। মন্ত্রীর খাওয়া হইলে, রাজা তাঁহাকে তাঁহার পুত্রমুণ্ড দেখাইয়া সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলে, মন্ত্রী লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেখিয়া পতিত রাজসংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানচ্ছলে কামরূপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, মন্ত্রী গঙ্গাস্নান করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্ত গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ নবাবের নিকট সাহায্য চাহিলেন। নবাব রাজ্যের অবস্থা বুঝিয়া বহু সৈন্ত সহ কামরূপ যাত্রা করিলেন। ঘোর যুদ্ধ চলিল, কমতেশ্বর পরাজিত হইলেন না। কাজেই নবাব নগরাবরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবরোধ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত রহিল। মুসলমানেরা এই দীর্ঘকালের মধ্যে নগরের বহির্ভাগে অনেক কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া, আপনাদিগের থাকিবার মত অট্টালিকাদি ও পুষ্করিণী পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করাইয়া লইল, অবশেষে তাহারা কৌশল অবলম্বন করিল। রাজাকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, মুসলমানেরা অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে মুসলমান-রমণীগণ রাণীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। নীলাম্বর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু মুসলমানেরা দোলায় স্ত্রীলোক না পাঠাইয়া সশস্ত্র যোদ্ধা পাঠাইল। তাহারা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিল ও রাজাকে বন্দী করিল। কেহ বলেন, বন্দী রাজা গৌড়ে প্রেরিত হন, আর কেহ বলেন, তিনি নিহত হন; আবার কেহ বলেন, যে রাজা প্রাণ লইয়া পলাইয়া যান। যাহা হউক নগর মুসলমানের অধিকৃত হয়। ১৪২০ শকে কমতাপুরে মুসলমানের জয় পতাকা উড়ে। ৪০০শ বৎসর পূর্ব্বে যে নগর এককালে মুসলমানের দ্বাদশবার্ষিক অবরোধ অনায়াসে সহ্য করিয়াছিল; আজ সে নগর ভগ্নস্তূপ মাত্রে পরিণত! কালধর্ম্ম বিচিত্র বটে!

"গুরুজন কথা চরিত্র" নামক আসামীর গদ্যগ্রন্থে লিখিত আছে, কমতাপুরে দুর্লভনারায়ণ নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত গৌড়েশ্বর ধর্ম্মনারায়ণের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই দুর্লভনারায়ণকে কেহ কেহ কামরূপের রাজা ধর্ম্মপালবংশীয় ও কেহ বা 'জিতারি' বংশীয় বলিয়া উল্লেখ করেন। যাহা হউক, যুদ্ধে অনেক লোক বিনষ্ট হয়। পরে রাত্রিতে উভয় রাজা স্বপ্ন দেখিয়া, পরদিনে সখ্যতা-স্থাপন করিয়া সন্ধি করিলেন।

তৎপরে গৌড়েশ্বর কামরূপের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া রাজা দুর্লভনারায়ণকে সাতজন ব্রাহ্মণ ও সাতজন কায়স্থ প্রদান করিলেন। এই চৌদ্দজনের মধ্যে প্রধান ১২ জনকে রাজা দুর্লভনারায়ণ 'বারভূঁয়া' আখ্যা দেন [কামরূপ দেখ]। এই বারভূঁয়ারা সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন। যাহা হউক, দুর্লভনারায়ণ ইঁহাদের সাহায্যে ভোটরাজের বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। কালক্রমে কামরূপের মধ্যে কোচজাতির সংখ্যা ও প্রভাব বর্দ্ধিত হওয়ায় রাজা দুর্লভনারায়ণ কিছু শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। এই সময় আদি ভূঁয়াগণের মৃত্যু হওয়ায় তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

* নীলধ্বজ সম্ভবতঃ ১২৫০-৬০ শকাব্দে কমতাপুর পত্তন করেন; কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কমতাপুর নামে একটি ক্ষুদ্র নগর পূর্ব্ব হইতেই ছিল, নীলধ্বজ সেই নগরের বিস্তার বাড়াইয়া ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ করাইয়া রাজধানী করেন মাত্র। ১২২০।৩০ শকেও এই নগরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

কিছুদিন পরে কোঁচদিগের মধ্যে হাজো নামে একজন সর্দ্দার প্রধানত্ব লাভ করেন। এই ব্যক্তি ক্রমে নিজ অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে ঘোড়াঘাট ভিন্ন প্রায় সমস্ত আসাম প্রদেশ অধিকার করেন। ইঁহার হীরা ও জীরা নামে দুইটী কন্যা ভিন্ন অন্য কোন সন্তান ছিল না। এই দুই কন্যার অবিবাহিতাবস্থায় অতি অল্পদিনের অগ্রপশ্চাতে দুইটি সন্তান হয়। জীরার সন্তানের নাম শিশু ও হীরার সন্তানের নাম বিশু। হাজোরাজ কুমারীকন্যার পুত্র হইল দেখিয়া মহা ভাবিত হইলেন। এই সময় দৈববাণী হইল যে, এই দুই পুত্র দেবদেব মহাদেবের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে হরিয়া নামক একজন মেচ জাতীয় সর্দ্দারের সহিত হীরার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সন্তানটি তাহার ঔরসজাত নহে। যাহা হউক এই দুই সন্তান শেষে বিশেষ পরাক্রমী হইয়া "বিশ্বসিংহ" এবং "শিব-সিংহ" নাম গ্রহণ করিয়া, আপনাদিগকে শিববংশীয় ও স্বশ্রেণীর লোকদিগকে 'রাজবংশীয়' বলিয়া প্রচার করিল। ক্রমে বিশ্বসিংহ নানাদেশ জয় করিয়া (বুরুঞ্জীমতে ১৪২০। ৩০ শকের মধ্যে) কমতাপুর অধিকার করিয়া রাজা হন এবং শ্রীহট্ট হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহাদিগকে "কামরূপী ব্রাহ্মণ" আখ্যা দিয়া স্বরাজ্যে স্থাপিত করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় লুপ্তপ্রায় কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার সাধন করেন।

কমতাপুর কত দিনের ?—বুরুঞ্জীমতে রাজা নীলধ্বজ কমতাপুরের স্থাপয়িতা নহে, সংস্কারকর্ত্তা ও রাজধানীকর্ত্তা মাত্র। গ্রন্থানুসারে রাজা নীলধ্বজ ১২৫০।৬০ শকে (১৩২৮। ৩৮ খৃষ্টাব্দে) এথানে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ গ্রন্থানুসারে ১৪২০ শকে (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে) হুসেনশাহ কমতাপুর অধিকার করেন। ১২ বৎসর অবরোধের পর নগর অধিকৃত হয়, সুতরাং ১৪০৮ শকে (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে) হুসেনশাহ প্রথম নগর আক্রমণ করেন। এ সময়ে নীলধ্বজের পৌত্র নীলাম্বর কমতাপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং নীলধ্বজের সময় হইতে নীলাম্বরের রাজ্যকাল সমাপ্তির মধ্যে প্রায় ১৬০। ১৫০ বৎসর অতীত হইয়া ছিল ও নীলধ্বজবংশীয় রাজারা প্রত্যেকে ন্যূনাধিক ৫৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। পূর্ব্ব-ভারতের ইতিহাস-লেথক মিঃ মন্‌গোমারি মার্টিন সাহেব এ সম্বন্ধে যে সকল কালসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার মিল নাই। তিনি বলেন, হুসেনশাহ ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে (১৪১৮ শকে) রাজ্যারোহণ করেন এবং তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়রাজ নসরতশাহ ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে (১৪৪৫ শকে) রাজ্যারোহণ করেন; সুতরাং হুসেনশাহের রাজত্বকাল ২৭ বৎসর। এই ২৭ বৎসর হইতে নগরাবরোধের ১২ বৎসর (মিঃ মার্টিন ইহা স্বীকার করেন না, তিনি ইহাকে অতিশয়োক্তি বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন, এবং তিনি নিজেও অবরোধ-কালের কোন সংখ্যা দেন নাই) কাল বাদ দিলে ১৫ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। আবার বিশ্বসিংহের কমতাপুর অধিকারকাল বুরুঞ্জীমতে ১৪২০ ও ১৪৩০ শকের (১৪৯৮ ও ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে। মিঃ মার্টিন বিশ্বসিংহের কমতাপুর অধিকারসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। পূর্ব্বোক্ত কালসংখ্যাগুলি হইতে দেখা যায় যে, হুসেনশাহ স্বীয় রাজ্যারোহণের কাল (মার্টিনের মতে ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ বা ১৪১৮ শক) হইতে প্রায় ৬০ বৎসর পরে (বুরুঞ্জীমতে ১৪০৮ শকে বা ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে) কমতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের পরিমাণ (মার্টিন মতে) কেবল ২৭ বৎসর মাত্র। আর বুরুঞ্জীমতে কমতাপুরের আক্রমণকাল ১৪০৮ শক বা ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ, কিন্তু মার্টিন মতে ঐ সময় (১৪৯৬+১৫) ১৫১১ খৃষ্টাব্দ বা ১৪৪৩ শক বা তাহার ছ-পাঁচবৎসর পূর্ব্বে ; কারণ, বুরুঞ্জীমতে বিশ্বসিংহের কমতাপুর অধিকার কাল বিবেচনা করিলে, বুঝা যায় যে, কিছু-দিন কামতাপুরে মুসলমানের অধিকার ছিল।

কমতাপুর নামের কারণ—বুরুঞ্জী মতে নীলধ্বজ ইহার স্থাপয়িতা নহেন, কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াও ইহার প্রাচীন নাম বর্ত্তমান থাকে, কারণ, বুরুঞ্জী-পাঠে ১২২০ শকেও কামতাপুরের উল্লেথ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার মূল-স্থাপয়িতার নাম বুরুঞ্জীতে নাই। এই নগরে কমতেশ্বরী নামে শিঙ্গীমারীর তীরবর্ত্তী গোঁসাইনিমারী নামক স্থানে এক দেবী আছেন। অনেকে মনে করেন, এই দেবীর নামানুসারে নগরের নামকরণ হইয়াছে। কমতাপুরের দুর্গে ভগ্নাবশেষের বিবরণ স্থলে এই কমতেশ্বরীদেবীর উল্লেথ করা গিয়াছে। দুর্গের উত্তরাংশের বৃহৎ স্তূপে ইহার প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। এই দেবী সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্ত শিববরে একটি কবচ পাইয়াছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে ভগদত্ত নিহত হইলে, এই কবচ হস্তিনাতেই ছিল। শেষে পূর্ব্বোক্ত নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ একদিন স্বপ্ন দেখিয়া, স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট উপায়ে এই কবচ আহরণ করিয়া, দুর্গমধ্যে মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে স্থাপন করেন। স্বপ্নেই এই কবচের পূজাপদ্ধতি ও অধিষ্ঠাত্রীদেবীর মূর্ত্তি

অবগত হন এবং তদনুসারে দেবীপ্রতিমা গড়াইয়া তন্মধ্যে কবচটি রক্ষা করেন। ইহার নিকট পূর্ব্বে বলি হইত। অবশেষে মুসলমান হস্তে দেবী-প্রতিমা বিনষ্ট হইলে কবচটী একটি পুষ্করিণী মধ্যে অন্তর্হিত হয়। তৎপরে বিশ্বসিংহ-বংশীয় বিহারের চতুর্থ রাজা প্রাণনারায়ণের অধিকারকালে ভূনা নামে একজন ধীবর যেখানে শিঙ্গীমারী নদী নগরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নিকটে একটী পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিবার জন্য জাল ফেলে; কিন্তু সে জাল এত ভার বোধ হইল যে, কিছুতেই উঠাইতে পারিল না, অবশেষে রাজার নিকট সংবাদ দিল। রাজা প্রাণনারায়ণ কবচের ব্যাপার জানিতেন ও সেজন্য উৎসুকও ছিলেন; এক্ষণে এই সংবাদে উল্লাসিত হইয়া, ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হস্ত্যারোহণে একজন ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া জলে ডুব দিয়া জাল মধ্যে কবচ পাইলেন এবং হস্তস্থিত একটি রেশমী থলিতে পুরিয়া হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করাইয়া, হস্তীকে ইচ্ছামত যাইতে দিলেন। হস্তী শিঙ্গীমারীর তীরদিয়া চলিতে লাগিল; অবশেষে যেখানে ঐ নদী প্রাচীন নগর-সীমানা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারই নিকটে গোঁসাইনীমারী নামক স্থানে দণ্ডায়মান হইল, আর কিছুতেই নড়িল না। ব্রাহ্মণেরা স্থির করিলেন যে, দেবীর এই স্থান হইতে যাইবার ইচ্ছা নাই। রাজা কাজেই এইখানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং প্রথমতঃ বিশ্বসিংহের আনীত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে একজনকে পূজক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু দেবী স্বপ্নে মৈথিলী ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে পূজক নিযুক্ত করিতে আদেশ দিলেন; কারণ, তাঁহারাই পূর্ব্বে দেবীর পূজা করিতেন। তাহাই হইল। এইরূপে যে মৈথিলী পূজক নিযুক্ত হইলেন, কিছু দিন অতীত হইলে তিনি একদিন রাজাকে বলিলেন যে, দেব্যাদেশে তাঁহাকে প্রত্যহ রাত্রে দেবীমন্দিরে চক্ষু বাঁধিয়া যাইতে হয় ও সেখানে তিনি তবলা বাজাইতে থাকেন এবং দেবী একটী সুন্দরী যুবতীর বেশে উলঙ্গ হইয়া তালে তালে নৃত্য করেন, কিন্তু দেবীর নিষেধে তিনি কখন সে রূপ দেখেন নাই। শুনিয়া রাজার কৌতূহল জন্মিল, সেই রাত্রে মন্দিরে গিয়া দরজার ফাটল দিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেবী অন্তর্যামিনী; তিনি জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নৃত্য বন্ধ করিলেন এবং এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, অতঃপর যদি বর্ত্তমান নারায়ণবংশীয় কোন রাজা কোন দিন কি দিবসে কি রাত্রে মন্দিরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই অবধি আজও তদ্বংশীয়েরা কেহ মন্দিরের সীমামধ্যে প্রবেশ করেন না। কিন্তু সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই মন্দির আজিও বর্ত্তমান। ইহা ইষ্টকে নির্ম্মিত; গঠন-প্রণালী মুসলমানী ধরণে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান। এই মন্দিরের প্রতিমা নূতন, নির্ম্মিত প্রতিমা-গর্ভে সেই কবচ আছে। মন্দির মধ্যে একখানি প্রস্তরফলকে বাসুদেব-মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। কথিত আছে, এই প্রস্তর খণ্ড প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ হইতে পাওয়া যায়। শুনা যায়, অর্থ পাইলে পূজকেরা নাকি যাত্রীদিগকে প্রতিমা গর্ভ হইতে সেই কবচ দেখাইয়া থাকে; কিন্তু ইহা অতি গোপনে করিয়া থাকে।

কমতাপুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখন কৃষ্ণকায় ভালুকের আবাস হইয়াছে।

আইন আক্‌বরীতেও কমতাপুরের উল্লেখ আছে।

মার্টিন সাহেব মালদহ হইতে একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পান, তাহাতে বঙ্গদেশের বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, নসরত শাহের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হুসেনশাহ কামতাপুরেশ্বর হরপনারায়ণকে বিনাশ করিয়া তদ্রাজ্য জয় করেন। হরপনারায়ণ সদা লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র ও মালিকাঙ্গরাজের পুত্র।

কামতাল (পুং) কামং তালয়তি প্রতিষ্ঠাপয়তি, কাম-তল-নিচ্‌ অণ্‌। কোকিল।

কামতি, মধ্য প্রদেশের নাগপুর জেলার একটী প্রধান নগর। এখানে সেনানিবাস আছে। অক্ষা° ২১°১৩´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯°১৪´ ৩০´´ পূ°। নাগপুর সহর হইতে উত্তর পূর্ব্বে ৪॥ ক্রোশ। লোকসংখ্যা ৫০,৯৮৭। এখানে দেশী ও বিলাতী কাপড় এবং লবণ পণ্যাদির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। শস্যের ব্যবসা প্রায় মারবারী মহাজনের হস্তগত। কার্য্যের ব্যবসাও বেশ চলে। এখানে বংশীলাল আবীরচাঁদের নির্ম্মিত একটী সুন্দর বাঁধান পুষ্করিণী এবং তৎ সংলগ্ন একটী মন্দির, ও একটী বাগান আছে। কনহান নদীর উপর সেতু আছে, তাহার উপর দিয়া নাগপুর ও ছত্রিশগড়ের রেল গাড়ী চলে। রেলের একটী ষ্টেশনও হইয়াছে। ঔষধালয়, বিদ্যালয় ও অতিথিগণের জন্য ধর্ম্মশালা আছে। এখানে ৪৬০টি কূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

কামতিথি (স্ত্রী) কামস্য পূজার্থং প্রশস্তা তিথিঃ, মধ্যলো° ত্রয়োদশী; এই তিথিতে কামদেবের পূজা করিতে হয়।

কামথা মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলায় তিরোরা বিভাগের জমিদারী লাট। পরিমাণ ২৭১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭৮,৮১৬, তন্মধ্যে ৩৮,৮৯১ জন পুরুষ ও ৩৯৯২৯ জন

স্ত্রী। ইহাতে ১২৬টী গ্রাম আছে, ১৩৫১১ ঘর লোকের বাস প্রায় শত বৎসরের উপর হইল, নাগপুরের রাজার অধীন একটি কুনবি বংশের জমিদারী ছিল। কিন্তু রাজার বিপক্ষে বিদ্রোহাচরণের জন্য উহা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া লোদীবংশীয় একজনকে দেওয়া হয়। তাহারা টাকা দিয়া ভোগ করিতেছেন। এই নামে এই জমিদারীতে কামতা নামে একটি গ্রামও আছে। উহা অক্ষা° ২১°৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি ৮০°২১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৬১২। অধিবাসীরা চাষ বাস করে। কামতার সর্দার বা জমিদার এইখানে থাকেন। তাঁহার বাটীর চারিদিকে প্রাচীর ও গড় দ্বারা বেষ্টিত।

কামদ (ত্রি) কামং অভিলাষং দদাতি, কাম-দা-ক। ১ কামদাতা। ২ অভীষ্টপ্রদ। ৩ (পুং) কামং দ্যতি স্বসৌন্দর্য্যেণ অবখণ্ডয়তি, ঊর্দ্ধরেতস্ত্বাৎ নাশয়তি বা, কাম-দো-ক। কার্ত্তিকেয়।

কামদগিরি, চিত্রকূটের অপর নাম। [চিত্রকূট, দেখ।]

কামদমিনী (স্ত্রী) কামস্ত দমঃ উপশমঃ অস্ত্যস্যাঃ, কাম-দম-ইনি। যে নারী কাম রিপু বশীভূত করিয়াছে।

কামদর্শন (ত্রি) কামং মনোজ্ঞং দর্শনং যস্ত, বহুব্রী। মনোরম দর্শন, সুন্দর।

কামদা (স্ত্রী) কামং অভীষ্টং দদাতি, কাম-দা-ক-টাপ্। কামধেনু।

(কামদা কামধেনৌস্ত্রী কামদাতরি বাচ্যবৎ। মেদিনী)

কামদুঘ (ত্রি) কামং দোগ্ধি, কাম-দুহ-ক হস্ত ঘঃ। অভীষ্ট সম্পাদক, যাহার কাছে যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিয়া, লাভ করা যায়।

কামদুঘা (স্ত্রী) কামং দোগ্ধি, কাম-দুহ-ক-টাপ্। কামধেনু। [কামধেনু দেখ।]

কামদুহ্ (ত্রি) কামং দোগ্ধি, কাম-দুহ-কিপ্। অভীষ্টপ্রদ।

কামদূতিকা (স্ত্রী) কামস্ত দূতিকা ইব উদ্দীপকত্বাৎ। নাগদন্তী।

কামদূতী (স্ত্রী) কামস্ত দূতীব, উপমি°। পারুল গাছ।

কামদেব (পুং) কাম এব দেবঃ। কন্দর্প। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—মদন, মন্মথ, মার, প্রদ্যুম্ন, মীনকেতন, কন্দর্প, দর্পক, অনঙ্গ, পঞ্চশর, স্মর, শম্বরারি, মনসিজ, কুসুমেষু, অনন্যজ, পুষ্পধন্বা, রতিপতি, মকরধ্বজ, আত্মভূ, ব্রহ্মসূ ও বিশ্বকেতু। শাস্ত্রকারগণ কামের পঞ্চাশ প্রকার ভেদ বলিয়া থাকেন—১ কাম, ২ কামদ, ৩ কান্ত, ৪ কান্তিমান্, ৫ কামগ, ৬ কামচর, ৭ কামী, ৮ কামুক, ৯ কামবর্দ্ধন, ১০ রাম, ১১ রম, ১২ রমণ, ১৩ রতিনাথ, ১৪ রতিপ্রিয়, ১৫ রাত্রিনাথ, ১৬ রমাকান্ত, ১৭ রমমাণ, ১৮ নিশাচর, ১৯ নন্দক, ২০ নন্দন, ২১ নন্দী, ২২ নন্দয়িতা, ২৩ পঞ্চবাণ, ২৪ রতিসখ, ২৫ পুষ্পধন্বা, ২৬ মহাধনু, ২৭ ভ্রামণ, ২৮ ভ্রমণ, ২৯ ভ্রমমাণ, ৩০ ভ্রম, ৩১ ভ্রান্ত, ৩২ ভ্রামক, ৩৩ ভৃঙ্গ, ৩৪ ভ্রান্তচার, ৩৫ ভ্রমাবহ, ৩৬ মোহন, ৩৭ মোহক, ৩৮ মোহ, ৩৯ মোহবর্দ্ধন, ৪০ মদন, ৪১ মন্মথ, ৪২ মাতঙ্গ, ৪৩ ভৃঙ্গনায়ক, ৪৪ গায়ন, ৪৫ গীতিজ্ঞ, ৪৬ নর্ত্তক, ৪৭ খেলক, ৪৮ উন্মত্তোন্মত্তক, ৪৯ বিলাস ও ৫০ লোভবর্দ্ধন।

স্মরদীপিকাগ্রন্থে এই কয়েকটি কন্দর্পের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে,—

"পাদে গুল্ফে তথোরৌ চ ভগে নাভৌ কুচে হৃদি।
কক্ষে কণ্ঠেচ ওষ্ঠেচ গণ্ডে নেত্রে শ্রুতাবপি॥
ললাটে শীর্ষকেশেষু কামস্থানং তিথিক্রমাৎ।
দক্ষে পুংসাং স্ত্রিয়া বামে শুক্লকৃষ্ণে বিপর্য্যয়ঃ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিপদি দ্বিতীয়ায়াঞ্চ গুল্ফকে।
উরুদেশে তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং ভগদেশতঃ॥
নাভিস্থানে চ পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যাস্তু কুচমণ্ডলে।
সপ্তম্যাং হৃদয়েচৈব অষ্টম্যাং কক্ষদেশতঃ॥
নবম্যাং কণ্ঠদেশে চ দশম্যাং চোষ্ঠদেশতঃ।
একাদশ্যাং গণ্ডদেশে দ্বাদশ্যাং নয়নে তথা॥
শ্রবণেচ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং ললাটকে।
পৌর্ণমাস্যাং শিখায়াঞ্চ জ্ঞাতব্যঞ্চ ইতি ক্রমাৎ॥"

"পদদ্বয়, গুল্ফদ্বয়, উরুদ্বয়, ভগ, নাভি, কুচদ্বয়, হৃদয়, কক্ষ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, গণ্ড, চক্ষু, কর্ণ, ললাট, মস্তক ও কেশ; তিথি অনুসারে ইহার এক একটি স্থানে কামদেবের অধিষ্ঠান হয়। শুক্লপক্ষে পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গ ও স্ত্রীর বাম অঙ্গ; এবং কৃষ্ণপক্ষে পুরুষের বাম অঙ্গ, ও স্ত্রীর দক্ষিণ অঙ্গ; এইরূপে উক্তস্থান সমূহের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। প্রতিপদ্ তিথিতে পদাঙ্গুষ্ঠে, দ্বিতীয়ায় গুল্ফে, তৃতীয়ায় উরুদেশে, চতুর্থীতে ভগদেশে, পঞ্চমীতে নাভিদেশে, ষষ্ঠীতে কুচমণ্ডলে, সপ্তমীতে হৃদয়ে, অষ্টমীতে কক্ষদেশে, নবমীতে কণ্ঠে, দশমীতে ওষ্ঠদেশে, একাদশীতে গণ্ডদেশে, দ্বাদশীতে চক্ষে, ত্রয়োদশীতে কর্ণে, চতুর্দ্দশীতে ললাটে ও পুর্ণিমায় মস্তকে, কামদেবের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে।

কামদেবের ধ্যেয়মূর্ত্তি এইরূপ—

"কামদেবস্তু কর্ত্তব্যঃ শঙ্খপদ্মবিভূষণঃ।
চাপবাণকরশ্চৈব মদাকুঞ্চিতলোচনঃ॥
রতিঃ প্রীতি স্তথাশক্তি র্ভার্য্যাশ্চৈতাস্তথোজ্জ্বলাঃ॥
চতস্রস্তস্য কর্ত্তব্যাঃ পত্ন্যো রূপমনোহরাঃ॥

চত্বারশ্চ করাস্তস্য কার্য্যা ভার্য্যাস্তনোপমাঃ।
কেতুশ্চ মকরঃ কার্য্যঃ পঞ্চবাণমুখো মহান্॥"

(হেমাদ্রিধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।)

"শঙ্খ, পদ্ম, ধনুঃ ও বাণধারী, মদভরে ঈষৎ কুঞ্চিত চক্ষুঃ, মকর কেতু, পঞ্চবাণ, এবং রতি, প্রীতি, শক্তি ও উজ্জ্বলা নাম্নী চারিটি স্ত্রী বিশিষ্ট।"

ঋগ্বেদে কামের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"কামো জজ্ঞে প্রথমো নৈনং দেবা আপুঃ।"

সর্ব্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হওয়ায় তাহা হইতেই সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল।

(ঋক্ ১০।১২৯।৪।)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—"ব্রহ্মা যে সময়ে দক্ষ প্রভৃতি মানস পুত্রগণ সৃষ্টি করেন, সেই সময়ে সন্ধ্যা নাম্নী একটি রূপবতী কন্যারও উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই মনোরম কন্যা দর্শনে 'ইনি জগতের কোন্ কার্য্য করিবেন', এইরূপ চিন্তা ব্রহ্মহৃদয়ে উপস্থিত হওয়ায় পরম রমণীয় মূর্ত্তি কামদেবের জন্ম হইয়াছিল। ব্রহ্মা তাঁহাকে জগতের নর নারীসমূহকে মুগ্ধ করিতে আদেশ করিয়া ফুলধনু ও ফুলশর প্রদান করেন। কাম সেই ফুল বাণ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইবে কি না পরীক্ষার জন্য সমীপস্থ ব্রহ্মা, দক্ষাদি ঋষি ও সন্ধ্যাকে ঐ বাণাঘাত করেন, তাহাতে সকলেই কামপীড়িত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে মহাদেব তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার কন্যাপ্রতি কামভাব দর্শনে তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই উপহাসে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া স্বীয় কামবেগ নিরোধ করিলেন, এবং কামদেবের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'তুই হর কোপানলে দগ্ধ হইবি' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। কামদেব অকারণে এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। তখন ব্রহ্মাও কামদেবের তাদৃশ অপরাধ না দেখিয়া 'পুনর্ব্বার শরীরপ্রাপ্ত হইবে' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং দক্ষদেহজাত রতি নাম্নী সুন্দরী রমণীকে তাঁহার পত্নীত্বে নিয়োজিত করিলেন। (কা° পু ১ অঃ।)

এদিকে সন্ধ্যা পিতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে অভিলাষ করিতেছেন ভাবিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং সেই ঘৃণিত দেহ পরিত্যাগ করিবার জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সন্ধ্যা প্রথমতঃ অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিয়া কেবল এই চাহিলেন যে, "প্রাণিগণ উৎপত্তি মাত্রই যেন সকাম না হয়।" ভগবান্ তাঁহার এই প্রার্থনানুসারে শৈশব, কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই চারিভাগে বয়ঃক্রম বিভক্ত করিয়া, তাহার তৃতীয়ভাগ অর্থাৎ যৌবনই কামোৎপত্তির কালরূপে নির্দ্দেশ করিলেন এবং কৌমারের শেষ সময় ও তাহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিলেন।" (কা° পু° ১৯ অঃ।) এই জন্যই প্রাণিদিগের উৎপত্তি মাত্রই কামভাব প্রকাশিত হয় না।

দেবগণ তারকাসুরের উৎপীড়নে, যে সময়ে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ইন্দ্রের আদেশে শিবধ্যান ভঙ্গ করিতে যাওয়ায় কামদেবকে কিছুদিন অঙ্গহীন হইতে হইয়াছিল। শিব পুরাণে ইহার আখ্যায়িকা এইরূপ বর্ণিত আছে—"মহাদেবী সতী দক্ষযজ্ঞে দেহ পরিত্যাগ করিলে পর, মহাদেব কঠোর জিতেন্দ্রিয়তা অবলম্বনপূর্ব্বক মহাযোগে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তারকাসুর দেবসমূহের প্রতি নিতান্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করায়, দেবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহার বধসাধনের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বয়ং কোন উপায় নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, ব্রহ্মার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'মহাদেব-বীর্য্য ব্যতীত তারকাসুরের নিধন হইবে না; মহেশ্বরী সতী হিমালয়গৃহে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া, মহাদেবের সুশ্রূষার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে রহিয়াছেন, এই সময়ে মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে পার্ব্বতীর প্রতি অভিলাষী করিতে পারিলে, মহাদেব ঔরসে মহাবীর কুমার জন্মগ্রহণ করিয়া, তারকাসুরের নিধন সাধন করিবেন।' দেবগণ সেই পরামর্শ অনুসারে কামদেবকে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে নিযুক্ত করিলেন। আজ্ঞা মাত্রই কামদেব রতি ও বসন্তসহ সদর্পে মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে উপস্থিত হইলেন এবং ফুলধনুতে ফুলবাণ যোজনা করিয়া মহাদেব উদ্দেশে নিঃক্ষেপ করিলেন। মহাদেব কন্দর্পবাণে আহত হইয়াই সক্রোধে কন্দর্পের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন। তাহাতে মহাদেবের ললাট দেশ হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা বহির্গত হইয়া কন্দর্পমূর্ত্তি একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।" পরজন্মে ইনিই শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হরিবংশে ইহার জন্মবিবরণ এইরূপ বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ ঔরসে রুক্মিণী গর্ভে প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়। জন্মের পর সপ্তমরাত্রে শম্বরাসুর মায়াবলে ইহাকে সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়া আনিয়া, স্বীয় পত্নী মায়াবতীকে দান করেন। মায়াবতীর সন্তানাদি না থাকায়, এই শিশুটি প্রাপ্ত হইয়াই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। পরে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিশেষরূপে লক্ষ্য

করিয়া, মায়াবতী বুঝিতে পারিলেন যে, এই শিশুই তাঁহার প্রিয়তম স্বামী কন্দর্প। হরকোপানলে দগ্ধ হওয়ার পর দেবগণ এইরূপেই তাঁহার পুনর্ব্বার পতি প্রাপ্তির বিষয় বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার স্মরণ হইল। সুতরাং তিনি মাতৃবৎ শিশুর প্রতিপালন করিতে না পারিয়া ধাত্রী হস্তে তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং রসায়নাদি প্রয়োগ দ্বারা সত্বরেই তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রদ্যুম্নও তখন বৈষ্ণবাস্ত্রের দ্বারা শম্বরাসুরকে নিহত করিয়া পত্নীসহ পিতৃগৃহে আগমন করিলেন। মায়াবতী বাহিরে শম্বরাসুরের পত্নীরূপে পরিচিতা থাকিলেও বস্তুতঃ তিনি তাঁহার পত্নী ছিলেন না; কন্দর্প পত্নী রতি পুনর্ব্বার পতি প্রাপ্তি কামনায়, দেবগণের-আদেশে এইরূপ মায়াবল দ্বারা শম্বরাসুরের পত্নীরূপে অবস্থান করিতে ছিলেন।" (হরিবং ১৬৩ অঃ।)

মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে কাম ধর্ম্মপুত্র বলিয়া লিখিত আছে—

"শ্রদ্ধা কামং চলা দর্পং নিয়মং ধৃতিরাত্মজম্।
সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টিরসূয়ত॥
মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ।
বোধং বুদ্ধি স্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্॥
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞেবৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত।
সুখং সিদ্ধির্যশঃ কীর্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ॥"

ত্রয়োদশ ধর্ম্মপত্নী মধ্যে শ্রদ্ধা কাম নামক পুত্র, চলা দর্প, ধৃতি নিয়ম, তুষ্টি সন্তোষ, পুষ্টি লোভ, মেধা শ্রুত, ক্রিয়া দণ্ড, নয় ও বিনয়, বুদ্ধি বোধ, লজ্জা বিনয়, বপু ব্যবসায়, শান্তি ক্ষেম, সিদ্ধি সুখ, এবং কীর্ত্তি যশঃ নামক পুত্র প্রসব করেন; ইহারা সকলেই ধর্ম্মপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। (হরিবং ৭ম ২৬-২৮।)

ভাগবতের মতে কাম ব্রহ্মপুত্র—

"হৃদিকামো ভ্রুবোঃ ক্রোধো লোভশ্চাধোরধচ্ছদাৎ।

ব্রহ্মের হৃদয়ে কাম, ভ্রূদ্বয়ে ক্রোধ ও অধরোষ্ঠ হইতে লোভের উৎপত্তি হইয়াছে।

ভাগবতেরই অন্যস্থলে আবার কাম সঙ্কল্পের পুত্র বলিয়া লিখিত আছে—

"সঙ্কল্পায়াস্ত সঙ্কল্পঃ কামঃ সঙ্কল্পজঃ স্মৃতঃ।"

ব্রহ্মকন্যা সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্পঃ এই সঙ্কল্প হইতে কামের উৎপত্তি হইয়াছে। (ভাগ ৬।৬। ১০।)

যজুর্ব্বেদেও কামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কামই দাতা ও গৃহীতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

"কোদাৎ কস্মা অদাৎ কামোদাৎ কামায়াদাৎ।
কামোদাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামৈতত্তে॥"

কে দান করিয়াছে, কাহাকে দান করিয়াছে, এইরূপ প্রশ্ন হইলে, তাহার এইরূপ উত্তর দেওয়া হয় যে, কাম দান করিয়াছে এবং কামকেই দান করিয়াছে; যেহেতু কামই দাতা এবং কামই প্রতিগৃহীতা। অতএব হে কাম এই দ্রব্য তোমারই। (যজুঃ ৭। ৪৮।)

২ গোপকপুরীর একজন কাদম্বরাজ। ইহার মহিষীর নাম কেতলাদেবী। ইনি একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন, বাহুবলে মলয়, কোঙ্কণ ও সহ্যাদ্রি জয় করিয়াছিলেন। শিলালিপি অনুসারে ইনি ১১৮১ খৃঃ হইতে ১২০৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ৩ ভট্টনারায়ণ পুত্র। [ভট্টনারায়ণ দেখ।] ৪ পরমেশ্বর। ৫ মহাদেব। ৬ কবিবিশেষ। ৭ রাজবিশেষ, ইহার রাজধানী জয়ন্তীপুর। "রাঘবপাণ্ডবীয়" প্রণেতা কবিরাজ নামক কবির প্রতিপালক। ৮ প্রায়শ্চিত্তপদ্ধতি নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণেতা।

৯ "সৎকৃত্য মুক্তাবলী"-প্রণেতা রঘুনাথের প্রতিপালক।

১০ "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি"-প্রণেতা হেমাদ্রির পিতা, ইহার পিতার নাম বাসুদেব, পিতামহের নাম বামন।

১১ জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিৎ।

১২ "কর্ম্মপ্রদীপিকা" "পারস্কর পদ্ধতি" "পারস্করগৃহ্যপরিশিষ্ট পদ্ধতি" প্রভৃতির গ্রন্থকার। ইহার পিতার নাম গোপাল।

কামদেব কবিবল্লভ, চণ্ডীর প্রাচীন টীকাকার।

কামদেবঘৃত (ক্লী) বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ঘৃতবিশেষ।

অশ্বগন্ধা ⁄২॥০ সের, গোক্ষুর ⁄৬।০ সের; শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, অশ্বত্থের শুঙ্গা, পদ্মবীজ, পুনর্ণবা, গাম্ভারীফল ও মাষবীজ প্রত্যেক ⁄১।০ সের; এই সকল দ্রব্য ৩৮৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, ১৬৪ সের জল থাকিতে ঐ জল ছাকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ কাথের সহিত কিস্‌মিস, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, তেজপত্র, নাগকেশর, আলকুশীবীজ, নীলশুঁদি, অনন্তমূল, শ্যামালতা এবং জীবনীয়গণোক্ত অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, বংশলোচন, শ্বেতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী ও মাষানী; ইহাদিগের প্রত্যেকের পরিমাণ ২ তোলা, মিস্‌রি ৮ তোলা, এবং পুঁড়ী ইক্ষুর রস ।৬ সের; একত্র যথারীতি পাক করিয়া এই ঘৃত প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঘৃত ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষত, কামলা, বাতরক্ত হলীমক, পাণ্ডু, বিবর্ণতা, স্বরভেদ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বক্ষোদাহ ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত।)

কামদেব মীমাংসকদীক্ষিত "প্রায়শ্চিত্ত পদ্ধতি" প্রণেতা।

কামদোহী [ন্] (ত্রি) কামং দোগ্ধি, কাম-দুহ-ণিনি। অভীষ্টপ্রদ, যাহা কিছু প্রার্থনা করিলেই যাহার নিকট পাওয়া যায়।

কামধর (পুং) কাম ইতি সংজ্ঞাং ধরতি, ধারয়তি বা, কাম-ধৃ-অচ্। কামরূপদেশীয় মৎস্যধ্বজ নামক পর্ব্বতস্থিত সরোবরবিশেষ। কালিকাপুরাণে এই সরোবর একটি তীর্থ বলিয়া বর্ণিত আছে। এখানে যথাবিধি স্নান ও এই জল পান করিলে, সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। (কালিকা পুং ৮১ অঃ।)

কামধেনু, ১ শম্ভুপ্রণীত একখানি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ। বাচস্পতি মিশ্রের "দ্বৈতনির্ণয়" গ্রন্থে ও চণ্ডেশ্বর, বর্দ্ধমান, রঘুনন্দন, কমলাকান্ত প্রভৃতির গ্রন্থে এবং স্মৃত্যর্থসারে ইহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

২ তন্ত্রবিশেষ।

৩ কাব্যকামধেনু নামক বৃহৎ অলঙ্কার গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার।

৪ একখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ। তিথিচূড়ামণি কামধেনু নামে প্রসিদ্ধ।

৫ মুহূর্ত্তচিন্তামণিগ্রন্থের টীকাবিশেষ।

৬ অনন্তপ্রণীত একখানি গণিত গ্রন্থের টীকার নাম কামধেনু।

কামধেনু (স্ত্রী) কাম প্রতিপাদিকা ধেনুঃ, মধ্যলোং। ১ গাভীবিশেষ, এই গাভীর নিকট ইচ্ছানুসারে কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে, তাহা পাওয়া যায়।

অগ্নিপুরাণে এই কামধেনু দান মহাপুণ্য কার্য্য বলিয়া বর্ণিত আছে। দান বিধিও তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যথা—"কার্ত্তিকমাসের শুক্ল একাদশীতে উপবাস করিয়া, ৪ দিন পর্য্যন্ত লক্ষ্মীসহ নারায়ণের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে পঞ্চমদিনে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া, শুক্লবস্ত্র, শুক্লমাল্য ও শুক্ল অনুলেপন ধারণ করিবে। দান ভূমি মৃগচর্ম্ম, তিলপ্রস্থ ও স্বর্ণাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া, সবৎসা কামধেনু তথায় আনয়ন করিতে হইবে। এই ধেনুর শৃঙ্গদ্বয় ও খুরসমূহ স্বর্ণ দ্বারা আবরিত করিয়া, সমস্তগাত্রে একখানি শুক্লবস্ত্র আচ্ছাদন দিবে। অনন্তর যথাবিধি মন্ত্রাদি দ্বারা গাভীর পূজা করিয়া, নারায়ণোদ্দেশে গাভী দান করিতে হইবে।"

২ দানের জন্য স্বর্ণনির্ম্মিত ধেনুবিশেষ।

দানসাগরে স্বর্ণনির্ম্মিত কামধেনুর দানবিধি লিখিত আছে। "শক্তি অনুসারে ৩ পলের অধিক হইতে সহস্রপল পর্য্যন্ত স্বর্ণদ্বারা সবৎসা কামধেনু প্রস্তুত করিয়া, রত্নদ্বারা বিভূষিত করিতে হয়। সহস্রপল সুবর্ণ উৎকৃষ্টবিধি, পাঁচশত পল মধ্যমবিধি, এবং আড়াইশত পল অধমবিধি ; নিতান্ত অসমর্থের জন্য তিনপলের অধিক স্বর্ণেরও বিধান আছে। তুলাপুরুষ কথিত সময়মধ্যে কোন দিন দানকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাহার পূর্ব্বদিন গুরু, পুরোহিত, যজমান ও জাপক চারিজনই হবিষ্যভোজনাদি করিয়া, নিবেদন ও সঙ্কল্প করিয়া রাখিবেন। অপরদিনে যজমান গোবিন্দাদির আরাধনা, মধুপর্ক দান ও ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি গ্রহণ করিবেন। গুরু, পুরোহিত ও জাপককে এইদিন উপবাস করিতে হইবে।' তৎপরদিনে অগ্নিস্থাপনাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক, পুরোহিত প্রধানবেদীর মধ্যস্থলে লিখিত চক্রের উপর কৃষ্ণ মৃগচর্ম্ম ও গুড়প্রস্থ যথাক্রমে স্থাপন করিয়া, তাহার উপর কৌষেয় বস্ত্রদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদিত সবৎসা ধেনু স্থাপন করিবেন। ধেনুর পার্শ্বদেশে আটটি পূর্ণকুম্ভ, অষ্টাদশ প্রকার ধান্য, নানাবিধ ফল, রত্ন, ইক্ষুদণ্ড, কাংসপাত্র, পট্টবস্ত্র, তাম্রনির্ম্মিত দোহনপাত্র, প্রদীপ, আতপত্র ও পাদুকাদ্বয় এবং ধেনুর সম্মুখভাগে মধুরাদি ৬ রস, হরিদ্রা, পুষ্পাদি বিবিধ পূজাদ্রব্য, জীরা, ধনে ও শর্করা স্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর মঙ্গলগীত বাদ্য ও স্তুতিপাঠ সহকারে যজ্ঞকুণ্ডের সমীপস্থ চারিটি কুম্ভের জলদ্বারা যজমানকে স্নান করাইতে হইবে। স্নানান্তে যজমান শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া, শুক্লমাল্য ও বিবিধ অলঙ্কারধারণপূর্ব্বক কুশহস্তে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া কামধেনুকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পূজা করিবেন এবং ঐ ধেনু গুরুকে প্রদান করিবেন। পরিশেষে গুরু, পুরোহিত ও জাপককে দক্ষিণাদান, এবং অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে অর্থদান করিয়া দান ব্রত সমাপন করিবেন। ৩ স্বর্গধেনু সুরভির দৌহিত্রী ধেনুবিশেষ। কালিকাপুরাণে ইহার উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—"গো সমূহের আদিপ্রসূতি সুরভি দক্ষের কন্যা ছিলেন ; প্রজাপতি কশ্যপ ঔরসে তাঁহার গর্ভে রোহিণীর জন্ম হয় ; এই রোহিণীই তপোনিধি শূরসেন নামক বসুর ঔরসে সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না কামধেনু প্রসব করিয়াছিলেন। ইহার বর্ণ শ্বেত, চতুর্ব্বেদ ইহার চতুষ্পদ স্বরূপ, এবং চারিটি স্তন দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রসূত হইয়া থাকে। শিববাহন বৃষ এই কামধেনু গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিল। যৌবনে কামধেনুর লাবণ্যশ্রী অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন কামুকবেতাল তাঁহাকে দেখিয়া কামাতুর হইয়া উঠে

এবং নিজেও বৃষ মূর্ত্তিধারণ করিয়া, তাঁহার সহিত সঙ্গত হয়। এই সঙ্গমফলেই একটি বিশালকায় বৃষ উৎপন্ন হইয়া, নিজের তপস্যাবলে মহাদেবের বাহনত্ব লাভ করিয়াছিল।"

(কালিকা পু° ৯১ অঃ।)

৪ কামধেনু কুলজাতা নন্দিনী বা শবলা নাম্নী বশিষ্ঠের ধেনুবিশেষ। এই ধেনুর জন্যই বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের ভয়ঙ্কর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই বিবাদের ফলেই বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়জাতি হইয়াও ব্রহ্মর্ষি হইবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে—কোন সময়ে রাজা বিশ্বামিত্র বহু সৈন্য ও অমাত্য পরিবার প্রভৃতির সহিত বশিষ্ঠ ঋষির নিকট আতিথ্য গ্রহণ করেন; বশিষ্ঠ ঐ কামধেনু হইতে যে সকল উত্তমোত্তম প্রচুর দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের সৎকার করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র রাজা হইলেও ঐ সকল দ্রব্যদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কামধেনু হইতে এইরূপ অসাধারণ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পাওয়া যায় দেখিয়া, শতসহস্র দুগ্ধবতী গাভীর বিনিময়ে তিনি ঐ ধেনুটি বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করেন; বশিষ্ঠ তাহাতে একেবারে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র কোনমতেই সেই গাভীর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন হরণ করিবার জন্য সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে, "বশিষ্ঠ কেন আমায় ত্যাগ করিলেন" ভাবিয়া নন্দিনী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বলে বহুসৈন্য বিনষ্ট করিয়া, বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন? নতুবা বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণ আমায় লইয়া যায় কেন?' বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, 'না, আমি তোমায় পরিত্যাগ করি নাই এবং কখন করিবও না। অতএব তুমি শত শত মহাবীর সৈন্য সৃষ্টি করিয়া, বিশ্বামিত্রকে পরাজিত কর।' বশিষ্ঠের আজ্ঞামাত্রেই নন্দিনী যোনিদেশ হইতে যবন, পুরীষ হইতে শক, এবং রোমকূপ হইতে ম্লেচ্ছ, হারীত ও কিরাত সৈন্যের সৃষ্টি করিয়া, বিশ্বামিত্রের সমুদায় সৈন্যের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ তাহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, (এককালে শতপুত্রই) বশিষ্ঠের প্রতি ধাবিত হইলেন। বশিষ্ঠ সক্রোধে একটিমাত্র হুঙ্কার দ্বারাই তাঁহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

এই অপমানের পর হইতেই বিশ্বামিত্র রাজশক্তি অপেক্ষা তপস্যাশক্তি অধিক ভাবিয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং সেই তপস্যার ফলেই তিনি ব্রহ্মর্ষির ন্যায় ক্ষমতাশালী হইয়া, ব্রহ্মর্ষি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (রামা° আ° ৫১ অঃ।)

৫ বোপদেব প্রণীত ধাতুপাঠ নামক পুস্তকের ব্যাখ্যা পুস্তকবিশেষ।

কামধেনুতন্ত্র (ক্লী) কামধেনুরিব সর্ব্বাভিষ্টপ্রদং তন্ত্রম্, মধ্যলো°। শিবপ্রোক্ত তন্ত্রবিশেষ।

কামধেন্বী, রামাৎ অথবা নিমাৎ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণববিশেষ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুস্থানী ভিক্ষু। কামধেনু নামে ভিক্ষাযন্ত্র ব্যবহার করায় ইহাদের কামধেন্বী নাম হইয়াছে। কামধেনুযন্ত্রটি একগাছি বাঁক্। ঐ বাঁকের দুই দিকে দুইগাছি শিকা থাকে, একদিকের শিকার গাভীর আকার, অপরদিকের শিকায় হনুমানের মূর্ত্তি; কামধেন্বীরা দুইবেলা এই যন্ত্রটীর পূজা ও আরতি করে।

কামধেন্বীরা ঐ যন্ত্রটি কাঁধে করিয়া ভিক্ষায় বাহির হয়, কাহারও দ্বারস্থ হয় না "ধনুর্দ্ধারী রাম" "ধনুর্দ্ধারী রাম" কেবল এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, গৃহীরা ঐ নাম শুনিয়া ইচ্ছানুসারে ঐ কামধেনু পাত্রে ভিক্ষা প্রদান করে।

কামধ্বংসী [ন্] (পুং) কামং কন্দর্পং ধ্বংসয়তি কাম-ধ্বন্স্ণিচ্ ণিনি। শিব।

কামন (ত্রি) কাময়তীতি কম-ণিঙ্ যুচ্। ১ কামুক।

(কামুকঃ কমিতা কম্রো ঽনুকঃ কাময়িতা ঽমিকঃ।

কামনঃ কমরো ঽভীকঃ। হেম ৩। ৮৮।)

২ (ভাবে যুচ্-ক্লী) অভিলাষ, ইচ্ছা।

কামনা (স্ত্রী) কামন-টাপ্। ইচ্ছা।

কামনাশক (পুং) কামং কন্দর্পং নাশয়তি, কাম নশ্-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ মহাদেব। ২ (ত্রি) কামশক্তিনাশক ঔষধাদি।

কামনীয়ক (ক্লী) কামনীয়স্য ভাবঃ, কমনীয়-বুঞ্। রমনীয়তা।

কামন্দকি (পুং) কমন্দকস্য অপত্যম্ পুমান্, কমন্দক ইঞ্। জনৈক নীতিশাস্ত্র প্রণেতা।

ঐ গ্রন্থ কামন্দকীয় নীতিসার নামে খ্যাত এবং ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাও মহাভারতের ন্যায় প্রাচীনকালে রচিত হয়। অতিপূর্ব্বকালে এই নীতিশাস্ত্রখানি বালি প্রভৃতি দ্বীপে নীত হয় ও সেখানে মহাভারতের ন্যায় কবিভাষায় অনুবাদিত হয়। কোন্ সময়ে ইহা যবদ্বীপে যায় তাহা নিরূপিত হয় নাই; কেহ কেহ অনুমান করেন, মহাভারত যে সময় ঐ দ্বীপে যায় তৎসমকালেই ইহা গিয়া থাকিবে। [মহাভারত দেখ।]

এই নীতিসারের চারিখানি টীকা পাওয়া যায়, একখানির নাম—উপাধ্যায়-নিরপেক্ষ, অপরগুলির মধ্যে একখানি আত্মারাম কৃত, একখানি জয়রাম কৃত ও অপরখানি বরদারাজ কৃত।

কামন্দকীয় (ক্লী) কামন্দকেরিদম্, কামন্দীক ছ (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪।২।১১৪।) কামন্দকি প্রণীত নীতিশাস্ত্রবিশেষ।

কামন্ধমী [ন্] (পুং) কামং যথেষ্টং ধমতি, কাম ধ্মা-ণিনি, বাহুলকাৎ ধমাদেশঃ, নিপাতনাৎ মুমি সাধুঃ। কাংস্যকার, কাঁসারি।

কামপতি (স্ত্রী) কামঃ পতির্যস্যাঃ, বিকল্পত্বাৎ ন ঙীষ্। ১ রতি। ২ (পুং) চন্দ্রবংশীয় পৃথুবংশধর একজন রাজপুত্র, ইনি পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াছিলেন। (সহ্যাদ্রি' খ ১।৩০।২১)

কামপত্নী (স্ত্রী) কামস্য পত্নী, ৬তৎ। রতি।

কামপাগলা (দেশজ) লম্পট।

কামপাল (পুং) কামান্ পালয়তি, কাম-পাল-অণ্। ১ বলদেব। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

"কামহা কামপালশ্চ কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ।" বিষ্ণুসং।)

৩ মহাদেব। ৪ চন্দ্রবংশীয় ইন্দুমণ্ডল রাজপুত্র, তৎপুত্র সলিল (সহ্যাদ্রি' ১।৩০।২১।) ৫ একবীরা দেবীভক্ত গৌতম কুলজ জয়পালবংশীয় একজন রাজা, তৎপুত্র হেম। (১।৩১। ১৬-১৭) ৬ কুমারিকাভক্ত চম্পক কুলজ দলরাজপুত্র, তৎপুত্র সুদর্শন। (১।৩১।৪৭)।

কামপীঠ (পুং, ক্লী) কূপাদির উপরিভাগে বদ্ধস্থান, কূপের পাড়।

কামপীড়িত (ত্রি) কামেন কন্দর্পপীড়য়া পীড়িতঃ, ৩তৎ। সঙ্গমেচ্ছুক।

কামপূর (ত্রি) কামং অভীষ্টং পূরয়তি, কাম-পূর-নিচ্ অণ্। ১ অভীষ্টপ্রদ। ২ পরমেশ্বর।

কামপ্র (ত্রি) কামং পিপর্ত্তি, কাম-পৃ-ক। অভীষ্টপ্রদ।

কামপ্রদ (পুং) কামং কামজরতিভেদং প্রদদাতি, কাম-প্র-দা-ক। ১ রতিবন্ধবিশেষ।

"যৌ পাদৌ স্কন্ধসংলগ্নৌ ক্ষিপ্তালিঙ্গঃ ভগে তথা।
কাময়েৎ কামুকঃ স্ত্রী ত্যাং বন্ধঃ কামপ্রদো হিসঃ॥"
(স্মরদীপিকা)।

২ কামানাং সর্ব্ব পুরুষার্থানাং প্রদঃ, ৬তৎ। বিষ্ণু। ৩ (ত্রি) অভীষ্টপ্রদ ব্যক্তি।

কামপ্রবেদন (ক্লী) কামস্য অভিলাষস্য প্রবেদনম্ আবিষ্করণম্, ৬তৎ। অভিলাষপ্রকাশ। সংস্কৃত ভাষায় এই অর্থে 'কচ্চিৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(কচ্চিৎ কামপ্রবেদনে। অমর।)

কামপ্রশ্ন (পুং) কামং যথেষ্টং প্রশ্নঃ। ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রশ্ন।

কামপ্রস্থ (পুং, ক্লী) কামস্য কামগিরেঃ প্রস্থঃ, ৬তৎ। অত্র আদিবর্ণ উদাত্তঃ (মালাদীনাঞ্চ। পা ৬।২।৮৮।) ১ কামগিরির সানুদেশ। ২ (পুং) নগরবিশেষ।

কামপ্রস্থীয় (ত্রি) কামপ্রস্থে ভবঃ, কামপ্রস্থ-ছ। কামগিরির সানুদেশজাত।

কামপ্রি (ত্রি) কামং পিপর্ত্তি, কাম-পৃ-কি। অভীষ্ট-পূরক।

কামফল (পুং) কামং যথেষ্টং ফলমস্য, বহুব্রী। মহারাজাম্র বৃক্ষ।

কামবদ্ধ (ত্রি) কামেন কন্দর্পপীড়য়া বদ্ধঃ, ৩তৎ। কন্দর্পপীড়ায় আবদ্ধ।

কামভক্ষ্য (ত্রি) কামং যথেষ্টং ভক্ষ্যং যস্য, বহুব্রী। ভোজন সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার না করিয়া, সকলপ্রকার বস্তুই যে ভোজন করে।

কামভাক্ [জ্] (ত্রি) কামং যথেষ্টং ভজতে, কাম-ভজ্-ণ্বি। ১ যথেচ্ছ ভোগকারক। ২ কামভোগকারক।

কামভোগ (পুং) কামস্য কামজরতের্ভোগঃ, ৬তৎ। ১ সম্ভোগ। ২ যথেষ্ট ভোগ।

কামম্ (অব্যয়) কম্-ণিঙ্-অম্। ১ অনুমতি। ২ যথেষ্ট। ৩ অধিক। ৪ অসূয়া। ৫ অকামানুমতি। ৬ স্বচ্ছন্দ। ৭ অনিষ্ট আগমনে স্বীকার। ৮ অনুগমন।

কামমঞ্জরী (স্ত্রী) দণ্ডিপ্রণীত দশকুমার চরিতের নায়িকাবিশেষ।

কামময় (ত্রি) কামস্য বিকারঃ, কাম-ময়ট্। (ময়ড়্বৈতয়োর্ভাষায়া মভক্ষ্যাচ্ছাদনয়োঃ। পা ৪।৩।১৪৩।) কামবিকার।

কামমর্দ্দন (পুং) কামং কন্দর্পং মর্দ্দয়তি, নাশয়তি, কাম-মৃদ্-ল্যু। মহাদেব।

কামমহ (পুং) কামস্য মহ উৎসবো যত্র, বহুব্রী। কামদেব উদ্দেশে উৎসবের দিন, চৈত্রীপূর্ণিমা এই উৎসবের নির্দ্দিষ্ট সময়।

কামমালী [ন্] (পুং) গণেশ।

কামমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ।]

কামমূঢ় (ত্রি) কামেন মূঢ়ঃ, ৩তৎ। কামপীড়ায় হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য।

কামমৃত (ত্রি) কামেন মৃতঃ মূর্চ্ছিতঃ, কাম-মৃ-ক্ত-ছান্দসত্বাৎ ইট্ অভাবঃ, উট্চ। ১ কামমূর্চ্ছিত। ২ অত্যন্ত কামপীড়িত।

কামমোহিত (ত্রি) কামেন কামজরত্যা মোহিতঃ, ৩তৎ। ১ কামপীড়ায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। ২ সুরতাসক্ত।

("মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।" রামায়ণ।)

কাময়মান (ত্রি) কাম-ণিঙ্-শানচ্। কামুক।

কাময়ান (ত্রি) কম-ণিঙ্-শানচ্-মুগভাব (আগমশাস্ত্রস্য অনিত্যত্বাৎ।) কামুক।

কাময়িতা [তৃ] (ত্রি) কাময়তে, কম-ণিচ্-তৃচ্। কামুক।

কামরস (পুং) কামঃ কামজরত্যাদিরেব রসঃ। সুরতাদি।
("নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া,
পরিধান ধুতি পড়িছে খসিয়া।" বিদ্যাসুন্দর।)

কামরসিক (ত্রি) কামে কামজরত্যাদৌ রসিকঃ সুনিপুণঃ। ৭তৎ। সুরতাদি বিষয়ে সুনিপুণ।

কামরাঙ্গা (দেশজ) অম্লফলবিশেষ। [কর্ম্মরঙ্গ দেখ।]

কামরাজ, ১ কালিকাভক্ত কৌণ্ডিন্য মুনিকুলোদ্ভব শ্রীধররাজ পুত্র, তৎপুত্র মাতুল। (সহ্যাদ্রি ১।৩১।৮৭।) ২ কৈবল্য-দীপিকা প্রণেতা হেমাদ্রির প্রতিপালক। ৩ গোপালচম্পূ প্রণেতা জীবরাজের পিতামহ। ইহার পুত্র ও জীবরাজের পিতার নাম ব্রজরাজ এবং ইহার পিতার নাম শ্যামরাজ।

কামরাজ দীক্ষিত, কাব্যেন্দুপ্রকাশ, শৃঙ্গারকলিকাকাব্য প্রভৃতি প্রণেতা।

কামরিপু (পুং) শরীরস্থ ছয়রিপু মধ্যে প্রথম রিপু, অভিলাষ ও স্ত্রীসম্ভোগাদি ইহার কার্য্য।

কামরূপ (ত্রিং) কামং মনোজ্ঞং রূপং যস্য, বহুব্রী। ১ মনোজ্ঞ রূপবিশিষ্ট। ২ ইচ্ছানুসারে বিবিধ রূপধারী।
("কামরূপঃ কামগর্ভঃ কামবীর্য্যো বিহঙ্গমঃ।"
মহাভারত গরুড় স্তুতি।)

কামরূপ, বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের একটি বিস্তৃত জেলা। এই জেলার উত্তর সীমা ভুটান, পূর্ব্বে দরঙ্গ ও নওগাঁ জেলা, দক্ষিণে খাশি গিরিমালা এবং পশ্চিমে গোয়ালপাড়া জেলা। অক্ষা° ২৫° ৪৪´ হইতে ২৬°৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৪০´ হইতে ৯২°১২´ পূঃ মধ্যে, ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপারে অবস্থিত। পরিমাণ ৩৮৫৭° ৬ বর্গমাইল। ইহার প্রধান সহর ও সদর গৌহাটী।

কামরূপ জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। এই স্থান অতিশয় উর্ব্বরা। ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী ভূমি নাবাল, বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়; এখানে ধান্য ও সরিষা অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়, শর, খাগড়া, বাঁশ প্রভৃতি স্বভাবতই বিস্তর জন্মে। ব্রহ্মপুত্রের তীর ছাড়াইয়া উত্তরে ভুটান ও দক্ষিণে খাসি পাহাড় পর্য্যন্ত জমি ক্রমশঃই উচ্চ ও সমতল। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে এই জেলার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, এক একটি দুই হাজার হইতে তিন হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। ঐ সকল পাহাড়ের পার্শ্বদেশে চাকরসাহেবদিগের চা-বাগান।

ব্রহ্মপুত্রই এখানকার প্রধান নদী। বিস্তরনদী ও উপনদী এই জেলায় ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উত্তর-দিক্ হইতে মানস, চাউলখোয়া, বরনদী ও দক্ষিণদিক্ হইতে কুলসী নদী আসিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

এই নদের মধ্যে চড়া পড়িয়া কত ক্ষুদ্র দ্বীপ উঠিতেছে, আবার ডুবিতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

এখানকার পাহাড় হইতে যে সকল ক্ষুদ্র নদী উঠিয়াছে, গ্রীষ্মকালে তাহার মধ্যে প্রায় জল থাকে না, কিন্তু অন্তঃসলিলা বহে।

এখানে নালা বা কৃত্রিম খাত নাই, তবে শস্য রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে সামান্য বাঁধ আছে।

এই ভূভাগের প্রায় ১৩০ বর্গমাইল বনজঙ্গল, এই বন হইতেও গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কুলসীনদীতীরস্থ বনবিভাগই প্রধান। যে যে বন হইতে খাজনা আদায় হয়, তন্মধ্যে বড়দ্বার, দিময়ুয়া, পন্তান, ময়রাপুর ও বরাইবৈ নামক বনই উল্লেখযোগ্য।

বনে শাল, শিশু, তুঁদ্, সুম, নাহর প্রভৃতি বৃক্ষ যথেষ্ট জন্মে। তাহাতে বেশ মূল্যবান্ কড়ি, বরগা ও তক্তা প্রস্তুত হয়। লালুঙ্গ, কাছারী, গারো, মিকির ও খাসি প্রভৃতি অসভ্য জাতিরাই বন হইতে লাক্ষা, মোম, তন্তু, গঁদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উত্তরাঞ্চলে ভুটান পাহাড়ের নিকট বিস্তৃত গোচারণ মাঠ আছে। এখানে নানাবিধ বৃক্ষ জন্মে*।

জীবজন্তু—হস্তী, গণ্ডার, নানাজাতীয় বাঘ, মহিষ, হরিণ, বন্যশূকর, নানাপ্রকার সর্প এবং নানাপ্রকার পক্ষী

* এখানকার যোগিনীতন্ত্রে এই সকল বৃক্ষাদির উল্লেখ আছে। যথা—
"ইঙ্গুদীফলবিম্বানি বদরামলকানি চ।
খর্জ্জুরং পনসঞ্চৈব তথা তালফলানি চ।
দাড়িমং কদলীঞ্চৈব ... ...
লকুচং মধুকং যুক্তং তথা পুগফলানি চ।
যস্য ফলং বিশালঞ্চ তস্য শাকং প্ররোহকম্।
বাস্তুকস্য চ শাকঞ্চ পালঙ্কস্য মম প্রিয়ে।
বিল্বয়ানি প্রিয়াণাঞ্চান্ তথা চ তিন্তিড়ীফলম্।
কুষ্মাণ্ডং পার্ব্বতীয়ঞ্চ তথা চারণসম্ভবম্।
কদলং বীজপুরঞ্চ রামঞ্চ পৌণ্ড্রকস্তথা।
সোমধান্যং বৃহদ্ধান্যং রক্তশালিকমেব চ।
রাজধান্যং ষষ্টিকঞ্চ দেবধান্যকস্তথা।
চণকং কোদ্রবঞ্চৈব ... ...
কারঞ্চ কৃষ্ণকাঞ্চ বর্ণঞ্চ মার্ত্তিকোদ্ভবম্।

দেখা যায়। এখানে মৎস্য নানাপ্রকার, তন্মধ্যে রুই, চিতল ও পিঠিয়া নামক মৎস্যই অধিক *।

পুরাতত্ত্ব।—কামরূপ অতি প্রাচীন জনপদ; মহাভারতের সময় এই স্থান কিরাতপতি ভগদত্তের অধীন ছিল এবং পরশুরামের লৌহিত্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত।

পুরাণ ও তন্ত্রে এই কামরূপ মহা পীঠস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"কামরূপং মহাতীর্থং কামাখ্যা তত্র তিষ্ঠতি।" গরুড় পু ৮১।১৬।

রাধাতন্ত্রে ২০ পটলে লিখিত আছে—

"কামরূপং মহেশানি ব্রহ্মণো মুখ মুচ্যতে।"

হে ভগবতি! এই কামরূপ ব্রহ্মার মুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডের (৭৯ অধ্যায়) মতে, এই স্থানে শুভঙ্কর লিঙ্গ আছে।

নীলতন্ত্র ও বৃহন্নীলতন্ত্রের মতে, এই মহাতীর্থে যোগনিদ্রা সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন।

এখন যেমন কামরূপ বলিলে কামরূপ জেলাকে বুঝায়, পূর্ব্বকালে কামরূপের ইহা অপেক্ষা বিস্তৃত আয়তন ছিল। কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে—

"কামরূপে চ গ্রামাণাং নবলক্ষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ৩৭ অঃ॥

বর্ত্তমান আসাম, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং রঙ্গপুর প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত ছিল। যোগিনীতন্ত্রে প্রাচীন কামরূপের চতুঃসীমা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াতু পশ্চিমে॥
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি॥
কামরূপ ইতিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥ *॥"

"ত্রিংশৎ যোজনবিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শতযোজনম্।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্॥
ঈশানে চৈব কেদারো বায়ব্যাং গজশাসনঃ।
দক্ষিণে সঙ্গমে দেবী লাক্ষায়াঃ ব্রহ্মরেতসঃ॥
ত্রিকোণমেব জানীহি সুরাসুরনমস্কৃতম্।"

করতোয়া হইতে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত ইহার উত্তরসীমায় কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়ানদী, পূর্ব্বসীমায় তীর্থশ্রেষ্ঠ দিক্ষুনদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ ও লাক্ষা নদীর সঙ্গমস্থল। এইরূপ সীমানির্দ্দেশ সমুদায় শাস্ত্রেরই অনুমোদিত।

এই সুরাসুরপূজিত কামরূপ ত্রিকোণাকার; ইহার দৈর্ঘ্য একশত যোজন এবং বিস্তার ৩০ ত্রিশ যোজন। কামরূপের ঈশানকোণে কেদার, বায়ুকোণে গজশাসন এবং দক্ষিণে ব্রহ্মরেতা ও লাক্ষার সঙ্গমস্থল।

কালিকাপুরাণেও লিখিত আছে।—

"করতোয়া সত্যগঙ্গা পূর্ব্বভাগাবধিশ্রিতা।
যাবল্ললিতকান্তাস্তি তাবদ্দেশং পুরং তদা॥"

কালিকাপুরাণ ৩৮। ১২১ অঃ

করতোয়া নামক সত্যগঙ্গা হইতে পূর্ব্বদিকে ললিতকান্তা পর্য্যন্ত এই পুর বিস্তৃত। (ললিতকান্তা দিক্করবাসিনীর নিকট)

কামরূপ বুরঞ্জির মতেও—ইহার উত্তরসীমা কঞ্জগিরি বা ভুটানের পার্ব্বত্য প্রদেশ, পূর্ব্বে মহাচীন বা চীনসাম্রাজ্য, দক্ষিণে লাক্ষা নদী (এই নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে পৃথক্ হইয়া বঙ্গদেশের সীমারূপে প্রবাহিত) ও পশ্চিমে করতোয়া নদী।

যোগিনীতন্ত্রের মতে, এই বিস্তৃত কামরূপ রাজ্য নব যোনি পীঠে বিভক্ত। যথা—

"উপযোনিশ্চ যোনিশ্চ উপপীঠঞ্চ পীঠকম্।
সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রহ্মপীঠং তদন্তরম্॥

* যোগিনীতন্ত্রের মতে—

"পণ্যানাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি বঙ্গানাং গ্রামবাসিনাম্।
যেন যাদৃগুপযোগ্যানি দ্রব্যাণি দেবি পয়োত্তম্।
মার্গং মাৎস্যং তথা ছাগং শালনং শাশকন্তথা।
মাহিষং বর্জ্জয়েন্মাংসং ক্ষীরং দধিঘৃতন্তুতঃ।
পক্ষিণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যে প্রযোজ্যা মমপ্রিয়ে।
হারিতঞ্চ ময়ূরঞ্চ নারকং বর্ত্তকন্তথা।
কপিলাশ্চৈব চাষশ্চ কাকবৃকুটকৌ শিরঃ।
বন্যকুক্কুটকৈব শরারিশ্চ কপোতকঃ।
বিল্বকঃ কুলিকশ্চৈব রক্তপুচ্ছশ্চ টিট্টিভঃ।
কৃষ্ণমৎস্যাজনশ্চৈব পত্তীণাঞ্চ বিশিষাতে।
চিত্রমৎস্যং রোহিতঞ্চ মহাশল্কঞ্চ রাজীবম্।"

যোগিনীত° ২। ৮ পটল।

* রঙ্গপুরের লোকদিগের বিশ্বাস দেবীগঞ্জের নিম্নভাগে প্রাচীন তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদীতে পাথরাজ নামে যে একটী ক্ষুদ্র নদী মিলিত হইয়াছে, উহাই করতোয়া নদীর প্রাচীন খাত এবং কামরূপের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। (Martin's Eastern India Vol. III. p. 361-63.) [করতোয়া দেখ।]

এদিকে বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে সদিয়ার নিকট কামরূপপুত্র নামে একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে, উহাও কামরূপের পূর্ব্বসীমাপরিচায়ক বলিতে হইবে। (Journey from upper Assam towards Hookhoom &c. by W. Griffith ; See Selection of papers regarding the Hill Tracts between Assam and Burma, p. 125.)

বিষ্ণুপীঠং মহাদেবি রুদ্রপীঠং তদন্তরম্।
নবযোনিরিতিখ্যাতা চতুর্দ্দিক্ষু সমন্ততঃ।"

এতদ্ব্যতীত যোগিনীতন্ত্রপাঠে আর কতকগুলি পীঠের নাম পাওয়া যায়*। যথা—সৌমারপীঠ, শ্রীপীঠ, রত্নপীঠ, ও কামপীঠ ইত্যাদি।

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সমস্ত উত্তরাংশের নাম সৌমার। যোগিনীতন্ত্রে এইরূপ চতুঃসীমা নির্দ্দিষ্ট আছে—

"পূর্ব্বে স্বর্ণনদীং যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে।
দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচলঃ॥
প্রস্তারে চৈব ব্যাসার্দ্ধং যোজনানাঞ্চ পঞ্চকম্।
অযুতত্রয়ঞ্চ ত্রিস্রোতঃ পঞ্চোত্তবং তথা দশ॥
ধর্ম্মপীঠং মহাপীঠং যত্র কামেশ্বরো হরঃ।
অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রং হংসপ্রপতনস্তথা॥
ব্রহ্মযূপস্তু যত্রৈব যত্র শ্বেতবটঃ স্থিতঃ।
কুরুক্ষেত্রস্তু তত্রৈব যত্র মায়াস্বনা নদী॥
অযোধ্যারণ্যকং পুণ্যং ধর্ম্মারণ্যং তথা পরম্
কচাস্ককং মহারণ্যং যত্র পাতালশঙ্করঃ॥
গণ্ডকীচ নদী পূর্ব্বে বিষ্ণুযূপশ্চ পশ্চিমে।
দক্ষিণে বৃষভং লিঙ্গং উত্তরে কদলীবনম্॥
এতন্মধ্যতমং পীঠং চাপাকারং মনোরমে।
অনাহতং তথা পদ্মং রক্তবর্ণং বিভাবয়েৎ॥
একাদশ শতায়ামং যোজনানাং তথা নব।
অশীত্যষ্টৌ চ প্রস্তারে ত্রিকোণং পীঠমুত্তমম্॥
প্রবরং পীঠকং তত্র পীঠঞ্চাশোকমেবচ।
সীতারাশ্চ মহাক্ষেত্রং অগস্ত্যস্যাশ্রমং তথা॥
হরস্য পরমং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রত্রয়মিদং প্রিয়ে।
মাধবারণ্যকং ক্ষেত্রং হরস্যারণ্যকং তথা॥
অরণ্যঞ্চৈব ভর্গস্য এতদারণ্যকং ত্রয়ম্।
উত্তরে ব্রহ্মক্ষেত্রঞ্চ দক্ষিণে সাগরাবধি॥
পূর্ব্বতোদয়কূটঞ্চ পশ্চিমং শ্রীপর্ব্বতং প্রিয়ে।
এতন্মধ্যতমং পীঠং পুণ্যাখ্যং নাম নামতঃ॥
পাদাৎ পাদান্তরং যাবন্মধ্য হস্তদ্বয়ান্তরম্।
শিবরাত্রৌ চ গমনং সৌরমাসেন মাসকম্॥
কামরূপং বিজানীয়াৎ ষট্‌কোণাস্রপ্রগর্ভকম্।
তৎপুণ্যং তৎসমং বেথং নবব্যূহং ত্রিমণ্ডলম্।
পর্ব্বতৈর্দশভির্যুক্তং বেদিমধ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥
মধ্যপীঠং মহাপীঠং যত্র কামেশ্বরো ভবেৎ।
তত্র পীঠে হি দেবেশি যত্র চম্পাবতী নদী।
কন্বাশ্রমং মহাক্ষেত্রং যত্র রুদ্রপদদ্বয়ম্॥
একাম্রকং পরং ক্ষেত্রং যত্র নাগাঙ্কশঙ্করঃ।
মানসং ক্ষেত্রকঞ্চৈব যত্র বিশ্বেশ্বরো হরঃ॥
নাটকারণকঞ্চৈব চম্পকারণ্যকস্তথা।
পিচ্ছিলা বা দক্ষিণতো গৌতমস্য মহাবনম্।"

যোগিনীতন্ত্র ২।১ পটল।

হে দেবেশ্বরি! ত্রেতাযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সত্যযুগে উড্ডয়নশীল পূর্ণশৈলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তৎপরে দ্বাপরযুগে জালশৈল এবং কলিযুগে কলি পাপবিনাশের জন্য কামাখ্য পর্ব্বতের আবির্ভাব হইয়াছে। হে মহেশ্বরি! প্রত্যেক বর্ষেই তোমার পীঠ, উপপীঠ, তিন তিনটি মহাক্ষেত্র ও তিন

---

* কামরূপে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীঠ ও উপপীঠ আছে, যথা—

"উড্ডীয়ানস্য দেবেশি প্রাদুর্ভাবঃ কৃতে যুগে।
পূর্ণশৈলস্য সম্ভূতিস্ত্রেতাযুগমুখেঽভবৎ॥
দ্বাপরে জালশৈলস্য কামাখ্যস্য কলৌ যুগে।
ঘোরস্য কলিপাপস্য বিনাশায় মহেশ্বরি॥
প্রতিবর্ষে তব পীঠমুপপীঠং যুগং যুগম্।
ত্রয়ং ত্রয়ং মহাক্ষেত্রং পুণ্যারণ্যং ত্রয়ং ত্রয়ম্॥
প্রতি পীঠে মহাদেবঃ প্রতি পীঠে চতুর্ভুজঃ।
প্রতি পীঠে স্থিতা গঙ্গা পার্ব্বতী প্রতিপীঠকে॥
প্রতি পীঠং প্রতিক্ষেত্রং পুণ্যারণ্যাস্তু পীঠকে।
কলৌ গৃহাৎ সুদূরেচ তীর্থবুদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
কিন্তু তীর্থানি বৈ সন্তি ভাবনাসিদ্ধি রিষ্যতে।
প্রতি পীঠে পৃথগধর্ম্ম আচারশ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
দেশে দেশে কুলাচারো মহস্তব্যানি হেতুভিঃ।
পৃথক্ পূজা পৃথক্ মন্ত্রো মন্ত্রোচ তীরপীঠকম্॥
ভদ্রপীঠং দাক্ষিণাত্যে মধ্যদেশস্য পার্ব্বতি।
জালন্ধরস্তু পাশ্চাত্যে পূর্ণপীঠস্তু পূর্ব্বতঃ॥
ঐশান্যাং পূর্ব্বভাগেচ কামরূপং বিজানীহি।
জালন্ধরস্তু বায়ব্যে কোল্লাপুরস্তু উত্তরে॥
ঈশানে চৈব বিহারং মহেন্দ্র উত্তরে কিয়ৎ।
শ্রীহট্টমপি পূর্ব্বে চ উপপীঠানাথো শৃণু॥
নৌকাযানেন দেবেশি অষ্টষষ্টিস্তু যোজনৈঃ।
প্রস্তারে ওড্রপীঠস্তু আয়ামেত্তি গুণং ভবেৎ॥
শকটাকারকং পীঠং চতুষ্কোণং সপীঠকম্।
চতুর্দ্দারসমাযুক্তং বায়ুবিম্বেন চিহ্নিতম্॥
তীর্থকোটিদ্বয়যুতং সিদ্ধুভদ্রকপীঠকম্।
যত্র সোমেশ্বরং লিঙ্গমাদিপীঠং তথাপরম্॥
কামধেনুশ্চ যত্রৈব যত্র চক্রেশ্বরো হরঃ।
ক্ষেত্রং বিরজসংজ্ঞঞ্চ একাম্রং তদনন্তরম্॥
ভাস্করস্তু মহাক্ষেত্রং যত্র মাতঙ্গশঙ্করঃ।
কুশস্থলী মহাপুণ্যা দন্তকস্য বনস্তথা॥
সুমন্তশ্চ তথারণ্যং শিবযূপশ্চ পর্ব্বতঃ।
পশ্চিমে ধেনুকারণ্যে উত্তরে তু গয়াশিরঃ॥
দক্ষিণে চন্দ্রভাগাচ ওড্রপীঠং বরাননে।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণমায়ামে শতযোজনম্॥
যত্র কামেশ্বরী দেবী যোনিমুদ্রাস্বরূপিণী।
ভূগোলপীঠকং নাম যত্র বৈ গোলোকেশ্বরঃ॥

অষ্টকোণঞ্চ সৌমারং যত্র দিক্করবাসিনী।
তস্মিন্ বসতি সা দেবী জ্ঞানাৎ ধ্যানাত্তবোঽপি বা॥
তেঽপি দেব্যাঃ প্রসাদেন স্থিতিং গচ্ছন্তি নান্যথা।
অতোঽদয়ো নবং পীঠং সৌমারাভ্যাং তু কথ্যতে॥
বসত্যজয়ং প্রত্যক্ষং যত্র দিক্করবাসিনী।
দিক্করস্য চ বায়ব্যে নীলপীঠং সুদুর্লভম্॥

তিনটি মহারণ্য বিরাজিত আছে এবং ঐ প্রত্যেক পীঠেই মহাদেব, চতুর্ভুজ বিষ্ণু, গঙ্গা ও পার্ব্বতীর অধিষ্ঠান। প্রত্যেক পীঠ ও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক একটি পুণ্যারণ্য অবস্থিত।

কলিকালে গৃহের দূরবর্ত্তী দেশমাত্রেই তীর্থবুদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে ভাবনাসিদ্ধি হয়, তাহাই তীর্থ বলিয়া অভিহিত। প্রত্যেক পীঠে ধর্ম্ম ও আচার পৃথক্ পৃথক্। দেশভেদানুসারে কুলাচারও পৃথক্। এজন্য প্রত্যেক পীঠের পূজা ও মন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে। হে পার্ব্বতি! মর্ত্ত্য ভূমিতে তীরপীঠ, দাক্ষিণাত্য দেশে ভদ্রপীঠ, পাশ্চাত্য দেশে জালন্ধর, পূর্ব্বদিকে পূর্ণপীঠ।

ঈশানে ও পূর্ব্বভাগে কামরূপ। ইহার বায়ুকোণে জালন্ধর, উত্তরে কোল্লাপুর, মহেন্দ্রের কিঞ্চিৎ উত্তরে ঈশানদিকে বিহার এবং পূর্ব্বে শ্রীহট্ট। হে দেবেশ্বরি! অতঃপর উপপীঠের বিবরণ শ্রবণ কর—ওড্রপীঠ ৬৮ যোজন বিস্তৃত। শকটাকার পীঠ চতুষ্কোণ, চারিটি দ্বারযুক্ত এবং বায়ুবিম্ব চিহ্নিত। সিন্ধুভদ্রক পীঠে দুই কোটি তীর্থ আছে এবং এই স্থানে সোমেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত আছে। বিরজ নামক ক্ষেত্র ও একাম্র-ক্ষেত্রে কামশম্ভু ও চক্রেশ্বর শিবের অবস্থান। ভাস্কর নামক মহাক্ষেত্রে মাতঙ্গ নামক মহাদেব, পবিত্র কুশস্থলী, দস্তকবন ও সুমন্তবন। এই ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে শিবস্তূপ, পশ্চিমে ধেনুকারণ্য, উত্তরে গয়াশিরঃ এবং দক্ষিণে চন্দ্রভাগা ও ওড্রপীঠ। হে বরাননে! ইহার দৈর্ঘ্য শতযোজন এবং বিস্তার ত্রিশ যোজন। যেখানে যোনিমুদ্রারূপিণী কামেশ্বরী দেবী অবস্থিত আছেন এবং যেখানে ভূগোলপীঠ, গোলোকেশ্বর, ধর্ম্মপীঠ, মহাপীঠ, কামেশ্বর শিব, অবিমুক্ত ও হংসপ্রপতন ক্ষেত্র, ব্রহ্মস্তূপ, শ্বেতবট, কুরুক্ষেত্র, যমুনা নদী, পবিত্র অযোধ্যারণ্য, ধর্ম্মারণ্য, কচাস্বক নামক মহারণ্য ও পাতালশঙ্কর অবস্থিত রহিয়াছেন; যাহার পূর্ব্বে গণ্ডকী নদী, পশ্চিমে বিষ্ণুস্তূপ, দক্ষিণে বৃষভলিঙ্গ ও উত্তরে কদলীবন, সেই মধ্যবর্ত্তী ধনুকাকার পীঠ, পদ্ম ও রক্তবর্ণ। এই পীঠ ত্রিকোণাকার এবং ইহার দৈর্ঘ্য ১০৯ যোজন ও বিস্তার ৮৮ যোজন। এই পীঠস্থলেও মহাদেবের ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রত্রয় এবং মাধবারণ্য, মহাদেবের অরণ্য ও ভার্গের অরণ্য এই অরণ্যত্রয় বর্ত্তমান আছে। এই পীঠের উত্তরে ব্রহ্মক্ষেত্র, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে উদয়কূট এবং পশ্চিমে শ্রীপর্ব্বত। ইহারই মধ্যবর্ত্তী পীঠের নাম পুণ্যপীঠ। কামরূপের মধ্যস্থলে ষট্‌কোণ, নবব্যূহ ও ত্রিমণ্ডলযুক্ত পবিত্রতম এক বেদী আছে এবং এখানে দশটি পর্ব্বত অবস্থিত রহিয়াছে। মধ্যপীঠ নামক মহাপীঠস্থলে কামেশ্বর নামক মহাদেব এবং চম্পাবতী নদী। কন্যাশ্রম নামক মহাক্ষেত্রে রুদ্রদেবের পদদ্বয়। একাম্রক্ষেত্রে নাগাঙ্কশঙ্কর। মানসক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর, নাটিকারণ্য ও চম্পকারণ্য। গৌতমের দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা ও মহাবন।

যত্র কামেশ্বরীদেবী যোনিমুদ্রাস্বরূপিণী।
পারিজাতং মহাক্ষেত্রং যত্রাদিত্যস্য শঙ্করঃ॥
কৌবেরস্য পুরং ক্ষেত্রং তথা চামরকণ্টকম্।
আরণ্যমাশ্বিনঞ্চৈব গৌতমারণ্যকং শিবম্॥"

পূর্ব্বে স্বর্ণনদী (বর্ত্তমান সুবর্ণশ্রী) পশ্চিমে করতোয়া, দক্ষিণে মন্দশৈল এবং উত্তরে বিহগাচল এই চতুঃসীমার মধ্যে সৌমার।

অষ্টকোণ সৌমার ও দিক্করবাসিনীস্থলে মহাদেবী অবস্থান করেন এবং ঐ সকল স্থলে দেবীর অনুগ্রহে পীঠাদিও অবস্থিত আছে। অতঃপর নয়টি পীঠের বিষয় কথিত হইতেছে। দিক্করবাসিনীতে অজয় নামক প্রত্যক্ষ পীঠ এবং দিক্করের বায়ুকোণে দুর্লভ নীলপীঠ, এই স্থানে যোনিমুদ্রারূপিণী কামেশ্বরীদেবীর অবস্থান। আদিত্যশঙ্করের অবস্থিতি স্থলের নাম মহাক্ষেত্র পারিজাত এবং অপরাপর পীঠের নাম কৌবেরপুর, অমরকণ্টক, আরণ্য, আশ্বিন, গৌতমারণ্য ও শিবনাথের অরণ্য।

সৌমারের অংশবিশেষের নাম সৌমারপীঠ, আসামের উত্তর-পূর্ব্বভাগে অবস্থিত, যোগিনীতন্ত্রে ইহার চতুঃসীমা এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

"অরণ্যং শিবনাথস্য শৃণু পীঠাবধিপ্রিয়ে।
পূর্ব্বে সৌরশিলারণ্যং পশ্চিমে স্বর্ণদী শুভা॥
দক্ষিণে ব্রহ্মযূপস্তু উত্তরে মানসং সরঃ।
এতন্মধ্যগতং পীঠং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥
সৌমারাখ্যং মহাপীঠং ষট্‌কোণঞ্চ ত্রিমণ্ডলম্।
সহস্রযোজনব্যামং হয়তাম্রঞ্চ পঞ্চমম্॥"

যোগিনীতন্ত্রে ২।১।

হে প্রিয়ে! এই শিবনাথের অরণ্যের চতুঃসীমা নির্দ্দেশ শ্রবণ কর। পূর্ব্বদিকে সৌরশিলারণ্য, পশ্চিমে স্বর্ণদী, দক্ষিণে ব্রহ্মযূপ ও উত্তরে মানস সরোবর। ইহারই মধ্যস্থলে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ ষট্‌কোণ ও ত্রিমণ্ডল সৌমার নামক মহাপীঠ। এই পীঠের পরিমাণ সহস্রযোজন ব্যাম, পঞ্চম হয়তাম্র নামেও এই পীঠ অভিহিত হয়।

আসাম বুরঞ্জির মতে ভৈরবী হইতে দিকরাই নদী পর্য্যন্ত সৌমার পীঠ।

শ্রীপীঠের চতুঃসীমা এইরূপ,—

"বারাহী প্রথমং পীঠং দ্বিতীয়ং কোলপীঠকম্।
কুমারক্ষেত্রং প্রথমং দ্বিতীয়ং নন্দনাহ্বয়ম্॥
তৃতীয়ং শাশ্বতীক্ষেত্রং মাতঙ্গং প্রথমং বনম্।
সিদ্ধারণ্যং দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং বিপুলং বনম্॥

কোটিকোটিযুতং লিঙ্গং কোটি কোটি গণৈর্যুতম্।
পঞ্চতীর্থং ভবেৎ পূর্ব্বে পশ্চিমে ধনদা নদী॥
পত্রাখ্যা দক্ষিণে চৈব উত্তরে কুরুবকাবনম্।
এতন্মধ্যগতং দেবী শ্রীপীঠং নাম নামতঃ॥"

যোগিনীতন্ত্র ২। ১ পটল।

প্রথম পীঠের নাম বারাহী, দ্বিতীয় কোলপীঠ। প্রথম ক্ষেত্রের নাম কুমারক্ষেত্র, দ্বিতীয়ের নাম নন্দন এবং তৃতীয়ের নাম শাশ্বতীক্ষেত্র। প্রথম বনের নাম মাতঙ্গ, দ্বিতীয়ের নাম সিদ্ধারণ্য, তৃতীয়ের নাম বিপুলবন; এই বন কোটি কোটি লিঙ্গযুক্ত এবং কোটি কোটি গণাধিষ্ঠিত। পূর্ব্বসীমায় পঞ্চতীর্থ, পশ্চিমে ধনদা নদী, দক্ষিণে পত্রা ও উত্তরে কুরুবকা বন, ইহারই মধ্যস্থলে শ্রীপীঠ অবস্থিত।

রত্নপীঠের বর্ত্তমান নাম কোচবিহার। সম্ভবতঃ কমতেশ্বরী-দেবী এই স্থানে অধিষ্ঠান করিতেন বলিয়া ইহা রত্নপীঠ নামে অভিহিত হইত। আসাম বুরঞ্জির মতে স্বর্ণকোষী নদী হইতে রূপিকা নদী পর্য্যন্ত রত্নপীঠ। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

"রত্নপীঠে তু ষড়্ হস্তং লৌহিত্যা চৈব উত্তরে॥"

কামপীঠ।—আসাম বুরঞ্জির মতে করতোয়া ও স্বর্ণকোষী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান কামপীঠ। কিন্তু যোগিনীতন্ত্রে কাম-পীঠের অপর নাম যোনিপীঠ উক্ত আছে। যোনিপীঠের বর্ত্তমান নাম কামাখ্যা, কামগিরির উপর অবস্থিত বলিয়া কামপীঠ নাম হইয়া থাকিবে। যথা—

"যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।"

তন্ত্রচূড়ামণি—পীঠমালা।

[কামাখ্যা দেখ।] এই কামাখ্যার কিছু দূরে যোগিনী-তন্ত্রোক্ত উগ্রপীঠ ও ব্রহ্মপীঠ। যথা—

"ব্রহ্মমুখাশ্রয়ং পীঠং উগ্রতারাধিদৈবতম্।
তৎ পীঠং বিবিধং প্রোক্তং গুপ্তং ব্যক্তং মহেশ্বরি॥
মনোভবগুহাবহ্নৌ দেবীশিখরমুন্নতম্।
তন্মহোগ্রমিতি খ্যাতং পীঠং পরমং দুর্লভম্॥
সিদ্ধিকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী।
নিবসেত্তত্র যা কালী ঘোরদৈত্যবিনাশিনী॥"

যোগিনীতন্ত্রে ১।১১।

বুরঞ্জিতে স্বর্ণপীঠ নামক একটি পীঠের উল্লেখ আছে, কিন্তু কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে এই স্বর্ণপীঠের উল্লেখ নাই। কালিদাসের রঘুবংশে ইহাই "হেমপীঠ" নামে উক্ত হইয়াছে।

"তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডলবিক্রমম্।
ভেজে ভিন্নকটৈর্নাগৈরন্যানুপরুরোধ যৈঃ॥ ৮৩
কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্।
রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ্চ পাদয়োঃ॥" ৮৪

রঘু ৪র্থ সর্গ।

তখন কামরূপেশ্বর অন্য ভূপালগণের আক্রমণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রভিন্নগণ্ড হস্তিসকল লইয়া ইন্দ্রবিজয়ী রঘুর শরণাপন্ন হইলেন এবং সেই স্বর্ণপীঠের অধিদেবতা স্বরূপ তাঁহার চরণকমলে রত্নরূপ পুষ্পোপহার প্রদান করিলেন।

আসাম বুরঞ্জির মতে রূপিকা বা রূপহী নদী হইতে ভৈরবী বা ভরলী নদী পর্য্যন্ত স্বর্ণপীঠ।

নামকরণ।—কালিকাপুরাণের মতে, কামদেব মহা-দেবের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইবার পর, এই স্থানেই মহা-দেবের কৃপায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার নাম কামরূপ। [কালিকাপুরাণ ৫১ অঃ দেখ।] পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই স্থানে থাকিয়া নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ হয়।

"অত্রৈবহি স্থিতো ব্রহ্মা প্রতিনক্ষত্রং সসর্জ্জহ।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা॥"

কালিকাপু° ৩৭ অঃ।

তীর্থবিবরণ।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কামরূপ অতি প্রাচীন তীর্থ। কালিকাপুরাণে এসম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

"পূর্ব্বকালে মহাপীঠ কামরূপের নদীতে স্নান, তাহার জলপান এবং তথাকার দেবতা পূজা করিয়া অনেক লোকই স্বর্গে যাইতে লাগিল এবং কেহ বা নির্ব্বাণ মুক্তি ও কেহবা শিবত্ব প্রাপ্ত হইল। পার্ব্বতীভয়ে যমরাজ ঐ সকল লোক মধ্যে কাহাকেও স্বর্গগমনে নিষেধ করিতে বা নিজ ভবনে লইয়া যাইতে পারিলেন না। প্রথমতঃ অনেকবার তিনি যমদূত পাঠাইয়া দেখিলেন, শিবদূতেরা যমদূতদিগকে তাহাদের নিকট যাইতে দেয় না। সুতরাং যমরাজের কর্ত্তব্যকার্য্য একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি বিধাতার নিকটে গিয়া বলিলেন যে, হে বিধাতঃ! মনুষ্যগণ কামরূপে স্নান, তথাকার জলপান ও দেবপূজাদি করিয়া, মৃত্যুর পর সকলেই কামাখ্যাদেবীর বা শিবের পার্শ্বচর হই-তেছে। আমার সেখানে অধিকার না থাকায়, তাহাদিগকে কোনক্রমেই বাধা দিতে পারি না, কাজেই আমার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, এখন এসম্বন্ধে কোন উচিত উপায় অবলম্বন করিবার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। পিতামহ ব্রহ্মা যমের এই সকল কথা শুনিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর নিকট যাইলেন এবং যমের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি অবিকল

তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণুও ঐ সকল কথা শুনিয়া তাঁহাদের উত্তরকে সঙ্গে লইয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাদেব পরম সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন বিষ্ণু তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'এই কামরূপ সমুদায় দেবতা, সকল তীর্থ ও সকল ক্ষেত্র দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই, সুতরাং এই পীঠে মৃত্যু হইলে সকলেরই স্বর্গলাভ বা আপনাদের পার্শ্বচরত্ব লাভ হইতেছে। ঐ সকল লোকদিগের উপর যমরাজের কোনই অধিকার নাই; যমের ভয় ব্যতীত এই পীঠের নিয়মও বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে যমের অধিকার পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার কোন উপায় করিতে হইতেছে।'

মহাদেব বিষ্ণুবাক্য পালন করিতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। পরে স্বগণসহ কামরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামরূপে আসিয়াই তিনি দেবী উগ্রতারাকে ও স্বগণকে বলিলেন, 'সত্বর এই কামরূপ হইতে লোক সকল দূর করিয়া দাও।'

শিব-আজ্ঞামাত্রই মহাদেবী উগ্রতারা ও গণসমূহ সমুদায় লোক বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা কামরূপস্থ অন্যান্য সমুদায় লোক দূরীভূত করিয়া বশিষ্ঠকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে বশিষ্ঠ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উগ্রতারাকে অভিশাপ দিলেন, 'হে বামে! আমি মুনি, তথাপি তুমি যে আমায় তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছ, এইজন্য তুমি মাতৃগণসহ বাম অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ ভাবে পূজিত হইবে। তোমার প্রমথগণ মদমত্ত চিত্তে ম্লেচ্ছের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এজন্য তাহারা ম্লেচ্ছরূপে এই কামরূপে বাস করিবে। আমি শম দম গুণবিশিষ্ট, বেদপারগ ও তপোনিরত মুনি, তথাপি মহাদেবও যে আমায় ম্লেচ্ছের ন্যায় বিবেচনাশূন্য হইয়া তাড়াইতে বলিয়াছেন, তজ্জন্য তিনিও ম্লেচ্ছের ন্যায় ভস্ম ও অস্থি ধারণ করিয়া এই কামরূপে অবস্থিতি করিবেন। আর এই কামরূপক্ষেত্র অদ্যাবধি ম্লেচ্ছপরিবৃত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত স্বয়ং বিষ্ণু এখানে না আসিবেন, ততদিন ইহা ঐ ভাবেই থাকিবে কামরূপের মাহাত্ম্যপ্রকাশক তন্ত্র সকল বিরল হইয়া যাউক। তবে যে সকল পণ্ডিত বিরল প্রচার কামরূপতন্ত্র অবগত হইতে পারিবেন, তাহারা যথাকালে সম্পূর্ণ ফলও প্রাপ্ত হইবেন।'

বশিষ্ঠ এই অভিশাপ দিয়া অন্তর্হিত হইবামাত্রই কামরূপপীঠের প্রমথগণ ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিল, উগ্রতারা বামা হইলেন, মহাদেব ম্লেচ্ছরত হইলেন, কামরূপমাহাত্ম্যপ্রকাশক তন্ত্র সকল বিরলপ্রচার হইল; সুতরাং ক্ষণকাল মধ্যে কামরূপ বেদমন্ত্রহীন ও চতুর্ব্বর্ণশূন্য হইয়া উঠিল।

তৎপরে কামরূপপীঠে বিষ্ণুর আগমন হইল, তাহাতে কামরূপ শাপমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইলেও দেবতা ও মনুষ্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাহার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিলেন না। এই সময়ে ব্রহ্মা সমুদায় কুণ্ড ও নদী গোপন করিবার জন্য শান্তনুপত্নী অমোঘার গর্ভে একটি জলময় পুত্র উৎপাদন করিলেন, সেই পুত্রকে পরশুরাম * দ্বারা অব্যগ্রভাবে অবতারিত করিয়া, সমুদায় কামরূপ জলপ্লাবিত করিলেন; সুতরাং অন্যান্য তীর্থসমূহ গুপ্ত হইয়া গেল।

যাঁহারা অন্য কোন তীর্থের বিষয় অবগত না হইয়া, কেবল ব্রহ্মপুত্রেরই অস্তিত্ব জানিয়া তাহাতে স্নান করেন, তাঁহাদিগের কেবলমাত্র ব্রহ্মপুত্রে স্নান জন্য ফলপ্রাপ্তি হয়। আর যাঁহারা ঐ ব্রহ্মপুত্রে সমুদায় তীর্থেরই গুপ্তভাব অবগত আছেন, ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলেই তাঁহাদের সমুদায় তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয়।" (কালিকা পু° ৮১ অঃ।)

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয় যে এক সময়ে কামরূপে বিস্তর তীর্থ ছিল। বাস্তবিক এখনও কামরূপের নানাস্থান পর্য্যটন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কামরূপের অনেক তীর্থ, অনেক পবিত্র স্থান ব্রহ্মপুত্র গর্ভে অবস্থিত রহিয়াছে। যেন ব্রহ্মপুত্র কামরূপের প্রাচীন গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল গ্রাস করিয়াছে! যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

"দেবীক্ষেত্রং কামরূপং বিদ্যতেঽন্যং ন তৎসমম্।
অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে॥"

কামরূপ দেবীক্ষেত্র, এমন স্থান আর নাই। অন্যত্র দেবীর দর্শনলাভ সুকঠিন, কিন্তু কামরূপের ঘরে ঘরে দেবী বিরাজ করিতেছেন।

যোগিনী তন্ত্রপাঠেও কামরূপ তীর্থের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।—মহাপীঠ কামরূপ অতি গুহ্যতীর্থ, এখানে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত নিরন্তই অবস্থান করেন। এই পীঠে শতনদী ও কোটি লিঙ্গ অবস্থিত আছে। বায়ুকূটের শেষ সীমায় ধনুর্হস্ত পরিমিত বায়ুরূপী চন্দ্রের অবস্থান। বায়ুগিরির পূর্ব্বদিকে চন্দ্রকূট শৈল, মধ্যভাগে গোদন্ত ও

* বর্ত্তমান আসামের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তবাসীগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে, পরশুরাম আপন কুঠার দ্বারা যে স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্রের অবতরণ করেন, অদ্যাপি সেই স্থানের নাম 'ঋষিকুঠার'; উহা একটি পবিত্র তীর্থ, সদিয়ার উত্তরপূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট অবস্থিত।
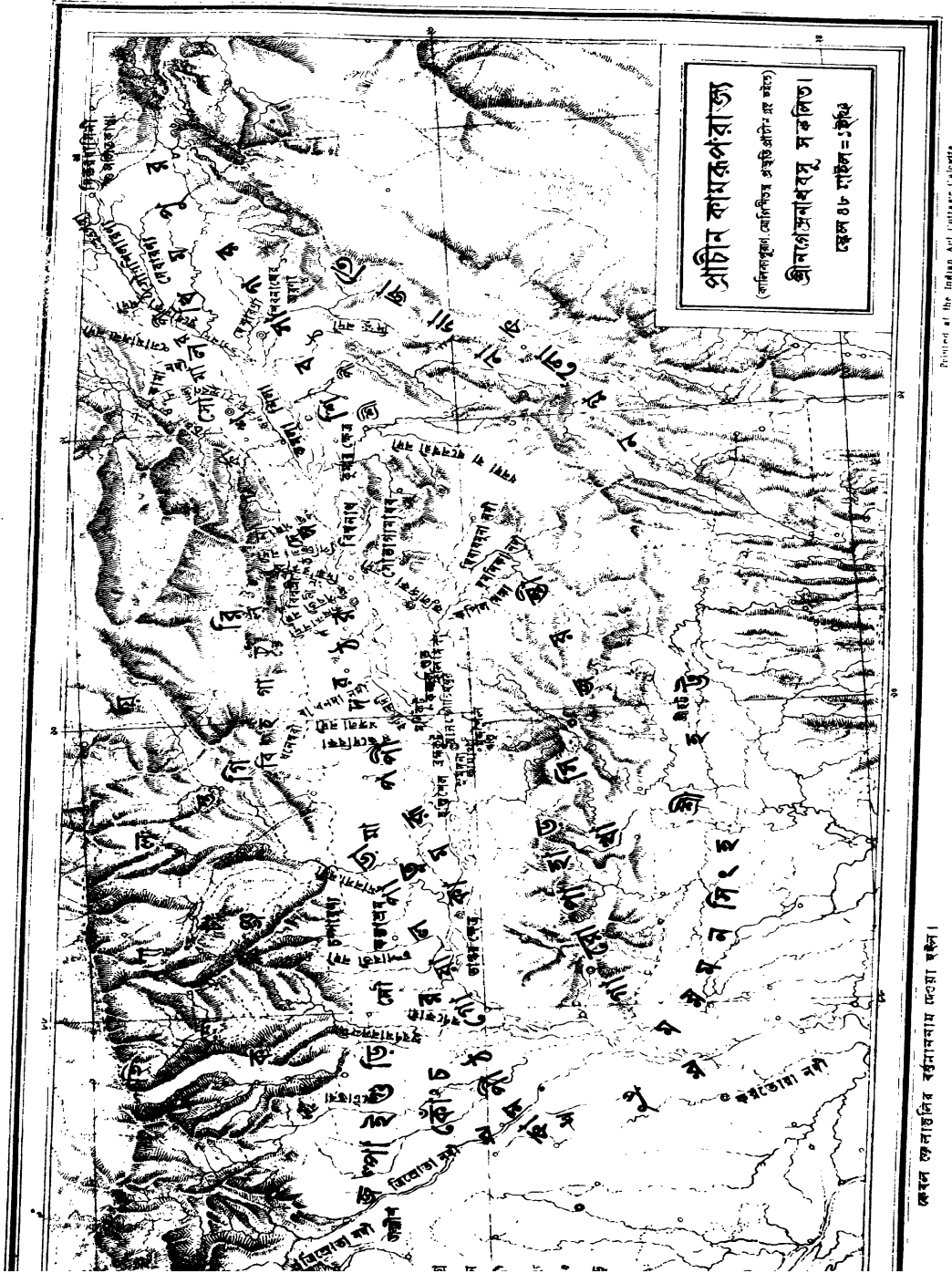
কেবল জেলাগুলির বর্ত্তমাননাম দেওয়া হইল।

Printed at the Indian Art Cottage, Calcutta.

Printed at the Indian Art Cottage, Calcutta.
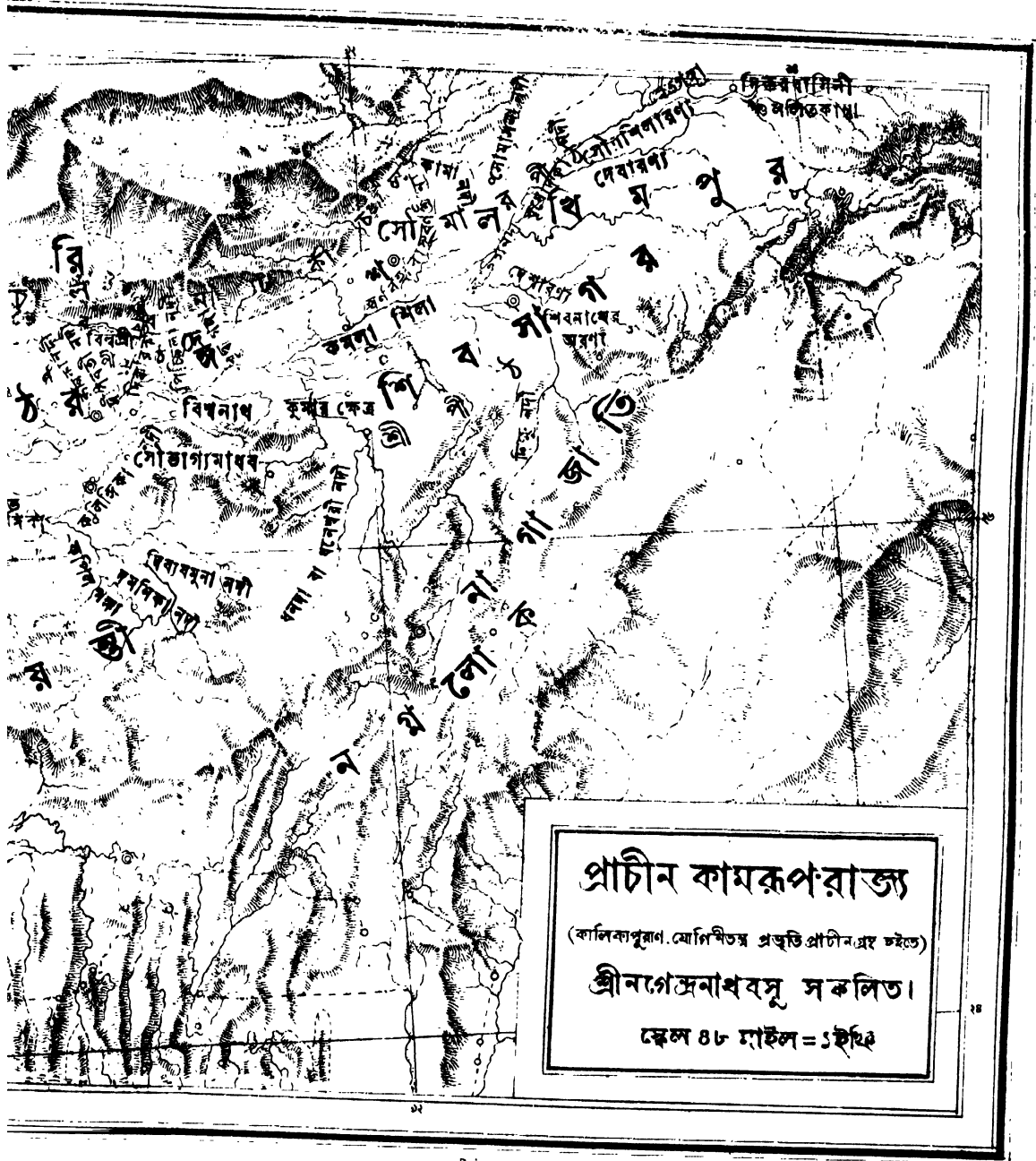
চন্দ্রশৈলের মধ্যস্থলে ইন্দ্রশৈলের কিঞ্চিৎ দক্ষি শৈলের কিঞ্চিৎ উত্তরে চন্দ্রকুণ্ড নামক সরোবর। এই সরোবরের দক্ষিণদিক্‌ভাগে চারি ধনু পরিমিত মানসতীর্থ। মানসের দক্ষিণদিকে ২৮ ধনু পরিমিত অমৃততীর্থ। তাহার দক্ষিণভাগে দশ ধনু পরিমিত ঋণমোচন নামক সরোবর। অশ্বক্রান্ত পর্ব্বতের দক্ষিণ ও অগ্নিকোণাংশে অশ্বক্রান্তা নামক সরোবর। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব সর্ব্বদাই অবস্থান করেন। চন্দ্রশৈল হইতে যে নির্ঝর পতিত হয়, তাহাকে জাহ্নবী এবং ইন্দ্রশৈল হইতে নিঃসৃত নির্ঝরকে সরস্বতী কহে; বর্ষাকালে এই অশ্বক্রান্ততীর্থে ঐ উভয় নির্ঝরের সঙ্গম হওয়ায়, ইহা প্রয়াগতীর্থের তুল্য বলিয়া অভিহিত।

এই সকল তীর্থে স্নান, দান ও পূজাদি কার্য্য করিলে বিবিধ পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ অশ্বক্রান্ত তীর্থ প্রয়াগতীর্থের তুল্য বলিয়া এখানে মস্তক মুণ্ডনাদি কার্য্যেরও বিধান আছে, তাহাতে ইহলোকে যাবতীয় সুখ সম্ভোগ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ হয়।" যোগিনী তং ২। ৩য় পং।

"অশ্বতীর্থের কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে আট ধনু পরিমিত স্থানে সিদ্ধকুণ্ড। এই তীর্থের পশ্চিমে মরুর নিকটে চৌষট্টি ধনু পরিমিত স্থানে ব্রহ্মসরঃতীর্থ। ইন্দ্রকূটের উত্তরে আশি ধনু পরিমিত রামক্ষেত্র, এখানেও একটি কুণ্ড আছে। রামতীর্থের নয় ধনু দুরবর্ত্তী পূর্ব্বদিক্‌ভাগে সীতা-তীর্থ। সীতাতীর্থের দক্ষিণে দশ ধনুপরিমিত বিজয়তীর্থ; এখানে বিজয় নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত। ইহারই নিকটে যোগতীর্থ, তথায় যোগীশনামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। তাহার নিকটে ২২ ধনু পরিমিত মুক্তিতীর্থ। মুক্তিতীর্থের অতিদূরে বৃত্তকুণ্ড, ইহার ১৫ হস্ত। ইন্দ্রশৈলের দক্ষিণে বার ধনু পরিমিত সূর্য্যতীর্থ; এখানে সূর্য্যদেব অদৃশ্য মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন। রামক্ষেত্র মধ্যে দুইটি দুর্গকূপ ও একটি ব্রহ্মযূপ আছে। ইন্দ্রকূটে মণিনাথ নামক মহাদেব অবস্থিত আছেন। লোমতীর্থের শেষসীমায় পাঁচ ধনু পরিমিত নাগতীর্থ। চন্দ্রশৈলের উত্তরে চৌষট্টি ধনু পরিমিত যে পর্ব্বত অবস্থিত আছে, সেখানকার জলাশয়ের নাম গয়াকুণ্ড এবং তীরভূমির নাম ক্ষেত্র। পূর্ব্বে লোহিত্য ও উত্তরে ব্রহ্মযোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ২২ ধনু পরিমিত স্থানের নাম গয়াশীর্ষ বা গয়াতীর্থ।

এই সমুদায় তীর্থে স্নান, দান, পূজা, প্রদক্ষিণ এবং গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।"

(যোগিনী তং ২। ৪র্থ পং।)

সোমশৈলের ঈশানদিকে মণিশৈল, মণিশৈলের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে ঈশানকোণে সাত ধনু দূরে বারাণসী নামক কুণ্ড, এই কুণ্ডের দৈর্ঘ্য ২২ ধনু। তাহার দক্ষিণদিকে পাঁচ ধনু দূরে ২২ ধনু পরিমিত মণিকর্ণিকা নামক কুণ্ড। মণি-শৈলের ঈশানদিকে মঙ্গলানামক নদী। দক্ষিণদিকে কামেশ্বরী, পশ্চিমে হয়গ্রীব, উত্তরদিকে কমললিঙ্গ, এবং পূর্ব্বদিকে বিরজা; এই চতুঃসীমার মধ্যস্থলে তিন ক্রোশ পরিমিত স্থানের নাম মণিপীঠ। মানশৈলের বায়ু-কোণে বরাহ পর্ব্বত। তাহার পূর্ব্বদক্ষিণভাগে নরনারা-য়ণ-সরোবর। ইহার বায়ুকোণে আট ধনু দূরে বৈনায়ক তীর্থ এবং দৈর্ঘ্যে একশত ধনু পরিমিত প্রভাসতীর্থ। প্রভাস-তীর্থের বায়ুকোণে বিন্দুসরঃ। নাটকাচলের পূর্ব্বভাগে মাতঙ্গ নামক পর্ব্বত এবং অগ্নিকোণে হয়াচল; এই স্থানকে শিবের অন্তর্গৃহ নামক তীর্থ কহে। হয়াচলের পূর্ব্ব ও ঈশানদিক্‌ভাগে ভস্মাচল। ইহার উত্তরদিকে উর্ব্বশী নামক তীর্থ। উর্ব্বশীতীর্থের পূর্ব্বদিকে সূর্য্যতীর্থ। তাহার পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে কামাখ্যসরোবর। মদনতীর্থের দক্ষিণদিকে গঙ্গাসরোবর তীর্থ। গঙ্গাতীর্থের আট ধনু দূরবর্ত্তী দক্ষিণদিকে আগস্ত্যতীর্থ। এই আগস্ত্য তীর্থের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অগ্নিকোণে একুশ ধনু পরি-মিত স্থানে বাসব নামক তীর্থ। ইহার পশ্চিমদিকে অনতিদূরবর্ত্তী সাত ধনু পরিমিত স্থানে রম্ভাতীর্থ। তাহার ত্রিশ ধনু দূরবর্ত্তী পশ্চিমদিকে রুক্মিণীকুণ্ড। এই কুণ্ডের বায়ুকোণে আট ধনু পরিমিত স্থানে পিতৃতীর্থ। পূর্ব্বোক্ত ভস্মশৈলের অগ্নিকোণে আট ধনু দূরে পিশাচমোচন তীর্থ; এখানে কপর্দ্দীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছেন। ভস্ম-কূটের বায়ুকোণে কপালমোচন তীর্থ; এখানে কপালে-শ্বর নামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। কপালমোচনের পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী উত্তরদিকে কপিলাতীর্থ। এই স্থানে বৃষধ্বজ নামক শিবলিঙ্গের অবস্থান। এই শিবলিঙ্গের পশ্চিমভাগে ২২ ধনু পরিমিত মাতঙ্গক্ষেত্র। মন্দর পর্ব্বতের ঈশানদিকে ১৬ ধনু পরিমিত চক্রতীর্থ। চক্রতীর্থের পশ্চিমে নন্দন পর্ব্বত, ইহার পরিমাণ ৬২ ধনু। এখানে বুদ্ধরূপী জনার্দ্দনদেব অবস্থিত আছেন। মন্দরশৈলের উত্তরাংশ ঈশানকোণে বিরজাতীর্থ। গজশৈলের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে শৌভ্রলিঙ্গ। চক্রতীর্থের অগ্নি-কোণে দুই ধনু পরিমিতস্থানে শৌভ্রলিঙ্গতীর্থ। ইহারই নিকটে শুক্রাচার্য্য-স্থাপিত শুক্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছে।

এই সকল তীর্থে স্নান, দান, পূজা, প্রদক্ষিণ এবং স্থান বিশেষে শ্রাদ্ধাদি করিলে বিশেষ পুণ্য লাভ হয়।"

(যোগিনী তং ২। ৫ম পং।)

লোহিত্য হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া, তাহার বায়ু-কোণে কোলপর্ব্বত। কোলপর্ব্বতের পশ্চিমদিকে পাণ্ডুনাথ। তাহার বায়ুকোণে ব্রহ্মকুণ্ডনামক দ্বাদশ ধনু বিস্তৃত সরোবর। এই সরোবরের অনতিদূরে দক্ষিণদিকে ধাবন্তর কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিষ্ণুকুণ্ড। বিষ্ণুকুণ্ডের দক্ষিণাংশে নৈঋতকোণে একাদশ ধনু পরিমিত শিবকুণ্ড। ইহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে পাণ্ডুশৈল। পাণ্ডুশৈলের পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী নৈঋতকোণে অশ্বত্থচিহ্নিত ধর্ম্মক্ষেত্র এবং ঐ শৈলের পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে স্বচ্ছাকৃতি শিলা, এই শিলা লক্ষ্মীনামে অভিহিত হয়। তাহার অনতিদূরে দক্ষিণদিকে আটধনু পরিমিত কোলক্ষেত্র। এইখানে অশ্বত্থমূলে বিষ্ণুর পাষাণ মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। ব্রহ্মকূটের নিকটে শ্রীকুণ্ড নামক দুই ধনু পরিমিত সরোবর। তাহার পূর্ব্বদিকে বাইশ ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে কনখল নামক তীর্থ। তাহার দক্ষিণদিগ্‌ভাগে মনোহর পর্ব্বতের উপর চারি ধনু পরিমিত চম্পকেশ্বর মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। এই মূর্ত্তির পূর্ব্বদিকে সাত ধনু পরিমিত পুষ্করতীর্থ। পুষ্করের নৈঋতদিকে কিঞ্চিৎ বামভাগে ২৮ ধনু পরিমিত বদরিকাশ্রমতীর্থ; এইখানে বিভাণ্ডক নামক শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। পুষ্করের পূর্ব্বভাগে কুমার নামক সরোবর, এখানে স্থাণু নামক মহাদেব আছেন। পূর্ব্বোক্ত চম্পকেশ্বরের নামানুসারে ৬২ ধনু পরিমিত স্থানে একটি বন আছে, তাহা চম্পক-বন নামে প্রসিদ্ধ। নীলকূটের পূর্ব্বদিকে দুর্গাকূপের তিন ধনু দূরে আম্রাতকেশ্বর নামক মহাদেব আছেন। আম্রাতকেশ্বরের দক্ষিণদিকে আটধনু দূরবর্ত্তী স্থানে কৃষ্ণবর্ণ গজাকার গণদেব-মূর্ত্তি। তাহার পূর্ব্বদিকে এক ধনু দূরে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির এক ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে ৪০ হস্ত পরিমিত সৌভাগ্যসরোবর; ইহা কামাখ্যাদেবীর ক্রীড়াসরোবর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারই ঈশানদিকে লোহিত্য সরোবর, অগ্নিকুণ্ড ও যামল-সরোবর। সৌভাগ্য সরোবরের পাঁচ হস্ত দূরবর্ত্তী নৈঋতদিকে গঙ্গাসরঃ। ইহার উপরিভাগে অনন্তকুণ্ড। এই কুণ্ডের পূর্ব্বদিকে এবং কৃষ্ণশিলার পশ্চিমদিকে বরাহতীর্থ। ইহার অগ্নিকোণে কম্বল নামক শিবমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছেন। অনন্তকুণ্ডের পশ্চিমদিকে অসি নামক নদী। তাহার পশ্চিমে বরুণা নদী।

এই সকল তীর্থ শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত, এখানে যথাবিধানে পূজাদি কার্য্য করিলে অনন্ত পুণ্য লাভ হয়।"

(যোগিনী তং ২।৬ পং।)

মানসতীর্থ নামক মহানদীর উত্তরদিকে দুই ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেতশিলা। বাসুদেবের আঠার ধনু দূরবর্ত্তী পশ্চিমদিকে পঞ্চকোণ উত্তরতীর্থ। কোটিলিঙ্গের দক্ষিণে চতুষ্কোণ শিবমূর্ত্তির নাম দক্ষিণ মানস। কামনাথের সাত-ধনু দূরবর্ত্তী পশ্চিমদিকে দীর্ঘেশ্বরী দেবী। কামেশ্বরদেবের উত্তরদিকে দ্বাদশ হস্ত দূরবর্ত্তী স্থানে কাম-সরোবর। কম্বলদেবের দক্ষিণদিকে আট ধনু দূরবর্ত্তীস্থানে কোটীশ্বরী দেবী। লোকচক্ষু দেবীর দুই ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে তিনটী ধারা আছে, তাহার মধ্য ধারা সরস্বতী, দক্ষিণ ধারা বরুণা, এবং উত্তর ধারা যমুনা। ত্রিধারার সঙ্গমস্থলে আকাশ-গঙ্গা। তাহার উত্তরদিকে অনতিদূরে শুক্লবর্ণ বাসুদেব মূর্ত্তি; কামেশ্বরের পশ্চাৎভাগে সিদ্ধেশ্বর মূর্ত্তি; তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ছায়ারুদ্র; বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিন্ধ্যেশ্বরী-শিলা। তাহার পূর্ব্ব-উত্তরদিকে শত ধনু দূরে আকাশগঙ্গার চিহ্ন রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণভাগে সুরদীর্ঘিকা শিলা, এই শিলা ললিতাকান্তা নামে বিখ্যাত; এইস্থানে নন্দিরূপী অশ্বত্থ এবং তাহার মূলদেশে কূর্ম্মাকৃতি শিলা আছে। ইহার অনতিদূরে ব্যাসতীর্থ ও ব্যাসেশ্বরদেব ব্যাসতীর্থের বিংশতি ধনু দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে হস্তিরূপিণী দেবীমূর্ত্তি। ইহারই পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে নয় হস্ত পরিমিত ভুবনেশ্বর-মূর্ত্তি। তাহার বায়ুকোণে অগস্ত্যাশ্রমে গদাধরমূর্ত্তি। গদাধরের অনতিদূরস্থ উজ্জ্বল শ্বেতশিলার নাম জল্পীশ। তাহার পশ্চিমদিকে সদাশিব মূর্ত্তি। সদাশিবের নিকটবর্ত্তী স্থানেই গোবিন্দপর্ব্বতস্থিত গোবিন্দ মূর্ত্তি। তাহার পূর্ব্ব-দিকে নয় ধনু পরিমিত রক্তবর্ণ শিলার নাম শরণেশী। উচ্চ শিবাচলে প্রকটা নাম্নী মহাদেবী। বিন্ধ্যাচলের উত্তরদিকে নয় ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে মহালক্ষ্মী। শ্রীপর্ব্বতে শ্রীকুণ্ড নামক তীর্থ। গৌতমাশ্রমে বৃষভধ্বজ নামক শিব মূর্ত্তি এবং এই স্থানেই হংসতীর্থ নামক সরোবর আছে। পাণ্ডুকূট পর্ব্বত হইতে যে ধারা নিঃসৃত হয়, তাহার নাম নর্ম্মদা নদী। শিব ও বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে যে ধারা নির্গত হইয়াছে, তাহার নাম মহানদী। নিতম্ব ও ধন এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ধারার নাম মঙ্গলা। বিশ্বশ্রী পর্ব্বতের সীমাদেশ হইতে নিঃসৃত ধারার নাম সরস্বতী। মতঙ্গ পর্ব্বতেরও ধারার নাম নর্ম্মদা। কামকুণ্ডের ধারার নাম কামগঙ্গা। কামাখ্যার ধারার নাম গঙ্গা। নন্দিকুণ্ডের ধারার নাম মধুস্রবা। কামধেনুর ধারার নাম সুধর্ম্মিণী। পদ্মশৈলের ধারার নাম গঙ্গা। নীলকুণ্ডের ধারার নাম উর্ব্বশী। ব্যাসকুণ্ডের ধারার নাম সুভদ্রা। শক্রশৈলের ধারার নাম চন্দ্রভাগা। সোমকুণ্ডেরও ধারার নাম

উর্ব্বশী। যমশৈলের ধারার নাম বৈতরণী এবং ভণ্ডী-শের ধারার নাম গোদাবরী। ধর্ম্মারণ্য মধ্যে রামহ্রদ নামক তীর্থ। তাহার ত্রিশ ধনু দূরবর্ত্তী উত্তরদিকে কোটি-লিঙ্গ। এই লিঙ্গের সম্মুখভাগে ব্রহ্মযোনি।

বরাহ ও কামের মধ্যবর্ত্তীস্থানে অপুনর্ভবক্ষেত্র ও অপুন-র্ভব নামক আট ধনু পরিমিত সরোবর, তাহার উত্তর তীরে ভদ্রকাশ পর্ব্বত; এই পর্ব্বতে পৌত্রবিত্তা ও শোং চ্যুতিশিলা। তাহার পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তীস্থানে অববীথী নামক ক্ষেত্র। অপুনর্ভবের পূর্ব্বদিকে নয় ধনু দূরে সাত ধনু বিস্তৃত বারাণসীকুণ্ড। তাহার পূর্ব্বদিকে পাঁচ ধনু দীর্ঘ মার্কণ্ডেয় হ্রদ। হ্রদের উত্তরতীরে মার্কণ্ডেশ্বর শিব গোকর্ণের অনতিদূরে ব্রহ্মসরঃ নামক কুণ্ড। তাহার পশ্চিমদিকে শৈলরূপী বরাহদেব। গোকর্ণের ঈশানদিকে তিন ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে মদন পর্ব্বত, তথায় কেদার নামক মহাদেব মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। কেদারের পশ্চিমদিবে ব্রহ্মবটবৃক্ষ। কেদারের উত্তরদিকে তিন ধনু দূরবর্ত্তী পৌষ্পক নগরে কমলাক্ষ মহাদেব। ব্রহ্মবট নামক কর বৃক্ষের তিন ধনু দূরবর্ত্তী দক্ষিণদিকে ছত্রকোর পর্ব্বত ইহারই মধ্যদেশে মন্দার নামক উন্নত গিরি। ছত্রকোরের পূর্ব্বদিকে মধুরিপু নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি। এই পর্ব্বতের উত্তর-দিকে ২০ ধনু দূরে কপিলাশ্রম, তথায় কপিলেশ্বর দেবতা আছেন। কপিলাশ্রমের পূর্ব্বদিকে ১১ ধনু দূরে পিশাচ-মোচন তীর্থ; এখানে কালভৈরব দেবতা আছেন। ব্যাঘ্রে শ্বরদেবের ঈশানদিকে ১০ ধনু দূরে কৃত্তিবাসেশ্বর। মদন পর্ব্বতের ঈশানদিকে তিন ধনু দূরে বাণেশ্বর, সপ্তপাতাল-ভেদক ও বৎসহত লিঙ্গ। বাণেশ্বরের বায়ুকোণে গরুড়লিঙ্গ। তাহার পশ্চিমদিকে বিষ্ণুমন্দির। মণিকূটের উত্তরদিকে বল্লভা নদী। মনিকূটের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বিষ্ণু-পুষ্করতীর্থ।

যথা বিধানে এই সকল তীর্থে স্নান, দান, পূজা, প্রদ-ক্ষিণাদি কার্য্য করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হইয়া থাকে।"

(যোগিনী তং ২। ৭-৮ পং।)

কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রপাঠে কামরূপের প্রাচীন ভূবৃত্তান্তের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

পর্ব্বত। কালিকাপুরাণের মতে এই কয়েকটী—

(১) চন্দ্রবিম্ব; (২) সুরস; (৩) নীল; (৪) কৃত্তি-বাসা; (৫) সুতীক্ষ্ণ; (৬) বিভ্রাট্; (৭) শুভাচল (৮); ধবল; (৯) গন্ধমাদন; (১০) গোপ্রান্ত; (১১) মণিকূট; (১২) মদন; (১৩) দর্পণ; (১৪) রোহণ; (১৫) মান্; (১৬) কংসকর; (১৭) বায়ুকূট; (১৮) দুর্গাশৈল (১৯) চন্দ্রকূট; (২০) আনন্দ বা ভস্মাচল; (২১) মৎস্য-ধ্বজ; (২২) কাম; (২৩) সুকান্তক; (২৪) রক্তকূট; (২৫) পাণ্ডুনাথ; (২৬) চিত্রবহ; (২৭) ব্রহ্মগিরি; (২৮) কর্পট; (২৯) বরাহ; (৩০) অর্বাক্; (৩১) কজ্জল; (৩২) দুর্জ্জয়গিরি; (৩৩) ক্ষোভক; (৩৪) সন্ধ্যাচল; (৩৫) ভগবান্; (৩৬) শৃঙ্গাট; (৩৭) নাটক; (৩৮) হেম; (৩৯) ভদ্রকাশ; (৪০) নন্দন। এতদ্ভিন্ন যোগিনী-তন্ত্রে (৪১) মন্দশৈল; (৪২) বিহগাচল; (৪৩) স্পর্শা-চল; (৪৪) ব্রহ্মযূপ; (৪৫) বিন্ধ্যাচল; (৪৬) মান-শৈল; (৪৭) শিবযূপ; (৪৮) ইন্দ্রশৈল; (৪৯) শ্রীশৈল; (৫০) মতঙ্গ; (৫১) হাস্যাচল; (৫২) কোলপর্ব্বত; (৫৩) হস্তি-কর্ণ; (৫৪) বিকর্ণক (৫৫) অমাচল; (৫৬) ভ্রামস্ত; (৫৭) কনক; (৫৮) নীললোহিত; (৫৯) গন্ধর্ব্ব; (৬০) পিশাচ; (৬১) আদিত্য; (৬২) ভল্লাতক; (৬৩) ধনদ; (৬৪) মহীধ্র; (৬৫) জনক; (৬৬) নল; (৬৭) মণ্ডল; (৬৮) যম; (৬৯) গোবিন্দ; (৭০) বিশ্বশ্রী; (৭১) ভণ্ডীশ; (৭২) ছত্রক; (৭৩) পরিপাত্র; (৭৪) পূর্ণশৈল ইত্যাদি।

নদী। কালিকাপুরাণে এই কয়েকটির নাম পাওয়া যায়।—

(১) স্বর্ণমানস; (২) জটোদ্ভবা; (৩) ত্রিস্রোতা; (৪) সিতপ্রভা; (৫) নবতোয়া; (৬) যোগদা; (৭) (৮) মহানদী; (৯) বহুরোকা; (১০) করতোয়া; (১১) বৃষপ্রদা; (১২) চন্দ্রিকা; (১৩) ফেণিলা; (১৪) শতা-নন্দা; (১৫) সুমদনা; (১৬) ভৈরবগঙ্গা; (১৭) দেব-গঙ্গা; (১৮) ভদ্রা; (১৯) পুনর্ভূ; (২০) মানসা; (২১) ভৈরবী; (২২) বর্ণাশা; (২৩) কুসুমমালিনী; (২৪) ক্ষীরোদা; (২৫) নীলা; (২৬) শিবাচণ্ডী বা চণ্ডিকা; (২৭) সিদ্ধত্রিস্রোতা; (২৮) বৃদ্ধদেবিকা; (২৯) ভট্টা-রিকা; (৩০) দিক্করিকা; (৩১) স্বর্ণবহা; (৩২) সুবর্ণশ্রী; (৩৩) কামা; (৩৪) সোমাসনা; (৩৫) বৃষোদকা; (৩৬) শ্বেতগঙ্গা; (৩৭) কনখলা; (৩৮) সীতা; (৩৯) (৪০) সুমঙ্গলা; (৪১) শাশ্বতী, (৪২) কলিঙ্গিকা; (৪৩) দৃশ্যমান; (৪৪) কপিলগঙ্গিকা; (৪৫) দমনিকা; (৪৬) বৃদ্ধা; (৪৭) কান্তা; (৪৮) ললিতা; (৪৯) সন্ধ্যা; (৫০) দীপবতী; (৫১) অগদনদ।

এতদ্ভিন্ন যোগিনীতন্ত্রে এ কয়েকটী নদীর নাম পাওয়া যায়—

(৫২) চম্পাবতী; (৫৩) মানস; (৫৪) পিচ্ছিলা; (৫৫) স্বর্ণদী; (৫৬) হীরিকা; (৫৭) ধনদা; (৫৮)

পত্রাখ্যা; (৫৯) মঙ্গলা; (৬০) ধবলা; (৬১) কপিলা; (৬২) স্বরস্বতী; (৬৩) জাহ্নবী; ৬৪ দিক্ষু ইত্যাদি। (ক)

(ক) সুবর্ণমানস, জটোদ্ভবা ও ত্রিস্রোতা এই তিনটি নদীই জলপাইগুড়িজেলায় প্রবাহিত। সুবর্ণমানসের বর্তমান নাম স্বর্ণকোশী, চলিত কথায় সোণকোষী কহে; এই নদী ভোটানের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। জটোদ্ভবা—এই নদী ভোটান পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জটোদা নামে জলপাইগুড়ি জেলা ও কুচবিহার রাজ্যের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। ত্রিস্রোতার বর্তমান নাম তিস্তা, উহার প্রাচীনগর্ত অনেক পরিবর্তন হইলেও, এক্ষণে সিকিমের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জলপাইগুড়ি ও রঙ্গপুর জেলার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। এই নদীর অনতিদূরে ফকিরগঞ্জের মধ্যে জলপাইগুড়ি নগর হইতে প্রায় দেড়ক্রোশ পূর্ব্বে জল্পীশ নামক পুণ্যপীঠ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

"ততস্তু কামরূপস্য বায়ব্যাং ত্রিপুরান্তকঃ।
আত্মনোলিঙ্গমতুলং জল্পীশাখ্যং ব্যবদর্শয়ৎ।"

কামরূপের বায়ুকোণে মহাদেব জল্পীশ নামক আপনার অতুল লিঙ্গ দেখিয়াছিলেন।

"বরদাভয়হস্তোঽয়ং দ্বিভুজকুন্দসন্নিভঃ।
তৎপুরুষস্য তু মন্ত্রেণ পূজয়েদেনমুত্তমম্।
এষ পুণ্যাকরঃ পীঠো জল্পীশস্য মহাত্মনঃ।
এতজ্‌জ্ঞাত্বা নরো যাতি শঙ্করস্যালয়ং প্রতি।"

কালিকাপু° ৭৭ অঃ।

এই জল্পীশ নামক মহাদেব বরদাভয়হস্ত কুন্দতুল্য শ্বেতবর্ণ, ইহাকে তৎপুরুষের পূজা করিবে। যিনি জল্পীশ বিষয় সম্যক্ অবগত হন, তিনি শিবলোকে গমন করেন।

কালিকাপুরাণের মতে, নন্দী মহাদেবের আরাধনা করিয়া এইখানে সশরীরে গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই জল্পীশদেবের মন্দির প্রথমে জল্পেশ্বর নামক একজন রাজা নির্ম্মাণ করেন। মুসলমানেরা সেই প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করে। তৎপরে কুচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণ (প্রায় ২০০ বর্ষ হইল) বর্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এখন এই মন্দিরের সেই পূর্ব্ব সৌষ্ঠব নাই, এখন ইহার ভগ্নাবস্থা, কবে ভূমিসাৎ হইবে। পূর্ব্বে এখানে বিস্তর তীর্থযাত্রীর সমাগম হইত, কিন্তু এখন সে কাল গিয়াছে।

এই জল্পীশপীঠের অনতিদূরে তলমানদীর উপরে প্রাচীন পৃথুনগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। এক সময়ে এখানে পৃথুরাজের রাজভবন, দুর্গপরিখাদি ছিল, এখনও তাহার নিদর্শন পড়িয়া আছে। এই প্রাচীন স্থান প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীর দেখিবার যোগ্য বটে।

ইহার নিকট কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে, সেইগুলি কালিকাপুরাণোক্ত সিদ্ধপ্রভা ও নবতোয়া বলিয়া অনুমিত হয়।

তাহার কিছুদূরে পাটগঞ্জ নামক স্থানে পাটেশ্বরী দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির। কেহ কেহ এই পাটেশ্বরী দেবীকেই কালিকাপুরাণোক্ত সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া অনুমান করেন।

ইতিহাস।—মহীরঙ্গ নামক একজন দানব কামরূপের অতি প্রাচীন রাজা বলিয়া আসাম-বুরঞ্জিতে লিখিত আছে। এই দানব কে, কেমন করিয়াই বা কামরূপ ইহার শাসনাধীনে আইসে তাহার কোন বিশেষ বিবরণ নাই। মহীরঙ্গের পর তদ্বংশীয় চারিজন রাজা কামরূপ শাসন করেন।

মহীরঙ্গ দানবের পর নরকাসুর কামরূপের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। নরকাসুরের বিশেষ বিবরণ এবং কিরূপেই

ভৈরবী—এই নদীর বর্তমান নাম ভরলি। অকাজাতির দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

বর্ণাশা—বর্তমান কামরূপজেলায় উৎপন্ন হইয়া যোগীঘোপের নিকট ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে।

বৃদ্ধদেবিকা—কামরূপ জেলায় প্রবাহিত বর্তমান বুড়বুড়ি নদী।

দিকরিকা—বর্তমান নাম দিকরাই। এই নদী অকাপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া দরঙ্গজেলার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে।

স্বর্ণবহা বা সুবর্ণশ্রী নদী—বর্তমান নাম সুবনশিরি বা থোবনশিরি। এই নদী লখিমপুর জেলায় প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

কামা—লখিমপুর জেলার বর্তমান কারানদী, ইহাও ব্রহ্মপুত্রে মিশিয়াছে।

সোমাসনা—বর্তমান নাম সিসি, লখিমপুর জেলায় প্রবাহিত।

শ্বেতগঙ্গা—বর্তমান সদিয়ার নিকট প্রবাহিত দিক্রম্ নদী, ইহারই নিকট দিকরবাসিনীদেবীর প্রাচীন মন্দির।

দিব্যযমুনা—এক্ষণে কেবল যমুনা নামে প্রসিদ্ধ। এই নদী নাগাপাহাড় হইতে উৎপন্ন।

দমনিকা—পূর্ব্বোক্ত যমুনানদীর পূর্ব্বে প্রবাহিত। এক্ষণে দিমোনা নামে প্রসিদ্ধ।

কলিঙ্গিকা—নওগাঁ জেলার কলঙ্গ নদী, ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

কপিলগঙ্গিকা বা কপিলা—এক্ষণে কপিলি নামে অভিহিত। জয়ন্তীপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

বৃদ্ধগঙ্গা—দরঙ্গ জেলার বড়গঙ্গ্ নদী।

দীপবতী—দরঙ্গ জেলার দীপোতা নদী।

দিক্ষুনদী—বর্তমান নাম দিখু; শিবসাগরের নিকট ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রের মতে এই নদীই প্রাচীন কামরূপের পূর্ব্বসীমা।

চম্পাবতী—গোয়ালপাড়া জেলায় প্রবাহিত বর্তমান চাপামতী নদী, ইহার দক্ষিণাংশের নাম গদাধর।

মানসা—গোয়ালপাড়া জেলার মানহা নদী।

পিচ্ছিলা—দরঙ্গ জেলার পিছলা নদী, বিশ্বনাথের নিকট ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

হীরিকা নদী—বর্তমান নাম হিলিক, শিবসাগর জেলায় প্রবাহিত হইয়া লখিমপুর জেলার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

ধনদা—বর্তমান ধনেশ্বরী বা ধনশিরি নামে খ্যাত, নাগাপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। ইহাই শ্রীপীঠের পশ্চিম সীমা।

বা স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক কামরূপের রাজত্ব প্রদত্ত হয়, কালিকাপুরাণের ৩৬শ হইতে ৪০শ অধ্যায়ে তাহা সম্যক্‌রূপে বিবৃত আছে। নরকাসুরের কীর্ত্তি অদ্যাপি কামরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। নরকাসুর এবং কামাখ্যা সম্পর্কে এইরূপ একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যথা—

নরকাসুর কোন এক সময় স্বীয় আসুরিক দর্পে উন্মত্ত হইয়া ভগবতী কামাখ্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। তখন ভগবতী কামাখ্যার মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয় নাই। অতি সামান্যভাবে অরণ্যের ভিতরেই পীঠস্থান ছিল মাত্র। নরকের প্রস্তাব শুনিয়া ভগবতী কহিলেন, যদি তিনি এক রাত্রির ভিতর তাঁহার মন্দির, রাস্তা, পুষ্করিণী ইত্যাদি সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারেন তবে ভগবতী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। নরক তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সাহায্যে রাত্রিশেষের পূর্ব্বেই প্রায় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ভগবতী দেখিলেন মহা বিপদ্, এখন তাঁহাকে অসুরের ভার্য্যা হইতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া একটি মায়ারূপী কুক্কুট সৃষ্টি করেন এবং নরকের কার্য্যশেষের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তৎকর্ত্তৃক প্রাতঃকালীন কুক্কুটধ্বনি করাইতে আরম্ভ করিলেন। কুক্কুটধ্বনি হইলেই ভগবতী নরককে কহিলেন, কার্য্যশেষের পূর্ব্বেই কুক্কুটধ্বনি হইয়াছে—রাত্রি প্রভাত হইল, আমি তোমাকে বরণ করিতে প্রস্তুত নহি। ভগবতীর বাক্যে নরক ক্রোধান্ধ হইয়া সেই কুক্কুটের অনুসরণ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। যে স্থানে নরকাসুর এই কুক্কুটকে বধ করেন অদ্যাপি "কুকুরাকটাচকি" নামে সেই স্থান প্রসিদ্ধ। নরকাসুব কর্ত্তৃক এই সময়েই প্রথমতঃ ভগবতীর কামাখ্যার মন্দির নির্ম্মিত হয়।

রামায়ণের সময় কামরূপের (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের) শাসনকর্ত্তা নরকাসুর ছিলেন। সীতা অন্বেষণের নিমিত্ত সুগ্রীব কর্ত্তৃক বানরাদি নানা দিগ্‌দেশে প্রেরিত হইলে কামরূপেও একজন বানর প্রেরিত হয়। বানররাজ সুগ্রীব সেই সময় কামরূপের এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন—

"যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥ ৩০
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥" ৩১
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪২ সর্গ।

বর্ত্তমান গৌহাটিতে নরকের রাজধানী* ছিল। এই গৌহাটির পশ্চিম দক্ষিণপার্শ্বে নীলাচলের নিকট নরকাসুর পর্ব্বত নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ও আছে।

নরকাসুরের পর তৎপুত্র ভগদত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কামরূপের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্ব্বদিকে চীনদেশ পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভগদত্ত স্বীয় শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনদিগ্বিজয়ে ভগদত্তের বিষয় এইরূপে লিখিত আছে—

"স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানুপবাসিভিঃ॥"

তিনি কিরাত, চীন এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজন্যবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ও ভগদত্ত চীন এবং কিরাতসেনা দিয়া দুর্য্যোধনকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেকস্থলে এই কিরাতদিগকে ম্লেচ্ছ এবং স্থানবিশেষে কামরূপেশ্বরকে "ম্লেচ্ছানামধীপঃ" এবং কামরূপের অন্তর্ব্বর্ত্তী এই কিরাতদেশগুলিকে ম্লেচ্ছদেশ বলা গিয়াছে। প্রকৃত কামরূপদেশেরও গ্রন্থবিশেষে ম্লেচ্ছদেশ নাম দেখা যায়। তাহার কারণ কামরূপ তীর্থবিবরণের প্রারম্ভেই বর্ণিত হইযাছে।

যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের রাজবিবরণ সম্বন্ধে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে—

"কুমতেঃ পুরভূপস্য রাজ্যনাশো যদা ভবেৎ।
তদ্দিনাৎ পরমেশানি ব্রহ্মশাপঃ প্রবর্ত্ততে॥
ততোঽতীব দুরাচারো কামরূপে ভবিষ্যতি।
সদাযুদ্ধং মহামায়ে সদাদুর্বৃত্তমেব চ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বাঃ সদা পীড়াপরায়ণাঃ।
কুপূর্ব্বকুলটাচন্দ্রেগতে শাকে দিবানিশম্॥
সৌমারৈশ্চ কুবাচৈশ্চ যবনৈর্যুদ্ধমুল্বণম্।
ভবিষ্যতি কামপৃষ্ঠে বহুসৈন্যসমাকুলম্॥
ততো রণে চ সৌমারং জিত্বা যবন-ঈপ্সিতম্।
বর্ষমেবাকরোদ্রাজ্যং মকারাদির্মহীপতিঃ॥
তৎসহায়ং সমাসাদ্য কুবাচঃ স্বীয়রাজ্যভাক্।
বর্ষান্তে যবনং হিত্বা সৌমারো রাজ্যনায়কঃ॥
কুমারীচন্দ্রকালেন্দৌ গতে শাকে মহেশ্বরি।
কামরূপে মণেঃ পৃষ্ঠসংযোগং সম্ভবিষ্যতি॥
কামরূপে তথা রাজ্যং দ্বাদশাব্দং মহেশ্বরি।
কুবাচসংগতো ভূত্বা যবনশ্চ করিষ্যতি॥
ষষ্ঠবর্গপঞ্চমাদিস্ততঃ শরীরমিচ্ছতি।
শাসিতব্যং কামরূপং সৌমারৈশ্চ কুবাচকৈঃ॥
যবনশ্চ কুবাচশ্চ সৌমারশ্চ তথা প্লবঃ।

* এই গৌহাটির প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর।
"প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং খ্যাতং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্।"
যোগিনীতন্ত্র ১। ১২ পটল।

ছিলেন। এই রাজা হিন্দু হইলেও বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন না, বৌদ্ধদিগকে বৃত্তি দিতেন। ইনি কুমাররাজ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ৫৬৫ শকে নালন্দাবিহারে শিলাদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া কান্যকুব্জে গিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জরাজ ইঁহাকে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া আপন দক্ষিণ পার্শ্বে বসিতে আসন দিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকের সময় কামরূপে শতাধিক হিন্দুদেবদেবীর মন্দির ছিল। বৌদ্ধমন্দির বা সঙ্ঘারাম একটিমাত্র ছিল না। কামরূপের অধিবাসীরা অধিকাংশ হিন্দু ছিল। এই সময়ে কামরূপ রাজধানীর পরিধি ২।০ ক্রোশ বা ৩ ক্রোশ ও দেশের পরিধি প্রায় ৮৫০ ক্রোশ (১০০০০লি) ছিল। এ সময় সমস্ত কামরূপরাজ্য একমাত্র রাজা কুমার-ভাস্কর-বর্ম্মার অধীন ছিল। ইঁহার অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ ছিল। তৎপরে দশকুমারচরিতে কামরূপরাজ কলিন্দবর্ম্মার নাম পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবত ভাস্করবর্ম্মার বংশীয় হইবেন। এই বংশের প্রাধান্য হ্রাস হইলে পূর্ব্বোক্ত সামন্তরাজেরা প্রবল হইয়া উঠে।

আসামের বর্ত্তমান দরঙ্গ জেলায় নাগশঙ্করনামে এক শিবালয় আছে। নাগাঙ্কনামে কোন রাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ ও ইহাতে শিবস্থাপনা করেন।* নাগশঙ্কর দেবালয়ের পার্শ্বে প্রতাপপুর বা প্রতাপগড়ে ইঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ৩০০শকে নাগাঙ্ক রাজা ছিলেন। রাজা নাগাঙ্কের পর তদ্বংশীয় আর কয়জন রাজা হইয়া গেলে, তাঁহার বংশলোপ হয়। নাগাঙ্কবংশ কামরূপে সর্ব্বশুদ্ধ ৪০০ শত বৎসর রাজত্ব করেন। দরঙ্গ জেলায় এই রাজবংশের বাস ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে আড়িমাও নামক একজন রাজা ছিলেন। প্রবাদ আছে, প্রতাপপুরের কোন রাণীর গর্ভে ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে এই নরপতির জন্ম। ইঁহার আকৃতি আড়িমাছের মত ছিল বলিয়া "আড়িমাও" নাম হয়। প্রবাদ যাহাই হউক, আড়িমাও কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে প্রবল হইয়া উঠেন। ইনি নাগাঙ্কবংশধ্বংশের কিছু পূর্ব্বে কাছাড়, জয়ন্তী ও প্রতাপগড়ের অধিকারভুক্ত অনেক স্থল অধিকার করেন। গৌহাটী হইতে নওগাঁ পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকার বিস্তৃত হয়। আড়িমাওর জোঙ্গালবলহু নামে এক পুত্র ছিল। কাছাড়রাজের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহাদি হইত বলিয়া এই জোঙ্গালবলহু একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। নওগাঁর শহরীপরগণায় আজিও একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে, লোকে ইহাকেই "জোঙ্গাল-বলহুর গড়" বলে। কাছাড়রাজ যুদ্ধে পরাস্ত হইলে জোঙ্গালবলহুর সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। এই রাজকুমারী পিতৃকুলের হিতেচ্ছায় ষড়যন্ত্র করিয়া উভয় রাজ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। কপিলীনদীতীরে এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জোঙ্গালবলহু পরাস্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া কিলিঙ্গ নদীতে পড়িয়া প্রাণরক্ষা করেন। নদী হইতে উঠিয়া পলাইবার সময় জোঙ্গাল-বলহু কোথায় মারা পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। এদিকে কাছাড়ীরা তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। এই সকল ঘটনার কাল নির্ণয় করা যায় না।

কামরূপের ডিমরুয়ার রাজা পূর্ব্বোক্ত আড়িমাও রাজার কোন সন্তানের বংশজাত বলিয়া পরিচয় দেন। আজিও ডিমরুয়ার রাজবংশ (পূর্ব্বপুরুষের সম্ভ্রম রক্ষার্থ অথবা এক গোত্র বা বংশোৎপন্ন বলিয়া) আড়মাছ খান না। নাগাঙ্কবংশ ধ্বংস হইলে উত্তরভাগে ছুটিয়া নামক এক অসভ্য জাতি প্রবল হইয়া উঠে। ইহাদের রাজা মহাদেবের ভাণ্ডারী কুবেরের সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু আধুনিক আসাম বুরঞ্জী-লেখকেরা বলেন যে, ব্রহ্মপুত্রবংশীয় কোন শেষ বংশধরের ভাণ্ডারী প্রবল হইয়া এই জাতিকে বশীভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করেন। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রবংশ লোপ হইলে ইহারাই রাজা হয়। তৎপরে যখন আহোমজাতি কামরূপরাজ্য অধিকার করে, তখন ইহারা তাড়িত হইয়া অনেকেই দরঙ্গ জেলায় উঠিয়া গিয়া ছুটিয়ারাজ্য স্থাপন করিল। এখানে ইহারা আপনাদের মধ্যে একজনকে রাজা করিয়া সমুদয় উত্তর-খণ্ড অধিকার করে। ইহাদের পরাক্রম হ্রাস হইলে কেবল পূর্ব্বের কিয়দংশমাত্র ইহাদের অধিকারে থাকে এবং অবশিষ্টাংশ আহোমরাজ্যভুক্ত হয়। এই বিবরণ হইতে উত্তর অঞ্চলের কিছু প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়।

কামরূপ জেলার দক্ষিণাংশে জিতারিনামে একজন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী রাজা ছিলেন। ইনি পশ্চিমপ্রদেশের লোক। ইঁহারই সময়ে গৌহাটী (গুয়াহাটী) হইতে চিরদিনের জন্য রাজধানী উঠাইয়া লওয়া হয়। জিতারি ভাটীনামক স্থান হইতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ভাটীতে রাজধানী হইল। কবে ইহা হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইঁহার পরে জল্পেশ্বর নামে একজন রাজা হন। এখন যেখানে জল্পেশ্বর নামক দেবমন্দির আছে, সেইখানে ইঁহার রাজধানী ছিল। জলপাইগুড়ির জল্পীশপীঠে ইনিই জল্পেশ্বর নামক দেবালয়

* নাগাঙ্ক নাগশঙ্কর নামেও বিখ্যাত। ইনি করতোয়া নদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

নির্ম্মাণ করেন ও শিবপূজা প্রচার করেন। কামরূপের এই খণ্ডকে আসামীরা বড়ছেড়াদেশ বলে। অন্য একখানি বুরঞ্জীমতে জিতারি ৬২ বৎসর, তৎপুত্র সুবলি ১০৫ বৎসর, তৎপরে পদ্মনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ, মহেন্দ্রনারায়ণ, গজেন্দ্র-নারায়ণ, রামনারায়ণ, জয়নারায়ণ, শুভনারায়ণ ও রামচন্দ্র ইঁহারা প্রত্যেকে ১০৫ বৎসর করিয়া রাজত্ব করেন। রাম-চন্দ্রের সময়ে এই বংশ লোপ পায়। এই বংশ কবে রাজত্ব করিয়াছিল, তাহা কিছুতেই জানিবার উপায় নাই এবং বুরঞ্জীতে যেরূপ বিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে বিশ্বাস করাও কিছু কঠিন। এই অঞ্চলে পৃথুনামে একজন রাজা ছিলেন। রঙ্গপুর অঞ্চলে ইঁহার এবং ইঁহার বংশের অন্যান্য ভূপতিগণের অনেক কীর্ত্তি আছে (ক)।

ইঁহাদের পর কামরূপে ধর্ম্মপাল (খ) নামক একজন রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, বঙ্গদেশের পালবংশের সহিত এই ধর্ম্মপাল রাজার কোন সম্পর্ক ছিল বা ইনি বঙ্গদেশের পালবংশেরই কোন একজন রাজা। আসাম-বুরঞ্জী অন্বেষণে জানা যায়, এই সময় ছুটীয়া নামে এক পরা-ক্রান্ত জাতি আসামের পূর্ব্বভাগে রাজত্ব করিত। ইঁহাদের

(ক) পৃথুরাজের সময় রাজ্যের সীমা বহুদূর বিস্তৃত ছিল এবং ইনি বহুদিন পর্য্যন্ত রাজত্বও করিয়াছিলেন। ইনি দেবাংশজাত বলিয়া বিখ্যাত। প্রবাদ আছে, ইনি রাজা হইবার পূর্ব্বে রাজ্য মধ্যে কীচকনামক অসভ্যজাতির উৎপাত হয়। তৎকালীন রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে না পারায় পৃথু একদিন কোন পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দেন। পরে তিনি উঠিয়া আসিবার সময় তাঁহার সহিত অসংখ্য সসজ্জ সৈন্য উঠিয়া আসিল এবং কীচকদিগকে দমন করিয়া নগর অধিকার করিল ও পৃথুকে রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিল। এই কীচকজাতীয় লোক উত্তরভারতে এখনও দেখা যায়। ইহারা বন্য পশুচারণ ও ভাগ্যগণনা করিয়া জীবিকার্জ্জন করে।

(খ) ধর্ম্মপাল নামক একজন গৌড়েশ্বরের পুত্রকে অবলম্বন করিয়া ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" কাব্য লিখিত। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে এই ধর্ম্মপালের পুত্রও গৌড়েশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল হইতে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। ইঁহার সময়ে কামরূপরাজ গৌড়ের অধীন ছিলেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের পুত্রের সমসাময়িক কামরূপের রাজার নাম কর্পূরধল। কর্পূরধল গৌড়ের অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ধর্ম্মপাল ইহাকে দমন করিবার জন্য স্বীয় মন্ত্রী মহামদকে পাঁচলক্ষ সৈন্যসহ পাঠাইয়া দিলেন। দ্বাদশদিন পরে মন্ত্রী ব্রহ্মপুত্রের তীরে উপনীত হইল। শত্রু দেখিয়া যেন ব্রহ্মপুত্রের জল কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল (বোধ হয় বর্ষাকাল) সুতরাং মন্ত্রী পার হইতে না পারিয়া এ পারেই রহিলেন। ব্রহ্মপুত্রের অপর পার তখন কামরূপরাজের সীমা। কিছুদিন পরে মন্ত্রীমহামদ সৈন্য উঠাইয়া লইয়া চলিয়া আসিলেন, কিছু করিতে পারিলেন না, কারণ ব্রহ্মপুত্র কমিল না। অজয়নদীর তীরবর্ত্তী ঢেকুর বা ত্রিষষ্ঠীগড়ের পূর্ব্ব-রাজা ও ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন রায় এই ধর্ম্মপালপুত্রের শালীপতি; ইহার পুত্র লাউসেন ইান ধর্ম্মপালপুত্রের নিকট ময়নাগড়ের রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তৎপরে মন্ত্রীর অত্যাচারে গৌড়রাজ্যে দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। কিছুদিন পরে ধর্ম্মপালপুত্র মন্ত্রীর দোষ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করেন। মন্ত্রী গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া কামরূপরাজকে গৌড় আক্রমণের জন্য পত্র লিখিলেন। কামরূপেশ্বর এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলেন না, সৈন্য সজ্জিত হইতে লাগিল। গৌড়েশ্বর সংবাদ পাই-লেন এবং মহামদের ক্ষমতায় মোহিত হইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আবার তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে মহামদের মন্ত্রণায় লাউসেন কামরূপরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। লাউসেন উপস্থিত হইলে ব্রহ্মপুত্র বাড়িল, কিন্তু দেবকৃপায় নদী পার হইলেন এবং যুদ্ধে কর্পূরধলকে পরাস্ত করিলেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের এই উপাখ্যান কতদূর সত্য তাহা অনুমান করিয়া ঠিক করিবার উপায় নাই; কিন্তু মিঃ মার্টিন বলেন যে, বঙ্গেশ্বর ধর্ম্মপাল পালবংশীয় বঙ্গরাজগণের অন্যতম। ইঁহার মাণিকচন্দ্র নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। মাণিকচন্দ্রের পত্নীর নাম ময়নাবতী। স্বামীর মৃত্যুর পর ময়নাবতী স্বীয় শিশু গোপীচন্দ্রকে লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে বঙ্গসিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া রাজা ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। তিস্তার তীরে যুদ্ধ হয়। ধর্ম্মপাল পরাজয়ের উপক্রম দেখিয়া পলায়ন করিলেন। শিশু গোপীচন্দ্র সিংহাসনে বসিলেন। ইঁহার রাজকার্য্য ময়নাবতী নিজেই দেখিতে লাগিলেন আর রাজা বরং একশত পত্নী লইয়া বিলাসে উন্মত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিলে তিনি রাজকার্য্য দেখিতে প্রয়াসী হইলেন; কিন্তু ময়নাবতী হরিপ (বা হাড়ীসিদ্ধ) নামক একজন যোগীকে দিয়া তাঁহার সে বাসনা ফিরাইয়া দিলেন। গোপীচন্দ্র হরিপের উপদেশে বিষয়বাসনা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। কামরূপের যুগী নামক নীচশ্রেণীর লোকেরা আজিও "শিবের-গীত" নামে একপ্রকার গান করে, তাহাতেই এই গোপীচন্দ্রের বিষয়-বিরাগ ও তাঁহার শতস্ত্রীর খেদোক্তি অতি সরল গ্রাম্যভাষায় রচিত। ইহা গান করিতে দুইদিন লাগে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে গোপীচন্দ্র কামরূপে রাজা ছিলেন। রাজা গোপীচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র বা হরচন্দ্র রাজা হন। ইঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম গবচন্দ্র। নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হবচন্দ্র রাজা ও তাহার গবচন্দ্র মন্ত্রী অতি বিখ্যাত। হবচন্দ্রের রাজত্বকালে নিয়ম হয় যে, রাত্রে লোকে কাজকর্ম্ম করিবে ও দিবসে নিদ্রা যাইবে। এইরূপ দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন করার মত আরও অনেক ঘটনার কথা বাঙ্গা-লীর ঘরে ঘরে 'ঠাকুরমার গল্প' হইয়াছে। এই রাজা মূর্খ ও নির্ব্বোধ হইলেও অজাতশত্রু ছিলেন, ইঁহার সময়ে রাজ্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও প্রজাকুল ধন প্রাণ লইয়া নির্ভয় হৃদয়ে বাস করিত। ইঁহার পরেও এই পালবংশীয় আর একজন রাজা হন, তৎপরে নীলধ্বজনামে একব্যক্তি পালবংশ ধ্বংস করিয়া কামরূপের সিংহাসন লাভ করেন।

এই ধর্ম্মপাল ও তদ্বংশীয়েরা ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু মিঃ মার্টিন

রাজাদেরও উপাধি 'পাল'। এখন এই ধর্ম্মপাল ছুটীয়াদেরই কোন রাজা কি বঙ্গীয় পালবংশেরই কেহ তাহার নির্ণয় করা কঠিন। ধর্ম্মপাল রাজা কামরূপে ১০৯৭ শকে রাজত্ব করেন। ইনি বর্ত্তমান গুয়াহাটীর নিকটবর্ত্তী শোয়ালকুছি গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণকে নিষ্কর জমী দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে খোদিত তাম্রফলকে ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ধর্ম্মপালের পত্নী বনমালার ভগিনী ময়নাবতীর পরাক্রমের বিষয় অদ্যাপি রঙ্গপুর অঞ্চলের গ্রাম্য-সঙ্গীতে গীত হইয়া থাকে। ধর্ম্মপালের পর মাণিকচন্দ্র, মাণিকচন্দ্রের পর গোপীচন্দ্র, গোপীচন্দ্রের পর ভবচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন। এই সময়ে রঙ্গপুর কামরূপের অন্তর্বর্ত্তী ছিল।

আসামের কোন বুরঞ্জীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় ১৭ জন রাজার নাম পাওয়া যায়;—জয়ন্ত, চক্রপাল, ভূমিপাল, দক্ষপাল, মধুপাল, ইন্দ্রপাল, সিংহপাল, কৃষ্ণপাল, সুপাল, গন্ধপাল, মাধবপাল ও লক্ষ্মীপাল। এই লক্ষ্মীপাল ৭৭ বৎসর ও অবশিষ্ট কয়জন প্রত্যেকে ১০৫ বৎসর করিয়া রাজত্ব করেন। লক্ষ্মীপালের পর সুবাহু নামে একজন রাজা হন, তিনি একা ১০৫ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া প্রকাশ আছে; কিন্তু ইহাদের এতদীর্ঘকাল রাজত্বের কথা বিশ্বাস হয় না। আর একখানি প্রাচীন বুরঞ্জীতে ধর্ম্মপাল, রত্নপাল, সোমপাল, প্রতাপসিংহ, আভিমত, হিঙ্গুয়া ও রত্নসিংহ নামে কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইহারা যে কতদিন রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না, আর একখানি বুরঞ্জীতে দেখা যায় যে কামরূপের লৌহিত্যপুরে মীনাঙ্ক রাজা ৫০ বৎসর, গজাঙ্করাজা ৫০ বৎসর, শৃকবাঙ্করাজা ৪০ বৎসর, মৃগাঙ্করাজা ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন, ইহাদের পর কিঙ্গুয়া নামে একজন রাজা হন। এই রাজার রাজত্বকালেই মসলন্দগাজি নামে একজন মুসলমান নবাব লৌহিত্যপুর জয় করিয়া ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই লৌহিত্যপুর কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বর্ত্তমান কামরূপ জেলায় বৈদরগড় নামে একস্থানে এই কিঙ্গুয়া রাজা একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে এই বৈদরগড়ই লৌহিত্যপুর হইতে পারে।

ধর্ম্মপালের বংশ উচ্ছেদের পর কামরূপ কিছুদিন অরাজক হয়। কামরূপের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী কোচ, মেছ, কাছারী, ভোট ইত্যাদি পার্ব্বত্যজাতিগণ কামরূপ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। ইহার কয়েক বৎসরের পর কামতাপুরের রাজবংশের আধিপত্য হয়। [এই বংশের আদিপুরুষ নীলধ্বজ কিরূপে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তদ্বিবরণ "কামতাপুর" শব্দে দেখ।] নীলধ্বজের পর তৎপুত্র চক্রধ্বজ কামরূপে রাজা হন। ইনিই কমতেশ্বরীর মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও ভগদত্তের কবচ-উদ্ধার করেন। চক্রধ্বজের পর তৎপুত্র নীলাম্বর রাজা হন। ইহার সময়ে বাঙ্গালার নবাব আলা-উদ্দীন হুসেনশাহ কামরূপ আক্রমণ করেন। আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কামরূপে মুসলমান অধিকার হয়। মুসলমানেরা ১২ বৎসরকাল নগর অবরোধ করিয়া বসিয়াছিল, সুতরাং বলিতে হইবে ১৪৮৬ * খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা সর্ব্বপ্রথম এদেশ আক্রমণ করে।

তাহা বিশ্বাস করেন নাই। বাঙ্গালার বৌদ্ধপালরাজগণের মধ্যে এক ধর্ম্মপালের নাম পাওয়া যায়, ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালের প্রদত্ত একখানি তাম্রলিপি ও মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত দেবপালের প্রদত্ত আর একখানি তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, সুগতবুদ্ধের মতাবলম্বী গোপাল (দিনাজপুরের বুদাল স্তম্ভের লিপি অনুসারে লোকপাল ও আইন অকবরী মতে ভূপাল) পালবংশের আদিরাজা এবং ইহারই পুত্রের নাম ধর্ম্মপাল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মিঃ জেম্‌স্ প্রিন্সেপ প্রভৃতির বিচারে স্থির হইয়াছে যে এই ধর্ম্মপাল ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। ইতিহাসে পালবংশীয় রাজগণ যে প্রায়ই উড়িষ্যা, আসাম (কামরূপ), ত্রিপুরা, কান্যকুব্জ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউএন সিয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে দিনাজপুরের মধ্যে পালবংশীয় রাজগণের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের বিষয় অবগত হওয়া যায়। স্মিথ সাহেবের মতে করতোয়াতীরবর্ত্তী গোবিন্দগঞ্জের নিকট বর্দ্ধনকুটী নামক স্থানই ঐ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। হিউএন সিয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্দ্ধনকুটীর ১০ মাইল উত্তরে একটি দুর্গের বিষয় অবগত হওয়া যায় এবং ইহা ধর্ম্মপালের নির্ম্মিত বলিয়া ঐগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে অনুমান করিয়াও বলা সুকঠিন যে, এই বৌদ্ধ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালই কামরূপেশ্বর ধর্ম্মপাল কি না? রঙ্গপুরের অন্তর্গত ডিমলা-থানায় ৯।১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এই ধর্ম্মপালের নগর "ধর্ম্মপুরের" ভগ্নাবশেষ আজিও আছে।

কামরূপরাজ ধর্ম্মপালের মাণিকচন্দ্র নামে যে ভ্রাতার কথা উক্ত হইল, তাঁহার সম্বন্ধে রঙ্গপুরে একটি উপাখ্যান চলিত আছে। উপাখ্যান হইতে ঐতিহাসিক কথার মধ্যে জানা যায় যে, মাণিকচন্দ্রের পত্নীর নাম ময়নাবতী। তিনি হরিপ নামক কোন এক যোগীর নিকট দীক্ষিত হন। এই যোগী সামান্যতঃ "হাড়ীসিদ্ধ" নামে বিখ্যাত। ইহার কৃপায় মাণিকচন্দ্রের পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্রের সহিত হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অদুনা ও পদুনার বিবাহ হয়। এই বিবাহে গোপীচন্দ্র ১০০ দাসী যৌতুক পান। অবশেষে মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে হাড়ীসিদ্ধের উপদেশে সন্ন্যাসী হন।

* বুরঞ্জীর মতে খৃষ্টীয় ১৪৮৬ অব্দে হুসেনশাহ কামরূপ আক্রমণ করেন, কিন্তু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, হুসেনশাহ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে হাবসি নবাবদিগকে পরাজিত করিয়া স্বাধীনভাবে বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন এবং ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পূর্ব্বে কামতাপুরের বিবরণস্থলে লিখিত হইয়াছে

নীলাম্বরবংশীয় চন্দন ও মদন নামে দুই রাজপুত্র কামতাপুর হইতে কিছু দূরে স্বতন্ত্র এক নগর স্থাপন করিয়া অতি অল্পাংশমাত্র স্থানে কিছুদিন রাজত্ব করেন।

গুরুজন-কথা-চরিত্র নামক আসামীয় ভাষায় লিখিত এক খানি পদ্যগ্রন্থে কামতাপুরে দুর্ল্লভনারায়ণ নামে একজন পরাক্রান্ত রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। এই দুর্ল্লভ কোন্ বংশের রাজা, তাহা জানা যায় না; কেহ বলে পালবংশীয়, কেহ বলে জিতারিবংশীয়। এই দুর্ল্লভনারায়ণ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মনারায়ণ নামক রাজার সহিত রাজ্যলোভে মহা যুদ্ধ করেন। কয়েক দিন ঘোর যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক লোক মরিল। রাত্রে উভয়েই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন উভয়ে সখ্যতা স্থাপন করিলেন এবং গৌড়েশ্বর দেশের অবস্থা শুনিয়া সাত জন ব্রাহ্মণ ও সাতজন কায়স্থ প্রদান করিয়া গেলেন। রাজা দুর্ল্লভনারায়ণ এই চৌদ্দজনের মধ্যে প্রধান ১২ জনকে "বারভূয়াঁ" আখ্যা প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ সাতজনের নাম—কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর (রমাবর), লোহার (লহর), বয়ন, ধরম (ধর্ম্ম) ও মথুরা। কায়স্থ সাত জনের নাম—হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর। ইঁহাদের সকলের মধ্যে চণ্ডীবর সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ছিলেন। রাজা দুর্ল্লভনারায়ণ তাঁহাকে "শিরোমণি ভূয়াঁ" উপাধি দেন। এই চণ্ডীবর শিরোমণি দেবীর পূজক হন। ইঁহার ভক্তি দেখিয়া লোকে ইঁহাকে 'দেবীদাস' বলিত। কায়স্থ হইয়া চণ্ডীবর দেবীপূজক ছিলেন। ঐ চৌদ্দজন যুদ্ধকালে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়া আসাম বুরঞ্জীলেখকেরা বিবেচনা করেন যে, ইঁহারা গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন।

রাজা দুর্ল্লভনারায়ণের রাজত্বকালে কোচ জাতির প্রভাব অল্পে অল্পে বাড়িতেছিল। রাজাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেইজন্য এই সকল ভূয়াঁগণের সাহায্য পাইবার আশায়, তাহাদিগকে নিজ রাজ্যে ভূসম্পত্ত্যাদি দিয়া রাখিলেন; কিন্তু ভূয়াঁরা রাজার কোনও উপকারে মন দিলেন না, শেষে কয়জনেই স্ত্রী পুত্র-পরিবার আনিবার উদ্দেশে স্বদেশে চলিয়া গেলেন। রাজা ধর্ম্মনারায়ণ * তাঁহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া চণ্ডীবর শিরোমণি প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে কাশী হইতে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গৌড়ে উপস্থিত হইয়া সকল পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় রাজার মনে চণ্ডীবরের কথা স্মরণ হইল। রাজা অমনি চণ্ডীবরকে মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। শেষে চণ্ডীবরের সহিত বিচারে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরাস্ত হইলেন। রাজাও সন্তুষ্ট হইয়া চণ্ডীবর প্রভৃতিকে ধনরত্নাদি পুরস্কার ও যান-বাহনাদি দিয়া কামরূপে পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে পাইমাগুরী নামক স্থানে ইঁহাদের নৌকা থামিল। এইখান হইতে বাউসী পরগণার ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখা আছে। রাজা গন্ধর্ব্বরায় চৌধুরী ঐ শাখাটীতে কিছুতেই বাঁধ দিতে পারেন নাই। শেষে চণ্ডীবরের পরামর্শে অনেক চেষ্টার পর বাঁধ বাঁধা হইল, জলের স্রোত বন্ধ হইল। রাজা চণ্ডীবরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিছুদিনের পর চণ্ডীবরের এক পুত্র হইল, ইহার নাম রাজধর রাখিলেন। ভূয়াঁরা গন্ধর্ব্বরায়ের যত্নে সেইখানেই রহিয়া গেলেন। এই সময় অগ্রহায়ণ মাসে ভূটীয়া বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজা গন্ধর্ব্বরায় পলাইয়া দক্ষিণপারে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য লোকের সঙ্গে শিশু রাজধর ভূটীয়াদের হস্তগত হইল। চণ্ডীবর শুনিয়া, ভূটীয়াদিগকে পরাস্ত করিয়া সকলকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। ভোটানরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বরায়কে অনুযোগ করিয়া পাঠাইলেন। গন্ধর্ব্বরায় ভীত হইয়া বলিলেন, আমি কখনও ভোটানরাজের বিদ্রোহী নহি। ভূয়াঁরা এই কথায় বিরক্ত হইয়া বাউসী ত্যাগ করিয়া কাজলীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শেষে কিছুদিন সোমাই ভলুকাগুড়িতে থাকিয়া শেষে শিমূলতলায় গিয়া রহিলেন। ভোটানরাজ গন্ধর্ব্বরায়ের নিকট জ্ঞাত হইয়া ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। তিনদিন যুদ্ধের পর ভোটানরাজ হারিয়া পলায়ন করিলেন। এই সময় চণ্ডীবরের মৃত্যু হয়। রাজধর শিরোমণি ভূয়াঁ হইলেন। এই রাজধরই শঙ্করদেবের পিতামহ। কোন আধুনিক বুরঞ্জীকার অনুমান করেন, চণ্ডীবরাদি আদি ভূয়াঁগণ ১২২০ শকে এ দেশে আসেন এবং রাজধর ১২৫০।৬০ শকে শিরোমণি ভূয়াঁ হন। * পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় তখন সকল স্থানেই বারভূয়াঁ উপাধিধারী জমিদার বা ক্ষুদ্র রাজা ছিল। কাহারও কাহারও মতে চন্দ্রদ্বীপের ভূয়াঁ (পূর্ব্ববঙ্গের বারভূয়াঁগণের মধ্যে

যে, মিঃ মার্টিন হুসেনশাহের কামরূপ আক্রমণকাল প্রায় ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বুরঞ্জীমতের সহিত ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের এই মত-পার্থক্য দূর হওয়া একরূপ অসম্ভব।

* গৌড়েশ্বর রাজা ধর্ম্মনারায়ণ যে কে, তাহা স্থির করা যায় না। এ সময়ে গৌড়ে মুসলমান রাজত্ব, সুতরাং বোধ হয়, ধর্ম্মনারায়ণ গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র স্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন, তিনি মুসলমান অধীনতা মানিতেন না। শেষে তিনিই সৈন্যসংগ্রহ করিয়া গৌড়েশ্বর পরিচয়ে কামরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

* ইঁহার মতে কামতাপুরের সংস্কর্ত্তা রাজা নীলধ্বজ ১২৫০।৬০ শকের লোক, সুতরাং রাজধরের সমসাময়িক। দুর্ল্লভনারায়ণ এই হিসাবে নীলধ্বজের পূর্ব্ববর্ত্তী।

একতম) কেদাররায়ের (চান্দার কেদার রায় নামে বিখ্যাত) বংশে এই কামরূপাগত চণ্ডীবর শিরোমণি ভূয়াঁর জন্ম হয়। (?) অন্য ভূয়াঁগণের বংশবিবরণ আর কিছু জানা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুচবেহার রাজবংশের মূল-পুরুষ শিববংশীয় বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক এই অরাজকতা দূরীকৃত হয়। কোচবংশসম্ভূত হাজো নামক এক ব্যক্তির হীরা এবং জীরা নাম্নী দুটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। কামরূপ যে সময় অরাজক হয়, তখন এই কোচেরা নিকটবর্ত্তী অন্যান্য ইতর জাতিদিগকে বশীভূত করিয়া একটু পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। পরাক্রমে কোচদের ভিতর হাজো অগ্রণী ছিলেন। এরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, মহাদেবের ঔরসে [কামতাপুর দেখ।] হীরার গর্ভে শিশু বা শিবসিংহ এবং জীরার গর্ভে বিশু বা বিশ্বসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। * খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বিশ্বসিংহ কুচবেহারে রাজত্ব করেন। বিশ্বসিংহ মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত কামতাপুর রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। আধুনিক বুরঞ্জীমতে বিশ্বসিংহ ১৪২০।৩০ শকের (১৪৯৮।১৫০৮ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কামরূপ অধিকার করেন। ইহার পূর্ব্বে কামরূপে কিছুদিন মুসলমান রাজত্ব ছিল। হুসেনশাহের পুত্র এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু সে সময়ে কামরূপে কোচদিগের বড়ই উৎপাত, সুতরাং হুসেনশাহের পুত্র নসরত-শাহ কামরূপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিশ্বসিংহ এই সুযোগে অবশিষ্ট মুসলমানগণকে দূরীভূত করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। ইনি অতি পরাক্রমসহকারে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্বকালেই লুপ্ত কামাখ্যা-পীঠের উদ্ধারসাধন এবং কামাখ্যার অন্তর্বর্ত্তী অনেক পীঠ-স্থান আবিষ্কৃত হয়। বিশ্বসিংহ প্রকৃতপক্ষে কোচবেহারের রাজা হইলেও কামরূপ এই সময় ইহার শাসনাধীন হয় এবং কামরূপের সীমা কুচবেহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বিশ্বসিংহের সময় উত্তনিথগু আহোমেরা আক্রমণ করে। বিশ্বসিংহ সৈন্য পাঠাইয়া আক্রমণ নিবারণ করেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল সে স্থান পরিত্যাগ করিলেই আবার তাহারা উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং বিশ্বসিংহ বাধ্য হইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করেন। এই সময়ে রাঙ্গলুগড় কামরূপ ও বেহাররাজ্যের পূর্ব্বসীমারূপে নিরূপিত হয়।

বিশ্বসিংহ ডিমরুয়া বেলতলা, রাণী, লুকিবগাই, পান্থান, বকো, বনগাঁ, মৈরাপুর, ভোলগাঁ, ছয়গাঁ, বড়নগর, দরঙ্গ, করাইবাড়ী, আটীয়বাড়ী, কমতাবাড়ী, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল ক্ষমতাশালী বিখ্যাত লোক ছিল, তাহাদের সকলকেই বশীভূত করিয়াছিলেন। মুগা, কার্পাস, তামা, রাঙ্গ, সীসা, রূপা, সোণা, লোহা, কাচ, মাটী, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের উপর কর-নির্দ্ধারণ করিয়া রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করেন। ইহারই সময় ভোটানেরা সর্ব্বদাই উপদ্রব করিতে থাকে। তখন ভোটানে দেববর্ম্মা রাজা ছিলেন। বিশ্বসিংহ ইহার সহিত সন্ধি করেন। রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে শান্তিরক্ষার জন্য উজীর, লস্কর, ভূয়াঁ, বড়ুয়া প্রভৃতি উপাধি দিয়া শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করেন।

বিশ্বসিংহের ১৮টি সন্তান ছিল। নরনারায়ণ তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তিনিই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহারই ঠিক পরবর্ত্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিলারায় বা শুক্লধ্বজ রাজ্যের দেওয়ান বা সেনাপতি হন। নরনারায়ণ শঙ্করদেবের * ভ্রাতা রামরায়ের কন্যা কমলপ্রিয়া আপীকে বিবাহ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শুক্লধ্বজই বিবাহ করেন। যাহা হউক যেখানে এই বিবাহ হয়, সেই স্থান আজিও "রামরায়ের কুঠি" বলিয়া কথিত হয়। জেলা গোয়ালপাড়ার ঘুল্লা পরগণায় এই স্থান আছে ও সেইখানে মেলা হয়। কমলনারায়ণ নামে আর একজন কুমার ভোটান ও আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপাড়ে একটা বাঁধ বাঁধেন। এই বাঁধের নাম "গোঁসাই কমলের আলি।" লখিমপুর হইতে জলপাইগুড়ির মধ্যে অনেক স্থলে এই আলির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। এই সময়ে সজন বা সুজনগ্রামে পণ্ডিত রামখা ভূয়াঁ নামে একজন রাজা ছিলেন। এই ব্যক্তি তলে তলে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু শেষে ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়।

আসাম বুরঞ্জী এবং অন্যান্য ইতিহাসমতে জানা যায়, বিশ্বসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরনারায়ণ এবং তৎকনিষ্ঠ শুক্লধ্বজ বা চিলারায়। কিন্তু রামসরস্বতী পণ্ডিত-প্রণীত গ্রন্থে জানা যায়—

"বিশ্বসিংহ পুত্র, শশীসিংহ নাম,
তেজ অভিনব বর ॥
তাহান কন্যাত, ঔরস রহিল,
তেহোঁ প্রাণ তেজিলন্ত।

* আসামী ভাষায় লিখিত রামসরস্বতী পণ্ডিতের গ্রন্থবিশেষে জানিতে পারা যায়, হরিদাস নামক কোন একজন লোকের ঔরসে হীরার গর্ভে বিশু বা বিশ্বসিংহের জন্ম হয়। রামসরস্বতী মহারাজ নরনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

* এই শঙ্করদেব গৌরাঙ্গদেবের শিষ্য। ইনি বাঙ্গালী, কামরূপে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। বাঙ্গালায় যেমন গৌরাঙ্গদেব, কামরূপে তেমনই ইনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ইঁহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

পরম শোভন, রূপ বিতোপন,
পাছে পুত্র জন্মিলন্ত ॥
অপুত্রক রাজা, পুত্র নাহি কয়,
নাতি ভৈলা অনুপাম।
পরম মহন্তে, পণ্ডিত সকলে,
নারায়ণ দিলা নাম॥”

অর্থাৎ বিশ্বসিংহের শশীসিংহ নামে একটি পুত্র ছিল। শশীসিংহ অল্পবয়সে লোকান্তরপ্রাপ্ত হন। তাঁহার কন্যার গর্ভে (কাহার ঔরসে ঠিক নাই) অপুত্রক বিশ্বসিংহ রাজার পরম সুন্দর রূপবান্ একটি দৌহিত্রের জন্ম হয়। পণ্ডিতেরা তাহার নাম নারায়ণ রাখেন।

এই নরনারায়ণ এবং ইঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের (চিলারায়ের) নাম কামরূপে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। মহারাজ নরনারায়ণ বিশেষ বলশালী ছিলেন। ইনি কামরূপকে বিদেশীর হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিয়া, ইহার অনেক উন্নতিসাধন করেন। মহারাজ নরনারায়ণের অন্য একটি নাম মল্লদেব বা মল্লনারায়ণ। ইঁহার সময়েই পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক অধুনা আসামে প্রচলিত সংস্কৃত রত্নমালা-ব্যাকরণ রচিত হয় *। যথা—

“শ্রীমল্লদেবস্য গুণৈকসিন্ধোর্মহীর্মহেন্দ্রস্য যথা নিদেশম্।
যত্নাৎ প্রয়োগোত্তমরত্নমালা বিতন্যতে শ্রীপুরুষোত্তমেন॥”
রত্নমালা।

হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী বিখ্যাত কালাপাহাড় † ১৫৬৪ বা ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে ভগবতী কামাখ্যা-দেবীর মন্দির ভগ্ন করিতে আইসে। কুচবেহারে তখন মহারাজ নরনারায়ণ রাজা ছিলেন। কালাপাহাড়ের পরাক্রমে সন্ত্রস্ত হইয়া তিনি তাহার সহিত সন্ধি করেন। কালাপাহাড় ভগবতীর মন্দির ভগ্ন এবং পীঠস্থানবর্ত্তী সুন্দর সুন্দর অন্যান্য প্রতিমূর্ত্তিগুলি গদাঘাতে বিকৃত করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহারাজ তাঁহার ভ্রাতার সহিত ভগবতীর মন্দিরাদির পুনঃসংস্কার করেন। অতি কমেও বার বৎসরে এই জীর্ণ সংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কামাখ্যা-মন্দিরের বর্ত্তমান (চলন্তা) মূর্ত্তি (যাহা সাধারণতঃ নাড়াচাড়া করা যায়) মহারাজ নরনারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বর্ত্তমান কামাখ্যা-মন্দিরের বহির্ভাগেই মহারাজ নরনারায়ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রস্তরখোদিত সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি দুইটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মহারাজ নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজ মহামায়ার একান্ত ভক্ত ছিলেন, এবং ভগবতীও উঁহাদিগকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। মহারাজ কুচবেহার হইতে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভগবতীর পূজাদি নির্ব্বাহ করিতেন। কেন্দুকলাই নামক কামাখ্যার একজন পূজারী ব্রাহ্মণ এবং মহারাজ নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের সম্বন্ধে কামরূপে অদ্যাপি এইরূপ জনপ্রবাদের প্রচলন আছে।—কেন্দুকলাই পূজারীঠাকুর সন্ধ্যার সময় যখন ঘণ্টা বাজাইয়া ভগবতীর আরতি করিতেন, তখন ভগবতী কেন্দুকলাইয়ের আরতিতে মুগ্ধ হইয়া, তাহার ঘণ্টাবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেন। মহারাজ নরনারায়ণ ইহা জানিতে পারিয়া ভগবতীর চৈতন্যমূর্ত্তি দর্শনমানসে কেন্দুকলাই ঠাকুরকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুরমহাশয় বলিলেন, যে সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার ঘণ্টাধ্বনি শুনা যায়, তখন নাটমন্দিরের “কুন্দ্রাক্ষর জলারে” (রন্ধ্র বিশেষের মধ্য দিয়া) মন্দিরের ভিতরে চাহিলেই, মহারাজ ভগবতীর চৈতন্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। এই পরামর্শ মত মহারাজ একদিন সন্ধ্যার সময় নাটমন্দিরের “কুন্দ্রাক্ষ জলা” দিয়া ভগবতীকে দেখেন। দৈবাৎ ভগবতী মহারাজের এই কার্য্য জানিতে পারিয়া কেন্দুকলাইঠাকুরের শিরশ্ছেদ করেন। (“কেন্দুকলাইর মুরছিঙ্গার দরে মূর ছিঙ্গিম”—আসামে সেই সময় হইতে এই একটি দৃষ্টান্তই চলিয়া আসিয়াছে। অর্থ—‘কেন্দুকলাইর যেরূপে মস্তকছিন্ন হইয়াছিল, সেইরূপে তোমারও মস্তক ছিন্ন করিব।’) এবং ভগবতী মহারাজ নরনারায়ণকে শাপ দেন যে, ভবিষ্যতে তিনি কি তাঁহার বংশের কেহই কামাখ্যাদর্শন দূরে থাকৃ, কামাখ্যা-মন্দিরের দিকে দেখিলেও তাঁহাদের শিরশ্ছেদ হইবে। এই শাপের ভয়ে আজিও কুচবেহার, বিজনী, দরঙ্গ ইত্যাদি শিববংশী রাজপরিবারের কেহই কামাখ্যা-মন্দিরের দিকে প্রাণান্তেও দৃষ্টিপাত করেন না। কোন কার্য্যবশতঃ কামাখ্যার দিকে যাইতে হইলেও কাপড় দিয়া সেই দিকটি অবরোধ করিয়া চলেন।

বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় রাজ্য, তাঁহার দুইপুত্র নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের মধ্যে বিভক্ত হয়। নরনারায়ণ স্বর্ণকোষী নদীর পশ্চিমতীরস্থ সমস্ত রাজ্য ও শুক্লধ্বজ উহার পূর্ব্বতীরস্থ অবশিষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হন। শুক্লধ্বজের অংশেই ব্রহ্মপুত্রের উভয়তীরস্থ ভূভাগ পড়ে, সুতরাং কামরূপও শুক্লধ্বজের অধিকারে পড়ে।

শুক্লধ্বজের পর তাঁহার পুত্র রঘুদেবনারায়ণ রাজা হন। তাঁহার পর তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিৎ।

* আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৪৯০ শকে রত্নমালা রচিত হয়।
† কামরূপ অঞ্চলে কালাপাহাড় ‘পোরাঠুঠার,’ ‘পোরাকুঠার,’ ‘কালাহুঠান’ বা কালযবন নামে বিখ্যাত।

কনিষ্ঠের নাম অজ্ঞাত। এই কনিষ্ঠ পুত্র জায়গীর স্বরূপে দরঙ্গ প্রদেশ প্রাপ্ত হন; ইঁহার বংশধরেরা আজিও আসামরাজগণের অধীনে ঐ প্রদেশ অধিকার করিতেছেন। পরীক্ষিৎ সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া গদাধর নদীতীরস্থ গিলাঝাড় নামক স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। (এখানে গিলাগাছের মহাবন ছিল।) এখানে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজিও দেখা যায়। এই স্থানে তিনি ১৮টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করান এবং তাহা হইতে প্রাসাদের নাম "আঠারোকোটা" হয়। ইঁহার সভায় নিত্য ৭০০ শত বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন এবং ঐ নগরেই তাঁহাদের আবাস ছিল। ইঁহার সময়েই ঢাকার মুসলমান-শাসনকর্ত্তা মোগলসম্রাটের প্রতিনিধিত্বে ইঁহার নিকট রাজস্ব চাহিয়া পাঠান ও আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। পরীক্ষিৎ কিছু ভীত হইয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া আগ্রার সম্রাটের নিকট গমন করেন। সেখানে দরবারে সাদরে গৃহীত হন। ঢাকার নবাবের উপর আদেশ হইল যে, পরীক্ষিৎ যে পরিমাণ মুদ্রা রাজস্ব দিতে সক্ষম হইবেন, নবাব তাহাই লইতে বাধ্য হইবেন, কোন দ্বিরুক্তি করিবেন না। রাজা ফিরিয়া আসিয়া সরল মনে, নবাবের নিকট একবারে ২ কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রী এই বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে মুসলমানের অসঙ্গত অর্থ লোভের কথা জানাইলে, তিনি মহাভীত হইয়া পড়িলেন; শেষে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, আর একবার সম্রাট্‌দরবারে গিয়া এই ভ্রম সংশোধন করিয়া আসিবেন। এবার মন্ত্রী সঙ্গে চলিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে পাটনায় (কাহারও মতে রাজমহলে) রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হইল। এই সুযোগে ঢাকার নবাবসৈন্য প্রতিশ্রুত অর্থের অছিলায় রাজ্য অধিকার করিল। পরীক্ষিতের মন্ত্রী সম্রাট্‌দরবারে অনেক কষ্টে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করায় সম্রাট্ তাঁহাকে কানুনগোপদে নিযুক্ত করিয়া পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন। এই সময় এই রাজ্য চারিটি সরকারে বিভক্ত হয়—ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে উত্তরকূল বা ঢেঁকিরি সরকার, দক্ষিণে দক্ষিণকূল সরকার, পশ্চিমে বাঙ্গালভূমি সরকার ও গুয়াহাটী লইয়া কামরূপ সরকার। পরীক্ষিতের ভ্রাতৃরাজ্য দরঙ্গ তাঁহারই রহিল এবং পরীক্ষিতের পুত্র চন্দ্রনারায়ণ একটি বিস্তৃত জমীদারী পাইলেন, এই জমীদারী আজিও তদ্বংশীয়গণের আছে। প্রাচীন মন্ত্রীও (নূতন কানুনগো) নিজের জন্য অনেকটা জমীদারী প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনা প্রায় ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ঘটে। একজন মুসলমান ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া রাঙ্গামাটী নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে যখন রাজা মান সিংহ বাঙ্গালা বেহারের নবাব হন, তখন এদেশের বিশেষ উন্নতি হয়। অরঙ্গজিবের সময়ে, মীরজুম্লা যখন বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া আসাম জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তৎপরে কামরূপরাজ্যের এই অংশ হইতে সরকার কামরূপ ও সরকার উত্তরকূল ও দক্ষিণকূলের কিয়দংশ আসাম রাজগণের অধিকৃত হয়। এই ঘটনার ৭৩ বৎসর পরে রাঙ্গামাটীর ফৌজদারী উঠাইয়া ঘোড়াঘাটে স্থাপিত হয়।

মীরজুম্লার আক্রমণের পর আসাম রাজগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নামে মাত্র রাঙ্গামাটীর ফৌজদারের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ এই উভয়ের মধ্যে রাজ্যবিভাগের কথা যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা শুক্লধ্বজের জীবিতকালে হয় নাই। শুক্লধ্বজের মৃত্যুর পর নরনারায়ণ অপুত্রক থাকায়, শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব নারায়ণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন; কিন্তু পোষ্যপুত্রগ্রহণের কিয়দ্দিন পরে তাঁহার একটি পুত্র হয়। রঘুদেব এই ঘটনায় ভবিষ্যতে রাজ্য-প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া তলে তলে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শেষে নরনারায়ণ সেই বিষয় জানিতে পারিলে, রঘুদেব পলাইয়া গিয়া পূর্ব্বাঞ্চলের শত্রুগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদিগের সৈন্য লইয়া জ্যেষ্ঠতাতের রাজ্য আক্রমণার্থ আসিয়া পঁহুছিলেন। নরনারায়ণও স্ব-রাজ্য রক্ষার্থ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। স্বর্ণকোষী নদীর পূর্ব্বপারে রঘুদেব ও পশ্চিমপারে নরনারায়ণের ছাউনি হইল। নরনারায়ণ স্বয়ং অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। রঘুদেব ভীত হইয়া সসৈন্যে পলাইয়া গেলেন। নরনারায়ণ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হায়! আমি রাজ্য দিবার জন্যই আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতো হইল না; অতএব এই নদীই উভয়ের রাজ্যসীমা হউক।" আধুনিক আসাম বুরঞ্জীমতে এই ঘটনা ১৫০৩ শকে ঘটে। রঘুদেবের রাজ্যের সীমা পশ্চিমে স্বর্ণকোষী ও পূর্ব্বে দিক্‌রাই আর নরনারায়ণের রাজ্যের সীমা পূর্ব্বে স্বর্ণকোষী ও পশ্চিমে করতোয়া। রঘুদেব গোয়ালপাড়া জেলার জোয়ারপরগণার মধ্যে আধুনিক গৌরীপুরনগরের ১০ মাইল দূরে গদাধর নদীর তীরে নগর স্থাপন করিলেন।

শুক্লধ্বজ যখন জীবিত ছিলেন, তখন কামাখ্যার মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হয়। মন্দির সমাপ্ত হইতে ১০ বৎসর লাগে।

একজন হিন্দুস্থানী ইহা নির্ম্মাণ করে। মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত কেন্দুকলাই নামক পুরোহিতের ছিন্নমুণ্ড প্রতিমূর্ত্তি আছে। শুক্লধ্বজের জীবিতকালে, নরনারায়ণ একবার শনিগ্রস্ত হন। জ্যোতিষীরা গণিয়া এই কথা জানাইলে, নরনারায়ণ শুক্লধ্বজকে রাজ্যে প্রতিনিধি রাখিয়া নিজে তীর্থযাত্রা করেন। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি ফিরিয়া আসেন। এই ভ্রমণের সময় আসামরাজের শ্বেত হস্তীর উপর তাঁহার লোভ হয়। শুক্লধ্বজ এই বিবরণ শুনিয়া ভ্রাতার তৃপ্তির জন্য আসামরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া হস্তী কাড়িয়া আনিলেন। অনেকে বলেন, এই ঘটনা হইতেই তাঁহার নাম "শুক্লধ্বজ" হয়।

আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৫০৬ শকে নরনারায়ণের মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হইলেন। স্বর্ণকোষী হইতে মহানন্দা পর্য্যন্ত, এবং সরকার ঘোড়াঘাট ও ভোটানের দক্ষিণস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ইঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। পশ্চিমোত্তর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে এই রাজ্য ৯০ মাইল দীর্ঘ ও পূর্ব্বোত্তর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬০ মাইল বিস্তৃত। উত্তর-পশ্চিমে কতকটা সীমান্তপ্রদেশ শিবসিংহের (পূর্ব্বোক্ত হীরা ও জীরার মধ্যে জীরার পুত্র শিবসিংহের) সন্তানগণকে প্রদান করা হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের এই রাজ্যকে পূর্ব্ব হইতেই "বিহার" বলিত। শিব হীরা ও জীরার সহিত বিহার করিতেন বলিয়াই এই স্থানের ঐ নাম হয়; কিন্তু মগধদেশের বর্ত্তমান নাম বিহার (পাটনা) প্রদেশ হইতে এই বিহারের স্বতন্ত্রতা বুঝিবার জন্য ইহাকে "কোচবিহার" বলে।

আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণ অকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে রাজ্যসীমা উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিহুত ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র; পরিমাণফল দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ শত ক্রোশ। ইঁহার ৪০০০ অশ্বারোহীসৈন্য, ২ লক্ষ পদাতি, ৭০০ শত হস্তী ও ১০০০ জাহাজ ছিল।—আইন-অকবরীতে আরও জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণের পিতার নাম শুক্লগোস্বামী। শুক্লগোস্বামী রাজা ছিলেন না, ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালগোস্বামী রাজা ছিলেন; বিবাহ না করায় তাঁহার পুত্রাদি হয় নাই। বালগোঁসাই অতি সুবিজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাটকুমারকে রাজ্যাধিকারী নির্ণয় করেন। শুক্লগোস্বামী আর এক বিবাহ করিলেন, সেই গর্ভে লক্ষ্মীনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। পাটকুমার বিদ্রোহী হইলেন। এই সময় মানসিংহ বাঙ্গালার নবাব। লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের নিকট সম্রাটের পরিচিত হইবার প্রার্থনা করেন; কিন্তু মানসিংহ তাহা উপেক্ষা করেন। মানসিংহ ইঁহার এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বালগোঁসাই ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে একবার বাঙ্গালার নবাবের অধীনতা স্বীকার করিয়া দরবারে ৫৪টি হস্তীসহ বিস্তর উপঢৌকন দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

তাজক-ই-জাহাঁগিরী পাঠে জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণ ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের রাজসভায় ৫০০ থান মোহর নজর পাঠাইয়াছিলেন।

পাদশাহনামা পাঠে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীরের সময়ে পরীক্ষিৎনারায়ণ কোচহাজো প্রদেশে, ও লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারে রাজত্ব করিতেন। পাদশাহনামা বলেন, লক্ষ্মীনারায়ণ পরীক্ষিতের পিতামহের সহোদর। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৮ম বৎসরে সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে দরবারে অভিযোগ করেন যে, তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। সেখ আলাউদ্দীন ফতেপুরী-ইসলাম খাঁ তখন বাঙ্গালার নবাব। তিনি মকরাম খাঁকে কোচহাজো জয় করিতে পাঠাইয়া দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মুসলমান পক্ষে যোগ দেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরীক্ষিৎ আত্মসমর্পণ করেন। ইঁহার ভ্রাতা বলদেব আসামরাজ স্বর্গদেবের আশ্রয় লয়েন। তৎপরে পরীক্ষিৎ সম্রাটের আদেশানুসারে দিল্লীতে প্রেরিত হন ও মকরাম খাঁ হাজোর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

বলদেব আসামরাজের সহায়তায় হাজো উদ্ধারার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন। আসামরাজ তাঁহাকে স্বীয় অধীনতা স্বীকার করাইয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মকরাম খাঁ এই সময়ে শাসনকর্তৃত্ব হইতে অপসৃত হওয়ায় আর একজন নূতন শাসনকর্ত্তার আগমনের অবসরে সুযোগ পাইয়া বলদেব দরঙ্গ অধিকার করিলেন। এই সময় এদেশে বাঙ্গালার নবাবের পক্ষ হইতে হাজোপ্রদেশে হাতী-খেদা রক্ষা করিবার জন্য পাইকেরা জায়গীর লইয়া বাস করিত। কাশিম খাঁ যখন বাঙ্গালায় নবাব, তখন তিনি অনেকদিন হাতীর আমদানী না পাইয়া হাতী-খেদার সর্দ্দারদিগকে উপস্থিত হইতে আদেশ দেন। সর্দ্দারেরা উপস্থিত হইলে নবাব তাহাদিগকে বন্দী করেন, তন্মধ্যে সন্তোষ লস্কর ও জয়রাম লস্কর নামক দুইজন সর্দ্দার পলাইয়া গিয়া আসামরাজ স্বর্গদেবের আশ্রয় লয়। তৎপরে যখন ইসলাম খাঁ নবাব হন, তখন পাণ্ডুর অত্যাচারী থানাদার শত্রুজিৎ বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে হাজোর শাসনকর্ত্তা আবদাসসেলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গোপনে পরামর্শ দেন।

বলদেব কোচ ও আসামী সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হন। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ, এই সংবাদ পাইয়া কয়েকজন মনসবদারের সহিত ১০০০ অশ্বারোহী, ১০০০ বন্দুকধারী, ও ১০ খানি গ্রাব নামক নৌকা, ২০০ কোশা* নৌকা ও বহুসংখ্যক জলবা বা জলবাহ নামক নৌকা পাঠাইয়া দেন। শ্রীঘাট ও পাণ্ডুর নিকট মহাযুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষে হতাহত হয়, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইল না। তৎপরে ইসলাম খাঁ আবার দ্বিগুণ সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে পাইকেরা বলদেবের পক্ষ গ্রহণ করায় মুসলমান সেনার রসদ বন্ধ হইয়া যায়। ইসলাম খাঁ সংবাদ পাইয়া রসদ পাঠাইলেন। রসদ পৌছিতে বিলম্ব হইল। এই অবসরে বলদেব সসৈন্যে শ্রীঘাট ও পাণ্ডু ত্যাগ করিয়া হাজোর অভিমুখে গমন করিলেন, এবং রাজ্য অবরোধ করিয়া রসদ প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ করিলেন। আবদাসসেলাম স্বীয় ভ্রাতার সহিত (ইনিই প্রধান সেনাপতি হইয়া, ঢাকা হইতে আসিয়া ছিলেন) বিপক্ষ শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব করিতে গমন করেন। কিন্তু তিনি সদলে বন্দী হইয়া আসামে প্রেরিত হন। তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ জৈন-উল-আবদীন বলপূর্ব্বক শত্রুশিবির হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফল হইয়া সদলে নিহত হন। ইহার পর মীরজৈন-উদ্দীন আলী সেনাপতি হইলেন। মুহম্মদমান ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলের রাজা চন্দ্রনারায়ণকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্রনারায়ণ ভীত হইয়া দক্ষিণকূলে পরগণা সোলমারীতে পলাইয়া গেলেন। সোলমারীর জমীদার চন্দ্রনারায়ণের ভয়ে মুসলমানের সহিত যোগ দিলেন। মুসলমানসেনা তৎপরে গুপ্তশত্রু শত্রুজিতের অনুসন্ধানে ধুবড়িতে উপস্থিত হইল।

এই শত্রুজিৎ রায় ভূষণার জমীদার (রাজা) মুকুন্দরায়ের পুত্র। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়, যখন সেখ আলাউদ্দীন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তিনি এই মুকুন্দরায়ের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইয়া একবার হাজো প্রদেশ অধিকার করেন। মুকুন্দরায় যুদ্ধে জয়ী হইয়া পাণ্ডু ও গৌহাটীর থানাদার নিযুক্ত হন। এই সুযোগে আসামীদিগের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়, এবং নিজে ভূষণার জমীদার বলিয়া আসাম ও কামরূপপ্রদেশের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করেন। সেখ আলাউদ্দীনের পর যে সকল নবাব হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইঁহাকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য অনেকবার আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু ইনি কোনবারই উপস্থিত হন নাই বা নিয়মিত পেশকাস পাঠান নাই। নবাব ইসলাম খাঁ বুঝিলেন যে, মুকুন্দরায় কোনকালেই দরবারে আসিবেন না, এজন্য তাঁহার পুত্র শত্রুজিৎকে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। শত্রুজিৎ আসিলেন, দরবারে রীতিমত নবাবের বশ্যতা জানাইলেন। নবাব এই সময় হাজোর বিরুদ্ধে প্রথম সৈন্য প্রেরণ করিতেছিলেন। শত্রুজিৎকেও সেই সৈন্যদলের সহিত প্রেরণ করিলেন; কিন্তু শত্রুজিৎ আসামরাজ ও রাজা বলদেবের সহিত বন্ধুতা রাখিয়া গোপনে গোপনে তাহাদিগকে গূঢ় সংবাদ দিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য জমীদারগণকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, নবাব-সৈন্য ধুবড়িতে পঁহুছিয়াই শত্রুজিৎকে বন্দী করিল, এবং জাহাঙ্গীর-নগরে পাঠাইয়া দিল। সেখানে বিচারে শত্রুজিতের প্রাণদণ্ড হইল।

আবদাসসেলাম বিনষ্ট হইলে, কোচ ও আসামীসেনা ১২০০০ পদাতি ও বহুসংখ্যক কোশা নৌকা লইয়া বনাশ নদী দিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে যোগীঘোপা (যোগীগুহা) নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইল। এই পর্ব্বতের নিম্নে ব্রহ্মপুত্র-বিনাশ-সঙ্গম। আসামীরা যোগীঘোপায় একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, নবাবসৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যোগীঘোপার দুর্গের ঠিক সম্মুখে ব্রহ্মপুত্রের অপরপারে হীরাপুর নামক স্থানেও ঐরূপ আর একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইল। যোগীঘোপার দুর্গে ৩০০০ ও অবশিষ্ট ৯০০০ সৈন্য হীরাপুরের দুর্গে রহিল। নবাবসৈন্য ধুবড়ি ত্যাগ করিয়া খাঁপুর নদী দিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইল, এবং বন জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা করিয়া যোগীঘোপার দিকে অগ্রসর হইল। নবাবসৈন্যের প্রধান সেনাপতি জৈন-উদ্দীন্ আলী ও আল্লা ইয়ার নামক সেনানীর অধীনে ৩০০০ পাথরী বন্দুকধারী সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ক্রমে পথিমধ্যে উভয়দল সম্মুখীন হইল। আসামীরা প্রথম আক্রমণে ৬ ক্রোশ হটিয়া গেল। পরদিন নবাবসৈন্য যোগীঘোপার দুর্গ আক্রমণ করিল। আবার ঠিক এই সময় জমান খাঁ দক্ষিণকূলের চন্দ্রনারায়ণকে ধ্বংশ করিয়া সসৈন্যে আসিয়া মিলিত হইলেন, কাজেই বলদেব নূতন ও বর্দ্ধিত সৈন্যদলের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, সসৈন্য দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া

* এই সকল বৃহদাকার নৌকা তখন জলযুদ্ধে যুদ্ধ পোতের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। কোশা নৌকায় একটী মাস্তুল থাকে, ইহাতে অধিক সংখ্যক দাঁড় থাকিত। এই নৌকার সাহায্যে বড় বড় যুদ্ধ নৌকা (যাহা বৃহদাকার বলিয়া দাঁড়ে বাহিয়া লইয়া যাইতে পারিত না তাহাই) টানিয়া লইয়া যাইত।

গেলেন। দুর্গ অধিকার করিয়া নবাবসৈন্য চন্দনকোট যাত্রা করিল। পথিমধ্যে বুধনগরের জমীদার উত্তমনারায়ণের নিকট হইতে এক পত্রবাহক আসিয়া এক পত্র দিল যে, বলদেব বৃহৎসৈন্যদল লইয়া বুধনগর আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু উত্তমনারায়ণ তাহাকে বাধা দিতে না পারিয়া থোন্তাঘাটে নবাবসৈন্যের সহিত মিলিত হইবার আশায় সেইখানে গিয়াছেন। মুহম্মদ জমান খাঁ কতক সৈন্য লইয়া বলদেবের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ বুধনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, পথে উত্তমনারায়ণ মিলিলেন। নবাবসৈন্যের অবশিষ্ট চন্দনকোটে গেল। জমান খাঁ পোমারী নদী পার হইয়া বলদেবের একটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া অগ্রসর হইলেন। বলদেব দেখিলেন, জমান খাঁ প্রায় আসিয়া পড়িয়াছেন, অমনি বুধনগর ত্যাগ করিয়া ছত্রী নামক স্থানে গমন করিলেন, এবং সেখানে পর্ব্বতের ধারে ধারে কয়েকটি দুর্গ করিয়া রহিলেন। জমান খাঁও কাজেই ফিরিয়া বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন, এবং বর্ষা অতীত হইলে বলদেবকে আক্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। বলদেব ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুরের দেড়ক্রোশ দূরে কালাপানি নদীতীরস্থ বিপক্ষের রক্ষিদল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পাণ্ডু ও শ্রীঘাট হইতে এই সময়, তাঁহারও নূতন সৈন্য আসিয়া পঁহুছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে আক্রমণ করিয়া নবাবসৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বর্ষা কাটিল, আসামরাজের জামাতা আসিয়া বলদেবের সহিত যোগ দিলেন। তৎপরে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ৩১এ আগষ্ট রাত্রে বলদেব বিপক্ষদিগের দুইটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিলেন, কিন্তু পরদিন প্রাতে জমান খাঁ হঠাৎ কতকগুলি সৈন্য লইয়া বলদেবকে আক্রমণ করিলেন, এবং কতকাংশ তাহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিয়া, অবশিষ্ট কতকাংশ লইয়া বলদেবের রক্ষিত স্থান সকল আক্রমণ করিলেন। সে সকল স্থানে তখন তাদৃশ সৈন্য ছিল না, কাজেই একে একে বিপক্ষের হস্তে পতিত হইল। অনেক সেনাপতি মরিল, বহুসৈন্য ক্ষয় হইল; বন্দুক, কামান, অস্ত্র শস্ত্র অনেক গেল, কিন্তু বলদেব সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন না দেখিয়া নবাবসৈন্য সেইদিনই রাত্রে বিষ্ণুপুর জঙ্গলে পলাইয়া গেল। তৎপরে নবেম্বর মাসে চন্দনকোট হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া, তিনদিক্ হইতে বলদেবকে আক্রমণ করিল। তখনও বলদেবের বা আসামরাজের সৈন্য আসিয়া পড়ে নাই, কাজেই বিপক্ষের ভীষণ আক্রমণে বলদেবের অল্পসংখ্যক সৈন্য দাঁড়াইতে পারিল না, শীঘ্রই রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। বলদেব নিজে দরঙ্গে পলায়ন করিলেন। আসামরাজের জামাতা বন্দী হইলেন। হতাবশিষ্ট সৈন্যদল শ্রীঘাট ও পাণ্ডুর দিকে পলাইল। এইস্থানে আসামরাজ সসৈন্যে রসদাদি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। নবাবসৈন্য এইবার ইঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। অক্ষয় পাহাড়ী, শ্রীঘাট ও পাণ্ডুতে ভীষণ যুদ্ধ হইল, আসামরাজ পরাস্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কোচহাজো প্রদেশ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। আসামপ্রান্তে কলঙ্গনদী ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে কাজলী দুর্গ মুসলমানেরা অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হইল। এদিকে একদল সৈন্য দরঙ্গে গিয়া বলদেবকে তাড়া করিল। বলদেব অবশেষে আসামে প্রবেশ করিয়া শিঙ্গি নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। শেষ দশায় দুইটি পুত্রের সহিত এইখানেই স্বর্গলাভ করেন। এই যুদ্ধেই কামরূপ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানের অধীন হইল।

উপরিউক্ত ঘটনা পাদশাহনামা হইতে গৃহীত কিন্তু বুরঞ্জী বা মিঃ মার্টিনের গ্রন্থে বলদেবের নাম পাওয়া যায় না; পরীক্ষিৎ নারায়ণের চন্দ্রনারায়ণ * নামে পুত্রের কথাও কোন গ্রন্থে নাই।

নরনারায়ণের পর যে সকল রাজা কুচবিহারের রাজা হন, তাঁহাদের বিষয় কুচবিহারের ইতিহাসে লিখিত হইবে। [কুচবিহার দেখ।]

আসাম বুরঞ্জী হইতে জানা যায় যে—শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব রাজা হইয়া নগর সংস্কার ও হয়গ্রীব-মাধবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার পিতা আসামের আহম রাজগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শাসনে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ইনি তাহা পারেন নাই, ইনি স্বর্গনারায়ণ প্রতাপসিংহ নামক আসামের আহমরাজকে মঙ্গলদই নামক নিজ কন্যা প্রদান করিয়া নিরাপদে রাজত্ব করেন। আধুনিক বুরঞ্জী মতে ১৫১৫ শকে রঘুদেব রাজা হইয়াছিলেন। রঘুদেব গদাধরতীরে যে নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহার চলিত নাম গিলাঝাড় বা গিলাবিজয় (এই স্থানে গিলাগাছের বন যথেষ্ট ছিল।)

রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিৎনারায়ণের যে মন্ত্রী দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে কানুনগো হইয়া আসেন, তাঁহার নাম কবীন্দ্র বড়ুয়া। রাঙ্গামাটীর বর্ত্তমান জমীদারেরা এই কবীন্দ্র বড়ুয়ার বংশধর।

পাটনায় পরীক্ষিতের মৃত্যু হইলে, তাঁহার রাজ্য

* পাদশাহনামা নামক পারসী ইতিহাসের মতে, রাজা চন্দ্রনারায়ণ পরীক্ষিতের পুত্র।

মুসলমানের হস্তগত হইল বটে, কিন্তু মানহানদীর পশ্চিম হইতে স্বর্ণকোষী নদীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রদেশে তাঁহার পুত্র বিজিতনারায়ণের অধীনে রহিল। ইনি মুসলমানের অধীনে করদ রাজা হইলেন। মানহানদীর পূর্ব্ব হইতে দিকরাই পর্য্যন্ত প্রদেশে পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলিতনারায়ণও ঐরূপ করদ রাজা হইলেন। বিজনীর রাজারা এই বিজিত-নারায়ণের ও দরঙ্গের রাজারা এই বলিতনারায়ণের সন্তান। সম্ভবতঃ বিজিতনারায়ণই বিজনীনগর স্থাপন করেন। ইঁহারা মুসলমান নবাবকে প্রথমে অর্থ দিয়া কর দিতেন, তৎপরে করস্বরূপে হাতী দিবার নিয়ম হয়, শেষে আবার ইংরাজ অধীনে অর্থ দিবার নিয়ম পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে।

এই মুসলমান অধিকারে কামরূপের সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। দেশের আচার ব্যবহার, ভূমির বন্দোবস্ত, রাজ্যপ্রণালী বাঙ্গালাদেশের ন্যায় হইল।

বলিতনারায়ণ যে ভাগে রাজা হইলেন, কামতাপুরের রাজবংশ ধ্বংস হইলে, সেই স্থান এতদিন একপ্রকার অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে চণ্ডীবরাদি বাঙ্গালী ভূঁয়াগণ এদেশ কতকটা সুশাসিত করেন, কিন্তু তাহাও অধিকদিন রহিল না। মুসলমানেরা রাজ্য জয় করিয়া লুঠপাট করিত, সুতরাং তাহাদের সময়ে দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়া দূরে থাক, আরও অশান্তি বাড়িয়া উঠিল। ভোট ও কাছাড়বাসীরা উভয় প্রান্তে মহা উপদ্রব করিত। যাহা হউক, বলিতনারায়ণ দরঙ্গনগরে রাজধানী করিয়া দেশ শাসনে মনোযোগী হইলেন, কিন্তু আসামরাজের উপদ্রব কমিল না। পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হইলে আসামরাজের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয় *। স্বর্গনারায়ণ নূতন পত্নীর নামে নগর স্থাপন ও একটী নদীর নামকরণ করেন। বলিতনারায়ণের ধর্ম্মশীলতায় ও সদ্ব্যবহারে প্রীত হইয়া স্বর্গনারায়ণ ইঁহাকে ধর্ম্মনারায়ণ উপাধি দিলেন ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা গজনারায়ণকে বেলতলার রাজা করিলেন। বেলতলার রাজারা এই গজনারায়ণের বংশধর। আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৬৩৪ শকে বলিতনারায়ণ স্বর্গলাভ ও তৎপুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন।

* পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, পরীক্ষিৎনারায়ণ আসামরাজের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্বর্গনারায়ণকে মঙ্গলদই নাম্নী কন্যা প্রদান করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পরীক্ষিৎনারায়ণের রাজত্বকালেই বলিতনারায়ণ এ প্রদেশ শাসন করিতেন, পরে ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তিনি স্বাধীন হন এবং মুসলমান শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে নিজ রাজ্য পৃথক করিয়া লয়েন।

মহেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে অনেক নিষ্কর ভূমি দান করেন। তিনি ১৯ বৎসরকাল নিরাপদে শান্তিতে রাজত্ব করিয়া ১৬৫৩ শকে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তৎপুত্র চন্দ্রনারায়ণ রাজা হন। চন্দ্রনারায়ণের রাজ্যকাল ১৭ বৎসর, তৎপরে তৎপুত্র সূর্য্যনারায়ণ রাজা হন। ইঁহার সময় আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে মঞ্জুর খাঁ নামক একজন মুসলমান সেনাপতি এই দেশ আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে সূর্য্যনারায়ণ বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। পথ হইতে সূর্য্যনারায়ণ কোনমতে পলাইয়া আসিলেন, কিন্তু লজ্জায় কোনমতে আর সিংহাসনে বসিলেন না। যে সময়ে সূর্য্যনারায়ণ বন্দী হন, তখন তাঁহার ভ্রাতা ইন্দ্রনারায়ণ পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক। মন্ত্রীরা মিলিত হইয়া তাঁহাকেই রাজা করিলেন, কিন্তু মন্ত্রীগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হওয়ায় আসামের আহোমরাজ কামরূপ পর্য্যন্ত অধিকার করেন; কিন্তু বলিতনারায়ণের বংশ একেবারে উচ্ছেদ না হওয়ায় তদ্বংশীয়েরা দরঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। তৎপরে ইন্দ্রনারায়ণের পর আদিত্যনারায়ণ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ইঁহার সময়ে রাজ্যের উত্তরসীমা গোসাই কমলের আলি, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র, পূর্ব্বে ধনশিরী ও পশ্চিমে বড় নদী নিরূপিত হয়। ইহারই মধ্যে কিয়দংশ ভাগ করিয়া লইয়া আদিত্যের ভ্রাতা মধুনারায়ণ রাজা হন। আদিত্যের মৃত্যু হইলে ধ্বজনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার সময়ে দরঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে আহোমের অধীন হয়। সূর্য্যনারায়ণের ধীরনারায়ণ নামে এক পুত্র ছিলেন (১৭৪৪—আধুনিক বুরঞ্জী), তিনি ধ্বজনারায়ণকে বিনাশ করিয়া রাজ্যগ্রহণ করেন, কিন্তু তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া ডিমরুয়া অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। তৎপরে মহৎনারায়ণ বিশেষ পরাক্রমী হওয়ায় দুই ভ্রাতায় একত্র রাজা হইলেন। দুর্ল্লভের প্রথমে ও তৎপরে মহতের মৃত্যু হয়। দুর্ল্লভের পুত্র হংসনারায়ণ রাজা হন। ইঁহার কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েক দিনের জন্য ধীরনারায়ণের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ রাজা হন। তৎপরে (১৭৮৯ সনে) কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র রাজা হয়। ইহার সময় দরঙ্গ রাজদিগের পরাক্রম একবারে খর্ব্ব হয়।

বলিতনারায়ণের সময় হইতে ইন্দ্রনারায়ণের সময় পর্য্যন্ত ইঁহারাই কামরূপ শাসন করিতেন। মধ্যে মধ্যে মুসলমান আক্রমণেও এই বংশেরই প্রাধান্য ছিল। ইন্দ্রনারায়ণের সময়ে কামরূপে আহম অধিকার হয়, কিন্তু ধ্বজনারায়ণের সময়েই কামরূপের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। তৎপরে

কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্রের সময় হইতে দরঙ্গরাজ্যের নাম লোপ হয়।

বিজনীর রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মহারাজ বিশ্বসিংহের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ নরনারায়ণ ভূপ করতোয়া ও বিহারের মধ্যে এবং কনিষ্ঠ শুক্লধ্বজ ভূপ বিহার হইতে দিক্‌রাই পর্য্যন্ত স্থানে রাজা হন। শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেবনারায়ণ। রঘুদেবের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিৎনারায়ণ বিজনীর, মধ্যম বলিতনারায়ণ দরঙ্গের এবং কনিষ্ঠ গজনারায়ণ বেলতলার রাজা হন। পরীক্ষিৎনারায়ণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট খেলাৎ প্রাপ্ত হন এবং দেশে ফিরিবার সময় পথে রাজমহলে স্বর্গলাভ করেন। ইঁহার সঙ্গে যে মন্ত্রী বা দেওয়ান ছিলেন, তিনি কামরূপের কানুনগো হন। পরীক্ষিতের চন্দ্রনারায়ণ নামক এক পুত্র ছিল। তাঁহারই বংশে বিজনীর রাজগণের উৎপত্তি।

কামরূপে মুসলমান অধিকার।—বক্তিয়ারের সহযোগী মিনহাজ-উদ্দীন্ তবকৎ-ই-নাসিরি নামে যে ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে, "লক্ষ্মণাবতী অধিকারের কয়েক বৎসর পরে (সম্ভবতঃ ৬০১ হিজিরায়) বক্তিয়ার তিব্বত ও তুর্কিস্থান জয় করিবার জন্য অগ্রসর হন। তিব্বত ও লক্ষ্মণাবতীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে তখন কোঁচ, মেছ ও তিহারু (বর্ত্তমান থারু) নামক তিনটি প্রধান জাতির বাস ছিল। কোঁচ ও মেছজাতির একজন সর্দ্দার (তবকৎ-ই-নাসিরিতে এই সর্দ্দারের নাম মেছজাতিয় "আলী" লিখিত আছে) বক্তিয়ারের হস্তে পরাজিত হন ও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনিই পথদর্শক হইয়া বক্তিয়ারকে সসৈন্যে বদ্ধনকোটের পথ দিয়া বাঘমতী নদীতীরে লইয়া যান। এইখান হইতে তিনি দশদিনে পার্ব্বত্য প্রদেশে ২০টিরও অধিক খিলানবিশিষ্ট একটি প্রস্তরসেতুর নিকট উপস্থিত হন। এই সেতুটিকে রক্ষা করিবার জন্য বক্তিয়ার একদল সৈন্য রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। এই সেতু পার হইলে কামরূপের রায় একজন বিশ্বাসী লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'এই সময়ে তিব্বত আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, বরং এখন ফিরিয়া গিয়া আরও সৈন্যসংগ্রহ করা উচিত। তৎপরে আমি স্বীকার করিতেছি যে, আগামী বৎসরে আমিও আমার সৈন্যদল লইয়া যাহাতে ঐ দেশ জয় হয়, তাহা করিব।' বক্তিয়ার কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। তৎপরে তাঁহারা ১৬শ দিনে তিব্বতে উপস্থিত হন। সেখানে যুদ্ধাদির পর তাঁহার সৈন্যমধ্যে কি গোলমাল হওয়ায় তিনি ফিরিতে বাধ্য হইলেন। যে পথ দিয়া ফিরিলেন তাহা কামরূপের ও ত্রিহুতের মধ্যে ত্রিশটি গিরিবর্ত্মের একতম। তৎপরে ১৫ দিন অনাহারে অবিশ্রান্ত চলিয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সেতুর নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার দুইটি খিলান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে সৈন্যদল সেতুরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের দুইজন নায়কের মধ্যে মনোবিবাদ ঘটায় তাহারা আসল কার্য্যে অবহেলা করিয়া চলিয়া যাওয়ায়, কামরূপের হিন্দুরা ঐ সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। পারের উপায় না থাকায় বক্তিয়ার সসৈন্যে একটি দেবমন্দিরে আশ্রয় লয়েন এবং ভেলা বাঁধিয়া পার হইবার জন্য কাষ্ঠাদি সংগ্রহে চেষ্টা পান। কামরূপের রায় এ সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে আসিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণমুখ বংশ দণ্ড পুঁতিয়া ও তাহাতে বাখারি বিনাইয়া মুসলমান সৈন্যের নির্যাণপথ রোধ করিতে প্রয়াস পান। বক্তিয়ার সমূহ বিপদ্ দেখিয়া একদিক্ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া একেবারে নদীতীরে উপনীত হন। কামরূপসৈন্য পশ্চাদনুসরণ করিল। প্রত্যেকেই তখন প্রাণভয়ে ঘোড়া সমেত নদীতে পড়িয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া প্রায় সকলে ডুবিয়া গেল, কেবল বক্তিয়ার ও আর কয়েক জন মাত্র অপরপারে প্রাণটুকু মাত্র লইয়া অতিকষ্টে উত্তীর্ণ হইলেন। পূর্ব্বোক্ত কোঁচসর্দ্দার আলী আসিয়া ইঁহাদিগকে লইয়া দিনাজপুরের দেবকোটে পঁহুছাইয়া দেন।" বাঙ্গালার আসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ২০ খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় ড্যাল্টন সাহেবের অঙ্কিত সিল-হাকো নামক সেতুর বর্ণনা আছে—এই সেতু পশ্চিম কামরূপে গৌহাটী পঁহুছিবার একটি প্রাচীন উচ্চ রাস্তার মধ্যে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এই সেতু দিয়াই বক্তিয়ার খিলিজী (মতান্তরে বক্তিয়ারের পুত্র মুহম্মদ খিলিজী) তাতার-অশ্বারোহী লইয়া গৌহাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন; কারণ ইহা গৌহাটীর উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তের পর্ব্বতমালার অতি নিকটে অবস্থিত। এই পর্ব্বতের উপরে এখনও নগর প্রবেশপথের এবং পথরক্ষণোপযোগী বহির্দুর্গের ভগ্নাবশেষাদি দেখা যায়; কিন্তু এই সিলহাকোর সেতু যে বক্তিয়ার খিলিজীর তিব্বতপথের বৃহৎ প্রস্তরসেতু নহে, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তৎপরে গৌড়ের নবাব সুলতান গয়াসুদ্দীন (১২১১-১৭ খৃষ্টাব্দে) এই দেশ জয় করিতে আসেন। কামরূপ হইতে সদীয়া নামক স্থান পর্য্যন্ত তিনি জয় করেন এবং কর আদায় করেন, কিন্তু সদীয়ার পূর্ব্বদিকে আসিয়া

তিনি পরাস্ত হন। ১২৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সেনাপতি মলক যুজবেক কামরূপ আক্রমণ করিতে আসেন এবং এ প্রদেশে একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। বর্ষায় দেশময় জল বাড়িয়া উঠায় তাঁহার যথেষ্ট সৈন্যহানি ঘটে। শেষে তিনি মহা দুরবস্থায় পড়িয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের নবাব তুগ্রল খাঁ স্বয়ং কামরূপ জয় করিতে আসেন। তিনি কামরূপরাজের হস্তে বন্দী ও নিহত হন। এ সময় কামরূপে কে রাজা ছিলেন তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কামরূপ জেলায় "বৈদরগড়" নামে একটি গড় আছে। প্রবাদ আছে, ১২০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একজন মুসলমান সেনাপতি কামরূপ আক্রমণ করিতে আসে, তাহার হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য ফেঙ্গুয়া (বৈদরগড়-স্থাপয়িতার কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে) নামক রাজা এই গড় নির্ম্মাণ করেন। ইহার পর কিছুদিন মুসলমানেরা আর এদেশে আসে নাই। একেবারে রাজা নীলাম্বরের সময় গৌড়ের নবাব হোসেন শাহ (১৪৯৪—১৫০৬ খৃষ্টাব্দ) ১২ বৎসর অবরোধের পর কামরূপ অধিকার করেন। হোসেন শাহ কামতাপুর জয় করিয়া স্বীয় পুত্র নসরৎ শাহকে প্রতিনিধি রাখিয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নসরৎ শাহ কোচবিহারের রাজবংশের আদিপুরুষ, বিশ্বসিংহের হস্তে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। তৎপরে যখন কামরূপের সৌমার খণ্ডে (বর্ত্তমান আসাম) চুহুমুঙ্গ বা স্বর্গনারায়ণ রাজা (১৪৯৭-১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ) তখন তুরবক নামে একজন পাঠান সেনাপতি কামরূপের অন্তর্গত উজাইদেশ আক্রমণ করে। আসামের অন্তর্গত কলিয়াবর নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তুরবক জয়লাভ করেন; কিন্তু স্বর্গনারায়ণের প্রধান মন্ত্রী কনচেঙ্গ তুরবকের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া করতোয়ার অপর পারে তাড়াইয়া দিয়া আসেন।* তৎপরে বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণের সময়ে কালাপাহাড় কামরূপে গৌহাটী পর্য্যন্ত আসিয়া অনেক দেবালয় নষ্ট করিয়া যায়। পরীক্ষিৎনারায়ণের মৃত্যুর পর ঢাকার নবাব কামরূপের অন্তর্গত হাজো প্রদেশ (পরীক্ষিতের রাজ্য) অধিকার করেন। মুসলমান সেনাপতি মকরম খাঁ রাঙ্গামাটীতে থাকিয়া এপ্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। তৎপরে বড়দেনীলক্ষ্মী নামে একজন রাঙ্গামাটীতে আগমন করেন। তৎপরে সৈয়দ আবাবকর নামক একজন আসাম জয় করিতে আসে। তেজপুরের নিকট ভরলীতে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে আবাবকর মারা পড়ে। এই সময় কামরূপের অধিকাংশ আহোমরাজগণের অধিকৃত, কতকাংশ রাঙ্গামাটীর মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধিকৃত ও কতকাংশ দরঙ্গরাজের অধীন ছিল। কিয়দ্দিবস পরে মির্জ্জাবাদ নামে একজন রাঙ্গামাটীস্থ শাসনকর্ত্তা আহমরাজগণের হস্ত হইতে গৌহাটী কাড়িয়া লইবার যত্ন করেন; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। শেষে তৎপরবর্ত্তী বাবারাম বেগ তাহাতে কৃতকার্য্য হন। তৎপরে একে একে মির্জ্জা রমণা খাঁ, আবদুল ইসলাম (আবদস্‌সেলাম?) শাহ, ইসলাম খাঁ, সেখ বয়রাম খাঁ, সেখ সমস্তি খাঁ, মকদুম ইসলাম খাঁ ও মহিউদ্দীন রাঙ্গামাটীর শাসনকর্ত্তা হন। ইতিমধ্যে মোমাইতামুলী বড় বড়ুয়া নামক একজন আসামী সেনাপতি একবার অত্যল্পদিনের জন্য গৌহাটী উদ্ধার করেন; কিন্তু আবার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে মির্জ্জা জৈনউল্‌-আবদীন, ইস্পঞ্জর খাঁ, নবাব নুরুল্লা, আনোয়ার খাঁ, মির্জ্জা হোসেন খাঁ, জারিমিএগ, সৈয়দহোসেন, সৈয়দ কুতুব, নাথুল্লা, প্রভৃতি কয়েকজনে মোট ২৬ বৎসরকাল কামরূপ শাসন করেন। এই সকল শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হাজোতে, কেহ কেহ রাঙ্গামাটীতে, কেহ বা গৌহাটীতে থাকিতেন। শেষে এই সময় সমস্ত কামরূপ জেলাই একপ্রকার মুসলমানের অধীনে ছিল। বিজনীরাজ ও গোয়ালপাড়াজেলা মুসলমানের অধীনে ছিল; কেবল দরঙ্গরাজ স্বাধীন ছিলেন বটে, কিন্তু মুসলমানের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে জয়ধ্বজ সিংহ বা চুতামলা রঙ্গপুরে আহম-সিংহাসনে রাজা হন। ইঁহার একজন সেনাপতি গৌহাটী অধিকার করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মীরজুমলা কুচবিহার জয় করিতে আসেন। গৌহাটীর পূর্ব্বে উজাই গড়গাঁও পর্য্যন্ত মীরজুমলার অধিকার হয়। তৎপরে মীরজুমলা স্বয়ং পীড়িত

* ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধের একস্থলে ও কামতাপুরের বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, নসরৎশাহের হস্ত হইতে বিশ্বসিংহ কামতাপুর বা কামরূপ রাজ্য উদ্ধার করেন আর এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, আহোমরাজ স্বর্গনারায়ণের মন্ত্রী কনচেঙ্গ করতোয়া পর্য্যন্ত তুরবকের অনুসরণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তুরবক নামক কোন পাঠান সেনাপতির কামরূপ জয়ের কথা ভারতবর্ষের বা বাঙ্গালার অপর কোন ইতিহাসে দেখা যায় না। এই বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে তুরবকের কামরূপ আক্রমণের কথা প্রবাদ মাত্র; কারণ বিশ্বসিংহ কুচবিহারে ও কামতাপুরে বর্ত্তমান থাকিতে তুরবকের অনুসরণে কনচেঙ্গ কেন আসিবেন?

ও তাঁহার সৈন্য মধ্যে বিদ্রোহের সুচনা হওয়ায় রাজা জয়ধ্বজ সিংহের সহিত সন্ধি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মাজুম খাঁ অধিকৃত প্রদেশে শাসনকর্ত্তা রহিলেন। তৎপরে মসিদ খাঁ, সৈয়াদ পিরোজ খাঁ এদেশের শাসনকর্ত্তা হন। আহমরাজ চক্রধ্বজ সিংহের নিকট রাজস্ব আদায়ের জন্য দূত আসিলে তিনি তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন এবং গৌহাটী পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করেন। দিল্লীশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রামসিংহকে প্রেরণ করেন। রাম সিংহ আসিয়া গৌহাটী অধিকার করিয়া উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হইলে এই সময় কামরূপের সীমান্ত স্থানে বড়ফুকন উপাধিধারী একজন শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গনারায়ণ এই পদের সৃষ্টি করেন। ইনি সীমান্ত স্থানে থাকিয়া আহম রাজ্যে বিদেশীয় আক্রমণ নিবারণ করিতেন। রাজা চক্রধ্বজের সময় যিনি বড়ফুকন ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত মোমাইতামুলী ফুকনের পুত্র, নাম লাছিত। লাছিত বড়ফুকন রাজা রাম সিংহকে গর্ব্বিত বচনে কহিয়া পাঠাইলেন যে, মীরজুম্‌লা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে রণে পরাস্ত হইয়া আহমরাজের সহিত সন্ধি করিয়া গিয়াছেন। আহমরাজ এখন দিল্লীর সম্রাটের অধীনস্থ নহেন এবং তাহাকে রাজস্ব দিতেও প্রস্তত নহেন। লাছিত বড়ফুকনের সদর্পবাক্য শ্রবণ করিয়া মুসলমান সেনারা যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কামরূপে এই ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের সেনার সহিত কামরূপ শাসনকর্ত্তা লাছিত বড়ফুকনের সারাঘাট নামক স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে মুসলমানসৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করে এবং আহমসৈন্যেরা মানহা নদী পর্য্যন্ত উহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। এই মানহা নদী এই সময় হইতে আহমরাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় এবং আহমরাজ নদীতীরে হাদীরাত নামক স্থানে একদল সৈন্য রাখিয়া দিলেন। ১৬০১ শকে অর্থাৎ ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে আবার সৈন্য আসিলে তখনকার গৌহাটীর আহম-শাসনকর্ত্তা ভীতস্বভাব শোলা বড়ফুকন কলিয়াবর পর্য্যন্ত দেশ মুসলমানহস্তে দিয়া সন্ধি করিলেন। তৎপরে ১৬০৪ শকে সন্দিকি বড়ফুকন নিরুপদ্রবে গৌহাটী উদ্ধার করিলেন। তৎপর বৎসর মঞ্জুর খাঁ নামক একজন নবাব যুদ্ধে আসিলে গৌহাটীর নিকট শুক্রেশ্বরের ইটখোলায় এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাস্ত হইয়া রাঙ্গামাটী, হাজো, গৌহাটী এমন কি কামরূপের সীমা ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হয়। কামরূপ সম্পূর্ণরূপে আহমরাজের অধিকারভুক্ত হইল। তৎপরে দিল্লীর বাদশাহগণ হীনপ্রভ এবং বাঙ্গালায় ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি সুদূর য়ুরোপবাসী বিভিন্ন লোকের উপদ্রব বৃদ্ধি হওয়ায় তথাকার নবাবেরাও কামরূপের বিষয় কিছুই ভাবিতে সময় বা অবকাশ পান নাই, সুতরাং আহমরাজেরা নিরুপদ্রবে কামরূপ ভোগ করিতে লাগিলেন। শোলা বড়ফুকন যে সন্ধিপত্র লিখিয়া দেন, সেই পত্রে কামরূপরাজ্যের নাম লিখিত ছিল। সেই সন্ধিপত্র আহমরাজ অগ্রাহ্য করিলে কামরূপরাজ্যের নাম লোপ পায় এবং আসামের অন্তর্গত প্রদেশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে থাকে।

কামরূপে আহম বা ইন্দ্রবংশের অধিকার।—নিজ আসাম দেশের রাজা আহম নামে কথিত। অনেকেই অনুমান করেন যে, তাঁহারা শান-বংশীয় লোক; ইহারা আসামের পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ হইতে সৌমারপীঠে রাজত্ব করিতে আসেন। আসামের রাজ্য স্থাপনের পর এই দেশে তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ নাই বলিয়া অসম নামে অভিহিত হন। কালক্রমে স স্থানে হ হইয়া অহম বা আহম নাম হয়। তাঁহাদিগের নাম অনুসারে এই দেশের নাম অসম হইয়া এখন আসামে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে তাঁহারা অহিন্দু ও চোমদেও নামক দেবতার উপাসক ছিলেন। এই দেশে রাজত্ব স্থাপনের কিছুকালের পর তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ও আপনাদিগকে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের বংশোদ্ভব বলিয়া বিখ্যাত করেন। যোগিনীতন্ত্রে ইহারা ইন্দ্রবংশোদ্ভব 'সৌমার' নামে অভিহিত, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

শকাব্দ ১১৫১, ইং ১২২৯ খৃষ্টাব্দে চুকাফা নামক একজন প্রতাপশালী লোক সসৈন্যে পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া আদিম নিবাসী ছুটিয়া ও বরাহী জাতিকে পরাজয়পূর্ব্বক আসামের পূর্ব্বভাগে রাজ্যস্থাপন করেন। ইহার পরে ইহার পুত্রাদি ক্রমে ১২ জন রাজা হন। তাঁহাদিগের নাম চুতেওফা, চুবিন্‌ফা, চুখাম্‌ফা, চুখ্রাংফা, চুতুফা, তাওখামথি, চুতাংফা, চুজাংফা, চুফক্‌ফা, চুচেন্‌ফা, চুহেন্‌ফা ও চুপিম্‌ফা। ইহারা আপনাপন রাজ্যবিস্তার ও তজ্জন্য কোন কোন আদিমনিবাসী জাতির সহিত যুদ্ধ ব্যতীত লিখিবার যোগ্য কোন কার্য্য করেন নাই। পরে ১৪১৯ শকে চুহুংমুং রাজা হইয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও স্বর্গনারায়ণ নামে খ্যাত হন। ইনিও কোন কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই। ইহার পরে ইহার পুত্র ও পৌত্র রাজা হন। ইহারাও লিখিবার যোগ্য কোন কার্য্য করেন নাই। তৎপরে ১৫৩৩ শকে চুচেংফা রাজা হইয়া

হিন্দুমতে বুদ্ধি স্বর্গনারায়ণ বা প্রতাপ সিংহ নামে অভিহিত হন। ইনিই এদেশে দুর্গোৎসব এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত করেন। ইঁহার রাজত্বকালে, ১৫৪৯ শকে, কামরূপের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ বাবাকর আসাম আক্রমণ করায় যুদ্ধ হয়, তাহাতে সৈয়দ নিহত হন ও গৌহাটী আসামরাজের হস্তগত হয়। ইনি বিস্তর পথ-ঘাটাদি প্রস্তুত করিয়া আসামের উন্নতি সাধন করেন। দেবমন্দির ও ব্রাহ্মণের প্রতিপালনার্থ ভূমিদান করিবার প্রথা ইঁহারই রাজত্বকালে প্রবর্ত্তিত হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার জ্যেষ্ঠ, তৎপর কনিষ্ঠ পুত্র সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত উপদ্রবী ছিলেন, তজ্জন্য মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। ইঁহার পর চুতাম্‌লা বা জয়ধ্বজ সিংহ রাজা হন। ইনি একজন পরাক্রমী রাজা ছিলেন ও আসামের বহু উন্নতি সাধন করেন। ১৫৭৭ শকে মীরজুম্‌লা ও মজুম খাঁ এই দুইজন মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ আসাম আক্রমণ করেন। আসামরাজ পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইঁহার মরণান্তর চুপংমুং বা চক্রধ্বজ সিংহ রাজা হন। ইনি সন্ধির নিয়ম অনুসারে অরঙ্গজেব বাদশাহের প্রাপ্য কর দানে ত্রুটি ও বাদশাহের দূতকে অবমাননা করায় বাদশাহের আজ্ঞানুসারে রাজা রাম সিংহ আসাম আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন, তাহাতে কামরূপ পুনরায় আসামরাজের হস্তগত হয়। আসামের রাজধানী উপর আসামে ছিল, সেখান হইতে দূরস্থ কামরূপের শাসন-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন, তাই রাজা গৌহাটীতে একজন বড়ফুকন অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তাঁহার দেবপদর বরচরা বা মন্ত্রণাগারের চিহ্ন অদ্যাপি আছে। ইঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা চুন্যৎফা বা উদয়াদিত্য রাজা হন, ও তাঁহার মরণান্তে তদ্ভ্রাতা চুক্রম্ফা বা রামধ্বজ সিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার পরে যে চারিজন রাজা হন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দু-নাম গ্রহণ করেন নাই। ইঁহাদিগের শেষ রাজা চুতৈফা ১৬০১ শকে কামরূপপ্রদেশ মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহার মরণানন্তর চুলিক্‌ফা বা লরারাজা রাজ্য প্রাপ্ত হন। মন্ত্রিগণ ইঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া চামুগুরীয়বংশীয় চুপাংফা বা গদাধর সিংহকে অভিষেক করেন। ইনি হিন্দু ছিলেন না, হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্ম উভয়কেই ঘৃণা করিতেন, ব্রাহ্মণদিগের উপর তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল ও ব্রাহ্মণদিগের অনেকেই নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলবান্ ও বৃহৎকায় পুরুষ ছিলেন। মদ্যমাংস বিনা থাকিতে পারিতেন না; ভেক ও গো-মাংস তাঁহার প্রিয় খাদ্য ছিল। তিনি বলিতেন যে, হিন্দু-ধর্ম্মই আহম বংশের পতনের কারণ হইবে। তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম মানিতেন না, কাজেই কোন হিন্দু-দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নাই; কিন্তু গৌহাটীর নিকট ব্রহ্মপুত্রমধ্যস্থিত ভস্মাচল পর্ব্বতে উমানন্দ-শিবের মন্দির তাঁহারই রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অদ্যাপি আছে। তাঁহার রাজত্বকালে ১৬০৫ শকে পুনরায় মুসলমানেরা আসাম আক্রমণ করে, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কামরূপ প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় ও আসামরাজ পুনর্ব্বার গৌহাটীতে কামরূপের রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক একজন বড়ফুকন প্রেরণ করেন। তাঁহার মরণান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চুখ্রুংফা বা রুদ্রনাথ সিংহ রাজা হন। ইঁহার পিতা যেমন হিন্দু ও হিন্দু-ধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন, ইনি তেমনই হিন্দু-ধর্ম্মপরায়ণ ও ব্রাহ্মণভক্ত হইলেন। ইনি অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমি-দান ও দেবমন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শিবসাগরের অন্তর্গত নামডাং নদীর উপর যে বৃহৎ ও সুদৃঢ় প্রস্তরময় সেতু বিদ্যমান আছে ও যাহার উপর অনেক হস্তী, অশ্ব ও লোক গমনাগমন করিতেছে, তাহা ইঁহারই আদেশানুসারে নির্ম্মিত। তদ্ভিন্ন ইঁহার স্থাপিত অনেক দেবমন্দিরও বর্ত্তমান আছে। ইনিই বাঙ্গালা দেশ হইতে গায়ক ও বাদ্যকর আনাইয়া এদেশে বাঙ্গালা গান-বাদ্যের প্রচলন করেন। ইনি গঙ্গানদীকে নিজ দেশান্তর্গত করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশ আক্রমণার্থ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রাপূর্ব্বক গৌহাটীতে উপস্থিত হন, কিন্তু দুর্দৈববশতঃ উক্ত স্থানে রোগাক্রান্ত হইয়া কালের করাল কবলে নিপতিত হওয়ায় তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। তৎপুত্র শিবনাথ সিংহ বা চুতন্‌ফা তাঁহার সিংহাসনাধিকার প্রাপ্ত হন। আসামদেশে যে সমস্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর বা অন্য প্রকার নিষ্কর ভূমি আছে, তাহার অধিকাংশ ইঁহারই প্রদত্ত। ইঁহার পট্টমহিষী ফুলেশ্বরী বা প্রমথেশ্বরীর আদেশানুসারে গৌরীসাগর নামক বৃহৎ পুষ্করিণী নির্ম্মিত হইয়া তাহার পারে এক শিবমন্দির স্থাপিত হয়। ইঁহার মৃত্যু হওয়াতে মহারাজা ইঁহার ভগিনী দ্রৌপদী বা অম্বিকাকে বিবাহ করিয়া পট্টমহিষী অভিষেক করেন। ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠার আদেশে শিবসাগর জিলার দিখু-নদীর উত্তরপারে কিঞ্চিদধিক একশত পুরা (চারিশত বিঘা) ভূমিতে শিবসাগর নামক এক পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার তীরে শিব, দুর্গা ও বিষ্ণুর তিনটি বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার জন্য অনেক ভূমি দান করেন। উক্ত মন্দিরত্রয় ও পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে এবং ঐ পুষ্করিণীর নামানুসারে ঐ প্রদেশের নাম শিবসাগর হইয়াছে ও তাহার

পারেই এখনকার সমুদায় রাজ-কার্য্যালয় ও ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীদিগের নিবাস-গৃহ স্থাপিত হইয়াছে। রাজা শিব-নাথ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা প্রমত্ত সিংহ বা চুচেন্‌ফা সিংহাসনাধিকার করেন। শিবসাগর জিলার অন্তর্গত দিখু-নদীর দক্ষিণপারে যে রংঘর (রঙ্গশালা) নামক দ্বিতল অট্টালিকা বিদ্যমান আছে, তাহা ইঁহার নির্ম্মিত। তিনি হস্তী, ব্যাঘ্র ও মহিস প্রভৃতি পশুদিগের যুদ্ধসন্দর্শনার্থ ঐ রংঘর নির্ম্মাণ করান। ইঁহার ভ্রাতা চুরম্‌ফা বা রাজেশ্বর সিংহ ইঁহার পর সিংহাসনাধিরূঢ় হন, ও তদানীন্তন রাজপ্রাসাদের পরি-বর্ত্তে শিবসাগরের দিখু-নদীর উত্তরপারে "গরগাওঁ" নামক বৃহৎ ও ত্রিতল রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিয়ৎ-কাল তথায় বাস করণানন্তর অসন্তুষ্ট হইয়া উক্ত নদীর অপর পারে পূর্ব্বোক্ত রংঘরের নিকট অতি বৃহৎ ও সপ্ততল একটি রাজবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া রংপুরনামে অভিহিত করেন। তন্নিকটে যে শিবসাগরের ন্যায় বৃহৎ "জয়সাগর" নামক পুষ্ক-রিণী আছে, তাহা ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত ও তীরস্থ শিবমন্দিরও ইঁনিই স্থাপন করেন। তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অপরাপর শিব-মন্দিরের মধ্যে দেবরগ্রাম নামক স্থানের বৃহৎ মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার ভ্রাতা চন্ডেওফা বা লক্ষ্মীনাথ সিংহ অভিষিক্ত হন। ইনিও কতিপয় দেব-মন্দির স্থাপিত করেন, তন্মধ্যে কামরূপের অন্তর্গত মণিপর্ব্বতে অশ্বক্রান্তের দেবালয় প্রধান। ইঁহার মরণানন্তে ইঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র গৌরীনাথ সিংহ বা চুহিত্‌পংফা সিংহাসনাধিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা দিব্রুগড়ের নিকটস্থ হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত মটক, মোয়ামরীয়া বা মরাণ নামক এক আদিমনিবাসী জাতির বিদ্রোহিতা। ইহারা দুইবার বিদ্রোহী হয়, প্রথমবার রাজা তাহাদিগকে দমন করেন; কিন্তু দ্বিতীয়বার তাহাদিগের দমনে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন ও কলিকাতায় দূত প্রেরণপূর্ব্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহাতে লর্ড কর্ণওয়া-লিসের আদেশানুসারে কাপ্তান ওয়াল্‌স ও লেফটনেণ্ট মেগ্রে-গর কতকগুলি দেশীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আসামে আগমন করিয়া বিদ্রোহ-দমনপূর্ব্বক দেশে শান্তি স্থাপন করেন। রাজা পলায়ন করিলে পর মটকেরা অতীব নিষ্ঠুরভাবে অসংখ্য নিরাশ্রয় প্রজার প্রাণনাশ করে, তজ্জন্য মরাণ নামে অভিহিত হয়। বিদ্রোহ-শান্তির পর গৌরীনাথ রংপুর-নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবসাগরের অন্তর্গত যোড়হাট নামক স্থানে নগর স্থাপন করেন ও ঐ স্থানেই কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে কামরূপীয় বংশের কমলেশ্বর সিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হন। বলা কর্ত্তব্য যে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অবধি আহম-রাজগণ, অপরাপর আহমদিগের ন্যায় আপন সন্তানদিগকে হিন্দু-নাম প্রদান করিতেন; পরে ঐ সন্তানদিগের মধ্যে যিনি রাজা হইতেন, তিনি অভিষেকের সময় আহম-শাস্ত্রানুযায়ী কোন এক কার্য্য করিয়া আহম নাম গ্রহণ করিতেন; কিন্তু উক্ত কার্য্য অতীব ব্যয়সাধ্য হেতু কমলেশ্বর সিংহ তাহা করিতে পারিলেন না, ও তজ্জন্য তিনি কোন আহম নাম প্রাপ্ত হইলেন না। ইঁহার পর কোন রাজা উক্ত কার্য্য করেন নাই ও আহম নাম প্রাপ্ত হন নাই। ইনি পশ্চিমা-ঞ্চল হইতে অনেকগুলি লোক আনাইয়া সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত ও পাথরী বন্দুক প্রচলিত করেন। তাঁহার পর লোক প্রাপ্তির পর তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত সিংহ রাজা হন। ইঁহার রাজত্বকালে মন্ত্রিগণের মধ্যে বিরোধ উপ-স্থিত হওয়ায়, গৌহাটীস্থ রাজ-প্রতিনিধি বড়ফুকন ব্রহ্ম রাজ্যে গিয়া কতক সৈন্যসমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষদিগকে দমনপূর্ব্বক রাজাকে স্বায়ত্ত করিয়া নিজে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন ও ব্রহ্ম-দেশীয় সৈন্যদিগকে বিদায় দেন।

তাহাদিগের স্বদেশ যাত্রার পর বড়ফুকনের কোন কোন বিপক্ষ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া রাজ-মাতা গোপনে তাঁহার শিরশ্ছেদ করান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিপক্ষ প্রধান রাজমন্ত্রী রুচিনাথ বুঢ়া গোঁসাই অপরাপর প্রধান রাজপুরুষ দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুরন্দর সিংহকে অভিষেক করেন। ইহার পর ব্রহ্ম দেশীয় সৈন্য আসাম আক্রমণ করে, তাহাতে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পুরন্দর সিংহ পলায়ন করিলে পর, ব্রহ্মদেশীয়েরা চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাজ্যপ্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করে। অনন্তর ব্রহ্মদেশীয় রাজা, রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহের নিকট বন্ধুভাবে কতকগুলি সৈন্যসমভিব্যাহারে একজন দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু মন্ত্রিগণ তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া পথরোধ করায়, তাহারা অপমানিত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। আসামীদিগের সৈন্যগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইলে রাজা পলায়ন করিলেন। তৎপর ব্রহ্মদেশ হইতে অধিক সৈন্য আসিয়া আসামবাসীদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন ও তাহাদিগের ধন-প্রাণ হরণ করে। বহু কষ্টের পর আসামের সৌভাগ্যোদয় হওয়ায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দুর্দ্দান্ত ও নিদারুণ ব্রহ্মবাসীদিগকে দূরীকৃত করিয়া আসাম অধিকার করিলেন। তাহাতে আসামে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারিতে আসামের

দুঃখশর্ব্বরী শেষ হইয়া প্রজাগণ অসহ্য যাতনা হইতে উদ্ধার পায় এবং ৬০০ শত বৎসর রাজ্য-ভোগ করিয়া আহমবংশ সিংহাসনচ্যুত হয়।

আহমবংশীয় রাজগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাম	ভোগ-সংখ্যা।
১। চুকাফা	১২২৯—১২৬৮ খৃষ্টাব্দে
২। তৎপুত্র চুতেওফা	১২৬৮—১২৮১
৩। „ চুবিন্‌ফা	১২৮১—১২৯৩
৪। „ চুখাংফা	১২৯৩—১৩৩২
৫। „ চুখ্রাংফা	১৩৩২—১৩৬৪
৬। তদ্‌ভ্রাতা চুতুফা	১৩৬৪—১৩৭৬
অরাজক	১৩৭৬—১৩৮০
৭। তাওখাম্‌থি চুতুফার ভ্রাতা	১৩৮০—১৩৮৯
অরাজক	১৩৮৯—১৩৯৮
৮। চুডাংফা, তাও-খাম্‌থির পুত্র	১৩৯৮—১৪০৭
৯। তৎপুত্র চুজাংফা	১৪০৭—১৪২২
১০। „ চুফক্‌ফা	১৪২২—১৪৩৯
১১। „ চুচেন্‌ফা	১৪৩৯—১৪৮৮
১২। „ চুহেন্‌ফা	১৪৮৮—১৪৯৩
১৩। „ চুপিম্‌ফা	১৪৯৩—১৪৯৭
১৪। „ চুহুম্মুং বা স্বর্গনারায়ণ	১৪৯৭—১৫৩৯
১৫। „ চুক্লেন্‌মুঙ্গ বা গরগঁয়া রাজা	১৫৩৯—১৫৫২
১৬। „ চুখাম্‌ফা বা খোরা রাজা	১৫৫২—১৬১১
১৭। „ চুচেংফা বা বুদ্ধিস্বর্গনারায়ণ বা প্রতাপাদিত্য	১৬১১—১৬৪৯
১৮। „ চুরম্‌ফা বা ভগা রাজা	১৬৪৯—১৬৫২
১৯। „ চুত্যিংফা বা নরিয়ারাজা	১৬৫২—১৬৫৪
২০। „ চুত্যাম্‌লা বা জয়ধ্বজ সিংহ ভগনিয়া রাজা	১৬৫৪—১৬৬৩
২১। „ চারিঙ্গীয়া-বংশের চুপংমুং বা চক্রধ্বজ	১৬৬৩—১৬৭০
২২। তদ্‌ভ্রাতা চুন্‌ৎফা বা উদয়াদিত্য	১৬৭০—১৬৭২
২৩। তদ্‌ভ্রাতা চুক্লম্‌ফা বা রামধ্বজ	১৬৭২—১৬৭৪
২৪। চামুগুরীয়া বংশের চুহুং রাজা	১৬৭৪—১৬৭৪ (১ মাস ১৫ দিন)
২৫। তুংখুঙ্গীয়া বংশের গোবর রাজা	১৬৭৪—১৬৭৪ (২০দিন)
২৬। দিহিঙ্গীয়া বংশের চুজিন্‌ফা	১৬৭৪—১৬৭৭
২৭। তুংখুঙ্গীয়া বংশের চুতৈফা	১৬৭৭—১৬৭৯
২৮। চামুগুরীয়া বংশের চুলিক্‌ফা বা লরা রাজা	১৬৭৯—১৬৮১
২৯। চামুগুরীয়া বংশের গদাপানি বা গদাধর সিংহ বা চুপাৎফা	১৬৮১—১৬৯৫
৩০। তৎপুত্র লাই বা চুখ্রুংফা বা রুদ্রসিংহ	১৬৯৫—১৭১৪
৩১। চুতন্‌ফা বা শিবসিংহ	১৭১৪—১৭৪৪
৩২। তদ্‌ভ্রাতা চুনেন্‌ফা বা প্রমত্তসিংহ	১৭৪৪—১৭৫১
৩৩। „ চুরম্‌ফা বা রাজেশ্বর সিংহ	১৭৫১—১৭৬৯
৩৪। „ চুন্যেওফা বা লক্ষ্মীসিংহ	১৭৬৯—১৭৮০
৩৫। তৎপুত্র চুহিতপংফা বা গৌরীনাথ সিংহ	১৭৮০—১৭৯৫
৩৬। নামরূপীয় বংশের কমলেশ্বর সিংহ	১৭৯৫—১৮১০
৩৭। তদ্‌ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত সিংহ	১৮১০—১৮১৭
৩৮। „ পুরন্দরসিংহ	১৮১৭—১৮১৮
পুনঃ চন্দ্রকান্ত সিংহ	১৮১৮—১৮২১
৩৯। তুংখুঙ্গীয়া বংশের যোগেশ্বর সিংহ	১৮১২—১৮২৪ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকৃত হয়।

আহমজাতির এখন অতীব দৈন্যাবস্থা। তাহারা নিজধর্ম্মের সঙ্গে ভাষাও পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে হিন্দু হইয়াছে। উপরে যে সব দেবমন্দির ও রাজপ্রাসাদের বিবরণ লিখা গিয়াছে, প্রায় তৎসমুদায়ই বর্ত্তমান আছে; কিন্তু অবস্থা অতি মন্দ। তাহার অধিকাংশ শিবসাগর জিলায় আছে, তেজপুর ও নওগাঁয়ে কিছু কম। কামরূপ জেলায় আসাম-রাজদিগের স্থাপিত অনেক দেবমন্দির দেখা যায়। কিন্তু কামাখ্যার মন্দির আসামরাজদিগের নির্ম্মিত নয়। যখন কামরূপ কুচবেহারের অন্তর্গত ছিল, তখন ঐ দেশের রাজা নরনারায়ণ তাহা নির্ম্মাণ করান। আসামরাজরা তাহার জীর্ণ সংস্কার করেন মাত্র। [কামাখ্যা দেখ।]

আসামরাজদিগের রাজধানী শিবসাগর জেলায় ছিল, এই জন্য অপর কোন স্থানে রাজভবন নাই।

এই সময় হইতে কামরূপের কোন উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা পাওয়া যায় না। কেবল খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কামরূপে হরদত্ত ও বীরদত্ত নামক দুই ভাই আহমরাজদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব অবলম্বন করে। হরদত্তের পদ্মকুমারী নামে একটি পরমরূপবতী কন্যা ছিল। প্রধানতঃ এই পদ্মকুমারীই হরদত্ত-বীরদত্ত-দ্রোহের প্রধান কারণ। আহমরাজপ্রতিনিধি কলীয়া ভোমোরা বড়ফুকনের সঙ্গে হরদত্ত-বীরদত্তের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হরদত্ত পরাস্ত হয় এবং কলীয়া ভোমোরা বড়ফুকনের সেনাপতি কুমেদান নামক কোন লোক পদ্মকুমারীকে হস্তগত করে। প্রবাদ আছে পদ্মকুমারীর হস্তে এবং পদে পদ্মের চিহ্ন ছিল। এই পদ্মচিহ্নই তাঁহার পদ্মকুমারী নামের মূল কারণ। অদ্যাপি কামরূপে হরদত্ত-দ্রোহ এবং পদ্মকুমারীর বিবরণ গ্রাম্যসঙ্গীতে গীত হইয়া থাকে। সাধারণের অবগতির জন্য একটি গীতের নমুনা দেওয়া গেল।—

"হরদত্তর জিয়রী, পদ্মকুঁয়রী, ধনরাত নেখালি ভাত।
"কুমেদান বঙালে হাতও ধরি নিলে পদ্ম বিচারি গাত"॥

অর্থ—হরদত্তের কন্যা পদ্মকুমারী ধনারাত গ্রামে তোমার অন্ন-জল জুটিল না। কুমেদান বাঙ্গাল তোমাকে হাতে ধরিয়া লইয়াই অমনি তোমার গায়ে পদ্ম দেখিতে লাগিল।

কামরূপে ইংরাজাধিকার—রাজা রুদ্রসিংহ স্বর্গদেব নদীয়ার কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ নামক একজন ভট্টাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হন। ভট্টাচার্য্যের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলিয়া আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে দেবীর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি করিত। রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহও সপরিবারে ইঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। শিবসিংহ স্বর্গদেব সপরিবারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপাস্য দেবীমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এক সময়ে শিবসিংহের ছত্রভঙ্গ দোষ ঘটে। জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা ও মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া শিবসিংহের প্রথমাপত্নী রাণী ফুলেশ্বরীকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকে। এইরূপে শিবসিংহের দীর্ঘরাজত্বের মধ্যে তাঁহার চারিটী মহিষী ফুলেশ্বরী, প্রমথেশ্বরী, দ্রৌপদী বা অম্বিকা ও অনাদেবী বা সর্ব্বেশ্বরী একে একে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ফুলেশ্বরী স্বীয় অভিষ্টদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন। এক বৎসর দুর্গোৎসবের সময় তিনি মোয়ামরীয়ার মহন্ত ও অন্যান্য স্থানের কয়েকজন মহন্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভগবতীর প্রসাদিত সিন্দুর, রক্তচন্দন ও বলির রক্তাদি লইয়া তাঁহাদিগকে ফোঁটা দিয়া লাঞ্ছিত করেন। অপর অপেক্ষা মোয়ামরীয়ার মহন্তের প্রাণে এই ব্যবহারে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি শিষ্য সকলকে বলিলেন, যে ইহার প্রতিশোধ লওয়া আবশ্যক ও তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। কালক্রমে ইহাও সিদ্ধ হইল। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রাজেশ্বরসিংহ রাজা হইলেন। ইহার শেষদশায় মোয়ামরীয়ার মহন্ত শিষ্যগণকে একত্র করিয়া শিবসিংহ রাজার পত্নীকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমুদয় শিষ্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিষ্যেরাও গুরুর অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তৎপরে লক্ষ্মীসিংহ রাজা হইলেন। রাজা রুদ্রসিংহের শেষবয়সে লক্ষ্মীসিংহের জন্ম হয় এবং তাঁহার সহিত ইহার আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য না থাকায় রাজা রুদ্রসিংহ ইহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এই জন্য রাজ্যের অন্যান্য প্রধান লোকেরাও ইহাকে তাদৃশ আদর করিত না, এমন কি রাজাদিগের কুলগুরু পর্ব্বতীয়া গোঁসাই ইহাকে দীক্ষিত করিতে অসম্মত হইলেন। লক্ষ্মীসিংহ স্বীয় বিদ্যাগুরু রমানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক একজন অধ্যাপককে দীক্ষাগুরু করিলেন। বাল্যকালে ইঁহারই নিকট ইনি শিবপূজা শিখিয়াছিলেন এবং এক্ষণেও শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। রাজগুরু হইয়া রমানন্দ অনেক বৃত্তি পাইলেন এবং পহুমরিয়া গোঁসাই নামে আখ্যাত হইলেন। ইঁহার এইরূপ পদমর্য্যাদায় অন্যান্য মহন্ত মহা চটিয়া গেলেন, বিশেষতঃ মোয়ামরীয়ার মহন্ত গর্ব্বিত বচনে রাজার প্রতি কটু কথা প্রয়োগ করায় তিনি রাজার বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়িলেন। সেই বৎসরেই আশ্বিনমাসে স্বর্গদেব নৌকায় ভ্রমণার্থ বহির্গত হন। সঙ্গে স্বতন্ত্র নৌকায় বড়বড়ুয়া ছিলেন। মোয়ামরীয়ার মহন্ত এই সময় সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন; কিন্তু বড়বড়ুয়া মহন্তকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করেন। মহন্ত ইহাতে অতিশয় অপমানিত বোধ করিলেন। তাঁহার মনে পূর্ব্ব অপমানও দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি শিষ্যদিগকে ডাকাইয়া তলে তলে তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিলেন। রুদ্রসিংহ স্বর্গদেবের তাড়িত একজন রাজবংশীয়কে দলপতি হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। নাহরখোরা ও রাঘমরাণ দুই ব্যক্তি সেনাপতি হইল। যাহারা এই বিদ্রোহে যোগ দিল তাহারা দা, টাঙ্গন, ধনু, কাঁড়, বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইল। প্রায় নয়হাজার লোক অগ্রহায়ণের প্রথমেই

রঙ্গপুরের দিকে যাত্রা করিল। লোকে প্রবাদ রটাইল যে, মহন্ত অন্যায় করিয়া লক্ষ্মীসিংহকে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে এই যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন।

মোয়ামরীয়ার লোকের এই উদ্যোগ দেখিয়া ভুপাই বড় গোঁসাই, বুড়া গোঁসাই, কীর্ত্তিচন্দ্র বড়বড়ুয়া প্রভৃতি মন্ত্রিরাও পরামর্শ করিয়া একদল সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধে রাজসৈন্যেরা পরাজিত হইল। মোয়ামরীয়া সৈন্য-দল নগর অধিকার করিয়া রাজা, সেনাপতি ও বড়বড়ুয়া প্রভৃতি মন্ত্রিগণকে বন্দী করিল। রাজাকে জয়সাগরের নিকট বন্দী করিয়া রাখিল এবং বড় গোঁসাই, বুড়া গোসাই, প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোককে বধ করিল। কীর্ত্তিচন্দ্রকে শালে চড়াইয়া দিল ও তাঁহার পুত্রগণকে মারিয়া ফেলিল। খোরামরাণপুত্র রমাকান্ত রাজা হইলেন। অগ্রহায়ণে এই ঘটনা ঘটিল, কিন্তু চৈত্রমাসে লক্ষ্মীসিংহের পক্ষ হইতে কুঁয়ে, গয়া, ঘনশ্যাম প্রভৃতি কয়েকজন লোক ষড়যন্ত্র করিয়া রমাকান্তের দাসত্ব স্বীকার করিল, ইহাদের কৌশলে রমা-কান্ত, মোয়ামরীয়া সেনাপতি প্রভৃতি কয়েকজনে প্রাণ হারাইলেন। তৎপরে লক্ষ্মীসিংহ রাজা হইলেন। লক্ষ্মীসিংহ ঘনশ্যামকে বুড় গোঁসাইপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লক্ষ্মীসিংহের পর কোকনাথ গোসাইদেব গৌরীনাথসিংহ নামে রাজা হইলেন। ইনি রাজ্যমধ্যস্থ সমস্ত মোয়ামরীয়ার লোককে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহার সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ২রা বৈশাখ অগ্নি দিয়া শিঙ্গরীঘর নামক প্রাসাদ পোড়াইয়া দিল। রুদ্রেশ্বর বড়পাত্র ডাঙ্গরীয়া (প্রধান সেনাপতি) এই কার্য্যে বাধা দিতে না পারিয়া গৌহাটী পলাইয়া গেলেন। বুড়া গোঁসাই মোয়ামরীয়াদিগকে ধরিয়া আনিয়া দোষী নির্দ্দোষ বিবেচনা না করিয়া সকলকেই বধ করিলেন। ইহারা একে বিদ্রোহী, তাহার উপর এই অবিচার হইল, সুতরাং তাহারা একবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। ইহারা গুরুবাক্য ও গুরুকার্য্যকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আদেশ ও কার্য্য বলিয়া মানিত। সুতরাং তাহারা এই বিদ্রোহকে ধর্ম্মবিদ্রোহ বলিয়া গণ্য করিয়া তলে তলে মোয়ামরীয়ার মহন্তের প্রত্যেক শিষ্যের নিকট সংবাদ পাঠাইল এবং সকলেই যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

ইতিমধ্যে ঘনশ্যামের মৃত্যু হইল। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পূর্ণানন্দ বুড়া গোঁসাই হইলেন। পূর্ণানন্দ বিদ্রোহ ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, সামান্য শাস্তি দিয়া সাবধান করিয়া দিলেই ইহারা থামিতে পারে। এই ভাবিয়া কয়েকজন মোয়ামরীয়াকে ধরিয়া মৃদু শাস্তি দিয়া কঠিন আদেশ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে ফল কিন্তু উল্টা ফলিল। বিদ্রো-হীরা রাজাকে দুর্ব্বল ভাবিয়া পূর্ণ উৎসাহে দশহাজার সৈন্য সংগ্রহ করিল। একদল নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। বুড়া গোঁসাই ইহাদিগকে বাধা দিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন; কিন্তু পরাস্ত হইলেন। রাজ্যমধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল; প্রজারা হতাশ হইয়া পড়িল। রাজা নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ডাঙ্গরীয়া নগরের চৌদিকে গড়বন্দী করিয়া নগর মধ্যেই রহিলেন। এই গড়কে 'বিবুধিগড়' বলে। জয়-সাগরের নিকট শেষে এক বিষম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও রাজ-কীয় সৈন্য পরাস্ত হয়। ভরতসিংহ নামে বিপক্ষের একজন সেনাপতি রাজা হইল। রাজা গৌরীনাথের ইচ্ছা ছিল, কাছাড় ও জয়ন্তীরাজের সাহায্য লইয়া এই বিদ্রোহ দমন করিবেন, কিন্তু তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, স্বদেশরক্ষার্থ যত সৈন্য আবশ্যক তাহার অধিক সৈন্য আমাদের নাই। গৌরীনাথ বিদ্রোহীদলের ভয়ে গৌহাটীতে পলাইয়া গেলেন। এখানে তিনি বড়ফুকনের সহিত পরামর্শ করিয়া কতকগুলি সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক বুড়া গোঁসাইয়ের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন, পথে বিদ্রোহীদল বাধা দিয়া ইহাদিগকে বিনষ্ট করিল।

এই সময় গোয়ালপাড়ায় রস নামে একজন ইংরাজ লবণের ব্যবসা করিতেন। গৌরীনাথ নিরুপায় হইয়া সাহেবকে বিশেষরূপে পুরস্কার দিবার আশা দিয়া তাঁহা দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সাহেব ৭০০ বরকন্দাজ দিলেন। এই বরকন্দাজসৈন্য নওগায়ের বিদ্রোহিদিগকে তাড়াইয়া দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইবার সময় যোড়হাটের নিকট শত্রু-হস্তে সকলেই বিনষ্ট হইল। কিছুদিন পরে মণিপুররাজ ৫০০ অশ্বারোহী ও ৪০০০ হাজার পদাতি লইয়া গৌরী-নাথের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। এই সৈন্যদলও যুদ্ধে পরাস্ত হইল, প্রায় ১৫০০ সেনা মৃত্যুমুখে পড়ায় মণিপুরী সৈন্য স্বদেশে চলিয়া গেল। বিপদ্ একলা আসে না। ওদিকে দরঙ্গরাজ বিষ্ণুনারায়ণের ভ্রাতা কৃষ্ণনারায়ণ ভ্রাতাকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন ও গৌরীনাথের দুর্দ্দশা দেখিয়া হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী ও ফকীর হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া কামরূপ আক্রমণ করিতে আসিলেন। আহমগণকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে দেখিয়া কামরূপের লোকেরা বড় ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, এমন কি গৌহাটী নগরের মধ্যে তাহাদের বাস উঠাইয়া দিল। এই সূত্রে তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কৃষ্ণনারায়ণের পক্ষ হইল।

গৌরীনাথ সিংহ চারিদিকে বিপদ্ দেখিয়া গৌহাটীর

বিকা মজুমদার, দত্তরাম খাওন্দ ও দরঙ্গের বিতাড়িত রাজা বিষ্ণুনারায়ণকে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। গোয়ালপাড়ার ইংরাজ-বণিক রস সাহেব কল্ভিন্ বজেট কোম্পানির নামে চিঠি দিলেন। এই সময় কলিকাতায় লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনেরল। তিনি রাজা গৌরীনাথের আবেদনপত্র পাইয়াও প্রথমতঃ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন; কারণ আত্মবিচ্ছেদে এক পক্ষকে সাহায্য করা অপর রাজার পক্ষে রাজনীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু শেষে দেখিলেন যে রাজা কৃষ্ণনারায়ণ হিন্দুস্থানী সৈন্য লইয়া কামরূপ লণ্ড ভণ্ড করিতেছেন; এই হিন্দুস্থানীরা বৃটীশ প্রজা। সুতরাং তাহাদের দমন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া তিনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ সাহেবকে সসৈন্যে পাঠাইয়া দিলেন। কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ এদেশে পৌছিয়াই হিন্দুস্থানীদিগকে দমন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

এদিকে ভরতসিংহ রাজা হইয়া নিষ্ঠুরভাবে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। সৈন্যদিগের প্রতি আদেশ ছিল যে, তাহারা যেরূপে হউক আহমপ্রজার ধনহরণ ও প্রাণ বিনাশ করিবে। রসসাহেবের বরকন্দাজ ও মণিপুরীসৈন্য পরাস্ত হওয়ায় ভরতসিংহ ভাবিলেন রাজ্য নিষ্কণ্ঠক হইল। তিনি গৌহাটীর নিকটস্থ কতকটা স্থান অধিকার করিলেন। রাজা গৌরীনাথ এই সংবাদ পাইয়া কিছু সৈন্য লইয়া সেই দিকে যাত্রা করিলেন। এদিকে কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ সাহেব আসিয়া পৌছিলেন এবং রাজার মুখে দেশের অবস্থা অবগত হইয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ২৯এ নবেম্বর তারিখে গৌহাটী প্রদেশ উদ্ধার করিলেন। মোয়ামরীয়া দল ছিন্ন ভিন্ন হইল। গৌরীনাথ গৌহাটীতে রহিলেন। কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ ৬ই ডিসেম্বর লৌহিত্যের উত্তরকূলে গমন করিলেন। মোয়ামরীয়াগণের পরাজয় শুনিয়া কৃষ্ণনারায়ণের সৈন্যও পলাইল। কৃষ্ণনারায়ণ স্বয়ং বন্দী হইলেন। কৃষ্ণনারায়ণ বলিলেন, আমি গৌরীনাথের বিপক্ষ নহি, মোয়ামরীয়া-বিদ্রোহ নিবারণ করা আমারও উদ্দেশ্য, গৌরীনাথ তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমায় বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। যাহা হউক, কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ থাকিয়া গৌরীনাথ ও কৃষ্ণনারায়ণের মধ্যে এইরূপ সন্ধি করিয়া দিলেন যে, কৃষ্ণনারায়ণ দরঙ্গ ছুটীয়া ও চাই-দুয়াবের মানুষ দিবার পরিবর্ত্তে ৫৫০০০৲ টাকা ও ভোটরাজ্যে ব্যবসায় করিবার জন্য মাসুল হিসাবে ৩০০০৲ টাকা দিবেন। কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ গৌহাটীতে থাকিয়া জানিতে পারিলেন যে, গৌরীনাথের বুদ্ধি বিবেচনা বড় নাই, রাজ্য-নিষ্কণ্টক হইলেও তাঁহা দ্বারা রাজ্য স্থাপিত হওয়া বড় সন্দেহ। তিনি এই মর্ম্মে কলিকাতায় পত্র লিখিলেন, "আমি যাহাতে রাজ্যের সুবন্দোবস্ত হয় তাহা করিয়া যাইতে চাই। আমার বোধ হয় যে রাজার অন্যায় আচরণেই কৃষ্ণনারায়ণ প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়াছে" ইত্যাদি।

কাঃ ওয়েল্‌স্ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে প্রধান নগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। গৌরীনাথ সঙ্গে গেলেন। যে দিন নগরের নিকট পৌছিলেন, সেই দিন নগরের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ১২ জন সিপাহী, একজন জমাদার, একজন নায়ক ও একজন হাবিলদার নগরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা গৌরীনাথ ব্যাপার দেখিয়া বিষণ্ন হইলেন। পাঁচ হাজার মোয়ামরীয়ার সহিত এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের যুদ্ধ হইবে ভাবিয়া তিনি জয়াশা ত্যাগ করিলেন। ওদিকে মোয়ামরীয়ারা চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল এই কয়টা সিপাহী মারিতে পারিলেই বুঝি তাহাদের জয় হয়। ফলে সিপাহীরা বীরভাবে গুলি চালাইতে লাগিল। যথেষ্ট মোয়ামরীয়া মরিল। এই কয়জন সিপাহী শত্রুপক্ষ প্রায় নিঃশেষ করিলে, শেষে আর কয়েকজন বৃটীশসৈন্য গিয়া নগর অধিকার করিল। তৎপরদিন বুড়া গোঁসাই ডাঙ্গরীয়া গৌরীনাথকে নগর মধ্যে লইয়া গেলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের চৈত্রমাসে কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ নগর প্রবেশ করিলেন।

গৌরীনাথ পুনরায় সিংহাসনে বসিলেন। কাপ্তেন সাহেব বুড়া গোঁসাই ডাঙ্গরীয়া প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারীকে অনেক উপদেশ দিলেন এবং গবর্ণর জেনেরলের উপদেশ বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, দেশে সুশাসন স্থির রাখিবার জন্য কিছু বৃটীশসৈন্য এদেশে থাকিবে ও কামরূপের উৎপন্ন হইতে এই সৈন্যদলের খরচ চলিবে।

ওদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বদেশে গেলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সার জন শোর গবর্ণর হইয়া কাপ্তেনকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

তৎপরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন চন্দ্রকান্তসিংহ স্বর্গদেবকে বন্দী করিয়া পুরন্দরসিংহ রাজা হন, সেই সময় বড়ফুকনের লোক গিয়া ব্রহ্মদেশের অধীশ্বর আলুঙ্গ মিঙ্গি বা কিওয়া মিঙ্গিকে জানাইলে তিনি সাহায্যার্থ ৩০,০০০ সৈন্য পাঠাইলেন। ব্রহ্মসেনাপতি রাজ্যে প্রবেশ করিলে পর পথিমধ্যে পুরন্দর সিংহ সৈন্য পাঠাইয়া বাধা দিলেন। যুদ্ধে পুরন্দরসিংহের সৈন্য পরাস্ত হইল। পুরন্দর ভীত হইয়া গৌহাটী পলাইয়া গেলেন। ব্রহ্মসেনাপতি চন্দ্রকান্তকে রাজা করিয়া পুরন্দরকে ধরিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। পুরন্দরের পক্ষে

বড়ফুকন যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তিনিও পরাস্ত হওয়ায় পুরন্দর পলায়ন করিয়া চিলমারিতে গিয়া রহিলেন। ব্রহ্মসেনাপতি চন্দ্রকান্তের রক্ষার্থ ২০০০ সৈন্য রাখিয়া স্বদেশে গেলেন। পুরন্দর নিরুপায় হইয়া কলিকাতায় গিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বলিয়া এক আবেদন করিলেন যে যদি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সৈন্য দিয়া তাঁহার রাজ্য উদ্ধার করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি তজ্জন্য সৈন্যব্যয় দিতে ও অবশেষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে করদ রাজা হইতে প্রস্তুত আছেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু পত্র গ্রাহ্য করিলেন না।

এই সময় কুচবিহার প্রদেশে মিঃ স্কট কমিশনর ছিলেন। তিনি প্রতি পত্রে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে দেশের অবস্থা জানাইতেন। এদিকে ব্রহ্মসেনা রীতিমত দেশে ছড়াইয়া পড়িল। চন্দ্রকান্তকে নামমাত্র রাজা রাখিয়া ব্রহ্মসেনাপতিরা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিল। চন্দ্রকান্তও শেষে ব্রহ্ম হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসেনাপতি মিঙ্গিমাহা দেশের অবস্থা দেখিতে আসিলেন। জয়পুরের নিকট একটি নূতন গড় নির্ম্মিত হইতেছে দেখিয়া তিনি কৌশলে সেখানকার বড়ফুকনকে মারিয়া ফেলিলেন। চন্দ্রকান্ত ইহাতে ভীত হইয়া ভাবিলেন যে, ব্রহ্মসেনাপতি এবার শত্রুরূপে রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিবেচনায় তিনি বুড়া গোসাইকে নগররক্ষার্থ রাখিয়া নিজে গৌহাটী পলাইলেন। মিঙ্গিমাহা পৌছিয়া চন্দ্রকান্তকে অভয় দিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভরসা করিতে না পারায় নগররক্ষী সৈন্যের সহিত ব্রহ্মসেনাপতির যুদ্ধ হইল। বুড়া গোসাই পরাস্ত হইলেন। চন্দ্রকান্ত যোড়হাটের দিকে পলায়ন করিলেন।

মিঙ্গিমাহা যোগেশ্বর নামক একজন কুমারকে সাক্ষী গোপালের মত রাজা করিয়া নিজে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এ সময় রাজ্যে প্রায় দশহাজার ব্রহ্মসেনা উপস্থিত ছিল। দরঙ্গরাজও এই সময় ব্রহ্মের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তৎপরে দেশময় ব্রহ্মসেনাপতির সহিত চন্দ্রকান্ত ও পুরন্দরের নানাস্থানে যুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মসেনাপতি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিলেন যে, এ সময়ে যেন তাঁহারা কোন আসামীরাজার পক্ষ গ্রহণ না করেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এ আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না, অথচ কাহাকেও সাহায্য করিলেন না।

এই সময় গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতিকে সভ্যতা শিক্ষা দিবার জন্য ও তাহাদের দেশে বৃটীশ অধিকার বিস্তার করিবার জন্য, ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১০ আইন জারী হয়। (কুচবিহারের কমিশনর স্কটসাহেব এই আইনের কার্য্য করিবার জন্য উত্তরাঞ্চলের এজেণ্ট হন।) এই সময়ই রঙ্গপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গোয়ালপাড়া এক স্বতন্ত্র জেলা বলিয়া গণ্য হয়। আসামে এই সময় ব্রহ্মাধিকার থাকায় গোয়ালপাড়ায় একদল ইংরাজসৈন্য রহিল; লেফট্‌নাণ্ট ডেবিডসন সাহেব এই সৈন্যদলের নায়ক ছিলেন। মিঃ ডেবিডসন ও মিঃ স্কট আসামীদিগকে বড় স্নেহ করিতেন।

ওদিকে মহগড়ের যুদ্ধে চন্দ্রকান্ত সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া গোয়ালপাড়ায় আসিয়া ইংরাজের আশ্রয় লইলেন। লেফট্‌নাণ্ট ডেবিডসনকে ভয় দেখাইয়া ব্রহ্মসেনাপতি এক পত্র লিখিলেন যে, ব্রহ্মরাজের ইচ্ছা যে কোম্পানীর সহিত মিত্রতা থাকে এবং ব্রহ্মসেনা যেন কোন মতে ইংরাজসীমা অতিক্রম না করে। কিন্তু চন্দ্রকান্ত ইংরাজ অধিকারে আশ্রয় লইয়াছে, অতএব তাহাকে ধরিবার আদেশ দেওয়া আবশ্যক। মিঃ ডেবিডসন মিঃ স্কটকে এই পত্র পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ স্কট আবার সে পত্র গবর্ণরজেনেরলকে পাঠাইলেন। গবর্ণরজেনেরল ঢাকায় ইংরাজ সেনাপতির উপর আদেশ দিলেন যে, আবশ্যক মত মিঃ স্কট যেন তাঁহার নিকট সৈন্য প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মসেনা যদি ইংরাজ সীমায় প্রবেশ করে, তবে তাহাদিগকে বলে তাড়াইয়া দিতে হইবে।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কাছাড়রাজ গোবিন্দচন্দ্র গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করেন যে মণিপুরসীমা ব্রহ্মসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মণিপুর হইতে চৌরজিৎসিংহ, মারজিৎসিংহ ও গম্ভীরসিংহ নামে তিনজন রাজকুমার ব্রহ্মের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কাছাড়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎপরে যথন গোবিন্দচন্দ্র গৃহবিবাদে রাজ্যচ্যুত হন, তথন এই তিন ভ্রাতার মধ্যে কাছাড় সিংহাসন লইয়া মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চৌরজিৎ সিংহ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লিখিলেন, শীঘ্রই ব্রহ্মরাজ এ অঞ্চল আক্রমণ করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব কাছাড়রাজ্য ইংরাজহস্তে অর্পণ করিতে চাই। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মারজিৎ সিংহ পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মের সাহায্যে মণিপুর অধিকার করিয়া তথায় ব্রহ্মের করদ রাজা হইয়াছিলেন।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কাছাড়প্রদেশ হস্তে লইলে সংবাদ পাইলেন যে ব্রহ্মেরা আসাম হইতে কাছাড় আক্রমণের উদ্যোগে আছে। মিঃ স্কট কাছাড়ের সহিত বৃটীশ গবর্ণ-

মেণ্টের সম্বন্ধ জানাইয়া, তৎপ্রদেশ আক্রমণ করিতে নিবারণ করিয়া ব্রহ্মসেনাপতিকে এক পত্র লিখিলেন

আসাম ও কাছাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র জয়ন্তীরাজ্য। ব্রহ্মসেনাপতি এই দেশের রাজাকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু জয়ন্তীরাজ বশ্যতা স্বীকার করেন নাই ব্রহ্মসেনাপতিও কাছাড়ের ইংরাজসেনার ভয়ে হঠাৎ এ রাজ্য আক্রমণ করিতে পারিলেন না।

তৎপরে ব্রহ্মসেনা একবারে আসাম ও মণিপুর এই দুই দিক্ দিয়া আক্রমণ করিবার ইচ্ছায় জয়ন্তী ও কাছাড়ের প্রান্তে এবং শ্রীহট্টের সীমায় উপস্থিত হইল। ইংরাজাধিকৃত আরাকান ব্রহ্মেরা জয় করিয়া লইল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী সাহাপুর নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপও অধিকার করিল। লর্ড আমহার্ষ্ট তখন গবর্ণর জেনেরল। তিনি দেখিলেন, ব্রহ্মাধিকার বাঙ্গালার সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, আর স্থির হইয়া থাকিলে বাঙ্গালার সীমান্ত প্রদেশে মগেরা অত্যাচার করিবে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের সহিত যুদ্ধ করাই স্থির হইল, গবর্ণর জেনেরল ঢাকা হইতে ব্রিগেডিয়ার মেকমরিনকে গোয়ালপাড়া যাইতে আদেশ দিলেন ও লেফ্‌টনাণ্ট ডেবিডসন্‌কে আসাম মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন। মিঃ স্কট সমস্ত বন্দোবস্তের ভার পাইলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ মার্চ্চ ব্রিগেডিয়ার মেকমরিন বিনা যুদ্ধে গৌহাটী অধিকার করিলেন। ব্রহ্মেরা ইংরাজ আগমন শুনিয়াই সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। তৎপরে ব্রিগেডিয়ার মেকমরিন, কাপ্তেন হর্ষবরা, লেফ্‌টনাণ্ট রিচার্ডসন, কর্ণেল রিচার্ডস্ প্রভৃতির সহিত কলিয়াবর, নওগাঁ, রহা, মরামুখ প্রভৃতি স্থানে কয়েকবার যুদ্ধে ব্রহ্মসেনা পরাস্ত হইল। যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ারের মৃত্যু হওয়ায় কর্ণেল রিচার্ডস্ প্রধান সেনাপতি হন। শেষে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে আসামপ্রদেশ বৃটীশাধিকৃত হইল বলিয়া প্রচারিত হয়। তৎপরে যোড়হাট, জয়ন্তী, কাছাড়, গৌরীসাগর প্রভৃতি স্থানে শান্তিরক্ষার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ব্রহ্মের অধীনস্থ শ্যামফুকন ও বগলীফুকন ৭০০ সেনার সহিত আত্মসমর্পণ করিলেন। যোগেশ্বর সিংহ যোগীঘোপায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন। তদ্বংশীয়েরা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া রহিল।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ফেব্রুয়ারীতে যণ্ডাবু সহরে ইংরাজ ও ব্রহ্মে এক সন্ধি হয়। তদনুসারে আরাকাণ, মার্ত্তাবান, তেনাসরীম ও আসাম ইংরাজেরা প্রাপ্ত হন। স্কট সাহেব এই নবজিত রাজ্যের কমিশনর হইলেন, কিন্তু তিনি উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্ট ও কমিশনর, কুচবিহার, রঙ্গপুর, মণিপুর ও কাছাড়ের কমিশনর এবং শ্রীহট্টের জজ ছিলেন। সুতরাং একজন লোকের হস্তে এতগুলি কার্য্যের সুবিধা না হওয়ায়, সমগ্র পূর্ব্বভারত নিম্ন ও শ্রেষ্ঠ খণ্ডে বিভক্ত হইল। এই খণ্ডদ্বয়ের উত্তরসীমা ভরলি নদী ও দক্ষিণ সীমা ধনশিরি নদী। সিনিয়র বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডে মিঃ স্কট ও জুনিয়র বা নিম্ন খণ্ডে কর্ণেল রিচার্ডস্ কমিশনর হইলেন; কিন্তু স্কট সাহেবই প্রধান কর্ত্তৃত্ব পাইলেন। গৌহাটী আসামের রাজধানী হইল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কর্ণেল রিচার্ডসের পর কর্ণেল কুপার কমিশনর হন। শ্রেষ্ঠ বিভাগে স্কট সাহেব একা কার্য্য চালাইতে না পারিয়া কাপ্তেন এডাম হোয়াইট্‌কে সহকারীত্বে গ্রহণ করেন। স্কট হইতে আসাম প্রদেশের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চিরাপুঞ্জীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর টি, সি, রবার্টসন প্রধান কমিশনর হন।

উত্তর খণ্ডে পুরন্দর সিংহ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তিনি বার্ষিক ৫০,০০০৲ টাকা কর দিতে অঙ্গীকার করিলেন। বিশ্বনাথ নামক স্থানে একজন পলিটিকাল এজেণ্ট রহিলেন। ১৮৩২।৩৩ খৃষ্টাব্দে দরঙ্গ, কামরূপ ও নওগাঁ এই তিন জেলায় বিভক্ত হইয়া কামরূপ প্রদেশে একজন স্বতন্ত্র কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসহ একজন প্রধান সহকারী কমিশনর (Chief Assistant Commissioner) হইলেন। রবার্টসনের পর ১৮৩৪ অব্দে জেঙ্কিন্স সাহেব কমিশনর হন। ইনিই জিলা ও মৌজার সীমাবিভাগ ঠিক করেন। ১৮৩৫ অব্দে এই প্রদেশ বোর্ড অব রেবিনিউয়ের অধীন হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তীরাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধি করিয়া অধীনতা স্বীকার করেন, কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজাকে মাসিক ৫০০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া জয়ন্তীপ্রদেশ কোম্পানির খাস দখলে আনা হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পুরন্দর সিংহ নিয়মিত কর দিতে না পারায় তাঁহাকে রাজচ্যুত করিয়া তৎপ্রদেশ শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর এই দুই জেলায় বিভক্ত করা হয়। চন্দ্রকান্ত সিংহ গৌহাটীতে ৫০০৲ টাকার বৃত্তি পাইতেছিলেন; কিন্তু এই বৎসর তিনি পরলোক গমন করেন। পুরন্দর সিংহকেও যোড়হাটে রাখিয়া বৃত্তি দিবার কথা হয়; কিন্তু গর্ব্বিত পুরন্দর বৃত্তি গ্রহণ করিলেন না। এইখানে চুকাফার বংশের হস্ত হইতে আসামের ছত্রদণ্ড অপহৃত হয় ও আসাম বা প্রাচীন কামরূপরাজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজাধিকৃত হয়।

ইহার কিছুদিন পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে একজন কমিশনরের হস্তে শাসন ও বিচারভার থাকায় কার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হওয়ায় একজন সহকারী নিযুক্ত হইলেন। এই সহকারী

নিযুক্ত হওয়ায় একটি পদ জুডিশিয়াল কমিশনর ও অপরটি ডেপুটী কমিশনর নামে কথিত হইল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইন্‌কমট্যাক্স প্রচলিত হইলে ফুলগুড়ির লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠে। আসিষ্টাণ্ট কমিশনর লেফট্‌নাণ্ট সিঙ্গার গোলমাল থামাইতে গিয়া নিহত হন। শেষে অনেক কৌশলে গোলমাল থামিলে দোষীরা উচিতমত শাস্তি পায়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কমিশনর জেঙ্কিন্স্ স্বপদ হইতে অবসর লইলে কাপ্তেন হপকিন্সন্ সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গৌহাটীতে জেঙ্কিন্সের মৃত্যু হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে খাসি ও জয়ন্তী পর্ব্বতে ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৬৪ অব্দে ভূটানযুদ্ধ বাঁধে। ইংরাজেরা জয়ী হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সিঞ্চোলা নামক স্থানে সন্ধি হইল। এই সন্ধি অনুসারে ভূটানের দক্ষিণে কয়েক স্থান ইংরাজের অধিকৃত হইল। গারো ও নাগাদিগের কয়েকজন সর্দ্দার অধীনতা স্বীকার করে। ইহাদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তার করিবার জন্য এই সকল প্রদেশ দুই জেলায় বিভক্ত হইল। ১৮৬৬ অব্দে গারো পর্ব্বতে তুরা ও নাগা পর্ব্বতে সামাগুটিং রাজধানী হইল। এই বৎসর কুচবিহার ও গোয়ালপাড়া আসামের কমিশনরের হস্ত হইতে স্বতন্ত্র হইল। ১৮৭১ অব্দে লেফট্‌নাণ্ট গবর্ণর সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল এদেশ পরিদর্শন করিতে আসিয়া এদেশীয় বিচারালয়ে ও বিদ্যালয়ে আসামীভাষা ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদান করিয়া যান।

১৮৭৪ অব্দে কর্ণেল হপ্‌কিন্সন্ অবসর লইলে, আসাম দেশ বাঙ্গালার লেফট্‌নাণ্ট গবর্ণরের হস্ত হইতে পৃথক্ হইয়া একজন প্রধান কমিশনরের হস্তে অর্পিত হইল। কর্ণেল কিটিং প্রথম চিফ্ কমিশনর হন। চিফ্ কমিশনর হইলে শিলং নগর রাজধানী হইল এবং গোয়ালপাড়া ও গারোপর্ব্বত আবার আসামের অন্তর্ভূত হইল। তৎপরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট বঙ্গপ্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আসামের চিফ্ কমিশনরের অধীন হইল।

এই বৎসরে আসিষ্টাণ্ট কমিশনর লেফট্‌নাণ্ট হলকম্ব নাগাপর্ব্বত জরীপ করিতে আরম্ভ করেন। নীলগাঁয়ে উপস্থিত হইলে কয়েকজন নাগা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহার শিবিরে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বধ করে। হলকম্ব প্রভৃতি ১৯৭ জন লোকের মধ্যে সেইদিন ৮০ জন লোক মারা পড়ে। ৫১ জন আহত হয়। কিয়দ্দিবস পরে সেই নাগারা উপযুক্ত শাস্তি পায়। কর্ণেল কিটিং এর পর সার ষ্টুয়ার্ট বেলী (বাঙ্গালার ভূতপূ[illegible] ছোটলাট) এবং তাঁহার পর মিঃ এলিয়ট (১৮৯২ বাঙ্গা[illegible] বর্ত্তমান ছোট লাট) আসামের চিফ্ কমিশনর হন। সার এলিয়টের পরে ওয়ার্ড, ফিজপাট্রিক, ওয়েষ্টল্যাণ্ড এবং তৎপরে কুইণ্টন্ সাহেব আসামের চিফ্ কমিশনর হন, তিনি মণিপুরে নিহত হইলে ওয়ার্ড সাহেব চিফ্ কমিশনর হইলেন।

ইংরাজরাজত্বে আসামের কয়েকটী ঘটনা—

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এদেশে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ অব্দে কুচবিহারের কমিশনর রবার্টসন বিচারসংক্রান্ত কতকগুলি দেশীয় ব্যবহারসিদ্ধ নিয়ম বাঁধিয়া দেন। এই নিয়মাদি "আসাম কায়দাবন্দী" নামে খ্যাত। ১৮৩৮ অব্দে এদেশে একদল খৃষ্টান মিশনরি প্রবেশ করেন। ইহারা প্রথমে জয়পুর পরে শিবসাগরে গির্জ্জা করেন। ১৮৪৬ অব্দে তাহারাই আসামীভাষায় "অরুণোদয়" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪৩ অব্দে দাসত্বপ্রথা রহিত করিবার আইন প্রচলিত হয়। ঐ বৎসরেই প্রসিদ্ধ আসাম 'চা' কোম্পানি গঠিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথমে অহিফেণের চাষ হয়, শেষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাধারণের পক্ষে উহার চাষ উঠাইয়া দেওয়া হয়।

কামরূপের লোকসম্প্রদায়।—এখানে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সতলোৎ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এদেশে বল্লালী কৌলীন্য-প্রথা নাই। মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। দৈবজ্ঞেরা এদেশে বিশেষ সম্মানের পাত্র।

এখানে ব্রাহ্মণকায়স্থেরা নিজ হস্তে হলাকর্ষণ করে না। কায়স্থগণের মধ্যে ভূঁয়ার ছয় ঘর বিশেষ বিখ্যাত।

কলিতা—কৃষিপ্রধান জাতি। ইহারা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ, তবে কেবল হলবাহনদোষে পতিত।

কেওট—ইহারা আদিম জাতি। ইহারাও কৃষক। কেওটেরা কৈবর্ত্তের (মৎস্যজীবীর) অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন কোচ, মেছ, লালুং, নট, নাপিত, পটীয়া, কুমার, শুঁড়ী, ধোপা, শালৈ (শুঁড়ীবিশেষ), ডোম প্রভৃতি কয়েকটি জাতি আছে।

ধর্ম্মপ্রভাব।—প্রথমে হিন্দুধর্ম্ম পরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। শঙ্করাচার্য্য যখন সমগ্র ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব নষ্ট করেন, তখন কামরূপেও তাঁহার সংস্কারের প্রভাব বিস্তৃত হয়। দেবেশ্বর নামক শূদ্ররাজই ইহার মূল। বৌদ্ধধর্ম্ম অন্য প্রদেশে যত শীঘ্র দূর হইয়াছিল, এখানে তত শী[illegible] হয় নাই; খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতেও এখানে তাহার প্রাবল্য ছিল। অদ্যাপি হাজোর হয়গ্রীবের মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। যোগিনীতন্ত্রেও এখানকার বুদ্ধমূর্ত্তির কথা লিখিত আছে। তৎপরে শঙ্করদেব ও মাধবদেব নামে দুই ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন।

বারভূঁয়াগণের মধ্যে চণ্ডীবর শিরোমণির বংশে কুসুম্বর শিরোমণি ভূঁয়ার এক পুত্র জন্মে। ইঁহার নাম শঙ্কর ভূঁয়াশিরোমণি বা শ্রীশঙ্করদেব। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নানা তীর্থাদি দর্শন করিয়া কৃন্দলী নামক এক ব্যক্তির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সংস্কৃত শিখিয়া ভাগবত হইতে "কীর্ত্তন দশম" নামক পুস্তক অনুবাদ ও সঙ্কলন করেন। (কাহারও মতে ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।) শঙ্কর বৈষ্ণব হইয়া স্বদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইনি দেশীয় ভাষায় বৈষ্ণবধর্ম্মের নানাবিধ গ্রন্থ ও সঙ্গীত রচনা করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা ও ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেন। ইঁহা হইতেই কামরূপে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অভিনয়াদি (যাত্রাদি) প্রচলিত হয়। বাণ্ডুকা নামক স্থানের দীর্ঘলগিরির পুত্র মাধব শঙ্করের শিষ্য হইয়া গুরুকে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

আহমেরা ইঁহারই উপদেশে বৈষ্ণব হয়; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারে বিরক্ত হইয়া শঙ্করদেবের জামাতা হরিকে অতি সামান্য অপরাধে বধ করে এবং মাধবদেবকে বন্দী করে। শঙ্কর এই সূত্রে আহম অধিকার পরিত্যাগ করিয়া পাটবাউসী নামক স্থানে বাস করেন ও মাধব কোন উপায়ে মুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। শাক্ত ও অনাচারী ব্রাহ্মণেরা কয়েকবার রাজা নরনারায়ণের কাছে ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। দিন দিন দলে দলে লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তৎপরে রাজার আস্থা হওয়ায় কুচবিহারেও এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ১৪৯০ শকে শঙ্করদেব স্বর্গলাভ করেন। ইনি কামরূপ অঞ্চলে আজিও চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

শঙ্করের পর মাধবদেব তাঁহার ধর্ম্মকে জাগাইয়া রাখেন। মাধবদেব "মহাপুরুষ গুরু" নামে বিখ্যাত। ইঁহার মতে পূজাদির আবশ্যক নাই, একমাত্র হরিনামকীর্ত্তনেই সকল কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। এই জন্য সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য সত্র বা ধর্ম্মালয় আছে। এই সকল সত্রে অধিকারী ও মহন্তেরা বাস করেন। এই সকল সত্রের মধ্যে মাধবদেব প্রতিষ্ঠিত বড়পেটার সত্রই প্রধান। মহন্তেরা বাঙ্গালার গুরু-ব্যবসায়ী গোস্বামীগণের ন্যায় শিষ্যগণের প্রদত্ত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। শিষ্যেরা এইরূপে অর্থ না দিলে সমাজচ্যুত হয়। মাধবের পর কয়েক জন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইয়া ধর্ম্ম-প্রচার করেন। তাঁহারা মাধবের ধর্ম্ম হইতে কিছু ভিন্নভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন বলিয়া তাঁহাদের মতকে "বামুনীয়া" ও মাধবের মতকে "মহাপুরুষীয়া" ধর্ম্ম বলে। মহাপুরুষীয়ার মধ্যেও "ঠাকুরীয়া" নামে একশাখা আছে। মাধবাদি শঙ্কর শিষ্যগণ অনেকানেক গ্রন্থ ও সঙ্গীতাদি রচনা করেন। বৈষ্ণবেরা পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি ততটা আস্থাবান নয়। বৈষ্ণব ব্যতীত এখানে তান্ত্রিকমতও প্রচলিত আছে। অরীতিয়া বা পূর্ণসেবা নামে আজকাল একটি মত গোপনে এদেশে চলিতেছে। এই সম্প্রদায়ীরা জাতিভেদ মানে না। ইহারা সকল জাতীয় লোক একত্র মদ্যমাংসাদি পানাহার করে। এই সম্প্রদায়ের উপাসনায় ভক্তিমাতা নামে একটী স্ত্রীর প্রয়োজন হয়। এই স্ত্রীই সকলের পূজ্য। পূর্ণসেবা-চারীরা বলে, তাহাদের এই ধর্ম্ম শঙ্করদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের পূর্ণমত। ইহা তান্ত্রিক বামাচারী ও বৈষ্ণব মতের মিশ্রণে উৎপন্ন।

এখানকার মুসলমানেরা সুন্নি মতাবলম্বী। গ্রাম্য মুসল-মানেরা বিষহরি প্রভৃতি হিন্দুদেবতার পূজা করে। হাজো নামক স্থানে "পোয়া মক্কা" নামে একটি মুসলমানদিগের তীর্থ-স্থান আছে। বৌদ্ধাচারী লোক আর এখন নাই।

আজকাল নানাধর্ম্মের লোকই আসামে আছে।

সামাজিক প্রথা।—ব্রাহ্মণাদিবর্ণের মধ্যে কন্যার কুমারী-কালে বরকে আহ্বান করিয়া বিবাহ দিবার নিয়ম আছে। অন্য জাতির মধ্যে নাই। শূদ্রাদি জাতিতে রজঃস্বলা হইবার পর কন্যার বিবাহ হয়। ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই, অন্য জাতিতে আছে। গন্ধর্ব্ববিবাহের ন্যায় একপ্রকার বিবাহ এখানে শূদ্রাদির মধ্যে প্রচলিত আছে। কোন প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা তাহার পিতামাতার বা অভিভাবকের সম্মতি লইয়া স্বীয় সমাজের কোন লোকের সহিত আহা-রাদি ও সহবাস করিতে পারে। এই গর্ভের সন্তানাদি বিবাহিতার গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় পিতামাতার ধনাধি-কারী ও সমাজে গণ্য হয়। কোন কোন স্থলে এরূপ দম্পতীকে সধবারা ধান্যদূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করে—ইহাকে "অগ চাউল দিয়া" বলে। এক প্রকার স্বয়ম্বরপ্রথাও এইদেশে প্রচলিত আছে। কোন পুরুষ বা স্ত্রী ইচ্ছানুসারে কোন স্ত্রী বা পুরুষের গৃহে স্বামীস্ত্রীরূপে বাস করে। এই সকল ব্যবহারে ইহাদের সমাজে কোন দোষ হয় না। হিন্দুধর্ম্ম মতে যাহাদের বিবাহ হয়, তাহাদের মধ্যে স্বামীত্যাগ করিয়া পত্যন্তরগ্রহণ করিবার প্রথা নাই; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অন্য সকল প্রথানুসারে তাহা আছে। ইহাদের মতে শরীরশুদ্ধি করিবার জনাই বিবাহ আবশ্যক, এজন্য বিবাহসম্বন্ধে ইহাদের তাদৃশ দৃঢ় নিয়ম নাই। কোন

কোন স্থলে বিধবার অস্থি শুদ্ধির জন্য কোন পুস্তক, শিলাখণ্ড বা কদলীবৃক্ষের সহিত বিবাহ হয়। কোথায় অপর এক পুরুষের সহিত এইরূপ অস্থিশুদ্ধির বিবাহ হয়, শেষে তাহাকে কিছু দক্ষিণাদি দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হয় এবং স্ত্রী পুরুষান্তর গ্রহণ করে, ইহাকে 'এড়া বিয়া' বলে।

ইহাদের মধ্যে আগন্তুককে আসন দান করিবার নিয়ম নাই। সকলেই ভ্রমণ করিবার সময়ে নিজ নিজ আসন, তামার রন্ধনপাত্র ও ঘটী সঙ্গে লইয়া যায়।

ইহারা ধর্ম্মানুসারে পশুপক্ষী ও মৎস্য আহার করে। অপরের এমন কি জ্ঞাতির অন্নও গ্রহণ করে না। কোন কোন স্থলে গ্রামে এক একটী স্ত্রীলোক থাকে, তাহার হস্তের রন্ধন সকলেই খায়। উৎসবাদিতে তাহাকেই রাঁধিতে হয়। অন্য স্থলে বোকা চাউল ও কোমল চাউল নামে দুই প্রকার চাউল জলে ভিজাইয়া দধি, গুড়, কদলী প্রভৃতি মাখিয়া সাধারণতঃ ইহারা নিমন্ত্রণাদিতে আহার করে। ইহারা বড় পাণ খায়।

চৈত্র, আশ্বিন ও পৌষের সংক্রান্তি ইহাদের মধ্যে প্রধান উৎসবের দিন। এই তিন পর্ব্বের নাম বিহু। এই পর্ব্বে ইহারা পিতাকে প্রণাম ও আত্মীয় কুটুম্বাদির সহিত সাক্ষাৎ করে ও মহাড়ম্বরে পানভোজনাদি হয়। চৈত্রের বিহুতে সাতদিন কোন প্রকাশ্য স্থলে স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া নৃত্যগীত করে। এই নৃত্যগীতে অশ্রাব্য অবাচ্য অশ্লীল গীত ও অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শিত হয়। দুর্গোৎসব, হোলী, জন্মাষ্টমী ও শঙ্করমাধবের মৃতাহ তিথি সাধারণ পর্ব্ব বলিয়া গণ্য।

বেহুলা ও নখীন্দর।—কামরূপ জেলার দক্ষিণপ্রান্তে কোন স্থানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ আছে। প্রবাদ আছে, এই গৃহ চাঁদ সওদাগরের নির্ম্মিত নখীন্দরের "লোহার বাসরঘর"। বেহুলার কৌশলে ও নেতা ধোপানীর কৃপায় কিরূপে নখীন্দর পুনর্জ্জীবিত হয়, সে গল্প অনেকেই জানে। ধুবড়ীর নিকট "নেতাধোপানীর ঘাট" নামে একটি ঘাট আজিও আছে। আজকাল তাহার ভগ্নাবস্থা। চাঁদ সওদাগর একজন বিখ্যাত বণিক ছিলেন।

তেজপুরের নিকট আরও কয়েকটী প্রস্তরগৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রবাদ—এইগুলি বাণরাজের কন্যা উষার প্রাসাদ। নওগাঁর চাঁপানলা পর্ব্বতে কতকগুলি প্রস্তরপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে—প্রবাদ যে এগুলি মহাভারতোক্ত হংসধ্বজের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। ডিমাপুরে ঐরূপ ভগ্নাবশেষগুলি মহাভারতোক্ত হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া খ্যাত। গোয়ালপাড়ার হাবড়াঘাট পরগণায় "শ্রীসূর্য্যপাহাড়" নামে এক পর্ব্বত আছে, এখানে একটি গোলাকার বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর ঘড়ির দাগের মত কতকগুলি রেখা আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এককালে এখানে একটি মানমন্দির ছিল।

এক সময়ে এই কাঙুর বা কামরূপদেশ ইন্দ্রজালবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার অনেক স্ত্রীলোকেই ইন্দ্রজাল শিক্ষা করিত। কিন্তু এখন ইংরাজী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কামরূপের সেই প্রাচীন বিদ্যা বিলুপ্ত।

[প্রাচীন কামরূপ বা বর্ত্তমান আসামরাজ্যের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিবরণ সম্বন্ধে Hunter's Statistical Account of Assam, 2 Vols ; Dalton's Ethnology of Bengal ; M'cosh's Topography of Assam ; Robinson's Assam ; M. 'Martin's Eastern India, Vol. III ; Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLI., XLII, প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য।]

কামরূপধর (ত্রি) কামং যথেচ্ছং রূপং ধরতি ধারয়তি বা, কাম-রূপ-ধৃ-অচ্। ইচ্ছানুসারে বিবিধরূপধারক।

কামরূপপতি (পুং) 'শারদাতিলক' নামক তন্ত্রের টীকাকার।

কামরূপিণী (স্ত্রী) কামং মনোজ্ঞং রূপং অস্ত্যস্যাঃ, কাম-রূপ-ইনি-ঙীপ্। ১ অশ্বগন্ধা গাছ। ২ সুন্দরী স্ত্রী। ৩ কামং যথেচ্ছং রূপং ধার্য্যত্বেন অস্ত্যস্যাঃ। যে স্ত্রী ইচ্ছামত বিবিধরূপ ধারণ করিতে পারে।

কামরূপী [ন্] (পুং) কামং কমনীয়ং রূপং অস্যাস্তি, কাম-রূপ-ইনি। ১ বিদ্যাধর। ২ জাহক জন্তু। ৩ (ত্রি) কামং যথেচ্ছং রূপং ধার্য্যত্বেন অস্ত্যস্য। ইচ্ছানুসারে বিবিধরূপধারী। ("সর্ব্বমাশু বিচেতব্যং হরিভিঃ কামরূপিভিঃ।" রামায়ণ।)

কামরেখা (স্ত্রী) কামানাং কামব্যাপারাণাং রেখা চিহ্নং লক্ষণং বা যত্র, বহুব্রী। বেশ্যা।

কামল (পুং) কম-ণিচ্-কলচ্। ১ রোগবিশেষ, কামলা। ২ বসন্তকাল। ৩ মরুভূমি। ৪ (ত্রি) কামুক।
(কামলো রোগভেদে বা নানামরুবসন্তয়োঃ।
কামুকে বাচ্যলিঙ্গো ঽথ। মেদিনী।)

কামলকীরক (ত্রি) কমলকীরকস্য ইদম্, কমল-কীরক-অণ্ (প্রস্থোত্তরপদপলদ্যাদিকোপধাদণ্। পা ৪।২।১১০।) কমলকীরক নামক কীটসম্বন্ধীয়।

কামলতা (স্ত্রী) কামস্য লতা ইব, উপমি। ১ উপস্থ, শিশ্ন। ২ লতাবিশেষ (Ipomœa Quamolit).

কামলা (স্ত্রী) কামল-টাপ্। রোগবিশেষ(A form of Jaundice). পাণ্ডুরোগ অচিকিৎসিত হইলে অথবা পাণ্ডুরোগ সত্ত্বে পিত্তকর বস্তু আহারাদি করিলে, বিকৃত পিত্ত সেই রোগীর

রক্ত মাংস দূষিত করিয়া কামলারোগ উৎপাদন করে। প্রথম হইতেও কামলারোগ হইয়া থাকে। এই রোগে চক্ষু, ত্বক্, নখ ও মুখদেশ হরিদ্রাবর্ণ; মলমূত্র রক্ত বা পীতবর্ণ; সর্ব্বশরীর সোণাবেঙ্গের মত বর্ণবিশিষ্ট; ইন্দ্রিয় সকল শক্তিহীন এবং দাহ, অজীর্ণ, দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা ও অরুচি হইয়া থাকে। এইরোগ দ্বিবিধ, কোষ্ঠাশ্রয়ী ও শাখাশ্রয়ী। আমাশয়াদি আভ্যন্তরিক কোষ্ঠ-সমূহে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কোষ্ঠকামলা বা কুম্ভ-কামলা কহে এবং হস্তপদাদিস্থানে কামলা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে শাখাস্থিত কামলা বলে। কুম্ভকামলা অধিকদিন অবস্থিত হইলেই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। এই কুম্ভকামলা রোগ থাকিতে বমন, অরুচি, উৎক্লেশ, জ্বর, ক্লান্তি, শ্বাস, কাস ও মলভেদ উপস্থিত হইলে, সে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। উভয়বিধ কামলাতেই যদি মলমূত্র কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ, অথবা মল, মূত্র ও বমন রক্তযুক্ত, শরীর শোথবিশিষ্ট, অবসন্ন এবং দাহ, অরুচি, পিপাসা, আনাহ, তন্দ্রা, মোহ ও বুদ্ধিনাশ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে রোগীও অল্পদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহার চিকিৎসা এইরূপ—ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা বা নিমের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিবে।

দ্রোণফুলগাছের পাতার রস চক্ষে অঞ্জন দিবে।

গুলঞ্চের পাতা বাটিয়া তক্রের সহিত ভক্ষণ করিবে।

আমলকী, লৌহচূর্ণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রাচূর্ণ ঘৃত, মধু এবং চিনির সহিত লেহন করিবে।

কুম্ভকামলাতেও এই সকল ঔষধ উপযোগী, বিশেষতঃ এইরোগে এই সকল ঔষধ উপকারী।—গোমূত্রের সহিত শিলাজতু সেবন করিবে।

বহেড়াকাষ্ঠ দ্বারা মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া, তাহা গোমূত্রে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে; এইরূপ আটবার পোড়াইয়া ও গোমূত্রে নিঃক্ষেপ করিয়া, ইহার চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে। (ভাবপ্রকাশ।)

গরুড়পুরাণোক্ত এই রোগের ঔষধ।—মরীচ ও তিলফুল একত্র পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কামলা নিবারিত হয়। দুগ্ধের সহিত অপামার্গমূল ও গোক্ষুরমূল পান করিলে কামলাদি রোগ নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা মুখরোগও নিবারিত হইয়া থাকে।

কামলায়ন (পুং) কমলস্য অপত্যং পুমান্, কমল-অঞ্-ফক্। কমলপুত্র উপকোসল নামক মুনিবিশেষ। (ছান্দোগ্য উপ০। ৪। ১০। ১)

কামলাক্ষী (স্ত্রী) কামং যথেষ্টং লাতি আকর্ষতি, কাম-লা-ক, কামলে অক্ষিণী যস্যাঃ, কামলাক্ষি-ষচ্-ঙীষ্। আকর্ষণ-কারক দেবীমূর্ত্তিবিশেষ।

("অনামারক্তমিশ্রেণ কামলাক্ষীমনুং জপেৎ।" তন্ত্রসা০।)

কামলিকা (স্ত্রী) কঙ্গুধান।

কামলী [ন্] (ত্রি) কামলো রোগবিশেষো হস্যাস্তি, কামল-ণিনি। কামলারোগপীড়িত। (পুং) কমলেন বৈশম্পায়নস্য অন্তেবাসিবিশেষেণ প্রোক্তং অধীয়তে, কমল-ণিনি (কলাপি-বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ। পা ৪।৩।১০৪।) বৈশম্পায়ন-শিষ্যপ্রণীতশাস্ত্রাধ্যায়ী।

কামলেখা (স্ত্রী) কামানাং কামব্যাপারাণাং লেখা চিহ্নং লক্ষণং যত্র, বহুব্রী। বেশ্যা।

কামলোল (ত্রি) কামেন কন্দর্পপীড়য়া লোলঃ চঞ্চলঃ, ৩তৎ। কামপীড়ায় আকুল।

কামবতী (স্ত্রী) কামঃ কমনীয়তা অস্ত্যস্যাঃ, কাম-মতুপ্-মস্য বঃ ঙীপ্। ১ দারুহরিদ্রা। ২ (কামঃ কন্দর্পভাবঃ অস্ত্যস্যাঃ) মৈথুনের অভিলাষযুক্তা।

("ত্যাগঃ কামবতীনাং হি স্ত্রীণাং সদ্ভির্বিগর্হিতঃ।"
ভারত আদি ৯৭। ৫।)

কামবর (ত্রি) কামাদপি সৌন্দর্য্যেণ বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। অতি-সুন্দর, অতিরূপবান্।

কামবল্লভ (পুং) কামঃ কমনীয়ঃ, অতএব বল্লভঃ প্রিয়ঃ, কর্ম্মধা। যদ্বা কামস্য কন্দর্পস্য বল্লভঃ, ৬তৎ। ১ আম। আমের মুকুল কন্দর্পের বিশেষ প্রিয়বস্তু, এজন্য কন্দর্পপূজার সময় আম্রমুকুলের নিতান্ত প্রয়োজন। ২ বসন্ত।

কামবল্লভা (স্ত্রী) কামস্য কন্দর্পস্য বল্লভা প্রিয়া। ১ রতি। ২ জ্যোৎস্না।

কামবশ (ত্রি) কামস্য বশঃ বশীভূতঃ, ৬তৎ। কামরিপুর বশীভূত।

কামবশ্য (ত্রি) কামস্য বশ্যঃ বশতামাপন্নঃ, কাম-বশ-যক্। কন্দর্পপীড়ার বশীভূত।

কামবাণ (পুং) কামস্য কন্দর্পস্য বাণঃ শরঃ, ৬তৎ। কন্দর্পের বাণ, ইহা ফুলময়, এবং সংখ্যায় পাঁচটি।

"অরবিন্দমশোকঞ্চ শিরীষং চূতমুৎপলম্।
পঞ্চৈতানি প্রকীর্ত্তস্তে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥"

পদ্ম, অশোক, শিরীষ, আম্র ও উৎপল, এই পাঁচটি ফুল কন্দর্পের পঞ্চবাণ।

কন্দর্পবাণের পাঁচপ্রকার কর্ম্মানুসারে অন্য পাঁচটি নাম আছে;—

"সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্ত পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচটি কামবাণের নাম।

কামবান্ [ৎ] (পুং) কামঃ অস্ত্যাস্তি, কাম-মতুপ্-মস্ত বঃ। ১ অভিলাষযুক্ত। ২ মৈথুনেচ্ছাযুক্ত।

কামবাদ (পুং) কামং যথেচ্ছং বাদঃ। যথেচ্ছপ্রবাদ; লোকসমূহ আপন আপন ইচ্ছানুসারে অকারণ যে সকল কথা উত্থাপন করে।

কামবাসী [ন্] (ত্রি) কামং যথেচ্ছং বসতি, কাম-বস্-ণিনি। ইচ্ছামত নানাস্থানে যে অস্থির ভাবে বাস করে।

কামবিদ্ধ (ত্রি) কামবাণেন বিদ্ধঃ, ৩তৎ। কন্দর্পবাণবিদ্ধ, মৈথুনেচ্ছায় আকুল।

কামবিহন্তা [তৃ] (পুং) কামস্ত কন্দর্পস্ত বিশেষেণ হন্তা নাশয়িতা, কাম-বি-হন্-তৃচ্। ১ মহাদেব। ২ (ত্রি) কামরিপু-জয়কারী।

কামবীর্য্য (ত্রি) কামং পর্য্যাপ্তং বীর্য্যং যস্য, বহুব্রী। ১ অপরিমিতবীর্য্যশালী। ২ (ক্লী) কামস্ত বীর্য্যম্ ৬তৎ। কন্দর্পের শক্তি।

কামবৃক্ষ (পুং) কামং যথেচ্ছং (বীজাদ্যনপেক্ষত্বেন) জাতো বৃক্ষঃ, মধ্যলো॰। বন্দাক, পরগাছা।

কামবৃত্ত (ত্রি) কামং যথেচ্ছং নিরঙ্কুশং বৃত্তমস্য, বহুব্রী। যথেচ্ছাচারী।

("ইন্দ্রিয়ৈঃ কামবৃত্তৈস্ত্বং ক্লিশ্যসে প্রাকৃতো যথা।"
রামায়ণ ৪। ১৯। ২৭।)

কামবৃত্তি (স্ত্রী) কামেন স্বেচ্ছয়া বৃত্তিঃ, ৩তৎ। ১ স্বেচ্ছাচার। ২ (৬তৎ) কামরিপুর কার্য্য। ৩ (ত্রি) কামতোবৃত্তিরস্য বহুব্রী। যথেচ্ছাচারযুক্ত।

কামবৃদ্ধি (পুং) কামস্য বৃদ্ধির্যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ গুল্মবিশেষ। কর্ণাটদেশে ইহাকে কামজ কহে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—স্মরবৃদ্ধিসংজ্ঞ, মনোজবৃদ্ধি, মদনায়ুঃ, কন্দর্পজীব, জিতেন্দ্রিয়াহ্ব, কামৈকজীব ও জীবসংজ্ঞ। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার বীজের গুণ—মধুররস; বল, রুচি, কামশক্তি ও ইন্দ্রিয়ের বলবৃদ্ধিকারক। ২ (৬তৎ) কামরিপুর বৃদ্ধি।

কামবৃন্তা (স্ত্রী) কামং কমনীয়ং বৃন্তং যস্যাঃ, বহুব্রী। পারুল গাছ।

কামশক্তি (স্ত্রী) কামস্য শক্তির্নায়িকাভেদঃ, ৬তৎ। কামদেবের পত্নীবিশেষ। রাঘবভট্ট এই কামশক্তির পঞ্চাশ প্রকার বিভাগ করিয়াছেন। যথা—১ রতি, ২ ৩ কামিনী, ৪ মোহিনী, ৫ কমলপ্রিয়া, ৬ বিলাসিনী, ৭ কল্পলতা, ৮ শ্যামলা, ৯ শুচিস্মিতা, ১০ বিস্মিতাক্ষী, ১১ বিশালাক্ষী, ১২ লেলিহানা, ১৩ দিগম্বরা, ১৪ বামা, ১৫ কুব্জা, ১৬ ধরা, ১৭ নিত্যা, ১৮ কল্যাণী, ১৯ মোহিনী, ২০ সুলোচনা, ২১ সুলাবণ্যা, ২২ বিমর্দ্দিনী, ২৩ কলহপ্রিয়া, ২৪ একাক্ষা, ২৫ সুমুখী, ২৬ নলিনী, ২৭ জটিলা, ২৮ পাণিনী, ২৯ শিবা, ৩০ মুগ্ধা, ৩১ রসা, ৩২ ভ্রমা, ৩৩ চারুলোলা, ৩৪ চঞ্চলা, ৩৫ দীর্ঘজিহ্বা, ৩৬ রতিপ্রিয়া, ৩৭ লোলাক্ষী, ৩৮ ভৃঙ্গিনী, ৩৯ পাটলা, ৪০ মাদিনী, ৪১ মালা, ৪২ হংসিনী, ৪৩ বিশ্বতোমুখী, ৪৪ নন্দিনী, ৪৫ রঞ্জিনী, ৪৬ কান্তি, ৪৭ কলকণ্ঠী, ৪৮ বৃকোদরা, ৪৯ মেঘশ্যামা, ৫০ রুধোন্মত্তা।

ধ্যানমন্ত্রে কামশক্তি এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

"শক্তয়ঃ কুঙ্কুমনিভাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ।
নীলোৎপলকরা ধ্যেয়া ত্রিলোক্যাকর্ষণক্ষমাঃ॥"

কুঙ্কুমের ন্যায় বর্ণশালিনী, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারযুক্তা, হস্তে নীলোৎপলধারিণী এবং ত্রিলোকআকর্ষণে শক্তিসম্পন্না।

কামশর (পুং) ১ কন্দর্পবাণ। কামস্য কন্দর্পস্য শর ইব, কামোদ্দীপকত্বাৎ। ২ আম।

কামশাস্ত্র (ক্লী) কামস্য স্বর্গাদেঃ প্রতিপাদকং শাস্ত্রং, মধ্যলো॰। ১ অভীষ্ট সম্পাদক শাস্ত্র।

("অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥"
মহাভারত আদি ১। ৪।

২ রতিশাস্ত্র। [রতিশাস্ত্র দেখ।]

কামসখ (পুং) কামস্য সখা, কাম-সখি-টচ্ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫। ৪। ৯১।) ১ বসন্তকাল। ২ আমগাছ।

কামসুত (পুং) কামস্য সুতঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। কন্দর্পপুত্র, অনিরুদ্ধ।

কামসূ (ত্রি) কামং অভীষ্টং সূতে, কাম-সূ-ক্বিপ্। ১ অভীষ্ট-প্রদ। ২ (পুং) শ্রীকৃষ্ণ। ৩ (স্ত্রী) কামং প্রদ্যুম্নং সূতে। রুক্মিণী।

কামসূত্র (ক্লী) কামস্য তদ্ব্যাপারস্য প্রতিপাদকং সূত্রম্, মধ্যলো॰। বাৎস্যায়নপ্রণীত কামব্যাপার-বোধক শাস্ত্রবিশেষ।

কামসেন (পুং) কামবতীর রাজবিশেষ। [কামকন্দলা দেখ।]

কামস্তুতি (স্ত্রী) কামস্য স্তুতিঃ, ৬তৎ। প্রতিগ্রহশান্তির জন্য কামদেবের স্তুতিরূপ মন্ত্রবিশেষ; এই মন্ত্র প্রতিগৃহীতাকে পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—"কোহদাৎ? কস্মা অদাৎ? কামোহদাৎ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতি-

গৃহীতা কামৈতত্তে।" (শুক্লযজুঃ ৭।৪৮।) স্মৃতিশাস্ত্রেও প্রতিগ্রহ দোষশান্তির জন্ত এই মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা আছে।

"প্রতিগ্রহজদোষস্ত শান্ত্যৈ কামস্তুতিং পঠেৎ।" (স্মৃতি।)

কামহা [ন্] (পুং) কামং কন্দর্পং হতবান্, কাম-হন্-ক্বিপ্। ১ মহাদেব। ২ বিষ্ণু।

("কামহা কামকৃৎ কামী।" বিষ্ণু সহস্র নাম।)

কামহেতুক (ত্রি) কামঃ হেতুর্যস্য, কামহেতু- কন্। ১ কাম-রিপুজন্য। ২ অভিলাষজন্য।

কামহোগলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Typha angustifolia)

কামাই (পারস্ত) ১ নিয়মিতকার্য্যে বাদ দেওয়া। ২ অনুপস্থিতি।

কামাক্ষ (পুং) কুমারিকাভক্ত চম্পকমুনিকুলজাত শৃঙ্গার-রাজপুত্র, তৎপুত্র পারিজাত। (সহ্যাদ্রিখণ্ড ১।৩১।৪৫)

কামাক্ষী (স্ত্রী) কামং রমণীয়ং অক্ষি যস্যাঃ, কাম-অক্ষি-ষচ্ ঙীষ্। ১ দেবীমূর্ত্তিবিশেষ। ২ তন্ত্রোক্ত বীজবিশেষ।

কামাখ্যা (স্ত্রী) কাময়তে ভক্তানাং কামং পূরয়তীতি কামা, আখ্যা যস্যাঃ। ১ দেবীবিশেষ।

কালিকাপুরাণে ইহার এই নামসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—"ভগবানুবাচ—

কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা॥
কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে॥"

ভগবান্ বলিতেছেন, এই মহাদেবী অভিলাষপূরণের জন্য আমার সহিত নীলকূটে আগমন করায়, 'কামাখ্যা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী ও কামাঙ্গনাশিনী হওয়ায়, 'কামাখ্যা' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

২ পীঠস্থানবিশেষ, কামাখ্যাদেবীই এই স্থানের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। কালিকাপুরাণে এই পীঠস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করার পর মহাদেব তাঁহার সেই মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই দেহ হইতে স্থানে স্থানে অবয়ববিশেষ পতিত হওয়ায়, সেই সকল স্থানে এক একটি পবিত্র পীঠ হইতে লাগিল। পরিশেষে কুব্জিকা নামক পীঠস্থানে দেবীর যোনিমণ্ডল পতিত হইল; এই সময়ে মহামায়া যোগনিদ্রাও মহাদেবে লীন হইয়া যাওয়ায়, তিনি অতি উচ্চ পর্ব্বত রূপ ধারণ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা পর্ব্বতরূপে তাঁহাকে ধারণ করিলেন এবং বিষ্ণুও পর্ব্বতরূপে পৃথিবী আক্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বতত্রয় শত শত যোজন উন্নত, কিন্তু দেবীর আক্রমণে তাঁহারা অধোগত হইয়া ক্রোশপরিমিত উচ্চ রহিলেন। ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত ব্রহ্মশৈল, তাঁহার নাম 'শ্বেত'; সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ পশ্চিমদিকের পর্ব্বত বারাহনামক বিষ্ণুশৈল এবং উভয়ের মধ্য-দেশস্থিত ত্রিকোণ উদূখলাকৃতি শৈলের নাম নীল, ইনিই মহাদেবের রূপান্তর। ইহা ব্যতীত ঈশানদিকের দীপ্তিশালী পর্ব্বতরূপী কূর্ম্মের নাম 'মণিকর্ণ'। বায়ুকোণস্থিত পর্ব্বতের নাম 'মণিপর্ব্বত', এই পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়স্থান নৈর্ঋতকোণস্থ পর্ব্বতের নাম 'গন্ধমাদন'; ইহা মহাদেবের প্রিয়স্থান। ব্রহ্মশক্তিশিলার পূর্ব্বভাগস্থিত পর্ব্বতও মহাদেবের রূপান্তর এবং ইহার নাম 'ভস্মাচল'।

এইরূপে পবিত্র নীলকূট পর্ব্বতস্থ কুব্জিকাপীঠে দেবী মহেশ্বরী মহাদেবের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই যোনিমণ্ডল পতিত হইয়াই প্রস্তর হইয়াছিল, তাহাই কামাখ্যা দেবী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মর্ত্ত্যগণ এই শিলা স্পর্শ করিলে দেবত্ব এবং দেবগণ ইহার স্পর্শে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইস্থানের মাহাত্ম্য অতি অদ্ভুত, ইহাতে লৌহ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ভস্ম হইয়া যায়।

এই যোনিমণ্ডলের পরিমাণ দীর্ঘে ২১ অঙ্গুলি এবং প্রস্থে এক বিতস্তি (½ হাত) এবং উহা সিন্দূর ও কুঙ্কুমাদি লেপিত। দেবী মহামায়া এই স্থানে প্রত্যহ পঞ্চ কামিনী মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন; সেই পঞ্চমূর্ত্তির নাম— কামাখ্যা, ত্রিপুরা, কামেশ্বরী, সারদা ও মহোৎসাহা। দেবীর চতুর্দ্দিকে অষ্টযোগিনী অবস্থান করিতেছেন, তাঁহা-দিগের নাম—গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কটীশ্বরী, ধনস্থা, পাদদুর্গা, দীর্ঘেশ্বরী ও প্রকটা। অপরাপর তীর্থ-সমূহও এখানে জলরূপে অবস্থিত আছে, বিষ্ণু ইহার তীরে কমল নামে অবস্থান করেন। দেবীঅঙ্গে লক্ষ্মী ললিতা নামে এবং সরস্বতী মাতঙ্গী নামে অবস্থিত আছেন। দেবীর প্রিয়পুত্র গণদেব পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে দ্বারদেশে সিদ্ধ নামে বাস করিতেছেন। কল্পবৃক্ষ ও কল্পলতা, তিন্তিড়ী ও অপরাজিতারূপে এই স্থানে অবস্থিত। বরাহমূর্ত্তিধর হরি পাণ্ডুনাথনামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন; তিনি যেখানে মধু ও কৈটভাসুর বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে ব্রহ্মা ব্রহ্মকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট গয়া ও বারাণসীক্ষেত্র যোনিমণ্ডলতুল্য কুণ্ডরূপে অবস্থিত আছে। ইহারই নিকটে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ মহাদেবের

সন্তুষ্টিজন্য অমৃতপূর্ণ অমৃতকুণ্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার নিকট কামেশ্বর নামক মহাপুণ্যতীর্থ কামকুণ্ড। সিদ্ধকুণ্ড ও কামকুণ্ডের মধ্যভাগে কেদারনামক ক্ষেত্র, ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪ ব্যাম, ইহার অপর নাম ছায়াছত্র। গুপ্তকুণ্ডের মধ্যদেশে কামেশ্বরপর্ব্বতে সংলগ্ন শৈলপুত্রীর নাম 'কামাখ্যা'। কামেশ্বর ও কামাখ্যার মধ্যদেশে কাল-রাত্রি। পীঠস্থানে দীর্ঘেশ্বরী, সীমাভাগে প্রচণ্ডিকা, এবং কামাখ্যাপ্রস্তরের প্রান্তদেশে কুষ্মাণ্ডী নামক যোগিনী অব-স্থান করে। দক্ষিণপীঠে কামেশ্বরের অঘোরনামক শিখরকে পরমার্থিগণ ভৈরব নামে অভিহিত করেন। এই ভৈরবের নিকটে চামুণ্ডাভৈরবীর অবস্থান। কামেশ্বর ও ভৈরবের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সুরাপগা দেবী। সদ্যোজাত নামক শিখরদেশে আম্রাতকেশ্বর। এই স্থানে যোগরূপিণী দুর্গানাম্নী নায়িকা এবং এই স্থানে অপক পত্রবিশিষ্ট লতাবেষ্টিত যে আম্রাতক বৃক্ষ আছে, তাহাই কল্পলতা-বেষ্টিত কল্পবৃক্ষ। এই আম্রাতক বৃক্ষের নিকট স্বয়ং গঙ্গা সিদ্ধগঙ্গা নামে অবস্থিত আছেন। ইহার সমীপে আম্রাতকক্ষেত্রনামে পুষ্করক্ষেত্র। ঈশানদিকে তৎপুরুষ নামক শিখরের উপরিভাগে ভুবনেশ্বর-দেবের পীঠ। ইহার নিকটে কামধেনু নামে সুরভির শিলা মূর্ত্তি আছে। মধ্যদেশে কোটিলিঙ্গ নামক মহাভৈরব মূর্ত্তি, ইহা পাচ মূর্ত্তি দ্বারা পাচভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মপর্ব্বতের উর্দ্ধদেশে ভুবনেশ্বরীর নামে মহাগৌরীর শিলামূর্ত্তি আছে। যেখানে ব্রহ্মা পর্ব্বতরূপে পর্ব্বতরূপী মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেইখানে অপরাজিতা নামক কল্পলতা অবস্থিত। কামধেনুর নিকটে অগ্নিকোণে যোনিরূপা কামাখ্যার পীঠ। এইখানে বিন্ধ্যবাসিনী নামে চণ্ডঘণ্টা, বনবাসিনী নামে স্কন্দমাতা, এবং কাত্যায়নী নামে পাদদুর্গাযোগিনীর অবস্থান। এই সকল যোগিনীগণ নীলশৈলের নৈঋতদিকে অবস্থিত। পশ্চিমদ্বারে হনুমানপীঠে পাষাণরূপী নন্দীর অবস্থান।" (কালিকা পুরাণ ৬১ অঃ।)

দেবীগীতায়ও এইস্থান সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উক্ত আছে। বিশেষতঃ তাহাতে লিখিত আছে,—

"দেবী কামাখ্যা প্রতিমাসে এই স্থানে রজস্বলা হইয়া থাকেন।" { যোগিনীতন্ত্র ২। ৬ পটল ও কামরূপ শব্দ দ্রষ্টব্য। }

কামাখ্যার কুমারীপূজা ভগবতীপূজার একটি অঙ্গ-বিশেষ। কামাখ্যায় অনেক ব্রাহ্মণকুমারীর পূজাগ্রহণ একটি ব্যবসায় স্বরূপ। পূজা হউক বা নাই হউক, কামাখ্যাদর্শনের জন্য যাত্রী গমন করিলেই কুমারীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিবে এবং দক্ষিণা চাহিবে। ন্যূনাধিক ৩০০ কুমারী সর্ব্বদা কামাখ্যায় থাকে। অনেক সময় কুমারীরা যাত্রীদিগকে দক্ষিণার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন।০

কামাখ্যার ভিতর ন্যূনাধিক ৫২টি তীর্থস্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকগুলি দুর্গম অরণ্যে সমাবৃত। এই সমস্ত তীর্থের মধ্যে ভগবতী ভুবনেশ্বরীর এবং দশমহাবিদ্যার পীঠস্থানই সমধিক প্রসিদ্ধ।

কামাখ্যার পূজাদি নির্ব্বাহের জন্য আহমরাজারা অনেক পাইক (ভৃত্য) এবং নিষ্কর জমী দান করিয়াছেন। অদ্যাপি পাইকেরা কার্য্যবিশেষে ভগবতী-সেবায় খাটিয়া থাকে এবং নিষ্কর জমী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্বনিয়মে ভগ-বতীপূজার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রায় সকল দেবালয়েই পাইক ও নিষ্কর জমী আছে। তন্মধ্যে কামাখ্যা, কেদার ও মাধবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কামাগ্নি (পুং) কামঃ অগ্নিরিব, উপমি। ১ কামরূপ অগ্নি। ২ কামরিপুজন্য যন্ত্রণা।

কামাগ্নিসন্দীপন (ক্লী) সন্দীপ্যতে অনেন ইতি সন্দীপনং, কামাগ্নীনাং সন্দীপনম্, ৬তৎ। কামোদ্দীপক ঔষধবিশেষ। ইহা একরূপ মোদক, ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার পাকপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে। যথা—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, যবক্ষার, সাজীক্ষার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শটী, যমানী, বনযমানী, কীটহারী ও তালীশপত্র, একত্র ৪ তোলা ; জীরা, তেজপত্র, দারুচিনি, বড় এলাইচ, ছোটএলাইচ, লবঙ্গ ও জায়ফল, এক সঙ্গে ৬ তোলা ; বীজ-তাড়ক, শুঁট, পিপুল ও মরিচ, একত্র ৮ তোলা ; ধনে, যষ্টিমধু, কেশুর, প্রত্যেকে ২ তোলা ; শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গজপিপ্পলী, বেড়েলা, আলকুশিবীজ, গোক্ষুরবীজ এবং বীজ ও পত্রযুক্ত ইন্দ্রযব, প্রত্যেক সমানাংশ। সর্ব্ব সমষ্টির সমানাংশ চিনি। পাকশেষে ঘৃত, মধু ও কর্পূর ২ তোলা প্রক্ষেপ দিতে হয়।

[মোদকশব্দে পাকনিয়ম দেখ।]

কামাঙ্কুশ (পুং) কামে কামোদ্দীপনে অঙ্কুশ ইব। ১ নখ।

(কামাঙ্কুশো মহারাজঃ করজো নখরো নখঃ।

করশূকো ভুজাকণ্টঃ পুনর্ভব-পুনর্নবৌ ॥ হেম ৩। ২৫৮।)

২ (কামস্য অঙ্কুশ ইব) উপস্থ, পুংচিহ্ন। ৩ (ত্রি) কাম-শান্তিকারক।

কামাঙ্গ (পুং) কামং কামোদ্দীপকং অঙ্গং মুকুলং যস্য, বহুব্রী। আমগাছ।

কামাচশিঙ্গী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Silurus pungentissimus.)

কামাতুর (ত্রি) কামেন আতুরঃ ৩তৎ। কামপীড়িত।

কামাত্মজ (পুং) কামস্য আত্মজঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। কন্দর্পের পুত্র, অনিরুদ্ধ।

কামাত্মতা (স্ত্রী) কামপ্রধানঃ আত্মা যস্য, তস্য ভাবঃ, কামাত্মন্-তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৪।১।১১৯।) ১ অনুরাগ-প্রধানচিত্ততা। ২ কামাকুলচিত্ততা।

("কামাত্মতা ন প্রশস্তা নচৈবেহাস্ত্যকামতা।" মনু।২।২।)

কামাত্মা [ন্] (পুং) কামপ্রধানঃ আত্মা যস্য, বহুব্রী। ১ অনুরাগী। ২ কামবশীভূত। ৩ কামময়। ৪ ফলাভিলাষী।

কামাধিকার (পুং) কামস্য অধিকারঃ; ৬তৎ। কামরিপুর অধিকার।

কামাধিষ্ঠান (ক্লী) কামস্য অধিষ্ঠানং স্থানম্, ৬তৎ। কামের অধিষ্ঠান স্থান অর্থাৎ মন।

কামাধিষ্ঠিত (ত্রি) কামেন অধিষ্ঠিতম্, ৩তৎ। ১ কন্দর্প কর্ত্তৃক অধিকৃত ইন্দ্রিয়াদি। ২ (ভাবে ক্ত) কামাধিষ্ঠান।

কামান (পারস্য) আগ্নেয় অস্ত্রবিশেষ, তোপ্। (Cannon)

("ঘন ঘন ভুরু কামান টানে।
জর জর করে কটাক্ষ বাণে॥" ভারত—বিদ্যাসুন্দর।)

যুদ্ধকালে দুর্গাদি অধিকার করিবার সময় অগ্নি সাহায্যে বৃহদাকার অগ্নিময় ধাতুগোলক নিক্ষেপ করিয়া দুর্গাদি ভাঙ্গিবার যন্ত্রবিশেষ। "কামান" শব্দের অর্থ নিক্ষেপক যন্ত্র।

অগ্ন্যস্ত্রের মধ্যে কামান সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। অধুনা য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতি ও বহুল ব্যবহার হইতেছে। ইহা সাধারণতঃ লৌহ, পিত্তল, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুতে নির্ম্মিত। ইহা নানাবিধ আকারে হইয়া থাকে। আকারানুসারে, ব্যবহারানুসারে ও গঠনানুসারে কামান তিন প্রকার দেখা যায়। আকারানুসারেও আবার হাউইট্জার, গান্, মর্টার প্রভৃতি প্রভেদ আছে; ব্যবহারানুসারে যুদ্ধস্থলব্যবহার্য্য, পর্ব্বতব্যবহার্য্য, সমুদ্রোপকূল-ব্যবহার্য্য, দুর্গাক্রমণার্থ ব্যবহার্য্য ইত্যাদি এবং গঠনানুসারে সরলছিদ্র ও পেঁচাল গহ্বরযুক্ত (rifled *ie.* spirally grooved) কামান দেখা যায়।

গান্—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার ও ভারী কামানকে ইংরাজী ভাষায় গান্ বলে। এই জাতীয় কামানের মধ্যে আমেরিকায় ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ রাজ্যে যুদ্ধের সময় ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল বম্ফোর্ড "কলম্বিয়াড" নামে একশ্রেণীর কামান (গান্) প্রস্তুত করেন, তাহাতে হাউইট্জার, মর্টার ও গান্ এই ত্রিবিধ কামানেরই কার্য্য চলে। ঐ রাজ্যের নৌসেনার অধ্যক্ষ আর একপ্রকার বৃহদাকার "কলম্বিয়াড" প্রস্তুত করেন, তাহা প্রস্তুতকর্ত্তার নামে "ডাহ্ল্গ্রেণ গান্" নামে পরিচিত। ফরাসীসেনাপতি পেইক্স্হান্ আর একপ্রকার "কলম্বিয়াড" প্রস্তুত করেন, ইহা "পেইক্স্হান্ গান্" নামে খ্যাত। আর, পি, প্যারট নামে একজন ইংরাজ যুদ্ধস্থলে ব্যবহারোপযোগী এক প্রকার পেঁচাল গহ্বরযুক্ত কামানের সৃষ্টি করেন, তাহা "প্যারট গান্" নামে বিখ্যাত। এই কামান হইতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতির গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। মিঃ হুইটওয়ার্থ নামক আর একজন ইংরাজ একপ্রকার কামান প্রস্তুত করেন, তাহার চোঙ্গা সাধারণতঃ যে পরিমাণে দীর্ঘ হয়, তদপেক্ষাও দীর্ঘ ও গহ্বর ষট্কোণ। আর একপ্রকার কামান আছে, তাহার প্রস্তুতকর্ত্তা সারজর্জ অর্ম্ষ্ট্রঙ্গ; এই কামান তাঁহার নামেই বিখ্যাত।

হাউইট্জার—এই জাতীয় কামানের চোঙ্গা ছোট, কিন্তু গহ্বর এত বৃহৎ যে হাত দিয়াই গোলাটী যথাস্থানে বসাইয়া দেওয়া যায়। ইহাতে বারুদ খুব অল্প লাগে।

মর্টার—ইহা দেশীয় ভাষায় হাঁড়ীকামান নামে বিভক্ত। ইহা দেখিতে ঠিক ঢেঁকির গড়ের ন্যায়।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে কামান-বন্দুকাদি য়ুরোপীয়গণ হইতেই এদেশে প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। বৈদিক আর্য্যগণের সময় হইতেই কামানের ন্যায় অগ্ন্যস্ত্র ভারতে ব্যবহৃত হইত। বেদে সূর্ম্মী নামে একপ্রকার অস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। তৎকালে অসুরেরা দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় ইহা ব্যবহার করিত। অনেক বৈদিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক অভিধান গ্রন্থে "সূর্ম্মী" অর্থে লৌহপ্রতিমা লিখিত হয়, কিন্তু বৈদিক গ্রন্থে লৌহ-স্থূণা (চোঙ্গা) বা স্থূণাকারযন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে (১।৫।৭।৬।) সূর্ম্মী শব্দ আছে। ভট্টভাস্কর এই শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেকালে অসুরেরা একপ্রকার বন্দুক ব্যবহার করিত। সে বন্দুক আধুনিক বন্দুকের ন্যায় নহে। যে মন্ত্রে সূর্ম্মী শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার সায়ণভাষ্য ও ব্যাখ্যাদি হইতে জানা যায় যে—"এই সূর্ম্মী—লৌহময়ী স্থূণা, যাহার অভ্যন্তরে ছিদ্র, তন্মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন—যাহা বহির্গত হয়, তাহাও জলন্ত, এই ঋক্ মন্ত্রটীও সেই লৌহময়ী জলন্ত স্থূণার ন্যায় জানিবে। অসুরগণের মধ্যে যাহারা সূর্ম্মীদ্বারা যুদ্ধ করে, এক আঘাতে শত শত্রু বিনাশ করে—দেবতারাও তেমনি তাহাদিগকে মারিবার জন্য

শতঘ্নী বজ্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই ঋক্‌মন্ত্র সেই শতঘ্নী বজ্রের বা সূর্ম্মীর তুল্য। যে যজমান (যজ্ঞকর্ত্তা) এই ঋক্‌দ্বারা সমিদাধান (অগ্নিতে আহুতি দান) করেন, তিনিও এই শতঘ্নী অর্থাৎ শত শত্রুনাশক বজ্র বা সূর্ম্মী উদ্ধৃত করিয়া শত্রুর প্রতি ঋক্ বা মন্ত্ররূপ প্রহার করিতে সমর্থ হন।" *

অথর্ব্ববেদে (১।১৬।২৪) একস্থলে একটী উদাহরণ আছে তাহাতে সীসক দিয়া শত্রু-বিনাশের কথা আছে। †

এক্ষণে লৌহনির্ম্মিত স্থূণা বা চোঙ্গা, তন্মধ্যে সুষির বা রন্ধ্র, তাহা হইতে প্রজ্জ্বলিত পদার্থ বাহির হইয়া এককালে শত শত্রু বিনাশ করে; আবার সীসক দ্বারাই শত্রু বিনষ্ট হয়; সুতরাং বন্দুক বা কামানেরই ন্যায় যে একপ্রকার যন্ত্র ছিল, তদ্ভিন্ন আর কি অনুমান করা যাইতে পারে?

বৈদিককাল ছাড়িয়া দিয়া পৌরাণিককালে হিন্দুদিগের যুদ্ধাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, এইকালে বৈদিক সূর্ম্মী "নলিকা," "নালিক" বা "নাল" নাম প্রাপ্ত হইয়া বহুল উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং বহুল ব্যবহারও হইত। বৈশম্পায়নপ্রণীত নীতিপ্রকাশিকা, শুক্রাচার্য্যের নীতিশাস্ত্র, শার্ঙ্গধরের ধনুর্ব্বেদ ও বীরচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে এই অস্ত্রের স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় এবং বিশ্বামিত্রের ধনুর্ব্বেদেও ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মহাভারত ও রামায়ণে এই অস্ত্রের উল্লেখ আছে। মহাভারতে ইহার বহুল ব্যবহারের কথাই আছে। রামায়ণে রাবণের দিগ্বিজয় বর্ণনস্থলে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে ইহা অসুরেরা ব্যবহার করিত। নলিকাস্ত্রের ব্যবহার ও আকারাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদিতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

বৈশম্পায়নের নীতিপ্রকাশিকায় আছে,—

"নলিকা ঋজুদেহা স্যাৎ তন্বঙ্গী মধ্যরন্ধ্রিকা।
মর্ম্মচ্ছেদকরী নীলা দ্রোণচাপশরেরিণী॥"

নলিকাস্ত্রের কায়া ঠিক্ সোজা ও সরু, ইহার মধ্যে চোঙ্গার ন্যায় খোল আছে, বর্ণ কাল এবং ইহা হইতে দ্রোণচাপের শরের ন্যায় বহির্গত হইয়া শত্রুর মর্ম্মচ্ছেদ করে।

ইহার প্রয়োগাদির ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও ইহাকে বন্দুক ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। যথা—

"গ্রহণং ধ্মাপনঞ্চৈব স্যূতঞ্চেতি গতিত্রয়ম্।
তামাশ্রিতং বিদিত্বা তু জেতাসন্নান্ রিপূন্ যুধি॥"

প্রথমে গ্রহণ, তৎপরে ধ্মাপন (প্রজ্জ্বলিত করণ) তৎপরে স্যূত (অর্থাৎ বিদ্ধকরণ) এই ত্রিবিধ ক্রিয়া নলিকার আশ্রিত, ইহা জানিলে আসন্নশত্রুকেও যুদ্ধে জয় করা যায়।

শুক্রনীতিতে নলিকাস্ত্রের যে বর্ণনা প্রয়োগ ও তাহার উপযুক্ত সামগ্রী ইত্যাদির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে, অস্ত্র দ্বিবিধ, একপ্রকার মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়, অপরপ্রকার নালসাহায্যে নিক্ষেপ করিতে হয়। যেখানে মান্ত্রিক অস্ত্র নাই সেখানে নলিকাস্ত্র ধারণ করা উচিত। নালিকাস্ত্র দুই প্রকার, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বা লঘু। লঘু নালিকের আকার এইরূপ-পঞ্চবিতস্তি (২½ হাত) পরিমাণ একটি (লৌহনির্ম্মিত) নল বা নাল তাহার মূলের দিকে আড়ভাবে একটি ছিদ্র, মূল হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত অন্তঃসুষির (গর্ত্ত), মূলে ও অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক করিবার উপযুক্ত তিলবিন্দু (মাছী), যন্ত্রের আঘাত পাইবামাত্র অগ্নি নির্গত হইতে পারে, এরূপ প্রস্তরখণ্ডযুক্ত, * সেই স্থানে অগ্নিচূর্ণের (বারুদের) আধার স্বরূপ একটী কর্ণ, উত্তমকাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বুধ্ন অর্থাৎ ধরিবার মুট—এই প্রকার নালাস্ত্রের মধ্যগর্ত্তের (যেখানে বারুদ পূরিতে হয় সেই গর্ত্তের) পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলী পরি-

* "এষা বৈ সূর্ম্মী কর্ণকাবত্যেতয়া হ স্ম বৈ দেবা অসুরাণাং শততর্হাংস্তৃংহন্তি যদেতয়া সমিধমাদধাতি বজ্রমেবৈতচ্ছতঘ্নীং যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি।" তৈত্তিরীয়সংহিতা—১।৫।৭।৬।

ভাষ্য—"জ্বলন্তী লৌহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কর্ণকাবতী অন্তঃসুষিরবতী অন্তর্জ্বলন্তী চেত্যর্থঃ। সাংহিতকং দীর্ঘত্বম্। তৎসদৃশা ঋগিত্যর্থঃ। দেবা এতয়া অসুরাণাং মধ্যে শততর্হান্ এক প্রহারেণ শতস্য হন্তৄন্। তৃংহন্তি ঘ্নন্তি স্ম। তৃহ্ হিংসায়াম্ রৌধাদিকঃ। তস্মাদেতয়া ঋচা সমিধমাদধানো যজমানঃ বজ্রং ইন্দ্রায়ুধসদৃশমেব এতৎ শতঘ্নীং পূর্ব্বোক্তাং সূর্ম্মীং ভ্রাতৃব্যায় শত্রবে প্রহিণোতি।"

ব্যাখ্যা—"জ্বলন্তী লৌহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী। সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী। অতএব জ্বলন্তীত্যর্থঃ। তৎসমানমৃক্। একেন প্রহারেণ শতসংখ্যকান্ মারয়ন্তঃ শূরাঃ শততর্হাঃ। অসুরাণাং মধ্যে তাদৃশান্ (সূর্ম্মীর্যোদ্ধৄন্।) এতয়া ঋচা দেবা হিংসন্তি। অনয়া সমিদাধানেন শতঘ্নীমেনাং ঋচং বজ্রং কৃত্বা বৈরিণং হন্তুং প্রহরতি।"

† "সীসায়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি।
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রাযচ্ছৎ তদঙ্গ যাতুচাতনম্।
যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পুরুষম্।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোঽসো অবীরহা।"
অথর্ব্ববেদ ১।১৬।২,৪।

* ইংরাজী মাস্কেট (পাথুরী বন্দুক) নামক বন্দুকে চকমকী পাথর লাগান থাকে। ইংরাজীতে মাস্কেট্ বন্দুকের বর্ণনা এইরূপ আছে—Musket is a species of fire-arm carried by the infantry or main body of an army, and originally fixed by means of a match, for which a flint-lock was substituted.

মিত অর্থাৎ মধ্যমাঙ্গুলী প্রবেশ করিতে পারে—এরূপ গর্ত্ত, তাহার ক্রোড়ে অগ্নিচূর্ণ সন্নিবেশিত করণের দৃঢ় শলাকা-বিশিষ্ট—এইরূপ লঘুনালিক কেবল পদাতি সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্যেরাই ব্যবহার করিবেন। শুক্রনীতির ৪র্থ অধ্যায়ের সপ্তম প্রকরণে এবিষয়ে যে কয়েকটি শ্লোক আছে তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

"অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্ত্রিকং তথা।
যদা তু মান্ত্রিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ॥
নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্॥
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদিতিলবিন্দুযুতং সদা।
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃদ্ গ্রাবচূর্ণধৃক্ কর্ণমূলকম্॥
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলবিলান্তরম্।
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাতৃশলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্।
লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ॥"

তৎপরে বৃহন্নালিকের বর্ণনা এইরূপ আছে,—

"যথা যথা তু ত্বকৃসারং যথা স্থূলবিলান্তরম্।
যথা দীর্ঘং বৃহদ্‌গোলং দূরভেদী তথা তথা॥
মূলকীলভ্রমাল্লক্ষ্যসমসন্ধানমাজি যৎ।
বৃহন্নালিকসংজ্ঞং তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতম্।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্॥"

উক্ত লঘুনালিকের ত্বক্ যত কঠিন হইবে, উহার আয়তন যত বড় হইবে, উহার গর্ভ যত স্থূল (ফাঁদাল) হইবে, উহার গোলা যত বড় হইবে, উহা ততই দূরভেদী হইবে। এইরূপ বৃহদাকার নালিকের মূলদেশে কীলক এবং কাষ্ঠবুধ্ন অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত ধরিবার মুট নাই। উহা শকটাদি দ্বারা বাহিত হয়। উহা উপযুক্তরূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধে জয় হয়। ইহারই নাম বৃহন্নালিক।

ইহা হইতে বৃহন্নালিক যে আধুনিক কামান ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। তৎপরে ইহার পরিচালনাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে উহা যে এক প্রকার কামানই তৎপক্ষে আর কোন সন্দেহই হয় না। যথা—

"নালাস্ত্রং শোধয়েদাদৌ দদ্যাৎ তত্রাগ্নিচূর্ণকম্।
নিবেশয়েত্তু দণ্ডেন নালমূলে যথাদৃঢ়ম্॥
ততঃ সুগোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেঽগ্নিচূর্ণকম্।
কর্ণচূর্ণাগ্নিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ॥"

প্রথমে নালাস্ত্রের শোধন (পরিস্কার) করিবে। পরে তাহাতে অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ দিবে। অনন্তর দণ্ডদ্বারা সেই বারুদ দৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত করিবে, পরে তাহাতে গোলা দিবে। অতঃপর কর্ণস্থানে অগ্নিচূর্ণ স্থাপন করিয়া তাহাতে যন্ত্রপ্রস্তরাগ্নি সংযোগপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ গুলিকে লক্ষ্যস্থানে নিক্ষেপ করিবে।

তৎপরে শুক্রাচার্য্য অগ্নিচূর্ণ ও গুলিগোলা প্রস্তুত করিবার নিয়মও বলিয়াছেন। অগ্নিচূর্ণ যে আধুনিক বারুদ ভিন্ন আর কিছু নহে, তাহা তাহার উপকরণ দেখিলেই বুঝা যায়। [বারুদ দেখ।]

গোলাগুলি প্রস্তুত সম্বন্ধেও শুক্রচার্য্য এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

"গোলো লৌহময়ো গর্ভগুটিকঃ কেবলোঽপি বা।
সীসস্য লঘুনালার্থে হ্যন্যধাতুভবোঽপি বা॥
লৌহসারময়ং বাপি নালাস্ত্রং ত্বন্যধাতুজম্।
নিত্যসম্মার্জ্জনস্বচ্ছ মস্ত্রপাতিভিরাবৃতম্॥"

বৃহন্নালিকের সগর্ভ (নিরেট) লৌহ গোলা প্রস্তুত করিবে, আবার শূন্যগর্ভও (ফাঁপা) করিবে। ফাঁপাগোলার ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলি পূর্ণ করিতে পারা যায়। লঘুনালীকের জন্য নালছিদ্রের উপযুক্ত সীসকের বা অন্যধাতুনির্ম্মিত গুলিকা প্রস্তুত করিবে। নালাস্ত্রগুলি লৌহসারদ্বারা বা অন্য কোন কঠিন ধাতুদ্বারা নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

শুক্রাচার্য্যের গ্রন্থের বিবরণে এই পর্য্যন্ত জানা যায়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে প্রাচীন হিন্দুগণেরও কামানের ন্যায় কোন অস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বীরচিন্তামণিগ্রন্থে বৃদ্ধশার্ঙ্গধর নালিক-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—

"নালিকা লঘবো বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
তে তুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু সংমতাঃ॥"

লঘুনালিকবাণ অর্থাৎ ক্ষুদ্রনালিকাস্ত্র সকল নলযন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। এ অস্ত্র উচ্চ ও দূরলক্ষ্যের এবং দুর্গযুদ্ধে উপযুক্ত।

মহাভারতের স্থানে স্থানে এই নালিকাস্ত্র নানাবিধ নামে কথিত হইয়াছে। হিরণ্যপুর-ধ্বংস-বর্ণনস্থলে নালিকাস্ত্রের নাম স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। আদিপর্ব্বের একস্থানে (২৫।২২৫ শ্লোকে) ইহা "অয়ঃকণপ"-শব্দে কথিত হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐশব্দের ব্যাখ্যায় নালিক শব্দের পর্য্যায় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"অয়ঃকণান্ লৌহগুলিকাঃ পিবতীতি তং তথাবিধং লৌহময়ং যন্ত্রং যেন আগ্নেয়ৌষধবলেন গর্ভস্থতলৌহগুলিকাঃ ক্ষিপ্যন্তে।"—

একালের হাঁড়ীকামান (মটার) * যে ধরণের কামান, পূর্ব্বকালে সেই প্রকারের "তুলাগুড়া" নামে একপ্রকার যন্ত্রের কথা পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুন স্বীয় স্বর্গগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ! অতঃপর মাতলি সেই অদ্ভুত জৈত্ররথ লইয়া আমার নিকট আসিলেন। সে রথ অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, বজ্র, বায়ু-উৎপাদনকারী নির্ঘাত বা অলদুল্কাপিণ্ডযুক্ত এবং মহামেঘের ন্যায় ভীমনাদী চক্রযুক্ত তুলাগুড়া প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ছিল।" টীকাকার নীলকণ্ঠ এই 'তুলাগুড়া' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"তুলাগুড়া ভাণ্ডগোলকাঃ ভাণ্ডানি আগ্নেয়দ্রব্যবলেন গোলনিক্ষেপপাত্রাণি। বায়ুস্ফোটাঃ বেগবশাৎ বায়ুং জনয়ন্ত্যঃ। সনির্ঘাতাঃ—অশনিধ্বনিযুক্তা মহামেঘস্বনাশ্চ॥" তুলাগুড়া—আগ্নেয়দ্রব্যের বলে গোলা নিক্ষেপ করিবার ভাণ্ডাকার পাত্র; ইহা হইতে গোলা-বহির্গমনের বেগে বায়ুর প্রাবল্য হয় এবং বজ্রের বা ঘোর মেঘের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হয় এবং তাহাতে চাকা আছে; সুতরাং এরূপ বর্ণনায় তুলাগুড়াকে সশকট হাঁড়ী-কামানের ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্র ভিন্ন আর কি বলিয়া অনুমান করা যায়। †

মনুসংহিতায় একটি বিধি পাওয়া যায়;—

"ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥"

যুদ্ধকালে কূটাস্ত্র অর্থাৎ কাষ্ঠের আবরণাদি দেওয়া গুপ্তাস্ত্র, বড়িশাকার ফলকবিশিষ্ট বাণ, বিষলিপ্ত বা অগ্নিজ্বলিত অস্ত্রাদি দ্বারা শত্রু হনন করিবে না। এইবিধি হইতে বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বকালে অগ্ন্যস্ত্রের উপর হিন্দু-দিগের ঘৃণা ছিল, সহজে তাঁহারা এসকল অস্ত্র ব্যবহার করিতেন না; আর সেইজন্যই নালিকাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি বা ধনুঃ তরবারীর ন্যায় বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইত না।

অনেকে পৌরাণিক "শতঘ্নী" নামক অস্ত্রকে কামান বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু বর্ণনাদি দেখিলে ইহাকে ঠিক কামান বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, প্রস্তরনিক্ষে-পক কাষ্ঠময় যন্ত্রের নাম শতঘ্নী ছিল। মহাভারতের টীকা-কার নীলকণ্ঠ উভয় মতই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু রামায়-ণের টীকাকার রামানুজ ইহাকে কণ্টকময়ী বৃহৎ মুদ্গর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের নীতিপ্রকাশিকার ৫ম অধ্যায়ে আছে—

"শতঘ্নী কণ্টকযুক্তা কালায়সময়ী দৃঢ়া।
মুদ্গরাভা চতুর্হস্তা বর্ত্তুলাৎ সরুণা যুতা॥
গদাবল্গিতবত্যোষা ময়েতি কথিতা ভুবি॥"

কণ্টকবিশিষ্ট, লৌহসারনির্ম্মিত, মুদ্গর সদৃশ, সুদৃঢ় বর্ত্তুলের নাম শতঘ্নী; ইহা ধরিবার নিমিত্ত মুট আছে, প্রমাণ ৪ হাত। গদাযুদ্ধের বল্গন অর্থাৎ প্রয়োগকালীন

---

* Mortar—a short piece of ordnance used for throwing bombs, carcasses, shells, &c., at high angles of elevation as 45°, and even higher—so named from its resemblance in shape to the untensil (a wide-mouthed vessel in form of an inverted beil), in which substances are pounded or bruised with a pestle.

† বিশ্বকোষের প্রথমখণ্ডের সঙ্কলয়িতা মহাশয় "অগ্ন্যস্ত্র" শব্দে শুক্রনীতিকে অপ্রামাণিক গ্রন্থবোধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "সংস্কৃতশব্দে শ্লোক সাজাইয়া কোন কথা লিখিতে পারিলে যদি তাহা প্রামাণিক হয়, তবে আর্য্যদের হাতগড়া কামানবন্দুকের বেশ ভাল প্রমাণ আছে। শুক্রনীতি পড়িলে জানা যায়"—কিন্তু শুক্রনীতি বাস্তবিক এরূপ অপ্রা-মাণিক গ্রন্থ নহে। ইহা অতি প্রাচীন; কারণ, সভা, বন ও উদ্যোগ-পর্ব্বের বিদুরবাক্যগুলি পাঠে জানা যায় যে, তিনি ভূয়োভূয়ঃ এই গ্রন্থের বা শুক্রাচার্য্যপ্রণীত নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণ-স্বরূপ আমরা দুইচারিটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি;—

"অশিষ্টে নিগ্রহো নিত্যং নিত্যং শিষ্টস্য পালনম্।
এবং শুক্রোঽব্রবীদ্ধীমানাপৎসু ভরতর্ষভ॥"
"উশনাশ্চৈব যে গাথে প্রহ্লাদায়াব্রবীৎ পুরা।"
"অপিচোশনসা গীতঃ শ্রূয়তেঽয়ং পুরাতনঃ।"
"শাস্ত্রং চোশনসা প্রোক্তমিদং শৃণু ময়েরিতম্।"
"ইত্যেতাহ্যুশনঃ প্রোক্তাঃ।" "কাব্যাং নীতিং ন শৃণোষি।"

এই সকল স্থলে শুক্রের বাক্য, শুক্রগাথা, শুক্রগীত, শুক্রপ্রোক্ত শাস্ত্র, কাব্যের (শুক্রের) নীতি—শুক্রনীতিরই পরিচায়ক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কেহ কেহ সাহচর্য্য অর্থ ধরিয়া বলেন, নলিকাস্ত্র ঠিক বন্দুক বা কামানের ন্যায় অস্ত্র নহে, প্রত্যুত ইহা নলদ্বারা নিক্ষেপ্য বাণাদির ন্যায় অস্ত্র। কারণ—

"ক্ষুর ক্ষুরপ্রনালিকবৎসদন্তাগ্নিসন্ধয়ঃ।" দ্রোণপর্ব্ব ৩৭।১৭।
'নালিকা নলিকয়া ক্ষেপ্যাঃ' (নীলকণ্ঠ।)

ক্ষুর, ক্ষুরপ্র নালিক, বৎসদন্ত অগ্নিসন্ধি ইত্যাদি নলিকাদ্বারা যাহা ছুড়িতে হয়, তাহাই নালিক। অন্যান্য ফলকাস্ত্রের সাহচর্য্যহেতু নালিকও একটি ফলকাস্ত্র, ইহাই অনুমান হয়; কিন্তু এ অনুমানও যুক্তি-সঙ্গত নহে। নীলকণ্ঠ টীকায় যাহা লিখিয়াছেন (নালিকাদ্বারা ক্ষেপ্য) তাহাতেও কোন দোষ হয় নাই; কারণ, এই প্রবন্ধের গোড়ায় বলা হইয়াছে যে নলিকা, নালিক ও নাল এই তিন শব্দই একার্থবোধক। ইহার প্রমাণস্বরূপ নীতিপ্রকাশিকা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পর্য্যালো-চনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

আস্ফালন যেরূপ ইহারও সেইরূপ। বৈশম্পায়নের এই বর্ণনায় "শতঘ্নী" মুদ্গর ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, কিন্তু মুদ্গরের ন্যায় অস্ত্রে এককালে শত পুরুষের হনন হইবে কিরূপে? এজন্য বোধ হয় এই নামে কোনপ্রকার অগ্ন্যস্ত্রও ছিল; কারণ, মহাভারতে আছে—

"মুদ্গরৈঃ কূটপাশৈশ্চ শূলোলূখলপর্ব্বতৈঃ।
শতঘ্নীভিশ্চ দীপ্তাভির্দ্দণ্ডৈরপি সুদারুণৈঃ॥"

এস্থলে "দীপ্ত শতঘ্নী" এই পদ হইতে শতঘ্নীর অগ্নিবিশিষ্টতা বুঝা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থলেও তৎপোষক বর্ণনা পাওয়া যায়। নীলকণ্ঠও সেই সেই স্থলে ইহাকে কামানের ন্যায় কোন আগ্নের অস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা হউক "শতঘ্নী" কামান হউক বা না হউক কামান-বন্দুকের ন্যায় অগ্ন্যস্ত্র যে পূর্ব্বকালে ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

পূর্ব্বে দুর্গাদি রক্ষার জন্য কামানের ন্যায় অগ্ন্যস্ত্রাদির ব্যবহার হইত। যখন পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব মণিপুরে প্রবেশ করে, অশ্বমেধপর্ব্বে সেইস্থলে মণিপুরের বর্ণনায় আছে যে, "নগর-বাহিরে শকটের উপর আগ্নেয় অস্ত্রাদি সুরক্ষিত রহিয়াছে এবং সেনারা সর্ব্বদা তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।"

প্রাচীনকালে যে, কামানাদির ন্যায় একপ্রকার অস্ত্র হিন্দুদিগের ছিল, তাহা উপরে বলা হইল; কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, বর্ত্তমান ঐতিহাসিককালের প্রথমাবস্থায় ভারতে সেরূপ কোন অস্ত্রাদি ছিল না; কারণ ভুবনেশ্বর বা সাঞ্চিনামক স্থানে যুদ্ধাদির যে সকল খোদিত প্রস্তরের ছবি দেখা যায়, তাহার কোনটিতেই কোনরূপ অগ্ন্যস্ত্রের ব্যবহার বা প্রতিকৃতি দেখা যায় না। ইহা হইতেই ওরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ, ১০০৮ খৃষ্টাব্দে গজনীর মাহ্মুদ যখন পঞ্চনদের অধীশ্বর আনন্দপালের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন, তখন আনন্দপালের হস্তী হঠাৎ ভীষণ শব্দ ও প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া পলায়ন করে। ফিরিস্তায় এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ফিরিস্তায় এই স্থলে স্পষ্ট "তোপ" (কামান) ও "তুফাঙ্গ্" (পাথুরী বন্দুক) এই দুইটি শব্দ আছে। কেহ কেহ বলেন, সকল ফিরিস্তার পাঠ সমান নহে, কোন কোন লিপিতে নাকি ঐ দুই শব্দের পরিবর্ত্তে "নফাৎ" (naptha) ও "খদাঙ্গ্" (arrow) আছে। মিঃ ম্যাকলগান শেষোক্ত প্রকারের শব্দবিশিষ্ট লিপির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, এই স্থলে যে শব্দের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা তোপের (কামানের) শব্দ নহে, গ্রীকাগ্নি বা নাপ্থার সাহায্যে যে সকল প্রজ্বলিত বস্তু নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহারই ফাটিবার শব্দ; কিন্তু ডাউ, ইলিয়াট প্রভৃতি মহাত্মারা পূর্ব্বের পাঠই গ্রাহ্য করিয়া "তোপ" শব্দে কামান লিখিয়া গিয়াছেন। "কিতাব-ই যমিনি" নামক আর একখানি মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, গজনীর সৈন্য মধ্যে আতস-দিদা-বান নামে একপ্রকার বন্দুকের ন্যায় অগ্ন্যস্ত্রের (fire-eyed rockets) ব্যবহার ছিল। ইংরাজেরা এ পুস্তকের এই পাঠটিতে বিশ্বাস করেন না।

গজনীর সৈন্যে বন্দুকাদির ব্যবহার ছিল বলিয়া ভারতেও যে ছিল, ইহা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু তাহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে চাঁদকবির গ্রন্থে "নল-গোলা" নামক একপ্রকার অস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। এই অস্ত্রের বিবরণ চাঁদকবির গ্রন্থ হইতে অস্পষ্টরূপ যাহা জানা যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, আগ্নের দ্রব্যের সাহায্যে নলাকার যন্ত্র হইতে গোলা নিক্ষিপ্ত হইত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কাব্যে বৃহদাকার কামানের ন্যায় অস্ত্রের বর্ণনাও পাওয়া যায়। ইংরাজেরা কিন্তু এই সকল অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন।

তৎপরে মোগলসম্রাট্ বাবর ভারতবর্ষে ইহা ব্যবহার করেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি কান্যকুব্জের নিকট গঙ্গাতীরে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিজ লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রথমদিন তাঁহার সেনাপতি ওস্তাদ আলীকুলী ৮ বার, দ্বিতীয়দিন ১৬ বার ও ৩য় ৪র্থ দিনও ঐ নিয়মে তোপ দাগিয়াছিলেন। বাবর যে কামানটির সাহায্যে জয়লাভ করেন, তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "দেগ গাজী"। বাবরের জীবনচরিতপাঠে জানা যায় যে, তাঁহার একটি বৃহৎ কামান পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধস্থলে প্রথম তোপ দাগিবার সময় ফাটিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার বহুসংখ্যক কামান ছিল। বাবরের "দেগ-গাজী" নামক কামান পিত্তলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেরশাহের সময় ভারতবর্ষেই পিত্তলের কামান প্রস্তুত হইত। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে রাইসিন দুর্গ অধিকার করিবার সময় সেরশাহ আদেশ করেন যে, যেখানে যত পিত্তল সংগ্রহ করিতে পার, সমস্ত কেল্লায় পাঠাইয়া দিবে ও উহাতে "দেঘা" (mortar হাঁড়ীকামান) প্রস্তুত করিবে। মির্জ্জা কামরান হুমায়ুনের সভা হইতে পলাইবার সময় কতকগুলি কামান লইয়া যান, কিন্তু উষ্ট্র-সংগ্রহ করিতে না পারিয়া প্রতি কামান লইয়া যাইবার জন্য বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বাবরের পূর্ব্বে (১৫শ শতাব্দীর প্রথমে) ব্রহ্মদেশে পেগুরাজ প্রোমনগর অধিকার করিতে অগ্রসর হন; কিন্তু সাহস

করিয়া নগরের নিকট উপস্থিত হইতে পারেন নাই; কারণ, নগরটি কামান বন্দুকে সুরক্ষিত ছিল। এই ঘটনা ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে। * এই সময় নিকোলো কণ্টি নামক একজন য়ুরোপীয় ভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলেন যে, ভারতে তখন ব্যালিষ্টি ও বোম্বার্ডের ন্যায় যন্ত্র ব্যবহার করিত।

১২৯০ খৃষ্টাব্দে জালালুদ্দীন খিলিজি "মন্ত্রিবিহা" নামক এক প্রকার আগ্নেয়যন্ত্র রণথম্বর দুর্গজয়ের সময় ব্যবহার করেন। আলাউদ্দীনও উহা বরঙ্গল দুর্গজয়ের সময় ব্যবহার করেন। তাহার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, "এই দুর্গপ্রাচীর এতদূর দৃঢ় যে, মন্ত্রিবিহা হইতে গোলা বাহির হইয়া দুর্গের প্রাচীরে লাগিল; কিন্তু প্রাচীর ভাঙ্গিল না, গোলাই ঠিক্‌রাইয়া আসিল।" তারিখী-ফিরোজশাহীতে ইহার বিবরণ আছে। ইহা মাঞ্জনিক নামে বিখ্যাত।

বাবরের সময়ের কামানগুলিকে সাধারণতঃ "ফিরিঙ্গি" বলিত। পাণিপথের ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধবর্ণনায় ঐ নাম পাওয়া যায়। তৎপরে জাহাঙ্গীরের সময় এ দেশে য়ুরোপীয় কামানাদি আসিতে আরম্ভ হয়।

য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম গ্রীকেরা আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষা করে। প্লিনির ইতিহাসে জানা যায় যে, ট্রয়যুদ্ধের সময় ব্যাটারিং র‍্যাম নামক দুর্গ-বিনাশক আগ্নেয় অস্ত্র প্রস্তুত হয়; কিন্তু হোমরের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। ইহার পূর্ব্বে প্রস্তর-নিক্ষেপক ও অগ্নিমুখ বাণাদি নিক্ষেপক যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন আগ্নেয় যন্ত্র ছিল না। বাইবেলে ইজিকিয়েলের গ্রন্থে (IV. 2 XXI. 22 Ezekiel) এই যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইজিকিয়েল ৫৯০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপরে ৪২৯ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে পিলোপনিসিয়ান যুদ্ধে এই যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তৎপরে মধ্যকালে ইহার সামান্যমাত্র ব্যবহার ছিল।

ইহার পর ফিনীকীয়রা বালিষ্টা ও ক্যাটাপুলটা নামক প্রস্তরক্ষেপক এবং বাণক্ষেপক অগ্ন্যস্ত্র আবিষ্কার করে। কর্ণেল চেস্‌নি স্বীয় "অগ্ন্যস্ত্রের বিবরণ" নামক গ্রন্থে বলেন, ১২০০শ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বারুদ আবিষ্কৃত হয়। ঐ গ্রন্থেই আবার ১১৩১ খৃষ্টাব্দে মূরগণ কর্ত্তৃক সালামোনিকা নামক কালিবার (calibre) বন্দুক প্রস্তুত হয় বলিয়া লিখিত আছে।

ইংলণ্ডে তৃতীয় এডওয়ার্ডের সৈন্যদলে প্রথম কামান ব্যবহারের কথা জানা যায়। ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে স্কটদিগের বিরুদ্ধে উহা প্রথম ব্যবহৃত হয়।

স্বোয়ার্জ নামক একব্যক্তি ১৪শ শতাব্দীতে প্রথম কামান উদ্ভাবন করেন। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে বন্দুক প্রচলিত হয়। পরে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান দশায় উপস্থিত হইয়াছে। [বন্দুক ও বারুদ দেখ।]

পূর্ব্বে পূর্ব্বে, ভারতে যে সকল কামান প্রস্তুত হইত, তাহাদের আকার প্রায়ই অতি বৃহৎ; তন্মধ্যে বিজাপুরের কামানটিই উল্লেখ যোগ্য। রুমি খাঁ বা হুসেন খাঁ নামক কনষ্টাণ্টিনোপলবাসী একজন ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দের আহ্মদনগরে ইহা ঢালিয়া তৈয়ার করে। যে স্থানে উহা ঢালাই হয়, তাহার চিহ্ন ১৮৩৯ সালেও সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। কামানটি প্রস্তুত হইলে হস্তী ও বড় বড় গরু দিয়া টানিয়া উহাকে বিজাপুরে লইয়া যাওয়া হয়। আহ্মদনগরে যখন নিজাম সা ভৈরীর বংশীয়গণ রাজত্ব করেন; রুমি খাঁ তখন মীর আতশ ছিলেন। গোলন্দাজদিগের নায়ককে মীর আতশ বলে। এই কামানটি দীর্ঘে ১৫ ফিট ও ইহার মুখের পরিসর ২ ফিট ৪ ইঞ্চি হইবে। বিজাপুরে গড়ের বুরুজের উপর ইহা স্থাপিত আছে। তত্রত্য হিন্দুগণ ইহার উপর সিন্দুর দিয়া পূজা করে। উপরি বুরুজ নামক বুরুজের উপর ৩০ ফিট লম্বা একটা কামান আছে। গাওঠলপড় পর্ব্বতের উপর ২৭ ফিট দীর্ঘ আর এক কামান আছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিদরের প্রাচীরেও একটি ২১ ফিট লম্বা কামান ছিল।

আক্‌বর শাহের সময়ে এক একটি কামানে ১২ মণ ওজনের গোলা ছোড়া হইত। একটি কামান এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইলে কতকগুলি হস্তী ও সহস্র সহস্র গো-মহিষাদিদ্বারা টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। কামান সকল তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য দারোগা ও কেরাণী নিযুক্ত থাকিত। আক্‌বার শাহ নিজে একপ্রকার কামান তৈয়ারি করেন; কোথাও যাইতে হইলে তাহা খুলিয়া ছোট করিয়া লইয়া যাইতে পারা যাইত। তিনি আরও একপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করেন যে, তাহা-দ্বারা একবারমাত্র অগ্নিপ্রদান করিলে, এক সময়ে ১৭টি কামান একত্র ছোড়া যাইত। তিনিই গজনাল নামক আর একপ্রকার কামান প্রস্তুত করেন, উহা এক একটি হাতী অনায়াসে লইয়া যাইতে পারে। তাঁহারই প্রস্তুত আর এক প্রকারের নরনাল নামক ছোট কামান এক এক জন মনুষ্যে লইয়া যাইতে পারিত।

পূর্ব্বে এই অধম বঙ্গদেশে বাঙ্গালীরাও কামান ব্যবহার করিত। চন্দ্রদ্বীপের রাজা বঙ্গবীর কন্দর্পনারায়ণের বৃহৎ পিত্তলের কামানই বঙ্গের প্রাচীন নিদর্শন।

[কন্দর্প-নারায়ণ দেখ।]

* Vide J. A. S. B. Vol. XXXVIII. p. I. 1869, p. 40-41

কামান (দেশজ) গোঁপ, দাড়ি, চুল, নখ প্রভৃতি কাটিয়া ফেলা।

কামানল (পুং) কাম এব অনলঃ, কামঃ অনল ইব বা। ১ কামরূপ অগ্নি। ২ কামজন্য অগ্নির ন্যায় যাতনা।

কামানশন (ক্লী) কামং অনশনং যত্র, বহুব্রী। ১ ইচ্ছাপূর্ব্বক অনাহারে তপস্যাবিশেষ। ২ রাগদ্বেষাদিরহিত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ভোগ।

কামানী (দেশজ) ১ কামানের মজুরি বা বেতন। ২ উপার্জ্জন।

কামান্ধ (পুং) কামেন কামোদ্দীপনেন অন্ধয়তি জ্ঞানশূন্যং করোতি, কাম-অন্ধ-নিচ্-অচ। ১ কোকিল। ২ (ত্রি, কামেন অন্ধঃ) কামবেগজন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

কামান্ধা (স্ত্রী) কামং যথেষ্টং অন্ধয়তি, কাম-অন্ধ-ণিচ্-অচ্ টাপ্। ১ কস্তূরী। ২ (কামেন অন্ধা) কামবেগজন্য হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা স্ত্রী।

কামাশ্নী [ন্] (ত্রি) ১ ইচ্ছাভোগী। ২ ইচ্ছামাত্র আহারলাভকর্ত্তা।

কামাভিকাম (ত্রি) কামস্য অভিকামো যস্য, বহুব্রী। কামভোগেচ্ছু, কামভোগে অভিলাষী।

কামায়ুধ (ক্লী) কামস্য আয়ুধমিব। ১ আমের মুকুল। ২ (তৎ অস্যাস্তি, কামায়ুধ-অচ্।) আমগাছ। ৩ কন্দর্পবাণ।

কামায়ু [স্] (পুং) কামং যথেষ্টং আয়ুর্যস্য, বহুব্রী। গরুড়।
(পক্ষিস্বামী কাশ্যপিঃ স্বর্ণকায়ঃ-
স্তার্ক্ষ্যঃ কামায়ুর্গরুত্মান্ সুধাহৃৎ। হেম ২। ১৪৫।)

কামার (দেশজ) কর্ম্মকার নামক জাতিবিশেষ। পশ্চিমে লোহার নামে খ্যাত।

পশ্চিমবঙ্গ, বেহার ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে লোহার জাতি কেবল লোহার গঠন করিয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশের কামারগণ প্রধানতঃ লোহার গঠনই গড়িয়া থাকে বটে, কিন্তু অন্যান্য ধাতু হইতেও দ্রব্যাদি গড়িতে ইহাদের বিশেষ আপত্তি নাই। কথিত আছে, বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও শূদ্রাণীর গর্ভে কামার উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে—

"বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ ॥ ১৯ ॥
মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।" ইত্যাদি।
ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায়।

বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রাণীতে বীর্য্যাধান করেন, তাহাতে ৯. শিল্পীর উৎপত্তি, মালাকার, কর্ম্মকার বা কামার, শঙ্খকার বা শাঁখারী ইত্যাদি। [বিশ্বকর্ম্মা কিরূপে শূদ্রাণীতে আসক্ত হন, তদ্বিবরণ কাঁসারি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পরশুরামোক্ত জাতিমালা মতে—

"তন্ত্রবায়্যাং কুম্ভকারাৎ কর্ম্মকৃৎ লোহকারকঃ।"

কুমার হইতে তাঁতিকন্যার গর্ভে লোহকার কামার জাতির উৎপত্তি।

মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে, লোহাসুর নামক এক অসুর তপঃপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়া দেবতাগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করে। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ইন্দ্রদেব অবশেষে শিবের আশ্রয় লইলেন। লোহাসুর অমর, তাহাকে বধ করা সহজ নহে, এজন্য মহাদেব এক নূতন মানবের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নূতন নূতন অস্ত্র দান করিলেন। শিবের ডমরু হইতে তাহার হাতুড়ি হইল। একটি মৃতদেহের মস্তকের খুলি হইতে তুন্দুল হইল, সর্প হইতে হাপর নির্ম্মিত হইল। এই সকল অস্ত্র লইয়া কামার লোহাসুরের সহিত যুদ্ধে প্রেরিত হইল। কামারকে দেখিয়া লোহাসুর হাস্য করিল, আর বলিল, "তোমার সহিত আবার যুদ্ধ কি করিব।" কামার লোহাসুরকে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি কিরূপ অমর [illegible] দেখিব, তুমি আমার এই তুন্দুলে প্রবেশ কর, আর আমি জাঁতা চালাইব।" লোহাসুর তাহাতেই সম্মত হইল। অবশেষে সেই অসুর হাপরে প্রবেশ করিল। কামার পূর্ণবলপ্রয়োগ করিয়া তাইতে লাগিলেন। অগ্নির বিষম উত্তাপ হইল। লোহাসুর তাহাতে ঘোর লালবর্ণ ও অস্থির হইয়া গলিয়া লোহ হইয়া গেল। তাহাকে পিটিয়া আট প্রকার লৌহ প্রস্তুত হইল। সেই আটপ্রকার লৌহ হইতে আট প্রকার কামার হইল। যথা ১ম লোহার-কামার, ২য় পিত্তল-কামার, ৩য় কাঁসারি, ৪র্থ স্বর্ণকামার বা সেকরা, ৫ম ঘটরা কামার (ইহারা লক্ষ্মীপূজার জন্য ধাতুনির্ম্মিত পেচক ও কাজললতা ইত্যাদি গড়িয়া থাকে); ৬ষ্ঠ চাঁদকামার (ইহারা পিত্তলের দর্পণ গড়ে); ৭ম ধোকড়া; ৮ম তামরা। শেষোক্ত দুইপ্রকার কামার মেদিনীপুর জেলায় পশ্চিমভাগে জঙ্গল-মহলে বাস করে।

ঢাকা অঞ্চলে অনেক কামার আছে। কথিত আছে যে, মুসলমান রাজত্বের সময় উত্তরপশ্চিম হইতে তাহারা আনীত হয়। আইন-অকবরীতে উক্ত হইয়াছে যে, বজুহা সরকারপ্রদেশে একটি লোহের খনি ছিল। পূর্ব্বে যে স্থানকে বজুহাসরকার বলিত আধুনিক ঢাকা তাহারই অন্তর্গত। তথায় লালবর্ণ প্রস্তরবিশিষ্ট মৃত্তিকা হইতে লোহ বাহির করা হইত। তখনকার কামারগণ লোহা বাহির করিবার প্রক্রিয়া জানিত। সেজন্য তাহাদিগকে জায়গীর দান করা হইত। ঐ জায়গীরকে আহঙ্গার বলিত।

এখনকার কামারেরা মাটী হইতে লৌহ বাহির করিবার প্রক্রিয়া জানে না। এখন যাহারা লৌহের কর্ম্ম করে, তাহারা কলিকাতা হইতে ঢালা লৌহের বাট কিনিয়া আনিয়া তবে গঠন করে। বাঙ্গালাদেশের পশ্চিমবিভাগে ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের লোহার ও অসুর নামক জাতিগণ মাটী হইতে লৌহ গলাইয়া বাহির করিয়া থাকে। কামারদিগের মধ্যে অনেকেই সেকরার কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু এখনও অর্দ্ধাংশের উপর লোহার কার্য্যেই নিযুক্ত। গ্রামস্থ কামার একটি লাঙ্গলের ফাল তৈয়ার করিয়া দিলে ৪ আড়ি (প্রায় ১ মণ) ধান পাইয়া থাকে। দেবতার স্থানে বলিদানকার্য্য কামারদিগকেই করিতে হয়। ঢাকা অঞ্চলে কাঁসারি বড় অধিক নাই। এজন্য কাঁসার দ্রব্যাদি তথায় কামারেরাই গড়িয়া থাকে। সেখানে তাহারা তিন ভাগ তামা ও চারিভাগ দস্তা দিয়া কাঁসা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাটী ঘটী প্রভৃতি প্রস্তুত করে। গোলাম-কায়স্থ নামক এক প্রকার নিকৃষ্ট জাতি আছে, উহারাই প্রায় ঐ সকল দ্রব্যাদি গড়িয়া থাকে। কামারদিগের অনেকে আবার চাষের কর্ম্মও করে। কেহ কেহ অর্থশালী হইয়া তালুক মুলুক করিয়াছে। তবে অধিকাংশই মৌরসী প্রজা। ইহাদের অধিকাংশই অধিক লেখাপড়া শিখে না। কতকগুলি মাত্র ইংরাজী শিখিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিতেছে; কেহ বা ওকালতীও করিতেছে, তবে অনেকেই একটু আদটু লিখিতে পড়িতে বা হিসাবপত্র রাখিতে পারে।

কামারগণের মধ্যে বৈষ্ণব কিছু অধিক, তবে শাক্তও অল্প নহে। সকলেই বিশ্বকর্ম্মাকে ভক্তি করে ও ভাদ্রমাসের শেষদিনে যন্ত্রাদি দিয়া বিশ্বকর্ম্মার পূজা দেয়। পূজার দিন কেহ কোন কার্য্য করে না।

কামারগণের জল শুদ্ধ, ইহারা নবশাখ মধ্যে পরিগণিত। বঙ্গদেশে কামার কন্যার বিবাহ ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। বরকে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। সুতরাং অবস্থামতে সময় সময় বরকে অধিক বয়সেও বিবাহ করিতে হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে অনেক কন্যার কুমারী-বয়সে বিবাহ হয় না। তবে উহা দুষ্য বলিয়া তাহাদের জ্ঞান আছে। মেদিনীপুর অঞ্চলে কন্যার বিবাহ অল্প বয়সেই হয় বটে, কিন্তু কন্যা বয়স্থা না হইলে স্বামী-সহবাস করে না। এই প্রদেশে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে কাপড় ও মসলাদি পাঠান হইয়া থাকে। ইহাকে "কাপড় পরানো" বলিয়া থাকে। কাপড় পরান হইয়া গেলে কন্যা যদি অপরপাত্রে অর্পিত হয়, তবে পিতাকে জাতিচ্যুত বা এক ঘরে হইতে হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে মগহিয়া কামারদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিত আছে। সিংহভুম ও সাঁওতাল পরগণায় বিবাহবিচ্ছেদেরও নিয়ম আছে। এরূপ স্থলে একটি পঞ্চায়ৎ বসে। তাহাদের সমক্ষে একটি অখণ্ড শালপত্র দুইখণ্ডে বিভক্ত করা হয়। এরূপে বিবাহভঙ্গ হইলে পর সেই স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।

বিহার অঞ্চলে কন্যার বিবাহের সময় ১২ বৎসর ও পাত্রের ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত, কিন্তু বর কন্যা অপেক্ষা আকৃতিতে দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে ঘাসকাটী প্রথা চলিয়া থাকে। বিবাহের পরদিবস বর ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া অপর স্ত্রীলোকেরা গান করিতে করিতে বাটীর বাহিরে আইসে। বরের হস্তে তখন একটি খুরপা দেওয়া হয়। খুরপা লইয়া বর এক মুঠা ঘাস কাটিয়া দেয়। তখন কোন রমণী একগাছি ছড়ি লইয়া কিছু দূরে প্রোথিত করিয়া আইসে। তখন বর ও তাহার শ্যালক দুইজনে দৌড়িয়া গিয়া কে অগ্রে ছড়ি গাছটী তুলিয়া লইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করে। দলের মধ্যে বরের পক্ষীয় লোক থাকে; তাহারা শ্যালকের পথ আগুলিয়া বিলম্ব করাইয়া দেয়, সুতরাং বরেরই জয় হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অথবা দুশ্চিকিৎস্য-রোগগ্রস্তা হইলেই স্বামী আবার বিবাহ করিতে পারে, নতুবা নহে।

বঙ্গের ২৪ পরগণা অঞ্চলে কামারগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী ও আনরপুরী। ইহাদের পরস্পর আদানপ্রদান নাই। উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ীর মধ্যে কুলীন ও মৌলিক আছে। পূর্ব্ববঙ্গের কামারদিগের ভূষণাপতি, ঢাকাই ও পশ্চিমে এই তিন শ্রেণী আছে। ভূষণাপতিদিগের মধ্যে নলদিপতি, চৌদ্দসমাজ ও পঞ্চসমাজ নামক বিভাগ মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলে।

মুরশিদাবাদ অঞ্চলে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, ঢাকাওয়াল ও খোট্টা এই চারি শ্রেণীর কামার দেখা যায়। ঢাকাওয়াল ঢাকা হইতে ও খোট্টা পশ্চিম হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। পাবনা অঞ্চলে রাঢ়ী কামারের দশ সমাজ ও ও বারেন্দ্র কামারের পঞ্চসমাজ চলিত। নোয়াখালি অঞ্চলে যতিকর্ম্মকার ও শিখুকর্ম্মকার এই দুই শ্রেণী আছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান নাই। বর্দ্ধমান অঞ্চলে বেলাসী, মামুদপুরিয়া ও কামলা কামার এই তিন শ্রেণী আছে। মানভূমে ইহারা মগহিয়া, ধোকড়া, লোহসা ও বস্থনা এই কয়ভাগে বিভক্ত। সাঁওতাল পরগণায় অষ্টালই,

চুরালই, বেলালই ও শঙ্খলই এই কয় শ্রেণী আছে। সিংহ-ভূম ও বেহার অঞ্চলে শ্রেণীবিভাগ বড় দেখা যায় না।

বঙ্গদেশে কামারদিগের গোত্র আছে। সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণায় ঘর আছে। মাতৃকুলে ৫ পুরুষ ও পিতৃকুলে ৭ পুরুষ তফাৎ থাকিলে এক গোত্রে বিবাহ হইবার বিশেষ আপত্তি নাই। বেহার ও ছোট নাগপুর অঞ্চলে তাহা হয় না। বিহার অঞ্চলে কামারদিগের ১৭ প্রকার গোত্র আছে। যথা—বাথুয়েট, দরমুরিয়া, গরবেড়িয়া, গোধনপুরা, হরসরিয়া, হসনপুরিয়া, জাবালপুরিয়া, জরঙ্গইত, জসিয়াম, কলইত, কতোসিয়া, মরতুরিয়া, পোখরমিয়া, রতবরিয়া, সাগি, শোনপুরিয়া, সোথিবার।

বঙ্গদেশে ৫ প্রকার গোত্র চলিত আছে যথা—

অলম্যান, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য ও শাণ্ডিল্য। সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণায় ১০ প্রকার গোত্র চলিত আছে। যথা—আলমঋষি, বাঘঋষি, বামুনিয়া, কছুয়া, খুজিরিয়া, মঞ্জরি, নাগ, নেত্রিয়া, পোতা ও পুরুলিয়া।

বঙ্গদেশে কামারদিগের অরি, দাস, দে, তেওয়ারী এই কয়েকটী পদবী প্রচলিত।

বেহার অঞ্চলে ইহাদিগকে লোহার বলে। বেহারে করুণা, মিস্ত্রি, ঠাকুর ও রাউত এই কয়েকটী পদবী দেখিতে পাওয়া যায়।

সিংহভূম অঞ্চলে কামারদিগকে বিঙ্কিনী বলে। জঙ্গল-মহলে ধোকড়া ও তামরাজাতীয় কামারেরা কুক্কুট ভক্ষণ করে। এজন্য ভাল ব্রাহ্মণ তাহাদের কোন কার্য্য করেন না। তাহাদের ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র। কোন কোন কামারস্ত্রীলোকেরা নাকে নথ পরে না। কথিত আছে, পরিবেশনের সময় পরিবেশনপাত্রে নাকের নথ খুলিয়া পড়ে। সেই অবধি নথ পরা উঠিয়া যায়। বঙ্গদেশে কামারের সংখ্যা ৪০,৯,৯৫৫ জন হইবে।

কামার আর লোহার প্রায় একই জাতি বলিতে পারা যায়। বেহার, ছোট নাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গে লোহারদিগের বাস। বেহার অঞ্চলে লোহারগণ ছুতারের কার্য্যও করিয়া থাকে। অনেকে আবার কৃষিকার্য্যেও নিযুক্ত থাকে। সাঁওতাল পরগণায় পুরুষেরা কৃষিকার্য্যের জন্য মাঠে যায়, আর স্ত্রীলোকেরা লোহার কর্ম্ম করে। পশ্চিমবঙ্গে যাহারা লোহার কর্ম্ম করে, তাহারা বরং কৃষিকর্ম্ম করে, কিন্তু কখন ছুতারের কাজ করে না। বেহারে লোহারগণ কৈরী ও কুড়মীদিগের সহিত এক শ্রেণী মধ্যে গণ্য; তাহাদের জল শুদ্ধ। কিন্তু বঙ্গের পশ্চিমপ্রদেশে তাহাদের জল অস্পৃশ্য। তথায় উহারা বাউরী ও বাগ্দির সহিত সমশ্রেণী। লোহার-দিগের মিস্ত্রী, রাউত ও ঠাকুর এই তিনপ্রকার পদবী আছে। বেহারে লোহারদিগের কনৌজিয়া, কোকাস, মঘ-ইয়া, কমারকল্লা, মাহুর বা মাহুলিয়া, মাথুরিয়া ও কামিয়া এই কয় শ্রেণী আছে। এ সকলের মধ্যে কনৌজিয়া সক-লের উচ্চ বলিয়া গণ্য। ইহারা যে সে লোকের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। ইহাদের ত্রিশটী গোত্র আছে। যথা—অশেষ মেঘ্রাম, উধমতিয়া, কমতরিয়া, কন্‌তিথিয়া, কাশ্যপ, কঠার, কথৌতিয়া, কিশোরিয়া, কুকুর ঝম্পর, কুলথরি মল্লিক, গঙ্গন্তির, চৌসাহা, দমদরিয়া, ঢকনিয়া, পহলমপুরী, পাঁড়ে, বাসবরিয়া, বেগসরিয়া, বর্দ্ধমান্, বিশকর্ম্মা, বুনিচর, ভাকুর, রানে, সত্রি, সামিল ঠাকুর, সংগ্রী ঠাকুর, সরবৎ, সোনমন, সুপাহা ও সালঋষি। কনৌজিয়ারা বলে তাহারা বিশ্বামিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহারা তাঁহার পূজাও করিয়া থাকে। কোকাসশ্রেণী সম্ভবতঃ বরহি হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণী।

বরহিগণ ছুতারের কর্ম্ম করে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা লোহার কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই হয়ত কোকাস হইয়া থাকিবে। কনৌজিয়া ও মাথুরিয়াগণ সম্ভবতঃ কনৌজ ও মথুরাপ্রদেশ হইতে আসিয়া থাকিবে। মাহুলিয়াদিগের জল শুদ্ধ। ইহারা উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়াছে। কামিয়াগণ নেপাল হইতে আসিয়াছে। তাহাদের জল শুদ্ধ নহে। তাহাদের অনেকেই মুসলমান হইয়াছে।

সাঁওতাল পরগণার লোহারদিগের বীরভূমিয়া, গোবিন্দ-পুরিয়া, শরগরহিয়া এই কয়েকটী শ্রেণী আছে। বীরভূমিয়া-গণ বীরভূম হইতে, গোবিন্দপুরিয়াগণ মানভূমের উত্তর গোবিন্দপুর হইতে, সরগরহিয়াগণ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সরগরহিয়া পরগণা হইতে আসিয়াছে। লোহারডাঙ্গায় লোহারদিগের মনঝাল তুরল্যা, মুণ্ডালোহার, সদলোহার, শিশুটবংশী লোহারিয়া, লহনডিয়া ও মানভূমে লোহার মানঝি, দণ্ডমানঝি ও বাগ্দি লোহার এই কয়েকটী শ্রেণী আছে। এতদ্ব্যতীত বাঁকুড়া জেলায় অঙ্গরিয়া, গোবরা, ঝেতিয়া, পানসিলি নামক শ্রেণী আছে।

ছোট নাগপুরের লোহারদিগের মধ্যেও অনেকগুলি শ্রেণী আছে। যথা—ইন্দুয়ার, উদওয়ার, কচুয়া, কৈথোয়ার, কৈসলে, কমল, কন্দ, কনৌজিয়া, করহর, করকোশ, করকুষ, কৌয়া, করকেতা, কিসনত, কোইয়া কন্স, কুসুয়ার, গৈস্তোয়ার, গোলবার, গঞ্জ, চৌরিয়া, চুরুয়ার, জলবার, তপোয়র, তির্কি, দেমতা, দুমড়িয়া, ধান, নাগ, পাড়ু,

পুরতি, ফুটকা, বাঘ, বান, বন্দো, বাঁশ, বরোহা, বেলওয়ার, বেশড়া, বুকরু, ভেঙ্গরাজ, ভুতকুয়ার, বোত্রা, মেলওয়ার, মঘইয়া, মঘনিয়া, মহিলি, মহিলিমুণ্ডা, মর্ম্মু, মুত্রিয়ার, রেখা, রুণ্ডা, ললিহার, লুমরিয়াসন, সান্ধ, সাঙ্গলওয়ার, সৌর, সেমানেহিঙ্গিয়ার, সোনারোমে, সোনবেধরী, সনমাঘিয়া, সোনটির্কি, সুইয়া, হর্দ্দি, হস্তয়র, হত্তি ও হেমরম।

কামিয়াগণ ব্যতীত বেহারের লোহারগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। মৈথিল ব্রাহ্মণগণই তাহাদের কর্ম্মাদি করিয়া থাকে। ছোট নাগপুর ও বঙ্গের পশ্চিম অংশের লোহারগণ হিন্দু। তাহারা দলিগোরই, বরন্দ ঠাকুর, ফুলে গোঁসাই, ভাদু, ভরন্তা, মনসা ও মোহনগিরিপ্রভৃতির পূজা করে। আষাঢ়, অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসে সোমবার ও মঙ্গলবারে মোহনগিরির পূজা হইয়া থাকে। পূজায় ছাগবলি হয়। সকলে প্রসাদ আহার করে। বাকুড়া ও সাঁওতাল পরগণায় লোহারদিগের স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ আছে। লোহারডাঙ্গার পাহান, মতি ওঝা বা সোখাগণ পূজাদি সম্পন্ন করে। সদলোহারগণের বিবাহে গ্রামস্থনাপিতগণ পুরোহিতের কর্ম্ম করে।

পশ্চিমবঙ্গে ও ছোটনাগপুরে লোহারদিগের বিবাহে পণ লাগে। পুরুষেরা যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে। নীচ জাতিদিগের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদও হইয়া থাকে। বিবাহ অল্প বয়সে হয়, অধিক বয়সেও হইয়া থাকে। কিন্তু বেহার অঞ্চলে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই প্রথা। পণও আছে। বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তানাদি না হইলে পুরুষেরা আবার বিবাহ করিতে পারে। কনৌজিয়াদিগের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের নিয়ম নাই। অন্যান্যবর্ণে পঞ্চায়তের মত লইয়া স্ত্রী বা স্বামী-ত্যাগের নিয়ম আছে। বিধবাবিবাহ নীচ-শ্রেণীতে কোথাও কোথাও প্রচলিত, কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীতে আদৌ নাই। বঙ্গ ও বেহারে লোহারের সংখ্যা ২,৬২,৩৫৭ জন হইবে।

নেপালের কামারদিগকে কামি বা কামিয়া বলে। সম্ভবতঃ ইহারা ভারত হইতেই নেপালে গিয়া থাকিবে। এক্ষণে বঙ্গের স্থানে স্থানে ইহাদিগকে দেখা যায়। দার্জ্জিলিংএ ইহাদের সংখ্যা ৩৭২১ জন, চম্পারণে ১০৭ জন, ভাগলপুরে ৯ জন, ছোটনাগপুরের করদরাজ্যে ৫৮০ জন আছে। কামিগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা কালীপূজা করে, বিশ্বকর্ম্মাকে আপনাদিগের ইষ্টদেবতা বলিয়া জানে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী মধ্যে কুলাঁই, অনার্দ্ধা, খোদাই, দারমস্তা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা প্রচলিত। কুলাঁইকে প্রায় সকলেই ভক্তি করে। ইহাদের ৩৮টি ঘর। এই ৩৮ ঘর বৎসরে দুইবার করিয়া কুলাঁইএর পূজা দেয়। এই পূজায় ছাগ, মেষ, কুক্কুট প্রভৃতির বলিদান হয়। আর প্রতি পূর্ণিমার দিন ধূপ ও ধুনা দেওয়া হয়। গদাইলি, শাশঙ্খর ও দরনাল শ্রেণীর কামিগণ খোদাইএর পূজায় শূকর বলি দেয়। ইহাদের মধ্যে গজমের ও থরকা-বায়ু শ্রেণীর কামিগণ অনার্দ্ধা ও দারমস্তা দেবতার উপাসনা করে ও শ্বেত কুক্কুট বলি দেয়।

কামিদিগের পূজাদির জন্য ব্রাহ্মণ নাই। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি একটু অধিকধর্ম্মানুরক্ত হয়, সেই পূজাদি সম্পন্ন করে। কামিরা গো-মাংস ভক্ষণ করে না; কিন্তু শূকর-মাংস ও কুক্কুট-মাংস ইহাদের খাদ্য, মদ্যপানেও ইহাদের বিলক্ষণ আসক্তি।

মৃত্যু হইলে ইহাদের শবদাহের নিয়ম ঠিক নাই। দেহ কখন দগ্ধ হয়, কখন বা নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়, কখন বা গোর দেওয়া হয়। দগ্ধদেহের অঙ্গার লইয়া গঙ্গাজলে অর্পণ করিবার প্রথাও আছে। সৎকার হইয়া গেলে, মৃতের আত্মীয়বর্গ মাথা মুড়াইয়া দাড়ি, গোপ, ভুরু পর্য্যন্ত কামাইয়া ফেলে। তাহার পর একখানি ধুতি মাত্র পরিধান করিয়া মস্তকে একখণ্ড শাদা কাপড় বাঁধিয়া রাখে ও এক সন্ধ্যা আহার করে। আহারে মাংস, লবণ বা ঘৃত কিছুই থাকে না। কম্বলে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করে না বা অধিক কথাও কহে না। একাদশ দিবসে আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। বহুবিধ আহারেরও আয়োজন হয়। আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে সকল প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়া একখানি পাতা সাজান হয়। একজন আত্মীয় সেই পাতা ও নিজের আহারীয় সামগ্রী লইয়া একটু অন্তরে বনের ভিতর যায়। তথায় সেই সাজান পাতাখানি ভূমিতে রাখিয়া নিজে দাঁড়াইয়া দেখে; যখন কোন কীট পতঙ্গ অথবা মাছি হউক আসিয়া সেই পাতে বসে, তখন সেই আত্মীয় একখানি প্রস্তর সেই পাতে চাপা দিয়া নিজের জন্য যে আহারীয় লইয়া আসে, তাহাই আহার করিতে বসে, তাহার পর বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া নিমন্ত্রিত জ্ঞাতি কুটুম্বকে বলে যে মৃতের প্রেতাত্মা আসিয়া আহার করিয়া গিয়াছেন। তখন বাটীতে ভোজন আরম্ভ হয়। যাহার অপঘাতে মৃত্যু হয়, বা যাহার সন্তানাদি না হয় তাহার এরূপ শ্রাদ্ধাদি হয় না।

কামিরা নিজবংশীয়ঘরে অথবা মাতুলবংশীয়ঘরে বিবাহ করিতে পারে না। কন্যারা বয়স্থা হইলে তবে বিবাহিতা হয়। বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার পরস্পরে কখন কখন

দেখাশুনা হওয়াও প্রচলিত আছে। অধিক মাখা-মাখি নিষিদ্ধ। বিবাহ রাত্রিকালে সম্পন্ন হয়। একটি মৃত্তিকার পাত্রে অগ্নি থাকে। তাহার একদিকে বর ও অপর দিকে কন্যাকে দাঁড়াইতে হয়। তাহার পর উভয়ে সেই অগ্নিকে দক্ষিণে রাখিয়া ৭ বার প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণের পর কন্যার হস্ত বরের হস্তে স্থাপিত করা হয়। কন্যার পিতা মাতা তখন কয়েকটি কুশ, বিল্বপত্র, তাম্র ও তুলসী তাহার উপর রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। তাহার পর বর কন্যারসীমন্তে সিন্দুর দিয়া গলায় একছড়া মালা (পটী) পরাইয়া দিলে বিবাহের ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়।

পুরুষ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু বড় কাহাকেও দুইটার অধিক বিবাহ করিতে দেখা যায় না। বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহে পূর্ব্বস্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতাসম্পর্কীয় কাহারও সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। বিধবা-বিবাহে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না। মন্ত্রাদিও উচ্চারিত হয় না। বর কন্যারসীমন্তে' সিন্দুর দিয়া গ্রীবাদেশে মালা পরাইয়া দিলেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহার পর উভয়পক্ষে আত্মীয়গণের ভোজন হইলে বিবাহোৎসব সমাপ্ত হয়।

বিবাহবিচ্ছেদের নিয়মও আছে। পাংড়ো নামক একপ্রকার ফল সিংকো নামক একখণ্ড কাষ্ঠ দিয়া দ্বিখণ্ড করিলেই বিবাহ-ভঙ্গ হয়। পাহাড় অঞ্চলে এই ক্রিয়ার নাম সিংকো-পাংড়ো। ইহাতে পুরুষদেরই অধিকার আছে, তবে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে, তবে স্ত্রীও স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। তাহার পর স্ত্রী যদি অপর কাহাকেও বিবাহ করে, তবে পূর্ব্ব স্বামী বিবাহের সময় যে পণের টাকা দিয়াছিলেন, নূতন স্বামীকে তাহা দিতে হয়। বিবাহবিচ্ছিন্ন-পত্নীগণের বিবাহ বিধবাবিবাহের ন্যায় সম্পন্ন হয়। কামিদিগের অপেক্ষা যদি কোন উচ্চজাতীয় লোক কোন কামি-রমণীকে উপপত্নী করে আর সে জন্য যদি তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাহা হইলে কামিগণ পঞ্চায়তের মত লইয়া তাহাকে স্বজাতিভুক্ত করিয়া লয়।

কামিদিগের ৩৮ ঘরের নাম, যথা—কৈরালা, কতিচি-ওরে, খরকাবায়ু, খাতি, গজমের, গদাইলি, গদাল, গহৎ-রাজ, ঘতানি, ঘরতিঘোরে, ঘামঘোতলে, জারকামি, তিরুয়া, থাপাঙ্গী, দরনাল, দিয়ালী, দুধরাজ, দুরাল, দেবপাঠী, পর্ব্বত, পোখরেল, পোর্টেল, বরাইলি, মঙ্গরাতি, রসাইলি, রহপাল, রামুদান, রিজাল, রুজাল, লাঙ্গাদে, লোকাস্ত্রি লোহাগুণ, লোহার, সাপকোটা, সাশঙ্কর, সিঙ্গাওরে, সিঞ্চিওড়ি, সেতুমুরুয়াল।

পঞ্জাব ও ভারতের উত্তর পশ্চিমপ্রান্তে কামারেরা স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে। অন্য কোন জাতির সহিত আদান প্রদান নাই। এ প্রদেশে কোথাও কোথাও লোহারদিগকে কৃষিকার্য্য করিতে দেখা যায়। বেরার ও মধ্যপ্রদেশে ইহারা ছুতারের কার্য্যও করিয়া থাকে; বেণগঙ্গা প্রদেশে যাহারা বাস করে তাহাদিগকে "খাতী" কহে। খাতী লোহারগণ বেরার ও নর্ম্মদাপ্রদেশের লোহারগণের সহিত আদান প্রদান করে না। বোম্বাইপ্রদেশে মরাঠীলোহার, বুন্দেলী লোহার প্রভৃতি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হয়। এদেশের লোহারগণ লাঙ্গলের ফাল ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কাঠিবাড় প্রদেশে লোহারগণের বাস স্থান নাই। তাহারা আদরী হইতে ওয়াগড়, ও উদিয়ার হইয়া কাঠিবাড় যায়, আবার ঐরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আদরীতে আসে। তাহারা সাধারণের কাজকর্ম্ম করিয়া বেড়ায়। ইহারা হিন্দু, তবে মুসলমানের রামদাপীরকেও ভক্তি করে। ইহাদের পুরুষের বিবাহে পণ লাগে। গুজরাটেও লোহার আছে। রাজপুত-নায় ইহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বুন্দির লোহারগণ খনিজপদার্থ গলাইয়া লোহা বাহির করে।

কামারণ্য (ক্লী) কামং শোভনং অরণ্যং কর্ম্মধা। ১ মনো-হর বন। ২ কন্দর্পবন।

কামারশাল (দেশজ) কর্ম্মকারগণ যেখানে লৌহ পোড়ায়।

কামারশালা (দেশজ) কর্ম্মকারের দোকান।

কামারি (পুং) কামস্য অরিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। ১ মহাদেব। ২ বিটমাক্ষিক নামক ধাতুবিশেষ।

("তাপ্যো নদীজঃ কামারিস্তারারির্ব্বিটমাক্ষিকঃ"। হেম৪।১২১।)

কামার্ত্ত (ত্রি) কামেন ঋতঃ পীড়িতঃ, ৩তৎ। কামপীড়িত।

("কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।" মেঘ দূ° ৫।)

কামার্থী [ন্] (ত্রি) কামং অর্থয়তে প্রার্থয়তে, কাম-অর্থ ণিচ্-ণিনি। ১ কামপ্রার্থী। ২ অভীষ্টপ্রার্থী।

কামালিকা (স্ত্রী) কামং অলতি ভূষয়তি, কাম-অল্-ণ্বুল্ টাপ্-অত ইত্বম্। মদ্য।

কামালু (পুং) কামং যথেষ্টং অলতি পুষ্পবিকাশেন পর্য্যা-প্নোতি, কাম-অল্-উণ্। ১ রক্তকাঞ্চনগাছ। ২ (ত্রি) অত্যন্ত কামুক।

কামাবচর (ত্রি) কামং যথেচ্ছং অবচরতি, কাম-অব-চর-অচ্। স্বেচ্ছাচারী।

কামাবতার (পুং) কামস্য অবতারঃ, ৬তৎ। কামদেবের অবতার, প্রদ্যুম্ন; শ্রীকৃষ্ণওরসে রুক্মিণীগর্ভে প্রদ্যুম্ন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কামাবশায়িতা (স্ত্রী) কামেন স্বেচ্ছয়া অবশায়য়তি, স্বচিত্তে পদার্থান্ নিশ্চিনোতি, কাম-অব-শী-নিচ্-ণিনি ; তস্য ভাবঃ তল্। সত্যসঙ্কল্পতা।

কামাবসায় (পুং) কামেন স্বেচ্ছয়া অবসায়ঃ স্বচিত্তে পদার্থানাং স্থিরীকরণম্। ইচ্ছামত স্বীয়চিত্তে পদার্থসমূহের নিশ্চয় করা।

কামাবসায়িতা (স্ত্রী) কামাবসায়িনঃ সত্যসঙ্কল্পকারিণো ভাবঃ, কামাবসায়িন্-তল্। সত্যসঙ্কল্পতা, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ইহাও একটি যোগিগণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া পরিগণিত।

("অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং গরিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥")

কামাবসায়িত্ব (ক্লী) কামাবসায়িনো ভাবঃ, কামাব-সায়িন্ ত্ব (তস্যভাবস্তৃতলৌ। পা ৪।১।১১৯।) সত্যসঙ্কল্পতা।

কামাবসায়ী [ন্] (ত্রি) কামান্ স্বেচ্ছয়া অবসায়য়িতুং শীলমস্য, কাম-অব-সো-ণিচ্-ণিনি। সত্যসঙ্কল্প, ইচ্ছানুসারে যিনি পদার্থ-সমূহের নিশ্চয় করিতে পারেন।

কামাশন (ক্লী) কামং যথেচ্ছং পর্য্যাপ্তং বা অশনং ভোজনম্, কর্ম্মধাং। ১ ইচ্ছামত ভোজন। ২ পর্য্যাপ্ত ভোজন।

কামাশ্রম (পুং) কামঃ রমণীয়ঃ আশ্রমঃ কর্ম্মধা। রমণীয় আশ্রম।

কামাশ্রমপদ (ক্লী) কামং মনোজ্ঞং আশ্রমপদম্, কর্ম্মধা। রমণীয় আশ্রমস্থান।

কামাসক্ত (ত্রি) কামেন আসক্তঃ, ৩তৎ। ১ কামরিপুর বশীভূত। ২ অভিলাষমাত্রের বশীভূত।

কামাসক্তি (স্ত্রী) কামে আসক্তি র্লিপ্সা, ৭তৎ। কামরিপুজন্য কার্য্যমাত্রে ইচ্ছা।

কামাসন (ক্লী) কামমস্যতি ক্ষিপতি অনেন, কাম-অস্-ল্যুট্। রুদ্রযামলকথিত আসনবিশেষ। গরুড়াসন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভূমিতে স্পর্শ করাইলেই কামাসন হয়। [গরুড়াসন দেখ।]

("অথ কামাসনং বক্ষ্যে কামমর্দ্দনহেতুনা।
গরুড়াসনমাকৃত্য কনিষ্ঠাগ্রং স্পৃশেদ্ভুবি॥" রুদ্রযামল।)

কামি (পুং) কাময়তে কম-ণিঙ্-ইন্। ১ কামুক। ২ (স্ত্রী) কন্দর্পপত্নী, রতি।

(কামি র্না কামুকে রত্যাং স্ত্রী। মেদিনী।)

কামিক (পুং) কামঃ অস্যাস্তি, কাম-ঠন্। ১ কারণ্ডব পক্ষী। কামেন নির্বৃত্তম্, কাম-ঠঞ্। ২ কামজন্য কার্য্যাদি। ৩ (কামাধিকারেণ কৃতো গ্রন্থঃ) হেমাদ্রি-প্রণীত গ্রন্থবিশেষ।

কামিকী (স্ত্রী) কামিক-ঙীপ্। ১ কারণ্ডবপক্ষিণী। ১ কামনাজন্য কার্য্যাদি।

("তত ইষ্টিং চকারর্ষিস্তস্য বৈ পুত্রকামিকীম্।"
মহাভারত অনুশাসন।)

কামিজ (আরব্য) জামাবিশেষ।

কামিত (ত্রি) কম-ণিচ্-ক্ত। ১ অভিলষিত। ২ প্রার্থিত।

কামিতা (স্ত্রী) কামো ঽস্ত্যস্য, কাম-ইনি ; তস্য ভাবঃ তল্। ১ কামুকতা। ২ অভিলাষ।

কামিনী (স্ত্রী) কামঃ অতিশয়েন অস্ত্যস্যাঃ, কাম-ইনি-ঙীপ্। ১ অতিশয়কামযুক্তা স্ত্রী। ২ স্ত্রীমাত্র। ৩ সুন্দরী স্ত্রী। ৪ ভীরু স্ত্রী। ৫ বন্দা, পরগাছা। ৬ দারুহরিদ্রা। ৭ মদ্য। ৮ কামদেবের শক্তিবিশেষ।

কামিনীশ (পুং) কামিন্যাঃ কামিনী-প্রিয়াঞ্জনস্য ঈশঃ সাধকঃ, ৬তৎ। শজিনাগাছ। ইহাদ্বারা একরূপ অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাই পূর্ব্বকালে কামিনীগণ চক্ষে ব্যবহার করিতেন।

কামী [ন্] (পুং) অতিশয়েন কাময়তে, কম-ণিঙ্-ণিনি। ১ কামুক। ২ চক্রবাক। ২ পায়রা। ৩ চড়ুই। ৪ চন্দ্র। ৫ ঋষভ-নামক ঔষধবিশেষ। ৬ সারসপক্ষী। ৭ বিষ্ণু।

("কামদেবঃ কামপালঃ কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ।"
মহাভারত ১৩।১৪৯ অঃ।)

কামীন (পুং) কামং অনুগচ্ছতি, কাম-খ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু।) ১ রামসুপারি। ২ কামদেবের অনুগত। ৩ কামরিপুর বশীভূত, কামুক।

কামীল (পুং) কামং অনুগচ্ছতি, কাম-খ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ রামসুপারি। ২ কামদেব বা কামরিপুর অনুগত।

কামুক (ত্রি) কাময়তে, কম-উকঞ্ (লষ-পত-পদ-স্থা-ভূ-বৃষ-হন-কম-গম শৃভ্য উকঞ্। পা ৩।২।২৫৪।) ১ কামী ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কমিতা, অনুক, কম্র, কাময়িতা, অভীক, কমন, কামন, অভিক। (পুং) ২ অশোক গাছ। ৩ চড়াই পাখী। ৪ অতিমুক্তক লতা।

("কামুকঃ কমলেঽশোক-পাদপে চাতিমুক্তকে।" মেদিনী।)

কামুককান্তা (স্ত্রী) কামুকানাং কান্তা প্রিয়া, ৬তৎ। অতিমুক্তলতা, মাধবীলতা।

কামুকতা (স্ত্রী) কামুকস্য ভাবঃ, কামুক-তল্। অত্যন্ত কামযুক্তের কার্য্যাদি।

কামুকত্ব (ক্লী) কামুকস্য ভাবঃ, কামুকত্ব। অত্যন্ত কামপীড়িতের কার্য্যাদি।

কামুকা (স্ত্রী) কম-উকঞ্-টাপ্। ১ ইচ্ছাবতী। ২ ভোগাভিলাষবিশিষ্টা। ৩ রমণেচ্ছাযুক্তা।

কামুকায়ন (পুং) কামুকস্য অপত্যম্ পুমান্, কামুক-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) কামুকের পুত্র।

কামুকী (স্ত্রী) কামুক-ঙীষ্ (জানপদকুণ্ডগোণেতি। পা ৪।১।৪২।) মৈথুনেচ্ছাবিশিষ্টা। ইহার সংস্কৃত নামান্তর বৃষস্যন্তী।

কামেশ্বর (পুং) কামানাং ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। পরমেশ্বর।

কামেশ্বরী (স্ত্রী) কামানাং ভোগ্যবিষয়াণাং প্রদায়িত্বেন ঈশ্বরী, ৬তৎ। ১ ভৈরবীবিশেষ। ২ কামাখ্যার পঞ্চমূর্ত্তি-মধ্যে মূর্ত্তিবিশেষ।

("কামাখ্যা ত্রিপুরা চৈব তথা কামেশ্বরী শিবা।
সারদাহথ মহোৎসাহা কামরূপগুণৈর্যুতা ॥"
কালি° পু° ৬১ অঃ।)

কালিকাপুরাণোক্ত ধ্যানপাঠে কামেশ্বরীমূর্ত্তির এইরূপ বর্ণনা জানিতে পারা যায়। যথা—'কৃষ্ণবর্ণ, সুস্নিগ্ধকৃষ্ণকেশ, ছয়মুখ, দ্বাদশহস্ত, অষ্টাদশচক্ষু, প্রত্যেক মস্তকেই অর্দ্ধচন্দ্র, বক্ষোদেশে মণিমুক্তাদিনির্ম্মিত-মালা, দক্ষিণহস্ত-সমূহে পুস্তক, সিদ্ধসূত্র, পঞ্চবাণ, খড়্গ, শক্তি ও শূল। বামহস্তসমূহে অক্ষমালা, মহাপদ্ম, কোদণ্ড, অভয়, চর্ম্ম ও পিনাক। ঈশান, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য, এই ছয়দিকে ছয়মুখ অবস্থিত; মুখ সকল যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত, হরিত, কৃষ্ণ ও বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট। এই মুখ সকল পৃথক্ পৃথক্ দেবীর মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত—শুক্লমুখ মাহেশ্বরীর, রক্ত কামাখ্যার, পীত ত্রিপুরার, হরিত সারদার, কৃষ্ণ কামেশ্বরীর এবং বিচিত্র চণ্ডাদেবীর। প্রতি মস্তকেই কেশ সংযত। পরিধান বিচিত্রবস্ত্র অথবা ব্যাঘ্রচর্ম্ম। সিংহের উপরে শ্বেতশব, তাহার উপরে রক্তপদ্ম, তাহার উপরে এই দেবী উপবিষ্টা। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসিদ্ধির জন্য এইরূপ কামেশ্বরী মূর্ত্তি ধ্যান করিবে।"

(কালিকা পু° ৬৩ অঃ।)

কামোদ (পুং) রাগিণীবিশেষ; বেলাবলী ও গৌড়ের সংযোগে ইহার উৎপত্তি হয়। ইহাতে ধ নি স ঋ গ ম প এই কয়েকটি স্বরগ্রাম আছে। ধৈবত ইহার বাদী, এবং পঞ্চম সম্বাদী। করুণ ও হাস্যরসের সময় ইহা গান করিতে হয়। প্রথম অর্দ্ধপ্রহর এই রাগিণী গাহিবার সময়।

কামোদক (ক্লী) কামেন স্বেচ্ছয়া দত্তং উদকম্, মধ্যলো°। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে ইচ্ছানুসারে যে জল প্রদত্ত হয়। চূড়াকরণের পর মৃত্যু হইলে, তাহারই উদকক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহার পূর্ব্বে যাহাদিগের মৃত্যু ঘটে, তাহাদের উদকক্রিয়ার বিধি নাই, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশে কামোদক প্রদান করা যায়। (লোগাক্ষি।)

কামোদকল্যাণ (পুং) কামোদ ও কল্যাণমিশ্রিত রাগিণী।

কামোদনট (পুং) কামোদ ও নটমিশ্রিত রাগ।

কামোদা (স্ত্রী) কুৎসিতো মোদো যস্যাঃ, বহুব্রী। রাগিণী-বিশেষ।

কামোদী (স্ত্রী) সুঘরাই ও সুরটযোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ। স ঋ গ ম প ধ ০ এই কয়েকটি ইহার স্বরগ্রাম।

কাম্পিল (পুং) কম্পিলঃ নদীবিশেষঃ, তস্য অদূরে ভবঃ, কম্পিল-অণ্। কাম্পিল্য নামক দেশবিশেষ। হরিবংশে এই দেশ পাঞ্চালের দক্ষিণাংশ বলিয়া বর্ণিত আছে।

কাম্পিল্য (পুং) কম্পিলে জাতঃ, কম্পিল-ষ্যঞ্। ১ গুণ্ডারোচনী নামক সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। ২ (কম্পিলায়া অদূরে ভবঃ, কম্পিলা-ণ্য) জনপদবিশেষ, বর্ত্তমান নাম কম্পিল। [কম্পিল দেখ।]

"মাকন্দীমথ গঙ্গায়াস্তীরে জনপদায়ুতাম্।
সোঽধ্যবাৎসীৎ দীনমনাঃ কাম্পিল্যঞ্চ পুরোত্তমম্ ॥"

৩ লতাবিশেষ। [মহাভারত ১। ১৩৯।

কাম্পিল্যক (ত্রি) কাম্পিল্যে জাতঃ, কাম্পিল্য-বুঞ্। (পা ৪।২।১২১।) ১ কাম্পিল্যদেশজাত। ২ (পুং) কমলাগুড়ী নামক সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

কাম্পিল্ল (পুং) কাম্পিল-অণ্, (নিপাতনাৎ সাধুঃ) কমলাগুড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কম্পিল্ল, কম্পীল, কম্পিল ও কাম্পিল্য।

কাম্পিল্লক (ক্লী) কাম্পিল্ল-স্বার্থে-কন্। কমলাগুড়ী। ("চূর্ণং কাম্পিল্লকং বাপি তৎপীতং গুটিকাকৃতম্।" সুশ্রুত।)

কাম্পিল্লকা (স্ত্রী) কাম্পিল্লক-টাপ্। কমলাগুড়ী।

কাম্পীল (পুং) কাম্পিল-অণ্ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ কমলাগুড়ী। ২ কাম্পিল্যনগর। ৩ পলাশগাছ।

কাম্পীলক (পুং) কাম্পীল-স্বার্থে কন্। ১ কমলাগুড়ী। ২ কাম্পিল্যনগর। ৩ পলাশগাছ।

কাম্পীলবাসী [ন্] (পুং) কাম্পীলে কাম্পিল্যদেশে বাসো ঽস্যাস্তি, কাম্পীল-বাস-ইনি। কাম্পিল্যদেশবাসী।

কাম্বল (পুং) কম্বলেন আবৃতঃ, কম্বল-অণ্। কম্বলদ্বারা আবৃত রথ।

(অথ কাম্বলবাস্ত্রাদ্যা স্তৈস্তৈঃ পরিবৃতে রথে। হেম ৩।৪১৮।)

কাম্বলিক (পুং) বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত যূষবিশেষ; দধির মাত ও অম্লদ্রব্যের সহিত মুগপ্রভৃতির যূষ প্রস্তুত করিলে, তাহাকেই কাম্বলিক যূষ কহে। ইহা বেশ রুচিকারক।

("দধিমস্ত্বম্লসিদ্ধস্তু যূষঃ কাম্বলিকঃ স্মৃতঃ।" সুশ্রুত।)

কাম্ববিক (পুং) কম্বুঃ শঙ্খং ভূষণত্বেন শিল্পমস্য, কম্বু-ঠক্। শঙ্খকার, শাঁখারী।

কাম্বুকা (স্ত্রী) কুৎসিতং অম্বু যস্তাঃ, কু-অম্বু-কপ্-টাপ্, কোঃ কাদেশঃ। অশ্বগন্ধা।

কাম্বে, ইহার দেশীয় নাম খম্ভাৎ। খম্ভ বা স্তম্ভতীর্থনামে মহাদেবের একটি তীর্থ আছে, তাহা হইতেই খম্ভাৎ নাম হইয়াছে। এই রাজ্য গুজরাটের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। অক্ষা ২২° ৯´ ও ২২°৪১´ উঃ, দ্রাঘি ৭২° ২০´ ও ৭৩° ৫´ পূঃ। পূর্ব্বে বরদা রাজ্যের অন্তর্গত বড়সাদ ও পিতলাদ প্রদেশ, দক্ষিণে কাম্বে উপসাগর; পশ্চিমে শাবরমতী নদীর পরই আহ্মদাবাদের সীমা। কাম্বের সীমার মধ্যে ইংরাজঅধিকৃত কয়েকখানি ও বরদার গুইকুমারের অধিকৃত কয়েকখানি গ্রাম আছে। এই প্রদেশের পূর্ব্বদিকে মহী ও পশ্চিমে শাবরমতী নদী আছে। দুইটী নদীতেই জোয়ারভাটা খেলে বলিয়া ইহাদের জলও কতক দূর অবধি লোনা। কাম্বের জমিও লোনা। নূতন কূপ খনন করিলে, অল্পদিনেই উহার জল লোনা হইয়া যায়। সেই জল সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, নহিলে গায়ে ফোড়া হইয়া থাকে। কাম্বের ভূমি সমতল। মধ্যে মধ্যে আম, তেঁতুল, নিম, বট প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমিপরিমাণ ৩৫০ বর্গ মাইল। ইহাতে ২টি নগর ও ৮৩টি গ্রাম আছে। ইহাতে ৭০,৭০৮ হিন্দু, ১২৪১৭ জন মুসলমান ও ২৯৪৯ জন জৈন ও পারসী প্রভৃতি অপরাপর জাতি আছে। এ দেশে গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী এই দুই ভাষাই প্রচলিত।

কথিত আছে যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে পারস্য-দেশ হইতে পারসিক জাতি কয়েকখানি জাহাজে করিয়া আসিতেছিল, ঝড়ে উহাদের অনেকগুলি জলমগ্ন হইলে, তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি জাহাজ অতিকষ্টে সাঞ্জেম-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাঞ্জেমপ্রদেশ সুরাটের ৩২ ক্রোশ দক্ষিণ। পারসিকেরা সাঞ্জেমপ্রদেশে অবতরণ করিবার জন্য রাজার অনুমতি চাহিল। রাজা বলিলেন, যদি তাহারা গুজরাটী ভাষায় কথা কহিতে শিক্ষা করেন ও গোমাংস ভক্ষণ না করেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে আসিবার অনুমতি দিতে পারেন। তদনুসারে পারসীরা অনেক দিন তথায় অবস্থান করিল। তাহারা তথা হইতে উপকূলে বাণিজ্য করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া কাম্বেতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাম্বে স্থানটি তাহাদের বড় ভাল লাগিল। সুতরাং পারসিকগণ দলে দলে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। শেষে সেখানকার অধিবাসিগণ অপেক্ষা পারসীদিগের সংখ্যাই অধিক হওয়ায় তাহারাই কর্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে হিন্দুগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। যুদ্ধে অনেক পারসী নিহত হইল। ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশটী ব্রাহ্মণগণের অধিকারে আইসে। সেই সময় হইতে কাম্বের ক্রমিক উন্নতি হইতে লাগিল। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানেরা এ দেশ অধিকার করে, তখন কাম্বে ভারতের একটি সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া পরিগণিত ছিল। মুসলমানদিগের আমলে ইহা গুজরাটের অন্তর্গত হয়। পঞ্চদশশতাব্দীতে ইহার আবার সমৃদ্ধি হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এই প্রদেশ বাণিজ্যের প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। মহারাষ্ট্রগণ যখন রাজ্য বিস্তার করেন, তখন মুসলমানগণ প্রাণপণে আপনাদিগের অধিকার রক্ষা করেন। বেসিনের সন্ধির পর কাম্বে ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এখন ইংরাজের অধীনে জনৈক মুসলমান নবাবের হস্তে ইহার শাসনভার দেওয়া আছে। এই মুসলমান ইংরাজরাজের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া রাজ্য করিতেছেন। এখনকার বন্দোবস্ত অনু-সারে রাজ্যভার ইহাদের বংশাবলির হস্তেই থাকিবে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অবশ্য কর দিতে হইবে।

এখানে ৩০টি বিদ্যালয় আছে। অহিফেন, গম, চাউল, তূলা, তামাক ও নীল এখানে যথেষ্ট জন্মে। নীলগাই, বন-বরাহ, হরিণ এ প্রদেশে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কাম্বে উপসাগরে বর্ষাব্যতীত অন্যসময় ভালরূপ জল থাকে না বলিয়া [কাম্বে উপসাগর দেখ] বাণিজ্যে তত সুবিধা নাই। মহী ও শাবরমতী ঐ উপসাগরে পড়ে, কিন্তু উহাদের প্রবাহ সকল সময় একপথে যায় না। এজন্য নদীমুখে যে বড় বড় জাহাজ আসিবে, তাহারও সুবিধা নাই; তথাপি বাণিজ্য একপ্রকার মন্দ চলে না। সতরঞ্চ, গালিচা, লবণ, নীল, খোদিবার প্রস্তর প্রভৃতি এখানে প্রস্তুত হয়। এ প্রদেশে ভাল রাস্তা বড় একটা নাই। গোরুর গাড়ী, উঠ, গোরু প্রভৃতি দ্বারা মালপত্র চলাচল হয়।

কাম্বে বা খাম্ভাৎ। কাম্বে রাজ্যের প্রধান নগর। ইহা মহী-নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা ২২° ১৮´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি ৭২° ৪০´ পূঃ। জনসংখ্যা ৩৬,০০৭; তন্মধ্যে ২৫,৩১৪ জন হিন্দু, ৮০৩৮ জন মুসলমান, ২৫২৫ জন জৈন, ৮ জন খৃষ্টান, ১১৯ জন পারসী। নগর অতি প্রাচীন। খম্ভাৎ বা স্তম্ভ নামক মহাদেবের তীর্থ হইতে এই নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নগরের চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। অলক্ষ্যে বন্দুকের গুলি চালাইবার জন্য প্রাচীরের ভিতর গর্ত্ত থাকিত। আবার পাড়ের উপর কামানও সজ্জিত থাকিত। এক্ষণে

সে সকলের ভগ্নাবশেষমাত্র লক্ষিত হয়। কথিত আছে, জারমনাক্ষ্য এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্যক্তি প্রাচীন দ্রাবিড়ের পাণ্ড্যরাজের দৌত্যকার্য্যে রোমসম্রাট্ অগস্তসের নিকট প্রেরিত হন ও এথেন্স নগরে অগ্নি প্রজ্জালিত করিয়া তাহাতেই স্বেচ্ছাক্রমে দগ্ধ হন। প্রবাদ যে, প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যও নাকি এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯৩ খৃঃ অব্দে মার্কো পোলো নামক ভিনিসের পরিব্রাজক এই নগর দেখিয়া ইহাকে ভারতের একটি প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য-স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। তাহার বিবরণে কাম্বেথ নামে ইহার উল্লেখ আছে। বাস্তবিকই কাম্বে নগর ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যের স্থান ছিল ; কিন্তু উপসাগরের জল কমিয়া যাওয়ায়, সে সমৃদ্ধি এখন নাই। [কাম্বে উপসাগর দেখ।]

এখানে জৈনদিগের প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। সেই সকল মন্দিরের স্তম্ভগুলি লইয়া ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ জমা-মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। কাম্বের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে লাল, সাদা ও হরিদ্রাবর্ণের অকীক পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মুসলমান নবাব এখানে রাজত্ব করেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কর দিয়া থাকেন।

কাম্বে উপসাগর।—ইহার পশ্চিমে গুজরাট ও পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষ। সমুদ্রের মোহানায় ইহার পরিসর দেড়ক্রোশ মাত্র। কিন্তু মুখ হইতে উত্তরে কাম্বেপ্রদেশ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ ক্রোশ হইবে। পূর্ব্বদিক্ হইতে নর্ম্মদা ও তাপ্তী, উত্তর হইতে শাবরমতী ও মহী এবং পশ্চিমে কাঠিবাড়প্রদেশ হইতেও দুইটী নদী আসিয়া এই উপসাগরে পতিত হইয়াছে। উপসাগরের মুখে পশ্চিমদিকে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত দিউ নামক দ্বীপ ও পূর্ব্বদিকে সুরাটনগর অবস্থিত। সুরাট, কাম্বে প্রভৃতি বন্দর ইহার উপকূলে অবস্থিত। তথাপি ইহাতে বাণিজ্যের একটি বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। দুই শত বৎসরের অধিক কাল হইতে ইহার জল ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। এই জন্য ভাটার সময় ইহাতে প্রায় জল থাকে না। আর জোয়ারের সময় বিষম স্রোতের বেগ হয়। কাম্বের নিকট প্রায় ৮ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত ভাটার সময় কিছুই জল থাকে না। সে সময় পার হইতে হইতে যদি জোয়ার আসিয়া পড়ে, তবে জীবনের আশা ছাড়িতে হয়। জোয়ারের বেগে জাহাজ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। যে সকল নৌকা বা জাহাজ এক জোয়ারে আসে, পুনরায় জোয়ার না হইলে তাহারা আর যাইতে পারে না।

কাম্বোজ (পুং) কম্বোজদেশে ভবঃ, কম্বোজ-অণ্। ১ কম্বোজদেশজাত ঘোড়া। ২ (ত্রি) কম্বোজদেশীয় মনুষ্য। ৩ সোমবল্ক। ৪ পুন্নাগ বৃক্ষ। ৫ যবনতুল্য ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ ; সগর ইহাদিগকে মস্তকমুণ্ডিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। (হরিবংশ)

কাম্বোজক (ক্লী) কম্বোজে ভবঃ, কম্বোজ-বুঞ্। (মনুষ্য তৎস্থয়োর্বুঞ্। পা ৪।২।১৩৪।) ১ কম্বোজদেশবাসীর হাস্যাদি।

কাম্বোজি (স্ত্রী) ১ মাষপর্ণী, মাষাণী। ২ পাপড়ি খয়ের। ৩ কুঁচ। ৪ হাকুচ।

কাম্বোজী (স্ত্রী) কাম্বোজ-ঙীপ্। ১ মাষপর্ণী। ২ পাপড়ি খয়ের। ৩ কুঁচ। ৪ হাকুচ।

কাম্য (ত্রি) কাম্যতে, কম-ণিচ্-যৎ। ১ কমনীয়। ২ সুন্দর। ৩ কামনাযুক্ত (ব্যক্তি)। ৪ কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

("যৎ কিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য যজ্ঞদানজপাদিকম্।
ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তৎকাম্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥"
মুগ্ধ° রা° টা°।)

৫ ভোগ্য। ৬ বাঞ্ছনীয়। ৭ (ক্লী) অভীষ্ট কর্ম্ম।

কাম্যক (ক্লী) ১ বনবিশেষ। ২ সরোবরবিশেষ।

কাম্যকবন (ক্লী) বনবিশেষ, ইহা সরস্বতী নদী তীরে অবস্থিত ছিল ; পাণ্ডবগণ বহুদিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

কাম্যকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) কাম্যঞ্চ তৎ কর্ম্ম চেতি, কর্ম্মধা। স্বর্গাদিঅভীষ্টকামনায় কর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষ, জ্যোতিষ্টোমাদি।

কাম্যতা (স্ত্রী) কাম্যস্য ভাবঃ, কাম্য-তল্। ১ কমনীয়তা। ২ ভোগ্যতা। ৩ বাঞ্ছনীয়তা।

কাম্যদান (ক্লী) কাম্যঞ্চ তৎ দানঞ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ স্ত্রীরত্ন প্রভৃতি কমনীয় বস্তুর দান। ২ পুত্র, ঐশ্বর্য্য, জয় প্রভৃতি প্রাপ্তিকামনায় যে দান করা হয়।

("অপত্যবিজয়ৈশ্বর্য্য-স্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে।
দানং তৎ কাম্যমাখ্যাতং ঋষিভি র্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥" গরুড়পু°।)

কাম্যফল (ক্লী) কাম্যস্য ফলং, ৬তৎ। কাম্যকর্ম্মের বাঞ্ছনীয় ফল।

কাম্যমরণ (ক্লী) কাম্যং বাঞ্ছনীয়ং মরণং, কর্ম্মধা। বাঞ্ছনীয় মৃত্যু, মুক্তি।

কাম্যব্রত (ক্লী) কাম্যং কাম্যফলপ্রদং ব্রতম্, মধ্যলো°। অভীষ্টফলপ্রদ ব্রত।

কাম্যা (স্ত্রী) কম-ণিঙ্-ভাবে-ক্যপ্-টাপ। ১ প্রিয়ব্রতের পত্নী। [প্রিয়ব্রত দেখ] ২ কামনা।

("অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপোমূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যাচ গুরোর্বচনমৌষধম্॥" প্রাঃ তঃ বৌধায়ন।)

কাম্যাভিপ্রায় (পুং) কাম্যঃ বাঞ্ছনীয়ঃ অভিপ্রায়ঃ, কর্ম্মধা। বাঞ্ছনীয় অভিপ্রায়।

কাম্যোপাসনা (স্ত্রী) কাম্যয়া কামনাসিদ্ধীচ্ছয়া উপাসনা, ৩তৎ। কামনাসিদ্ধির অভিপ্রায়ে যে উপাসনা করা হয়।

কাম্ল (ক্লী) কু কুৎসিতং ঈষৎ বা অম্ল, কোঃ কাদেশঃ। ১ কুৎসিত অম্লরস। ২ ঈষৎ অম্লরস। ৩ (ত্রি) কুৎসিত বা ঈষৎ অম্লরসযুক্ত।

কায় (ক্লী) কঃ প্রজাপতির্দেবতা অস্য, ক-অণ্-ইদাদেশশ্চ (কস্যেৎ। পা ৪।২।২৫।) আদের্বৃদ্ধিঃ। ১ প্রাজাপত্যতীর্থ; কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অধোভাগের নাম প্রাজাপত্য তীর্থ।
("অঙ্গুষ্ঠমূলস্য তলে ব্রাহ্মং তীর্থং প্রচক্ষতে।
কায়মঙ্গুলিমূলেঽগ্রে দৈবং পিত্র্যং তয়োরধঃ॥" মনু ২।৫৮।)
২ মনুষ্যতীর্থ। (পুং) ৩ ব্রহ্মতীর্থ। ৪ (কায়তি প্রকাশতে অচ্) মূর্ত্তি, শরীর। [শরীর দেখ।] ৫ সমূহ। ৬ লক্ষ্য। ৭ স্বভাব। ৮ প্রাজাপত্য-বিবাহ। ৯ মূলধন। ১০ গৃহ। ১১ ব্রহ্মা।

কায়কারণকর্ত্তৃত্ব (ক্লী) কায়স্য শরীরস্য কারণে উৎপত্তি-কারণে কর্ত্তৃত্বং। শরীরোৎপত্তিকারক কারণসৃষ্টিবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব।

কায়ক্লেশ (পুং) কায়স্য ক্লেশঃ, ৬তৎ। শারীরিক পরিশ্রম।

কায়ক্লেশে (দেশজ) শারীরিকপরিশ্রমদ্বারা কষ্ট স্বীকার করিয়া কোনরূপে।

কায়ঙ্গন (দেশজ) মৎস্যবিশেষ (Silurus acutus Buch.)

কায়চিকিৎসা (স্ত্রী) কায়স্য চিকিৎসা, ৬তৎ। আয়ুর্ব্বেদোক্ত অষ্টাঙ্গ চিকিৎসার মধ্যে অঙ্গবিশেষ; শরীরব্যাপী জ্বর, উন্মাদ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।
("কায়চিকিৎসা নাম সর্ব্বাঙ্গ-সংসৃতানাং ব্যাধীনাং জ্বরাতিসার-রক্তপিত্ত-শোষোন্মাদাপস্মার-কুষ্ঠাদীনামুপ-শমনার্থম্।" সুশ্রুত সূত্রস্থান ১ অঃ।)

কায়ছাল (দেশজ) কট্ফল গাছের ছাল। ইহার নস্য শিরোরোগের উপকারক।

কায়ড়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Muscicapa Kangdhara)

কায়দা (আরব্য) ১ নিয়ম। ২ চতুরতা।

কায়ফল (দেশজ) কট্ফল।

কায়বন্ধন (ক্লী) কায়ং বধ্নাতি, কায়-বন্ধ-ল্যু। চেতনাধিষ্ঠিত শুক্রশোণিতের সংযোগবিশেষ।

কায়মনোবাক্য (ত্রি) কায়ঃ মনঃ বাক্যঞ্চ যত্র, বহুব্রী। শরীর মন ও বাক্যের সহিত একান্ত আগ্রহে যাহা সম্পাদন করা হয়।

কায়মান (ক্লী) কায়স্য মানমিব মানমস্য, মধ্যলো°। তৃণ-কুটীর, পর্ণকুটীর।

কায়রূপসংযম (পুং) পাতঞ্জলকথিত ধ্যানবিশেষ, স্বরূপ সংযমবিশেষ।

কায়বলন (ক্লী) কায়ো বল্যতে আচ্ছাদ্যতে অনেন, কায়-বল-ল্যুট্। কবচ, বর্ম্ম।

কায়ব্য (পুং) মহাভারতোক্ত দস্যুরাজবিশেষ। ইহার জন্মবিবরণাদি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, "কোন নিষাদীগর্ভে ক্ষত্রিয়ঔরসে কায়ব্যের জন্ম হয়; কায়ব্য দস্যুদলাধিপতি হইয়াও সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে আসক্ত থাকিতেন। অনুচরদিগের প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল, 'তোমরা ব্রাহ্মণ, তপস্বী, ভীরু, শিশু, স্ত্রী ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে কখন নষ্ট করিও না।' নিজেও তিনি সর্ব্বদা বনবাসী, তপস্বী ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিতেন, এবং মৃগাদি হনন করিয়া তাঁহাদিগকে পর্য্যাপ্তরূপে আহার করাইতেন। এইরূপ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও তিনি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।" (মহাভারত শান্তি ১৩৫ অঃ।)

কায়ব্যূহ (পুং) কায়ে শরীরে ব্যূহঃ বাতাদীনাং ত্বগাদীনাং সপ্তধাতুনাঞ্চ ব্যূহনম্, ৭তৎ। ১ শরীরস্থ বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এবং ত্বক্ প্রভৃতি সপ্তধাতুর বিন্যাস। বাহ্যদিক্ হইতে আরম্ভ করিলে, প্রথমে ত্বক্, তৎপরে রক্ত, এইরূপ যথাক্রমে মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা শরীরের অভ্যন্তরে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত।

সুশ্রুতে এই দোষত্রয়ের অবিকৃতঅবস্থায় স্থাননির্দ্দেশ এইরূপ লিখিত আছে—"নিতম্ব ও গুহ্যদেশ বায়ুর স্থান; নিতম্ব ও গুহ্যদেশের উপরিভাগে এবং নাভির নিম্নভাগে পক্বাশয় অবস্থিত, এই পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান পিত্তের আশ্রয়। আমাশয় শ্লেষ্মস্থান। সংক্ষেপতঃ প্রাধান্যানুসারে এই তিনটি স্থান তিন দোষের বলিয়া কথিত হইল।" (সুশ্রুত সূত্র° ২১ অঃ।)

[প্রত্যেক দোষই পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন যে সকল স্থানে অবস্থিত আছে, তাহা বায়ু, কফ ও পিত্ত শব্দে দেখ।] ২ কর্ম্মভোগজন্য যোগিগণকল্পিত কায়সমূহ। যোগিগণ কর্ম্মত্যাগের জন্য কায়ব্যূহ রচনা করেন। পাতঞ্জলসূত্রে আছে, "নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্" নাভিচক্র সংযম করিয়া যোগিগণ কায়ব্যূহ জানিতে পারেন। শাণ্ডিল্য সূত্রে আছে, "সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ।" যোগিগণ এক সময়ে বহুবিধ ফলভোগের জন্য যে সকল শরীর নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে চিত্তেরও অনুসরণ হয়।

কায়সম্পদ্ (স্ত্রী) কায়স্য সম্পদ্, ৬তৎ। রূপ, লাবণ্য, বল ও সুগঠন প্রভৃতি শরীর সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত।

কায়স্থ (পুং) কায়েষু সর্ব্বভূতদেহেষু তিষ্ঠতি কায়-স্থা-ক ১ অন্তর্যামী, পরমেশ্বর।

"কায়স্থোঽপি ন কায়স্থঃ কায়স্থোঽপি ন জায়তে।
কায়স্থোঽপি ন ভুঞ্জানঃ কায়স্থোঽপি ন বধ্যতে॥"

উত্তরগীতা ১। ২৮।

'কায়স্থোঽপীতি কিঞ্চ দেহাধ্যাসবশাৎ প্রতীয়মান-ইহ ভোক্তৃত্বাদিকং আত্মনো নাস্তিইত্যাহ কায়স্থ ইতি দেহীজীবঃ কায়স্থোঽপি শরীরাধ্যাসবানপি ন কায়স্থঃ শরীরনিমিত্তক-বন্ধনরহিত ইত্যর্থঃ। কায়স্থো জন্মাদিমচ্ছরীরস্থোপি ন জায়তে, কায়স্থোঽপি কলহহেতুভূতদেহস্থো ন বধ্যতে।' গৌড়পাদাচার্য্যকৃত সুবোধিনী টীকা।

২ জাতিবিশেষ। এই কায়স্থজাতির উৎপত্তি ও প্রকৃতবর্ণ নির্ণয়সম্বন্ধে বহুদিন হইতে মতভেদ ও বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। এই জাতিকে কেহ শূদ্র, কেহ অন্ত্যজ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ ব্রহ্মক্ষত্রিয়, কেহবা স্বতন্ত্র পঞ্চমবর্ণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, যখন বহুদিন হইতে এই জাতির প্রকৃত বর্ণতত্ত্ব জানিবার জন্য সকলেই অভিলাষী, তখন নিরপেক্ষভাবে এই জাতির মূলতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। প্রাচীনস্মৃতি, পুরাণ, কাব্য, নাটক প্রভৃতি বিস্তর সংস্কৃতগ্রন্থে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক সেই সকল প্রাচীন গ্রন্থে কায়স্থজাতি কিরূপভাবে অভিহিত হইয়াছে।

স্মৃতির মত।—সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুসংহিতাতে কায়স্থ শব্দের এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।—"অথ লেখ্যং ত্রিবিধং। রাজ-সাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থ-কৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।" (বিষ্ণু স° ৭। ২)

উক্ত বচনের স্মৃতিবিবৃতিতে নন্দপণ্ডিত লিখিয়াছেন, "রাজ্ঞোধিকরণং রাজসভা তস্যাং তেন রাজ্ঞাভিযুক্তো যঃ কায়স্থঃ তেন কৃতং তস্যাং সভায়াং যোঽধ্যক্ষঃ প্রাড়্বিবাক-স্তস্য করচিহ্নেন যুক্তং তদ্রাজসাক্ষিকম্। রাজা মুদ্রাকর-ণেন সাক্ষী যস্মিন্ তৎরাজসাক্ষিকম্।"

অর্থাৎ রাজসভায় রাজকর্ত্তৃক নিযুক্ত কায়স্থ দ্বারা লিখিত এবং প্রাড়্বিবাকের করচিহ্নিত অথবা রাজমুদ্রা দ্বারা চিহ্নিত যে লেখ্য তাহাই রাজসাক্ষিক। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

"চাটতস্করদুর্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজারক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥"যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩৫।

'কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ।' শূলপাণিকৃত টীকা।

কায়স্থ=রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী। মিতাক্ষরায় কায়স্থের এইরূপ অর্থ আছে ;—

"কায়স্থাঃ গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষতো রক্ষেৎ তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাৎ।"

কায়স্থ অর্থাৎ গণক ও লেখক। তাহাদিগের দ্বারা উৎপীড়িত প্রজাদিগকে রাজা বিশেষতঃ রক্ষা করিবেন। কারণ তাহারা (কায়স্থেরা) রাজার অতি প্রিয়পাত্র হওয়ায়, অতিমায়াবী ও দুর্দ্ধর্ষ।

বৃহৎ পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে—

"শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যু হিতৈষিণঃ॥"

বৃহৎপরাশর ১০। ১০।

শুচি, বিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও মুদ্রাকরান্বিত ব্রাহ্মণকে এবং সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী লেখক কায়স্থকে [ইত্যাদি]

উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজদিগের সময় রাজকর্ম্মচারী রাজলেখকরূপে অভিহিত ছিলেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থের বর্ণসম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা উল্লেখ না থাকিলেও তাহাদিগের আচার ব্যবহার দ্বারা বর্ণ-নির্ণীত হইতে পারে। প্রথমতঃ যাঁহারা কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের কথা স্বীকার করিয়া দেখা উচিত যে কায়স্থ জাতি ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র জাতি কি না?

মনু প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই শূদ্রজাতির দ্বিজাতিশুশ্রূষা ও শিল্পকার্য্যই একমাত্র উপজীবিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এমন কি স্মৃতিশাস্ত্রমতে শূদ্রকে স্পর্শ করাও দোষাবহ। যথা—

"তস্মাত্তানি ন শূদ্রায় স্পৃষ্টব্যানি যুধিষ্ঠির।
সর্ব্বং তচ্ছূদ্রসংস্পৃষ্টং ন পবিত্রং ন সংশয়ঃ॥
লোকে ত্রীণ্যপবিত্রাণি পঞ্চামেধ্যানি ভারত।
শ্বা শূদ্রশ্চ শ্বপাকশ্চেত্যপবিত্রাণি পাণ্ডব॥"

বৃদ্ধগৌতম ২১। ১৯-২০।

হে যুধিষ্ঠির! শূদ্রগণকে স্পর্শ করা উচিত নহে। কারণ এই সকল শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে অপবিত্র হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে পাণ্ডব! কুকুর, শূদ্র ও শ্বপাক এই তিন অপবিত্র।

রাজসভায় বসিয়া শূদ্রের লেখাপড়ার কথা কোন স্মৃতি বা পুরাণে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কায়স্থেরা রাজসভায় বসিয়া লেখকের কার্য্য করিত, সুতরাং স্মৃতি মানিলে রাজসভায় নিযুক্ত কায়স্থগণ কোন ক্রমে শূদ্র হইতে পারেন না। বিশেষতঃ রাজসভায় নিযুক্ত লেখক-গণ রাজার অষ্টাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যথা—

"রাজা সৎপুরুষঃ সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণকলেখকৌ।
হিরণ্যমগ্নিরুদকমষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ॥"

নারদসংহিতা ১।১৫।

প্রাড়্‌বিবাক, সভ্যগণ, শাস্ত্র, গণক, লেখক, স্বুবর্ণ, অগ্নি ও জল এই আটটি রাজার অঙ্গ। উক্ত শ্লোকের টীকায় কল্যাণভট্ট লেখকের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

"ভাষোত্তরক্রিয়াজয়পত্রাদিলেখনোপযোগী"।

ব্যবহারমাতৃকার একস্থলে লিখিত আছে—

"লিখিতং লক্ষণজ্ঞেন যুক্তিন্যায়ৈকবর্ত্মনা।
অর্থতো গ্রন্থতশ্চৈব মন্তব্যমব্যভিচারাৎ॥" ৪।১৩৬।

কায়স্থকে যদি রাজসভাস্থ লেখক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এই জাতি যে শূদ্র নয়, তাহা স্থির।

মিতাক্ষরায় কায়স্থের অপর অর্থ রাজার প্রিয়পাত্র গণক লিখিত হইয়াছে। ব্যাস রাজসভাস্থ গণকের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ত্রিস্কন্ধং জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুটপ্রত্যয়কারকম্।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ॥"

বৈজয়ন্তীধৃত ব্যাসবচন।

রাজা ত্রিস্কন্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্, স্ফুটপ্রত্যয়কারী এবং বেদবিদ্ এরূপ গণককে নিযুক্ত করিবেন।

মহাভারতের সময়েও উক্ত গণক ও লেখকেরাই রাজার আয় ব্যয় পরিদর্শন করিত। যথা—

"কচ্চিচ্চায়ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্ব্বে গণকলেখকৌ।
অনুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বাহ্নে নিত্যমায়ব্যয়ং তব॥"

সভাপর্ব্ব ৪র্থঃ।

হে রাজন্! আয়ব্যয়বিষয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখক, পূর্ব্বাহ্নে আপনার আয় ব্যয় পরিদর্শন করিয়া থাকে।

এক্ষণে যদি মিতাক্ষরার প্রমাণানুসারে কায়স্থকে গণক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও কায়স্থকে শূদ্রজাতি বলা যাইতে পারে না। গণক বেদে অধিকারী, শূদ্রের কোনকালে বেদে অধিকার নাই।

এখন স্থির হইল, কায়স্থ শূদ্র নয়, কিন্তু দ্বিজাতির অন্তর্গত।

বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন—

"লেখকঃ প্রাড়্‌বিবাকশ্চ সভ্যাশ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।
নৃপে পশ্যতি তৎকার্য্যং সাক্ষিণঃ সমুদাহৃতঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবহার ৬৮ শ্লোকে মিতাক্ষরা।

রাজা তাহাদের কার্য্য দেখেন বলিয়া লেখক, প্রাড়্‌বিবাক ও সভ্যগণ রাজসাক্ষী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

উপরোক্ত শ্লোকদ্বারা জানা যাইতেছে যে পূর্ব্বকালে ধর্ম্মাধিকরণে লেখকেরাও রাজসাক্ষী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত রাজসাক্ষীর এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনান্বিতাঃ॥
ত্র্যবরাঃ সাক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াপরাঃ।"

যাজ্ঞবল্ক্য ২।৬৮।

শূদ্রজাতি ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত হইতে পারিত না। মহর্ষি কাত্যায়নের মতে—

"ব্রাহ্মণো যত্র ন স্যাত্তু ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

মিতাক্ষরা, কেশববৈজয়ন্তী (৬অঃ) ও কুল্লূকধৃত কাত্যায়নবচন।

যেখানে ব্রাহ্মণ নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্য নিযুক্ত করিবেন, শূদ্র কখন নিযুক্ত করিবেন না। (১)

উপরোক্ত প্রমাণদ্বারাও রাজসভায় নিযুক্ত কায়স্থ কখন শূদ্র হইতে পারে না।

মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথিও কায়স্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

"রাজাগ্রহারশাসনান্যেককায়স্থ-হস্ত-লিখিতান্যেব প্রমাণী ভবন্তি।" অর্থাৎ

রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর-ভূম্যাদির শাসন যাহা এক কায়স্থের হস্ত লিখিত, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

বাস্তবিক, অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজদিগের সময়ে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বকালে রাজা শাসনদ্বারা যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণাদিকে দান করিতেন, সেই শাসনপত্রে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের নাম প্রকাশ থাকিত। এতদ্‌সম্বন্ধে মিতাক্ষরায় এই বচনটী উদ্ধৃত দেখা যায়।—

(১) মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

"যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥
যদ্রাষ্ট্রং শূদ্রভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজম্।
বিনশ্যত্যাশু তৎকৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতম্॥"

মনুসংহিতা ৮।২১-২২ শ্লোঃ।

যে রাজার রাজ্যে শূদ্র ধর্ম্ম বিচার করে, সে রাজার রাজ্য পঙ্কে নিমগ্ন গোর ন্যায় শীঘ্রই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। যে রাষ্ট্র শূদ্রভূয়িষ্ঠ, নাস্তিকাক্রান্ত, দ্বিজাতিশূন্য, দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধিপীড়িত সেই রাজ্য আশু বিনষ্ট হয়।

"সন্ধিবিগ্রহকারীতু ভবেদ্যস্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্রাজশাসনম্॥"

আচারোধ্যায় ৩১৯ শ্লোঃ

সন্ধিবিগ্রহকারী লেখক নৃপতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজশাসন লিখিবেন।

ইতিপূর্ব্বে মেধাতিথির উক্তি দ্বারা জানা গিয়াছে যে কায়স্থেরাই রাজশাসন লিখিত, এখন মিতাক্ষরাধৃত বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে সেই লেখকই সন্ধিবিগ্রহকারী বা সান্ধিবিগ্রহিক। এখন দেখা যাউক, সান্ধিবিগ্রহিক কাহাকে বলে—

"সান্ধিবিগ্রহিকঃ কার্য্যঃ ষাড়্গুণ্যাদি বিশারদঃ।"

অগ্নিপুরাণ ২২০।৩।

সান্ধিবিগ্রহিক ষাড়্গুণ্যাদি বিশারদ হইবে। ঐ ষড়্-গুণ কি কি? মনুসংহিতার মতে—

"সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড়্গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা॥"

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় এই ছয় গুণ রাজার সতত স্থিরভাবে চিন্তা করা উচিত।

সন্ধিবিগ্রহাদি উক্ত ছয় গুণ যে ব্যক্তি ভালরূপে অবগত আছেন এবং তদনুসারে যে কার্য্য করিতে পারদর্শী, তাহাকেই সান্ধিবিগ্রহিক বলা যায়। (২)

মনুর মতে রাজা বা সুপণ্ডিত মন্ত্রী ঐ ষড়্গুণ বিশারদ হইবেন। কিন্তু সান্ধিবিগ্রহিক একটি স্বতন্ত্র উচ্চ সচিবের পদ, মন্ত্রী ও সেনাপতির পরই গণনা করা যাইতে পারে। যতদূর দেখা হইয়াছে, তাহাতে বলা যাইতে পারে ক্ষত্রিয়েরই এই পদে অধিকার। মহর্ষি হারীত নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"রাজ্যস্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজাধর্ম্মেণ পালয়ন্।
কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যগ্ যজেদ্‌যজ্ঞান্ যথাবিধি॥
নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা॥
ধর্ম্মেণ যজনং কার্য্যমধর্ম্মপরিবর্জ্জনম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োঽপ্যেবমাচরন্॥"

হারীতস্মৃতি ২ অঃ॥

ক্ষত্রিয় রাজ্যস্থ হইলেও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সম্যক্ অধ্যয়ন এবং যথাবিধি যজ্ঞ করিবেন। নীতিশাস্ত্রোক্ত অর্থে পটু ও সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ হইবেন এবং দেব-ব্রাহ্মণ-ভক্ত ও পিতৃকার্য্যে রত থাকিবেন। ধর্ম্মানুসারে যজন ও অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিবেন। ক্ষত্রিয় পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণ করিয়া উত্তম গতি লাভ করেন।

মনু বলিয়াছেন—

"তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।"

মনুসংহিতা ৭।৫৬।

'তৈ র্বুদ্ধিসচিবৈর্মুখ্যৈশ্চার্থাধিকারিভিঃ সহ সামান্যং যন্নাতিরহস্যং তচ্চিন্তয়েৎসন্ধিবিগ্রহং কিং সন্ধিঃ সম্প্রতি যুক্তো অথ বিগ্রহঃ?। উভয়ত্র গুণদোষান্ বিচারয়েৎ।'

ইতি মেধাতিথিভাষ্য।

রাজা সন্ধিবিগ্রহাদি ঐ সকল বুদ্ধিমান্ সচিববর্গের সহিত সদ্‌যুক্তি ও সৎপরামর্শ করিবেন।

এখানে মনুর উক্তিতেও জানা যাইতেছে বুদ্ধিমান্ সচিব ও রাজাই সন্ধিবিগ্রহনির্ণয়ে অধিকারী। এখন দেখা আবশ্যক যে সকল সচিব সন্ধিবিগ্রহাদিতে অধিকারী তাহাদের কিরূপ গুণ থাকা উচিত।

"মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥"

মনু ৭।৫৪।

প্রতিষ্ঠালাভকারী, বেদাদিধর্ম্মশাস্ত্রেপারদর্শী, স্বয়ং শূর ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ এবং সৎকুলোদ্ভব এইরূপ গুণী সাত বা আটজন মন্ত্রী প্রত্যেক রাজার থাকা আবশ্যক।

বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন—

"এবং মন্ত্রিণঃ পূর্ব্বং কৃত্বা তৈঃ সার্দ্ধং রাজ্যে সন্ধিবিগ্রহাদি-লক্ষণং কার্য্যঞ্চিন্তয়েৎ। সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ অনন্তরং তেষামভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা সকলশাস্ত্রার্থবিচারকুশলেন ব্রাহ্মণেন পুরোহিতেন সহ কার্য্যং বিচিন্ত্য ততঃ স্বয়ং বুদ্ধ্যা কার্য্যং চিন্তয়েৎ।"

(মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়ে ৩১১ শ্লোকে)

মিতাক্ষরার উক্ত বচনদ্বারা বোধ হইতেছে যে, রাজা যে ৭।৮ জন সচিবের সহিত সন্ধিবিগ্রহাদিচিন্তা করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, কারণ ব্রাহ্মণের সহিত তৎপরে কি কি পরামর্শ করিবেন, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [যাজ্ঞবল্ক্য ১ অঃ। ৩১২ শ্লোঃ] ইতিপূর্ব্বে হারীতের বচন

(২) পাশ্চাত্য ও এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সান্ধিবিগ্রহিকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। "It is a noticeable fact that the সন্ধিবিগ্রহী or Minister of war and peace, and the Secretary, were always *Kayasthas*, or men of the writer-caste. This not only occurs in the Kataka plates: but in grants or inscriptions found in Ceylon and Central India."

Indian Antiquary Vol. V. p. 57.

"মহাসান্ধিবিগ্রহিক—A great officer for making treaties and declaring war. This officer or his subordinate is deputed at the end of the grant to give effect to it."

Journal Asiatic Society of Bengal, 1875, Pt. I. p. I.

"Secretary for foreign affairs."

Tawney's Kathasarit Sagara, Vol. p. 383.

দ্বারা সন্ধিবিগ্রহাদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে সন্ধিবিগ্রহকারী কায়স্থ স্মৃতির মতে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন্ বর্ণ হইতে পারেন? (৩)

(৩) ১, এখনকার মুদ্রিত ব্যাসসংহিতায় লিখিত আছে—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ। ১০
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদচণ্ডালদাসশ্বপচকোলকাঃ। ১১।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্।" ১২। ১ অঃ।

বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোলজাতি এবং যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, ইহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজ জাতির সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলেই সূর্য্য দর্শন করিতে হয়।

উপরোক্ত বচন দ্বারা অনেকে কায়স্থ জাতিকে অন্ত্যজ মনে করিতে পারেন, কিন্তু কায়স্থ যে অন্ত্যজ অথবা শূদ্র নয়, তাহা অপরাপর স্মৃতি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ১৬৫৬ সম্বতে লিখিত এবং ১৪০৯ শকে লিখিত দুইখানি ব্যাসসংহিতার প্রাচীন হস্তলিপিতে

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকার কুটুম্বিনঃ।"

এই শ্লোকটি একেবারে নাই, ইহাতে অনুমিত হয় যে ঐ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক সময়ে লিখিত।

যমসংহিতার মতে—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ।" যম সং ৫৪ শ্লোঃ।

ধোবা, চামার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল এই সপ্তজাতি অন্ত্যজ।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

"অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্‌যস্য বেশ্মনি।
সম্যগ্ জ্ঞাত্বা তু কালেন দ্বিজাঃ কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্। ১
চান্দ্রায়ণং পরাকো বা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্।" ৩য় অঃ।

অন্ত্যজ জাতি অজ্ঞাতভাবে কোন দ্বিজাতির গৃহে বাস করিলে সেই দ্বিজাতি সম্যক্‌রূপ জানিয়া তাহাকে অনুগ্রহ করিবেন এবং স্বয়ং চান্দ্রায়ণ ও পরাকব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

যদি কায়স্থগণ প্রকৃত ঐরূপ অস্পৃশ্য জাতি হইত, তাহা হইলে প্রাচীন হিন্দুরাজগণ কখনও তাহাদিগকে রাজসভায় স্থান দিতেন না।

ব্যাসসংহিতার যে বচনটি প্রক্ষিপ্ত বলা হইল, তাহার সমর্থনে ব্যাসসংহিতার অন্য বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যথা—

"নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ।
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্ত্বান্নং নৈব দুষ্যতি।" ৩ অঃ, ৫০ শ্লোঃ।

নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, দাস ও গোপ শূদ্র হইলেও ইহাদিগের অন্নভোজন করিলে দোষ হয় না। (মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরস্মৃতিতেও এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে।)

যে ব্যাস নাপিত ও গোপের অন্নভোজন দোষাবহ নহে, বলিতেছেন, সেই ব্যাস কখনই নাপিত ও গোপকে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

অতএব এখনকার মুদ্রিত ব্যাসোক্ত শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

মহারাজাধিরাজ কোণ্ডনায়কপুত্র কেশবনায়কপ্রোৎসাহিত বারাণসীবাসী ধর্ম্মাধিকারিশ্রীরামপণ্ডিতাত্মজ নন্দপণ্ডিত-বিরচিত "বৈজয়ন্তী" নাম্নী বিষ্ণুস্মৃতিবিবৃতি মধ্যে ব্যাসের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও কায়স্থের উল্লেখ আছে—

"স্বহস্ত কালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্।
স্থানবংশানুবর্ত্তী চ দেশগ্রামমুপাগতান্।
ব্রাহ্মণাংস্তু তথা চান্যান্ত্রস্থধিকৃতানপি।
কুটুম্বিনোঽথ কায়স্থান্ দূতবৈদ্যমহত্তরান্।" (বৈজয়ন্তী ৬ অঃ)

উপরোক্ত ব্যাস বচনে কায়স্থ অন্ত্যজ বা নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া অভিহিত হয় নাই।

২, ঔশনসধর্ম্মশাস্ত্র নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে (এখানি উশনাস্মৃতি নয়), ঐ গ্রন্থে কায়স্থসম্বন্ধে একটি বচন আছে—

"কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ।
কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথকৃন্তনম্।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ।"

ঔশনসধর্ম্মশাস্ত্র ৩৪-৩৫ শ্লোক।

উক্ত শ্লোকদ্বারাও কায়স্থজাতির বর্ণ সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারা যায় না।

৩, কোন কোন গ্রন্থকার এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতু-
স্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ
কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ।"

এই বচনটি কেহ যমস্মৃতির, কেহ মহাকালসংহিতার আবার কেহ ভবদেবভট্ট ধৃত হারীতের বচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা উক্ত কোন পুস্তকে ঐ বচনটির নিদর্শন পাইলাম না, সুতরাং কাহারও স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই বোধ হয়।

৪, শব্দকল্পদ্রুমের দ্বিতীয় ও নাগরাক্ষর-সংস্করণে আপস্তম্বশাখা হইতে এই বচন কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

"বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগমণ্ডলে।
চৈত্ররথস্তুতস্তত্র যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ।
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞঃ চিত্রকূটাচলাধিপঃ।"

উক্ত প্রমাণগুলি আপস্তম্বশাখা অথবা আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র, আপস্তম্বগৃহ্যসূত্র, আপস্তম্বগৃহ্যপ্রয়োগ, আপস্তম্বসংহিতা, আপস্তম্বপ্রয়োগ, আপস্তম্বসূত্র; এতদ্ভিন্ন বিশ্বেশ্বর ভট্টবিরচিত আপস্তম্বপদ্ধতি, গঙ্গাভট্ট বিরচিত আপস্তম্বপ্রয়োগসার, সুদর্শনরচিত আপস্তম্বসূত্রসংগ্রহ, লঘু আপস্তম্ব প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া গেল না, ঐ কয়েকটি শ্লোকের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল।

পুরাণের মত। এখন দেখা যাউক, পুরাণে কায়স্থ জাতি কিরূপভাবে অভিহিত হইয়াছে

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে দেখা যায়—

"ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসাঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীর-সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥"

সৃষ্টিখণ্ড ৩। ১৪৯ শ্লোঃ।

অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যান আরম্ভ করিলে মানসপ্রজাগণ উৎপন্ন হইল; পরে তাঁহার গাত্র হইতে শরীরোৎপন্ন কায়স্থ ও করণজাতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ উৎপন্ন হইলেন।

উক্ত শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে কায়স্থজাতি করণের সহিত ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বোধ হয় সেইজন্য কায়স্থ নামে বিখ্যাত।

অনেকের বিশ্বাস কায়স্থ ও করণ এক জাতি। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে কায়স্থ ও করণ এই উভয়জাতির উল্লেখ থাকিলেও কোন সংহিতায় কায়স্থ ও করণ এক জাতি বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। কায়স্থ ও করণ দুইটী স্বতন্ত্র জাতি। উপসংহারে করণজাতির প্রসঙ্গ আলোচিত হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে—

"কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম্।
তত্র নাস্তি কৃপা তস্য দন্তাভাবেন কেবলম্।
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বর।
নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনা মহীতলে॥
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদরম্।
শতেষু সজ্জনঃ সোঽপি কায়স্থো নেতরৌ চ তৌ॥"

জন্মখণ্ড ৮৫। ১৩০-১৩২ শ্লোঃ।

কায়স্থজাতি অতি নির্দ্দয়, গর্ভবাসকালে কেবল দন্ত না থাকায় ঐ জাতি জননীর মাংস ভোজন করে না। ব্রজেশ্বর! মনুষ্যের মধ্যে স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক্ ও কায়স্থজাতির তুল্য ধূর্ত্ত ও দয়াহীন জগতে আর নাই। তাহাদের হৃদয় ক্ষুরধার সদৃশ, তাহাদের সমাদর নাই। কায়স্থজাতি শত ব্যক্তির মধ্যে একজন সাধু হইতে পারে, কিন্তু স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক্ ঐ দুই জাতির মধ্যে কেহই সজ্জন হইতে পারে না।

অগ্নিপুরাণে এই বচনটী পাওয়া যায়—

"সুভগা বিটভীতেব রাজবল্লভতস্করৈঃ।
ভক্ষ্যমানাঃ প্রজা রক্ষ্যাঃ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥
রক্ষিতা তদ্ভয়েভ্যস্ত রাজ্ঞো ভবতি সা প্রজা॥"

অগ্নিপুরাণ ২২৩। ১২।

রাজবল্লভ ও তস্করগণ, বিশেষতঃ কায়স্থগণ প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হইলে বিটভীতা সুভগার ন্যায় প্রজা রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরম ধর্ম্ম।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও অগ্নিপুরাণের বচন দ্বারা বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে কায়স্থেরা অতিশয় প্রজাপীড়ক, ধূর্ত্ত ও নির্দ্দয় ছিল, সেইজন্য তাহাদের হস্ত হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে স্মৃতিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থেরা রাজসভায় লেখক এবং সন্ধিবিগ্রহের কার্য্য করিত। পূর্ব্বকালে কায়স্থের হস্ত হইতেই ব্রাহ্মণাদিকে ব্রহ্মোত্তরাদি ভূমিদান, সীমানির্দ্দেশ, ছাড় প্রভৃতি শাসনপত্র লিখিত হইত এবং তাহারা উপস্থিত থাকিয়া ঐ সকল ভূম্যাদির দানকার্য্যাদি সমাধা করিত। এই গুরুভার তাহাদের হস্তে থাকায় তাহারা সুবিধামত যে যেমন লোক, তাহার নিকট তদনুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে কাতর হইত না। অনেক সময়ে অন্যায়-রূপে অর্থ সংগ্রহ করিত এবং সেইজন্য বোধ হয় অনেকেই অযথা উৎপীড়িত হইত! কায়স্থেরা রাজার অতি প্রিয়পাত্র ছিল বলিয়া তাহাদের কোন অনিষ্টাচরণ করিতে কোন জাতি সাহসী হইত না, সুতরাং তাহাদের ঐ সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই রাজার প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের হস্তে রাজ্যের গুরু ভার থাকায় তাহাদের উপর রাজার বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার আদেশ করা হইয়াছে। কারণ তাহাদের উপর রাজার বিশেষ দৃষ্টিপাত না থাকিলে, তাহারা আপন ইচ্ছানুসারে শাসনপত্র দ্বারা একজনের ভূমি অপরকে দান করিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত, পিতৃপিতামহগত জন্মস্থান হইতে নির্ব্বাসিত ইত্যাদিরূপ নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটাইতে পারে এবং তাহাতে রাজ্যেরও ঘোর অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কায়স্থ জাতির প্রতি কটাক্ষ করিবার পরই লিখিত হইয়াছে—

"সীমাপহারী দুষ্টশ্চ ভূমিচৌরশ্চ হিংসকঃ।
ভূমিদানাপহারী চ কালসূত্রং ব্রজেদ্ধ্রুবম্॥" জন্মখণ্ড ৮৫। ১৩৪।

সীমাঅপহরণকারী, দুষ্ট, ভূমিচৌর, হিংসাকারী এবং যে ভূমিদান অপহরণ করে, সে নিশ্চয়ই কালসূত্র নরকে গমন করে।

এ জন্যই মনু বিধি করিয়াছেন—

"কূটশাসনকর্ত্তৄংশ্চ * প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।
স্ত্রীবালব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাদ্দ্বিট্‌সেবিনস্তথা॥

* 'কূটশাসনস্য কর্ত্তারো যন্নৈব রাজ্ঞাদিষ্টং তদ্রাজকৃতমিতি বদন্তি।

অমাত্যাঃ প্রাড়্বিবাকো বা যৎকুর্য্যুঃ কার্য্যমন্যথা।
তৎ স্বয়ং নৃপতিঃ কুর্য্যাৎ তান্ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ॥"
মনুসংহিতা ৯। ২৩৪।

মিথ্যারাজাজ্ঞাপত্রলেখক, প্রকৃতিবর্গের ভেদকারী, স্ত্রী-বালক ও ব্রাহ্মণহন্তা এবং শত্রুসেবীকে রাজা বধ করিবেন। অমাত্য অথবা প্রাড়্বিবাক যদি কোন অর্থী প্রত্যর্থীর অভিযোগ অযথা নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তবে রাজা স্বয়ং ঐ অভিযোগের পুনর্ব্বিচার করিবেন এবং অন্যায় বিচারকারী-দিগকে সহস্রগুণ দণ্ড করিবেন।

বাস্তবিক সন্ধিবিগ্রহকারী কায়স্থগণ সকলেই যে উক্ত প্রকার অত্যাচারী ছিল, তাহা নয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের 'শতেষু সজ্জনঃ সোঽপি কায়স্থঃ' এই বচন দ্বারা উক্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইতেছে। মিতাক্ষরার মতে, কায়স্থেরা রাজার অতি প্রিয়পাত্র, অতি মায়াবী ও অতি দুর্দ্ধর্ষ। অতি প্রিয়পাত্র বলিয়া রাজকর্ম্মচারী কায়স্থের উপর রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। তাই বোধ হয় যাজ্ঞবল্ক্য কায়স্থশব্দ উল্লেখের পরই বলিয়াছেন—

"যে রাষ্ট্রাধিকৃতা স্তেষাং চারৈর্জ্ঞাত্বা বিচেষ্টিতম্।
সাধূন্ সম্পালয়েদ্রাজা বিপরীতাংস্তু ঘাতয়েৎ॥"
যাজ্ঞবল্ক্য ১। ৩৩৮।

রাজা যাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, গোয়েন্দা দ্বারা তাহাদিগের আচরণ জানিয়া যাহারা সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাঁহাদিগকে সম্মানিত এবং যাহারা অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন।

কমলাকরভট্ট শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ড হইতে এই কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্॥
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎ কর্ম্ম-লেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রহ্মণাঽতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্ন্যোর্যজ্ঞভুক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥" (৪)

ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্ন হইলে ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে এক সুন্দর পুরুষ বাহির হইলেন, তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত, প্রাণিগণের সদসৎকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি ধর্ম্ম-রাজের নিকট নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা দেবাগ্নি মধ্যে সেই ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানী পুরুষকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা ভোজনকালে ঐ পুরুষকে আহুতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি কায়স্থ জাতি * নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার বংশসম্ভূত কায়স্থগণ নানা গোত্রে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন। (৫)

রাজ্ঞাকৃতেতি পত্রকং রাজাধিকৃতলেখকলিখিতমস্তি। শাসনং রাজাদেশ সম্বাধশাসনঃ তৎ কূটং কুর্ব্বন্তি পালয়ন্তি।' ইতি মেধাতিথি।

(৪) উক্ত শ্লোকগুলি ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত পদ্ম-পুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের ৫ খানি হস্তলিপিতে পাওয়া গেল না। উক্ত শ্লোক-গুলি মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত অথবা প্রক্ষিপ্ত কি না? তৎপক্ষে বিল-ক্ষণ সন্দেহ রহিল। কমলাকরভট্ট-বিরচিত নির্ণয়সিন্ধুপাঠে জানা-যায়, তিনি ১৬১২ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং অন্যূন আড়াইশত বর্ষের পূর্ব্বে তাঁহারই রচিত শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব শ্লোকগুলির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে তিনিই দায়ী।

* শ্রদ্ধাস্পদ তারানাথ বাচস্পতির বাচস্পত্য অভিধানে—

"ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে।" এইরূপ পাঠ আছে, উক্ত বচন অনুসারে কেহ কেহ কায়স্থকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চমবর্ণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বাচস্পত্যের এই পাঠ সঙ্গত নয়, এস্থলে কমলা-করের পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত পঞ্চমবর্ণ নাই।—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।" মনু ১০। ৪।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি এবং সংস্কারবিহীন শূদ্র একজাতি, এই চারিবর্ণ, এতদ্ব্যতীত পঞ্চমবর্ণ নাই।—সুতরাং কায়-স্থকে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলা যাইতে পারে না।

(৫) "চিত্রগুপ্ত কথা" নামে তিনখানি হস্তলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, ঐ তিনখানি হস্তলিপির প্রথম আরম্ভ ২ শ্লোক ব্যতীত আর প্রায় সকল শ্লোকে ঐক্য আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ তিন পুথির বর্ণনীয় বিষয় এক এবং শ্লোকে শ্লোকে মিল হইলেও প্রথম হস্তলিপির শেষে "ইতি ভবিষ্যোত্তরপুরাণে চিত্রগুপ্তকথা,' দ্বিতীয় হস্তলিপিতে "ইতি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চিত্রগুপ্তকথা," এবং তৃতীয় হস্তলিপির সমাপ্তি পুষ্পিকায় "ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চিত্রগুপ্তকথা সমাপ্তা' এইরূপ লিখিত আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও পদ্মপুরাণে-উত্তরখণ্ড-নামধেয় যে দুইখানি হস্ত লিপি আছে, তাহার প্রারম্ভ শ্লোক এই—

অশ্বঋষি উবাচ।

মুনে কথয় ধর্ম্মজ্ঞ কায়স্থানাঞ্চ সম্ভবম্।
কায়স্থানাং কুতো জন্ম তেষাং কথয় সুব্রত।১।
এতৎ সর্ব্বসমাসেন ধর্ম্মজ্ঞোসি মনো মম।"

ভবিষ্যোত্তর আখ্যাত হস্তলিপির প্রারম্ভ শ্লোক এই—

সূত উবাচ।

সন্তাত্রেযং মুনিবরং তপসা দিব্যরূপিণম্।
উপগম্য সদাচারঃ পপ্রচ্ছেদং যুধিষ্ঠিরঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কেন পুণ্যব্রতেনৈব দানেন তপসা মুনে।
স্বর্গং যান্তি মহাত্মানস্তন্মে কথয় সুব্রত ॥

প্রথম শ্লোক দুইটি ব্যতীত অপর শ্লোকগুলি বাচস্পত্য অভিধান এবং শব্দকল্পদ্রুমের দ্বিতীয় ও নাগরাক্ষরসংস্করণে ভবিষ্যপুরাণীয় বচন বলিয়া প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাদ্মোত্তরখণ্ড, ভবিষ্য, ভবিষ্যোত্তর ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর এই চারিখানিরই বিভিন্ন স্থানের ৪।৫খানি মূল হস্তলিপি দেখা হইল, কিন্তু কোন মূল গ্রন্থে উক্ত চিত্রগুপ্ত কথা ও ইহার শ্লোকগুলির নিদর্শন পাওয়া গেল না। আজকাল যেমন রাধাহৃদয়, কালহস্তীমাহাত্ম্য, শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্য প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও সেগুলি মূল ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণের অন্তর্গত নয়। [বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মুখবন্ধে মন্তব্য দেখ।] সেইরূপ উক্ত "চিত্রগুপ্তকথা" বিভিন্ন পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত হইলেও উহা যে মূল পুরাণ রচিত হইবার বহুকাল পরে লিখিত এবং মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত নয়, তাহা স্থির। নারদীয়পুরাণের পূর্ব্বভাগে পদ্ম, ভবিষ্য ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবর্ণিত বিষয়ের অনুক্রমিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও ঐ সকল পুরাণমধ্যে যে চিত্রগুপ্ত ব্রতকথা আছে, এখন কোন কথা লিখিত হয় নাই। সুতরাং এরূপ হস্তলিপির উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন কায়স্থ জাতির প্রকৃততত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। কেবল যাহারা চিত্রগুপ্তব্রত করিয়া থাকেন এবং করিতে অভিলাষী, তাহাদের-কৌতূহল নিবারণার্থ "চিত্রগুপ্ত কথা" অনুবাদসহ উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের পর হইতে উদ্ধৃত হইল।

দত্তাত্রেয় উবাচ।

ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্ত্যং মুনিপুঙ্গবম্।
উপসঙ্গম্য পপ্রচ্ছ ভীষ্মঃ শস্ত্রভৃতাম্বরঃ।
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং তথৈব চ।
সম্ভবঃ সঙ্করাদীনাং শ্রুতো বিস্তরতো ময়া ॥
কায়স্থ ইতি যে লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
ভূয় এব মহাবাহো। শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥
বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ দেবপিতৃপরায়ণাঃ।
সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ।
পোষ্টারো নিজবর্ণানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে ॥
এতন্মে সংশয়ং বিপ্র। বক্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ইতি পৃষ্টো মুনি প্রাহ গাঙ্গেয় শৃণু তত্ত্বতঃ।

পুলস্ত্য উবাচ।

শৃণু গাঙ্গেয় বক্ষ্যামি তেষামপি চ কারণম্।
ন শ্রুতং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং তন্মে কথয়তঃ শৃণু ॥
যেনেদং সকলং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
উৎপাদ্য পাল্যতে ভূয়ো নিধনায় প্রকল্প্যতে ॥
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যথাঽসৃজৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো ॥

মুখতো ব্রাহ্মণো জাতো বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়স্তথা।
উরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ সমুদ্ভবঃ ॥
দ্বিচতুঃষট্‌পদাদীংশ্চ সপ্রবঙ্গসরীসৃপান্।
এককালেঽসৃজৎ সর্ব্বং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাংস্তথা ॥
এবং বহুবিধানেন বিশ্বমুৎপাদ্য ভারত!।
উবাচ তং সুতং শ্রেষ্ঠং কশ্যপং চাতিতেজসম্ ॥
প্রযত্নেন চিরং পুত্র জগৎ পালয় সুব্রত।
ইত্যাজ্ঞাপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং ঋষিসম্ভবহেতুকম্ ॥
ততস্তু ব্রহ্মণা তেন যৎকৃতং তন্নিবোধ মে।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
স সমাধিং সমাধায় স্থিতোঽভূৎ কমলাসনে ॥
স্থিতে সমাধৌ সকলং যদ্ভূতং তদ্বদামি তে।
তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ ॥
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ ॥
নিঃসৃতা দর্শনে তস্থৌ ব্রাহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তমঃ সুবিচিত্রাঙ্গো ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ ॥
ত্যক্ত্বা সমাধিং গাঙ্গেয়! তং দদর্শ পিতামহঃ।
অধোর্দ্ধমস্তিরীক্ষ্যাথ পুরুষঞ্চাগ্রতঃ স্থিতম্ ॥
পপ্রচ্ছ কো ভবানগ্রে তিষ্ঠতে পুরুষোত্তম।
ইতিপৃষ্টো ঽব্রবীত্তীম ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্ ॥

পুরুষ উবাচ।

উৎপন্নো বিধিনা নাথ ত্বচ্ছরীরান্ন সংশয়ঃ।
নামধেয়ং হি মে তাত! বক্তুমর্হস্যতঃ পরম্।
যথোচিতঞ্চ যৎকার্য্যং তৎ ত্বং মামনুশাসয় ॥

পুলস্ত্য উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজম্।
প্রহৃষ্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ ॥
স্থিরমাধায় মেধাবী ধ্যানস্থশ্চাপি সুন্দরঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা ॥
স্থিতির্ভবতু তে বৎস! মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্।
ক্ষত্রবর্ণোচিতোধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি ॥
প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভারসমাহিতঃ।
তস্মৈ দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥

পুলস্ত্য উবাচ।

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণুতান্ কথয়ামি বৈ।
গৌড়াখ্যা মথুরাশ্চৈব ভট্টনাগরসেনকাঃ ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যা শৈকসেনাস্তথৈবচ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাদ্যা নরাধিপ ॥

পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকজ্ঞশ্চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ॥
ভূয়স্তান্ বোধয়ামাস সর্ব্বসাধনমুত্তমম্।
পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৄনাং যজ্ঞসাধনম্॥
বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বদাতিথিসেবনম্।
প্রজাভ্যঃকরমাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিলোচনম্।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন পুত্রাঃ! স্বর্গস্য কাম্যয়া॥
যা মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিশ্চণ্ডী চণ্ডপ্রকর্ষিণী।
তস্যাস্তু পূজনং কার্য্যং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥
স্বর্গাধিকারমাসাদ্য যতোযজ্ঞভুজঃ সদা।
ভবদ্ভিঃ সা সদা পূজ্যা মিষ্টান্নৈশ্চ সুরাদিভিঃ॥
ভবতাং সিদ্ধিদা নিত্যং পুত্রদা সা তু চণ্ডিকা।
তথাচোক্তা সুরাপেয়া যানপেয়া দ্বিজাতিভিঃ॥
বৈষ্ণবং ধর্ম্মমাশ্রিত্য মদ্বাক্যং প্রতিপালয়।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন লোকত্রয়হিতায় বৈ॥
অনুশিষ্য সুতানেবং চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ।
ধর্ম্মরাজস্যাধিকারী চিত্রগুপ্তো বভূবহ॥
এবং ভীষ্ম! সমুৎপন্নাঃ কায়স্থা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যে শ্রেষ্ঠাস্তে ময়া খ্যাতাঃ সংবাদং শৃণু তৎপরম্॥
অহং তে কথয়িষ্যামি বিচিত্রং পরমাদ্ভুতম্।
প্রভাবং চিত্রগুপ্তস্য সমুদ্ভূতং যথা পুনঃ॥

পুলস্ত্য উবাচ।

সৌদাসো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।
সদা পাপরতঃ সোঽথ ধর্ম্মাধর্ম্মং নবিন্দতি॥
স যথা স্বর্গমাসাদ্য লেভে পুণ্যফলং শৃণু।
সর্ব্বপাপো দুরাচারঃ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ॥
রাজনীতিগতং ধর্ম্মং ন জানাতি কথঞ্চন।
স্বদেশে বাদয়ামাস ডিণ্ডিমং স নরাধিপঃ।
ন দাতব্যং ন যষ্টব্যং দৈবং পিত্র্যং কদাচন॥
আতিথ্যজপকর্ম্মাণি তপঃ সাধনমুত্তমম্।
ন কর্ত্তব্যং নরৈঃ কাপি ময়াজ্ঞপ্তে মহীতলে।
এবমাজ্ঞাতবাঁল্লোকে দৈবপিত্রেয়কর্ম্মণি॥
পরিত্যজ্য স্বকং দেশং ততো দেশান্তরং যযৌ।
যে কেচিদ্বসতিং চক্রুর্দেশেষু ব্রাহ্মণাদয়ঃ॥
নৈবযজ্ঞং প্রকুর্য্যুস্তে দৈবং পিত্র্যং কদাচন।
ততঃ প্রভৃতি গাঙ্গেয়! ন যজ্ঞহবনং ক্বচিৎ।
ন কোঽপি কুরুতে ভীষ্ম! পুণ্যং তব নিবেদিতম্
অগ্রহীদ্ ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ করং ধর্ম্মবিদূষকঃ॥
অহো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ শৃণু কর্ম্মবিপাকজম্।
কালেনাল্পেন গাঙ্গেয় সৌদাসো বিচরন্ মহীম্।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষেচ দ্বিতীয়া চোত্তমা তিথিঃ।
তস্যাং কার্য্যঞ্চ কায়স্থৈশ্চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
মহতা ভক্তিভাবেন ধূপদীপাদ্যলঙ্কৃতম্।
দৈবযোগাত্তথায়াতঃ সৌদাসঃ পর্য্যটন্মহীম্।
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ কস্যেদং পূজনং ক্রিয়তে শুভে।
তে উচু শ্চিত্রগুপ্তস্য পূজাকর্ম্ম শুভং নৃপ॥

রাজোবাচ।

অহমেব করিষ্যামি চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
ততশ্চ বিধিবৎ স্নানং কৃত্বা চৈব নরাধিপঃ॥
শ্রদ্ধাযুক্তশরীরেন দৃষ্ট্বা চ পূজনং ততঃ।
কৃত্বাতু পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য ভক্তিতঃ॥
গত পাপোঽভবৎ সদ্যঃ সৌদাসো ঽসৌ মহীপতিঃ।
চিত্রগুপ্তপ্রভাবেন গতো লোকং সুরালয়ম্।
ইদং বিচিত্র মাহাত্ম্যং চিত্রগুপ্তপ্রভাবজম্।
কথিতং নৃপশার্দ্দূল! কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি॥
ইত্যাকর্ণ্য ততো ভীষ্মঃ প্রত্যুবাচ মুনিং ততঃ।
বিধিনা কেন তত্রাপি পূজাকার্য্যা মহামুনে॥
কোমন্ত্রঃ কোবিধিস্তত্র সর্ব্বং তবদ মে প্রভো।
যামাসাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠ! সৌদাসঃ স্বর্গমাপ্তবান্॥

পুলস্ত্য উবাচ।

চিত্রগুপ্তস্য পূজায়া বিধানং কথয়াম্যহম্।
নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপকৈশ্চ যথাকালোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ॥
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
নানাপ্রকারৈঃ নৈবেদ্যৈঃ পট্টবস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ।
ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গৈশ্চ পটহৈশ্চৈব ডিণ্ডিভিঃ॥
চিত্রগুপ্তস্য পূজায়াং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
নবকুম্ভং সমানীয় পানীয়পরিপূরিতম্।
শর্করাপূরিতং কৃত্বা পাত্রং তস্যোপরি ন্যসেৎ॥
পূজাকালে প্রযত্নেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র কায়স্থানপি মন্ত্রবিৎ॥
মসীভাজনসংযুক্তং সদা চরসি ভূতলে।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তচিত্রগুপ্ত নমো ঽস্তুতে।
চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।
তেষাং ত্বং পালকো নিত্যং নমঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে॥
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
এবং সংপূজ্য বিধিবৎ সৌদাসো ভক্তিভাবতঃ॥
অচিরাৎ পাপসংমুক্তো রাজ্যং কৃত্বা মৃতো নৃপঃ।
নীতোঽসৌ যমদূতৈশ্চ যমলোকং ভয়ানকম্।
চিত্রগুপ্তস্তদা পৃচ্ছদ্ধর্ম্মরাজো ঽপি ভারতঃ॥

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

সৌদাসোঽসৌ দুরাচারঃ পাপকর্ম্মসদারতঃ।
যানি কানি চ পাপানি রাজাসৌ কৃতবান্ ভুবি॥
পৃষ্টোঽসৌ যমরাজেন ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদঃ।
ধর্ম্মরাজঃ ততঃ প্রাহ চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ॥
বিপাকং ধর্ম্মজং জ্ঞাত্বা তং প্রহস্যাব্রবীদ্বচঃ॥

চিত্রগুপ্তঃ উবাচ।

জানেঽহং পাপকর্ম্মাসৌ রাজায়ং বিদিতঃ সদা।
ত্বৎ প্রসাদাদহং সৌরে! পূজ্যো ঽস্মি বসুধাতলে॥

ত্বয়া দত্তং বরং মানং ভক্তস্তেঽহং সদাপ্রিয়ঃ।
ইতি জ্ঞাত্বা বদাম্যত্র রাজা পাপোঽস্তি মে মতিঃ॥
পূজাং চকার রাজাঽসৌ দৃষ্ট্বা পূজাঞ্চ মামকীম্।
অতস্তুষ্টোঽস্মি হে দেব। যাতু বিষ্ণুপদং নৃপঃ॥
যমেনাজ্ঞাপিতো রাজা বৈষ্ণবং পদমাপ্তবান্।
যে চান্যে পূজয়িষ্যন্তি চিত্রগুপ্তং মহীতলে॥
কায়স্থাঃ পাপনির্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্।
তস্মাৎ ত্বমপি গাঙ্গেয়! পূজাং কুরু বিধানতঃ॥

দত্তাত্রেয় উবাচ।

মুনের্বচনমাকর্ণ্য ভীষ্ম প্রযতমানসঃ।
চকার পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য তৎপরঃ॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়াঞ্চ ভারত।
যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ॥
অতো যমদ্বিতীয়েতি সংজ্ঞা লোকে বভূবহ।
তেনৈব ভগিনীহস্তে ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥
নিত্যং যশস্করায়ুষ্যং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্।
দানানি দাপয়েত্তস্তু ভগিন্যৈ চ বিশেষতঃ॥
কালে তত্র চ সংপূজ্য চিত্রগুপ্তঞ্চ লেখকম্।
চিত্রৈশ্চ চিত্রপুষ্পৈশ্চ রক্তচন্দনমিশ্রিতঃ।
নৈবেদ্যং দীয়তে তস্মৈ মোদকং গুড়মিশ্রিতম্॥?

ভীষ্মোক্ত প্রার্থনা যথা—

উৎপত্তৌ প্রলয়ে চৈব ত্যাগে দানে কৃতাকৃতে।
লেখকস্ত্বং সদা শ্রীমাংশ্চিত্রগুপ্তনমোঽস্তুতে॥
শ্রিয়া সহসমুৎপন্ন সমুদ্রমথনোদ্ভব।
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো! মমাদ্য বরদো ভব॥
চিত্রগুপ্তস্তু সন্তুষ্টো ভীষ্মায় চ বরং দদৌ।
মৎপ্রসাদান্মহাবাহো মৃত্যুস্তে ন ভবিষ্যতি।
স্মরিষ্যসি যদা মৃত্যুং তদা মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ॥
অনেন বিধিনা যস্তু চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
করিষ্যতি মহাবুদ্ধে তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
ইহৈব বিবিধান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা সর্ব্বান্ মনোরথান্।
অক্ষয়ং বিষ্ণুলোকঞ্চ নরো যাতি ন সংশয়ঃ॥
চিত্রগুপ্তকথাং দিব্যাং কায়স্থোৎপত্তিসংজ্ঞকাম্।
ভক্তিযুক্তেন মনসা যে শৃণ্বন্তি নরোত্তমাঃ॥
দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বে বিষ্ণুপদং যান্তি যত্র যান্তি তপোধনাঃ॥"

দত্তাত্রেয় কহিলেন—সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ মহানুভব ভীষ্ম ত্রিকালজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আমি ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি ও আশ্রম চতুষ্টয় এবং সঙ্করজাতিগণের উৎপত্তির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি। হে মুনে! লোক মধ্যে কায়স্থদিগের উৎপত্তির কথা বিশেষ বিখ্যাত। তাহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, দানশীল, পিতৃযজ্ঞপরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কাব্যালঙ্কারজ্ঞ ও স্বজনগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এ এরূপ সদ্‌গুণালঙ্কৃত কায়স্থদিগের উৎপত্তির বিষয় বিস্তারিতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সংশয় দূর করিয়া সন্তোষ বিধান করুন।" মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন—হে গাঙ্গেয়! ইতিপূর্ব্বে যাহা তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই; আমি সেই কায়স্থদিগের উৎপত্তির কারণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।—হে ভীষ্ম! যিনি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন এবং প্রলয়কালে সংহার করেন, সেই অব্যক্ত পুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা এই জগতের যেরূপ সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। হে ভারত! ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দ্বিপদ, চতুষ্পদ, ষটপদ, কীট, প্লবঙ্গম, সরীসৃপাদি প্রাণিবর্গ এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি এককালে সৃষ্টি করিলেন। তিনি এই প্রকার বহুবিধানে বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া অতি তেজস্বী আপন জ্যেষ্ঠপুত্র কশ্যপকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে পুত্র! অতি যত্নপূর্ব্বক এই জগৎ প্রতিপালন কর। ব্রহ্মা এই প্রকার সৃষ্টি বিধান করিয়া তদনন্তর যাহা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। শান্তমানস মহাত্মা কমলাসন সৃষ্টিবিধানানন্তর স্থিরচিত্তে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ১১০০০ বৎসর সমাধিস্থ হইলেন। তিনি এইরূপ সমাধি অবলম্বন করিলে যাহা হইয়াছিল তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। তদনন্তর অব্যক্তজন্মা সেই ব্রহ্মার কায় হইতে শ্যামবর্ণ, পদ্মলোচন, কম্বুগ্রীব, গূঢ়শিরা, পরমসুন্দর এক পুরুষ উৎপন্ন হইয়া, লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র হস্তে তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। হে গাঙ্গেয়! পিতামহ ব্রহ্মা সমাধিভঙ্গ করিয়া সম্মুখস্থিত ধ্যানপরায়ণ সুবিচিত্র-গঠন উত্তম পুরুষকে দর্শন করিলে, সেই পুরুষ পরমভক্তি-সহকারে ব্রহ্মার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে তাত! আমার নাম কি এবং আমার উপযুক্ত কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করুন। ভগবান্ ব্রহ্মা স্বকায়সমুদ্ভব পুরুষের সুমধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে কহিলেন, হে বৎস! আমি স্থিরচিত্ত হইয়া সুদীর্ঘ সমাধিস্থ হইলে তুমি আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এ নিমিত্ত তুমি সংসারে কায়স্থ নামে খ্যাত হইলে আর তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইল। ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারার্থ ধর্ম্মরাজের সভায় তোমার স্থান নিরূপিত হইল। তুমি তথায় অবস্থিত হইয়া ক্ষত্রবর্ণাদির ধর্ম্ম প্রতিপালন এবং পৃথিবীতে ভারসমন্বিত প্রজা সৃষ্টি কর। ব্রহ্মা এই বর দান করিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান হইলেন। হে কুরুবংশবিবর্দ্ধন! অতঃপর চিত্রগুপ্তের বংশকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভট্ট, নাগর, সেনক, গৌড়, শ্রীবাস্তব্য, মাথুর, অহিষ্ঠান, শৈকসেন এবং অম্বষ্ঠ চিত্রগুপ্তের এই উত্তম কয়েক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, মহামতি চিত্রগুপ্ত এই সকল বিচারক্ষম পুত্রগণকে দর্শন করিয়া অত্যানন্দ চিত্তে পৃথিবীমণ্ডলে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উপদেশ করিলেন। হে পুত্রগণ! তোমরা স্বর্গ কামনা করিয়া সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা, ব্রাহ্মণদিগের পালন, অতিথি সেবা এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারপূর্ব্বক প্রজাগণের করগ্রহণ করিবে এবং তোমাদিগের কর্ত্তব্য যে যত্নপূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করিয়া স্বর্গ কামনা করিবে।

মহাপুরুষেরা যে মহামায়ার প্রভাবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে

যজ্ঞাংশভোজী হন, তোমরাও সর্ব্বদা সেই চণ্ডাহয়মথিনী চণ্ডীর ধ্যানপরায়ন হইয়া ফল পুষ্প ধূপদীপাদি নানা উপচার-সহযোগে পূজা করিবে। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগের প্রতি পুত্রদাত্রী ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা হইবেন। আর দ্বিজাতির অপেয়া যে সুরা তাহাও চণ্ডিকাপূজনার্থ তোমাদিগের পেয় হইল। কিন্তু তোমরা লোকদ্বয় হিতের নিমিত্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। চিত্রগুপ্তদেব পুত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হইলেন। হে ভীষ্ম! আপনি যে আমাকে কায়স্থদিগের উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে চিত্রগুপ্তের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

পুলস্ত্য বলিলেন—"এই পৃথিবীমণ্ডলে সৌদাস নামে এক রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকায় ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করিতেন না। কিন্তু তিনি যে কারণে স্থির স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন তৎপুণ্যফল শ্রবণ করুন। ঐ সৌদাস রাজা অত্যন্ত দুরাচার, সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্মে রত, ও সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত ছিলেন। রাজনীতি কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি কোন উত্তম কর্ম্ম সাধন করিতেন না। তিনি দ্বিজাতিদিগকে দেব পিতৃকর্ম্ম ও যজ্ঞাদি কিছুই করিতে দিতেন না। স্বদেশে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া বিদেশভ্রমণে গমন করিলেন। পৃথিবীমণ্ডলে ব্রাহ্মণাদি যে কেহ বসতি করিতেন, তাঁহারা কেহই যজ্ঞহবনাদি কর্ম্ম করিতে পারিতেন না। হে ভীষ্ম! তিনি কখন কোন পুণ্যকর্ম্ম করেন নাই। সেই বিদূষক রাজা ব্রাহ্মণদিগের কর গ্রহণ করিতেন। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! তাঁহার কর্ম্মফল শ্রবণ করুন। পাপাত্মা সৌদাস কোন সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষে উত্তমা দ্বিতীয়া তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা কর্ত্তব্য বলিয়া কায়স্থেরা ভক্তিভাবে ধূপ-দীপাদি নানা উপচারে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতেছে। সৌদাস রাজা তথায় গমন করিলেন এবং তাঁহাদের পূজা দেখিয়া পরম সন্তোষে ভক্তিভাবে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করায় তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইলেন। যথাকালে মৃত্যু হইলে চিত্রগুপ্তের প্রভাবে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। অতএব চিত্রগুপ্তের বিচিত্র প্রভাব ও মাহাত্ম্য তোমাকে কহিলাম। হে নৃপশার্দ্দূল! এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন।'

ভীষ্ম মুনিবরের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে মহামুনে! কোন্ বিধানে ও কোন্ মন্ত্রে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন? যাহার পূজা করিয়া সৌদাস রাজা স্থির স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। পুলস্ত্য কহিলেন, চিত্রগুপ্তের পূজার বিধি কহিতেছি, শ্রবণ করুন। গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদি উপহার দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়া চিত্রগুপ্তের পূজা করিবেন। জলপূরিত নূতন কলসোপরি শর্করাপূর্ণ পাত্র রাখিয়া পূজান্তে দ্বিজাতিদিগকে দান করিবেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে ভোজন করাইবেন।

"হে চিত্রগুপ্ত! তুমি মসীপাত্র লেখনী ও ছেদনী হস্তে ধারণ করিয়া পৃথিবীমণ্ডলে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। হে চিত্রগুপ্ত! তোমাকে নমস্কার। তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী, তোমাকে নমস্কার। তুমি লোকসকলের নিত্যপালক, তুমি আমাকে মঙ্গল প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার করি।" মহারাজ সৌদাস ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে এইরূপ মন্ত্রদ্বারা চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করায় অচিরাৎ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যভোগান্তে মৃত্যু হইলে যমদূতেরা তাহাকে ভয়ানক যমপুরীতে আনয়ন করিল। তাহাকে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে এইরূপ কহিয়াছিলেন। "এই দুরাচার সৌদাস রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকিয়া নিরন্তর সংসারমধ্যে নানাবিধ পাপাচরণ করিয়াছেন।" ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদ মহামতি চিত্রগুপ্ত সৌদাসের কর্ম্মজনিত বিপাক জ্ঞাত হইয়া হাস্তপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে বলিলেন—

"এই সৌদাস রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত ছিলেন, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। হে সূর্য্যপুত্র! তোমার প্রসাদে তোমা কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে আমি পূজ্য হইয়াছি। সৌদাস রাজা পাপকর্ম্ম করিয়াছে বটে, কিন্তু হে দেব! এই পৃথিবীমণ্ডলে একদা আমার পূজা দেখিয়া এই রাজা ভক্তিভাবে আমার পূজা করিয়াছিলেন, সেই হেতু আমি তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত্যর্থ বর প্রদান করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বিষ্ণুপদ প্রাপ্তির অনুমতি করিলেন। অতএব পৃথিবীতে যে কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাহারা সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিবেন। অতএব হে ভীষ্ম! তুমিও বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা কর।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, পুলস্ত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম মহাশয় ভক্তিভাবে কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে যমযমুনা, চিত্রগুপ্ত ও যমদূত সকলের পূজা করিলেন। এই নিমিত্ত এই তিথির নাম যমদ্বিতীয়া হইল। এই দিনে রক্তচন্দনমিশ্রিত চিত্র বিচিত্র পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি এবং গুড়মিশ্রিত মোদকদ্বারা চিত্রগুপ্তের পূজা করিবে। ভগিনী হস্তপ্রস্তুত অন্নাদি ও গণ্ডূষ পানভোজন করিলে বুদ্ধি, যশঃ, আয়ুবৃদ্ধি এবং সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়। ভ্রাতা ভোজনান্তে দেয় দ্রব্যাদি ভগিনীকে দিবেন। মন্ত্র—"উৎপত্তি, প্রলয়, ভোগে, দানে ও পাপপুণ্যে তুমি লেখক ও শ্রীমান্, হে চিত্রগুপ্ত! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত উৎপন্ন হইয়াছ। হে মহাবাহো! চিত্রগুপ্ত অদ্য আমাকে বর প্রদান করুন।"

চিত্রগুপ্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিলেন। হে মহাবাহো ভীষ্ম! আমার প্রসাদে তোমার মৃত্যু হইবে না। তুমি যখন ইচ্ছা করিবে, তখন তোমার মৃত্যু হইবে। চিত্রগুপ্তদেব ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এই প্রকারে যাঁহারা পৃথিবীতে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে নানাবিধ মনঃসুখ ভোগ করিয়া পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবেন। অতএব এই কায়স্থোৎপত্তি প্রকরণে যে কেহ কায়স্থ চিত্রগুপ্তের কথা ভক্তিভাবে শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘায়ুঃ হইবেন এবং মরণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন।"

স্কন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্ম্যে (৬) কায়স্থ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে—

(৬) কমলাকরভট্টও তাঁহার শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে এই উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"এবং হত্বার্হর্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্।
এক এব যযৌ হন্তুং সর্ব্বানেবাতুরান্ নৃপান্॥
কেচিৎ গহনমাশ্রিত্য কেচিৎ পাতালমাবিশন্।
সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্ভ্যাশ্রমং যযৌ॥
ততো রামঃ সমাযাতো দাল্ভ্যাশ্রমমনুত্তমম্।
পূজিতো মুনিনা সদ্যঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ॥
দদৌ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজনমাদরাৎ।
রামস্তু যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বং মনোরথম্॥
যাচয়ামাস রামাচ্চ কামং দাল্ভ্যো মহামুনি।
ততস্তৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুর্মুদা॥
ভোজনানন্তরং দাল্ভ্যঃ পপ্রচ্ছ ভার্গবং প্রতি।
যত্ত্বয়া প্রার্থিতং দেব তৎ ত্বং শংসিতু মর্হসি॥
রাম উবাচ।—তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দাল্ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥
দাল্ভ্যউবাচ।-স্ত্রিয়ং গর্ভমমুং বালং তন্মে ত্বং দাতুমর্হসি।
ততো রামোঽব্রবীদ্দাল্ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তৎ ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতঞ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা।
এবং রামো মহাবাহু র্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমম্॥
নির্জগামাশ্রমাৎ তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ।
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ॥
রামাজ্ঞয়া স দাল্ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিস্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মো দত্তোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ॥
তদ্গোত্রজাশ্চ কায়স্থাঃ দাল্ভ্যগোত্রাস্ততোঽভবন্।
দাল্ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ॥
সদাচারপরানিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেববিপ্রপিতৄণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ॥"

ভৃগুপুত্র এইরূপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজগণকে নিধন করিতে নিশিতশর হস্তে একাকী গমন করিলেন। ক্ষত্রিয় রাজগণ ভয়ে কেহ নিবিড় অরণ্যে পলায়ন করিলেন। কেহ বা পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গর্ভবতী চন্দ্রসেনের ভার্য্যা দাল্ভ্য মুনির আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইলেন। অনন্তর পরশুরাম দাল্ভ্য ঋষির আশ্রমে গমন করিলে মহর্ষি দাল্ভ্য পাদ্যঅর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং মধ্যাহ্নে সমাদরপূর্ব্বক ভোজ্যাদি সংগ্রহ করিলেন। রাম ও দাল্ভ্য ঋষি পরস্পর পরস্পরের নিকটে যাচ্ঞা করিয়া উভয়ে ভোজন করিলেন। অনন্তর মহর্ষি দাল্ভ্য ভার্গবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে দেব! আপনার যাহা অভীপ্সিত তাহা নিবেদন করুন।' রাম কহিলেন, 'হে মহাভাগ! ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেনের গর্ভবতী ভার্য্যা আপনার আশ্রমে আসিয়াছে, আপনি তাহাকে দান করুন, আমি বিনাশ করিব; এই আমার অভিলাষ।' দাল্ভ্য কহিলেন, 'হে রাম! আপনার অভীষ্ট দান করিতেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন; আমি সেই গর্ভস্থিত বালককে যাচ্ঞা করিতেছি।' রাম কহিলেন, 'হে মহর্ষে! আমি যাহার জন্য আপনার আশ্রমে আসিয়াছি, আপনি তাহাই প্রার্থনা করিলেন, আমি ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী। যাহা হউক, যেহেতু আপনি কায়স্থিত গর্ভের প্রার্থনা করিয়াছেন, সেজন্য এই গর্ভস্থিত শিশু কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।' অনন্তর ক্ষত্রিয়ান্তকারী মহাবাহু ভার্গব গর্ভিণী চিত্রসেনের ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া দাল্ভ্যের আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে, রামের আজ্ঞায় সেই কায়স্থ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চিত্রগুপ্তের ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। তদ্গোত্রজাত কায়স্থগণ দাল্ভ্যগোত্র নামে পরিচিত হইয়া দাল্ভ্যের উপদেশানুসারে ধর্ম্মিষ্ঠ, সত্যবাদী, সদাচারপর, হরিহর অর্চ্চনায় রত, দেব, দ্বিজ, পিতৃ ও অতিথিদিগের পূজক হইল।"

চিত্রগুপ্তের বৃত্তি কি? মানবের পাপপুণ্যলেখনই তাঁহার বৃত্তি। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শিবরাঘব সংবাদে ১০২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"রাম উবাচ।
চিত্রগুপ্তেন লিখিতা ললাটে যা লিপির্দৃঢ়া।
তয়া লিপ্যাতু নিয়তং নরকং কথমন্যথা॥"

উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে, চিত্রগুপ্তই মানুষের ললাটে ভাবী শুভাশুভ ফল লিখিয়া রাখেন।

[চিত্রগুপ্ত দেখ।]

যাহা হউক, চিত্রগুপ্তের বৃত্তি বলিতে গেলে লেখকবৃত্তি বুঝিতে হইবে। যদি উক্ত উপাখ্যান প্রকৃত ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়সন্তান যে কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়া লেখকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কতকটা বিশ্বাস করিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে জানা গিয়াছে, লেখনবৃত্তিই কায়স্থজাতির উপজীবিকা ছিল, তৎকালে লেখক বলিলেই কায়স্থকে এবং কায়স্থ বলিলেই লেখকবৃত্তিধারীকে বুঝাইত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে জন্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"বিপ্রৈকলিপিকর্ত্তা চ ভক্ষ্যদাতুর্ধনং হরেৎ।
তমঃকুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্বা স্বর্ণবণিগ্‌ভবেৎ ॥"

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৫। ১২৯ ॥

যে ব্রাহ্মণ লিপিবৃত্তি অবলম্বন করে এবং যে অন্নদাতার ধন হরণ করে, তাহাকে একশতবর্ষ অন্ধকারনরককুণ্ডে বাস করিয়া স্বর্ণবণিক্‌ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

উক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে পৌরাণিকসময়ে ব্রাহ্মণদিগের লেখকবৃত্তি নিষেধ ছিল।

মৎস্যপুরাণে লেখকের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ।
শীর্ষোপেতান্‌ সুসম্পূর্ণান্‌ সমশ্রেণিগতান্‌ সমান্‌ ॥
আন্তরান্‌ বৈ লিখেদ্‌যস্তু লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ।
উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম।"

মাৎস্যে ১১৫। ২৫-২৮।

সকল দেশের বর্ণমালার অভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ লেখকই রাজার ধর্ম্মাধিকরণের উপযুক্ত। যিনি সমান মাত্রায় সমান ছত্রে গোটা গোটা লিখিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। হে নৃপোত্তম! যিনি উপায়বাক্যকুশল, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যিনি অল্পকথায় বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহাকেই লেখক বলা যায়।

গরুড়পুরাণের মতে—

"মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ ॥"

গারুড়ে ১১২। ৭।

মেধাবী, বাক্যকুশল, বিদ্বান্‌, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বশাস্ত্র যাহার দেখা আছে, সেই সাধুই লেখক।

রেণুকামাহাত্ম্যে 'ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত' এইরূপ থাকায় কেহ কেহ কায়স্থকে ক্ষত্রধর্ম্ম ভ্রষ্ট, সুতরাং পতিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু পতিতের সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্ম্মাধিকরণে অধিকার আছে, এরূপ কথা কোথাও পাওয়া যায় না। অতএব যদি রেণুকামাহাত্ম্যকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 'ক্ষত্রধর্ম্মবহিষ্কৃত' অর্থাৎ 'যুদ্ধকার্য্যে বিরত' এইরূপ অর্থ করিতে হয়। কারণ স্বধর্ম্মত্যাগীর সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার নাই, কিন্তু রাজসভাস্থ লেখক বা কায়স্থের সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানান্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ ॥" উত্তরখণ্ড ১৯। ২।

তথায় বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর, সেখানে কায়স্থগণ সকলের পাপপুণ্য বিচার করিয়া থাকেন।

উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে কায়স্থগণ কেবল লেখক তাহা নয়, ধর্ম্মাধিকরণে তাহাদের ভালমন্দ বিচার করিবারও ক্ষমতা ছিল। স্মৃতি ও পুরাণের সময় শূদ্রের লেখকবৃত্তি অথবা ধর্ম্মাধিকরণে বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং পুরাণমতে কায়স্থেরা শূদ্র নয়, তাহা স্থির।

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে এই বিবরণ পাওয়া যায়—

"বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদুদ্ভবোপি বৈচিত্র্যং জগতঃ কৃতবান্‌ বিধিঃ ॥
চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌতাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ সৃষ্টাবস্যাতু বেধসা ॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
যথার্থবাদিনৌ স্যাতাং শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ ॥
কায়স্থসংজ্ঞয়াখ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ।
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ ॥
অস্মিন্‌ সংসারজলধৌ ষড়্‌বিধাঃ কায়বর্ত্তিনঃ।
তত্রস্থকায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থত্বমিহৈতয়োঃ ॥
ধর্ম্মরাজস্য সাচিব্যং কুর্ব্বতোঃ শান্তিকর্ম্মণি।
হরেরনুগ্রহাদাসন্‌ তয়োশ্চিত্রবিচিত্রয়োঃ ॥
একবিংশতিভেদেন আভ্যাং কায়স্থজাতয়ঃ।
সন্তুষ্টঃ স ততস্তাভ্যাং পৃষ্টঃ স্বাত্মবিচেষ্টিতম্‌ ॥
অস্মাকং কেচ সংস্কারাঃ কিং বর্ণজা বয়ং প্রভো।
তৎ সর্ব্বং কথয়স্বাবাং ভবৎ-সেবাপরায়ণৌ ॥
ইতি শ্রুত্বা তয়োর্বাক্যমনুমোদ্য পিতামহঃ।
উক্তঃ সোত্তরমুৎকৃষ্টমুবাচ প্রহসন্নিব ॥

ব্রহ্মা উবাচ।

অত্র বর্ণাগ্র উৎকৃষ্টো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
তস্যাবরজতাং যাযাৎ ক্ষত্রিয়ঃ পরিরক্ষকঃ ॥
বিজ্ঞানজীবিতোপায়ী ব্যবহারনয়ান্বিতঃ।
বৈশ্যবর্ণস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্বর্ণদ্বিতয়-সেবকঃ ॥
চতুর্থঃ শূদ্রবর্ণঃ স্যাদ্বর্ণত্রিতয়সেবকঃ।
অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্রবৈ ॥
তেষামুত্তমতাং যাযাৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ ॥
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।
পূর্ব্বপুণ্যবলোৎকর্ষাৎ সাধ্যসাধনভাবিনৌ ॥
এবমাখ্যায় ভগবান্‌ সর্ব্বামরগণান্বিতঃ।
অন্তর্দধে তয়োরস্তস্থিতঃ প্রত্যক্ষবৃত্তিতঃ ॥

স্থত উবাচ।

একবিংশতিসংখ্যকাঃ পংক্তয়স্তং পৃথক্ মতাঃ।
আদাবেব হি তদ্ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মকৃতনিশ্চয়ঃ॥
এতাবৎস্থ চ তাবৎস্থ কথ্যতে চ মহানপি।
মিথোন ভক্তিসম্বন্ধসিদ্ধয়েতু কলৌ যুগে।
ইমে স্বীয়া ইতিজ্ঞানমন্যথা নহি সিধ্যতি।
অতঃ পৃথক্তয়া বর্গাঃ কৃতা একৈকবিংশতিঃ॥
সূর্য্যধ্বজঃ স্থিতৌ কৃত্বা গুণজাতিবিচক্ষণঃ।
প্রথমঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো যথার্থস্থাননামবান্॥
চিত্রদেবস্য সঙ্কল্পাৎ পুমান্ স্বয়মজায়ত।
স সূর্য্যধ্বজ ইত্যাখ্যামবাপ প্রাক্তনশ্রিয়া॥
সূর্য্যধ্বজাকৃতি প্রোক্তং চিহ্নংতস্য প্রবর্ত্ততে।
দেহে যস্মাত্ততো জ্ঞেয়ঃ সূর্য্যধ্বজ উদারধীঃ॥
অহো তেজস্বিনং বেত্তি নাশ্রয়াৎ সকুটম্বিনম্।
কুলেষ্টদৈবতং যেষাং শ্রীমানাদিত্য এবচ॥
এবং বিজ্ঞায় কায়স্থো ভবং সম্প্রতি সাত্ত্বিকঃ।
কুলেষ্টদৈবতাখ্যানং ত্বামহং পরিপূজয়ে॥
এবং স্তুতিমকেরাসীত্তস্য বিশ্বভুরোদয়ঃ।
বিবস্বান্ বিশ্বতশ্চক্ষুঃ প্রত্যক্ষঃ করুণানিধিঃ॥
বরং বরয় ভদ্র ত্বং মত্তঃ সন্তোষবারিধেঃ।
কিমিচ্ছসি স্তুতিং কুর্ব্বন্ ইত্যাহ গগনস্থিতঃ॥
বিধেহি তারকমাং ত্বমেবৈকং সকলার্থদম্।
ত্বয়াম বসতিস্থানং দেহিমে বিশ্বলোচন॥
এবমাভাষিতঃ সূর্য্যো বরমেবহি দিৎসতে।
এবমস্থিতি স্ববাক্তং বভাষে ভগবানিদম্॥
সূর্য্যধ্বজস্য তস্যৈব নিবাসায় ভুবঃ স্থলে।
কল্পয়ামাস সূর্য্যাখ্যাং পুরীং পরমশোভনাম্॥
সূর্য্যধ্বজাদ্ দ্বিজন্মানো দ্বিতীয়া ইহ ভারতে।
ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম্ম কুর্ব্বানাঃ শাস্ত্রদর্শিতম্॥
আশ্রমং প্রথমং তেচ অনতিক্রম্য বৈদিকং।
যুক্তিমাসাদ্য বিধিনা গার্হস্থ্যমবলম্বয়ন্।
তত্রাপি ষট্ স্বকর্ম্মাণি চক্রুঃ কেবলয়া ধিয়া।
বাণপ্রস্থা ভবেযুশ্চ ততঃ সন্ন্যাসসেবিনঃ॥
চতুর্থাশ্রমযোগ্যেষু শামামাদধুরুত্তমাঃ।
সর্ব্বত্রবিষয়াসক্তি রহিতাঃ শিবহেতবে॥
সদা সদাচারপরাঃ পরপ্রাণিহিতেরতাঃ।
যাজ্ঞীয়াং বৃত্তিমাসাদ্য গার্হপত্যাদি সেবকাঃ॥
দ্বিতীয়স্তু স বিজ্ঞেয়শ্চন্দ্রহাস উদারধীঃ।
চিত্রগুপ্তাখ্যকোজ্ঞাতি র্যথা সূর্য্যধ্বজোঽভবৎ॥

স একদা মুখ্যপুমান্ সর্ব্বীনাং স্থিতিহেতবে।
সন্ততৌচ বিশুদ্ধায়ৈ বিত্তয়ে সমচিন্তয়ৎ॥
কুলেষ্টদেবতা যস্য চন্দ্রমাঃ সমজায়ত।
তস্মাদেনং সমারাদ্ধুমভবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ॥
এবং স চ বিনিশ্চিত্য চন্দ্রমসমুপাসিতুম্।
যযৌ সুমেরুশিখরং স্বপর্ব্বশ্রেণিশোভিতম্॥
স্তুত্যানয়ৈবং সন্তুষ্টো রাজা সর্ব্বদ্বিজন্মনাম্।
ওষধীনামধিপতি র্জহাস শুভবীক্ষণৈঃ॥
আবিরাসীৎ সমক্ষোঽসৌ চন্দ্রমা মৃগলাঞ্ছনঃ।
কৃপানিধিরুবাচেদং মধুরং পূর্ণবৎসলঃ॥
বরং বরয়ত ক্ষিপ্রং মত্তোমনসি নিশ্চিতম্।
শ্রুত্বাপি সুভগং পুণ্যং বরয়ামাস সত্বরম্॥
দদাসি যদি দেবেশ বাঞ্ছিতং মে দদস্বতৎ।
মদীয়বংশবর্গ্যস্য বাসস্থানমনুত্তমম্॥
উপাসনায় ভো স্বামিন্ মর্ত্তে চ সততং স্থিতাঃ
তস্মাদ্ যাচেতু মে নাথ ভবতা দেয়মর্থবৎ॥
এবমাভাষিতঃ প্রীত্যা প্রহর্ষ্য পুনরপ্যুত।
মনঃ সংকল্পিতং সর্ব্ব মেতাবত্তে ভবিষ্যতি॥
ভবদ্ভক্তিবশাজ্জাতো হাসোঽয়ং তদ্ভবানপি।
চন্দ্রহাসাভিধানেন সর্ব্বকায়স্থমণ্ডলে॥
গণ্ডলেথঃ সুতেজস্বী চন্দ্রবন্ মুখশোভিতঃ।
মাহিষ্মতীসমীপস্থ চন্দ্রহাসগিরীশ্বরঃ॥
অতুলস্থিতিমিৎ সাক্ষাৎ পুরং নির্ম্মায় শোভনম্
চন্দ্রহাসাভিধাং লেভে কায়স্থজ্ঞাতিলক্ষণম্॥
ভবতস্তত্র পুরুষাঃ সন্তুষ্টগুণমূর্ত্তয়ঃ।
যথা বৈ লেখনং সর্ব্বে লভিষ্যন্তে চ তে নিজম্॥
এষাং লেখনধর্ম্মোঽস্তু ক্ষত্রবর্ণানুধর্ম্মিনাম্।
শ্রীমতাং মুখ্য পুরুষে ত্বয়ি সম্মানদায়িনাম্॥
ভগবদ্-ভক্তিচিত্তানাং সর্ব্বজীবহিতাত্মনাম্।
ভরদ্বাজপ্রসাদেন সদাচারস্বধর্ম্মিনাম্॥
বেদাভ্যাসনবৃত্তীনাং শ্রৌতস্মার্ত্তানুসারিনাম্।
চিত্রগুপ্তস্য পুণ্যেন সর্ব্বব্যাপারবর্ত্তিনাম্॥
ইতি দত্বা বরং তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত।
চন্দ্রহাসস্তদাদেশং চক্রে স বিধিপূর্ব্বকম্॥
তত্র স্থিতিমতস্তস্য বহুধা বংশতন্তুভিঃ।
পুত্র পুত্রজ পুত্রাদি নপ্তৃনপ্তৃজনপ্তৃজৈঃ॥
চন্দ্রহাসস্য বংশীয়াঃ কৃতযজ্ঞোপবীতিনঃ।
সুহৃৎ সম্বন্ধিতদ্বর্গ বিভবৈর্ব্যাপৃতা মহী॥
তৃতীয়ঃ সুরিচন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেহশ্চতুর্থকঃ।

পঞ্চমোরবিদাসোপি রবিরত্নশ্চ তৎপরঃ॥
সপ্তমো রবিধীরঃ স্যাদষ্টমো রবিপূজকঃ।
গম্ভীরো নবসংখ্যকো দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ॥
একাদশো মন্নাখ্যাতো বল্লভঃ পরমার্থধীঃ।
উদারহাসোবিজ্ঞেয়ো রবির্দ্বাদশসংখ্যকঃ॥
মধুমানস্তৎপরশ্চ বিশ্বদৈবতসংখ্যয়া।
ভট্টঃ সুভট্টঃ সর্ব্বজ্ঞো ধীমান্ পঞ্চদশোঽপরঃ॥
শ্রীগৌরঃ ষোড়শতমো রাজধানা ততঃপরম্।
অষ্টাদশম আনন্দঃ সংভ্রমৈকোনবিংশতিঃ॥
বিশ্বাসঃ পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ একবিংশতমঃ স্মৃতঃ।
এতেষামনুগন্তারো বিংশবিংশমিতাঃপুনঃ॥

এই জগতের আদিকারণ ভগবান বিষ্ণু যাহা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি চিত্র ও বিচিত্র নামক দুইজনকে সৃষ্টি করিলেন। তাহারা উভয়ে ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী, অসদ্দিগের দণ্ডদাতা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, শান্তিকর্ম্মস্থাপক এবং কায়স্থ নামে পরিচিত। তাহারা সর্ব্বপ্রকার কায়স্থের আদিপুরুষ এবং লেখনকার্য্যে নিপুণতা হেতু মুখ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের কায়বর্ত্তী ছয়প্রকারের বিশেষ জ্ঞান আছে বলিয়া তাহারা এই সংসারে কায়স্থ নামে পরিচিত এবং ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হইয়াছেন। তাহাদের দ্বারা এক বিংশতি কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা উভয়ে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমরা কোনবর্ণ ও কি প্রকার সংস্কার-সম্পন্ন হইব? অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন, আমরা আপনার সেবক।' ব্রহ্মা কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ সকল বর্ণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞান-বিশিষ্ট কর্ম্মোপজীবী ব্যবহারান্বিত ক্ষত্রিয় দ্বিতীয়বর্ণ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সেবক বৈশ্য তৃতীয়বর্ণ। শূদ্র চতুর্থবর্ণ। পৃথিবীতে ব্যবহারোপজীবী অনেক ক্ষত্রিয় আছে, অক্ষরোপজীবী কায়স্থ তাহাদের অন্তর্গত। তোমরা ক্ষত্রিয়, দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত, তোমাদের উপনয়ন হইয়া থাকে, তোমাদের বেদে অধিকার আছে।' এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। সূত কহিলেন, কায়স্থ জাতি একবিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত। পূর্ব্বকল্পে তাহাদের যে ধর্ম্ম তাহাই স্বধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। হে মহাধিপ। কুলগত ধর্ম্মে ভক্তি না থাকিলে কলিযুগে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। এই আমার ধর্ম্ম ইত্যাকার জ্ঞান না থাকিলে কোনপ্রকার সিদ্ধি হয় না। এই একবিংশতি শ্রেণীর ধর্ম্ম পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম সূর্য্যধ্বজ। চিত্রদেবের সংকল্পানুসারে এক পুরুষ উৎপন্ন হন, তাহার শরীরে সূর্য্যধ্বজের চিহ্ন থাকায় তিনি সূর্য্যধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি প্রথমে গৃহাশ্রম না করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিতেন। সূর্য্য তাঁহার কুলদেবতা। "আপনার সন্ততি কায়স্থ কুলদেবতাস্বরূপ আপনাকে পূজা করিতেছে" এই-রূপ স্তবে সন্তুষ্ট সূর্য্যদেব প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, 'আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি অভীষ্টবর প্রার্থনা কর।' সূর্য্যধ্বজ কহিলেন, 'হে বিশ্বলোচন! আপনার নামে আমাকে একটি বসতিস্থান প্রদান করুন।' তথাস্তু বলিয়া সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যধ্বজের নিবাস জন্য ভূতলে সূর্য্য নামক একটী পুরী কল্পিত হইল। সূর্য্যধ্বজ হইতে ভারতে দ্বিতীয় দ্বিজ হইল, তাহারা শাস্ত্রোক্ত নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। তাহারা সদাচারসম্পন্ন, সর্ব্বপ্রাণিহিতকারী এবং যজ্ঞীয়বৃত্তিঅবলম্বী। দ্বিতীয় চন্দ্রহাস। যেমন সূর্য্যধ্বজ চিত্রগুপ্তের জ্ঞাতি, তদ্রূপ চন্দ্রহাসও তাঁহার জ্ঞাতি। তাহার কুলদেবতা চন্দ্র। তিনি সুমেরুশিখরে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রের স্তব করিলেন। চন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যপূর্ব্বক অভিমত বর জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, আমার বংশীয়গণের বাসের জন্য একটী উত্তম স্থান দান করুন। প্রীত হইয়া চন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তোমার বাক্যে আমি হাসিয়াছি, এজন্য তুমি চন্দ্রহাস নামে কায়স্থমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইলে। মাহিষ্মতীর সমীপস্থ চন্দ্রহাস নামক গিরির অধীশ্বর হইবে। তোমার বংশধরগণ চন্দ্রহাস নামক পুরীতে বাস করিবে, তাহারা ভগবদ্‌ভক্ত, সর্ব্বজীবহিতকারী, মহর্ষি ভরদ্বাজের প্রসাদে সদাচারসম্পন্ন, চিত্রগুপ্তের পুণ্যে শ্রৌতস্মার্ত্তানুযায়ী সর্ব্বব্যাপারসম্পন্ন হইয়া আদিপুরুষস্বরূপ তোমাকে সম্মান করিবে। এইরূপ বর দান করিয়া চন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন। চন্দ্রহাস তাহার আদেশ বিধিপূর্ব্বক পালন করিলেন। ক্রমে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে তাঁহার বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার বংশধরগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন। তৃতীয় সুরচন্দ্রার্দ্ধ। চতুর্থ চন্দ্রদেহ। পঞ্চম রবিদাস। ষষ্ঠ রবিরত্ন। সপ্তম রবিধীর। অষ্টম রবিপূজক। নবম গম্ভীর। দশম প্রভু। একাদশ বল্লভ। দ্বাদশ উদারহাস রবি। ত্রয়োদশ মধুমান। চতুর্দ্দশ ভট্ট। পঞ্চদশ সুভট্ট। ষোড়শ শ্রীগৌর। সপ্তদশ রাজধানা। অষ্টাদশ আনন্দ। ঊনবিংশ সম্ভ্রম। বিংশ বিশ্বাস। একবিংশ পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ। এই এক বিংশ কায়স্থের প্রত্যেকে আবার বিংশ বিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।" *

* সৌরপুরাণে কায়স্থ শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে উক্ত হইয়াছে। যথা—

তন্ত্র।—কায়স্থজাতিতত্ত্বনির্ণায়ক কোন কোন গ্রন্থে তন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বলা যাইতে পারে যে সর্ব্ব শুদ্ধ ৪৬ খানি তন্ত্র দেখা হইয়াছে, উহার কোন খানিতে কায়স্থের কথা উল্লিখিত হয় নাই। (১)

প্রাচীন কাব্যনাটকাদি।—প্রাচীন মৃচ্ছকটিক নাটকে কায়স্থের উল্লেখ আছে—

"ততঃ প্রবিশতি শ্রেষ্ঠিকায়স্থাদিপরিবৃতোধিকরণিকঃ।"
(নবমাঙ্কে)

এখানে আধিকরণিক প্রধান বিচারপতি এবং শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ তাঁহার সহকারী (Assessor) রূপে অভিহিত হইয়াছে। বিচারস্থলে শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থের মুখ হইতে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় কেহ কেহ কায়স্থকে শূদ্রজাতি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। কেবল প্রাকৃতভাষার ব্যবহার দেখিয়া শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থকে শূদ্রবলা যুক্তিযুক্ত নহে। রাজশ্যালক, ব্রাহ্মণপুত্র প্রভৃতি যাহারা প্রাকৃতভাষায় কথা কহিয়াছেন সকলেই তবে কি শূদ্র? ভাষার ব্যবহার দেখিয়া মৃচ্ছকটিক হইতে জাতিনির্ণয় করা যাইতে পারে না। বরং কার্য্য প্রণালী দেখিয়া কে কিরূপ লোক, কতকটা জানা যাইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে শূদ্রজাতির ধর্ম্মাধিকরণে বিচার করিবার অধিকার নাই। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে কায়স্থ কেবল লেখক নয়, বিচারেরও সহায়তা করিতেছে। সুতরাং স্মৃতি মানিলে মৃচ্ছকটিকোক্ত বিচারকের সহকারী কায়স্থ যে শূদ্র নয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। (২)

"কায়স্থা লম্বকর্ণাশ্চ নিত্যং রাজোপসেবকাঃ।
নক্ষত্রতিথিবক্তারো ভিষক্ শাস্ত্রোপজীবিনঃ।
ব্যাধিনকাব্যকর্ত্তারো গায়কাশ্চৈব গোত্রিনঃ।
হীনাতিরিক্তদেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ।" সৌরপুরাণ ২০ অঃ।

এই পুরাণে মধ্বাচার্য্যের প্রসঙ্গে তাঁহাকে মধুদৈত্য পুত্র বলা হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য ১১১৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব তাঁহার অনেক পরে আধুনিক সময়ে ঐ উপপুরাণখানি রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য ঐ গ্রন্থোক্ত বচন প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

(১) কায়স্থজাতি লইয়া যাহারা বহুদিন হইতে বাদানুবাদ এবং সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে এই কয়েকটি অমূলক বচন দেখিতে পাওয়া যায়—

"বিরাটকায়জো বংশঃ কায়স্থ ইতি বিশ্রুতঃ।
আর্য্যাচ্ছন্দঃ প্রকাশাত্তু আর্য্যাবর্ত্তঃ প্রমুচ্যতে॥
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপসাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥
মেরুতন্ত্রে ১৯৯ পটল।"

উক্ত বচন দ্বারা কেহ কেহ কায়স্থজাতিকে বেদের আর্য্যাচ্ছন্দ-প্রকাশক বিরাটকায়সম্ভূত বংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু মূল মেরুতন্ত্রের কোন স্থলে এরূপ অসঙ্গত উক্তি নাই, উহা যে আধুনিক হাতগড়া শ্লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত শ্লোকরচয়িতা বোধ হয় কোনকালে মেরুতন্ত্র দেখেন নাই, দেখিলে "১৯৯ পটলে" লিখিতেন না। মেরুতন্ত্রে পটলের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই "প্রকাশ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আবার কেহ বিজ্ঞানতন্ত্রের দোহাই দিয়া এই বচন রচনা করিয়াছেন—

"ব্রহ্মোবাচ।
নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াদ্বভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতলোকে তব ভবিষ্যতি।
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়োবর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন।
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ। বিজ্ঞানতন্ত্র॥"

মেরুতন্ত্রের উক্ত শ্লোকের ন্যায় বিজ্ঞানতন্ত্রনামধেয় শ্লোকগুলিও এখনকার হাতগড়া বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞানতন্ত্র, বিজ্ঞানললিততন্ত্র বিজ্ঞানভৈরবতন্ত্র এবং শিবস্বামীরচিত বিজ্ঞানভৈরবোদ্দ্যোতসংগ্রহ প্রভৃতি "বিজ্ঞান" নামধেয় তন্ত্রগ্রন্থে ঐ শ্লোকগুলির নিদর্শন নাই।

এতদ্ভিন্ন কোন কোন গ্রন্থে অগ্নিপুরাণীয় জাতিমালা", বৃহদ্ব্রহ্মপুরাণ, ব্যোমসংহিতা ইত্যাদি কয়েকখানি অপ্রামাণিক গ্রন্থ হইতে কায়স্থজাতি-পরিপোষক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে, ঐ গুলি যে নিতান্ত আধুনিক সময়ে রচিত অথবা কোন কোন মহাত্মার স্বকপোলকল্পিত, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। তবে রাজা রাধাকান্তদেব বিরচিত শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত আচারনির্ণয়তন্ত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিয়া থাকা যায় না।

আচারনির্ণয়তন্ত্রের রচনাপ্রণালী ও বিবরণাদি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে উহা যে কোন বিশেষ উদ্দেশে আধুনিক সময়ে রচিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায়। রাজা যে হস্তলিপি দেখিয়া শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই হস্তলিপিখানি এখনও তাঁহার বাটীতে আছে, উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৭০ শ্লোক আছে এবং উহার লিপি দেখিলে শতাধিকবর্ষের অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ তন্ত্রসার, মহাসিদ্ধিসারস্বত, আগমতত্ত্ববিলাস, বারাহীতন্ত্র ও রুদ্রযামলতন্ত্রে প্রায় ৫০। ৬০ খানি বিভিন্ন তন্ত্রের উল্লেখ আছে, উক্ত কোন গ্রন্থে আচারনির্ণয়তন্ত্রের উল্লেখ নাই। আচারনির্ণয়তন্ত্র যদি প্রাচীন তন্ত্র হইত, তাহা হইলে অবশ্য কোন মহাতন্ত্রে অথবা সংগ্রহগ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিত, কিন্তু কোথাও উল্লেখ নাই। সুতরাং এই আচারনির্ণয়তন্ত্রোক্ত বিষয় প্রাচীন বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই জন্য আচারনির্ণয়তন্ত্রের বিবরণ ছাড়িয়া যাইতে হইল।

(২) অধ্যাপক উইলসন্ মৃচ্ছকটিকের ইংরাজী অনুবাদে যে স্থানে কায়স্থ ও শ্রেষ্ঠীর প্রসঙ্গ আছে, তাহার টিপ্পনীতে কায়স্থকে Mixed caste অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মত সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। মেধাতিথি বলেন, "তস্মাদ্বর্ণসঙ্করো রাজ্ঞা পরিবর্জ্জনীয়ঃ। (মনু ১০। ৬১ ভাষ্য) রাজা বর্ণসঙ্করকে পরিত্যাগ করিবেন। অতএব হিন্দুরাজ কর্ত্তৃক ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত কায়স্থ বর্ণসঙ্কর হইতে পারে না।

মুদ্রারাক্ষসনাটকে অনেকস্থলে কায়স্থের উল্লেখ আছে, চন্দ্রগুপ্তের সময়েও কায়স্থেরা রাজসংসারে লেখকের কার্য্য করিত, এই নাটকে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে কায়স্থ শকটদাস একজন পাত্র, তিনি মহামন্ত্রী রাক্ষসের একজন বয়স্য ও বন্ধু। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্য ঐ শকটদাসকে নিযুক্ত করেন। সুচতুর চাণক্য তাহা জানিতে পারেন। তিনি শকটদাসের হস্তে নামরহিত একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন, সেই পত্র বলেই ভবিষ্যতে নন্দবংশের শেষ রাজমন্ত্রী চাণক্যের হস্তগত হইল। শকটদাস কায়স্থ, রাক্ষসের পার্শ্বে, আসনে বসিয়া বরাবর সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিয়াছেন। রাক্ষস বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে নন্দবংশের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি শূদ্রকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচি জ্ঞান করিতেন। [Wilson's Theatre of the Hindus, Vol II. p 248 ও মুদ্রারাক্ষস ৭ মাঙ্ক দেখ।] রাক্ষসের কথায় ও শকটদাসের ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তৎকালেও কায়স্থেরা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত না। যদি শকটদাস শূদ্র হইত, তাহা হইলে বিশুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণসন্তান প্রাজ্ঞরাক্ষস কখনই শকটদাসের পার্শ্বে বসিয়া বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন না এবং শকটদাস নীচ জাতি হইলে কখনই রাক্ষসের পার্শ্বে বসিয়া নিদ্রা যাইতে সাহসী হইত না। (মুদ্রারাক্ষস ৪র্থ অঙ্ক।)

উক্ত নাটকের প্রথমাঙ্কে চাণক্য শকটদাসকে উল্লেখ করিয়া একস্থানে বলিতেছেন, "কায়স্থ ইতি লঘ্বী মাত্রা। তথাপি ন যুক্তং প্রাকৃতমপি রিপুমবজ্ঞাতুং।" এখানে 'লঘ্বী মাত্রা' দেখিয়া কেহ কেহ কায়স্থ শকটদাসকে অতি সামান্য জাতি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এখানে তলাইয়া দেখা উচিত, যে কে কায়স্থ শকটদাসকে সামান্যভাবে সম্বোধন করিতেছে? চাণক্য। এখানে চাণক্যের সহিত শকটদাসের রাজনৈতিক সম্বন্ধ, জাতিগত কোন সম্বন্ধ উক্ত হয় নাই। কূট রাজনীতিতে যখন মহামন্ত্রী রাক্ষসও চাণক্যের নিকট পরাজিত, তখন তাঁহার নিকট শকটদাস ত সামান্য! সামান্য হইলেও চাণক্য উপেক্ষা করেন নাই। অতএব চাণক্যের উক্তিতে কায়স্থ শকটদাসের নীচজাতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে না।

শ্রীহর্ষের উত্তরনৈষধচরিতে (দময়ন্তীর স্বয়ম্বরসভায়) চিত্রগুপ্তকে কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

"দৃগে গাচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈর্গুণ এতদীয়ঃ।
উদ্বন্ধ পত্রস্থ মসীদ একো মসেদ্ধবচ্ছোপরি পত্রমঙ্কঃ॥" ১৪ সর্গ।

অনন্তর চিত্রগুপ্ত চক্ষুর গোচর হইলেন, ইনি কায়স্থ এবং উত্তম গুণযুক্ত। এই পুরুষ আপনার রূপ গোপন করিয়াছেন। ইনি কপালরূপ পত্রের উপর মসী প্রদান করেন অর্থাৎ মনুষ্যের শুভাশুভ গণনা করিয়া তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া দেন এবং রূপে মসীর উপর জয়পত্র দিয়াছেন।

১০৫০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরদেশীয় বিখ্যাত কবি ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার সময়মাতৃকায় কায়স্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"দানেন নশ্যতি বণিঙ্নশ্যতি সত্যেন সর্ব্বথা বেশ্যা।
নশ্যতি বিনয়েন গুরুর্নশ্যতি কৃপয়া চ কায়স্থঃ॥"
সময়মাতৃকা ৪। ৭০।

ব্যবসায়ী দান করিলে, বেশ্যা সত্যবাদিনী হইলে, গুরু বিনয়ী হইলে এবং কায়স্থ দয়াপরবশ হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। [সময়মাতৃকা ৫। ৬৩ দেখ।]

১১০১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ হর্ষদেবের মৃত্যু হয়, তাঁহার জননী রাণী সূর্য্যাবতীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত সোমদেব সংস্কৃত ভাষায় কথাসরিৎসাগর রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কায়স্থের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়—

"কায়স্থো হি করোত্যেকো ব্যাপারং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ।
লিখত্যুৎপুংসয়তি চ ক্ষণাদ্বিশ্বং করস্থিতম্॥"
কথাসরিৎসাগর ৭২। ১২৭।

কায়স্থ (চিত্রগুপ্ত) এককই ব্রহ্মা ও রুদ্রের কার্য্য করেন। তিনি লিখিতে পারেন, আবার ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত বিশ্বলোপ করিতে পারেন, সকলই তাঁহার করস্থিত।

কথাসরিৎসাগরের ৪২ তরঙ্গ পাঠে জানা যায় যে, রাজার যাহা কিছু লেখাপড়ার কার্য্য, সকলই কায়স্থের উপর অর্পিত ছিল। কায়স্থ রাজার হইয়া নাম পর্য্যন্ত সহি করিতে পারিত। রাজা কায়স্থকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। রাজ্যের শুভাশুভ অসংখ্য লোকের ইষ্টানিষ্ট এই কায়স্থের হস্তে অর্পিত ছিল। এই জন্যই রাজনিযুক্ত কায়স্থকে সকলেই রাজবল্লভ, অতি মায়াবী ও দুর্নিবার বলিয়া মনে করিত। এমন কি সেই সন্ধিবিগ্রহ কায়স্থ যদি অতিশয় কূটবুদ্ধি ও অত্যাচারী হইতেন, তাহা হইলে মনে করিলে অপর লোক দ্বারা রাজপুত্রকে পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারিত, এই তরঙ্গে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।

এক্ষণে উপরোক্ত নাটক ও কাব্যাদির প্রমাণ যদি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কায়স্থেরা যে শূদ্র নয়, তাহা স্থির। রাজসংসারে রাজার সহিত বিশেষ সংশ্রব থাকায় এবং রাজার সেক্রেটারী প্রভৃতি উচ্চপদ ভোগ করায় উক্ত কায়স্থকে কি ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া অনুমিত হয় না?

সংস্কৃত ইতিহাস।—প্রাচীন কায়স্থজাতির প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন শিলালিপির অনুসরণ করা উচিত, অধুনা বিদ্বজ্জনসমাজে অপরাপর প্রমাণ অপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপির প্রমাণই মুখ্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাউক, প্রাচীন ইতিহাস, শিলাফলক ও তাম্রশাসনাদিতে কায়স্থ কিরূপ ভাবে অভিহিত হইয়াছে। কল্হণ-বিরচিত রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের একখানি প্রাচীন ইতিহাস। এই গ্রন্থে কায়স্থের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"প্রদেশাদেকতো রূঢ়া যদা বৃত্তিশ্চ শাস্ত্রিণাম্।
অন্যোন্যোদ্বাহসম্বন্ধৈঃ কায়স্থাঃ সংহতা যদি॥
কর্ম্মস্থানানি বীক্ষন্তে স্বাপাঃ কায়স্থবদ্যদা।
তদা নিঃসংশয়ং জ্ঞেয়ঃ প্রজাভাগ্যবিপর্য্যয়ঃ॥"
রাজতরঙ্গিণীর হস্তলিপি ৪। ৪৮-৪৯।

"কিং দিগ্‌জয়াদিভিঃ ক্লেশৈঃ স্বদেশাদর্জ্যতাং ধনম্।
ইত্যর্থ্যমানঃ কায়স্থৈঃ স্বমণ্ডলমদণ্ডয়ং॥
কাশ্মীরকাণামুৎপন্নং নিজাজ্ঞাব্যবধায়কম্।
কায়স্থবক্ত্‌প্রেক্ষিতং ততঃ প্রভৃতি ভূভৃতাম্॥"
৪।৬১৬,১৮ (মুদ্রিত ৬২ পৃষ্ঠা)।

"স্কন্দকগ্রামকায়স্থমাসবৃত্ত্যাদিসংগ্রহৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধায়াসৈর্ব্যধাদ্‌গ্রামান্ স নির্ধনান্॥" ৫। ১৭৩।

"তথা কায়স্থভোজ্যাভূর্জাতা তৎপ্রত্যবেক্ষয়া।" ৫। ১৭৯।

"কায়স্থপ্রেরণাদেতৈর্দেবেনাদ্যপ্রবর্ত্তিতৈঃ।
আয়াসৈঃ শ্বাসশেষৈব প্রাণবৃত্তিঃ শরীরিণাম্॥" ৫। ১৮২।

"উৎপাপ্য পাপকায়স্থাংস্তেন ভূয়োঽপি দণ্ডিতঃ॥" ৫। ৪৪২।

"কায়স্থা রুদ্রপালাপ্তাঃ প্রজানাং পীড়নং ব্যধুঃ।" ৭। ১৪৯।

"কায়স্থশ্চ হৃতাখিলার্থমহিমা কৃচ্ছ্রে নৃপং পাতয়ন্
স্বগ্রাসন্নপরাভবস্থ কুরুতে ভূয়ঃ সমুত্তম্ভনম্॥" ৭। ১১৭১।

"নিপীড্যালোকং কায়স্থৈর্ম্মহাদণ্ডব্যবস্থয়া।" ৭। ১২৩৮।

"যেন সম্পঠতা শ্লোকং কায়স্থোদ্বর্জনং কৃতম্।
যন্তে বিসূচিকাশূলসংন্যাসেভ্যঃ কিলেতরে।
হন্ত্যাশুকারিণো বিশ্বং প্রজা রোগানিয়োগিনঃ॥
পিতরং কর্কটো হন্তি মাতরং হন্তি পুল্লিকা।
হন্তি সর্ব্বন্তু কায়স্থঃ কৃতঘ্নঃ প্রাপ্তসম্ভবঃ॥
গুণান্ সমর্প্য স্ফুরতা যেনৈবোৎপাঠ্যতে শঠঃ।
বেতাল ইব কায়স্থস্তমেবাহন্তি হেলয়া॥
বিষবৃক্ষো নিয়োগী চ যদেবাশ্রিত্য বর্দ্ধতে।
ছিন্নং করোতি তস্যৈব স্থানস্থানতিগম্যতাম্॥" ৮। ৮৭-৯১।

"ক্রূরামুদ্দিশ্য কায়স্থান্ ধীমন্তির্বহ্বমন্যত॥" ৮। ১১৩।

"নিসর্গবঞ্চকা বেশ্যাঃ কায়স্থোঽপি বরোবণিক্
গুরূপদেশোপস্কারৈর্বিশিষ্টাঃ সবিষাশিষোঃ॥" ৮। ১৩১।

উক্ত শ্লোক কয়টীর ভাবার্থ এইরূপ—কায়স্থ অতিশয় দুর্দ্দান্ত, কুটিল ও প্রজাপীড়ক। বিশেষতঃ তাহারা পরস্পর মিলিত হইলে, কাশ্মীররাজ্যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। রাজা অনেক সময় কায়স্থের উপদেশে প্রজাদিগের নিকট হইতে অযথা কর আদায় করিতেন। কায়স্থের তত্ত্বাবধানে রাজকোশ থাকিত, কোন কোন কায়স্থ রাজকোশশূন্য করিয়া রাজাকে অবধি বিপদে ফেলিত। যে কায়স্থ প্রজাপীড়ক ও যে রাজার ঐরূপ অর্থ অপহরণ করিত, সে যে অতিশয় ক্রূর, কৃতঘ্ন ও পাপাত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ কায়স্থকে বিষবৃক্ষ ও বেতালের সহিত তুল্যজ্ঞান করা হইয়াছে। কল্হণের অভিপ্রায় এইরূপ যে কায়স্থ প্রায় কুটিল, নির্দ্দয় ও প্রজাপীড়ক হইয়া থাকে, অতএব রাজা যেন তাহাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন না করেন।

কল্হণ যে কেবল কায়স্থের উপরই কটাক্ষ করিয়াছেন, এমন নহে, অনেক স্থলে মন্ত্রিগণের উপরও কটাক্ষ করিতে বিচলিত হন নাই।

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কল্হণপণ্ডিত কায়স্থের প্রতি কেন এরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন? কায়স্থ কি এমন লোক ছিল যে রাজা, রাজপুরুষ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া প্রজাপীড়ন করিত? কাশ্মীররাজ্যে কি সৈন্যসামন্ত ছিল না? প্রজাগণ কি এমনই নির্জ্জীব যে কায়স্থের উৎপীড়ন সহ্য করিত, অথচ তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিত না?—যেন কায়স্থ শব্দের উপরই কোন গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে!

এখানে যদি কায়স্থকে রাজসভাস্থ লেখক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও বিষম গোল! প্রজাপীড়ন ও রাজার রাজকোশ নিঃশেষ করা কি সামান্য লেখকের কর্ম্ম? কায়স্থ যদি পরস্বাপহারক দস্যু হইত, তাহা হইলে অবশ্যই কেহ তাহাদের বিপক্ষে অভিযোগ উত্থাপন করিত, রাজাও তাহার বিচার করিতেন। কিন্তু সমস্ত রাজতরঙ্গিণী অনুসন্ধান করিলাম, কৈ, কোথাও কায়স্থকে দস্যু বলা হয় নাই! মিতাক্ষরায় কায়স্থ অতি মায়াবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে? তবে কি কায়স্থ মায়াবী? রাজতরঙ্গিণীতে কোথাও মায়াবী বলা হয় নাই। শূলপাণি দীপকলিকা নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় কায়স্থকে রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে সামন্ত, মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত কায়স্থের উল্লেখ আছে। যথা—

ভ্রাতৃসিংহাসন অধিকার করেন। ইনি অতিশয় ক্রূর ও কোপনস্বভাব ছিলেন, ৪ বর্ষ ২৪ দিন রাজ্যভোগের পর ভ্রাতার অনুসরণ করেন।

তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ললিতাদিত্য (৬১৯ শকে) পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। ইনি একজন দিগ্বিজয়ী পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন; পূর্ব্বে কান্যকুব্জ ও গৌড়দেশ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও কর্ণাট, পশ্চিমে কাম্বোজ এবং উত্তরে ভুঃখার, দরদ ও স্ত্রীরাজ্য প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। ইনি কাশ্মীর-রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম এই কয়েকটি কর্ম্মস্থান সৃষ্টি করেন—মহাপ্রতীহারপীড়া, মহাসন্ধিবিগ্রহ, মহাশ্বশালা, মহাভাণ্ডাগার ও মহাসাধনভাগ (২) (রাজতর° ৪। ১৪৩-৪৪ শ্লোক)

ইনি ৩৬ বর্ষ ৭ মাস ১১ দিন রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রজাহিতৈষী ও দাতা কুবলয়াপীড় (৬৫৫ শকে) রাজা হন। ইনি ১ বর্ষ ১৫ দিন রাজত্ব করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তৎপরে ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দুষ্টস্বভাব বজ্রাদিত্য রাজা হইলেন। তিনি ৭ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন।

বজ্রাদিত্যের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথিব্যাপীড় (৪ বর্ষ ১ মাস), তৎপরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সংগ্রামাপীড় (৭ দিন) রাজ্যশাসন করেন। সংগ্রামাপীড়ের পর বজ্রাদিত্যের পুত্র জয়াপীড় বা জয়াদিত্য (৬৬৭ শকে) সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত বিদ্যোৎসাহী দিগ্বিজয়ী মহাবীর কাশ্মীরে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

ইঁহার সভায় ক্ষীরস্বামী, উদ্ভটভট্ট, দামোদর, বামন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিরাজ করিতেন। ইনি নিজ মন্ত্রী বামনের সাহায্যে পাণিনিসূত্রের 'কাশিকা' নাম্নীবৃত্তি রচনা করেন। গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ৬৯৮ শকে ইনি পরলোক গমন করেন।

তৎপুত্র ললিতাপীড় ১২ বর্ষ, সংগ্রামাপীড় ৭ বর্ষ, বৃহস্পতি ১৮ বর্ষ, অজিতাপীড় ৪৪ বর্ষ, অনঙ্গাপীড় ৩ বর্ষ ও শেষে উৎপলাপীড় রাজা হন।

কায়স্থরাজ দুর্লভবর্দ্ধনের বংশ ২৬০ বর্ষ ৫ মাস ২০ দিন কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের একটি বংশাবলী দেওয়া গেল।

(২) রাজতরঙ্গিণীর ইংরাজী অনুবাদক ঐ পাঁচটি প্রধান রাজকীয় কর্ম্মের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—(১) The Great Constabulary, (২) The Military Department; (৩) The Great Stable-department, (৪) The Treasury, (৫) The Supreme Executive office.
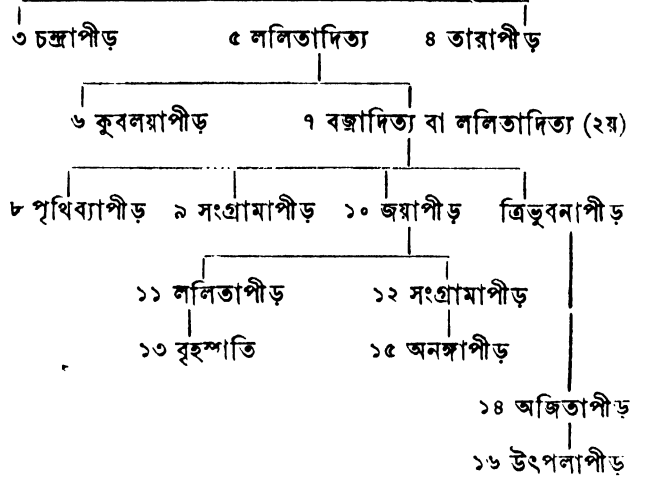
(রাজতরঙ্গিণী ৩য় ও ৪র্থ তরঙ্গ দেখ।)

সংস্কৃত শিলালিপিপাঠেও কায়স্থরাজের সংবাদ পাওয়া যায়।—গোয়ালিয়ররাজ ভুবনপালদেব শিলাফলকে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

"কায়স্থবংশবিপিনাম্বুধরপ্রস্থষ্টা।"

উপরোক্ত রাজতরঙ্গিণী, শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয়েরই অন্যতম শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। *

সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে কায়স্থ সম্বন্ধে যতদূর জানা যাইতে পারে, একে একে সমুদয় উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে দেখা যাউক প্রাচীন শিলালিপি দ্বারা কায়স্থজাতির আর কি পরিচয় পাওয়া যায়।

শিলালিপি।—শিবগুপ্তের পিতা মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনে † সর্ব্বপ্রথম মহাসান্ধিবিগ্রহিক কায়স্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

* কেবল যে সংস্কৃত গ্রন্থে কায়স্থরাজের উল্লেখ আছে, তাহা নয়, এমন কি হিমালয়ের তুষারাবৃত আম্রোহ প্রদেশের প্রথম রাজা কায়স্থ ছিলেন, প্রতিপন্ন হইয়াছে। Atkinson's Gorakhpur, p. 442.

† এই তাম্রশাসনখানি কাহারও মতে ৩৪ (গুপ্ত) সম্বৎ, কাহারও মতে ৩১ (গুপ্ত) সম্বতে প্রদত্ত হয়। *Indian Antiquary*, Vol. V. p. 51; *Proc. As. Soc. Bengal*, 1882, p. 12.

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মতে ৩২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসম্বৎ আরম্ভ, তাহা হইলে উক্ত শাসনপত্র ৩৫৪ অথবা ৩৫১ খৃষ্টাব্দে খোদিত হয়।

"লিখিতমিদং ত্রিফলী তাম্রশাসনং মহাসান্ধিবিগ্রহী রাণক শ্রীমল্লদত্ত প্রবিশুদ্ধ কায়স্থ শ্রীমা × কিল প্রিয়ঙ্করাদিত্য
সুতেনেতি॥"

প্রণীতং কোশলেন্দ্রেণ প্রতিবোধ্য মহত্তমম্।
আদত্ত পুণ্ডরীকাক্ষশাসনং তাম্রনির্ম্মিতম্॥
উৎকীর্ণিতং মাধবেন॥"

কেবল যে প্রিয়ঙ্করাদিত্যপুত্র কায়স্থপ্রবর মল্লদত্ত সান্ধিবিগ্রহিকের পদলাভ করিয়াছিলেন, এমন নহে। গুপ্তরাজগণের সময়ে মল্লদত্ত ব্যতীত দত্তউপাধিধারী কায়স্থগণ পুরুষানুক্রমে মহাসান্ধিবিগ্রহের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, গুপ্তরাজগণের তাম্রশাসন ও শিলাফলক দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। নিম্নে তাঁহাদিগের একটী তালিকা দেওয়া হইল—

গুপ্তরাজের নাম	সান্ধিবিগ্রহিকের নাম	গুপ্তকাল
দেবাঢ্য	বক্র (অমাত্য) ?	
প্রভঞ্জন	ঐ নরদত্ত পুত্র	
দামোদর	ঐ রবিদত্ত (ভোগিক) ?	
হস্তিন্	ঐ সূর্য্যদত্ত	১৫৬
ঐ	ঐ-পুত্র বিভুদত্ত	১৯১
জয়নাথ	ধ্রুবদত্তপুত্র গুণকীর্ত্তি	১৭৪
ঐ	ফল্গুদত্তপৌত্র গল্লু	১৭৭
সর্ব্বনাথ	ফল্গুদত্তপৌত্র মনোরথ	১৯৩,১৯৭
ঐ	মনোরথপুত্র নাথদত্ত	২১৪

গুপ্তরাজগণ ব্যতীত অপরাপর নানাস্থানের হিন্দুরাজগণ কায়স্থদিগকে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

কালিঞ্জরাধিপ কীর্ত্তিবর্ম্মদেবের শিলাফলকে 'কায়স্থ'কে মহাত্মা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কোঙ্কণাধিপ অপরাদিত্যের শাসনপত্রে জানা যায়, তাহার প্রধান মন্ত্রী কায়স্থ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসনে কায়স্থরাজগণের কথাও খোদিত হইয়াছে।

শিলালিপির উপর বিশ্বাস করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, যে পূর্ব্বকালে রাজসংসারভুক্ত কায়স্থ রাজা, সন্ধিবিগ্রহী ও মন্ত্রী প্রভৃতি কখনই শূদ্র অথবা বর্ণসঙ্কর ছিলেন না; তাঁহারা যে সকল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

নব্যস্মৃতিপ্রভৃতি।—আধুনিকস্মৃতিগ্রন্থকার রঘুনন্দন যদিও কায়স্থ শব্দের কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বসুঘোষাদি উপাধিধারী বঙ্গীয় কায়স্থদিগকে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"সচ্ছূদ্রাণাং তু নামকরণে বসুঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্তনামত্বঞ্চ বোধ্যম্।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

রঘুনন্দনের মতে কলিতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি নাই। এই নিমিত্তই বোধ হয় তিনি অপর শূদ্র হইতে একটু উচ্চ করিবার জন্য বসুঘোষাদি কায়স্থকে "সচ্ছূদ্র" নামে অভিহিত করিয়াছেন (১)। কিন্তু দেখা উচিত, ধর্ম্মশাস্ত্রে সচ্ছূদ্রের উৎপত্তি কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—

"শূদ্রাদেব তু শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।
দ্বিজশুশ্রূষণপরঃ পাকযজ্ঞপরান্বিতঃ॥
সচ্ছূদ্রং তং বিজানীয়াদসচ্ছূদ্রস্ততোঽন্যথা।
ঔশনসধর্ম্মশাস্ত্র ৪৯-৫০ শ্লোক।

শূদ্র হইতে শূদ্রার গর্ভে জাত যে শূদ্র, তাহাকেই সচ্ছূদ্র বলা যায়, সে দ্বিজশুশ্রূষা ও পাকযজ্ঞ অবলম্বন করিবে। এতদ্ভিন্ন অপরে অসচ্ছূদ্র।

ঔশনসধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকৃত শূদ্রকেই সচ্ছূদ্র বলা হইয়াছে। সুতরাং রঘুনন্দনের মতে বসু ঘোষাদি কায়স্থই প্রকৃত শূদ্র, আর সকলেই অসচ্ছূদ্র।

রঘুনন্দন বঙ্গীয় কায়স্থকে কেন "প্রকৃত শূদ্র" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ লেখেন নাই। ইতিপূর্ব্বে স্মৃতি প্রভৃতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কায়স্থ শূদ্র নয় এবং কোন কালে শূদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, দ্বিজাতির অন্তর্গত কায়স্থগণ বঙ্গদেশে সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাত্য ও শূদ্র একজাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রমতে, ব্রাত্য বা নিন্দিত কায়স্থ কোনক্রমে 'শূদ্র হইতে শূদ্রা গর্ভজাত প্রকৃত শূদ্র' বা "সচ্ছূদ্র" হইতে পারে না।

এ স্থলে কেহ যদি বলেন যে, রঘুনন্দন দেশাচার বা

(১) রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, সাড়ে তিন বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বোধ হয়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ধরণিকোষের প্রমাণ দেখিয়া কায়স্থকে 'সচ্ছূদ্র' বলিয়া উল্লেখ করেন। ধরণী এইরূপ লিখিয়াছেন—

"সচ্ছূদ্রশ্চ মসীশদেবঃ কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসজঃ।"

এখানে মসীশদেবের অর্থ চিত্রগুপ্ত। চিত্রগুপ্তদেব সচ্ছূদ্র ছিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণাদি কোন গ্রন্থে এরূপ কথা লিখিত হয় নাই। বিশেষতঃ পুরাণে চিত্রগুপ্তের শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মে অধিকার থাকায় তাঁহাকে কখনই শূদ্র বলা যাইতে পারে না। সুতরাং ধরণীর মত অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল।

শিষ্টাচার দেখিয়া কায়স্থজাতিকে "সচ্ছূদ্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র মতে—

"স্মৃতের্ব্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥"
(সংস্কার প্রকরণে) প্রয়োগপারিজাত ৫৯ শ্লোঃ।

বেদের সহিত বিরোধ হইলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে লৌকিক বাক্য (অর্থাৎ দেশাচারকে) অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

"লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্।" বশিষ্ঠস্মৃতি ১ম অধ্যায়।

কি লৌকিক কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়, শাস্ত্রের বিধি না পাইলে শিষ্টাচারই প্রমাণ।

সুতরাং যখন স্মৃতিদ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে, কায়স্থ জাতি দ্বিজাতির অন্তর্গত, তখন শিষ্টাচার বা দেশাচার অবলম্বন করিয়া কায়স্থকে শূদ্র বলা যাইতে পারে না। স্মৃতির বিরোধ হওয়ায় এরূপ স্থানে দেশাচারকেও অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

আর এক কথা। হয়ত কেহ বলিতে পারেন, ১ মাস অশৌচ গ্রহণই বঙ্গীয় কায়স্থের শূদ্রত্ব-পরিচায়ক। যদিও ধর্ম্মশাস্ত্রে শূদ্রেরই ১ মাস অশৌচ বিধিবদ্ধ হইয়াছে বটে, (২) কিন্তু স্মৃতির মত একটু তলাইয়া বুঝিলে অনুমিত হয়, যে যেরূপ ব্যক্তি তাহারই তদনুরূপ অশৌচ নিরূপিত হইয়াছে। যেমন রাজার ১ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন বা ১৫ দিন; সাগ্নিক ও বেদপারগ ব্রাহ্মণের ১ দিন, কেবল বেদপারগ ব্রাহ্মণের ৩ দিন এবং বেদবিহীন, জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্ট ও সন্ধ্যোপাসনাবর্জ্জিত এরূপ ব্রাহ্মণের ১০ দিন, বৈশ্যের ১৫ বা ২০ দিন। বঙ্গীয় কায়স্থেরা অনুপনীত হওয়াতেই বোধ হয় ১ মাস অশৌচ ধারণ করিতেছেন *।

(২) "একাহাচ্ছুদ্ধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ॥
জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।
নামধারকবিপ্রস্তু দশাহং সূতকং ভবেৎ॥" পরাশর ৩। ৫-৬।
"দশাহং ব্রাহ্মণানাস্তু ক্ষত্রিয়াণাং ত্রিপঞ্চকম্।
বিংশত্রাত্রং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং মাসমেবহি॥" দেবল।
"ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ পঞ্চদশরাত্রেণ ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যো বিংশতিরাত্রেণ শূদ্রো মাসেন শুদ্ধতি॥" বশিষ্ঠ।
"রাজ্ঞো মাহাত্মিকে স্থানে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে।" মনু ৫। ৯৪।

* কেহ কেহ বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করেন;—
"উপবীতক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুদ্ধতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুধ্যতে তথা॥"

এখনও পশ্চিমাঞ্চলের উপবীতধারী কায়স্থেরা ১২ দিন, বেহারে উপবীতধারী কায়স্থেরা কোথাও ১৩ দিন কোথাও কোথাও ১৬ দিন, কিন্তু ঐ সকল স্থানে যাহারা উপবীতবর্জ্জিত তাহারা ১ মাস অশৌচ গ্রহণ করেন।

অতএব বঙ্গদেশের কায়স্থগণ ১ মাস অশৌচ ধারণ করিতেছে বলিয়া তাহাদিগকে শূদ্র বলা যায় না। এমন কি চণ্ডাল ডোম প্রভৃতি অনেক নিকৃষ্ট জাতিমধ্যে ১০ দিন অশৌচকাল দেখিয়া সেই সকল জাতিকে কিছুতেই উচ্চ জাতি বলা যাইতে পারে না। মহাভারতেও লিখিত আছে, যে পাণ্ডবেরা আত্মীয়গণের মৃত্যুর পর ১ মাস অশুচি অবস্থায় ছিলেন;—

"কৃতোদকাস্তে সুহৃদাং সর্ব্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ॥"
শান্তিপর্ব্ব ১। ১০২।

রঘুনন্দনের পর তাঁহার মতপরিপোষক কমলাকর (৩) কায়স্থজাতির উৎপত্তি লইয়া বিষম গোলযোগ করিয়াছেন। তদ্বিরচিত শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে তিনি প্রথমে স্কন্দপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"কায়স্থ এব উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।"

এই কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন। আবার তৎপরেই নিজমত সমর্থন করিবার জন্য লিখিতেছেন—

"মাহিষ্যবনিতাসূনু র্বৈদেহাদ্যঃ প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্ত স্তস্য কর্ম্ম বিধীয়তে॥
ক্ষত্রাদ্বৈশ্যায়াং মাহিষ্যা বৈশ্যাদ্বিপ্রাজো বৈদেহঃ।
নীপানাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ॥
গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজপাটীপ্রভেদতঃ।
অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ।
চাতুর্বর্ণ্যস্য সেবাং হি লিপিলেখনসাধনম্।
ব্যবসায়শিল্পকর্ম্ম তজ্জীবন মুদাহৃতম্॥
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ বস্ত্রমারক্তমন্তসা।
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ—বৈদেহের ঔরসে মাহিষ্যপত্নীর গর্ভে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাগর্ভে মাহিষ্য এবং বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদেহের জন্ম। সুতরাং কায়স্থ অতি নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর। কায়স্থের কর্ম্ম এইরূপ বিধি আছে, নীপদেশজাত লেখন, গণনা, শিল্প, বীজাদি প্রভেদ করণ ও বপন, চতুর্বর্ণের সেবা এবং লিপিলেখন ইত্যাদি পঞ্চসংস্কারই অধম শূদ্র (কায়স্থ) জাতির জীবনোপায়।

(৩) কমলাকর (১৬১২ খৃষ্টাব্দে) নির্ণয়সিন্ধুগ্রন্থে রঘুনন্দনের মত সমর্থন করিয়াছেন।

এইরূপ কায়স্থদিগের শিখা, যজ্ঞসূত্র ও রক্তবস্ত্র ধারণ এবং দেবতাস্পর্শন নিষেধ।

কমলাকর প্রথমে কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত বলিয়া আবার কেন তিনি কায়স্থকে বৈদেহের ঔরসে ও মাহিষ্যকন্যার গর্ভজাত অতি নীচ বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করিলেন? ডেঙ্গারা কায়থ, গোলাম কায়থ নামে কেবল মাত্র কায়স্থ নামধারী কতকগুলি নীচজাতি এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই সকল নীচজাতির অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইলে অবশ্যই কোনস্মৃতিতে উল্লেখ থাকিত। মুসলমানদিগের বঙ্গে আগমনের পরে ঐ সকল নীচজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণও পাওয়া যায়। কমলাকর আড়াই শতবর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি কি ঐ সকল কায়স্থনামধারী নিকৃষ্ট জাতিরই উল্লেখ করিয়াছেন? তাহাও ঠিক্ জানা গেল না। তাহা হইলে কেন তিনি প্রথমে ক্ষত্রিয়পুত্র কায়স্থের উল্লেখ করিয়াই, তৎপরে এই নীচ বর্ণসঙ্করের উল্লেখ করিলেন? বোধ হয়, প্রথম কায়স্থ হইতে দ্বিতীয় বর্ণসঙ্করদিগকে প্রভেদ করিবার জন্যই লিখিয়া থাকিবেন।

কিন্তু এখনকার ডেঙ্গরাকায়থ ও গোলাম-কায়থের বৃত্তি আলোচনা করিলে, এই বর্ণসঙ্কর জাতি যে কোন কালে লেখক ও গণকের বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছে, এমন বোধ হয় না। অতএব বোধ হইতেছে, কমলাকর স্কন্দপুরাণের বচন উপেক্ষা করিয়া নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য কায়স্থজাতির অভিনব উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে অথবা প্রাচীন স্মৃতি সংগ্রহে বৈদেহ ও মাহিষ্যা হইতে কায়স্থের উৎপত্তির কথা লিখিত হয় নাই। সুতরাং কমলাকরের শেষোক্ত মত অশাস্ত্রীয় ও অভিনব বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থ বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। (৪)

মেধাতিথি (১০। ৬১) মানবভাষ্য লিখিয়াছেন, "তস্মাদ্‌-বর্ণসঙ্করো রাজ্ঞা পরিবর্জ্জনীয়ঃ।"

রাজা বর্ণসঙ্করকে পরিত্যাগ করিবেন। যদি কায়স্থ প্রকৃতই বর্ণসঙ্কর হইত, তাহা হইলে কখনই রাজসভায় স্থান পাইত না। ইতিপূর্ব্বে প্রাচীন স্মৃতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কায়স্থ দ্বিজাতি। এক্ষণে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া নব্যস্মৃতির মত উদ্ধৃত হইতেছে। মিত্রমিশ্র লিখিয়াছেন,—

"কার্য্যকথনমুখেন বৃহস্পতিঃ।
'নৃপোঽধিকৃত সভ্যাশ্চ স্মৃতির্গণকলেখকৌ।
হেমাগ্ন্যম্বুস্বপুরুষাঃ সাধনাঙ্গানি বৈ দশ॥'
'গণকো গণয়েদর্থং লিখেন্ন্যায়ঞ্চ লেখকঃ।'
সর্ব্বরঞ্জকঃ সভাস্তারোপি ব্যাসেনোক্তঃ।
'অর্থিপ্রত্যর্থিনৌ সভ্যাল্লেখকঃ প্রেক্ষকাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মবাক্যে রঞ্জয়তি সভাস্তারয়িতামিযাৎ॥'
'স্ফুটলেখন্নিযুঞ্জীত শব্দলাক্ষণিকং শুচিম্।
স্ফুটাক্ষরং জিতক্রোধমলুব্ধং সত্যবাদিনম্॥'
* শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন মিত্যুক্তৈর্গণকো দ্বিজাতিস্তৎসাহ-চর্য্যাল্লেখকোঽপি দ্বিজাতিঃ।"

বীরমিত্রোদয়ে ব্যবহারাধ্যায়।

কার্য্য কথনপ্রস্তাবে বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজা তন্নিযুক্ত পুরুষ, সভ্য, স্মৃতি, গণক, লেখক, সুবর্ণ, অগ্নি, জল ও রাজকীয় পুরুষ এ দশটী সাধনের অঙ্গ। গণক অর্থ গণনা করিবে, লেখক ন্যায়সঙ্গত লিখিবে।

সর্ব্বরঞ্জক সভাস্তার ব্যাস কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। প্রেক্ষকাশ্রয় লেখক ধর্ম্মবাক্য দ্বারা অর্থী প্রত্যর্থী ও সভ্যগণকে সন্তুষ্ট করায় সভাস্তাররূপে অভিহিত হইয়াছে।

রাজা স্পষ্টাক্ষর শব্দলক্ষণজ্ঞ, শুচি, জিতক্রোধ, অলুব্ধ, সত্যবাদী এরূপ লেখককে নিযুক্ত করিবে।

"শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন" ইহার দ্বারা গণক দ্বিজাতি বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎসহচরহেতু লেখকও দ্বিজাতি বলিয়া প্রতিপাদিত হইল।

(৪) শতাধিক বর্ষের প্রাচীন "রুদ্রযামলে শিবরাঘবসংবাদে জাতিমালানির্ণয়" নামে একখানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, ঐ জাতিমালায় কায়স্থ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"ব্রহ্মণো মানসাঃপুত্রাঃ নায়কাঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
রাজকর্ম্মসমাযুক্তা নায়কে সংস্থিতাঃ সদা॥
তেন কায়স্থজাতিশ্চ ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা।
তস্য চাংশৈস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ +·+·+ সংস্থিতাঃ॥
চিত্রাঙ্গদশ্চিত্রসেনশ্চিত্রগুপ্তশ্চ ভার্গব।
চিত্রাঙ্গদস্ত মাধুর্য্যা বৈ দধ্বা নাগকন্যয়া।
প্রবেশিতঃ সুরঙ্গেণ নাগলোকং × × ।
চিত্রসেনস্ত স্বর্গাদ্বৈ ব্রহ্মণা প্রেরিতঃ স্বয়ম্॥
গচ্ছ রাজন্ পৃথিব্যাঞ্চ রাজ্যং কুরু বিধানতঃ।
চিত্রগুপ্তো নারদেন সূর্য্যজে তু সমর্পিতঃ॥"

উক্ত বচন দ্বারা কায়স্থজাতি ব্রহ্মার মানসপ্রজা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মূল রুদ্রযামলতন্ত্রে উপরোক্ত শ্লোকগুলির নিদর্শন না পাওয়ায়, উক্ত জাতিমালার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল।

* [৫৬৬ পৃষ্ঠায় কায়স্থ শব্দে বৈজয়ন্তীধৃত ব্যাস বচন দেখ।]

নব্যস্মার্ত্তগ্রন্থকার মিশরুমিশ্রকৃত বিবাদচন্দ্রে, গঙ্গাদিত্য বিরচিত স্মৃতিচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে। অতএব লেখক বা কায়স্থ যে দ্বিজাতি, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। প্রাচীন স্মৃতি, ইতিহাস ও তাম্রশাসন দ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বর্ত্তমান কায়স্থজাতির অবস্থা।—উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রধানতঃ ১০ শ্রেণী কায়স্থের বাস। যথা—মাথুর, ভটনাগর, সকসেনা, শ্রীবাস্তব, অম্বষ্ঠ, সূর্য্যধ্বজ, বাল্মীক, অহিষ্ঠানা, নিগম। এ ছাড়া গৌড়কায়স্থ নামক এক স্বতন্ত্র শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, এই শ্রেণী গৌড়দেশ হইতে গিয়া দিল্লীতে উপনিবেশ করে।

মাথুর কায়স্থ অপর শ্রেণীর সহিত বিবাহে দানগ্রহণ করে। কিন্তু শ্রীবাস্তব প্রভৃতি শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত আদান প্রদান করে না। তাহারা স্বশ্রেণী মধ্যে ভিন্ন গোত্রে মাতৃপক্ষে পাচ ও পিতৃপক্ষে ৭ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ দেয়।

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থেরা যথাকালে যজ্ঞসূত্র ধারণ করে। তাহাদের মধ্যে যে আচারভ্রষ্ট ও অখাদ্যভোজী হয়, তাহার যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লওয়া হয়। প্রকৃত, ইহারা ব্রহ্মসূত্রের অবমাননা করে না। ইহারা অনেকেই আপনাদিগকে দেবীপুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়।

শ্রীবাস্তব—এই শ্রেণী শ্রীনগর হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছিল, এক্ষণে কাশী, আলাহাবাদ, মির্জাপুর, গোরক্ষপুর প্রভৃতি নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভটনাগর—এই শ্রেণী মুজাফরনগরেই অধিকাংশ বাস করে, অন্যান্যস্থানে অল্পসংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায়।

সকসেনা—এই শ্রেণী এতাবা জেলায় অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কনোজরাজ জয়চাঁদের মৃত্যুর পর সমরসিংহের অধীনে এতাবায় আসিয়া বাস করে। ইহাদের আদিপুরুষ পুরন্দরদাস ও নির্ম্মলদাস সমরসিংহের নিকট কয়েকখানি গ্রাম জায়গীর ও চৌধুরীপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের বংশধরেরা সমরসিংহের সময় হইতে ইংরাজ আমল পর্য্যন্ত এতাবার কানুনগোইপদ পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে। (১)

এতাবার সকসেন-কায়স্থবংশে প্রসিদ্ধ বীর রাজা নবলরায়ের জন্ম। ইনি ফরুখাবাদের বঙ্গস-নবাবের উজীর ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইনি অনেক স্থানে যুদ্ধ করিয়া যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। (২) এখানকার ভাটেরা এখনও রাজা নবলরায়ের বীর গাথা গাহিয়া থাকেন।

সূর্য্যধ্বজ—এই শ্রেণীর আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণের ন্যায়, ইহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। দিল্লীতে এই শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। (৩)

মিরাটের কায়স্থেরা প্রায় অধিকাংশই জমিদার। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহারাই মুসলমানদিগের আমলে সর্ব্বপ্রথম পারস্যভাষা শিক্ষা করেন (৪)।

কুলশ্রেষ্ঠ—ফতেপুর জেলায় অধিকাংশের বাস। হাতগাঁ হইতে এখানে আসিয়াছে। ইহারা অধিকাংশই জমিদার।

অম্বষ্ঠ—এই শ্রেণী পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে বাস করে। ইহাদের আচারব্যবহার ব্রাহ্মণের ন্যায়। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তাহাদের আদিপুরুষ সর্ব্বপ্রথম অম্বষ্ঠ দেশ হইতে আগমন করেন। কেহ কেহ চিকিৎসাবৃত্তিতেও ঘৃণা করেন।

পশ্চিমে উনাই নামে এক অর্দ্ধকায়স্থ আছে। চিত্রগুপ্তের ঔরসে কোন বেশ্যাগর্ভে এই জাতির জন্ম। কোন কায়স্থ এই উনাই জাতির হস্তে আহার করে না। উনাইরা বাঙ্গালার গোলামকায়থের ন্যায় কায়স্থজাতির দাসত্ব ও সামান্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ যবনরাজত্বকালে অনেকেই আচারভ্রষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রায় সকলই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

পঞ্জাব।—কেবল ডেরা-ইস্মাইল খাঁ ব্যতীত পঞ্জাবের সর্ব্বত্রই কায়স্থজাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের আচার ব্যবহার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অপরাপর কায়স্থের ন্যায়।

মধ্যপ্রদেশ।—এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা মালবকায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসপাঠে জানা যায়, মুসলমান রাজাদিগের আগমনকালে এখানকার ব্রাহ্মণগণ দেশ ছাড়িয়া যান। এই সময় মুসলমানেরা কায়স্থদিগকে পারস্যভাষায় পারদর্শী বুঝিয়া নানাস্থানের কানুনগোইপদ প্রদান করেন। ইহাদের মধ্যে জাতাভিমান বা কুসংস্কার নাই, ইহাদের মধ্যে সকলেই লেখাপড়া জানে। ইহারা বলে, যে "অক্ষরের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থের সৃষ্টি, বিধাতা লেখাপড়ার জন্যই কায়স্থকে পাঠাইয়াছেন।"

(১) Hume's Memorandum on the Castes of Etawa, p. 87.

(২) Journ. As. Soc. Bengal, Vol. XLVIII. pt. I. p. 50-66.

(৩) Sherring's Tribes and Castes, Vol. I. p. 310.

(৪) Plowden's Census of the North Western Provinces, p. 14.

এইজন্য অতি সামান্য কায়স্থও কাহারও পরিচারককর্ম্মে নিযুক্ত হন না। দাসত্ব ইহাদের মধ্যে অতি হেয় বলিয়া গণ্য *। ইহারা সকলেই উপবীত ধারণ করেন।

বোম্বাই।—এখানকার কায়স্থেরা আপনাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মক্ষত্রিয়, প্রভু, পত্তনীপ্রভু ও বাল্মীক কায়স্থ এই চারি প্রধান শ্রেণী আছে। এতদ্ভিন্ন উপকায়স্থ ও প্রভা নামে অতি নিকৃষ্ট জাতি আছে, তাহারা কায়স্থসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়।

কায়স্থ বা প্রভু—ইহারা সকলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। পুণাতে চন্দ্রসেনী প্রভুর বাস, তাঁহারা ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহারা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যজন, যাজন ও দানে অধিকারী এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় বেদোক্ত হোমকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করেন (১)।

উপকায়স্থ—কায়স্থ (প্রভু) এবং কায়স্থবিধবার গর্ভে জন্ম। ইহারা অতি নীচজাতি বলিয়া গণ্য। কোন কায়স্থ ইহাদের হস্তে আহারাদি গ্রহণ করেন না অথবা কোন সংস্রব রাখেন না।

প্রভা—ক্ষত্রিয়ভ্রাতা ও ক্ষত্রিয়া ভগিনীগর্ভে উৎপত্তি। ইহারা বঙ্গদেশের গোলামকায়থের ন্যায় কায়স্থসমাজের বহির্ভূত এবং শূদ্র অপেক্ষা নীচ জাতি বলিয়া গণ্য।

গুজরাট।—পত্তনের কায়স্থ বা প্রভুগণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা যথাকালে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন এবং যজন, যাজন ও দান প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন (২)।

কচ্ছপ্রদেশের কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পুরোহিত, লেখক ও শস্ত্রজীবী (সিপাহী) (৩)।

রাজপুতানা।—এখানকার কায়স্থেরা প্রধানতঃ রাজধানা বলিয়া পরিচয় দেন। বুন্দিতে মাথুর ও ভটনাগর কায়স্থেরও বাস আছে। মাড়বারে কায়স্থদিগকে পাঞ্চলী বা পাঞ্চলী ঠাকুর কহে। রাজপুতানার কায়স্থদিগের তিনটি শাখা—১ আজমীর, ২ রামসর ও ৩ কেকৃরি। এখানকার সকলেই প্রায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, তবে যে অখাদ্য ভোজনাদি করে, তাহার যজ্ঞসূত্র থাকিলে কাড়িয়া লওয়া হয়। এখানকার কায়স্থেরাও আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন (৪)।

মান্দ্রাজ।—বোম্বাইপ্রদেশের ন্যায় এখানেও কায়স্থপ্রভু, উপকায়স্থ ও প্রভা এই তিনটি বিভাগ আছে। তাহাদের আচার ব্যবহার বোম্বাই প্রদেশের কায়স্থের ন্যায়।

কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি স্থানে কায়স্থেরা মঠাধ্যক্ষ হইয়া আছেন (৫)। তাঁহারা "কায়স্থলু" নামে পরিচিত *।

বেহার।—বেহার প্রদেশে যে সকল কায়স্থ বাস করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ লালা-কায়থ নামে বিখ্যাত। ইহারা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের প্রকৃত বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং বাঙ্গালার কায়স্থগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে সম্মানার্হ জ্ঞান করেন। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, সত্যযুগে যখন সকল দেবতা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন যম ব্রহ্মাকে বলিলেন, পিতামহ! ইন্দ্রাদি সকলেই দিক্‌পাল অথচ তাঁহারা যজ্ঞাদি করিতে সময় পাইতেছেন, কিন্তু আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে আমি আমার কার্য্যভার মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করিতে পারিব না, আপনি আমার যজ্ঞ করিবার উপায় করিয়া দিন। ব্রহ্মা যমের এই প্রার্থনানুসারে নিজ কায়া হইতে চিত্রগুপ্তকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, এই মহাভাগ তোমাকে সাহায্য করিয়া তোমার

* ম্যালকোম সাহেব তাঁহার মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসে কায়স্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"This useful and intelligent tribe......are never to be seen in a state of mendicity or even menial employ, they describe their feeling on this point, that it would be a sin to use in mean offices hands which God has expressly made for the noble purpose of writing." Malcolm's Central India, Vol. II. p. 168.

(১) Arthur Steele's Law and Custom of Hindu Castes, p. 94.

(২) Sherring's Tribes and Castes, Vol. II. p. 182.

(৩) Indian Antiquary, Vol. V. p. 171.

(৪) Rajputana Gazatteer.

(৫) Wilson's Mackenzie-Collections, p. 615.

* দাক্ষিণাত্যের জাতিতত্ত্ব লেখকগণ লিখিয়াছেন, "Insinuation from Brahmanical hatred, the Kayasthas or Prabhus, being great rivals of the Brahmans in the matter of office-employment." Wilson's Castes, Vol. I. p. 66.

ভারতবর্ষীয় সমস্ত কায়স্থজাতির আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য জাতিবিদ্ লিখিয়াছেন—"Somehow there has sprung up this special write class, which among Hindus has not only rivalled the Brahmins, but in Hindustan may be said to have almost wholly ousted them from secular literate work, and under our Government is rapidly ousting the Mahomedans also Very sharp and clever these *Kaits* certainly are." Campbell's Ethnology of India, p. 118.

গতবারের আদমসুমারির বিবরণে কায়স্থের ক্ষত্রিয় পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—"It is not irrelevant, however, to state here, that the whole of the third class, that of the *writers*, have a distinct strain *Kshatriya* blood, not only in this Presidency, but in the Upper India, where they are stronger in number as well as in influence."

Census Report of British India, Vol. III. p. XCIX.

কর্ম্মের অবসরকাল স্থির করিয়া দিবেন, ইনিই সকলের কর্ম্মাকর্ম্মের বর্ণনা করিবেন ও তদনুসারে তুমি স্বর্গনরকাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

বেহারী কায়স্থের মধ্যে দ্বাদশটী শাখা আছে। এই দ্বাদশ শাখার আদিপুরুষেরা চিত্রগুপ্তের বংশধর। চিত্রগুপ্ত সোপবীত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লালাকায়স্থেরা আজিও উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাদের দ্বাদশটী শাখা এই—অহিঠানা, অম্বষ্ঠ, বাল্মীক, ভট্টনাগর, গৌড়, কুলশ্রেষ্ঠ, মাথুর, নিগম, সকসেনা, শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ ও করণ। এই দ্বাদশ শাখা মধ্যে অহিঠানাশাখার আদিনিবাস জৌনপুরে। পাটনা ও ত্রিহুত-অঞ্চলে অম্বষ্ঠ শাখার লোকই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকশাখার আদিবাসস্থান গুজরাট। অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব ও করণেরা এক হুকায় তামাকু খাইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা এক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি করে না। করণ ও অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণপ্রস্তুত অন্নাদি এক পংক্তিতে আহার করিতে পারে।

নিগম শাখার লোক বেহারে বড় একটা দেখা যায় না। সূর্য্যধ্বজ শাখার লোকেরা সূর্য্যকে অধিদেবতা বলিয়া গণ্য করে। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নর্ত্তকী কামকন্দলার গর্ভে মাধবনলনামক ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানই এই শাখার আদিপুরুষ। মাথুর, সকসেনা, শ্রীবাস্তব ও ভটনাগর শাখার লোকেরা চিত্রগুপ্তের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়। মাথুর শাখা মথুরা হইতে, সকসেনা শাখা ফরক্কাবাদের অন্তর্গত ধ্বংসাবশিষ্ট সাঙ্কাশ্য-নগর হইতে, শ্রীবাস্তবশাখা শ্রীনগর হইতে ও ভটনাগর শাখা ভাটনের হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনুমিত। গৌড়শাখা গৌড়দেশ হইতে সমাজবদ্ধ হন। এখানকার গৌড় কায়স্থের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালার সেনরাজগণ এই গৌড়-কায়স্থশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। শ্রীবাস্তবশাখায় দুইটী শ্রেণীবিভাগ আছে—খরে ও দুসরে। খরে শ্রেণীর লোকেরা অন্যান্য শ্রীবাস্তবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা আপনাদিগকে "পাড়ে" বলিয়া পরিচয় দেয়। খরে ও দুসরে এই দুই শ্রেণীতে পানাহার আদান প্রদান চলে না। সকসেনা শাখাতেও এইরূপ শ্রেণীবিভাগ আছে। মাথুর, ভটনাগর ও সকসেনা শাখার লোকেরা পরস্পর পরস্পরের অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। গৌড় ও ভটনাগরশাখার কায়স্থদিগের বেহারে বাস সম্বন্ধে একটি কৌতূহলজনক ঘটনার কথা শুনা যায়।—যখন মুসলমানেরা বেহার আক্রমণ করে, সেই সময়ে ভটনাগরেরা প্রথম বেহারে আসে। এদেশে আসিয়া তাহারা দেখিল যে, গৌড়ীয় শাখা তৎপূর্ব্বেই আসিয়া বসবাস ও প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, সুতরাং তাহারা গৌড়ীয়দিগের সহিত একত্র পানাহার করিতে সম্মত হইয়া তাহাদের সমাজে চলিত হইয়া বাস করিবার প্রার্থনা করিল। গৌড়-কায়স্থেরা স্বীকৃত হইল, কিন্তু গৌড়ীয়েরা কেহই ভটনাগর বাটীতে অন্নাদি গ্রহণ করিল না। কিছুদিন পরে যখন ভটনাগরদিগের গৌড়দরবারে কিছু প্রভুত্ব জন্মিল, তখন তাহারা কৌশলে গৌড়ীয়দিগকে বাধ্য করাইয়া আপনাদিগের অন্নাদি গ্রহণ করাইতে লাগিল। গৌড়ীয়েরা তখন নিরুপায় হইয়া দিল্লীতে মুসলমান বাদশাহ বলবনের নিকট আবেদন করিবার জন্য পলাইয়া গেল। ইতিমধ্যে বলবনের মৃত্যু হওয়ায় ভটনাগরেরা চেষ্টা করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীকে স্বপক্ষে আনিয়া তাঁহা দ্বারা কতকগুলি গৌড়ীয়কে কারারুদ্ধ ও আপনাদিগের অন্নাদি গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিল। গৌড়ীয়েরা তখন নিরুপায় হইয়া বদাউনের ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইল। কতকগুলি ব্রাহ্মণ এই সময় ইহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ বলিয়া চালাইয়া লইল এবং আপনারাও তাহাদিগের সহিত পানাহার করিতে লাগিল। অবশেষে এই ব্রাহ্মণেরাও জাতিভ্রষ্ট হইল এবং গৌড়ীয় কায়স্থের পুরোহিত হইয়া বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে এই পুরোহিতগণের মধ্যস্থতায় গৌড়ীয় ও ভটনাগরদিগের মধ্যে মিল হইয়া গেল, পানাহার চলিতে লাগিল। বিবাহাদির জন্য তাহারা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইল—এই শ্রেণীর নাম হইল শামার্লী বা উত্তর গৌড়ীয় শাখা।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ শাখার লালাকায়স্থ ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার নীচ কায়স্থ আছে, কিন্তু তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, অপর জাতীয়েরা বা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ শাখার কায়স্থেরা তাহাদিগকে কায়স্থ বলিতে চাহে না। সারণ জেলায় সেওয়ান নগরে কতকগুলি দরজী ও কতকগুলি টীকাদারও আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয় কিন্তু ইহাদিগের সহিত লালাকায়স্থের কোন সংশ্রব নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারা বস্তুতই কায়স্থ, তবে নীচ কর্ম্মগ্রহণ করায় সমাজচ্যুত হইয়া কালে একেবারে ভিন্নশ্রেণী বলিয়া গণ্য হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এখনও বেহারপ্রদেশে যে সকল লালাকায়স্থ বংশানুক্রমে গ্রামের পাটোয়ারী কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, অনেকে তাহাদের ঘরেও আদান প্রদান করিতে চাহে না। পাটোয়ারী, কানুনগোই, অথৌড়ী, পাঁড়ে বা বক্সী উপাধিধারী কায়স্থেরা

শত গুণে ধনী বা সৎকর্ম্মশালী হইলেও সামাজিক মর্য্যাদায় হীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

বেহারী কায়স্থেরা বিবাহাদিতে কুল বাছিয়া থাকে, গোত্র বাছিবার নিয়ম তত দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীবাস্তব-দিগের মধ্যে এই কয়টি কুল প্রধান—চূড়ামনপুরের অখৌড়ী, অমৌন্ধার পাঁড়ে, ডিহিয়াকোটের পাঁড়ে; মিঠাবেলের তেওয়ারী; মোরারের বক্সী, রায়, ঠাকুর; বতাহার মিশ্র; হরগ্রামের সিংহ; পটরের তেওয়ারী; পরশর্ম্মার ঠাকুর ও সাহুলীর সাহুলীয়ার। ইহারা বিবাহকালে কেবল স্বকুল বাছিয়া বিবাহ করে।

বিহারী কায়স্থেরা অতিশৈশবে কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু পাত্রের অভাবে প্রায় নির্ধন কায়স্থের কন্যা ১৮। ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে। অনার্ত্তবা কন্যার বিবাহ হইলে যে পর্য্যন্ত সে রজোদর্শন না করে, ততদিন সে পিতৃগৃহেই অবস্থান করে, পরে কন্যার বয়স বিবেচনায় এক, তিন, পাঁচ ও সাত বৎসর পরে দ্বিরাগমন করাইয়া তাহাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সার্ত্তবা কন্যার বিবাহ হইলে বিবাহের সঙ্গেই দ্বিরাগমন বা বিবাহের একবৎসর পরে দ্বিরাগমন হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ বা বিবাহোচ্ছেদ নাই।

বেহারীকায়স্থদিগের মধ্যেও বাঙ্গালীদিগের ন্যায় কন্যার সংখ্যা অধিক হইয়াছে বলিয়া বরপক্ষে যৌতুকাদির লোভ বাড়িয়াছে। সুপাত্র অন্বেষণ করিবার জন্য কন্যাপক্ষ হইতে পুরোহিত ও নাপিত নিযুক্ত হয়। উভয়পক্ষের কোষ্ঠী দেখিয়া বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হয়। কোষ্ঠীর ফলাফল মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া স্থির হইলে যৌতুকাদির কথা হইতে থাকে। এই যৌতুককে তিলক, জাহেজ, দান, পণ ইত্যাদি বলে। বাঙ্গালীর ন্যায় অনেক ভদ্রলোককে কন্যাদায়ে তিলক ও জাহেজ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। সময়ে সময়ে পুরোহিতের ও নাপিতের পূজা করিতে পারিলে কাণা, খোঁড়া, রুগ্না বালিকারও উত্তম ঘরে বিবাহ হইয়া থাকে।

ইহাদের বিবাহে অনেক ব্যাপার আছে—প্রথমতঃ সগুণ-গ্রহণ। কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে শুভদিনে কন্যাপক্ষের পুরোহিত ও নাপিত বরের বাড়ীতে গমন করে। বরের পিতা শুভক্ষণে আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া কন্যাপক্ষের পুরোহিতের সম্মুখে একখানি থালায় কতকগুলি শুপারি, হলুদ ও টাকা রাখেন। পুরোহিত তাহা হইতে যৌতুকের পরিমাণ অনুসারে শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে নিজের দক্ষিণা উঠাইয়া লন। কোন কোন স্থলে কন্যাপক্ষীয়েরাই এই টাকা দিয়া থাকে। ইহাকেই সগুণ গ্রহণ, বরদেখা বা বরছেকা বলে। বরছেকা অর্থে বাক্যদান, এ দেশে যেমন পাকা দেখা।

তৎপরে তিলকদান অর্থাৎ যৌতুকের টাকার মধ্যে কতকাংশ এই সময়ে দিতে হয়। যে দিন ইহা দেওয়া হইবে, সেইদিন কন্যার আত্মীয় ও কয়েকজন ব্রাহ্মণ একত্র ৭ জন বরের বাড়ীতে গমন করে। বরের অন্তঃপুরের উঠানে ইহাদের বসিবার স্থান হয়। এই স্থানে বিষ্ণু, প্রজাপতি ইত্যাদি দেবতার পূজা হয়। তৎপরে সেইখানে কন্যাপক্ষীয়েরা বরের কপালে দধি ও নাসিকায় তিলক দিয়া যৌতুকের টাকার কতকাংশ (যাহা এই সময় দিবার কথাবার্ত্তা স্থির থাকে তাহা) প্রদান করে। টাকা যে সমস্তই নগদ দিতে হয়, তাহা নহে; বাসন ও বস্ত্রাদি বা গহনাদিও দেওয়া হয়। পরে তিলকের সময় যদি টাকা নগদ না দেওয়া হয়, তবে কুটুম্বিতায় মহা গোলমাল থাকিয়া যায়। তৎপরে তিলকদানের পর কন্যাপক্ষীয়েরা বরপক্ষীয়-গণের সহিত একত্র জলপান (পাকী খাদ্য অর্থাৎ লুচি মিঠাই ইত্যাদি) ভোজন করে। তিলকদানের পূর্ব্বে কন্যাপক্ষীয়ের পুরোহিতের কথা দূরে থাক, নাপিত পর্য্যন্ত বরের বাটীর জল অবধি পান করে না।

সে দিবস কন্যাপক্ষীয়েরা বর গৃহেই বাস করে। পরদিন প্রাতঃকালে কন্যাপক্ষীয়দিগকে বরকর্ত্তা সাধ্যমত বস্ত্রাদি দান করেন। এই সময় কন্যাপক্ষের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ লগ্নস্থির করেন। লগ্নস্থির হইলে পুরোহিত তাহা একখানি পত্রে লিখিয়া বরকর্ত্তাকে প্রদান করেন। ইহার নামই লগ্নপত্রী।

তৎপরে কুলপ্রথা অনুসারে বিবাহের তিন, পাঁচ বা আট দিন পূর্ব্বে "তিনমঙ্গলা" পাঁচমঙ্গলা" বা "আটমঙ্গলা" উৎসব হয়। এই উৎসবের দিন কন্যার বাটীতেই স্ত্রীলোকেরা সজ্জিত হইয়া কন্যাকে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের বহির্ভাগস্থ কোন মাঠ হইতে মাটি আনিতে যায়। নদীতীর বা পুষ্করিণীতীরের মৃত্তিকাই প্রশস্ত। স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া গাহিতে গাহিতে নদীতীরে পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইয়া কন্যাকে সামান্যরূপে স্নান করাইয়া দেয় এবং গাহিতে গাহিতে নানাবিধ স্ত্রী-আচারের সহিত মাটি খুঁড়িয়া লইয়া আসে। আসিবার সময়ও গাহিতে থাকে। মাটি আনিয়া অন্তঃপুরের উঠানেব মধ্যস্থলে সেই মাটিতে বেদী করে। এই বেদীর উপর গৃহদেবতা ও পূর্ব্বপুরুষগণের পূজা

ও আবাহনাদি হয়। বরের বাড়ীতেও এইরূপ হইয়া থাকে। তৎপরে এক শুভদিনে বা শুভক্ষণে কন্যার বাটীতে অন্তঃপুরের উঠানে নয়টী নূতন অখণ্ড বংশে মণ্ডপ প্রস্তুত হয়। এই মণ্ডপের মধ্যে বেদীর উপর তীর্থজলপূর্ণ কলস স্থাপন করিয়া থাকে। এই ঘটে পুরোহিত কুলদেবতা ও পূর্ব্ব পুরুষগণের পূজা করেন। বরের বাটীতে তীর্থকলস স্থাপিত ও পূজাদি হয়, কিন্তু মণ্ডপ হয় না, এই তীর্থকলসের নিকট একটী লাঙ্গল রাখা হয়।

তৎপরে হর্দিকাদান বা গাত্রহরিদ্রা। শুভদিনে শুভক্ষণে বরের গাত্রে হরিদ্রা দিয়া উদ্বৃত্ত হরিদ্রা কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কন্যা তাহার অর্দ্ধেকটুকু সেইদিন মাখে, অবশিষ্টটুকু রাখিয়া দেয়। বরের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইলে তাহার গাত্রহরিদ্রা হয় না। তৎপরে বিবাহের দিনও প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কন্যার গাত্রে প্রত্যহ সেই অবশিষ্ট হরিদ্রার একটু একটু মাখাইয়া স্নান করান হইয়া থাকে।

তৎপরে মাতৃকাপূজা। ষোড়শমাতৃকা পূজাই ইহার প্রধান অঙ্গ। তৎপরে পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তৎপরে বিবাহের দিন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হয়। বর বিবাহ করিতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে অন্তঃপুরে গমন করে। এখানে স্ত্রীলোকেরা আবার তৈলহরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয়। তৎপরে কতকগুলি অবিবাহিত বালকের সহিত একত্র বসিয়া শেষ (আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন) অবিবাহিতান্ন ভোজন করে। তৎপরে যাত্রার অব্যবহিতপূর্ব্বে পোষাকাদি পরিয়া বর আসিয়া মাতৃক্রোড়ে উপবেশন করিয়া এক পাত্র জলপান করে। পরে বরের মাতা পুত্রের পানাবশিষ্ট জলটুকু পান করেন। তৎপরে বরকে লইয়া বরযাত্রীগণ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হয়।

বর উপস্থিত হইলে কন্যাকর্ত্তা বরকে দ্বারের নিকট কতকগুলি মুদ্রা নজর দিয়া অভ্যর্থনা করেন। নজরের নাম দ্বার-পূজা। তৎপরে বর ও বরযাত্রীরা সভায় আনীত হন। এই সভাকে জনবাস বলে।

বর ও বরযাত্রীরা জনবাসে উপস্থিত হইলে অন্তঃপুরে কন্যার নখাদি কর্ত্তন করিয়া আল্তা পরাইয়া দেয় এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি হইতে নরুণ দিয়া একবিন্দু রক্তপাত করাইয়া আলতায় শুষিয়া রাখিয়া দেয়, ইহার নাম অশৌচ-পরিচালন।

তৎপরে বর-নিমন্ত্রণ বা ধুর্চ্ছক।—কন্যাপক্ষীয়ের কয়েকজন লোক ও কয়েকটী ব্রাহ্মণ, সরবৎ জলপানীয় দ্রব্য ও তামাকু লইয়া জনবাসে উপস্থিত হইয়া বরযাত্রীদিগকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে এবং বরকে আবার অর্থ উপহার দেওয়া হয়। এই অর্থের পরিমাণ লইয়া অনেক সময়ে মহাবিপদ ঘটে।

তৎপরে কন্যানির্ম্মঞ্ছন—বরযাত্রীরা ধুর্চ্ছক গ্রহণ করিলে কন্যাকে বংশমণ্ডপে তীর্থকলসের নিকট বসাইয়া কন্যার পিতা তৎপার্শ্বে উপবেশন করেন। বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা গুরুতর সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় এই সময়ে কন্যাকে দিবার জন্য যে সমস্ত অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি আনা হইয়াছে, তাহা লইয়া সেই স্থানে গিয়া কন্যাকে দিয়া আসেন। কন্যা প্রণাম করিয়া সেগুলি গ্রহণ করে। তৎপরে কন্যাকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া সেই সকল বেশভূষা পরাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে বরকে সেই স্থলে লইয়া আসে।

তৎপরে শাস্ত্রোক্ত বিধান মতে, পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক, (পিঁড়া-কুশাসন, পদাঙ্গুলি, হস্তার্ঘ্য) দেওয়া হইয়া থাকে। পরে কন্যাকে আনিয়া বরের দক্ষিণে বসাইয়া অগ্নিস্থাপন, গোত্রান্তর গ্রন্থিবন্ধন, সম্প্রদান, বস্ত্রবন্ধন (বর কন্যার পিতৃদত্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া স্ববস্ত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে), হোম, শেষ লাজাহুতি (লাওয়া মেরাচন) করিয়া বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

তৎপরে বাটনা বাটিবার শিলের উপর দাঁড়াইয়া কন্যা সপ্তপদী-গমন করিয়া থাকে। মণ্ডল কয়টী উত্তীর্ণ হইলে বর শিলখানি উঠাইয়া রাখে। তৎপর সিন্দূর দান (সুমঙ্গলীকরণ) হইয়া থাকে। বর স্বহস্তে কন্যার কপালে সিন্দূর দিয়া থাকে।

তৎপরে কন্যার পিতা বরকে কন্যাদানের দক্ষিণা দান করেন ও বর কুদাংমন্ত্র পাঠ করিয়া শ্বশুরের মঙ্গল প্রার্থনা করে।

তৎপরে অশৌচকরণ। অশৌচ পরিচালনের সময় কন্যার কনিষ্ঠাঙ্গুলির রক্ত-শোষিত আল্তাটুকু লইয়া স্ত্রীলোকেরা বরের গলদেশ স্পর্শ করে ও বরের আনীত আর একখানি শুষ্ক আল্তা কন্যার গলদেশে স্পর্শ করাইয়া উভয় খণ্ড লাল-সূতা দিয়া উভয়ের মণিবন্ধে দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকের বিশ্বাস যে ইহাতে দাম্পত্য-প্রীতি বর্দ্ধিত হয়।

তৎপরে উভয়ে পীঠ পরিবর্ত্তন করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়। তৎপরে পুরোহিত শাস্ত্রানুসারে উভয়কে গৃহস্থ বলিয়া বুঝাইয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শুনাইয়া দেন। তাহার পর ব্রাহ্মণবর্গ ও উপস্থিত সকলেই ধানদূর্ব্বা দিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

আশীর্ব্বাদ হইয়া গেলে পুরুষেরা বরকন্যাকে মণ্ডপে রাখিয়া চলিয়া যায় ও স্ত্রীলোকেরা আসিয়া "চুম" করিয়া

থাকে। বরকন্যার পদদ্বয় হাঁটু, স্কন্ধ প্রভৃতি অঙ্গে ধানদূর্ব্বা লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করার নাম চুম্বন। বাঙ্গালা-দেশে ইহাকে বরণ বলে। তৎপরে বরকন্যা 'খবর'গৃহে (বাসরগৃহে) নীত হয়। এখানে স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ স্ত্রী-আচার করিয়া বরের সহিত সারারাত্রি জাগিয়া হাস্য পরিহাসাদি করে। প্রত্যূষে বর জনবাসে ফিরিয়া আসে। তৎপরে বরযাত্রীদিগকে জল খাওয়ান হয়। এই সকল আয়োজনে প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া পড়ে। এই সময় বরকে জাহেজ বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বিবাহের রাত্রে বরযাত্রীদিগকে জলপানাদি করান হয়। তৎপরে যাত্রার সময় উভয়পক্ষের আত্মীয়েরা বর ও কন্যাকে অর্থ ও অলঙ্কারাদি যৌতুক দেয়, ইহার নাম মদোয়া বা মুখদেখি। তৎপরে সকলে জনবাসে আসিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে থাকে। পাটনা অঞ্চলে ঐ দিন বরকন্যা বরগৃহে ফিরিয়া আসে, কিন্তু শাহাবাদ অঞ্চলে তাহা হয় না, বর একাকী আসে। বিবাহের চতুর্থ দিনে চৌথারী নামে একটী প্রথা সম্পাদিত হয়। ইহা বাঙ্গালা দেশের "রাঙ্গাসুতা খোলা বা অষ্টমঙ্গলার ন্যায়।" পাটনায় বরের বাটীতে বরকন্যা একত্র চৌথারী করে, আর শাহাবাদে তাহারা স্ব স্ব বাটীতে একা একা করে। পাটনায় চৌথারী হইয়া গেলে কন্যা পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসে। দ্বিরাগমন না হইলে কন্যা স্বামিগৃহে বাস করে না। দ্বিরাগমনে বধূ শ্বশুরবাটী আসিয়া নখাদিচ্ছেদন করিয়া শ্বশুর পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। দ্বিরাগমনের সময় বর শ্বশুরগৃহে গেলে উঠানে চাঁদকলস স্থাপিত হয়, (মণ্ডপ হয় না), গৃহদেবতার পূজা হয়, কন্যার নখাদিচ্ছেদন ও আল্তা পরান এবং চুম্বনাদি পূর্ব্ববৎ হয়। তৎপরে কন্যার পিতা কন্যাকে বস্ত্রাদি, অলঙ্কার, বিছানা, খাট ও বরকে যৌতুকাদি দান করেন। বর বিবাহের পর বাড়ী আসিয়া গৃহদেবতা, গ্রাম্যদেবতা ও সমস্ত হিন্দুদেবালয়ে প্রণাম করিয়া পূজাদি দিয়া থাকে।

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের বিবাহের অনুষ্ঠান এই বেহারী কায়স্থের মত, তবে দেশভেদে আচারাদির কিছু প্রভেদ আছে।

বেহারী কায়স্থের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, কবীরপন্থী, নানকশাহী প্রভৃতি আছে। শাক্তের সংখ্যাই অধিক। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন ইহারা চিত্রগুপ্তের পূজা করে। শ্রীপঞ্চমীর দিন দোয়াত কলম পূজা হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ইহাদের অশৌচ গ্রহণপ্রথা দ্বিবিধ। কতকগুলি লোকে ১৩ দিন ও কতকগুলি লোকে একমাস অশৌচ গ্রহণ করেন। কেহ কেহ আবার ষোল দিন মাত্র গ্রহণ করে। যাহারা তের দিন অশৌচ লয় তাহারা "তেরা" ও যাহারা এক মাস লয় তাহারা "মাসী" নামে প্রসিদ্ধ। মৃতাহের এক বৎসর পরে সপিণ্ডকরণ বা "বড়্কি শ্রাদ্ধ" হয়। পত্নীর মৃত্যু হইলে তিনমাস পরে বড়্কি শ্রাদ্ধ হয়।

বঙ্গে কায়স্থ।—প্রাচীন ঘটককারিকার মতে, প্রথমে পঞ্চ কায়স্থ কোলাঞ্চদেশ * হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণের সহিত গৌড়রাজ আদিশূরের সভায় আগমন করেন।

প্রথমে দেখিতে হইবে কোন্ সময়ে কি উদ্দেশে তাঁহারা গৌড়ে আসিয়াছিলেন?

সময় নিরূপণ।—বাচস্পতিমিশ্রের মতে ৯৫৪ শাকে (১), ভট্টগ্রন্থ মতে ৯৯৪ শাকে (২), ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে ৯৯৯ শকে (৩), কায়স্থকৌস্তভরচয়িতার মতে ৩৮০ বাঙ্গালা সনে (৮১৪ শকে), দত্তবংশমালার মতে ৮০৪ শকে (৪) এবং ৺ রাজেন্দ্রলালের মতে ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৮৮৬ শকে (৫) পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ গৌড়ে আগমন করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ-ভাগে আদিশূরের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন (৬)।

উপরে যে কয়েক মত উদ্ধৃত হইল, সমস্তই পরস্পর অনৈক্য। এক্ষণে কাহার মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য করা যায়?

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ঘটককারিকার মতে, মহারাজ বল্লালসেন কান্যকুব্জ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের উত্তরপুরুষ-দিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন। এখন দেখিতে হইবে, বল্লালসেন কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে কান্যকুব্জাগত ব্যক্তিবর্গের কয় পুরুষ গত হইয়াছিল?

---

* শব্দরত্নাবলীর মতে, কান্যকুব্জের নামান্তর। তাজুল মাসির নামক পারস্য ইতিহাসে এই স্থান "কোল" নামে উক্ত হইয়াছে।

(১) "বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রা সমাগতাঃ।
ক্ষিতীশস্তিথিমেধা চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে।
আয়াতাঃ পঞ্চবিপ্রাশ্চ কান্যকুব্জপ্রদেশতঃ॥"
বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম।

(২) "শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যবা।
অঙ্কে অঙ্কে নামাগতি বেদযুক্তা তদা॥
কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্কে শুক্রপূর্ণ দিশে।
সহর পহর কোলাঞ্চ তেজিয়ে গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে॥"
ভট্টগ্রন্থ।

(৩) "নবনবত্যধিকনবশতীশকাব্দে প্রাগুপকল্পিতাবাসে নিবেশয়ামাস।"
ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ ২ পৃষ্ঠা।

(৪) "কান্যকুব্জাদ্বারদ্বাজঃ কন্যায়াং পুরুষোত্তমঃ।
গৌড়ে সমাগতঃ শাকে সবেদাষ্টশতাব্দকে।" দত্তবংশমালা।

(৫) Indo Aryans, Vol. II. p. 259. (৬) "সেনরাজগণ" ১৭ পৃষ্ঠা।

মহারাজ বল্লালসেনদেব জীবনের শেষাবস্থায় দানসাগর রচনা করেন। এই বৃহৎ গ্রন্থ ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) লিখিত হয়। সম্ভবতঃ তাহার ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আদিশূরের সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে যেরূপ মত ভেদ রহিয়াছে, বল্লালসেন সম্বন্ধে সেরূপ মত ভেদ লক্ষিত হইতেছে না। বল্লালসেন নিজেই দানসাগরে সময় নিরূপণ করিয়াছেন। (কায়স্থগণের কৌলীন্যমর্য্যাদাপ্রাপ্তিকালনিরূপণ উপলক্ষে সেনরাজগণেরও সময় নিরূপিত হইবে।)

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ঘটককারিকা পাঠে জানা যায়—কান্যকুব্জাগত দক্ষের ৮ম উত্তর পুরুষ অরবিন্দ, ছান্দড়ের ৯ম উত্তরপুরুষ গোবর্দ্ধন, বেদগর্ভের ৮ম উত্তরপুরুষ শিশু গাঙ্গুলি, ভট্টনারায়ণের ১০ম উত্তর পুরুষ মহেশ্বর ও শ্রীহর্ষের ১৪শ উত্তর পুরুষ উৎসাহ বল্লালের সমকালীন।

বারেন্দ্র কুলজীর মতে—ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঁইর ১৩শ উত্তর পুরুষ জয়সাগর ও মণিসাগর, বীতরাগের পুত্র সুষেণের ৮ম উত্তর পুরুষ ভবদেব ও স্বর্ণদেব, সুধানিধির পুত্র গৌতমের ১৫শ উত্তর পুরুষ পরাশর ও ভাস্কর এবং সৌভরির পুত্র পরাশরের ৮ম পুরুষ গুণার্ণব ও অনিরুদ্ধ বল্লাল কর্ত্তৃক 'কুলীন' আখ্যা প্রাপ্ত হন। [কুলীন দেখ।]

উক্ত উভয়স্থানের কুলজী অনুসারে আদিশূরের রাজসভায় যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, বল্লালসেনের সময় তাঁহাদেরই অধস্তন ৮ম হইতে ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত গত হইয়াছিল।* এতদ্দারা বোধ হইতেছে, বল্লালের বহুকাল পূর্ব্বে আদিশূর রাজত্ব করিতেন। অতএব অভাবপক্ষে যদি আদিশূর হইতে বল্লাল ১১।১২ পুরুষ অন্তর এইরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও আদিশূর বল্লাল হইতে প্রায় তিনশত সত্তর বর্ষেরও † অধিক পূর্ব্বতন হইয়া পড়েন। তাহা হইলে আদিশূর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক হইতেছেন। ‡

৺ রাজেন্দ্রলালের মতে আদিশূরের অপর নাম বীরসেন, ইনি সেনরাজগণের আদিপুরুষ। আবার কাহারও মতে, কনোজাধিপতি "বৎসরাজ ৭০২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। বৎসরাজ গৌড়ের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার সেনাপতি জনৈক হিন্দুকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনিই আদিশূর।" *

* এক্ষণে কোথাও কোথাও সেই পঞ্চব্রাহ্মণের অধস্তন ৩৬।৩৭। পুরুষ দৃষ্ট হয়।

† বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ ৩ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করেন।

‡ "সেনরাজগণ" রচয়িতার মতই এখানে সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল।

আদিশূর সম্বন্ধে যে দুইটি মত উদ্ধৃত হইল, উহার কোনটাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। বিজয়সেনের শিলালিপিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বীরসেন "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র" অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের রাজা বা দাক্ষিণাত্যবংশীয় রাজা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। এই বীরসেন গৌড়ে কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছেন কি না, তৎপক্ষেই ঘোর সন্দেহ! সুতরাং বীরসেনকে নিঃসন্দেহে আদিশূর বলা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ কেবল অনুমান দ্বারা আদিশূরকে বৎসরাজের সেনাপতি বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আদিশূর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক। এই সময়ে দেবশক্তির পুত্র বৎসরাজ (৭৬০ খৃষ্টাব্দে) কনোজের সিংহাসনারোহণ করেন। [কনোজ শব্দ ৮০ পৃঃ দেখ।] এখন দেখা যাউক, ঐ সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে গৌড়দেশে কে কে রাজত্ব করিতেছিলেন। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—

"মণ্ডলেষু নরেন্দ্রাণাং পয়োদানামিবার্য্যমা।
গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা॥
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।
তস্মিন্ সৌরাজ্যরম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ॥
লাস্যং স দ্রষ্টুমবিশৎ কার্ত্তিকেয়নিকেতনম্।"

রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪১৫-৪১৭।

(কাশ্মীররাজ জয়াপীড় সৈন্যগণকে গঙ্গাতীরে বিদায় করিয়া রাত্রিকালে একাকী) গৌড়রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। জয়ন্তনামক গৌড়রাজের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিবর্গের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। জয়াপীড় এখানে কার্ত্তিকেয়দেবের মন্দিরে নৃত্যদর্শনমানসে প্রবেশ করেন।

ইতিপূর্ব্বে কাশ্মীরের প্রাচীন কায়স্থরাজবংশ বর্ণনাকালে লিখিত হইয়াছে, যে কায়স্থরাজ জয়াপীড় ৬৬৭ শক (৭৪৫ খৃঃ অঃ) হইতে ৬৯৮ শক (৭৭৬ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইহার মধ্যে কোন সময়ে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরে আসিয়াছিলেন। অতএব স্বীকার করা যাইতে পারে যে, গৌড়রাজ জয়ন্ত ৭৪৫ হইতে ৭৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, "জয়াপীড় কার্ত্তিকেয়-মন্দিরে কমলানাম্নী দেবনর্ত্তকীর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন।

* Indo Aryans, Vol. II. p. 109.

কমলা জয়াপীড়ের অসামান্য রূপমাধুরীদর্শনে তাঁহাকে কোন রাজবংশীয় ভাবিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসেন। সেই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সিংহের উৎপাত হয়। জয়াপীড় স্বকীয় ভুজবলপ্রভাবে সেই সিংহকে বিনাশ করেন। সিংহকে মারিতে গিয়া ঘটনাক্রমে তাঁহার নামাঙ্কিত কেয়ূর পড়িয়া যায়। কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া গৌড়রাজ জয়ন্তের নিকট উপস্থিত করে। তাহাতে সকলে জানিতে পারিল যে, কাশ্মীরপতি জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছেন। সকলেই নাম শুনিয়া কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়ন্ত কহিলেন, 'শুনিয়াছি কাশ্মীররাজ' কল্লট নাম গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণ করিতেছেন, অতএব আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তাঁহাকে অনুসন্ধান কর।' তিনি চর দ্বারা অবগত হইলেন যে জয়াপীড় কমলার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর গৌড়রাজ, অমাত্য ও রাজপরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া জয়াপীড়কে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং বহুযত্নে তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীকে সম্প্রদান করিলেন। এই সময় গৌড়দেশ কেবল জয়ন্তের অধিকারভুক্ত ছিল না। জয়াপীড় পাঁচজন গৌড়রাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে রাজচক্রবর্ত্তী করিলেন (১)।" (রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ তরঙ্গ)।

রাজতরঙ্গিণীর উক্ত বিবরণপাঠে বোধ হইতেছে, প্রথমে জয়ন্ত একজন সামান্য রাজা ছিলেন, পরে জামাতার সাহায্যে সমস্ত গৌড়দেশের অধীশ্বর হইলেন।

এদেশের প্রাচীন কুলাচার্য্যদিগের মতে, রাজা আদিশূর বৌদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথম রাজচক্রবর্ত্তী হন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ৬৬৭ শক হইতে ৬৯৮ শক মধ্যে) ঐ সময়ে জয়ন্ত গৌড়ের রাজা এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যদি ব্রাহ্মণবংশাবলী ও রাজতরঙ্গিণীর বিবরণ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আদিশূর ও জয়ন্তরাজকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। বোধ হয়, জয়ন্তরাজ সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গৌড়দেশের অধীশ্বর হইয়া 'আদিশূর' উপাধি গ্রহণ করেন।

আর এক কথা—যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে জয়ন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, শিলালিপিপাঠে জানা যায়—সেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সেনরাজগণও * রাজত্ব করিতেন। অতএব বোধ হইতেছে জয়ন্ত বা আদিশূরের সময়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ সর্ব্বপ্রথম এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ বল্লালসেনের সময়ে 'কুলীন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে যে যে স্থানে গিয়া বাস করেন, তিনি সেই স্থানের নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কোন কোন ঘটককারিকায় লিখিত আছে—

"মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জপতি বীরসিংহের নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে, তৎকালে কেহ বঙ্গদেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন কারণে আসিলে পতিত হইত। এই ভয়ে কোন ব্রাহ্মণ গৌড়ে আসিতে চাহিলেন না। কাজেই কনোজরাজও আদিশূরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। দূত ফিরিয়া আসিলে তাহার মুখে নিজ নিন্দাবাদ শুনিয়া আদিশূর কনোজরাজের বিরুদ্ধে সেনাপতি বীরবাহুকে পাঠাইলেন। উভয়দলে যুদ্ধ হইল। গৌড়সেনাপতি নিহত হইলেন, কাজেই প্রথমবার গৌড়রাজের পরাজয় হইল। তিনি আবার হেড়ম্বাধিপতিকে যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। হেড়ম্বরাজ অতিশয় চতুর। তিনি শুনিলেন, কান্যকুব্জরাজ গোবিপ্রের প্রতিপালক ও মহাযোদ্ধা, কূটযুদ্ধ ভিন্ন তাঁহাকে পরাজয় করা সহজ নহে। তখন তিনি বঙ্গদেশীয় হীন ও অস্পৃশ্য সপ্তশত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া গোবাহনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কান্যকুব্জরাজের সেনাপতিগণ গোবিপ্রবধের আশঙ্কায় রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কনোজরাজ এই অভূতপূর্ব্ব সংবাদ পাইয়া বাধ্য হইয়া গৌড়েশ্বরের সহিত সন্ধি করিলেন এবং যথাকালে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সহিত ৫ জন কায়স্থ গৌড়ের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। যে ৭০০ লোক ব্রাহ্মণ সাজিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, আদিশূরের অনুগ্রহে তাহারা 'সপ্তশতী ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হইল †।"

রাজতরঙ্গিণীতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য শ্বশুরকে গৌড়দেশের অধীশ্বর করিয়া রাজ্ঞী কল্যাণদেবী ও কমলাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তিনি কান্যকুব্জরাজকে পরাস্ত করিয়া কনোজের রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন (২)।

(১) "কল্যাণদেব্যাস্তেনাথ কল্যাণাভিনিবেশিনা।
রাজলক্ষ্ম্যা ব্যপান্তায়া ইব সোঽভিগ্রহৎ করম্॥
ব্যধাদ্বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্॥
রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৬৮।

* দিনাজপুর হইতে সংগৃহীত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন দেখ। (Jour. As. Soc. Bengal, 1875, pt. I. p 12)

† ধ্রুবানন্দমিশ্রকৃত কায়স্থকারিকা প্রভৃতি দেখ।

(২) "গতশেষং প্রভুত্যক্তং সৈন্যং সম্বাহয়ন্ স্থিতঃ।
মিত্রশর্ম্মাগ্রজো দেবশর্ম্মামাত্যস্তমাযযৌ॥

নাসিক হইতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূটাধিপ গোবিন্দরাজ-প্রদত্ত ৭৩০ শকাব্দের তাম্রশাসনপাঠে জানা যায়—যে তাঁহার পিতা পৌররাজ বৎসরাজকে জয় করিয়াছিলেন, ঐ বৎসরাজ গৌড়রাজ্য জয় করিয়া ধনমদে মত্ত হইয়াছিলেন। (Journ. Roy. As. Soc. Vol. V. p. 350)

উপরোক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হইতেছে, প্রথমে বৎসরাজ গৌড়রাজকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। পরে সেই ধনমত্ত বৎসরাজও যে গৌড়রাজ জয়ন্তের সম্মানরক্ষার্থ তাঁহার জামাতা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিয়া লইলে দোষের হয় না।

ঘটককারিকাতেও লিখিত হইয়াছে, যে গৌড়সেনাপতি প্রথমে কান্যকুব্জরাজের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, পরে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি গিয়া ছলে বলে একরূপ কনোজের অতুল প্রভাবকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সময় হইতে বঙ্গদেশে গৌড় ও কনোজরাজের যুদ্ধের কথা পরম্পরায় প্রবাদরূপে চলিয়া আসিতেছিল, তৎপরে আধুনিক কুলাচার্য্যগণ * সেই প্রবাদ এবং ব্রাহ্মণকায়স্থের গৌড়ে আগমন উপলক্ষ করিয়া এক প্রকার নূতন কথার অবতারণা করিলেন; একণে তাহাই কারিকাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

কহ্লণ ১০৭০ শকে রাজতরঙ্গিণী প্রণয়ন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ যে অধিক প্রামাণিক, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা বাহুল্য। অতএব এদেশের ব্রাহ্মণবংশাবলী যদি ঠিক জয়ন্তরাজই আদিশূর উপাধি

নিজদেশং প্রতি ততঃ স প্রতস্থে তদর্পিতঃ।
অগ্রে জয়শ্রিয়ং কুর্ব্বন্ পশ্চাত্তেহথ সুলোচনে।
সিংহাসনে জিতাবাদৌ কান্যকুব্জমহীভুজঃ।”

রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪৭৫-৪৭৬

* দেবীবর ব্রাহ্মণদিগের মেলবন্ধন উপলক্ষে ব্রাহ্মণবংশাবলী সংগ্রহ করেন, তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কুলাচার্য্যের লিখিত কারিকা পাওয়া যায় না। সুতরাং দেবীবর ও তৎপরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণকে আধুনিক বলিতে হইবে।

(১) আইন-ই-অকবরীতে, বঙ্গদেশের কায়স্থরাজবংশাবলী মধ্যে জয়ন্তের নাম পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ মতে জয়ন্তরাজ আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী। [H. L Jarrett's Ain I Akbari, Vol. II. p. 115 দেখ]

আইন অকবরীতে এক রাজার নাম দুই তিন বার স্বতন্ত্র উল্লেখও দেখা যায়। যেমন পালবংশীয় প্রথমরাজা ভূপাল এবং চতুর্থ রাজা ভূপতিপাল দুই জন ভিন্ন রাজা বলিয়া লিখিত হইলেও শিলালিপি অনুসারে একজন রাজা বলিয়াই বোধ হয় এবং ভূপাল বা ভূপতিপালের নামান্তর যেমন গোপাল ও লোকপাল জানা গিয়াছে।

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিক সম্ভব। আবুলফজল জয়ন্তকে কায়স্থরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার কন্যার সহিত কায়স্থরাজ জয়াপীড়ের বিবাহ হওয়ায়

(Indo Aryans, Vol. II. p. 262; Centenary Review of the As Soc Bengal, p. 206-9; Journ. As Soc. Bengal, 1878, pt. I. p 190.) সেইরূপ আদিশূর জয়ন্তের পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও একরাজা বলিয়া গ্রহণ করা অন্যায় হয় না। চন্দ্রদ্বীপের রাজপণ্ডিত ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থো হ্যম্বষ্ঠনামকঃ।
অম্বষ্ঠস্য বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
অগমদ্ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।……
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপান্ বলান্।"

চিত্রগুপ্তের বংশে অম্বষ্ঠনামা কায়স্থ জন্মগ্রহণ করেন। সেই বংশজাত মহারাজ আদিশূর দারদদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বৌদ্ধরাজগণ ও গৌড়াধিপ প্রভৃতিকে জয় করিয়াছিলেন।

উক্ত বচন অনুসারে আদিশূরের জন্মস্থান (কাশ্মীরের উত্তরস্থিত) দারদদেশ (বর্ত্তমান দার্দিস্তান)।

দিনাজপুরের একটি প্রাচীন শিবমন্দিরের স্তম্ভে কাম্বোজবংশজাত গৌড়পতির উল্লেখ আছে। যথা—

"দুর্ব্বারারিবরূথিনীপ্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ম্
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ॥"

ঐ কাম্বোজবংশজাত গৌড়েশ্বরকে কেহ কেহ আদিশূর অথবা তাঁহার উত্তর পুরুষ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (নব্যভারত ১২৯৬, ৪৬ পৃঃ)।

প্রাচীন কাম্বোজরাজ্য কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। [কম্বোজ ও আর্য্যাবর্ত্ত দেখ।]

দারদ ও কাম্বোজ উভয়েই পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ।

"কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরাঃ অঙ্গলৌকিকাঃ।"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১। ৪৯। ১১৮; মার্কণ্ডেয় ৫৭। ৩৮।

কোন কোন আধুনিক ঘটককারিকায় আদিশূরকে বৈদ্যরাজ বলা হইয়াছে। বোধ হয় আধুনিক কুলাচার্য্যগণ অম্বষ্ঠ নাম শুনিয়াই বৈদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালাদেশ ছাড়া কোথাও বৈদ্যনামে কোন স্বতন্ত্রজাতি নাই। বেহারে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসা করিয়া থাকেন, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের মধ্যেই চিকিৎসক দৃষ্ট হয় এবং মহারাষ্ট্রেও কায়স্থেরা বৈদ্য উপাধি গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। সুতরাং কেবল অম্বষ্ঠ নাম শুনিয়া আদিশূরকে বৈদ্যরাজ বলা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

বিষ্ণুপুরাণে—অম্বষ্ঠ নামক একটি জনপদের উল্লেখ আছে—

"সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠা পারসীকাদয়স্তথা।" বিষ্ণুপুং ২। ৩। ১৭।

উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে অম্বষ্ঠদেশ বর্ত্তমান পঞ্জাব ও পারস্যের মধ্যে ছিল। (ইহারই নিকট কাম্বোজ ও দারদরাজ্য ছিল।)

আইন অকবরীর কথাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।

ঐ আদিশূরের সময়ে অর্থাৎ ৭৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ গৌড়দেশে আগমন করেন। ঐ পঞ্চকায়স্থের নাম সৌকালীন গোত্রজ মকরন্দ ঘোষ, গৌতমগোত্রজ দশরথ বসু, বিশ্বামিত্র গোত্রজ কালিদাস মিত্র,* কাশ্যপগোত্রজ বিরাটগুহ এবং মৌদ্গল্য-গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত।

বঙ্গীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকার মতে—"ঐ পাঁচজন কায়স্থ শূদ্র। তাহারা পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত দাসরূপে গৌড়ে আগমন করে। আদিশূর প্রথমে ব্রাহ্মণদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া শেষে কায়স্থগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আপনাদিগের আগমনে আমার জন্ম সফল হইল, আমার ভবন পবিত্র হইল। হে শূদ্রপুঙ্গবগণ! আপনারা ব্রাহ্মণদিগের সহিত কি জন্য আগমন করিয়াছেন?' ইত্যাদি স্তব স্তুতি দ্বারা আদিশূর কায়স্থগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন (১২)। প্রথম চারিজন আপনাদিগকে বিপ্রদাস বলিয়া পরিচয় দিলেন। শেষে 'নিখিলশাস্ত্রবিশারদ' পুরুষোত্তম দত্ত কহিলেন, সকলকে রক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি (১৩)। রাজা প্রথমে চারিজনকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং দত্ত বিনয়হীন হওয়ায় তাঁহাকে নিষ্কুল করিলেন।"

কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইল, আবার সেই শূদ্রগণকে দেখিয়া আদিশূর কৃতার্থম্মন্য হইলেন, তাঁহাদের স্তব স্তুতি করিলেন। একি চমৎকার! পূর্ব্বকালে যে শূদ্রজাতির রাজসভায় অধিকার ছিল না, পবিত্রচেতা আর্য্যগণ যে শূদ্রকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচিজ্ঞান করিতেন, প্রবল পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী যজ্ঞাভিলাষী আদিশূর সেই শূদ্রকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন! অতি অসম্ভব! ৪ জন কায়স্থ বিপ্রদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল বলিয়াই কি ঘটকেরা তাঁহাদিগকে শূদ্রমধ্যে গণ্য করিয়াছেন?

ধ্রুবানন্দ মিশ্র ৫ জন কায়স্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।—

১…"এই প্রভাবসম্পন্ন মকরন্দ……ইনি সৌকালীন গোত্রসম্ভূত ও শৈব, ইঁহার গোত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবপূজা কালিকা। ইনি ভট্টনারায়ণের শিষ্য, মহাতান্ত্রিকদিগের অগ্রগণ্য, সূর্য্যধ্বজের বংশধর এবং বীরাগ্রগণ্য।

পাণিনি মতে—অম্বষ্ঠ শব্দ ক্ষত্রিয় ও জনপদবাচী (পা ৪।১।১৭১।) পশ্চিমের অম্বষ্ঠ কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ অম্বষ্ঠদেশ হইতে আসিয়াছেন। ঐরূপ শ্রীবাস্তবেরা কাশ্মীরের শ্রীনগর হইতে আসিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

ধ্রুবানন্দমিশ্রের কারিকায় আদিশূর দরদদেশীয় অম্বষ্ঠ-কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দিনাজপুরের শিলালিপিতে কাম্বোজবংশীয় গৌড়পতির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; আবার কাম্বোজ, দরদ ও অম্বষ্ঠ পরস্পর নিকটবর্ত্তী দেশ হইতেছে। বিশেষতঃ অম্বষ্ঠকাম্বোজাদির নিকটবাসী কাশ্মীররাজ কায়স্থপ্রবর জয়াপীড় গৌড়রাজ জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা জয়ন্ত বা আদিশূরকে অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়, যে জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছেন শুনিয়া সকলই শঙ্কিত হইয়াছিল, কেবল গৌড়রাজ জয়ন্ত জানিতেন যে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ছদ্মবেশে কল্লট নামগ্রহণপূর্ব্বক দেশ ভ্রমণ করিতেছেন। কেহই জানিতে পারিল না, অথচ গৌড়রাজ জানিতে পারিলেন! ইহার কারণ কি? এতদ্দ্বারা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে যে কাশ্মীরের সহিত পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ সংস্রব ছিল অথবা (ধ্রুবানন্দের কথা যদি অল্পমাত্র সত্য হয় তাহা হইলে) তিনি কাশ্মীরের নিকট কোন স্থান হইতে আসিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে প্রথম রাজা হন। এ সকলই অনুমান! বোধ হয়, কায়স্থ আদিশূর নিজে কায়স্থ বলিয়াই কনোজাগত কায়স্থকে বিশেষ সমাদর করেন এবং ব্রাহ্মণের পরই পদমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন।

কুলাচার্য্যঠাকুর বিরচিত কুলপঞ্জিকায় আদিশূরকে "ক্ষত্রিয়বংশহংস" বলা হইয়াছে।

* ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিনটি আদিশূরপ্রদত্ত উপাধি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে শুঙ্গবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে উক্ত উপাধি দৃষ্ট হয়।

(১২) "অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
পূতঞ্চ ভবনং জাতং যুষ্মাকং গমনং যতঃ।
এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং পৃষ্টাস্তৎ শূদ্রপঞ্চকে।
যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থে বা দ্বিজৈঃ সহ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূত ভোঃ শূদ্রপুঙ্গবাঃ।"
বঙ্গীয় কুলাচার্য্যকারিকা।

"কে যূয়ং নাম কিম্বা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ।
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ব্রূত ভো বিপ্রভক্তাঃ
শ্রুত্বোচুর্বিপ্রবর্য্যাঃ সকলপরিচয়ং ভূপকেরস্তি চৈষাম্।"
দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলাচার্য্যকারিকা।

(১৩) "মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি তবালয়ে।"
বঙ্গজঘটককারিকা।

"অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী,
সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদুত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো,
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্।"
দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

২…এই দশরথ…চন্দ্রের স্বরূপ চেদিরাজার বংশোদ্ভব, গৌতমগোত্রজ, দক্ষের শিষ্য, মহাত্মা, সুধীর, নির্ম্মল চরিত্র, মতিমান্, মহাতান্ত্রিক এবং মহাবীরদিগেরও অগ্রগণ্য।

৩…ইনি অগ্নিকুলোদ্ভব গুহের বংশধর, ইঁহার নাম বিরাট্, ইনি সুতাপস, মহাবীর ও কাশ্যপগোত্রীয়, শ্রীহর্ষের শিষ্য, কালিকাভক্ত, ব্রাহ্মণপ্রতিপালক, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য। ভট্ট যখন গুহ শব্দ উচ্চারণ করিলেন, তখন ভূপতির সভ্যগণ হাস্য করিয়াছিলেন।

৪…এই সত্বগুণবিশিষ্ট কালিদাস…মিত্রবংশে প্রকাশমান। ইনি চন্দ্রবংশোদ্ভব, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, রথিশ্রেষ্ঠ, ছান্দড়ের শিষ্য, বিশ্বামিত্রগোত্রীয়, শাস্ত্রজ্ঞ, সুধী ও প্রাজ্ঞ। ইঁহার কুলদেবী আদ্যা প্রকৃতি।

৫…এই পুরুষোত্তম…অগ্নিদত্তের কুলোদ্ভব…ইনি সৈকসেনার বংশধর, মহাশৈব, সমস্ত রথিগণের অধিপতি, মৌদ্গল্যগোত্রীয়, শস্ত্রবিৎ ও শাস্ত্রজ্ঞ, মহাবীর ও বলবান্। মহাদেব ইঁহার কুলদেবতা। (১৪)

(১৪) "সুকৃতালিকৃতাম্বর এষ কৃতী ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ।
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং প্রথিতেন্দুযশঃসুরলোকবশঃ।
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ শরদিন্দুপয়োঽম্বুধিকুন্দযশাঃ।
স সৌকালীনগোত্রজঃ শৈব এব
তদ্গোত্রে দেবতা কালিকা দেবপূজ্যা।
শ্রীভট্টস্য শিষ্যো মহাতান্ত্রিকাগ্র্য সূর্য্যধ্বজধরঃ ইহাপি শূরাগ্রগণ্যঃ।
বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিণো বসুতুল্যা বসুবংশোদ্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতা গুণার্ণবৈঃ নিয়তং তেজস্বিনো ভবন্তু নঃ।
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বৈভবকুলসাগরে।
স চ চৈদ্যকুলাম্বুজসোমসমঃ গৌতমগোত্রতঃ শ্রী।
দক্ষশিষ্যো মহাত্মা সুধীরো ধার্ম্মিকো মতি নির্ম্মলাস্য।
মহাতান্ত্রিকো বীরবর্য্যাগ্রগণ্যাভিমানী
অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্।
কুলাম্বুজে মধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ
বিরাটপুরুষঃ সমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্।
সুতাপসো মহাবাহুঃ কাশ্যপগোত্রসম্ভবঃ।
স শ্রীহর্ষশিষ্যঃ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ
সদা দ্বিজালিপালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যঃ
নিশম্য ভট্টেন গুহং প্রভাষিতং
নৃপালসভ্যৈরতি হাস্যমাশ্রিতঃ।
যশস্বিনাং যশধরঃ সদা তি সপ্রসাদরঃ
প্রমত্তসত্ত্ববানয়ং শরৎসুধাংশুবদ্যশঃ
প্রতাপতাপনোৎকম্পিরাজিবোধদাশিকো
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধকালিকাদাসচন্দ্রকঃ।

ধ্রুবানন্দ কায়স্থদিগকে শূদ্রের পরিবর্ত্তে 'প্রধান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে প্রথম চারিজন চারিজনব্রাহ্মণের শিষ্য।

ধ্রুবানন্দ প্রায় দুইশত বর্ষের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে লিখিত। সুতরাং তিনখানি গ্রন্থই আধুনিক হইতেছে। যখন পরস্পর তিনখানি অনৈক্য, তখন কোনখানির উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না। তবে মূল কথা, সেই পাঁচজন কায়স্থ যে পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে সূর্য্যধ্বজ, সকসেনা, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি কায়স্থ বিদ্যমান, এরূপ স্থলে, ধ্রুবানন্দ যে মকরন্দকে সূর্য্যধ্বজ, পুরুষোত্তমকে সৈকসেনকায়স্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অসম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ সূর্য্যধ্বজ, সৈকসেন প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলীয় কায়স্থগণ অদ্যাপি যজ্ঞসূত্র ও সংস্কারসম্পন্ন হওয়ায় তাহারা যেমন ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন *; ঐ পঞ্চকায়স্থ সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা বলিয়াই মহারাজ আদিশূরের নিকট সমাদরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শূদ্র হইলে এমন আদৃত হইতেন না। যে কায়স্থ যে ব্রাহ্মণের শিষ্য, তিনি তাহারই দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এরূপ স্থলে 'দাস' শব্দ শূদ্রবাচী নহে †। কায়স্থ চিরকালই ব্রাহ্মণের ভক্ত। "দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ অতিথীনাঞ্চ সেবকঃ" ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব কায়স্থ ভক্তিভাবে 'ব্রাহ্মণদাস' বলিয়া পরিচয় দিলে তাঁহার উন্নত স্বভাব ব্যতীত নিকৃষ্টজাতিত্ব প্রকাশ পায় না।

ধ্রুবানন্দমিশ্র লিখিয়াছেন—

"গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
স চ বৈষ্ণবপ্রধানঃ রথিনাং বরোঽয়ম্।
ছান্দড়স্য শিষ্যো বিশ্বামিত্রগোত্রশাস্ত্রজ্ঞঃ সুশীলঃ সুধীরশ্চ প্রাজ্ঞঃ।
আদ্যাপ্রকৃতিশ্চ কুলদেবী তস্য।
অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ অগ্নিদত্তস্য কুলোদ্ভবঃ।
সুদত্তবংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
মহাকৃতিঃ মহামানী চ কুলভৃদগ্রগণ্যকঃ।
স আগত বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ।
স চ সৈকসেনাধরো শৈববরঃ রথিনাঞ্চ রথী স মৌদ্গল্যগোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ ভাস্বরশ্চ বলী পিণাকপাণিঃ কুলদেবতা চ।"

মিশ্রকারিকা।

* Census Report of British India, for 1881, Vol. III. p. XCIX.

† ব্রাহ্মণও নিজ গুরুর নিকট তাঁহার দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিতে অভিমান করেন না।

গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ।
খড়্গাচর্ম্মাদিভির্যুক্তাঃ পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥"

প্রধানগণ (কায়স্থগণ) গজ, অশ্ব ও শিবিকায় এবং ব্রাহ্মণগণ পুত্রদারাদিসহ খড়্গাচর্ম্মাদি-পরিবৃত হইয়া বীরবেশে আসিয়াছিলেন। (১৫)

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কায়স্থেরা কিসের জন্য বঙ্গদেশে আসিয়া ছিলেন? কোন কোন কারিকায় লিখিত আছে, কায়স্থগণ আদিশূরের যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছিলেন। মিশ্রকারিকার মতে, বীরসিংহ এই পাঁচজন প্রধানকে (কায়স্থকে) পাঠাইয়া ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, কায়স্থগণ যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কারণ শাস্ত্রেই আছে—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥" মনু ৯। ৩২২।

'ব্রাহ্মণরহিতক্ষত্রিয়ো বৃদ্ধিং ন যাতি শান্তিকপৌষ্টিকব্যবহারেক্ষণাদিধর্ম্মবিরহাৎ। এবং ক্ষত্রিয়রহিতোঽপি ব্রাহ্মণো ন বর্দ্ধতে রক্ষাং বিনা যাগাদিকর্ম্মানিষ্পত্তেঃ।" কুল্লূক।

ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয় কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণও কখন বৃদ্ধিলাভ করেন না। কারণ ব্রাহ্মণ না থাকিলে শান্তিক, পৌষ্টিক ও দণ্ডনীতি প্রভৃতি ধর্ম্মের অভাব হয় এবং ক্ষত্রিয় না থাকিলে রক্ষা বিনা যাগযজ্ঞাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। তবে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব একত্র মিলিত হইলেই ইহপর উভয় লোকেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণের সহিত যে কায়স্থ আসিয়াছিল, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণোদিত।

প্রাচীন ইতিহাস অথবা প্রাচীন কারিকা অভাবে কেবল আধুনিক (দুই তিন শতবর্ষের) কুলাচার্য্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যে কেবল যজ্ঞোদ্দেশে এখানে আসিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা যায় না। যদি যজ্ঞই করিতে আসিবেন, তবে পুত্রদারাদি সঙ্গে আনিবার প্রয়োজন কি? এবং বীরবেশে আসিবারই বা কারণ কি? বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের গৌড়াগমন সম্বন্ধে কোন রাজকীয় গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য কি?

'গুরুজনকথাচরিত্র' ও প্রাচীন আসাম বুরঞ্জীপাঠে জানা যায়, যে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে (বর্ত্তমান কোচবিহারের অন্তর্গত) কামতাপুর নামক স্থানে দুর্লভনারায়ণ নামে একজন রাজা ছিলেন। [কামতাপুর দেখ।] গৌড়েশ্বর তাঁহার সহিত বন্ধুতাস্থাপন করিয়া তাঁহার রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ৭ জন ব্রাহ্মণ ও ৭ জন কায়স্থকে কামরূপে পাঠাইয়া দেন, ঐ ৭ জন ব্রাহ্মণের নাম—কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর, লোহার, বয়ান, ধর্ম্ম ও মথুর এবং ৭ জন কায়স্থের নাম—হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর। কামরূপরাজ তাঁহাদের 'বারভূঁয়া' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থ চণ্ডীবর বিদ্যা, বুদ্ধি ও বীরত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি "শিরোমণিভূঁয়া" উপাধিলাভ করেন। তিনি দেবীপূজক ছিলেন এবং "দেবীদাস" বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন।

আসামবুরঞ্জী লেখকেরা অনুমান করেন, যে তাঁহারা গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন *।

দেবীপূজক চণ্ডীবরের বীরগাথা কামরূপের ঘরে ঘরে প্রসিদ্ধ। তিনি দুইবার ভোটনরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। চণ্ডীবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজধর ১২৫০ শকে শিরোমণি ভূঁয়া হন। বিখ্যাত শঙ্করদেব এই রাজধরের পৌত্র। বঙ্গে যেমন বৈষ্ণবেরা চৈতন্য দেবের পূজা করেন, কামরূপেও বৈষ্ণবগণ সেইরূপ শঙ্করদেবকে ততোধিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই শঙ্করদেবই সর্ব্বপ্রথম আসামী ভাষায় বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচার করেন। বাঙ্গালায় যেমন গৌরাঙ্গদেব, কামরূপে তেমনি শঙ্করদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

কোচবিহারাধিপ নরনারায়ণের সভায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ অবস্থান করিতেন †। অনেকেই তাঁহাকে ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন ‡। বোধ হয় রাজা দুর্ল্লভনারায়ণের সময়ে যে ৭ জন ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের কাহারও উত্তরপুরুষ হইবেন।

কামরূপে যে কারণে ব্রাহ্মণকায়স্থ গিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। আমাদের বোধ হয়, কামরূপের ন্যায় ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ গৌড়ের সুশৃঙ্খলা-স্থাপনের নিমিত্ত এবং রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য রাজনৈতিক কর্ম্মচারী (Political Officer)-রূপে কনোজরাজ অথবা

(১৫) "গোযানেনাগতাঃ বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকত্রয়ঃ।
গজে দত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥"
দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

* গুণাভিরাম বড়ুয়ার আসামবুরঞ্জী ৫৬ পৃষ্ঠা। [বিশ্বকোষে কামরূপ শব্দ ৫২৩ পৃষ্ঠা দেখ।]

† বিশ্বকোষ ৩ ভাগ ৫২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ Sir Rája Saurindra Mohan Tagore's Kavirashya, Preface.

জয়াপীড় কর্ত্তৃক গৌড়ের রাজসভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। গৌড়ে সমাগত আদি ব্রাহ্মণাদির উত্তরপুরুষ ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ, মন্ত্রী পশুপতি, কায়স্থপ্রবর সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালী মনোযোগপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে, উত্থাপিত যুক্তি অনেকটা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ঘটককারিকামতে, পঞ্চ কায়স্থের আগমনের পর আদিশূরের সময়ে তাঁহাদের দার পুত্রাদি এবং নাগ, নাথ ও দাস এই তিন জন কায়স্থ (দারাদিসহ) আসিয়াছিলেন।

সেনরাজগণ।—ইতিপূর্ব্বে আদিশূরের সময় নিরূপণ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ বল্লালসেনদেব ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর প্রণয়ন করেন। কিন্তু ৺ রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ সময়প্রকাশের ভ্রমাত্মক পাঠের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে "১০১৯ শকে অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচিত হয় (১)" এবং তদনুসারে তাঁহারা ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালের অভিষেককাল অবধারণ করিয়াছেন (২)।

দানসাগরে লিখিত আছে—

"অত্র সম্বৎসরাদি-সময়-বিশেষ-পরিপাদনেন দানসাগরস্ত নির্ম্মাণ-কালস্যৈব সম্বৎসরত্বপ্রতিপাদনায় লিখ্যতে।

নিখিলচক্রতিলকশ্রীমদ্ বল্লালসেনেন পূর্ণে।
শশি-নব-দশ-মিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ॥
রবিভগণাঃ শরশিষ্টা যে ভূতা দানসাগরস্যাস্য।
ক্রমশোঽত্র সংপরীদানুবাদা বৎসরাঃ পঞ্চ।
তদেবমেকনবত্যধিকবর্ষসহস্রারেঽমিতে শাকে।
সম্বৎসরাঃ পতন্তি বিশ্বপদারভ্য চ।
সম্বৎসরপরিবৎসরইদাবৎসরউদ্বৎসরাঃ॥"

(দানসাগর হস্তলিপি ২২০ পত্র-১ পৃঃ)

চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্বল্লালসেন কর্ত্তৃক ১০৯১ শকবর্ষে দানসাগর রচিত হয়। রবিভগণকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই সংবৎসরাদি বর্ষ জ্ঞান হইবে; সুতরাং এই নিয়মানুসারে দানসাগরের রচনা সময়ে 'সংবৎসর' নামক বর্ষ লাভ হইবে অর্থাৎ যে সময়ে দানসাগর রচিত হইয়াছিল, সেই বৎসর 'সংবৎসর' বর্ষ হইয়াছিল।

(১) "নিখিল নৃপচক্রতিলকশ্রীমদ্বল্লালসেনদেবেন পূর্ণে নবশশিদশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ।" ৺ রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি ধৃত সময়প্রকাশ।
কিন্তু আমরা যে সময়প্রকাশ দেখিয়াছি, তাহাতে "পূর্ণে শশিনব-দশমিতে শকাব্দে" এইরূপ প্রকৃত পাঠ আছে।

(২) তাঁহাদের মতে, "আবুলফজলের মতানুসারে বল্লালের রাজ্যারম্ভ ১০৬৬ খৃঃ অঃ।" কিন্তু আবুলফজল আইন-অক্‌বরীর কোথাও বল্লালসেনের সময় নিরূপণ করেন নাই। তাঁহার মতে, গৌড়দুর্গস্থাপয়িতা বল্লাল ৫০ বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন। (See H. S. Jarrett's Ain i Akbari, Vol. II. p. 146.)

পূর্ব্বোক্ত চূর্ণক দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা—'অত্র সংবৎসরাদিসময়বিশেষপরিপাদনেন দানসাগরস্ত নির্ম্মাণকালস্যৈব সংবৎসরত্বপ্রতিপাদনায় লিখ্যতে"—

(তেন) রবিভগণাঃ—১০৯১ শকে

১৯৫৫৮৮৪২৭০, ইহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট "০" শূন্য থাকে। ইহাতে সংবৎসর নামক বর্ষই হইবে কারণ অতীত বিষয়ই অবশিষ্ট থাকিবে।

দানসাগরের উক্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে, ঐ গ্রন্থ বল্লালসেন কর্ত্তৃক ১০৯১ শকে রচিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে বল্লালসেনদেব নিজে যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন তাহাই মুখ্য ও সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য এবং অপরাপর প্রমাণ কল্পিত বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত।

দেবীবর, বাচস্পতি, ধ্রুবানন্দ প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণের মতে, বল্লালসেন অম্বষ্ঠকুলজাত মিত্রসেনের পুত্র। আবার কেহ আদিশূরের পুত্র, কেহ বিশ্বক্‌সেনের পুত্র, কেহ শুকসেনের পুত্র, কেহ ব্রহ্মপুত্রনদের পুত্র, আবার কেহ তাঁহাকে জারজ বৈদ্যরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।* যে যাহাই বলুন, এই আধুনিক কুলাচার্য্যকারিকাসমূহ অথবা একদেশী অভিনব জনপ্রবাদ এককালে অগ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে সেনরাজগণের সাময়িক গ্রন্থ, শিলালিপি ও তাঁহাদের প্রদত্ত শাসনপত্রের উপরই একমাত্র বিশ্বাস করিতে হইবে।

দানসাগরে বল্লাল বিজয়সেনের পুত্র ও হেমন্তসেনের পৌত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন (৩) এবং প্রায় শতাধিকবার "নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লালসেনদেব" এই নামে আখ্যাত হইয়াছেন (৪)।

* বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশিত রিস্‌লিসাহেব-রচিত "বঙ্গ ও বেহারের জাতিতত্ত্ব" গ্রন্থে বল্লাল প্রভৃতি সেনরাজগণকে বৈদ্য বলা হইয়াছে। (See H. H. Rishley's Tribes and Castes of Bengal, Vol. I. p. 47) কিন্তু সেনরাজগণ স্ব স্ব তাম্রশাসনে 'চন্দ্রবংশীয়' ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং রিস্‌লিসাহেবের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। (Journ. As. Soc. Bengal, 1865, pt.. p. I. 143-154 দেখ।)

(৩) "হেমন্তঃ পরিপন্থিপঙ্কজসরঃ সর্গস্য নৈসর্গিকৈ-
রুক্ষীতঃ স্বগণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি।
তদনু বিজয়সেনো প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রো
দিশিবিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্।...
দৈত্যোত্তাপভৃতামকালজলদঃ সর্ব্বোত্তরঃ ক্ষ্মাভৃতাং
শ্রীবল্লালনৃপস্ততো ঽজনি গুণাবির্ভাবগৌড়েশ্বরঃ।"

দানসাগর (সূচনা)।

(৪) তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেব ও লক্ষ্মণপুত্র কেশবসেনদেব ও স্ব স্ব প্রদত্ত তাম্রশাসনে 'শঙ্করগৌড়েশ্বর' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

বল্লালের পিতা বিজয়সেনের শিলালিপি পাঠে জানা যায়, তিনি দাক্ষিণাত্যক্ষৌণীন্দ্র বীরসেনবংশীয় সামন্তসেনের পৌত্র এবং হেমন্তসেনের পুত্র, যশোদেবীর গর্ভজাত।

অতএব যখন দেখা যাইতেছে, শিলালিপি ও দানসাগরের পরস্পর ঐক্য হইতেছে, তখন অপরাপর আধুনিক প্রমাণ অপেক্ষা দানসাগরের বিবরণই সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনদেব এবং তৎপুত্র কেশবসেনদেব স্ব স্ব তাম্রশাসনে 'ওষধিনাথবংশ' (১) ও 'সোমবংশ প্রদীপ' (২) এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনে সেনরাজগণ অম্বষ্ঠবৈদ্য আখ্যায় অভিহিত হন নাই। সুতরাং উক্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেনদেবও যে চন্দ্রবংশোদ্ভব ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

দানসাগরের প্রারম্ভে বল্লালও ক্ষত্রিয়চরিত্রের আভাস দিয়াছেন। (৩)

বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে খোদিত আছে, বল্লালসেনের প্রপিতামহ সামন্তসেন ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। (৪)

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যের প্রধান কায়স্থগণ অদ্যাপি ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে পরিচিত এবং তাহারা আপনাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বিজয়সেনের শিলালিপিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনকে "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র" বলা হইয়াছে। সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন, তাহা ঐ শিলালিপির বচন দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব তাঁহারাও দাক্ষিণাত্য-কায়স্থের ন্যায় যে আপনাদিগকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' আখ্যায় অভিহিত করিবেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ—সেনরাজদিগের রাজত্বকালে কতকগুলি গৌড়কায়স্থ গৌড়দেশ হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বেহার প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করেন; তাঁহারা বহুদিন হইল গৌড়দেশের সংস্রব ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তরপুরুষগণ অদ্যাপি সেনরাজগণকে প্রকৃত "কায়স্থ" বলিয়া জানেন। (৫)

বল্লালসেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন (৬) ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা কায়স্থ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থের পদমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বকালে পুরুষোত্তমদত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদে, দাসবংশীয় বটুদাস মহাসামন্তপদে এবং তৎকালীন বিখ্যাত কবি শ্রীধরদাস মহামাণ্ডলিকপদে নিযুক্ত ছিলেন। (৭) বোধ হয় এই নিমিত্তই লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ স্মৃতিসংগ্রহকার শূলপাণি (৮) দীপকলিকা নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় "কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ" অর্থাৎ কায়স্থ রাজসম্বন্ধপ্রসক্ত প্রভাবশালী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থগণ দ্বিজাতির অন্তর্গত এবং ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। এখন বোধ হইতেছে, আদিশূরের ন্যায় কুলবিধাতা বল্লালসেনও ঐরূপ

---

(১) "ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষধিনাথবংশে"

Journ. As. Soc. Bengal, 1875, pt. I. p. 11

(২) "সেনকুল-কমলবিকাশ-ভাস্কর-সোমবংশ-প্রদীপঃ"

Journ. As. Soc. Bengal, Vol. VII. p. 45.

(৩) "ছন্দোভিশ্চকবন্ধে শ্রুতিনিয়মগুরুক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা।
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।"

দানসাগর (সূচনা)

(৪) ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ কেহ শ্রেষ্ঠক্ষত্রিয় (Noblest Kshetriya) লিখিয়াছেন। (Journ. As. Soc. Bengal, 1856, pt. I. p. 141.) শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় ব্রহ্মক্ষত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য চ যোনিঃ কারণং ক্ষত্রিয়ৈরেব কৈশ্চিত্তপো বিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং লব্ধমিতি।" (বিষ্ণুপু' ৪।২১।৪টী) স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে পরশুরামকে 'ব্রহ্মক্ষত্র' বলা হইয়াছে। যথা—

"পরশুরাম উবাচ।
ভৃগুবংশসমুৎপন্নং বিদ্ধি মাং ব্রাহ্মণং প্রভো!।
জমদগ্নিসুতং রামং রেণুকায়াঃ প্রিয়ঙ্করম্। ১৩।
ব্রহ্মক্ষত্রং সদাজ্ঞেয়মিতি নিশ্চিতা শঙ্কর।
আরাধিতোঽসি তপসা ধনুর্বিদ্যার্থসিদ্ধয়ে।" ১৪।

রেণুকামাহাত্ম্য ১৫ অঃ।

পরশুরাম ব্রাহ্মণ, জমদগ্নির ঔরসে ক্ষত্রিয়রাজকন্যা রেণুকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণ হইলেও পুরাণকার তাঁহাকে 'ব্রহ্মক্ষত্র' বলিয়াছেন।

এদিকে বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে দেখা যায় যে, পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশীয় রাজগণ 'ব্রহ্মক্ষত্র' নামে কথিত হইয়াছেন। পুরাণের মতে, ক্ষেমকই শেষ ব্রহ্মক্ষত্র রাজা। তাঁহার সহিত ব্রহ্মক্ষত্রবংশের লোপ হয়। সুতরাং পুরাণ-অনুসারে সেনরাজগণ ক্ষেমকবংশসম্ভূত হইতে পারেন না। যজুর্ব্বেদে ব্রহ্মক্ষত্র শব্দ আছে, ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—"ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীর্য্যঞ্চ।"

(৫) H. H. Rishley's Tribes and Castes of Bengal, Vol. I. p. 441.

(৬) ধ্রুবানন্দমিশ্রপ্রণীত মহাবংশাবলী মতে, লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণাদির মেলবন্ধ করেন।

(৭) তৎকালে কোন বৈদ্যজাতি যে এরূপ উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। (৮) Notices of Sanskrit Mss. Vol. II. p. 104.

ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত ছিলেন। আইন অক্‌বরী মতে, বল্লালসেন ৫০ বর্ষ রাজত্ব করেন। দানসাগরের উপসংহারপাঠে বোধ হয়, বল্লাল শেষাবস্থায় সংসারাশ্রম হইতে দূরে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। অতএব দানসাগরের রচনাকালই যদি তাঁহার রাজত্বকালের শেষ অব্দ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আইন-অক্‌বরীর মতে (১০৯১ হইতে ৫০ বাদে) ১০৪১ শকে (১১১৯ খৃঃ) তাঁহার অভিষেক হয় এবং ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেব পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ তাঁহার রচিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে পরিচয় দিয়াছেন—"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব নৃপতি তাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকার প্রদান করেন।" (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব ১। ১২)।

লক্ষ্মণসেনের প্রিয়পাত্র বটুদাস মহাসামন্তের পুত্র মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস তদ্বিরচিত সূক্তিকর্ণামৃতের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাম্।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে * ॥
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতাবকুতুকাৎ।
শ্রীধরদাসেনেদং সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে ॥"

সূক্তিকর্ণামৃত ৫ম প্রবাহ।

১১২৭ শকে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনরাজের ৩১ বর্ষে ফাল্গুনমাসের বিংশতি দিবসে শ্রীধরদাস সূক্তিকর্ণামৃত রচনা করেন।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেনদেব ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করেন। সূক্তিকর্ণামৃতপাঠে জানা যাইতেছে, যে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের ৩৭ বর্ষ রাজত্ব চলিতেছে।

হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের অনুবর্ত্তী হইলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, রাজা লক্ষ্মণসেন বহুদিন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন, যে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ অধিকার করেন। (৯) তৎকালীন মুসলমান ইতিহাস লেখক মিন্‌হাজুদ্দীন্ লিখিয়াছেন, 'বখ্‌তিয়ারের সমস্ত সৈন্য আসিয়া পৌছিল, (নদীয়া) নগরের চারিপার্শ্ব অধিকৃত হইল;—রায় লখ্‌মণিয়া সকনাট (সমতট?) ও বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করেন। তথায় অতি অল্পকালই রাজত্ব করিয়াছিলেন।' (১০)

* ৺ রাজেন্দ্রলাল সদুক্তিকর্ণামৃতের যে হস্তলিপি দেখিয়াছেন, তাহাতে "শ্রীমল্লক্ষণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশে।" এইরূপ পাঠ আছে।
Notices of Sanskrit Mss. Vol. III. p. 14.

(৯) তবকাৎ-ই-নাসিরির ইংরাজী অনুবাদক মেজর রেভার্টি সাহেবের মতে, বখ্‌তিয়ার ৫৯০ হিজিরী অর্থাৎ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় করেন (Raverty's Tabakat-i-Násiri, p. 550*n.*) ব্লকম্যান সাহেবের মতে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে (Blochmann's Contribution to the Geography and History of Bengal, in J. A. S. B. 1873, pt. I. p. 211). উইলফোর্ড সাহেবের মতে ১২০৭ খৃষ্টাব্দে (Asiatic Researches, Vol. IV. p. 203) এবং টমাস সাহেবের মতে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত ঘটনা হইয়াছে। (Thomas, Initial Coinage of Bengal). শেষোক্ত মত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল।

(১০) Raverty's Tabakat-i-Násiri, p. 558. মিন্‌হাজের মতে— রায় লখ্‌মণিয়া ৮০ বর্ষ রাজত্ব করেন এবং তাঁহার সুদীর্ঘ রাজ্যকাল সম্বন্ধে তিনি এক অদ্ভুত গল্প লিখিয়াছেন, তাহা এই—'লখ্‌মণিয়া যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিলেন যে, এখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নিতান্ত হতভাগ্য হইবে, আর দুই ঘণ্টা পরে যদি সন্তান জন্মে, তাহা হইলে তিনি ৮০ বর্ষ জীবিত থাকিয়া রাজছত্র ধারণ করিবেন। এই কথা শুনিয়া রাজমাতা আদেশ করিলেন— 'যতক্ষণ না শুভলগ্ন হয়, ততক্ষণ আমার পা দুইটি উপরদিকে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখ।' আদেশ প্রতিপালিত হইল। তাহার দুই ঘণ্টা পরে রায় লখ্‌মণিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন। রাজমাতা সেই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। অমাত্যবর্গ শিশু লখ্‌মণিয়াকে রাজা করিলেন।"
(Tabakat-i-Násiri, p. 555.)

মিন্‌হাজ এই গল্পটি বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক নদীয়া বিজয়ের প্রায় ৫৫ বৎসর পরে একজন মুসলমানের নিকট লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) নগরে শ্রবণ করেন। এরূপ স্থলে এই উপাখ্যানটি কতদূর সত্য?—সম্ভবতঃ আজ্‌গুবি বলিয়া বোধ হয়।

৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন পুরাবিদ্ ঐ লখ্‌মণিয়াকে 'লাক্ষ্মণেয়' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, বখ্‌তিয়ারের সমসাময়িক রায় লাক্ষ্মণেয়ের অপর নাম অশোকসেন (চন্দ্র), তিনি লক্ষ্মণসেনের পৌত্র। (Mitra's Indo-Aryans, Vol. II. p. 251.)

আবার কেহ লিখিয়াছেন, "বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনদেবের ৫৩ বৎসর অন্তে অর্থাৎ ১০৮১ শকাব্দে (১১৪৯ খৃষ্টাব্দে) আমরা অশোকচন্দ্র দেবকে গৌড়ের রাজাসনে দেখিতে পাই।...অশোকচন্দ্রের পর (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন।" (সেনরাজগণ ৩৮ পৃঃ)

উপরোক্ত উভয় মতই সমীচীন বোধ হইল না। ১ম, লখ্‌মণিয়া হইতে লাক্ষ্মণেয় শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে না। লক্ষ্মণের পরিবর্ত্তে পশ্চিমাঞ্চলে লছমন, লছমণিয়া ও লখ্‌মণিয়া নাম সচরাচর চলিত। মিন্‌হাজ পশ্চিমাঞ্চলের লোক। তিনি 'লখ্‌মণিয়া' শব্দে লক্ষ্মণসেনেরই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২য়, বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধমন্দির হইতে অশোকচন্দ্রদেবের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হন নাই।

তৎকালে নদীয়া হইতে লক্ষ্মণাবতী পর্য্যন্ত ভূখণ্ড মুসলমানের করালকবলে পতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মিন্‌হাজুদ্দীন্ ঐ ঘটনার ৫৫ বর্ষ পরে লিখিয়াছেন, "অদ্যাপি বঙ্গে লখ্‌মণিয়ার বংশধরগণ (স্বাধীন ভাবে) রাজত্ব করিতেছেন।" (১১)

বাস্তবিক লক্ষ্মণসেনের পর তৎপুত্র মাধবসেন কিছুকাল পূর্ব্ববঙ্গে ও সমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আইন অক্‌বরীর মতে, ইনি ১০ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। তিনি আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেশবসেনকে রাজ্যভার দিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তীর্থযাত্রায় অতিবাহিত করেন। তিনি বালককাল হইতেই দেবী সরস্বতীর প্রসাদে কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন (১২)। সম্ভবতঃ তিনি কেদারনাথে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অদ্যাপি হিমালয়ের তুষারাবৃত কুমায়ুনের আল্‌মোরানগরের অনতিদূরবর্ত্তী 'যোগেশ্বর' মন্দির-গাত্রে শিলালিপি দ্বারা মাধবসেনের কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে (১৩)। কেবল মাধবসেনই যে হিমালয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন, এমন নহে, তাঁহার সহিত ম্লেচ্ছপ্রপীড়িত ব্রাহ্মণগণও গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণবংশীয় রুদ্রশর্ম্মার নাম কেদারভূমির বালেশ্বরমন্দিরমধ্যস্থ তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ রহিয়াছে (১৪)।

লক্ষ্মণসেনের কনিষ্ঠ পুত্র কেশবসেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনে তিনি 'শঙ্করগৌড়েশ্বর' নামে আপনার ও পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি স্বাধীনভাবে অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কেশবসেনের পর আর সেনবংশীয় রাজগণের নাম তাম্রশাসনে অথবা তৎসাময়িক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

আইন-অক্‌বরীর মতে, কেশবসেনের পর সদাসেন বা সুরসেন (১৮ বর্ষ), তৎপরে রাজা নৌজা বা নারায়ণ (৩ বর্ষ) রাজত্ব করেন। মিন্‌হাজের তবকাৎ-ই-নাসিরিপাঠে জানা যায় যে, ১২৬০ খৃষ্টাব্দেও সেনবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন (১৫)।

এখানে কায়স্থকুলবিধাতা বল্লালের বংশাবলী ও তাঁহাদের অভিষেককালপ্রদর্শনার্থ একটি তালিকা দেওয়া হইল *।

বিজয়সেন
|
বল্লালসেন (১১১৯ খৃঃ অঃ)
|
লক্ষ্মণসেন (১১৬৯ খৃঃ অঃ)
|
মাধবসেন (১২০৬ খৃঃ) কেশবসেন (১২১৬ খৃঃ অঃ)
|
(?) সুরসেন (১২৩১ খৃঃ অঃ)
|
(?) নারায়ণ (১২৪৯ খৃঃ অঃ)

বল্লালকৃত শ্রেণীবিভাগ।—বল্লালসেনের সময়ে কায়স্থগণ বঙ্গজ, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে বঙ্গে মকরন্দঘোষবংশীয় চতুর্ভুজ, দশরথবসুবংশীয় লক্ষ্মণ ও পূষণবসু, বিরাটগুহের উত্তরপুরুষ দশরথগুহ ও কালিদাস মিত্রের উত্তরপুরুষ তারাপতি মিত্রকে বল্লালসেন মুখ্য কুলীন বলিয়া নির্ব্বাচন করেন।

তৎকালে দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত (১৬), নাগবংশীয় দশরথ নাগ, নাথবংশীয় মহানন্দ নাথ এই তিন জন "মধ্যল্য" হইলেন।

দাসবংশীয় চন্দ্রশেখর দাস, সেনবংশজাত গঙ্গাধর সেন, করবংশীয় দামোদর কর, দামবংশীয় উষাপতি, পালিতবংশীয় জন, চন্দ্রবংশোদ্ভব নারায়ণ, পালবংশীয় আবপাল, রাহাবংশীয় কৃষ্ণরাহা, ভদ্রবংশীয় দিগম্বর ভদ্র, ধরবংশীয় ব্যাসধর, নন্দীবংশীয় প্রভাকর নন্দী, দেববংশীয় কেশবদেব, কুণ্ডবংশীয় অধিপতি কুণ্ড, সোমবংশীয় বংশধরসোম, সিংহবংশীয়

তিনি কোন্ স্থানের রাজা ছিলেন অথবা সেনরাজগণ সহিত কোন সংস্রব ছিল কি না, শিলালিপি পাঠে কিছুমাত্র জানা যায় না। ঐ শিলালিপির শেষে "ইতি শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদামতীতরাজ্যে" এই মাত্র খোদিত থাকায় কেবল অনুমান দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্মণসেনবংশীয় বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ অশোকচল্লের শিলালিপির অন্তে যে সময় লিখিত হইয়াছে; তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট। ইত্যাদি কারণেঐ শিলালিপি দ্বারা কোন ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার উপায় নাই। সুতরাং অশোকচল্লকে সেনবংশীয় গৌড়েশ্বর অথবা তাঁহার অপর নাম 'লাক্ষ্মণেয়' বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

৩য়, দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের প্রমাণাভাব। প্রথমতঃ যখন দেখা যাইতেছে, বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন ১১২৭ শকে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং ঐ সময়ে বখ্‌তিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন। তখন দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

(১১) Raverty's Tabakat-i-Násiri, p. 558.

(১২) মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস সূক্তিকর্ণামৃতে তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

(১৩) E. Atkinson's Himálayan District, p. 492.

(১৪) ১১৪৫ শকে ক্রাচল্লদেব কর্ত্তৃক এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। তাম্রশাসনে রুদ্রশর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণকে "বঙ্গজ ব্রাহ্মণ" বলা হইয়াছে। (See E. Atkinson's Kumaon, p. 516.)

(১৫) Journ. As. Soc. Bengal, Vol. XLII. pt. I. p 212.

* বঙ্গদেশের কায়স্থজাতির সহিত সেনরাজগণের বিশেষ সংস্রব ছিল। বঙ্গীয় কায়স্থের পূর্ব্বতত্ত্ব জানিতে হইলে প্রথমে সেনরাজগণের সময় নিরূপণ করা উচিত বোধে সেনরাজগণের প্রসঙ্গ অল্পবিস্তর লিখিত হইল।

(১৬) ইনি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে ইঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ফরিদপুর অঞ্চলে ইঁহার বংশীয়গণ "অর্দ্ধকুলীন" বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা মৌদ্গল্যগোত্রজ। দক্ষিণরাঢ়ে ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তগণের বাস। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় ঐ ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তগণকে পুরুষোত্তমের বংশধর বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

রত্নাকরসিংহ, রক্ষিতবংশীয় নারায়ণরক্ষিত, অঙ্কুরবংশীয় বেদগর্ভ, বিষ্ণুবংশীয় দৈত্যারি বিষ্ণু, আদ্যবংশীয় ত্রিলোচন আদ্য, নন্দনবংশীয় উষাপতি নন্দন এই ২০ জন বল্লালসেন কর্ত্তৃক "মহাপাত্র" নামে আখ্যাত হইলেন (১৭)।

দক্ষিণরাঢ়ীয়।—ঘোষবংশীয় প্রভাকর ও নিশাপতি, বসুবংশীয় শুক্তি ও মুক্তি, মিত্রবংশীয় ধুঁই ও গুঁই, এই ছয়জন প্রকৃত মুখ্য পদাভিষিক্ত হইয়া রাজসভায় বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। [কুলীন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বল্লাল ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন কায়স্থদিগকে যেরূপ মেলবদ্ধ করিয়া যান, কয়েক পুরুষ পরে তাহার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। সেই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য রাজা দনুজমর্দ্দন রায় বল্লাল-নির্দ্ধারিত প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কায়স্থদিগকে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

বরণিকৃত তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী নামক পারস্য ইতিহাস পাঠে জানা যায়—এই দনুজরায় সুবর্ণগ্রামে একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। সুলতান্ বলবন্ যৎকালে বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মুঘিসুদ্দীন্ তুগ্রলকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে (১২৮০ খৃঃ) দনুজরায় সম্রাট্‌কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ জলযোদ্ধা (১৮) ছিলেন। এই দনুজরায় অবশেষে উত্যক্ত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন এবং "সমাজপতি" উপাধি গ্রহণ করিয়া এইরূপ কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন।

কুলীন।—ঘোষ, বসু, মিত্র *, গুহ।

মধ্যল্য।—মৌদ্গল্যগোত্রীয় দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস।

মহাপাত্র।—সেন, সিংহ, দেব, রাহা।

(নিম্ন)-মহাপাত্র।—কর, দাস, পালিত, চন্দ, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, কুরু, বিষ্ণু, আদ্য, নন্দন।

অচলা।—হোড়, স্বর, ধরণী, বাণ, আইচ, পৈ, শূর, শাল, ভঞ্জ, বিন্দ, গুই, বল, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, গুড়, আদিত্য, পীল, থিল, গুপ্ত, চাঞ্চি, বন্ধু, শাঞ্চি, হেস, সুমসু, গণ্ড, রাণা, রাহুত, দাহক, দান, গণ, অপ, মান, ধাম, ক্ষেম, তোষক, বৈ, ঘর, দেব, ভূত, অর্ণব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শক্তি, সঙ্গ, ক্ষমা, আশ, বর্দ্ধন, হেম, বন্ধ, অঙ্গ, কীর্ত্তি, শীল, ধনু, গুণ, যশ, মনন, দাড়িক, চাকি, শ্যাম, পুঞ্চি, গণ্ড, নাদক, বোই, হোম, চাশক, ঢোল, দূত ইত্যাদি। মতান্তরে ৬৪ ঘর কায়স্থ অচলা।

দনুজরায়ের পর চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজগণ বরাবর 'সমাজপতি' ছিলেন। গুহবংশীয় রাজা প্রতাপাদিত্য 'সমাজপতি' হইবার জন্য চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্রকে কন্যাদান করিয়া বিবাহের রাত্রে তাঁহাকে মারিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থরাজগণের রাজত্বকালে বঙ্গজকায়স্থগণ প্রধানতঃ চারিসমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যথা—চন্দ্রদ্বীপ (শিরস্থান), যশোর (বাহুস্বরূপ), বিক্রমপুর (উরুদ্বয়), ফতেয়াবাদ (পাদদ্বয়)।

রাজা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক যশোরসমাজ, বারভূঁয়ার অন্যতম চাঁদরায় ও কেদাররায় কর্ত্তৃক বিক্রমপুরসমাজ এবং সুবিখ্যাত বীর মুকুন্দরায় কর্ত্তৃক ভূষণা বা ফতেয়াবাদ সমাজ স্থাপিত হয়। এতদ্ভিন্ন বাজু (ঢাকা ও ময়মনসিংহ) সমাজ ছিল, এই সমাজ অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিপরিচিত হয়। [চন্দ্রদ্বীপ, যশোর ও কুলীন শব্দ দেখ।]

রাঢ়ীয়।—রাঢ়ীয় কায়স্থেরা দুইভাগে বিভক্ত, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও উত্তররাঢ়ীয়।

দক্ষিণরাঢ়ীয়—কুলাচার্য্য কারিকামতে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্তির পর মকরন্দঘোষের উত্তরপুরুষ শুক্তি বাগাণ্ডা সমাজে ও গুঁই টেকাসমাজে শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন বংশজগণের কয়েকটি সমাজ স্থাপিত হয়। যথা—

বংশজঘোষদিগের আমড়েশ্বর, দীর্ঘাঙ্গ, করাতি, শেয়াখালা, খনিয়া ও শাঁকরালি।

(১৭) "বসুবংশে মুখ্যো দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণপূষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজমহাকৃতিঃ॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতে চ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥
নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দশ্চ নাথকে।
চন্দ্রশেখরদাসস্তু সেনে গঙ্গাধরস্তথা॥
দামোদরকরঃ খ্যাতো দামস্তূষাপতিস্তথা।
পালিতে জনসংজ্ঞা স্যাৎ চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ॥
পালে আবঃ সমাখ্যাতো রাহাবংশে চ কৃষ্ণকঃ॥
ভদ্রে দিগম্বরশ্চৈব ধরে তু ব্যাসসংজ্ঞকঃ॥
প্রভাকরস্তু নন্দী স্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ।
অধিপতিরিতি খ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সোমে বংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকরস্তথা।
নারায়ণঃ সমাখ্যাতো রক্ষিতে চ তথা পরে॥
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারিবিষ্ণু সংজ্ঞকঃ।
আদ্যো ত্রিলোচনঃ খ্যাতো নন্দনে চ উষাপতিঃ॥
নির্দ্দিষ্টা বঙ্গজা এতে বল্লালেন মহাত্মনা॥" দেবীবর।

(১৮) Tarikh-i-Firoz Shahi in *The History of India as told by its own Historian*, by H. M. Elliot, Vol. III. p. 116.

* বঙ্গজ মিত্র পুত্রহীন হওয়ায় দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, তদবধি বঙ্গজ মিত্রদিগের কুল নষ্ট হইয়াছে।

বংশজ বসুদিগের—নিমার্কা, শাল্মলী, চিত্রপুর, দীর্ঘাঙ্গ, গোহরি ও পঞ্চমুলী।

বংশজমিত্রদিগের—দাবড়াকুপি, চাঁদড়া, দাঁতিয়া, চাকলাই, কুমারহট্ট ও বালিয়া।

উক্ত সমাজ গঠিত হইবার কয়েক শতবর্ষ পরে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এমন কি মুখ্যকুলীন কুলভঙ্গ করিয়া মৌলিকের কন্যার সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিতে লাগিলেন (১)। পুনরায় সুনিয়ম স্থাপনের জন্য খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে সুলতান্ হুসেনশাহের রাজস্বমন্ত্রী গোপীনাথ বসু (উপাধি গুণরাজ খাঁ) একজাই করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ পুনর্ব্বার নূতন ভাবে সংস্কার করেন। যথা—

কুলীন।—ঘোষ, বসু, মিত্র।

সিদ্ধমৌলিক।—দেব, দত্ত, কর পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ * এই আট ঘর।

সাধ্যমৌলিক।—ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্র, গণ, ভঞ্জ, ভদ্র, নাগ, মন, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, আদিত্য, পাল, নাথ, বিদিং, ধনু, বাণ, গুণ, স্বর, তেজ, শক্তি, সাম, ধর, আইচ, অর্ণব, আশ, দানা, খিল, পীল, শীল, শান, রাজ, রাহুত, রাণা, শূর, কীর্ত্তি, বল, বর্দ্ধন, অঙ্কুর, নন্দী, বিন্দ, বর্ম্মা, শর্ম্মা, হুই, গুঁই, গণ্ড, দাম, নাদ, লোধ, গূত, বই, গুপ্ত, বেদ, যশ, ভুঁই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, পই, ধরণী, হোড়, মান, হেশ, দণ্ডী, ক্ষোম, গুহ, ক্ষেম, থাম, ক্ষেম, থঞ্জ, বন্ধ এই ৭২ ঘর।

উত্তররাঢ়ীয়।—পুরন্দর খাঁ কর্ত্তৃক মেল বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কয়েক ঘর উত্তররাঢ়ে গিয়া বাস করেন, তাঁহারা উত্তররাঢ়ীয় নামে প্রসিদ্ধ হন।

জেমুয়াকান্দী, পাঁচথুবি, বাগডাঙ্গা, যজান, ছাতনেকান্দী প্রভৃতি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের সমাজ। সম্ভবতঃ রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

উত্তররাঢ়ীয় কুলীন।—ঘোষ, সিংহ।

সন্মৌলিক।—দাস, দত্ত, মিত্র।

সামান্যমৌলিক।—দাস, ঘোষ, কর, সিংহ।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের উক্ত ৯ ঘর মধ্যে দাস (½) ও কর (½) উভয়ে অর্দ্ধ ঘর মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে সাত ঘর গণিত হয়।

বারেন্দ্র।—বল্লালসেনের বহু পরে ভৃগুনন্দী, নরদাস ও মুরারি চাকী বারেন্দ্রসমাজের পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া সিদ্ধসাধ্যভাবে নূতনসমাজ স্থাপন করেন। তদনুসারে বারেন্দ্র কায়স্থেরা এইরূপে বিভক্ত হন।

সিদ্ধ বা কুলীন।—নন্দী, দাস, চাকী।

সাধ্য বা মৌলিক।—দত্ত, দেব, নাগ, সিংহ।

হেজ বা নিকৃষ্ট—দাম, ধর, গুণ, কর। প্রথম সাত ঘরই শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা পরস্পর সাতঘরের মধ্যে পাইলে আর হেজ বা নিকৃষ্টের সহিত আদান প্রদান করিতে চান না।

উক্ত সাতঘর যে যেখানে গিয়া বাস করেন, সেই স্থান বা সমাজের নামে পরিচিত হন। যথা—

দাসবংশ—বাঁকি, বগুড়া, হরিপুর, গুধির, নাগরা, ময় দানদীঘি, চৌপাকিয়া, পাবনা, মালঞ্চ, কেচুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঘরগ্রাম, মাণিকদিহি।

নন্দী—পোতাজিয়া, চিপুলিয়া, চণ্ডিপুর, সাধুখালি, দিলপসার, রহিমপুর, মুনিদহ, বেথুড়িয়া, করঞ্জ।

চাকী—চক্রবাস্ত, মৌরট্ট, বাজুরস, সরিষা, সেকেন্দ্রপুর, নলমুড়া, গোবিন্দপুর, অষ্টমনিষা, মেদবাড়ী, মুরহর, দুর্লভপুর, ঢাকঢৈর, রামদীয়া, দিলপসার, হেমরাজপুর, বাগুটিয়া, সিমুলিয়া, হেলঞ্চ, পানানগর, কুমারী, রঘুনাথপুর।

নাগ—শৌলকূপা, সরগ্রাম, রামনগর, কাঁটাপুকুর, পাথরাইল, মালঞ্চ, সিঙ্গা, গাড়াদহ, নন্দনকাঁদি, ফতেউল্লাপুর, ঘুড়কা, শতইকাঁদি, গড়বড়া, উরদিঘরি, মেদবাড়ী, ডাঙ্গাপাড়া, আতালিয়া, সিমুলিয়া।

সিংহ—করতাজা, চৌয়া, উধুনিয়া।

দেব—কাণসোণা, কাকদহ, ঝিড়িমদিয়া, চিহলিয়া, তাড়ওয়াস।

দত্ত—বটগ্রামী, কাউন্নাড়ি, রাধানগর, রূপাট, সেগুপুর।

বারেন্দ্র কায়স্থেরা বলেন, উক্ত সাতঘর ও সমাজ ভিন্ন অপর যে কায়স্থ বরেন্দ্রভূমে বাস করে, তাহারা বারেন্দ্রসমাজভুক্ত নহে।

গোত্র ও প্রবর।—বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও প্রবর প্রচলিত। যথা—

(১) যাঁহারা প্রথম কুলভঙ্গ করেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা বাঙ্গালার আদিকবি শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা মালাধরবসুর (উপাধি গুণরাজ খাঁ) নাম প্রাপ্ত হই, ইনি মুখ্য কুলীন হইলেও দত্তের কন্যার সহিত আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেন। উজীর পুরন্দর খাঁ ইঁহার আত্মীয় ছিলেন।

* পুরন্দর খাঁর সময়ে দক্ষিণরাঢ়ে গুহবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, এই জন্য বোধ হয় তাঁহারা কুলীনমধ্যে পরিগণিত হন নাই। এইরূপ তৎকালে মৌদ্গল্যগোত্রজ দত্তের অভাবে ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্ত 'সিদ্ধমৌলিক' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

উপাধি	গোত্র	প্রবর
বসু	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
ঘোষ *	সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, জামদগ্ন্য, নৈধ্রুব।
গুহ †	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
মিত্র	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।
দত্ত	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস।
	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	(কাশ্যপগোত্রের প্রবর)
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।
	সৌপায়ন,	সৌপায়ন, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
	ঘৃতকুশিক	ঘৃতকৌশিক, কৌশিক, বন্ধুল।
নাগ	সৌকালীন	(পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে)
নাথ	কাশ্যপ	,,
সেন	আলম্যান	,,
	কাশ্যপ	,,
	ধন্বন্তরি	ধন্বন্তরি, অপ্সার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য
	বাসুকি	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।
সিংহ	ভরদ্বাজ	(পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	,,
	ঘৃতকৌশিক	,,
	গৌতম	,,
	বাৎস্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	সাবর্ণ	,,
দাস	আত্রেয়	আত্রেয়, শাতাতপ, শঙ্খ।
	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	আলম্যান	,,
	মৌদ্গল্য	,,
	গৌতম	,,
	ঘৃতকৌশিক	,,
কর	জামদগ্ন্য	জামদগ্ন্য, ঔর্ব্ব, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	আলম্যান	,,
	গৌতম	,,
	মৌদ্গল্য	,,
রাম	শাণ্ডিল্য	,,
	ভরদ্বাজ	,,
পালিত	ভরদ্বাজ	,,
	শাণ্ডিল্য	,,
চন্দ্র	কাশ্যপ	,,
	ভরদ্বাজ	,,
	মৌদ্গল্য	,,
পাল	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	,,
	ভরদ্বাজ	,,
নন্দী	কাশ্যপ	,,
	আলম্যান	,,
দেব	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	,,
	বাৎস্য	,,
	ভরদ্বাজ	,,
	আলম্যান	,,
	বশিষ্ঠ	,,
	গৌতম	,,
	মৌদ্গল্য	,,
কুণ্ড	কাশ্যপ	,,
	গৌতম	,,
সোম	লৌহিত	,,
	কাশ্যপ	,,
রাহা	শাণ্ডিল্য	,,
ভদ্র	চন্দ্রঋষি	চন্দ্রঋষি, পরাশর, দেবল
	ভরদ্বাজ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	আলম্যান	,,
ধর	কাশ্যপ	,,
রক্ষিত	বাৎস্য	,,
	মৌদ্গল্য	,,
অঙ্কুর	কাশ্যপ	,,
	ভরদ্বাজ	,,
বিষ্ণু	ব্যাঘ্রপাদ	সাঙ্কৃতি
	ভরদ্বাজ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	,,
	গৌতম	,,
আঢ্য (আদ্য)	মৌদ্গল্য	,,
	কাশ্যপ	,,
	শাণ্ডিল্য	,,
নন্দন	কাশ্যপ	,,
	গৌতম	,,
হোড়	মৌদ্গল্য	,,
রাণা	দাল্ভ্য	,,
	কাশ্যপ	,,
	হংসল	হংসল, বাসল, দেবল।
ভঞ্জ	আলম্যান	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
বল	আলম্যান	,,
চাকী	গৌতম	,,
রাহুত	আলম্যান	,,
আদিত্য	ঐ	,,
গুপ্ত	ঐ	,,
রুদ্র	কাশ্যপ	,,

* বঙ্গদেশে শাণ্ডিল্য ও বাৎস্যগোত্রীয় ঘোষ আছে, তাহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা পায় নাই।

† কঙ্কীস ও কম্বিষগোত্রীয় গুহেরা বাহাত্তরে কায়স্থ।

পরিচয়।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়বর্ণ। ক্ষত্রিয় বটে কিন্তু আচারভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে সংস্কারবর্জ্জিত হইয়াছে। কতদিন হইতে তাঁহারা প্রথম সাবিত্রীভ্রষ্ট হইলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ সেনরাজগণ অবসন্ন হইলে মুসলমানদিগের আগমনে এবং মুসলমান্ নবাবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে গিয়া সাবিত্রীচ্যুত হইয়াছেন। মিশ্রকারিকার মতে, কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া উপবীত ও গায়ত্রীশূন্য হন। ক্রমে বেদোক্ত ক্রিয়াভাবে তাঁহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত ও পরিশেষে আগমোক্ত বিধানে দীক্ষাগ্রহণ ও পবিত্রতালাভ করিয়া বিপ্রভক্ত হইলেন। তাঁহারা তান্ত্রিক ও তন্ত্রদক্ষ। কিন্তু শ্রুতিশাসনানুসারে শূদ্রধর্ম্মা বলিয়া খ্যাত (১)।

ধ্রুবানন্দের প্রসঙ্গ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ শ্রুতির মতে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে আর ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ক্রিয়াহীন হইলেও অধ্যাত্মবিদের বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। তবে যদি তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণ সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তৎপরে তান্ত্রিকী দীক্ষা দ্বারা অবশ্যই শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোন শ্রুতিতেই তান্ত্রিককে শূদ্রধর্ম্মা * বলা হয় নাই।

বোধ হয়, অধ্যাত্ম ব্রহ্মজ্ঞানী কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ নিন্দিত হন এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাবে তাঁহারা ব্রাত্যস্তোম দ্বারা সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তবে তান্ত্রিকী দীক্ষা দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন এই মাত্র। মনুর মতে, যথাসময়ে উপনীত না হইলে ব্রাত্য হয় এবং সে ব্রাত্যস্তোম করিলে পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে। আপস্তম্ব ও মিতাক্ষরার মতে বহুদিন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাবে অনুপনীত থাকিলেও ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন হইতে পারে (২)। [ব্রাত্য দেখ।]

যাহা হউক বহুদিন অনুপনীত থাকিলেও কনোজাগত কায়স্থের উত্তরপুরুষগণ যে ক্ষত্রিয়েরই অন্যতম শাখা, তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে (৩)।

[বঙ্গীয় কায়স্থগণের বিবাহপদ্ধতি কুলীন ও ব্রাহ্মণ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বাঙ্গালাপ্রদেশে কায়স্থের সংখ্যা প্রায় ১৪,৫১,৮০০।

পশ্চিমাঞ্চলে উনাই ও দাক্ষিণাত্যের উপকায়স্থের ন্যায় বঙ্গে ডেঙ্গর ও গোলাম কায়স্থেরা কায়স্থের বংশসম্ভূত বলিয়া বলিয়া পরিচয় দেয়। মিশ্রকারিকার মতে—

কায়স্থের ঔরসে শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহারা ডেঙ্গর নামে খ্যাত।

ডেঙ্গর ও গোলাম কায়স্থেরা কায়স্থের দাসত্ব ও সামান্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এতদ্ভিন্ন অনেক নিকৃষ্টজাতি ধনগৌরবে আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত কুলীন বা সন্মৌলিক বলিয়া সমাজে চলিত হইতে পারে না। শুদ্ধাচারী কুলীন ও সন্মৌলিকেরা তাহাদিগকে ঘৃণা করেন।

বঙ্গের শুদ্ধাচারী কায়স্থগণ স্বজাতি ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না। [বঙ্গকায়স্থ সম্বন্ধে অপরাপর কথা কুলীন, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শব্দে দ্রষ্টব্য।]

উড়িষ্যা।—উড়িষ্যায় একপ্রকার কায়স্থ আছে, তাহারা করণকায়স্থ নামে পরিচিত। অনেকে 'করণকায়স্থ' নাম শুনিয়াই কায়স্থকে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাগর্ভজ করণ বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দরত্নাকর সাধারণের এই সন্দেহ নিরাকরণ করিয়াছেন—

"করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থভেদেঽপি জ্ঞেয়ং করণমস্ত্রিয়াম্॥"

করণ (ক্লী) অর্থ—১ সাধন। ২ গাত্র। (পুং) ৩ বৈশ্য হইতে শূদ্রার গর্ভোৎপন্ন পুত্র *। (পুং ক্লী) ৪ যুদ্ধ। ৫ কায়স্থভেদ।

(১) "গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ।
ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাদ্গতা।
ততো কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতা ভবন্।
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥
আগমোক্তবিধানেন পূতাঃ কায়স্থসম্ভবাঃ।
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথাভবন্॥
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রাণামপি পারগাঃ।
তথাহি শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিশাসনাৎ।" মিশ্রকারিকা।

* শূদ্র বলিলেও ক্ষত্রিয়জাতিত্বলোপের আশঙ্কা নাই। যেমন, দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা বলিলেও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের লোপ হয় না।

(২) 'বাচস্পত্য' রচয়িতা শ্রদ্ধাস্পদ তারানাথ বাচস্পতি প্রভৃতিও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

(৩) বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের মতে, কনোজাগত কায়স্থবংশীয় কুলীন ও মৌলিকগণ ক্ষত্রবংশসম্ভূত, এতদ্ভিন্ন অপর কায়স্থ সঙ্কর।

* মহাভারতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে বৈশ্যাপত্নীগর্ভজ যুযুৎসুকে করণ বলা হইয়াছে।

বৈশ্য ও শূদ্রাজাত করণ ও করণকায়স্থ যে স্বতন্ত্রজাতি তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

করণের 'কায়স্থভেদ' এইরূপ অর্থ থাকায় করণ বলিলে কায়স্থ জাতিমাত্রকে বুঝায় না। বাস্তবিক কায়স্থের অন্তর্গত করণশ্রেণী অপর সকল কায়স্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। বেহারের প্রধান কায়স্থেরা (দাক্ষিণাত্যের উপকায়স্থের ন্যায়) করণকায়স্থকে স্বতন্ত্রভাবে গণ্য করেন। পদ্মপুরাণে এই করণ ও কায়স্থজাতি স্বতন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। মিশ্রকারিকায় লিখিত আছে—

"ব্রাত্যায়াং কায়স্থাজ্জাতাঃ করণাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

ব্রাত্যনারী ও কায়স্থ হইতে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহারাই করণ (২)। এই হেতু করণেরা 'সঙ্কর' বলিয়া গণ্য (৩)। উড়িষ্যায় ইহাদের প্রধানতঃ ছুইটী বিভাগ আছে। শুদ্ধকরণ ও সৃষ্টিকরণ (উড়িয়া সৃষ্টিকরণ)। শুদ্ধকরণেরা মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থের ন্যায় আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলে যে, তাহারা বাঙ্গালা দেশেরই কায়স্থ, বল্লালসেনের সময় কৌলীন্যপ্রথা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় দেশবহিষ্কৃত হয় এবং উড়িষ্যায় আসিয়া বাস করে। সৃষ্টিকরণেরা শুদ্ধকরণ ও নবশাখজাতির মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা শুদ্ধকরণদিগের ভৃত্যাদির কার্য্য করিয়া থাকে। শুদ্ধকরণদিগের মধ্যে যে সমস্ত জারজ সন্তান সমাজ হইতে দূরীভূত হয়, শুনা যায় যে সৃষ্টিকরণেরা তাহাদিগকে স্বশ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়। এই উভয় শ্রেণীতে আদান প্রদান নাই বা শুদ্ধকরণেরা ইহাদের প্রস্তুত কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। অনেকস্থলে অন্যান্য শুদ্ধজাতির লোকও করণজাতি মধ্যে গৃহীত হয়। এইরূপে অনেক ধনী খণ্ডাইত করণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহাদের অনেকেরই দাসীগর্ভে সন্তান হয়, এই সন্তানেরা করণ বলিয়া গণ্য হয় বটে; কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারী হয় না।

আর একজাতীয় করণ আছে, তাহারা নৌলীকরণ অর্থাৎ উপবীতধারী করণ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের উপবীত সম্বন্ধে একটি রহস্য আছে—এক সময় কোন একজন উড়িষ্যার রাজা পথে ভ্রমণ করিবার সময়ে পথপার্শ্বে ছুইটি সদ্যোজাত বালক পতিত দেখিতে পাইলেন। বালক দুটি যমজ বলিয়া বোধ হইল। রাজা দুইজনকে আনিয়া একটি, একজন ধোপানীকে ও অপরটি, একজন হাড়িনীকে লালনপালন করিতে দিলেন। বালক দুইটি বড় হইলে রাজার নিকট আনীত হইল। রাজা তাহাদিগের জাতি স্থির করিবার জন্য নানা উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক তাহাদিগকে লইয়া স্ব স্ব সন্তানের অনিষ্ট করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, রাজা ঈষৎ রাগিয়া বলিলেন, তবে, ইহারা হয় ব্রাহ্মণ না হয় করণ হউক। তৎপরে রাজাও আর কিছু মীমাংসা না করায়, তাহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় উপবীতও লইল এবং করণকায়স্থ বলিয়া গণ্য হইল। ইহাদেরই বংশীয়েরা 'নৌলীকরণ' নামে খ্যাত। ইহারা উপবীত লইবার সময় একটি কৌতুকজনক কার্য্য করে। একটি বেলকাষ্ঠের দণ্ড উঠানে পুঁতিয়া তাহার উপর সোলার টোপর ও অন্যান্য সোলার ভূষণ পরাইয়া দেয় এবং চেলির কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখে। একপার্শ্বে একজন সধবা ধোপানী ও অপরপার্শ্বে একজন সধবা হাড়িনী দাঁড়াইয়া থাকে। বালক উপবীত ধারণ করিয়া আসিয়া এই দণ্ডমূলে প্রণাম করে। ইহারা বলে যে বেলদণ্ডকে প্রণাম করিতেছি, কিন্তু ভাবে বোধ হয় যে আদিবংশপিতার ধাত্রীদ্বয়কেই প্রকারান্তরে প্রণামাদি করে। নৌলীকরণেরা শুদ্ধকরণদিগের সহিত আদান প্রদান করে। কিন্তু সৃষ্টিকরণদিগের সহিত কোন কার্য্য করে না।

করণকায়স্থের মধ্যে এই কয় গোত্র আছে—আত্রেয়, ভরদ্বাজ, কস্তশস, কাশ্যপ, মুদ্গল, নাগান, পরাশর, শঙ্খ; ইহাদের ৪ সমাজ—খরা, পুরা, চৈয়া ও কুলীনা।

ইহারা শৈশবেই কন্যার বিবাহ দেয়; কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বা অর্থের অনাটনে ১৮।১৯ বৎসরেও কন্যার বিবাহ হয়। করণেরা মেদিনীপুরের কায়স্থগণের ন্যায় কন্যার রজোদর্শনের পূর্ব্বে যাহাতে সে স্বামী সহবাস করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে।

হিন্দুপ্রথার বহির্ভূত নিয়মে অর্থাৎ দিবসে ইহাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর চতুর্থদিনে ইহারা পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে পিষ্টকাদি উৎসর্গ করে।

ইহারা বৈষ্ণব। উৎকল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরহিত্য করে। ইহারা দশরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করে। একাদশদিনে আদ্যশ্রাদ্ধ হয়। মিতাক্ষরা মতে শম্ভুকর-বাজপেয়ীর বিবৃতি অনুসারে ইহাদের সকল কার্য্য হয়।

উড়িষ্যায় করণকায়স্থ, ব্রাহ্মণের পরই আসন পায়। **ইহারা নবশাখ ব্যতীত অন্য জাতির জল গ্রহণ করে না।**

(২) কিন্তু চিত্রগুপ্তবংশীয় ও চন্দ্রসেনবংশীয় কায়স্থগণ প্রকৃত ক্ষত্রিয়। তাহারা মিশ্রজাতি নহে, তাহাদের বিবরণ দেখ।

(৩) মনু, করণ নামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

কায়স্থা (স্ত্রী) কায়ঃ তিষ্ঠতি অনয়া, কায়-স্থা-ক। ১ হরীতকী। ২ আমলকী বৃক্ষ। ৩ কাকোলী। ৪ বড় ও ছোট এলাইচ। ৫ তুলসী। ৬ কায়স্থস্ত্রীজাতি।

কায়স্থৈর্য্য (ক্লী) কায়স্য স্থৈর্য্যং, ৬তৎ। ১ রসায়ন ঔষধাদি দ্বারা শরীরের স্থিরতা। ২ দীর্ঘকাল শরীরের অবস্থিতি।

কায়া (দেশজ) কায়, শরীর।

কায়াকাশসম্বন্ধসংযম (পুং) পাতঞ্জলসূত্রোক্ত সংযমবিশেষ। ইহার লক্ষণ যথা,—"কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুতূলসমাপত্তেরাকাশগমনম্।"

কায়াগ্নি (পুং) কায়স্থিতোঽগ্নিঃ, মধ্যলো°। শরীরস্থ অগ্নিবিশেষ, পাচকাগ্নি, পিত্ত।

কায়িক (ত্রি) কায়েন নিষ্পাদিতঃ নির্ব্বৃত্তো বা, কায়-ঢক্। ১ শরীর দ্বারা নিষ্পাদিত। ২ শরীর দ্বারা উৎপন্ন। ২ শরীরসম্বন্ধীয়।

কায়িকা (স্ত্রী) কায়েন কায়িকব্যাপারেণ নির্ব্বৃত্তা; কায়-ঢক্। ১ গোরু বলদ প্রভৃতির কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যে বৃদ্ধি নিষ্পাদিত হয়।

"দোহবাহ্যকর্ম্মযুতা কায়িকা সমুদাহৃতা॥" ব্যাস।

২ মূলধনের হানি না হয় এইরূপে প্রতিবৎসর যে লাভ হইয়া থাকে।

কায়িরী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Mimosa rubicaulis.)

কার (পুং) কৃ-ঘঞ্। ১ বধ। ২ নিশ্চয়। ৩ (কং সুখং ঋচ্ছতি অনেন, ক-ঋ-ঘঞ্) স্বামী। ৪ তুষারপর্ব্বত। ৫ কোন কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকিলে কর্ত্তা অর্থ বুঝায়, যেমন স্বর্ণকার, কর্ম্মকার ইত্যাদি। ৬ ক্রিয়া। ৭ অক্ষরের পরে সংযোগ করিলে কেবলমাত্র সেই অক্ষর-টি-ই বুঝাইয়া থাকে, যেমন আকার, ককার ইত্যাদি "বর্ণস্বরূপে কারতকারৌ" ইতি ব্যাকরণ। ৮ পূজার উপকরণ, বলি।

কারক (ক্লী) ক্রিয়াভিরন্বিতং, ভাষ্যমতে করোতি ক্রিয়াং নির্ব্বর্ত্তয়তি, কৃ-কর্ত্তরি ণ্বুল্। ১ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অথবা ক্রিয়ানিষ্পাদক। বৈয়াকরণভূষণমতে ক্রিয়াজনক শক্তিবিশিষ্টমাত্রই কারকপদবাচ্য। যদিও দ্রব্যাদির ঐ শক্তি থাকা অসম্ভব, তথাপি শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ স্বীকার করিয়া, দ্রব্যাদিতেও কারকত্বের ব্যবহার হইয়া থাকে। কারক শব্দের ক্রিয়ানিষ্পাদক অর্থ করিলে সকল কারকই কর্ত্তৃকারক হইয়া পড়ে, কিন্তু ব্যাপারভেদানুসারে তাহার করণাদি ভেদ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। মঞ্জূষায় ইহার ভেদ এইরূপ লিখিত আছে,—"কর্ত্তুঃ কারকান্তরপ্রবর্ত্তনব্যাপারঃ; করণস্য ক্রিয়াজনকাব্যবহিতব্যাপারঃ; ক্রিয়াফলেনোদ্দেশ্যত্বরূপব্যাপারশ্চ কর্ম্মণঃ; কর্ত্তৃকর্ম্মব্যবহিতক্রিয়াধারণব্যাপারো অধিকরণস্য; প্রেরণানুমত্যাদি ব্যাপারঃ সম্প্রদানস্য; অবধিভাবোপগমব্যাপারো ঽপাদানস্যেতি।" অন্য কারকের প্রবর্ত্তনকারীর নাম কর্ত্তৃকারক; ক্রিয়ানিষ্পাদন বিষয়ে অতি নিকটবর্ত্তী কারণের নাম করণ; ক্রিয়ার উদ্দিষ্ট ব্যাপারবিশিষ্টের নাম কর্ম্ম; কর্ত্তৃকর্ম্ম ব্যতীত অপর ক্রিয়া ধারণ-শীল কারকের (ক্রিয়ার আধার) নাম অধিকরণ; প্রেরণ অনুমতি প্রভৃতি ব্যাপারবিশিষ্টের নাম সম্প্রদান এবং অবধিভাবজ্ঞানবিশিষ্টের নাম অপাদান।

কারক ছয় প্রকার,—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। পাণিনি মতে কর্ত্তৃকারকের লক্ষণ, "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।" পা ১। ৪। ৫৪। ক্রিয়ায় স্বাতন্ত্র্য অবস্থায় বিবক্ষিত কারকের নাম কর্ত্তা। কর্ত্তা উক্ত হইলে তাহাতে প্রথমা এবং অনুক্ত হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যত্র প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা;—"প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা।" পা ২। ৩ ৪৬। প্রাতিপদিক অর্থমাত্রে, লিঙ্গমাত্রে, পরিমাণমাত্রে ও সংখ্যামাত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়। "সম্বোধনে চ।" পা ২।৩।৪৭। অন্যকে যে শব্দ দ্বারা নিজের সম্মুখীন করা হয়, তাহার নাম সম্বোধন; তাহাতে প্রথমা বিভক্তি হয়। "কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া।" পা ২। ৩। ১৮। অনুক্ত কর্ত্তৃকারক ও করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

কর্ম্মলক্ষণ যথা;—"কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম।" পা ১। ৪। ৪৯। কর্ত্তা ক্রিয়াদ্বারা যে ঈপ্সিততম পদার্থ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার নাম কর্ম্ম। "তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্।" পা ১। ৪। ৫০। ক্রিয়া দ্বারা ঈপ্সিত পদার্থের ন্যায় কোন অনীপ্সিত পদার্থ নিষ্পন্ন হইলেও তাহার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "অকথিতং চ।" পা ১। ৪। ৫১। অপাদানাদি দ্বারা অবিবক্ষিত কারকেরও কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্ম্মাকর্ম্মকাণামণিকর্ত্তা সণৌ।" পা ১। ৪। ৫২। গতি বুদ্ধি ও প্রত্যবসান অর্থে অণিজন্তকালের কর্ত্তা ণিজন্তকালে কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। "হৃক্রোরন্যতরস্যাম্।" পা ১। ৪। ৫৩। হৃ ও কৃ ধাতুর অণিজন্তকালের কর্ত্তা ণিজন্তকালে বিকল্পে কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। "অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম্ম।" পা ১। ৪। ৪৬। অধি পূর্ব্বক শী, স্থা ও আস ধাতুর যোগে অধিকরণের কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "অভিনিবিশশ্চ।" পা ১। ৪। ৪৭। অভি ও নী পূর্ব্বক বিশ ধাতুর যোগে অধিকরণের কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়। কোন কোন স্থলে ইহার ব্যভিচারদর্শনে ইহা বিকল্প বিধি বলিয়া স্বীকৃত আছে।

যথা,—'পাপে অভিনিবেশঃ।' "উপান্বধ্যাঙ্ বসঃ।" পা ১।৪।৪৮। উপ, অনু, অধি ও আঙ্পূর্ব্বক বসধাতুর কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়। "ক্রুধদ্রুহোরূপসৃষ্টয়োঃ কর্ম্ম।" পা ১।৪।৩৮। উপসর্গবিশিষ্ট ক্রুধ ও দ্রুহ ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধ, তাহার কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়।

কর্ম্ম তিন প্রকার, নির্ব্বৃত্ত, বিকার্য্য ও প্রাপ্য। কর্ম্মকারক উক্ত হইলে তাহাতে প্রথমা এবং অনুক্ত কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়; "কর্ম্মণি দ্বিতীয়া।" পা ২।৩।২। অনুক্ত কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য স্থলেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—"অন্তরান্তরেণ যুক্তে।" পা ২।৩।৪। অন্তরা ও অন্তরেণ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। "কর্ম্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া।" পা ২।৩।৮। কর্ম্ম ও প্রবচনীয় সংজ্ঞাবিশিষ্ট শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। [প্রবচনীয় দেখ।] "কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে।" পা ২।৩।৫। কালবাচক ও অধ্ববাচক শব্দের সহিত গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যের নিরন্তর সম্বন্ধ বুঝাইলে, তাহাতে দ্বিতীয়া হয়।

করণের লক্ষণ যথা,—"সাধকতমং করণম্।" পা ১।৪।৪২। ক্রিয়াসিদ্ধি বিষয়ে যাহা প্রধান উপকারক, তাহারই করণ সংজ্ঞা হয়। "দিবঃ কর্ম্ম চ।" পা ১।৪।৪৩। দিব ধাতুর সাধক কারকের কর্ম্ম ও করণ উভয় সংজ্ঞা হয়। "কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া।" পা ২।৩।১৮। অনুক্ত কর্তৃকারক ও করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যস্থলে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—"অপবর্গে তৃতীয়া।" পা ২।৩।৬। ফলপ্রাপ্তি সম্ভাবনায় কাল ও অধ্ববাচক শব্দের নিরন্তর সম্বন্ধ হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। "সহযুক্তেঽপ্রধানে।" পা ২।৩।১৯। সহার্থ শব্দের যোগে অপ্রধান পদার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। সহার্থ শব্দের বিবক্ষা থাকিলেও তাহাতে তৃতীয়া হইয়া থাকে। সহার্থ শব্দ যথা,—'সহ, সাকং, সার্দ্ধং, সমং।' "যেনাঙ্গবিকারঃ।" পা ২।৩।২০। যে বিকৃত অঙ্গের দ্বারা শরীরীর বিকার লক্ষিত হয়, সেই অঙ্গবিশেষে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। "ইত্থম্ভূতলক্ষণে।" পা।২।৩।২১। যে চিহ্ন দ্বারা কোন রূপান্তর লক্ষিত হয়, তাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। "সংজ্ঞো ঽন্যতরস্যাং কর্ম্মণি।" পা ২।৩।২২। সংপূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুর যোগে বিকল্পে কর্ম্মে তৃতীয়া হয়। "হেতৌ।" পা ২।৩।২৩। ফলসাধনযোগ্যপদার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

সম্প্রদান লক্ষণ যথা,—"কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্।" পা ১।৪।৩২। যাহার উদ্দেশে দান কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। "রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ।" পা ১।৪।৩৩। রুচি অর্থবোধক ধাতুর প্রয়োগে প্রীয়মাণ অর্থাৎ যাহার প্রীতি তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "শ্লাঘহ্নুঙ্ স্থাশপাং জ্ঞীপ্স্যমানঃ।" পা ১।৪।৩৪। শ্লাঘ হ্নু স্থা ও শপ্ ধাতুর প্রয়োগে সেই সেই অর্থ অনুভবকারকের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "ধারেরুত্তমর্ণঃ।" পা ১।৪।৩৫। ণিজন্তধৃধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "স্পৃহেরীপ্সিতঃ।" পা ১।৪।৩৬। স্পৃহ ধাতুর প্রয়োগে অভীষ্ট পদার্থের সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ।" পা ১।৪।৩৭। ক্রোধ, অপকার, ঈর্ষা, ও অসূয়া অর্থ প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধ, তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। কিন্তু উপসর্গবিশিষ্ট হইলে তাহার কর্ম্ম সংজ্ঞা হইয়া থাকে। "রাধীক্ষ্যোর্যস্য বিপ্রশ্নঃ।" পা ১।৪।৩৯। রাধ ও ঈক্ষ ধাতুর প্রয়োগে যাহার সম্বন্ধে শুভাশুভ প্রশ্ন করা হয়, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "প্রত্যাঙ্ভ্যাং শ্রুবঃ পূর্ব্বস্য কর্ত্তা।" পা ১।৪।৪০। প্রতি ও আঙ্ পূর্ব্বক শ্রু ধাতুর প্রয়োগে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবর্ত্তনব্যাপারের যে কর্ত্তা, তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "অনুপ্রতিগৃণশ্চ।" পা ১।৪।৪১। অনু ও প্রতি পূর্ব্বক গৃ ধাতুর প্রয়োগে প্রবর্ত্তন-ব্যাপারের কর্ত্তার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "পরিক্রয়ণে সম্প্রদানমন্যতরস্যাম্।" পা ১।৪।৪৪। যাহা দ্বারা নিয়তকালের জন্য অধিকার সাধিত হয়, বিকল্পে তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। "চতুর্থী সম্প্রদানে।" পা ২।৩।১৩। সম্প্রদান অর্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। অন্যান্য স্থলে চতুর্থী বিভক্তির বিধান যথা,—"ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ।" পা ২।৩।১৪। ক্রিয়াবাচক উপপদবিশিষ্ট অপ্রযুক্ত তুমনর্থে কর্ম্মে চতুর্থী হয়। "তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ।" পা ২।৩।১৫। তুমর্থ প্রয়োগে ও ভাববচনার্থে বিহিত প্রত্যয়ের প্রয়োগে চতুর্থী হয়। "নমঃ স্বস্তি স্বাহা স্বধালং বষট্‌যোগাচ্চ।" পা ২।৩।১৬। নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, অলং ও বষট্ শব্দের যোগে চতুর্থী হয়। "মন্যকর্ম্মণ্যনাদরে বিভাষা ঽপ্রাণিষু।" পা ২।৩।১৭। মন ধাতুর অনাদর অর্থ গম্যমানে প্রাণিব্যতীত অন্য কর্ম্মপদে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হয়; বিকল্পপক্ষে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। "গত্যর্থকর্ম্মণি দ্বিতীয়া-চতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি।" পা ২।৩।১২। গত্যর্থ ধাতুর কায়কৃত ব্যাপার অর্থে অধ্বভিন্ন কর্ম্মস্থলে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন তাদর্থ্য অর্থে, কৢপ ধাতুর অর্থে, সম্প্রদান অর্থে, উৎপাতের দ্বারা জ্ঞাপিত বিষয়ে এবং হিতশব্দের যোগে চতুর্থী হইয়া থাকে।

অপাদান লক্ষণ যথা,—"ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্।"

পা ১।৪।২৪। বিশ্লেষ বিষয়ে অবধীভূত কারকের অপাদান সংজ্ঞা হয়। "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ।" পা ১।৪।২৫। ভয়ার্থ ও রক্ষার্থ ধাতুর প্রয়োগে ভয়হেতুর অপাদানসংজ্ঞা হয়। "পরাজেরসোঢ়ঃ।" পা ১।৪।২৬। পরা পূর্ব্বক জি ধাতুর প্রয়োগে অসহ্য অর্থের অপাদান সংজ্ঞা হয়। "বারণার্থানামীপ্সিতঃ।" পা ১। ৪। ২৭। বারণার্থ ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিত বিষয়ের অপাদানসংজ্ঞা হয়। "অন্তর্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি।" পা ১।৪।২৮। ব্যবধান সত্বে যৎকর্তৃক স্বীয় অদর্শন ইচ্ছা করা যায়, তাহার অপাদান সংজ্ঞা হয়। "আখ্যাতোপযোগে।" পা।১।৪।২৯। যথারীতি অধ্যয়ন অর্থে যে বক্তা তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। "জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ।" পা ১।৪। ৩০। জন ধাতুর প্রয়োগে উৎপত্তিকারণের অপাদান সংজ্ঞা হয়। "ভুবঃ প্রভবঃ।" পা ১।৪।৩১। প্র পূর্ব্বক ভূ ধাতুর প্রয়োগে উৎপত্তিকারণের অপাদান সংজ্ঞা হয়। "অপাদানে পঞ্চমী।" পা ২। ৩। ২৮। অপাদানকারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যস্থলেও পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—"অন্যারাদিতরর্ত্তে দিক্ শব্দাঞ্চূত্তরপদাজাহিযুক্তে।" পা ২।৩।২৯। অন্য, আরাৎ, ইতর, ঋতে, দিক্‌শব্দ, অঞ্চূত্তর শব্দ, আচ্ ও আহি এই সকল শব্দযোগে পঞ্চমী হয়। "পঞ্চম্যপাঙ্‌ পরিভিঃ।" পা ২। ৩। ১০। অপ, আঙ্ ও পরি শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়। "প্রতিনিধিপ্রতিদানে চ যস্মাৎ।" ২।৩।১১। প্রতিনিধি ও প্রতিদান অর্থে প্রতি শব্দের প্রয়োগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "অকর্ত্তর্য্যৃণে পঞ্চমী।" পা ২।৩।২৪। কর্ত্তৃশূন্য ঋণ হেতুস্বরূপ হইলে তাহাতে পঞ্চমী হয়। "বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্।" পা ২।৩।২৫। অস্ত্রীলিঙ্গ গুণবাচক শব্দ হেতুস্বরূপ হইলে তাহাতে বিকল্পে পঞ্চমী হয়। "পৃথগ্‌বিনা নানাভিস্তৃতীয়ান্যতরস্যাম্।" পা ২।৩।৩২। পৃথক্, বিনা ও নানা শব্দের যোগে তৃতীয়া, দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "করণে চ স্তোকাল্পকৃচ্ছ্রকতিপয়স্যাসত্ত্ববচনস্য।" পা ২। ৩। ৩৩। অদ্রব্যবাচী স্তোক, অল্প, কৃচ্ছ্র ও কতিপয় শব্দের উত্তর করণে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "দূরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীয়া চ।" পা ২।৩।৩৫। দূর ও সমীপার্থ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "পঞ্চমী বিভক্তে।" পা ২।৩।৪২। যাহা হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

অধিকরণ লক্ষণ যথা,—"আধারোঽধিকরণম্।" পা ১।৪।৪৫। ক্রিয়ার আধারস্বরূপ কর্ত্তৃকর্ম্মের যে আধার, তাহার অধিকরণ সংজ্ঞা হয়। ইহাতে সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। "সপ্তম্যধিকরণে চ।" পা ২।৩।৩৬। অধিকরণে এবং দূর ও নিকটার্থ শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। "যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্।" পা ২।৩।৩৭। যাহার ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হয়, তাহাতে সপ্তমী হয়। "ষষ্ঠী চানাদরে।" পা ২।৩।৩৮। অনাদর অর্থে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "স্বামীশ্বরাধিপতিদায়াদসাক্ষিপ্রতিভূপ্রসূতৈশ্চ। পা ২।৩।৩৯।" স্বামী, ঈশ্বর, অধিপতি, দায়াদ, সাক্ষী, প্রতিভূ ও প্রসূত শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "আযুক্তকুশলাভ্যাং চাসেবায়াম্।" পা ২।৩।৪০। আযুক্ত ও কুশলশব্দের যোগে তাদর্থ্য অর্থে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "যতশ্চ নির্ধারণম্।" পা ২।৩।৪১। জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাদ্বারা একদেশ মাত্র যাহা হইতে পৃথক্ করা হয়, তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। "সাধুনিপুণাভ্যামর্চায়াং সপ্তম্যপ্রতেঃ।" পা ২।৩।৪৩। সাধু ও নিপুণ শব্দের যোগে পূজা অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হয়; কিন্তু প্রতিশব্দের প্রয়োগে হয় না। "প্রসিতোৎসুকাভ্যাং তৃতীয়া চ।" পা ২।৩।৪৪। প্রসিত ও উৎসুক শব্দযোগে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "নক্ষত্রে চ লুপি।" পা ২।৩।৪৫। লুবন্ত নক্ষত্র শব্দে অধিকরণার্থে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "সপ্তমীপঞ্চম্যৌ কারকমধ্যে।" পা ২।৩।৭। শক্তিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যে কালবাচক ও অধ্ববাচক শব্দ, তাহাতে পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "যস্মাদধিকং যস্য চেশ্বরবচনং তত্র সপ্তমী।" পা ২।৩।৯। যাহা হইতে অধিক, অথবা যাহার ঈশ্বর, তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন সাধু বা অসাধু শব্দের প্রয়োগে এবং কর্ম্মপদযোগে নিমিত্তবাচক শব্দেও সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—

"চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্।
কেশেষু চমরীং হন্তি সীম্নি পুষ্কলকো হতঃ॥"

এই সকল কারকগণের মধ্যে উভয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে পরবর্ত্তী কারকই হইয়া থাকে। যথা—

"অপাদান সম্প্রদান-করণাধারকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তুশ্চোভয়সম্প্রাপ্তৌ পরমেব প্রবর্ত্ততে॥"

সম্বন্ধের কারকতা নাই, এজন্য তাহা কারক মধ্যে পরিগণিত নহে। সম্বন্ধ অর্থে এবং কারক ব্যতীত অন্য অর্থ বুঝালেই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "ষষ্ঠীশেষে।" পা ২।৩।৫০। কারক ও প্রাতিপদিক অর্থ ব্যতিরিক্ত, স্বকীয় স্বামিভাবাদি সম্বন্ধের নাম শেষ, তাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত কারক বিভক্তিসমূহের ন্যায় অর্থবিশেষেও ষষ্ঠী বিভক্তির

বিধান আছে। যথা,—"ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে।" পা ২।৩।২৬। হেতুশব্দের প্রয়োগে হেতুবাচক ও হেতুশব্দ উভয়স্থলেই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "সর্ব্বনাম্নস্তৃতীয়া চ।" পা ২।৩।২৭। হেতু-শব্দপ্রয়োগে সর্ব্বনাম শব্দ ও হেতুশব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "ষষ্ঠ্যতসর্থপ্রত্যয়েন।" পা ২।৩।৩০। অতসুচ্ অর্থে কপ্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "এনপা দ্বিতীয়া।" পা ২।৩।৩১। এনপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী হয়। "দূরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠ্যন্যতরস্যাম্।" পা।২।৩।৩৪। দূর ও সমীপার্থ শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "জ্ঞোঽবিদর্থস্য করণে।" পা ২।৩।৫১। অজ্ঞানার্থ জ্ঞা ধাতুর করণ বিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "অধীগর্থ-দয়েশাং কর্ম্মণি।" পা ২।৩।৫২। স্মরণার্থ শব্দের যোগে, এবং দয় ও ঈশ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "কৃঞঃ প্রতি যত্নে।" পা ২।৩।৫৩। কৃ ধাতুর গুণান্তরা-ধান অর্থে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "রুজার্থানাং ভাববচনানা-মজ্বরেঃ।" পা ২। ৩। ৫৪। ভাবকর্ত্তাবিশিষ্ট জ্বরভিন্ন রোগার্থ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "আশিষি নাথঃ।" পা ২।৩।৫৫। আশীর্ব্বাদার্থ নাথ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "জাসি-নি-প্র-হণ-নাট-ক্রাথ-পিষাং হিংসায়াম্।" পা ২।৩।৫৬। হিংসার্থ জাস, নি-প্র হন্, নাট, ক্রাথ ও পিষ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "ব্যবহৃপণোঃ সমর্থয়োঃ।" পা ২।৩।৫৭। বি ও অব পূর্ব্বক হৃ এবং পণ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "দিবস্তদর্থস্য।" পা ২।৩।৫৮। দ্যূতার্থ বা ক্রয়বিক্রয় ব্যবহারার্থ দিব ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "বিভাষোপসর্গে।" পা ২। ৩। ৫৯। উপসর্গযুক্ত হইলে দিব ধাতুর কর্ম্ম বিবক্ষায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। "প্রেষ্য-ব্রুবোর্হবিষোদেবতা সম্প্রদানে।" পা ২।৩।৬১। লোট্ বিভক্তির মধ্যমপুরুষের একবচনান্ত ইষ ও ব্রূ ধাতুর দেবতা সম্প্রদান অর্থে হবিষ্ শব্দ কর্ম্ম হইলে তাহাতে ষষ্ঠী হয়। "কৃত্বোর্থপ্রয়োগে কালেঽধিকরণে।" পা ২।৩।৬৪। 'কৃত্ব' এই অর্থপ্রয়োগে কালবাচক অধিকরণে ষষ্ঠী হয়। "কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি। পা ১।৩।৬৫।" কৃৎপ্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তা ও কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়। "উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণি। পা ২।৩।৬৬।" কর্ত্তা কর্ম্ম উভয়ের ষষ্ঠী প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইলে কর্ম্মেই ষষ্ঠী হইবে। "ক্তস্য চ বর্ত্তমানে।" পা ২।৩।৬৭। বর্ত্তমানার্থ ক্ত প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয়। "অধিকরণবাচি-নশ্চ।" পা ২।৩।৬৮। অধিকরণবাচক ক্ত প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয়। "ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাম্।" পা ২।৩।৬৯। ল, উ, উক, অব্যয়, নিষ্ঠা, খলর্থ ও তৃন্ প্রত্যয়প্রয়োগে ষষ্ঠী হয় না। "অকেনোর্ভবিষ্যদাধমর্ণ্যয়োঃ।" পা ২।৩।৭০। ভবিষ্যৎ অর্থে অক, ভবিষ্যৎ অর্থে আধমর্ণ্য এবং ইন প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয় না। "কৃত্যানাং কর্ত্তরি বা।" পা ২।৩।৭১। কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। "তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়াঽন্যতরস্যাম্।" পা ২।৩।৭২। তুলা ও উপমা শব্দ ব্যতীত অন্য তুল্যার্থ শব্দের যোগে বিকল্পে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী হয়। তুলা ও উপমা শব্দ প্রয়োগে নিত্য ষষ্ঠী হয়। "চতুর্থী চাশিষ্যায়ুষ্য-মদ্র-ভদ্র-কুশল-সুখার্থহিতৈঃ।" পা ২।৩।৭৩। আশীর্ব্বাদ, আয়ুষ্য, মদ্র, ভদ্র, কুশল ও সুখার্থ শব্দের যোগে, এবং হিত শব্দের যোগে বিকল্পে চতুর্থী ও ষষ্ঠী হয়।

ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধ মাত্র বুঝাইয়া দেয়। ধাত্বর্থের সহিত কোনরূপে সঙ্গত না হওয়ায় সম্বন্ধের কারকতা নাই। যেহেতু কারকের প্রধান লক্ষণ,—

"ক্রিয়াপ্রকারীভূতো ঽর্থঃ কারকম্।"

ক্রিয়ার সহিত কর্তৃকর্ম্মাদিভেদানুসারে যাহাদের কোন-রূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকেই কারক কহে। ২ বর্ষশিলা-জাত জল। ৩ (ত্রি) কর্ত্তা।

কারকদীপক (ক্লী) কারকেণ দীপকম্। দীপক অলঙ্কারের ভেদবিশেষ। [দীপক দেখ।]

কারকবাদ (পুং) রুদ্রপ্রণীত কারকসম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ।

কারকবান্ [ৎ] (ত্রি) কারকোঽস্ত্যস্য, কারক-মতুপ মস্য বঃ। ১ কারকবিশিষ্ট। ২ কর্তৃযুক্ত।

কারকবিভক্তি (স্ত্রী) কারকশক্তিবোধিকা বিভক্তি, মধ্যলো°। কর্ম্মাদিকারকবোধক দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি।

[কারক দেখ।]

কারকর (ত্রি) কারং করোতি, কার-কৃ-ট। ক্রিয়াকারক, ভৃত্য প্রভৃতি।

কারকুক্ষীয় (পুং) কারকুক্ষি-ছ। ১ শাল্বদেশ। ২ (তত্রভবঃ অণ্-তস্য লুক্) তদ্দেশবাসী ব্যক্তি; এই অর্থে নিত্য বহুবচ-নান্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়।

(শাল্বাস্তু কারকুক্ষীয়াঃ। হেম ৪। ২৩।)

কারজ (ত্রি) কারাৎ ক্রিয়াতো জায়তে, কার-জন-ড। ১ ক্রিয়াজাত। ২ (করজাৎ ভবঃ, করজস্য ইদম্ বা, করজ-অণ্) নখজাত। ৩ নখসম্বন্ধীয়।

কারকল—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত উদিপি তালুকের একটি নগর। অক্ষা° ১৩°১২´৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫°১´৫০´´ পূঃ মধ্যে। লোকসংখ্যা ৩৩৯২, তন্মধ্যে

২৭১৭ জন হিন্দু। বহুকাল হইতে এখানে জৈনদিগের প্রাধান্য ছিল। জৈন-মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। গুমতারায়নামক এক ব্যক্তি এখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহাকে গুমতা বলে। এখানে একটী ছোট পাহাড় আছে, ইহা প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ হইবে। এই পাহাড়ের উপরই গুমতা স্থাপিত। উহা ১৩৪৮ শকে খোদিত হয়। জৈনদিগের অন্যান্য মন্দিরও এই পাহাড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড আছে, উহার তলদেশ প্রশস্ত কিন্তু উৰ্দ্ধদিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ধ্বজস্তম্ভ বলে। এখানে হিন্দুদিগের অনন্তদেবের মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জিনিস আছে। কারকল চাউলের একটী প্রধান আড়ং।

কারঞ্জ (ত্রি) করঞ্জস্য ইদম্, করঞ্জ-অণ্। ১ করঞ্জফলজাত তৈলাদি। ২ করঞ্জসম্বন্ধীয়।

কারঞ্জতৈল (ক্লী) করঞ্জাৎ জাতং তৈলম্, মধ্যলো°। করঞ্জ-ফলজাত তৈল। সুশ্রুতে এই তৈলের গুণ লেখা আছে,—করঞ্জ, ইঙ্গুদী, শজিনা, সর্ষপ, সুবর্চ্চলা, বিড়ঙ্গ ও লতা-ফট্‌কী, এই সকল ফলের তৈল তীক্ষ্ণ, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, কটুপাক, ভেদক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগনাশক।

কারণ (ক্লী) কার্য্যতে অনেন, কৃ-ণিচ্-ল্যুট্। যাহা ব্যতীত কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, তাহার নাম কারণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হেতু, বীজ, নিমিত্ত, প্রত্যয়।

কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যাধিকরণে যে বস্তুর অভাব উপলব্ধ হয় না, সেই বস্তু যদি অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হয়, তবে তাহাকে কারণ বলা যায়। [অন্যথাসিদ্ধি দেখ।]

যেমন ঘটের প্রতি মৃত্তিকা। নৈয়ায়িকগণ সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত ভেদে কারণের তিনপ্রকার বিভাগ করিয়াছেন। কার্য্য যাহাতে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে সমবায়িকারণ কহে। যেমন বস্ত্রের প্রতি তন্তু। সমবায়িকারণ সমবেত কারণকে অসমবায়িকারণ এবং উক্ত কারণদ্বয় হইতে ভিন্ন যে কারণ তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলা যায়। যেমন বস্ত্রের প্রতি তন্তুবায়গণ।

পাতঞ্জলদর্শনে কারণ নয় প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—

"উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকারপ্রত্যয়াপ্তয়ঃ।
বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধাঃস্মৃতম্॥"

পাতঞ্জল ২। ২৮ সূ° ভাষ্য।

উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি (প্রকাশ), বিকার, জ্ঞান, প্রাপ্তি, বিচ্ছেদ, অন্যত্ব এবং ধারণ। কার্য্যভেদে এই নববিধ কারণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়—উৎপত্তি জ্ঞানের প্রতি কারণ মন, শরীর স্থিতির কারণ আহার, রূপের অভিব্যক্তির কারণ আলোক, পচনীয় বস্তুর বিকার কারণ অগ্নি, ধূমজ্ঞান অগ্নিপ্রত্যয়ের (জ্ঞানের) কারণ, বিবেকপ্রাপ্তির কারণ যোগাঙ্গানুষ্ঠান।

এই যোগাঙ্গানুষ্ঠানই অশুদ্ধি-বিয়োগের কারণ। বলয়-কারী সুবর্ণকার কুণ্ডলরূপ স্বর্ণের অন্যত্বকারণ, ঈশ্বর এই জগতের এবং ইন্দ্রিয়গণ শরীরের ধৃতির কারণ।

চার্ব্বাকগণ বলে যে কারণ নামে কোন পদার্থ নাই, কারণ সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ ইহা নিতান্ত অসঙ্গত (১)। যদি কারণের অস্তিত্ব না থাকিলেও কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে কার্য্যের সর্ব্বদা বিদ্যমানতা উপলব্ধি হইতে পারে, যেমন মৃত্তিকাদি সমুদয় মিলিত হইলে ঘটের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ তাহার পূর্ব্বেও ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে। এবং কারণের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে পরচিত্তগত সংশয়াদি দূরীকরণমানসে শব্দপ্রয়োগাদিও নিষ্ফল হইয়া উঠে। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তুর বিদ্যমানতা লাভ হয় না, কিম্বা যে বস্তু থাকিলেই যে বস্তু বিদ্যমানতা লাভ করে, পণ্ডিতগণ সেই বস্তুকেই সেই বস্তুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; মৃত্তিকার অভাব হইলে ঘটের বিদ্যমানতা লাভ হয় না এবং মৃত্তিকা থাকিলেই ঘটের বিদ্যমানতা লাভ হয় বলিয়া মৃত্তিকাই ঘটের কারণরূপে স্থিরীকৃত হয়। কারণ না থাকিলে সমুদয় বস্তুই নিত্য হইতে পারে, এই জন্য কারণ নামক পদার্থ স্বীকার করা চার্ব্বাকগণেরও নিতান্ত কর্ত্তব্য। কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণ পরমাণুকে সাবয়ব জগতের উপাদান (সমবায়িকারণ) বলেন। তাহাদের মতে পরমাণু সকল পরস্পর সংযুক্ত হইলে এক একটি মহদবয়বী উৎপন্ন হয়। কিন্তু বৈদান্তিকগণ তাহা স্বীকার করেন না এবং কণাদ মতের উপর এই দোষ প্রদর্শন করেন যে নিরয়ব পরমাণুতে কখনও ঐকদেশিক সংযোগ হইতে পারে না। যে বস্তুর কোনও অবয়ব নাই, সেই বস্তুর একদেশ থাকা অসম্ভব, সুতরাং তাহাতে অব্যাপ্য বৃত্তি (ঐকদেশিক) সংযোগ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যদি এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে পরমাণুর সংযোগ হওয়ার অসম্ভবপ্রযুক্তই পরস্পরসংযুক্ত পরমাণু হইতে

(১) কুসুমাঞ্জলিতে লিখিত হইয়াছে "কার্য্যং সকারণং কাদাচিৎকত্বাৎ" এই অনুমান দ্বারা কারণত্ব সিদ্ধ হয়।

মহদবয়বী কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং কার্য্য সমুদয় অজ্ঞান দ্বারা পরমব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেমন অজ্ঞান দ্বারা রজ্জুতে সর্প কল্পনা করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেও অজ্ঞান দ্বারা কার্য্যসমূহের কল্পনা করা হইয়া থাকে। রজ্জুবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে যেমন কল্পিত সর্প বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তদীয় অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্ম জগৎকল্পনায় অধিষ্ঠান বলিয়াই বৈদান্তিকগণ তাহাকে জগতের উপাদান (সমবায়ী) বলিয়া থাকেন।

সাংখ্যমতে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতিই মূল কারণ। ইহাতেও বৈদান্তিকেরা বলেন যে চেতনের সাহায্য না থাকিলে অচেতন প্রকৃতি হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সাংখ্যবাদীর প্রকৃতি-কারণবাদ ভ্রমমূলক বলিয়া অনুভূত হয়।

নৈয়ায়িকগণ পারিমাণ্ডল্যকে (অণুপরিমাণ) কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহারা এই কথা বলেন যে, পরিমাণমাত্রই স্বসমান জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের কারণ অর্থাৎ যে পরিমাণ হইতে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় সেই উৎপন্ন পরিমাণ কারণীভূত পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। যেমন তন্তুপরিমাণ-সমুৎপন্ন বস্ত্রপরিমাণ তন্তুপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে। যদি অণুপরিমাণকে কোনও পরিমাণের কারণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অণুপরিমাণ জন্য উৎপন্ন পরিমাণ অপেক্ষাও ছোট হইতে পারে। যেমন মহৎ পরিমাণ জন্য পরিমাণকারণীভূত পরিমাণ অপেক্ষা মহত্তর, সেইরূপ অণুপরিমাণ জন্য পরিমাণও অণুতর হইতে পারে।

সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে কারণ দুই প্রকার, ঈশ্বরেচ্ছা, কাল, অদৃষ্ট, উদ্যোগ এবং প্রাগভাব এই কয়টি সাধারণ অর্থাৎ সমুদয় কার্য্যেরই কারণ হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাদিগকে সাধারণ কারণ বলা যায়। আর যাহারা বিশেষ (এক এক) কার্য্যের কারণ, তাহাদিগকে অসাধারণ কারণ বলা যায়, যেমন আম্রবৃক্ষের প্রতি আম্রবীজ, এই আম্রবীজ কেবল আম্রবৃক্ষেরই উৎপত্তির কারণ, কণ্টকিবৃক্ষের নহে, সুতরাং উক্ত বীজ উক্ত বৃক্ষের অসাধারণ কারণ হইল।

ন্যায়শাস্ত্রের মতে, ২ সাধন। ৩ (করণমেব, করণ-স্বার্থে অণ্) কর্ম্ম। ৪ করণ। ৫ (কৃ বধে-স্বার্থে ণিচ্ ল্যুট্।) বধ। ৬ আদি, মূল। ৭ প্রমাণ। ৮ ইন্দ্রিয়। ৯ শরীর। ১০ হেতু। ১১ উদ্দেশ্য। ১২ (কারণং অস্ত্যস্তি, কারণ-অচ্) উত্তরবিশেষ। ১৩ তান্ত্রিকগণ তন্ত্রানুসারে পূজাদি করিয়া যে মদ্যপান করেন, তাহার নামও কারণ।

(পুং) ১৪ কায়স্থ। ১৫ বাদ্যবিশেষ। ১৬ গানবিশেষ। ১৭ বিষ্ণু। ১৮ শিব।

কারণক (ক্লী) কারণমেব, কারণ স্বার্থে কন্। কারণ।

কারণকারণ (ক্লী) কারণস্য কারণম্, ৬তৎ। ১ কারণের কারণ; ইহাও একটী পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধের অন্তর্নিবিষ্ট। যেমন পুত্রের জন্মবিষয়ে তাহার পিতামহ। পুত্রের জন্মের কারণ পিতা, পিতার কারণ পিতামহ; সুতরাং পিতামহ কারণের কারণ হইলেও, পুত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। ২ পরমেশ্বর। ৩ প্রয়োজক। ("কারণকারণস্য অকারণত্বেঽপি প্রয়োজকত্বং অস্ত্যেব।" নৈয়াং।)

কারণগত (ত্রি) কারণং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কারণ-গম-ক্ত। কারণনিষ্ঠ, কারণস্থ।

কারণগুণ (পুং) কারণস্য গুণঃ, ৬তৎ। উপাদান-কারণের গুণ। ইহাই কার্য্যগুণের উৎপাদক।

("কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে।" ন্যায়।)

কারণগুণই কার্য্যগুণের আরম্ভ করে। যেমন রূপ কারণের শুক্ল কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণ বস্ত্ররূপ কার্য্যেরও শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণ উৎপাদন করে।

কারণগুণপূর্ব্বকত্ব (ক্লী) কারণগুণঃ পূর্ব্বে যস্য তস্য ভাবঃ-ত্ব। কারণের গুণবিশিষ্টতা।

কারণগুণোৎপন্নগুণত্ব (ক্লী) কারণগুণেন উৎপন্নো যো গুণঃ তস্য ভাবঃ-ত্ব। কারণ গুণ দ্বারা যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, তাহার ধর্ম্ম। ন্যায়শাস্ত্রে ইহার এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ আছে। যথা,—"স্বাশ্রয়সমবায়িমাত্রসমবেতস্ব-সজাতীয়গুণজন্যবৃত্তিঃ পৃথক্ত্বসংখ্যাত্বাতিরিক্তা ভাবনা বৃত্ত্যন্যা চ যা জাতিস্তাদৃশজাতিসত্ত্বে সত্যপাকজত্বম্।"

কারণগুণোদ্ভব (পুং) কারণগুণেন উদ্ভবো যস্য বহুব্রী। উপাদান-কারণের গুণ হইতে উৎপন্ন গুণবিশেষ।

কারণগুণোদ্ভবগুণ (পুং) কারণগুণোদ্ভবশ্চাসৌ গুণশ্চেতি, কর্ম্মধা। কারণগুণজাত গুণ। ভাষাপরিচ্ছেদে এই কয়েকটী কারণ গুণোদ্ভবগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—রূপ, রস, গন্ধ, অপাকজ স্পর্শ, দ্রবতা, স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, একত্ব, পৃথক্ত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার।

কারণজল (ক্লী) কারণরূপং জলম্। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণ-স্বরূপ জল। ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল জলমাত্রেরই সৃষ্টি করেন, পরে তাহাতে বীজনিক্ষেপপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

("অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।" মনুস° ১।৮।)

কারণতা (স্ত্রী) কারণস্য ভাবঃ, কারণ-তল্। কারণের ধর্ম্ম, হেতুতা।

কারণত্ব (ক্লী) কারণস্য ভাবঃ, কারণ-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ২।১।১১৯।) কারণের ধর্ম্ম, হেতুতা। ("কারণত্বং ভবেত্তস্য।" ভাষা প°।)

কারণদূর্ব্বা (দেশজ) তৃণবিশেষ (Poa karundubi, *Buch*)

কারণধ্বংস (পুং) কারণস্য ধ্বংসঃ ৬তৎ। কারণের নাশ। সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণের ধ্বংস হইলে কার্য্যেরও ধ্বংস হয়, কিন্তু নিমিত্ত কারণের ধ্বংসে কার্য্যধ্বংস হয় না।

কারণধ্বংসক (ত্রি) কারণং ধ্বংসতে নাশয়তি কারণ-ধ্বংস-ণ্বুল্। কারণধ্বংসকারক।

কারণধ্বংসী [ন্] (ত্রি) কারণং ধ্বংসতে নাশয়তি, কারণ-ধ্বংস-ণিনি। কারণনাশক।

কারণনাশ (পুং) কারণস্য নাশঃ, ৬তৎ। কারণের বিনাশ।

কারণনাশক (ত্রি) নাশয়তি, কারণ-নশ্-ণিচ্-ণ্বুল্ কারণস্য নাশকঃ। যাহা দ্বারা কারণের নাশ হয়।

কারণফল (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Amyris heptaphylla)

কারণভূত (ত্রি) কারণং ভূয়তে যেন, কারণ-ভূ-ক্ত। কারণ-স্বরূপ।

কারণমালা (স্ত্রী) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত অর্থালঙ্কারবিশেষ।

"পরং পরং প্রতি যদা পূর্ব্বপূর্ব্বস্য হেতুতা।
তদা কারণমালা স্যাৎ।" সাহিত্যদর্পণ।

যেখানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্য, তাহার পরপরবর্ত্তী বাক্যের হেতু হয়, তাহাকে কারণমালা অলঙ্কার কহে। যেমন,—

"শ্রুতং কৃতধিয়াং সঙ্গাৎ জায়তে বিনয়ঃ শ্রুতাৎ।
লোকানুরাগো বিনয়ান্ন কিং লোকানুরাগতঃ॥"

পণ্ডিতগণের সংসর্গে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হয়, শাস্ত্রজ্ঞান হইতে বিনয়গুণ জন্মে, বিনয় হইতে লোকানুরাগ এবং তাহা হইতে কি না হইতে পারে? এখানে শাস্ত্রজ্ঞান, বিনয় ও লোকানুরাগ যথাক্রমে তাহার পর পর বাক্যের কারণ হওয়ায় কারণ-মালা-অলঙ্কার হইল।

কারণবাদী [ন্] (পুং) কারণং বদতি, কারণ-বদ্-ণিনি। যাঁহারা সকল বিষয়েই কারণ স্বীকার করেন।

কারণবারি (ক্লী) কারণস্বরূপং বারি, মধ্যলো°। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির কারণস্বরূপ একার্ণব জল।

কারণশরীর (ক্লী) কারণং অবিদ্যা সৈব শরীরম্, কর্ম্মধা। সুষুপ্তিকালে অহঙ্কারাদিশরীরোৎপাদকপদার্থের সংস্কার-মাত্রে অবশিষ্ট যে জীবগত অজ্ঞান, বেদান্তমতে তাহাকেই কারণশরীর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—আনন্দময়-কোষ ও সুষুপ্তি।

কারণা (স্ত্রী) কারয়তি হিংসয়তি, কৃ-ণিচ্-যুচ্ (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০।) টাপ্। ১ যাতনা। ২ অত্যন্তবেদনা। ৩ নরকযন্ত্রণা।

কারণাভাব (পুং) কারণস্য অভাবঃ, ৬তৎ। কারণের অভাব, কারণ না থাকা।

কারণিক (ত্রি) করণৈঃ কারণৈর্ব্বা চরতি, করণ বা কারণ-ঠক্ (চরতি। পা ৪।৪।৮।) ১ পরীক্ষক। (কারণিকঃ পরীক্ষকঃ। হেম ৩।১৪৩।) ২ (করণস্য ইদম্, করণ-ষ্ঠঞ্, ঞিঠ্ বা) করণসম্বন্ধীয়।

কারণোত্তর (ক্লী) কারণেন উত্তরম্, ৩তৎ। বিচারস্থলে বাদিকথিত বিষয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহার প্রতিকূল কারণ দেখাইয়া যে উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহারই নাম কারণোত্তর। ইহার সংস্কৃত নামান্তর 'প্রত্যবস্কন্দন।' এই কারণোত্তর তিনপ্রকার, বলবৎ, তুল্যবল ও দুর্ব্বল। বলবৎ যথা,—'আমি তোমার নিকট একশত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা পরিশোধ করিয়াছি।' তুল্যবল যথা,—বাদী বলিল, আমি পুরুষানুক্রমে এই জমী ভোগ দখল করিতেছি, অতএব ইহা আমার। প্রতিবাদীও তাহার উত্তরে ঐ কথাই বলিল। দুর্ব্বল যথা,—আমি এই জমী পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতেছি, অতএব ইহা আমার। বাদীর এই বাক্যের পর প্রতিবাদী যদি উত্তর করে, আমি দশ বৎসর হইতে এই জমী ভোগ করিতেছি, সুতরাং ইহা আমা-রই; তাহা হইলে এই উত্তর দুর্ব্বল হইল।' (ব্যবহারতত্ত্ব।)

কারণ্ট (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কারণ্ডব (পুং) রম্-ড, রণ্ডঃ; কু ঈষৎ রণ্ডঃ কারণ্ডঃ কোঃ কাদেশঃ; কারণ্ডং বাতি, অথবা করণ্ডস্য ইদং কারণ্ডং, তদা-কারং বাতি। কারণ্ড-বা-ক (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩।) হংসবিশেষ, খড়হাঁস।

("কারণ্ডবাননবিঘট্টিতবীচিমালাঃ
কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ।" ঋতু সং ৮।)

কারণ্ডববতী (স্ত্রী) কারণ্ডবঃ হংসবিশেষঃ অস্তি অস্যাম্, কারণ্ডব-মতুপ্ মস্য বঃ-ঙীপ্। নদীবিশেষ।

কারণ্ডব্যূহ (পুং) ১ বৌদ্ধবিশেষ। ২ বৌদ্ধশাস্ত্রবিশেষ।

কারন্ধম (পুং) করন্ধমস্য অপত্যম্, করন্ধম-অণ্। ১ করন্ধম-রাজের পুত্র, অবীক্ষিৎ। ২ করন্ধমস্য গোত্রাপত্যম্। কর-ন্ধমের পৌত্র মরুত্ত। ৩ (ক্লী) নারীতীর্থবিশেষ। মহাভারতে এই তীর্থের উৎপত্তি কথা লিখিত আছে,—অর্জ্জুনের তীর্থ

ভ্রমণ সময়ে তপস্বিগণ তাঁহাকে অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্র, পৌলোম, কারন্ধম ও ভারদ্বাজতীর্থ নামক পঞ্চতীর্থ দর্শন করাইলেন। অর্জ্জুন সেই সকল তীর্থ জনশূন্য দেখিয়া ঋষিদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বলিলেন, এই পঞ্চতীর্থে জলজন্তুর অত্যন্ত ভয়, এজন্য কেহ ইহাতে অবতরণ করে না। অর্জ্জুন এই বাক্য শ্রবণের পর একটি তীর্থে অবতীর্ণ হইলেন, তৎক্ষণাৎ জলজন্তু তাঁহার পাদদেশ ধারণ করিল। অর্জ্জুন তাহাতে ভীত না হইয়া বলপ্রয়োগে কুম্ভীরকে তীরে উত্তোলন করিলেন। সেই কুম্ভীর তীরে উত্থিত হইয়াই সুন্দরী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিল। অর্জ্জুন তাহা দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি? কেন এইরূপ কুম্ভীরমূর্ত্তিতে জল মধ্যে বাস করিতেছিলে। নারী তাহার উত্তরে বলিতে লাগিল,—মহাশয়! আমি অপ্সরা; এক সময়ে আমি আমার চারিটি সখীর সহিত ইন্দ্রালয়ে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে এক রূপবান্ ব্রাহ্মণযুবককে তপস্যা করিতে দেখিয়া, আমরা তাহার তপস্যাভঙ্গের জন্য নৃত্যগীত করিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে অভিশাপ দিলেন,—তোমরা জলজন্তু হইয়া চিরকাল জলে বিচরণ কর। আমরা এই অভিশাপ শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায়, বলিয়া দিলেন, যে সময়ে তোমরা কুম্ভীররূপে কোন পুরুষকে ধারণ করিবে, তখনই তোমরা শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তোমরা যে সকল জলাশয়ে জলজন্তুরূপে অবস্থিত থাকিবে, সেই জলাশয় নারীতীর্থ নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে। ব্রাহ্মণের এই বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চিন্তা করিতেছিলাম। আমরা কুম্ভীররূপ ধারণ করিয়া এমন কোন জলাশয়ে অবস্থান করিব, যেখানে অল্পদিন মধ্যেই আমাদের মুক্তিকারক পুরুষের দর্শন পাইতে পারিব। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া এই পাচটি স্থান আমাদের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন অল্পদিন মধ্যেই অর্জ্জুন এখানে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে মুক্ত করিবেন। সেই আশায় এই এক একটী জলাশয় মধ্যে আমরা এক এক জন অবস্থান করিতেছিলাম। মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি যেমন মুক্তিলাভ করিয়াছি, এইরূপ আমার সখী চারিটীকেও অনুগ্রহপূর্ব্বক মুক্ত করিয়া উপকৃত করুন। অর্জ্জুন তদনুসারে ক্রমে ক্রমে অপর চারি তীর্থ হইতেও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (ভারত আদি ২১৭ অঃ।)

কারন্ধমী [ন্] (পুং) কর এব কারঃ তং ধমতি, কারধ্মা- ইনি (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ কাঁসারি। ২ যে ধাতুপাত্র বাজায়।

(কারন্ধমী কাংস্যকারে ধাতুবাদরতেঽপি চ। মেদিনী।)

কারপচব (পুং) দেশবিশেষ, এই দেশ যমুনানদীর নিকটবর্ত্তী।

কারভ (ত্রি) করভস্য ইদম্, করভ-অণ্। ১ হস্তিশাবকসম্বন্ধীয়। ২ উষ্ট্রসম্বন্ধীয় দুগ্ধমূত্রাদি। সুশ্রুতে ইহার গুণ এইরূপ লিখিত আছে,—উষ্ট্রদুগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কিঞ্চিৎ লবণ ও স্বাদুরস, লঘু এবং শোথ, গুল্ম, উদর, অর্শঃ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও বিষরোগনাশক। উষ্ট্রদধি—ঈষৎ ক্ষাররস, গুরু, ভেদকারক, পাকে কটুরস এবং বায়ু, অর্শঃ, কুষ্ঠ, কৃমি ও উদররোগে হিতকারক। উষ্ট্রঘৃত,—পাকে কটুরস, অগ্নিদীপক এবং কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, শোথ, ক্রিমি ও বিষরোগনাশক। উষ্ট্রমূত্র—শোথ, কুষ্ঠ, উদর, উন্মাদ, বায়ু, কৃমি এবং অর্শোনাশক।

("শোফকুষ্ঠোদরোন্মাদমারুতক্রিমিনাশনম্।
অর্শোঘ্নং কারভং মূত্রং মানুষন্তু বিষাপহম্॥"
সুশ্রুত সূঃ ৪৫ অঃ।)

কারভূ (স্ত্রী) কর এব কারঃ তস্য ভূঃ, ৬তৎ। রাজা যে সকল স্থানের কর গ্রহণ করেন।

কারমিহিকা (স্ত্রী) কারং জলসম্বন্ধং মেহতি, কার-মিহ্-ক স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। যদ্বা কারস্য তুষারশৈলস্য মিহিকা নীহার ইব, উপমিং। কর্পূর।

কারম্ভা (স্ত্রী) কু ঈষৎ রম্ভা ইব, কাদেশঃ। প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ।

কারয়িতব্য (ত্রি) কৃ-ণিচ্ তব্য। করাইবার উপযুক্ত।

কারয়িতৃ [তৃ] (পুং) কারয়তি, কৃ-ণিচ্ তৃচ্। অপর দ্বারা যে কার্য্য করাইয়া লয়।

কারয়িষ্ণু (ত্রি) কৃ-ণিচ্ ইষ্ণুচ্। কারয়িতা।

কারব (পুং) কা ইতি রবো যস্য কুৎসিতো রবো যস্য বা বহুব্রী। কাক।

কারবল্লী (স্ত্রী) কারা ইতস্ততো বিক্ষিপ্তা বল্লী যস্যাঃ, বহুব্রী। ১ করেলা। ২ কাণ্ডবেল নামক লতাবিশেষ।

কারবার (পারস্য) ব্যবসায়।

কারবার বা কারবাড়,—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর-কানাড়ার প্রধাননগর। অক্ষাং ১৪°৫০´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৪°১৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৩৭৬১। কারবার একটী বন্দর। এই বন্দরের সম্মুখে উপসাগরে অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেগুলিকে কস্তুরদ্বীপাবলী বলে। ইহার মধ্যে একটীর নাম দেবগড়।

দেবগড়ে একটী আলোকগৃহ আছে। সমুদ্র হইতে ১৪০ হস্ত উচ্চে তাহার অগ্নিশিখা প্রকাশিত হয়। সেই আলোক ১২ ক্রোশ দূর হইতে দেখা যায়। বিপন্ন জাহাজ রাত্রিকালে এই আলোক দেখিয়া বুঝিতে পারে যে অদূরে বন্দর আছে। তদনুসারে সেই দিকে জাহাজ পরিচালিত করে।

কারবারের উপকূল হইতে ২॥ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে সমুদ্রগর্ভে অঞ্জিদ্বীপ নামে একটী ছোট দ্বীপ আছে। তাহাতে পর্ত্তুগীজদিগের উপনিবেশ আছে। অতি অল্পদিন হইল এই নগর স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে ধীবরগণের বাস ছিল মাত্র। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কানাড়ার উত্তর অঞ্চল যখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত করা হইল, তখন হইতেই ইহার উন্নতি আরম্ভ। এখন ৯টী গ্রাম কারবার মিউনিসিপালিটীর অধীন।

পুরাতন কারবার নূতন কারবারের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে কালীনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে এখানে বাণিজ্যের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব এবং এই স্থান বিজয়পুরের অন্তর্গত ছিল। কারবারের দেশাই অর্থাৎ খাজনার তত্ত্বাবধায়ক বিজয়পুররাজের একজন প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজদিগের কোর্টেন কোম্পানি বাণিজ্য আরম্ভ করেন। তাঁহারা হুবলী অঞ্চলে প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হাজার তাঁতি নিযুক্ত করিয়া ভাল ভাল মস্‌লিন কাপড় তৈয়ার করাইয়া রপ্তানি করিতেন। এলাচি, দারুচিনি, শুঁট ও দঙ্গাড়ি নামক নীল রঙ্গের বস্ত্র এখান হইতে রপ্তানি হইত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবজী তথাকার ইংরাজ বণিকের নিকট হইতে ১১২০৲ টাকা শুল্ক আদায় করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে কারবারের ফৌজদার ইংরাজ-দিগের কুঠি আক্রমণ করেন। পরবৎসর নগর দগ্ধ করিয়া দেন, কিন্তু ইংরাজগণের কারখানার কোন ক্ষতি করেন নাই। বরং ইংরাজ-অধিবাসিগণের প্রতি যত্নই করিয়াছিলেন। তাহার পর শিবজী কোন অত্যাচার করেন নাই বটে, কিন্তু স্থানীয় প্রভুদিগের অত্যাচারে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আপনাদিগের কুঠি উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে তাঁহারা আবার কুঠি স্থাপন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। দুই বৎসর পরে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে এক বিষম কাণ্ড ঘটে। বিলাতী জাহাজের বিলাতী নাবিক হিন্দুর গোরু চুরি করে। এই কার্য্য হিন্দুদিগের অসহ্য হইল। ইংরাজদিগের কুঠি উঠাইয়া দিবার জন্য হিন্দুদিগের চেষ্টা হইল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজদিগের কারবারে যে শুঁটের ব্যবসায় ছিল তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য ওলন্দাজেরা বিশেষ চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই সময় ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে, মহারাষ্ট্রীয়গণ কারবারে আসিয়া লুটপাট করিয়া ইহার বিশেষ অনিষ্ট করে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে নগরের পুরাতন দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া সাস্তাধিপতি সদাশিবগড় নামক একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। অসহ্য হওয়ায় ১৭২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আপনাদিগের কুঠি তুলিয়া লইলেন। তাহারা তখনও সাস্তা-রাজের তোষামদে ক্রটী করে নাই। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আবার আসিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে পর্ত্তুগীজগণ রণতরী লইয়া আসিয়া সদাশিবগড় দখল করিয়া লইলেন। তাহার পর পর্ত্তুগীজগণ কারবাড়ের বাণিজ্য প্রায় এক চেটিয়া করিয়া লইলেন। সুতরাং ইংরাজেরা কারবার উঠাইয়া দিলেন।

কারবারী, মধ্যভারতে মালবের অন্তর্গত দেবাস নামে যে রাজ্য আছে তাহার দুই জন রাজা। কিন্তু দুই রাজাই নিজ নিজ রাজ্যভার এক মন্ত্রীর উপর দিয়া রাখিয়াছেন। সেই মন্ত্রীকে কারবারী বলে। দুই রাজার কার্য্য তিনি এককই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

কারবী (স্ত্রী) কৃ হিংসায়াং স্বার্থে-ণিচ্-ক্বিপ্, কারং অবতি, কার-অব-অণ্ ঙীষ্। ১ মৌরী। ২ রুদ্রজটা। ৩ ময়ূরশিখা। ৪ কৃষ্ণজীরা। ৫ হিঙ্গুপত্রী। ৬ ছোট করেলা। ৭ করেলা মাত্র। ৮ স্ত্রীজাতি কাক।

কারবীরেয় (ত্রি) করবীরেণ নির্ব্বৃত্তঃ, করবীর-ঢঞ্, সখ্যা-দিত্বাৎ (বুঞ্ছণকঠজিলসেনিরঢঞিত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) ১ করবীর হইতে উৎপন্ন। ২ করবীরসম্বন্ধীয়।

কারবেল্ল (ক্লী) কারেণ বাতগমনেন বেল্লতি চলতি, কার-বেল্ল-অচ্। ১ করেলা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঠিল্ল। ভাব-প্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, ভেদক, লঘু, তিক্তরস, বায়ুকর নহে, এবং জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমিরোগনাশক। ২ (পুং) ছোট করেলা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঠিল্লক, সুশবী, সুষবী, কণ্ডুর, কাণ্ডকটুক, সুকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, কঠিল্ল, নাসাসম্বেদন ও পটু। রাজবল্লভের মতে ইহার পুষ্পগুণ—ধারক ও রক্তপিত্তরোগে হিতকারক। ফল গুণ—রুচিকর এবং শুক্র, কফ ও পিত্তনাশক।

[উচ্ছে ও করেলা দেখ।]

কারবেল্লক (পুং) কারবেল্ল এব-স্বার্থে কন্। করেলা। এই শব্দ কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।
("তদ্বৎ কর্কোটকং প্রোক্তং কারবেল্লকমেব চ।"
সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অঃ।)

কারবেল্লিকা (স্ত্রী) কারবেল্লক-টাপ্ অত ইত্বম্। ক্ষুদ্র করেলা, উচ্ছে।

কারবেল্লী (স্ত্রী) কারবেল্ল-অল্পার্থে ঙীষ্। ছোট করেলা, উচ্ছে।

কারব্য (ত্রি)[বৈ] কারু(গায়ক) সম্বন্ধীয় অথর্ব্ববেদের মন্ত্রবিশেষ।

কারসাজি (দেশজ) ১ ছল, কপটব্যবহার। ২ প্রতারণা।

কারসীয় (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Grewia hispida, *Buch.*)

কারস্কর (পুং) কারং বধং করোতি, কৃ-ট (হেতুতাচ্ছিল্যানুলোম্যেষু। পা ৩।২।২০।) বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কিম্পাক, বিষতিন্দু, করদ্রুম, রম্যফল, কুপীলু ও কালকূট। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, রস, উষ্ণবীর্য্য এবং কুষ্ঠ, বায়ু, রক্ত, কণ্ডু, কফ, অর্শঃ ও ব্রণনাশক।

কারস্করাটিকা (স্ত্রী) কারস্কর ইব অটতি, কারস্কর-অট্-ণ্বুল্ টাপ্-অত ইত্বম্। কর্ণজলৌকা, কেন্নুই।

কারা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আলাহাবাদ নগরের ২০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে সিরাথু নামক তহশীলের একটি নগর। গঙ্গার দক্ষিণদিকে অক্ষা ২৫°৪১´৫৫´´ উঃ ও দ্রাঘি ৮১°২৪´২১´´ পূঃ মধ্যস্থিত। লোকসংখ্যা ৫০৮০। উত্তরপশ্চিমে ৯টী প্রধান তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে কারা একটী, এখানে কালেশ্বরের মন্দির আছে, সেইজন্য ইহার একটী নাম কালনগর। পুরাতন তাম্রশাসনে কালখল বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। ইহার আর একটী নাম কর্কোটক নগর। কথিত আছে, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হইয়া সতীদেবীর করের একটী অংশ এখানে পতিত হয়। মুসলমান পরিব্রাজক ইবন বাতুতার গ্রন্থে এই তীর্থের কথা লিখিত হইয়াছে। আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপক্ষের তিথিতে প্রায় লক্ষাধিক লোক এই নগরে আসিয়া গঙ্গাস্নান করে।

এখানে একটী অতি পুরাতন দুর্গ আছে। উহা ঠিক গঙ্গার উপর অবস্থিত। এখন তাহার ভগ্নদশা। দুর্গটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৬০০ হস্ত ও ৩৫০ হস্ত হইবে। সম্বৎ ১০৯৫ (খৃঃ ১০৩৫) অব্দে রাজা যশোপালের সময়ে কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং দুর্গটি যে আরও কত দিনের পুরাতন তাহার ঠিক নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, কনোজরাজ জয়চন্দ্র উহা নির্ম্মাণ করেন।

দুর্গের নিম্নভাগের বাজারঘাটে একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চারিদিকে চবুতরা (বা দালান) আছে। সেই দালানে দুর্গার মস্তকশূন্য একটী মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। একস্থানে একটী শিবলিঙ্গ ও স্থানান্তরে নন্দীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। বোধ হয় যবনেরাই এই মন্দিরের এই দশা করিয়া থাকিবে। ঘাটের নিকটেই একটী কূপ আছে, তাহার চারিদিকে স্তম্ভাকৃতি গাঁথুনি। লোকে ইহাকে মিনার বলিয়া থাকে।

মুসলমানদিগের অনেক কীর্ত্তিও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে খাজা-কারকের গোরস্থান, কমল গোরস্থান, জামি মসজিদ্, সেখ সুলতানের রোজা, সাথুব আল্লার গোরস্থান, এইগুলি প্রধান। নিকটে দারানগরে একটী মসজিদ্ ও দুইটী গোরস্থান, কচদরিয়া নামক গ্রামের কুতব আলমের রোজা, ইস্মাইলপুরে ফণির হোসনের রোজা, সাহজাদপুরে আল্লাদাদ খাঁর মসজিদ্গুলিও দেখিবার জিনিস।

পূর্ব্বে এই নগর বহু সমৃদ্ধিশালী ও অনেক বিস্তৃত ছিল। গঙ্গার পশ্চিমদিকে এক ক্রোশ দীর্ঘ ও অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত। পুরাতন নগরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই স্থান এই প্রদেশের প্রধাননগর ছিল। সম্রাট্ আক্বারসহ আলাহাবাদে প্রধান নগর উঠাইয়া লইয়া যাওয়ায় ইহার সমৃদ্ধি নষ্ট হইল।

কারা বা কোরা নগর মুসলমান্ আমলেও অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ। অযোধ্যার নবাব আসফ্ উদ্দৌলা কারার ভাল ভাল বাটীগুলি ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়া লক্ষ্ণৌনগরে নিজের ইমারত নির্ম্মাণ করেন।

কারানগরে উত্তম কম্বল প্রস্তুত হয়। এখানে নানাবিধ শস্যাদি উৎপন্ন হয়। কাগজও উত্তম প্রস্তুত হয়। অযোধ্যা ও ফতেপুরের সহিত কাপড়, কাগজ ও শস্যের ব্যবসা চলে।

কারা (স্ত্রী) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে দণ্ডার্হো যস্যাম্ কৃ-অঙ্-গুণঃ (ঋদৃশোঽঙি গুণঃ। ৭।৪।১৬।) গুণে দীর্ঘত্বঞ্চ নিপাতনাৎ। ১ কারাগার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বন্ধনালয়, বধাঙ্কক। ২ দূতী। ৩ বীণার অধঃস্থিত বক্রকাষ্ঠ বা লাউ। ৪ সুবর্ণকারিকা। ৫ বন্ধন। ৭ পীড়া। ৮ শব্দ।

কারাকুবেট (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Calamus latifolius)

কারাগার (ক্লী) কারা এব আগারং, কারায়ৈ বন্ধনায় বা আগারম্। বন্ধনগৃহ।

কারাগুপ্ত (ত্রি) কারায়াং বন্ধনাগারে গুপ্তঃ রুদ্ধঃ, ৭তৎ। কারারুদ্ধ, কয়েদী। (চারঃ কারাগুপ্তৌ। হেম ৩। ৪৭০।)

কারাগৃহ (ক্লী) কারা এব গৃহম্, কারায়ৈ বন্ধনায় বা গৃহম্। কারাগার।

কারাগোলা।—বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত পূর্ণিয়াজেলাস্থ একটি গ্রাম। গঙ্গার উত্তর তীরে অক্ষা° ২৫°২৩´৩´´ উঃ, দ্রাঘি

৮৭° ৩০´৫১″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। যখন উত্তরবঙ্গের রেল হয় নাই, তখন লোকে কারাগোলা দিয়া দার্জ্জিলিঙ্গ যাইত। এখনও সাহেবগঞ্জ হইতে একখানি ষ্টীমার কারাগোলা গতায়াত করে। তবে সম্প্রতি কারাগোলার সম্মুখে চড়া পড়িয়া যাওয়ায় বর্ষাকাল ব্যতীত ষ্টীমার সকল সময়ে ঠিক কারাগোলায় যাইতে পারে না—তথা হইতে ১ ক্রোশ দূরে আরোহিগণকে নামাইয়া দেয়। এখানে একটী প্রকাণ্ড মেলা হয়। পূর্ব্বে এই মেলা ভাগলপুরের অন্তর্গত পীরপৈণ্ডি নামক স্থানে হইত। তাহার পর কিছুকাল পূর্ণিয়াতে বসিত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ মেলা কারাগোলায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে দ্বারভাঙ্গা মহারাজের এক খণ্ড বালুকাময় ভূমি পড়িয়া আছে। তাহাই মেলার স্থান। মেলা ১০ দিন থাকে। তখন বহুসংখ্যক দোকান পাট বসে। দেশী, বিলাতী, রেসমী, পসমী ও কার্পাসের নানাবিধ বস্ত্র, লৌহময় লাঙ্গলের ফাল হইতে গালার খেলনা অবধি সকল প্রকার প্রয়োজন-সামগ্রীই এখানে বিক্রয়ের জন্য আসিয়া থাকে। নেপালীরা নানাপ্রকার ছুরি, ভোজালে, কুকরি, বেত, চামর, লাক্ষা ও টাট্টু ঘোড়া লইয়া আসে। প্রায় ৩০। ৪০ সহস্রলোক এই মেলায় সমবেত হয়।

কারাঙ্গ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Gratiola amara)

কারাধুনী (স্ত্রী) কারায়াঃ শব্দস্য আধুনী উৎপাদিকা, ৬তৎ। শব্দ উৎপাদক শঙ্খ প্রভৃতি।

কারাপথ (পুং) দেশবিশেষ; লক্ষ্মণপুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু এই দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

("অঙ্গদং চন্দ্রকেতুঞ্চ লক্ষ্মণো হপ্যাত্মসম্ভবম্।
শাসনাৎ রঘুনাথস্য চক্রে কারাপথেশ্বরৌ॥" রঘু ১৫। ৩০।)

কারাপাল (পুং) কারাং কারাগারং পালয়তি রক্ষতি, কারা-পাল অচ্। কারাগার-রক্ষক।

কারাভূ (স্ত্রী) কারায়ৈ বন্ধনায় ভূঃ স্থানম্। বন্ধনস্থান।

কারায়িকা (স্ত্রী) কং জলং আরাতি বিচরণস্থানত্বেন গৃহ্লাতি, ক-আ-রা-ণ্বুল্-টাপ্-ইত্বঞ্চ। বলাকা, বক।

কারাবর (পুং) চর্ম্মকার জাতিবিশেষ; নিষাদ জাতির ঔরসে এবং বৈদেহী জাতি স্ত্রীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।

("কারাবরো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।" মনু ১০। ৩৬)

কারাবাস (পুং) কারায়াং বাসঃ ৭তৎ। কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়া থাকা।

কারাবেশ্ম [ন্] (ক্লী) কারা এব কারায়ৈ বা বেশ্ম গৃহম্। কারাগার।

কারাষ্ট্র (পুং) ১ করাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। ২ করাষ্ট্রদেশ। মহাভারতে করহাটক নামে উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাম করাড়। [করাষ্ট্র দেখ।]

কারি (স্ত্রী) ক্রিয়তে অসৌ, কৃ-ইঞ্ (বিভাষাখ্যানপরিপ্রশ্নয়োরিঞ্ চ। পা ৩। ৩। ১১।) ১ ক্রিয়া। (ত্রি) করোতি, কৃ-ইঞ্ (কৃঞুদীচাং কারুষু। উণ্ ৪। ১২৮।) শিল্পী, যে শিল্পকার্য্য করে।

(কারিঃ স্ত্রিয়াং ক্রিয়ায়াং স্যাদ্বাচ্যলিঙ্গস্তু শিল্পিনি। মেদিনী।)

কারিক (ক্লী) কারি-স্বার্থে কন্। ক্রিয়া, কার্য্য।

কারিকর (ত্রি) কারিং ক্রিয়াং শিল্পকর্ম্ম ইতি যাবৎ করোতি কারি-কৃ-ট। শিল্পকারক, যে শিল্পকার্য্য করিতে পারে।

কারিকরী (স্ত্রী) কারিকর-ঙীপ্। শিল্পকারিণী।

কারিকা (স্ত্রী) করোতীতি স্বার্থে বা কৃ-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ নটস্ত্রী, অভিনেত্রী। ২ ক্রিয়া। ৩ বিবরণ। ৪ শ্লোক। ৫ শিল্প। ৬ যাতনা। ৭ বৃদ্ধি, সুদ। ৮ কণ্টকারী। ৯ বহু অর্থবোধক অল্প অক্ষর বিশিষ্ট কবিতা। ১০ কর্ত্রী। ১১ মর্য্যাদা।

কারিকাল, তামিল ভাষায় ইহাকে 'কারিখাল'—অর্থাৎ মৎস্যের খাল বলে। করমণ্ডল উপকূলে এই প্রদেশ। ইহার উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণে তাঞ্জোররাজ্য ও পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর। এই প্রদেশটীতে ১১০টী গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা ৯১৪৮৭। কাবেরীনদীর পাঁচটী মুখ এই স্থান দিয়া সাগরে পড়িয়াছে। ইহার প্রধান নগরের নামও কারিকাল। নগর অক্ষাঃ ১০° ৫৫´১০″ উঃ দ্রাঘি ৭৯°৫২´২০″ উঃ মধ্যে সমুদ্র হইতে প্রায় তিনপোয়া পথ দূরে অবস্থিত। সিংহলদ্বীপের সহিত কারিকালের বারমাস চাউলের বাণিজ্য হয়। এতদ্ব্যতীত আণ্ডামান দ্বীপের সহিত ও ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য চলে। এখান হইতে নানাস্থানে ভারতীয় কুলি চালান হয়। কারিকাল বন্দরে একটী আলোকগৃহ আছে। উহা সমুদ্র হইতে ২২ হস্ত উর্দ্ধে স্থাপিত।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা কারিকালে আসিয়া একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অল্পকাল পরেই রাজার সহিত ফরাসীদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল তঞ্জোররাজ সসৈন্যে কারিকাল আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে ২১ ডিসেম্বর তারিখে তাঞ্জোরাধিপতি কারিকাল ও তৎসংলগ্ন ৮১টী গ্রাম ফরাসীদিগকে দান করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনা কারিকাল অবরোধ করেন। ফরাসীরা দশদিন অনবরত যুদ্ধ করিয়া শেষ ৫ই এপ্রেল তারিখে ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করেন। তাহার পর আর তিনবার কারিকাল ইংরাজহস্তে আইসে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি, এই স্থান একেবারে ফরাসী-

দিগকে দেওয়া হয়। এখনও ইহা ফরাসী অধিকারে আছে। ভারতে ফরাসীদিগের প্রধান স্থান পুঁদিচারী; পুঁদিচারীর গবর্ণরের কর্তৃত্বাধীনে কারিকালের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এখানেও ফরাসীদিগের সাধারণতন্ত্র প্রথা প্রচলিত। মিউনিসিপালের কৌন্সিল ব্যতীত এখানে আর একটী সভা আছে, তাহাকে লোকাল-কৌন্সিল বলে। তাহাতে নগরস্থ মিউনিসিপালিটীর অধিকার ব্যতীত অপর বিষয়ের আলোচনা হয়। এতদ্ব্যতীত আর একটী সভা আছে, তাহার নাম কাঁসাই জেনেরাল (Consul General) পুঁদিচারীতে ইহার অধিবেশন হয়। ইহাতে ভারতের প্রত্যেক ফরাসী অধিকৃত স্থান হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। প্রতিনিধিগণ অবশ্য প্রজাগণের নির্ব্বাচিত। ইহা ব্যতীত ফ্রান্সের সেনেট সভায় ও ডিপুটী সভায় এক এক জন করিয়া ভারতের প্রতিনিধি থাকেন। সেই প্রতিনিধি এখানকার প্রজাগণ-কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। এখানে বন বিভাগে, পূর্ত্তবিভাগে ও শান্তিরক্ষার বিভাগে এক এক জন করিয়া (Chief) কর্ত্তা আছে। সকলের উপর শাসনকর্ত্তা। ইনিই স্থানীয় বড় সাহেব। ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেন্টের এখানে একজন ইংরাজ-প্রতিনিধি আছেন।

কারিকুরি (দেশজ) শিল্পকার্য্যে যে সকল নিপুণতা দেখান হয়।

কারিগর (পারস্য) কারিকর, শিল্পকারক।

কারিগরী (পারস্য) কারিকুরি, নিপুণতা।

কারিণী (স্ত্রী) করোতি, কৃ-ণিনি-ঙীপ্। ১ যে শব্দের পরে থাকে তৎকার্য্যের নিষ্পাদয়িত্রী, যে স্ত্রী তৎকার্য্যাদি নিষ্পাদন করে।

কারিত (ত্রি) কৃ-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। অন্য কর্তৃক যাহা সম্পাদিত হইয়াছে।

("বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এবচ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥"
মার্ক° ৮১। ৬৫।)

কারিতা (স্ত্রী) কারিত-টাপ্। অধিক সুদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কারিকা ও কারিতা বৃদ্ধি।

"ঋণিকেন তু যা বৃদ্ধিরধিকা সম্প্রকীর্ত্তিতা।
আপৎকালকৃতা নিত্যং দাতব্যা সা তু কারিতা॥"

ঋণীব্যক্তি আপদ্‌কালে অধিক সুদ দিবার অঙ্গীকার করিলে, তাহা নিয়তই দিতে হয়; এই নিয়মের নাম কারিতা। (বিবা° সেতু।)

কারিয়াকোকসা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (A species of Tetrodon.)

কারী [ন্] (পুং) করোতি, কৃ-ণিনি। কোন শব্দের পরে থাকিলে তৎকর্ম্মের কারক বা কর্ত্তা বুঝায়।

কারী (স্ত্রী) কৃণাতি হিনস্তি কণ্টকৈরিতি শেষঃ, কৃ-ইঞ্-ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ; কণ্টকারী ও আকর্ষকারী নামে ইহা দুই প্রকার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কারিকা, কার্য্যা, গিরিজা ও কটুপত্রিকা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কষায় ও মধুর রস, পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, রুচিকারক, কণ্ঠশোষকারক এবং গুরু।

কারীর (ক্লী) করীরস্য অবয়বঃ, করীর-অঞ্ (পলাশাদিভ্যো বা। পা ৪।৩।১৪১।) ১ বাঁশের কাণ্ড। ২ বাঁশের ভস্ম।

কারীরী (স্ত্রী) কং জলং ঋচ্ছতি, ক-ঋ-বিচ্; কারং সজলমেঘং ঈরয়তি, কার-ঈর-অণ্-ঙীষ্। বৃষ্টিজন্য কর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ।

কারীর্য্য (ক্লী) করীরস্য অবয়বঃ, করীর-ষ্যঞ্। কারীর, বংশকাণ্ড বা বংশভস্ম।

কারীষ (ক্লী) করীষাণাং সমূহঃ, করীষ-অণ্। করীষসমূহ, ঘুঁটের রাশি।

কারীষগন্ধি (ত্রি) কারীষস্যেব গন্ধো যস্য, ইত্বম্। শুষ্ক গোময়ের গন্ধযুক্ত।

কারীষি (পুং) ১ ব্যক্তিবিশেষ। ২ বংশবিশেষ।

কারু (পুং) করোতি, কৃ-উণ্ (কৃবাপাজিমি স্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্। উণ্ ১।১।) ১ বিশ্বকর্ম্মা। ২ (ভাবে উণ্) শিল্প। ৩ (ত্রি) কারক। ৪ শিল্পী। ৫ সূপকারাদি, পাচক প্রভৃতি।

("ধান্যেঽষ্টমং বিশাং শুল্কং বিংশং কার্ষাপণাবরম্।
কর্ম্মোপকরণাঃ শূদ্রাঃ কারবঃ শিল্পিনস্তথা॥" মনু ১০।১২০।)
'কারবঃ সূপকারাদয়ঃ' কুল্লূ। ৬ কর্ম্ম।

কারুক (ত্রি) কারু-স্বার্থে কন্। শিল্পী।

("কারুকান্নং প্রজাং হন্তি বলং নির্ণেজকস্য চ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি।"
মনু ৪।২২৯।)

কারুচৌর (পুং) কারুণা শিল্পেন চোরয়তি, কারু-চুর-অচ্। সন্ধিচোর, যাহারা সিঁদ কাটিয়া চুরি করে।

কারুজ (পুং) কং জলং আরুজতি, ক-আ-রুজ-ক। ১ করভ। ২ ফেন। ৩ বল্মীক। ৪ নাগকেশর। ৫ গিরিমাটী। ৬ (কারুতো জায়তে, কারু-জন-ড) শিল্পিনির্ম্মিতচিত্র। ৭ শরীরে আপনা হইতেই তিলের ন্যায় কাল কাল যে চিহ্ন জন্মে।

[তিলকালক দেখ।]

কারুণিক (ত্রি) করুণায়াং শীলমস্য, করুণা-ঠক্। দয়ালু।

কারুণ্ডিকা (স্ত্রী) কারুণ্ডী-স্বার্থে কন্-টাপ্-হ্রস্বশ্চ। জলৌকা, জোঁক।

কারুণ্ডী (স্ত্রী) কুৎসিতা ঈষৎ বা রুণ্ডী মূর্দ্ধহীনা ইব কোঃ কাদেশঃ। জলৌকা, জোঁক।

কারুণ্য (ক্লী) করুণস্য ভাবঃ, করুণা এব বা, করুণা-ষ্যঞ্। করুণা, দয়া ; স্বার্থপরিত্যাগপূর্ব্বক পরদুঃখনিবারণের ইচ্ছা। ("মুনেঃ শিষ্যসহায়স্য কারুণ্যং সমজায়ত।" রামা ১।২।১৫।)

কারূষ (পুং) করূষস্য রাজা, করূষ-অণ্। ১ করূষদেশের অধিপতি, দন্তবক্র। ২ করূষোঽভিজন এষাম্, করূষ-অণ্। পুরুষানুক্রমে করূষদেশবাসী। এই অর্থে নিত্য বহুবচনান্ত হইয়া থাকে। ৩ মনুর পুত্র।

কারূষক (ত্রি) কারূষ-স্বার্থে কন্। ১ করূষদেশবাসী। ২ (পুং) করূষদেশের রাজা।

সার কানিংহামের মতে বর্ত্তমান শাহাবাদজেলাই প্রাচীন করূষদেশ।

কারূষ (পুং) করূষস্য রাজা, করূষ-অণ্। ১ করূষদেশের রাজা। ২ করূষদেশবাসী। ৩ জাতিভেদ। ব্রাত্যবৈশ্য হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন।

"বৈশ্যাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥" মনু ১০।২৩।

কারূষ্য (পুং) করূষস্য রাজা, করূষ-ষ্যঞ্। ১ দন্তবক্র। ২ (ক্লী) নেত্রমল।

কারেণব (ত্রি) করেণোরিদম্, করেণু-অণ্। হস্তিসম্বন্ধীয়। করেণুর দুগ্ধাদিগুণ যথা—হস্তিদুগ্ধ—ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর রস, বলকারক ও গুরুপাক। দধিগুণ—কষায়যুক্ত মধুররস ও মলবদ্ধকারক। ঘৃতগুণ—মলমূত্ররোধক, তিক্তরস, অগ্নিকর, লঘু এবং কফ, কুষ্ঠ, বিষরোগ ও ক্রিমিনাশক। মূত্রগুণ—ঈষৎতিক্তযুক্তলবণরস, ভেদক, বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক ও তীক্ষ্ণ। ইহা কিলাসরোগে উপকারী।

কারেণুপালি (পুং) করেণুপালস্য অপত্যম্, করেণুপাল-ইঞ্। হস্তিপালকের পুত্র।

কারেলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Cleome pentaphylla.)

কারোত্তম (পুং) কারেণ সুরাগালনেন উত্তমঃ সুরার অগ্রভাগ।

কারোত্তর (পুং) কারেণ সুরাগালনক্রিয়য়া উত্তরতি, কার-উৎ-তৃ-অর। সুরামণ্ড, মদের মাত। ২ কূপ। ৩ বংশাদি-নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, চালনী।

কার্কটেলব (ক্লী) কর্কটূনাং নিবাসোঽত্র, কর্কটু-অঞ্ (ওরঞ্। পা ৪।২।৭১।) কর্কটুপক্ষীর নিবাসস্থল।

কার্কণ (ত্রি) কৃকণস্য ইদম্, কৃকণ-অঞ্। ১ কৃকণ পক্ষিসম্বন্ধীয়। ২ কৃমিসম্বন্ধীয়। ৩ দেহস্থ বায়ুবিশেষসম্বন্ধীয়।

কার্কন্ধব (ত্রি) কর্কন্ধূনাং বিকারঃ অবয়বো বা, কর্কন্ধূ-অণ্ (বিল্বাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৩৬।) ১ কর্কন্ধূর বিকার। ২ কর্কন্ধূর অবয়ব।

কার্কলাসেয় (ত্রি) কৃকলাসস্য ইদম্, কৃকলাস-ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩।) কৃকলাসসম্বন্ধীয়।

কার্কবাকর (ত্রি) কৃকবাকোরিদম্, কৃকবাকু-অণ্। কুক্কুট-

কার্কশ্য (ক্লী) কর্কশস্য ভাবঃ, কর্কশ-ষ্যঞ্। ১ কর্কশতা। ("কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনু রোমাঞ্চমানম্বতে"। ২ কঠিনতা। ৩ নির্দ্দয়তা। [অমরু শঃ। ২৪।)

কার্কষ (পুং) ব্যক্তিবিশেষ।

কার্কষকায়নি (পুং) কার্কষস্য অপত্যম্ পুমান্, কর্কষ ফিঞ্, কুগাগমশ্চ (বাকিমাদীনাং কুক্ চ। পা ৪।১।১৫৮।) কার্কষের পুত্র।

কার্কষি (পুং) কর্কষ-ফিঞো বিকল্পবিধানাৎ ইঞ্। কার্কষের পুত্র।

কার্কারী [ন্] (ত্রি) [বৈ] নিজের আবাধকর।

("যমদূত নমস্তেঽস্ত কিং ত্বা কার্কারিণো হ্যব্রবীৎ।"
কার্কারিণ ইতি ষষ্ঠী দ্বিতীয়ার্থা ছান্দসী, তেন অস্মদ্বাধকং কিমুক্তবান্ ইত্যর্থঃ।)"

কার্কীক (ত্রি) কর্কঃ শুক্লো হশ্বঃ স ইব, কর্ক ঈকক্। শ্বেত-অশ্বতুল্য।

কার্কোটক (ক্লী) নগরবিশেষ। বর্ত্তমান নাম কারা।

কার্থরা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Curcuma Zerumbet)
[কর্চ্চূর দেখ।]

কার্ণ (পুং) কর্ণস্য অপত্যম্ পুমান্ কর্ণ-অণ্। ১ কর্ণের পুত্র, বৃষকেতু। ২ (ত্রি) কর্ণেন্দ্রিয়সম্বন্ধী।

কার্ণগ্রাহিক (পুং) কর্ণগ্রাহস্য অপত্যম্ পুমান্, কর্ণগ্রাহ-ঠক্ (রৈবত্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।১।১৪৬।) নাবিকপুত্র, মাঝির ছেলে।

কার্ণছিদ্রক (ত্রি) কর্ণছিদ্রস্য ইদম্, কর্ণছিদ্র-অণ্-স্বার্থে কন্। কর্ণছিদ্রসম্বন্ধীয়।

কার্ণবেষ্টকিক (ত্রি) কর্ণবেষ্টকাভ্যাম্ সম্পাদি, কর্ণালঙ্কারাভ্যাং অবশ্যং শোভতে ইত্যর্থঃ। কর্ণবেষ্টক-ঠঞ্ (সম্পাদিনি। পা ৫।১।৯৯।) কর্ণবেষ্টন অলঙ্কার দ্বারা যে শোভা পায়।

কার্ণশ্রবস (ক্লী) [বৈ] সামভেদ।

কার্ণাটক (পুং) কর্ণাটঃ অভিজনো হস্য, কর্ণাট-অণ্-স্বার্থে কন্। ১ কর্ণাটদেশবাসী। ২ (ত্রি) কর্ণাটদেশসম্বন্ধীয়।

কার্ণাটভাষা (স্ত্রী) কার্ণাটানাং কর্ণাটদেশীয়ানাং ভাষা, ৬তৎ। কর্ণাটদেশীয়দিগের ভাষা।

কার্ণায়নি (ত্রি) কর্ণেন নির্ব্বৃত্তম্, কর্ণ-ফিঞ্ (বুঞ্ছণ্ কঠজিল-সেনিরঢঞ্ণ্যযফক্ফিঞিঞ্ত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) কর্ণ দ্বারা নিষ্পাদিত।

কার্ণি (ত্রি) কর্ণ-ফিঞ্ বিধানস্য বিকল্পত্বাৎ ইঞ্। ১ কর্ণ দ্বারা নিষ্পাদিত। ২ কর্ণসম্বন্ধীয়।

কার্ণিক (ত্রি) কর্ণস্য ইদম্, কর্ণ-ঠঞ্। কর্ণসম্বন্ধীয়।

কার্ণিশ (দেশজ) ছাদের উপরে চতুর্দ্দিকে যে অল্প বিস্তৃত স্থান বাহিরদিকে প্রস্তুত করা হয়।

কার্ত্ত (ত্রি) কৃত: কৃৎপ্রত্যয়স্য ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ, কৃৎ-অণ্। ১ কৃৎপ্রত্যয়ের ব্যাখ্যাগ্রন্থবিশেষ। ২ (কৃতস্য ইদম্) কৃতসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ৩ (কৃতমেব, স্বার্থে অণ্) সত্যযুগ। ("কিং কারণং কার্ত্তযুগঃ প্রধানঃ।" ভারত আঃ ৯০ অঃ।) ৪ (পুং) ধর্ম্মনেত্রের পুত্র।

কার্ত্তকৌজপাদি (পুং) পাণিনি ব্যাকরণোক্ত গণবিশেষ, দ্বন্দ্বসমাসযুক্ত এই সকল শব্দের পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হয় (কার্ত্তকৌজপাদয়শ্চ। ৬।২।৩৭।) গণ যথা—"কার্ত্তকৌজপৌ, সাবর্ণিমাণ্ডুকেয়ৌ, অবন্ত্যশ্মকাঃ পৈলশ্যাপর্ণেয়াঃ, কপিশ্যাপর্ণেয়াঃ, শৈতিকাক্ষপাঞ্চালেয়াঃ, কটুকবাধূলেয়াঃ, শাকলশুনকাঃ, শাকলশণকাঃ শণকবাভ্রবাঃ, আর্চ্চাভিমৌদ্গলাঃ, কুন্তিসুরাষ্ট্রাঃ, চিন্তিসুরাষ্ট্রাঃ, তণ্ডবতণ্ডাঃ, অবিমত্তকামবিদ্ধাঃ, বাভ্রবশালঙ্কায়নাঃ, বাভ্রবদানচ্যুতাঃ, কঠকালাপাঃ, কঠকৌথুমাঃ, কৌথুমলৌকাক্ষাঃ, স্ত্রীকুমারম্, ভৌদপৈপ্পলাদাঃ, বৎসজরস্তঃ, সৌশ্রুতপার্থবাঃ, জরামৃত্যু, যাজ্যানুবাক্যে।"

কার্ত্তযশ (ক্লী) [বৈ] সামভেদ।

কার্ত্তযুগ (পুং) কৃতমেব কার্ত্তঃ, কার্ত্তশ্চাসৌ যুগশ্চেতি, কর্ম্মধা। সত্যযুগ।

কার্ত্তবীর্য্য (পুং) কৃতবীর্য্যস্য অপত্যম্ পুমান্। কৃতবীর্য্য-অণ্। ১ চন্দ্রবংশীয় কৃতবীর্য্য রাজার পুত্র। ইহার নামান্তর—হৈহয়, দোঃসহস্রভৃৎ ও অর্জ্জুন। মাহিষ্মতীপুরী কার্ত্তবীর্য্যের রাজধানী ছিল। ইনি দত্তাত্রেয়ের যোগবলে যুদ্ধ সময়ে সহস্র হস্ত প্রাপ্তির বর প্রাপ্ত হইয়া ভুজবলে সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। লঙ্কাপতি রাবণ দিগ্বিজয় কালে ইঁহারই নিকট পরাজিত হইয়া নিগড়বদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে তাহার পিতামহ পুলস্ত্যমুনি আসিয়া মুক্ত করিয়া দেন। জমদগ্নির আশ্রম হইতে সবৎসা ধেনু অপহরণ করিয়া, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম হস্তে কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যু হইয়াছিল। (ভারত অনু° ১৫২ অঃ।) ২ জৈনরাজচক্রবর্ত্তীবিশেষ, ইহার অপর নাম সুভূম।

কার্ত্তবীর্য্যদীপ (পুং) কার্ত্তবীর্য্যোদ্দেশেন দীয়মানো দীপঃ, মধ্যলো°। কার্ত্তবীর্য্যের উদ্দেশে প্রদত্ত দীপ। এই দীপ প্রদানের বিধি যথা উড্ডামেশ্বরতন্ত্রে—কোন শুদ্ধ স্থান গোময়লিপ্ত করিয়া, তাহার মধ্যস্থলে বিন্দুযুক্ত ত্রিকোণ-মণ্ডল করিতে হইবে। মণ্ডলের বহির্দ্দিকে কুঙ্কুম ও রক্তচন্দন মিশ্রিত তণ্ডুল দ্বারা ষট্কোণ এবং মণ্ডলের মধ্যদেশে মূলমন্ত্র লিখিতে হইবে। মন্ত্রের উপর ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা সঙ্কল্প করিবে—

> "কার্ত্তবীর্য্য মহাবাহো ভক্তানামভয়প্রদ।
> গৃহাণ দীপং মদ্দত্তং কল্যাণং কুরু সর্ব্বদা॥
> অনেন দীপদানেন কার্ত্তবীর্য্যস্য প্রীয়তাম্॥"

শুভফল কামনায় দীপদান কালে একটি প্রদীপ পশ্চিমমুখে স্থাপন করিবে; অভিচার কার্য্যে তিনটি প্রদীপ দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমমুখে স্থাপন করিবে এবং নষ্ট বস্তু প্রাপ্তিকামনায় দীপ দান করিলে, পাঁচটি হইতে ততোধিক বিষমসংখ্যক প্রদীপ স্থাপন করিবে। চতুর্বর্গ ফল পাইবার জন্য একশত দীপ দিতে হয় এবং মারণকার্য্যে এক সহস্র বা দশ সহস্র দীপ দান বিধেয়। রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, লৌহ, মৃত্তিকা, গম, মাষ ও মুগ চূর্ণ দ্বারা দীপপাত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিলে কার্য্যসিদ্ধি, রৌপ্যদ্বারা জগৎ বশীভূত, তাম্রদ্বারা শত্রুভয় নাশ, কাংস্য দ্বারা হিংসা কার্য্য সম্পাদিত হয়, মারণ কার্য্যে লৌহ-দ্বারা, উচাটনে মৃত্তিকা দ্বারা, যুদ্ধে জয়কামনায় গোধূম চূর্ণদ্বারা, শত্রুমুখস্তম্ভনের জন্য মাষকলায় দ্বারা, সন্ধিকার্য্যে নদীর উভয় কূলের মৃত্তিকা দ্বারা, অথবা অন্য বস্তুর অভাব হইলে সকল কার্য্যেই কেবল তাম্র দ্বারা দীপপাত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই দীপে কার্য্যানুসারে এক, তিন, পাঁচ বা সাতটি সলিতা অল্পকার্য্যে অল্প এবং মহৎ কার্য্যে অধিক সংখ্যক দেওয়াই বিধি। শুক্ল, পীত, রক্ত, কুসুম্ভ ফুলজাত বর্ণ, কৃষ্ণ ও বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট সলিতা কার্য্যবিশেষ ব্যবহার করিতে হয়। অভাবে কেবল শুক্ল সূত্র দ্বারা সলিতা করিলেই চলে।

কার্ত্তবীর্য্যের উদ্দেশে এইরূপ দীপদান বিধি দেখিয়া স্বতঃই সন্দেহ হইতে পারে কার্ত্তবীর্য্য এরূপ উপাস্য কেন? কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয় হইতে যোগ লাভ করিয়া, অথবা চক্রাবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াই এইরূপ উপাসনার যোগ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার ধ্যানমধ্যে চক্রাবতারত্বের উল্লেখ আছে যথা—

> "উদ্যৎসূর্য্যসহস্রকান্তিরখিলক্ষৌণীধবৈর্বন্দিতো
> হস্তানাং শতপঞ্চকেন চ দধচ্চাপানিষূংস্তাবতা।
> কণ্ঠে হাটকমালয়া পরিবৃতশ্চক্রাবতারো হরেঃ
> পায়াৎ স্যন্দনগোহরুণাভবসনঃ শ্রীকার্ত্তবীর্য্যো নৃপঃ॥"

কার্ত্তবীর্য্যারি (পুং) কার্ত্তবীর্য্যস্য অরিঃ শক্রঃ, ৬তৎ। পরশুরাম। কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নির আশ্রম হইতে হোমধেনু অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তাঁহাকে বিনষ্ট করেন।

কার্ত্তবেশ (ত্রি) কৃতবেশস্য ইদম্, কৃতবেশ-অণ্। কৃতবেশ-সম্বন্ধীয়।

কার্ত্তস্বর (ক্লী) কৃতস্বরে তদাখ্য আকরবিশেষে ভবম্, অথবা কৃতাঃ পঠিতাঃ স্বরা যেন সঃ কৃতস্বরঃ সামগায়কঃ, তস্মৈ দক্ষিণাত্বেন দেয়ম্, কৃতস্বর-অণ্ (শেষে পা ৪।২।৯২।)
("স তপ্তকার্ত্তস্বরভাস্বরাম্বরঃ।" মাঘ ১।২০।)
১ স্বর্ণ। ২ কনকধুতুরা।

কার্ত্তান্তিক (পুং) কৃতান্তং বেত্তি, কৃতান্ত-ঠক্ (ক্রতুকৃথাদি সূত্রান্তাট্ঠক্। পা ৪।২।৬০।) ১ জ্যোতির্ব্বিদ্। ২ দৈবজ্ঞ।

কার্ত্তায়নি (পুং) কার্ত্র্যস্য অপত্যম্, কার্ত্র্য-ফিঞ্ (অণো-দ্ব্যচঃ। পা ৪।১।১৫৬) যলোপঃ। কর্ত্তার পৌত্র।

কার্ত্তিক (পুং) কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী যত্র মাসে, কৃত্তিকা-অণ্। ১ বৈশাখাদি দ্বাদশমাস মধ্যে সপ্তম মাস। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বাহুল, উর্জ্জ, কার্ত্তিকিক ও কৌমুদ। ইহা চান্দ্র ও সৌরভেদে দুইপ্রকার, চান্দ্র কার্ত্তিক মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। সূর্য্য তুলারাশিতে গমন করিলে শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত গণনা করিলে ঐ মাসকে মুখ্য চান্দ্র কার্ত্তিক বলা যায় এবং পূর্ব্ব কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে মাস তাহাকে গৌণ চান্দ্র কার্ত্তিক বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আর যে সময় সূর্য্য তুলারাশিতে অবস্থান করিবেন ঐ কালকে সৌর কার্ত্তিকমাস বলা হয়।

"মীনাদিস্থো রবের্যেষামারম্ভপ্রথমক্ষণে।
ভবেত্তেঽব্দে চান্দ্রমাসাশ্চৈত্রাদ্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥" ব্যাস।

এক্ষণে বঙ্গ দেশে এই মাসেরই প্রকল্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মাসের পূর্ণিমা কৃত্তিকা নক্ষত্রের সহিত মিলিত হয় বলিয়াই ইহার নাম কার্ত্তিক হইয়াছে। শাস্ত্রে ইহা একটী পুণ্যমাস বলিয়া কথিত আছে, এজন্য উক্তমাসে আস্তিক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

এই মাসে প্রত্যহই অতিপ্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃস্নান করা বিধেয়। যিনি নিজশরীরকে কোনও রূপ ব্যাধিগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা না করেন, তিনি কখন প্রাতঃস্নানে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ফলতঃ এই কালে উক্ত সময়ে স্নান করিলে সকলেরই স্বাস্থ্যলাভ হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মপিপাসায় স্নান করিবেন তাঁহাকে নিম্নলিখিত সংকল্প বাক্য ও মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হইবে।

সংকল্পবাক্য—ওঁ তৎসৎ অদ্য কার্ত্তিকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথাবারভ্য তুলারাশিস্থরবিং যাবৎ প্রত্যহং অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে।

প্রত্যহ স্নান করিবার সময় প্রত্যহ সংকল্প করিতে ইচ্ছা করিলে "তুলারাশিস্থরবিং যাবৎ" ইহা না বলিয়া কেবলমাত্র বার তিথির উল্লেখ করিলেই চলিবে।

স্নানমন্ত্র—"ওঁ কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥"

এই মাসে প্রত্যহই নিশামুখে বিষ্ণুগৃহে বা আকাশাদিতে ঘৃততৈলাদি দ্বারা প্রদীপ প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রদীপ দিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিতে হইবে।

"ওঁ দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

যাঁহারা প্রদীপ প্রদানে বিশেষ ফল কামনা করিয়া থাকেন তাঁহারা দীপদানের পূর্ব্বে স্নানবৎ সংকল্প করিয়া তদনন্তর মন্ত্রপাঠ করিয়া দীপ দান করিবেন।

কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিন অর্থাৎ ভূতচতুর্দ্দশীদিবসে স্নানানন্তর যম তর্পণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক মস্তকোপরি অপামার্গ ভ্রমণ করাইতে হয়। মন্ত্র যথা—

"শীতলোষ্ণসমাযুক্তসকণ্টকদলান্বিতঃ।
হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ॥"

ঐ দিবস লোকাচার হেতু চতুর্দ্দশ শাক ভোজন করা বিধেয়। আজকাল এই প্রদেশে যেরূপ প্রচলন দেখা যায় তাহাতে যে কোনও শাক চতুর্দ্দশটী সংগ্রহ করিয়া ভোজন করা হয়। কিন্তু এরূপ না করিয়া শাস্ত্রোক্ত—ওল, কেমুক, বাস্তুক, সর্ষপ, কাল, নিম্ব, জয়ন্তী, শালিঞ্চা, হিম্‌চা, পলতা, শুল্ফ, গুড়চী, ভণ্টাকী ও সুষিনা শাক ভোজন করাই বিধেয়। বোধ হয় অনায়াসে এই সমস্ত শাক সংগ্রহ করিতে না পারায় যে কোনও চতুর্দ্দশটী শাক সংগ্রহ করিয়া লোকে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

অনন্তর অমাবস্যার দিন বালক, আতুর ও বৃদ্ধলোক ব্যতিরেকে সকলেরই দিবাভোজন নিষিদ্ধ। ঐ দিবস পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিয়া প্রদোষকালে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে উল্কাদান করিবে। যদি কেহ কোনও কারণে শ্রাদ্ধ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকেও উল্কাদান করিতে হইবে। এই দিবস প্রদোষকালে লক্ষ্মী, নারায়ণ ও কুবেরের পূজা করা আস্তিক ধার্ম্মিকগণের কর্ত্তব্য।

অনন্তর প্রভাতে অর্থাৎ প্রতিপৎতিথিতে অক্ষক্রীড়াদি

করিবে। যদিও দ্যূতক্রীড়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তথাপি এই দিবস সমস্ত বর্ষের শুভাশুভ বিজ্ঞান জন্য ক্রীড়া করা একান্ত আবশ্যক। এই ক্রীড়ায় যাহার জয়লাভ হয় সংবৎসর তাহারই শুভ হয় এবং যাহার পরাজয় হয় সংবৎসর তাহার অশুভ হয়। কেবল ক্রীড়া কেন এই দিবস—

"যো যো যাদৃশভাবেন তিষ্ঠত্যস্যাং যুধিষ্ঠির।
হর্ষদৈন্যাদিনা তেন তস্য বর্ষং প্রযাতি হি॥"

যে ব্যক্তি যে ভাবে অর্থাৎ আনন্দে বা অসুখে কালযাপন করিবেন, সংবৎসর তাহার সেইরূপ ভাবে অতিবাহিত হয়। অতএব যাহাতে ঐ দিবস মনোসুখে অতিবাহিত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট থাকা আবশ্যক।

অনন্তর দ্বিতীয়া তিথিতে অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবস দীর্ঘজীবন কামনায় ভগিনীহস্তে ভোজন করা বিধেয়। ঐ দিবস সকলকেরই স্ব স্ব ভগিনীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মান করা এবং ভগিনীহস্তে সাদরে ও আনন্দপূর্ব্বক ভোজন করা একান্ত আবশ্যক। উক্ত দিবস যমরাজ, চিত্রগুপ্ত, যমদূতগণ ও যমুনার পূজা করিয়া ভোজনকালে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গণ্ডূষ গ্রহণ করিয়া ভোজন করিবে। কনিষ্ঠ ভগিনী হইলে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"

যদি ভগিনী জ্যেষ্ঠা হন তবে "ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং" এই বলিয়া গণ্ডূষ প্রদান করিবে।

এতদ্ব্যতীত কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষে নবমীতিথিতে সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয় বলিয়া ঐ দিবস অতিশয় পুণ্যাহ বলিয়া কীর্ত্তিত। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চতিথিকে বকপঞ্চক বলিয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে ঐ সকল তিথিতে বকেরাও মৎস্য ভক্ষণ করে না, অতএব বকপঞ্চকে কাহারও মাংসাদি ভোজন বিধেয় নহে। এতদ্ব্যতীত ভূতচতুর্দ্দশীর পর অমাবস্যায় কালীপূজা, শুক্লনবমীতে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং সংক্রান্তির দিবস কার্ত্তিকপূজা হইয়া থাকে। পূজা পদ্ধতি নানাবিধ বলিয়া এস্থলে তাহার কোনও উল্লেখ করা হইল না।

কোষ্ঠীপ্রদীপমতে এই মাসে যিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ, ব্যবসাপটু, নানাবিধ শিল্পশাস্ত্রবিৎ, সুবক্তা এবং অতিশয় সুন্দরাকৃতি হইয়া থাকেন।

গরুড়পুরাণমতে—এই মাসে বিষ্ণুকে তুলসীদান কর্ত্তব্য; ইহা দ্বারা অযুত গোদানের ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে—দেবগৃহে, আকাশে ও মণ্ডপে ঘৃতাদি দ্বারা দীপদান করিবে; ইহাতে অক্ষয় ফল লাভ হয়। ব্রহ্মপুরাণ মতে—এই মাসে হবিষ্যান্নভোজন করিলে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হয়। হবিষ্য দ্রব্য যথা—অস্বিন্ন হৈমন্তিকধান্য, মুগ, তিল, যব, কলায়, কঙ্গুধান্য, নীবারধান্য, বাস্তুক (বেতো) ও হেলেঞ্চাশাক, কালশাক, মূল, সৈন্ধব ও সামুদ্রলবণ, গব্যদধি, গব্যঘৃত, যাহা হইতে মাখন তুলিয়া লয় নাই এরূপ দুগ্ধ; কাঁটাল, আম, হরীতকী, তেঁতুল, জীরা, নারঙ্গানেবু, পিপুল, কলা, লবলীফল, আমলকী, ইক্ষু, গুড়, অতৈলপক্ব দ্রব্য দ্বারা হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা। নারদীয় পুরাণ মতে—মৎস্য, কূর্ম্ম ও অন্যান্য সকল জন্তুর মাংসই কার্ত্তিকমাসে ভোজন করা নিষিদ্ধ; যেহেতু তাহাতে চণ্ডালতুল্য হইতে হয়। মহাভারতেও সর্ব্বমাংস পরিত্যাগের বিধান আছে। ব্রহ্মপুরাণ মতে—ওল, পটোল, কদম্ব, বেগুন এবং কাংস্যপাত্রে ভোজনও নিষিদ্ধ। এই মাসে উত্থান একাদশী, এইদিনে হরি শয্যা ত্যাগ করেন। মনুষ্যদিগকে যথানিয়মে উপবাস করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে হয়। পুরাণে কার্ত্তিকমাসে এই সকল প্রতিপালন করিলে পুণ্যলাভ হয় বলিয়া বর্ণিত আছে এবং প্রতিপালন না করিলেও নরকাদি বিবিধ যাতনার কথা তাহাতে উল্লিখিত আছে। ২ বর্ষবিশেষ; কৃত্তিকা বা রোহিণী নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হইলে, তাহাকে কার্ত্তিক বর্ষ কহে। (মলমাসতত্ত্ব।) ৩ (কৃত্তিকানাং অপত্যম্) কার্ত্তিকেয়।

("দৃষ্ট্বা তান্ কৃত্তিকাঃ সর্ব্বা ভয়বিহ্বলমানসাঃ।
কার্ত্তিকং কথয়ামাসুর্দ্ধ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

৪ চরকাদি চিকিৎসাশাস্ত্রের জনৈক সংগ্রহকার। ৫ বোম্বাই প্রদেশের কসাই জাতিবিশেষ। ইহারা হিন্দুর অস্পৃশ্য।

কার্ত্তিকমহিমা [ন্] (পুং) কার্ত্তিকস্য মহিমা মাহাত্ম্যম্, ৬তৎ। ১ কার্ত্তিকমাসের মাহাত্ম্য। ২ কার্ত্তিকেয়দেবের মাহাত্ম্য।

কার্ত্তিকব্রত (ক্লী) কার্ত্তিকে কর্ত্তব্যং ব্রতম্, মধ্যলো°। প্রাতঃস্নানাদি কার্ত্তিকমাসে কর্ত্তব্য নিয়ম। [কার্ত্তিক দেখ।]

কার্ত্তিকশালি (পুং) কার্ত্তিকে পরিপক্বঃ শালিঃ মধ্যলো°। যে সকল ধান্য কার্ত্তিকমাসে পাকে তাহার নাম কার্ত্তিকশালি।

কার্ত্তিকসিদ্ধান্ত (পুং) মুগ্ধবোধব্যাকরণের একজন টীকাকার।

কার্ত্তিকিক (পুং) কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী অস্মিন্ মাসে, কার্ত্তিক-ঠক্ (বিভাষা ফাল্গুনীশ্রবণাকার্ত্তিকীচৈত্রীভ্যঃ। পা ৪।২।২৩।) ১ কার্ত্তিক মাস। ২ কার্ত্তিকী যুক্ত পক্ষ। ৩ কার্ত্তিক-নামক বর্ষবিশেষ।

কার্ত্তিকী (স্ত্রী) কার্ত্তিকস্য ইদম্, কার্ত্তিক-অণ্-ঙীপ্। ১ দেশ-

শক্তিবিশেষ। ২ নবপত্রিকার জয়ন্তীস্থ দেবীবিশেষ। ৩ কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা।

কার্ত্তিকেয় (পুং) কৃত্তিকানামপত্যম্ পাল্যত্বেন ইতি শেষঃ; কৃত্তিকা-ঢক্ (স্ত্রীভ্যোঢক্। পা ৪। ২। ১৩।) শিবপুত্র; পার্ব্বতীসহ শিবের কেলি সময়ে তাঁহার বীর্য্য ভূমিতে পতিত হয়, ভূমি তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, অগ্নি আবার শর-বনে নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে কৃত্তিকাগণ গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।)

কল্পবিশেষে ইনি পুনর্ব্বার অগ্নিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সেই সময়ে অগ্নিবীর্য্যে ও গঙ্গাগর্ভে ইহার জন্ম হইয়াছিল, তৎপরে কৃত্তিকাগণ ইহার প্রতিপালন করেন। কৃত্তিকাগণের স্তনপানকালে ইহার ছয়মুখ উৎপন্ন হইয়া-ছিল এবং তাহাদের প্রতিপালিত বলিয়াই কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। (রামায়ণ।)

উভয় জন্মেরই একরূপ কারণ জানিতে পারা যায়। দুর্দ্দান্ত তারকাসুরের উৎপীড়নে দেবগণ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া বহুচেষ্টায়ও তাহাকে নিধন করিতে পারিলেন না। তখন ব্রহ্মার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করায়, ব্রহ্মা তাঁহা-দিগকে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে বলেন। তদনুসারে তাঁহারা কন্দর্প সাহায্যে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিলে, কন্দর্পবাণবিদ্ধ মহাদেব পার্শ্বস্থ পার্ব্বতীর প্রতি সাভিলাষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইতে প্রথম কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবগণের সেনাপতিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তারকাসুর নিধন করেন। অপর কল্পেও ঐরূপ তারকাসুরের উৎপীড়নে ব্রহ্মা দেবগণকে অগ্নির আরাধনা করিতে বলেন; তদনুসারে তাঁহারা অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিলেন। অগ্নি শুকরূপ ধারণ করিয়া অতি গোপনে মহাদেব সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সুরত বিঘ্ন জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্খলিত বীর্য্য অগ্নির উপরই নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি রুদ্রতেজ ধারণে অসমর্থ হইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করি-লেন। তাহা হইতে কার্ত্তিকেয় দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার নামান্তর—মহাসেন, শরজন্মা, ষড়ানন, পার্ব্বতীনন্দন, স্কন্দ, সেনানী, অগ্নিভূ, গুহ, বাহু-লেয়, তারকজিৎ, বিশাখ, শিখিবাহন, ষাণ্মাতুর, শক্তিধর, কুমার, ক্রৌঞ্চদারণ, আগ্নেয়, দীপ্তকীর্ত্তি, অনময়, ময়ূর-কেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভা-নন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাহর্ত্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নপ্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, শূর, শরবনোদ্ভব, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, প্রিয়ক, গাঙ্গ, স্বামী, দ্বাদশলোচন, দেবসেনাপ্রিয়, বাসুদেবপ্রিয়, দেবসেনাপতি, বালচর্য্য, কুকবাকুধ্বজ, মহাবাহু, যুদ্ধরঙ্গ, শিখিধ্বজ, পাবকা-ত্মজ, রুদ্রসূনু, ষট্‌শিরা ও দিতিজান্তক।

কার্ত্তিকেয়দেবের ধ্যান যথা—

"কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্॥
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং দেবং সর্ব্বসেনাসমাবৃতম্॥"

মহাভাগ কার্ত্তিকেয় ময়ূরের উপর অবস্থিত, তপ্তস্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শক্তিহস্ত, বরদাতা, দ্বিভুজ, শত্রুনাশন, নানালঙ্কারবিভূষিত, প্রসন্নমুখ এবং সমুদায় সেনাপরিবৃত।
(কার্ত্তিকপূজাপদ্ধতি।)

অনেকের বিশ্বাস যে কার্ত্তিকের বিবাহ হয় নাই, তিনি চিরকাল অবিবাহিত অবস্থায় আছেন। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। ইহার পত্নী দেবসেনা, এই দেবসেনাকেই আমরা ষষ্ঠীদেবী বলিয়া থাকি। বোধ হয়, কার্ত্তিকেয়ের ষষ্ঠী পত্নী বলিয়াই অনেক হিন্দু পুত্রকামনায় কার্ত্তিকেয়ব্রত করিয়া থাকেন। দেবসেনার অস্ত্র ও বাহনাদি কার্ত্তিকের সমান। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বর্ণিত আছে—

"কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরোপরি সংস্থিতা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ তত্র অম্বিকা গুহরূপিণী॥"

কুমারশক্তি কার্ত্তিকেয়সদৃশ মূর্ত্তিধারণ ও শক্তিগ্রহণ করিয়া ময়ূরবাহনোপরি আরোহণপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন।

কার্ত্তিকেয়পুর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কুমাউন জেলার মধ্যে দানপুর পরগণায় হুজুর নামক তহসীলের অন্তর্গত নগর। এখন এ স্থানের নাম বৈদ্যনাথ বা বৈজনাথ। ইহা অক্ষা° ২৯° ৫৪´ ২৪´´ উ ও দ্রাঘি ৭৯° ৩৯´২৮´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে রাঞ্চুলা নামক একটী পুরাতন দুর্গ আছে। তাহার মধ্যে এক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। আরও কয়েকটী পুরাতন মন্দির পড়িয়া আছে, তাহাতে কোন মূর্ত্তি নাই। সে গুলিতে এখন শস্যাদি রাখা হয়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌-সিয়াংএর বর্ণনায় জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। মন্দিরের দেওয়ালের একস্থানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। উদয়পালদেবের

খোদিত ২ খণ্ড প্রস্তর লিপি এখানে আছে। তাহার উপর ক্রমাগত জল পড়িয়া তাহার অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে। এখানে ১১২৪ শকে ইন্দ্রদেবের প্রদত্ত একখণ্ড তাম্রলিপি অদ্যাপি আছে। পুরাতন মন্দিরগুলির একটীতে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। তাহার নিম্নে ১৪২১ শক ও একটী গণেশের মূর্ত্তির নিম্নে ১১২৫।১২৪৪ শকও লেখা আছে।

কার্ত্তিকেয়প্রসূ (স্ত্রী) কার্ত্তিকেয়ং প্রসূতে যা, কার্ত্তিকেয়-প্র-সূ-ক্বিপ্। দুর্গা, পার্ব্বতী। যদিও পার্ব্বতীতে শিববীর্য্য পতিত হইবার কালে দেবগণ বিঘ্ন উৎপাদন করায়, তাহা ভূমিতে পতিত এবং তথা হইতে শরবনে পতিত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইয়াছিল, তথাপি বীর্য্যপতন বিষয়ে পার্ব্বতীই মূলকারণ, এজন্য তিনিই কার্ত্তিকেয়প্রসূ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

কার্ত্তিকোৎসব (পুং) কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকীপৌর্ণমাস্যাং ভবঃ উৎসবঃ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা।

কার্ত্র্য (পুং) কর্ত্তুরপত্যম্, কর্ত্তৃ-ণ্য (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১।) কর্ত্তার পুত্র।

কার্ৎস্ন (ক্লী) কৃৎস্নস্য ভাবঃ, কৃৎস্ন-অণ্। ১ সমুদায়। ২ সম্পূর্ণতা।

কার্ৎস্ন্য (ক্লী) কৃৎস্নস্য ভাবঃ, কৃৎস্ন ষ্যঞ্। ১ সাকল্য, সমুদায়। ২ সম্পূর্ণতা।

কার্ৎস্ন্যেন (অব্যয়) সমুদায়রূপে, বিশেষরূপে।

কার্দ্দম (ত্রি) কর্দ্দমেন রক্তম্, কর্দ্দম-অণ্। (শকলকর্দ্দমাভ্যামুপসংখ্যানং ইত্যত্র অণপীতি বৃত্তিকারঃ। পা ৪।২।২ বাঃ) কর্দ্দম দ্বারা যে বস্ত্র রঙ্গ করা হয়; কাদায় ছোপান কাপড়।

কার্দ্দমিক (ত্রি) কর্দ্দমেন রক্তম্, কর্দ্দম-ঠক্ (শকলকর্দ্দমাভ্যামুপসংখ্যানম্। পা ৪।২।২। বাঃ) কাদায় ছোপান কাপড়।

কার্পট (পুং) কর্পটইব আকারো ঽস্যাস্তি, কর্পট অণ্। ১ জতু, জৌ। ২ কার্য্যপ্রার্থী, উমেদার। (কার্পটো জতু কার্য্যিণোঃ। মেদিনী।)

৩ (কর্পট এব-স্বার্থে অণ্) জীর্ণবস্ত্র খণ্ড, নেকড়া।

কার্পটগুপ্তিকা (স্ত্রী) কার্পটেন খণ্ডবস্ত্রেণ গুপ্তা, ৩তৎ, কার্পট গুপ্তা-স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ বেটুয়া। ২ ঝুলি।

কার্পটিক (পুং) কার্পটং অম্বস্তত্বং বেত্তি, কর্পটেন চরতি বা কার্পট-ঠক্। ১ মর্ম্মবেদী। ২ তীর্থযাত্রাসেবক।

"সায়ং চ তত্রৈব বহিঃ সকুটুম্বস্তরোস্তলে।
সমাবসং কার্পটিকৈঃ সোঽন্যদেশাগতৈঃ সহ॥" কথাসরিৎ সাং।

কার্পণ্য (ক্লী) কৃপণস্য ভাবঃ, কৃপণ-ষ্যঞ্। ১ কৃপণতা। ২ দীনতা।

কার্পাণ (ক্লী) [বৈ] যুদ্ধ।

কার্পাস (পুং, ক্লী) কর্পাস এব, স্বার্থে-অণ্। ১ কাপাস গাছ। বৈদ্যক মতে ইহার পত্রাদি দ্বারা সর্পবিষ নিবারিত হয়। চিকিৎসাক্রম যথা—দংশন মাত্রই রোগীকে কাপাস পাতার রস ২॥০ তোলা পান করাইবে এবং ক্ষত স্থান জলদ্বারা পরিষ্কার করিয়া এই পাতার রস তাহাতে মর্দ্দন করিবে। এই সময়ে শরীরের যে কোন স্থান ফুলিয়া উঠিবে, সেই স্থানেও এই পাতার রস মাখাইয়া দিবে।

কার্পাস বা তূলা—সূক্ষ্ম কেশবৎ, অথচ নরম শুভ্র পদার্থ। ইহা কার্পাস নামক বৃক্ষের ফুলের মধ্যে থাকে। কার্পাস-বৃক্ষ এদেশে অনেক আছে। এই জাতীয়বৃক্ষ পৃথিবীর উষ্ণ প্রদেশেই প্রায় দেখা যায়। ইংরাজী উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ এই গাছ Malvacœ শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium। কার্পাসের কয়েক প্রকার ভেদ আছে। যথা—

১, Gossypium arboreum—বাঙ্গালায় ইহার নাম দেব-কার্পাস, মুরমা; সাঁওতালীরা বুদি কাসকম্, ভোগকাসকম্; বুন্দেলখণ্ডে বোগালি ও মুরমা; উত্তরপশ্চিমে মনুয়া, রধিয়া ও মুরমা; পঞ্জাবে কাপাস; মধ্যভারতে মনুয়া, দেব; বোম্বাইয়ে দেব কাপাস; মহারাষ্ট্রে দেও কপাস, মহীসুরে দেওকাপাস, তামিলভাষায় সেমপারুথি; তৈলঙ্গীভাষায় পট্টি ও ব্রহ্মদেশে মুওয়া বলে।

২, Gossyium herbaceum—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় কাপাস বা তূলা; সংস্কৃত কার্পাসী, কার্পাস; হিন্দিতে রুই বা কপাস; পঞ্জাবে রুই; সিন্ধুদেশে বৌম; বোম্বাইয়ে কাপাস, রুই; গুজরাটে রু, কাপাস; দাক্ষিণাত্যে কপাস; তামিলভাষায় বনপরত্তি বা পারুত্তি; তৈলঙ্গীভাষায় পাউত্তি, এত্তদি, পরত্তি বা পরিত্ত; ব্রহ্মদেশে ওয়া বা বা; আরবীতে কতান্ বা উত্মুল ও পারসীতে পম্ব নামে প্রচলিত।

৩, এদেশে আর একপ্রকার তূলা জন্মে, তাহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium barbadense; এদেশে মার্কিন তূলা বলে।

কার্পাস বৃক্ষগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পত্রগুলি করাকার বা হস্তের মত, যেন তিনটী পত্র একত্র সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মধ্যের অংশটী অপেক্ষাকৃত বড়। ডাল হইতে স্বতন্ত্র কুঁড়ি নির্গত হইয়া হরিদ্রাবর্ণের ফুল হয়। কুঁড়ি ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে তূলা বাহির হয়। কুঁড়িগুলি পাতা দিয়া ঢাকা থাকে। ফুটিবার সময় ঢাকা অংশ প্রসারিত হইয়া যায়। বৃক্ষে স্বতন্ত্র ফুলও হইয়া থাকে। ফুল ফুটিলেই

তুলা সংগ্রহ করিতে হয়। নতুবা রৌদ্র ও শিশিরে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কার্পাসের পাক্ড়ার মধ্যে বীজ থাকে। তুলার ভিতর হইতে বীজগুলি স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয়।

স্থানভেদে কার্পাস বীজবপনের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। সচরাচর আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসই বপনের উত্তম সময়। ছাই গোবর বা সোরা অথবা এই তিন একত্র করিয়া জলে গুলিয়া তাহাতে বীজগুলি ভিজাইয়া রাখিতে হয়। একদিন রাখিয়া বীজগুলি লইয়া খানিকক্ষণ রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। অধিক শুষ্ক করাও নিষিদ্ধ। তাহার পর ভালরূপ কর্ষিত জমিতে ১ হাত বা ১॥ হাত অন্তর ৪। ৫ অঙ্গুলি পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া ৩। ৪টী করিয়া বীজ রোপণ করিয়া আল্গা মাটী চাপা দিতে হয়। অল্পদিন পরেই চারা বাহির হইবে। চারাগুলির মধ্যে যেগুলি উৎকৃষ্ট, সেগুলির মধ্যে ২টী মাত্র সেইস্থানে রাখিয়া অপরগুলি লইয়া স্থানান্তরে প্রোথিত করিবে। গাছ বাহির হইলে আগাছা নষ্ট করিতে হয়। কার্পাসের বীজ বড় ফেলিবার নয়। ইহার খইলে উত্তম সার প্রস্তুত হয়। কোন জমিতে উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর কার্পাস জন্মিলে, তাহার পর তাহাতে আর ভালরূপ জন্মে না। কিন্তু কার্পাসবীজের খইল দিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি কতকটা থাকিয়া যায়। সকল প্রকার খইলই কার্পাসের জমিতে সাররূপে দেওয়া হয়। খইল ভালরূপ চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত শুষ্ক মৃত্তিকা সমান ভাগে মিশাইয়া এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবে, তাহার পর উহা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সচরাচর প্রতি বিঘায় অর্দ্ধ মণ বা একমণ তুলা হয়। কিন্তু বিশেষ যত্ন করিলে এক বিঘায় ৬৴ ছয় মণ কার্পাস পাওয়া যাইতে পারে। এক বিঘা চাষের এইরূপ খরচা ধরা যাইতে পারে। যথা—চাষ ১৴০, আলিবাঁধা ৸৶০, বপন ৵১০, জলসেচন ॥৴০, নালা ৵০, নিড়ান ২৸০, গাছ পাতলা করিয়া দেওয়া ৴০, কার্পাসসংগ্রহ ৵০, সার ও ভূমির কর ২।৵১০, সমুদায়ে ৮।০। কিন্তু সকল ভূমিতেই সমান পরিমাণে তুলা জন্মেনা, সকল জমিতে খরচও সমান নহে।

বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত স্থানে কোন্ সময় বৃক্ষ রোপণ করা হয় আর কোন্ সময় তুলা সংগ্রহ করা হয়, তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে—

	বপনের সময়।	তুলিবার সময়।
কটক	জ্যৈষ্ঠ	আশ্বিন
	কার্ত্তিক	চৈত্র
চট্টগ্রাম	বৈশাখ	অগ্রহায়ণ
	জ্যৈষ্ঠ	পৌষ
দ্বারভাঙ্গা	কার্ত্তিক	ভাদ্র
	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	চৈত্র, বৈশাখ
মানভূম	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	অগ্রহায়ণ, পৌষ
	অগ্রহায়ণ, পৌষ	চৈত্র, বৈশাখ
মেদিনীপুর	জ্যৈষ্ঠ	আশ্বিন
	আষাঢ়	চৈত্র
	কার্ত্তিক	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
লোহারডাঙ্গা	কার্ত্তিক	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
	আষাঢ়	অগ্রহায়ণ, পৌষ
সারণ	আষাঢ়	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
	মাঘ	ভাদ্র, আশ্বিন

বঙ্গদেশের মধ্যে কটক, চট্টগ্রাম, দ্বারভাঙ্গা, মেদিনীপুর, মানভূম, লোহারডাঙ্গা, সারণ, ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানেই অধিক পরিমাণে কার্পাস জন্মিয়া থাকে। পাটনা অঞ্চলে খালি থাকি রঙ্গের একপ্রকার কার্পাস জন্মে। সাঁওতালগণ ইহাকে খড়ুয়া কাপাস বলে। তাহারা শ্বেতবর্ণের কার্পাসকে হারুয়া-কাপাস বলিয়া থাকে। সারণে ভাগথা, ভোচরি, ফতুয়া, কোকতা প্রভৃতি নামীয় ভিন্ন রকমের তুলা জন্মে। গয়া অঞ্চলে ব্রাইসা বা বঙ্গীয়, রাঢ়ী, ভোচার এই তিন প্রকার দেখা যায়। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলের কোকটী, ভৈরা ও ভাগলা এই তিনপ্রকার কার্পাসের নাম প্রচলিত। কটক অঞ্চলে আচুয়া ও হল্দিয়া এই দুইপ্রকার প্রসিদ্ধ।

ভারতে কার্পাসের কাটতি পূর্ব্বে বিলক্ষণ ছিল। এক্ষণে উৎপন্নের অধিকাংশই রপ্তানি হইয়া যায়। রপ্তানি কার্পাসের অনেক নামভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। ইংরাজ মহাজনের হাত দিয়া রপ্তানি হয় বলিয়া অনেকগুলি ইংরাজী নাম হইয়াছে। যথা—

ধল্লেরা—বরদা, কচ্ছ ও কাঠিবাড়প্রদেশ হইতে রপ্তানি হয়। ইহার ভাওনগর, মউয়া, বাদবাহির, বীরুম গাঁ, বেরাবল, কচ্ছ এই কয়েক প্রকার ভেদ আছে।

বাঙ্গাল—বাঙ্গালা, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম, রাজপুতানা ও মধ্যভারতে অধিকাংশ জন্মে।

অমরা বা অমরাবতী—ইহার আবার প্রকার ভেদ আছে।

খান্দেশ—খান্দেশ হইতে আনীত।

ওমরা—বেবার প্রদেশে জন্মে।

বিলাতী খান্দেশ—অমরাবতী প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া থাকে।

ওয়েষ্টার্নস্—মান্দ্রাজ, নিজামরাজ্য ও পশ্চিম ভারত।

ধারবার—ধারবার, বিজয়পুর ও দক্ষিণমহারাষ্ট্র হইতে আইসে।

কুমতা—বিজয়পুর, বেলগাম, কোলাপুর ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে জন্মে।

বরোচ—বরদা, বরোচ ও সুরাট প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত।

কোকনদ—বর্ণ লাল, মান্দ্রাজের অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলায়, নেল্লোরে ও গোদাবরী প্রদেশে জন্মে।

ত্রিনবল্লী—ত্রিনবল্লী, কোয়েম্বাতুর, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া তুঁতকুড়ি হইতে রপ্তানি হয়।

হিঙ্গনঘাট—মধ্যপ্রদেশে জন্মে ও বোম্বাই হইতে রপ্তানি হয়

সিন্ধ—সিন্ধুদেশজাত।

আসাম—আসামজাত।

কার্পাসের অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপাদন করিবার রীতি ও প্রণালী লক্ষিত হয়।

কার্পাসের আঁশ যত লম্বা হইবে, যত দৃঢ় হইবে, আর যত পরিষ্কার হইবে, ততই উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

কার্পাসের ইতিহাস।—ভারতবাসী কতকাল হইতে তুলার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বেদেও ইহার বিবরণ আছে—

"মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ
স্তোতারং তে শতক্রতো বিত্তং মে অস্য রোদসী।"
ঋক্‌সংহিতা ১। ১০৫। ৮।

মূষিক যেমন সূত্র কাটিয়া নষ্ট করে, সেইরূপ হে শতক্রতো! আমি তোমার স্তোতা, দুঃখ আমাকে সেইরূপ দংশন করিতেছে।

সায়ণ ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে তন্তুবায়ের সূত্রগুলিতে ভাতের মাড় দেওয়া থাকে, বলিয়া ইন্দুরেরা খাইতে ভাল বাসে। সুতরাং ইহা স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যাইতে পারে যে তৎকালে কার্পাস হইতে বস্ত্রবয়নের প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। [বয়ন দেখ।]

সূতায় মাড় দিয়া সূতাকে কঠিন করিবার ব্যবস্থাও তখন প্রচলিত ছিল। এরূপ না হইলে মূষিকের তাহার উপর এত লোভ হইবে কেন? (আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ৯।৪ ও লাট্যায়নশ্রৌতসূত্র ২। ৬। ১ প্রভৃতি বৈদিক সূত্রে কার্পাস শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।) কার্পাসের ব্যবহারের কথা মনুসংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।" মনু ২। ৪৪।

ব্রাহ্মণের উপবীতসূত্র কার্পাসের সূতা হইতেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। এই জন্যই বোধ হয় মন্দির ও মঠের নিকট কার্পাস বৃক্ষ দেখা যায়।

"ন কার্পাসাস্থি ন তুষান্ দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষুঃ।" মনু ৪।৭৮।

মনুর মতে—তুলার বীজ, তুষ এই সকল দ্রব্যের উপর আরোহণ করিবে না।

"কার্পাসকীটজোর্ণানাং দ্বিশফৈকশফস্য চ।
পক্ষিগন্ধৌষধীনাঞ্চ রজ্জাশ্চৈব ত্র্যহং পয়ঃ॥" মনু ১১। ১৬৯।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এইরূপ বিধি আছে—

"শতে দশপল বৃদ্ধিরৌর্ণে কার্পাসসৌত্রিকে।
মধ্যে পঞ্চপলা সূত্রে সূক্ষ্মে তু ত্রিপলা মতা॥" ২।১৮২।

ঊর্ণাসূত্র ও স্থূল কার্পাশ সূতায় শতকরা মাড় দিয়া ১০ পল বৃদ্ধি করিবে, মাঝারি কাপড়ে ৫ পল ও সূক্ষ্ম হইলে ৩ পল দিবে।

"তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেক পলাধিকম্!
অতো হন্যথা বর্ত্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্॥" মনু ৮।৩৯৭।

তন্তুবায় কাপড় বুনিবার জন্য গৃহস্থের নিকট হইতে ১০ পল সূতা লইলে, মাড় দিবার নিমিত্ত গৃহস্থকে ১১ পল সূতা দিতে হইবে। যদি ইহার ন্যূন দেয়, তবে (রাজকর্ত্তৃক) দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

ভারতে বহুকাল হইতে কার্পাশের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও পাশ্চাত্যদেশে তাদৃশ ব্যবহার ছিল না। ভারত হইতেই পশ্চিমে ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া ক্রমে ব্যবহৃত হয়, তাহা বেশ বুঝা যায়।

সম্ভবতঃ আরবী "কতান" শব্দ হইতেই য়ুরোপের ইতালীয়গণ 'কতোন', ফরাশিরা 'কোতান', ইংরাজেরা 'কটন' শব্দ পাইয়া থাকিবেক। কিন্তু পারসী 'কুরপাশ' শব্দ সংস্কৃত কার্পাশের অপভ্রংশ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গ্রীক 'করপসন্' শব্দে পাট বুঝায়। গ্রীক-ভৌগোলিক হিরোদোতাস্ ভারতের কার্পাসবিষয়ে নিজ পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন; "তথায় বন্যবৃক্ষের ফল হইতে একপ্রকার পশম বাহির হয়, সৌন্দর্য্যে উহা মেষের লোম হইতেও উৎকৃষ্ট—ভারতবাসী উহা হইতে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে।" থিয়ফ্রাষ্টস্ নামক আর এক জন ভৌগোলিক কার্পাসের বৃক্ষ দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের নৌসেনার অধ্যক্ষ নিয়ার্কাস্ ভারতবাসীর পরিধেয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, "উহারা গাছের পশমের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা পরিধান করে। তাহাতে পায়ের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত আবৃত থাকে। তাহার উপর স্কন্ধদেশে একখানি চাদর আর মস্তকে একটী উষ্ণীষ, ইহাই তাহাদের সমস্ত পোষাক।" দুই সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল, ভারতবাসীর এখনও এই পরিধেয়। প্রথম শতাব্দীতে এরিয়ান নামক

একজন গ্রীকভ্রমণকারী আরব উপসাগর হইতে ভারতবর্ষে বরোচ নগরে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজ পুস্তকে লিখিয়াছেন, আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে লোহিত সাগরের উপকূলে অদুলি নামক স্থানে কার্পাস লইয়া গিয়া ব্যবসায় করিতেন। ক্রমে তথা হইতে ভারতের পাতিয়াক, অরিয়ক ও বারিগাজা (আধুনিক বরোচ) নগরের সহিত বাণিজ্য স্থাপিত হয়। বরোচ হইতে তথায় কার্পাসবস্ত্র রপ্তানি হইত। পূর্ব্বে ভারতে মসুলিয়া (আধুনিক মসলিপত্তন) নামক স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইত। তাহা হইতেই মসলিন্ শব্দ হইয়াছে। ঢাকার মসলিন্ তখনও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। গঙ্গার কূলে যে সকল বস্ত্র হইত, গ্রীকগণ তাহাকে গাঙ্গিতিকি বলিত। চারিদিকেই ভারতের কার্পাসবস্ত্রের আদর দেখা যাইত। ক্রমশঃ আরব হইতে পূর্ব্বদিকে পারস্যে ও পশ্চিমদিকে গ্রীশ ও রোমে কার্পাসবস্ত্রের রপ্তানি হইতে লাগিল। তূলা যে কি পদার্থ, তখন সেদিকে কেহ লক্ষ্য করিল না। বস্ত্র পাইয়াই তুষ্ট। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তূলার চাষের দিকেও লক্ষ্য পড়িল। তূলার চাষ ক্রমে ক্রমে ভারত হইতে পারস্য, পারস্য হইতে আরব, আরব হইতে মিসর, মিসর হইতে আফ্রিকার মধ্যভাগ ও পশ্চিমভাগে বিস্তৃত হইতে লাগিল। পারস্য হইতে তুরস্কে ও তথা হইতে য়ুরোপের দক্ষিণ বিভাগে কার্পাস বৃক্ষের চাষ চলিত হইল। য়ুরোপীয়গণ কার্পাসজাত তূলা হইতে লেপ বালিস, কেহ বা কাগজ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

চীনের সহিত ভারতের বহুকাল হইতে বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু চীনে তখনও কার্পাসবৃক্ষের চাষের কোন চেষ্টা হয় নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ওটী নামক সম্রাট্ একখানি কার্পাসবস্ত্রের পরিচ্ছদ উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। তিনি উহার বড়ই আদর করিতেন। সপ্তম শতাব্দীতে চীনের লোকে শুনিল যে একপ্রকার বৃক্ষ হইতে কার্পাস জন্মে, ঐ বৃক্ষ বড় শোভাময়, এজন্য চীনেরা বাগানে কার্পাস বৃক্ষ রাখিতে লাগিল। কিন্তু কেহই রীতিমত চাষ করে নাই। এই জাতি রক্ষণশীল, সহসা কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন করিতে বা নূতন সামগ্রী গ্রহণ করিতে চাহে না। সুতরাং চীনে তূলার অনেককাল আদর হইল না। ক্রমে সেখানেও উহার চাষ বাড়িতে লাগিল। এখন চীনেরা কার্পাসের আদর বুঝিয়াছেন। কি ছোট কি বড়, চীনেরা সকলেই কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করেন। কার্পাস ভারত হইতে আসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকায় গিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু আমেরিকাতেও কার্পাসবৃক্ষ দেখা যায়। কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন তথায় কার্পাসের ব্যবহার দেখিয়াছেন। কিন্তু ভারত হইতে উহা আমেরিকায় গিয়াছে, কি আমেরিকায় স্বভাবত জন্মে; কি আমেরিকার লোকে আপনারাই উহার গুণ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? সম্ভবতঃ শেষোক্ত অনুমানই গ্রাহ্য হইতে পারে।

মুসলমানগণের অভ্যুত্থান সময়ে তাঁহারাই কার্পাসের ব্যবহারপ্রণালী সম্বন্ধে চারিদিকে জ্ঞান বিস্তার করেন। সেই জ্ঞান ইতালী ও স্পেনে বিস্তৃত হইল। ক্রমে ওলন্দাজেরা স্বয়ং কার্পাস হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের লোকে তাহা দেখিয়া ঐ সকল দ্রব্যের আদর করিতে শিক্ষা করেন ও ওলন্দাজদিগের অনুকরণে কার্পাসের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড তুরস্ক হইতে কার্পাস সংগ্রহ করিতে লাগিল।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাণী এলিজেবথের নিকট হইতে ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইলেন। ভারত হইতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ইংলণ্ডে কার্পাস ও কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের আমদানী হইতে লাগিল।

কলিকাট হইতে কার্পাসবস্ত্র আসিত বলিয়া এই বস্ত্রের নাম কেলিকো হইল। কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের উপর ছাপ দেওয়া হইলে, তাহাকে কেলিকো প্রিণ্টিং বলিত।

কার্পাস ছিট বস্ত্রের বিলাতে তখন বড়ই সমাদর। সমাদর এত বাড়িল, যে বিলাতের লোকে ইংলণ্ডের পশমের বস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া কার্পাস বস্ত্রই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল।

বিলাতের অজ্ঞ লোকে পসম ও তূলার প্রভেদ জানিত না; তাহাদের নিকট সকলই পশম। সুতরাং তাহারা বলিতে লাগিল যে কোথা হইতে গাছের উপর কি একপ্রকার পশম হয়, তাহা লইয়া আমাদের দেশের পশম নষ্ট করিল। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পশমব্যবসায়ীগণ দেশের লোকের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য একখানি পুস্তক বাহির করিল। পুস্তকের নাম "The ancient Trades decayed and repaired again"। অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল; চারিদিকে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে একটা আইন হইল; আইনের আদেশ নিজের গার্হস্থ্য প্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ নিজের পোষাকের জন্য বা গৃহস্থিত দ্রব্যাদির জন্য কাপাস ছিট বস্ত্র ক্রয় করিলে ক্রেতার বা

বিক্রেতার ২০০ পাউণ্ড বা দুই হাজার টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু কার্পাসের উপর লোকের এমনি ঝোঁক যে গোপনে উহার ব্যবহার চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডেই ভারতীয় বস্ত্রের উপর ছাপ দিয়া ছিট ও ভারতের ছিট উভয়ে মিলিয়া পশমের আদর ক্রমশঃই হ্রাস করিতে থাকিল। এদিকে বাতির সলিতার জন্য কার্পাসের মত সামগ্রী আর নাই। ইহা সাধারণের প্রয়োজন, সুতরাং অন্ততঃ ইহার জন্যও কার্পাসের প্রয়োজন। আইন ইহা নিবারণ করিতে চাহেন না। ভারতীয় কার্পাস যে দেশীয় পশমের অনিষ্ট সাধন করিবে, এ সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে অনেক তর্ক হয়। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ তারিখে পার্লেমেণ্টে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হয়। তাহাতে স্থির হয় যে বৎসর বৎসর এক কার্পাসের হিসাবে ৮ লক্ষ করিয়া টাকা বিলাত হইতে বাহিরে যাইতেছে। এরূপ অর্থনাশ জাতীয় স্বার্থের বিশেষ অনিষ্টকর। ইতিহাসের সেই কথা এখন ভারতে প্রতিফলিত। মনসাহেব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ডিরেক্টর ছিলেন। ইনি ১৬২১ খৃষ্টাব্দে হিসাব করিয়া দেখেন যে, বৎসর ৫০,০০০ খণ্ড করিয়া কার্পাসবস্ত্র বিলাতে আমদানী হয়। এক খণ্ড ক্রয় করিয়া জাহাজে আনিতে খরচ পড়ে ৩।০ টাকা, আর বিলাতে উহা বিক্রয় হয় ১০৲ টাকায়। সুতরাং লাভ যথেষ্ট। কোম্পানি এতলাভ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। আমদানী যত অধিক হইতে লাগিল, লাভের ভাগও তত বাড়িতে থাকিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডিফো সাহেব ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালিক "Weekly Review" নামক পত্রে লিখিলেন যে, "ভারতের সহিত এই বাণিজ্যে পশমের কারবার অর্দ্ধেক নষ্ট হইল, ইংলণ্ডের অধিবাসীর অদ্ধাংশ জন্মের মত অন্নহীন হইয়া গেল।"

১৭২০ খৃষ্টাব্দে আবার একটী আইন হইল, তাহাতে কি ইংলণ্ড, কি স্কটলণ্ড, কি আয়র্লণ্ড কোথাও কোন ব্যক্তি কোনপ্রকার কার্পাসবস্ত্র অঙ্গে পরিধান করিতে পারিবেন না, করিলে ৫০৲ টাকা জরিমানা হইবে। আবার বিছানায় বালিসে জানালার পর্দ্দাতে অথবা অন্য কোন প্রকার কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না, করিলে ২০০৲ টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু আইন হইলে কি হয়, ইংলণ্ডীয় মহিলাগণের কার্পাসের দিকে নজর পড়িয়াছিল। বেশভূষার আইন তাহাদের হস্তে। পুরুষের আইন কি করিবে। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পুরুষজাতিকে আইনের কঠোরতা হ্রাস করিতে হইল। পরে আইন হইল যে, কার্পাস বস্ত্রের টানা যদি (লিনেন) পাঠের সুতার হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডে কেহ ইচ্ছা করিলে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন। তাহার পর ৩৫ বৎসর মধ্যে ওয়াট আর্করাইট প্রভৃতি সাহেব নানাবিধ কলের সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে বহুবিধ সুলভ মূল্যে ঐ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবস্থাও হইল। কল কারখানায় বস্ত্রবয়নের জন্য তখন কার্পাস তুলার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ভারতের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। ভারত হইতে কার্পাসবস্ত্রের পরিবর্ত্তে কার্পাস-তুলা ইংলণ্ডে নীত হইল। কল কারখানায় অনেক তুলার প্রয়োজন। ভারতের তুলার উপর আবার আমেরিকার তুলাও তথায় যাইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মার্কিনতুলা আমদানী চলিল। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার তুলা ইংলণ্ডে আসিত না। ক্রমে মার্কিনতুলা অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডে আমদানী হইতে লাগিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইচ্ছা, ভারত হইতে অধিক পরিমাণে তুলা যায়। কিন্তু মার্কিনতুলা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। সেইজন্য আদর বেশী। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা ভারতের গবর্ণরজেনেরলকে ভারত হইতে উৎকৃষ্ট তুলা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, ইংলণ্ডের বাজারে মার্কিন তুলার সহিত ভারতীয় তুলার বিলক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এই দ্বন্দ্বে কখন ভারতের, কখন বা আমেরিকার জয়লাভ হইয়াছে। আমেরিকার লম্বা আঁশযুক্ত তুলার আদর, আর ভারতের ছোট আঁশযুক্ত তুলার অনাদর ক্রমশঃই অধিক হইতে লাগিল। তাহার উপর ভারতের তুলায় অধিক ভেজাল দেওয়ায় অনাদর আরও বাড়িল। কিন্তু ইংরাজেরা এদেশে আমেরিকার মত তুলা প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখানকার কৃষি ও পুষ্পসমিতির সভ্যগণ ও অন্যান্য অনেকে এই উদ্দেশে বিশেষ চেষ্টা করিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকট আখ্ড়া নামক স্থানে ৫০০ বিঘা জমি লইয়া কার্পাসের চাষ করা হইল। তিন বৎসর পরে দেখা গেল, কোন বিশেষ ফল হয় নাই। এজন্য উহা পরিত্যক্ত হইল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে বীজ ও নূতন নূতন লাঙ্গল লইয়া দশজন পারদর্শী লোক ভারতে আনীত হইল; তন্মধ্যে তিন জন বোম্বাই, তিন জন মান্দ্রাজ, আর চারি জন বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল। অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু শেষে কোন স্থায়ী ফল দর্শিল না। শেষে মার্কিন কার্পাসের বীজ এদেশের কৃষকগণকে দেওয়া হইল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যুদ্ধ বাধে। তাহাতে তথাকার

তুলার আমদানী বন্ধ হয়। ইংরাজেরা ভারতে যাহাতে আমেরিকার মত তুলা জন্মে, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতের তুলাও খুব কাটতি হইল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনকোটী টাকার কার্পাস মাত্র যাইত। কিন্তু ১৮৬৬ অব্দে ৩৭ কোটী টাকার তুলা রপ্তানি হইল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকায় বিসম্বাদ মিটিয়া গেল, অমনি রপ্তানি কমিয়া গেল, সে বৎসর ৮ কোটী টাকারও কম মাল রপ্তানি হয়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইপ্রদেশে একজন ও মধ্যপ্রদেশে একজন কটন কমিসনর নিযুক্ত হইলেন। ঐ বর্ষে বোম্বাইয়ে তুলায় ভেজাল নিবারণের জন্য আইন হইল। শেষে বিদেশীয় বীজ ছাড়িয়া দিয়া যত্ন দ্বারা দেশীয় কার্পাসের উন্নতির চেষ্টা চলিতে লাগিল। সে চেষ্টা কতকটা ফলবতী হইয়াছে। এখনও বিলাতে ভারতের তুলার যথেষ্ট আদর আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে যে দেশ হইতে যে পরিমাণ তুলার গাঁইট গিয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া গেল। আমেরিকা ১৬,৭৪,০১০, ভারত ১০,৬৩,৫৪০, ব্রজিল ৪,০২,৭৬০, মিসর ২,১৯,৯২০, ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ ১,১২,১০০ গাঁইট। ভারতের তুলায় সের করা ॥৶০ এগার আনা মূল্য পড়িয়াছে।

ভারতের তুলার আদর ইংলণ্ডে কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক আছে। ইংলণ্ড ছাড়া য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও ভারতের কার্পাস রপ্তানি হইয়া থাকে। গত ১৮৮৮।৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ১৭ লক্ষ, ইটালিতে ৭ লক্ষ, অস্ট্রিয়ায় ৭ লক্ষ, বেলজিয়মে ৮ লক্ষ, ফ্রান্সে ৫ লক্ষ, চীনে ১ লক্ষ, জর্ম্মণিতে ১ লক্ষ ৯০ হাজার, রুষিয়ায় দেড় লক্ষ হন্দর কার্পাস তূলা রপ্তানি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড হইতে য়ুরোপের অন্যান্য দেশে উহা নীত হইতেছে। চীনে সর্ব্বত্রই তুলা জন্মে, তথাপি ভারতের কার্পাসে চীনের প্রয়োজন।

কার্পাস রপ্তানি করিবার জন্য তুলার গাঁইট প্রস্তুত করিতে হয়। আমদানী রপ্তানি কার্য্যে জাহাজের সুবিধা অসুবিধা দেখিতে হয়। জাহাজের খোলে অল্প স্থানের ভিতর যাহাতে অধিক মাল পাঠাইবার স্থানের সমাবেশ করিতে পারা যায়, তাহার জন্য নিয়ত চেষ্টা হইয়া থাকে। জাহাজের স্থান অনুসারে ভাড়া নির্ণীত হয়। মহাজনদিগকে স্থানের ভাড়া দিতে হয়, সুতরাং অল্প স্থানে যত অধিক মাল সম্ভব, তাহা পুরিবার চেষ্টা হয়। সেই উদ্দেশে তুলার গাঁইট যত ছোট করিতে পারা যায়, তাহার বিশেষ চেষ্টা হইয়া থাকে।

তুলার পরিমাণঅনুসারে গাঁইট ছোট বড় হয়। জাহাজের জন্য তুলার গাঁইট আরও ছোট করিতে হয়। এইজন্য এদেশে বিলাতী বাষ্পীয় কল প্রস্তুত হইয়াছে। এই কলের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে ২৪৯টী ঐরূপ কলের সংখ্যা ছিল।

ভারতের তুলা ইংলণ্ডে যায়। তাহাতে ইংলণ্ডের বহুতর কলে সে দেশের প্রয়োজন সাধিত হইতে লাগিল। কলের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ইংলণ্ড দেশের প্রয়োজনের অধিক কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইল। ইংলণ্ডের বস্ত্র য়ুরোপের অন্যান্য দেশে যাইতে লাগিল। শেষে কলের বস্ত্রাদি ভারতেও প্রেরিত হইল। ভারতেও তাহার কাট্‌তি হইল। ক্রমে মান্‌চেষ্টারের কলে ভারতের লোকের পরিধেয় বস্ত্রের অনুকরণ হইতে লাগিল। তাহা ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রেরিত হইল।—সামান্য লোকে স্বল্প মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া ব্যবহার করাতে ভারতের তাঁতি-কূলের ব্যবসায় ক্রমশঃ লোপ পাইবার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসামাত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। বিলাতে মজুরির মূল্য অধিক, ভারতে কম। ভারত হইতে বিলাতে তুলা লইয়া গিয়া তথায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা আবার ভারতে আনিতেও খরচ আছে। ভারতেই বস্ত্র বুনিবার কল প্রস্তুত করিলে এ সকল ব্যয় নিবারিত হইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডের লোক আসিয়া এদেশে কল করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে দেখা গেল যে ইংলণ্ড হইতে কল আনাইতে আর তাহা বসাইতে প্রথমতঃ ইংলণ্ডের কল অপেক্ষা ভারতের কলে অনেক অধিক খরচ হয়। কিন্তু তাহার পর আর সকলই সুবিধা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে একটী সমিতি গঠিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল বসিল। সেই অবধি ইংরাজ ব্যবসায়িগণ ক্রমশঃ কলের সংখ্যা বাড়াইতেছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ইতিমধ্যে ২৩টী ও বোম্বাইসহরে ৫২টী, ইন্দোরে ১টী, জব্বলপুরে ১টী, হিঙ্গনঘাটে ১টী, নাগপুরে ১টী, বুদনেবায় ১টী, আরঙ্গাবাদে ১টী, হয়দ্রাবাদে ১টী, কলবর্গায় ১টী, কানপুরে ৪টী, আগরায় ১টী, কলিকাতার নিকট ৭টী, মান্দ্রাজে ৪টী, বেল্লারিতে ১টী, কলিকাটে ১টী, কোয়েম্বাতুরে ১টী, তুঁতকুড়িতে ১টী, ত্রিনবল্লীতে ১টী, ত্রিবাঙ্কুরে ১টী, বাঙ্গালোরে ২টী, পুঁদিচারীতে ১টী। এই ১০৮টীর মধ্যে ৫০টীতে সুতা ও কাপড় উভয়ই প্রস্তুত হয়। ৫৩টীতে শুদ্ধ সুতা আর ৫টীতে শুদ্ধ কাপড় বোনা হয়। এই সমস্ত কলে ২২,১৫৬টী তন্ত্র এবং ২,৬৬৬৯,৯২২টি টাকু আছে। এইগুলিতে বৎসর ৪৩ লক্ষ মণ তুলা লাগে; ৫৩,৩১৭ জন

পুরুষ, ১৮,০৩১ জন স্ত্রীলোক, ১৫,৩০৯টি যুবা ও ৩৪৬৯ বালক-বালিকা নিযুক্ত আছে।

কার্পাস পরিষ্কারকরণ।—কার্পাস বৃক্ষ হইতে তুলা সংগ্রহ করিয়া তাহা পরিষ্কার করা হয়। তুলার মধ্যে মধ্যে অনেক বীজ জড়াইয়া থাকে, তাহা স্বতন্ত্র করা আবশ্যক। এইজন্য একটী সমতল প্রস্তরখণ্ডে বা সমতল স্থানে তুলাগুলি বিছাইয়া তাহার উপর একটী এক হস্ত দীর্ঘ লৌহ দণ্ড বাখিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া পা দিয়া মাড়া হয়। তাহাতে বীজগুলি নিম্নে পড়ে আর পরিষ্কৃত তুলা উপরে থাকিয়া যায়। তুলা হইতে বীজ স্বতন্ত্র করিবার জন্য আর একপ্রকার কল দেখা যায়। তাহাকে খাউই বলে। উহা আকমাড়া কলের মত দুইটী লৌহ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত গোলাকার দণ্ড লম্বালম্বী এরূপ সংলগ্ন যে ঘুরাইলে দুইটীই গায়ে গায়ে লাগিয়া ঘুরিতে থাকে। এই দুইটীর মধ্যে একহস্তে অপরিষ্কৃত তুলা খাওয়াইতে হয়, আর অপর হস্তে কল ঘুরাইতে হয়। এইরূপ করিলে একদিকে বীজগুলি পড়িয়া যায়, অপরদিকে পরিষ্কৃত তুলা বাহির হয়। কোন কোন স্থানে ইহাকে চরকাও, কোথাও বা বেলনা বলে। আমেরিকায় এই উদ্দেশে স-জিন নামক একপ্রকার কলও গঠিত হইয়াছে। এদেশে তুলা পরিষ্কার করিবার একপ্রকার যন্ত্র আছে, তাহাকে ধুনুচি বলে। যাহারা উহা দিয়া তুলা পরিষ্কার করে, তাহাদিগকে ধুনুরি বলে। হিন্দুস্থানে উহারা 'পিঞ্জারী' নামে অভিহিত। বেরার প্রদেশে ঐ কাষ্ঠ খণ্ডটীর নাম কামান্। কামানে একটী তাঁত বেশ টান ভাবে বাঁধা। ধুনুরি সম্মুখে তুলারাশি রাখিয়া বামহস্তে কামানটী ধরিয়া ধুনুচির তাঁতটী তুলার মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে দস্তর নামক একটী দণ্ড দ্বারা তাঁতের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করে, তাহাতে তাঁতসংলগ্ন তুলা পরিষ্কৃত হইতে থাকে।

কার্পাসবস্ত্র।—পূর্ব্বে বঙ্গদেশে পরিষ্কৃত তুলা লইয়া চরকা দ্বারা তাহার আঁশগুলি স্বতন্ত্র করা হইত। একার্য্য প্রায় স্ত্রীলোকেরাই করিত। তুলা পিঞ্জা হইলে চরকা দ্বারা সূতা কাটা হইত। পূর্ব্বে বঙ্গের গৃহস্থমাত্রেরই ঘরে এক একটী চরকা থাকিত। গৃহস্থরমণীরা গৃহস্থালীর কর্ম্ম সারিয়া অবসরকালে চরকায় বসিয়া সূতা কাটিতেন। সূতা নলীতে গুটান থাকিত। ভিন্ন ভিন্ন রকমের সূতার ভিন্ন ভিন্ন নলী থাকিত, বস্ত্রবয়ন তন্তুবায়জাতির কার্য্য ছিল। তন্তুবায়গণ গৃহস্থের বাড়ী হইতে নলী ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। তন্তুবায়রমণীগণ খইয়ের মণ্ড দিয়া তাহাকে সুদৃঢ় করিত, ঐরূপ সুদৃঢ় করার নাম পাট করা। তন্তুবায়গণ ঐ পাটকরা সূতা তাঁতে চড়াইয়া বস্ত্রবয়ন করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। পূর্ব্বে দেশের সকল লোকের পরিধেয় এইরূপে প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর কার্পাসবস্ত্র হইত ও তাহা সমাদরে বিদেশীয় বণিকগণ লইয়া গিয়া ধনোপার্জ্জন করিতেন। ঢাকায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র আর কোথাও হইত না। নিম্নে কয়েকটীর নাম দেওয়া যাইতেছে।

১। মলমল—অব্‌রোয়ান, তানজেব, মলমল—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সাবনাম, খাসা, ঝুনা, সরকার আলি, গঙ্গাজল ও তেরিন্দম এই কয়েক প্রকার দ্বিতীয় শ্রেণীর। বাফতা—যথা, হাম্মাম, ডিমটী, সান, জঙ্গলখাসা ও গলাবন্দ এইগুলি তৃতীয় শ্রেণীর বলিয়া গণ্য।

২। দোরিয়া—ডোরাকাটা, মসলিন্ (মিহিবস্ত্র), রাজ-কোট, ডাকান, পাদশাহীদার, কুণ্ডিদার, কাগজাহি, কলাপাত।

৩। চারখানা—ছিট মসলিন্ ছয়প্রকার; যথা—নন্দনসাহী, আনারদানা, কবুতারখোপ, সাকুতা, বাছাদার ও কুণ্ডিদার।

৪। জামদানী—সাহেবেরা ইহাকে নয়ানসুখ বলিতেন। সাধারণত এগুলি বুটিদার হইত; যথা—সাবর্ণবুটী, ছাওয়াল, দুবলিজাল, মেল, তেরছা।

এতদ্ব্যতীত ঢাকাই ধুতি, উড়ানি ও শাড়ী চিরপ্রসিদ্ধ।

কার্পাসের কত সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হইতে পারে আর সেই সূতায় কত সৌখীন বস্ত্রবয়ন করা যাইতে পারে তাহা এই ঢাকাই তন্তুবায়গণ সুন্দররূপ দেখাইয়া গিয়াছে ও এখনও দেখাইতেছে, এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। মুসলমান বাদশাহগণের আমলে এই সকল বস্ত্রের যে বিশেষ আদর ছিল, তাহা উপরোক্ত নামগুলি দেখিলেই বুঝা যায়। কথিত আছে, আরঙ্গজেবের এক কন্যা এই ঢাকাই কাপড় পরিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলে পিতা তাহাকে আবরুহীনা বলিয়া ভর্ৎসনা করেন। উত্তরে কন্যা বলিলেন, "তবু আমি সাতপুরু কাপড় পরিয়াছি।" নবাব আলিবর্দ্দীখার সময়ে এক তাঁতি একখানি ধোয়া কাপড় ঘাসের উপর শুকাইতে দেয়। তাহার গোরুটী ঘাস খাইতে আসিয়া সেখানে যে কাপড় শুকাইতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার উপর ঘাস খাইতে গিয়া কাপড় শুদ্ধ খাইয়া ফেলে। মিহির (সূক্ষ্মতার) পরিচয় অধিক আর কি হইবে। এই সকল সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগে। ২০ হস্ত দীর্ঘ ও দুই হস্ত প্রস্থ এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনিতে ৫।৬ মাস লাগে। তাহাও গ্রীষ্মের সময় বুনিবার যো নাই। বর্ষাকালেই ঐরূপ কার্পাসবস্ত্র বুনিবার উত্তম সময়। উহার মূল্য ৩০০৲। ৪০০৲ টাকার কম নহে। যে সকল

স্ত্রীলোক এই সকল সূক্ষ্ম সূতা কাটিত, তাহারা অনেকেই গতাসু। দুই একজন এখনও আছে। এখন ঐ সকল বস্ত্রের আদৌ আদর নাই; আর যে কখন হইবে তাহার আশাও নাই। এখন বিলাতী কলের কাপড়ে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে দেশের লোক এখনও দেশীয় কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিতেছেন, তাই এখনও বঙ্গদেশে ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শান্তিপুর, কলমি, বরাহনগর, কৈকালা, শ্রীরামপুর, সাতখিরা, চন্দ্রকোণা, নবাশন, দোগাছি, পাবনা প্রভৃতি স্থানে দেশী ধুতি, উড়ানি ও শাটী বোনা হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে সূতা আসে। পূর্ব্বে এদেশে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইত। এখন কেবল তুলা রপ্তানি হয়। সুতরাং যাহারা বস্ত্র বুনিত, তাহারা অনেকে অন্নহীন বা অন্য ব্যবসায়-আশ্রিত। বঙ্গদেশের ধুতি, উড়ানি, শাটী ব্যতীত কার্পাসের অন্যান্য দ্রব্যাদি এখনও প্রস্তুত হয়, যথা দরি বা সতরঞ্জী, একসূতি মলমল, চারখানা, গুশি ও লুঙ্গি। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে কোকটী নামক একজাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বর্দ্ধমান অঞ্চলে মশারির থান, রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে কোটা, মাগনা, নিমজা, লুঙ্গি, চারখানা নামক বহুবিধ ছিট, ডোরাকাটা বস্ত্র, মশারির থান প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আসাম প্রদেশে এখনও দেশী কার্পাস হইতে দেশী বস্ত্র তৈয়ার হয়। স্ত্রীলোকেরাই সূতা কাটে ও বস্ত্র বয়ন করে। তবে এখানেও বিলাতী বস্ত্রের আদর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ইহাদের বর কাপড়, খনিয়া কাপড়, পরিধিয়া কাপড়, গামছারিহা ও মেখলা নামক বস্ত্রগুলি কার্পাস হইতে প্রস্তুত হয়। মণিপুরে পটসস, তামিয়েন, খিনডইণী ও সৌঙ্গনামীয় বস্ত্রগুলি কার্পাস হইতে প্রস্তুত। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সেকেন্দ্রাবাদ ও বুলন্দসহরে উত্তম মসলিন্ (মিহি কাপড়) তৈয়ার হয়। উহার পাড় স্বর্ণসূত্রে বোনা হয়। পাগড়িতেই উহার অধিক ব্যবহার। সেকেন্দ্রাবাদের দোপাট্টাও অতি সুন্দর। আজিমগড়ে একপ্রকার মসলিন্ হয়, নেপালে তাহার কাট্তি অধিক। অযোধ্যার সরবতি, মলমল, আধি ও তারন্দম নামক সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রসিদ্ধ। রায় বেরিলি জেলায় জৈ নামক স্থানে, কাশীতে ও ফয়জাবাদের তাণ্ডা নামক স্থানে অতি চমৎকার সূক্ষ্ম মসলিন্ প্রস্তুত হয়। কিন্তু অযোধ্যার অধঃপতন হইতে সে সকল কারুকার্য্যেরও অধঃপতন হইয়াছে। রামপুরের কার্পাসনির্ম্মিত খেস সেদিন কলিকাতার প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হইয়াছে। মুরাদাবাদ, প্রতাপগড়, কানপুর, ললিতপুর, শাহাপুর, মিসাউলি, আলিগড়, ঝান্সির অন্তর্গত মাউ, আজিমগড়ের অন্তর্গত মাউ, শাহারনপুর, মিরাট ও আগ্রা অঞ্চলে নানাবিধ কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। উহাদের অনেকগুলি এখনও বিদেশে রপ্তানি হয়। এতদ্ব্যতীত গারহা, গাজি ও ধুতিযোড়া নামক কার্পাস বস্ত্র উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সকল স্থানেই প্রস্তুত হয়। দেশের সামান্য লোকেরা অধিকাংশই এই বস্ত্র ব্যবহার করে।

পঞ্জাব প্রদেশে পূর্ব্বে একপ্রকার মসলিন্ হইতে সুন্দর পাগড়ি প্রস্তুত হইত। সে কাপড় এখন আর দেখা যায় না। হুসিয়ারপুর, সিরসা, জালন্ধর, লুধিয়ানা, সাপুর, গুরুদাসপুর ও পাতিয়ালায় এখনও পাগড়ির কাপড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু উহা আর পূর্ব্বের মত উৎকৃষ্ট নহে। রোহতকে তাঞ্জেব নামক একপ্রকার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট মসলিন্ দেখা যায়। জালন্ধরে ঘাটি নামক মার্কিনের মত পুরু কাপড় হয়। ইহার উপর একপ্রকার কারুকার্য্য আছে। বুলবুল পক্ষীর চক্ষুকে আদর্শ করিয়া উহা বোনা হয় বলিয়া ইহাকে "বুলবুল চসম্" বলে। এখন এই শিল্প লোপ পাইতেছে। এখন কেবল খেস, লুঙ্গি ও গুশি নামক মিহি ও দোসুতি, গাড়হা ও গাজি নামক মোটা কাপড় দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতনাতেও শেষোক্ত চারি প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত চান্দেরি নামক স্থানে যে মসলিন্ তৈয়ার হয়, তাহা উৎকৃষ্ট। ইন্দোরে যাহা হয়, তাহাও বড় মন্দ নহে। দেবাস রাজ্যের অন্তর্গত সারঙ্গপুরে ধুতি, শাটী ও পাগড়ি প্রস্তুত হয়।

মধ্যপ্রদেশে নাগপুর, ভাণ্ডারা ও চান্দা জেলায় এখনও কার্পাসের সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয় ও তাহাতে বস্ত্র তৈয়ার হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, চান্দাপ্রদেশে একটী প্রদর্শনী হয়, তাহাতে হস্তনির্ম্মিত (কলের নহে) সূতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ সূতা এত সূক্ষ্ম যে উহার অর্দ্ধসেরে মাত্র ৫৮ ক্রোশ দীর্ঘ। নাগপুরে তুলার কল হওয়াতে ঐ শিল্পের অনেক গৌরব গিয়াছে। কিন্তু কলের সূতা, এখনও তত উৎকৃষ্ট হয় নাই। এইজন্য গৌরব একেবারে যায় নাই। দেশী বস্ত্র অধিক দিন স্থায়ী হয় বলিয়া সেখানকার দরিদ্র লোকে বিলাতী অপেক্ষা দেশী বস্ত্রেরই অধিক আদর করে। হোসঙ্গাবাদে দেশী বস্ত্রের ব্যবসা বরং বাড়িতেছে।

দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে রাইচুর প্রদেশে খাকিরঙ্গের মোটা কাপড় ও নন্দের প্রদেশে মিহি মসলিন্ তৈয়ার হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে আরনি নামক স্থানের মিহি মসলিন্ অতি উৎকৃষ্ট।

বোম্বাই প্রদেশে বিলাতী কাপড়ের বিলক্ষণ আদর হইলেও

এখনও গ্রামে গ্রামে দেশী মোটা কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। সামান্ত লোক মোটা মোটা শাড়ী ও পাগড়ির বিশেষ আদর করে।

অনেক স্থানে কার্পাসের সূতার সহিত রেসম বা পশমের সূতা মিশ্রিত করিয়া রকম রকম কাপড় তৈয়ার হয়। কোথাও কোথাও কার্পাসবস্ত্রে রেসমের পাড় দেওয়া হয়। কোথাও রেসমের ফুল, জরির ফুল ছুঁচে তোলা, কোথাও বা বোনা হয়। উহার নানাপ্রকার নাম আছে। যথা—কারচোপ, কালাবর্ত্তু, কারচিকন বা চিকন, কামদানী ও জামদানী। জামদানীর আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে। যথা—করেলা, তোড়াদার, বুটিদার, তেরচা, জলবায়, পান্নাহাজারা ইত্যাদি।

কার্পাসবস্ত্রের উপর ফুলকাটা নানাবিধ বস্ত্র কলিকাতার নিকট প্রস্তুত হয়, সেই সকল বস্ত্র কলিকাতার নিকট হাবড়ার হাটেই অধিক বিক্রীত হইয়া থাকে।

কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের উপর বিবিধ রং করা হয় ও তাহার উপর নানা প্রকার ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে।

কার্পাসবস্ত্র প্রথম কলিকাট হইতে লইয়া যাইত বলিয়া ইংরাজেরা তাহার কেলিকো (Calico) নাম দিয়াছিলেন। রং করার নাম কেলিকো-ডাইং (Calico-dying) আর ছাপ দিয়া ছিট প্রস্তুত করার নাম (Calico printing) কেলিকো প্রিণ্টিং। কার্পাসবস্ত্রে রং করা বঙ্গদেশে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিমের লোক কলিকাতায় আসিয়া কাপড় রঙ্গ করা ও কাপড়ে ছাপ দেওয়ার ব্যবসা খুলিয়াছে। কোন কোন কাপড়ের উপর সোনালির ছাপও দেওয়া হইয়া থাকে। ছাপ দিয়া নানাবিধ ছিট তৈয়ার হয়। ছিটের কাপড়ে রেজাই, লেপের খোল, তোষক, পালঙ্গপোষ, জাজিম, সামিয়ানা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। রং করা কাপড়ের মধ্যে সালু অতি উৎকৃষ্ট। ছোপান কাপড়ের মধ্যে চুনুরি নামক কাপড় অধিক দেখা যায়।

এ দেশে রজকেরাই কার্পাসবস্ত্র ধোলাই করিয়া থাকে। বঙ্গীয় রজকদিগের মধ্যে ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা ও শান্তিপুরের রজকগণ কার্পাসবস্ত্র অতি সুন্দর ধোলাই করিতে পারে। কিন্তু বঙ্গদেশে ধোলাইকারী রজকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। হিন্দুস্তানী ও উড়িয়া রজক আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে।

বিলাতী কলের প্রভাবে দেশস্থ কার্পাসশিল্প ক্রমশঃ লোপ হইতেছে। এখনও যাহা আছে কালে তাহাও থাকিবে না এরূপ সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে কার্পাসবস্ত্র দেশের প্রয়োজনে লাগিয়া উদ্বৃত্ত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইত। এখন সেকাল গিয়াছে। এখন শিল্পী অন্নহীন।

ভাবপ্রকাশ মতে—কার্পাস বৃক্ষের গুণ—লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও বায়ুনাশক। কাপাসের পাতা—বায়ুনাশক, রক্তকারক ও মূত্রবর্দ্ধক। ইহার ফল—পিণ্ডিকা, আনাহ ও পূযস্রাবনাশক। বীজ—স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কফকারক ও গুরু।

২ (ত্রি) কর্পাস্তা বিকারঃ অবয়বো বা, কর্পাসী-অণ্ (বিল্বাদিভ্যো ঽণ্। পা ৪।৩।১৩৬।) কার্পাসজাত বস্ত্রাদি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ফাল ও বাদর।

("শ্লক্ষং বস্ত্রমকার্পাসমাবিকং মৃদু চাজিনম্।" ভারত ২।৫০।২৪)

কার্পাসক (পুং, ক্লী) কার্পাস-স্বার্থে কন্। কাপাস গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাপাস, কার্পাসী, তুণ্ডকেরী ও সমুদ্রান্তা।

কার্পাসধেনু (স্ত্রী) কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিতা ধেনুঃ, মধ্যলো°। দানের জন্য কার্পাসাদিনির্ম্মিত ধেনু। বরাহপুরাণোক্ত ইহার দানবিধি যথা—"বিষুবসংক্রান্তিদিনে, যুগজন্মদিনে, গ্রহপীড়া, দুঃস্বপ্নদর্শন ও অরিষ্টদর্শনাদি অমঙ্গল ঘটিলে, পবিত্র দেবালয়ে অথবা বিশুদ্ধ গোচারণস্থলে গোময় দ্বারা দানস্থান লেপন করিয়া তাহার উপরে কুশ তিল বিস্তারিত করিতে হইবে, তৎপরে তাহার মধ্যস্থলে ধেনু স্থাপন করিয়া বস্ত্র, মাল্য, অনুলেপন, নৈবেদ্য ও ধূপদীপাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর কুশহস্তে দানমন্ত্র পাঠ করিয়া, শ্রদ্ধাসহকারে তাহা দ্বিজাতিকে প্রদান করিতে হইবে। এই কার্পাসধেনু ৪ ভার বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইলে উত্তম, ২ ভার দ্বারা নির্ম্মিত হইলে মধ্যম এবং ১ ভার দ্বারা নির্ম্মিত হইলে অধম বলিয়া গণ্য। এই পরিমাণের চতুর্থাংশ দ্বারা বৎস প্রস্তুত করিতে হয়। এই ধেনুর দন্তসকল নানাবিধ ফল দ্বারা, ক্ষুরসমূহ রৌপ্য দ্বারা এবং শৃঙ্গ স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিবে, তাহার গর্ভস্থল বিবিধ রত্নপূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপ যথাবিধি ধেনুদান করিলে অন্তিমে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়।"

কার্পাসনাসিকা (স্ত্রী) কার্পাসস্থ নাসিকা ইব, উপমি। তর্কু, টেকো।

কার্পাসপর্ব্বত (পুং) কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিতঃ পর্ব্বতঃ, মধ্যলো°। দানের নিমিত্ত কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিত পর্ব্বত। ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণে ইহার দানবিধানাদি এইরূপ লিখিত আছে—"দেবালয় প্রভৃতি পবিত্রস্থানের কিয়দংশ গোময়লিপ্ত করিয়া তাহাতে কুশ ও তিল বিস্তারিত করিবে, তৎপরে তাহার মধ্যদেশে কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিত পর্ব্বত স্থাপন করিয়া, যথাবিধি পূজাসমাপনান্তে কুশহস্তে দানমন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দ্বিজাতিকে দান করিতে হইবে।

এই কার্পাসরাশি বিংশতি ভার হইলে উত্তম, দশ ভার মধ্যম এবং পঞ্চভার অধম বলিয়া গণ্য। ইহাতে বিবিধ ধান্য প্রভৃতি নানাপ্রকার ওষধি ও রস সন্নিবিষ্ট করিতে হয়। কার্পাসপর্ব্বতের চারিদিকে স্বর্ণশিখর, বিবিধ রত্ন এবং নানাপ্রকার ভক্ষ্যভোজ্যযুক্ত চারিটি কুলাচল স্থাপন করিয়া দান করাই বিধি। এইরূপ দান করিলে স্বীয়বংশ উদ্ধার হয়।"

কার্পাসসৌত্রিক (ত্রি) কর্পাসসূত্রেণ নির্ব্বৃত্তঃ, কর্পাসসূত্র ঠক্, দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। কার্পাসের সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রাদি।

কার্পাসাস্থি (ক্লী) কার্পাসানাং অস্থি, ৬তৎ। কার্পাস-বীজ। ভাবপ্রকাশোক্ত ইহার গুণ—স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, শুক্র-কারক, স্নিগ্ধ, কফকারক ও গুরু।

কার্পাসিক (ত্রি) কার্পাসাজ্জাতম্, কার্পাস-ঠক্। কাপাস দ্বারা নির্ম্মিত।

কার্পাসিকা (স্ত্রী) কার্পাসী-স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বঃ। কাপাসের গাছ, কার্পাসী।

কার্পাসী (স্ত্রী) কার্পাস-জাতিত্বাৎ ঙীষ্। কাপাস গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বদরা, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা, সারিণী, চব্যা, তুলা, গুড়, তুণ্ডকেরিকা, মরুদ্ভবা, পিচু ও বাদর। [গুণাদি কার্পাস শব্দে দেখ।]

কার্ম্ম (ত্রি) কর্ম্মস্থ শীলং অস্য, ছত্রাদিত্বাৎ ণঃ। নিপাতনাৎ সাধুঃ (কার্ম্মস্তাচ্ছীল্যে। পা ৬।৪।১৭২।) ১ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যে কর্ম্ম করে। ২ কর্ম্মশীল।

কার্ম্মণ (ক্লী) কর্ম্মএব, কর্ম্ম-স্বার্থে অণ্ (তদ্যুক্তত্বাৎ কর্ম্মণো ২ণ্। পা ৫।৪।৩৬।) ১ মূলকর্ম্ম, ঔষধাদির মূল দ্বারা যে ত্রাসন, উচাটন, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য করা হয়, তাহাকেই কার্ম্মণ কহে। ২ মন্ত্রতন্ত্রাদি যোগ। ৩ (ত্রি) কর্ম্মসাধ্যত্বেন অস্ত্যস্য, কর্ম্মন্-অণ্। কর্ম্মদক্ষ।

(কার্ম্মণং মন্ত্রতন্ত্রাদিযোজনে কর্ম্মঠেঽপি চ। মেদিনী।)

কার্ম্মণেয়ক (পুং ক্লী) জনপদবিশেষ।

কার্ম্মার (পুং) কর্ম্মারএব, কর্ম্মার-স্বার্থে অণ্। ১ কর্ম্মকার. কামার। ২ (কর্ম্মারস্য অপত্যম্) কর্ম্মকারের পুত্র।

কার্ম্মারক (ত্রি) কর্ম্মারেণ কৃতম্, কর্ম্মার-বুঞ্ (কুলালা-দিভ্যো বুঞ্। পা ৪।৩।১১৮।) কর্ম্মকারকৃত কার্য্য, কর্ম্ম-কার যাহা প্রস্তুত করিয়াছে।

কার্ম্মার্য্য (পুং) কর্ম্মারস্য অপত্যম্, কর্ম্মার-ষ্যঞ্। ১ কর্ম্ম-কারের পুত্র। ২ (ত্রি) কর্ম্মারস্য ইদম্। কর্ম্মকারসম্বন্ধীয়।

কার্ম্মার্য্যায়ণি (পুং) কর্ম্মারস্য অপত্যম্, কর্ম্মার-ফিঞ্ (কৌশল্যকার্ম্মার্য্যাভ্যাঞ্চ। পা ৪।১।১৫৫।) নিপাতনাৎ কার্ম্মার্য্যাদেশঃ। কর্ম্মকারপুত্র।

কার্ম্মিক (ত্রি) কর্ম্মণা চিত্রকর্ম্মণা নির্বৃত্তঃ, কর্ম্ম-ঠক্। বিচিত্র বস্ত্র; যে বস্ত্রে নানাবর্ণের সূত্র দ্বারা চক্রস্বস্তিকাদি চিহ্নে চিত্রিত করা হয়, (মিতাক্ষরা)

("কার্ম্মিকে রোমবদ্ধে চ ত্রিংশদ্ভাগক্ষয়ো মতঃ।"
যাজ্ঞবল্ক্য ২। ১৮৩।)

কার্ম্মিক্য (ক্লী) কর্ম্মিকস্য ভাবঃ কার্ম্মিক-যক্ (পত্যন্তপুরো-হিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) কর্ম্মশীলতা, পরিশ্রম।

কার্ম্মুক (ক্লী) কর্ম্মণে প্রভবতি, কর্ম্মণ-উকঞ্ (কর্ম্মণ উকঞ্। পা ৫।১।১০৩।) ১ ধনুঃ। (পুং) ২ কার্ম্মুকং ধনুঃ সাধ্য-ত্বেন অস্ত্যস্য, কার্ম্মুক-অচ্। বাঁশ। ৩ (ত্রি) কার্য্যক্ষম।

(কার্ম্মুকং ধনুষি স্যান্না বেণৌ কর্ম্মক্ষমে ২ন্যবৎ। মেদিনী।)

৪ শ্বেতখদির। ৫ হিজ্জল। ৬ মহানিম্ব। ৭ মেষ প্রভৃতির মধ্যে নবমরাশি।

("কার্ম্মুকস্তু পরিত্যজ্য ঋষং সংক্রমতে রবিঃ।
প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ স্নানং কুর্য্যাৎ পরেঽহনি॥"
কালমাধবধৃত ভবিষ্য°।)

৮ (ত্রি) ক্রমুকস্য ইদম্, ক্রমুক-অণ্। শ্বেতখদিরসম্বন্ধীয়। ৯ তূলা ধুনিবার যন্ত্র, আচড়া।

কার্ম্মুকভৃৎ (ত্রি) কার্ম্মুকং বিভর্ত্তি, কার্ম্মুক-ভৃ-ক্বিপ্। ধনুর্দ্ধারী।

কার্ম্মুকাসন (ক্লী) আসনবিশেষ। "পদ্মাসন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামপদের অঙ্গুলিদ্বয় এবং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণপদের অঙ্গুলিদ্বয় ধারণ করিলে কার্ম্মুকাসন হয়" (রুদ্রযামল)

কার্ম্মুকী [ন্] (পুং) কার্ম্মুকং অস্যাস্তি, কার্ম্মুক-ইনি।

কার্য্য (ক্লী) ক্রিয়তে যৎ তৎ, কৃ-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩। ১।১২৪।) ততো বৃদ্ধিঃ। ১ কাজ; যাহা লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তা প্রবর্ত্তিত হয়। ২ কর্ত্তব্য, করিবার উপযুক্ত। ৩ হেতু। ৪ প্রয়োজন। ৫ ঋণাদি বিবাদ।

("নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্য্যং রাজা নাপ্যস্য পূরুষঃ।" মনু ৮।৪৩।
'কার্য্যং ঋণাদিবিবাদম্।' কুল্লূকঃ।)

৬ অপূর্ব্ব। ৭ উদ্দেশ্য। ৮ ব্যাকরণোক্ত আদেশ প্রত্যয়। ৯ আরোগ্য। ১০ (ভাবে ণ্যৎ) কর্ম্ম, ব্যাপার। ১১ জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত জন্ম লগ্ন হইতে দশমস্থানের নাম।

("কার্য্যাধীশঃ স্বগৃহে বুধগুরুকবিভিঃ সংযুতো বীক্ষিতো বা।"
জাতক।)

১২ প্রাগভাবের প্রতিযোগী উৎপত্তিবিশিষ্ট, জন্য; যথা—বস্ত্র প্রভৃতি। [কর্ম্ম দেখ।]

কার্য্যকর (ত্রি) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-ট। যে কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

কার্য্যকর্ত্তা [তৃ] (পুং) কার্য্যং করোতি, কার্য্য কৃ-তৃচ্। কার্য্যকারক।

কার্য্যকারক (ত্রি) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-ণ্বুল্। কার্য্যকর।

কার্য্যকারণ (ক্লী) কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চ দ্বয়োঃ সমাহারঃ। মিলিত কার্য্য ও কারণ।

কার্য্যকারণতা (স্ত্রী) কার্য্যকারণয়োর্ভাবঃ, কার্য্যকারণ-তল্। কার্য্য ও কারণ উভয়ের পরস্পরাপেক্ষী ধর্ম্ম। যেমন ঘট ও দণ্ড উভয়ের ধর্ম্ম—ঘট দণ্ডের কার্য্য এবং দণ্ড ঘটের কারণ। সুতরাং ঘট ও দণ্ডে পরস্পরের কার্য্যকারণতা-ধর্ম্ম অবস্থিত আছে।

কার্য্যকারণভাব (পুং) কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চ তয়োর্ভাবঃ, ৬তৎ। কার্যকারণতা।

কার্য্যকারী [ন্] (পুং) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-ণিনি। কার্য্যকারক।

কার্য্যকাল (পুং) কার্য্যাণাং উপযুক্তঃ কালঃ, মধ্যলো°। কার্য্যের উপযুক্ত সময়।

কার্য্যকুশল (ত্রি) কার্য্যেষু কুশলঃ দক্ষঃ, ৭তৎ। কার্য্যদক্ষ, যে উত্তমরূপে কার্য্য সম্পাদন করে।

কার্য্যক্ষম (ত্রি) কার্য্যেষু ক্ষমঃ সমর্থঃ, ৭তৎ। কার্য্যসম্পাদনে ক্ষমতাযুক্ত।

কার্য্যগুরুতা (স্ত্রী) কার্য্যাণাং গুরুতা গৌরবম্, ৬তৎ। কার্য্যের গুরুত্ব, কার্য্যের নিতান্ত আবশ্যকতা।

কার্য্যগৌরব (ক্লী) কার্য্যাণাং গৌরবম্, ৬তৎ। কার্য্যগুরুতা।

কার্য্যচিন্তক (ত্রি) কার্য্যং চিন্তয়তি, কার্য্য-চিন্তি-ণ্বুল্। কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তাকারক।

কার্য্যচিন্তা (স্ত্রী) কার্য্যস্য কার্য্যেষু বা চিন্তা, ৬ বা ৭তৎ। ১ কার্য্যের চিন্তা। ২ কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা।

কার্য্যচ্যুত (ত্রি) কার্য্যাৎ চ্যুতঃ ভ্রষ্টঃ, ৫তৎ। কার্য্যভ্রষ্ট, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতে যে পরিত্যক্ত হয়।

কার্য্যত্ব (ক্লী) কার্য্যস্য ভাবঃ, কার্য্য-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কর্ত্তব্যতা।

কার্য্যদর্শক (ত্রি) কার্য্যাণাং দর্শকঃ, ৬তৎ। ১ কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক। ২ কার্য্যের পরীক্ষক।

কার্য্যদর্শন (ক্লী) কার্য্যাণাং দর্শনম্, ৬তৎ। ১ কার্য্যের তত্ত্বাবধান। ২ কার্য্যপরীক্ষা।

কার্য্যদর্শী [ন্] (ত্রি) কার্য্যং পশ্যতি, ইদং সম্যক্ কৃতং ইদমসম্যগিতি বিবেচয়তি, কার্য্য-দৃশ-ণিনি। কার্য্যদর্শক, কাজ ভালরূপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা যে ব্যক্তি তাহা দেখে; তত্ত্বাবধায়ক।

কার্য্যদ্বেষ (পুং) কার্য্যে কর্ত্তব্যনিষ্পাদনে দ্বেষ অনিচ্ছা, ৭তৎ। ১ কার্য্য করিতে অনিচ্ছা। ২ আলস্য।

কার্য্যনির্ণয় (পুং) কার্য্যস্য নির্ণয়ঃ স্থিরীকরণম্, ৬তৎ, নিশ্চয়রূপে কার্য্য স্থির করা।

কার্য্যনির্ব্বাহক (ত্রি) কার্য্যং নির্ব্বাহয়তি সম্পাদয়তি, কার্য্য-নির্-বহ-ণ্বুল্। যে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, কার্য্যসম্পাদক।

কার্য্যনিষ্পত্তি (স্ত্রী) কার্য্যস্য নিষ্পত্তিঃ সমাধানম্, ৬তৎ। কার্য্যসমাধা, কাজশেষ হওয়া।

কার্য্যপটু (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যকরণে পটুঃ নিপুণঃ ৭তৎ। কার্য্যকুশল, যে অতি নিপুণতার সহিত কার্য্য করে।

কার্য্যপুট (পুং) কার্য্যাং কর্ত্তব্যে ন পুটতি শ্লিষ্যতি কারি-পুট-ক। ১ ক্ষপণক, বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিশেষ। ২ উন্মত্ত। ২ অনর্থকারক। (কার্য্যপুটঃ ক্ষপণোন্মত্তানর্থকরেষু চ। মেদিনী।)

কার্য্যপ্রদ্বেষ (পুং) কার্য্যং প্রদ্বেষ্টি অনেন, কার্য্য-প্র-দ্বিষ-করণে ঘঞ্। ১ আলস্য। ২ কার্য্যে অত্যন্ত অনিচ্ছা।

কার্য্যপাত্র (ক্লী) কার্য্যেষু উপযোগিপাত্রম্, মধ্যলো°। কার্য্যে আবশ্যক পাত্র।

কার্য্যপ্রেষ্য (ত্রি) কার্য্যেষু প্রেষ্যঃ, ৭তৎ। ১ কার্য্যসম্পাদন জন্য নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত। ২ দূত।

কার্য্যভাজন (ক্লী) কার্য্যেষু উপযোগি ভাজনম্, মধ্যলো°। কার্য্যে উপযোগী।

কার্য্যভ্রষ্ট (ত্রি) কার্য্যাৎ ভ্রষ্টঃ, ৫তৎ। কার্য্যচ্যুত, যাহার আর কার্য্য করিবার অধিকার নাই।

কার্য্যবত্তা (স্ত্রী) কার্য্যবতো ভাবঃ, কার্য্যবৎ-তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কার্য্যবিশিষ্টতা, কার্য্যবানের ধর্ম্ম।

কার্য্যবত্ত্ব (ক্লী) কার্য্যবতো ভাবঃ, কার্য্যবৎ-ত্ব। (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কার্য্যবত্তা।

কার্য্যবশ (পুং) কার্য্যস্য বশঃ বশ্যতা। ১ কার্য্যের অনুরোধ। ২ (ত্রি) কার্য্যের বশীভূত, কার্য্যনির্ব্বাহজন্য আবদ্ধ।

কার্য্যবস্তু (ক্লী) কার্য্যার্থং বস্তু, মধ্যলো°। কার্য্য নিষ্পাদন জন্য আবশ্যক দ্রব্য।

কার্য্যবান্ [ৎ] (পুং) কার্য্যমস্যাস্তি, কার্য্য-মতুপ্ মস্য বঃ। কার্য্যবিশিষ্ট, কার্য্যে আবদ্ধ।

কার্য্যবিপত্তি (স্ত্রী) কার্য্যেষু বিপত্তিঃ, ৭তৎ। কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে যে সকল বিপদ্ উপস্থিত হয়।

কার্য্যশব্দিক (ত্রি) কার্য্যঃ শব্দ ইত্যাহ, কার্য্য-শব্দ-ঠক্ (তদাহেতি মা শব্দাদিভ্য উপসংখ্যানম্। পা ৪।৪।১। বা ১।) 'কার্য্যং শব্দঃ' এইরূপ বাক্যবাদী নৈয়ায়িকবিশেষ; ইহারা শব্দের অনিত্যতা স্বীকার জন্য এইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কার্য্যশেষ (পুং) কার্য্যস্য শেষঃ, ৬তৎ। ১ আরব্ধ কার্য্যের নিষ্পত্তি। ২ কার্য্যের অবশিষ্ট অংশ।

কার্য্যসন্দেহ (পুং) কার্য্যে কার্য্যস্য নিষ্পত্তিবিষয়ে সন্দেহঃ, ৭তৎ। কার্য্য নিষ্পত্তিবিষয়ে অনিশ্চয়তা।

কার্য্যসম (পুং) ন্যায়মতে চতুর্ব্বিংশতিজাতির অন্তর্গত জাতিবিশেষ। লক্ষণ যথা—

"প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ কার্য্যসমঃ।" (ন্যায় সূ ৫। ১। ৩৭।)

প্রযত্নসম্পাদনীয় বস্তু অনেক বলিয়া কার্য্যসম নামক কার্য্যবিশেষ জাতি হয়। যেমন "শব্দো ঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ ইত্যাদি।" মীমাংসকগণ শব্দকে নিত্য স্বীকার করেন; যেহেতু তাঁহাদের মতে শব্দের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু কোন বস্তুতে আঘাত লাগিলে সেই আঘাত দ্বারা শব্দের প্রকাশ হয় মাত্র। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—শব্দ অনিত্য এবং তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহারা "শব্দো ঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" এই পূর্ব্বোক্ত অনুমান বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ এই অনুমান বাক্যে এইরূপ আপত্তি করেন, যে—'এই অনুমান দ্বারা শব্দের অনিত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু প্রযত্নসম্পাদনীয় বস্তু অনেক; অর্থাৎ নিত্য ও জন্য সকল বস্তুই প্রযত্ন দ্বারা আত্মলাভ করে। যদিও নিত্য বস্তু সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত, তথাপি প্রযত্ন দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইতে পারে; যেমন যত্নপূর্ব্বক বস্ত্র উঠাইয়া ফেলিলে বস্ত্র দ্বারা অনিত্যতা সিদ্ধি স্থির হইতে পারে না। এই দোষকেই তাঁহারা "কার্য্যসম" বা "কার্য্যাবিশেষ" জাতি বলেন

কার্য্যসম প্রভৃতি জাতিসমূহ দোষদাতার স্বপক্ষ ক্ষতিকারক বলিয়া, 'অসদুত্তর' ও 'স্বব্যাঘাতক'উত্তরনামে অভিহিত হয়। [জাতি দেখ।]

কার্য্যসাধক (ত্রি) কার্য্যং সাধয়তি, কার্য্য-সাধ-ণিচ্-ণ্বুল্। যাহা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয়, কার্য্যসম্পাদক।

কার্য্যসাধন (ক্লী) কার্য্যস্য সাধনম্ নিষ্পাদনম্, ৬তৎ। কার্য্যসিদ্ধি, কার্য্য-নিষ্পত্তি।

কার্য্যসিদ্ধি (স্ত্রী) কার্য্যস্য সিদ্ধিঃ, ৬তৎ। ১ কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিষ্পত্তি। ২ অভীষ্টসিদ্ধি।

("বিত্তং ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশে ভয়ম্।" তিথিতত্ত্ব।)

৩ জ্যোতিষোক্ত সহমবিশেষ।

কার্য্যস্থান (ক্লী) কার্য্যস্য স্থানম্, ৬তৎ। ১ কার্য্য নিষ্পাদন করিবার স্থান। ২ চাকুরী স্থান।

কার্য্যা (স্ত্রী) কৃ-ণ্যৎ-টাপ্। কারীবৃক্ষ।

কার্য্যাকার্য্যবিচার (পুং) কার্য্যঞ্চ অকার্য্যঞ্চ তয়োঃ বিচারঃ, ৬তৎ। ইহা কর্ত্তব্য ইহা অকর্ত্তব্য এইরূপ বিচার।

কার্য্যাক্ষম (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যকরণে অক্ষমঃ অসমর্থঃ, ৭তৎ। কার্য্য করিতে অপারগ।

কার্য্যাধিপ (পুং) কার্য্যস্য অধিপঃ, ৬তৎ। ১ কার্য্যাধ্যক্ষ। ২ জ্যোতিষোক্ত কার্য্যস্থানের অধীশ্বর, অর্থাৎ লগ্নস্থান হইতে দশম স্থানের অধিপতি।

কার্য্যাধীশ (পুং) কার্য্যস্য অধীশঃ অধিপতিঃ, ৬তৎ। কার্য্যাধিপ।

কার্য্যাধ্যক্ষ (পুং) কার্য্যস্য অধ্যক্ষঃ, ৬তৎ। যাহার তত্ত্বাবধানে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

কার্য্যানুরোধ (পুং) কার্য্যস্য অনুরোধঃ, ৬তৎ। কার্য্যের অবশ্য কর্ত্তব্যতা জন্য বন্ধন।

কার্য্যান্ত (পুং) কার্য্যস্য অন্তঃ, ৬তৎ। কার্য্যের শেষ।

কার্য্যান্তর (ক্লী) অন্যৎ কার্য্যং, ময়ূরব্যংসকাদিবৎ সমাসঃ। অন্য কার্য্য, এককার্য্য হইতে অপর কার্য্য।

কার্য্যান্বিত (ত্রি) কার্য্যেণ কর্ত্তব্যেন অন্বিতঃ যুক্তঃ, ৩তৎ। ১ কার্য্যযুক্ত। ২ কার্য্যবোধক পদের প্রতিপাদ্য অর্থবিশিষ্ট।

কার্য্যারম্ভ (পুং) কার্য্যস্য আরম্ভঃ, ৬তৎ। কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠান।

কার্য্যার্থসিদ্ধি (স্ত্রী) কার্য্যার্থস্য কার্য্যপ্রয়োজনস্য সিদ্ধিঃ ৬তৎ। উদ্দেশ্যসিদ্ধি।

("বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্ত্যতে দ্বৈধং ষাড়্গুণ্যগুণবেদিভিঃ॥"
মনু ৭। ১৬৭।)

কার্য্যার্থী [ন্] (ত্রি) কার্য্যস্য অর্থী প্রার্থী, ৬তৎ। ১ কার্য্য করিবার জন্য প্রার্থনাকারী। ২ উমেদার, চাকুরী-প্রার্থী।

কার্য্যিক (ত্রি) কার্য্য-বুন্। কার্য্যবিশিষ্ট।

কার্য্যী [ন্] (পুং) কার্য্যং অস্ত্যস্য, কার্য্য-ইনি। ১ কার্য্যযুক্ত। ২ কার্য্যপ্রার্থী, উমেদার। ৩ ব্যাকরণোক্ত আদেশস্থান।

কার্য্যেশ (পুং) কার্য্যাণাং ঈশঃ তত্ত্বাবধারণেন সম্পাদকঃ, ৬তৎ। কার্য্যাধ্যক্ষ।

কার্য্যৈক্য (ক্লী) কার্য্যাণাং ঐক্যম্ ৬তৎ। ন্যায়মতে ছয় প্রকার সঙ্গতির অন্তর্গত সঙ্গতিবিশেষ, এককার্য্যানুকূলতা অর্থাৎ কার্য্যের সমানতা।

কার্য্যোৎসুক (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যসম্পাদনে উৎসুকঃ, ৭তৎ। কার্য্যনির্ব্বাহে ব্যগ্র।

কার্য্যোদ্যম (পুং) কার্য্যেষু উদ্যমঃ চেষ্টা, ৭তৎ। কার্য্য সম্পাদনে চেষ্টা।

কার্য্যোদ্যুক্ত (ত্রি) কার্য্যেষু উদ্যুক্ত উদ্যমশীলঃ, ৭তৎ। কার্য্যসাধনে উদ্যমবিশিষ্ট।

কার্য্যোদ্যোগ (পুং) কার্য্যস্য উদ্যোগঃ ৬তৎ। কার্য্য-আরম্ভের চেষ্টা।

কার্য্যোদ্ধার (পুং) কার্য্যস্য উদ্ধারঃ সম্যক্‌সাধনম্, ৬তৎ। সম্পূর্ণরূপে কার্য্যসিদ্ধি।

কার্লি—একটী পর্ব্বতের গুহা। অক্ষা° ১৮° ৪৫´ ২০´´ ও দ্রাঘি° ৭৩° ৩১´ ১৬´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পুনা হইতে বোম্বাই যাইবার পথে অর্দ্ধেক দূরে আসিয়া দক্ষিণভাগে সমুদ্রের দিকে অল্পদূর গমন করিলেই পর্ব্বতের উপত্যকায় কার্লিগুহা দেখা যায়। সহ্যাদ্রিপর্ব্বত হইতে কার্লিপাহাড় স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত। ইহা লানৌলি ষ্টেসনের অতি নিকট। এই গুহায় একটী সুন্দর মন্দির খোদিত আছে। ভারতে পর্ব্বতের ভিতর খোদিত নানাস্থানে নানাপ্রকার মন্দির আছে। কিন্তু গঠন বৈচিত্র্যে কার্লির ন্যায় কোনটাই নহে। সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধগণের নির্ম্মিত। নির্জ্জনে উপাসনা করিবার জন্য বৌদ্ধগণ পর্ব্বতের গুহার ভিতর এই চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। ইহার গঠনপ্রণালী কতকটা এখনকার গির্জ্জার মত। গুহার মুখের গোড়ায় সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের দুইদিকে দুইটী প্রস্তরের স্তম্ভ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এখন একটী মাত্র দেখা যায়। অপর স্তম্ভের স্থানে একটী ছোট প্রস্তর-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে অথবা একটী স্তম্ভই বরাবর ছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। স্তম্ভটী গোলাকার, তদুপরি ৩২টী পল দৃষ্ট হয়। উহা ভূমি হইতে সমভাবে উর্দ্ধে

কার্লি

উঠিয়াছে। স্তম্ভের উপরিভাগে কার্ণিস। কার্ণিসের উপর চারিদিকে চারিটী সিংহমূর্ত্তি খোদিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই মূর্ত্তিগুলি একটী চক্রধারণ করিত। সিংহদ্বার পার হইয়াই আর একটী দ্বার। উহার বিস্তার প্রায় ৩৪ হস্ত হইবে। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী স্তম্ভ, দুইটীই অষ্টকোণ বা অষ্টপলবিশিষ্ট। স্তম্ভ দুইটী সাদা সিদা, নিম্নে বা উপরিভাগে কোন কারুকার্য্য দ্বারা সাজান নহে। তবে উপরিভাগে দুই স্তম্ভে দুইখানি প্রশস্ত প্রস্তরফলক আছে। তাহার পর আবার খানিক উর্দ্ধে একটী কার্ণিস। তাহা হইতে চারিটী স্তম্ভাকৃতি কতকদূর নামিয়া আসিয়াছে। তাহার পর আর একটু অগ্রসর হইলেই মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য তিনটী দ্বার আছে। এই দ্বার কয়েকটী উন্মুক্ত, কোনরূপ কপাট নাই। তিনটী দ্বারই

এক সান্নিতে প্রাচীরবৎ প্রস্তরখণ্ডে সংলগ্ন। এই প্রাচীর দ্বারের মাথা পর্য্যন্ত সমতল ভাবে অবস্থিত। ইহার উপরি-ভাগে শূন্য। এই স্থান দিয়া মন্দিরে আলো প্রবেশ করে। শূন্যের উপর প্রকাণ্ড খিলান। খিলানটী মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বার পার হইয়া গেলে, অভ্যন্তরের অপূর্ব্ব শোভাদর্শনে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। কি শিল্পচাতুরী! কি অসম্ভব পরিশ্রম! দুই পার্শ্বে দুইটী বারান্দা দুই দিকে বিস্তৃত। মধ্যস্থলে নাটমন্দিরের মণ্ডপ। প্রবেশদ্বারের অপর দিকে গম্বুজাকৃতি চৈত্যের স্থান। দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিবে সারি সারি স্তম্ভশ্রেণী দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান। দুই পার্শ্বের স্তম্ভের পরে দুইদিকে বারান্দা। বারান্দা হইতে মধ্যস্থলে মণ্ডপে আসিতে হইলে দুই পার্শ্বের স্তম্ভগুলির মধ্যে মধ্যে স্থান আছে, তাহা দিয়া আসিতে হয়। ভূমির মধ্যস্থল হইতে খিলানের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত মাপিলে বোধ হয় ত্রিশ হস্ত হইবে। এক একটী স্তম্ভের বর্ণনা করাই অসম্ভব; সমস্তের বর্ণনা কি করিব। কি কারিকুরি! তলভাগে ক্রমান্বয়ে ৪টী স্তবক বড় হইতে ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিয়াছে। তাহার খানিকটা গোলাকৃতি। তাহার উপর সমান ভাবে অষ্টপল, তদুপরি থামের মস্তক। তদুপরি কার্ণিস। কার্ণিসের উপর দুইদিকে হস্তিমূর্ত্তি, হস্তিপৃষ্ঠে কোথাও দুইটী মানব, কোথাও দুইটীই মানবী, কোথাও বা একটী মানব ও একটী মানবী মূর্ত্তি। মণ্ডপের স্তম্ভশ্রেণী পার হইয়া একটী গম্বুজাকৃতি দেখিতে পাইবে। গম্বুজের উপরিভাগে এই "↑" অক্ষরের ন্যায় একটী পদার্থ ও তাহার উপর একটী ছত্র। এক্ষণে এই ছত্রটীর কতক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গম্বুজের পশ্চাৎভাগে অষ্টপল-বিশিষ্ট আবার ৭টী স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলির গড়ন সাদাসিদা, বিশেষ কারুকার্য্যযুক্ত নহে। মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে এই স্তম্ভগুলির মূলদেশ পর্য্যন্ত ৮৪ হস্ত হইবে। প্রস্থে দুই দিকের স্তম্ভের মধ্যস্থান ১৬॥ হস্ত হইবে। বারান্দাগুলির পরিসর অপেক্ষাকৃত ছোট—৬ হস্তের অধিক হইবে না। ঐ বড় খিলানের পরই খিলানের সহিত সংলগ্ন কাঠের কড়ি। কড়িগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া খিলানের একদিক্ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কড়িগুলি আমাদের গৃহস্থিত কড়ির মত সরল ভাবে অবস্থিত নহে। বক্রভাবে খিলানের সহিত সমভাবে শূন্যে অবস্থিত। এগুলির আধার নাই। কিরূপে এইগুলি এইরূপ ভাবে সংলগ্ন হইল, তাহা এখন কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। না দেখিলে বর্ণনায় এই মন্দিরের সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতে পারে না। ঐ চৈত্য যে কত দিনের পুরাতন, তাহা কে বলিতে পারে? বাহিরের সিংহস্তম্ভে কয়েকটী খোদিত অক্ষর দেখা যায়। কথিত আছে, মহারাজ ভূতি বা দেবভূতি দ্বারা অক্ষরগুলি খোদিত। পাশ্চাত্য মতে, ভূতি রাজা খৃষ্টাব্দের ৭৮ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। তাহার পূর্ব্বে যে গঠিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

কার্শকেয় (পুং) কৃশকস্য ঋষেরপত্যম্, কৃশক-ঢঞ্। কৃশক মুনির পুত্র।

কার্শকেয়ীপুত্র (পুং) কার্শকেয্যাঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। কৃশক-ঋষির দৌহিত্র, জনৈকশিক্ষক।

কার্শানব (ত্রি) কৃশানোরিদম্, কৃশানু-অণ্। কৃশানুসম্বন্ধীয়, অগ্নিসম্বন্ধীয়।

কার্শাশ্বীয় (ত্রি) কৃশাশ্বেন নির্বৃত্তম্, কৃশাশ্ব-ছণ্ (বুঞ্ছণকঠ-জিলেত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) কৃশাশ্ব কর্তৃক নিষ্পন্ন।

কার্শ্মরী (স্ত্রী) কৃশ-স্বার্থে-ণিচ্-ভাবে মনিন্, কার্শ্মং রাতি কার্শ্ম রা-ক-ঙীষ্ (ষিদ্ গোরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ১ কাশ্মরী, গাম্ভারীগাছ। ২ শ্রীপর্ণীগাছ।

কার্শ্য (পুং) কৃশ-স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ সালবৃক্ষ। ২ লকুচগাছ। ৩ কর্চ্চূর বৃক্ষ। ৪ (ক্লী) কৃশস্য ভাবঃ, কৃশ-ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়া-দিভ্যঃ ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩।) কৃশতা।

কার্ষ (ত্রি) কৃষিঃ শীলমস্য, কৃষি-ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২।) কৃষিকর্ম্মকারক।

কার্ষক (পুং) কার্ষ-স্বার্থে কন্; অথবা কর্ষতি কৃষ-কুন্ (কৃষের্দ্ধিশ্চোদীচাম্। উণ্ ২। ৩৮।) কৃষিকর্ম্মকারক, কৃষক। (কার্ষকঃ কৃষীবলঃ, কৃষকঃ স এব। উজ্জ্বলদত্ত।)

কার্ষাপণ (পুং, ক্লী) কর্ষস্য অয়ম্ কার্ষঃ, পণঃ পরিমাণে—অণ্; কার্ষস্য কার্ষেণ বা আপণঃ ব্যবহারো যত্র, বহুব্রী। ১ ষোড়শপণ, এক কাহন। এক কাহন কড়ির মূল্য-পরিমিত তাম্রাদি ধাতু।

কার্ষাপণক (পুং ক্লী) কার্ষাপণ-স্বার্থে কন্। কার্ষাপণ, কাহন।

কার্ষাপণিক (ত্রি) কার্ষাপণেন আহার্য্যং কার্ষাপণ-টিঠন্ (কার্ষাপণাদ্বা প্রতিশ্চ। পা ৫।১।২৫। বার্ত্তি° ২।) কার্ষাপণ-দ্বারা আহরণের উপযুক্ত।

কার্ষি (ত্রি) কর্ষতি, কর্ষঃ-স্বার্থে ইঞ্। ১ কৃষক। ২ অন্তর্গত মলনাশক।

কার্ষিক (পুং) কর্ষ-স্বার্থে ঠক্। ১ কার্ষাপণ। ২ (কর্ষঃ শীল-মস্য, কর্ষ-ঠক্) কৃষক। ৩ (কর্ষস্য অয়ম্) শাস্ত্রীয় পণের চতুর্থাংশ। ৪ (কর্ষঃ পরিমাণমস্য) কর্ষপরিমিত মূল্য দ্বারা যে বস্তু ক্রয় করা হইয়াছে।

কার্ষিবন (পুং) [বৈ] যে কৃষিকার্য্য করে, কৃষক, চাষী।

কার্ষ্ট্য (স্ত্রী) কৃষ্টস্য ভাবঃ, কৃষ্ট-ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ। পা ৫।১।১২৩।) কৃষ্টতা, কর্ষিতস্থানের ভাব।

কার্ষ্ণ (ত্রি) কৃষ্ণস্য ইদম্, কৃষ্ণ-অণ্। ১ কৃষ্ণমৃগসম্বন্ধীয়। ২ কৃষ্ণদ্বৈপায়নসম্বন্ধীয়। ৩ (কৃষ্ণঃ দেবতা অস্য) কৃষ্ণদেবের অনুগত, কৃষ্ণভক্ত।

কার্ষ্ণাজিনি (পুং) কৃষ্ণাজিনস্য ঋষেরপত্যম্, কৃষ্ণাজিন-ইঞ্। ১ কৃষ্ণাজিনমুনির পুত্র। ২ শিক্ষকবিশেষ। ৩ জনৈক বিজ্ঞানবিদ্। মীমাংসাসূত্র, ব্রহ্মসূত্র ও কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ইহার নাম দৃষ্ট হয়। ৪ জনৈক স্মৃতিশাস্ত্রপ্রণেতা। পৈঠীনসি, হেমাদ্রি, মাধবাচার্য্য, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কার্ষ্ণাজিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কার্ষ্ণায়ন (পুং) কৃষ্ণস্য ব্যাসস্য গোত্রাপত্যম্, কৃষ্ণ-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪। ১। ৯৯।) ১ ব্যাসবংশীয় ব্রাহ্মণ। ২ বসিষ্ঠবংশীয়, বাসিষ্ঠ।

কার্ষ্ণায়স (ক্লী) কৃষ্ণস্য অয়সো বিকারঃ, কৃষ্ণ-অয়স্-অণ্। কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত দ্রব্য।

কার্ষ্ণি (পুং) কৃষ্ণস্য অপত্যম্, কৃষ্ণ-ইঞ্। ১ কামদেব। ২ গন্ধর্ব্ব-বিশেষ। ৩ ব্যাসপুত্র শুকদেব।

কার্ষ্ণী (স্ত্রী) কার্ষ্ণ-ঙীপ্। শতমূলী।

[শতাবরী দেখ।]

কার্ষ্ণ্য (ক্লী) কৃষ্ণস্য ভাবঃ, কৃষ্ণ-ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্য ষ্যঞ। পা ৫।১।১২৩।) কৃষ্ণবর্ণতা।

কার্ম্ম [ন্] (ক্লী) কর্ষতি অত্র, কৃষ-স্বার্থে ণিচ্ আধারে মনিন্। [বৈ] ১ যুদ্ধ। ২ (ভাবে মনিন্) কর্ষণ।

কার্ম্মরী (স্ত্রী) কার্ম্ম কর্ষণং রাতি দদাতি, কার্ম্ম-রা-ক-ঙীষ্। শ্রীপর্ণীবৃক্ষ।

কার্ম্মর্য্য (পুং) কার্ম্মর্য্যা বিকারঃ, কার্ম্মরী-যৎ। শ্রীপর্ণী-বৃক্ষের অবয়ব।

কার্য্য (পুং) কৃষ-ক-স্বার্থে য্যণ্। সালগাছ।

তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।

বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; মনুষ্যতত্ত্ব এবং
আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-
গণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, স্মার,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ্, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

চতুর্থ ভাগ।

কাল—ক্ষ্বেলী।

(১৪ নং তেলিপাড়া লেন, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০ সাল।

বিশ্বকোষ

চতুর্থ খণ্ড।

কাল (স্ত্রী) কু ঈষৎ কৃষ্ণত্বং লাতি গৃহ্লাতি, কু-লা-ক, কোঃ কাদেশঃ। যদ্বা ধাতুষু কুৎসিতরূপতয়া অলতি কু-অল্ অচ্, কোঃ কাদেশঃ। ১ লৌহ। ২ কক্কোল। ৩ কালীয়ক-নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৪ (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। (পুং) ৫ কৃষ্ণবর্ণ। ৬ মৃত্যু। ৭ মহাকাল। ৮ শনিগ্রহ। ৯ কাস-মর্দ্দবৃক্ষ। ১০ রক্তচিতা। ১১ ধুনা। ১২ কোকিল। ১৩ শিব। ১৪ বিষ্ণু। ১৫ পর্ব্বতবিশেষ। ১৬ কলয়তি আয়ুঃ কল-ণিচ্-পচাদ্যচ্ ততোঽণ্। যদ্বা কলয়তি সর্ব্বাণি ভূতানি কল-ণিচ্-অচ্-অণ্। সময়। ইহার অপর সংস্কৃত নাম দিষ্ট ও অনেহা। ইহার গুণ—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। কালের সাধারণ বিভাগ তিন প্রকার—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। যে সময় অতীত হইয়া গিয়াছে তাহার নাম ভূত, যাহা চলিতেছে তাহার নাম বর্ত্তমান এবং যাহা আসিবে তাহার নাম ভবিষ্যৎ। শাস্ত্রবিশেষে কালের কতকগুলি সাধারণ বিভাগ আছে। তন্মধ্যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত বিভাগই আমরা সর্ব্বদা গণনা করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রেও কালবিভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে। সুশ্রুতসংহিতার মতে কালবিভাগ যথা—কাল নিত্যপদার্থ, ইহার আদি, মধ্য ও বিনাশ নাই। সূর্য্যের গতি অনুসারে এই কালকে নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সম্বৎসর ও যুগ নামে বিভক্ত করা হয়। লঘু বর্ণ উচ্চারণ করিতে যে পরিমিত সময়ের আবশ্যক তাহার নাম নিমেষ, ১৫ নিমেষে কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় কলা, ২০ কলায় মুহূর্ত্ত, ৩০ মুহূর্ত্তে অহোরাত্র, ১৫ অহোরাত্রে পক্ষ, ২ পক্ষে মাস, ২ মাসে ঋতু, ৩ ঋতুতে অয়ন, ২ অয়নে বৎসর এবং ১২ বৎসরে এক যুগ হইয়া থাকে।

।*। ন্যায় মতে বিভু অর্থাৎ অপরিছিন্ন পরিমাণবিশিষ্ট এবং জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব জ্ঞানের কারণ পদার্থবিশেষ। ইহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ। অতীতত্ব প্রভৃতি ব্যবহারে কালই একমাত্র উপযোগী; কাল না থাকিলে আমরা কোন মতেই এইটি অতীত, এইটি বর্ত্তমান এইরূপ ব্যবহার করিতে পারিতাম না। কোন কোন নৈয়ায়িক কাল ও দিক্‌কে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া থাকেন। ন্যায় মতে, খণ্ডকাল ও মহাকাল ভেদে কাল দুই প্রকার। স্পন্দরূপী কালের নাম খণ্ডকাল এবং যে কাল বিভু ও প্রলয়কালে বিনষ্ট না হয়, তাহাকে মহাকাল কহে। ক্ষণ, দণ্ড, পল, বিপল, দিন, মাস ও বৎসর প্রভৃতি ব্যবহারে খণ্ডকালই কারণ, যেহেতু সূর্য্যের পরিস্পন্দ অর্থাৎ গমন দ্বারাই আমরা মাস ও দিন প্রভৃতির ব্যবহার করিয়া থাকি। মহাকালের সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ, এই পাঁচটি গুণ আছে। কোন কোন নৈয়ায়িক জন্য পদার্থ মাত্রকেই খণ্ডকাল বলেন। খণ্ডকালেরই অপর নাম কালোপাধি, এই কালোপাধি চারিপ্রকার। ১ম কালোপাধি, যথা—ক্রিয়াজনিত বিভাগের প্রাগভাববিশিষ্ট ক্রিয়া; যেমন দুইটি সংযুক্ত দ্রব্যে বিযোজক ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে পরক্ষণেই সেই দুইটি বিভক্ত হইয়া যায় এবং বিভাগ প্রাগভাবের বিনাশ হয়, তৎপরে অন্য কোন দেশাদির সহিত তাহার সংযোগ ও তৎপ্রাগভাবের নাশ হয়, তাহার পর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাই দেখান যাইতেছে যে, যে সময়ে ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সময়েই সেই ক্রিয়া বিভাগ প্রাগভাববিশিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং উৎপত্তিকালে ঐ ক্রিয়া প্রথম কালোপাধি। ২য় কালোপাধি যথা—পূর্ব্বসংযোগবিশিষ্ট বিভাগ; যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে

ক্রিয়া উৎপত্তি হওয়ার পরক্ষণে বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু সে সময়ে পূর্ব্বসংযোগ বিনষ্ট হয় নাই, তাহার পরক্ষণে বিনষ্ট হইবে। সুতরাং বিভাগের উৎপত্তিসময়ে বিভাগটি পূর্ব্বসংযোগবিশিষ্ট হইয়াছে। ৩য় কালোপাধি, যথা—পূর্ব্ব-সংযোগ নাশবিশিষ্ট পরবর্ত্তী সংযোগের প্রাগভাব; পূর্ব্বোক্ত স্থলে পূর্ব্বসংযোগ নাশসময়ে পরবর্ত্তী সংযোগের প্রাগভাব আছে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী সংযোগের নাশবিশিষ্ট পরবর্ত্তী সংযোগের প্রাগভাবকে সেই সময়ে তৃতীয় কালোপাধি বলা যায়। ৪র্থ কালোপাধি, যথা—উত্তরসংযোগবিশিষ্ট ক্রিয়া; পূর্ব্বোক্তস্থলে যখন উত্তর সংযোগ হইবে, সেই সময়ে ক্রিয়া উত্তর সংযোগবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, ঐ ক্রিয়াকে চতুর্থ কালোপাধি কহে।

। ৩। অথর্ব্ববেদে কালই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"কালো অশ্ব বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমা রোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা॥ ১॥
কালো ভূমিমসৃজত কালে তপতি সূর্য্য।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বিপশ্যতি॥ ৬॥
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্।
কালেন সর্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ॥ ৭॥

অথর্ব্বসংহিতা ১৯ কাণ্ড, ৬৩ সূক্ত।

"কালে যজ্ঞং সমৈরয়ং দেবেভ্যো ভাগমক্ষিতম্।
কালে গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ কালে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ৪॥
কালেয়মঙ্গিরা দিবো হথর্ব্বা চাধি তিষ্ঠতঃ।
ইমং চ লোকং পরমং চ লোকং
পুণ্যাংশ্চ লোকাবিধৃতীশ্চ পুণ্যা।
সর্ব্বাংল্লোকানভিজিত্য ব্রহ্মণা
কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেবঃ॥ ৬॥" ১৯। ৫৪ সূং।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও লিখিত হইয়াছে—

"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, কালের এই চারিটী মুখ। সত্যযুগ—চারি জিহ্বাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ, ত্রেতাযুগ—ত্রিজিহ্বা-বিশিষ্ট রক্তবর্ণ, দ্বাপরযুগ—দ্বিজিহ্বাবিশিষ্ট রক্তপিঙ্গলবর্ণ ও ভয়ঙ্কর এবং কলিযুগ—পুনঃ পুনঃ লিহ্যমান একজিহ্বাযুক্ত রক্তচক্ষুবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও যজ্ঞ কালের তিনটী কলাস্বরূপ। সমুদায় চরাচরে এই কালের অসাধ্য কিছুই নাই। কালই সর্ব্বভূত সৃষ্টি করিয়া আবার ক্রমশঃ তাহা সংহার করেন।"

(ব্রহ্মাণ্ডপুং অনুষঙ্গ ৩২ অঃ)

কালআঁকড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, অঙ্কোট, কাল আঁকড়।

কালক (ক্লী) কাল-স্বার্থে কন্; যদ্বা কলয়তি নোদয়তি রক্ত-তাম্, কল-ণিচ্-ণ্বুল্। কালশাক। [কালশাক দেখ।] ২ যকৃৎ। (পুং) ৩ জতুক, শরীরস্থ চিহ্নবিশেষ, ইহাকে সাধারণ কথায় জটুল বা জড়ুল কহে। ৪ অলগর্দ্দ সর্প। ৫ রাক্ষসবিশেষ। ৬ চক্ষুর কৃষ্ণ অংশ। ৭ বীজগণিতোক্ত অব্যক্ত রাশির সংজ্ঞাবিশেষ। ৮ জনপদবিশেষ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যমতে, এই স্থান প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা। (পা ২। ৪। ১০ মহাভাষ্য।) ৯ একজন প্রসিদ্ধ জৈনসূরি। মহাবীরের নির্ব্বাণের ৪৩৫ বর্ষ পরে জীবিত ছিলেন। কাহারও মতে ইনিই পর্য্যুষণাপর্ব্ব পরিবর্ত্ত করেন। ইনি গর্দ্দভিল্লের ধ্বংসের কারণ। ১০ একজন জৈনসিদ্ধ। পূর্ব্বে ভাদ্রপদ-শুক্লপঞ্চমীতে পর্য্যুষণাপর্ব্ব হইত। অনেকের মতে ইনিই মহাবীর-নির্ব্বাণের ৯৯৩ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৫২৩ বিক্রমসম্বতে পঞ্চমী হইতে চতুর্থী তিথিতে পর্ব্বদিন স্থির করিয়া যান। (ত্রি) ১১ কালবর্ণযুক্ত বস্ত্রাদি। ১২ কাল-কন্ (কালাচ্চ। পা ৫। ৪। ৩৩) অনিত্যবর্ণবিশিষ্ট। ১৩ রক্তবর্ণ।

কালকঙ্কর মামুদাবাদ—অযোধ্যা অঞ্চলের একটী গ্রাম। মাণিকপুরের দুইক্রোশ উত্তরপশ্চিমে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহার নিকট গঙ্গার বামদিকে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

কালকচু (স্ত্রী) কালা কৃষ্ণবর্ণা কচুঃ, কর্ম্মধা। কালবর্ণের কচু। [কচু দেখ।]

কালকঞ্জ (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং কঞ্জম্ কর্ম্মধা। ১ নীলপদ্ম। ২ (পুং) দানববিশেষ।

কালকটঙ্কট (পুং) কালরূপঃ কটঙ্কটঃ মধ্যলো-কর্ম্মধা। শিব, মহাদেব। "বৈষ্ণবী পণবী তালী খলী কালকটঙ্কটঃ।"

(ভারত অনু° ৫৭ অঃ।)

কালকণ্টক (ত্রি) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কণ্টকো হস্য বহুব্রী। কাল কাঁটাযুক্ত বৃক্ষাদি।

কালকণ্ঠ (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কণ্ঠো যস্য বহুব্রী। ১ শিব। ২ পীতসারবৃক্ষ। ৩ ময়ূর। ৪ খঞ্জনপক্ষী। ৫ চড়াই। ৬ ডাকপাখী।

("কালকণ্ঠস্তু দাত্যূহে কলবিঙ্কে চ খঞ্জনে।
ময়ূরে পীতসারে চ স্যাৎ খণ্ডপরশৌ পুমান্॥" মেদিনী।)

কালকণ্ঠক (পুং) কালঃ কৃষ্ণঃ কণ্ঠোহস্য কাল-কণ্ঠ-কপ্; স্বার্থে কন্ বা। ১ দাত্যূহপক্ষী, ডাকপাখী। ২ পীতসারবৃক্ষ।

কালকন্দক (পুং) কালঃ কন্দ ইব কায়তি প্রকাশতে কাল-কন্দ-কৈ-ক। যদ্বা কালং কৃষ্ণসর্পং কন্দতি, স্বরূপতয়া স্পর্দ্ধতে; কাল-কন্দি-অচ্-স্বার্থে কন্। জলসর্প, কাল ঢোঁড়াসাপ।

কালকর্ণিকা (স্ত্রী) কালস্য কর্ণিকা ইব, উপমি। অলক্ষ্মী। (অলক্ষ্মীঃ নির্ঋতিঃ কালকর্ণিকা স্যাদথাহগুভম্। হেম ৬।১৬।)

কালকর্ণী (স্ত্রী) কালঃ কর্ণো যস্যাঃ, কাল-কর্ণ-অচ্-ঙীপ্ অলক্ষ্মী। [অলক্ষ্মী দেখ।]

কালকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) কালং অনিষ্টকারি কর্ম্ম, কর্ম্মধা। ১ অনিষ্টকারক কার্য্য।
("যেন ত্বং যোজ্জিতস্তাত মহতা কালকর্ম্মণা।" রামায়ণ ৬।৭২।)
২ মৃত্যু।

কালকলায় (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কলায়ঃ, কর্ম্মধা। ১ কাল মটর। ২ কালরঙ্গের মাষকলাই।

কালকল্প (ত্রি) ঈষৎ অসমাপ্তঃ কালঃ, কাল-কল্পপ্। ঈষৎ অসম্পূর্ণকাল, কালসদৃশ, যমতুল্য।

কালকবৃক্ষীয় (পুং) কালকো বৃক্ষো যত্র দেশে, তত্র ভবঃ। কালক-বৃক্ষ-ছ। কাকচরিত্রজ্ঞ ঋষিবিশেষ।

কালকস্তূরী (স্ত্রী) কস্তূরীবিশেষ। লতাকস্তূরী।
[কস্তূরী দেখ।]

কালকা (স্ত্রী) কালএব স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ কালকেয় নামক অসুরগণের মাতা। ২ [বৈ] পক্ষিবিশেষ। ৩ দক্ষমাতা। ৪ বৈশ্বানরকন্যা।

কালকাঙ্ক (পুং) অসুরবিশেষ।

কালকাণ্ড (পুং) [বৈ] ১ বেদোক্ত কালচিহ্নযুক্ত পশুভেদ। ২ রাশিভেদ।

কালকাল (পুং) কালং কলয়তি নোদয়তি, কাল-ণিচ্ কল-অণ্। ১ পরমেশ্বর। ২ মান্দ্রাজপ্রদেশস্থ টাঙ্কুইবরের নিকটবর্ত্তী এক প্রাচীন তীর্থ।

কালকাসুন্দা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। এদেশে কালিকাসুন্দে ও সারিকাসুন্দি, হিন্দিতে বৃহৎচিত্র বলে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Cassia Sophora। সংস্কৃত পর্য্যায়—কাশমর্দ, অরিমর্দ্দ, কাসারি ও কর্কশ। এই বৃক্ষ বঙ্গদেশ, আসাম ও ভারতের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলদ্বীপে, মালয় উপদ্বীপে ও মলক্কাতেও জন্মে। বৃক্ষগুলি ছোট ছোট, ফুল হরিদ্রা-বর্ণ, কিন্তু দুর্গন্ধ। গাছের গোড়া শক্ত, শিকড় আঁশযুক্ত। ইহা আগাছার মধ্যে বর্ষাকালে আপনি জন্মে ও অগ্রহায়ণ মাসে ইহার ফুল হয়।

বৈদ্যক মতে—ইহার পত্র রোচক, বলকারক, বিষঘ্ন, রক্তদোষনিবারক, মধুর, বাতশ্লেষ্মনাশক, পাচক, কুষ্ঠবিশোধক, পিত্তঘ্ন, গ্রাহক, লঘু ও উৎকৃষ্ট কাসঘ্ন।

হকিমি মতে—মরিচের সহিত ইহার শিকড় বাঁটিয়া খাওয়াইলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য পায়। চন্দনের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দাদ ভাল হয়।

কেহ কেহ ইহার পত্র অঞ্জনের সহিত ব্যবহার করে ইহার পত্র শুষ্ক করিয়া তাহার গুঁড়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দাদের বা অন্যান্য ক্ষতের উপর লেপন করে। বহুমূত্র রোগে ইহার ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া খাওয়ান যায়।

কালকীট (পুং) কালঃ কীটোঽত্র, বহুব্রী। ১ দেশবিশেষ। ২ (তত্র ভবঃ-অণ্) (ত্রি) কালকীটদেশজাত।

কালকীর্ত্তি (পুং) মহাভারতোক্ত অসুররাজবিশেষ।
(ভারত আদি ১৭ অঃ।)

কালকীল (পুং) কালং প্রকৃতকালোপযুক্তং সৎপ্রসঙ্গাদিকং কীলয়তি আবৃণোতি, কাল-কীল-অণ্। কোলাহল; কোন প্রসঙ্গের সময় কোলাহল উপস্থিত হইলে সেই প্রসঙ্গ ঢাকিয়া যায়, তাহাতে 'কালকীল' নাম হইয়াছে।

কালকুণ্ঠ (পুং) কালেন কালরূপিণা পরমেশ্বরেণ কুণ্ঠ্যতে অসৌ কাল-কুণ্ঠ-কর্ম্মণি ঘঞ্। যম।

কালকুষ্ট (ক্লী) কালাৎ কৃষ্ণপর্ব্বতাৎ কুষ্যতে, কাল-কুষ-কর্ম্মণি ক্ত। কঙ্কুষ্ঠ নামক পর্ব্বতজাত মৃত্তিকাবিশেষ।
[কঙ্কুষ্ঠ দেখ।]

কালকূট (ক্লী) কালস্য মৃত্যোঃ কূটং দৃত ইব উপমিঃ যদ্বা কালং শিবমপি কূটয়তি অবসাদয়তি; কালকূট-অচ্। ১ বিষ, হলাহল। ২ (পুং) স্থাবরবিষবিশেষ। ভাবপ্রকাশে ইহার উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে—দেবাসুরযুদ্ধ-কালে পৃথুমালিনামক কোন অসুর দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, তাহার রক্ত হইতে অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে; সেই বৃক্ষের নির্য্যাস কালকূটবিষ। এই বিষ শৃঙ্গবের, কোঙ্কণ ও মলয়পর্ব্বতে পাওয়া যায়। এই বিষ শোধিত করিতে হইলে প্রথমে ৩ দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তৎপরে সর্ষপতৈলে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া সেই ন্যাকড়ায় কিছুদিন বাঁধিয়া রাখিলে বিষ বিশুদ্ধ হয়। বিষের গুণ যথা—প্রাণনাশক, সর্ব্বশরীরব্যাপী, অগ্নিগুণ-বহুল, ওজঃ শুষ্ক করিয়া সন্ধিবন্ধের শৈথিল্যকারক, সংযুক্ত দ্রব্যের গুণগ্রাহক ও বুদ্ধিনাশক। বিশুদ্ধ বিষের এই সকল গুণ অনেকাংশে নষ্ট হইয়া যায়। বিষ এইরূপ ভয়ঙ্কর গুণ-যুক্ত হইলেও যুক্তিযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে, ইহা রসায়ন এবং বায়ু, শ্লেষ্মা ও সন্নিপাতদোষনাশক। ৩ বিষ মাত্র। ৪ কাক। ৫ গিরিবিশেষ। বর্ত্তমান কালীগণ্ডক নদীর নিকট।
"কুরুভ্যঃ প্রস্থিতাস্তে তু মধ্যেন কুরুজাঙ্গলম্।
রম্যং পদ্মসরো গত্বা কালকূটমতীত্য চ ॥" ভারত ২।২০।২৬।

কালকূটক (পুং) কালস্য কূটমিব কায়তি প্রকাশতে, কাল-কূট-কৈ-ক। ১ কারস্কর বৃক্ষ। [কারস্কর দেখ।] ২ বিষ।

("ততো দুর্য্যোধনঃ পাপস্তদ্ভক্ষ্যে কালকূটকম্।
বিষং প্রক্ষেপয়ামাস ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥"
মহাভারত ১।১২৮ অঃ।)

কালকূটঙ্কট (পুং) কালঃ কালবর্ণঃ কূটঙ্কটঃ, কর্ম্মধা। কালকটঙ্কট, শিব।

কালকূটি (ত্রি) কলকূটে ভবঃ কলকূট-ইঞ্ (সাবাবয়বপ্রত্যগ্রথকলকূটাশ্মকাদিঞ্। পা ৪।১।১৭৩।) কলকূটজাত।

কালকূলী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus atratus.)

কালকৃৎ (পুং) কালং করোতি উদয়াস্তাভ্যাং কালস্য দণ্ডাদি পরিমাণং করোতি ইত্যর্থঃ কাল-কৃ-ক্বিপ্-তুগাগমঃ। ১ সূর্য্য। ২ পরমেশ্বর।

কালকৃত (পুং) কালেন পরমেশ্বরেণ কৃতঃ সৃষ্টঃ যদ্বা কালং কালপরিমাণং কৃতঃ কর্ত্তা কাল-কৃ-কর্ত্তরি ক্ত। ১ সূর্য্য। ২ (ত্রি) কালজাত। ৩ পাপবিশেষ। যে সকল পাপ বিনষ্ট হইবার কাল নির্দ্দিষ্ট আছে।
("কালে কালকৃতো নশ্যেৎ ফলভোগ্যো ন নশ্যতি।" যাজ্ঞবল্ক্য) ৪ যথাকালে কৃত, যে সময়ে যাহা করা উচিত ঠিক সেই সময়ে যাহা সম্পাদিত হয়।

কালকেতু (পুং) ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর মহাদেবের অভিশাপে ধর্ম্মকেতু নামক এক ব্যাধের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; এই সময়ে তাঁহার কালকেতু নাম ছিল। (কবিকঙ্কণ চণ্ডী।)

কালকেয় (পুং) কালকায়া অপত্যম্, কালকা-ঢঞ্। দানববিশেষ। ইহাদের মাতার নাম কালকা।

হরিবংশে লিখিত আছে—বৃত্রাসুর নিহত হইলে কালকেয়গণ সমুদ্র মধ্যে বাস করিয়া রাত্রিকালে গুপ্তভাবে দেবগণের অনিষ্ট সাধন করিত। তৎপরে দেবগণ ইহাদের কতকগুলিকে বিনাশ করেন। অবশিষ্ট কতকগুলি হিরণ্যপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে অর্জ্জুন তাহাদিগকে নিহত করিয়াছিলেন। (হরিবংশ ১০৩-১০৫ অঃ।)

কালকেরা (দেশজ) কাঁটাযুক্ত গুল্মবিশেষ। (Capparis acuminata.)

কালকেশী (স্ত্রী) কালঃ কেশ ইব পত্রাদির্যস্যাঃ কালকেশ-ঙীপ্। ১ নীলগাছ। ২ কালকেশযুক্তা স্ত্রী। ৩ কালদেবী।

কালকোটি (স্ত্রী) জনপদবিশেষ।

কালক্রিয়া (স্ত্রী) কালে যথাকালে নিষ্পন্না অনুষ্ঠিতা বা ক্রিয়া মধ্যলো°। ১ যথাকালে সম্পাদিত কার্য্য। ২ ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য।

কালক্লীতক (ক্লী) নীলগাছ।

কালক্ষেপ (পুং) কালস্য ক্ষেপঃ ৬তৎ। ১ সময়অতিবাহন। ২ কর্ত্তব্যকার্য্যের সময় লঙ্ঘন।
("উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ।
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে ॥" মেঘদূত ২৩।)

কালখঞ্জ (পুং) ১ দানববিশেষ। ২ (ক্লী) যকৃৎ।
(কালখণ্ডং কালখঞ্জং কালেয়ং কালকং যকৃৎ। হেম ৩।২৬৮।)

কালখঞ্জন (ক্লীং) কালেন কালান্তরেণ খঞ্জতি, বিকৃতিং গচ্ছতি, কাল-খঞ্জি-ল্যু। যকৃৎ।

কালখণ্ড (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং খণ্ডং মাংসখণ্ডম্ কর্ম্মধা। ১ যকৃৎ। [যকৃৎ দেখ।] ২ কালপ্রতিপাদকগ্রন্থবিশেষ।

কালখলিসা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

কালক্ষেপণ (ক্লী) কালস্য ক্ষেপণং অতিবাহনম্, ৬তৎ। কালক্ষেপ।

কালগঙ্গা (স্ত্রী) কালী কৃষ্ণবর্ণা গঙ্গা গঙ্গাবৎ পবিত্রকারিণী, কর্ম্মধা। যমুনানদী।

কালগণ্ডিকা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। এক্ষণে কালীগণ্ডক নামে প্রসিদ্ধ।

কালগন্ধ (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ গন্ধঃ গন্ধবৎ দ্রব্যম্ কর্ম্মধা। ১ কাল অগুরু নামক ঔষধ। ২ কাললেশ, কালের অতি অল্পাংশ। ৩ কালচন্দন।

কালগ্রন্থি (পুং) কালস্য গ্রন্থিরিব উপমি। বৎসর।

কালগ্রাস (পুং) কালস্য কৃতান্তস্য গ্রাসঃ ৬তৎ। কালের গ্রাস, মৃত্যু।

কালঘট (পুং) ব্রাহ্মণবিশেষ, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে ইনিও পৌরহিত্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। (ভারতআদি ৫৩ অঃ।)

কালঘাতী [ন্] (ত্রি) কালে যথাকালে ঘাতয়তি নাশয়তি যিনি। যথাকালে বিনাশকারক।

কালঙ্কত (পুং) কুৎসিতো ঽপি অলঙ্কৃতঃ কোঃ কাদেশঃ। বৃক্ষবিশেষ, কালকাসুন্দে। [কালকুসন্দা দেখ।]

কালচক্‌মা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Quercus fenestrata.)

কালচক্র (ক্লী) কালস্য কালগতেশ্চক্রমিব, ৬তৎ। কালরূপ চক্র। চক্রের নেমি, নাভি ও অরাদির ন্যায় কালচক্রের নেমি প্রভৃতি কল্পিত আছে। যথা—দিবাভাগের পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ, এই তিন অংশ কালচক্রের তিনটি নাভি; সম্বৎসর পরিবৎসর প্রভৃতি পাঁচটি অর অর্থাৎ শলাকা এবং ছয় ঋতু ইহার নেমি, অর্থাৎ প্রান্তভাগ। (মৎস্যপুরাণ।) দিবাদি কালাবয়ব নিয়তই চক্রাবয়বের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে, এজন্য কালকে চক্রের সহিত উপমিত করা হইয়াছে।

সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত আছে—নিমেষাদি যুগপর্য্যন্ত কালাবয়ব নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, এজন্য কেহ

কেহ ইহাকে কালচক্র বলিয়া থাকেন। (সুশ্রুত সূত্র° ৬অঃ।) ২ জ্যোতিশ্চক্রবিশেষ। ৩ রাজাদিগের বিজয়প্রদ ৮৪ প্রকার চক্রমধ্যে একপ্রকার চক্র। [চক্র দেখ]। ৪ দানের জন্য রৌপ্য-নির্ম্মিত চক্রবিশেষ; এই চক্র দান করিলে অপমৃত্যুভয় নিবারিত হয়। ৫ দণ্ডবিশেষ। ৬ ভোট প্রচলিত কালজ্ঞাপক চক্র।

কালচিন্তক (পুং) কালং চিন্তয়তি বিচারয়তি, কাল-চিন্তি ণ্বুল্। জ্যোতির্ব্বিদ্।

কালচিহ্ন (ক্লী) কালস্য মৃত্যোর্জ্ঞাপকং চিহ্নম্, মধ্যলো°। মৃত্যুজ্ঞাপক লক্ষণবিশেষ; যে সকল লক্ষণ দ্বারা মৃত্যুকাল জানিতে পারা যায়। কাশীখণ্ডে ইহার কতকগুলি লক্ষণ উক্ত আছে। যথা—"যাহার দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা নিশ্বাস এক অহোরাত্র কাল বহে, তাহার ৩ বৎসর মধ্যে আয়ুঃ শেষ হয়। ঐরূপ দুই অহোরাত্র বা তিন অহোরাত্র পর্য্যন্ত বহিলে ১॥০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার আয়ুঃকাল। নাসাপুটদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া বায়ু যদি মুখ দিয়া বহে, তাহা হইলে ৩ দিন মাত্র জীবিত থাকে। এইরূপ সূর্য্য সপ্তম রাশিস্থ এবং চন্দ্র জন্মনক্ষত্রস্থ হইলে অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। অকস্মাৎ কোনও ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি কৃষ্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ বলিয়া বোধ করে, তাহার আয়ুঃকাল দুই বৎসর। মল, মূত্র ও শুক্র অথবা মল, মূত্র ও হাঁচি একসঙ্গে পতিত হইলে তাহার একবৎসর মাত্র আয়ুঃকাল। যে ব্যক্তি আকাশে ইন্দ্রনীলবর্ণ সর্প সকল সঞ্চরণ করিতেছে এইরূপ দেখে, তাহার আয়ুঃকাল ৬ মাস। পরিষ্কার দিবসে সূর্য্যের বিপরীতদিকে ফুৎকার দ্বারা জল নিঃক্ষেপ করিলে তাহাতে যদি ইন্দ্রধনুঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার আয়ুঃকাল ৬ মাস। নিজের জিহ্বা, নাসিকার অগ্রভাগ, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল এবং নেত্রজ্যোতিঃ দেখিতে না পাইলে, অল্পদিন মধ্যেই মৃত্যু হয়। নীলাদিবর্ণ বা অম্লাদি রস অন্যথাভাবে অনুভব করিলে, অর্থাৎ যে বস্তুর যে বর্ণ তাহা না দেখিয়া অন্যবর্ণ দেখিলে এবং যে বস্তুর যে আস্বাদ তাহা না পাইয়া অন্য আস্বাদ পাইলে, ৬ মাস মধ্যে মৃত্যু হয়। কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও তালু প্রভৃতি স্থান নিরন্তর শুষ্ক হইলে ৬ মাস মধ্যেই মৃত্যু ঘটে। যাহার দন্ত, নখ ও নেত্রকোণ নীলবর্ণ হয়, তাহারও আয়ুঃকাল ৬ মাস। মৈথুনকালে মধ্য ও শেষ সময়ে হাঁচি হইলে, তাহার ৫ মাস মধ্যে মৃত্যু হয়। স্নানের পর প্রথমেই যাহার বক্ষঃস্থল ও হস্তপদ শুষ্ক হয়, সে ব্যক্তি ৩ মাস মাত্র জীবিত থাকে। ধূলি ও কর্দ্দম মধ্যে যাহার পদচিহ্ন খণ্ডরূপে চিহ্নিত হয়, তাহার আয়ুঃকাল ৫ মাস মাত্র। দেহ নিশ্চল থাকিলেও যাহার ছায়া কম্পিত হয়, তাহার চতুর্থমাসে মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি নিজের প্রতিবিম্ব মধ্যে মুকুট বা মস্তকাদি দেখিতে না পায়, তাহার সেই মাসেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বুদ্ধি ভ্রান্ত হওয়া, বাক্য স্খলিত হওয়া এবং রাত্রে ইন্দ্রধনু, দুইটি চন্দ্র অথবা আকাশ নক্ষত্রশূন্য, দিবাভাগে দুইটি সূর্য্য, আকাশে নক্ষত্রসমূহ, চারিদিকে একসময়ে ইন্দ্রধনু দর্শন, কিম্বা পিশাচের নৃত্য, বৃক্ষ বা পর্ব্বতের উপর গন্ধর্ব্বলোক দর্শন এইগুলি আশু মৃত্যুর লক্ষণ; ইহার একটিমাত্র লক্ষণ উপস্থিত হইলেও একমাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটে। হস্তদ্বারা কর্ণ আবরিত করিয়া যে ব্যক্তি তাহাতে কোনরূপ শব্দ শুনিতে না পায়, তাহার জীবন থাকে মাত্র। স্থূল ব্যক্তি হঠাৎ কৃশ হইলে, অথবা কৃশ ব্যক্তি হঠাৎ স্থূল হইলে এক মাস মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। নিজের ছায়া দক্ষিণদিকে অবস্থিত দেখিলে, পাঁচদিনের মধ্যে তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। পিশাচ, অসুর, কাক, ভূত, প্রেত, কুক্কুর, গৃধিনী, শৃগাল, গর্দ্দভ, শূকর, শরভ, উষ্ট্র, বানর, বাজপক্ষী, অশ্বতর বা বৃক প্রভৃতি জন্তুগণ তাহাকে ভক্ষণ কিংবা আকর্ষণ করিতেছে, যে ব্যক্তি এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, এক বৎসর পরে তাহার মৃত্যু ঘটে। স্বপ্নে নিজের শরীর গন্ধ, পুষ্প ও রক্তবস্ত্র দ্বারা ভূষিত দেখিলে ৮ মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। ধূলিরাশি, বল্মীক, যূপ অথবা দণ্ডে আরোহণ করিতেছি, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে ৬ মাস মধ্যে মৃত্যু হয়। স্বপ্নে গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া ভূষিত শরীরে দক্ষিণদিকে গমন করিলে অথবা নিজের মস্তক কিম্বা শরীর শুষ্ককাষ্ঠ ও তৃণযুক্ত দেখিতে পাইলে ৬ মাস মধ্যে মৃত্যু ঘটে। কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া লৌহদণ্ডধারী কৃষ্ণপুরুষ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে তিনমাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। স্বপ্নে অতি কৃষ্ণবর্ণা কুমারী আলিঙ্গন করিলে একমাস মধ্যে মৃত্যু হয়। বানরে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছি, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে পাঁচদিন মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কৃপণ ব্যক্তি হঠাৎ দাতা হইয়া উঠিলে এবং দাতা ব্যক্তি হঠাৎ কৃপণ হইলে, তাহাও তাহাদের মৃত্যুলক্ষণ। এইরূপ বহুবিধ মৃত্যুচিহ্ন কথিত আছে।"

(কাশীখণ্ডে ৪১ অঃ।)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও ইহার নানাপ্রকার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা সুশ্রুতে—"শরীর বা আচার ব্যবহার স্বাভাবিক অপেক্ষা অকারণ বিকৃত হইলেই সংক্ষেপে তাহা মৃত্যু লক্ষণ বলা যায়। যে ব্যক্তি কোনরূপ শব্দ না হইলেও দিব্য শব্দ শুনিতে পায়, ঐরূপ সমুদ্র মেঘ প্রভৃতির শব্দ না হইলেও দিব্য শব্দসমূহ শুনিতে পায় এবং শব্দ হইলে

শুনিতে পায় না, অথবা অন্য শব্দের ন্যায় শোনে; বিরক্তি-কারক শব্দে সন্তুষ্ট এবং সুশব্দে অসন্তুষ্ট হয়; তাহার মৃত্যু অতিশয় নিকটবর্ত্তী বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি শীতল দ্রব্য উষ্ণ অনুভব এবং উষ্ণদ্রব্য শীতল অনুভব করে; শীতপীড়িত হইয়াও উষ্ণস্পর্শে কষ্ট বোধ করে, অথবা অত্যন্ত উষ্ণগাত্র হইলেও শীতে কম্পিত হয়; প্রহার করিলে বা অঙ্গচ্ছেদন করিলেও যাহার কোনরূপ বেদনা অনুভব হয় না; যাহার শরীরে ধূলা বিক্ষিপ্ত আছে বলিয়া বোধ হয়; যাহার শরীরবর্ণ অন্যরূপ হইয়া যায়, অথবা সর্ব্বশরীরে সূতার ন্যায় পদার্থ বিস্তৃত হয়; যে ব্যক্তি স্নান করিয়া অনুলেপনাদি গাত্রে লেপন করিলে, তাহাতে নীলমক্ষিকা সকল উপবিষ্ট হয়; অকস্মাৎ যাহার সুগন্ধি বাতকর্ম্ম নিঃসৃত হয়, তাহারও মৃত্যু অতি আসন্ন। রসসমূহ যে ব্যক্তি বিপরীতরূপে আস্বাদন করে; যথাযুক্ত রসসমূহ যাহার দোষবৃদ্ধিকারক এবং অযথাযুক্ত রসসমূহ দোষের শান্তিকারক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক হয়; তাহারও অল্পদিন পরে মৃত্যু হইয়া থাকে। সুগন্ধি দ্রব্য দুর্গন্ধি বলিয়া অনুভব করিলে, কিম্বা একেবারেই কোন বস্তুর গন্ধ অনুভব করিতে না পারিলে, তাহার মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে হইবে। শীত, উষ্ণ, কালের অবস্থা ও দিক্ প্রভৃতি যে ব্যক্তি বিপরীতভাবে অনুভব করে, জ্যোতিষ্ক পদার্থ সকল দিবাভাগে যে ব্যক্তি প্রজ্বলিত দেখিতে পায় এবং রাত্রিতে সূর্য্যকিরণ, দিবসে চন্দ্রকিরণ, মেঘশূন্য সময়ে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে বজ্রপাত, নির্ম্মল আকাশে অথবা প্রাসাদ প্রভৃতি স্থানে মেঘদর্শন, বায়ু ও আকাশের মূর্ত্তি দর্শন, পৃথিবীকে ধূম, নীহার অথবা বস্ত্রাদি দ্বারা আবরিত বলিয়া অনুভব, লোকসমূহ প্রজ্বলিত অথবা জল-প্লাবিত বলিয়া বোধ করিলে তাহার অল্পদিন পরেই মৃত্যু ঘটে। আকাশে নক্ষত্রগণসহ অরুন্ধতী, ধ্রুব ও আকাশ-গঙ্গা দেখিতে না পাইলে, জ্যোৎস্নায়, দর্পণে ও উষ্ণজলে নিজের প্রতিবিম্ব না দেখিতে পাইলে অথবা বিকৃত একাঙ্গ-হীন ও অন্য প্রাণীর ন্যায় দেখিলে, কিম্বা কুক্কুর, কাক, কঙ্ক, গৃধ্র, প্রেত, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সর্প, হস্তী বা ভূত প্রতি-বিম্বের ন্যায় দেখিতে পাইলে, তাহাও আসন্নমৃত্যুর লক্ষণ বুঝিতে হইবে। প্রজ্বলিত অগ্নির ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় বর্ণ দেখিলে অথবা অগ্নিতে ধূম দেখিতে না পাইলে তাহাও মৃত্যুলক্ষণ। এতদ্ভিন্ন শরীরাবয়বের শুক্লাংশ কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণাংশ শুক্লবর্ণ, রক্তবর্ণের অন্যবর্ণতা, স্থির পদার্থের অস্থিরতা, অস্থির পদার্থের স্থিরতা, বৃহৎ বস্তুর ক্ষুদ্রতা, ক্ষুদ্র বস্তুর বৃহত্ব, দীর্ঘ হ্রস্ব, হ্রস্ব দীর্ঘ, নিঃসরণে অনুপযুক্ত বস্তুর নিঃসরণ, নিঃসরণে উপযুক্ত বস্তুর অনিঃসরণ, অকস্মাৎ শরীরের শীতলতা, উষ্ণতা, স্নিগ্ধতা, রুক্ষতা, স্তব্ধতা, বিবর্ণতা ও অব-সন্নতা; অঙ্গবিশেষের স্বস্থান হইতে পতন, উৎক্ষেপ, ঘুরিয়া যাওয়া, নির্গত হওয়া, প্রবিষ্ট হওয়া এবং গুরুত্ব বা লঘুত্বের উৎপত্তি, অকস্মাৎ রক্তবর্ণ ব্যঙ্গ (মেচেতা) হইলে, শিরা-সমূহ প্রকাশিত হইলে, ললাটে বা নাসিকার উপর পিড়কা উৎপন্ন হইলে, প্রাতঃকালে ললাট হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হইলে, নেত্ররোগব্যতীত চক্ষু হইতে সর্ব্বদা অশ্রু নির্গত হইলে, মস্তকে গোময়চূর্ণের ন্যায় চূর্ণপদার্থের উৎপত্তি হইলে, ভোজন না করিলেও মলমূত্রাদির বৃদ্ধি হইলে ও ভোজন করিলেও মলমূত্রাদি বিনষ্ট হইলে এবং দন্ত, মুখ; নখ ও অন্যান্য অবয়বে বিবর্ণ পুষ্পের প্রাদুর্ভাব হইলে, তাহাকেও আসন্নমৃত্যুর লক্ষণ কহে।"

কথিত লক্ষণ সকল নীরোগ বা রোগী উভয়েরই মৃত্যু-লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তদ্ভিন্ন কেবল রোগী ব্যক্তিরই কতকগুলি মৃত্যুলক্ষণ বর্ণিত আছে। যথা—"স্তনমূল, হৃদয় ও বক্ষোদেশে শূল উপস্থিত হইলে, শরীরের মধ্যস্থল অর্থাৎ বুক পিঠ ও কটিশোথযুক্ত এবং হস্তপদ শুষ্ক হইলে, অথবা মধ্যদেশ শুষ্ক ও হস্তপদে শোথ হইলে, কিম্বা অর্দ্ধাঙ্গ শুষ্ক এবং অর্দ্ধাঙ্গ শোথযুক্ত হইলে, নষ্টস্বর, ক্ষীণস্বর, বিকল-স্বর বা বিকৃতস্বর হইলে, তাহার অবিলম্বে মৃত্যু হয়। যাহার মল, কফ ও শুক্র জলে নিমগ্ন হইয়া যায়, যাহার চক্ষুতে ভিন্ন ও বিকৃতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার কেশ সকল তৈলযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, যে দুর্ব্বল ব্যক্তি অরুচি ও অতিসাররোগে পীড়িত হয়, কাসরোগী তৃষ্ণা-পীড়িত হইলে, ক্ষীণ ব্যক্তি বমন ও অরুচি রোগযুক্ত হইলে, ফেন, পূয ও রক্তমিশ্রিত বমন করিলে, এই সকল মৃত্যুলক্ষণ বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি একসময়ে শূল ও স্বরভঙ্গরোগে পীড়িত হয়; যাহার হস্ত, পদ ও মুখদেশে শোথ উৎপন্ন হয়; যে ব্যক্তি ক্ষীণ অথচ আহারে রুচিহীন; যাহার পিণ্ডিকা, স্কন্ধ, হস্ত ও পদ শিথিল হয়; যে ব্যক্তি জ্বরযুক্ত কাসরোগা-ক্রান্ত হয়; যে জ্বরকাসরোগী পূর্ব্বাহ্নের ভুক্তদ্রব্য অপরাহ্নে বমন করে, অথবা অপক্ক অবস্থায় তাহার বিরেচন হয়, তাহা হইলে ঐ রোগের সহিত শ্বাসরোগ উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করে। যে ব্যক্তি ছাগলের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিতলে পতিত হয়; যাহার অণ্ডকোষ শিথিল কিন্তু লিঙ্গ স্তব্ধ অথবা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়; গাত্রে জল-সেচন করিলে, প্রথমেই যাহার হৃদয়স্থ জল শুষ্ক হইয়া যায়; যে ব্যক্তি লোষ্ট্র দ্বারা লোষ্ট্র, অথবা কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত

করে, অথবা নখ দ্বারা তৃণ ছেদন করে, অধরোষ্ঠ দংশন করে, উত্তরোষ্ঠ লেহন করে, কর্ণ বা কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করে, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, সুহৃদ্ ও চিকিৎসককে দ্বেষ করে, তাহারও মৃত্যু অতি আসন্ন। যাহার জন্মকালীন গ্রহগণ বক্রগামী ও মন্দস্থান গত হইয়া জন্মনক্ষত্রকে পীড়িত করে, যাহার হোরা উল্কা ও অশনিদ্বারা অভিহত হয়, যাহার গৃহ, দ্বার, শয্যা, আসন, যান, বাহন, মণি, রত্ন প্রভৃতি উপকরণ সকল কুলক্ষণযুক্ত হয়, তাহারও অচিরাৎ মৃত্যু ঘটে। যাহার শরীরপ্রভা শ্যাব, লোহিত, নীল বা পীতবর্ণ হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। যাহার কান্তি ও লজ্জা বিনষ্ট হইয়া যায়, অকস্মাৎ যাহার শরীরে তেজঃ, ওজঃ, স্মৃতি ও প্রভা উপস্থিত হয়, যাহার অধরোষ্ঠ ঝুলিয়া পড়ে এবং উত্তরোষ্ঠ ঊর্দ্ধগত হয় অথবা উভয় ওষ্ঠই যাহার জামের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার জীবন অতিদুর্লভ। দন্ত সকল রক্তবর্ণ, শ্যামবর্ণ বা খঞ্জনবর্ণ হইলে অথবা পড়িয়া গেলে, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, স্তব্ধ, অবলিপ্ত, শোথযুক্ত বা কর্কশ হইলে, নাসিকা কুটিল, কুটিত অর্থাৎ ফাটা ফাটা ও শুষ্ক হইলে, স্বর অধিক প্রকাশিত অথবা বদ্ধ হইয়া গেলে, চক্ষুর্দ্বয় সঙ্কুচিত, স্তব্ধ, রক্তবর্ণ অথবা অশ্রুযুক্ত হইলে কেশসমূহ আপনাআপনি সিঁথিযুক্ত হইলে, ভ্রূদ্বয় অবনত হইলে এবং অক্ষিপক্ষ্ম সকল পতিত হইয়া গেলে, অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। মুখে খাদ্যবস্তু দিলে যে তাহা গিলিতে পারে না, আপনার মস্তক ধারণ করিতে অসমর্থ হয়, একাগ্রদৃষ্টির ন্যায় একবিষয়েই চক্ষু সন্নিবেশ করিয়া থাকে, অথবা মুগ্ধচিত্ত হইলে, তাহার প্রাণনাশ হয়। বলবান্ বা দুর্ব্বল ব্যক্তি বারবার মোহ প্রাপ্ত হইলে তাহাও তাহার মৃত্যুলক্ষণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই উত্তান (চিৎ) হইয়া শয়ন করে, পদদ্বয় বিক্ষেপ অথবা প্রসারণ করে, যাহার হস্ত, পদ ও নিশ্বাস শীতল হয়, যাহার শ্বাস ছিন্ন, নিঃশ্বাস কাকোচ্ছ্বাসের ন্যায়, তাহার অধিকদিন প্রাণরক্ষা হয় না। যে অবিরত নিদ্রা যায়, একবারও যাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না অথবা একেবারেই যাহার নিদ্রা হয় না, কিছু বলিবার চেষ্টা করিলে যে ব্যক্তি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, সর্ব্বদাই যাহার উদ্গার হয়, যে প্রেতের সহিত বাক্যালাপ করে, বিষাক্ত না হইলেও যাহার রোমকূপ দ্বারা রক্ত নিঃসৃত হয়, বাতাষ্ঠীলা যাহার হৃদয়ে ঊর্দ্ধগত হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বুঝিতে হইবে। কোন রোগের উপদ্রব ব্যতীত কেবল শোথরোগ (পুরুষের পদদ্বয়ে ও স্ত্রীলোকের মুখদেশে এবং উভয়েরই গুহ্যদেশে) হইলে প্রাণ বিনষ্ট হয়। শ্বাস অথবা কাসরোগে অতিসার, জ্বর, হিক্কা, বমন, অণ্ডকোষ ও লিঙ্গে শোথ প্রভৃতি উপদ্রব হইলে, তাহাতে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। বলবান্ রোগীও স্বেদ, দাহ, হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত হইলে তাহার প্রাণরক্ষা হয় না। যে ব্যক্তির জিহ্বা শ্যামবর্ণ হয়, বামচক্ষু কোটরগত হয়, মুখে পূতিগন্ধ হয়, অশ্রুদ্বারা মুখমণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠে, পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, চক্ষু আকুল হয়, শরীরস্থ গুরু অবয়ব সকল হঠাৎ পাতলা হইয়া যায়, যে ব্যক্তি পঙ্ক, মৎস্য, বসাতৈল ও ঘৃতের গন্ধ অনুভব করিতে পারে না, ভাজা দ্রব্যের গন্ধের ন্যায় যে ব্যক্তি বায়ু ত্যাগ করে, মাথার উকুন সকল যাহার ললাটে বিচরণ করে, কাকদিগকে খাদ্য প্রদান করিলে তাহারা যাহার হস্তে সেই খাদ্য ভক্ষণ না করে, যাহাদিগের কোন বিষয়েই সন্তুষ্টি জন্মায় না, তাহাদিগের মৃত্যু অতি আসন্ন। যে ক্ষীণ ব্যক্তির ক্ষুধাতৃষ্ণা রুচিকারক ও হিতজনক মিষ্টান্ন পান দ্বারা নিবারিত হয় না, যাহার এককালে আমাশয়রোগ, শিরঃশূল ও দারুণ কোষ্ঠশূল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগেরও অচিরাৎ মৃত্যু ঘটে।” (সুশ্রুত সূত্র° ৩০, ৩১, ৩২ অঃ।)

কালচোদিত (ত্রি) কালেন চোদিতঃ প্রেরিতঃ ৩তৎ। যথাকালে বিনা চেষ্টায় উপস্থিত, কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত।

কালছুঁচা (দেশজ) কালরঙ্গের ছুঁচা।

কালজঙ্ঘা (দেশজ) শীকারী পক্ষিবিশেষ, বাজপাখীর নামান্তর।

কালজাতী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Eranthemum pulchellum)

কালজানি (স্ত্রী) নদীবিশেষ। আলাইকুরি ও দিমা নামক দুইটী নদী ভুটানের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া জলপাইগুড়ি জেলায় আলিপুর নামক স্থানে মিলিত হইয়া কালজানি নাম ধারণ করিয়াছে। তাহার পর কুচবেহার রাজ্যের পূর্ব্বদিক্ দিয়া আসিয়া রঙ্গপুরের নিকট রৈধক নামক নদীতে মিশিয়াছে।

কালজাম (দেশজ) ১ কালরঙ্গের জামফল। ২ জামগাছ।

কালজীরা (দেশজ) কালরঙ্গের জীরা। [কৃষ্ণজীরক দেখ।]

কালজোষক (ত্রি) কালে যথাকালে জুষতে ভোজনাদি ইতি শেষঃ কাল-জুষ্-ণ্বুল্। ১ যথাসময়ে অন্ন আহারাদি দ্বারা সন্তুষ্ট। (পুং) ২ গোপবিশেষ।

কালজ্ঞ (পুং) কালং উষাদিসময়ং জানাতি কাল-জ্ঞা-ক। ১ কুক্কুট। ২ (ত্রি) উচিত সময়বেত্তা। ৩ জ্যোতিষী।

কালজ্ঞান (ক্লী) কালো জ্ঞায়তে অনেন কাল-জ্ঞা-করণে ল্যুট্। ১ জ্যোতিষশাস্ত্র। ২ (ভাবে ল্যুট্।) উপযুক্ত সময় জ্ঞান। ৩ কালো মৃত্যুর্জ্ঞায়তে অনেন। মৃত্যুবোধক চিহ্ন।

("কালজ্ঞানং ততঃ প্রোক্তং দিবোদাসস্য বর্ণনম্॥"
কাশীখ° অনু°।)

কালঝাঁটি (দেশজ) গুল্মবিশেষ। (Eranthemum pulchellum)

কালঞ্জর (পুং) কালং জরয়তি কাল জৄ ণিচ্ অচ্ বাহুলকাৎ মুম্। ১ যোগিচক্রমেলক। ২ ভৈরববিশেষ। ৩ (কালেন জীর্যতি) মেরুর উত্তরস্থ পর্ব্বতবিশেষ। (বিষ্ণুপু° ২।২।২৮) ৪ নগরবিশেষ। [কালিঞ্জর দেখ।] ৫ শিব। ৬ (ত্রি) মৃত্যুনিবারক; সর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সত্বগুণমাত্রে মনোনিবেশকারক।

("আহৃত্য সর্ব্বসঙ্কল্পান্ সত্বে চিত্তং নিবেশয়েৎ।
সত্বে চিত্তং সমাবেশ্য ততঃ কালঞ্জরো ভবেৎ॥"
ভারত শান্তি ২৪ অঃ।)

কালঞ্জরক (ত্রি) কালঞ্জর বুঞ্ (অবৃদ্ধাদপি বহুবচনবিষয়াৎ। পা ৪।২।১২৫।) কালঞ্জরনামক জনপদসম্বন্ধীয়।

কালঞ্জরা (স্ত্রী) কালং জরয়তি কালং জৄ-ণিচ্-অচ্-টাপ্ মুম্। চণ্ডিকা।

কালঞ্জরী (স্ত্রী) কালঞ্জর-ঙীপ্। শিবপত্নী, চণ্ডী।

কালতম (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কাল-তমপ্ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫।) অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ।

কালতর (ত্রি) কালো অতিশেতে কালীঃ কালী তরপ্। (দ্বিতীয়ান্তাৎ অতিশয্যমানাৎ। পা ৫।৩।৫৫। বার্ত্তিক ১।) কালী অপেক্ষাও অধিক কৃষ্ণবর্ণ।

কালতা (স্ত্রী) কালস্য ভাবঃ কাল তল্। কালের ভাব, কালের মর্ম্ম।

কালতাল (পুং) কালতায়ৈ কৃষ্ণত্বাৎ অলতি পর্য্যাপ্নোতি কালতা-অল্-অচ্। তমালগাছ। [তমাল দেখ।]

কালতিত্তিরি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, কালরঙ্গের তিত্তিরি পাখী।

কালতিন্দুক (পুং) কালশ্চাসৌ তিন্দুকশ্চেতি কর্ম্মধা। কুপীলুবৃক্ষ।

কালতিল (ক্লী) কালশ্চাসৌ তিলশ্চ। কালরঙ্গের তিল, কৃষ্ণতিল। (Sesamum Indicum)

কালতীর্থ (ক্লী) কোশলাস্থিত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থজল-স্পর্শ করিলে একাদশ বৃষদানের ফল লাভ হয়।

("কোশলান্তু সমাসাদ্য কালতীর্থমুপস্পৃশেৎ।
বৃষৈকাদশফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥" ভারত বন ৮৫ অঃ।)

কালতুলসী (স্ত্রী) কালরঙ্গের তুলসী, ইহার ডাল ও বোঁটা প্রভৃতি স্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়। [তুলসী দেখ।]

কালতেউড়ী (দেশজ) কালরঙ্গের তেউড়ী। [ত্রিবৃৎ দেখ।]

কালতোয়ক (পুং) প্রাচীন জনপদবিশেষ। মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে এই স্থান আভীর ও অপরান্তাদি জনপদের সহিত উক্ত হইয়াছে। টলেমি কোলক ও এরিয়ান্ ক্রোকল নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। (Ptolemy, *Geog.* VII. ch. I. 58; Arrian, *Indika* Sec. 21.) উক্ত উভয় নাম কালক বা কালতোয়ক শব্দের রূপান্তর বলিয়া অনুমিত হয়। করাচী উপসাগরের উপকূলে কালকল্ল বা কার্কল্ল নামে একটী জেলা আছে, এই স্থান পুরাণোক্ত কালতোয়ক জনপদের অংশ বলিয়া বোধ হয়।

কালত্রয় (ক্লী) কালস্য ত্রিরবয়বঃ কাল-ত্রি-অয়চ্। (দ্বিত্রিভ্যাং তয়স্যায়জ্বা। পা ৫। ২। ৫৩।) তিনকাল, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান।

কালত্রয়জ্ঞ (ত্রি) কালত্রয়ং জানাতি কালত্রয়-জ্ঞা-ক। যে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের বিষয় অবগত।

কালত্রয়দর্শন (ক্লী) কালত্রয়স্য দর্শনং প্রত্যক্ষবৎ অব-লোকনম্ ৬তৎ। প্রত্যক্ষের ন্যায় কালত্রয়ের বিষয় দর্শন করা।

কালত্রয়দর্শী [ন্] (পুং) কালত্রয়ং পশ্যতি প্রত্যক্ষবৎ অব-লোকয়তি কালত্রয়-দৃশ-ণিনি। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষের ন্যায় কালত্রয়ের বিষয় অবলোকন করে।

কালত্রয়বেদী [ন্] (ত্রি) কালত্রয়ং বেত্তি কালত্রয়-বিদ্ ণিনি। যে ব্যক্তি ত্রিকালের বিষয় অবগত।

কালদণ্ড (পুং) কালপ্রাপকো দণ্ডঃ মধ্যলো°। ১ জ্যোতি-র্যোক্ত বারাদি যোগবিশেষ। ২ (কালে যথাকালে প্রাপ্তো দণ্ডঃ ৭তৎ) যথাসময়ে প্রাপ্ত দণ্ড। ৩ (কালস্য দণ্ডঃ) যমদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড।

কালদন্তক (পুং) কালো দন্তোঽস্য কাল-দন্ত-কপ্। ১ সর্প-বিশেষ; এই সর্প বাসুকিবংশজাত; জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ইহার নিধন হইয়াছিল। ২ (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণদন্তযুক্ত।

কালদমনী (স্ত্রী) কালং মৃত্যুং দময়তি নাশয়তি কাল-দম-ল্যু-ঙীপ্। মৃত্যুনিবারিণী দুর্গা।

কালদানা (দেশজ) ঔষধবিশেষ, ইহা একজাতীয় বৃক্ষের বীজ, বিরেচনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে কালাদানাও বলিয়া থাকেন।

কালদানী, কুর্দিস্থানের ইকরি জেলায় এই নামে একশ্রেণীর তদ্দেশীয় খৃষ্টান বাস করে। ইহাদের নিজের মুখে শুনা যায় যে, সেণ্ট-টমাস ও তাঁহার ৭০টী শিষ্যের মধ্যে ২ জনে মিলিয়া তাহাদিগকে খৃষ্টান করেন। ইহারা অপরজাতি হইতে পৃথক্ থাকিয়া আজও স্বাধীনভাবে আছে। ইহারা প্রজাতন্ত্রপ্রিয়, পূর্ব্ব হইতে এই জাতি কালদী (Kaldi or

Chaldæan) নামে খ্যাত। ইহারা যখন প্রথম খৃষ্টান হয়, তখন যে অবস্থায় ও যে ভাবে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে, এখনও সেই ভাবেই তাহা মানিয়া আসিতেছে। ইহাদের প্রতিগ্রামে একটি করিয়া সামান্য গির্জ্জা আছে। প্রতি রবিবারে স্ত্রীপুরুষে একত্র হইয়া উপাসনা ও উপহারাদি দান করে। ইহারা প্রায় উপবাস করে। ইহাদের যাজকেরা নিরামিষাশী।

কালদানীয়া সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। কেবল শত্রু নয়, এমন কি নিরীহ আগন্তুকের উপরেও ইহারা অত্যাচার করে। বাণ ও টরস হ্রদের মধ্যে পূর্ব্বে আমদিয়া জেলা পর্য্যন্ত কালদানী প্রদেশ বিস্তৃত। এই প্রদেশে ধান্যক্ষেত্রাদি অল্প, কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশই অধিক।

কালদেধান (দেশজ) দেধানবিশেষ। (Andropogon bicolar) [গবেধুক দেখ।]

কালধর্ম্ম (পুং) কালস্য ধর্ম্মঃ ৬তৎ। ১ মৃত্যু। ২ সময়ের স্বভাব; শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু অনুসারে শীতলতা ও উত্তাপাদি যাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

("কালধর্ম্মপরিক্ষিপ্তঃ পাশৈরিব মহাগজঃ।" রামায়ণ ২।৭২।৩৮।)

কালধর্ম্মা [ন্] (পুং) কালস্য ধর্ম্ম ইব ধর্ম্মোঽস্য কাল-ধর্ম্ম-অনিচ্। মৃত্যু।

কালধারণা (স্ত্রী) কালস্য ধারণা নিশ্চয়াবগতিঃ ৬তৎ। ১ সময়নির্দ্ধারণ। ২ কালের অবস্থাজ্ঞান।

কালধুতুরা (দেশজ) কালরঙ্গের ধুতরা। [ধুস্তূর দেখ।]

কালনগর—একটি নগর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আলাহাবাদ নগরের ২০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে গঙ্গার দক্ষিণতীরে অক্ষা° ২৫° ৪১´৫৫´´ উঃ ও দ্রাঘি ৮১°২৪´২১´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এক্ষণে ইহাকে করা বলে। এখানে কালেশ্বরের একটী মন্দির আছে, তাহা হইতেই ইহার 'কালনগর' নাম হইয়াছে।

কালনর (পুং) ১ অনুবংশীয় রাজবিশেষ।

("অনোঃ সভানরশ্চক্ষুঃ পরেক্ষুশ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ।
সভানরাৎ কালনরঃ সৃঞ্জয়স্তৎসুতঃ শুভঃ॥" ভাগবত ৯।২৩।)

২ (কালঃ কালচক্রং রাশিচক্রমিত্যর্থঃ নর ইব মেষাদি) দ্বাদশ-রাশিরূপ মস্তকাদি অবয়বযুক্ত পুরুষবিশেষ। [কালপুরুষ দেখ।]

কালনা—বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী বিভাগ। অক্ষা° ২৩°৭´ ও ২৩°৩৫´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৮৭°৫৯´ ও ৮৮° ২৭´৪৫´´ পূঃ মধ্যে। লোকসংখ্যা ২,৩৭,৬০৭। কালনা বিভাগে ৭০১টী গ্রাম আছে। পূর্ব্বে কালনা, পূর্ব্বস্থলী ও মন্তেশ্বর তিনটী স্বতন্ত্র থানার এলাকাভুক্ত ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, তিনটীই কালনা বিভাগভুক্ত হয়। এই বিভাগের জন্য একটী দেওয়ানী ও তিনটী ফৌজদারী আদালত আছে।

কালনা বিভাগের প্রধান নগর কালনা। গঙ্গার দক্ষিণকূলে অক্ষা° ২৩°১৩´২০´´ উঃ, দ্রাঘি ৮৮°২৪´৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১০৪৬৩, পূর্ব্বে ইহার অধিক ছিল, কিন্তু এখন স্বভাবতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে কমিয়া গিয়াছে। কালনা একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান। দ্রব্যাদি এস্থান হইতে রেলপথে কলিকাতায় আনিতে যেরূপ ব্যয় হয়, নদীপথে আনিতে তদপেক্ষা অল্প পড়ে। এজন্য এখন নদীপথেই এ স্থান হইতে কলিকাতায় দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। সেই জন্যই ইহার সমৃদ্ধি এখনও হ্রাস হয় নাই। দিনাজপুর ও রঙ্গপুর হইতে এখানে চাউল আমদানী হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর কালনা হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত একটী সুন্দর রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই রাস্তায় ৪ ক্রোশ অন্তর একএকটী পুষ্করিণী ও ডাকবাঙ্গালা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পথ মহারাজের গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য নির্ম্মিত হয়। মুসলমানদিগের আমলে এস্থানে একটী দুর্গ ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও ভাগীরথীতীরে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন দুইটী ভগ্ন মস্‌জিদ্‌ও এখানে আছে। গঙ্গাতীরে বর্দ্ধমানরাজের বাটীতে ১০৮টী শিবমন্দির ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির, অতিথিশালা ও সমাধিস্থান; সমাধিস্থানে পূর্ব্বতন রাজগণের অস্থিপঞ্জর রক্ষিত হইয়াছে। রাজবাটী অতি মনোরম স্থান। এখানকার বাজার অতি প্রশস্ত। এখানে সহস্রাধিক ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহশ্রেণী দেখা যায়।

কালনাগ (পুং) কালপ্রাপকো নাগঃ মধ্যলো°। ১ নিয়ত মৃত্যুকারক সর্পবিশেষ, যাহাদিগের দংশনে নিশ্চিতই মৃত্যু ঘটে। ২ নাগাজাতির শ্রেণীভেদ। [নাগা দেখ।]

কালনাগিনী (স্ত্রী) নিয়তমৃত্যুকারিণী সর্পী।

কালনাটা (দেশজ) গুল্মবিশেষ। (Cæsalpinia bonduccella.)

কালনাথ (পুং) কালস্য কালভৈরবস্য নাথঃ ৬তৎ। ১ মহাদেব।

("কালনাথায় কল্পায় ক্ষয়ায়োপক্ষয়ায় চ।"
ভারত শান্তি ২৮৬ অঃ।)

রী নামক গ্রন্থকার।

কালনাভ (পুং) কালঃ কৃষ্ণঃ নাভিরস্য কাল-নাভি-সংজ্ঞায়াং অচ্। ১ হিরণ্যাক্ষ অসুরের পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ ৩য়)। ত্রয়োদশ সৈংহিকেয় মধ্যে কালনাভও পরিগণিত।

কালনিধি (পুং) শিব, মহাদেব।

কালনিয়োগ (পুং) কালেন কৃতো নিয়োগঃ, কালস্য নিয়োগো বা। ১ দেবের আজ্ঞা। ২ কালকৃত নিয়ম।

কালনিরূপণ (স্ত্রী) কালস্য নিরূপণং নির্দ্ধারণম্ ৬তৎ। সময় নিশ্চয় করা।

কালনির্ণয় (পুং) কালস্য নির্ণয়ঃ নিরূপণম্, ৬তৎ। সময় নির্দ্ধারণ।

কালনির্য্যাস (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণো নির্য্যাসঃ, কর্ম্মধা। গুগ্‌গুলু। [গুগ্‌গুলু দেখ।]

কালনির্ব্বাহ (পুং) কালস্য নির্ব্বাহঃ অতিবাহনম্। সময়-অতিবাহন।

কালনেত্র (ত্রি) কালং মৃত্যুজ্ঞাপকং কৃষ্ণবর্ণং বা নেত্রং যস্য, বহুব্রী। ১ মৃত্যুলক্ষণযুক্তনেত্রবিশিষ্ট। ২ কৃষ্ণবর্ণচক্ষুবিশিষ্ট।

কালনেমি (পুং) কালস্য মৃত্যোর্নেমিরিব, উপমি। ১ রাক্ষস-বিশেষ, লঙ্কাধিপতি রাবণের মাতুল; শক্তিশেলাঘাতে লক্ষ্মণ আহত হইলে, হনুমান্ তাঁহার নিমিত্ত ঔষধ আনয়ন জন্য গন্ধমাদনে গমন করিলে, এই রাক্ষস রাবণের নিকট অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্তির প্রলোভন পাইয়া ছদ্মবেশে হনুমানকে বিনষ্ট করিতে গিয়াছিল, তথায় কুম্ভীরা দ্বারা হনুমানের বিনাশসাধন উদ্দেশে হনুমানকে কৌশলক্রমে এক সরোবরে স্নান করিতে পাঠাইয়া দেয়, তথায় জলমগ্ন হইবামাত্র কুম্ভীরা তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং হনুমান্ কুম্ভীরাকে বিনাশ করিয়া, তাহাকে অভিশাপ হইতে মুক্ত করেন। এই সময়ে কুম্ভীরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে হনুমানকে কালনেমির কপটতার কথা বলিয়া দিলেন; তাহাতে হনুমান্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ছদ্মবেশী রাক্ষস কালনেমিকে নিহত করিলেন। (কৃত্তি° রামায়ণ) ২ দানববিশেষ। এই দানবের রূপাদি হরিবংশে এইরূপ বর্ণিত আছে—"এই দানব হিরণ্যকশিপুর পুত্র; ইহার শরীর, মন্দার পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ, শতহস্ত ও শতমুখ, ধূম্রবর্ণকেশ, হরিৎবর্ণশ্মশ্রু এবং দন্ত বহির্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দানব স্বীয় প্রতাপবলে দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ অধিকার করিয়াছিল এবং স্বীয় দেহ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া দেবগণের ন্যায় কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিত। পরে বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়া পরজন্মে কংসরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।" (হরিবংশ ৪৬-৫৫ অঃ।)

৩ মালবদেশীয় একজন ব্রাহ্মণকুমার। ইহার পিতার নাম যজ্ঞসোম। পিতার মৃত্যুর পর এই ব্রাহ্মণকুমার স্বীয় ভ্রাতার সহিত পাটলীপুত্রে গমন করিয়া, তথায় দেবশর্ম্মা নামক কোনও ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিলেন। দেবশর্ম্মা এই দুই ভ্রাতাকে তাঁহার দুইটী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কোনও সময়ে এই ব্রাহ্মণকুমার প্রতিবেশীদিগকে ধনাঢ্য দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশচিত্তে লক্ষ্মীর আরাধনা করেন; লক্ষ্মী আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিপুল ধন ও চক্রবর্ত্তী পুত্রলাভের বর দান করিলেন। কিন্তু ঈর্ষাপরবশ হইয়া আরাধনা করার জন্য তাঁহাকে 'চোরের ন্যায় মৃত্যু হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণ ধনপুত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রশত্রু রাজার হস্তে চৌরের ন্যায় নিহত হইয়াছিলেন। (কথাসরিৎসাগর)

কালনেমিরিপু (পুং) কালনেমেঃ রিপুঃ, ৬তৎ। কালনেমি-শত্রু ১ বিষ্ণু। ২ হনুমান্।

কালনেমিহা [ন্] (পুং) কালনেমিং হতবান্, কালনেমি হন্-ক্বিপ্। ১ বিষ্ণু। ২ হনুমান্।

কালনেমী [ন্] (পুং) কালস্যেব নেমিরস্ত্যস্য, কালনেমি-ইনি। কালনেমি।

কালনেম্যরি (পুং) কালনেমেঃ অরিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। ১ বিষ্ণু। ২ হনুমান্।

কালন্দর—মুসলমান ফকীরগণের মধ্যে কাদিরি শ্রেণীর একটী শাখা। কালন্দর ফকীরের মধ্যে যে ব্যক্তি মুর্শীদ বা গুরু গ্রহণ না করে, আপনা হইতেই সাধন ভজন করিতে থাকে, সে সুফি বলিয়া গণ্য হয়। গোঁড়া সুফিরা এরূপ স্বতঃসিদ্ধ সুফীগণের নিন্দা করে, কিন্তু এরূপেও যে কয়েকজন মহাপুরুষ সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করে না। সুফিরা মুরিদ বা চেলা রাখিতে বিশেষ আপত্তি করে না।

কালপক (ত্রি) কালে যথাকালে পকঃ, ৭তৎ। যথাসময়ে পক, আপন আপন পাকের সময়ে যাহা পাকিয়া থাকে।

"পুষ্পমূলফলৈর্বাপি কেবলৈর্বর্ত্তয়েৎ সদা।
কালপকৈঃ স্বয়ং শীর্ণৈঃ বৈখানসমতে স্থিতঃ॥" মনু ৬। ২১।

কালপথ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত অনু° ৪ অঃ)

কালপর্ণ (পুং) কালং কৃষ্ণং পর্ণং পত্রং যস্য, বহুব্রী। তগর-বৃক্ষ। [তগর দেখ।]

কালপর্ণী [ন্] (পুং) কালং কৃষ্ণং পর্ণমস্যাস্তি, কাল-পর্ণ-ইনি। কৃষ্ণতুলসী বৃক্ষ।

কালপর্য্যয় (পুং) কালস্য পর্য্যায়ঃ বৈপরীত্যম্ ৬তৎ। ১ কালের বিপরীত গতি, শুভদায়ক কালের অশুভদায়কতা এবং অশুভদায়ক কালের শুভদায়কতা।

"ভিন্ননৌকা যথা রাজন্ দ্বীপমাসাদ্য নির্বৃতাঃ।
ভবন্তি পুরুষব্যাঘ্র নাবিকাঃ কালপর্য্যয়ে॥"

মহাভারত বিরাট ৭৭ অঃ।

কালপর্ব্বত (পুং) ত্রিকূট পর্ব্বতের নিকটস্থ পর্ব্বতবিশেষ।

"ত্রিকূটং সমতিক্রম্য কালপর্ব্বতমেব চ।
দদর্শ মকরাবাসং গম্ভীরোদং মহোদধিম্॥"

মহাভারত বন ২৭৬ অঃ।

কালপানি—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কুমাউন জেলার মধ্যে

কালীনদীর উৎপত্তি স্থানে একটী উৎস। অক্ষা° ৩০° ১১´ উঃ, ও দ্রাঘি ৮০° ৫৬´ পূঃ মধ্যে ব্যাস পর্ব্বতের পার্শ্বে অবস্থিত। ইহা একটী তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এখানকার লোকের বিশ্বাস এই উৎসে স্নান করিলে বহুতর পুণ্য সঞ্চয় হয়।

কালপাত্রিক (পুং) ভিক্ষুভেদ, ইহারা কৃষ্ণবর্ণ পাত্র হাতে করিয়া ভিক্ষা করে।

কালপালক (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং পালয়তি, ধারয়তি কাল-পাল-ণ্বুল্। কঙ্কুষ্ঠমৃত্তিকা। [কঙ্কুষ্ঠ দেখ।]

কালপাশ (পুং) কালস্য পাশঃ রজ্জুরিব, যদ্বা কালস্য মৃত্যোর্যমস্য বা পাশঃ। ১ সময়ের বন্ধনরজ্জুবৎ আবদ্ধকারক অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম; যে সময়নিয়ম দ্বারা ভূতগণ আবদ্ধ হইয়া, কোনরূপে তাহার অন্যথা করিতে পারে না। ২ যমপাশ, যথাসময়ে এই পাশরূপ নিয়মে আবদ্ধ হইয়া যমালয় যাইতেই হইবে। ৩ মৃত্যুপাশ, ফাঁস দড়ি।

কালপাশিক (পুং) কালপাশস্য নেতা, কালপাশ-ঠক্। যাহার হস্তে মৃত্যু হয়, জল্লাদ, ফাঁসিদার।

কালপীলু (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পীলুঃ, কর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ পীলু, কুপীলু। [কুপীলু দেখ।]

কালপীলুক (পুং) কালপীলু-স্বার্থে কন্। কুপীলু।

কালপুচ্ছ (পুং) কালঃ পুচ্ছোঽস্য, বহুব্রী। মৃগবিশেষ। সুশ্রুত এই মৃগ কূলচর জন্তুগণের অন্তর্ভূত বলিয়াছেন, তদনুসারে ইহা কূলচর জীবগণের তুল্য গুণযুক্ত। [কূলচর দেখ।]

কালপুরুষ (পুং) কালঃ কালচক্রং পুরুষ ইব, উপমি। ১ যমসহায়; রামচন্দ্রের লীলা অবসানজন্য ইনিই দেবগণের আদেশে রামচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে নিভৃত স্থানে কথোপকথনে নিযুক্ত করেন। সেই সময়ে দ্বারস্থ দুর্ব্বাসা ঋষির অনুরোধে লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হওয়ায়, রাম প্রতিজ্ঞানুসারে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করেন। সেই শোকে লক্ষ্মণ সরযূজলে জীবন বিসর্জ্জন করায়, রামাদি অপর তিন ভ্রাতাও ঐরূপে লীলা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। (রামায়ণ।) ২ মনুষ্যদিগের শুভাশুভ গণনা করিবার জন্য, জন্মলগ্ন প্রভৃতি দ্বাদশরাশি দ্বারা কল্পিত পুরুষের ন্যায় আকারবিশেষ। এই আকৃতিতে মস্তকাদি সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিত্রিত করিয়া শুভাশুভ নির্দ্দিষ্ট হয়, তদনুসারে লক্ষ্যপুরুষেরও সেই সেই অঙ্গে শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক)।

৩ দান করিবার জন্য সুবর্ণনির্ম্মিত কালরূপেশ্বরের মূর্ত্তিবিশেষ। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—উত্তম, মধ্যম ও অধম নিয়মানুসারে এই মূর্ত্তি একশত, পঞ্চাশৎ বা পঞ্চবিংশতিনিষ্কসুবর্ণদ্বারা প্রস্তুত করিয়া ইহার দক্ষিণহস্তে খড়্গ, বামহস্তে মাংসপিণ্ড, কুণ্ডলে জবাকুসুম, পরিধানে রক্তবস্ত্র, গলদেশে পুষ্পমালা ও শঙ্খমালা প্রদান করিতে হয়। তৎপরে চতুর্দ্দশী বা চতুর্থীতিথিতে পবিত্র দিন স্থির করিয়া, যথাবিধানে এই মূর্ত্তির পূজাপূর্ব্বক দক্ষিণা ও বস্ত্রালঙ্কারাদির সহিত ইহা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। এই দান ফলে ব্যাধিজন্য মৃত্যুভয় দূর হয়, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং সমুদায় বিঘ্নশূন্য হইতে পারা যায়। অন্তিমে যথাসময়ে দেহত্যাগ করিয়া সূর্য্যলোক ভেদপূর্ব্বক পরমপদ লাভ করে। পুণ্যক্ষয়ের পর সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার ধার্ম্মিক ও রাজা হইয়া জন্ম লাভ করে। ৪ (কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পুরুষঃ, কর্ম্মধা।) কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ।

কালপুষ্প (ক্লী) কালং কৃষ্ণং পুষ্পং যস্য, বহুব্রী। মটর। [কলায় দেখ।]

কালপূগ (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পূগঃ গুবাকঃ কর্ম্মধা। কাল সুপারি। [সুপারি দেখ।]

কালপৃষ্ঠ (ক্লী) কালং কৃষ্ণং পৃষ্ঠং যস্য, বহুব্রী। ১ কর্ণের ধনু। ২ ধনুমাত্র। ৩ (পুং) মৃগবিশেষ। ৪ কঙ্ক পক্ষী।
(কালপৃষ্ঠং কর্ণচাপে পুংসি কঙ্কবিহঙ্গমে। মেদিনী।)

কালপৃষ্ঠক (পুং) কালপৃষ্ঠ-স্বার্থে কন্। কঙ্কপক্ষী। [কাঁক দেখ।]

কালপেচা (দেশজ) পেচকবিশেষ (Stryx infausta.)

কালপেশী (স্ত্রী) কালপেষী, শ্যামালতা।

কালপেষী (স্ত্রী) পিষ্যতে ঽসৌ, পিষ্ কর্ম্মণি ঘঞ্, কালশ্চাসৌ পেষশ্চেতি, কর্ম্মধা°; কালপেষ-ঙীষ্। শ্যামালতা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কালপেষী, মহাশ্যামা, সুমদ্রা, উৎপলশারিবা, দীর্ঘমূলা, পালিন্দী ও মসূরবিদলা। [শ্যামালতা দেখ।]

কালপ্রজা—কৃষ্ণবর্ণপ্রজা। চৌধুরি, দুরিও, নায়ক প্রভৃতি কয়েকটী কৃষ্ণবর্ণ জাতি এই নামে পরিচিত। ভারতের পশ্চিমঘাট নামক পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশে ইহাদের বাস ছিল। এক্ষণে উহারা তথা হইতে সুরাটে গিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্ব অথচ দৃঢ়কায়। ধনুর্ব্বাণ ব্যবহারে ক্ষিপ্রহস্ত। বনে বনে পশুহনন করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। ইহারা কৃষিকার্য্য বুঝে না। সামান্য শস্যেই পরিতৃপ্ত। ইহাদের মন্দির নাই, পুরোহিতও নাই, বৃক্ষ বিশেষ বা প্রস্তরখণ্ড বিশেষই ইহাদের পূজ্য। ডাইনকে ইহাদের বড় ভয়। কোন সন্তানের, গোরুর অথবা কুক্কুটের মৃত্যুতে ইহারা এত ভীত হয় যে দেশ ছাড়িয়া বনে পলায়ন করে।

কালপ্রভাত (ক্লী) কালং কৃষ্ণং প্রভাতং যত্র, বহুব্রী।

১ শরৎ ঋতু। ২ অনিষ্টকারক প্রভাত, যে দিন অনিষ্ট বা অমঙ্গল ঘটে।

কালপ্ররূঢ় (ত্রি) ১ কালেন প্ররূঢ় পরিপক। ২ যথাকালে উৎপন্ন।

কালপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) কালস্য প্রবৃত্তিঃ আরম্ভঃ ৬তৎ। খণ্ড-কালের ব্যবহার আরম্ভ। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে লিখিত আছে—"লঙ্কানগরীতে চৈত্রমাসের শুক্লপ্রতিপদ্ তিথি ও রবিবারে সূর্য্য-উদয়ের পর হইতে দিন, মাস, বর্ষ প্রভৃতি খণ্ডকালের প্রবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে।"

কালপ্রিয়নাথ—হিন্দুদেবতাবিশেষ। বরাহপুরাণে সূর্য্যের এক মূর্ত্তির নাম 'কালপ্রিয়' বলিয়া উল্লিখিত আছে। যমুনার দক্ষিণস্থ প্রদেশে সূর্য্যদেবের এই মূর্ত্তির পূজা হয়। কাল-প্রিয়রূপে সূর্য্যদেব যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন, তাহারই নাম কাল-প্রিয়নাথ। ভবভূতির মালতীমাধবের প্রারম্ভ পাঠে জানা যায় যে কাল-প্রিয়নাথের উৎসব উপলক্ষে প্রথম মালতী-মাধব অভিনীত হয়। মালতীমাধবের দুর্গমার্থবোধিনী নাম্নী টীকায় মানাঙ্ক এই দেবতাসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু জগদ্ধর "মালতীমাধবটীকা" নাম্নী টীকায় তদ্দেশে (বিদর্ভে ?) প্রতিষ্ঠিত ও প্রসিদ্ধ দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই দেবতা এখন কোথায় আছে, তাহা জানা যায় নাই।

কালফুট্কী (দেশজ) ক্ষুদ্রপক্ষিবিশেষ। (Sylvia kalaphutki, *Buch.*)

কালভক্ষ (পুং) শিব, মহাদেব।

কালভাণ্ডিকা (স্ত্রী) কালভাং কৃষ্ণপ্রভায়ৈ অণ্ডতি কাল-ভা-অড়ি-ণ্বুল্-টাপ্-ইত্বঞ্চ। মঞ্জিষ্ঠা; ইহার কাথ ও নির্য্যাস প্রভৃতি রক্তবর্ণ হইলেও প্রথমতঃ ইহার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। [মঞ্জিষ্ঠা দেখ।]

কালভৃৎ (পুং) কালং বিভর্ত্তি ধারয়তি কাল-ভৃ-ক্বিপ্। সূর্য্য।

কালভৈরব (পুং) ভীরোর্ভাবঃ, ভীরু-অণ্ ভৈরবং ভীরুত্বং; কালস্য ভৈরবং ভয়ং যস্মাৎ বহুব্রী। কাশীস্থ শিবের অংশ-জাত ভৈরববিশেষ। শিবতত্ত্ব জ্ঞানশূন্য ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ছেদন জন্য মহাদেব কর্ত্তৃক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। কাশীতে যে সকল দুষ্কর্ম্মকারিগণ উপস্থিত হয়, তাহাদের দণ্ডবিধানই এই কালভৈরবের কার্য্য। ব্রহ্মাও কন্যাগমন পাপযুক্ত হইয়া কাশীতে উপস্থিত হওয়ায় শিবাজ্ঞা অনুসারে কালভৈরব তাঁহার পঞ্চম মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। (কাশীখণ্ড।)

ভারতের নানাস্থানে কালভৈরবমূর্ত্তি আছে। তথায় তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।

কালমরিচ (ক্লী) কালং মরিচং। কালরঙ্গের মরিচ।

কালমসী (স্ত্রী) কালী মসীব, পুংবদ্ভাবঃ। নদীবিশেষ। ("মহী কালমসী চৈব তমসা পুষ্পবাহিনী।" হরি° ১৩৬ অঃ।)

কালমহিমা [ন্] (পুং) কালস্য মহিমা মাহাত্ম্যং, ৬তৎ। ১ সময়ের মাহাত্ম্য। ২ সময়ের শক্তি।

কালমাধবীয় (পুং) মাধবস্য মাধবাচার্য্যস্য অয়ম্, মাধব-ছ; কালপ্রতিপাদকো মাধবীয়ঃ মাধবকৃতো গ্রন্থঃ, মধ্যলো°। মাধবাচার্য্যপ্রণীত কালজ্ঞানবোধক স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ।

কালমান (পুং) কালো মন্যতে জনৈরিতি শেষঃ; কাল-মন-ঘঞ্। ১ কালতুলসী। ২ (ক্লী) কালস্য মানং পরিমাণম্। কালের পরিমাণ।

কালমার (পুং) কালতুলসী।

কালমারিষ (পুং) কাণমারিষ, বড়নটে শাক।

কালমাল (পুং) কালেন কৃষ্ণবর্ণেন মালঃ সম্বন্ধোঽস্য, বহুব্রী। কালতুলসী।

কালমুখ (পুং) কালং মুখং যস্য, বহুব্রী। ১ কৃষ্ণমুখ বানরবিশেষ। (ভারত বন ২৯১ অঃ।)

২ (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণ মুখ বা অগ্রভাগযুক্ত।

"অভিমানে কালমুখ নম্রমুখ কুচ।" ভারতচন্দ্র বিদ্যাসু° ৮৮।

কালমুগ (দেশজ) মুদ্গবিশেষ, ঘোড়ামুগ; ইহা দেখিতে অনেকটা মাষকলায়ের মত, কিন্তু মাষকলায় অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্রাকৃতি। [মুদ্গ দেখ।]

কালমুষ্কক (পুং) কালো মুষ্ক ইব কায়তি, প্রকাশতে, কাল-মুষ্ক-কৈ-ক। ঘণ্টাপারুলিবৃক্ষ।

("প্রশস্তেঽহনি নক্ষত্রে কৃতমঙ্গলপূর্ব্বকম্।
কালমুষ্ককমাহৃত্য দগ্ধ্বা ভস্ম সমাহরেৎ॥" চক্র° অর্শ°।)

কালমূল (পুং) কালং মূলং যস্য, বহুব্রী। রক্তচিত্রা। [চিত্রক দেখ।]

কালমূর্ত্তি (স্ত্রী) কালস্য মূর্ত্তিঃ ৬তৎ। ১ যমমূর্ত্তি। ২ মৃত্যু-কারক জন্তুর মূর্ত্তি। ৩ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত কালপুরুষ। [কালপুরুষ দেখ।] ৪ কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি।

কালমেঘ (পুং) ১ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ (Justicia paniculata.) ইহা অত্যন্ত তিক্ত। হিন্দুস্থানে ইহাকে মহাতিতা ও মহাভাং কহে। এই গাছের পাতা অনেকটা মরিচের পাতার ন্যায়; গাছ হইতে একরূপ শীষ নির্গত হয়, ঐ শীষে চিড়ের মত চেপ্টা চেপ্টা ফল হইয়া থাকে। অনেক কবিরাজের মতে, এই গাছ জ্বরনাশক।

২ একজন বিখ্যাত তামিল কবি। দ্রাবিড়ের লোকের নিকট 'কালমেকম্' নামে পরিচিত। ইহার কবিতাগুলি

বিদ্রূপ ও রূপকে পরিপূর্ণ, অধিকাংশ শ্লোকই দ্ব্যর্থমূলক ইনি দুইদিনে একখানি কাব্য লিখিতে পারিতেন। ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কি জানা যায় নাই।

কালমেশিকা (স্ত্রী) কালো মিশ্যতে, কালোঽয়ং ইতি কথ্যতে জনৈরিতি শেষঃ, কাল-মিশ-ঘঞ্-ঙীষ্ কন্-টাপ্ হ্রস্বশ্চ। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ কালতেউড়ী। ৩ তেউড়ী মাত্র। ৪ সোমরাজী। ৫ শ্যামালতা।

কালমেশী (স্ত্রী) কাল-মিশ্-ঘঙ্-ঙীষ্। কালমেশিকা।

কালমেষিকা (স্ত্রী) কালং মিষতি স্পর্দ্ধতে স্বকাণ্ডেন, কাল মিষ্-অণ্-ঙীষ্-স্বার্থে কন্ টাপ্ হ্রস্বত্বঞ্চ। কালমেশিকা।

কালমেষী (স্ত্রী) কালমেষ-ঙীষ্। কালমেশিকা।

কালমোরগ (দেশজ) কালরঙ্গের কুক্কুট। (Vultur Ponticerianus.) [কুক্কুট দেখ।]

কালযবন (পুং) যবনগণের অধিপতিবিশেষ; মহাদেবের নিয়মানুসারে গার্গ্যঋষির ভার্য্যাগর্ভে ইহার জন্ম হইয়াছিল। উক্ত ঋষি মথুরাবাসীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়া বৈরনির্য্যাতন নিমিত্ত অতিতঞ্জর নামক স্থানে দ্বাদশ বৎসর লৌহচূর্ণ মাত্র ভক্ষণ ও নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক রুদ্রদেবের প্রীতির নিমিত্ত তপস্যা করেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। গার্গ্যের ঔরসে ও গোপালী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কালযবনের জন্ম হয়। ইনি রাজধর্ম্মজ্ঞ ও রাজোচিত ষড়্গুণে অলঙ্কৃত, বিদ্বান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, রণকুশল, শূর ও সুমন্ত্রিসহায় ছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত ইহার সংপ্রীতি ছিল। ইনি জরাসন্ধের সহিত মথুরা আক্রমণে গমন করেন, ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাবাসীদিগকে দ্বারকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি জানিতেন যে কালযবন মথুরাবাসিগণের অবধ্য, সুতরাং কালযবনের সম্মুখ দিয়া পলায়ন করিয়া এক পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া থাকিলেন। ঐ গুহামধ্যে সূর্য্যবংশজ মহারাজ মুচুকুন্দ রণপরিশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত ছিলেন; কালযবন তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণবোধে পদাঘাত করায় তাঁহার কোপদৃষ্টিতে বিনষ্ট হন।

(হরিবংশ)।

কালযাপ (পুং) কালস্য যাপঃ অতিবাহনম্, ৬তৎ। কাল অতিবাহন, সময় কাটান।

কালযাপন (ক্লী) কালস্য যাপনং অতিবাহনম্ ৬তৎ। ১ সময় কাটান। ২ দিনপাত করা। ৩ লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করা।

কালযুক্ত (পুং) কালেন যুক্তঃ, ৩তৎ। ১ প্রভাবাদি ৬০ বৎসরের অন্তর্গত ৫২ম বৎসর বিশেষ। ২ (ত্রি) অপরিবর্ত্তনীয়কালনিয়মযুক্ত। ৩ মৃত্যুযুক্ত।

কালযোগ (পুং) কালস্য যোগঃ সংযোগঃ, ৬তৎ। ১ সময়ের সম্বন্ধ।

("মহতা কালযোগেন প্রকৃতিং যাস্যতে ঽর্ণবঃ।"

ভারত বন ১০ অঃ।)

২ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত কালরূপ যোগবিশেষ।

কালযোগী [ন্] (পুং) কালএব যোগঃ অস্যাস্তি কালযোগ ইনি। শিব। ("কালযোগী মহানাদঃ সর্ব্বকামশ্চতুষ্পথঃ।"

ভারত অনু° ১৭ অঃ।)

২ (ত্রি) কালসম্বন্ধী।

কালযোধী [ন্] (পুং) কালে যথাকালে যোধঃ যুদ্ধং কর্ত্তব্যত্বেন অস্যাস্তি কাল-যোধ-ইনি। যে ব্যক্তি যথাসময়ে যুদ্ধ করে।

কালরাত্রি (স্ত্রী) কালরূপা সৃষ্টিসংহারহেতুভূতা রাত্রিঃ মধ্যলো°। ১ প্রলয়রাত্রি, ব্রহ্মার রাত্রি; এই সময়ে সমুদায় সংসার বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবলমাত্র নারায়ণ একার্ণব মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, এজন্য এই সময়কে কালরাত্রি কহে। ২ মৃত্যুসূচক রাত্রি, যে রাত্রিতে নিজের বা আত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। ৩ ভয়ানক রাত্রি। ৪ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অযোগ্য রাত্রিবিশেষ; ইহার নিয়ম সমস্ত রাত্রিভাগ ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া বার অনুসারে প্রতিদিন ঐ অংশবিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—রবিবারে রাত্রির ষষ্ঠভাগ অর্থাৎ ২০ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড; সোমবারে চতুর্থভাগ অর্থাৎ ১২ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড; মঙ্গলবারে দ্বিতীয়ভাগ অর্থাৎ ৪ দণ্ড; বুধবারে সপ্তমভাগ অর্থাৎ ২৪ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড; বৃহস্পতিবারে পঞ্চমভাগ অর্থাৎ ১৬ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড; শুক্রবারে তৃতীয়ভাগ অর্থাৎ ৮ দণ্ডের ৪ দণ্ড এবং শনিবারে প্রথম ও শেষভাগ অর্থাৎ প্রথম ৪ দণ্ড ও শেষ ৪ দণ্ড কালরাত্রি হয়। ইহা সমুদায় কার্য্যারম্ভে পরিত্যাজ্য। সাধারণতঃ রাত্রিপরিমাণ ৩২ দণ্ড ধরিয়া এই দণ্ড পরিমাণ লিখিত হইল; কিন্তু রাত্রি পরিমান ইহার কমবেশি হইলে, তাহাই ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া একএকবারে এক বা দুই ভাগ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

"রবৌ ষষ্ঠং বিধৌ বেদং কুজবারে দ্বিতীয়কম্।
বুধে সপ্ত গুরৌ পঞ্চ ভৃগুবারে তৃতীয়কম্।
শনাবাদ্যং তথা চান্তং রাত্রৌ কালং বিবর্জ্জয়েৎ ॥" (দীপিকা।)

৫ দুর্গাদেবীর মূর্ত্তিবিশেষ।

"কালরাত্রি র্মহারাত্রি র্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।"

মার্কণ্ডেয়পুরাণ। ৮২ অঃ। ৫৯) ৫ ঐ মূর্ত্তিপ্রতিপাদক মন্ত্রবিশেষ। ৬ দীপান্বিতা অমাবস্যা।

("দীপাবলী তু যা প্রোক্তা কালরাত্রিস্তু সা মতা।" আগম।)

৭ যমের ভগিনী, ইনিই সর্ব্বপ্রাণী বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ৮ ভীমরথী, অত্যন্ত বৃদ্ধ হইলে যে অবস্থা ঘটে। হারাব'।

কালরুদ্র (পুং) কালঃ কালরূপঃ সর্ব্বসংহারকো রুদ্রঃ, কর্ম্মধা। কালাগ্নিরূপ রুদ্রবিশেষ।

("যেষু নঃ কালরুদ্রস্য নানাস্ত্রীশতসঙ্কুলঃ।
বিচিত্রহর্ম্ম্যবিন্যাসা কৃতস্তে মেরুপৃষ্ঠতঃ॥" দেবী' পুং।)

কালরূপ (ত্রি) প্রশস্তঃ কালঃ, কাল-রূপপ্ (প্রশংসায়াং রূপপ্। পা ৫।৩।৬৬।) ১ অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। ২ কালসদৃশ, মৃত্যুসদৃশ। ৩ (কালশ্চ তৎরূপঞ্চেতি) কৃষ্ণবর্ণ।

কালরূপধৃক্ (পুং) কালরূপং ধৃষতি ধারয়তি কালরূপ-ধৃষ্-ক্বিপ্। ১ যম। ২ মৃত্যু।

কালল (ত্রি) কালঃ কালকং চিহ্নভেদঃ অস্ত্যস্য, কাল-লচ্ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭।) কালচিহ্নযুক্ত।

কাললবণ (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং লবণম্, কর্ম্মধা। বিট্‌লবণ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রূক্ষ, রুচিকারক, ব্যবায়ী এবং বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদয়ে বেদনা, শরীরের গুরুতা ও শূলনাশক।

কাললোচন (পুং) ১ দানববিশেষ।

("প্রলম্বো নরকো বালী ধসৃমঃ কাললোচনঃ।"
হরিবংশ ২৪ অঃ।)

২ (ক্লী) কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু। ৩ (ত্রি) কালচক্ষুযুক্ত।

কাললৌহ (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং লোহম্, কর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ লোহ; দেশভেদে সাধারণ কথায় ইহাকে তিখা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৃষ্ণায়স, রুক্ম, তীক্ষ্ণ ও কালায়স।

[লৌহ দেখ।]

কাললোহ (ক্লী) কালঞ্চ তৎ লোহঞ্চেতি কর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ লোহ।

কালবদন (পুং) ১ দৈত্যবিশেষ। ২ (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণমুখযুক্ত।

কালবলন (ক্লী) কলয়তি উপভুনক্তি বিষয়ং কল-পিচ্-অচ্। কালস্য কায়স্য বলনং আবরণম্ বা ৬তৎ। বর্ম্ম, কবচ।

কালবাউস (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, কেহ কেহ কালবসু কহে। এই মৎস্যের আকার ও পরিমাণাদি প্রায় রুই মৎস্যের ন্যায় হইয়া থাকে, তবে বর্ণ রুই অপেক্ষা কাল। ইহা রুই মৎস্যের ন্যায় গভীর জলে বাস করে, খাইতেও বেশ সুস্বাদু।

কালবাঘ, পঞ্জাবপ্রদেশে বন্নুজেলায় একটি নগর। অক্ষা' ৩২°৫৭´৫৭″ উঃ ও দ্রাঘি ৭১°৩৫´৩৭″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৬০৫৬। আটক হইতে ৫২ ক্রোশ দূরে সিন্ধুনদীর কূলে একটী লবণের পাহাড় আছে। কালবাঘনগরটী এই পাহাড়ের গাত্রে সংলগ্ন। এই পাহাড় লবণময়। খণ্ড খণ্ড কাটিয়া লইয়া গুঁড়া করিলেই উত্তম লবণ হয়। এখানকার মারি নামক স্থানে লবণ উৎখাত হয়। রাশি রাশি লবণ কাটিয়া লওয়া হইতেছে তথাপি পাহাড়ের কিছু হ্রাস হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সিন্ধুনদের লুন নামক একটী শাখানদী আছে। উহার দক্ষিণভাগে এক স্থানে ছয়টী লবণখাত আছে। তাহার বাম দিকে লবণের গুদাম। তথায় লবণ বিক্রয় হয়। পাহাড়ে লবণের এক একটী স্তর কোথাও দেড় হস্ত আর কোথাও বা ১২ হস্ত প্রশস্ত হইবে। এখানে ৩৫ মণ লবণ কাটিয়া লইতে ১ টাকা মাত্র দিতে হয়। গোলায় আসিলে মূল্য অধিক পড়ে। নিকটে আর একটী পাহাড় আছে, তাহাতে ঐরূপ ফট্‌কিরি পাওয়া যায়। সেখানে ফট্‌কিরি ৩৷৹ টাকা মণ বিক্রয় হয়। কালবাঘনগরে লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি উত্তম প্রস্তুত হয়। এখানে একটী মিউনিসিপালিটী, ডাকবাঙ্গালা, ঔষধালয়, সরাই ও বিদ্যালয় আছে।

কালবাত (হিন্দী) সঙ্গীতভেদ।

কালবাতী (হিন্দী) যে গায়ক কালবাত গায়।

কালবান্ [ৎ] (ত্রি) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ অস্ত্যস্য কাল-মতুপ্ মস্য বঃ। কালরঙ্গবিশিষ্ট।

কালবার, (কালওয়ার) বোম্বাই-প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিবাড় প্রদেশের একটি নগর। উহা নবনগরের ১৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। কালবার নামক একটী রাজস্ব বিভাগের মহল আছে। এই নগর উহারই প্রধান স্থান। নগরটী প্রাচীরবেষ্টিত। লোকসংখ্যা ২৩১৬। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় এখানে প্রায় ৩০০ লোকের মৃত্যু হয়। এখানে বালাকাথি নামক জাতির বসতি আছে। প্রবাদ এইরূপ—বালা নামক এক রাজপুত আসিয়া এখানকার কাথিজাতির এক রমণীর পাণিগ্রহণ করে, সেই পরিণয়ের ফলে এই বালাকাথিজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে দঙ্গড়ি নামক এক প্রকার কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত। দেশস্থ রাজগণ তাহার বড় সমাদর করিতেন। এখন আর উহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

কালবিছুটী (দেশজ) ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ; ইহার পত্রে ও শাখাদিতে শৃঙ্গ আছে, তাহা গায়ে লাগিলে শরীরের সেই স্থল ফুলিয়া উঠে এবং অত্যন্ত চুলকায়।

কালবিক্রম (পুং) কালস্য যমস্য, সময়স্য বা বিক্রমঃ, ৬তৎ। ১ যমের বিক্রম। ২ মৃত্যুর বিক্রম। ৩ সময়ের বিক্রম।

কালবিধান (ক্লী) কালস্য বিধানং কার্য্যবিশেষে দিনাদি-বিভাগনিয়মো যত্র, বহুব্রী। কার্য্যবিশেষে দিনাদি নিরূপক গ্রন্থবিশেষ। সংস্কারকৌস্তভ ও সংস্কারময়ূখে স্থানে স্থানে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কালবিধ্বংসন (পুং) ১ বৈদ্যক রসবিশেষ। (ক্লী) কালস্য বিধ্বংসনম্। ২ সময়নাশ, অনর্থক সময় অতিবাহিত করা।

কালবিধ্বংসী [ন্] (ত্রি) কালং বিধ্বংসয়তি নাশয়তি, কাল-বি-ধ্বন্স-ণিচ্-ণিনি। সময়নাশক।

কালবিপ্রকর্ষ (পুং) কালস্য বিপ্রকর্ষঃ দূরত্বম্, ৬তৎ। সময়ের দূরতা, অতিপূর্ব্বকাল।

কালবিষহরী (দেশজ) ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ।

কালবৃদ্ধি (স্ত্রী) বৃদ্ধিবিশেষ; প্রতিদিবসে বা প্রতিমাসে সুদ বৃদ্ধি হইয়া, দ্বিগুণ হইলে এইরূপ সুদ বৃদ্ধির নিয়মকে কালবৃদ্ধি কহে।

("চক্রবৃদ্ধিঃ কালবৃদ্ধিঃ কারিতা কারিকা চ যা।" মনু ৮।১৫৩।)

কালবৃন্ত (পুং) কালং বৃন্তং যস্য, বহুব্রী। কুলখ।

কালবৃন্তিকা (স্ত্রী) কালং বৃন্তং যস্যাঃ, কাল-বৃন্ত-ঙীষ্-স্বার্থে কন্-টাপ্-ঈকারস্য হ্রস্বত্বম্। পারুল গাছ। [পাটলা দেখ।]

কালবৃন্তী (স্ত্রী) কালবৃন্ত-ঙীষ্। পারুল গাছ।

কালবেগ (পুং) নাগবিশেষ, এই নাগ বাসুকির পুত্র।

কালবেলা (স্ত্রী) কালস্য বেলা, ৬তৎ। সমস্ত দিবারাত্রি মধ্যে ক্রিয়ার অযোগ্য সময়বিশেষ, দিনমান ও রাত্রিকাল উভয়ের প্রত্যেককেই ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া, বার অনুসারে তাহার এক বা দুইভাগ কালরাত্রি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। রবিবারে দিনের পঞ্চম ভাগ এবং রাত্রির ষষ্ঠ ভাগ, সোমে দিনের দ্বিতীয় এবং রাত্রির চতুর্থ ভাগ, মঙ্গলে দিনের ষষ্ঠ ও রাত্রির সপ্তম ভাগ, বুধে দিনের তৃতীয় ও রাত্রির সপ্তম ভাগ, বৃহস্পতিতে দিনের সপ্তম ও রাত্রির পঞ্চমভাগ, শুক্রে দিনের চতুর্থভাগ ও রাত্রির তৃতীয়ভাগ এবং শনিবারে দিন রাত্রি উভয়েরই প্রথম ও অষ্টমভাগ কালবেলা বলিয়া পরিগণিত। (জ্যোতিষদীপিকা।)

কালবৈশাখী (দেশজ) বৈশাখমাসে প্রত্যহ অপরাহ্নে জল ঝড় হইলে কালবৈশাখী কহে।

কালবোঝা (দেশজ) জলচরপক্ষিবিশেষ। (Tantalus Manillensis)

কালব্যাপী [ন্] (ত্রি) কালং ব্যাপ্নোতি, কাল-বি-আপ-ণিনি। ১ একরূপে বহুদিনস্থায়ী। ২ পরমাত্ম প্রভৃতি কূটস্থ পদার্থ। (তৎ কূটস্থং ব্যাপ্যেকরূপতঃ। হেম ৬।৮৯।)

কালশম্বর (পুং) দানববিশেষ।

কালশাক (ক্লী) কালং কৃষ্ণং শাকম্, কর্ম্মধা। ১ শাকবিশেষ; হিন্দীভাষায় ইহাকে নরচা শাক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নাড়িক, শ্রাদ্ধশাক ও কালক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—সারক, রুচিকারক, বায়ু ও বলবর্দ্ধক; কফ, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক; শীতল ও পবিত্র। ২ তিক্তপূতিকা। ৩ কুলত্থশাক।

কালশালি (পুং) কালঃ কৃষ্ণঃ শালিঃ ধান্যবিশেষঃ, কর্ম্মধা। কৃষ্ণধান্য, কালরঙ্গের ধান্য। এই ধান্যের তুষ ও চাউল উভয়ই কৃষ্ণবর্ণ। সুশ্রুতমতে ইহার গুণ—কষায়, মধুররস, মধুরপাক, শীতবীর্য্য, অল্প অভিষ্যন্দী, মলবদ্ধকারক, লঘু ও ষষ্টিক ধান্যের তুল্য গুণযুক্ত।

কালশিম (দেশজ) কালরঙ্গের শিম। [শিম্বী দেখ।]

কালশিরা (স্ত্রী) কালা কৃষ্ণবর্ণা শিরা, কর্ম্মধা। ১ কালরঙ্গের শিরা। ২ (দেশজ) কোন আঘাত লাগিয়া, সেই স্থানের শিরা কাল হইয়া গেলে, তাহাকে 'কালশিরা পড়া' কহে।

কালশুদ্ধি (স্ত্রী) কালস্য শুদ্ধিঃ, ৬তৎ। শুদ্ধকাল, যে সময়ে সমুদায় শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করা যায়।

কালশেয় (ক্লী) কলশ্যাং ভবম্, কলশী-ঢক্। কালসেয়, ঘোল।

কালশৈল (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ শৈলঃ, কর্ম্মধা। পর্ব্বতবিশেষ।

("উশীরবীজং মৈনাকং গিরিং শ্বেতঞ্চ ভারত।
সমতীতোঽসি কৌন্তেয় কালশৈলঞ্চ পার্থিব॥"
ভারত বন ১৩৯ অঃ।)

কালসংরোধ (পুং) কালস্য সংরোধঃ ৬তৎ। চিরকাল অবস্থান।

কালসঙ্কর্ষা (স্ত্রী) কালেন সঙ্কৃষ্যতে অসৌ, কাল সম্ কৃষ কর্ম্মণি ঘঞ্। নববৎসরবয়স্কা কুমারী।

"একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা চ সরস্বতী।
ত্রিবর্ষা চ ত্রিমূর্ত্তিশ্চ চতুর্বর্ষা তু কালিকা॥
সুভগা পঞ্চবর্ষা চ ষড়্বর্ষা চ উমা ভবেৎ।
সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাৎ অষ্টবর্ষা চ কুব্জিকা॥
নবভিঃ কালসঙ্কর্ষা দশভিশ্চাপরাজিতা।
একাদশে তু রুদ্রাণী দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী॥
ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মীর্দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা।
ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চান্নদা মতা॥"
(অন্নদাকল্প।)

অন্নদাকল্পে কুমারীর বয়ঃক্রম অনুসারে তাহার নামভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—একবর্ষবয়স্কা কুমারী সন্ধ্যা, দুই বৎসরের কুমারী সরস্বতী, তিনবৎসরের ত্রিমূর্ত্তি, চারিবৎসরের কালিকা, পাঁচবৎসরের সুভগা, ছয়বৎসরের উমা, সাত-

বৎসরের মালিনী, আটবৎসরের কুব্জিকা, নয়বৎসরের কালসঙ্কর্ষা, দশবৎসরের অপরা, এগার বৎসরের রুদ্রাণী, বার বৎসরের ভৈরবী, তেরবৎসরের রুদ্রাণী, চৌদ্দবৎসরের পীঠনায়িকা, পনের বৎসরের ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোলবৎসরের কুমারী অন্নদা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কালসংহিতা (স্ত্রী) জ্যোতির্গ্রন্থভেদ।

কালসম্পন্ন (ত্রি) কালেন, কালে বা সম্পন্নম্। ১ কালকর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২ যথাকালে নিষ্পন্ন।

কালসর্প (পুং) কালঃ কৃষ্ণঃ সর্পঃ, কর্ম্মধা। কৃষ্ণসর্প, কেউটেসাপ। (Coluber naga) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অলগর্দ্দ ও মহাবিষ। এই সর্প গোখুরা জাতীয় সর্পের অন্তর্ভূত; ইহাদিগের বর্ণ অতিশয় চিক্কণ কাল, মস্তকে ফণার উপর চক্রচিহ্ন আছে। জমীর আইলেই ইহারা প্রায় বাস করে; কখনও কখনও লোকালয়ে বাস করিতেও দেখা যায়। অন্যান্য সর্প অপেক্ষা ইহাদের ক্রোধ অতিশয় অধিক; কেহ কোন অত্যাচার করিলে, তাহাকে বহুদূর পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া দংশন করে। রাঢ়দেশের জমীর আইলে ইহাদিগের নিতান্ত প্রাচুর্ভাব। বর্ষার সময় ঐ সকল পথ দিয়া যাতায়াত করিতে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। রাত্রিকালে আইলপথে যাইতে হইলে, ভাগ্যক্রমে অনেককেই সাপ না দেখিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হয় না। তবে সৌভাগ্যের কথা এই—কোনরূপ অত্যাচার না করিলে, ইহারা কাহাকেও দংশন করে না। পদ শব্দ পাইলে প্রায়ই আইল হইতে জমীতে লাফাইয়া নামিয়া যায়; দৈবাৎ কোনটা শব্দ না পাইলে, অথবা কোন কারণে আইল হইতে নামিতে না পারিলে, মনুষ্য তাহার উপরে আসিয়া পড়ে, সুতরাং সেও আহত হইয়া তাহাকে দংশন করিয়া থাকে।

কালসার (ক্লী) কালঃ সারো যস্য, বহুব্রী। ১ পীতচন্দন। [কালীয়ক দেখ।] ২ কৃষ্ণসার নামক মৃগবিশেষ। ৩ কালতুলসী। [কৃষ্ণসার দেখ।]

কালসাহ্বয় (ক্লী) কালেন সমানঃ আহ্বয়ো যস্য, বহুব্রী। নরকবিশেষ। পুত্র বিক্রয় করিলে অথবা কন্যাপণ গ্রহণ করিলে এই নরকে অবস্থিত করে।

("যো মনুষ্যঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি।
কন্যাং বা জীবিতার্থায় যং শুল্কেন প্রযচ্ছতি।
সপ্তাবরে মহাঘোরে নিরয়ে কালসাহ্বয়ে।
স্বেদং মূত্রং পুরীষঞ্চ তস্মিন্ মূঢ়ঃ সমশ্নুতে॥"
ভারত অনু ৪৫ অঃ।)

কালসি—উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কালসি তহসিলের অন্তর্গত প্রধাননগর। অক্ষা° ৩০°৩২´২০″ উঃ ও ৭৭°৫৩´২৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। দেরাদুনের নিকট যেখানে যমুনা ও তমসা নদী মিলিত হইয়াছে, কালসিনগর তাহার অতি নিকট। নগরটি অতি পুরাতন। এখানে একটী প্রস্তরখণ্ডে অশোকরাজের শিলালিপি খোদিত আছে।

কালসিম (দেশজ) কালরঙ্গের শিম।

কালসূত্র (ক্লী) কালস্য যমস্য সূত্রমিব বন্ধনহেতুত্বাৎ, উপমি। ১ নরকবিশেষ; এই নরক প্রতপ্ত তাম্রময়। মনুসংহিতায় ইহা একবিংশতি মহানরকের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া লিখিত আছে। ব্রহ্মহত্যা, শাস্ত্রাচারত্যাগ, কৃপণরাজার দানগ্রহণ, শ্রাদ্ধভোজন করিয়া শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দান প্রভৃতি পাপকার্য্য করিলে ঐ সকল মহানরক ভোগ করিতে হয়। ২ (কালনিষ্পাদকং সূত্রম্, মধ্যলো°।) মৃত্যুকারক সূত্র, ডোর। ("বড়িশোঽয়ং ত্বয়া প্রস্তঃ কালসূত্রেণ লম্বিতঃ।" ভারত বন।) ৩ ফাঁস দড়ি।

কালস্কন্ধ (পুং) কালঃ কৃষ্ণঃ স্কন্ধো, বহুব্রী। ১ তমালগাছ। ২ তিন্দুকগাছ। ৩ জীবকবৃক্ষ, জীওলগাছ।
(কালস্কন্ধস্তমালে স্যাৎ তিন্দুকে জীবকদ্রুমে। মেদিনী।)
৪ দুগ্ধখদির নামক খদিরবিশেষ। ৫ যজ্ঞডুমুর। ৬ (কালস্য স্কন্ধঃ অবয়ববিশেষঃ) সময়ের অংশবিশেষ।

কালস্বরূপ (ত্রি) কালেন মৃত্যুনা স্বরূপঃ সদৃশঃ, ৩তৎ। মৃত্যুতুল্য।

কালহর (পুং) কালং মৃত্যুং হরতি, কাল-হৃ-টচ্। ১ শিব। ২ কামরূপান্তর্গত শিবলিঙ্গবিশেষ।

("তস্মাৎ পূর্ব্বং ভদ্রকামঃ পর্ব্বতস্তু ত্রিকোণকঃ।
যত্র কালহরো নাম শিবলিঙ্গং ব্যবস্থিতম্॥
কালিকাপু° ৭৮ অঃ।)

২ (ত্রি) সময়ক্ষেপক, যে ব্যক্তি বৃথা সময় অতিবাহন করে।

কালহন্দি বা করোন্দ—মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী। অক্ষা ১৯°৫´ পূঃ ও দ্রাঘি ২০°৩০´ উ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরদিকে পাটনাবিভাগ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগে জয়পুর জমিদারী ও মান্দ্রাজের অন্তর্গত বিশাখপত্তন জেলা, পশ্চিমে বিন্দ্রা নয়াগড় ও খরিয়ার প্রদেশ। লোকসংখ্যা ২,২৪,৫৪৮। কালহন্দিপ্রদেশের প্রধান নগর ভবানীপত্তন। ভবানীপত্তনে লোকসংখ্যা ৩৪৮৩। কালহন্দিপ্রদেশ পশ্চিমঘাটের অব্যবহিত পশ্চিমদিকে।

এখানে ইন্দ্রবতী নদী উদ্ভূত হইয়া গোদাবরীতে মিলিত হইয়াছে। হত্তি ও রেত্ত নামক আরও দুইটী স্রোতস্বতী এই

প্রদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া তেল নদে পড়িয়াছে। আবার তেল, সান ও রাওল নামক তিনটী নদী একত্র মিলিয়া উত্তরবাহিনী হইয়া উড়িষ্যায় মহানদীতে গিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে এইরূপ নদী ও ঘাটপর্ব্বতের নিকট বলিয়া এখানে বৃষ্টিও প্রচুর হয়। এই নিমিত্ত স্থানটী বেশ উর্ব্বরা। উত্তর-পশ্চিমভাগে সেগুন কাষ্ঠ জন্মে। চাউল, দাল, তিসি, ইক্ষু, তুলা ও ভূটা গম এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। স্থানে স্থানে সপ্তাহে একবার করিয়া হাট বসে। প্রধাননগর ভবানী-পত্তনের হাটই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এখানকার জলবায়ু অতিউত্তম।

এই স্থান একজন রাজার অধিকারে আছে। রাজা ইংরাজ-রাজকে কর দিয়া থাকেন। রাজপুতবংশীয় রাজা উদিত প্রতাপদেব দিল্লির দরবারে রাজাবাহাদুর উপাধি ও নিজের সম্মানার্থ ৯টী তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দত্তকপুত্র রাজা রঘুকিশোরদেব ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া বড় রাণীর উপর রাজ্যভার থাকে ও বালকরাজকে জব্বল-পুরের রাজকুমারকালেজে পড়িতে দেওয়া হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই কন্ধ-জাতি বিদ্রোহী হইয়া কুলতা নামক ৭০।৮০ জন হিন্দুজাতিকে হত্যা করিয়া তাহাদের গ্রাম লুটপাট করে। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিজের পুলিস সেনা পাঠাইয়া বিদ্রোহ দমন করেন। হাঙ্গামাকারীগণের দলপতিদিগের ফাঁসি হইল। সেই অবধি এই প্রদেশের শাসনকার্য্য গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে রাখিয়াছেন।

কালহল্‌দী (দেশজ) হলুদগাছবিশেষ। (Curcuma casia)

কালহস্তী—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির একটী জমিদারী। ইহার কতক অংশ উত্তর আর্কট আর কতক অংশ নেল্লোর জেলাতে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১,৩৫,১০৪।

খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেল্লম্‌জাতীয় একজন পলিগার বিজয়নগরের রাজার নিকট হইতে এই জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাহার পর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ ও কাঞ্চিপুর এবং দক্ষিণে বন্দীবাস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। অরঙ্গজেবের প্রদত্ত সনন্দে দেখা যায় যে এখনকার পলিগার তাঁহার সময়ে ৫ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক-ছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কালহস্তী ইংরাজদিগের হস্তে আসে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট এই জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দো-বস্ত করেন। জমিদারের বংশীয় যে ব্যক্তি আছেন, ইংরাজেরা তাহাকে রাজা ও C. S. I. উপাধি দিয়াছেন। দেশের জমির ফসলের অর্দ্ধাংশ জমিদারকে দিতে হয়। এখানকার মৃত্তিকা লালবর্ণ ও বালুকামিশ্রিত। তাম্র ও লৌহ এখানে পাওয়া যায়। কাচের কারখানাও আছে।

উক্ত জমিদারীর প্রধান নগর কালহস্তী বা শ্রীকোলন্ত্রী নগর। অক্ষা ১৩°৪৫´২″ উঃ, দ্রাঘি ৭৯°৪৪´২৯″ পূঃ মধ্যে সুবর্ণমুখী নদীতীরে মান্দ্রাজ রেলের উত্তর-পশ্চিম শাখা ত্রিপতি-ষ্টেসনের অতি নিকটেই অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৯৯৩৫ জন। এই নগরে জমিদারের বাসভবন আছে। এখানে একজন মাজিষ্টরও আছেন। এখানে বড় রকম বাজার আছে। নিকটস্থ গ্রামে উত্তম কাপড় প্রস্তুত হয়।

কালহস্তী একটী তীর্থস্থান। এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। তন্মধ্যে শিবমন্দিরই প্রধান। দক্ষিণের স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ ইহাকে দ্বিতীয় বারাণসী বলিয়া থাকেন। ইহা নগরের নৈর্ঋত-কোণে পর্ব্বতের নিম্নভাগে অবস্থিত। কালহস্তীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—"ব্রহ্মা তপস্যা করিবার জন্য কৈলাসপর্ব্বতের শৃঙ্গের একাংশ আনিয়া এখানে স্থাপন করেন। সেইজন্য উহার নাম দক্ষিণকৈলাস। ব্রহ্মা স্বয়ং এই মন্দিরের মূলস্থাপন করেন।" চোল রাজা ও বিজয়নগরের কৃষ্ণরায় উহার অপরাপর অংশ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মহাদেবের বায়ুমূর্ত্তি এখানে বিরাজিত। কথিত আছে, একটী সর্প ও হস্তী উভয়েই মহাদেবের পূজা করিত। সর্প নিজের মণি মহাদেবের মস্তকে রাখিয়া এবং হস্তী জলাভিষেক দ্বারা আরাধনা করিত। একদিবস হস্তীর অভিষেচনের জল সর্পের অঙ্গে লাগায় নাগ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শুণ্ডে দংশন করে। হস্তী জ্বালায় অস্থির হইয়া সর্পকেও আঘাত করিল। শেষে উভয়েই পঞ্চত্ব পাইল। দুইজন পরমভক্তের এরূপ অবস্থা দেখিয়া মহাদেব তাহাদের পুনরায় জীবন দান করিলেন। উভয়কে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাহা-দের নামে আপন মন্দিরের নাম 'কাল-হস্তী' রাখিলেন। (কাল অর্থাৎ সর্প ও হস্তী এই দুই লইয়া কালহস্তী হইয়াছে।) এখানকার লোকেরা কালহস্ত্রীও কহে। তীর্থমাহাত্ম্য মতে, কন্নাপন নামক এক ব্যাধ মহাদেবের অনুগ্রহ লাভ করে। কন্নাপন পর্ব্বতের উপরে থাকিত। কিন্তু আহার করিবার পূর্ব্বে পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিয়া আহার্য্য দ্রব্য মহাদেবকে অর্পণ করিয়া নিজে প্রসাদ পাইত। কিছুকাল পরে তাহার মনে হইল যে মহাদেবের একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছে। এই ধারণায় সে আপনার একটী চক্ষু উৎপাটিত করিয়া মহাদেবের নষ্ট চক্ষুতে বসাইয়া দিল। আবার কিছুকাল পরে দেখে যে দেবের অপর চক্ষুও নষ্ট হইয়াছে, এজন্য নিজের অপর চক্ষুটীও লইয়া মহাদেবের চক্ষে বসাইয়া দেয়। সেই সময় ব্যাধ এক পা মহাদেবের চক্ষের নিকট রাখিয়াছিল বলিয়া এখনও মহাদেবের চক্ষে তাহার পদচিহ্ন দেখা

যায়। দেবাদিদেব তাহাকে সালোক্যমুক্তি প্রদান করেন। মহাদেবের নিকট তাহার একটী স্বতন্ত্র লিঙ্গ আছে। মহাদেবের সহিত তাহারও পূজা হয়। মন্দিরের প্রবেশ-স্থানে হস্তী, সর্প ও উর্ণনাভিরও মূর্ত্তি দেখা যায়। অপর অপর স্থানে মহাদেবের যেরূপ মূর্ত্তি দেখা যায়, এখানকার মূর্ত্তি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এ মূর্ত্তির নাম বায়ুমূর্ত্তি। সাধারণতঃ শিবলিঙ্গের মূর্ত্তি গোলাকার দণ্ডের মত, কিন্তু এই বায়ুমূর্ত্তি চতুষ্কোণ। মন্দিরে কোনদিকে বায়ুপ্রবেশের পথ নাই। কিন্তু লিঙ্গের মাথার উপর যে দীপ ঝুলান আছে, তাহা সর্ব্বদাই অল্প অল্প দুলিতেছে। গৃহের অভ্যন্তরে অন্যান্য অনেক দীপ আছে, কিন্তু আর কোনটাই সেরূপ দোলে না। এই কারণেই নাকি ইহা 'বায়ুলিঙ্গ' বলিয়া অভিহিত। মহাদেবের সঙ্গে পার্ব্বতীদেবীও আছেন। এখানে তাঁহার নাম জ্ঞান-প্রসন্না। কথিত আছে, ভগবান্ কোন সময়ে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলে তিনি নরযোনি প্রাপ্ত হন। তিনি মানবদেহে তপস্যাবলে মহাদেবকে তুষ্ট করেন। মহাদেব তাঁহাকে মুক্তি দিয়া জ্ঞানপ্রসন্না নাম দেন। পার্ব্বতীর তপস্যার সময় দুর্গা নাম্নী কোন নারী তাঁহার সহগামিনী হন। মহাদেবের প্রসাদে তিনিও দেবত্বলাভ করেন। তাই স্বতন্ত্র মন্দিরে দুর্গাম্মাদেবী পূজিত হইতেছেন। স্ত্রীলোককে ভূতে পাইলে বা কেহ অপুত্রক হইলে জ্ঞানপ্রসন্নাদেবীর সম্মুখে ভিজাকাপড়ে অধোমুখে পড়িয়া দেবীকে ধ্যান করিতে থাকে। ইহার নাম প্রাণাচার ব্রত। যিনি যতক্ষণ ধ্যান করিতে পারেন, তাঁহার বাসনা সেইরূপ ফলবতী হয়।

শিবমন্দিরের দক্ষিণে পাহাড়ের পার্শ্বে ভগবান্ মণিকুণ্ডেশ্বর-স্বামীর মন্দির। কোন এক নারী এই স্থানে মহাদেবের তপস্যা করেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাহার কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করেন। তাহাতে তাহার মুক্তি হয়। সেই অবধি মুমূর্ষু লোককে এইখানে আনিয়া দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করাইয়া দেওয়া হয়। এখানকার লোকের বিশ্বাস যে, মৃত্যুকালে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া উপরে কর্ণ রাখিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, দক্ষিণকর্ণ দিয়া তাহার আত্মা বাহির হইয়া মৃত ব্যক্তি চিরানন্দ ভোগ করে।

মণিকুণ্ডেশ্বর-মন্দিরের দক্ষিণে পাহাড়ের পাদদেশে ব্রহ্মার মন্দির। ইহার উপর নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। এখানকার তীর্থমাহাত্ম্য মতে, ব্রহ্মা এইখানে বসিয়াই তপস্যা করেন। এই মন্দিরের দক্ষিণে পাহাড়ের উপত্যকায় একটী প্রশস্ত পুষ্করিণী দেখা যায়। তাহার চারিদিকের ঘাট পাথর দিয়া বাঁধান। পুষ্করিণীর নিকট ভরদ্বাজস্বামীর মূর্ত্তি। সেইজন্য এইস্থান ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম বলিয়া খ্যাত।

মাঘমাসে এখানে ১০ দিন মহোৎসব হইয়া থাকে। তাহাতে বহু লোকের সমাগম হয়।

কালহানি (স্ত্রী) কালস্য হানিঃ, ৬তৎ। ১ সময়ক্ষতি, বৃথা সময় নাশ। ২ সময়ের অভাব।

কালহীন (পুং) কালেন কৃষ্ণবর্ণেন হীনঃ, ৩তৎ। লোধগাছ। [লোধ্র দেখ।]

কালহোরা (স্ত্রী) কালে কালভেদে হোরা, ৭তৎ। ১ দিবা রাত্রিতে উদিত দ্বাদশলগ্নের অর্দ্ধাংশ। ২ আড়াই দণ্ড পরিমিত কাল, ১ ঘণ্টা। ৩ সিন্ধুপ্রদেশের একটি মুসলমান রাজবংশ। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে এই বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। কালহোরা ও তালপুরবংশই সিন্ধুর শেষ স্বাধীন রাজবংশ। ইহাদের মধ্যে প্রথমবংশীয়েরা আপনাদিগকে পারস্যের আব্বাসীদের বংশীয় ও শেষোক্তেরা ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু বস্তুতঃ উভয় বংশই বেলুচিস্থানের লোক।

ইয়ার মহম্মদ কালহোরা, রিন্দনামক একজন বেলুচীর সাহায্যে, পুয়ারবংশীয় রাজপুত রাজাকে বিনষ্ট করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। খোদাবাদে ইহার কবর আছে। কবরের সম্মুখে কতকগুলি গদা ঝুলান থাকে। শুনা যায় যে ইনি কত সহজে সিন্ধুজয় করিয়াছিলেন, তাহা জানাইবার জন্য মৃত্যুকালে ঐরূপ করিয়া গদা ঝুলাইয়া রাখিতে আদেশ দেন।

কালা (স্ত্রী) কালঃ বর্ণঃ অস্ত্যস্যাঃ, কাল-অর্শআদি-ত্বাৎ অচ্ টাপ্। ১ নীলগাছ। ২ কালতেউড়ী। ৩ কালজীরা। ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ কেলেকোড়া। ৬ অশ্বগন্ধা। ৭ পারুলগাছ। (রাজনিং ভাবপ্রং অং মেঃ।) ৮ দক্ষকন্যাবিশেষ।

("অদিতির্দিতি র্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা তথা।"
ভারত ১।৬৫ অঃ।)

৯ (দেশজ) শ্রীকৃষ্ণ। ১০ কালবর্ণযুক্ত। ১১ বধির, শ্রবণশক্তিহীন।

কালাংশ (পুং) কালরূপো ংশঃ। গ্রহগণের দর্শনোপযোগী অংশবিশেষ।

কালাকৃষ্ট (ত্রি) কালেন মৃত্যুনা আকৃষ্টঃ, ৩তৎ। মৃত্যু-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট; যাহার কোনরূপেই মৃত্যু নিবারিত হয় না।

কালাক্ষরিক (পুং) কালে যথাযোগ্যকালে অক্ষরং বেত্তি, কাল-অক্ষর-ঠক্। যাহার বিশেষরূপে অক্ষরপরিচয় আছে।

কালাগুরু (ক্লী) কালং কৃষ্ণং অগুরু, কর্ম্মধা। কৃষ্ণ অগুরু। [কৃষ্ণাগুরু দেখ।]

("চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বরঃ।
তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহকালাগুরুদ্রুমৈঃ॥" রঘু ৪।৮১।)

কালাগ্নি (পুং) কালঃ সর্ব্বসংহারকঃ অগ্নিঃ, কর্ম্মধা। ১ প্রলয়াগ্নি। ২ প্রলয়াগ্নির অধিষ্ঠাতা রুদ্র। ৩ পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ; এই রুদ্রাক্ষ কালাগ্নিরুদ্রের অতিপ্রিয় বলিয়া ইহাও কালাগ্নি নামে পরিচিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে ইহা সর্ব্বপাপনাশক বলিয়া কথিত আছে। যথা—

"পঞ্চবক্ত্রঃ স্বয়ং রুদ্রঃ কালাগ্নির্নাম নামতঃ।
অগম্যাগমনাচ্চৈব অভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণাৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্ত্রস্য ধারণাৎ॥"

পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ রুদ্রদেবস্বরূপ, ইহার অপর নাম কালাগ্নি। এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে অগম্যাগমন বা অভক্ষ্য ভক্ষণ জন্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়।

কালাগ্নিরুদ্র (পুং) কালাগ্নেঃ প্রলয়াগ্নেঃ অধিষ্ঠাতা রুদ্রঃ মধ্যলো°। কালাগ্নিরিব রুদ্রো বা, উপমি। ১ প্রলয়াগ্নির অধিষ্ঠাতৃদেবতা রুদ্র। ২ ঐ রুদ্রের উপাসক ঋষিবিশেষ। ৩ যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্‌বিশেষ।

কালাগ্নিরুদ্ররস (পুং) বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত বটিকা-ঔষধবিশেষ। পারদ, কান্তলোহ, অভ্র ও লৌহভস্ম এবং মধু ও গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া একদিন ভূধর-যন্ত্রে পাক করিতে হইবে। পরে তাহার সহিত দশমাংশ বিষযুক্ত করিতে হইবে। এই ঔষধ এইরূপে প্রস্তত করিয়া ৩ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে ১০ দিন মধ্যে বিসর্পরোগ বিনষ্ট হয়।

কালাঙ্গ (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং অঙ্গম্, কর্ম্মধা। ১ কৃষ্ণবর্ণ দেহ। ২ বহুব্রী (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণদেহবিশিষ্ট। ৩ (৬তৎ) কালপুরুষের অঙ্গ।

কালাজিন (ক্লী) কালস্য কৃষ্ণমৃগস্য অজিনম্, ৬তৎ। ১ কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম। ২ কালং অজিনং যত্র, বহুব্রী। কৃষ্ণাজিন-প্রধান দেশবিশেষ; কূর্ম্ম প্রভৃতি পুরাণ মতে এই জনপদ দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

কালাঞ্জন (ক্লী) কালঞ্চ তৎ অঞ্জনঞ্চেতি, কর্ম্মধা। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জন, খুব কাল কাজল।

("ন চক্ষুষোঃ কান্তিবিশেষবুদ্ধ্যা
কালাঞ্জনং মঙ্গলমিত্যুপাত্তম্॥" কুমার ৭। ২০।)

কালাঞ্জনী (স্ত্রী) অজ্ঞাতে অনয়া, অন্জ-করণে ল্যুট্-ঙীপ্। কালী কৃষ্ণবর্ণা অঞ্জনী, পুংবদ্ভাবঃ। ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, কালিকর্পাসিকিনী। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—অঞ্জনী, রেচনী, শিলাঞ্জনী, নীলাঞ্জনী, কৃষ্ণাভা, কালী, কৃষ্ণাঞ্জনী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, নির্ম্মল, কৃমিনাশক, অপান বায়ুর আবর্ত্তনাশক ও উদররোগনিবারক।

কালাগুঞ্জ (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ অগুঞ্জঃ পক্ষী। কোকিল।

কালাতিক্রম (পুং) কালস্য অতিক্রমঃ লঙ্ঘনম্, ৬তৎ। সময়-লঙ্ঘন, নিরূপিত সময়ের অন্যথা করা।

কালাতিপাত (পুং) কালস্য অতিপাতঃ অতিবাহনম্, ৬তৎ। সময়ক্ষেপণ, কালযাপন।

কালাতিরেক (পুং) কালস্য অতিরেকঃ অতিক্রমঃ ৬তৎ। ১ নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিক্রম। ২ সম্বৎসরের অতিক্রম।

("কালাতিরেকে দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।" প্রা° ত°।)

কালাতীত (ক্লী) কালস্য অতীতং অত্যয়ঃ, অতি ইণ্-ভাবে ক্ত। ১ কালাতিক্রম।

("কালাতীতে বৃথা সন্ধ্যা বন্ধ্যাস্ত্রীমৈথুনং যথা।" কাশীখ°।)

২ (ত্রি) অতীতঃ কালো যস্য, নিষ্ঠান্তত্বাৎ পরনিপাতঃ। যাহার নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়াছে। ৩ (পুং) ন্যায়শাস্ত্র মতে পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের অন্তর্গত হেত্বাভাসবিশেষ; অতীতকাল শব্দদ্বারাও ইহাকে অভিহিত করা হয়। ন্যায়সূত্রোক্ত ইহার লক্ষণ যথা—"কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ।"

(১ অ° ২ আ° ৫০ সূ।)

সাধনকালের অভাবসময়ে যে হেতু প্রযুক্ত হয়, তাহাকে কালাতীত কহে অর্থাৎ যেখানে পক্ষে * সাধ্যের † অভাব-বিষয়ক নিশ্চয় হয়, সেই স্থানের হেতুকে কালাতীত বলা যায়। যেমন "জলং বহ্নিমৎ জলত্বাৎ" এখানে জলে বহ্নির অভাব বিষয়ে নিশ্চয়জ্ঞান আছে, সুতরাং ইহার 'জলত্ব' হেতু কালাতীত নামে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

কালাতীত শব্দের পরিবর্ত্তে বাধিত শব্দের প্রয়োগও ন্যায়-শাস্ত্রের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

কালাত্মক (ত্রি) কালেন কালস্বভাবেন কৃত আত্মা যস্য, কাল-আত্মা-কম্। ১ কালস্বভাবজাত স্থাবর জঙ্গমাদি।

("জঙ্গমাঃ স্থাবরাশ্চৈব দিবি বা যদি বা ভুবি।
সর্ব্বে কালাত্মকাঃ সর্প! কালাত্মকমিদং জগৎ॥"
ভারত অনু ১ অঃ।)

২ (কাল আত্মা অস্য) কালস্বরূপ পরমেশ্বর।

কালাত্যয় (পুং) কালস্য অত্যয়ঃ অতিক্রমণম্, ৬তৎ। কাল-ক্ষেপণ, নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়া।

("কালাত্যয়ে চ কন্যায়াঃ কালদোষো ন বিদ্যতে।"(উদ্বাহতত্ত্ব।)

কালাত্যয়াপদিষ্ট (পুং) কালাত্যয়েন অপদিষ্টঃ। গৌতম-সূত্রোক্ত হেত্বাভাসবিশেষ। [কালাতীত দেখ।]

---

* সিদ্ধির উপযোগী সাধ্যের আধারের নাম পক্ষ; যেমন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এখানে পর্ব্বত পক্ষ, বহ্নিসাধ্য ধূমকেতু।

† হেতু প্রভৃতি দ্বারা যাহা প্রতিপাদন করিতে হয়, তাহার নাম সাধ্য।

কালাদর্শ (পুং) কালঃ শুভকর্ম্মসম্পাদককাল-বিশেষঃ আদর্শ্যতেঽত্র, কাল-আ-দৃশ্-ণিচ্-আধারে অচ্। স্মৃতি গ্রন্থবিশেষ।

কালাদেবধান্য (দেশজ) তৃণধান্যবিশেষ, কালদেধান।

কালাধ্যক্ষ (পুং) কালানাং খণ্ডকালানাং অধ্যক্ষঃ প্রবর্ত্তকঃ, ৬তৎ। ১ সূর্য্য।

("কালাধ্যক্ষঃ প্রজাধ্যক্ষো বিশ্বকর্ম্মা তমোনুদঃ।"
ভারত বন ৩০ অঃ।)

২ সমুদায়কালপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বর।

কালানল (পুং) কালঃ সর্ব্বসংহারকঃ অনলঃ, কর্ম্মধা। ১ প্রলয়াগ্নি। ২ রাজবিশেষ; ইহার পিতার নাম সভানর।
(হরিবংশ ৩১ অঃ।)

কালানলচক্র (ক্লী) কালানল ইব হিংসকং চক্রম্, উপমি। রাজগণের বিজয়াদিকার্য্যে অনিষ্টজ্ঞাপক চিহ্নবিশেষ।
[চক্র দেখ।]

কালানুনাদী [ন্] (পুং) কল এব কালঃ অব্যক্তমধুরঃ তং অনুবদতি, কাল-অনু-বদ-ণিনি। ১ ভ্রমর। ২ চটক, চড়াই পাখী। ৩ চাতকপক্ষী।

(কালানুনাদী রোলম্বে কলবিঙ্কে কপিঞ্জলে। মেদিনী।)

কালানুভাবকতা (স্ত্রী) কালং অনুভবতি, কাল-অনু-ভূ ণ্বুল্; কালানুভাবকস্য ভাবঃ-তল্-টাপ্। যে শক্তি দ্বারা সময় অনুভব করা যায়।

কালানুশারিবা (স্ত্রী) কালেন কৃষ্ণবর্ণেন অনুকৃতা শারিবা, মধ্যলো°। ১ তগরপাদিকা, তগরমূল। ২ শীতলীজটা।

কালানুসারক (পুং) কালং কৃষ্ণবর্ণং মৃগমদং অনুসরতি গন্ধেন ইতি শেষঃ কাল-অনু-সৃ-ণ্বুল্। ১ তগর। ২ পীতচন্দন। ৩ (ত্রি) সময়ানুসারী।

কালানুসারি (পুং) কালং কৃষ্ণবর্ণং মৃগমদং অনুসরতি, কাল-অনু-সৃ ইঞ্। শৈলেয়, শৈলজ নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ।

কালানুসারী [ন্] (ত্রি) কালং সময়ং অনুসরতি অনু-গচ্ছতি, কাল-অনু-সৃ-ণিনি। সময়ানুসারী।

কালানুসারিবা (স্ত্রী) [কালানুশারিবা দেখ]।

কালানুসার্য্য (ক্লী) কালেন মৃগমদেন অনুস্রিয়তে, কাল অনু সৃ-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪।) ১ শৈলজ। ২ কালিয়াকাষ্ঠ। ৩ তগরপাদিকা। ৪ শিংশপাবৃক্ষ। ৫ পীতচন্দন।

কালানুসার্য্যক (ক্লী) কালানুসার্য্য-স্বার্থে কন্। শৈলেয়।

কালান্তক (পুং) কালস্য আয়ুঃকালস্য অন্তকঃ নাশকঃ, ৬তৎ। যম।

"স্ময়মান ইব ক্রোধাৎ সাক্ষাৎ কালান্তকোপমঃ।" ভারত বন।

কালান্তকযম (পুং) কালান্তকশ্চাসৌ যমশ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ আয়ুঃকালবিনাশক যম। ২ প্রলয়কারক যম।

কালান্তর (ক্লী) অন্যঃ কালঃ (ময়ূং নিং সং।) ১ অন্যসময়। ২ উৎপত্তির পরবর্ত্তী কাল। ৩ (ত্রি) সময়ান্তরস্থায়ী।

কালান্তরবিষ (পুং) কালান্তরে দংশনাৎ অন্তস্মিন্ কালে বিষং যস্য, বহুব্রী। মূষিকাদি জন্তু। ইন্দুর প্রভৃতি যে সকল জন্তু দংশন করিলে দষ্ট স্থান দেখিয়া কোনরূপ বিষ চিহ্ন বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু কিছুকাল পরে তাহাতে বিষকার্য্য প্রকাশ হইতে থাকে, তাহাকেই কালান্তর বিষ কহে।

(কালান্তরবিষাঃ পুনঃ মূষিকাদ্যাঃ। হেম ৪।৩৮০।)

কালান্তরবৃত্ত (ত্রি) কালান্তরে দীর্ঘ সময়ান্তরে আবৃত্তং পরাবৃত্তম্, ৭তৎ। বহুকালের পর প্রত্যাবৃত্ত।

কালান্তরাবৃত্তি (স্ত্রী) কালান্তরে আবৃত্তিঃ প্রত্যাবর্ত্তনম্, ৭তৎ। সময়ান্তরে প্রত্যাগমন।

কালাপ (পুং) কালঃ মৃত্যুঃ আপ্যতে-যস্মাৎ, কাল-আপ ঘঞ্। ১ সর্পফণা। ২ রাক্ষস। ৩ কলাপং তন্নামকং ব্যাকরণং বেত্তি অধীতে বা, কলাপ-অণ্। কলাপব্যাকরণবেত্তা। ৪ কলাপব্যাকরণ-অধ্যয়নকারী। ৫ ঋষিবিশেষ।

("কুকুরো বেণুজঙ্ঘো ২থ কালাপঃ কট এব চ।"
ভারত ২।২৪।

কালাপক (ক্লী) কালাপস্য কলাপিনা প্রোক্তস্য শাখাভেদস্য ধর্ম্ম আম্নায়ো বা, ৬তৎ। ১ কলাপী ঋষিকথিত শাখাবিশেষের ধর্ম্ম। ২ কলাপীশাখানুসারী শাস্ত্রবিশেষ। ৩ কলাপব্যাকরণ-বেত্তা। ("আলাপকালাপক দুর্গসিংহঃ।"
ইতি বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী।)

কালাপাহাড়, দেবদ্বেষী আফগানসেনাপতি। *। কালাপাহাড় একজন নহে। মুসলমান ইতিহাসে দুই তিনজন কালাপাহাড়ের নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে—

১ম, কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম 'মিঞা মুহম্মদ ফর্মুলি।' ইনি জৌনপুরাধিপ বহলোললোদীর ভাগিনেয় এবং তৎপুত্র বার্বকশাহের সেনাপতি। ইনি একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন। কথিত আছে—কোন সময়ে বার্বকশাহ দিল্লীশ্বর সুলতান সেকন্দরলোদীর বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঘটনাক্রমে সেই যুদ্ধে কালাপাহাড় বন্দী হইয়া বাদশাহের নিকট প্রেরিত হন। সেকন্দর যখন দেখিলেন, কালাপাহাড় ম্লানমুখে পদব্রজে তাঁহার নিকট আসিতেছেন, তিনি অবিলম্বে অশ্ব হইতে নামিয়া কালাপাহাড়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আপনি আমার

পিতৃতুল্য, আমাকেও পুত্রতুল্য ভাবিবেন।" কালাপাহাড় এইরূপ অসম্ভাবিত সমাদর দর্শনে বিস্মিত হইলেন। সুলতানকে কহিলেন, তিনি তাঁহার যেরূপ সম্মান করিলেন, তাহার জন্ত তিনি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন। কালাপাহাড় যাহার হইয়া পূর্ব্বে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারই সমুখীন হইলেন। বার্বকশাহের সৈন্যগণ কালাপাহাড়কে আসিতে দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

"তারিখ-ই-খাঁ জহান্‌লোদী" নামক পারস্ত ইতিহাসে লিখিত আছে, সেকন্দরশা বার্বকশাকে ধরিবার জন্ত ৪৯৯ হিজরী শকে (১৪৯৩-৪ খৃঃ অঃ) কালাপাহাড়কে অযোধ্যার অভিমুখে প্রেরণ করেন।

"তারিখ ই শেরশাহী" নামক মুসলমান ইতিহাসের মতে, কালাপাহাড় সুলতান বহলোলের নিকট অযোধ্যাসরকার ও আরও কয়েকখানি পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে তিনি ৩০০ মণ পাকা সোণা, এ ছাড়া বিস্তর অলঙ্কারসম্পত্তি রাখিয়া যান। তাঁহার একমাত্র কন্যা ফতমালিকা উত্তরাধিকারিণী হন। [ফতমালিকা দেখ।]

সুল্‌তান্ ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বের শেষাবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। পশ্চিমাঞ্চলে ইনিই হিন্দুবিদ্বেষী দেবমূর্ত্তিচূর্ণকারী কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত (?)

২য়—কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম 'রাজু'। কামরূপ অঞ্চলে পোরাসুঠার, পোরাকুঠার, কালাসুঠান বা কালযবন নামে বিখ্যাত। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় জনপ্রবাদ এইরূপ—এই কালাপাহাড় প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন নবাবকন্যার প্রেমে পড়িয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু অক্‌বর নামা, তারিখ্-ই-দাউদী প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে কালাপাহাড় 'আফগান' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কালাপাহাড় প্রথমে বাঙ্গালার নবাব সুলেমান করাণী, তৎপরে দাউদের সেনাপতি ছিলেন। ইহার ন্যায় দেবদ্বেষী মুসলমান বঙ্গদেশে কখন দেখা যায় নাই। দেবমন্দির ভঙ্গ, দেবমূর্ত্তি চূর্ণ ও অশেষপ্রকারে হিন্দুর লাঞ্ছনা করাই ইহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল

পূর্ব্বে আসাম, পশ্চিমে কাশী ও দক্ষিণে উড়িষ্যা ইহার মধ্যে তৎকালে যেসমস্ত বিখ্যাত হিন্দুদেবালয় ছিল, তাহার কোনটি কালাপাহাড়ের হস্ত হইতে এড়াইতে পারে নাই। তাহার মধ্যে কোনটি ভগ্ন, কোনটি অঙ্গহীন, কোনটি এককালে ধূলিসাৎ হইয়া যেন অদ্যাপি কালাপাহাড়ের দারুণ অত্যাচার ঘোষণা করিতেছে। প্রবাদ এইরূপ যে—কালাপাহাড়ের আগমনসূচক কাড়ানাগরা বাজিলে দেবমূর্ত্তিসকল কম্পিত হইত।

শ্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে, (১৪৮১ শকে) "মুকুন্দদেবের রাজত্বের অন্তিমকালে কালাপাহাড় উড়িষ্যায় প্রবেশ করে। মুকুন্দদেব কালাপাহাড়ের নিকট পরাজিত হন। তৎপরে মুকুন্দদেবের পুত্র গৌড়িয়াগোবিন্দ রাজা হইলে কালাপাহাড় পুরী লুণ্ঠন করিতে আসে। পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি লইয়া গড়পারিকুদে লুকাইয়া রাখেন; কালাপাহাড় এই সংবাদ পাইয়া পারিকুদ হইতে জগন্নাথদেবকে আনিয়া আগুনে পোড়াইয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। [জগন্নাথ, উৎকল প্রভৃতি শব্দ দেখ।] সেই পাপে কালাপাহাড়ের হাত পা খসিয়া যায়, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।" অক্‌বরনামার মতে—"যখন মোগলসেনাপতি মুনিম খাঁ দাউদকে ধরিবার জন্য কটকে উপস্থিত হন; তখন কালাপাহাড়, বাবুইমঙ্গলী ও কয়েকজন আফগানসেনানায়ক কাক্‌সাল অধিকার করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই কালাপাহাড় কালীগঙ্গার তীরে মোগলবাহিনীর তোপে কালের করাল কবলে পতিত হয়।"

তারিখ-ই-দাউদীর মতে, ৯৮৮ হিজরীশকে (১৫৮০ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা হয়।

কালাপোশ (দেশজ) কালরঙ্গের কাপড়দ্বারা আচ্ছাদিত।

কালাভ্র (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ অভ্রঃ, কর্ম্মধা। ১ জলযুক্ত কালমেঘ। ২ কৃষ্ণাভ্র।

কালামুখ (দেশজ) ১ পোড়ামুখ। ২ কৃষ্ণবর্ণ মুখ। ৩ ধিক্কারবাচক শব্দ। ৪ কুৎসিত বা নিন্দিত ব্যক্তি।

কালাম্র (পুং) কাল আম্রো যত্র, বহুব্রী। দ্বীপবিশেষ। ("কুরূন্ যাত্যুত্তরান্ বীর কালাম্রদ্বীপমেব চ।" হরিবংশ ১৫১।)

কালায়ন (ত্রি) কালেন নির্বৃত্তম্, কাল-ফক্। সময়জাত।

কালায়নী (স্ত্রী) দুর্গা।

কালায়স (ক্লী) কালঞ্চ তৎ অয়শ্চেতি, কাল-অয়স্-টচ্ (অনোঽশ্মায়ঃসরসাং জাতিসংজ্ঞয়োঃ। পা ৫।৪।৯৪।) ১ লৌহবিশেষ। ২ লৌহমাত্র। [লৌহ দেখ।] (লৌহং কালায়সং শস্ত্রং পিণ্ডং পারশবং ঘনম্। গিরিসারং শিলাসারং তীক্ষ্ণকৃষ্ণামিষে অয়ঃ। হেম ৪।১০৩।)

কালায়াসময় (ত্রি) কালায়াস-ময়ট্। কাললৌহনির্ম্মিত।

কালাবড়ক (পুং) বৃক্ষবিশেষ, কালিয়াকড়া।

কালাশুদ্ধি (স্ত্রী) কালস্য কর্ম্মযোগ্যসময়স্য অশুদ্ধিঃ, ৬তৎ। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্তশুভকর্ম্মের বাধক সময়বিশেষ। [অকাল দেখ।]

কালাশৌচ (ক্লী) কালব্যাপি অশৌচম্, মধ্যলো°। পিতামাতা প্রভৃতি মহাগুরুর মৃত্যু হইলে একবৎসর পর্য্যন্ত যে অশৌচ

থাকার বিষয় স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে, তাহাকেই কালাশৌচ কহে। কালাশৌচ সময়ে কতকগুলি কর্ত্তব্য পালনের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে।

কালাসুহৃৎ (পুং) অসূন্ প্রাণান্ হরতি, অসু-হৃ-ক্বিপ্ অসুহৃৎ প্রাণনাশকঃ; কালশ্চাসৌ অসুহৃৎ চেতি, কর্ম্মধা। ১ প্রাণনাশক। ২ (কালঃ ভয়ানকঃ অসুহৃৎ শত্রুঃ) ভয়ঙ্কর শত্রু। ৩ (কালস্য মৃত্যোঃ অসুহৃৎ বিনাশকঃ) মহাদেব।
(গজ-পূষ-পুরা-নঙ্গ-কালা-ন্ধক-মখাসুহৃৎ। হেম ২। ১১৪।)

কালাস্থালী (স্ত্রী) ১ পাটলা, পারুলগাছ। ২ মুষ্কক।

কালি (দেশজ) ১ মসী। ২ অঙ্কবিশেষ, এই অঙ্ক দ্বারা জমী ও পুষ্করিণীর জল প্রভৃতির পরিমাণ স্থির করা হয়।

কালিক (পুং) কালে বর্ষাকালে চরতি, কাল-ঠঞ্। কে জলে অলতি পর্য্যাপ্নোতি বা, ক-অল-বাহুলকাৎ ইকন্। ১ ক্রৌঞ্চপক্ষী, বকবিশেষ। ২ (স্ত্রী) কৃষ্ণচন্দন। ৩ (ত্রি) সময়োচিত। ৪ কালসম্বন্ধীয়।

কালিকসম্বন্ধ (পুং) কালিকবিশেষণতানামকস্বরূপসম্বন্ধ বিশেষ; কালানুযোগিক বিভু ভিন্ন বস্তুপ্রতিযোগিকসম্বন্ধ। ভিন্ন কালস্থিত বস্তুদ্বয়ের সহিত এই সম্বন্ধ হয় না। কোন কোন নৈয়ায়িক এই কালিক সম্বন্ধকে বিভুপ্রতিযোগিক বলিয়াছেন। বিভু পদার্থও কালিক সম্বন্ধে কালে থাকে। মহাকাল এবং কালোপাধি সমুদায়ই কালিকসম্বন্ধে বস্তুর অধিকরণ হয়।

কালিকা (স্ত্রী) কালো বর্ণো ঽস্ত্যস্যাঃ, কাল-ঠন্-টাপ্। যদ্বা কাল-ঙীষ্-স্বার্থে কন্-টাপ্-হ্রস্বত্বঞ্চ। ১ চণ্ডিকা, কালী। কালিকাপুরাণে ইঁহার নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যের উৎপীড়নে নিতান্ত পীড়িত হইয়া, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হিমালয়পর্ব্বতের গঙ্গাতীর্থের নিকট উপস্থিত হইয়া, মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। মহামায়া তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, মাতঙ্গস্ত্রীরূপে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! তোমরা কাহার আরাধনার নিমিত্ত এই মাতঙ্গ-আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছ? দেবীর প্রশ্নমাত্রেই তাঁহার অঙ্গ হইতে এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—'দেবগণ শুম্ভ ও নিশুম্ভদৈত্যের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, তাহাদের নিধন উদ্দেশে মহামায়ার আরাধনা করিতেছেন।' এই আবির্ভূতা দেবী প্রথমতঃ কৃষ্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্ষণকাল পরে গৌরবর্ণ ধারণ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণে প্রাদুর্ভূত হইলেন বলিয়া তিনি কালিকা নামে বিখ্যাত হইলেন। এই মূর্ত্তি উগ্রভয় হইতে রক্ষা করেন, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ইঁহাকে উগ্রতারা নামেও অভিহিত করেন। ইঁহারই প্রথম বীজের নাম তত্র। ইঁহার মস্তকে একটি মাত্র জটা অবস্থিত থাকায় ইঁহার আর এক নাম একজটা। কালিকামূর্ত্তির ধ্যান যথা,—

"চতুর্ভুজাং কৃষ্ণবর্ণাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খড়্গাং দক্ষিণপাণিভ্যাং বিভ্রতীন্দীবরং স্বধঃ॥
কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্বামেন বিভ্রতীম্।
দ্যং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতীং শিরসা স্বয়ম্॥
মুণ্ডমালাধরাং শীর্ষে গ্রীবায়ামপি সর্ব্বদা।
বক্ষসা নাগহারন্তু বিভ্রতীং রক্তলোচনাম্।
কৃষ্ণবস্ত্রধরাং কট্যাং ব্যাঘ্রাজিনসমন্বিতাম্॥
বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্।
বিন্যস্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানাসবং স্বয়ং॥
সাট্টহাসমহাঘোররাবযুক্তাতিভীষণা।
চিন্ত্যোগ্রতারা সততং ভক্তিমদ্ভিঃ সুখেপ্সুভিঃ॥"

কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ হস্তদ্বয় মধ্যে ঊর্দ্ধহস্তে খড়্গ ও অধোহস্তে পদ্ম এবং বামহস্তদ্বয় মধ্যে ঊর্দ্ধহস্তে কর্ত্রী (কাতি) ও অধোহস্তে খর্পরধারিণী, গগনস্পর্শী একজটাযুক্তা, মস্তকে ও কণ্ঠদেশে মুণ্ডমালা এবং বক্ষঃস্থলে সর্পহারভূষিতা, আরক্তনয়না, কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা, কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্মযুক্তা, শবহৃদয়ে বামপদ ও সিংহপৃষ্ঠে দক্ষিণপদ বিন্যাসপূর্ব্বক অবস্থিতা, আসবপানে আসক্তা, অট্টহাসকারিণী এবং অতিভয়ঙ্করা।

কালিকাদেবীর যোগিনী ৮টি, তাহাদিগের নাম-মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রি ও ভৈরবী। কালিকাপূজাকালে এই অষ্টযোগিনীরও পূজা করিতে হয়।" (কালি° পুং।) ২ কৃষ্ণতা। ৩ বৃশ্চিকপত্র, বিছুটি পাতা। ৪ ক্রমশঃ দেয়বস্তুর মূল্য, কিস্তিবন্দী। ৫ ধূসরী। ৬ নূতনমেঘ। ৭ পটোলশাখা। ৮ রোমাবলী। ৯ জটামাংসী। ১০ স্ত্রীজাতি কাক। ১১ শৃগালী। ১২ মেঘশ্রেণী। ১৩ স্বর্ণদোষ, সোণার মলিনতা। ১৪ দুগ্ধকীট। ১৫ মসী। ১৬ কাকোলী নামক ঔষধবিশেষ। ১৭ শ্যামাপক্ষী। ১৮ মদ্য। ১৯ কুজ্ঝটিকা। ২০ হিমালয় পর্ব্বতজাত তিনটি-শিরাবিশিষ্ট হরীতকীবিশেষ; গন্ধযোগকার্য্যে এই হরীতকীই প্রশস্ত। ২১ মাসিক সুদ। ২২ নদীবিশেষ; ত্রিরাত্রি উপবাসপূর্ব্বক এই নদীতে স্নান করিলে, সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়।

("কালিকাসঙ্গমে স্নাত্বা কৌশিক্যারুণয়োর্যতঃ।
ত্রিরাত্রোপষিতো বিদ্বান্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"
ভারত বন ৮৪ অঃ।)

কালিকাপুরাণ (স্ত্রী) কালিকায়া মাহাত্ম্যাদিপ্রতিপাদকং

পুরাণম্, মধ্যলো°। উপপুরাণবিশেষ; ইহাতে কালিকা-দেবীর মাহাত্ম্যাদি বর্ণিত আছে।

কালিকাব্রত (ক্লী) কালিকায়াঃ প্রীত্যর্থং ব্রতম্, মধ্যলো°। ব্রতবিশেষ; অমাবস্যাতিথিতে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়; স্ত্রীলোকে এই ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে এই ব্রতের উৎপত্তি কথা ও অনুষ্ঠানপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—"কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র সভাস্থলে অপ্সরোগণের নৃত্য দেখিতেছিলেন। সেই সময়ে অন্যান্য দেবগণ নৃত্যদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহার নিকটস্থ একটি পারিজাতপুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং আঘ্রাণ করিয়া, তাহা একজন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ ইন্দ্রের নিকট এইরূপে অবজ্ঞাত হইয়া ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন, 'তুমি বিড়ালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্ত্যজ জাতির গৃহে বাস করিবে।' তদনুসারে ইন্দ্র মার্জ্জাররূপে বটক নামক কোন ব্যাধের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শচী ইন্দ্রের কোন অনুসন্ধান না পাইয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন এবং দেবগণের নিকট তাঁহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ধ্যানবলে ইন্দ্রের মার্জ্জাররূপে অবস্থিতি জানিতে পারিয়া, শচীকে ইন্দ্রশাপদাতা সেই ব্রাহ্মণের সেবা করিতে বলিলেন। শচী যথাশক্তি পরিচর্য্যাদ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিলে, ব্রাহ্মণ ইন্দ্রের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহার মুক্তির জন্য শচীকে কালিকাব্রত অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। এইরূপে কালিকাব্রতের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহার অনুষ্ঠানপ্রণালী—শুদ্ধকালের কোন কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে সঙ্কল্প করিয়া, পরদিন অমাবস্যায় স্বয়ং রাত্রে ভোজন, বামহস্তে ভোজন, রাত্রিকালে সিদ্ধ অন্নভোজন এবং পোড়ামৎস্য, পিষ্টক, রক্তশাক ও অম্লভোজন পরিত্যাগ করিয়া, ৬২টি সধবা স্ত্রী ভোজন করাইবে। এইরূপে কিছুদিন ব্রত আচরণের পর, কোনও শুদ্ধ মঙ্গলবারযুক্ত অমাবস্যায় গৃহপ্রাঙ্গণে কদলীকাণ্ডে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে কালিকামূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক অপরাহ্ণে, সন্ধ্যাকালে অথবা রাত্রিকালে যথাবিধি পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ ও বিবিধ নৈবেদ্য প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। পূজা সমাপ্ত হইলে, পিষ্টক, সিদ্ধান্ন, ব্যঞ্জন ও দগ্ধ মৎস্য প্রভৃতি বলি সকল কোনও বনমধ্যে প্রদান করিবে। এইরূপে কালিকাব্রত করিলে সত্বরকার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।"

কালিকামুখ (পুং) কালিকায়া মুখমিব মুখাং যস্য, বহুব্রী। রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৩। ২৯ অঃ।)

কালিকাশ্রম (ক্লী) কালিকায়া আশ্রমং, ৬তৎ। বিপাশা-নদীতীরস্থ তীর্থবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে—এই তীর্থে তিনরাত্রি ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ হইয়া অবস্থান করিলে, ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ হয়।

("কালিকাশ্রমমাসাদ্য বিপাশায়াং কৃতোদয়ঃ।
ব্রহ্মচারী জিতক্রোধস্ত্রিরাত্রং মুচ্যতে ভবাৎ॥
ভারত অনু ২৫ অঃ।)

কালিগঞ্জ, ১ বঙ্গদেশের যশোহর অঞ্চলের খুলনা বিভাগের একটী গণ্ডগ্রাম। যমুনা ও কাঁকসিয়ালি নামক নদীদ্বয় এই স্থানে মিলিত হইয়াছে। অক্ষা ২২°২৭´১৫´´ উঃ, দ্রাঘি ৮৯° ৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৫৫৪। এস্থানে একটী উত্তম বাজার আছে ও বেশ বাণিজ্য চলে। পশ্বাদির শৃঙ্গ হইতে যে একপ্রকার লাঠি প্রস্তুত হয়, এখানে তাহার আড়ং আছে। ২ বঙ্গদেশের অন্তর্গত রঙ্গপুর জেলাস্থ একটী গ্রাম, ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। আসামযাত্রী ষ্টীমারগুলি এখানে লাগিয়া থাকে।

কালিঙ্গ (ক্লী) কেন জলেন আলিঙ্গ্যতে হসৌ, ক-আ-লিগি কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ তরমুজবিশেষ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কালিন্দক, কৃষ্ণবীজ ও ফলবর্ত্তুল। ইহার গুণ—শীতল, মলরোধক, মধুররস, পাকে মধুর, গুরু, বিষ্টম্ভি, অভিষ্যন্দকারক, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্র ও পিত্তনাশক।

পক্বফলের গুণ—পিত্তবৃদ্ধিকারক, উষ্ণ, ক্ষার, এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহার পত্রের গুণ—তিক্ত ও রক্তস্থাপক। (পথ্যাপথ্যবিবেক।) ২ (পুং) ভূমিকর্ক্কারু। ৩ হস্তী। ৪ (কং বাতং আলিঙ্গতি অঘ্রাতি ইত্যর্থঃ) সর্প। ৫ (কু কুৎসিতং লিঙ্গং অঙ্গাদি চিহ্নং যস্য, কোঃ কাদেশঃ) লৌহবিশেষ। ৬ কুটজ। ৭ (ত্রি) কলিঙ্গে ভবঃ, কলিঙ্গ-অণ্। কলিঙ্গদেশজাত। ৮ (পুং) কলিঙ্গদেশের রাজা।

("প্রতিজগ্রাহ কালিঙ্গঃ তমস্ত্রৈর্গজসাধনঃ।
পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শিলাবর্ষীব পর্ব্বতঃ॥" রঘু ৪। ৪০।)

কালিঙ্গক (ক্লী) কালিঙ্গ স্বার্থে কন্। [কালিঙ্গ দেখ।]

কালিঙ্গিকা (স্ত্রী) কালিঙ্গ-ঙীষ্ সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। ত্রিবৃৎ, তেউড়ী।

কালিঙ্গী (স্ত্রী) কালিঙ্গ-ঙীষ্ (যিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ১ রাজকর্ক্কটী। (কালিঙ্গী রাজকর্ক্কট্যাম্। মেদিনী।) ২ কলিঙ্গদেশীয়া স্ত্রী।

কালিঞ্জর—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বান্দা জেলার একটী নগর। অক্ষা ২৫°১´ উঃ ও দ্রাঘি ৮০°৩২´৩৫´´ পূঃ মধ্যে, বান্দানগরের ১৬ ক্রোশ দক্ষিণে বিন্ধ্যাচলের

অন্তর্গত একটী শাখা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ের আরও উচ্চে স্তর আছে। নিম্নস্তরে নগর স্থাপিত।

কালিঞ্জর অর্দ্ধ ক্রোশ বিস্তৃত ও চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত। ভূমি হইতে ৫৩০ হস্ত উচ্চ হইবে। লোকসংখ্যা ৩৭০৬। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কিছু অধিক। কাছি নামক জাতির সংখ্যাও কম নহে। এখানে পুলিস, ডাকবাঙ্গালা, দুইটী বাজার, বিদ্যালয় ও ঔষধালয় আছে।

পুরাতত্ব ও ইতিহাস।—কালিঞ্জর অতিপুরাকাল হইতে মহাতীর্থ বলিয়া গণ্য। রামায়ণ (উত্তরকা° ৫৯ সঃ), মহাভারত (বনপর্ব্ব° ৮৫ অঃ), হরিবংশ (২১ অঃ), এতদ্ভিন্ন গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে এই মহাতীর্থের উল্লেখ আছে।

পদ্মপুরাণীয় কালঞ্জরমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং তৎ ক্ষেত্রং মম মন্দিরম্।
কালঞ্জরেতি বিখ্যাতং মুক্তিদং শিবসন্নিধৌ॥
গঙ্গায়াং দক্ষিণে ভাগে কালিঞ্জর ইতি স্মৃতঃ।
সর্ব্বতীর্থফলং তত্র পুণ্যঞ্চৈব হ্যনন্তকম্॥ ৯॥
কালঞ্জরসমং ক্ষেত্রং নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে॥" ১ম অঃ।

দুই ক্রোশবিস্তৃত সেই ক্ষেত্রই আমার (শিবের) মন্দির, শিবসন্নিধিপ্রযুক্ত সেই কালঞ্জর মুক্তিদায়ক বলিয়া বিখ্যাত। গঙ্গার দক্ষিণভাগে কালিঞ্জরক্ষেত্র অবস্থিত। কালঞ্জরের মত পবিত্রক্ষেত্র ভূমণ্ডলে আর নাই, এখানে সকল তীর্থের ফল ও অনন্ত পুণ্য লাভ হয়।

মুসলমান ইতিহাসলেখক ফেরিস্তা বলেন যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কেদারনাথ নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক কালিঞ্জর স্থাপিত হয়। মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে লাহোরের রাজা জয়পাল যখন ঘজনি আক্রমণ করিতে যান, কালিঞ্জরের রাজা তখন তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। ১০০৮ খৃষ্টাব্দে মামুদ ঘজনি যখন ৪র্থ বার ভারত আক্রমণ করেন, তখন আনন্দপালের সহিত পেসোবারক্ষেত্রে তাহার যুদ্ধ হয়। কালিঞ্জরের এক রাজা আনন্দপালের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১০২১ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জররাজ নন্দ কনোজের রাজাকে পরাজিত করেন। ১০২২ খৃষ্টাব্দে মামুদ ঘজনি কালিঞ্জর আক্রমণ করেন, শেষে সন্ধি করিয়া চলিয়া যান। ১২০২ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি কুতুবুদ্দিন কালিঞ্জর জয় করিয়া এখানে মসজিদ আদি নির্ম্মাণ করেন। অল্পদিন মধ্যেই আবার ইহা হিন্দুদিগের অধিকারে আসিল। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে মল্লিক নাসিরাত উদ্দীন মুহম্মদ ইহা জয় করিলেন। কিন্তু তাহার পর আবার এই স্থান হিন্দুদিগের হস্তগত হয়, তাহা প্রস্তরলিপির প্রমাণে জানা যায়। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হুমাউন কালিঞ্জর আক্রমণ করিয়া ১২ বৎসরকাল অবরোধ করিয়া রাখেন। হুমাউন ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গেলে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শেরশাহ পুনরায় কালিঞ্জর অবরোধ করিলেন। ২২এ মে তারিখে শেরশাহের কামানের গোলা পাহাড়ে লাগিয়া ফিরিয়া গিয়া তাঁহার বারুদের গুদামে পড়িয়া ফাটিয়া গেল। তাহাতে একটা অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। শেরশাহ নিকটেই ছিলেন। তিনি সেই অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হইলেন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন যে, দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে। তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। ২৫এ মে তারিখে শেরখাঁর পুত্র জলাল খাঁ নবাধিকৃত কালিঞ্জরে পিতৃপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথমতঃ একটী স্বতন্ত্র সরকারের অধীন করিয়া রাখেন। তাহার পর বীরবল রাজাকে জায়গীরস্বরূপ অর্পণ করেন। কিছুকাল পরে স্থানটী বুন্দেলাদিগের হস্তগত হয়। বুন্দেলাদিগের হস্তে অনেকদিন ছিল। বুন্দেলবীর ছত্রশালের মৃত্যুর পর পান্নার অধিপতি হরদেব কালিঞ্জর অধিকার করেন।

পান্নার রাজবংশ অনেককাল ধরিয়া কালিঞ্জর অধিকার করিয়া থাকেন। শেষে কায়েমজী নামক ঐ রাজবংশীয় একজন অনুচর স্থানটী নিজে অধিকার করিয়া লন। তাহার পর কায়েমজীর বংশের অধিকারে ছিল। মহারাষ্ট্রদিগের প্রাধান্যসময়ে বান্দার নবাব আলী বাহাদুর দুই বৎসরকাল কালিঞ্জর অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয় করিতে পারেন নাই। তাহার পর উহা ইংরাজের অধিকারে আসিল। ইংরাজরাজ কায়েমজীর বংশের একজনের উপর এই স্থানের কর্তৃত্ব ভার ন্যস্ত করেন। এই ব্যক্তির নাম দরায়ু সিং। দরায়ু সিং ইংরাজকে অমান্য করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা তাহাকে দমন করিবার জন্য সেনাসহ কর্ণেল মার্টিণ্ডেল্‌কে পাঠাইয়া দেন। মার্টিণ্ডেল নগর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু নগর অধিকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে দরায়ু সিং আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজেরা তাহাকে স্থানান্তরে জমি দান করিয়া কালিঞ্জরটী নিজ অধিকারে রাখিলেন। যখন সিপাহীবিদ্রোহ হয়, তখন অল্পসংখ্যক ইংরাজসেনা কালিঞ্জরের দুর্গ রক্ষা করে। ১৮৬৬ অব্দে সেই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

ক্ষেত্রবিবরণ।—কালিঞ্জরের চারিদিকে পূর্ব্বে প্রাচীর-

বেষ্টিত ছিল। প্রবেশের জন্য চারিটী দ্বার, তন্মধ্যে এক্ষণে তিনটীমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকলের নাম কামতাফটক, পান্নাফটক ও রেবাফটক। পূর্ব্বে এখানে একটী সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। এখনও তাহার কতক কতক দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গে উঠিবার জন্য পাহাড় কাটিয়া সুবক্র রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। দুর্গে প্রবেশের জন্য ৭টী দ্বার আছে। তন্মধ্যে আলম-দরজাই প্রথম, এই দরজা অরঙ্গজেব বাদশাহ নির্ম্মাণ করান। দ্বারের উপর মুহম্মদ মুরাদ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১০৮৪ হিজরী সনে (খৃঃ অঃ ১৬৭৩) উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। এই সময়ে অরঙ্গজেব দুর্গটী মেরামত করান। এই দ্বার হইতে কাফেরঘাট নামক পথ দিয়া দ্বিতীয়দ্বার গণেশফটকে যাইতে হয়। তাহার পর চণ্ডীদরজানামক তৃতীয় দ্বার। এখানে একত্র ২টী দ্বার। তাহার চারিদিকে চারিটী বুরুজ, এই জন্য ইহাকে চৌবুরুজী দরজাও বলে। এখানে ১১৯৯, ১২৭২, ১৫৮০, ও ১৬০০ সম্বতে খোদিত শিলালিপি দেখা যায়। এই দ্বারের পার্শ্বে একটী প্রস্তরখণ্ড আছে, তাহাতে একটী শিলালিপি উৎকীর্ণ। কি অক্ষরে উহা লেখা, তাহা এখনও জানা যায় নাই। সুতরাং কি লেখা আছে, তাহাও কেহ জানে না। রত্ন নামক একব্যক্তি ঐ স্থানে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করেন। প্রস্তরখানি সেই গৃহের অংশমাত্র। চতুর্থদ্বারের নাম বুধভদ্র, ইহার অপর নাম স্বর্গারোহণ। ইহা বড়ই দুরারোহ। এখানে ১৫৮৮ বিক্রম সম্বতের (খৃঃ অঃ ১৫৩১) একখানি শিলালিপি আছে। নিকটেই ভৈরবকুণ্ড। (১) একটী উচ্চ রাস্তা ধরিয়া এই কুণ্ডে যাইতে হয়। কুণ্ডটি প্রায় ৯০ হস্ত দীর্ঘ ও প্রস্থে ২০ হস্ত। পাহাড়ের পাথর কাটিয়া এই কুণ্ড বাহির করা হইয়াছে। এই স্থান হইতে প্রায় ২০ হস্ত উদ্ধে ভৈরবের প্রকাণ্ডমূর্ত্তি; মূর্ত্তির অধোভাগে পর্ব্বত কাটিয়া একটী গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে। গুহার তলভাগ কুণ্ডের সহিত সমতল। সুতরাং কুণ্ডের জল গ্রীষ্ম ব্যতীত অপর সকল সময়ে গুহার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের সময়ে গুহার অভ্যন্তর বেশ শীতল থাকে। গুহার অভ্যন্তরে খোদিতলিপি দেখা যায়। তাহাতে বারিবর্ম্মাদেব, শ্রীরামদেব, মহিলা, যশোধল প্রভৃতির নাম উৎকীর্ণ। যশোধল নামের নিম্নে ১১৯২ সম্বৎ লেখা আছে। গুহাগুলির উপর পাহাড়ে ভ্রমণের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভৈরবকুণ্ড হইতে নামিয়া আসিয়া কিয়দ্দূর গিয়াই হনুমাদ্দরজা। এইখানে হনুমানকুণ্ড ও পাহাড়ের গায়ে হনুমানের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এখানে অনেকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি দেখা যায়। তবে অধিকাংশই কাল-প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে ১৫৩০ ও ১৫৮০ সম্বৎ উৎকীর্ণ আছে। এই স্থান ছাড়াইয়া একটু উপরে উঠিলে কালী, চণ্ডিকা, শিব, পার্ব্বতী, গণেশ, নন্দী ও শিব-লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই স্থানে কীর্ত্তিবর্ম্মা ও মদনবর্ম্মার নাম খোদিত আছে। তাহার পর অল্পদূর উঠিয়া গিয়াই ষষ্ঠদ্বার লাল-দরজা, এইখানে চন্দেলাদিগের সময়কার দীর্ঘ শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বারের পশ্চিমদিকে কন্তোর-কুণ্ডের উপরিভাগে ভৈরবের একটী প্রকাণ্ডমূর্ত্তি; ছোট ছোট দুইটী মূর্ত্তি—দুইজন ভারবাহীর স্কন্ধে ভার—জলপূর্ণ দুই কলস। আর তাহার পরই সপ্তমদ্বার সদরদরজা। ইহাকে বড় দরজাও বলিয়া থাকে। এই স্থান পার হইয়া গেলে সীতারামের শয্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড় কাটিয়া একটী ছোট গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই গৃহের অভ্যন্তরে একখানি খাট ও শয্যা প্রস্তরে খোদিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, রাম সীতাদেবীকে লঙ্কা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার সময় এইখানে শ্রান্তিদূর করিয়াছিলেন। এই গৃহের অভ্যন্তরস্থ শিলালিপিপাঠে বুঝা যায় যে ইহা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। পাণ্ডুকুণ্ড একটি গোলাকার জলাশয়। উহার ব্যাস ৮ হস্ত মাত্র, উপরে পাহাড় হইতে টপ্ টপ্ করিয়া সর্ব্বদাই জল পড়িতেছে। সীতাশয্যা পার হইয়া পাতালগঙ্গায় আসিবার পথ। কালঞ্জরমাহাত্ম্যে ইহা বাণগঙ্গা নামে কথিত হইয়াছে। পাতালগঙ্গা একটী গুহা। ইহাতে জল থাকে। ইহা ২৬ হস্ত দীর্ঘ ও ১৩ হস্ত প্রশস্ত। ইহাতে অবতরণ করা কিছু কঠিন। এখানেও স্থানে স্থানে খোদিতলিপি দেখা যায়। তাহাতে কোথাও ১৩৩৯, কোথাও ১৫৩৪, কোথাও বা ১৬৪০ সম্বৎ লিখিত আছে। পাতালগঙ্গা ছাড়াইয়া পাণ্ডুকুণ্ডে যাইতে হয়। সীতারামের নিকট একটী সীতাকুণ্ড আছে। (২) দুর্গপ্রাকার হইতে ইহাতে অবতরণ করা যায়। এই কুণ্ডের উপরিভাগে একটী মূর্ত্তি। মূর্ত্তি

(১) কালঞ্জরমাহাত্ম্যের মতে, এই কুণ্ডের নাম গোপাকুণ্ড।
"স্নাত্বাকুণ্ডং ভৈরবং দৃষ্ট্বা কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
গোপ্যাকুণ্ডজলে স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" ১।২৬।

(২) "গিরিমুত্তরমাশ্রিত্য জানকীস্থলমুত্তমম্।
জানকীশয্যায়াস্তত্র দর্শয়েচ্চ বিচক্ষণৈঃ।
তত্রস্থং পুজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রীরামপ্রীতিদায়কম্।
তত্রৈব কুণ্ডং সীতায়া লোকানাং হিতকারণম্।"
কালঞ্জরমাহাত্ম্য ৫ম অঃ।

হস্তের উপর ভর দিয়া বসিয়া আছে। সম্মুখে একটী চুবড়ি। উহার উপর ১৬৪০ সম্বৎ খোদিত। পাণ্ডুকুণ্ডের উত্তরপূর্ব্বদিকে এক নিম্নভূমি, তাহার মধ্যে একটী জলাশয়ও প্রস্তুত করা হইয়াছে। জলাশয়ের চারিদিকে সোপানাবলী, ইহাকে 'বুড়হিয়া তাল' বলিয়া থাকে। ইহার জলে অনেক রোগ ভাল হয়। কালঞ্জরমাহাত্ম্যে ইহাই বৃদ্ধক্ষেত্র নামে কথিত। দুর্গের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে একটী ফটক আছে, তাহাকে পান্না বা বংশকরদ্বার বলিয়া থাকে। এক্ষণে বন্ধই আছে। ইহার নিকট কামতা ও রেবা নামক আর দুইটী ফটক। পর্ব্বতের নিম্নভাগেও কালিঞ্জর নগর বিস্তৃত। এই ফটক দিয়া তথায় প্রবেশ করিতে হয়। পান্না ফটকের উত্তরদিকে প্রাকারের নিম্নে একটী কুণ্ড আছে, তাহাকে ভৈরোকা ঝিরকা অথবা ভৈরবকুণ্ড বলে। কুণ্ডের উপর ভৈরবের একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। এইখানে ১১৯৫ সম্বতের শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুকুণ্ডের উত্তরপূর্ব্বদিকে পথ আছে, তাহা ধরিয়া বুদ্ধিসরোবরে যাওয়া যায়। আর একটু গেলে সিদ্ধকা গুহা, ভগবান-শয্যা ও পাণিকা অমান নামক স্থানে যাওয়া যায়।

ঋষিক্ষেত্র বা সিদ্ধকা গুহা একটী খাতবিশেষ। এখানে লোকে প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া থাকে। রাজা জটিলাধির একটী সংস্কৃত শিলালিপি এইখানে দেখা যায়। এখানে ভগবান্ রামচন্দ্র ও সীতার প্রস্তরনির্ম্মিত শয্যা। পাণিকা অমানও একটী খাত। দেড় হস্ত পরিমাণ একটী ছোট দ্বার দিয়া ইহাতে প্রবেশ করিতে হয়। চারিটী স্তম্ভের উপর উহার ছাদ স্থাপিত।

এখানে মৃগধার নামক আর একটী স্থান আছে। পাহাড়ে পাথর খুদিয়া সাতটী মৃগের আকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই জন্যই ইহাকে মৃগধার বলে। কথিত আছে যে, কোন সময়ে ৭ জন ঋষিপুত্র গুরুর আজ্ঞা অবহেলা করায় শাপগ্রস্ত হইয়া প্রথমে দশার্ণবনে ব্যাধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পরজন্মে কালিঞ্জরে মৃগ হইয়াছিলেন। মৃগজন্মের পর ক্রমান্বয়ে লঙ্কাদ্বীপে রাজহংস, মানসসরোবরে হংস ও কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর মুক্তিলাভ করেন। কালিঞ্জরের মৃগমূর্ত্তি তাহাদেরই প্রতিকৃতি। (৩) মৃগধারেও দুই একটী সরোবর খাত হইয়াছে। পাহাড় হইতে ইহাতে দিবারাত্রিই ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে। কোটতীর্থে হইতে ইহাতে জল আসে।

দুর্গের মধ্যে কোটতীর্থ নামে একটী সরোবর আছে। কালঞ্জরমাহাত্ম্যে ইহাই কোটিতীর্থ নামে বর্ণিত। কোটিতীর্থে স্নান করিলে কোটিজন্মের পাপ দূর হয়। (৪) সরোবরে নামিবার জন্য অপ্রশস্ত সোপানাবলী আছে। তবে ইহাতে সকল সময় জল থাকে না। একটা ভারী বৃষ্টি হইয়া গেলে তাহার পর কিছুদিন জল থাকে। পুষ্করিণীর চারিধারে নানাবিধ প্রস্তরখণ্ড গ্রথিত আছে, তাহাতে অনেক শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। লেখাগুলি অনেক স্থানে উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার এ পর্য্যন্ত উদ্ধার হয় নাই। সরোবরের পার্শ্বে উপরিভাগে পাথরমহল ও অন্যান্য বাটী দেখা যায়। এগুলি অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। স্থানে স্থানে সংস্কারও হইয়াছে। এখানেও বহুবিধ পুরাতন খোদিতলিপি দেখিতে পাওয়া যায়। কোটতীর্থ হইতে পরিমলের বৈঠক ও অমানসিংহের মহল পার হইয়া দক্ষিণপশ্চিমে নীলকণ্ঠ যাইবার পথ। পথে একটী ফটক আছে। ফটক পার হইয়া স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা নয়নগোচর হয়। পাহাড় উচ্চ হইতে অসমতল হইয়া একেবারে নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। যত দূর দৃষ্টি চলে ততদূর অপূর্ব্ব শোভা। পাহাড়ের নিম্ন দিয়া বান্দা নওগঙ্গের রাস্তা দেখিলে মনে হয় যেন উপবীতের গুচ্ছ পড়িয়া রহিয়াছে। অদূরে শ্যামল শস্যপূর্ণ প্রশস্ত ভূখণ্ড নীল নভস্তলে গিয়া মিশিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়। কোথাও নির্ঝরিণী, কোথাও স্রোতস্বতী সূর্য্যাতপে রৌপ্যময় হইয়া ঝিকি ঝিকি করিতেছে। কি সুন্দর অপূর্ব্ব স্বভাবের শোভা!

উপরোক্ত ফটক পার হইয়া ঐ পথে আবার একটী ফটক, উহা অতিক্রম করিলে কবি তুলসীদাস ও জৈন তীর্থঙ্করের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বামে পাহাড়ে আরও কত মূর্ত্তি আছে। স্থানে স্থানে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। মুসলমান আমলের একটী গৃহ এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৩) "মৃগাণাং দর্শনং কৃত্বা গিরিদক্ষিণমাশ্রিতঃ।
তত্র স্নানং সমাজাতং পিতৄনস্তৃষ্টহেতবে।
মৃগধারে তথা শ্রাদ্ধং পিতৄন্ প্রীণাতি নিত্যশঃ।" ইত্যাদি।
কালঞ্জরমাহাত্ম্য ৪র্থ অঃ।

(৪) "নীলকণ্ঠো যত্র দেবো ভৈরবাঃ ক্ষেত্রনায়কাঃ।
কোটিতীর্থং যত্র তীর্থমুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ।
কোটিতীর্থজলে স্নাত্বা পুজয়িত্বা মহাশিবম্।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
কোটিতীর্থেণ সংগম্য মন্দাকিন্যা মহৎফলম্।"
কালঞ্জরমাহাত্ম্য ১। ৩০—৩২।

চূণকাম হওয়ায় অনেক লেখা অদৃশ্য হইয়াছে। আরও কিছুদূর গিয়া জটাশঙ্কর, শিবসাগর ও তুঙ্গভৈরবের মূর্ত্তি দেখা যায়। কয়েকটী গুহাও এখানে আছে। এখানে কত স্থানে প্রস্তরে কত লেখা আছে, তাহার অল্পই পাঠ করা গিয়াছে মাত্র। একস্থানে আছে, "চৈত সুদি ৯ সন ১১৯২ সম্বৎ নরসিংহ রলহনের পুত্র বামদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।" অপর একস্থানে "জেঠ সুদি ৯, ১১৯২ সম্বৎ দীক্ষিত পৃথিধর।" আবার একস্থানে লেখা আছে যে, "শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মাদেব ও সোমেশ্বর দেবতাগণকে প্রণাম করিতেছেন।" তুঙ্গভৈরবের একস্থানে লেখা আছে, "মদন-বর্ম্মার অনুচর সোলহন, সোলহনের পুত্র মহশ্রাণিক, তৎপুত্র বচরাজ লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, কার্ত্তিক সুদি শৈনচর সম্বৎ ১১৮৮।" এইরূপ আরও কত লেখা আছে। নিকটেই নীলকণ্ঠের মন্দির। পাহাড়ের নিম্নভূমি হইতে এই মন্দিরের অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্ট হয়। এখানে একটী গুহা আছে। গুহার সম্মুখে অষ্টকোণ প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রস্তরের স্তম্ভ। স্তম্ভগুলির নির্ম্মাণকৌশল অতি চমৎকার। স্তম্ভের উপরিভাগে এক বিষ্ণুর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি স্থাপিত। স্তম্ভগুলি অষ্টকোণমণ্ডপের অষ্টদিকে অবস্থিত। কথিত আছে যে, উপরি উপরি ৭টী স্তম্ভের শ্রেণী ছিল, কিন্তু এখন এই একটী মাত্র আছে। এই গুহার অভ্যন্তরে নীলকণ্ঠমহাদেবের মূর্ত্তি। গুহার বাহিরে বহুবিধ শিল্পকার্য্য ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সমস্ত চূণকামে অনেক ঢাকা পড়িয়াছে। প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে হরপার্ব্বতীর ও গঙ্গাযমুনার মূর্ত্তি। শিবলিঙ্গ গাঢ় নীলবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত। উচ্চে তিনহস্ত হইবে। নীলকণ্ঠদেবের তিন চক্ষু। স্থানটী দেখিলে যুগপৎ ভয় ও ভক্তিরসের উদ্রেক হয়। এই নীলকণ্ঠদেবই এখানকার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। কত দূরদেশ হইতে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া এই নীলকণ্ঠদেবের পূজা করে, তাহা বলিবার নহে। নীলকণ্ঠের মন্দিরের বামদিকে একটী অপ্রশস্ত পথ আছে, এই পথে বহুসংখ্যক লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পথটী নীলকণ্ঠের মন্দিরবেষ্টন করিয়া অপরদিকে বাহির হইয়াছে। মন্দিরের স্তম্ভগুলির মধ্যে মধ্যে ভূমিতে প্রস্তরখণ্ডে কত লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে অনেক আবার যাত্রীগণ দ্বারা খোদিত। বাহিরে স্থানে স্থানে ভগবানের দশ অবতার, ব্রহ্মা, হরপার্ব্বতী প্রভৃতির অনেক মূর্ত্তি এখানে ওখানে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নীলকণ্ঠের মন্দিরের মণ্ডপ ছাড়াইয়া একটী কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাও পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার নাম স্বর্গা-রোহণকুণ্ড (৫)। এই কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে পাহাড়ের কোণের মধ্যে প্রকাণ্ড কালভৈরবের মূর্ত্তি, কুণ্ডের জলের উপর এই মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছেন। ইহা প্রায় ১৬ হস্ত উচ্চ ও ১১ হস্ত প্রশস্ত, নরমুণ্ডের মালা গলে দোদুল্যমান, কাল-সর্পের কুণ্ডল, হস্তে সর্পের বলয়, গলে সর্পের হার, অষ্টাদশ হস্তে অষ্টাদশ অস্ত্র। এই ভয়ানক মূর্ত্তির পার্শ্বের জলের উপর একটী কালীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছেন। জলের উপর সেই পর্ব্বতের অভ্যন্তরে সেই মূর্ত্তিদ্বয় দেখিলে মনে যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ের সঞ্চার হয়। এই মূর্ত্তির পরই আবার একটী গুহা। তথায় গমন করা দুঃসাধ্য। পূর্ব্বে এই মূর্ত্তির নিম্নভাগে একটী দ্বার ছিল, তাহা দিয়া সিদ্ধগুহায় যাওয়া যাইত। এই স্থান দিয়া একটী সুড়ঙ্গপথে দেশীয় রাজ্যের ভিতর যাওয়া যাইত। ইংরাজ রাজপুরুষেরা সে পথটী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দুর্গের উত্তরদিকে প্রাকারের বাহিরে পাহাড়ের মধ্যদেশে ১০ হস্ত দীর্ঘ ও ৬ হস্ত উচ্চ একটী ছোট খণ্ডগিরি আছে। ইহাতেও লিঙ্গমূর্ত্তি আছে, তাহার নাম বালকাণ্ডেশ্বর, তাহার পার্শ্বে এক ভারবাহী মূর্ত্তি। ভারী ভার লইয়া চলিতেছে, বাঁকের দুইদিকে দুই কলসী গঙ্গাজল, এই ভারীর চিত্রের উপর গুপ্তবংশীয় রাজপ্রদত্ত শিল্পলিপি। পর্ব্বতের পার্শ্বে সমতল ভূমিতেও একস্থানে এইরূপ মূর্ত্তি ও এইরূপ লেখা আছে, সে স্থানের নাম সরবন বাচা। কালিঞ্জর-পাহাড়ের উত্তরদিকে ভূমি হইতে ৪০।৪৫ হস্ত উপরে গঙ্গাসাগর নামে একটী সরোবর আছে। ইহা প্রায় শত হস্ত দীর্ঘ ও ৮০ হস্ত প্রশস্ত। ইহার তিনদিকে সোপানাবলী সমান চলিয়া গিয়াছে। একদিকে নামিবার একটী ছোট সিঁড়ি, চারিদিকে উচ্চ পাড়। পাড়ের উপরে উঠিবারও সোপান আছে। এইখানে ৮ হস্ত উচ্চ অনন্তদেবের মূর্ত্তি দেখা যায়।

এখানে আরও দেখিবার অনেক জিনিস আছে। তন্মধ্যে কালঞ্জরমাহাত্ম্যে চণ্ডীভবন, শিবক্ষেত্র, রবিক্ষেত্র, মাতঙ্গ-বাপিকা, নারায়ণকুণ্ড, চন্দ্রস্থান ও সৌমিত্রক্ষেত্র প্রসিদ্ধ।

পাহাড়ের অগ্নিকোণে অদ্যাপি শ্রীরামের চরণচিহ্ন রহিয়াছে। "অগ্নিকোণে গিরিস্তত্র শ্রীরামচরণদ্বয়ম্।"

কালঞ্জরমাহাত্ম্য। ৪। ১০।

(৫) কালঞ্জর মাহাত্ম্যে এই কুণ্ড স্বর্গবাপী নামে উক্ত হইয়াছে। যথা—
"নীলকণ্ঠসমীপে তু স্বর্গবাপ্যাং সমাশ্রয়ঃ।
স্বর্গবাপ্যাং নরঃ স্নাত্বাদেবরূপ্যস্তদাভবৎ।" ৪।৩২-৩৩।

কালিদাস (পুং) কাল্যাঃ দাসঃ সংজ্ঞায়াং হ্রস্বঃ। ভারতের অতিপ্রসিদ্ধ মহাকবি।

সাধারণের বিশ্বাস আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নবরত্ন ছিলেন কালিদাস তাহারই মধ্যে একটি রত্ন। তাঁহার সম্বন্ধে নানাস্থানে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কেবল একটি প্রবাদ উদ্ধৃত হইল। *

"কোন বিদুষী কন্যা বিদ্যাবলে বহু পণ্ডিতকে পরাজয় করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 'যে পণ্ডিত তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকেই বিবাহ করিবেন।' তাঁহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া পিতা বহু স্থান হইতে একে একে বহু পণ্ডিত আনয়ন করেন, কিন্তু কেহই কন্যাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। এইরূপে বারবার পণ্ডিত-পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার পিতা নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং কোনও গোমূর্খের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেওয়াই তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত হইল। তখন তিনি চতুর্দ্দিকে ঐরূপ মূর্খের অনুসন্ধান করিতে করিতে একস্থানে দেখিলেন, একব্যক্তি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যে শাখায় স্বয়ং বসিয়া আছে, তাহারই মূলদেশ কাটিতেছে। তিনি তাহাকে দেখিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ভাবিলেন, 'ডালকাটা হইলে নিজেও তাহার সহিত পড়িয়া যাইব, এরূপ বিবেচনাও যে না করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা মূর্খ জগতে আর নাই। অতএব এই উপযুক্ত পাত্র।' এই ভাবিয়া তাহাকে কন্যার নিকট উপস্থিত করিলেন। কন্যা তাহাকে মৌখিক কোন প্রশ্ন না করিয়া সঙ্কেতে একটি অঙ্গুলি দেখাইলেন, বর তাহা অপেক্ষা বাহাদুরি দেখাইবার জন্যই বোধ হয় দুইটি অঙ্গুলি দেখাইলেন, কন্যা তাহার পর তিনটি অঙ্গুলি দেখাইলেন, বরও চারিটি অঙ্গুলি দেখাইলেন; তখন কন্যা তাহাকে পাঁচটি অঙ্গুলি দেখাইলে, বর তাহা প্রহারের সঙ্কেত ভাবিয়া কন্যাকে মুষ্টি সঙ্কেত করিলেন। বরের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এই সঙ্কেত দেখিয়াই কিন্তু কন্যা আপনাকে পরাজিত বলিয়া স্বীকার করিলেন; তখন অতি আনন্দের সহিত কন্যার পিতা তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর বাসরগৃহে স্বামী স্ত্রী আলাপ আরম্ভ করিলে, স্বামিমুখে গ্রাম্যশব্দের ব্যবহার দেখিয়া, কন্যা চমৎকৃত হইলেন এবং অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া স্বামীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মূর্খ কালিদাস স্ত্রীর নিকট এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া, প্রাণত্যাগের ইচ্ছায় সরস্বতীকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন; তাহাতে তাঁহার প্রাণত্যাগ না হইয়া, মূর্খ কালিদাস কবি কালিদাসরূপে পরিণত হইলেন। সরস্বতী-কুণ্ডের মাহাত্ম্য অনুসারে তাহাতে অবগাহনমাত্রেই সরস্বতী তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বর প্রদান করিলেন। কালিদাস বরপ্রাপ্তি মাত্রই পুনর্ব্বার স্ত্রীর নিকট আসিলেন। স্ত্রী তখন গৃহের অর্গল বদ্ধ করিয়াছেন দেখিয়া দ্বার খুলিতে অনুরোধ করিলেন। স্ত্রী স্বর শুনিয়াই স্বামীর আগমন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং সহজে দ্বার না খুলিয়া গৃহ মধ্য হইতেই প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাস তাহাতে উত্তর করিলেন 'অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ।' স্ত্রী তাহার পরেও পুনর্ব্বার বিশেষ কথা কি জিজ্ঞাসা করায়, কালিদাস দ্বারদেশে থাকিয়াই, অস্তি, কশ্চিৎ, বাগ্‌বিশেষঃ এই তিনপদের এক একটিপদ প্রথম উচ্চারণ করিয়া ৩ খানি কাব্য স্ত্রীকে শুনাইয়া ছিলেন। 'অস্তি' পদানুসারে 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা' এই প্রথম শ্লোক আরম্ভ করিয়া সপ্তদশসর্গ কুমারসম্ভব, 'কশ্চিৎ' পদানুসারে 'কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' এই প্রথম শ্লোক আরম্ভ করিয়া মেঘদূত খণ্ডকাব্য, এবং বাগ্‌বিশেষঃ' পদের বাক্‌শব্দ গ্রহণপূর্ব্বক 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' এই প্রথম শ্লোক আরম্ভ করিয়া রঘুবংশ প্রণয়ন করেন। ইনি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এই দুই মহাকাব্য, মেঘদূত নাম খণ্ডকাব্য, অভিজ্ঞান শকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, এই তিনখানি নাটক শৃঙ্গারতিলক, শ্রুতবোধ, পুষ্পবাণবিলাস, ঋতুসংহার প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।"

এক্ষণে বিশেষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ যে নবরত্নের নাম উল্লেখ দেখা যায়, সেই নব ব্যক্তি এক সময়ে ছিলেন না; শিলালিপি ও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে একাধিক বিক্রমাদিত্যের নাম বাহির হওয়ায় কোন্ বিক্রমাদিতের সভায় কালিদাস ছিলেন তাহা এখনও নিশ্চয় হয় নাই এবং উপরোক্ত গ্রন্থগুলির ছন্দোবন্ধন, ভাষা ও কবিতানৈপুণ্য পাঠ করিলে প্রথম ৬ খানি গ্রন্থ ব্যতীত অপর পুস্তকগুলি মহাকবি কালিদাসের হস্তপ্রসূত বলিয়া বোধ হয় না। ইত্যাদি কারণে কেবল প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া কালিদাসের জীবনী লিখিত হইতে পারে না।

* মিথিলায় প্রবাদ আছে, কালিদাস মিথিলার লোক। (Journal. Asiatic Society of Bengal, Vol. XLVII. 1879 pt. I. p. 33.) এইরূপ দক্ষিণদেশেও কতকগুলি প্রবাদ আছে। (See Indian Antiqnary, 1878.) নানাস্থানের প্রবাদ পাঠ করিলে এইরূপ বোধ হয়, যেখানে কোন সময়ে বিখ্যাত পণ্ডিতগণের বাস ছিল, সেখানকার লোকেরাই মহাকবি কালিদাসকে স্বদেশীয় ও একগ্রামবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রঙ্গপুরেও এইরূপ প্রবাদ আছে। (Martin's Eastern India. III. p. 543.)

কালিদাসের জীবনী লিখিতে যাওয়া আর অন্ধকার-সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা। কালিদাস সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত।

বল্লালসেন বিরচিত ভোজপ্রবন্ধের প্রমাণানুসারে বোধ হয়, কালিদাস উজ্জয়িনীনিবাসী ভোজরাজের সভাসদ্ ছিলেন। ঐ ভোজরাজের রাজত্বকাল ১১০০ খৃষ্টাব্দ স্থিরীকৃত হইয়াছে। (Journal Asiatique, Sept. 1844. p. 250.)

ভোজপ্রবন্ধে কালিদাসের সমসাময়িক এই কয়জন পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়—কর্পূর, কলিঙ্গ, কামদেব, কোকিল, গোপালদেব, তারেন্দ্র, দামোদর, ধনপাল, প্রসন্নরাঘব-গ্রন্থকার জয়দেব, বাণভট্ট, ভবভূতি, ভাস্কর, ময়ূর, মল্লিনাথ, মহেশ্বর, মাঘ, মুচুকুন্দ, রামেশ্বর প্রভৃতি। বেদান্তাচার্য্যকৃত বিশ্বগুণাদর্শ পাঠে জানা যায়…কালিদাস, শ্রীহর্ষ ও ভবভূতি একসময়ে ভোজরাজের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ পণ্ডিতগণ সকলেই কালিদাসের সমকালীন নহেন। [জয়দেব, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি দেখ।]

কালিদাস যে বাণ ও শ্রীহর্ষের বহু পূর্ব্বে ছিলেন, বাণভট্টের হর্ষচরিত পাঠ করিলেই তাহা জানা যায়।

জ্যোতির্বিদাভরণনামক একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই গ্রন্থে লিখিত আছে—"ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, সুবিখ্যাত বরাহমিহির এবং বররুচি বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী *।…বিক্রম ৯৫ জন শকনৃপতিকে সংহার করিয়া কলিযুগে আপন অব্দ স্থাপন করেন।…আমি (কালিদাস) ৩০৬৮ কলি গতাব্দে বৈশাখমাসে এই গ্রন্থ রচনারম্ভ করিয়া কার্ত্তিকমাসে সম্পূর্ণ করি।"………. ….

(২০ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে লিখিত আছে)—"এখনও কাম্বোজ, গৌড়, অন্ধ্র, মালব ও সৌরাষ্ট্রদেশীয়গণ বিখ্যাত বদান্যবর বিক্রমের গুণ গান করিয়া থাকেন।"

পূর্ব্বকথিত ভোজ-প্রবন্ধ ও জ্যোতির্ব্বিদাভরণকে কখনও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ১ম, ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে—নবরত্ন বিভিন্ন সময়ের লোক। ২য়, জ্যোতির্ব্বিদাভরণের রচনাপ্রণালী আলোচনা করিলে উহা কখনই মহাকবি কালিদাসের করনিঃসৃত বলিয়া বোধ হয় না। ৩য়, জ্যোতির্ব্বিদাভরণের শেষোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে অনুমিত হয় যে, জ্যোতির্বিদাভরণ রচিত হইবার বহু পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য বিদ্যমান ছিলেন এবং জ্যোতির্বিদাভরণের সময় বিক্রমাব্দ ও বিক্রমসম্বন্ধীয় প্রবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল।

জর্ম্মণপণ্ডিত লাসেনের মতে, কালিদাস খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্তের সভায় বিদ্যমান ছিলেন *। উইল্‌ফোর্ড ও প্রিন্সেপ্ সাহেব লিখিয়াছেন, কালিদাস প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। জর্ম্মণপণ্ডিত ভেবের খৃষ্টাব্দের ২য় হইতে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে কালিদাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন †। পরে জেকোবি সাহেব কালিদাসের জ্যোতিষশব্দ ধরিয়া নির্ণয় করিলেন যে, কালিদাস গ্রীক জ্যোতিষশাস্ত্র জানিতেন এবং তদনুসারে তিনি ৩৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বতন লোক হইতে পারেন না ‡। জ্যোতিষী কের্ণ, ভাওদাজী, মোক্ষমূলর প্রভৃতির মতে,—কালিদাসের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী §।

আমাদের দেশীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের মধ্যে ৺ অক্ষয়কুমার দত্তের মতে খৃষ্টীয় চতুর্থশতাব্দীর মধ্যভাগের পর ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বে এবং ঐতিহাসিক রহস্যপ্রণেতার মতে কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। প্রধানতঃ দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ পুরাবিদের মতেই কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। তাঁহাদের যুক্তি এই—

উজ্জয়িনীরাজ হর্ষবিক্রমাদিত্য কবি মাতৃগুপ্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাশ্মীররাজ্য প্রদান করেন। এরূপ প্রবাদও আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। কহ্লণপণ্ডিত রাজতরঙ্গিণীতে রাজা মাতৃগুপ্তকে একজন কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষচরিতের প্রারম্ভে প্রবরসেন ও কালিদাসের উল্লেখ আছে। প্রবরসেন বিতস্তা নদীর উপর এক সুবৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ করেন, কালিদাস সেই সেতু উপলক্ষ করিয়া 'সেতুকাব্য' রচনা করেন। সেতুপ্রবন্ধের টীকাকার রামদাসেরও মতে কালিদাস সেতুবন্ধ লিখিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, মাতৃগুপ্ত ও প্রবরসেন সমকালীন। মাতৃগুপ্ত প্রবরসেনকে কাশ্মীররাজ্য প্রদান করিয়া কাশীবাসী হন। রাঘবভট্ট শকুন্তলাটীকামধ্যে মাতৃগুপ্তাচার্য্যের কতিপয় অলঙ্কারের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে বোধ হয়, সেগুলি প্রধান

* বুদ্ধগয়ায় ১০০৫ বিক্রম সম্বতে অমরদেবের শিলালিপিতে এই নবরত্নের উল্লেখ আছে।

* Indische Alterthumskunde, II. 457, 1158–60.

† Weber's Sanskrit Literature, p. 204n.

‡ Monatsberichte der Koniglick Preussischen Akademie der Wissenchaften zu Berlin, 1873, p. 554—558.

§ Kern's Brihat Sanhitá, p. 20; Bhau Daji in the Journal of the Bombay Branch Roy. As. Soc. 1861, p. 19-30, 207-200; Max Müller's India what can it teach us, p. 320.

কবির রচিত এবং সেগুলি কালিদাসের লেখনীপ্রসূত বলিলেও শোভা পায়। প্রবরসেন তোরমাণের পুত্র ও বজ্রেন্দ্রকন্যা অঞ্জনার গর্ভজাত। পূর্ব্বে তোরমাণের ভ্রাতা হিরণ্য কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেছিলেন, (তিনি তোরমাণকে বন্দী করিয়া রাখেন।) হিরণ্য ও তোরমাণের মৃত্যুর পর প্রবরসেন প্রথমে উত্তরাধিকার পাইলেন না। কে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এই লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন উজ্জয়িনীনাথ বিক্রমাদিত্য (অপর নাম হর্ষ) ভারতবর্ষের একছত্র রাজচক্রবর্ত্তী। তিনিই মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরের রাজত্ব প্রদান করেন। এই মাতৃগুপ্তই কালিদাস *। মোক্ষমূলরের মতে, তোরমাণ ৫০০ খৃষ্টাব্দে ও প্রবরসেন ৫৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন †, সুতরাং কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের ঐ সময়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকাই সম্ভব।

উপরোক্ত মত গুলির কোনটি সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। মাতৃগুপ্ত ও কালিদাসকে একব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ কোন প্রাচীন পুস্তকে মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। রাজতরঙ্গিণীতে কবি মাতৃগুপ্তসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কহ্লণপণ্ডিত একবারও তাঁহাকে কালিদাস বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। ক্ষেমেন্দ্রবিরচিত ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা, সুভাষিতাবলী ও সূক্তি-কর্ণামৃতগ্রন্থে কালিদাস ও মাতৃগুপ্তের ভিন্ন ভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উক্ত পুস্তকসমূহ দ্বারাও মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস পরস্পর ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

কর্পূরমঞ্জরীপ্রণেতা বাসুদেব নিজগ্রন্থে মাতৃগুপ্তকে অলঙ্কারেরচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুন্দরমিশ্রের নাট্যপ্রদীপপাঠে জানা যায়, যে মাতৃগুপ্ত ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রের বিবৃতি রচনা করিয়াছিলেন। এতগুলি প্রমাণ দ্বারা মাতৃগুপ্ত নামে একজন স্বতন্ত্র কবি ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। এখন কথা হইতেছে যে, কালিদাস প্রবরসেনের ও হর্ষবিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক কি না?

ডাক্তার ভাউদাজী প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ প্রধানতঃ হর্ষচরিতে প্রবরসেন ও কালিদাসের উল্লেখ দেখিয়া উভয়কে সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

"কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রযাতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥ ১৫
(সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব॥) ১৬ *
নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥" ১৭

(কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে "নিসর্গমধুরবংশস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।" এইরূপ পাঠ আছে।)

উপরোক্ত শ্লোকদ্বারা প্রবরসেন ও কালিদাস উভয়ই যে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উভয়ে সমকালীন ছিলেন কি না, স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। রাজা রামদাস বিরচিত রামসেতুপ্রদীপ নামক 'সেতুবন্ধ' ব্যাখ্যার সূচনায় লিখিত আছে—

"ইহ তাবন্মহারাজপ্রবরসেননিমিত্তং মহারাজাধিরাজবিক্রমাদিত্যেনাজ্ঞপ্তো নিখিলকবিচক্রচূড়ামণিঃ কালিদাসমহাশয়ঃ সেতুবন্ধপ্রবন্ধং চিকীর্ষুঃ।"

রাজা প্রবরসেনের নিমিত্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞায় কালিদাস সেতুবন্ধ নামক প্রবন্ধ রচনা করেন।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, যখন প্রবরসেন কাশ্মীরের রাজা হন নাই, তাঁহার পূর্ব্বেই হর্ষবিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয় (১)। (রাজতরঙ্গিণী ৩। ৩৮৫-৩৯০)। সুতরাং বিক্রমাদিত্যের আদেশে প্রবরসেনের নিমিত্ত যে কালিদাস প্রাকৃতভাষায় "সেতুবন্ধ" রচনা করেন, তাহা সম্ভবপর নহে। রামদাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক [রামদাস দেখ।] তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কুলনাথ তদ্‌বিরচিত রাবণবধ * টীকার সূচনায় লিখিয়াছেন—

"শ্রীচন্দ্রচূড়চরণাম্বুরুহং প্রণম্য
দেবীং প্রসাদ্য চ গিরং কুলনাথনাম্না।
ব্যাখ্যায়তে প্রবরসেননৃপস্য সূক্তং
সন্দেহনির্ভরদশাস্যবধপ্রবন্ধম্॥"

এখানে কুলনাথ রাজা প্রবরসেনকেই 'সেতুবন্ধ' রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রবরসেন যে একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, তাহা ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা, সূক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে জানা গিয়াছে। হর্ষচরিতের শ্লোক দুইটি মনোনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা

* Dr. Bhao Daji, Journal of the Royal Asiatic Society Bombay, Vol. VIII. p. 294-50.

† Max Müller's India, what can it teach us, p. 316.

কিন্তু শিলালিপি দ্বারা তোরমাণ ৫০০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ও তৎপুত্র মিহিরকুল ৫৩৩-৫৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। (Fleet's Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 10-11.)

* ভাউদাজী, মোক্ষমূলর প্রভৃতি এই শ্লোকটি ছাড়িয়া গিয়াছেন।

(১) "ত্রিগর্ত্তানামুবং জিত্বা স ব্রজন্নথ ভূপতিঃ।
বিক্রমাদিত্যমনৃপোৎ কালধর্ম্মমুপাগতম্।" রাজতরঙ্গিণী ৩,৩৯০

* সেতুবন্ধের অপর নাম রাবণবধ বা দশাস্যবধপ্রবন্ধ।

করিলে বোধ হয় যে বাণভট্টের পূর্ব্বে রাজা প্রবরসেন 'সেতুকাব্য' ও কালিদাস কাব্য ও নাটক রচনা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এখন স্থির হইল, মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস বিভিন্ন ব্যক্তি। কালিদাস সেতুবন্ধ রচনা করেন নাই এবং তিনি প্রবরসেন অথবা হর্ষবিক্রমাদিত্যের সমকালীন কি না, তৎপক্ষে বিশেষ প্রমাণ নাই। [প্রবরসেন ও বিক্রমাদিত্য দেখ।] তবে কালিদাস কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন?

প্রাচীন কবি বাণভট্ট, বাক্‌পতি, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যপ্রণেতা শ্রীহর্ষ, ক্ষেমেন্দ্র, বামন, জয়দেব প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবি কালিদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি ৫৫৬ শকাব্দে প্রদত্ত চৌলুক্যরাজ পুলিকেশীর তাম্রশাসনে কালিদাস ও ভারবির নাম দৃষ্ট হয়—

"যেনাযোজিতবেশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্ত্তিঃ।"

সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট তৎকৃত তন্ত্রবার্ত্তিকে কালিদাসের শকুন্তলাবর্ণিত "সতাং হি সন্দেহপদেষু" এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন ভোটদেশীয় 'তঞ্জুর' গ্রন্থে কালিদাসের নাম এবং যব ও বলিদ্বীপে কবিভাষায় রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের অনুবাদ দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মতে, হিন্দুগণ ৫০০ খৃষ্টাব্দে * যবদ্বীপে গিয়া উপনিবেশ করেন। অতএব তাঁহাদের যবদ্বীপে গমনের পূর্ব্বে কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

পাশ্চাত্য ও দেশীয় কোন কোন পুরাবিদের মতে, কালিদাসের গ্রন্থে হোরাশাস্ত্রীয় কথা ও ঐ শাস্ত্রীয় 'গ্রীক শব্দের' উল্লেখ আছে। গ্রীক্‌দিগের হোরাশাস্ত্র খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সম্পূর্ণ হয়, অতএব ঐ শতাব্দীর পরে ভারতবাসীরা ঐ শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

যে শাস্ত্রে জাতক, যাত্রিক ও বিবাহলগ্নাদি নিরূপিত হইয়াছে, বরাহমিহির তাহাকেই 'হোরাশাস্ত্র' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

'হোরা' শব্দ যদিও প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অনেক মূল বিষয় রামায়ণ, মহাভারতাদি অতি প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত আছে [জ্যোতিষ, হোরা, জাতক প্রভৃতি শব্দ দেখ।] সুতরাং হোরাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য মূলতত্ত্ব গ্রীকহোরাশাস্ত্ররচিত হইবার অনেক পূর্ব্বে ভারতবাসী জানিতেন, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

* Webor's Sanskrit Literature, p. 208.

বরাহমিহির 'যবনাচার্য্যদিগের' গ্রন্থ হইতে হোরাশাস্ত্রীয় অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। [বরাহমিহির দেখ।]

আমরা যবনাচার্য্য বা যবনেশ্বর প্রণীত 'অষ্টকবর্গবিন্দুফল,' 'তাজিকশাস্ত্র,' 'নক্ষত্রচূড়ামণি', 'মীনরাজজাতক', 'যবনসার,' 'যবনহোরা,' 'রমলামৃত,' 'লগ্নচন্দ্রিকা,' 'বৃদ্ধযবনজাতক,' 'স্ত্রীজাতক' প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। বরাহমিহির (বৃহজ্জাতকে), ভট্টোৎপল, কেশবার্ক এবং মার্ত্তণ্ডচিন্তামণি টীকায় বিশ্বনাথ যবনাচার্য্যের সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 'রোমকসিদ্ধান্ত'-নামক সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্যোতিঃশাস্ত্র পাওয়া যায়। শাকল্যসংহিতা, হায়নরত্ন, জ্ঞানভাস্কর প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক রোমকাচার্য্যের সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে, ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ হোরাশাস্ত্রের কোন কোন বিষয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যবন ও রোমকাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছেন। তাহারা গ্রীক্ গ্রন্থ পাঠ করিয়া হোরাশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না (১)। প্রথমতঃ দেখা উচিত কালিদাস প্রভৃতি 'যবন' শব্দে কোন দেশীয় লোক বা কোন্ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন—

"পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।......
সংগ্রামস্তুমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ।
শার্ঙ্গকূজিতবিজ্ঞেয়প্রতিযোধে রজস্যভূৎ॥ ৬২॥
ভল্লাপবর্জ্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্।......
অপনীতশিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ॥" ৬৪॥

(রঘু) পারসীকদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত স্থলপথে গমন করিলেন। তিনি যবনীগণের বদনকমলের মদরাগ সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন সেই অশ্বারোহী (পারসীক) যবনগণের * সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ধূলাতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হইল। সে সময়ে ধনুকের টঙ্কারশব্দে প্রতিযোদ্ধাগণ অনুমিত হইল। মহাবীর রঘু যবন-

(১) যবনাচার্য্যদিগের উক্ত গ্রন্থ সকল যদি গ্রীকভাষার অনুবাদ হইত, তাহা হইলে গ্রীক্ ভাষায় উহার কোন মূলগ্রন্থ দৃষ্ট হইত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনখানির মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।

* 'পাশ্চাত্যৈ র্যবনৈঃ সহ।' ইতি মল্লিনাথ।

দিগের শ্মশ্রুবিরাজিত শিরঃসমূহ ভল্লাস্ত্রে ছেদন করিয়া রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন অবশিষ্ট যবনেরা মাথায় টুপি খুলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

কালিদাস পারসীকদিগকে যবন ও তাহাদের রমণীদিগকে যবনী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাস ব্যতীত মহাভারতেও পারস্যের পার্শ্ববর্ত্তী বাহ্লীকরমণীদিগকে মদ্যপানাসক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাহ্লীকদেশের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন কম্বোজের লোকেরা পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিত, তাহা যাস্কের নিরুক্তপাঠে জানা যায়। সকল পুরাণ মতে—ভারতের পশ্চিম সীমা 'যবন' আবার মহাভারতে রোম নামক জনপদ ভারতের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (২)। (মহাভা° ভীষ্ম° ৯ অঃ) ঋগ্বেদে রুম নামক একব্যক্তির উল্লেখ আছে, অনেকে তাহা হইতে রোমের উৎপত্তি কল্পনা করেন, ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা যবনাচার্য্য ও রোমকাচার্য্যকে সুদূর গ্রীস বা বর্ত্তমান রোমবাসী বলিয়া অনুমিত হয় না।

প্রাচীন পারসীক যবনের ব্যবহৃত প্রাচীন জন্দ্ ভাষা (বৈদিক) ছন্দস্ভাষার রূপান্তর ও অপভ্রংশ। [জন্দ দেখ।] প্রাচীন পারসীকেরা হোরাশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব জানিতেন, তাহা প্রাচীন অবস্তা, যস্ন প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে কতক আভাস পাওয়া যায়। [পারসীক দেখ।]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে, সূর্য্যাংশসমুদ্ভূত অসুর ময় জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রচার করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাঁহাকে গ্রীক্ জ্যোতির্বী তুরময় (Ptolemaios) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন *। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, পারসিক অবস্তাশাস্ত্রোক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশক সূর্য্যাংশ 'অহুরমযদ' সংস্কৃত 'অসুরময়' বলিয়া বোধ হয়। অসুরময় প্রথম জ্যোতিঃশাস্ত্রের উদ্ভাবক হইলে, ভারতবাসীরা জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন কোন বিষয় প্রাচীন পারসিক অথবা তন্নিকটবর্ত্তী যবনজাতির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না †।

সুতরাং গ্রীক্‌হোরাশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা কালিদাসকে চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক বলিয়া স্বীকার করা যায় না (৩)।

কালিদাসের শকুন্তলায় শরাসন ও বনপুষ্পমালাধারিণী যবনীগণ মৃগয়াপ্রিয় হিন্দুরাজের সহচারিণী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—"এসো বাণাসণহত্থাহিং জবণীহিং বণপুপ্ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্সো।" (অভিজ্ঞানশকুন্তল ২য় অঙ্কে)। পুরাবিদ্‌গণ এই চিত্রটী বাহ্লীকরমণীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাহ্লীকদিগের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টের প্রথমশতাব্দী হইতে এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। এরূপস্থলে, যে সময়ে বাহ্লীকদিগের সহিত ভারতবাসী হিন্দুর সম্বন্ধ ছিল, কালিদাস সেই সময়ের লোক ছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে ‡।

নাসিক হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একখানি শিলালিপি বাহির হইয়াছে, তাহাতে 'শকারি' নাম দৃষ্ট হয়। বিক্রমাদিত্যের একটি নাম শকারি। ভারতের নানাস্থানেই প্রবাদ আছে যে কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমকালীন। যদি প্রবাদের কোন অংশ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই শকারির রাজত্বকালে কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন, তাহাই অধিক সম্ভব। কালিদাস উজ্জয়িনীবাসী ছিলেন, তাঁহার মেঘদূতের ২৯ হইতে ৪৩ শ্লোক মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অনেক গ্রন্থ কালিদাসের নামে প্রচলিত আছে, কিন্তু সকল পুস্তক মহাকবি কালিদাসের করনিঃসৃত বলিয়া বোধ হয় না। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত এই তিনখানি কাব্য মহাকবি কালিদাসের

---

(২) য়ুরোপীয় রোমকজনপদ 'রোমুলসের (Romulus) নাম হইতে হইয়াছে। (৭৫৩ খৃঃ পূঃ ?)। রোমুলস্ ট্রয়যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত ইনিয়াসের বংশপুরুষ অধস্তন। কিন্তু রোমুলসের পূর্ব্বপুরুষ ইনিয়াসেরও বহুপূর্ব্বে মহাভারতে রোমক ও রোমন্ জনপদের উল্লেখ থাকায় উহাকে বর্ত্তমান 'রোম' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

* See Edicts of Ashok in Inscriptionum Indicarum, Vol. I. and Weber's Sanskrit Literature, p. 253.

† সংস্কৃত অসুর—পারসিক 'অহুর' এবং ময় স্থানে 'মযদ' হইয়াছে। যেমন সিন্ধু স্থানে 'হেন্দু', সপ্তস্থানে 'হপ্ত' পদ সিদ্ধ হয়; সেইরূপ সংস্কৃত 'সৌর' স্থানে আবস্তিক 'হোর' (পুং সূর্য্য) পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাচীন পারসিকগণ সূর্য্যকে পুং বলিতেন, কিন্তু গ্রীকেরা ইহাকে হোরাশাস্ত্রে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করিতেন, এইরূপে 'হোরা' শব্দ গ্রীক্‌ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। (See English Cyclopædia (Science), Vol. I. p. 657.)

(৩) কালিদাসের কুমারসম্ভবে 'জামিত্র' শব্দের উল্লেখ থাকায় অনেকে উহা গ্রীক্‌হোরাশাস্ত্রোক্ত 'ডিয়ামিট্রস্ বা 'ডিয়ামিট্রন্' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা গ্রীক্‌হোরাশাস্ত্র সম্পূর্ণ হইবার এবং খৃষ্ট জন্মাইবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে হোমার প্রভৃতির গ্রন্থে 'ডিয়ামিট্রন' শব্দ দেখিতে পাই। সুতরাং এই শব্দটির উপর নির্ভর করিয়া কালিদাসকে তৃতীয় শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক বলা যায় না।

‡ অপর কোন সংস্কৃত নাটক বা কাব্যে হিন্দুরাজের সহচারিণী ধনুর্ব্বাণধারিণী যবনীর এরূপ চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। এতদ্দ্বারাও উপরোক্ত মত কতকটা সমর্থিত হইতেছে।

বিরচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন *। নাটকের মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তল ও বিক্রমোর্ব্বশী তাঁহারই সুকীর্ত্তি। কেহ কেহ মালবিকাগ্নিমিত্রনাটক ও ঋতুসংহার নামক খণ্ডকাব্য মহাকবি কালিদাস কৃত বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল ও মালবিকাগ্নিমিত্রের রচনাপ্রণালী পরস্পর মিলাইলে একজনের হস্তপ্রসূত কি না, তৎপক্ষে ঘোর সন্দেহ জন্মে!

কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যজগতে একজন মহাকবি। মানবচরিত্র চিত্রিত করণে, স্বভাববর্ণনে ও সুমধুর ছন্দোগ্রন্থনে তাঁহার তুল্য কবি সংস্কৃত কাব্যজগতে বাল্মীকি ব্যতীত আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। কালিদাস স্বরচিত প্রত্যেক গ্রন্থে অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়া পাশ্চাত্য-জগতে 'ভারতীয় শেক্ষপীর' পদলাভ করিয়াছেন।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত 'অম্বাস্তব,' 'কালীস্তোত্র,' 'কাব্যনাটকালঙ্কার,' 'ঘটকর্পর,' 'চণ্ডিকাদণ্ডস্তোত্র,' 'দুর্ঘট-কাব্য', 'নলোদয়', 'নবরত্নমালা', 'নানার্থকোষ', পুষ্পবাণ-বিলাস', 'প্রশ্নোত্তরমালা', 'রাক্ষসকাব্য', 'লঘুস্তব', বিদ্বদ্বিনোদকাব্য', 'বৃত্তরত্নাবলী', 'বৃন্দাবনকাব্য', 'শৃঙ্গার-তিলক', 'শৃঙ্গারসার', 'শ্যামলাদণ্ডক', 'শ্রুতবোধ' প্রভৃতি গ্রন্থ কালিদাসের বলিয়া প্রচলিত থাকিলেও এই পুস্তকগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি-বিরচিত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। সচরাচর লোকের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, 'নলোদয়' মহাকবি কালিদাস বিরচিত। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, এই গ্রন্থ নারায়ণপুত্র রবিদেব কৃত †, এই গ্রন্থের রামঋষিকৃত প্রাচীনটীকাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ‡।

দেবেন্দ্রবিরচিত কবিকল্পলতা ও রাজশেখরের প্রবন্ধ-কোষে তিন জন কালিদাসের নাম পাওয়া যায়।

বলভদ্রপুত্র কালিদাসপ্রণীত 'কুণ্ডপ্রবন্ধ', রামগোবিন্দ-পুত্র কালিদাসবিরচিত 'ত্রিপুরাসুন্দরীস্তুতিটীকা' § প্রচলিত আছে।

জ্যোতির্বিদাভরণ, রত্নকোষ, শুদ্ধিচন্দ্রিকা, গঙ্গাষ্টক ও মঙ্গলাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থ কালিদাস-নামধারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লিখিত। এ ছাড়া কালিদাসগণক বিরচিত 'শক্রপরাজয় শাস্ত্রসার', অভিনব কালিদাস (১)-রচিত 'অভিনব ভারতচম্পূ' ও 'ভাগবত চম্পূ', কাশ্যপ অভিনব কালিদাসকৃত 'শৃঙ্গারকোষ-ভাণ', নবকালিদাসবিরচিত 'সারসংগ্রহকাব্য' পাওয়া গিয়াছে।

কালিদাস ত্রিবেদী—হিন্দুস্থানী একজন বিখ্যাত কবি, অরঙ্গজিব বাদশাহ যখন দাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডায় অবস্থিতি করেন, তখন কালিদাসত্রিবেদী তাঁহার নিকট থাকিতেন। তৎপরে তিনি জম্বুপ্রদেশে রঘুবংশীয় যোগজিতসিংহ নামক রাজার নিকট গমন করেন। তাঁহার নিকট থাকিয়া 'বধূ-বিনোদ' রচনা করেন। ১৪২৩ হইতে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল কবি জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে দুইশত বারজন কবির কবিতা হইতে সহস্রটী কবিতা একত্র করিয়া তিনি একখানি কবিতাসংগ্রহ প্রণয়ন করেন, এই পুস্তকের নাম 'কালিদাস হাজারা'। কালিদাস হাজারা পুস্তকের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। ইঁহার প্রণীত জাঞ্জিবাবন্দ নামক আর একখানি পুস্তক আছে। তাঁহার পুত্র উদয়নাথ ত্রিবেদী ও পৌত্র দুলহ ত্রিবেদী উভয়েই গ্রন্থকার।

কালিদাসক (পুং) কালিদাস-স্বার্থে কন্। কালিদাস।

কালিনী (স্ত্রী) কালঃ শিবঃ অধিষ্ঠাতৃতয়া অথবা কালঃ আকাশস্থঃ পুরুষাকারো লুব্ধকঃ সন্নিকৃষ্টত্বেন অস্ত্যস্যাঃ কাল-ইনি-ঙীপ্। আর্দ্রানক্ষত্র।

(আর্দ্রা তু কালিনী রৌদ্রী পুনর্ব্বসূ তু যামকৌ। হেম ২। ২৪।)

২ (কালয়তি প্রেরয়তি কল-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্) প্রেরণকারিণী।

কালিন্দ (ক্লী) কালিং জলরাশিং দদাতি কালি-দা-ক পৃষো-দরাদিত্বাৎ মুম্। কালিঙ্গ, তরমুজ।

কালিন্দক (ক্লী) কালিন্দ-স্বার্থে কন্। তরমুজ।

কালিন্দী (স্ত্রী) কালিন্দাৎ কলিন্দাখ্যপর্ব্বতাৎ তৎসন্নিকৃষ্ট-দেশাদ্বা জাতা নিঃসৃতা বা কলিন্দ-অণ্ (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩। ৫৩।)-ঙীপ্। ১ যমুনানদী।

("কালিন্দী কিনারে দেখে দিব্য লতাকুঞ্জ।
সদাই বসন্ত তথা রহে সুখ পুঞ্জ॥" গোবিন্দমঙ্গল ৫২।)

২ শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীভেদ। ৩ অসিতের স্ত্রী এবং সাগরের মাতা। ৪ রক্তত্রিবৃৎ। ৫ শ্বেতকিণীহি। ৬ অসুরকন্যাবিশেষ।

কালিন্দী,—উড়িষ্যাবাসী একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়। কালিন্দী

* "মল্লিনাথকবিঃ সোঽয়ং মন্দাত্মানুজিঘৃক্ষয়া।
ব্যাচষ্টে কালিদাসীয়ং কাব্যত্রয়মনাকুলম্॥ ৫
কালিদাসো গিরাং সারং কালিদাসঃ সরস্বতীম্।
চতুর্মুখো যথা সাক্ষাদ্বিদুর্নান্যে তু মাদৃশাঃ॥" ৬
রঘুবংশে মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনী টীকা।

† R. G. Bhandarkar's Reports, Sanskrit Mss. (for 1883-4) p. 16.

‡ Prof. Peterson's 3rd Report on the Search for Sans. Mss. p. 337.

†† এই গ্রন্থ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

(১) মাধবাচার্য্য তাঁহার 'সংক্ষেপশঙ্করজয়ে' আপনাকে অভিনব কালিদাস নামে পরিচয় দিয়াছেন।

বৈষ্ণবগণ অধিকাংশই হাড়িমুচি প্রভৃতি নীচজাতীয়। ইহারা ভেক লয়, ডোর কৌপীন ধারণ করে অথচ গৃহেও থাকে। বিবাহ আদি স্বজাতির মধ্যেই হয়। এই সম্প্রদায় হাড়ি মুচি প্রভৃতি নীচজাতীয় লোকের দীক্ষাগুরু, ইহারা শব দাহ না করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া থাকে। নয় দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া দশম দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া শুদ্ধ হয়। ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ মঠ আছে। পৃথক্ মঠে পৃথক্ মহান্তের পৃথক্ পৃথক্ শিষ্যদল থাকে।

কালিন্দী—বঙ্গদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার মধ্যে যে নদী যমুনা নামে প্রবাহিত, ইহা তাহার একটী শাখা নদী। বসন্তপুরের নিকট যমুনা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সুন্দরবনে রায়মঙ্গল নামক স্থানে পতিত হইয়াছে। বসন্তপুরের ৩॥ ক্রোশ দক্ষিণে কালিন্দীর খাড়ি কালিগাছি ও আঠারবাঁকা নদীর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যাধরী নামক নদীতে পড়িয়াছে। কালিন্দী সুগভীর। কলিকাতা হইতে বড় বড় নৌকা এই নদীপথে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করে।

কালিন্দীকর্ষণ (পুং) কালিন্দীং কর্ষতি, কালিন্দী কৃষ-কর্ত্তরি ল্যু। যদ্বা কর্ষতীতি কর্ষণঃ, কালিন্দ্যাঃ কর্ষণঃ, ৬তৎ। বলদেব। বলদেবের কালিন্দীকর্ষণকথা হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে, "কোন সময়ে বলদেব স্নান করিবার জন্য যমুনানদীকে আহ্বান করেন, কিন্তু যমুনা স্ত্রীস্বভাব সুলভ ভীরুতাবশতঃ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল না। বলদেব যমুনার এইরূপ ব্যবহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বীয় অস্ত্র লাঙ্গলদ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া বৃন্দাবনে আনয়ন করিয়াছিলেন।" (হরিবংশ ১০২ অ°।)

কালিন্দীভেদন (পুং) কালিন্দীং ভিনত্তি, কালিন্দী-ভিদ্-কর্ত্তরি-ল্যু, কালিন্দ্যা ভেদনো বা। বলরাম।

(সঙ্কর্ষণঃ সীরপাণিঃ কালিন্দীভেদনো বলঃ। অমর।)

কালিন্দীসূ (স্ত্রী) কালিন্দীং যমুনাং সূতে, কালিন্দী সূ-ক্বিপ্। যমুনার মাতা, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা।

কালিন্দীসোদর (পুং) কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ সোদরঃ সহোদরঃ, ৬তৎ। যম। যম ও যমুনা সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(যমরাজঃ শ্রাদ্ধদেবঃ শমনো মহিষধ্বজঃ।
কালিন্দীসোদরশ্চাপি ধূমোর্ণা তস্য বল্লভা॥ হেম ২।৯৯।)

কালিমা [ন্] (পুং) কালস্য ভাবঃ,কাল-ইমনিচ্। ১ মলিনতা। ২ কৃষ্ণবর্ণ।

("স্বানমানমতিকালিমালয়া।" মাঘ ৪ সর্গ।)

কালিম্মন্যা (স্ত্রী) আত্মানং কালীং মন্যতে, কালী-মন্-খশ্-মুম্ হ্রস্বশ্চ। যে স্ত্রী আপনাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া বিবেচনা করে।

কালিয় (পুং) কে জলে আলীয়তে, ক-আ-লী-ক। ১ সর্পবিশেষ; গরুড়ের ভক্ষ্য বস্তু হরণ করার জন্য ইহার সহিত গরুড়ের যুদ্ধ হয়, কালিয় তাহাতে পরাজিত হইয়া গরুড়-ভয়ে যমুনাহ্রদস্থিত জল মধ্যে লুকাইয়া রহে; এইজন্য তাহার নাম কালিয় হইয়াছে।

কালিয়ক (ক্লী) দারুহরিদ্রা। [কালীয়ক দেখ।]

কালিয়দমন (পুং) কালিয়ং দময়তি কালিয়-দম-ণিচ্-ল্যু। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবতে কালিয়দমনকথা এইরূপ বর্ণিত আছে—কালিয় সর্প যমুনানদীর যে হ্রদ মধ্যে বাস করিত, সেই হ্রদের জল নিতান্ত বিষাক্ত হইয়াছিল। কোন দিন শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণ সহ সেই হ্রদের নিকট গোচারণ করিতে ছিলেন; রাখালগণ ও গাভীকুল তৃষ্ণাতুর হইয়া সেই জলপান করায় সকলেরই জীবন বিনষ্ট হইল। কৃষ্ণ তদ্দর্শনে তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহা হইতে হ্রদ মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পতিত হইলেন, তথায় কালিয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহার ফণা ভঙ্গ করিয়া দিলেন এবং জীবন মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া তাহাকে সমুদ্রে বাস করিবার জন্য তথা হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তৎপরে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া রাখাল ও গোসমুদায়কে পুনর্জীবিত করিলেন।" (ভাগবত ১০। ১৬)। ২ (ক্লী) কালিয়স্য দমনম্ ৬তৎ। কালিয়সর্পের দৌরাত্ম্য নিবারণ। ৩ শ্রীকৃষ্ণলীলার অভিনয় বিশেষ। [কবি দেখ।]

কালিয়হ্রদ (পুং) কালিয়েন অধিষ্ঠিতঃ হ্রদঃ মধ্যলো°। যে যমুনাহ্রদে কালিয় সর্প বাস করিত তাহার নাম কালিয়হ্রদ।

কালিয়া—বঙ্গদেশে যশোহর জেলার কালিয়া পরগণার অন্তর্গত গ্রাম। এখানে অনেকগুলি কায়স্থ ও বৈদ্যের বাস। পূজার সময় এখানে বাচের বড় ধুম হয়। এখান হইতে নদীপথে উত্তরে নড়াইল ও দক্ষিণে খুলনা যাইবার বেশ সুবিধা আছে।

কালিয়াচক্—বঙ্গদেশে মালদহ জেলায় একটী গণ্ড গ্রাম, গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে পুলিসের থানা আছে। অক্ষা ২০°৫১´১৫´´ উ° ও দ্রাঘি ৮৮°৩´১´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে একটী বড় রকম নীলকুঠি ছিল। এক্ষণে কুঠির বাটী গুলি আছে, কিন্তু কারবার নাই।

কালিয়াবর—আসাম অঞ্চলে নওগাঁ জেলার পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদের উপর এক গ্রাম। ব্রহ্মপুত্রে যে সকল ষ্টীমার গমনাগমন করে, সেগুলি এখানে থাকে ও যাত্রী গ্রহণ করে।

কালিল (ত্রি) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ অস্যাস্তি কাল-ইলচ্ (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যং শনেলচঃ। পা ৫। ২। ১০০।) কালরঙ্গযুক্ত।

কালিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন কালঃ কাল-ইষ্ঠন্। উভয়ের মধ্যে যাহার বর্ণ অতিশয় কাল।

কালী [ন্] (পুং) কালঃ কালরূপঃ খড়্গঃ অস্ত্যস্য কাল-ইনি। ১ পরানন্দমত সিদ্ধ পরমেশ্বর।

("কালিন্ কলিমলধ্বংসিন্ ধ্বংসয়াশু মদাপদঃ।")

ইতি তন্মতে ঈশ্বরপ্রার্থনা।

২ (ত্রি) কালয়তি প্রেরয়তি কল-ণিচ্-ণিনি। প্রেরক।

কালী (স্ত্রী) কালঃ কৃষ্ণবর্ণো২স্ত্যস্যাঃ কাল-ঙীষ্ (জানপদ কুণ্ডগোণস্থলভাজনাগকালেত্যাদি। পা ৪। ১। ৪২।) ১ শান্তনুরাজার স্ত্রী। ২ (কালস্য শিবস্য পত্নী-ঙীষ্) কালিকা, দুর্গাদেবীর ললাট হইতে আবির্ভূত দেবীবিশেষ। চণ্ডবধ কালে অসুরগণ সহ যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রোধভরে ভগবতীর মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠার পর তাঁহার ললাটদেশ হইতে করালবদনা অসি-পাশ প্রভৃতি অস্ত্রপাণি কালিকাদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। (মার্কণ্ডেয় পু° ৮৭। ৫।)

কালিকাপুরাণে ইঁহার রূপাদি এইরূপ বর্ণিত আছে—"নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, চারিহস্ত, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে খট্বাঙ্গ ও চন্দ্রহাস, বামহস্তদ্বয়ে চর্ম্ম ও পাশ, গলে মুণ্ডমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কৃশাঙ্গ, দন্ত দীর্ঘ, অতিভয়ঙ্কর লোলজিহ্বা, আরক্তচক্ষু, ভীমনাদ, কবন্ধ বাহন, বিস্তৃত মুখ ও কর্ণ স্থূল। এই দেবী তারা ও চামুণ্ডা নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহার আটটী যোগিনী তাহাদিগের নাম—ত্রিপুরা, ভীষণা, চণ্ডী, কর্ত্রী, হন্ত্রী, বিধাতৃকা, করালা ও শূলিনী। এই সকল যোগিনীগণও দেবীর সহিত পূজিত এবং অনুধ্যাত হইয়া থাকেন। যাবতীয় দেবীগণ মধ্যে ইঁহারই পূজাদি করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়।" (কালিকা° ৬০ অঃ।) দশ মহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যা। যথা তন্ত্রসারে,—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশমূর্ত্তির নাম দশ মহাবিদ্যা; ইহাদিগকে সিদ্ধবিদ্যাও বলিয়া থাকে। সতী দক্ষযজ্ঞে যাইবার সময় শিবের নিকট বারবার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু মহাদেব কোনক্রমেই তাঁহাকে অনুমতি না দেওয়ায় সতী ঐরূপ দশমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শিবকে ভীত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট অনুমতি পাইয়াছিলেন।

"যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্করবেশ॥" অন্ন° ম° ২৯।

[দশমহাবিদ্যা দেখ।]

কালীমূর্ত্তির ধ্যান যথা—

"করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্॥
কর্ণাবতংসতাং নীতশবযুগ্মভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
শবানাং করসঙ্ঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাম্॥"

(তন্ত্রসার)

কালী, করালবদনা ভয়ঙ্করী মুক্তকেশী চতুর্ভুজবিশিষ্টা মুণ্ডমালাভূষিতা, তাঁহার অধোবামহস্তে সদ্যঃ কর্ত্তিতমুণ্ড এবং ঊর্দ্ধ বামহস্তে খড়্গ, ঊর্দ্ধদক্ষিণহস্তে অভয় চিহ্ন ও অধোদক্ষিণহস্ত বরদানভঙ্গিমাবিশিষ্ট—তিনি মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা উলঙ্গিনী; তাঁহার কণ্ঠদেশে মুণ্ডমালা, তাহা হইতে রক্তধারা বিগলিত হইতেছে; কর্ণদ্বয়ে কর্ণভূষণস্থলে দুইটি শব লম্বিত রহিয়াছে; তিনি ভীমদশনা করালমুখী পীনোন্নতস্তনী শবগণের হস্তসমূহনির্ম্মিতমেখলাধারিণী, হাস্যমুখী—উভয় ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে রক্তধারা গলিত হওয়ায় স্ফুরিতমুখী, ভয়ঙ্করশব্দকারিণী, ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, শ্মশানবাসিনী, অরুণতুল্যলোচনত্রয়বিশিষ্টা, করালদন্তা, দক্ষিণাঙ্গব্যাপিমুক্তকেশপাশযুক্তা, শবরূপী মহাদেবের হৃদয়স্থিতা, ভয়ঙ্করশব্দকারিশিবাগণপরিবেষ্টিতা, মহাকালের সহিত বিপরীত সঙ্গমে আসক্তা, প্রসন্ন ও হাস্যমুখী। এইরূপে সিদ্ধকালী, কামার্থদায়িনী

দক্ষিণকালিকার চিন্তা করিবে। মহাকালী, দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, গুহ্যকালী ও রক্ষাকালী প্রভৃতি নামানুসারে কালীমূর্ত্তির বিবিধ ভেদ আছে। ইনি মূল প্রকৃতি; স্বল্পবুদ্ধি ও দুর্ব্বল মানবদিগের উপাসনা কার্য্যে সুবিধা করিবার জন্যই তন্ত্রাদিশাস্ত্রে এই প্রকৃতির কালী, তারা প্রভৃতি নাম ও রূপ কল্পিত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রেও এইরূপই লিখিত আছে—

"উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্॥

(মহানির্ব্বাণ ১৩ উল্লাস।)

উপাসকদিগের কার্য্যের জন্যই গুণক্রিয়ানুসারে দেবীর রূপ কল্পিত হইয়াছে।

আদ্যাশক্তির প্রধানা মূর্ত্তি কালী। শাক্ত উপাসকের মধ্যে প্রায় দশআনা লোক এই মূর্ত্তির উপাসক। ভগবতীর যতগুলি মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে দুর্গা ও কালীমূর্ত্তির বহুল প্রচার। এই মূর্ত্তির কল্পনা কতকাল হইতে হইয়াছে, তাহা সহজে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তন্মতাবলম্বী প্রাচ্য পণ্ডিতেরা বলেন, এই মূর্ত্তি হিন্দুদিগের মৌলিক মূর্ত্তি নহে, ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্যগণের দেবদেবী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ মীমাংসা বা কল্পনায় কোন ফল আছে কি না তাহা বুঝা যায় না; কারণ, অনেকানেক প্রাচীন পুরাণে ভগবতীর এই মূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়। তবে এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, তান্ত্রিক যুগেই এই মূর্ত্তির উপাসনার নানাবিধ বিধি-নিয়ম সঙ্কলিত ও বহুল প্রচার হইয়াছে।

তন্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া আগে দেখা যাউক, পুরাণাদিতে ভগবতীর কালীমূর্ত্তির উৎপত্তি, পূজা, ধ্যান ইত্যাদি সম্বন্ধে কি কি বিবরণ পাওয়া যায়।

পুরাণের মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া গণ্য। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী—যাহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যতুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়—সেই চণ্ডীই এই পুরাণখানির অন্তর্গত। কালিকামূর্ত্তির উৎপত্তির কথা চণ্ডীতে দুই স্থানে কথিত হইয়াছে। প্রথম,—মহিষাসুর বধের পর যখন দেবতারা শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া দেবীর স্তব করিতেছিলেন; সেই সময়ে ভগবতী জাহ্নবীজলে স্নান করিতে যাইবার ছলে, তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এখানে কেন? দেবতারা এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভগবতীর শরীর হইতে শিবা অম্বিকা নির্গত হইয়া বলিলেন,—দৈত্যপতি শুম্ভকর্ত্তৃক নিরাকৃত ও তদীয় ভ্রাতা নিশুম্ভ-কর্ত্তৃক পরাজিত এই দেবতারা একত্র হইয়া আমার স্তব করিতেছে। অম্বিকা ভগবতীর শরীর-কোষ হইতে উৎপন্না হইলেন বলিয়া কৌষিকী নামে বিখ্যাতা হইলেন ও হিমাচল আশ্রয় করিয়া রহিলেন। কৌষিকীর উৎপত্তির পর ভগবতীও স্বীয় গৌরবর্ণ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবর্ণা হইলেন বলিয়া তিনি "কালিকা" * নামে বিখ্যাত হইলেন এবং তিনিও হিমাচল আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; এই কালিকার রূপ কি, তাহা এস্থলে চণ্ডীতে কিছু নাই বা ইঁহার সহিত চণ্ডীর আর কোন সংশ্রবও নাই। তৎপরে চণ্ডীতে দ্বিতীয়স্থলে যে কালীমূর্ত্তির কথা আছে, তাহা এই;—কৌষিকীর হুঙ্কারে শুম্ভের সেনাপতি ধূম্রলোচন ভস্মীভূত হইলে, শুম্ভ চণ্ডমুণ্ড নামক দুই প্রচণ্ড সেনাপতিকে বহুসৈন্য দিয়া কৌষিকীকে আনিবার জন্য আদেশ দিলেন। চণ্ডমুণ্ড সৈন্যবল-পরিবৃত হইয়া মহাদর্পে দেবীর নিকট হিমাচলে উপস্থিত হইল। দেবী তাহাদের দর্প দেখিয়া ঈষদ্ধাস্য করিলেন মাত্র। চণ্ড-মুণ্ড আসিয়াই তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইল। দৈত্যদ্বয় নিকটে আসিবামাত্র দেবী মহাক্রোধে তাহাদিগের প্রতি চাহিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহার ভ্রুকুটি-কুটিল ললাট হইতে অতি শীঘ্র এক দেবী নির্গত হইয়া, অসুরদিগের উপর পড়িয়া, তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই দেবীই কালী †। ইঁহার রূপ এস্থলে চণ্ডীতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"কালী করাল-বদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালা-বিভূষণা॥
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললন-ভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥"

কালী, করালবদনা (লম্বিত-মুণ্ড-হস্তা), অসিপাশধারিণী, বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা, নরমুণ্ডমালা শোভিতা, ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানা, শুষ্কমাংসা, অতি ভয়ানকমূর্ত্তি, অতি বিস্তৃতমুখমণ্ডল, লোলরসনা, ভীষণা, গাঢ়-রক্তনয়না, হুঙ্কার শব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণকারিণী। এই কালী যুদ্ধে চণ্ডমুণ্ডকে বিনাশ করিয়া, কৌষিকীর নিকট তাহাদের মুণ্ড দুটি উপহার দিয়া, বলিলেন,—আমি চণ্ডমুণ্ড নামক মহাপশু দুটিকে হনন করিয়া আনিয়াছি, এক্ষণে যুদ্ধযজ্ঞে শুম্ভ নিশুম্ভকে তুমি নিজে সংহার কর। কৌষিকী হাসিয়া কালীকে বলিলেন,—চণ্ডমুণ্ডকে

* মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—শুম্ভ দূত সংবাদে ৮৫-৮৮ শ্লোক।

† মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—চণ্ডমুণ্ডবধে ৫—৮ শ্লোক।

বধ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার নাম চামুণ্ডা বলিয়া বিখ্যাত হইবে।

সচরাচর যে কালী বা শ্যামা-মূর্ত্তি দেখা যায় তাহার সহিত এই মূর্ত্তির সম্পূর্ণ ঐক্য নাই, কতকটা সাদৃশ্য আছে বটে।

রক্তবীজবধের সময়েই এই কালী জিহ্বা বিস্তার করিয়া তদুপরি রক্তবীজের শরীর-বিনির্গত সমস্ত রক্ত ধারণ করিয়া পান করিয়াছিলেন। কৌষিকীর অস্ত্রপ্রহারে রক্তবীজ বিনষ্ট হয়।

চণ্ডীতেও কালীপূজার কোন বিধান নাই। শুম্ভ নিশুম্ভবধের পর দেবী দেবতাদিগকে যে পূজাপদ্ধতি বলিয়াছেন; তাহা শারদীয় মহাপূজার কথা।

দেবীভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ২৩শ অধ্যায়ে কৌষিকী উৎপত্তির পর পার্ব্বতীর শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া কালিকা নামে প্রসিদ্ধ হইবার কথা আছে; কিন্তু এই কালিকার নাম কালরাত্রি বলিয়া কথিত হইয়াছে। চণ্ডীকথিত এই কালিকার কোন কার্য্য পাওয়া যায় না, কিন্তু দেবীভাগবতে ইহার সহিত ধূম্রলোচনের ঘোর সংগ্রাম ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ও যুদ্ধের পরে ইঁহারই হুঙ্কারে ধূম্রলোচন বিনষ্ট হয়। ইনি বরাবর কৌষিকীর পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। দেবীভাগবতেও চণ্ডমুণ্ড বধের সময় কৌষিকীর কপাল হইতে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরা, ক্রূরা, গজচর্ম্মোত্তরীয়া, মুণ্ড-মালাধরা, ঘোরা, শুষ্কবাপীসমোদরা, খড়্গপাশধরা, অতি ভীষণা, খট্বাঙ্গধারিণী, বিস্তীর্ণ-বদনা, লোলজিহ্বা কালীর উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এই কালী চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হন। ইনিই রক্তবীজের রুধিরপায়িনী। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পুরাণেও কালী, ভদ্রকালী, মহাকালী ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়, কিন্তু উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

[শক্তিপ্রধানা কালীর পূজা, ধ্যান কবচাদি ও তান্ত্রিক রহস্যাদি "শ্যামা" শব্দে এবং অন্যান্য বিষয় "দুর্গা" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

কালীমূর্ত্তির রূপক ভাঙ্গিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহা সর্ব্ব-বিধ্বংসী মহাকালের প্রণয়িনী—অনন্তকালরূপী শিব পদ-তলে দলিত হইতেছেন, সর্ব্বধ্বংসকারিণী শক্তিজ্ঞাপক অসি হস্তে; ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালবাচক ত্রিনয়ন ইত্যাদি।

এই স্থলে যতগুলি কালীমূর্ত্তির কথা দেওয়া হইল, তাহার কোনটীই শিবারূঢ়া নহে; শবাসনার কথা 'শ্যামা' শব্দে দ্রষ্টব্য। ৩ াতৃকাবিশেষ। ৪ উমা; সতী হিমালয় পর্ব্বতে যখন দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করেন, তখন প্রথমে তিনি কৃষ্ণবর্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপরে উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরোগণ তাঁহাকে গৌরাঙ্গী করিয়াছিল। (কালিকা পু° ৪০ অঃ।) ৫ ভীমসেনের পত্নীবিশেষ।

("যুধিষ্ঠিরাত্তু পৌরব্যাং দেবকো হথ ঘটোৎকচঃ।
ভীমসেনাৎ হিড়িম্বায়াং কাল্যাং সর্ব্বগতস্ততঃ॥" ভাগ° ৯।২২।)

৬ অগ্নিশিখাবিশেষ। ৭ রাত্রি। ৮ ত্রিবৃৎ। ৯ তুরবী। ১০ কালাঞ্জনী। ১১ নিন্দা, অযশঃ। ১২ নূতনমেঘসমূহ। ১৩ বৃশ্চিকালী, কেলেবিছাটী। ১৪ লিখিবার উপকরণ-বিশেষ, মসী। ১৭ কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী। ১৮ কালরঙ্গ।

[মসী দেখ।]

কালীক (পুং) কে জলে অলতি পর্য্যাপ্নোতি প্রভবতি ইত্যর্থঃ ক-অল-ইকন্; পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। বক।

কালীকৌড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Guarea paniculata)

কালীগোখুরা (দেশজ) কালরঙ্গের গোখুরা সাপ।

কালীঘাট, কলিকাতার দক্ষিণপ্রান্তে প্রাচীন গঙ্গার চরের উপর অবস্থিত একটী পীঠস্থান। অক্ষা ২২°৩১´৩০´´উঃ, দ্রাঘি ৮৮°২৩´ পূঃ। বৃহন্নীলতন্ত্র ও শিবার্চ্চনতন্ত্রে এই স্থান কালীঘট্ট নামে উক্ত হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ, এখানে সতী অঙ্গ পড়িয়াছিল বলিয়া, বহুদিন হইতে এই স্থান পীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"গোবিন্দপুরপ্রান্তে চ কালী সুরধুনীতটে।"

পূর্ব্বে গঙ্গার উপরেই কালীদেবী বিরাজ করিতেন। পূর্ব্বে সাগরযাত্রী হিন্দুবণিকৃগণ ইহার নিকট ঘাটে নামিয়া কালীপূজা দিয়া যাইত, তখন হইতে এই স্থান কালীর ঘাট বা কালীঘাট নামে বিখ্যাত হয়।

নিগমকল্পের পীঠমালায় কালীঘাটের এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"দক্ষিণেশ্বরমারভ্য যাবচ্চ বহুলাপুরী।
ধনুরাকারক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয়সংখ্যকম্॥
তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারং ক্রোশমাত্রং ব্যবস্থিতম্।
ত্রিকোণে ত্রিগুণাকারং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্॥
মধ্যে চ কালিকাদেবী মহাকালী প্রকীর্ত্তিতা।
নকুলেশঃ ভৈরবো যত্র তত্র গঙ্গা বিরাজিতা।
কাশীক্ষেত্রং কালীক্ষেত্রমভেদোঽস্তি মহেশ্বর॥"

দক্ষিণেশ্বর হইতে বহুলা পর্য্যন্ত দুই যোজনপরিমিত ধনুরাকার স্থান কালীক্ষেত্র। ইহার মধ্যে এক ক্রোশ ত্রিকোণাকার স্থানে ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং মধ্যস্থলে মহাকালী নামে কালিকাদেবী বিরাজ করেন।

পূর্ব্বে কালীঘাটের চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল,

লোকের বসতি ছিল না। এই বনমধ্যে কালিকাদেবী সামান্য পর্ণকুটীরে অবস্থান করিতেন, কাপালিক ও সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে পূজা করিতেন। প্রথমে এই কালীদেবী গুপ্তভাবে ছিলেন বলিয়া বৃহন্নীলতন্ত্রে 'গুহ্যকালী নামে উক্ত হইয়াছেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত (মানসিংহের বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে) কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"পীঠমালাতন্ত্রগ্রন্থে সতীদেব্যাঃ শরীরতঃ।
বামভুজাঙ্গুলিপাতে জাতো ভাগীরথীতটে॥ ৬৬৯
কালীদেব্যাঃ প্রসাদেন কিলাকিলাদেশবাসিনঃ।
দ্রবিণৈঃ পূরিতা নিত্যং ভাবিতাশ্চিরকালতঃ॥ ৬৭০
প্রতাপাদিত্যভূপস্য যশোরভূমিপস্য চ।
গঙ্গাবাসস্থলো রাজন্ ইদানীং বর্ত্ততে নৃপ।
কায়স্থানাং শাসনঞ্চ বর্ত্ততে অধুনা নৃপ।
গোবিন্দাদিপুরং সর্ব্বং তথাহি ভট্টপল্লিকম্।
কালীদেব্যাঃ সমীপে চ শৃগালদাহাদিকং নৃপ॥" ৬৭১।

পীঠমালা তন্ত্রের মতে, এখানে ভাগীরথীর তীরে সতীদেবীর শরীর হইতে বামহস্তের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। কালীদেবীর প্রসাদে কিলকিলাবাসীরা চিরকাল ধনধান্যবান্ হইবে। এক্ষণে ভাগীরথী তীরে যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের গঙ্গাবাসস্থল রহিয়াছে। গোবিন্দপুরাদি গ্রাম, ভট্টপল্লী, কালীদেবীর নিকটস্থ শৃগালদাহ (শিয়ালদহ) কায়স্থদিগের শাসনে আছে।

বোধ হয়, এই সময় এই সকল স্থান যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। [কলিকাতা ২৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।] প্রবাদ আছে—প্রতাপাদিত্যের খুড়া বসন্তরায় কালীদেবীর তৎকালীন সেবায়ত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার যত্নে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হয়।

এই সময় হইতে কালীঘাটের গুহ্যপীঠ সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইল; কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অকবরের সমসাময়িক ত্রিবেণীনিবাসী মাধবাচার্য্যের দুর্গামাহাত্ম্য পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়।

বোধ হয়, যশোরের কায়স্থরাজগণের সময়ে এই স্থান দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। কারণ তাহার পরবর্ত্তী কাল হইতে এই স্থান অপুত্রক ভুবনেশ্বরের দৌহিত্রবংশীয় বর্ত্তমান হালদারগণ বরাবর দেবোত্তরস্বরূপ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কালীঘাটের বর্ত্তমান কালীমন্দির বড়িসার সাবর্ণচৌধুরীবংশীয় সন্তোষরায়ের ব্যয়ে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে (তাঁহার মৃত্যুর ৫।৬ বৎসর পরে) নির্ম্মিত হয়।

কালীঘাটের নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রসিদ্ধ। নিগমকল্প প্রভৃতি দুই একখানি আধুনিক তন্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে অতি সামান্য কুটীরে নকুলেশ্বর লিঙ্গ স্থাপিত ছিল, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তারাসিংহ নামে একজন পঞ্জাবী বণিক্ বর্ত্তমান প্রস্তরনির্ম্মিত মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

কালীঘাটের কালী ও নকুলেশ্বর ব্যতীত শ্যামরায় ও গোবিন্দজীর প্রতিমূর্ত্তিও সামান্য নহে। এই মূর্ত্তি পূর্ব্বে গোবিন্দপুরে ছিল, বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মিত হইবার সময় উহা কালীঘাটে স্থানান্তরিত হয়।

কালীঘাট এখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অধীন, একটি গণ্য সহর হইয়া পড়িয়াছে। এখানে বিস্তর লোকের বাস। হাট, বাজার, থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে।

কালীচা (দেশজ) মলিনতা, কোন দ্রব্যে কালদাগ হওয়া।

কালীচী (স্ত্রী) কাল্যা যমভগিন্যা চীয়তেঽত্র, কালীচি-বাহুলকাৎ ড ঙীষ্। যমের বিচারস্থল।

কালীঝাঁপ (দেশজ) ক্ষুদ্রলতাবিশেষ। (Pteris lunulata.)

কালীতনয় (পুং) কাল্যাঃ যমুনায়া যমভগিন্যাঃ তনয় ইব, যমবাহনত্বাৎ ইতি ভাবঃ। যদ্বা কালী কালিকাদেবীং ইতঃ জ্ঞাতঃ সন্ বলিদানায় আত্মদানং নয়তি প্রাপয়তি, কালী ইতঃ ততঃ কালীতনী অচ্। মহিষ।
(রক্তাক্ষঃ কাসরো হংসঃ কালীতনয়লালিকৌ।
হেম ৪। ৩৪৯।)

কালীন (ত্রি) কালে ভবঃ, কাল খ। কালজাত। উপপদ ব্যতীত কালীন শব্দের প্রয়োগ হয় না, যেমন পূর্ব্বকালীন, উত্তরকালীন প্রভৃতি।

কালীনত্ব (ক্লী) কালীনস্য ভাবঃ, কালীন-ত্ব (তস্য ভাবস্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) কালবৃত্তিত্ব; কালে উপস্থিতি।

কালীনদী, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মজঃফরনগরস্থ গঙ্গার খালের পূর্ব্বভাগে সরাই নামক স্থানের বালুকাস্তূপের নিকট হইতে নির্গত নদীবিশেষ। উৎপত্তির স্থান হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহার নাম নাগন। নাগন অলক্ষিতভাবে চলিয়া বুলন্দসহরের নিকট গিয়া বিস্তৃত নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পর খুরজার নিকট হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব অভিমুখে গমন করিয়া কনৌজের নিকট গিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। বুলন্দসহর নগরে এই নদীর উপর একটি ইষ্টক নির্ম্মিত সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গড়মুক্তেশ্বর যাইবার পথে গুলাওঠি নামক স্থানে একটী ও আলিগড় জেলায় তিনটী সেতু আছে। ইহার নাম পূর্ব্বকালীনদী,

দৈর্ঘ্য ১৫৫ ক্রোশ। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম কালীনদী নামক আর একটী নদী আছে। ইহা শিবালিক পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া শাহরানপুর ও মজঃফরনগর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হিন্দন নামক নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। সঙ্গমের স্থানে অক্ষা ২৯° ১৯´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৭° ৪০´ পূঃ, দৈর্ঘ্য ৩৫ ক্রোশ হইবে।

কালীপুঁঠী (দেশজ) একপ্রকার পুঁঠীমাছ।

কালীপুরাণ (ক্লী) উপপুরাণবিশেষ, ইহাতে কালীবিষয়ক বিবরণাদি বর্ণিত আছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ, কলিকাতার যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত জমীদার সিংহবংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ সার টমাস রমবোল্ড ও মিঃ মিড্‌টনের নিকট মুরশিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ান ছিলেন।

দেওয়ান শান্তিরাম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তিনি কাশীতে একটি শিবস্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। শান্তিরামের দুই পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ, কনিষ্ঠ জয়কৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণ তখনকার কালের সরকারী খাজাঞ্চীখানার দেওয়ান ছিলেন। প্রাণকৃষ্ণের তিন পুত্র হয়, রাজকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ আর জয়কৃষ্ণের এক পুত্র নন্দলাল। এই নন্দলালের পুত্রই ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় নিপুণ ছিলেন। মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করাইয়া বিতরণ করা ইঁহার একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ইতিপূর্ব্বে মূল মহাভারতে প্রকৃত কি আছে তাহা বঙ্গীয় সাধারণে জানিত না, কাশীরাম দাসের কথকতামূলক পদ্য মহাভারতই সাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছিল। ইনি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সাহায্যে মূল মহাভারত বঙ্গানুবাদ করাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এই অনুবাদ কার্য্যে ৮ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অপরিমিত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। স্বয়ং ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। ইঁহার দ্বিতীয় কীর্ত্তি—"হুতোম প্যাঁচার নক্সা," এখানি তখনকার কলিকাতার বাহ্য ও আভ্যন্তর ব্যাপারের অতি পরিস্ফুট ছবি! ইহার ভাষা অতি সুন্দর, সাধারণতঃ লোকে চলিত কথাবার্ত্তায় যেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ ব্যবহার করে, সেইরূপ শব্দেই ইহা রচিত! হুতোমপ্যাঁচা তখনকার সমাজের উপযুক্ত ব্যঙ্গকাব্য, গদ্যে লেখা। বাঙ্গালার অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মাইকেল যে ছন্দে "মেঘনাদবধ" লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহার পূর্ব্বে এই ছন্দঃ ব্যবহার করেন। তিনি তাঁহার "হুতোম-প্যাঁচাকে" সাধারণের করে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য-রসে রঙ্গে, চিত্রিনু চরিত্র—
দেবী সরস্বতীর বরে। কৃপাচক্ষে হের
একবার; শেষে বিবেচনা মতে যার
যা অধিক আছে, তিরস্কার কিম্বা
পুরস্কার, দিও তাহা মোরে,
বহুমানে লব শির পাতি।"

অবশ্য মাইকেলের ছন্দঃ ইহা অপেক্ষা অনেক মার্জ্জিত, অনেক নিয়মাদি-সঙ্গত, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি ছন্দটির উদ্ভাবন-কর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।

কালীপ্রসন্নের মহাভারত ও হুতোমপ্যাঁচাদ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় অনেক উপকার হইয়াছে। মহাভারতে যে অভাব মিটিয়াছে তাহা অনন্ত মুখেও বলিয়া শেষ হয় না, হুতোমের কৃপায় বাঙ্গালায় কতকগুলি নূতন শব্দ সৃষ্টি, বাঙ্গালা নাটকের বা উপন্যাসে কথোপকথনের ভাষার পরিবর্ত্তন, নৈসর্গিক বিষয়ের বর্ণনার প্রণালী সংস্কার হইয়াছে, আর হইয়াছে কতকগুলি মজলিসী ইয়ারকির সৃষ্টি! হুতোমই বাঙ্গালার প্রথম এবং প্রধান ব্যাঙ্গকাব্য।

যাহা হউক, কালীপ্রসন্ন শেষদশায় বহু কষ্টে পতিত হন। মহাভারত প্রচার, নিজের অমিতব্যয়িতা ও স্বভাব দোষে ইনি অনেকগুলি উড়িষ্যাপ্রদেশের জমিদারী এবং কলিকাতার বেঙ্গল ক্লাবের বাটীর ন্যায় কতকগুলি ভূসম্পত্তিতে বঞ্চিত হন। ইঁহার অমায়িক, রঙ্গরসপ্রধান কথোপকথন, বাক্যভঙ্গী ও দানশীলতাগুণে তখনকার অনেকেই পরিতুষ্ট, মোহিত এবং উপকৃত হইত।

কালীপ্রসাদ (পুং) ১ জনৈক গ্রন্থকার। তিনি কালীতত্ত্বসুধাসিন্ধু ও ভক্তিদূতী নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ২ সারসংগ্রহ নামক বৈদ্যক গ্রন্থকার।

কালীবাওড়ি, মধ্যভারতে ধারা প্রদেশের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। একজন ভূঁয়া ইহার অধিকারী। ধর্ম্মপুর পরগণা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইনি ধারা-দরবার হইতে ১৫০০৲ টাকা পাইয়া থাকেন। ঐ পরগণার মধ্যে ৫টী গ্রামে মৌরসী-সত্ব আছে। খাজনার স্বরূপ তাহাকে বৎসর পাঁচ শত টাকা দিতে হয়। বিকানীরের ১৭টী গ্রামও ইহার তত্ত্বাবধানে আছে। তাহার জন্য তিনি সিন্ধিয়ার মহারাজের নিকট হইতে ১৫৯৲ টাকা পাইয়া থাকেন। ভূঁয়ার সহিত এই সকল বিষয়ের যে লেখাপড়া হয়, ইংরাজরাজ তাহার জন্য জামিন হইয়াছেন।

কালীমিরজা—ইনি একজন হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব কবি। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব কৃত রাগসাগরোদ্ভব রাগকল্পদ্রুম নামক গ্রন্থে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

কালীমৃউল্লা, ১ বাইবেলোক্ত মুসার অপর নাম। ২ দাক্ষিণাত্যে আহ্মদবাদ বিদরের বাহ্মনী-বংশীয় শেষ রাজা। ১৫২৭ খৃঃ অব্দে তাহার মন্ত্রী আমীর বরীদ তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া আপনি রাজ্য দখল করেন।

কালীয় (ক্লী) কালস্য কৃষ্ণবর্ণস্যেদং, কালস্থানে ভবং বা; কাল-ছ (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪।২।১১৪।) কৃষ্ণচন্দন।

কালীয়ক (ক্লী) কালীয় স্বার্থে কন্, কালীয়মিব কায়তি বা, কালীয়-কৈ-ক। ১ পীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ, কালিয়াকাষ্ঠ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জারক, কালানুসার্য্য, জাযক, কালেয়, বর্ণক ও কান্তিদায়ক। ২ কৃষ্ণচন্দন; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কালীয়, কালিক ও হরিপ্রিয়। ৩ (পুং, ক্লীং) দারুহরিদ্রাবিশেষ।

("সৈব কালীয়কঃ প্রোক্তস্তথা কালেয়কোঽপিচ।
পীতদ্রুশ্চ হরিদ্রুশ্চ পীতদারুকপীতকম্॥" ভাব প্র°।)

৪ শৈলজ নামক গন্ধদ্রব্য।

কালীয়াকড়া (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, কেলেকোড়া।

কালীয়াজীরা (দেশজ) কৃষ্ণজীরা। [কৃষ্ণজীরক দেখ]

কালীলা-বা-দমনা—একখানি নীতিশাস্ত্র। ইহা সংস্কৃত হিতোপদেশ হইতে উদ্ধৃত। সর্ব্বপ্রথমে বার্জুয়ে নামক পারস্যপণ্ডিত হিতোপদেশখানিকে ভারত হইতে পারস্যে লইয়া যান। পারস্যে তখন নসির্ব্বান নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তৎপরে খলিফা মামুনের রাজত্বকালে ঐ হিতোপদেশ সর্ব্বপ্রথমে আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। তৎপরে আবু-ল্-মালী নামক একজন পণ্ডিত "আনওয়ার-ই সুহইলী" নামে ইহাকে পারস্যভাষায় অনুবাদিত করেন এবং পারস্যভাষায় কোরাণের টীকাকার হসন কসাফী সেই অনুবাদ সংশোধন করিয়া দেন।

মোক্ষমূলর বলেন যে, ওমিয়াদগণের পতন হইলে, আবদুল্লা ইব্‌ন্-অল্ মোকাফা নামক জনৈক পারস্যবাসী মুসলমান হন। তিনিই এই "কালিলা-বা-দমনা" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পণ্ডিত খলিফা রাজগণের সভায় অনেক উচ্চপদে আরূঢ় হইয়াছিলেন। খলিফা অল্-মানসুরের রাজত্বকালেই ইনি এই পুস্তক রচনা করেন। বার্জুয়ে পহ্লবী-ভাষায় যে সমস্ত নীতিগর্ভ উপন্যাস সংস্কৃত হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইনি তাহারই অনুবাদ করেন। কবি আবদুল্লা রাজ্যের অনেক গুপ্তব্যাপার জানিতেন বলিয়া খলিফা অল্-মান্সুর তাঁহাকে ৭৬০ খৃষ্টাব্দে অতি নিষ্ঠুরভাবে বিনাশ করেন।

কালীলা-বা-দমনা আরবীয় নাম। প্রথম গল্পের দুইটি শৃগালের নাম হইতে পুস্তকখানির নামকরণ হইয়াছে। আরবীয় অনুবাদক এই গ্রন্থের মূল গ্রন্থকর্ত্তার নাম বলিয়াছেন বেদপাই। আরবদিগের দ্বারাই য়ুরোপে ইহা প্রচারিত হয়। একাদশ হইতে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে ইহা গ্রীক্, লাটিন ও হিব্রুভাষায় অনুবাদিত হয়। তৎপরে Fables of Bedpai নামে ইহা জর্ম্মণ, ফরাসী, স্পেনীয়, ইংরাজী ও ইটালীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। লাটিন অনুবাদের নাম—অণ্টার ঈশোপ্স বা প্রাচীন ঈশপের গল্প। "ঈশপের গল্প" বলিয়া যে গল্পগুলি প্রচলিত, তাহা প্ল্যানুডিস নামক বাইজ্যান্তিয়ার একজন বৈরাগী দ্বারা (Monk) ১৪শ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ কালীলা-বা-দমনার গল্পপ্রচারের একশত বৎসর পরে রচিত হয়। ঈশপের গল্পগুলির অধিকাংশের মূলভাগ সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রীয় গল্প হইতে সংগৃহীত। এই সকল কারণে বোধ হয় যে, 'ঈশপ্স ফেবল্‌স্' গ্রীক-মৌলিক নহে, সংস্কৃত-মৌলিক।

কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি জগদীশ ও মথুরানাথ বিরচিত নব্য ন্যায়গ্রন্থসমূহের ক্রোড়-পত্র ও তাহার টীকা লিখিয়াছিলেন। এখন কালীশঙ্করের এই কয়খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়, "অনুমানজাগদীশীক্রোড়, অনুমিতিক্রোড়, অনুমানমাথুরীক্রোড়, অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তিক্রোড়, অসিদ্ধসিদ্ধান্তগ্রন্থক্রোড়, অসিদ্ধপূর্ব্বপক্ষক্রোড় উদাহরণলক্ষণক্রোড়, উপনয়নক্রোড়, উপাধিপূর্ব্বক্রোড়, উপাধিসিদ্ধান্তগ্রন্থক্রোড়, কূটঘটিতলক্ষণক্রোড়, কূটাঘটিতলক্ষণক্রোড়, তৃতীয়মিশ্রলক্ষণক্রোড়, পক্ষতাপূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থক্রোড়, পক্ষতাসিদ্ধান্ত গ্রন্থক্রোড়, পঞ্চলক্ষণীক্রোড়, পরামর্শ-পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থক্রোড়, পুচ্ছলক্ষণক্রোড়, পরামর্শসিদ্ধান্তগ্রন্থক্রোড়, প্রতিজ্ঞালক্ষণক্রোড়, প্রথম চক্রবর্ত্তিলক্ষণক্রোড়, প্রথম নিশ্চয়লক্ষণক্রোড়, বাধসিদ্ধান্তগ্রন্থক্রোড়, বিশেষনিরুক্তিক্রোড়, সৎপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তক্রোড়, সব্যভিচারপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থক্রোড়, সামান্যনিরুক্তিক্রোড়, সিংহব্যাঘ্রক্রোড়; জাগদীশীক্রোড়টীকা, তর্কগ্রন্থটীকা, মাথুরীটীকা।"

কালীসিন্ধু, মধ্যপ্রদেশের একটী নদী। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া কল্পগার নিকট চম্বলনদীতে পতিত হইয়াছে।

কালুঘোষ, "জেনেরল কালুঘোষ" নামে খ্যাত। ইহার যথার্থ নাম কালীচরণ ঘোষ। ইনি কুল পরিচয়ে সহজমুখ্য কাকুৎস্থ ঘোষের সন্তান, আকনার ঘোষ, মধ্যাংশে দ্বিতীয়-

পো, পর্য্যায়ে ২২। কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে ইহার বাস ছিল। ভরতপুর-দুর্গজয়কালে ইনি "জেনেরল" উপাধি প্রাপ্ত হন। যেরূপে ইহার এই উপাধি রটিয়া যায়, তাহা বিস্ময়জনক ও বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরব-জনক বটে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা ভরতপুর-দুর্গ অবরোধ করেন। এই অবরোধের যুদ্ধে ইংরাজ-সেনানী হত হন, ইংরাজসৈন্য সমস্তই বিনষ্ট হয়, কেবল দুইটিমাত্র পল্টন অবশিষ্ট থাকে। সেনানী হত হওয়ায়, এই সৈন্যদলও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কালীচরণ ঘোষ এই পল্টনে কাজ করিতেন। ইহার বিবেচনা ও বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল। সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে ও সেনানীগণের সহিত একত্র থাকায় রণকৌশলও ইহার জানা হইয়াছিল। ইনি কথায় কথায় হাবিলদার, সুবেদার, লেফ্‌টেনাণ্ট, কর্ণেল, কাপ্তেন প্রভৃতিকে সময়ে সময়ে যুদ্ধ-কৌশল, সৈন্য-পরিচালন, কামান-স্থাপন ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি বা পরামর্শ দিতেন, তাহাতে অনেক সময় অনেক সেনানী সুফল পাইতেন বলিয়া, অনেকেই ইহার সহিত পরামর্শ করিতেন। সৈন্যদলের মধ্যেও ইহার এই কৃতিত্বের বিষয় প্রচারিত ছিল। সুতরাং ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে হতাবশিষ্ট পল্টনের হাবিলদার, সুবেদার প্রভৃতি সেনানীরা আসিয়া ইহাকে বলিল, "কেরাণী-বাবু দেখিতেছেন কি? যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তবে আপনিই জেনেরেলের পোষাক পরিয়া আমাদিগকে যুদ্ধ চালাইতে হুকুম দিন, আমরা যুদ্ধ করি, নতুবা সকলেই বৃথা মারা যাইব, দাঁড়াইয়া মরিতে হইবে।" কালীবাবু তীক্ষ্ণবিচারে তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া তাঁবুর ভিতর হইতে "জেনেরল" পদোচিত পোষাক পরিয়া আসিয়া, পল্টন দুইটিকে রীতিমত পরিচালিত করিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। ভাগ্যক্রমে সে যুদ্ধে জয়লাভ হইল। তারপর যুদ্ধাদি চুকিয়া গেলে বিচার বসিল। বিনা আদেশে জেনেরলের পোষাক পরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, কালীবাবু বিচারে নীত হইলেন। বিচারে দোষীও হইলেন, বিচারকেরা বিচার করিয়া তাঁহার ৫০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড করিলেন। পুনরায় বিচার হইল, এবার বিচারে তাঁহার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার দেওয়া হইল। ইংরাজেরা তাঁহার অসীম সাহসের জন্য ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহাকে ৩০,০০০৲ টাকা ও জেনেরল উপাধি দিলেন। কেহ কেহ বলেন, জেনেরল উপাধি গবর্ণমেণ্ট হইতে পান নাই, লোকমুখে রটনামাত্র।

জেনেরলের পোষাক পরিয়াছিলেন বলিয়া, কুল-পরিচয়ে ইহার একটু খোঁটা হয়, ইনি পিরালি বলিয়া গণ্য হন। এই বৃথা অপবাদে পড়িয়া, ইহার উত্তরপুরুষগণকে বেশ ভুগিতে হয়। রাজা রাজকৃষ্ণের (শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের পুত্র) সময়ে কায়স্থগণের যে একজায়ী হয়, তাহাতে ইনি নিমন্ত্রিত হন। ইতিপূর্ব্বে ইনি স্বচেষ্টায় একবার সমন্বয় করেন, তখন ইহার বয়স ৬০। ৬৫ বৎসর হইবে। শোভাবাজার রাজবাটীর একজায়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া কালীবাবু মহোদয় অধিক সম্মানিত হন। সেই অবধি ইহার অপবাদ দূর হয়। ইনি অতি ধার্ম্মিক, প্রতিবাসিগণের সহায়, দয়ালু, উদার ও বীর ছিলেন এবং দেবদ্বিজে ভক্তি করিতেন। ইহার বংশে বাঙ্গালায় কেহ নাই, কাশীতে এক ঘর আছে।

কালুরায়, দক্ষিণ বাঙ্গালায় কালুরায় ও দক্ষিণরায় নামে দুই গ্রাম্যদেবতা পূজিত হন। ইহারা বনদেবতা। বনের নিকট পথের ধারে গাছতলায় মৃণ্ময় দেহশূন্য মনুষ্যমস্তক গড়িয়া ইহার প্রতিমা কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই প্রতিমার নিকট মৃণ্ময় ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর মূর্ত্তিও থাকে। পূজায় ছাগ ও হাঁস বলি দেওয়া হয়। [রায়মঙ্গল ও দক্ষিণরায় দেখ।]

কালুষ্য (ক্লী) কলুষস্য ভাবঃ, কলুষ-ষ্যঞ্। কলুষতা।

কালূতর (ত্রি) কলূতরে তন্নামক দেশবিশেষে ভবঃ, কলূতর-অণ্ (কচ্ছাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৩।) কলূতর সম্বন্ধীয়।

কালেয় (ক্লী) কং সুখং আলেয়ং আদেয়ং যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ কালীয়ক কাষ্ঠ। ২ কুঙ্কুম। ৩ (কলায়ৈ রক্তধারিণ্যৈ হিতম্-ঢক্) যকৃৎ। ৪ (পুং) কালায়া অপত্যম্। দৈত্যবিশেষ। (কালেয়ো দৈত্যভেদে স্যাৎ কালখণ্ডে নপুংসকম্। মেদিনী।)

কালেয়ক (ক্লী) কালেয়-স্বার্থে কন্। ১ কালীয়ক কাষ্ঠ। ২ (পুং) দারুহরিদ্রা। ৩ (পুং) কলয়ে বিবাদায় সাধুঃ, কলি ঢক্-সংজ্ঞায়াং কন্। কুক্কুর।

কালেশ (পুং) কালস্য ঈশঃ প্রবর্ত্তকঃ, ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ শিব। ৩ মকার বর্ণ; তন্ত্রসারে শ্রীবিদ্যা মন্ত্রোদ্ধার মধ্যে লিখিত আছে "কালেশো মকারঃ।" ৪ জনৈকপদ্ধতিকার।

কালেশ্বর (পুং) কালস্য ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ শিব। ৩ মকারবর্ণ। ৪ পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশে হিমালয়ের উপর বনভূমি, এই বনভূমির মধ্যেই অম্বালার শালবন ও যমুনার দুইটি বৃহৎ খালের মুখ।

কালোত্তর (ক্লী) সুরামণ্ড।

কালোদক (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

("কালোদকং নন্দিকুণ্ডং তথা চোত্তরমানসম্।"

মহাভারত অনু° ৩৮ অ:।)

কালোদায়ী [ন্] (পুং) জনৈক বৌদ্ধ।

কালোপযুক্ত (ত্রি) কালে যথাকালে উপযুক্তঃ, ৭তৎ। যথাসময়ে যাহার আবশ্যক হয়।

কালোপাধি (পুং) নিমেষ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি খণ্ডকালের নাম কালোপাধি। [কাল দেখ।]

কালোপ্ত (ত্রি) কালে যথাকালে উপ্তঃ, ৭তৎ। উপযুক্ত সময়ে যে বীজ বপন করা হয়।

কালোয়াৎ (হিন্দি কলাবৎ শব্দের অপভ্রংশ) সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী, উচ্চদরের গায়ক।

কালোল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সীমাস্থিত পাচমহল জেলার মধ্যে একটী বিভাগ। ইহার উত্তরে গেধরা, পূর্ব্বে বাড়িয়া, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বরদা। এই বিভাগের উত্তরে মেসরি, মধ্যে গোমা ও দক্ষিণে করদ নামক নদী প্রবাহিত। হালোল নামক আর একটী বিভাগ ইহার সহিত একত্র অবস্থিত। দুই বিভাগের জন্য ৪টী ফৌজদারী আদালত, ও ২টী পুলিসের থানা আছে। রবাণিয়া নামক একজাতীয় কর্ম্মচারী খাজনা আদায় করে এবং পুলিসের কার্য্য করে।

২ উপরোক্ত কালোল বিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা ২২° ৩৭´ উঃ, দ্রাঘি ৭৩° ৩১´ পূঃ এস্থানের অধিবাসিগণ অধিকাংশ কুণবীজাতীয়। লোকসংখ্যা ৩৯৯৩।

৩ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সীমাস্থ বরদারাজ্যের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। লোকসংখ্যা ৮৯০৭৯। "রাজপুতানা-মালওয়া" রেলপথ ইহার ভিতর দিয়া গিয়াছে।

৪ বরদারাজ্যের অন্তর্গত কালোল-বিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা ২৩°১৫´৩৫´´ উঃ ও দ্রাঘি ৭২° ৩৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৪৮৫৯। এখানে একটী ডাকবাঙ্গলা, একটী স্কুল ও একটী ডাকঘর আছে। "রাজপুতানা-মালওয়া" রেলের একটী ষ্টেসনও এখানে হইয়াছে।

কাল্প (পুং) কল্পে বিধৌ ভবঃ, কল্প-অণ্ (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩।) হরিদ্রাবিশেষ, কাঁচাহলুদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কর্চ্চূর, দ্রাবিড়ক ও দ্রাবিড়ভূতিক।

কাল্পক (পুং) কাল্প-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্। কাঁচাহলুদ।

কাল্পনিক (ত্রি) কল্পনায়া আগতঃ, কল্পনা-ঠঞ্। কল্পনা হইতে উদ্ভূত। ১ কল্পনাজাত, যাহা চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার করা হয়। ২ কল্পিত, কোন বস্তুতে অন্যবস্তুর আরোপ করাকে কল্পনা কহে; সেইরূপ আরোপিত বস্তুর নামই কাল্পনিক বা কল্পিত।

কাল্পনিকতা (স্ত্রী) কাল্পনিকস্য ভাবঃ, কাল্পনিক তল্-টাপ্। ১ কল্পনাজাতত্ব। ২ কল্পিতত্ব।

কাল্পনিকী (স্ত্রী) কাল্পনিক-ঙীপ্। ১ কল্পনাজাতা। ২ কল্পিতা।

কাল্পসূত্র (ত্রি) কল্পসূত্রং বেত্তি অধীতে বা, কল্পসূত্র (বিদ্যালক্ষণকল্পসূত্রান্তাদকল্পাদেরিকক্স্মৃতঃ। পা ৪।২।৬০। বা ৩।) ইত্যনেন ইকক্ নিষেধে অণ্। ১ কল্পসূত্রবেত্তা। ২ কল্পসূত্রঅধ্যয়নকারী।

কাল্পি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে জলৌনজেলার অন্তর্গত কাল্পি তহসীলের প্রধান নগর। অক্ষা ২৬°৭´৪৯´´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৯°৪৭´২২´´ পূঃ, জলৌন নগরের ১৩ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। পুরাতনকাল্পি যেখানে ছিল, নূতন কাল্পি তাহার অগ্নিকোণে নির্ম্মিত হইয়াছে। নগরটী যমুনা নদীর দক্ষিণধারে পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে খৃষ্টীয় ৩৩০-৪০০ শতাব্দীর মধ্যে কনৌজরাজ বাসুদেব কাল্পি স্থাপন করেন। কিন্তু স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে কালিয়দেব নামক রাজা ইহার স্থাপয়িতা। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি কুতবুদ্দিন ইহা জয় করেন। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে এই স্থান মুহম্মদ খাঁকে দেওয়া হয়। জৌনপুরের সরকিবংশীয় মুসলমান রাজগণের মধ্যে ইব্রাহিম নামক একজন নৃপতি কাল্পি দখল করিবার জন্য অতিমাত্র উৎসুক হইয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দুইবার কাল্পি নগর আক্রমণ করেন। কিন্তু দুই বারই ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাগত হন। ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে মালবরাজ হোসঙ্গ কাল্পি আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লন। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে সরকিবংশীয় মাহ্মুদ রাজা হোসঙ্গকে বলিয়া পাঠাইলেন যে কাল্পিতে তিনি যে প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি মুসলমান ধর্ম্মের নিষিদ্ধ আচরণ করিতেছেন। মাহ্মুদ ঐ প্রতিনিধিকে শাস্তি দিবার জন্য হোসঙ্গের অনুমতি লইলেন। তদনুসারে মাহ্মুদ শাস্তি দিতে গিয়া স্থানটী নিজে অধিকার করিয়া বসিলেন। সরকিবংশীয় শেষ রাজা সুলতান হসনের সহিত ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে কাল্পির নিকট একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে হসন পরাজিত হইলে কাল্পিনগর সরকিবংশের হস্তচ্যুত হইয়া দিল্লির সম্রাটের অধিকারভুক্ত হয়। তাহার পর সম্রাট্ ইব্রাহিমের সময় ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জলাল খাঁ জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন ও কিছুদিন পরে কাল্পিতে নিজে স্বাধীন রাজা হইয়া সসৈন্যে আগ্রায় গিয়া সম্রাট্‌কে আক্রমণ করেন, কিন্তু শেষ পরাজিত হইয়া পলাইয়া আসেন। কিন্তু গোণ্ডজাতীয় রাজা তাঁহাকে ধরিয়া ইব্রাহিমের হস্তে অর্পণ করেন। তাহার পর মোগল সম্রাট্‌গণের আমলে কাল্পিতে অনেক ঘটনা ঘটে। অক্‌বরশাহের টাঁকশাল এই স্থানেই ছিল। তথায় তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত। মহারাষ্ট্রগণ এখানে আপনাদিগের আড্ডা স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে নানা

গোবিন্দরাও কাল্পি অধিকার করেন। কিন্তু ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে ইংরাজহস্তে আসে। পরে কোম্পানীবাহাদুর রাজা হিম্মত বাহাদুরকে যে রাজ্যদান করেন, কাল্পি তাহারই মধ্যে পড়ে। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে উক্ত রাজার মৃত্যু হওয়ায় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে আবার ইংরাজরাজের খাস দখলে আসে। তাহার পর আর একবার গোবিন্দ রাওকে উহা অর্পণ করা হয়। কিন্তু তিনি উহার পরিবর্ত্তে অন্য দুইটী স্থান গ্রহণ করায় কাল্পি ইংরাজ-রাজ হস্তে রহিয়া গিয়াছে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ঝান্সির রাণী, রায় সাহেব ও বান্দার নবাব এখানে প্রায় ১২০০০ বার হাজার বিদ্রোহী সেনাদল সমবেত করেন। ইংরাজ সেনাপতি স্যার হিউরোজ তাহাদের প্রতিকূলে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া এই কাল্পিতে তাঁহাদিগকে পরাজয় করেন।

যমুনা নদীর উপর পুরাতন কাল্পির দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গের অধিকাংশ যমুনার গর্ভে। নদী হইতে দুর্গে উঠিবার পথ নাই। দুর্গের ভিতর মহারাষ্ট্র আমলের কয়েকটী ইমারত দেখা যায়। পশ্চিমদিকে অনেকগুলি গোরস্থান ও মস্‌জিদের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার বায়ুকোণে প্রভাবতী-মন্দির। এখানে একটী বড় রকম বাজার বসে। বর্ষাকালে এই বাজারে বৌদ্ধ ও হিন্দু আমলের মুদ্রা বিক্রয়ার্থ আসে। পুরাতন হর্ম্ম্যাদির মধ্যে মাদার সাহেবের গোর, গফুর জাঞ্জানির গোর, চোরবিবির গোর, বাহাদুর সাহিদের গোর ও চৌরাসি গম্বুজ এই কয়েকটীর ভগ্নাবশেষ দেখিবার উপযুক্ত। আর একটী গোরের উপর একটী প্রকাণ্ড সিংহমূর্ত্তি দেখা যায়। উপরোক্ত কয়েকটীর মধ্যে চৌরাশি-গম্বুজ নামক হর্ম্ম্যটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই গম্বুজটী প্রস্তরের গাঁথুনি, তাহার উপর চুণকাম। চুণকামে অনেক প্রকার লতাপাতা কাটা দেখিতে পাওয়া যায়। লোদি-বংশীয়গণের সময় যেরূপ হর্ম্ম্যপ্রণালী প্রচলিত ছিল এই গঠনের সহিত তাহার অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। গম্বুজটী সমচতুষ্কোণ। তাহার এক একদিক্ বাহিরদিক্ হইতে মাপিলে ৮২ হস্ত দীর্ঘ এবং উচ্চে ৫৩ হস্ত হইবে। ভিতরের স্থানটী সতরঞ্চের ঘরের মত। এক একদিকে ৮টী করিয়া সমুদায়ে ৬৪টী স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলির উপর ৪৯টী করিয়া দুইদিকে ৯৮টী খিলান করা ছাদ। চারিদিকে ছাদ সমতল আর মধ্যস্থলে গম্বুজ। গম্বুজটী সমতল ছাদ হইতে প্রায় ৪০ হস্ত উচ্চ। চারিকোণেও চারিটী ছোট গম্বুজ আছে। চৌরাসী গম্বুজ দেখিতে সুন্দর, উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে একপ্রকার অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। উহার নাম চৌরাশি-গম্বুজ কেন হইল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। সম্ভবতঃ চাল্লিসী গম্বুজ হইতে চৌরাশি গম্বুজ নাম হইয়া থাকিবে। ইহা আধুনিক নগরের পশ্চিমদিকে। নূতন নগরের পশ্চিমদিকে গণেশগঞ্জ ও তারনানগঞ্জ। এইখানে বিলক্ষণ ব্যবসা চলে। শ্রীবাজার নামক স্থানে ৯৫৩ হিজরা সনের একটী শিল্পলিপি দেখা যায়। পট্টিগলির প্রবেশ-দ্বারে ১০৮১ হিজরা সনের এবং সেখ আবদুল গফুর জাঞ্জানির কূপে সম্রাট্ অরঙ্গজিবের রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরের সময়কার একটী শিল্পলিপি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাজা বীরবল এই কাল্পি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইহার নাম পূর্ব্বে ছিল মহেশদাস। ইনি সম্রাট্ অকবরের দক্ষিণহস্ত ছিলেন।

কাল্পির লোকসংখ্যা এক্ষণে প্রায় ১৪৩০৬ জন। বর্ষা-কালে ঝান্সি ও কানপুর যাইবার পথে যমুনার উপর নৌকার সেতু নির্ম্মিত হয়। অনেকগুলি খেয়া ঘাটও আছে। ওরাই, হামিরপুর, বাঁদা, জলৌন ও ঝান্সি যাইবার জন্য কয়েকটী উত্তম পথ কাল্পি হইতে গিয়াছে। এখান হইতে তূলা ও নানাবিধ শস্য কানপুর, মিরজাপুর ও কলিকাতায় চালান হয়। নদীপথেও অনেক পণ্য দ্রব্যের আমদানী রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে উত্তম মিছরী প্রস্তুত হয়। কাগজের কলও আছে। কাগজও উত্তম হইতেছে।

এখানে একজন অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর আছেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটী আদালত, পুলিস, ঔষধালয় ও একটী ভাল বিদ্যালয় আছে।

কাল্পি, বঙ্গদেশে ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা কলিকাতা হইতে ২৪ ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এখানে বেশ বাণিজ্য চলে। সমুদ্র হইতে জাহাজ-গুলি কলিকাতায় আসিবার সময় এইখানে নঙ্গর করে।

কাল্পিক (ত্রি) কল্পগ্রন্থে উক্তঃ, কল্প-ঠঞ্। বেদাঙ্গ কল্প-গ্রন্থোক্ত বিধানাদি।

কাল্মক, চীনতাতারবাসী ইলিউথদিগের একটি শাখা। ইহারা আপনাদিগকে ওলোট বলে। ইহারা জঙ্গর, তার্গত, চোসদ ও তারবেত, এই চারি জাতির মধ্যে বন্ধুতায় আবদ্ধ। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে কাল্মকগণ বলবান্ হইয়া রাজ্যস্থাপন করেন এবং প্রায় একশতাব্দীকাল ইহাদের রাজত্ব থাকে। শেষে চীনদিগের অধীন হয়। তুরুষ্ক খলিমক (অর্থাৎ পশ্চাতে পরিত্যক্ত), বা মঙ্গোলীয় ঘোল-ঐমক (অগ্নিরাশি) অথবা মঙ্গোলীয় কাল্মক (অর্থাৎ দুর্দান্ত লোক) শব্দ হইতে ইহাদের

নামের উৎপত্তি। ইয়ুয়েন বংশের অধঃপতন হইলে একদল গোবি মরুর দক্ষিণে গমন করে ও কোকনর হ্রদ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইহাদের একদল য়ুরোপীয় রুষিয়ায় প্রবেশ করে। এই দলের কতক বংশধর ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে মহাকষ্টে চীনদেশে ফিরিয়া আসে। কাল্মক ও উজ্‌বেক জাতীয়েরা এক মূলজাতি হইতে উৎপন্ন, ইহারা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করায় কাল্মক জাতি কাজক ও খারঘিজ জাতির সহিত একপ্রকার মিশিয়া গিয়াছে। ইহারা চারিটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। যথা—(১) খাসকোট বা চোসদ যুদ্ধ ব্যবসায়ী—ইহাদের সংখ্যা ৬০,০০০, ইহারা কোকনর হ্রদের নিকট বাস করে। ইহাদের কতকাংশ এসিয়াস্থ রুষিয়ায় ইটিশনদীতীরে গিয়া বাস করে। শেষে ইহাদের দ্বিতীয় শাখা জঙ্গরগণের সহিত মিশিয়া যায়। এই জাতীয় আর একদল য়ুরোপীয় রুষিয়ায় অস্ত্রাকান জেলায় বাস করে। (২) জঙ্গর—চীনরাজ্যের পশ্চিমে জুঙ্গেরিয়া রাজ্যই ইহাদের বাসস্থান ও ইহাদেরই নামে খ্যাত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ২০০০। (৩) ডরেট বা তাগত বা চোসদ—ইহারা জুঙ্গেরিয়া ছাড়িয়া য়ুরোপীয় রুষিয়ায় ডন ও ইলিনদীতীরে গিয়া বাস করে। সংখ্যা ১৫০০০। ইহারা এক্ষণে ডন-কোসাকদিগের সহিত প্রায় মিলিয়া গিয়াছে। (৪) তার্গত—ইহারা ১৬৭০ খৃঃ অব্দে জুঙ্গরিয়া ছাড়িয়া বল্গানদীতীরে বাস করে। ইহারা আজও "বল্গাবাসী কাল্মক" নামে অভিহিত।

কাল্মক ভিন্ন অপর কোন মঙ্গোলীয় বা তুর্কিজাতির তুর্কস্থানবাসিগণের আকৃতিপ্রকৃতির সহিত পূর্ণ-সাদৃশ্য নাই। ত্রয়োদশশত বৎসর পূর্ব্বে জর্ণাণ্ডিস্ হূণনামে যে জাতির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সহিত ইহাদেরই সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই হূণেরা এককালে দক্ষিণ-য়ুরোপ ছাইয়া পড়িয়াছিল।

কাল্মকেরা খর্ব্বকায়, বিস্তৃতস্কন্ধ, দীর্ঘমস্তক, রক্তাভ গাত্রবর্ণ নাতি-কৃষ্ণবর্ণ, অর্দ্ধমুদিতনেত্র, সরল নিম্নমুখ-নাসিক, প্রশস্ত নাসারন্ধ্র, কুঞ্চিত-কেশ ও উর্দ্ধকেশ। কাল্মকেরাই মোগল ও মাঞ্চুজাতির মূল জাতি বলিয়া গণ্য। ইহারা ভ্রমণশীল, অশ্বপৃষ্ঠবাসী ও বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। ইহারা সাধারণতঃ যবের ছাতু জলে গুলিয়া খায় এবং কুমিশ নামক একপ্রকার পানীয় (ঘোটকীর পচা দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত) পান করে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রুষিয়াস্থ কাল্মকগণের শিক্ষাবিধানার্থ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইহারা সভ্য, শিক্ষিত ও খৃষ্টান হইতেছে। অনেকে কিন্তু আজিও বৌদ্ধ আছে।

কাল্য (ক্লী) কল্যমেব-স্বার্থে অণ্। কলয়তি চেষ্টাম্ বা, কলি যক্-প্রজ্ঞাদিত্বাৎ অণ্। ১ প্রত্যূষ। (ত্রি) ২ প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য।

("প্রভাতে কাল্যমুথায় চক্রে গোদানমুত্তমম্।"
রামায়ণ ২।৩৪।)

কাল্যক (পুং) কালে সাধুঃ, কাল-যৎ-স্বার্থে কন্। কাল্মক, কাঁচাহলুদ।

কাল্যা (স্ত্রী) কালঃ প্রাপ্তো২স্যাঃ, কাল-যৎ-টাপ্। গর্ভগ্রহণের উপযুক্ত কালপ্রাপ্তা ঋতুমতী গাভী। ইহার অপর সংস্কৃত নাম উপসর্য্যা।

কাল্যাণক (ক্লী) কল্যাণস্য ভাবঃ, কল্যাণ-বুঞ্ (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩।) কল্যাণতা।

কাল্যানিনেয় (পুং) কল্যাণ্যা অপত্যম্, কল্যাণী-ঢক্ (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্চ। পা ৪।১।১২৬।)-ইনঙাদেশশ্চ। কল্যাণীর পুত্র।

কাব (ক্লী) কবির্দেবতা২স্য, কবি-অণ্। সামবিশেষ, ইহার দেবতা কবি।

কাবচিক (ক্লী) কবচিনাং সমূহঃ, কবচিন্-ঠঞ্ (ঠঞ্ কবচিনশ্চ। পা ৪।২।৪১।) ১ বর্ম্মধারি যোদ্ধৃগণ। ২ বর্ম্মধারিসমূহ।

কাবট (পুং) কর্বট।

কাবরি (দেশজ) কাবেরী নদী।

কাবল (দেশজ) দেশবিশেষ, কাবুল। [কাবুল দেখ।]

কাবলীবুট (দেশজ) বুট বা ছোলাবিশেষ, ইহার আকৃতি দেশী ছোলা অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্র এবং ত্বক্ অর্থাৎ খোষারবর্ণ শ্বেত।

কাবলীমটর (দেশজ) কাবুলদেশীয় মটর।

কাবষ (ক্লী) সামবিশেষ।

কাবষেয় (পুং) যজুর্ব্বেদীয় ঋষিবিশেষ।

কাবাজ্ (আরব্য) যুদ্ধশিক্ষাকালে সৈন্যপরিচালন।

কাবাদ (পুং) কু কুৎসিতঃ ঈষৎ বা বাদঃ, কোঃ কাদেশঃ। বাক্যের দ্বারা কলহ।

কাবার (ক্লী) কং জলং আবৃণোতি, ক-আ-বৃ-অণ্। ১ শৈবাল, সেওলা। ২ (দেশজ) শেষ করা, নিষ্পন্ন করা। ৩ মাসের শেষদিন।

কাবারী (স্ত্রী) কাবার-ঙীষ্। তৃণাদি নির্ম্মিত ছত্র; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জঙ্গমকুটী ও ভ্রমৎকুটী, সাধারণ কথায় ইহাকে টোকা কহে।

কাবী (স্ত্রী) কবেরিয়ম্, কবি-ষ্যঞ্-ঙীন্-(শার্ঙ্গরবাদ্যঞো ঙীন্। পা ৪।১।৭৩।) যলোপঃ। কবিসম্বন্ধীয়া।

কাবু (দেশজ) ১ বশীভূত। ২ কার্য্যাদি করিতে অসমর্থ।

কাবৃক (পুং, স্ত্রী) কুৎসিতঃ বৃক ইব, ঈষৎ বৃক ইব বা; কোঃ কাদেশঃ। ১ কুক্কুট। ২ চক্রবাক। ৩ পক্ষিবিশেষ, ইহাদিগের মস্তক পীতবর্ণ।

(কাবৃকঃ কুক্কবাকৌ স্যাৎ পীতমস্তককোকয়োঃ। মেদিনী।)

কাবের (ক্লী) কস্য সূর্য্যস্যেব আ ঈষৎ বেরং অঙ্গং যস্য, জ্যোতির্ম্ময়ত্বাৎ। কুঙ্কুম।

কাবেরিকা (স্ত্রী) কাবেরী-স্বার্থে কন্-টাপ্-ঈকারস্য হ্রস্বত্বম্। কাবেরী নদী।

কাবেরী (স্ত্রী) কং জলমেব বেরং শরীরমস্যাঃ, ক-বের-অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০।) ঙীপ্। দক্ষিণাপথের একটী মহানদী। অক্ষা° ১২° ২৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪´ পূঃ মধ্যে কুরগরাজ্যে পশ্চিমঘাটে ব্রহ্মগিরি হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে মহীসুর-অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। কুরগ-রাজ্যে কাবেরীর গতি বক্রভাবাপন্ন, গর্ভ প্রস্তরময়, উভয়তীর নানাবৃক্ষসমাকীর্ণ। ইহার কদনূর, কুন্মহোল, ককাবে, মুত্তারে-মুত্ত, চিক্কহোল ও সুবর্ণবতী নামে কয়েকটী শাখা নদী আছে।

কাবেরী মহীসুররাজ্যে অল্প পরিসরে প্রবেশ করিয়া একবারে ৩০০ গজ হইতে ৪০০ গজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে চাষবাসের জন্য কাবেরীর অনেকগুলি খাল আছে, খালের মাঝে মাঝে বাঁধও দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান খালটি প্রায় ৩৬ ক্রোশ বিস্তৃত।

কাবেরীর মধ্যে পুণ্যতীর্থ শিবসমুদ্র, শ্রীরঙ্গপত্তন ও শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপ আছে। শিবসমুদ্রের পার্শ্বে কাবেরী-প্রপাত, প্রায় ১৫০ হস্ত উচ্চ হইতে জল নামিয়া আসিতেছে, এখান-কার দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। শিবসমুদ্র হইতে কাবেরীর অপর-পার পর্য্যন্ত দেশীয় হিন্দুরাজনির্ম্মিত দুইটী সুদৃঢ় প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতু আছে, যাত্রিগণ এই সেতু দিয়া শিবসমুদ্র-দর্শনে গমন করে।

মহীসুরে কাবেরীর কতকগুলি শাখা আছে। যথা—হেমবতী, লক্ষ্মণতীর্থ, লোকপাবনী, শিংশা, অর্কবতী, সুবর্ণবতী বা হোন্নুহোল। এখান দিয়া তঞ্জোর ও ত্রিচীনপল্লী অভিমুখে কতকগুলি খাল বাহির হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোলিদম্ (কোলরুণ) নামক খালই প্রসিদ্ধ।

মান্দ্রাজবিভাগে কাবেরীর এই কয়েকটী শাখা আছে—ভবানী, নোয়েল, অমরাবতী।

পুরাতত্ত্ব।—রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে কাবেরী পুণ্যতোয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হরিবংশ মতে, যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গা শরীরার্দ্ধভাগে যুবনাশ্বের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারই নাম কাবেরী, জহ্নুমুনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই কাবেরী গর্ভে জহ্নুর সুনহ নামক এক ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। (হরিবংশ ২৭ অঃ) গঙ্গার শরীরার্দ্ধ-ভাগে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কাবেরী "অর্দ্ধগঙ্গা" নামে খ্যাত হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণীয় কাবেরীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মতনয়া বিষ্ণুমায়া বা লোপামুদ্রা পিতার আদেশে কাবের নামক কোন মুনির কন্যারূপে (ইহলোক) জন্মগ্রহণ করেন, কাবের-মুনির আনন্দবর্দ্ধন ও মানবগণের পাপ-মোচনের জন্য নদীরূপে প্রবাহিত হইলেন।"

তলকাবেরী ও ভাগমণ্ডল নামক প্রথম সঙ্গমস্থানে অতি প্রাচীন দেবমন্দির আছে; কার্ত্তিকমাসে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী ঐ সকল মন্দির দর্শন ও তথায় কাবেরীসলিলে স্নান করিবার জন্য গমন করিয়া থাকে। দক্ষিণাপথের লোকেরা ইহাকে 'দক্ষিণগঙ্গা' বলিয়া থাকে।

এখানে যেমন গঙ্গাস্নানকালে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ গঙ্গাস্তব পাঠ করিয়া থাকেন, দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এই নদীতে স্নানকালে সেইরূপ 'কাবেরীস্তোত্র' উচ্চারণ করিয়া থাকে।

কাবেরী-প্রবাহিত প্রদেশে 'অম্মাকোড়গ' বা 'কাবেরী ব্রাহ্মণের' বাস আছে। এই ব্রাহ্মণেরাই অম্বা বা কাবেরী-দেবীর পৌরোহিত্য করেন। ইহারা সকলে শাকান্নভোজী. অপরাপর কোড়গ ব্রাহ্মণের সহিত ইহাদের বিবাহের আদান প্রদান নাই।

কাবেরীর প্রবল তরঙ্গ হইতে দেশ ও শস্যরক্ষা করিবার জন্য নানাস্থানে হিন্দুরাজনির্ম্মিত পাথরের বাঁধ আছে। তন্মধ্যে শ্রীরঙ্গের নিকটবর্ত্তি বাঁধটি প্রধান, এই বাঁধ এক-খানি পাথরে প্রস্তুত হইয়াছে, উহা ১০৪০ ফুট দীর্ঘ ও ৪০ হইতে ৬০ ফুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই অপূর্ব্ব বাঁধটি প্রস্তুত হইয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি যেন নূতন বলিয়া বোধ হয়।

পূজাকালে গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ আবাহন করিবার মন্ত্র মধ্যে এই নদীর নাম অন্তর্নিবিষ্ট আছে।

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলে ঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

তীর্থাবাহনমন্ত্র।

২ (কুৎসিতং অপবিত্রং শরীরং যস্যাঃ) বেশ্যা। ৩ হরিদ্রা।
(কাবেরী স্যাৎ সরিদ্ভেদে পণ্যনারীহরিদ্রয়োঃ। মেদিনী।)

কাব্য (ক্লী) কবেরিদম্, কবেঃ কর্ম্ম ভাবো বা, কবি-ষ্যঞ্। ১ কবিতাগ্রন্থ। ২ রসযুক্ত বাক্য।

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥"
কাব্যপ্রকাশ॥

যশঃ, অর্থ, ব্যবহার জ্ঞান, অমঙ্গলবিনাশ, সদ্যপরমনির্বৃত্তি এবং কান্তাসকলের উপযুক্ত উপদেশ প্রয়োগের নিমিত্তই কাব্য।

"চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে॥"

কাব্য হইতেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণেরও অনায়াসেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি হয়, অতএব কাব্যের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে।

"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ।
উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণালঙ্কাররীতয়ঃ॥" সাহিত্যদর্পণ।

রসাত্মক বাক্যই কাব্য, দোষ তাহার অপকর্ষক; গুণ, অলঙ্কার ও রীতি ইহারা উহার উৎকর্ষসাধক।

"আনন্দবিশেষজনকবাক্যং কাব্যং।" রসগঙ্গাধর।

যে বাক্য দ্বারা মানসে আনন্দ বিশেষের উৎপত্তি হয়, তাহাকে কাব্য কহে।

"কবিবাঙ্‌ নির্ম্মিতিঃ কাব্যম্।
সা চ মনোহরচমৎকারকারিণী রচনা॥" কৌস্তুভ।

মনোহর এবং চমৎকারকারিণী রচনাবিশিষ্ট কবিবাক্য দ্বারা যাহা বিরচিত হয়, তাহাকে কাব্য কহে।

প্রথমতঃ তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিনপ্রকার যথা;—ধ্বনি, গুণীভূত ব্যঙ্গ ও চিত্রবাক্য।

অতিশয় ব্যঙ্গার্থ এবং বাচ্যার্থ অপেক্ষা ধ্বনি অধিক থাকিলে উত্তম, গুণীভূত ব্যঙ্গ থাকিলে মধ্যম, শব্দচিত্র ও বাচ্যচিত্র এবং ব্যঙ্গার্থশূন্য হইলে তাহাকে অধম কহে।

ঐ কাব্য প্রকারান্তরে দ্বিবিধ, মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। মহাকাব্যে সর্গবন্ধন ও তাহাতে এক দেবতা অথবা সদ্বংশজাত ধীরোদাত্ত গুণযুক্ত এক ক্ষত্রিয় কিংবা একবংশীয় সংকুলজাত বহুতর রাজা নায়ক হইবে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত ইহাদের মধ্যে এক রস উহার অঙ্গীভূত, সমস্ত রস ও সমস্ত নাটকসন্ধি, ইতিবৃত্ত, অথবা অন্য সজ্জনাশ্রিত চরিত্র এই সকল উহার অঙ্গ। উহার বর্গ চারিটি, তন্মধ্যে একটি ফল। প্রথমে নমস্কার বা আশীর্ব্বাদ অথবা বস্তু নির্দ্দেশ, কোথাও খলের নিন্দা বা সজ্জনগণের গুণানুকীর্ত্তন থাকিবে। সর্গের প্রথমে একবিধ বৃত্তচ্ছন্দঃ দ্বারা ও সর্গের শেষভাগে অন্যবিধ বৃত্ত দ্বারা বিরচিত হইবে। অতিশয় অল্পও নয় এবং অতিশয় দীর্ঘও নয় এরূপ আটটি সর্গ ইহাতে থাকিবে। কেহ কেহ কহেন যে, নানা-বৃত্তচ্ছন্দঃ দ্বারা সর্গরচনাও হইতে পারে। উহাতে প্রতি-সর্গের অন্তে ভাবিসর্গের কথা সূচনা থাকিবে। সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রাত্রি, প্রদোষ, অন্ধকার, দিবস, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, পর্ব্বত, ঋতু, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, মুনি, স্বর্গ, পুর, যজ্ঞ, রণ প্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র ও পুত্রজন্মাদি ইহার বর্ণনীয় বিষয়, এই সকল যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

মোটামুটি কাব্যের দুই প্রকারভেদ, দৃশ্য ও শ্রব্য। যে সকল কাব্য অভিনয়ের উপযোগী, তাহাকে দৃশ্যকাব্য কহে; যথা নাটকাদি। আর যে সকল কাব্য কেবল শ্রবণের উপযোগী, তাহাকে শ্রব্যকাব্য কহে। দৃশ্যকাব্য আবার নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহমৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন ভেদে দশপ্রকার। শ্রব্যকাব্য পদ্য গদ্য ভেদে দ্বিবিধ; পদ্য কাব্যের মধ্যে দুইপ্রকার ভেদ, মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। গদ্য কাব্যেরও দুইপ্রকার ভেদ আছে, কথা ও আখ্যায়িকা। ইহা ভিন্ন চম্পূ, বিরুদ ও করম্ভক নামক তিনপ্রকার কাব্য দেখিতে পাওয়া যায়।
(সাহিত্যদর্পণ।)

প্রায় সমুদায় কাব্যই অতি শ্রবণ সুখকর, মনোমুগ্ধকর এবং বিবধ রসপ্রকাশক বলিয়া কাব্য আলোচনা করিলে, আর অন্য কোন শাস্ত্র আলোচনায় ইচ্ছা হয় না। এই জন্যই একটি উদ্ভট কবিতা শুনিতে পায়—

"কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে।
গীতঞ্চ স্ত্রীবিলাসেন স্ত্রীবিলাসো বুভুক্ষয়া॥"

কাব্য চিন্তা দ্বারা নীতিশাস্ত্রচিন্তা বিনষ্ট হয়, আবার ঐ কাব্য চিন্তা সঙ্গীত আলোচনা দ্বারা, সঙ্গীত স্ত্রীবিলাস দ্বারা আবার স্ত্রীবিলাস ক্ষুধানুভব দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাব্যকলাপ; অমর চন্দ্রকৃত কাব্যকল্পলতা; কাব্যকামধেনু; তৌতভট্টবিরচিত কাব্যকৌতুক; কাব্যকৌমুদী; কাব্য-কৌস্তুভ; কবিচন্দ্র ও বিদ্যানিধি পুত্র ন্যায়বাগীশ বিরচিত কাব্য-চন্দ্রিকা ২; রত্নপাণি, রাজচূড়ামণি দীক্ষিত ও শ্রীনিবাসদীক্ষিত কৃত কাব্যদর্পণ ৩; কান্তিচন্দ্র ও গোবিন্দরচিত কাব্যদীপিকা ২; ধনিক বিরচিত কাব্যনির্ণয়; কাব্যপরিচ্ছেদ; ভারতীকবি, বিশ্বনাথ, ভট্টাচার্য্য ও মম্মটভট্টকৃত কাব্যপ্রকাশ ৪; রাজানক আনন্দকবিকৃত কাব্যপ্রকাশনিদর্শন; গোবিন্দভট্টকৃত কাব্য-প্রদীপ; শ্রীনিবাসরচিত কাব্যসারসংগ্রহ; দণ্ডী ও সোমে-শ্বর রচিত কাব্যাদর্শ ২; বাগ্‌ভট্টের কাব্যানুশাসন ও কাব্যা-লঙ্কার; রুদ্রটের কাব্যালঙ্কার; কুবলয়ানন্দ; সাহিত্যদর্পণ

প্রভৃতি সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থে কাব্যের লক্ষণাদি ও বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(পুং) কবেঃ ভৃগোরপত্যম্ পুমান্, কবি-ণ্য (কুর্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১।) যঞ্ বা। ৩ শুক্রাচার্য্য, উশনা। (কাব্যং গ্রন্থে পুমান্ শুক্রে। মেদিনী।)

পারসিকদিগের প্রাচীন অবস্তাগ্রন্থে 'কবউষ্' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ৪ তামসমন্বন্তরীয় ঋষিবিশেষ।

("জ্যোতির্ধামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রো২গ্নিবলকস্তথা।
পীবরশ্চ তথা ব্রহ্মন্ সপ্ত সপ্তর্ষয়ো২ভবন্॥" মার্ক° ৭৪।৫৯।)

কাব্যচৌর (পুং) কাব্যস্য চৌরইব। ১ অন্যের রচিত কাব্য নিজের বলিয়া প্রকাশকারী। ২ চন্দ্ররেণু।

কাব্যতা (স্ত্রী) কাব্যস্য ভাবঃ, কাব্য-তল্। কাব্যের লক্ষণাদি।

কাব্যদেবী (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ্ঞীবিশেষ। (রাজত° ৫।৪১।)

কাব্যমীমাংসক (পুং) কাব্যস্য কাব্যশাস্ত্রস্য মীমাংসকঃ, ৬তৎ। কাব্যশাস্ত্রের মীমাংসাকারক।

কাব্যরসিক (ত্রি) কাব্যস্য রসং বেত্তি, কাব্য-রস-ঠক্। কাব্যবর্ণিত রসের অনুভবকারী।

কাব্যলিঙ্গ (ক্লী) অর্থালঙ্কারবিশেষ। সাহিত্যদর্পণোক্ত ইহার লক্ষণ যথা—

"হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গমুদাহৃতম্।"

হেতুর বাক্য ও পদার্থত্ব থাকিলে অর্থাৎ বাক্য বা পদার্থের হেতু থাকিলে কাব্যলিঙ্গ-অলঙ্কার হয়। যথা—

"যত্বন্নেত্রসমানকান্তি সলিলে মগ্নং তদিন্দীবরং
মেঘৈরন্তরিতঃ প্রিয়ে তব মুখচ্ছায়ানুকারী শশী।
যে২পি ত্বদ্গমনানুকারিগতয়স্তে রাজহংসা গতা-
স্তৎসাদৃশ্যবিনোদমাত্রমপি মে দৈবেন ন ক্ষম্যতে॥"

হে প্রিয়ে! তোমার চক্ষুকান্তিসদৃশ কান্তিযুক্ত পদ্ম জলমগ্ন হইয়াছে, তোমার মুখতুল্য চন্দ্র মেঘদ্বারা আবরিত হইয়াছে এবং তোমার গমনানুকারী গতিবিশিষ্ট রাজহংসগণও দেশত্যাগী হইয়াছে। সুতরাং বস্তুবিশেষে তোমার সাদৃশ্য দেখিয়াও যে আমি সন্তুষ্ট হইব, বিধাতা তাহাও সহ্য করিতেছেন না।

এখানে শেষবাক্যের প্রতিপূর্ব্ব তিনটিবাক্যই হেতু হইয়াছে, এজন্য ইহা বাক্যলিঙ্গ অলঙ্কার।

পদার্থগত যথা—

"ত্বদ্বাজিরাজিনির্ধূতধূলীপটলপঙ্কিলাম্।
ন ধত্তে শিরসা গঙ্গাং ভূরিভারভিয়া হরঃ॥"

কেহ কোন রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—হে রাজন্! তোমার ঘোটকসমূহ কর্ত্তৃক উত্থিত ধূলী রাশিদ্বারা গঙ্গা পঙ্কিল হওয়ায়, মহাদেব তাঁহাকে অধিক ভারবহনভয়ে আর মস্তকে ধারণ করেন না।

এখানে পরার্দ্ধ শ্লোকের প্রতি পূর্ব্বার্দ্ধ শ্লোকের পদটি কারণ হওয়ায় ইহাও কাব্যলিঙ্গ-অলঙ্কার হইয়াছে।

কাব্যশাস্ত্র (ক্লী) কাব্য শাস্ত্রমেবং, উপদেশকত্বাৎ। কাব্যরূপ শাস্ত্র; কাব্যদ্বারা বহুবিধ হিতোপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এজন্য ইহাও শাস্ত্র নামে অভিহিত হয়।

("কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।" উদ্ভট।)

কাব্যসুধা (স্ত্রী) কাব্যং সুধা অমৃতমিব, উপমি। কাব্যরূপ অমৃত; কাব্য শ্রবণসুখকর বলিয়া অমৃতের সহিত তুলনা করা হয়।

কাব্যহাস্য (ক্লী) কাব্যেন কাব্যশ্রবণেন দর্শনেন বা হাস্যং যত্র, বহুব্রী। প্রহসন; অধিকাংশ স্থলেই ইহাতে হাস্যরস বর্ণিত থাকায় ইহা শ্রবণ বা ইহার অভিনয় দর্শন করিলে অতিরিক্ত হাস্য করিতে হয়। [প্রহসন দেখ।]

কাব্যা (স্ত্রী) কব স্তুতিগানে বাহুলকাৎ ণ্যৎ-টাপ্। ১ পূতনা, এই মায়াবিনী বিবিধ স্তুতিবাক্য ও বেশবিন্যাস দ্বারা নারীগণকে মুগ্ধ করিয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে শিশু গ্রহণপূর্ব্বক বিনাশ করিত। ২ বুদ্ধি।

(কাব্যা স্যাৎ পূতনাধিয়োঃ। মেদিনী।)

কাব্যার্থাপত্তি (স্ত্রী) অর্থাপত্তি নামক অলঙ্কারবিশেষ।

কাব্যায়ন (পুং) কাব্যস্য শুক্রাচার্য্যস্য গোত্রাপত্যম্, কাব্য ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) শুক্রাচার্য্যের পুত্র প্রভৃতি বংশধর।

কাশ (পুং, ক্লী) কাশতে দীপ্যতে, কাশ-পচাদ্যচ্। ১ তৃণবিশেষ, কেশে। (Saccharum Spontaneum.)

সংস্কৃত পর্য্যায়—ইক্ষুগন্ধা, পোটগল, কাস, কাশী, কাশা, বায়সেক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, অমরপুষ্পক, কাসক, বনহাসক, ইক্ষ্বারি, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ইক্ষুকাণ্ড, শারদ, সিতপুষ্পক, নাদেয়, দর্ভপত্র, লেখন, কাণ্ডকাণ্ডক, কচ্ছলকারক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর ও তিক্তরস, পাকে মধুর, শীতল, ভেদকারক। মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয়রোগ ও পিত্তজন্য রোগনাশক। রাজনির্ঘণ্টে ও শব্দরত্নাবলীতে ইহার আরও কয়েকটি গুণ দেখা যায়—রুচি, তৃপ্তি, বল ও শুক্রকারক, শ্রান্তি ও কফনাশক এবং কণ্ঠকণ্ডুকারী। ২ (পুং) কেন জলেন কফাত্মকেন ইত্যাশয়ঃ, অশ্নুতে ব্যাপ্যতে ইত্র, ক-অশ্-অধিকরণে ঘঞ্। ক্ষত। ৩ কাশয়তি শব্দং কারয়তি কশ-নিচ্-পচাদ্যচ্। রোগবিশেষ। কাসি বা কাসরোগ।

"ধূমোপঘাতাদ্রজসস্তথৈব ব্যায়ামরুক্ষান্ননিষেবণাচ্চ।
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব॥"
(সুশ্রুত।)

সাধারণ নিদান—মুখ নাসিকাদি দ্বারা অতিরিক্ত ধূম বা ধূলা প্রভৃতি প্রবিষ্ট হওয়া, অপরিপক্করসের ঊর্দ্ধগমন, ব্যায়াম, রুক্ষ দ্রব্যভোজন, দ্রুত ভোজনাদি দোষ জন্য ভুক্ত দ্রব্যের বিপথে গমন, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং হাঁচির বেগরোধ, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া অন্যান্য দোষ সমুদায় কুপিত করে, তজ্জন্য কাসবিশেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

"পূর্ব্বরূপং ভবেত্তেষাং শূকপূর্ণগলাস্যতা।
কণ্ঠে কণ্ডুশ্চ ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে॥" চরক° চি। ১৮।

পূর্ব্বরূপ—কাসরোগ উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে গলমধ্যে ও মুখ মধ্যে কোন শূক (শুঙ্গের ন্যায় পদার্থ) পরিপূর্ণ আছে বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং গলার মধ্যে সুর্ সুর্ করে এবং ভোজন করিবার সময়ে ভুক্ত দ্রব্য গলায় আট্কানর ন্যায় যাতনা বোধ হয়।

"অধঃ প্রতিহতো বায়ুরূর্দ্ধস্রোতঃসমাশ্রিতঃ।
উদানভাবমাপন্নঃ কণ্ঠে সক্তস্তথোরসি॥
আবিশ্য শিরসঃ খানি সর্ব্বাণি প্রতিপূরয়ন্।
আভঞ্জন্নাক্ষিপন্ দেহং হনুমন্যে তথাক্ষিণী॥
নেত্রপৃষ্ঠমুরঃপার্শ্বে নির্ভুজ্য স্তম্ভয়ংস্ততঃ।
শুষ্কো বা সকফো বাপি কাসনাৎ কাস উচ্যতে॥
প্রতিঘাতবিশেষেণ তস্য বায়োঃ স রংহসঃ।
বেদনাশব্দবৈশেষ্যং কাসানামুপজায়তে॥" (চরক।)

সম্প্রাপ্তি—নিদানসমূহ দ্বারা কুপিত বায়ু অধোদিকে আসিতে না পারায় ঊর্দ্ধদিকে গমন করে, সুতরাং উদানতা প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে আসক্ত হইয়া থাকে এবং ঊর্দ্ধদেহস্থ মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষুরূপ ছিদ্রসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকল ছিদ্র পূর্ণ করে। এই জন্যই বায়ু মুখদ্বার দিয়া বিবিধ শব্দের সহিত নির্গত হয়। সেই সময়ে রোগীর দেহ, হনুদ্বয়, মন্যাদ্বয়, পৃষ্ঠদেশ, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদ্বয় ও নেত্রদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং হস্তপদাদি আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই রোগে কখন কেবল বায়ুমাত্র, কখন বা কফাদি দোষও তাহার সহিত নির্গত হয়। বেগবান্ বায়ু বিবিধভাবে প্রতিহত হওয়ায় শব্দ ও বেদনা নানাবিধ হইয়া থাকে।

কাসরোগ পাঁচপ্রকার—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ।

"রুক্ষশীতকষায়াল্পপ্রমিতানশনং স্ত্রিয়ঃ।
বেগধারণমায়াসো বাতকাসপ্রবর্ত্তকাঃ॥
হৃৎপার্শ্বোরঃশিরঃশূলস্বরভেদকরো ভৃশম্।
শুষ্কোরঃকণ্ঠবক্ত্রস্য হৃষ্টলোম্নঃ প্রতাম্যতঃ॥
নির্ঘোষদৈন্যস্তনদৌর্ব্বল্যক্ষোভমোহকৃৎ।
শুষ্কঃ কাসঃ কফং শুষ্কং কৃচ্ছ্রান্মুক্ত্বাল্পতাং ব্রজেৎ॥
স্নিগ্ধাম্ললবণোষ্ণৈশ্চ ভুক্তপীতৈঃ প্রশাম্যতি।
ঊর্দ্ধবাতস্য জীর্ণেঽন্নে বেগবান্ মারুতো ভবেৎ॥"
(চরক।)

বাতজকাস—রুক্ষ, শীতল ও কষায়দ্রব্য ভোজন, অল্প পরিমাণে ভোজন, উপবাস, অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং পরিশ্রমজনক কার্য্যসমূহ দ্বারা বায়ু কুপিত হইলে, তজ্জন্য অন্যান্য দোষও কুপিত হইয়া বাতজকাস উৎপাদন করে। এই কাসে হৃদয়, পার্শ্বদেশ, বক্ষঃস্থল ও মস্তকে বেদনা, স্বরভেদ; বারবার বক্ষঃ, কণ্ঠ ও মুখ শুকাইয়া যাওয়া, রোমহর্ষ, মূর্চ্ছা, কাসের অত্যন্ত শব্দ, শরীরের গ্লানি, শুষ্কমুখ, দুর্ব্বলতা, ক্ষোভ, মোহ এবং শুষ্ক কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাসিতে কাসিতে অতি অল্প পরিমাণে শুষ্ক কফ নির্গত হইলেই কিছু উপশম বোধ হয়, এবং স্নিগ্ধদ্রব্য, অম্ল, লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজনে ইহার প্রকৃত উপশম ও আহার জীর্ণ হইলে ইহার বেগ অধিক হইয়া থাকে।

"কটুকোষ্ণবিদাহ্যম্লক্ষারাণামতিসেবনম্।
পিত্তকাসকরং ক্রোধঃ সন্তাপশ্চাগ্নিসূর্য্যজঃ॥
পীতনিষ্ঠীবনাক্ষিত্বং তিক্তাস্যত্বং স্বরাময়ঃ।
উরো ধূমায়নং তৃষ্ণাদাহমোহারুচিভ্রমাঃ॥
প্রতমং কাসমানশ্চ জ্যোতিংষীব চ পশ্যতি।
শ্লেষ্মাণং পিত্তসংসৃষ্টং নিষ্ঠীবতি চ পৈত্তিকে॥" (চরক)।

পিত্তজকাস—কটুরস, উষ্ণদ্রব্য, যে সকল দ্রব্যের অম্ল পাক সেই সকল দ্রব্য, অম্লরস ও ক্ষার দ্রব্যভোজন, এবং ক্রোধ ও অগ্নি বা রৌদ্রতাপ প্রভৃতি কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া অন্যান্য দোষকেও কুপিত করিলে পিত্তজকাসের উৎপত্তি হয়। ইহাতে চক্ষুর্দ্বয় পীতবর্ণ, মুখের তিক্তাস্বাদ, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃস্থল হইতে ধূম নির্গমের ন্যায় যাতনা, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, অরুচি, ভ্রম, কাসিবার সময়ে চক্ষু হইতে যেন জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে এইরূপ অনুভব এবং পিত্ত মিশ্রিত পীতবর্ণ শ্লেষ্মা উঠিয়া থাকে।

"গুর্ব্বভিষ্যন্দিমধুরস্নিগ্ধস্বপ্নবিচেষ্টিতৈঃ।
বৃদ্ধঃ শ্লেষ্মানিলং রুদ্ধা কফকাসমুদীরয়েৎ॥
মন্দাগ্নিত্বারুচিচ্ছর্দ্দি পীনসোৎক্লেশগৌরবৈঃ।
লোমহর্ষাস্য মাধুর্য্য ক্লেদ সংসদনৈর্যুতম্॥

বহুলং মধুরং স্নিগ্ধং ঘনং ষ্ঠীবেৎ কফং তথা।
কাসমানো হ্যরুগ্‌বক্ষঃ সম্পূর্ণমিব মন্যতে॥" (চরক।)

কফজকাস—গুরুপাক দ্রব্য, ক্লেদকর দ্রব্য, স্নিগ্ধ ও মধুর দ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা, অব্যায়াম প্রভৃতি কারণে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি পাইয়া বায়ুর পথ রোধ করে, তজ্জন্যই শ্লেষ্মজ কাসের উৎপত্তি হয়। এইকাসে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমন, পীনসরোগ, উৎক্লেশ (গা বমি বমি), শরীরে ভার-বোধ, রোমহর্ষ, মুখে মিষ্ট আস্বাদ-বোধ, শরীরের অবসন্নতা এবং কাসের সহিত মধুর রসযুক্ত, স্নিগ্ধ ও ঘন কফ বহু পরিমাণে উঠিয়া থাকে। আরও এইকাসে বক্ষঃস্থল কফ-পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, এবং কাসিতে কোন বেদনা অনুভব হয় না।

"অতিব্যবায়ভারাধ্বযুদ্ধাশ্বগজনিগ্রহৈঃ।
রুক্ষস্যোরঃক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাবহেৎ॥
স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্।
কণ্ঠেন রুজতাঽত্যর্থং বিরুগ্নেনেব চোরসা॥
সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা।
দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা॥
পর্ব্বভেদজ্বরশ্বাসতৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ।
পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্‌ভবাৎ॥"

ক্ষতজকাস—অতিরিক্ত মৈথুন, ভারবহন, পথপর্য্যটন, যুদ্ধ, বেগবান্ অশ্ব বা হস্তীকে ধারণ করিয়া তাহার বেগ-রোধ প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা রুক্ষ ভোজনকারী ব্যক্তির বক্ষঃস্থল আহত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া তাহার ক্ষতজকাস উৎপাদন করে। এই রোগে রোগী প্রথমতঃ শুষ্ক কাসিতে থাকে, পরে কাসের সহিত রক্ত নির্গত হয়। তদ্ভিন্ন কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে বেদনা, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ সূচীবেধের ন্যায় যাতনা, শূল, সন্তাপ, সন্ধিস্থানে বেদনা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, স্বরভেদ এবং পারাবত কূজনের ন্যায় শব্দ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

"বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ।
ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেঽগ্নৌ ত্রয়ো মলাঃ॥
কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দেহক্ষয়প্রদম্।
দুর্গন্ধং হরিতং রক্তং ষ্ঠীবেৎ পূয়োপমং কফম্॥
কাসমানশ্চ হৃদয়ং স্থানভ্রষ্টং স মন্যতে।
অকস্মাদুষ্ণশীতার্ত্তো বহ্বাশী দুর্ব্বলঃ কৃশঃ॥
প্রসন্নঃ স্নিগ্ধবদনঃ শ্রীমদ্দর্শনলোচনঃ।
পাণিপাদতলৌ শ্লক্ষ্ণৌ ঘৃণাবানভ্যসূয়কঃ॥
জ্বরো মিশ্রাকৃতিস্তস্য পার্শ্বরুক্ পীনসোঽরুচিঃ।
ভিন্নসংঘাতবর্চ্চস্ত্বং স্বরভেদোঽনিমিত্ততঃ॥
ইত্যেষ ক্ষয়জঃ কাসঃ ক্ষীণানাং দেহনাশনঃ।
সাধ্যো বলবতাং বা স্যাৎ যাপ্যস্ত্বেবং ক্ষতোত্থিতঃ॥
নবৌ কদাচিৎ সিধ্যেতামেতৌ পাদগুণান্বিতৌ।
স্থবিরাণাং জরাকাসঃ সর্ব্বো যাপ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"
(চরক।)

ক্ষয়জকাস—বিষমভাবে অর্থাৎ ন্যূনাধিক্যরূপে ভোজন, অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন, অত্যন্ত মৈথুন, বেগবান্ অশ্ব প্রভৃতির বেগ সংরোধ প্রভৃতি দুষ্কর কার্য্য, এবং ঘৃণা ও শোকবশতঃ অগ্নি দূষিত হইলে, বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা তিন দোষই কুপিত হইয়া ক্ষয়জকাস উৎপাদন করে। এই কাসে দেহ ক্ষীণ, হরিৎবর্ণ বা রক্তবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত ও পূযের ন্যায় কফ নির্গম; কাসিবার সময়ে হৃদয়স্থান চ্যুত হইতেছে বলিয়া অনুভব; সময়ে সময়ে অকস্মাৎ উষ্ণস্পর্শ বা শীত-স্পর্শে যাতনা বোধ; বহু ভোজন করিয়াও দুর্ব্বল ও কৃশ হওয়া; প্রসন্ন ও স্নিগ্ধ মুখ, প্রিয়দর্শন চক্ষু, হস্ত পদতল মসৃণ, অধিক পরিমাণে ঘৃণা ও হিংসা; দ্বিদোষ বা ত্রিদোষ জন্য জ্বর, পার্শ্ববেদনা, পীনস, অরুচি, কখন পাতলা কখন বা কঠিন মল নির্গম ও অকারণ স্বরভেদ হইয়া থাকে।

এই পঞ্চবিধ কাসের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ কাস সাধ্য। ক্ষয়জকাস স্বভাবতঃ যাপ্য; কিন্তু ক্ষয়জকাসে নিতান্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িলে প্রাণঘাতক এবং বলবান্ ব্যক্তির উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎসা করিলে সাধ্যও হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন বৃদ্ধদিগের জরাকাস নামক একপ্রকার কাস হইয়া থাকে, তাহা স্বভাবতঃই যাপ্য।

চিকিৎসার প্রথমক্রম—রুক্ষ ব্যক্তির বায়ু জন্য কাসে প্রথমতঃ বায়ুনাশক দ্রব্যসমূহ দ্বারা সিদ্ধ বস্তি; ক্ষীর, যূষ ও মাংস রসাদির সহিত স্নিগ্ধ পেয় দ্রব্য, স্নিগ্ধধূম, স্নিগ্ধ অব-লেহ, স্নেহাভ্যঙ্গ, স্নেহপরিষেক ও স্নিগ্ধস্বেদ প্রদান করিবে; তৎপরে অন্যান্য ঔষধাদি ব্যবহার করাইতে হয়। মলবদ্ধ থাকিলে বস্তিকর্ম্ম, ঊর্দ্ধবাত হইলে ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃত-পান, এবং পিত্ত ও কফসংযুক্ত বাতজকাসে স্নেহবিরেচন প্রদান করিতে হয়।

পিত্তজন্য কাসের সহিত কফের বিশেষ অনুবন্ধ থাকিলে, বমনকারক ঘৃতপান দ্বারা, কিম্বা মদনফল, গাম্ভারীফল ও যষ্টিমধুর ক্বাথ-জলদ্বারা, অথবা ভূমিকুষ্মাণ্ডরস ও ইক্ষুরসের সহিত যষ্টিমধু ও মদনফলের কল্ক পান দ্বারা প্রথমতঃ বমন করাইতে হয়। বমন দ্বারা দোষ নিঃসারিত হইলে শীতল ও মধুররসযুক্ত পেয়াদি পান করাইবে। তৎপরে অন্যান্য ঔষধ

ব্যবহার কর্ত্তব্য। কিন্তু কফের অনুবন্ধ অল্প হইলে বমন না করাইয়া মধুররসের সহিত ত্রিবৃৎ চূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইবে। কফ থাকিলে তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত ত্রিবৃৎ চূর্ণ প্রয়োগ আবশ্যক। কফ পাতলা থাকিলে স্নিগ্ধ ও শীতল ভোজ্যাদি, এবং কফ ঘন থাকিলে রুক্ষ ও শীতল ভোজ্যাদি ব্যবহার করাইবে।

কফজকাসে রোগী বলবান্ থাকিলে, প্রথমতঃ তাহাকে বমন করাইয়া শুদ্ধ করিবে, তৎপরে কটুরসযুক্ত, রুক্ষ ও উষ্ণ যবাগু প্রভৃতি সেবন করাইয়া অন্যান্য ঔষধাদি ব্যবহার করাইবে।

ক্ষতজকাসে জীবনীয়াদি গণোক্ত দ্রব্যসমূহ ও বলমাংস-বর্দ্ধক দ্রব্য প্রথমতঃ ব্যবহার করাইয়া অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করাইবে।

ক্ষয়জকাসে প্রথমতঃ শরীর তুষ্টিকারক ও অগ্নির দীপ্তি-কারক দ্রব্যাদি সেবন করাইবে। দোষ অধিক থাকিলে স্নেহ দ্রব্যের সহিত মৃদু বিরেচন প্রদান করা উচিত। তৎপরে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করাইবে।

পাচন—বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী এই পঞ্চমূলের; অথবা শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পঞ্চমূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপের সহিত পান করিলে বাতজকাসের উপশম হয়। ১।

বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসকছাল ও দ্রাক্ষা; এই সমুদায়ের ক্বাথ শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তজকাস প্রশমিত হয়। ২।

কুড়, কট্‌ফল, বামনহাটী, শুঁঠ ও পিপুল; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শ্লেষ্মজকাস প্রশমিত হয়। তদ্ভিন্ন শ্বাস ও বক্ষোবেদনাও নিরাকৃত হইয়া থাকে। ৩।

শ্লেষ্মজকাসের সহিত পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও শ্বাস থাকিলে বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই দশমূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিবে। ৪।

কট্‌ফল, গন্ধতৃণ, বামুনহাটী, মুথা, ধনে, বচ, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ক্ষেৎপাপড়া, শুঁঠ ও দেবদারু; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ মধু ও হিঙ্গুর সহিত পান করিলে বাতশ্লেষ্ম জন্য কাস নিবারিত হয়। তদ্ভিন্ন কণ্ঠরোগ, ক্ষয়রোগ, শূল, শ্বাস, হিক্কা ও জ্বরাদি উপদ্রবেরও শান্তি হইয়া থাকে। ৫।

কণ্টকারীর ক্বাথ পিপুলচূর্ণের সহিত পান করিলে সর্ব্ববিধ কাসের উপশম হয়। ৬।

চূর্ণ—তালীশাদিচূর্ণ, মরিচাদিচূর্ণ, সমশর্করচূর্ণ প্রভৃতি চূর্ণ ঔষধসমূহ সর্ব্ববিধ কাসরোগনিবারক। (চক্রদত্ত।)

বটিকা—বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা, অমৃতার্ণবরস, পিত্তকাসান্তকরস, কাসসংহারভৈরব, লক্ষ্মীবিলাসরস, সর্ব্বেশ্বররস, শৃঙ্গারাভ্র, সার্ব্বভৌম, তরুণানন্দরস, মহোদধিরস, জয়াগুড়িকা, বিজয়গুড়িকা, স্বচ্ছন্দভৈরব, রসগুড়িকা, রসেন্দ্রগুড়িকা, পুরন্দরবটী, কাসান্তকরস, বাসকুঠার, চন্দ্রামৃতলৌহ, চন্দ্রামৃত-রস, অমৃতমঞ্জরী, কাসান্তক, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র এবং নিত্যোদয়-রস প্রভৃতি ঔষধসমূহ এই রোগের অবস্থা বিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। (রসেন্দ্র সা° স°।)

অবলেহ—অশোকবীজ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, সৌবীরাঞ্জন, পদ্মকাষ্ঠ ও বিট্‌লবণ ইহাদিগের চূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর বলানুসারে যথামাত্রায় লেহন করিলে কাসরোগ প্রশমিত হয়। এই অবলেহ সেবনের পর কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধ পান করিতে হয়। ১।

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, রাস্না, পিঁপুল, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, বামুনহাটী ও যবক্ষার এই সমুদায়ের চূর্ণ ঘৃতের সহিত যথামাত্রায় অবলেহন করিলে কফসংযুক্ত বাতকাস এবং শ্বাস, হিক্কা ও অগ্নিমান্দ্য রোগ প্রশমিত হয়। ২।

দুরালভা, শুঁঠ, শঠী, দ্রাক্ষা, শর্করা ও কাঁকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ তৈলের সহিত লেহন করিলে বাতজকাস নিবারিত হয়। ৩।

দুরালভা, পিপুল, মুথা, বামুনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও শঠী ইহাদিগের চূর্ণ; অথবা পিপুল ও শুঁঠের চূর্ণ; কিম্বা বামুনহাটী ও শুঁঠচূর্ণ পুরাতন গুড় ও তৈলের সহিত অবলেহন করিলে বাতজকাস নিবারিত হয়। ৪।

চিনি, আমলকী, মধু, দ্রাক্ষা, চন্দন ও নীল সুঁদিফুল এই সকল দ্রব্যের অবলেহ কফসংযুক্ত পিত্তকাসে হিতকর। ৫।

ঐ অবলেহ ঘৃতের সহিত লেহন করিলে বায়ুসংযুক্ত পিত্তজকাস নিবারিত হয়। ৬।

কিস্‌মিস্ ৫০টী, পিপুল ৩০টী এবং চিনি ৵০ অর্দ্ধপোয়া এই সকল দ্রব্যের অবলেহ প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বায়ুসংযুক্ত কাসরোগ নিবারিত হয়। ৭।

দারুচিনি, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কিস্‌মিস্, পিপুলমূল, কুড়, খৈ, মুথা, শঠী, রাস্না, আমলকী, হরীতকী, ইহাদিগের চূর্ণ চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিলে কাস ও হৃদ্রোগ ভাল হয়। ৯।

পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ ও বহেড়া; অথবা ময়ূর ও কুক্কুট পুচ্ছের ভূষা এবং যবক্ষার; কিম্বা মাথালশশা, পিপুলমূল ও তেউড়ীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে কফজকাস ভাল হয়। ১০।

দেবদারু, শঠী, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও দুরালভা; অথবা

পিপুল, শুঁঠ, মুথা, হরীতকী, আমলকী ও শর্করা; কিম্বা খৈ, শর্করা, ঘৃত, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও আমলকী, মধু ও তৈলের সহিত লেহন করিলে বায়ুসংযুক্ত কফজকাস নিবারিত হয়। ১১। (বাভট° চিকিৎসা° ৩ অঃ।)

চিতামূল, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুথা, দুরালভা, শঠী, কুড়, আকনাদি, তুলসী, বচ, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, রাস্না ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, কণ্টকারী ./৬৷০ সের, ৬২ সের জলে কাথ করিয়া আটসের থাকিত ছাঁকিয়া লইয়া, ঐ কাথের সহিত খাঁড়গুড় ./২॥ সের, ঘৃত ./২ সের একত্র পাক করিতে হইবে; ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে বংশলোচনচূর্ণ ./॥৹ সের দিয়া পাক করিতে হইবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু ./॥৹ সের ও পিপুলচূর্ণ ./॥৹ সের প্রক্ষেপ দিবে। এই অবলেহ ব্যবহার করিলে কাস, হৃদ্রোগ ও গুল্মরোগ নিবারিত হয়। (চরক° চিকিৎসা° ১৮ অঃ।)

যোগ—সৈন্ধবলবণ ও পিপুলচূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত, কিম্বা শুঁঠচূর্ণ ও চিনি দধির মাতের সহিত সেবন করিলে কাসরোগ ভাল হয়। ১—২।

কুলআঁটির শস্য দধির মাতের সহিত কিম্বা পিপুলের কল্ক ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করিলেও কাসরোগ নিবারিত হয়। ৩—৪।

আদারস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে শ্লেষ্মজকাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় ও কফের শান্তি হয়। ৫।

বাসকপাতার রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে পিত্তজন্য শ্লেষ্মা নিবারিত হয়। রক্তপিত্তরোগেও এই যোগ উপকারী। ৬।

দুগ্ধপায়ী গোবৎসের গোবরের রস মধুর সহিত, পান করিলে বায়ু জন্য কাস ভাল হয়। ৭।

শঠী, বালা, বৃহতী ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া, সেই রস চিনি ও ঘৃতের সহিত পান করিলে পিত্তজন্য কাস ভাল হয়। ৮।

কণ্টকারী, বৃহতী, ভৃঙ্গরাজ, অশ্ববিষ্ঠা বা কালতুলসীর, পৃথক্ পৃথক্ রস মধুর সহিত পান করিলে শ্লেষ্মজকাস ভাল হয়। ৯।

নিসিন্দা পত্রের রসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিলে কফজকাস নিবারিত হয়।

ঘৃত—স্বল্প কণ্টকারীঘৃত, পিপ্পল্যাদিঘৃত, ত্র্যূষণাদ্যঘৃত, রাস্নাঘৃত, বৃহৎ কণ্টকারী ঘৃত, দ্বিপঞ্চমূল্যাদিঘৃত, গুড়ূচ্যাদি ঘৃত, কাসমর্দ্দাদিঘৃত, দশমূলঘৃত, দশমূলাদ্যঘৃত এবং দশমূল ষট্‌পলঘৃত প্রভৃতি দোষানুসারে ব্যবহার করিতে হয়।

(চরক ও চক্রদত্ত।)

মোদকাদি—অগস্ত্যহরীতকী এবং চ্যবনপ্রাশাদিমোদক এই রোগে ব্যবহার করিবে।

বিশেষ চিকিৎসা—কাসরোগে বায়ু কফযুক্ত হইলে কফনাশক কার্য্য এবং বাতশ্লেষ্মা পিত্তযুক্ত হইলে পিত্তনাশক চিকিৎসা করিতে হয়। বাতশ্লেষ্মজন্য শুষ্ককাসে স্নিগ্ধক্রিয়া, আর্দ্রকাসে রুক্ষ ক্রিয়া, এবং পিত্তযুক্ত কফকাসে তিক্তসংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

কফজকাসে পিত্তানুবন্ধ তমক শ্বাস উপস্থিত হইলে, পিত্তজ কাসের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

কাসরোগে বক্ষঃমধ্যে ক্ষত হইলে দুগ্ধের সহিত মধু সংযুক্ত লাক্ষা সেবন করাইবে। ইহাতে দুগ্ধ ও চিনির সহিত শালি-তণ্ডুলের অন্ন পথ্য প্রদান করিবে।

পার্শ্ব ও বস্তিদেশে বেদনা থাকিলে এবং অগ্নি বলবান্ হইলে মদ্যের সহিত লাক্ষা ব্যবহার করাইবে।

পাতলা মলভেদ হইলে মুথা, আতইচ, আকনাদি ও কুড়চি ইহাদের কাথের সহিত লাক্ষা সেবন করাইবে।

লাক্ষা, ঘৃত, মোম, গুলঞ্চ, বংশলোচন, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগাণী, মাসাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, চন্দন ও বংশলোচন; এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া উরঃক্ষত রোগীকে পান করিতে দিবে। কাসতৃণ, শৃঙ্গীবিষ, গেঁঠেলা, পদ্মকেশর ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাই পান করাইবে। তাহাতে বক্ষঃস্থলের ক্ষত আরোগ্য হয়। রোগীর অগ্নিমান্দ্য থাকিলে এই উভয়বিধ দুগ্ধই পান করান কর্ত্তব্য নহে।

কাসরোগীর পর্ব্বশূল বা অস্থিশূল থাকিলে মৌলফল, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, বংশলোচন ও পিপুল এই সকল দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে।

রক্ত উঠিলে পুনর্নবা, চিনি ও রক্তশালি তণ্ডুল ইহাদিগের চূর্ণ, দ্রাক্ষারস, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা নটেশাকের বীজ, মৌলফল, যষ্টিমধু ও দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া সেবন করাইবে।

মুখাদি পথ দিয়া রক্তপিত্তের ন্যায় রক্ত নিঃসৃত হইলে রক্তপিত্তের ন্যায়ই চিকিৎসা করিবে।

কাসরোগে দেহ ক্ষীণ হইলে দেশকাল বলাবল বিবেচনা করিয়া মাংসভোজী জন্তুর মাংসরস ঘৃতে সন্তলন করিয়া তাহাতে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা রক্তমাংসবর্দ্ধক।

উরঃক্ষত এবং শুক্র, বল ও ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হইলে বটছাল,

যজ্ঞডুমুরছাল, অশ্বত্থছাল, পাকুড়ছাল, শালগাছ, প্রিয়ঙ্গুছাল, তালমাখি, জামছাল, পিয়ালছাল, পদ্মকাষ্ঠ ও অশ্বকর্ণের ছালের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে যে ঘৃত উঠিবে, সেই ঘৃতের সহিত শালি-তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে দিবে।

কাসরোগে হৃদয়ে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে গুলঞ্চ, বংশলোচন, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগাণী, মাসাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধুর সহিত পক্ব ঘৃত পান করাইবে। অথবা পিত্ত ও রক্তের বিরোধী না হইয়া যাহা বায়ু নাশ করে, এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

উরঃক্ষত থাকিলে যষ্টিমধু ও গোরক্ষচাকুলের কাথ এবং দুগ্ধিকা, পিপুল ও বংশলোচন ইহাদের কল্কের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে।

ক্ষয়কাসে পিত্ত কফ ও ধাতু সকল ক্ষীণ হইলে কাঁকড়াশৃঙ্গী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলের কল্ক এবং দুগ্ধের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইবে।

কাসরোগে মূত্রের বিবর্ণতা থাকিলে অথবা কষ্টে মূত্র নির্গত হইলে ভূমিকুষ্মাণ্ড বা কদম্ব ও তাল শস্তের সহিত ঘৃত বা দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে।

লিঙ্গ, গুহ্য, কটী ও কুঁচ্‌কি স্থানে ফুলা ও বেদনা থাকিলে লঘু ঘৃতমণ্ডের অথবা ঘৃত ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার পিচ্‌কারী দিবে।

এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপাত চূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা এবং চিনি কিস্‌মিস্‌, মৌলফল ও পিণ্ডীখেজুর প্রত্যেক ৮ তোলা; এই সকল দ্রব্যে মধুর সহিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্তকাস শ্বাস প্রভৃতি নিবারিত হয়। (বাভট° চিকিৎসা ৩ অঃ।)

ধূমপান—কাসরোগে মস্তকে বেদনা, নাক মুখ দিয়া জলস্রাব, হৃদয়ে ভারবোধ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে ধূমপান করাইতে হয়। এই ধূম মুখ দিয়া টানিয়া পুনর্ব্বার মুখ দিয়াই বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। এই রোগে শিরোবিরেচক ধূমপান করাইতে হইলে একখানি সরায় ঔষধ রাখিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া অপর একখানি ছিদ্রযুক্ত সরা ঢাকা দিয়া সন্ধিস্থল লেপন করিয়া দিবে, পরে ঐ ছিদ্রে নল দিয়া ধূমপান করিতে হইবে।

বিরেচক ধূম—মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মুথা ও ইঙ্গুদী ফল এই সকল দ্রব্যের ধূমপান করিলে বক্ষঃস্থিত শ্লেষ্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় সর্ব্ববিধ কাসরোগ ভাল হয়। এই ধূমপানের পর ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ গুড়ের সহিত পান করিবে।

পুণ্ডরীয়া, যষ্টিমধু, ঘণ্টারবা, মনঃশিলা, মরিচ, পিপুল, দ্রাক্ষা, এলাইচ ও তুলসীমঞ্জরী পেষণ করিয়া এক টুকরা পট্টবস্ত্রে মাখাইয়া তাহা ঘৃতপ্লুত করিবে; এই বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাতি প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূমপান করিলেও কাসরোগের বিশেষ উপকার হয়। এই ধূমপানের পর দুগ্ধ বা গুড়ের সরবৎ পান করিবে।

মনঃশিলা, এলাইচ, মরিচ, যবক্ষার, রসাঞ্জন, নাগরমুথা, বাঁশেরনীল, বেণামূল, হরিতাল, অতসীবীজ, লাক্ষা ও গন্ধতৃণ এই সকল দ্রব্য পূর্ব্বের ন্যায় পট্টবস্ত্রে মাখাইয়া পূর্ব্বের নিয়ম মতই ধূমপান করিবে।

ইঙ্গুদীর ছাল, কণ্টকারী, বৃহতী, তালমূলী, মনঃশিলা, কাপাসের বীজ ও অশ্বগন্ধা; এই সকল দ্রব্য ও পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মে পট্টবস্ত্রে মাখাইয়া ধূম পান করিতে হইবে।

কাসরোগীর ক্ষত দোষ নিবৃত্ত কিন্তু কফ বর্দ্ধিত হইলে যদি বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে কুঠারাঘাতের ন্যায় বেদনা থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ধূমপান কর্ত্তব্য।

অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া পট্টবস্ত্রে লেপন করিবে, ঐ বস্ত্র দ্বারা বাতি প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূমপান করিতে হইবে। এই ধূমপানের পর জীবনীয়ঘৃত পান করিতে হয়।

মনঃশিলা, পলাশ, বনযমানী, বংশলোচন ও শুঁঠ ইহাদের পূর্ব্ববৎ বাতি প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিবে। এই ধূমপানের পর চিনির পানা, গুড়ের সরবৎ বা ইক্ষুরস পান করিতে হয়।

মনঃশিলা ও কাঁচা বটের ঝুরি পেষণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পট্টবস্ত্রে লেপন করিবে; পরে তাহাতে ঘৃত মাখাইয়া তাহার বাতির ধূমপান করিবে। এই ধূমপানের পর তিত্তিরি মাংসের রস পান করিবে।

কাসরোগে পথ্যাপথ্য—স্বেদ, বিরেচন, বমন, ধূমপান, সমভাবে ভোজন, শালি-তণ্ডুল, গম, শ্যামাতৃণের চাউল, যব, কোদধান, আলকুশী, মাষকলাই, মুগ ও কুলথ কলাইয়ের যূষ; গ্রাম্য, জলচর, আনূপ ও ধন্বদেশজাত মাংস, মদ্য, পুরাতনঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, বেতোশাক, কাকমাচীশাক, বেগুন, কচিমূলা, কণ্টকারী, কালকাসুন্দা, জীবন্তী ও সুষিণাশাক, দ্রাক্ষা, তেলাকুচা, মাতুলুঙ্গ, পদ্মমূল, বাসক, ছোটএলাইচ, গোমূত্র, লশুন, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, উষ্ণজল, মধু, খই, দিবানিদ্রা এবং লঘু অন্নপান কাসরোগে হিতকর।

তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও গুড়জাত ভক্ষ্য সমুদয়

পিচকারী, নস্ত, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম, দন্তঘর্ষণ, রৌদ্রাদি-সন্তাপ, দুষ্টবায়ু, বনপথে গমন, মূত্র ও মলবমনাদির বেগধারণ, মৎস্ত, আলু প্রভৃতি কন্দ, সর্ষপ, লাউ, পুদিনা, দুষ্ট জলপান এবং বিরুদ্ধ, গুরুপাক ও শীতল অন্নপানাদি কাসরোগে অহিতকর। (পথ্যাপ° স°।)

এলোপাথীমতে—কর্ডলিভার (মাছের) তৈল ৫ হইতে ৬০ ফোঁটা পর্য্যন্ত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে কাস নিবারণ হইয়া রোগী বলবান্ থাকে।

হোমিওপাথীমতে—টিঞ্চর ব্রাইয়োনিয়া কাসের মহৌষধ। উহা ৫ হইতে ১০ ফোঁটা আধ ছটাক জল দিয়া সেবন করিলে ভয়ানক কাসও আরাম হয়।

আকড়কড়া ও বচ সর্ব্বদা মুখে রাখিলে সামান্ত কাস ভাল হয়। সর্ব্বদা গঁদ চুষিলেও কাসে অনেক উপকার দর্শে।

যক্ষা, ক্ষয়কাস ও ক্ষীণকাস রোগীর অমঙ্গলের কারণ। [যক্ষা দেখ।]

৪ হাঁচি। ৫ ইন্দুরবিশেষ। ৬ ঋষিবিশেষ।

কাশক (পুং) কাশতে দীপ্যতে, কাশ-কর্ত্তরি ণ্বুল্। কাশ, কেশে নামক তৃণবিশেষ। ২ সুহোত্রের পুত্র; ইঁহার অপর নাম কাশি।

("কাশকশ্চ মহাসত্ত্বস্তথা গুভমতির্নৃপঃ।" হরিবংশ ৩২ অঃ।)

৩ (ত্রি) প্রকাশযুক্ত, প্রদীপ্ত।

কাশকৃৎস্ন (পুং) ঋষিবিশেষ; ইনিও একজন আদিশাব্দিক ঋষিদিগের অন্তর্ভূত।

("ইন্দ্রচন্দ্রকাশকৃৎস্নাপিশলিশাকটায়নাঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥" কবিকল্পদ্রুম।)

কাশকৃৎস্নক (ত্রি) কাশকৃৎস্নেন নির্ব্বৃত্তম্, কাশকৃৎস্ন বুঞ্। কাশকৃৎস্ন কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত।

কাশজ (ত্রি) কাশে জায়তে, কাশ-জন্-ড। কাশ হইতে উৎপন্ন।

কাশন্দ (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Cassia esculenta) [কাশমর্দ্দ দেখ।]

কাশন্দি (দেশজ) চাটনিবিশেষ, আচার। কাঁচা আম, সরিষা, তৈল ও লবণ দ্বারা এই চাটনি প্রস্তুত করিতে হয়।

কাশপরী (স্ত্রী) কাশঃ পরো যস্তাঃ,-ঙীষ্। কাশাবৃত নদীবিশেষ।

কাশপরেয় (ত্রি) কাশপর্য্যো ভবঃ, কাশপরী-ঢক্। কাশপরী নদী হইতে উৎপন্ন।

কাশপুর, আসামের অন্তর্গত কাছাড় জেলার একটি গ্রাম, বরাইল নামক গিরিশ্রেণীর দক্ষিণদিকে যে একটি শাখা আছে, তাহারই মধ্যে কাশপুর অবস্থিত। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে এই স্থান 'খশপুর', 'কুশপুর', ও 'খাসপুর', নামে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে কাছাড়রাজগণের রাজভবন ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। কাছাড়রাজদিগের সময়ে এখানে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল।

কাশপৌণ্ড্র (পুং) কাশপ্রধানঃ পৌণ্ড্রঃ, মধ্যলো°। জনপদবিশেষ।

("কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রাশ্চ কালিঙ্গা মাগধাস্তথা।" ভারত কর্ণ ৪৬ অঃ।)

কাশফরী (স্ত্রী) কাশপরী নদী।

কাশফরেয় (ত্রি) কাশফর্য্যো ভবঃ, কাশফরী-ঢক্। কাশফরী নদী হইতে উৎপন্ন।

কাশময় (ত্রি) কাশেন প্রচুরস্তদ্বিকারো বা, কাশ-ময়ট্। ১ অধিক কাশবিশিষ্ট স্থানাদি। ২ কাশতৃণনির্ম্মিত দ্রব্যাদি।

("কুশকাশময়ং বর্হিরাস্তীর্য্য ভগবান্ মনুঃ।" ভাগবত ৩।২।২০।)

কাশমর্দ্দ (পুং) কাশং মৃদ্নাতি উপশময়তি, কাশ-মৃদ্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, কাসুন্দে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অরিমর্দ্দ, কাসমর্দ্দ, কাসারি, কাসমর্দ্দক, কাল, কনক, জরণ ও দীপন। [কালকাসুন্দা দেখ।]

কাশমর্দ্দন (পুং) কাশং মৃদ্নাতি, কাশ-মৃদ্-কর্ত্তরি ল্যু। কাশমর্দ্দ, কালকাসুন্দা।

কাশয় (পুং) কাশিরাজের পুত্র।

("কাশেস্ত কাশয়ো রাজন্।" হরিবংশ ৩২ অঃ।)

কাশা (স্ত্রী) কাশতে ইতি কাশ-অচ্-টাপ্। কাশতৃণ। [কাশ দেখ।]

কাশাল্মলি (স্ত্রী) কুৎসিতা শাল্মলিঃ, কোঃ কাদেশঃ। কূটশাল্মলি বৃক্ষ।

কাশি (স্ত্রী) কাশ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭)। ১ কাশী। ২ (পুং, নিত্য বহুবচনান্ত) কাশী নগরোপলক্ষিত দেশবিশেষ।

("অত ঊর্দ্ধং জনপদান্নিবোধ গদতো মম।
বোধা মদ্রাঃ কলিঙ্গাশ্চ কাশয়ো হপরকাশয়ঃ॥" ভার° ৬।৯।৪১)।

৩ মুষ্টি। ৪ (পুং) সূর্য্য। ৫ (ত্রি) প্রকাশিত।

কাশিক (ত্রি) কাশেরিদম্, কাশিষু ভবো বা, কাশি-ঠঞ্, ঞিঠ্ বা। ১ কাশিসম্বন্ধীয়। ২ কাশিজাত।

কাশিকন্যা (স্ত্রী) কাশিবাসিনী কন্যা, মধ্যলো°। ১ কাশিবাসিনী কুমারী; কাশীতীর্থে গিয়া ইহাদিগকে পূজা ও ভোজন করাইবার বিধি আছে। ২ কাশিরাজের কন্যা।

কাশিকা (স্ত্রী) কাশি-স্বার্থে কন্-টাপ্, যদ্বা কাশয়তি প্রকাশয়তি জ্ঞানং ভক্তানাম্, কাশ-ণিচ্-ণ্বুল্-টাপ্-ইত্বম্। ১ কাশী। ২ যেখানে মনের নিবৃত্তি হয়, পরমশান্তি লাভ করা যায়, এইরূপ তীর্থশ্রেষ্ঠ মণিকর্ণিকা ও জ্ঞানপ্রবাহরূপ নির্ম্মল গঙ্গাবিশিষ্ট আপনার বুদ্ধির নাম কাশিকা।

("মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলা হি গঙ্গা
সা কাশিকাঽহং নিজবোধরূপঃ॥")

৩ জয়াদিত্য ও বামনকৃতপাণিনিবৃত্তিবিশেষ।

কাশিকাপ্রিয় (পুং) কাশিকা প্রিয়া যস্য, কাশিকায়াঃ প্রিয়ো বা। কাশিরাজ দিবোদাস।

কাশিকাবৃত্তি (স্ত্রী) পাণিনি ব্যাকরণের ব্যাখ্যা গ্রন্থবিশেষ। এই বৃত্তির গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। কাহারও মতে জয়াদিত্য ১ম চারি অধ্যায় ও বামন শেষ চারি অধ্যায় রচনা করেন। আবার কোন কোন প্রাচীন হস্তলিপিতে ১ম চারি অধ্যায়ের পুষ্পিকায় 'বামন-কাশিকা' লিখিত হইয়াছে। কোন কোন হস্তলিপির সমাপ্তি পুষ্পিকায় দেখা যায়—"পরমোপাধ্যায়বামনকৃতায়াং কাশিকায়াং বৃত্তৌ" ইত্যাদি।

ভট্টোজিদীক্ষিত, রায়মুকুট, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা কাশিকা হইতে বিস্তর প্রমাণ তুলিয়াছেন, তাহাতেও গোলযোগ। অমরকোষে 'শর্করা' শব্দ সাধিবার কালে রায়মুকুট জয়াদিত্যের নামে (পা ৫। ২। ১০৫ সূত্রের) কাশিকাবৃত্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার 'পাণ্ডুর' শব্দ সাধিবার কালে 'নগাচ্চ' এই বার্ত্তিকসূত্রে (৫। ২। ১০৭।) ভাষাবৃত্তিকারের প্রতিবাদ হইতে জয়াদিত্যের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

ভট্টোজিদীক্ষিত পা ৫। ৪। ৪৩ সূত্রের বৃত্তিকালে জয়াদিত্যের মত এবং ৭। ১। ২০ সূত্রের বৃত্তিতে বামনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ রায়মুকুট 'অপ্সরস্' শব্দ সাধিবার কালে ৮। ৪। ৪৮ সূত্রের বামনকাশিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ধাতুবৃত্তিতে জয়াদিত্য ও বামনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার উদ্ধৃত জয়াদিত্যের মত পা ৩। ২। ৫৯ সূত্রের কাশিকায় এবং বামনের মত ৮। ২। ৩০ সূত্রের কাশিকায় দৃষ্ট হয়।

এখন দেখা যাইতেছে, ভট্টোজিদীক্ষিত, রায়মুকুট ও মাধবাচার্য্যের মতে ৩ হইতে ৫ম অধ্যায় জয়াদিত্য এবং ৭ম ও ৮ম অধ্যায় বামন কর্তৃক বিরচিত।

রাজতরঙ্গিণীতে জয়াদিত্য কাশ্মীরের একজন বিদ্যোৎসাহী রাজা এবং বামন তাঁহারই মন্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

"দেশান্তরাদাগমষ্য ব্যাচক্ষাণঃ ক্ষমাপতিঃ।
প্রাবর্ত্তয়ত বিচ্ছিন্নং মহাভাষ্যং স্বমণ্ডলে॥ ৪৪৮॥
ক্ষীরাভিধাচ্ছব্দবিদ্যোপাধ্যায়াৎ সংভৃতশ্রুতঃ।
বুধৈঃ সহ যযৌ বৃদ্ধিং স জয়াপীড়পণ্ডিতঃ॥ ৪৪৯॥
বিদ্বত্তয়া থক্রিয়াখ্যস্তেন স্বীকৃত্য বর্দ্ধিতঃ।
ভট্টোঽভূদুদ্ভটস্তস্য ভূমিভর্ত্তুঃ সভাপতিঃ॥ ৪৯৪॥
স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টনীমতকারিণম্॥ ৪৯৫॥
মনোরথঃ শঙ্খদত্তশ্চটকঃ সন্ধিমাংস্তথা।
বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ॥ ৪৯৬॥"

৪র্থ তরঙ্গ।

রাজা জয়াদিত্য নানা দেশ হইতে পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে মহাভাষ্যসংগ্রহে নিযুক্ত করেন। তিনি শব্দশাস্ত্রবিদ্ ক্ষীরস্বামীর নিকট * ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। থক্রিয় প্রধান পণ্ডিত ও উদ্ভটভট্ট তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'কুট্টনীমত' প্রণেতা দামোদরগুপ্ত কবিকে প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন। মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক, সন্ধিমান্ প্রভৃতি কবিগণ তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। বামন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার অমাত্য ছিলেন।

কায়স্থরাজ জয়াপীড় ৬৬৭ শকে সিংহাসনারোহণ করেন।

[কাশ্মীর ও কায়স্থ শব্দ ৫৮৪ পৃঃ দেখ।]

অধ্যাপক মোক্ষমূলর-মতে "কাশিকাকার জয়াদিত্য একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তিনি কাশ্মীররাজ জয়াদিত্যের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। চীনপরিব্রাজক ইৎসিং ৬৯০ খৃষ্টাব্দে (৬১২ শকে) চীনভাষায় 'দক্ষিণ সমুদ্রযাত্রা' পুস্তকে জয়াদিত্য বিরচিত 'বৃত্তিসূত্রে'র উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎসিং-এর বিবরণ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ৬৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পাণিনিবৃত্তিকার জয়াদিত্যের মৃত্যু হয় †।"

এখানে চীনপরিব্রাজকের বিবরণ কতদূর সম্ভব ও তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাবকাল কতদূর ঠিক, তাহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায় না। এরূপ স্থলে রাজতরঙ্গিণীর বর্ণিত ঘটনার উপর নির্ভর করিলে নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। তবে কথা হইতেছে, যদি কাশ্মীররাজ জয়াপীড় কাশিকাবৃত্তি রচনা করিয়া থাকিবেন, তবে কহ্লণ পণ্ডিত তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই কেন? সম্ভবতঃ রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে যৌবনকালে জয়াদিত্য কর্তৃক

* ক্ষীরস্বামী অমরকোষের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

† Max Müller's India, what can it teach us ? p. 342-346.

কারণ, রাজা হইবার পূর্ব্বে জয়াদিত্য সম্বন্ধে কোন কথা কহ্লণ লিখিয়া যান নাই। জয়াদিত্য নিজে একজন বৈয়াকরণ ও মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাহারই সময়ে মহাভাষ্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। বামন তাহার একজন সচিব। এই সময় ললিতাদিত্যের অমাত্য লক্ষ্মণের পুত্র হেলরাজ বাক্যপদীয়বৃত্তি রচনা করেন। বাস্তবিক জয়াদিত্যের রাজত্বের সময়ে পাণিনিব্যাকরণ বিশেষ আদৃত হইয়াছিল; তাহা তৎসাময়িক কাশ্মীর-ইতিহাস-পাঠে জানা যায়।

জয়াদিত্য কাশিকাবৃত্তির ১ম পাঁচ অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার মন্ত্রী বামন অবশিষ্ট ৩ অধ্যায় লিখিয়া সম্পূর্ণ করেন।

কাশিকাবৃত্তিপ্রকাশক পণ্ডিত বালশাস্ত্রী লিখিয়াছেন, 'কাশিকারচয়িতা জৈন বা বৌদ্ধ ছিলেন। এই জন্য অমরকোষের ন্যায় কাশিকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ লিখিত হয় নাই। কাশিকাকার অনেকস্থলে পাণিনিসূত্রের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; ব্রাহ্মণ হইলে এরূপ করিতে সাহসী হইতেন না। পা ১।৩।৩৬ সূত্রে নীঙ্ধাতুর আত্মনেপদে সম্মান-অর্থে কাশিকাকার 'চার্ব্বগম্যমানে অর্থাৎ লোকায়ত কর্তৃক সম্মানিতে" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এখানে (বালশাস্ত্রীর মতে) চার্ব্ব (চার্ব্বাক?) লোকায়ত কর্তৃক সম্মানিত বুদ্ধ। ধর্ম্মানুরাগী স্বধর্ম্ম প্রতিপাদ্য গ্রন্থ হইতেই প্রমাণ উদ্ধৃত করেন, কখন চার্ব্বাকমত গ্রহণ করেন না।"

কাশিকাপ্রকাশকের মত, যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। কাশিকাকার অনেকস্থলে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র হইতে প্রমাণসংগ্রহ করিয়াছেন, কেবল একস্থলে 'চার্ব্ব' ও 'লোকায়ত' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া বৃত্তিকারকে জৈন বা বৌদ্ধ বলা যায় না। [পাণিনি, পতঞ্জলি, চার্ব্বাক ও লোকায়ত শব্দ দেখ।] জয়াদিত্য একজন পরম হিন্দু ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, তিনি বিপুলকেশব নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন (১)। [বামন দেখ।] কাশিকাবৃত্তির বিভিন্ন সময়ে রচিত কয়েকখানি টীকা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই কয়খানি প্রসিদ্ধ—উপমন্যু বিরচিত 'তত্ত্ববিমর্শিনী' জিনেন্দ্রবুদ্ধি-বিরচিত 'কাশিকাবৃত্তিবিবরণপঞ্জিকা', মৈত্রেয়রক্ষিতকৃত 'তন্ত্রপ্রদীপ', হরদত্তরচিত 'পদমঞ্জরী' ইত্যাদি।

(১) "হতে জজ্জে জয়াপীড়ঃ প্রত্যাবৃত্য নিজাং শ্রিয়ম্।
জগ্রাহ দোর্ভ্যা ভূভারং কৃত্বোন চ সতাং মনঃ॥
রাজা মল্লাপপুরকৃচ্ছ্রক্রে বিপুলকেশবম্।"
রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪৮২,৪৮৪।

কাশিজোড়া, বঙ্গদেশের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা ২২° ১৭′ ২০″ উঃ, দ্রাঘি ৮৭° ২২′ ৪৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে মছলন্দ মাছর প্রস্তুত হয়।

কাশিনগর (ক্লী) কাশিরেব নগরম্। কাশী।

কাশিনাথ (পুং) কাশেঃ কাশীতীর্থস্য নগরস্য বা নাথঃ ৬তৎ। ১ মহাদেব। ২ কাশীরাজ, দিবোদাস প্রভৃতি।

কাশিপ (পুং) কাশিং কাশীপুরীং কাশিদেশং বা পাতি রক্ষতি, কাশি-পা-ক। ১ মহাদেব। ২ কাশির রাজা।

কাশিপতি (পুং) কাশেঃ পতিঃ, ৬তৎ। ১ মহাদেব। ২ কাশি-রাজ দিবোদাস প্রভৃতি।

কাশিপুর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তরাই প্রদেশের পশ্চিম বিভাগের একটী তহসীল। ইহার পার্ব্বত্য ভূমি আর্দ্র, অধিকাংশ জঙ্গলপূর্ণ—মধ্যে মধ্যে তৃণপূর্ণ প্রশস্ত ভূখণ্ড। স্থানে স্থানে শস্যাদিও জন্মিয়া থাকে। ইহার পরিমাণ ১৮৮ বর্গমাইল কিন্তু তন্মধ্যে ৮৯ মাইল পরিমিত ভূখণ্ডে শস্য জন্মে। লোকসংখ্যা ৭৪৯৭৩। তহসীলের মধ্যে একটী ফৌজদারী আদালত ও ২ দুইটী থানা আছে। এই তহসীলের প্রধাননগর কাশিপুর। ইহা মোরাদাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ; অক্ষা ২৯° ১৩′ উঃ ও দ্রাঘি ৭৮° ৫৯′ ৫৯″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৪৬৬৭। প্রাচীনকাল হইতে এই নগর প্রসিদ্ধ, প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ স্থানে স্থানে বাহির হইয়াছে। ইহা নাইনিতাল হইতে ২২ ক্রোশ। একটী মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। ১৬৩৮—১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশীনাথ অধিকারী নামক একব্যক্তি এই নগর স্থাপন করেন। তাহার নাম হইতেই নগরের নাম কাশিপুর হইয়াছে। এই স্থানে পূর্ব্বে চারিটি গ্রাম ছিল। তাহারই একটিতে উজ্জয়িনী দেবীর মন্দির আছে। বর্ত্তমান কাশিপুরের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর পুরাতন দুর্গ ছিল। চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে গোবিশন নগরের কথার উল্লেখ আছে, প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, তাহা এখানেই অবস্থিত ছিল। এখনও এখানে স্থানে স্থানে উপবন, সরোবর ও পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রোণ-সাগর নামক যে সরোবর আছে তাহা না কি মহাভারতোক্ত দ্রোণাচার্য্যের জন্য পাণ্ডবগণ কর্তৃক উৎখাত হয়। এই সরোবর সমচতুষ্কোণ, এক একদিক্ চারিশত হস্ত দীর্ঘ হইবে। যাহারা বদরিকাশ্রমতীর্থে গমন করে, তাহারা এই সরোবরে স্নান করিয়া তবে যাত্রা করিয়া থাকে। সরোবরকূলে অনেকগুলি সতীস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রোণসাগরের পশ্চিমকূলে কয়েকটী ছোট ছোট মন্দির আছে। দুর্গটী

অতি বড় বড় ইষ্টকে নির্ম্মিত। ইষ্টকগুলি ১৫ ইঞ্চি লম্বা, ১১ ইঞ্চি প্রশস্ত ও ২॥ ইঞ্চি স্থূল। অতি প্রাচীনকালেই এরূপ ইষ্টক নির্ম্মিত হইত, এখন আর এরূপ ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্গ পার্শ্বস্থ ভূমি হইতে প্রায় ২০ হস্ত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এক্ষণে দুর্গের ভগ্নাবশেষগুলি জঙ্গলে পরিপূর্ণ, পূর্ব্বদিক্ ব্যতীত তিনদিকে একটী গড়খাই রহিয়াছে। উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম এই দুইদিকে দুইস্থানে দুইটি প্রবেশদ্বারের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুর্গের ৪০০ হস্ত পূর্ব্বে জ্বালাদেবী বা উজ্জয়িনী দেবীর মন্দির। ছোট ছোট মন্দিরগুলিতে নাগনাথ, ভূতেশ্বর, মুক্তেশ্বর ও যজ্ঞেশ্বরের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এগুলি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। পুরাতন মন্দিরগুলি প্রায় মৃত্তিকাস্তূপের উপর নির্ম্মিত। এরূপ স্তূপ অনেক আছে। তন্মধ্যে দুর্গের উত্তরদিকে প্রাচীরের ভিতর একটী প্রকাণ্ড স্তূপ দৃষ্ট হয়। উহাকে 'ভীমের গদা' বলিয়া থাকে। জ্বালাদেবীর মন্দিরের পূর্ব্বদিকে যে স্তূপ আছে, তাহাকে রামগির-গোসাঁইকা টিলা অর্থাৎ রামগির গোস্বামীর স্তূপ বলিয়া থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নন্দরাম নামক এক ব্যক্তি কাশিপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সেই সময় স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহার ভ্রাতুপুত্র শিবলালের রাজত্বকালে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে কাশিপুর ইংরাজ অধিকারে আইসে। ইংরাজেরা কাশিপুরের রাজা শিবরাজসিংহকে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়া রাখিয়াছেন।

এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এখানে মোটা রকম কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হয়।

কাশিপুর, বঙ্গের ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভাগিরথীতীরে অবস্থিত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের গোলাগুলির কারখানা আছে।

কাশিপুরী (স্ত্রী) কাশিদেশীয়পুরী মধ্যলো°। কাশী, বারাণসী। (ভারত অনুশাসন ১৬৮ অঃ)।

কাশিপ্রসাদ ঘোষ, ইনি কলিকাতার এক বিখ্যাত জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺ শিবপ্রসাদ ঘোষ। ইহাদের আদিনিবাস - হুগলীজেলার অন্তর্গত হাবড়ার নিকটবর্ত্তী পৈতাল গ্রাম। ইহার পিতামহ তুলসীরাম ঘোষ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে খাজাঞ্চী ছিলেন। এই কর্ম্মে থাকিয়াই তুলসীরাম প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন।

তুলসীরাম শেষদশায় ঢাকার কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় শ্যামবাজারে বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া সপরিবারে তথায় আসিয়া বাস করেন। তুলসীরামের দুই পুত্র ছিল—শিবপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ শিবপ্রসাদের দুই পত্নী, জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভেই বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী অসাধারণ গুণবিশিষ্ট সন্তান কাশিপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।

১২১৬ সালে ২২এ শ্রাবণ শনিবার ইংরাজী ৫ই আগষ্ট ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুরে ৺ রামনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারীর বাটীতে কাশিপ্রসাদের জন্ম হয়। রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী কাশিপ্রসাদের মাতামহ ছিলেন। কাশিপ্রসাদ (অকালে) সপ্তমমাসে ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকালে তিনি প্রায়ই মাতুলালয়ে থাকিতেন, কাজেই অতিশয় আদুরে' হইয়া পড়েন। ১২ বৎসর বয়সে তাহার অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত লেখাপড়া হইয়াছিল মাত্র। এই বার বৎসর বয়সে তিনি একদিন লেখাপড়ার জন্য পিতার নিকট তিরস্কৃত হন। এই তিরস্কারে তাঁহার মনে বড় ধিক্কার জন্মে। তিনি ভাবিলেন যে যদি লেখা পড়াই শিখিতে হয়, তাহা হইলে বাড়ীতে থাকিয়া আমার লেখা পড়া হইবে না; কারণ বাড়ীতে নানাবিষয়ে মন বড় অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার মাতামহকে এবিষয় জানাইলেন। রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী জামাতাকে অনুরোধ করিয়া কাশিপ্রসাদের জন্য তখনকার হিন্দুকালেজে একবারে ৩০০৲ শত টাকা জমা দেওয়াইলেন; এই জমা দেওয়াতে কাশিপ্রসাদ অবৈতনিক ছাত্ররূপে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর কালেজে ৭ম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩ বৎসরের মধ্যে কাশিপ্রসাদ ঈশ্বরের কৃপায় অসাধারণ মেধা ও শক্তিবলে প্রথম সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠিলেন। এই শ্রেণীতে তিনি আর ৩ বৎসর থাকিয়া অপরিসীম যত্ন ও অধ্যবসায়গুণে লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তিনি প্রথমশ্রেণীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালক বলিয়া গণ্য হন ও প্রতিবৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইতেন। ১৮২৭ সালের শেষভাগে অধ্যাপক এচ্ এচ্ উইলসন (ইনি তখন উক্ত কালেজের পরিদর্শক ছিলেন) আসিয়া প্রথমশ্রেণীর বালকদিগকে ইংরাজীতে পদ্য লিখিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। প্রথমশ্রেণীর বালকগণের মধ্যে এক মাত্র কাশিপ্রসাদই ইংরাজীতে পদ্যরচনায় কৃতকার্য্য হন। ইহার প্রথম ইংরাজী পদ্য "The young poet's first attempt" * ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে লিখিত হয়।

* কাশিপ্রসাদের যে সকল ইংরাজী পদ্য ছাপা দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে ইহা নাই; কারণ, কাশিপ্রসাদ নিজে ইহা মুদ্রিত করিয়া যান নাই। তাঁহার নিজের লিখিত তাঁহারই একখানি জীবনী আছে, তাহাতে এই পদ্যটি দৃষ্ট হয়।

তাঁহার পাঠশালায় লিখিত পদ্যের মধ্যে "Hope" নামক পদ্যটি কেবল মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় অধ্যাপক উইলসন প্রথমশ্রেণীর ছাত্রগণকে ইংরাজী পদ্য লিখিতে প্রবর্ত্তিত করেন, সেই সময়ে বার্ষিক পরীক্ষার কাল নিকটবর্ত্তী হওয়ায় রচনার পরীক্ষাস্বরূপ কোন একখানি ইংরাজী পুস্তকের সমালোচনা লিখিতে আদেশ দেওয়া হয়। কাশিপ্রসাদের তখন পূর্ণ সপ্তদশ বৎসর বয়স; তিনি মিলের লিখিত History of British Indiaর (ভারত-ইতিহাস) প্রথম চারি পরিচ্ছেদের সমালোচনা করিয়া ইংরাজীতে একটী প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধটি এত যুক্তিপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, যে ইহার একাংশ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ও তৎপরে এসিয়াটিক জর্ণালে পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখে কাশিপ্রসাদ কালেজ হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন।

তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কালেজ ছাড়িয়া তখনকার সাময়িকপত্রে ইংরাজীতে পদ্যাদি লিখিতেন। এই সকল পদ্যে তিনি যত সহজ কথায়, অল্পের মধ্যে এদেশীয় ভাবগুলি ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহার কবিত্বশক্তি ও বৈদেশিকভাষায় ব্যুৎপত্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার সমসাময়িক লোকেরাও (রাজা রাধাকান্ত দেব, ডেভিড্ হেয়ার, অধ্যাপক উইলসন্ প্রভৃতি) এই সকল কবিতা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেন। খণ্ড কবিতাদি প্রকাশ করিয়া আশাতীত সুখ্যাতি লাভ করিয়া, কাশিপ্রসাদ ৩ অধ্যায়ে "The Shair" নামে ইংরাজীপদ্যে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখেন। ইহার মধ্যে কয়েকটি সুন্দর ইংরাজী তালমান-সঙ্গত সঙ্গীতও আছে। "সায়ের" পারসী শব্দ, ইহার অর্থ সন্ন্যাসী-গায়ক। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি তখনকার গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিককে উপহার প্রদত্ত হয়। প্রথমে কাব্যখানির নাম হইয়াছিল "The Minstrel," কিন্তু অনেকে ইহাকে ইংরাজীর অনুকরণ বোধে আদর করিবে না ভাবিয়া কবি নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহার অধিকাংশ পদ্য রচিত হয়।

"সায়ের" কাব্যের আরম্ভে কবি কাশিপ্রসাদ যেরূপ বাণীস্তুতি ও বিনয়-প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর! নিম্নে "সায়ের" কাব্যের মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত হইল *;—

"Harp of my Country ! Pride of my yore !
Whose sweetest notes are heard no more !
O ! give me once to touch thy strings,
Where tuneful sweetness ever clings.
  Though hands that far superior were,
Once wake the sleeping sweetness there ;
Yet if my scanty can make.
One note, however faint, awake,
My weak endeavour will not be
In vain—'tis all I wish from thee.
  Unskilled, I strive to oar on wings
Of various wild imaginings,
Although my weary nerve I strain,
Yet find my labour end in vain ;
My feeble limbs can scarcely keep
My flight unskilled through airy deep,
Prone to the earth I fall and vain
I try to rise on high again.
Still, as by every effort new
  The bird doth vigour fresh attain
Its course Aüriel to pursue ;—
  I strive to fly that I may gain
Perchance, by each attempt new strength
And safely soar on high at length."

"সায়ের" কাব্যের মধ্যাংশ হেনরি মেরিডিথ পার্কারকে উপহার দেওয়া হয়। ইহাতে সন্ধ্যাবর্ণনাটী অতি সুন্দর;—

"'Tis evening—to the western heaven,
His golden car, the sun has driven ;
And to the Ganges' waters bright,
Weary directs his homeward flight.
Hail, brightest ornament of day !
Resplendent gem of ruby ray !
How rich with many a glittering hue
Of gold and purple, red and blue,
Yon flaming orb of heaven doth shine,
Made by thy parting ray divine !
How bright beneath thy various beam,
Wanders the sacred Ganges' stream !
But lo ! beneath the waters now,
To rest from labour sinkest thou.
Bereft of them, so famed in lays,
The lotus of the ancient days
Upon the holy wave behold,
Begins its petals now to fold.
The pale hue of dejectedness,
Its dropping head doth now express ;
And darkness growing in the rear,
Bereft of thee doth eve appear ;
As if, in widowhood's despair,
A maiden rushed with loosened hair."

উপরের এই উদ্ধৃত অংশদ্বয় হইতেই কবি কাশিপ্রসাদের কবিত্ব, ভাবুকতা ও বিদেশীয় ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অতি সহজেই বুঝা যায়।

* এই গ্রন্থ এখন সাধারণের অপ্রাপ্য।

কাশিপ্রসাদ "The Hindu Festivals" নামে আর একখানি কাব্য রচনা করেন; তাহাতে ইংরাজীপদ্যে দশহরা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, কোজাগর-পূর্ণিমা, শ্যামাপূজা, কার্ত্তিকপূজা, রাসযাত্রা, শ্রীপঞ্চমী, দোলযাত্রা, চড়ক ও অক্ষয়তৃতীয়ার ইতিহাস এবং উৎসব বর্ণিত হইয়াছে। এই পদ্যগুলিতে যেমন সংক্ষেপে বিষয়গুলির প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি তাঁহার রচনাও স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট হইয়াছে; কতকগুলির স্থানে স্থানে বেশ পরিস্ফুট পরিহাস-রসও (Humour) আছে। এই কোষকাব্যখানির রচনাসম্বন্ধে কবি লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক সময় তাঁহার কোন একজন পরম মিত্র তাঁহার পদ্যগুলি ছাপাইবার জন্ত অনুরোধ করেন। তাঁহারই সহিত কথায় কথায় এই বিষয়ে কথা উঠে; তিনি বলিলেন যে, কতকগুলি দেশীয় বিষয়, দেশীয় ভাব বজায় রাখিয়া ইংরাজীপদ্যে লেখা আবশ্যক। সে সময় অন্ত কোন গুরুতর বিষয় লিখিবার উপযুক্ত না থাকায় কাশিপ্রসাদ এক একটি হিন্দুউৎসব লইয়া ৬। ৭। ৮। ৯। ১০টি কবিতায় (Stanza) এক একটি পদ্য রচনা করেন। ইহার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে Calcutta Literary Gazetteএ প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন "সায়ের" ছাপা হয়, তখন তাহার সহিত প্রকাশিত হয়।

ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা হইতে নিম্নে দাঁড়ী-মাঝির একটি গান উদ্ধৃত হইল। বাঙ্গালার মাঝিরা নৌকা বাহিবার সময় সকলে মিলিয়া একপ্রকার গান গাহিয়া থাকে, তাহাকে "সারিগান" বলে। সারিগানে দেবস্তুতি ও গঙ্গাস্তুতি থাকে, অশ্লীল অকথ্য রসিকতাও থাকে। গানটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"Gold river ! Gold river ! how gallantly now,
Our bark on thy bright breast is lifting her prow.
In pride of her beauty how swiftly she flies ;
Like a white-winged spirit thro' topaz-paved skies.
Gold river ! Gold river ! thy bosom is calm,
And o'er thee the breezes are shedding their balm ;
And nature beholds her fair features pourtrayed ;
In the glass of thy bosom serenely displayed.
Gold river ! Gold river ! the sun to thy waves,
Is fleeting to rest in thy cool coral caves ;
And thence, with his tiar of light in the morn,
He will rise, and the skies with his glory adorn.
Gold river ! Gold river ! how bright is the beam,
That lightens and crimsons thy soft-flowing stream ;
Whose waters beneath make a musical clashing,
Whose waves on thy breast in their brightness
are flashing.
Gold river ! Gold river ! the moon will soon grace
The hale of the stars with her light-shading face ;
The wandering planets will over thee throng ;
And seraphs will waken thin music and song.
Gold river ! Gold river ! our brief course is done,
And safe in the city our home we have won.
And as the bright sun now dropped from our view,
So Gunga ! we bid thee a cheerful adieu."

এই গীতটি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত হয়। কাপ্তেন রিচার্ডসন্ তাঁহার "Selections from the British Poets" নামক কবিতাসংগ্রহে কবি কাশিপ্রসাদের অতুল ক্ষমতার অশেষ সুখ্যাতি করিয়া এই গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন *।

যাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে বিদেশী বিজ্ঞ কাপ্তেন রিচার্ডসন স্বদেশী কবিগণকেও হীনপ্রভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তিনি যে কত প্রশংসার যোগ্য তাহা কে বলিবে! বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ একজন লোক ছিল, কয়জন বাঙ্গালী তাহা জানেন? কিন্তু গুণগ্রাহী বিদেশী পণ্ডিতেরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাঙ্গালার এই মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানটিকে আদর ও সম্মান করিয়া গিয়াছেন। অর্দ্ধও এলিয়ট নামে একজন ইংরাজ "Views from India and China" নামক গ্রন্থে কলিকাতায় এতলোক থাকিতে কবি কাশিপ্রসাদের কার্ত্তিক-নিন্দিত, মদনোপম সুন্দরমূর্ত্তির ছবি প্রকাশ করিয়া তাঁহার অসাধারণগুণের কথা মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন। "সায়ের" হইতে পার্কারের উপহারের কবিতার সন্ধ্যাবর্ণনা-টুকু স্বীয় পুস্তকে তুলিয়া তাহার সুখ্যাতি যেন দশমুখে করিয়াছেন। †

ইনি যে কেবল ইংরাজী পদ্যই লিখিতেন তাহা নহে, ইংরাজী গদ্য রচনাতেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল।

* "Let some of those narrow-minded persons who are in the habit of looking down upon the natives of India with an arrogant and vulgar contempt read this little poem with attention and ask themselves if they could write better verses *not in a foreign language*, but even in their own."
Editor (Capt Richardson) Nov. 1st, 1834.

† এলিয়ট সাহেব কবি কাশিপ্রসাদসম্বন্ধে বলিয়াছেন—
"In English, in which he expressed himself with so much strength, grace and facility, as fastly to excite the surprise and admiration of all who judge of the great difficulties to be encountered in composing poetry in a foreign language. His "Shair" established the reputation of his in India and favourably noted in England. '*The Boatmen's song to Ganga*' is perhaps the most beautiful of any productions from the same pen."

তিনি গদ্যে নিম্ন-লিখিত কয়েকখানি পুস্তক লিখেন—এগুলি বড় বৃহদাকারের নয়—

1. Memory of Indian Dynasties *containing (a) The Scindiah of Gowalior. (b) King of Lucknow.* (c) *The Holkar of Indore. (d) The Nawab of Hydrabad. (e) The Guekwar of Baroda. (f) The Bhonsluh of Nagpore. (g) The Nawab of Bhoopal.*
2. Sketches of Runjeet Singh.
3. ,, of King of Oudh.
4. On Bengalee poetry.
5. On Bengalee works and writers.
6. The Vision—a tale (উপন্যাস)।

এতদ্ভিন্ন "The poems" নামে আর একখানি খণ্ডকাব্য লিখেন, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকবিতা প্রকাশিত হয়। "The poems" ছাপা হইবার পর Mookerjee's magazineএ আরও কতকগুলি প্রবন্ধ গদ্যে পদ্যে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি এখনও পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই।

১৮৪৫।৪৬ খৃষ্টাব্দে কবি কাশিপ্রসাদ "The Hindu Intelligencer" নাম দিয়া একখানি বৃহৎ সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি নিজেই ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। অতি দক্ষতার সহিত এই পত্রখানি ১২ বৎসর কাল চলিয়াছিল, শেষে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধে আইন পাশ হওয়ায় (১৮৫৮) বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে রাজনীতি ও সাহিত্যালোচনা যথেষ্ট হইত।

ইহার On Bengalee Works and Writers নামক পুস্তকে প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের (ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু ইত্যাদি) গ্রন্থাদি সমালোচিত হইয়াছে। সমালোচনাকালে বাঙ্গালায় উদ্ধৃত অংশ সকলের যেরূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর, দেখিলে মন যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া পড়ে!

বিদ্যাসুন্দরে আছে ;—

"এবার মাসের মধ্যে বিষম ফাল্গুন,
মলয় পবনে জলে মদন আগুন।
কোকিল ঝঙ্কার আর ভ্রমর ঝঙ্কার,
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে কতেক প্রকার।"—

কবি কাশীপ্রসাদ অনুবাদ করিলেন,—

"Sweet is the *Phalguna*, every month above,
When southern breezes fan the fire of love,
When round her cooling notes the cuckoo flings,
When in his humming tone black-bee sings,
And blighted plants of every kind display,
Reviving many a new born leaf and spray."

"দেখি নগরের শোভা বাখানে সুন্দর।
সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥
সানবান্ধা চারিঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি॥
চারিপার্শ্বে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয়া পবন॥
কুহু কুহু কোকিলা কোকিলগণ ডাকে।
গুণ গুণ গুঞ্জরে ভ্রমর ঝাঁকে ঝাঁকে॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
রাজহংস রাজহংসী খেলিয়া বেড়ায়॥"

কবির অনুবাদ—

"The city's splendour struck *Sundara's* eyes,
And see ! a charming lake before him lies.
With brick-built places four for men to land ;
And on the banks four Siva's temples stand.
In rows the mendicants are seated there,
Besmeared with ashes, waving matted hair.
With groves of flowery plants the banks are bound,
Where *Malaya's* soft gale wafts odours round.
Where cuckoos sweetly sing their cooling song,
And humming soft the bees unnumbered throng.
Stirred by the breeze, the water's quivering stray
Where male and female swans together play."

"দেখিয়া সুন্দর হৃদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিঃশ্বাস॥
জলেতে নিভায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ায়॥"

কবির অনুবাদ—

"As *Sundara* beheld it, instant chained
With bonds of love his captive heart remained.
Then from his core he fetched a sigh as came,
Within his recollection *Vidyá's* name.
'Tis said that waters preserve quenches fire,
But loves flame which doubly doth expire.
As waters like the lakes"—

সঙ্গীততরঙ্গের গানগুলি সমালোচনাস্থলে যে সকল সঙ্গীতের অনুবাদ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এখানে একটি গানের উত্তর সমেত অনুবাদ দেওয়া গেল—

"বিরহিণী হয়ে কর পবনের আরাধনা।
ভজ রিপুর সখারে এ আর কোন্ সাধনা॥
সহজে বিরহ হন,
প্রজ্বলিত হুতাশন,
আরো যে প্রবল হবে বুঝি রাধে তা জান না॥

আমি যা বলি তা কর,
প্রবোধ-সলিলে স্মর,
নিভিবে বিরহানল ঘুচিবে দাহ যাতনা ॥"

কবির অনুবাদ—

"What dost thou invocate the gale ?
Thou who, thy absent love dost wail !
What callest thou on passions friend ?
How strange does this invoking tend !
Even in its nature, lonely love,
A highly blazing fire doth prove,
Which by the gale still more will grow.
Ah *Radha !* this dost thou not know ?
Nay—do what thee I counsel—quench
The fire by cool persuasion's drench—
And then when 'twill no longer be,
Thou from thy anguish shalt be free."

ঐ গীতের উত্তর—

"বিরহ অনলে তনু হোতোত ভস্মরাশি,
তাই আরাধনারূপে সমীরণে সম্ভাসি,
যদি বায়ু সখা হয়্যা
এ ভস্ম কিঞ্চিৎ লয়্যা
দেয় শ্যামের শরীরে এই মনে অভিলাষী।"

কবির অনুবাদ—

"A heap of ashes soon will be
My frame by love's cremation ;
Wherefore upon the gale I call
By way of invocation,
That may it prove a friend to me
And some of the ashes bearing
Scatter it o'er my loved-one's form ;
This wish my heart's declaring."

এই অনুবাদগুলি যেমন মূলানুযায়ী তেমনই সুন্দর !

কাশিপ্রসাদের ইংরাজী রচনার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালী হইয়া মাতৃভাষায় কিছু লিখেন নাই, এমন নহে। তাঁহার স্বরচিত তালমান-সুসঙ্গত প্রায় ২৫০। ৩০০ গীত আছে। এই গানগুলি নিধুর টপ্পার ন্যায় মধুর ও ভাব-পূর্ণ, তবে তখনকার সামাজিক অবস্থা অনুসারে ইহার অধিকাংশই আদিরসঘটিত পরকীয়-প্রেম-বিষয়ক। যাহা হউক নিম্নে তাঁহার কয়েকটি বাঙ্গালা গীত উদ্ধৃত হইল—

কালেংড়া—মধ্যমান।

এত কি যাতনা পীরিতে সহে রে।
যে জানে না প্রেম, সেই সহিতে কয় রে।
পীরিতি পরমধন, যতনে হয় রক্ষণ,
তারে কেন অযতন, বিরহে করে রে॥

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ধনি পীরিতের কি হয় রীতি এমন।
আপনি জ্বলে না, পরে করে জ্বালাতন॥
যেমন দীপেরোপরে, পতঙ্গ পড়িয়ে মরে,
সে দীপ তাহার তরে ত্যজেনা জীবন॥

কালেংড়া—যৎ।

আসি বলে গেল, সে যে ফিরে না এলো,
হলো নিশি অবসান।
রজনী জাগিয়ে, সজনী কান্দিয়ে,
নয়ন অরুণ হলো সমান॥

খাম্বাজ—আড়া।

কি দোষ আমায় আছে।
নয়ন ভুলিয়ে মন দিলে তার কাছে।
হেরেছি তারে কি ক্ষণে, সদা সশঙ্কিত মনে,
দারুণ বিরহাগুনে প্রাণ দহে পাছে॥

গারা-ঝিঁঝিট—আড়া।

আঁখির মিলনে প্রাণ কেবল যাতনা।
মনের অনল তাতে শীতল হয় না।
হেরিলে বিধুবদন, বাড়ে আর আকিঞ্চন,
প্রবোধ মানে না মন, পূরে না বাসনা।

গারা-ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রাণ গেলে প্রাণনাথ আসিবে কি বল সই
জীবন রহিত হলে আসিলে কি ফল সই॥
প্রাণাধিক ভাবি যারে, প্রাণের সেই প্রহারে।
বুঝি প্রাণ তোষিবারে প্রাণ হত হল সই॥

দুইটি ঈশ্বর বিষয়ক গীত—

ভৈরবী—আড়া।

কি দিয়ে তুষিব তাঁরে ব'লে আপনার।
ফল ফুল যত দেখ সকলি তাঁহার॥
প্রচণ্ড প্রতাপী বীর, কীটের ক্ষুদ্র শরীর,
জীবনে, পতনে যিনি সদা নির্ব্বিকার॥

ভৈরবী—আড়া।

তুমি জান তব ইচ্ছা বিশ্বের কারণ।
ইন্দ্রিয় গোচর নহে শাস্ত্রের অদরশন।
উৎপত্তি পালন লয়, তোমার নিয়মে হয়,
কভু খণ্ডিবার নয় যত্তেক করি যতন॥

এরূপ ঈশ্বর-নির্ভরতা অতি ভক্তিমান্ মহদ্ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। কবির ভক্তিমান্ হৃদয়ের প্রমাণ এই দুইটি গানে বেশ আছে।

সরস্বতীর স্তব।

বাহার—আড়া।

শ্বেত শতদলোপরে, শ্বেতাম্বর কলেবরে,
শ্বেতমালা গলোপরে, বিরাজে শ্বেত বরণী।

বেদাঙ্গ বেদান্ত তন্ত্র, নৃত্য গীত বাদ্য যন্ত্র,
সকলের মূলমন্ত্র, ব্রহ্মময়ী সনাতনী।
চরণের কিবা শোভা, মধুলোভে মধুলোভা,
লোহিত কমল ভ্রমে ধায়।
সারদা শুভবরদা, অজ্ঞানের জ্ঞানপ্রদা,
বিধাতার ধ্যেয় সদা, বেদমাতা-নারায়ণী।

ইনি সাধারণ হিতকর কার্য্যেও মিশিতেন। তখনকার ইংরাজী ফৌজদারী আদালতে ইনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যালিটির "জষ্টিস অফ্ দি পিস্" ছিলেন।

১২৮০ সালের ২৭ কার্ত্তিক (ইং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ ১১ই নভেম্বরে) কলিকাতাস্থ হেদুয়ার বাড়ীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কাশিরামদেব, (কাশীরাম)—ইনি কাশিরাম দাস নামেই প্রসিদ্ধ। ইঁহারই কৃপায় বাঙ্গালার মুদী হইতে লক্ষপতি ধনী পর্য্যন্ত সমানে, সহজে, সুলভে ব্যাসদেবের অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত পঞ্চমবেদ মহাভারতের ভাষা-কথা পড়িয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে এবং হইতেছে।

ইঁহার জীবনীসম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া বড় দুরূহ ব্যাপার। এ পর্য্যন্ত ইঁহার জীবনীসম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাও সন্দেহ-শূন্য বা তর্ক-শূন্য নহে।

ইঁহার মহাভারত পাঠ করিয়া ইঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টি বিষয় জানা যায় * ;—

(ক) আদিপর্ব্বের উপসংহার কালে—
"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে।
প্রিয়ঙ্করদাসপুত্র সুধাকর নামে॥
তনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
কাশিদাস কহে সাধুজনের চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে॥
সুধাময় শ্রীভারত ব্যাস বিরচিল।
ফাল্গুনের বিংশদিনে সমাপ্ত হইল॥"

(খ) আদিপর্ব্বে "পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপে"—
"মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ।
কহে কাশিরাম গদাধর-দাসাগ্রজ॥"

(গ) আদিপর্ব্বে "সত্যবতীর প্রাণত্যাগে"—
"মহাভারতের কথা অমৃতপ্রস্তাবে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশিরামদেবে॥"

(ঘ ১) "কমলা-বিলাসী, বন্দি কহে কাশী,
কমলাকান্তের সুত।"

(ঘ ২) বনপর্ব্বের উপসংহার কালে—
"ধন্য হৈল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥"

(ঙ) বিরাটপর্ব্বে "কুরুসৈন্য অনুমানের" শেষে—
"কৃষ্ণদাস দ্বিজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ, বন্দি কহে কাশিদাসে।"

(চ) বিরাটপর্ব্বে "শঙ্করযাত্রার" শেষে—
"শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার॥"

(ছ) উদ্যোগপর্ব্বে—
"হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তমনন্দন মুখটি অভিরাম॥
কাশিদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজপাদপদ্মে॥"

(জ) সৌপ্তিকপর্ব্বের শেষে—
"মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ।
বিরচিলা কাশিদাস দেবরাজানুজ॥"

(ঝ) শান্তিপর্ব্বে "হরিনামমাহাত্ম্যের" শেষে—
"কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে তরে যেন সকল সংসার॥"

(ঞ) আশ্রমিকপর্ব্বে "ধৃতরাষ্ট্রাদির বনগমনের" শেষে—
"কৃষ্ণদাসাগ্রজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ, বন্দি কহে কাশিদাস।"

(ট) স্বর্গারোহণ-পর্ব্বের শেষে অর্থাৎ মহাভারতের শেষে—
"শ্লোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ॥
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গিগ্রাম।
প্রিয়াকর দাসপুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হবে কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥
পাঁচালী বলিয়া মনে না করিহ হেলা।
অনায়াসে পাপনাশে গোবিন্দের লীলা॥"

কাশিরামের জীবনী লিখিতে হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত কয়েক-স্থল ভিন্ন আর কোন ভণিতায় বিশেষ কোন কথা পাওয়া যায় না। এক্ষণে দেখা যাউক পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলি হইতে কতদূর কি পাওয়া যায়।

কাশিরাম-'দেব' উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন (গ), (ঝ) ও (ঘ ২)।

* ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে যে মহাভারত মুদ্রিত হয়, তাহা হইতেই কাশিরামের মহাভারতের উদ্ধৃত-অংশগুলি সংগৃহীত হইল।

কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার উপাধিই "দাস" কারণ, মহাভারতের প্রত্যেক ভণিতাতেই এই "দাস" উপাধিরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তবে দুই একস্থলে যে "দেব" শব্দ দেখা যায়, উহা উপাধিবোধক নাও হইতে পারে ; কারণ কাশিরাম যে স্থলে পিতৃপুরুষের পরিচয় দিয়াছেন, সেই সেই স্থলের কোথাও "দেব" উপাধির উল্লেখ করেন নাই। কাশিরাম প্রতিপদে ব্রাহ্মণ বা বিষ্ণু বা মহাভারতের বন্দনা গাহিয়া আপনাকে হীন বলিয়া পরিচিত করিয়া ভণিতা লিখিয়াছেন, সুতরাং "দেব" উপাধি না লিখিয়া "দাস" উপাধি লিখিয়াছেন ; আর এক কথা এই—অদ্যাপি কয়েক ঘর দাস অথবা দেব উপাধিধারী কায়স্থের মধ্যে কেহ কেহ দেব অথবা দাস এই দুইটি পদবী মধ্যে যে কোনটিতে ইচ্ছানুরূপ পরিচয় দিয়া থাকেন। বোধ হয় কাশিরামও সেইরূপ ইচ্ছামত পরিচয় লিখিয়াছেন।

তাঁহার পিতার নাম ছিল কমলাকান্তদাস, ইহা (ক), (ঘ ১) ও (ট) ভণিতা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ (ক) অংশ হইতে বিপরীতার্থ ঘটাইয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, যখন "তনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা" এবং (ট) অংশে "কৃষ্ণাদাসাত্মজ, গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা" পাঠ দেখা যায়, তখন ইহার পিতার নাম কৃষ্ণদাস ও পুত্রের নাম কমলাকান্ত বলিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ; কিন্তু (ঘ ১) অংশ দেখিয়া সহজে বুঝা যায় যে, তাঁহার পিতার নামই কমলাকান্ত, আর (ঞ) অংশ হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে কৃষ্ণদাস তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম ছিল। (ক) অংশের উক্তচরণের "তনুজ" শব্দ "কমলাকান্তের" পরিচায়ক নহে, উহা "কাশিদাস" শব্দের পরিচায়ক বা বিশেষণ, আর "কৃষ্ণদাস" শব্দটি "পিতা" শব্দের পরিচায়ক নহে, উহা "পিতা" শব্দের সহিত একপদ (সমাস করা), আর সমস্ত "কৃষ্ণদাস-পিতা" পদটি "কমলাকান্ত" পদের বিশেষণ বা পরিচায়ক। এইরূপ সমাস করিয়া অর্থ না করিলে, উহার পর "কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠভ্রাতা"—এই চরণটির অর্থগ্রহ হয় না বা (ঘ ১) অংশের অর্থ কিছুই থাকে না।

ইহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম কৃষ্ণদাস (ক) ও (ঞ)। ইহার আর একটি জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম পাওয়া যায় "দেবরাজ", কিন্তু এ নামে আর দ্বিতীয় ভণিতা মহাভারতে দেখা যায় না। (জ) অংশের অর্থ যদি এরূপে করা যায় যে, "ব্রাহ্মণের পদরজঃ মস্তকে বন্দিয়া, রাজানুজ কাশিদাসদেব বিরচিলা", তাহা হইলে, "রাজানুজ" শব্দে কি বুঝিতে হইবে তাহা জানা যায় না।

ইহার কনিষ্ঠভ্রাতার নাম গদাধর (ক), (খ), (ট)। ইহার পিতামহের নাম সুধাকর (ক) ও (ট)। এবং প্রপিতামহের নাম (ক) "প্রিয়ঙ্কর দাস" বা (ট) "প্রিয়াকর দাস" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, বোধ হয় হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ-বিপর্য্যয়েই এরূপ নামে গোল হইয়া থাকিবে।

তৎপরে ইহার বাসস্থান-নির্ণয়। (ক) অংশে আছে,—"পূর্ব্বাপর হইতে অবস্থিত ইন্দ্রাণীদেশ—যেখানে ভাগীরথী দ্বাদশ তীর্থেতে বৈসেন—সেই স্থানস্থিত সিদ্ধিগ্রামে বাস" ; আর (ট) অংশে আছে—"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গুগ্রাম" এক্ষণে কথা হইতেছে যে, কোথায় বা এই "ইন্দ্রাণীদেশ" আর কোথায় বা 'সিদ্ধি' বা 'সিঙ্গু' গ্রাম ?—বর্দ্ধমান জেলার উত্তরভাগে ইন্দ্রাণী নামে একটী পরগণা আছে। এই পরগণারই মধ্যে বর্ত্তমান কাটোয়া সহর। ঐ পরগণায় ব্রাহ্মণী নদীতীরে "সিঙ্গি" নামে প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, 'সিদ্ধি' বা 'সিঙ্গু' নামে কোন গ্রাম ঐ পরগণায় নাই। কেহ কেহ বলেন, হুগলী জেলার মধ্যেও ইন্দ্রাণীগ্রাম আছে, তাহারই মধ্যে সিদ্ধি বা সিঙ্গু নামে ক্ষুদ্র গ্রাম থাকিতে পারে। ইহার প্রমাণার্থ তাঁহারা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্য হইতে উদ্ধৃত করেন যে,—

> "মণ্ডলহাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে,
> আনন্দিত সাধুর নন্দন।
> সম্মুখে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি,
> দেব আইসে যাহার সদন॥"
> "ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী।
> ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুল পাণি॥"
> "লহনা খুল্লনা পায় মাগিয়া মেলানি।
> বাহিয়া অজয়নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥"

মুদ্রিত পুস্তকে মণ্ডলহাটের স্থলে মণ্ডলঘাট পাঠ দেখিয়া ইন্দ্রাণীকেও হুগলী জেলার মধ্যে গণ্য করা হয় ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে ; কারণ, বর্দ্ধমান জেলায় ইন্দ্রাণী পরগণার মধ্যে কাটোয়ার কিছু দক্ষিণে মণ্ডলহাট নামক স্থান আজিও আছে, আর উহারই নিকট ঘোষহাট, একাইহাট, বিকিহাট, পেংনীহাট, ডাঁইহাট প্রভৃতি হাট শব্দান্ত ১৩খানি গ্রাম আছে। এতদ্ভিন্ন এই ইন্দ্রাণী পরগণায় গঙ্গাতীরে বার দুয়ারিঘাট, গণেশ মহাতার ঘাট, পীরের ঘাট, ভাণ্ডসিংহের ঘাট প্রভৃতি বারটি বাঁধাঘাট ও ইন্দ্রেশ্বর নামে শিবের মন্দির আছে। কাশিরাম সম্ভবতঃ এই বারটি বাঁধা-ঘাটকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন "দ্বাদশতীর্থেতে তথা বৈসে ভাগীরথী," আরও মুদ্রিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে আছে ;—

"ডাহিনে ললিতপুর দেখিল ইন্দ্রাণী।
ভাণ্ডসিংহের ঘাটখান ডাহিনে করিয়া।"

এতদ্ভিন্ন বর্দ্ধমানের অন্তর্গত এই ইন্দ্রাণীতে একটি প্রবাদ আছে যে,

"তের হাট, বার ঘাট, তিনচণ্ডী, তিনশ্বর।
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।"

সুতরাং কবি কাশিরাম "দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী" এই চরণে এই বারঘাটের কথাই বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আর কবিকঙ্কণের সাক্ষ্যদ্বারা যখন ইন্দ্রাণীতে "ইন্দ্রেশ্বরের" কথা পাওয়া যাইতেছে, তখন কাশিরামের বাস বর্দ্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণাতেই ছিল। ইন্দ্রাণী পরগণায় "সিদ্ধি" বা "সিদ্ধুগ্রাম" নাই, আছে সিঙ্গিগ্রাম। প্রাচীন মূল হস্তলিপিতে 'সিঙ্গি' শব্দই আছে, বোধ হয় পাঠবিপর্য্যয়ে বা লিপিকরপ্রমাদে 'সিঙ্গি' স্থানে 'সিদ্ধি' মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। এই সিঙ্গিগ্রামে কাশিরামের কীর্ত্তিও আছে। ঐ গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীকে আজিও লোকে "কেশে-পুকুর" বলে। ইহা কাশিরামদাসের খনিত। এখানে কাশিরাম সংক্রান্ত অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি প্রবাদ এই;——

"আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদুর।
ইহা রচি কাশীরাম যান স্বর্গপুর॥"

ইহাই যদি সত্য হয়, তবে সম্পূর্ণ মহাভারতের রচনা কিরূপে প্রকাশিত হইল? তৎসম্বন্ধেও প্রবাদ আছে যে,—কাশিরামের পুত্রপৌত্রাদি কেহ ছিল না, এক কন্যামাত্র ছিল, এই কন্যার স্বামী নন্দরাম ঘোষ। ইনি মহাভারতের অবশিষ্টাংশ রচনা করিয়া শ্বশুরের ব্যবহৃত ভণিতাগুলিই অধিকাংশ ব্যবহার করিয়াছেন ও কতকগুলি নূতন ভণিতাও সৃষ্টি করিয়াছেন। এ প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না; কারণ (ছ) প্রভৃতি অংশগুলি মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, যদি নন্দরামঘোষই যথার্থ অবশিষ্টাংশের রচয়িতা হইতেন, তাহা হইলে, এই সকল প্রার্থনার স্থলে তিনি কোন প্রকারে নিজের প্রতি দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বা কৃপা প্রার্থনা করিতেন। যদি একান্তই তিনি শ্বশুরের যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছায় কোথাও কোনরূপে নিজের নামের বিন্দুমাত্র আভাসও দিয়া না থাকেন, তাহা হইলেও আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে সমগ্র মহাভারতই কাশিদাসের রচিত; কারণ, মহাভারতের রচনাপ্রণালী আগাগোড়া সমান ও প্রাঞ্জল; দুই হস্তের রচনা হইলে নিশ্চয়ই বিভিন্নতা দেখা যাইত। আর যদি তর্ক পক্ষে কাকতালীয়তা স্বীকার করা যায় যে, কাশিদাসও যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বশালী ছিলেন, তাঁহার জামাতাও ঠিক তদ্রূপ ছিলেন, বেশির ভাগ তাঁহার মহানুভবতা অপরিমিত ছিল এবং যশোলিপ্সা বিন্দুমাত্র ছিল না; তাহা হইলে দায়ে পড়িয়া কাশিদাসকে সমগ্র মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া অস্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, নন্দরামঘোষের পক্ষে একমাত্র একটি দেশ-প্রবাদ ভিন্ন আর কিছু প্রমাণ নাই। তার পর উক্ত প্রবাদটি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে—এস্থলে "যান স্বর্গপুর" অর্থে মানবলীলা-সম্বরণ নহে। বিরাটপর্ব্বের কতকাংশ রচনার পর কাশিদাস একবার কাশী গিয়াছিলেন; কাশী শিবের ত্রিশূলোপরি-স্থাপিত বলিয়া "স্বর্গপুরী" স্বরূপ গণ্য।

তার পর কাশিরামদাস কিরূপে মহাভারত রচনা করেন? কাশিরাম মূল মহাভারত দেখিয়া অনুবাদ করেন নাই; কারণ, তাঁহার রচিত মহাভারতে এমন কতকগুলি নূতন কথা বর্ণিত হইয়াছে, যে তাহা মূল মহাভারতে নাই, যেমন শ্রীবৎসচিন্তা, ভীষণারাক্ষসী, অকাল আম্রের বিবরণ ইত্যাদি। তিনি যে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহার সন্তোষকর প্রমাণ নাই। এতদ্ভিন্ন (চ) (ছ) অংশদ্বয় হইতে বুঝা যায় তিনি শুনিয়া মহাভারত রচনা করেন।—সে সময় কথকতার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। বোধ হয়, কাশিদাস কথকতা শুনিয়াই মহাভারত রচনা করেন। কথকেরা নিজ নিজ গুণপনা দেখাইবার জন্য অন্যান্য পুরাণাদি হইতে গল্প উদ্ধৃত করিয়া কথা কহিতেন, এইরূপে জৈমিনি-ভারত, পদ্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ ইত্যাদির কথাও মহাভারতাদির সঙ্গে কথিত হয়; কাশিদাসের মহাভারতেও ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের নানা কথা দেখা যায়।

কাশিরাম যে কেবল কথকের মুখে শুনিয়াই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে; কারণ, একবার শুনিয়া দুর্য্যোধনের শতভ্রাতার ধারাবাহিক নামাবলী; বাসুকী-নাগবংশ ইত্যাদি কখনই যথাযথ মনে থাকিতে পারে না, ইহাতেই বোধ হয় যে লিখিবার সময় হয় কোন কথক বা কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সাহায্য লইতেন। এ অনুমান একান্ত অমূলক নহে। তাঁহার মহাভারতের দুই এক স্থলে (চ ও ছ) অংশে তাহার আভাস পাওয়া যায়। (ছ) অংশে হরিহরপুর গ্রাম-নিবাসী পুরুষোত্তম মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অভিরাম মুখোপাধ্যায় নামে একব্যক্তিকে এইরূপ সাহায্যকারী বলিয়া অনুমিত হয়। আবার কেহ অনুমান করেন, (ঙ) অংশের কৃষ্ণদাস দ্বিজও ঐরূপ সাহায্য

করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বোধ হয় না। এখানে সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদে "কৃষ্ণদাসাগ্রজ" স্থানে "কৃষ্ণদাস দ্বিজ" লিখিত হইয়াছে।

কাশিরামদাসের সময় নির্ণয়—১ম, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন যে কয়খানি হস্তলিখিত পুথি পাইয়াছিলেন, তাহার একখানি ১১৪১ সালে, আর একখানি আনুমানিক উহারই ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। শেষ পুথিখানি যেখানকার, কাশিরামের বাটী হইতে সেই গ্রাম ২০ ক্রোশ দূরে, সুতরাং যে সময়ে হাতে লিখিয়া লওয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে গ্রন্থ প্রচারের উপায় ছিল না, তখন এতদূরে গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত হইতে বোধ হয় অল্প করিয়া ৩০ বৎসর বিলম্ব হইয়া থাকিবে। পণ্ডিত রামগতি অনুমান করেন যে, ১০৭৫ সালে কাশিরাম জীবিত ছিলেন। ২য়, কাশিরামের জন্মভূমি সিঙ্গিগ্রামের ওকড়সা স্কুলের পণ্ডিত, রামগতিকে একখানি পত্র লিখিয়া জানান যে, "কাশিরামের পুত্র (নাম জানা যায় নাই), স্বীয় পুরোহিতকে যে বাস্তবাটী প্রদান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা সন ১০৮৫ সালের আষাঢ়মাসে লিখিত। দানপত্রখানি ২।৩ খানি ছিন্নবস্ত্রে আঁটা, তবু অনেক স্থল গলিয়া গিয়াছে, সব পড়া যায় না।" এই কথা প্রকৃত হইলে (অর্থাৎ দানকর্ত্তা মহাভারত-রচয়িতারই পুত্র হইলে) নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইতে পারে যে, কাশিরাম ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি কৃত্তিবাসের ও মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী।

কাশিরামের মহাভারতে পয়ার, ত্রিপদী, তরল পয়ার ভিন্ন অন্য কোন ছন্দঃ নাই; বোধ হয় কার্য্য শীঘ্র সমাধা করিবার জন্যই তিনি ছন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। পয়ার, ত্রিপদীতে যে সকল কাব্য রচিত হয়, তাহা পাঁচালী-প্রবন্ধ বলিয়াই পরিচিত হইত এবং তাহা গীত হইত। কাশিরাম পাঁচালীরূপে গান করাইবার জন্যই মহাভারত রচনা করেন, তাঁহার ভণিতা পাঠে অনুমিত হয়। কাশিরামের সময় এরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে গ্রন্থপ্রচারের দ্বিতীয় উপায় ছিল না বলিয়া কাশিরাম লিখিয়াছেন, "পাঁচালী বলিয়া মনে না করিহ হেলা, অনায়াসে পাপনাশে গোবিন্দের লীলা" (ট)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার সময়েও বিদ্বন্মণ্ডলীতে পাঁচালীর উপর কতকটা ঘৃণা ছিল।

কাশিরামের লেখায়, বৈষ্ণবকবিগণ, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ন্যায় ছন্দোদোষ, গ্রাম্যতাদোষ, কাঠিন্য, অপ্রাঞ্জলতা প্রভৃতি নাই; সুমধুর সহজ কথায় গ্রন্থের আগাগোড়া রচিত। তাঁহার কবিত্বশক্তি অতুলনীয়। বর্ণনা, উপমা, অলঙ্কার প্রভৃতিতে তিনি কোন কোন অংশে সংস্কৃত কাব্যকার অপেক্ষা ন্যূন নহেন।

যাহা হউক তিনি যে সংকল্প করিয়া মহাভারত রচনা করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা প্রতি কথায় সফল হইয়াছে।

কাশিষ্ণু (ত্রি) কাশ-বাহুলকাৎ ইষ্ণুচ্। প্রকাশশীল। (ভাগবত ৪।৩০।৬০)

কাশী (স্ত্রী) ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হিন্দুতীর্থ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বারাণসী, বরাণসী, বরণসী, তীর্থরাজী, তপস্থলী, কাশিকা, কাশি, অবিমুক্ত, আনন্দবন, আনন্দকানন, অপুনর্ভবভূমি, রুদ্রাবাস, মহাশ্মশান ও স্বর্গপুরী।

উক্ত নাম গুলির মধ্যে কাশী, অবিমুক্ত ও বারাণসী নামই সমধিক প্রাচীন।

নিরুক্তি।—শিবপুরাণের মতে—

"কর্ম্মণাং কর্ষণাৎ সা বৈ কাশীতি পরিকথ্যতে।"

জ্ঞানসংহিতা ৪৯।৪৬।

এখানে জীবগণ শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় ক্ষয় করিয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, এই হেতু ইহার নাম কাশী।

স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডের মতে—

"কাশতে ২ত্র যতো জ্যোতিস্তদনাখ্যেয়মীশ্বর।

অতো নামাপরং চাস্ত কাশীতি প্রথিতং বিভো॥" ২৬।৬৭।

সেই বাক্যের অগোচর পরম জ্যোতিঃ এই ক্ষেত্রে প্রকাশমান হয় বলিয়া ইহা কাশীনামে বিখ্যাত হউক।

লিঙ্গপুরাণের লিখিত আছে—

"বিমুক্তং ন ময়া যস্মান্মোক্ষ্যতে বা কদাচন।

মম ক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিতি স্মৃতম্।" ৯২।৪৫।

এই স্থান আমাকর্ত্তৃক কদাচই বিমুক্ত নয় অর্থাৎ আমি কখনই পরিত্যাগ করি নাই বা করিব না, এই নিমিত্ত উহা অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত।

মৎস্যপুরাণের মতে—

"যত্র সন্নিহিতো নিত্যমবিমুক্তে নিরন্তরম্।

তৎক্ষেত্রং ন ময়া মুক্তমবিমুক্তং ততঃ স্মৃতম্॥" ১৮১।১৫।

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আমার নিরন্তর সান্নিধ্য আছে, এই ক্ষেত্র আমি কখনই পরিত্যাগ করি না, এই হেতু ইহা অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

কূর্ম্মপুরাণের মতে—

"ভূর্লোকে নৈব সংলগ্নমন্তরীক্ষে মমালয়ম্।

অবিমুক্তা ন পশ্যন্তি মুক্তা পশ্যন্তি চেতসা।

শ্মশানমেতদ্বিখ্যাতমবিমুক্তমিতি স্মৃতম্।" ৩০।২৬-২৭।

অন্তরীক্ষে অবস্থিত আমার আলয়স্বরূপ এই ক্ষেত্র ভূর্লোকের সহিত সংলগ্ন নয়, এই জন্যই অবিমুক্ত অর্থাৎ সংসার মায়াবদ্ধ জীবগণ দেখিতে পায় না, কিন্তু সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত মহাত্মারা কেবল মানসচক্ষে দেখিতে পান বলিয়াই ইহা অবিমুক্ত নামে প্রসিদ্ধ।

কাশীতে একটি প্রবাদ আছে, যে বরণার নামে একজন রাজা কাশীতে রাজত্ব করিতেন, তাঁহারই নামানুসারে এই নগরীর নাম বারাণসী হইয়াছে *।

ভূ-বৃত্তান্ত।—শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে এবং কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে সর্ব্বপ্রথম 'কাশী'শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১)। সেই অতিপ্রাচীন সময়ে কাশী একটি বিস্তৃত জনপদ এবং পবিত্র যজ্ঞভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। (কৌষীতকী উপ° ৩।১, ৫।১ দেখ।)

রামায়ণের সময়েও কাশী একটি বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল। (কিষ্কিন্ধ্যা° ৪০।২২) তৎকালে রমণীয় তোরণ ও প্রাকার-পরিশোভিত প্রধাননগরী বারাণসী কাশিরাজ্যের রাজধানী (২) এবং প্রতিষ্ঠান (প্রয়াগ) পর্য্যন্ত কাশীজনপদের অন্তর্ভূত ছিল (৩)।

এখন কাশী বলিলেই বর্ত্তমান বারাণসী বা বনারস নামক নগরকে বুঝায়, কিন্তু পূর্ব্বকালে এই নগর বৃহদায়তন ছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন শাস্ত্রাদি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী অবধি এই কাশী একটি বিস্তীর্ণ জনপদ এবং বারাণসী ইহার প্রধাননগরী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের গ্রন্থপাঠে জানা যায় *।

বিষ্ণু প্রভৃতি প্রাচীনপুরাণে বর্ত্তমান কাশী "কাশীপুরী" ও "বারাণসী" নামে অভিহিত হইয়াছে।

(বিষ্ণুপু° ৫।৩৪।২৬,৪১)।

পুরাণাদিতে কাশীপুরীর এইরূপ সীমা ও পরিমাণ নিরূপিত হইয়াছে। যথা—

মৎস্যপুরাণে (১৮৩।৬১—৬৮)—

"দ্বিযোজনন্তু তৎক্ষেত্রং পূর্ব্বপশ্চিমতঃ স্মৃতম্।
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং তৎক্ষেত্রং দক্ষিণোত্তরম্॥
বরণা হি নদী যাবদ্ যাবচ্ছুষ্কনদী তু বৈ।
ভীষ্মচণ্ডিকমারভ্য পর্ব্বতেশ্বরমন্তিকে॥"

সেই ক্ষেত্র পূর্ব্বপশ্চিমে দুইযোজন আয়ত এবং উত্তর-দক্ষিণে অর্দ্ধযোজনবিস্তৃত। ইহা বরণা নদী হইতে শুষ্ক নদী পর্য্যন্ত এবং ভীষ্মচণ্ডিক হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ব্বতেশ্বরের নিকট পর্য্যন্ত অবস্থিত।

আবার তৎপরে (১৮৪।৩৯—৪০)—

"দ্বিযোজনমথোর্দ্ধঞ্চ তৎক্ষেত্রং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং দক্ষিণোত্তরতঃ স্মৃতম্।
বারাণসী নদী যাবৎ যাবচ্ছুষ্কনদী তু বৈ॥"

শিবপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায় (৪৫।১১১)—

"ক্ষেত্রাগতমলঙ্কৃত্য জাহ্নব্যা সহ সঙ্গতা।
বরণা নাম তত্রৈব গঙ্গাসিশ্চ সরিদ্বরা॥"

বরণা ও গঙ্গাসি (অসি) নামক নদীদ্বয় এই ক্ষেত্র অলঙ্কৃত করিয়া জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

"ততশ্চ তেজসঃ সারং পঞ্চক্রোশাত্মকম্ শুভম্।"

(শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৪৯।৮)

বামনপুরাণে (৩।২৪—২৮)—

"যো হসৌ ব্রহ্মাণ্ডকে পুণ্যে মদংশপ্রভবোঽব্যয়ঃ।
প্রয়াগে বসতে নিত্যং যোগশায়ীতি বিশ্রুতঃ॥
চরণাদ্দক্ষিণাত্তস্য বিনির্গতা সরিদ্বরা।
বিশ্রুতা বরণেত্যেব সর্ব্বপাপহরা শুভা॥
সব্যাদন্যা দ্বিতীয়া চ অসিরিত্যেব বিশ্রুতা।
তে উভে চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠে লোকপূজ্যে বভূবতুঃ॥
তয়োর্মধ্যে তু যো দেশস্তৎক্ষেত্রং যোগশায়িনঃ।
ত্রৈলোক্যপ্রবরং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্॥

* ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডনামক অনতিপ্রাচীন গ্রন্থেও কাশীপতি বরণারের বিবরণ আছে। (ভবিষ্যে ব্রহ্মখণ্ড ৫৩। ১০৬-১২৬ শ্লোঃ) কিন্তু এই গ্রন্থে বরণার হইতে যে 'বারাণসী' নাম হইয়াছে, তাহার কোন কথা লিখিত হয় নাই।

এই রাজা কাশীপুরীতে 'বারাণসী'-নাম্নী একদেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি সেই মূর্ত্তি কাশীতে বিরাজ করিতেছেন।

(১) "অতঃ কাশয়ো হগ্নীনা দত্তং" ১৩।৫।৪।১৯। "যজ্ঞং কাশীনাং ভরতঃ সাত্বতামিব।" শতপথব্রাহ্মণ ১৩।৫।৪।২১।

(২) "তং বিসৃজ্য ততো রামো বয়স্যমকুতোভয়ম্।
প্রতর্দ্দনং কাশিপতিং পরিষজ্যেদমব্রবীৎ।
উদ্যোগশ্চ ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ।
তদ্ভবানদ্য কাশেয়পুরীং বারাণসীং ব্রজ।
রমণীয়াং ত্বয়া গুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্।"

উত্তরকাণ্ড ৪।১৫—১৭।

(৩) "ততঃ কালেন মহতা দিষ্টান্তমুপজগ্মিবান্।
ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
পূরুশ্চকার তদ্রাজ্যং ধর্ম্মেণ মহতাবৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজ্যে মহাযশাঃ।"

উত্তরকাণ্ড ৬৯।১৮-১৯।

(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১১৬ অঃ ও ১২০ অঃ দেখ)

* Fo-kwö-ki, Ch. XXXIV., translated by Laidley, p. 310.

ন তাদৃশং হি গগনে ন ভূম্যাং ন রসাতলে।
তত্রাস্তি নগরী পুণ্যা খ্যাতা বারাণসী শুভা॥"

এই পবিত্র ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রয়াগে আমার (বিষ্ণুর) অংশজাত যোগশায়ী নামে বিখ্যাত যে অব্যয় পুরুষ নিরন্তর বাস করেন, তাঁহারই দক্ষিণ চরণ হইতে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী শুভঙ্করী বরণা এবং বাম চরণ হইতে অসি নামে বিখ্যাত দ্বিতীয় নদী নিঃসৃত হইয়াছে। এই উভয় নদীই লোক মধ্যে পূজনীয়া। এই উভয়ের মধ্যস্থলে যোগশায়ী মহাদেবের সর্ব্বপাপনাশন ত্রিলোকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ যে ক্ষেত্র আছে, সুবিখ্যাত মোক্ষদায়িনী পুণ্যময়ী বারাণসী নগরী সেই স্থানেই বিরাজিত। এমন স্থান আকাশ, পাতাল বা ভূমণ্ডল মধ্যে আর কোথাও নাই।

কাশীখণ্ডে (৩০। ৬৯—৭০)—

"অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে॥
বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে।
অসেশ্চ বরণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা॥"

সত্যযুগে যখন এই কাশীক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য অসি ও বরণা নদী উৎপন্ন হইয়াছে। হে মুনে! সেই দিন হইতেই এই কাশিকা বরণা ও অসিনদীর সঙ্গম লাভ করিয়া 'বারাণসী'-নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পুরাবিদের মতে বরণা ও অসি মধ্যে থাকাতেই কাশীপুরী বারাণসী নামে প্রথিত হইয়াছে, এই মত নিতান্ত আধুনিক *। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহা নিতান্ত আধুনিক নহে! পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিয়া উপনিষদের কথা ধরিলেও উক্ত পৌরাণিকমত সমধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। যথা—

জাবালোপনিষদে (১—২)

"অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে, যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতি; তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবেত; অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য!··· সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাশীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি।"

এই স্থানে জন্তুগণের মরণকালে রুদ্র "তারক ব্রহ্ম" নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যেহেতু তদ্দ্বারা জীবগণ অমৃতত্ব লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অতএব এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস করা একান্তই কর্ত্তব্য। অবিমুক্ত কখন পরিত্যাগ করিবে না। হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমি যাহা বলিলাম, ইহা সত্য বলিয়া জানিও। সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র কোথায় প্রতিষ্ঠিত? বরণা ও নাশী এই নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। বরণা কাহাকে কহে, এবং নাশীইবা কাহাকে বলে? সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত দোষরাশি নিবারণ করে বলিয়া ইহার নাম "বরণা" এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত পাপ নাশ করে বলিয়া ইহার "নাশী" এই নাম হইয়াছে।

জাবালদীপিকায় নারায়ণ লিখিয়াছেন, "উত্তরং বরণায়াং নাশ্যাঞ্চেতি। যথা স্কান্দে—

'অশীবরণয়োর্মধ্যে পঞ্চক্রোশং মহত্তরম্।
অমরা মরণমিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ।'

বরণানাশীশব্দয়োঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তং পৃচ্ছতি।"

বৌদ্ধদিগের আধিপত্যকালে শাক্যসিংহ এই বারাণসী-প্রদেশের অন্তর্গত ঋষিপত্তনে মৃগদাব নামক স্থানে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (ললিতবিস্তর ২৫ অঃ)। এমন কি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন বারাণসীস্থ বৌদ্ধতীর্থদর্শনে আগমন করেন, তখন বারাণসী*রাজ্য প্রায় ৩৩৩ ক্রোশ (৪০০০ লি) এবং বারাণসীনগরী দেড় ক্রোশ (১৮। ১৯ লি) দীর্ঘ ও প্রায় অর্দ্ধক্রোশ (৫। ৬ লি) বিস্তৃত ছিল।

অকবর বাদশাহের সময়ে বনারস একটি স্বতন্ত্র সরকার। আইন্-ই-অকবরীতে লিখিত আছে—বনারস সরকারের পরিমাণ ৩৬৮৬৯ বিঘা, ৮টি মহল এই সরকারের অধীন। প্রধান স্থান—অফ্রাদ, বনারস নগর ও তাহার সন্নিহিত স্থান, বিয়ালিসি, পন্দ্রহা, কস্বার, কতেহর, হরহুয়া।

এখনও বনারস একটি স্বতন্ত্র বিভাগ, ইহা উত্তরপশ্চিমের ছোটলাটের অধীন এবং একজন কমিসনরের তত্ত্বাবধানে আছে। ভূমিপরিমাণ ১৮৩৩৭ বর্গমাইল।—আজমগড়, মির্জাপুর, বনারস, গাজিপুর, গোরক্ষপুর, বস্তি ও বালিয়া জেলা এই বিভাগের অন্তর্গত। এতন্মধ্যে বনারসজেলা ৯৯৮ বর্গমাইল বিস্তৃত, এই জেলার উত্তরসীমা গাজিপুর ও জৌনপুর, পূর্ব্বে শাহাবাদ এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে মির্জাপুর জেলা। এই জেলার প্রধাননগর বনারস (কাশীপুরী), এখন এই নগরের আয়তন ৩৪৪৮ একরমাত্র, অক্ষা ২৫°১৮´৩১´´ উঃ, দ্রাঘি ৮৩°৩´৪´´ পূঃ। এই নগরই হিন্দুজাতির নিকট সুপবিত্র মহাপুণ্যপ্রদ কাশীতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।

* Rev. Sherring's Sacred City of the Hindus, *intro.* by F. Hall, p. XVIII; Fürher's Archæological Survey Lists, N. W. P. Vol. II. p. 196.

* চীনপরিব্রাজকোক্ত পো-লো-নি-স=বারাণসী। See Beal's Records of the Western Countries, Vol. II. p. 44n.

পুরাতত্ত্ব।—বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে আয়ুবং সুহোত্রপুত্র কাশ (১) প্রথম রাজা, তৎপুত্র কাশিরাজ বা কাশ্য। সম্ভবতঃ এই কাশিরাজের নামানুসারে তদীয় রাজ্য "কাশি' বা 'কাশী' নামে বিখ্যাত হয়। কাশিরাজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দীর্ঘতমা কাশীরাজ্য লাভ করেন। দীর্ঘতমার ধন্ব নামে এক পুত্র জন্মে, তিনি বহুকাল তপস্যা করিয়া ধন্বন্তরিকে পুত্র লাভ করেন (২)। ক্ষত্রিয়রাজ ধন্বন্তরি মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদকে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বৈদ্যনামে বিখ্যাত হন। কাশিরাজ ধন্বন্তরির ঔরসে কেতুমান্ জন্মগ্রহণ করেন (৩)। মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে রাজা কেতুমান্ হর্য্যশ্ব নামে অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ হর্য্যশ্বের রাজত্বকালে বারাণসীনগরী স্থাপিত হয়*। এই সময়ে যদু-বংশীয় হৈহয় পুত্রগণের সহিত কাশিরাজের বিবাদের সূত্রপাত হয়। অবশেষে হৈহয়পুত্রেরা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া হর্য্যশ্বের প্রাণসংহার করেন। হর্য্যশ্ব নিহত হইলে সুদেব কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করিতে থাকেন। হৈহয়গণ তখনও ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা পুনরায় আসিয়া সুদেবকে সংহার করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। সুদেবের পুত্র মহাত্মা দিবোদাস (৪) পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় কাশীর রাজধানী বারাণসী গঙ্গার উত্তর ও গোমতীর দক্ষিণকূলে সংস্থাপিত ছিল। দিবোদাস শত্রুভয়ে রাজধানী সুদৃঢ় করিলেন। (মহাভারত অনুশাসন ৩০ অঃ।)

হরিবংশ, পদ্ম, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—দিবোদাসের পূর্ব্বে হৈহয়বংশীয় রাজা ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসী অধিকার করিয়াছিলেন; পরে দিবোদাস তাঁহাকে বিনাশ করিয়া বহু কষ্টে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। এই সময়ে নিকুম্ভের শাপে ও ক্ষেমক রাক্ষসের উৎপাতে মহাসমৃদ্ধিশালিনী বারাণসী হতশ্রী ও জনশূন্য হইলে দিবোদাস গোমতীতীরে এক নগর স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন (৫)। হৈহয়বংশীয় ভদ্রশ্রেণ্যের দুর্দ্দম নামে এক পুত্র ছিল, রাজা দিবোদাস বালক ভাবিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। কালক্রমে সেই বালক হৈহয়বংশের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন, তিনি দিবোদাসকে পরাজয় করিয়া বারাণসী অধিকার করেন।

দিবোদাসের ঔরসে দৃষদ্বতীর গর্ভে প্রতর্দ্দন (৬) নামে এক মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা দুর্দ্দমকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া কাশীরাজ্য অধিকার করিলেন। কৌষীতকীব্রাহ্মণ উপনিষদে প্রতর্দ্দন একজন পরম যাজ্ঞিক রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক (রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৪।১৫-১৭)। প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎস, তিনি ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন (৭)। পরম জ্ঞানশীলা তত্ত্বদর্শিনী মদালসা তাঁহারই পত্নী। এই মদালসার গর্ভে বৎসের অলর্ক নামে পুত্র জন্মে। অলর্কের রাজত্বকালে কাশীরাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। এই মহাত্মাই শাপাবসানে ক্ষেমক নামক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া পুনরায় বারাণসী নগরীকে প্রতিষ্ঠিত ও পরম রমণীয় বেশে সজ্জিত করেন। অলর্কের পর পুত্র-পরম্পরায় সন্নতি, সুনীথ, ক্ষেম, সুকেতু, ধর্ম্মকেতু, সত্যকেতু, বিভু, সুবিভু, সুকুমার, ধৃষ্টকেতু, (ইনি কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন) (৮), বেণুহোত্র, ভর্গ ও ভার্গভূমি রাজত্ব করেন। ইহারা সকলেই 'কাশ্য' বা 'কাশেয়' নামে বিখ্যাত। পরপৃষ্ঠায় পুরাণোক্ত কাশিরাজগণের একটি তালিকা দেওয়া হইল—

(১) ভাগবতের মতে সহোত্রের পুত্র কাশ্য, তৎপুত্র কাশি (৯।১৭।৩), হরিবংশের ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে সুনহোত্রের পুত্র কাশ, তৎপুত্র কাশ্য।

(২) বিষ্ণু (৪।৮।২), ভাগবত (৯।১৭।৫) ও গরুড়পুরাণ (১৪৩।১০) মতে, ধন্বন্তরি দীর্ঘতমার পুত্র; কিন্তু হরিবংশ (২৯ অঃ) ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে, দীর্ঘতপার পুত্র ধন্ব, তৎপুত্র ধন্বন্তরি।

(৩) "তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা।
কাশিরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগপ্রণাশনঃ। ২১।
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজশ্চকার স ভিষক্‌ক্রিয়ম্।
তমষ্টধা পুনর্ব্যস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ। ২২।"
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

"বৈদ্যো ধন্বন্তরিস্তস্মাৎ কেতুমাংশ্চ তদাত্মজঃ।
গরুড়পুরাণ ১৪৩। ১০।

* হর্য্যশ্বের কথাপ্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম বারাণসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। (মহাভারত অনুশাসন ৩০ অঃ।)

(৪) বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, গরুড় ও ভাগবতের মতে দিবোদাস ভীমরথের পুত্র।

(৫) কাশিরাজ দিবোদাসের নাম ঋগ্বেদ ও ঋগ্বেদানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। তবে উভয়ে একব্যক্তি কি না তৎপক্ষে সন্দেহ।

(৬) মহাভারতের মতে, দিবোদাসের ঔরসে মাধবীর গর্ভে প্রতর্দ্দনের জন্ম। (উদ্যোগপর্ব্ব ১১৬ অঃ।)

(৭) মার্কণ্ডেয়পুরাণে ২০ অধ্যায় হইতে ৩৬ অধ্যায় পর্য্যন্ত কুবলয়াশ্ব-চরিত, তৎপরে ১০ অধ্যায় অলর্কচরিত বর্ণিত আছে।

(৮) "ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানকাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।" ভগবদ্গীতা ১।৫।

পুরূরবা
|
আয়ু

নহুষ	ক্ষত্রবৃদ্ধ
যযাতি	সুহোত্র
যদু	১ কাশ
সহস্রজিৎ	২ কাশিরাজ
শতজিৎ	৩ দীর্ঘতমা
হৈহয়	৪ ধন্ব
ধর্ম্মনেত্র	৫ ধন্বন্তরি
কুন্তি (কীর্ত্তি)	৬ কেতুমান্ (হর্য্যশ্ব)
সঞ্জয় (সাহঞ্জি)	৭ ভীমরথ
মহিষ্মান্	৯ দিবোদাস
৮ ভদ্রশ্রেণ্য	১১ প্রতর্দ্দন
১০ দুর্দ্দম	১২ বৎস
	১৩ অলর্ক
	১৪ সন্নতি বা সন্তুতি
	১৫ সুনীথ
	১৬ ক্ষেম
	১৭ সুকেতু
	১৮ ধর্ম্মকেতু
	১৯ সত্যকেতু
	২০ বিভু
	২১ সুবিভু
	২২ সুকুমার
	২৩ ধৃষ্টকেতু
	২৪ বেণুহোত্র
	২৫ ভর্গ
	* ২৬ ভার্গভূমি

* যে যে রাজা কাশীতে রাজত্ব [illegible] য়াছিলেন, তাহাদের পূর্ব্বে ১।২ ইত্যাদি সংখ্যা দেওয়া হই[illegible]।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে, কাশবংশীয় ২৪ জন রাজা রাজত্ব করেন (৭)। কিন্তু ভার্গভূমির পর কে রাজা হয়, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

বুদ্ধদেবের সময়ে বারাণসীতে দেবদত্ত নামে একজন রাজা ছিলেন।

সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিলে কাশীরাজ্য মগধরাজের অধীন হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও লিখিত আছে—

"অষ্টাত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রাদ্যোতাঃ পঞ্চ তে সুতাঃ।
হত্বা তেষাং যশঃ কৃৎস্নং শিশুনাগো ভবিষ্যতি॥
বারাণস্যাং সুতং স্থাপ্য সংপ্রাপ্স্যতি গিরিব্রজম্॥"
উপোদ্ঘাতপাদে ৩৪ অঃ।

তদনন্তর প্রদ্যোতবংশীয় পঞ্চপুত্র একশত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবেন। তৎপরে শিশুনাগ তাহাদিগের নিখিল যশঃ হরণপূর্ব্বক রাজত্ব করিবেন। তিনি বারাণসী রাজ্যে স্বীয় পুত্রকে সংস্থাপিত করিয়া (মগধরাজ্যস্থিত) গিরিব্রজে গমন করিবেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ইনি কোন্ সময়ে রাজত্ব করিতেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। মগধরাজগণের অধঃপতনকালে এই স্থান গুপ্তরাজগণের অধীন হয়, এই রাজবংশের মধ্যে কেবল বালাদিত্যের পুত্র প্রকটাদিত্যের নাম পাওয়া যায় *। অনুমান খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইনি কাশীর রাজাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তৎপরে কাশী সম্ভবতঃ কনোজরাজের শাসনাধীন হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কলচুরি ও পালবংশীয়েরা মিলিত হইয়া কনোজরাজ্য আক্রমণ করেন, এই সময়ে কাশীরাজ্য গৌড়ের পালবংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কাশীর পালবংশীয় রাজগণ সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ইঁহাদিগের মধ্যে গৌড়াধিপ মহীপালকেই কাশীর প্রথম পালবংশীয় রাজা বলিয়া অনুমান হয়, বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথে মহীপালরাজের ১০১৩ বিক্রমসম্বতে (১০২৬ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে †। মহীপালের পর তৎপুত্র স্থিরপাল ও বসন্তপালের (১০৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) [illegible]ন্যকালেও কাশী বৌদ্ধপালদিগের অধিকারে ছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কনোজরাজ জয়চন্দ্র পরাভূত হইলে শাহা-

(৭) "কাশেয়াস্তু চতুর্বিংশদষ্টাবিংশৎ তু হৈহয়াঃ।" মৎস্য ২৭২।১৮।

* Fleet's Inscriptions of the Early Gupta Kings, p. 246.

† Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 140.

বদ্দীন্ ঘোরি বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন, তিনি প্রায় সহস্রাধিক হিন্দুমন্দির চূর্ণ করিয়াছিলেন।

অকবর বাদশাহের সময় মির্জ্জা চীন কলিজ বারাণসীর ফৌজদার ছিলেন। এই সময় বারাণসী আলাহাবাদ সুবার অধীন ছিল। অরঙ্গজিব বারাণসী নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার 'মুহম্মদাবাদ' নাম রাখেন, তৎপরবর্ত্তী মুসলমান গ্রন্থে ও অযোধ্যার নবাবদিগের সনন্দে বারাণসী 'মুহম্মদাবাদ' নামেই চলিয়া আসিয়াছে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বারাণসী অযোধ্যা-সুবেদারীর অধীন হইলেও, একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া অভিহিত ছিল।

দিল্লীশ্বর মুহম্মদশাহ হিন্দুর পবিত্র স্থান বারাণসী হিন্দু-রাজের অধীনে রাখিতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি বারাণসীর পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত গঙ্গাপুর নামক গ্রামের জমীদার মনসারামকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। তৎপুত্র বলবন্তসিংহ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া পুণ্যভূমি বারাণসীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মুহম্মদশাহের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র আহ্মদশাহ সফদরজঙ্গকে উজীরপদ এবং অযোধ্যাপ্রদেশ প্রদান করেন। এই সময়ে বারাণসী অযোধ্যা সুবার অন্তর্গত হয়। বলবন্তের উপর সফদরজঙ্গের চক্ষু পড়িল, তিনি বলবন্তকে অযোধ্যার অধীনে একজন সামান্য জমীদাররূপে পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলেন। এই সময় বলবন্তসিংহ আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সাহস ও যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সফদরজঙ্গের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সুজাউদ্দৌলা সুবেদার হইলেন। তিনিও পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া বলবন্তের পদমর্য্যাদা খর্ব্ব করিতে বিশেষ চেষ্টা পান। এই সময় বলবন্ত অযোধ্যার নবাবের করালকবল হইতে রাজ্য ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য রামনগরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। তৎপরে আলমগীর বাদশাহের রাজত্বকালে তৎপুত্র মুহম্মদ-আলি বিদ্রোহী হইয়া অযোধ্যার সুবেদারের সহিত মিলিত হন। তৎকালে মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব। মুহম্মদআলী ও সুজাউদ্দৌলা মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে পাটনাভিমুখে যাত্রা করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মীরজাফর বৃটীশসৈন্য সাহায্যে পাটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হন। পরবর্ষে সুজাউদ্দৌলা পুনরায় বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করেন। এই সময়ে মীরজাফর বলবন্তসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা বলবন্তসিংহ সৈনাদ্বারা বঙ্গেশ্বরের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গেশ্বরের সহিত বলবন্তসিংহের সন্ধি হয়; সেই সন্ধি অনুসারে বঙ্গেশ্বর বলবন্তসিংহের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিপদ্‌কালে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৬এ ডিসেম্বর, দিল্লীশ্বর শাহ আলাম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বারাণসী রাজ্য প্রদান করেন *। সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি হইলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে বারাণসী রাজ্য অযোধ্যার নবাবকে ছাড়িয়া দেন। এই সময় হইতে বলবন্তসিংহ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মিত্ররাজ বলিয়া পরিচিত হন। মধ্যে সুজা-উদ্দৌলা বলবন্তসিংহকে হৃতসর্ব্বস্ব করিতে চেষ্টা করেন। কেবল ইষ্টকোম্পানী বলবন্তের পক্ষ হওয়ায় অযোধ্যানবাবের আশা পূর্ণ হয় নাই। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ২২এ আগষ্ট বলবন্ত-সিংহের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার এক ক্ষত্রিয়া রমণীর গর্ভজাত চেৎসিংহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর, অযোধ্যার নবাব চেৎসিংহকে এক সনন্দ প্রদান করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ২১এ মে তারিখ হইতে বারাণসী বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইল, তদনুসারে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল, চেৎসিংহ বৃটীশগবর্ণমেণ্টের নিকট পুনরায় এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে য়ুরোপে ফরাসী-বিপ্লব ঘটে, সনন্দানুসারে যুদ্ধব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্ণরজেনরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ চেৎসিংহের নিকট তাঁহার দেয় বার্ষিক কর ব্যতীত ৫ লক্ষ টাকা অধিক চাহিয়া পাঠান। প্রথমে চেৎ-সিংহ ৫ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে ঐরূপ ৫ লক্ষ টাকা দিবার সময় হইলে চেৎসিংহ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট কিছু সময় প্রার্থনা করেন, তাহাতে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। চেৎসিংহ নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। (১৮১০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ারে তাঁহার মৃত্যু হয়।) চেৎসিংহ পলায়ন করিলে, বলবন্তসিংহের কন্যা হেষ্টিংস্‌কে জানাইয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বলবন্তসিংহের এক মাত্র কন্যা এবং তাঁহার পুত্র (বলবন্তের দৌহিত্র) মহীপনারায়ণই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। হেষ্টিংস্ মহীপনারায়ণকেই বারাণসীর প্রকৃত রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর মহীপনারায়ণ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বারাণসীর জমিদারীসনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। রাজা মহীপনারায়ণের মৃত্যুর পর মহারাজ উদিতনারায়ণ পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উদিতনারায়ণের মৃত্যু হইল, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদনারায়ণ রাজা হন।

* Aitchison's Treaties &c. Vol. II. p. 6.

† Do. „ Vol. p. 53.

ইনি একজন কবি ও শিল্পী ছিলেন, ইঁহার স্বহস্তনির্ম্মিত বিবিধ হস্তিদন্তের কারুকার্য্য রামনগর রাজবাটীতে রহিয়াছে। গত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে (জ্যৈষ্ঠ) মাসে ইনি পরলোক গমন করেন। এক্ষণে তৎপুত্র রাজা প্রভুনারায়ণ সিংহ বারাণসীর জমিদারী-স্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

তীর্থবিবরণ।—কাশী বা বারাণসী নগরী অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুদিগের অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। মহাভারতে লিখিত আছে—

"বারাণসীতে গিয়া বৃষভবাহন মহাদেবকে অর্চ্চনা ও কপিলাহ্রদে স্নান করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তৎপরে অবিমুক্ততীর্থে গমন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপদূর হয় এবং তথায় প্রাণত্যাগ করিলে মোক্ষ লাভ হয়।" (উদ্যোগপ° ৮৪ অঃ) মহাভারতের উক্ত বিবরণপাঠে বোধ হয় যে, বারাণসী ও অবিমুক্ত দুইটি স্বতন্ত্র তীর্থ এবং উভয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী। শিব, মৎস্য, কূর্ম্ম, গরুড় ও লিঙ্গপ্রভৃতি পুরাণমতে কাশীরই অপর নাম অবিমুক্ত; কিন্তু মহাভারতে দুইটি স্বতন্ত্র করিবার কারণ কি? কাশীখণ্ডে বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর নামে স্বতন্ত্র শিবলিঙ্গের বিবরণ আছে, সম্ভবতঃ যেখানে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেন, সেই স্থান অবিমুক্ত তীর্থনামে খ্যাত ছিল, বস্তুতঃ অবিমুক্ততীর্থ বারাণসীরই অন্তর্গত।

হরিবংশে মহাদেবের বারাণসীতে আগমনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"রাজর্ষি দিবোদাস মহাসমৃদ্ধিশালী বারাণসীনগরী পাইয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবাদিদেব দারপরিগ্রহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতে থাকেন। মহাদেবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার পারিষদগণ নানা উপায়ে ভগবতী পার্ব্বতীর প্রীতিসাধন করিতে লাগিল। দেবী পার্ব্বতী বড়ই সুখী হইলেন, কিন্তু তাঁহার জননী মেনকার তাহা ভাল লাগিল না; তিনি অনেক সময়ে উভয়ের নিন্দা করিতেন, কহিতেন—'পার্ব্বতি! তোমার স্বামী পারিষদগণের সহিত বিচার অচারভ্রষ্ট, দরিদ্র, তাঁহার শীলতা কিছুমাত্র নাই।' একদিন স্বামীর নিন্দাবাদ শুনিয়া দেবী পার্ব্বতী স্ত্রীস্বভাববশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তখন মাতার নিকট মনের ভাব গোপন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, পরে মহাদেবের নিকট আসিয়া বিষণ্ণবদনে কহিলেন, 'দেব! আমি আর এখানে বাস করিব না। আমাকে নিজ ভবনে লইয়া চলুন।' তখন মহাদেব একবার সকল লোক নিরীক্ষণ করিলেন। অবশেষে পৃথিবীতেই বাসস্থান নির্ণয় করিয়া সিদ্ধক্ষেত্র বারাণসীনগরী মনোনীত করিলেন। কিন্তু ঐ নগরী দিবোদাসের অধিকৃত মনে করিয়া, স্বীয় পারিষদ নিকুম্ভকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি বারাণসী পুরীতে গমন করিয়া কৌশলক্রমে উহা জনশূন্য কর, কিন্তু সাবধান মহারাজ দিবোদাস অত্যন্ত পরাক্রান্ত।'

"নিকুম্ভ বারাণসীনগরে গিয়া কণ্ডুক নামক একজন নাপিতকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, 'দেখ! তুমি এই নগরীর প্রান্তভাগে একটিস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন কর, আমি তোমার ভাল করিব।' রাত্রিযোগে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া পরদিনই মহারাজ দিবোদাসকে জানাইয়া কণ্ডুক নগরদ্বারে নিকুম্ভের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিল এবং এই বিষয় নগরের চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিল। মহাসমারোহে গণপতি নিকুম্ভের পূজা হইতে লাগিল। গণেশ্বর পুত্রার্থীকে পুত্র, ধনার্থীকে ধন, আয়ুপ্রার্থীকে আয়ু, এমন কি যে যাহা চাহিত, তাহাকে তাহাই বর দিতে লাগিলেন। এক সময়ে দিবোদাসের আদেশে মহিষী সুযশা বিবিধ উপচারে গণপতির পূজা করিলেন এবং পূজান্তে পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ আসিয়া যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক পুত্র কামনা করিলেও, নিকুম্ভ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বরপ্রদান করিলেন না। দীর্ঘকাল এইরূপে গত হইল। নিকুম্ভের আচরণে রাজা দিবোদাস ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি কহিতে লাগিলেন, এই ভূতটা আমারই নগরের সিংহদ্বারে অবস্থিতি করে, নাগরিকদিগের উপর সন্তুষ্ট হইয়া শত শত বর দিতেছে, কিন্তু কি জন্য আমাকে বর প্রদান করিতেছে না? আমি ব্যগ্র হইয়া মহিষীদ্বারা পুত্র প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কৃতঘ্ন কিছুতেই আমার অভীষ্ট বর প্রদান করিল না। অতএব ইহার আর পূজা বিধেয় নহে, বিশেষতঃ আমার অধিকারে আর কিছুতেই পূজা পাইবে না। আমি দুরাত্মাকে স্থানভ্রষ্ট করিব। এইরূপ স্থির করিয়া রাজা দিবোদাস সেই গণপতির স্থান ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। নিকুম্ভ আয়তন ভগ্ন হইল দেখিয়া রাজাকে এই অভিসম্পাত করিলেন যে, তুমি যখন নিরপরাধে আমার স্থান নষ্ট করিলে, তখন তোমার এই পুরী নিশ্চয় এখনি শূন্য হইবে। নিকুম্ভ এইরূপ অভিশাপ দিয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। এদিকে নিকুম্ভের অভিশাপে বারাণসী জনশূন্য হইল। দিবোদাস গোমতী-তীরে রাজধানী নির্ম্মাণ করাইলেন। তখন মহাদেব সেই শূন্য বারাণসীনগরীতে আবাস নির্ম্মাণ করিয়া দেবীর সহিত পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই স্থান দেবীর প্রীতিকর হইল না।

অবশেষে তিনি মহাদেবকে কহিলেন, এই (জনশূন্য) পুরীতে আমি বাস করিতে পারিতেছি না। তখন মহেশ্বর কহিলেন, 'এ গৃহ আমি পরিত্যাগ করিব না, ইহা আমার অবিমুক্তগৃহ। আমি আর কোথাও যাইব না। তোমার ইচ্ছা থাকে যাও।' ত্রিপুরান্তক মহাদেব স্বয়ং বারাণসীকে অবিমুক্ত বলিয়াছিলেন, সেই জন্য উহা অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বারাণসী এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অবিমুক্ত নামে কীর্ত্তিত হয়। এই স্থানে সর্ব্বদেবনমস্কৃত মহেশ্বর সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিনযুগে দেবীর সহিত পরমসুখে বাস করেন। কলিযুগ উপস্থিত হইলে ঐ পুরী অন্তর্হিত হইবে বটে, কিন্তু মহাদেব উঁহা পরিত্যাগ করিবেন না।" (৯)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—"দেব দেব মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য প্রতিপালনের জন্য কাশী পরিত্যাগ করিয়া মন্দরপর্ব্বতে আসিয়া বাস করেন, মহাদেব গমন করিলে সমস্ত দেবগণও মন্দরপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব এখানে আসিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, তাঁহার মনে কাশীবিরহ প্রবল হইল। এই সময় বারাণসী মহারাজ দিবোদাসের রাজধানী, তপস্যাবলে সেই রাজা সমস্ত দেবগণেরই রূপধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য দেবগণ তাঁহার স্তব ও ভজনা করিতেন। অসুরগণ সর্ব্বদাই তাঁহার স্তব করিত। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক নৃপতি সে সময়ে কেহ ছিলেন না। এই দিবোদাসের অপর নাম রিপুঞ্জয় (১০)।

"মন্দরপর্ব্বতে মহাদেবের কাশীবিরহ উপস্থিত হইলে, তিনি দেখিলেন, রাজা দিবোদাসকে কোন প্রকারে তাড়াইতে না পারিলে তাঁহার বারাণসীলাভ হইতেছে না। প্রথমে তিনি ৬৪ যোগিনীকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন, যোগিনীগণ কাশীতে আসিয়া পরমধার্ম্মিক দিবোদাসকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল না। তাঁহারা মণিকর্ণিকাকে সম্মুখে রাখিয়া কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন (১১)। কিছুদিন অতীত হইল, মন্দরস্থ মহাদেব দেখিলেন যোগিনীগণ ফিরিয়া আসিল না। তখন তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সূর্য্যকে পাঠাইলেন। সূর্য্য কাশীতে গিয়া ধার্ম্মিক দিবোদাসের কিছুমাত্র ছিদ্র বাহির করিতে সমর্থ হইলেন না। এখানে তিনি কাশীর মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যোগিনীদিগের মত সূর্য্যও আর ফিরিলেন না, তখন মহাদেব তাঁহার গণধরদিগকে পূর্ব্বের মত উপদেশ দিয়া কাশীতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারাও কাশীতে আসিয়া কাশীর বিমোহিনীশক্তিতে বিমুগ্ধ হইলেন, যোগিনীগণের ন্যায় তাঁহারাও দিবোদাসের অনিষ্টসাধন করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে মহাদেব তাঁহাদিগের কোন সংবাদ না পাইয়া, বিশেষতঃ কাশীবিরহে অস্থির হইয়া গণেশকে পাঠাইলেন। গণপতি কাশীতে আসিয়া বৃদ্ধ দৈবজ্ঞের বেশ ধরিয়া কাশীবাসীর ভাগ্যলিপি গণনা করিয়া সকলকে বিস্ময়াভিভূত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে কাশীতে থাকিলে সকলেরই ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। বৃদ্ধ দৈবজ্ঞের কথায় কাশীবাসীর মনে ভয় হইল, অনেকেই কাশী পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ক্রমে বৃদ্ধদৈবজ্ঞের অদ্ভুত গণনার কথা দিবোদাসের অন্তঃপুরে পৌঁছিল। এইরূপে গণপতি রাজান্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিয়া রাজমহিলাদিগের ভাগ্যগণনা দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই কপটী দৈবজ্ঞ রাজ্ঞীগণের মধ্যে মহাসম্মান লাভ করিলেন। রাজমহিলাগণ তাঁহার অসাক্ষাতে রাজার নিকট তাঁহার বহুবিধ গুণের প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা মজিলেন। একদিন তিনি বৃদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞরূপী গণপতি নানাপ্রকারে রাজার মনোমুগ্ধ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! উত্তরদেশ হইতে একজন ব্রাহ্মণ আপনার নিকট আগমন করিবেন, তিনি যাহা বলিবেন, আপনি তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিবেন, তাহা হইলে আপনার সকল বিষয় সিদ্ধ হইবে।'

"এদিকে মন্দরাসীন মহেশ্বর গণনাথের বিলম্ব দেখিয়া বিষ্ণুর প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অনেক কথাই উপদেশ করিলেন এবং শেষে কহিলেন, 'হে বিষ্ণো! দেখিও অন্যান্য ব্যক্তি কাশীতে যেরূপ আচরণ করিয়াছে, তুমি যেন সেরূপ করিও না।" বিষ্ণু যথোচিত উত্তর দিয়া হৃষ্টমনে কাশী যাত্রা করিলেন।

বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত কাশীতে আসিয়া কাশীবাসীকে মায়ায় বিমুগ্ধ করিলেন, অধিকাংশ লোকেই স্বধর্ম্মচ্যুত হইতে লাগিল। এদিকে দৈবজ্ঞের উপদেশে রিপুঞ্জয় দিবোদাসের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি সেই ব্রাহ্মণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ দিবসে বিষ্ণু ব্রাহ্মণ-

(৯) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উপোদ্ঘাতপাদে মহাদেবের বারাণসী আগমনের বিষয় ঠিক এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণান্তরে কিছু মতভেদ লক্ষিত হয়। [একাম্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(১০) কাশীখণ্ডে ৫৩ হইতে ৫৮ অধ্যায় মধ্যে দিবোদাস-রিপুঞ্জয়ের অনেক কথা লিখিত আছে।

(১১) এই স্থান এখন চৌষট্টিযোগিনীর ঘাট নামে খ্যাত।

বেশে দিবোদাসের সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ রিপুঞ্জয় অভিপ্রেত ব্রাহ্মণদর্শনে পরম আনন্দলাভ করিলেন, তিনি ব্রাহ্মণবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে দ্বিজোত্তম! বহুদিন রাজ্যভার বহনে আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমার মনে সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে! আপনি অদ্য আমাকে যাহা বলিলেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।' ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু রাজাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি যে বিশ্বনাথকে কাশী হইতে দূর করিয়াছ, ইহাই তোমার একটি মহাদোষ! যদি এই মহাপাপের শান্তি চাও, তবে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর, একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় সহস্র অপরাধ বিনষ্ট হয়।' মহারাজ দিবোদাস জ্যেষ্ঠপুত্র সমঞ্জয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সংসারসংস্রব ত্যাগ করিলেন। তিনি বিষ্ণুর আদেশানুসারে গঙ্গার পশ্চিমতটে একটি শিবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে দিবোদাসেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সপ্তম দিবসে শিবদূত পরিবেষ্টিত জ্যোতির্ম্ময় রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ রিপুঞ্জয় তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এইরূপে মহাত্মা দিবোদাসের নির্ব্বাণ হইল। তৎপরে মহাদেব দেবী পার্ব্বতীর সহিত পুনরায় তাঁহার প্রিয়ক্ষেত্র বারাণসীধামে আগমন করিলেন।"

কাশীখণ্ডের বিবরণপাঠে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, প্রথমতঃ কাশীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রবল ছিল, তৎপরে বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ে এবং বৌদ্ধরাজাদিগের আধিপত্যপ্রভাবে বারাণসী হইতে হিন্দুধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হয়, এমন কি বারাণসী বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। অবশেষে রাজা রিপুঞ্জয়ের রাজত্বকালে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিলে, বৈষ্ণব দ্বারা কাশী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অথবা বৌদ্ধ-আধিপত্য তিরোহিত হয়। কাশিরাজ রিপুঞ্জয় দিবোদাসের * সময় যে কাশীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, তাহা প্রসঙ্গক্রমে কাশীখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—

"ততস্তু সৌগতং রূপং শিশ্রায় শ্রীপতিঃ স্বয়ম্।
অতীব সুন্দরতরং ত্রৈলোক্যস্যাপি মোহনম্॥ ৭২
শ্রীঃ পরিব্রাজিকা জাতা নিতরাং সুভগাকৃতিঃ।....
ততঃ প্রোবাচ পুণ্যাত্মা পুণ্যকীর্ত্তিঃ স সৌগতঃ।
শিষ্যং বিনয়কীর্ত্তিং তং মহাবিনয়ভূষণম্॥ ৮১
ত্বয়া বিনয়কীর্ত্তে যো ধর্ম্মঃ পৃষ্টঃ সনাতনঃ।
বক্ষ্যাম্যহমশেষেণ শৃণুষ তং মহামতে॥ ৮২
অনাদিসিদ্ধঃ সংসারঃ কর্ত্তৃকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
স্বয়ং প্রাদুর্ভবেদেষ স্বয়মেব বিলীয়তে॥ ৮৩
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং যাবদ্দেহনিবন্ধনম্।...
আত্মৈবৈকেশ্বরস্তত্র ন দ্বিতীয়স্তদীশিতা॥ ৮৪
দেহো যথাস্মদাদীনাং স্বকালেন বিলীয়তে।
ব্রহ্মাদিমশকান্তানাং স্বকালাল্লীয়তে তথা॥ ৮৫
বিচার্য্যমাণে দেহেঽস্মিন্ন কিঞ্চিদধিকং কচিৎ।
আহারো মৈথুনং নিদ্রা ভয়ং সর্ব্বত্র যৎ সমম্॥ ৮৬
ব্রহ্মাদিকীটকান্তানাং তথা মরণতো ভয়ম্॥ ৯৩
সর্ব্বে তন্মুভৃতস্তুল্যা যদি বুদ্ধ্যা বিচার্য্যতে।
ইদং নিশ্চিত্য কেনাপি নো হিংস্যঃ কোঽপি কুত্রচিৎ॥ ৯৪
অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইহোক্তঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
তস্মান্ন হিংসা কর্ত্তব্যা নরৈর্নরকভীরুভিঃ॥ ৯৭
হিংসকো নরকং গচ্ছেৎ স্বর্গং গচ্ছেদহিংসকঃ॥ ৯৮
সুখেষু ভুজ্যমানেষু যৎ স্যাদ্দেহবিসর্জ্জনম্।
অয়মেব পরো মোক্ষো ন মোক্ষোঽন্যঃ কচিৎ পুনঃ॥ ১০৬
বাসনাসহিতক্লেশসমুচ্ছেদে সতি ধ্রুবম্।
বিজ্ঞানো পরমো মোক্ষো বিজ্ঞেয়স্তত্ত্বচিন্তকৈঃ॥ ১০৭॥
প্রামাণিকী শ্রুতিরিয়ং প্রোচ্যতে বেদবাদিভিঃ।
ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি নান্যা হিংসা প্রবর্ত্তিকা॥ ১০৮
অগ্নিসোমীয়মিতি যা ভ্রামিকা সাংসতামিহ।
ন সা প্রমাণং জ্ঞাতৄণাং পশ্বালম্ভনকারিকা॥" ১০৯

(কাশীখণ্ডে ৫৮ অঃ)।

ভগবান্ শ্রীপতি ত্রৈলোক্যমোহন অতিসুন্দর সৌগত (বৌদ্ধ) রূপ এবং লক্ষ্মীদেবীও সেই সময়ে পরম মনোহর পরিব্রাজিকারূপ ধারণ করিলেন।...পুণ্যকীর্ত্তি নামক বৌদ্ধ পরিব্রাজকরূপধারী ভগবান্ তাঁহার প্রিয় শিষ্য বিনয়ভূষণ বিনয়কীর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ নিজ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—'হে বিনয়কীর্ত্তে! তুমি সনাতন ধর্ম্মবিষয়ক যে সকল প্রশ্ন করিলে আমি অশেষপ্রকারে সেই সকল বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই সংসার অনাদি, ইহার কর্ত্তা কেহই নাই, ইহা স্বয়ং প্রাদুর্ভূত এবং আপনিই বিলয়প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত যত দেহী আছে, এক অদ্বিতীয় আত্মাই সে সকলের ঈশ্বর, ইহা হইতে অন্য কোন স্বতন্ত্র স্রষ্টার অস্তিত্ব নাই। আমাদের এই দেহ যেমন কালবশে বিলীন হয়, সেই ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে মশক পর্য্যন্ত সকল

* এই দিবোদাস মহাভারত ও পুরাণোক্ত প্রতর্দ্দনের পিতা দিবোদাস হইতে স্বতন্ত্র।

প্রাণিরই দেহ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কালানুসারে বিলয় প্রাপ্ত হইবে। বিচারপূর্ব্বক দেখিলে এই জীবগণের দেহে পরস্পর কোন প্রকার ন্যুনাধিক্য নাই, কারণ সর্ব্বত্র সর্ব্বদেহে আহার, নিদ্রা ও ভয় সমভাবেই বিদ্যমান। আমাদের যেমন মরণভয়, সেই প্রকার ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকল দেহধারীরই মৃত্যুভয় আছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিলে ইহাই স্থির হয় যে, সকল প্রাণীই সমান, সুতরাং যাহাতে কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা না হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম" ইহা পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, এই কারণে নরকভীত পুরুষগণ কখন প্রাণিহিংসা করিবেন না। হিংসাকারী ভীষণ নরকে গমন করে, অহিংসক ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে। সুখ ভোগ করিতে করিতে দেহবিসর্জ্জনের নামই পরমমোক্ষ, ইহা ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার মোক্ষ নাই। বাসনার সহিত পঞ্চবিধ ক্লেশের সমুচ্ছেদ হইলে পর, বিজ্ঞানের নামই যথার্থ মোক্ষ, তত্ত্বজ্ঞানিব্যক্তিগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া থাকেন। 'সমস্ত ভূতগণকে হিংসা করিবে না' বেদবাদিগণ এই প্রামাণিক শ্রুতিই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হিংসাপ্রবর্ত্তক কোন শ্রুতিই প্রামাণিক নহে। 'অগ্নিষোমীয়ে পশুহত্যা করিবে' ইত্যাদি যে শ্রুতি আছে, তাহা কেবল অসাধুদিগের ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্য, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।" ইত্যাদি।

কাশীখণ্ডে যদিও লিখিত হইয়াছে যে বিষ্ণু কাশীবাসীকে মোহিত করিবার জন্য বৌদ্ধরূপ পরিগ্রহ করেন। বস্তুতঃ ইহা যে রূপক বর্ণনামাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সময়ে যে কাশীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিয়া ছিল, উক্ত প্রস্তাবে এইমাত্র অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ রিপুঞ্জয় দিবোদাসও প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

"সংসেবিষ্যামহে রাজন্নসুরাস্ত্বাং স্ববৈভবৈঃ॥ ২০
বয়ং যতস্ত্বদ্বিষয়ে সুরাবাসোঽপি দুর্লভঃ।"

অসুরগণ এই বলিয়া তাঁহার (রাজা রিপুঞ্জয় দিবোদাসের) স্তব করিত, 'আপনার রাজ্যে দেবগণ থাকিতে পারেন না, সুতরাং আমরা স্ব স্ব বিভবানুসারে আপনার সেবা করিব।'

উক্ত শ্লোকে ইহাই অনুমিত হয় যে, অসুর অর্থাৎ দেববিদ্বেষিগণ সর্ব্বদাই রাজা রিপুঞ্জয়ের নিকট থাকিত এবং দেবগণ অর্থাৎ দেবভক্ত ব্রাহ্মণাদি তাঁহার রাজ্যে বড় একটা বাস করিতেন না। বোধ হয়, কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময়ে এই ধার্ম্মিক বৌদ্ধরাজাই রাজত্ব করিতেছিলেন এবং পরে এই রাজা ব্রাহ্মণ-কর্তৃক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহারই সময় হইতে পবিত্র বারাণসীধামে পুনরায় দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। বিষ্ণুপুরাণেও একস্থলে লিখিত আছে, বিষ্ণু একবার চক্রদ্বারা বারাণসী দগ্ধ করিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপু° ৫ অংশ, ৩৪ অঃ)

বারাণসীতে যে এককালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, অদ্যাপি তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। বারাণসীর পার্শ্ববর্ত্তী সারনাথ বৌদ্ধদিগের একটি পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক ফা-হি-য়ান এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে হিউএন্ সিয়াং এই সারনাথে আগমন করিয়াছিলেন, তখনও এই স্থানে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি ছিল, অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। [সারনাথ দেখ।] এখনও কাশীপুরীতে বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ যৎসামান্য দেখিতে পাওয়া যায়। (যথাস্থানে বিবৃত হইবে।)

কোন্ সময়ে কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন! খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন বারাণসীতে আসিয়াছিলেন, তখন কাশীতে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল। তিনি বারাণসীধামে শতাধিক দেবমন্দির ও প্রায় দশসহস্র দেবোপাসক দর্শন করিয়াছিলেন *। শ্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীর মতে উৎকলরাজ যযাতিকেশরী ৩৯৬ শকে ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর বারাণসীর অনুকরণে নির্ম্মিত হয়। [একাম্র দেখ।] সুতরাং তাহারও পূর্ব্বে কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বারাণসীর উল্লেখ আছে এবং তৎকালে শিবোপাসনাও প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। [পতঞ্জলি দেখ।] সম্ভবতঃ বৌদ্ধরাজ অশোকের মৃত্যু হইবার পর এবং মহাভাষ্য রচিত হইবার সময়ে বারাণসীতে হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় প্রবল হইতে আরম্ভ হয়।

হিন্দুর নিকট কাশী অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ জগতে আর নাই। প্রাচীন মুনিঋষিগণ প্রাণভরিয়া এই মুক্তিধাম কাশীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

মৎস্যপুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছে—

"ইদং গুহ্যতমং ক্ষেত্রং সদা বারাণসী মম।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং হেতুর্মোক্ষস্য সর্ব্বদা॥" ১৮০।৪৭।

* এই সময়ে বারাণসীতে ৩০০০ মাত্র বৌদ্ধ ছিল

আমার এই বারাণসী ক্ষেত্র সর্ব্বদাই গুহ্যতম, ইহা নিয়তই সমস্ত জীবগণের মোক্ষলাভের হেতু।

"বিষয়াসক্তচিত্তোঽপি ত্যক্তধর্ম্মরতির্নরঃ॥ ৭১॥
ইহক্ষেত্রে মৃতঃ সোঽপি সংসারং ন পুনর্বিশেৎ।"

ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে একান্ত আসক্ত চিত্ত হইলেও যদি তাহার এই বারাণসী-ক্ষেত্রে মরণ হয়, তবে সে ব্যক্তিকে আর সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না, নিশ্চয়ই তাহার মুক্তি লাভ হয়।

"অবিমুক্তস্য কথিতং ময়া তে গুহ্যমুত্তমম্॥ ৭৫
অতঃ পরতরং নাস্তি সিদ্ধিগুহ্যং মহেশ্বরি!।"

হে দেবি! মহেশ্বরি! এই আমি অবিমুক্তক্ষেত্রের অতিশয় গুহ্যবিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, ফলতঃ ইহা অপেক্ষা সিদ্ধিবিষয়ে উৎকৃষ্টতর বিষয় সংসারে আর নাই।

"অকামো বা সকামো বা হ্যপি তির্য্যগ্গতোঽপি বা।
অবিমুক্তে ত্যজন্ প্রাণান্ মম লোকে মহীয়তে॥" ১৮১।২২।

অকাম বা সকামই হউক অথবা তির্য্যগ্যোনিজাতই হউক, অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই আমার লোকে (শিবলোকে) পূজা প্রাপ্ত হয়।

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়—

"পঞ্চক্রোশ্যাঃ পরং নান্যৎ ক্ষেত্রঞ্চ ভুবনত্রয়ে।" ৪৯।৯৩।

এই ত্রিভুবন মধ্যে পঞ্চক্রোশী (বারাণসী) অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য কোন ক্ষেত্র জগতে আর নাই।

"ধর্ম্মস্যোপনিষৎ সত্যং মোক্ষস্যোপনিষচ্ছমঃ।
ক্ষেত্রতীর্থোপনিষদমবিমুক্তং বিদুর্বুধাঃ॥ ৫০।৩১।

সত্যই যেমন ধর্ম্মের উপনিষৎ অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম রহস্য এবং শান্তিই যেমন মোক্ষের গুহ্যতম বিষয়, সেইরূপ অবিমুক্ত ক্ষেত্রকেই বুধগণ ক্ষেত্র ও তীর্থ মধ্যে উৎকৃষ্টতম রহস্য বিষয় বলিয়া অবগত আছেন।

লিঙ্গপুরাণে (৯২ অধ্যায়ে)—

"নৈমিষে চ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে চ পুষ্করে॥ ৪৬
স্নানাৎ সংসেবনাদ্বাপি ন মোক্ষঃ প্রাপ্যতে যতঃ।
ইহ সম্প্রাপ্যতে যেন তত এতদ্বিশিষ্যতে॥ ৪৭
প্রয়াগে বা ভবেন্মোক্ষ ইহ বা মৎপরিগ্রহাৎ।
প্রয়াগাদপি তীর্থাগ্র্যাদবিমুক্তমিদং শুভম্॥ ৪৮
কুবেরোঽত্র মম ক্ষেত্রে ময়ি সর্ব্বার্পিতক্রিয়ঃ।
ক্ষেত্রসংসেবনাদেব গণেশত্বমবাপ হ॥ ৫৭
পরাশরসুতো যোগী ঋষির্ব্যাসো মহাতপাঃ।
মম ভক্তো ভবিষ্যশ্চ বেদসংস্থাপ্রবর্ত্তকঃ॥ ৫৯
রংস্যতে সোঽপি পদ্মাক্ষি! ক্ষেত্রেঽস্মিন্ মুনিপুঙ্গবঃ।
ব্রহ্মা দেবর্ষিভিঃ সার্দ্ধং বিষ্ণুর্বাপি দিবাকরঃ॥ ৬০
দেবরাজস্তথা শক্রো যেঽপি চান্যে দিবৌকসঃ।
উপাসতে মহাত্মানঃ সর্ব্বে মামিহ সুব্রতে॥" ৬১

হে পদ্মাক্ষি! নৈমিষক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার ও পুষ্কর এই সকল তীর্থে স্নান অথবা অবস্থানপূর্ব্বক সেবা করিলে তদ্দ্বারা জীবগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহা শ্রেষ্ঠতম, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার অধিষ্ঠানহেতু প্রয়াগে অথবা এই স্থানে মোক্ষলাভ হয়, তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগ অপেক্ষাও এই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর। কুবের আমাতে সমস্ত ক্রিয়াসমর্পণপূর্ব্বক আমার এই ক্ষেত্রের সেবা করিয়াই গণেশত্ব লাভ করিয়াছে। আমার ভক্ত পরাশরপুত্র যোগিপ্রবর মহাতপাঃ ঋষিবর ব্যাসদেব বেদবিভাগকর্ত্তা ও বেদমর্য্যাদার প্রবর্ত্তক হইবেন, সেই মুনিবরও এইস্থানে পরমানন্দে অবস্থান করিবেন, অধিক কি, দেবর্ষিগণের সহিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দিবাকর, দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য মহাত্মা দেবগণ সকলেই এই স্থানে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন।

কূর্ম্মপুরাণে (পূর্ব্বভাগে ৩০ অধ্যায়ে)—

"জ্ঞানধ্যাননিবিষ্টানাং পরমানন্দমিচ্ছতাম্!
যা গতির্বিহিতা পুত্র! সাবিমুক্তে মৃতস্য তু॥ ৫৮
যানি কাম্যবিমুক্তানি দেবৈরুক্তানি নিত্যশঃ।
পুরী বারাণসী তেভ্যঃ স্থানেভ্যোঽপ্যধিকা শুভা॥ ৫৯
যত্র সাক্ষান্ মহাদেবো দেহান্তে স্বয়মীশ্বরঃ।
ব্যাচষ্টে তারকং ব্রহ্ম তথৈব হ্যবিমুক্তকম্॥ ৬০
ভ্রূমধ্যে নাভিমধ্যে চ হৃদয়েঽপি চ মূর্দ্ধনি।
যথাবিমুক্তমাদিত্যে বারাণস্যাং ব্যবস্থিতম্॥ ৬২
বরণায়াস্তথা চাস্যা মধ্যে বারাণসী পুরী।
বারাণস্যাঃ পরং স্থানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥" ৬৪

যাহারা পরমানন্দ লাভের বাসনা করিয়া জ্ঞানে ও ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত, হে সুলোচনে! তাহাদের যে গতি হয়, অবিমুক্তে মৃতব্যক্তিগণেরও সেই গতি লাভ হইয়া থাকে। দেবগণ যে সকল কাম্যবর্জ্জিত স্থানের কথা কহিয়া থাকেন, সেই সমস্ত স্থান অপেক্ষা এই বারাণসী শ্রেষ্ঠতমা ও শুভদায়িনী। ইহাতে প্রাণপরিত্যাগ সময়ে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মহাদেব ভ্রূ, নাভি ও হৃদয়ে তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যেমন আদিত্য মধ্যে সেইরূপ বারাণসীতে অবিমুক্তক্ষেত্র অবস্থিত আছে। বরণা ও অসি এই দুই নদীর মধ্যস্থলে বারাণসীপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে, বারাণসীর তুল্য স্থান এ পর্য্যন্ত হয় নাই ও হইবে না।

কাশীখণ্ডে (২২ অধ্যায়ে)—

"অবিমুক্তাম্মহাক্ষেত্রাদ্বিশ্বেশসমধিষ্ঠিতাৎ।
ন চ কিঞ্চিৎ কচিদ্রম্যমিহ ব্রহ্মাণ্ডগোলোকে॥ ৮২
ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ন ভবেৎ পঞ্চক্রোশপ্রমাণতঃ॥ ৮৩
যথা যথা হি বর্দ্ধেত জলমেকার্ণবস্য চ।
তথা তথোন্নয়েদীশস্তৎক্ষেত্রং প্রলয়াদপি॥ ৮৪
ক্ষেত্রমেতত্রিশূলাগ্রে শূলিনস্তিষ্ঠতি দ্বিজ।
অন্তরিক্ষে ন ভূমিষ্ঠং নৈক্ষন্তে মূঢ়বুদ্ধয়ঃ॥" ৮৫

যেখানে বিশ্বেশ্বর বাস করেন, সেই মহাক্ষেত্র অবিমুক্ত অপেক্ষা মনোরম ও মঙ্গলদায়ক বস্তু এই ব্রহ্মাণ্ডগোলোক-মধ্যে কোথাও নাই। এই স্থান পঞ্চক্রোশ পরিমিত। প্রলয়কালে একার্ণবের জল যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, মহাদেব সেই পরিমাণে এই ক্ষেত্র উন্নমিত করিয়া উচ্চে তুলিয়া থাকেন। দ্বিজবর! এইক্ষেত্র শূলধারী মহাদেবের ত্রিশূলের অগ্রভাগে অবস্থিত। ইহা আকাশে ও ভূমিতে অবস্থিত নয়, মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে না।

কাশীখণ্ডে (৫। ২৪—২৯)—

"ক্ষেত্রং পবিত্রং হি যথাঽবিমুক্তং
নান্যাত্তথা যচ্ছ্রুতিভিঃ প্রযুক্তম্।
ন ধর্ম্মশাস্ত্রৈর্ন চ তৈঃ পুরাণৈঃ
স্তস্মাচ্ছরণ্যং হি সদাঽবিমুক্তম্॥
সহোবাচেতি জাবালিরারুণে ঽসিরিড়া মতা।
বরণা পিঙ্গলা নাড়ী তদন্তস্ত্ববিমুক্তকম্॥
সা সুষুম্না পরা নাড়ীত্রয়ং বারাণসী ত্বসৌ।
তদত্রোৎক্রমণে সর্ব্বজন্তূনাং হি শ্রুতৌ হরঃ॥
তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে তেন ব্রহ্ম ভবন্তি হি।
এবং শ্লোকো ভবত্যেষ আহুর্বৈ বেদবাদিনঃ॥
নাবিমুক্তসমং ক্ষেত্রং নাবিমুক্তসমা গতিঃ।
নাবিমুক্তসমং লিঙ্গং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ॥"

এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র যেমন পবিত্র জগতে অন্য কোনও স্থান সেরূপ নাই; ইহা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র বা পুরাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এমত নহে, স্বয়ং শ্রুতি তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদাই অবিমুক্ত ক্ষেত্র আশ্রয় করা জীবগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

সুপ্রসিদ্ধ মুনিশ্রেষ্ঠ জাবালি বলিয়াছেন, 'যে হে আরুণে! অসি নদী ইড়া, বরণানদী পিঙ্গলা এবং ঐ উভয়ের মধ্যস্থিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র সুষুম্না নাড়ী বলিয়া অভিহিত হয়। এই নাড়ীত্রয়কেই বারাণসী বলিয়া থাকে। এই বারাণসীতে জীবগণের প্রাণ পরিত্যাগকালে ভগবান্ মহাদেব দক্ষিণ-কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করেন, তাহাতে জীবগণ ব্রহ্মের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ শ্লোক কীর্ত্তন করেন যে, "অবিমুক্তের সমান ক্ষেত্র নাই, অবিমুক্তের সমান সদগতিদায়ক স্থান আর নাই, অবিমুক্তস্থিত শিবলিঙ্গ তুল্য অন্য শিবলিঙ্গ আর কোথাও নাই, এই বাক্য নিশ্চয়ই সত্য, তাহাতে কোনও সংশয় নাই।

"কলৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ কলৌ বারাণসী পুরী।" ৩২।২৫।

কলিকালে বিশ্বেশ্বরই একমাত্র দেব এবং বারাণসীই একমাত্র মোক্ষপুরী।

দেব দেব বিশ্বেশ্বর বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ এই বিশ্বেশ্বররূপী ভগবানের আরাধনা করিয়া আসিতেছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ ও শিব প্রভৃতি পুরাণে বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

"পঞ্চক্রোশ্যাঃ পরং নান্যৎ ক্ষেত্রঞ্চ ভুবনত্রয়ে॥
অথবা পাপিনাং পাপস্ফোটনায় স্বয়ং হরঃ।
মর্ত্ত্যলোকে শুভং ক্ষেত্রং সমাস্থায় স্থিতঃ সদা।
যথা তথাপি ধন্যেয়ং পঞ্চক্রোশী মুনীশ্বরাঃ॥ ৯৪
যত্র বিশ্বেশ্বরো দেবো হ্যাগত্য সংস্থিতঃ স্বয়ম্।
যদ্দিনং হি সমারভ্য হরঃ কাশ্যামুপাগতঃ॥ ৯৫
তদ্দিনং হি সমারভ্য কাশী শ্রেষ্ঠতরা হ্যভূৎ॥"

(শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৪৯ অঃ।)

হে মুনীন্দ্রগণ! পঞ্চক্রোশীর তুল্য উৎকৃষ্ট স্থান ত্রিভুবন মধ্যে আর নাই। অথবা পাপিগণের পাপ বিনাশের নিমিত্ত স্বয়ং মহেশ্বর মর্ত্ত্যলোকে এই পরমোৎকৃষ্ট স্থান সংস্থাপনপূর্ব্বক নিয়তই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। অতএব এই পঞ্চক্রোশী ত্রিলোক মধ্যে ধন্য। এখানে স্বয়ং দেবদেব বিশ্বেশ্বর আসিয়া অবস্থিত আছেন। যে দিন হইতে মহাদেব কাশীতে আগমন করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই এই বারাণসী অতি শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণে (১৮২। ১৭)—

"ন কেবলং ব্রহ্মহত্যা প্রাকৃকৃতা চ নিবর্ত্ততে।
প্রাপ্য বিশ্বেশ্বরং দেবং ন সা ভূয়োঽভিজায়তে॥"

এই ক্ষেত্রে কেবল ব্রহ্মহত্যা নয়, পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্মই নিবৃত্ত হয়, দেবদেব বিশ্বেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত কর্ম্ম সকল আর পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং মোক্ষলাভ হয়।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং বারাণসীতে আসিয়া শত হস্ত উচ্চ তাম্রময় বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন *।

* La Vie de Hiouen Thsang par Stanislas Julien, p. 430.

এখন সেই শতহস্ত উচ্চ তাম্রময় লিঙ্গ কোথায়? সাড়ে বার শতবর্ষ পূর্ব্বে চীন-পরিব্রাজক যে শতহস্ত উচ্চ তাম্রময় লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন, এখন তাহার নিদর্শন নাই অথবা তৎপরবর্ত্তী কোন প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখমাত্র নাই। বোধ হয়, শাহাবুদ্দীন্ ঘোরি যে সময়ে বারাণসী লুণ্ঠন করিতে আসেন, সেই সময় সেই পবিত্র তাম্রলিঙ্গ ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক বিচূর্ণিত বা বিধ্বস্ত হইয়া থাকিবে। বোধ হয়, তৎপরে হিন্দুরাজগণের সময়ে পুনরায় যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই আমরা দেখিতে পাই।
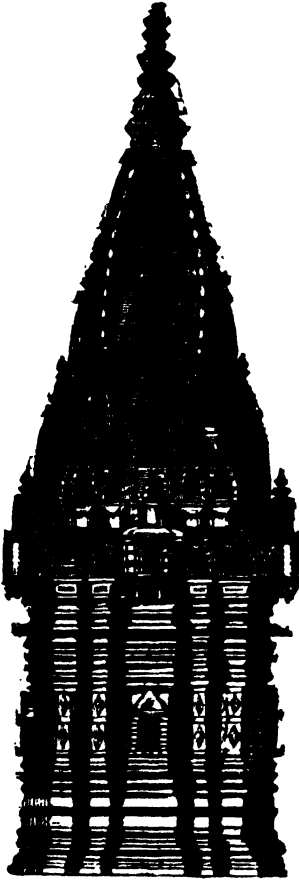
বিশ্বেশ্বরের মন্দির।

এখন যে বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণকলস ও স্বর্ণচূড়াবিলম্বিত সুন্দর মন্দির নয়নগোচর হয়, তাহা শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন বিশ্বেশ্বরের অনতিদূরে যে অরঙ্গজিবের মসজিদ্ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে সেইখানেই বিশ্বেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দির ছিল। হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজিব সেই মন্দির নষ্ট করিয়া মুসলমান মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। অনেকে বলেন, সেই মন্দিরই এখন মস্‌জিদরূপে পরিণত হইয়াছে, মুসলমানেরা তাহার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে মাত্র। মস্‌জিদের পশ্চিমভাগে এখনও প্রাচীন হিন্দুদেবালয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এখনও এই মস্‌জিদের নিম্নতলে বৌদ্ধগঠনের বিহারগৃহ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, হিন্দুগণ প্রবল হইলে বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলুপ্ত করিবার জন্য প্রাচীন বিহারের উপরেই দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আবার কেহ বলেন, অরঙ্গজিব-মস্‌জিদের অনতিদূরে যে 'আদি-বিশ্বেশ্বরের' মন্দির রহিয়াছে, পূর্ব্বে সেইখানেই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই মন্দিরের পার্শ্বেই মুসলমান মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হওয়ায় লিঙ্গ স্থানান্তরিত হয়। এই আদিবিশ্বেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বেও মস্‌জিদ্ আছে, কিন্তু এই মস্‌জিদ্ সম্পূর্ণ হয় নাই। এই মস্‌জিদ্‌টিও আদি-বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের একাংশ বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে যে মন্দির ছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া তাহারই পাথরে ও তাহারই পোস্তার উপর এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহার কোন কোন অংশ দেখিলে অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কাহারও মতে ইহা প্রাচীন বৌদ্ধদিগের সময়ে নির্ম্মিত।

বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দির সমচতুরস্র প্রাঙ্গণের উপর অবস্থিত। উহা চূড়াসমেত ৩৪ হাত উচ্চ।

এই মন্দির কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, তাহা ঠিক জানা যায় না। মহারাজ রণজিৎসিংহ মন্দিরের খিলান, চূড়া ও সমুদায় কলস তামার উপর সোণা দিয়া মুড়িয়া দেন। সূর্য্যালোকে দূর হইতে দর্শন করিলে ইহার অপূর্ব্বশোভায় নয়ন ঝলসিয়া যায়। স্বর্ণোজ্জ্বল চূড়ার উপর ত্রিশূল ও তাহার পার্শ্বে পতাকা উড়িতেছে!

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের খিলানের নীচে ৯টী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘণ্টাটি নেপালরাজ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত। মন্দিরের উত্তরে বিশ্বেশ্বরের সভা, এখানে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। এই পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিলে মনে অদ্ভুতরসের আবির্ভাব হয়, দেখিতে পাইবে ভারতবর্ষের সকল স্থানের সর্ব্বজাতীয় হিন্দু ভক্তিভাবে বিশ্বেশ্বরের পবিত্র লিঙ্গ দর্শনে উপস্থিত! ভক্তগণের মুখ নিঃসৃত হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর রবে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কেহ যোড়হস্তে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিতেছে, কেহ বা উদাত্তাদিস্বরে বেদপাঠ করিতেছে, কেহ বা সুমধুর স্বরে শিবস্তোত্র গান করিয়া ভক্তের হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করিতেছে! আহা! ভারতবর্ষের নানাস্থানের আবালবৃদ্ধবনিতার একত্র সমাবেশ, এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না। ভক্ত হিন্দুর প্রকৃত ছবি অদ্যাপি বিশ্বেশ্বরগৃহে প্রকাশমান! যখন

বিশ্বেশ্বরের সন্ধ্যা আরতি হয়, বেদধ্বনিতে যখন হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে! সেই দৃশ্য কি অপার্থিব!

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে 'জ্ঞানবাপী' নামক পবিত্র কূপ। শিবপুরাণে এই কূপ "বাপীজল" নামে বর্ণিত হইয়াছে (১)।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে –

"রুদ্ররূপী ঈশান ত্রিশূলদ্বারা এখানকার ভূমি খনন করিয়া এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন। সেই কুণ্ড হইতে পৃথিবী অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল নির্গত হইল এবং সেই জলে বসুন্ধরা আবৃত হইল। তখন রুদ্রমূর্ত্তি ঈশানদেব তাহার সহস্র কলস জল লইয়া জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বেশ্বররূপী মহালিঙ্গকে স্নান করাইলেন। ভগবান্ বিশ্বেশ্বর রুদ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর দিলেন, যাহারা শিব শব্দের অর্থ চিন্তা করে, তাহারা শিবশব্দের অর্থ "জ্ঞান" বলিয়া থাকে, সেই জ্ঞানই আমার মহিমায় এখানে জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এই জন্য এই তীর্থ "জ্ঞানোদ" নামে বিখ্যাত হইবে (২)। এই তীর্থ স্পর্শ করিলে সর্ব্বপাপ দূরীভূত হয়, স্পর্শ ও আচমন করিলে অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। ইহার নাম শিবতীর্থ, ইহাই শুভজ্ঞানতীর্থ, ইহারই নাম তারকতীর্থ এবং ইহাই প্রকৃত মোক্ষতীর্থ। এই তীর্থ জলে শিবলিঙ্গকে স্নান করাইলে, সর্ব্বতীর্থের ফল লাভ হয়। জ্ঞানস্বরূপ আমিই এখানে দ্রবমূর্ত্তি হইয়া জীবগণের জড়তা বিনাশ ও জ্ঞানোপদেশ করিতেছি।" (কাশীখণ্ড ৩৩ অঃ)। কাশীখণ্ডের অন্য স্থলে লিখিত হইয়াছে—

"দণ্ডনায়ক সেই জ্ঞানবাপীর জল দুর্বৃত্তগণ হইতে রক্ষা করিতেছেন এবং সুভ্রম ও বিভ্রম নামক গণদ্বয় সর্ব্বদা দুর্বৃত্তগণের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে। মহাদেবের যে অষ্টমূর্ত্তির বিষয় উক্ত আছে, এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাপী সেই অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম জলময়ী মূর্ত্তি।" (৩৪ অঃ)

(১) "অবিমুক্তেশ্বরঃ দেবং সংসারোদ্ভবমোচনম্।
বাপীজলস্তু তত্রাস্তং দেবদেবস্য সন্নিধৌ।
স্পর্শনাদ্দর্শনাৎ তস্য কৃতার্থা মানবা ভুবি।
দুর্লভস্তু কলৌ দিব্যোস্তজ্জলং হ্যমৃতোপম্।
তারণং সর্ব্বজন্তূনাং নানাপাপস্য নাশনম্।"
শিবপুরাণে সনৎকুমারসংহিতা ৪১। ২৬-২৮।

(২) "শিবং জ্ঞানমিতি ব্রূয়ুঃ শিবশব্দার্থচিন্তকাঃ।
তচ্চ জ্ঞানং দ্রবীভূতমিহ মে মহিমোদয়াৎ।
অতো জ্ঞানোদং নামৈতত্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।"
কাশীখণ্ড ৩০। ৩২-৩৩।

প্রধান এইরূপ—যখন কালাপাহাড় কাশীর দেবমন্দির সকল ধ্বংস করিতে যায়, বিশ্বেশ্বর এই জ্ঞানবাপীর মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। এখনও সহস্র সহস্র তীর্থ-যাত্রী এখানে দেবের পূজা করিতে আসিয়া থাকে।

জ্ঞানবাপীর উপর একটি নাতি-উচ্চ ছাদ আছে, এই ছাদ আবার ৪০টি পাথরের থামের উপর। ইহার গঠন অতি সুন্দর, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ারাজ দৌলতরায় সিন্ধিয়ার বিধবাপত্নী শ্রীমতী বৈজ বাই উহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

জ্ঞানবাপীর পূর্ব্বে নেপালরাজপ্রদত্ত পাঁচহাত উচ্চ একটি বৃষভমূর্ত্তি এবং এখানে হায়দরাবাদের রাণীর মন্দির আছে। নিকটে কতকগুলি পবিত্রস্থানও আছে।

এখানে দাঁড়াইয়া উত্তরপশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমেই ৪০ হাত উচ্চ 'আদিবিশ্বেশ্বর'-মন্দির নয়নগোচর হয়। তাহারই অদূরে 'কাশীকর্ব্বট' নামক পবিত্র কূপ। অনেকের বিশ্বাস, যে ডুব দিয়া এই কর্ব্বট উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। সেই উদ্দেশ্যে মধ্যে দুই একজন এই কূপে ডুবিয়া মরে, গবর্ণমেণ্ট এই জন্য কূপের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তৎপরে এখানকার পাণ্ডার বিস্তর আবেদনে, এখন প্রতি সোমবারে একবার করিয়া মুখ খুলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

কাশীকর্ব্বটের নিকট অনেকগুলি সুন্দর দেবালয় আছে। সেই সকল দেবালয়গাত্রে অতি চমৎকার কারুকর্ম্ম ও শিল্প-নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। তৎপরে শনৈশ্চরেশ্বর লিঙ্গের মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে—সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। শনৈশ্চরেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে মানব দেহান্তে কাশিলোকে সুখভোগ করিতে পারেন। (৭অঃ)। শনৈশ্চর-লিঙ্গের শিরোভাগ রৌপ্যময়, নিম্নভাগ পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা আবৃত।

শনৈশ্চরেশ্বরের নিকটেই অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির। হিন্দুর বিশ্বাস যে কাশীতে কেহ অনাহারে থাকে না, এই অন্নদায়িনী দেবী অন্ন দিয়া দীন দরিদ্র সকলেরই দুঃখ দূর করেন। অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইবার পথে অসংখ্য দীন দরিদ্র ভিক্ষার্থ বসিয়া আছে, মন্দির হইতে ভিক্ষাস্বরূপ একহাতা কলাই দিবার প্রথা আছে; এখানে সকলেই ভিক্ষা পাইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার বর্ত্তমান মন্দির প্রায় ১৮০ বর্ষ পূর্ব্বে পুণার মহারাষ্ট্ররাজ কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। মন্দিরস্থ নানারত্নবিভূষণা ত্রৈলোক্যমোহিনী অন্নপূর্ণার পবিত্রমূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের মন প্রকৃতই বিমোহিত হয়। মন্দিরের একধারে সপ্তাশ্বযোজিত রথোপরি সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি বিরাজ

করিতেছে। এতদ্ভিন্ন গৌরীশঙ্কর, গণেশ ও হনুমানের মূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্ স্থানে আছে।

শনৈশ্চরেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে শুক্রেশ্বরের ক্ষুদ্র মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে, "পুরাকালে ভৃগুনন্দন শুক্র এই স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন। এই শুক্রপ্রতিষ্ঠিত শুক্রেশ্বরের পূজা করিলে মানব পুত্রবান্, সৌভাগ্যশালী ও পরমসুখী হয়। শুক্রেশ্বরের ভক্ত শুক্রলোকে বাস করিয়া থাকে।" (১৬ অঃ) *।

বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে কালভৈরবের মন্দির। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, "মহেশ্বর ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য নিজ কোপ হইতে এক ভৈরবপুরুষ সৃষ্টি করেন, সেই পুরুষই কালভৈরব। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পঞ্চমুখ ছিল, কালভৈরব তাঁহার পঞ্চম মস্তক ছেদন করেন। কালভৈরব এই ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাপ অপনয়নের জন্য কাপালিকব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মার সেই কপালহস্তে ভিক্ষার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করেন। তিনি বহুতর তীর্থ পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু সেই কপাল কোথাও বিমুক্ত হইল না। কি আশ্চর্য্য! কালভৈরব কাশীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার হস্ত হইতে সেই কপাল নিপতিত হইল, ব্রহ্মহত্যাও ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইল! 'যে স্থানে সেই কপাল পতিত হইয়াছিল, তাহাই কপালমোচন তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।' (কূর্ম্মপু° ৩৪। ১৮।) তৎপরে কালভৈরব কপালমোচন তীর্থকে সম্মুখে রাখিয়া ভক্তগণের পাপতাপ দূর করিবার জন্য সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিয়া কালভৈরবের নিকট রাত্রিজাগরণ করিলে মহাপাপ দূর হয়। কালভৈরবের পূজা করিয়া যে যাহা কামনা করে, তাহার সেই কামনাই সিদ্ধ হয়।"

(কাশীখ° ৩১)।

কালভৈরব বা ভৈরবনাথের বর্ত্তমান মূর্ত্তি প্রস্তরে গঠিত কৃষ্ণাভ ঘোর নীলবর্ণ; তাঁহার দুই চক্ষু রৌপ্যময়, তাঁহার অধিষ্ঠান স্বর্ণময়। পার্শ্বে তাঁহার কুক্কুরের মূর্ত্তি। ভৈরবনাথের মন্দির দেখিবার যোগ্য, মন্দিরগাত্র বিবিধবর্ণে অলঙ্কৃত এবং দেবলীলা চিত্রিত, বিশেষতঃ প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে অতিসুন্দর দশাবতারের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। মন্দিরের চৌকাটে দুইপার্শ্বে দ্বারপালেশ্বরের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান।

কালভৈরবের বর্ত্তমান মন্দির প্রায় ৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে পুণার বাজিরাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মন্দিরের বহির্ভাগে ভৈরবনাথের পূর্ব্বতন মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। মন্দির মধ্যে মহাদেব, গণেশ ও সূর্য্যনারায়ণমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। কাশীতে ৪টি শীতলাদেবীর মন্দির আছে, তন্মধ্যে ভৈরবনাথের মন্দিরের নিকটে একটী; এই শীতলামন্দিরে সপ্তভগিনী মূর্ত্তি আছে।

কালভৈরবের অনতিদূরে দণ্ডপাণির মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে -"হরিকেশ নামে এক যক্ষ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার হৃদয়ে শিবভক্তি উদ্দীপিত হয়। তিনি শয়নে সর্ব্বদাই মহাদেবের বিভূতি দর্শন করিতেন। বালককালেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে আসিয়া মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল পরে, মহাদেব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন, 'হে যক্ষ! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই ক্ষেত্রের দণ্ডধর হও। আজ হইতে তুমি এই কাশীস্থ দুষ্টের শাসক ও শিষ্টের পালক হইয়া অবস্থান কর। তুমি দণ্ডপাণি নামে প্রসিদ্ধ হইবে, আমার সম্ভ্রম ও উদ্‌ভ্রম নামে গণদ্বয় সর্ব্বদা তোমার অনুগামী হইয়া চলিবে। কাশীবাসীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে তুমি তাহাদের গলে সুনীলরেখা, হস্তে সর্প বলয়, ভালে লোচন, পরিধানে কৃত্তিবাস, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, কপালে চন্দ্রকলা ও বাহনার্থ বৃষ প্রদান করিবে। তুমিই কাশীবাসীর অন্নদাতা, প্রাণদাতা, জ্ঞানদাতা ও মোক্ষদাতা।' তদবধি দণ্ডপাণি মহাদেবের আদেশে সম্যক্‌রূপে বারাণসী শাসন করিতেছেন *। কাশীতে দণ্ডপাণির পূজা না করিলে, কাহারও সুখলাভ ঘটে না।"

(কাশীখ° ৩২ অঃ)।

দণ্ডপাণির প্রস্তরমূর্ত্তি প্রায় ৩ হাত উচ্চ। প্রতি রবি ও মঙ্গলবারে যাত্রিগণ দণ্ডপাণির পূজা করিয়া থাকেন।

দণ্ডপাণি ও ভৈরবনাথের মন্দিরের মাঝামাঝি নবগ্রহের মন্দির; এখানে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নবগ্রহ মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে।

কালভৈরবের অনতিদূরে কালোদক বা কালকূপ। এই তীর্থে স্নান করিলে পিতৃগণের উদ্ধার হয়। (কাশীখ° ৩১। ১৯) এই কূপটি এমনি ভাবে অবস্থিত যে, ঠিক মধ্যাহ্নের সময় সূর্য্যরশ্মি ইহার জলে পতিত হয়, সেই সময়ে অনেকে অদৃষ্টপরীক্ষার্থ এই কালকূপ দর্শনে আসিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে, মধ্যাহ্নালোকে যে ব্যক্তি ঐ কূপের জলে আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে না পায়, ৬ মাস

* শিবপুরাণে জ্ঞান-সংহিতায় (৫০। ৬১) ও সনৎকুমার-সংহিতায় (৪৫। ১১৩) এবং কূর্ম্মপুরাণে (৩৪। ১৮) এই শুক্রেশ্বর লিঙ্গের উল্লেখ আছে।

* কাশীবাসীর বিশ্বাস কালভৈরবই পঞ্চক্রোশী বারাণসীর শাসনকর্ত্তা বা কোতোয়াল।

মধ্যে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হয়। কালোদকের নিকটেই মহাকাল ও পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে।

কালোদকের অনতিদূরে বৃদ্ধকালেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে, "দক্ষিণদেশে নন্দিবর্দ্ধন নামক গ্রামে বৃদ্ধকাল নামে একরাজা ছিলেন। তিনি সহধর্ম্মিণীর সহিত কাশীতে আগমন করিয়া একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই অনাদি শিবলিঙ্গ বৃদ্ধকালেশ্বর নামে খ্যাত। বৃদ্ধকালেশ্বর,মহাদেবের সেবা করিলে দরিদ্রতা, উপসর্গ, রোগ, পাপ কিম্বা পাপজনিত ফলভোগ নিবারিত হয়।" (কাশীখ° ২৪ অঃ)।

বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির অতি প্রাচীন *। অনেকের মতে, কাশীতে এক্ষণে যত শিবালয় আছে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির পুরাতন।

বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির মধ্যে দক্ষেশ্বর নামে স্বতন্ত্র লিঙ্গ আছে। এই মন্দির ছাড়াইয়া দক্ষিণভাগে 'অল্পমৃতেশ্বর' শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে। ভক্তের বিশ্বাস, এই অল্পমৃতেশ্বরলিঙ্গ অল্পায়ু মানবের দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়া থাকেন, সেইজন্য বিস্তর তীর্থযাত্রী এই লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিতে আইসে।

এক সময়ে এই বৃদ্ধকালেশ্বরের দক্ষিণে পুরাণপ্রসিদ্ধ কৃত্তিবাসেশ্বরের মন্দির ছিল। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—"মহাদেব গজাসুরকে নিহত করিলে, তাহার শরীর এই স্থানে শিবলিঙ্গরূপে পরিণত হয়। শিব গজাসুরের কৃত্তি অর্থাৎ চর্ম্ম পরিধান করেন বলিয়া উক্ত লিঙ্গ কৃত্তিবাসেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়। এই লিঙ্গ কাশীস্থ সকল লিঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। উত্তমরূপে সপ্তকোটি মহারুদ্রী জপ করিলে যে ফল হয়, কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বরের পূজা করিলে সেই ফল হয়।' (কাশীখ° ৬৮ অঃ)। একসময়ে কৃত্তিবাসেশ্বরের অতি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে।—

"কৃত্তিবাসেশ্বরস্যৈষা মহাপ্রাসাদনির্ম্মিতিঃ।
যাং দৃষ্ট্বাপি নরো দূরাৎ কৃত্তিবাসঃপদং লভেৎ।
সর্ব্বেষামপি লিঙ্গানাং মৌলিত্বং কৃত্তিবাসসঃ॥"
কাশীখ° ৩৩। ৬৬ ৬৭।

এই কৃত্তিবাসেশ্বরের বৃহৎ প্রাসাদ নয়নগোচর হইতেছে, মানব দূর হইতে সেই প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিয়াই কৃত্তিবাসত্ব লাভ করিয়া থাকে। এই মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সেই কৃত্তিবাসেশ্বরের পবিত্র প্রাসাদের চিহ্নমাত্র নাই, এখন তাহারই কিয়দংশ আলমগীরি মস্‌জিদ্ নামে খ্যাত। হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজিবের রাজত্বকালে মুসলমানেরা কৃত্তিবাসেশ্বর-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই মালমসলায় ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ঐ মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।

উক্ত মস্‌জিদের নিকটই রত্নেশ্বরের পবিত্র মন্দির। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—"কালভৈরবের উত্তরভাগে গিরিরাজ হিমালয় পার্ব্বতীর জন্য যে রত্ন সমুদয় আনয়ন করেন, সেই সকল পুণ্যোপার্জ্জিত রত্নরাশি এই স্থানে রাখিয়া তিনি নিজ গৃহে প্রস্থান করিয়া ছিলেন। কাশীতে যত লিঙ্গ আছে, সেই সকলের মধ্যে এই লিঙ্গ রত্নভূত, এই জন্য ইহার নাম রত্নেশ্বর। দেবী পার্ব্বতীর আদেশে তাহার পিতৃপরিত্যক্ত রাশিকৃত সুবর্ণদ্বারা গণসমূহ কর্ত্তৃক রত্নেশ্বরের প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। যে ব্যক্তি এই রত্নেশ্বরকে নমস্কার করিয়া দেশান্তরে ও কালগ্রাসে পতিত হয়, সেই ব্যক্তি শতকোটি কল্পেও স্বর্গচ্যুত হয় না। এই লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে পার্ব্বতী দাক্ষায়ণীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"
(কাশীখ° ৬৮ অঃ)।

প্রায় পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বে এই মন্দিরের ভিত্তি খননকালে মৃত্তিকা হইতে মণিরত্ন বাহির হইয়াছিল।

কাশীর মণিকর্ণিকাও সামান্য তীর্থ নয়। শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতায় লিখিত আছে—

"ততশ্চ বিষ্ণুনা দৃষ্ট্বা অহো কিমেতদদ্ভুতম্।
ইত্যাশ্চর্য্যং তদা দৃষ্ট্বা শিরসঃ কম্পনং কৃতম্।
ততশ্চ পতিতঃ কর্ণান্মণিশ্চ পুরতো প্রভোঃ॥
যত্রাসৌ পতিতশ্চৈব তত্রাসীন্ মণিকর্ণিকা।" ৪৯।১০-১৪

তদনন্তর বিষ্ণু, তাহা দেখিয়া মনে করিলেন, অহো ইহা অতিশয় অদ্ভুত ব্যাপার! এই আশ্চর্য্য দেখিয়া তিনি শিরঃকম্পন করিলেন, তাহাতে তাঁহার কর্ণ হইতে মণিভূষণ প্রভুর অগ্রে পতিত হইল। যেখানে ঐ মণি পতিত হইল, সেই স্থানই মণিকর্ণিকা।

সৌরপুরাণে (৪।৮)—

"নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ।
তত্রাপি মণিকর্ণাখ্যং তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্॥"

গঙ্গাসম তীর্থ নাই, বিশেষতঃ বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের প্রিয় মণিকর্ণিকাতীর্থের তুল্য তীর্থ আর কোথাও নাই।

কাশীখণ্ডে (৭।৭৯—৮০)—

"সংসারিচিন্তামণিরত্র যস্মাৎ
তং তারকং সজ্জনকর্ণিকায়াম্।
শিবোঽভিধত্তে সহসান্তকালে
তদ্গীয়তেঽসৌ মণিকর্ণিকেতি॥

* শিবপুরাণেও বৃদ্ধকালেশ্বরের নাম পাওয়া যায়।
(শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৫০। ৬৩।)

মুক্তিলক্ষ্মীমহাপীঠমণিস্তচ্চরণাব্জয়োঃ।
কর্ণিকেয়ং ততঃ প্রাহুর্যাং জনা মণিকর্ণিকাম্॥"

সংসারিজীবের চিন্তামণি সেই বিশ্বনাথ অন্তিমকালে সাধুদিগের কর্ণে তারকব্রহ্ম উপদেশ করিয়া থাকেন, সেই জন্য ইহার নাম মণিকর্ণিকা। অথবা এই স্থান মুক্তিলক্ষ্মীর মহাপীঠের মণিস্বরূপ এবং তাঁহার চরণ-কমলের কর্ণিকাস্বরূপ, এইজন্য মানবগণ ইহাকে 'মণিকর্ণিকা' বলিয়া থাকে।

কাশীখণ্ডের অন্যস্থলে (২৬। ৬২—৬৫)—

"ত্বদীয়স্যাস্য তপসো মহোপচয়দর্শনাৎ।
যন্ময়ান্দোলিতো মৌলিরহিশ্রবণভূষণঃ॥
তদান্দোলনতঃ কর্ণাৎ পপাত মণিকর্ণিকা।
মণিভিঃ খচিতা রম্যা ততোঽস্তু মণিকর্ণিকা॥
চক্রপুষ্করিণী তীর্থং পুরাখ্যাতমিদং শুভম্।
ত্বয়া চক্রেণ খননাচ্ছঙ্খচক্রগদাধর॥
মম কর্ণাৎ পপাতেয়ং যদা চ মণিকর্ণিকা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽত্র খ্যাতাস্তু মণিকর্ণিকা॥"

মণিকর্ণিকার ঘাট

মহাদেব বলিয়াছিলেন, 'হে বিষ্ণো! তোমার এই মহাতপস্যা অবলোকন করিয়া আমি বিস্ময়ে মস্তক আন্দোলিত করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার কর্ণ হইতে বিচিত্র মণিসমূহে খচিত মণিকর্ণিকা নামে কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থানের নাম মণিকর্ণিকা। তুমি চক্রদ্বারা খনন করিয়াছ বলিয়া এই পবিত্র তীর্থ পূর্ব্ব হইতে চক্রপুষ্করিণী নামে বিখ্যাত। পরে আমার মণিকর্ণিকা পতিত হওয়াতে ইহা মণিকর্ণিকা নামে খ্যাত হইল।'

কাশীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—কাপিল বা সাংখ্যযোগ অথবা বহুতর ব্রতদ্বারা যে গতি লাভ করা যায় না, এই মোক্ষভূমি মণিকর্ণিকা মানবগণকে অনায়াসে সেই গতি প্রদান করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারিগণও অন্তিমকালে মুক্তির জন্য এই মণিকর্ণিকার আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক প্রতিদিন সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এই মণিকর্ণিকার বারি স্পর্শ করিতে আইসে।

মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর বিষ্ণুর 'চরণপাদুকা'। প্রবাদ আছে—এইখানে ভগবান্ বিষ্ণু মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। একখানি বিস্তৃত মর্ম্মর প্রস্তরের উপর দুইখানি পদতলের ন্যায় চিহ্ন আছে, ঐ চিহ্ন প্রায় দেড় হাত বিস্তৃত। কার্ত্তিকমাসে নানাস্থান হইতে যাত্রিগণ এই চরণপাদুকার পূজা করিতে আইসে। বরণাসঙ্গমের নিকটও এইরূপ পাদুকাচিহ্ন আছে। মণিকর্ণিকাঘাটের উপর অনতিদূরে সিদ্ধবিনায়কের প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরে সিদ্ধবিনায়কের মূর্ত্তি ব্যতীত সিদ্ধি ও বুদ্ধিদেবীর মূর্ত্তি আছে।

সিদ্ধবিনায়কের নিকটেই আমেঠিরাজের প্রতিষ্ঠিত

একটি সুন্দর দেবালয় আছে। মণিকর্ণিকার নিকটে সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজের মনোহর সানবাধান ঘাট আছে।

মণিকর্ণিকার ঠিক সম্মুখে তারকেশ্বরের মন্দির। সৌর-পুরাণে লিখিত আছে—

"অন্তিমকালে এই তারকেশ্বরই কাশীবাসীকে তারকব্রহ্ম-জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।" (৬।৮)। গঙ্গার পশ্চিম-তটে মীরঘাটের উপর দিবোদাসেশ্বরের মন্দির। কাশী-খণ্ডের মতে, কাশীপতি রিপুঞ্জয় দিবোদাস এখানে একটি শিবালয় ও তাহাতে দিবোদাসেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থান 'ভূপালশ্রী'তীর্থ নামে বিখ্যাত। (৫৮। ২১১-১২) বর্ত্তমান মন্দির বড় অধিকদিনের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। মন্দিরমধ্যে দিবোদাসেশ্বরলিঙ্গ ব্যতীত 'বিংশবাহুক' নামে এক দেবমূর্ত্তি আছে, ইহার ২০ হাত। মন্দিরপ্রদক্ষিণার মধ্যে ধর্ম্মকূপ নামে একটী পবিত্র তীর্থ আছে। কোন কোন পুরাবিদের মতে পূর্ব্বে এই তীর্থটি বৌদ্ধদের ছিল, তৎপরে হিন্দুদের হইয়াছে। কাশী-খণ্ডের মতে, এই স্থানে পিণ্ডদান করিলে, পিতৃগণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। (কাশীখ° ৩৩) দিবোদাসেশ্বরমন্দির ছাড়াইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলে পথপার্শ্বে বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির নয়নগোচর হয়।

(কাশীখ° ৩৩। ১৭৫)।

বিশালাক্ষীমন্দিরের পর মীরঘাটের উপর সারি সারি অনেক মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ললিতাদেবীর মন্দিরের নিকট জলশায়ী বিষ্ণুমন্দির ও রাজবল্লভ-দেবালয়। গঙ্গাবক্ষ হইতে ঐ সকল মন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়।
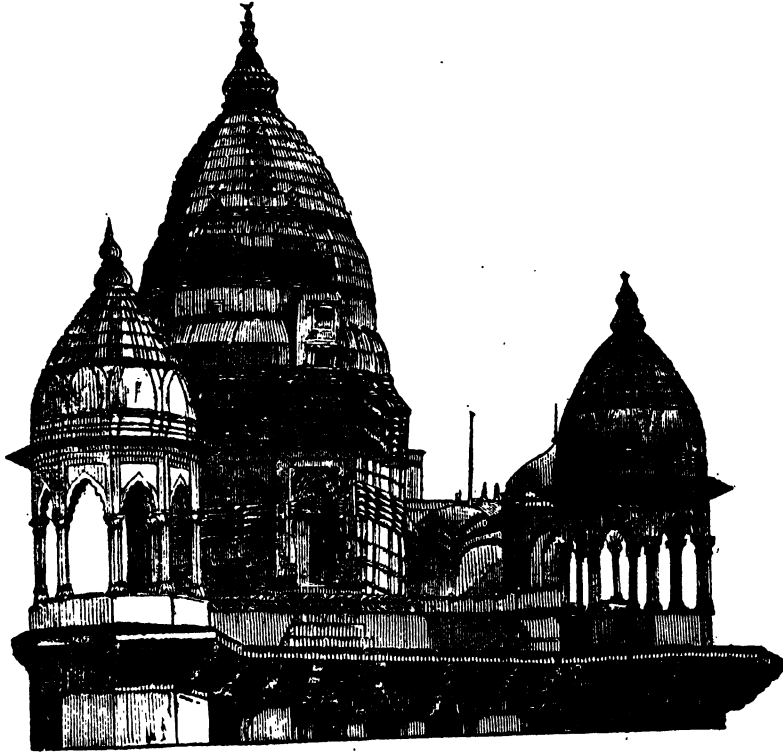
জলশায়ী বিষ্ণু-মন্দির

বারাণসীর উত্তরপশ্চিমকোণে নাগকূপনামকতীর্থ আছে, এই স্থান এখন নাগকুঁয় মহল্লা নামে খ্যাত। এই অঞ্চল বারাণসীর প্রাচীন অংশ বলিয়া অনুমিত হয়। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে একজন রাজা বিস্তর ব্যয়ে এই কূপের পুনঃ-সংস্কার করিয়া পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দেন। কূপের ধাপে এক স্থানে ৩টি নাগমূর্ত্তি ও অপর স্থানে শিবলিঙ্গ আছে। এখানে নাগ ও নাগেশ্বর শিবের পূজা হয়।

নাগকূপের কিছুদূরে বাগীশ্বরীদেবীর মন্দির; ঐ দেবীমূর্ত্তি অষ্টধাতুনির্ম্মিত, শিরে বৃহৎমুকুটভূষিত এবং সিংহোপরি অবস্থিত। মন্দিরটিও দেখিবার যোগ্য, ইহার বারন্দায় নানাবর্ণের দেবদেবীর মূর্ত্তি চিত্রিত। মন্দিরের এককোণে আমেঠিরাজপ্রদত্ত একটী পাথরের সিংহমূর্ত্তি আছে। এ ছাড়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতি ও নবগ্রহের মূর্ত্তি আছে।

বাগীশ্বরীমন্দিরের নিকটেই জ্বরহরেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের মন্দির। অনেকের বিশ্বাস জ্বরহরেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়। এইরূপ সিদ্ধেশ্বর মানবের মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

উক্ত মন্দিরগুলিতে শিল্পনৈপুণ্য ও কারুকার্য্য বেশ আছে।

বারাণসীর মধ্যে দশাশ্বমেধঘাটও একটি মহাতীর্থ, এখানে ৬৯২টি মন্দির আছে।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে (৫২। ৬৬-৬৯)—

"সাহায্যং প্রাপ্য রাজর্ষের্দ্দিবোদাসস্য পদ্মভূঃ।
ইয়াজ দশভিঃ কাশ্যামশ্বমেধৈঃ মহামখৈঃ॥
তীর্থং দশাশ্বমেধাখ্যং প্রথিতং জগতীতলে।...
পুরা রুদ্রসরো নাম তত্তীর্থং কলসোদ্ভব।
দশাশ্বমেধিকং পশ্চাজ্জাতং বিধিপরিগ্রহাৎ॥"

ব্রহ্মা রাজর্ষি দিবোদাসের সাহায্যে কাশীতে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যে স্থানে তিনি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তদবধি সেই স্থান দশাশ্বমেধতীর্থ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরাকালে এই তীর্থ 'রুদ্রসরোবর' নামে বিখ্যাত ছিল, ব্রহ্মার যজ্ঞাবধি তাহার দশাশ্বমেধ নাম হইয়াছে।

এই স্থানে ব্রহ্মা দশাশ্বমেধেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণের মতে (১৮৩। ৭১)—

"তত্র স্নাত্বা মহাভাগে ভবন্তি নীরুজা নরাঃ।
দশাশ্বমেধানাং ফলং তত্র প্রাপ্নোতি মানবঃ॥"

সেই (দশাশ্বমেধ) তীর্থে স্নান করিলে মানবগণ রোগশূন্য এবং দশটি অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, এই দশাশ্বমেধতীর্থে তিনটি মাত্র আহুতি প্রদান করিলে অগ্নিহোত্রযাগের ফল লাভ হয়। (কাশীখ° ৩৩। ১৭৯)

অদ্যাপি দশাশ্বমেধঘাটে দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর-নামক শিব মন্দির আছে। কাশীখণ্ডমতে, উক্ত উভয় লিঙ্গই ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রথম লিঙ্গটি কৃষ্ণপাষাণময়, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪ হাত উচ্চ হইবে, সম্মুখে এক বৃহদাকার বৃষভমূর্ত্তি। কাশীমাহাত্ম্যমতে—দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল প্রতিপদে ও দশহরা তিথিতে এখানে বিস্তর তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। কাশীখণ্ডে, ঐ উভয়দিনে দশাশ্বমেধে স্নান করিলে আজন্মকৃত অথবা দশজন্মার্জ্জিত পাপ দূর হয়। ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ দর্শনেও মানব ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

দশাশ্বমেধেশ্বরের মন্দিরের নিকটেই 'রুদ্রসর' নামক তীর্থ। কাশীখণ্ডমতে, এই তীর্থে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ জন্মত্রয়কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

দশাশ্বমেধঘাটে দশহরেশ্বর প্রভৃতি অনেক দেবমন্দির আছে, একত্র সারি সারি এত অধিক মন্দির কাশীর আর কোন স্থানে নাই।

দশাশ্বমেধের উত্তরে মানমন্দির-ঘাটের নিকট দাল্‌ভ্যেশ্বর, সোমেশ্বর, বিষ্ণু, শীতলা, বারাহীদেবী প্রভৃতির মন্দির আছে।

বারাণসীর পশ্চিমে নগর-সীমার বাহিরে পিশাচমোচন তীর্থ। ইহা একটি প্রাচীন তীর্থ। কূর্ম্মপুরাণেও এই তীর্থের উল্লেখ আছে। (পূর্ব্বভাগে ৩২। ২)। প্রায় কাশীযাত্রী মাত্রেই এই তীর্থদর্শনে আসিয়া থাকে।

কাশীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—কোন সময়ে এক পিশাচ জোর করিয়া কাশীতে আসে, অপরাপর দেবতারা তাহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই। শেষে কালভৈরব পিশাচের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। শেষে ভৈরবনাথ পিশাচের মুণ্ড লইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। পিশাচ দেহহীন বটে, কিন্তু তখনও তাহার জীবন বা বাক্‌শক্তি হারায় নাই। সে বিশ্বেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল যে, যেন কাশী হইতে তাহাকে তাড়াইয়া না দেওয়া হয়, তাহার এই মাত্র অনুরোধ। আশুতোষ তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। অবশেষে সেই পিশাচ পুনরায় প্রার্থনা করিল যে, যেন বিশ্বেশ্বর অনুমতি করেন, গয়াযাত্রিগণ প্রথমে তাহাকে দর্শন না করিয়া গয়াযাত্রা করিতে না পারে। বিশ্বেশ্বর তাহাই অনুমতি করিলেন। তদনুসারে এখনও অনেক যাত্রী প্রথমে এই পিশাচমোচন দর্শন করিয়া তবে গয়ায় গমন করে। কালভৈরব এই তীর্থে পিশাচের মুণ্ড নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, সেই জন্য ইহার নাম পিশাচমোচন। এখানে প্রতিবর্ষে অনেকগুলি মেলা হয়, তন্মধ্যে 'লোটাভণ্টা' নামক মেলাই প্রধান।

পিশাচমোচনঘাট কিয়দংশ মীরাবাই ও কিয়দংশ গোপালদাস সাধুর ব্যয়ে পাথর দিয়া বাঁধান হয়। ঘাটের দক্ষিণ অংশ প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে রাজা শিবশঙ্কর ও উত্তর অংশ প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রাজা মুরলীধরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

পিশাচমোচনের পূর্ব্বধারে দুইটি মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটি মীরাবাইকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিদিকে অনেক দেবমূর্ত্তি আছে। কোথাও শিব, কোথাও তাঁহারই পার্শ্বে পিশাচের ছিন্ন মুণ্ড, কোথাও বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সূর্য্য, গণেশ, হনূমান্ প্রভৃতির মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে।

তৎপরে সূর্য্যকুণ্ড বা সাম্বাদিত্য। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে—"বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমদিকে জাম্ববতীনন্দন সাম্ব আদিত্যদেবের উপাসনা করিয়া ছিলেন। তিনি কৃষ্ণের অভিশাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। এই দারুণ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের জন্য কাশীতে আসিয়া একটি কুণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করিয়া শাপমুক্ত হন। সাম্বপ্রতিষ্ঠিত সাম্বাদিত্য নামক সূর্য্যবিগ্রহ ভক্তগণকে সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকেন। সাম্বাদিত্যের সেবা করিলে স্ত্রীলোক কখনও বিধবা হয় না। মাঘমাসে রবিবারে শুক্ল সপ্তমীতে সাম্বকুণ্ডের বাৎসরিক যাত্রা হইয়া থাকে। সেই দিন সাম্বকুণ্ডে স্নান করিয়া সাম্বাদিত্যের পূজা করিলে উৎকটরোগও শান্তি হয়।"

কাশীখণ্ডোক্ত সাম্বকুণ্ডেরই বর্ত্তমান নাম সূর্য্যকুণ্ড। সূর্য্যকুণ্ডের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্রমন্দিরে অষ্টাঙ্গভৈরবের মূর্ত্তি, হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজিব এই মূর্ত্তি অঙ্গহীন করিয়াছেন।

এই অঞ্চলে ধ্রুবেশ্বরের মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে, ধ্রুব এই শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

বারাণসীর ঐশানগঞ্জ মহল্লায় বিখ্যাত যাগেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত প্রদক্ষিণা আছে। মন্দিরমধ্যে অনেক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরের কারিকুরি মন্দ নয়, দেখিবার জিনিস।

ঐশানগঞ্জ মহল্লার সন্নিহিত কাশীপুরা মহল্লায় কাশীদেবীর মন্দির আছে। ইনিই কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইহারই অনতিদূরে ঘণ্টাকর্ণতলাও। কাশীখণ্ডের মতে ইহার নাম 'ঘণ্টাকর্ণহ্রদ,' এই হ্রদের নিকট চিত্রঘণ্টেশ্বরী বিরাজ করেন। হ্রদের তীরে ঘণ্টাকর্ণ নামক গণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছে।

(কাশীখ° ৫৩। ৩২-৩৪।)

ঘণ্টাকর্ণহ্রদের তীরে বেদব্যাসেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরে বেদব্যাস মূর্ত্তি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত বেদব্যাসেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শ্রাবণ মাসে ঘণ্টাকর্ণহ্রদ ও তন্নিকটস্থ মন্দির দর্শনে বিস্তর তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে।

কাশীদেবীর মন্দির হইতে কিছু উত্তরে ভূতভৈরব বা বিষমভৈরবের মন্দির। ভূতভৈরবের মূর্ত্তিও অদ্ভুত। এখানে অপরাপর দেবমূর্ত্তিও আছে। তন্মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষের গুঁড়ি হইতে উত্থিত বৃহৎ শিবলিঙ্গই প্রধান।

এই মহল্লায় বারগণেশ ও জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। এক স্থানে দুইজন সতীর প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, উভয়ে পতির সহগমন করিয়াছিলেন। সধবা স্ত্রীলোকেরা আসিয়া এই দুই সতীমূর্ত্তির পূজা করে। এখানে আরও অনেক অঙ্গহীন পাষাণমূর্ত্তি আছে, কালবশে অথবা ম্লেচ্ছউৎপীড়নে সেই সকল দেবমূর্ত্তির এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এখানকার প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

বারাণসীর মধ্যস্থলে ত্রিলোচনের প্রাচীন মন্দির। কাশী-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, "যখন শিব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, বিষ্ণু প্রত্যহ সহস্র পুষ্প দিয়া শিবের পূজা করিতেন। এক দিন বিষ্ণু শিবপূজায় নিরত, এমন সময়ে শিব তাঁহার একটি ফুল তুলিয়া রাখেন। তৎপরে বিষ্ণু পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় একে একে ৯৯৯টি ফুল দেবোদ্দেশে অর্পণ করিলেন; শেষে দেখিলেন, একটি ফুল নাই। কি করেন, অবশেষে ভগবান্ আপনার একটি নেত্রকমল উৎসর্গ করিলেন। শিবের কপোলদেশে সেই নেত্রটি পড়িবামাত্র তাঁহার তিন চক্ষু হইল এবং তিনি ত্রিলোচন নামে বিখ্যাত হইলেন।"

ত্রিলোচনের বর্ত্তমান মন্দির পুণাবাসী নাথুবালা কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটি নিতান্ত প্রাচীন না হইলেও এখানে যে সকল দেবমূর্ত্তি আছে, তাহাদের আকৃতি দর্শনে অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কাশীখণ্ডের মতে, 'ত্রিভুবন মধ্যে বারাণসীপুরীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই বারাণসী হইতে প্রণবেশ্বর লিঙ্গ এবং প্রণবেশ্বর হইতেও এই ত্রিলোচনলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। মহেশ্বর কলিকালে ত্রিলোচনের মহিমা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন।' (কাশীখ° ৬৭।১৫৫, ১৬৮।)

মন্দিরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলে বিবিধ দেবদেবীমূর্ত্তি দর্শনে নয়ন ও মন আকৃষ্ট হয়। এখানে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে, সর্ব্বত্রই প্রায় ৫, ১০, বা ২০টির অধিক শিব এবং নিকটেই নন্দিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণভাগে দেবসভা, এখানে বিখ্যাত কোটিলিঙ্গেশ্বরমূর্ত্তি আছে। এই লিঙ্গটি দুই হাত উচ্চ, লিঙ্গের অঙ্গ এরূপে গঠিত যে দেখিলেই শত শত শিবলিঙ্গের একত্র অধিষ্ঠান বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরের দক্ষিণভাগে রাজা বনারপ্রতিষ্ঠিত বারাণসীদেবীর মূর্ত্তি আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে সেখানে গণেশ, সূর্য্য, শীতলা, হনুমান্ প্রভৃতির মূর্ত্তিও দৃষ্টিগোচর হয়।

ত্রিলোচনমন্দিরের মোহনের সম্মুখে ঘোড়ামন্দির। এখানে মন্দিরের নিম্ন হইতে ভিতর পর্য্যন্ত অসংখ্য দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ত্রিলোচনমন্দিরের মোহন (বারান্দা) লালবর্ণ আটটি থামের উপর স্থাপিত। ইহার ছাদ বিবিধ চিত্রে চিত্রিত, মোহনে বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে। প্রবেশদ্বারের পার্শ্বদেশে একটি বৃহৎ শ্বেত পাথরের বৃষভমূর্ত্তি। এখানে গণেশাদি দেবমূর্ত্তি

ব্যতীত শিখগুরু নানকশাহের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। এখানকার নরক ও মৃত্যুনদীর দৃশ্য অতি চমৎকার। পাপী মানবগণ কিরূপে দণ্ডিত হয়, কালনদীর পরপারে যাইবার জন্য মানব কেমন ব্যাকুল, তাহার সুন্দরচিত্র এইখানে দেখিতে পাইবে। ঐ মন্দির ছাড়াইয়া কিছু দূরে ত্রিলোচনঘাট, এখানেও শিল্প ও কারুকার্য্যশোভিত সুন্দর দেবালয় আছে। এই সকল দেবালয়ের ভিতরে বাহিরে চারিদিকেই অনেক শিবলিঙ্গ পড়িয়া আছে।

ত্রিলোচনঘাটের প্রাচীন নাম পিলিপিলা তীর্থ; কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, "গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সরস্বতী, যমুনা ও নর্ম্মদা নদী যেখানে হাস্য করিতেছেন, সেই পিলিপিলা তীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধাদি করে, তাহার আর গয়ায় যাইবার প্রয়োজন কি? পিলিপিলা তীর্থে স্নানান্তে পিণ্ড প্রদান করিয়া ত্রিপিষ্টপলিঙ্গ দর্শন করিলে কোটিতীর্থদর্শনের ফললাভ হয়। সরস্বতী, যমুনা ও নর্ম্মদা এই তিনটি পাপবিনাশিনী নদী ত্রিলোচনের দক্ষিণদিকে ত্রিপিষ্টপ লিঙ্গকে স্নান করাইবার জন্য তথায় সমবেত হইয়াছেন। এই নদীত্রয় নিজ নিজ নামে এক একটি-শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ত্রিপিষ্টপের দক্ষিণদিকে সরস্বতীশ্বর, পশ্চিমদিকে যমুনেশ্বর এবং পূর্ব্বদিকে সুখপ্রদ নর্ম্মদেশ্বর, এই তিন লিঙ্গ দর্শনেই মহাপুণ্য লাভ হয়।"

(কাশীখ° ৫৭। ৫-১১)

অদ্যাপি ত্রিলোচনের নিকট ও ত্রিলোচনঘাটে এই সকল মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

মঙ্গলাগৌরীর দক্ষিণে চোরঘাট, তৎপরে রামঘাট, এখানেও বিস্তর দেবালয় আছে। রামঘাটের দক্ষিণে জৈনমন্দির-ঘাট। এখানে জৈনমন্দির ও তাহাতে পার্শ্বনাথ প্রভৃতি জিনমূর্ত্তি আছে। তাহার দক্ষিণে প্রাচীন অগ্নিতীর্থ (বর্ত্তমান অগ্নীশ্বরঘাট)। অগ্নিতীর্থের ধারে অগ্নীশ্বরের মন্দির ব্যতীত আরও অনেক দেবালয় আছে।

ত্রিলোচনঘাটের নিকট আদিমহাদেবের এক স্বতন্ত্র মন্দির আছে। এই মন্দিরে প্রাচীন ব্যাসাসন দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ, সেই ব্যাসাসনে বসিয়া বেদব্যাস বেদপাঠ করিতেন। এখানে পাষাণময়ী পার্ব্বতেশ্বরীর মূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বতন পার্ব্বতেশ্বরীর মন্দির বিনষ্ট হয়, গোরজি নামক একজন বিখ্যাত গুজরাটী ব্রাহ্মণ কাশীখণ্ড আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়া প্রাচীন দেবমূর্ত্তি ও তীর্থ সকল উদ্ধার করিতে চেষ্টা পান; তিনিই প্রাচীন পার্ব্বতেশ্বরীর মূর্ত্তির অনুসন্ধান না পাইয়া, তাহার স্থানে বর্ত্তমান মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।
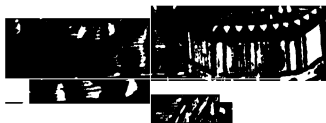
অগ্নিতীর্থ—অগ্নীশ্বরঘাট

পঞ্চগঙ্গাঘাট—ইহার অপর নাম পঞ্চনদ বা ধর্ম্মনদ তীর্থ। কাশীখণ্ডের মতে, "ধর্ম্মনদে ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী,

গঙ্গা ও যমুনা এই পাঁচটী নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এই জন্য ইহার নাম পঞ্চনদ। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথস্নানে যে ফল হয়, এই পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিলে তাহার শত গুণ অধিক ফললাভ হয়।” (কাশীখ° ৫৯। ১১১-১১৫।)

এক্ষণে কেবল গঙ্গানদী দৃষ্ট হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে অপর চারিটী নদী ভূমি মধ্যে অন্তঃসলিলা বহিতেছে।

এখানে মঙ্গলাগৌরী ও বিন্দুমাধবের মন্দির। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া বিন্দুমাধবকে দর্শন করিলে মনুষ্য আর কখন গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করে না। ঐরূপ মঙ্গলাগৌরীর অর্চ্চনা করিলে বন্ধ্যা স্ত্রীও পুত্র লাভ করিতে পারে। (কাশীখ° ৫৯। ১২০—১২৬।)

এই স্থানে হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজিব পুরাতন বিন্দুমাধবের মন্দির চূর্ণ করিয়া হিন্দু দেবালয়ের উচ্চতা খর্ব্ব করিবার জন্য অত্যুচ্চ মিনারশোভিত এক বৃহৎ মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

ত্রিলোচনঘাটের পশ্চিমে কামেশ্বর প্রভৃতি প্রাচীন শিবলিঙ্গের অনেকগুলি মন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরেরই বর্ণ প্রায় লাল আর ছোট ছোট চূড়া। কাশীখণ্ডের মতে, “এই দেবকামেশ্বর সাধুগণের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন; ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ এই লিঙ্গমধ্যে লীন হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত ইহার নাম স্বর্লীন হইয়াছে।” (কাশীখ° ৩৩। ১২২-১২৩) ইহারই নিকট প্রাচীন মৎস্যোদরী তীর্থ ছিল। শিবপুরাণাদিতে এই প্রাচীন তীর্থের উল্লেখ আছে। কাশীখণ্ডের মতে, এই মৎস্যোদরী তীর্থে স্নান করিলে মানব আর গর্ভযন্ত্রণাভোগ করে না। এই তীর্থের এখন চিহ্নমাত্র নাই, প্রায় ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে একজন সাহেব এই তীর্থ ভরাট করিয়া দেন। পূর্ব্বে এখানে অনেক তীর্থযাত্রী স্নান করিতে আসিত, কিন্তু তীর্থলোপের সঙ্গে যাত্রীরও সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে।

কাশীস্থ বাঙ্গালীটোলায় প্রসিদ্ধ কেদারেশ্বরের মন্দির। কাশীখণ্ডে কেদারেশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, “উজ্জয়িনীতে বশিষ্ঠনামে এক ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন। তিনি হিমালয়স্থ কেদারেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া এই কাশীতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে যতকাল বাঁচিব, প্রতি চৈত্রমাসে কেদারেশ্বর-দর্শনে যাত্রা করিব।’ এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ ৬১ বার কেদারেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তিনি পূর্ব্ববৎ কেদারেশ্বর-দর্শনার্থ সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে অতি বৃদ্ধ দেখিয়া যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু তথাপি বৃদ্ধের উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। তিনি স্থির করিলেন, যদি পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, সেও ভাল, তবু তিনি কেদারেশ্বরে গমন করিবেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে কেদারনাথ সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং কহিলেন, ‘আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।’ তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ‘যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া হিমালয় হইতে আসিয়া এইখানে অবস্থান করুন।’ ভগবান্ ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আপনার কলামাত্র হিমশৈলে রাখিয়া এই স্থানে আসিয়া সম্পূর্ণভাবে হরপাপহ্রদে অবস্থান করিলেন। হিমালয়ে কেদারেশ্বরদর্শনে যে ফল হয়, কাশীতে কেদারেশ্বরকে দেখিলে তাহার সাতগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। হিমালয়ে যেমন গৌরীকুণ্ড, হংসতীর্থ ও গঙ্গা আছেন, এই কাশীতেও সেই সমুদায় একভাবে আছে। পুরাকালে গৌরী এই মহাহ্রদে স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা “গৌরীকুণ্ড’ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার অপর নাম মানসতীর্থ। এই কেদারকুণ্ডে যে স্নান করে, কেদারেশ্বর তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন।”

(কাশীখ° ৭৭ অঃ।)

চারিদিকে চারিটী ছোট মন্দির, মধ্যস্থলে কেদারেশ্বরের বৃহৎ মন্দির গঙ্গার ধারে অবস্থিত। মন্দিরে লাল ও সাদা বারান্দা, অনেক দেবমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে! অনেক মূর্ত্তি এমন সুন্দরভাবে গঠিত, দেখিলেই যেন জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়। কেদারেশ্বরের মূর্ত্তি ব্যতীত এখানে অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মীনারায়ণ, গণেশ, ভৈরবনাথ প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের পূর্ব্ব প্রাচীর হইতে গঙ্গানীর অবধি পাষাণবাঁধান ঘাট। ঘাটের সিঁড়ির একপার্শ্বে একটি কূপ, কাশীখণ্ডে এই কূপের নাম হরপাপহ্রদ বা গৌরীকুণ্ড।

কেদারেশ্বরমন্দিরের উত্তর পশ্চিমে কিছুদূরে মানসিংহ-উৎখাত মানসরোবর নামক গভীর জলাশয়, ইহার চারিদিকে প্রায় ৫০টি মঠ। এখানকার রামলক্ষ্মণের মন্দিরই প্রধান, এই মন্দির সীমার মধ্যে একস্থানে দত্তাত্রেয়-মূর্ত্তি আছে। এতদ্ভিন্ন এই স্থানে প্রায় সহস্রাধিক দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অনতিদূরে মানসিংহপ্রতিষ্ঠিত মানেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের মন্দিরও আছে।

মানেশ্বরের পশ্চিমে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির। তিলভাণ্ডেশ্বরের মূর্ত্তি উচ্চে তিন হাত, কিন্তু প্রস্থে ১০ হাত। সাধারণের বিশ্বাস, এই মূর্ত্তি প্রত্যহ তিলপরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাই ইহার নাম তিলভাণ্ডেশ্বর। এই মন্দিরও

দেখিবার জিনিস। মন্দিরের কোন কোন অংশ অতি প্রাচীন, শুনা যায়, প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে কোন রাজা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। মন্দিরের আশেপাশে নিকটে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি আছে। একস্থানে হস্তপদ ও শিরঃশোভিত এক বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ শিবমূর্ত্তি আছে। কাশীর সর্ব্বত্রই শিবলিঙ্গ দেখা যায়, এরূপ মূর্ত্তি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। একসময়ে ইহার মন্দিরে ও বারান্দায় বেশ শিল্পকার্য্য ছিল, ছাদে ও কার্ণিসে অনেক মূর্ত্তিও অঙ্কিত ছিল, এক্ষণে কালবশে সেরূপ দৃশ্য আর নাই।

তিলভাণ্ডেশ্বরের নিকটে একস্থানে অশ্বত্থবৃক্ষের তলে একটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। অনেকে ইহাকে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। ইহার নাম বীরভদ্র, এই মূর্ত্তিতে যেরূপ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় আছে, এখনকার ভাস্কর-দিগের হাতে আর এমন নিখুত কাজ দেখিতে পাওয়া যায় না।

দশাশ্বমেধ ও কেদারনাথের মধ্যে অনেক স্থানে অনেক দেখিবার জিনিস আছে, তন্মধ্যে আধুনিক হইলেও ৮ আশুতোষদেব প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ দুলালেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও তাঁহার মন্দির উল্লেখযোগ্য।

কাশীতে আরও যে কত শত দেবমূর্ত্তি আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। গঙ্গার ধারে প্রতি ঘাটেই দেবালয় দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অগ্নীশ্বরের দক্ষিণে ও চক্রপুষ্করিণীর উত্তরে সঙ্কটাঘাট, যমেশ্বরঘাট, ঘোষলাঘাট ও শ্রীমঠ উল্লেখ যোগ্য।

ঘোষলা ঘাট।
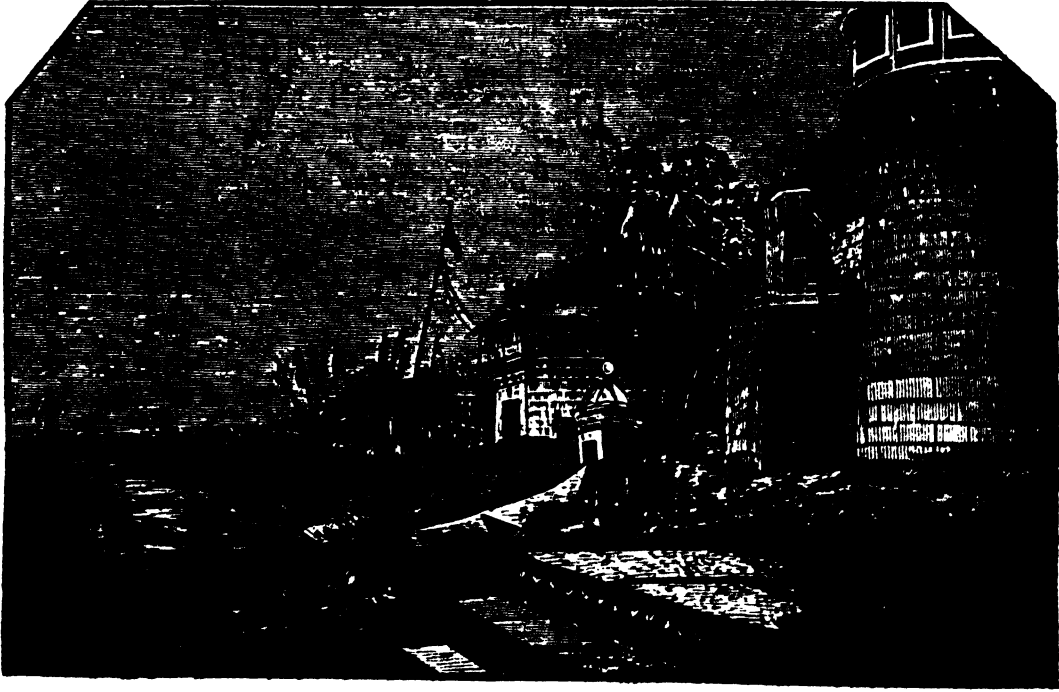
গঙ্গার ধারে চৌকীঘাটের উপর রুদ্রেশ্বরের মন্দির, ইহার নিকট বিস্তর নাগমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে।

কেবল গলিতে প্রবেশ করিলে দূর হইতে দেখিতে পাইবে একটি দোলা রহিয়াছে, দোলা ছাড়াইয়া দশভুজা দুর্গার প্রতিমা নয়নগোচর হয়। কি সুন্দর মূর্ত্তি! কি সুন্দর সাজান!

কাশীর দুর্গাবাড়ী অতি প্রসিদ্ধ। এখানকার দুর্গামূর্ত্তি যে বহুদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা কাশীখণ্ড পাঠে জানা যায়। বর্ত্তমান দুর্গামন্দির রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের মোহন তৎকালের সুবেদার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

দুর্গাবাড়ীর জনতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, দেশ-বিদেশ হইতে কত যে তীর্থ-যাত্রী আসিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। প্রত্যহই যেন দেবীর মন্দিরে মহোৎসব! প্রত্যহই দেবী পার্ব্বতীর প্রীতির নিমিত্ত বিস্তর ছাগ বলি হয়। প্রতি মঙ্গলবারে দেবীর উদ্দেশে মেলা হয়। প্রতিবর্ষে শ্রাবণে মঙ্গলবারে একটি মহামেলা হয়; সে সময়ে যে কত তীর্থ-যাত্রী আসে, তাহার সংখ্যা নাই।

মন্দিরের কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসার যোগ্য। এখানে নেপালরাজপ্রদত্ত একটি বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে। দুর্গাবাড়ীর প্রাচীর সীমার মধ্যে পবিত্র দুর্গাকুণ্ড আছে।

দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বে কিছুদূরে কুরুক্ষেত্রতলাও, এই জলাশয়টিও রাণী ভবানীর কীর্ত্তি।

এই মহল্লায় প্রসিদ্ধ লোলার্ককুণ্ড। মৎস্যপুরাণ (১৮৪। ৬৫), কূর্ম্মপুরাণ (৩৪। ১৭) ও কাশীখণ্ডে এই পবিত্র তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

"কাশীদর্শনে সূর্য্যের মন অতিশয় লোল হইয়াছিল, সেই জন্য সূর্য্যের লোলার্ক এই নাম হইয়াছে *। দক্ষিণ-দিকে অসিসঙ্গমের নিকট লোলার্ক (সূর্য্যমূর্ত্তি) অবস্থিত, তিনি সর্ব্বদা কাশীবাসীর মঙ্গল করিয়া থাকেন। অগ্রহায়ণ মাসের রবিবারে লোলার্কের বার্ষিকী যাত্রা করিলে মানব পাপমুক্ত হয়। লোলার্কসঙ্গমে স্নান করিলে অনন্তকালের জন্য সৎকর্ম্ম সিদ্ধ হয়।" ইত্যাদি (কাশীখ° ৪৬। ৪৮-৫০)

রাণী অহল্যাবাই, অমৃতরায় এবং মিথিলাধিপ এই তিন-জনে লোলার্ককুণ্ডের সংস্কার করাইয়া দেন।

লোলার্ককুণ্ডের চারিদিকে গণেশাদি নানাবিধ দেবমূর্ত্তি আছে। কুণ্ডের দক্ষিণধারে ভদ্রেশ্বরের মন্দির। ভদ্রেশ্বরের লিঙ্গও অতি বৃহৎ।

পুণ্যধাম বারাণসীতে বহুতর প্রাচীন ও অপ্রাচীন দেব-মূর্ত্তি ও পবিত্রতীর্থ আছে। কাশীখণ্ডে কাশীস্থ প্রাচীন তীর্থগুলির বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়—

"সমস্ত জগতের মধ্যে এই বারাণসী পুরী অতি পবিত্র স্থান, ইহার মধ্যেও আবার গঙ্গা ও অসিসঙ্গম অতিশয় পবিত্রতর, সেই অসিসঙ্গম হইতে হয়গ্রীবতীর্থ অধিকতর পুণ্যপ্রদ, এখানে বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপে অবস্থান করেন। এই হয়গ্রীবতীর্থ হইতেও গজতীর্থ অধিক পুণ্যপ্রদ, এখানে স্নান করিলে গজদানের ফল হয়। গজতীর্থ হইতেও কোকাবরাহ-তীর্থ পুণ্যদায়ক, এখানে কোকাবরাহ দেবের পূজা করিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

"দিলীপেশ্বর মহাদেবের নিকট দিলীপতীর্থ, ইহা কোকা-বরাহতীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। সগরেশ্বরের নিকট সগরতীর্থ, দিলীপতীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। সপ্তসাগরতীর্থ, মহোদধিতীর্থ, কপিলেশ্বরের নিকট চৌরতীর্থ, কেদারেশ্বরের নিকট হংস-তীর্থ, ত্রিভুবনকেশবতীর্থ, গোব্যাঘ্রেশ্বরতীর্থ, মান্ধাতৃ-তীর্থ, মুচুকুন্দতীর্থ, পৃথিবীশ্বরের নিকট পৃথুতীর্থ, পরশুরাম-তীর্থ, বলভদ্রতীর্থ, ইহার নিকট দিবোদাসতীর্থ, ভাগীরথী-তীর্থ, ভাগীরথীতটে নিষ্পাপেশ্বর লিঙ্গের নিকট হরপাপতীর্থ, তৎপরে দশাশ্বমেধতীর্থ, বন্দীতীর্থ (এখানে দেবগণ দৈত্য-কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া ভগবতীর স্তব করিয়াছিলেন,) প্রয়াগতীর্থ, ক্ষৌণীবরাহতীর্থ, কালেশ্বরতীর্থ, অশোকতীর্থ, শুক্রতীর্থ, ভবানীতীর্থ, সোমেশ্বরের পুরোভাগে অবস্থিত প্রভাসতীর্থ, গরুড়তীর্থ, ব্রহ্মেশ্বরের পুরোভাগে ব্রহ্মতীর্থ, বৃদ্ধার্কতীর্থ, বিধিতীর্থ, নৃসিংহতীর্থ, চিত্ররথেশ্বরতীর্থ, ধর্ম্মেশ্বরের নিকট ধর্ম্মতীর্থ, বিশালাক্ষীদেবীর নিকট বিশালতীর্থ, জরাসন্ধে-শ্বরের নিকট জরাসন্ধেশ্বরতীর্থ, ললিতাদেবীর নিকট ললিতা-তীর্থ, গৌতমতীর্থ, গঙ্গাকেশবতীর্থ, অগস্ত্যতীর্থ, যোগিনীতীর্থ, ত্রিসন্ধ্যাতীর্থ, নর্ম্মদাতীর্থ, অরুন্ধতীতীর্থ, বশিষ্ঠতীর্থ, মার্কণ্ডেয়-তীর্থ, খুরকর্ত্তরিতীর্থ, ভগীরথতীর্থ, বীরেশ্বরের নিকট বীরতীর্থ। এই তীর্থগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর পুণ্যপ্রদ।" (কাশীখ° ৮৩ অঃ) "এতদ্ভিন্ন পাদোদকতীর্থ, ক্ষীরাব্ধিতীর্থ, শঙ্খতীর্থ, চক্রতীর্থ, গদাতীর্থ, পদ্মতীর্থ, মহালক্ষ্মীতীর্থ, গারুত্মততীর্থ, নারদতীর্থ, প্রহ্লাদতীর্থ, অম্বরীষ-তীর্থ, আদিত্যকেশবতীর্থ, দত্তাত্রেয়তীর্থ, ভার্গবতীর্থ, বামন-তীর্থ, নরনারায়ণতীর্থ, বিদারনারসিংহতীর্থ, যজ্ঞবরাহতীর্থ, গোপীগোবিন্দতীর্থ, শেষতীর্থ, শঙ্খমাধবতীর্থ, নীলগ্রীবতীর্থ, উদ্দালকতীর্থ, সাঙ্খ্যতীর্থ, স্বর্লীনতীর্থ, মহিষাসুরতীর্থ, বাণতীর্থ, গোপ্রতারেশ্বরতীর্থ, হিরণ্যগর্ভতীর্থ, প্রণবতীর্থ, পিশঙ্গিলাতীর্থ, নাগেশ্বরতীর্থ, কর্ণাদিত্যতীর্থ, ভৈরবতীর্থ, খর্ব্বনৃসিংহতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, মঙ্গলতীর্থ, ময়ূখমালিতীর্থ, খখতীর্থ, বিন্দুতীর্থ, পিপ্পলাদতীর্থ, তাম্রবরাহতীর্থ, কালগঙ্গাতীর্থ, ইন্দ্রদ্যুম্নতীর্থ, রামতীর্থ, ঐক্ষ্বাকতীর্থ, মরুত্তীর্থ, মৈত্রাবরুণতীর্থ, অগ্নিতীর্থ, অঙ্গারতীর্থ, কলসতীর্থ, চন্দ্রতীর্থ, বিঘ্নেশতীর্থ, হরিশ্চন্দ্রতীর্থ, পর্ব্বততীর্থ, কম্বলাশ্বতরতীর্থ, সারস্বততীর্থ, উমাতীর্থ, রুদ্রাবাসতারকতীর্থ, ঢুণ্ঢিতীর্থ, ঈশানতীর্থ, নন্দিতীর্থ, (৮৪ অঃ) মন্দাকিনীতীর্থ, দুর্ব্বাসাতীর্থ, ঋণমোচন-তীর্থ, বৈতরণীতীর্থ, পৃথূদকতীর্থ, মেনকাকুণ্ড, উর্ব্বশীকুণ্ড, ঐরাবতকুণ্ড, গন্ধর্ব্বকুণ্ড, অপ্সরঃকুণ্ড, বৃষেশতীর্থ, যক্ষিণীকুণ্ড, লক্ষ্মীতীর্থ, পিতৃকুণ্ড, ধ্রুবতীর্থ, মানসসরোবর, বাসুকিহ্রদ, জানকীকুণ্ড" প্রভৃতি তীর্থগুলি কাশীখণ্ডে পুণ্যপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (কাশীখণ্ড ৬৪ অঃ।)

উক্ত তীর্থগুলির মধ্যে কতকগুলি এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে।

এক্ষণে কাশীতে যে সকল দেবালয় আছে, তন্মধ্যে এই-গুলি প্রধান বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, শনৈশ্চরেশ্বর, আদিবিশ্বেশ্বর, কোটীশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর, কুক্কুটেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, স্বপ্নেশ্বর, হনুমতেশ্বর, কেদারেশ্বর, শ্মশানেশ্বর,

* "তস্যার্কস্য মনোলোলং যদাসীৎ কাশিদর্শনে।
অতো লোলার্ক ইত্যাখ্যা কাশ্যাং জাতা বিবস্বতঃ।"
কাশীখণ্ড ৪৬। ৪৮।

পাপভক্ষেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, রত্নেশ্বর, মাক্ষেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, অল্পমৃত্যুহরেশ্বর, যাগেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, জম্বুকেশ্বর, কণ্ডুকেশ্বর, জৈগীষব্যেশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, জ্যেষ্ঠেশ্বর, ব্যাসেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, কপর্দ্দীশ্বর, বৈদ্যনাথ, দ্বারকানাথেশ্বর, ত্রিলোচনেশ্বর, কামেশ্বর, প্রহ্লাদেশ্বর, বরণাসঙ্গমেশ্বর, আদিকেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর, তারকেশ্বর, মণিকর্ণিকেশ্বর, আত্মবীরেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, বাসুকীশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, নাগেশ্বর, অগ্নীশ্বর, উপশান্তীশ্বর, ব্যঙ্কটেশ, গভস্তীশ্বর, অমৃতেশ্বর, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, সিদ্ধেশ্বরী, সঙ্কটাদেবী, বিন্দুবাসিনী, রাজরাজেশ্বরী, ধূপচণ্ডী, কল্যাণী, পুষ্কর, জগন্নাথ, বিন্দুমাধব, লক্ষ্মী, বারাহী, ললিতা, শীতলা, বাগীশ্বরী, ঢুণ্ঢিরাজ, বুড়গণেশ, কালভৈরব, বটুকভৈরব, দণ্ডপাণি, সাক্ষিবিনায়ক, দুর্গবিনায়ক, অর্কবিনায়ক, চিন্তামণিবিনায়ক, সপ্তবর্ণবিনায়ক, সিদ্ধবিনায়ক, দুণ্ঢবিনায়ক, ধর্ম্মবিনায়ক, রেণুকাদেবী, চৌষট্টিযোগিনী, হনুমান্‌, বশিষ্ঠ, বামদেব।

উক্ত দেব ও দেবালয় ব্যতীত আরও শত শত লিঙ্গ ও দেবমূর্ত্তির বিবরণ কাশীখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার অধিকাংশের সন্ধান পাওয়া যায় না, বোধ হয় ম্লেচ্ছ উৎপীড়নে তাহার অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে।

[কাশীস্থ তীর্থবিবরণ সম্বন্ধে অবিমুক্তোপনিষৎ, মৎস্যপুরাণ ১৮০-১৮৬ অঃ, কূর্ম্মপুরাণ ৩০-৩৩ অঃ, অগ্নিপুরাণ ১১২ অঃ, লিঙ্গপুরাণ ৯২ অঃ; শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৪৯ ৫১ অঃ, বিদ্যেশ্বরসংহিতা ১০ অঃ; সনৎকুমারসংহিতা ৪১-৪৫ অঃ; বিষ্ণুপুরাণ ৫। ৩৪ অঃ; সৌরপুরাণ ৫ ৮ অঃ; পদ্মপুরাণে কাশীমাহাত্ম্য, বায়ুপুরাণে আনন্দকাননমাহাত্ম্য, স্কান্দে ত্রিশূলপুরীমাহাত্ম্য ও কাশীখণ্ড; ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কাশীরহস্য; নারায়ণভট্টকৃত ত্রিস্থলীসেতু; ভট্টোজিবিরচিত ত্রিস্থলীসেতুসারসংগ্রহ; রত্নধরকৃত কাশীমাহাত্ম্য; রঘুনাথপ্রসাদবিরচিত কাশীমাহাত্ম্যকৌমুদী; নন্দপণ্ডিতরচিত কাশীপ্রকাশ ও কৃপারামের কাশীমাহাত্ম্যসংগ্রহ দ্রষ্টব্য।]

ব্যাসকাশী।—কাশীর অদূরে বর্ত্তমান রামনগরে ব্যাসকাশী। হিন্দুর বিশ্বাস যেমন মানব কাশীতে মরিলে শিবত্ব লাভ করে, সেইরূপ এই ব্যাসকাশীতে মরিলে গর্দ্দভযোনি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য অনেকেই ব্যাসকাশীতে মরিবার ইচ্ছা করেন না।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, "বেদব্যাস বিষ্ণুর নিকট বিশ্বেশ্বরের অপার মহিমা অবগত হইয়া কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি ব্যাসাসনে বসিয়া প্রত্যহ শিষ্যবর্গকে কাশীমহিমা শুনাইতেন। একদিন মহাদেব বেদব্যাসকে পরীক্ষা করিবার জন্য ভবানীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, 'অন্নপূর্ণে! অদ্য যেন বেদব্যাসকে কেহ ভিক্ষা না দেয়।' সুতরাং সেদিন বেদব্যাস কাহারও নিকট ভিক্ষা পাইলেন না। যখন নানা স্থান ঘুরিয়া বেদব্যাস দেখিলেন যে কেহই ভিক্ষা দিল না, তখন তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কাশীবাসীকে এই অভিশাপ দিলেন, 'এখানকার অধিবাসীরা মুক্তিগর্ব্বে ভিক্ষা দেয় না, অতএব এই কাশীতে ত্রৈপুরুষী বিদ্যা, ত্রৈপুরুষধন এবং ত্রৈপুরুষী মুক্তি হইবে না।' এইরূপ শাপ দিয়া তিনি মনোদুঃখে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, তখন কি করেন, ক্রোধে ভিক্ষাপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, ভবানী প্রাকৃতস্ত্রীবেশে গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া কহিতেছেন—'হে ভগবন্‌। আমার পতি অতিথিসৎকার না করিয়া ভোজন করেন না, এখন কাহাকেও পাইলাম না। অতএব আপনি অতিথি হউন।' বেদব্যাস তাহার গৃহে সশিষ্যে অতিথি হইলেন। তখন ভবানী নানাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থলাভ করিতে না পারিয়া, ক্রোধে শাপ দেয়, সে শাপ কাহার প্রতি হয়?' বেদব্যাস উত্তর করিলেন, 'সেই শাপ সেই অবিবেচক শাপ-প্রদাতারই হইয়া থাকে।' তখন গৃহস্থরূপী ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর কহিলেন, 'যে ব্যক্তি কাশীর সমৃদ্ধি দর্শন করিতে পারে না, সেই এইস্থানে শাপগ্রস্ত হয়। তুমি আর এস্থানে বাস করিবার উপযুক্ত নও, শীঘ্রই ক্ষেত্রের বাহিরে যাও।' এই কথা শুনিয়া ব্যাস কাঁপিতে কাঁপিতে গৌরীর শরণ লইলেন এবং কহিলেন, 'প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে আমাকে এই ক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি করুন।' দেবীর অনুরোধে মহাদেব তাহাতেই স্বীকার করিলেন। সেই অবধি ব্যাসক্ষেত্রের বাহিরে থাকিয়া দিবারাত্র কাশীক্ষেত্র নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।" সাধারণের বিশ্বাস রামনগরে ব্যাসদেব এখনও অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি লোকগণের মুক্তির জন্য এখানে এক তীর্থ করিয়াছেন, সেই তীর্থে মাঘ মাসে স্নান করিলে মানবের কখন গর্দ্দভজন্ম হয় না। নানা স্থান হইতে যাত্রীরা এই তীর্থে স্নান করিতে আইসে।

রামনগরের দুর্গমধ্যে নদীর ধারে কাশিরাজপ্রতিষ্ঠিত বেদব্যাসের মন্দির আছে।

ব্যাসকাশীতে কাশিয়াজপ্রতিষ্ঠিত আরও অনেক দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি আছে। সেই সমুদায়ও সাধারণের দেখিবার যোগ্য, তাহাদের গঠনপ্রণালী হিন্দুশিল্পের পরিচায়ক বটে।

কাশীর মানমন্দির।—পুণ্যধাম বারাণসী হিন্দুর প্রধান তীর্থ বটে, কিন্তু ইহাতে সাধারণ জ্ঞানপিপাসুরও দেখিবার জিনিস অনেক আছে; তন্মধ্যে অম্বরপতি মানসিংহপ্রতিষ্ঠিত মানমন্দির স্বদেশী কি বিদেশী প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিদ্‌মাত্রেরই দেখিবার বস্তু; হিন্দুগণ এককালে জ্যোতির্বিদ্যায় কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, এই মানমন্দিরও তাহার একটি পরিচায়ক। অম্বররাজবংশীয় সুবাই জয়সিংহ মানমন্দির-মধ্যে নক্ষত্রাদির গতিনির্ণয়ার্থ যে সকল যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দিল্লীশ্বর মুহম্মদশাহের অনুমতিক্রমে নাক্ষত্রিক গতিসমুদয় ঠিক করিবার জন্য জয়সিংহ প্রাচীন আর্য্যজ্যোতিষের সাহায্যে 'জয়-প্রকাশ,' 'রামযন্ত্র' ও 'সম্রাট্‌যন্ত্র' নামে তিনটি সুবৃহৎ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, শেষোক্ত যন্ত্রটির ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ১২ হাত হইবে। রাজা ঐ যন্ত্রবলে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ হিপার্কাস্, টলেমি প্রভৃতির প্রদর্শিত যুক্তিগুলির ভ্রমপ্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন জয়সিংহের আবিষ্কৃত ভিত্তিযন্ত্র, চক্রযন্ত্র প্রভৃতি আরও কতকগুলি যন্ত্র ঐ মানমন্দির মধ্যে আছে। [জয়সিংহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মানমন্দির ১৬০০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় বটে, কিন্তু উহার কোন কোন অংশ যে আরও প্রাচীন, তাহা গৃহের স্থানে স্থানে পাথরের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া শিল্পশাস্ত্রবিদ্‌গণ স্বীকার করেন। মানমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য, ইহার সুন্দর বাতায়নের গঠনপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে নির্ম্মাতার সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না, সেরূপ বাতায়ন এখন বড় একটা দেখা যায় না।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।—বারাণসীর উত্তরপশ্চিমকোণে আলীপুর মহল্লায় বকরীয়া কুণ্ড, কাশীখণ্ডে তাহাই বর্করী বা ছাগকুণ্ড নামে বর্ণিত হইয়াছে। কুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ৩৬৬ হাত ও প্রস্থে ১৮৩ হাত। কুণ্ডের উত্তরপার্শ্বে উচ্চ ঢিপি পড়িয়া আছে, সেই ঢিপির উপর পাথরের ভগ্নমূর্ত্তি ও মঠের কলস প্রভৃতি পাওয়া যায়। এ সকলই বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমিত হয়। কুণ্ডের পূর্ব্বধারেও একটি বৃহৎ ইষ্টকের স্তূপ, স্তূপের পূর্ব্বে যোগিবীর নামক স্থান, এখানে একজন যোগী সশরীরে সমাধি লাভ করেন। কুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি দরগা বা মুসলমানদিগের ভজনালয়, এই গৃহটিও কোন প্রাচীন গৃহের ভিত্তির উপর স্থাপিত, এই দরগার পূর্ব্বে (২৫×১৩ হাত) তিন সারি পাষাণস্তম্ভের উপর স্থাপিত একটি ক্ষুদ্র মস্‌জিদ্ আছে, এই মস্‌জিদ্‌ও অতিপ্রাচীন, ইহার গঠনপ্রণালী দর্শনে অনেকেই স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ইহা বৌদ্ধদিগের ছিল, আধুনিক সময়ে মুসলমানেরা আপনাদের মস্‌জিদ্ করিয়া লইয়াছে। উহাতে ৭৭৭ হিজরী শকে (১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে) খোদিত ফিরোজশাহের শিলালিপি আছে। ইহার নিকটে বৌদ্ধচৈত্যও দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়ে এককালে বকরীয়া কুণ্ডের পার্শ্বে যে বৌদ্ধদেবালয় ছিল, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন *।

রাজঘাটের দুর্গমধ্যেও বৌদ্ধবিহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ভগ্নাবশেষ-বিহারের শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসনীয়, ইহার কারুকার্য্য ও ভাস্করকার্য্য সাঞ্চির বৌদ্ধস্তূপের তুল্য। এই বৌদ্ধবিহারও মুসলমানের হাত হইতে এড়ায় নাই।

রাজঘাট দুর্গের উত্তরে গোরস্থানে, বরণাসঙ্গমের অধমপুর মহল্লায়, বারাণসীস্থ তিলিয়ানালার নিকট, লাটভৈরব নামক রাস্তায়, বক্তিস্‌-খম্বা, অর্‌হাই কঙ্গুরা মস্‌জিদ্ এবং বরণার পূর্ব্বপার্শ্বে পঞ্চক্রোশী রাস্তার নিকট সোণা-কা-তলাও নামক পুষ্করিণীর ধারে এখনও বৌদ্ধচৈত্য, বিহার, স্তূপ এবং বুদ্ধমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

অনেকে লাটভৈরবের লাট বৌদ্ধরাজ অশোকের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করেন।

ব্যবসা।—কাশী যে কেবল পুণ্যক্ষেত্র, এমন নহে। এখানে নানাদেশীয় লোকের সমাগম হওয়ায় বাণিজ্য ব্যবসায়ও মন্দ নহে। এখানে চিনি, নীল ও সোরার ব্যবসা প্রধান। জৌনপুর, বস্তি, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানের সকল প্রকার উৎপন্ন পণ্যাদি এখানে আনীত ও বিক্রীত হয়। কাশীর রেসমীকাপড়, সাল, নানাপ্রকার জরি ও বারাণসীকাপড়, হীরাজহরতাদি নানাপ্রকার রত্ন ও নানাপ্রকার খেলানা প্রসিদ্ধ। প্রধান প্রধান হিন্দুরাজমাত্রেরই এখানে এক একটি বাটী অথবা ছত্র আছে। হিন্দুরাজগণ এখানে বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারিলে, আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহারা সপরিবারে এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এইজন্য কাশীতে রাজভোগেরও অভাব নাই। এখানে দুর্গ, বারিক, বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক অন্যান্য বিদ্যালয়, রেলষ্টেসন, ডাকঘর, আদালত ও বিস্তর চতুষ্পাঠী আছে। পূর্ব্বে নানা স্থান হইতে

* Sherring's Sacred City of the Hindus, p. 273-287; J. A. S. Bengal, XXXV. p. 59-87; Fürher's Archæological Survey Lists N. W. P. Vol. II. p 199-202.

দ্বিজগণ কাশীতে বেদাধ্যয়ন করিতে আসিতেন, এখনও আসিয়া থাকেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বমত আর যত্ন নাই। তবে অদ্যাপি বারাণসীধাম শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। লোকসংখ্যা ১৯৩০২৫, তন্মধ্যে হিন্দু ১৪৭২৩০, মুসলমান ৪৫৫২৯ ও খৃষ্টান ২৬৬। [বনারস দেখ।]

২ চিৎশক্তি। ৩ সুষুম্না নাড়ী। (কাশীমুক্তিবিবেক।) ৪ কাশীস্থদেবীমূর্ত্তিবিশেষ।

("বিশ্বেশং মাধবং ঢুণ্টিং দণ্ডপাণিঞ্চ ভৈরবম্।
বন্দে কাশীং গুহাং গঙ্গাং ভবানীং মণিকর্ণিকাম্॥")

৫ (অল্পার্থে ঙীষ্) ক্ষুদ্রকাশতৃণ। ৬ মুষ্টি। (নিরুক্ত।)

কাশীনাথ (পুং) কাশ্যাঃ নাথঃ, ৬তৎ। ১ শিব। ("কালং নিকটতো জ্ঞাত্বা কাশীনাথং সমাশ্রয়েৎ॥" কাশীখণ্ড।) ২ কাশীর রাজা। ৩ একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার। কোন কোন হস্তলিপিতে কাশীরাম, কাশীরাজ এইরূপ নামান্তর দৃষ্ট হয়। ইনি অজীর্ণমঞ্জরী, 'কাশীনাথী', রসকল্পলতা ও শার্ঙ্গধর-সংহিতার 'গূঢ়ার্থদীপিকা'নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন। ৪ তৈলঙ্গদেশীয় যজ্ঞমূর্ত্তিবংশোদ্ভব একজন নৈয়ায়িক, ইনি, 'অসিদ্ধগ্রন্থান্বিকা'নাম্নী তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির ব্যাখ্যা প্রভৃতি রচনা করেন। ৫ অমরকোষের 'কাশিকা'নাম্নী টীকাকার। ৬ সারস্বতব্যাকরণভাষ্যকার ও কিরাতার্জ্জুনীয়-টীকাকার। ৭ জ্যোতিঃসংগ্রহনামক গ্রন্থকার। ৮ প্রক্রিয়াসার ও শিশুবোধব্যাকরণরচয়িতা। ৯ শীঘ্রবোধ, লগ্নচন্দ্রিকা, প্রশ্নদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থকার। ১০ যদুবংশকাব্যপ্রণেতা। ১১ রামচরিত-মহাকাব্যরচয়িতা। ১২ বেদান্ত-পরিভাষা-রচয়িতা। ১৩ বৈরাগ্যপঞ্চাশীতি নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার। ১৪ শিবভক্তিসুধার্ণবপ্রণেতা। ১৫ শ্রাদ্ধকল্পগ্রন্থকার। ১৬ সংবৎসরপ্রকরণনামক জ্যোতির্গ্রন্থকার। ১৭ সংক্ষিপ্ত-কাদম্বরী-রচয়িতা। ১৮ সূত্রপাদবেদান্ত-রচয়িতা। ১৯ অনন্তের পুত্র ও রত্নেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র, ইনি ধর্ম্মসিন্ধুসার, প্রায়শ্চিত্তেন্দু-শেখর ও বেদস্তুতিটীকা রচনা করেন। ইনি ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

কাশীনাথদীক্ষিত (কাশীদীক্ষিত)—১ সদাশিব দীক্ষিতের পুত্র। ইনি প্রয়োগরত্ন, রুদ্রপদ্ধতি, লক্ষহোমপদ্ধতি, শ্রাদ্ধ-প্রয়োগপদ্ধতি এবং কাত্যায়নীয় জ্যোতিষ্টোমপদ্ধতির টীকা প্রণয়ন করেন। ২ ষট্পঞ্চাশিকানাম্নী জ্যোতির্গ্রন্থকার।

কাশীনাথভট্ট, ১ অপর নাম শিবানন্দনাথ, জয়রামভট্টের পুত্র ও অনন্তভট্টের শিষ্য। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়েকখানি পাওয়া যায়। যথা—কৌলগজমর্দন, গুরুপূজাক্রম, চণ্ডীপূজারসায়ন, মন্ত্রচন্দ্রিকা, মন্ত্রপ্রদীপ, গণেশার্চ্চনদীপিকা, জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের 'গূঢ়ার্থাদর্শ' নামে টীকা, চণ্ডীমাহাত্ম্যটীকা, ত্রিকূটারহস্যটীকা, দক্ষিণাচারদীপিকা, পদার্থাদর্শ-কবিচন্দ্রোদয়টীকা, পুরশ্চরণদীপিকা, বটুকার্চ্চনদীপিকা, মন্ত্রমহোদধির 'মন্ত্রমহোদধিপদার্থাদর্শ' নামে টীকা ও শারদাতিলকটীকা। ২ মুহূর্ত্তমুক্তাবলী নাম্নী জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ৩ প্রসিদ্ধভাষাবিদ্ সর উইলিয়ম্ জোন্সের পণ্ডিত ও শব্দসন্দর্ভসিন্ধু নামক সংস্কৃতগ্রন্থকার।

কাশীনাথ মিশ্র, বৈদেহীপরিণয় নামক সংস্কৃত কাব্য-রচয়িতা।

কাশীযাত্রা (স্ত্রী) কাশ্যাং কাশীস্থতীর্থসমূহে যাত্রা, ৭তৎ। কাশীস্থতীর্থসমূহ দর্শনার্থ গমন।

যাত্রিগণ যে প্রকারে কাশীযাত্রা করিবে, কাশীখণ্ডে তাহার নিয়ম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

প্রথমে যাত্রিগণ সবস্ত্রে চক্রপুষ্করিণীর জলে স্নান করিয়া দেব, পিতৃ, ব্রাহ্মণ ও অর্থিগণকে তৃপ্ত করিবে। পরে আদিত্য, দ্রৌপদী, দণ্ডপাণি ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া ঢুণ্টিরাজকে দেখিতে যাইবে। তাহার পর জ্ঞানবাপীর জলে আচমন করিয়া নন্দিকেশ্বরের পূজা করিবে। পরে তারকেশ্বরের ও মহাকালেশ্বরের পূজা করিয়া পুনরায় দণ্ডপাণির পূজা করিবে, ইহার নাম পঞ্চতীর্থযাত্রা। তাহার পর বৈশ্বেশ্বরী যাত্রা করিবে। যাত্রিগণ কৃষ্ণ-প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী অথবা প্রতি চতুর্দ্দশীতে দ্বিসপ্ত-আয়তনী যাত্রা করিবে। মৎস্যোদরীতে স্নানাদি করিয়া প্রথমে প্রণবেশ্বর, তৎপরে ত্রিবিষ্টপ, পরে মহাদেব, তাহার পর যথাক্রমে কৃত্তিবাস, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদারেশ্বর, ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, মণিকর্ণিকেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর ও শেষে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া পূজাদি করিবে। যে ব্যক্তি কাশীধামে বাস করিয়া এইরূপ যাত্রা না করে, তাহার নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। বিঘ্নশান্তির জন্য অষ্টায়তনী নামে আর একটী যাত্রা করিবে। তাহাতে যথাক্রমে দক্ষেশ্বর, পার্ব্বতীশ্বর, পশুপতীশ্বর, গঙ্গেশ্বর, নর্ম্মদেশ্বর, গভস্তীশ্বর, সতীশ্বর ও তারকেশ্বরকে দর্শন করিবে। এই যাত্রা অষ্টমী তিথিতে কর্ত্তব্য। কাশীবাসী আর একটি যাত্রা করিবে—প্রথমে বরণায় স্নান করিয়া শৈলেশ্বর দর্শন করিবে, পরে বরণাসঙ্গমে স্নান করিয়া সঙ্গমেশ্বরকে দর্শন করিবে, পরে স্বর্লীনতীর্থে স্নান করিয়া স্বর্লীনেশ্বর দর্শন, তাহার পর মন্দাকিনীতীর্থে স্নান করিয়া মধ্যমেশ্বর দর্শন, পরে হিরণ্যগর্ভতীর্থে স্নান করিয়া হিরণ্যগর্ভেশ্বর দর্শন, পরে মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া ঈশানেশ্বর দর্শন, অনন্তর যথাক্রমে গোপ্রেক্ষতীর্থে স্নান করিয়া গোপ্রে-

ক্ষেশ্বর, কাপিলহ্রদে স্নান করিয়া বৃষভধ্বজ, উপশান্তকূপে স্নান করিয়া উপশান্তশিব, পঞ্চচূড়াহ্রদে স্নান করিয়া জ্যেষ্ঠেশ্বর, চতুঃসমুদ্রকূপে স্নান করিয়া মহাদেব, বাপীজল স্পর্শ ও শুক্রকূপে স্নানানন্তর শুক্রেশ্বর দর্শন, দণ্ডখাততীর্থে স্নান করিয়া ব্যাঘ্রেশ্বরের পূজা, শৌনককুণ্ডে স্নান করিয়া শৌনকেশ্বর ও জম্বুকেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিবে।

একাদশায়তনী নামে আরও একটী যাত্রা করিবে, তাহাতে প্রথমে অগ্নীধ্রকুণ্ডে স্নান করিয়া অগ্নীধ্রেশ্বর-দর্শন, পরে যথাক্রমে উর্ব্বশীশ্বর, নকুলীশ্বর, আষাঢ়ীশ্বর, ভারভূতেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, ত্রিপুরান্তক, মনঃপ্রকাশকেশ্বর, প্রীতিকেশ্বর, মদালসেশ্বর ও তিলপর্ণেশ্বর দর্শন করিবে। এই যাত্রা করিয়া মানব রুদ্রত্ব লাভ করে।

শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে গৌরীযাত্রা করিবে—প্রথমে গোপ্রেক্ষতীর্থে স্নান করিয়া মুখনির্ম্মালিকায় গমন করিবে। তৎপরে যথাক্রমে জ্যেষ্ঠাবাপীতে স্নান ও জ্যেষ্ঠাগৌরীপূজা, জ্ঞানবাপীতে স্নান ও সৌভাগ্যগৌরীর পূজা, শৃঙ্গারতীর্থে স্নান ও শৃঙ্গারগৌরীর পূজা, বিশালগঙ্গায় স্নান ও বিশালাক্ষীর পূজা, ললিতাতীর্থে স্নান ও ললিতাদেবীর পূজা, ভবানীতীর্থে স্নান ও ভবানীদেবীর পূজা, বিন্দুতীর্থে স্নান ও মঙ্গলাগৌরীর পূজা, শেষে মহালক্ষ্মীতে গমন করিবে। ইহার নাম গৌরীযাত্রা।

প্রতি চতুর্থীতে গণেশযাত্রা, মঙ্গলবারে ভৈরবযাত্রা, রবিবারে অথবা ষষ্ঠী বা সপ্তমীযুক্ত রবিবারে সূর্য্যযাত্রা, অষ্টমী বা নবমীতে চণ্ডীযাত্রা ও প্রতিদিন অন্তর্গৃহযাত্রা করিবে। অন্তর্গৃহ যাত্রা এইরূপ—মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া মণিকর্ণীশ্বরের পূজা করিবে, তৎপরে একে একে কম্বলেশ্বর, অশ্বতরেশ্বর, বাসুকীশ্বর, পর্ব্বতেশ্বর, গঙ্গাকেশব, ললিতাদেবী, জরাসন্ধেশ্বর, সোমনাথ, বারাহেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, কশ্যপেশ্বর, হরিকেশবনেশ্বর, বৈদ্যনাথ, ধ্রুবেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, হাটকেশ্বর, অস্থিক্ষেপতড়াগে কীকসেশ্বর, ভারভূতেশ্বর, চিত্রগুপ্তেশ্বর, চিত্রঘণ্টা, পশুপতীশ্বর, পিতামহেশ্বর, কলসেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, বীরেশ্বর, বিদ্যেশ্বর, অগ্নীশ্বর, নাগেশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, চিন্তামণিবিনায়ক, সর্ব্ববিঘ্নহারী সেনাবিনায়ক, বশিষ্ঠ, বামদেব, সীমাবিনায়ক, করুণেশ্বর, ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, বিশালাক্ষী, ধর্ম্মেশ্বর, বিশ্ববাহুক, আশাবিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, চতুর্ব্বক্ত্রেশ্বর, ব্রাহ্মীশ্বর, মনঃপ্রকাশেশ্বর, ঈশানেশ্বর, চণ্ডী, চণ্ডীশ্বর, ভবানী, শঙ্কর, ঢুণ্ঢিরাজ, রাজরাজেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, নকুলীশ্বর, পরান্নেশ্বর, পরদ্রব্যেশ্বর, প্রতিগ্রহেশ্বর, নিষ্কলঙ্কেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, অপ্সরেশ্বর ও গঙ্গেশ্বরের পূজা করিয়া জ্ঞানবাপীতে স্নান করিবে; তাহার পর নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর, মোক্ষেশ্বর, বীরভদ্রেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর ও পঞ্চবিনায়ককে প্রণাম করিয়া বিশ্বেশ্বরে গমন করিবে, এখানে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—

"অন্তর্গৃহস্য যাত্রেয়ং যথাবদ্যা ময়া কৃতা।
ন্যূনাতিরিক্তয়া শম্ভুঃ প্রীয়তামনয়া বিভুঃ॥" ১০০। ৯৬।

অল্প আর বেশী যে ভাবেই হউক, এই যে আমি অন্তর্গৃহ যাত্রা করিলাম, এতদ্দ্বারা মহেশ্বর আমার প্রতি প্রীত হউন।

মন্ত্রপাঠান্তে ক্ষণকাল মুক্তিমণ্ডপে বিশ্রাম করিয়া নিষ্পাপ হইয়া গৃহে গমন করিবে। (কাশীখণ্ডে ১০০ অঃ।)

কাশীরহস্য (ক্লী) কাশ্যাঃ রহস্যম্, ৬তৎ। ১ কাশীবাসিগণের কর্ত্তব্য আচারবিশেষ। ২ কাশীমাহাত্ম্য।

কাশীরাজ (পুং) কাশ্যাঃ কাশীপ্রদেশস্য রাজা, কাশী-রাজন্ টচ্ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১।) ১ দিবোদাস। ২ কাশীর অধিপতিমাত্র। ৩ চিকিৎসাকৌমুদী-প্রণেতা। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)। ৪ বীরসিংহের পিতা, খেটপ্লবনামক জ্যোতিগ্রন্থকার।

কাশীরাম, ১ রত্নপ্রদীপনিঘণ্টু নামক বৈদ্যককোষকার। ২ (বাচস্পতি)—রাধাবল্লভের পুত্র ও রামকৃষ্ণের পৌত্র, ইনি রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের টীকা রচনা করেন, তন্মধ্যে উদ্বাহতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব ও শ্রাদ্ধতত্ত্বের টীকা পাওয়া যায়।

কাশীশ (ক্লী) কুৎসিতং ঈষৎ বা শীশমিব, কোঃ কাদেশঃ। উপধাতুবিশেষ, হিরাকস (Sulphet of iron); হিন্দীভাষায় ইহাকে কৌশীশ কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—ধাতুকাশীশ, কাসীস, ধাতুকাসীস, খেচর, ধাতুশেখর, কেসর, হংসলোমশ, শোধন, পাংশুকাশীশ ও শুভ্র। ধাতুকাশীশ ও পুষ্পকাশীশ ভেদে হিরাকস দুইপ্রকার; তন্মধ্যে ধাতুকাশীশ হরিৎ ও লোহিতভেদে দ্বিবিধ এবং পুষ্পকাশীশ শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে দুইপ্রকার হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশমতে এই দ্বিবিধ হিরাকসেরই গুণ—অম্ল, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, বাতশ্লেষ্মনাশক, কেশের উপকারক এবং নেত্রকণ্ডূ, বিষদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্ররোগনাশক। ইহাকে শোধন করিতে হইলে ভৃঙ্গরাজরসে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে; তাহা হইলে ইহা পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। [হিরাকস্ দেখ] ২ (পুং) কাশ্যাঃ ঈশঃ ৬তৎ। মহাদেব। ৩ কাশীদেশের অধিপতি।

কাশীশ্বর (পুং) কাশ্যাঃ ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। ১ মহাদেব। ২ কাশীদেশের রাজা। ৩ অর্থমঞ্জরী নামে ন্যায়গ্রন্থকার।

৪ (ভট্টাচার্য্য)—সুপদ্মব্যাকরণানুসারে ধাতুপাঠ, ভূরিপ্রয়োগগণটীকা, মুগ্ধবোধটীকা ও মুগ্ধবোধপরিশিষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থকার।
৫ (শর্ম্মা)—ঘনশ্যামের পুত্র ও রাঘবপণ্ডিতের পৌত্র। ইনি ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানামৃতনামে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন।

কাশূ (স্ত্রী) কশ-ণিচ্-উ। ১ শক্তিনামক অস্ত্র। ২ বিফলবাক্য। ৩ বুদ্ধি। ৪ রোগ।

কাশূকার (পুং) কাশূং বিফলবাচং করোতি, কাশূ-কৃ-অণ্। সুপারি। [গুবাক দেখ।]

কাশূতরী (স্ত্রী) কাশূনামক ক্ষুদ্র অস্ত্র।

কাশেয় (পুং) কাশ্যাং ভবঃ, কাশী-ঢক্। কাশেঃ কাশিনৃপতেঃ গোত্রাপত্যম্ বা। ১ কাশীরাজবংশীয়। কাশীর প্রথম রাজা কাশবংশোদ্ভব। ২ (ত্রি) কাশীদেশজাত। [কাশী দেখ।]

কাশেয়ী (স্ত্রী) কাশেয়-ঙীপ্। কাশীরাজকন্যা।
("ভরতঃ খলু কাশেয়ীমুপযেমে সার্ব্বসেনীম্।"
ভারত আদি ৯৫ অঃ।)

কাশ্মরী (স্ত্রী) কাশতে, কাশ্-বনিপ্ (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা ৩।২।৭৫। তথা "বনোরচ" ৪।১।৭ ইতি রশ্চান্তাদেশঃ। ঙীপ্।) পৃষোদরাদিত্বাৎ বস্য মত্বম্। গাম্ভারীবৃক্ষ। (Gmelina arborea) ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—গাম্ভারী, ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মিরী, হীরা, কাশ্মর্য্য, পীতরোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা ও মহাকুসুমিকা। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—মধুর, কষায় ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অগ্নিদীপ্তিকারক, পরিপাচক, ভেদক এবং ভ্রম, শোষ, তৃষ্ণা, আমশূল, অর্শঃ, বিষদোষ, দাহ ও জ্বরনাশক। ইহার ফলগুণ—শরীরবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, কেশের উপকারক, রসায়ন, কষায় ও অম্লরস, শীতল, স্নিগ্ধ, এবং বায়ু, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, ক্ষয়রোগ, মূত্রাঘাত, দাহ ও বাতরক্তরোগনাশক।

গাম্ভারী গাছ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই জন্মে। ফাল্গুনমাসে ফুল ধরে। ইহার কাঠের রঙ্ ফিকা হরিদ্রার মত। এই কাঠ বড় হাল্কা অথচ কঠিন, এই জন্য নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা দেশে ইহার তক্তায় ছবির ফ্রেম, নৌকাছাওয়া, পাল্কীর হাতল, ওজনের বাট্‌খারা প্রভৃতি হয়। বিশাখপত্তনে প্রাচীরের ভিত্তিতে এবং বোম্বাই প্রদেশে শকট, যান ও পাল্কীতে এই কাঠ লাগে। ইহাতে সুন্দর পালিস ধরে এবং ইহাদ্বারা নানাপ্রকার আস্‌বাব প্রস্তুত করা যায়।

কাশ্মর্য্য (পুং, ক্লী) কাশ্মরীতি শব্দোঽস্ত্যস্য, কাশ্মরী-যপ্। যদ্বা কাশ্মরী-স্বার্থে ষ্যঞ্। গাম্ভারী।

("হৃদ্যং মূত্রবিবন্ধঘ্নং পিত্তাসৃক্‌বাতনাশনম্।
কেশ্যং রসায়নং মেধ্যং কাশ্মর্য্যং ফলমুচ্যতে॥"
সুশ্রুত সূত্র ৪৬ অঃ।)

কাশ্মীর (ক্লী) কশ্মীরে কাশ্মীরে বা ভবম্, কশ্মীর বা কাশ্মীর-অণ্ (কচ্ছাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৩।) ১ পদ্মমূল। ২ সোহাগা। ৩ কুঙ্কুম।
(কাশ্মীরং কুঙ্কুমেঽপি স্যাৎ টঙ্কপুষ্করমূলয়োঃ। মেদিনী।)

৪ ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমকোণে সর্ব্বোত্তরদেশের নাম কশ্মীর বা কাশ্মীর।

বর্ত্তমান কাশ্মীররাজ্য ৩২° ১৭´ হইতে ৩৬° ৫৮´ উত্তর অক্ষা° মধ্যে এবং ৭৩° ২৬´ হইতে ৮০° ৩০´ পূর্ব্ব দ্রাঘি° মধ্যে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান ভূমিপরিমাণ প্রায় ৮০৯০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যাও প্রায় ১৬ লক্ষ। এই রাজ্য সমুদ্রতল হইতে ৫৫০০ ফুট উচ্চ।

বর্ত্তমান সীমা।—উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত কারাকোরমশ্রেণী ও ইহারই অধীনস্থ কতকগুলি অর্দ্ধস্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্য; দক্ষিণসীমা পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিলম, গুজরাৎ, শিয়ালকোট প্রভৃতি; পশ্চিম সীমা পঞ্জাবের অন্তর্গত হজারা প্রদেশ ও রাবলপিণ্ডী; পূর্ব্বসীমা তিব্বত রাজ্য।

বর্ত্তমান প্রদেশবিভাগ।—কাশ্মীররাজ্যে এক্ষণে জম্মু, কাশ্মীরউপত্যকা, লডাখ্ বা লদাখ, বালতীস্থান, ভদ্‌রোয়াড় (ভদ্রবার), কষ্টোয়াড় (কৃষ্ণবার), দার্দ্দিস্থান, লে, তিলৈল, সুরু, জংস্কর, রূপসু, পুঞ্চ ও আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ আছে।

ভূমিভাগ।—সাধারণতঃ দেখিলে কাশ্মীররাজ্যকে পর্ব্বতবেষ্টিত বিতস্তার অববাহিকা বলিয়া বোধ হয়। মধ্যস্থলে বিতস্তা নদী শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া বরাহমূলগিরিবর্ত্ম দিয়া পঞ্জাবপ্রদেশে প্রবেশ করিতেছে। বিতস্তার তীরবর্ত্তী নিম্ন মালভূমি ব্যতীত একপ্রকার মালভূমি পর্ব্বতমূল হইতে সমতল ভূমির দিকে বিস্তৃত আছে, ইহাকে করেবাস্ বা উদার্স বলে। এই সকল ভূমির মাটি প্রায় উদ্ভিদ্ প্রাণীশরীরজাত এবং বালি ও কর্দ্দমমিশ্রিত। এই সকল মালভূমিখণ্ডে মধ্যে প্রায় ১০০ হইতে ৩০০ ফুট গভীর ভাঙ্গন আছে। সাধারণতঃ এই সকল ভূখণ্ডের একদিকে পর্ব্বতমালা, কিন্তু কোন কোন স্থলে আবার চারিদিকেই নিম্নভূমি। এই সকল ভূখণ্ডে চাষ আবাদ হয়, কিন্তু মালভূমি বলিয়া জলের সুবিধা হয় না, বৃষ্টি না হইলে খাল কাটিয়া নদী হইতে জল আনিয়া চাষ করিতে হয়। পর্ব্বতমূলের ঢালু জমিতে চারণভূমি, দেবদারুবন ইত্যাদি দেখা যায়। কাশ্মীরের দক্ষিণাংশেই

লোকের বাস অধিক। কৃষ্ণগঙ্গা উপত্যকার নিম্নাংশ এবং যে তুষারাবৃত পর্ব্বতমালা সিন্ধু-অববাহিকা হইতে বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা-অববাহিকা স্বতন্ত্র করিতেছে, সেই পর্ব্বতমালার চারিপার্শ্বস্থ ভূমিতেও অধিকতর লোকের বাস। এই প্রদেশের পর্ব্বতমালা দেবদারুবনে আচ্ছাদিত, মধ্যে মধ্যে আবাদের উপযুক্ত ভূমিও আছে। নদীতীর শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক গ্রামে সুন্দর সুন্দর পথ আছে।

পর্ব্বতমালা।—কাশ্মীরের চতুর্দ্দিকে যে পর্ব্বতমালা আছে, তাহাদের শিখরের উপরিভাগ তুষারমণ্ডিত দেখা যায়; বৎসরের মধ্যে প্রায় ৮ মাস কাল বরফে আবৃত থাকে। উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে বিয়াকো নামক তুষারাবৃতক্ষেত্র প্রায় ৩৫ মাইল বিস্তৃত। পঞ্জাল পর্ব্বতমালার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম মূলী, ইহার উচ্চতা ১৪৯৫২ ফুট, আহেরটাটোপা শিখরের উচ্চতা ১৩০৪২ ফুট, উত্তরদিকে হরমুখ পর্ব্বতের উচ্চতা ১৬০১৫ ফুট, কাশ্মীর-উপত্যকার প্রান্তে নঙ্গ পর্ব্বত বা দয়রমুর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৬৬২৯ ফুট উচ্চ, ইহাকে দৈয়রমুর পর্ব্বতও বলে, ইহা কাশ্মীর-উপত্যকা ও সিন্ধুনদীর মধ্যে অবস্থিত। ইহারই নিকটে সের ও মের নামে আরও দুটি শিখর আছে, তন্মধ্যে প্রথমটি ২৩৪১০ ও দ্বিতীয়টি ২৩২৫০ ফুট উচ্চ। কাশ্মীর-উপত্যকার চারিপার্শ্বে যে সকল গিরিমালা আছে, দিক্-অনুসারে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে;—পূর্ব্বে তুষারাবৃত পঞ্জালপর্ব্বত, দক্ষিণে ফতেপঞ্জাল ও বনিহালপ্রদেশের পঞ্জাল, পশ্চিমে পীরপঞ্জাল এবং উত্তর-পশ্চিমে হরমুখ ও সোণামার্গ পর্ব্বত।

দক্ষিণদিকে পর্ব্বতমালা ক্রমশঃ নিম্ন বলিয়া এই দিকের শোভাই অতি সুন্দর। উত্তরদিক্ অপেক্ষাকৃত বন্য, কিন্তু সৌন্দর্য্যপূর্ণ। এদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা, বিস্তৃত তুষারক্ষেত্র, পর্ব্বতাবরোহী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদীস্রোত, মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। এই অঞ্চলে কোন শিখরই উচ্চতায় ২০০০০ ফুটের কম নহে! কারাকোরম পর্ব্বতমালায় একটি শিখরের উচ্চতা প্রায় ২৮২৫০ ফুট।

য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীরা কাশ্মীরের এই সকল পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া এখানকার শোভা এরূপভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, সেরূপ শোভাধার প্রাকৃতিক ছবি জগতের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই সকল শৈলশিখরের তল হইতে যত উর্দ্ধে গমন করা যায়, ততই ঋতুভেদ ও তদুপযোগী উদ্ভিজ্জ শস্য ও ফলমূলাদি দেখা যায়। কোথাও আবার এ সকলেরই একত্র সমাবেশ আছে। এই সকল পর্ব্বতে নিরীহ পার্ব্বত্যজাতি বাস করে।

মার্গ বা ক্ষেত্র।—পীরপঞ্জাল অপেক্ষা কতকগুলি নিম্নতর পর্ব্বতের শিখরদেশ অধিক বিস্তৃত। এই সকল স্থানে সুন্দর ও মনোহর নানাবর্ণের পুষ্প এবং সুদৃশ্য তৃণ জন্মে। এই সকল স্থানকে মার্গ বা ক্ষেত্র বলে। গুলমার্গ, সোণামার্গ প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষেত্র অতি সুন্দর। এই সকল স্থানে গ্রীষ্মকালে দলে দলে টাটুঘোড়া চরিয়া বেড়ায়। সোণামার্গ নামক স্থানে শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে দেশীয় বড়-লোকেরা ও য়ুরোপীয়েরা আসিয়া বাস করিতে ভালবাসে।

নদী।—কাশ্মীররাজ্যের প্রধান নদী বিতস্তা। কাশ্মীর-উপত্যকার পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমায় বিতস্তানদীর উৎপত্তিস্থান।

[বিতস্তা দেখ।]

অনেকের মতে, ইহার উৎপত্তি স্থান আজিও স্থির হয় নাই; ইংরাজেরা বলেন যে, অর্পৎ, ব্রিং ও সন্দরম্ নামক তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সম্মিলনে বিতস্তার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি শাখানদী ও উপনদী আছে। মুসলমান ভৌগোলিকেরা বলেন যে, কাশ্মীর-উপত্যকার পূর্ব্বদিকে সুপ্রসিদ্ধ বীরনাগ নামক উৎসের প্রায় অর্দ্ধক্রোশদূরে তিনটি উৎস আছে। এই তিনটি উৎস পরস্পর দ্বাদশ বা চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি দূরবর্ত্তী। মুসলমানেরা ঐ পরিমিত স্থানকে (অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ স্থানকে) বিৎবিথর বা বিতস্ বলে। ইহা হইতে ঐ উৎসের নামও বিৎবিথর বা বিতস্ এবং তাহা হইতে নির্গত জলস্রোতকে বিহৎ বা বিতস্তা বলিয়া থাকে। এই তিনটি উৎসের জলধারা ক্রমশঃ যতই নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে, ততই বীরনাগ, অনন্তনাগ, আচ্ছাবল, কুক্কুরনাগ, কোশনাগ প্রভৃতি উৎস সকলের জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া উহার অবয়ব বৃদ্ধি করিয়াছে। বিতস্তা ক্রমশঃ উত্তরপূর্ব্বমুখে কিয়দ্দূর বহিয়া উলরহ্রদে প্রবেশ করিয়াছে; তৎপরে দক্ষিণবাহিনী হইয়া পশ্চিমপ্রান্তে বরামূলা নামক জনপদের মধ্যে ভীষণবেশে উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়াছে। উপত্যকার মধ্যে বিতস্তার বেশ প্রশান্তভাব, কিন্তু উপত্যকার বাহিরে ইহার যেমন ভীষণ বেগ তেমনি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি। উত্তর-পূর্ব্ব হইতে ইস্‌লামাবাদের নিকট লিদার, পূর্ব্ব হইতে সাদিপুরের সম্মুখে সিন্ধুনদ ও সোপুর নগরের নিকট পোহরু নদী বিতস্তার পশ্চিমতীরে মিলিয়াছে; আর পূর্ব্বতীরে মুরহামের নিকট বেশ নরামবিয়াড়া এবং রামচুয়াত (রামচ্যুত) ও দুধগঙ্গা শ্রীনগরের নিকট মিলিয়াছে। তিলৈল উপত্যকায় দেশই-নামকস্থানে কৃষ্ণগঙ্গা নামে একটী মধ্যবিধ নদী উৎপন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণগঙ্গা অনেকটা উত্তরমুখে পশ্চিমদিকে বহিয়া

গিয়া, হঠাৎ দক্ষিণে বাঁকিয়া মজঃফরাবাদের ঠিক নিম্নে বিতস্তায় মিলিয়াছে। বর্দ্দান উপত্যকায় মারুবর্দ্দান নদী প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণমুখে কৃষ্ণবার (কষ্টওয়াড়) নামক স্থানে চন্দ্রভাগায় মিলিয়াছে। মারুবর্দ্দান, কৃষ্ণবার ও ভদ্রবার (ভদ্রোয়াড়) নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যদিয়া আসিয়া জম্বুর পশ্চাতে মিলিয়াছে। এই সকল নদীর মধ্যে একমাত্র বিতস্তাতেই নৌকাদি যাতায়াত করে। তাহাতেও আবার ষাট মাইলের অধিকদূরে নৌকা চলিতে পারে না।

সেতু।—উপত্যকার মধ্যে বিতস্তার উপর ১৩টী সেতু আছে, এই সেতুকে "কদল" বলে। সমস্ত সেতু দেবদারু-কাষ্ঠে নির্ম্মিত।

অনেক স্থলে আবার দড়ির সাঁকোও আছে। যেখানে বহুদূর বিস্তৃত সেতুর প্রয়োজন, প্রায় সেই সকল স্থলেই দড়ির সাঁকো। দড়ির সাঁকো দুই প্রকার—চিকা ও ঝোলা। ভাবিতে গেলে বা দেখিতে গেলে এই সাঁকো বড় ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তত ভয়ের কারণ নাই। অতি সহজে নিরাপদে ইহাদের উপর দিয়া যাতায়াত চলে। মালপত্রও এই সাঁকো দিয়া পারাপার করে।

খাল।—শ্রীনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অনেক খাল আছে। এই স্থলে উল্লোল বা উলার হ্রদ। ইহারই মধ্য দিয়া বিতস্তা প্রবাহিত। এই হ্রদ পার হওয়া বড় সোজা নয়। এই জন্য সোপুর ও শ্রীনগরের মধ্যে একটি খাল কাটিয়া গমনাগমনের সুবিধা করা হইয়াছে। চাষের সুবিধার জন্যও যথেষ্ট খাল কাটা আছে, তন্মধ্যে ক্ষোরপুর জেলায় সাহকুল খাল, ইসলামাবাদে নৈন্দি ও নিম্নর খালই প্রধান।

হ্রদ।—কাশ্মীরে হ্রদ যথেষ্ট। উপত্যকায় ও পার্ব্বত্য-প্রদেশের নানাস্থানে হ্রদ দেখা যায়। উপত্যকায় এই চারিটি হ্রদ প্রধান—১ম, ডল্ বা নাগরিক হ্রদ—ইহা শ্রীনগরের উত্তর-পূর্ব্বকোণে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত, দৈর্ঘ্যে ৫ মাইল। চূট-ই-কোল (চূঁট—আপেল, কোল—খাল) নামক খালদ্বারা ইহা বিতস্তার সহিত সংযুক্ত। শ্রীনগরের রাজবাড়ীর ঠিক সম্মুখে এই খাল আসিয়া হ্রদে মিশিয়াছে।

২য়, আঞ্চার হ্রদ—ইহা শ্রীনগরের উত্তরে অবস্থিত। নালমর খাল দিয়া ইহা জলের সহিত সংযুক্ত। নালমর খাল সাদিপুরের নিকট সিন্ধুনদে মিশিয়াছে।

৩য়, মানসবল হ্রদ—ইহা শ্রীনগরের পশ্চিমে; স্থলপথে ইহা শ্রীনগর হইতে পাঁচক্রোশ ও জলপথে ৮ ক্রোশদূরে বিতস্তার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। কাশ্মীরের মধ্যে ইহার তুল্য রমণীয় হ্রদ আর নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ৩ মাইল ও বিস্তার দেড়মাইল। এই হ্রদটী বড় গভীর। কহ্লণ ও বিহ্লণ, পবিত্র 'মানসহ্রদ' নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

৪র্থ, উল্লোল (উলর) বা বলুর হ্রদ—ইহা শ্রীনগরের উত্তরপশ্চিমে, স্থলপথে ১১ ক্রোশ ও জলপথে ১৫ ক্রোশদূরে অবস্থিত। কাশ্মীররাজ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদ; উত্তর-দক্ষিণে জলা বাদ দিয়া ইহার দৈর্ঘ্য দেড়মাইল আর জলাসমেত ১০ মাইল; পরিধি ৩০ মাইল, গভীরতা ৮ হাত, স্থানে স্থানে ১১ হাতও হইবে। পূর্ব্বদিকে বিতস্তা নদী এই হ্রদের মধ্যদিয়া প্রবাহিত। পার্ব্বত্য হ্রদের ন্যায় উলর হ্রদেও হঠাৎ ভীষণ ঝড় উপস্থিত হয়। রাজতরঙ্গিণীতে এই হ্রদ 'মহাপদ্ম' নামে উক্ত হইয়াছে। এখানে মহাপদ্মনাগের বাস ছিল।

পার্ব্বত্য হ্রদের মধ্যে পীরপঞ্জালের কংসনাগ, লিদার উপত্যকায় শেষনাগ, হরমুখে গঙ্গাবলনাগ ও সর্ব্বলনাগ প্রধান।

উৎস।—কাশ্মীরের পর্ব্বতমালায় উৎসের অভাব নাই, প্রায় সকল স্থানেই পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া উৎস বাহির হইয়াছে। এই সকল উৎস কত যে অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সকল উৎসের মধ্যে বীরনাগ, অনন্তনাগ, বায়ন, আচ্ছাবল, কুক্কুটনাগ ও বিৎবিথর অতি রমণীয় ও কৌতূহলজনক।

খনিজ।—কাশ্মীরের প্রায় সর্ব্বস্থানেই লৌহ পাওয়া যায়, কিন্তু লৌহ তত উৎকৃষ্ট নহে বলিয়া ইহাতে কামান হয় না। কুটিহর জেলায় হরপৎনার গ্রামের নিকট তাম্র পাওয়া যায়, প্রাচীনকালে এইস্থলে খনির কার্য্য চলিত, বহুদিন হইতে বন্ধ আছে। পীরপঞ্জালে কাল সীসা (যে ধাতু হইতে পেনসিল হয়) পাওয়া যায়। জম্বুপর্ব্বতে পাথুরে কয়লা ও সুর্ম্মা এবং দ্রাসনদীর একটী উপনদীতে শিগার বা শিঙ্গো নামে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। বিতস্তাতীরে টঙ্গরট-নামক স্থানের অধিবাসীরা স্বর্ণরেণু উদ্ধার করিয়া থাকে। চন্দ্রভাগাতীরে স্বর্ণ ও রৌপ্যমিশ্রিত উপলখণ্ড পাওয়া যায়। গন্ধকের উৎস যথেষ্ট আছে। কঠিন গন্ধকও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কাশ্মীর-উপত্যকা গন্ধকপ্রধান উৎসপূর্ণ বলিয়া মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্পের ভীষণ উৎপাত ঘটে। ১৮২৮ ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে কাশ্মীররাজ্যের অনেক মনুষ্যজীবন ও গৃহাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পশুপক্ষী।—কাশ্মীরে ভল্লুকের সংখ্যা অনেক; কটা ও রক্তবর্ণের ভল্লুকই এখানে অধিক। ইহারা উদ্ভিজ্জভোজী, মাংস অল্প পরিমাণে খায়, হিংস্রস্বভাব নহে। কাল ভল্লুক অন্য ভল্লুক অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত হিংস্র। চিতাবাঘ সর্ব্বত্র, তিব্বৈল প্রদেশে

শ্বেত চিতাবাঘ দেখা যায়। বড়শিঙ্গা (বৃহৎশৃঙ্গ) হরিণ পঞ্জাল পর্ব্বতমালার উচ্চ অংশে দেখা যায়। হিন্দুমুসলমানেরা ইহার মাংস খায়। শুড়ম বা হিমালয়ের শাবর হরিণ কৃষ্ণগারপ্রদেশস্থ পঞ্চালগিরিতে বাস করে। থকর (চীৎকারকারী) হরিণ পঞ্চালপর্ব্বতমালার দক্ষিণ ও পশ্চিমে ঢালুপ্রদেশে দেখা যায়। কৃষ্ণগঙ্গা ও বিতস্তার মধ্যবর্ত্তী গিরিশ্রেণী হইতে বরামূলা পথের বাহিরে পীর পঞ্জাল পর্য্যন্ত একপ্রকার বৃহৎকায় ছাগল দেখা যায়, ইহাদিগকে মার্গর (সর্পভুক্) বলে। কস্তুরীমৃগ কাশ্মীরের সর্ব্বত্র আছে। সারঙ্গ বা বুজ-ই-কোহি ও থর নামক দুই জাতীয় পাহাড়ে ছাগল পঞ্জালপর্ব্বতে দেখা যায়। নেকড়ে বাঘ, খেঁকশিয়াল, শৃগাল ও বানর যথেষ্ট আছে। ক্রম বা পুয়া নামে একজাতীয় বানর কৃষ্ণগঙ্গা উপত্যকায় অধিক দেখা যায়; ইহারা ঈগলপক্ষীর প্রধান শীকার। উদ্বিড়াল সকল নদীতেই আছে; ইহার চর্ম্ম বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। কৃষ্ণবার প্রদেশে শজারু আছে। সরীসৃপ বড় দেখা যায় না, বিষাক্ত সর্প বড় একটা নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে দু একটা গোখুরা দেখা যায়।

শীকরে, শকুনি, চিল, বাজ প্রভৃতি মাংসাশী শীকারী পক্ষী যথেষ্ট। মুনাল, কল্লিজ, কোকলা, কোকিল, ময়না প্রভৃতি সকল রকম তোতা ও কাঠঠোকরা এখানে অনেক। জলচর পক্ষী নানাপ্রকার, অধিকাংশই শরৎ ও শীতকালে উত্তর হইতে এদেশে আসে ও বসন্তের পূর্ব্বে চলিয়া যায়। বুলবুল, সারস ও বক সর্ব্বদা দেখা যায়। এখানে কাক কতকটা শ্বেতবর্ণ ও তাহাদের স্বর বড় কর্কশ নহে। গাভী সকল খর্ব্বাকৃতি ও অধিকাংশ কৃষ্ণবর্ণ, ইহাদের দুগ্ধ অতি পুষ্টিকর। এখানে মশা, মাছি ও পিস্সুর বড় উপদ্রব, শ্রাবণভাদ্রে আরও বাড়ে।

কৃষি ও উদ্ভিদ্।—কাশ্মীরের ভূমি অতি উর্ব্বরা, যে যে স্থলে বরফ পড়ে না, সে স্থলেও স্বভাবজাত তুঁত, আখ্রোট ও বাদাম যথেষ্ট জন্মে। পাইন (কাশ্মীরীরা ইহাকে চিড় কহে) অন্য স্থানের বৃক্ষের ন্যায় তত দৃঢ় নহে, কিন্তু কাশ্মীরীরা ইহা দ্বারাই গৃহ ও নৌকাদি প্রস্তুত করে, ইহার কাষ্ঠ তৈলাক্ত বলিয়া ডাকবাহক ও পথিকেরা রাত্রিকালে ছোট ছোট কাষ্ঠিকা জ্বালিয়া পার্ব্বত্য পথে মশালের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। দেবদারু, শাল প্রভৃতি বহুমূল্য কাষ্ঠের গাছ যথেষ্ট। কাশ্মীরের বাহিরে এই সকল কাষ্ঠ চালান দেওয়া নিষিদ্ধ। এখানেও ধান্য প্রধান খাদ্য। এখানে ভারতবর্ষের সকল প্রকার শস্য ও তরকারী জন্মে। বেগুণ লাল ও গোলাপীবর্ণের হয়। ফলের মধ্যে সেউ, নাসপাতি, বীহি, গেলাস, কোতরনল, গোমা, বগুগু, তুঁত, আঙ্গুর, আখ্রোট, বাদাম, আঁড়ু (পীচ) প্রভৃতি কতপ্রকার সুস্বাদু ফল জন্মে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। চারি জাতি বাদামের মধ্যে একজাতীয় বাদামের খোলা কাগজের ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাকে "কাগজী" বলে, ইহা অতি সুস্বাদু। আঙ্গুর ১৮ প্রকার, তন্মধ্যে সাহেবী ও মুক্কা অতি উৎকৃষ্ট। এদেশের লাউ কুমড়ার ন্যায় কাশ্মীরে অতি হীনাবস্থ লোকেরও প্রাঙ্গণে আঙ্গুরের মাচা দেখা যায়। আঙ্গুর এত প্রচুর ও সুস্বাদু বলিয়া কাশ্মীরীরা গর্ব্ব করিয়া বলে, "যদি ঈশ্বরের মুখ থাকিত, তবে আমরা তাঁহাকে এখানকার রুটী * ও আঙ্গুর খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম।" কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে এখানকার কুঙ্কুম (জাফরাণ) অতি উৎকৃষ্ট। এখানে কুঙ্কুম যথেষ্ট জন্মে বলিয়া, কুঙ্কুমের নামই "কাশ্মীর।"

ঋতু পরিবর্ত্তন।—কাশ্মীরে ঋতুপরিবর্ত্তন বড় সুন্দর। জলবায়ু, প্রাকৃতিক শোভা এবং পুষ্টি ও তৃপ্তিকর দ্রব্যাদির জন্য কাশ্মীর ভূস্বর্গ বলিয়া বিখ্যাত। বসন্তাগমে যখন বরফ গলিতে আরম্ভ হয়, তখন আর শোভা ধরেনা। শীতের তুষারমণ্ডিত বৃক্ষাদি তুষারাবরণ ছাড়িয়া পুষ্পমুকুলে ভূষিত হইয়া উঠে, যে দিকে চক্ষু ফিরাও, সেইদিকে দেখিবে পত্র শূন্য তরুগুলি পুষ্পপরিচ্ছদে আবৃত। (কাশ্মীরে আগে ফুল হয়, ফুল শুকাইয়া গেলে পাতা গজায়)। আবার যতদিন শিশির না পড়ে, ততদিন হয় নবকুসুমিত, না হয় নবপল্লবিত বৃক্ষলতায় বসন্ত বিরাজ করিতেছে; অর্থাৎ বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সাত মাস বসন্তের অধিকার। শীতকালে যে পরিমাণে বরফ পড়ে, সেই অনুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে বসন্ত আসে। শীতে অল্প বরফ পড়িলে চৈত্রমাসের পূর্ব্বেই গলিয়া যায় আর বসন্ত সমাগম হয়, আর যদি বেশী বরফ পড়ে, তবে সমস্ত চৈত্রমাস গলিতে লাগে, কাজেই বৈশাখমাসে বসন্ত আসে। কথিত আছে, এক সময় জাহাঙ্গীর বাদশাহ কার্য্যানুরোধে বসন্তের প্রারম্ভে কাশ্মীরে যাইতে পারিবেন না দেখিয়া কাশ্মীরের কর্ম্মচারীকে লিখিলেন যে, বসন্তরাজ যেন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহার পদার্পণের পূর্ব্বে বসন্ত যেন না আবির্ভূত হন। সুচতুর কর্ম্মচারী উদ্দেশ্য বুঝিয়া চারিপার্শ্বের পর্ব্বত হইতে বরফ আনাইয়া বাদশাহের ক্রীড়াকানন ঢাকিয়া রাখিয়া দিলেন, কাজেই অন্যত্র বসন্তের

* কাশ্মীরীরা রুটির যেরূপ প্রশংসা করে, বাস্তবিক তাহারা তত ভাল রুটিকরিতে পারে না, কিন্তু মাংসের নানাবিধ ব্যঞ্জন রাঁধিতে তাহাদের তুল্য লোক জগতে আর নাই।

কার্য্য আরম্ভ হইলেও বাদশাহের কাননে হইল না। শেষে যখন জাহাঙ্গীর আসিলেন, তখন বরফ সরাইয়া দিবামাত্র ক্রীড়াকাননে বসন্ত জাগিয়া উঠিল।

কাশ্মীরে নানাবর্ণের মনোরম সুগন্ধ পুষ্প যথেষ্ট; সর্ব্ব প্রথমে হরিদ্রাভ শুক্লবর্ণের বেদমুস্ক ফুল ফুটে। যেদিকে চাহিবে, সেইদিকেই বোধ হইবে, যেন পুষ্পের আস্তরণ বিছাইয়া রাখিয়াছে। এদেশে ফুলের তোড়ার জন্য বিবিধ-প্রকার ফুল আহরণের কষ্ট করিতে হয় না, সম্মুখে যেখানে ইচ্ছা সেইখান হইতেই দুই এক হাত জমির মধ্যে প্রায় ৭।৮ রকম ফুল পাইবে। বৈশাখের মধ্যকালে বাদাম ফুল ফুটিলে আবার এক নূতন শোভা ফুটিয়া উঠে। এই সময় কাশ্মীরিগণের বিশেষ আনন্দের সময়। কি ধনী, কি নির্ধন, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই কস্তূরা (কাশ্মীরীভাষায় 'হাজার দস্তান' বলে, ইহার স্বর অতি মধুর ও চিত্তপ্রফুল্ল-কর।) পাখীর খাঁচা হাতে করিয়া হরিপর্ব্বত (শারিকাপর্ব্বত) নামক স্থানে গিয়া বাদামগাছের কুসুমিত শাখায় খাঁচাটি ঝুলাইয়া তলায় আপনি বসিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলে। কস্তুরা বসন্তবায়ুতে নৃত্য করিতে করিতে সুললিতস্বরে গান করিতে থাকিলে, কাশ্মীরীরাও ভক্তিসূচক বিভুগুণ গান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণাদি করে। জ্যৈষ্ঠমাসে জেসমিন ফুল ফুটে। ইহার বর্ণ আকাশের ন্যায় বলিয়া কাশ্মীরীরা "হি আসমান্" বলে। এই ফুল বসন্তের বিদায়ী-ফুল। ইহা ফুটিলেই বসন্তশোভা ফুরাইল। বৈশাখের পরই ফুটিবার অগ্রপশ্চাৎ কালঅনুসারে ক্রমশঃ ফুল ঝরিতে থাকে, আর নবপল্লব গজাইতে আরম্ভ হয়। আষাঢ়মাসে ফল ধরিতে থাকে। শস্যক্ষেত্র শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এখানে গ্রীষ্মের লেশ নাই। যখন গ্রীষ্মের প্রভাবে বঙ্গদেশে সর্দ্দিগর্ম্মী হয়, তখন এখানে গাত্রে একটি পাতলা জামা ব্যবহার ও রাত্রে লেপ গায়ে দিতে হয়। শ্রাবণের প্রথমে রৌদ্র একটু বাড়ে বটে, কিন্তু তাহাতে কখন আইঢাই করিতে হয় না। বড় গরম পড়িলে অমনি স্বল্প বৃষ্টি হইয়া পর্ব্বতাদি ঠাণ্ডা হইয়া যায়; আশ্চর্য্য নিয়ম! এখানে "ধারার শ্রাবণ" নাই। শীতকালে বরফ পড়িবার সময় ঝড় বৃষ্টি হয়। সেই সময়ে শিলাবৃষ্টিও হয়। সম্বৎসরে ১৮।২০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না। আশ্বিনে ফল পাকে না। কার্ত্তিকে শীত আরম্ভ হয়, বৃক্ষ সকল পত্রহীন হয়। এই সময় শ্রীনগর হইতে ৬ ক্রোশদূরে পাদপুরক্ষেত্রে জাফরাণ জন্মে। কেবল জাফরাণক্ষেত্রে উত্তম গন্ধ ও উত্তম বর্ণ থাকে। ইহাই কাশ্মীরের প্রতি বৎসরের শেষশোভা। একটি পারসী কবিতায় এই কথাটি সুন্দর বর্ণিত আছে "জাফরা রা দিদা রায়েদ, রাহে হিন্দুস্থানে গেরেফৎ," অর্থাৎ জাফরাণ (ফুটিয়া) সকলকে বলিতেছে (এইবার তোমরা কাশ্মীর ছাড়িয়া) হিন্দুস্থানের পথ ধর, (এখানকার শোভা ফুরাইল)। শীতকাল আসিতেছে দেখিয়া কাশ্মীরীরা আহারীয় সংগ্রহ করে। তখন তাহারা সমুদয় তরকারী (লাউ পর্য্যন্ত) শুকাইয়া রাখে। কাহারও বারান্দায়, কাহারও জানালায়, কাহারও নৌকায় সূত্র গ্রথিত লঙ্কার বড় বড় মালা শুকাইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যে, যেন দুঃসহ ঋতু আসিতেছে জানিয়া, কাশ্মীরীরাও তাহার উপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখিতেছে। ২০০০০ হাজার ফুট উচ্চে কাশ্মীরে চিরতুষার বিরাজিত; কার্ত্তিকমাস পড়িলেই তাহার নিম্নে পার্ব্বত্যস্থানে বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়, কিন্তু কার্ত্তিকে সে বরফ জমে না, রৌদ্রে গলিয়া যায়। পৌষমাস হইতেই রীতিমত জমিতে আরম্ভ হয়। বরফে চতুর্দ্দিক্ রৌপ্যমণ্ডিত হইয়া উঠে, দেখিতেও বেশ রমণীয় হয়; কিন্তু এ সময়ে এখানে বাস করা বড় কষ্ট-সাধ্য হইয়া পড়ে। কাশ্মীরপতি মহারাজ রণবীর সিংহের সুবিজ্ঞ মন্ত্রী (১৮৮৫ খৃঃ) দেওয়ান কৃপারাম স্বপ্রণীত কাশ্মীর ইতিহাসে এই তুষারপাত-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"না বরফ অস্ত ঈঁ কে মেবারস্ সরে পীর।
ফলক্ তোফমে জনদ্ বরক্নয়ে কশ্মীর॥"

অর্থাৎ পীরপর্ব্বতের উপরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ কণিকা পড়িয়াছে উহা বরফ নহে, আকাশ কাশ্মীরের মুখে সুধামৃত দান করিয়াছে মাত্র।

বাস্তবিক এখানে তুষারপাতে জীবন সংশয় হয়, তাহাতে বিধাতার অসীম করুণায় যেরূপে জীব-জগৎ বাঁচিয়া থাকে, তাহা অমৃতসেবনেরই ফল বলিতে হইবে! শীতকালে একদণ্ডের জন্যও তুষারপাতের বিশ্রাম নাই, তাহার উপর আবার মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝড়, মুষলধারায় বৃষ্টি ও ভয়ঙ্কর শিলাপাত হইতে থাকে। কখন কখন একাদিক্রমে এক মাসের মধ্যেও সূর্য্যোদয় দেখা যায় না। নদী হ্রদাদি জমিয়া যায়। কোন কোন বৎসর এত শীত হয় যে গৃহের মধ্যে কলসী বা অন্য পাত্রাদির জলও জমিয়া যায়, পানীয় জলের অভাব ঘটে! এইরূপ শীতকে "কণ্টা কচু" বলে। কাশ্মীরবাসীরা পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারে ও সতর্ক হইয়া একটু পূর্ব্ব হইতে গৃহাদির মধ্যে দিবারাত্র অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া কোনরূপে জল রক্ষা ও ক্লেশাদি নিবারণ করে। শীতকাল পড়িলেই আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বক্ষে অঙ্গরাখার নিম্নে এক একটি "কাঁকড়ি" ব্যবহার করে। "কাঁকড়ি" মালসার ন্যায় হাঁড়ীর

গঠনের আগুন রাখিবার মৃণ্ময়পাত্র, ইহার চতুর্দ্দিক্ বাঁশের চেয়ারি বা বেত দিয়া বুনা। ইহাতে আগুন রাখিয়া বুকের উপর গায়ের কাপড়ের ভিতর ঝুলাইয়া রাখে। ইহারই জন্য কাশ্মীরীদিগের বক্ষস্থলে পোড়াদাগ দেখা যায় পড়িবার কিছুদিন আগে শিশির পড়ে। এই সময়ে প্রাতঃকালে বোধ হয় যেন কে রাত্রে চতুর্দ্দিকে চুণ ছড়াইয়া রাখিয়াছে। কিছুদিন পরে ঠিক নারিকেলকোরা বলিয়া বোধ হয়। বরফ পড়িবার পূর্ব্বে শীত অতি অসহ্য হয়, কিন্তু বরফ পড়িয়া গেলে সেই শৈত্যের মধ্যেও একটু রমণীয়তা বোধ হয়। যখন বেশ বরফ পড়িতে থাকে, তখন প্রাতে উঠিয়া দেখ, চারিদিক্ যেন রূপার পাত-মোড়া। পর্ব্বত, নিষ্পত্রবৃক্ষ, লতা, গুল্ম, গৃহ, ছাদ, নৌকা, উচ্চনীচ ভূমি, পথ, প্রাঙ্গণ সবই যেন রৌপ্যমণ্ডিত! গৃহের ছাদ হইতে কাচের নলের ন্যায় চারিদিকে বরফের নল ঝুলিতে থাকে।

শীতকালে চা ও মাংসই কশ্মীরবাসীর প্রধান খাদ্য। শীতকালেই কেবল কয়েক প্রকার জলচরপক্ষী পাওয়া যায়। কোন কোন দিন একটু পরিষ্কার হইলে জলাশয়ে গিয়া কাশ্মীরীরা পাখী মারিয়া আনে। এ সময়ে মৃণাল ভিন্ন কোন তরকারী পাওয়া যায় না, কাশ্মীরীরা ইহাকে "নদ্রু" বলে, শীতকালে ইহাই রাঁধিয়া খায়।

জলবায়ু।—জগতে কেবল স্বাস্থ্যকর স্থান যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা এই কাশ্মীর। নদীর জল, হ্রদের জল, এত স্বচ্ছ যে ১০ হাত নীচে মাছের খেলা স্পষ্ট দেখা যায়। জল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি সুস্বাদু। উৎসগুলির জল আবার ভৈষজ্যগুণ-বিশিষ্ট, কোন কোনটীতে কেবল স্নান করিলে কুষ্ঠ পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। জল এত শীতল যে, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়মাসে পান করিতেও দাঁত কন্‌কন্ করিয়া উঠে। গ্রীষ্ম বা ধূলা কাহাকে বলে, এদেশের লোকেরা তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। বায়ু অতি নির্ম্মল, শীতল ও স্বাস্থ্যকর। কাশ্মীরের আবহাওয়ার গুণ এইরূপ—

"হর সোক্‌তা যানে কে ব কশ্মীর দরায়দ্।
গর্ মুর্‌গে কাবাব্ অস্ত্‌কে বলোপর্ আয়েদ্॥"

অর্থাৎ "যদি কোন দগ্ধজীবও কাশ্মীরে আসে, তবে তাহারও জীবন লাভ হয়, এমন কি কাবাব করা পাখীরও ডানা উঠে এবং সে জীবিত হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়।" বাস্তবিক কাশ্মীরের জলবায়ুর যে কত গুণ তাহা একমুখে বলা যায় না।

আবাসবাটী।—এখানকার গৃহাদি কাষ্ঠে নির্ম্মিত। কাশ্মীরীভাষায় ইহাকে "লড়ী" বলে। কাশ্মীরে প্রায় সর্ব্বদাই ভূমিকম্প হয় বলিয়া, সকলেই কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মাণ করে। কোন কোন বাটীর ভিত্তি প্রস্তর বা ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু অধিকাংশেরই কাষ্ঠের বনিয়াদ্। বরফের জন্য সকল বাড়ীর ছাদ এদেশীয় খড়ো বা খোলার ঘরের ন্যায় দুই-দিকে ঢালু। ছাদে (কাশ্মীরী বারান্দার হিসাবে) প্রথমে তক্তা ও তাহার উপর ভূর্জ্জপত্র বিছাইয়া আল্‌গা মাটী চাপা দেয়। বসন্তকালে এই মাটীর উপর তৃণ গজাইয়া গেলে ছাদ সম্পূর্ণ হইল। এইরূপ ছাদ দেখিতে বেশ সুন্দর। লড়ী দ্বিতল হইতে পাঁচতল পর্য্যন্ত হয়, উহা দেখিতে ইংরাজী বাটীর মত। জানালার কবাট দুইপ্রস্থ, বহির্দ্দেশের কবাটে নানাপ্রকার কারুকার্য্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, শীতের সময় এই ছিদ্রগুলি কাগজ দিয়া বন্ধ করে। ইহাতে হিম আট্‌কায়, কিন্তু আলোক বন্ধ হয় না। প্রত্যেক গৃহে একটি করিয়া "বোখারি" (ইংরাজীতে যাহাকে "চিমনী," "ফায়ার-প্লেস" বা "হার্থ" বলে) আছে। বোখারি ব্যতীত শীতকালে বাস করা অসাধ্য। কোন কোন বাটীর বিশেষতঃ ধনীদিগের অট্টালিকার সর্ব্বনিম্নের তলায় হামাম্ অর্থাৎ উষ্ণস্নানাগার আছে। এই স্নানাগারে কোন দিক্ দিয়া বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে উষ্ণতার তারতম্যবিশিষ্ট নানা মাত্রে থাকে। হামামের মধ্যে অগ্নি জ্বালিলে তাহার উপরের ও পার্শ্বের ঘরও উষ্ণ হয়।

শ্রীনগরে প্রত্যেক লড়ীর সদর দরজা নদীতীরে। প্রত্যেক বাটীর ঘাট স্বতন্ত্র, এই ঘাটে নামিবার সোপান আছে। এই ঘাটকে "ইয়ারবল" বলে। প্রায় প্রত্যেক অধিবাসীরই একখানি নৌকা আছে, তাহা নিজ নিজ ইয়ারবলে বাঁধা থাকে। কাষ্ঠের বাড়ী বলিয়া এখানে অগ্নিদাহ প্রায়ই ঘটে। বাটীর সর্ব্বোচ্চ ঘরে জ্বালানিকাষ্ঠ, রন্ধনশালার দ্রব্যাদি ও ভাণ্ডার থাকে।

নৌকা।—নৌকাই নাবিকদিগের ঘরবাড়ী। দিবারাত্র তাহারা নৌকাতেই থাকে। অনেকের ভূমির উপর গৃহাদি নাই—পুত্রকলত্র লইয়া নৌকাতেই বাস করে। কাশ্মীরে বালিকা, যুবতী ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও নিপুণতার সহিত নৌকা বাহিতে পারে। এখানকার নৌকা আমাদের দেশের নৌকার ন্যায় নহে। "শীকারী" ও "ডুঙ্গা" নামে নৌকাই ভ্রমণের পক্ষে সুবিধাজনক। শীকারী নৌকা সাধারণতঃ ২৫ হাত লম্বা, ২।০ হাত চওড়া ও গভীরতায় ১ ফুট হয়। আরোহীর বসিবার স্থান মধ্যে হোগলা দিয়া ছাওয়া। আবশ্যকমত এই ছাদ খুলিয়া ফেলা যায়। যে প্রকার দাঁড় দিয়া এই নৌকা বাহে, তাহাকে "চাপ্পা" বলে, ইহা বড় বড় তাড়ুর

ন্যায়। শীকারীতে চাপ্পা বাঁধা থাকে না, হাতে ধরিয়া বাহিয়া যাইতে হয়। এদেশের কোন নৌকার হাল নাই। পশ্চাতে একজন বসিয়া চাপ্পাদ্বারা হালের কাজ চালায়। আরোহীর ইচ্ছা বা আবশ্যক বুঝিয়া শীকারী নৌকায় তিন হইতে দশজন দাঁড়ী দেওয়া যাইতে পারে। স্ত্রীলোকে এ নৌকা বাহে না।

"ডুঙ্গা"নামক নৌকা দূরভ্রমণের উপযোগী। এই নৌকাতেই নাবিকেরা পরিবার লইয়া বাস করে। এইরূপ নাবিককে কাশ্মীরীভাষায় "হাঁঝি" বলে। ডুঙ্গা সাধারণতঃ ৪০ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত বিস্তৃত ও দেড় হাত গভীর। ইহাও হোগলা দিয়া ছাওয়া। এই আবরণের শেষাংশে "হাঁঝিরা" বাস করে। স্ত্রীলোকেরাও এই নৌকা বাহিয়া থাকে। কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা এই নৌকায় চড়িয়া কর্ম্মস্থানে যাতায়াত করেন, তাঁহাদের আহারাদি নৌকাতেই সম্পন্ন হয়।

কাশ্মীরপতির কতকগুলি সুদৃশ্য নৌকা আছে। আকারানুসারে ইহা পরিন্দা (পক্ষী), চকোয়ারী (চতুষ্কোণ), বাগ্‌গী (গাড়ী) প্রভৃতি নামে কথিত। এই সমুদয়ে ৫০ হইতে ৮০ জন চাপ্পা লইয়া বসিতে পারে।

অধিবাসী।—কাশ্মীর হিন্দুরাজ্য হইলেও এখানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এমন কি অনেকানেক হিন্দুর (যাঁহারা পণ্ডিত নামে খ্যাত তাঁহাদের অনেকের) আচার ব্যবহার নষ্ট হইয়া মুসলমানের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমান ব্যতীত এখানে বৌদ্ধও অনেক আছে। কাশ্মীরী পুরুষেরা গৌরবর্ণ, দৃঢ়কায় ও অঙ্গসৌষ্ঠববিশিষ্ট। পুরুষেরা চতুর, প্রখর-বুদ্ধিশালী ও আমোদপ্রিয়, কিন্তু সাহসী নহে। রমণীরা পরম সুন্দরী; বিশেষতঃ পণ্ডিতানীরা অনুপমরূপলাবণ্যবতী। ভারতচন্দ্রের রূপসী বিদ্যা ও কালিদাসের শকুন্তলা এখানে প্রতিগৃহের প্রত্যেক রমণীতে বিদ্যমানা! "ডানাকাটা পরী" যদি পৃথিবীতে থাকে বা অপ্সরা যদি কবিকল্পনা না হয়, তবে তাহারা এইদেশেই আছে! কিন্তু এই রূপই ইহাদের সর্ব্বনাশ করে—ইহাদের মধ্যে প্রায়ই দুশ্চরিত্রা ও লজ্জাহীনা। এদেশে ধনী মুসলমান ও ধনী কৃষক ব্যতীত কাহারও একাধিক স্ত্রী দেখা যায় না।

পরিচ্ছদ।—পুরুষদিগের পরিচ্ছদ কৌপীন, আলখাল্লা (কাশ্মীর 'পিরহান্' বলে) ও উষ্ণীষ। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই মস্তক মুণ্ডন করে। হিন্দুরা শিখা ধারণ করে। স্ত্রীলোকের শাড়ী নাই, কেবল অঙ্গরাখা, সুতরাং একপ্রকার উলঙ্গ বলিলেই চলে। কোন কোন স্ত্রীলোক মস্তকে লাল টুপী পরে, কেশ বিনাইয়া দুইভাগে পিঠে ফেলিয়া রাখে। পণ্ডিতানীদের মধ্যে কেহ কেহ কটিদেশে আলখাল্লার উপর চাদর জড়াইয়া রাখে। ইহারা অল্পই গহনা পরে। স্ত্রীপুরুষে সকলেই কাষ্ঠপাদুকা ও কাঁকড়ি ব্যবহার করে।

সকলদেশেই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বেশের বিভিন্নতা আছে, কিন্তু কাশ্মীরে নাই। পরিচ্ছদাদি দেখিয়া জাতির বলবীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কাশ্মীরী পুরুষের রমণীবেশ-সম্বন্ধে ইতিহাসে দেখা যায় যে, দিল্লীর সম্রাটেরা এই স্থান আক্রমণ করিয়া কাশ্মীরী সৈন্য পরাজিত করিতেন বটে, কিন্তু দেশাধিকার করিতে পারিতেন না। শেষে অকবর অধিকার করিলে পর জাহাঙ্গীর পরামর্শ করিয়া পুরুষদিগকে বলপূর্ব্বক স্ত্রীবেশ-ধারণ করাইলেন। প্রথম প্রথম সহজে, বিনা যুদ্ধে যে ইহারা এ বেশ ধারণে স্বীকৃত হইয়া ছিল তাহা নহে, কিন্তু শেষে স্বীকার করে। অবশেষে পুরুষের পোষাকের সহিত পুরুষোচিত সাহসও ইহারা হারাইয়াছে।

অধিবাসীর আচার ব্যবহার।—কাশ্মীরীরা বড় অপরিস্কার। ইহাদের বস্ত্রাদি, গাত্র বা বাসগৃহ দেখিলে সাক্ষাৎ নরক বলিয়া বোধ হয়। শীতকাল ছাড়িয়া দিলেও বৎসরের অন্য কোন সময়ে বস্ত্রাদি ধৌত করে না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই প্রকাশ্য স্থলে উলঙ্গ হইয়া স্নান করে, সুতরাং স্নানের সময়ও গাত্রাবরণটিকে জলস্পর্শ করায় না। এই জন্য ইহাতে এত ময়লা জমে যে, যথার্থ চিম্‌টি কাটিলে ময়লা উঠে, ঝাড়িলে সহস্র উকুন ও পিসসু পড়ে। ইহারা পথে, গৃহাভ্যন্তরে, প্রাঙ্গণে মলমূত্র ত্যাগ করে, শীতকালে ঘরের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য হয় বলিয়া ইহারা এইরূপ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু অভ্যাসক্রমে অন্য সময়ে ইহারা ঐ ব্যবহার ছাড়িতে পারে না। লোকালয় কাজেই নরক হইয়া থাকে। শ্রীনগর, জম্মু প্রভৃতি রাজধানীও ঐরূপ ছিল, তবে এক্ষণে রাজনিয়মে অনেকটা পরিস্কৃত হইয়াছে। রাজকর্ম্মচারী, বিদেশী, পর্য্যটক (অর্থাৎ কাশ্মীরী ভিন্ন আর সকলেই) এই জন্য লোকালয় ছাড়িয়া নদীতীরে বৃক্ষবাটিকায় বাস করে।

"ধামা ঢাকা ঝগড়া" উপন্যাসের কথা নহে। কাশ্মীরীরা বাস্তবিকই ধামা ঢাকিয়া ঝগড়া রাখিয়া দেয়। কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ উপস্থিত হইলে সারাদিন অবিশ্রান্তরূপে কলহ করে, পরে সন্ধ্যা আসিলে উভয়পক্ষ আপন আপন উঠানে ধামা ঢাকিয়া রাখিয়া শুইতে যায়। পরদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া ঐ ধামা খুলিয়া নূতন করিয়া ঝগড়া করিতে থাকে। এইরূপ একদিন নয়, কিছুদিন

চলিতে থাকে। শ্রীনগরের নিম্নে বিতস্তা কিছু অপ্রশস্ত; যখন এপারের লোকের সহিত ওপারের লোকের ঝগড়া বাধে, তখন দেখিতে বড় কৌতুক জন্মে। এরূপ ঝগড়া এতদূর গড়ায় যে উভয়পক্ষে উভয়পক্ষের উদ্দেশে নানাবিধ কুৎসিত সং করে—তাহা ভদ্রলোকের দ্রষ্টব্য নহে। ঝগড়ার কথা বা অঙ্গভঙ্গীও কোন ভদ্রলোকে শুনিতে বা দেখিতে পারেন না। সাধারণতঃ কাশ্মীরীরা বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী।

ইহারা দুই বেলাই অন্ন আহার করে। অন্ন ও মৎস্য ইহাদের নিত্য খাদ্য। উত্তপ্ত অন্ন অপেক্ষা কড়্‌কড়ে শুষ্ক ভাত, লবণ ও লঙ্কায় জর্জ্জরিত কড়ুম নামক একপ্রকার শাক, কিছু মৎস্য ও এক পেয়ালা চা হইলে কাশ্মীরীর পক্ষে অতি উত্তম ভোজন হইল। এই জন্য যে মাসে দুটি মাত্র টাকা উপায় করে, তাহারও সুখে কাটিয়া যায়।

চা ইহাদের নিত্য পেয়। নস্য ও চা আগন্তুকের পক্ষে অভ্যর্থনার সামগ্রী। ইহাদের চা-প্রস্তুতের যন্ত্রের নাম "সমাবার"। ইহা দেখিতে টিনের চোঙা-কৌটার মত। ইহার উচ্চতা ১৪ ইঞ্চি, ব্যাস আড়াই ইঞ্চি, ইহার অভ্যন্তর দোহারা। মধ্যস্থলে অগ্নি দিতে হয়। ইহার বাহিরে চা ঢালিবার গাড়ুর ন্যায় মুখনল আছে। অগ্নির চারিপার্শ্বের খোলে জল দেয়, জল গরম হইলে চা ফেলিয়া দেয়। ইহারা মিষ্ট চা ও লবণ চা খায়, ফুল নামক তিব্বতীয় ক্ষার লবণস্বরূপ ব্যবহার করে। ইহারা দুইপ্রকার চা ভালবাসে—পঞ্জাবের চা "সুরাটি" ও লদাখের চা "সবজী"। লদাখের ভাঙ্গা চা ও মিষ্ট চা-ই ইহারা ভালবাসে। কোথাও যাইতে হইলে ইহারা "সমাবার" ছাড়িয়া যায় না।

শিল্প।—কাশ্মীরীরা শিল্পবিদ্যায় নিপুণ। এখানকার শাল জগদ্বিখ্যাত। শ্রীনগরের নিকট নওজেরা নামক স্থানে কাগজ হয়। এই কাগজ সুচিক্কণ ও পার্চ্চমেণ্টের মত দৃঢ়। রাজকীয় ব্যবহারের জন্য সুবর্ণমণ্ডিত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট একপ্রকার অতি মনোহর কাগজও হয়। এখানকার জমাট কাগজের (পেপিয়ার-মেসি) কারুকার্য্যবিশিষ্ট কলমদান, বাক্স, থালা, রেকাবি প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত। সোণারূপার কার্য্যও ইহারা উৎকৃষ্ট জানে। গহনার যেমনই কূট নমুনা দেওয়া যায়, ইহারা সেইরূপই (পূর্ব্বে কখন না করিলেও বা করিবার কৌশল না জানিলেও) অবিকল প্রস্তুত করিতে পারে।

ভাষা।—এখানকার প্রাকৃত ভাষার নাম "কাশুর"। ইহা সংস্কৃতের কতকটা অপভ্রংশ। এই ভাষায় অক্ষর নাই, সুতরাং ইহাতে লিখিত পুস্তকাদিও নাই। দেবনাগর-ভাঙ্গা শারদাঅক্ষর সংস্কৃত পুস্তকাদি লিখিতে ব্যবহৃত হয়। তাহাতে কাশুরভাষার উচ্চারণানুসারে সকল কথা লেখা যায় না। ইহাদের "বুঝ্‌চ" (বুঝিয়াছ অর্থে) "বুঝকিন্না" (বুঝ্‌লে কিনা-অর্থে) দেখিলে হঠাৎ বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়। ইহারা প্রতি কথায় "দপাঞ্চ" (বলিতেছি বা বলিতেছেন) শব্দ ব্যবহার করে, প্রত্যেক ক্রিয়ার শেষে "চ" ব্যবহার করে। কাশুর-ভাষায় শতকরা ২৫ সংস্কৃত, ৪০ পারসীক, ১৫ হিন্দুস্থানী, ১০ আরবী ও কয়েকটি পাহাড়ী বা তিব্বতী কথা দেখা যায়।

কাশ্মীরের নানা স্থানে প্রায় ১২টি বিভিন্নভাষা প্রচলিত। পুঞ্চ ও জম্বু জেলায় ডোগ্র ও চিব্বলী ভাষা ব্যবহৃত হয়, ইহা হিন্দুস্থানী ভাষা হইতে বেশী পৃথক্ নহে। কাশ্মীর উপত্যকায় "কাশুর" ভাষা চলিত। পার্ব্বত্যপ্রদেশে ৫টি বিভিন্ন পাহাড়ীভাষা চলিত। লদাখ, বালতীস্থান, চম্পা প্রভৃতিস্থানে দুইপ্রকার তিব্বতীয় ভাষা ও উত্তরপশ্চিমে ৪ প্রকার দরদ-ভাষা প্রচলিত। অল্‌-বেরুণীর বর্ণনায় জানা যায় যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে 'সিদ্ধ-মাতৃকা' নামে অক্ষর প্রচলিত ছিল।

শিক্ষা।—রাজকীয় ও বৈষয়িক সমুদয় কার্য্য পারসী-ভাষায় সম্পন্ন হয় বলিয়া, প্রায় অনেকেই পারসী শিখে। কাশ্মীরী হিন্দু (পণ্ডিতগণ) অনেকেই সংস্কৃত শিখে ও অনেকে তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন; জ্যোতিষশাস্ত্রেও অনেকের বেশ অভিজ্ঞতা আছে। কাশ্মীরমহারাজের যত্নে অনেকগুলি সংস্কৃত ও পারসী পাঠশালা স্থাপিত আছে।

ধর্ম্ম।—প্রায় এখানকার সকল হিন্দুই শাক্ত। সকলে রীতিমত পূজা ও স্তবাদি পাঠ করে। যাহারা স্নান বা পূজাদি না করে, তাহারাও (বালক, স্ত্রীলোক ও হিন্দুমাত্রেই) প্রাতে উঠিয়াই কপালে পূর্ব্বদিনের তিলক মুছিয়া জাফ-রাণের দীর্ঘ ও স্থূলতিলক ধারণ করে। প্রতিদিন প্রাতে একবার মাত্র তিলক করে। তিলক পরিয়া ইহাদের কপালে একটি দাগ পড়িয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা রীতিমত বেদপাঠ করে।

এক সময়ে কাশ্মীরেও বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রবল ছিল, এখনও নানা স্থানে বৌদ্ধমঠ ও বিহারাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে অনেক বৌদ্ধপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে এখনও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল।

মুসলমানদিগের মধ্যে সুন্নি ও সিয়া দুই বিভাগ আছে; সুন্নির সংখ্যাই অধিক। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষে একবার এক মস্‌জিদের প্রাচীর লইয়া দুইদলে বিবাদ হওয়ায় সুন্নিরা সিয়াদের গৃহাদিতে অগ্নিদান, দ্রব্যাদি লুঠ ও রমণীকুলের

সতীত্ব নাশ করিয়া রাজ্য মধ্যে মহাবিপ্লব ঘটাইয়াছিল। শেষে মহারাজের শাসনকৌশলে সমস্ত শান্ত হয়।

পুরাবৃত্ত।—পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণের মতে 'কশ্যপমীর' হইতে 'কশ্মীর' নাম হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—

"পুরা সতীসরঃ কল্পারম্ভাৎ প্রভৃতি ভূরভূৎ।
কুক্ষৌ হিমাদ্রেরর্ণোভিঃ পূর্ণা মন্বন্তরাণি ষট্‌॥
অথ বৈবস্বতীয়েঽস্মিন্‌ প্রাপ্তে মন্বন্তরে সুরান্‌।
দ্রুহিণোপেন্দ্ররুদ্রাদীনবতার্য্য প্রজাসৃজা॥
কশ্যপেন তদন্তঃস্থং ঘাতয়িত্বা জলোদ্ভবম্‌।
নির্ম্মমে তৎসরো ভূমৌ কশ্মীরা ইতি মণ্ডলম্‌॥" ১।২৫-২৭।

পুরাকালে সতীসরঃ কল্পারম্ভ হইতে ভূমিতে পরিণত হয়। হিমাদ্রিগর্ভ ছয় মন্বন্তর পর্য্যন্ত জলপূর্ণ ছিল। [সেই সতীসরে জলোদ্ভবের (অসুরের) বাস ছিল।] বৈবস্বতমন্বন্তর উপস্থিত হইলে প্রজাপতি কশ্যপ দ্রুহিণ, উপেন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণকে অবতারিত করিয়া তাহাদের দ্বারা জলোদ্ভবকে বিনাশ করিলে সেই সরোবরভূমিতে কশ্মীরমণ্ডল স্থাপিত হইল।

নীলমতপুরাণের মতে, প্রজাপতি কশ্যপই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সাহায্যে জলোদ্ভবকে বিনাশ করিয়া সতীসরে কাশ্মীররাজ্য স্থাপন করেন। প্রথমে নাগরাজ নীল এই কাশ্মীর পালন করিতেন।

কাশ্মীর অতি পুরাকাল হইতে আর্য্যজাতির লীলাক্ষেত্র। এখানে বৈদিক ঋষিগণ বাস করিতেন। [আর্য্য দেখ।] শাঙ্খায়নব্রাহ্মণে লিখিত আছে (১)—

"পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিক্‌ জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্‌। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত, লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে—যে লোক ঐ দিক্‌ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে 'তিনি বলিতেছেন' এই বলিয়া তাঁহার (উপদেশ) শুনিতে ইচ্ছা করেন, কারণ এই স্থান বাক্যের দিক্‌ বলিয়া খ্যাত।"

বিনায়কভট্ট শাঙ্খায়নভাষ্যে লিখিয়াছেন (২)—

"কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, (সরস্বতীই বাক্‌), সরস্বতীর প্রসাদলাভের জন্য লোকে উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়।"

বিনায়কভট্টের উক্তিতে বোধ হইতেছে, অতি পুরাকালে লোকে কাশ্মীরে ভাষা শিখিতে যাইত। বোধ হয়, এই জন্যেই কাশ্মীরের অপর নাম সরস্বতী বা শারদা দেশ (৩)।

মহাভারতের সময়েও কাশ্মীর একটি তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যথা—

"কাশ্মীরেষ্বেব নাগস্য ভবনং তক্ষকস্য চ।
বিতস্তাখ্যমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্‌॥ ৯০
তত্র স্নাত্বা নরো নূনং বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিম্‌॥" ৯১। বন° ৮২ অঃ।

কাশ্মীরদেশে তক্ষকনাগের ভবন। তথায় বিতস্তা নামে সর্ব্বপাপপ্রনাশন এক তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে নরগণ বাজপেয়যাগের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত সুতরাং বিশুদ্ধাত্মা হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সেই সময়ে কাশ্মীর ঘোটকের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল (৪)। এখনও সেই ঘোটক 'গুট' নামে প্রসিদ্ধ।

বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত জম্বুও মহাভারতের সময় পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

"জম্বূমার্গং সমাবিশ্য দেবর্ষিপিতৃসেবিতম্‌। ৪০
অশ্বমেধমবাপ্নোতি সর্ব্বকামসমন্বিতঃ॥" বন ৮২ অঃ॥

দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত জম্বূমার্গ নামক তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয় এবং সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

হরিবংশে কাশ্মীরপতি গোনর্দ্দের নাম পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীতে কহ্লণ, ইহাকেই প্রথম রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীর স্থানে স্থানে "গোনন্দ" ও স্থানে স্থানে "গোনর্দ্দ" এইরূপ নাম আছে। কাশ্মীর-রাজগণের মধ্যে তিনজন গোনন্দের নাম পাওয়া যায় বলিয়া প্রথম গোনন্দকে 'গোনন্দ প্রথম' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

রাজতরঙ্গিণীর মতে—প্রথম গোনন্দ কলিযুগের প্রথমে কাশ্মীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি কাজেই যুধিষ্ঠিরাদির সমসাময়িক হইতেছেন, কারণ কলি-প্রবিষ্ট হইলে যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ হয়। ইনি মগধরাজ জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। ইহার রাজ্য গঙ্গার উৎপত্তি স্থান কৈলাস পর্ব্বতের মূলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জরাসন্ধ যখন

(১) "পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ্‌ বৈ পথ্যাস্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যান্তি বাচং শিক্ষিতুম্‌। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্‌ প্রজ্ঞাতা।" ৭।৬।

(২) "প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্ত্যতে। বদরিকাশ্রমে বেদঘোষঃ শ্রূয়তে। বাচং শিক্ষিতুং সরস্বতী প্রসাদার্থং উদঞ্চে।"

(৩) মতান্তরে কাশ্মীরে সতীর অঙ্গ পড়িয়াছিল বলিয়া ইহার নাম শারদাপীঠ।

(৪) "কাশ্মীরীব তুরঙ্গমী।" মহাভারত বিরাটপর্ব্ব।

মথুরা হইতে যদুবংশীয়দিগকে তাড়াইয়া দেন, সেই সময়ে আহূত হইয়া গোনন্দ একদল সৈন্য লইয়া জরাসন্ধের সাহায্য করেন, এবং যমুনাতীরে শিবির-স্থাপন করিয়া পশ্চিমদিকে যদুবংশীয়গণের পলায়ন পথ বন্ধ করিয়া রাখেন। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ হয়, তিনি পরাজিত হন ; কিন্তু বলরামের সহিত গোনন্দের যুদ্ধ হয়, তিনি যুদ্ধে বিপক্ষসৈন্য বিধ্বস্ত করেন, কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জয় পরাজয় স্থির হইল না। অবশেষে বলরামের অস্ত্রাঘাতে ইঁহার মৃত্যু হয় *।

প্রথম গোনন্দের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র দামোদর কাশ্মীরের রাজা হন। ইনি বড় অহঙ্কারী ছিলেন, সুতরাং পিতার মৃত্যু হওয়ায় রাজ্যলাভ করিয়াও ইনি সুখী হন নাই। রাজতরঙ্গিণীর মতে, ইঁহার রাজত্বকালে কোন গান্ধার-রাজকুমারীর স্বয়ম্বরোপলক্ষে কৃষ্ণবলরামাদি নিমিন্ত্রিত হন। দামোদর এই কথা শুনিয়া স্থির করিলেন যে, পিতৃহন্তার প্রাণবধের এই সুযোগ, এমন সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নহে। এই বিবেচনায় বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া পথিমধ্যে কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে কৃষ্ণের চক্রাঘাতে দামোদর নিহত হন।

মহাভারত পাঠে জানা যায়, রাজসূয়যজ্ঞকালে অর্জ্জুন কাশ্মীর জয় করিয়াছিলেন। †

দামোদরের মৃত্যুকালে তাঁহার মহিষী যশোমতী গর্ভিণী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্ত্রীলোক রাজা হইবে শুনিয়া প্রধান অমাত্য প্রভৃতি আপত্তি করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

"কাশ্মীরাঃ পার্ব্বতী তত্র রাজা জ্ঞেয়ো হরাংশজঃ।
নাবজ্ঞেয়ো স দুষ্টোঽপি বিদুষা ভূতিমিচ্ছতা॥"
(রাজতরঙ্গিণী)

কাশ্মীরের রমণীরা পার্ব্বতী ও কাশ্মীররাজেরা মহাদেবের অংশ। রাজারা দুঃশীল হইলেও পুণ্যলাভেচ্ছু পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবে না।

কালে যশোমতীর গর্ভে সুলক্ষণাক্রান্ত বালক জন্মিল। ইঁহার নাম হইল গোনর্দ্দ ২য়। রাজতরঙ্গিণীমতে, ইঁহারই সময়ে ভারতযুদ্ধ ঘটে। ইনি শিশু বলিয়া কুরুপাণ্ডবেরা কেহই সাহায্যার্থ ইঁহাকে আহ্বান করেন নাই *।

ইঁহার পর ৩৫ জন রাজা হন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই অধর্ম্মী ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন বলিয়া কোন ইতিহাস বা শাস্ত্রাদিতে তাঁহাদের নাম বা বিন্দুমাত্র বিবরণ পাওয়া যায় না।

তৎপরে লব নামে একজন রাজা হন। ইনি প্রথম গোনন্দের বংশজাত কি না, তাহাও জানা যায় না। ইনি অনেকগুলি পার্শ্ববর্ত্তী রাজাকে স্ববশে আনিয়াছিলেন। ইনি "লোলোর" নামে একটি নগর স্থাপন করেন। কিম্বদন্তী আছে যে, এই নগরে ৮৪ লক্ষ প্রস্তরনির্ম্মিত বাটী ছিল। ইনিই লেদারির † অন্তর্গত লেবার নামক গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন।

লবের পর তৎপুত্র কুশেশয় রাজা হন ; ইনি ব্রাহ্মণদিগকে কুরুহার নামক গ্রাম দান করেন।

---

* কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ জরাসন্ধের সহায়তা করেন ও মথুরানগরীর পশ্চিমদ্বার অবরোধ করিবার ভার প্রাপ্ত হন, ইহা হরিবংশেও বর্ণিত আছে, যথা—

"কাশ্মীররাজো গোনর্দ্দো দরদাধিপতির্নৃপঃ।
দুর্য্যোধনাদয়শ্চৈব ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ॥
এতে চান্যে চ রাজানো বলবন্তো মহারথাঃ।
তমন্বযুর্জ্জরাসন্ধং বিবিধন্তো জনার্দ্দনম্॥" হরিবংশ ৯১ অধ্যায়।

জরাসন্ধের প্রথমবার মথুরাক্রমণের বর্ণনায় ঐ শ্লোকগুলি পাওয়া যায়। তৎপরে যখন কৃষ্ণ বলরাম গোমন্তপর্ব্বতে ছিলেন, তখনও জরাসন্ধ যে সকল মিত্ররাজসহ তাঁহাদিগকে বধ করিতে গমন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও গোনর্দ্দের নাম পাওয়া যায়। যথা—

"মদ্রঃ কলিঙ্গাধিপতিশ্চেকিতানঃ সবাহ্লিকঃ।
কশ্মীররাজো গোনর্দ্দঃ করূষাধিপতিস্তথা॥
দ্রুমঃ কিম্পুরুষশ্চৈব পার্ব্বতীয়াশ্চ মালবাঃ।
পর্ব্বতাস্যাপরং পার্শ্বং ক্ষিপ্রমারোহয়ন্বলী॥" হরিবংশ ৯৯ অধ্যায়।

হরিবংশে এই টুকু পাওয়া যায়, কিন্তু বলরামের হাতে গোনর্দ্দের মৃত্যুর কথা হরিবংশে নাই।

† "ততঃ কাশ্মীরকান্ বীরান্ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
ব্যজয়ল্লোহিতঞ্চৈব মণ্ডলৈর্দশভিঃ সহ॥ ১৭
ততস্ত্রিগর্ত্তাঃ কৌন্তেয়ং দার্ব্বাঃ কোকনদাস্তথা।
ক্ষত্রিয়া বহবো রাজন্নুপাবর্ত্তন্ত সর্ব্বশঃ॥
অভিসারীং ততো রম্যাং বিজিগ্যে কুরুনন্দনঃ।
উরগাবাসিনঞ্চৈব রোচমানং রণেঽজয়ৎ॥" ১৯
সভাপর্ব্ব ২৭ অঃ।

* নীলমতপুরাণেও এরূপ লিখিত আছে—

"দামোদরাভিধস্তস্য সূনূ রাজাভবৎ সুধীঃ॥...
অথোপসিন্ধুগান্ধারবিষয়েঽভূৎ স্বয়ম্বরঃ।
তত্রাহূতাঃ সমাজগ্মূ রাজানো বীর্য্যশালিনঃ॥
তত্রাগতং সমাকর্ণ্য বাসুদেবং স্বয়ম্বরে।
জগাম মাধবং যোদ্ধুং চতুরঙ্গবলান্বিতঃ॥
যাদৃশং বাসুদেবস্য নরকেণ সহাভবৎ।
ততঃ স বাসুদেবেন যুদ্ধে তস্মিন্নিপাতিতঃ।
অন্তর্বত্নীং তস্য পত্নীং বাসুদেবোঽভ্যষেচয়ৎ॥
ভবিষ্যৎপুত্ররক্ষার্থং তস্য দেশস্য গৌরবাৎ।
ততঃ সা সুষুবে পুত্রং বালং গোনন্দসংজ্ঞিতম্।
বালভাবাৎ পাণ্ডুসুতৈর্নানীতঃ কৌরবৈর্ন বা॥"

† বর্ত্তমান নাম লুদহো বা দধুমণ্ড, গোপাল।

কুশেশয়ের পর তৎপুত্র অতি সাহসী, নাগদ্বেষী ও ধীরবুদ্ধি খগেন্দ্র নরপতি হইলেন। ইনি খাগিপুর ও খুনমুষ নামক দুইটি নগর সংস্থাপন করেন। (১)

খগেন্দ্রের পর তৎপুত্র সুরেন্দ্র রাজা হন। সুরেন্দ্র সাহসী, নির্ম্মলচরিত্র ও বিনয়ী ছিলেন। ইনি দরদদেশের নিকট সৌরক নামক নগরস্থাপন এবং তথায় একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া "নরেন্দ্রভবন" নাম রাখেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন।

মহারাজ সুরেন্দ্রের পরলোক হইলে গোধর নামে এক-জন ভিন্নবংশীয় লোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ব্রাহ্মণদিগকে হস্তিশালা নামক গ্রাম দান করেন।

গোধরের পর তৎপুত্র সুবর্ণ রাজা হন। ইনি বড় দান-শীল ছিলেন। ইনি করাল নামক স্থানে সুবর্ণমণি নামে খাল খনন করাইয়াছিলেন।

সুবর্ণের পর তৎপুত্র জনক রাজা হন। ইনি বিহার ও জালোর নামক অগ্রহার স্থাপন করিয়াছিলেন।

জনকের পর তৎপুত্র শচীনর রাজা হন। ইনি উন্নতমনা ও ক্ষমাবান্ নরপতি ছিলেন। ইনি সমাঙ্গসা ও অশনার নামে দুইটি অগ্রহার স্থাপন করেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন।

শচীনরের পর তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ও শকুনির প্রপৌত্র অশোক রাজা হন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। শুষ্কলেত্র ও বিতস্তাত্র নামক স্থানে অনেক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। বিতস্তাত্রপুরের অন্তর্গত ধর্ম্মারণ্যবিহারে ইনি একটী এত উচ্চ চৈত্য নির্ম্মাণ করান, যে তাহার চূড়া দৃষ্টিগোচর হইত না। প্রাচীন শ্রীনগরী অশোক কর্তৃক স্থাপিত। (২) কথিত আছে, ইঁহার সময়ে প্রাচীন শ্রীনগরে ৯৬ লক্ষ বাটী ছিল। ইনি শ্রীবিজয়েশদেবের মন্দিরের চতুর্দ্দিকের ধ্বংসপ্রায় বহিঃপ্রাকার ভাঙ্গিয়া নূতন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। (৩) শ্রীবিজয়েশ-দেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে ইনি "অশোকেশ্বর" নামে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইঁহার বৃদ্ধবয়সে ম্লেচ্ছেরা (শক বা গ্রীক?) কাশ্মীর অধিকার করে। মহারাজ অশোক শেষদশায় ঈশ্বরসেবায় কাল যাপন করেন।

অশোকের পর তৎপুত্র শিবভক্ত জলোক রাজা হন। তিনি পিতৃ-গৃহীত বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন নাই। ইনি সমুদ্রতট পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ম্লেচ্ছ শত্রুগণকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দেন। শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া যে স্থলে ইনি শিখাবন্ধন করেন, সেইস্থল "উজ্জটড়িম্ব" নামে প্রসিদ্ধ। ইনি বর্ণাশ্রমাচার পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন। ইঁহার সময় কাশ্মীররাজ্য ধনধান্যশালী হইয়া উঠে। ইনিই রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া কোষাধ্যক্ষ, প্রধানসেনাপতি, দূত প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারীর পদ সংস্থাপন করেন। ইনি বারবল নামক আশ্রম এবং ইঁহার পত্নী ঈশানদেবী তোরণদ্বারে ও অন্যান্যস্থলে মাতৃকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ জলোক হইতে সোদরতীর্থ প্রচারিত হয় ও তীর্থযাত্রীরা এই স্থানে এবং অন্যান্য স্থানে আসিতে থাকে। সোদরতীর্থের নন্দীশমূর্ত্তির ন্যায় ইনি প্রাচীন শ্রীনগরে জ্যেষ্ঠরুদ্র নামে শিবলিঙ্গ ও তৎসন্নিহিত স্থানকে সোদরতীর্থ নামে অভিহিত করেন (৪)। নন্দীক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকের প্রস্তর-প্রাচীর ইনিই নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইঁহাদ্বারাই নন্দী ক্ষেত্রে শিবভূতেশ লিঙ্গ স্থাপিত হয়। ভূতেশ মন্দিরের দেবসেবার্থ ইনি যথেষ্ট অর্থ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনি প্রথমে একটি বৌদ্ধমঠ নষ্ট করিয়াছিলেন। তৎপরে একটি বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে কৃত্যাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বিহারের "কৃত্যাশ্রম" নাম রাখেন। চীরমোচনতীর্থে মহারাজ জলোক ও মহিষী ঈশানদেবীর মৃত্যু হয়।

মহারাজ জলোকের পর দামোদর (২য়) রাজা হন। ইনি অশোক বা গোধর-বংশ সম্ভূত কিনা তাহা বুঝা যায় না। ইনি যথেষ্ট অর্থশালী ও শিবভক্তি-পরায়ণ ছিলেন। ইনি দামোদরসূদ নামক পুর স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে যক্ষগণ দ্বারা

(১) খাগিপুর বা খগেন্দ্রপুরের বর্ত্তমান নাম কাকপুর; ইহা বেহৎনদীর বামতীরে তখ্‌ত-ই-সুলিমানের ৫ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে অদ্যাপি প্রাচীন দেবমন্দির ও পূর্ব্ব ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

খুনমুষ (রাজত° ১।৯০)—বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কচরিতে এই স্থান 'খোনমুখ' নামে উক্ত হইয়াছে। (বিক্রম ১৮।৭১)। ইহার বর্ত্তমান নাম 'খুন-মো,' শ্রীনগর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার নিকট হর্ষেশ্বরতীর্থ ও ভুবনেশ্বরীকুণ্ড আছে।

খুনমোর নিকট জেবন নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, উহাই বিহ্লণোক্ত 'জয়বন'।

(২) শ্রীনগরী—বর্ত্তমান শ্রীনগর হইতে ভিন্ন। ইহার আর একটি নাম পুরাণাধিষ্ঠান। বর্ত্তমান পাণ্ড্রেথন নামক স্থানেই প্রাচীন শ্রীনগরী ছিল, পূর্ব্বে এই নগর তখ্‌ত-ই-সুলিমান হইতে পাস্থাশোক অর্থাৎ পক্ককুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

(৩) বিজয়েশমন্দির যেখানে ছিল, এখন তাহার নাম বিজ-বিহারা, ইহা বেহৎ নদীর বামতীরে ও বর্ত্তমান রাজধানী হইতে ১২৷০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

(৪) অদ্যাপি তখ্‌ত-ই-সুলিমান্ পাহাড়ে জ্যেষ্ঠরুদ্র নামে শিবমন্দির এবং ইহার কিছুদূরে অশোকপ্রতিষ্ঠিত অশোকেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

গুষ্কসেতু নামে সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া লন। বিতস্তার জলপ্লাবন হইতে দেশরক্ষার জন্য ইনি (যক্ষদিগের সাহায্যে) প্রস্তরের বাঁধ বাঁধাইয়া দেন; কিন্তু একদিন কোন একটি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্নান করিতে যাইবার সময় কতকগুলি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া অন্ন ভিক্ষা করেন, কিন্তু মহারাজ দামোদর (২য়) তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করায়, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে শাপ দিয়া সর্প হইতে বলেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে গুষ্কসেতুর নিকটস্থিত জলায় এখনও একটি তৃষ্ণাতুর সর্পকে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

তৎপরে কাশ্মীরসিংহাসনে তিনজন তুরুষ্ক নৃপতি অধিরোহণ করেন। ইঁহারা কিরূপে রাজ্য লাভ করেন, কিছুই জানা যায় না। ইহাদের নাম হুষ্ক (হুবিষ্ক), জুষ্ক ও কনিষ্ক। [কনিষ্ক দেখ]। ইঁহারা তিন জনেই স্ব স্ব নামে তিনটি স্বতন্ত্র নগর স্থাপন করেন—হুষ্কপুর, জুষ্কপুর ও কনিষ্কপুর (১)। জুষ্ক জয়স্বামীপুর নামে আরও একটি নগর স্থাপন করেন। শুষ্কলেত্রনামক স্থানে ইহারা অনেকগুলি মঠ নির্ম্মাণ করান। ইহাদের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম অতিশয় বিস্তৃত হয়। রাজতরঙ্গিণীর মতে, বুদ্ধ শাক্যসিংহের সময় হইতে এই কাল পর্য্যন্ত ১৫০ শতবৎসর অতীত হইয়াছিল। বোধিসত্ব নাগার্জ্জুন এই সময়ে ছয়দিন কাশ্মীরে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপরে অভিমন্যু রাজা হন। ইনি কোন্ বংশীয় বা কিরূপে রাজ্য পাইলেন, রাজতরঙ্গিণীতে তাহার কিছুমাত্রও উল্লেখ নাই। ইনি অজাতশত্রু নৃপতি ছিলেন। কণ্ঠকোৎস (কণ্টকোৎস) নামক গ্রাম ইনি ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। ইনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তদ্গাত্রে নিজনাম খোদিত করাইয়া দেন। ইনি স্বনামে অভিমন্যুপুর স্থাপন করেন। ইঁহার সময়েই চন্দ্রাচার্য্যপ্রমুখ বৈয়াকরণিকেরা প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহারা ইঁহার আদেশে ইঁহার সময়ের ইতিহাস লিখেন। এই সময়ে নাগার্জ্জুনের অধীনে বৌদ্ধেরা প্রবল হইয়া শিবোপাসনা ও নীলপুরাণোক্ত নাগ-নিয়মাদি নষ্ট করিয়া আপনাদিগের মত প্রচার করে। নাগগণ ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া কাশ্মীর ধ্বংস করিবার উদ্দেশে পর্ব্বত হইতে অসংখ্য তুষারশিলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে ও অনেকে অস্ত্র ধরিয়া বৌদ্ধবিনাশে নিযুক্ত হয়। মহারাজ অভিমন্যু ইহা নিবারণে কোন উপায় করিতে না পারিয়া "দার্ব্বাভিসার" নামক স্থানে চলিয়া যান। শেষে কশ্যপবংশীয় চন্দ্রদেব নামে এক ব্রাহ্মণ দৈবসাহায্যে নাগ ও যক্ষবিদ্রোহ নিবারণ করেন। মহারাজ অভিমন্যুই পতঞ্জলির মহাভাষ্য কাশ্মীরে প্রথম প্রচার করেন।

তৎপরে গোনন্দ (৩য়) রাজ্যলাভ করেন। ইনিও কে বা কি উপায়ে রাজ্য পাইলেন, রাজতরঙ্গিণীতে তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। ইনি নীলপুরাণানুসারে নিয়মাদি স্থাপন করেন ও দুষ্ট বৌদ্ধগণের অত্যাচার নিবারণ করেন। ইনি রাজ্যে সুখশান্তি ও প্রজাদের ধন ধান্য বৃদ্ধি করিয়া দেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, ইনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার পুত্র বিভীষণ (১ম) ৫৩ বৎসর ৬ মাস কাল রাজত্ব করেন। পরে ইন্দ্রজিৎ রাজা হন। ইন্দ্রজিতের পুত্র রাবণ রাজা হইয়া বটেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই শিবলিঙ্গ কহ্লণপণ্ডিতের সময় পর্য্যন্ত ছিল। এই লিঙ্গগাত্রে ফুটকি ফুটকি ও ডোরা ডোরা দাগ ছিল। মহারাজ এই দেবোদ্দেশে আপনার সমস্ত রাজ্য উৎসর্গ করেন। ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ উভয়ে ৩৫ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন।

রাবণের পর তৎপুত্র (২য়) বিভীষণ ৩৫ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন।

বিভীষণের (২য়) পর তাঁহার পুত্র নর বা কিন্নর রাজা হন। ইনি বড় অবিবেচক রাজা ছিলেন। ইনি প্রজাদিগের যাহা কিছু করিতেন, তাহাতেই তাহাদিগের অনিষ্ট হইত। কোন বৌদ্ধ তাঁহার মহিষীকে হরণ করিয়া লইয়া পলাইয়া যায়। মহারাজ কিন্নর সেই ক্রোধে সহস্র সহস্র বৌদ্ধমঠ ধ্বংস করেন এবং সেই সকল স্থান ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। ইনি বিতস্তাতীরে কিন্নরপুর নামে একটি নগর স্থাপন করেন। এই নূতন নগর মহাশোভা ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইলে অনেক লোক আসিয়া ইহাতে বাস করে।

কিন্নররাজের পুত্র মহাযশা সিদ্ধ, ইনি ৬০ বর্ষ রাজত্ব করেন। পরে তৎপুত্র উৎপলাক্ষ রাজা হন। উৎপলাক্ষের পর তৎপুত্র হিরণ্যাক্ষ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি নিজ নামে 'হিরণ্যপুর' নগর স্থাপন করেন। তৎপরে যথাক্রমে হিরণ্যকুল ও তৎপুত্র বসুকুল কাশ্মীররাজ্য শাসন করেন। বসুকুলের পুত্র মিহিরকুল, তিনি অতিশয় নির্দ্দয় ও প্রজাপীড়ক ছিলেন, নিজ নামে হোলা নামক স্থানে 'মিহিরপুর'

(১) হুষ্কপুর, জুষ্কপুর ও কনিষ্কপুরের বর্ত্তমান নাম যথাক্রমে 'উস্কর' 'জুকর' ও 'কম্পুর,'। উস্কর—চীনপরিব্রাজকোক্ত 'হ-সে-কি-লো, বর্ত্তমান বরামূলার পশ্চাতে বিতস্তার দক্ষিণধারে অবস্থিত। কাশ্মীরী পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস যে পূর্ব্বকালে হুষ্কপুর ও বরাহমূল একত্র একটি নগর ছিল। এই হুষ্কপুরে কাশিকাবৃত্তিটীকাকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি বাস করিতেন।

জুষ্কপুর বা জুকর—বর্ত্তমান রাজধানীর ২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। [কনিষ্কপুর দেখ।]

নগর পত্তন, এ ছাড়া গান্ধারের হীন ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দান এবং শ্রীনগরীতে মিহিরেশ্বর নামক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও চন্দ্রকুল্যা নদীর গতি ফিরাইয়া দেন। ইনি অসভ্য দারদ ও ভাট্ট (তিব্বতীয়) জাতিকে বড়ই অনুগ্রহ করিতেন। মিহিরকুলের পর তৎপুত্র বক সিংহাসন লাভ করেন, ইহা দ্বারা লবণোৎস নগর স্থাপিত হয়। ইনি বকেশমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বকের পর ক্রমান্বয়ে ক্ষিতিনন্দ, বসুনন্দ, নর ও অক্ষ রাজা হইলেন। অক্ষ, বিভুগ্রাম ও অক্ষবাল নামক বিহার (?) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার পর অক্ষপুত্র গোপাদিত্য সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। ইনি সখোল, খানি, কাহাড়িগ্রাম, স্কন্দপুর, শমাঙ্গ ও আড়িগ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। আর্য্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে গোপাদ্রিস্থ গোপগ্রাম দান করেন। ইনি জ্যেষ্ঠেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন (১)। ইহার সুশাসনে কাশ্মীরে যেন সত্যযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল।

তাঁহার পর তৎপুত্র গোকর্ণ রাজা হইলেন, ইনি গোকর্ণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোকর্ণের পর তৎপুত্র নরেন্দ্রাদিত্য (অপর নাম খিঙ্খিল) পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। ইনি কতকগুলি মন্দির, ভূতেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও অক্ষয়িনী দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার গুরু উগ্র উগ্রেশ নামক শিবমন্দির ও মাতৃচক্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পর তৎপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা হন, এই সময়ে মন্ত্রিগণ বিদ্রোহী হইয়া যুধিষ্ঠিরকে অগলিকাদুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। যুধিষ্ঠির বন্দী হইলে মন্ত্রিগণ প্রতাপাদিত্য নামে শকারি-বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতিকে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে জলৌক, তৎপরে তুঞ্জীন পিতৃসিংহাসন গ্রহণ করেন। তুঞ্জীন ও তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। উভয়ে তুঙ্গেশ্বর নামক শিবমন্দির ও কতিক নামক নগর স্থাপন করেন। রাণী বাক্‌পুষ্টা কতীমুষ ও রামুষ নামে দুইটি অগ্রহার দান ও একটি বৃহৎ অন্নসত্র স্থাপন করেন। সেই সময়ে কাশ্মীরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিবর্গ অন্নসত্রে আশ্রয় ও আহার পাইত। সেই অন্নসত্রে রাণী বাক্‌পুষ্টা পতির সহমৃতা হন। এই সতীমন্দিরে কহ্লণের সময়াবধি সাধারণকে অন্নদান করা হইত। তুঞ্জীনের রাজত্বকালে চন্দ্রক নামক নাটককার বিদ্যমান ছিলেন।

তৎপরে বিজয়নামে অন্যবংশীয় একজন রাজা হন। তিনি বিজয়েশ্বর নামক শিবমন্দিরের চারিধারে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিজয়ের পর তৎপুত্র জয়েন্দ্র নরপতি হইলেন। তাঁহার সন্ধিমতি নামে একজন মহাশৈব মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যাবুদ্ধি দর্শনে ভীত হইয়া কাশ্মীররাজ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন। সেই মন্ত্রী বন্দী হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও দুঃখিত হইলেন না। তিনি সর্ব্বদাই শিবপ্রেমে আনন্দিত থাকিতেন। ১০ বর্ষ এইরূপে কাটিল। অপুত্রক অবস্থায় জয়েন্দ্রের মৃত্যু হইল।

কিছুদিন অরাজকের পর মহামন্ত্রী সন্ধিমতি আর্য্যরাজ নামগ্রহণপূর্ব্বক কাশ্মীরবাসীর যত্নে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়া যান। প্রবাদ এইরূপ তিনি প্রত্যহ সহস্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতেন। ঐতিহাসিক কহ্লণের সময়াবধি সেই সকল পাষাণময় শিবলিঙ্গ বিদ্যমান ছিল। (রাজত° ২।১৩৩)। রাজা সন্ধিমতি শিবলিঙ্গের পূজার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অনেক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তিনি নিজনামে সন্ধীশ্বর (২), নিজ গুরুর নামে ঈশেশ্বর, এবং খেদা ও ভীমা (৩) নামে আরও কয়েকটি সুবৃহৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সময়ে সমস্ত কাশ্মীর রাজ্য দেবমন্দির ও প্রাসাদমণ্ডিত হইয়াছিল। কিছুদিন রাজত্ব করিয়া ইষ্টদেবের পূজায় অতিবাহিত করিবার জন্য রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রপৌত্র গান্ধাররাজ গোপাদিত্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার মেঘবাহন নামে এক পুত্র জন্মে, তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজকন্যাকে স্বয়ম্বরে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপের রাজকুমারীকে লইয়া ফিরিয়া আসিলে কাশ্মীরের মন্ত্রিগণ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। মন্ত্রিগণের যত্নে যুধিষ্ঠিরের বংশ পুনরায় কাশ্মীরের রাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন। মেঘবাহন অভিষেকদিবস হইতে প্রাণিহিংসা নিবারণ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। ইনি নিজ নামে মেঘমঠ, যুষ্টগ্রাম ও মেঘবাহন নামে অগ্রহার স্থাপন করেন। তাঁহার মহিষীগণ

(১) গোপাদ্রি—ইহার বর্ত্তমান নাম 'তখৎ'। এই তখতের নিকট গোপকার ও জ্যেঠির নামে স্থান আছে, এই দুই স্থান কহ্লণোক্ত 'গোপ' ও 'জ্যেষ্ঠেশ্বর' বলিয়া অনুমিত হয়।

(২) তথাপি সুলিমান পর্ব্বতে এই সন্ধীশ্বরমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। সন্ধিমতির নামানুসারে ঐ পর্ব্বতের 'সন্ধিমান' নাম ছিল, মুসলমানেরা তৎপরিবর্ত্তে 'সুলিমান' নামে অভিহিত করিয়াছে।

(৩) বর্ত্তমান ইসলামাবাদের উত্তরপূর্ব্বে ২ ক্রোশ দূরে এবং ভবনগ্রামের অদূরে ভীমাদেবীর গুহামন্দির দৃষ্ট হয়।

ভিক্ষুকদিগের বাসের জন্য স্ব স্ব নামে 'বিহার' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই বিহারগুলির নাম—অমৃতভবন, খাদনা, মম্মা ও যুকদেবীপ্রতিষ্ঠিত নড়বনবিহার। রাণী অমৃতপ্রভার পিতার গুরু স্তন্পা লো নামক নগর হইতে আসিয়া লোস্তন্পা নামে একটি স্বতন্ত্র স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (১)। মেঘবাহনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রেষ্ঠসেন (অপর নাম প্রবরসেন ১ম) রাজা হন। তাঁহার পিতামাতা অনেকটা বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও তিনি নিজ নামে প্রবরেশ্বর নামক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবসেবার জন্য ত্রিগর্ত্ত রাজ্য দান করেন।

শ্রেষ্ঠসেনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হিরণ্য, কনিষ্ঠ সহোদর তোরমাণের সাহায্যে রাজ্যশাসন করেন। পূর্ব্বে কাশ্মীরে বালের মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তোরমাণ তৎপরিবর্ত্তে (কাহারও অনিষ্ট না করিয়া) স্বনামাঙ্কিত (দীনার) স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। তোরমাণের এই কার্য্যে হিরণ্য ক্রুদ্ধ হইয়া সস্ত্রীক তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারাগারে তোরমাণের পত্নী গর্ভবতী হন এবং দশমাস পূর্ণ হইলে কোন উপায়ে পলাইয়া গিয়া এক কুম্ভকারের বাটীতে আশ্রয় লন ও তথায় একটি পুত্র প্রসব করেন। শেষে এই পুত্র বড় হইলে ইহার মাতুল (ইক্ষ্বাকুবংশীয়) জয়েন্দ্র কোনরূপে সন্ধান পাইয়া ভগিনী ও ভাগিনেয়কে স্বরাজ্যে লইয়া যান। হিরণ্য সর্ব্বশুদ্ধ ৩২ বৎসর ২ মাস রাজত্ব করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন।

এই সময় উজ্জয়িনীতে হর্ষবিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, তিনি শক ও ম্লেচ্ছদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় কবিবর মাতৃগুপ্ত থাকিতেন। হর্ষবিক্রম প্রথমতঃ কবি মাতৃগুপ্তকে কোনরূপ সম্মান দেন নাই। মাতৃগুপ্ত শয়নে স্বপনে জাগরণে অনুচরের ন্যায় রাজার অনুগামী হইতেন। রাত্রে নিদ্রিত হইলে রক্ষিবর্গের ন্যায় কবি মাতৃগুপ্তও শয়নাগারের দ্বারে জাগিয়া কাটাইতেন। কালে রাজা বুঝিলেন যে, এরূপ একটা অসমান্য প্রতিভাশালী পণ্ডিতকে আর এরূপে উপেক্ষা করা ভাল দেখায় না। এই সময়ে তাঁহার স্মরণ হইল যে, কাশ্মীররাজ্য অরাজক রহিয়াছে। তিনি মাতৃগুপ্তকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই পত্রখানি লইয়া আপনি কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তার নিকট গমন করুন। পথিমধ্যে কখনও ইহা পড়িবেন না।" মাতৃগুপ্ত যথাসময়ে কাশ্মীরে পৌঁছিলেন। মন্ত্রিবর্গ হর্ষবিক্রমাদিত্যের পত্র পাইয়া মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীররাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মাতৃগুপ্ত তখন বিক্রমাদিত্যের গুণগ্রাহিতা বুঝিলেন এবং নানাবিধ উপঢৌকন ও কবিতাদি প্রেরণ করিলেন।

রাজা মাতৃগুপ্ত স্বরাজ্যে পশুবধ নিবারণ করেন। ইঁহার সভায় 'হয়গ্রীববধ' নামক কাব্যপ্রণেতা কবিবর মাতৃমেণ্ঠ অবস্থান করিতেন। রাজা মাতৃগুপ্ত "মাতৃগুপ্তস্বামী" নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও দেবসেবায় বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন।

রাজা মাতৃগুপ্ত ৪ বৎসর ১ মাস ১ দিন রাজত্ব করেন।

এদিকে তোরমাণের পুত্র প্রবরসেন (২য়) শুনিলেন, তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সিংহাসনে অপর একজন লোক আসিয়া বসিয়াছে, কুমার ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি কাশ্মীরে গমন করিলেন। মন্ত্রীরা তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন, প্রবরসেন এখানে কাশ্মীরের অবস্থা শুনিয়া বলিলেন, "নিরপরাধী মাতৃগুপ্তের অপরাধ কি? যে এই ব্যবস্থা করিয়াছে, আমি সেই বিক্রমাদিত্যকেই ইহার প্রতিফল দিব।" তৎপরে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া প্রবরসেন ত্রিগর্ত্ত জয় করেন ও তৎপরে হর্ষবিক্রমের বিরুদ্ধে উজ্জয়িনীর অভিমুখে গমন করেন। তিনি পথিমধ্যে শুনিলেন, যে হর্ষবিক্রমের মৃত্যু হইয়াছে। বড় আশায় ছাই পড়িল! কুমার প্রবরসেন স্নানাহার পরিত্যাগ করিলেন। দিবারাত্র ক্ষোভে কাটিয়া গেল।

এই মাতৃগুপ্তকে কবি কালিদাস ও হর্ষবিক্রমকে সম্বতাব্দপ্রতিষ্ঠাতা শকারি বিক্রমাদিত্য বলিয়া অনেকে মহাভ্রমে পড়িয়াছেন। মাতৃগুপ্ত সম্বন্ধে অনেক কথা রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায় ও তাঁহার কবিত্ব, ধার্ম্মিকতা, মহানুভবতা সম্বন্ধে কহ্লণ মুক্তকণ্ঠে বিস্তর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে কালিদাস বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। যদি মাতৃগুপ্তই কালিদাস হইতেন, তাহা হইলে কহ্লণ যেরূপ শতমুখে মাতৃগুপ্তের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে কি ভুলিয়াও সে কথা একবার মাত্রও বলিতেন না?

[কালিদাস দেখ।]

রাজতরঙ্গিণীতে হর্ষবিক্রমাদিত্য শকদেশ জয় করিয়াছিলেন, বলিয়া কথিত হইয়াছে; কিন্তু এই শকজয়ই যে সম্বতাব্দ প্রতিষ্ঠাতার সময় হইয়াছিল, তাহার নিশ্চয়তা কি? আরও ইহাও অসম্ভব নহে যে, যিনি কাশ্মীররাজ্য পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীর করতলগত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার উত্তরবর্ত্তী শকপ্রদেশেও যুদ্ধ করিয়া জয় করিয়াছিলেন বা কাশ্মীরাদি প্রদেশে শকবিদ্রোহ নিবারণ করিয়াছিলেন।

(১) মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণীতে 'লোস্তাঙ্গা' পাঠ আছে, এটি ভ্রমপাঠ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। (রাজত° ৩। ১০)।

লো নগরের বর্ত্তমান নাম 'লে', ইহা লাদক বা মধ্য তিব্বতে অবস্থিত। স্তন্পা তিব্বতীয় শব্দ।

কুমার প্রবরসেন কাশ্মীরে আসিয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি কাশ্মীরের চারিপার্শ্বস্থ রাজ্যসমূহ জয় করিয়াছিলেন।

হর্ষবিক্রমের পুত্র উজ্জয়িনীরাজ প্রতাপশীল বা শিলাদিত্য প্রবরসেনের নিকট ক্রমান্বয়ে ৭ বার পরাজিত হইয়াও কাশ্মীরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই, শেষে ৮ম বারে যুদ্ধে জীবন সঙ্কট দেখিয়া নিজেই বশীভূত হন। কহ্লণ বলেন, প্রতাপশীল নাকি ময়ূরের ন্যায় নাচিতে ও শব্দ করিতে পারিতেন, আর প্রবরসেন নাকি তাহাই দেখিয়া তাঁহার জীবনরক্ষা ও তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। এইরূপে সমস্ত প্রতাপান্বিত রাজ্য জয় করিয়া দ্বিতীয় প্রবরসেন পিতামহপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইনি বিতস্তাতীরে নিজ নামে মনোহর প্রবরপুর নামক নূতন নগর স্থাপন ও "জয়স্বামী" নামে শিবলিঙ্গ ও দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবরসেনপুরের (১) নিকট বিনায়ক ভীমস্বামীর মন্দির ছিল। ইনি বিতস্তায় সর্ব্বপ্রথম নৌসেতু প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে আর কেহ কাশ্মীরে নৌসেতু নির্ম্মাণ করে নাই। এই নৌসেতুর উদ্দেশে তিনি প্রসিদ্ধ সেতুকাব্য বা 'দশাস্যবধপ্রবন্ধ' প্রণয়ন করেন। ইঁহার মাতুল জয়েন্দ্র 'জয়েন্দ্রবিহার' নামে বৌদ্ধবিহার স্থাপন করেন। ইঁহার মন্ত্রী ও সিংহলশাসনকর্ত্তা মোরক "মোরক-ভবন" নামে একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহারাজ প্রবরসেনের ললাটে স্বভাবতঃই শূলচিহ্ন অঙ্কিত ছিল। ইঁহার মহিষীর নাম রত্নপ্রভা।

ইঁহার পরে ইঁহার পুত্র যুধিষ্ঠির (২য়) রাজ্য পাইলেন। ইনি ২১ বৎসর ৩ মাস রাজত্ব করেন। ইঁহার মন্ত্রী জয়েন্দ্রপুত্র বজ্রেন্দ্র ভবচ্ছেদনামে চৈত্যাদিসমাকীর্ণ বৌদ্ধগ্রাম স্থাপন করেন। কুমারসেন প্রভৃতি ইঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার মহিষীর নাম পদ্মাবতী।

যুধিষ্ঠিরের (২য়) মৃত্যু হইলে তৎপুত্র লক্ষ্মণ বা নরেন্দ্রাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিমলপ্রভা নামে ইঁহার মহিষী এবং বজ্রেন্দ্রের দুই পুত্র বজ্র ও কনক নামে দুই মন্ত্রী ছিলেন। ইনি নরেন্দ্রস্বামী নামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন (২)। ইঁহার রাজ্যকাল ১৩ বৎসর। ইনি পুস্তকাদি রক্ষা করিবার জন্য নিজ নামে একটী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রাদিত্যের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রণাদিত্য বা তুঞ্জীন রাজ্যলাভ করেন। ইঁহার কপালে শঙ্খচিহ্ন ছিল। ইঁহার পাটরাণীর নাম রণরম্ভা। কহ্লণ লিখিয়াছেন—দেবী ভ্রমরবাসিনী মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মহারাণী রণরম্ভা হইয়াছিলেন। [রণরম্ভা দেখ।] মহারাজ রণাদিত্য দুইটি মন্দিরে হরি ও হরমূর্ত্তি স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি "রণস্বামী" প্রদ্যুম্নপর্ব্বতে পাশুপতমঠ, সিংহরোৎসিকা নামক স্থানে রণপুরস্বামী নামে সূর্য্যমূর্ত্তি, সেনমুখীদেবীমূর্ত্তি এবং তৎপত্নী রণরম্ভা রণরম্ভাদেব নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। (৩) ইঁহার অপর এক মহিষী অমৃতপ্রভা রণেশের পার্শ্বে অমৃতেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ ও মেঘবাহন-পত্নীর নামানুসারে নির্ম্মিত বিহার মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন। মহিষী রণরম্ভা নরভ্রোদিত্যকে হাটকেশ্বর শিবের মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন।

ইঁহার সময়ে ব্রহ্ম নামক এক সিদ্ধপুরুষ রণরম্ভাদেবীর নিয়োগানুসারে "ব্রহ্মসত্তম" নামে দেবতা স্থাপন করেন।

রণাদিত্যের পর তৎপুত্র বিক্রমাদিত্য রাজা হন। ইনি বিক্রমেশ্বর নামে শিবস্থাপন করেন। ইঁহার দুইজন মন্ত্রী ছিলেন—ব্রহ্মা ও গলুন। ব্রহ্মা ব্রহ্মমঠ স্থাপন এবং গুলুনপত্নী রত্নাবলী একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল ৪২ বৎসর।

বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালাদিত্য রাজা হন, ইনি পূর্ব্বসাগর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার ও তথায় জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। ইনি বঙ্কালা (বাঙ্গালা ?) প্রদেশ জয় করিয়া তথায় কাশ্মীরগণের বাসস্থানের জন্য কালম্ব্য নামে নগরস্থাপন করেন। মড়বরাজ্যে ভেদর নামে গ্রাম স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বাস করিতে দেন। ইঁহার প্রিয়তমা মহিষী সর্ব্ব-অমঙ্গলহর বিম্বেশ্বর নামে শিবস্থাপন করেন। ইঁহার খঙ্গা, শক্রঘ্ন ও মালব নামে তিনজন মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহারাও অনেক প্রাসাদ, মন্দির ও সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বালাদিত্যের অনঙ্গলেখা নামে এক কন্যা ছিল। বালাদিত্য তাঁহাকে অশ্বঘামবংশীয় দুর্লভবর্দ্ধন নামে এক সুপুরুষ কায়স্থ যুবার হস্তে সম্প্রদান করেন। *

দুর্লভবর্দ্ধন স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও নম্রতায় অল্পদিন মধ্যে রাজ্যের

(১) প্রবরসেনপুর—বর্ত্তমান শ্রীনগর রাজধানী।

(২) বর্ত্তমান পারচ্ছ গ্রামে নরেন্দ্রস্বামীর সুন্দর মন্দির দৃষ্ট হয়।

(৩) বর্ত্তমান ইস্লামবাদের পূর্ব্বে ২ ক্রোশ দূরে মাতন্ নামক স্থানের উত্তর প্রান্তে মার্ত্তণ্ড নামে যে বৃহৎ সূর্য্যমন্দির আছে, তাহাই রণাদিত্য প্রতিষ্ঠিত, এই সূর্য্যমন্দিরের দুই পার্শ্বে রণস্বামী ও অমৃতেশ্বর শিবলিঙ্গ এখনও রহিয়াছে।

* কহ্লণ দুলভবর্দ্ধন ও তাঁহার উত্তর পুরুষদিগকে কর্কোটনাগবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [কায়স্থ ৫৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।]

সকলেরই প্রিয় হইয়াছিলেন। ইহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যদর্শনে বালাদিত্য ইহার "প্রজ্ঞাদিত্য" নাম রাখেন। অনঙ্গলেখা কিন্তু পিতামাতার আদরে গর্ব্বিতা হইয়া স্বামীকে অগ্রাহ্য করিতেন।

৩৭ বৎসর ৪ মাস রাজত্ব করিয়া বালাদিত্য স্বর্গগত হইলেন, তৃতীয় গোনন্দের বংশও লোপ হইল। মন্ত্রী খড়্গ এই সময়ে সুবিধা পাইয়া কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

অনঙ্গলেখা অনঙ্গভবন নামে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। একজন জ্যোতিষী মহ্লণ নামক রাজকুমারের অল্পায়ুর কথা বলায় মহারাজ দুর্লভবর্দ্ধন বিশোককোট নামক পর্ব্বতের উপর চন্দ্রগ্রামখানি পুত্রের কল্যাণ-উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে দান করেন ও পুত্রদ্বারা মহ্লণস্বামী নামে শিবস্থাপন করাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীনগরে দুর্লভস্বামী নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ৩৬ বৎসর রাজত্বের পর দুর্লভবর্দ্ধনের স্বর্গ লাভ হয়। [কায়স্থ শব্দ ৫৮৩-৫৮৪ পৃষ্ঠা দেখ।]

দুর্লভবর্দ্ধনের রাজত্বকালে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং কাশ্মীরে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায় যে তৎকালে কাশ্মীররাজ্য ৫০০ শত ক্রোশের উপর (৭০০০ লি) বিস্তৃত ছিল *। তিনি জয়েন্দ্রবিহারে রাজমাতুল কর্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। †

দুর্লভবর্দ্ধনের পর তৎপুত্র দুর্লভক রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ইনি মাতামহের নামানুসারে প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করেন।

প্রতাপাদিত্য প্রতাপপুর স্থাপন করিলে অনেক ধনী বণিক্ আসিয়া উহাতে বাস করে। তন্মধ্যে রৌহিতকবাসী নোণ নামক বণিক্ নোণমঠ স্থাপন করিয়া উহা রৌহিতপ্রদেশের ব্রাহ্মণদিগকে বাসার্থ দান করেন। এই দানে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া বণিক্‌কে নিমন্ত্রণ করিলে, আমোদ আহ্লাদে বণিক্ একরাত্রি রাজবাটীতে অবস্থান করেন। প্রাতঃকালে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, সুখে রাত্রি কাটিয়াছে তো ?" বণিক্ বলিলেন, "যে আলোক জ্বলিতে ছিল, তাহার ধূমে মাথা ধরিয়াছে মাত্র।" পরে প্রতাপাদিত্যও নিমন্ত্রিত হইয়া বণিকের বাড়ী গিয়া দেখিলেন, যে একখানি মণির আলোকে বণিগ্‌ভবন আলোকিত হইয়াছে! মহারাজ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। মহারাজ বণিকের আগ্রহে ২। ৩ দিন তথায় রহিলেন।

একদিন বণিকের একটী নর্ত্তকী নরেন্দ্রপ্রভাকে দেখিয়া রাজা মোহিত হন। ওদিকে নরেন্দ্রপ্রভাও রাজাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল। প্রতাপাদিত্য বাড়ী আসিলেন, কিন্তু নর্ত্তকীকে ভুলিতে পারিলেন না। পরম্পরায় বণিক্ উভয়ের বৃত্তান্ত শুনিয়া নরেন্দ্রপ্রভাকে রাজার নিকট পাঠালেন এবং তিনিও গ্রহণ করিলেন। ইহার গর্ভে চন্দ্রাপীড়, তারাপীড় ও অবিমুক্তাপীড় নামে তিনটি মহানুভব সদ্‌গুণশালী পুত্র জন্মে। ইহারা পিতৃ-মাতামহবংশের রীত্যনুসারে যথাক্রমে বজ্রাদিত্য, উদয়াদিত্য ও ললিতাদিত্য নামে বিখ্যাত হইলেন। ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্যের পর তৎপুত্র বজ্রাদিত্য (চন্দ্রাপীড়) রাজা হইলেন। ইনি ত্রিভুবনস্বামী নামে নারায়ণমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইহার পত্নী প্রকাশা "প্রকাশিকা" নামে বিহার, রাজগুরু মিহিরদত্ত গম্ভীরস্বামী নামে বিষ্ণু এবং নগরাধ্যক্ষ ছলিতক "ছলিতস্বামী" নামে দেবতা স্থাপন করেন। বজ্রাদিত্য তারাপীড়কর্তৃক নিযুক্ত এক ব্রাহ্মণের অভিচারকার্য্য দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই মহানুভব নৃপতি ৮ বৎসর ৮ মাস রাজত্ব করেন।

ইহার পর কোপনস্বভাব তারাপীড় (উদয়াদিত্য) রাজা হন। ইনি শত্রুদমন করিয়া এতদুর গর্ব্বিত হন যে শেষে দেবতাদিগের সহিতও স্পর্দ্ধা করিতেন। ব্রাহ্মণেরাই দেব-মহিমা প্রচার করেন বলিয়া ইনি ব্রাহ্মণদিগকে শাস্তি দিতেন। ইনি ৪ বৎসর ২৪ দিন রাজত্ব করেন, শেষে এক ব্রাহ্মণের অভিচারক্রিয়ায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

তারাপীড়ের পর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর অবিমুক্তাপীড় (ললিতাদিত্য) রাজা হন। ললিতাদিত্য অতিপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইহার রাজত্বকাল কেবল দেশজয়েই কাটিয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্বে ১৮ জন মন্ত্রী রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি নির্ব্বাহ করিতেন; ললিতাদিত্য সেই ১৮টি পদ কমাইয়া ৫টি মাত্র পদ রাখিয়াছিলেন;—প্রধান শান্তিরক্ষক, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, প্রধান অশ্বাধ্যক্ষ, প্রধান কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান বিচারপতি। যুদ্ধে ললিতাদিত্য কনোজরাজ যশোবর্ম্মাকে জয় করেন। (কান্যকুব্জরাজ্য এই সময় যমুনাতীর হইতে কালিকা-নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।) এই সময়ে যশোবর্ম্মার সভায় কবিবর বাক্‌পতি ও ভবভূতি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা ললিতাদিত্যের সহিত কাশ্মীরে গমন করেন। তৎপরে ললিতাদিত্য কলিঙ্গ, গৌড়, দক্ষিণাভিমুখে কর্ণাট প্রভৃতি স্থান জয় করিলেন। রট্টা নামে এক কর্ণাটী

* Beal's Records of Western Countries, Vol. I. p. 148.
† La Vie de Hiouen Thsang par Stanislas Julien, p. 92.

সুন্দরী কামিনী এই সময় দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য করিতেছিলেন, তিনিও বশীভূত হইলেন। ভারতের সমস্ত প্রধান স্থান জয় করিয়া ললিতাদিত্য কাম্বোজ, অশ্ববদনারমণীসমাকুল ভূখার, ভোট ও দরদ প্রভৃতি দেশ জয় করেন। পরে কাশ্মীরে আসিয়া জালন্ধর ও লোহরপ্রদেশ সৈন্যদিগকে পুরস্কার দেন। যে সকল দেশ তিনি জয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক রাজ্যেই জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। ইনি সুনিশ্চিতপুর, দর্পিতপুর, পরিহাসপুর ও ফলপুর নগর নির্ম্মাণ করাইয়া নানাপ্রকার বাসভবন ও প্রমোদভবনে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। ইহার দিগ্বিজয়কালে ইহার প্রতিনিধি, রাজা ললিতাদিত্যের নামানুসারে 'ললিতাদিত্যপুর' (১) নগর স্থাপন করেন, কিন্তু তজ্জন্য তিনি ললিতাদিত্যের বিরাগভাজন হন। ললিতাদিত্য অনেক দেবমূর্ত্তি, দেবমন্দির ও বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ললিতপুরে সূর্য্যমূর্ত্তি, হুষ্কপুরে মুক্তাস্বামী, পরিহাসপুরে পরিহাসকেশব নামে (৮৪ তোলা স্বর্ণে) সোণার বিষ্ণুমূর্ত্তি, পাষাণময় স্বর্ণনখশোভিত মহাবরাহমূর্ত্তি, গোবর্দ্ধনধর ও বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মহিষী কমলাবতী কমলাকেশব, প্রধান মন্ত্রী মিত্রশর্ম্মা মিত্রেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এবং সামন্তরাজ কয্য শ্রীকয্যস্বামী নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও 'কয্যবিহার' নামে একটি বিহার স্থাপন করেন, সেই বিহারে থাকিয়া সর্ব্বজ্ঞমিত্র নামে একজন বৌদ্ধ যোগবলে বুদ্ধপদ লাভ করেন। ইহার চঙ্কুন নামে আর একজন মন্ত্রী চঙ্কুন নামে বিহার ও স্তূপ এবং সোণার বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। চক্রমর্দ্দিকা নামে ললিতাদিত্যের এক প্রিয়তমা চক্রপুর নামে এক নগর স্থাপন করেন।

ললিতাদিত্য পরিহাসপুরে একটি অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিয়া নিত্য লক্ষলোকের ভোজনোপযোগী পাত্র ও খাদ্যাদির সংস্থান এবং মরুভূমিতে একটি নগর নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রান্ত পিপাসিতের জলপানের সুবিধা করিয়া দেন।

ইনি পরিহাসকেশবের মন্দিরের পার্শ্বে স্বতন্ত্র রৌপ্যমন্দিরে রামস্বামী নামে আর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি ও মহিষী চক্রমর্দ্দিকা চক্রেশ্বরের পার্শ্বে লক্ষ্মণস্বামী নামে আর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

কহ্লণ লিখিয়াছেন—

এক সময়ে গৌড়রাজ ললিতাদিত্যের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ললিতাদিত্য তাঁহাকে বলেন যে, শ্রীপরিহাসকেশবের অনুগ্রহে তিনি তাঁহার প্রাণ রাখিয়াছেন মাত্র। তৎপরে ত্রিগামী নামক স্থানে এক নরহন্তা দ্বারা তাঁহার প্রাণ বিনাশ করেন। তৎকালে গৌড়রাজা অতি পরাক্রান্ত ছিল। গৌড়ের কতকগুলি রাজভক্ত বীর কাশ্মীররাজের এই দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার আশায় সরস্বতীদর্শনচ্ছলে কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া একদিন শ্রীপরিহাসকেশবের মন্দির লুঠ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। ললিতাদিত্য তখন সেখানে ছিলেন না। গৌড়-বীরেরা মন্দির আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণেরা ভীম কবাট বন্ধ করিয়া দিল। বিদেশীয়েরা পার্শ্ববর্ত্তী রামস্বামীর রৌপ্যময় মন্দিরকেই শ্রীপরিহাসকেশবের মন্দির ভাবিয়া তাহা ধ্বংস করিল ও দেবমূর্ত্তি বিচূর্ণ করিল। ইতিমধ্যে কাশ্মীরী সৈন্য আসিয়া পৌঁছিলে সেই মুষ্টিমেয় গৌড়ীয় সেনার সহিত যুদ্ধ বাঁধিল। রাজভক্ত গৌড়বাসী একে একে সকলেই প্রাণদান করিলেন। ধন্য রাজভক্তি! গৌড়ীয় (বাঙ্গালীর) এক সময়ে এত সাহস, এত অধ্যবসায়ও ছিল! রামস্বামীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ভূমণ্ডল মধ্যে গৌড়বাসীর বিপুল যশোরাশি ঘোষণা করিতেছে (২)।

ললিতাদিত্য শেষদশায় আবার উত্তরাপথে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধযাত্রাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ললিতাদিত্যের দুই পুত্র—কুবলয়াপীড় (কুবলয়াদিত্য) ও বজ্রাপীড় (বজ্রাদিত্য)। মহিষী কমলাদেবীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ কুবলয়াদিত্য রাজা হইলেন। ইনি অতিশয় দানশীল ছিলেন। কিছুদিন ভ্রাতৃবিদ্রোহে ইহার রাজ্যে মহাবিশৃঙ্খলা ঘটে। শেষে কুবলয়াপীড়েরই জয় হয় ও বজ্রাপীড় জ্যেষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করেন। কিছুদিন পরে একজন মন্ত্রী বিদ্রোহী হইয়া ইহার প্রাণসংহারে উদ্যত হন। মহারাজ কুবলয়াদিত্য তাহা জানিতে পারিয়া, মন্ত্রীর দলবলসহ সকলকে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হন; কিন্তু শেষে মনুষ্যজীবন ক্ষণবিধ্বংসী ও পাপের শাস্তা জগদীশ্বরই এই জানিয়া নিজে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক প্লক্ষপ্রস্রবণ নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার রাজত্বকাল ১ বৎসর ১৫ দিন মাত্র। ইনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলে ইহার পিতৃমন্ত্রী মিত্রশর্ম্মা সস্ত্রীক জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

কুবলয়াদিত্যের পর বজ্রাদিত্য রাজা হন। ইনি মহিষী চক্রমর্দ্দিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। লোকে ইহাকে বপ্পিয়ক বা ললিতাদিত্যও বলিত। ইনি নিষ্ঠুর, দেবস্বাপহারী (পরিহাসপুরাদি দেবোত্তর সম্পত্তি অনেকগুলি হরণ করেন), অতিশয় অত্যাচারী, স্ত্রীবিলাসী ও

(১) ললিতাদিত্যপুর—বর্ত্তমান নাম লতাপুর, এখন সামান্য গ্রাম মাত্র, সুদহো হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

(২) "অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ॥" রাজতরঙ্গিণী ৪।৩৩৫।

স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। অতিমাত্র স্ত্রীসম্ভোগের ফল যক্ষ্মারোগে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি ৭ বৎসর রাজত্ব করেন।

বজ্রাদিত্যের পর তৎপুত্র পৃথিব্যাপীড় রাজা হন। ইহার মাতার নাম মঞ্জরিকা। ইনি ৪ বৎসর ১ মাস রাজত্ব করেন।

পৃথিব্যাপীড়ের পর তাঁহার বিমাতা মম্মার গর্ভজাত সংগ্রামাপীড় ৭ বর্ষ রাজত্ব করেন।

সংগ্রামাপীড়ের মৃত্যু হইলে বপ্পীয় বা দ্বিতীয় ললিতাদিত্যের (বজ্রাদিত্যের) কনিষ্ঠ পুত্র জয়াপীড় রাজা হন। জয়াপীড় প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া ৯৯৯৯৯টি অশ্ব ব্রাহ্মণকে দান করেন। এই দানের পর তিনি প্রয়াগে একটী স্বনামে স্তম্ভ স্থাপন করেন এবং তাহার উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত করান ;—"যে আমার ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ অশ্ব এই স্থানে দান করিতে পারিবে, সে যেন আমার এই স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলে।" [কায়স্থ শব্দ ৫৯৪ পৃঃ দেখ।]

তৎপরে জয়াপীড় গৌড়ের অন্তর্গত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিত হন। এখানে তিনি গৌড়রাজ জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবী ও দেবনর্ত্তকী কমলার পাণিগ্রহণ করেন। প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে তিনি কান্যকুব্জ জয় করিয়া তথাকার অতিমনোহর সিংহাসন লইয়া আসেন। কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে তাঁহার পূর্ব্বশ্যালক জজ্জ তাঁহার রাজ্যাধিকার করিয়াছেন। জয়াপীড় রাজ্যোদ্ধারের জন্য যুদ্ধঘোষণা করিলেন। পুষ্কলেত্র নামক গ্রামে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জজ্জ নিহত হইলেন। [জজ্জ দেখ।] জয়াপীড় রাজ্যোদ্ধার করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। মহিষী কল্যাণদেবী পুষ্কলেত্রের যুদ্ধভূমিতে কল্যাণপুরনামে নগর স্থাপন করিলেন। জয়াপীড় স্বয়ং মল্লণপুরনামে নগর ও তন্মধ্যে কেশবমূর্ত্তি স্থাপন করেন। কমলাও কমলা নামে নগর স্থাপন করে। এই সময়ে কাশ্মীরে বিদ্যাচর্চ্চা খুব ছিল। রাজা জয়াপীড় পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও স্বরচিত কাশিকাবৃত্তি প্রচার করেন। (ইনি স্বয়ং ক্ষীর নামক পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন।) উদ্ভটভট্ট, দামোদরগুপ্ত, মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক ও সন্ধিমান্ নামে কবিগণ ইহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। উদ্ভটভট্ট সভাপণ্ডিত ছিলেন ও প্রতিদিন লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পাইতেন। দামোদর গুপ্ত প্রধানমন্ত্রী এবং কবি ও বৈয়াকরণিক বামন তাঁহার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।

জয়াপীড় পরে জয়পুর প্রভৃতি আরও কএকটি নগর, জয়াদেবী নামে দেবীপ্রতিমা, রাম লক্ষ্মণাদির মূর্ত্তি ও অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে—বিষ্ণু স্বপ্নে তাঁহাকে জলবেষ্টিত দ্বারাবতীপুরী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। জয়াপীড় সেইরূপেই এক নগর নির্ম্মাণ করেন, ইহা কহ্লণের সময়ে অভ্যন্তরজয়পুর নামে বিখ্যাত ছিল।

এখানে জয়দত্ত নামে একজন কর্ম্মচারী একটি বৌদ্ধমঠ এবং মথুরাধীশ্বর প্রমোদের জামাতা আচ আচেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন।

জয়াপীড় তৎপরে দিগ্‌বিজয়ার্থ হিমালয়ের উপর উঠিয়া বিনয়াদিত্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে বিনয়াদিত্যপুর নামে নগর স্থাপন করেন। তিনি এই স্থানের পূর্ব্বদিকে ভীমসেনরাজ্য ও পরে নেপালরাজ্য নানা কৌশলে জয় করেন।

তৎপরে স্ত্রীরাজ্য জয় করিয়া কর্ণের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইনি যুদ্ধাদির ব্যয়ের সুবিধার্থ "চলগঞ্জ" নামে সৈন্যসমভিব্যাহারী কোষাগার সৃষ্টি করেন। ইনি কর্ম্মপর্ব্বতে একটী তাম্রখনি আবিষ্কার করিয়া তাম্র উত্তোলনপূর্ব্বক তাহার মূল্য হইতে একোনশতকোটি স্বর্ণমুদ্রা স্বনামে প্রস্তুত করান। শেষদশায় তিনি কায়স্থমন্ত্রিগণের পরামর্শে যুদ্ধলালসা ত্যাগ করিয়া রমণী-বিলাসে মত্ত হইয়া পড়েন ; শেষে ব্রহ্মশাপে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার জননী অমৃত-প্রভা পুত্রের সদ্গতির জন্য অমৃতকেশব নামে হরিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

জয়াপীড়ের পর তৎপুত্র ললিতাপীড় মহিষী দুর্গার প্রযত্নে রাজা হন। ইনি বড় কামাসক্ত ছিলেন ; ইনি ব্রাহ্মণগণের নিকট সুবর্ণপার্শ্ব, ফলপুর ও লোচনোৎস নামক স্থানত্রয় কাড়িয়া লয়েন। ইহার রাজত্বকাল দ্বাদশবর্ষ মাত্র।

ললিতাপীড়ের পর তাঁহার বৈমাত্রেয় (গৌড়রাজকুমারী কল্যাণদেবীর গর্ভজাত) সংগ্রামাপীড় (দ্বিতীয়) পৃথিব্যাপীড় নাম গ্রহণ করিয়া সাত বৎসরকাল রাজত্ব করেন।

সংগ্রামাপীড়ের পর ললিতাপীড়ের শিশু পুত্র বৃহস্পতি বা চিপ্পটজয়াপীড় রাজা হইলেন। ইনি ললিতাপীড়ের ঔরসে জয়াদেবী নাম্নী জনৈক রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই জয়াদেবী অখুবৰাসী কল্পপালের কন্যা। ইহার রূপ দেখিয়া ললিতাপীড় ইহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। বালক রাজা হওয়ায় বালকের পদ্ম, উৎপলক, কল্যাণ, মম্ম ও ধর্ম্ম নামে মাতুলেরা রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেও অল্পবয়স্ক ছিলেন। যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তিনি পঞ্চ প্রধান কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করেন এবং সকলেই জয়াদেবীর আদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। জয়াদেবী জয়েশ্বরদেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। বালক বৃহস্পতি বা চিপ্পট জয়াপীড় ১২ বৎসর রাজত্ব করিয়া মাতুলগণের চক্রান্তে অভিচারক্রিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সময়ে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে। জয়াদেবীর ভ্রাতৃপঞ্চক আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভাগিনেয়ের প্রাণসংহার করিয়া আবার একজন নামমাত্র রাজা করিবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহাকে রাজা করা হইবে, তাহা লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে মতভেদ হইল। এই সময়ে জয়াপীড়ের আর একটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (রাণী মেঘাবলীর গর্ভজাত) ত্রিভুবনাপীড় রাজবংশীয়গণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় উত্তরাধিকারিতাসূত্রে রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য হয়; কিন্তু পঞ্চভ্রাতা একমত না হওয়ায়, জয়াদেবীর সহায়তায় উৎপল ঐ ত্রিভুবনাপীড়ের পুত্র অজিতাপীড়কে রাজা করেন।

অজিতাপীড় রাজা হইয়া ভ্রাতৃপঞ্চককে সমানভাবে সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া বড় গোলে পড়িলেন, একজনের সহিত আলাপ করিলে অপর চারিজনে চটিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই পাঁচজন দেশে অনেক সৎকার্য্য করেন। উৎপল উৎপলপুর নামে নগর ও উৎপলস্বামী নামে দেবতা, পদ্ম পদ্মপুর (১) নামে নগর ও পদ্মস্বামী নামে দেবতা, পদ্মের পত্নী গুণদেবী বিজয়েশ্বর নামক স্থানে একটি ও পদ্মপুরে একটি দেবতা, ধর্ম্ম ধর্ম্মস্বামী নামে দেবতা, কল্যাণবর্ম্মা কল্যাণস্বামী নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং মম্ম মম্ম-স্বামী নামে দেবতা স্থাপন করেন। কাশ্মীরীয় ৮৯ লৌকিকাব্দে রাজা বৃহস্পতির মৃত্যু হয়, তাহার পর তাঁহার মাতুলেরা ৩৬ বৎসর অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাহার পর উৎপলের সহিত মম্মের বিষম যুদ্ধ হয়। এই ভয়ানক যুদ্ধে শবরাশিতে বিতস্তার জলপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়। কবি শঙ্কুক তাঁহার "ভুবনাভ্যুদয়" নামক কাব্যে এই যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন। যুদ্ধে মম্মের পুত্র যশোবর্ম্মা জয়লাভ করিয়া, অজিতাপীড়কে রাজ্যচ্যুত এবং সংগ্রামাপীড়ের পুত্র অনঙ্গাপীড়কে রাজ্যস্থ করিয়াছিলেন।

অনঙ্গাপীড় রাজা হইলেন বটে, কিন্তু উৎপলের মৃত্যু হইলে, উৎপলের পুত্র সুখবর্ম্মা প্রতিশোধ লইয়া যশোবর্ম্মাকে পরাজিত করিলেন এবং অনঙ্গাপীড়কে রাজচ্যুত করিয়া অজিতাপীড়ের পুত্র উৎপলাপীড়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

উৎপলাপীড়ের রাজত্বকালে সান্ধিবিগ্রহিক রত্ন যথেষ্ট-ধনশালী হন ও রত্নস্বামী নামে দেবতা স্থাপন করেন এবং বিমলাশ্ব নামক স্থানের জমীদার নর প্রভৃতি দার্ব্বাভিসারের বিচারপতিরা রাজার ন্যায় স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

এই সময় হইতেই কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনবংশের লোপ হইবার সূত্রপাত হয়। সুখবর্ম্মা যখন সিংহাসনে বসিবার আয়োজন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধু শুক্ল তাঁহাকে হত্যা করেন, শূর নামে প্রধান মন্ত্রী কাশ্মীরীয় ৩১ লৌকিকাব্দে উৎপলাপীড়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া সুখবর্ম্মার পুত্র অবন্তিবর্ম্মাকে সিংহাসনে বসাইলেন।

কর্কোটক (কায়স্থ) বংশে এইরূপে ১৭ জন রাজা হইয়াছিলেন এবং সকলে ২৭০ বৎসর ১ মাস ও ২০ দিবস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উৎপল বংশের প্রথম রাজা অবন্তিবর্ম্মা বড় দানশীল ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন। মন্ত্রীরা সকলেই তাঁহার বাধ্য ছিল। তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা অনেকবার তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু সকলেই পরাজিত হন। তিনি স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুরবর্ম্মাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। যুবরাজ সুরবর্ম্মা স্বাধুয়া ও হস্তিকর্ণ নামে গ্রামদ্বয় ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। ইনিই সুরবর্ম্মস্বামী ও গোকুল নামে দুই দেবতা স্থাপন করেন। অবন্তিবর্ম্মা ভূগৌরবনামে মঠ স্থাপন ও পঞ্চহস্ত নামে গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করেন। অবন্তিবর্ম্মার আর এক ভ্রাতা সমর রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মূর্ত্তি ও সমরস্বামী নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্ত্রিবর শূরের দুইটি ভ্রাতা ধীর ও বিত্রপ স্বস্বনামে দেবমন্দির স্থাপন করেন। মন্ত্রিবর শূরের মহোদয় নামে এক দ্বারপাল মহোদয়স্বামী নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরে থাকিয়া রামজ (রামজয়) নামক তদানীন্তন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণিক ছাত্রগণকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন। আর একজন মন্ত্রী প্রভাকরবর্ম্মা প্রভাকরস্বামী নামে বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে, প্রভাকরের একটি শুকপক্ষী ছিল, সেই শুক অন্যান্য শুকের সহিত মিলিত হইয়া মুক্তা আহরণ করিত। প্রভাকর এই সকল শুকের স্মরণার্থ বিখ্যাত 'শুকাবলী' রচনা করেন। মন্ত্রী শূর বড় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অবন্তিবর্ম্মার সভায় শূরের কৃপায় তখনকার ভুবন-বিখ্যাত মুক্তাকণ, শিবস্বামী, আনন্দবর্দ্ধন ও রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থকার পণ্ডিতেরা প্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন। মন্ত্রী শূর সুরেশ্বরীর মন্দির ও তন্মধ্যে হর-গৌরীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তিনি সন্ন্যাসিগণের জন্য শূরমঠ নামে অট্টালিকা এবং

(১) পদ্মপুর—বর্ত্তমান নাম পাম্পুর। রাজধানী শ্রীনগর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে বেহৎ নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত।

শূরপুর (১) নামে নগর নির্ম্মাণ করিয়া ক্রমবর্ত্ত প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ দুন্দুভি আনাইয়া শূরপুরে স্থাপন করেন। মন্ত্রী শূরের পুত্র রত্নবর্দ্ধন সুরেশ্বরীর মন্দিরে ভূতেশ্বর নামে শিব ও শূর-মঠের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র মঠ এবং তৎপত্নী কাব্যদেবীও কাব্য-দেবীশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ অবন্তিবর্ম্মা বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু মন্ত্রী শূরের জন্য শৈবধর্ম্মেও আস্থা প্রদর্শন করিতেন। ইনি বিশ্বৌকসার নামক স্থানে অবন্তিপুর (২) নামে নগর স্থাপন করেন। এই স্থানে অবন্তিবর্ম্মা রাজ্য-প্রাপ্তির পূর্ব্বে অবন্তিস্বামী ও রাজা হইবার পর অবন্তীশ্বর নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি আপন রৌপ্যময় স্নানপাত্র ভাঙ্গিয়া ত্রিপুরেশ্বর, ভূতেশ ও বিজয়েশ এই তিন দেবতার রৌপ্যপীঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইঁহারই সময়ে পণ্ডিতবর শ্রীকল্লট ও সুয্য বর্ত্তমান ছিলেন। সুয্য স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বিতস্তার রুদ্ধ জলস্রোতের পথমুক্ত করিয়া, খাল খনন করিয়া, বাঁধ বাঁধিয়া ও সেতু করিয়া দেশের জলহীন স্থানে জলদান, জলমগ্ন স্থানের উদ্ধার, নিম্নভূমি সকলের রক্ষা এবং নদীপারাপারের পথ সুগম করেন। সুয্য যে সকল নিম্নভূমি জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করেন, তাহা কুণ্ডল নামে বিখ্যাত। ত্রিগ্রাম নামক স্থান হইতে সিন্ধুনদ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত ও বিতস্তানদী পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সুয্য বিনয়স্বামী নামক স্থানে এই দুইটিকে একত্র করেন। এই সিন্ধু-বিতস্তাসঙ্গম এখনও বর্ত্তমান। ইহার একপার্শ্বে ফলপুর ও অপরপার্শ্বে পরিহাসপুর। ফলপুরে সঙ্গমস্থলের উপর বিষ্ণুস্বামীর মন্দির ও পরিহাসপুরে সঙ্গমস্থলের উপর বিনয়-স্বামীর মন্দির আজিও বর্ত্তমান এবং সঙ্গমস্থলে সুয্য-প্রতি-ষ্ঠিত হৃষীকেশের মন্দির। সুয্য সুয্যাকুণ্ডলনামক স্থান ব্রাহ্মণদিগকে দান এবং সুয্যাসেতু নির্ম্মাণ করেন। সুয্যা নামে এক চণ্ডালী শিশুকালে তাঁহাকে প্রতিপালন করে বলিয়া তাহার নামে সুয্য ঐ দুইটি কার্য্য করেন। মহারাজ অবন্তিবর্ম্মা শেষদশায় পীড়িত হইয়া ত্রিপুরেশপর্ব্বতে জ্যেষ্ঠেশ্বরের মন্দিরে অবস্থিতি ও নিত্য ভগবদ্গীতা শ্রবণ করিতে করিতে আষাঢ়ী শুক্লতৃতীয়ায় পরলোক গমন করেন, তখন লৌকিক অব্দের ৫৯ বৎসর *।

অবন্তিবর্ম্মার মৃত্যু হইলে উৎপলবংশীয় আরও অনেকে রাজ্যলাভার্থ উৎসুক হয়, কিন্তু রাজার পারিপার্শ্বিক সেনা-পতি রত্নবর্দ্ধন অবন্তিবর্ম্মার পুত্র শঙ্করবর্ম্মাকে রাজা করিলেন। মন্ত্রী কর্ণপোবিন্নপ ইহাতে বিদ্বেশপরবশ হইয়া সুরবর্ম্মার পুত্র সুখবর্ম্মাকে যৌবরাজ্য প্রদান করিলেন; কাজেই রাজা ও যুবরাজ পরস্পরের শত্রু হইয়া পড়িলেন। শেষে নানা যুদ্ধের পর শঙ্করবর্ম্মারই জয় হইল। তৎপরে ইনি যুদ্ধ যাত্রায় বহির্গত হইয়া দার্ব্বাভিসার, গুর্জ্জর ও ত্রিগর্ত্ত জয় করেন। পথিমধ্যে থক্কীয়করাজ বশ্যতা স্বীকার করিলে, তিনি ভোজরাজের কবল হইতে থক্কীয়রাজ্য উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। পরে দরদ ও তুরুষ্কের মধ্যবর্ত্তী প্রায় সমস্ত ভূভাগ জয় করেন। তৎপরে শঙ্করবর্ম্মা রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পঞ্চসত্র প্রদেশে স্বনামে নগর স্থাপন শঙ্করপুর † ও সেই নগরে শঙ্করগৌরীশ নামে শিবস্থাপন করেন। ইনি উদকপথের রাজা শ্রীস্বামীর কন্যা সুগন্ধাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহারই নামানুসারে "সুগন্ধেশ" লিঙ্গ স্থাপন করেন। একজন নায়ক এই মন্দিরদ্বয়ের নিকট একটী সরস্বতীমন্দির স্থাপন করেন। তৎপরে হঠাৎ দৈববিড়ম্বনায় শঙ্করবর্ম্মার মতিচ্ছন্ন হইল। তিনি ছলে বলে কৌশলে স্বরাজ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন; দেবস্বাপহরণ, করবৃদ্ধি, রাজকর্ম্মচারীর বেতন হ্রাস ইত্যাদিতে দেশ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ইনি পত্তন-নামে এক নগর স্থাপন করিয়া মন্ত্রী-সুখরাজের ভাগিনেয়কে দ্বারপতিপদে নিযুক্ত করিয়া তথায় পাঠাইয়া দেন, কিন্তু বিরাণক নামক স্থানে নিজদোষে তাঁহার মৃত্যু হয়। শঙ্কর-বর্ম্মা কিন্তু বিরাণক নগর উৎসন্ন করিয়া উত্তরাপথে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন ও সিন্ধুতীরবর্ত্তী কয়েকটি রাজ্য জয় করিয়া উরণরাজ্যে প্রবেশকালে হঠাৎ এক ব্যাধের বাণে আহত হইয়া ৭৭ লৌকিক অব্দে ফাল্গুনী কৃষ্ণাসপ্তমীর দিন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মন্ত্রী সুখরাজ নানা কৌশলে রাজার মৃতদেহ লইয়া ৬ দিন পরে কাশ্মীরের অন্তর্গত বল্লাশক নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া রাজদেহের সৎকার করিলেন, রাণী

(১) শূরপুর—বর্ত্তমান নাম সোপুর। উলর হ্রদের পশ্চিমে বেহৎ নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত।

(২) বেহৎ নদীর পূর্ব্বতীরে এবং শ্রীনগর হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণে প্রাচীন অবন্তিপুরের ধ্বংসাবশেষ এবং অবন্তিস্বামীর মন্দিরের সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত ভগ্নমন্দির দৃষ্ট হয়। এখন অবন্তিপুর 'বন্তিপুর' নামে অভিহিত।

* অবন্তিবর্ম্মার রাজত্ব প্রাপ্তির সময়ে লৌকিক অব্দের ৩১ বৎসর চলিতেছিল, সুতরাং ইঁহার রাজত্বকাল ২৭ বৎসর ২ মাস কয়েক দিন।

† শঙ্করপুর—বর্ত্তমান নাম পথন, শ্রীনগর হইতে ৮ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরভাগে অবস্থিত, এখানে আজও দুইটি পাষাণময় শিল্পনৈপুণ্য-বিশিষ্ট প্রাচীন শিবমন্দির দৃষ্ট হয়।

সুরেন্দ্রবতী ও আরও দুইটি রাণী, বালাবিতু ও জয়সিংহ নামে দুইজন বিশ্বাসী অনুচর এবং লাড় ও বজ্রসার নামে দুইজন ভৃত্য রাজার চিতায় সহমরণ করিল।

শঙ্করবর্ম্মার পর তাঁহার বালকপুত্র গোপালবর্ম্মা মাতা সুগন্ধার অধীনে রাজ্যলাভ করেন। রাণী সুগন্ধা কিন্তু এই সময়ে কোষাধ্যক্ষ প্রভাকরদেবের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইলেন। প্রভাকর রাণীর নিকট কৌশলে রাজ্যের মধ্যে প্রধান প্রধান পদ, ধন, রত্ন ও নানা ভূভাগ প্রাপ্ত হন। প্রভাকর সাহীরাজ্য মধ্যে ভাণ্ডাপুর নামে নগর স্থাপন করিতে তথাকার সাহীকে আদেশ দেন, কিন্তু বর্ত্তমান সাহী তাহা উপেক্ষা করায় প্রভাকর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া লল্লিয়সাহীর পুত্র তোরমাণসাহীকে * প্রদান করেন এবং দেশের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কমলক নাম দেন। তৎপরে প্রভাকরের অত্যাচারে রাজ্য অস্থির হইয়া উঠিল। মহারাজ গোপালবর্ম্মা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন ও হঠাৎ একদিন কোষাগারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কোষাগার শূন্যপ্রায়। প্রভাকর শাস্তি পাইবার ভয়ে স্বীয় বন্ধু রামদেবের সাহায্যে ও কৌশলে গোপালবর্ম্মাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলেন। গোপালবর্ম্মা দুইবৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামদেবের কার্য্য প্রকাশ পাইলে সেও ভয়ে আত্মহত্যা করে।

গোপালবর্ম্মার পর তাঁহার সহোদর সঙ্কট ১০ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সঙ্কটবর্ম্মার পর লোকানুরোধে রাণী সুগন্ধা রাজ্যগ্রহণ করিলেন, কারণ গোপালবর্ম্মার মহিষী নন্দা তখন গর্ভবতী। রাণী সুগন্ধা পুত্রের নামানুসারে গোপালপুর নামে নগর, গোপালমঠ নামে মঠ এবং গোপালকেশব নামে দেবতা স্থাপন করেন। তৎপরে মহিষী নন্দা একটী সন্তান প্রসব করিলেন, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সন্তানটি মারা পড়ে। সুগন্ধা একাঙ্গদিগের সাহায্যে দুইবৎসর কাল রাজত্ব করেন। একাঙ্গজাতীয়েরা সৈন্যাপত্য করিত এবং তন্ত্রী জাতীয়েরা এই সময় মন্ত্রী ছিল। সুগন্ধা মনকষ্ট পাইয়া কোন উপযুক্ত লোকের হস্তে রাজ্যভার দিবার জন্য তন্ত্রী মন্ত্রিবর্গকে পাত্রনির্ব্বাচনার্থ আদেশ দিলেন। শেষে অবন্তিবর্ম্মার বংশলোপ হওয়ায় গর্গার গর্ভজাত সুখবর্ম্মার পুত্র নির্জ্জিতবর্ম্মাকে রাণী সুগন্ধা স্বয়ং মনোনীত করিলেন। নির্জ্জিতবর্ম্মা দিবসে নিদ্রা যাইতেন ও রাত্রে কার্য্যাদি করিতেন।

তন্ত্রীরা এই জন্য ইহার পক্ষ লইলেন না। কোষাধ্যক্ষ প্রভাকরের দুর্ব্যবহারে যে সকল রাজকর্ম্মচারী বিরক্ত ও পীড়িত হইয়াছিল, তাহারা এই সময় সুযোগ পাইয়া রাণী সুগন্ধাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল; তিনি হুষ্কপুরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু একাঙ্গেরা অতি অল্পদিন পরেই আবার তাঁহাকে রাজ্য দিবার জন্য আনিতে গেল। কাশ্মীরীয় ৮৯ লৌকিক অব্দে এই ঘটনা ঘটে। তন্ত্রীরা সুগন্ধার আগমনবার্ত্তা পাইয়া নির্জ্জিতবর্ম্মার দশমবর্ষীয় পুত্র পার্থকে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে পথিমধ্যে রাণী সুগন্ধার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া একটি পুরাতন জনশূন্য বিহারে ৯০ লৌকিক অব্দে রাণীকে বিনাশ করে। পরে পার্থ রাজা হইলেন। তাঁহার অলস যথেচ্ছারী পিতা তাঁহার রক্ষক হইলেন। তন্ত্রীদিগের মধ্যেও ক্রমশঃ আত্মবিচ্ছেদ ঘটিল। অপরাপর অধীনস্থ রাজন্যবর্গ স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে লাগিল। মেরু নামক মন্ত্রীর সন্তানেরা জ্যেষ্ঠ শঙ্করবর্দ্ধনের অধীনে থাকিয়া সুগন্ধাদিত্যের সহিত বন্ধুতা করিয়া তলে তলে রাজকোষাগার লুঠ করিতে লাগিলেন। ইহারাই শ্রীমেরুবর্দ্ধন নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

তৎপরে ৯৩ লৌকিক অব্দে রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। একে রাজ্য অরাজক, তাহাতে আবার দুর্ভিক্ষ, সুতরাং রাজ্য সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তন্ত্রীরা রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহারা নির্জ্জিতবর্ম্মা ও পার্থ এই উভয়ের মধ্যে যখন যাহা দ্বারা সুবিধা হইবে বোধ করিতে লাগিল তখন তাহাকেই নামে সিংহাসনে বসাইয়া আপনারাই রাজত্ব করিতে লাগিল। সুগন্ধাদিত্য নির্জ্জিতবর্ম্মার পত্নীবর্গের মধ্যে রাসলীলা করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই স্ব স্ব পুত্রকে রাজা করাইবার জন্য সুগন্ধাদিত্যকে প্রচুর ধনরত্ন দান ও আপন আপন দেহ বিক্রয় করিতে লাগিল। মন্ত্রী মেরুর পুত্রেরা রাজ্যে প্রাধান্য লাভাশায় ভগিনী মৃগাবতীর সহিত নির্জ্জিতবর্ম্মার বিবাহ দিল, কিন্তু মৃগাবতীও অন্তঃপুরে গিয়া সপত্নীগণের পথানুসরণ করিয়া সুগন্ধাদিত্যের অধীনী হইলেন। ৯৭ লৌকিক অব্দে নির্জ্জিতবর্ম্মার মৃত্যু হয়। একাঙ্গেরা এই সময়ে বলপ্রকাশ করিয়া নির্জ্জিতবর্ম্মার বপ্পটদেবীনাম্নী পত্নীর গর্ভজাত চক্রবর্ম্মাকে রাজা করিল। বপ্পত, রাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১০ বৎসর কাটিয়া গেল। ৯৮ লৌকিক অব্দে মন্ত্রীরা চক্রবর্ম্মাকে দূর করিয়া মৃগাবতীর গর্ভজাত শূরবর্ম্মাকে রাজ্য দিলেন। কিন্তু ইহার মাতুলেরা ইহার প্রতি অনুকূল ছিলেন না, তাঁহারা অন্যান্য তন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া ও পার্থের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ

* তোরমাণসাহির শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। See Epigraphica Indica, 1890, p. 238.

পাইয়া ভাগিনেয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া পার্থকে রাজা করিলেন। শাম্ববতী নামে এক বেশ্যা এই সময়ে পার্থের প্রণয়িনী ছিল বলিয়া পার্থ তাহাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতেন। এই শাম্ববতীই শাম্বেশ্বরী নামে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১১শ লৌকিকাব্দে চক্রবর্ম্মা তখনকার রীত্যনুসারে তন্ত্রীদিগকে উৎকোচ দিয়া রাজ্যলাভ করিলেন। কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতা-প্রযুক্ত তিনি মেরুবর্ম্মার পুত্রগণের হস্তে অধিক ক্ষমতা দেওয়ায় তাহারা স্ব স্ব নামে রাজ্যের নানাস্থান অধিকার করিল। ইঁহার রাজত্বে মেরুবর্ম্মার জ্যেষ্ঠপুত্র শঙ্করবর্দ্ধন প্রধান প্রাড়্‌বিবাক্‌ ও শম্ভুবর্দ্ধন প্রধান গৃহকৃত্য (মন্ত্রিত্বপদ) প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসরে তন্ত্রীদিগের নিকট প্রতিশ্রুত উৎকোচের টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় চক্রবর্ম্মা ভয়ে মড়ব নামক স্থানে পলায়ন করেন। শঙ্করবর্দ্ধন এই সময়ে রাজা হইবার আশায় শম্ভুবর্দ্ধনকে বন্দোবস্ত করিবার জন্য তন্ত্রীদিগের নিকট পাঠাইলেন। শম্ভু গিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা না বলিয়া নিজেই বন্দোবস্ত করিলেন। এদিকে চক্রবর্ম্মা ডামরজাতীয় সর্দ্দার শ্রীচক্রনামক স্থানবাসী সংগ্রামের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুত করাইলেন। সংগ্রাম তন্ত্রীগণকে পদ্মপুর নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া চক্রবর্ম্মাকে রাজ্য দিল। যুদ্ধে চক্রবর্ম্মার হস্তে শঙ্করবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। শম্ভুবর্দ্ধন সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু একাঙ্গেরা যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় চক্রবর্ম্মা অনায়াসে সিংহাসনে বসিলেন। ভুভট নামে একজন সেনানী শম্ভুবর্দ্ধনকে বাঁধিয়া আনিয়া রাজসমক্ষে কাটিয়া ফেলিল।

চক্রবর্ম্মা রাজা হইয়া কতকটা শান্তি স্থাপন করিলেন। এই সময় রঙ্গ নামে এক বিদেশী ডোম্বগায়ক তিলোত্তমার ন্যায় সুন্দরী হংসী ও নাগলতা নামে দুইটী কন্যা লইয়া একদিন রাজসভায় গান করিতে আইসে। সুন্দরীদ্বয়ের রূপে মোহিত হইয়া চক্রবর্ম্মা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন। হংসীই প্রধানরাজ্ঞী হইলেন। এই সম্পর্কে ডোম্বেরা শিক্ষিত হইয়া রাজ্যমধ্যে প্রধান হইয়া উঠিল। এই ডোম্বের জন্য রাজ্যে ভয়ানক অত্যাচার হইতে লাগিল। চক্রবর্ম্মা শৈবগণের জন্য চক্রমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নির্ম্মাণ শেষ হইতে না হইতে ইঁহার রাজ্যলাভের প্রধান সহায় অত্যাচারপীড়িত ডামরগণ কর্ত্তৃক অন্তঃপুর মধ্যে কাশ্মীরীয় ১৬ লৌকিক অব্দে নিহত হন।

ইঁহার পর শর্ব্বট ও অন্যান্য মন্ত্রী পার্থপুত্র উন্মত্তাবন্তিকে রাজা করেন। ইনি অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। ইনি পিতামাতা ও শিশু ভ্রাতা ভগিনীদিগকে কয়েক দিন অনাহারে রাখিয়া নানা যন্ত্রণা দিয়া কাটিয়া ফেলেন। প্রভাগুপ্ত, শর্ব্বট, ছোজ, কুমুদ, অমৃতাকর ও প্রভাগুপ্তের পুত্র দেবগুপ্ত, উন্মত্তাবন্তির প্রিয় ও সমধর্ম্মা মন্ত্রী ছিলেন। রক্ক নামে এক অতিশয় সাহসী বীরপুরুষ সেনাপতি ছিলেন। ডামর সর্দ্দারের বাটীর নিকট এক সরোবরে রক্ক শ্রীদেবীকে পদ্মবনে অধিষ্ঠিতা দেখিয়া ঠিক সেই মূর্ত্তির আদর্শে রক্কজায়া নামে দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। কাশ্মীরীয় ১৫শ লৌকিকাব্দে উন্মত্তাবন্তি যক্ষ্মারোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

তৎপরে রাজান্তঃপুরের রমণীগণের চক্রান্তে অজ্ঞাতকুলশীল এক শিশু শূরবর্ম্মা নামে রাজপুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া রাজা হইলেন। কম্পনরাজ কমলবর্দ্ধন এই সময়ে উচ্ছৃঙ্খল ডামরগণকে শাসন করিয়া মড়ব নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। তিনি শুনিলেন, নব শিশুরাজ জয়স্বামী দর্শনে গিয়াছেন, অমনি সসৈন্যে রাজধানী আক্রমণ করিলেন। তন্ত্রী, একাঙ্গ প্রভৃতি সকল সৈন্যই দৈববশে পরাজিত হইল। তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া উপযুক্ত রাজনির্ব্বাচনে আদেশ দিলেন, ভাবিলেন তিনিই নিজে নির্ব্বাচিত হইবেন। ব্রাহ্মণেরা কিন্তু লোকনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, উৎপলের বংশীয় কেহই নাই। পিশাচকপুরের বীরদেবের পুত্র কামদেব মেরুবর্দ্ধনের বাটীতে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহারই পুত্র প্রভাকর শঙ্করবর্ম্মার কোষাধ্যক্ষ হন। তিনি সুগন্ধার সহিত তন্ত্রীগণের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। প্রভাকরের পুত্র যশস্কর রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া স্বীয় বন্ধু ফাল্গুনকের রাজ্যে উপস্থিত হন। তিনি এই সময়ে একদিন স্বপ্ন দেখিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে দেখিয়াই রাজপদে বরণ করিলেন।

এইরূপে কল্লপালের বংশে স্ত্রীলোক, মন্ত্রিগণ ও অজ্ঞাতকুলশীল বালকব্যতীত ৮ জন রাজা হন ও সর্ব্বশুদ্ধ কাশ্মীর রাজ্য এই বংশের হস্তে ৮৪ বৎসর ৪ মাস থাকে।

যশস্কর রাজা হইয়া সুখে শান্তিতে সুবিচার করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইঁহারও দোষ ছিল, লল্লা নামে এক নীচজাতীয়া ভ্রষ্টা রমণীকে ইনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন ও তাহাকেই পত্নীগণের প্রধানা করিয়া রাখিয়া ছিলেন। ইনি স্বপুত্র সংগ্রামদেবকে ত্যাজ্যপুত্র করেন এবং অবশেষে উদরপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া স্বীয় পিতৃব্যপুত্র রামদেবের পুত্র বর্ণটকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অবসর লইলেন। কিন্তু বর্ণট পীড়িতপিতৃব্যের কোন সংবাদ না লইয়া নবরাজ্যের আমোদে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যশস্কর ভ্রাতুষ্পুত্রের এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত

হইয়া মৃত্যুকালে সংগ্রামদেবকেই রাজ্যদান করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত যশস্করস্বামী নামে অর্দ্ধনির্ম্মিত দেবালয়ে কালযাপন করেন। এই মন্দিরে পর্ব্বগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার ধন রত্ন ও দাসদাসী হরণ করিয়া তাঁহাকে একাকী রাখিয়া চলিয়া যায়। রাজা তিনদিন পরে অনাহারে অচিকিৎসায় অসহায়ে ২৪ লৌকিকাব্দে ভাদ্র কৃষ্ণতৃতীয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহিষী ত্রৈলোক্যদেবী সহগমন করেন।

তৎপরে পর্ব্বগুপ্ত, ভূভট প্রভৃতি শিশু সংগ্রামকে রাজা করিয়া তাঁহার পিতামহীকে অভিভাবিকা নিযুক্ত করিলেন। (ইহার পা বাঁকা ছিল বলিয়া বক্রাঙ্ঘ্রি-সংগ্রাম নামে পরিচিত হন,) কালে পর্ব্বগুপ্ত বৃদ্ধা রাজমাতাকে ও অন্য পাঁচজন সহকারীকে বধ করিয়া রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন, কিন্তু শিশু সংগ্রামকেই রাজা রাখিলেন, একাঙ্গদিগের ভয়ে হঠাৎ তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারেন নাই। শেষে একদিন রাত্রে একদল সৈন্য লইয়া রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রাজভক্ত মন্ত্রী রামবর্দ্ধন বিনষ্ট হইলেন। পর্ব্বগুপ্ত বিলম্ব না করিয়া অমনি সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। বেলাবিত্ত নামে একব্যক্তি অমনি গলার মালা ধরিয়া তাঁহাকে ভূমে নিক্ষেপ করিল। পর্ব্বগুপ্ত উঠিয়া অপর একগৃহে বক্রাঙ্ঘ্রিসংগ্রামকে বিনাশ করিলেন।

২৪ লৌকিকাব্দে ফাল্গুনের কৃষ্ণাদশমীতে পর্ব্বগুপ্ত রাজা হইলেন। ইনি বিশোকপর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী জনপদরাজ শিবির অভিনবের পৌত্র সংগ্রামগুপ্তের পুত্র। পর্ব্বগুপ্ত স্কন্দমন্দিরের নিকট পর্ব্বগুপ্তেশ্বর নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। যশস্করের এক পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ইনি যশস্করস্বামীর মন্দির সম্পূর্ণ করাইয়া দেন। মন্দির শেষ হইলে রাজমহিষী এই পাপীর হাত এড়াইবার জন্য জলচ্চিতায় আরোহণ করেন। ইনিও তাঁহার শোকে পীড়িত হইয়া ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে থাকিয়া ২৭ লৌকিকাব্দে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীর দিন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

তাঁহার পর তৎপুত্র ক্ষেমগুপ্ত রাজা হন। ইনি অতিশয় সুরাপায়ী ও আজন্ম অত্যাচারী ছিলেন। ফাল্গুন ও জিষ্ণুবংশীয় বামনাদি ইঁহাকে সর্ব্বদা পাপে উৎসাহ দিত। দ্যূতক্রীড়া, রমণী ও মদ্য ইহার সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকিত। যশস্করের সময়কার মন্ত্রী ফাল্গুনভট্ট এই সময়ে ফাল্গুনস্বামী নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। কম্পনরাজ বৃদ্ধ রক্ক এই সময়ে ডামর সর্দ্দারকে বিনাশ করিবার জন্য জয়েন্দ্রবিহারে অগ্নি দেন। ডামরসর্দ্দার ইহার মধ্যে লুকাইয়া ছিল। রক্ক প্রজ্জ্বলিত পতনোন্মুখ বিহার হইতে বুদ্ধমূর্ত্তির উদ্ধার করেন ও উহার প্রস্তরাদি দ্বারা পথের ধারে রাজার নামে ক্ষেমগৌরীশ্বর নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। লোহরদুর্গের শাসনকর্ত্তা সিংহরাজ স্বকন্যা দিদ্দার সহিত ক্ষেমগুপ্তের বিবাহ দেন। দিদ্দার মাতামহ সাহী ছিলেন, ইনি ক্ষেমগুপ্তের নিকট অর্থ পাইয়া ভীমকেশব নামে দেবতা স্থাপন করেন। দ্বারপতি ফাল্গুনকন্যা চন্দ্রলেখাও ক্ষেমগুপ্তের আর এক মহিষী ছিলেন।

ক্ষেমগুপ্ত শীকারপ্রিয়; শীকারের জন্য দামোদরবনে লল্যান ও শিমিক প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেন। উল্কামুখী শীকারে ইহার বড়ই আমোদ হইত। ৩৪ লৌকিকাব্দে পৌষমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রে শীকার করিতে গিয়া এক উল্কামুখীর মুখমধ্যে প্রজ্জ্বলিত উল্কা দেখিয়া ভয়ে তাঁহার লূতাময় জ্বর হয়। এই জ্বরই তাঁহার কাল হইল। তিনি হুস্কপুরের নিকট বরাহমন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তিনি ক্ষেমমঠ ও শ্রীকণ্ঠ নামে দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। তৎপরে ঐ মাসেই শুক্লপক্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি ৯ বৎসর রাজত্ব করেন।

ক্ষেমগুপ্তের পর তাঁহার শিশুপুত্র দ্বিতীয় অভিমন্যু মহিষী দিদ্দার তত্ত্বাবধানে রাজা হন। এই সময়ে তুঙ্গেশ্বরের বাজারের নিকট এক ভয়ানক অগ্নিদাহ আরম্ভ হইয়া বর্দ্ধনস্বামীর মন্দির হইতে ভিক্ষুকীর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ভস্মাবশিষ্ট হইয়া যায়। ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যু হইলে অন্যান্য রাণী তাঁহার সহিত সহমৃতা হন; কেবল দিদ্দা নরবাহনের অনুরোধে ও রক্কের যত্নে সহমৃতা হইলেন না; কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন না বলিয়া রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইতে না হইতেই ফাল্গুনাদি মন্ত্রিবর্গ বিদ্রোহিতা করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু শেষে আপনারাই থামিয়া যায়। ফাল্গুন রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্ণোৎস নামক স্থানে গিয়া বাস করে। পর্ব্বগুপ্ত যখন রাজা হন, তখন ভূভট ও ছোজ নামক মন্ত্রিদ্বয়ের সহিত স্বীয় দুই কন্যার বিবাহ দেন। তাঁহাদের মহিমা ও পাটল নামে দুই পুত্র হয়। এই সময়ে তাঁহারাও আবার রাজ্যলোভে হিমকাদি মন্ত্রির সহিত যোগদান করেন। মহিষী দিদ্দা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে রাজপ্রাসাদ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। মহিমা স্বীয় শ্বশুর শক্তিসেনের আশ্রয় লইলেন। পরিহাসপুর হইতে হিম্মক, উৎকল ও ইরামত্ত এবং ললিতাদিত্যপুর হইতে অমৃতাকরের পুত্র উদয়গুপ্ত ও যশোধর আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিল। একমাত্র মন্ত্রী নরবাহন মহিষী দিদ্দার পক্ষে রহিলেন। মহিষী শেষে ললিতাদিত্যপুরের ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে সন্ধি করিয়া যশোধরকে কম্পনপ্রদেশ দান

করিয়া আশুবিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। অবশেষে মহিমা অভিচারক্রিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে কম্পনরাজ যশোধরের সহিত সাহীরাজ থক্কনের যুদ্ধ হয়। রক্কাদির পরামর্শে দিদ্দা যশোধরের দোষ বিবেচনায় তাঁহাকে কম্পন হইতে দূরীভূত করিতে চাহেন। ইরামত্ত, শুভধর প্রভৃতি পূর্ব্বের সন্ধিকথা স্মরণ করিয়া সৈন্য লইয়া শূর-মঠের নিকট রাজসৈন্যকে আক্রমণ করিল। সিংহদ্বারে একাঙ্গ সৈন্যদল দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু পরাজিত হয়-হয় এমন সময় রাজাকুল-ভট্ট সসৈন্যে আসিয়া যুদ্ধে যোগ দিলে রাজসৈন্যের জয় হইল। যুদ্ধে হিম্মক নিহত এবং শুভধর, মুকুল, উদয়গুপ্ত ও যশোধর বন্দী হইলেন। ইরামত্ত গয়াযাত্রী কাশ্মীরীয়-গণের নিকট গয়ালীরা যে কর আদায় করিত, তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী তাঁহার গলায় পাথর বাঁধিয়া তাঁহাকে বিতস্তায় ডুবাইয়া মারেন। অবশেষে তিনি মন্ত্রী নরবাহনের পরামর্শে নিরাপদে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। নরবাহন রাজানক পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজ্ঞী নর-বাহনকে সম্পূর্ণ হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিতেন। এক ধূর্ত্ত কোষাধ্যক্ষ ইহা সহিতে না পারিয়া কৌশলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য জন্মাইয়া দেয়। ক্রমে দিন দিন মহিষী নরবাহনকে প্রকাশ্যে অপমান, ঘৃণা ও অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। নরবাহন শেষে উত্যক্ত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। এই সময় হইতে রাজ্ঞীর নিষ্ঠুরতা বাড়িল, তিনি ডামরসর্দ্দার সংগ্রামকে সপরিবারে বিনাশ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। মন্ত্রী ফাল্গুন পুনরায় কর্ম্মভার পাইলেন। এদিকে কার্ত্তিক মাসে শুক্লতৃতীয়ায় (৪৮ লৌকিক অব্দে) মহারাজ অভিমন্যু যক্ষ্মারোগে পরলোক গমন করিলেন।

তৎপরে দিদ্দার অধীনে তাঁহার শিশু পৌত্র (অভিমন্যুর পুত্র) নন্দিগুপ্ত রাজা হইলেন। এবার পুত্রশোকে রাজ্ঞীর চৈতন্য হইল। তিনি আবার প্রজার হিতকর কার্য্যে রত হইলেন। তিনি অভিমন্যুপুর নামে নগর, অভিমন্যুস্বামী নামে দেবতা, স্বনামে দিদ্দাপুর ও দিদ্দাস্বামী নামে দেবতা স্থাপন করিলেন। তৎপরে দিদ্দা স্বামীর স্বর্গকামনায় কঙ্কণপুর নামে নগর ও "দিদ্দাস্বামী" নামে শ্বেতপ্রস্তরের বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লোহরবাসী ও কাশ্মীরীয়গণের সুবিধার্থ একটী পান্থনিবাস, পিতৃনামে সিংহবাসী নামে দেবতাস্থাপন ও একটি ব্রাহ্মণাবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বিতস্তা ও সিন্ধুর সঙ্গমস্থলে তিনি আরও কয়েকটি দেবতা স্থাপন করেন, সর্ব্বশুদ্ধ ইঁহার স্থাপিত ৬৪টি দেব-মূর্ত্তি আছে। ইঁহার বল্গা নামে বৈবধিকজাতীয়া এক দাসী বল্গামঠ নামে এক মঠ স্থাপন করে। এক বৎসর পরে রাজ্ঞী দিদ্দার শোক দূর হইল। তিনি আবার কুকর্ম্মে লিপ্ত হইলেন। এবার তিনি অগ্রহায়ণমাসে (৪৯ লৌকিকাব্দে) অভিচারক্রিয়ার সাহায্যে তাঁহার শিশুপৌত্র নন্দিগুপ্তের প্রাণ বিনাশ করিলেন ও তাঁহার সহোদর ত্রিভুবনগুপ্তকে রাজা করিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে অগ্রহায়ণমাসে তাঁহারও প্রাণনাশ করিলেন। ত্রিভুবনগুপ্তের পর তাঁহার আর একটি সহোদর ভীমগুপ্ত রাজা হন, কিন্তু তিনিও রাক্ষসী পিতামহীর হস্তে (৫৬ লৌকিকাব্দে) নিহত হন। ইতিমধ্যে মন্ত্রিবর ফাল্গুনও বিনষ্ট হন।

ভীমগুপ্তের পর দিদ্দা প্রকাশ্যে সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার কুপ্রবৃত্তিসাধনে সম্মত না হওয়ায় অনেকেই বিনষ্ট হন। ইঁহার প্রিয় উপপতি তুঙ্গ শেষে প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তুঙ্গ এদিকে স্বীয় ভ্রাতৃপঞ্চকের সহিত মিলিয়া রাজ্যহরণের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী দিদ্দার ভ্রাতু-স্পুত্র বিগ্রহরাজ তুঙ্গকে বিনাশের চেষ্টা করিতে লাগি-লেন। দিদ্দা বুঝিতে পারিয়া অর্থবলে বিগ্রহরাজকে দেশবহিষ্কৃত, কর্দ্দমরাজকে নিহত ও তুঙ্গের ইচ্ছানুসারে রক্কের পুত্র সুলক্ষণাদি মন্ত্রিগণকেও রাজসভা হইতে দূরীভূত করিলেন। মন্ত্রী ফাল্গুনের মৃত্যুর পর রাজপুরীরাজ বিদ্রোহী হন। তুঙ্গ যুদ্ধে তাঁহাকে জয় করিয়া 'রাজপুরীরাজ' এবং ডামররাজ্য ও কম্পন জয় করিয়া 'কম্পনরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তৎপরে দিদ্দা স্বীয় ভ্রাতা উদয়রাজের পুত্র সংগ্রামরাজকে যুবরাজ করিলেন। শেষে (৮৯ অব্দে) ভাদ্রের শুক্ল-অষ্টমীতে দিদ্দার মৃত্যু হয়।

এইরূপে কণ্টকবংশে দশজন রাজা ৬৪ বৎসর ২৩ দিন রাজত্ব করেন।

সংগ্রামরাজ ক্ষমাপতি নাম লইয়া সিংহাসনে বসিলেন। ইনি গম্ভীর ও প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। ইঁহার সময়েও তুঙ্গ মহাপ্রতাপশালী ছিলেন, সুতরাং রাজ্যের অন্যান্য প্রধান প্রধান মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীরা তুঙ্গের প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য পরিহাসপুরে বিদ্রোহী হয়, কিন্তু বিদ্রোহিদিগের মধ্যে অনেকে বিনষ্ট হয়। তুঙ্গ শেষে ভদ্রেশ্বর নামক একজন কায়স্থের সাহায্য লইয়া বিপদে পড়িলেন। এই সময়ে তুরুষ্করাজ হাম্মীর সাহীরাজ্য আক্রমণ করেন। ত্রিলোচন-পাল সাহী কাশ্মীররাজের সাহায্য চাহিলেন। তুঙ্গ সসৈন্যে সাহীরাজ্যে গেলেন। যুদ্ধে বিপক্ষ পরাজিত হইয়া পলাইল,

কিন্তু তুঙ্গ ত্রিলোচনের কথামত পর্ব্বতপার্শ্বে শিবির স্থাপন না করায় নূতন তুরুষ্কসৈন্য আসিয়া পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে কাশ্মীরী সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিল। তুঙ্গ পলাইয়া রাজ্যে ফিরিলেন। ত্রিলোচন হস্তীক নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন; সাহীরাজ্য চিরদিনের জন্য হাম্মীরের অধিকৃত হইল। তুঙ্গের পুত্র কন্দর্পসিংহ গর্ব্বিত ও বিলাসী ছিলেন। এই সময় বিগ্রহরাজ গোপনীয় পত্রদ্বারা তুঙ্গবধের জন্য ভ্রাতাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা ক্ষমাপতি কিন্তু হঠাৎ তাহা পারেন নাই; অবশেষে পীড়াপীড়িতে একদিন কোন মন্ত্রণার পরামর্শ করিবার ছলে তুঙ্গকে মন্ত্রগৃহে আহ্বান করিলেন। তুঙ্গগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র পব, শর্করক ও অন্যান্য অনুচরগণ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তুঙ্গ বিনষ্ট হইলে তুঙ্গের পুত্রও ধৃত হইয়া নিহত হইলেন। এই ঘটনার পর তুঙ্গের নাগ নামে এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনিই এখন কম্পনরাজ হইলেন। কন্দর্পের স্ত্রী নাগের সহিত ভ্রষ্টাচারে রত হইলেন। বিচিত্রসিংহ ও ভ্রাতৃসিংহ নামে কন্দর্পের দুই পুত্র স্ব স্ব মাতার সহিত রাজপুরীতে পলায়ন করিল। তুঙ্গের মৃত্যুর পর দরদ, ডামর ও দিবিরেরা বিদ্রোহী হয়। ক্ষমাপতি নিজে কোন প্রাসাদ বা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন নাই। তাঁহার কন্যা লোঠিকা স্বনামে একটি ও মাতা তিলোত্তমার নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ভদ্রেশ্বরও একটি মঠ স্থাপন করেন। শ্রীলেখা নাম্নী মহিষী জয়াকর নামে (সুগন্ধিসিংহের ঔরসে জয়লক্ষ্মীর গর্ভজাত) তুঙ্গের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত ভ্রষ্টা ছিলেন। ৪ লৌকিক অব্দে ১লা আষাঢ় রাজা ক্ষমাপতি পরলোক গমন করেন।

ইহার পর ইহার পুত্র শ্রীলেখার গর্ভজাত হরিরাজ রাজা হন। ইনি অতি সুশীল প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। ২২ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া শুক্ল-অষ্টমীতে কালগ্রাসে পতিত হন। কথিত আছে, শ্রীলেখা পুত্রের নিকট স্বীয় ভ্রষ্টাচারের জন্য তিরস্কৃত হওয়ায় অভিচারদ্বারা তাঁহার প্রাণ নষ্ট করেন।

তৎপরে শ্রীলেখা স্বয়ং রাজত্ব করিবার জন্য অভিষেকের আয়োজন করিলেন, এমন সময় হরিরাজের ধাত্রীপুত্র সাগর একাঙ্গদিগের সহিত যোগ দিয়া হরিরাজের কনিষ্ঠ অনন্তদেবকে রাজা করিল। বৃদ্ধ বিগ্রহরাজ শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য হরণ করিবার জন্য এই সময়ে লোহর হইতে বৃহৎ একদল সৈন্য লইয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিলেন এবং লোঠিকামন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীলেখা সংবাদ পাইয়া একদল সৈন্য পাঠাইয়া বিদ্রোহিদিগের সকলকেই বিনষ্ট করিলেন। তৎপরে অনন্তদেব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সাহীরাজপুত্রেরা তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িল। জ্যেষ্ঠ রুদ্রপাল দস্যুদল ও কায়স্থগণকে প্রতিপালন করিতেন এবং রাজাকে আপাতসুখকর মন্ত্রণা দিতেন। রুদ্রপাল নিজে জালন্ধররাজ ইন্দুচন্দ্রের অতিরূপবতী জ্যেষ্ঠা কন্যা আশামতীকে বিবাহ করেন ও তৎকনিষ্ঠা সূর্য্যমতীর সহিত অনন্তদেবের বিবাহ দেন। শ্রীলেখা এই সময় স্বামী ও পুত্রের (হরিরাজের) স্বর্গকামনায় দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। কম্পনরাজ ত্রিভুবন ডামরগণের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হন ও কাশ্মীর আক্রমণ করেন। একাঙ্গগণের সাহায্যে অনন্তদেব এই বিদ্রোহনিবারণ ও ত্রিভুবনকে দূরীভূত করেন। তৎপরে অনন্তদেব স্বীয় প্রিয়পাত্র ব্রহ্মরাজকে কোষাধ্যক্ষ করেন; কিন্তু তিনি রুদ্রপালের প্রতিপত্তি দেখিয়া হিংসায় পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঁচজন ম্লেচ্ছরাজ, দরদ ও ডামরগণের সহিত মিলিত হইয়া দরদরাজকে সেনাপতি করিয়া কাশ্মীর আক্রমণ করিলেন। রুদ্রপাল ও অনন্তদেব একাঙ্গ সৈন্য লইয়া ক্ষীরপৃষ্ঠ নামক স্থানে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতে যুদ্ধারম্ভ স্থির হইল। ইতিমধ্যে দরদরাজ ক্রীড়াপিণ্ডারক নামক নাগের আলয়ে উৎপাত করায় নাগেরা ভাবিল বুঝি যুদ্ধ বাধিয়াছে; তাহারও ছুটিল। শেষে বাস্তবিকই কাশ্মীরসৈন্যের সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে ম্লেচ্ছরাজগণ ও দরদরাজ নিহত হইলেন। রুদ্রপাল মুকুটমণ্ডিত দরদরাজের মস্তক অনন্তদেবকে উপহার দিলেন। উদয়নবৎস নামে দরদরাজের ভ্রাতা তৎপরে অভিচারক্রিয়ার সাহায্যে রুদ্রপাল ও তদীয় ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট করেন। ইহার পর রাণী সূর্য্যমতী বা সুভটা বিতস্তাতীরে সুভটামঠ নামে শিবমন্দির স্থাপন করিলেন। এই মন্দিরের নিকট রাজ্ঞী স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর আশাচন্দ্র বা কল্লনের নামে একটি গ্রাম স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন রাজ্ঞী সূর্য্যমতী স্বামীর নামে অমরেশ্বর, একজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিল্লনের নামে বিজয়েশ্বর এবং ত্রিশূল, বাণলিঙ্গ প্রভৃতি শিব ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পরে ইঁহার গর্ভজাত শিশুসন্তান রাজরাজের মৃত্যু হইলে রাজা ও রাণী উভয়ে রাজবাটী ত্যাগ করিয়া সদাশিবের মন্দিরের নিকট বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে চিরদিনের জন্য কাশ্মীরের পুরাতন রাজপ্রাসাদ পরিত্যক্ত হয়; কারণ, তৎপরবর্ত্তী রাজগণও এই মন্দিরের নিকট বাস করিতেন। এই সময়ে ডল্লক নামে একজন দৈশিক ভাঁড় রাজার বড় প্রিয়পাত্র হইয়া যথেষ্ট ধন রত্ন লাভ করে,

এমন কি তাহাতে রাজকোষ শূন্যপ্রায় হয়। রাণী সূর্য্যমতী ইহা বুঝিয়া রাজকোষ নিজ হস্তে রাখিয়া অপরিমিত ব্যয় নিবারণ করেন। ত্রিগর্ত্তদেশীয় কেশব নামে ব্রাহ্মণ এই সময়ে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গৌরীশ-ত্রিদশালয় নামক স্থানে প্রাসাদপাল নামে এক বৈশ্য ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, হলধর, বজ্র ও বরাহ। হলধর, রাণী সূর্য্যমতীর অনুগ্রহে প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি মন্ত্রী হইয়া রাজ্যে অনেকগুলি শুভানুষ্ঠান করেন এবং বিতস্তা ও সিন্ধুর সঙ্গমস্থলে এক স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণ করান। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরাহের পুত্র বিম্ব অতিশয় বীর ছিলেন। তিনি ডামর ও খশদিগকে বশীভূত করেন, কিন্তু খশযুদ্ধে স্বয়ং নিহত হন। কিছুদিন পরে স্ত্রীর কথায় অনন্তদেব স্বয়ং সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া স্বপুত্র কলস বা দ্বিতীয় রণাদিত্যকে রাজা করিলেন। মন্ত্রী হলধর এই প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাহা শুনিলেন না। শেষে উদ্ধত যুবা রণাদিত্য পিতাকে ও তাঁহার পত্নীরা রাণী সূর্য্যমতীকে একবারে অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। রণাদিত্য অধীন রাজগণের নিকট যেমন সম্মান ও অভিবাদনাদি পাইতেন, পিতাকেও সেইরূপ করিতে আদেশ দিলেন। তখন রাজা ও রাণী উভয়েরই চৈতন্য হইল। হলধর কৌশল করিয়া আবার রাজ্যভার বৃদ্ধ রাজার হস্তে দিলেন, উদ্ধত রণাদিত্য নামে মাত্র রাজা রহিলেন। এই সময়ে বিহগ্ররাজের পুত্র ক্ষিতিরাজ রাজা অনন্তের নিকট আসিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার নিজ পুত্র ভুবনরাজ ও পৌত্র নীল তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছে এবং বিগ্রহরাজ যে সকল ব্রাহ্মণকে সমাদর করিতেন, তাঁহাদের নামে কুকুর পুষিয়া তাহাদের গলায় উপবীত দিয়াছে, অতএব আমি তাহাদের মুখাবলোকন করিব না। আমি আপনার শিশু পৌত্রকে আমার উত্তরাধিকারী করিলাম, আপনি সে রাজ্যের ভার গ্রহণ করুন। এই বলিয়া ক্ষিতিরাজ চক্রধরে অবস্থান করিয়া বিষ্ণুসেবায় জীবনযাপন করিলেন। রাজা অনন্ত তন্বঙ্গরাজ নামক স্বীয় পিতৃব্যপুত্রকে ক্ষিতিরাজের রাজ্যে পৌত্রের পক্ষে শাসনকর্ত্তা করিলেন। ইঁহার সময়ে জিন্দুরাজ নামে এক ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল ডামর ও দরদগণকে দমন করায় রাজা তাঁহাকে কম্পনরাজ্যের রাজা করেন। তৎপরে হলধরের মৃত্যু হয়। ইনি মৃত্যুকালে কম্পনাপতি জিন্দুরাজ ও কোষাধ্যক্ষ নাগ জয়ানন্দ হইতে সাবধান থাকিতে বলেন এবং হঠাৎ পররাজ্য আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া যান। এই পরামর্শ মতে রাজা অনন্ত সুবিধামতে জিন্দুরাজকে কারাবদ্ধ করিলেন। কালে জয়ানন্দ ও সাহীরাজপুত্র বিজ্জয়িথ ও রাজপাজ নামমাত্র রাজা রণাদিত্যকে কেবল কুপথে নিয়োজিত করিতে লাগিল। এই সময় ইঁহার দেবোপম গুরু অমরকণ্ঠের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার হতভাগা পুত্র প্রমোদকণ্ঠ গুরু হন। মন্ত্রী হলধরের এক দুর্বৃত্ত পুত্র কনক নিষ্ঠুরের শিরোমণি ছিল, সে বলপূর্ব্বক প্রজার রমণীগণকে গৃহ হইতে আপনাদের দলে ধরিয়া আনিত। এইরূপে এই দুই সঙ্গীর সঙ্গ পাইয়া রণাদিত্য রীতিমত নরকের পথে অগ্রসর হইলেন, তিনিও গুরু প্রমোদকণ্ঠের ন্যায় স্বীয় ভগিনী কল্পনা ও কন্যা নাগার সতীত্ব হরণ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা ও রাণী এই ব্যাপার শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জন বাস অবলম্বন করিলেন। ক্রমশঃ প্রজাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘর করা অসম্ভব হইল। একদিন রণাদিত্য জিন্দুরাজের পুত্রবধূর উপর আসক্ত হইয়া রাত্রে তাহার বাটীতে প্রবেশ করেন, শেষে চণ্ডালগণের হস্তে প্রহারিত হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় নিজ পরিচয় দিয়া পলাইয়া আসেন। বৃদ্ধরাজ অনন্তদেব তখন পুত্রের দুর্দ্দশার চরমকাল উপস্থিত জানিয়া ৫৫ লৌকিক অব্দে বিজয়ক্ষেত্র নামক স্থানে দেবসেবায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। তন্বঙ্গরাজ সূর্য্যবর্ম্মা ও ডামররাজ ক্ষীর তাঁহার অনুগমন করেন। তৎপরে রণাদিত্য স্বাধীন হইয়া জিন্দুরাজকে স্বাধীনতা দিয়া বিজয়ক্ষেত্রে বৃদ্ধ পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। রাজ্ঞী সূর্য্যমতী পুত্রের দুর্ব্বুদ্ধিতে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া পাঠাইলেন। ভাগ্যক্রমে রণাদিত্য সেই ভর্ৎসনায় নিরস্ত হইলেন, কিন্তু দুর্ব্ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন না। অবশেষে বৃদ্ধরাজ অনন্তদেব পীড়িত প্রজা ও অনুচরগণের কর্কশবাক্যে উত্তেজিত হইয়া পুত্রের হস্ত হইতে রাজ্যভার কাড়িয়া লইবার জন্য আয়োজন করিলেন। এদিকে রাজ্ঞী সূর্য্যমতী স্বীয় পৌত্র হর্ষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হর্ষ আসিয়া পিতামহ পিতামহীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। এই সংবাদে কলস বা রণাদিত্য ভীত হইয়া পিতামাতার নিকট দূত পাঠাইয়া কতকটা স্থির মূর্ত্তি ধরিলেন। রাজ্ঞীর অনুরোধে বৃদ্ধ অনন্ত রাজ্যে ফিরিলেন, কিন্তু দুইমাস রাজ্যে থাকিয়া বুঝিলেন যে, গুণধর পুত্র তাঁহাকে বন্দী করিবে। অবিলম্বে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া জয়েশ্বর-মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রণাদিত্য রাত্রিকালে অগ্নি দিয়া সেই দেবালয় ভস্মসাৎ করিলেন। অগ্নিদাহে বৃদ্ধ রাজা, রাণী ও অনুচরবর্গের পরিহিত বস্ত্রমাত্র ব্যতীত সব পুড়িয়া গেল। রাজ্ঞী অগ্নিতে পুড়িতে যাইতেছিলেন, তন্বঙ্গের পুত্রেরা নিবারণ

করিলেন। শেষে বৃদ্ধ রাজা ও রাণী অনুচর সহ অনাবৃত দেহে নদী পার হইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি একটি মণিময় লিঙ্গ তক্করাজকে বিক্রয় করিয়া সত্তর লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করেন ও বনমধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। দেবমন্দির দাহ হইলে বৃদ্ধরাজ মর্ম্মাহত হইয়া আবার তাহা নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু রণাদিত্য নিষেধ করিয়া পাঠান এবং পিতামাতাকে পর্ণোৎস নামক স্থানে চলিয়া যাইতে আদেশ দেন। রাজ্ঞী সূর্য্যমতীও স্বামীকে তাহাই করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু বৃদ্ধরাজ বৃদ্ধকালে দেবস্থান ছাড়িতে কাতর হইলেন। এই লইয়া দুই স্ত্রী-পুরুষে কলহ হইল। বৃদ্ধরাজা স্ত্রীর কর্কশবাক্যে ক্ষোভে, ক্রোধে নিজে শূলারোহণের ন্যায় গোপনে স্বশরীরে তরবারী প্রবেশ করাইয়া দিলেন। রক্ত ছুটিল। রাজা বলিলেন, রক্তাতিসার হইয়াছে। বাহিরের লোকে তাহাই বিশ্বাস করিল। শেষে বিজয়েশদেবের সম্মুখে কাশ্মীরীয় ৫৭ লৌকিকাব্দে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন মহারাজ অনন্তদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। রাণী চিতারোহণের উদ্যোগ করিলেন। কলস সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে আসিলেন, কিন্তু কয়েকজন অনুচরের মিথ্যা প্ররোচনায় মাতার সহিত দেখা করিলেন না। রাণী সেই অনুচরগণকে শাপ দিয়া চিতারোহণ করেন।

পিতামহীর ধন রত্ন পাইয়া হর্ষ পিতার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। রণাদিত্য বা কলস তখন নির্ধন, সুতরাং ধনবান্ পুত্রকে কৌশলে বশে আনিলেন। বিধাতার আশ্চর্য্য মহিমা! এই সময় হইতে মহারাজ কলস সৎপথ অবলম্বন করেন। কিন্তু একেবারে স্বভাব ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি ক্রমে ত্রিপুরেশ্বরের স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণ এবং কলসেশ্বর ও অনন্তেশ্বর নামে দেবতা স্থাপন করাইলেন। আবার তুরুস্কদেশীয় কয়েকটি যুবতী হরণ করিয়াও আনিলেন। বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার ৭০টি কামিনী ছিল। যে বিজয়েশ্বরের মন্দির তিনি দাহ করেন, তাহা আর নির্ম্মাণ না করাইয়া দেবমূর্ত্তির উপর দীর্ঘ ও বিস্তৃত স্বর্ণছত্র নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

তৎপরে রাজপুরীর রাজা সহজপালের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র সংগ্রামপাল রাজা হন; কিন্তু ইঁহার পিতৃব্য মদনপাল রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করিলে সংগ্রাম স্বীয় কনিষ্ঠাভগিনী ও ঠাকুর যশরাজকে কাশ্মীরে পাঠাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। জয়ানন্দের হঠাৎ মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে জয়ানন্দ বিজ্জ সম্বন্ধে রাজাকে সতর্ক করেন। রাজা বিজ্জকে ধনী ও ক্ষমতাশালী বিবেচনায় কিছু বলিলেন না। কিন্তু বিজ্জ রাজার মনোভঙ্গের কারণ বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইবার জন্য বিদেশযাত্রা করিলেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। জয়ানন্দের মৃত্যুর পর জিন্দুরাজেরও মৃত্যু হয়। এইরূপে সতী সূর্য্যমতীর শাপ ফলিল। জয়ানন্দের পর তদ্বংশীয় বামন প্রধান মন্ত্রী হইলেন। রাজা কলস এই সময়ে অবন্তিস্বামী দেবতার কয়েকখানি দেবোত্তর গ্রাম হরণ করিয়া কলসগঞ্জ নামে ধনাগার স্থাপন করেন। তৎপরে মদনপাল দ্বিতীয়বার রাজপুরীতে বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে কাশ্মীররাজ বপ্যট নামক সেনাপতিকে পাঠাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনাইলেন। এই সময়ে বরাহদেবের ভ্রাতা কন্দর্প দ্বারপতি হন ও মদনপালকে কম্পনাপতি করা হইল। তাহার পর রাজা কলস নীলপুরের রাজা কীর্ত্তিরাজের কন্যা ভুবনমতীকে বিবাহ করেন। ৬৩ লৌকিকাব্দে নৃর্কপুরের রাজা কীর্ত্তি, চম্পার রাজা আসট, বল্লাপুরের রাজা কলস, রাজপুরীর রাজা সংগ্রাম, লোহররাজ উৎকর্ষ, উর্বশরাজ মুঙ্গজ, কান্দের রাজা গম্ভীরসিংহ, কাষ্ঠবাটের রাজা উত্তমরাজ কাশ্মীরে উপস্থিত হন। কন্দর্প তৎপরে স্বাপিক নামক দুর্গ জয় করেন। রাজা কলস নৃত্যগীতের বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি জয়বনের নিকট তিন সারি দেবমন্দির এবং কলসপুর নামে নগর স্থাপন করেন। এই সময়ে যুবরাজ হর্ষ নানাদেশের ভাষা ও সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া মহাপণ্ডিত এবং কবিত্বসম্পন্ন হওয়ায় সকলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। ইনি বড় দানশীল ছিলেন। ধর্ম্ম ও বিশ্বাবট্ট নামে দুইজন মন্ত্রী অনেকদিন চেষ্টার পর এই হর্ষকেও পিতৃবিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। বিশ্বাবট্টের পরামর্শানুসারে হর্ষও একদিন পিতাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে স্বালয়ে নিমন্ত্রণ করেন। শেষে বিশ্বাবট্টই আবার রাজা কলসকে ইহা বলিয়া দেয়। যুবরাজ এ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সেদিন আর পিতার নিকট গেলেন না। তৎপরে হর্ষও নম্র হইলেন, কিন্তু উভয়পক্ষের দূতের গোলমালে সদাশিব ও সূর্য্যমতীগৌরীশের মন্দিরের নিকট ৬৪ লৌকিকাব্দে পৌষমাসের শুক্লষষ্ঠীর দিন পিতাপুত্রে এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হর্ষ বন্দী হন। হর্ষ বন্দী শুনিয়া রাণী ভুবনমতী আত্মহত্যা করেন। হর্ষ বন্দী রহিলেন, সঙ্গে তাঁহার প্রিয় ভৃত্য প্রয়াগ রহিল। তুক্কের পৌত্রী সুগলা নামে হর্ষের এক পত্নী ছিলেন। ইঁহার রূপে বৃদ্ধরাজা কলস মোহিত হইয়া পড়েন। দুষ্টা সুগলাও শ্বশুরের প্রেমার্থিনী

হইয়া স্বামীকে মন্ত্রী নোনকের সাহায্যে বিষ প্রদান করে প্রয়াগ জানিতে পারিয়া তাহা হর্ষকে খাইতে দেয় নাই।

পাপীর পাপেচ্ছা কমিল না। রাজা কলস আবার দুষ্কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি সূর্য্যদেবের তাম্রমূর্ত্তি মন্দির হইতে দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। সন্তানহীনের বিষয়াদি রাজার প্রাপ্য বলিয়া তিনি অনেকের সন্তান নষ্ট করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার ভীষণ প্রমেহরোগ হইল ও নাক দিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল। তখন পুত্রহস্তে রাজ্য দান করিবার জন্য তিনি লোহর হইতে উৎকর্ষকে আনাইলেন। শেষে মৃত্যুকালে সমস্ত ধন রত্ন বিতরণ করিয়া মার্ত্তণ্ডের সূর্য্যমন্দিরে অবস্থান করিতে চলিয়া গেলেন। মৃত্যুকালে হর্ষকে দেখিতে চাহিলেন, কিন্তু উৎকর্ষের লোকেরা তাঁহাকে আসিতে না দিয়া স্বতন্ত্র এক স্থলে বন্দী করিয়া রাখিল। উৎকর্ষকে ডাকিয়া কলস বলিলেন যে, দুই ভ্রাতায় রাজ্য ভাগ করিয়া লও, কিন্তু সমস্ত কথা স্পষ্ট না বলিতে বলিতে তাঁহার বাক্যরোধ হইল। ৪৯ বৎসর বয়সে ৬৫ লৌকিকাব্দে অগ্রহায়ণমাসে শুক্লষষ্ঠীর দিন মহারাজ কলস পঞ্চত্ব পাইলেন। মম্মনিকা প্রভৃতি ৬ জন রাজ্ঞী ও জয়ামতী নামে একজন প্রেয়সী রমণী সহমৃতা হইলেন।

উৎকর্ষ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। হর্ষ বন্দীই রহিলেন। পদ্মশ্রীনাম্নী রাজ্ঞীর গর্ভজাত বিজয়মল্ল প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত এই সময় উৎকর্ষের মনোবিবাদ ঘটিল। যে দিন মহারাজ কলস রাজধানী ত্যাগ করেন, সেই দিন হর্ষদেব উৎকর্ষের লোকদ্বারা একটি স্বতন্ত্র ঘরে আবদ্ধ হন। পরদিন তিনি পিতার মৃত্যুর সংবাদ ও উৎকর্ষের রাজ্যাভিষেক সংবাদ শুনিলেন। পিতার মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয়ে বড়ই লাগিল, তিনি অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময়ে উৎকর্ষ বাদ্যভাণ্ডসহ নগরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়া, তাঁহাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন। হর্ষদেব ভাবিলেন যে, উৎকর্ষ বোধ হয় তাঁহাকে রাজাই করিবেন; কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহার কোন লক্ষণ দেখিলেন না। শেষে তিনিই নিজে লোক পাঠাইয়া বলিলেন, যে হয় তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মুক্তি দেওয়া হউক, আর নতুবা যদি তাঁহাকে রাজ্যেই থাকিতে হয়, তবে তাঁহার প্রাপ্যরাজ্য তাঁহাকে দেওয়া হউক। উৎকর্ষও তাঁহাকে রাজ্যদানের আশা দিয়া বৃথা কালক্ষয় করিতে লাগিলেন।

উৎকর্ষ রাজা হইয়া রাজ্যের শাসনাদির বন্দোবস্ত কিছুই করিলেন না, কেবল কিসে কোষে ধনবৃদ্ধি হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইল। সুবুদ্ধি মন্ত্রীরা হর্ষদেবকে রাজ্য দিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এদিকে জয়রাজ ও বিজয়মল্ল তাঁহাদের মাসিক প্রাপ্য রীতিমত পাইতেন না বলিয়া বিজয়মল্ল স্বীয়রাজ্যে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে হর্ষদেব বিজয়মল্লকে নিজ মুক্তির কথা জানাইলেন। বিজয়মল্ল ও জয়রাজ জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য দুঃখিত হইয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক রাজধানী আক্রমণ করিলেন। এদিকে নোনক প্রভৃতি কুমন্ত্রীর পরামর্শে উৎকর্ষ হর্ষদেবকে মারিবার নিমিত্ত কারাগারে কতকগুলি সৈনিক পাঠাইয়া দেন, তাহারা কারাগারে গিয়া হর্ষদেবের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া পক্ষাবলম্বন করিল। তৎপরে উৎকর্ষ, শূর নামক মন্ত্রীকে দিয়া রাজাদেশের প্রতিভূস্বরূপ বধজ্ঞাপক অঙ্গুরী না পাঠাইয়া ভ্রমক্রমে মুক্তিজ্ঞাপক অঙ্গুরী পাঠাইয়া দিলেন। হর্ষদেব মুক্তি পাইয়া উৎকর্ষের সহিত দেখা করিলেন। তখনও বিজয়মল্লের সহিত নগরবাহিরে যুদ্ধ চলিতেছে। উৎকর্ষের অনুরোধে হর্ষদেব যুদ্ধ নিবারণ করিতে গেলেন। বিজয়মল্ল জ্যেষ্ঠকে মুক্ত দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যুদ্ধ নিবারণ করিলেন। হর্ষ তৎপরে আবার উৎকর্ষের নিকট যাইবার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ করিবামাত্র মন্ত্রী বিজয়সিংহ বাধা দিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা করিয়া আবার শৃঙ্খল পরিবার আবশ্যক কি? বরং রাজপ্রাসাদে গিয়া একেবারে সিংহাসন অধিকার করুন।" এই বলিয়া বিজয়সিংহ তাঁহাকে লইয়া রাজপ্রাসাদের মধ্যে সিংহাসনগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তদুপরি বসাইয়া অন্যান্য সুবুদ্ধি মন্ত্রীকে সংবাদ দিলেন। তাঁহারা আসিয়া হর্ষদেবের অভিষেকের আয়োজন করিলেন। বিজয়সিংহ এদিকে স্বয়ং গিয়া উৎকর্ষকে প্রহরিবেষ্টিত একঘরে আটকাইয়া রাখিলেন। বিজয়মল্ল সংবাদ পাইয়া আসিলেন। নবভূপতি হর্ষদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, "ভাই তোমার জন্যই আমি প্রাণ পাইলাম, রাজ্যও পাইলাম।" বিজয়মল্ল ভ্রাতৃস্নেহে মুগ্ধ হইলেন।

কারাগারে নোনক উৎকর্ষের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় পরামর্শে কার্য্য করিবার জন্য অনুযোগ করিলেন। উৎকর্ষ অনুযোগে ভগ্নহৃদয়ে অন্য এক ঘরে প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। সহজা ও কয়া নাম্নী দুইজন প্রেয়সী তাঁহার সহিত সহগমন করিল। লহর পর্ব্বতে তাঁহার আরও কয়েকজন প্রিয়তমা এই সংবাদে চিতা-

রোহণ করিল। পরদিন শবদাহ হইল। কিঞ্চিদূন ২৪ বৎসর বয়সে ২২ দিন রাজত্ব করিয়া উৎকর্ষ পরলোক গমন করিলেন।

পরদিন হর্ষদেব নোনক, শিল্লারভট্ট, প্রহস্ত কলস প্রভৃতিকে নিরস্ত্র করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাদিগকে বন্দী করিবার পর একদিমে রাজ্যে যেন শান্তি স্থাপিত হইল। বিজয়মল্ল হর্ষদেবের দক্ষিণ হস্ত হইলেন। কন্দর্প দ্বারপতি, মদন কম্পনপতি, বজ্রপুত্র সুন্ন প্রধান মন্ত্রী, সুন্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যয়রাজ রাজানুচরাধ্যক্ষ হইলেন। প্রহস্ত ও কলসাদি ক্ষমা প্রার্থনা করায় পূর্ব্বপদে নিযুক্ত হইলেন, কেবল নোনক সকল দুর্ঘটনার মূল জানিয়া শূলে আরোপিত হইলেন। কিছুদিন পরে দুষ্টের পরামর্শে পড়িয়া বিজয়মল্ল রাজ্যহরণ করিবার আশায় দরদদেশে ডামরগণের সাহায্য লইলেন এবং শীতের পরই যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে গলিত বরফে আচ্ছন্ন হইয়া স্বয়ং বিজয়মল্লই প্রাণত্যাগ করিলেন।

হর্ষ তৎপরে সকল বাধা বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া রাজ্যের উন্নতিতে মন দিলেন। তিনি কাশ্মীরে পরিচ্ছাদির উৎকর্ষ-সাধন ও কর্ণাটী মুদ্রার আকারে মুদ্রা প্রচলন করেন। ইনি পণ্ডিতপ্রতিপালক ছিলেন। কলসের রাজত্বকালে বিহ্লণ নামে এক পণ্ডিত কাশ্মীর ছাড়িয়া কর্ণাটরাজ্যে গিয়া মহাসম্মান ও বিদ্যাপতি উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি হর্ষদেবের গুণাবলী শুনিয়া শেষে মহাক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। হর্ষ কাশ্মীরের রাজধানী সুদৃশ্য বস্ত্রসমূহে সজ্জিত করেন। একটি প্রমোদউদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে পম্পা-নামে একটি সরোবর খনন করান ও নানাদেশবিদেশের পশুপক্ষী সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে প্রতিপালনের বন্দোবস্ত করেন। ইঁহার পত্নী সাহীরাজকুমারী বসন্তলেখা রাজধানীতে ও ত্রিপুরেশ্বরে মঠাদি নির্ম্মাণ করেন।

হর্ষের সময়ে ভুবনরাজ লোহর অধিকার করিতে চেষ্টা করেন ও সৈন্য লইয়া কোটায় উপস্থিত হন। কিন্তু দ্বারপতি কন্দর্পের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া যুদ্ধে বিরত হইলেন, ইতি মধ্যে রাজপুরীর রাজা সংগ্রামপাল বিদ্রোহী হন। কন্দর্প তখনও কোটা হইতে সৈন্য লইয়া ফিরেন নাই। হর্ষদেব কাজেই দণ্ডনায়ককে সৈন্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনিও লোহরের পথ দিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে কোটায় সরোবর শোভা দেখিয়া কিছুদিন সেই স্থানে বাস করিলেন। কন্দর্প নিজের বিলম্বের জন্য হর্ষদেবের বিরাগভাজন হন, পরে হর্ষের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, রাজপুরী জয় করিয়া জলগ্রহণ করিবেন। দণ্ডনায়কের সৈন্যদল হইতে কুলরাজনামে একজন মাত্র সেনানী তাঁহার অনুগমন করিল। ৩০০ শত মাত্র সৈন্য লইয়া কন্দর্প বিপক্ষের ৩০ হাজার সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩ প্রহর যুদ্ধের পর রাজপুরী পরাস্ত হইল। কন্দর্প এই যুদ্ধে অগ্নিময় নারাচাস্ত্র ব্যবহার করেন। তৎপরে দণ্ডনায়ক যুদ্ধস্থলে আসিয়া বিপক্ষপক্ষের হতসৈন্যগণকে দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। জয়ী কন্দর্প হাসিয়া তাঁহাকে অভয় দিলেন। একমাস মধ্যে কন্দর্প কাশ্মীরে ফিরিলেন। হর্ষদেব আনন্দে সিংহাসন হইতে উঠিয়া কন্দর্পকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। দুষ্টমন্ত্রীরা কন্দর্পের এই সম্মান দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। কন্দর্প তৎপরে পরিহাসপুরের শাসনকর্ত্তা হন। কুপরামর্শে হর্ষদেব এই সময়ে কন্দর্পকে দ্বারপতিপদ হইতে বিচ্যুত করিয়া লোহররাজপদে নিযুক্ত করেন। কন্দর্প সন্তুষ্টচিত্তে তথায় গমন করিলেন। মন্ত্রীরা দেখিলেন, কন্দর্প রাজার বিরুদ্ধে কিছু বলিলেন না, কাজেই রাজাকে বলিলেন, যে কন্দর্প যাইবার সময় উৎকর্ষের পুত্রদ্বয়কে লইয়া গিয়াছেন, ইচ্ছা আছে তাহাদের লইয়া স্বাধীন হইবেন। হর্ষদেব হঠাৎ এই মিথ্যাবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অসিধর ও পট্টকে পাঠাইলেন। কন্দর্প শুনিলেন এবং মর্ম্মাহত হইলেন। একদিন তিনি পাশা খেলিতেছেন, এমন সময় অসিধর উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাঁধিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বীর কন্দর্প অসিধরের হস্ত দৃঢ়রূপে ধরিবামাত্র তাঁহার হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। অসিধর পলাইলেন। পট্ট অগ্রসর হইলেন। কন্দর্প বলিলেন, আপনি রাজার আত্মীয় আপনার বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাহি না, আপনি দুর্গ অধিকার করুন, আমি চলিলাম। কন্দর্প কাশী গেলেন। কন্দর্প চলিয়া গেলে অন্যান্য মন্ত্রিগণের মধ্যে গোলমাল বাধিল; রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিল। ধম্মট জয়রাজকে উত্তেজিত করিয়া নিজে রাজ্যাধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জয়রাজ কলসের ঔরসজাত বটে, কিন্তু বেশ্যাগর্ভজাত বলিয়া ধম্মটের পরামর্শে হর্ষদেবকে বিনাশ করিতে স্বীকার পাইলেন। কিন্তু প্রয়াগভৃত্যের নানা কৌশলে রাজা সমস্ত জানিতে পারিয়া জয়রাজের প্রাণসংহার করিয়া ধম্মটের উচ্ছেদের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। শেষে কলসরাজ ঠাকুরের দ্বারা তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিনাশ করিয়া তাঁহার রিহ্লণ ও সহ্লণ নামক পুত্রদ্বয়কে নিজ অধীনে রাখিলেন। টুক্ক প্রভৃতি ধম্মটের ভ্রাতুষ্পুত্রেরা এবং উৎকর্ষ ও বিজয়মল্লের পুত্রেরা হর্ষদেব কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হন।

হলধরের পৌত্র লোষ্ট্রধরের পরামর্শে হর্ষদেবের মস্তিষ্ক বিকৃত হইল। তিনি একে একে দেবমন্দির লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, কেবল রাজধানী, শ্রীরণস্বামী ও পত্তনের মার্ত্তণ্ডমন্দিরে কিছু করিতে পারিলেন না।

একদিন হর্ষদেব কর্ণাটরাজের পরমাসুন্দরী পত্নী কন্দলার ছবি দেখিয়া তাহাকে পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন এবং রাজসভায় কর্ণাটরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। কম্পনাপতি মদন এই কার্য্যে রাজাকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন; কারণ তিনিই ছবিখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার কর্ণাট যাওয়া হয় নাই। তৎপরে তিনি পিতৃপ্রথানুসারে পিতৃব্যপত্নী ও পিতৃব্যকন্যাগণের সতীত্ব হরণ করিতে প্রবৃত্ত হন।

কিছুদিন পরে রাজপুরীর রাজা সংগ্রামপাল কতকটা স্বাধীনভাব অবলম্বন করায় রাজা হর্ষদেব স্বয়ং বহুতর সৈন্য লইয়া রাজপুরী অবরোধ করেন। কিছুদিন পরে দুর্গমধ্যে খাদ্যের অভাব হইলে সংগ্রামপাল সন্ধির প্রস্তাব করেন, কিন্তু হর্ষদেব সম্মত হইলেন না। শেষে সংগ্রামপাল দণ্ডনায়ককে উৎকোচ দিয়া অন্যভাবে কার্য্য সিদ্ধ করিলেন। দণ্ডনায়ক তুরুষ্কগণের আক্রমণের ভয় দেখাইয়া সসৈন্যে কাশ্মীরে ফিরিলেন।

তৎপরে হর্ষদেব দরদগণের হস্ত হইতে দুর্গ ঘাতদুর্গ উদ্ধার করিবার জন্য দ্বারপতির সহিত মিলিত হইয়া দরদরাজের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মন্ত্রী চম্পককে মণ্ডলাধিপ আখ্যা দিলেন। ঘাতদুর্গে প্রথম যুদ্ধ হয়। এই সময়ে তন্বঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গের পৌত্র উচ্চল এবং সুস্সল অতিশয় বিক্রম প্রকাশ করেন। যাহা হউক এই যুদ্ধে কাশ্মীররাজ পরাজিত হন ও সৈন্যসামন্ত ফেলিয়া কয়েকটি অনুচরমাত্র সহায়ে পলাইয়া আসেন। উচ্চল ও সুস্সল অনেক কৌশলে ছত্রভঙ্গ সৈন্য বিপক্ষমুখ হইতে বাঁচাইয়া আনেন। তাহাতে এই দুই ভ্রাতার প্রতি কাশ্মীরের প্রজাবর্গের ভক্তি-আকর্ষিত হয়।

তৎপরে হর্ষদেবের কৌশলে কলশরাজ ঠক্কুর, উদয় ও কম্পনাপতি মদন নিহত হন।

এই সময়ে কাশ্মীরে (৭৫ লৌ° অঃ) ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটে, একখারি পরিমিত শস্যের মূল্য শতস্বর্ণ মুদ্রা হইয়া উঠে! প্রতিদিন শত শত লোক অনাহারে মরিতে লাগিল। রাজা প্রজার এ কষ্ট ফিরিয়াও দেখিলেন না, তাহার উপর আবার কায়স্থেরা অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ডামরেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হর্ষদেব তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত মণ্ডলাধিপ চম্পককে পাঠাইলেন। চম্পক লোহর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ডামররাজ্য লোক-শূন্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ডামরবাসী ব্রাহ্মণেরাও বাদ গেলেন না। শেষে ক্রমরাজ্যে (কাম্‌রাজে) উপস্থিত হইলে সেখানকার ডামরেরা হতাশ হইয়া প্রাণের দায়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে হারিয়া মণ্ডলাধিপ কতকটা নিবৃত্ত হইলেন।

এদিকে লক্ষ্মীধর নামক এক ব্যক্তির বাটীর নিকট মল্লপুত্র সুস্সল বাস করিতেন। লক্ষ্মীধরের আকৃতি ঠিক বানরের মত ছিল বলিয়া তাহার স্ত্রী তাহাকে দেখিতে পারিত না। সুস্সলের কার্ত্তিকনিন্দিতরূপ দেখিয়া সেই রমণী পাগল হইয়া পড়ে। লক্ষ্মীধর ঈর্ষায় রাজাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল যে, তিনি যখন তাঁহার অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতাশালী আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়াছেন, তখন যাহারা একদিন সিংহাসন লইতে পারে, সেই উচ্চল ও সুস্সলকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? থক্কনা নামে এক বেশ্যা কোনরূপে তাহা জানিতে পারিয়া উচ্চল ও সুস্সলকে জানাইল, দর্শনপাল নামে তাঁহাদের একটি বন্ধুও এবিষয় সমর্থন করিলে সেই রাত্রেই দুই তিনজন অনুচর লইয়া উভয় ভ্রাতা কাশ্মীর পরিত্যাগ করিলেন। (৭৬ লৌ° অঃ অগ্রহায়ণ)।

উচ্চল* সংগ্রামপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু

* উচ্চল সংগ্রামপালের সম্মুখে যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ

- নর (দার্ব্বাভিসার-রাজ)
  - নরবাহন
    - ফুল্ল
      - স্বার্থবাহন
        - চন্দন
          - গোপাল
          - সিংহরাজ (ক্ষেমগুপ্তের সময়ে লোহর শাসন করিতেন)
            - কান্তিরাজ
              - যশোরাজ
                - তন্বঙ্গ
                  - থক্কন
                  - ধম্মট
                    - রিহ্লণ
                    - সহ্লণ
                  - অজ্জক
                    - তুল্ল*
                - গঙ্গ
                  - মল্ল
                    - উচ্চল
                    - সুস্সল
            - উদয়রাজ
              - সংগ্রামরাজ (দিদ্দার পর রাজা হন)
                - অনন্ত (কাশ্মীররাজ)
                  - কলস বা দ্বিতীয় রণাদিত্য (কাশ্মীররাজ)
                    - হর্ষদেব (কাশ্মীররাজ)
                    - উৎকর্ষ (কাশ্মীররাজ)
                    - জয়রাজ
            - দিদ্দা (কাশ্মীররাজ ক্ষেমগুপ্তের মহিষী।)
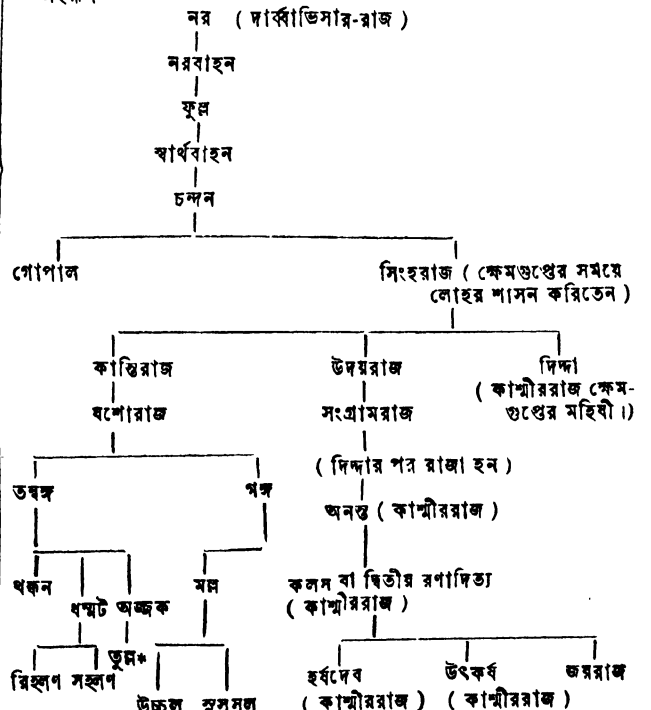
* বিজয়রাজ, ভুল্ল ও গুল্ল নামে তুল্লের আর কয়টি ভ্রাতা ছিল। ইঁহারা সকলেই কলসরাজের সময়ে বিম্ব কর্ত্তৃক নিহত হন।

সংগ্রামপাল হর্ষদেবের উৎকোচ লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। উচ্চল বুঝিতে পারিয়া রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। সংগ্রাম শুনিলেন, শীকার পলাইয়াছে, তিনি অমনি সসৈন্যে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলেন। শেষে একস্থলে উচ্চল যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন খশরাজ তাঁহাকে সন্ধির ছলনা করিয়া আহ্বান করিলেন, উচ্চলও বীরদর্পে সংগ্রামপালের সম্মুখে আসিয়া নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "এখন লোকে দেখুক যে, যে বংশের একশাখা স্ত্রীলোকের অনুগ্রহে কাশ্মীরে আজিও রাজত্ব করিতেছে, সেই বংশের আর একশাখা বাহুবলে রাজ্যলাভ করিতে পারে কি না?"

তৎপরে উচ্চল রাজপুরী পরিত্যাগ করিলে যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বাট্টদেব প্রভৃতি ডামরেরা তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করেন। যুদ্ধে লোষ্টাবট্ট প্রভৃতির মৃত্যু হয়। উচ্চল পরাজিত হন, কিন্তু ৫।৬ মাস অতীত হইতে না হইতে আবার বৃহৎ সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া ক্রমরাজ্যের পথে কাশ্মীরযাত্রা করেন। লোহররাজ কপিল উচ্চলের ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইলেন। পর্ণোৎস নামক স্থানে যুদ্ধ হয়, রাজসৈন্য হারিয়া পলায়ন করে। উচ্চল তৎপরে দ্বারপতি সুজ্জককে বন্দী করেন। হর্ষদেব ভীত হইয়া উঠিলেন। এদিকে উচ্চল মণ্ডলরাজ চম্পককে বিনাশ করিয়া ক্রমরাজ্য অধিকার করিলেন। হর্ষদেব পট্টকে বৃহৎ সৈন্যদল সহ যুদ্ধে পাঠাইলেন; কিন্তু পট্ট পথে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। হর্ষদেব তিলকরাজকে পাঠাইলেন; তিনিও পট্টের সঙ্গে যোগ দিলেন। তৎপরে দণ্ডনায়ককে পাঠাইলেন, তিনিও তাহাই করিলেন।

উচ্চল বরাহমূলের পথে আসিতেছিলেন। তিনি হুষ্কপুরের পথ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মণ্ডলরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন, কিন্তু উচ্চলকে প্রলোভন দেখাইয়া পরিহাসপুরে লইয়া গেলেন ও গোপনে রাজা হর্ষদেবকে সসৈন্যে আসিতে লিখিলেন। তিনিও সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে আসিলেন, যুদ্ধ হইল, মণ্ডলরাজ সসৈন্যে রাজসৈন্য সহ যোগ দিলেন। উচ্চলের সৈন্য প্রায় বিনষ্ট হইল। ত্রিলসেন নামে এক ডামর-সেনাপতি রাজবিহারে পলাইয়া আশ্রয় লইলে রাজসৈন্য ভাবিল, উচ্চলই বুঝি বিহারে আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহারা মঠে আগুন দিল, কিন্তু উচ্চল ও সোমপাল অপরদিকে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারা শেষে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বেশী দেখিয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া সরিয়া পড়িলেন। আবার তিনি সৈন্য লইয়া জ্যৈষ্ঠমাসে পরিহাসপুর অধিকার করিলেন, কিন্তু পরিহাসকেশবমূর্ত্তি নষ্ট করিলেন না।

এদিকে অবনাহ হইতে সুস্সল সৈন্যসংগ্রহ করিয়া শূরপুর নামক স্থানে কাশ্মীরসেনাপতি মাণিক্যকে পরাজয় করেন। হর্ষদেব তখন উচ্চলকে ছাড়িয়া পট্ট, মণ্ডলাধিপ প্রভৃতিকে সুস্সলের দিকে পাঠাইলেন। দর্শনপাল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইলে, সহেল ভীত হইয়া কাশ্মীরেই আশ্রয় লইলেন। ওদিকে তারমূলে উচ্চলও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

তৎপরে উচ্চল লোহরের পার্ব্বত্যপথ দিয়া অগ্রসর হইলেন। হর্ষদেব উদয়রাজকে দ্বারপতি ও চন্দ্ররাজকে কম্পনাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়া উচ্চলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে উচ্চলের মাতুল কম্পনারাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। চন্দ্ররাজ অবন্তিপুরের যুদ্ধে তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। তৎপরে চন্দ্ররাজ সৈন্যদল ১০।১২ দলে বিভক্ত করিয়া ধীরে ধীরে বিজয়ক্ষেত্র অভিমুখে চলিলেন। ইতিমধ্যে লোহরের যুদ্ধে মণ্ডলাধিপের সৈন্য পরাজিত হইল; তিনি উচ্চলের নিকট আশ্রয় পাইলেন, কিন্তু অবশেষে হর্ষদেবের বিদ্রোহী সেনাপতি গণকচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হন। তৎপরে হিরণ্যপুরের ব্রাহ্মণেরা উচ্চলকে রাজা বলিয়া অভিষিক্ত করিলেন। হর্ষদেব শুনিয়া মন্ত্রিবর্গসহ স্বয়ং যুদ্ধে চলিলেন। মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন যে যাইবার পূর্ব্বে ভোজদেবকে (হর্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দুর্গে উপযুক্ত রক্ষীর হস্তে রাখিয়া যাওয়া উচিত। তাহাই হইল। যদিও পুত্রেরা রাজার বিপক্ষতা করিতেছিল, তথাপি উচ্চলের পিতা মল্ল রাজা হর্ষদেবের বশীভূত ছিলেন; কিন্তু হর্ষদেব বৃথা কুৎসায় ভুলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বাটী আক্রমণ করিলেন। মল্ল স্বীয় অপর এক সন্তানকে পাঠাইয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা কিন্তু শান্ত না হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। মল্লদেব তখন দেবসেবায় ছিলেন; সেই বেশেই অসি হস্তে বাহির হইলেন। সেই যুদ্ধে মল্ল, উদয়রাজ, রথাবট্ট ও বিজয় নামে ব্রাহ্মণদ্বয়, পৌরপব, কোষ্টক ও সজ্জক নিহত হইলেন। অন্তঃপুরে রাজ্ঞী কুমুমলেখা, রাজবধূ আপ্তসতী ও সহজা (সহ্লণ ও রহ্লণের পত্নী), রাজ্ঞী নন্দা (উচ্চল ও সুস্সলের মাতা) ও চণ্ডানামে ধাত্রী চিতারোহণে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পরদিন সুস্সল বহ্নিপুর হইতে বিজয়ক্ষেত্র পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন। যুদ্ধে কম্পনাপতি চন্দ্ররাজ, অঙ্ককোটমল্ল ও চাচরিমল্ল নিহত হইলেন। তৎপরে সুস্সল ক্রমশঃ সুবর্ণসানুর ও শূরপুর জয় করিয়া রাজধানী গিয়া পঁহুছিলেন। হর্ষদেব তখন রাজধানী ছাড়িয়া উচ্চলের

বিরুদ্ধে গিয়াছেন, কাজেই সুস্সল অনায়াসে রাজধানী হস্তগত করিলেন। ভোজদেব রাজধানী আক্রান্ত শুনিয়া স্বয়ং সৈন্য লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে ভোজদেব জয়লাভ করিয়া সুস্সলকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। অল্পদিন পরেই ভোজদেব শুনিলেন, উচ্চল সসৈন্যে উপস্থিত।

এদিকে রাজা হর্ষদেব জম্বাগ্না নদীতীরে গিয়া দেখিলেন, তাঁহারই নির্ম্মিত নৌসেতু বিপক্ষেরা অধিকার করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতেছে। এদিকে উচ্চল রাজধানী অধিকার করিলেন। হর্ষদেব লোহরাভিমুখে চলিলেন, পথে তাঁহার অনুচর-বর্গ তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। শেষে কয়েকজন মন্ত্রী, আত্মীয় স্বজন ও দুই একজন অনুচর সঙ্গে লইয়া হর্ষদেব লোহরে উপস্থিত হইলেন। কপিল আশ্রয় দিতে চাহিলেন, কিন্তু রাজা স্বীকার করিলেন না। এই সময়ে রাজার অপর পুত্রেরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কে কোথায় চলিয়া গেল। যখন হর্ষদেব জোহিলদেবের মন্দিরের নিকট পঁহুছিলেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্বশুরবাটী যাই বলিয়া ফেলিয়া পলাইলেন, দণ্ডনায়কও ছাড়িয়া গেলেন, সঙ্গে রহিল একা ভৃত্য প্রয়াগ। হর্ষদেব তখন আর কি করিবেন? জীবনরক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী পিতৃবন নামক অরণ্যমধ্যে সোমেশ্বরের মন্দিরের নিকট শিন্ন নামক এক তপস্বীর কুটীরে আশ্রয় লইলেন।

এদিকে ভোজদেব রাজ্য হইতে পলাইয়া হস্তিকর্ণ নামক স্থানে ২।৩টি অশ্বারোহী অনুচরসহ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহিদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং যুদ্ধে তিনি ও তাঁহার মাতুলের পুত্র পদ্মক নিহত হইলেন।

ক্রমে উচ্চলের সহিত সুস্সল মিলিত হইলেন। উচ্চল সংবাদ পাইলেন, হর্ষদেব পিতৃবনে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত ডামরগণকে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা বহু অনুসন্ধানে তাঁহাকে ধরিল। ক্ষুরিকামাত্র সহায়ে হর্ষ অনেকের প্রাণনাশ করিলেন। শেষে কয়েকজনে মিলিয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিল, তিনি সামান্য শৃগাল কুকুরের ন্যায় কালগ্রাসে পতিত হইলেন। যথাসময়ে হর্ষদেবের মুণ্ড উচ্চলের নিকট পৌছিল। উচ্চল ফিরিয়া সেদিকে চাহিতে পারিলেন না বা ঔর্দ্ধদেহিকের আদেশও দিলেন না। জনৈক কাঠুরিয়া তাঁহার দেহ সৎকার করিল।

হর্ষদেবের অধীনে বেতনভোগী একশত তুরুষ্ক যোদ্ধা ছিল। ইহার সময়ে তুরুষ্কেরা মহাপ্রভাবশালী ও বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হয়। এমন কি হর্ষের অত্যাচারে কাশ্মীরের অনেক প্রজা ম্লেচ্ছদেশে গিয়া বাস করে।

এইরূপে উদয়রাজের বংশে ৬ জন রাজা ৯৭ বৎসর ১১ মাস ২৪ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহারাজ হর্ষদেবের পর উচ্চল রাজা হইলেন। সুস্সল বীরদর্পে রাজ্যমধ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ডামররাজ্যে তাঁহার অত্যাচার ভাল খাটিল না দেখিয়া তিনি উচ্চলকে ডামররাজ্য পুড়াইয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। উচ্চল তাহা কার্য্যে পরিণত করেন নাই বটে, কিন্তু ভ্রাতার অত্যাচারে রাজ্য পীড়িত দেখিয়া তাঁহাকে লোহররাজ্য দান করিয়া তথায় পাঠাইলেন। সুস্সল ধনরত্ন, হয়হস্তী, অস্ত্রশস্ত্র ও উৎকর্ষের পুত্র প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কনক এই স্থলে বন্দী ছিলেন, পথিমধ্যে তিনি পলাইলেন ও কাশীতে গিয়া গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করিলেন। এদিকে জনকচন্দ্র এরূপ ভাবে কার্য্যাদি করিতে লাগিলেন যে, বোধ হইতে লাগিল, তিনিই রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা, উচ্চল নামে রাজা মাত্র।

উরশরাজ অভয়ের কন্যা বিভামতী হর্ষদেবের পুত্র ভোজদেবের পত্নী ছিলেন। ভোজদেবের অনেকগুলি সন্তান হইয়া মারা যায়, কেবল একটি দুই বৎসরের পুত্র জীবিত ছিল। তাহার নাম ভিক্ষাচার। জনকচন্দ্রের অনুরোধে ও কতকটা দয়াপরবশ হইয়া উচ্চল এই শিশুটীকে বিনাশ করেন নাই। এক্ষণে বুঝা গেল যে জনকচন্দ্র যে ভাবে কার্য্যাদি করিতেছেন, তাহাতে হয় তিনি নিজে রাজা হইবার আশা রাখেন, আর না হয় এই শিশুটিকে রাজ্য দিবেন। উচ্চল শেষে জনকচন্দ্রকেও দ্বারপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া রাজ্য হইতে দূরে পাঠাইলেন। ভীমদেব ইহাতে চটিলেন। শেষে জনকচন্দ্রের সহিত ভীমদেবের যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে কালপাশ নামক ভীমদেবের এক সেনানীর হস্তে জনকচন্দ্র আহত এবং ভীমদেবের হস্তে নিহত হইলেন। গগ্গ ও সড্ড নামে জনকের দুই ভ্রাতাও আহত হইয়া লোহরে পলায়ন করিলেন। ভীমদেব শেষে উচ্চলের ভয়ে শীঘ্র দ্বাররাজ্য ছাড়িয়া পলাইলেন। যুদ্ধস্থলে উচ্চল সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন, তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই; কারণ, জনকের ক্ষমতা খর্ব্ব করা তাঁহারও ঈপ্সিত ছিল। শেষে উচ্চল ক্রমরাজ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া মড়বরাজ্যে গমন করিলেন। সেখানকার বিদ্রোহী ডামরপ্রধান কালিয় প্রভৃতিকে ও ইলারাজকে বিনাশপূর্ব্বক দেশশাসন করিয়া প্রস্থান করিলেন। গগ্গ এই সময় হইতে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইল।

উচ্চল দগ্ধাবশিষ্ট নগর নন্দীক্ষেত্র, শ্রীচক্রধর, যোগেশ ও

স্বয়ম্ভুর ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাইলেন। হর্ষদেব কর্তৃক শ্রীপরিহাসকেশব মূর্ত্তি নষ্ট হইয়াছিল, উচ্চল আবার তাহা প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিভুবনস্বামীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন শুকাবলী প্রাসাদ হর্ষদেব কর্তৃক হতশ্রী হইয়াছিল, উচ্চল তাহাও পূর্ব্বমত ধনশালী ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ করিয়া দেন। জয়াপীড় কনোজ হইতে যে সিংহাসন আনিয়াছিলেন, উচ্চল যখন রাজধানী অধিকার করেন, তখন তাহার কতক পুড়িয়া যায়, সেই সিংহাসন আবার নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইলেন।

উচ্চল কায়স্থগণের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া একবারে সমস্ত কায়স্থকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিলেন। লোষ্ট্রধরাদি দুষ্ট কায়স্থগণ রীতিমত শাস্তি পাইলেন। কম্পনাপতির দংশক মহাপ্রভাবশালী হওয়ায় উচ্চলের ক্রোধভাজন হইয়া পড়েন এবং বিষলাটায় পলাইয়া গেলেও খশগণ কর্তৃক বিনষ্ট হন। দ্বারপতি রক্তক ঐ দোষে বিজয়ক্ষেত্রে নির্ব্বাসিত ও উচ্চলের দত্ত সামান্য সংখ্যক মুদ্রায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মাণিক্য, তিলক, জনক প্রভৃতি বীরেরাও ঐরূপে নির্ব্বাসিত হইলেন। আর সড্ডের পুত্র সড্ড, ছুড্ড ও বড্ডাস মন্ত্রী হইলেন; যম, ইলা, অভায় ও বাণ প্রভৃতি অপরিচিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারপতি প্রভৃতি উচ্চপদ পাইলেন। বৃদ্ধ কন্দর্প কার্য্যগ্রহণার্থ আহূত হইয়াছিলেন, কিন্তু উচ্চলের মতিছন্ন দেখিয়া আসিলেন না।

এদিকে সুস্সল লোহরে থাকিয়া রাজ্যলোভে উচ্চলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। বরাহবর্ত্ত নামক স্থানে দুই ভ্রাতার প্রথম যুদ্ধ হয়। সুস্সল পরাজিত হইয়া লোহরে পলাইলেন। উচ্চল কিন্তু সংবাদ পাইলেন যে, সুস্সল পরদিন আবার ফিরিবেন, এ জন্য গগ্গচন্দ্রের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। পথিমধ্যে সুস্সলের সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে সুস্সলের ভাল ভাল যোদ্ধা নিহত হইল। শেষে উচ্চলও সসৈন্যে ক্রমরাজ্য পর্য্যন্ত ভ্রাতার অনুসরণ করিলেন। সেল্যপুরের যুদ্ধে সুস্সল হারিয়া লোহরের পার্ব্বত্যপথ ধরিয়া স্বরাজ্যে ফিরিলেন। উচ্চল সেল্যপুরের ডামররাজ লোষ্ট্রককে বিনাশ করিলেন, কারণ তিনি স্বরাজ্য দিয়া সুস্সলকে পলায়নের সাহায্য করিয়াছিলেন। উচ্চল ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া লোহর পর্য্যন্ত ভ্রাতার অনুগমন করিলেন না।

এদিকে ভীমাদেব রাজা কলশের এক সন্তান ভোজকে সিংহাসনে বসাইয়া দরদরাজ জগদ্দলকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। দর্শনপালের ভ্রাতা সঙ্গপাল ও রাজা হর্ষদেবের এক পুত্র সহ্লণ ইঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। দরদরাজ আসিবার সময় উচ্চলের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু উচ্চল তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া মিষ্ট কথায় স্বরাজ্যে ফিরাইয়া দিলেন। সহ্লণ দরদরাজের সহিত গমন করিলেন, ভোজও রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশে পলাইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হইয়া দস্যু বলিয়া শাস্তি পাইলেন। দেবেশ্বরের পুত্র পিট্টক ডামরগণের সাহায্যে রাজ্যলাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন নাই। রামলনামে এক খাদ্যবিক্রেতা আপনাকে মল্লের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া রাজ্যলাভের চেষ্টা করেন, অনেক নির্ব্বোধ রাজাও তাহাকে সাহায্য করিতে চাহেন, কিন্তু রাজভৃত্যগণ কৌশলে তাহাকে ধরিয়া তাহার নাক কাটিয়া দেয়।

এই সময় ভিক্ষাচার (ভোজদেবের পুত্র) কিশোর অবস্থাপন্ন। উচ্চল শুনিলেন তিনি রাজ্ঞী জয়ামতীতে আসক্ত। কাজেই তাঁহাকে বিনাশ করিতে আদেশ দিলেন। ঘাতক তাঁহাকে বিতস্তার খরস্রোতে ফেলিয়া দিল। ভাগ্যবলে তিনি এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক রক্ষিত হন। সাহাররাজ কন্যা দিদ্দা এই সংবাদ পাইয়া ভিক্ষাচারকে নিজালয়ে আনেন এবং নিরাপদে বাঁচাইবার জন্য মালবরাজ্যে পাঠাইয়া দেন। মালবরাজ নরবর্ম্মা তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অস্ত্র ও বিদ্যা শিক্ষা দেন।

এই সময়ে উচ্চল পিতৃনামে ও ভগিনী স্বলাচের নামে এক একটি মঠ স্থাপন করেন। রাজ্ঞী জয়ামতীও একটি মঠ ও বিহার নির্ম্মাণ করান। ইহার পর উচ্চল ক্রমরাজ্যের বর্হণচক্র নামে তীর্থদর্শনে গমন করেন। পথিমধ্যে চণ্ডাল দস্যুরা তাঁহাকে আক্রমণ করে। সঙ্গে বেশী অনুচর না থাকায় তিনি পলাইতে বাধ্য হন, শেষে বনমধ্যে দিক্‌ভ্রম হওয়ায় নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করেন। এদিকে নগরে সংবাদ আসিল, উচ্চল চণ্ডাল হস্তে নিহত হইয়াছেন। কামদেববংশীয় রড্ডের ভ্রাতা নগরাধ্যক্ষ ছুড্ড নগরে শান্তিস্থাপন করিয়া রাজ্যলাভার্থ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কায়স্থগণের পরামর্শে ছুড্ডই রাজা হইবার চেষ্টায় রহিলেন, কিন্তু উচ্চল জীবিত, এই সংবাদ আসিলে তাহারা উচ্চলকে বধ করিবার চেষ্টায় রহিল। এদিকে উচ্চল কোন কারণে জয়ামতীর উপর বিরক্ত হইয়া বর্ত্তুলার রাজকন্যা বিজ্জলাকে বিবাহ করিলেন।

এই সময়ে রাজপুরীর রাজা সংগ্রামপালের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্র সোমপাল জ্যেষ্ঠকে বন্দী করিয়া রাজা হইলেন। ইহাতে উচ্চল ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন; কিন্তু সোমপালের রাজ্যশাসন ও প্রজা-প্রিয়তা দেখিয়া তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। এই সময়ে ভোগসেনের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। তৎপরে ভোগসেন

ও রড্ড, ব্যড্ড ও সড্ড, কয়েকজনে মিলিত হইয়া উচ্চলকে বিনাশ করিবার জন্য চণ্ডালগণকে নিযুক্ত করেন। রাজা যখন রাত্রে প্রিয়তমা বিজ্জলার বাটীতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে দুর্বৃত্তেরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও উপর্য্যুপরি অস্ত্রাঘাত করিয়া ভূমিতে পাতিত করে। শেষে সড্ডের অস্ত্রাঘাতে কাশ্মীরীয় ৮৭ লৌকিকাব্দে পৌষমাসের শুক্লষষ্ঠীর দিন ৪১ বৎসর বয়সে মহারাজ উচ্চল ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

রড্ড রক্তাক্ত কলেবরে সেই রাত্রেই রাজসিংহাসনে উঠিলেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রড্ড বিনষ্ট হন। রড্ড শঙ্খরাজ উপাধি ধারণপূর্ব্বক এক রাত্রির এক প্রহর ও একদিন রাজত্ব করেন। তৎপরে গর্গচন্দ্র বিদ্রোহিগণের মধ্যে কাহাকে বিনাশ, কাহাকেও বন্দী ও কাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া উপদ্রব নিবারণ করিলেন। রাজ্ঞী বিজ্জলা চিতারোহণ করেন।

সকলে গর্গকে রাজা করিতে চাহিল, কিন্তু গর্গ উচ্চলের শিশু পুত্রকে রাজা করিতে চাহিলেন। মল্লরাজের ঔরসে রাজ্ঞী শ্বেতার গর্ভে সহ্লণ, লোঠন ও রহ্লণ নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অগ্রেই রহ্লণের মৃত্যু হয়। শঙ্খরাজের (রড্ডের) ভয়ে লোঠন ও সহ্লণ নবমঠে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিদ্রোহশান্তি হইলে তন্ত্রীরা ইঁহাদিগকে গর্গের নিকট উপস্থিত করিল। গর্গ সহ্লণকে রাজা করিলেন। গর্গ তৎপরে সুস্‌লের নিকট দূত পাঠাইলেন। সুস্‌সল কাশ্মীরের অভিমুখে চলিলেন ও পথিমধ্যে শুনিলেন সহ্লণ রাজা হইয়াছেন। সুস্‌সল তখন রাজ্যলোভে কাষ্ঠবাটে উপস্থিত হইলেন, গর্গও এদিকে হুষ্কপুরে সসৈন্যে আসিলেন। ভোগসেন ও সঙ্গপাল সুস্‌সলের সহিত যোগ দিলেন, কিন্তু ভোগসেন পথে গর্গ কর্তৃক আক্রান্ত ও বিনষ্ট হন। তৎপরে গর্গের সেনাপতি সুবাপ্পের সহিত যুদ্ধে সুস্‌সল পরাজিত হইয়া লোহরে পলাইলেন। গর্গ লোহর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে গুজব উঠিল যে, গর্গ আসিয়াই রাজার প্রিয়পাত্রগণকে বিনাশ করিতেন, কাজেই সকলে ভীত হইল। তিলকসিংহাদি অপেক্ষা না করিয়া গর্গের বাটী আক্রমণ করিলেন। গর্গও সংবাদ পাইয়া ভীত হইলেন। রাজা সহ্লণ বিদ্রোহ না থামাইয়া লোঠনকে সৈন্যসহ গর্গের পথ আটকাইতে পাঠাইলেন। কেশব নামে এক ধনুর্দ্ধর (লোঠিকামঠ অধ্যক্ষ) ছিলেন, তাঁহারই কৌশলে গর্গের বাটী রক্ষা পাইল এবং লোঠনের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। তৎপরে সুস্‌সল ও গর্গে সন্ধি হয়। গর্গের জ্যেষ্ঠকন্যা রাজলক্ষ্মীর সহিত সুস্‌সলের ও কনিষ্ঠকন্যা গুণলেখার সহিত সুস্‌সলপুত্রের বিবাহ হইল।

দুষ্ট সহ্লণ ভোগসেনের পবিত্রচারিণী পত্নী অল্লার উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার ভ্রাতা দিহ্ল ভট্টারককে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিলেন, কিন্তু অল্লা চিতারোহণ করায় তাঁহাকে পাইলেন না।

সুস্‌সল এই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কাশ্মীর আক্রমণার্থ সঙ্গপালকে পাঠাইলেন। পথিমধ্যে দ্বারপতি লক্ককে বন্দী করিয়া সঙ্গপাল অগ্রসর হইলেন। সুস্‌সলও আসিয়া পৌছিলেন। কাষ্ঠবাটের রাজপ্রাসাদ অবরুদ্ধ হইল, সুস্‌সল সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজসৈন্য দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিল, কিন্তু অপরপথে সঙ্গপাল প্রবেশ করিবামাত্র ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে সহ্লণের মন্ত্রী অজ্জক নিহত হইলেন। সুস্‌সলের জয় হইল। সহ্লণ ও লোঠন আসিয়া সুস্‌সলের শরণ লইলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

৮৮ লৌকিকাব্দে বৈশাখী শুক্লতৃতীয়ার দিন সহ্লণ, ৩ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করার পর, রাজ্যচ্যুত হইলেন।

সুস্‌সল রাজ্যারোহণ করিলেন। ইঁহার শাসনগুণে রাজ্যে সুখশান্তি উথলিয়া উঠিল। ইনি দয়ালু, বিনয়ী, সাহসী, প্রজারঞ্জক, দুষ্টশাসক ও শিষ্টপালক ছিলেন। এই সময়ে গর্গ উচ্চলের শিশুপুত্রের জন্য অস্ত্রধারণ করেন। সুস্‌সল ভ্রাতুষ্পুত্রকে আনিবার জন্য বার বার লোক পাঠাইলেন। গর্গ দিলেন না। শেষে বিতস্তাসিন্ধুসঙ্গমের নিকট মহাযুদ্ধ হইল। সুস্‌সলের পক্ষে এই যুদ্ধে শৃঙ্গার, কপিল, কর্ণ, শূদ্রক প্রভৃতি তন্ত্রীবীরগণ ও বিজয়ক্ষেত্রের যুদ্ধে তিহ্ল, কম্পনাপতির বহু সৈন্য ও তন্ত্রীবীর তিকাকর হত হইলেন, কিন্তু গর্গ পরাজিত হইলেন না। অবশেষে তিনি রত্নবর্ষদুর্গে জীবন সঙ্কট দেখিয়া উচ্চলের পুত্রটি লইয়া সুস্‌সলের শরণাগত হইলেন।

সঙ্গপাল, যশোরাজ প্রভৃতি সুস্‌সলের রাজ্যারোহণে বিশেষ সহায়তা করিলেও, তাঁহারা বড়ই গর্ব্বিত ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন। সুস্‌সল তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাঁহারাও সহর্ষমঙ্গলের পক্ষগ্রহণ করিলেন। সহর্ষমঙ্গলের পুত্র প্রাশ সৈন্য লইয়া কান্দপথে কাশ্মীর আক্রমণ করিতে আসিলেন, কিন্তু পথে রাজসৈন্য কর্তৃক যশোরাজ আহত হওয়ায় ভীত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। ওদিকে চম্পাপতি জাসট, বল্লপুররাজ বজ্রধর, বর্ত্তুলরাজ সহজপাল এবং বল্লপুরের আনন্দরাজ কুরুক্ষেত্রে গিয়া ভিক্ষাচারের সহিত মিলিত হইলেন। জাসট স্বীয় কন্যার সহিত ভিক্ষাচারের বিবাহ দিলেন। ঠক্কুর গয়াপাল যথেষ্ট সৈন্যসহ ভিক্ষাচারের পক্ষ লইলেন। পদ্ম নামক স্থানে ইঁহারা রাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে দর্পক নিহত

হইলেন, যথেষ্ট সৈন্যও ক্ষয় পাইল। ভিক্ষাচার একেবারে দুর্দশায় পড়িলেন, শেষে শ্বশুর জাসটের রাজ্যে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু জাসট তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। চন্দ্রভাগার ঠকুর ডেঙ্গপাল তাঁহাকে লইয়া গিয়া স্বালয়ে আদরে রাখিলেন ও স্বীয়কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন।

ইতিমধ্যে সহর্ষমঙ্গলের পুত্র প্রাশ আবার সৈন্য লইয়া সিন্ধুপথের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। রাজসৈন্য পথে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া আনিল।

সুস্সল বিতস্তাতীরে তিনটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া একটি নিজ নামে, একটি স্বীয় পত্নীর নামে আর একটি শাশুড়ীর নামে নাম-করণ করেন ও ভগ্নপ্রায় দিদ্দাবিহারের সংস্কার করান। একদিন গর্গ সংবাদ পাইলেন যে, পরামর্শ হইয়াছে, সুস্সল তাঁহাকে বন্দী করিবেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া পুত্র কল্যাণচন্দ্রের সহিত নিজ ভবনে ফিরিলেন।

তৎপরে সন্ধি হইল। একদিন রাজা তাঁহাকে স্নানাগারে আসিতে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া বন্দী করিলেন। কল্যাণ, বিদেহ প্রভৃতি গর্গের পুত্রেরা ও তাঁহার পত্নী মল্লাদেবীও বন্দী হইলেন। তিনমাস পরে (৯৪ লৌকিকাব্দে) গর্গাদি সকলে রাজাদেশে নিহত হইলেন।

তৎপরে মল্লকোষ্ট, পৃথ্বীহর, বিজয় প্রভৃতি সকলে মিলিয়া ভিক্ষাচারের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক সুস্সলের সহিত হিরণ্যপুর ও মহাসরিৎ নামক স্থানে মহাযুদ্ধ করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। রাজ্য ভিক্ষাচারের অধিকৃত হইল। রাজা সুস্সল অবশেষে (৯৬ লৌকিকাব্দে) অগ্রহায়ণমাসে কম্পনরাজ্যে আশ্রয় লইলেন। তিলকসিংহ সমস্ত অপমান ভুলিয়া তাঁহাকে যত্ন করিয়া রাখিলেন। তিলক সৈন্যসংগ্রহ করিয়া আবার যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে নগরাধ্যক্ষের কন্যার সহিত ভিক্ষাচারের বিবাহ হইল। তৎপরে ভিক্ষাচার রাজা হইলেন।

কিছুদিন পরে ভিক্ষুই অগ্রে সুস্সলের বিরুদ্ধে বিম্বকে পাঠাইলেন। পর্ণোৎস, বিটোলা ও সদাশিব নামক স্থানে যুদ্ধ হইল। বিম্ব পরাজিত হইলে সুস্সল সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। ভিক্ষাচার পলাইলেন। কিন্তু অল্প দিন পরে আবার পৃথ্বীহর ও ভিক্ষাচার একত্র হইয়া বিজয়ক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তৎপরে নানা স্থানে যুদ্ধ হইল। ভিক্ষাচার অথবা সুস্সল কেহই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারিল না। সুস্সলের অনুপস্থিতিকালে ডামরেরা রাজধানীর নানাস্থানে আগুন দিতে লাগিল। বিতস্তার উভয়পারে যত কাষ্ঠনির্ম্মিত বাটী ছিল, প্রায় সমস্তই দগ্ধ হইল। নিরীহ প্রজাগণ রাজধানী ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। সুস্সল রাজধানীতে ফিরিলেন। এই সময়ে উৎপল, ব্যাঘ্র প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করিয়া রাজার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল, সুস্সল তাহার আভাস পাইলেন, কিন্তু গ্রাহ্য করিলেন না। একদিন তিনি স্নানাগারে স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে উৎপল ও ব্যাঘ্র সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, রাজার রক্ষীরা কেহই নাই। উৎপল দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। সুস্সল তাহাদের কাণ্ড দেখিয়া "রাজদ্রোহ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাহাদের সুতীক্ষ্ণ-অস্ত্রাঘাতে মহারাজ সুস্সল চিরদিনের জন্য নিদ্রিত হইলেন। তাঁহার ছিন্নমস্তক ভিক্ষাচারের নিকট প্রেরিত হইল। রাজপুত্র সিংহদেব সেই দারুণ সংবাদ পাইলেন। সিংহদেব রাজা হইলেন। তিনি মন্ত্রিগণের পরামর্শে রাজধানী সুরক্ষিত করিবার জন্য চারিদিকে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। পরদিন মধ্যাহ্নকালে ভিক্ষাচার সসৈন্যে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময় গর্গপুত্র পঞ্চচন্দ্র বিস্তর রাজপুত সৈন্য লইয়া রাজার সহিত মিলিত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ভিক্ষাচার বেগতিক দেখিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন, তৎপরে বিজয়ক্ষেত্র প্রভৃতি কয়েক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কিন্তু ভিক্ষাচারের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না।

সুস্সলপুত্র জয়সিংহ রাজা হইয়া প্রথমে রাজ্যের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু প্রতীহারের উপর রাজ্যের সকল প্রধান ভার অর্পণ করিলেন। প্রতীহার শান্তিস্থাপনের জন্য রাজদ্রোহিগণের সহিত সন্ধি করিলেন। জয়সিংহ অনেক কীর্ত্তি করিয়া যান। ইঁহার সময়ে কহ্লণপণ্ডিত রাজতরঙ্গিণী নামক সংস্কৃত ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

[জয়সিংহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জয়সিংহ রাজা হইয়া ২২ বৎসর রাজত্বের পর ৩০ লৌকিকাব্দে ফাল্গুনের কৃষ্ণদ্বাদশীতে পরলোক গমন করেন। ইনি নিয়তই প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর ছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র পরমাণুক কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি প্রথমে প্রজারক্ষণাদি কার্য্যপরিত্যাগপূর্ব্বক যে কোন প্রকারে হউক স্বীয় ধনকোষ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন, অবশেষে তাঁহার ধূর্ত্ত মন্ত্রিগণ বালকের ন্যায় তাঁহাকে ভুলাইয়া ও ভয় দেখাইয়া সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছিল। ইনি ৯ বৎসর ৬ ছয় মাস ১০ দিন রাজত্ব

করিয়া ৪০ লৌকিকাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পর তৎপুত্র বর্ত্তিদেব রাজা হইয়া ৭ সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পরলোক হইলে বোপ্যদেব কাশ্মীরের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ৯ নয় বৎসর ৪ মাস ২॥০ দিন রাজত্ব করেন। ইনি মূর্খের শিরোমণি ছিলেন। অনন্তর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জস্‌সদেব রাজা হইয়া ১৮ বৎসর ১৩ দিন রাজত্ব করেন। ইনিও অতিশয় মূর্খ। কৃষ্ণ ও ভীম নামে দুই জন ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ ইঁহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল। পরে তাঁহার পুত্র জগদেব কাশ্মীরদেশের রাজা হইয়া ১৪ বৎসর ৩ দিন রাজত্ব করেন। ইনি বিনয়ী ও প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। ইনি স্বীয় রাজ্য মধ্যে সুব্যবস্থা স্থাপন এবং রাজ্যের সমস্ত শল্যোদ্ধার করেন। রাহুল নামে ইহার এক সর্ব্বগুণাকর মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার মন্ত্রবলে ইনি সমস্ত শত্রুবর্গকে বিনাশ করেন। মহারাজ জগদেব রজ্জুপুরে হর্ষেশ্বরের এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দ্বারপতি পদ্ম ইহাকে গুপ্তভাবে বিষদানে বিনাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজদেব রাজা হইয়া ২৩ বৎসর ৩ মাস ২৭ দিন রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃঘাতক পদ্মের ভয়ে কাষ্ঠবাট নামক স্থানে সত্রুণ নামক দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলে দ্বারপতি আসিয়া তাঁহাকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিলেন। দ্বারপতি প্রমত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, এমত সময়ে এক চণ্ডাল তাঁহাকে বিনাশ করিল। এই রাজদেব শত্রুগণকে বিনাশ ও স্বীয় প্রজাপুঞ্জের বিশেষ হিতসাধন করেন।

তৎপরে তাঁহার পুত্র সংগ্রামদেব কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৬ বৎসর ১০ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি বিজয়েশ্বর নামক স্থানে গোব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত ২১টি উত্তম ছত্রশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বদাই প্রজাগণের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতেন। কহ্লণবংশীয় রাজগণ ইহাকে বিনাশ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামদেব রাজা হন, ইনি স্বীয় প্রভূত শৌর্য্যবলে সমস্ত পিতৃশত্রুগণকে বিনাশ করেন। ইনি লেদরীর দক্ষিণপারে সল্লরনামক স্থানে স্বনামচিহ্নিত এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, আর উৎপলপুরে বিষ্ণুর যে প্রাসাদ ছিল, তাহা জীর্ণ ও ভগ্নদশাপন্ন হওয়ায় তাহার উত্তমরূপ সংস্কার করাইয়া দেন। ইনি ২১ বৎসর ১ মাস ১৩ দিন রাজত্ব করেন। চন্দনবৃক্ষে পুষ্পের ন্যায় বিধাতা ইহাকে পুত্র প্রদান করেন নাই। তিনি ভিবারকপুরস্থিত কোন এক ব্রাহ্মণের লক্ষ্মণনামক পুত্রকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া কাশ্মীররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইহার সমুদ্রানাম্নী মহিষী বিতস্তানদীর তীরদেশে সমুদ্রামঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রামদেবের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণদেব রাজা হন। ইহার রাজত্বকালে শত্রুগণ রাজ্যমধ্যে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। মহিলানাম্নী তাঁহার পাপপরিশূন্যা মহিষী স্বীয় শ্বশ্রুনির্ম্মিত মঠের পার্শ্বদেশে এক নূতন মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণদেব ১৩ বৎসর ৩ মাস ১২ দিন রাজত্ব করিয়া তুরুষ্করাজ কজ্জল কর্ত্তৃক নিহত হন।

লক্ষ্মণদেব পরলোক গমন করিলে অন্তবংশজাত নীতিশাস্ত্রবিশারদ লেদরীনায়ক সিংহদেব কাশ্মীররাজ্যের রাজা হইয়া ১৪ বৎসর ৫ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করেন। ইনি গুরুর সহিত মিলিয়া ধ্যানোদ্ধারনামক স্থানে নৃসিংহদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার মন্ত্রোপদেষ্টা গুরুর নাম শঙ্করস্বামী। রাজা তাঁহাকে অষ্টাদশ মঠের ঐশ্বর্য্য দক্ষিণাস্বরূপ প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সিংহদেব আস্তিক্যবুদ্ধি ও বিনয়াদি বিসর্জ্জন দিয়া ভগিনীর সহিত আসক্ত হইলে, তাঁহার ভগিনীপতি ছলপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণবিনাশ করেন।

অনন্তর তাঁহার ভ্রাতা সুহদেব রাজা হন। ইহার নিকট বৃত্তিলাভ করিবার নিমিত্ত দিগ্‌দিগন্তর হইতে অনেক ব্রাহ্মণাদি প্রজা আসিয়া আশ্রয়লাভ করেন। ইনি পঞ্চগহ্বরদেশে পার্থের ন্যায় পূজিত হন। তাঁহার পুত্র বভ্রুবাহন গর্ভরপুর সংস্থাপন করেন। ইনি ১৯ বর্ষ ৩ মাস ২৫ দিন রাজত্ব করেন।

সুহদেবের মৃত্যু হইলে পর ম্লেচ্ছরাজ ডলচ আসিয়া তাঁহার রাজ্যনাশ করিলে, দানশীল ভোট্টবংশোদ্ভব (তিব্বতদেশবাসী) রিঞ্চণ আসিয়া কাশ্মীররাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, ইহার শাসনকালে প্রজাকুলের সন্তোষবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হয়। ইনি ৩ বৎসর ২ মাস ১৯ দিন রাজত্ব করিয়া ৯৯ লৌকিকাব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পত্নী চারিমাস কাল মন্ত্রীর সহিত রাজত্ব করেন। এই রাজ্ঞী কাশ্মীরমণ্ডলে কোটাখনন করেন। এই সময়ে সিংহদেবের জ্ঞাতি উদ্যানদেব রাজ্যপদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া সৈনিকগণের সহিত কাশ্মীরে আগমন করেন। উদ্যানদেব রাজ্য পাইয়া ১৫ বর্ষ ১ মাস ১০ দিন রাজ্য শাসন করিয়া গতাসু হইলে রাজ্ঞী কোটাদেবী ৬ মাস ১৫ দিন রাজত্ব করেন।

তৎপরে শাহমীর নামক মন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রিগণ ও বিপ্রগণের সাহায্যে সপুত্রা রাজ্ঞীকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করেন। এই সময় হইতে কাশ্মীর রাজ্য মুসলমানের অধীন হয়। শাহমীর শংসদীন (শমসুদ্দীন) নামে বিখ্যাত

ছিলেন। পঙ্কগহ্বর দেশজাত আঠার জন মুসলমান কাশ্মীর-দেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তন্মধ্যে তাহরাজ-কুলজাত শম্‌সুদ্দীন্ কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান্ রাজা। ইনি অতিশয় বলশালী ছিলেন, ভিক্ষণভট্টদিগকে বিনাশ করিয়া বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার পরলোক হইলে তাঁহার পুত্র জ্যংশর বা জম্‌শিদ্ সাম্রাজ্যলাভ করিয়া ১ বৎসর ১০ মাস রাজত্ব করেন। অনন্তর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলাভদীন (অলাউদ্দীন্) ১২ বৎসর ১৮ মাস ১৩ দিন সুনিয়মে প্রজাপালন করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র শাহাবুদ্দীন দিগ্‌বিজয়ী রাজা হন, ইনি ২০ বৎসর রাজ্য শাসনপূর্ব্বক সমস্ত রাজগণের প্রতিস্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন। তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুতবুদ্দীন্ ১৫ বর্ষ ৫ মাস ২ দিন ও তাঁহার পুত্র সেকেন্দর ২২ বৎসর ৯ মাস ৬ দিন রাজত্ব করেন। ইনি বহুতর সংস্কৃতপুস্তক অগ্নিতে ফেলিয়া দিয়া দগ্ধ করাইয়াছিলেন। সেকেন্দর যমালয়ে গমন করিলে তাঁহার পুত্র আলিশাহ রাজা হইয়া ৬ বর্ষ ৯ মাস রাজত্ব করেন। ইনি অনেক পাপ কার্য্য করেন। তৎপরে প্রজাদিগের পুণ্যবলে তাঁহার সহোদর প্রজারঞ্জক জৈন-উল্‌অবিদীন্ রাজ্যলাভ করেন।

ইনি অতি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইঁহার নিকট কেহ হৃদয়গ্রাহিণী কবিতা অথবা কোনও উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য উপস্থিত করিলে ইনি তাহাকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিতেন। সিন্ধু ও হিন্দুবাড়াদি দেশ জয় করিয়া ইনি বিবিধশিল্পসম্বলিত এক যন্ত্রাগার নির্ম্মাণ করান। ইঁহার আদম খাঁ, হাজি খাঁ ও বহ্রাম খাঁ নামে তিন পুত্র জন্মে। হাজি খাঁর সহিত বহ্রামের যুদ্ধ হয়। তাহাতে হাজি খাঁ জয়-লাভ করেন। জৈন-উল্-অবিদীন্ রাজ্যের বহুবিধ মঙ্গলকর কার্য্যসাধন করিয়া ৫২ বর্ষ রাজ্যশাসনপূর্ব্বক তনুত্যাগ করেন। তৎপরে হাজি খাঁ রাজা হন। ইনি মুদ্রার উপর হৈদরশাহি এই নাম অঙ্কিত করেন। রিক্তেতর নামক একজন নাপিত রাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সে মন্ত্রী হইয়া প্রজাদিগকে অতিশয় কষ্ট দিত এবং রাজাকে কুকার্য্যে লিপ্ত করিয়া দীনদুঃখী প্রজার নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিত। হাজি খাঁ স্বীয় কর্ম্মচারী ও মন্ত্রিপ্রভৃতির প্রবর্ত্তনায় দ্বিজগণের উৎপীড়ন করেন, এমন কি ভট্টগণের হস্ত ও নাসাকর্ণাদি ছেদন করেন এবং তাঁহার পিতৃ-দত্ত ভূসম্পত্তি প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ইনি ১ বর্ষ ২ মাস রাজত্ব করেন।

পরে তাঁহার পুত্র হসনশাহ রাজা হন। ইনি দিদ্দামঠের নিকট নদীপ্রান্তে এক মনোহর রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। তথায় তাঁহার মাতা গোল্‌খাতনা নাম্নী রাজ্ঞী এক ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাজা হসন খাঁ বিস্তর মস্‌জিদ, ধর্ম্মাবাস প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, ফলতঃ ইনি মঠ, অগ্রহারদান, দেবমন্দির নির্ম্মাণ, অতিথিপূজা ইত্যাদি সৎকার্য্য দ্বারা আপনার রাজ্যসম্পত্তির সাফল্য সম্পাদন করিয়া ছিলেন। ইনি অনেক সংস্কৃত পদ্য জানিতেন এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। স্বয়ং উত্তমরূপ রাগ আলাপ করিতে পারিতেন। ইঁহার সময়ে প্রজাগণ সুখে কালাতিপাত করিয়াছিল। ইঁহার পিতৃব্য বহ্রাম খাঁ রাজ্যলাভের বাসনায় ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। ইনি ৬০ লৌকিকাব্দে চৈত্রমাসে ১২ বর্ষ ৫ দিন রাজ্যভোগের পর প্রাণত্যাগ করেন।

তৎপরে তৎপুত্র মুহম্মদশাহ কাশ্মীরের রাজ্যলাভ করিয়া ২ বর্ষ ৭ মাস রাজ্যভোগ করেন। ইঁহার রাজ্য মন্ত্রিগণের দুষ্ট-অভিসন্ধিতে চঞ্চল হইয়াছিল। ইনি সৈয়দবংশগণের দৌহিত্র, এই হেতু সৈয়দগণ ইঁহার রাজ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। ইঁহার সময়ে মদ্র ও সৈয়দগণের মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল। পরে তাঁহার পিতৃব্য ফতেশাহ কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সময়ে প্রজাগণ স্বধর্ম্মনিরত ও দয়াদাক্ষিণ্যাদিবিভূষিত হইয়া সুখে কালযাপন করিয়া ছিল। ইনি ৯ বৎসর ১ মাস রাজ্যভোগ করিয়া রাজ্য-ভ্রষ্ট হন। ইঁহার চন্দ্রবংশীয় সোমরাজানক নামে একজন ব্যসনশূন্য বিনয়ী মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ইনি মীরশেখের আদেশে ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে পূর্ব্বপ্রদত্ত ভূমি সকল অপহরণপূর্ব্বক দেবালয়স্থিত ভৃত্যদিগকে প্রদান করিয়া ছিলেন।

অনন্তর মুহম্মদশাহ পুনর্ব্বার কাশ্মীরের রাজা হইয়া ১১ বৎসর ১০ মাস ১০ দিন রাজ্যশাসন করেন। ইঁহার সময়ে কণ্ঠভট্টাদি মহোদয়গণ সোমরাজানক কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হিন্দুক্রিয়ার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু খোজা মীর আহ্মদ, "হে বিপ্রগণ! এই কলিযুগে তোমাদের ব্রহ্মতেজ কোথায়? আচারই বা কোথায়?" এই বলিয়া খিন্ন হইয়াই যেন নির্ম্মলাদি ব্রাহ্মণগণকে বধ করাইয়া ছিলেন। এই সময়ে মুহম্মদশাহ ফতেশাহের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময়ে অন্য এক চক্রবর্ত্তী রাজা গজপতি সেকেন্দর কাশ্মীররাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু মহম্মদ তাঁহাকে পরাজিত করেন। তৎপরে ফতেশাহের পুত্র খান পিতৃ-রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির আশায় কাশ্মীরে উপস্থিত হন এবং মুহম্মদকে রাজ্যভ্রষ্ট করেন। তৎপরে কাঞ্চনচক্র ইব্রাহিমশাহকে কাশ্মীররাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই

সময়ে কাশ্মীররাজ্যে তুরুষ্করাজের বিষম উপদ্রব হয় প্রথমে মার্গেশ্বর আবদুল মোগলরাজ বাবরের নিকট গমনপূর্ব্বক কাশ্মীররাজ্য জয়ের নিমিত্ত সেনা প্রার্থনা করেন। বাবর তাঁহাকে এক সহস্র সেনা প্রদান করিলে আবদুল ফতেশাহের পুত্র নাজুক্‌খাঁকে অগ্রে করিয়া গিরিপথে কাশ্মীররাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তুরুষ্ক সৈন্যদ্বারা কাশ্মীর জয় করিয়া নাজুক্‌শাহকে কাশ্মীররাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

পরে মুহম্মদশাহ লাহোরের রাজা হইলে তুরুষ্কসৈন্যগণ নিজ স্থানে গমন করিল। নাজুক্ এক বৎসর রাজ্য করিয়া মুহম্মদের নিকট হইতে যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হন। পাঁচ বৎসর পরে পুনর্ব্বার মুহম্মদ রাজ্যে অভিষিক্ত হন। তৎপরে বাবরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার কামরাণ ও হুমায়ুন নামক পুত্রদ্বয় কাশ্মীররাজ্য লাভ করেন। কিছুদিন পরে মহরম নামক সেনাপতি বহুতর সৈন্য লইয়া কাশ্মীরজয়ের নিমিত্ত আগমন করিলে পৌরগণ ভয়ে পর্ব্বতপ্রদেশে পলায়নপূর্ব্বক গুহাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন পুরী শূন্য দেখিয়া মোগলেরা রাজধানীর গৃহাদি সমস্তই পোড়াইয়া ফেলিল এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণবিনাশ করিল। তৎপরে কাশ্মীরে কাস্‌ঘরীয় উপদ্রব ঘটে, ইহাতে তুরুষ্কেরা বহু গ্রামনগরাদি দাহন এবং বহু ধনরত্ন ও রমণীরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করে। তৎপরে কাশ্মীররাজ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। মুহম্মদশাহ পুনর্ব্বার ৫ পাঁচ বৎসর রাজ্য করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন।

অনন্তর তাঁহার পুত্র শংসশাহ রাজা হন। ইঁহার সময়ে কাচচক্রপতি কাশ্মীর দেশ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত জৈনপুর হইতে আগমন করেন। পরে সন্ধিসূত্রে যুদ্ধ মিটিয়া যায়। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা ইস্‌মাইলশাহ রাজা হন।

এদিকে মোগল সেনানী নাজুক্‌শাহ পাষণ্ডদেশ জয় করিবার নিমিত্ত সৈন্যসহ গমন করেন। নাজুক্‌শাহের রাজত্বকালে কাশ্মীরের প্রজাসকল সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সমস্ত নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়াছিল। ইঁহার সময়ে গ্রামবিভাগ লইয়া কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বিরোধ ঘটে। এই বিবাদে মির্জা হৈদর ও দৌলুতখাঁর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এক মাস যুদ্ধের পর দৌলুত (গাজিখাঁ) জয়লাভ করেন। তৎপরে ইনিই রাজ্য শাসন করেন, ইঁহার সময়ে কাশ্মীররাজ্যে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়; তাহাতে অনেক স্থান বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। একদিন দৌলুতখাঁ তুলমুল নামক স্থানে অভিমন্যুনামক এক মহাতপা সাধুর নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার রাজ্য কিরূপে বিস্তৃত হইবে? তাহাতে সাধু উত্তর করেন যে, ব্রাহ্মণদিগের বার্ষিক কর

কিরূপে ব্রাহ্মণদিগের কর নিবারণ করিব? তাহাতে সাধু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাপ দিলেন যে, অল্পদিন মধ্যে তোমার রাজশ্রী বিনষ্ট হইবে। ইহাতে দৌলতচকের রাজ্যসম্পত্তি বিনাশ পায়। তৎপরে হবীব্ নামক এক ব্যক্তি ১ মাস রাজত্ব করিলে গাজিখাঁ রাজ্য গ্রহণ করিলেন। ইনি একদিন গণকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার রাজ্যে ভূমিকম্পাদি দুর্নিমিত্ত ঘটিতেছে কেন? তাঁহারা বলিলেন, আপনার রাজ্যে এক ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে। কিছুদিন পরে মির্জা হৈদরের সেনানী করভোদ্দার এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইল। গাজিশাহ সসৈন্যে রাজবির নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে করভোদ্দার গাজিশাহের সাগরসদৃশ সেনাসমূহ দর্শন করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। তৎপরে ইঁহার সহিত চক্‌দিগের যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে ইনি হুভেচককে বিনাশ করিয়া জয়লাভ করেন।

মোগলরাজ শাহ আবদুল্‌মালী বহুতর সৈন্য সঙ্গে লইয়া কাশ্মীর জয় করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে দৌলত মহতী সেনা সমভিব্যাহারে পরিহাসপুরের নিকট শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইল, ইহাতে মোগলরাজের বহু সেনা বিনষ্ট হইলে তিনি নিজ স্থানে পলায়ন করিলেন। দৌলত অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন। একদিন একটি বালক ফল চুরি করিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহার দুই হাত কাটিয়া দেন। তাঁহার প্রতাপশালী নিজপুত্র মাতুলের প্রতি অত্যাচার করায় তিনি তাহাকে বিনাশ করেন। তাঁহার রাজ্যে আঠার জন মন্ত্রী ছিল। অবশেষে তিনি গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোকেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা হুসেনখাঁ রাজ্যলাভ করেন। ইনি দাতা ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। খাঁজমান্ নামক মন্ত্রী ইঁহাকে তাড়াইয়া আপনি কিছুদিন রাজত্ব করেন। তিনি প্রতিদিন শতলোক বধ করিতেন, এমন কি দিলাবরখাঁ দ্বারা আপন পুত্রের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। পুনরায় হুসেনখাঁ আসিয়া মন্ত্রীর প্রাণসংহার করেন। পরে অপস্মাররোগে হুসেনখাঁর মৃত্যু হয়। ইনি ৭ বৎসর রাজত্ব করেন।

পরে তাঁহার ভ্রাতা আলিখাঁ রাজা হন। ইনি প্রজাদিগকে সুখী করিতে তৎপর ছিলেন। এই সময়ে ঘোর দুর্ভিক্ষ হয়। ৯ বৎসর রাজত্বের পর আলিশাহের মৃত্যু হয়।

তৎপুত্র য়ুসুফশাহ রাজ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার

পিতৃব্য অব্‌দালখাঁ "ভ্রাতা মরিলে ভ্রাতাই রাজপদ পায়, তবে সে কেন রাজ্যলাভের ইচ্ছা করে।" এই বলিয়া যুসুফের নিকট দূত প্রেরণ করিলে, তাঁহার সহিত সেকন্দরপুরে অব্‌দালের যুদ্ধ হয়। অব্‌দাল প্রাণত্যাগ করে। তৎপরে মুবারকখাঁ যুসুফের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন। যুসুফের সেনাপতি মুহম্মদখাঁ এই যুদ্ধে নিহত হন। তৎপরে মুবারক কাশ্মীরের রাজা হইলে, যুসুফ্ দিল্লীশ্বর অকবর বাদশাহের নিকট সাহায্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত গমন করেন। এই সময়ে চকেরা মুবারকখাঁকে পরাজিত করিয়া লোহর-চককে কাশ্মীররাজ্য প্রদান করেন। পরে যুসুফ অকবরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিতস্তাবেষ্টিত স্বয্যপুরগ্রামে অবস্থিতি করিলে লোহরচক্ তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধে লোহর-চকের মন্ত্রী অব্দালমীর নিহত হন। পরে যুসুফ পুনর্ব্বার কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। এই সময়ে লোহরখাঁ যাকুবের শরণ লন, কিন্তু যাকুব সুবিধা পাইয়া তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতার নেত্র উৎপাটন করেন। পরে হৈদর-চকের সহিত যাকুবের যুদ্ধ হয়। তাহাতে হৈদর পরাজিত হইয়া অকবর বাদশাহের শরণাগত হন। যুসুফ কাশ্মীর জয় করিয়া বহুতর উপঢৌকনসহ নিজ পুত্রকে সম্রাট্ অকবরের নিকট প্রেরণ করেন। অকবর যুসুফ-প্রেরিত উপঢৌকন দেখিয়াও কাশ্মীরজয়ের অভিলাষ ছাড়িলেন না। তিনি ভগবান্‌দাস নামক সেনাপতিকে কাশ্মীরে পাঠাইলেন। কাশ্মীররাজ যুসুফ তাহা শুনিয়া বহুতর ধন রত্ন উপহার দিয়া ভগবান্‌দাসের সহিত সন্ধি করিয়া অকবরের শরণাগত হইলেন। কিছুদিন রাজ্য করিয়া তিনি অকবর সম্রাটের সেবার্থ গমন করিলে, তাঁহার পুত্র যাকুব কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। এই সময়ে শম্‌সচক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যাকুবের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষে পরাজিত হন।

আবার সম্রাট্ অকবরের কাশ্মীরবিজয়ের স্পৃহা জন্মিল। তিনি বহুতর সৈন্য সঙ্গে দিয়া কাসিমখাঁর অধীনে ২২ জন সেনাধ্যক্ষকে কাশ্মীররাজ্যে প্রেরণ করিলেন। কাসিমখাঁর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া যাকুব পলায়ন করিলেন। তাঁহার সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। পরে শম্‌সচক অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া কাসিমের সহিত যুদ্ধ করেন। কিন্তু মোগলদিগের জয় হইল। হৈদরচক্ কাসিমখাঁকে আনিতেছেন দেখিয়া কাশ্মীরবাসিগণ হৈদর-চকের পক্ষ অবলম্বন করিল। কাসিমখাঁ হৈদর-চকের সহিত অনেক লোক দেখিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তদ্দর্শনে কাশ্মীরের অনেক প্রজা ভয়ে বন মধ্যে পলায়ন করে। বনে সকলে মিলিত হইল। যুদ্ধ করিতে সকলেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া যাকুবখাঁকে আনয়ন করিল। কাসিম মোমারখাঁকে যাকুবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। যাকুব সদাশিবপুরে মোমারখাঁর সেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কাসিমখাঁ কাশ্মীরের বহুতর সৈন্য দেখিয়া কারাগৃহস্থিত হৈদর-চককে নিহত করিলেন। তৎপরে কাসিমের সহিত যাকুবের যুদ্ধ হইল। কিন্তু জয় পরাজয় স্থির হইল না। যাকুব কাষ্ঠবাটে চলিয়া গেলেন। তখন যাকুবের পিতা যুসুফ ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণ সন্ধির প্রার্থনা করিলে কাসিম যুসুফ প্রভৃতিকে অকবরের নিকট প্রেরণ করিলেন। অকবর তাঁহাদের সমাদর করেন।

এই সময়ে কাশ্মীরে তুষারপাত আরম্ভ হইলে, যাকুব সসৈন্যে কাষ্টবাট হইতে নির্গত হইয়া মোগলসেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ৩ মাস ধরিয়া যুদ্ধ হইল। কাসিমখাঁ পরাজিতপ্রায় শুনিয়া অকবর যুসুফখাঁকে কাশ্মীরজয়ের আদেশ করিলেন। যুসুফখাঁ যাইয়া যাকুবকে পরাজয় করিয়া অকবরের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর অকবর বাদশাহের করতলগত হইল। তখন অকবর কাশ্মীর দর্শন করিবার নিমিত্ত লাহোর হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি কাশ্মীরে উপস্থিত হইলে যাকুব তাঁহার শরণাগত হইলেন। অকবর তাঁহাকে রাজা মানসিংহের অধীনে সেনাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। অকবর যুসুফখাঁকে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং দেশান্তরে গমন করিলেন। যুসুফ কাশ্মীররাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কোন কারণে যুসুফ্ অকবরের বিরাগভাজন হন। অকবর যুসুফের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কাজী আলাকে কাশ্মীরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কাজীআলা কাশ্মীরকোষের সমস্ত ধন ব্যয় করিয়া ফেলিলে মোগলদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল। তাহাতে মির্জা যাদ্‌গার কাশ্মীরিগণের সহিত মিলিয়া কাজীআলার সহিত যুদ্ধ করেন। কাজিআলা পরাজিত হইয়া পর্ব্বতপ্রদেশে পলায়ন করিয়া তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

অনন্তর মির্জা যাদ্‌গার কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা হইয়া অকবর বাদশাহের অধীনতা অস্বীকার করিলেন। তাহা শুনিয়া অকবর শেখ ফরিদকে সসৈন্যে কাশ্মীরে পাঠাইলেন। কিন্তু শূরপুর নামক স্থানে মির্জা যাদ্‌গার নিজ অনুচরগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। শেখ ফরিদের শাসনকালে অকবর পুনর্ব্বার কাশ্মীরে আগমন করেন। এবার তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়া যান। ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছরাজ্য হইতে দেশান্তর গমন করিতেছেন শুনিয়া অকবর প্রথমে চকবংশীয়দিগের

নিকট হইতে বার্ষিক কর গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন আর এইরূপ ঘোষণা করেন যে কাশ্মীরদেশে যে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে, তাহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ পারিতোষিক প্রদান করিবেন। এখানে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের কর গ্রহণ করিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার গৃহ উৎপাটিত করিবেন। তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অক্‌বরের রামদাস নামক একজন কর্ম্মচারী কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণগণের নিয়তই উপকার করিতেন, তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দেখিলেই স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি দান করিতেন, তাঁহার কিছুমাত্র অভিমান ছিল না। প্রবাদ যে, তিনি প্রত্যেক ব্রাহ্মণগৃহে একশত করিয়া রৌপ্যমুদ্রা ও একটি স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছিলেন। অক্‌বরও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষরূপে পরিতৃপ্ত করিতেন। তিনি একদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন।

অক্‌বর বাদশাহ যুসুফখাঁকে পুনর্ব্বার কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তৃত্ব ভার দিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। যুসুফ প্রজাদিগের কোন অনিষ্ট না করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে যুসুফখাঁ অক্‌বরের কার্য্যসাধনার্থ গমন করিলে তাঁহার পুত্র মির্জা লস্কর কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা হন। তিনি আদেশ প্রচার করেন, 'যে ব্যক্তি কাশ্মীরনিবাসিদিগের পীড়ন করিবে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার অপরাধের ফল প্রাপ্ত হইবে।' মির্জা লস্কর ৮ বৎসর শাসন করিলে, অক্‌বর প্রথমে আসাহখাঁ, তৎপরে আহ্লাদখাঁ ও সুলতান্ মুহম্মদকুলিখাঁ এই দুইজনকে কাশ্মীরের শাসনভার প্রদান করেন। ইঁহারা কাশ্মীরে আসিয়া দুর্নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে অক্‌বরের আদেশে ঐ দুইজন শাসনকর্ত্তা প্রবরপুরের নিকট অগ নামে ১টী দুর্গ ও শারিকাপর্ব্বতের নিকট নগ নামক ১টি নগর নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান নগর জৈন্‌অল্‌অবিদীন্ নির্ম্মিত পুরাতন নগরীর সন্নিধানেই নির্ম্মিত হয়। একদিন মধ্যাহ্নকালে পুরাতন নগরী অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল। দুই হাজার গৃহ-সম্বলিত ঐ নগর অল্পক্ষণ মধ্যেই ভস্মাবশেষ হইল। তখন ঐ নবীন নগরী সপত্নীবিনাশে প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় প্রফুল্লিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

কাশ্মীর অক্‌বরপুত্র জাহাঙ্গীরের অতি প্রিয়স্থান, তিনি প্রিয়তমা নুরজহানের সহিত সর্ব্বদাই এখানে বসন্তলীলা করিতেন। কাশ্মীরে অদ্যাপি নুরজহানের লীলা-উদ্যান ও মনোরম প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

যতদিন দিল্লীর মোগল বাদশাহগণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন কাশ্মীর রাজ্যও তাঁহাদের অধীন ছিল, তৎকালে এক একজন শাসনকর্ত্তা দিল্লীর অধীনে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে পাঠানবীর আহ্মদশাহ দুরাণি কাশ্মীররাজ্য জয় করেন। তৎপরে কিছুকাল পাঠানদিগের হস্তেই ছিল; ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহ কাশ্মীর অধিকার করেন। এই সময় হইতে শিখরাজের অধীনে এক একজন শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হইয়া কাশ্মীর শাসন করিতেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জম্বু, লাদক ও বালতিস্থান সহ কাশ্মীরভূমি গোলাবসিংহ প্রাপ্ত হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সোব্রাওনযুদ্ধের পর, গোলাবসিংহ ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়া ইংরাজরাজের নিকট হইতে কাশ্মীররাজ্য ক্রয় করিয়া লন। গোলাবসিংহ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একজন মিত্র রাজা হইলেন, যুদ্ধকালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে তিনি সাহায্য করিতে বাধ্য; কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে হিন্দুরাজনীতি অনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। [গোলাবসিংহ দেখ।] ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ গোলাবসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রণবীরসিংহ রাজা হইলেন। ইনি (১৮৮২ খৃঃ) বৃটীশগবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানার্থ ২১টি তোপ, 'বৃটীশসেনাপতিত্ব' ও 'মহারাণীর মন্ত্রিত্ব' পদ লাভ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জম্বুসহরে রণবীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপসিংহ সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার সভায় বৃটীশ রেসিডেণ্ট প্রবেশ করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ বর্ত্তমান রাজা। *

কাশ্মীররাজ মহারাণী ভারতেশ্বরীকে প্রতিবর্ষে ১টি ঘোড়া, ।২॥০ সের পশম এবং ৩ খানি অত্যুৎকৃষ্ট কাশ্মীরী শাল করস্বরূপ দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে (১৮৯২) কাশ্মীররাজ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে বৃটীশরাজের অধীন হইয়াছে।

* কাশ্মীর-রাজগণের তালিকা।

রাজার নাম	অভিষেকবর্ষ	রাজ্যকাল
গোনর্দ্দ ১ম (কহ্লণের মতে ৬১৩ কলাব্দ)	২৪৪৮ পূ খৃঃ	
দামোদর ১ম		
যশোবতী		
গোনর্দ্দ ২য়		
(৩৫ জন রাজার বিবরণ লুপ্ত)		
লব		
কুশেশয়		
খগেন্দ্র		
সুরেন্দ্র		
গোধর		·১২২৬
সুবর্ণ		
জনক		
শচীনর		
অশোক		
জলোক		
দামোদর ২য়		
হুষ্ক, যুষ্ক, কনিষ্ক (১)		
অভিমন্যু ১ম		

(১) এই তিনজন রাজা ৩৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। [কনিষ্ক দেখ।]

গোনর্দ্দ বংশ।

রাজা			রাজত্বকাল
গোনর্দ্দ ৩য়,	১১৮৪	খৃঃ পূঃ ?	৩৫
বিভীষণ ১ম,	১১৪৯	ঐ পূঃ ?	৫৩
ইন্দ্রজিৎ	১০৯৫	ঐ পূঃ ?	৩০
রাবণ	১০৬০	ঐ পূঃ ?	৩০
বিভীষণ ২য়,	১০৩০	ঐ পূঃ ?	৩৫
নর বা কিন্নর	৯৯৪	ঐ পূঃ ?	৩৯
সিদ্ধ	৯৫৫	ঐ পূঃ ?	৬০
উৎপলাক্ষ	৮৯৫	ঐ পূঃ ?	৩০
হিরণ্যাক্ষ	৮৬৪	ঐ পূঃ ?	৩৭ ব, ৭ মা
হিরণ্যকুল	৮২৭	ঐ পূঃ ?	৬০
মুকুল বা বসুকুল	৭৬৭	ঐ পূঃ ?	৬০
মিহিরকুল বা ত্রিকোটিহা	৭০৭	ঐ পূঃ ?	৭০
বক	৬৩৭	ঐ পূঃ ?	৬৩
ক্ষিতিনন্দ	৫৭৪	ঐ পূঃ ?	৩০
বসুনন্দ	৫৪৪	ঐ পূঃ ?	৫২
নর ২য়,	৪৯১	ঐ পূঃ ?	৬০
অক্ষ	৪৩১	ঐ পূঃ ?	৬০
গোপাদিত্য	৩৭১	ঐ পূঃ ?	৬০ ব, ৬ দি
গোকর্ণ	৩১১	ঐ পূঃ ?	৫৭ ব, ১১ মা
নরেন্দ্র বা খিঙ্খিল	২৫৩	ঐ পূঃ ?	৩৬ ব, ৩ মা, ১০ দি,
যুধিষ্ঠির	২১৭	ঐ পূঃ ?	

বিক্রমাদিত্য-জ্ঞাতিবংশ।

রাজা			রাজত্বকাল
প্রতাপাদিত্য (১)	১৩১	খৃঃ অঃ	৩২
জলৌকঃ	১৩৬	,,	৩২
তুঞ্জীন ১ম,	১৯৯	,,	৩৬
বিজয় (অন্য বংশ)	২০৭	,,	৮
জয়েন্দ্র	২১৫	,,	৩৭
সন্ধিমতি বা আর্য্যরাজ	২৯১	,, ?	৪৭

গোনর্দ্দবংশ (৩য় বার)।

রাজা			রাজত্বকাল
মেঘবাহন	৩২৪	খৃঃ অঃ	৩৪
প্রবরসেন ১ম বা তুঞ্জীন ২য়	৩৫৮	,,	৩০
হিরণ্য ও তোরমাণ	৩৮৮	,,	৩০
মাতৃগুপ্ত (অন্যবংশ)	৪১৮	খৃঃ	৪ ব, ৯ মাস ১ দিন
প্রবরসেন ২য়,	৪২৩	ঐ	৬০
যুধিষ্ঠির ২য়,	৪৮৩	ঐ	২১
নরেন্দ্র ২য়, বা লক্ষণ	৫০৪	ঐ	১৩
রণাদিত্য বা তুঞ্জীন ৩য়, বিক্রমাদিত্য	৫১৭	ঐ	৪২ *
বালাদিত্য	৫৫৯	ঐ	৩৭

কায়স্থ বা কর্কোটবংশ।

রাজা			রাজত্বকাল
দুর্লভবর্দ্ধন	৫৯৬	খৃঃ	৩৬
দুর্লভক বা প্রতাপাদিত্য	৬৩২	ঐ	৫০
চন্দ্রাপীড়	৬৮২	ঐ	৮ ব, ৮ মাস
তারাপীড়	৬৯১	ঐ	৪ ব, ১২ দি
মুক্তাপীড় বা ললিতাদিত্য	৬৯৫	ঐ	৩৬ ব, ৭ মা, ১১ দি
কুবলয়াপীড়	৭৩২	ঐ	১ ব, ১৫ দি
বজ্রাদিত্য বা ললিতাদিত্য ২য়	৭৩৩	ঐ	৭
পৃথিব্যাপীড়	৭৪০	ঐ	৪ ব, ১ মা
সংগ্রামাপীড়	৭৪৪	ঐ	৭
জয়াদিত্য	৭৫১	ঐ	৩১
জজ্জ (জয়াপীড়ের শ্যালক ও মন্ত্রী, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে)			৩
ললিতাপীড়	৭৮৫	ঐ	১২
পৃথিব্যাপীড় বা সংগ্রামাপীড় ২য়	৭৯৭	ঐ	৭
চিপ্পটজয়াপীড় (বৃহস্পতি)	৮০৪	ঐ	১২
অজিতাপীড়, অনঙ্গাপীড়, উৎপলাপীড়	৮১৬	ঐ [illegible]	৪২

পৃথক্ বংশ।

রাজা			রাজত্বকাল
অবন্তিবর্ম্মা	৮৫৭	খৃঃ	২৭ ব, ৪ মা, ১৮ দি
শঙ্করবর্ম্মা	৮৮৪	ঐ	১৮ ব, ৭ মা, ১৯ দি
গোপালবর্ম্মা	৯০৩	ঐ	২
শঙ্কট			১০ দি
সুগন্ধা	৯০৫	ঐ	২
নির্জ্জিতবর্ম্মা			
পার্থ	৯০৭	ঐ	১৫ ব, ৯ মা, ১৩ দি
নির্জ্জিতবর্ম্মা বা পঙ্গু	৯২৩	ঐ	১ ব, ১ মা
চক্রবর্ম্মা	৯২৪	ঐ	১১
শূরবর্ম্মা	৯৩৫	ঐ	১

(১) রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—

"অথ প্রতাপাদিত্যাখ্যাস্তৈরানীয় দিগন্তরাৎ।
বিক্রমাদিত্যভূভর্তুর্জ্ঞাতিরাজ্যাভিষেচিত।
শকারিবিক্রমাদিত্য ইতি সভ্রমমাশ্রিতৈঃ।" ১।৫-৬।

উক্ত শ্লোকের দ্বারা সম্বৎপ্রতিষ্ঠাতা শকারি-বিক্রমাদিত্যের পর প্রতাপাদিত্যের রাজারম্ভ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কহ্লণ কাশ্মীর রাজগণের যেরূপ রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন, তাহাতে প্রতাপাদিত্য ১৬৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের অর্থাৎ সম্বৎপ্রতিষ্ঠার ১১২ বর্ষ পূর্ব্বে হইয়া পড়েন।

* রণাদিত্য—রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, ইনি ৩০০ বর্ষ রাজত্ব করেন। যথা—

"এবং স ভূপতির্ভুক্ত্বা ভুবং বর্ষশতত্রয়ম্।
নিকাশরাজ্যনির্ব্যূঢ়পাতালেশ্বরমাসদৎ।" ৩।৪৭২।

কিন্তু একজনের পক্ষে এত দীর্ঘকাল রাজত্ব নিতান্ত অসম্ভব। বোধ হয়, কহ্লণ রণাদিত্যের পরবর্ত্তী রাজগণের রাজ্যকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট ও প্রকৃত প্রমাণ পাইয়াছিলেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের যথাযথ বংশবিবরণ প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত সময় নিরূপণ সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; এই কারণে বোধ হয় বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতিবংশীয় প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল একেবারেই নিরূপণ করিতে পারেন নাই এবং প্রতাপাদিত্য শকারি বিক্রমাদিত্যের পরবর্ত্তী হইলেও তাঁহার গণনায় পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন। ইত্যাদি কারণে কহ্লণ যে তিনশত বর্ষ রণাদিত্যের রাজ্যকাল মধ্যে ফেলিয়াছিলেন, আমাদের বিবেচনায় ঐ সুদীর্ঘ কাল প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের রাজত্ব মধ্যে পড়িবে; এইরূপে গণনা করিলে শকারিবিক্রমাদিত্য ও তাঁহার জ্ঞাতিবংশীয় প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত সময় নিরূপিত হইতে পারে। আমরাও তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। রাজতরঙ্গিণীর মতে রণাদিত্যের পর তৎপুত্র বিক্রমাদিত্য ৪২ বর্ষ রাজত্ব করেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালের রাজত্ব বিবরণ কহ্লণ ২টি শ্লোকে শেষ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে যে যে রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, কহ্লণ তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন, কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে নীরব রহিলেন কেন? পিতাপুত্র উভয়ে ৪২ বর্ষ রাজত্ব করেন, ইহাই অধিক সম্ভবপর।

পার্থ (২য় বার)	...	৯৩৬ খৃঃ	...	৫ মাস
চক্রবর্ম্মা (২য় বার)	...	৯৩৬ ঐ	...	১ ব, ১১ মা, ২৩ দি
উন্মত্তাবন্তি	...	৯৩৮ ঐ	...	২ ব, ৭ দি
যশস্কর } বর্ণট }	...	৯৪০ ঐ	...	৯
সংগ্রামদেব	...	৯৪৯ ঐ	...	৬ মা ৮ দি
পর্ব্বগুপ্ত	...	৯৫০ ঐ	...	১ ব, ৪ মা, ৪ দি
ক্ষেমগুপ্ত	...	৯৫১ ঐ	...	৮ ব, ৬ মা, ৩ দি
অভিমন্যু	...	৯৬০ ঐ	...	১৩ ব, ১০ মা, ● দি
নন্দিগুপ্ত	...	৯৭৩ ঐ	...	১ ব, ১ মা, ৯ দি
ত্রিভুবন	...	৯৭৫ ঐ	...	১ ব, ১১ মা, ৯ দি
ভীমগুপ্ত	...	৯৭৬ ঐ	...	৫
দিদ্দা	...	৯৮১ ঐ	...	২২ ব, ৯ মা, ৩ দি
সংগ্রামরাজ	...	১০০৪ ঐ	...	২৪ ব, ৯ মা, ৮ দি
হরিরাজ	...	১০২৯ ঐ	...	২২
অনন্ত	...	১০২৯ ঐ	...	৩ মা,
কলশ	...	১০৬৪ ঐ	...	২৬ ব, ৯ মা,
উৎকর্ষ } হর্ষ }	...	১০৯০ ঐ	...	১১ ব, ৮ মা, ২৯ দি
উচ্চল	...	১১০২ ঐ	...	১০ ব, ৪ মা, ১ দি
রড্ড বা শঙ্খরাজ	...	১১১৩ ঐ	...	১ দি
শহ্লণ	...	১১১৩ ঐ	...	৩ মা, ২৬ দি
সুসসল	...	১১১৩ ঐ	...	১৫ ব, ৩ মা, ১৭ দি
ভিক্ষাচার	...	১১২৯ ঐ	...	৬ মা, ১২ দি
জয়সিংহ	...	১১২৯ ঐ	...	২২ ব,
পরমাণুক	...	১১৫১ ঐ	...	৯ ব, ৬ মা, ১০ দি
বর্ত্তিদেব	...	১১৬০ ঐ	...	৭
বোপাদেব	...	১১৬৭ ঐ	...	২ ব, ৬ মা,
জস্সদেব	...	১১৭০ ঐ	...	১৮ ব, ১৩ দি
জগদ্দেব	...	১১৮৮ ঐ	...	১৪ ব, ৩ মা,
রাজদেব	...	১২০২ ঐ	...	২৩ ব, ৩ মা, ২৭ দি
সংগ্রামদেব	...	১২২৫ ঐ	...	১৬ ব, ১ মা, ১০ দি
রামদেব	...	১২৪১ ঐ	...	২১ ব, ১ মা, ১৩ দি
লক্ষ্মণদেব	...	১২৬২ ঐ	...	১৩ ব, ৩ মা, ১২ দি
সিংহদেব	...	১২৭৬ ঐ	...	১৪ ব, ৫ মা, ২৭ দি
সুহদেব	...	১২৯০ ঐ	...	১৯ ব, ৩ মা, ২৫ দি
রিঞ্চণ (তিব্বতদেশীয়)		১৩০৯ ঐ	...	৩ ব, ২ মা, ১৯ দি
উদ্যানদেব	...	১৩১৩ ঐ	...	১৫ ব, ১ মা, ১০ দি
রাণী কোটাদেবী (অরাজক)				

মুসলমান্ বংশ।

শাহমীর (তাহরাজকুলোদ্ভব) বা শম্সুদ্দীন্	...	১৩৪২ খৃঃ	...	২ ব, ১১ মা, ২৫দি		
(১৮ জন মুসলমানরাজ)						
জাংশর (জম্শীদ্)	...	১৩৫০ ঐ	...	১	২	
অলাউদ্দীন্	...	১৩৫১ ঐ	...	১২	৮	১৩
শাহবুদ্দীন্	...	১৩৬৪ ঐ	...	২০		
কুতবউদ্দীন্	...	১৩৮৪ ঐ	...	১৫		
সেকন্দর	...	১৪১০ ঐ	...	২২	৯	৬
আলিশাহ	...	১৪১৬ ঐ	...	৬	৯	
জৈনউল্ অবিদীন্	...	১৪২২ ঐ	...	৫২		
হাজি হৈদরশাহ	...	১৪৭৩ ঐ	...	১	২	
হুসেন খাঁ	...	১৪৭৪ ঐ	...	১২	৫	
মুহম্মদশাহ	...	১৪৮৬ ঐ	...	২	৭	
ফতেশাহ	...	১৪৯৬ খৃঃ	...	৯ ব, ১ মা,		
মুহম্মদশাহ (দ্বিতীয়বার)		১৫০৫ ঐ	...		৯	৯ দি
ফতেশাহ (দ্বিতীয়বার)	...		...	১	১	
মুহম্মদশাহ (তৃতীয়বার)	...		...	১১	১০	১০
ইব্রাহিম	...		...		৮	২৫
নাজুকশাহ	...	১৫২০ ঐ	...	১		
মুহম্মদশাহ (চতুর্থবার)	...		...	৫		
শম্সি (শম্শাহ)	...		...		২	
ইস্মাইল	...		...	২	৯	
সুলতান্ নাজুকশাহ (দ্বিতীয়বার)			...	১৩	৯	
ইস্মাইল (দ্বিতীয়বার)	...		...	১	৫	
মির্জা হৈদরখাঁ	...	১৫৪২ ঐ	...	১০		
সুলতান নাজুকশাহ (তৃতীয়বার)			...		১০	
ইব্রাহিম } ইস্মাইল্ } হবীব } গাজিখাঁ }	...		...	১০	৬	
হুসেন চক	...	১৫৬৩ খৃঃ	...	৭		
আলিশাহ চক	...		...	৯		
যুসুফশাহ	...	১৫৮০ ঐ	...	১		২০
সৈয়দ মুবারক	...		...		১	২৫
লোহর চক	...		...	১	২	
যুসুফশাহ (দ্বিতীয়বার)			...	৫	৩	
যাকুবখাঁ	...		...	১		
দিল্লীর মোগলসম্রাটের অধীন		১৫৮৬ খৃঃ হইতে ১৭৫২ খৃঃ				
আহ্মদশাহ দুরাণি		১৭৫২ ঐ				
আফগানদিগের অধীন		১৭৫২ ঐ হইতে ১৮১৮ খৃঃ				
রণজিৎসিংহ		১৮১৯ ঐ	...			
গোলাবসিংহ		১৮৪৩ ঐ	...	১৫		
রণবীরসিংহ		১৮৫৮ ঐ	...	২৭		
প্রতাপসিংহ (বর্ত্তমান)		১৮৮৫ ঐ	...			

প্রাচীন মন্দির ও ধ্বংসাবশেষ।—তুষারময় শৈলশেখর-বেষ্টিত কাশ্মীররাজ্যেও অনেক প্রাচীন জিনিস দেখিবার আছে। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, কাশ্মীরের প্রায় সকল হিন্দুরাজ দ্বারা অথবা তাঁহাদের রাজত্বে অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক নানা স্থানে সহস্র সহস্র দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কালবশে তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইলেও এখনও নিতান্ত অল্প নাই। এখনও শ্রীনগর, পাণ্ড্রথন, অবন্তিপুর, তথ্তি সুলিমান্, পাম্পুর, পত্তন, লেদরী, কাকপুর, বরাহমূল, যমপুর, ভবানীয়র, বর্ণকোটরী, ভৌমজ, পায়চ, মার্ত্তণ্ড, লতাপুর, মানসবল, নারায়ণতাল, ফতেগড়, তেবন, ধ্রুবনমা, বঙ্গাতের নিকট, নৌসেরা ও উরির মধ্যবর্ত্তি দিমন নামক স্থানে এবং খুনমোর নিকট অনেক প্রাচীন দেবালয় ভগ্ন বা অভগ্ন-অবস্থায় রহিয়াছে। সেই সকল প্রাচীন মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই হিমানীগহ্বর মধ্যে জলের উপর পাষাণময় দেবমন্দির দর্শন করিলে মনে এক অদ্ভুতরসের আবির্ভাব হয়, নির্ম্মাতাকে সহস্র ধন্যবাদ

দিতে ইচ্ছা হয়। প্রাচীন আর্য্যশিল্পবিদ্যার প্রকৃত পরিচয় কাশ্মীরে যথেষ্ট আছে! (১) অনেক প্রাচীন দেবস্থান পুণ্য-তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বরফরাশি ভেদ করিয়া অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী সেই সকল প্রাচীন পুণ্যতীর্থ দর্শনে আসিয়া থাকে। [অমরনাথ দেখ।]

এতদ্ভিন্ন কাশ্মীরের অনেক তীর্থে আজও অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই সকল দর্শন করিলে জগৎস্রষ্টার অপার মহিমা হৃদয়ঙ্গম হয়। ভারতের প্রায় সর্ব্বদেশেই তীর্থ আছে এবং সেই সকল স্থানে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়, তন্মধ্যে অধিকাংশই কৃত্রিম বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু কাশ্মীরে এমন অনেক তীর্থ আছে, যাহার নৈসর্গিক ব্যাপার দর্শন করিলে কোন-ক্রমে কৃত্রিম বলিবার উপায় নাই। এখানে আমরা দুই একটি তীর্থের কথা বলিব—

ক্ষীরভবানী—শ্রীনগর হইতে উত্তরে ৩ ঘণ্টার নৌকা পথে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, সেই দ্বীপে একটি কুণ্ড আছে; তাহারই নাম ক্ষীরভবানী। এখানে যাত্রিগণ ক্ষীর বা পায়সান্ন দিয়া দেবী ভবানীর পূজা করেন। সেই কুণ্ডের জল কখন লাল, কখন সবুজ, কখন গোলাপী, এইরূপে থাকিয়া থাকিয়া নানা বর্ণের আকার ধারণ করিতেছে। কেন এরূপ হয়? কোন বৈজ্ঞানিক তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

সচল দ্বীপ—শ্রীনগরের দক্ষিণে মাচিহামা নামে পরগণা, এই পরগণায় একটি অতি বৃহৎ জলাশয় এবং সেই জলের উপর বড় বড় ভূমিখণ্ড পড়িয়া আছে; সেই ভূখণ্ডে গাছ পালা আছে, গোরু বাছুরও চরিয়া বেড়ায়। বড়ই আশ্চর্য্য! অধিক বাতাস হইলে সেই ভূখণ্ড বৃক্ষাদি সহ চলিয়া বেড়ায়।

কুণ্ডসংযোগ—কাশ্মীরের দক্ষিণভাগে দেবসর পরগণায় বাসুকিনাগ কুণ্ড, উহার প্রায় দশক্রোশ দূরে পীরপঞ্চালের অপরপার্শ্বে গোলাপগড়কুণ্ড! আশ্চর্য্যের বিষয় এই—উহার একটিতে জল থাকিলে অপরটিতে জল থাকে না। এইরূপ প্রত্যেকটিতে ছয় মাস করিয়া জল থাকে।

জটাগঙ্গা—শ্রীনগরের দক্ষিণে ডেঁসু পরগণায় বনহামা গ্রাম, এই গ্রামে জটাগঙ্গা নামে একটি কুণ্ড আছে। ইহা সম্বৎসর শুষ্ক থাকে, কেবল ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে উচ্চ ভূমি হইতে জল আসিয়া অকস্মাৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে! এইরূপ কাশ্মীরে নিত্য কত অদ্ভুত নৈসর্গিক কাণ্ড হইতেছে—সামান্যবুদ্ধি মানব তাহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে অক্ষম!

জাতি।—কাশ্মীরে নানা জাতির বাস। তন্মধ্যে প্রাচীন অধিবাসিগণ ব্রাহ্মণ, তাহাদের ভিতর আবার অনেকে মুসলমান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। [কাশ্মীরী দেখ।] বর্ত্তমান কাশ্মীরের রাজপরিবারবর্গ ডোগ্‌রারাজপুত জাতিভুক্ত। ডোগ্‌রাজাতি জম্বু উপত্যকায় অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতির মধ্যে সকল শ্রেণীর হিন্দুই আছে।

পশ্চিমাংশে সিন্ধুপ্রবাহিত গিরিপ্রদেশ অবধি কুক্কা ও বম্বা জাতি, দক্ষিণাংশে ও ঝিলমের পশ্চিমে গথ্থর, গুজর, খতির, অবন, জম্বু প্রভৃতি জাতি বাস করে। পূর্ব্বাংশে লাদখ ও বল্‌তিস্থানে প্রধানতঃ ভোট জাতির বাস। জম্বুতে ডোম, মেফ, হিন্দুপাহাড়ী, গড্ডী, বাচাল প্রভৃতি জাতির বাস আছে। উত্তরাংশে প্রায় সর্ব্বত্রই চম্পা ও দরদ জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

☞ কাশ্মীরসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে এই পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য—কহ্লণ-বিরচিত রাজতরঙ্গিণী, জোনরাজকৃত রাজাবলী, শ্রীবরপ্রণীত জৈনরাজতরঙ্গিণী, প্রাজ্যভট্টকৃত রাজাবলিপতাকা, সাহেবরামের কাশ্মীর-তীর্থসংগ্রহ, তারিখ্-ই কশ্মীরী, নবাদির্-উল্ অখ্‌বর, মুহম্মদ আজিমের বকিয়ৎ-ই-কশ্মীর, বদিউদ্দীনের গোহেরি-আলেম্-তোহ্‌ফেৎ-উস্-শাহী, তবকাৎ ই-কশ্মীরী, তবকাৎ-ই-অক্‌বরী; Malleson's Native states; Moorcroft's Travels; Forster's Journal Vol. II.; Baron Hugel's Travels in Kashmir; Vigne's Travels; Cunningham's Ancient Geography of India; Drew's Jummoo and Kashmir; Schonbergs' Travels in Kashmir; Bellew's Kashmir &c.

৫ (ত্রি) কশ্মীরদেশবাসী।

কাশ্মীরক (ত্রি) কাশ্মীরে ভবঃ, কাশ্মীর-বুঞ্। ১ কাশ্মীর-দেশীয় দ্রব্যাদি। ২ (পুং) কাশ্মীরদেশবাসী। ৩ কাশ্মীর-দেশের রাজা।

কাশ্মীরজ (ক্লী) কাশ্মীরে জায়তে, কাশ্মীর-জন্-ড (সপ্তম্যাং জনের্ডঃ। পা ৩।২।৯৭।) ১ কুড়। ২ কুঙ্কুম। ৩ পুষ্করমূল।

কাশ্মীরজন্ম [ন্] (ক্লী) কাশ্মীরে জন্ম যস্য, বহুব্রী। কুঙ্কুম। [কুঙ্কুম দেখ।]

কাশ্মীরা (স্ত্রী) কাশ্মীরে ভবঃ, কাশ্মীর-অণ্-(তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩।) টাপ্। ১ অতিবিষা, আতইচ নামক ঔষধ-বিশেষ। ২ কপিলবর্ণের দ্রাক্ষা। ৩ (দেশজ) পশম জাত বস্ত্রবিশেষ।

(১) Asiatic Journal, Vol. XVII. pt. II. p. 241-327; Vol. XXV. pt. I. (1866.) p. 91-123; Bühler's Sanskrit Mss. in Kashmir (1877.) p. 4-16 প্রভৃতি গ্রন্থে কাশ্মীরের প্রাচীন দেবমন্দিরের বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

কাশ্মীরিক (ত্রি) কাশ্মীরে ভবঃ কাশ্মীর-ঠঞ্। কাশ্মীর-দেশীয়।

কাশ্মীরী (স্ত্রী) কাশ্মীর-ঙীষ্। ১ গান্তারী। ২ (দেশজ) কাশ্মীরদেশবাসী। ৩ কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ। কাশ্মীরে নানাস্থানের বিদেশীয়লোক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পুরাতন অধিবাসী হিন্দুমাত্রেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত। ভারতবর্ষের নানাস্থানে যেমন শাখাভেদ আছে, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের মধ্যে সেরূপ নাই, সকলেই 'কাশ্মীরিক' ও 'সারস্বত' শাখাভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। অতি পূর্ব্বকাল হইতে কাশ্মীর ব্রাহ্মণভূমি হইলেও, ভারতের নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ গিয়া কাশ্মীরে বাস করেন, প্রাচীনগ্রন্থে তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে গান্ধার, কান্যকুব্জ, তৈলঙ্গ, গৌড় প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণাগমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

এখন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা সকলেই এক সমাজভুক্ত, সকলেই পরস্পর অন্নগ্রহণ ও অধ্যাপনাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত সমাজে সকলেরই সহিত যোনিসম্বন্ধ নাই। আচার ব্যবহার ভারতের অপর স্থানের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, তবে দেশভেদে কিছু পার্থক্য আছে। ইঁহারা যথাকালে উপনয়ন গ্রহণ করেন, সময় উত্তীর্ণ হইলে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন, নহিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ সন্তান যেমন উপনয়নের ৩। ৪ দিন পরে মেখলা খুলিয়া ফেলেন, কাশ্মীরীর মধ্যে সেরূপ নিয়ম নাই, তাঁহারা দীক্ষার পর আজীবন বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ও দক্ষিণহস্তে কুশের মেখলা ধারণ করেন। তাঁহারা বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ও স্মৃত্যুক্ত দশবিধ সংস্কারই যথানিয়মে পালন করেন। তবে যাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়াছেন ও পারসীকভাষা শিক্ষা দ্বারা নানা উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ প্রায় সকলেই শৈব, অতি অল্পই বামাচার শাক্ত দেখা যায়। পূর্ব্বে অনেক শৈব, বৌদ্ধ ও ভাগবত বৈষ্ণব ছিল। এখন প্রধানতঃ তিনপ্রকার কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়; ১ম—শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা 'পণ্ডিত' নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহারা কেবল শাস্ত্রচর্চ্চায়, অগ্নিষ্টোমাদি যাগ ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা এবং রাজবৃত্তিভোগে কাল অতিবাহিত করেন। ২য়—'রাজধান' ইঁহারাই প্রধান রাজকর্ম্মচারী ও ব্যবসাদার। ইঁহারা সংস্কৃতভাষা পরিত্যাগ করিয়া পারসিক ভাষা শিখিয়া থাকেন। ৩য়—বাচভট্ট, ইঁহারা লেখকবৃত্তি, পূজারী ও তীর্থস্থলে পাণ্ডার কাজ করিয়া থাকেন। ১ম শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ২য় শ্রেণীকে মনে মনে ঘৃণা করেন ও কখনও কন্যাদান করিতে চান না। পণ্ডিত ও বাচভট্টেরাই বারব্রতাদি পালন করেন। ১ম শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আজও কাশ্মীরে পঞ্চ ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা সকলেই বেদপাঠ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ আপনাকে চতুর্ব্বেদী বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু সকলেই কাঠকশাখাভুক্ত।

গোত্র। ১ম—পণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে ১ কাপিষ্ঠল, ২ কৌশিক, ৩ ভারদ্বাজ, ৪ উপমন্যু, ৫ দত্তাত্রেয়, ৬ গার্গ্য, ৭ ভার্গব।

২য়—রাজধানের মধ্যে গৌতম, লৌগাক্ষি, দত্তাত্রেয়।

৩য়—বাচভট্টের মধ্যে বিশ্বামিত্র ও কাশ্যপ গোত্র প্রচলিত।

শৈবেরা প্রত্যহ বেদোক্তবিধি ও সময়ে সময়ে সোমশম্ভুর ক্রিয়াকাণ্ডানুসারে তান্ত্রিক পূজাদি সম্পন্ন করেন।

কাশ্মীর্য্য (ত্রি) কাশ্মীর-ণ্য। ১ কাশ্মীরদেশীয়। ২ (ক্লী) কুঙ্কুম।

কাশ্য (ক্লী) কুৎসিতং অশ্যং যস্মাৎ, বহুব্রী, মদ্য। ২ (পুং) কাশ্যাং ভবঃ যৎ কাশিরাজবিশেষ। (ভারত ১। ১০২। ৪৯।)

কাশ্যক (পুং) কাশ্য-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। রাজবিশেষ। ("শলায়জশ্চাষ্টি ষেণস্তনয়স্তস্য কাশ্যকঃ।" হরিব° ২৯ অঃ।)

কাশ্যপ (পুং) কশ্যপস্য গোত্রাপত্যম্, কশ্যপ-অণ্। ১ কণাদমুনি। ২ মৃগবিশেষ। ৩ গোত্রবিশেষ। ৪ ঐ প্রবরান্তর্গত মুনিবিশেষ। ৫ বিভাণ্ডক মুনি। ৬ ব্রাহ্মণবিশেষ, এই ব্রাহ্মণ বিষবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মহাভারতে ইঁহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—"যে সময়ে রাজা পরীক্ষিৎ সপ্তাহ মধ্যে সর্পদষ্ট হইবেন বলিয়া ঋষিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন; সেই সময়ে এই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তক্ষকের সহিত তাঁহার দেখা হইলে তক্ষক তাঁহার চিকিৎসাশক্তি অবগত হইবার জন্য সম্মুখস্থ একটি বটবৃক্ষ দংশন দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া তাঁহাকে জীবিত করিতে বলিলেন। তিনিও স্বীয় বিদ্যাবলে তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তাহা দেখিয়া, 'এই ব্যক্তি অবশ্যই পরীক্ষিৎকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবে' এই ভাবিয়া তক্ষক ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনাদি প্রদান করিয়া পরীক্ষিতের নিকট যাইতে দিলেন না।" (ভারত আদি° ৪৩ অঃ।) ৭ অরুণের নামান্তর।

কাশ্যপায়ন (পুং) কশ্যপস্য গোত্রাপত্যম্, কশ্যপ-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) কশ্যপের গোত্রাপত্য, বংশধর।

কাশ্যপি (পুং) কশ্যপস্য অপত্যম্, কশ্যপ-বাহুলকাৎ ইঞ্। ১ অরুণ। ২ গরুড়।

কাশ্যপিন্ (পুং) কাশ্যপেন প্রোক্তং অধীয়তে (শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি। পা ৪।৩।১০৬।) ইতি কাশ্যপ-ণিনি। কাশ্যপপ্রণীত শাখাবিশেষের অধ্যয়নকর্ত্তা। এই শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত।

কাশ্যপী (স্ত্রী) কশ্যপস্য ইয়ম্, কশ্যপ-অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০।) ঙীপ্। ১ পৃথিবী। ২ প্রজা।

("অথাগম্য মহারাজ ! নমস্কৃত্য চ কশ্যপম্।
পৃথিবী কাশ্যপী জজ্ঞে সুতা তস্য মহাত্মনঃ॥"
ভারত ১৩।১৫৪।৭।)

কাশ্যপীবালাক্যামাঠরীপুত্র (পুং) জনৈক বেদশাখাপ্রবর্ত্তক ঋষি।

কাশ্যপেয় (পুং) কাশ্যপী অদিতিঃ, তত্র ভবঃ কাশ্যপী-ঢক্। সূর্য্য।
(জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥" সূর্য্যপ্রণাম।
২ দেবমাত্র। ৩ অসুরমাত্র। ৪ গরুড়।

কাশ্য (গ্রাম্য) কাশতৃণ।

কাশ্যায়ন (পুং, স্ত্রী) কাশ্যস্য কাশীরাজস্য গোত্রাপত্যম্, কাশ্য-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) কাশিরাজবংশীয়।

কাশ্বরী (স্ত্রী) কাশ-বনিপ্ ঙীপ্-রশ্চ (বনো র চ। পা ৪।১।৭।) কাশরী। [কাশ্মরী দেখ।]

কাষ (পুং) কষ্যতেঽনেন, কষ-করণে-ঘঞ্। ১ কষ্টিপাথর। ২ ঋষিবিশেষ।

কাষায় (ত্রি) কষায়েণ রক্তম্, কষায়-অণ্। কষায় দ্রব্যদ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রাদি।
"কাষায়পরিধানস্থ কথং রামো ভবিষ্যতি।" রামায়ণ। ২।১২।৯৮।

কাষায়কন্থ (পুং) কাষায়া কন্থা যস্য, বহুব্রী। কষায়দ্রব্য দ্বারা রক্তবর্ণ কন্থাধারী ভিক্ষুকবিশেষ।

কাষায়ণ (পুং) কাষস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যম্, কাষ-ফক্। কাষ ঋষিগোত্রীয় ঋষিবিশেষ, ইনি বাজসনেয়শাখাভুক্ত।

কাষায়বসন (ত্রি) কাষায়ং কষায়রক্তং বসনং যস্য, বহুব্রী। কাষায়বস্ত্রবিশিষ্ট।

কাষায়বাসিক (পুং) কাষায়ে কষায়রক্তবস্ত্রে বাসোঽস্যাস্তি কাষায়-বাস-ঠন্। কীটবিশেষ; ইহাদিগের দংশনে কফপ্রকোপ হইয়া কফজন্য রোগ উৎপাদন করে।
(সুশ্রুত কল্প ৮ অঃ।)

কাষায়ী [ন্] (পুং) কষায়েণ প্রোক্তমধীয়তে, কষায় শৌণকাদিত্বাৎ ণিনি। কষায় ঋষিকথিত-শাখ্যাধ্যায়ী। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

কাষ্ঠ (ক্লী) কাশতে দীপ্যতেঽনেন, কাশ-ক্থন্ (হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ ক্থন্। উণ্‌২।২।) কাট্। (কাষ্ঠং দারু সমাখ্যাতম্। উজ্জ্বলদত্ত।) কাষ্ঠের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—
"সসারমতিশুষ্কং যৎ মুষ্টিমধ্যে সমেষ্যতি।
তৎকাষ্ঠং কাষ্ঠমিত্যাহুঃ খদিরাদিসমুদ্ভবম্॥"
খদির প্রভৃতি বৃক্ষসমূহের যে সকল খণ্ড সারযুক্ত, অত্যন্ত শুষ্ক এবং মুষ্টি দ্বারা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত, তাহাকেই কাষ্ঠ কহে।

কাষ্ঠক (ক্লী) কাষ্ঠং সৎ কায়তি, কাষ্ঠ-কৈ-ক। যদ্বা কাষ্ঠং বিদ্যতে২স্য, কাষ্ঠ-ছ কুক্-হ্রস্ব লুক্। ১ অগুরু। ২ (ত্রি) কাষ্ঠযুক্ত।

কাষ্ঠকদলী (স্ত্রী) কাষ্ঠবৎ কঠিনা কদলী, মধ্যালো°। কাট্‌কলা (Musa Paradisica) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সুকাষ্ঠা, বনকদলী, কাষ্ঠিকা, শিলারম্ভা, দারুকদলী, ফলাঢ্যা, বনমোচা ও অশ্মকদলী। রাজনির্ঘণ্টের মতে, ইহার গুণ—রুচিকারক, রক্তপিত্তনাশক, শীতল, গুরু, মন্দাগ্নিকারক, দুষ্পাচ্য ও মধুররস।

কাষ্ঠকীট (পুং) কাষ্ঠে জাতঃ কীটঃ, কাষ্ঠচ্ছেদকঃ কীটো বা, মধ্যালো°। ১ কাটের পোকা। ২ ঘুণ।
(কাষ্ঠকীটো ঘুণো গণ্ডূপদঃ কিঞ্চুলকঃ কৃমিঃ। হেম ৪।২৬৯।)

কাষ্ঠকীয় (ত্রি) কাষ্ঠকস্য ইদম্, কাষ্ঠ-ছ। অগুরু কাষ্ঠসম্বন্ধীয়।

কাষ্ঠকুট্ট (পুং) কাষ্ঠং কুট্টতি, কাষ্ঠ-কুট্ট-অণ্। পক্ষিবিশেষ, কাট্‌ঠোকরা (Picus) ইহার সংস্কৃত নামান্তর শতচ্ছদ।

কাষ্ঠকুড্ড (ক্লী) কাষ্ঠময়ং কুড্ডং মধ্যালো°। ১ কাষ্ঠনির্ম্মিত ভিত্তি। ২ (কাষ্ঠঞ্চ কুড্ডঞ্চ দ্বয়োঃ সমাহারঃ) কাষ্ঠ ও ভিত্তি।

[কাষ্ঠকুদ্দা]ল (পুং) কুং মলং উদ্দালয়তি বিদারয়তি ইতি কুদ্দালঃ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) কাষ্ঠস্য কুদ্দালঃ, কাষ্ঠময়ঃ কুদ্দালো বা। নৌকাদির ময়লা পরিষ্কার জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত কোদাল। ইহার সংস্কৃত নামান্তর অবিত্র।

কাষ্ঠকূট (পুং) কাষ্ঠে কূটমাবাসস্থানমস্য, বহুব্রী। কাটঠোক্‌রা পাখী।

কাষ্ঠঘটিত (ত্রি) কাষ্ঠেন ঘটিতং নির্ম্মিতম্, ৩তৎ। কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত।

কাষ্ঠজম্বু (স্ত্রী) কাষ্ঠপ্রধানা জম্বুঃ, মধ্যালো°। ভুঁইজাম বা কাটজাম গাছ।

কাষ্ঠতক্ষক (পুং) কাষ্ঠং তক্ষতি, কাষ্ঠ-তক্ষ-ণ্বুল্। ১ সূত্রধর, ছুতার জাতি। ২ (ত্রি) কাষ্ঠচ্ছেদক।

কাষ্ঠতট্ [ক্ষ্] (পুং) কাষ্ঠং তক্ষতি তনুকরোতি, কাষ্ঠ-তক্ষ-কিপ্। ১ ছুতার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তক্ষা, বর্দ্ধকি, ত্বষ্টা ও রথকার।

কাষ্ঠতন্তু (পুং) কাষ্ঠে তন্তুরিব বিস্তৃতত্বেন অবস্থিতত্বাৎ। কাঠের পোকাবিশেষ।

কাষ্ঠদারু (পুং) কাষ্ঠপ্রধানো দারুঃ যদ্বা কাষ্ঠং দারুসংজ্ঞকম্। দেবদারুনামক সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ।

কাষ্ঠদ্রু (পুং) কাষ্ঠপ্রধানো দ্রুঃ বৃক্ষঃ, মধ্যলো°। পলাশবৃক্ষ। [পলাশ দেখ।]

কাষ্ঠধাত্রীফল (ক্লী) কাষ্ঠমিব শুষ্কং ধাত্রীফলম্, মধ্যলো° অন্তেরস্য কাষ্ঠবৎ শুষ্কত্বাৎ তথাত্বম্। আমলকীফল।

কাষ্ঠপাটলা (স্ত্রী) কাষ্ঠবৎ কঠিনা পাটলা, মধ্যলো°। শ্বেত পারুল; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি ও কাষ্ঠপাটলা। [পাটলা দেখ।]

কাষ্ঠপাদুকা (স্ত্রী) কাষ্ঠ-নির্ম্মিতা পাদুকা; মধ্যলো°। খড়ম।

কাষ্ঠপুত্তলিকা (স্ত্রী) কাষ্ঠনির্ম্মিতা পুত্তলিকা, মধ্যলো°। কাঠের পুতুল।

কাষ্ঠফলক (ক্লী) কাষ্ঠনির্ম্মিতং ফলকম্, মধ্যলো°। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চিত্রাধার প্রভৃতি বিস্তৃত কাষ্ঠখণ্ড।

কাষ্ঠভার (পুং) কাষ্ঠস্য ভারঃ, ৬তৎ। কাঠের বোঝা। একত্র বদ্ধ অনেক কাষ্ঠ।

কাষ্ঠভারিক (ত্রি) কাষ্ঠভারেণ জীবতি, কাষ্ঠভার-ঠঞ্। যাহারা কাঠের বোঝা বহন করিয়া, বা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কাষ্ঠভূত (ত্রি) কাষ্ঠ-ভূ-ক্ত। ১ কাষ্ঠরূপে পরিণত। ২ কাঠের ন্যায় চেতনাশূন্য ও কঠিন।

কাষ্ঠভৃৎ (ত্রি) কাষ্ঠং বিভর্ত্তি, কাষ্ঠ ভৃ-কিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ কাষ্ঠবিশিষ্ট। ২ কাষ্ঠনির্ম্মিত।

("হয়ান্ কাষ্ঠভৃতো যথা।" শতপথব্রাহ্মণ ১১।৫।৫।১৩।)

কাষ্ঠমঠী (স্ত্রী) কাষ্ঠরচিতা মঠীব, উপমি°। চিতা। কাষ্ঠ-দ্বারা ক্ষুদ্রমঠের ন্যায় করিয়া ইহা সজ্জিত হয় বলিয়া ইহা এই নামে অভিহিত হয়।

কাষ্ঠময় (ত্রি) কাষ্ঠাত্মকম্, কাষ্ঠ-ময়ট্। ১ কাষ্ঠনির্ম্মিত। ২ কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন।

("তুর্দ্দশাঃ কেচিদাভান্তি নরাঃ কাষ্ঠময়া ইব।" ভারত ১৩।১৪৪ অঃ)

কাষ্ঠমল্ল (পুং) কাষ্ঠং মল্লঃ বাহক ইব যত্র, বহুব্রী। শববহন করিবার জন্য কাষ্ঠময় যানবিশেষ। যে সকল খাটে করিয়া শব বহন করা হয়।

কাষ্ঠমৌন (ক্লী) কাষ্ঠমিব মৌনম্, উপমি। কাষ্ঠের ন্যায় মৌন, যে মৌনে ইঙ্গিত দ্বারাও অভিপ্রায় প্রকাশ না করে।

কাষ্ঠলেখক (পুং) কাষ্ঠং লিখতি, কাষ্ঠ-লিখ-ণ্বুল্। ঘুণকীট।

কাষ্ঠলোহী [ন্] (পুং) কাষ্ঠেন যুক্তং লোহং বিদ্যতে যত্র, যদ্বা কাষ্ঠঞ্চ লোহঞ্চ তে স্তোহত্র, কাষ্ঠ-লোহ-ইনি। লৌহযুক্ত মুদ্গার। ইহার অপর সংস্কৃত নাম বাতর্দ্দি।

কাষ্ঠবল্লিকা (স্ত্রী) কাষ্ঠবৎ শুষ্কা বল্লিকা, মধ্যলো°। কটুকা, কটুকী। [কটুকা দেখ।]

কাষ্ঠবাট (পুং) কাশ্মীরদেশস্থ স্থানবিশেষ।

কাষ্ঠবান্ [ৎ] (ত্রি) কাষ্ঠং অস্যাস্তি, কাষ্ঠ-মতুপ্-মস্য বঃ। কাষ্ঠবিশিষ্ট।

কাষ্ঠবিবর (ক্লী) কাষ্ঠস্থং বিবরম্, মধ্যলো°। কাষ্ঠস্থ কোটর, বৃক্ষাদির কোটর।

কাষ্ঠশারিবা (স্ত্রী) কাষ্ঠমিব শুষ্কা শারিবা, উপমি°। অনন্তমূল।

কাষ্ঠস্তম্ভ (পুং) কাষ্ঠেন নির্ম্মিতঃ স্তম্ভঃ। কাঠের থাম।

কাষ্ঠা (স্ত্রী) কাশতে প্রকাশতে, কাশ-কৃথন্-(হনিকুষিনী-রমিকাশিভ্যঃ কৃথন্। উণ্ ২।২।) ত্রশ্চেতি-ষত্বম্-টাপ্। ১ দিক্। ২ স্থিতি। ৩ সীমা। ৪ উৎকর্ষ।

("পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" কঠশ্রুতি।)

৫ সময়বিশেষ। সুশ্রুতসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণের মতে ১৫ চক্ষুনিমিষে ১ কাষ্ঠা, কিন্তু মনুসংহিতায় ১৮ নিমেষে ১ কাষ্ঠা হয়।

("নিমেষা দশ চাষ্টৌ চ কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলা।" মনু ১।৬৪।)

৬ কশ্যপপত্নীবিশেষ। (ভাগবত ৬।৬।২৪।) ৭ দারুহরিদ্রা।

(কাষ্ঠা দারুহরিদ্রায়াং কালমানপ্রকর্ষয়োঃ।
স্থানমাত্রে দিশি চ স্ত্রী দারুণি স্যান্নপুংসকম্॥ মেদিনী।)

কাষ্ঠাগার (ক্লী) কাষ্ঠনির্ম্মিতং আগারম্, মধ্যলো°। কাঠের ঘর।

কাষ্ঠাম্বুবাহিনী (স্ত্রী) অম্বূনাং জলানাং বাহিনী, কাষ্ঠনির্ম্মিতা অম্বুবাহিনী, মধ্যলো°। জলসেচন জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, দ্রোণী বা দুনী।

কাষ্ঠালুক (ক্লী) কাষ্ঠমিব কঠিনং আলুকম্-মধ্যলো°। কন্দ-বিশেষ, আলুবিশেষ। সুশ্রুতে এই আলুর গুণ লিখিত আছে—মধুররস, শীতল, গুরু, শুক্র ও স্তন্যবর্দ্ধক, এবং রক্ত-পিত্তনাশক। (সুশ্রুত সূ° ৪৬ অঃ।)

কাষ্ঠাসন (ক্লী) কাষ্ঠনির্ম্মিতম্ আসনম্, মধ্যলো°। কাঠের আসন; পিঁড়ী, চৌকী, খাট, চেয়ার প্রভৃতি।

কাষ্ঠিক (ত্রি) কাষ্ঠমস্যাস্তি, কাষ্ঠ-ঠন্। বহুকাষ্ঠযুক্ত।

কাষ্ঠিকা (স্ত্রী) কাষ্ঠ-অল্পার্থে ঙীষ্; কাষ্ঠী স্বার্থে কন্-হ্রস্বঃ টাপ্। ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড, কাঠী। "বিংশতিঃ কাষ্ঠিকাঃ" ইতি ভবদেবভট্টঃ।

কাষ্ঠী [ন্] (ত্রি) কাষ্ঠং অস্যাস্তি, কাষ্ঠ-ইনি। বহুকাষ্ঠযুক্ত।

কাষ্ঠীল (পুং) কাষ্ঠিনা ইল্যতে ক্ষিপ্যতে, কাষ্ঠি-ইল্ কর্ম্মণি ঘঞ্। রাজার্কবৃক্ষ।

কাষ্ঠীলা (স্ত্রী) কুৎসিতা ঈষৎ বা অষ্ঠীলেব, কোঃ কাদেশঃ। কলাগাছ।

কাষ্ঠেক্ষু (পুং) কাষ্ঠবৎ কঠিনকাণ্ড ইক্ষুঃ, উপমি°। ইক্ষুবিশেষ, এই ইক্ষু অত্যন্ত কঠিন।

("কান্তারস্তাপসেক্ষুশ্চ কাষ্ঠেক্ষুঃ সূচিপত্রকঃ।" সুশ্রু° সূ° ৪৫অঃ।)

কাষ্ঠোড়ুম্বরিকা (স্ত্রী) কাষ্ঠপ্রধানা উড়ুম্বরিকা, মধ্যলো°। কাকডুমুর। [কাকোড়ুম্বরিকা দেখ।]

কাঞ্চি (দেশজ) লতাবিশেষ। বাঙ্গালায় সচরাচর কাসিনি বা কাস্‌নি, পশ্চিমে কস্‌নি, পারসী 'কস্‌নি', আরবী 'হিন্দিবা,' তামিল 'কাশিনি বিরৈ', তৈলঙ্গী 'কসিনি বিত্তুলু,' পঞ্জাবী 'মুচল,' 'হান্দ্', গুজরাটী 'কাসনি।'

কাস্‌নি দুইপ্রকার, বাঙ্গালায় যে কাস্‌নি দেখা যায়, তাহার ইংরাজী নাম Endive (*Cichorium Endivia*) ও পশ্চিমাঞ্চলে একপ্রকার দেখা যায়, তাহার ইংরাজী নাম Chicory (*Cichorium Intybus.*)

এদেশের কাঞ্চি—ভারতের উত্তরাংশ, চীন, পারস্য ও ইজিপ্টে জন্মে।

কাস্‌নিশাক যে কেবল এদেশের সামান্য লোকেরা খাইয়া থাকে, এমন নহে, বহুদিন হইতে য়ুরোপে ইহার ব্যবহার প্রচলিত। ওভিদ্, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থে ইহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

মুসলমান হকিমের মতে—ইহার গুণ দ্রাবক, শীতল, ও পিত্তনাশক। ইহার মূল—উষ্ণ, বলকর ও জ্বরহর।

'পশ্চিমে কাস্‌নির' আদরই বেশী, ইহা পঞ্জাব ও কাশ্মীর হইতে উত্তরে সাইবেরিয়া ও পশ্চিমে সমস্ত য়ুরোপে ও আফ্রিকাতেও বিস্তর জন্মে। য়ুরোপীয়েরাও ইহার শাক আদর করিয়া খান এবং ইহার মূল গুঁড়াইয়া কাফির সহিত পান করেন। ভারতবর্ষে ইহার তেমন চলন নাই, য়ুরোপের ন্যায় এখানে ইহার চাষের যত্ন নাই। পঞ্জাবের কাঙ্‌ড়া উপত্যকায় ইহার বীজের সামান্য যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জাবে ইহার শিকড় প্রতি সের ৵৹ মূল্যে বিক্রীত হয়। এই সামান্য গাছ হইতে যে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহা অনেকেই জানে না। এক ইংলণ্ডেই প্রতিবর্ষে লক্ষাধিক টাকার কাস্‌নি বিক্রীত হয়। ইহার গুণ—বলকারক, স্নিগ্ধকর, শীতল। ইহার বীজ—রজোনিঃসারক; বীজচূর্ণ পৈত্তিকবমননিবারক ও সর্ব্বজ্বরহর। ইহার মূল খাইতে কটু বটে, ঔষধাদিতে ইহাই ব্যবহৃত হয়। য়ুরোপে কাফির পরিবর্ত্তে কেহ কেহ ইহার চূর্ণ সিদ্ধ করিয়া সেবন করে। মূলের প্রায় সিকি ভাগ শর্করা, তাহা জলে পচাইয়া যথানিয়মে চোঁয়াইয়া লইলে উৎকৃষ্ট তীব্রসুরা (Alcohol) পাওয়া যায়। এই গাছ অল্প পরিশ্রম করিলে বিস্তর জন্মিতে পারে এবং তাহাতে লাভেরও বেশ সম্ভাবনা আছে।

কাস (পুং) কাসতে শব্দায়তে অনেন, কাস-ঘঞ্ (হলশ্চ। পা ৩। ৩। ১২১।) ১ রোগবিশেষ, কাসী [কাশ দেখ।] ২ সজিনাগাছ। ৩ কাশতৃণ। ৪ (ত্রি) হিংসক।

কাসকন্দ (পুং) কাসহেতুঃ কন্দঃ, মধ্যলো°। 'কাসালু' নামক কন্দবিশেষ।

কাসকর (ত্রি) কাসং করোতি, কাস্-কৃ-অচ্। কাসরোগের উৎপাদক দ্রব্যাদি।

কাসঘ্ন (ত্রি) কাস-হন্-টক্। কাসরোগনাশক দ্রব্যাদি।

কাসঘ্নী (স্ত্রী) কাসঘ্ন-ঙীপ্। কণ্টকারী। [কণ্টকারী দেখ।]

কাসজিৎ (স্ত্রী) কাসং জয়তি, কাস-জি-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ ভার্গী, বামুনহাটী। ২ (ত্রি) কাসরোগনাশক।

কাসনাশিনী (স্ত্রী) কাসং নাশয়তি, কাস-নশ্ ণিচ্-ণিনি ঙীপ্। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কাসনী (দেশজ) ১ পক্ষিবিশেষ। (Musicapa cærulea.) ২ কাস্‌নি গাছ। [কাঞ্চি দেখ।]

কাসন্দা (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, কালকাসন্দা। (Cassia esculenta)

কাসন্দী (স্ত্রী) কাসং দ্যতি নাশয়তি, কাস-দো-ক-ঙীষ্। আমের আচারবিশেষ।

কাসন্দীবটিকা (স্ত্রী) আচারবিশেষ, সাধারণ কথায় ইহাকে 'গোটাকাসুন্' কহে। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—রুচিকারক, অগ্নিকারক, বায়ু ও মনের অনুলোমক, এবং বাতশ্লেষ্মজ রোগনাশক।

কাসপীড়িত (ত্রি) কাসেন কাসরোগেণ পীড়িতঃ, ৩তৎ। কাসরোগী।

কাসমর্দ্দ (পুং) কাসং মৃদ্নাতি, কাস-মৃদ্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১।) ১ কাসন্দী। ২ কাল-কাসন্দা নামক গুল্মবিশেষ। [কাশমর্দ্দ দেখ।]

কাসমর্দ্দক (পুং) কাসমর্দ্দ-স্বার্থে কন্। কালকাসন্দা গাছ।

কাসমর্দ্দন (পুং) কাসং মৃদ্নাতি, কাস-মৃদ্-কর্ত্তরি-ল্যু। পটোল।

কাসর (পুং) কে জলে আসরতি, ক-আ-সৃ-অচ্। মহিষ; ইহারা অধিক সময় জলে থাকিতেই ভালবাসে।

("আরোষং মানিষ্ঠান্তমোদিবঃ কাসরং কলমভূমেঃ।
বদ্ধমলিঞ্চ নলিন্যাঃ প্রভাতসন্ধ্যাপসারয়তি॥" আর্য্যাস° ৫২১।)

কাসলক্ষ্মীবিলাস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। বঙ্গ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, কাঁসা, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনছাল ও খর্পর প্রত্যেক ১ পল করিয়া একত্র মাড়িবে। পরে কেশরাজের রসে ও কুলথ কলায়ের কাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া, তাহাতে এলাইচ, জায়ফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, গুড়ত্বক্ ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা মিশাইয়া পুনরায় কেশরাজের রসে ও কুলথ কলায়ের কাথে মাড়িয়া চণক প্রমাণ এক একটি বটিকা করিবে। অনুপান শীতল জল। পথ্য—মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও স্নিগ্ধ আহার। শাকাম্ল পরিত্যাগ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, জ্বর, পাণ্ডুরোগ, শোথ, শূল, অর্শ প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। এ ছাড়া এই ঔষধ বলবর্দ্ধক, তৃষ্ণা ও অরুচি-নাশক। (ভৈ° র°)।

কাসসংহারভৈরব, বৈদ্যকোক্ত কাসরোগের ঔষধবিশেষ। পারদ, গন্ধক, তাম্র, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খই, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, একত্র মিশাইয়া থলকুড়ি, কেশুরিয়া, নিসিন্দা, কাকমাচি, থলঘসিয়া, শালপাণি, গিমা, বামুনহাটী, হরীতকী, বাসক, প্রত্যেকের দুই তোলা রসে ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ এক একটি বটিকা করিবে। অনুপান বাসক, শুন্ঠী ও কণ্টকারী এই তিনের কাথ। এই ঔষধ বল, বর্ণ ও পুষ্টিকর, কান্তিদায়ক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ ভাল হয়।

কাসবান্ [ৎ] (পু) কাসো ঽস্যাস্তি, কাস-মতুপ্-মস্য বঃ। কাসরোগবিশিষ্ট।

কাসার (পুং) কাস-আরন্ (তুষারাদয়শ্চ। উণ্ ৩। ১৩৯) কস্য জলস্য আসারো যত্র বা। ১ বৃহৎ সরোবর। ২ দণ্ডকজাতীয় ছন্দোবিশেষ; এই ছন্দে ২০টি রগণ থাকে। [বৃত্ত° ৩ অঃ টী।]

৩ খাদ্যবিশেষ; ভাবপ্রকাশে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এবং গুণাদি এইরূপ লিখিত আছে—

"মাষকলাই, পাণিফল, কেশুর ও শালুক প্রভৃতি দ্রব্য পেষণ করিয়া এক একটি চতুষ্কোণ খণ্ড করিতে হইবে। তাহার পর ঐ সমস্ত খণ্ড তপ্তঘৃতে ভাজিয়া লইয়া চিনির রসে ফেলিতে হয়; ইহাকেই কাসার কহে। এই কাসার রুচিকারক, অধিক রুক্ষ নহে, পিচ্ছিল নহে, ইহা বমনেচ্ছা, কফ ও পিত্তনাশ করে।" (ভাবপ্র°।)

কাসারি (পুং) কাসস্য অরিঃ নাশকঃ, ৬তৎ। কালকাসন্দা।

কাসালু (পুং) কাসজনক আলুঃ, মধ্যলো°। কোঙ্কণদেশ-প্রসিদ্ধ আলুবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাসকন্দ, কন্দালু, আলুক, আলু, বিশালপত্র ও পত্রালু। রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার গুণ—মধুররস, উগ্রবীর্য্য, শিরাসংশোধক, অগ্নিকারক, এবং কণ্ডু, বায়ু, শ্লেষ্মরোগ ও অরুচিনাশক।

কাসিম, মুহম্মদ—বসোরার শাসনকর্ত্তা হেজাজের ভ্রাতুষ্পুত্র। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভারতললনার রূপের কথা তুরুষ্ক-রাজ খলিফের অন্তঃপুরে উঠিল, খলিফের লোভ পড়িল; শস্ত্রধারী আরবেরা তাঁহার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত অর্ণবপোতে প্রেরিত হইল। সিন্ধুপ্রদেশের দেবলনামক বন্দরে আরব-পোত ভারতবাসিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। এই ঘটনা খলি-ফের কাণে উঠিল; আরবদিগের মানরক্ষার জন্য বিংশতি-বর্ষীয় মহম্মদ কাসিম ৩০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাতিসহ প্রেরিত হইলেন। যুবক বিপুল সাহসে দেবলবন্দর আক্রমণ করিলেন। এই সময় সমস্ত সিন্ধুপ্রদেশ মূলতানসহ হিন্দুরাজ ডাহিরের অধীন। মহারাজ ডাহির রাজ্যরক্ষার্থ কাসিমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। স্বয়ং ডাহির হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, ঘটনাক্রমে মুসলমাননিক্ষিপ্ত অগ্নিগোলক দ্বারা ডাহিরের হস্তী আহত হইয়া প্রবলবেগে আরোহীসহ নদীর খরস্রোতমধ্যে পতিত হইল। হিন্দুরাজের সৈন্যগণ রাজার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইল। বীর কাসিম তখন সুবিধা পাইয়া সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ডাহিরের সাগরসদৃশ বিপুল বাহিনীকে বিদলিত করিতে লাগিলেন, শত শত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত ম্লেচ্ছের হস্তে নিহত হইল।

দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুরাজ ডাহির বাহনসহ কালের আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

কাসিম দেবলক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাবাদের অভি-মুখে অগ্রসর হইলেন; রাজভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ ডাহিরের আকস্মিক বিপদ্ দেখিয়া সকলই ভগ্নমনোরথ হইয়াছিল; সুতরাং সামর্থ্য থাকিলেও কেহ রাজধানী রক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিলেন না।

মুহম্মদ্ কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ নগরে আসিয়া দেখিলেন, একদিকে গগনস্পর্শী প্রজ্বলিত চিতা সজ্জিত, অপরদিকে মহারাজ ডাহিরের বীরমহিষী সসৈন্যে বিপক্ষের গতি-রোধার্থ উপস্থিত! হিন্দু বীরবালা অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজ্যরক্ষা করিতে পারিলেন না, দেখিলেন ভীরু ব্রাহ্মণ-দিগের দেখাদেখি তাঁহার রাজপুত সৈন্যগণও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে। তখন পতির মানরক্ষার্থ সতী সপত্নী ও পুর-মহিলাবর্গের সহিত সেই জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করেন। কাসিম অনেক চেষ্টার পর দুইজন রাজকন্যাকে বন্দী করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। তুরুষ্করাজ খলিফ বলিদ্ ডামস্কাসের

সভায় উক্ত রাজকন্যাদ্বয়কে আহ্বান করিলেন। জ্যেষ্ঠা রাজকন্যা সভায় আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; খলিফ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজবালা উত্তর দিলেন, 'আমি আপনার অযোগ্য, কাসিম আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে।' এই কথা শুনিবামাত্র খলিফ আদেশ করিলেন, 'শীঘ্রই সেই দুর্বৃত্ত কাসিমকে কাঁচা চামড়ায় শেলাই করিয়া এখানে লইয়া আইস।' আদেশ প্রতিপালিত হইল। কাসিমের দেহ রাজসভায় আনীত হইলে, রাজকন্যা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল! আমি যে দোষ দিয়াছি, প্রকৃত, কাসিম সে দোষের পাত্র নহে; যে আমার পিতৃবংশ ছারখার করিয়াছে; তাহারই আজ প্রতিশোধ দিলাম।'

৭১৪ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ কাসিমের মৃত্যু হয়।

কাসিমআলি খাঁ, বাঙ্গালার শেষ মুসলমান নবাব, মীর জাফরের জামাতা। [মীরকাসিম দেখ।]

কাসিম খাঁ, ১ বাঙ্গালার একজন নবাব। ইসলামখাঁর মৃত্যু হইলে জাহাঙ্গীর ইহাকে সুবাদার করিয়া পাঠান। সেই সময়ে নিম্নবঙ্গে মগের উৎপাত হয়। কাসিম দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে না পারায়, ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে পদচ্যুত হইয়া দিল্লীতে গমন করেন।

২ মীরজাফরের ভ্রাতা, সিরাজউদ্দৌলার সময়ে ইনি রাজমহলের একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। সিরাজ ইংরাজ ভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যখন দানাশাহ নামক মুসলমান ফকীরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কাসিম সেই সময়ে জানিতে পারিয়া গুপ্তভাবে আসিয়া নবাবকে বন্দী করিয়া মীরজাফরের নিকট পাঠাইয়া দেন।

[সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফর দেখ।]

কাসিম খাঁ জবিনি, বাঙ্গালার একজন মুসলমান নবাব। নবাব ফদাইখাঁর মৃত্যু হইলে দিল্লীশ্বর শাহজহান (১৬২৭ খৃষ্টাব্দে) কাসিমকে বাঙ্গালার সুবেদারী প্রদান করেন। ইনি ধর্ম্মভীরু, সাহসী, বীর এবং একজন সুকবি ছিলেন। ইহার সময়ে পর্ত্তুগীজেরা বাঙ্গালায় ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। কাসিম শাহজহানের অনুমতি লইয়া ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করেন। ৩ মাস অবরোধের পর পর্ত্তুগীজেরা হুগলী পরিত্যাগ করিল, প্রায় সহস্রাধিক পর্ত্তুগীজ নিহত এবং চারিসহস্র পর্ত্তুগীজ বন্দী হয়। এই সময়ে অনেক পর্ত্তুগীজরমণী শাহজহানের অন্তঃপুরশোভার্থ দিল্লীনগরে প্রেরিত হইয়াছিল। [পর্ত্তুগীজ দেখ]। হুগলীজয়ের অল্প কাল পরে ঢাকানগরে কাসিমখাঁর মৃত্যু হয়।

কাসিমবাজার, বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী পুরাতন নগর। অক্ষা° ২৪°৭´ ৪০´´ উঃ, দ্রাঘি ৮৮° ১৯´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে এখানে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজদিগের কুঠি ছিল এবং বহুবিস্তৃত রেশমের ব্যবসা হইত। এখন আর সে অবস্থা নাই। কাসিমবাজারে কয়েকঘর বর্দ্ধিষ্ণু জমিদারের বাস আছে।

কাসিয়ারি, মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম, এখানে অনেকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে। তন্মধ্যে প্রাচীন কুরুম্বরদুর্গের ভগ্নাবশেষ প্রসিদ্ধ। দুর্গের বহিঃপ্রাচীর আজিও প্রায় পূর্ণাবস্থায় আছে। এই প্রাচীর রক্তবর্ণ-বালুকাপ্রস্তরে নির্ম্মিত; ইহা প্রায় ১০ ফুট উচ্চ। প্রাচীরের কোলে ৮ ফুট চওড়া খিলানওয়ালা বারাণ্ডা। প্রাচীরের অভ্যন্তরে পূর্ব্বদিকের প্রান্তভাগে একটি শিবমন্দির আছে। এই শিবমন্দিরের অন্তবর্ত্তী একটি কূপমধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ঠিক ইহারই বিপরীতদিকে পশ্চিমপ্রান্তে একটি মস্‌জিদ আছে। এখানে উড়িয়া-ভাষায় খোদিত শিলালিপি আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে ইহা অরঙ্গজিবের রাজত্বকালে মুহম্মদ তাহের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং ১১০২ হিজিরায় ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়।

পূর্ব্বদিকে একটি গভীর দীর্ঘিকা আছে। দীর্ঘিকার নাম যোগেশ্বরকুণ্ড। এই কুণ্ডটি কুম্ভীরে পরিপূর্ণ।

এখানে মোগলপাড়া নামে একটি পল্লী আছে। এই পল্লীতে মোগলদিগের নির্ম্মিত অনেকগুলি মস্‌জিদ্ ও অট্টালিকা আছে। মোগলদিগের শাসনকালে কাসিয়ারি নগর-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ও একটি তহশীলদারীর সদরখানা ছিল। একটি মস্‌জিদে আরবী-ভাষায় খোদিত একখানি প্রস্তরলিপি আছে, তাহা হইতেও জানা যায় যে, তাহা অরঙ্গজিবের রাজত্বকালে নির্ম্মিত। ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে একস্থানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত মুসলমান ফকীরের মূর্ত্তির ভগ্নখণ্ড পড়িয়া আছে, তাহার গাত্রেও একটি পারসিক-ভাষায় খোদিত শিলা-লিপি আছে, উহাতেও অরঙ্গজিবের সময়ই পাওয়া যায়।

কাসিয়ারির কিছু দক্ষিণে মোগলমারী নামক স্থান। মুসলমানেরা সর্ব্বপ্রথমে কুরুম্বরের হিন্দুগণকে পরাজিত করিয়া মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া তাহার স্থানে মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করে। তৎপরে মাহাট্টারা এই মোগলমারীতেই তাহাদিগকে পুনরায় পরাস্ত করে, বোধ হয় এই পরাজয়ের পরই এখানকার নাম মোগলমারী হইয়া থাকিবে।

কুরুম্বর সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ এই যে—উড়িষ্যার দেব রাজবংশীয় মহারাজ কপিলেশ্বর এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে গগনেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, এই স্থান পূর্ব্বে জঙ্গলে আবৃত ছিল, সুবর্ণরেখা এই স্থান দিয়া বহিয়া যাইত। এখানে তখন বাঘরাজ নামে এক রাজা ছিলেন। এই বাঘরাজের নাম হইতেই সম্ভবতঃ বাঘভূম পরগণার নামকরণ হইয়াছে। বাঘরাজের অনেকগুলি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। এই গাভীগুলিকে লইয়া একজন রাখাল প্রতিদিন সুবর্ণরেখার পশ্চিমতীরে চরাইতে যাইত। কিছুদিন পরে একটী গাভীর দুগ্ধ প্রত্যহ কম হইতে লাগিল। রাজা শুনিলেন; ভাবিলেন, রাখালই বোধ হয় বনমধ্যে ক্ষুধা পাইলে দুহিয়া খাইয়া থাকে। তিনি ডাকিয়া একদিন বিস্তর তিরস্কার করিলেন। রাখাল বৃথা তিরস্কৃত হইয়া পরদিন সেই গাভীর দুগ্ধ কেন কমে, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য সতর্ক হইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে লাগিল। গাভীটি বনে গিয়া প্রথমতঃ উদর পূরিয়া ঘাস খাইল, তৎপরে নদী পার হইয়া পূর্ব্বমুখে একবনে প্রবেশ করিল। রাখালও সন্তরণ দিয়া পূর্ব্বতীরে উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিল। কিছু দূর গিয়া দেখিল, গাভী একটি শিবলিঙ্গের উপরে দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতেছে! রাখাল সেদিন বাড়ী গিয়া রাজাকে ঘটনাটি বলিল। বাঘরাজ তাহা মহারাজ কপিলেশ্বরকে জানাইলেন। কপিলেশ্বর এই শিবলিঙ্গের উপর কুরুম্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করান এবং গগনেশ্বর নামে লিঙ্গের নামকরণ করেন। কপিলেশ্বরই যোগেশ্বরকুণ্ড খনন করাইয়াছিলেন। মুসলমানদিগের সময়ে আবদুল সমদ্ নামে একজন প্রসিদ্ধ ফকীর বলপূর্ব্বক এই মন্দির অধিকার করিয়া মন্দিরের মধ্যে গোহত্যা করিয়া মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করেন। শেষে ফকীর শিবলিঙ্গ স্থানান্তরিত করিয়া চত্বরের মধ্যে তিনটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করান। কথিত আছে যে, গোরক্তে মন্দির কলঙ্কিত হইলে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া এগ্‌রা নামক স্থানে প্রকাশিত হয়। ফকীরের পূর্ব্বে "গাঁজিয়া মহারাজ" নামে একজন মোহান্ত মহাদেবের পূজক ছিলেন, "বেণিয়াবুড়ী" নামে ইঁহার একটী ভৈরবী ছিল। কথিত আছে, মহাদেব অন্তর্হিত হইলে মোহান্ত ও বেণেবুড়ী ঐশীশক্তিবলে কুলায় চড়িয়া আকাশপথে পূর্ব্বমুখে উড়িয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে বেণেবুড়ী একটি জলায় পড়িয়া যাওয়ায় গাঁজিয়া মহারাজও সেই স্থানে নামিলেন। যে স্থানে তাঁহারা নামিয়াছিলেন, তাহার নাম "কুলাসদি" গ্রাম। এই গ্রামে আজিও মোহান্ত ও বেণেবুড়ীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মোহান্তমূর্ত্তির পূজা হয়। কালক্রমে স্থানটি নিবিড় জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। কেহ সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। একবার সন ১২৩১ সালে বনমালী পাণ্ডা নামে একব্যক্তি মেদিনীপুরের কালেক্টরের আদেশে বন কাটাইয়া দেয় এবং কূপের মধ্যে দুইখণ্ডে ভগ্ন মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আবিষ্কার করেন।

কুরুম্বর-মন্দির আজিও অনেকটা অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান আছে। এই প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরটী দেখিতে অতি মনোহর, দীর্ঘে ২০০ হাত, প্রস্থে ১৫০ হাত, মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে উড়িয়া-ভাষায় একখানি শিলা-লিপি আছে, কিন্তু তাহার প্রায় সমস্ত অক্ষরই নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এপর্য্যন্ত তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। প্রবাদ, মুসলমানেরা এই লিপিখানি নষ্ট করিয়া গিয়াছে।

কাসী [ন্] (ত্রি) কাসোঽস্যাস্তি, কাস-ইনি। কাসরোগবিশিষ্ট।

কাসীদ্ (আরব্য) দূত, সন্দেশবহ।

কাসীস (ক্লী) কাসীং ক্ষুদ্রকাসং স্যতি নাশয়তি, কাসী-সোক। উপধাতুবিশেষ, হিরাকস। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ধাতুকাসীস, খেচর, ধাতু-শেখর, কেসর, হংসলোমশ, শোধন, পাংশুকাসীস, শুভ্র। [হিরাকস দেখ।]

কাসুয়া (দেশজ) কাসরোগী।

কাসূ (স্ত্রী) কশতি কুৎসিত শব্দং গচ্ছতি, কশ-উ (ণিৎকশিপদ্যর্ত্তেঃ। উণ্ ১। ৮৭।) পৃষোদরাদিত্বাৎ শস্য সত্বম্। ১ বিকলবাক্য, অস্পষ্টবাক্য। ২ শক্তি অস্ত্র। ৩ (কাসতে প্রকাশতে, কাস্-উ।) দীপ্তি। ৪ ভাষা। ৫ রোগ। ৬ বুদ্ধি।

কাসূতরী (স্ত্রী) হ্রস্বা কাসূঃ, কাসূ-ষ্টরচ্ (কাসূ গোণীভ্যাং ষ্টরচ্। পা ৫। ৩। ৯০।) ক্ষুদ্র শক্তি-অস্ত্র।

কাসৃতি (স্ত্রী) কুৎসিতা সৃতিঃ সরণম্, কোঃ কাদেশঃ। কুৎসিত গমন।

("ন কাসৃত্যা গ্রামং প্রবিশেৎ।" গোভিল।)

কাস্তিয়া (দেশজ) ধান্যাদি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ।

কাস্তিয়াচোরা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

কাস্তীর (ক্লী) ঈষত্তীরং অস্যাস্তি, কোঃ কাদেশঃ; নিপাতনাৎ সুট্ চ (কাস্তীরাজস্তুন্দে নগরে। পা ৬। ১। ১৫৫।) ঈষৎতীরযুক্ত নগরবিশেষ।

কাস্মর্য্য (পুং) কাশ্মর্য্য-পৃষোদরাদিত্বাৎ শস্য সঃ। গাম্ভারী।

কাহকা (স্ত্রী) কাহলা-পৃষোদরাদিত্বাৎ লস্য কঃ। কাহলাবাদ্য।

কাহণ (দেশজ) ষোড়শ পণ; ইহার সংস্কৃত নাম কার্ষাপণ।

কাহন (দেশজ) কাহণ, ১৬ পণ।

কাহল (স্ত্রী) কুৎসিতং অস্পষ্টং হলং বাক্যং ধ্বনির্বা যত্র, বহুব্রী। ১ অস্পষ্ট বাক্য। ২ (পুং) কুৎসিতং যথা তাত্তথা হলতি ভূমিং নখৈরিতি শেষঃ। কুক্কুট। ৩ বিড়াল। ৪ শব্দমাত্র। ৫ বৃহৎ ঢকা; ইহার অপর সংস্কৃত নাম মহানাদ। ৬ (ত্রি) কেন জলেন অহলঃ অস্পৃষ্টঃ। শুষ্ক। ৭ অত্যন্ত। ৮ খল।

কাহলা (স্ত্রী) কুৎসিতং হলতি শব্দং করোতি. কু-হল-অচ্ টাপ্, কোঃ কাদেশঃ। ১ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ২ অপ্সরোবিশেষ। (কাহলা বাদ্যভাণ্ডস্ত ভেদে চাপ্সরসাং স্ত্রিদি। মেদিনী।)

কাহলাপুষ্প (পুং) কাহলাকৃতিরিব পুষ্পমস্ত। ধুস্তূর, ধুতুরা।

কাহলি (পুং) কং সুখং আহলতি দদাতি, ক-আ-হল্-ইন্। মহাদেব। ("মুখ্যো ঽমুখ্যশ্চ দেহশ্চ কাহলিঃ সর্ব্বকামদঃ।" ভারত অনু° ১৭ অঃ।)

কাহলী (স্ত্রী) কং সুখং আহলতি দদাতি, ক-আ-হল্-ইন্ ঙীপ্। যুবতী। (কাহলী তু তরুণ্যাং স্যাৎ। মেদিনী।)

কাহান (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Bridelia lanceæfolia.)

কাহার (হিন্দী=কহার) শূদ্রজাতিবিশেষ। ব্রাহ্মণপিতার ঔরসে চণ্ডালজাতীয় মাতার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। চাষ করা, পাল্কী বহা, বাঁক বহা, মাছধরা ও চাকরীকরা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের সামাজিক ব্যবহারাদি সাধারণ হিন্দুর ন্যায়। কিন্তু ইহাদের প্রকৃতি অসভ্য জাতিদের মত। কাহারদের বিশ্বাস তাহারা জরাসন্ধের বংশোদ্ভব। তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহারা বলে গিরি-এক পাহাড়ে মগধরাজের এক উপবন ছিল, এক সময়ে অতিবৃষ্টিতে সেটী নষ্ট হইয়া যায়। কিছুকাল পরে মগধরাজ উপবনটী পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে মানস করিয়া ঘোষণা করেন যে ব্যক্তি একরাত্রিমধ্যে তাঁহার উপবনটী গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে তাহার কন্যা ও অর্দ্ধেকরাজ্য দান করিবেন। কাহার জাতির মধ্যে তখন এক ব্যক্তি প্রধান ছিল, তাঁহার নাম চন্দ্রাবৎ। সে রাজকন্যা ও রাজ্যলোভে উক্ত কার্য্যে স্বীকৃত হইল। অসুরবাধ নামে এক বৃহৎ বাঁধ প্রস্তুত করিয়া বাবনগঙ্গার জল আনিয়া তাঁহার অধীনস্থ কাহারদিগের সাহায্যে সেই জলে পর্ব্বতের উপবন পূর্ণ করিল। এদিকে মগধরাজ দেখিলেন যে চন্দ্রাবৎ শীঘ্রই উপবনটী জলপূর্ণ করিবে এবং তাঁহার কন্যা ও রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণ করিবে। তখন তিনি চন্দ্রাবৎকে কন্যাদান অনুচিত বিবেচনা করিয়া এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই কাক ডাকিয়া উঠিল। কাহারেরা দেখিল প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কার্য্য তখনও সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই; তখন তাহারা মগধরাজের ভয়ে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া কেহ সেচনীহস্তে ও কেহ দড়িহস্তে পলাইতে আরম্ভ করিল। যাহাদের হাতে বাঁশ ছিল তাহারা কাহার হইল, আর যাহাদের হাতে দড়ি ছিল, তাহারা মগহিয়া ব্রাহ্মণ হইল। কিন্তু ধানুক ও রাজবার নামে তাহাদের দুই শাখা যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইল সে কথা গল্পে কিছু নাই। সেই অবধি কাহারেরা নীচ জাতি বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, নীচ ব্যবসা করিতেছে। অবশেষে মগধরাজ সদয় হইয়া তাহাদিগকে ৴৩৷৽ সের আন্দাজ ধান্য প্রভৃতি শস্য দিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহাদের মজুরি ঐ পরিমাণে স্থির হইয়াছে। কাহার জাতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। যথা—রবাণি, ধুড়িয়া, ধিমার, যশবার, গড়হুক, তুড়া, মগহিয়া প্রভৃতি। ইহারা বলে যে প্রথমে কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না এবং গয়াজেলার রমণপুর নামক স্থানে ইহারা প্রথমে বাস করিত। তাহাদের জাতির প্রধান ব্যক্তি দুই বিবাহ করে, কিন্তু পত্নীদ্বয়ের মধ্যে নিত্য বিরোধ চলিত বলিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে একজনকে যশপুরে পাঠাইয়া দেয়। এই স্ত্রীর গর্ভোৎপন্নেরা যশবার আর অপর স্ত্রীর পুত্র হইতে রবাণি শ্রেণী হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণায় রবাণিদের নাগ ও কশ্যপনামে দুটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাই আবার বেহারে রবণপুর বলিয়া পরিচিত। ইহাদের শ্রেণীবিভাগের বিশেষ কিছু ঠিক পাওয়া যায় না। ইহারা ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষের সম্পর্ক দেখিয়া বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করে। বিবাহপ্রথা সাধারণ নীচ জাতীয় হিন্দুর মত। ইহাদের বিধবারা সেঙ্গা (দ্বিতীয় পতির সঙ্গ) করিতে পারে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বিশেষ অপরাধ পাইলে পঞ্চায়েতের অনুমতিক্রমে পতি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের পঞ্চায়েৎ অন্যান্য নীচজাতির মত বেশ ক্ষমতাবান্, কেহই পঞ্চায়েৎ অমান্য করিয়া চলিতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহারা শৈব, শাক্ত ও গাণপত্য। বৈষ্ণব ইহাদের মধ্যে নিতান্ত অল্প। অন্যান্য অনেক দেবতার উপাসনাও ইহারা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহারা চাকরী করে, তাহারা অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা সামাজিক সম্মানে শ্রেষ্ঠ। ১৮৮১ সালের গণনায় বঙ্গবিহার উড়িষ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ কাহারের সংখ্যা ১৮,৪০,৮৫৩ হইয়াছে।

কাহারক (পুং) কুৎসিতং শিবিকাদিবহনরূপনীচবৃত্তিমবলম্ব্য আহরতি জীবনযাত্রাং নির্ব্বাহয়তি, কু-আ-হৃ-ণ্বুল্;

কোঃ কাদেশঃ। শিবিকাদিবাহক জাতিবিশেষ। সাধারণ কথায় ইহাদিগকে কাহার বা বেহারা কহে।
("তথা গারুড়িকা বীরাঃ ক্ষুরকর্ম্মোপজীবকাঃ।
ব্যাধাঃ কাহারকাঃ পুষ্টাঃ কৃষ্ণং সংবাহয়ন্তি যে।।"
জৈমিনিভা° আশ্ব° ১০ অঃ।)

কাহারবা (দেশজ) সঙ্গীতাদির তালবিশেষ; ইহাতে দুইটি তাল ও পাঁচটি মাত্রা আছে। বোল যথা—
"ধিধি কৎ নাক্ দিঁন্ ঃঃ—"

কাহিনী (দেশজ) ১ গল্প। ২ রূপকথা। ৩ বিবরণ।
("চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।")

কাহিল (আরব্য) ১ রুগ্ন। ২ দুর্ব্বল। ৩ কৃশ।

কাহী (স্ত্রী) কেন বায়ুনা আহন্যতে, ক-আ-হন-ড-ঙীপ্। কুটজগাছ। [কুটজ দেখ।]

কাহুয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, অর্জ্জুন গাছ।

কাহূয় (পুং) কহূয়স্য অপত্যম্। কহূয়-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২।) কহূয়ের পুত্রাদি।

কাহোড় (পুং) কহোড়স্য অপত্যম্ কহোড়-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২।) কহোড়বংশীয়।

কি (দেশজ) ১ জিজ্ঞাসাবোধক শব্দ। ২ আশ্চর্য্য বা বিস্ময়-বোধক শব্দ।

কিং (অব্যয়) ১ জিজ্ঞাসাবোধক শব্দ। ২ আশ্চর্য্য বা বিস্ময়-বোধক শব্দ। ৩ নিষেধবাচক শব্দ। ৪ বিতর্ক। ৫ নিন্দা।
(কিং কুৎসায়াং বিতর্কে চ নিষেধপ্রশ্নয়োরপি। মেদিনী।)

কিংখাব, কিংখাপ, কিন্খব। সোণার ও রূপার জরির সহিত রেশম মিশাইয়া বুনিয়া যে অত্যুৎকৃষ্ট মূল্যবান্ বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকে কিংখাব বলে। ভারতবর্ষেই ইহার উৎপত্তি। এদেশ ভিন্ন আর কোথাও এখনও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিংখাব পাওয়া যায় না। য়ুরোপে আজকাল নকল কিংখাব প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যসূত্র এদেশ হইতে পাঠাইতে হয়। য়ুরোপীয়েরা এখনও কিংখাবের সূতা প্রস্তুত করিতে পারে নাই। কিংখাবে চোগা, চাপকান, পা-জামা, ফতুয়া, অঙ্গরক্ষী ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ধনী স্ত্রীপুরুষেই এই বস্ত্র ব্যবহার করে। সভায় ও উৎসবে ধনীরাই এই বস্ত্রের পোষাক ব্যবহার করেন। বাঙ্গালী অপেক্ষা উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয়েরা ইহার ব্যবহার অধিক করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন এদেশে মুসলমান্দিগের প্রভুতা ছিল, তখন হইতে কিংখাবই রাজপরিচ্ছদের ও ধনিগণের পোষাকের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ইংলণ্ডে পোষাকের জন্য কেহ কিংখাব ব্যবহার করে না; কিন্তু চেয়ার, কৌচ মুড়িবার জন্য ও টেবিল-ক্লথের জন্য ব্যবহার করে।

কিংখাব ৫ প্রকার—কিংখাব, হেমরু, লুপ্পা, তাস ও মুসরু; ইহাদের মধ্যে কিংখাবে সোণারূপার কাজই অধিক। হেমরুতে রেশমের ভাগই অধিক। কিংখাবে নানারূপ লতা পাতা, ফল, ফুল, পাখী ইত্যাদি আকৃতির কারুকার্য্য থাকে; হেমরু খালি বুটা-দার হয়। হেমরুও আবার দুই প্রকার—যাহাতে এক রঙ্গের বুটা থাকে, তাহাকে "একৌই" হেমরু বলে, আর যাহাতে ভিন্নবর্ণের বুটা থাকে, তাহাকে "বিউছ্" হেমরু বলে। এই হেমরুতে জরি অল্প থাকে বলিয়া সুরাটপ্রদেশে ইহাকে "কুমজুর্ণো এলিয়াজ" বলে। লুপ্পাতে এত বেশী জরি থাকে যে রেশম মোটেই দেখা যায় না। তাসের কাপড় খুব পাতলা হয়। আজকাল কলিকাতাতে গৃহস্থ ভদ্রলোকে ঈষৎ ধুমধামে বিবাহ দিলে যে বরের পোষাক ভাড়া করিয়া আনিয়া থাকেন, তাহাই সাধারণ তাস-কিংখাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতেও জরির ভাগ অধিক। পূর্ব্বে তাস মধ্যবিধ অবস্থার লোকের উৎকৃষ্ট পোষাক ছিল। ইহাতে ধনীরা টানাপাখার ঝালর, আড়াণীর ঝালর, চোপদার, বরকন্দাজ এবং নবাবদিগের শরীররক্ষী অশ্বারোহীর পোষাক হইত। মুসরু হেমরুর ন্যায় অল্প জরিতে কিংখাবের ধরণে প্রস্তুত হয়। অধুনা বাঙ্গালাদেশের যাত্রাদলে রাজার জোড় ও চোগায় যে কিংখাব দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই মুসরু-কিংখাবে প্রস্তুত। মুসরু ও হেমরু উত্তরপশ্চিমে পুরুষে ব্যবহার করে না; কেবল স্ত্রীলোকের পা-জামা ও আঙ্গিয়া ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। মুসরু ও হেমরুতে গদির খোল, বালিসের খোল ও নানাপ্রকার ব্যবহারের জন্য ঝালর প্রস্তুত হয়। কিংখাব ধোলাই সহিতে পারে এবং যেরূপে যত অসাবধানতার সহিত ব্যবহার হউক না কেন, ইহা সহজে নষ্ট হয় না। বিলাতী সাটিনের ন্যায় এই বস্ত্র উজ্জ্বল নহে, কিন্তু ইহার যে শোভা, তাহা বিলাতী সাটিনে নাই।

কিংযু (ত্রি) [বৈ] কিং ইচ্ছতি, কিম্-বৈদিকত্বাৎ ক্যচ্-উ। কি ইচ্ছা করিতেছেন, এই অর্থে 'কিংযু' শব্দের প্রয়োগ হয়। কিমিচ্ছুক।

কিংরাজন্ (পুং) কঃ কুৎসিতো রাজা, কিম্-রাজন্-নিন্দার্থত্বাৎ ন টচ্। ১ কুৎসিত রাজা। "কিংরাজা যো ন রক্ষতি মহীম্।" ইতি সংক্ষিপ্তসার। ২ (ত্রি) নিন্দিত রাজযুক্তদেশাদি।

কিংশারু (পুং) কিং কিঞ্চিৎ কুৎসিতং বা শৃণাতি, কিম্-শৄ-ঞুণ্ (কিঞ্জরয়োঃ শ্রিণঃ। উণ্ ১।৪।) ১ ধান্যাদির শূক, শুঁয়া। ২ বাণ। ৩ কঙ্কপাখী।
(কিংশারুর্না শস্যশূকে বিশিখে কঙ্কপক্ষিণি। মেদিনী।)

কিংশুক (পুং) কিং কিঞ্চিৎ শুকঃ শুকাবয়ববিশেষ ইব, উপমি। ১ পলাশবৃক্ষ; ইহাদের পুষ্প আকৃতি ও বর্ণবিষয়ে শুকপাখীর চঞ্চুর ন্যায় সেই হেতু উক্ত নাম হইয়াছে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পলাশ, পর্ণ, যজ্ঞিয়, রক্তপুষ্প, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতহর, ব্রহ্মবৃক্ষ ও সমিদ্বর। (ভাবপ্র°) [পলাশ দেখ।]

২ নন্দী বৃক্ষ। ৩ পুরাণোক্ত বনভেদ।

"সূর্য্যস্তু কিংশুকবনে তথা রুদ্রগণস্তু চ॥" লিঙ্গপু° ৪৯।৬২।

কিংশুলুক (পুং) কিংশুক-নিপাতনাৎ সাধুঃ। পলাশবৃক্ষ।

কিংশুলুকাগিরি (পুং) কিংশুলুক প্রধানো গিরিঃ, অকারস্য দীর্ঘত্বং (বনগির্য্যোঃ সংজ্ঞায়াং কোটরকিংশুলুকাদীনাম্। পা ৬।৩।১১৭।) বহুসংখ্যক পলাশবৃক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বত।

কিংশুলুকাদি (পুং) পাণিনি ব্যাকরণোক্ত শব্দগণবিশেষ; যথা—কিংশুলুক, শাব, নড়, অঞ্জন, ভঞ্জন, লোহিত ও কুক্কুট। এই সকল শব্দের পর 'গিরি' শব্দ থাকিলে দীর্ঘ হয়। (বনগির্য্যোঃ সংজ্ঞায়াং কোটরকিংশুলুকাদীনাম্। পা ৬।৩।১১৭।) যথা—কিংশুলুকাগিরি ইত্যাদি।

কিংস (ত্রি) কিং কুৎসিতং স্যতি ছিনত্তি, কিম্-সো-ক। কুৎসিতচ্ছেদনকারী।

কিংসখি (পুং) কঃ কুৎসিতঃ সখা, নিন্দার্থত্বাৎ ন টচ্। কুৎসিত সখা।

"স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপম্।" কিরাতার্জ্জুনীয়।

কিংস্বিৎ (অব্যয়) ১ প্রশ্নার্থবোধক শব্দ। ২ সন্দেহবাচক শব্দ।

কিকি (পুং) কক-ইন্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ আদেরিত্বম্।) ১ চাষপক্ষী। ২ নারিকেল।

কিকিদিব (পুং) কিকি ইতি অব্যক্তশব্দেন দীব্যতি ক্রীড়তি, কিকি-দিব্-ক। চাষপক্ষী।

কিকিদিবি (পুং) কিকীতি অব্যক্তনাদেন দীব্যতি, কিকি-দিব্-ইন্। চাষপক্ষী। ইহার পর্য্যায় যথা—স্বর্ণচাতক, চাষ, চাস, কিকিদিবি, কিকী, দিবি, কিকি, কিকিদিব, কিকিদীবি, কিকীদিব, স্বর্ণচূড়।

কিকিরা (স্ত্রী) [বৈ] কৃ-যঙর্থে কর্ম্মণি ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বিক্ষিপ্ত, কীর্ণ।

কিকী [ন্] (পুং) কি কি ইতি শব্দং অস্ত্যাস্তি, কিকি-ইনি। চাষপক্ষী।

কিকীদিব (পুং) কিকীতি অব্যক্তশব্দেন দীব্যতি, কিকী-দিব্-ক। চাষপাখী।

কিকীদিবি (পুং) কিকী ইতি অস্ফুটনাদং কুর্ব্বন্ দীব্যতি কিকী-দিব-কিন্ (কৃবিঘৃষিচ্ছবিস্থবিকিকীদিবি। উণ্ ৪।৫৬।) ততো নিপাতনাৎ সাধুঃ। স্বর্ণচাতক, সোণাচুড়া পাখী; দেশভেদে ইহাকে নীলকণ্ঠ কহে। [চাষদেখ।]

কিকীদীবি (পুং) কিকী ইত্যব্যক্তশব্দেন দীব্যতি ক্রীড়তি, কিকী-দিব-কিন্ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) চাষপাখী।

কিক্কিট (ত্রি) [বৈ] কুৎসিত। ("কিক্কিটাকারেণ বৈ গ্রাম্যাঃ পশবো রমন্তে।" তৈত্তি° স° ৩।৪।২।১।)

কিক্কিশ (পুং) দেহজাত কৃমিবিশেষ।

("কেশরোমনখাদাশ্চ দন্তাদাঃ কিক্কিশাস্তথা।" সুশ্রুত।)

এই রোগে বরুণপত্র জল দিয়া বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লেপন ও ঘর্ষণ করিবে। অথবা গোময় ঘর্ষণ করিলে উপকার দর্শে। (ভৈ° র°)

কিক্কিসাদ (পুং) সর্পবিশেষ, এই সর্প রাজিমান্ সর্পের অন্তর্ভূত। মধ্যবয়সে ইহাদের বিষ অতি প্রখর হয়। ইহাদের দংশনে ত্বগাদির গুরুতা, শীতজ্বর, রোমহর্ষ, স্তব্ধতা, দষ্টস্থানে শোথ, মুখ নাসিকাদ্বারা কফস্রাব, বমন, চক্ষুর্দ্বয়ে নিরন্তর কণ্ডু, কণ্ঠদেশে শোথ, ঘুর্ঘুরশব্দ, নিঃশ্বাস অবরোধ হওয়া, অন্ধকারে প্রবেশ করার ন্যায় অনুভব, এবং অন্যান্য কফজন্য বেদনা হইয়া থাকে।

[বিষরোগ শব্দে চিকিৎসাদি দেখ।]

কিখি (স্ত্রী) খদতি হিনস্তি (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ ক্ষুদ্রশৃগালী, খ্যাকশিয়ালী।

(হুরবো ভরুজঃ ক্রোষ্টা শিবাভেদে হ্রস্বকে কিখিঃ। হেম ৪।৩৫৬।)

২ (পুং) বানর।

কিঙ্কণী (স্ত্রী) কিঞ্চিৎ কণতি, কিম্-কণ-ইন্ ঙীপ্। ছোট ছোট ঘুঙ্গুর।

কিঙ্কর (ত্রি) কিঞ্চিৎ করোতি, কিম্-কৃ-ট।

(দিবাবিভানিশাপ্রভেত্যাদি। পা ৩।২।২১।) দাস, চাকর।

("অবেহি মাং কিঙ্করমষ্টমূর্ত্তেঃ।" রঘু ২।৩৫।)

কিঙ্করসেন, দিল্লীর মোগলসম্রাট বাহাদুর শাহের সময় তাঁহার পুত্র আজিম উশ্‌সান বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নাজিম ও দেওয়ান ছিলেন। এই সময় হুগলীতে জৈনুদ্দীন্ নামে এক ব্যক্তি ফৌজদার ছিলেন। আজিমের সহিত জৈনুদ্দীন্ সংপ্রীতি রাখিয়া চলিতে পারিতেন না, কাজেই তাঁহাকে পদচ্যুত হইতে হয়। আজিম নিজের প্রিয়পাত্র ওয়ালিবেগ নামক এক ব্যক্তিকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। পদচ্যুত ফৌজদার জৈনুদ্দীনের অধীনে কিঙ্করসেন নামে একজন বাঙ্গালী কায়স্থ পেশকার ছিলেন। এই ব্যক্তি অতি চতুর এবং কার্য্যদক্ষ। জৈনুদ্দীন্ ইহার উপর প্রীতি ছিলেন বটে, কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না,

কারণ ইহার বুদ্ধিবলে ও ক্ষমতায় তখন কোন রাজপুরুষই পারিয়া উঠিতেন না। জৈনুদ্দীন্ স্থির করিয়াছিলেন যে, ওয়ালিবেগ হুগলীতে পৌছিলেই তাঁহাকে ফৌজদারীর কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া দিল্লী যাইবেন; কিন্তু ওয়ালিবেগের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া জৈনুদ্দীন্ তাঁহাকে আপন উদ্দেশ্য জানাইয়া শীঘ্র আসিতে অনুরোধ করিলেন। ওয়ালিবেগও কিঙ্করসেনকে জানিতেন, তাঁহার উপর ওয়ালির বিশ্বাসও ছিল। ওয়ালি জৈনুদ্দীন্কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তাঁহার দিল্লী যাওয়ার তাড়াতাড়ি থাকে, তবে কিঙ্করসেনের নিকট কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া যাইতে পারেন। যদিও জৈনুদ্দীন্ পদচ্যুত হইয়াছেন, তবুও তাঁহার নিজের মান ছিল, তিনি বুঝিলেন, যে, কিঙ্করসেন এক সময়ে তাঁহারই অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার নিকট কাগজাদি বুঝাইয়া দিতে বলায় ওয়ালিবেগ তাঁহার অপমান করিয়াছেন। এই বিবেচনায় জৈনুদ্দীন্ কাগজপত্র ছাড়িলেন না। ওয়ালিবেগ এই সূত্রে জৈনুদ্দীনের সহিত যুদ্ধ বাঁধাইলেন। ফরাসডাঙ্গার নিকট যুদ্ধ হয়। ফরাসী ও ওলন্দাজেরা জৈনুদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করে। ওয়ালিবেগ দিলপৎসিংহ নামক এক ব্যক্তির অধীনে নবাবের সৈন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু জৈনুদ্দীন্ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দিলপতের নিকট লোক পাঠাইলেন। এই লোক উপস্থিত হইলে হঠাৎ বা পূর্ব্বের কোন ষড়যন্ত্র অনুসারে ফরাসীদিগের তোপের একটি গোলা আসিয়া দিলপৎসিংহের গায়ে লাগে। সৈন্যাধ্যক্ষ হত হওয়ায় নবাবসৈন্য-মধ্যে গোলযোগ ঘটিল। জৈনুদ্দীন্ এই সুযোগে কিঙ্করসেনকেই সঙ্গে লইয়া দিল্লী গেলেন। দিল্লী পৌঁছিয়াই জৈনুদ্দীনের মৃত্যু হয়। কিঙ্করসেন দেশে ফিরিলেন এবং নির্ভীকচিত্তে মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবাব তাঁহাকে জৈনুদ্দীনের লোক বোধে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সে ক্রোধ গোপন রাখিয়া মুখে অতিশয় আপ্যায়িত করিয়া তাঁহাকেই হুগলীর কর-সংগ্রাহকপদে নিযুক্ত করিলেন। এক বৎসর পরে নবাব কিঙ্করসেনের হিসাব তলব করিয়া পাঠাইলেন। কিঙ্করসেন তলব পাইয়া হিসাব নিকাশ করিতে মুর্শিদাবাদে আসিলেন। কাগজপত্রে ছল ধরিয়া নবাব মিথ্যাঅপবাদ দিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারাগারে প্রত্যহ তাঁহাকে মহিষীদুগ্ধে লবণ মিশাইয়া খাইতে দেওয়া হইত। ইহাতে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া মারা পড়েন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে ইহার মৃত্যু হয়।

মধ্যে মধ্যে কায়স্থগণের যে একজাই হইয়াছিল তন্মধ্যে ১৯শ পর্য্যায়ে গোপীকান্তসিংহ চৌধুরী ১১৪২ বঙ্গাব্দে একজাই করেন। এই ১৯শ পর্য্যায়ের একজাই হইবার পূর্ব্বে কিঙ্করসেন নামে এক ব্যক্তি ১৮শ পর্য্যায়ের লোক লইয়া একজাই করেন। সম্ভবতঃ ১১০০ বঙ্গাব্দ হইতে ১১১২ বঙ্গাব্দের মধ্যে উক্ত কিঙ্করসেনের একজাই হয়; সুতরাং কালসংখ্যা (১১১২+৬৯২=১৭০৪ খৃষ্টাব্দ) বিবেচনা করিলে বঙ্গইতিহাসের কিঙ্করসেন ও কায়স্থকুলের ১৮শ পর্য্যায়ের সমকালীন কিঙ্করসেন এক ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হয়।

ঐতিহাসিক কিঙ্করসেনের বাড়ী সম্ভবতঃ ফরাসডাঙ্গায় ছিল। ফরাসডাঙ্গায় একটি স্থান এখনও "কিঙ্করসেনের গড়" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

কিঙ্করী (স্ত্রী) কিঙ্কর-ঙীষ্। দাসী, চাকরাণী।

কিঙ্কর্ত্তব্য (ত্রি) কি করা উচিত।

কিঙ্কর্ত্তব্যতা (স্ত্রী) কিঙ্কর্ত্তব্যস্য ভাবঃ, কিঙ্কর্ত্তব্য-তল্। কি করিতে হইবে এইরূপ চিন্তাদি।

কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় (ত্রি) কিঙ্কর্ত্তব্যে কর্ত্তব্যতানিশ্চয়ে বিমূঢ়ঃ ৭তৎ। কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে অসমর্থ।

কিঙ্কল (পুং) ব্যক্তিবিশেষ।

কিঙ্কিণ (পুং) সাত্বতবংশীয় নৃপবিশেষ।

"ভজমানস্ত নিম্লোচিঃ কিঙ্কিণো মুষ্টিরেব চ।" ভাগবত।

কিঙ্কণ, কিঙ্কল ইত্যাদি পাঠও দৃষ্ট হয়।

কিঙ্কিণী (স্ত্রী) কিমপি কিঞ্চিদ্বা কণতি, কিম্-কণ-ইন্-ঙীপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ কটীদেশের আভরণবিশেষ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, কঙ্কণী, কিঙ্কিণিকা, কিঙ্কিণি, ক্ষুদ্রঘণ্টী, প্রতিসরা, কিঙ্কিণীকা, কঙ্কণিকা, ক্ষুদ্রিকা ও ঘর্ঘরী। ২ অম্লরসযুক্ত দ্রাক্ষাবিশেষ। ৩ জলজাম নামক বৃক্ষবিশেষ। ৪ দেবীস্তুতিবিশেষ। ৫ বিকঙ্কত বৃক্ষ। বঁইচি গাছ। ৬ যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। (রামা° ১।২৭ সর্গ)

কিঙ্কিণীকা (স্ত্রী) কিঙ্কিণী-স্বার্থে কন্-টাপ্। ক্ষুদ্রঘণ্টিকা।

কিঙ্কিণীকাশ্রম (পুং, ক্লী) তীর্থবিশেষ; এই তীর্থে বাস করিলে, পরজন্মে অপ্সরোলোক লাভ হয়।

(ভারত অনু° ২৫ অঃ।)

কিঙ্কিণীকী [ন্] (ত্রি) কিঙ্কিণীতি কৃত্বা কায়তি শব্দায়তে, কিঙ্কিণী-কা-কঃ, কিঙ্কিণীকঃ ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, স অস্ত্যস্তি, কিঙ্কিণীক-ইনি। ক্ষুদ্রঘণ্টিকাযুক্ত।

কিঙ্কিণীতৈল (বৃহৎ)—বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। এই তৈল ব্যবহারে কাণের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ করা, কাণ দিয়া পূষপড়া, বধিরতা, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কণ্ঠরোধ ও মন্যাস্তম্ভাদি ভাল হয়। প্রস্তুতের নিয়ম—ক্বাথের জন্য

হড়হুড়ে ⁄২ সের, জল ।৬ ষোল সের দিয়া অবশিষ্ট ⁄৪ সের রাখিতে হইবে। ঝাঁটি, কালধুতুরা ও নিসিন্দা প্রত্যেক ⁄২ সের পরিমাণ ও সমনিয়মে অপর তিনপ্রকার কাথ প্রস্তুত করিবে। কল্কার্থ ⁄৪ সের সর্ষপতৈলে যষ্টিমধু, পিপুল, মুথা, গন্ধক, কুড়, দুরালভা, কাঁকড়াশিঙ্গী, হড়হুড়ের বীজ, ধুতুরার বীজ, রাস্না, মৌরী, ঝাঁটির মূল, ঈশলাঙ্গলের মূল, বিষ মাধুক, মঞ্জিষ্ঠা ও সজিনার ছাল প্রত্যেক ৪ তোলা দিয়া পাক করিবে।

কিঙ্কির (ক্লী) কিং কুৎসিতং মদবারি কিরতি বিক্ষিপতি, কিম্-কৄ-ক। ১ হস্তিকুম্ভ, হস্তীর মস্তকদেশ। ২ (পুং) কিমপি অনির্ব্বচনীয়া স্ফুটং কিরতি রৌতি। কোকিল। ৩ ভ্রমর। ৪ ঘোটক। ৫ কিঞ্চিৎ কিরতি ক্ষিপতি চিত্তং। কামদেব, কন্দর্প। ৬ রক্তবর্ণ। ৭ (ত্রি) রক্তবর্ণবিশিষ্ট।

কিঙ্কিরা (স্ত্রী) কিং কুৎসিতং যথা তথা কিরতি শরীরাৎ নিঃসরতি, কিম্ কৄ-ক-টাপ্। রক্ত।

কিঙ্কিরাত (পুং) কিঙ্কিরং রক্তবর্ণত্বং অততি পুষ্পকালে বিস্তারয়তি, কিঙ্কির-অত-অণ্। ১ অশোকগাছ। ২ কন্দর্প। ৩ শুকপক্ষী। ৪ কোকিল। ৫ রাঙ্গাঝাঁটীফুল। ৬ পুষ্প-বিশেষ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হেমগৌর, পীতক, পীত-ভদ্রক, বিপ্রলোভী, পীতাম্লান ও ষট্পদানন্দ। রাজ-নির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কষায় ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, এবং কফ, বায়ু, কণ্ডু, শোথ, রক্ত ও ত্বক্‌দোষ-নাশক। এতদ্ভিন্ন ভাবপ্রকাশে পিত্ত, পিপাসা, দাহ, শোষ, বমি ও ক্রিমিনাশক এই সকল গুণ লিখিত আছে।

কিঙ্কিরাল (পুং) কিঙ্কিরায় রক্তত্বায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কিঙ্কির-অল্-অচ্। বর্ব্বূর, বাবলাগাছ।

কিঙ্কিরী [ন্] (পুং) কিঙ্কিরং রক্তবর্ণফলং অস্ত্যস্মিন্, কিঙ্কির ইনি। বঁইচি গাছ। [বিকঙ্কত দেখ।]

কিঙ্কিল (অব্যয়) কিম্ চ কিল চ, দ্বন্দ্ব। ১ ক্রোধ। ২ অশ্রদ্ধা। (কিঙ্কিলেতি কোপাশ্রদ্ধয়োঃ। গণরত্ন।)

কিঙ্ক্ষণ (ত্রি) কিম্ কিয়ৎপরিমাণং ক্ষণমস্য, বহুব্রী। কত সময়জাত, কতক্ষণে সম্পন্ন।

কিংগোত্র (ত্রি) কিং কিন্নামধেয়ং গোত্রমস্য, বহুব্রী। কোন্ গোত্রীয়, কোন্ বংশজাত।

কিচিকিচি (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।
("কিচিকিচি করে দানা সুচি পারা মুখ।
আঁটুপেড়ে রক্ত খায় বিদারিয়া বুক।" রামেশ্বর—শিবায়ণ ৪০।)

কিচিমিচি (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কিচিরকিচির (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। কিচিরমিচির।

কিচ্‌কিচ্ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ২ সর্ব্বদা কলহ।

কিচ্‌কিচ্‌নি (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ২ সর্ব্বদা কলহ।

কিচ্‌মিচ্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কিছু (দেশজ) অল্প, কম, কিঞ্চিৎ।

কিছুমিছু (দেশজ) অল্প পরিমিত কোনও অনির্দ্দিষ্ট বস্তু।

কিঞ্চ (অব্যয়) কিম্ চ চ দ্বয়োর্দ্বন্দ্বঃ। ১ আরম্ভ। ২ সমুচ্চয়। ৩ সাকল্য। ৪ সম্ভাবনা। ৫ অবান্তর, ভেদ।

কিঞ্চন (পুং) কিম্-চন্-অচ্। ১ হস্তিকর্ণ, পলাশ। ২ (অব্যয়) কিম্ চন (কিমঃক্ত্যস্তাচ্চিচ্চনৌ। মুগ্ধ° তঃ।) কোনও অনির্দ্দিষ্ট বস্তু। ৩ অল্প। ৪ অসাকল্য।

কিঞ্চনক (পুং) নাগরাজবিশেষ।

কিঞ্চিৎ (অব্যয়) কিম্ চ চিৎ চ দ্বয়োর্দ্বন্দ্বঃ; কিন্তু মুগ্ধবোধ মতে কিম্ চিৎ (কিমঃ ক্ত্যস্তাচ্চিচ্চনৌ। মুগ্ধ° ত।)
১ অল্প, কম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ঈষৎ, মনাক্ ও অসাকল্য। ("আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাম্।" কুমার°।)
২ কোনও অনির্দ্দিষ্ট বস্তু।

কিঞ্চিৎকর (ত্রি) কিঞ্চিদপি করোতি, কিঞ্চিৎ-কৃ-ট। অল্প-কার্য্যকারক, যে অল্পপরিমাণেও কার্য্যনির্ব্বাহ করে।

কিঞ্চিদুষ্ণ (ত্রি) কিঞ্চিৎ ঈষৎ উষ্ণম্, কর্ম্মধা। ঈষৎ উষ্ণ। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কোষ্ণ ও কবোষ্ণ।

কিঞ্চিদূন (ত্রি) কিঞ্চিৎ অল্প পরিমাণং ঊনং ন্যূনং যস্য, বহুব্রী। কিছু কম।

কিঞ্চিন্মাত্র (ত্রি) কিঞ্চিৎ অল্পা মাত্রা যস্য বহুব্রী। অল্প পরিমিত।

কিঞ্চিলিক (পুং) কিঞ্চিৎ চুলুম্পতি, কিম্-চুলুপ্-(সৌত্রধাতুঃ) ডুঃ—সংজ্ঞায়াং কন্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কিঞ্চুলুক, কেঁচো।

কিঞ্চিলুক (পুং) কিঞ্চিৎ চুলুম্পতি, কিম্-চুলুম্প-চু-সংজ্ঞায়াং কন্। কেঁচো নামক কীটবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মহীলতা, গণ্ডূপদ, গণ্ডূপদী, ভূলতা, কুসু।

কিঞ্ছন্দস্ (ত্রি) [বৈ] কোন্ বেদাবলম্বী?

কিঞ্জ (ক্লী) কিঞ্চিৎ জলং যত্র (পৃষোদরাদিত্বাৎ ল লোপঃ।) কিঞ্জল্ক, পদ্মাদি ফুলের কেশর।

কিঞ্জপ্য (ক্লী) কিঞ্চিৎ জপ্যং যত্র, বহুব্রী। তীর্থবিশেষ; এই তীর্থে স্নান করিলে অপরিমিত জপফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (ভারত বন ৮৩ অঃ।)

কিঞ্জল (পুং) কিঞ্চিৎ জলং যত্র, বহুব্রী। কিঞ্জল্ক।

কিঞ্জল্ক (ক্লী) কিঞ্চিৎ জলতি অপবারয়তি, কিম্-জল-বাহু-

লকাৎ ক। ১ নাগকেশর ফুল। ২ (পুং ক্লী) পদ্মাদি পুষ্পের মধ্যস্থ কেশর যাহা বীজকোষের চারিদিকে বেষ্টিত থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মকরন্দ, কেশর, পদ্মকেশর, কিঞ্জ, পীতপরাগ, তুঙ্গ ও চাম্পেয়ক। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মধুর ও কটুরস, রুক্ষ, শীতল, রুচিকারক, এবং পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও মুখব্রণনাশক। এতদ্ভিন্ন ভাবপ্রকাশের মতে—কফ, রক্তার্শ, বিষ ও শোথরোগনাশক।

কিঞ্জল্কী [ন্] (ত্রি) কিঞ্জল্কোঽস্ত্যস্তি, কিঞ্জল্ক-ইনি। কেশরযুক্ত। ("কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্দির্মালামম্লানপঙ্কজাম্।" দেবীমা. ৫। ৫১।)

কিটি (পুং) কেটতি শত্রূন্ প্রতিবেগেন গচ্ছতি, মলাদীন্ উদ্দিশ্য গচ্ছতি বা, কিট্ গতৌ ইন্ ইগুপধাৎ কিচ্চ। শূকর। [বরাহ দেখ।]

(ঘোণী ঘৃষ্টিঃ স্তব্ধরোমা দংষ্ট্রী কিট্যাস্তলাঙ্গুলৌ। হেম ৪।৩৫৪।)

কিটিভ (পুং) কিটিরিব ভাতি, কিটি-ভা-ক। কেশকীট, উকুণ। (উদ্দংশঃ কিটিভোৎকুণৌ। হেম ৪। ২৭৫।)

কিটিম (ক্লী) ক্ষুদ্রকুষ্ঠরোগবিশেষ। অত্যন্ত চুল্‌কানি ও স্রাবযুক্ত স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার ঘনসন্নিবিষ্ট পিড়কা বিশেষকে কিটিমকুষ্ঠ কহে। [কুষ্ঠ দেখ।]

("যৎস্রাবিবৃত্তং ঘনমুগ্রকণ্ডু তৎস্নিগ্ধকৃষ্ণং কিটিমং বদন্তি।" সুশ্রুত নিদা° ৫ অঃ।)

কাঞ্জি দিয়া কালকাসন্দার শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে এই রোগ ভাল হয়।

কিট্‌কিট্‌ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কিট্‌কিটা (দেশজ) অত্যন্ত মলিন।

কিট্ট (ক্লী) কেটতি লোহাদি ধাত্ববয়বাৎ নির্গচ্ছতি, কিট্ট-ক্ত; আগমশাস্ত্রস্য অনিত্যত্বাৎ নেট্। ১ লৌহাদি ধাতুর মল। ২ ভুক্ত বস্তুর মলভাগ, বিষ্ঠা। ৩ তৈলাদির পাত্রে যে মলভাগ নীচে জমিয়া থাকে, কাইট্।

কিট্টবর্জ্জিত (ক্লী) কিট্টেন মলেন বর্জ্জিতম্, ৩তৎ। ১ শুক্রধাতু। [শুক্র দেখ।]

(শুক্রং রেতো বলং বীজং বীর্য্যং মজ্জাসমুদ্ভবম্।
আনন্দপ্রভবং পুংস্ত্বমিন্দ্রিয়ং কিট্টবর্জ্জিতম্। হেম ৩। ২৯৩।)

২ (ত্রি) মলশূন্য, নির্ম্মল।

কিট্টাল (পুং) কিট্টেন মলেন অলতি, পর্য্যাপ্নোতি, কিট্ট-অল্-অচ্। ১ লৌহমল, মণ্ডূর। ২ তাম্রকলস।

(কিট্টালঃ পুংসি তাম্রস্য কলসে লোহগূথকে। মেদিনী।)

কিট্‌মিট্‌ (দেশজ) ১ দন্তে দন্তে সংযোগ করিয়া বিকৃত মুখভঙ্গির সহিত তিরস্কার। ২ অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কিড়্‌মিড়্‌ (দেশজ) ১ দন্তে দন্তে সংযোগ করিলে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়। ২ অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কিণ (পুং) কণ গতৌ—অচ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ অত ইত্বম্।) ১ ঘর্ষণজ চিহ্ন, কড়া বা ঘাঁটা। ২ শুষ্কব্রণচিহ্ন। ৩ মাংসগ্রন্থি। ৪ ঘুণকীট।

("যস্তোদ্ঘর্ষণলোষ্ট্রকৈরপি সদা পৃষ্ঠে ন জাতঃ কিণঃ।" মৃচ্ছকটিক না°।)

কিণবান্ [ৎ] (পুং) কিণো ঽস্যাস্তি, কিণ-মতুপ্-মস্য বঃ। কিণবিশিষ্ট, কড়াযুক্ত।

কিণালাত (পুং) ইন্দ্রের নামান্তর।

কিণি (স্ত্রী) কিণায় তন্নিবৃত্তয়ে প্রভবতি কিণ বাহুলকাৎ ইন্। অপামার্গ, আপাঙ্গ গাছ। [অপামার্গ দেখ।]

কিণিহী (স্ত্রী) কিণঃ অস্ত্যস্য, কিণ-ইনিঃ কিণিনো ব্রণান্ হন্তি, কিণিন্-হন্-ড-ঙীষ্। অপামার্গ।

("রসং শিরীষা কিণিহী পারিভদ্রককেস্বুকাৎ।" বাভটঃ চিকিঃ ২১ অঃ।)

কিণ্ব (পুং ক্লী) কণ কন্-(অশূপ্রুষিলটিকণীত্যাদি। উণ্ ১। ১৫১) বহুলবচনাৎ ইত্বম্। ১ সুরাবীজ, মদ্যের মাদকতাশক্তিজনক দ্রব্যবিশেষ। সাধারণতঃ তাহাকে 'বাকর' কহে। ২ পাপ। (কিণ্বং পাপে সুরাবীজে। বিশ্ব°।)

কিণ্বী [ন্] (পুং) অশ্ববিশেষ। (ত্রি) পাপযুক্ত।

কিত (পু) মুনিবিশেষ।

কিতব (পুং) কিতং বায়তি, কিতেন বাতি বা, কিত-বা-ক। ১ পাশাক্রীড়ক, যে পাশা খেলে। ২ ধুতুরা গাছ। ৩ মত্ত। ৪ বঞ্চক। ৬ ধূর্ত্ত। ৭ খল। ৮ গোরোচনা।

কিতা (আরব্য) জমীর এক একটি খণ্ড।

কিতাব (আরব্য) পুস্তক, কেতাব। কোরাণ বা বাইবেলের ন্যায় লিখিত ধর্ম্মপুস্তকাদিতে যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে আরবীয় ভাষায় "আহ্‌লী-কিতাব" বা "কিতাবী" বলে, সুতরাং "কিতাব" বলিতে সাধারণতঃ ধর্ম্মপুস্তক বুঝায়। বাঙ্গালা ভাষায় কিতাব-অর্থে সকল প্রকার পুস্তকই বুঝায়। এই "কিতাব" শব্দের যোগে বাঙ্গালায় কয়েকটি কথার সৃষ্টি হইয়াছে যথা—হিসাব-কিতাব, কেতাবী-বিদ্যা (পুথিগত-বিদ্যা), কেতাবী-বাঙ্গালা (পুস্তকলিখিত বাঙ্গালাভাষা)।

কিতাবৎ (আরব্যশব্দজ) পুস্তকাদির প্রতিলিপি (নকল) করা বা নকল করিবার খরচা।

কিতাবী (আরব্য কিতাবশব্দজ) বাঙ্গালায় ইহার অর্থ হিসাবের খাতা ও জমিদারীর পত্রাদি লিখিবার নিয়মাদি।

কিন্‌খাব (পারস্য) বহুমূল্য বস্ত্রবিশেষ। [কিংখাব দেখ।]

কিনন (দেশজ) ক্রয় করা।

কিনা (দেশজ) ১ ক্রয় করা। ২ প্রশ্নবোধক শব্দ।

কিনার্ (পারস্য) তীর, ধার।

কিনারা (পারস্য) তীর, কূল, ধার।

কিন্তন (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Laurus obtusifolia.)

কিন্তনু (পুং) কিং কুৎসিতা তনুরস্য, বহুব্রী। মাকড়সা।

কিন্তমাম্ (অব্যয়) ইদমেষামতিশয়েন কিম্ কুৎসিত ইত্যর্থঃ কিম্ তমপ্ তত আমুঃ (কিমেত্তিঙব্যয়ঘাদাম্বদ্রব্যপ্রকর্ষে। পা ৫।৪।১১।) বহু কুৎসিতদ্রব্যের মধ্যে অত্যন্ত কুৎসিত বস্তু।

কিন্তরাম্ (অব্যয়) ইদমনয়োরতিশয়েন কিম্, কুৎসিত ইত্যর্থঃ। কিম্-তরপ্-আমুঃ। দুইটি কুৎসিত দ্রব্যমধ্যে অতিশয় কুৎসিত।

কিন্তু (অব্যয়) কিঞ্চ তু চ, দ্বয়োর্দ্বন্দ্বঃ। ১ পূর্ব্ববাক্যের সঙ্কোচবোধক। ২ পূর্ব্ববাক্যের বিরুদ্ধবোধক। ৩ কিং পুনঃ অর্থাৎ 'আবার কি' এই অর্থবোধক।

কিন্তুঘ্ন (পুং) জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত ববাদি একাদশ করণের অন্তর্গত করণবিশেষ। এই করণে জন্ম হইলে মিত্র ও অমিত্রে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে কোন ভেদজ্ঞান থাকে না, এবং স্তব ও বিচারকার্য্যপ্রিয় হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীপ্রদীপ।)

কিন্দত (পুং) মহাভারতোক্ত তীর্থবিশেষ; এই তীর্থে তিলপ্রস্থ প্রদান করিলে, সেই ব্যক্তি সমুদায় ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয়। (ভারত বন ৮৩ অঃ।)

কিন্দম (পুং) ঋষিবিশেষ; এই ঋষি মৃগরূপ ধরিয়া মৃগরূপধারিণী স্ত্রীর সহিত বিহার করিবার কালে মহারাজ পাণ্ডু কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পাণ্ডুকে 'সঙ্গমকালে মৃত্যু হইবে' এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন।

(ভারত আদি° ১১৮ অঃ।)

কিন্দর্ভ (পুং) ঋষিবিশেষ।

কিন্দান (ক্লী) কিঞ্চিদপি দানং আবশ্যকং যত্র বহুব্রী। সরকতীর্থস্থ তীর্থবিশেষ; ইহাতে স্নান করিলে অপরিমিত দানফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (ভারত বন ৮৩ অঃ।)

কিন্দাস (পুং) কঃ কুৎসিতো দাসঃ, কর্ম্মধা°। নিন্দিত দাস, মন্দ চাকর।

কিন্দুবিল্ (পুং, ক্লী) রাঢ়দেশীয় একটি গ্রাম অজয়নদীর তীরে অবস্থিত। ইহাকে কিন্দুবিল্ব, কেন্দুবিল্ব, কেন্দুবিল এবং কেন্দুবিল্বও বলে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামী এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে প্রতিবৎসর মাঘমাসে 'জয়দেবের মেলা' হইয়া থাকে। এই গ্রামের অপভ্রংশ নাম 'কেন্দুলে'। [জয়দেব দেখ।]

কিন্দেবত (ত্রি) কা দেবতাহস্য, কিম্-দেবতা-অচ্। ১ কোন্ দেবতার উপাসক। ২ কোন্ দেবতাসম্বন্ধীয়।

কিন্দৈবত্য (ত্রি) কিন্দেবতস্য ভাবঃ, কিন্দেবত-ষ্যঞ্। ১ কিন্দেবতসম্বন্ধীয়। ২ কিন্দেবতের ধর্ম্ম।

কিন্ধী [ন্] (পুং) কিং কুৎসিতা ধীঃ বুদ্ধিরস্ত্যস্য, কিম্ধী-ইনি। অশ্ব, ঘোড়া।

কিন্নর (পুং) কিং কুৎসিতো নরঃ, কর্ম্মধা। ১ দেবযোনি বিশেষ; ইহাদিগের মুখ অশ্বের ন্যায়, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত অবয়ব মনুষ্যতুল্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কিম্পুরুষ, তুরঙ্গবদন, ময়ু, অশ্বমুখ, গীতমোদী ও হরিণনর্ত্তক। এই জাতি অতিশয় সঙ্গীতপটু; তুম্বুরু প্রভৃতি স্বর্গগায়কগণও এই জাতীয়। কিন্নরজাতির এইরূপ সঙ্গীতপটুতা জন্য যশোরজেলার মধুকান্ প্রভৃতি কান্জাতীয় প্রসিদ্ধ গায়ক বংশধরগণ কান্ শব্দ কিন্নর শব্দের অপভ্রংশ অনুমান করিয়া আপনাদিগকে কিন্নরজাতি বলিয়া পরিচয় দেয়।

২ বর্ষবিশেষ। ৩ বৌদ্ধ-উপাসকবিশেষ।

কিন্নরকণ্ঠরস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। পারদ, গন্ধক, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, বৈক্রান্ত ৪ মাষা, স্বর্ণ ২ মাষা, রৌপ্য ১ তোলা, এই সমস্ত বাসক, বামুনহাটী, বৃহতী, কণ্টিকারী, আদা ও ব্রাহ্মী ইহাদের রসে বেশ মাড়িয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইবে। এই ঔষধ কিছুদিন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কিন্নরের ন্যায় কণ্ঠস্বর হয় এবং স্বরভঙ্গ, কাস, শ্বাস, কফজ ও বাতশ্লেষ্মজ রোগ আরোগ্য হয়।

কিন্নরবর্ষ (পুং) বর্ষবিশেষ; এই বর্ষ হিমালয়পর্ব্বতের উত্তরভাগে অবস্থিত।

কিন্নরী (স্ত্রী) কিন্নর ঙীষ্। কিন্নরজাতীয়স্ত্রী।

("শোভয়ন্তি চ তদ্বেশ্ম ভ্রমমাণা বরস্ত্রিয়ঃ।
যথা কৈলাসশৃঙ্গাণি শতশঃ কিন্নরীগণাঃ॥"
রামায়ণ ৫।১২।৪৮।)

কিন্নরীবীণা, একপ্রকার বীণাযন্ত্র। পূর্ব্বকালে এই যন্ত্র নারিকেলের খোলে প্রস্তুত হইত। এখন আবার কেহ পক্ষিবিশেষের অণ্ড, কেহ বা রজতাদি ধাতু দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। ইহা কচ্ছপীবীণা অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র। কিন্নরীজাতীয় বীণাই পূর্ব্বে য়িহুদীদিগের নিকট 'কিন্নর' ও গ্রীসদেশে 'শম্বুকা' নামে বিখ্যাত ছিল। এই বীণা দুই প্রকার লঘ্বী ও বৃহতী, বৃহতী তিন তুম্বী দ্বারা নির্ম্মিত।

কিন্নরেশ (পুং) কিন্নরাণাং ঈশো রাজা। কুবের। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—কুবের মহাতপঃপ্রভাবে মহাদেবের

নিকট গুহ্যক, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতির আধিপত্য এবং ধনেশ্বরত্ব বর লাভ করিয়াছিলেন।

(কাশীখ: ১২ অ:।)

কিন্নরেশ্বর (পুং) কিন্নরাণাং ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। কুবের।

কিন্নামধেয় (ত্রি) কিং নামধেয়মস্য, বহুব্রী। কিনামবিশিষ্ট, কিন্নামক, নাম কি ?

কিন্নামা [ন্] (ত্রি) কিং নাম অস্য, বহুব্রী। কি নামবিশিষ্ট, নাম কি ?

কিন্নিমিত্ত (ত্রি) কিং নিমিত্তং কারণং অস্য, বহুব্রী। কি কারণযুক্ত, কি কারণে।

(কিন্নিমিত্তো গুরোঃ শাপঃ সৌদামস্য।" ভাগবত ৯।৯।১৯।)

কিন্নিমিত্তং (ত্রি) কি কারণে, কিজন্য।

কিন্নু (অব্যয়) কিং চ নুচ, দ্বয়োর্দ্বন্দ্বঃ। ১ প্রশ্ন। ২ বিতর্ক। ৩ সাদৃশ্য। ৪ স্থান। ৫ করণ।

কিপর্য্যন্ত (দেশজ) কতদূর, কি অবধি।

কিপ্য (পুং) মলজ কৃমিবিশেষ। [কৃমি দেখ।]

("অয়বা বিযবাঃ কিপ্যাশ্চিপ্যা গণ্ডূপদাস্তথা।
চ্যুরবো দ্বিমুখাশ্চৈব সপ্তৈবৈতে পুরীষজাঃ॥" সুশ্রুত।)

কিপ্রকার (দেশজ) ১ কিরূপ। ২ কোন্ উপায়।

কিফাইৎ (আরবা) ১ ন্যায্য খরচ হইতেও খরচের পরিমাণ কম করিলে তাহাকে কিফাইৎ কহে। ২ ঐরূপে যাহা লাভ হয়।

কিবা (দেশজ) ১ আশ্চর্য্যজনক শব্দ। ২ বিতর্কবোধক শব্দ।

("কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি যার না জপিল জিহ্বা।
বড় মূর্খ বলি তারে জন্ম নিল কিবা॥" গোবিন্দমঙ্গল ৩৮।)

৩ অনির্ব্বচনীয়।

কিমু (অব্যয়) কু-বাহুলকাৎ ডিমু। ১ কুৎসা, নিন্দা। ২ বিতর্ক। ৩ নিষেধ। ৪ প্রশ্ন।

(কিম্ কুৎসায়াং বিতর্কে চ নিষেধপ্রশ্নয়োরপি। মেদিনী।)

কিম্ (ত্রি) ১ ত্যাগ। ২ বিতর্ক। ৩ নিন্দা। ৪ প্রশ্ন। (কিম্ ক্ষেপবিতর্কয়োঃ। নিন্দায়াঞ্চ পরিপ্রশ্নে বাচ্যলিঙ্গমুদাহৃতম্॥ মেদিনী।)

কিমপি (অব্যয়) কিম্ চ অপি চ, দ্বয়োর্দ্বন্দ্বঃ। ১ কোনও। ২ অনির্ব্বচনীয়, যাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না।

("স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিলমৃণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি রমণীয়ং বপুরিদম্।" শকু ৩ অ।)

কিমত (দেশজ) কিরূপ, কিপ্রকার।

কিমর্থং (অব্যয়) কিং অর্থং প্রয়োজনং অত্র, বহুব্রী। কি কারণে, কোন্ প্রয়োজনে।

কিমাকার (ত্রি) কিম্ কীদৃশঃ আকারোঽস্য, বহুব্রী। কিরূপ আকারবিশিষ্ট।

কিমাখ্য (ত্রি) কা আখ্যা অস্য, বহুব্রী। কিনামবিশিষ্ট।

কিমিচ্ছক (পুং) কিমিচ্ছসীতি প্রশ্নেন দানার্থং কায়তি, শব্দায়তেঽত্র (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ ব্রতবিশেষ। এই ব্রত করিবার সময়ে প্রার্থিদিগকে 'কি ইচ্ছা কর' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাহাতে তাহারা যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই পূর্ণ করিতে হয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে—"মহারাজ করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিৎ কোন স্বয়ম্বরস্থলে উপস্থিত হইয়া সেই রাজকন্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সভাস্থ সমুদায় রাজগণই তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। মহাবীর অবীক্ষিৎ স্বীয় বাহুবলে একাকীই সেই বহুসংখ্যক রাজদিগকে বারবার পরাজিত করিলেও, রাজগণ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া অন্যায় যুদ্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক অবীক্ষিৎকে পরাজিত করিলেন। অবীক্ষিৎ এইরূপে অপমানিত হইয়া আর কখনও বিবাহ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। রাজা করন্ধম ও মহিষী অবীক্ষিতের মাতা বহুচেষ্টা করিয়াও পুত্রের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে পারিলেন না। কিন্তু উপোষিত মাতার আদেশক্রমে কিমিচ্ছক ব্রতকালে অবীক্ষিৎ যখন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন, আমার ধনে অধিকার নাই, সুতরাং আমার শরীর দ্বারা কেহ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার অভিলাষী হইলে, তাহা প্রকাশ কর, আমি পূর্ণ করিব।" তখন রাজা করন্ধম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৎস! আমাকে পৌত্রমুখ দর্শন করাও।" অবীক্ষিৎ পিতার এই প্রার্থনা পরিবর্ত্তন জন্য বহুচেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; সুতরাং বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া সেই রাজকন্যাকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। ২ (ত্রি) ইচ্ছাবিষয়কপ্রশ্নপূর্ব্বক ইষ্টেচ্ছানুরূপ দেয় বস্তু মাত্র।

("এতে ভোগৈরলঙ্কারৈরন্যৈশ্চৈব কিমিচ্ছকৈঃ।
সদা পূজ্যানমস্কারৈঃ রক্ষ্যাশ্চ পিতৃবন্নৃপ॥" ভারত অনু° ১৩।)

কিমিয়া, পারসীক ও হিন্দী ভাষায় রসায়নশাস্ত্রকে কিমিয়া, আরবী ভাষায় অল্‌কিমিয়া বলে। রাসয়নিক সংযোগে নানারূপ ধাতু উৎপন্ন হয় বলিয়া পূর্ব্বে লোকে ভাবিত যে এই বিদ্যার সাহায্যে স্পর্শমণি প্রস্তুত হইতে পারে। এই মণিপ্রস্তুতের জন্য পূর্ব্বে বহুতর চেষ্টা হইয়াছিল। এই সকল চেষ্টা প্রক্রিয়া ও ফলগুলি কিমিয়াবিদ্যা নামে উল্লিখিত হইত। [রসায়ন দেখ।]

কিমীদী [ন্] (ন্) কিমিদানীমিতি চরতি, কিম্।

ইদানীম্-ইনি (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) এখন কি করিব বলিয়া যে সকল খল ব্যক্তি বিচরণ করে, বেদে তাহারাই কিমীদী বলিয়া অভিহিত।

("দ্বেষে ধত্তমনবায়ং কিমীদিনে।" ঋক্ ৭।১০০।২।
'কিমীদিনে কিমিদানীমিতি চরতে পিশুনায়।' ইতি সায়ণ।)

কিমু (অব্যয়) কিম্‌চ উ চ, দ্বন্দ্ব। ১ সম্ভাবনা। ২ বিমর্ষ। ৩ প্রশ্ন। ৪ নিষেধ। ৫ বিতর্ক। ৬ নিন্দা।

কিমুত (অব্যয়) কিম্ চ উৎ চ, দ্বন্দ্বঃ। ১ প্রশ্ন। ২ বিতর্ক। ৩ বিকল্প। ৪ অতিশয়।

(কিমুত প্রশ্নতর্কয়োঃ বিকল্পেতিশয়েঽপি স্যাৎ। মেদিনী।)

কিমেদি, মান্দ্রাজপ্রদেশের গঞ্জাম জেলার পশ্চিমভাগস্থিত একটি বিস্তৃত জমিদারী। জমিদারীটি তিনভাগে বিভক্ত, যথা—পরলা কিমেদি, বোদা কিমেদি বা বিজয়নগরম্, চিন্ন কিমেদি বা প্রতাপগিরি। কিমেদি একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় রাজ্য। ইহার চারিদিকে পাহাড়, বিস্তৃত ও উর্ব্বর উপত্যকা এবং নদী, নালা ও বাপীসমাকীর্ণ। এখানে প্রচুর শস্য জন্মে বটে, কিন্তু এই স্থান স্বাস্থ্যকর নয়।

এই জমিদারী পূর্ব্বে জগন্নাথের রাজগণের অধীন ছিল, ঐবংশীয় কোন কোন রাজপুত্র উত্তরাধিকার না পাওয়ায় কিমেদিতে ও আর একজন ইচ্ছাপুর রাজ্যে বিজয়নগর অধিকার করেন। এখনও কিমেদিরাজ্য উক্ত বংশোদ্ভব নারায়ণ দাসের উত্তরপুরুষগণের অধীন। প্রজাবর্গ এখানকার হিন্দুরাজকে দেবতুল্য ভক্তি করিয়া থাকে।

কিম্পচ (ত্রি) কিং কুৎসিতং কেবলং স্বোদরপূরণায়ৈব পচতি, কিম্-পচ্-অচ্। যে আপনার নিমিত্তই পাক করে, অন্যকে অন্নাদি দেয় না, কৃপণ।

কিম্পচান (ত্রি) কিং কুৎসিতং কস্মৈচিদপি ন দত্বা কেবলং আত্মোদরপূরণায়ৈব পচতি, কিম্-পচ্-আনক্। কৃপণ।

কিম্পরাক্রম (ত্রি) কিম্ কীদৃশঃ পরাক্রমোঽস্য, বহুব্রী। ১ কিরূপবিক্রমশালী। ২ (কিম্ কুৎসিতঃ পরাক্রমোঽস্য) নিন্দিত পরাক্রমশালী, পরাক্রমহীন।

কিম্পরিমাণ (ত্রি) কিম্ পরিমাণমস্য, বহুব্রী। কত পরিমাণবিশিষ্ট।

কিম্পর্য্যন্ত (ক্রি, বিন্) কতদূর পর্য্যন্ত।

কিম্পাক (ত্রি) কিং কথমপি পাকঃ শিক্ষাপ্রকারো যস্য, বহুব্রী। ১ মাতৃশাসিত, মাতার শাসনাধীন। ২ (পুং) কুৎসিতঃ পাকঃ পরিণামো যস্য। মহাকাল, মাকাল।

("ন লুব্ধো বুধ্যতে দোষান্ কিম্পাকমিব ভক্ষয়ন্।"
রামায়ণ ২।৬৬।৬) [মহাকাল দেখ।]

কিম্পুনা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (ভারত ২।৩৭৩।)

কিম্পুরুষ (পুং) কিম্ কুৎসিতঃ পুরুষঃ, কর্ম্মধা। ১ কিন্নর। ২ লোকবিশেষ।

(অথ কিম্পুরুষোলোকভেদকিন্নরয়োঃ পুমান্। মেদিনী।)

রামায়ণে লিখিত আছে, কিম্পুরুষ ও কিম্পুরুষীগণ পর্ব্বতের নিকটে বনমধ্যে ঘর বাঁধিয়া বাস করে এবং ফল, মূল ও পাতা খাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

[রামা° উত্ত ৮৮ সর্গ দেখ।]

৩ জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রের পুত্রবিশেষ। (বিষ্ণু ২।১।১৯।) ৪ জম্বুদ্বীপের নবখণ্ড মধ্যে হিমালয় ও হেমকূট পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বর্ষবিশেষ।

("স শ্বেতপর্ব্বতং বীর সমতিক্রম্য বীর্য্যবান্।'
দেশং কিম্পুরুষাবাসং দ্রুমপুত্রেণ রক্ষিতম্॥" সভা ২৮।১।)

৫ কুৎসিতপুরুষ।

কিম্পুরুষাধিপ (পুং) কিম্পুরুষান্ অধিপাতি রক্ষতি, কিম্পুরুষ-অধি-পা-ক। কুবের।

("ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ।" হরিবংশ।)

কিম্পুরুষেশ্বর (পুং) কিম্পুরুষস্য কিম্পুরুষাণাং বা ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। ১ কিম্পুরুষবর্ষের রাজা। ২ কুবের।

(কৈলাসো যক্ষ-ধন-নিধি-কিম্পুরুষেশ্বরঃ। হেম ২।১০৪।)

কিম্পুরুষী (স্ত্রী) কিম্পুরুষনামক বর্ষবিশেষ।

কিম্প্রকার (ক্রি-বিন্) কিম্ কীদৃশঃ প্রকারো ঽস্মিন্ কর্ম্মণি। ১ কিরূপে। ২ কি উপায়ে।

কিম্প্রভাব (ত্রি) কিম্ কীদৃশ প্রভাবো ঽস্য, বহুব্রী। কিরূপ প্রভাববিশিষ্ট।

কিম্বল (ত্রি) কিম্ কীদৃশঃ বলঃ অস্য, বহুব্রী। ১ কিরূপ সামর্থ্য বিশিষ্ট। ২ কিরূপ সৈন্যবিশিষ্ট।

কিম্ভরা (স্ত্রী) কিঞ্চিৎ বিভর্ত্তি, কিম্ ভৃ-অচ্-টাপ্। নলী নামক গন্ধদ্রব্য।

কিম্ভূত (ত্রি) কিম্ কীদৃশং ভূতম্, কর্ম্মধা। কিরূপ।

কিম্মৎ (আরব্য) মূল্য, দাম।

কিম্ময় (ত্রি) কিম্ স্বরূপম্, কিম্-ময়ট্। কিরূপ, কিমাত্মক।

কিম্বান্ [ৎ] (ত্রি) কিমপি অস্যাস্তি, কিম্-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট। ২ কি বিশিষ্ট।

কিম্বদন্তি (স্ত্রী) কিম্-বদ-ঝিচ্। জনশ্রুতি, প্রবাদ।

কিম্বদন্তী (স্ত্রী) কিম্-বদ-ঝিচ্-ঙীষ্। জনশ্রুতি, সত্যই হউক বা অসত্যই হউক বহুলোকে যে কথা বিশ্বাসপূর্ব্বক বলিয়া আসিতেছে।

("অস্তি কিলৈষা কিম্বদন্তী অস্মাকং কুলে কালরাত্রি কল্পাবিদ্যা নাম রাক্ষসী সমুপৎস্যতে।" প্রবোধচ°।)

কিম্বা (অব্যয়) কিম্ চ বা চ, দ্বন্দ্বঃ। ১ বিকল্প। ২ অথবা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—উতাহো, যদি বা, যদ্বা, নেতি।

কিম্বিদ্ (ত্রি) কিম্ বেত্তি, কিম্-বিদ্-ক্বিপ্। কি জানে, কোন্ বিষয়ে অভিজ্ঞ।

কিম্বীর্য্য (ত্রি) কিম্ কীদৃশং বীর্য্যমস্য, বহুব্রী। কিরূপ বীর্য্যশালী।

কিম্ব্যাপার (ত্রি) কিম্ কীদৃশো ব্যাপারো যস্য, বহুব্রী। ১ কিরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট, কিরূপ কার্য্যাসক্ত। ২ (পুং) কীদৃশো ব্যাপারঃ, কর্ম্মধা। কিরূপকার্য্য, কিরূপ ঘটনা।

কিয়ৎ (ত্রি) কিম্ পরিমাণমস্য, কিম্-বতুপ্-বস্য ঘঃ (কিমিদংভ্যাং বো ঘঃ। পা ৫।২।৪০) কিমঃ কি-আদেশশ্চ। কি পরিমিত, কত।

("গন্তব্যমস্তি কিয়দিত্যসকৃৎ ব্রুবাণা।" সাহিত্যদর্পণ।)

কিয়তী (স্ত্রী) কিয়ৎ-ঙীপ্। কত।

("নিবিশতে যদি শূকশিখাপদে
সৃজতি সা কিয়তীমিব ন ব্যথাম্।" নৈষধ ৪র্থ।)

কিয়ৎকাল (পুং) কিয়ান্ কিম্পরিমিতঃ কালঃ, কর্ম্মধা। ১ কি পরিমিত সময়, কত কাল। ২ কিঞ্চিৎকাল।

কিয়দ্দূর (ত্রি) কিম্পরিমিতং দূরং ব্যবধানম্, কর্ম্মধা। কতদূর, কত ব্যবধান।

কিয়দেতিকা (স্ত্রী) উৎসাহ, উদ্যোগ।

(অভিযোগোদ্যমৌ প্রৌঢ়িরুদ্যোগঃ কিয়দেতিকা। হেম ২।২১৪)

কিয়ন্মাত্র (ত্রি) কিম্পরিমিতা মাত্রা অস্য, বহুব্রী। কত মাত্রাবিশিষ্ট, কি পরিমিত।

কিয়ন্মূল্য (ত্রি) কিম্পরিমিতং মূল্যমস্য, বহুব্রী। কত মূল্য বিশিষ্ট; কি দামের জিনিষ।

কিয়া (দেশজ) প্রতিফল।

("আমারে যেমন, মারিলি তেমন, পাইবি তাহার কিয়া।" অন্নদামঙ্গল।)

কিয়াহ (পুং) কিয়ান্ রক্তবর্ণো হয়ঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। রক্তবর্ণ ঘোড়া।

(কৃষ্ণবর্ণে তু খুঙ্গাহঃ কিয়াহো লোহিতো হয়ঃ। হেম ৪।৩০৪।)

কিয়ুল, লক্ষ্মী-সরাই রেলওয়ে ষ্টেশনের ঠিক দক্ষিণে কিয়ুল বা কেবল নদীতীরে কিয়ুল বা কেবল নামে এক জনপদ আছে। এই ক্ষুদ্রগ্রাম এককালে সমৃদ্ধ বৌদ্ধনগর ছিল। কাহারও মতে, ইহাই হিউএন্‌সিয়াঙের উল্লিখিত "লো-ইন্-নি-লো" র অংশ হইবে। এই গ্রামের পশ্চিমদিকে "সংসার পুখুর" নামে একটি দীর্ঘিকা ও তাহার উত্তরে আরও একটি দীর্ঘিকা আছে। এই দ্বিতীয় পুষ্করিণীর তীরে একটি বৌদ্ধমন্দিরের ভিত্তিভাগ ও কতকগুলি বৌদ্ধযুবার প্রতিকৃতি পড়িয়া আছে। গ্রামের মধ্যে একস্থানে পদ্মপাণি-বোধিসত্ত্বের প্রস্তর-প্রতিমা ও গ্রামের জমীদারদিগের উদ্যান মধ্যে উহারই একটি ক্ষুদ্রকায় প্রতিমা আছে। এই গ্রামের ঈষৎ দক্ষিণে "কোবয়" নামক গ্রাম আছে। এই গ্রামের বসতি আধুনিক হইলেও স্থানটি অনেক প্রাচীন। এখানেও প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ যথেষ্ট আছে। গ্রামের মধ্যে একটি বালক-ক্রোড়া ষষ্ঠী বা ভবানীর মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। এই গ্রামে একটি পঞ্চধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কিয়ুল গ্রামের অপর পারে কিয়ুল নদীর পূর্ব্বতীরে ৩০ ফুট একটি ভগ্ন ইষ্টক স্তূপ আছে। এই স্তূপটি 'বির্দাবন স্তূপ' নামে খ্যাত। গ্রাম্য লোকে স্তূপটিকে সামান্যতঃ 'গড়' বলিয়া থাকে। এই স্তূপের পশ্চিমে ১৫০ হইতে ১৬০ ফুট বিস্তৃত একটি মঠের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহামসাহেব এই স্তূপের শীর্ষদেশে ৬ ফুট গভীর গহ্বর মধ্যে একটি প্রস্তরের ভগ্নপ্রায় গাছ-কৌটা ও বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। বুদ্ধমূর্ত্তিটির মস্তকটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কনিংহাম গাছ-কৌটাটি খুলিয়া তন্মধ্যে একটি স্বর্ণকৌটা দেখিতে পান, এই স্বর্ণ কৌটাটির মধ্যে আবার একটি রূপার কৌটা ছিল। এই রৌপ্য কৌটার মধ্যে একটি হরিৎবর্ণের কাচের পুঁথি (স্ফটিকমালা) ও একখণ্ড অস্থি এবং একটি মনুষ্য-দন্ত ছিল। স্তূপের গাত্রে কয়েকটি কুলুঙ্গী আছে। কুলঙ্গী হইতে প্রায় ২০০। ৩০০ মোহর করা গালার পাত পাওয়া গিয়াছে। এই মোহরগুলি চারি জাতীয়, বড়গুলি ২ ইঞ্চি লম্বা। ইহার কতকগুলিতে বুদ্ধমূর্ত্তি, স্তূপের আকৃতি ও নানাবিধ বিষয় মুদ্রিত ছিল, কিন্তু প্রায় ৩ ভাগ মোহরের মুদ্রা গ্রীষ্মকালে গলিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি হইতে স্থির হয় যে এই স্তূপটি খৃষ্টীয় ৯ম। ১০ম শতাব্দীর মধ্যকালের। এখানকার একটি মাটীর কলশের মধ্যে পিত্তলনির্ম্মিত ৪টি বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল। এগুলির কিছুই নষ্ট হয় নাই।

কির (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি মলোপক্ষিতস্থলম্ ইতি শেষঃ, কৄ-ক। ১ শূকর। ২ (ত্রি) ক্ষেপণকারী। ৩ (পুং) প্রান্তভাগ।

কিরক (পুং) কিরতি লিখতি, কৄ-ণ্বুল্। ১ লেখক। ২ কির ক্ষুদ্রার্থে কন্। শূকরছানা।

কিরণ (পুং) কীর্য্যন্তে বিক্ষিপ্যন্তে রশ্ময়ো-ঽস্মাৎ, কৄ-ক্যু। (কৄপৃবৃজিমন্দিনিধাঞঃ ক্যুঃ। উণ্ ২।৮১।) ১ সূর্য্য। ২।

কীর্য্যতে পরিতঃ ক্ষিপ্যতে অসৌ। সূর্য্যরশ্মি। ৩ চন্দ্ররশ্মি। ৪ রত্নরশ্মি। (কিরণো রশ্মি। উজ্জ্বলদত্ত।)

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অস্র, ময়ূখ, অংশু, গভস্তি, ঘৃণি, ঘৃষ্ণি, ভানু, কর, মরীচি, দীধিতি, ত্বিট্, দ্যুতি, আভা, বিভা, প্রভা, রুক্, রুচি, ভাঃ, ছবি, দীপ্তি, রশ্মি, অভীষু, মহঃ, জ্যোতিঃ, সহঃ, রোচিঃ, শোচিঃ, ত্বিষা, পৃশ্নি, প্রকাশ, আতপ, দ্যোত, পাদ, আলোক, বসু, ধৃষি, ভাস, ঘর্ম্ম, লোক, অর্চ্চি, বীচি, হেতি, ধাম, বর্চ্চ, শুষ্ম, তেজঃ, ওজঃ।

"ভবতি বিরলভক্তির্ম্লানপুষ্পোপহারঃ
স্বকিরণপরিবেষোদ্ভেদশূন্যাঃ প্রদীপাঃ।" রঘু ৫। ৭৪।

কিরণতন্ত্র, মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃত একখানি শৈবতন্ত্র।

কিরণময় (ত্রি) কিরণ-ময়ট্। ১ কিরণস্বরূপ। ২ কিরণবিশিষ্ট।

কিরণমালী [ন্] (পুং) কিরণানাং মালা অস্ত্যস্য কিরণমালা-ইনি। সূর্য্য।

কিরণাবলী (স্ত্রী) কিরণানাং আবলী শ্রেণী। ১ কিরণশ্রেণী, কিরণপংক্তি। ২ এই নামে সংস্কৃত ভাণ্ডারে অনেক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে উদয়নাচার্য্যবিরচিত বৈশেষিকসূত্রের প্রশস্তপাদভাষ্যের বিবরণই প্রধান।

ইহার আবার অনেক টীকা আছে যথা—পদ্মনাভকৃত কিরণাবলীভাস্কর, বর্দ্ধমানকৃত দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ, চন্দ্রশেখর-ভারতীকৃত দ্রব্যকিরণাবলীশব্দবিবরণ, মহাদেবকৃত গুণকিরণাবলীরসসার, রামভদ্রকৃত গুণরহস্য, বরদরাজ ও কৃষ্ণকৃত টীকা প্রভৃতি। কিরণাবলীর উক্ত টীকাগুলির আবার বিবৃতি আছে; তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়, যথা—মেঘভগীরথকৃত কিরণাবলীপ্রকাশপ্রকাশিকা, রুদ্রন্যায়বাচস্পতিকৃত রঘুনাথীয় দ্রব্যকিরণাবলীপরীক্ষা, মাধবদেবকৃত গুণরহস্যপ্রকাশ, রঘুনাথকৃত গুণপ্রকাশবিবৃতি, মথুরানাথকৃত গুণপ্রকাশদীধিতি ও গুণপ্রকাশ দীধিতি মঞ্জরীনাম্নী বিবৃতিটীকা; এতদ্ভিন্ন রুদ্রভট্টাচার্য্যকৃত গুণপ্রকাশবিবৃতি-ভাবপ্রকাশিকা, রামকৃষ্ণভট্টাচার্য্যের গুণপ্রকাশবিকৃতিপ্রকাশিকা এবং জয়রামভট্টাচার্য্যের দীধিতিপ্রকাশিকা প্রচলিত আছে।

৩ দাদা ভাই বিরচিত সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকা। ৪ শশধরকৃত একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ।

কিরা (দেশজ) দিব্য, শপথ।

("প্রাণনাথ দিল কিরা, তথাপি না গেলে ফিরা,
ঠেলি আইলে ঠাকুরের হাত।" শিবায়ণ ২৭৫।)

কিরাটিকা (স্ত্রী) কিরে পর্য্যন্ত ভূমৌ অটতি। কির-অট্-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বম্। শারিকা, শালিখপাখী।

কিরাত (পুং) কিরং অবস্কারাদের্নিক্ষেপভূমিং অতন্তি নিরন্তরং ভ্রমতি কির-অত-অণ্। যদ্বা কিরং শূকরাদিকং অতন্তি হিনস্তি কির-অত-অচ্। ১ অসভ্যজাতিবিশেষ। ২ ব্যাধ। ৩ চিরাতা। (কিরাতো ম্লেচ্ছভেদে স্যাত্ভূনিম্বে হ্রস্বতনাবপি। মেদিনী।) ৪ ঘোটকরক্ষক। ৫ মৎস্যবিশেষ। ৬ জনপদবিশেষ।

বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড, বামন প্রভৃতি পুরাণের মতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমা কিরাত। মহাভারতে লিখিত আছে, প্রাগ্জ্যোতিষাধিপ ভগদত্ত চীন ও কিরাতসৈন্য লইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ॥"
ভারত সভা° ২৬। ৯।

উক্ত শ্লোকদ্বারা বোধ হইতেছে প্রাগ্জ্যোতিষের নিকটস্থ কিরাত ও চীন ছিল। প্রাগ্জ্যোতিষের বর্ত্তমান নাম আসাম। অতএব পূর্ব্বদিকেই কিরাত জনপদ হওয়া সম্ভব। সভাপর্ব্বে অপর স্থলে লিখিত আছে—

"যে পরার্দ্ধে হিমবতঃ সূর্য্যোদয়গিরৌ নৃপাঃ।
কারূষে চ সমুদ্রান্তে লৌহিত্যমভিতশ্চ যে॥ ৮॥
ফলমূলাশনা যে চ কিরাতাশ্চর্ম্মবাসসঃ।
ক্রূরশস্ত্রাঃ ক্রূরকৃতস্তাংশ্চ পশ্যামহং প্রভো॥ ৯॥
চন্দনাগুরুকাষ্ঠানাং ভারান্ কালীয়কস্য চ।
চর্ম্মরত্নসুবর্ণানাং গন্ধানাঞ্চৈব রাশয়ঃ॥ ১০॥
কৈরাতকীনামযুতং দাসীনাঞ্চ বিশাম্পতে।
আহৃত্য রমণীয়ার্থান্ দূরজান্ মৃগপক্ষিণঃ॥ ১১॥
নিচিতং পর্ব্বতেভ্যশ্চ হিরণ্যং ভূরিবর্চ্চসম্।
বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ॥ ১২॥"
সভা° ৫২ অঃ।

উক্ত শ্লোক দ্বারাও বোধ হইতেছে যে হিমালয়ের পূর্ব্বে লোহিত্যনদীর পরে কিরাতজাতির বাস ছিল। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি Cirrhadæ নামে ঐ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতেই এই জাতি ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তবাসী। পুরাতত্ত্ববিদ্গণের মতে টলেমি-বর্ণিত উক্তজাতির নিবাস বর্ত্তমান আরাকান বলিয়া অনুমিত হয়।

ব্রহ্মদেশ ও কাম্বোডিয়া (কম্বোজ) হইতে খৃষ্টীয় ৫ম, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে ব্রহ্ম ও কম্বোজের আদিম অধিবাসী পার্ব্বত্যজাতি 'কিরাত' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা বোধ হয়, এক সময়ে হিমালয়ের পূর্ব্বাংশে বর্ত্তমান ভুটান, আসামের পূর্ব্বাংশ মণিপুর, ব্রহ্মদেশ,

এমন কি চীন-সমুদ্র-কূলবর্ত্তী কম্বোজ অবধি অসভ্য কিরাত জাতির বাস ছিল এবং ঐ সমস্ত স্থান সময়ে সময়ে কিরাত জনপদ বলিয়া অভিহিত হইত। এখনও নেপালের পূর্ব্বাংশ হইতে আসামাঞ্চলের পাহাড়ের উপর অবধি কিরাতজাতি বাস করে। নেপালে ইহারা সচরাচর 'কিরান্তি' নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু সেখানে কিরান্তিরা আপনাদিগকে মোম্বো ও কিরাবা বলিয়া পরিচয় দেয়। অদ্যাপি এই কিরাতজাতির নামানুসারে নেপালের একটী জেলা 'কিরান্তি' নামে অভিহিত।

বর্ত্তমান কিরান্তিজাতি তিনভাগে বিভক্ত—বল্লো কিরান্ত, মাঝকিরান্ত এবং পল্ল কিরান্ত। বল্লো কিরান্তের মধ্যে লিম্বু, যথ (যক্ষ ?) ও রয়স্ (রক্ষস্ ?) নামে শ্রেণীভেদ আছে। লিম্বু ও কিরান্তিরা পত্নী ক্রয় করে। যাহার ক্রয় করিবার অর্থ নাই, সে শ্বশুরের বাড়ী কিছুদিন চাকরী করে, তৎপরে পারিশ্রমিক অর্থের পরিবর্ত্তে পত্নী লাভ করে। ইহারা পাহাড়ের উপর শবদেহ লইয়া গিয়া দাহ করে, পরে সেই শবের ভস্ম লইয়া সমাধি দেয়। সমাধির উপর একখণ্ড ৩। ৪ হাত পাথর দাঁড় করাইয়া রাখে।

নেপালের পার্ব্বতীয়বংশাবলী নামক ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, আহীরবংশের পর ২৯ জন কিরাতবংশীয় রাজা নেপালে রাজত্ব করেন। তৎপরেও বহুদিন কিরাতদিগের ক্ষমতা ছিল, অবশেষে নেপালরাজ পৃথ্বীনারায়ণ ইহাদিগকে এককালে অধঃপাতিত করেন।

সিকিম ও নেপালের কিরাতেরা কতক বৌদ্ধ, কতক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ভারতের দক্ষিণপশ্চিমাংশে 'কিরাত' নামক একটি জনপদের উল্লেখ আছে (বৃহৎসংহিতা ১৪। ১৮) শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে—

"তপ্তকুণ্ডং সমারভ্য রামক্ষেত্রান্তকং শিবে।
কিরাতদেশো দেবেশি বিন্ধ্যশৈলেঽবতিষ্ঠতে॥"

তপ্তকুণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া রামক্ষেত্রান্ত পর্য্যন্ত কিরাত দেশ, ইহা বিন্ধ্যশৈলে অবস্থিত।

কিরাতক (পুং) কিরাতএব-স্বার্থে কন্। চিরাতা।

কিরাততিক্ত (পুং) কিরাত ভূনিম্বঃ সএব তিক্তঃ, কর্ম্মধা। চিরাতা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ভূনিম্ব, অনার্য্যতিক্ত, কৈরাত, কাণ্ডতিক্তক, কিরাতক, চিরতিক্ত, তিক্তক, সুতিক্তক, কটুতিক্ত ও রামসেনক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—ভেদক, রুক্ষ, শীতল, তিক্তরস, লঘু এবং সন্নিপাত জ্বর, শ্বাস, কফ, পিত্ত, রক্ত, দাহ, কাস, শোথ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, জ্বর, ব্রণ ও ক্রিমিরোগনাশক।

কিরাততিক্তক (পুং) কিরাততিক্ত-স্বার্থে-কন্। চিরাতা।

কিরাতার্জ্জুনীয় (ক্লীং) কিরাতশ্চ অর্জ্জুনশ্চ তয়োর্ বৃত্তমধিকৃত্য কৃতম্, কিরাতঅর্জ্জুন-ছ। ভারবিকবিপ্রণীত মহাকাব্যবিশেষ; সাধারণতঃ লোকে এই কাব্যকে 'ভারবি' বলিয়া থাকে। দুর্য্যোধনের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া যখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা বনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে ব্যাসদেব তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে দুর্য্যোধন পক্ষ অপেক্ষা অধিক বলশালী করিবার জন্য অর্জ্জুনকে তপস্যা দ্বারা দেবগণের নিকট অস্ত্র গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে অর্জ্জুন হিমালয়পর্ব্বতের নিকট প্রথমে ইন্দ্রের তপস্যা করেন, ইন্দ্র তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে শিবের তপস্যা করিতে উপদেশ দিলেন। তখন অর্জ্জুন মহাদেবেরই তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বীরত্ব পরীক্ষার জন্য কিরাতবেশে একটি প্রকাণ্ড বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। বরাহ অর্জ্জুনের নিকট আসিয়াই, তাঁহাকে আক্রমণ করিল; সুতরাং অর্জ্জুন তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কিরাতবেশী মহাদেবও অর্জ্জুনের বাণপাতের সঙ্গে সঙ্গেই অপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। উভয়েরই বাণে বিদ্ধ হইয়া বরাহ বিনষ্ট হইলে, কাহার বাণে তাহার মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয় না হওয়ায় উভয়েই 'আমি মারিয়াছি', বলিয়া বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহাতেই উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইল; এই যুদ্ধে অর্জ্জুনের বীরত্ব দেখিয়া মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে এই সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এই কাব্যের রচনাপ্রণালী অতি নিগূঢ় ভাববিশিষ্ট; এই জন্য শ্লোক আছে—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥"

এই কাব্য অষ্টাদশসর্গে সমাপ্ত হইয়াছে। [ভারবি দেখ।]

কিরাতাদিক্বাথ, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। চিরাতা, মুথা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে ও শুঁঠ সমুদায়ে ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট রাখিবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে বাতিকজ্বর আরোগ্য হয়।

কিরাতাদিতৈল, বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। এই তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে ৴৪ সের সর্ষপতৈলে দধির মাত ৴৪ সের,

কাঁজী /৪ সের, চিরাতার কাথ /৪ সের দিয়া ও কল্কের জন্য মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, বালা, কুড়, রাখালশসা, রাস্না, গজপিপুল, ত্রিকটু, পাঠা, ইন্দ্রযব, সৈন্ধব, সচল, বিট্‌লবণ, বাসকছাল, শ্বেতআকন্দমূলের ছাল, শ্যামালতা, দেবদারু ও মাকালফল সমুদায়ে /১ সের দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মাখিলে নানা জ্বর আরোগ্য হয়।

কিরাতাদিতৈল, (বৃহৎ), বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। প্রস্তুতের নিয়ম—কটুতৈল /৮ সের। কাথ করিতে চিরাতা ।২॥ (সাড়ে বার সের), মূর্ব্বামূলের কাথ /৮ সের, লাক্ষার কাথ /৮ সের, কাঁজী /৮ সের ও দধির মাত /৮ সের। জল ৬৪ (৬৪ সের) দিবে ও ।৬ (১৬ সের) অবশিষ্ট রাখিবে। পরে চিরাতা, গজপিপুল, রাস্না, কুড়, লাক্ষা, রাখালশসারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, যষ্টিমধু, মুথা, পুনর্নবা, সৈন্ধব, জটামাংসী, বৃহতী, বিট্‌লবণ, বালা, শতমূলী, রক্তচন্দন, কট্‌কী, অশ্বগন্ধা, শুলফা, রেণুক, দেবদারু, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধনে, পিপুল, বচ, শঠী, ত্রিফলা, যমানী, বনযমানী, কাঁকড়াশিঙ্গী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, জীরে, কালজীরে, ঘোড়ানিমের ছাল, হবুষা, যবক্ষার ও শুঁঠ প্রত্যেকের ৪ তোলা পরিমাণে কল্কার্থ দিয়া তৈল প্রস্তুত করিবে। এই তৈল মাখিলে সকল প্রকার বিষমজ্বর, প্লীহাজ্বর, শোথযুক্তজ্বর ও প্রমেহজ্বর প্রশমিত এবং অগ্নি, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হয়।

কিরাতাশী [ন্] (পুং) কিরাতান্ নিষাদান্ অশ্নাতি, কিরাত-অশ-ণিনি। গরুড়। মহাভারতে লিখিত আছে যে, এক সময়ে গরুড় মাতা বিনতার দাসীত্বমোচন জন্য অমৃত আনিতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মাতার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিলেন, মাতা বলিয়া দিলেন, সমুদ্রতীরে একটি নিষাদদেশ আছে, তথায় সহস্র সহস্র নিষাদ বাস করে, তুমি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধানিবারণপূর্ব্বক অমৃত আনয়ন কর। গরুড়ও মাতৃ-আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে ভোজন করিয়া ছিলেন।

কিরাতি (স্ত্রী) কিরেণ সমন্তাৎ জলক্ষেপেণ অতিত গচ্ছতি, কির-অত-ইন্। গঙ্গা।

কিরাতিনী (স্ত্রী) কিরাতদেশে উৎপত্তিস্থানমস্যেন অস্ত্যস্তাঃ, কিরাত-ইনি-ঙীপ্। জটামাংসী। [জটামাংসী দেখ।]

কিরাতী (স্ত্রী) কিরাত কিরাতি বা ঙীষ্। ১ দুর্গা; সে সময়ে মহাদেব অর্জ্জুনের পরীক্ষার জন্য কিরাতবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিতেছিলেন; দুর্গাও সেই সময়ে কিরাতীবেশ ধরিয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। ২ কিরাতস্ত্রী। ৩ স্বর্গগঙ্গা। ৪ কুট্টনী। ৫ চামরধারিণী। (স্ত্রিয়াং চামরধারিণ্যাং কুট্টনীদুর্গয়োরপি। মেদিনী।)

কিরারি (পুং) ললিতবিস্তরোক্ত ব্যক্তিবিশেষ। বিরারি পাঠেও দৃষ্ট হয়।

কিরি (পুং) কিরতি সমলভূমিমিতিশেষঃ, কৃ-ই (কৃ-গৃ-পৃ-কুটিভিদিচ্ছিদিভ্যঃ। উণ্ ৪।১৪২।) ১ শূকর। (কিরিবরাহঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ কিরতি বিক্ষিপতি জলম্। মেঘ।

কিরিক (পুং) কিরির্মেঘইব কায়তি প্রকাশতে, কিরি-কৈ-ক। রুদ্রবিশেষ; অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য মূর্ত্তিধর রুদ্র। ইহারা বৃষ্টিদ্বারা জগৎ পালন করেন।

"নমো বঃ কিরিকেভ্যো দেবানাং হৃদয়েভ্যঃ।" শুক্লযজু ১৬।৪৬।

'কিরিকেভ্য ইতি বৃষ্ট্যাদিদ্বারা জগৎ কুর্ব্বন্তি কিরিকাঃ তেভ্যঃ।' ইতি ভাষ্যে মহীধর।

কিরিকিঙ্কিকা (স্ত্রী) সঙ্গীতবিদ্যাবিষয়ক যন্ত্রবিশেষ।

কিরিটি (ক্লী) কিরিণা শূকরেণ টল্যতে বিক্লবাতে, কিরি-টন-ডি। হিন্তাল-ফল।

কিরীট (পুং ক্লী) কিরতি কীর্য্যতে অনেন বা কৃ-কীটন (কৃতৃকৃপিভ্যঃ কীটন্। উণ্ ৪।১৮৪।) ১ মুকুট। ২ শিরোবেষ্টন, পাগড়ি।

(কিরীটং মুকুটে নস্ত্রী কিরীটং বেষ্টনং মতম্। উজ্জ্বলদত্ত।)

কিরীটমালী [ন্] (পুং) মলসম্বন্ধে ণিনি, মালী; কিরীটস্য মালী সম্বন্ধী, ৬তৎ। অর্জ্জুন।

কিরীটধারী [ন্] (পুং) কিরীটং ধরতি ধারয়তি বা, কিরীট ধৃ-ণিনি। ১ অর্জ্জুন। ২ (ত্রি) মুকুটধারী।

কিরীটী [ন্] (পুং) কিরীটোঽস্যাস্তি, কিরীট-ইনি। ১ অর্জ্জুন, তিনি যখন স্বর্গলোকে দেবশত্রু দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ইন্দ্র তাঁহাকে একটি সমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করেন, তজ্জন্য সেই অবধি তিনি কিরীটী নামে প্রসিদ্ধ হন। (ভারত ৪।৪২।১৭।) ২ (ত্রি) মুকুটযুক্ত।

("কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।" গীতা ১১।১৭।)

কিরূপ (দেশজ) কিপ্রকার, কেমন।

কিরে (দেশজ) কিরা, দিব্য, শপথ।

কির্‌কির্ (দেশজ) বালুকাদি স্পর্শ করিলে যেরূপ অনুভব হয়, তাহাকেই চলিত কথায় কির্‌কির্ কহে।

কির্‌কিরা (দেশজ) বালুকাদি মিশ্রিত দ্রব্য।

কির্‌মির্ (দেশজ) ১ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ জন্য শব্দ। ২ ঐরূপ শব্দ করিয়া শাসন করা।

কির্ম্মিরি (ত্রি) বিচিত্রবর্ণ, কর্ব্বুর।

("নক্ষত্রেভ্যঃ কির্ম্মিরঞ্চন্দ্রমসে কিলাসম্।" শুক্লযজু ৩০।২
'নক্ষত্রেভ্যঃ কির্ম্মিনং কর্ব্বুরবর্ণম্।' মহীধর।)

কির্ম্মী (স্ত্রী) কৄ-কি-মুট্ চ (নিপাতনাৎ) ঙীপ্। ১ পলাশগাছ। ২ গৃহ। ৩ স্বর্ণপুত্তলিকা।

(কির্ম্মী পলাশে শালায়াং হেমপুত্র্যাঞ্চ যোষিতি। মেদিনী।)

৪ লৌহপুত্তলিকা। (বিশ্ব)

কির্ম্মীর (পুং) কৄ-ঈরন্ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ নাগরঙ্গ, নারঙ্গানেবুর গাছ। ২ রাক্ষসবিশেষ, বকরাক্ষসের ভ্রাতা। (ভারত ৩।১১।২২।) ৩ বিচিত্রবর্ণ।

(কির্ম্মীরো নাগরঙ্গে চ কর্ব্বুরে রাক্ষসান্তরে। মেদিনী।)

৪ (ত্রি) বিচিত্রবর্ণযুক্ত।

কির্ম্মীরজিৎ (পুং) কির্ম্মীরং জিতবান্, কির্ম্মীর-জি-ক্বিপ্। ভীমসেন। যুধিষ্ঠিরাদির বনভ্রমণকালে কির্ম্মীর রাক্ষস তাঁহাদিগকে আক্রমণ করায়, ভীমসেন তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনষ্ট করেন। (ভারত ৩। ১১ অঃ।)

কির্ম্মীরত্বক্ [চ্] (স্ত্রী) কির্ম্মীরা চিত্রা ত্বগস্যাঃ বহুব্রী। নাগরঙ্গ, নারঙ্গাগাছ। [নাগরঙ্গ দেখ।]

কির্ম্মীরভিৎ [দ্] (পুং) কির্ম্মীরং রাক্ষসবিশেষং ভিন্নবান্, কির্ম্মীর-ভিদ্-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। ভীমসেন।

কির্ম্মীরনিসূদন (পুং) কির্ম্মীরং নিসূদয়তি হন্তি, কির্ম্মীর-নি-সূদ-ণিচ্-ল্যু। ভীমসেন।

কির্ম্মীরসূদন (পুং) কির্ম্মীরং সূদয়তি নাশয়তি, কির্ম্মীর-সূদ-ণিচ্-ল্যু। ভীমসেন।

কির্ম্মীরহ (পুং) কির্ম্মীরং হন্তি, কির্ম্মীর-হন্-ড। ভীমসেন।

কির্ম্মীরারি (পুং) কির্ম্মীরস্য অরিঃ নাশকঃ, ৬তৎ। ভীমসেন।

কির্ম্মীরিত (ত্রি) কির্ম্মীরং সংজাতমস্য, কির্ম্মীর-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) বিচিত্রবর্ণযুক্ত।

কিল্ (দেশজ) মুষ্টিবদ্ধ করিয়া প্রহার।

কিল (অব্যয়) কিল্-ক। ১ বার্ত্তা। ২ সম্ভাবনা। ৩ অনুনয়।

(কিলশব্দস্তু বার্ত্তায়াং সম্ভাব্যানুনয়ার্থয়োঃ। মেদিনী।)

৪ নিশ্চয়।

("ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপু-
স্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি। শকুন্তল ১ম অঃ।)

কিলকিঞ্চিত (ক্লী) কিল অলীকেন কিং-ঈষৎ চিতং রচিতম্, ৩ তৎ। শৃঙ্গারভাবজন্য ক্রিয়াবিশেষ।

"স্মিতশুষ্করুদিতহসিতত্রাসক্রোধশ্রমাদীনাম্।
সাঙ্কর্য্যং কিলকিঞ্চিতমভীষ্টতমসঙ্গমাদিজাদ্ধর্ষাৎ॥"

প্রিয় নায়কের সমাগমজন্য অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, সেই নায়কের নিকট স্ত্রীগণ যে শুষ্কহাস্য, রোদন, ভয়, ক্রোধ ও শ্রান্তি প্রভৃতি মিশ্রিতভাবে একরূপ ভাবপ্রকাশ করে, তাহাকেই কিলকিঞ্চিত কহে। (সাহিত্য দ° ৩। ১০৯।)

("ত্বয়ি বীর বিরাজতে পরং দময়ন্তীকিলকিঞ্চিতং কিল।
তরুণীস্তন এব দীপ্যতে মণীহারাবলীরামণীয়কম্॥"
নৈষধ ৫স°।)

কিলকিল (পুং) ১ মহাদেব। ২ নগরবিশেষ।

কিলকিলা (স্ত্রী) কিল্-ক-প্রকারে বীপ্সায়াং বা দ্বিত্বম্,-টাপ্ চ। হর্ষধ্বনি, কিল্ কিল্ শব্দ। ২ বীরদিগের সিংহনাদ। ৩ দিগ্বিজয়প্রকাশোক্ত বঙ্গদেশের অন্তর্গত সরস্বতী ও কালিন্দী নদীর মধ্যবর্ত্তী জনপদ।

[কলিকাতা শব্দ ২৭০ পৃঃ দেখ।]

কিলা (সম্বো) কিলো! এই অর্থে 'কিলা' শব্দেরও ব্যবহার হয়। কিলো বা কিলা শব্দ স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহৃত এবং প্রশ্নার্থকও হয়।

কিলাট (পুং) দুগ্ধবিকৃতি, ছেনা। চরকসংহিতায় লিখিত আছে, ইহার গুণ—গুরু, তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বায়ুনাশক, দীপ্তাগ্নি ও নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির হিতকারক। শ্লেষ্মজনক, রুচিকারক এবং পিত্ত, বিদ্রধি, মুখশোষ, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক। ভাবপ্রকাশে ইহার প্রস্তুতপ্রণালীও লিখিত আছে—দধি বা ঘোলসংযোগে দুগ্ধ বিকৃত করিয়া জ্বাল দিতে হয়, পরে বস্ত্রে বান্ধিয়া তাহা হইতে জলভাগ পরিত্যাগ করিতে হয়। পীযুষ, মোরট ও ক্ষীরশাক প্রভৃতি ইহার আরও কয়েক প্রকার ভেদ আছে। (ভাবপ্র° ২য়।)

কিলাটক (পুং) কিলাট এব-স্বার্থে কন্। ছেনা। দেশভেদে ইহাকে গিজরীও কহে।

("নষ্টদুগ্ধস্য পক্কস্য পিণ্ডং প্রোক্তঃ কিলাটকঃ।" ভাবপ্র°।)

কিলাটী [ন্] (পুং) কিলতি কিল-ক, কিলঃ; কিলং অটতি, অট ণিনি, আটী; কিলশ্চাসৌ আটী চেতি কর্ম্মধা। যদ্বা কিলং অটতি, কিল-অট্-ণিনি। বংশ, বাঁশগাছ।

কিলাটী (স্ত্রী) কিলাট-ঙীষ্ (ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) দুগ্ধবিকৃতি, ইহার অপর নাম কূর্চ্চিকা।

[কূর্চ্চিকা দেখ।]

(উভে ক্ষীরস্য বিকৃতী কিলাটী কূর্চ্চিকাপি চ। হেম ৩।৬৯।)

কিলাত (পুং) কিলং অতভি, কিল-অত-অণ্। ১ ঋষিবিশেষ। ২ অসুরবিশেষ।

কিলান (দেশজ) কিল মারা, মুষ্টিপ্রহার।

কিলাস (ক্লী) কিলং বর্ণং অস্যতি ক্ষিপতি, বিকৃতিং করোতি ইতি যাবৎ, কিল-অস্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১।) কুষ্ঠরোগবিশেষ। চরকসংহিতায় ইহার নিদান এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—"মিথ্যাকথা, কৃতঘ্নতা, দেবনিন্দা, গুরুজনের অপমান, পাপকার্য্য, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল এবং বিরুদ্ধ অন্নপানাদি সেবন দ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হয়।"

বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্ম এই ত্রিবিধ দোষভেদে এই রোগও তিন প্রকার; তন্মধ্যে বায়ুজন্য কিলাস অরুণবর্ণ, কর্কশ ও স্থানে স্থানে গোলাকার মত হইয়া উৎপন্ন হয়। পিত্তজন্য কিলাস তাম্রবর্ণ, পদ্মপত্র তুল্য এবং দাহবিশিষ্ট। শ্লেষ্মজ-কিলাস শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, ঘন ও কণ্ডূযুক্ত। এই ত্রিদোষজন্য কিলাসরোগে যথাক্রমে রক্ত, মাংস, মেদ এই তিন স্থানে উৎপন্ন হয়। কিন্তু সুশ্রুত ঋষি এই রোগকে কেবলমাত্র ত্বগ্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বায়ু জন্য কিলাস অপেক্ষা শ্লেষ্মজন্য কিলাস কষ্টসাধ্য। কিলাসরোগের উপরিস্থ লোম সকল রক্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ না হইলে, পরস্পর সংযুক্ত না হইলে, অল্পদিনজাত হইলে এবং অগ্নিদগ্ধজন্য না হইলেই ইহা আরোগ্য হয়, নতুবা এই রোগ অসাধ্য।

(বাভট নি° ১৪ অঃ।)

চিকিৎসা।—কুড়, তমালপত্র, মরিচ, মনঃশিলা ও হিরাকস্ এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে তৈলের সহিত তাম্রপাত্রে ৭ দিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে রাখিয়া দিবে; পরে ঐ তৈল কিলাস-স্থানে মর্দ্দন করিতে হইবে। ১।

মূলাবীজ, সোমরাজীবীজ, লাক্ষা, গোরোচনা, সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, পিপ্পলী ও কাললৌহচূর্ণ একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ২।

একটা বৰ্দ্ধিহরীতকী ও আম্রবৃক্ষের পত্র এবং ছালের রসে ভাবনা দিয়া পরে বটের আটা দ্বারা পুনর্ব্বার ভাবনা দিয়া, তাম্রপ্রদীপে জ্বালিতে হইবে। তাহার মসীগ্রহণ করিয়া তাহাতেও হরীতকীর কাথের ভাবনা দিবে, তৎপরে সেই মসী কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অধিকতররূপে মর্দ্দন করিলে কিলাসরোগ আরোগ্য হয়। ৩।

(সুশ্রুত চি° ৯ অঃ।)

কিলাসঘ্ন (পুং) কিলাসং হন্তি, কিলাস-হন্-টক্। বৃক্ষবিশেষ, কাঁকরোল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কর্কোটক, তিক্তপত্র ও সুগন্ধক। [কর্কোটক দেখ।]

(কর্কোটকঃ কিলাসঘ্নস্তিক্তপত্রঃ সুগন্ধকঃ। হেম ৪। ২৫৬।)

কিলাসনাশন (ত্রি) কিলাসং নাশয়তি, কিলাস-নশ্-ণিচ্-ল্যু। কিলাসরোগনাশক।

কিলাসী [ন্] (ত্রি) কিলাসং অস্ত্যাস্তি, কিলাস-ইনি। কিলাসরোগযুক্ত।

কিলিঞ্চ (ক্লী) কিল্যতে অনেন, কিল-ইন্। কিলিং চিনোতি, কিলি-চি-ড (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) সূক্ষ্মকাষ্ঠ, সরুকাঠ।

কিলিঞ্জ (পুং) কিলিতঃ জায়তে, কিলি-জন্-ড মুম্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু) ১ সূক্ষ্মকাষ্ঠ। ২ মাদুর। ৩ পর্দ্দা। কোন কোন স্থলে কিলিঞ্জ শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখা যায়।

কিলিঞ্জক (পুং) কিলিঞ্জ-স্বার্থে কন্। ১ কট, মাদুর। ২ কাশাদি তৃণনির্ম্মিত রজ্জু; ইহা দ্বারা ধান্যাদি রাখিবার মরাই ঘেরা হয়।

কিলিনকিল (পুং, ক্লী) নগরবিশেষ।

কিলিম (ক্লী) কিল-ইমন্। দেবদারু।

("মরীচং পিপ্পলীমূলং মগধা গজপিপ্পলী।
সরলঃ কিলিমং হিঙ্গুভার্গী, তেজবতীত্বচৌ॥" চরক, ক ৭অঃ।)

কিল্‌কিল্ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ২ এক স্থানে বহুলোক একত্র থাকিলে, অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট অনেকগুলি একত্র থাকিয়া নড়িলে ঐখানে মানুষ বা পোকা কিল্‌কিল্ করিতেছে এইরূপ ব্যবহৃত হয়।

কিল্‌কী [ন্] (পুং) ঘোটক, ঘোড়া।

কিল্‌বিল্ (দেশজ) একস্থানে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রকীটের ইতস্ততঃ গমনাগমন।

কিল্বিষ (ক্লী) কিল্-টিষচ্-বুক্ আগমশ্চ (কিলে বুক্ চ। উণ্ ১। ৫১।) ১ পাপ। ২ অপরাধ। ৩ রোগ।

(কিল্বিষং পাপরোগয়োঃ। অপরাধেঽপি। মেদিনী)

কিল্বিষী [ন্] (ত্রি) কিল্বিষং অস্ত্যস্য, কিল্বিষ-ইনি। পাপী, পাপযুক্ত।

কিল্বী [ন্] (পুং) কিল্-ভাবে ক্বিপ্; কিল্ অস্ত্যস্য, কিল্ বিনি। ঘোটক, ঘোড়া।

কিল্লা (আরব্য) কেল্লা, দুর্গ।

কিল্লাদার (পারস্য) দুর্গরক্ষক, দুর্গস্বামী।

কিল্লাদারী (দেশজ) দুর্গরক্ষকের কার্য্য।

কিশর (পুং, ক্লী) কিম্-শৄ-অচ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ) সুগন্ধদ্রব্যবিশেষ।

কিশরা (স্ত্রী) কিঞ্চিৎ শৃণাতি হিনস্তি, কিম্-শৄ-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। টাপ্। শর্করা।

কিসরাদি (পুং) পাণিনিব্যাকরণোক্ত শব্দগণবিশেষ; কিশর, নরদ, নলদ, স্থাগল, তগর, গুগ্‌গুলু, উশীর, হরিদ্রা, হরিদ্রু ও পর্ণী; এই কয়েকটি শব্দ কিসরাদিগণের অন্তর্ভূত। ইহাদিগের উত্তর ষ্ঠন্ প্রত্যয় হয়। (কিসরাদিভ্যঃ ষ্ঠন্। পা ৪। ৪। ৫৩।)

কিশল (ক্লী, পুং) কিঞ্চিৎ শলতি চলতি, কিম্-শল্-অচ্-মলোপঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) পল্লব।

কিশলয় (ক্লী, পুং) কিঞ্চিৎ শলতি, কিম্-শল্-বাহুলকাৎ কয়ন্-মলোপঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) পল্লব।

("অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণোবাহূ ॥" শকুন্তল ১ম অঃ।)

কিশলয়তল্প (পুং ক্লী) কিশলয়নির্ম্মিতং তল্পম্, মধ্যলো°। পল্লবনির্ম্মিত বিছানা।

কিশলয়শয়ন (ক্লী) কিশলয়নির্ম্মিতং শয়নম্, মধ্যলো°। পল্লবনির্ম্মিত বিছানা।

কিশোর (পুং) কিঞ্চিৎ শৃণাতি হিনস্তি, কিম্-শৃ-ওরন্ (কিশোরাদয়শ্চ। উণ্ ১। ৬৬।) ১ অশ্বশিশু, ঘোড়ার ছানা। (কিশোরোঽশ্বশাবকঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ তৈলপর্ণী নামক ঔষধবিশেষ। ৩ সূর্য্য। ৪ বয়সের অবস্থাবিশেষ, একাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষপর্য্যন্ত বয়ঃক্রমের নাম কিশোর। ৫ (ত্রি) কিশোরযুক্ত।

(তৈলপর্ণ্যৌষধৌ চ স্যাৎ তরুণাবস্থসূর্য্যয়োঃ ॥ মেদিনী।)

"কটিতে পিয়ল ধটি পাটনীর ডোর।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঅঙ্গ নবীন কিশোর ॥" গোবিন্দ ম ১০৪।

কিশোরিকা (স্ত্রী) কিশোরী-স্বার্থে কন্-টাপ্, ঈকারস্য হ্রস্বত্বঞ্চ। কিশোরী।

কিশোরী (স্ত্রী) কিশোর-ঙীষ্। একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্কা স্ত্রী।

("কিশোরী কালেতে কত কান্তিকলেবর।
উপমা করিতে কিছু নাহি চরাচর ॥" শিবায়ণ ৪৭।)

কিশ্‌ত (পারস্য) ১ নৌকা। ২ টাকা আদায় দিবার জন্য এক একটি নির্দ্দিষ্ট সময় বিভাগ।

কিশ্‌মিশ্ (পারস্য) দ্রাক্ষা।

কিষ্কিন্ধ (পুং) কিং কিং দধাতি, কিম্ ধা-ক-পূর্ব্বস্য কিমো-মলোপঃ, সুট্, ষত্বঞ্চ (পারস্কারাদিত্বাৎ নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ মহীসুরদেশীয় পর্ব্বতবিশেষ। ২ ঐ পর্ব্বতের গুহা।

কিষ্কিন্ধক (পুং) কিষ্কিন্ধ-স্বার্থে কন্। কিষ্কিন্ধপর্ব্বত।

কিষ্কিন্ধপর্ব্বত (পুং) মহীসুরদেশীয় পর্ব্বতবিশেষ।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড (ক্লী) রামায়ণের ৪র্থ কাণ্ড, ইহাতে সুগ্রীবাদির সহিত রামের মিলন ও বালিবধ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।

কিষ্কিন্ধী (স্ত্রী) কিষ্কিন্ধ-ঙীষ্ (বিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। ৪।১।৪১।) কিষ্কিন্ধপর্ব্বতের গুহা।

কিষ্কিন্ধ্য (পুং) কিষ্কিন্ধ-স্বার্থে যৎ। কিষ্কিন্ধপর্ব্বত।

কিষ্কিন্ধ্যা (স্ত্রী) কিষ্কিন্ধ্য-টাপ্। কিষ্কিন্ধ্যপর্ব্বতের গুহা। এইখানেই বালিরাজের রাজধানী ছিল, পরে রামচন্দ্র বালিকে বিনষ্ট করিয়া, এই স্থান সুগ্রীবকে প্রদান করেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড (ক্লী) [কিষ্কিন্ধাকাণ্ড দেখ।]

কিষ্কিন্ধ্যাধিপ (পুং) কিষ্কিন্ধ্যায়া অধিপঃ, ৬তৎ। ১ কিষ্কিন্ধ্যার রাজা, বালি। ২ সুগ্রীব।

কিষ্কু (পুং, স্ত্রী) কৈ-কু-পারস্কারাদিত্বাৎ সুট্-ষত্বঞ্চ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ বার অঙ্গুলি পরিমাণ, এক বিঘত। ২ প্রকোষ্ঠ। ৩ কণুইএর নিম্ন হইতে প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত হস্ত পরিমাণ। ৪ হস্ত।

(কিষ্কুর্দ্বয়োর্বিতস্তৌ চ সপ্রকোষ্ঠকরেঽপি চ। মেদিনী।)

৫ (ত্রি) কুৎসিত।

কিষ্কুপর্ব্বা [ন্] (পুং) কিষ্কুমিতং পর্ব্ব যস্য, বহুব্রী। ১ ইক্ষু। ২ বাঁশ। ৩ নলখাগড়া।

(কিষ্কুপর্ব্বা পুমানিক্ষৌ বেণৌ পোটগলেঽপি চ। মেদিনী।)

কিস্ [বৈ] কর্ত্তা। (অয়ং যো হোতাকিরু স যমস্য কমপূহে যৎ সমঞ্জতি দেবাঃ।" ঋক্ ১০। ২৫। ৩।)

কিসর (পুং, ক্লী) কিঞ্চিৎ সরতি, কিম্ সৃ-কম্ অচ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ।

কিসরিক (ত্রি) কিসরং পণ্যং অস্য, বহুব্রী। কিসর-ঠন্। কিসর নামক সুগন্ধি দ্রব্যবিক্রেতা।

কিসল (পুং, ক্লী) কিং ঈষৎ সলতি, কিম্-সল্-অচ্-মলোপঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কিসলয়।

(পত্রং পলাশং ছদনং বর্হং পর্ণং ছদং দলম্।
নবে তস্মিন্ কিসলয়ং কিসলং পল্লবোঽত্র তু॥ হেম ৪।১৮৯।)

কিসলয় (ক্লী, পুং) কিঞ্চিৎ ঈষদ্বা সলতি, কিম্-সল-বাহুলকাৎ কয়ন্ মলোপঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) নূতন পল্লব।

কিসলয়িত (ত্রি) কিসলয়ং সঞ্জাতমস্য, কিসলয়-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) নূতনপল্লববিশিষ্ট।

কিস্তি (দেশজ) ১ টাকা আদায় দিবার এক একটি নির্দ্দিষ্ট সময় বিভাগ। ২ নৌকা।

কিস্তিবন্দী (পারস্য) একেবারে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলে, বৎসর মধ্যে ৩ বার কি ৪ বারে টাকা আদায় দিব, এইরূপ মর্ম্মে যে লেখাপড়া করা হয়, তাহাকে কিস্তিবন্দী কহে।

কিস্তিমাফিক্ (পারস্য) কিস্তি অনুসারে।

কিস্মৎ (আরব্য) মূল, দাম।

কিস্মতিয়া (পারস্য) যে জমিদারী বা তরফ্ একাধিক ব্যক্তির অধিকারে থাকে।

কিস্‌মিস্ (পারস্য) কিশ্‌মিশ, দ্রাক্ষা। সংস্কৃত পর্য্যায়—স্বাদুফলা, দ্রাক্ষা, মধুরসা, মৃদ্বীকা, হারহুরা। বড়বীজ দ্রাক্ষা হইলে তাহাকে গোস্তনী-মুনক্কা ও অল্পবীজ ও আকারে ক্ষুদ্র হইলে তাহাকে কিস্‌মিস্ কহে। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, কফ ও পিত্তনাশক।

কিস্‌সা (আরব্য) গল্প, ইতিহাস।

কী (অব্যয়) কুৎসা।

কীকট (পুং) কী শব্দৈর্ক্ত্রম্ বা কটতি গচ্ছতি, কী-কট-অচ্। ১ ঘোটক, ঘোড়া। ২ দেশবিশেষ। মগধের বেদোক্ত নাম। ("চরণাদ্রিং সমারভ্য গৃধ্রকূটান্তকং শিবে।
তাবৎ কীকটদেশঃ স্যাৎ তদন্তর্মগধো ভবেৎ॥" শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।
চরণাদ্রি হইতে গৃধ্রকূট পর্ব্বত পর্য্যন্ত কীকটদেশ, মগধদেশ এই দেশের অন্তর্ভূত। ৩ (ত্রি) নিধন। ৪ কৃপণ। এই অর্থে কীকট শব্দ নিত্যবহুবচনান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। (কীকটঃ কৃপণে নিঃস্বে ত্রিষু পুং ভূম্নি নীবৃতি। মেদিনী।)
৫ (পুং) সঙ্কটপুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৬। ৬। ৪।)

কীকর (পুং, ক্লী) গ্রামবিশেষ।

কীকশ (পুং) কীতি কশতি শব্দায়তে, কী-কশ্-অচ্। চণ্ডাল। (মহানি° ত° ৩। ৯০।)

কীকস (পুং) কী কুৎসিতং যথাস্যাত্তথা কসতি গচ্ছতি, কী-কস্-অচ্। ১ কীটজাতি। ২ (ক্লী) কী কুৎসিতেন রক্তাদিনা কসতি উৎপদ্যতে। অস্থি, হাড়। ৩ (ত্রি) কর্কশ।

কীকসমুখ (পুং) কীকসং চঞ্চুরূপং অস্থি মুখে যস্য বহুব্রী। পক্ষী।

কীকসাস্য (পুং) কীকসং আস্যে মুখে যস্য, বহুব্রী। পক্ষী।

কীকসেশ্বর (পুং) কীকসায়া ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। শিব।

কীকি (পুং) কীতি শব্দং কায়তি, কী-কৈ-বাহুলকাৎ ডি। কিকি, চাষপক্ষী।

কীচক (পুং) চীকয়তি শব্দায়তে, চীক-বুন্ (আদ্যন্তবিপর্য্যয়শ্চ। উণ্ ৫। ৩৬।) ১ বাঁশবিশেষ, বায়ুস্পর্শে এই বাঁশে শব্দ হয়। ২ ছিদ্র যুক্ত বাঁশবিশেষ, ইহার ছিদ্র মধ্যেও বায়ু প্রবিষ্ট হইলে শব্দ হয়। ৩ রাক্ষসবিশেষ। ৪ দৈত্যবিশেষ। ৫ বৃক্ষবিশেষ। ৬ নলখাগড়া। ৭ বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি; ইহার পিতার নাম কেকয়রাজ, দ্রৌপদীর প্রতি অত্যাচার করিবার ইচ্ছা করায় ভীমসেনের হস্তে ইহার মৃত্যু হয়। মহাভারতে ইহার মৃত্যু কথা এইরূপ লিখিত আছে—"যখন পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা ছদ্মবেশে বিরাটরাজ্যে উপস্থিত হইলেন এবং ছদ্মবেশেই তাঁহারা বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কীচক সৈরিন্ধ্রী রূপিণী দ্রৌপদীকে দেখিয়া নিতান্ত কামার্ত্ত হইয়া উঠে এবং অন্য কোনরূপে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারিয়া বলাৎকার ইচ্ছা করে। তৎপরে দ্রৌপদীকে তাহার নিজগৃহে পাঠাইবার জন্য ভগিনীর নিকট অনুরোধ করিলে, ভগিনী সুরা আনিবার ছলে দ্রৌপদীকে কীচকগৃহে পাঠাইয়া দেন, তথায় উপস্থিত হইবামাত্র কীচক তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু দ্রৌপদী চীৎকারপূর্ব্বক সেস্থান হইতে দৌড়িয়া রাজসভায় উপস্থিত হওয়ায় তাহার আক্রমণ হইতে মুক্ত হইলেন। পরে ভীমের সহিত পরামর্শ করিয়া, কীচককে নাট্যশালায় সঙ্কেতস্থান বলিয়া দিলেন। তদনুসারে কীচক উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ভীমসেন নারীবেশে তথায় উপস্থিত রহিলেন, এবং কীচক তথায় আসিবামাত্র তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।" (ভারত বিরাট ১৫ অঃ।)

কীচকজিৎ (পুং) কীচকং জিতবান্, কীচক-জি-অতীতে ক্বিপ্। ভীমসেন।

কীচকনিসূদন (পুং) কীচকং নিসূদয়তি, কীচক-নি-সূদ-ণিচ্ ল্যু। ভীমসেন।
(কির্ম্মীরকীচকবকহিড়িম্বানাং নিসূদনঃ। হেম ৩। ৩৭২।)

কীচকভিৎ (পুং) কীচকং ভিন্নবান্, কীচক-ভিদ্-অতীতে ক্বিপ্ তুগাগমঃ। ভীমসেন।

কীচকবধ (পুং) কীচকস্য বধঃ মারণম্, ৬তৎ। ১ কীচকের বধ। [কীচক দেখ।] ২) কীচকস্য বধঃ বিনাশকথা বর্ণিতো যত্র, বহুব্রী। কীচকবধের বিবরণ অবলম্বন করিয়া রচিত পুস্তকবিশেষ।

কীজ (পুং) কথং জাতঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) অদ্ভুত। ("যঃ শক্রো মৃক্ষো অশ্ব্যো যো বা কীজো হিরণ্ময়ঃ।" ঋক্ ৪। ৫৫। ৩। 'কীজ ইত্যদ্ভুত মাহ'। ভাষ্য।)

কীট (পুং) কীট্-অচ্। ক্ষুদ্র জীব ভেদ। কীট বহুবিধ এবং বহুপ্রকার, সুতরাং তাহার নির্দ্দেশ করা যায় না। সুশ্রুত কতকগুলি কীটের দংশন জন্য রোগ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে, সর্পসমূহের শুক্র, মল, মূত্র এবং শব, পূতি ও অণ্ডজাত কতকগুলি কীটের প্রকৃতি, দংশন জন্য রোগ ও তাহার চিকিৎসার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ সকল কীটের মধ্যে কতকগুলি বায়ুপ্রকৃতি, কতকগুলি পিত্তপ্রকৃতি, কতকগুলি শ্লেষ্মপ্রকৃতি এবং কতকগুলি ত্রিদোষপ্রকৃতি; সর্ব্বাপেক্ষা ত্রিদোষপ্রকৃতি কীটই ভয়ঙ্কর। কুম্ভীনস, তুণ্ডিকেরী, শৃঙ্গী, শতকুলীরক, উচ্চিটিঙ্গ, অগ্নিনামা, চিচ্চিটিঙ্গ, ময়ূরিকা,

আবর্ত্তক, উরভ্র, সারিকা, মুখবৈদল, শরাবকুর্দ্দ, অভীরাজী, পরুষ, চিত্রশীর্ষক, শতবাহু ও রক্তরাজি এই আঠার প্রকার কীট বায়ুপ্রকৃতি, ইহারা দংশন করিলে বায়ুজন্য রোগ জন্মে।

কৌণ্ডিল্যক, কণভক, বরটী, পত্রবৃশ্চিক, বিনাসিকা, ব্রহ্মলিকা, বিন্দুল, ভ্রমর, বাহ্যকী, পিচ্চিট, কুম্ভী, বর্চ্চঃকীট, অরিমেদক, পদ্মকীট, দুন্দুভিক, মকর, শতপাদক, পঞ্চানক, পাকমৎস্য, কৃষ্ণতুণ্ড, গর্দ্দভী, ক্লীত, কৃমিসরারি ও উৎক্লেশক, এই চব্বিশ প্রকার কীট পিত্তপ্রকৃতি, ইহাদের দংশনে পিত্তজন্য রোগ জন্মে।

বিশ্বম্ভর, পঞ্চশুক্ল, পঞ্চকৃষ্ণ, কোকিল, সৈরেয়ক, প্রচলক, বলভ, কিটিম, সূচীমুখা, কৃষ্ণগোধা, কাষায়বাসিক, কীটগর্দ্দভক ও ত্রোটক এই তের প্রকার কীট শ্লেষ্মপ্রকৃতি, ইহাদিগের দংশনে শ্লেষ্মজন্য রোগ উৎপন্ন হয়।

তুঙ্গীনাস, বিচিলক, তালক, বাহক, কোষ্ঠাগারী. কৃমিকর, মণ্ডলপুচ্ছক, তুঙ্গনাভ, সর্ষপিক, অবল্গুলী, শম্বুক ও অগ্নিকীট, এই বার প্রকার কীট সন্নিপাতপ্রকৃতি, ইহারা দংশন করিলে, সর্পদংশনের ন্যায় তীব্র যাতনা এবং সান্নিপাতিক রোগসমূহ উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের দংশনে দষ্টস্থান ক্ষার বা অগ্নিদগ্ধের ন্যায় চিহ্নযুক্ত এবং রক্ত, পীত, শ্বেত বা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, রোমাঞ্চ, বমন, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, জৃম্ভা, কম্প, শ্বাস, হিক্কা, শীত, পিড়কানির্গম, শোথ, গ্রন্থি, চাকা চাকা হওয়া, দদ্রু, কর্ণিকা, বীসর্প, কিটিম প্রভৃতি রোগও ইহাদিগের দংশনের পর হইতে দেখা যায়।

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি কীট ও তাহার দংশন চিহ্নাদি সুশ্রুতে উপদিষ্ট আছে। যথা—

ত্রিকণ্টক, কুণী, হস্তিকক্ষ ও অপরাজিত এই চারিপ্রকার কীটের নাম কর্ণভ; ইহারা দংশন করিলে তীব্র বেদনা, শোথ, অঙ্গমর্দ্দ, গাত্রগৌরব এবং দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়।

প্রতিসূর্য্য, পিঙ্গভাস, বহুবর্ণ, মহাশিরা ও নিরুপম এই পাঁচপ্রকার কীটের নাম গোধেরক; ইহাদিগের দংশনে যাতনা, আবেগ; বিবিধ রোগ ও ভয়ঙ্কর গ্রন্থি সকল উৎপন্ন হয়।

গলগোলী, শ্বেতকৃষ্ণা, রক্তরাজী, রক্তমণ্ডলা, সর্ব্বশ্বেতা ও সর্ষপিকা, এই ছয় প্রকার কীটমধ্যে সর্ষপিকা ব্যতীত অন্য পাঁচপ্রকার কীটের দংশনে দাহ, শোথ, ক্লেদ এবং সর্ষপিকার দংশনে হৃদয়পীড়া ও অতিসার রোগ জন্মে।

· কর্কশস্পর্শ, বিচিত্রবর্ণ এবং কৃষ্ণ, পীত, শ্বেত, কপিল ও অগ্নিবর্ণ ভেদে শতপদী কীট (কেন্নুই) আট প্রকার। ইহাদিগের দংশনে দষ্টস্থানে শোথ, বেদনা ও হৃদয়ে দাহ হয়। বিশেষতঃ শ্বেতবর্ণ ও অগ্নিবর্ণ শতপদীর দংশনে দাহ, মূর্চ্ছা এবং শ্বেতবর্ণ পিড়কা জন্মে।

কৃষ্ণ, সার, কুহক, হরিত, রক্ত ও যববর্ণ এবং ভৃকুটী ও কোটিক নাম ভেদে মণ্ডূক (ভেক) আট প্রকার। ইহাদের ফেণ থাকে। দংশন করিলে দষ্টস্থানে (চুলকানি) ও মুখ নির্গত হয়। বিশেষতঃ ভৃকুটী ও কোটিক মণ্ডূকের দংশনে হাই ভিন্ন দাহ, বমন ও অত্যন্ত মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

বিশ্বম্ভর নামক কীটদংশনে দষ্টস্থানে সর্ষপের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা জন্মে এবং শীতজ্বর হয়।

অহিণ্ডুক নামক কীটদংশনে ছুঁচ ফোটার ন্যায় যাতনা, দাহ, কণ্ডূ, শোথ ও মোহ হয়।

কণ্ডূমক নামক কীটদংশনে অঙ্গ পীতবর্ণ এবং বমন, অতীসার ও জ্বররোগে মৃত্যু হয়।

শূকবৃন্ত প্রভৃতি কীটের দংশনে কণ্ডূ হয়, শরীরে চাকা চাকার মত বহির্গত হয় এবং দষ্টস্থানে শূকও দেখিতে পাওয়া যায়।

পিপীলিকা ছয় প্রকার, যথা—স্থূলশীর্ষা, সম্বাহিকা, ব্রাহ্মণিকা, অঙ্গুলিকা, কপিলিকা ও চিত্রবর্ণা। ইহারা দংশন করিলে দষ্টস্থানে শোথ ও অগ্নি স্পর্শের ন্যায় দাহ হইয়া থাকে।

কান্তারিকা, কৃষ্ণা, পিঙ্গলিকা, মধুলিকা, কাষায়ী ও স্থলিকা নামভেদে মক্ষিকাও ছয়প্রকার। ইহাদিগের দংশনে দষ্টস্থানে দাহ ও শোথ জন্মে। স্থালিকা ও কাষায়ীর দংশনে ইহা ভিন্ন পিড়কা জন্মে, এবং তাহার উপদ্রবসমূহও প্রকাশ পায়।

মশক পাঁচপ্রকার—সামুদ্র, পরিমণ্ডলী, হস্তিমশক, কৃষ্ণ ও পার্ব্বতীয়। ইহাদিগের দংশনে দষ্টস্থানে শোথ ও অত্যন্ত কণ্ডূ হয়। কিন্তু পার্ব্বতীয় মশক দংশন করিলে, প্রাণনাশক কীটদংশনে যে সমস্ত লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ দষ্টস্থান নখ দ্বারা ছিন্ন হইলে তাহাতে অত্যন্ত পিড়কা হয় এবং ঐ পিড়কা সকল পাকিয়া উঠে।

বৃশ্চিককীট মন্দ, মধ্য ও মহাবিষভেদে তিন প্রকার। পূতিগোময় হইতে যে সকল বৃশ্চিক জন্মে, তাহারা মন্দবিষ; কাষ্ঠ ও ইষ্টক হইতে যাহাদিগের জন্ম তাহারা মধ্যবিষ; এবং পূতিসর্পদেহ বা বিষ হইতে যে সকল বৃশ্চিক জন্মে, তাহারা মহাবিষ নামে নির্দ্দিষ্ট।

কৃষ্ণ, শ্যাব, চিত্র, পাণ্ডু, গোমূত্র, কর্কশ, স্নিগ্ধ কৃষ্ণ, শ্বেত, রক্ত ও হরিৎবর্ণ এবং রক্তলোমযুক্ত বৃশ্চিক মন্দবিষ। ইহারা

দংশন করিলে বেদনা, কম্প, গাত্রস্তম্ভ, দষ্টস্থানে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব ও শোথ, অর ও হস্তপদাদিতে দংশন করিলে যাতনা, বেগের ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ, কিন্তু উদরদেশ কপিলবর্ণ, এবং সর্ব্বশরীর ধূম্রবর্ণ বৃশ্চিক মধ্যবিষ। ইহাদের শরীর পরিমাণ ৩ পর্ব্ব। সর্পের পূতি, মলমূত্র ও অণ্ড হইতে ইহাদের উৎপত্তি হয়। ইহারা দংশন করিলে জিহ্বায় শোথ, কণ্ঠনালীতে ভুক্ত দ্রব্যের অবরোধ ও অত্যন্ত মূর্চ্ছা হয়।

শ্বেতবর্ণ, চিত্রবর্ণ, শ্যামবর্ণ, রক্তাভ, রক্তশ্বেত, রক্তোদর, নীলোদর, পীতরক্ত, নীলপীত, রক্তনীল, নীলশুক্ল ও রক্তপিঙ্গলবর্ণ প্রভৃতি বর্ণযুক্ত, পরিমাণে একপর্ব্ব, এক পর্ব্ব অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, অথবা দুইপর্ব্ব বৃশ্চিকসমূহ মহাবিষ, ইহার প্রাণনাশক। পূতিসর্পদেহ বা সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহ হইতে ইহাদিগের জন্ম। ইহারা দংশন করিলে সর্পবিষের ন্যায় বিষবেগের প্রবৃত্তি, স্ফোট, ভ্রম, দাহ, জ্বর এবং শরীরস্থ ছিদ্রপথ দিয়া রক্তস্রাব হওয়ায় প্রাণবিয়োগ হয়।

সুশ্রুতের মতে—কোন সময়ে রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষির কামধেনু অপহরণ করায় তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ললাটদেশ হইতে অতিতেজস্বী স্বেদবিন্দু নির্গত হইয়াছিল; ঐ স্বেদবিন্দুসমূহ লুন অর্থাৎ ছিন্ন তৃণ মধ্যে পতিত হওয়ায় তাহা হইতে লূতা (মাকড়সা) নামক কীটের উৎপত্তি হয়। আকার, বর্ণ ও প্রকৃতিভেদে নানাবিধ লূতা কেবল ষোড়শ প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। সমুদায় লূতার বিষই ভয়ানক; তন্মধ্যে আটপ্রকার কষ্টসাধ্য ও আটপ্রকার একেবারেই অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তাহাদিগের নাম ত্রিমণ্ডলা, শ্বেতা, কপিলা, পীতিকা, আলবিষা, মূত্রবিষা, রক্তা ও কসনা, এই আট প্রকার লূতার বিষ কষ্টসাধ্য। ইহারা দংশন করিলে শিরোরোগ, কণ্ডূ, দষ্টস্থানে বেদনা ও বাতশ্লৈষ্মিক রোগসমূহের উৎপত্তি হয়। সৌবর্ণিকা, লাজবর্ণা, জালিনী, এণীপদী, কৃষ্ণা, অগ্নিবর্ণা, কাকাণ্ডা ও মালাগুণা, এই আট প্রকার লূতার বিষ অসাধ্য। ইহাদিগের দংশনে দষ্টস্থান হইতে রক্ত নির্গত হয়, দষ্টস্থান পচিয়া যায়, এবং জ্বর, দাহ, অতিসার, প্রভৃতি ত্রিদোষজাতরোগ, বিবিধপিড়কা, গাত্রে বড় বড় চাকা ও রক্তবর্ণ অথবা শ্যাববর্ণ ও মৃদু চঞ্চল শোথ হইয়া থাকে। দংশন ব্যতীতও ইহাদিগের লালা, নখাঘাত, দংষ্ট্রাঘাত, মূত্র, রজঃ, মল ও ইন্দ্রিয়স্পর্শে বিষ-পীড়িত হইতে হয়। লালাবিষে কণ্ডূ, একস্থানস্থায়ী অল্পমূল কোঠ এবং অল্পবেদনা হইয়া থাকে। নখাঘাতজন্য বিষে শোথ, কণ্ডূ এবং ক্ষুদ্রদাড়া দেখিতে পাওয়া যায়। দংষ্ট্রাঘাতজন্য বিষে দষ্টস্থান উগ্র, কঠিন ও বিবর্ণ হইয়া যায় এবং শরীরে একস্থানস্থায়ী মণ্ডল (চাকা) বহির্গত হয়। মূত্রস্পর্শে স্পৃষ্টস্থান কাটিয়া যায় এবং তাঁহার মধ্যদেশ কৃষ্ণবর্ণ ও প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হয়। রজঃ, মল ও ইন্দ্রিয়স্পর্শে পক্ক পিলুফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ স্ফোটক জন্মে। লূতার কোনরূপ বিষলক্ষণই একবারে সমুদায় প্রকাশিত হয় না। দংশনের পর প্রথম দিনে অব্যক্ত বর্ণ ও কণ্ডূবিশিষ্ট চঞ্চল চাকা উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় দিনে ঐ সকল মণ্ডলের মধ্যভাগ নিম্ন ও চতুর্দ্দিকের প্রান্তভাগ ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় দিনে বিষ লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। চতুর্থ দিনে শরীরস্থ বিষ কুপিত হইয়া উঠে। পঞ্চমদিনে বিষ প্রকোপজন্য রোগসমূহের প্রকাশ হয়। ষষ্ঠদিনে বিষ সর্ব্বশরীরে বিসৃত হইয়া বিশেষরূপে মর্ম্মস্থানসমূহ আশ্রয় করে। সপ্তম দিনে বিষ-প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; তীক্ষ্ণ বা প্রচণ্ড বিষ হইলে এই দিনে রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হয়। মধ্যম বিষবিশিষ্ট লূতার দংশনে সপ্তম দিবসের পর এবং মন্দ বিষযুক্ত লূতার দংশনেও এক পক্ষকাল মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা—যে সকল কীটের উগ্রবিষ, তাহারা দংশন করিলে সর্পদংশনের ন্যায়ই চিকিৎসা করিতে হয়। স্বেদ, প্রলেপ ও জলসেকাদি কার্য্য, উষ্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে। দষ্টস্থান পাকিয়া উঠিলে বা পচিয়া গেলে এবং রোগীর মূর্চ্ছাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, বমন বিরেচনাদি সংশোধন কার্য্য ও বিষনাশক ক্রিয়া সমুদায় ব্যবহার করিবে। ঐ সকল উপদ্রবে শিরীষ, কটুকী, কুড়, বচ হরিদ্রা, সৈন্ধব লবণ, গব্যদুগ্ধ, মজ্জা, বসা, গব্যঘৃত, শুঁট, পিপুল ও দেবদারু এই সকল দ্রব্যের পুল্‌টিস, অথবা প্রথমে শালপাণিচূর্ণ করিয়া তাহার স্বেদ দেওয়া উচিত। কিন্তু বৃশ্চিকদংশনে স্বেদ অহিতকর।

ত্রিকণ্টকবিষে কুড়, কচি সোন্দাল, বচ, বেলের মূল, আকনাদি, সুবটিকা, মূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার প্রলেপাদি হিতকর।

গলগোলীর বিষে মূল, হরিদ্রা, কচি সোন্দাল, কুড় ও পলাশবীজ হিতকর।

শতপদীর বিষে কুঙ্কুম, তগরপাদুকা, শজিনা, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা জলে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

সকল প্রকার মণ্ডূক বিষে মেষশৃঙ্গী, বচ, আকনাদি, জল বেতস, মঞ্জিষ্ঠা ও বালা বিষনাশক।

বিশ্বম্ভর কীট দংশন করিলে বচ, অশ্বগন্ধা, পীতবেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা, ক্ষুদ্রচাকুলে ও শালপানী প্রয়োগ করিবে।

অহিণ্ডক কীট দংশন করিলে শিরীষ, তগরপাদুকা, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শালপাণী, মুগানী ও মাসানী, এই সকল দ্রব্য হিতকর।

কণ্ডূমক কীট দংশন করিলে রাত্রিকালে শীতলক্রিয়া-সমূহ করিতে হয়; কারণ দিবসে সূর্য্যরশ্মিদ্বারা বিষ অধিক প্রকুপিত হইয়া থাকে বলিয়া শীতল ক্রিয়ায় কোন ফল পাওয়া যায় না।

শূকবৃন্তবিষে কচি সোন্দাল, কুড় ও অপামার্গ প্রয়োগ করিবে। অথবা কৃষ্ণবল্মীকের মাটী ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

পিপীলিকা, মক্ষিকা ও মশকদংশনে কৃষ্ণ বল্মীকের মাটি গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

প্রতিসূর্য্যক কীট দংশন করিলে সর্পদংশনের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়।

উগ্রবিষ ও মধ্যবিষ বৃশ্চিক দংশনে সর্পদংশনের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। মন্দবিষ বৃশ্চিক দংশন করিলে, চক্রতৈল অথবা বিদার্য্যাদি গণোক্ত দ্রব্যসমূহের সহিত সুসিদ্ধ উষ্ণজলের সেক দিবে অথবা বিষঘ্ন দ্রব্যসমূহের পুলটিস্ দ্বারা স্বেদ দিয়া ঐ স্থানে হরিদ্রা, সৈন্ধব, ত্রিকটু, শিরীষবীজ ও শিরীষপুষ্পের চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। তুলসীর মঞ্জরী (পুষ্প) মাতুলুঙ্গ নেবুর রস ও গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও বৃশ্চিকবিষের শান্তি হয়। এই বিষে ঈষদুষ্ণ গোময়ের প্রলেপ ও স্বেদ হিতকর।

কুসুমফুল ও কোদোধান প্রত্যেক ১ ভাগ এবং হরিদ্রা দুইভাগ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, গুহ্যদেশে তাহার ধূপ প্রদান করিলে বৃশ্চিকবিষ সত্বর নিবারিত হয়।

লূতার বিভাগানুসারে প্রত্যেক জাতীয় লূতাবিষে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ লক্ষণ অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্রিমণ্ডলা নামক লূতার দংশনাদিতে দষ্টস্থান বিদীর্ণ, তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব এবং বধিরতা, চক্ষুর আবিলতা ও চক্ষুদ্বয়ের দাহ হয়। ইহাতে আকন্দমূল, হরিদ্রা, নাকুলী ও চাকুলে, অভ্যঙ্গ, পান, অঞ্জন এবং নস্যরূপে প্রয়োগ করিবে।

শ্বেতালূতা দংশন করিলে শ্বেতবর্ণ ও কণ্ডূযুক্ত পিড়কা জন্মে, এবং দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, বিসর্প, ক্লেদ ও বেদনা উৎপন্ন হয়। ইহাতে চন্দন, রাস্না, এলাইচ, রেণুকা, নলখাগড়া, অশোকছাল, কুড় ও চক্র, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ ভাগ, বেণামূল ২ ভাগ; একত্র প্রলেপাদিতে ব্যবহার করিবে।

কপিলা লূতার দংশনে তাম্রবর্ণ ও একস্থানস্থায়ী পিড়কা এবং মস্তকভার, দাহ, অন্ধকার-দর্শন ও ভ্রম হইয়া থাকে। তাহাতে পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, এলাইচ, করঞ্জছাল, অর্জ্জুনছাল, শালপানী, আকন্দ, অপামার্গ, দূর্ব্বা ও ব্রাহ্মী; এই সকল দ্রব্য হিতকর।

পীতিকা দংশন করিলে, পিড়কা, বমি, জ্বর, শূল ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। তাহাতে কুটজছাল, বেণামূল, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, অশোক, শিরীষ, অপামার্গ, চালিতা, কদম্ব ও অর্জ্জুনছাল উপকারক।

আলবিষের দংশনে দষ্টস্থানে রক্তবর্ণ চাকা দাগ, সর্ষপের ন্যায় পিড়কা, তালুশোষ ও দাহ হইয়া থাকে। তাহাতে প্রিয়ঙ্গু, বালা, কুড়, বেণামূল ও অশোক; অথবা শুল্ফা এবং অশ্বত্থ ও বটের অঙ্কুর একত্র প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

মূত্রবিষ স্পর্শে স্পৃষ্ট স্থান পচিয়া উঠে, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ পিড়কা জন্মে, এবং কাস, শ্বাস, বমী, মূর্চ্ছা, জ্বর ও দাহ হইয়া থাকে। তাহাতে মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, কুড়, চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ ও বেণামূল পেষণ করিয়া মধুর সহিত প্রলেপ দিবে।

রক্তলূতা দংশন করিলে, দষ্টস্থানের চতুর্দ্দিক্ রক্তবর্ণ হয়, এবং পাণ্ডুবর্ণের পিড়কা, ক্লেদ ও দাহ হইয়া থাকে। তাহাতে বালা, চন্দন, বেণামূল ও পদ্মকাষ্ঠ; অথবা অর্জ্জুন, চালিতা ও আমড়ার ছালের প্রলেপ দিবে।

কসনার দংশনে দষ্টস্থান হইতে পিচ্ছিল ও শীতল রক্তস্রাব হয়, এবং কাস ও শ্বাসরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাতে রক্তলূতাবিষের ন্যায়ই চিকিৎসা করিবে।

কৃষ্ণার দংশনে দষ্টস্থান হইতে বিষ্ঠার ন্যায় গন্ধযুক্ত অল্প রক্তস্রাব হয়, এবং জ্বর, মূর্চ্ছা, বমি, দাহ, কাস ও শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে। তাহাতে এলাইচ, চক্র ও চন্দন প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধনাকুলী ৩ ভাগ একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

অগ্নিবর্ণার দংশনে অত্যন্ত রক্তস্রাব, জ্বর, চোষণ করার ন্যায় যাতনা, কণ্ডূ, রোমহর্ষ, দাহ ও স্ফোট জন্মে। ইহাতে কৃষ্ণাবিষের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়।

অনন্তমূল, বেণামূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, শুঁদিফুল, পদ্মকাষ্ঠ, শ্লেষ্মাতক ও অশ্বত্থছাল; এই কয়েকটি ঔষধ পূর্ব্বোক্ত সমুদায় লূতাবিষেই প্রয়োগ করা যায়।

সৌবর্ণিকা দংশন করিলে মৎস্যের ন্যায় গন্ধযুক্ত ও ফেনমিশ্র রক্তাদি স্রাব হয় এবং কাস, শ্বাস, জ্বর, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা রোগ জন্মিয়া থাকে।

লাজবর্ণার দংশনে অপক্ক অথবা পূতি রক্তস্রাব হয় এবং দাহ, মূর্চ্ছা, অতিসার ও শিরোরোগ জন্মে।

জালিনীর দংশনে দষ্টস্থানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা উন্নত হইয়া, সেই স্থান ফাটিয়া যায় এবং স্তম্ভ, শ্বাস, অন্ধকারদর্শন ও তালুশোষ হইয়া থাকে।

এণীপাদীর দংশনে দষ্টস্থানে কৃষ্ণতিলের ন্যায় চিহ্ন হইয়া থাকে এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর, বমি, কাস ও শ্বাস রোগ জন্মে।

কাকাণ্ডার দংশনে দষ্টস্থান পাণ্ডু বা রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে।

মালাগুণার দংশনে দষ্টস্থান হইতে ধূমের ন্যায় গন্ধ নির্গত হয়, অত্যন্ত বেদনা হয়, অনেক স্থান ফাটিয়া যায়, এবং দাহ, মূর্চ্ছা ও জ্বর হইয়া থাকে।

এই সমস্ত লূতা দংশন করিবামাত্র সেই স্থান বৃদ্ধিপত্র-অস্ত্র দ্বারা একেবারে তুলিয়া ফেলিয়া অগ্নিতপ্ত জম্বোষ্ঠ শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিতে হয়। কিন্তু মর্ম্মস্থানে দংশন করিলে, অথবা জ্বরাদি উপদ্রব জন্মিলে কাটিবে না। তাহাতে প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু পেষণ করিয়া মধু ও সৈন্ধব লবণের সহিত প্রলেপ দিবে। বটাদি ক্ষীরীবৃক্ষের ক্বাথ করিয়া, তাহা শীতল হইলে, দষ্টস্থানে সেচন করিবে; বমন বিরেচন দ্বারা সংশুদ্ধ ও জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া অন্যান্য বিষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বপ্রকার কীট দংশনেই ব্রণ ও শোথ আরোগ্য হওয়ার পর নিমপাত, তেউড়ী, দন্তী, কুসুমবীজ, হরিদ্রা, মধু, গুগ্‌গুলু, সৈন্ধব, মুরাবীজ ও পায়রার বিষ্ঠা দ্বারা দাড়া তুলিয়া ফেলিবে। (সুশ্রুত কল্প ৮ অঃ)।

য়ুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে—কীটজাতি স্বভাবতঃ শিরদাঁড়াহীন গ্রন্থিযুক্ত ক্ষুদ্র জীব (Insects)। ইহাদের মাথা, বক্ষঃ, পেট, মাথার উপর একজোড়া স্পর্শেন্দ্রিয় ও বক্ষকোটর হইতে তিন জোড়া পা আছে। অধিকাংশ স্থলে ধাড়ি কীটের পাখা থাকে, অতি অল্পেরই দেখা যায় না।

তাঁহারা প্রধানতঃ কীটজাতিকে ৩ শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকেন। ১ম—কতকগুলি কীট জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত রূপান্তরগ্রহণ করে না, ছোট বড় সকলেরই গঠন একপ্রকার, কেবল বয়োবৃদ্ধি অনুসারে দেহ ছোট বড় হইয়া থাকে, ডানা থাকে না, চক্ষু অতি সামান্য, কোনটি বা চক্ষুহীন। (Ametabola.)

১. শূয়া; ২, কীটের তৃতীয় বা শেষ অবস্থা।

১ মাথা; ২ বক্ষকোটর (Thorax;) ৩ উদর; ৪ ডানা; ৫ পাখা; ৬ স্পর্শেন্দ্রিয় বা কীটের শুঁড়।

২য়—কতকগুলি বড় হইলেও সম্পূর্ণ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না, প্রথমে শূয়ার মত দেখায়, আকারেও কিছু পার্থক্য থাকে, প্রায়ই ডানা থাকে না। অবশেষে গুটির মত অথবা তৃতীয় অবস্থা (Pupa) পায়, এই অবস্থায় গতি থাকিলেও স্থির থাকে। (Hemimetabola.)

৩য় শ্রেণী—কীটজাতি সম্পূর্ণ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। শূয়া, তৃতীয়াবস্থা ও আয়তন ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করে। (Holometabola)।

উকুন, পাখীর গায়ের পোকা, তেঁতুলিয়া বিছা প্রভৃতি কীটজাতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

শাঁকপোকা, আঁবুয়াপোকা, দেওয়ালীপোকা, ছারপোকা, ঘুর্ঘুরে, তেলাপোকা, পিপীলিকা, পঙ্গপাল প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

মশা, মাছি, গোবরাপোকা প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা উক্ত তিন শ্রেণীকে আবার নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ১২৫৬ প্রকার কীটের সন্ধান বাহির করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্ব উপদ্বীপাদির ভূমি যেরূপ উচ্চ ও নিম্ন এবং প্রত্যেক স্থানে শীতাতপের যেরূপ তারতম্য দেখা যায়, তাহাতেই ঐ সকল দেশে কীটের নানাবিধ শ্রেণী, জাতি ও প্রভেদ দেখা যায়।

ভারতীয় কীটসমূহের বিবরণ যাহা দেখা যায়, তাহা প্রায়ই একরূপ। গ্রীষ্মমণ্ডল ও সমমণ্ডলে যে সমস্ত কীটের বিভিন্নজাতি ও শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের গঠন গত প্রভেদ এত মিশ্রিত যে তাহাদিগের প্রভেদ নির্ণয় করা বড়ই দুঃসাধ্য। হিমালয়ের স্থানে স্থানে ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে ও ভারতসাগরীয় কতকগুলি দ্বীপে গ্রীষ্মমণ্ডলের কীটের শ্রেণীই বেশী দেখা যায় আর নেপাল, দক্ষিণ মহিসুর, সিংহল, বোম্বাই প্রদেশ, মান্দ্রাজ, কলিকাতা অঞ্চল, সিঙ্গাপুর, জাপান ও যবদ্বীপেও ঐ জাতীয় কীটও অধিক থাকিবারই

কথা। এইরূপে এসিয়ার কীটসংস্থানের সহিত আফ্রিকার কীটসংস্থানও মিলে।

এসিয়া ও আফ্রিকায় একজাতীয় গোবরেপোকা দেখা যায় (Ateuchus sanctus), তাহাকে মিসরদেশীয়েরা অতি পবিত্র ও সুলক্ষণ বলিয়া মানে। (The sacred beetle of the Egyptions)। তাহারা বলে যে ইহারা ভূমির উর্ব্বরতার চিহ্নস্বরূপ।

হিমালয়ের কীটরাজ্যে য়ুরোপীয় ও এসিয়ার কীট-গঠন দেখা যায় এবং ইহার উপত্যকাপ্রদেশে দক্ষিণাঞ্চলের শ্রেণীই অধিক পাওয়া যায়। এখানে গ্রীষ্মমণ্ডলের ন্যায় কতকগুলি হিংস্র (মাংসাশী) কীটও দেখা যায়।

কীটের মধ্যে কতকগুলি দ্বারা মানুষের যে কত উপকার হয় তাহা বলা যায় না; কতকগুলি আবার তেমনি অনিষ্টকারী, কতকগুলি দ্বারা আবার সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। কতকগুলি দেখিতে অতি সুন্দর, কতকগুলি কৌতূহলজনক, আবার কতকগুলির আচার ব্যবহার, বাসস্থান-নির্ম্মাণপ্রণালী আশ্চর্য্যজনক।

কীটেরও ইন্দ্রিয় আছে। কীটস্ত্রী গর্ভিণী হইলে পুং-কীটটি মরিয়া যায় এবং কীটস্ত্রী ডিম্ব প্রসব করিয়া মরে। ইহাদের অসংখ্য সন্তান জন্মে। জগদীশ্বরের রাজ্যে যদি সকলেরই পক্ষে বাঁচিবার নিয়ম থাকিত, তাহা হইলে এক কীটশ্রেণীর স্থান সংকুলান করিতেই এরূপ আর দশটা পৃথিবীর প্রয়োজন হইত। বৎসরে যেরূপ কীটসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহা যদি কীটভুক্ পক্ষী, পশু বা বৃক্ষলতাদি দ্বারা বিনষ্ট না হইত, তাহা হইলে, কি হইত তাহা অনুমান করিতে পারা যায় না। কেবল যে কীটভুক্ পশু পক্ষীই আছে, তাহা নহে। অনেক কীট মনুষ্যভোজ্যও বটে। গ্রীকেরা পূর্ব্বে ঘোড়াফড়িং খাইত, এখনও নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের আদিম অসভ্যেরা খাইয়া থাকে। ইলিয়ান্ নামে এক গ্রন্থকার বলেন, যে ভারতেও নাকি কেহ কেহ কোন কোন কীটের ডিম্ব হইতে সদ্যপ্রসূত শাবক ভাজিয়া খায়।

জামেকাদ্বীপের কাফ্রিরা বিউগং (Bugong Butterflies) নামক একপ্রকার প্রজাপতি খায়। চীনদেশীয়েরা মহা আদরে রেশমকীট (রেশম ছাড়াইয়া লইলে গুটীর মধ্যে যে হরিদ্রাবর্ণের মৃতকীট পাওয়া যায় তাহাই) খায়। শীকারী ফড়িং (Hawk-moth)এর সদ্যজাত শাবকও চীনদের অতি প্রিয়।

কোন কোন অসভ্য জাতি উকীয়াপোকার শাবক খায়। ব্রহ্মদেশীয়েরা ইহা অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া মনে করে। করেণজাতি আঁবুয়াপোকার ন্যায় এক জাতীয় কীটশাবক খায় ও মাটির নলের মধ্যে পুরিয়া রাখে।

মারিভিটুনে ও মার্গেরেটারগণ পীপিলিকা খায়। হটেণ্টট্‌রা উইপোকা খায়। ব্রাউটন সাহেব লিখিয়াছেন যে, মার্হাট্টা যুদ্ধের সময় সিন্ধিয়ার মন্ত্রী লুর্জ্জিরাও দুর্ব্বলতাবশতঃ উইপোকা রুটির সহিত মিশাইয়া ভাজিয়া খাইতেন।

ল্যাংগিডকের কৃষকেরা একপ্রকার গাংফড়িংকে দেবতার ন্যায় মান্য করে, তাহারা ইহাকে প্রেগা-ডেওরি (Prega-Deori) বলে। বাঙ্গালীরা তুলসীগাছের একপ্রকার গুটীকে তুলসীপোকা বলিয়া ভক্তি করে ও বিশ্বাস করে যে সেই গুটি স্বর্ণমাদুলীতে ধারণ করিলে, হাঁপানি, যক্ষ্মা, রক্তবমন প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগ আরাম হয়। গল (Galls) নামক কীটে ঔষধ, রং ও কালি হয়। ক্রিমিদানা (Cochineal) নামক কীট শুকাইয়া উত্তম লাল রং প্রস্তুত হয়। ইহারা যখন মাতৃগর্ভে থাকে, তখন জরায়ুর মধ্যে একটী নাড়ীতে পরস্পর গ্রথিত থাকে। একটির ১০০টি শাবক হয়। মধ্যআমেরিকা হইতে ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণী ইংলণ্ডে পাঠান হইয়াছে।

লাক্ষাকীট হইতে শেলল্যাক, বটনল্যাক, ষ্টিকল্যাক, ল্যাকডাই প্রভৃতি গালা প্রস্তুত হয়। স্ত্রীজাতীয় লাক্ষাকীটেই গালা হয়।

মৌমাছি মধু আহরণ করে। [পতঙ্গ দেখ।]

গুটিজাতীয় পোকা হইতে রেশম ও তসর হয়।

[গুটী রেশম ও তসর দেখ।]

ক্যান্থরিস প্রভৃতি জাতীয় কীট হইতে প্রলেপ (বেলেস্তারা) ও ঔষধাদি প্রস্তুত হয়।

(Chrysochroa) ক্রিসোক্রোয়া নামক কীটের ডানার আবরণী হইতে দিব্য একপ্রকার সবুজ রং ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয়, তাহা এখান হইতে য়ুরোপে রপ্তানী হয়।

এই জাতীয় আর একপ্রকার কীটের ডানার আবরণী হইতে বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকেরা হার, কণ্ঠী ও ধুক্‌ধুকী প্রস্তুত করে। ইহা তাম্র ও সবুজবর্ণের ধুপছায়া-বর্ণবিশিষ্ট এবং সোণার রং দিয়া যেন বার্ণিস করা, দেখিতে ঠিক যেন কোন অত্যুজ্জ্বল মণি।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার কীট যবদ্বীপের গোবরিয়া পোকা (Scarabaeus Atlas)

মাকড়সার বড় বড় চাক (জাল) হইতে আজকাল অনেকে সূতা ও রেশম প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মুঙ্গেরের গঙ্গাতীরে লাল ও কালবর্ণের বড় বড় মাকড়সার বৃহৎ বৃহৎ জাল হয়।

কাঁচপোকার ডানার আবরণী হইতে টীকলি কাটিয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোকে টিপ তৈয়ারী করে। এদেশে প্রবাদ যে এই কীট আরসুলা ধরিয়া তাহাকে কাঁচপোকা করিয়া ছাড়িয়া দেয়। প্রকৃত কথা, আরসুলা কাঁচপোকার কাছে কাতর হইয়া পড়ে।

বালা (হিন্দী) পোকা গমের শিষ নষ্ট করে।

গিরওয়া বা গিরউই নামক পোকা শস্তের বর্ণ নষ্ট করিয়া ধূলার বর্ণ করিয়া দেয়।

গিওার নামক পোকা কলাইয়ের বিষম শত্রু।

বাকোলী ও ভোমাপোকা ধান্তের শত্রু। শেষোক্ত তিন প্রকার পোকা পশ্চিমাঞ্চলে অধিক দেখা যায়।

ঘুরঘুরে পোকা নানাবিধ গাছ নষ্ট করে, বিশেষতঃ অগ্রহায়ণ পৌষে দানাপুরে আফিমের চাষের বিশেষ অনিষ্ট করে।

হরখি পোকায় নীল নষ্ট করে।

এইরূপ নানাবিধ পোকা নানা ফলেও হয়। বাঙ্গালায় আম্র, সুপারী, বেগুণ, শশা, নীচু প্রভৃতি ফলে নানাবিধ পোকা দেখা যায়। ২ মাগধজাতি। ৩ (ত্রি) নিষ্ঠুর।

কীটক (পুং) কীট সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্। ১ মাগধজাতি। ২ কীটজাতি। ৩ (ত্রি) নিষ্ঠুর।

(কীটকঃ কৃমিজাতৌ না নিষ্ঠুরে পুনরন্তবং। মেদিনী।)

কীটগর্দ্দভক (পুং) কীটবিশেষ। [কীট দেখ।]

কীটঘ্ন (পুং) কীটং হন্তি, কীট-হন্-টক্। গন্ধক। [গন্ধক দেখ।]

কীটজ (ক্লী) কীটাৎ জায়তে, কীট-জন্-ড। ১ রেশম। ২ (ত্রি) রেশমনির্ম্মিত বস্ত্রাদি। ৩ কীটজাত।

("ঔর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চৈব পট্টজং কীটজন্তথা।" ভারত ২। ৫। ২১।)

কীটজা (স্ত্রী) কীটেভ্যো জায়তে, কীট-জন্-ড-টাপ্। লাক্ষা, লাহা। [লাক্ষা দেখ।]

কীটপাদিকা (স্ত্রী) কীটাঃ পাদে মূলেঽস্যাঃ, কীট পাদ-কপ্ টাপ্-অত ইত্বম্। হংসপদী গাছ। [হংসপদী দেখ।]

কীটভুক্-উদ্ভিদ্, যে সকল উদ্ভিদের শরীর জীবরসে পুষ্ট হয়। এ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর যতগুলি উদ্ভিদ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান।

১। বেহারপ্রদেশের মাঠে ও পর্ব্বতের ঢালুস্থানে এবং সামান্ততঃ ভারতবর্ষের পার্ব্বত্যপ্রদেশে একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছ দেখা যায়, উহার পত্রগুলি ছোট, গোল ও ঈষৎলাল। পাতার ডাঁটাগুলি লম্বা ও সুগঠিত। দূর হইতে এই গাছ দেখিলে বোধ হয় যেন মাটির উপর কতকটা লাল কি পড়িয়া আছে। এই গাছের পাতা খুব ঘন। পাতার চারিধারে কতকগুলি কেশরাকার পত্রাণু জন্মে। এই পত্রাণুর অগ্রভাগে চিড়িতনের ন্যায় একটি গুটিদেওয়ামত হয়, এবং মূল পত্রাংশ একটু ঠোঙ্গার মত, এই ঠোঙ্গায় একপ্রকার তরল পদার্থ থাকে। ইহা আবার সূর্য্যকিরণে অতি উজ্জলতা ধারণ করে। পতঙ্গগুলি উড়িতে উড়িতে সম্ভবতঃ এই পদার্থকে জল বা মধু ভাবিয়া পান করিতে নামিয়া আসে। উক্ত রসটুকু আঠার ন্যায় চট্‌চটে, পতঙ্গটি একবার বসিলে আর কোন ক্রমে উড়িতে পারে না। তৎপরে ক্রমশঃ আপনা হইতে পত্রাণুগুলি গুটাইয়া আসিতে থাকে এবং ক্ষুদ্র পতঙ্গটি তন্মধ্যে জীবন্ত আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তৎপরে পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, পতঙ্গটি এই রসে পড়িয়া ক্রমশঃ বলহীন হইতে হইতে মরিয়া যায় এবং অবশেষে ঐ রসেই গলিয়া মিশিয়া যায়। পত্রাণুগুলি এত চৈতন্যবিশিষ্ট যে অপর কোন সূক্ষ্ম ও কোমল বস্তুদ্বারা পত্রটি স্পৃষ্ট হইবামাত্র উহারা সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং প্রায় এক ঘণ্টা কাল মুদিত থাকিয়া খুলিয়া যায়। এই জাতীয় উদ্ভিদ্‌কে ইংরাজী উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রে (Drosera Brumanni, ব্রাম্মণী ?) বলে।

২। আমাদের দেশে পুকুরে যে ঝাঁজি জন্মে, তাহাও কীটভুক্। আমরা যেগুলিকে ঝাঁজির পাতা মনে করি, সেগুলি সূক্ষ্ম নলাকার পত্রাণুমাত্র। এই নলাকার পত্রাণুর মুখ সর্ব্বদা খোলা থাকে না। নলের মুখে একটা ঢাকনি থাকে, উহা ভিতরদিকে খুলিয়া যায়। নলের মধ্যে আঠাবৎ রস থাকে। যে সকল জলীয় কীটাণু যন্ত্রসাহায্য ব্যতীত চক্ষুতে দেখা যায় না, তাহারা জলে বেড়াইবার সময় এই সকল নলের সম্মুখীন হইলে নলের ঐ ঢাকনি খুলিয়া যায় ও কীটটি ভিতরে রসপানার্থ আপনি প্রবেশ করে। কীটটি প্রবেশ করিবামাত্র ঢাকনি বন্ধ হইয়া যায়, আর পূর্ব্বকারমত কীটটি ক্রমশঃ গলিয়া বৃক্ষরসে মিশিয়া যায়।

৩। আমেরিকায় একপ্রকার গাছ জন্মে, (ইংরাজীতে তাহাকে Venus' fly-trap বলে।) ইহার পত্রগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। পত্রের উর্দ্ধভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যস্থলে কেবল পত্রের মধ্য-শিরাটি থাকে। উর্দ্ধখণ্ডের চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মকণ্টকবেষ্টিত এবং উর্দ্ধখণ্ড পাতার উপরেও কয়েকটি কণ্টক জন্মে। এই কাঁটাগুলির মুখ নানাদিকে ফিরান থাকে। পাতার নিকটে কোন পতঙ্গ উড়িলে ইহার মধ্যশিরা রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। পতঙ্গ সেই মনোহর বর্ণের

পত্রটিকে মধুপূর্ণ পুষ্প বিবেচনায় তাহার উপর আসিয়া বসে। বসিবামাত্র পাতাটি সঙ্কুচিত হয় ও পত্রগাত্রস্থ কণ্টকের সাহায্যে পোকাটি হত হয়, পরে গলিয়া যায়, তখন পাতাটি উহা শুষিয়া লয়।

৪। আমাদের চিরপরিচিত তামাক গাছও কীটভুক্, ইহার পাতা ও কচি কচি ডাঁটাগুলি ঐরূপ রসে চট্‌চটে। সেই রসে বেশ একটু মধুবৎ গন্ধ আছে। এই গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অনেক কীটপতঙ্গ পাতার ও ডাঁটার গাত্রে লাগিয়া যায়। তামাকের রসে পোকা গলে না বটে, কিন্তু পোকা আকৃষ্ট করিবার শক্তি যখন আছে, তখন তাহা হইতে ইহারা নিশ্চয়ই উপকার পাইয়া থাকে।

৫। লাল ভেরাণ্ডাও ঐরূপ গুণবিশিষ্ট, ইহার গাত্রে কীটাদি বসিলেই গাত্রবর্ণ কাল হইয়া উঠে ও কেশরবৎ পত্রাগ্রগুলি হইতে রস নির্গত হইয়া তাহাকে গলাইয়া ফেলে এবং বৃক্ষ শরীর উহা শুষিয়া লয়।

৬। আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার পত্রের অগ্রভাগ হইতে একটি পেঁচাল শীষের ডগায় একটি ভাণ্ডাকার পত্র হয়। এই ভাণ্ডের মধ্যভাগ রসে পূর্ণ ও মুখে একটি ঢাকনি আছে। পূর্ব্বকালে মানবগণ বিশ্বাস করিত যে পথিকগণের পিপাসাহরণার্থ ভগবান্ এই ভাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে বৃষ্টিজল ধারণ করিয়া রাখেন, কিন্তু আজকাল পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে ঐ ভাণ্ডটি কীটপতঙ্গাদি ধরিবার কৌশলস্বরূপ। কীটপতঙ্গ ঐ রসের গন্ধে মুগ্ধ হইয়া ভাণ্ডগর্ভে পতিত হয়। পড়িবামাত্র ঢাকনিটি বন্ধ হইয়া যায় এবং মধ্যে পোকাটি গলিয়া যায়।

এই জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় বড় দীর্ঘ হয় না, কিন্তু ঘাসের শিকড়ের ন্যায় সংখ্যায় অনেক হয়।

অনেকে তর্ক করিয়া বলেন যে, এই কীটাদি হইতে বৃক্ষের শরীর পোষণে কোন সাহায্য হয় না; কিন্তু তাহা যদি না হইবে, তবে উহা গলিয়া যে রস হয়, তাহা বৃক্ষ শরীরে প্রবিষ্ট হয় কি জন্য? বহুবিজ্ঞ পরীক্ষক স্ব স্ব আলয়ে এই সকল উদ্ভিদের চারা প্রতিপালন করিয়া কোনটিকে কীটাদি খাইতে দিয়া ও কোনটিকে কীটাদি খাইতে না দিয়া তাহাদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়াছেন যে কীটভুক্ উদ্ভিদের কীটাদি ভোজন একান্ত আবশ্যক, নতুবা তাহাদের পূর্ণরূপ বৃদ্ধি হয় না।

অনেকে এইরূপে মীমাংসা করিয়াছেন, যে চা, নীল, ইক্ষু প্রভৃতি ক্ষেত্রে তামাকগাছ রোপণ করিলে তাহারা কীটাদিদ্বারা নষ্ট হইতে পারে না, কারণ অনেক কীট তামাকের ডাল পাতায় লাগিয়া বিনষ্ট হইবে অথচ তামাকের চাসেও লাভ হইবে।

কীটমণি (পুং) কীটেষু মণিরিব, উপমি°। খদ্যোত, জোনাকী পোকা।

কীটমর্দ্দরস, বৈদ্যকোক্ত ক্রিমিরোগের ঔষধভেদ। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বিষমুষ্টিশাক ৫ তোলা ও বামনহাটী ৬ তোলা একত্র পিষিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। সেবনের মাত্রা ৪ মাষা। অনুপান মধু ও মুথার ক্বাথ দিবে।

কীটাণু (পুং) কীটেষু অণুঃ সূক্ষ্মঃ ৭তৎ। কীটসমূহ মধ্যে অতি সূক্ষ্ম কীট; যে সকল কীট চক্ষুর অগোচর।

কীটাণুকীট (পুং) কীটাদপি অণুঃ সূক্ষ্মঃ কীটঃ। কীট অপেক্ষাও অতি ক্ষুদ্র কীট।

কীটাদ (ত্রি) কীটান্ অত্তি, কীট-অদ্-অণ্। কীটভক্ষক জন্তু, যে সকল জন্তু কীট খায়।

কীটমাতা [তৃ] (স্ত্রী) কীটানাং মাতা ইব, উপমি°। হংসপদী গাছ; ইহার মূলদেশ হইতে বহুসংখ্যক কীট উৎপন্ন হয়।

কীটমারী (স্ত্রী) কীটং মারয়তি, কীট-মৃ-ণিচ্-অণ্-ঙীষ্। হংসপদী গাছ।

কীটমেষ (পুং) কীটো মেষ ইব, উপমি°। উচ্চিটিঙ্গ জাতীয় কীটবিশেষ; ইহারা নদীতীরে বালুকার মধ্যে গর্ত্ত করিয়া বাস করে। আকার উচ্চিটিঙ্গের ন্যায়, এবং ঐরূপ লাফাইয়া গমন করে; কিন্তু উচ্চিটিঙ্গ অপেক্ষা ইহাদের আকৃতি কিছু বৃহৎ হইয়া থাকে। পৃথক্ পৃথক্ গর্ত্তে বাস করে, এইরূপ দুইটি কীট একত্র করিয়া দিলে, তাহারা উভয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করে, এবং উভয়ের মধ্যে কেহ নিহত না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে বিরত হয় না। দেশভেদে ইতরলোকেরা ইহাকে মালপোকা বলে।

তপ্ততৈলে এই কীট ভাজিয়া লইয়া, সেই তৈল ব্যবহার করিলে পাঁচড়ারোগ আরোগ্য হয়।

কীটশত্রু (পুং) কীটানাং শত্রুঃ, ৬তৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ। ২ গন্ধক। ৩ (ত্রি) কীটনাশক।

কীটসংজ্ঞ (পুং) কীটঃ সংজ্ঞা যস্য, বহুব্রী। ১ কর্কট, বৃশ্চিক, মীন ও মকররাশির শেষার্দ্ধের নাম কীট। যদিও ঐ সকলেরই নাম কীট তথাপি কোনও স্থলে বৃশ্চিকরাশিতেই অর্থ বুঝায়। বৃশ্চিকরাশি। যথা—"হরিঃ কীটঘটেন চ।" জ্যোতিষ।

কীটারি (পুং) কীটানাং অরিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ। ২ গন্ধক। ৩ (ত্রি) কীটনাশক

কীটারিরস, বৈদ্যকোক্ত ক্রিমিরোগের ঔষধবিশেষ। পারদ, ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনছাল, পলাশের বীজ ও গন্ধক সমপরিমাণে লইয়া ঘোষালতার রসে সমস্ত দিন মাড়িয়া এক রতি পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। অনুপান চিনি ও বনমুদ্গের রস।

কীড়া (হিন্দী) কীট, পোকা।

কীড়ের (পুং) কীর-এলচ্, লস্য ড়ঃ। নটেশাক। (ভাবপ্র॰।)

কীদৃক্ [শ্] (ত্রি) ক ইব দৃশ্যতেঽসৌ, কিম্-দৃশ্-ক্বিন্-ক্যাদেশঃ (ইদংকিমোরীশ্কী। পা ৬। ৩। ৯০।) কিপ্রকার, কিরূপ।

("যদ্যেতানি জয়ন্তি হন্ত পরিতঃ শস্ত্রাণ্যমোঘানি মে।
তদ্ভোঃ কীদৃগসৌ বিবেকবিভবঃ কীদৃক্ প্রবোধোদয়ঃ।"
প্রবোধচন্দ্রোদয় ৭। ৮।)

কীদৃক্ষ (ত্রি) কস্যেব দর্শনং অস্য, কিম্-দৃশ্-ক্স-ক্যাদেশশ্চ। কিরূপ।

কীদৃশ (ত্রি) ক ইব দৃশ্যতে অসৌ, কিম্-দৃশ্-কঞ্। কিপ্রকার। ("কীদৃশাঃ সাধবো বিপ্রাঃ কেভ্যো দত্তং মহাফলম্।
কীদৃশানাঞ্চ ভোক্তব্যং তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥" ভারত অনু॰।)

কীন (ক্লী) মাংস।
("মেদস্কং পিশিতং কীনং পলং পেশ্যস্ত তন্নতাঃ। হেম॰ ৩।২৮৭।)

কীনরাজবংশ, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রাজবংশ পূর্ব্ব-মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও চীনের উত্তরভাগ অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতেন। এই সময় ইহারা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই রাজবংশ হইতেই মাঞ্চুরিয়ার আধুনিক রাজবংশের উৎপত্তি। কীনরাজেরা তাতারজাতীয়। ইহাদের গাত্রবর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ বলিয়া ইহাদিগকে 'স্বর্ণবর্ণ তাতার জাতি' বলিয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা—মাঞ্চুরিয়ার প্রবাদ, তত্তদেশের নিজ ভাষায় লিখিত ইতিহাসাদি এবং নানাবিধ অনুসন্ধানে স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান মাঞ্চুগণ এই কীনতাতার জাতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই কীন-তাতারদিগের আদিনিবাস সুঙ্গারি ও আমুরনদীর তীরে। সেখানে ইহারা জুর্চি নামে বিখ্যাত।

যখন তাং-রাজবংশ ঐ সকল প্রদেশে রাজত্ব করিত, সুঙ্গারিতীরস্থ জুর্চ্চিরা প্রবল হইয়া পোহাই নামক তাতার-রাজবংশের প্রভুত্ব স্থাপন করে এবং আমুরতীরস্থ জুর্চ্চিদিগকে বশীভূত করিয়া রাখে। পোহাই রাজত্ব যখন খিতানবংশ কর্ত্তৃক উৎসন্ন হয়, তখন পোহাইগণ তাহাদের অধীন হইয়া সভ্য বা বশীভূত জুর্চ্চিনামে অভিহিত হইতে থাকে এবং অপর জুর্চ্চিরা, যাহারা পোহাইদিগের অধীনে ছিল, স্বাধীন জুর্চ্চি বা দুর্দ্দম্য জুর্চ্চি নামে বিখ্যাত হয়। এই দুর্দ্দম্য জুর্চ্চি-তাতার হইতেই কীন-তাতারগণের উৎপত্তি। ইহারা এই সময়ে মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব্বাংশ কোরিয়ার নিকটস্থ ভূ-ভাগ ও আমুরতীরবর্ত্তী জনপদে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিত। খিতানগণ পোহাইদিগকে উৎসেধ করিয়া সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতালাভ করে। দুর্দ্দম্য জুর্চ্চিরা ইহাদের অধীনতা স্বীকার করিত বটে, কিন্তু ইহাদের বিধিনিয়মশাসনাদি মানিত না।

কীন-রাজবংশের আদিপুরুষের নাম পুর্খা বা কুর্খা। পুর্খা কোরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। হিয়ান-পু বা সিয়ান-কু ইঁহার উপাধি ছিল। পুর্খা ৬০ বৎসর বয়সে নিজ কনিষ্ঠ সহোদর পাও-হো-লির সহিত পুকান নদীতীরে য়ি-লান নামক স্থানে বনিয়ান জাতির মধ্যে আসিয়া বাস করেন। পুকান নদীর আধুনিক নাম কানচুই, এখানে এখনও বনিয়ান জাতি বাস করে।

পুর্খা এখানে আসিলে বনিয়ান জাতির সহিত আর এক জাতির বিবাদ ঘটে। তখন বনিয়ানেরা উভয় পক্ষেই পুর্খাকে মধ্যস্থ মানিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতে বলে এবং স্বীকার করে যে যদি পুর্খা বিবাদ মিটাইয়া দিতে পারেন, তবে তিনিই তাহাদের সর্দ্দার হইবেন এবং তাহারা তাঁহাকে এক অলৌকিক বুদ্ধিমতী ষষ্টিবর্ষবয়স্কা অনূঢ়া কন্যা দান করিবে। ক্রমে তাহাই হইল। পুর্খা বনিয়ানদিগের সর্দ্দার হইলেন এবং তাহাদিগের দত্ত সেই ষষ্টিবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে বুলু ও বু-আলু নামে দুই পুত্র এবং চু-সে-পান নামে এক কন্যা উৎপাদন করেন। কীনরাজবংশ পুর্খাকে আদিপুরুষ (চি-ৎসু) বলে। পিতার মৃত্যুর পর বুলু টে-বাঙ্গ-টি নামে রাজা হন। বুলুর পুত্র পোহাই ঘন-বঙ্গটি, পোহাইয়ের পুত্র সুইখো হিএন্ৎসু। ইঁহার রাজত্বের সময়েও দুর্দ্দম্য জুর্চ্চিদিগের গৃহাদি ছিল না; কেহ গৃহাদি করিতেও জানিত না। ইহারা পর্ব্বতের মূলে মাটির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া ঘাসের চাপড়ার আচ্ছাদন দিয়া শীতকালে তন্মধ্যে বাস করিত, আর গ্রীষ্মকালে গবাদি পশু ও স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত। সুইখো রাজাই ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে হাইকু নদীতীরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে বাস ও চাষবাস দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে শিখান। ক্রমশঃ ইহারা আনচুহো নদী-(স্বর্ণনদী, এই নদীতে স্বর্ণরেণু পাওয়া যাইত)-তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সুইখোর পুত্র শিলু ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কতকগুলি রাজবিধি ও সমাজবিধি প্রচার করেন। শিলুর পুত্র উকু-নাই খৃষ্টীয় ১০২১ অব্দে

জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে জুর্চ্চিদিগকে লৌহ-অস্ত্র প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেন। উকুনাইর পুত্র হিলি-পু ১০৩২ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১০৭৪ অব্দে পিতার মৃত্যু হইলে রাজা হন। ইহার ভ্রাতা পুলাসু ১০৪২ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পুলাসু পিতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্যে কুএসিয়ান (প্রধান মন্ত্রী) ছিলেন। ইনিই ইহার সময়কার ঘটনাবলী কাষ্ঠের তক্তায় ও মাটির টালিতে স্মরণার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ইহার মৃত্যুর পর ইহার কনিষ্ঠ ইন্‌কু ৪২ বৎসর বয়সে রাজা হন। হিলিপুর এক পুত্র অগুট বড় বীর ছিলেন। তিনি পিতৃব্যগণের অনেক শত্রু দমন করেন। ইহার পরামর্শে রাজ্যে অনেক আইন ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় ও নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বশীভূত হয়। ১১০৩ অব্দে ইন্‌কুর মৃত্যু হয়। অগুটের জ্যেষ্ঠ উথাসু রাজা হন। ইহার রাজত্বকালে খিতানসাম্রাজ্য নষ্ট হয়। ১১১৩ খৃষ্টাব্দে, জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে অগুট রাজা হন। ইনিই খিতান-সাম্রাজ্য পুনর্গঠন ও মাঞ্চুরিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। অগুট ১০৬৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১১১৬ অব্দে স্বর্ণের পাতে রাজসভার আদেশাদি প্রচার করেন এবং স্বীয় রাজত্ব কালকে 'টিএনফ্' (স্বর্গের সাহায্যকাল) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১১১৭ অব্দে ইনি নিয়ম করেন যে কেহ নিজ বংশের কন্যাকে (স্বগোত্রে) বিবাহ করিতে পারিবে না। এই সময়ে খিতানসাম্রাজ্য লইয়া চীনের শুঙ্গ সম্রাটের সহিত অগুটের বিবাদ হয়। এই বিবাদে অগুট সমুদায় খিতান সাম্রাজ্য অধিকার করেন। পরে চীনরাজের সহিত সন্ধি হয়। ১১২৩ খৃষ্টাব্দে অগুট পুটুহ্রদের তীরে ৫৫ বৎসর বয়সে সূর্য্যগ্রহণের দিন পরলোক গমন করেন। ইহার স্মরণার্থ পিকিংনগরে একটি স্মৃতিলিপি স্থাপিত আছে।

অগুটের পর তাঁহার কনিষ্ঠ উকিমাই রাজা হন। তাঁহার সহিত চীনরাজের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে উত্তর চীন উকিমাইর অধিকারভুক্ত হয় এবং অপরার্দ্ধের জন্য শুঙ্গ সম্রাট্ বার্ষিক ২৫০০০০ চৈনীয় রৌপ্যমুদ্রা কর দিতে বাধ্য হন। এই সময়ে হোয়াই নদী উভয়রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হয়। কীনরাজধানী যেন-কিঙ্গ নগরে (বর্ত্তমান পিকিঙ্গ্ নগরে) স্থাপিত হয় এবং চীনরাজধানী চিকিয়াঙ্গ্ প্রদেশে হঙ্গচাউ নগরে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু এই সময়ে কীনসাম্রাজ্যের উত্তরাংশে মোগল-তাতারেরা অধিকার স্থাপন করে।

শেষে মোগলদিগের হস্তে ১২৩৪ খৃঃ অব্দে এই পরাক্রান্ত রাজবংশ ধ্বংস হয়।

কীনার (পুং) [বৈ] ১ কৃষক। ২ শ্রমজীবী।

("কীনারেব স্বেদ মাসিষ্টিদানা।" ঋক্ ১০।১০৬।১০।)

কীনাশ (পুং) ক্লিশ্নাতি হিনস্তি, ক্লিশ-কন্-উপধায়া ঈত্বম্ লকারস্য লোপঃ-নামাগমশ্চ (ক্লিশেরীচ্চোপধায়াঃ কন্ লোপশ্চ লো নাম্চ। উণ্ ৫।৫৬।) ১ যম। ২ বানরবিশেষ। ৩ রাক্ষসবিশেষ। ৪ (ত্রি) কৃষক। ৫ ক্ষুদ্র। ৬ পশুঘাতক। ৭ লোভী। ৮ গুপ্তহত্যাকারী।

(কীনাশঃ কর্ষকক্ষুদ্রোপাংশুঘাতিষু বাচ্যবৎ।
যমে না। মেদিনী।)

কীম্মৎ (আরব্য) দ্রব্যের মূল্য।

কীর (ক্লীং) কীলতি বধ্নাতি শরীরং, কীল-অচ্-লস্য রঃ। ১ মাংস। ২ (পুং) কীতি অব্যক্ত শব্দং ঈরয়তি কী-ঈর-ণিচ্-অচ্। শুকপাখী।

("খগবাগিয়মিত্যতোঽপি কিং
ন মুদং ধাস্যতি কীরগীরিব।" নৈষধ ২।১৫।)

৩ দেশবিশেষ; এই অর্থে নিত্যবহুবচনান্ত অর্থাৎ 'কীরাঃ' এইরূপ ব্যবহৃত হয়।

(কীরঃ শুকে পুং ভূম্নি নীবৃতি। মেদিনী।)

কীরক (পুং) কীর সংজ্ঞায়াং কন্। ১ বৃক্ষবিশেষ। ২ বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী। ৩ প্রাপ্ত করান। ৪ শুকপাখী।

কীরগ্রাম, কোট-কাঙ্গড়ার নিকটবর্ত্তী একটি প্রাচীন গ্রাম, এক্ষণে বৈদ্যনাথ নামে খ্যাত। এখানে বৈদ্যনাথ ও সিদ্ধ-নাথের মন্দির আছে। ৮০৪ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যনাথের মন্দির নির্ম্মিত হয়। তাহার অনেকাংশ নষ্ট হইলে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা সংসারচাঁদ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করেন।

কীরবর্ণক (ক্লী) কীরস্যেব বর্ণো যস্য, কীর-বর্ণ-কপ্। স্থৌণেয়কনামক সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ। [স্থৌণেয়ক দেখ।]

কীরাঃ (পুং) [নিত্যবহুবচনান্ত] ক-ঈর-ণিচ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ কাশ্মীরদেশ। ২ কাশ্মীরদেশীয় ব্যক্তি।

কীরি (পুং) কীর্য্যতে বিক্ষিপ্যতে, কৄ-বাহুলকাৎ কি। ১ স্তবন ("কীরিণা দেবান্নমসোপশিক্ষন্।" ঋক্ ৫।৪০।৮। ('কীরিণা স্তোত্রেণ।' ভাষ্য) ২ (ত্রি) স্তবাদিতে আসক্ত। ("যস্মা হৃদা কীরিণা মন্যমানঃ।" ঋক্ ৫।৪।১০। 'কীরিণা স্তুত্যাদিষু বিক্ষিপ্তেন হৃদা।' ভাষ্য।) ৩ স্তোতা, স্তবকারক।

কীরিচোদন (ত্রি) কীরীণ্ চোদয়তি প্রেরয়তি, কীরি-চুদ-ণিচ্-ল্যু। স্তবকারকদিগের প্রেরক।

("সখায়ং কীরিচোদনম্।" ঋক্ ৬।৪৫।১৯। 'কীরীণাং স্তোতৄণাং চোদনং প্রেরয়িতারম্।' ভাষ্য।)

কীরেষ্ট (পুং) কীরস্য শুকস্য ইষ্টঃ, ৬তৎ। ১ আমগাছ। ২ আখরোট গাছ। ৩

কীর্ণ (ত্রি) কীর্য্যতেস্মেতি, কৄ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ আচ্ছন্ন। ২ বিক্ষিপ্ত। ৩ নিহিত। ৪ হিংসিত।

(কীর্ণং ছন্নে চ বিক্ষিপ্তে হিংসিতেঽপ্যভিধেয়বৎ। মেদিনী।)

কীর্ণি (স্ত্রী) কৄ-ভাবে ক্তিন্ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ আচ্ছাদন। ২ বিক্ষেপ। ৩ হিংসাকরা। ৪ ব্যাপ্তি।

কীর্ত্তক (ত্রি) কীর্ত্তয়তি, কৃৎ ণিচ্-ণ্বুল্। কীর্ত্তনকারক, যে কীর্ত্তন অর্থাৎ বর্ণন বা উল্লেখ করে।

কীর্ত্তন (ক্লী) কৃৎ ভাবে ল্যুট্। ১ বর্ণন, বলা। ("রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম।" মার্ক° ৯২। ২২।) ২ যশঃপ্রকাশ। ৩ গুণকথন। ৪ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সঙ্গীতবিশেষ; অপর সঙ্গীত অপেক্ষা ইহার সুর প্রভৃতি অন্যরূপ। ("মহোৎসব করে যে বা হরির কীর্ত্তন।"গোবিন্দমঙ্গল। ৭।) কীর্ত্তনের সুরের মধ্যে মনোহরসাহী সুরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। [সংকীর্ত্তন দেখ।]

কীর্ত্তনীয় (ত্রি) কৃৎ-ণিচ্-অনীয়র্। যদ্বা কীর্ত্তনে গুণকথনে সাধুঃ, কীর্ত্তন-ছ। ১ বর্ণনীয়, যাহার গুণাদি বর্ণনার উপযুক্ত। ২ গণনীয়, গণনার উপযুক্ত।

কীর্ত্তনিয়া (দেশজ) কীর্ত্তনগায়ক।

কীর্ত্তন্য (ত্রি) [বৈ] কীর্ত্তনায় সাধুঃ, কীর্ত্তন যৎ। কীর্ত্তনের উপযুক্ত।

("কীর্ত্তন্যং মঘবা নাম বিভ্রৎ।" ঋক্ ১। ১০৩। ৪।)

কীর্ত্তি (স্ত্রী) কৃৎ-ইন্-ইরাদিশ্চ (ক্ষপিবিকৃহিবৃতিবিদিছিদিকীর্ত্তিভ্যশ্চ। উণ্ ৪। ১১৮।) ১ পুণ্য। ২ যশঃ, সুখ্যাতি। (কীর্ত্তিঃ স্যাৎ পুণ্যযশসোঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—যশঃ, সমজ্ঞা, সমাজ্ঞা, সমাখ্যা, সমজ্যা, অভিখ্যা, শ্লোক, বর্ণ ও কীর্ত্তনা। কেহ কেহ যশঃ ও কীর্ত্তির এইরূপ ভেদ বলিয়া থাকে। যথা—

"দানাদিপ্রভবা কীর্ত্তিঃ শৌর্য্যাদিপ্রভবং যশঃ।"

"দানাদি কার্য্যে যে সুখ্যাতি হয়, তাহার নাম কীর্ত্তি; এবং বীরত্বাদি প্রকাশে যে সুখ্যাতি হয়, তাহাকে যশঃ বলা যায়।

আবার কাহারও মতে জীবিত ব্যক্তির প্রশংসার নাম যশঃ, এবং মৃত ব্যক্তির প্রশংসার নাম কীর্ত্তি।' কিন্তু এমত ভাল বলিয়া বোধ হয় না; অনেকস্থলে জীবিত ব্যক্তিরও কীর্ত্তি বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্।" মনু ২। ৯। ২ প্রসাদ। ৩ শব্দ। ৪ দীপ্তি। ৫ মাতৃকাবিশেষ। ৬ বিস্তার। ৭ কর্দ্দম।

কীর্ত্তিকর (ত্রি) কীর্ত্তিং করোতি জনয়তি, কীর্ত্তি কৃ-ট। কীর্ত্তিকারক, যে সকল কার্য্যদ্বারা কীর্ত্তি হয়।

কীর্ত্তিকূট, পর্ব্বতবিশেষ। (জৈনহরিবংশ ৫২। ১। ১০)

কীর্ত্তিকৌমুদী (স্ত্রী) সোমেশ্বরবিরচিত একখানি সংস্কৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থ, ইহাতে মন্ত্রী বস্তুপালের চরিত্র ও তৎসাময়িক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

কীর্ত্তিচন্দ্র, ১ একজন বর্দ্ধমানরাজ। (দেশাবলী ১৩৮।২।২।) ২ কুমায়ুনের দুইজন রাজার নাম। তাম্রশাসন দ্বারা জানা যায়, একজন ১৪২২ শকে, অপর ১৭২৭ শকে রাজত্ব করিতেন।

কীর্ত্তিত (ত্রি) কৃৎ-ক্ত। ১ কথিত। ২ খ্যাত। ৩ নির্দ্দিষ্ট।

কীর্ত্তিতব্য (ত্রি) কৃৎ ণিচ্-তব্য। কীর্ত্তন করিবার উপযুক্ত।

কীর্ত্তিদেব, ১ম, বনবাসীর একজন কাদম্বরাজ, অপর নাম কীর্ত্তিবর্ম্মা (২য়), তৈলের পুত্র। শিলালিপি দ্বারা জানা যায় যে ইনি ১০৬৮ হইতে ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি চৌলুক্যরাজ (ষষ্ঠ) বিক্রমাদিত্যের মিত্ররাজ ছিলেন।

২য়—ইনি কাদম্বরাজ তৈলমের পুত্র, চামলাদেবীর গর্ভজাত এবং দিগ্বিজয়ী কামদেবের ভ্রাতা।

কীর্ত্তিধর (ত্রি) কীর্ত্তিং ধরতি ধারয়তি বা কীর্ত্তি ধৃ-অচ্। কীর্ত্তিমান, কীর্ত্তিবিশিষ্ট। (পুং) একজন সঙ্গীতশাস্ত্র রচয়িতা। শার্ঙ্গধর কর্ত্তৃক উহার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

কীর্ত্তিপুর, নেপালের অন্তর্গত পাটন হইতে দেড়ক্রোশ পশ্চিমে গোলাকার ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটী পার্ব্বতীয় প্রাচীন নগর। চতুঃপার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে ৩০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই নগর প্রাচীর দ্বারা এমনি দুর্ভেদ্যভাবে আছে, যে সহসা শত্রু মনে করিলেই আক্রমণ করিতে পারে না।

কীর্ত্তিপুর এক্ষণে একটি সামান্য নগর বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালে ইহাই একটী স্বাধীনরাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত ছিল, তৎপরে এই নগরী পাটনরাজের অধিকারভুক্ত হয়। পাটনরাজাধিকারের পূর্ব্ব হইতেই এই নগর চারিদিকে দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, ভগ্ন নগরপ্রাচীরের স্থানে স্থানে সেই প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ১৭৬৫ অব্দে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ প্রভাবশালী হইয়া উঠেন। তিনি অনেক কষ্টে ছলে বলে তিন বৎসর পরে দুর্দ্ধর্ষ কীর্ত্তিপুরবাসী নেবারগণকে পরাস্ত করিয়া নগর অধিকার করেন। তদবধি উক্ত রাজবংশের অধিকারে আছে।

কীর্ত্তিপুর অধিকৃত হইবার পর, পৃথ্বীনারায়ণের অধীনস্থ গোর্খা সৈন্যগণ কীর্ত্তিপুরবাসী মাতৃক্রোড়স্থ শিশু ও বাদ্যকর ব্যতীত নেবারজাতীয় বালক, যুবক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেরই নাক কাটিয়া দিয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত এই নগরের আর একটী নাম 'নাসকাটাপুর' হইয়াছে।

কীর্ত্তিপুরের আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই, কিন্তু এখনও সে পূর্ব্ব গৌরবের লাঘব হয় নাই। এই বীরজন্মভূমে এখনও দেখিবার যোগ্য অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। উহার কতকগুলি ভগ্ন, কয়েকটি এখনও ভাল অবস্থায় আছে; তন্মধ্যে নগরের উত্তরাংশে বাঘভৈরবের চারিতল মন্দির-প্রধান। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে, এখানকার কোন এক রাজকুমার এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দিরমধ্যে এক রংকরা বাঘের মূর্ত্তি আছে। প্রদক্ষিণার নিকট ভৈরবের একটি স্বতন্ত্র মন্দিরও আছে। নেপালের অনেক তীর্থযাত্রীরাই বাঘভৈরব দর্শনে আসিয়া থাকে। নগরের উত্তরপ্রান্তে যোষী-বংশীয় শেরিস্তা-নেবারের প্রতিষ্ঠিত, ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত, একটী সুবৃহৎ গণেশমন্দির আছে, তাহার সম্মুখে তোরণ, মধ্যস্থলে গণনাথের আসন, তাঁহার ডানধারে ময়ূরোপরি কুমারী, বামধারে গরুড়োপরি বৈষ্ণবী, কুমারীর পর বরাহের উপর বারাহী, বারাহীর পরই শবোপরি চামুণ্ডা, বৈষ্ণবীর পার্শ্বে ঐরাবতের উপর ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণীর পরই সিংহের উপর মহালক্ষ্মী, এই অষ্টনায়িকা মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। এ ছাড়া সর্ব্বোপরি ভৈরবনাথ ও কার্ত্তিকেয়-মূর্ত্তি আছে। নগরের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে 'চিলনদেব' নামে একটি বৌদ্ধমন্দির আছে, এই মন্দিরটিও দেখিবার জিনিস, এখানে প্রায় সকল বৌদ্ধদেবমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সকল প্রকার চিহ্ন ও যন্ত্রাদির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কীর্ত্তিপুরে পূর্ব্বে যে প্রসিদ্ধ দরবার-গৃহ ছিল, তাহার এখন ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। তাহার কিছু দূরে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের উপর এরূপ ইষ্টকমন্দির প্রায় দেখা যায় না।

২ ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে বর্ণিত স্বর্গদেশের অন্তর্গত করহসি গ্রামের উত্তরে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম, ইহারই পার্শ্বে ঢুণ্ডি ও গঙ্গানদীর সঙ্গম। চন্দ্রবংশীয় কীর্ত্তিচন্দ্র নামে একজন মণ্ডলেশ প্রতিষ্ঠান হইতে আসিয়া স্বনামে এই গ্রাম স্থাপন করেন। (ভ° ব্রহ্ম° ৫৮। ৫৬-৬০)।

কীর্ত্তিভাক্ [জ্] (পুং) কীর্ত্তিং ভজতে, কীর্ত্তি-ভজ্-ণ্বি। ১ দ্রোণাচার্য্য। ২ (ত্রি) কীর্ত্তিযুক্ত।

কীর্ত্তিময় (ত্রি) কীর্ত্তি ময়ট্। কীর্ত্তিযুক্ত।

কীর্ত্তিমান্ [९] (ত্রি) কীর্ত্তিরস্যাস্তি, কীর্ত্তি-মতুপ্। ১ কীর্ত্তিযুক্ত। ২ (পুং) বিশ্বেদেবান্তর্গত শ্রাদ্ধদেববিশেষ। (ভারত অনু° ১৫২।) [বিশ্বেদেব দেখ।] ৩ বসুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। (ভাগবত ৯। ২৪। ৫৩।)

কীর্ত্তিরথ (পুং) বিদেহরাজ জনকবংশীয় প্রতীন্ধকরাজপুত্র। (রামায়ণ ১। ৭১। ৯।)

কীর্ত্তিরাজ (পুং) কোলাপুরের শিলাহারবংশীয় একজন রাজা, ইনি খৃষ্টীয় ১০৫৮ অব্দের পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন।

কীর্ত্তিরাত (পুং) মিথিলারাজ মহীধ্রকের পুত্র। (রামায়ণ ১। ৭১। ১১।)

কীর্ত্তিবর্দ্ধন (পুং) কুলোত্তুঙ্গবংশীয় একজন চোলরাজ, ইনি কার্ত্তিকেয়দেবের উপাসক ছিলেন। (চোলমাহাত্ম্য)

কীর্ত্তিবর্ম্মা, (১) তিনজন চৌলুক্যরাজের নাম ১ম, উপাধি পৃথিবীবল্লভ, ইনি পুলিকেশি-বল্লভের পুত্র। ইনি রণক্ষেত্রে নল, মৌর্য্য ও কদম্বরাজগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজ্যকাল ৪৮৯ শক। ২য়, বিক্রমাদিত্যের পুত্র, লোক-মহাদেবীর গর্ভজাত, ইনি পল্লবরাজগণকে জয় করিয়াছিলেন। রাজ্যকাল ৬৫৫-৬৬৯ শক। ৩য় ভীমরাজের পুত্র।

(২) বনবাসীর দুই জন কদম্বরাজের নাম। ১ম শান্তি-বর্ম্মার পুত্র, একজন মহামণ্ডলেশ্বর। ২য়—তৈলপের পুত্র চবুন্দলাদেবীর গর্ভজাত, রাজ্যকাল ১০৬৮-১০৭৭ খৃঃ অঃ। [কীর্ত্তিদেব দেখ।]

(৩) চন্দ্রাত্রেয় (চন্দেল্ল)-বংশীয় কালঞ্জরাধিপ বিজয়পালের পুত্র। ইনি নিজ প্রধান সেনাপতি গোপালের সাহায্যে চেদিরাজ কর্ণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সমস্ত বুন্দেলখণ্ড ও তাঁহার চারিপার্শ্বস্থ স্থান ইহার অধিকারভুক্ত ছিল। চন্দেল্লরাজগণের শিলালিপিপাঠে জানা যায়—কীর্ত্তিবর্ম্মা ১১০৭ সম্বৎ (১০৫০ খৃঃ অঃ) হইতে ১১৫৪ সম্বৎ (১০৯৮ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার ভ্রাতার নাম দেব-বর্ম্মা। কীর্ত্তিবর্ম্মার সভায় প্রবোধচন্দ্রোদয়-প্রণেতা বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণমিশ্র অবস্থান করিতেন। সেনাপতি গোপালের আদেশে কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মার সম্মুখে অভিনীত হইয়াছিল, তাহা এই গ্রন্থপাঠেই জানা যায়। রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মা মহোবা নামক স্থানে কীরৎসাগর নামে এক বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। কীর্ত্তিবর্ম্মার পুত্র বীরবর সল্লক্ষণবর্ম্মা। পিতা ও পুত্রের সময়কার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কীর্ত্তিশেষ (পুং) কীর্ত্তিঃ শেষো যস্য বহুব্রী। মৃত্যু, মৃত্যুর পর কীর্ত্তিমাত্রই অবশিষ্ট থাকে।

কীর্ত্তিসেন (পুং) কীর্ত্তিঃ সেনেব যস্য, বহুব্রী বাসুকির ভ্রাতুষ্পুত্র।

কীর্ত্তিস্তম্ভ (পুং) কীর্ত্তিখ্যাপকঃ স্তম্ভঃ, মধ্যলো°। কীর্ত্তি-বিশেষের স্মরণার্থ যে স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়।

কীর্শা (স্ত্রী) [বৈ] পক্ষিবিশেষ।

কীল (পুং) কীল্যতে রুধ্যতেঽসৌ, অনেন অত্র বা, কীল-কর্ম্মণি করণে অধিকরণে বা ঘঞ্। ১ অগ্নিশিখা। ২ শঙ্কু, গোঁজ। ৩ স্তম্ভ। ৪ লেশ। ৫ কফোণি, কণুই। ৬ কফোণির নিম্নদেশ। ৭ মূঢ়গর্ভবিশেষ।

"তত্র ঊর্দ্ধবাহুশিরঃ পাদো যো যোনিমুখং নিরুণদ্ধি কীল ইব স কীলঃ।" (সুশ্রুতনিদান° ৮ অঃ।)

যে মূঢ়গর্ভ হস্ত, পদ ও মস্তক ঊর্দ্ধদিকে উন্নত করিয়া শঙ্কুর ন্যায় যোনিমুখ নিরোধ করে, তাহার নাম কীল।

কীলক (পুং) কীলতি বধ্নাতি অনেন, কীল করণে ঘঞ্-স্বার্থে কন্। ১ স্তম্ভবিশেষ। ২ গোরু প্রভৃতি যে স্তম্ভে (খোঁটায়) বান্ধিয়া রাখা হয়। ৩ তন্ত্রোক্ত দেবতাবিশেষ। ৪ (ক্লী) মন্ত্রবিশেষ। ৫ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত প্রভবাদি ৬০ বর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ; এই বর্ষে যাবতীয় শস্য উৎপন্ন হয়, এবং দেশসমূহে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও উপদ্রবাদি নষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র মঙ্গল হইয়া থাকে। ৬ স্তববিশেষ, সপ্তশতী-পাঠকালে এই স্তব পাঠ করিতে হয়।

কীলন (ক্লী) কীল-ল্যুট্। ১ বন্ধন। ২ তন্ত্রমন্ত্রবিশেষ। "তৎসম্পুটঃ ভবেত্তস্য কীলনে পরিভাবিতম্।" ফেৎকারিণীতন্ত্রে সাধারণপরি°। ৩ (দেশজ) কিল মারা।

কীলসংস্পর্শ (পুং) কীলং সংস্পৃশতি, কীল-সং-স্পৃশ্-অচ্। বৃক্ষবিশেষ, গাবগাছ।

কীলা (স্ত্রী) কীল-টাপ্। ১ কীল, গোঁজ। ২ রতিপ্রহার-বিশেষ। ৩ রতিবন্ধবিশেষ।

কীলাল (ক্লী) কীলং অগ্নিশিখাং অলতি বারয়তি, কীল-অল্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ১ জল। ২ রক্ত। ৩ অমৃত। ৪ মধু। ৫ (কীলায় বন্ধায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি) পশু। ৬ বন্ধননিবারক। ("ঊর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্।" শুক্লযজুঃ ২।৩৪। 'কীলো বন্ধঃ তমলতি বারয়তি, কীলালং সর্ব্ববন্ধনিবর্ত্তকম্।' মহীধর।)

কীলালজ (ক্লী) কীলালাৎ জায়তে, কীলাল-জন ড। ১ জল-জাত। ("পাদৌন ধাবয়েত্তাবৎ যাবন্ন নিহতোঽর্জ্জুনঃ। কীলালজং ন খাদেয়ং করিষ্যে চাসুরব্রতম্॥" ভারত বন।) ২ রক্তজাত।

কীলালধি (পুং) কীলালং জলং ধীয়তেঽস্মিন্, কীলাল-ধা কি। সমুদ্র।

কীলালপ (পুং) কীলালং রুধিরং পিবতি, কীলাল-পা-ক (আতোঽনুপসর্গে। পা ৩।২।৩।) ১ রাক্ষস। ২ জোঁক।

কীলালপা (পুং) [বৈ] কীলাল-পা-বিচ্ (আতো মনিন্ ক্বনিব্বনিপশ্চ। পা ৩।২।৭৪।) ১ অগ্নি। ২ যম।

কীলিকা (স্ত্রী) নারাচভেদ।

"তৎকীলিকাখ্যং যস্তন্বাং কেবলং কীলিকাবলম্।

অস্থ্নাং পর্য্যন্ত সম্বন্ধরূপং সৈবার্ত্তমুচ্যতে॥" লোকপ্রকাশ ১।৪০৫।

কীলিত (ত্রি) কীল্যতেস্মেতি, কীল-কর্ম্মণি ক্ত। ১ বদ্ধ। ("এভিঃ কামশরৈস্তদদ্ভুতমভূৎ পত্যুর্ম্মনঃ কীলিতম্।" গীতগোবিন্দ ১২।১৩।)

২ কীলরূপে পরিণত। ৩ (ক্লী, ভাবে ক্ত) বন্ধন।

কীবৎ (ত্রি) [বৈ] কিয়ৎ-(পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কিয়ৎ, কিছু, কত।

কীশ (পুং) কী ইতি শব্দং ঈষ্টে, কী-ঈশ্-ক। যদ্বা কস্য বায়োর-পত্যম্, ক-অত ইঞ্, কিঃ হনুমান্; স ঈশো যস্য। ১ বানর। ("তুয়া চাঁদমুখ চেয়ে বুক যায় ফেটে।

কীশ তেঁই হেন হাতে পরায়েছে মেঠে॥" শিবায়ন ১২৫।)

২ (কে আকাশে ঈষ্টে প্রভবতি, ক-ঈশ্-ক।) সূর্য্য। ৩ পাখী। ৪ (ত্রি) নগ্ন, উলঙ্গ।

(কীশো দিগম্বরে কপৌ। মেদিনী।)

কীশপর্ণ (পুং) কীশং বানরঃ তস্য লোমেব পর্ণং পত্রমস্য, বহুব্রী। অপামার্গ, আপাংগাছ।

কীশপর্ণী (স্ত্রী) কীশপর্ণ জাতৌ ঙীষ্। আপাংগাছ।

কীশাণ (কিষাণ=কৃষাণ শব্দের অপভ্রংশ) ১ চাষা। ২ জাতি বিশেষ, অপর নাম নাগেশ্বর। এই জাতি লোহারডাঙ্গা, পালামৌ, যশপুর, সিরগুজা প্রভৃতি স্থানে বাস করে। ইহারা অসভ্য, বনজঙ্গল মধ্যে ইহাদের বাস, আর চাষবাসই উপজীবিকা। ইহাদের প্রধান উপাস্য বাঘ, বাঘকে ইহারা বনরাজা বলিয়া পূজা করে। এ ছাড়া সূর্য্য, মহাদেব, মহীধুনিয়া, শিকরিয়া ও মৃত পিতৃগণের প্রেতোদ্দেশেও পূজা করে। শিকরিয়া দেবতার কাছে ছাগ ও সূর্য্যদেবতার উদ্দেশে শ্বেত হংস বলি দেয়। ইহাদের খূঁট বা গ্রাম্যদেবতার নাম দরহা, এই গ্রাম্যদেবের স্থানে 'বামনীপাট' 'অন্দরীপাট' ইত্যাদি নামধেয় কতকগুলি পাট আছে। কোলজাতির 'খরিয়া' ছাড়া, ইহারা কোলদিগের ন্যায় নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। কোল প্রভৃতি জাতির স্ত্রীলোকেরা যেমন উল্কী কাটে, কীশাণ-রমণীরা সেরূপ করিতে পারে না, করিলে নিজ সমাজে হেয় ও সমাজচ্যুত হয়।

কীস্ত (পুং) [বৈ] স্তব, স্তুতি।

("স্বিতা যদীং কীস্তাসো অভিদ্যবো নমস্যন্ত।" ঋক্ ১।১২৭।৭।)

কু (অব্যয়) কু-ডু। ১ পাপ। ২ নিন্দা। ৩ ঈষৎ। ৪ নিবারণ।

(কু পাপে চেষদর্থে চ কুৎসায়াঞ্চ নিবারণে। মেদিনী।)

৫ মন্দ। ৬ (ত্রি) নিন্দনীয়।

কু (স্ত্রী) কু-ভূ। পৃথিবী।
("কু শব্দে পৃথিবী তাতে করিয়া শয়ন।" অন্নদামঙ্গল ৪১।)

কুঅৎ (আরব্য) শক্তি।

কুআ (দেশজ) কূপ, পাতকুয়া।

কুআশা (দেশজ) ১ মন্দ আশা। ২ কুজ্ঝটিকা, কোয়াশা।

কুংশা (স্ত্রী) কুশি-ভাবে অ-টাপ্। ১ শোভা। ২ বলা ৩ জ্ঞাপন করা।

কুংসা (স্ত্রী) কুসি-ভাবে অ-টাপ্। কুংশা।

কুঁকড়ন (দেশজ) ১ সঙ্কুচিত হওয়া। ২ জড় সড় হওয়া। ৩ কুঞ্চিত হওয়া।

কুঁকড়া (দেশজ) ১ সঙ্কুচিত। ২ কুঞ্চিত। ৩ কুক্কুট, মোরগ। [কুক্কুট দেখ।]

কুঁকড়িমুকড়ি (দেশজ) ১ অত্যন্ত জড় সড়। ২ অত্যন্ত কুঞ্চিত

কুঁচ (দেশজ) গুঞ্জা। [গুঞ্জা দেখ।]

কুঁচ্‌গাছ (দেশজ) গুঞ্জালতা।

কুঁচ্‌বক (দেশজ) বকবিশেষ। (Ardea Jaculator, *Buch.*)

কুঁচবাঁধা, খস-খস তৃণ হইতে কুঁচিকাটি প্রস্তুত করা। এই কুঁচিকাটি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ হয়। একখানি চটে বা খেজুর চ্যাটাইয়ের গাত্রে খস্‌খস্ তৃণগুলি বিছাইয়া ও বাঁধিয়া ইহা প্রস্তুত করে, এবং যখন কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁতীরা তাঁতে টানার সূতা সাজায়, তখন এই কুঁচি দিয়া সেই টানার সূতাগুলি মাজিয়া লয়। ইহাতে সূতার আঁশ, ফেঁশো ইত্যাদি নষ্ট হয়।

কুঁচি (দেশজ) ১ ঝাঁটাবিশেষ, বেণাকাঠিদ্বারা এই ঝাঁটা নির্ম্মিত হয়। ২ কাষ্ঠ কাটিবার সময়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড বাহির হয়।

কুঁচিয়া (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Muræna apterygia.)

কুঁচিলা, বৃক্ষবিশেষ। এই গাছ ভারতবর্ষে জন্মে, দেখিতে অতি উচ্চ নহে, ইহার গুঁড়ি টেড়াবাঁকা। ইহার বীজে কোন গন্ধ নাই, আস্বাদ কটু ও কষায়। বীজ সহজে গুঁড়া করা যায় না। বাটিলে প্রথমে মণ্ড হয়, সেই মণ্ড শুকাইয়া লইয়া গুঁড়া প্রস্তুত হয়। কুঁচিলার ছাল দেখিতে পাঁশুটে, য়ুরোপীয় ঔষধ-বিক্রেতাগণ ঐ ছাল 'False augustura' নামে বিক্রয় করে। কলিকাতার কোন কোন স্থানে কুঁচিলার ছাল 'রোহণ' নামে বিক্রীত হয়।

কুঁচিলার সংস্কৃত নাম বিষমুষ্টি, পারসী ইজরকী, আরবী ফলুজ মহী, তামিল খেত্তিকোট্টয়। (Strychnos Nux Vomica.)

বৈদ্যকমতে, ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, রুচ্য; কফ, বাত, রক্ত, পিত্ত, দাহ ও কণ্ঠাময়নাশক। য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক কুঁচিলার বীজই নক্সভোমিকা (Nux Vomica) নামে ব্যবহৃত হয়। তাঁহাদের মতে বীজ ও ছাল উভয়ের গুণ এক, উভয়ই স্নায়ুমণ্ডল ও কশেরুমজ্জার অতিশয় উত্তেজক। সাধারণে বীজই ব্যবহার করে। ১।২ গ্রেণ মাত্রায় ইহার গুঁড়া খাইলে ক্ষুধাবৃদ্ধি ও বলকর হয়, পাকযন্ত্রের কোন অনিষ্ট হয় না, ইহার বিশেষ গুণ মূত্রসঞ্চয়কারক ও মৃদুবিরেচক। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে হাতপায়ে অবসন্নবোধ, মাংসপেশী ও গ্রন্থি অল্প কম্পিত, কখন বা স্তম্ভিত এবং মনে নানা প্রকার চিন্তা ও ক্ষুধা হ্রাস হয়; বেশ জ্ঞান থাকে। তবে যদি অধিক মাত্রাপ্রযুক্ত হইলে বিষাক্ত হয়, তাহাতে ধনুষ্টঙ্কার, মুখ ও গলাজ্বলা, আক্ষেপ দ্বারা বক্ষঃস্থল সঙ্কোচ এবং তজ্জন্য শ্বাসপ্রশ্বাসরোধ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি শীঘ্রই সাংঘাতিক না হয়, তাহা হইলে অতিশয় তৃষ্ণা, বমন, উদরাময় ও কঠিন শূলবেদনা হয়।

উদরাময়, অজীর্ণ, মুখে জলউঠা, উদরশূল, গর্ভাবস্থায় বমন, সরলান্ত্রের নির্গমন, মূত্ররোধ, স্নায়ুশূল, সবিচ্ছেদ জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, স্ত্রীলোকের হরিৎপীড়া, মৃগী, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগে ডাক্তারেরা কুঁচিলা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এদেশে কেহ কেহ আফিমের মত প্রত্যহ দুই বেলা কুঁচিলা খাইয়া থাকে।

কুঁচিলাগাছের কাঠও বেশ কঠিন ও স্থায়ী। এই কাঠ অতি কটু, এজন্য আদৌ ঘুণ ধরে না। দক্ষিণদেশে ইহার তক্তা অনেক কাজে লাগে। ত্রিবাঙ্কুরপ্রদেশে ইহাতে লাঙ্গল, গোরুরগাড়ীর চাকা ও বহুবিধ আস্‌বাব প্রস্তুত হয়। ইংরাজেরা ইহাকে (Snake-woods) বলিয়া থাকে।

মালাবার উপকূলে কয়েক জাতীয় পক্ষী কুঁচিলাফুলের মজ্জা খায়।

কুঁচে (দেশজ) ১ কেঁচো। ২ মৎস্যবিশেষ।
("চেঙ্গ ধরে চামণ্ডী চাহিয়া চারি আড়ে।
কুঁচে কাঁকড়ার তরে হাত ভরে গাড়ে॥" শিবায়ন ১২৭।)

কুঁচ্‌কি (দেশজ) উরুর সন্ধিস্থান, বঙ্‌ক্ষণ-স্থান।

কুঁজ্ (দেশজ) বক্রপৃষ্ঠ, পৃষ্ঠদেশের বক্রতা।

কুঁজ (দেশজ, কুব্জ শব্দের অপভ্রংশ) ১ কুব্জ, যাহার পৃষ্ঠদেশ বক্র। ২ জল রাখিবার মাটীর পাত্রবিশেষ, সুরুই।

কুঁজড় (দেশজ) ১ ঝগড়াটিয়া। ২ নীচ। ৩ হেয়।

কুঁজড়া, বেহারে তরকারী বা সবজী বিক্রেতা মুসলমান। বাঙ্গালার অন্যান্য অঞ্চলে এরূপ তরকারী বিক্রেতাকে ফড়ে, বেপারি, অথবা চাষা বলে।

কুঁজড়ানী (দেশজ) ফলমূলবিক্রয়কারিণী।

কুঁজি (দেশজ) ১ বাঁকা। ২ ডাঁশ। ৩ চাবি।

("রন্ধন ভোজন করি ক্ষণেক শুইয়া।
নগরভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া॥" বিদ্যাসুন্দর ৭২।)

কুঁজী (দেশজ) ১ কুব্জাস্ত্রী, যে স্ত্রীর পৃষ্ঠদেশ বক্র।

কুঁড়্ (দেশজ) ১ তুষের ক্ষুদ্রাংশ। ২ পেষণ করিবার পাত্র।

কুঁড় (দেশজ) সূক্ষ্ম তুষ।

কুঁড়কাঁড় (দেশজ) ধান্যের সূক্ষ্ম তুষ প্রভৃতি।

কুঁড়মুঁড় (দেশজ) কুঁড় কাঁড়।

কুঁড়বক (দেশজ) ক্ষুদ্র বকবিশেষ। (Ardea Jaculator.)

কুঁড়বোজি, (হিন্দী) বীজবপনের শেষদিন। কাশী ও দোয়াব অঞ্চলে উহা উৎসব দিন বলিয়া পরিগণিত, এই উৎসবের নাম কুঁড়বোজি, সাধুভাষায় কুণ্ডমণ্ডল বলে। এইদিনে বীজের অবশিষ্ট অংশে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া মাঠে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে বিতরণ করা হয়।

কুঁড়া (দেশজ) ১ সূক্ষ্ম তুষ। ২ ঘুঁটিবার পাত্র।
("নূতন ঘোটনা কুঁড়া দিয়াছে বিশাই।" অন্নদামঙ্গল।)

কুঁড়ি (দেশজ) ১ ফুলের কোরক। ২ কুণ্ড নামক পাত্রবিশেষ।

কুঁড়িয়া (দেশজ) ১ কুটীর, পত্রাদি নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহ। ২ অলস।

কুঁড়ী (দেশজ) ফুলের কোরক।

কুঁড়ে (দেশজ) ১ কুটীর। ২ অলস।

কুঁথান (দেশজ) কুন্থন দেওয়া, কোঁৎপাড়া।

কুঁদ (দেশজ) ১ কুন্দফুল। ২ কাষ্ঠাদি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ।

কুঁদকাঠ (দেশজ) ১ কুন্দযন্ত্রস্থিত কাঠ। ২ কুঁদযন্ত্রের দুই পাশে যে কাঠ থাকে।

কুঁদন (দেশজ) ১ লম্ফন, লাফান। ২ কুঁদযন্ত্রে কাষ্ঠছেদন।

কুঁদফুল (দেশজ) কুন্দফুল। (Jasminum pubescens.)

কুঁদবাটালি (দেশজ) কাষ্ঠ কুঁদিবার অস্ত্রবিশেষ।

কুঁদরুকী (দেশজ) লতাবিশেষ। (Boswellia thurifera.)

কুঁদল (দেশজ) কলহ, ঝগড়া।

কুঁদলী (দেশজ) কলহপ্রিয়া স্ত্রী, যে স্ত্রী অতিরিক্ত কলহ করে। "সাতকুঁদলীর নোটাকান।" বঙ্গীয়গাথা।

কুঁদা (দেশজ) ১ লম্ফন দেওয়া। ২ কাষ্ঠাদি কুঁদযন্ত্রে ছেদন করা। ৩ কামানের বাঁট।

কুঁদারু (দেশজ) কুঁদ যন্ত্রে যে কার্য্য করে। যে কোঁদে।

কুঁদো (দেশজ) ১ কাষ্ঠের বৃহৎ খণ্ড। ২ এক ছাঁচে যে পরিমিত পিণ্ডাকার মিছরি উৎপন্ন হয়।

কুঁদোকাঠ (দেশজ) কাঠের মোটা মোটা খণ্ড।

কুএনলুন্ (কৌ-এন্-লন্) তিব্বতের উচ্চ মালভূমির উত্তরে এই নামে একটি পর্ব্বতমালা আছে। ইহার নিকটবর্ত্তী অধিবাসীরা ইহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে; যথা— বেলুর-তাগ (তুষার-পর্ব্বত), বুলুট তাগ (মেঘপর্ব্বত), মুষ-তাগ, করাকার-কোরম্ (কৃষ্ণ-পর্ব্বত), টুমুন-লুন (পএলাণ্ডু-পর্ব্বত, ই পর্ব্বতে পলাণ্ডুজাতীয় একপ্রকার কন্দ পাওয়া যায়), তিয়ানশান্ (স্বর্গীয় পর্ব্বত)। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩২১৫ফুট উচ্চ। জন্দ-অবস্থা গ্রন্থে এই পর্ব্বত হরো-বেরেজইতি নামে কথিত হইয়াছে। ইহা প্রায় ১৫৫০ মাইল বিস্তৃত। এই পর্ব্বত মধ্যএসিয়ার উত্তর ও দক্ষিণ অববাহিকার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। দক্ষিণের অববাহিকা সিন্ধুনদাদি ও সাম্পু (ব্রহ্মপুত্র) দ্বারা বাহিত হয় এবং উত্তরের অববাহিকা গোবি মরুর দিকে প্রবাহিত। এই পর্ব্বতের গিরিবর্ত্ম দিয়াই তিব্বতের উত্তরসীমা অতিক্রম করিতে হয়। ইহার মধ্যস্থলে সেটের ন্যায় প্রস্তরস্তর আছে। মম্মর এবং 'পুডিং ষ্টোনের' মত এক প্রকার কঠিন স্বচ্ছ প্রস্তরও পাওয়া যায়।

কুক (ত্রি) কুক-ক। ১ সমর্থ। ২ যে আদায় করে।

কুকড়া (দেশজ) কুক্কুট, মোরগ। [কুক্কুট দেখ।]

কুকথা (স্ত্রী) কু নিন্দিতা কথা, কর্ম্মধা। ১ মন্দ কথা। ২ পৃথিবীসম্বন্ধীয় কথা।
("কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥" অন্নদামঙ্গল।)

কুকভ (ক্লী) কুকেন আদানেন পানেন ইত্যর্থঃ ভাতি কুক-ভা-ক। মদ্য।

কুকর (ত্রি) কুৎসিতঃ করো যস্য, বহুব্রী। কুৎসিত হস্তবিশিষ্ট, রোগাদি জন্য যাহার হস্ত কুঞ্চিত হইয়াছে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কুণি, কৃণি ও কোণি।

কুকর, অওঘর নামক শৈব-সম্প্রদায়ের একটা শাখা। গুজরাটে একজন দশনামী সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি গোরক্ষনাথের অনুগ্রহে ব্রহ্মগিরি নাম প্রাপ্ত হন, এই ব্রহ্মগিরিই 'অওঘর' সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। অওঘর-শৈবেরা বলেন যে, গোরক্ষনাথ ব্রহ্মগিরিকে কাণের মাকড়ী (অলঙ্কার) ও কতকগুলি চিহ্ন প্রদান করেন। পরে ব্রহ্মগিরি আবার সেইগুলি—গুদর, সুখর, রুখর, ভূখর ও কুকর এই পাঁচ শিষ্যকে বিতরণ করেন। পরে ঐ পাঁচজন স্ব স্ব নামে এক এক দল করে। প্রথম তিনদল হরিদ্রাবর্ণ আলখাল্লা গায়ে দেয়। তন্মধ্যে গুদরেরা এক কাণে মাকড়ি ও অপরকাণে অওঘর বা গোরক্ষনাথের পদচিহ্নিত একখণ্ড তাম্র পরে; সুখর ও রুখরেরা দুই কাণেই তামা বা পিতলের মাকড়ি পরে; কাণের মাকড়ি দেখিয়াই কে কোন্ দলভুক্ত তাহা জানিতে পারা যায়। ভূখর ও

কুকরদলের সংখ্যা অল্প। প্রথম তিনদল স্ব স্ব ভিক্ষাপাত্রে ধূপ ধূনা জ্বালে না, কিন্তু শেষোক্ত দুই দল জ্বালে। কুকরেরা কালিহাঁড়ী নামক নূতন মৃণ্ময়পাত্রে ভিক্ষা করে; আবার তাহাতেই পাক করিয়া খায়। উখর নামক আর একদলের নাম শুনা যায়। ইহারা সকলেই শৈব, কখন স্বধর্ম্মত্যাগ করে না। প্রত্যেক দলপতি মঠাধ্যক্ষ হয়।

কুকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) কুৎসিতং কর্ম্ম, কর্ম্মধা°। ১ লোকনিন্দিত ও শাস্ত্রনিন্দিত কর্ম্ম।

("কুকর্ম্ম করিয়া নষ্ট গেলে হে ব্রাহ্মণ।" গোবিন্দমঙ্গল)

২ (ত্রি) কুকর্ম্মযুক্ত।

কুকর্ম্মকারী [ন্] (ত্রি) কু কর্ম্ম করোতি, কু-কর্ম্মন্-কৃ-ণিনি। যে কুকর্ম্ম করে।

কুকর্ম্মশালী [ন্] (ত্রি) কুকর্ম্মণা শালতে, কু-কর্ম্মন্ শাল্-ণিনি। কুকর্ম্মযুক্ত।

কুকর্ম্মা [ন্] (পুং) কুৎসিতং কর্ম্ম যস্য, বহুব্রী। কুৎসিত-কার্য্যকারী।

কুকর্ম্মী [ন্] (পুং) কু কুৎসিতং কর্ম্ম কার্য্যত্বেন অস্যাস্তি কু কর্ম্মন্-ইনি। কুৎসিতকার্য্যকারী।

কুকাপন্থী, একটী শিখসম্প্রদায়। লুধিয়ানার ৩।৹ ক্রোশ-দক্ষিণপূর্ব্বে ভৈণী নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, এই গ্রামে রামসিং নামে এক ছুতার জন্মে। সেই রামসিংই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে, রামসিং শিখসৈন্য মধ্যে কর্ম্ম করিতেন। ইংরাজদিগের কৌশলে শিখপ্রভাব খর্ব্ব হইলে, রামসিং যুদ্ধবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শিখধর্ম্মের পুনঃসংস্কারে মনোযোগ করেন। অল্পদিন মধ্যে তাহার ধর্ম্মোপদেশগুণে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। এমন কি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, লক্ষাধিক ব্যক্তি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল।

মন্ত্রোচ্চারণ-কালে এই সম্প্রদায়ের মুখ হইতে 'কুক্' 'কুক্' শব্দ নির্গত হয়, বলিয়া ইহাদের নাম 'কুকাপন্থী' হইয়াছে।

অপর শিখসম্প্রদায়ের মত কুকাদিগের গুরুর ১০টি আদেশ আছে, ইহার মধ্যে পাঁচটি পালনীয় ও ৫টী নিষিদ্ধ। পাল্য ৫টিকে 'ক'-বিধি বলে। যথা—কর্দ্, কাছ, কর্পল, কক্তি ও কেশ অর্থাৎ লৌহভূষণ, ছোট জাঙ্গিয়া, লৌহাস্ত্র, চিরুণি, ও চুল। শেষ ৫টী—নরিমার (নরহত্যা), কুরিখার (ধূমপান), শ্রীকট্টা (যাহারা মাথা কামায়), শূন্যৎ-কট্টা (যাহাদের নেড়া মাথা), ধীরমালিয়া (কর্ত্তারপুরের গুরুর শিষ্যগণ)। প্রথম দুই কার্য্য ও শেষোক্ত তিনপ্রকার ব্যক্তিকে কন্যাদান নিষিদ্ধ।

নানকশাহীদিগের মত ইহারা কঠিন নিয়মে বদ্ধ। সকলেই একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করে। দোষের মধ্যে ইহারা অপর সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতে ভালবাসে।

কুকারা শবদেহের আদৌ যত্ন করে না। ইহারা বলে যে, জীবাত্মা যখন দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন যত শীঘ্র সম্ভব, ঐ বৃথাদেহ চক্ষু হইতে দূরে রাখাই উচিত, উহা কেহ যেন দেখিতে না পায়।

ইহাদের মধ্যে যদি কাহারও আসন্নকাল উপস্থিত হয়, তবে মহাধূম পড়িয়া যায়, ইহারা মহা-উল্লাসে মিষ্টান্ন ভোজন করে এবং ইহাদের ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য 'গ্রন্থ' পাঠ করিতে থাকে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার জন্য শোক করে না, ১৩ দিন ধরিয়া দিবারাত্র 'গ্রন্থ' পাঠ করে, তৎপরে একদিন জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলে মিলিয়া পানভোজন ও আমোদ প্রমোদ করে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিষণসিং নামে একজন কুকাদলপতি ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া সকলকে উত্তেজিত করেন, তাহাতে তাঁহার ফাঁসি হয়। পরে তাঁহার দেহের সৎকার হইলে, তাঁহার পুত্র তাঁহার ভস্মাবশিষ্ট দেহের একখানি অস্থি লইয়া সমাহিত করিবার জন্য হরিদ্বারে লইয়া যায়।

কুকার্য্য (ক্লী) কু কুৎসিতং কার্য্যম্, কর্ম্মধা। মন্দকাজ।

কুকি, ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবাসী একটি অসভ্যজাতি। আসাম হইতে মণিপুর এবং চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরা ইহার মধ্যে পর্ব্বত ও বনজঙ্গলে এই জাতির বাস। সচরাচর ইহারা 'লেংটা' নামে প্রসিদ্ধ। এই জাতি অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত ;—প্রথম পুরাতন কুকি ও নূতন কুকি, এ ছাড়া আরও কয়েকটী শ্রেণী আছে।

পুরাতন কুকির মধ্যে আবার কতকগুলি শাখা আছে, তন্মধ্যে কাছাড়ে রংকুল, খেলমা ও বেচ এবং অন্যান্য স্থানে ছোটি, আইমোল, রংলং, পুরুম, মস্তক, কোম, কোইরেং ও করুম এই কয়েকটি প্রধান। নূতন কুকিরা ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম হইতে উত্তরাঞ্চলে আসিয়া বাস করিতেছে। ঠদন, চংসেন, শিংসন ও লঙ্গম্ উত্তরাংশে এই কয়টি শাখা আছে। ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে আমরই, চুৎলং, হলম্, বর্পই ও কোচক এই কয়প্রকার ভেদ দেখা যায়।

কপুইর দক্ষিণে সম্প্রতি দুর্দ্দান্ত খোংজই কুকি আসিয়া বাস করিতেছে। তাহার দক্ষিণে উক্ত কুকিদিগের মিত্র এবং একবংশীয় অথচ ভিন্নশাখাভুক্ত পই, শক্তি, তৌতি ও লুসাই প্রভৃতি পরাক্রান্ত কুকির বাস। মণিপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ-কাছাড়ের চারিদিকেও খোংজই কুকির বসবাস

আছে। এখন ইহারা উক্ত শাখা হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মণিপুরের অতি নিকটে অনল-নম্ফু নামক এক দল কুকি বাস করে।

সিন্দু, শক্তি ও লুসাই এই কয় প্রকার কুকি অতি প্রবল ও দুর্দ্ধর্ষ। ইহারা কেহই লেখাপড়া জানে না বটে, কিন্তু সকলেই বন্দুক প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র চালাইতে পারে।

নিবিড় অরণ্যবাসী কুকিজাতি এখনও অনেকে বিবস্ত্র, তবে আসাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি কয়েকস্থানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনে ইহারা কাপড় পরিতে শিখিয়াছে।

কুকিজাতি স্বভাবতঃ বলশালী, দেখিতে কতক মণিপুরী ও অধিকাংশ খসিয়া জাতির মত, বর্ণ নাতিকৃষ্ণ, বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা আকারে বড় এবং মোগলদিগের ন্যায় পুরু ঠোঁট ও চওড়া মুখমণ্ডল।

কুকিরা প্রতিপল্লীতে প্রায় দেড় শত দুইশত লোক একত্র হইয়া বাস করে। ইহাদের গৃহ ৩।৪ হাত মাটি ছাড়াইয়া মাচার উপর বাঁশে নির্ম্মিত। পাহাড়ের উচ্চ স্থানে অথচ জলের নিকট ইহারা পল্লী নির্ব্বাচন করে।

নূতন কুকিদের মধ্যে এক এক দলে রাজা মন্ত্রী প্রভৃতি পদ আছে। দলপতিকে তাহারা 'লাল' বলে, সকল দলের উপর আবার একজন অধিপতি থাকে, তাহাকে ইহারা 'প্রথম' বলিয়া ডাকে। নূতন কুকিরা বলে, তাহারা ও মঘজাতি এক পিতার ঔরসে জন্মিয়াছে। তাহাদের আদিপুরুষের দুই স্ত্রী ছিল, প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে মঘ ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কুকির জন্ম। কুকি জন্মিলে অল্পদিন পরেই তাহার মাতার মৃত্যু হয়। বিমাতা তাহাকে দেখিতে পারিত না। সে আপন পুত্রকে কাপড় পরাইত, কিন্তু কুকিকে কাপড় পরিতে দিত না। সেই কুকি বনে গিয়া বাস করে।

কুকিজাতির মধ্যে প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ পরিবার লইয়া স্বতন্ত্র গৃহে বাস করে। ইহাদের বিধবাদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ থাকে। সকলে একত্র হইয়া বিধবার বাসের জন্য একটি ভিন্ন ঘর বাঁধিয়া দেয়। এখন ইহাদের পুরুষেরা বড় বড় কাপড় পরে, কেহবা একখানি পরিয়া আর একখানি কোমরে জড়াইয়া কিয়দংশ ঝুলাইয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা এখন আঙ্গরাখায় বক্ষ ঢাকিতে শিখিয়াছে। বিবাহিত রমণীরা বক্ষ খোলা রাখে, কিন্তু অবিবাহিত যুবতীরা কখন বক্ষ খুলিয়া রাখিতে চাহে না। স্ত্রীলোকেরা চূড়া করিয়া চুল বাঁধে। অপর পাহাড়ীদের ন্যায়, কুকিরাও গাত্র ধৌত করে না। ১২।১৩ বর্ষ বয়স হইলেই কুকিরা রাত্রিকালে গৃহে থাকে না, প্রহরীগৃহে রাত্রিযাপন করে, তৎপরে বয়স হইলে বিবাহ হয়, তখন সে গৃহে রাত্রিবাস করিতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার আত্মীয় কুটুম্বেরা সকলে একত্র হইয়া দুঃখ প্রকাশ করে। মৃতদেহের বামপার্শ্বে শাকভাত ও তাহার সহিত একটি কাঁঠাল বা মাটির পাত্র রাখিয়া দেয়।

কুকিদের ধনস্পৃহা নাই, ধনের জন্য তাহারা কখন লুটপাট করিতে ইচ্ছা করে না। তবে যে মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া নিকটস্থ স্থান আক্রমণ করে, তাহার অভিপ্রায় ভিন্ন। ইহাদের কোন রাজা বা দলপতি মরিলে তাঁহার প্রেতাত্মার তুষ্টির জন্য নরবলির আবশ্যক হয়। সেইজন্য তাহারা মধ্যে মধ্যে কোন স্থান আক্রমণ করিয়া সেখানকার কয়েকজন অধিবাসীকে ধরিয়া আনে ও তাহাদিগকে দুর্গমস্থানে বন্দী করিয়া রাখে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের মধ্যে এক একজনকে বলি দিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করে। যদি অপর কোন অসভ্য জাতির সহিত ইহাদের বিবাদ বাধে, এবং শত্রুরা যদি গুপ্তভাবে রাজাকে বধ করে, তাহা হইলে পার্ব্বতীয় সকল কুকিজাতি এক হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে, সে আয়োজন বড় ভয়ানক। যদি শত শত ব্যক্তি কার্য্যসাধন করিতে গিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, তথাপি ইহারা পশ্চাৎপদ হয় না। একজন শত্রুকেও মারিতে পারিলে, ইহাদের আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। সেই মৃতব্যক্তির মুণ্ড সম্মুখে রাখিয়া সকলে পান ভোজন ও উল্লাসে নৃত্য গীত করিতে থাকে। পরে সেই মুণ্ড খণ্ড বিখণ্ড করিয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে দলপতিদিগের নিকট প্রেরিত হয়।

কুকিরা ভ্রমণশীল জাতি, ইহারা অধিককাল একস্থানে বাস করে না। বিজনকানন ও দুর্গম পর্ব্বতের উপত্যকাভূমি ইহাদের রম্যস্থান, কৃষিকার্য্যই উপজীবিকা।

কুকিদের মধ্যে কেহ কেহ এখন হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে; অধিকাংশই জড়োপাসক।

কুকীল (পুং) কুঃ পৃথিবী তস্যাঃ কীল ইব, উপমিং। পর্ব্বত।

কুকীর্ত্তি (স্ত্রী) কু কুৎসিতা কীর্ত্তিঃ, কর্ম্মধাং। নিন্দা, কুকার্য্য করিলে যে নিন্দা মৃত্যুর পরও থাকিয়া যায়।

কুকুট (পুং) কু ঈষৎ কুৎসিতং বা যথাস্যাৎ তথা কুটতি কু-কুট-ক। সুষনিশাক। [সুনিষণ্ণক দেখ।]

কুকুটুম্বিনী (স্ত্রী) কু কুৎসিতা কুটুম্বিনী, কর্ম্মধাং। নিন্দিত আত্মীয় পরিবারের গৃহিণী।

কুকুড়া (দেশজ) কুক্কুট, মোরগ। [কুক্কুট দেখ।]

কুকুখা (স্ত্রী) সিংহলের বৌদ্ধগ্রন্থ-বর্ণিত পাবা ও কুশি-

নগরের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র নদী। এই নদীতে বুদ্ধদেব স্নান ও ইহার জলপান করেন। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধগ্রন্থে এই নদী 'ককুথা' নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম 'ঘাগী', গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত কসিয়া হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে চেটিয়াওঁ গ্রামের পার্শ্বে প্রবাহিত।

কুকুদ (পুং) কু কু ইত্যব্যয়ং অলঙ্কৃতা কন্যা; তাং সৎকৃত্য পাত্রায় দদাতি, কুকু-দা-ক। সৎকারপূর্ব্বক অলঙ্কৃতা কন্যা-সম্প্রদানকারী। (রায়মুকুট।)

কুকুন (পুং) কদ্রুগর্ভজাত সর্পবিশেষ।

কুকুন্দর (ক্লী,) স্কুন্দ্যতে কামিনা অত্র, (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে নিতম্ব স্থানস্থিত গর্ত্তদ্বয়। ২ এই স্থানের মর্ম্মদ্বয়। কোনরূপে আহত হইলে সেইস্থানে স্পর্শজ্ঞান থাকে না এবং পদচালনাদি অবরোধ হইয়া যায়।

("পার্শ্বজঘনবহির্ভাগে পৃষ্ঠবংশমুভয়তো, নাতি নিম্নে কুকুন্দরে নাম মর্ম্মণী; তত্র স্পর্শাজ্ঞানমধঃকায়ে চেষ্টোপঘাতশ্চ।"
সুশ্রুত শারীর ৬ অঃ।)

৩ (পুং) কুং ভূমিং দরতি দারয়তি বা, কু-দৃ-অন্তর্ভূত-ণ্যন্তাৎ অণ্ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) কুকুরদ্রু, কুকুরশোঁকা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। [কুকুরদ্রু দেখ।]

কুকুন্ধ (পুং) [বৈ] ভূতযোনিবিশেষ। (অথর্ব্ববে° ৮।৬।১১)।

কুকুভা (স্ত্রী) কু ঈষৎ কু পৃথিব্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইব ভা যস্যাঃ। রাগিণীবিশেষ; ইহার অপর নাম ককুভ। [ককুভ দেখ।]

কুকুর (পুং) কু কুৎসিতং কুরতি শব্দায়তে, কু-কুর্-অচ্। ১ কুক্কুর। [কুক্কুর দেখ।] ২ কুক-উরচ্ (মদ্গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২) যদুবংশীয় অন্ধকরাজের পুত্র। ৩ সর্পবিশেষ। ৪ গ্রন্থিপর্ণী নামক বৃক্ষবিশেষ। [গ্রন্থিপর্ণী দেখ।]

কুকুর (পুং, বহু) কুকুরাঃ স্বনামখ্যাতাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং জনপদঃ। ১ দেশবিশেষ। কেহ কেহ রাজপুতনাস্থ 'বালমের' নামক স্থানে এই কুকুর জন পদ অবস্থিত বলিয়া মনে করেন। কাহারও মতে জশলমীর।

"জঠরা কুকুরাশ্চৈব সদশার্ণাশ্চ ভারত।" ভারত ভীষ্ম° ৯।৪২।

২ ঐ দেশবাসী লোকসমূহ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় যদবঃ, দশার্হাঃ ও সাত্বতাঃ। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত ব্যবহৃত হয়।

কুকুরআলু (দেশজ) ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ। (Dioscorea auguina.)

কুকুরচিতা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Tranthera monopetala.)

কুকুরছা (দেশজ) কুকুরের ছানা।

কুকুরছানা (দেশজ) কুকুরশাবক।

কুকুরছিট্‌কী (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Leea staphylea)

কুকুরজিহ্বা (স্ত্রী) কুকুরস্য জিহ্বা ইব জিহ্বা যস্যাঃ। ১ মৎস্য-বিশেষ। (Acheiris kookkor zibha, *Buch.*), ২ ক্ষুদ্র-বৃক্ষবিশেষ (Ixora undulata). ৩ কুকুরছিট্‌কী। (Leea staphylea.)

কুকুরাধিনাথ (পুং) কুকুরাণাং যাদবানাং অধিনাথঃ, ৬তৎ। ১ যাদবগণের অধিপতি। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

কুকুরনেজ (দেশজ) ফুল গাছবিশেষ, উলটচণ্ডাল। (Gloriosa superba.)

কুকুরমাছী (দেশজ) কুকুরের গায়ে যে একপ্রকার মাছী বসিয়া থাকে। তাহাদের রং কটা, আকৃতি সাধারণ মাছী অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ।

কুকুরবংশ, রাজপুতদিগের একটি বংশ। বিহারে কুকুরবংশীয় রাজপুত দেখা যায়।

কুকুরশুঙ্গা (দেশজ) কুকুরশোঁকা। [কুকুন্দর দেখ।]

কুকুরশোঁকা (দেশজ) কুকুন্দর গাছ।

কুকুরিয়াবাদল (দেশজ) একজাতীয় শিমগাছ। (Dolichos lignosus.)

কুকুরী (স্ত্রী) কুকুর-জাতিত্বাৎ ঙীষ্। কুক্কুরী, স্ত্রীকুকুর।

কুকূটী (স্ত্রী) কোঃ পৃথিব্যাঃ কুটোঽস্ত্যস্যাঃ কু-কূট-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) শিমুলগাছ। [শাল্মলী দেখ।]

কুকূণক (পুং) নেত্ররোগবিশেষ।

কুকূনন (ত্রি) [বৈ] কুঙ্শব্দে, অত্যর্থং কুবন্ শব্দং কুর্ব্বন্। নমতি প্রহ্বীভবতি, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) অত্যন্ত শব্দের সহিত পতনশীল।

("ত্রেণীনাং ত্বা পত্মন্নাধূনোমি কুকূননানাং ত্বা পত্মন্না ধূনোমি।" শুক্ল-যজুর্ব্বেদ ৮।৪৮।

'অত্যর্থং কুবন্ত্যঃ শব্দং কুর্ব্বাণা নমন্তি প্রহ্বী ভবন্তি কুকূননা মেঘস্থা আপঃ তাসাং পতনে ত্বাং কম্পয়ামি।' মহীধর।)

কুকূরভ (পুং) [বৈ] ভূতযোনিবিশেষ।

কুকূল (ক্লী) কোঃ ভূমেঃ কূলম্, ৬তৎ। ১ গোঁজ দ্বারা কৃত গর্ত্ত। ২ বর্ম্ম। ৩ (পুং) কু-উলচ্-কুগাগমশ্চ। তুষানল।

("শিরীষাদপি মৃদ্বঙ্গী কেয়মায়তলোচনা।
অয়ং ক চ কুকূলাগ্নিকর্কশো মদনানলঃ॥" উদ্ভট।)

কুকৃত্য (ক্লী) কু কুৎসিতং কৃত্যং কার্য্যং, কর্ম্মধা°। কুৎসিত কার্য্য। "কিমেতদ্ভবতা কুকৃত্যমনুষ্ঠিতম্।" পঞ্চতন্ত্র।

কুকোল (ক্লী) কুৎসিতং কোলতি, কু-কুল-অচ্। কোলি বৃক্ষ, সৈঁয়াকুলের গাছ।

কুক্কুট (পুং) কুক্-সম্পদাদিত্বাৎ কিপ্, কুকা আদানেন কুটতি,

কুক্-কুট্-ক। ১ পক্ষিবিশেষ; কুকড়া, মোরগ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৃকবাকু, তাম্রচূড়, চরণায়ুধ, কালজ্ঞ, নিযোদ্ধা, বিকির, নখরায়ুধ, তাম্রশিখী, রাত্রিবেদ, উষাকর, বৃতাক্ষ, কাহল, দক্ষ, যামনাদী ও শিখণ্ডিক।

এই পক্ষিজাতির প্রধানতঃ মাথায় মাংসল চূড়া, চুয়ালের নীচে মাংসের খুবি (Wattles) এবং লেজে ১৪টি করিয়া পালক হয়। পুরুষজাতিই অধিক সুশ্রী, ইহাদের ঘন ঘন পালক ও মাথার ঝুঁট বৃহৎ ও অতি চিক্কণ। পুরুষের পায়ে বেশ বড় বড় তীক্ষ্ণ নখ থাকে, যুদ্ধকালে উহাই অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

কুক্কুটজাতি স্বেচ্ছাচারী ও বহুপত্নীক। ভারতবর্ষ ও ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জই ইহাদের প্রধান জন্মস্থান। এখান হইতেই কুক্কুট য়ুরোপে গিয়াছে, তবে যে কতদিন হইল গিয়াছে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। প্রাচীন গ্রীকগণ কুক্কুটকে "পারস্যদেশীয় পক্ষী" বলিয়া জানিত। ইহাতে অনুমিত হয়, যে পারস্যদেশ হইতে গ্রীসে কুক্কুট গিয়া থাকিবে। কুক্কুট আপোলো, মার্করি ও মার এই কয়টি রোমকদেবতার অতি প্রিয়, এজন্য পূর্ব্বে গ্রীক ও রোমকেরা কুক্কুটের বড় যত্ন করিত। গ্রীক ও রোমকদিগের মুদ্রা ও মণিরত্নাদিতে কুক্কুটের মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়।

ভারত, গ্রীস, রোম, চীন, মলয় প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা বহুকাল হইতে কুক্কুটযুদ্ধ দেখিতে ভালবাসিত, এজন্য গ্রাম্যকুক্কুট পুষিত। বোধ হয়, মুনিঋষিগণ পূর্ব্বকালে গ্রাম্যকুক্কুটকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাই মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে গ্রাম্যকুক্কুট ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, বন্যকুক্কুট হইতেই গ্রাম্যকুক্কুটের জন্ম। কিন্তু বন্য ও গ্রাম্য উভয়বিধ কুক্কুটের গঠনাদি পরিদর্শন করিলে ভিন্নজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। যবদ্বীপে 'বঙ্কিবা' নামে একজাতীয় কুক্কুট পাওয়া গিয়াছে, এই জাতি ভারতমহাসাগরীয় সকল দ্বীপেই বাস করে। দেখিতে গ্রাম্যকুক্কুটেরই মত। কাহারও মতে, এই 'বঙ্কিবা' জাতিই গ্রাম্যকুক্কুটের আদিপুরুষ। ইহার চূড়া বৃহৎ, বর্ণ উজ্জ্বল নীল ও বাদামের মত, লোমাবলী স্বর্ণাকার, পাখার কোন কোন স্থানে নানাবর্ণের সম্মিলন! ঠিক দেখিতে এইরূপ কিন্তু গঠনে কিছু বড় কুক্কুট ভারতবর্ষেরও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সুমাত্রা দ্বীপেও এই ধরণের সবুজ ও গোলাপী মিশ্রিত তাম্র-চূড় (Bronzed Fowl) আছে, এ ছাড়া সেখানে যগো বা কলম নামে একজাতি ও বৃহদাকার আর একজাতি কুক্কুটও বাস করে।

বন্যকুক্কুট ভারতবর্ষের বনজঙ্গলে বিস্তর আছে। এই জাতীয় মোরগের চূড়া খুব বড় হয়, ইহাদের বর্ণ উজ্জ্বল ও দেখিতে অতি সুন্দর।

গ্রাম্যকুক্কুটও নানাপ্রকার আছে। তন্মধ্যে নেগ্রো কুকড়া (Gallus moris) ইহাদের গাত্রবর্ণ মিস্ কাল, চীন ও জাপানের রেশমী কুকড়া (Gallus lanatus) ইহাদের মাংস শাদা ধপ্ ধপে, চূড়া গোলাপীরঙের, অপর পালকগুলি ঠিক রেসমের মত মসৃণ ও উজ্জ্বল। অপর একজাতীয় কোকড়ানলোম কুকড়া (Gallus crispus) আছে, শেষোক্ত এই তিন জাতি ভিন্ন জাতীয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পালিত কুক্কুটের মধ্যে এই ছয় প্রকার প্রধান। ১ খর্ব্বকায় কুকড়া, ইংরাজীতে (Game Fowl) অর্থাৎ লড়ায়ে মোরগ কহে, ইহারা অতিশয় কলহপ্রিয়, সমকক্ষ আর একটি মোরগকে সম্মুখে পাইলেই যুদ্ধ করিয়া থাকে। অনেকে এই জাতীয় মুর্গী পুষিয়া থাকে। ইহাদের মাংস ও ডিম্ব অতি সুস্বাদু। অন্য প্রকার কুক্ড়া সঙ্গে রাখিয়া দিলে সেখানে লড়াইয়ে-মোরগই কর্ত্তা হইয়া বসে। ২ বণ্টমের কুকড়া। ৩ কোচীন চীনের বৃহদকার কুকড়া। ৪ হাম্বর্গের সুদৃশ্য কুকড়া, মাংস ও ডিম্বের জন্য ইহার মূল্য অধিক। ৫ মলয়ের বৃহৎকায় লড়াইয়ে-কুকড়া। ৬ স্পেনের কুকুড়া (ইহারা বড় বড় ডিম পাড়ে, এই জন্য মূল্যবান্)। ৭ পোলণ্ডের কৃষ্ণকায় কুকড়া, কাল হইলেও মাথা শাদা, ইহারা বিস্তর ডিম পাড়ে। ৮ বিলাতী কুঁকড়া (Dorking Fowl)—ইংলণ্ডের সরে-প্রদেশে এই কুক্ড়াই অধিক, দেখিতে শাদা, পা ছোট, মাংস অতি সুস্বাদু, ডিম অধিক পাড়ে বলিয়া অনেকেই পুষিয়া থাকে। কাহারও মতে, রোমকদিগের আক্রমণের সময় অসভ্য বৃটনজাতি এই কুকড়া লইয়া খেলা করিত।

আরও অনেক প্রকার কুকড়া আছে; দেশ ও জলবায়ুভেদে তাহাদের বর্ণ ও শরীরের গঠনও পৃথক্।

সাধারণতঃ গ্রাম্য ও বন্য ভেদে কুক্কুট দুই প্রকার। উভয়বিধ কুক্কুটের মাংসই বিশেষ বলকারক। বৈদ্যশাস্ত্র চরকসংহিতায় লিখিত আছে—

"কুক্কুটো বন্যানাং পথ্যতমত্বে শ্রেষ্ঠতমো ভবতি॥"

যাবতীয় বলকারক মাংসমধ্যে বন্যকুক্কুট মাংসই শ্রেষ্ঠ পথ্য।

ভাবপ্রকাশে দ্বিবিধ কুক্কুট মাংসের এইরূপ গুণ লিখিত আছে—"গ্রাম্য কুক্কুটমাংস কষায়, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, পুষ্টিকারক, চক্ষুর হিতকর, এবং বায়ু, কফ, শুক্র ও বলবর্দ্ধক। বন্য কুক্কুটমাংস স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, শ্লেষবর্দ্ধক, গুরু এবং বায়ু, পিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বর-নাশক।"

"পদ্মাসনন্তু সংস্থাপ্য জানূর্ব্বোরন্তরে করৌ।
নিবেশ্য ভূমৌ সংস্থাপ্য ব্যোমস্থং কুক্কুটাসনম্॥" তন্ত্রসার।

প্রথমতঃ পদ্মাসন করিয়া, দুই হস্ত উভয় জানুর মধ্য দিয়া ভূমিতে পাতিবে, তাহার পর ঐ উভয়হস্তে ভর দিয়া শরীর শূন্যস্থ করিলে তাহাকে কুক্কুটাসন কহে।

কুক্কুটক (পুং) কুক্কুট-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্। ১ কুক্কুট পাখী। ২ শূদ্রের ঔরসে ও নিষাদীর গর্ভজাত জাতিবিশেষ। ("শূদ্রজাতো নিষাদ্যান্তু স বৈ কুক্কুটকঃ স্মৃতঃ।" মনু ১০।১৮।) ৩ কুক্কুট।

কুক্কুটকণ্ঠ (স্ত্রী) নগরবিশেষ।

কুক্কুটধ্বনি (পুং) কুক্কুটস্য ধ্বনিঃ ৬তৎ। কুক্কুটের শব্দ।

কুক্কুটপাদ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত একটি পাহাড়। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং বোধিদ্রুম দর্শন করিয়া নৈরঞ্জন ও মহীনদীর পূর্ব্বে প্রায় ৮ ক্রোশ (১০০ লি) বনজঙ্গল পথ অতিক্রম করিয়া কুক্কুটপাদ গিরিতে (কিউ-কিউ চ-পো-তো ষন্) আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, ইহার অপর নাম 'গুরুপাদগিরি' (কিউ-লিউ-পো-তো-ষন্)। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর মহাকাশ্যপ এই গিরিতে আসিয়া বাস করেন। নির্ব্বাণের ২০ বর্ষ পরে এখানেই তিনি মোক্ষলাভ করেন। হিউএন্‌সিয়াংএর অনেক পূর্ব্বে (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে) ফাহিয়ান্ নামক আর একজন চীনপরিব্রাজক কুক্কুটপাদ দর্শনে আসেন। তিনি লিখিয়াছেন, "মহাকাশ্যপের জন্য এই গিরি একটি প্রধান বৌদ্ধতীর্থরূপে প্রসিদ্ধ। বর্ষে বর্ষে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রিগণ এখানে আসিয়া কাশ্যপের পূজা করিয়া থাকে। সেই সময় অর্হৎ আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করেন। এই পাহাড়ে অতি সাবধান হইয়া আসিতে হয়, চারিদিকে নিবিড় বন—সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ বিচরণ করিতেছে।"

হিউএন্‌সিয়াঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায়—"কুক্কুটপাদের নিকটই ত্রিশৃঙ্গপর্ব্বত, সন্ধ্যাকালে দূর হইতে এই ত্রিশৃঙ্গপর্ব্বতে (স্বভাবতঃ) উজ্জ্বল আলোক জ্বলে। কিন্তু পাহাড়ের উপরে উঠিলে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।"

কুক্কুটপাদের বর্ত্তমান নাম 'কুর্‌কিহার' বাজির-গঞ্জ হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এবং গয়া হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। বর্ত্তমান কুর্কিহার নামক স্থান হইতে পোয়াখানেক পথ উত্তরে পাশাপাশি তিনটি পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড়ে কয়েকটি বৌদ্ধস্তূপের ও বুদ্ধমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

কুক্কুটব্রত (স্ত্রী) কুক্কুট ইত্যাখ্যং ব্রতম্, মধ্যলো°। ব্রতবিশেষ, সন্তানকামনা করিয়া স্ত্রীগণ এই ব্রত পালন করেন। ইহাকে ললিতাসপ্তমীব্রতও বলে। ভাদ্রমাসের শুক্ল সপ্তমীতে যথাবিধি স্নান ও শিবদুর্গার পূজা করিয়া, এই ব্রত আচরণ করিতে হয়।

("ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং নিয়মেন যা।
স্নাত্বা শিবং লেখয়িত্বা মণ্ডলে চ সহাম্বিকম্॥
পূজয়েচ্চ তদা তস্যা দুষ্প্রাপ্যং নৈব বিদ্যতে॥" তিথ্যাদিতত্ত্ব।)

কুক্কুটমণ্ডপ (পুং) কাশীস্থ মুক্তিমণ্ডপ। কাশীখণ্ডে ইহার এই নাম হওয়ার কারণ এইরূপ লিখিত আছে—"কোন ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী ও দুই পুত্রের সহিত চণ্ডালের নিকট দান গ্রহণ করায়, কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা কুক্কুটযোনিতে উৎপন্ন হইয়া কাশীর প্রান্তসীমায় বাস করিতেন। এই জন্মে তাঁহারা জাতিস্মর হইয়াছিলেন। কোনদিন কতকগুলি তীর্থযাত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কাশীতীর্থের মাহাত্ম্যাদি বর্ণন করিতেছিলেন। কুক্কুটগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহাদের কথা শুনিয়া তাহাদের সহিত কাশীতীর্থে উপস্থিত হইলেন, এবং মুক্তিমণ্ডপে থাকিয়া নিয়ত যথানিয়মে স্নান ও কাশীকথা শ্রবণাদি পুণ্য কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই পুণ্যফলে তাঁহারা সেই স্থানেই সমুদায় পাপশূন্য হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করিলেন। এইরূপে কুক্কুটগণ তথা হইতে মুক্তি লাভ করায় ঐ মুক্তিমণ্ডপ কুক্কুটমণ্ডপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।" (কাশীখ° ৯৮ অঃ।)

কুক্কুটমস্তক (স্ত্রী) কুক্কুটস্যেব মস্তকং শিখা যস্য, বহুব্রী। চব্য, চই। [চব্য দেখ।]

কুক্কুটশিখ (পুং) কুক্কুটস্য শিখেব শিখা যস্য, বহুব্রী। কুসুমফুলের গাছ। কুসুমফুলও কুক্কুটশিখার ন্যায় রক্তবর্ণ, এই জন্য তাহার এই নাম হইয়াছে।

কুক্কুটাগিরি (পুং) কুক্কুটপ্রধানো গিরিঃ, কিংশুলুকাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ (বনগির্য্যোঃ সংজ্ঞায়াং কোটরকিংশুলুকাদীনাম্। পা ৬।৩।১১৭) অধিক পরিমাণে কুক্কুটবিশিষ্ট পর্ব্বত।

কুক্কুটাণ্ড (স্ত্রী) কুক্কুট্যাঃ অণ্ডঃ, পুংবদ্ভাবঃ। কুকড়ার বা মুর্গীর ডিম।

কুক্কুটাণ্ডক (পুং, স্ত্রী) ব্রীহিধান্যবিশেষ, ইহার আস্বাদ ঈষৎ কষায়রস ও মধুর; পাকেও কিঞ্চিৎ মধুর।

("কৃষ্ণব্রীহিশালামুখজতুমুখনন্দীমুখলাবাক্ষকত্বরিতক-
কুক্কুটাণ্ডকপারাবতকপাটলপ্রভৃতয়ো ব্রীহয়ঃ।"
সুশ্রুত সূত্র ৪৬ অঃ।)

কুক্কুটাভ (পুং) কুক্কুট ইব আভাতি, কুক্কুট-আ-ভা-ক। কুক্কুটের ন্যায় বর্ণ ও রববিশিষ্ট সর্প-বিশেষ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম কুক্কুটাহি।

(কুক্কুটাহিঃ কুক্কুটাভো বর্ণেন চ রবেণ চ। হেম° ৪।৩৭২।)

কুক্কুটারাম, একটি বৌদ্ধবিহার। রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রথম এই আরামটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ইহা পাটলীপুত্রের দক্ষিণপূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

কুক্কুটার্ম্ম (স্ত্রী) দেশবিশেষ।

কুক্কুটাসন (স্ত্রী) আসনবিশেষ। নাড়ী নির্ম্মল করিবার জন্য এই আসন করিয়া বায়ুরোধ করিতে হয়। [কুক্কুট দেখ।]

কুক্কুটাহি (পুং) কুক্কুট ইব আচরণশীলঃ অহিঃ সর্পঃ মধ্যলো°। কুক্কুটাভ সর্প।

কুক্কুটি (স্ত্রী) কুক্কুট ইব আচরতি, কুক্কুট-আচারে ক্বিপ্ ততঃ ইন্। দম্ভ-আচরণ, অহঙ্কার প্রকাশ।

(অথ কুক্কুটিঃ কুহনা দম্ভচর্য্যা চ। হেম° ৩।৪৩।)

কুক্কুটী (স্ত্রী) কুক্কুট-ঙীষ্। ১ মিথ্যা আচরণ। ২ টিক্‌টিকি। ৩ কীটবিশেষ। ৪ স্ত্রীবিশেষ। ৫ কুক্কুটজাতীয়া স্ত্রী। ৬ শিমুলগাছ।

("কুক্কুটী সর্পগন্ধাশ্চ তথা কাণবিষাণিকে।"

সুশ্রু° উ° ৬০ অঃ।)

কুক্কুটীব্রত (ক্লী) কুক্কুটী ইতি সংজ্ঞকং ব্রতম্, মধ্যলো°। ব্রতবিশেষ। [কুক্কুটব্রত ও ললিতাসপ্তমী দেখ।]

কুক্কুটেশ্বরতন্ত্র, তন্ত্রসারধৃত একখানি তন্ত্র।

কুক্কুভ (পুং) কুক্ শব্দং ভাষতে, কুক্-ভাষ্ বাহুলকাৎ ড; যদ্বা কুক্ ইত্যব্যক্তং কৌতি শব্দায়তে, কুক্-কু বাহুলকাৎ ভক্। ১ পক্ষিবিশেষ, পাংকুকা পাখী (Shasianus gallus)। ২ কুক্কুট।

কুক্কুর (স্ত্রী) ১ গ্রন্থিপর্ণ, গেঁঠেলা। [স্থৌণেয়ক দেখ।] ২ (পুং) কোকতে আদত্তে, কুক্-ক্বিপ্; কুক্ কিঞ্চিদপি গৃহ্নন্তং জনং দৃষ্ট্বা কুরতি শব্দায়তে, কুক্-কুর্-ক। জন্তুবিশেষ, কুক্কুর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৌলেয়ক, সারমেয়, মৃগদর্শক, শুনক, ভষক, শ্বা, কুক্কুর, শুন, শুনি, শ্বান, ভষণ, ভল্লুক, বক্রলাঙ্গুল, বৃকারি, রাত্রিজাগর, কালেয়ক, গ্রাম্যমৃগ, মৃগারি, শূর ও শয়ালু। কুক্কুর স্তন্যপায়ী মাংসাশী চতুষ্পদ পশু, শৃগাল ও নেকড়ে-বাঘের সহিত কুক্কুরের গঠন-ভঙ্গিমা এবং কঙ্কালাদির সাদৃশ্য আছে বলিয়া প্রাণীতত্ত্ববিদেরা এই তিন শ্রেণীর পশুকে 'কুক্কুর জাতীয় পশু' (Canidœ) বলেন। গৃহ-পালিত ও বন্যভেদে কুক্কুর নানা প্রকার। গৃহপালিত কুক্কুরগুলিও আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। বন্যজাতীয় কুক্কুরের শ্রেণীভেদও অনেক আছে।

কুক্কুরজাতীয় পশুর মধ্যে নেকড়েবাঘ ও কয়েকপ্রকার বন্য কুক্কুরে এবং খেঁক্‌শিয়ালে এতদূর সৌসাদৃশ্য দেখা যায় যে কোন্‌টি কি তাহা সহজে চিনিয়া লইবার উপায় নাই, এজন্য প্রাণিতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, কুক্কুর হইলেই তাহার লাঙ্গুল বামদিকে জড়াইয়া চক্রাকার হইয়া থাকে, এবং চলিবার সময় ঐরূপে লেজটি পিটের উপর তুলিয়া চলিতে থাকে।

পশু হইতে মানবের কত শত কার্য্য সাধিত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কুক্কুর সর্ব্বাপেক্ষা মানুষের বশীভূত ও বিশ্বাসী হইয়া পোষ মানে। ইহারা মানুষের সহবাসে থাকিতেও বড় ভালবাসে।

সকল দেশেই কুক্কুর লোকালয়ে আশ্রয় পাইয়া থাকে। হিন্দুরা কুক্কুরকে কতকটা অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেও কুক্কুরকে অনেকটা স্নেহচক্ষে দেখিয়া থাকে ও আহারাদি প্রদান করে।

ইহারা বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত, ইঙ্গিতজ্ঞ, দোষ করিলে ক্ষমা প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করে; কোন কার্য্যে আদিষ্ট হইলে পালিত কুক্কুরেরা প্রাণপণে তাহা পালন করে, সাধ্যাতীত হইলে কেহ অক্ষমতার জন্য প্রভুর নিকট লজ্জিত হইবার ভয়ে সেই কার্য্যে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করে। ইহারা ক্লেশ, লজ্জা, ঘৃণা, মনোকষ্ট ইত্যাদি ভাব সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতে পারে।

যে সকল গুণে নিকৃষ্ট পশু মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, তাহার সমস্তই কুক্কুরে আছে। পালিত কুক্কুর সর্ব্বদা সাহস, বল, বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া প্রাণপণে পালকের উপকারে নিযুক্ত থাকে। কুক্কুর অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রতিপালকের নিকট স্বীয় মনোভাব জানাইয়া পরামর্শ করিতে পারে, জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্য করিতে পারে, অন্যায় কার্য্য করিলে ক্ষমা চাহিতে পারে এবং স্বীয় বুদ্ধিতে প্রভুর ইচ্ছা, আদেশ ইত্যাদি স্পষ্ট বুঝিতে পারে। ইহাদের আন্তরিক বৃত্তিগুলি অতি সতেজ। মানুষের ন্যায় ইহাদের একটি পাপপ্রবৃত্তি নাই। মানুষের ন্যায় স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে কুক্কুরের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি এত অধিক ও দৃঢ় যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাদের লোভ, স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসনেচ্ছা বা প্রভুকার্য্যে বিরক্তি নাই। ইহারা সর্ব্বদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়ী ও বশীভূত এবং প্রভুর দয়ায় ও আদরে চির-বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রতিপালকের সদয় ব্যবহার বা আদর ইহারা যতটা স্মরণ করিয়া রাখে, ততটা তাঁহার দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া রাখে না। পালিত কুক্কুর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কখন প্রভুর ইচ্ছা বা আদেশের

বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না, যদি হঠাৎ কিছু করিয়া ফেলে, তবে তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া মৃদু মৃদু শব্দ করিয়া লেজ নাড়িয়া কাতর দৃষ্টিতে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া পায়ে মাথা ঘষিয়া ক্ষমা চাহিতে থাকে, কোন পাষণ্ড প্রভু যদি তাহাতেও ক্ষমা না করিয়া প্রহার করেন, তাহা হইলে কুক্কুর তাহা নীরবে সহ্য করে; তজ্জন্য প্রভুর কোন ক্ষতি করে না।

কুক্কুর অতি সহজে বশীভূত ও প্রতিপালিত হয়। ইহারা অতি অল্প সময়েই পালকের স্বভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে চলিতে শিখে। কুক্কুর যেমন সংসর্গে বাস করে, তাহার প্রকৃতিও তদনুরূপ হয়, এইজন্য প্রভু ধনীই হউন আর নির্ধনই হউন, ইহারা সকলের প্রতি সমানভাবে অনুরক্ত হইতে পারে এবং প্রভুর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলেও ইহাদের সে আনুরক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। কি পল্লীগ্রামে, কি সহরে যে বাড়ীতে পালিত কুক্কুর থাকে, সে বাড়ীতে সহসা দুষ্ট লোকে প্রবেশ করিতে পারে না, শৃগাল, নেকড়ে প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতেও অপকার করিতে পারে না কুক্কুর রাত্রিতে জাগিয়া প্রভুর বাড়ীর চারিদিকে স্বইচ্ছায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া চৌকী দেয়, যদি চৌরাদি প্রবেশ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করে ও অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করিয়া ছাড়িয়া দেয়। যদি দুষ্ট পশু হয়, তবে তাহাকে আক্রমণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। ইহারা এদিকে আবার এত দূর শান্ত-স্বভাব যে প্রভুর অপহৃত দ্রব্যাদি পাইলে চোরকেও ছাড়িয়া দেয় বা হিংস্রপশুকেও আক্রমণ করে না। যদি নিজের ক্ষমতায় এসকলে বাধা দেওয়া দুঃসাধ্য হয়, তবে উচ্চরবে প্রভুকে জাগরিত করে। কোন কোন কুক্কুর এতদূর সংযমী ও নির্লোভ যে ক্ষুধায় মরিয়া গেলেও প্রভুর অসাক্ষাতে বা তিনি না দিলে কোন খাদ্যগ্রহণ করে না; এমন কি ৩১ দিন অনাহারে থাকিতে দেখা গিয়াছে। কুক্কুর অতি সহজে শিক্ষিত হয়। শিক্ষিত কুক্কুর শিকারে আনন্দিত ও যুদ্ধে উন্মত্ত হয়। ইহারা শিকারীর সামান্য ইঙ্গিতও বুঝিতে পারে। সময়ে সময়ে শিকারী-কুক্কুরের দলের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও শিক্ষিত তাহাকে স্বদলে নেতৃত্ব করিতে দেখা যায়। সে নিজের দলকে যুদ্ধকালে শিকারীর অভিপ্রায় বুঝাইয়া দেয় ও রীতিমত চালনা করিয়া প্রবীণ সেনাপতির ন্যায় কার্য্যকুশলতা দেখায়। শিকারী কুক্কুরের কার্য্য হিংসাজনক হইলেও তাহারা বড় বড় বীরের ন্যায় উদার-হৃদয় ও শান্তস্বভাব। উগ্রস্বভাব কুক্কুরও আছে বটে, কিন্তু বিনা কারণে সে উগ্রতা প্রকাশ পায় না।

ইহারা এতদূর বিশ্বাসী যে পুত্রও প্রলোভনে পড়িয়া পিতাকে খুন করিতে পারে, কিন্তু পালিত কুক্কুর সহস্র প্রলোভনে ও প্ররোচনায় প্রভুর বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করে না। কুক্কুর পালিত হইলেই অনুরক্ত, অনুগত, বিশ্বস্ত, অকৃত্রিম বন্ধু ও দাসের ন্যায় ব্যবহার করে।

কুক্কুরের সাধারণ স্বভাবসিদ্ধ গুণের কথা বিবৃত হইল। ইহাদের এই সকল গুণের এবং কতকগুলি অসাধারণ গুণের প্রমাণ-স্বরূপ অনেক ইতিহাস প্রচলিত আছে।

কুক্কুরের শ্রেণী ও জাতিবিভাগ নানাবিধ। এই সকল বিভাগ সংখ্যায় এত অধিক হইয়াছে, তাহার কারণ কেবল বিভিন্নদেশীয় মৌলিকজাতির সহিত সংযোগ সঙ্করতা।

ভারতবর্ষে এখনও কোন দেশীয় ব্যক্তিদ্বারা জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয় নাই, কাজেই এদেশে কোন্ জাতীয় কুক্কুরকে মৌলিক বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করা অসম্ভব। য়ুরোপে ও আমেরিকায় এবিষয়ে অনুসন্ধান হইয়া স্থির হইয়াছে যে, সে দেশে যাহাকে রাখালে-কুক্কুর (Shepherd's Dog) বলে তাহাই নাকি সমুদয় জাতির জনক। এবিষয়ে তাঁহারা যে মীমাংসা করেন, তাহা এইরূপ --

য়ুরোপ হইতে একবার কতকগুলি কুক্কুরকে আমেরিকার জঙ্গলে নির্ব্বাসিত করা হয়। তৎপরে ১৫০। ২০০ বৎসর পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় যে, যদিও তাহাদের তখনকার বংশধরগণের আকারাদি ও স্বভাব হইতে গ্রাম্য-কুক্কুরের অনেক বদলাইয়া গিয়াছে, তবুও গ্রাম্য-কুক্কুর হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাদের গঠনভঙ্গী অনেকাংশে সেইরূপ আছে এবং দেখিতে ঠিক ধূসরবর্ণের (Grey-hound) শিকারী কুকুরের মত; কিন্তু গ্রে-হাউণ্ড 'রাখালে-কুকুরের' সহিত বিশেষ ভিন্নাকার নয় বলিয়া বিবেচনা হয় যে, আমেরিকার ঐ নির্ব্বাসিত কুক্কুরের বংশ গ্রে-হাউণ্ড অপেক্ষা 'রাখালে-কুকুরের' সহিত নিকট-সম্বন্ধবিশিষ্ট।

এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে, শীত-প্রধান দেশের কুক্কুরের নাসিকাগ্র লম্বা, কর্ণদ্বয় ঊর্দ্ধমুখ, ল্যাপ্‌লণ্ডের কুক্কুরের আকৃতি ক্ষুদ্র, নাসিকাগ্র সূক্ষ্ম, কর্ণ ঊর্দ্ধমুখ; সাইবিরিয়ার কুক্কুরের (যাহাদিগকে Wolf Dogs অর্থাৎ নেকড়েকুকুর বলে, কাণ সোজা, লোম কর্কশ, নাসাগ্র সূক্ষ্ম, কিন্তু আকৃতিতে ল্যাপ্‌লণ্ডের কুক্কুর অপেক্ষা বড়; আইসল্যাণ্ডের কুক্কুরের আকৃতি অনেকটা সাইবিরিয়ার কুক্কুরের মত। আবার উত্তমাশা অন্তরীপাদিতেও ঐরূপ আকারের কুক্কুর দেখা যায়। আর রাখালে কুকুরেরও

আকৃতি অনেকটা ঐরূপ, সুতরাং য়ুরোপীয়-অনুমান অনেকটা সত্য বলিয়া বোধ হয়।

'রাখালে-কুকুর' কুকুরজাতির মৌলিক ভিত্তি। ইহারাই উত্তরদেশে (ল্যাপল্যাণ্ড, সাইবিরিয়া, আইসল্যাণ্ড, কামস্কাট্কা প্রভৃতি স্থানে) প্রেরিত হইলে কালক্রমে তাহাদের যে সন্তান জন্মে, তাহারাই তত্তদ্দেশের জলবায়ুর গুণে তত্তদ্দেশীয় কুকুরে পরিণত হয়। এরূপ অনুমানের কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই সকলদেশের কুকুরই রাখালে-কুকুরের ন্যায় কর্ণ, নাসা ও বন্য আকৃতিবিশিষ্ট। গাত্ররোম সকলেরই কর্কশ, কেবল দেশের শীততাপের পরিমাণে তাহা দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র ও ঘন বা বিরল হয়। আবার এই 'রাখালে-কুকুরই' সমশীতোষ্ণ প্রদেশে থাকিয়াই (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, তিব্বত, তাতার প্রভৃতি দেশে) ম্যাষ্টিফ, হাউণ্ড বা বুলডগ আকার ধারণ করে; কারণ ম্যাষ্টিফ ও বুলডগ শ্রেণীতে ইহাদের কাণের অর্দ্ধাংশ মাত্র ঝুলিয়া পড়ে, কিন্তু স্বভাবে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। শীকারীকুকুর যদিও আকৃতি ও স্বভাবে রাখালে কুকুর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তথাপি বস্তুতঃ তাহা নহে। এই শীকারী কুক্কুরীর গর্ভে ম্যাষ্টিফ, বুলডগ বা শীকারীকুকুরের ঔরসে সেটিং ডগ, টেরিয়ার ও হাউণ্ডের উৎপত্তি হয়। এই সকল কুকুর স্পেন ও বার্ব্বরিতে প্রেরিত হইলে স্প্যানিয়্যাল ও বারবেট্ নামক শ্রেণী উৎপাদন করে। কৃষ্ণবর্ণ স্প্যানিয়্যাল ইংলণ্ডে গিয়া শ্বেতবর্ণ 'বিগ্‌ল' উৎপাদন করে। টেরিয়ারও এই কৃষ্ণকায় 'বিগ্‌ল' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ অনুমানও করা যায়।

রাখালে-কুকুর রুষিয়া, ডেন্মার্ক প্রভৃতি স্থানে গিয়া 'বৃহৎকায় ডেন' নামক কুকুর (Large Dane) উৎপাদন করে এবং দক্ষিণে গেলে (ভূমধ্যসাগরের তীরে) 'বৃহৎকায় ধূসরবর্ণের হাউণ্ড' উৎপাদন করে। এই ধূসর হাউণ্ড ইংলণ্ডে গিয়া ক্ষুদ্রকায় ধূসর হাউণ্ড উৎপাদন করিয়া থাকে। 'বৃহৎকায় ডেন' আয়র্লণ্ড, তাতার ও অ্যালবানিয়ার 'বৃহৎকায় আইরিস্ কুকুর' (Large Irish Dogs) উৎপাদন করে। ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘচ্ছন্দ কুকুর।

বুল-ডগ (গোমুখ-কুকুর) ইংলণ্ড হইতে ডেন্মার্কে আসিলে 'ক্ষুদ্রকায় ডেন' (Small Dane) উৎপাদন করে এবং এই 'ক্ষুদ্রকায় ডেন' অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে গিয়া 'তুর্কি-কুকুর' (Turk Dog) উৎপাদন করে। এই তুর্কিকুকুরের গায়ে অতি ক্ষুদ্র লোম হয়।

এই কয়জাতীয় কুকুরই কেবল মৌলিক জাতি হইতে উৎপন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের জলহাওয়া এবং আহারের তারতম্যে ভিন্নাকার প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য যতপ্রকার কুকুর দেখা যায়, তাহারা বর্ণসঙ্কর।

বর্ণসঙ্কর কুকুর নানাবিধ, তন্মধ্যে কতকগুলির জাতি নির্ণীত হইয়া বিশেষ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে; যথা—

ধূসর হাউণ্ডের সহিত রাখালে কুকুরের মিলনে যে শাবক জন্মে, তাহাকে 'মঙ্গ্রেল গ্রেহাউণ্ড' (Mongrel greyhound) বলে। ইহাদিগকে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত ধূসর-হাউণ্ড বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের মুখাগ্র ধূসর হাউণ্ডের মত লম্বা নহে।

বৃহৎকায় স্প্যানিয়েলের সহিত বৃহৎকায় ডেনের সহবাস ঘটিলে 'ক্যাল্যাব্রিয়া-কুকুর' (Calabrian Dog) উৎপন্ন হয়। এই কুকুর দেখিতে বেশ, ইহাদের গাত্রে বড় ঘন রোম এবং আকারে বৃহৎ ম্যাষ্টিফের অপেক্ষাও বৃহৎ হয়।

স্প্যানিয়াল ও টেরিয়ারে মিলিয়া 'বরগণ্ডিস্প্যানিয়াল' (Burgundy Spanial) উৎপাদন করে।

স্প্যানিয়াল ও ক্ষুদ্রকায় ডেনে মিলিয়া সিংহ-কুকুর (Lion Dog) উৎপাদন করে, এই কুকুর দেখিতে ঠিক সিংহের ন্যায়, গাত্রে অতি ক্ষুদ্র লোম হয়, কিন্তু মুখে, ঘাড়ে, গলায় ও সম্মুখের পায়ে ঠিক কেশরবৎ লম্বা লম্বা লোম হয়, লাঙ্গুলও সিংহের ন্যায় লোমশ এবং কটিদেশ খুব ক্ষীণ এই জাতীয় কুকুর খুব অল্প জন্মে।

বড় স্প্যানিয়াল ও বারবেট হইতে 'বারগস্' (Dog of Burgos) কুকুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের আকার বৃহৎকায় বারবেটের মত, গাত্রে কোঁকড়া-কোঁকড়া লম্বা চিক্কণ লোম হয়। ক্ষুদ্র স্প্যানিয়াল ও বারবেটের মিশ্রণে 'ক্ষুদ্র বারবেট' (Little Barbet Dog) উৎপন্ন হয়।

ইংলণ্ডীয় বুলডগ ও ক্ষুদ্র স্প্যানিয়েলের সংশ্রবে 'পাগ্' (Pug) নামে কুকুর জন্মে।

এইগুলি প্রাথমিক সঙ্কর (Single Mongrel)। কিন্তু কতকগুলি আবার এই সঙ্করবর্ণ ও শুদ্ধজাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে দ্বৈতীয়িক বা (Double Mongrel) বলা যায় যথা—

পাগ্ ও ক্ষুদ্রডেনের মিলনে 'শক' (Shock Dog), ইহারা লোমে ঢাকা ও ক্ষুদ্রকায়। ইহাদিগকে এদেশে 'ঝুমরি' কুকুর বলে। পাগ ও ক্ষুদ্রকায় স্প্যানিয়েলের মিলনে অ্যালিক্যাণ্ট' (Dog of Alicant) উৎপন্ন হয়।

ক্ষুদ্র স্প্যানিয়েল ও বারবেটে সহবাসে 'মাল্টিজ' (Maltese) (মাল্টাদ্বীপীয়, বা 'ক্রোড়বিহারী' (Lap Dog) কুকুর জন্মে।

সাধারণতঃ লোকে এই সকল কুকুর পুষিয়া থাকে। এত-

ভিন্ন এস্কুইমো প্রভৃতি কয়েকপ্রকার কুকুর আছে ১। এস্কুইমো কুকুর—আমেরিকার তুষারাবৃত স্থানের অধিবাসী আদিম জাতিকে এস্কুইমো বলে। ইহাদের দেশে একপ্রকার কুকুর জন্মে, তাহা দেখিতে কতকটা রাখালে-কুকুর ও কতকটা নেকড়েবাঘের ন্যায়। ইহাদের কাণ ক্ষুদ্র ও সোজা, গাত্র ঘনলোমে আবৃত, লোমশ লাঙ্গুল বক্রভাবে পৃষ্ঠে তুলিয়া রাখে। ইহারা উচ্চে ২ ফুট ও লম্বে লাঙ্গুলের মূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ২½ ফুট। ইহাদের বর্ণ কটা, শাদা, কাল ও ঐ তিন বর্ণবিশিষ্টও হয়। এস্কুইমোরা বল্গাহরিণ, মকর ও ভালুক-শীকারের সময় ইহাদের সাহায্য পায়। গ্রীষ্মকালে শীকারের সময় ইহারা এক একটায় প্রায় ৭।০, ৭॥০ সের বোঝা বহিয়া লইয়া যায় ও আসে। শীতকালে বরফাবৃত পথে ইহারা বরফের উপর দিয়া চক্রবিহীন ডোঙ্গা টানিয়া লইয়া যায়। ৭।৮টা কুকুরে ৫।৬ জন লোককে অনায়াসে ঘণ্টায় ৭।৮ মাইল চলিয়া ৬০ মাইল পর্য্যন্ত বহিয়া লইয়া যাইতে পারে। এস্কুইমোরা ইহাদিগকে বড় ভালবাসে। ইহারাও প্রভুর বড় অনুগত হয়। শীতকালে ইহারা কম খাইতে পায়, কিন্তু তবুও প্রভুর জন্য পরিশ্রম করিতে ক্রটি করে না। ডোঙ্গা চালাইবার জন্য ইহাদিগকে চাবুকের ঘা সহিতে হয়, তবুও ইহারা অন্যথা ব্যবহার করে না। ইহারা ক্বচিৎ কখন ডাকে। বরফে সমস্ত পথ ঢাকিয়া গেলেও ইহারা ঘ্রাণবলে ঠিক পথ চিনিয়া চলিয়া যায়।

২। কামস্কাট্কাডেল্‌স্ ও সাইবিরিয়ার কুকুর—ইহারা আকৃতিতে এস্কুইমো কুকুর অপেক্ষা আরও বড়, কিন্তু দেখিতে একরূপ। ইহাদের বর্ণ ঈষৎ ধূসরাভ-শ্বেত। এস্কুইমো অপেক্ষাও ইহারা বলবান্ ও কার্য্যক্ষম। ইহাদের লোম দীর্ঘ ও লাঙ্গুল লম্বা। কি বরফে, কি জমীতে ইহারা ডোঙ্গা ও একচাকার গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। সারথি ব্যতীত একখানি গাড়ীতে আরও দুইটি লোক নিজ নিজ জিনিসপত্র লইয়া বসিলে পাঁচটি কুকুরে স্বচ্ছন্দে ৬০ মাইল টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, এতই ইহাদের বল! যে কুকুরে গাড়ী টানে, তাহাদের মধ্যে প্রথমে সম্মুখে একটি ও তাহার পশ্চাতে যোড়া বাঁধিয়া দুইটী করিয়া গাড়ীতে যুথিতে হয়। সম্মুখের কুকুরটি পথ-প্রদর্শকের মত ভূমিতে ঘ্রাণ লইতে লইতে চলিতে থাকে। ইহারা এত দ্রুত যাইতে পারে যে, শুনা গিয়াছে, একবার একখানি গাড়ী লইয়া ইহারা ৩½ দিনে ২৭০ মাইল পথ চলিয়াছিল!

কামস্কাট্কায় মে মাসের শেষে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়, তখন ইহারা আপনারা চরিয়া খায় ও কোথায় যায়, তাহার স্থিরতা থাকে না; কিন্তু শীতকাল দেখা দিবামাত্র ইহারা স্ব স্ব প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসে। শীতকালে ইহারা স্যামন (Salmon) মৎস্যের মাথা, নাড়ীভুঁড়ি ভিন্ন আর কিছু খাইতে পায় না, তাহাও আবার এত অল্প পায় যে, তাহাতে তাহাদের একবারও তৃপ্তিরূপ আহার হয় না; কিন্তু তবু ইহারা প্রভুর এত বশীভূত থাকে যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এই তুষারাবৃত দেশসমূহে ইহারাই পরমেশ্বরের দয়ার পরিস্ফুট লক্ষণ স্বরূপ বলিতে হয়।

কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদের মতে এস্কুইমোকুকুর, কামস্কাট্কাডেল্ ও সাইবিরীয় কুকুরের বন্যভাব আজিও সম্পূর্ণরূপ তিরোহিত হয় নাই। ইহারা এখনও মানুষের সম্পূর্ণবশে থাকিতে পারে না। ইহাদের বিশ্বস্ততাও তত দৃঢ় নহে। ইহারা সময়ে সময়ে অবাধ্য হইয়া পড়ে; সময়ে সময়ে প্রভুর পালিত পশুপক্ষী ধরিয়া আহার করে, শীকারলব্ধ দ্রব্য গ্রাস হইতে সহজে ছাড়িতে চায় না। এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন, যে রাখালেকুকুর ও নেকড়েবাঘের সহযোগে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা এই বন্যভাবটুকু মানুষের সহবাসে থাকিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারে না। যাহা হউক, এ অনুমানের মূলে সত্য থাক আর নাই থাক, ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি যে অনেকটা নেকড়েবাঘের ন্যায়, তাহা সকল প্রাণিতত্ত্ববিৎ স্বীকার করেন।

৩। আইস্‌ল্যাণ্ড ও ল্যাপল্যাণ্ডদেশীয় কুকুর (The Iceland & Lapland Dogs)—ইহারাও ঐ জাতীয়, তবে ইহারা এস্কুইমো বা রাখালে-কুকুর অপেক্ষা আকৃতিতে ছোট; কিন্তু গাত্রবর্ণ সামান্যতঃ শাদা ও তরল পাটল বর্ণের হইয়া থাকে।

৪। চীনদেশীয় কুকুর (China Dogs) ইহারাও ঐ জাতীয়। ইহাদের গাত্রবর্ণ সর্ব্বদা কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহাদের মধ্যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রকায় এই দুই প্রকার ভেদ আছে।

৫। পোমেরেণীয় কুকুর (The Pomeranian Dogs) সাধারণতঃ ইহারাই উত্তর য়ুরোপের কুকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে যেগুলি বৃহদাকার তাহারাই বৃহৎকায় নেকড়ে-কুকুর (Large Wolf Dogs) ও ক্ষুদ্রাকারগুলি স্পিজ (Spitz) নামে খ্যাত। ইহারাও পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি অতি তীব্র, ইহারা সম্পূর্ণরূপে মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে। প্রহরিতায় অতি দক্ষ এবং অতি বিশ্বস্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার কুকুর হইতে আকারগত বিলক্ষণ বিভিন্নতা-বিশিষ্ট কুকুরগুলির শ্রেণী-বিভাগ কথিত হইতেছে, ইহাদিগকে শীকারী কুকুর বলা যায়।

১। হাউণ্ড—ইহাকে বাঙ্গালায় 'ডালকুত্তা' বলে। এই জাতীয় কুকুরের নানা ভেদ আছে। হাউণ্ডজাতীয় কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অতি তীব্র। ইহারা এই দুই শক্তির সাহায্যে শীকার অন্বেষণ ও তাহার অনুধাবন করে। এই দুই শক্তি অনুসারে ইহাদিগকে দুই প্রধানভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; তন্মধ্যে ঘ্রাণশক্তির প্রাবল্যবিশিষ্ট কুকুরগুলি শীকারে সর্ব্বাপেক্ষা পটুতা প্রকাশ করে। এই দুই শ্রেণীতেও আবার নানারূপ বিভাগ আছে।

(ক) ঘ্রাণশক্তির প্রাবল্যবিশিষ্ট কুকুরগুলির মধ্যে—বিগল্ বা ক্ষুদ্র শশক-শীকারী (Beagle), রক্তপিপাসু হাউণ্ড (Blood-hound), শৃগাল শীকারী (Fox-hound), হরিণ-শীকারী (Stag-hound), উদ্বিড়াল-শীকারী (Otter-hound), শূকরশীকারী (Boar-hound or Great Dane), শশক-শীকারী বা হেরিয়ার (Rabbit-hound or Harrier), পক্ষী-অনুসন্ধানকারী (Retriever), নির্দ্দেশক (Pointer) ও আফ্রিকাদেশীয় ডালকুত্তা (African Blood-hound) প্রধান।
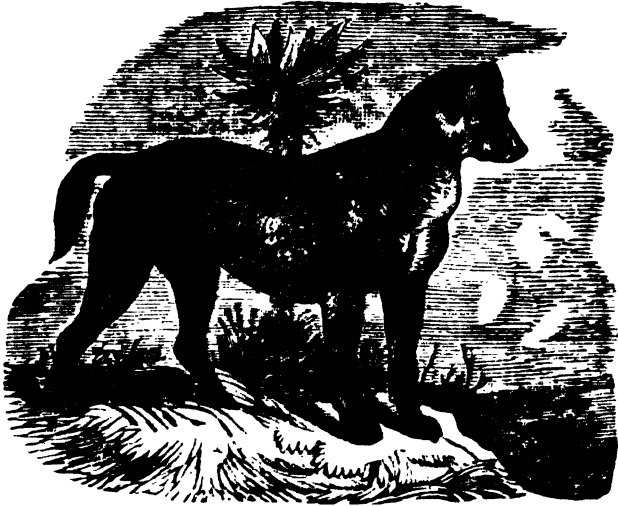
আফ্রিকাদেশীয় ডালকুত্তা।

(খ) দৃষ্টিশক্তির তীব্রতাবিশিষ্ট কুকুরগুলির মধ্যে—ধূসর হাউণ্ড (Grey hound) প্রধান।

২। স্প্যানিয়েল (Spaniel)—এই জাতীয় কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল হইলেও ইহারা প্রভুভক্তি এবং মানুষের বশ্যতাগুণের জন্যই বিখ্যাত। এই জাতিতে জলচর স্প্যানিয়েল (Water-Spaniel), স্প্যানিয়েল (Spaniel), চার্লস রাজের যত্নোৎপাদিত কুকুর (King Charles' Dog), ব্লেনহিম স্প্যানিয়েল (Blenhim Spaniel), নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড-দেশীয় কুকুর (Newfoundland Dog), লক্ষ্যকারী (Setter), হারবেট (Harbet), বৃক্ষারোহী, (Clumber), মোরগশিকারী, (Cocker), উল্লম্ফক (Springer) প্রভৃতি প্রধান।

৩। টেরিয়ার—(Terrier) এই জাতীয় কুকুর পক্ষী-শীকারে বড় দক্ষ এবং প্রভুরও বড় প্রিয় হয়। অপেক্ষাকৃত এই জাতীয় কুকুর কিছু ক্ষুদ্রাকার হয়। এই জাতীয় কুকুর প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত;—একজাতীয় কিছু কোমল লোমবিশিষ্ট, অপরজাতীয় কর্কশ-লোমবিশিষ্ট। কর্কশ-লোম-বিশিষ্ট টেরিয়ার ক্ষুদ্রমুখ, খর্ব্বপদ, কষ্ট-সহিষ্ণু, ঈষৎ-উগ্রস্বভাব ও কৃষ্ণাভ শ্বেতবর্ণ; ইহারা স্কট্‌লণ্ডীয় টেরিয়ার (Scotch Terrier) নামে খ্যাত। আর কোমল টেরিয়ার উন্নতমস্তক, ঈষৎ দীর্ঘ মুখ, উজ্জ্বল ও ঘূর্ণ্যমান-চক্ষু, সুগঠিত দেহ, ঊর্দ্ধকর্ণ, (কখন কখন কর্ণের ঊর্দ্ধভাগ লোটানও হয়) ও সরলপদ হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণ টেরিয়ার বা বিলাতী টেরিয়ার (Common or **English** Terrier) নামে খ্যাত। ইহারা বুদ্ধিবলে নানা কৌতুকজনকক্রীড়া শিখিতে পারে ও অতিশয় প্রভুভক্ত হইয়া থাকে। এই জাতির সহ-যোগে নানাবিধ সঙ্করবর্ণ কুকুরের উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ইহারা ইন্দুর, পক্ষী ও খেঁক্‌শেয়ালী বধ করিতে অতিশয় পটু হয় বলিয়া নানবিধ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যেমন, শৃগাল-হন্তা টেরিয়ার (Fox-terrier), ইহাও দুই প্রকার—কোমল ও কর্কশ লোম (Smooth and Rough), ইন্দুর-হন্তা (Rat-catcher), খেলানে (Toy-terrier), এতদ্ভিন্ন ইহাদের আরও কয়েকটি শ্রেণীভেদ আছে, আয়র্লণ্ডীয় টেরিয়ার (Irish terrier), ইয়র্কসায়ারীয় টেরিয়ার (Yorkshire-terrier), স্কাইটেরিয়ার (Skye-terrier, কর্ণেল স্কাইয়ের নামানুসারে), দান্দী-দিমো (Dandie Dimont ব্যক্তির নামানুসারে)। বুলডগের সহযোগে ইহারা একপ্রকার শাবক উৎপাদন করে, তাহাকে বুল টেরিয়ার (Bull-terrier) বলে। এই সঙ্করজাতীয় কুকুরের ন্যায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কুকুর আজিও আর দেখা যায় নাই। টেরিয়ার কুকুর গর্ত্তের মধ্যস্থ শীকারকেও তাড়াইয়া বাহির করে। ভারতবর্ষে শৃগাল, নেকড়েবাঘ, হায়েনা-শীকারে টেরিয়ার-লইয়া যায়। ইহারা বুদ্ধি ও সাহসে ভর করিয়া যেখানে বুলডগ অগ্রসর হয় না, সেখানেও অগ্রসর হইয়া থাকে।

৪। ম্যাষ্টিফ—(Mastiff)—ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা মানুষের বশীভূত, প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত হয়। ইহারা শান্তস্বভাব, ভদ্র, গম্ভীর, অসীম-ক্ষমতাশালী, বৃহন্মস্তক, বিস্তৃত-মুখমণ্ডল, মোটা ওষ্ঠশালী, লোটা কাণ, বিস্তৃত কপাল, লোমশ দীর্ঘ লাঙ্গুল ও সুগঠিত দীর্ঘ-দেহ হইয়া থাকে। ইহাদের

রক্ষণাবেক্ষণে কোন বস্তু রাখিলে, প্রাণ থাকিতে তাহা নষ্ট বা অপহৃত হইতে দেয় না। প্রভু-দ্রব্য রক্ষার জন্য মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু বিনা কারণে কখন ক্রুদ্ধ হয় না বা ক্ষমতার অপব্যবহার করে না। গ্রেট্‌বৃটন্ এই কুকুরের জন্য চির-বিখ্যাত। রোমানেরা যখন ইংলণ্ডের রাজা, তখন এই কুকুরের জাতিগত বিশুদ্ধতা, রক্ষণ, প্রতিপালন ও শিক্ষাদান জন্য একজন স্বতন্ত্র রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিত। ইহারাও প্রবল-ঘ্রাণশক্তিবিশিষ্ট। ষ্ট্রাবো বলেন, গল জাতীয়েরা (Gauls) এই কুকুরকে যুদ্ধ করিতে শিখাইত এবং নিজেরা যুদ্ধ করিবার সময় ইহাদিগকেও নিযুক্ত করিত। ইহাদের ক্ষমতার পরিমাণ অসীম—৩টি ম্যাষ্টিফের যুদ্ধে ভল্লুক ও ৪টির যুদ্ধে সিংহকেও পরাস্ত হইতে হয়, ইহা পরীক্ষা করিয়া নিরূপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী দেখা যায়—বিলাতী ম্যাষ্টিফ (English Mastiff), কিউবীয় ম্যাষ্টিফ (Cubian Mastiff), তিব্বতীয় বা মোলোসীয় কুকুর (Thibetan Mastiff or Molossean Dog.) রামপুরের রাজা পারস্যদেশীয়
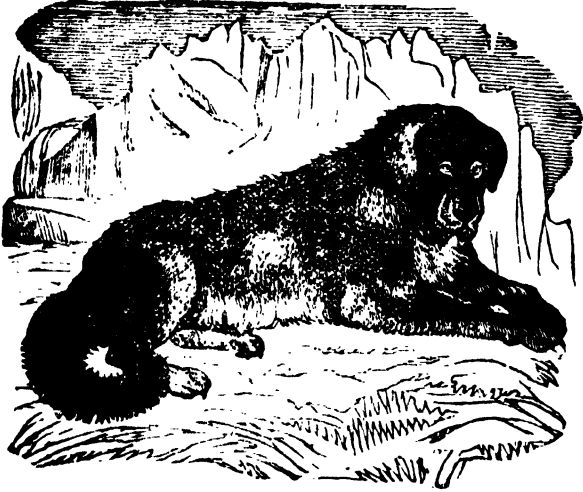
তিব্বতীয় বা মোলোসীয় কুকুর।

ধূসরহাউণ্ড ও তিব্বতীয় ম্যাষ্টিফের সহযোগে একপ্রকার মিশ্রকুকুর উৎপাদন করাইয়াছেন।

৫। বুলডগ—(Bull Dog গোমুখ-কুকুর,) ইহাদের মুখমণ্ডল বন্য বৃষভের ন্যায় গম্ভীর, ভয়জনক ও কর্কশ বলিয়া ইহাদিগকে এই নামে অভিহিত করা হয়। ইহাদের নিম্নোষ্ঠ কিছু দীর্ঘ, মস্তক বৃহৎ, মাংসল, কর্কশ ও ভারী, মুখ ক্ষুদ্র অথচ বিস্তৃত, ঠোঁট পুরু, কাণ লোটান, পদ ক্ষুদ্র, কায় দৃঢ়, গলা ক্ষুদ্র এবং স্বভাব ক্রূর। ইহারা দেখিতে ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ানক, স্বভাবও ভয়ানক, উগ্র, সহজে পোষমানে না, তবে পোষমানিলে পালকের কোন ভয় থাকে না বটে; কিন্তু ইহাদের স্বভাব ও মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই পোষা বুলডগের সঙ্গে অত্যন্ত সাবধানে ব্যবহার করে। পূর্ব্বে য়ুরোপে 'ষাঁড়ের লড়াই' দেখিবার জন্য এই কুকুরকে শিক্ষা দেওয়া হইত। কসাইরা বধ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট পশুকে ভূমিতে ফেলিবার কৌশল বুলডগকে শিখাইয়া থাকে। ইহারা শিক্ষামতে ষাঁড়ের নাক ধরিয়া দাঁড় করাইয়া রাখে বা কাত করিয়া ফেলিয়া দেয়। অতি সামান্য কারণে ইহারা ক্রুদ্ধ ও হিংস্রক হইয়া পড়ে। ইহারা শীকারীদের বড় কাজে আসে না, তবে অনেকে শিক্ষিত করিয়া ভল্লুক শীকারে লইয়া যায়। বাইসন শীকারে ইহারা বড় কাজে লাগে। ইহাদের দংশন-বিষ বড় ভয়ানক। ইহাদের সাহস অসীম। ইহারা অনায়াসে সিংহ, ভল্লুক, ব্যাঘ্রাদির সহিত যুদ্ধ করে। সন্তরণেও ইহারা সাতিশয় পটু। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরেরা জলে সন্তরণ কালে মারা পড়ে, কিন্তু ইহারা অতি ভীষণ তরঙ্গ মধ্যে সন্তরণ করিয়া থাকে, তবে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের ন্যায় সন্তরণ কৌশলে বা দ্রুত সন্তরণে পটু নহে।

৬। 'রাখালে-কুকুর'—(Shepherd's dog) এই কুকুর য়ুরোপীয় গ্রাম্য-কুকুরের প্রধান। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই জাতি হইতেই সমুদয় কুকুরজাতির উৎপত্তি। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার মতে তুর্কি কুকুরই কুকুরজাতির আদি জনক। স্কট্‌লণ্ডে ইহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বিমিশ্র অবস্থায় দেখা যায়। সে দেশে ইহার প্রয়োজনও বড় বেশী। সেখানকার অধিকাংশ লোকে মেষপালকের ব্যবসায় অবলম্বন করে বলিয়া, ইহাদিগকে সাধারণতঃ বড় আদর করিয়া থাকে, কারণ এই জাতীয় কুকুরের একটি কি দুইটি কুকুরে বৃহৎ মেষপাল স্বচ্ছন্দে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে। ইহারা শিক্ষিত হইলে মেষপালকে খোঁয়াড় হইতে চারণ-ভূমিতে সাবধানতা-সহকারে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে। পাল হইতে কোন মেষ এদিক ওদিকে ছট্‌কাইয়া পড়িলে, তাড়াইয়া আনিয়া পালে মিশাইয়া দেয়। মেষপাল বিপথে চলিলে, ইহারা তাড়াইয়া তাহাদিকে সুপথে লইয়া যায়। ইহাদের বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি এতদূর তীক্ষ্ণ যে, পালের মধ্যে প্রত্যেক ভেড়াটিকে চিনিয়া রাখে এবং যদি অপর দলের ভেড়া আসিয়া দলে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারে ও তাড়াইয়া বাহির করিয়া দেয়। ইহারা অপরিসীম বুদ্ধিপ্রভাবে মেষপালের সংখ্যা স্থির করিতে পারে; যদি হঠাৎ একটা ভেড়া পাল হইতে ছট্‌কাইয়া পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ মাঠে মাঠে, পথে পথে,

গলিতে গলিতে খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনে। ইহারা প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারে এবং পাল লইয়া যাতায়াতের সময় ফিরিয়া ফিরিয়া প্রভুর আদেশ বুঝিয়া লয়। যদিও ম্যাষ্টিফের মত দৃঢ় প্রভুভক্ত বা রক্ষাকার্য্য-নিপুণ না হউক, স্প্যানিয়েলের ন্যায় প্রভুর আদরের পাত্র না হউক, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের ন্যায় সুদৃশ্য বা সভ্য না হউক; কিন্তু সকলের অপেক্ষা ইহারা বুদ্ধিমান্ ও বশতাপন্ন। এ গুণে ইহাদের তুল্য জীব এখনও আর আবিষ্কৃত হয় নাই। ডারউইন বলেন, মেষপালকেরা এই কুকুরকে বাল্যকাল হইতে ভেড়ার পালে রাখিয়া ভেড়ীর স্তন্যপান করাইয়া প্রতিপালন করিতে থাকে। একটু বড় হইলে ইহাদিগকে অন্য কুকুর বা অন্য পশুর সহিত মিশিতে দেয় না এবং প্রায় অণ্ডচ্ছেদ করিয়া দেয়। এই সকল কারণে ইহারা মেষপালের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়ে ও পাল ছাড়িয়া পলায় না। ইহারা যখন শিশু থাকে, তখন মেষশাবকের সহিত খেলা করে। পাল লইয়া বাড়ী হইতে যাতায়াতের সময়, ইহারা ক্রীড়াচ্ছলে মেষের উপর দিয়া টপ্‌কাইয়া লাফাইয়া, ভেড়ার সহিত ঢুঁ মারিয়া, তাল ধরিয়া, খেলা করিতে থাকে। ইহা হইতে ইহাদের স্নেহ-প্রবণতাও অনুমিত হয়।

ইহারা দেখিতে কতকটা খেঁক্‌শেয়ালীর ন্যায়। ইহাদের গলদেশে বড় বড় লোম জন্মে; শীতপ্রধান দেশে ঐ লোম কোঁকড়া ও রুক্ষ এবং উষ্ণদেশে পশমের ন্যায় কোমল হয়। ইহাদের কাণ সোজা, মুখ সূক্ষ্মাগ্র হইয়া থাকে। ইহাদের পায়ে একটি করিয়া অতিরিক্ত অঙ্গুলি জন্মে। এই অঙ্গুলিকে তুষারাঙ্গুলি (Dew-claw) বলে। ইহাদের লাঙ্গুল লোমশ ও উৰ্দ্ধদিকে বক্র হইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীভেদ দেখা যায়—(ক) বেপারীর কুকুর—(Drover's dog) ইহারা হাট বাজারে বিক্রেয় পশুপক্ষী রক্ষা করে।

(খ) কোলি—Colly or Colie) স্কটলণ্ডে ইহারা অধিক দৃষ্ট হয়। ইহারা উর্দ্ধে ১২ ইঞ্চির অধিক হয় না। পূর্ব্বকালে ইহাদের লাঙ্গুলের অৰ্দ্ধভাগ ছেদন করিয়া দিবার প্রথা অতি প্রবল ছিল। আজকাল ইহাদের সংখ্যা অনেক অল্প হইয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, অৰ্দ্ধেক লাঙ্গুল লইয়া ইহারা সন্তান জন্মাইতে সুবিধা পায় না। কোলিকুকুর কোমল ও কর্কশ ভেদে দুই প্রকার।

(গ) বিলাতী মেষরক্ষক—(English sheep-dog.)

(ঘ) জর্ম্মণ মেষরক্ষক—(German sheep dog.)

(ঙ) চীনদেশীয় মেষরক্ষক—(Chinese sheep dog.)

ডালকুত্তা (Hounds) ও স্প্যানিয়ালগণের (Spaniels) কয়েকটি প্রধান বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক।

১। হাউণ্ডের মধ্যে;—

(ক) শশকশীকারী (*Beagle*), পূর্ব্বকালে ক্ষুদ্রকায় শশক শীকারের জন্য এই ক্ষুদ্রকায় ডালকুত্তা অধিক শিক্ষিত ও নিযুক্ত হইত। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল, কণ্ঠস্বর যেন কতকটা গীত-স্বরের ন্যায় উচ্চ-নীচ-গমক-মূর্চ্ছনা-বিশিষ্ট। ইহারা দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত একটা পলায়িত শীকারের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। অন্যান্য হাউণ্ডের ন্যায় ইহারা তাদৃশ দৌড়াইতে পারে না। ইহারা এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত;—

দক্ষিণ য়ুরোপীয় (Southern rough Beagle); দ্রুতগামী বা বিড়াল-হন্তা, (Fleet or Cat-Beagle), কর্কশ (Rough Beagle), কোমল (Smooth Beagle)। ইহাদের মধ্যে আর এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় বিভাগ আছে, তাহাদিগকে 'ক্রোড়বিহারী' (Smooth Lapdog Beagle) বলা যায়।

শশকশীকারী (Beagle)

(খ) রক্তপিপাসু ডালকুত্তা—(Blood hound) ইহারা তীব্রঘ্রাণশক্তি ও অপ্রতিহত অধ্যবসায় গুণে শীকারীর পক্ষে বড়ই কার্য্যকারী। সেকালের য়ুরোপীয় শীকারীরা ইহাদিগকে বড় আদর করিত, কারণ আহত অথচ পলায়িত শীকারের অনুসন্ধানে বা রাজার সুরক্ষিত মৃগয়াভূমি হইতে বিনষ্ট ও অপহৃত পশুর সন্ধান করিতে ইহাদের অপেক্ষা পটু কুকুর আর দেখা যায় না। ইহারা সেকালে পলায়িত অপরাধী আসামী, শত্রু, চোর, ডাকাত ইত্যাদি অনুসন্ধানেও নিযুক্ত হইত এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঠিক বাহির করিত। সেকালে যুদ্ধাবসানে এই সকল কুকুরকে পলায়িত শত্রুর অনুসরণে নিযুক্ত করিত। ওয়ালেস্ ও ব্রুসের যুদ্ধে, অষ্টম হেনরীর ফরাসী-যুদ্ধে, এলিজাবেথের আয়র্লণ্ডের যুদ্ধে

এই জাতীয় কুক্কুরকে সৈন্য-সামন্তের মধ্যে গণ্য করা হইত। এলিজাবেথের সৈন্যাধ্যক্ষ আরল্ অফ্ এসেক্সের সৈন্যে ৮০০ রক্তপিপাসু ডালকুত্তা ছিল।

রক্তপিপাসু ডালকুত্তা।

এই কুকুরের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সেকালের দুষ্টলোকেও সুন্দর উপায় অবলম্বন করিত। তাহারা যে পথ দিয়া পলাইত, সেই পথে অন্য জীবের বা মনুষ্যের রক্ত ছড়াইয়া দিয়া যাইত। কুকুর অনুসন্ধানে আসিয়া অন্য রক্তের গন্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যাইত, কিন্তু সকল কুকুরের হাত হইতে নিস্তার ছিল না। এখন আর এ প্রথা কোথাও নাই।

ইহাদিগের দেহ দীর্ঘ, দৃঢ়, মাংসপেশী সুস্পষ্ট, বিশাল-বক্ষ, ওষ্ঠ লোটান, আকৃতি-প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর, গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ এবং ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ। আপাততঃ বিশুদ্ধ রক্তপিপাসু ডালকুত্তার সংখ্যা এত অল্প যে, নাই বলিলেই চলে। ইহারা কীউবা দ্বীপ, ইংলণ্ড, আফ্রিকা, য়ুরোপ ও এসিয়ায় বাস করে। কীউবা দ্বীপের কুকুরগুলি অমিত-পরাক্রম হইয়া থাকে। ইহারা উচ্চে ২৮ ইঞ্চি হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা হরিণ-শীকারী ডালকুত্তা (Stag-hound), ও দক্ষিণয়ুরোপীয় হাউণ্ডের (Southern-hound), সহযোগে উৎপন্ন।

কীউবা দ্বীপের রক্তপিপাসু কুকুর।

(গ) শৃগাল-শীকারী (Fox-hound), ইহারা ডালকুত্তা জাতীয় কুকুরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী; কিন্তু কিছু ক্ষুদ্রকায়। ইহারা উচ্চে ২২। ২৩ ইঞ্চি হয়। ইহাদের পদদ্বয় সরল, স্কন্ধ পূর্ণ ও বক্ষ গভীর, কিন্তু প্রশস্ত; পৃষ্ঠ বিস্তৃত, মস্তক ও গলা বেশী মোটা নহে, লাঙ্গুল লোমশ।

(ঘ) হরিণ-শীকারী (Stag-hound)—এই জাতীয় হাউণ্ড অন্যান্য হাউণ্ড অর্থাৎ যাহারা বিশেষ বিশেষ পশু শীকারে পারদর্শী বলিয়া তত্তৎনামে প্রসিদ্ধ, তাহাদের অপেক্ষা কিছু দীর্ঘাকার হয় এবং বিশেষ বিশেষ পশুশীকারার্থ শিক্ষিত হয়।

(ঙ) নব্য শশকশীকারী (Harrier), ইহারা প্রাচীন শশকশীকারী হাউণ্ড ও শৃগাল-শীকারী হাউণ্ডের সহযোগে উৎপন্ন। ইহারা প্রতিপালকের ইচ্ছামত দ্রুতগামী ও মৃদুগতিশীল হইয়া জন্মিতে পারে। প্রাচীন শশকশীকারী হাউণ্ডের সহিত যদি হরিণ-শীকারীর সংযোগ ঘটে, তবে মৃদুগতিশীল হেরিয়ার উৎপন্ন হয়। এই নব্য জাতীয় কুকুর উৎপাদিত হওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে আর কোন শীকারী প্রাচীন শশকশীকারী হাউণ্ড ব্যবহার করে না।

(চ) নির্দ্দেশক-ডালকুত্তা (Pointer)—ইহারা এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত—স্পেনীয়-নির্দ্দেশক (Spanish pointer), নূতন বিলাতী নির্দ্দেশক (Modern English pointer), পর্ত্তু-গালের নির্দ্দেশক (Portuguese pointer), ফরাসী-নির্দ্দেশক (French pointer), দিনেমার কুকুর (Danish or Dalmatian or Coach-Dog)। শীকারোপযোগী পশুর আবাস খুঁজিতে ও শর বা গুলিকাহত পক্ষী সংগ্রহ করিতে ইহারা

অতিশয় পটু। ইহারা পশু বা পক্ষীর সন্ধান পাইলে সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এবং শীকারী আসিয়া পৌঁছিলেও তাহাকে ইঙ্গিত করিলে সে শীকারটিকে বধ করিতে চেষ্টা করে। ইহারা তাড়াইয়া গিয়া পক্ষীও শীকার করিতে পারে। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সমান তীক্ষ্ণ। ইহারা স্পেনের আদিমবাসী। স্পেনীয় নির্দ্দেশক কুকুরেরা কিছু মোটা ও দেহভঙ্গী সামঞ্জস্যহীন, পর্ত্তুগালের কুকুর কিছু হাল্কা এবং ফরাসী কুকুরের মুখে দুই চক্ষুর ও নাসিকার পাশ দিয়া দুটি শাদা ডোরা হয়। শৃগাল-শীকারী ডালকুত্তা ও স্প্যানিয়াল বা স্পেনীয় নির্দ্দেশক কুকুরের সহযোগে বিলাতী নব্য নির্দ্দেশক কুকুরের উৎপত্তি। ইহারা অতি শীঘ্র শিক্ষিত হয় এবং একবার শিখিলে আর কখন ভুলে না। প্রায় ইহাদের পদস্ফুট ঘা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাদের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দেয়। কেহ কেহ নির্দ্দেশক কুকুরের সহিত চিহ্নক (Setter), কুকুরের সংযোগ ঘটাইয়া একজাতীয় নির্দ্দেশক কুকুর উৎপাদন করেন; কিন্তু ইহারা তাদৃশ কার্য্যক্ষম হয় না। দিনেমার কুকুরগুলির তাদৃশ তীব্র ঘ্রাণশক্তি নাই বলিয়া, আস্তাবলের শোভা-বর্দ্ধনার্থ রক্ষিত হয় এবং পালকের গাড়ীর সঙ্গে ছুটিয়া যায়। ইহাদের গাত্রে কাল কাল বিন্দু বিন্দু দাগ হয়।

হাউণ্ডজাতীয় দৃষ্টিশক্তি-প্রধান কুকুরের মধ্যে ধূসর হাউণ্ড (Grey-hound), অতি বিখ্যাত।

য়ুরোপে এই জাতীয় কুকুরের ব্যবহার বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গল জাতীয়েরা খরগস-শীকারে এই জাতীয় কুকুর ব্যবহার করিত। ইংলণ্ডে যখন ক্যানিউট্ রাজা, তখন রাজাধীন মৃগয়াকাননের পশুগণকে নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য একটি আইন ছিল যে, যাহারা কোন রাজকীয় কাননের এক ক্রোশের মধ্যে বাস করে, তাহারা কেহই এই জাতীয় কুকুর পুষিতে পাইবে না, যদি কোন মান্য গণ্য ভদ্রলোক পুষিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আইনানুসারে বাধ্য হইয়া পোষা-কুকুরটির সম্মুখের পায়ের প্রধান অঙ্গুলি দুইটি কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইত। তৃতীয় রাজা এড্ওয়ার্ড, এসেক্সের বনে এই কুকুর এত পালন করিতেন যে, লোকে সেই বনকে কুকুরদ্বীপ (Island of Dogs), বলিত। তখন ইহাদিগের সাহায্যে হরিণ-শীকার করা হইত।

ইহাদের দেহ পাতলা, সরল, মুখভাগ লম্বা ও সূক্ষ্ম, পদচতুষ্টয় অতি দীর্ঘ, উদর ক্ষুদ্র, কটি ক্ষীণ, বক্ষ পূর্ণ কিন্তু গভীর ও সরু, গলদেশ লম্বা। পূর্ব্বে লোকে স্থির করিয়াছিল যে, ইহারাও ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে পশু শীকার করে, কিন্তু আপাততঃ স্থির হইয়াছে যে, ইহাদের ঘ্রাণশক্তি যৎসামান্য আছে বটে, তাহাতে কোন কার্য্যই হয় না; কিন্তু ইহাদের দৃষ্টিশক্তি অতি তীব্র, নিমেষমাত্রে যাহাকে একবার দেখিবে, ইহারা ইহজন্মে তাহাকে ভুলে না।

এক বৎসর বয়স হইতেই ইহারা শীকার করিতে শিখে। অন্যান্য সকল জাতীয় কুকুর অপেক্ষা ইহারা অধিকদিন বাঁচে। ৫।৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইহাদের সাহস ও বল সতেজ থাকে, তৎপরে কমিয়া আসে; ইহারা এখন খরগস শীকারেও নিযুক্ত হয়, কিন্তু দেহের দীর্ঘতা ও দ্রুত-গমনে প্রধান লক্ষ্য থাকায় অনেক সময়ে খরগসের চাতুরীতে ভুলিয়া লক্ষ্য হারাইয়া ফেলে। ইহাদের এই কয়টি শ্রেণীভেদ আছে—পরিষ্কার বিলাতী ধূসর ডালকুত্তা (The Smooth English Grey hound), হরিণ শীকারী ও কর্কশ ধূসর ডালকুত্তা (Deer-hound and Rough Grey hound), আয়র্লণ্ডীয় (Irish Grey hound or wolf dog), ইহাদিগকে সেকালে নেকড়ে কুকুর বলিত); তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ডালকুত্তা (Gaze hound), এবং অ্যালব্যানীয় ডালকুত্তা (Albanian Grey hound), ইহারা অমিত সাহসে সিংহের সহিত যুদ্ধ করে।

রুষীয় (Russian Grey hound), ও তুর্কী কুকুর বা নাকিদ্ (Nakid or Turkish hound)—ইহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়, হিংস্র ও অনিষ্টকারী; তবে পুষিলে পোষমানে। তুর্কীরা ইহাদিগকে গৃহরক্ষায় নিযুক্ত করে। পারস্যদেশীয় ডালকুত্তা (Persian Grey hound)—দেখিতে অতি সুন্দর; ইহাদের গায়ে, কাণে, লেজে বড় বড় লোম জন্মে এবং বিলাতী কুকুর অপেক্ষা বলবান্ হয়। শীকারীর ঘোড়া পলাইলে ইহারা দৌড়িয়া গিয়া তাহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা পায় ও লাগাম মুখে ধরিয়া ছুটিতে থাকে; শেষে মানুষ গিয়া ধরিয়া ফেলে। ইতালীর ডালকুত্তা (Italian Grey hound), ক্ষুদ্রকায় ও শীকারে অক্ষমঃহয়। ইহাদিগের স্বদেশের শীত ভিন্ন অন্য কোন স্থানের শীত সহ্য হয় না। ইহারা ইটালীতে এক প্রকার খেলার জিনিস বলিয়া গণ্য। আরবীয় ধূসর ডালকুত্তা (Arabian Grey hound), দেখিতে কতকটা পারস্যের ধূসর কুকুরের ন্যায়। ইহারা বড় চতুর ও চটপটে।

(ক) স্প্যানিয়েলদিগের মধ্যে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর অতি বিখ্যাত—ইহারা যেমন শীকারপটু, তেমনি প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী, সুদর্শন ও শান্তস্বভাব। উত্তর আমেরিকার পূর্ব্বকূলবর্ত্তী নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড' নামক দ্বীপের নাম হইতে

আরবীয় ডালকুত্তা।

ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। এক্ষণে য়ুরোপে ইহাদের বিশুদ্ধজাতি প্রায় পাওয়া যায় না। মৌলিক নিউফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ড কুকুর ও বর্ণসঙ্কর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর ঠিক বিলাতী ম্যাষ্টিফের ন্যায়, সদ্‌গুণশালী, অধিকন্তু ইহাদের ঘ্রাণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি প্রবল বলিয়া এবং সন্তরণে অতিশয় দক্ষ বলিয়া জলে স্থলে সকল স্থানেই শিকারে পটু হইয়া থাকে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডদ্বীপে ইহারা অধিবাসিগণের বহু উপকার করে। একখানি চক্রবিহীন বা একচক্র কাঠের গাড়ীতে তিন চারিটি কুকুর জুড়িয়া গাড়ীতে জ্বালানি কাষ্ঠাদি চাপাইয়া দিলে কুকুরেরা অনায়াসে বহুদুর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়া থাকে। বন্য-অধিবাসীরা এইরূপে ইহাদিগকে লইয়া গ্রামাদিতে কাষ্ঠ বেচিতে আসে।

ইহাদের পদাঙ্গুলি জলচর জীবের ন্যায় পাতলা চর্ম্ম খণ্ড দিয়া জোড়া। ইহারা জলে ডুব দিয়া সমুদ্র বা নদীতল হইতে জলপতিত বস্তু উদ্ধার করিতে পারে। ইহারা স্থল অপেক্ষা জলে থাকিতে ও জলে খেলা করিতে ভালবাসে। ইহারা এতদুর তীব্র দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ও চটুপটে যে, কোন বস্তু জলে পড়িবামাত্র অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িয়া তাহার উদ্ধার করিয়া থাকে। এই সকল গুণে অনেক নাবিক ও পোতাধ্যক্ষেরা জাহাজ ও নৌকায় এই কুকুর প্রতিপালন করিয়া থাকে। ইহারা এই গুণে অনেক সময়ে অনেক জলপতিত আসন্নমৃত্যু নাবিক বা আরোহীর প্রাণরক্ষা করিয়া থাকে;—এ সম্বন্ধে অনেক ইতিহাস আছে।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট লব্রাডর নামকস্থানে এই জাতীয় কুকুর আরও বড় হয় বলিয়া তাহারা লব্রাডর কুকুর (Labrador Dog), নামে প্রসিদ্ধ।

ইহাদের এই কয়টি শ্রেণীবিভাগ আছে—সঙ্কর নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড কুকুর (English or European Newfoundland or Labrador Dogs), বিশুদ্ধ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর (True Newfoundland), ল্যাণ্ডশিয়ার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড (Landsheer Newfoundland), সেণ্টজন্‌স্‌ ডগ (St. John's Dog of Labrador), সেণ্টজনের নামীয় লব্রাডর কুকুর।

(খ) আলপাইন পর্ব্বতের উপর আলপাইন কুকুর বা 'সেণ্ট বার্ণাডের কুকুর' (St. Bernard's Dog), নামে এক প্রকার কুকুর আছে। ইহাদিগকে কেহ কেহ 'রাখালে কুকুর বা 'রুষীয় কুকুরের' একজাতীয় বলেন, কিন্তু অনেকের মতে ইহারা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের স্বজাতি। ইহারা বড় বড় ম্যাষ্টিফের ন্যায় উচ্চদেহ ও শান্তস্বভাব হয়। ইহাদের কাণ লোটান, গায়ে বড় বড় লোম ও শরীরে অসুরের ন্যায় বল। ইহারা সেণ্ট বার্ণাড গির্জ্জার ধর্ম্মযাজকগণের শিক্ষায় চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের উপর বিপন্ন পথিকের প্রাণরক্ষা করিতে শিখিয়া থাকে। যখন শীতকালে পার্ব্বত্য পথগুলি বরফে আবৃত হইয়া যায়, তখন পরিশ্রান্ত পথিক এই সকল পথে অনেক সময়ে শীতে পড়িয়া পাহাড়ে গতিশক্তিবিহীন হইয়া পড়ে ও বরফে আচ্ছন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ধর্ম্মযাজকেরা এই সময়ে এই সকল শিক্ষিত কুকুরকে জোড়ায় জোড়ায় ছাড়িয়া দেন। তাহারা দিবারাত্র পার্ব্বত্যপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, শীতাভিভূত, মৃতপ্রায়, বরফাচ্ছাদিত, মুমূর্ষু লোকের অনুসন্ধান করিতে থাকে। ইহাদের গলায় মদের বোতল, কিছু খাদ্য ও খুব গরম কাপড়ের জামা বাঁধা থাকে। কুকুরেরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বিপন্ন পথিক দেখিলে তাহার নিকট গিয়া দাঁড়ায় ও তাহারা ঐ সকল দ্রব্যাদি পাইয়া পুনর্জীবন লাভ করে। যদি কেহ বরফে আচ্ছন্ন হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তখন একটি কুকুর দাঁড়াইয়া থাকে ও আর একটি ছুটিয়া গির্জ্জায় আসিয়া ধর্ম্মযাজককে সংবাদ দেয় ও সঙ্গে করিয়া পথিকের নিকট লইয়া আসে। কেহ যদি বরফে আবৃত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ইহারা নখ দিয়া বরফ খুঁড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। কাতর, শ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট পথিকেরা ইহাদের সঙ্গে আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লয়। ইহারা ঘ্রাণশক্তির প্রভাবে সম্পূর্ণ বরফাবৃত ব্যক্তিকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে।

ইহারা বালকাদি পাইলে মুখে করিয়া পিঠে ফেলিয়া লইয়া আসে। ইহাদের এই গুণের অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

(গ) লক্ষ্যকারী কুকুর (Setter), ইহারা হাউণ্ডজাতীয় নির্দ্দেশক (Pointer), অপেক্ষা ঘ্রাণশক্তিতে হীন, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা প্রভুভক্ত ও কষ্টসহিষ্ণু; দেখিতে সুশ্রী ও শ্বেতবর্ণ। আকারে কতকটা স্প্যানিয়াল ও নির্দ্দেশক হাউণ্ডের ন্যায় ও তন্মধ্যে স্প্যানিয়ালগণের সহিতই বেশী সাদৃশ্য আছে, কেহ কেহ বলেন ইহারা ঐ দুইজাতির সংযোগে উৎপন্ন।

(ঘ) লাফানে-কুকুর (Springer)—স্প্যানিয়েল জাতীয় কুকুরের মধ্যে ইহারা ক্ষুদ্রকায় ও সুদর্শন। ইহাদের গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ লাল ও শাদা, নাসিকা ও তালু কাল। ইহাদের কাণ যত লম্বা ও মস্তক যত ক্ষুদ্র হয়, ততই ইহাদের গুণাধিক্য জন্মে। ইহারা শিক্ষিত হইলে লম্ফ দিয়া ঈষৎ উড্ডীয়মান পক্ষীকে শীকার করিতে পারে বলিয়া ইহাদিগকে উল্লম্ফক বা লাফানে-কুকুর বলে। ইহাদের মধ্যে যে গুলির পায়ে ও ভ্রূতে লাল ছাব্‌কা থাকে, তাহাকে 'পাইরেম' (Pyrame), বলে।

(ঙ) রাজা চার্লসের যত্নোৎপাদিত কুকুর (King Charles' Dog), ইহারাও সুদর্শন ও ক্ষুদ্রকায়। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র; গোলাকার খাটো সূক্ষ্ম মুখাগ্র; মুখভাগ অত্যন্ত ক্ষুদ্র লোমবিশিষ্ট, দেহ দীর্ঘ, ঘন ও কোঁকড়া লোমবিশিষ্ট, কর্ণ লম্বিত, পদাঙ্গুলি জোড়া ও লাঙ্গুল লোমশ। ইহারা লাঙ্গুল কখন নামায়না। রাজা চার্লসের যত্নে এই জাতীয় কুকুর জন্মে, রাজা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

(চ) ক্রোড়বিহারী কুকুর (Lap Dog), ইহারা অতি ক্ষুদ্র, সুদর্শন, শান্ত, ভীতস্বভাব এবং মানুষের কাছে থাকিতে ভালবাসে। ইহাদের গাত্রবর্ণ ভেদে ইহাদের মধ্যে নানাবিধ ভেদ ও ভাল মন্দ হয়। মাল্টাদ্বীপীয় কুকুর (Maltese Dog), ও রাজা চার্লসের কুকুরও (King Charles' Dog), এই জাতীয় কুকুরের ন্যায় কেবল আদরের পশুরূপে ব্যবহৃত হয়।

এই সকল কুকুর লোকালয়ে বা মনুষ্যের নিকট থাকে বলিয়া ইহাদিগকে পালিত কুকুর বলা হয়। বন্য কুকুরের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার ডিঙ্গো (Dingo), আমেরিকার মেকেঞ্জী, দক্ষিণ আফ্রিকার হায়েনা কুকুর (Hyæna Dog) ও ভারতবর্ষের কয়েকপ্রকার কুকুরই প্রধান।

(ক) ডিঙ্গো—(Dingo), ইহারা দলে দলে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় ও মেষ, ছাগল প্রভৃতি মারিয়া খায়। ইহারা বলিষ্ঠ, বৃহৎকায়, বিস্তৃত মস্তক, ক্ষুদ্রকর্ণ, লোমশ, লাঙ্গুল ঈষৎ রক্তবর্ণ ও চতুর। ইহারা পাহাড়ের গুহায় বাস করে এবং সাবধানে শাবক রক্ষা করে। ইহারা সময়ে সময়ে লোকালয়ে আসিয়া ছাগল, গোরু, ভেড়া, বাছুর প্রভৃতি মারিয়া ক্ষতি করে। অতি গুরুতর প্রহারেও ইহারা মরে না, সুতরাং অস্ত্রাঘাত বা গুলি ভিন্ন ইহাদিগকে বিনাশ করাও কঠিন।
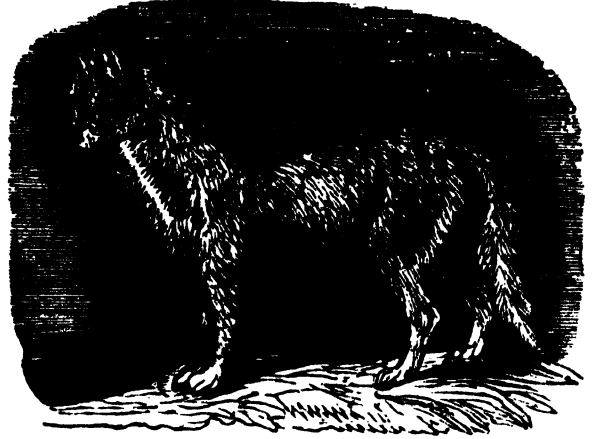
ডিঙ্গো কুকুর।

(খ) মেকেঞ্জী কুকুর (Dogs of River Makenzi in America), ইহারা ডাকে না। ইহাদের গায়ে বড় বড় লোম হয়, এই লোম গ্রীষ্মে লাল বা ধূসরবর্ণ ও শীতকালে শাদা হয়। ইহাদের কাণ লম্বা অথচ সোজা, পা মোটা মোটা হয়। ইহারা বরফের উপর চলিতে পারে। ইহারা স্বদেশে পোষমানে, কিন্তু বুলডগের ন্যায় অস্থির ও ক্রোধনস্বভাব। ইহারা রাগিলে নেকড়ে-বাঘের ন্যায় শব্দ করে।

মেকেঞ্জী কুকুর।

(গ) যব ও সুমাত্রাদ্বীপে একজাতীয় বন্য-কুকুর (Canis Sumatrensis) আছে, তাহাদের সহিত নেকড়ে-বাঘের আকারগত বৈলক্ষণ্য নাই বলিলেই চলে, তবে আকার কিছু ক্ষুদ্র, কাণ ছোট, বর্ণ পিঙ্গল।

(ঘ) বেলুচিস্থানে ও পারস্যে 'বেলুক' নামে বন্য কুকুর আছে, ইহাদের বর্ণ লাল ও স্বভাব উগ্র হয়। ২০।৩০টা একত্র হইয়া দলে দলে বেড়ায় ও সকলে মিলিয়া মহিষ পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলে।

(ঙ) সীরিয়া প্রদেশের 'সীর' নামক বন্য কুকুর চিতাবাঘের ন্যায় লাফাইয়া পশুহত্যা করে। দেশীয় লোকে ইহাদিগকে নেকড়ে বলিয়া বিবেচনা করে। ইহারা কামড়াইলে মানুষ পাগল হইয়া মরিয়া যায়।

(চ) মিসরদেশে 'ভীব' নামে একপ্রকার উগ্রস্বভাব বন্য কুকুর আছে।

(ছ) উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকোদেশে অবিকল নেকড়েবাঘের ন্যায় একপ্রকার বন্য কুকুর আছে, তাহাকে 'কোটি' বলে। এই কুকুর বৎসরের মধ্যে ঋতুবিশেষে নেকড়েবাঘিনীর সহিত বিহার করে, কিন্তু অন্য সময়ে ইহারাই আবার নেকড়ে-বাঘিনীর প্রিয়-ভোজ্য হইয়া পড়ে।

এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর নানা স্থানে নানারূপ বন্য কুকুর আছে, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

ভারতবর্ষীয় কুকুরের বিবরণ।—য়ুরোপে বা আমেরিকায় কুকুরের যেরূপ যত্ন ও আদর, ভারতবর্ষে তাহার সহস্রাংশের একাংশও হয় না; এজন্য এদেশীয় কুকুরের গুণাগুণ সম্বন্ধে অতি অল্পই জানা যায়। এদেশে একান্ত অসভ্য দু-একটি জাতি ভিন্ন কোন সভ্য সমাজে কুকুরের ব্যবহার নাই, কাজেই প্রায় সমস্ত কুকুরই বন্য। যে সকল কুকুর দ্বারা অসভ্যজাতিরা উপকার পাইয়া থাকে, তাহাদিগকেই কতকটা পালিত কুকুর আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এখানে গ্রাম্যকুকুরগুলিকেও বন্য বলাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ তাহারা অস্বামিক ও অযত্নরক্ষিত। যাহা হউক পালিত, বন্য বা গ্রাম্যভেদে ভারতীয় কুকুরের বিশেষ সূক্ষ্মরূপে শ্রেণী বিভাগ না করিয়া মোটামোটি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

ভারতীয় বন্য কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ শব্দ করিয়া ডাকেনা, কেবল অস্পষ্ট গুরুগম্ভীর স্বরে গর্জ্জনবৎ শব্দ করে। ইহারা দলে দলে বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়ায়। সিংহল, মলয় উপদ্বীপ, ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বভারতসাগরীয় দ্বীপাবলীতে ইহাদিগকে দেখা যায়। চির-তুষারাবৃত অত্যুচ্চ হিমালয়েও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) হিমালয়ের কুকুর (Himalayan Dogs)—ইহারা দেখিতে য়ুরোপীয় উত্তরপ্রদেশীয় কুকুরের মত। ইহাদেরও কাণ সোজা। ইহাদিগকে শৈশবে প্রতিপালন করিলে পোষ মানিয়া থাকে ও শীকার করিতে শিখে।

(২) ঢোল-কুকুর (The Dhole or Wild-dogs of Nepal Hills)—নেপালের অন্তর্গত পার্ব্বত্যপ্রদেশে 'ঢোল' নামে একজাতীয় বন্য কুকুর আছে। ইহারা ৫০টি হইতে ২০০ পর্য্যন্ত এক একটি দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই কুকুরেরা পার্ব্বত্য অধিবাসিগণের গোরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি বিনাশ করে। হরিণ শীকারে ইহারা অতিশয় পটুতা প্রকাশ করে; যেরূপ কৌশলে বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া ইহারা হরিণ শীকার করে, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই জাতীয় কুকুর আকৃতিতে ভারতীয় সাধারণ শৃগাল অপেক্ষা বড় উচ্চ নহে; লম্বে ঈষৎ দীর্ঘ বটে। ইহাদের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল রক্তাভ পাটল এবং ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল; ঠিক সন্ধ্যার সময় একদল এই জাতীয় কুকুর জড় হইয়া কিয়ৎকাল ডাকিতে থাকে, তৎপরে দুটা তিনটা মিলিয়া এক একদিকে হরিণ অন্বেষণে চলিয়া যায়, যে দল প্রথমে শীকারের সন্ধান পায়, সেই দল অন্য সকলকে চীৎকার করিয়া সংবাদ দেয়। দলের সমস্ত একত্র হইলে সকলে মিলিয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে থাকে। ইহাতে হরিণ সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করে, তখন কুকুরের দল সরিয়া গিয়া হরিণের পলাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আটকাইয়া দাড়ায়। হরিণ যে দিক্ দিয়া হউক পলাইতে গেলেই আক্রান্ত হয়, তৎপরে সকলে মিলিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়া উদরস্থ করে। ইহার পর ইহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নূতন শীকারের অনুসন্ধান করে। ইহাদিগের দ্বারা কখনও মানুষকে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় নাই। হরিণ না পাইলে ইহারা ভালুককেও আক্রমণ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্রের সহিত ইহাদিগের প্রবল শত্রুতা। ব্যাঘ্র দেখিবামাত্র ইহারা অন্য শীকার পরিত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্রকেই আক্রমণ করে। রাজপুতানার ভীলদিগের নিকট শুনা গিয়াছে যে সেখানকার পর্ব্বতে এই কুকুরেরা ব্যাঘ্র আক্রমণ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র আত্মরক্ষার্থ গাছে উঠিলেও ইহাদিগের নিকট হইতে নিস্তার পায় না। ব্যাঘ্র গাছে চড়িয়া বসিয়া থাকে, কুকুরের দল তাহার জন্য তলায় দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু এই সময়ে যদি কোন মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কুকুরের দল ভীত হইয়া চলিয়া যায় এবং ব্যাঘ্রটীও নামিয়া চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে পলায়ন করে।

(৩) বখান কুকুর (Vakhan Dog)—চিত্রলে ইহাদিগের বাস। স্কট্লণ্ডের কোলি-(Collie Dog) কুকুরের সহিত ইহাদিগের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাদিগের বল ও দ্রুতগতি অতি প্রসিদ্ধ; ইহাদের কাণ সোজা, লাঙ্গুল

লোমশ, গাত্রবর্ণ কাল বা রক্তাভ পাটল বা হরিতাভ নীল হইয়া থাকে।

(৪) পাহাড়ে কুকুর (Hill Dog)—হিমালয়ে এই জাতীয় কুকুরের গায়ে অতি দীর্ঘ ও কাল লোম হয়। এই জাতীয় কুকুর অপরিচিতের পক্ষে বড় ভয়ানক, কিন্তু তদ্দেশবাসীদিগের নিকট পোষমানিয়া থাকে এবং গোরু ছাগল প্রভৃতির রক্ষণার্থ শিক্ষিত হয়। চিতাবাঘে ইহাদিগকে সর্ব্বদা আক্রমণ করে। এইজন্য পোষাকুকুরগুলির গলায় লৌহপেটিকা বাঁধিয়া দেয়।

(৫) কুনবাড়ের কুকুর (Kanawar Dog)—ইহারা বড় হিংস্রক। ইহাদিগেরও গায়ে বড় বড় কাল লোম হয়। ইহারা অপরিচিত ব্যক্তি দেখিবামাত্র তাড়া করিয়া কামড়াইয়া থাকে ও একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। গ্রামের লোকেরা ইহাদিগকে পোষে এবং দিবসে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখে। এই জাতীয় কুকুরের শাবকগণের গাত্র লোম এত কোমল যে, যে ছাগলোমে শাল প্রস্তুত হয়, তাহার ন্যায় উৎকৃষ্ট, এই জন্য অনেকে এই লোম শালে ভেজাল দিয়া থাকে।

(৬) বিসিহুর কুকুর (The breed of Besehur in the Himalaya)—হিমালয়ের এই জাতীয় কুকুর বৃহদাকৃতি ও কষ্টসহিষ্ণুতার জন্য বিখ্যাত। ইহারা দেখিতে ঠিক ম্যাষ্টিফের মত এবং ইহাদের গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ শাদা ও কাল; লোম ঘন ও কাল; লাঙ্গুল লোমশ ও দীর্ঘ; কিন্তু মুখাকৃতি ম্যাষ্টিফের মত নহে; অনেকটা রাখালে-কুকুরের মত বটে, তাহা হইতে অনেক পরিমাণে ভারী এবং গম্ভীর, ইহাদের গাত্রে দীর্ঘলোমের নিম্নে পক্ষীর কোমল সূক্ষ্ম পালকের ন্যায় ক্ষুদ্র কোমল লোম জন্মে; এই লোম গ্রীষ্মকালে আপনি খসিতে থাকে। ইহাও শালের লোমের ন্যায় উৎকৃষ্ট। ইহারা তদ্দেশবাসিগণের ছাগাদি রক্ষার্থ ও শীকারে ব্যবহারার্থ শিক্ষিত হয়। ইহারাও পক্ষী তাড়াইয়া উড়াইয়া দিয়া লাফাইয়া ধরে। এই জাতীয় কুকুর বহু মূল্যে বিক্রীত হয়।

(৭) বামিয়ান প্রদেশের ডালকুত্তা (Grey hound of Bamian)—ইহাদের পায়ে ও গায়ে বড় বড় লোম হয়। ইহারা অতিশয় দ্রুতগামী, দেখিতে ঠিক পারস্যের ধূসর ডালকুত্তার ন্যায়।

(৮) নেপালী কুকুর—(Nepal Dog)—বাঙ্গালাদেশে যাহা নেপালীকুকুর নামে খ্যাত, তাহা প্রকৃতপক্ষে তিব্বতীয় কুকুর। ইহারা দেখিতে বৃহৎকায় বিলাতী নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের ন্যায়। ইহারাও উগ্রস্বভাব, কিন্তু পোষমানে। ইহারা রাত্রে নিদ্রা যায় না এবং ম্যাষ্টিফের অপেক্ষাও দৃঢ়তা সহকারে প্রতিপালকের দ্রব্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করে।

(৯) কুমাউনের শীকারি-কুকুর (The Shikari Dog of Kumaun)—ইহারা দেখিতে দাক্ষিণাত্যের 'পারিয়া কুকুরের' ন্যায়, কিন্তু শীকারে অতি পটু।

পূর্ব্বোক্ত কুকুরগুলি সমস্তই হিমালয় প্রদেশে এবং আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য পার্ব্বত্যস্থলে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যেও কয়েক প্রকার কুকুর আছে। যথা—

(১) বৃঞ্জর কুকুর—দাক্ষিণাত্যে বৃঞ্জর নামে একজাতীয় অসভ্য লোক আছে। ইহাদের গৃহাদি বা গ্রাম, দেশ ও নগরাদি কোথাও নাই; স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধন, রত্ন ও গোমেষাদি লইয়া দলে দলে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা বনে বনে ছাউনি করিয়া কাটায়। ইহাদেরই সঙ্গে দ্রব্যাদি রক্ষণার্থ একদল কুকুর থাকে, তাহাদিগকেই বৃঞ্জর বলে। এই জাতীয় কুকুর দেখিতে ঠিক পারস্যের ধূসর কুকুরের মত, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও ইহারা বলবান্। বৃহৎকায় বৃঞ্জরকুকুর শীকারের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত হইয়া বেড়ায়। ইহারা যেরূপ প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান্ ও প্রভুধনরক্ষাকারী, সেরূপ যত্ন বা আদর পায় না।

(২) পলিগার কুকুর—পলিগার জাতীয় লোকে ইহাদিগকে প্রতিপালন করে বলিয়া ইহারা পলিগার নামে খ্যাত। ইহারাও ক্ষমতাবান্ ও বৃহৎকায়, কিন্তু গায়ে এতক্ষুদ্র লোম হয় যে নাই বলিলেই চলে।

জোড়াপুর ও ঘুরঘুণ্টার বিন্দর জাতীয় লোকেরা এই জাতীয় কুকুর লইয়া বন্যশূকর শীকার করে।

(৩) পারিয়া কুকুর—পারিয়াজাতীয় লোক ইহাদিগকে প্রতিপালন করে বলিয়া ইহারা ঐ নামে খ্যাত। এই জাতীয় কুকুর দেখিতে ঠিক বৃঞ্জর কুকুরের মত। অধিকাংশ বৃঞ্জরও এখন পারিয়া-কুকুর পুষিয়া থাকে। বৃঞ্জর ও পারিয়া কুকুরের মধ্যে আকৃতিগত বৈলক্ষণ্যও বিশেষ দেখা যায় না। কোন কোন স্থলে উভয় জাতীয় কুকুর এত মিশিয়া গিয়াছে যে বাছিয়া লওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। য়ুরোপে ক্রোড়বিহারী কুকুর যেরূপ আদরের বস্তু, পারিয়া কুকুরও নীচ জাতীয়ের নিকট তদ্রূপ। ইহাদের গাত্রবর্ণ শাদা। ইহারা লণ্ঠন লইয়া যাইতে শিখে।

(৪) কোলশুন—ইহাদিগকে মহারাষ্ট্রীয়েরা কোলশুন এবং প্রাণিতত্ত্ববিদেরা 'দাক্ষিণাত্য কুকুর' বলেন। ইহাদের গাত্রবর্ণ পীতাভ লাল, উদরভাগ অপেক্ষাকৃত তরলবর্ণবিশিষ্ট, লাঙ্গুল লোমশ, কাণ লোটান, চক্ষুর তারকা গোলাকার, কিন্তু চক্ষুঃ কোটর টেরাভাবে গঠিত, মস্তক চাপা কিন্তু দীর্ঘাকার, মোটের উপর দেখিতে অনেকটা

পারসী ধূসর ডালকুত্তার মত। অনেকে বলেন যে, দেশ-ভেদে এই জাতীয় কুকুরই নেপালীকুকুর আখ্যা পাইয়া থাকে। এই জাতীয় কুকুরের মধ্যে কতকগুলি 'বুয়নশু' নামে খ্যাত হয়। সেই 'বুয়নশু' কুকুরই নাকি ইহাদের আদি-জনক।

বাঙ্গালাদেশে আজকাল নানা জাতীয় কুকুর দেখা যায়, তন্মধ্যে গ্রাম্য কুকুরই প্রধান। ইহাদিগকে 'নেড়ী কুকুর' (Street dog of Bengal) বলে। ইহারাও পোষ-মানে, প্রভুভক্ত হয়, শীকার করিতে শিখে। কোন কোন জাতীয় নেড়ীকুকুর কিছু অপকারী হইয়া থাকে, প্রতিপালক ভিন্ন অপর প্রতিবাসীর হাঁস; বিড়াল, ছাগল ইত্যাদি মারিয়া থাকে। পল্লীগ্রামে গৃহস্থ লোকের বাড়ীর নিকট অপরিস্কৃত স্থানে এইরূপ কুকুর দু-একটি থাকে, তাহারা বাস্তবিক কাহারও পোষা না হইলেও নিকটবর্ত্তী গৃহস্থগণের নিকট উচ্ছিষ্ট অন্নাদি পায় বলিয়া, তাহাদিগের প্রতি ইহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং রাত্রে শৃগালাদি হইতে বাটী রক্ষা করে। দুইটি কুকুর পল্লীগ্রামে গৃহস্থ বাড়ীতে দুইজন দ্বারবানের কার্য্য করিতে পারে। শৃগালের সহিত ইহাদের চিরবিবাদ দেখা যায়। উভয়ে উভয়জাতিকে দেখিলেই আক্রমণ করে ; আবার দেখা গিয়াছে যে শৃগালীর সহিত এই জাতীয় কুকুর সঙ্গত হইয়া শাবকও উৎপাদন করে। (এইরূপ বিজাতীয় সঙ্কর কুকুরকে ইংরাজীতে Dog & Fox or Jackal Cross বলে।) শৃগালের আক্রমণে এই জাতীয় যে কুকুর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, তাহাকে 'হন্যা' কুকুর বলে এবং রোগে পাগল হইলে বা অন্য ক্ষত হইয়া উগ্রস্বভাব হইলে, তাহাকে খেঁকিকুকুর বলে।

কুকুরের প্রাচীনত্ব।—অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরা কুকুরের গুণের কথা অবগত ছিলেন। তাঁহাদের শাস্ত্রমতে কুকুর অস্পৃশ্য হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে কার্য্যবিশেষে যে কুকুরের ব্যবহার ছিল না তাহা স্বীকার করা যায় না ; কারণ রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে, যখন ভরত মাতামহালয় হইতে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, সেই সময় কেকয়-রাজ অতি যত্নে অন্তঃপুরে প্রতিপালিত, ব্যাঘ্রতুল্য বলবান্ দুইটি কুকুর তাঁহাকে অতি আদরের সহিত উপহার দেন ; যথা,—

> "সৎকৃত্য কেকয়ো রাজা ভরতায় দদৌ ধনম্॥ ১৯॥
> অন্তঃপুরেঽতি সংবৃদ্ধান্ ব্যাঘ্রবীর্য্যবলোপমান্।
> দংষ্ট্রায়ুধান্ মহাকায়ান্ শুনশ্চোপায়নং দদৌ॥" ২০॥
> (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৭০ সর্গ।)

তৎপরে মহাভারতে কুকুরের উল্লেখ বহুস্থলে আছে তন্মধ্যে আদিপর্ব্বের মধ্যে পৌষ্যপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে জন্মেজয়ের যজ্ঞস্থলে কুকুরের কথা আছে। জন্মেজয় যজ্ঞ করিবেন, সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, এমন সময় দেবকুক্কুরী সরমার কয়েকটি পুত্র সেই যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করে। শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও সোমসেন (জন্মেজয়ের ভ্রাতৃগণ) তাহাদিগকে, পাছে তাহারা যজ্ঞদ্রব্য অবলোকন বা অবলেহন করে এই ভয়ে, প্রহার করিয়া সে স্থল হইতে তাড়াইয়া দেন। সারমেয়গণ নিরপরাধে প্রহারিত হইয়া মাতার নিকট গমন করিয়া সকল কথা জানাইল। দেবশুনী সরমা পুত্রগণের দুঃখে ক্রুদ্ধ হইয়া একেবারে মন্ত্রিবেষ্টিত জন্মেজয় সকাশে উপস্থিত হইয়া বলিল, মহারাজ! নিরপরাধে আমার পুত্রগণকে প্রহার করিলেন কেন? তাহারা হবিঃ নষ্ট করা দূরে থাক, অবলোকনও করে নাই। জন্মেজয় এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। সরমা কাজেই ক্রুদ্ধা হইয়া শাপ দিল, 'মহারাজ তুমি যেমন নিরপরাধে আমাকে ক্লেশ দিয়াছ, তেমনই তুমিও এই যজ্ঞে কোন অদৃষ্ট ও অভাবনীয় ভয়ে ভীত হইবে।" এই বলিয়া সরমা চলিয়া গেল। জন্মেজয় কুক্কুরীর শাপ হইতে উদ্ধারের জন্যই সোমশ্রবাকে পুরোহিত নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পান। সরমাশাপের এই অদৃষ্টভয় আর কিছুই নহে, যজ্ঞে আস্তীকাগমন, তাহাতেই তাহার যজ্ঞ পরিপূর্ণ হইল না। (মহাভারত ১।৩।১-২৫ দেখ)।

তৎপরে যখন যুধিষ্ঠির স্বর্গ গমন করেন, তখন ইন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন, "মহারাজ রথ প্রস্তুত, তুমি ইহাতে আরূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, দেবরাজ! এই কুকুর আমার একান্ত ভক্ত, এ বহুকাল আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক ইহাকে আমার সহিত স্বর্গে আরোহণ করিতে অনুমতি প্রদান করুন। ইহাকে ছাড়িয়া গেলে আমার অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইবে। ধর্ম্মরাজ এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এখন তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য, পরমসিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইবে, অতএব এই কুক্কুরকে ছাড়িয়া অতি শীঘ্রই স্বর্গে গমন করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার নৃশংস ব্যবহার হইবে না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, শতক্রতো! অকার্য্যের অনুষ্ঠান শিষ্ট লোকের কর্ত্তব্য নহে। এখন যদি স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য লাভের আশায় আমাকে এই পরমভক্ত অনুগত কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে আমার স্বর্গ লাভে প্রয়োজন নাই। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি কুকুরের সহিত একত্র অবস্থিতি

করে, তাহার কখনও স্বর্গবাস হয় না, তাহা হইলে ক্রোধপরবশ নামক দেবগণ আপনার সমস্ত যজ্ঞদানাদির ফল বিনষ্ট করিবেন, অতএব তুমি শীঘ্রই এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! ভক্তজনকে পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যার তুল্য মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়; অতএব আমি আত্মসুখের নিমিত্ত কদাচই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিগণকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।

ইন্দ্র বলিলেন, ধর্ম্মনন্দন! কুক্কুর যজ্ঞ, দান, হোম ক্রিয়া দর্শন করিলে ক্রোধপরবশ নামক দেবগণ ঐ সমস্ত কার্য্যের ফল বিনষ্ট করেন। কুক্কুর অতি অপবিত্র জন্তু, অতএব তুমি অচিরেই এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে অনায়াসেই স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে। যখন তুমি দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় উত্তম কর্ম্ম-বলে স্বর্গলাভের অধিকারী হইয়াছ, তখন এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ না করিবার কারণ কি; তুমি যখন সর্ব্বত্যাগী, তখন আর এরূপ ব্যামোহে অভিভূত হইতেছে কেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! ইহলোকে কাহারও সহিত মৃতব্যক্তিগণের সম্মিলন বা বিয়োগ করিবার সামর্থ্য নাই, আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে আমি তাহাদের জীবনদানে সমর্থ নহি, ইহা বিবেচনা করিয়াই অগত্যা আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি, উহারা জীবিত থাকিতে আমি উহাদিগকে পরিত্যাগ করি নাই। আমার বিবেচনায় ভক্তজনকে পরিত্যাগ, শরণাগত ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মস্বাপহরণ ও মিত্রদ্রোহ এই চারিকার্য্যের তুল্য পাপজনক সন্দেহ নাই।"

পরে সেই কুকুররূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। (মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব ৩ অঃ)

চাণক্য নীতিতে লিখিত আছে—

"বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ ষড়েতে চ শুনো গুণাঃ॥

অনেক ভোজন করিতে পারে, তথাপি অল্প আহার পাইলেই সন্তুষ্ট হয়, গাঢ় নিদ্রা হইলেও অতি অল্পমাত্র শব্দাদিতেই চেতন হয়, প্রভুভক্ত, এবং শূর; এই ছয়টি কুকুরের গুণ। (সমুদায় গুণ মধ্যে ইহাদিগের প্রভুভক্তি গুণই বিশেষ প্রসিদ্ধ।)

ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে গুণানুসারে কুকুরের তিনপ্রকার ভেদ কথিত আছে—"সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে সকল কুকুর বহু পরিশ্রম করিয়াও শ্রান্ত বা ক্ষীণ হয় না, অল্প খায়, এবং পবিত্রভাবে থাকে, তাহাদিগকে সাত্ত্বিক কুকুর কহে। এরূপ কুকুর অতি বিরল। যে সকল কুকুরের আকার দীর্ঘ, বক্ষস্থল বিস্তৃত, উদরক্ষীণ, জঙ্ঘাদেশ পরিপুষ্ট, স্বভাব অত্যন্ত ক্রোধী এবং ভোজনশক্তি অধিক, তাহারা রাজসিক কুকুর; এই সকল কুকুর জঙ্গলে বাস করে। আর যাহারা অল্প পরিশ্রমেই শ্রান্ত হইয়া উঠে, সর্ব্বদা লোলজিহ্বা বাহির করিয়া থাকে, তাহারা তামস কুকুর; ইহাদের পেট খুব বড় হয়।" ঐ পুস্তকেই জাতি-ভেদানুসারে কুকুরের পাঁচপ্রকার ভেদ কথিত আছে; যথা—ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ। যে সকল কুকুরের বর্ণ সাদা, আকার লম্বা, কাণ উঁচু, লেজ সরু, পেট ক্ষীণ, দাঁত সাদা ও ধারাল, তাহারা ব্রহ্মজাতি। যাহাদের বর্ণ লাল, লোম পাতলা, কাণ ঝোলা, পেট ক্ষীণ, নখ ও দাঁত লম্বা, তাহারা ক্ষত্রজাতি। যাহাদের বর্ণ পীত, লোম পাতলা ও মৃদু, স্বভাব ক্রুদ্ধ, জিহ্বা লোল, তাহার বৈশ্যজাতি। যাহাদের বর্ণ কাল, মুখ সরু, লোম লম্বা, ক্রোধ কম, শ্রান্তি-বোধ অধিক, তাহারা শূদ্রজাতি। আর যাহাদের আকার ছোট, পেট বড়, লেজ লম্বা, দাঁত ছোট ও সরু, এবং যাহারা অপবিত্র দ্রব্য খায় ও এক সময়ে অধিক সন্তান প্রসব করে, তাহাদিগকে অন্ত্যজ জাতি কুকুর কহে। এই সকল জাতির লক্ষণ মধ্যে দুইজাতির লক্ষণ যে সকল কুকুরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের নাম দ্বিজাতি, ইহারা অতিশয় ভয়ানক। তিনজাতির লক্ষণ থাকিলে তাহারা ত্রিজাতি, ত্রিজাতি কুকুর ভয়, ধননাশ ও শোকজনক।"

ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি কুকুরের শুভাশুভ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। বরাহমিহির লিখিয়াছেন—"যে সকল কুকুরের সমুদায় পায়েই পাঁচটি করিয়া নখ, কিন্তু কেবল সম্মুখের ডান পায়ে ছয়টি নখ থাকে, ওষ্ঠ ও নাসার অগ্রভাগ তাম্রবর্ণ, সিংহের ন্যায় গমন করিবার সময়ে যাহারা মাটী শুঁকিতে শুঁকিতে যায়, লেজে জটার মত লোম থাকে, চক্ষু বাঘের মত, এবং কাণ লম্বা ও মৃদু, সেই সকল কুকুর যাহার গৃহে প্রতিপালিত হয়, তাহার অবিলম্বেই সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ যে কুকুরীরও কেবল সম্মুখস্থ বাম পায়ে ছয়টি নখ, ও অপর তিন পায়ে পাঁচটি করিয়া নখ থাকে, চক্ষু মল্লিকা ফুলের ন্যায়, লেজ বাঁকা, কাণ পিঙ্গলবর্ণ ও লম্বা, সেই কুকুরীও তাহার প্রতিপালকের রাজ্যবৃদ্ধি করে।"

(বৃহৎসংহিতা।)

চিকিৎসা।—পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে অশ্বগজাদির ন্যায়

কুকুরেরও চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে এইরূপ লিখিত আছে*—

কুকুরের মাথায় ঘা হইলে ঘায়ের উপর দধি দিবে ও অন্য কুকুর দিয়া সাতবার চাটাইবে।

বরুণফল হাতে পিষিয়া তাহার রস ব্রণস্থানে লেপন করিলে শোথ ও কৃমি নষ্ট হয়।

সেগুণকাঠের কয়লা গুঁড়া করিয়া ঘৃতের সহিত তিন দিন পান করাইলে অতিসার নষ্ট হয়। ঔষধ সেবনকাল পর্য্যন্ত জলপান করিতে দিবে না।

আবার মত্ত কুকুর দংশন করিলে কর্ণিকা, লশুন, বীর, আলকুশী, শুঁট, পিপুল, মরীচ, মাধবী, উড়িধান্য, গুড় ও দুগ্ধ একত্র করিয়া পান করিতে দিবে।

শ্যামালতা, গোয়ালিয়া পাতা, মধু দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্রাণিমাত্রের নখদন্তাঘাতের বিষ নষ্ট হয়।

কুকুরকে জোলাপ দিতে হইলে মুসব্বর ১ ড্রাম হইতে ২ ড্রাম, রেউচিনি, সোণামুখী অথবা জয়পালতৈল প্রয়োগ করিবে। চুলকণা ও পাঁচড়া হইলে ঘোল খাওয়াইবে।

কর্ণরোগ হইলে প্রথমে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য জোলাপ দিবে, পরে ৪ ঔন্স গোলাপজলে অর্দ্ধ ড্রাম পরিমাণ সুগার অব্ লেড্ মিশাইয়া বাহ্য প্রয়োগ করিবে।

জ্বররোগে জোলাপ, মৃগীরোগে ২ ঘণ্টা অন্তর ১০ হইতে ২০ বিন্দু টিঞ্চার ডিজিটেলিস্, ও উদরাময়ে ১ চামচ এরণ্ড-তৈল ১ বা ২ ড্রাম লডেনম্ মিশাইয়া দুই একদিন অন্তর প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কুকুরের জলাতঙ্করোগ বড় ভয়ানক। এই অবস্থায় কুকুর উন্মত্ত হইয়া যাহাকে কামড়ায় তাহারও জলাতঙ্ক হইবার সম্ভাবনা। [জলাতঙ্ক দেখ।]

মাংস—পুরাণ পাঠে জানা যায়, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র দুর্ভিক্ষ-কালে কুকুরের পৃষ্ঠমাংস আহার করেন। কৃষ্ণবর্ণ কুকুর-মাংস চীনজাতির নিকট অতি সুখাদ্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে।

* মস্তকে তু ক্ষতে জাতে দধি তত্র প্রদায় চ।
লেহয়েৎ কুকুরৈরন্যৈঃ সপ্তাহাৎ সিদ্ধ্যতি ধ্রুবম্।
বরুণস্য ফলাদ্ধস্তপীড়িতাৎ গলিতো রসঃ।
সব্রণে পূরিতে শোথং কৃমিজালং নিপাতয়েৎ।
অঙ্গারঃ শাকবৃক্ষস্য চূর্ণিতঃ সঘৃতৈস্ত্র্যহম্।
দত্তৈনশ্যত্যতীসারস্তেষাং পানীয়বারণাৎ।
কর্ণিকা-রসনৌ বীরগুপ্তা ত্রিকটু মাধবী।
ষষ্টীধান্যং গুড়ক্ষীরং দষ্টো মত্তশুনা পিবেৎ।
শ্যামাহুরন্তিজিহ্বা চ নিঃশেষং প্রাণিসম্ভবম্।
নখদন্তবিষং হন্তি মধুনা সহ লেপতঃ।"
শার্ঙ্গধরপদ্ধতি—পশুলক্ষণ ও পশুচিকিৎসা ৮৪।

পুরাণ পাঠে জানা যায়—যমরাজের কতকগুলি কুকুর ছিল, তাহাদের নাম সারমেয়। সংস্কৃতবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে সারমেয় গ্রীক্‌দিগের প্রাচীন পুস্তকে 'হারমেয়স্' বা 'হারমেস্' নামে বর্ণিত হইয়াছে; ইনি গ্রীক্‌দেবগণের দূত। [সরমা ও সারমেয় দেখ।]

পূর্ব্বে হিন্দুরা 'বলিবৈশ্ব' নামক কল্পানুষ্ঠান কালে যমের কুকুরকে পিণ্ড প্রদান করিতেন।

"শ্বানৌ দ্বৌ শ্যামসবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং পিণ্ডং প্রযচ্ছামি স্যাতামেতাবহিংসকৌ॥"

৩ মুনিবিশেষ। (ভারত° ২।৪।১৭)। ৪ রাজবিশেষ, অজকরাজের পুত্র, কুকুর।

কুক্কুরদ্রু (পুং) কুক্কুরস্তদ্‌গন্ধযুক্তঃ দ্রুঃ, মধ্যলো°। কুকুর-শোঁকা গাছ। ইহার সংস্কৃত নাম—কুকুন্দর, পীতপুষ্প, কুক্কুরদ্রুম, মৃদুচ্ছদ, তাম্রচূড়। পশ্চিমে কুকুরোঁদা কহে। (Conyza lacera)।

মদনবিনোদনিঘণ্টুর মতে—ইহার গুণ কটু, তিক্ত; জ্বর, রক্ত ও কফনাশক।

ভাবপ্রকাশের মতে—ইহার কাঁচা মূল মুখে ধারণ করিলে মুখশোষ ভাল হয়। অপর বৈদ্যকমতে—আমরক্ত, উদরাময়, গ্রহণী, অর্শ, রক্তাতিসার, জ্বর ও রক্তদোষ-নাশক; সঙ্কোচক ও বেদনানিবারক।

এই গাছের তাম্রচূড় এই সংস্কৃত পর্য্যায় দেখিয়া, কেহ কেহ ইহাকে মোরগফুল বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক মোরগফুল ও কুকুরশোঁকা স্বতন্ত্র। কুকুরশোঁকাগাছের অগ্র-ভাগ মোরগফুলের মাথার ন্যায় তাম্রবর্ণ নহে, ইহার পাতা অতি মৃদু বটে। কুকুরশোঁকা নামে একজাতীয় গাছ আছে, তাহার ছোট ছোট পাতা হয়, ইহার অগ্রভাগে ফুল ফোটে, ফুল প্রমাণাবস্থায় তামার মত দেখায়।

কুক্কুরী (স্ত্রী) কুক্কুর-জাতিত্বাৎ ঙীষ্। কুকুরজাতির স্ত্রী, কুত্তী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সরমা, শ্বানী, সারমেয়ী, শুনী, ভষী।

কুক্কুবাক্ [চ্] (পুং) কুক্কুরস্য বাক্ শব্দ ইব শব্দো যস্য, বহুব্রী। সারঙ্গমৃগ।

কুক্কুহরিয়াল (দেশজ) এক জাতীয় হরিয়াল। (Columba Pompadora.)

কুক্কোক, রতিরহস্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

কুক্রিয় (ত্রি) কু কুৎসিতা ক্রিয়া যস্য, বহুব্রী। দুষ্কর্ম্মান্বিত, কুকর্ম্মকারী।

কুক্রিয়া (স্ত্রী) কু কুৎসিতা ক্রিয়া, কর্ম্মধা। মন্দকার্য্য, দুষ্কার্য্য।

কুক্ষ (পুং) কুষ্ নিষ্কর্ষে—স কিচ্চ (উন্দিগুধিকুষিভ্যশ্চ। উণ্ ৩। ৬৮।) কুক্ষি, জঠর। (কুক্ষো জঠরম্। উজ্জ্বলদত্ত।)

কুক্ষি (পুং) কুষ্-ক্সি (প্লুষিকুষিশুষিভ্যঃ ক্সিঃ। উণ্ ৩।১৫৫।) ১ জঠর, উদর। ২ দানববিশেষ। ("কুক্ষিস্তু রাজন্ বিখ্যাতো দানবানাং মহাবলঃ।" ভারত ১। ৬৭। ৫৭।) ৩ মধ্যভাগ। ("ততঃ সাগরমাসাদ্য কুক্ষৌ তস্য মহোর্ম্মিণঃ।" ভারত বন ৭৯ অঃ।) ৪ পুত্র ও কন্যা। ৫ বালির নামান্তর। ৬ রাজবিশেষ। ৭ প্রিয়ব্রত ও কাম্যের নামান্তর। ৮ ইক্ষ্বাকুর পুত্র এবং বিকুক্ষির পিতা। (রামায়ণ অযোধ্যা ১১০ সর্গ।) ৯ গুহা। ১০ রামায়ণোক্ত একটি প্রাচীন জনপদ। "পুন্নাগগহনং কুক্ষিং বকুলোদ্দালকাকুলম্।" কিষ্কিন্ধ্যা ৪২।৭।

মধ্যপ্রদেশে মালবের অন্তর্গত কুক্‌সি নামে একটি নগর আছে, সম্ভবতঃ এই অঞ্চল পূর্ব্বকালে কুক্ষি জনপদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান 'কুক্‌সি' নগর চারিদিকে মৃণ্ময় প্রাচীর ও গভীর গড়খাই বেষ্টিত, অক্ষা° ২২° ১৮´ উঃ, দেশান্তর ৭৪°৫১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

কুক্ষিম্ভরি (ত্রি) কুক্ষিং বিভর্ত্তি, কুক্ষি-ভৃ-খি-মুম্চ। আত্মম্ভরি, যে কেবল নিজের উদরমাত্র পূরণ করে।

কুক্ষিরন্ধ্র (পুং) কুক্ষৌ রন্ধ্রং ছিদ্রং যস্য, বহুব্রী। নল।

কুক্ষিশূল (ক্লী, পুং) কুক্ষৌ শূলম্। শূলরোগবিশেষ; কুক্ষিতে বেদনা। সুশ্রুতে ইহার লক্ষণাদি এইরূপ লিখিত আছে—"বায়ু কুপিত হইয়া জঠরাগ্নি দূষিত করিলে ভুক্ত দ্রব্য ভাল পরিপাক হয় না, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয়, অপক্ক মল ভেদ হয়, এবং কুক্ষিতে অত্যন্ত বেদনা হয়; এই রোগকে কুক্ষিশূল কহে।"

কুক্ষেয়ু (পুং) ভাগবতোক্ত রৌদ্রাশ্বের পুত্র। (ভাগবত ৯। ২০। ৪।)

কুক্‌সিম (দেশজ) গুল্মবিশেষ। (Celsia coromandeliana.) স্থানভেদে কোকসিমা কহে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শীত গ্রীষ্মকালে বাগানে বা কৃষিক্ষেত্রে এই গাছ জন্মে। কেহ কেহ কুকুরশোঁকা ও কুক্‌সিম একগাছ বলিয়া জানেন, তাহা ভ্রম। কুকুরশোঁকা ও কুক্‌সিম এক গাছ নহে। কুক্‌সিমের সংস্কৃত নাম—কুলাহল, অলম্বুষ, গোচ্ছাল, ভূকদম্ব। (রত্নমালা)। উপদংশীয় পীড়কা প্রভৃতিরোগে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে আধছটাক পরিমাণ কুক্‌সিমের রস লইয়া ব্যবহার করিলে, বিশেষ উপকার দর্শে। ইহাতে হাত পা জ্বালা কমে। জ্বরে অথবা অধিক তৃষ্ণার সময় ইহার শিকড় চিবাইলে তৎক্ষণাৎ পিপাসা দূর হয়। সৈদপুর অঞ্চলে অনেকে উদরাময় ও অজীর্ণরোগে ফুল, পাতা ও মূল সঙ্কোচক ঔষধরূপে ব্যবহার করে।

কোন কোন চিকিৎসকের মতে ইহার প্রধান গুণ পিত্তরোগ, অজীর্ণ ও বালকদিগের নলোষে (শ্বাসরোগ বিশেষে) বিশেষ উপকারক।

কুখা, পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ। পঞ্জাবপ্রদেশে, কাশ্মীর ও সিন্ধুর মধ্যস্থিত পাহাড়ে এই জাতি বাস করে।

কুখুড়া, অপর নাম ককুলা—মালভূমে প্রবাহিত একটী নদী। (দেশাবলী)

কুখ্যাত (ত্রি) কু কুৎসিতরূপেণ খ্যাতঃ, ৩তৎ। মন্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ, নিন্দিত।

কুখ্যাতি (স্ত্রী) কু কুৎসিতা খ্যাতিঃ, কর্ম্মধা। মন্দ প্রসিদ্ধি, নিন্দা।

কুগঠন (দেশজ) মন্দ আকার।

কুগড়ন (দেশজ) মন্দ আকৃতি, কুৎসিত।

কুগণী [ন্] (ত্রি) কু কুৎসিতঃ গণঃ সমূহো যস্য, বহুব্রী। ১ কুসঙ্গী। ২ (কু কুৎসিতরূপেণ গণঃ গণনা যস্য) কুলোক সকলের মধ্যে যাহাকে গণনা করা হয়।

কুগতিক (দেশজ) ১ মন্দ অবস্থা। ২ মন্দ উপায়।

কুগো [গৌঃ] (পুং) কু কুৎসিতঃ গৌঃ বৃষভঃ, কর্ম্মধা। মন্দ গোরু।

("কুগৌরিব গুরুং ভারং ন বোঢুমহমুৎসহে।" রাম° ৬।১১২।৬।)

কুগ্রহ (পুং) কু অশুভকারী গ্রহঃ, কর্ম্মধা। যে সকল গ্রহ অশুভ ফল প্রদান করে। [গ্রহ দেখ।]

কুগ্রাম (পুং) কু কুৎসিতঃ গ্রামঃ, কর্ম্মধা। নিন্দিত গ্রাম, যেখানে রাজা বা ধনী লোক, ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক এবং কোন নদী না থাকে, সেই সকল গ্রাম কুগ্রাম বলিয়া অভিহিত হয়।

"কুগ্রামবাসঃ কুজনস্য সেবা।" ইতি উদ্ভট।

কুগ্রুম (দেশজ) বড়গাছের নাম। (Dalbergia rimosa.)

কুঘোষণ (ক্লী) কু কুৎসিতং ঘোষণং খ্যাতিঃ, কর্ম্মধা। নিন্দা, অখ্যাতি।

("জিনিলে প্রতিষ্ঠা নাহি ভঙ্গে কুঘোষণ।" গোবিন্দমঙ্গল।১৮২।)

কুঙী (দেশজ) ১ কুৎসিত। ২ কুইঙ্গিত।

কুঙ্কুম (ক্লী) কুক্যতে আদীয়তে অসৌ কুক্-উমক্-মুম্চ (নিপাতনাৎ।) ১ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, জাফরাণ। হিন্দীতে কেশর, পারস্য ও আরব্য ভাষায় জফ্রান্, ভোটে কুরমে, কাশ্মীরে কোঙ্ ও তুর্কীস্থানে জাফর কহে। (Crocus sativus) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাশ্মীরজন্ম, অগ্নিশিখ, বর, বাহ্লীক,

পীতন, রক্ত, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, লোহিতচন্দন, চারু, বরবাহ্লিক, রক্তচন্দন, অগ্নিশেখর, অসৃক্, কাশ্মীরজ, পীতক, কাশ্মীর, রুচির, শঠ, শোণিত, ঘুসৃণ, বরেণ্য, অরুণ, কালেয়ক, জাগুড়, কান্ত, বহ্নিশিখ, কেশর-বর, গৌর, কেসর, হরিচন্দন, খল, রজ, দীপক, লোহিত, সৌরভ, চন্দন। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—সুগন্ধ, তিক্ত ও কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, কান্তিবর্দ্ধক এবং কাস, বায়ু, কফ, কণ্ঠরোগ, উর্দ্ধশূল ও বিষদোষনাশক। (রাজনি°।) বিরেচক এবং বিবর্ণতা ও কণ্ডুনাশক। (রাজবল্লভ।) স্নিগ্ধ, বলকারক এবং শিরোরোগ, ক্রিমি, ব্যঙ্গ ও ত্রিদোষনাশক। (ভাবপ্রকাশ।) ত্বক্‌দোষনিবারক। (রত্নাবলী।)

বৈদ্যকগ্রন্থ ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

"দেশভেদে কুঙ্কুম তিন প্রকার। কাশ্মীরদেশে যে কুঙ্কুম উৎপন্ন হয়, তাহার কেশরগুলি সূক্ষ্ম, রক্তবর্ণ এবং পদ্মের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, এই কুঙ্কুম সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। বাহ্লীকদেশজাত কুঙ্কুম সূক্ষ্মকেশর, তবে তাহার বর্ণ পাণ্ডু এবং গন্ধ কেতকীফুলের ন্যায়, এই কুঙ্কুম মধ্যম। পারসীক দেশীয় কুঙ্কুম মোটাকেশর, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত। এই কুঙ্কুম সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।"

কুঙ্কুম বা জাফরাণ—বহুকাল হইতে চীন, কাশ্মীর, পারস্য ও এসিয়া-মাইনরে জন্মিতেছে। পূর্ব্বে কাশ্মীরে যে কুঙ্কুম জন্মিত, তাহা কাশ্মীররাজের একচেটিয়া ছিল। এখন ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী প্রভৃতি স্থানেও কুঙ্কুম জন্মে। ভারতবর্ষে ফ্রান্স, চীন ও কাশ্মীর হইতেই অধিক কুঙ্কুম আসে। পারস্য হইতেও পিষ্টকাকারে অল্পপরিমাণে আমদানী হয়, হিন্দুস্থানীরা তাহাকে 'কেশর কি রোটী' বলে। গত ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে, এদেশে ৫,৫০,৩৮৩৲ টাকার কুঙ্কুম আমদানী হইয়াছিল। বাজারে আসল কুঙ্কুমের সঙ্গে অনেকে কুসুমফুল মিশাইয়া বিক্রয় করে।

য়ুরোপে কুঙ্কুম ঔষধার্থ বড় একটা ব্যবহৃত হয় না, ইহাতে সুন্দর রঙ্‌ হয়, সেই জন্য সেখানে ইহার আদর। বিলাতে ইহা দ্বারা পনির প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য রঙ্‌ করে। ভারতবর্ষে সুগন্ধি বলিয়াই কুঙ্কুমের আদর অধিক। ৪০০০টী কুঙ্কুমফুলের কেশর হইতে আধ ছটাক মাত্র উত্তম জাফরাণ প্রস্তুত হয়।

বর্ত্তমান চিকিৎসকগণের মতে কুঙ্কুমের গুণ—জ্বর, বিষাদ, যকৃৎ ও আক্ষেপনিবারক; রজোনিঃসারক, তেজস্কর ও পরিপাকজনক। বালকদিগের ছর্দ্দি, পীনস প্রভৃতি রোগেও কুঙ্কুম অতি উপকারী।

মুসলমান মোল্লারা কুঙ্কুম হইতে একপ্রকার কালি প্রস্তুত করিয়া, সেই কালিতে গুপ্তমন্ত্রাদি লিখিয়া রাখেন।

হিন্দুস্থানীরা নানাপ্রকার সুখাদ্যে সদ্গন্ধের জন্য অল্প কুঙ্কুম ব্যবহার করে।

ভারতবর্ষে অতি পূর্ব্বকাল হইতে (এখনকার আতর গোলাপের মত) কুঙ্কুম সুগন্ধিরূপে ব্যবহৃত হইত। এদেশের রমণীরা কুঙ্কুম মাখিতে ভালবাসিতেন।

"কুঙ্কুম কস্তুরি অঙ্গে করিলা লেপন।
করযোড় করি রাজা করে নিবেদন॥" গোবিন্দমঙ্গল। ৯।

২ বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত বোধিদ্রুমের পার্শ্ববর্ত্তী একটি স্তূপ।

কুঙ্কুমতাম্র (ত্রি) কুঙ্কুমবৎ তাম্রং তাম্রবর্ণম্, উপমি। কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণযুক্ত। ২ (ক্লী) কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ।

কুঙ্কুমপাণ্ড্য, একজন পাণ্ড্যরাজ। চেল-বংশান্তক পাণ্ড্যের পুত্র।

কুঙ্কুমরেণু (পুং) কুঙ্কুমানাং রেণুঃ, ৬তৎ। কুঙ্কুমের গুঁড়া।

কুঙ্কুমাক্ত (ত্রি) কুঙ্কুমেন অক্তং লেপিতম্, ৩ তৎ। কুঙ্কুমের অনুলেপনযুক্ত।

কুঙ্কুমাঙ্ক (ক্লী) কুঙ্কুমস্য অঙ্কং চিহ্নম্, ৬তৎ। ১ কুঙ্কুমের চিহ্ন। ২ (ত্রি) কুঙ্কুমের চিহ্নযুক্ত।

কুঙ্কুমাদ্রি (পুং) কুঙ্কুমস্য আকারো হদ্রিঃ, মধ্যালো°। কাশ্মীরদেশীয় পর্ব্বতবিশেষ, এখানে বিস্তর কুঙ্কুমবৃক্ষ জন্মে।

কুঙ্কুমারুণ (ক্লী) কুঙ্কুমবৎ অরুণম্, রক্তবর্ণম্। ১ কুঙ্কুমের ন্যায় লাল। ২ কুঙ্কুমের ন্যায় লালবর্ণযুক্ত।

কুঙ্কুমী (স্ত্রী) কুঙ্কুমবর্ণো হস্ত্যস্যাঃ, কুঙ্কুম-অচ্‌ ঙীষ্‌। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

কুঙ্গনী (স্ত্রী) কুঙ্কুমবর্ণো হস্ত্যস্যাঃ, কুঙ্কুম-অচ্‌-ঙীষ্‌ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

কুঙ্গী (দেশজ) কুঙী, কুইঙ্গিত।

কুচ (পুং) কুচতি সঙ্কুচতি কুচ-ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫।) ১ স্তন, চুঁচি। স্ত্রীদিগের যৌবনারম্ভে কুচের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন কোন স্মৃতিশাস্ত্রে কুচ উদ্‌গমের পূর্ব্বেই স্ত্রীদিগের বিবাহ দিবার বিধি লিখিত আছে। বারবৎসর পর্য্যন্তই কুচ উদ্‌গমের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল বলিয়া সামান্যতঃ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। [স্তন দেখ।]

("কেহ কারে ননী মারে, কেহ কার কুচ ধরে,
নানা কেলি করে ব্রজনারী।" গোবিন্দমঙ্গল ৩১।)

২ জাতিবিশেষ। [কোচ দেখ।] ৩ (ত্রি) সঙ্কুচিত।

কুচইকাটা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Mimosa octandra.)

কুচকলিকা (স্ত্রী) কুচঃ কলিকা ইব, উপমি। পদ্মাদির মুকুলের ন্যায় কুচ।

কুচকাচা (দেশজ) ১ ছোট ছোট কাঠের খণ্ড। ২ ছোট জিনিষ।

কুচকুঙ্কুম (ক্লী) কুচানুলিপ্তম্ কুঙ্কুমম্, মধ্যলো°। যে কুঙ্কুম কুচে অনুলেপন দেওয়া হইয়াছিল।
("লোরহি কুচ-কুঙ্কুম দূর গেল।
কৃশভুজ ভূষণ ক্ষিতিতলে মেল॥" বিদ্যাপতি।)

কুচকুম্ভ (পুং) কুচঃ কুম্ভ ইব, উপমি। কলসের ন্যায় উচ্চ কুচ। ("আধ লুকায়ল আধ উদাস।
কুচকুম্ভ কহিগেও আপনক আশ॥" বিদ্যাপতি।)

কুচকোরক (পুং, ক্লী) কুচঃ কোরক ইব। পদ্মাদির মুকুলের ন্যায় কুচ।

কুচক্র (পুং) কু কুৎসিতঃ চক্রঃ কর্ম্মধা। চক্রান্ত, কুমন্ত্রণা।

কুচক্রী [ন্] (ত্রি) চক্রোঽস্যাস্তি ইতি ইনি চক্রী, কুৎসিতশ্চক্রী। ১ কুমন্ত্রণাকারী, চক্রান্তকারী। ২ যে অপরলোকদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়।

কুচড়ি (দেশজ) ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ। (Exacum tetragonum.)

কুচণ্ডিকা (স্ত্রী) কুৎসিতা চণ্ডিকা বিকারকারিত্বাৎ কোপনা ইব, উপমি। মূর্বা নামক লতাবিশেষ। [মূর্বা দেখ।]

কুচণ্ডী (স্ত্রী) কুৎসিতা চণ্ডী ইব। মূর্বা।

কুচতট (ক্লী) কুচস্তটমিব বিশালত্বাৎ, উপমি। ১ বিস্তৃত কুচ। ২ কুচের কোন স্থান।

কুচতটাগ্র (ক্লী) কুচতটস্য অগ্রম্, ৬তৎ। কুচাগ্র, স্তনের বোঁটা।

কুচন (দেশজ) ১ ছোট ছোট করিয়া কাটা। ২ কুঁকড়ন।

কুচনী (দেশজ) ১ কোচজাতীয়া স্ত্রী। কোচবিহারের লোকদিগকে কোঁচ বলিয়া থাকে। [কোচ দেখ।]
"নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥" অন্নদামঙ্গল।
২ বেশ্যা।

কুচনীপাড়া, কোচবিহার। কোচজাতীয় স্ত্রী বা বেশ্যাদিগের পল্লী। এই পাড়ার স্ত্রীদিগের সহিত শিব ব্যভিচার দোষে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার অপবাদ আছে।

কুচন্দন (ক্লী) কু গন্ধহীনত্বাৎ কুৎসিতং চন্দনম্, কর্ম্মধা। ১ রক্তচন্দন। ২ পত্রাঙ্গ, বকমকাঠ। ৩ কুঙ্কুম। ৪ বৃক্ষবিশেষ। (কুচন্দনন্তু পত্রাঙ্গে দ্রুভেদে রক্তচন্দনে। মেদিনী।)

কুচফল (পুং) কুচ ইব ফলং যস্য, বহুব্রী। ১ দাড়িমগাছ। ২ (ক্লী) কুচবৎ ফলম্, কর্ম্মধা। দাড়িমফল।

কুচমুখ (ক্লী) কুচস্য মুখম্, অগ্রভাগঃ, ৬তৎ। কুচের অগ্রভাগ, চুচুক।

কুচর (ত্রি) কু কুৎসিতং চরতি, কু-চর-অচ্। ১ যে পরের নিন্দা করিয়া বেড়ায়। ২ কুৎসিত কর্ম্মকর্ত্তা।
("প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।" ঋক্ ১।১৫৪।২।) 'কুচরাঃ শত্রুবধাদি কুৎসিতকর্ম্মকর্ত্তা।' সায়ণভাষ্য।
৩ কুস্থানে বিচরণকারী।
"দৃষ্ট্বা ত্বাদিত্যমুদ্যন্তং কুচরাণাং ভয়ং ভবেৎ।"
ভারত ১৪।৩৮।১৩।)

কুচর্য্যা (স্ত্রী) কুৎসিতা চর্য্যা আচরণম্, কর্ম্মধা। ১ মন্দ আচরণ। ২ নীচ পুরুষসেবা।
"শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ॥" মনু ৯।১৭।

কুচল, বঙ্গদেশবাসী বাহান্নজাতি-ক্ষেত্রীদিগের একটি গোত্র।

কুচবিহার [কোচবিহার দেখ।]

কুচা (দেশজ) ১ ছোট ছোট কাঠ। ২ ছোট ছোট জিনিষ। ৩ গলি ঘোঁজ।
"চৌদিকে প্রাচীর উচা, কাছে নাহি গলি কুচা,
পুষ্পবনে ঢাকে শশী রবি।" ভা° বিদ্যাসুন্দর ১৮।)

কুচাগ্র (ক্লী) কুচস্য অগ্রম্, ৬তৎ। স্তনের অগ্রভাগ, বোঁটা।

কুচাঙ্গেরী (স্ত্রী) কুৎসিতা চাঙ্গেরী, কর্ম্মধা। চুকাপালঙ্গ শাক। [চুক্রিকা দেখ।]

কুচি (দেশজ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড।

কুচিক (পুং, স্ত্রী) কুচ-বাহুলকাৎ ইকন্। ১ মৎস্যবিশেষ, কুঁচে মাছ। ২ ঈশান দিক্‌ভাগের দেশবিশেষ। সম্ভবতঃ কোচবিহার বলিয়া অনুমতি হয়।
"ভল্লা-পলোল-জটাসুর-কুনঠ-খস ঘোষ-কুচিকাখ্যাঃ।"
বৃহৎসংহিতা।

কুচিকিৎসক (পুং) কু কুৎসিতঃ চিকিৎসকঃ কর্ম্ম। নিন্দিত চিকিৎসক, যে চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগীর অনিষ্ট হইয়া থাকে।

কুচিন্তা (স্ত্রী) কু কুৎসিতা চিন্তা, কর্ম্মধা। মন্দ চিন্তা।

কুচিরা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (ভারত ভীষ্ম ৯।২৬।)

কুচিলা (দেশজ) ঔষধবিশেষ, কুঁচলে। (Strychnos Nuxvomica.)

কুচুমার, একজন প্রাচীন কামশাস্ত্রপ্রণেতা। বাৎস্যায়ন নিজ কামসূত্রে কুচুমারের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কুচুরমুচুর (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কুচেল (ত্রি) কুৎসিতং চেলং বস্ত্রং যস্য, বহুব্রী। ১ যাহার

পরিধানে কুৎসিত বস্ত্র। ২ (ক্লী) কুৎসিতং চেলম্, কর্ম্মধা। জীর্ণ বস্ত্র।

"কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা।
সমতাচৈব সর্ব্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥" মনু ৬। ৪৪।

কুচেলা (স্ত্রী) কুচা সঙ্কুচা ইলা ভূমিং নিদ্রা বা যস্যাঃ বহুব্রী। ১ বিদ্ধকর্ণী নামক ঔষধবিশেষ। ২ আকনাদি।

কুচেলী (স্ত্রী) কুচেল-ঙীষ্ (বিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) পাঠা, আকনাদি।

কুচেষ্ট (ত্রি) কু কুৎসিতা চেষ্টা যস্য, বহুব্রী। মন্দকার্য্যকারক।

কুচেষ্টক (ত্রি) কুচেষ্ট স্বার্থে কন্। মন্দ কার্য্যকারক।

কুচেষ্টা (স্ত্রী) কু কুৎসিতা চেষ্টা, কর্ম্মধা। ১ মন্দ চেষ্টা। ২ মন্দ কার্য্য।

কুচ্‌কী (দেশজ) ১ কুক্ষি। ২ কুঁচকি।

কুচ্‌কুচ্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কুচ্‌মুচ্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কুচ্ছ (ক্লী) কোঃ পৃথিব্যাঃ দুঃখং দ্যতি দর্শনঘ্রাণাদিনা লুনাতি, কু-ছো-ক। ১ কুমুদপুষ্প, হেলাফুল। ২ (দেশজ) কুৎসা, নিন্দা।

কুচ্ছা (দেশজ) কুৎসা, নিন্দা।

কুচ্ছাবাদী (দেশজ) নিন্দাবাদী।

কুচ্ছিৎ (দেশজ) কুৎসিত।

কুছ্ (হিন্দী) কিছু।

কুজ (পুং) কোঃ পৃথিব্যাঃ জায়তে, কু-জন-ড। ১ মঙ্গলগ্রহ। ২ নরকাসুর। ২ বৃক্ষ। ৪ (ত্রি) পৃথিবীজাত। ৫ (দেশজ) কুব্জ, কুঁজ।

"সহজে না হয় উজ, পিঠে তার তিন কুজ," গোবিন্দমঙ্গল।

কুজন (পুং) কুঃ কুৎসিতো জনঃ, কর্ম্মধা। মন্দ লোক।

কুজননী (স্ত্রী) কুৎসিতা জননী, কর্ম্মধা। কুমাতা, সন্তানের প্রতি স্নেহহীন মাতা।

কুজপ (ত্রি) কুৎসিতং জপতি, কু-জপ-অচ্। ১ কুৎসিত জপকারক, কুচিন্তক।

কুজম্ভন (পুং) কোঃ পৃথিব্যা জম্ভনমিব অত্র, বহুব্রী। সন্ধিচোর, যাহারা সিঁধ কাটিয়া চুরি করে।

কুজম্ভল (ত্রি) কোঃ পৃথিব্যাঃ কৌ বা জম্ভলঃ, ৬ বা ৭মী তৎ। সিঁধেলচোর।

কুজম্ভা [ন্] (ত্রি) কুৎসিতো জম্ভ দন্তোঽস্য। ১ কুৎসিত দন্তযুক্ত। ২ (পুং) অসুরবিশেষ, প্রহ্লাদের পুত্র।

(হরিবংশ ২১৬ অঃ)

কুজম্ভিল (ত্রি) সিঁধেলচোর।

কুজা (স্ত্রী) কোঃ পৃথিব্যা জায়তে, কু-জন্-ড-টাপ্। ১ সীতা দেবী; কালিকাপুরাণে ইঁহার জন্ম বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

"রাজর্ষি জনক পুত্রকামনায়, গৌতম ও শতানন্দ ঋষিকে পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; তাহাতে যজ্ঞস্থল হইতে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল এবং এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমি মধ্যে অন্তর্হিত রহিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ লাঙ্গল দ্বারা সেই যজ্ঞস্থল কর্ষণ করিবার উপদেশ দিলেন; তদনুসারে জনক রাজর্ষি সেই ভূমি কর্ষণ করিয়া সদ্যোজাতা সীতা দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন।" কাঃ পুং ৩৭ অঃ।

২ (কুজাঃ পৃথিবীজাঃ বৃক্ষা আশ্রয়ত্বেন সন্তি অস্যাঃ) কাত্যায়নীদেবী; নবপত্রিকা ইঁহার আশ্রয়রূপে কল্পিত হয় বলিয়া ইঁহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়।

(কুজা কাত্যায়নীদেব্যাং কুজো নরকভৌময়োঃ। মেদিনী।)

কুজাষ্টম (পুং) কুজো মঙ্গলগ্রহো অষ্টমো যত্র, বহুব্রী। জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত জন্ম লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানস্থিত মঙ্গলগ্রহরূপ যোগবিশেষ। কুজাষ্টম যোগ হইলে অন্যান্য শুভ যোগ সমুদায়ও বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু মঙ্গলগ্রহ যদি অস্তগত, নীচগত বা শত্রুস্থান গত হয়, তাহা হইলে কোন রূপ দোষের সম্ভাবনা থাকে না।

"সর্ব্বগুণান্ নিহন্ত্যাশু বিলগ্নাদষ্টমঃ কুজঃ।
অস্তগে নীচগে ভৌমে শত্রুক্ষেত্রগতেঽপি বা।
কুজাষ্টমোদ্ভবো দোষো ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।"

জ্যোতিষ।

কুজিহেলাচ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কুজীকাঠী (দেশজ) গুঁজীকাঠী।

কুজ্জিশ (পুং) মৎস্যবিশেষ। বৈদ্যক রাজনির্ঘণ্টের মতে— ইহার গুণ মধুর ও কষায় রস, রুচিকারক, অগ্নিদীপক, বলকারক, স্নিগ্ধ, গুরু, মলরোধক এবং বায়ুরোগের হিতকারক। স্থানে স্থানে কুজ্ঝিশ নামেরও প্রয়োগ দেখা যায়।

কুজ্ঝটি (স্ত্রী) কোজতি অপহরতি সূর্য্যপ্রকাশম্, কুজ্ কিপ্-ন কুত্বম্; ঝট্ সংঘাতে-ইন্ ঝটিঃ; কুজ্ চাসৌ ঝটিশ্চেতি, কর্ম্মধা। কুজ্ঝটিকা, কোয়াসা। সংস্কৃত পর্য্যায়— ধূমমহিষী, রতান্ধ্রী, কুহেলিকা, ধূমিকা, নভোরেণু। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—রুক্ষ, তমোগুণবহুল এবং কফ ও পিত্তজনক।

কুজ্ঝটিকা (স্ত্রী) কুজ্ঝটি-স্বার্থে কন্-টাপ্। কুজ্ঝটি, কোয়াসা।

কুজ্যা (স্ত্রী) ১ ধনুকের ছিলাবিশেষ। ২ সিদ্ধান্তশিরোমণি

কথিত গোলাকার অক্ষক্ষেত্রের অর্দ্ধভাগরূপ ধনুকের সাধনাঙ্গরূপ পঞ্চজ্যার অন্তর্গত জীবাবিশেষ। (Earth Siue) [জীবা দেখ।]

"কুজ্যা ভুজোঽগ্রাকর্ণ ইত্যক্ষক্ষেত্রত্রয়ং প্রসিদ্ধং।"

সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকায় রঙ্গনাথ ২। ৬৩।

কুঞ্চ, আগ্রাবিভাগের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা ২৮° ৩´উঃ, দেশা ৭৯° ৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। যদিও কুঞ্চ জেলা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে আছে, কিন্তু এই নগর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সন্ধিঅনুসারে যশোবন্ত রায় হোলকরের কন্যা ভীমাবাইকে জায়গীর দেওয়া হয়, তদবধি ভীমাবাইয়ের উত্তরাধিকারীর দখলে থাকে, রাজস্বাদি তাঁহারাই পান; কিন্তু শাসনকর্ত্তৃত্ব বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে।

কুঞ্চন (ক্লী) কুঞ্চতি অনেন, কুন্চ করণে ল্যুট্। ১ নেত্ররোগবিশেষ। বৈদ্যক মতে এই রোগের লক্ষণ –

"বাতাদ্যা বর্ত্মসঙ্কোচং জনয়ন্তি যদা মলাঃ।
তদা দ্রষ্টুং ন শক্নোতি কুঞ্চনং নাম তদ্বিদুঃ॥" মাধবকর।

বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া চক্ষুবর্ত্ম সঙ্কুচিত করিলে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়; ইহাকেই কুঞ্চনরোগ কহে। ২ (ভাবে ল্যুট্) সঙ্কোচ। [নেত্ররোগ দেখ।]

কুঞ্চফলা (স্ত্রী) কুঞ্চং কুঞ্চিতং ফলং যস্যাঃ, বহুব্রী। কুষ্মাণ্ডী লতা, কুমড়া।

কুঞ্চি (পুং) কুন্চ্-ইন্। অষ্টমুষ্টি, ৮ মুটো পরিমাণ। ("অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়ো হৃষ্টৌ চ পুষ্কলম্।" স্মৃতি শা°)।

কুঞ্চিকা (স্ত্রী) কুন্চ্-ণ্বুল্ টাপ্ ইত্বম্। ১ গুঞ্জা, কুঁচ। ২ কঞ্চি, বাশের শাখা। ৩ চাবি। ৪ কৃষ্ণজীরা। ৫ মেথী। ৬ মৎস্যবিশেষ, কুঁচে মাছ। ৭ কেঁচো।

("কুঞ্চিকয়ৈনং বিস্মায়য়তি ভায়য়তি।" মুগ্ধবোধ ব্যা°।)

কুঞ্চিত (ত্রি) কুন্চ্-ক্ত। ১ সঙ্কুচিত। ২ বক্র। ৩ কোঁকড়ান। ৪ অনাদৃত। ৫ (ক্লী) তগরফুল।

কুঞ্জ (পুং, ক্লী) কৌ জায়তে, কু-জন্-ড (পৃষোদরাদিত্বাৎ মুমি সাধুঃ।) ১ লতাগুল্মাদিদ্বারা আচ্ছাদিত পর্ব্বতগহ্বর। ২ চারিদিকে ও উপরে লতাদিবেষ্টিত স্থান, নিকুঞ্জ। ৩ হনু। ৪ হস্তিদন্ত।

(কুঞ্জো হস্ত্রিয়াং নিকুঞ্জে হপি হনৌ দন্তে হপি দন্তিনাম্।
৫ ঋষিবিশেষ। মেদিনী।)

কুঞ্জকুটীর (পুং) কুঞ্জ এব কুটীরঃ। নিকুঞ্জ মধ্যে লতাপাতায় নির্ম্মিত ঘর।

("মধুকরনিকর-করম্বিত-কোকিল কূজিত কুঞ্জ-কুটীরে।"
গীতগোবিন্দ। ১। ২৮।)

কুঞ্জকেলি (পুং) কুঞ্জে কেলিঃ, ৭তৎ। নিকুঞ্জমধ্যে ক্রীড়া।

কুঞ্জক্রীড়া (স্ত্রী) কুঞ্জে ক্রীড়া, ৭তৎ। কুঞ্জমধ্যে ক্রীড়া।

("কার্ত্তিকেতে কল্পতরু মূলে চিন্তামণি।
কুঞ্জক্রীড়া কৌতুক কহিতে নাহি জানি॥"
গোবিন্দমঙ্গল ২০৪।)

কুঞ্জপুর, কর্ণাল হইতে ৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অক্ষা ২৯° ৪৩´উঃ, দেশা ৭৭°৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর, দিল্লীবিভাগের অন্তর্গত।

কুঞ্জর (পুং) প্রশস্তঃ কুঞ্জঃ হনুদন্তো বা অস্যাস্তি, কুঞ্জ-র (র প্রকরণে খমুখকুঞ্জেভ্য উপসংখ্যানম্। পা ৫।২।১০৭। বার্ত্তিক ১।) ১ হস্তী। ("কেশরী ক্রোধিত কিংবা কুঞ্জর উপর॥" দুঃখীশ্যাম।) ২ সর্পবিশেষ। ৩ কেশ, চুল। ৪ রাজ্যবিশেষ। [কেউন্ঝর দেখ।] ৫ পর্ব্বতবিশেষ। (গৌ° রামায়ণ ৪। ৪১। ৫০) বর্ত্তমান অনুমলয় পাহাড়। ৬ মাত্রাপ্রস্তারবিষয়ে পঞ্চ মাত্রা প্রস্তার মধ্যে প্রথম প্রস্তার। (ছন্দঃ শা°।) ৭ হস্তানক্ষত্র। ৮ অঞ্জনার পিতা, হনুমানের মাতামহ। (রামায়ণ ৪। ৬৬। ১০।) ৯ কোন শব্দের পরে কুঞ্জর শব্দের প্রয়োগ থাকিলে তাহার শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাইয়া থাকে; যেমন রাজকুঞ্জর, পুরুষকুঞ্জর ইত্যাদি।

"স্যুরুত্তরপদে ব্যাঘ্রপুঙ্গবর্ষভকুঞ্জরাঃ।
সিংহশার্দ্দূলনাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ॥"

উত্তরপদরূপে ব্যাঘ্র, পুঙ্গব, ঋষভ, কুঞ্জর, সিংহ, শার্দ্দূল ও নাগ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইলে তাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পদের শ্রেষ্ঠতাবোধক। (অমর।) ১০ একটি বৃদ্ধ শুকপাখী। ওঙ্কারতীর্থে ইহার বাস ছিল, এই পাখী মহর্ষি চ্যবণকে বহুবিধ উপদেশ দেয়। (পদ্মপুরাণ।)

কুঞ্জর, (কুঁজরা)—কৃষকজাতিবিশেষ। ইহারা অতিশয় পরিশ্রমী, অযোধ্যাপ্রদেশে ইহারা শাকসবজীর ব্যবসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। পঞ্জাবপ্রদেশেও কুঞ্জর নামে একজাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের ঘরবাড়ীর স্থির নাই, এখানে সেখানে বেড়াইয়া বেড়ায়।

কুঞ্জরকণা (স্ত্রী) কুঞ্জরনাম্নী কণা পিপ্পলী, মধ্যলো°। গজপিপ্পলী।

কুঞ্জরকর (পুং) কুঞ্জরস্য করঃ ৬তৎ। হস্তিশুণ্ড, হাতির শুঁড়।

কুঞ্জরক্ষারমূল (ক্লী) কুঞ্জরস্য কুঞ্জরপিপ্পল্যা ইব ক্ষারং উগ্রং মূলমস্য, বহুব্রী। মূলা।

কুঞ্জরগড়, আরঙ্গাবাদের অন্তর্গত চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত একটি গিরিদুর্গ, অক্ষা° ১৯° ২৩´ উঃ, দেশা ৭৪° ৫´ পূঃ।

কুঞ্জরগ্রহ (পুং) কুঞ্জরস্য গ্রহঃ গ্রহণম্, ৬তৎ। হস্তিপক, মাহুত। "নাম্বন্ধো হশ্বমাজানন্ন গজং কুঞ্জরগ্রহঃ।" রামায়ণ ২।৯১।৫৭।

কুঞ্জরচ্ছায় (ক্লী) কুঞ্জরস্ত ছায়া যত্র, বহুব্রী। জ্যোতিঃ শাস্ত্রোক্ত যোগবিশেষ। ত্রয়োদশী তিথিতে মঘানক্ষত্রের সংযোগ হইলে অথবা সূর্য্য বা চন্দ্র মঘানক্ষত্রের সহিত মিলিত হইলে এই যোগ হয়।

মনুব্যাখ্যাকার কুল্লুকভট্ট অন্য তিথিতেও কুঞ্জরচ্ছায় যোগের বিষয় লিখিয়াছেন। যথা—

("অপি নঃ স কুলে জায়াৎ যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্।
পায়সং মধুসর্পিভ্যাং প্রাক্‌ছায়ে কুঞ্জরস্ত চ॥" ৩। ২৭৪।)

'প্রকৃতায়াং ত্রয়োদশ্যাং তথা তিথ্যন্তরে হপি হস্তিনঃ পূর্ব্বাং দিশং গতায়াং ছায়ায়াং মধুঘৃতসংযুক্তং পায়সং দদ্যাৎ।' কুল্লুক।)

কুঞ্জরদরী (স্ত্রী) দক্ষিণদিক্‌স্থ দেশবিশেষ।
("কচ্ছোহথ কুঞ্জরদরী সতাম্রপর্ণীতি বিজ্ঞেয়া।" বৃহৎসংহিতা।) বর্ত্তমান নাম অম্বুমলয়।

কুঞ্জরপিপ্পলী (স্ত্রী) কুঞ্জরনাম্নী পিপ্পলী, মধ্যলো°। গজপিপ্পলী। [গজপিপ্পলী দেখ।]

কুঞ্জররূপী [ন্] (ত্রি) কুঞ্জরস্যেব রূপমস্যাস্তি, কুঞ্জররূপ-ইনি। হস্তীর ন্যায় রূপযুক্ত।

কুঞ্জরা (স্ত্রী) কুঞ্জঃ হস্তিদন্ত ইব পুষ্পং অস্ত্যস্যাঃ, কুঞ্জর-অচ্ টাপ্। ১ ধাতকী, ধাইফুল। সংস্কৃত পর্য্যায়—ধাতকী, ধাতুপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী, বহ্নিজ্বালা। [ধাতকী দেখ।] ২ পারুল গাছ।
(কুঞ্জরো হনে কপে কেশে স্ত্রী ধাতক্যাঞ্চ পাটলৌ। মেদিনী।) ৩ হস্তিনী।

কুঞ্জরারাতি (পুং) কুঞ্জরস্য অরাতিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। ১ সিংহ। ২ শরভ নামক অষ্টপদযুক্ত পশুবিশেষ।
(শরভঃ কুঞ্জরারাতিরুৎপাদকো হষ্টপাদপি। হেম ৪।৩৫২।)

কুঞ্জরালুক (ক্লী) কুঞ্জরসংজ্ঞকং আলুকম্, মধ্যলো°। হস্ত্যালু নামক আলুবিশেষ।

কুঞ্জরাশন (পুং) কুঞ্জরেণ অশ্যতে, কুঞ্জর-অশ্-কর্ম্মণি ল্যুট্। অশ্বত্থগাছ। [অশ্বত্থ দেখ।]

কুঞ্জরাসন (ক্লী) কুঞ্জরস্যেব আসনং অত্র, বহুব্রী। আসনবিশেষ; হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মস্তক ভূমিতে স্পর্শ করিয়া, শরীরের মধ্যভাগ শূন্যে রাখিলে তাহাকে কুঞ্জরাসন কহে।

"অথ বক্ষ্যে মহাকাল কুঞ্জরাসনমুত্তমম্।
করদ্বয়েন পাদাভ্যাং ভূমৌ তিষ্ঠেৎ শিরঃ করঃ॥" রুদ্রযামল।

কুঞ্জল (ক্লী) কুৎসিতং জলমিব জলং যত্র, বহুব্রী। (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কাঞ্জিক, আমানি।

কুঞ্জবল্লরী (স্ত্রী) কুঞ্জাকারা বল্লরী, মধ্যলো°। নিকুঞ্জিকাম্লাগাছ।

কুঞ্জবিহারী (পুং) ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ উড়িষ্যাদেশীয় একজন কবি।

কুঞ্জাদি (পুং) পাণিনিব্যাকরণোক্ত শব্দগণবিশেষ; যথা— কুঞ্জ, ব্রধ্ন, শঙ্খ, ভস্মন্, গণ, লোমন্, শঠ, শাক, শুণ্ডা, শুভ, বিপাশ্, স্কন্দ, স্কম্ভ; এই কয়েকটি শব্দ কুঞ্জাদির অন্তর্ভূত। এই সকল শব্দের উত্তর গোত্র অর্থে চফঞ্ প্রত্যয় হয়। (পা ৪।১।৯৮।)

কুঞ্জিকা (স্ত্রী) কুন্‌জ্-ণ্বুল্-টাপ্-ইত্বঞ্চ। ১ কৃষ্ণজীরা। ২ নিকুঞ্জিকাম্লা গাছ।

কুঞ্জিলবার মলঙ্গিয়া, কাত্যায়নগোত্রীয় মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের একটি মূল

কুট (পুং, ক্লী) কুট্-ক। ১ কলশ। ২ (পুং) কোট, গড়। ৩ শিলাকুট্ট, পাথরভাঙ্গা হাতুড়ী। ৪ বৃক্ষ। ৫ পর্ব্বত। ৬ [বৈ] কৃত।
"পিতা কুটস্য চর্ষণিঃ।" ঋক্ ১।৪৬।৪। ('কুটস্য চর্ষণি কর্ম্মণো দ্রষ্টা।' সায়ণভাষ্য।)
'পিতা কৃতস্য কর্ম্মণশ্চায়িতাদিত্যঃ।' ইতি যাস্ক ৫।২৪।

কুটক (পুং) ১ দক্ষিণস্থ জনপদবিশেষ।
("সংক্রমমাণং কোঙ্কবেঙ্কটকুটকান্ দক্ষিণকর্ণাটকান্ যদৃচ্ছয়োপগতঃ কুটকাচলোপবনআস্যে।" ভাগবত ৫।৬।৮।)
২ ঐ দেশের অধিপতি জিনাচার্য্য। ৩ (ক্লী) ফাল।

কুটকাচল (পুং) কুটকদেশীয়ঃ অচলঃ, মধ্যলো°। কুটকদেশীয় পর্ব্বতবিশেষ।

কুটকারিকা (স্ত্রী) কুটং গৃহকর্ম্মাদিকং করোতি, কুট-কৃ ণ্বুল্ টাপ্—ইত্বম্। পরিচারিকা, চাকরাণী।

কুটঙ্ক (পুং) কুঃ গৃহভূমিঃ টঙ্ক্যতে আচ্ছাদ্যতে অনেন, কু-টঙ্ক-ঘঞ্। চাল।

কুটঙ্গ (পুং) স্থানবিশেষ।

কুটঙ্গক (পুং) কুটস্য অঙ্গলি, শকন্ধাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ গাছলতা প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত গহনস্থান। ২ গৃহাচ্ছাদন, চাল। ৩ গৃহবিশেষ, কুঁড়েঘর।

কুটচ (পুং) কুটে গিরৌ চীয়তে উৎপদ্যতে, কুট-চি ড। কুটজগাছ। [কুটজ দেখ।]

কুটজ (পুং) কুটে পর্ব্বতে জায়তে, কুট-জন্-ড। ১ কুড়চি গাছ। (Wrightia antidysenterica) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শক্র, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কৌটজ, বৃক্ষক, ইন্দ্রের সমুদায় নাম, কাহী, কালিঙ্গ, মল্লিকাপুষ্প, প্রাবৃষ্য, শক্রপাদপ, বরতিক্ত, যবফল, সংগ্রাহী, পাণ্ডুরদ্রুম, প্রাবৃষেণ্য, মহাগন্ধ, পাণ্ডর, কুটজ, কৌট, শক্রশাখী। হিন্দিতে

ইন্দরজো, তামিল বেপ্পল, তৈলঙ্গ কোড়গ। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—কটু, তিক্ত ও কষায়রস, অতিসার ও কফ-নাশক। রক্ত কুটজ রক্তপিত্ত ও ত্বক্‌দোষনিবারক।

(ভাবপ্র°, রাজনি° ও রাজব°।)

কুটজের পাতা কিছু দীর্ঘাকৃতি ও প্রশস্ত। ফুল সাদা ও লম্বা, তাহাতে বেশ সুগন্ধ আছে। ইহারই ফলকে ইন্দ্রযব কহে। [ইন্দ্রযব দেখ।]

কুটজের ছাল ও মূল অতীসার, গ্রহণী প্রভৃতিরোগ নিবারণ জন্য বহুপ্রকারে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজীতে ইহার ছালের নাম (Conissi-bark)। ২ (কুটাৎ ঘটাৎ জাতঃ) অগস্ত্যমুনি। ২ দ্রোণাচার্য্য। [কুম্ভজ দেখ।]

(কুটজো বৃক্ষভেদে স্যাৎ অগস্ত্যদ্রোণয়োরপি। মেদিনী।)

কুটজগতি (স্ত্রী) ত্রয়োদশাক্ষরি ছন্দোবিশেষ। যথাক্রমে ন, জ, স, ত, স, ত এবং ত, স, তগণ থাকিলে এই ছন্দঃ হয়।

("কুটজগতির্নজৌ সুসতস্তৌ গুরুঃ।" বৃত্তরত্ন টী°।)

কুটজপুটপাক (পুং) বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত অতিসাররোগনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—

কতকগুলি স্নিগ্ধ, ঘন ও পরিষ্কৃত কুটজছাল, চাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া জাম বা পলাশপাতা জড়াইয়া কুশদ্বারা বাঁধিতে হইবে, তাহার উপর ঘন করিয়া মাটীর লেপ দিয়া আগুনে পোড়াইবে; তৎপরে ঐ ছাল নিঙ্‌ড়াইয়া, তাহার রস মধুর সহিত সেবন করিলে অতিসাররোগ বিনষ্ট হয়। (চক্রদত্ত অতি°।)

কুটজরস (পুং) বৈদ্যকোক্ত অর্শরোগনাশক ঔষধবিশেষ। কুড়চির ছাল ১০০ পল, আটগুণ বৃষ্টির জলে সিদ্ধ করিয়া ১ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে সেই কাথ ছাঁকিয়া লইবে, তৎপরে ঐ ক্বাথের সহিত মোচরস, মঞ্জিষ্ঠা, প্রিয়ঙ্গু ও ইন্দ্রযবের চূর্ণ প্রত্যেক ১ পল পাক করিবে। পাককালে যখন হাতায় লাগিয়া যাইবে, সেই সময়ে নামাইয়া যথাসময়ে ও যথামাত্রা প্রয়োগ করিলে অর্শরোগ নিবারিত হয়। তদ্ভিন্ন রক্তাতিসার, শূল, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগও বিনষ্ট হয়।

(চক্রদত্ত অর্শঃ°।)

কুটজলেহ (পুং) বৈদ্যকোক্ত অতিসাররোগনাশক অবলেহবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—

কুটজছাল ।২॥, ১॥৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ।৬ সের থাকিতে কাপড়দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে, তৎপরে তাহাতে গুড় ৴৩৸০ দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে হইবে। পাকে ঘন হইলে রসাঞ্জন, মোচরস, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লজ্জালুলতা, চিতামূল, আকনাদি, বেলশুঁট, ইন্দ্রযব, বচ, ভেলা, আতইচ, বিড়ঙ্গ ও বালা, প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, গব্যঘৃত ৴॥০ সের প্রক্ষেপ দিবে। পরে শীতল হইলে তাহার সহিত মধু ৴॥০ সের মিশ্রিত করিতে হইবে। যথামাত্রায় এই লেহ ব্যবহার করিলে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও রক্তার্শ নিবারিত হয়। তদ্ভিন্ন অর্শজন্য রোগসমূহ এবং অম্লপিত্ত, অতীসার, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, গ্রহণী, শরীরের মৃদুতা, কৃশতা, শোথ ও কামলারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিবেচনানুসারে ঘৃত, মধু, ঘোল, জল ও দুগ্ধ প্রভৃতি এই ঔষধের অনুপান ব্যবস্থা করিবে। (চক্রদত্ত।)

কুটজবীজ (ক্লী) কুটজস্য বীজং ফলম্, ৬তৎ। ইন্দ্রযব। [ইন্দ্রযব দেখ।]

কুটজা (স্ত্রী) ত্রয়োদশাক্ষরি ছন্দোবিশেষ। লক্ষণ—

"সজসা ভবেদিহ সগৌ কুটজাখ্যম্।" বৃত্তর°।

স, জ, স, স ও গ গণ থাকিলে কুটজাছন্দঃ হয়।

কুটজাদ্যঘৃত (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত শূলরোগনাশক ঘৃতবিশেষ। "কুটজ ছাল, ইন্দ্রযব, নাগকেশর, নীলসুঁদী, লোধ ও ধাইফুলের কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে শূলরোগ ও রক্তার্শ নিবারিত হয়।" (চক্রদত্ত।)

কুটজাবলেহ (পুং) [কুটজলেহ দেখ।]

কুটজারিষ্ট (পুং) বৈদ্যকোক্ত অগ্নিদীপক ও জ্বরনাশক অরিষ্টবিশেষ। কুড়চি মূলের ছাল ।২॥০ সের, কিস্‌মিস্ ৴৬৷০ সের, মউফুল ও গাম্ভারী প্রত্যেক ৴১৷০ সের; ৬৷৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১॥৪ সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, পরে তাহার সহিত গুড় ।২॥ সের ও ধাইফুলচূর্ণ ৴২॥০ সের মিশ্রিত করিয়া একটি মৃৎপাত্রে দৃঢ়রূপে মুখবদ্ধ করিয়া এক মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। তাহার পর এই অরিষ্ট ব্যবহার করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর নাশ হয় এবং ধনঞ্জয় নামক জঠরাগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। (শার্ঙ্গধর।)

কুটজাষ্টকাবলেহ (পুং) বৈদ্যকোক্ত অতিসারাদি রোগনাশক ঔষধবিশেষ। কুটজছাল ৴৬৷০ সের, ১॥৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ।৬ সের থাকিতে ঐ কাথ ছাঁকিয়া লইবে। পুনর্ব্বার পাক করিতে করিতে ঘন হইলে লজ্জালু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আকনাদি, মোচরস, মুথা ও আতইচ প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া এই অবলেহ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা ব্যবহারে নানাপ্রকার বর্ণ ও বেদনাযুক্ত কষ্টসাধ্য অতিসারসমূহ, রক্তপ্রদর, সর্ব্বপ্রকার অর্শ ও প্রবাহিকারোগ নিবারিত হয়। বিবেচনানুসারে জল, ছাগদুগ্ধ বা অন্নমণ্ডের অনুপান ব্যবস্থা করিবে। (শার্ঙ্গধর।)

কুটন (দেশজ) ১ খণ্ড খণ্ড করা। ২ চূর্ণ করা, গুঁড়ান।

কুটনা (দেশজ) পাক করিবার জন্য খণ্ড খণ্ড তরকারী।

কুটনাকোটা (দেশজ) তরকারী কাটা।

কুটনী (দেশজ) কুট্টিনী, যে সকল স্ত্রী নায়কনায়িকার সঙ্ঘটন করিয়া দেয়।

কুটনীপনা (দেশজ) কুটনীর কার্য্য; নায়কনায়িকার সঙ্ঘটন জন্য চেষ্টা।

কুটন্নট (পুং) কুটন্ সন নটতি, কুটন্-নট্ অচ্। ১ শ্যোনাক বৃক্ষ, শোনাগাছ। [শ্যোনাক দেখ।]

(ক্লী) ২ কৈবর্ত্তমুস্তক, কেউটে মুথা, কেশুর। এই অর্থে কোন কোন স্থলে 'কুটন্নক' পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। [কৈবর্ত্তমুস্তক দেখ।]

(কুটন্নটস্তু কৈবর্ত্তীমুস্তকে পুংসি শ্যোনাকে। মেদিনী।)

কুটপ (পুং) কুটাৎ বিপজ্জালাৎ পাতি রক্ষতি, কুট-পা-ক। ১ মুনি। ২ ক্ষেত্রবিশেষ। ৩ গৃহের নিকটস্থ উপবন। কুট-কপন্। (উষিকুটিদলিকচিখজিভ্যঃ কপন্। উণ্ ৩। ১৪২।) ৪ পরিমাণবিশেষ, ৩২ তোলা। ৫ (ক্লী) পদ্ম।

কুটর (পুং) কুট-বাহুলকাৎ করন্। ১ মন্থানদণ্ড বাঁধিবার স্তম্ভ। ২ সর্পবিশেষ। (ভার° আদি°।)

কুটরী (দেশজ) ক্ষুদ্র ঘর, কুঠারী।

কুটরীয়া (দেশজ) বৃক্ষাদির কোটর।

কুটরীয়াপেঁচা (দেশজ) এক জাতীয় পেঁচা।

কুটরু (পুং) কুট-অরুঃ, কিচ্চ (কুটঃ কিচ্চ। উণ্ ৪। ৮০।) কাপড়ের গৃহ, তাঁবু। (কুটরুর্বস্ত্রগৃহম্। উজ্জ্বলদত্ত।)

কুটরুণা (স্ত্রী) কুটেষু অরুণা, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ। তেউড়ীলতা।

কুটল (ক্লী) কুটতি আচ্ছাদয়তি অনেন, কুট্ করণে কলচ্। ঘরের চাল, ছাদ।

কুটহারিকা (স্ত্রী) কুটং কলশং হরতি জলাদ্যানয়নার্থং গৃহ্লাতি, কুট-হৃ-ণ্বুল্-টাপ্-ইত্বঞ্চ। দাসী, চাকরাণী।

(পোটা বোটা চ চেটী চ দাসী চ কুটহারিকা। হেম ৩।১৯৮।)

কুটা (দেশজ) ১ ক্ষুদ্র তৃণ, খড়। ২ খণ্ড খণ্ড করা। ৩ কুট্টিত করা।

কুটাঘাত (দেশজ) হাতুড়ি দ্বারা আঘাত।

কুটান (দেশজ) অপরের দ্বারা কুট্টিত করিয়া লওয়া।

কুটার্থ (দেশজ) কুটিল অর্থযুক্ত বাক্যাদি, যে সকল বাক্যের অর্থ সহজে বুঝা যায় না।

কুটি (পুং) (স্ত্রী) কুট্-ই (কৃ গৃ শৃ পৃ কুটি-ভিদি ছিদিভ্যশ্চ। উণ্ ৪। ১৪২।) গৃহ। (কুটিঃ শালা। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ শরীর। 'কুটিঃ শালা শরীরঞ্চ।' সিদ্ধান্তকৌমুদী।

কুটিক (ত্রি) কুটিল।

("শিরসো মুণ্ডনাদ্বাপি ন স্থানকুটিকাসনাৎ। ভারত বনপ°)।

কুটিকা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (রামায়ণ ২। ৭১। ১৫।)

কুটিকুটি (দেশজ) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড।

কুটিকোষ্টিকা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (রামায়ণ ২। ৭১। ১০।)

কুটিচর (পুং) কুটি-কুটিলং যথাস্যাৎ তথা জলে চরতি, কুটি-চর-ট। জলশূকর, শুশুক।

কুটিত (ত্রি) কুটং কৌটিল্যং জাতমস্য, কুট-ইতচ্ কিচ্চ। কুটিল।

কুটিনী (দেশজ) কুট্টিনী, নায়কনায়িকার সঙ্ঘটনকারিণী।

"ঘরে পোষে চোর আরো কহে জোর এ বড় কুটিনী মাগী॥" বিদ্যাসুন্দর।

কুটির (ক্লী) কুট্যতে নির্ম্মীয়তে যৎ, কুট-ইরন্। ক্ষুদ্র গৃহ, কুটীর।

কুটিল (ত্রি) কুট্ কৌটিল্যে কুট্ বাহুলকাৎ ইলচ্। ১ বক্র, বাঁকা। সংস্কৃত পর্য্যায়—অরাল, বৃজিন, জিহ্ম, উর্ম্মিমৎ, কুঞ্চিত, নত, আবিদ্ধ, ভুগ্ন, বেল্লিত, বক্র, ভঙ্গুর, বেঙ্কু, বিনত, উন্দুর। ২ তগরপাদিকাফুল; সংস্কৃত পর্য্যায়—কালানুশারিবা, বক্র, তগর, শঠ, মহোরগ, নত, জিহ্ম, দীন ও তগরপাদিক। ৩ ছন্দোবিশেষ।

"যুগদিগ্‌ভিঃ কুটিলমিতি মতং স্মৌ নৌ গৌ।" (বৃত্তরত্নটী°।)

চারি অক্ষর ও দশ অক্ষরে যতি, এবং স, ম, ন, য, দুইটি গুরুবর্ণ থাকিলে এই ছন্দঃ হয়। ৪ কুটিল প্রকৃতি। ৫ খল।

("অধরে মধুর হাসি, কথা যেন মধুরাশি,
অন্তরে কুটিল অতিশয়॥" গোবিন্দমঙ্গল ৩৭।)

৬ দেবনাগরাক্ষর ভেদ। ভারতের নানাস্থানে খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১১শ শতাব্দীর খোদিত শিলালিপিতে এই অক্ষর প্রচলিত দেখা যায়। [বর্ণমালা দেখ।]

কুটিলগ (ত্রি) কুটিলং যথা তথা গচ্ছতি, কুটিল-গম্-ড। ১ বক্রগামী। ২ (পুং) সর্প।

কুটিলগতি (ত্রি) কুটিলা বক্রা গতির্যস্য, বহুব্রী। ১ বক্রগমনকারী। ২ (পুং) সর্প। ৩ (স্ত্রী) উৎপলিনী।

কুটিলা (স্ত্রী) কুটিল টাপ্। ১ বাঁকানদী। ২ সরস্বতী নদী। ৩ স্পৃক্কা নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৪ রাধিকার ননন্দা ও আয়ানঘোষের ভগিনী; ইহার মাতার নাম জটিলা। ৫ কুটিল-স্বভাবের স্ত্রী।

কুটী (স্ত্রী) কুটি-ঙীপ্। ১ গৃহ, কুটীর।

("ব্রহ্মহা দ্বাদশসমাঃ কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ।" মনু ১১।৭২।) ২ কুম্ভদাসী, কুটনী। ৩ মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। ৪ চিত্রগুচ্ছ।
(কুটী স্যাৎ কুম্ভদাস্যাঞ্চ মুরায়াং চিত্রগুচ্ছকে। মেদিনী।)

কুটীকৃত (ক্লী) কুটি-চ্বি-কৃ-ক্ত। গৃহীকৃত বস্ত্র, যে কাপড় দ্বারা গৃহ অর্থাৎ তাঁবু প্রস্তুত করা হইয়াছে।
("ঔর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চৈব কীটজং পট্টজস্তথা।
কুটীকৃতং তথৈবাত্র কমলাভং সহস্রশঃ॥" ভারত সভা°।)

কুটীচক (পুং) কুট্যাং পর্ণকুটীরে চকতে তৃপ্নোতি, বসতীত্যর্থঃ, কুটী-চক-অচ্। ১ সন্ন্যাসীবিশেষ; এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীগণ কর্ম্মনিষ্ঠ।
("চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচকবহূদকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো হত্র পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥" ভারত অনু°।)
স্কান্দে সূতসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—
"কুটীচকশ্চ সন্ন্যস্তঃ স্বে স্বে বেশ্মনি নিত্যশঃ।
ভিক্ষামাদায় ভুঞ্জীত স্ববন্ধূনাং গৃহেহথবা॥ ৩
শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাত্রিদণ্ডী স কমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥ ৪
সর্ব্বাঙ্গোদ্ধূননং কুর্য্যাত্রিপুণ্ড্রঞ্চ ত্রিসন্ধিষু।
শিবলিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যাৎ শ্রদ্ধয়ৈব দিনে দিনে॥" ৫
সূতসংহিতা জ্ঞানযোগখণ্ড ৬ অঃ॥

কুটীচক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিজ গৃহে অথবা নিজ বন্ধু-গৃহে অবস্থান করিবে এবং ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিবে। শিখা, যজ্ঞোপবীত, ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিবে; কাষায় বস্ত্র পরিধান ও পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবে। ত্রিসন্ধ্যা সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রধারণ এবং প্রতিদিন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ পূজা করিবে।

কুটীচর (পুং) কুট্যাং চরতি, কুটী-চর-ট। যতিবিশেষ।

কুটীচরক (পুং) কুটীচর-স্বার্থে কন্। যতিবিশেষ।

কুটীময় (ত্রি) কুট্যা বিকারঃ অবয়বো বা, কুটী-ময়ট্ (নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।১৪৪।) ১ কুটীরের অবয়ব। ২ কুটীরের বিকার।

কুটীমুখ (পুং) কুটীব মুখমস্য, বহুব্রী। মহাদেবের পারিষদ-বিশেষ।
("কাষ্ঠঃ কুটীমুখো দন্তী বিজয়া চ তপোঽধিকা॥"
ভারত সভা ১০ অঃ।)

কুটীর (পুং) কুটী-অল্পার্থে র। ১ ক্ষুদ্র গৃহ, কুঁড়ে, স্বল্পবেশ্ম। ২ (ক্লী) কেবল। ৩ রত।
(কুটীরং কেবলে রতে। হেম° অনে° ৩।৫৪১।)

কুটীরক (পুং) কুটীর স্বার্থে কন্। কুটীর।

কুটীস্বেদ (পুং) কুট্যাং ক্ষুদ্রগৃহে স্বেদঃ, ৭তৎ। বৈদ্যকোক্ত স্বেদ বিধিবিশেষ।

কুটুঙ্গক (পুং) কুটুঙ্গ-স্বার্থে কন্। ১ গাছলতা-আচ্ছাদিত গহন। ২ ধান্যাদি রাখিবার জন্য বংশাদি নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, ডোল। ৩ ঘরের চাল। ৪ গাছলতা প্রভৃতি। ৫ কুঁড়েঘর।

কুটুনী (স্ত্রী) কুট-উন্-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) কুট্টিনী, কুটনী।

কুটুম্ব (পুং) কুটুম্বয়তে পালয়তি, কুটুম্ব-অচ্। যদ্বা কুটু-ম্ব্যতে পাল্যতে সম্বধ্যতে বা কুটুম্ব কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ নাম। ২ জ্ঞাতি। ২ বান্ধব। ৩ যাহার সহিত বিবাহাদি দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। ৪ পোষ্যবর্গ।
("তস্য ভৃত্যজনং জ্ঞাত্বা স্বকুটুম্বান্ মহীপতিঃ।" মনু ১১।২২।)

কুটুম্বক (পুং, ক্লী) কুটুম্ব-স্বার্থে কন্। কুটুম্ব।
"উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥" পঞ্চতন্ত্র।

কুটুম্বকলহ (পুং, ক্লী) কুটুম্বেন সহ কলহঃ, ৩তৎ। ১ উভয় কুটুম্বের বিবাদ। ২ জ্ঞাতির সহিত বিবাদ।

কুটুম্বব্যাপৃত (ত্রি) কুটুম্বভরণায় ব্যাপৃতঃ নিযুক্তঃ। ১ অভ্যা-গারিক, উপাধি। কটুম্বপোষণে আসক্ত। ২ (কুটুম্বেন পুত্রদারাদিপোষ্যবর্গেন ব্যাপৃতঃ সংযুক্তঃ ৩তৎ) বহুপরিবার-বিশিষ্ট।

কুটুম্বিক (ত্রি) কুটুম্বো হস্যাস্তি, কুটুম্ব-ঠন্। কুটুম্বাদি পরি-বৃত গৃহস্থাশ্রমী, যে ব্যক্তি কুটুম্বাদি লইয়া গৃহস্থধর্ম্ম প্রতি-পালন করে।
"কুটুম্বিকো ধর্ম্মকামঃ সদা হস্বপ্নশ্চ মানবঃ॥" ভারত অনু ৯৩অঃ।

কুটুম্বিতা (স্ত্রী) কুটুম্বো হস্ত্যস্য কুটুম্বী, তস্য ভাবঃ—তল্। ১ কুটুম্ববিশিষ্ট ব্যক্তির কার্য্য। ২ পারিবারিক সম্বন্ধ। ৩ কুটুম্বের প্রতি ব্যবহার।

কুটুম্বিনী (স্ত্রী) কুটুম্বঃ অতিশয়েন অস্ত্যস্যাঃ, কুটুম্ব-ইনি-ঙীপ্। ১ কুটুম্ববিশিষ্টা। ২ পতিপুত্রকন্যা প্রভৃতি আত্মীয়বিশিষ্টা স্ত্রী। সংস্কৃত পর্য্যায়—পুরন্ধ্রী, পুরন্ধ্রি ও পুরন্ধ্রিকা। ৩ ক্ষুদ্র গুল্মবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—পয়স্যা, ক্ষীরিণী, জলকামুকা, বক্রশল্যা, ছুরাধর্ষা, ক্রূরকর্ম্মা, সিরিণ্টিকা, শীতা, প্রহর-কুটুবী, শীতলা, জলেরুহা। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—মধুররস, সংগ্রাহক, রসায়ন এবং কফ, পিত্ত, ব্রণ, রক্তদোষ ও কণ্ডুনাশক। (রাজনি°।)

কুটুম্বী [ন্] (পুং) কুটুম্বঃ অস্যাস্তি, কুটুম্ব-ইনি। ১ গৃহী, গৃহমেধী, গৃহস্থ। ২ (ত্রি) কুটুম্ববিশিষ্ট। ৩ কৃষক।

কুটুম্বৌকঃ [স্] (ক্লী) কুটুম্বানাং ওকঃ বাসস্থানম্। কুটুম্ব-দিগের বাসস্থান।

কুট্‌কুট্ (দেশজ) যাতনাবিশেষ ; অপরিষ্কৃত বিছানায় শয়ন করিলে যেরূপ যাতনা হয়। অথবা ওল কচু প্রভৃতি দ্রব্য-ভক্ষণে মুখে লাগিলে যেরূপ যাতনা হয়।

কুট্‌কুটানি (দেশজ) যাতনাবিশেষ।

কুট্‌কুটে (দেশজ) যাহা দ্বারা বা যাহা হইতে কুট্‌কুটানি যাতনা পাওয়া যায়।

কুটের (পুং) কুটীর, কুঁড়েঘর।

কুট্টক (পুং) কুট্টকঃ ভাজ্যভাজকাদিগণনং যত্র, বহুব্রী। ১ অঙ্কবিশেষ। "ভাজ্যো হারঃ ক্ষেপকশ্চাপবর্ত্যঃ কেনাপ্যাদৌ সম্ভবেৎ কুট্টকার্থম্।" লীলা°।

২ (ত্রি) কুট্টয়তি উপলদণ্ডাদিভি র্ভিনত্তি ছিনত্তি বা, কুট্ট-ণ্বুল্। ছেদনকারক। ৩ চূর্ণকারক।

("দন্তোলুখলিকঃ কালপকাশী বাশ্মকুট্টকঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৪৯।)

কুট্টকাধ্যায় (পুং) লীলাবতীর অধ্যায়বিশেষ, ইহাতে কুট্টক অঙ্কের বিষয় বর্ণিত আছে।

কুট্টন (ক্লী) কুট্টতে, কুট্ট ছেদনে ভাবে ল্যুট্। ১ ছেদন, কোটা। ২ নিন্দা করা। ৩ প্রতাপণ।

কুট্টনী (স্ত্রী) কুট্টয়তি ছিনত্তি নাশয়তি ইত্যর্থঃ স্ত্রীণাং কুলমিতি শেষঃ, কুট্ট-স্বার্থে ণিচ্-ল্যুট্-ঙীপ্। যদ্বা কুট্টতে ছিদ্যতে স্ত্রীণাং কুলমনয়া ; কুট্ট-করণে ল্যুট্-ঙীপ্। ১ নায়কনায়িকার সংযোগকারিণী স্ত্রী, কুট্‌নী। সংস্কৃত পর্য্যায়—শম্ভলী, কুট্টনী, সম্ভলী, মাধবী, রঙ্গমাতা, অর্জ্জুনী, কুম্ভদাসী, গণেরুকা।

কুট্টন্তী (স্ত্রী) কুট্ট-শতৃ-ঙীষ্। ছেদনকারিণী, যে স্ত্রী কুটিতেছে।

কুট্টমিত (ক্লী) ১ স্ত্রীদিগের দশপ্রকার শৃঙ্গারচেষ্টার অন্তর্ভূত চেষ্টাবিশেষ। অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত ইহার লক্ষণ যথা—

"কেশস্তনাধরাদীনাং গ্রহে হর্ষেঽপি সম্ভ্রমাৎ।
প্রাহুঃ কুট্টমিতং নাম শিরঃ করবিধূননম্।

সাহিত্যদ° ৩। ১১১।

স্ত্রীদিগের কেশ-স্তন বা অধর ধারণ করিলে হৃষ্ট হইয়াও সসম্ভ্রমে যেরূপ মস্তক ও হস্ত নাড়িয়া বাধা দিবার চেষ্টা করে, সেই চেষ্টাকেই কুট্টমিত কহে।

হেমচন্দ্র ইহাকে স্ত্রীদিগের স্বাভাবিক দশপ্রকার অলঙ্কারের অন্তর্ভূত বলিয়াছেন।

লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তি র্বিব্বোকঃ কিলকিঞ্চিতম্।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং ললিতং বিহৃতং তথা।
বিভ্রমশ্চেত্যলঙ্কারাঃ স্ত্রীণাং স্বাভাবিকা দশ॥

হেম ৩। ১৭১—১৭২।

কুট্টাক (ত্রি) কুট্ট-ষাকন্ (জল্পভিক্ষকুট্টলুণ্টবৃঙঃ ষাকন্। পা ৩।২।১৫৫।) ছেদক, যে ছেদন করে।

কুট্টাপরান্ত (পুং) মহাভারতোক্ত জনপদবিশেষ। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

("কুট্টাপরান্তা মাহেয়া কক্ষাঃ সামুদ্রনিষ্কুটাঃ।"

ভারত ভীষ্ম ৯ অঃ।)

কুট্টার (পুং) কুট্ট্যতে ভিদ্যতে হন্যতে বা অস্মিন্ পতিতে সতি ইতি শেষঃ। কুট্ট-আরন্। ১ পর্ব্বত। (ক্লী) ২ কম্বল। ৩ অনুরাগ। ৪ কেবল। (কুট্টারং কেবলে রতে। মেদিনী।)

কুট্টিত (ত্রি) কুট্ট-ক্ত। ১ ছিন্ন। ২ চূর্ণীকৃত। ৩ খণ্ডীকৃত।

কুট্টিনী (স্ত্রী) কুট্টং স্ত্রীণাং কুলনাশঃ কর্ত্তব্যতয়া অস্ত্যস্যা কুট্ট-ইনি-ঙীপ্। কুট্টনী, কুটনী।

কুট্টিম (পুং, ক্লী) কুট্ট ভাবে ঘঞ্, কুট্টেন নিষ্পন্নঃ কুট্ট-ইমপ্। ১ মণিখচিত স্থান। ২ চূণকাম করা স্থান। ৩ কুটীর। ৪ দাড়িম গাছ।

কুট্টিমিত (ক্লী) [কুট্টমিত দেখ।] শব্দচিন্তামণিতে কুট্টিমিত পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

কুট্টিহারিকা (স্ত্রী) কুট্টতে যৎ কুট্ট-ইন্ কুট্টিং মৎস্যমাংসাদিকং হরতি কুট্টি-হৃ-ণ্বুল্-টাপ্ অতইত্বম্। দাসী।

কুট্টীর (পুং) কুট্টতে অস্মিন্ কুট্ট-ঈরন্। পর্ব্বত।

কুট্টীরক (পুং, ক্লী) কুট্টীর-স্বার্থে কন্। ১ ক্ষুদ্র পর্ব্বত। ২ কুটীর, কুঁড়েঘর। ("দ্বিতীয়েন তস্যা অস্থীনি তদ্ভস্ম চ শ্মশানে কুট্টীরকং কৃত্বা রক্ষিতানি।" বেতালপ° ১৭। ১২।)

কুট্‌পাট (দেশজ) ১ খণ্ড খণ্ড করা। ২ ছিঁড়িয়া ফেলা।

কুট্মল (ক্লী) কুট্টতে নারকিভ্যো যন্ত্রণা দীয়তে যত্র, কুট্ বৃষাদিত্বাৎ কলচ্-মুট্চ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১। ১০৮।) ১ নরকবিশেষ ; এখানে পাপিদিগকে রজ্জুদ্বারা পীড়ন করে। ২ (পুং, ক্লী) কুটতি ঈষৎ বিকাশোন্মুখী ভবতি। ঈষৎ বিকসিত ফুলের কুঁড়ি। সংস্কৃত পর্য্যায়—মুকুল, কোষ।

(কুট্মলো মুকুলে পুংসি নদ্বয়ো নরকান্তরে। মেদিনী।)

কুট্মলিত (ত্রি) কুট্মলো২স্য সঞ্জাতঃ, কুট্মল-ইতচ্ (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬।) মুকুলিত, যাহার মুকুল হইয়াছে।

কুট্‌মুট্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কুঠ (পুং) কুঠ্যতে ছিদ্যতে ২সৌ, কুঠ ছেদনে – কর্ম্মণি ঘঞর্থে ক। বৃক্ষ। (জীর্ণো ক্রবিটপী কুঠঃ ক্ষিতিরুহঃ কারস্করো বিষ্টরঃ।

হেম ৩। ১৮০।)

কুঠর (পুং) কুঠ-বাহুলকাৎ করন্। ১ মন্থনদণ্ড বাঁধিবার স্তম্ভ ; অপর সংস্কৃত নাম—দণ্ডবিষ্কম্ভ। ২ সর্পবিশেষ।

(ভারত ১। ৩৫। ১৫৪)

(দেশজ) ১ ক্ষুদ্র গৃহ। ২ একটি ঘর।

কুঠাকু (পুং) কোঠতি আহস্তি ভিনত্তি বা কাষ্ঠম্, কুঠ্-আকুন্ কিচ্চ। কাঠঠোক্‌রা পাখী।

কুঠাটঙ্ক (পুং, স্ত্রী) কুঠারষ্টঙ্ক ইব, (পৃষোদরাদিত্বাৎ রলোপঃ।) কুঠার।

কুঠার (পুং, স্ত্রী) কোঠতি অনেন, কুঠ-করণে আরন্। অস্ত্রবিশেষ, কুড়াল। সংস্কৃত পর্য্যায়—স্বধিতি, পরশু, পরশ্বধ, কুঠারী, পশু, পর্শ্বধ, কুঠাটঙ্ক ও দ্রুঘন।

হেমাদ্রির পরিশেষখণ্ডে কুঠারের লক্ষণাদি এইরূপ লিখিত আছে -"কুঠার দুইপ্রকার ; একপ্রকারদ্বারা হাতে ধরিয়া ছেদন করিতে হয়, অপর প্রকার হাত হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া ছেদন করিতে হয়। এই দুই প্রকার কুঠারই ওজনে ৫০ পল, দৈর্ঘ্যে ১৫ অঙ্গুলি এবং বিস্তারে ৫৷৷০ অঙ্গুলি হইলে তাহাই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ওজনে ৪০ পল, দৈর্ঘ্যে ১৩৷৷০ অঙ্গুলি ও বিস্তারে ৪৷৷০ অঙ্গুলি হইলে তাহা মধ্যম এবং ওজনে ৩০ পল, দৈর্ঘ্যে ১২ অঙ্গুলি ও বিস্তারে ৩৷৷০ অঙ্গুলি হইলে তাহা নিকৃষ্ট কুঠার। এই সকল কুঠারের দণ্ড শাল, ধব, ধম্বন, শাক, অর্জ্জুন, শিরীষ, শিংশপ, অসন, রাজবৃক্ষ, ইন্দ্রবৃক্ষ, তিন্দুক, সোমবল্ক ও শ্বেতার্জ্জুন প্রভৃতি কাষ্ঠে করিতে হয়।"

২ (পুং) কুঠ্যতে ছিদ্যতে হসৌ কুঠ্ কর্ম্মণি আরন্। বৃক্ষ।

কুঠারক (পুং) কুঠার-অল্পার্থে স্বার্থে বা কন্। ১ কুঠার। ২ ক্ষুদ্র কুঠার।

কুঠারিকা (স্ত্রী) কুঠারী-কন্-টাপ্ পূর্ব্বস্য হ্রস্বঃ। সুশ্রুতোক্ত সিরাবেধ করিবার জন্য কুঠারাকৃতি অস্ত্রবিশেষ। এই অস্ত্র বাম হস্ত দ্বারা বেধ্য সিরার উপর ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যম অঙ্গুলি একত্র করিয়া তাহার টোকা মারিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

("কুঠারিকা ব্রীহিমুখারাবেতসপত্রকানি ব্যধনে সূচী চ। কুঠারিকাং বামহস্তন্যস্তামিতরহস্তমধ্যমাঙ্গুল্যাঙ্গুষ্ঠবিষ্টব্ধয়াভিহন্যাৎ।" সুশ্রুত সূত্র ৮ অঃ।)

কুঠারী (পুং) কুঠার ঙীপ্। কুঠার, কুড়াল।

("মূলে মারি কুঠারী পল্লবে ঢালে জল।" শিবায়ন। ২৬।)

কুঠারু (পুং) কুঠ-আরু। ১ শস্ত্রকার। ২ বৃক্ষ। ৩ বানর।

(কুঠারু র্না দ্রুমে কীশে। মেদিনী।)

কুঠি (পুং) কুঠ্ ইন্-কিচ্চ (কুঠি কম্প্যোর্নলোপশ্চ। উণ্ ৪। ১৪৩।) ১ পর্ব্বত। ২ বৃক্ষ।

(কুঠিঃ পর্ব্বতবৃক্ষয়োঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

(দেশজ) ৩ গৃহ, বাড়ী। ৪ কার্য্যালয়।

কুঠিক (পুং) কুঠ-ইকন্-কিচ্চ। কুষ্ঠ, কুড় নামক ঔষধবিশেষ। [কুষ্ঠ দেখ।]

কুঠী (দেশজ) মহাজন বা ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়-স্থান।

কুঠীবাল (দেশজ) কুঠীওয়ালা, কুঠীর অধিকারী।

।বেঙ্গ (দেশজ) এক প্রকার ভেক।

কুঠের (পুং) কুণ্ঠতি তাপয়তি বৈকল্যং করোতি বা কুঠি-এরক্ বাহুলকাৎ নুমোঽভাবঃ (পতিকঠিকুঠিগড়িগুড়ি দংশিভ্য এরক্। উণ্ ১। ৫৯।) ১ অগ্নি। ২ তুলসী। ৩ বাবুই তুলসী।

("অঙ্কোঠাংশ্চ কুঠেরাশ্চ নীলাশোকাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥" গো° রামা° ৩। ১৭। ১০।)

কুঠেরক (পুং) কুঠের ইব কায়তি প্রকাশতে, কুঠের-কৈ ক। ১ তুলসী। ২ শ্বেততুলসী। ৩ বাবুই তুলসী। সংস্কৃত পর্য্যায়—শ্বেততুলসী অর্থে—অর্জ্জক, শ্বেতপর্ণাস ও গন্ধপত্র। বাবুই তুলসী অর্থে—বর্ব্বরী, তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা ও পর্ণাশ। ৪ নন্দীবৃক্ষ।

কুঠেরজ (পুং) কুঠের ইব জায়তে, কুঠের জন্-ড। কুঠেরক, শ্বেততুলসী।

কুঠেরু (পুং) কুঠ-এরুক্। চামরের বাতাস। মশক।

কুঠ্যা (দেশজ) কুষ্ঠরোগী।

কুড় (দেশজ) ১ ঔষধবিশেষ, কুষ্ঠ। ২ একবিঘা। ৩ রাশি।

কুড়কবালী (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Hedysarum bupleurifolium)

কুড়ন (দেশজ) ১ আহরণ। ২ খনন। ৩ বিক্ষিপ্ত বস্তু কুড়াইয়া লওয়া।

কুড়প (পুং) কুড়-কপন্। কুড়ব পরিমাণ।

কুড়ব (পুং) কুণ্ডতি পরিমাতি অনেন অস্মিন্ বা কুড়-কবন্। ১ পরিমাণবিশেষ। লীলাবতী মতে এই পরিমাণ প্রস্থের চতুর্থাংশ। ২ বৈদ্যশাস্ত্র মতে এই পরিমাণ ৩২ তোলা, অর্দ্ধসের। সংস্কৃত পর্য্যায়—অঞ্জলি, অষ্টমার, শরাবার্দ্ধ।

কুড়ল (দেশজ) ১ কুঠার। ২ পক্ষিবিশেষ, কুরর, ইহারা মৎস্য খায়।

কুড়হুঞ্চী (স্ত্রী) কুড়ী ক্ষুদ্রা হুঞ্চী কারবেল্লী কর্ম্মধা। ক্ষুদ্র কারবেল্লী, ছোট করলা, উচ্ছে।

কুড়া (দেশজ) বিঘা।

("আরম্ভে উগালা গেল একশত কুড়া।
পড়ে গেল পাশে যেন পর্ব্বতের চূড়া॥" শিবায়ন ১১১।)

কুড়াচ (দেশজ) কুটজগাছ।

কুড়ান (দেশজ) ১ বিক্ষিপ্ত বস্তু তুলিয়া লওয়া। ২ আহরণ করা।

কুড়ানীয়া (দেশজ) যে সকল স্ত্রী বন হইতে কাষ্ঠাদি কুড়াইয়া আনে।

কুড়াপন্থী (দেশজ) উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা এক কুঁড়ায় অর্থাৎ একরাশিতে সমুদায় আহার্য্য দ্রব্য একত্র করিয়া সম্প্রদায়ের সকলে মিলিয়া আহার করার জন্য 'কুড়াপন্থী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহারা কোনরূপ মূর্ত্তির আরাধনা করে না। কেবলমাত্র ইষ্টমন্ত্রের আরাধনা করে এবং কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া শ্রবণনাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত এবং ভ্রুকুটিধ্যান অর্থাৎ ভ্রুর মধ্যস্থলবর্ত্তী দ্বিদল পদ্ম মধ্যে সত্যপুরুষ অবস্থিত আছেন, এইরূপ ধ্যান করিয়া থাকে। তুলসীদাস নামক একজন গন্ধবণিক্ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক; আগরাজেলার অন্তর্গত হাত্রাস নগরে তাঁহার নিবাস ছিল।

কুড়াল (দেশজ) কুঠার।

কুড়ালি (দেশজ) কুঠার, কুড়াল।

কুড়ালিয়া (দেশজ) ক্ষুদ্র লতাবিশেষ। (Hedysarum buplenrifolium.) ইহার আকৃতি অনেকটা আমরুলের ন্যায়, তবে তাহা অপেক্ষা পাতাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

কুড়ি (পুং) কুণ্ড্যতে দহ্যতে কুডি-ইন্। ১ শরীর। ২ (দেশজ) বিংশতি সংখ্যা। ৩ কুষ্ঠরোগ।

কুড়িকুষ্ট (দেশজ) কুষ্ঠরোগ।

কুড়িশ (পুং) কুড্যতে ভক্ষ্যতে হসৌ কুড় বাহুলকাৎ শ-ইট্। মৎস্যবিশেষ, কুড়চি মাছ। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—মধুর, কষায়, রুচিকারক, অগ্নিদীপক, লঘু, স্নিগ্ধ, বলকারক, কোষ্ঠবদ্ধকারক এবং বায়ুরোগের পথ্য। (রাজব॰।)

কুড়ীয়া (দেশজ) ১ কুঁড়ে অলস। ২ কুষ্ঠরোগী।

কুড়ুৎ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কুড়ুপ (পুং) কুলুপ, যাহা দ্বারা কাষ্ঠ বা অলঙ্কারের মুখ বন্ধ করা হয়।

কুড়ুরকুড়ুর্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কুড়ুরমুড়ুর (দেশজ) শব্দবিশেষ।

কুড়ুল (দেশজ) কুঠার, কুড়াল।

কুড়োল (দেশজ) ১ অপরিষ্কার। ২ মন্দগঠন।

কুড়্চী (দেশজ) কুটজ গাছ।

কুড্মল (পুং, ক্লী) কুড়বাল্যে কলচ্-মুট্চ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১। ১০৮।) ১ মুকুল। [কুট্মল দেখ।]

(কুড্মলো মুকুলো হস্ত্রিয়াম্। অমর।)

২ নরকবিশেষ। ৩ কুশস্থলীর নিকটবর্ত্তী তীর্থবিশেষ।

"রামকুণ্ডং কুড্মলঞ্চ প্রাচীসিদ্ধং গুণোপমম্।
এবং ক্ষেত্রং মহাদেবি ভার্গবেণ বিনির্ম্মিতম্॥"

সহ্যাদ্রিখ॰ ২। ১। ২৯।

কুড্মলদন্তী (স্ত্রী) কুড্মলবৎ দন্তঃ অস্যাঃ বহুব্রী। যে সকল স্ত্রীর দাঁত মুকুলের মত।

কুড্মলিত (ত্রি) কুড্মলঃ সঞ্জাতো হস্য কুড্মল-ইতচ্ (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬) মুকুলিত। যাহার মুকুল হইয়াছে।

কুড়্মি, (কুড়্মী)—কৃষিকর্ম্মোপজীবি শূদ্রজাতিবিশেষ। সচরাচর ইহারা কুরমি, কুরুম্বি, কুরুম, কুরুমাণিক প্রভৃতি নামে আখ্যাত। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় এই জাতির বসবাস। বেহার ও পশ্চিমাঞ্চলে এই জাতি ব্রাহ্মণ ও রাজপুতের ন্যায় তত সুশ্রী না হইলেও দেখিতে মন্দ নহে, দেহ বেশ সুগঠিত, বর্ণ নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেকটা সুসভ্য আর্য্যজাতিরই মত। বর্ণ শ্যামবর্ণ, আচার ব্যবহার সাধারণ হিন্দুর মত।

কিন্তু ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় ঠিক উহার বিপরীত, সেখানকার কুড়্মিদিগকে দেখিতে অসভ্য সাঁওতালদিগের মত, বর্ণ ও আচারব্যবহার অসভ্য জাতির ন্যায়।

বেহার অঞ্চলে কুড়্মি জাতির মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীভেদ আছে। যথা—অযোধীয়া, কচইসা, কত্রিয়ার, খরচবার, ঘমেল, ঘোড়চড়া, চন্দন বা চন্দেল, জৈসবার, তেরথরিয়া, রামৈয়া, সংসবার, সৈন্থবার, সৌচাঁদ।

উহাদের মধ্যে গরাইন্ ও কাশ্যপগোত্র প্রচলিত আছে।

উড়িষ্যায় এই কয় শ্রেণীভেদ দৃষ্ট হয়—গাদাসরি, গায়সরি, মইষাসরি ও বাগসরি। ছোটনাগপুরে—আধকুরমি বা মধ্যমকুরমি, কুরুম, খোরিয়া, নীচ কুড়্মি, মগহিয়া, শিখরিয়া বা ছোট কুড়্মি ইত্যাদি। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে আবার কতকগুলি মূল আছে। যথা—

অন্ধচাবার, অন্ধচিপা পনরিয়া, কতিয়ার, কাচিয়ারি, কাচিমার, কানবিন্ধা, কারাকাতা করবার, কুন্দিয়ার, কেসরিয়া, কৈওবমুয়ার, কৈরবার, খেচা কেসরিয়া, গোরিয়ার, চিল-বিমুয়ার, চিলবিন্ধা-পনরিয়া, ছোড়রুয়া, ছোঁচ্মরুয়ার, জালবমুয়ার, জুথশখ্বার, জুরুয়ার, ঝাপা-বস্রিয়ার, ডুমুরিয়া, তিরুয়ার, তুকিপিটা ডুমুরিয়া, তুন্দুয়ার, দুগ্রিয়ার, নাগ, নাগবস্রিয়ার, নাংটোয়ার, নৌয়াখুরি, পুঁড়িয়ার, বমুয়ার, বহেরবার, বাঁশ, বাংস্রিয়ার, বাঘবমুয়ার, বাঘবার, বাগসরিয়া, বিলার, বেন্দিয়ার, ভোক্বার, মঙ্গর, মথরবার, মন্নবার, মুর্ম্মু, মুষ, রাজমোর, রিম্‌রিমিয়া, শঙ্খবার, সালবনবার, সিয়ার, সোনা।

কুড়্মিদিগের উপাধি—চৌধুরী, মণ্ডল, মরার, মহতো, মহন্ত, মহারাম, মুখ্য, পরামাণিক, রাউত, সরকার, সিং।

উপরোক্ত কুড়্মিশ্রেণীর মধ্যে বেহারের অযোধীয়া

শ্রেণীই সর্ব্বপ্রধান। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অযোধ্যায় কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এখন ইহাদের মধ্যে অনেকেই বঙ্গদেশে চৌকীদার বা সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত হয়। জৈসবার শ্রেণী কৃষিকর্ম্মে বিলক্ষণ পটু, প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যেই জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা সুরাপান ও বিধবাবিবাহ দেয় বলিয়া ভ্রষ্ট ও কুড়্মিদিগের নিম্নশ্রেণী মধ্যে গণ্য।

মানভূমের কুরুমশ্রেণীরা বলে, তাহারাই প্রকৃত মৌলিক জাতি, অপর শ্রেণী মদ্যপান ও কুক্কুট ভক্ষণ করায় তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। নীচ কুরমিদিগের মধ্যে যোনি-দোষ প্রবল, ইহারা সতীত্বের তেমন মর্য্যাদা রাখে না। ছোটনাগপুরের উত্তরাংশে মগহিয়া শ্রেণীর বাস, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ বেহার হইতে আসিয়া এখানে বাস করে। এ অঞ্চলে অপর শ্রেণী অপেক্ষা ইহারাই অনেকটা হিন্দু-ধর্ম্ম-নীতি মানিয়া চলে। বাগসরিয়া নামক অপর শ্রেণীর আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনেকটা অসভ্য কোল সাঁওতালদিগের ন্যায়।

উড়িষ্যার—গায়সরি, মইষাসরি, বাগসরি ও গদাসরি এই চারি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণী অনেকটা হিন্দু-মতাবলম্বী, এই দুই শ্রেণীর লোকেরা এখানকার অপর শ্রেণী কুড়্মির ন্যায় কুক্কুটাদির মাংস খায় না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে—প্রধানতঃ খরীবীন্দ, পতরিয়া, ঘোর-চড়া, জৈস্বার, কনৌজিয়া, কেওত ও ঝুনৈয়া এই কয়েকটি-শ্রেণীভেদ আছে। এ ছাড়া কাশী ও গোরক্ষপুর অঞ্চলে অঠারিয়া, অথরবার, চুননৌন্, পুতনবার ও সৈথবার; রোহিলখণ্ডে কত্তিয়ার, গঙ্গ্‌বারী, জদোন ও ভর্ত্তি; নাগপুরে ঝরি, নিম্নদুয়াবে চপরিয়া ও সিংরৌর ইত্যাদি শ্রেণীভেদ দেখা যায়।

অযোধ্যাপ্রদেশেও কুড়্মির বাস আছে। অধিকদিন নহে দর্শনসিং নামে একজন দুষ্ট লোক এখানকার স্বজাতি কুড়্মিদিগকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছে।

গুজরাট, মহারাষ্ট্র, খান্দেশ, বেরার প্রভৃতি স্থানে কুণ্‌বী, কুন্‌বী বা কুম্বী নামে বহুসংখ্যক কৃষিজীবী বাস করে। অনেকে বলেন, এই কুণ্‌বী ও কুড়্মী উভয়ই একজাতি, গঠন সৌসাদৃশ্য, সামাজিক অবস্থা ও আচার ব্যবহার উভয় জাতিরই প্রায় এক প্রকার। এই সকল কুণ্‌বী জাতি বহুকাল ধরিয়া পুরুষানুক্রমে এক এক স্থানে চাষবাস করিয়া এখন অনেকেই আবার সেই সেই স্থানে স্বত্বাধিকারী হইয়া বসিয়াছে। সেখানে ইহারা জলাচরণীয় শূদ্র মধ্যে পরিগণিত। সুপ্রসিদ্ধ সিন্ধিয়ারাজ এই কুণ্‌বী জাতিসম্ভূত। [সিন্ধিয়া ও রণজী দেখ।] কুড়্মীদিগের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের কুণ্‌বীজাতি মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে। উত্তরপশ্চিমে ভিন্নশ্রেণী মধ্যে আহার ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও যেমন এক শ্রেণী সহজে অপর শ্রেণীকে কন্যাদান বা অপর শ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করিতে চায় না, কুণ্‌বীদিগের মধ্যেও সেইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

দাক্ষিণাত্যে প্রধানতঃ কুণ্‌বীদিগের এই কয়টী শ্রেণী-ভেদ দেখা যায়—মাজী, ফুলমালী, জিরৎমালী, হল্‌দীমালী, বঞ্জরী, গণ্ডদি, সাগর, আতলী, ভেলালি, বিন্দেশা, পাজ্‌নি।

পশ্চিমভারতে—অর্জ্জুনা নামক শ্রেণীভুক্ত কণ্‌বীই অধিক।

বেরারে কুণ্‌বী শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর 'রোটী-ব্যভার' অর্থাৎ পান ভোজন চলিত আছে, কিন্তু পরস্পর 'বেটী ব্যভার' অর্থাৎ কন্যাদান প্রচলিত নাই। বেরারে 'দেশমুখ' অর্থাৎ প্রধান কুণ্‌বীরা উচ্চ হিন্দুদিগের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম মানিয়া চলে। অপর সাধারণে মাংসভক্ষণ মদ্যপান প্রভৃতি দোষের বলিয়া মনে করে না, তাহাদের মধ্যে বিধবারা মনে করিলেই আবার বিবাহ করিতে পারে।

কুণ্‌বী পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই বলবান্, কষ্টসহিষ্ণু ও অধিক পরিশ্রমী। স্ত্রীলোকেরাও স্বামীর কৃষিকার্য্যে সহায়তা করে। একটি প্রবাদ আছে—

"ভলী জাত কুম্বিন্ কী খুরপী হাথ।
খেত নিরাবে অপনে পী কে সাথ॥"*

বিবাহপ্রথা—বেহার ও উত্তরপশ্চিমের কুড়্মীরা বালিকা-কালেই কন্যার বিবাহ দেয়; তবে অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইলে সচরাচর ঋতু হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে।

বিবাহপ্রণালী হিন্দুধর্ম্মানুসারে অপরাপর শূদ্রের ন্যায় সম্পন্ন হয়। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের কুড়্মীরা কন্যা-কালই বিবাহের প্রশস্ত বলিয়া জানে, অথচ বয়স্থার বিবাহ দিতেও কুণ্ঠিত নহে। সেখানে যদি কোন রমণী বিবাহের পূর্ব্বেই কাহারও ভালবাসায় পড়িয়া গর্ভবতী হয়, এরূপ স্থলে সন্তান প্রসূত হইবার পূর্ব্বেই সেই প্রণয়ী গর্ভবতীর পাণিগ্রহণ করে। কিন্তু এক জাতির মধ্যে এরূপ হইলে কঠিন দণ্ড ও সমাজচ্যুত হইতে হয়।

সচরাচর বিবাহ স্থির হইলে বর কন্যাকর্ত্তাকে (৩৲ টাকা হইতে ৯৲ টাকা পর্য্যন্ত) পণ দিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ইহারা শুভদিন স্থির করিয়া লয়। বিবাহের

* অর্থাৎ কুম্বী অতি ভাল জাতি, দেখ, কেমন হাতে অস্ত্র লইয়া আপন স্বামীর সহিত ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম্ম করিতেছে।

দিন প্রাতঃকালে কুলপ্রথা অনুসারে বর নিজ গৃহে প্রথমে আমগাছকে ও কন্যা পিতৃগৃহে মহুয়া গাছকে বিবাহ করে। সন্ধ্যাকালে বরযাত্রীগণ বরকে সঙ্গে করিয়া কন্যার পিতৃগৃহে আসে। কন্যার আত্মীয়েরা যথোচিত আদর অভ্যর্থনার পর সুপারির বোঁটা দিয়া বরকে চন্দন পরাইয়া দেয়। তৎপরে সালগাছের চন্দ্রাতপে বরকন্যা মিলিত হয়। এখানে একটি মৃণ্ময়পাত্রে আলো প্রজ্বলিত থাকে। দম্পতি সেই আলোকটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। এই সময়ে বরের ও কন্যার মাতুল পরস্পর এক রেক চাউল গ্রহণ করিয়া কুটুম্বিতা করিয়া লয়।

অগ্নিপ্রদক্ষিণের পর বরকন্যা একখানি মাটির পিড়ীতে আসিয়া বসে। তখন বর কনিষ্ঠাঙ্গুলির রক্ত দিয়া কন্যার বক্ষস্থল স্পর্শ করে। এ দেশে যেমন সিন্দুরদান, কুড়্মিদিগের সেইরূপ রক্তদান। এই রক্তদানের অর্থ যে আজ হইতে কন্যা ও বরের উভয়ে এক রক্ত মিশ্রিত হইল। যতদিন বাঁচিবে উভয়ের রক্ত একদিকে বহিবে, মন একদিকে চলিবে, সুখে দুঃখে আর কখন বিচ্ছেদ ঘটিবে না। হৃদয়স্পর্শের পর সিন্দুরদান। এই সময়ে একটি লোহার-খাড়ু কন্যার বাম হাতে পরাইয়া দিতে হয়। এই খাড়ুই কুড়্মিদিগের বিবাহের প্রতিভূস্বরূপ। যদি পতিপত্নী উভয়ের মনের মিল না হয়, যদি একজন অপরের গুরুতর দোষ দেখিতে পায় আর সেই দোষ দেখাইলে যদি পঞ্চায়তের অভিমত হয়, তাহা হইলে বিবাহভঙ্গ হইতে পারে। তখন স্ত্রী সেই খাড়ু স্বামীকে খুলিয়া দেয়, স্বামীও আদরের খাড়ু ফিরাইয়া লইয়া সম্বন্ধবিচ্ছেদজ্ঞাপক একটি পাতা দুই খণ্ডে চিরিয়া ফেলে।

উত্তরপশ্চিম ও বেহারে ব্রাহ্মণেরাই বিবাহের মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া থাকে। কিন্তু উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরে এরূপ নিয়ম নাই, সেখানে বয়োবৃদ্ধ গৃহস্থ, গ্রামের লায়া, ভায়রাভাই কিম্বা ভগিনীপতি বিবাহের মাঙ্গল্য কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করে।

উড়িষ্যার কুড়্মির মধ্যে বহুবিবাহ নিন্দনীয়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও বেহারে বহুবিবাহ প্রথা নাই বটে, কিন্তু পত্নী বন্ধ্যা হইলে পুরুষ আর একটি বিবাহ করিতে পারে। ছোটনাগপুরের কুড়্মিরা বহুবিবাহ দোষের বলিয়া মনে করে না।

বেহারে অযোধীয়া শ্রেণী ভিন্ন অপর কুড়্মীরা বিধবাবিবাহে আপত্তি করে না; সচরাচর বিধবা দেবরকে অথবা পতির জ্যেষ্ঠতাত বা খুল্লতাত ভ্রাতাকে বিবাহ করে। কিন্তু যদি কোন বিধবা অপর কোন ব্যক্তির প্রণয়ে জড়িত হয়, তাহা হইলে সে আপন প্রণয়ীকে বিবাহ করিতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ স্থলে স্বামীর কোন সম্পত্তি, এমন কি পূর্ব্বপতির ঔরসজাত পুত্র কন্যাদির উপরও তাহার কিছুমাত্র অধিকার থাকে না। তবে যদি দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান থাকে, তাহা হইলে কিছুদিনের জন্য তাহাকে লালন পালন করিতে পারে, কিন্তু পুনরায় সেই সন্তানকেও পূর্ব্বপতির কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট ফিরাইয়া দিতে হয়। বিধবাবিবাহে কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই, নবপতি বুড়াআঙ্গুল দিয়া সীমন্তে সিন্দুর পরাইয়া দিলেই বিবাহকার্য্য শেষ হয়। বিধবাবিবাহে বিধবা রমণীরাই যোগ দেয়।

দক্ষিণাপথে কুণ্‌বীজাতি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—লেবা কুণ্‌বী ও কদাবা কুণবী। কুণ্‌বীদের বিবাহপ্রথাও বড় চমৎকার। কুণ্‌বীরা বলে, একদিন হরপার্ব্বতী বনে বেড়াইতে বেড়াইতে একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব দেবীকে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে বলিয়া তপস্যা করিতে গেলেন। ভগবতী সেই অল্পকাল অতিবাহিত করিবার জন্য মাটির পুতুল গড়িয়া খেলা করিতে লাগিলেন। বার বৎসর পরে মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উমার অনুরোধে সেই সকল পুতুলকে জীবন দান করিলেন, তাহা হইতেই কুণ্‌বী জাতির জন্ম!* প্রতি দশ বা বার বৎসর অন্তর সিংহরাশির সহিত বৃহস্পতির সমাগম হইলে তাহাদের বিবাহকাল উপস্থিত হয়। এই দিবস তাহাদের একমাসের দুগ্ধপোষ্য হইতে বয়স্থা যত অবিবাহিতা কন্যা থাকে, সকলেরই এক একটি বরের সহিত বিবাহ হয়। এই সুবিধা চলিয়া গেলে আবার ১০।১২ বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়, কাজেই এ সুবিধা কেহ সহজে পরিত্যাগ করে না। উপযুক্ত বর না পাওয়া গেলে ফুলের সহিত বিবাহ হয়। পরদিবস সেই ফুল কূপে ফেলিয়া দেয়। ইহাতেই যেন বরের মৃত্যু ও কন্যা বিধবা হইল! তৎপরে সুবিধামত কন্যার 'নাত্রা' বা পুনর্বিবাহ হইবার বাধা নাই। এইরূপ আর একটি বিবাহপ্রথার নাম 'বহুবর'; এই বিবাহে পুরুষ অঙ্গীকার করে, যে এত টাকা পাইলে আমার বিবাহে কোন দাবী থাকিবে না, তদনুসারে অর্থ গ্রহণ করে। 'বহুবর' বিবাহ সম্পন্ন হইবার পরই বর নিজ ভবনে চলিয়া যায়। কন্যা পিতৃগৃহে আসিয়া হাতের চুড়ি ফেলিয়া স্নান করে, যেন তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে! পরে সুবিধামত নাত্রা হয়। এইরূপ নামমাত্র বিবাহের পর যে স্ত্রীর পুনর্বিবাহ হয়,

* কুণ্‌বীরা বলে, গাইকবাড় পরগণার উমা নামক স্থানে এই ঘটনা হয়। সেখানে একটি দুর্গামন্দির আছে। এই দেবীর আদেশে কদাবা কুণ্‌বীর মধ্যে বিবাহলগ্ন স্থির করা হয়।

তাহার আড়ম্বর আছে। বরের ধুতির অঞ্চল ও কন্তার সাড়ীর অঞ্চলে গাঠ দেওয়া হয়, এইরূপ গ্রন্থিবদ্ধ দম্পতি ঘোড়ায় চড়িয়া জনতার মধ্য দিয়া গীতবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে। পুরোহিত গণপতির পূজা করিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। তবে প্রকৃত বিধবার পুনর্বিবাহে কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই।

কুণ্‌বীর মধ্যে কোন কুল উচ্চ, কোন কুল নীচ বলিয়া গণ্য। পূর্ব্বপুরুষের কৃতি অনুসারে কোন কোন বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। কুলীনের সঙ্গে যাহাতে কন্তার বিবাহ হয়, তৎপ্রতি পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য। ৫০ বৎসর বয়স্ক কুলীনের সঙ্গে মাতা তাঁহার দশমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। উচ্চকুলের বর পাইতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এই জন্তই কুলাভিমানী নির্ধন কুণ্‌বীদিগের মধ্যেও কন্তাহত্যা প্রচলিত ছিল। কন্যাসন্তানের প্রতি বিরাগের আর এক কারণ এই, কন্তাকর্ত্তা মনে করেন, কন্যার বিবাহ হইলেই অপরব্যক্তি তাহাকে শালা, শ্বশুর বলিয়া সম্বোধন করিবে, এ অপমান কিরূপে সহ্য হয়? কন্তা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দিয়া পিতামাতা কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন, এই প্রথার নাম 'দুধ্পীতী'; রাজশাসনে এই নিষ্ঠুর প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। বর নীচবংশজ হইলে তাহাকে অর্থ দিয়া কন্তা কিনিতে হয়। অর্থের অভাবে পরিবারস্থ কোন কন্যার বিনিময়েও কন্তা পাওয়া যায়। এইরূপ বিবাহের নাম 'সট্টা' বিবাহ।

কুণ্‌বীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সম্মতিক্রমে পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারে।

সামাজিক অবস্থা।—বেহারে কুর্‌মিজাতির হাতে ব্রাহ্মণেরা জল গ্রহণ করেন। ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরা কুড়্মীর হাতে জল গ্রহণ করেন না। শেষোক্ত দুইস্থানের কুড়্মীরা এখনও মুর্গী, ইন্দুর ও সুরাপান করিয়া থাকে, এই জন্য ইহারা অপর হিন্দুর চক্ষে হেয়।

মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায় কুম্ভকার, ভূঁইয়া, রাজবার প্রভৃতি জাতি কুড়্মির হাতে জল ও মিষ্টান্ন খাইয়া থাকে। এখানে কুড়্মিরা নিজ গুরু ব্যতীত অপর কোন ব্রাহ্মণের হাতে প্রস্তুত অন্নাদি ভোজন করে না, এমন কি কোন রমণীও তাঁহার পতির গুরুর হাতে খাইতে আপত্তি করে। সাঁওতালেরা কুড়্মির হাতে প্রস্তুত অন্নাদি খায়, কুড়্মিরা সাঁওতালের হাতে খায় না। কিন্তু উভয় জাতির মধ্যেই পরস্পরের হুঁকায় তামাকসেবন করিতে বাধা নাই।

কুড়্মির মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই তিন সম্প্রদায় দেখা যায়। বেহারে মৈথিল ও ত্রিহুতীয়া ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। হিন্দুজাতির প্রধান উপাস্য দেবদেবী ভিন্ন বেহারের সংখ্বার শ্রেণী 'মোকিনী মহতো' নামে এক দেবের পূজা করে ও তাহার উদ্দেশে শূকরশাবক বলি দেয়। পূর্ব্ববঙ্গে অযোধীয়া শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী গুরু এবং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করে। ইহাদের কেহ কেহ কবীর, দরিয়া-দাস অথবা রামানন্দের শিষ্য।

ছোট-নাগপুর অঞ্চলে কুড়্মিরা বড় পাহাড়, গোঁসাইরায়, ঘাট, গারোয়ার, গ্রামেশ্বরী, কিঙ্ককেশরী, বোরমদেবী, সাতবাহনী, দকুম্চুড়ি ও মহামায়ার পূজা করে। তথায় কুড়্মিরমণীরা বর্ণব্রাহ্মণের সাহায্যে জিতিবাহন নামে এক স্বতন্ত্র দেবতারও পূজা করিয়া থাকে। দশহরার দিন কুড়্মিরা লাঙ্গলের পূজা করে। পৌষপার্ব্বণের দিন এই জাতির ভারী ধুম। পৌষসংক্রান্তিকে তাহারা 'অখন-যাত্রা' বলে। সেই দিন সকলেই 'গড়গড়িয়া' পিঠা খায়। এই দিবস একটি কুক্কুট উড়াইয়া দিয়া গ্রাম্য-বালকেরা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতে থাকে। যে সেই পাখীকে লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারে, সেই দিন তাহারই আদর অধিক।

কুড়্মিরা বয়ঃপ্রাপ্তের মৃত্যু হইলে তাহার শবদেহ দাহ করে। ইহাদের মধ্যে অযোধীয়া কুড়্মিরা ১২ দিন অশৌচগ্রহণ ও ত্রয়োদশদিনে শ্রাদ্ধ করে। কিন্তু জৈস্‌বার শ্রেণী অপর শূদ্রের ন্যায় ৩১শ দিবস মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করে। ছোট-নাগপুর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে ব্রাহ্মণের ন্যায় কুড়্মিরা কেবল ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করেন। এখানে কাহারও ওলাউঠা অথবা বসন্তরোগে মৃত্যু হইলে তাহাকে মাটি দেয়।

কুড়্মি ও কুণ্‌বীরা কৃষিকর্ম্মে বিলক্ষণ পটু, গমাদি শস্য উৎপাদনে ইহারা যেমন কার্য্যকারিতা দেখায়, এমন অপর কোন জাতি নহে।

উত্তরভারতে ৪০৬৫০৭৫ জন, বঙ্গপ্রদেশে ১২১৩৪২২ জন কুর্‌মি এবং মহারাষ্ট্র ও বেরার অঞ্চলে ৮৩৪৫৮৮ জন কুণ্‌বী বাস করে।

কুড্য (ক্লী) কুড়ৌ সাধু কুড়ি-যৎ। যদ্বা কৌ অম্ল্যাদিস্বাৎ যক্-ডুগাগমশ্চ। ১ ভিত্তি, ভিত। ২ বিলেপন। ৩ কৌতূহল। …………………(কুড্যং স্যাত্তু নপুংসকম্।
বিলেপনে চ ভিত্তৌ চ তথা কৌতূহলে২পিচ॥ মেদিনী।)

কুড্যক (ক্লী) কুড্য-স্বার্থে কন্। কুড্য, ভিত্তি।

কুড্যচ্ছেদী [ন্] (পুং) কুড্যং ভিত্তিং ছিনত্তি বিদারয়তি কুড্য-ছিদ্-ণিনি। চোরবিশেষ, যাহারা সিঁদ্ কাটিয়া চুরি করে।

কুড্যচ্ছেদ্য (ক্লী) কুড্যস্থিতং কুড্যস্থ বা ছেদ্যম্। ভিত্তির গর্ত্ত। অপর সংস্কৃত নাম—খানিক।

কুড্যমৎসী (স্ত্রী) কুড্যে মৎসী ইব, মৎস্যজাতিত্বাৎ ঙীষ্ যল্লোপঃ। গৃহগোধিকা, টিক্‌টিকি।

কুড্যমৎস্য (পুং) কুড্যে মৎস্য ইব। গৃহগোধিকা। (মাণিক্য ভিত্তিকা পল্লী কুড্যমৎস্যো গৃহোলিকা॥ হেম ৪। ৩৬৩।)

কুড্যা (দেশজ) অলস।

কুড্যামি (দেশজ) আলস্য।

কুণ (পুং) কুণ-অচ্। অশ্বত্থবৃক্ষ।

কুণক (পুং) কুণ্যতে উপক্রিয়তে কুণ-কর্ম্মণি ঘঞর্থে ক, অনুকম্পায়াং কন্। বালক, শিশু।

("তং ত্বেণকুণকং কৃপণং স্রোতসামনুবাহ্যমানমবেক্ষ্য।" ভাগবত ৫। ৮। 'এণকুণকং হরিণবালকম্।' শ্রীধর।)

কুণঞ্জ (পুং, স্ত্রী) কুণং শব্দকারকং স্বরভেদং জরয়তি, কুণ জৄ-অন্তর্ভূতণ্যর্থে ড-মুম্ চ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) বনবাস্তুক, বনব্বেতোশাক।

কুণঞ্জর (পুং) কুণং জরয়তি, কুণ-জৄ-বাহুলকাৎ খচ্। বনবেতোশাক। (A species of Chenopodium) সংস্কৃত পর্য্যায়—কুণঞ্জা, কুণঞ্জ, অরণ্যবাস্তুক। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মধুর রস, রুচিকারক, অগ্নিদীপক, পরিপাচক এবং হিতকর। ইহার শাকের গুণ— মধুর ও ঈষৎ কষায়রস, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলবন্ধকারক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ পিত্ত ও শ্লেষ্মনাশক।

কুণন (ক্লী) কুণ-ল্যুট্। ১ শব্দ। ২ (দেশজ) ছুঁচ ফোটার ন্যায় বেদনা।

কুণপ (পুং) কণি-কপন্ সম্প্রসারণঞ্চ। ১ শব, মৃতদেহ। এই অর্থে 'কুণপ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। ২ (ত্রি) পূতি শবের ন্যায় দুর্গন্ধ। ৩ পূতিগন্ধি।

("কুণপং মস্তুলুঙ্গাভং সুগন্ধং কথিতং বহু।" মাধবনিদান।)

৪ শবের ন্যায় চেতনাশূন্য দেহ। ৫ বড়শা নামক অস্ত্র। এই অস্ত্রের লক্ষণাদি হেমাদ্রিপরিশেষ খণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—"ওজনে ৩০ পল ও বিস্তারে ২৪ অঙ্গুলি কুণপ শ্রেষ্ঠ; ওজনে ২৫ পল ও বিস্তারে ২২ অঙ্গুলি কুণপ মধ্যম; এবং ওজনে ২০ পল ও বিস্তারে ২০ অঙ্গুলি কুণপ নিকৃষ্ট। অল্প বয়স্কদিগের পক্ষে ওজনে ২০ পল ও বিস্তারে ২০ অঙ্গুলি কুণপ মধ্যম এবং ওজনে ১২ পল ও বিস্তারে ১৬ অঙ্গুলি কুণপ নিকৃষ্ট।"

কুণপগন্ধ (পুং) কুণপবৎ গন্ধঃ। শবদেহের ন্যায় গন্ধ।

কুণপাণ্ড্য (কুনপাণ্ড্য)—দক্ষিণাপথের একজন পাণ্ড্যরাজ। নামান্তর কুব্জ বা সুন্দরপাণ্ড্য। ইনি চোলরাজকে যুদ্ধে জয় করিয়া তাঁহার কন্যা বনিতেশ্বরীকে বিবাহ করেন। প্রথমে ইনি জৈন ছিলেন। এক সময়ে পীড়িত হইলে তাঁহার রাণী প্রসিদ্ধ শিবোপাসক জ্ঞানসম্বন্ধমূর্ত্তিস্বামীকে আহ্বান করেন। স্বামীজী রাজাকে আরোগ্য করিলেন। তাহাতে কুণপাণ্ড্য শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আদেশ প্রচার করেন, যেন তাঁহার রাজ্যে কোন জৈন বাস করিতে না পায়; যে বাস করিবে, তাহারই শিরশ্ছেদ হইবে। পরে পাণ্ড্যরাজ চোলরাজ্য ধ্বংস এবং তঞ্জোর ও উরৈয়ুর নগর ভস্মসাৎ করেন। এমন কি চোলরাজপুত্রকে পাণ্ড্য নাম গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে চোলমন্ত্রী মদুরার প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার রাজ্যকালে আরবেরা মদুরানগরে উপস্থিত হইয়াছিল।

কুণপাণ্ড্যের সময়ে মার্কপোলো মদুরা গিয়াছিলেন। তিনি আপন গ্রন্থে 'সেন্দেরবন্দী' নামে সুন্দর নামধারী কুণপাণ্ড্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কুণপাণ্ড্যের জ্যেষ্ঠপুত্র বীরপাণ্ড্যচোল, তিনি ১০৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গ চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

কুণপী (স্ত্রী) কুণপ-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বিট্‌শারিকা, গুয়ে শালিক। (কুণপী পুনঃ, বিট্‌শারিকায়াম্। মেদিনী।)

কুণরবাড়ব (পুং) একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ।

("কুণরবাড়বস্ত্বাহ নৈষ বহীনরঃ কস্তর্হি বিহীনর এষঃ।" মহাভাষ্য ৭। ৩। ১)

কুণবীরপণ্ডিত, দক্ষিণদেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। চিঙ্গলপুত জেলায় ইঁহার জন্ম হয়। ইনি নেমিনাথ ও বেণপাপত্তিয়ল্ নামে দুইখানি কাব্য রচনা করেন।

কুণারু (ত্রি) কুণ শব্দনে-বাহুলকাৎ আরু সম্প্রসারণঞ্চ। কুণনশীল, শব্দকারক।

("সহদামুং পুরুহূত ক্ষিয়ন্ত মহস্তমিন্দ্র সং পিণক্কুণারুম্॥" ঋক্ ৩। ৩০। ৮। 'কুণারুং কণনশীলম্।' সায়ণ।)

কুণাল (পুং) কণ-কালন্-সম্প্রসারণঞ্চ (পীযুকনিভ্যাং কালন্ হ্রস্বঃ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ৩। ৭৬।) ১ দেশবিশেষ। (কুণালো দেশভেদঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ অশোকরাজপুত্র বৌদ্ধবিশেষ। [কুনাল দেখ।]

কুণি (পুং) কুণ-ইন্। ১ তুঁদগাছ। ২ শরীরের স্থানবিশেষ; কক্ষ ও অক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে কুণি কহে।

("কক্ষাক্ষমধ্যে কক্ষাখ্যক্ কুণিত্বং তত্র জায়তে।" বাভট শারীর ৪ অঃ।)

৩ কুকর, বক্র বা অকর্ম্মণ্য হস্তবিশিষ্ট, কুঁপো। গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ না হইলে গর্ভস্থ শিশু কুব্জ, কুণি, পঙ্গু, জড়, বামন প্রভৃতি হইয়া থাকে।

("দৌহৃদবিমাননাৎ কুব্জং কুণিং খঞ্জং জড়ং বামনং বিকৃতাক্ষমনক্ষং নারী সুতং জনয়তি॥" সুশ্রুত শা° ৩ অঃ।)

৪ (পুং) রাজবিশেষ; ইহার পিতার নাম জয় এবং পুত্রের নাম যুগন্ধর। ৫ মুনিবিশেষ। ৬ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা। "কুণেশ্চ কুণিতাহিশ্চ বিশ্বামিত্র কৃতাশ্চ যে।"

পরাশরমাধব।

৬ বিদেহরাজবংশীয় সত্যধ্বজের পুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।৫ অঃ)

৭ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ।

("কুণিনা প্রাগ্রহণমাচার্য্যনির্দ্দেশার্থং।")

মহাভাষ্যপ্রদীপে কৈয়ট ১।১।৭৫।

কুণিক, একজন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা, আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে ইহার নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। (আপস্তম্বসূত্র ১।১৯।৭)

কুণিতাহি (পুং) একজন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা।

কুণিন্দ (পুং) কুণ-শব্দে-কিন্দ চ (কুণি পুল্যোঃ কিন্দচ্। উণ্ ৪।৮৫।) শব্দ। (কুণিন্দঃ শব্দঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কুণিপদী (স্ত্রী) কুণিরিব কুণ্ঠিতশক্তিঃ পাদো হস্যাঃ কুণি পাদ-ঙীষ্ পদ্‌ভাবশ্চ। যে সকল স্ত্রীর গমন শক্তি কম; খোঁড়া স্ত্রী।

কুণিবাহু (পুং) মুনিবিশেষ।

কুণী [ন্] (পুং) ১ মৎকুণবিশেষ, উকুণ। ২ (দেশজ) রোগবিশেষ; ইহার সংস্কৃত নাম কুনখ। নখের কোণে এই রোগ জন্মে। [কুনখ দেখ।]

কুণুয়া (দেশজ) যাহারা কোণে অর্থাৎ নির্জ্জন ঘরে থাকিতে ভালবাসে।

কুণো (দেশজ, কোণ শব্দের অপভ্রংশ) যাহারা বাড়ীর বাহিরে যাইতে চাহে না।

কুণোবেঙ্গ (দেশজ) ১ যে সকল বেঙ্গ ঘরের কোণে বাস করে। ২ কুণো বেঙ্গের মত যাহারা বাহিরে আসিতে ভালবাসে না।

কুণ্টক (ত্রি) কুটি বৈকল্যে ণ্বুল্। স্থূল ব্যক্তি, যাহার শরীর অত্যন্ত মোটা।

কুণ্ঠ (ত্রি) কুণ্ঠতি ক্রিয়াসু মন্দীভূতো ভবতি কুঠি-অচ্। ১ অকর্ম্মণ্য, কার্য্য করিতে অক্ষম।

২ মূর্খ। ৩ সঙ্কুচিত। ৪ প্রতিবদ্ধ। ৫ ভোঁতা, ধারশূন্য।

কুণ্ঠক (ত্রি) কুণ্ঠতি কুণ্ঠয়তি বা আত্মানং জড়ীভূতং করোতি কুঠি-ণ্বুল্। ১ মূর্খ। ২ সঙ্কোচবিশিষ্ট।

কুণ্ঠতা (স্ত্রী) কুণ্ঠস্য ভাবঃ কুণ্ঠ-তল্। ১ অক্ষমতা। ২ মূর্খতা। ৩ সঙ্কোচ।

কুণ্ঠিত (ত্রি) কুঠি-কর্ত্তরি ক্ত। ১ সঙ্কুচিত। ২ লজ্জিত। ৩ অপ্রতিভ। ৪ অক্ষম।

কুণ্ড (ক্লী) কুণতি কুণ-ড (ঞমন্তাৎ ডঃ। উণ্ ১।১১৩।) ১ পরিমাণবিশেষ। ২ (কুণ্ড্যতে রক্ষ্যতে জলং যত্র কুণ্ডি অধিকরণে অপ্।) দেবখাত জলাশয়। ৩ জলাধারবিশেষ, চৌবাচ্চা। বৈদ্যকমতে ইহার জলের গুণ অগ্নি ও কফবর্দ্ধক, রুক্ষ, লঘু ও মধুররস। (রাজব°।) ৪ পাত্রবিশেষ। ("ভুবং কোষ্ণেন কুণ্ডোধ্নী মেধ্যেনাবভৃতাদপি।" রঘু ১।৮৪।)

৫ (ক্লী, স্ত্রী) স্থালী, হাঁড়ী। ৬ হোমের জন্য অগ্ন্যাধার স্থানবিশেষ। হেমাদ্রি দানখণ্ডে লিখিত ইহার লক্ষণাদি যথা— "বেদি হইতে পাদান্তর দূরবর্ত্তী স্থানে নয়টি বা পাঁচটি চতুষ্কোণ কুণ্ড করিতে হয়। (ভবিষ্যপু°) আম্নায়রহস্যে গোলাকার ও নানাকার কুণ্ড করিবারও বিধান আছে। নয়টি কুণ্ড করিতে হইলে ৮ দিকে ৮টি এবং ঈশান ও পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থলে একটি করিতে হয়। পাঁচটি করিতে হইলে প্রধানতঃ চারিদিকে ৪টি এবং ঈশানদিকে ১টি করিতে হয়। কামিকের ফলকামনানুসারে কুণ্ড করিবার দিক্ ও তাহার আকার এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা— পূর্ব্বদিকে চতুষ্কোণ, অগ্নিকোণে যোনির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, দক্ষিণে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, নৈর্ঋতদিকে ত্রিকোণ, পশ্চিমে গোলাকার, বায়ুকোণে ষট্‌কোণ, উত্তরদিকে পদ্মাকার এবং ঈশানদিকে অষ্টকোণ কুণ্ড করিতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে হোমানুসারে কুণ্ডের হস্তপরিমাণ এইরূপ লিখিত আছে; যথা—শতার্দ্ধ ৫০টি হোম করিতে হইলে মুষ্টিবদ্ধ একহস্ত, একশত হোম করিতে হইলে এক অরত্নি, সহস্র হোম করিতে হইলে এক হস্ত, অযুত হোমে দুইহস্ত, লক্ষহোমে চারিহস্ত এবং কোটি হোম করিতে হইলে আটহস্ত কুণ্ডের পরিমাণ কর্ত্তব্য।

এই সকল কুণ্ডের মধ্যভাগে পদ্মাকৃতি নাভি নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার পরিমাণ মুষ্টি, অরত্নি ও একহস্ত পরিমিত। কুণ্ডে তিন অঙ্গুলি উচ্চ ও চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত নাভি করিবে। পরিমাণের বৃদ্ধি অনুসারে নাভি পরিমাণও যথাক্রমে দুই যব করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। পরে এই নাভি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যভাগে একটি কর্ণিকা প্রস্তুত করিবে এবং কুণ্ডের বহির্ভাগে আটটি দল নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। (পঞ্চরাত্র।)

কুণ্ডদোষ যথা—কুণ্ডের পাড় অধিক হইলে রোগী হইতে

হয়, খাত অল্প হইলে ধেনুক্ষয় ও ধনক্ষয়, কুণ্ড বক্র হইলে সন্তাপ, ছিন্নমণ্ডল হইলে মৃত্যু, মেখলাশূন্য হইলে শোক, মেখলা অধিক হইলে বিত্তনাশ, যোনিশূন্য হইলে ভার্য্যানাশ এবং কণ্ঠশূন্য হইলে পুল নষ্ট হইয়া থাকে। (বিশ্বকর্ম্মা)"

[কুণ্ডসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—মাধবশুক্লরচিত কুণ্ডকল্পদ্রুম, ঢুণ্ডিরাজরচিত কুণ্ডকল্পলতা, ভট্টলক্ষ্মীধরবিরচিত কুণ্ডকারিকা, বিশ্বনাথের কুণ্ডকৌমুদী, রামানন্দতীর্থ প্রণীত কুণ্ডতত্ত্বপ্রকাশ, বলভদ্রসূহরিরচিত কুণ্ডতত্ত্বপ্রদীপ, মহাদেববিরচিত কুণ্ডপ্রদীপ, বলভদ্রসুত কালিদাসরচিত কুণ্ডপ্রবন্ধ, বিশ্বনাথদেবকৃত কুণ্ডমণ্ডপকৌমুদী, নারায়ণরচিত কুণ্ডমণ্ডপদর্পণ, নরহরি ভট্টের কুণ্ডমণ্ডপপ্রকাশিকা, রামচন্দ্রাচার্য্যের কুণ্ডমণ্ডপলক্ষণ, অনন্তভট্ট ও নীলকণ্ঠভট্টের কুণ্ডমণ্ডপবিধান, লক্ষণদেশিকেন্দ্র ও রামবাজপেয়ীরচিত কুণ্ডমণ্ডপবিধি, রামকৃষ্ণের কুণ্ডমণ্ডপসংগ্রহ, বিট্ঠলদীক্ষিতের ও বিশ্বেশ্বরের কুণ্ডসিদ্ধি, বিষ্ণুপ্রণীত কুণ্ডমরীচিমালা, গোবিন্দভট্ট কৃত কুণ্ডমার্ত্তণ্ড, বিশ্বনাথের কুণ্ডরত্নাকর, নীলকণ্ঠরচিত কুণ্ডোদ্দ্যোত, অনন্তদেবরচিত কুণ্ডোদ্দ্যোতদর্শন, কৃষ্ণাচার্য্যের কুণ্ডার্ক; পরশুরামপদ্ধতি, তত্ত্বসার, অথর্ব্ববেদের ২৫শ পরিশিষ্ট।]

৭ (পুং) কুণ্ড্যতে দহ্যতে কুলং অনেন; কুড়ি দাহে কর্ম্মণি ঘঞ্। পতি বর্ত্তমানে উপপতিজাত পুত্র।

"পরদারেষু জায়েত দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যাৎ মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥"

পতি জীবিত থাকিতে উপপতিঔরসে পুত্র হইলে তাহাকে কুণ্ড এবং পতির মৃত্যুর পর উপপতি হইতে পুত্র জন্মিলে তাহাকে গোলক কহে। (মনু ৩। ১৭৪।)

সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে—

"গোলকং কুণ্ডগোলঞ্চ দ্বিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্।
ব্রাহ্মণী বিধবা নারী ব্যভিচারেণ গুর্ব্বিণী॥ ১৯
গোলকং তস্যাং পুত্রো বৈ শূদ্রবচ্চযদি কেবলম্।
ব্রাহ্মণস্ত যদা পুত্রী জাতা দ্বাদশবার্ষিকী॥ ২০
অবিবাহিতা চ তস্যাং বৈ জাতশ্চৈবানুগোলকঃ।
ব্রাহ্মণী বিধবা চৈব পুনর্ব্বিবাহিতা কৃতা॥ ২১
তৎপুত্রঃ কুণ্ডগোলশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।"

সহ্যাদ্রিখণ্ডে উত্তরার্দ্ধে ৪অঃ।

গোলক ও কুণ্ডগোলক এই দুই প্রকার। বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা ব্যভিচার দ্বারা যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহাকে গোলক কহে। তাহার আচরণ শূদ্রবৎ। ব্রাহ্মণকন্যা দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইলেও যদি অমূঢ়া থাকে, এবং সেই অবিবাহিত অবস্থায় (কোন পুরুষ সংস্রবে) তাহার যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম অনুগোলক। বিধবা ব্রাহ্মণী পুনর্ব্বিবাহিতা হইলে তাহার যে সন্তান জন্মে, তাহাকে কুণ্ডগোল বলা যায়। ইহারা সকল ধর্ম্মকর্ম্মবহির্ভূত।

ব্রাহ্মণী প্রভৃতির গর্ভে ব্রাহ্মণাদি সবর্ণ উপপতি হইতে উৎপন্ন হইলে ইহাদের উপনয়নাদি সংস্কারের অধিকার আছে; ইহাতে ব্রাহ্মণত্ব জন্মিলেও তাহাদিগকে শ্রাদ্ধাদিতে অন্নদান কর্ত্তব্য নহে। (স্মৃতিসং) ৮ সর্পবিশেষ।

("কচ্ছপশ্চাথ কুণ্ডশ্চ তক্ষকশ্চ মহোরগঃ।" ভারত ১।১২৩।৬৮)

কুণ্ডক (পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত আদি ১৮৬অঃ।) কুণ্ড-স্বার্থে কন্। ২ কুণ্ড।

কুণ্ডকর্ণ (পুং) মুনিভেদ। (লিঙ্গপুং ৭। ৪৯)

কুণ্ডকীট (পুং) কুণ্ডে নরককুণ্ডে স্থিতঃ কীট ইব, চার্ব্বাকসংস্পৃষ্টত্বাৎ। ১ চার্ব্বাকমতাবলম্বী। ২ (কুণ্ডে যোনিকুণ্ডে কীট ইব) দাসীকামুক, দাসীতে সঙ্গমাভিলাষী। ৩ পতিত ব্রাহ্মণীর পুত্র।

(কুণ্ডকীটস্ত চার্ব্বাকবচনাভিজ্ঞপুরুষে।
পতিতব্রাহ্মণী পুত্র দাসীকামুকয়োরপি॥ মেদিনী।)

কুণ্ডকীল (পুং) নাগর, দুষ্ট ব্যক্তি।

কুণ্ডগোলক (ক্লী) কুণ্ডে পাত্রবিশেষে গোলং কং জলং যত্র। ১ কাঁজি, আমানি।

(চুক্রং ধাতুঘ্নমুন্নাহং রক্ষোঘ্নং কুণ্ডগোলকম্। হেম ৩। ৮০।)

২ (পুং) কুণ্ডশ্চ গোলকশ্চ তৌ, দ্বন্দ্বঃ। বিধবা ব্রাহ্মণীজাত পুত্রদ্বয়। [কুণ্ড দেখ।]

কুণ্ডঙ্গ (পুং) কুণ্ডং তদাকারং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কুণ্ড-গমবাহুলকাৎ খ-ডিচ্চ। ১ কুঞ্জ, বৃক্ষসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত স্থান। প্রকৃতপাঠ কুড়ঙ্গ।

কুণ্ডজ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত আদি ৬৭ অঃ।)

কুণ্ডজঠর (ত্রি) কুণ্ডমিব জঠরমস্য, বহুব্রী। ১ কুণ্ডের ন্যায় উদরবিশিষ্ট। ২ (পুং) মুনিবিশেষ।

("আত্রেয়ঃ কুণ্ডজঠরো দ্বিজঃ কালঘটস্তথা। ভারত আদি ৫৩ অঃ।)

কুণ্ডধার (পুং) কুণ্ডং কুণ্ডাকারং ধারয়তি, কুণ্ড ধৃ-ণিচ্-অণ্। ১ সর্পবিশেষ। (ভারত সং ৯ অঃ।)

২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত আদি ১১৭। ১১।)

কুণ্ডপায় (পুং) সোমলতা।

কুণ্ডপায়িনাময়ন (ক্লী) কুণ্ডপায়িনাং অয়নম্, অলুক্সং। যজ্ঞবিশেষ। এই যজ্ঞে একবিংশতি রাত্রি দীক্ষিত থাকিতে হয়। তাহার পর এক মাস গত হইলে সোম সংগ্রহ করিতে

হয়। পরে যথানিয়মে যজ্ঞারম্ভ কর্ত্তব্য। (আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র ১২। ৪। ৬৭, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ২৪। ৪। ২১।)

কুণ্ডপায়িনাময়নন্যায় (পুং) কুণ্ডপায়িনাময়ন নামক যজ্ঞে অগ্নিহোত্র বিধানে প্রকৃত অগ্নিহোত্র অপেক্ষা অন্য কর্ম্মের বিধিপ্রতিপাদক জৈমিনিকথিত ন্যায়বিশেষ।

কুণ্ডপায়ী [ন্] (পুং) কুণ্ডেন কুণ্ডাকারচমসেন পিবতি সোমং, কুণ্ড-পা-ণিনি। কুণ্ডদ্বারা সোমপানকারী। এই শব্দ প্রায়ই বহুবচনান্ত প্রয়োগ হয়।

কুণ্ডপায্য (পুং) কুণ্ডৈঃ চমসৈঃ পীয়তে ঽস্মিন্ সোম ইতি শেষঃ; কুণ্ড-পা-অধিকরণে ণ্যৎ যুগাগমশ্চ (ক্রতৌ কুণ্ডপায্য-সঞ্চায্যৌ। পা ৩। ১। ১৩০।) যজ্ঞবিশেষ।

'কুণ্ডপায্যঃ ক্রতুঃ।' মহাভাষ্য ৩। ১। ৬।

"যন্তে শৃঙ্গবৃষো নপাৎ প্রণপাৎ কুণ্ডপায্যঃ।" ঋক্ ৮।১৭।১৩।

কুণ্ডপুর, দক্ষিণাপথে কানাড়ার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৭° ৩৫´ উঃ, দেশা ৭৫° ১৫´ পূঃ।

কুণ্ডপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ। (কাশিকা° ৬। ২। ৭)

কুণ্ডভেদী [ন্] (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র।
(ভারত আদি ১১৭। ১২।)

কুণ্ডল (ক্লী) কুণ্ডাতে রক্ষাতে, কুড়ি বৃষাদিত্বাৎ কলচ্। যদ্বা কুণ্ডং তদাকারং লাতি গৃহ্লাতি, কুণ্ডলা-ক। ১ কাণের অলঙ্কারবিশেষ। কর্ণবেষ্টন।

("রামের মস্তকে নীল পাগড়ি বান্ধিয়া দিল
দোলয়ে কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।" গোবিন্দমঙ্গল ১৯৭।)

২ পাশ। ৩ বলয়, বালা।

(কুণ্ডলং কর্ণভূষায়াং পাশে ঽপি বলয়ে ঽপিচ। মেদিনী।)

৪ বলয়ের মত বন্ধনী। ৫ সমূহ। ৬ (পুং) কৌরব্য কুলজাত সর্পবিশেষ। (ভারত আদি ৫৭ অঃ) ৭ রক্তকাঞ্চনগাছ।

(রক্তপুষ্পঃ কোবিদারো যুগ্মপত্রশ্চ কুণ্ডলঃ। রত্নমালা।)

কুণ্ডলনা (স্ত্রী) কুণ্ডলং বেষ্টনং করোতি, কুণ্ডল-ণিচ্-ভাবে যুচ্ টাপ্। বেষ্টন করা, বেড়া দেওয়া।

("বিষমাং কুণ্ডলনামবাপিতা।" নৈষধ।)

কুণ্ডলপাণ্ড্য, একজন পাণ্ড্যরাজ, কুবলয়ানন্দপাণ্ড্যের পুত্র।

কুণ্ডলা (স্ত্রী) ১ নদীবিশেষ। (ভারত ভীষ্ম ৯। ২১।)

২ ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা° ২৩° ১২´ উঃ, দেশা ৯১°১৮´ পূঃ। ৩ আজমীরের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৭° ৩৫´ উঃ, দেশা ৭৫°১৫´ পূঃ।

কুণ্ডলাকার (ত্রি) কুণ্ডলবৎ আকারো যস্য, বহুব্রী। কুণ্ডলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট।

কুণ্ডলিকা (স্ত্রী) মাত্রাছন্দোবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"কুণ্ডলিকা সা কথ্যতে প্রথমং দোহা যত্র।
বোলা চরণ চতুষ্টয়ং প্রভবতি বিমলং তত্র।
প্রভবতি বিমলং তত্র পদমতিসুললিতযমকম্।
অষ্টপদী সা ভবতি বিমলকবিকৌশলগমকম্।
অষ্টপদী সা ভবতি সুখিতপলিতমণ্ডলিকা।
কুণ্ডলীনায়কভণিতা বিবুধকর্ণে কুণ্ডলিকেতি॥"

কুণ্ডলিনী (স্ত্রী) কুণ্ডলং অস্ত্যস্যাঃ, কুণ্ডল-ইনি-ঙীপ্। ১ কুলকুণ্ডলিনী নাম্নী শক্তি। তন্ত্রসারে লিখিত আছে—

"ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীম্।
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্॥
কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিনীম্।
তামুত্থাপ্য মহাদেবীং প্রাণমন্ত্রেণ সাধকঃ॥
উদ্যদ্দিনকরোদ্দ্যোতাং যাবচ্ছ্বাসং দৃঢ়াসনঃ।
অশেষাশুভশান্ত্যর্থং সমাহিতমনাশ্চিরম্॥
তৎপ্রভাপটলব্যাপ্তং শরীরমপি চিন্তয়েৎ॥"

সূক্ষ্মা, মূলাধারনিবাসিনী, ইষ্টদেবতাস্বরূপিণী, সার্দ্ধ ত্রিবলয় দ্বারা বেষ্টিত, কোটিবিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি, স্বয়ম্ভু-লিঙ্গের বেষ্টনকারিণী এবং উদয়োন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-সম্পন্না কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিয়া, প্রাণমন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিবে এবং যাবতীয় অশুভশান্তির জন্য সমাহিত মনে দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট হইয়া যতক্ষণ শ্বাসরোধ করিয়া রাখা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার চিন্তা করিবে। তৎপরে স্বীয় শরীরও তাঁহার প্রভাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।" (তন্ত্রসার।)

২ মিষ্টান্নবিশেষ, জিলেপী। ভাবপ্রকাশে ইহার প্রস্তুত প্রণালী ও গুণাদি এইরূপ লিখিত আছে।—একটি নূতন হাঁড়ীর মধ্যে অর্দ্ধপ্রস্থপরিমিত দধির লেপ দিয়া পরে ঐ হাঁড়ীতে ময়দা ২ প্রস্থ, অম্ল দধি ১ প্রস্থ, ঘৃত ৴॥ অর্দ্ধসের মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। তাহার পর একটি ছিদ্রযুক্ত পাত্রে ঐ দ্রব্য অল্প অল্প তুলিয়া লইয়া হস্ত ঘূর্ণনপূর্ব্বক চক্রাকারে উত্তপ্ত ঘৃত মধ্যে ফেলিয়া ভাজিয়া লইবে। আর একটি অপর পাত্রে চিনির রস করিয়া রাখিতে হয়; ভাজার পরই তাহা ঐ রসে ডুবাইবে। এইরূপে জিলেপী প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ—পুষ্টিকর, অগ্নিকর, বলকর, ধাতুবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর এবং ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিজনক।

৩ গুলঞ্চ। (রাজনি°।) ৪ আলকুশী। ৫ কাঞ্চনগাছ। ৬ সর্পিনীগাছ। ৭ সর্পী।

কুণ্ডলী [ন্] (পুং) কুণ্ডলং অস্যাস্তি, কুণ্ডল-ইনি। ১ সর্প। ২ বরুণ। ৩ ময়ূর। ৪ চিত্রমৃগ। ৫ বিষ্ণু। ৬ (ত্রি) কুণ্ডলযুক্ত।

("ইমে চ পুরুষা দিব্যা যান্ত্যগ্রে রথমন্তিকাৎ
পরং শুভাঃ কুণ্ডলিনো যুবানঃ খড়্গপাণয়ঃ ॥"
গৌ° রামা° ৩।৯।১১।)

কুণ্ডলী (স্ত্রী) কুণ্ডল জাতৌ ঙীষ্। ১ জিলেপী। ২ কুলকুণ্ডলিনীশক্তি। হঠযোগদীপিকায় ইহার এই কয়েকটি পর্য্যায় লিখিত আছে—কুটিলাঙ্গী, কুণ্ডলিনী, ভুজঙ্গী, শক্তি, ঈশ্বরী ও অরুন্ধতী। সম্মোহনতন্ত্রে লিখিত আছে—

"ত্রিকোণং তত্ত্ব বিজ্ঞেয়ং শক্তিপীঠং মনোহরম্।
তদ্গহ্বরে কামবায়ু র্জীবরূপোঽতিচঞ্চলঃ ॥
অধোমুখস্তত্রলিঙ্গঃ স্বয়ম্ভুস্তেন চাল্যতে।
নীবারশূকবৎতন্বী কুণ্ডলী পরদেবতা ॥
শঙ্খতুল্যনিভা দেবী সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা।
মুখেনাচ্ছাদ্য ব্রহ্মাস্যং তয়া সংবেষ্টিতঃ প্রভুঃ ॥
ডাকিনী হ্যত্র বসতি দ্বারপালী সযষ্টিকা।
যঃ সাধকোঽত্র রমতে স দিব্যো নৈব মানুষঃ ॥"

মনোহর শক্তিপীঠ ত্রিকোণাকার, তাহার গহ্বর মধ্যে জীবরূপী অতি চঞ্চল কামবায়ু অবস্থিত আছে এবং তাহাতে অধোমুখ লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু অবস্থান করেন। এই স্বয়ম্ভু কর্তৃক নীবারধান্যের অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম, শঙ্খ বর্ণ ও সাড়ে তিনটি বলয়যুক্ত শ্রেষ্ঠদেবতা কুণ্ডলী চালিত হইয়া থাকেন। তিনি মুখ দ্বারা ব্রহ্মমুখআচ্ছাদন করিয়া প্রভুকে বেষ্টন করিয়া আছেন। আরও ঐ স্থানে যষ্টিহস্তে দ্বারপালী ডাকিনীগণ অবস্থান করিতেছে। সুতরাং যে সাধক এই স্থান অধিকার করিতে পারেন, তিনি মানব নহেন দেবতা।" (সম্মোহনতন্ত্র)

কুণ্ডলীকৃত (ত্রি) কুণ্ডল চ্বি-কৃ-ক্ত। কুণ্ডলরূপে পরিণত।

কুণ্ডলীপাকান (দেশজ) গোলপাকান, ষড়যন্ত্র করা।

কুণ্ডলীভূত (ত্রি) কুণ্ডল-চ্বি-ভূ-ক্ত। কুণ্ডলরূপে পরিণত।

কুণ্ডশায়ী [ন্] (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ।
(ভারত আদি ১১৭।৯।)

কুণ্ডাগ্নি (পুং, ক্লী) স্থানবিশেষ। [কৌণ্ডগ্নক দেখ।]

কুণ্ডাচল, নীলগিরি জেলার অন্তর্গত একটি পাহাড়। অক্ষা° ১১° ৯′—১১° ২১′ ৪১″ উঃ, দেশা° ৭৬° ২৭′ ৫০″—৭৬° ৪৬′ পূঃ। নীলগিরি অধিত্যকার পশ্চিমপ্রাচীররূপে অবস্থিত। এই পাহাড় হইতে ভবানীনদী উৎপন্ন হইয়াছে।

কুণ্ডাশী [ন্] (ত্রি) কুণ্ডং যোনিকুণ্ডং তদুপলক্ষীকৃত্য অশ্নাতি জীবনযাত্রাং যাপয়তি, কুণ্ড-অশ্-ণিনি। কোট্‌না, ভগভক্ষক কুণ্ডস্য জারজাতস্য অন্নং অশ্নাতি। কুণ্ডের অন্নভোজী।

"রঙ্গোপজীবী কৈবর্ত্তঃ কুণ্ডাশী গরদস্তথা।
সূচী মাহিষিকশ্চৈব পর্ব্বকারী চ যো দ্বিজঃ ॥
আগারদাহী মিত্রঘ্নঃ শাকুনিগ্রামযাজকঃ
রুধিরান্ধে পতন্ত্যেতে সোমং বিক্রীণতে চ যে ॥"
বিষ্ণুপু° ২।৬।২১।

যাহারা নাটকাদি অভিনয়কার্য্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, যাহারা মৎস্যজীবী, কুণ্ডাশী, বিষদাতা, খল, মাহিষিক, পর্ব্বকারী, অপর্ব্বদিনে পর্ব্বদিনপ্রবর্ত্তক, গৃহদাহকারক, মিত্রনাশক, ব্যাধ, গ্রামযাজক এবং সোমলতাবিক্রেতা সেই সকল ব্যক্তি পতিত হয়।

কুণ্ডিক (পুং) কুরুবংশীয় অপর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ।
(ভারত আদি ৯৪ অঃ।)

কুণ্ডিকা (স্ত্রী) কুণ্ড স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। ১ কমণ্ডলু। ২ পিঠর, কুড়ি। ৩ তাম্রকুণ্ড। ৪ স্থালী, হাঁড়ী। ৫ সামবেদান্তর্গত উপনিষদ্‌বিশেষ।
("অব্যক্তৈকাক্ষরং পূর্ণা সূর্য্যাক্ষ্যধ্যাত্মকুণ্ডিকা।" মুক্তিকোপ°।)

কুণ্ডিন (ক্লী) ১ নগরবিশেষ।

এই নগরের বর্ত্তমান অবস্থিতিসম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। কাহারও মতে, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বুলন্দসহরজেলার অন্তর্গত অনুপসহর তহসীলের মধ্যে অহার নামে যে একটি প্রাচীন নগর আছে, তাহারই প্রাচীন নাম কুণ্ডিন, এখানে ভীষ্মকদুহিতা রুক্মিণী বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য যে অম্বিকামন্দিরে দেবীর আরাধনা করিতেন, অদ্যাপি সেই মন্দির 'অহার' নগরে আছে।

এদিকে অযোধ্যাপ্রদেশে খেরী জেলার অন্তর্গত খিরিগড় নগরের পার্শ্বে কুণ্ডিলপুর বা 'কুণ্ডনপুর' নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে, এখানে বিস্তর খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও সুবৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ দৃষ্ট হয়। এখানকার লোকের বিশ্বাস, এই গ্রামে পূর্ব্বকালে রাজা ভীষ্মক রাজত্ব করিতেন এবং এখান হইতেই শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

আসামপ্রদেশে সদিয়া জেলায় একটি প্রবাদ আছে, যে এই জেলার অন্তর্গত কুণ্ডিলপুর নামক স্থান হইতেই কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যান।

আবার কোন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে—বর্ত্তমান বেরার প্রদেশের প্রাচীন নগর কোণ্ডবীর নামক স্থানেই ভীষ্মকের রাজধানী কুণ্ডিনপুর ছিল।

উপরে যে কয়েকটি মত উদ্ধৃত হইল, উহার কোনটি ঠিক নহে। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপাঠে জানা যায় যে, ভীষ্মক বিদর্ভের রাজা, কুণ্ডিন বিদর্ভরাজ্যের রাজধানী। যথা—

[illegible] হেমচন্দ্র ৩।৪৫।

"মানুষ্যে কুণ্ডিনগরে ভীষ্মকস্যাত্মজনোদরে।
জায়েবং বিপুলশ্রোণি প্রত্যবেক্ষস্ব কেশবম্॥"
হরিবংশ ১০৭। ২৯।

"আগতোঽতিথিরূপেণ বিদর্ভনগরীং হরিঃ।" ঐ ১০৮। ২২।
"আগতাঃ কুণ্ডিনগরে কন্যাহেতোর্নরাধিপাঃ।" ঐ ১০৮।২৮।
"ভীষ্মকঃ কুণ্ডিনে রাজা বিদর্ভবিষয়েঽভবৎ।" বিষ্ণুপু° ৫।২৬।২।
"পত্ত্যশ্বসঙ্কুলৈঃ সৈন্যৈঃ পরীতঃ কুণ্ডিনং যযৌ॥"
তং বৈ বিদর্ভাধিপতিঃ সমভ্যেত্যাভিপূজ্য চ।"
ভাগবত ১০। ৫৩। ১৬।

রুক্মিণী বিদর্ভরাজকন্যা বলিয়া তাঁহার অপর নাম বৈদর্ভী।

বিদর্ভের বর্ত্তমান নাম বিদর, এখন হায়দরাবাদের অন্তর্গত। বর্ত্তমান হায়দরাবাদের অধিকাংশ প্রাচীনকালে 'বিদর্ভ' নামে বিখ্যাত ছিল। [বিদর্ভ দেখ।]

বর্ত্তমান বিদরনগর সেই প্রাচীন বিদর্ভরাজ্যের নাম ঘোষণা করিতেছে।

ভাগবত পাঠে জানা যায়, কৃষ্ণ এক রাত্রিতে আনর্ত্তদেশ হইতে বিদর্ভরাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন।

"আরুহ্য স্যন্দনং শৌরির্দ্বিজমারোপ্য তূর্ণগৈঃ।
আনর্ত্তাদেকরাত্রেণ বিদর্ভানগমদ্ধয়ৈঃ॥ ৬
রাজা স কুণ্ডিনপতিঃ পুত্রস্নেহবশানুগঃ।" ভাগবত ১০।৫৩।

প্রাচীন আনর্ত্তদেশ বর্ত্তমান গুজরাটের কাঠিবাড় ও সুরাটের কিয়দংশ। ইহারই কিছুদূর পূর্ব্বে বিদর্ভরাজ্যের সীমা ছিল। যন্ত্ররাজ নামক সংস্কৃত জ্যোতিষ মতে কুণ্ডিনপুর ২৬। ২৯ দেশীয় অক্ষাংশে অবস্থিত।

বর্ত্তমান বিদর নগরের ০°৫৪´৫৪´´ অক্ষাংশ উত্তরে গোদাবরী নদীর দক্ষিণকূল হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে (অক্ষা° ১৮°৪৮´উঃ, দেশা ৭৭°৫৫´ পূঃ মধ্যে) 'কুণ্ডিলবতী' নামে একটি প্রাচীন নগরী আছে; এখন ইহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইলেও এই স্থান যে এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল, ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কুণ্ডিলবতী * নগরই বিদর্ভরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী 'কুণ্ডিন' নগর বলিয়া বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়।

(পুং) কুড়ি রক্ষায়াং দাহে চ-ইলচ্-কিচ্চ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২। ৪৯।) ২ মুনিবিশেষ। ৩ কুরুবংশীয় রাজবিশেষ।
("হস্তী বিতর্কঃ ক্রাথশ্চ কুণ্ডিনশ্চাপি পঞ্চমঃ।"
ভারত আদি° ৯৪। ৫৬।)

৪ একজন বৃত্তিকার।

কুণ্ডী [ন্] (ত্রি) কুড়ি-ণিনি; যদ্বা কুণ্ড-অস্ত্যর্থে ইনি। ১ কুণ্ডযুক্ত। ২ (পুং) শিব।

কুণ্ডী (স্ত্রী) কুড়ি-ইন্-ঙীষ্; যদ্বা কুণ্ড-সংজ্ঞায়াং ঙীষ্। ১ কমণ্ডলু। ২ স্থালী।

কুণ্ডিনী (স্ত্রী) কুণ্ডিন্-ঙীপ্। রত্নভাণ্ডবিশেষ।
("সন্তি নিষ্কসহস্রাণি কুণ্ডিন্যো ভরিতাঃ শুভাঃ।"
ভারত সভা ৫৯ অঃ।)

কুণ্ডীর (পুং) কুণ্ড্যতে দহ্যতে সংসারানলসন্তাপেন, কুড়ি ঈরন্। ১ মনুষ্য। ২ (ত্রি) কুণ্ড্যতে রক্ষ্যতে বলবান্ যেন। বলবান্।

কুণ্ডু, উপাধিবিশেষ। কায়স্থ, আগরী, গন্ধবণিক, তাঁতি, কৈবর্ত্ত, তেলী, কাঁসারী, সূত্রধার প্রভৃতিজাতির মধ্যে এই উপাধি দৃষ্ট হয়।

কুণ্ডৃণাচী (স্ত্রী) কুটিলগতি।
("পততি কুণ্ডৃণাচ্যা।" ঋক্ ১। ২৯। ৬০।
'কুণ্ডৃণাচ্যা বক্রয়া গত্যা।' সায়ণ।)

কুণ্ডোদ (পুং) মহাভারতোক্ত পর্ব্বতবিশেষ।
("কুণ্ডোদঃ পর্ব্বতো রম্যো বহুমূলফলোদকঃ।
নৈষধস্তৃষিতো যত্র জলং শর্ম্ম চ লব্ধবান্॥"
(ভারত বন° ৮৭ অঃ।)

কুণ্ডোদর (পুং) কুণ্ড ইব উদরমস্য, বহুব্রী। ১ সর্পবিশেষ।
(ভারত আদি ৩৫ অঃ।)
২ জনমেজয়ের পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। ৪ (ত্রি) কুণ্ডের ন্যায় উদরযুক্ত।

কুণ্ডোধ্নী (স্ত্রী) কুণ্ডবৎ উধঃ যস্যাঃ বহুব্রী। ১ যে সকল গাভীর পালান খুব বড়। ২ বিপুলনিতম্বা স্ত্রী।

কুৎ (দেশজ) পরিমাণ স্থির করা।

কুৎঘাট (দেশজ) যে সকল স্থানে নৌকায় কত মাল যাইতেছে স্থির করিয়া তাহার মাসুল আদায় করা হয়।

কুত (পুং) সূর্য্যের পারিপার্শ্বিকবিশেষ।

কুতঃ [স্] (অব্যয়) ১ কোথা হইতে। ২ কি হেতু। ৩ গোপন। ৪ প্রশ্ন।
"পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র কথা কুতঃ॥"
বিষ্ণুপু° ১। ১৯। ৩৭।

কুতনয় (পুং) কুশ্চাসৌ তনয়শ্চেতি, কর্ম্মধা। কুপুত্র, মন্দপুত্র।

কুতনু (পুং) কুৎসিতা তনুর্যস্য বহুব্রী। ১ কুবের। ২ (ত্রি) যাহার শরীর কুৎসিত।

কুতপ (পুং) কু কুৎসিতং পাপং তপতি, যদ্বা কু ভূমিং

---

* হায়দরাবাদ নগর হইতে ৩৮ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। সেখানকার লোকের নিকট 'কুণ্ডিলবতী' নামে অভিহিত।

তপতি, কু-তপ্-অচ্। অথবা কুৎ-কপন্। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ ব্রাহ্মণ। ৪ অতিথি। ৫ গোরু। ৬ ভাগিনেয়। ৭ কুশ। ৮ ছাগলোমের কম্বল। ৯ দিনমানের অষ্টমাংশ। ১০ বাদ্যবিশেষ।

(……………কুতপস্তু ছাগকম্বলদর্ভয়োঃ।
বৈশ্বানরে দিনকরে দ্বিজন্মন্ত্যতিথৌ গবি।
ভাগিনেয়ে২ষ্টমাংশে২হ্নো বাদ্যে। হেম° অনে° ৩।৪৪২।
১১ দৌহিত্র। (মেদিনী।) ১২ ক্ষুদ্র ঘট।

কুতন্ত্রী (স্ত্রী) কু নিন্দিতা তন্ত্রী, কর্ম্মধা। ১ কুৎসিতবীণা। ২ (দেশজ) কুমন্ত্রণাকারী।

কুতপকাল (পুং) কুতপশ্চাসৌ কালশ্চেতি, কর্ম্মধা। দিনমানের অষ্টমাংশ। দিনমান ১৫ মুহূর্ত্তে বিভক্ত করিয়া, তাহার অষ্টম ভাগকে কুতপকাল কহে।

"অহ্নো মুহূর্ত্তা বিখ্যাতা দশ পঞ্চ সর্ব্বদা।
তস্যাষ্টমো মুহূর্ত্তো যঃ সকালঃ কুতপঃ স্মৃতঃ॥" (মৎস্যপু°।)
এইকালে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিতে হয়।
"আরভ্য কুতপে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদারৌহিণং বুধঃ।
বিধিজ্ঞো বিধিমাস্থায় রৌহিণন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ॥" শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

কুতপকালে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া নবমমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ করিবে। বিধিজ্ঞ ব্যক্তির এই রৌহিণকাল লঙ্ঘন করা কথনই কর্ত্তব্য নহে।

কুতপসপ্তক (ক্লী) শ্রাদ্ধবিশেষ।

কুতপস্বী [ন্] (পুং) কুৎসিতঃ তপস্বী, কর্ম্মধা। নিন্দিত তপস্বী, ভণ্ডতপস্বী।

কুতবার, কুতবাল, গোয়ালিয়ররাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর, গোয়ালিয়র দুর্গের ৮৷৷০ ক্রোশ উত্তরে আসন-নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। দেশীয় লোকের বিশ্বাস এখানেই কুন্তিদেবীর পালকপিতা কুন্তিভোজ বাস করিতেন। কাহারও মতে ইহার প্রাচীন নাম কুমন্তলপুরী বা কুন্তলপুরী। আবার কাহারও মতে ইহার পৌরাণিক নাম কান্তিপুরী।

আমাদের বোধ হয়, কুতবার ও ইহার চতুর্দ্দিকস্থ জনপদ পূর্ব্বকালে 'কুন্তিরাষ্ট্র' বা 'কুন্তিভোজ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল।
"কুন্তিরাষ্ট্রঞ্চ বিপুলং সুরাষ্ট্রাবন্তয়স্তথা।" বিরাটপ° ১।১২।

সহদেবের দিগ্বিজয়ে লিখিত আছে—তিনি নবরাষ্ট্র জয় করিয়া কুন্তিভোজকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, পরে চর্ম্মণ্বতী নদীতীরে জম্ভকের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

"নবরাষ্ট্রঞ্চ নির্জ্জিত্য কুন্তিভোজমুপাদ্রবৎ।
প্রীতিপূর্ব্বঞ্চ তস্যাসৌ প্রতিজগ্রাহ শাসনম্॥
ততশ্চর্ম্মণ্বতীকূলে জম্ভকস্যাত্মজং নৃপম্
দদর্শ বাসুদেবেন শেষিতং পূর্ব্ববৈরিণা॥
ভারত সভাপর্ব্ব ৩০।৬-৭।

চর্ম্মণ্বতীর বর্ত্তমান নাম চম্বল, ইহা এক্ষণে গোয়ালিয়ার রাজ্যের পশ্চিম সীমা ও বর্ত্তমান কুতবার নগর হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে প্রবাহিত। [কুন্তি ও কুন্তল দেখ।]

এক সময়ে এই কুতবার বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখনও বিস্তর প্রস্তরমূর্ত্তি ও প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংশাবশেষ পড়িয়া আছে। এখান হইতে তোমররাজগণের সময়ে প্রদত্ত নাগরাক্ষরে লিখিত কয়েকখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কুতর (দেশজ) মন্দ রকম।

কুতর্ক (পুং) কুৎসিতঃ তর্কঃ, কর্ম্মধা। মন্দ তর্ক।
("ব্যাসবাক্য জলৌঘেন কুতর্ক তরুহারিণা।" মার্ক° পু° ১।১০।)

কুতর্কপথ (পুং) কুতর্কস্য পন্থা, ৬তৎ। কুতর্কের পথ, কুতর্কের উপায়।

কুতস্ত্য (ত্রি) কুতো ভবঃ, কুতস্-ত্যপ্। ১ কোথা হইতে জাত। ২ কেন।
("কুতস্ত্য° ভীরু যতস্তেভ্যো দ্রুহ্যন্ত্যো২পি ক্ষমামহে।"ভট্টি ৫ম।)

কুতাপস (পুং) কুৎসিতঃ তাপসঃ, কর্ম্মধা। মন্দ তপস্বী।

কুতিত্তিরি (পুং) কুৎসিতঃ তিত্তিরিঃ, কর্ম্মধা। ১ মন্দ তিত্তিরি পক্ষী। ২ পক্ষিবিশেষ। বৈদ্যক মতে ইহার মাংসগুণ—মধুর ও কষায়রস, লঘু, শীতবীর্য্য এবং ত্রিদোষনাশক।
(সুশ্রুত° সূত্র ৪৬ অঃ।)

কুতিয়া, উত্তরপশ্চিমে ফতেপুর জেলার কল্যাণপুর তহসীলের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ফতেপুর হইতে ৫৷৷০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে এই গ্রামই চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং-বর্ণিত 'ও-যু-তো' নামক স্থান। এই গ্রাম একশত বর্ষ পূর্ব্বে ইহার পূর্ব্বপার্শ্বস্থ উচ্চ ভূমির উপর ছিল, এখন সেই স্থানের নাম বরাগাঁও। এখানে নিমগাছের তলে কতকগুলি প্রাচীন ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

কুতীপাদ (পুং) সামবেদোক্ত ঋষিবিশেষ।

কুতীর্থ (পুং) কুৎসিতঃ তীর্থঃ, কর্ম্মধা। ১ মন্দতীর্থ। ২ মন্দ আচার্য্য।

কুতুক (ক্লী) কুৎ-বাহুলকাৎ উকঞ্। ১ কৌতুক। ২ কৌতুহল।
(কৌতুহলং তু কুতুকং কৌতুকঞ্চ কুতুহলম্। হেম ৩।৫৯০।)

কুতুকী [ন্] (ত্রি) কুতুকমস্যাস্তি, কুতুক-ইনি। কৌতুহলযুক্ত।
("ক্রমবিগলিতপুচ্ছৈরভিমতমাস্তাং বধেন কিং শিখিনঃ।
কুতুকিনি! পুনর্নলাভো বিষধরবিষমং বনং ভবিতা॥"
উদ্‌ভট।)

কুতুপ (স্ত্রী, পুং) কুতপ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত দিনমানের অষ্টমভাগ। [কুতপ দেখ।]

২ (পুং) কুত্বা কুতূঃ—ডুপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ অকারাগমঃ।) চর্ম্মনির্ম্মিত ক্ষুদ্র তৈলাদির পাত্র; ছোট কুপা।

(কুতুশ্চর্ম্মস্নেহপাত্রং কুতুপস্তু তদল্পকম্। হেম° ৪। ৯১।)

কুতুম্বুরু (স্ত্রী) কুৎসিতং তুম্বুরু, কর্ম্মধা। কুৎসিত তিন্দুক ফল।

কুতুব্ (আরব্য) কেতাব, পুস্তক।

কুতুব্ আলম্, ১ জনৈক বিখ্যাত মুসলমান ফকীর। ইঁহার প্রকৃত নাম সৈয়দ সেখ বুরহান্-উদ্দীন্। ইঁহার পিতামহও একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন, তাঁহার নাম মখদুম্ জহানিয়াঁ সৈয়দ জলাল বুখারি। কুতব্ আলম্ গুজরাটে বাস করিতেন। সেইখানে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর (হিজিরি ৮৫৭। ৮ই জেলহিজ্জ) ইঁহার মৃত্যু হয়। গুজরাটে আমদাবাদের ৬ মাইল দূরে বতুহ নামক স্থানে ইঁহার সমাধিমন্দির আছে। এই কবরের দ্বারে একখানি পাথর আছে, সেখানি বাস্তবিক পাথর কি লৌহ কি কাষ্ঠ তাহা নির্ণীত হয় নাই।

২ আর একজন বিখ্যাত মুসলমান ফকীর, ইঁহার প্রকৃত নাম সেখনুর-উদ্দীন্ আহ্মদ। লাহোর ইঁহার জন্মস্থান। বিহারের অন্তর্গত পিণ্ডা নামক স্থানে ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়, সেইখানে ইঁহার কবর আছে।

কুতুব্-উদ্দীন্ এইবক্, দিল্লীর একজন রাজা। দিল্লীর দাস-রাজবংশের প্রতিষ্ঠিতা। ইনি প্রথমতঃ গজনী ও ঘোর-রাজ সিহাব-উদ্দীন্ মুহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন, তৎপরে তাঁহার সেনাপতি হন। শেষে ১১৯২ খৃষ্টাব্দে আজমীর-রাজ পৃথ্বিরাও পরাজিত হইলে সিহাব-উদ্দীন্ ইঁহাকে আজমীরে স্বীয় প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তারূপে রাখিয়া যান। কুতব-উদ্দীন এইবক্ ঐ বৎসরই মিরাট ও দিল্লী জয় এবং বাঙ্গালা পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে সিহাব-উদ্দীন্ ঘোরীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঘয়াস্উদ্দীন্ রাজা হইয়া কুতুব-উদ্দীন্কে রাজোচিত চন্দ্রাতপ, সিংহাসন, রাজমুকুট এবং সুলতান উপাধি প্রদান করেন। ঐ বৎসরেই ২৭এ জুন তারিখে কুতুব রাজা হইয়া দিল্লীতে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। চারি বৎসর মাত্র তাহার রাজপ্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তিনি ২০ বৎসরেরও অধিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে লাহোরে অশ্ব হইতে পড়িয়া যান, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পোষ্যপুত্র আরামশাহ রাজা হন।

পুরাতন দিল্লীতে কুতব মিনারের নিকট [কুতব মিনার দেখ] যে কুবৎ-উল্ ইস্লাম নামে বিখ্যাত যে "জুম্মা মস্‌জিদ্" আছে, পূর্ব্বে তাহা একটি হিন্দু-দেবমন্দির ছিল; কুতুব-উদ্দীন্ এইবক্ প্রথমতঃ সেইটিকে ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ্ করেন। পরে তাঁহার বংশের শামস্-উদ্দীন্ আল্তামাস ও খিলজী বংশের আলা-উদ্দীন্ ইহার অনেকটা সংস্কার ও নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ করান।

কুতুব্-উদ্দীন্ খাঁ, মোগলসম্রাট্ অক্‌বর শাহের সময় ইনি একজন পাঁচহাজারী আমীর (মনসব্‌দার) ছিলেন। অক্‌বর ইঁহাকে বরোচের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের রাজা সুলতান মুজফর ইঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিনাশ করেন।

কুতুব্-উদ্দীন্ খাঁ কোকলতাশ, ইঁহার প্রকৃত নাম সেখ খুবন। ইনি সম্রাট্ অকবরের মাননীয় মুসলমান সন্ন্যাসী সেখ সলিম চিস্তির ভাগিনেয় ও অকবরের পালকপুত্র ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইনি পাঁচহাজারী মন্‌সবদার এবং ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে শেরআফগানের হাতে ইঁহার মৃত্যু হয়। ফতেপুর-সিক্রীতে ইঁহার কবর আছে।

কুতুব্-উদ্দীন্ মুহম্মদ লঙ্গা, মুলতানের লঙ্গাজাতীয় দ্বিতীয় সুলতান দিল্লীর সম্রাট্ বহ্লোল লোদীর সময়ে ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী (নিজের জামাতা) সুলতান সেখ যুসফকে ধৃত করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি ১৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং অতিশয় প্রজারঞ্জক ছিলেন। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে, ইঁহার পুত্র হুসেন লঙ্গা রাজা হন।

কুতুব্-উদ্দীন্ মুহম্মদ ঘোরী, ইনি ইজ্-উদ্দীন ঘোরীর পুত্র। ফিরোজাকো নামক নগর স্থাপয়িতা। ইনি গজনীরাজ বহ্রামশাহের কন্যাকে বিবাহ করেন। কোন সময়ে ইনি গজনী আক্রমণ করিতে চেষ্টা করেন। সুলতান বহ্রাম জানিতে পারিয়া তাঁহাকে গোপনে বিনাশ করেন। এই সূত্রে গজনী ও ঘোররাজ্যে চিরশত্রুতা জন্মে।

কুতুব্-উদ্দীন্ মনোবর সেখ, হাঁসী-নিবাসী একজন বিখ্যাত মুসলমান ফকীর। ইনি সেখ জমাল্ উদ্দীন্ আহ্মদের পুত্র। দিল্লীর সুলতান ফিরোজশাহ বরবকের সময় ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি দিল্লীর তদানীন্তন বিখ্যাত ফকীর নাসির উদ্দীন্ চিরাগের সতীর্থ অর্থাৎ সেখ নিজাম উদ্দীন্ আউলিয়ার শিষ্য। দুইজনেরই ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়।

কুতুব্-উদ্দীন, সুলতান, গুজরাটরাজ মহম্মদ শাহের পুত্র। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন ও ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পর ইঁহার পিতৃব্য রাজা হন।

কুতুব্‌-উল্‌-মুল্‌ক, ইনি গোলকুণ্ডারাজ্যস্থাপয়িতা সুলতান কুলিকুতব শাহের পিতা। ইনি জাতিতে তুর্কী, দাক্ষিণাত্যে কর্ম্মের চেষ্টায় আসিয়াছিলেন। শেষে মুহম্মদ শাহ বাহ্মনির সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হন। ক্রমে উচ্চপদ লাভ করিয়া কুতুব-উল্‌-মুল্‌ক উপাধি ধারণ করেন ও তৈলঙ্গের তরফদারী পদ প্রাপ্ত হন। ১৪৯৩ খৃঃ অব্দে ইনি জামকুণ্ডার দুর্গ অধিকার করিতে গিয়া শরাঘাতে বিনষ্ট হন।

কুতুব্‌মিনার, দিল্লীর জুম্মামস্‌জিদের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে একটি ছয়তল উচ্চ স্তম্ভ আছে, তাহাই কুতুব্‌মিনার। ইহার গঠনভঙ্গিমা, প্রতিতলের ও বারাণ্ডার কারুকার্য্য, বারাণ্ডার আলিসা, চূড়া ইত্যাদি দেখিলে ইহাকে হিন্দুকীর্ত্তি না বলিয়া থাকা যায় না; কিন্তু অধিকাংশ প্রাচীন মুসলমান-ঐতিহাসিক এবং পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকে মুসলমানরাজকীর্ত্তি বলিয়া গিয়াছেন। কোন কোন মুসলমান-ঐতিহাসিক এই বিবাদ ভঞ্জনের জন্য ইহাকে হিন্দুর যত্নে আরম্ভ ও মুসলমান কর্ত্তৃক সমাপ্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য পুরাবিৎ এই মীমাংসা যুক্তিসঙ্গত বলিয়াও গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহারা বলেন, ইহা হিন্দুকীর্ত্তি, তাহারা বলিয়া থাকেন যে, ইহার নাম "যমুনাস্তম্ভ"। দিল্লী ও আজমীরের শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজের কন্যা প্রত্যহ যমুনা বা যমুনাতীরস্থ স্বীয় গুরুর আশ্রমদর্শনের জন্য এই উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, পৃথ্বীরাজ নিজে প্রত্যহ গঙ্গাদর্শনাভিলাষী হইয়া এই স্তম্ভটি নির্ম্মাণ করান, কিন্তু ইহাতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায়, ইহার দ্বিগুণ উচ্চ আর একটি গঙ্গাস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হইতে না হইতে মুসলমানেরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল।

কিন্তু কনিংহাম সাহেব বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাঁহার ১৮৬২।৬৩ খৃষ্টাব্দের আর্কিয়লজিকাল রিপোর্টে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহা আদৌ হিন্দুকীর্ত্তি নহে, ইহার ভিত্তি পর্য্যন্ত মুসলমান কর্ত্তৃক স্থাপিত। কনিংহাম অনুমান করেন যে, তদানীন্তন মুসলমান সন্ন্যাসী কুতুব্‌-উদ্দীন্‌ উশীর নাম হইতে জুম্মামস্‌জিদের নাম কুতুব্‌-উল্‌-ইস্‌লাম ও তাহারই আজান দিবার 'মাজিনা' স্তম্ভের নাম 'কুতুব্‌মিনার' হইয়াছে। তাঁহার মতে কুতুব্‌মিনার মাজিনা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ইহা কবে কাহাদ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহা অনুসন্ধানে এইরূপ জানা গিয়াছে—

শামসি-সিরাজ (১৩৮০ খৃষ্টাব্দে) নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে পুরাতন দিল্লীর জুম্মা-মস্‌জিদের বৃহৎ স্তম্ভটি সুলতান শাম্‌স্‌উদ্দীন্‌ আল্‌তামাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

আবুলফেদা (১৩০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন,) লিখিয়া গিয়াছেন যে, "দিল্লীর জুম্মা-মস্‌জিদের মাজিনা লালপাথরে নির্ম্মিত এবং অতি উচ্চ; ইহাতে ৩৬০ ধাপ সিঁড়ি আছে।" (কনিংহাম সাহেব বলেন, যে কুতুব্‌মিনারে বর্ত্তমান সময়ে ৩৭৯ ধাপ সিঁড়ি আছে।)

ফতুহাত-ই-ফিরোজশাহী নামক ইতিহাসে ফিরোজশাহের (১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে) একটি বাক্য উদ্ধৃত আছে, তাহা হইতে জানা যায়, যে সুলতান মুইজ্‌-উদ্দীন্‌ শামের মিনার বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়; ফিরোজশাহ তাহা সংস্কার করাইয়া আরও উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। আবুলফেদার সময়ে যে বজ্রাহত মিনারে ৩৬০ ধাপ সিঁড়ি ছিল, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে আরও বুঝা যায় যে আল্‌তামাসের সময়ে মিনার যে পর্য্যন্ত উচ্চ ছিল, ফিরোজশাহ তাহার উপর আরও কতকটা বাড়াইয়াছিলেন।
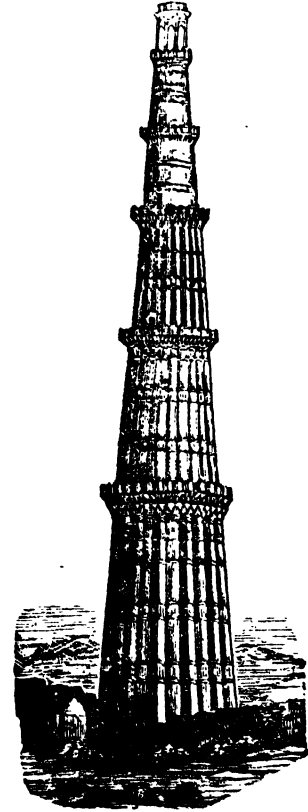
কুতুব্‌মিনার।

কুতুব্‌মিনারের বর্ত্তমান উচ্চতা ২৩৮ ফুট ১ ইঞ্চি। ইহার তলভাগের ব্যাস ৪৭ ফুট ৩ ইঞ্চি; উর্দ্ধভাগের ব্যাস ৯ ফুট। ভূমি হইতে ভিত্তি দুই ফুট জাগিয়া আছে। চূড়া

বাদে ভিত্তির উপর হইতে স্তম্ভের উচ্চতা ২৩৪ ফুট ১ চূড়া ২ ফুট উচ্চ। ভিত্তির উপর হইতে চূড়ার নিম্ন পর্য্যন্ত স্তম্ভটি পাঁচটি তলে বিভক্ত। সর্ব্ব নিম্নতল ৯৪ ফুট ১১ ইঞ্চি, দ্বিতীয়তল ৫০ ফুট ৮½ ইঞ্চি, তৃতীয়তল ৪০ ফুট ৯½ ইঞ্চি, চতুর্থতল ২৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং পঞ্চম বা সর্ব্বোচ্চতল ২২ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চ। সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ তলের উচ্চতা সমগ্র মিনারের উচ্চতার ঠিক অর্দ্ধেক এবং চতুর্থ তলটি দ্বিতীয়তলের উচ্চতার ঠিক অর্দ্ধেক। এতদ্ভিন্ন ইহার পরিমাণে আরও একটু কৌশল দেখা যায়। ইহার নিম্নতলের ব্যাসের পরিমাণ ৪৭ ফুট ৩ ইঞ্চি; চূড়া বাদে সমগ্র স্তম্ভের পরিমাণ এই ব্যাসের ঠিক পাঁচগুণের ২ ইঞ্চি মাত্র বেশী।

কুতুব্মিনারের তলদেশ ২৪টি পলকাটা। পরস্পর ৩টি তলের স্তম্ভগাত্রে ঐরূপ পলকাটা আছে, কিন্তু চতুর্থ তলটি সম্পূর্ণ গোলাকার। নীচের দিক্ হইতে প্রথম তিন তল লাল বেলেপাথরে প্রস্তুত এবং প্রত্যেকটিতে আরবীভাষায় শিল্পলিপি খোদিত আছে। প্রত্যেক তলে অতি সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত বারাণ্ডা আছে। চতুর্থতলের ঊর্দ্ধভাগ এবং পঞ্চমতলের মধ্যে দুইস্থল শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে গাঁথা। ইহার মধ্যে উপরে উঠিবার ঘুরান সিঁড়ি আছে।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে এই মিনারের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং অন্যান্য স্থলেও বিশেষ ক্ষতি হয়। লোকের মুখে শুনা যায় যে সেকালের চূড়া চারিটি স্তম্ভের উপর মন্দিরাকার গুম্বজবিশিষ্ট ছিল। ভূমিকম্পের পর তখনকার গবর্ণর জেনেরল মেরামত করিতে আদেশ দেন। বহুযত্নে অনেক স্থল (১৮২৮ খৃষ্টাব্দে) মেরামত করা হয়। ভাঙ্গা পাথর খুলিয়া ফেলিয়া ঠিক সেই ভাবের পাথর কাটিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সাবেক পাথরে যে সকল সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ছিল, তাহা অতি ব্যয়সাধ্য বলিয়া সেরূপ করা হয় নাই। ইহাতেই তবু ২২০০০৲ টাকা খরচ হয়। বারাণ্ডার সমস্ত কাটরা (রেলিং) ও সর্ব্ব নিম্নতলের প্রবেশদ্বারও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান কারুকার্য্যহীন বারাণ্ডা ও বিলাতী-ধরণের কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রবেশদ্বার বসান হইয়াছে। এই দুইটি কার্য্য বাকি সমস্তের সহিত মিলে না।

কুতুব্মিনারের গায়ে অনেকগুলি শিল্পলিপি খোদিত আছে, ইহা হইতেই ইহার ইতিহাস পাওয়া যায়। সর্ব্ব নিম্নতলে—পেটির মত ছয় সার খোদাই আছে, তন্মধ্যে সকলের উপরের পেটিতে কোরাণের শ্লোকমালা, দ্বিতীয়টিতে ভগবানের ৯৯টি আরবী নাম, তৃতীয় পেটিতে মুইজউদ্দীন, আবুল মুজফর ও মুহম্মদ-বিন্-শামের নাম ও যশোগান লিখিত আছে। চতুর্থ পেটিতেও কোরাণের শ্লোক, পঞ্চম পেটিতে মুহম্মদ-বিন্-শামের নাম ও যশোগান আছে। ৬ষ্ঠ পেটির লেখা সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল একটী কথা 'আমীর উল্ ওমরাহ' মাত্র পড়া যায়। প্রবেশদ্বারের মাথায় লিখিত আছে, "সুলতান্ শামস্-উদ্দীন্ আল্তামাসের নির্ম্মিত এই মিনার ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বুহ্লোলের পুত্র সেকন্দরশাহের রাজত্বকালে খাওয়াস্খাঁর পুত্র ফতেখাঁ কর্ত্তৃক ৯০৯ হিজিরাতে (১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে) মেরামত হইল।" দ্বিতীয়তলে তিন পটী লিপি আছে। সর্ব্বনিম্নের পটীতে কোরাণের বচন, তাহার উপরের পটীতে আল্তামাসের যশোগান আর দ্বারের মাথার লিপিতে মিনারের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিবার জন্য আল্তামাস যে আদেশ দেন, সেই আদেশটি খোদিত আছে। চতুর্থতলের দ্বারের মাথায় আল্তামাসের মিনার নির্ম্মাণ করাইবার আদেশ আর পঞ্চমতলের দ্বারের মাথায় ৭৭০ হিজিরায় (১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে) বজ্রাঘাতে মিনারের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেলে ফিরোজশাহ যে মেরামত করান, তাহারই বিবরণ খোদিত আছে। এতদ্ভিন্ন কারুকার্য্যের মধ্যে মধ্যে কতকগুলি লিপি খোদিত আছে, তাহাতেও অনেক কথা জানা যায়। সর্ব্বনিম্নতলে একস্থানে মাতওয়ালী (প্রধান মোল্লা) আবুল-মুয়ালীর পুত্র ফাজিলের নাম খোদিত আছে। এক স্থানে অট্টালিকাকার মুহম্মদ আমীরচোর নাম, অপর এক স্থানে নাগরীতে সুলতান মুহম্মদ সম্বৎ ১৩৮২ (১৩২৫ খৃষ্টাব্দ) খোদিত আছে। এই বৎসরই মুহম্মদ-তোগলকের রাজত্বের প্রথম বৎসর। চতুর্থ তলের দেওয়ালে নাগরী অক্ষরে "ফিরোজশাহ সম্বৎ ১৪২৫" (১৩৬৮ খৃষ্টাব্দ) খোদিত আছে। চতুর্থতলের দরজার পার্শ্বে মর্ম্মর-পাথরে এক নাগরী লিপি আছে, তাহাতেও ফিরোজশাহের নাম ও সম্বৎ ১৪২৬ (১৩৬৯ খৃঃ) দেখিতে পাওয়া যায়। এই নাগরী লিপিখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু কালের দৌরাত্ম্যে ইহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে উপরের এক চরণে বুঝা যায়, "শ্রীবিশ্বকর্ম্মপ্রসাদে রচিতঃ" তাহার পরে শেষের দিকে অট্টালিকাকার শিল্পী সহদেবপালের পুত্র "নন সলহ" এই নাম পাওয়া যায়, এই ব্যক্তিই বোধ হয় ফিরোজশাহের সময়ে মেরামত করিয়া থাকিবে। মধ্যস্থলে কয়েকটি পরিমাণসূচক অঙ্ক আছে, তাহা হইতে কনিংহাম সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে, সেগুলি ফিরোজশাহের সময়ে কি ভাবে কিরূপ সংস্কার হইয়াছিল, তাহারই মাপের কোন রাশি হইবে। সর্ব্ব

নিম্নতলের সর্ব্বনিম্ন পটীতে একটি মুসলমান উপাধি খোদিত আছে। এই উপাধিটি কুতুব্‌উদ্দীন্-এইবকের। জুম্মা-মস্‌জিদের পূর্ব্বদ্বারে কুতুবের যে লিপি খোদিত আছে, তাহাতে তাঁহার নামের সহিত এই উপাধি দৃষ্ট হয়।

এই সকল খোদিতলিপি হইতে স্থির হইয়াছে যে, গজনী-রাজ মুহম্মদ-বিন্-শামের রাজত্বকালে কুতুব্‌উদ্দীন্-এইবক্ প্রায় ১২০০ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন এবং আল্‌তামাস ১২২০ খৃষ্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণ করেন। চতুর্থতলে প্রবেশদ্বারের উপর সেকন্দর লোদীর সময়ের লিপি হইতে জানা যায়, যে ইহা আল্‌তামাসের আদেশে নির্ম্মিত হয়। তাহার অর্থ সম্ভবতঃ চতুর্থতলটির নির্ম্মাণকার্য্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, নতুবা দ্বিতীয়তলের লিপির বর্ণনার সহিত ইহার বিরোধ ঘটে। এ বিষয়ে ফিরোজশাহের কথাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য। ফিরোজশাহ মিনারটি সংস্কার করিবার সময়ে বলেন, "আমি মুইজ্‌উদ্দীন্-শামের মিনার মেরামত করিতে আদেশ দিলাম।" কেহ কেহ বলেন, এককালে ৭টি তল ছিল; কিন্তু তাহা ঠিক নহে, কারণ সিঁড়ির যে সংখ্যা আছে, তাহাতে ছয়তলের অধিক থাকা কখন সম্ভব নহে। অনেকে অনুমান করেন, স্তম্ভগাত্র শাদামাটা কাজে শোভিত বটে, কিন্তু ইহার বারাণ্ডা ও পেটি-গুলি অতি উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যবিশিষ্ট, ইহাতে বোধ হয়, এগুলি অপর দ্বারা সংযোজিত। আমীর খস্‌রুর লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, আলাউদ্দীন্ খিলিজি কুতুব্‌মিনার মেরামত ও ফিরোজ-নির্ম্মিত ভগ্নপ্রায় চূড়ার পরিবর্ত্তে নূতন চূড়া নির্ম্মাণের আদেশ দেন, সম্ভবতঃ তাঁহার দ্বারাই এইগুলি সংযোজিত হইয়াছে। (কুতুব্‌মিনারের গাত্রস্থ লিপিগুলির মূল ও অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে Cunningham's Arch. Survey Reports 1862-63 Vol. I; Edward Thomas' Chronicles of the Pathan kings of Delhi; Dowson's Edition of Sir H. M. Elliot's Muhammdan Historians; Travel's by Docter Lee; Robert Smith's Report in Journal Archæological Society, Delhi; Asiatic Researches of Bengal II; Rajasthan Vol. II; Hand book for Delhi; Sleeman's Rambles of an Indian official &c. দ্রষ্টব্য।)

কুতূ (স্ত্রী) কুৎসিতং তন্যতে, কু-তন্-বাহুলকাৎ কূ-টিলোপশ্চ। চর্ম্মনির্ম্মিত তৈলাদির পাত্র; মসক, কুপো।

(কুতূশ্চর্ম্মস্নেহপাত্রং কুতুপস্তু তদল্পকম্। হেম° ৪। ৯১।)

কুতূণক (পুং) কু ঈষৎ তূণয়তি সঙ্কোচয়তি চক্ষুর্যঃ, কু-তূণ সঙ্কোচে ণ্বুল্। বালকের চক্ষুরোগবিশেষ; ইহার চলিত নাম কেতুয়া বা কেঁতো। বৈদ্যকোক্ত ইহার লক্ষণাদি যথা—

"কুতূণকঃ ক্ষীরদোষাচ্ছিশূনামেব বর্ত্মনি।
জায়তে তেন তন্নেত্রং কণ্ডুরঞ্চ স্রবেন্মুহুঃ॥
শিশুঃ কুর্য্যাল্ললাটাক্ষিকূটনাসাবঘর্ষণম্।
শক্তো নার্কপ্রভাং দ্রষ্টুং ন বর্ত্মোন্মীলনক্ষমঃ॥"

স্তনদুগ্ধের দোষবশতঃ শিশুদিগের চক্ষুর পাতায় কুতূণক রোগ জন্মে; তাহাতে চক্ষু দিয়া অনবরত জলস্রাব হয় এবং চক্ষু চুলকায়। এই রোগে শিশু তাহার ললাট, চক্ষু ও নাসিকা সর্ব্বদা ঘর্ষণ করে এবং সূর্য্যকিরণের দিকে দৃষ্টি করিতে পারে না। (মাধবকর।)

কুতূণকরোগে শুঁট, ভৃঙ্গরাজ ও হরিদ্রা পেষণ করিয়া তাহা পুটপাকে দগ্ধ করিয়া সৈন্ধবের সহিত অঞ্জন দিবে।

বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মনঃশিলা, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা ও গিরিমাটী আমানির সহিত ঘষিয়া অঞ্জন দিবে। (চক্রদত্ত)

বাভটে এই রোগের নাম কুকূণক লিখিত আছে।

কুতূহল (ক্লী) কুতূং চর্ম্মময়তৈলাদিপাত্রবৎ অন্তর্হলতি সোৎসুকং করোতি, কুতূ-হল্-অচ্। ১ কোনও বস্তু দেখিবার বা শুনিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা। কৌতূহল, কৌতুক কুতুক ও চিত্র।

("কৃষ্ণের আজ্ঞায় আমি আসি কুতূহলে।
বলি বন্দী করি আমা রাখিল পাতালে॥" গোবিন্দমঙ্গল।)

২ নায়িকার অলঙ্কারবিশেষ। লক্ষণ যথা—

"রম্যবস্তু সমালোকে লোলতা স্যাৎ কুতূহলম্।"
(সাহিত্যদর্পণ ৩। ১১৯।)

মনোহর বস্তু দর্শন করিবার জন্য অতিশয় আকাঙ্ক্ষার নাম কুতূহল।

কুতূহলবান্ [ৎ] (ত্রি) কুতূহলং অস্যাস্তি কুতূহল-মতুপ্-মস্য বঃ। কৌতূহলবিশিষ্ট।

কুতূহলিত (ত্রি) কুতূহলমস্য সঞ্জাতম্, কুতূহল-ইতচ্ (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) কৌতূহলযুক্ত।

কুতূহলী [ন্] (ত্রি) কুতূহলমস্যাস্তি, কুতূহল-ইনি। কৌতূহলাক্রান্ত।

("রূপে গীতে চ মাধুর্য্যং তয়োস্তজ্জ্ঞৈর্নিবেদিতম্।
দদর্শ সানুজো রামঃ শুশ্রাব চ কুতূহলী॥" রঘু° ১৫।৬৫।)

কুতৃণ (ক্লী) কুৎসিতং তৃণমিব উপমি। কুম্ভী, পানা।
[কুম্ভিকা দেখ।]

কুতোনিমিত্ত (ত্রি) কুতঃ কিং নিমিত্তং যস্য, কিম্-প্রথমার্থে তসিল্। কি নিমিত্ত, কি জন্য।

("কুতো নিমিত্তঃ শোকস্তে।" রামায়ণ ২।৭৪।১৭।)

কুতোমূল (ত্রি) কিং মূলমস্য, কিম্-তসিল্। কি কারণ, কি জন্য। ("কুতোমূলমিদং দুঃখম্।" ভারত আদি°।)

কুত্তী (হিন্দী) কুকুরী। খেঁকীকুকুর।

কুথ, জ্যোতিষোক্ত পঞ্চদশ যোগবিশেষ।

কুত্র (অব্যয়) কস্মিন্, কিম্-ত্রল্ (সপ্তম্যাস্ত্রল্। পা ৫।৩।১০।) কোথায়, কোন স্থানে।

("কুত্রাশিষঃ শ্রুতিসুখা মৃগতৃষ্ণিরূপাঃ।" ভাগবত ৭।৯।২৫।)

কুত্রচিৎ (অব্যয়) কুত্রচ চিচ্চ, দ্বন্দ্ব। মুগ্ধবোধমতে কুত্রচিৎ (কিমঃ ক্ত্যাত্বাচ্চিচ্চনৌ।) কোনও অনির্দ্দিষ্টস্থানে।

("বিশিষ্টং কুত্রচিদ্বীজং স্ত্রীযোনিস্ত্বেব কুত্রচিৎ।" মনু ৯।৩৪)

কুত্রচন (অব্যয়) কুত্র চ চন চ দ্বন্দ্ব। মুগ্ধবোধ মতে কুত্রচন। কোথায়ও।

কুত্রত্য (ত্রি) কুত্র ভবঃ, কুত্র-ত্যপ্ (অব্যয়াৎ ত্যপ্। পা ৪।২।১০৪।) কোথা হইতে জাত।

কুৎস (পুং) কুৎসয়তে সংসারম্, কুৎস-অচ্। ১ ঋষিবিশেষ। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। (আপ° ধর্ম্ম-সূত্র ১।১৯।৭) ২ (ত্রি) কু-স (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু) যে করিতেছে।

("কুৎসা এতে হর্য্যশ্বায়।" ঋক্ ৭। ২৬। ৫।

'কুৎসাঃ কুর্ব্বাণাঃ, করোতেঃ কুৎস শব্দনিষ্পত্তিঃ।' সায়ণ।)

কুৎসকুশিকিকা (স্ত্রী) কুৎসানাং কুশিকানাঞ্চ মৈথুনম্; কুৎসকুশিক-বুন্ (দ্বন্দ্বাদ্বুন্ বৈরমৈথুনিকয়োঃ। পা ৪।৩।১২৫।) কুৎস ও কুশিকগোত্রীয় স্ত্রীপুরুষের মৈথুন।

কুৎসন (ক্লী) কুৎস-ভাবে ল্যুট্। ১ নিন্দা। ২ (কুৎস্যতে অনেন কুৎস-করণে ল্যুট্।) নিন্দার উপায়। ৩ (ত্রি) নিন্দিত।

কুৎসপুত্র (পুং) কুৎসস্য পুত্রঃ ৬তৎ। কুৎস ঋষির পুত্র।

কুৎসলা (স্ত্রী) কুৎসং ক্রয়বিক্রয়য়ো র্নিষিদ্ধতয়া নিন্দাং লাতি কুৎস-লা-ক-টাপ্। নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। [নীলী দেখ।]

কুৎসা (স্ত্রী) কুৎস নিন্দনে কুৎস-ভাবে অপ্-টাপ্। নিন্দা। সংস্কৃত পর্য্যায়—অবর্ণ, আক্ষেপ, নির্ব্বাদ, পরীবাদ, অপবাদ, উপক্রোশ, জুগুপ্সা, নিন্দা, গর্হণ, গর্হা, নিন্দন, কুৎসন, পরিবাদ, জুগুপ্সন, অপক্রোশ, ভর্ৎসন, অপবাদ, উপরাগ, অবধ্বংস, ঘৃণা, ধিক্ ও সামি।

("গুরুকুৎসামতিশ্চ যঃ।" ভারত অনুশাসন।)

কুৎসিত (ক্লী) কুৎস-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ কুষ্ঠ, কুড়। (ত্রি) ২ নিন্দিত। ৩ কুপ্রিয়, কাণ্ড।

কুৎস্য (ত্রি) কুৎস-যৎ। ১ নিন্দনীয়। ২ কুপরীক্ষক।

কুথ (পুং, স্ত্রী) কুঙ্ শব্দে থক্ (উণাদিকোষটীকায় রামশর্ম্মা ২। ১১৩।) ১ কাঁথা। ২ করিকম্বল, হাতীর পিঠের আসন। ("কুথেন নাগেন্দ্রমিবেন্দ্রবাহনং।" মাঘ।) স্ত্রিয়াং টাপ্। ("মহত্যা কুথয়াস্তীর্ণাং পৃথিবীলক্ষণকয়া"। রামায়ণ) ৩ কীট। ৪ প্রাতস্নায়ী দ্বিজ। ৫ কুশতৃণ, কুশ।

"কুথাস্তরণতল্পেষু কিং স্যাৎ সুখতরং ততঃ।"

রামায়ণ ২। ৩০। ১৪।)

(পুং) ৬ বর্হিঃ। (কুথঃ স্ত্রীপুংসয়োশ্চিত্রকম্বলে পুংসি বর্হিষি। উণাদিকোষ। ২। ১০৪।)

কুথলী (হিন্দী) ১ কাঁথা। ২ হাতীর পিঠের ঝুল।

কুথুম (পুং) সামবেদের একটি শাখার নাম।

কুথুমি (পুং) মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপু° ৭। ৪৬)। ইনি পৌষ্যিঞ্জি মুনির শিষ্য। সামবেদের কৌথুমিশাখা ইহা কর্ত্তৃক প্রচারিত। কুথুমি বদরিকাশ্রমে জন্ম গ্রহণ করেন এবং গান্ধারে বাস করিতেন। এখানে তিনি আপন গুরুর নিকট আত্মার অবিনশ্বরতা ও দুঃখ কর্ম্মের সহচর এই তত্ত্ব শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ ও পুত্রের নাম কুৎস।

[কৌথুমী দেখ।]

কুথুমি নামে একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার ছিলেন; রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে কুথুমিস্মৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কুথুমী [ন্] (পুং) কুথুমং বেত্তি, কুথুম-ইনি। যাহারা সামবেদের কৌথুমী শাখা জানে বা অধ্যয়ন করে।

কুথোদরী (স্ত্রী) কুথং হিংসাত্মকং উদরং যস্যাঃ সা, কুথ-উদর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ (নাসিকোদর°। পা ৪। ১। ৫৫। ইতি) বহুব্রী। একজন রাক্ষসী। কুম্ভকর্ণের পৌত্রী, কালকঞ্জ রাক্ষসের পত্নী ও বিকঞ্জরাক্ষসের মাতা। কল্কিপুরাণে লিখিত আছে, মুনিগণ কল্কিদেবকে দেখিতে পাইয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিষ্ণুযশঃপুত্র! কুম্ভকর্ণের পৌত্রী, কালকঞ্জের মহিষী কুথোদরী নাম্নী রাক্ষসী এই স্থানে বাস করে। তাহার শরীর আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সে শয়নকালে হিমালয়ে মস্তক রাখিয়া এবং নিষধাচলে পদ বিস্তৃত করিয়া নিদ্রা যায়; তাহার নিশ্বাস বায়ুতে আকর্ষিত হইয়া আমরা এখানে আসিয়াছি। ভাগ্যবলে আপনার সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে। আপনি এই বিপৎসময়ে আমাদিগকে রক্ষা করুন। মুনিগণের এই প্রার্থনা শুনিয়া শত্রুবিজয়ী কল্কিদেব সৈন্যপরিবৃত কুথোদরীকে বিনাশ করিতে হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুথোদরী শুইয়াছিল। সসৈন্যে কল্কিদেবকে আসিতে দেখিয়া মহাক্রোধে চীৎকার করিয়া উঠিল ও নিশ্বাসবায়ুতে হস্তীঅশ্বরথের সহিত কল্কিদেবকে আকর্ষণ করিয়া লইল। কল্কিদেব সমস্ত সৈন্য সহিত কুথোদরীর উদরে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবগণ ও মুনিগণ তদ্দর্শনে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তৎপরে কল্কিদেব তরবারিপ্রহারে কুথোদরীর উদর ভিন্ন করিয়া বহির্গত হইলেন। কুথোদরী তাহাতেই প্রাণত্যাগ করিল। (কল্কিপুরাণ ১৬শ অধ্যায়) [কল্কি দেখ।]

কুদণ্ড (পুং) কুৎসিতো দণ্ডঃ (কুগতিপ্রাদয়ঃ)। অনুচিত দণ্ড

কুদরৎ (পারসী) ক্ষমতা, পৌরুষ।

কুদাঁড়া (দেশজ) কুরীতি, মন্দ নিয়ম, মন্দ অভ্যাস।

কুদার (পুং) কুং ভূমিং দারয়তি, কু-দৃ-ণিচ্-অণ্। কুদাল।

কুদারকোট, উত্তরপশ্চিমের ইটাবা (এতাবা) জেলার অন্তর্গত বিধুন তহসীলের মধ্যবর্ত্তী একটি প্রাচীন গ্রাম। ইটাবা নগর হইতে ১২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ও সঙ্কিশ (প্রাচীন সাঙ্কাশ্যনগরী) হইতে ১৭ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"গবীধূমতঃ সাঙ্কাশ্যং চত্বারি যোজনানি।"

গবীধূমান্ হইতে সাঙ্কাশ্য চারিযোজন বা ১৬ ক্রোশ। বর্ত্তমান কুদারকোট এক সময়ে যে সমৃদ্ধশালী ছিল, তাহা এখানকার ভূতত্ত্ব ও এই স্থান হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন শিলালিপি দ্বারা জানা যায়। পতঞ্জলির সময়ে সম্ভবতঃ এই কুদারকোট ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান 'গবীধূমৎ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

এখানে একটি অতি প্রাচীন দুর্গ ছিল, অযোধ্যার নবাব আসফ্ উদ্দৌলার প্রধান উজীর সেই প্রাচীন ভগ্ন দুর্গের উপর আবার নূতন দুর্গ করাইয়া ছিলেন।

কুদাল (পুং) কুং ভূমিং দালয়তি, কু দল্ ভেদনে ণিচ্-অণ্। ১ কুদ্দাল, কোদাল। ২ পার্ব্বতীয় বৃক্ষবিশেষ। (Bauhinia variegata.)

কুদালি (দেশজ) কোদাল।

কুদালিয়া (দেশজ) একপ্রকার বঙ্গদেশীয় গাছড়া (Hedysarum triflorum)

কুদিন (ক্লী) কোঃ পৃথিব্যা ভ্রমণেন দিনং, কর্ম্মধা। ১ সাবন দিন। সূর্য্যের উদয়াবধি পুনরুদয়।

"ইনোদয়দ্বয়ান্তরং তদর্কসাবনং দিনম্।
তদেব মেদিনীদিনং ভবাসরস্ত ভভ্রমঃ॥" সিদ্ধান্তশিরোমণি।

সূর্য্যের দুইবার উদয়ের যে অন্তর, তাহাকেই অর্কসাবনদিন, মেদিনীদিন (কুদিন), ভবাসর ও ভভ্রম বলে। ২ মন্দদিন, দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিবস। [সাবন দেখ।]

কুদিষ্টি (স্ত্রী) বিতস্তি অপেক্ষা অল্প ও দিষ্টি অপেক্ষা দীর্ঘতর পরিমাণ।

কুদুমবেত (দেশজ) একজাতীয় বেতগাছ। (Calamus polygamus.)

কুদৃশ্য (ত্রি) কুৎসিতং দৃশ্যং, কর্ম্মধা। কুৎসিত দৃশ্য, দেখিবার অযোগ্য।

কুদৃষ্টি (স্ত্রী) কুৎসিতা দৃষ্টিঃ; কর্ম্মধা। ১ মন্দদৃষ্টি, মন্দ অভিসন্ধিতে দেখা। অসৎ তর্কসংস্পৃষ্ট মত।

("যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহিতাঃ স্মৃতাঃ॥"
মনু ১২।৯৫।

কুদেশ (পুং) কুৎসিতো দেশঃ, কর্ম্মধা। মন্দদেশ, অরাজক দেশ। "কুদেশমাসাদ্য কুতোঽর্থসঞ্চয়ঃ।" চাণক্য।

কুদেহ (পুং) ১ কুৎসিত দেহ। (ত্রি) কুৎসিতো দেহোঽস্য বহুব্রী। ২ কুৎসিত দেহযুক্ত ব্যক্তি।

কুদ্দল (পুং) পার্ব্বতীয় বৃক্ষবিশেষ।

কুদ্দার (পুং) কুং ভূমিং দারয়তি কু-দৃ-ণিচ্-অণ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ)। ১ কোবিদারবৃক্ষ, কাঞ্চনবৃক্ষ। ২ ভূমি বিদারণ করিয়া উঠে বলিয়া বৃক্ষমাত্রই। ৩ ভূমিখননযন্ত্র, কোদাল।

কুদ্দাল (পুং) কুং ভূমিং দালয়তি কু-দল-ণিচ্-অণ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ) ১ কোবিদারবৃক্ষ, কাঞ্চন গাছ।

"কোবিদারশ্চমরিকঃ কুদ্দালো যুগপত্রকঃ।"
ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড ১ম ভাগ।

২ ভূমিদারণ অস্ত্র, কোদাল।

("কুদ্দালৈর্হ্রেষুকৈশ্চৈব সমুদ্রং যত্নমাস্থিতাঃ॥"
মহাভারত ৩।১০৭।২৩।)

কুদ্দালূর, (কডেলুর মান্দ্রাজ-বিভাগের দক্ষিণ আর্কটের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ১১° ৪২´ ৪৫´´ উঃ, দেশা ৭৯° ৪৮´ ৪৫´´ পূঃ। পুরাতন কডেলুর, মুঞ্জকুপ ও সেণ্টডেভিড্ দুর্গ লইয়া এই নগরটি স্থাপিত। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে শম্ভুজী এইখানে ইংরাজদিগকে দুর্গনির্ম্মাণের জন্য অনুমতি দেন। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে ঐ দুর্গ পুনর্নির্ম্মিত হয়, এবং ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লা বুর্দোনি কর্ত্তৃক মান্দ্রাজ আক্রান্ত হইলে, এইখানেই ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের রাজকীয় কার্য্যালয় সকল উঠিয়া আসে। ঐ বর্ষে ফ্রাসী-সৈন্য এই নগরাভিমুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু মহফুজ খাঁর নিকট তাহারা পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া যায়। ফরাসী সেনানায়ক ডিউপ্লে এই স্থান একবার অবরোধ করেন, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই সময়ে ইংরাজসেনানায়ক মেজর লরেন্স্ এইখানে প্রধান শিবির স্থাপন করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসীযোদ্ধা লালী কডেলুর অধিকার করেন, ঐ বর্ষে ২রা জুন তারিখে সেণ্টডেভিড্ দুর্গ আক্রান্ত হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল কুট্ পুনরায় এই স্থান অধিকার করেন, কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বুসির যুদ্ধকৌশলে ও হাইদারআলীর সাহায্যে ফরাসিরা কডেলুর অধিকার ও ৩ বৎসর পরে ইংরাজদিগকে প্রত্যর্পণ করেন।

এই সহরটি বৃহৎ, সমৃদ্ধিশালী ও বিস্তর লোকের বাসস্থান; এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

কুদ্মল (ক্লী) কুড-কল-শ্চিৎ। (কলস্তুপশ্চ। উণ্ ১। ১০৬। বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। ১।১০৮) পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বিকাশোন্মুখ পুষ্পমুকুল।

কুদ্মি (তামিল) শিখা। দক্ষিণদেশে হিন্দুমাত্রেই মাথায় শিখা ধারণ করে, সেই শিখাকে কুদ্মি কহে। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ হিন্দুর ন্যায় গ্রীক, রোমক ও মিসরবাসিরা মাথায় এক গোছা চুল রাখিত। বাইবেলে ঐ চুলের গোছা "শিসোএন্" নামে বর্ণিত হইয়াছে। [শিখা দেখ।]

কুদ্য (ক্লী) কুদ্-ক্যপ্। ভিত্তি, দেয়াল।

কুদ্রঙ্ক (পুং) কুদ্রং মিথ্যেব কায়তে অনিত্যত্বাৎ ক্ষণভঙ্গুরত্বাচ্চ কুদ্র-কৈ-ক (নিপাতনাৎ সাধুঃ)। গৃহবিশেষ, মঞ্চোপরি মণ্ডপ। উদ্ঘাট, পিঠর।

কুদ্রঙ্গ (পুং) কু ঈষৎ উদ্গতো রঙ্গঃ রঞ্জনং যত্র কু-উৎ-রঞ্জ-ঘঞ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ)। মঞ্চোপরিস্থিত মণ্ডপ।

কুদ্‌রৎ (পারসী) ক্ষমতা, পৌরুষ, দক্ষতা।

কুদ্‌রতী (পারসী) ক্ষমতাবান্, দক্ষ।

কুদ্রব (পুং) কুং ভূমিং দ্রাবয়তি কু-দ্রু-অন্তর্ণিচ্-অচ্। কোদ্রব, কোদোধান।

কুদ্রি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

কুধান্য (ক্লী) কুৎসিতং ধান্যং (কুগতিপ্রাদয়ঃ) কর্ম্মধা। কয়েক প্রকার ধান্যবিশেষ। কোরদূষক, শ্যামাক, নীবার, শান্তনু, তুবরক, উদ্দালক, প্রিয়ঙ্গু, মধুলিকা, নান্দীমুখ, কুরুবিন্দ, গবেধুক, বরুক, উদপর্ণী, মুকুন্দক, বেণুযব প্রভৃতি। ইহাদের গুণ—উষ্ণ, কষায়, মধুর, রুক্ষ, কটু, বিপাকী, শ্লেষ্মঘ্ন, স্রাবরোধক ও বাতপিত্তপ্রকোপক।

কুধারা (স্ত্রী) কুৎসিতা ধারা, কর্ম্মধা। মন্দনিয়ম, কুরীতি।

কুধী (ত্রি) কুৎসিতা ধীরস্য বহুব্রী। ১ নির্ব্বোধ। ২ নির্লজ্জ। "স্বাম্যস্ত তত্র কুধিয়োঽপর ঈশ কুর্য্যুঃ।" ভাগবত ৮।২২।২০।

কুধ্র (পুং) কুং ভূমিং ধারয়তি কু-ধৃ-ক। (মূলবিভুজাদিত্বাৎ কঃ।) পর্ব্বত। (হেমচন্দ্রটী° ৪।৯৩।)

কুনক (পুং) জনপদবিশেষ ও সেই জনপদবাসী। ভীষ্মপর্ব্বে কোন কোন পুথিতে কুরট, কুনট এইরূপ পাঠান্তর আছে।

কুনখ (পুং) কুসিতাঃ নখা যত্র। ১ রোগবিশেষ, কুণি, নখকুণি। ২ (ত্রি) কুৎসিত নখযুক্ত ব্যক্তি, যাহার নখগুলি মন্দ।

কুনখী [ন্] (ত্রি) কুনখ ইতি তন্নামকো রোগঃ অস্যাস্তি কুনখ-ইনি। ১ কুনখরোগবিশিষ্ট। "নখেন কুনখী চৈব কাষ্ঠেন ব্যাধিমিচ্ছতি।" গৃহ্যাসংগ্রহ ১।৪৮।

বিষ্ণুস্মৃতির মতে—যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে স্বর্ণ অপহরণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, তাহার সেই ভোগাবশিষ্ট পাপের চিহ্নস্বরূপ এই রোগ জন্মে। (বিষ্ণুসংহিতা)।

কুনখী প্রায়শ্চিত্ত জন্য দ্বাদশরাত্র ব্রত করিয়া নখ পরিত্যাগ করিবে। (শুদ্ধিতত্ত্ব)। সুশ্রুত মতে, মাতৃদোষে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। রজস্বলা অবস্থায় স্ত্রীলোক যদি নখচ্ছেদন করে, তাহা হইলে সেই গর্ভের সন্তান কুনখী হয়। ২ কুনখযুক্ত ব্যক্তি, যাহার নখ সুন্দর নহে। ৩ (পুং) ঋষিভেদ। ৪ অথর্ব্ববেদের একটী শাখা। (অথর্ব্ব ৭।৬৫।৩।)

কুনট (পুং) কু-নট-পচাদিত্বাৎ অচ্। ১ শ্যোনাকবৃক্ষ, সোনাগাছ, বাণশণুই (Bignonia)। হিন্দী শণ্‌হুলী। ইহার আকৃতি শণপুষ্পের ন্যায়। [শণপুষ্পী দেখ]। ২ (কুৎসিতং নটতি) মন্দনর্ত্তক। ৩ জনপদ ও সেই জনপদবাসী জাতিবিশেষ।

কুনটী (স্ত্রী) কুনট-ঙীষ্, গৌরাদিত্বাৎ। ১ মনঃশিলা, মনোজ্ঞা, নৈপালী, কুনটী, শিলা। মন্‌ছাল (Red arsenic)। ২ ধান্যক, ধনে। ৩ মন্দনর্ত্তকী।

কুনদিকা (স্ত্রী) কুৎসিতা নদিকা, কুগতিসং, কু-নদ-অল্পার্থে কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ক্ষুদ্রনদী।

কুনন্নম (ক্লী) [বৈ] অপরিবর্ত্তনীয়, অবাধ্য। ("বায়ুরস্মা উপামংথৎ পিনষ্টি স্মা-কুনন্নমা।" ঋক্ ১০।১৩৬।৭।)

কুনলী [ন্] (পুং) কুৎসিত ঈষৎ বা নলোঽস্যাস্তি কু-নল-ইনি। বকবৃক্ষ, বকফুলের গাছ (Agati grandiflora.)

কুনবার, (কুনাবার)—পঞ্জাবপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী বশাহির রাজ্যের একটি উপবিভাগ। অক্ষা° ৩১° ১৬´ হইতে ৩২° ৩´ উঃ, এবং দেশা° ৭৭° ৩৩´ হইতে ৭৯° ২´ পূঃ। ইহার উত্তরসীমা স্পিতি, পূর্ব্বে চীনরাজ্য, দক্ষিণে বশাহির ও গড়বাল এবং পশ্চিমে কুলু। কুনবার পর্ব্বতময়, ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত। শতদ্রুনদীর উপরিতন অববাহিকায় ইহার অধিকাংশস্থান আবৃত। এই স্থান শীতপ্রধান, ৫০০০ হইতে ১০০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। আবার শতদ্রু-উপত্যকার নিম্নতম স্থানে গ্রীষ্মের সময় পাথর তাতিয়া অধিক গরম হয়। কুনবারের অধোভাগে ও দক্ষিণাংশে শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে বৃষ্টি হইয়া থাকে। শীতকালে বিলক্ষণ বরফ পড়ে, কোন কোন স্থান বরফে জমিয়া যায়।

কুনবারের অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মমত স্থানভেদে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উত্তরাংশে অধিবাসীরা বৌদ্ধ ও তিব্বতের লামার মতাবলম্বী, এদিকে তাহাদের দেহের গঠন অনেকটা তুরাণীয়দিগের মত। দক্ষিণাংশে সকলেই হিন্দুধর্ম্মা-

বলম্বী। আবার কুনবারের মধ্যস্থলে হিন্দু ও বৌদ্ধের একত্র সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়।

কুনবারীগণ সুগঠিত, বলিষ্ঠ, বৃহৎ ও কৃষ্ণকায়; সকলেই প্রায় অতিথিপ্রিয়, সত্যবাদী, বিনীত ও সাহসী। তাহাদের বাহুবলও বেশ আছে। একবার গুর্খাজাতি কুনবার অধিকার করিবার জন্য বহুসংখ্যক একত্র হইয়া কুনবারীদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে। কয়েকবার যুদ্ধও হইল। কুনবারীরা শেষে কতকগুলি সেতু ভাঙ্গিয়া দিল। শত্রুরা তাহাতে বিফল মনোরথ হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে শান্তিপ্রিয় কুনবারীগণ প্রতিবর্ষে ১৫০০৲ টাকা কর দিতে স্বীকার করে।

মহাভারতে এক দ্রৌপদীর কেবল পঞ্চস্বামী দেখিয়াছি, কিন্তু এই কুনবারে ঘরে ঘরে দ্রৌপদীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ হইতে নিকৃষ্ট-চামার পর্য্যন্ত সকলজাতির মধ্যে প্রায় এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

কুনবারে তাতার জাতিরও বাস আছে; তাহারা তাহাদের পূর্ব্বদেশবাসী তাতারদিগের ন্যায় তেমন বলিষ্ঠ নয়। নিম্নপ্রদেশের কুনবারীরা ঐ তাতারদিগকে ঝড়, ভোটিয়া ও ভোটানি বলে।

কুনবারীরা বড় নৃত্যগীতপ্রিয়। বর্ষের মধ্যে কুনবারে অনেকগুলি মহোৎসব হইয়া থাকে। শুনা যায়, ঐ সকল মহোৎসবে তাহারা মত্ত হইয়া অনুপম অপার আনন্দ অনুভব করে।

আশ্বিনের প্রারম্ভে সমস্ত কুনবারে মেন্তিক (হৈমন্তিক?) নামক মহোৎসব হয়। এই সময় যুবক যুবতী বালক-বালিকা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী গিরিশৃঙ্গে উঠিয়া অভিনব ফুলসাজে সাজিয়া নৃত্যগীত ও বাদ্য করিতে থাকে। সেই পাহাড়ের উপর সকলে বনভোজন করে। যখন সকলে মিলিয়া তালে তালে নাচিতে থাকে, যখন সঙ্গীতলহরীতে ও বাদ্যধ্বনিতে গিরিগহ্বর প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, বাস্তবিক সেই সময়ে মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। বিশেষতঃ পাহাড়ের উপর তেমন সুন্দর বাদ্য আর কোথাও শুনা যায় না।

কুনবারের প্রত্যেক গিরিপথে, গিরিসঙ্কটে ও তুষারময় স্থানে, চতুষ্কোণ প্রস্তররাশি দেখিতে পাওয়া যায়। কুনবারীরা সেই পাথরগুলিকে 'সুঘর' বলে। অধিবাসিগণের বিশ্বাস, সেই 'সুঘরে' পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অধিষ্ঠান করেন। সেই পাথরের উপর অনেকের ভয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে।

আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মভেদানুসারে কুনবারের উত্তরাংশে ভোট ও দক্ষিণাংশে সংস্কৃতের অপভ্রংশ হিন্দীভাষা প্রচলিত। ঐ হিন্দীভাষাকে তথায় 'মিল্‌চন্' বলে। 'মিল্‌চন্' ভাষার মধ্যে লুব্রুং বা কনুম্, লিছুং বা লিপ্পা ইত্যাদি ভেদ আছে।

কুনবারের স্থানভেদে অতি উত্তম ফল পাওয়া যায়। যথা—সুঙ্ নামে আপেলফল, আক্পায় আঙ্গুর ও পঙ্গী নামক স্থানে জায়ফল। এখানকার আঙ্গুরে অতি উত্তম সুরা প্রস্তুত হয়।

২ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরে বিলাসপুর ও রতনপুর যাইবার বড় রাস্তার বামধারে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে প্রবাদ আছে, রাজা কুনবৎ এই গ্রামপত্তন করেন। তাঁহার রাণী একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া ছিলেন, এখন তাহা "রাণী-তলাও" নামে বিখ্যাত। এই গ্রামে এখনও অনেকগুলি হিন্দু ও জৈন দেবমন্দির এবং অনেকগুলি সরোবর ও কতকগুলি পুরাতন সতীস্তম্ভ আছে।

কুনবী, (কুম্বী) কৃষিজীবি-জাতিবিশেষ। [কুড়্মি দেখ।]

কুনহ (ট) (পুং) ১ ঈশানকোণস্থ জনপদবিশেষ ও তদ্দেশবাসী। (বৃহৎসংহিতা ১৪। ৩০)।
(ত্রি) ২ কুৎসিতবন্ধনকারক।

কুনাথ (পুং) কুৎসিতো নাথঃ কুগতিস°। ১ মন্দস্বামী, যে স্বামী পত্নীপ্রিয় নহে, কুনায়ক।
("হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা।" ভাগ° ৯।১৪।২৮)
২ মন্দ অধিপতি, কুপরিচালক। (ভাগবত ৫। ১৪। ২)

কুনাদীকা (স্ত্রী) কুনদিকা, ক্ষুদ্র নদী।

কুনাভি (পুং) কু-ঈষৎ নাভিরিব আবর্ত্তবত্ত্বাৎ, কর্ম্মধা। ১ বাতমণ্ডলী, ঘূর্ণীবায়ু। চলিত কথায় ঘূর্ণে বাতাস। ২ কুবেরের নিধিবিশেষ।

কুনাম [ন্] (ত্রি) কুৎসিতং প্রাতরস্মরণীয়ং নামাস্য। যাহার নাম কেহ প্রাতঃকালে করে না, অতি কৃপণ বা অতি পাপকার্য্যকারী।

কুনায়ক (ত্রি) কুৎসিতো নায়কোঽস্য। ১ যাহার পরিচালক মন্দ। ("যস্যামিমে ষণ্নরদেব দস্যবঃ, সার্থং বিলুম্পন্তি কুনায়কং বলাৎ।" ভাগবত ৫। ১৩। ২।)
(স্ত্রী) ২ যাহার প্রণয়পাত্র মন্দ। (পুং) ৩ মন্দনায়ক, কুনাথ।

কুনাল (কুণাল) (পুং) কুৎসিতং নালমস্য। ১ হিমালয়জাত একপ্রকার পক্ষী। ২ রাজা অশোকের এক পুত্র। অশোকের অনেক পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে রাণী পদ্মাবতীর গর্ভে কুনালের জন্ম হইয়াছিল। কুনালের অতি সুন্দর

ও মনোহর দুটি চক্ষু ছিল। সেই অনুপম চক্ষুর সৌন্দর্য্যে তাঁহার বিমাতা তিষ্যরক্ষা মুগ্ধা হন। এমন কি একদিন সেই রাজমহিষী কুণালের নিকট নিজ কুঅভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কুনাল পরমধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি বিমাতার এই অসঙ্গত অভিপ্রায় শুনিয়া দুঃখে ও ঘৃণায় তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। তখন তিষ্যরক্ষার হৃদয়ে অনল জ্বলিয়া উঠিল, সেই পাপিনী প্রতিজ্ঞা করিল, "যে সুকুমার নয়নযুগল আমার লজ্জার ও মনস্তাপের কারণ হইয়াছে, নিশ্চয় সেই নয়নদুটী নষ্ট করিব।"

এই সময় তক্ষশিলানগরের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। পিতার আদেশে কুণাল বিদ্রোহী নিবারণ করিবার জন্য তক্ষশিলা যাত্রা করেন। এদিকে প্রিয়পুত্রকে পাঠাইয়া অশোক অতি চিন্তিত হইলেন। চিন্তায় কাতর হইয়া ক্রমে তাঁহার দারুণরোগ জন্মিল। এই সময়ে কেবল তিষ্যরক্ষিতার যত্নেই তিনি আরোগ্যলাভ করেন। তজ্জন্য রাজা তাহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হন। তিষ্যরক্ষিতাও সময় বুঝিয়া অশোকের নিকট ৭ দিন সাম্রাজ্যশাসন করিবার অনুমতি লইলেন। এই সাতদিনের মধ্যেই সেই দুর্বৃত্তা তক্ষশিলার শাসনকর্ত্তাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "তাঁহার আদেশ অনুসারে কুনালের নয়নযুগল উৎপাটন করিবে।" ঘটনাক্রমে কুনালের হাতেই সেই পত্র পড়িল। তিনি অধীশ্বরীর আজ্ঞা অগ্রাহ্য না করিয়া আপন-অমূল্য নয়নকমল উৎপাটন করাইলেন। পত্নী কাঞ্চনমালা অন্ধপতিকে লইয়া রাজধানীতে আসিলেন। এই দুর্ঘটনা রাজা অশোকের কর্ণগোচর হইল। রাজা অত্যন্ত শোকাতুর হইলেন। পরে তিষ্যরক্ষিতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মারিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কুনাল পিতাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, "আপনি স্ত্রী-হত্যা করিবেন না, আমি বিমাতার আচরণে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার সংসারে অসারদর্শী চর্ম্মচক্ষু গিয়াছে বটে, কিন্তু আমি মানসচক্ষু লাভ করিয়াছি।" --কুনালের এই মহচ্চরিত্রে সভাস্থ সকলেই তাঁহার যশোগান করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সর্ব্ব সমক্ষে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল নয়ন লাভ করিলেন। (দিব্যাবদানে কুনালাবদান ২৭ অঃ ও বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ৫৯ অঃ।)

কুনালিক (পুং) কুৎসিতং নালমস্যেতি, কু নাল-ঠঞ্। (বহ্বচ্ পূর্ব্বপদাৎ ঠঞ্। পা ৪।৪।৬৪।) কোকিল।

কুনাশক (পুং) ঈষৎ নাশয়তি স্পর্শনেন, কু-নশ-ণিচ্-ণ্বুল্। আলকুশী। পর্য্যায় শব্দ—যাস, যবাস, দুস্পর্শ, ধম্বয়াস, দুরালভা, রোদিনী, গান্ধারী, কচ্ছু, অনন্তা, কষায়া, হরবিগ্রহা।

কুনিষঞ্জ (পুং) দশমমনুর পুত্র। (হরিবংশ ৩ অঃ।)

কুনীতি (স্ত্রী) কুৎসিতা নীতিঃ। কুরীতি, মন্দনীতি।

কুনীলী [ন্] (পুং) তৈরিণী গাছ। [তৈরিণী দেখ।]

কুনেত্রক (পুং) কুৎসিতে নেত্রে অস্য কুনেত্র-কপ্। মুনিবিশেষ।

কুনেৎ, জাতিবিশেষ। [কুনিন্দ দেখ।]

কুন্‌কুন্ (দেশজ) একপ্রকার শারীরিক যাতনা। সাধারণতঃ কোন স্থান ফুলিয়া উঠিলে যে যাতনা অনুভূত হয়।

কুনিন্দ, পুরাণোক্ত ভারতের উত্তরদিগ্বর্ত্তী জনপদ ও জাতিবিশেষ। যথা—"শকা হূণাঃ কুনিন্দাশ্চ পারদা হারহূণকাঃ।"

ব্রহ্মাণ্ডপু° অনুষঙ্গপাদ ৪৮ অঃ।

মহাভারত ও বামনপুরাণে এই জাতি এবং যেখানে ইহারা বাস করে সেই জনপদ 'কুলিন্দ' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

"খসা একাসনা হৃর্হাঃ প্রদরা দীর্ঘবেণবঃ।
পারদাশ্চ কুলিন্দাশ্চ তঙ্গণাঃ পরতঙ্গণাঃ॥" সভাপর্ব্ব ৫২।৩।
"শাতদ্রবা কুলিন্দাশ্চ পারাবত সমূষকাঃ।" বামন পু° ১৩।৩৮।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের কোন কোন হস্তলিপিতে 'কুণিন্দ' এবং বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ঐ জাতি ও জনপদ 'কৌণিন্দ' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

"ব্রহ্মপুরদার্ব্বডামরবনরাজ্যকিরাতচীনকৌণিন্দাঃ।"

বৃহৎসংহিতা ১৪।৩০।

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান কিলিন্দ্রিনে বা কাইলিন্দ্রিনে (Kylindrynê) নামে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই জনপদ বিবসিস্ (বিপাশা) ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তী। কুনিন্দ বা কুলিন্দজাতি এখন 'কুনেৎ' নামে প্রসিদ্ধ, শতদ্রুপ্রবাহিত কুনবার ও বিপাশাপ্রবাহিত কুলু রাজ্যে এই জাতি প্রধানতঃ বাস করে, এই অঞ্চলই পুরাণোক্ত 'কুনিন্দ' বা 'কুলিন্দ' জনপদ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু মহাভারতে অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে 'কুলিন্দবিষয়' ভারতের (উত্তর) পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—

"পূর্ব্বং কুলিন্দবিষয়ে বশে চক্রে মহীপতীন্।
ধনঞ্জয়ো মহাবাহুর্নাতি তীব্রেণ কর্ম্মণা॥
আরট্টান্* কালকূটাংশ্চ কুলিন্দাংশ্চ বিজিত্য সঃ।"

সভাপর্ব্ব ২৬।৩।

অথচ এই জনপদ ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমে হিমালয়ের উপর অবস্থিত। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থান দেখিয়া অর্জ্জুনদিগ্বিজয়ের 'কুলিন্দ' স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বৃহৎসংহিতায় গান্ধার ও কাশ্মীরাদি

* কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে 'আনর্ত্তান্' এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু এই পাঠ সঙ্গত নয়। [আনর্ত্ত দেখ।]

জনপদ ভারতের ঈশানকোণে অর্থাৎ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইলেও উহা যেমন ভারতের উত্তরপশ্চিমেই অবস্থিত, উক্ত কুলিন্দ জনপদের অবস্থানও সেইরূপ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম্ সাহেবের মতে, "চীনপরিব্রাজক কৌনিন্দ জনপদের উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি 'স্রুঘ্ন' নামেই এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন।" কনিংহাম বিষ্ণুপুরাণে এই স্থান 'কুলিন্দোপত্যকা' নামে প্রয়োগ দেখিয়াছেন।

চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াংএর কিছুপূর্ব্বে খৃষ্টীয়-ষষ্ঠশতাব্দীতে বরাহমিহির কৌনিন্দ ও স্রুঘ্ন দুইটি ভিন্ন জনপদ বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। "স্রুঘ্নোদিচ্য-বিপাসাশতদ্রুরমঠশাবাঃ।" বৃহৎসংহিতা ১৬। ২১। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র দেখ।] যখন চীনপরিব্রাজক স্রুঘ্নে আগমন করেন, তখন স্রুঘ্নের ভগ্নাবস্থা, এ সময়ে কুনিন্দ স্রুঘ্নের অন্তর্গত ছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

বিষ্ণুপুরাণে 'কুলিন্দ' অথবা 'কুলিন্দোপত্যকা' শব্দের এককালেই প্রয়োগ নাই। মহাভারতে ঐ দুই জনপদের উল্লেখ আছে এবং দুইটিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত।

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৯। ৫৬, ও ৬৩ শ্লোক)

অতিপূর্ব্বকাল হইতে কুনিন্দ একটি স্বাধীনরাজ্য বলিয়া পরিগণিত। বর্ত্তমান জ্বালামুখীর নিকট হইতে কুনিন্দরাজ অমোঘভূতির প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে*।

এখানকার পূর্ব্বতন অধিবাসিগণ বিলাসপুরের ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে শতদ্রুনদীর দক্ষিণকূলে এখনও 'কুনিন্দ' নামে প্রসিদ্ধ। তিব্বতের লোকেরা ইহাদিগকে 'মন্' বলিয়া ডাকে।

সিমলাশৈল হইতে গড়বালের উত্তরাংশে নানাস্থানে কুনিন্দ বা 'কুনেৎ' জাতির বাস দেখা যায়। ইহাদের আচার ব্যবহার পার্ব্বতীয় খস জাতির ন্যায়। [খস দেখ।] এই জন্য অনেকেই এই জাতিকে খসজাতির একশ্রেণীতে গণনা করেন। আবার কাহারও মতে, এই জাতি খসজাতিসম্ভূত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আচার ব্যবহারে অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও অতি পূর্ব্বকাল হইতেই কুলিন্দ ও খস দুই ভিন্ন জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, মহাভারতাদি প্রাচীনগ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও যোষীমঠের উত্তরে কুনিন্দ জাতি বাস করিতেছে, তাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়। এই সকল স্থানে কুনিন্দ-জাতির অবস্থা অনেকটা স্বাধীন, এমন কি পবর উপত্যকায় শিলাদেশনামক স্থানে বরাবরই ইহারা স্বাধীন ছিল, বেশী দিন নহে, বিসহরের রাজা ঐ স্থান আক্রমণ করিয়া সেখানকার কুনিন্দদিগকে অনেকটা অবনত করিয়াছেন।

কুনবার প্রভৃতি স্থানের কুনেতেরা বলে যে মুসলমান-কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই তাহারা স্বাধীন ছিল, পরে রাজপুত ও ব্রাহ্মণেরা আসিয়া তাহাদের কতক স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। তাহারা রাজপুতজাতিকে আপনা-দিগের অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করে এবং রাজপুতকে সহজে কেহ কন্যা দিতে চায় না।

এই জাতির মধ্যে তিনটি গোত্র প্রচলিত দেখা যায়—মঙ্গল, চুহান্ ও রাও। ইহাদের মধ্যে আবার শ্রেণীভেদ আছে। যথা পদ্মৈক, অদ্বৈক, কড়ৈক ও ভজৈক। এতদ্ভিন্ন ইহাদের পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান অনুসারে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি গাঁই প্রচলিত আছে। যথা—(রঙ্গলগ্রাম হইতে) রঙ্গলার, (সুজান হইতে) সুজানু, (গহা হইতে) গয়াহি, (সুর হইতে) সুরুই, (জলান হইতে) জলানু, (রবাহিন্ হইতে) রবানা, (পস্‌লেতা হইতে) পস্‌লেতু, (কনরায় হইতে) কনরায়ক, (পবর হইতে) পবরবার।

কুনিন্দজাতির ভাষা হিন্দী ও হিমালয়ের পাহাড়ী ভাষা-মিশ্রিত। বিপাশা হইতে তোন্‌স (তমসা?) নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রায় ৪ কোটি কুনেৎজাতির বাস, তন্মধ্যে সিমলাশৈলের চারিদিকে শতকরা ৬৭, কুল্লুবিভাগে শতকরা ৫৮ ও কুনবারে শতকরা ৬২ জন বাস করে।

কুন্‌কুননি (দেশজ) একপ্রকার শারীরিক যাতনা।

কুন্‌কুন্ (দেশজ) অনুকার শব্দ, মশার পক্ষ শব্দ।
("কাণে কাণে কুন্‌কুন্ করিলা সম্ভাষ।
পায় পড়ি পশ্চাৎ পৃষ্ঠের খাবে মাস॥" শিবায়ন ১১৭।)

কুন্ত (পুং) কুং ভূমিং উনত্তি ক্লিদ্যতি, যদ্বা কুং শরীরং উনত্তি ভিনত্তি কু-উন্দ-বাহুলকাৎ তঃ শকন্ধাদিত্বাৎ। ১ গবেধুক, গড়গড়েধান (Coix barbata.) ২ ক্ষুদ্রকীট, উকুন। ৩ কোপনভাব। ৪ ভল্ল। ৫ প্রাসাস্ত্র।

ধনুর্ব্বেদে কুন্তাস্ত্রের লক্ষণ ও নির্ম্মাণপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—বাঁশ, বেত, বেল, চন্দন, বর্দ্ধন, শিংশপা, খদির, দেবদারু কিম্বা ঘণ্টারোহ কাষ্ঠ দ্বারা ইহার দণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হইবে। দণ্ডটী সাত হাত পরিমিত লম্বা হইলে উত্তম, ছয় হাত হইলে মধ্যম, পাঁচ হইলে নিকৃষ্ট হয়। ফলা লোহে নির্ম্মিত হইবে। ঐ ফলার আকার দুই প্রকার—প্রথম পুষ্কলাবর্ত্তক, দ্বিতীয় চীনজাত। লোহ পুষ্কলাবর্ত্তক হইলে কোমল ও চীনোত্থিত হইলে তীক্ষ্ণ হয়। যে লোহে আঘাত করিলে

* কনিংহাম সাহেব ঐ সকল মুদ্রা খ্রীষ্টজন্মের তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। Arch. Sur. Repts. Vol. XIV. p. 135.

শব্দ হয় সে লৌহ তীক্ষ্ণ, আর যাহাতে আঘাত করিলে শব্দ হয় না, তাহা মৃদু লৌহ। পড়িয়া গেলে যে ফলা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা তীক্ষ্ণলৌহনির্ম্মিত, যাহা না ভাঙ্গিয়া বাঁকিয়া যায় তাহা পুষ্কলাবর্ত্তলৌহে নির্ম্মিত। ফলা নির্ম্মাণ বিষয়ে চীনজাতলৌহ অপ্রশস্ত; পুষ্কলাবর্ত্তক লৌহই প্রশস্ত। কুন্তের ফলক মৃদু লৌহদ্বারা এবং তীক্ষ্ণধার লৌহ দ্বারা নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। ঐ উভয় অপ্রাপ্য হইলে অন্যান্য লৌহ পাইন সংশোধনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ফলা নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। খেজুর, বেত, বাঁশ প্রভৃতি গাছের পাতার ন্যায় ফলার অগ্রভাগ খুব সরু হইবে। শুভ্র, সুন্দর, তীক্ষ্ণ, ষোলঅঙ্গুলি পরিমিত ফলাই প্রশস্ত। চৌদ্দঅঙ্গুলি হইলে মধ্যম ও বারঅঙ্গুলি হইলে নিকৃষ্ট হয়। বিস্তার দুই অঙ্গুলি পরিমাণ হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া এক অঙ্গুলি পরিমাণ থাকিবে। দুই, দেড় কিম্বা এক যব পরিমিত মোটা হইবে। সুশব্দ, মৃদুগন্ধ, সুপীন, উত্তমবর্ণ ও পরিষ্কৃত হইলে ফলা ভাল হয়। শব্দে ফলার গুণাগুণ বুঝা যায়। থালা কিম্বা ঘণ্টার শব্দের ন্যায় শব্দ হইলে ভাল। ঝাঁঝর কিম্বা ভাঙ্গাবাসনের শব্দের ন্যায় শব্দ হইলে বুঝিতে হইবে ফলা ভাল হয় নাই। দেখিতে যদি চন্দ্র কিম্বা নীলাকাশের ন্যায় পরিষ্কার হয়, তাহা হইলে সেইরূপ ফলকবিশিষ্ট কুন্ত ধারণই প্রশস্ত। ফলার বর্ণ মাছির ন্যায় হইলে পরিত্যাগ করিবে। প্রস্তুত না করিয়া কুন্ত কিনিয়া লইতে হইলে লক্ষণ দেখিয়া লইতে হয়। যে কুন্তে, হংস, ময়ূর, মৎস্য প্রভৃতি শুভ চিহ্ন থাকে, সেই অস্ত্র ধারণ করিলে মঙ্গল হয়। যাহাতে শকুনি, কাক, শৃগাল প্রভৃতি অমঙ্গল চিহ্ন আছে, সেরূপ কুন্ত ধারণ করা নিষিদ্ধ। চুন্নিকা ও ব্যাঘ্রনখের গুঁড়া সমভাগে মিশাইয়া ইহা পরিষ্কার করিতে হয়। তাহা হইলে শীঘ্র ময়লা ধরে না। অন্যান্য অস্ত্রের ন্যায় ইহাও খাপের ভিতর রাখা উচিত। সাধারণের পক্ষে কুন্তাস্ত্র ধারণ করা উচিত নহে। সৎপুরুষ বীর ব্যক্তি কুন্ত ধারণ করিবে। শুক্রনীতিতে লিখিত আছে—

"দশহস্তমিতঃ কুন্তঃ ফলাগ্রঃ শঙ্কুবুধ্নকঃ।"

লম্বে ১০ হাত এক গাছ বাঁশ তাহার মস্তকে লোহার তীক্ষ্ণ ফলা, মূলে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা, ফালের নীচে ও মূলে রেশম স্তবকশোভিত।

উক্ত বর্ণনা দ্বারা কুন্ত আর বড়শা সমান বলিয়া বোধ হয়।

কল্যাণের চৌলুক্যরাজগণের এই কুন্তাস্ত্রই রাজসম্মানপরিচায়ক ছিল।

কুন্তন (মহারাষ্ট্রী) প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। স্ত্রীলোকের নিকট চাকরী এবং নর্ত্তকী ও বেশ্যা সংগ্রহকরাই ইহাদের কার্য্য।

কুন্তল (পুং) কুন্তং ক্ষুদ্রকীটং লাতি, কুন্ত-লা-ক, যদ্বা কুন্তস্য অগ্রাকারমিব লাতি। ১ কেশ।

("কাপি কুন্তল সংব্যানসংযমব্যপদেশতঃ।" সাহিত্যদ° ৩।১২৪)

২ হ্রীবের, বালা। ৩ যব। ৪ চষক, পানপাত্র। ৫ লাঙ্গল। ৬ ধ্রুবক (ধ্রুপদ) বিশেষ।

("বর্ণৈঃ ষোড়শভিঃ কার্য্যঃ কুন্তলো লঘুশেখরে।
শৃঙ্গারে চ রসে প্রোক্ত আনন্দফলদায়কঃ॥" সঙ্গীতদামোদর।)

৭ জনপদবিশেষ। মহাভারতে তিনটি কুন্তলরাজ্যের নাম পাওয়া যায়। যথা—

১ম, "মৎস্যাঃ সুকুট্যাঃ সৌবল্যাঃ কুন্তলাঃ কাশিকোশলাঃ।" ভীষ্মপ° ৯। ৩৯।

২য়, "দুর্গলাঃ প্রতিমাস্যাশ্চ কুন্তলাঃ কুশলাস্তথা।" ঐ ৯।৫২।

৩য়, "জিল্লিকা কুন্তলাশ্চৈব সৌহৃদা নলকাননাঃ।
কৌকুট্টকাস্তথা চোলাঃ কোঙ্কণা মালবানকাঃ॥" ঐ ৯। ৬০।

১মটি ভারতের উত্তরাংশে মধ্যদেশের মধ্যে,* ২য়টি দক্ষিণ কোশলের নিকট বর্ত্তমান গোণ্ডবনের মধ্যে এবং ৩য়টি কোঙ্কণের পার্শ্বে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত।

দক্ষিণাপথ হইতে কয়েকখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যায় যে, কুন্তলরাজ্য পূর্ব্বে একসময়ে আদনীজেলার পশ্চিমাংশে কুরুগোদ হইতে† দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত সাংলিরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত‡ ছিল। উক্ত সাংলিরাজ্যের অন্তর্গত 'তেরডাল' গ্রাম হইতে প্রাপ্ত ১০৪৫ শকে খোদিত একখানি শিলালিপিদ্বারা জানা যায়, তৎকালে কুন্তলরাজ্য চৌলুক্যরাজগণের অধীন এবং 'কল্যাণপুর' ঐ রাজ্যের রাজধানী ছিল। [কল্যাণ দেখ।]

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় কোঙ্কণ, কুন্তল, কেরল, দণ্ডক প্রভৃতি জনপদ একত্র উক্ত হইয়াছে।

(বৃহৎসংহিতা ১৬। ১৩)

দশকুমারচরিতে কুন্তল বিদর্ভ-রাজ্যের অধীন ও অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। [কুণ্ডিন ও বিদর্ভ দেখ।]

দক্ষিণমহারাষ্ট্রের 'তেরডাল' গ্রামের খোদিত শিলাফলক§

* "মৎস্যাঃ কিরাতাঃ কুল্যাশ্চ কুন্তলাঃ কাশিকোশলাঃ। ৩৫
মধ্যদেশা জনপদাঃ প্রায়শঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। ৩৬।" মৎস্যপু ১১৩। ৩৬।

† Asiatic Researches, Vol. IX. p. 429, Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. II., p. 272 n.

‡ Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 14—25.

§ Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 23—26.

পাঠে কোল্লগির* কুন্তলরাজ্যের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

বিজয়নগরের গানিগিত্তি নামক জৈনমন্দিরের প্রস্তর-স্তম্ভের খোদিত প্রাচীন শিলালিপি পাঠে জানা যায় কুন্তল-বিষয় কর্ণাটরাজ্যের অন্তর্গত।

"অস্তি বিস্তীর্ণ কর্ণাটধরামণ্ডলমধ্যগঃ।

বিষয়ঃকুন্তলো নাম্না ভূকান্তাকুন্তলোপমঃ॥ †

উপরোক্ত প্রমাণদ্বারা অনুমিত হয়, একসময়ে প্রাচীন কুন্তলজনপদ বর্ত্তমান কোঙ্কণ-প্রদেশের পূর্ব্বে, কোলাপুরের উত্তরাংশে, এবং হায়দরাবাদের পশ্চিমাংশে কৃষ্ণানদীর উভয়-পার্শ্বে ও মালপূর্ব্বা ও বর্ধা নদীর মধ্যস্থলে, উত্তরে কল্যাণপুর হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে আদনীজেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দক্ষিণমহারাষ্ট্রের 'অথবা' বিভাগের মধ্যে যে রেলপথ গিয়াছে, তন্মধ্যে আটরোডের উত্তরে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে 'কুন্তলরোড' নামে এক স্থান আছে, সম্ভবতঃ ইহারই অদূরে মহাভারতোক্ত দক্ষিণ কুন্তলের রাজধানী কুন্তলনগরী ছিল।

কুন্তলবর্দ্ধন (পুং) বর্দ্ধয়তি-বৃধ্-ণিচ্-ল্যুঃ, (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যঃ। পা ৩।১।১৩৪।) কুলানাং বর্দ্ধনঃ ৬তৎ। ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ। এই বৃক্ষের রসে চুলবৃদ্ধি করে বলিয়া কুন্তলবর্দ্ধন নাম হইয়াছে।

কুন্তিলকা (স্ত্রী) কুন্তলাগ্রাকারো লাঙ্গলাগ্রাকারো বিদ্যতে অস্যাঃ কুন্তল-(অত ইনিঠনৌ। পা, ৫।২।১১৫।) ঠন্-(অজাদ্যতষ্টাপ্। পা, ৪।১।৪।) টাপ্। ১ দধিচ্ছেদনাস্ত্র, দধি কাটিবার জন্য যে ছুরী ব্যবহৃত হয়। তৎপর্য্যায়—পালিকা। ২ বালানামক ঔষধ। ভাবপ্রকাশ মতে, ইহার গুণ—শীতল, রুক্ষ, লঘু, দীপন ও পাচক; বীসর্প, হৃদ্রোগ, অরুচি ও আমাতিসার রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়।

কুন্তলোশীর (ক্লীং) কুন্তল ইব উশীরম্। ঔষধ ভেদ, বালা।

কুন্তাপ [বৈদিক] (পুং) ১ অথর্ব্ববেদের সূক্তভেদ। (ক্লী) ২ উদরের একবিংশতি নাড়ীবিশেষ।

("বিশতির্ব্বা অন্তরুদরে কুন্তাপানি" "অথ যৎ কুন্তাপ-মাসীৎ যোমজ্জা।" শতপথব্রা ১২।২।৪।১২—১৩।৪।৪।৮।)

কুন্তি (পুং) কম-ঝিচ্। (ভুবো ঝিচ্। উণ্ ৩।৫০।*। বহুলবচনাৎ কমেরপি প্রত্যয়াদিলোপে কুশব্দাদেশঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

১ জনপদ ও সেই জনপদবাসী ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। (এই শব্দ বহুবচনান্ত প্রয়োগ হয়।) মহাভারতের স্থানে স্থানে এই জনপদ কুন্তিরাষ্ট্র ও কুন্তিভোজ নামে বর্ণিত হইয়াছে। হরিবংশের মতে কুন্তিবিষয়ে কৃষ্ণের পিতা বসুদেব ও পাণ্ডব-মাতা কুন্তিদেবী জন্মগ্রহণ করেন।

"বসোস্তু কুন্তিবিষয়ে বসুদেবঃ সুতো বিভুঃ।

ততঃ সংজনয়ামাস সুপ্রভে দ্বে চ দারিকে।

কুন্তীঞ্চ পাণ্ডোর্মহিষীং দেবতামিব ভূচরাম্॥" ৯৫।৫১।

গোয়ালিয়রের অন্তর্গত কুতবারে একটি প্রাচীনপ্রবাদ আছে, যে এইখানেই কুন্তিদেবী কুন্তিভোজ-কর্ত্তৃক পালিত হন। [কুতবার দেখ।] বেদের কাঠকসূত্র পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বকালে কুন্তিদিগের সহিত পাঞ্চালগণের একবার ঘোরতর বিবাদ হইয়াছিল। ২ হৈহয়ের পৌত্র ও ধর্ম্মনেত্রের পুত্র (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১১।৩) ভাগবতমতে ধর্ম্মের পৌত্র ও নেত্রের পুত্র। (ভাগ ৯।২৩।২১)

৩ ক্রথের পুত্র ও বৃষ্ণির পিতা। (বিষ্ণুপু° ৪।১২।১৫)

৪ বিদর্ভের পুত্র ও ধৃষ্টের পিতা। (হরিবংশ ১৯৮৯)

৫ পক্ষিরাজ গরুড়ের প্রপৌত্র ও সম্পাতির পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ২।২)

কুন্তিভোজ (পুং) কুন্তিনামা ভোজঃ ভোজদেশাধিপঃ। ভোজদেশাধিপতি কুন্তি। ইনিই পৃথার পালক পিতা।

কুন্তিক (পুং) দেশবিশেষের অধিবাসী।

কুন্তী (স্ত্রী) কুন্তি-ঙীষ্। ১ (ইতো মনুষ্যজাতেঃ। পা, ৪।১।৬৫।) কুন্তিদেশীয় স্ত্রীলোক।

২ যদুবংশীয় শূররাজের কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী। শূরসেনের পিতৃস্বসারপুত্র কুন্তিভোজ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার নিকট শূরসেন প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁহার সন্তানটিকে তিনি কুন্তিভোজকে দিবেন। এইরূপে কুন্তিভোজ শূরসেনের প্রথমা কন্যা পৃথাকে লইয়া পুত্রের ন্যায় লালন পালন করেন। কুন্তিভোজকর্ত্তৃক পালিত হওয়ায় পৃথা "কুন্তী"নামে বিখ্যাত হইলেন।

একদিন মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তিভোজের ভবনে অতিথি হইলেন। এই সময়ে কুন্তী মহর্ষির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। তাহাতে ঋষিবর কুন্তীর প্রতি অতিসন্তুষ্ট হইয়া এক মন্ত্র প্রদান করেন। এই মন্ত্রপ্রভাবে সকল দেবতাই ভৃত্যের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণকারীর বশীভূত হইত।

একদিন কুন্তী মনে মনে চিন্তা করিলেন, "মহর্ষি আমাকে যে মন্ত্র দিয়াছেন, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি।" এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কন্যাকাবস্থায় আপনার

* কোল্লগিরের বর্ত্তমান নাম কোলাপুর, কোঙ্কণের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

† E. Hultzsch, South Indian Inscriptions, Vol. I. p. 158.

ঋতুলক্ষণ দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন। মনোভাব গোপন করিয়া শয্যায় বসিয়া নবোদিত দিবাকরের প্রতি একবার চাহিলেন। কি আশ্চর্য্য! আজ তাঁহার মন কেমন চঞ্চল হইল। তিনি সূর্য্যের দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এই সময়ে ঋষিপ্রদত্ত মন্ত্রের বলাবল পরীক্ষা করিতে তাঁহার কৌতুহল হইল, তিনি মন্ত্রপাঠ করিয়া দিবাকরকে আহ্বান করিলেন। তখন সূর্য্যদেব নিজ দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক মূর্ত্তি দ্বারা পূর্ব্ববৎ তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং অঙ্গদ ও মুকুটমণ্ডিত অপর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কুন্তীর পার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, "সুন্দরি! আমি একান্ত তোমার বশীভূত, এখন কি করিব বল।"

কুন্তী সসম্ভ্রমে কহিলেন, "দেব! কৌতুহল-প্রযুক্ত আপনাকে আহ্বান করিয়া অনর্থক কষ্ট দিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করিয়া প্রস্থান করুন।"

তখন সূর্য্যদেব বলিলেন, "দেবতাকে বৃথা আহ্বান করা উচিত নহে। তুমি আমাকে আত্মদান কর, কবচ-কুণ্ডল-ধারী একটি দিব্য পুত্র তোমাকে দিব। যদি তুমি আমার কথায় সম্মত না হও, তাহা হইলে তোমাকে, তোমার পিতা কুন্তিভোজকে, আর অযোগ্যপাত্রে মন্ত্রদাতা সেই ব্রাহ্মণকে ভস্ম করিব।" কুন্তী লজ্জিত ও ভীত হইয়া কহিলেন, "দেব! আমি বালিকা, আমার আত্মদেহ অপরকে দিবার অধিকার নাই। আমায় ক্ষমা করুন; আমার সহিত এরূপ অবৈধরূপে সহবাস করিলে আমাদের কুলকীর্ত্তি নষ্ট হইবে।"

সূর্য্যদেব সাদরে কহিলেন, "তোমার পাপ হইবে না। এমন কি তোমার কন্যাভাবও কলঙ্কিত হইবেনা। তোমার গর্ভসংবাদ ধাত্রী ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিবেনা। আমাকে আত্মদান কর।"

কুন্তী দেখিলেন সূর্য্যের হাত এড়ান তাহার পক্ষে অসাধ্য। সূর্য্যকে কহিলেন, "যদি প্রকৃত এমন হয়, তবে সেই পুত্র যেন আপনার কুণ্ডলদ্বয় ও অভেদ্য বর্ম্ম লাভ করিতে পারে।"

সূর্য্য "তাহাই হইবে" বলিয়া কুন্তীর গর্ভাধান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই গর্ভে কর্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

(ভারত আদি ৬৭ অঃ, বন ৩০২-৩৭৭ অঃ) [কর্ণ দেখ।]

কিছুদিন পরে কুন্তিভোজের যত্নে কুন্তীর স্বয়ম্বর হইল। তিনি স্বয়ম্বর সভায় কুরুরাজ পাণ্ডুকে মাল্য প্রদান করেন। কিছুদিন বেশ সুখে অতিবাহিত হইল। পাণ্ডুরাজ কুন্তী ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্য্যা মাদ্রীকে সঙ্গে লইয়া বনবিহারে যাত্রা করিলেন। এই বনবিহারেই কুন্তী পতিহীনা হন। [পাণ্ডু দেখ।]

পতির আদেশে ক্ষেত্রজপুত্র লাভের জন্য দেবী কুন্তী ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠিরকে, বায়ুর ঔরসে ভীমকে এবং ইন্দ্রের ঔরসে অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারই মন্ত্রপ্রভাবে মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে নকুল ও সহদেবকে গর্ভে ধারণ করেন। মাদ্রী পতির অনুগমন করেন। [মাদ্রী দেখ।]

কুন্তী শতশৃঙ্গবাসী ঋষিগণের সাহায্যে পঞ্চপুত্র ও মৃতদেহ দুইটি সঙ্গে লইয়া হস্তিনানগরে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। সপুত্রা কুন্তীদেবী হস্তিনায় আসিলেন বটে, কিন্তু এখানেও স্বচ্ছন্দে ছিলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বিশেষতঃ দুর্য্যোধন সর্ব্বদাই পাণ্ডুপুত্রগণের অনিষ্টাচরণ করিতেন। [ভীম দেখ।] একবার বারণাবত-নগরে জতুগৃহে তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু বিদুরের পরামর্শে সপুত্রা কুন্তীদেবী সেই দারুণ বিপদ হইতে রক্ষা পান।

[বিদুর দেখ।]

সেই সময়ে কুন্তী হস্তিনায় বা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের নিকট থাকা উচিত নয় ভাবিয়া অরণ্যপথে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া একচক্রা নগরীতে গমন করেন এবং তথায় ছদ্মবেশে এক ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করেন। কিছুদিন পরে এইখানে তাঁহারা এক ব্রাহ্মণ মুখে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর শুনিয়া পাঞ্চালে গিয়া এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে তাঁহারা ধৌম্যকে পুরোহিতপদে নিযুক্ত করেন। [ধৌম্য দেখ।]

স্বয়ম্বর-সভায় অর্জ্জুন লক্ষ্য-ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন। ভীমার্জ্জুন সেই কুম্ভকারের গৃহদ্বারে আসিয়া মাতাকে ডাকিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আজ এক অপূর্ব্ব দ্রব্য পাইয়াছি।" কুন্তী গৃহের মধ্যে ছিলেন, তিনি কি দ্রব্য তাহা না দেখিয়াই বলিলেন, "বৎস! যাহা পাইয়াছ, সকলে সমভাগে গ্রহণ কর।" পরে দ্রৌপদীকে দেখিয়া কহিলেন, 'ছি! ছি! আমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছি।" কিন্তু ধর্ম্মভীরু পাণ্ডবগণ মাতার কথা অগ্রাহ্য করিলেন না, পঞ্চজনে দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। [দ্রৌপদী দেখ।]

এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র শুনিলেন যে, পাণ্ডবেরা পাঞ্চালগণের সহিত মিলিত হইতেছে। তাহাতে তিনি ভীত হইয়া বিদুরকে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন এবং হস্তিনায় আনাইয়া পাণ্ডবদিগকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিলেন। পরে যখন শকুনি ও দুর্য্যোধনাদির ছলে পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনে গমন করেন। তৎকালে কুন্তী বিদুরের গৃহে বাস করিয়া ছিলেন। যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ধৃতরাষ্ট্র পুরনারীগণের সহিত মৃত পুত্রপরিজনাদির উদ্দেশে জল প্রদান করিবার জন্য সমরপ্রাঙ্গণে আগমন করেন, কুন্তীও সেই সময় প্রিয়

পুত্রদিগকে দর্শন করেন। পরে যখন মৃতবীরগণের ঔর্দ্ধ-দেহিক কার্য্য সম্পন্ন হয়, তখন তিনি পুত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রিয় বৎসগণ! যে মহাবীর অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছে, যাহাকে তোমরা রাধাগর্ভ-সম্ভূত বলিয়া জান, সেই মহাবীর কর্ণ তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সে সূর্য্যের ঔরসে আমার গর্ভে জন্মলাভ করে।"

মাতার মুখে কর্ণের বৃত্তান্ত শুনিয়া যুধিষ্ঠির অনেক বিলাপ করিয়াছিলেন। পরে ভীষ্মের উপদেশে রাজ্যগ্রহণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞ শেষ হইলে কুন্তীদেবী ও ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতির সহিত বাণপ্রস্থ আশ্রয় করেন; বনে দাবানলে তাঁহাদের মৃত্যু হয়।

কুন্থু (পুং) "কুঃ পৃথ্বী তস্যাং স্থিতিবানিতি কুন্থুঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ। তথা গর্ভস্থে ভগবতী জননী রত্নানাং কুন্থুরাশিং দৃষ্টবতীতি কুন্থুঃ।" ইতি জৈনসম্মত।)

জৈনদিগের সপ্তদশ তীর্থঙ্কর। সর্ব্বার্থসিদ্ধি নামক বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সুররাজের ঔরসে শ্রীরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। গজপুরনগরে বৈশাখী শুক্লচতুর্দ্দশী তিথিতে বৃষরাশিতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার শরীরমান ৩৫ ধনু আয়ুমান ৯৫০০০ বর্ষ, শরীর সুবর্ণবর্ণ। তাঁহার ৬৪০০০ স্ত্রী ছিল। তিনি গজপুরনগরে চৈত্র কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে ১০০০ সাধুর সহিত দীক্ষিত হন। ব্যাঘ্রসিংহের ঘরে দুইদিন পারণ ও দুই দিন উপবাস করিয়া গজপুরে ষোলবর্ষ বয়সে তীলকবৃক্ষমূলে চৈত্র শুক্লতৃতীয়ায় জ্ঞানলাভ করেন।

কুন্দ (পুং) কু-দৎ (অব্দাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৯৮) কৌতের্ন্নুম্। ১ বিষ্ণু। ২ পুষ্পজাতি। শুক্লপুষ্প, মকরন্দ, সদাপুষ্প। দন্তের ও শুভ্র শরীরকান্তির উপমায় অধিক ব্যবহৃত হয়—

("ইন্দুকুন্দ জিনি বলরামের বরণ।
মধুপানে মত্ত সদা ঘূর্ণিতলোচন॥" গোবিন্দমঙ্গল ৫৩।)
("শ্যামাগজগতি, কুন্দবিন্দুদ্যুতি, যদুপতি মনোলোভা।"
শিবায়ন ৭০।)

৩ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ। (Jasminum multiflorum) ভাবপ্রকাশ মতে, ইহার গুণ—শীতল ও লঘু। ইহা ব্যবহারে শিরোরোগ ও বিষপিত্ত নষ্ট হয়। ইহার পুষ্প শিবপূজায় ব্যবহৃত হয় না। ("শঙ্করায় ন দাতব্যঃ কুন্দশেফালিকাজবাঃ") ৪ করবীর গাছ। ৫ পদ্ম। ৬ বর্ষপর্ব্বতভেদ। ৭ কুবেরের একটী নিধি। ৮ সংখ্যার সঙ্কেতে নয় সংখ্যা। [কুন্দক দেখ] ৯ কাষ্ঠ ও ধাতু খুদিবার যন্ত্রবিশেষ, কুঁদ।

কুন্দক (পুং) কুন্দ স্বার্থে কন্। ১ কুন্দুরুবৃক্ষ, (Boswellia thurifera.)। ২ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—কুন্দুরু, কন্দুরুক, কুন্দ।

কুন্দকর (পুং) কাষ্ঠ ও ধাতুদ্রব্যখোদক জাতিবিশেষ। ইহারা কাঠের নানা প্রকার জিনিস কুঁদিয়া থাকে। এই জাতি প্রধানতঃ মুসলমান। ইহারা কসাই ও কুটীদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের সহিত বিবাহাদি দিতে চায় না।

কুন্দকুন্দাচার্য্য, একজন বিখ্যাত জৈন-গ্রন্থকার। ইনি প্রাকৃতভাষায় ষট্প্রাভৃত, প্রবচনসার, সময়সার, রয়ণসার, দ্বাদশানুপ্রেক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অভিনবপম্প, বালচন্দ্র, শ্রুতসাগর প্রভৃতি জৈনপণ্ডিতগণ উক্ত গ্রন্থের কোন কোনখানির সংস্কৃত ভাষায় টীকা রচনা করিয়াছেন। অভিনব পম্প ষট্প্রাভৃত বা প্রাভৃতসারের টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, কুন্দকুন্দাচার্য্যের অপর নাম পদ্মনন্দী। আবার শ্রুতসাগর ঐ গ্রন্থের 'মোক্ষপ্রাভৃত'নাম্নী টীকার শেষে পদ্মনন্দী ও কুন্দকুন্দাচার্য্য উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

"ইতি শ্রীপদ্মনন্দি-কুন্দকুন্দাচার্য্যৈলাচার্য্য-বক্রগ্রীবাচার্য্য-গৃধ্রপিচ্ছাচার্য্য নাম পঞ্চ কবিরাজি-তেন চতুরঙ্গলুকাস-গমর্দ্ধিনা।" * অভিনব-পম্পের মতে, ইনি শিবকুমার মহারাজের গুরু।

কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত শিবকুমার মহারাজই দক্ষিণাপথের কদম্বরাজ শিবমৃগেশবর্ম্মা।

হেমচন্দ্ররচিত প্রাকৃত-ব্যাকরণের একখানি ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত হস্তলিপির শেষে সংস্কৃতভাষায় কুন্দকুন্দাচার্য্যের বংশাবলী লিখিত আছে। তৎপাঠে জানা যায়—

"কুন্দকুন্দ মূলসঙ্ঘ সরস্বতীগচ্ছ ও বলাৎকারগণের অন্তর্ভূত, তাঁহার পুত্র ভট্টারক শ্রীপদ্মনন্দিদেব, তৎপুত্র দেবেন্দ্রকীর্ত্তিদেব, তৎপুত্র বিদ্যানন্দিদেব, তৎপুত্র মল্লিভূষণদেব, মল্লিভূষণের শিষ্য অমরকীর্ত্তি, তৎপুত্র মেবাড়জাতীয় শ্রেষ্ঠ লাড়ন।"

দক্ষিণমহারাষ্ট্রের সাংলিরাজ্যের অন্তর্গত তেরডাল গ্রাম

* বিজয়নগরের গাণগিত্তিনামক দেবালয়ের স্তম্ভে ঐ পাঁচটি শব্দই কুন্দকুন্দাচার্য্যের নামান্তর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।—

"শ্রীমূলসংঘেঽজনি নন্দিসংঘ-
স্তস্মিন্ বলাৎকারগণোঽতিরম্যঃ।
তত্রাপি সারস্বতনাম্নি গচ্ছে
স্বচ্ছাশয়োঽভূদিহ পদ্মনন্দী। (৩)
আচার্য্যঃ কুন্দকুন্দাখ্যো বক্রগ্রীবো মহামতিঃ।
এলাচার্য্যো গৃধ্রপিচ্ছ ইতি তন্নাম পঞ্চধা। (৪)

E. Hultzsch, South Indian Inscriptions, Vol. I. p. 157.

হইতে আবিষ্কৃত ১১০৪ শকের খোদিত শিলাফলকে লিখিত আছে—

"স্বস্তি শ্রীমৎ কুন্দকুন্দাচার্য্যান্বয়দ-শ্রীমূলসঙ্ঘদ-দেশীয়গণদ-পোস্তকগচ্ছদ-শ্রীকোল্লাপুরদ-নিম্বদেবসামন্ত মাড়িসিদ শ্রীরূপ-নারায়ণদেবর।"

বীরনন্দী আচারসারের টীকায় লিখিয়াছেন, তিনি মেঘচন্দ্রের পুত্র ও ১০৭৬ শকে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ মেঘচন্দ্রের কণাড়ী ভাষায় লিখিত সমাধিশতক পাঠে জানা যায়, তিনি অভিনব পম্পের সমসাময়িক। আবার ১১০৪ শকে কুন্দকুন্দাচার্য্যের বংশোদ্ভব সামন্তনিম্বদেবের নাম পাওয়া যাইতেছে। উক্ত প্রমাণ দ্বারা অনুমিত হয় কুন্দকুন্দাচার্য্য খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয়দল কুন্দকুন্দাচার্য্যকে অতিশয় সম্মান করিয়া থাকেন এবং ইঁহার বহুবিধ ধর্ম্মোপদেশ সাদরে গ্রহণ করেন। শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মতে, উপযুক্ত ধর্ম্মাচরণ করিলে স্ত্রীলোকেরাও নির্ব্বাণ বা মোক্ষলাভ করিতে পারে, কিন্তু দিগম্বরেরা তাহা স্বীকার করেন না। কুন্দকুন্দাচার্য্যও 'প্রবচনসারে' লিখিয়াছেন—

"চিত্তে চিন্তা মায়া তম্হা তাসিং ণ নিব্বাণং।"

স্ত্রীলোকের হৃদয়ে মায়া চিন্তা থাকায়, তাহাদের নির্ব্বাণ হয় না।

ইহাতে বোধ হয়, কুন্দকুন্দ নিজেও দিগম্বর ছিলেন। ইঁহার সময়সার পাঠে জানা যায়, তিনি যে দেশে বাস করিতেন, তখনও সেখানে জৈনধর্ম্ম বিশেষ প্রবল হয় নাই, অধিকাংশ লোকেই বিষ্ণুর পূজা করিত।

কুন্দনকবি, বুন্দেলখণ্ডের একজন হিন্দী কবি। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার রচিত আদিরসঘটিত কবিতাই প্রচলিত আছে।

কুন্দম (পুং) কুন্দেন মীয়তে শুভ্রবর্ণত্বাৎ, কুন্দ-মা-কঃ (আতোঽনুপসর্গে। পা ৩।২।৩) বিড়াল।

কুন্দমালা (স্ত্রী) ১ কুন্দপুষ্পের মালা। ২ গ্রন্থবিশেষ। সাহিত্যদর্পণে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কুন্দর (পুং) কুং ভূমিং দারয়তি বরাহরূপেণেত্যর্থ, কু-দৃ-অচ্। ১ বিষ্ণু। ২ কলিঙ্গদেশীয় তৃণবিশেষ; পর্য্যায়—কণ্ডুর, ঝিণ্টী, দীর্ঘপত্র, খরচ্ছদ, রসাল, ক্ষেত্রসম্ভূত, সুতৃণ, মৃগবল্লভ। ইহার মূল শীতল ও পিত্তনাশক।

কুন্দল (দেশজ) কোঁদল, ঝগড়া।

("পাড়াগাঁয়ে পড়ি গেল কুন্দলের গুঁড়া।" শিবায়ন ১১৫।)

কুন্দলকেশরী, কেশরীবংশীয় উড়িষ্যার একজন রাজা। শ্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীমতে ইনি ৭৩৩ হইতে ৭৫১ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

কুন্দিনী (স্ত্রী) কুন্দানাং পদ্মানাং সমূহঃ কুন্দ (পুষ্করাদিভ্যো দেশে। পা ৫।২।১৩৫।) ইনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পদ্মিনী, পদ্মসমূহ।

কুন্দু (পুং) কুং ভূমিং দৃণাতি, কু-দৃ-ডু বাহুলকাৎ। মূষিক, ইঁদুর। (স্ত্রী) ২ কুন্দুরু গাছের আঠা, সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ।

কুন্দুর (পুং) কুং ভূমিং দৃণাতি, কু-দৃ-উরন্। (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ) কুন্দুরুনামক গন্ধদ্রব্য।

কুন্দুরু (পুং, স্ত্রী) কুং ভূমিং উনত্তি, কু-উন্দ্ (অত্র্বাদিত্বাৎ নিপাতনং।) গন্ধদ্রব্যবিশেষ। পর্য্যায়—পালঙ্ক্যা, মুকুন্দ, কুন্দ, কুন্দুর, কুন্দরুক, তীক্ষ্ণগন্ধ, সৌরাষ্ট্র, শিখরী, গোপুরক, বহুগন্ধ, পালিন্দ, ভীষণ, বলী। ভাবপ্রকাশ মতে, ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত, কফপিত্তনাশক, পান ও লেপন করিলে শীতল ও প্রদরাময়শান্তিকর।

কুন্দুরুক (পুং-স্ত্রী) কুন্দরু-স্বার্থে কন্। কুন্দুরু নামক সুগন্ধি, দ্রব্যবিশেষ। কুন্দুরুবৃক্ষ।

কুন্দুরুকী (স্ত্রী) কুন্দুরুক-ঙীষ্, কুঁদুরকীগাছ। (Boswellia thurifera.) সংস্কৃত পর্য্যায়—বিম্বী, রতাফলা, তুণ্ডী, তুণ্ডিকেরা, বিম্বিকা, ওষ্ঠোপমা, ফলা ও পীলুপর্ণী। ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার গুণ স্বাদু, শীতল, গুরু, রক্তপিত্তশান্তিকর, বায়ুনাশক, স্তম্ভন, লেখন, রুচ্য, বিবন্ধ ও আধ্মানকারক।

কুপট (পুং) কুৎসিতঃ পটঃ। ১ ছিন্ন বস্ত্র। ("কুপটাবৃতকটিঃ-রূপবীতিনোরুমসিনা দ্বিজাতিরিতি।" ভাগবত ৫।৯।১০।) ২ দানবভেদ। (ভারত আদি প°)

কুপথ (অব্য) কুৎসিতঃ পন্থাঃ। পাণিনি মতে কেবল 'কাপথ' হয়। বোপদেব মতে (পথি পুরুষে বা) কাপথ, কুপথ উভয়ই হয়। ১ মন্দপথ ("স্বধর্ম্মপথমকুতোভয়মপহায় কুপথপাষণ্ডমসমঞ্জসং নিজমনীষয়া মন্দঃ প্রবর্ত্তয়িষ্যতে॥" ভাগবত ৫।৬।৯।)। ২ অসুরভেদ। এই অসুর পৃথিবীতে সুপার্শ্বরাজারূপে জন্মগ্রহণ করে। (ভারত ১।৬৭।২৯।) ৩ জনপদবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৫৬, বামন ১৩ অঃ। মৎস্য ১১৩।৫৫)।

কুপথ্য (ক্লী) কুৎসিতং পথ্যং। মন্দ খাদ্য।

কুপন (পুং) অসুরভেদ। হরিবংশে এই অসুর দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের একজন সেনানী বলিয়া কথিত আছে।

(হরিবংশ ৪২ অঃ।)

কুপয় [বৈ] গোপনীয়। ("প্রাচাজিহ্বং ধ্বসয়ন্তং তৃষুচ্যুতমা সাচ্যং কুপয়ং বর্ধনং পিতুঃ" ॥ ঋক্ ১।১৪০।৩। * । 'কুপয়ং গোপনীয়ং।' সায়ণ।)

কুপরীক্ষক (পুং) কুৎসিতঃ পরীক্ষকঃ, কর্ম্মধা। যিনি বিচারকালে উচিতানুচিত বিবেচনা করেন না এবং গুণেরও যথোপযুক্ত সম্মান করেন না।

কুপা (দেশজ) আধারবিশেষ। তৈলের কিম্বা মদ্য প্রভৃতি তরল পদার্থের চর্ম্মাদিনির্ম্মিত আধার, মশক।

কুপাণি (ত্রি) কুৎসিতঃ পাণির্যস্য। বক্রহস্ত, যাহার হস্ত কুষ্ঠিত হইয়াছে। চলিত কথায় কোঁপা।

কুপিঙ্গল (পুং, স্ত্রী) কুৎসিতঃ পিঙ্গলঃ ইব পুচ্ছোঽস্য। পক্ষি-বিশেষ।

কুপিনী [ন্] (পুং) কুপিনী মৎস্যধানী অস্ত্যাস্তীতি ইনি। মৎস্যধারক, কৈবর্ত্ত, জেলে।

কুপিনী (স্ত্রী) ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ কুম্প্যতে রক্ষ্যতে মৎস্যো-ঽত্র, কুপ্-বাহুলকাৎ-ইনি-নান্তাৎ-ঙীপ্। মৎস্যাধার, মৎস্য রাখিবার পাত্র, মাছের খালুই।

কুপিন্দ (পুং) কুম্পয়তি বিস্তারয়তি সূত্রাণি, কুপ-কিন্দচ্। (কুপের্বাবশ্চ। উণ্ ৪।৮৬।) তন্তুবায়।

(কুপিন্দকুবিন্দৌ তন্তুবায়ে। উজ্জ্বলদত্ত)

কুপীলু (পুং) কুৎসিতঃ পীলুঃ। (কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা ২। ২।১৮।) কারস্কারবৃক্ষ, তিন্দুকবিশেষ। মাকড়াকেঁদু। ইহার ফলের নাম কুঁচিলা। সংস্কৃত পর্য্যায়—জলজ, দীর্ঘপত্রক, কুলক, কালতিন্দুক, কালপীলুক, কাকেন্দু, বিষতিন্দু, মর্কটতিন্দুক। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, বায়ুজনক, মাদক, লঘু, গ্রাহী, অতিশয় ব্যথানাশক, কফঘ্ন, রক্তপিত্তপ্রশমক, মূত্রকারক, অগ্নি-বর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক। ইহা সেবন করিলে শূল, পক্ষা-ঘাত, শুক্রমেহ, অপস্মার, গ্রহণী, অতিসার, গুদভ্রংশ, মদাত্যয়, সর্ব্বাঙ্গ কম্প ও দৌর্ব্বল্য নিবারিত হয়। ইহার বীজ গ্রহণীয়।

কুপুত্র (পুং) ১ কুৎসিতঃ পুত্রঃ। পিতামাতার অবাধ্য, যে পুত্র বংশগৌরব নষ্ট করে। কোঃ পৃথিব্যা পুত্রঃ। ২ মঙ্গলগ্রহ। ৩ নরকাসুর। ৪ ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পুত্র।

("তাদৃশং ফলমাপ্নোতি কুপুত্রৈঃ সন্তরং স্তমঃ"। মনু ৯।১৬১। 'কুপুত্রাঃ ক্ষেত্রজাদয়ঃ'। মেধাতিথি।)

কুপুরুষ (পুং) কুৎসিতঃ পুরুষঃ। (কুগতিপ্রাদয়ঃ। পা ২। ২।১৮।) কাপুরুষ, যে ব্যক্তি সংসারে কোনরূপ সৎকার্য্য করিতে পারে না। ("অয়ং কুপুরুষো নষ্টো ধিক্কৃতঃ সাধু-ভির্যদা।" ভাগবত ৭।৮।৫৩।)

কুপুরুষজনিতা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। (কুপুরুষজনিতা ননৌ গৌগঃ। বৃত্তরত্নাকর। প্রথমে ছয়টী বর্ণ হ্রস্ব তৎপরে, একটি দীর্ঘ, পুনরায় একটি হ্রস্ব তৎপরে আর তিনটি দীর্ঘ এই একাদশ অক্ষরে কুপুরুষজনিতাছন্দঃ হইবে।

কুপূয় (ত্রি) কুৎসিতং পূয়তে, কু-পূয়-অচ্। কুৎসিত, জাতি ও আচারনিন্দিত।

কুপ্পুশাস্ত্রী [ন্]—পরিভাষাভাস্করনামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

কুপ্য (ক্লী) গুপ্-ক্যপ্, (রাজসূয়সূর্য্যমৃষোদ্যরুচ্যকুপ্যকৃষ্টেতি। পা ৩।১।১১৪) গুপেরাদেঃ কুত্বং চ)। ১ স্বর্ণরৌপ্যভিন্ন ধন। ২ দস্তা। ("হিরণ্যং কুপ্যভূয়িষ্ঠং মিত্রং ক্ষীণমথো বলম্।" ভারত ১৫।৬।১১।)। যে আট প্রকার ধাতুতে দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণের বিধান আছে, কুপ্য তাহার মধ্যে একটি।

("সুবর্ণং রজতং তাম্রং লৌহং কুপ্যঞ্চ পারদং।
বঙ্গঞ্চ সীসকঞ্চৈব অষ্টৈতে দেবসম্ভবাঃ।")

কুপ্য চুরি করিলে উপপাতক হয়। (মনু।১১।৬৭।)

কুপ্যশালা (স্ত্রী) কুপ্যানাং কুপ্যনির্ম্মিতানাং পাত্রাদীনাং শালা গৃহম্। বাসনের দোকান, কাঁসারির দোকান।

কুপ্রাবরণ (ত্রি) কুৎসিতং ছিন্নং মলিনং বা প্রাবরণং যস্য। যাহার পরিচ্ছদ মলিন অথবা ছিন্ন।

কুপ্লব (পুং) কুৎসিতস্তৃণাদিনির্ম্মিতঃ প্লব উড়ুপঃ, (কুগতি প্রাদয়ঃ। পা ২।২।১৮।)। তৃণাদিনির্ম্মিত ভেলা। ("যাদৃশং ফলমাপ্নোতি কুপ্লবৈঃ সন্তরন্ জলম্"। মনু ৯।১৬১।)

কুবাদ, শাসনবংশীয় পারস্যরাজ ফিরোজশাহের পুত্র। গ্রীক-ঐতিহাসিকেরা ইহাকে কবদেশ (Cavades)নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পিতার অবর্ত্তমানে প্রথমে ইনিই সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা 'পলাশ' উত্তরাধিকারসত্বে সিংহাসন গ্রহণ করিলে, ইনি আথানরাজ্যে পলাইয়া যান। নিশাপুরের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে একদিন নিশাকালে এক সুন্দরী রমণীর গৃহে যাপন করিয়াছিলেন। আবার যখন চারি বৎসর পরে বহুসংখ্যকসৈন্যসহ এই স্থান দিয়া ফিরিয়া আসেন, সেই রূপসী তাঁহাকে এক পুত্ররত্ন প্রদান করেন, পুত্রটি উভয়ের ভালবাসার ফল। যখন কুবাদ পুত্রকে কোলে লইতেছেন, সেই সময়ে সংবাদ আসিল, তাঁহার ভ্রাতা পলাশ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। পারস্যরাজ-মুকুট তাঁহারই জন্য প্রস্তুত আছে। তখন কুবাদের মনে ধারণা হইল, যে এই সুলক্ষণ পুত্রের গুণেই আজ তিনি এই শুভসংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি আদর করিয়া কুমারের নাম রাখিলেন নশিরবান্। ৪৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্যের রাজা হন, তৎপরে তিনি রোমকসম্রাট্ অনস্তসিয়াকে যুদ্ধে

পরাজয় করেন। ৪৩ বৎসর রাজ্যভোগের পর ৫৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে কুমার নশিরবান্ রাজা হন।

কুবের (পুং) কুম্বতি আচ্ছাদয়তি ধনং কুবি-এরক্, (কুম্বের্ণ-লোপশ্চ। উণ্ ১।৬০) নলোপশ্চ। যদ্বা কুৎসিতং বেরং শরীরং যস্য। ("কুৎসায়াং ক্বিতিশব্দোঽয়ং শরীরং বের-মুচ্যতে। কুবেরঃ কুশরীরত্বাৎ নাম্না তেনায়মঙ্কিতঃ।" ইতি বায়ুপুরাণ।)

বিশ্রবার পুত্র যক্ষাধিপতি। মহামুনি বিশ্রবা ভরদ্বাজ মুনির কন্যা ইলবিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইলবিলার গর্ভে বিশ্রবার ঔরসে কুবের জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ ব্রহ্মা কুবেরের বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি ধনপতি হইয়া সকলের পূজনীয় হইবে। ব্রহ্মার এই অমোঘ বরপ্রভাবেই কুবের ধনের অধিপতি হইলেন। কুবের একদিন তপোবন দেখিতে উৎসুক হইয়া, তপোবনে গমন করিয়াছিলেন, কিছুদিন তপোবনে বাস করিয়া তাঁহার তপস্যা করিতে ইচ্ছা হইল। তদনন্তর তিনি বহুবিধ শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রিয়গণ নিয়ন্ত্রিত এবং মনকে সংযত করিয়া সেই বিজন বিপিনে কখনও অনাহারে, কখনও গলিতপত্র ও বায়ু আহার করিয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন। ব্রহ্মা কঠোর-তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত দেবগণের সহিত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তোমাকে বর দিতে আসি-য়াছি, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর। কুবের বলিলেন, ভগবন্! যদি দাসের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন লোকপাল হইতে পারি। ব্রহ্মা বলিলেন, তোমাকে এই পুষ্পকরথ প্রদান করিতেছি, ইহাতে আরোহণ করিয়া তুমি যথাইচ্ছা গমন করিতে পারিবে এবং অদ্য হইতে তুমি একজন লোকপাল বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। কুবের ব্রহ্মার নিকট হইতে বর পাইয়া তাঁহার পিতা বিশ্র-বার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পিতঃ! আমি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বর পাইয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আবাসস্থান নিরূপণ করুন্। তাঁহার প্রার্থনা মতে, মহামুনি বিশ্রবা সমুদ্রমধ্যস্থিত হেমপ্রাকারবেষ্টিত লঙ্কা-পুরী ইহার বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। কুবের প্রথমে লঙ্কায় রাজত্ব করেন, পরে রাবণের ভয়ে লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসপর্ব্বতসন্নিধানে গমন করেন। (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৩য় সর্গ।)

ইহার পুরীর নাম অলকা। ইনি যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতির অধীশ্বর। ইহার দেহ শ্বেতবর্ণ, আটটি দন্ত, তিনখানি চরণ, এইরূপ বিকৃত শরীর বলিয়াই ইহার কুবের নাম হইয়াছে।

একদা কুশাবতী নগরীতে দেবতাগণের একটি সভা হয়। ইনি সেই সভায় আহূত হইয়া স্বীয় অনুচরবর্গ সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন, পথে ইহার সখা মণিমান্ যক্ষ অগস্ত্যমুনির মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। অগস্ত্য কোপান্বিত হইয়া শাপ দেন যে, মনুষ্যহস্তে ইহার যাবতীয় সৈন্য নষ্ট হইবে। ইনিও সেই মনুষ্যকে অবলোকন করিয়া সঙ্গরূপ পাপগ্রস্ত হইলেন। পরে ভীমসেন কর্ত্তৃক সেই শাপ হইতে মুক্ত হন। [ভীম দেখ।]

কুবের আপনার তপস্যাবলে দৈর্ঘে শতযোজন ও প্রস্থে ৭০ যোজন শ্বেতবর্ণ সভা নির্ম্মাণ করেন। ঐ সভার নাম বৈশ্রবণী। এই সভায় সর্ব্বদাই নৃত্যগীত হইয়া থাকে। অপ্সরা কিন্নরী প্রভৃতি স্বর্গীয় নর্ত্তকীগণ সর্ব্বদাই এই সভায় উপস্থিত থাকেন। কুবেরের পুত্রের নাম নলকুবর, ইহার প্রিয় পারিষদ বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, তুম্বুরু, পর্ব্বত, চিত্রাসন, চিত্ররথ ও চক্রধর্ম্মা সর্ব্বদা ঐ সভায় সমাসীন থাকেন। (মহা, সভা ১০ অ।)

অথর্ব্ববেদ (৮। ১০। ২৮), শতপথব্রাহ্মণ (১৩।৪।৩।১০), আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র (১০। ৭) ও শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্রে (১১। ২। ১৭) কুবের বৈশ্রবণের নাম পাওয়া যায়। "কুবেরো বৈশ্রবণো রাজা তস্য রক্ষাংসি বিশঃ।"

কুবেরের নামান্তর—শ্রীদ, সিতোদর, কুহ, ঈশসখ, পিশাচকী, ইচ্ছাবসু, ত্রিশির, ঐলবিল, একপিঙ্গ, পৌলস্ত্য, বৈশ্রবণ, রত্নকর, যক্ষ, নরধর্ম্মন্, ধনদ, নরবাহন, যক্ষেশ্বর, ধনেশ্বর, নিধীশ্বর, কিম্পুরুষেশ্বর। (হেমচন্দ্র।) হর্য্যক্ষ, অল-কাধিপ, জটাধর। প্রাচীন গ্রীকদিগেরও এক ধনেশ্বর ছিলেন, তাঁহার নাম প্লূটাস্ (Plutus)

২ কুৎসিতং বেরং শরীরং যস্য (ত্রি) কুৎসিত শরীরযুক্ত, মন্দ দেহ। ৩ নন্দীবৃক্ষ। (মেদিনী)। কুৎসিতং বেরং (কুগতিপ্রাদিস°) (ক্লী) ৪ নিন্দিতদেহ।

কুবের উপাধ্যায়, দত্তকচন্দ্রিকা নামক ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার। রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্ব ও শ্রাদ্ধতত্ত্বে ইহার নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কুবেরিণ (পুং) সঙ্করজাতিবিশেষ।

কুব্জ (ত্রি) কুজতের্বোজতে র্বা। (নিরুক্ত ৭। ১২।) শকন্ধা-দিবৎ উকারস্য লোপঃ। ১ উন্নতপৃষ্ঠ। কুজ। রোগবিশেষ। বায়ু কুপিত হইয়া পৃষ্ঠদেশ ক্রমশঃ উচ্চ হইলে কুব্জরোগ জন্মে। কুব্জ দুইপ্রকার এক অন্তরায়াম, দ্বিতীয় বহিরাযাম। অন্তরা-যাম কুব্জ সম্মুখে ও বহিরায়াম কুব্জ পশ্চাৎদিকে নত হয়।

কুব্জক (পুং) কৌ পৃথিব্যাং উব্জতি, কু-উব্জ-ণ্বুল্, (শকন্ধ্বাদিবৎ অকারলোপঃ)। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। হিন্দী কুব্জা (Trapa Bispinosa)। সংস্কৃত পর্য্যায়—ভদ্রতরুণী, বৃত্তপুষ্প, অতিকেশর, মহাসহ, কণ্টকাঢ্য, খর্ব্ব, অলিকুল, সঙ্কুল, বারিকণ্টক। ভাবপ্রকাশ মতে, ইহার গুণ—সুরভি, স্বাদু, ঈষৎ কষায়, ত্রিদোষশান্তিকর, বলকারক ও শীতনাশক। ২ তীর্থবিশেষ। (নৃসিংহপু° ৬৫। ১৫)

কুব্জকণ্টক (পুং) বৃক্ষবিশেষ। শ্বেতখদির। চলিত কথায় পাপড়ী খয়ের। (White Mimosa) সংস্কৃত পর্য্যায়—শ্বেতসার, বাদর, সোমবল্কল। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—বিশদবর্ণজনক। ইহা মুখরোগ, কফ ও রক্তদোষ নিবারণ করে। [খদির দেখ।]

কুব্জপাণ্ড্য, অপর নাম কুণপাণ্ড্য।

[কুণপাণ্ড্য দেখ।]

কুব্জরাজ, একজন প্রাচীন কবি। সূক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধন, চালুক্যরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মা-পৃথিবীবল্লভের পুত্র ও সত্যাশ্রয় পৃথিবীবল্লভের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং পূর্ব্ব-চালুক্যরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি পূর্ব্বউপকূলে শালঙ্কায়ন রাজবংশকে নিপাতিত করিয়া ৬০৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গীর সিংহাসন অধিকার করেন। ৬১০ খৃষ্টাব্দে ইনি আপন ভ্রাতা হইতে স্বীয় রাজ্য পৃথক্ করিয়া লন।

কুব্জা (স্ত্রী) কুব্জ-টাপ্। ১ কৈকেয়ীর দাসী, অপর নাম মন্থরা। পূর্ব্বজন্মে গন্ধর্ব্বকন্যা ও দুন্দুভী নাম ছিল। ব্রহ্মার আদেশে মন্থরা নামে মানবী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। (রামায়ণ আদি ও অযোধ্যাকাণ্ড ; ভারত বন ২৭৫ অঃ।)

২ কংসের সৈরিন্ধ্রী। ইহার অপর নাম ত্রিবক্রা। কৃষ্ণ কংসবধোদ্দেশে মথুরাগমনকালে রাজপথে ইহাকে দেখিতে পাইয়া ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন ও হস্তস্থিত অনুলেপন প্রার্থনা করেন। কুব্জা কৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাকে অনুলেপন দান করে। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার কুব্জতা দূর করিয়া ইহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। তখন হইতে কুব্জা প্রকৃত সুন্দরী হইল।

২ কুব্জযুক্তস্ত্রী। কুঁজী।

কুব্জাম্রক (ক্লী) বর্ত্তমান কুমাউনের অন্তর্গত পুণ্যক্ষেত্রবিশেষ। এই পুণ্যস্থান অতি প্রাচীন।

মহাভারতে লিখিত আছে—

"ভদ্রকর্ণেশ্বরং গত্বা দেবমর্চ্য যথাবিধি।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে চ পূজ্যতে॥
ততঃ কুব্জাম্রকে গচ্ছেত্তীর্থসেবী নরাধিপ
গোসহস্রমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" বনপ ৮৪।৩৯-৪০।

ভদ্রকর্ণেশ্বরে গমন করিয়া যথাবিধি দেবার্চ্চনা করিলে মানব কখন দুর্গতিলাভ করে না, সে দেবলোকে পূজিত হয়। ভদ্রকর্ণেশ্বর হইতে তীর্থযাত্রী কুব্জাম্রকে যাইলে গোসহস্র দানের ফল লাভ করে এবং অন্তিমে স্বর্গলোকে গমন করে।

নৃসিংহপুরাণের মতে, এখানে হৃষীকেশ বিরাজ করেন।
(নৃসিংহ ৬৫। ১১)।

মৎস্যপুরাণের মতে, এখানে ত্রিসন্ধ্যাদেবী অবস্থিত আছেন। ("কুব্জাম্রকে ত্রিসন্ধ্যা তু গঙ্গাদ্বারে রবিপ্রিয়া।")

স্কন্দপুরাণে হিমাদ্রিখণ্ডে এই তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, এখানে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল—

কুব্জাম্রক ক্ষেত্রে—অনেকগুলি তীর্থ আছে। তন্মধ্যে প্রধান কুমুদতীর্থ—এই তীর্থের দক্ষিণে যজ্ঞেশ্বর নামক শিবমন্দির, তাহার নিকট সার্ধবতীর্থ; প্রতি রবিবারে সূর্য্যদেব মধুমক্ষিকারূপে এখানকার পুণ্যসলিলে স্নান করেন। তৎপরে পূর্ণমুখতীর্থ, তথায় সোমেশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করেন। যেখানে উষ্ণ ও শীতল উৎস সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পূর্ণতীর্থের নিকট করবীর ও অগ্নিতীর্থ। তৎপরে বায়বতীর্থ, অশ্বত্থতীর্থ ও বাসবতীর্থ। এখানে গণপতিভৈরব অবস্থান করেন এবং চন্দ্রিকা নাম্নী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। তৎপরে বহুবিধ বাপীশোভিত বারাহীতীর্থ ও সমুদ্রতীর্থ। কুব্জাম্রকের উত্তরে ঋষিশৃঙ্গ। গঙ্গার পশ্চিমে তপোবন; এখানে রামচন্দ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহার নিম্নে শেষনাগের প্রিয়স্থান বিমলতীর্থ। কুব্জাম্রকের নিকট গঙ্গাদ্বারের উত্তরপশ্চিমে রামক্ষেত্র অবস্থিত।

কুব্জলিঢ় (পুং) সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ব্যক্তিবিশেষ।

কুব্জিকা (স্ত্রী) কুব্জক-স্ত্রিয়াং টাপ্ ইকারাদেশশ্চ (প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্বস্যাত ইদাপ্য সুপঃ। পা ৭।৩।৪৪।) ১ স্বনামখ্যাতা দেবীবিশেষ। দুর্গা। (কুব্জিকাতন্ত্রে পূজাপদ্ধতি লিখিত আছে।) ২ অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা।

("সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা চ কুব্জিকা।" অন্নদাকল্প।)

কুব্জিকাতন্ত্র (ক্লী) কুব্জিকায়াঃ দেব্যাস্তন্ত্রং অর্চ্চনাদিপ্রকাশকং শাস্ত্রং, ৬তৎ। স্বনামখ্যাত তন্ত্রবিশেষ। এই তন্ত্রে স্ত্রীদোষলক্ষণ, রক্তমাতৃকাপূজা, ষষ্ঠীদেবী পূজা, ডাম্বুরকুমারপূজা, জয়কুমারপূজা, নাড়ীশুদ্ধি, বন্ধ্যাত্বপ্রশমন, স্নানবিধি প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

কুব্জিত (ত্রি) কুব্জঃ সঞ্জাতো২স্য, কুব্জ-ইতচ্। বক্র, নত।

কুত্র (ক্লী) কুবি আচ্ছাদনে-রন্, ন লোপঃ, (ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্র বিপ্রকুত্রাদি। উণ্ ২। ২৮।) নিপাতনাৎ। ১ বিপিন (কুত্রস্তু বিপিনে মতং। উণাদি কোষ।) অরণ্য (কুত্রমরণ্যং। উজ্জ্বলদত্ত। ২ যজ্ঞকুণ্ড। ৩ কুণ্ডল। ৪ শরণ। ৫ শকট। ৬ অঙ্গুরীয়ক।

কুব্রহ্ম (পুং) কুৎসিতো ব্রহ্মা —(কুমহদ্ভ্যামন্যতরস্যাং। পা ৫। ৪। ১০৫।) কু-ব্রহ্মন্-টচ্। ১ কুৎসিত ব্রাহ্মণ, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ। (কু ও মহৎ শব্দের সহিত ব্রহ্মন্ শব্দের তৎপুরুষ সমাস হইলে সমাসান্ত-টচ্ বিকল্পে হয়।)

কুভ [বৈ] উদক, জল।

কুভন্যু (ত্রি) [বৈ] জলার্থী, উদকপ্রার্থী।

("ছন্দঃস্তুভঃ কুভন্যব উৎসমা কীরিণো নৃতুঃ। ঋক্ ৫।৫২।১২।)
'কুভন্যব উদকেচ্ছব।' সায়ণভাষ্য)

কুভা (স্ত্রী) [বৈ] ১ নদীবিশেষ। সিন্ধুনদের উপনদী, বর্ত্তমান নাম কাবুলনদী। গ্রীকভৌগোলিকগণ কোফেন (Kophen) নামে বর্ণনা করিয়াছেন। ("মা বো রসানিতভা কুভা ক্রমুর্মা বঃ সিন্ধুর্নি রীরমৎ"। ঋক্ ৫। ৫৩। ৯।)

২ কোঃ পৃথিব্যাঃ ভা ছায়া, ৬তৎ। পৃথিবীর ছায়া। ("রাহুঃ কুভামণ্ডলগঃ শশাঙ্কম্।" জ্যোতিঃশাস্ত্র) যদ্বা কুৎসিতা ভা দীপ্তিঃ। (কুগতিপ্রাদয়। পা ২। ২। ১৮) কর্ম্মধা। ৩ কুৎসিতদীপ্তি। (ত্রি) ৪ মন্দদীপ্তিযুক্ত।

কুভার্য্য (পুং) কুৎসিতা ভার্য্যা যস্য, বহুব্রী, গৌণে হ্রস্বঃ। যাহার স্ত্রী কুৎসিত অথবা দুশ্চরিত্রা।

("তৎসঙ্গভ্রংশিতৈশ্বর্য্যং সংসরন্তং কুভার্য্যবৎ।" ভাগ ৬।৫।১৫।)

কুভার্য্যা (স্ত্রী) কুৎসিতা ভার্য্যা, কুগতিসং। মন্দস্ত্রী।

কুভুক্ত (ক্লী) কুৎসিতং ভুক্তং ভোজ্যং ভুজ-ক্ত। কুখাদ্য।

কুভৃৎ (পুং) কুং কুথিবীং বিভর্ত্তি, ভৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ পর্ব্বত। ২ সংখ্যাগণনায় সাতসংখ্যা।

("কুভৃদ্রেখিকং সপ্তশলাকাচক্রং।" জ্যোতিশা°)

কুভৃত্য (পুং) কুৎসিতো ভৃত্যঃ ভৃ-ক্যপ্ তুগাগমঃ, কুগতিসং। মন্দভৃত্য, যে ভৃত্য প্রভুর মঙ্গল চেষ্টা করে না।

কুম্ (অব্য) চাদেরাকৃতিগণত্বাৎ (চাদয়ঃ। পা ১। ৪। ৫৭।) নিপাতসংজ্ঞা। বিস্ময়াদিসূচক।

কুমক (পারসী) ১ সাহায্য। ৩ সাহায্যকারী, তৎপক্ষাবলম্বী।

কুমড়া (কুষ্মাণ্ড শব্দের অপভ্রংশ) [কুষ্মাণ্ড দেখ।]

কুমতি (স্ত্রী) কুৎসিতা মতির্বুদ্ধিঃ, কুগতিসং। কুঅভিপ্রায়, মন্দবুদ্ধি। যদ্বা কু ঈষৎ মতিঃ। ২ অল্পবুদ্ধি। (ত্রি) কুৎসিতা মতির্যস্য বহুব্রী। ৩ কুবুদ্ধিযুক্ত।

"ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধে দেহে দেহ্যবুধোঽসকৃৎ।
অহং মমেত্যসদ্গ্রাহঃ করোতি কুমতির্মতিম্॥"ভাগ ৩।৩১।৩০।

কুমনীষ (ত্রি) কুৎসিতা অল্প বা মনীষা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী, হ্রস্বশ্চ। দুষ্টবুদ্ধি। অল্পবুদ্ধি।

("নচাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষউতীঃ।"
ভাগবত ১। ৩। ৩৭।)

কুমনীষী [ন্] (ত্রি) কু-মনীষা-ইনি। কুৎসিতবুদ্ধিযুক্ত।

কুমন্ত্র (পুং) কুৎসিতো মন্ত্রো মন্ত্রণা, কর্ম্মধা। ১ কুমন্ত্রণা, অসদুপদেশ। ২ কুৎসিত মন্ত্র, কোন কুৎসিত কার্য্য করিবার নিমিত্ত যে মন্ত্রে দেবতার আরাধনা করা হয়।

কুমন্ত্রী [ন্] (পুং) কুৎসিতো মন্ত্রী, কর্ম্মধা। মন্দ মন্ত্রী, যে মন্ত্রী রাজাকে সদুপদেশ দেয় না বা দিতে পারে না, অথবা যে ব্যক্তি মন্ত্রণানিপুণ নহে।

কুমরিকা (কুমারিকা শব্দের অপভ্রংশ) স্বনামপ্রসিদ্ধ গাছড়া, (Smilax cirrhifera)

কুমরিকাপোকা (দেশজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ কীট (Sphex Asiatica)।

কুমাউন্, ভারতের পশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত একটি বিস্তৃত জনপদ। [কুমাওন্ দেখ।]

কুমার (ক্লী) কুমারয়তি নন্দয়তি অচ্। নির্ম্মল স্বর্ণ, খাঁটীসোণা। (মেদিনী।) (পুং) কমু কান্তৌ-আরন্, কিৎস্যাদুকারশ্চোপধায়াঃ। (কমেঃকিদুচ্চোপধায়াঃ। উণ্ ৩। ১৩৮)। 'কুমার ক্রীড়ন-ইত্যস্মাৎ পচাদ্যচ্।' ইতি উজ্জ্বলদত্ত)। ১ জন্মাবধি পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমপ্রাপ্ত শিশু। ২ পুত্র। ৩ যুবরাজ, নাটকাদিতে যুবরাজকে কুমার সম্বোধন করা হয়। ৪ কার্ত্তিকেয়। ৫ শুক। ৬ অশ্ববারক, সহিস।

(কুমারস্তু শুকে স্কন্দে যুবরাজেঽশ্ববারকে। উণাদিকোষ১।২৩৮)
৭ অগ্নির এক পুত্রের নাম। ইনি কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র প্রকাশ করেন। ৮ বরুণবৃক্ষ (Capparis trifoliata.) ৯ অবসর্পিণীর ১২শ জিন। (হেম ১। ৪২)। ১০ সিন্ধুনদের একটি নাম। ১১ সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, এই কয়জন ঋষি। ইঁহারা শৈশব হইতে ব্রহ্মচারী বলিয়া কুমার নামে খ্যাত।

("অনেকানি সহস্রানি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥" মনু ৫।১৫৯।)
১২ মঙ্গলগ্রহ। ("কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহং॥"
নবগ্রহস্তোত্র।)

১৩ শাকদ্বীপাধিপতির সপ্তপুত্রের মধ্যে একজন। ইঁহার অধিকৃত বর্ষের নাম কুমারবর্ষ। (বিষ্ণুপু° ২। ৪। ৫৯,৬০।)

১৪ মন্ত্রবিশেষ। (তন্ত্রসার)। ১৫ গ্রহবিশেষ, এই গ্রহের উপদ্রব বালকদিগের প্রতিই হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম

স্কন্দ। মহাদেব কর্তৃক এই গ্রহ সৃষ্ট হইয়াছিল। (সুশ্রুত) ১৬ প্রজাপতিবিশেষ। ১৭ মঞ্জুশ্রী রাজার একটি নাম ১৮ ভারতবর্ষের নামান্তর।

"কুমারাখ্যঃ পরিখ্যাতো দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরঃ।
পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ॥"
বামনপু° ১৩। ১১।

১৯ অগ্নি। ("কুমারং মাতা যুবতিঃ।" ঋক্ ৫। ২। ১।)

সায়ণাচার্য্য এই ঋকের 'কুমার' শব্দে ব্রাহ্মণকুমার ও অগ্নি এই দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন।

শাট্যায়নব্রাহ্মণে এই ঋকের ইতিহাস আছে যে— ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ত্র্যরুণ নিজ পুরোহিত বৃশের সহিত রথে চড়িয়া যাইতেছিলেন। পুরোহিত সারথির কার্য্য করিতেছিলেন। সেই রথচক্রে পড়িয়া একজন ব্রাহ্মণকুমারের প্রাণ যায়। তাহাতে পুরোহিত অথবা রথস্বামী রাজা ইঁহার মধ্যে কাহার ব্রহ্মহত্যার অপরাধ হইবে, এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় ইক্ষ্বাকুগণ তৎকালে সারথ্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া পুরোহিতকেই অপরাধী বলিয়া স্থির করেন। তাহাতে পুরোহিত ব্রাহ্মণকুমারকে মন্ত্রবলে পুনরায় জীবিত করিয়া দেন। এই ইতিহাস হইতে কুমার অর্থে 'রথচক্রে নিহত ব্রাহ্মণকুমার হইয়াছে।' অপর অর্থে অগ্নি।

২০ জনপদবিশেষ ও সেইজনপদের লোক।

"কাশ্মীরাশ্চ কুমারাশ্চ ঘোরকা হংসকায়নাঃ।"
ভারত সভা ৫১। ১৪।

"ততঃ কুমারবিষয়ে শ্রেণিমন্তমথাজয়ৎ।
কোশলাধিপতিঞ্চৈব বৃহদ্বলমরিন্দমঃ॥" সভা ৩০। ১।

এই জনপদ পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমিবর্ণিত কম্বেরিখোন (Kamberikhon) বলিয়া অনুমিত হয়। (Ptolemy, *Geog.* VII.)

২১ মুনিভেদ। (লিঙ্গপু° ৭। ৫০)। ২২ পর্ব্বতবিশেষ। ("কুমারপর্ব্বতস্থাশ্চ যে চ পম্পানিবাসিনঃ।" নৃসিংহপু° ১।৫।)

২৩ তীর্থবিশেষ। [কুমারক্ষেত্র দেখ।]

"কুমারাখ্য প্রভাসশ্চ তথা ধন্যা সরস্বতী।" বৃহন্নীলতন্ত্রে ৫অঃ।

২৪ কর্ণাটরাজবংশীয় মুকুন্দের পুত্র, ইনি শত্রুভয়ে বঙ্গদেশে আগমন করেন। এই কুমারের ঔরসে পরমবৈষ্ণব রূপ ও সনাতনের জন্ম হয়। ২৫ বিজয়নগরের বুক্করায়বংশীয় রাজবিশেষ, ইনি কুম্ভয়ের পুত্র। ১৪১৭ হইতে ১৪২১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ২৬ নিম্নবঙ্গে প্রবাহিত একটি নদী। ১৩°৫০´ অক্ষা° ও ৮৮°৫৮´ দ্রাঘিমাংশে মাতাভাঙ্গা হইতে বিভিন্ন হইয়া পাবনা ও যশোরজেলাকে ভাগ করিয়া ২৩° ৩২´ উঃ অক্ষাংশে ও ৮৯°২৮´ পূঃ দ্রাঘিমায় নবগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। ২৭ অসভ্য জাতিবিশেষ। (ত্রি) ২৮ সুন্দর।

কুমার (দেশজ) কুম্ভকার। [কুম্ভকার দেখ।]

কুমারক (পুং) কুমার-সংজ্ঞায়াং কপ্। ১ বরুণবৃক্ষ। (Tapia Cratæva or Capparis trifoliata.) স্বার্থে কন্। ২ বালক। ৩ রাজকুমার। ৪ কৌরব্যবংশীয় নাগবিশেষ। (ভারত আস্তীক ৫৭। ১৩)। ৫ অক্ষিগোলক।

কুমারকল্পদ্রুম (পুং) বৈদ্যকোক্ত ঘৃতবিশেষ। স্ত্রীরোগের মহৌষধ। গর্ভাবস্থায় ইহা সেবন করিলে গর্ভদোষ নষ্ট হইয়া বলিষ্ঠ পুত্র জন্মে। প্রস্তুতের নিয়ম—কুঙ্কুম, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, বচ, অগুরু, কাঁচকী, নীলমূল, কল্কার্থ কুড়, শঠী, মেদ, মহামেদ, জীরক, ঋষভক, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, দেবদারু, তেজপাতা, এলাইচ, শতমূলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, মুথা, পদ্ম, জীবন্তী, লালচন্দন, কাকোলী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শ্বেতবেড়েলার মূল, শরপুঙ্খের মূল, কুম্ড়া, ভূমিকুম্ড়া, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুলে, শালপাণি, নাগেশ্বর, দেবদারু, হরিদ্রা, রেণুক ও লতাফট্‌কীমূল সমভাগে ২ তোলা করিয়া দিবে। কাথ প্রস্তুত করিতে ছাগমাংস ৬।০ মণ, দশমূল ৬।০ মণ ও জল ২॥০ মণ দিবে, ॥৫ সের অবশিষ্ট রাখিবে। শেষে শীতল হইলে অভ্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক ২ তোলা ও মধু ২ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। (ভৈষজ্যর°)।

কুমারকল্যাণ (ক্লী) আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃতবিশেষ। বচ, ব্রাহ্মী, কুড়, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, শর্করা, শুঁঠ, জীবন্তী, জিরা, বালা, শঠী, দুরালভা, বিল্ব, দাড়িম, সুরস, পুষ্করমূল, ছোট এলাইচ, গজপিপ্পলী এই গুলি সমভাগে দিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। এই ঘৃতে বালকদিগের সকল প্রকার রোগ আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ দন্তোদ্গম জন্য রোগে ইহা অধিক ফলপ্রদ।

কুমার-কৃষ্ণপ্প, দাক্ষিণাত্যের মদুরারাজ্যের একজন নায়ক। ইনি ১৫৬৩ হইতে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মদুরারাজ্য শাসন করেন। ইঁহার সময়ে পলিগার দম্বিচিনায়ক বিদ্রোহী হন। কিন্তু কৃষ্ণপ্পের যত্নে বিদ্রোহী নায়ক নিহত হয়।

কুমারক্ষেত্র, ১ মালাবর উপকূলে তুলুব-রাজ্যের অন্তর্গত একটি পবিত্র স্থান। কার্ত্তিকেয়দেবের মন্দির নিমিত্ত এই স্থান পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। কুমারক্ষেত্রমাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই তীর্থের বিবরণ বর্ণিত আছে। ২ মহিসুরের উত্তরপশ্চিমে সোন্দুর বিভাগে 'লোহাচল' নামে একটি পর্ব্বত আছে, তাহাই কুমারপর্ব্বত বা কুমারক্ষেত্র নামে

বিখ্যাত। লোহাচল-মাহাত্ম্যের মতে কুমারস্বামীর মন্দিরের জন্য এই স্থান পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য।

"কুমারধামে কৌমারী প্রভাসে সুরপূজিতা।"

বৃহন্নীলতন্ত্রে ৫ম পটল।

কুমারগুপ্ত (১ম)—গুপ্তবংশীয় একজন মহারাজাধিরাজ। ইনি মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ও ধ্রুবদেবীর গর্ভজাত। ইঁহার অপর নাম মহেন্দ্রাদিত্য।

মন্কুবার, গড়া, বিলসড়, মন্দসোর প্রভৃতি স্থান হইতে ১ম কুমারগুপ্তের সময়ে খোদিত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে জানাযায় ইনি ৯৭ গুপ্তসম্বৎ হইতে ১৩১ গুপ্তসম্বৎ (৪১৬ খৃঃ হইতে ৪৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত) রাজত্ব করিতেন।

যমুনানদীতীরস্থ মন্কুবার নামক গ্রাম হইতে ১২৯ গুপ্তসম্বতে খোদিত শিলাফলকে ইনি কেবল 'মহারাজ' নামে বর্ণিত হইয়াছেন, ইহাতে অনুমিত হয়, ইঁহার জীবনের শেষাবস্থায় পুষ্যমিত্র অথবা হূণজাতি প্রবল হইয়া গুপ্তসম্রাটের পরাক্রম কতকটা খর্ব্ব করিয়াছিল। [স্কন্দগুপ্ত দেখ।]

কিছুদিন পরে গুপ্তসম্রাট্‌গণ নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

(২য়)—ইনিও একজন গুপ্তবংশীয় মহারাজাধিরাজ, নরসিংহগুপ্তের পুত্র ও শ্রীমতীদেবীর গর্ভজাত, ১ম কুমারগুপ্তের প্রপৌত্র। কোন কোন পুরাবিদ্‌গণের মতে, গুপ্তসম্রাট্‌গণের যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোন মুদ্রায় এই কুমারগুপ্তের অপর নাম ক্রমাদিত্য লিখিত আছে। ইনি অনুমান ৫৩০ খৃঃ হইতে ৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। ইঁহার সময়ে মালবরাজ যশোধর্ম্মা প্রবল হইয়া গুপ্তসাম্রাজ্য অধিকার করেন। [যশোধর্ম্মা দেখ।]

কুমারঘাতী [ন্] (ত্রি) কুমারং হন্তি, কুমার-হন-ণিনি। (কুমারশীর্ষয়োর্ণিনিঃ। পা ৩। ২। ৫১।)। শিশুমারক, যে বালকহত্যা করে।

কুমারচন্দ্র, দাক্ষিণাত্যের একজন পাণ্ড্যরাজ, বীরগুণরাজপাণ্ড্যের পুত্র।

কুমারজীব (পুং) ১ কুমারং জীবয়তি, কুমার-জীব-ণিচ্ অণ্, উপপদ। পুত্রঞ্জীবক বৃক্ষ, জীয়াপুতা। ২ একজন বিখ্যাত চীনপণ্ডিত। ইনি তিব্বতে গিয়া অনেক সংস্কৃত-বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ৪০৫ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাটের আদেশে আট শত বৌদ্ধযাজকের সাহায্যে সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্র প্রজ্ঞাপারমিতা ও দশভূমীশ্বর চীনভাষায় অনুবাদ করেন।

কুমারতনয় যোগী, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। ইনি বৃহৎসংহিতার একখানি টীকা রচনা করেন।

কুমারতন্ত্র, একখানি তন্ত্র। নীলকণ্ঠ শান্তিময়ূখে এই তন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কুমারদত্ত (পুং) নিধিপতির এক পুত্রের নাম

কুমারদাস, একজন বিখ্যাত প্রাচীন কবি। ইনি 'জানকীহরণ' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র, শ্রীধরদাস, রায়মকুট প্রভৃতির গ্রন্থে কুমারদাসের কবিতা উদ্ধৃত দেখা যায়।

কুমারদেব, ১ একজন কবি। ইনি শালিবাহনসপ্তশতী রচনা করেন। ২ দাক্ষিণাত্যের কোঙ্গদেশের (চেররাজ্যের) একজন রাজা, ইনি চতুর্ভুজ দেবের পুত্র।

কুমারদেবী (স্ত্রী) সমুদ্রগুপ্তের মাতা।

কুমারদেষ্ণ [বৈ] (পুং) কুমারাণাং দেষ্ণ দাতা, কুমারদা-ইষ্ণচ্ বাহুলকাৎ। কুমারদাতা,

("কুমারদেষ্ণা জয়তঃ পুনর্হণঃ,"। ঋক্ ১০। ৩৪। ৭।)

('কুমারদেষ্ণাঃ কুমারাণাং দাতারঃ।' সায়ণাচার্য্য)

কুমারধারা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে—এই নদী মানসসরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে স্নান করিলে মনুষ্য কৃতকৃতার্থ হইয়া মুক্ত হয়।

(ভারত, বন, ৮১ অঃ)।

কুমারপাল, চালুক্যবংশীয় গুজরাটের একজন পরাক্রান্ত রাজা। দধিস্থলীপুরের ভীমদেবপুত্র ক্ষেমরাজের পৌত্র ও দেবপ্রসাদের পুত্র জয়সিংহ-সিদ্ধরাজের ভাগিনেয়, রত্নসিংহাদেবীর (কশ্মীরাদেবীর) গর্ভজাত।

কুমারপাল জয়সিংহের নিকট থাকিয়া দধিস্থলীতে রাজ্যশাসন করেন। তিনি প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের নিকট সর্ব্বদাই সদুপদেশ লাভ করিতেন। জয়সিংহ কুমারপালের ভ্রাতা ত্রিভুবনপালকে গোপনে বিনাশ করেন, পরে তাঁহাকেও ভ্রাতার অনুবর্ত্তী করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কুমারপাল জানিতে পারিয়া সতর্ক হন। কুমার সর্ব্বদাই মন্ত্রীগৃহে লুক্কায়িত থাকিতেন। একদিন জয়সিংহের নিযুক্ত চর সন্ধান পাইয়া সেখানে উপস্থিত হয়। এখানে হেমচন্দ্র মিথ্যাকথায় চরকে ভুলাইয়া কুমারকে রক্ষা করেন। কুমারপাল সেইদিনই ভৃগুকচ্ছে পলায়ন করিলেন। পরে কৈলম্বপত্তনে উপস্থিত হইলে, কৈলম্বরাজ নিজ রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে প্রদান করেন। পরে প্রতিষ্ঠানপুর ও উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন থাকিয়া নগেন্দ্রপত্তনে আসিয়া তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকৃষ্ণদেবের গৃহে অবস্থান করেন। (ভগিনীর নাম প্রেমল দেবী।)

সম্বৎ ১১৯৯ অব্দে মার্গশীর্ষে কৈলম্বরাজের সাহায্যে

কুমারপাল সিন্ধুরাজকে দমন করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর। তৎপরে তিনি সুরাষ্ট্র, ব্রাহ্মণবাহক, পঞ্চনদ, সিন্ধুসৌবীর প্রভৃতি নানা স্থান জয় করেন। দিগ্বিজয়কালে তিনি সিন্ধুর পশ্চিমপারস্থ পদ্মপুর নগরের রাজকন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করেন। মূলস্থানে মালবগণের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।

কুমারপাল প্রথমে হিন্দু ছিলেন, তৎপরে হেমচন্দ্রের উপদেশে জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন। [হেমচন্দ্র দেখ।]

তিনি বিজিত সকলস্থানেই অহিংসাধর্ম্ম প্রচার করিয়া ছিলেন। জৈনদিগের পুণ্যতীর্থ শত্রুঞ্জয়পর্ব্বতে তিনি পার্শ্বনাথের এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১২১১ সম্বতে হেমচন্দ্রসূরি দ্বারা 'ত্রিভুবনপালবিহার' স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বাগ্‌ভট্ট ইঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

হেমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬০ বৎসর পরে, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র অজয়পাল বিষদানে তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। তিনি ৩০ বর্ষ ৮ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে মহীপালের পুত্র অজয়পালই রাজা হন।

[অনেক জৈন-গ্রন্থে কুমারপালের কথা লিখিত আছে, তন্মধ্যে কুমারপালচরিত, কুমারপালপ্রবন্ধ, দ্বৈয়াষরায় ১৫।১৬ সর্গ, উদয়সাগরবিরচিত স্নাতৃপঞ্চাশিকা ৩১শ অঃ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।]

কুমারভট্ট, কুমারিল-ভট্টের নামান্তর। [কুমারিলভট্ট দেখ।]

কুমারভৃত্যা (স্ত্রী) কুমারাণাং ভৃত্যা ভরণং পালনং ৬ তৎ, কুমার-ভৃ-ভাবে-ক্যপ্। (সংজ্ঞায়াং সমজনিষদনিপত-মনবিদষুঞ্শীঙ্ ভৃঞিণঃ। পা ৩।৩।৯৯।) টাপ্। কুমার-পালন, নির্ব্বিঘ্নে গর্ভ হইতে সন্তান বহিষ্করণপ্রভৃতি কার্য্য। ২ গর্ভিণীর পরিচর্য্যা, ধাত্রীবিদ্যা।

("কুমার-ভৃত্যা-কুশলৈরনুষ্ঠিতে,
ভিষগ্‌ভিরাপ্তৈরথ গর্ভভর্ম্মণি।" রঘু ৩। ১২।)

সুশ্রুতমুনি কুমারভৃত্যার এইরূপে নিয়মাদি লিখিয়াছেন—

প্রসূতি কিম্বা ধাত্রী নিয়ম পালন না করিয়া অহিতাচারণ বা অশৌচাচার করিলে, অথবা মঙ্গলাচার না করিলে, অথবা বালক ভীত, অতি হৃষ্ট বা তর্জিত হইলে, কিম্বা অতিশয় রোদন করিলে, স্কন্দগ্রহ, স্কন্দাপস্মার, শকুনী, রেবতী, পূতনা, অন্ধপূতনা, শীতপূতনা, মুখমণ্ডিকা, ও নৈগমেয় বা পিতৃগ্রহ, এই নয়টী গ্রহ বালকের শরীরে আশ্রয় করে। বালকের শরীরে গ্রহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করা উচিত।

নেত্রদ্বয় স্ফীত, দেহে রক্তের গন্ধ, স্তন্যপানে অনিচ্ছা, মুখ বক্র, নেত্রের একটি পক্ষ্ম স্থির, অপরটি চঞ্চল, উদ্বিগ্নতা, চক্ষুর্দ্বয়ের চাঞ্চল্য, অল্প অল্প রোদন করা ও হস্তের অঙ্গুলি সকল বক্র করিয়া দৃঢ় মুষ্টিকরণ, এবং মলের গাঢ়তা, স্কন্দ-গ্রহ-পীড়িত বালকের এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কখন অচেতন, কখন সচেতন, কখনও বা উৎসাহিতের-ন্যায় হস্ত পদের সঞ্চালন, মলমূত্র-নিঃসরণ, শব্দ সহকারে জৃম্ভণ (হাই), মুখে ফেণা হওয়া, স্কন্দাপস্মার-গ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

অঙ্গের শিথিলতা, ভয়ে চমকিয়া উঠা, শরীরে পক্ষীর গন্ধ, স্রাববিশিষ্ট-ব্রণ-দ্বারা ও দাহ-পাক-বিশিষ্ট স্ফোট-দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ পীড়িত হওয়া, শকুনীগ্রহপীড়িত বালকের এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মুখ রক্তবর্ণ, মল হরিৎবর্ণ, শরীর অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ বা শ্যামবর্ণ, জ্বর, মুখে শুষ্কতা এবং সর্ব্বশরীরে বেদনা, রেবতী-গ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষিত হয়। ইহাতে বালক সর্ব্বদা নাসিকা ও কর্ণ মর্দ্দন করিতে থাকে।

অঙ্গের শিথিলতা, দিনে কিম্বা রাত্রিতে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা না হওয়া, তরল মলের নিঃসরণ, দেহে কাকের গন্ধ, বমন, লোমহর্ষণ, এবং অতিশয় তৃষ্ণা, পূতনাগ্রহপীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অতিসার, কাস, হিক্কা, স্তন্যপানে অনিচ্ছা, বমন, জ্বর, শরীরে বিবর্ণতা ও রক্তের গন্ধ, অন্ধপূতনা গ্রহ-কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে এই সব লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মধ্যে মধ্যে ভয়ে চমকিয়া উঠা, অতিশয় কম্প, অতিশয় রোদন, অবসন্নভাবে নিদ্রা, গলদেশে অব্যক্ত (ঘর্ ঘর্) শব্দ, অঙ্গের শিথিলতা ও অতীসার, শীতপূতনাগ্রহ-পীড়িত বালকের এই সব লক্ষণ দৃষ্ট হয়। শরীরের ম্লানতা, হস্ত, পদ ও মুখ রক্তবর্ণ, অধিক আহার, উদর কলুষিত সিরা দ্বারা আবৃত হওয়া, দেহে মূত্রগন্ধ, শিশু মুখমণ্ডিকা-গ্রহ পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

ফেণ বমন, দেহের মধ্যভাগ বিনমিত হওয়া, উদ্বেগ, বিলাপ, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, জ্বর, শরীরে বসাগন্ধ, মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞা-হীন হওয়া, নৈগমেয়-গ্রহ পীড়িত হইলে এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

বালক স্তব্ধভাবাপন্ন, স্তন্যপানে অনিচ্ছুক ও মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞাহীন হইলে কিম্বা রোগের সম্পূর্ণলক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ অসাধ্য। রোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ না হইতেই সাবধান হইয়া চিকিৎসা করা উচিত।

স্কন্দগ্রহপীড়িত শিশুকে দেবদারু, রাস্না, মধুরবৃক্ষ এই সকলের কাথ ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করাইলে প্রতীকার হয়। স্কন্দাপস্মার রোগাক্রান্ত বালককে, ক্ষীরবৃক্ষের ও কাকোল্যাদিগণের কাথের সহিত ঘৃত বা দুগ্ধ পান করাইবে এবং বচ ও হিঙ্গু মিশাইয়া বালকের অঙ্গে প্রলেপ দিবে। ইহা হইলে বালক অচিরেই আরোগ্যলাভ করিতে পারে।

শকুনীগ্রহাক্রান্ত বালকের পক্ষে যষ্টিমধু, বেণামূল, বালা, শৈলজ, শ্যামালতা, উৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও মঞ্জিষ্ঠা ইহাদের প্রলেপ নিতান্ত উপকারী এবং বালকের শরীরে ব্রণরোগে বিহিত চূর্ণ ও পথ্য এই রোগে প্রয়োজ্য।

যব, অশ্বগন্ধা, অর্জ্জুন, ধাতকী, তিন্দুক, কুষ্ঠ বা সর্জরসের সহিত পাক করা তৈল ব্যবহার করাইলে এবং কাকোল্যাদিগণের সহিত পাক করা ঘৃত পান করাইলে রেবতী-গ্রহপীড়িত বালকের প্রতীকার হয়। কুলথ, শঙ্খচূর্ণ, এবং সর্ব্বগন্ধ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ ইহাতে বিশেষ উপকারী।

বচ, হরিতকী, গোলোমী, হরিতাল, মনঃশিলা, কুষ্ঠ বা সর্জ্জরসের সহিত পাক করিয়া তৈল, তুগাক্ষীর, মধুরক, কুষ্ঠ, তালিশ, খদির ও চন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া ঘৃত ব্যবহার করাইলে পূতনা-রোগ ভাল হয়।

সুরা, কাঞ্জী, কুষ্ঠ, হরিতাল, মনঃশিলা ও ধূনা এই সকল দ্রব্যের সহযোগে পাক করিয়া তৈল ব্যবহার করাইলে এবং পিপ্পলীমূল, মধুরবর্গ, মধু, শালপাণি, ও বৃহতী ইহাদের সহিত পাক করা ঘৃত খাওয়াইলে অন্ধপূতনা-রোগে অচিরেই প্রতীকার লাভ করে।

বালক শীতপূতনা-গ্রহাক্রান্ত হইলে কপিথ, সুবহা, বিম্বীফল, বিল্ব, প্রচীবল, নন্দী, ভল্লাতক পরিষেচন করাইবে। ছাগমূত্র, গোমূত্র, মুথা, দেবদারু, কুষ্ঠ, সর্ব্বগন্ধা এই সকল দ্রব্যযোগে তৈল পাক করিয়া বালকের শরীরে মাখাইলে প্রতীকার হয়।

ভৃঙ্গরাজ, অজগন্ধা ও হরিগন্ধ ইহাদের রসে পাক করিয়া তৈল এবং মৌরী, দুগ্ধ, তুগাক্ষীর, অঙ্গনা, মধুর, ও স্বল্প পঞ্চমূল, এই সকল দ্রব্যের সহিত পাক করা ঘৃত, মুখমণ্ডিকা-রোগে বিশেষ উপকারী ও আশুফলপ্রদ।

বালক নৈগমেয়-রোগাক্রান্ত হইলে প্রিয়ঙ্গু, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল, শোল্কা, কুটন্নট, গোমূত্র, দধিমণ্ড, ও অম্লকাঞ্জী এই সকল যোগ করিয়া পাক করা তৈল ব্যবহার করাইবে। দশমূলের কাথ, দুগ্ধ, মধুরগণ এবং খর্জ্জুর মস্তক, এই সকল যোগে পাক করা ঘৃত খাওয়াইবে। বচ ও হিঙ্গু মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। (সুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র ২৭-৩৭)

কুমারমিত্র, অপরনাম বিষ্ণুমিত্র। ঋকপ্রাতিশাখ্যভাষ্য-রচয়িতা। বজ্রট-পুত্র উবট কুমারমিত্রের ভাষ্যদৃষ্টে সংক্ষিপ্ত ঋক্‌প্রাতি শাখ্য রচনা করেন।

কুমাররক্ষণ (ক্লী) কুমারাণাং রক্ষণং জন্মাবধি-লালন-পোষণাদিকং, ৬তৎ। সন্তানের লালন পালন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সেই সময় হইতেই কতকগুলি শাস্ত্রবিহিত কার্য্য করিতে হয়। চরকের মতে—জন্মমাত্রেই কর্ণমূল ঘর্ষণ করিবে অথবা মুখে জলসেক করিবে, তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস আরম্ভ হইবে। নিশ্বাস বহিতে থাকিলে শিশুর তালু, ওষ্ঠ, কণ্ঠ ও জিহ্বা পরিষ্কার করিয়া দিবে। পরিষ্কারকালে অঙ্গুলিতে কার্পাস তুলা জড়াইয়া রাখিবে, অঙ্গুলিতে যেন নখ না থাকে, তাহা হইলে কোন স্থান ক্ষত হইবার সম্ভাবনা। তৎপরে মস্তক ও তালু কার্পাসতুলায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে মধু, ঘৃত, অনন্ত, ব্রাহ্মীরস ও সুবর্ণচূর্ণ অনামিকা অঙ্গুলি-দ্বারা অল্প পরিমাণে লেহন করিতে দিবে। শুষ্ক নিরাপদ, যেখানে ইন্দুরাদির উৎপাত নাই, এরূপ গৃহে প্রসূতিকে ও পরিষ্কার শয্যায় বালককে শয়ন করাইবে। দুর্গন্ধ, কিম্বা অশুচিস্থানে রাখিবে না। প্রসূতি সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবেন, যেন বালক নিদ্রিতাবস্থায় স্তন্যপান না করে। বালককে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ভয় দেখাইবে না। মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারে, এরূপ কোন খেলিবার দ্রব্য বালকের হাতে দিবে না। দীপশিখা হইতে বালককে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবে। যেমন বয়স বাড়িবে, সেই সঙ্গে নীতি বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিবে। গ্রহদিগের অত্যাচার হইতে বালককে রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিবে।

(চরক, শারীরস্থান, ৮ম অঃ)

কুমারয়ু (পুং) কুমারং যাতি, কুমার-যা-মৃগয্বাদিত্বাৎ কু। (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১। ৩৮।)। রাজপুত্র।

(কুমারয়ু র্নৃপাত্মজে। উণাদিকোষ ১। ৪২১।)

কুমাররাম, বিজয়নগরের নিকটবর্ত্তী হোসদুর্গের রাজা কাম্পিলরায়ের পুত্র। মুসলমান ইতিহাস ফিরিস্তা-পাঠে জানা যায়, যে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় মুহম্মদ কর্ণাটিক জয়ের সময় 'কম্পুলা' নামক একজন রাজাকে আক্রমণ করেন। তাঁহারই প্রকৃত নাম 'কাম্পিলরায়' বলিয়া বোধ হয়। হালকাণাড়াভাষা লিখিত (ননগন্দ কবিরচিত) কুমাররাম-চরিত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

কর্ণাটের জঙ্গলভূমে শৃঙ্গেরিনায়ক নামে একজন জমিদার

বাস করিতেন। তিনি দেবগিরিরাজ রামরায়ের সভায় আসিয়া তাঁহার অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করেন। রামরায় তাঁহাকে বাসস্থান নির্ম্মাণার্থ একখানি সনন্দ দিয়াছিলেন। তৎপরে রামরাজ দিল্লীর সুলতানের নিকট পরাস্ত হইলে শৃঙ্গেরিনায়ক জন্মভূমিতে চলিয়া আসেন, এখানে মল্লরাজ নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলে শৃঙ্গেরি-নায়ক রাজা হন। তাঁহারই ঔরসে কাম্পিলরায়ের জন্ম হয়। কাম্পিলরায় অনেক সামন্তকে পরাস্ত করিয়া কর্ণাটের কতকাংশ অধিকার করেন। তাঁহারই পুত্র কুমাররাম।

কুমাররাম দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সসৈন্যে গুতিরাজকে পরাজয় ও বন্দী করেন। জয়লব্ধ দ্রব্যসমূহের মধ্যে তিনি কেবল ১০টি ঘোড়া আপনার জন্য রাখেন। ঐ ঘোড়ার উপর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের লোভ পড়ে। তাহারা ঘোড়া চাহিলে, তিনি কহিতেন, ভাই তোমরাও আমার ন্যায় ঘোড়া আনিতে পার। এই কথায় তাহারা দুঃখিত হইয়া তাহাদের মাতার নিকট কুমারের বিপক্ষে অভিযোগ করিল। বিমাতাগণের কৌশলে রাজা কুমারকে সঙ্কটময় স্থানে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন। কুমার প্রতিজ্ঞা করেন, যে তিনি ৭০ জন রাজাকে পরাজয় না করিয়া আর রাজ্যে ফিরিবেন না। অনন্তর তিনি বরঙ্কলের রাজা প্রতাপরুদ্রের সভায় আগমন করেন। এখানে লিঙ্গনশেট্টির সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে। সেই বন্ধুর যত্নে তিনি প্রতাপরুদ্রের নিকট পরিচিত হন। এখানে কুমারের বীরত্বের কথা শুনিয়া প্রতাপরুদ্রের বিদ্বেষ জন্মিল। কুমার লিঙ্গনশেট্টিকে সঙ্গে লইয়া বরঙ্কলরাজ্য পরিত্যাগ করেন। তাহাদের ধরিয়া আনিবার জন্য প্রতাপরুদ্র সৈন্য পাঠান। বহুসংখ্যক সৈন্য কুমারের বাহুবলে রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। তৎপরে কুমার কোণ্ডপিল্লির রেড্ডী ও মুদ্গলের রাজা প্রভৃতিকে জয় করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বীরগাথা চারিদিকেই গান করিতে লাগিল। একদিন কুণ্ডব্রহ্ম-দেবতা তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। তিনি সেই দেবের আদেশে মহাসমারোহে 'শূলোৎসব' করেন। দাক্ষিণাত্যের রাজা ও সামন্তবর্গ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে কাম্পিলরায়ের কনিষ্ঠা রাণী রত্নাঙ্গী বাতায়ন হইতে কুমারের অনুপম রূপ দেখিয়া কামপীড়িত হন। একদিন গোলা খেলিবার সময় কুমারের গোলা গিয়া রত্নাঙ্গীর ঘরে পড়ে। কুমার কোন অনুচরকে না পাঠাইয়া নিজেই সেই গোলা আনিতে যান। আপন ঘরে পাইয়া রত্নাঙ্গী কুমারের হাত ধরিয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কুমার তাহার কথায় অসম্মত হইয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া আসেন। তাহাতে রত্নাঙ্গীর মনে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি রাজাকে কহিলেন যে, কুমার তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করিতে আসিয়াছিল। রাজা ছোটরাণীর কথায় বিশ্বাস করিয়া সঙ্গীগণের সহিত কুমারকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। রাজমন্ত্রী কুমার প্রভৃতিকে লুকাইয়া কতকগুলি কয়েদীর মুণ্ড রাজার নিকট উপস্থিত করিলেন। এই সময় দিল্লীর সুলতান তাঁহার রাজ্য আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠাইলে, রাজসৈন্য মুসলমানের নিকট পরাস্ত হইল। তখন রাজা নিজ বীরপুত্রের জন্য অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন। সময় বুঝিয়া কুমার রণক্ষেত্রে গিয়া মুসলমানদিগকে পরাজয় করিলে, মন্ত্রীর মুখে রাজা প্রিয়পুত্রের দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে শুনিয়া বারবার পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রত্নাঙ্গী লজ্জায় ও খেদে আত্মহত্যা করিলেন। তৎপরে দিল্লীশ্বর মাতঙ্গী নাম্নী একজন স্ত্রীলোককে যুদ্ধে পাঠাইলেন। স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম্ম নয়। তাই, কুমারও মাতঙ্গীর সহিত যুদ্ধ করিলেন না। মাতঙ্গী রাজসৈন্যদিগকে পরাজয় করিলে রাজা পলায়ন করিলেন। শেষে মাতঙ্গী কুমারকে বন্দী করিয়া তাঁহার মাথা দ্বিখণ্ড করিল।

কুমারললিতা (স্ত্রী) ১ ছন্দোবিশেষ। প্রথমে একটি হ্রস্ব ও একটি দীর্ঘ তৎপরে তিনটি হ্রস্ব ও দুইটি দীর্ঘ এই সপ্তমাত্রায় এই ছন্দঃ হইবে। ইহারও চারিটি-পাদ আছে। (কুমারললিতা জ্সগাঃ। বৃত্তরত্না°।) ২ বালকের ক্রীড়া।

কুমারবন (ক্লী) কুমারস্য কার্ত্তিকেয়স্য বনং বিহারভূমিঃ, ৬তৎ। কার্ত্তিকেয়ের বিহারবন।

কুমারবাহী [ন্] (পুং) কুমারং বহতি, কুমার-বহ্-পৌনঃপুন্যে-ণিনি। (বহুলমাভীক্ষ্ণ্যে। পা ৩।২।৮১।)। ময়ূর। কার্ত্তিকেয়ের বাহন বলিয়া ময়ূরের এই নাম হইয়াছে।

কুমারসম্ভব (ক্লী) কুমারস্য কার্ত্তিকেয়স্য সম্ভবো বর্ণিতো যত্র। মহাকবি কালিদাসপ্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য।

কুমারসম্ভব একখানি মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের স্থূল বৃত্তান্ত এই। তারকনামে এক দুর্দ্দান্ত অসুর ছিল। সে ব্রহ্ম-প্রদত্ত-বর-প্রভাবে অতিগর্ব্বিত হইয়া দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন যে, কার্ত্তিকেয়ের হস্তে এই অসুর পরাজিত হইবে

তখন তোমাদের দুর্দ্দশার শেষ হইবে। তদনুসারে দেবতারা উদ্যোগী হইয়া হরগৌরীর পরিণয় সম্পাদন করিলে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। অনন্তর তিনি দেবসৈন্য-সমভিব্যাহারে সমরে অবতীর্ণ হইয়া দুর্বৃত্ত তারকাসুরের প্রাণ সংহার করেন। কুমারসম্ভবে এই বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

কুমারসম্ভব সপ্তদশসর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাতসর্গেরই এই দেশে অনুশীলন আছে, (দাক্ষিণাত্যে অষ্টমসর্গযুক্ত পুথি পাওয়া গিয়াছে,) অবশিষ্ট দশসর্গ একবারে অপ্রচলিত। এই দশসর্গ কালিদাসের অলৌকিক-কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও যে এইরূপ অপ্রচলিত আছে, তাহার কারণ এই বোধ হয়, অষ্টমসর্গে হরগৌরীর বিহার বর্ণনা আছে, তাহাও অত্যন্ত অশ্লীল, সামান্য-নায়ক নায়িকার ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। নবমে হরগৌরীর কৈলাশ গমন ও দশমে কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই দুই সর্গেও হরগৌরী ঘটিত অনেক অশ্লীল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় লোকেরা হরগৌরীকে, জগৎপিতা ও জগন্মাতা মনে করেন, জগৎপিতা ও জগন্মাতাসংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত মনে করিয়া কুমারসম্ভবের শেষ দশসর্গের অনুশীলন রহিত হইয়াছে। আলঙ্কারিকেরাও হরগৌরীর বিহার বর্ণনাকে অত্যন্ত অনুচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একাদশ অবধি সপ্তদশ পর্য্যন্ত সাতসর্গে কার্ত্তিকেয়ের বাল্যলীলা, সৈনাপত্যগ্রহণ, তারকাসুরের সহিত সংগ্রাম ও তারকাসুরের নিপাত এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই সাত সর্গে অশ্লীলবর্ণনার লেশমাত্রও নাই। কিন্তু অষ্টম-নবম ও দশম এই তিন সর্গের দোষেই বোধ হয় অপ্রচলিত হইয়াছে।

কিংবদন্তী আছে, এক কুম্ভকার কালিদাসের পরম মিত্র ছিলেন। কালিদাস, কুমারসম্ভব রচনা করিয়া ঐ কুম্ভকার মিত্রকে দেখাইতে লইয়া যান। কুম্ভকার পাঠ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী কাঁচা সরার উপরে রাখিয়া দেন। তাহাতে কালিদাস মনে করিলেন, এই গ্রন্থ কাঁচা হইয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ পুস্তক হস্তে করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কুম্ভকার দেখিয়া সাতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন এবং অনেক চেষ্টা করিয়া সাতসর্গ মাত্র সঙ্কলন করিতে পারিলেন। অবশিষ্ট দশসর্গ বিলুপ্ত হইল। এই কিংবদন্তী অমূলক।

কুমারসম্ভবের শেষভাগ, এই দেশে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালাদেশে কুমারসম্ভবের অন্যবিধ শেষভাগ আছে, তাহা পড়িলে প্রতীতি হয় যে, উহা কালিদাসের রচিত নহে, কোন আধুনিক কবি রচনা করিয়াছেন।

কুমারসম্ভবে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, শিবপুরাণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থের ইতিবৃত্তের যেরূপ ঐক্য আছে, অনেক শ্লোকেরও সেইরূপ ঐক্য আছে (শিবমহাপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ১০—১৯ অধ্যায় এবং শিবউপপুরাণ উত্তরখণ্ড দ্রষ্টব্য।) যোগবাশিষ্ঠের কোন কোন শ্লোকের সহিতও ঐক্য দেখা যায়—

"* * আকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিহ্বলাং
প্রথমাবৃষ্টিরিবান্বকল্পয়ৎ॥" কুমার ৪।৩৯, যোগবাশিষ্ঠ ৫।৩১।

কুমারসম্ভবের প্রথম সপ্ত অধ্যায়ের অনেকগুলি টীকা আছে, তন্মধ্যে এই কয়খানি প্রধান—

১ শ্রীকৃষ্ণপতিশর্ম্মা বিরচিত "অন্বয়লাপিকা," (এই টীকায় পূর্ব্ববর্ত্তী জগদ্ধর ও দিবাকরের টীকাদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে।
২, গোপালনন্দকৃত সারাবলী।
৩, গোবিন্দরামকৃত ধীর-রঞ্জনিকা।
৪, চরিত্রবর্দ্ধনরচিত শিশু-হিতৈষিণী।
৫, জিনভদ্রসূরিকৃত বাল-বোধিনী।
৬, ভরতমল্লিকরচিত সুবোধা।
৭, ভীমমিশ্র-মৈথিল-রচিত সরলা।
৮, মল্লিনাথবিরচিত সঞ্জীবনী।
৯, মুনি মণিরত্নকৃত অবচুরি।
১০, রঘুপতিকৃত ব্যাখ্যাসুধা।
১১, বিন্ধ্যেশ্বরী-প্রসাদকৃত কথন্তুতিকা।
১২, ব্যাসবৎসকৃত শিশু-হিতৈষিণী।
১৩, হরিচরণদাসকৃত দেবসেনা।

এতদ্ভিন্ন নরহরি, নারায়ণ, প্রভাকর, বৃহস্পতি, বল্লভদেব প্রভৃতি বিরচিত কুমারসম্ভবের টীকা পাওয়া যায়।

কুমারসম্ভবের অনুকরণে জৈনাচার্য্য জয়শেখর সূরি 'কুমারসম্ভব' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন, তাহাতে প্রথম জৈন-তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের লীলা বর্ণিত আছে, এই কাব্যখানির বর্ণনা—ঠিক কালিদাসের কুমারসম্ভবের ন্যায়। চোকল্লকবি তঞ্জোররাজ শরভোজীর পরিতুষ্টির জন্য 'কুমারসম্ভবচম্পূ' নামে একখানি চম্পূকাব্য রচনা করেন।

কুমারসূ (পুং) কুমারং সূতে, কুমার-সূ-ক্বিপ্। ১ কার্ত্তিকেয়ের পিতা, অগ্নি। (স্ত্রী) ২ কার্ত্তিকেয়ের মাতা, দুর্গা। ৩ গঙ্গা।

কুমারসেন (পুং) উত্তরভারতের শতদ্রু-নদীর পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত একটি রাজ্য। ইহার উত্তর-পশ্চিমে শতদ্রু, পূর্ব্বে বসাহির, ও দক্ষিণপশ্চিমে ভিরজী। ইহার প্রধান নগর

কুমারসেন, অক্ষা ৩১°১৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২৮´ পূঃ, সমুদ্রতট হইতে ৫৭৮৪ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানে নদীর ধারে লোকের বসবাসই অধিক, উহারা অনেকেই নদীর জল হইতে স্বর্ণকণা আহরণ করে। এখানে ৩০০০ ফুট উচ্চ হইতে নদী নিম্নে পতিত হইয়াছে। এই স্থান রাজপুতের অধীন, এখানকার রাজা ক্ষীরসিংহ ঠাকুর ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন।

কুমারস্মৃতি, একখানি প্রাচীনধর্ম্মশাস্ত্র। বিজ্ঞানেশ্বর, শূলপাণি, নৃসিংহ, নীলকণ্ঠ, প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ কুমারস্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কুমারস্বামী (পুং) ১ কুমারিল-ভট্টের নামান্তর। [কুমারিলভট্ট দেখ।] ২ মল্লিনাথের পুত্র। ইনি 'প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ'নামক গ্রন্থের রত্নার্পণ নামক টীকা রচনা করেন। ৩ ভাস্করমিশ্রের পিতা।

কুমারহট্ট, বাঙ্গালা প্রদেশের একটী গণ্ডগ্রাম ইহার অপর নাম হালিসহর বা হাবিলীসহর। ইহা হালিসহর পরগণা নামেও উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরগণার মধ্যে যেটুকু হালিসহর বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহারই নাম কুমারহট্ট। ইহা বর্ত্তমান কলিকাতা হইতে ১২শ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। দিল্লীশ্বর অকবর বাদশাহের সময় হাবিলী-সহর পরগণা বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে এই স্থানে অনেক কুম্ভকার জাতির বাস থাকায়ও কেহ কেহ কুমারহট্ট নামের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সম্রাট্ অক্‌বরের পূর্ব্বেও এই স্থান কুমারহট্ট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ৮ শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু মহাত্মা ঈশ্বরপুরী এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাপ্রভুর প্রিয় পারিষদ শ্রীনিবাসও এই স্থানে প্রাদুর্ভূত হন। চৈতন্যদেবও এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে—

"আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন শ্রীঈশ্বরী পুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরীপুরী যে গ্রামে অবতার॥
কাঁদিলেন চৈতন্য বিস্তর সেই স্থানে।
আর কিছু নাই শব্দ ঈশ্বরপুরী বিনে॥
সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বেঁধে এক ঝুলি॥
প্রভু বলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এই মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ॥"

আদিখণ্ড।

এইখানে মুখুর্য্যা-পাড়ার মধ্যে শ্রীনিবাস-ঠাকুরের পাট আছে।

বঙ্গবিখ্যাত বলরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কামদেব ন্যায়বাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই কুমারহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। এক সময়ে কুমারহট্টে সংস্কৃত ভাষা এতদূর অনুশীলন হইয়াছিল, প্রবাদ আছে—এক দিন নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতা যাইতে কুমারহট্টের নিম্নে নৌকা লাগাইয়া প্রাতঃস্নান করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন, তাঁহার অনতিদূরে এক ব্যক্তি নারিকেলের মালায় বিশুদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তর্পণ করিতেছে। রাজা বিশেষ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কস্ত্বম্"? সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "রজকোঽহম্"। রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিকটস্থ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই স্থানের নাম কি? সে বলিল, ইহার নাম "কুমারহট্ট"। কিছুদিন পরে এই স্থান কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তগত হইল। তিনি রজকের বাসস্থানের নাম খাসবাটী রাখিলেন। রজকের প্রপৌত্রের পুত্র এখনও কুমারহট্টে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রপ্রদত্ত প্রসাদ ভোগ করিতেছে। প্রতাপাদিত্যের সময় এই স্থান তাহারই অধিকারভুক্ত ছিল। এখনকার ব্রহ্মত্র, দেবত্র ও মহত্রাণাদি নিষ্কর ভূমির সম্বন্ধে উক্ত রাজপ্রদত্ত সনন্দাদি অদ্যাপি অনেকের নিকট বিদ্যমান আছে। এই গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী জগদ্দল নামক গ্রামে অরণ্যময় একটি স্থান রাজমহল বলিয়া খ্যাত আছে। তন্মধ্যে 'রাজাপুকুর' নামে একটী পুষ্করিণীও দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, ঐ পুষ্করিণীটী রাজা প্রতাপাদিত্যের গঙ্গাবাসের অন্তঃপুরস্থিত পুষ্করিণী ছিল। এই কুমারহট্ট মহারাজের চারিটি সমাজের মধ্যে একটী প্রধান সমাজ। সাধকোত্তম কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনও এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। যে স্থানে তাঁহার বাস ছিল, তাহার নাম চড়কডাঙ্গা। রামপ্রসাদ-সেনের বাড়ীর নিকট আজু-গোঁসাই নামে এক হাস্যরসোদ্দীপক কবির বাস ছিল। [কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও অযোধ্যারাম দেখ।]

কুমারহট্টের মধ্যে অতি প্রাচীন দুইটী শক্তিমূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে বলদিয়া ঘাটায় সিদ্ধেশ্বরী সাবর্ণচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠিত এবং খাসবাটীর শ্যামাসুন্দরী অকিঞ্চন ব্রহ্মচারী নামক একজন তান্ত্রিক কুলাচারীর প্রতিষ্ঠিত। এইখানে সুবিখ্যাত চাঁচড়ার রাজবংশদিগেরও বসবাসের চিহ্ন আছে। ইহার নিকটবর্ত্তী কোলা নামক গ্রামে নবাবের হস্তীশালার অধ্যক্ষ হটুহাজরার দুর্গময় প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে কুমারহট্টের পার্শ্ব দিয়া ভাগিরথী প্রবাহিত হইত, কিন্তু বর্ত্তমান গ্রামের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি যেন সরিয়া আসিয়াছেন।

কুমারহারিত (পুং) ১ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ২ যজুর্ব্বেদ-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। (শতপথব্রা ১৪।৫।৫।২২।)

কুমারাভিষেক (পুং) কুমারাণামভিষেকোঽভিষেচনং, ৬তৎ। রাজপুত্রদিগের অভিষেককার্য্য।

কুমারিকা (স্ত্রী) কুমারী-ঠন্-টাপ্, (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ পা ৫। ২। ১১৬।) ১ অবিবাহিতা বালিকা। ২ কুমারী। ৩ নবমল্লিকা। ৪ স্থূলএলা। ৫ ভারতখণ্ড।

("বর্ণব্যবস্থিতিরিহৈব কুমারিকাখ্যে
শেষেষু চান্ত্যজ-জনা নিবসন্তি সর্ব্বে।"
সিদ্ধান্ত-শিরোমণি, গোলাধ্যায়।)

৬ শতশৃঙ্গ রাজার কন্যা, ইহারই নামে ভারতবর্ষের কতক অংশ কুমারিকাখণ্ড বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণে কুমারিকাখণ্ডে 'কুমারিকা' নাম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে, আবশ্যকবোধে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত হইল—

"ঋষভেনাথ সংসৃষ্টা নানা পাষণ্ডকল্পনাঃ॥
কলৌ পার্থ! ভবিষ্যন্তি লোকানাং মোহনাত্মিকাঃ॥ ১॥
তস্য পুত্রশ্চ ভরতঃ শতশৃঙ্গশ্চ তৎসুতঃ।
তস্য পুত্রাষ্টকং জাতং তথৈকা চ কুমারিকা॥ ২॥
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রদ্বীপো গভস্তিমান্।
যাম্যঃ সৌম্যশ্চ গান্ধর্ব্বো বারুণশ্চ কুমারিকা॥ ৩॥
বদনঞ্চাপি কন্যায়াঃ পার্থ! বর্করিকাকৃতি।
শৃণু তৎকারণং সর্ব্বং মহাশ্চর্য্য-সমন্বিতম্॥ ৪॥
মহীসাগর-পর্য্যন্তে বৃক্ষরাজী-বিরাজিতে।
জাল-গুল্ম লতা-কীর্ণে স্তম্ভতীর্থস্য সন্নিধৌ॥ ৫॥
অজাস·· ····· কাচিদেকা তু বর্করী।
শ্রান্তা সতী সমাযাতা প্রদেশে তত্র দুশ্চরে॥ ৬॥
ইতস্ততো ভ্রমন্তী সা জালমধ্যে সমন্ততঃ।
নির্গন্তুং নৈব শক্নোতি ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা তদা॥ ৭॥
বিলগ্না জালমধ্যে তু ততঃ পঞ্চত্বমাগতা।
কালেন কিয়তা তস্যাশ্চরিত্বা শিরসোঽধঃ॥ ৮॥
পপাত সাত্তিদেশে চ মহীসাগরসঙ্গমে।
সর্ব্বতীর্থময়ে তত্র সর্ব্বপাপ-প্রমোচনে॥ ৯॥
শিরস্তু তদবস্থং হি নমগ্নং তত্র সংস্থিতম্।
জাল-গুল্মাদি-লগ্নঞ্চ তস্যা নৈবাপতজ্জলে॥ ১০॥
শেষকায়-প্রপাতেন মহীসাগরসঙ্গমে।
তত্তীর্থস্য প্রভাবেন বর্ক্করী সা কুরূদ্বহ॥ ১১॥
শতশৃঙ্গস্য বৈ রাজ্ঞঃ সিংহলে চাভবৎ সুতা।
মুখং বর্ক্করিকা-তুল্যং ততস্তস্যা ব্যজায়ত॥ ১২॥
দিব্যনারী শুভাকারা শেষকায়ে বভৌ শুভা।
পূর্ব্বং তস্যাপ্যপুত্রস্য রাজ্ঞঃ পুত্রশতোপমা॥ ১৩॥
পুত্রী জাতা প্রমোদেন স্বজনানন্দবর্দ্ধিনী।
ততস্তস্যা বিলোক্যাথ মুখং বর্ক্করিকাকৃতি॥ ১৪॥
বিস্ময়ং সমনুপ্রাপ্তাঃ সর্ব্বে তে রাজপুরুষাঃ।
বিষাদং পরমাপন্নো রাজা সান্তঃপুরস্তদা॥ ১৫॥
খিন্নাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাস্তাদৃগ্রূপবিলোকনাৎ।
তৎকিমিত্যেতদাশ্চর্য্যমূচুঃ পৌরাঃ সুবিস্মিতাঃ॥ ১৬॥
ততঃ সা যৌবনং প্রাপ্তা সাক্ষাদ্দেবসুতোপমা।
স্বমুখং দর্পণে বীক্ষ্য স্মৃতঃ পূর্ব্বভবস্তয়া॥ ১৭॥
তত্তীর্থস্য প্রভাবেন মাতৃপিত্রো র্নিবেদিতম্।
বিষাদো নৈব কর্ত্তব্যো মদর্থে তাত! নিশ্চিতম্॥ ১৮॥
মা শোকং কুরু মে মাতঃ! পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ফলম্।
ততঃ পূর্ব্বং স্ববৃত্তান্তমুক্ত্বা সা চ কুমারিকা॥ ১৯॥
পূর্ব্বজন্মোদ্ভবঃ কায়স্তস্যা যত্রাপতত্তথা।
গমনায় তমুদ্দেশং বিজ্ঞপ্তৌ পিতবৌ তয়া॥ ২০
অহং তাত! গমিষ্যামি মহীসাগরসঙ্গমে।
বসামি তত্র সংপ্রাপ্তা যথা তাত তথা কুরু॥ ২১।
ততঃ পিত্রা প্রতিজ্ঞাতং শতশৃঙ্গেণ তত্তথা।
তস্যাঃ সংবাহনং চক্রে রাজা পোতৈঃ সরত্নকৈঃ॥ ২২।
স্তম্ভতীর্থে ততঃ সাপি প্রাপ্য চ তীর্থসংযুতা।
ভূরিদানং ততশ্চক্রে দানং সর্ব্বং সদক্ষিণম্॥ ২৩।
জাল-গুল্মান্তরে হৃষ্যা ততো দৃষ্টং নিজং শিরঃ।
অস্থিচর্ম্মাবশেষেতু তদাদায় প্রযত্নতঃ॥ ২৪॥
দগ্ধ্বা সঙ্গম-সান্নিধ্যে ক্ষিপ্তান্যস্থীনি সাগরে।
ততস্তীর্থপ্রভাবেন মুখং জাতং শশিপ্রভম্॥ ২৫॥
ন তাদৃগ্নরনার্ত্ত্যানারীণাং তস্যা যাদৃঙ্মুখং সুরাঃ।
সুরাসুরনরাঃ সর্ব্বে তস্যা রূপেণ মোহিতাঃ॥ ২৬॥
বহুধা প্রার্থয়ন্ত্যেনাং ন সা বরমভীপ্সতি।
কষ্টং তয়া মুদা তত্র প্রারব্ধং দুশ্চরং তপঃ॥ ২৭।
সংবৎসরে তু সংপূর্ণে দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
প্রত্যক্ষতাং গতস্তস্যৈ বরদোঽস্মীতি চাব্রবীৎ॥ ২৮।
ততস্তং পূজয়িত্বা চ কুমারী বাক্যমব্রবীৎ।
যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ! যদি দেয়ো বরো মম॥ ২৯॥
সান্নিধ্যং ক্রিয়তামত্র সর্ব্বকালং হি শঙ্কর।
এবমস্ত্বিতি সর্ব্বেণ প্রোক্তে হৃষ্টা কুমারিকা॥ ৩০॥
যাদৃগ্দৃষ্টং শিরস্তস্যা বর্ক্কর্য্যাঃ কুরুসত্তম।
বর্ক্করেশঃ শিবস্তত্র তয়া সংস্থাপিতস্তথা॥ ৩১॥
মন্মথাচ্চ তদাশ্চর্য্যং শ্রুত্বেদং চ তলাতলাৎ।

স্বস্তিকো নাম নাগেন্দ্রো কুমারীং দ্রষ্টুমাযযৌ ॥ ৩২ ॥
শিরসা গচ্ছতা তেন যত্রোৎক্ষিপ্তং চ ভূতলে।
ঈশানে বর্করেশস্য কূপোঽভূৎ স্বস্তিকাভিধঃ ॥ ৩৩ ॥
পূরিতো গঙ্গয়া পার্থ! সর্ব্ব-তীর্থ-ফলপ্রদঃ।
দৃষ্ট্বা চ স্থাপিতং লিঙ্গং শিবস্তুষ্টো বরং দদৌ ॥ ৩৪ ॥
যেষাং মৃত-শরীরাণামত্র দাহঃ প্রজায়তে।
প্রক্ষিপ্তসাগরস্থানে তেষাং স্যাদক্ষয়া গতিঃ ॥ ৩৫ ॥
তে স্বর্গেষু চিরং কাল মুষিত্বাত্র সমাগতাঃ।
রাজানঃ সর্ব্বসম্পূর্ণাঃ সপ্রতাপা ভবন্তু তে ॥ ৩৬ ॥
বর্করেশঞ্চ যে ভক্ত্যা সংপূজয়তি মানবঃ।
স্নাত্বার্ণবমহীতোয়ে তস্য স্যান্মনসেপ্সিতম্ ॥ ৩৭ ॥
কার্ত্তিকে চ চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণায়াং শ্রদ্ধয়া যুতঃ।
কূপে স্নানং নরঃ কৃত্বা সন্তর্প্য চ পিতৄন্দ্বিজান্ ॥ ৩৮ ॥
পূজয়েদ্বর্করেশং যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এবং লব্ধ্বা বরান্ সর্ব্বান্ সা পুনঃ সিংহলং যযৌ ॥ ৩৯ ॥
শতশৃঙ্গায় পিত্রে চ স্ববৃত্তান্তং ন্যবেদয়ৎ।
তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো রাজা লোকাঃ সর্ব্বে চ ফাল্গুন ॥ ৪০ ॥
প্রশংসন্তি মহাতীর্থং অজামুখ-কৃতাদরাঃ।
স্নাত্বা চ দত্বা দানানি বিবিধানি চ তে ততঃ ॥ ৪১ ॥
সিংহলং প্রযযুর্ভূয়স্তীর্থমাহাত্ম্য-হর্ষিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যা কুমার্য্যা চ বরং ভব্যং চ পার্থিবাঃ ॥ ৪২ ॥
তথান্যৎ অপি প্রীত্যাসৌ যদ্দদৌ নৃপতিঃ শৃণু।
ইদং ভরত-খণ্ডঞ্চ নবধৈব বিভজ্য সঃ ॥ ৪৩ ॥

* * * * * * * * * * * * * * *

এবং বিভজ্য খণ্ডানি ভ্রাতৃব্যাণাং দদৌ নব।
আত্মীয়মপি সা দেবী অনিচ্ছন্ স্বপিতেষু চ ॥
তদেতেষুচ দেশেষু চতুর্বর্গস্য সাধনম্।
সর্ব্বেষাং প্রবরং প্রোক্তং কুমারী-খণ্ডমেবচ ॥
তত্রাপি গুপ্তক্ষেত্রঞ্চ দদৌ তৎ সা কুমারিকা।
গুপ্ত-ক্ষেত্রে কুমারেশং পূজয়ন্তী মহাসতী।
তস্থৌ হ্রদেষু স্নান্তী চ মহীসাগর-সঙ্গমে ॥
ততঃ কাল-প্রকর্ষাচ্চ প্রাসাদে স্কন্দনির্ম্মিতে।
জীর্ণে নব্যং স্বর্ণময়ং প্রাসাদমধ্যকারয়ৎ ॥
ততঃ কালে মহাদেবস্তস্যা ভক্ত্যাতিতোষিতঃ।
কুমার-লিঙ্গাদুত্থায় প্রত্যক্ষস্তামভাষত ॥
জীর্ণস্য পুনরুদ্ধারঃ প্রাসাদস্য ত্বয়া কৃতঃ।
তব নাম্না চ বিখ্যাতো ভবিষ্যামি কুমারিকে ॥
কর্ত্তা চাপি তথোদ্ধর্ত্তা দ্বৌ বৈ সমফলৌ স্মৃতৌ।
কুমারেশঃ কুমারীশ ইতি বক্ষ্যন্তি সর্ব্বতঃ ॥
বর্কারেশে ভবেদ্বার্ত্তা সান্না ভব্যা সদৈব তে
তবাপি প্রান্তকালশ্চ সমীপং বরবর্ণিনি ॥
অভর্তৃকায়া নার্য্যাশ্চ ন স্বর্গো মোক্ষ এব বা।
যথৈব বৃদ্ধকন্যায়াঃ সরস্বত্যা স্তথাশুভে ॥
তস্মাৎত্বমত্র তীর্থে চ মহাকালমিতি স্মৃতম্।
সিদ্ধিং গতং চ তং দেবং পতিত্বে বরবর্ণিনি ॥
ততঃ সা রুদ্রবাক্যেন বরয়ামাস তং পতিম্।
রুদ্রলোকং যযৌ চাপি মহাকাল-সমন্বিতা ॥
তত্র তাং পার্ব্বতী প্রাহ সমালিঙ্গ্য চ হর্ষিতা।
যস্মাৎ ত্বয়া চিত্রপটে লিখিতা পৃথিবী শুভে।
চিত্রলেখেতি নাম্না ত্বং তস্মাদ্ ভব সখী মম ॥
ততঃ সখী সমভবৎ চিত্রলেখেতি সা শুভা।"

(কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অধ্যায়।)

নারদ বলিলেন, ঋষভ কর্তৃক নানাবিধ পাষণ্ডকল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল। হে পার্থ! সেই সমস্ত কল্পনাই কলিকালে সকলকে মোহিত করিবে। তাহার পুত্রের নাম ভরত, ভরতের পুত্র শতশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গের ৮টি পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল। ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রদ্বীপ, গভস্তিমান্, যাম্য, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ এই আটজন পুত্রগণের নাম ও কন্যার নাম কুমারিকা। কুমারিকার মুখের আকৃতি মেষ-শাবকের মুখের আকৃতিতুল্য। হে পার্থ! তুমি ইহার কারণ শ্রবণ কর, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক।

নানাবিধ বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত, জালের ন্যায় লতা ও গুল্মদ্বারা বেষ্টিত, মহীসাগরসঙ্গমে স্তম্ভনামক একটী তীর্থ আছে। একদা এক মেষী যূথভ্রষ্ট হইয়া সেই দুর্গমদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। মেষী শ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে জালমধ্যে পতিত হইল, তাহার আর বাহির হইবার শক্তি হইল না। ক্রমশঃ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া জালমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। দৈব-ক্রমে কিছুদিন পরে মস্তক ভিন্ন সমস্ত শরীর সেই মহী-সাগর-সঙ্গমে পতিত হইল, মস্তক জালগুল্মে আবদ্ধ ছিল বলিয়া জলে পতিত হইল না। মহীসাগরসঙ্গমে সেই তীর্থের মাহাত্ম্যেই সেই মেষী সিংহলেশ্বর-শতশৃঙ্গের কন্যারূপে জন্ম-গ্রহণ করিল। তাহার মুখ মেষীর মুখের ন্যায়, অন্য সকল অবয়ব অনুপম-স্বর্গীয়-কামিনীর ন্যায় সুন্দর। অপুত্রক রাজার কন্যা হইয়াছে বলিয়া সকলেই আনন্দিত হইল। কিন্তু পুরবাসীগণ কুমারীর মুখ মেষীর মুখের সদৃশ অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। রাজা রাজকুমারীর মুখ দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। অন্তঃপুরবাসীগণ সকলেই "কি আশ্চর্য্য

এইরূপ কখনও দেখি নাই" বলিতে লাগিলেন। রাজকুমারী ক্রমে ক্রমে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। দেবকন্যার ন্যায় তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদিন রাজকুমারী দর্পণে আপনার মুখ অবলোকন করিবার কালে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাহার মনে পড়িল। তিনি মাতাপিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'পিতঃ! আপনি আমার নিমিত্ত বিষাদ করিবেন না। মাতঃ! আপনিও আমার নিমিত্ত শোক করিবেন না। আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল',—এই বলিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। রাজকুমারী পূর্ব্বজন্মের শরীর দেখিতে সেই তীর্থদেশে যাইবার জন্য পিতামাতার নিকট জানাইয়া বলিলেন, 'তাত! আমি মহীসাগরসঙ্গমে যাইব ও সেই স্থানে বাস করিব, আপনি তাহার বিধান করুন্।' রাজা কুমারীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রাজকুমারী বহুবিধ রত্নযুক্ত অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া স্তম্ভতীর্থে উপস্থিত হইলেন। সেই তীর্থে তিনি বহুবিধ দান করিয়া যথোচিত দক্ষিণা দিলেন। জালগুল্মের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট আপনার মাথা দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই মস্তক মহীসাগরসঙ্গমের নিকটে দগ্ধ করিয়া অস্থি সকল সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই তীর্থের প্রভাবে তাহার মুখ চন্দ্রমার ন্যায় মনোহর হইয়াছিল। মর্ত্ত্যলোকে কোন রমণীর মুখের সহিতই তাঁহার মুখের উপমা হইত না। সুরাসুর-মনুষ্য সকলেই তাহার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও ইচ্ছা করিতেন না। রাজকন্যা দুষ্কর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। একবৎসর পূর্ণ হইলে দেবদেব মহাদেব তাহাকে বর দিতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, 'আমি তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি।' রাজকুমারী যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া বলিলেন, 'দেবেশ! যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ও আমাকে বর দান করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আপনি সকল সময়ে এই স্থানে থাকিবেন; ইহাই বিধান করুন্।' মহাদেব তাহাতেই সম্মত হইলেন। রাজকুমারী সন্তুষ্ট হইলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই রাজকুমারী বর্করেশ নামক শিব স্থাপনা করিলেন। আমার মুখ হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বস্তিক নামক নাগেন্দ্র কুমারীকে দেখিতে আসিলেন।

মস্তক দ্বারা গমন করিতে করিতে যে স্থানে স্বস্তিক উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, বর্করেশ্বর-শিবের ঈশানকোণে সেই স্থানে স্বস্তিক নামক একটী কূপ উৎপন্ন হইল। এই কূপটী গঙ্গাজলে পরিপূর্ণ, যিনি এই কূপ অবলোকন করেন, তাহার সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফল হয়।

মহাদেব শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন। যাহাদের মৃত শরীর এই স্থানে দাহ করিবে ও অস্থি সঞ্চয় করিয়া সাগরজলে নিঃক্ষেপ করিবে, তাহাদের অক্ষয় গতি হইবে। তাহারা বহুকাল স্বর্গে বাস করিয়া সম্পূর্ণ প্রতাপশালী রাজা হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে। যে ভক্তিপূর্ব্বক বর্করেশ্বর শিবকে পূজা করিয়া মহীসাগর-সঙ্গমে স্নান করিবে, তাহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে। কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে যিনি এই কূপে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করেন ও বর্করেশ্বর শিবের অর্চ্চনা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। রাজকুমারী এই প্রকার বরলাভ করিয়া সিংহলে গমন করিলেন ও সমস্ত বৃত্তান্ত পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা ও পুরবাসীগণ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তীর্থের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলেই সেই মহাতীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান-দানাদি করিলেন এবং বর্করেশ্বর শিবকে অর্চ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার সিংহলে প্রত্যাগমন করিলেন। সিংহলেশ্বর ভারতবর্ষকে নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া আপনার সন্তানগণকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহার একভাগ কুমারীখণ্ড। সকলদেশের মধ্যে কুমারীখণ্ডই শ্রেষ্ঠ, কুমারীখণ্ডে চতুর্বর্গই সিদ্ধ হয়। কুমারীখণ্ডের মধ্যে গুপ্তক্ষেত্রই প্রশস্ত। যে গুপ্তক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া কুমারিকা কুমারেশ-শিবের অর্চ্চনা করিতেন এবং স্বস্তিক-হ্রদে প্রতিদিন স্নান করিতেন। কালক্রমে স্কন্দনির্ম্মিত শিবমন্দিরটী জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুমারিকা পুনর্ব্বার একটী স্বর্ণময় শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহাদেব তাহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কুমার-লিঙ্গ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, 'ভদ্রে! আমি তোমার ভক্তিতে ও দিব্যজ্ঞানে সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি এই জীর্ণ মন্দির পুনরুদ্ধার করিয়াছ, অতএব আমি তোমার নামেই বিখ্যাত হইব। মন্দির যিনি প্রস্তুত করেন বা যিনি মন্দির পুনরুদ্ধার করেন, ইহারা উভয়েই সমান ফল-ভাগী। অতএব আজ হইতে আমার কুমারেশ ও কুমারীশ এই দুইটী নাম হইল। হে বরবর্ণিনি! তোমার শেষ সময় প্রায় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু অভর্তৃকা-নারীর মৃত্যু হইলে স্বর্গও হয় না, মুক্তিও হয় না। আমার আদেশে তুমি মহাকালকে পতিত্বে বরণ কর।' কুমারিকা রুদ্রের বাক্যে মহাকালকে পতিত্বে বরণ করিলেন ও মহাকালের সহিত

রুদ্রলোকে গমন করিলেন। পার্ব্বতী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে! তুমি পটে অতি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিয়াছ, তুমিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ললনা; তুমি আজ হইতে আমার সখী হও এবং তুমি চিত্রলেখা নামে বিখ্যাত হইবে।' সেইদিন হইতে তিনি দেবীর সখী হইলেন, তাহার নাম চিত্রলেখা হইল। তিনি মহাকালের বল্লভা ও সকল যোগিনীর মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠা। হে পার্থ! কুমারী এই প্রকারে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহারই নাম বর্কেরশ্বর।

কুমারিকাখণ্ড বর্ণিত মহীসাগর-সঙ্গমের নিকট কাম্বেনগর অবস্থিত, উহারই প্রাচীন নাম স্তম্ভতীর্থ। [কাম্বে দেখ।] ইহার অপর নাম গুপ্তক্ষেত্র বা কুমারীতীর্থ। প্রাচীন পাশ্চাত্য ভৌগোলিক পেরিপ্লাস্, এই স্থানকেই পুণ্যতীর্থ 'কোমার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে লিখিত আছে—ভারতখণ্ডের দক্ষিণ সীমা কুমারিকা। যথা—

"অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রস্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরম্॥
আয়তোহ্যা কুমারিক্যাদাগঙ্গা-প্রভবাচ্চ বৈ।"

ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪৭ অঃ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বর্ণিত এই কুমারিকা ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তে অবস্থিত কুমারিকা অন্তরীপ বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি ও পেরিপ্লাস্ লিখিয়াছেন, বারিগজ হইতে কুমারী-অন্তরীপ পর্য্যন্ত স্থান 'কোমারিয়া'। বারিগজের বর্ত্তমান নাম বরোচ্, উহা কাম্বে সহরের দক্ষিণে কাম্বে-সাগরের তটে অবস্থিত। ইহাতে অনুমিত হয়, স্কন্দপুরাণ-বর্ণিত মহীসাগরসঙ্গম হইতে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বর্ণিত কুমারী-অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগই কুমারিকাখণ্ড।

৭ ঘৃতকুমারী। ৮ চক্ষুর অভ্যন্তর-গোলক।

("দৃষ্টা যস্য বিজানীয়াৎ পন্নরূপাং কুমারিকাম্।
প্রতিচ্ছায়াময়ীমক্ষৌ নৈনমিচ্ছেৎ চিকিৎসিতুম্"॥
চরক, ইন্দ্রিয়-স্থান, ৩ অঃ।)

৯ কীটবিশেষ (Sphex Asiatica.) ১০ তীর্থবিশেষ। (মহাভারত ৩।৮২।৭৭।) ১১ সেবতী, সেউঁতি। ১২ আয়ুর্ব্বেদোক্ত-বর্ত্তিবিশেষ, ইহা নেত্ররোগের ঔষধ।

প্রস্তুতের নিয়ম—তিলফুল ৮০টা, পিপ্পলী ও তণ্ডুল ৬০টা, জাতীফুল ৫০টা ও মরিচ ১৬টা একত্র মর্দ্দন করিয়া বাতি প্রস্তুত করিবে। (ভৈষজ্য-রত্নাবলী, নেত্ররোগাধিকার।)

কুমারিকা-ক্ষেত্র (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

কুমারিকা-খণ্ড (ক্লী) ১ স্কন্দপুরাণের অংশবিশেষ। দানপ্রশংসা, দানমাহাত্ম্য, স্বর্গাদির অবস্থিতি, পৃথিবীর উৎপত্তি, গৃধ্র ও উলুকের উপাখ্যান, দমনকমাহাত্ম্য, কূর্ম্মের উপাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বিবরণ, মহীসাগরের বিবরণ ও মাহাত্ম্য, তারকাসুরের উৎপত্তি, তপস্যা ও ব্রহ্মার নিকটে বরলাভ, তারকাসুর কর্ত্তৃক দেবতাগণের পরাজয়, তারকাসুর-কর্ত্তৃক স্বর্গাধিকার, শিবের বিবাহ, কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি, কার্ত্তিকেয়-কর্ত্তৃক তারকাসুরের সংহার ও কুমারেশ্বর-শিব-স্থাপন, কুমারেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য, পঞ্চলিঙ্গোপাখ্যান, ভুবনস্থিতি, জ্যোতির্নির্ণয়, ভুবনকোষ, বর্করেশ্বরমাহাত্ম্য, মহাকাল-প্রাদুর্ভাব ও মাহাত্ম্য, যুগ-ব্যবস্থা, বাসুদেবমাহাত্ম্য, আদিত্য-মাহাত্ম্য, দিব্য-বর্ণন, নন্দভদ্রাদিত্য-মাহাত্ম্য, দেব্যুপখ্যান, হাটকেশ্বর-মাহাত্ম্য, প্রেত-কল্প, জয়াদিত্য-মাহাত্ম্য, মহাবিদ্যা-সাধন, বর্করিকোপাখ্যান, কায়সিদ্ধি, কোশলেশ্বরী-বৎসেশ্বরীর উপাখ্যান, গুপ্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্যাদি কুমারিকাখণ্ডে বর্ণিত আছে। (পুং) ২ দেশবিশেষ। [কুমারিকা দেখ।]

কুমারিল-ভট্ট, খ্যাতনামা মীমাংসাবার্ত্তিক প্রণেতা। তুতাত, তৌতাতিত, ভট্ট, ভট্টপাদ ও কুমারিল-স্বামী প্রভৃতি নামেও প্রসিদ্ধ। ইনি আশ্বলায়ন গৃহ্য-পদ্ধতিকারিকা, মীমাংসাতন্ত্র-বার্ত্তিক, মানবশ্রৌতসূত্রভাষ্য, শ্লোকবার্ত্তিক, লঘুবার্ত্তিক বা টুপ্‌টীকা, বৃহট্টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

কুমারিল জৈমিনিসূত্রের শবরভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের যে বার্ত্তিক রচনা করেন, তাহার নামই শ্লোকবার্ত্তিক। এই শ্লোকবার্ত্তিকের আবার অনেকগুলি টীকা আছে, যথা—পার্থসারথি-মিশ্র রচিত 'ন্যায়রত্নাকর', বিশ্বেশ্বর কৃত 'শিবার্কোদয়', সুচরিতমিশ্র-রচিত 'কাশিকা' প্রভৃতি।

শবরভাষ্যের ১ম অধ্যায়ের ২য় পাদ হইতে ৪র্থ অধ্যায়ের যে বার্ত্তিক লিখিত হইয়াছে, তাহারই নাম তন্ত্রবার্ত্তিক বা মীমাংসাতন্ত্র-বার্ত্তিক। পার্থসারথিমিশ্র, কমলাকর, কবীন্দ্রাচার্য্য, গোপালভট্ট, ভবদেব, সোমেশ্বর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তন্ত্রবার্ত্তিকের টীকা রচনা করিয়াছেন।

কুমারিল জৈমিনিসূত্রের ৫ম হইতে ১২শ অধ্যায়ের যে সংক্ষিপ্ত টীকা প্রণয়ন করেন, তাহারই নাম টুপ্‌টীকা, টুক্‌ন্টুী বা লঘুবার্ত্তিক। বেঙ্কটেশ্বর-দীক্ষিত 'বার্ত্তিকাভরণ' নামে লঘুবার্ত্তিকের একখানি টীকা লিখিয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে, ভট্টকুমারিল কোন্ সময়ে ও কোথায় বিদ্যমান ছিলেন? তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কি না?

আনন্দগিরির শঙ্কর-বিজয় ও মাধবাচার্য্য-কৃত সংক্ষেপ শঙ্কর-জয় পাঠে জানা যায়—কুমারিল শঙ্করাচার্য্যের সমসাম-

য়িক। শঙ্করবিজয়ে (১) লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য মল্লিকার্জ্জুনে ভ্রমরাম্বা দেবীদর্শন ও তথায় একমাস অবস্থান করিয়া রুদ্ধপুরে ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইতিপূর্ব্বেই ভট্ট জৈন-গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া জৈন-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। শেষে তিনি সেই জৈন-গুরুকেই পরাভব করিয়া বেদমার্গ প্রচার করেন। শঙ্করাচার্য্য আসিয়া দেখেন যে, ভট্ট সেই গুরুবধ-প্রায়শ্চিত্তের জন্য হোমাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন। এখানে তাহার নিকট আচার্য্য শুনিলেন, সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ মণ্ডনমিশ্র ভট্টের ভগিনী-পতি।

সংক্ষেপ-শঙ্করজয়ে (২) মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

পুণ্যতীর্থ প্রয়াগে শঙ্করাচার্য্য ভট্টপাদের দর্শন পাইয়াছিলেন। তখন মীমাংসকপ্রধান নিজ কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তুষানল-মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, এবং তাঁহার প্রভাকরাদি প্রিয় শিষ্যগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি এইরূপে নিজ পরিচয় প্রদান করেন,—

"বৌদ্ধগণ জগৎ আক্রমণ করিলে বৈদিকমার্গ এককালে বিরলপ্রচার হইল। বেদমার্গরক্ষা ও বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আমি প্রথমে প্রবৃত্ত হই। তখন সশিষ্য বৌদ্ধগণ নৃপতিগণের গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিতে লাগিল—'রাজন্! আমাদের শাস্ত্ররূপ বিষয় আশ্রয় কর,—কখন বেদপথ আশ্রয় করিও না।' আমি বৌদ্ধগণের সহিত বিবাদ করিয়াছিলাম সত্য,—কিন্তু তাহাদের সিদ্ধান্তরহস্য না জানিয়া আমি তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারি নাই। শেষে বৌদ্ধগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত শিক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। একদিন একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৌদ্ধ বৈদিকমার্গে দোষারোপ করিল। তাহার কথা শুনিয়া আমার চক্ষু দিয়া অশ্রুবিন্দু বিগলিত হইল, পার্শ্বস্থ সকলে জানিতে পারিল। শেষে কৃতনিশ্চয় অহিংসাবাদী বৌদ্ধগণ আমাকে উচ্চতর প্রাসাদ হইতে ফেলিয়া দিল! আমি কহিলাম, 'যদি বেদ সকল সত্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় পতনে আমার মৃত্যু হইবে না।' তৎপরে পতনে কেবল আমার এক চক্ষু নষ্ট হয়।"

শঙ্করাচার্য্য ভট্টপাদকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে আমার (শারীরক) ভাষ্য দেখাইতে আসিয়াছি। আপনি ইহার একটি বার্ত্তিক প্রণয়ন করুন।" ভট্টপাদ উত্তর করেন, "শঙ্কর! আমি বহুকাল হইল, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশ্বরূপ মণ্ডনমিশ্রের নিকট গমন কর, তিনি তোমার ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিয়া দিবেন।"

তৎপরে শঙ্করাচার্য্য ভট্টপাদকে তারক-ব্রহ্ম-নাম শুনাইলেন। তিনিও সংসারের সকল বন্ধন হইতে বৈষ্ণব ধাম লাভ করিলেন।

আনন্দগিরি ও মাধবাচার্য্যের বর্ণনায় কুমারিল ভট্ট সম্বন্ধে এই মাত্র জানিতে পারা যায়। কিন্তু উভয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই ঠিক কি না, তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। প্রথমতঃ ঐ দুই গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের বহুশতাব্দী পরে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উভয়গ্রন্থ মধ্যে এমন অনেক ঘটনা ও অনেক ব্যক্তির উল্লেখ আছে, যাহা কিছুতেই শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। [শঙ্করাচার্য্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

ভারতের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ইন্দোর হইতে একখানি মালতীমাধবের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার তৃতীয় অঙ্কের শেষে "ইতি কুমারিলশিষ্যকৃতে" এবং ষষ্ঠ অঙ্কের শেষে "ইতি কুমারিলস্বামিপ্রসাদপ্রাপ্তবাগ্বৈভব শ্রীমদুম্বেকাচার্য্য-বিরচিতে মালতীমাধবে ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।" আবার দশমের শেষে "ইতি ভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে দশমোঽঙ্কঃ" লিখিত আছে। ইহাতে কোন পণ্ডিত ভবভূতিকে কুমারিলের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। (১) এই হস্তলিপির মতে ভবভূতির অপর নাম উম্বেকাচার্য্য, কিন্তু ভবভূতির অপর নাম যে উম্বেকাচার্য্য, তাহা অপর কোন গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। কুমারিলের ভগিনীপতি মণ্ডনমিশ্রের একটী নাম উম্বেকাচার্য্য। [মণ্ডনমিশ্র দেখ।] সুতরাং কেবল একখানি অপ্রাচীন পুথির উপর নির্ভর কবিয়া ভবভূতিকে কুমারিলের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে (১।১।৩ সূত্রের শেষে) কুমারিলের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন *।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে †, "তারানাথ তাঁহার তিব্বতভাষায় লিখিত 'ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস'গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'কুমারলীল (কুমারিল) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক-ধর্ম্মকীর্ত্তির সমসাময়িক। ধর্ম্মকীর্ত্তি ভোটে 'ত্রোন্-সন্-গম্-

(১) শঙ্করবিজয় ৫৫ প্রকরণ।

(২) সংক্ষেপশঙ্করজয় ১অঃ, ৭৩-১২৫ শ্লোকঃ।

(১) S. Pandurang's *Gaudavaho*, Intro. p. 206.

* উক্ত সূত্রের শারীরকভাষ্যের টীকাকার আনন্দও তাহাই স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—"ভাট্টমতমুপসংহরতি।"

† Dr. Burnell's Sâma-Vidhâna-brâhmana, Vol. I, p. VI*n*; Max Müller's India, what can it teach us? p. 308*n*; Weber's Sanskrit Literature, p. 68*n*.

পো'-নামক রাজার রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ রাজা ৬২৯—৬৯৮ খৃষ্টাব্দ রাজ্যশাসন করেন। সুতরাং কুমারিলও ঐ সময়ের লোক, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না।'

তিব্বতদেশীয় পণ্ডিত তারানাথ খৃষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীর লোক, তিনি আপনগ্রন্থে যে সকল ঐতিহাসিককথা লিখিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই ভ্রমপূর্ণ, বিশেষতঃ তাঁহার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে কুমারিল আবির্ভূত হন [তারানাথ দেখ] এবং তাঁহার বর্ণিত 'কুমারলীল' ও 'কুমারিল' একব্যক্তি কি না তৎপক্ষেই ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে, এরূপ স্থলে তারানাথ অথবা পাশ্চাত্যগণের মত ভ্রমশূন্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

শঙ্করাচার্য্য যখন কুমারিলের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন কুমারিল যে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত মাণ্ডুক্যকারিকা-ভাষ্যপাঠে জানা যায়—গৌড়পাদ শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু অর্থাৎ গুরুর গুরু ছিলেন। এই গৌড়পাদ 'সাঙ্খ্যকারিকাভাষ্য' প্রণয়ন করেন। চীনসম্রাট্ ছন্‌বংশের রাজত্বকালে ৫৫৭—৫৮৯ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পরমার্থ (চন্ তি) নামা একজন পণ্ডিত চীনভাষায় সাংখ্যকারিকা ও (গৌড়পাদের) সাংখ্যকারিকাভাষ্য অনুবাদ করেন। এরূপস্থলে অনুমান করা যাইতে পারে, যে অনুবাদিত হইবার অন্ততঃ শতবর্ষ পূর্ব্বে মূলগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গৌড়পাদ প্রায় ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। [গৌড়পাদ দেখ।]

এই সময়ে অথবা ইহার অনতিপরে কুমারিল আবির্ভূত হন। কুমারিলের মীমাংসাবার্ত্তিকপাঠে অনুমিত হয়, তিনি দক্ষিণাপথে বাস করিয়াছিলেন *। কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, "কুমারিলভট্ট নামে একজন উত্তরদেশবাসী ব্রাহ্মণ মলয়বরে আসিয়া তথাকার বৌদ্ধগণকে তর্কে পরাজয় করেন।" মহিসুরে যে প্রবাদ আছে, তদনুসারে কুমারিল খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কুমারিল যদি গৌড়পাদের সমকালীন হন, তাহা হইলে মহিসুরের প্রবাদ প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কুমারিল বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, স্মৃতি, মহাভারত ও পুরাণ ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন—পূর্ব্বাচার্য্য, বৃদ্ধাচার্য্য, ভাষ্যকার (সম্ভবতঃ শবরস্বামী), ব্রাহ্মণভাষ্যকার, গৃহ্যভাষ্যকার, হারিতভাষ্যকৃৎ, সূত্রকার ‡; যজুর্ভাষ্যকার, বেদভাষ্যকার ইত্যাদি †।

ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মে প্লাবিত হইলে, বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই দারুণ সময়ে কুমারিল, গৌড়পাদ প্রভৃতি বৈদিক পথাবলম্বী মহাত্মগণের জন্ম হয়।

মাধবাচার্য্য কুমারিল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"গিরেরবপ্লুত্য গতিঃ সতাং যঃ প্রামাণ্যমাম্নায়-গিরামবাদীৎ।
যস্য প্রসাদাত্রিদিবৌকসোঽপি প্রপেদিরে প্রাক্তন-যজ্ঞভাগান্॥
অয়ং হ্যধীতাখিলবেদমন্ত্রঃ কূলঙ্কষালোড়িতসর্ব্বতন্ত্রঃ।
নিতান্তদূরীকৃতদুষ্টতন্ত্র স্ত্রৈলোক্যবিভ্রামিতকীর্ত্তিযন্ত্রঃ॥ ৭৬॥"
সংক্ষেপশঙ্করজয় ৮ অঃ।

যিনি গিরি হইতে অবতীর্ণ হইয়া বেদবচনের প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে স্বর্গবাসী দেবতাগণও প্রাক্তন যজ্ঞভাগ পাইয়া থাকেন, তিনিই নিখিল বেদমন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, নদীর মত সমগ্র শাস্ত্র অবগাহন করিয়া দুষ্ট তন্ত্র দূরীকরণ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ ত্রৈলোক্য পরিভ্রমণশীল কীর্ত্তিযন্ত্রস্বরূপ।

বাস্তবিক কুমারিলভট্টই প্রথমে বৌদ্ধগণের উচ্ছেদমানসে বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাকরণ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তিস্বরূপ তন্ত্রবার্ত্তিকপাঠে এ সম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কিরূপে বৌদ্ধাদির মত নিরাকরণ করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। তিনি পূর্ব্বপক্ষে লিখিয়াছেন—

"অকর্ত্তৃকতয়া নাপি কর্ত্তৃদোষেণ দুষ্যতি।
বেদবদ্বুদ্ধবাক্যাদিকর্ত্তৃস্মরণবর্জ্জনাৎ॥
বুদ্ধবাক্য-সমাখ্যাপি প্রবক্তৃত্বনিবন্ধনা।
তদ্দৃষ্টত্বনিমিত্তা বা কাঠকাঙ্গিরসাদিবৎ॥
যাবদেবোদিতং কিঞ্চিদ্বেদ-প্রামাণ্যসিদ্ধয়ে।
তৎসর্ব্বং বুদ্ধবাক্যানামতিদেশেন গম্যতে॥
তেন প্রয়োগ-শাস্ত্রত্বং যথা বেদস্য সম্মতম্।
তথৈব বুদ্ধশাস্ত্রাদের্বক্তুং মীমাংসকোঽর্হতীতি॥"
তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৩।১০।

বেদের কোন কর্ত্তা নাই বলিয়াই কর্ত্তৃদোষে বেদ দুষ্ট হইতে পারে না, সেই প্রকার বুদ্ধবাক্যসমূহও কর্ত্তা নাই বলিয়া অদুষ্ট কাঠক বা আঙ্গিরস প্রভৃতির ন্যায় বুদ্ধবাক্যেরও ধর্ম্মোপদেশই নিমিত্ত এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধবাক্যের

*(১) "তদ্যথা দ্রাবিড়াদি ভাষায়ামেব।......তদ্যদা দ্রবিড়াদিভাষায়া-মীদৃশী স্বচ্ছন্দকল্পনা।" মীমাংসাবার্ত্তিক ১।৩।৯।

(২) "যচ্চিহং দাক্ষিণাত্যানাং লোহিতাক্ষাদি কল্প্যতে।
অত্যেষামপি দৃষ্টং তত্তদনাচরতামপি।" বার্ত্তিক ১।৩ পাঃ ইত্যাদি।

‡ কুমারিলের মানবশ্রৌতসূত্রভাষ্যে ঐ সকল নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

† তন্ত্রবার্ত্তিকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রামাণ্যও সেই সমস্ত দ্বারাই হইতেপারে। অতএব যে প্রকার বেদের প্রয়োগশাস্ত্রত্ব সকলেই স্বীকার করেন, বুদ্ধশাস্ত্রেরও সেইরূপ স্বীকার করাই মীমাংসকের কর্ত্তব্য।

"যৈশ্চ মানবাদিস্মৃতীনামপ্যুৎসন্নবেদমূলত্বমুপগতং। তান্ প্রতি সুতরাং শাক্যাদিভিরপি শক্যং তন্মূলত্বমেব বক্তুং কোহি শক্নুয়াদুৎসন্নানাং বাক্যবিষয়ে ইয়ত্তানিয়মং কর্ত্তুং ততশ্চ যাবৎ কিঞ্চিৎ কিয়ন্তমপি কালং কৈশ্চিদাদ্রিয়মাণং প্রসিদ্ধিং গতং তৎ প্রত্যক্ষশাখাবিসম্বাদেঽপ্যুৎসন্নশাখামূলত্বাবস্থানমনুভবতুল্য-কক্ষ্যতয়া প্রতিভায়াৎ।" (১৩)

যাহারা মানবাদিস্মৃতিরও লুপ্তবেদমূলকত্ব স্বীকার করেন। তাহাদের নিকট সুতরাং শাক্যাদি সকলেই আপনার স্মৃতি বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তিই লুপ্তশাখার বাক্যে ইয়ত্তা নিরূপণ করিতে পারেন না। এইরূপ হইলে যে কোন একটী বিষয় কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া কিছুকালের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ শাখার বিরুদ্ধ হইলেও প্রলীনশাখামূলক বলিয়াই প্রমাণ হইতে পারে। উভয় পক্ষে অনুভবতুল্য।

অপরপক্ষে কুমারিল এইরূপ প্রতিবাদ করিয়াছেন—

"যদিতু প্রলীনশাখামূলতা কল্প্যেত ততঃ সর্ব্বাসাং বুদ্ধাদি-স্মৃতীনামপি তদ্দ্বারং প্রামাণ্যং প্রসজ্যতে। যস্যৈব চ যদভি-প্রেতং স এব তৎপ্রলীনশাখামস্তকে নিক্ষিপ্য প্রমাণী কুর্য্যাৎ। অথ বিদ্যমানশাখাগতা এবৈতেঽর্থাস্তথাপি মন্বাদয় ইব সর্ব্বে পুরুষাস্তত এবোপলপ্স্যন্তে।………মন্বাদীনাং চাপ্রত্যক্ষত্বা-দ্বিজ্ঞানমূলমদৃষ্টং কিঞ্চিদবশ্যং কল্পনীয়ং।…………সর্ব্বত্রৈব চাদৃষ্টকল্পনায়াং তাদৃশমদৃষ্টং কল্পয়িতব্যং যৎ দৃষ্টং ন বিরুণদ্ধি ন চাদৃষ্টান্তরমাসঞ্জয়তি। তত্র ভ্রান্তৌ তাবৎ সম্যঙ্‌নিবদ্ধশাস্ত্র-দর্শনবিরোধাপত্তিঃ। সর্ব্বলোকাভ্যুপগতদৃঢ়প্রামাণ্যবাধশ্চ তদানীন্তনৈশ্চ পুরুষৈরপি ভ্রান্তির্মন্বাদীনামনুবর্ত্তিতা। তৎ-পরিহারোপন্যাসশ্চ মন্বাদীনামিত্যনেকাদৃষ্টকল্পনা।"

যে শাখা লুপ্ত হইয়াছে তন্মূলক স্মৃতি এইরূপ কল্পনা করিলে বুদ্ধাদি-প্রণীত-স্মৃতিসমূহেরও প্রামাণ্য হইতে পারে, এবং যাহার যাহা অভিপ্রেত, সেই তাহাকে প্রলীনশাখা-মূলক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে। যদি বল যে, যে সমস্ত শাখা বিদ্যমান আছে, তাহাতেই এই সমস্ত বিষয় নিরূপিত আছে। তাহা হইলে মনু প্রভৃতির ন্যায় সকলেই সেই শাখা হইতে এই সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন। মনু প্রভৃতির সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ অসম্ভব, অতএব তাদৃশ বিজ্ঞানের কারণ কোনরূপ অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হয়। যদি সর্ব্বত্রই অদৃষ্টকল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ অদৃষ্ট কল্পনা করা উচিত, যাহাতে দৃষ্ট কোন বিষয়ের সহিত বিরোধ না হয় ও অদৃষ্টান্তর আবার তাহার কারণ না হয়। সেই বিষয়ে ভ্রান্তি স্বীকার করিলে যে সকল শাস্ত্র সম্যক্ নিবদ্ধ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাতেও বিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইতে পারে এবং সর্ব্বলোকে যাহার প্রামাণ্য স্বীকার করে, তাহারও বাধ হয়। তদানীন্তন পুরুষেরাও মনু প্রভৃতির ভ্রান্তির অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার পরিহারও মনু প্রভৃতির কল্পনা করিতে হয়। অতএব অনেক অদৃষ্ট কল্পনা না করিলে হয় না।

"মৃতসাক্ষিকব্যবহারবচ্চ প্রলীনশাখামূলত্বকল্পনায়াং যস্মৈ যদ্রোচতে স তৎ প্রমাণী কুর্য্যাৎ। যেতাবন্মন্বাদিভ্যোঽর্বাঞ্চঃ পুরুষাস্তেষাং যজ্জ্ঞানং তত্তাবদনবগতপূর্ব্বার্থত্বান্ন স্মৃতিঃ। মন্বাদীনামপি যদি প্রথমং কিঞ্চিৎ প্রমাণং সম্ভবেৎ ততঃ স্মরণং ভবেন্নান্যথা। কস্মাৎ পুনঃ পুত্রং দুহিতরং বাতিক্রম্য বন্ধ্যাদৌহিত্রোদাহরণং কৃতং। স্থানতুল্যত্বাৎ পুত্রাদিস্থানীয়ং হি মন্বাদেঃ পূর্ব্ববিজ্ঞানং দৌহিত্রস্থানীয়ং স্মরণমতশ্চ যথা দুহিতুরভাবং পরামৃশ্য দৌহিত্রস্মৃতিং ভ্রান্তি মন্যতে তথা মন্বাদিভিঃ প্রত্যক্ষাদ্যসম্ভবপরামর্শাদষ্টকাদিস্মরণং মিথ্যেতি মন্তব্যং।"

মৃতসাক্ষীর সাক্ষ্য যথার্থ মনে করিয়া যেরূপ কোন বিচার হইতে পারে না, সেই প্রকার, যে শাখা লুপ্ত হইয়াছে তন্মূলক স্মৃতি এই কল্পনাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। এইরূপ হইলে যাহার যাহা ইচ্ছা সেই তাহা বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে। যাহারা মনু প্রভৃতির পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানে না বলিয়াই তাহাদের স্মৃতি হইতে পারে না। মনু প্রভৃতিরও প্রথম যদি কোন প্রমাণ সম্ভব হয়, তাহা হইলেই স্মরণ হইতে পারে, না হইলে হইতে পারে না। কি কারণে পুত্র ও দুহিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধ্যাদৌহিত্রের উদাহরণ করিয়াছেন? মনু প্রভৃতির পুত্রাদিস্থানীয় পূর্ব্ব-জ্ঞান ও দৌহিত্রস্থানীয় স্মরণ। অতএব যে প্রকার দুহিতার অভাবকে হেতু করিয়া দৌহিত্রস্মৃতি ভ্রান্তি বলিয়া নিশ্চিত হয়, সেই প্রকার মনুপ্রভৃতির প্রত্যক্ষ অসম্ভব বলিয়াই অষ্টকাদি স্মৃতি মিথ্যা বলিয়া জানিবে।

কুমারিল লিখিয়াছেন,—বুদ্ধশাস্ত্র সকল মানবকল্পিত, তাহা বৌদ্ধেরা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং বেদের ন্যায় বৌদ্ধশাস্ত্র নিত্য হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে এইরূপ যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন—

"পারতন্ত্র্যং তাবদেষাং স্মর্য্যমাণপুরুষবিশেষপ্রণীতত্বাৎ তৈরেব প্রতিপন্নং। শব্দকৃতকত্বাদিপ্রতিপাদনাচ্চ পার্শ্বস্থৈরপি

জ্ঞায়তে। বেদমূলত্বং পুনস্তে তুল্যকক্ষমূলত্বাক্ষময়ৈব লজ্জয়া চ মাতাপিতৃদ্বেষিদুষ্টপুত্রবন্নাভ্যুপগচ্ছন্তি। অন্যচ্চ স্মৃতিবাক্যমেকমেকেন শ্রুতিবচনেন বিরুধ্যতে শাক্যাদি-বচনানি তু কতিপয়দমদানাদিবর্জ্জং সর্ব্বাণ্যেব সমস্ত চতুর্দ্দশ-বিদ্যাস্থান-বিরুদ্ধানি ত্রয়ীমার্গ-ব্যুত্থিতবিরুদ্ধাচরণৈশ্চ বুদ্ধাদিভিঃ প্রণীতানি ত্রয়ীবাহ্যেভ্যশ্চ চতুর্থবর্ণনিরবসিত-প্রায়েভ্যো ব্যামূঢ়েভ্যঃ সমর্পিতানীতি ন বেদমূলত্বেন সংভাব্যন্তে। স্বধর্ম্মাতিক্রমেণ চ যেন ক্ষত্রিয়েণ সতা প্রবক্তৃত্ব-প্রতিগ্রহৌ প্রতিপন্নৌ স ধর্ম্মমবিপ্লুতমুপদেক্ষ্যতীতি কঃ সমাশ্বাসঃ। উক্তঞ্চ, পরলোকবিরুদ্ধানি কুর্ব্বাণং দূরতস্ত্যজেৎ। আত্মানং যোঽভিসন্ধত্তে সোঽন্যস্মৈ স্যাৎ কথং হিতইতি। বুদ্ধাদেঃ পুনরয়মেবাতিক্রমোঽলঙ্কারবুদ্ধৌ স্থিতঃ।… …যেনৈবমাহ কলিকলুষকৃতানি যানি লোকে ময়ি নিপতন্তু বিমুচ্যতাস্তু লোক ইতি। স কিল লোকহিতার্থং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-মতিক্রম্য ব্রাহ্মণবৃত্তং প্রবক্তৃত্বং প্রতিপদ্য প্রতিষেধাতি-ক্রমাসমর্থৈর্ব্রাহ্মণৈরননুশিষ্টং ধর্ম্মং বাহ্যজনাননুশাসৎ ধর্ম্মপীড়া-মথাত্মনোঽঙ্গীকৃত্য পরানুগ্রহং কৃতবানিত্যেবং বিধৈরেব গুণৈঃ স্তূয়তে।”……

“নচ শাখান্তরোচ্ছেদঃ কদাচিদপি বিদ্যতে।

প্রাগুক্তাদ্বেদনিত্যত্বান্ন চৈষাং দৃষ্টমূলতা॥”

“ন হ্যেষাং পূর্ব্বোক্তেন ন্যায়েন শ্রুতিপ্রতিবদ্ধানাং স্বমূল-শ্রুত্যনুমানসামর্থ্যমস্তি।”

ইহাদের অপ্রাধান্য তাহারাই স্বীকার করিয়াছে, কারণ এই সকল স্মর্য্যমাণ পুরুষ-কর্তৃক প্রণীত। তাহারা শব্দের অনিত্যতা স্বীকার করিয়াছে, অতএব ইহার অপ্রাধান্য অন্যেও অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু লজ্জা-বশতঃ তাহারা পিতৃমাতৃদ্বেষী পুত্রের ন্যায় ইহার বেদমূলত্ব অঙ্গীকার করে নাই। আর বলি, সম্ভবতঃ একটী স্মৃতিবাক্য একটী শ্রুতিবাক্যবিরুদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু দম, দানাদি কতিপয় ভিন্ন শাক্যাদি সকল বাক্যই চতুর্দ্দশ-বিদ্যাস্থানের বিরুদ্ধ। বেদবিরুদ্ধাচারী বুদ্ধাদি-প্রণীত শাস্ত্রকলাপ শূদ্রজাতি হইতেও নিকৃষ্ট মূঢ়তম ব্যক্তিগণে সমর্পিত হইয়াছে। অতএব সেই সব শাস্ত্রের বেদমূলত্ব সম্ভাবনাও নাই। যে ক্ষত্রিয় আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্ব ও পরের প্রতিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন, তিনি যে যথার্থ ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন, ইহা কাহার হৃদয়ে বিশ্বাস হয়। অতএব যিনি পর-লোকবিরুদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ যিনি আপনারই অনিষ্ট আচরণ করিতে পারেন, তিনি পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে। বুদ্ধ প্রভৃতি সকলে এইরূপ পরলোক-বিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠানই অলঙ্কার মনে করেন। অতএব বুদ্ধ এই কথা বলিতেন, ‘যে সমস্ত কর্ম্ম কলিতে কলুষিত হইয়াছে, সেই সমস্ত আমাতে উপস্থিত হউক। সংসারে অন্য সকলে তাহা পরিত্যাগ করুক।’ বুদ্ধদেব লোকহিতের জন্যই আপনার প্রশংসিত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণবৃত্তি ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্ব অবলম্বন করিয়া প্রতিষেধ অতিক্রম করিতে অসমর্থ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অপ্রকাশিত ধর্ম্ম সাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি স্বীয় ধর্ম্মের উৎপীড়ন করিয়াও পরের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রকার নানাবিধ বাক্য দ্বারা বৌদ্ধেরা তাঁহার স্তব করে।…শাখান্তরের উচ্ছেদ কদাচিৎ হইতে পারে না। কারণ ইহারা নিত্য, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ইহাদের দৃষ্টমূলতাও সম্ভব হয় না।…বৌদ্ধশাস্ত্র শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা দ্বারা শ্রুতির অনুমান হইতে পারে না।

“ত্রয়ীবিপরীতাসংবদ্ধদৃষ্টশোভাদি প্রত্যক্ষানুমানোপমানার্থা-পত্তি-প্রায়যুক্তিমূলনিবদ্ধানি সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত-শাক্য-নির্গ্রন্থ-পরিগৃহীতধর্ম্মাধর্ম্মনিবন্ধনানি বিষচিকিৎসাবশী-করণোচ্চাটনোন্মাদনাদিসমর্থকতিপয়মন্ত্রৌষধিকাদাচিৎকসিদ্ধি-নিদর্শনবলেনাহিংসা-সত্যবচন-দম-দান-দয়াদি-শ্রুতি-স্মৃতি-সংবা-দিস্তোকার্থগন্ধবাসিতজীবিকাপ্রায়ার্থান্তরোপদেশীনি যানি চ বাহ্যান্তরাণি ম্লেচ্ছাচারমিশ্রকভোজনাচরণনিবন্ধনানি তেষা-মেবৈতচ্ছ্রুতিবিরোধহেতুদর্শনাভ্যামনপেক্ষণীয়ত্বং প্রতিপাদ্যতে ন চৈতৎ ক্বচিদধিকরণান্তরে নিরূপিতং ন চাবক্তব্যমেব গাব্যাদিশব্দবাচকত্ববুদ্ধিবদতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ।

যদি হ্যনাদরেণৈষাং ন কথ্যেতাপ্রমাণতা।

অশক্যৈবেতি মন্বান্যে ভবেযুঃ সমদৃষ্টয়ঃ।

শোভাসৌকর্য্যহেতূক্তিকলিকালবশেন বা।

যজ্ঞোক্তপশুহিংসাদিত্যাগভ্রান্তিমবাপ্নুযুঃ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়প্রণীতত্বাবিশেষেণচ মানবাদিবদেবশ্রুতিমূলত্ব-মাশ্রিত্য সচেতসোঽপি শ্রুতিস্মৃতিবিহিতৈঃ সহ বিকল্পমেব প্রতিপদ্যেরন্।

তেন যদ্যপি লভ্যেত স্মৃতিঃ কাচিদ্বিরোধিনী।

মন্বাদ্যুক্তা তথাপ্যস্মিন্নেতদেবোপযুজ্যতে।

ত্রয়ীমার্গস্য সিদ্ধস্য যেহত্যন্তবিরোধিনঃ।

অনিরাকৃত্য তান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মশুদ্ধির্ন লভ্যতে।”

বিরুদ্ধ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি ও বহুতর যুক্তি দ্বারা নিবদ্ধ সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, পাশুপত ও শাক্যনির্গ্রন্থ প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের নিমিত্ত পরিগৃহীত

হইয়াছে এবং বিষচিকিৎসা, বশীকরণ, উচ্চাটন, উন্মাদাদির কারণ যে সমস্ত ঔষধ ও মন্ত্র নিরূপিত হইয়াছে, তাহার কখন কখন সিদ্ধি লক্ষিত হয়। অহিংসা, সত্যবাক্য, দম, দান ও দয়া প্রভৃতি, শ্রুতিস্মৃতির অবিরুদ্ধ যে দুই একটী বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাও জীবিকানির্ব্বাহ নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে; ম্লেচ্ছাচার, মিশ্রক ভোজন ও আচরণের নিমিত্ত যাহা নিরূপিত হইয়াছে তাহাও অমূলক। শ্রুতি-বিরোধ হেতু বলিয়াই এই সমস্ত অনাদরণীয়। কোন অধিকরণে নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে, এইরূপও বলা যাইতে পারে না। প্রসিদ্ধপদার্থবাচক বুদ্ধির ন্যায় অতি প্রসিদ্ধ বলিয়াই কিছুই বলা যাইতে পারে না। যদি অনাদর করিয়া ইহাদের অপ্রমাণতা কথিত না হয়, তাহা হইলে সকলেই মনে করিতে পারে যে ইহাদের অপ্রামাণ্য স্থির করা অসাধ্য। এইরূপ হইলে তাহারা সমদৃষ্টি হইতেও পারে। শোভা, সৌকর্য্য, হেতু-কথন ও কলিকালবশতঃ যজ্ঞে বিহিত-পশু-হিংসাদিও অবৈধের স্থির করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয়প্রণীত বলিয়া বিশেষ স্থির না করিয়া, মানবাদির ন্যায় ইহাদিগকেও শ্রুতিমূলক কল্পনা করিয়া পণ্ডিতগণও শ্রুতিস্মৃতিবিহিত বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন। যদি মন্বাদি-প্রণীত কোন স্মৃতি বেদবিরোধিনী হয়, তাহা হইলে, তাহার মত পরিত্যাগ করিয়া ইহাতে (বেদে) যাহা বিহিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিবে। প্রসিদ্ধ বৈদিকমতের বিরুদ্ধ যে সমস্ত ধর্ম্ম তাহা পরিত্যাগ না করিলে, ধর্ম্মশুদ্ধি হয় না।

এমন কি কুমারিলের মতে, বৌদ্ধশাস্ত্র এককালে শাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

"অসাধু-শব্দ-ভূয়িষ্ঠাঃ শাক্যজৈনাগমাদয়ঃ।
অসন্নিবন্ধনত্বাচ্চ শাস্ত্রত্বং ন প্রতীয়তে॥" ১।৩।১০।

শাক্য ও জৈনাগম প্রভৃতিতে অনেক অপভ্রংশ শব্দ আছে এবং সমস্তই বিপরীত, অতএব তাহা শাস্ত্র বলিয়া প্রতীতি হয় না।

যদি বল, কোন কোন স্মৃতিশাস্ত্রেও বৌদ্ধশাস্ত্রাদির মত বেদবিরুদ্ধ কথা আছে। এ সম্বন্ধে কুমারিল লিখিয়াছেন—

"তেন বেদবিরুদ্ধানাং স্মৃতীনামপ্রমাণতা।
রুদ্ধশ্রুত্যনুমানত্বাদন্য মূলাহি তা যতঃ॥

বেদবিরুদ্ধ স্মৃতির প্রামাণ্য নাই। তাহার বিরুদ্ধ শ্রুতি প্রমাণ আছে বলিয়াই তাহা শ্রুতিমূলক হইতে পারে না।

"বেদে যথোপলভ্যন্তে নৈবং শাক্যাদিভাষিতে।
প্রয়োগনিয়মাভাবাদতোপ্যস্ত ন শাস্ত্রতা॥" ১।৩।১০।

বেদে যে প্রকার প্রয়োগনিয়মাদি উপলক্ষিত হয়, শাক্যাদি-বর্ণিত গ্রন্থে তাহা লক্ষিত হয় না, অতএব তাহার শাস্ত্রত্ব নাই।

কুমারিলের সময়েও বৌদ্ধ প্রবল ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়—

"শাক্যাদয়শ্চ সর্ব্বত্র কুর্ব্বাণা ধর্ম্মদেশনাম্।
হেতুজালবিনির্ম্মুক্তাং ন কদাচন কুর্ব্বতে॥
ন চ তৈর্বেদমূলত্বমুচ্যতে গৌতমাদিবৎ।
হেতবশ্চাভিধীয়ন্তে ধর্ম্মাৎ দূরতরং স্থিতাঃ॥" ১।৩।৪।

শাক্যগণ সর্ব্বত্রই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে। তাহারা যে উপদেশ প্রদান করে, তাহারও অনেক হেতু দেখাইয়া থাকে। তাহারা গৌতমাদির ন্যায় আপনার শাস্ত্র বেদমূলক বলে না এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ হেতু-সমূহের উল্লেখ করে।

তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ ও বৈশেষিক প্রভৃতি সকলেই মীমাংসককে ভয় করিত। "যথা মীমাংসকাত্রস্তাঃ শাক্য-বৈশেষিকাদয়।" ১।৩।৫।

তাঁহার সময়ে অনেক বৌদ্ধ বেদমার্গ অবলম্বন করিয়াছিল।

"তত্র শাক্যৈঃ প্রসিদ্ধাঽপি সর্ব্বক্ষণিকবাদিতা।
ত্যজ্যতে বেদসিদ্ধান্তাজ্জল্পদ্ভির্নিত্যমাগমম্॥" ১।৩।১০।

শাক্যগণ প্রসিদ্ধ ক্ষণিকবাদ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বেদসিদ্ধান্ত হইতেই আগমের নিত্যতা স্বীকার করে।

কুমারিলের মতে বেদই নিত্য ও অপৌরুষেয়, বেদমূলক শাস্ত্রই প্রকৃত শাস্ত্রপদবাচ্য, অন্যথা অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য।

"বেদঃ পুনঃ সবিশেষঃ প্রত্যক্ষগম্যঃ। তত্র ঘটাদিবদেব পুরুষান্তরস্থমুপলভ্য স্মরন্তি। তৈরপি স্মৃতমুপলভ্যান্যেঽপি স্মরন্তোঽন্যেভ্যস্তথৈব সমর্থয়ন্তীত্যনাদিতা। সর্ব্বস্য চাস্মীয়-স্মরণাৎ পূর্ব্বমুপলব্ধিঃ সম্ভবতীতি ন নির্ম্মূলতা। শব্দসম্বন্ধ-ব্যুৎপত্তিমাত্রমেব চেহ বৃদ্ধব্যবহারারাধীনং। প্রাগপি হি বেদশব্দাদন্যবস্তুবিলক্ষণং বেদান্তরবিলক্ষণং চাধ্যেতৃস্থমৃগ্বেদাদি-রূপং মন্ত্রব্রাহ্মণাদিরূপাণি চান্যবিলক্ষণান্যুপলভ্যন্তে সর্ব্বেষাং চানাদয়ঃ সংজ্ঞাঃ।"

বেদ প্রত্যক্ষগম্য, ঘটাদির ন্যায় পুরুষান্তরস্থ বেদ শ্রবণ করিয়া সকলে পুনর্ব্বার তাহার স্মরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃক স্মৃত বেদ শ্রবণ করিয়া অপরে স্মরণ করিতে পারেন এবং তাহাদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া অন্য লোকেরাও বেদ স্মরণ করিতে পারে। এই প্রকারে সকলেরই স্মরণের পূর্ব্বে অনুভব সম্ভব হয়। অতএব নির্ম্মূলতা হইল না। শব্দের সম্বন্ধ ব্যুৎপত্তিমাত্রই বৃদ্ধ ব্যবহারের অধীন, পূর্ব্বেও বেদশব্দ হইতে অন্য বস্তু-বিলক্ষণ বেদান্তর-বিলক্ষণ অধ্যয়ন-

কার্যীর মুখস্থিত ঋগ্বেদাদিরূপ পদার্থ ও অন্য বস্তু বিলক্ষণ মন্ত্র ব্রাহ্মণ-স্বরূপ পদার্থই বুঝাইত। সকলের সংজ্ঞাই অনাদি।

"অপিচ বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলম্। স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদ ইতি চ স্বয়মেবস্মর্তৃভিরাত্মাবদ্ধা সমর্পিতস্তচ্চৈতন্নিয়োগতস্তৎকালৈঃ কর্তৃভির্বুদ্ধিপূর্ব্বকারিত্বাদুপলব্ধমতঃ সিদ্ধং বেদদ্বারং প্রামাণ্যং।"

আর বলি সমস্তবেদই ধর্ম্মের মূল এবং স্মৃতিতে সমস্ত বেদ কথিত হইয়াছে, ইহা স্মৃতিকর্তৃগণ স্বয়ংই বলিয়াছেন, অতএব তাহাদের বাক্যানুসারেও কর্তার বুদ্ধিপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করা প্রতীতি হয়, এই কারণ বেদদ্বারাই তাহার প্রামাণ্য নিশ্চিত হইল।

যদি কেহ কোন মিথ্যা গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাকে বেদের কোন লুপ্ত শাখা বলিয়া প্রচার করেন, তাহা হইলে কিরূপে তাহার নিরাকরণ করিবে? এ সম্বন্ধে কুমারিল বলিয়াছেন, কেবল বাহ্য দেখিয়া তাহার বেদত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। ঋগ্বেদাদি ত্রয়ী গ্রন্থের সহিত মিলাইতে হইবে, যদি ত্রয়ীর সহিত না মেলে ও তাহাতে লৌকিক বাক্যের প্রয়োগ থাকে, তবে সে গ্রন্থ কখনই বেদ হইতে পারে না। যথা—

"যাবদ্বহিরবস্থানাদ্বেদরূপং ন দৃশ্যতে।
ঋক্সামাদিস্বরূপে তু দৃষ্টৈর্ভ্রান্তির্নিবর্ত্ততে॥
আদিমাত্রমপি শ্রুত্বা বেদানাং পৌরুষেয়তা।
ন শক্যাধ্যবশাতুং হি মনাগপি সচেতনৈঃ॥
দৃষ্টার্থব্যবহারেষু বাক্যৈর্লোকানুসারিভিঃ।
পদৈশ্চ তদ্বিধৈরেব নরাঃ কাব্যানি কুর্ব্বতে॥"

যে পর্য্যন্ত দূরে অবস্থান করিয়া বেদ অবলোকন না করে, তাবৎ পর্য্যন্ত ভ্রান্তি থাকে। ঋক্ সাম প্রভৃতি বেদ অবলোকন করিলেই ভ্রান্তিনিবৃত্তি হয়। কোন সচেতন ব্যক্তিই কেবল আদি শ্রবণ করিয়া বেদের পৌরুষেয়তা অবধারণ করিতে পারেন না। মনুষ্যগণ লোকানুসারি বাক্য এবং পদসমূহদ্বারাই লোকের প্রত্যক্ষ ব্যবহার-উপযোগী কাব্য রচনা করেন।

কুমারিলের মতে ঋক্, যজুঃইত্যাদি বেদের ভেদই আছে। তবে যদি বল প্রত্যেক বেদের ভিন্ন ভিন্ন মুনি প্রচারিত শাখা আছে, কিন্তু ঐ শাখা সকল মূলগ্রন্থের সহিত একই হইবে, অনৈক্য হইবে না।

তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

"যদি প্রতিশাখং কর্ম্মভেদঃ স্যাৎ তত একমূলাভাবাদিত এবারভ্য ভিদ্যমানত্বাৎ সমস্তকর্ম্মাখ্যফলান্তরত্বাৎ বৃক্ষান্তরবদ্বেদান্তরাণ্যেবোচ্যেরন্ ন শাখান্তরাণি।"

যদি প্রত্যেক শাখায় কর্ম্মভেদ হয়, তবে এক মূলের অভাবে প্রথম হইতে ভিন্ন হইয়া সমস্ত কর্ম্মফলই বিভিন্ন হইতে পারে। বৃক্ষান্তরের ন্যায় বেদের ভেদই কথিত হইত, শাখাভেদ কথিত হইত না।

তাঁহার মতে, যে যে শাখাবলম্বী সে সেই শাখা অধ্যয়ন করিলেই সমস্ত বেদ পড়া হইল, ভিন্ন শাখা পড়িবার আবশ্যক নাই। কারণ শাখান্তর নামে মাত্র, তাহাতে বস্তুভেদ বা কর্ম্মভেদ লক্ষিত হয় না। সেই জন্যই তিনি ভিন্ন শাখাপাঠেচ্ছুদিগের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন—

"স্বশাখাবিহিতৈশ্চাপি শাখান্তরগতান্বিধীন্।
কল্পকারা নিবধ্নন্তি সর্ব্বএব বিকল্পিতান্।
সর্ব্বশাখোপসংহারোজৈমিনেশ্চাপি সম্মতঃ।"

"নচ সূত্রকারাণামপি কশ্চিৎ স্বশাখোপসংহারমাত্রেণাবস্থিতঃ।"

"শাখান্তরাধ্যয়নং তাবদেকস্য পুংসোনৈবেষ্যতে। কিং কারণং? স্বাধ্যায়গ্রহণেনৈকা শাখাহি পরিগৃহ্যতে। ততশ্চ যো নামাতিমেধাবিত্বাদেকবেদগতানি শাখান্তরাণ্যধীয়ীত স সমৃদ্ধঃ সন্ ব্রীহিযবৈরপি মিশ্রৈর্যজেত।"

এক পুরুষের শাখান্তর অধ্যয়ন অর্থাৎ বিভিন্ন শাখার অভ্যাস সম্মত নহে। ইহার কারণ কি? যিনি অধ্যয়ন করিয়া এক শাখার পরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি যদি মেধাবী বলিয়া সেই বেদের অন্য শাখা অধ্যয়ন করিতে পারেন। তবে তিনি সমৃদ্ধিশালী হইলে ব্রীহি ও যব মিশ্রিত করিয়াও যজ্ঞ করিতে পারেন।

কুমারিল পুরাণাদির কোন্ অংশ বেদমূলক ও কোন্ অংশ বেদমূলক নয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"তেন সর্ব্বস্মৃতীনাং প্রয়োজন-বত্ত্ব-প্রামাণ্যয়োঃ সিদ্ধিঃ। তত্র তু যাবদ্ধর্ম্মমোক্ষসম্বন্ধি তদ্বেদপ্রভবং যত্ত্বর্থসুখবিষয়ং তল্লোকব্যবহারমিতি বিবেক্তব্যং। এষৈবেতিহাসপুরাণয়োরপ্যুপদেশবাক্যানাং গতিঃ। উপাখ্যানানি স্বর্থবাদেষু ব্যাখ্যাতানি। যত্তু পৃথিবীবিভাগকথনং তদ্ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন-ফলোপভোগ-প্রদেশ-বিবেকায় কিঞ্চিদ্দর্শনপূর্ব্বকং কিঞ্চিদ্বেদমূলং। বংশানুক্রমণমপি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়জাতিগোত্রজ্ঞানার্থং দর্শনস্মরণমূলং। দেশকালপরিমাণমপি লোকজ্যোতিঃশাস্ত্রব্যবহারসিদ্ধ্যর্থং দর্শনগণিতসম্প্রদায়ানুমানপূর্ব্বকং। ভবিষ্যৎ কথনমপি ত্বনাদিকালপ্রবৃত্তযুগস্য ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানফল-বিপাক-বৈচিত্র্যজ্ঞানদ্বারেণ বেদমূলং। অঙ্গবিদ্যানামপি ক্রত্বর্থ-পুরুষার্থ-প্রতিপাদনং লোকবেদপূর্ব্বত্বেন বিবেক্তব্যং। তত্র শিক্ষাণাং তাবদ্যদ্বর্ণকরণস্বরকালাদিপ্রবিভাগ-কথনং তৎপ্রত্যক্ষ-পূর্ব্বকং। যত্তু তথা বিজ্ঞানাং প্রয়োগে ফল-

বিশেষ স্মরণং 'মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বেতি' চ প্রত্যবায়স্মৃতিস্তদ্বেদমূলম্।…কল্পসূত্রেষ্বর্থবাদাদিমিশ্রশাখান্তর-বিপ্রকীর্ণ-ন্যায়লভ্য বিধ্যুপসংহারফলমর্থনিরূপণং তত্তৎ প্রমাণমঙ্গীকৃত্য কৃতং, লোকব্যবহারপূর্ব্বকাশ্চ কেচিৎ ঋত্বিগাদি ব্যবহারাঃ সুখার্থ-হেতুত্বেনাশ্রিতাঃ। ব্যাকরণেঽপি শব্দাঽপশব্দ-বিভাগ-জ্ঞানং শাখাবৃক্ষাদিবিভাগবৎ প্রত্যক্ষনিমিত্তং। সাধুশব্দ-প্রয়োগাৎ ফলসিদ্ধিঃ অপশব্দেন তু ফলবৈগুণ্যং ভবতীতি বৈদিকং। ছন্দোবিচিত্যামপি গায়ত্র্যাদিবিবেকো লোকবেদয়োঃ পূর্ব্ববদেব প্রত্যক্ষঃ। তৎজ্ঞানপূর্ব্বকপ্রয়োগাত্তু ফলমিতি শ্রৌতং। তথাচানিষ্টং শ্রূয়তে যোহ বা বিদিতার্ষেয়-ছন্দোদৈবত-ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যজতি যাজয়তি বা ইত্যাদি। জ্যোতিঃশাস্ত্রেঽপি যুগ-পরিবর্ত্তপরিমাণদ্বারেণ চন্দ্রাদিত্যাদিগতিবিভাগজ্ঞানেন তিথিনক্ষত্রজ্ঞানমবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়গণিতানুমানমূলং গ্রহসৌস্থ্যদৌস্থ্য-নিমিত্ত-পূর্ব্বকৃতশুভাশুভকর্ম্মফলবিপাকসূচনন্তু তদ্‌গতশান্ত্যাদি-বিধানদ্বারেণ বেদমূলং। এতেন সামুদ্রবাস্তুবিদ্যাদিব্যাখ্যাতং। ঈদৃশা বা বিধয়ঃ সর্ব্বত্রানুমাতব্যাঃ। ঈদৃশে গৃহশরীরাদি-সন্নিবেশে সত্যেতদেতচ্চ প্রতিপত্তব্যমিতি। মীমাংসা তু লোকাদেব প্রত্যক্ষানুমানাদিভিরবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়পণ্ডিতব্যবহারৈঃ প্রবৃত্তা। নহি কশ্চিদপি প্রথমমেতাবন্তং যুক্তিকলাপমুপসংহর্ত্তুং ক্ষমঃ। এতেন ন্যায়বিস্তরং ব্যাচক্ষীত।

> বিষয়ো বেদবাক্যানাং পদার্থৈঃ প্রতিপাদ্যতে।
> তে চ জাত্যাদিভেদেন সঙ্কীর্ণা লোকবর্ত্মনি॥
> স্বলক্ষণবিবিক্তৈস্তৈঃ প্রত্যক্ষাদিভিরঞ্জসা।
> পরীক্ষকার্পিতৈঃ শক্যাঃ প্রবিবেক্তুং ন তু স্বতঃ॥
> বেদোঽপি বিপ্রকীর্ণাত্মাপ্রত্যক্ষাদ্যবধারিতঃ।
> স্বার্থং সাধয়তীত্যেবং জ্ঞেয়ঃ স ন্যায়বিস্তরাৎ॥"

ইহা দ্বারা সকল স্মৃতির প্রামাণ্যও প্রয়োজন আছে, ইহা নিশ্চিত হইল। কিন্তু যে সমস্ত বিষয় ধর্ম্ম ও মুক্তির উপযোগী, তাহাই বেদ হইতে বাহির হইয়াছে। যাহা কেবল অর্থের ও ঐহিক সুখের কারণ, তাহার মূল লোকব্যবহার, বেদ হইতে বাহির হয় নাই। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক উপদেশ-বাক্যেরও এই প্রকার সংগতি করিতে হইবে। অর্থবাদ প্রস্তাবে উপাখ্যান ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সাধন এবং ফলভোগের স্থাননির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর বিভাগ নিরূপিত হইয়াছে। তাহার কোন অংশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং কোন অংশ বেদমূলক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের জাতি ও গোত্র জানাইবার কারণ বংশের অনুক্রম নিরূপিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও স্মৃতিমূলক। লৌকিক ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের ব্যবহার নিষ্পত্তির কারণ দেশ ও কালের পরিমাণ নিরূপিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ ও গণিতসম্প্রদায়ের অনুমানসিদ্ধ। অনাদিকালপ্রবৃত্ত যুগভেদে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নানাবিধ ফল হয়, ইহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে, অতএব ভবিষ্যৎ ঘটনার বর্ণনাও বেদমূলকই বলিতে হইবে। ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গও ক্রতুসম্পাদক এবং পুরুষার্থসাধক বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা লোকসিদ্ধ ও বেদমূলক। বেদের প্রথম অঙ্গ শিক্ষা, ইহাতে বর্ণের উৎপত্তি, স্বর ও কাল-বিভাগ কথিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। জ্ঞাত হইয়া যথাবিধি উচ্চারণ করিলে ফলাধিক্য ও অযথা বর্ণোচ্চারণে প্রত্যবায় নিরূপণ করা হইয়াছে, ইহা বেদমূলক।…

…কল্পসূত্রে সেই সেই প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়া অর্থবাদাদি-মিশ্রিত শাখান্তরে বিপ্রকীর্ণ ন্যায়লভ্য বিধি ও উপসংহার নিরূপিত হইয়াছে, ইহা লৌকিক ব্যবহারসিদ্ধ এবং অনায়াসে বোধগম্য হইবে বলিয়া অনেক অনেক ঋত্বিক্-ব্যবহারও নিরূপিত হইয়াছে। ব্যাকরণে * সাধুশব্দ ও অপভ্রংশ শব্দের বিভাগ নিরূপিত হইয়াছে, ইহা বৃক্ষশাখাদি বিভাগের ন্যায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সাধুশব্দ প্রয়োগ করিলে ফলসিদ্ধ হয়, অপশব্দ প্রয়োগ করিলে ফলবৈগুণ্য হয়, ইহা বেদমূলক। ছন্দঃশাস্ত্রে লৌকিক ও বৈদিক গায়ত্রী-প্রভৃতি ছন্দঃ নিরূপিত হইয়াছে, ইহাও পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তাহার জ্ঞানপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলেই ফল হয়, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। অতএব শ্রুতি বলিয়াছেন, যিনি ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও ব্রাহ্মণ না জানিয়া যজ্ঞ করেন কি করান, তাহার কোন ফল হয় না। জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে যুগপরিবর্ত্তন ও পরিমাণদ্বারা চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ-গতির বিভাগ দ্বারা তিথিনক্ষত্রের জ্ঞানোপায় নিরূপিত হইয়াছে, ইহা অবিচ্ছিন্নগণিতসম্প্রদায়ের অনুমানসিদ্ধ। এবং গ্রহের সৌস্থ ও দৌস্থ-নিমিত্ত পূর্ব্বঅনুষ্ঠিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল নিরূপিত হইয়াছে। বেদে গ্রহের শান্তি নিরূপিত হইয়াছে বলিয়াই ইহা বেদমূলক। ইহা দ্বারাই সামুদ্রিক ও বাস্তুবিদ্যাও ব্যাখ্যাত হইল। এই প্রকার বিধিই সর্ব্বত্র অনুমান করিতে হইবে। এই প্রকারে গৃহ ও শরীরাদির সন্নিবেশ হইলে এই প্রকার ফল হইবে। মীমাংসা লৌকিক

* "পাণিনীয়াদিষু-হি বেদস্বরূপবর্জ্জিতানি পদান্যেব সংস্কৃত্য সংস্কৃত্যোৎসৃজ্যন্তে। প্রাতিশাখ্যৈঃ পুনর্বেদসংহিতাধ্যয়নানুগতস্বরসন্ধিপ্রবতি-বিবৃতিপূর্ব্বাঙ্গপরাঙ্গাদ্যানুসরণাদ্বেদাঙ্গত্বমাবিষ্কৃতম্।" তন্ত্রবার্ত্তিক ১৩২১

পাণিনীয়াদি গ্রন্থে যে সমস্ত পদের বেদে প্রয়োগ নাই, তাহারও সংস্কার নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাতিশাখ্যসমূহে কেবল বেদসংহিতার অধ্যয়ন-উপযোগী স্বর, সন্ধি, প্রবতি, বিবৃতি, পূর্ব্বাঙ্গ ও পরাঙ্গের নিরূপণ করা হইয়াছে, অতএব তাহাই বেদের অঙ্গ।

প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা এবং অবিচ্ছিন্ন পণ্ডিতসম্প্রদায়ের ব্যবহার-দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে, কোন ব্যক্তিই এই সমস্ত যুক্তি-কলাপ প্রথমে সংগ্রহ করিতে পারেন না। ইহাদ্বারাই ন্যায়বিস্তর ব্যাখ্যা করিবে। পদার্থ দ্বারাই বেদবাক্যের বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, জাত্যাদিভেদে বহুপ্রকার পদার্থই লোকব্যবহার সম্পন্ন করে। পরীক্ষকগণ প্রত্যক্ষাদি-দ্বারা বিভিন্ন লক্ষণ স্থির করিয়াছেন বলিয়াই সমস্ত পদার্থ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে জানিতে পারা যায়। না হইলে কিছুতেই কোন ব্যক্তি স্বয়ং জানিতে পারিতেন না। অতি বিপ্রকীর্ণ বেদও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অবধারিত হইয়াই স্বার্থসাধন করিতে সমর্থ। ইহা ন্যায়বিস্তর হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

"সর্গপ্রলয়োপবর্ণনমপি দৈবপুরুষকারপ্রভাবপ্রবিভাগ-প্রদর্শনার্থং সর্ব্বত্র হি তদ্বলেন তৎপ্রবর্ত্ততে তদুপরমে চোপরমতীতি। বিজ্ঞানমাত্র-ক্ষণভঙ্গুরনৈরাত্ম্যাদিবাদানামপ্যুপনিষদর্থবাদপ্রভবত্বং বিষয়েষ্বাত্যন্তিকং রাগং নিবর্ত্তয়িতুমিত্যুপপন্নং সর্ব্বেষাং প্রামাণ্যং। সর্ব্বত্র চ যত্র কালান্তরফলত্বাদিদানীমনুভবাসম্ভব স্তত্র শ্রুতিমূলতা। সাংদৃষ্টিকফলেতু বৃশ্চিক-বিদ্যাদৌ পুরুষান্তর-ব্যবহার-দর্শনাদেব প্রামাণ্যমিতি বিবেক-সিদ্ধিঃ।"

সর্গ ও প্রলয়ের বর্ণনাও অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের নানাবিধ প্রভাব দেখাইবার জন্যই নিরূপিত হইয়াছে। সর্বত্রই দৈব ও পুরুষকারবশতই সৃষ্টি এবং তাহার অভাব হইলে প্রলয় হয়। বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণভঙ্গুরবাদ ও নৈরাত্ম্যবাদ প্রভৃতি সকল মতই উপনিষদের অর্থবাদ হইতে বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত মতই বিষয়ের আত্যন্তিক অভিলাষ নিবর্ত্তিত করে। ইহাদ্বারা এই সমস্ত মতের প্রামাণ্য স্থাপিত হইল। সর্ব্বত্রই কালান্তরে যে সমস্ত ফল হয়, বর্ত্তমান সময়ে তাহার অনুভব হওয়া অসম্ভব বলিয়া শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। যাহার ফল তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট হয়, এইরূপ বৃশ্চিক ও সর্পাদি-নিবারক মন্ত্রাদির প্রামাণ্য পুরুষান্তরের অর্থাৎ বিষ-বৈদ্য-প্রভৃতি ব্যবহার দেখিয়াই জানিতে পারা যায়।

যাঁহাদের চরিত্র হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ, যাঁহাদের বাক্য বিশ্বাস করিয়া হিন্দুধর্ম্ম চলিতেছে, বৌদ্ধাদি হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষীরা সেই সমস্ত দেবতা ও মুনিগণের চরিত্রে দোষারোপ করিতে যে সমস্ত কূটতর্ক উপস্থিত করিত, কুমারিল তাহাও শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। তৎকালে হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষীগণ এই সমস্ত কূটতর্ক উপস্থিত করিত—

"সদাচারেষু দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসং চ, মহতাং প্রজাপতীন্দ্র-বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্র-বাসুদেবার্জ্জুন-প্রভৃতীনাং বহুনামদ্যতনাঞ্চ। প্রজাপতেস্তাবৎ 'প্রজাপতিরুষসমভ্যৈৎ স্বাং দুহিতরং' ইতি অগম্যাগমনরূপাদধর্ম্মাচরণাদ্ ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমঃ। ইন্দ্রস্যাপি তৎপদস্থস্য চ নহুষস্য পরদারাভি-যোগাদ্ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমঃ। বসিষ্ঠস্য পুত্রশোকার্ত্তস্য জলপ্রবেশাত্ম-ত্যাগ-সাহসং বিশ্বামিত্রস্য চাণ্ডাল যাজনং। বসিষ্ঠবৎ পুরুরবসঃ প্রয়োগঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য… বিচিত্রবীর্য্য-দারেষু পুত্রোৎপাদনং। ভীষ্মস্য সর্ব্ব ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমেণাবস্থানং, অপত্নীকস্য চ রামবৎ ক্রতুপ্রয়োগঃ। অন্ধস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য ইজ্যা। যুধিষ্ঠিরস্য কনীয়োঽর্জ্জিত-ভ্রাতৃজায়া-পরিণয়নং আচার্য্যব্রাহ্মণবধার্থমনৃতভাষণঞ্চ। কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ প্রসিদ্ধ মাতুল-দুহিতৃ-রুক্মিণী-সুভদ্রা-পরিণয়নং সুরাপানঞ্চ।"

যাহারা সদাচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারাও ধর্ম্মের অতিক্রম ও হিন্দুশাস্ত্র-নিষিদ্ধ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন। প্রজাপতি, ইন্দ্র, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বাসুদেব, অর্জ্জুন প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যগণ ও ইদানীন্তন হিন্দুগণ ইহাদের সকলেরই ধর্ম্মাতিক্রম লক্ষিত হয়। ব্রহ্মা আপনার কন্যা গমন করেন, 'ব্রহ্মা প্রত্যূষে স্বীয় কন্যাগমন করিয়াছিলেন' এই শাস্ত্রীয় বাক্যেই প্রমাণিত হয়। বসিষ্ঠমুনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া আত্মহত্যা করিতে জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ সাহস শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ইন্দ্রের গুরুপত্নীগমন, ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত নহুষের পরদারাভিযোগ, বিশ্বামিত্রের চাণ্ডাল-যাজন, বশিষ্ঠের ন্যায় পুরুরবারও ব্যবহার; কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিচিত্র-বীর্য্যের ভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন, ভীষ্মের সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান, রামের ন্যায় পত্নী ব্যতীত যজ্ঞানুষ্ঠান, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের যজ্ঞানুষ্ঠান, আচার্য্য দ্রোণের বধের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা-ব্যবহার এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকর্ত্তৃক অর্জিত ভার্য্যার পরিণয়, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মাতুলকন্যা রুক্মিণী ও সুভদ্রার বিবাহ এবং সুরাপান, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

কুমারিল ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, প্রজাপতি আপনার কন্যাগমন করিয়াছেন, ইন্দ্র 'অহল্যাজার' এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য অন্যরূপ। ইহাদ্বারা ব্রহ্মা কিম্বা দেবরাজের পরস্ত্রীগমনরূপ ব্যভিচার প্রতিপাদিত হয় নাই—

"প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। স চারুণোদয়বেলায়ামুষসমুদ্যন্নভ্যৈতি সা তদাগমনাদেবোপজায়ত ইতি তদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্যাং চারুণকিরণাখ্যবীজনিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষসংযোগবদুপচারঃ। এবং সমস্ত-তেজঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যং সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মকজরণহেতুত্বাজ্জী-

র্য্যত্যস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যাজারঃ ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রী-ব্যভিচারাৎ।”

প্রজাপালনের অধিকার আছে বলিয়া প্রজাপতি শব্দে আদিত্যই বুঝায়। তিনি অরুণোদয়কালে দিনের প্রারম্ভে উদিত হইয়া ক্রমশঃ গমন করিতে থাকেন। তাহার আগমনে বেলা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া তাহাকে তাঁহার দুহিতা বলা হয়। সেই বেলাতেই অরুণের কিরণ-স্বরূপ বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। তাহাকেই স্ত্রীপুরুষসংযোগ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সমস্ত তেজঃপদার্থেই ঐশ্বর্য্য আছে, অতএব তেজঃপুঞ্জকেই 'ইন্দ্র' নামে উল্লেখ করা হয়। দিবাতে লীন হয় বলিয়া অহল্যা শব্দের অর্থ রাত্রি, সূর্য্যই রাত্রির ক্ষয়স্বরূপ জরণের কারণ। অহল্যা রাত্রি, যাহা হইতে জীর্ণ হয় কিম্বা যিনি উদিত হইলে অহল্যা জীর্ণ হয়, তাহাকেই অহল্য-জার বলে। অর্থাৎ অহল্যাজার শব্দের অর্থ সূর্য্য। পরস্ত্রী ব্যভিচার-দোষে তাহাকে অহল্যাজার বলা হয় না।

"নহুষেণ পুনঃ পরস্ত্রী-প্রার্থননিমিত্তানন্তকালাজগরত্বপ্রাপ্ত্যে-বাত্মনো দুরাচারত্বং প্রখ্যাপিতম্।……

বশিষ্ঠস্যাপি যৎ পুত্রশোক-ব্যামোহচেষ্টিতম্।
তস্যাপ্যস্যনিমিত্তত্বান্নৈব ধর্ম্মত্ব-সংশয়ঃ॥

যোহি সদাচারঃ পুণ্যবুদ্ধ্যা ক্রিয়তে স ধর্ম্মাদর্শত্বং প্রতি-পদ্যেত। যস্ত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-শোকাদিহেতুত্বেন উপলভ্যতে, স যথাবিধিপ্রতিষেধং বর্ত্তিষ্যতে।……দ্বৈপায়ন-স্যাপি-গুরু-নিয়োগাৎ 'অপতিরপত্যলিপ্সুর্দেবরাদ্ গুরু-প্রেরি-তাদৃতুমতীয়াৎ' ইত্যেবমাগমান্মাতৃসম্বন্ধভ্রাতৃজায়া-পুত্রজন-নম্।……রামভীষ্ময়োস্ত স্নেহ-পিতৃভক্তিবশাৎ।…ধৃতরাষ্ট্রো-ঽপি ব্যাসানুগ্রহাদাশ্চর্য্যপর্ব্বণি পুত্রদর্শনবৎ ক্রতুকালেঽপি দৃষ্টবান্।……

যাচোক্তা পাণ্ডুপুত্রাণামেকপত্নী বিরুদ্ধতা।
সাপি দ্বৈপায়নেনৈব ব্যুৎপাদ্য প্রতিপাদিতা॥
যৌবনস্থৈব কৃষ্ণা হি বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
সাচ শ্রীঃ শ্রীশ্চ ভূয়োভির্ভুজ্যমানা ন দুষ্যতি।

দ্রোণবধাঙ্গ-ভূতানৃতবাদ-প্রায়শ্চিত্তং…অন্তেঽপি অশ্বমেধঃ প্রায়শ্চিত্তত্বেন কৃত এবেতি ন তস্য সদাচারত্বাভ্যুপগমঃ।… যত্তু বাসুদেবার্জুনয়োর্মদ্যপান-মাতুলদুহিতৃগমনং স্মৃতিবিরুদ্ধং তত্রান্নবিকার-সুরামাত্রস্য ত্রৈবর্ণিকানাং প্রতিষেধঃ মধুসীধ্বোস্ত বৈশ্য ক্ষত্রিয়য়োর্ন প্রতিষেধঃ।

বসুদেবাঙ্গজাতা চ কৌন্তেয়স্য বিরুধ্যতে।
নতু ব্যবেত-সম্বন্ধ-প্রভবে তদ্বিরুদ্ধতা॥
…এতেন রুক্মিণীপরিণয়নং ব্যাখ্যাতম্।"

নহুষ পরস্ত্রী-ব্যভিচার পাপের অনুষ্ঠান করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত অজগর হইয়া পাপের ফল ভোগ করিয়াছে। ইহা দ্বারাই তাহার সেইটী দুরাচার প্রতিপাদিত হইয়াছে।……

বসিষ্ঠও পুত্রশোকে মোহিত হইয়া যাহা অনুষ্ঠান করিয়া-ছেন, তাহার কারণ মোহ—এই কারণে তাহা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হয় না। যে সদাচার পুণ্য মনে করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ধর্ম্মাদর্শ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ বা শোক প্রভৃতি যে আচারের কারণ তাহা সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত হয় না। যদি তাহাই শাস্ত্রবিহিত হয়, তবে তাহাও অনুষ্ঠেয়। 'পতিহীনা পুত্রাভিলাষিণী রমণী ঋতুমতী হইলে গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট দেবর হইতে পুত্র গ্রহণ করিতে পারেন' আগমের এই বিধি অনুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গুরুর আদেশে মাতৃ-স্বরূপ ভ্রাতৃজায়ার পুত্রোৎপাদন করিয়াছেন। রাম এবং ভীষ্ম স্নেহ ও পিতৃভক্তিবশতঃই বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাহাও সদাচার বলিয়া পরিগৃহীত নহে।…ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের অনুগ্রহে যজ্ঞের সময় দেখিতে পাইতেন, যেমন তিনি আশ্চর্য্যপর্ব্বে আপনার পুত্রগণকে ব্যাসের অনুগ্রহেই অব-লোকন করিয়াছিলেন।……

পঞ্চপাণ্ডবের একটী পত্নী এই যে বিরুদ্ধাচরণের উল্লেখ হইয়াছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং তাহার বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন, পূর্ণযৌবনা কৃষ্ণা বেদি-মধ্যহইতে উত্থিত হইয়াছিলেন ইহা মানুষীর কিছুতেই সম্ভবে না। তিনি মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী; লক্ষ্মীকে বহুলোকে উপভোগ করিলে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না।…যুধিষ্ঠির দ্রোণবধের নিমিত্ত যে অনৃত-ব্যবহার করিয়াছিলেন, তিনি তখনই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন এবং পরেও প্রায়শ্চিত্ত-মানসেই অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন।……

বাসুদেব ও অর্জ্জুন মদ্যপান ও মাতুল-দুহিতার বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া যে বিরুদ্ধাচরণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার উত্তর—সুরা তিন প্রকার গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী। এই তিন প্রকারের মধ্যে পৈষ্টী পান করা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিষিদ্ধ। গৌড়ী ও মাধ্বী ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে।…সুভদ্রা যদি বসুদেবের কন্যা হইত, তাহা হইলেই তাহাকে বিবাহ করা অর্জ্জুনের দোষ হইত, কিন্তু তাহাই নহে। সুভদ্রা জ্ঞাতিসম্পর্কে বলরামের ভগিনী ছিলেন; বসুদেবের ঔরসজাতা কন্যা নহে। ইহা দ্বারাই রুক্মিণীর পরিণয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় নাই, ইহাপ্রতিপাদিত হইল।

এখন শেষ কথা হইতেছে, কুমারিল ঈশ্বর মানিতেন কি না? সংক্ষেপশঙ্করজয়-প্রণেতা মাধবাচার্য্যের মতে, কুমারিল

বেদপ্রচারক হইলেও, তিনি মীমাংসা-বার্ত্তিকে নাস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন *।

কিন্তু তাঁহার বার্ত্তিক ও টুপ্‌টীকা পাঠ করিলে তিনি যে নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। তিনি তন্ত্রবার্ত্তিকে লিখিয়াছেন—

১, "ন হি যেন প্রমাণত্বং লব্ধপূর্ব্বং কদাচন।
তেন তৎ সর্ব্বদা লভ্যমিত্যাজ্ঞাপয়তীশ্বরঃ॥"

কখনও যাহাদ্বারা প্রামাণ্য লাভ হইয়াছে, সর্ব্বদা তাহা-দ্বারাই প্রমাণ করিতে হইবে, ঈশ্বর এরূপ আদেশ করেন নাই।

২, "প্রধান-পুরুষেশ্বর-পরমাণু-কারণাদিপ্রক্রিয়াঃসৃষ্টিপ্রলয়াদি-রূপেণ প্রতীতাস্তাঃ সর্ব্বা মন্ত্রার্থবাদজ্ঞানাদেব দৃশ্যমান-সূক্ষ্মস্থূলদ্রব্য প্রভৃতি বিকারভাবদর্শনেন চ দ্রষ্টব্যাঃ।"

প্রকৃতি, পুরুষ, ঈশ্বর, পরমাণু ও কারণাদি-প্রক্রিয়া সৃষ্টি প্রলয় দ্বারা প্রতীয়মান হয়। এই সমস্ত বিষয়ই মন্ত্র, অর্থবাদ, স্থূল, সূক্ষ্ম দ্রব্য প্রভৃতি ও বিকার দর্শন করিয়া জানিতে হইবে।

তন্ত্রবার্ত্তিকের উক্ত দুই স্থানে স্পষ্টই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

কুমারী [ন্] (ত্রি) কুমারো বিদ্যতে ঽস্য, কুমার-ইনি, (ব্রীহ্যা-দিভ্যশ্চ, ৫।২।১১৬)। প্রায় ষোড়শবর্ষীয় পুত্রযুক্ত।

("পুত্রিণা তা কুমারিণা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতঃ।" ঋক্‌, ৮।৩১।৮।)

কুমারী (স্ত্রী) কুমার স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। (বয়সি প্রথমে। পা ৪।১।২০।) ১ অবিবাহিতা কন্যা। ২ কন্যা। ৩ পরীক্ষিৎ-পুত্র ভীমসেনের পত্নী। ৪ সীতার একটী নাম। ৫ দুর্গার নাম ভেদ। ৬ শ্যামাপক্ষী। ৭ দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা।

("সম্প্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে কুমারীত্যভিধীয়তে।")

৮ নবমল্লিকা। ৯ ঘৃতকুমারী। ১০ অপরাজিতা। ১১ বড় এলাইচ। ১২ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ১৩ মোদিনীপুষ্প। ১৪ তরুণী পুষ্প। ১৫ বর্ত্তমান কুমারিকা অন্তরীপ। ভারতের দক্ষিণপ্রান্তসীমায় সমুদ্রউপকূলে অবস্থিত। অক্ষা°, ৮°৫´ উঃ দেশা ৭৭°৩৭´ পূঃ। ১২৯৫ খৃঃ অব্দে মার্কপোলো এই স্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। [কুমারিকা দেখ।] ১৬ দ্বীপ। ১৭ পৃথিবীর মধ্যভাগ, ভারতখণ্ড। ১৮ শাক-দ্বীপান্তর্গত সপ্তনদীর মধ্যে একটী। (বিষ্ণুপুরাণ ২।৪।৬৫।) ১৯ ছন্দোবিশেষ, ইহা ষোড়শাক্ষরে গ্রথিত ও ইহাতে চারিটী পাদ আছে। ২০ বৈদ্যক বটীকাবিশেষ। ইহা স্নায়ুরোগের ঔষধ, ইহা সেবনে অগ্নিবৃদ্ধি করে।

প্রস্তুত-প্রণালী—স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক সমভাগে লইয়া ১০০ বার ভাবনা দিবে। একরতি প্রমাণ করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান আমলার রস।

কুমারী ঈকারান্ত নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। শব্দরূপকালে ইহার নদী সংজ্ঞার সমস্ত কার্য্যই হইবে। (পা ১।৪।৩।)

কুমারীক্রীড়নক (ক্লী) কুমারী-ভিঃ ক্রীড্যতেঽনেন, কুমারী-ক্রীড়-করণে ল্যুট্‌-স্বার্থে কন্‌, (যাবাদিভ্যঃ। পা ৫।৪।২৯।) কুমারীদিগের ক্রীড়াদ্রব্য, বালিকার খেল্‌না।

কুমারীতন্ত্র (ক্লী) কুমার্য্যাঃ পূজাদি-প্রকাশকং তন্ত্রং, ৬তৎ। তন্ত্রবিশেষ, ইহাতে কুমারীপূজা প্রভৃতির কথা লিখিত আছে।

কুমারীপাল (পুং) কুমার্য্যা পালঃ পালকঃ, ৬তৎ। অবিবাহিতা কন্যা অথবা বাক্‌দত্তা কন্যার অভিভাবক, কন্যা-রক্ষক।

কুমারীপুত্র (পুং) কুমার্য্যাঃ অপরিণীতায়াঃ পুত্রঃ, বিবাহাৎ প্রাগেব জাতঃ ইত্যর্থঃ ৬তৎ। ১ কন্যাকালে উৎপন্ন পুত্র। ২ পুত্রজীব, জীয়াপুঁতা, হিন্দী পীত্তোজিয়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—গর্ভকরী, ষষ্ঠীপুষ্প ও অর্থসাধক।

কুমারীপুত্রী (স্ত্রী) পুত্রজীব, জীয়াপুঁতা।

কুমারীপুর (ক্লী) কুমারীণাং পুরমবস্থানগৃহং, ৬তৎ। অন্তঃপুর।

কুমারীপূজা (স্ত্রী) কুমার্য্যাঃ পূজা পূজনং ৬তৎ। তন্ত্র মতে ঋতুমতী না হইলে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত অবিবাহিত কন্যা-কুমারী, তাহার পূজা।

তন্ত্রে এক বৎসর বয়স্কা কন্যাকে সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষাকে সরস্বতী, তিন বৎসর বয়স্কাকে ত্রিধা-মূর্ত্তি, চতুর্থবর্ষাকে কালিকা, পঞ্চমবর্ষীয়াকে সুভগা, ছয়বৎসর বয়স্কাকে উমা, সপ্তমবর্ষে মালিনী, অষ্টমে কুব্জিকা, নবমে কাল-সঙ্কর্ষা, দশমে অপরাজিতা, একাদশবর্ষে রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষে ভৈরবী, ত্রয়ো-দশে মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশবর্ষীয়াকে পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষে ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোড়শবর্ষীয়াকে অম্বিকা বলে, ইহারা সকলেই কুমারীপূজায় প্রশস্তা।

"একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা সা সরস্বতী।
ত্রিবর্ষে চ ত্রিধামূর্ত্তিশ্চতুর্বর্ষা চ কালিকা॥
সুভগা পঞ্চবর্ষা তু ষড়্‌বর্ষা চ উমা ভবেৎ।
সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা তু কুব্জিকা॥
নবভিঃ কাল-সঙ্কর্ষা দশভিশ্চাপরাজিতা।
একাদশে চ রুদ্রাণী দ্বাদশস্বাচ ভৈরবী।
ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা।
ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চাম্বিকাতথা॥
এবং ক্রমেণ সংপূজ্যা যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে।" (যামল)

* "জৈমিনুপজ্ঞেতিদিবিষ্টচেতাঃ শাস্ত্রে নিরাস্থং পরমেশ্বরঞ্চ।"
সংক্ষেপশঙ্করজয় ৭। ১০১।

কুমারী-পূজা-প্রয়োগ—সুন্দরী কুমারীকে আনয়ন করিয়া নানাবিধ অলঙ্কার ভূষিত করিবে, ভক্তিপূর্ব্বক বাগ্‌ভব বীজ-যুক্ত কুমারীর সম্ব্যাদি নাম উচ্চারণ করিয়া প্রথমে জলপ্রদান করিবে। অনন্তর তাঁহাকে দেবী ভাবিয়া ভক্তিভাবে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রভৃতি উপচার দ্বারা পূজা করিবে। কুমারীর সম্ব্যাদি নামে মায়াবীজযুক্ত করিয়া পাদ্য, লক্ষ্মীবীজ যোগ করিয়া অর্ঘ্য, কূর্চ্চবীজযোগে চন্দন, মায়াবীজযোগে পুষ্প, সদাশিব-মন্ত্রে ধূপ এবং দীপ কুমারীকে প্রদান করিয়া ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। তাহার বিধান—প্রথমে তেজোময় শুভ্রবর্ণ মন্ত্র চিন্তা করিয়া ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। মন্ত্র যথা—"ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হেসৌ কুমারিকেহৃদয়ায় নমঃ, ইঁ হুং বৈঁ দৈঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ স্বাহা শিরসে স্বাহা, ঐঁ কুলবাগীশ্বরী কবচায় হুঁ ঐঁ ভুরি কলেশ্বরি নেত্রত্রায় বৌষট্‌ হ্রীঁ অস্ত্রায় ফট্‌।" তদনন্তর "ঐঁ সিপ্রজয়ায় পূর্ব্ববক্ত্রায় নমঃ, ঐঁ জয়ায় উত্তরবক্ত্রায় নমঃ," এই মন্ত্রপাঠ করিয়া পরিবারপূজা করিবে। পরিবার দেবতার নাম ভাস্কর, চন্দ্র, দশদিক্‌পাল, সন্ধ্যাদি, বীরভদ্রা, কৌলিনী, অষ্টাদশভুজা, কালী, চণ্ডদুর্গা। পরিবার-পূজা সমাপন করিয়া, নানাবিধ নৈবেদ্য, দুগ্ধ, ক্ষীর, পক্কান্ন, সুরস পক্কফল এবং যে সময়ে যে রকম উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়, দিবে। ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চতত্ত্ব ও কুলদ্রব্য প্রদান করিয়া যথাশক্তি মহামন্ত্র জপ করিবে। কুমারী-প্রণাম মন্ত্র—

"নমামি কুলকামিনীং পরমভাগ্যসন্দায়িনীং
কুমার-রতি-চাতুরীং সকলসিদ্ধিমানন্দিনীম্‌।
প্রবাল-গুটিকাস্রজং রজতরাগ-বস্ত্রান্বিতাং
হিরণ্য-তুল্যভূষণাং ভুবনবাক্‌ কুমারীং ভজে।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে। কুমারী পূজার ফল যথা—

"কুমারীপূজনং ফলং বক্তুং নার্হামি সুন্দরি।
জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটি-শতৈরপি॥
তস্মাত্তাং পূজয়েদ্বালাং সর্ব্বজাতিসমুদ্ভবাম্‌।
জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যঃ কুমারী-পূজনে শিবে।" (তন্ত্রসার)

শতকোটি বৎসরে সহস্রকোটি জিহ্বাদ্বারাও কুমারীপূজার ফল বর্ণনা করা যায় না, সকল জাতীয়া কুমারীই পূজনীয়া, কুমারী-পূজায় জাতিভেদ নাই।

কুমারীভোজন (ক্লী) কুমার্য্যাঃ ভোজনং। কুমারীকে বা কুমারীদিগকে পূজা করিয়া আহার করান।

কুমারীয়া (দেশজ) লতাবিশেষ।

কুমারীশ্বশুর (পুং) কুমার্য্যা শ্বশুরঃ, ৬তৎ। কন্যাকালে উপভুক্তা স্ত্রীর স্বামীর পিতা।

কুমার্গ (পুং) কুৎসিতো মার্গঃ কর্ম্মধা। ১ কুপথ, নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য।

কুমালক (পুং) কুমাল সংজ্ঞায়াং কন্‌ ধূন্‌ বা। ১ জনপদ-বিশেষ, সৌবীর। ২ তদ্দেশবাসী।

কুমি (কমি) আরাকানবাসী জাতিবিশেষ। ব্রহ্মজাতিরই ভিন্ন শাখাভুক্ত। ইহাদিগকে দেখিতে সুন্দর, মুখখানি বেশ ছোট খাট ও সকলে পরিশ্রমী। এই জাতি প্রধানতঃ দুই-ভাগে বিভক্ত, কমি ও কুমি। আরাকানিরা এই দুই শ্রেণীকে আবাকুমি বা আফকুমি বলে। ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় ১২০০০; ইহাদের ভাষা কতকটা ব্রহ্মভাষার ন্যায়। ইহারা বলে, এখন যেখানে খয়েন জাতি বাস করিতেছে, পূর্ব্বে সেই পাহাড়ের উপর তাহারা বাস করিত।

কুমিত্র (ক্লী) কুৎসিতং মিত্রং। কুৎসিত মিত্র, অপকারী বন্ধু।

কুমিল্লা, ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা ২৩° ২৮' উঃ, দেশা ৯০°৪১' পূঃ, ঢাকা হইতে ২৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে বৃহৎরাজপ্রাসাদ ও দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, এক সময়ে এ সকল প্রাসাদিতে ত্রিপুরার রাজারা বাস করিতেন। [ত্রিপুরা দেখ।]

কুমিস্‌ (তাতার) মদ্যবিশেষ। এই সুরা ঘোটকীর দুগ্ধে প্রস্তুত হয়। তাতার ও চীনেরা এই সুরা খাইতে ভালবাসে। চীনেরা ইহাকে মজুসিউ বলে।

কুমীর (অপভ্রংশ) কুম্ভীর। [কুম্ভীর দেখ।]

কুমুখ (পুং) কুৎসিতং মুখং যস্য। শূকর।

কুমুৎ (দ্‌) (ক্লী) কৌ পৃথিব্যাং মোদতে কু মুদ-কিপ্‌। ১ কৈরব, হেলা, শুঁদি। ২ রক্তোৎপল, (Nymphæa esculenta)। (ত্রি) ৩ কৃপণ। ৪ অপ্রীত। ৫ নির্দ্দয়।

কুমুদ (পুং, ক্লী) কৌ পৃথিব্যাং মোদতে, কু-মুদ্‌ মূলবিভুজাদি-ত্বাং কঃ। (ক-প্রকরণে মূলবিভুজাদিভ্য উপসংখ্যানম্‌। পা ৩।২।৪। সূত্রে বার্ত্তিক ৪)। ১ শুঁদি ফুল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৈরব, চন্দ্রকান্ত, গন্ধ, কুমুৎ, ধবলোৎপল, কহ্লার, শীতলক, শশিকান্ত, ইন্দুকমল, চন্দ্রিকাম্বুজ, গন্ধসোম, শ্বেতকুবলয়। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, মধুর, আহ্লাদজনক ও শীতল। ২ রক্তপদ্ম। ৩ রৌপ্য। ৪ পদ্ম। (পুং) ৫ কর্পূর। ৬ শাল্মলিদ্বীপস্থ বর্ষপর্ব্বত ভেদ। ৭ দক্ষিণদিগ্‌গজ। ৮ বিষ্ণু। ৯ বানরভেদ। রাম-রাবণের যুদ্ধে একজন বানর-সৈন্যাধ্যক্ষ। ১০ বিষ্ণুর জনৈক-পারিষদ।

("তে বিষ্ণুপার্ষদাঃ সর্ব্বে সুনন্দকুমুদাদয়ঃ"। ভাগবত ৭।৮।৩৭।) ১১ মেরুর উপষ্টম্ভ পর্ব্বতভেদ। ১২ সর্পরাজবিশেষ।

১৩ দৈত্যভেদ। ১৪ কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদের পুত্র। ১৫ রাজা উগ্রস্তাবস্তির জনৈক বিশ্বস্ত-বন্ধু। ১৬ কুদ্র বীপা বিশেষ। ১৭ গুগ্‌গুলুবিশেষ। ১৮ বাদ্যের তাল ভেদ।

("একবিংশতি-বর্ণাজ্জি ভবেৎ শৃঙ্গারকে রসে।
কুমুদোঽভীষ্টদশ্চৈব তালে তুরঙ্গলীলকে॥" সঙ্গীতদামোদর।)

অর্দ্ধর্চাদিত্বহেতু কুমুদ শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। (অর্দ্ধর্চাঃ পুংসি চ। পা ২।৪।৩১।)

কুমুদখণ্ড (ক্লী) কুমুদানাং সমূহঃ, কুমুদ কমলাদিত্বাৎ খণ্ডঃ। (কমলাদিভ্যঃ খণ্ডঃ। পা ৪।২।৫১। কাশিকা।) ১ কুমুদ-সমূহ। ২ কুমুদাংশ।

কুমুদচন্দ্র, একজন জৈন-গ্রন্থকার। ইনি কল্যাণ-মন্দিরস্তোত্র প্রভৃতি রচনা করেন।

কুমুদগন্ধ্যা (স্ত্রী) কুমুদগন্ধযুক্তা স্ত্রী।

কুমুদঘ্নী (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ, ইহার রস দুগ্ধের ন্যায় ও বিষাক্ত।

কুমুদনাথ (পুং) চন্দ্র।

কুমুদপাল, অঙ্গরাজ-দেবপালের পুত্র। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ২০।৪০।)

কুমুদবন্ধু, কুমুদবান্ধব (পুং) চন্দ্র।

কুমুদবতী (স্ত্রী) কুমুদানি সন্তিঅস্যাং, কুমুদ মতুপ্, মস্য বঃ। ১ কুমুদিনী। ২ যে স্থানে অনেক কুমুদ আছে।

কুমুদবীজ (ক্লী) সিতোৎপল বীজ, শুঁদিনালের বীজ, হিন্দীতে ভেট বলে। এই বীজ খই প্রস্তুতের প্রণালীতে ভাজিলে উত্তম খই হয়, তাহা "ভেটের খই" নামে প্রসিদ্ধ। অনেকে নিরম্বু উপবাসে অসমর্থ হইলে ইহা (রবিশস্য-জাত নহে বলিয়া) খাইয়া থাকে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কুমুদ্বতীবীজ, কৈরবিণী-ফল। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—স্বাদু, রুক্ষ, হিম ও গুরু।

কুমুদা (স্ত্রী) কুমুদ-টাপ্। ১ কুম্ভিকা, পানা। ২ গম্ভারী-বৃক্ষ। ৩ শালপর্ণী বৃক্ষ। ৪ ধাতকীবৃক্ষ। ৫ কট্‌ফল। ৬ দেবীবিশেষ।

কুমুদাকর (পুং) কুমুদানাং আকরঃ, ৬তৎ। যে স্থানে অনেক কুমুদ জন্মে।

কুমুদাক্ষ (পুং) ১ নাগবিশেষ। ২ বিষ্ণুর জনৈক পার্ষদ।

কুমুদাদি (পুং) কুমুদ আদৌ যেষাং বহুব্রী। কুমুদ, শর্করা, ন্যগ্রোধ, ইক্কট, সঙ্কট, কঙ্কট, গর্ত্ত, বীজ, পরিবাপ, নির্যাস, শকট, কচ, মধু, শিরীষ, অশ্ব, অশ্বত্থ, বল্বজ, যবাষ, কূপ, বিকঙ্কট ও দশগ্রাম; ইহাদের উত্তর ঠক্ প্রত্যয় হয়। (বুঞ্ছণ্-কুমুদাদিভ্যঃ। পা ৪।২।৮০।)

কুমুদানন্দ, একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ইনি ভট্টিকাব্যের সুবোধিনী নামে একখানি সুন্দর টীকা রচনা করেন।

কুমুদাভিখ্য (স্ত্রী) কুমুদস্যোবাভিখ্যা শোভা যস্য। রৌপ্য। ... মহর্ষি পথ্যের শিষ্য, ইনি অথর্ব্ববেদের কোন শাখা প্রচার করেন।

কুমুদাবাস (পুং) কুমুদানামাবাসঃ, ৬তৎ। ১ কুমুদপ্রায়-দেশ। ২ কুমুদাধারস্থান।

কুমুদিকা (স্ত্রী) কুমুদ-ঠচ্-টাপ্। (বুঞ্ছণ্কঠজিলসেনি। পা ৪।২।৮০।) ১ কট্‌ফল। সংস্কৃত পর্য্যায়—কট্‌ফল, সোমবল্ক, কৈটর্য্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণী, ভদ্রা ও ভদ্রবতী। ২ একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছ, ইহার বীজ সুগন্ধযুক্ত।

কুমুদিনী (স্ত্রী) কুমুদানি সন্ত্যত্র দেশে কুমুদ—পুষ্করাদিত্বাৎ ইনি-ঙীপ্। (পুষ্করাদিভ্যো দেশে। পা ৫।২।১৩৫।) ১ কুমুদযুক্ত-পুষ্করিণ্যাদি। ২ কুমুদসমূহ। ৩ কুমুদপুষ্প, ছোট শুঁদি। সংস্কৃত পর্য্যায়—কুমুদলতা, কুমুদ্বতী, উৎপলিনী।

("অলিরসৌ নলিনীকুলবল্লভঃ
কুমুদিনীকুলকেলিকলারসঃ।" ভ্রমরাষ্টক।)

৪ রঘুদেবের মাতা।

কুমুদিনীনায়ক, কুমুদিনীপতি (পুং) চন্দ্র।

কুমুদিনীবনিতা (স্ত্রী) সুন্দরী স্ত্রী, কুমুদিনী বলিয়া যাহার বর্ণনা করা যায়।

কুমুদেশ (পুং) চন্দ্র।

কুমুদ্বৎ (ত্রি) কুমুদানি সন্ত্যস্মিন্, কুমুদৈর্নির্বৃত্তো বা, কুমুদানাং নিবাসো বা, কুমুদানাং ভব ইতি বা, কুমুদ-ড্মতুপ্ (কুমুদনড়বেতসেভ্যো ড্মতুপ্। পা ৪।২।৮৭।) মস্য বঃ। কুমুদযুক্ত দেশ। ("হংসশ্রেণীষু তারাসু কুমুদ্বৎসু চ বারিষু"। রঘু।)

কুমুদ্বতী (স্ত্রী) কুমুদ্বৎ-ঙীপ্-স্ত্রিয়াং। ১ বহুপদ্মযুক্ত জলাশয়। ২ কুমুদিনী।

("প্রপয়তি যথা শশাঙ্কং কুমুদ্বতীং ন তথাহি দিবসঃ"। শাকুন্তল।)

৩ পদ্মের বৃন্ত। ৪ বৃক্ষবিশেষ, ইহার ফল বিষাক্ত। (Villarsia Indica.) ৫ নাগরাজ কুমুদের ভগিনী ও কুশের পত্নী। ৬ বিমর্ষণের পত্নী। ৭ নদীবিশেষ।

কুমুদ্বতীশ (স্ত্রী) কুমুদ্বতীনাং ঈশঃ পতিঃ, ৬তৎ। চন্দ্র।

কুমুদ্বতীবীজ (ক্লী) কুমুদীবীজ।

কুমেধঃ [স্] (পুং) কুৎসিতা ঈষৎ-মেধা যস্য, বহুব্রী। কু-মেধা অসিচ্-(নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োঃ। পা ৫।৪।১২।) মন্দমেধাযুক্ত। ("অভিসম্ভাব্য বিশ্রব্ধাৎ পর্য্যপৃচ্ছন্ কুমেধসঃ।" ভাগবত ৩।২০।৩৩।)

কুমেরু (পুং) পৃথিবীর দক্ষিণপ্রান্ত অর্থাৎ ধ্রুবতারার ঠিক নিম্নস্থান। পৌরাণিক মতে পাতাল বা দৈত্যদিগের বাসস্থান।

কুমেরুসমুদ্র (পুং) দক্ষিণ মেরুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্র।

কুমোদক (পুং) কুং পৃথিবীং মোদয়তি তস্যা ভার-বিনাশনে-নেত্যর্থঃ, কু-মুদ্-ণিচ্-ণ্বুল্। বিষ্ণু।

কুম্‌কুম্ (অপভ্রংশ) কুঙ্কুম।

কুম্প (পুং) কুপি-অচ্। বাহুকুণ্ঠ। চলিত ভাষায় ইহাকে "কোপা" (অর্থাৎ অট্টালিকাকারদিগের অট্টালিকার ছাদে খোয়া পিটাইবার কাষ্ঠময় পিটুনি) বলে।

কুম্ফা (চীন) চীনদিগের এক আরাধ্যা দেবী। সন্তান-কামনায় চীনরমণীরা ইঁহার পূজা করেন।

১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে চীনের কাণ্টননগরে কুম্-ফা নামে এক ধার্ম্মিকা রমণী আবির্ভূত হন। তিনি সর্ব্বদাই মন্দিরে মন্দিরে বেড়াইতেন ও দেবার্চ্চনা করিতেন। লোকের বিশ্বাস যে, তিনি প্রেতাত্মাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। কোন সময়ে তিনি সংসার অসার বুঝিয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন; পরে শবদেহ ভাসিয়া উঠিলে লোকেরা তুলিয়া আনিয়া পবিত্র ভাবে রক্ষা করিল এবং সেই দেহের পরিবর্ত্তে তাঁহার চন্দনকাষ্ঠের মূর্ত্তি প্রস্তত করাইয়া তাহাই দাহ করা হইল। কাণ্টনের পার্শ্বস্থ হেনানা নামক স্থানে কুম্ফার প্রধান মন্দির আছে।

কুম্ব (পুং) কুবি অচ্। ১ বাহুকুণ্ঠ, কোপা। ২ মস্তকের আচ্ছাদন বস্ত্র।

("কুরীরমস্য শীর্ষণি কুম্বং চাধিনিদধ্মসি।" অথর্ব্ব ৬।১৩৮।৩)

কুম্বা (স্ত্রী) কুবি, বেষ্টনে অঙ্-টাপ, (চিন্তি-পূজি-কথি-কুম্বি-চর্চ্চশ্চ। পা ৩।৩।১০৫) উত্তমরূপ আচ্ছাদন, যাহাতে যজ্ঞকালে অস্পৃশ্যেরা বা অযজ্ঞীয়েরা না দেখিতে পায়; বেষ্টন। ("তস্মিন্ দীচীনকুম্বাং শস্তাং নিদধাতি॥" তৈত্তিরীয়সংহিতা।

২ স্থূলশাটক, স্থূলঅঙ্গরক্ষিণী।

কুম্বিক (পুং) জনপদবিশেষ।

কুম্বিয়া (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ।

কুম্বো, পঞ্জাববাসী শূদ্রজাতিবিশেষ। ইহারা প্রাচীন কম্বোজ-জাতির নিম্নতম শাখা বলিয়া অনুমিত হয়।

কুম্ব্যা (স্ত্রী) কুবি-যৎ টাপ্। একার্থপ্রতিপাদক বিধ্যর্থযুক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণ বাক্যভেদ।

("সাম বা গাথাং বা কুম্ব্যাং বা অভিব্যাহারে ছব্রতস্বাধ্যায় ব্যবচ্ছেদায়"। শতপথব্রাহ্মণ ১১।৫।৭।১০)

কুম্ভ (ক্লী) কুং ভূমিং উম্ভতি, কু-উনভ-পূরণে অচ্, (শকন্ধাদিবৎ সাধুঃ)। ত্রিবৃৎবৃক্ষ। ২ গুগ্‌গুলু। (পুং) ৩ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত জলপাত্রবিশেষ, ঘট।

("শতং কুম্ভা অসিঞ্চতং সুরায়াঃ।" ঋক্ ১।১২৬।৭।)

("আকাশগঙ্গার অম্বু কুম্ভভরে আনি।" শিবায়ন ৪৮।)

৪ মৃতব্যক্তির অস্থিসংগ্রহ করিয়া যে পাত্রে রাখা হয়। ৫ মেষাদি দ্বাদশরাশির মধ্যে একাদশ রাশি। (Aquaruis) ধনিষ্ঠার শেষার্দ্ধ, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদের প্রথম পাদত্রয় ইহার ঘটক। রাশিচক্রের ৩০০ অংশের পর ৩০ অংশ। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কলসধারী পুরুষ। ইহা চরণরহিত, কর্ব্বুরবর্ণ, বায়ুপিত্তকফ-প্রকৃতি, শূদ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, অর্দ্ধ স্বর ও পশ্চিমদিক্ স্বামী। ইহা স্থির রাশি এবং শনির ক্ষেত্র। কুম্ভরাশি দ্বিপদ, রাহুর মূল ত্রিকোণ। ইহার উদয়ে কুম্ভ নামক লগ্ন হয়। ইহাতে জন্মিলে চঞ্চলচিত্ত, ধনবান্, অলস, পরদার-রত, মহাবলশালী এবং সুখী হয়। কুম্ভ-রাশির মান ৩ দণ্ড ৫৮ পল। ৬ পরিমাণভেদ, ২ দ্রোণে অথবা ৬৪ সেরে এক কুম্ভ হয়। ৭ হস্তীর মস্তকের সম্মুখভাগ, যেখান হইতে মস্তক দুইদিকে বিভিন্ন হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে।

("মধ্যেন তনুমধ্যা মে মধ্যং জিতবতীত্যয়ং।
ইভকুম্ভৌ ভিনত্ত্যস্যাঃ কুচকুম্ভ-নিভৌ হরিঃ॥"
সাহিত্যদর্পণ ১০ম পরি।)

৮ যোগের প্রক্রিয়াবিশেষ। ৯ বৃক্ষমূলবিশেষ, ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ১০ বেশ্যার পতি। ১১ অগস্ত্য-মুনির পিতা। ১২ দৈত্যবিশেষ, ইনি দানবশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের পুত্র ও নিকুম্ভের ভ্রাতা। ১৩ রাক্ষসবিশেষ, কুম্ভকর্ণের পুত্র। ১৪ বর্ত্তমান অবসর্পিণীর ১৯শ অর্হৎ। ২০ বানরভেদ। ২১ বুদ্ধের ২৪ জন্মের কোন এক জন্ম। ২২ রাগিণীবিশেষ, সরস্বতী ও ধানশ্রী রাগিণীর যোগে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। (সঙ্গীতদামোদর)। ২৩ মিবারের একজন রাণা। [কুম্ভরাণা দেখ।]

কুম্ভক (পুং) কুম্ভইব কায়তি প্রকাশতে নিশ্চলত্বাৎ, বায়ু-রোধাৎ স্ফীতোদরত্বাৎ বা, কুম্ভ-কৈ-ক।

প্রাণায়ামের অঙ্গবিশেষ, কুম্ভক করিবার নিয়ম—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করিয়া, বাম নাসা-পুটদ্বারা বায়ু পূরণ করিবে, ইহার নাম পূরক; পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণনাসাপুট এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসিকা-পুট ধারণ করিয়া প্রাণবায়ুর অন্তরে ধারণা করিবে, ইহাকে ধারক বা কুম্ভক বলে; অনন্তর অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা-দ্বারা বায়ুর বহির্নিঃসারণ করিবে, ইহাকে রেচক বলে। ইহা সাধারণবিধি। ঋগ্বেদী অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা, সামবেদী অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা, যজুর্বেদী অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা-দ্বারা, অথর্ব্ববেদী সকল অঙ্গুলি দ্বারা প্রাণায়াম করিবে।

"কুম্ভকঃ পূরকোরেচঃ প্রাণায়ামস্ত্রিলক্ষণঃ।
পূরকং পূরণং বায়োঃ কুম্ভকঃ স্থাপনং ক্বচিৎ॥
বহির্নিঃসারণং তস্য রেচকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দক্ষিণে রেচয়েদ্ বায়ুং বামেন পূরিতোদরঃ॥
কুম্ভেন ধারয়েন্নিত্যং প্রাণায়ামং বিদুর্বুধাঃ।
অঙ্গুষ্ঠেন পুটং গ্রাহ্যং নাসায়া দক্ষিণং পুনঃ।
কনিষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ বামং প্রাণস্য সংগ্রহে।
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাস্তু ঋগ্বেদী সামগায়নঃ॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ গ্রাহ্যং সর্ব্বৈরথর্ব্বভিঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য।

যতক্ষণপর্য্যন্ত বায়ুর পূরণ করা হইবে, তাহার চারগুণ সময় কুম্ভক এবং কুম্ভকের অর্দ্ধ সময়ে রেচক করা কর্ত্তব্য।

পতঞ্জলির মতে, শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম। আসনসিদ্ধ হইলে পরে প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য।

"তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।"
যোগসূত্র সাধ, ৪৯।

বাহ্যবায়ুর আচমন অর্থাৎ নাসাপুটদ্বারা আকর্ষণ করার নাম শ্বাস এবং কোষ্ঠস্থিত বায়ুর নাসাপুট দিয়া নিঃসারণের নাম প্রশ্বাস। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদের নাম প্রাণায়াম। এইটী প্রাণায়ামের সামান্য লক্ষণ। কোষ্ঠস্থিত বায়ু নিঃসারণ করিয়া ধারণা করিবার সময়ে বাহ্যবায়ুর পূরণ করিয়া ধারণা করিবার সময়ে এবং ধারণারূপ কুম্ভকে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হইয়া থাকে। উপরি উক্তসূত্রে ব্যাখ্যাবসরে ভাষ্যকার এবং ভাষ্য-ব্যাখ্যানে বাচস্পতি এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন —

"সত্যাসনজয়ে, বাহ্যস্য বায়োরাচমনং শ্বাসঃ, কোষ্ঠস্য বায়োর্নিঃসারণং প্রশ্বাসঃ, তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ প্রাণায়ামঃ।"

'রেচক-পূরক-কুম্ভকেষ্বস্তি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদ-ইতি প্রাণায়াম-সামান্য-লক্ষণমেতদিতি। তথাহি যত্র বাহ্য-বায়ুরাচম্য অন্তর্ধার্য্যতে পূরকে তত্রাপি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি-বিচ্ছেদঃ। যত্রাপি কোষ্ঠবায়ুর্বিরেচ্য বহিঃধার্য্যতে রেচকে, তত্রাস্তিশ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ এবং কুম্ভকেঽপি ইতি।'

প্রাণায়ামত্রয়ের বিশেষ লক্ষণও পাতঞ্জলে উক্ত হইয়াছে—

"বাহ্যাভ্যন্তর-স্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ-সূক্ষ্মঃ।" যোগসূত্র সাধ° ৫০। প্রশ্বাসপূর্ব্বক যে গতির অভাব তাহাকে বাহ্যবৃত্তি অর্থাৎ রেচক, শ্বাসপূর্ব্বক যে গতির অভাব তাহাকে আভ্যন্তর বৃত্তি অর্থাৎ পূরক, শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের অভাবকে স্তম্ভবৃত্তি অর্থাৎ কুম্ভক বলে। অমৃতবিন্দূপনিষদে দুইপ্রকার কুম্ভক উক্ত হইয়াছে—

"বক্ত্রেণোৎপলনালেন বায়ুং কৃত্বা নিরাশ্রয়ম্।
এবং বায়ুর্গ্রহীতব্যঃ কুম্ভকস্যেতি লক্ষণম্॥ অমৃতবিন্দূপ° ১২।

মুখ পদ্মনালের তুল্য করিয়া, বায়ুর নিঃসারণ করিয়া অবরোধ করিবে। ইহাকে একপ্রকার কুম্ভক বলে। ঐ প্রকারে বায়ুর আকর্ষণ করিয়া অবরোধ করার নামও কুম্ভক।

[প্রাণায়াম শব্দ দেখ।]

প্রাণবায়ুর আকর্ষণপূর্ব্বক স্তম্ভনস্বরূপ স্তম্ভবৃত্তিকে কুম্ভক বলে, যেমন কুম্ভমধ্যে জল নিশ্চল হইয়া থাকে, সেইরূপ কুম্ভকেও প্রাণবায়ু স্থিরভাব অবলম্বন করে, এই নিমিত্তই ইহাকে কুম্ভক বলে। ("আন্তরস্তম্ভকবৃত্তিঃ কুম্ভকঃ। তস্মিন্ জলমিব কুম্ভে নিশ্চলতয়া প্রাণা অবস্থাপ্যন্তে ইতি কুম্ভকঃ।"
ভোজবৃত্তি।)

কুম্ভকভট্ট, শ্রাদ্ধসাগর নামক স্মৃতি-সংগ্রহকার।

কুম্ভকর্ণ (পুং) কুম্ভৌ-ইব কর্ণৌ অস্য বহুব্রী। ১ রাক্ষসবিশেষ, রাবণের মধ্যম ভ্রাতা। বিশ্রবামুনির ঔরসে রাক্ষসের কন্যা কৈকসীর গর্ভে ইহার জন্ম। রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত আছে—

মহামুনি বিশ্রবা তপস্যা করিতেছিলেন, পিতার আদেশে কৈকসী আসিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। মুনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা? কি কারণেই বা আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ?' কৈকসী অধোমুখী হইয়া উত্তর করিল, 'আমার পিতার নাম সুমালী, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতেই আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি অন্তর্যামী, কি কারণে আসিয়াছি তাহা স্বয়ংই জানিতে পারিবেন।' কিয়ৎকালপরে মুনি বলিলেন, 'তোমার তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা হইবে। প্রথম দুই পুত্র অতিশয় দুশ্চরিত্র হইবে, কনিষ্ঠ পুত্রের ধর্ম্মে মতি থাকিবে।' রাক্ষসী বর পাইয়া চলিয়া গেল। ক্রমশঃ তাহার তিন পুত্র ও একটী কন্যা হইল। তাহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম কুম্ভকর্ণ। কুম্ভকর্ণ বাল্যকালেই অতিশয় দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিল। তাহার অমিত-পরাক্রমে দেবতাগণ সকলেই সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন। মাতামহের উপদেশে ইহারা তিনজনেই ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইহাদের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর দিতে আসিবার কালে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, 'বর না পাইয়াই কুম্ভকর্ণ যেরূপ দুর্দ্দান্ত হইয়াছে, বর পাইলে আর ত্রিভুবনের নিস্তার নাই।' ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের নিকট পাঠাইলেন। পরে ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'রাক্ষস! আমি বর দিতে আসিয়াছি। যাহা অভীষ্ট থাকে প্রার্থনা কর।' কুম্ভকর্ণ বলিলেন, 'আমি সর্ব্বদাই ঘুমে অচেতন থাকিতে পারি, এই-

রূপ বিধান করুন্।' ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর রাবণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ব্রহ্মার নিকট অনেক প্রার্থনা করায়, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ছয় মাস পরে একদিন জাগরিত হইবে। কিন্তু অকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে।' পরে দুষ্টমতি রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত প্রথমবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কুম্ভকর্ণকে অকালে জাগরিত করিলে কুম্ভকর্ণ রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। (রামায়ণ উত্তরকাণ্ড।)

মহাভারতের মতে পুষ্পোৎকটার গর্ভে কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রামানুজ লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হন। (ভারত বনপর্ব্ব।) কৃত্তিবাসের রামায়ণে ইহাদের মাতার নাম নিকষা উক্ত হইয়াছে। ইহার কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামক দুইটী পুত্র ছিল।

২ মেদপাটের রাজা, প্রসিদ্ধ বাস্তু-শাস্ত্রকার মণ্ডনের প্রতিপালক। ৩ 'পাঠ্যরত্নকোশ' নামক গ্রন্থ রচয়িতা।

কুম্ভকর্ণ মহেন্দ্র, একজন বিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীত-মীমাংসা, সঙ্গীত-রাজ ও গীতগোবিন্দের 'রসিকপ্রিয়া' নামে টীকা রচনা করেন।

কুম্ভকামলা (স্ত্রী) কামলারোগবিশেষ, পাণ্ডুরোগ। ইহার মুষ্টিযোগ—বহেড়া কাঠের অগ্নিতে মণ্ডুর পোড়াইয়া ক্রমশঃ ৮ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে, পরে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। [পাণ্ডুরোগ দেখ।]

২ সর্পবিশেষ। ৩ কুক্কুভপক্ষী, বন্যকুক্কুটবিশেষ। (ত্রি) ৪ কুম্ভ। ৫ একজন প্রাচীন কবি। ক্ষেমেন্দ্র ঔচিত্য-বিচারচর্চ্চায় গৌড়-কুম্ভকার নাম দিয়া ইহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কুম্ভকার, আচরণীয় শূদ্র জাতিবিশেষ, কুমার।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে—

"বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ ॥ ১৯ ॥
মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কাংস্যকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায়।

বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রস্ত্রীতে বীর্য্যাধান করিলে নয় প্রকার শিল্পকারী উৎপন্ন হয়। মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার বা শাঁখারী, কুম্ভকার ও কাংস্যকার বা কাঁসারী, এই ছয় শ্রেণীই অপর শিল্পিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। [কাঁসারি দেখ।]

ভার্গবরামোক্ত জাতিমালা মতে—

"পট্টিকাৎ গোপকন্যায়াং কুলালো জায়তে ততঃ।"

পট্টিক হইতে গোপকন্যার গর্ভে কুম্ভকার জাতির উৎপত্তি। পরশুরাম-পদ্ধতিতেও কুম্ভকার জাতির উৎপত্তি ঐরূপই লিখিত হইয়াছে।

রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালা মতে—

"পট্টকারাচ্চ তৈলক্যাং কুম্ভকারো বভূব হ।"

পট্টকার হইতে তেলীর গর্ভে কুম্ভকারজাতির উৎপত্তি।

"বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌরাৎ কুম্ভকার স উচ্যতে" এইরূপ বচনও পাওয়া যায়। তাহাতে বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে কুম্ভকার জাতির উৎপত্তি বলিয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে কুম্ভকার উৎপন্ন হইয়াছে, বলিয়া এক পৃথক্ মতও দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই সমস্ত সঙ্করজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এক মত প্রায়ই দেখা যায় না।

ইহাদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে অন্যান্য সঙ্করজাতির ন্যায় বেশ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহারা বলে যে মহাদেবের বিবাহের সময় কুম্ভের প্রয়োজন হয়; কিন্তু কেহ তখন কুম্ভ প্রস্তুত করিতে জানিত না। সেই অভাবে পড়িয়া মহাদেব তাঁহার গলদেশের রুদ্রাক্ষমালা হইতে দুইটী রুদ্রাক্ষ লইয়া একটী হইতে একজন পুরুষ, অপরটী হইতে একজন নারী সৃষ্টি করেন। তাহারা তাঁহার বিবাহের ঘট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। ঐ স্ত্রীপুরুষ হইতেই কুম্ভকার জাতি হইয়াছে। এই জন্যই বোধ হয়, বঙ্গদেশীয় কুম্ভকারেরা তাহাদের চক্রের উপর মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিয়া থাকে এবং তাহাদের উপাধি 'রুদ্রপাল' বলিয়া উল্লেখ করে। জাতিবিভাগ মধ্যে ইহারা নবশাখের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত।

ইহারা মৃত্তিকার জলপাত্র, রন্ধনপাত্র, দেবতা ও পুত্তল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে ও তাহাই বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। স্থানভেদে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের উপাসনা, আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক অবস্থাও স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। এক বঙ্গদেশেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ২০ প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর কুম্ভকার আছে।

ঢাকা-অঞ্চলে বড়ভাগিয়া, ছোটভাগিয়া, রাজমহালিয়া, খট্টা ও মগী এই পাঁচ শ্রেণীর কুম্ভকার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে বড়ভাগিয়া আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তাহাদের মধ্যেও আবার অবান্তর শ্রেণী আছে। বড়ভাগিয়ারা কৃষ্ণবর্ণ ও ছোটভাগিয়ারা লালরঙের মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। রাজমহালিয়ারা রাজমহল হইতে আসিয়া ঢাকায় বাস করিয়াছে। ইহাদের ভাষা বাঙ্গালা ও হিন্দীতে

মিশ্রিত। খট্টা কুম্ভকারেরা বলে, তাহারা পাটনার মঘইয়া-বংশোদ্ভব। তাহারা রাজমহালিয়া ভিন্ন অন্যান্য কুম্ভকারদিগের জল ব্যবহার করিয়া থাকে। ঢাকায় ইহাদের অধিকাংশই নানকশাহী, কিন্তু অন্যান্য কুম্ভকারদিগের ন্যায় ইহারা বৈশাখমাসে মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে। খট্টা কুম্ভকারেরা কুঁজো, নল, খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে, কিন্তু প্রতিমা-গঠন করে না। যুগীদিগের ন্যায় ইহারা একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। মগী কুম্ভকারেরা জাতিচ্যুত। মগেরা ঢাকা আক্রমণ-কালে তাহাদের জাতি নষ্ট করিয়াছে অথবা মগ ও কুম্ভকার এই উভয় জাতির সংমিশ্রণে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থির নির্ণয় করা যায় না। ফলতঃ যে কারণেই হউক ইহারা অন্যান্য হিন্দু কুম্ভকার হইতে পৃথক্।

নোয়াখালী ও তাহার সন্নিকটে চারি শ্রেণীর কুম্ভকার দেখিতে পাওয়া যায়—ভুলুয়া, সরালিয়া, চাটগাঁ ও সন্দীপা। ইহাদের ব্যবহার পরস্পর বিভিন্ন।

পাবনা অঞ্চলে শিরস্থান, মাঝাস্থান, চন্দনসার, চৌরাশী ও দাসপাড়া এই পাঁচশ্রেণীর কুম্ভকার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে শিরস্থানেরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া বাস করিতেছে এইরূপ বোধ হয়। ইহাদের জল ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করেন না। চৌরাশীশ্রেণী সম্বন্ধে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তাহারা পূর্ব্বে চন্দনসার শ্রেণীর মধ্যেই ছিল, পরে দাসপাড়াদিগের মধ্যে আসিয়া বাস করে। একদিন মুর্শিদাবাদের নবাব ঐ স্থানে বেড়াইতে আসেন, সেই সময়ে তাহারা তাঁহাকে কতকগুলি মৃত্তিকার ফল ও পুষ্প উপহার দেয়। সেগুলি এমন সুন্দর নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, নবাব প্রীত হইয়া তাহাদের চৌরাশীখানি গ্রাম পুরস্কার দিয়াছিলেন। তদবধি তাহারা চৌরাশী নামে খ্যাত। তখন হইতে তাহারা তাহাদিগের সমাজে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। যাহারা তাহাদিগের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা পরামাণিক উপাধি পাইল এবং অপরেরা তাহাদের অপেক্ষা জাত্যংশে অধম হইল, তাহাদের শ্রেণীর নাম হইল মুজগর্ণি। অপর যাহারা তাহাদিগের বংশে কন্যাসম্প্রদান করিয়াছিল, তাহারা 'পানপাত্র' কুমার হইল। এইরূপে তাহারা মুর্শিদাবাদে চারি পৃথক্‌শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

মুর্শিদাবাদ এবং হুগলী-অঞ্চলে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীর কুমার দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, ইহাদের বাসস্থান হইতেই ইহাদের শ্রেণীর নাম হইয়াছে। প্রবাদ আছে, যে বারেন্দ্র-কুমারেরা আদি রুদ্রপালের পুত্রদিগের কোন একজন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহার ভগিনীর সহিত কুকার্য্যে লিপ্ত ছিল। মুর্শিদাবাদে দাসপাড়া শ্রেণীরও কুম্ভকার আছে, প্রবাদ এইরূপ তাহারা রুদ্রপালের দাসীগর্ভসম্ভূত পুত্র হইতে উৎপন্ন। এ প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না।

যশোর অঞ্চলে বেলগাছি, দাসপাড়া, নৌতন ও ভূষণা এই চারিশ্রেণীর কুম্ভকার আছে। ইহাদের গোত্র অলদোশি, অলম্যান, হংস, কনক, কাশ্যপ, ঋষি ও শাণ্ডিল্য।

বেহার, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় মঘইয়া, কনৌজিয়া, ত্রিহুতিয়া, দেশী বা দেশোয়ার, বর্‌ধিয়া, বিয়াহুত, অযোধ্যাবাসী, অর্দ্ধৌতি, গোদহিয়া, চাপুয়া, বনৌধিয়া, মসবার, বঙ্গালী বা রাঢ়ী ও তুর্ককুমার এই কয়টী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে মঘইয়া কুমারের—অম্বইত, বৈদ, বারিক, বিশ্বাস, চৌধ্রিয়ান্, গাইম্, জেরুহেত, কাপড়, কাশ্যপ, কথল্‌মলেত, খেরি, মধুস্ত, মহাথা, মহায়ন্, মাহেশ্বর, মেতর, মুখ, নাগ, পচ্‌মইত, পাঁজিয়ার, পড়ারিত, ফর্কীএৎ, রাউৎ, রাবোঢ়, সেনাপৎ, সনমইন্ ও থরইৎ ইত্যাদি গোত্র ও উপাধিভেদ আছে। অযোধ্যাবাসীরা বলে, তাহারা অযোধ্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া বেহারে বাস করিতেছে।

বাঙ্গালী অথবা রাঢ়ী কুমারেরা বাঙ্গালা হইতে বেহারে আসিয়া বাস করিতেছে। চাপুয়া-কুমারদিগের নামে একটু নূতনত্ব আছে, তাহারা যে সমস্ত জিনিস গড়ে, তাহারই কোন একটা জিনিসের নামে আপনাদের নামকরণ করে। তুর্ককুমারেরা মুসলমান।

সিংভূমের কুমারেরা চান, খরুয়া, মহের, মণ্ডপ, নতন্য, রাণুবাদ, শীকারী, সিংহ, সুরবনি ও তুমলিয়া এই কয় উপাধিতে বিভক্ত।

মানভূমে বাইহড়, কাশ্যপ, মীন, নাগ ও শাণ্ডিল্য এই কয় গোত্রের কুম্ভকার দেখিতে পাওয়া যায়।

লোহারডাগায় বার, গরহতিয়া, হাতি, কঞ্চী, পরিহর, সিসিঙ্গি, তুম্‌লি বা বর্ণি এই কয় উপাধিধারী কুমার আছে।

উড়িষ্যায় জগন্নাথী ও খট্টা এই দুইশ্রেণীর কুম্ভকার দেখিতে পাওয়া যায়। জগন্নাথী বা উড়িয়া কুমারেরা দাঁড়াইয়া বৃহৎপাত্র প্রস্তুত করে। খট্টা কুমারেরা বসিয়া বসিয়া চাক্ ঘুরায় ও ছোট ছোট মৃৎপাত্র ও খেলনা প্রস্তুত করে। ইহারা সংখ্যায় জগন্নাথী অপেক্ষা নিতান্ত অল্প। অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়া ইহারা উড়িষ্যায় বাস করিতেছে।

জগন্নাথীদিগের মধ্যে ভদ্‌ভদ্রিয়া, গরু, কৌণ্ডিন্য, কূর্ম্ম, মুদির, নেউল ও সর্প এই কয় গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

উড়িষ্যার জগন্নাথী কুমারদিগকে তাহাদের গোত্রের অদ্ভুত অদ্ভুত নামের সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, তাহারা বলে যে "আমাদের গোত্রের আদিপুরুষ সকলেই মুনি ছিলেন, তাঁহারা দক্ষযজ্ঞে যাইয়া মহাদেবের ভয়ে ঐ সমস্তরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করেন।" তদবধি তাঁহাদের নাম ঐরূপ হইয়াছে। ইহারা স্ব স্ব গোত্রের নামানুযায়ী জীবের প্রতি প্রভূত দয়া ও ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, কখন তাহাদিগকে বধ বা কোনরূপে তাহাদের অনিষ্ট করে না।

উড়িষ্যার খট্টা কুম্ভকারেরা কাশ্যপগোত্রীয়।

বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার কুম্ভকারদিগের বেহারা, বিশ্বাস, দাস, দেউড়ী, কুন্‌কাল, মাহতো, মাঝি, মরর, মরিক, মেহ্‌ন, পাল ও রাণা এই কয়টী পদবী দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গের কুম্ভকারেরা স্বগোত্রে বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু মবইয়া ও বেহারের অধিকাংশ অন্যান্য কুমারদিগের মধ্যে স্বগোত্রে কিম্বা মাতুলগোত্রে অথবা পিতৃমাতুল ও মাতৃমাতুলগোত্রে বিবাহ করিতে নাই।

জগন্নাথী কুমারেরা পরস্পর আদান প্রদান করে। ইহারা আবার শালমৎস্যের গায়ে ঢাকের মতন দাগ আছে বলিয়া তাহার পূজা করে। খট্টা কুমারেরা স্বশ্রেণীর মধ্যে অন্য গোত্রের অভাবে স্বগোত্রে বিবাহ করিয়া থাকে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কুম্ভকারদিগের মধ্যে আদান-প্রদান সম্বন্ধে বিস্তর বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবাহসম্বন্ধে দেখা যায় যে বেহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরের কুম্ভকারদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ অধিক প্রশস্ত হইলেও ইহারা অধিক বয়সে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ দিয়া থাকে। সিংভূম ও উড়িষ্যার করদরাজ্যমধ্যে প্রাপ্ত-বয়স্কাদিগেরই বিবাহ প্রচলিত। বঙ্গদেশের কুমারেরা বয়ঃ-প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ দিয়া থাকে।

সকল কুমার মধ্যেই বিবাহের সময় পানপাত্র ব্যবহার প্রচলিত আছে। এই সময়ে ইহারা কন্যাপণ স্বরূপ কন্যার পিতার হস্তে একটী পান দিয়া থাকে। ইহাদের কন্যাপণ পূর্ব্বে পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক ছিল। এমন কি কন্যার মূল্য ৫০০৲ হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছে। বিক্রম-পুরের কুমারেরা সকলের অপেক্ষা কন্যাবিক্রয়ে অধিক টাকা পাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার কন্যাপণ না দিয়া বিবাহ করা অসম্মানের কার্য্য বলিয়া মনে করে।

মুর্শিদাবাদের—পরামাণিক, পানপাত্র ও মুজগর্ণি কুমা-রেরা এখন বিবাহ করিতে পাত্রপণ পাইয়া থাকে। বিবাহ-কার্য্য সমস্তই যথার্থ হিন্দুমতে হইয়া থাকে। জগন্নাথীরা গাঁটছড়া বাঁধাই বিবাহের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করে। উড়িষ্যার খট্টাকুমারেরা বিবাহান্তে বিন্ধ্যবাসিনীর হোম করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ অল্প প্রচ-লিত। বঙ্গদেশীয় কুম্ভকারেরা উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দু-দিগের ন্যায় বিধবাবিবাহ বা পত্নীপরিত্যাগ করে না। বেহার, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যার কুমারদিগের মধ্যে বিয়াহুত শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য কুম্ভকার-বিধবারা সাঙ্গা করিতে পারে, কিন্তু দেবরকে বিবাহ করিতে হইবে বলিয়া কোন বিশেষ বাধ্যবাধকতা নাই। পত্নী অসতী হইলেই কেবল, পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া পরিত্যাগ করিতে পারে। পরিত্যক্তা পত্নী সর্ব্বত্র অসম্মানের পাত্র হইয়া থাকে, কিন্তু সে পুনরায় সাঙ্গা করিতে পারে। উড়িষ্যায় এই পত্নী-পরি-ত্যাগের পত্র পঞ্চায়তেরা (ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মত) তাল-পত্রে পাতি লিখিয়া দিয়া থাকে। পত্নী পরিত্যাগ করিতে হইলে উড়িয়া কুমারদিগকে পরিত্যক্তা পত্নীকে ছয়মাসের ভরণপোষণ দিতে হয়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কুম্ভকারেরা প্রবাদ অনুসারে মহাদেব হইতে উৎপন্ন হইলেও অনেকে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। বঙ্গ ও বেহারের কুমারদিগের ধর্ম্মকার্য্য সমস্তই তাহাদের উচ্চতর ও সমজাতীয় হিন্দুদিগের ন্যায়, অপর শিল্পকারদিগের ন্যায় ইহারাও বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া থাকে।

জগন্নাথী কুমারেরা রাধাকৃষ্ণ ও জগন্নাথের পূজা করিয়া থাকে। কটকের খট্টাকুমারেরা ঢাকার খট্টাকুমারদিগের ন্যায় নানকপন্থী, তাহারা গুরুনানকের পূজা করিয়া থাকে। বিন্ধ্যবাসিনী-মূর্ত্তিতে দুর্গাপূজাও তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে।

জগন্নাথী কুমারেরা তাহাদের আদিপুরুষ বলিয়া রুদ্র-পালের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে, তাহারা রুদ্রপালের মূর্ত্তি রাধা ও কৃষ্ণের প্রতিমার মধ্যস্থলে রাখিয়া দেয়। অগ্র-হায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে তাহারা এই দেবতার পূজা করিয়া থাকে। তাহারা এই পর্ব্বকে ওড়ানষষ্ঠী বলে। কটকের খট্টারা কুম্বার (কুমার) নামে তাহাদের জাতির আদিপুরুষকে অগ্রহায়ণ মাসে পূজা করিয়া থাকে, সেই সময়ে শীতলারও পূজা করে। চৈত্রমাসে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা করিয়া থাকে। বেহারপ্রদেশে ঐ কুম্বার গাইয়ান্ (প্রেত)-দিগের অধিপতি দেবতা। তজ্জন্য তাহারা মাংস উপহার দিয়া মধ্যে মধ্যে

ইহার পূজা দিয়া থাকে। বেহারী কুম্ভকারেরা বিষহরি, গোখা, শম্ভুনাথ প্রভৃতি সর্পের দেবতা ও বৎসর মধ্যে মাঘ, ফাল্গুন, বৈশাখ ও শ্রাবণ এই চারিমাসে চারিবার বন্দী, গোরইয়া এবং পাঁচপীরের পূজা করিয়া থাকে। ছোট নাগপুরের কুমারদিগের মধ্যে আর্য্য ও অনার্য্য উভয়বিধ দেবতার পূজাই প্রচলিত আছে। তাহারা যথাকালে হিন্দুদিগের সকল দেবতাই পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু অনার্য্য দেবতা কাণাবুরু, মাথাবুরু ও কাঁকিবুরুরও পূজা এবং তাহাদের উদ্দেশে বলি দিয়া থাকে। (বুরুগুলি পর্ব্বত-দেবতা)। ব্রাহ্মণেরা এ পূজায়ও পৌরোহিত্য করেন ও যথারীতি প্রদত্ত উপহারগুলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বোধ হয় অনার্য্য সংস্রবেই ইহারা এই অনার্য্য দেবতার পূজা করিতে শিখিয়াছে। বঙ্গদেশের কুমারেরা বৈশাখ মাসের প্রথমদিনেই মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি চাকের উপর নির্ম্মাণ করিয়া রাখে, সমস্ত মাস তাহারা আর চাকে কাজ করে না, সংক্রান্তির দিন পূজা করিয়া মূর্ত্তি বিসর্জ্জন করে; তাহার পর পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করে। পৌষ-সংক্রান্তিতে তাহারা তাহাদের সমস্ত যন্ত্র বিশ্বকর্ম্মার সম্মুখে রাখিয়া বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া থাকে।

সকল কুম্ভকারেরাই মৃতব্যক্তিকে দাহ করিয়া থাকে। বঙ্গদেশের ও উড়িষ্যার কুমারেরা একমাস মৃতাশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে ও মাসান্তে শ্রাদ্ধ করে। বেহার, ছোট নাগপুর, ঢাকা ও কটকের খট্টা-কুমারেরা দশদিন মৃতাশৌচ গ্রহণ করে ও একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ত্রয়োদশ দিবসেও শ্রাদ্ধক্রিয়া হইয়া থাকে।

জগন্নাথী কুম্ভকারেরা বৈষ্ণব হইলেও সকল প্রকার হিন্দুর খাদ্য মৎস্য ও মাংস খাইয়া থাকে, কেবল শালমাছ খায় না। ইহারা কোন উৎসবে তেলী প্রভৃতি সমশ্রেণীর লোকের সহিত একত্র আহার করিয়া থাকে, অন্য সময়ে একত্র অন্ন আহার করে না ও তেলী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীস্থ কোন লোকের জল পর্য্যন্ত পান করে না। খট্টা কুমারেরা নানকশাহী হইলেও মৎস্যমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। অধিক মদ্যপান উভয়শ্রেণীরই নিষিদ্ধ। বঙ্গদেশীয় কুম্ভকারেরাও মৎস্য এবং মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যজাতির অন্ন আহার করে না।

বেহারী কুম্ভকারও আহার-সম্বন্ধে ঐরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকে, কিন্তু 'বগার' মাছ খাওয়া তাহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ।

বঙ্গদেশের মধ্যে ঢাকার রাইবাজারে কুম্ভকারদিগের প্রস্তুত সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়। ত্রিপুরার বিজয়পুরেও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর দ্রব্য পাওয়া যায়। সমস্ত বাঙ্গালার মধ্যে এই দুই স্থানের কুমারেরাই অধিক শিল্পনিপুণ। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের গণনায় বঙ্গবিহার ও উড়িষ্যায় ৮,১৪,৫৭০ জন কুম্ভকারের সংখ্যা হইয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে কনৌজিয়া, হথেলিয়া, স্বারিয়া, বর্দ্ধিয়া, গোদহিয়া, কস্‌গর বা কস্তোর ও চৌহানী মিশ্র এই কয়শ্রেণীর কুম্ভকার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বর্দ্ধিয়ারা বলদের পৃষ্ঠে মৃত্তিকা বোঝাই দেয়, গোদহিয়ারা ঐ কার্য্যে গাধা নিযুক্ত করে। চৌহানী মিশ্রেরা বলে যে তাহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রায় ৫ লক্ষ কুমার আছে। এক গোরখপুর অঞ্চলেই তাহার প্রায় অর্দ্ধসংখ্যক বাস করে।

দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও কুম্ভকার জাতির বাস আছে, তাহারা স্বদেশে 'কুম্ভার' নামে খ্যাত, তাহাদের আচার ব্যবহারও কিছু স্বতন্ত্র। [কুম্ভার দেখ।]

কুম্ভকারক (পুং) কুক্কুভ পক্ষী, পাতকুকোপাখী।

কুম্ভকারকুক্কুট (পুং) কুক্কুটবিশেষ।

কুম্ভকারিকা (স্ত্রী) কুলত্থবৃক্ষ, কুল্‌থী কলাই।

কুম্ভকারী (স্ত্রী) কুম্ভকার-ঙীপ্ (টিড্ঢাণঞ্ দ্বয়সজ্দ'। পা ৪।১।১৫।) ১ কুম্ভকারপত্নী। ২ কুলথাঞ্জন। ৩ মনঃশিলা।

কুম্ভকেতু (পুং) অসুরবিশেষ, ইনি সম্বরাসুরের শত পুত্রের মধ্যে একজন। সম্বরাসুরযুদ্ধে কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। (হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ১৬৩ অঃ।)

কুম্ভকোণ (পুং) ১ কুম্ভের কোণ। ২ জনপদবিশেষ। কুম্ভঘোণ নামে বিখ্যাত। [কুম্ভঘোণ দেখ।]

কুম্ভঘোণ (ক্লী) মান্দ্রাজের অন্তর্গত একটী তীর্থ। এই তীর্থ কাবেরী নদীর তীরে ও তঞ্জাবুর হইতে উত্তরপূর্ব্বে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ চিদম্বরতীর্থ হইতে রেলপথে ৫ ঘণ্টার কিছু কম সময় লাগে। এই তীর্থ বরাবর তঞ্জাবুরের রাজাদিগের অধীনে ছিল। স্থলপুরাণের মতে—প্রলয়ের সময় শিকায় করিয়া এক ঘড়া অমৃত মহামেরুর গায়ে ঝুলাইয়া রাখা হয়। প্রলয়ের জল বাড়িয়া বাড়িয়া শিকায় লাগিল, কলসী ভাসিল, ভাসিয়া দক্ষিণদিকে চলিল, শেষে প্রলয়ান্তে এই স্থানে কলস পড়িয়া থাকে এবং তাহার নাসা অর্থাৎ কাণা ভাঙ্গিয়া অমৃত গড়াইয়া পড়ে। ভগবান্ শঙ্কর দেখিলেন, অমৃত পড়িয়া এই স্থল পবিত্র হইয়াছে, অতএব ইহা তীর্থভূমি এই ভাবিয়া সেই স্থানে লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইলেন।

এই লিঙ্গদেবই এখানকার প্রধান দেবতা কুম্ভেশ্বর *। কুম্ভের নাসা বা কাণা হইতে তীর্থের নাম কুম্ভঘোণ হইয়াছে।

এই স্থান এক সময়ে চোলরাজাদিগের রাজধানী ছিল। করিকাল রাজা এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। চিদম্বরের ব্রাহ্মণেরা দীক্ষিত নামে অভিহিত হইতেন এবং সংখ্যায় তাঁহারা ৩০০০ মাত্র ছিলেন। ক্ষেত্রমাহাত্ম্যের মতে এই তিন হাজার দীক্ষিত পদ্মযোনির আদেশে বারাণসীতে গিয়া বাস করেন। স্থলপুরাণের মতে, তৎপরে যখন পঞ্চম মনুর পুত্র গৌড়রাজ শ্বেতবর্ণ বা হিরণ্যবর্ণ চিদম্বরে ছিলেন, তখন তিনি চিদম্বরের আকাশরূপী শঙ্কর চিদম্বর-রহস্যদেবের আদেশে উক্ত তিনহাজার দীক্ষিতকে স্বদেশে আনয়ন করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রগাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। যে সভায় ইঁহারা সমবেত হন, তাহাকে কনক সভা বলে। স্থলপুরাণোক্ত মধুরার কুন্ ওরফে সুন্দরপাণ্ড্য এই কনকসভায় যখন আসেন, তখন কুম্ভঘোণ দেখিয়া যান। কাহারও মতে, খৃঃ দশম শতাব্দীর মধ্যকালে চোলরাজ বীর চোলরায় কনকসভা নির্ম্মাণ করেন।

কুম্ভঘোণে ৬টি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। ১ম কুম্ভেশ্বর, ২য় সোমেশ্বরস্বামী, ৩য় নাগেশ্বরস্বামী, ৪র্থ শার্ঙ্গপাণিস্বামী, ৫ম চক্রপাণিস্বামী ও ৬ষ্ঠ রামস্বামী।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তঞ্জাবুরের নায়কবংশীয় শিবাপ্পা নায়কের পৌত্র রঘুনাথ-নায়ক রামস্বামীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। নায়করাজেরা বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং অনুমান হয় যে শার্ঙ্গপাণি ও চক্রপাণির মন্দিরও তাঁহাদিগেরই নির্ম্মিত। চোলরাজগণ শৈব ছিলেন, সুতরাং তাঁহারাই হয়তো খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অপর তিনটি শৈব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। ন্যূনাধিক ৫শত বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্মীনারায়ণ স্বামী নামক একব্যক্তি শৈব মন্দিরগুলির সংস্কার, পরিবর্দ্ধন ও সেবানির্ব্বাহের জন্য নিষ্কর ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া দেন। তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তিও অদ্যাপি দেবালয়ে রহিয়াছে, পূজকেরা প্রত্যহ তাঁহারও পূজা করিয়া থাকেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রসিদ্ধ শৃঙ্গেরি মঠের একটি শাখা-মঠ এখানে আছে। মঠাধ্যক্ষও শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হন।

কুম্ভঘোণের সুবৃহৎ গোপুর ভারতবিখ্যাত, এই গোপুরে শিল্প ও কারুকার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

কুম্ভঘোণ সহরটি বেশ জনাকীর্ণ, লোকসংখ্যা ৫০০৯৮। হিন্দুর মধ্যে শতকরা ২০ জন ব্রাহ্মণের বাস আছে। প্রতিবৎসর দেবালয়ে অনেকগুলি উৎসব হয়—

১। বৈশাখ বা মেষমাসে চৈত্রোৎসব।

২। জ্যৈষ্ঠ বা ঋষভমাসে ১০ দিন ব্যাপিয়া বসন্তোৎসব, এই সময় ভগবান্ বসন্ত-বায়ু-সেবনে বহির্গত হন।

৩। কর্কটমাসে (শ্রাবণ) ৭ দিন ধরিয়া পবিত্রোৎসব।

৪। আশ্বিন বা কন্যামাসে নবরাত্রোৎসব।

৫। কার্ত্তিক বা তুলামাসে ১০ দিন ধরিয়া ঝুলানোৎসব।

৬। পৌষ বা ধনুমাসে ২০ দিন ধরিয়া বেদাধ্যয়ন ও রথোৎসব।

৭। মকর বা মাঘমাসে তেপ্পন বা জলক্রীড়োৎসব।

৮। মীন বা চৈত্রমাসে পুঙ্গলোৎসব।

এতদ্ব্যতীত প্রতি ১২ বৎসরে মাঘমাসে মহাকুম্ভমেলা হইয়া থাকে।

কুম্ভেশ্বর শিবলিঙ্গাকার, চক্রপাণি দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্ত্তি, শার্ঙ্গপাণি শেষ-নাগশয্যায় অর্দ্ধশায়িত বিষ্ণু, তাঁহার নাভি হইতে পদ্ম উত্থিত, বামহস্তে শার্ঙ্গধৃত শেষনাগ এবং রামস্বামী মন্দিরে ধনুর্ব্বাণ-হস্ত শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত।

এখানে একটি কলেজ ও অনেকগুলি সংস্কৃত টোল আছে। এতদ্ভিন্ন জেলখানা, পান্থনিবাস প্রভৃতিও আছে।

কুম্ভচক্র (ক্লী) চক্রবিশেষ। [চক্র দেখ।]

কুম্ভজ (পুং) কুম্ভে জায়তে, কুম্ভ-জন্-ড। ১ অগস্ত্যমুনি। ২ বৃক্ষবিশেষ, দ্রোণপুষ্পী। ৩ দ্রোণাচার্য্য। (ত্রি) ৪ কুম্ভজাত।

কুম্ভজন্মা [ন্] (পুং) কুম্ভে জন্ম উৎপত্তি র্যস্য। অগস্ত্যমুনি।

কুম্ভতুম্বী (স্ত্রী) কুম্ভ ইব তুম্বী, কর্ম্মধা। অলাবুভেদ, গোল-লাউ। সংস্কৃত পর্য্যায়—কুম্ভালাবু, গোরক্ষতুম্বী, গোরক্ষী, নাগালাবু, ঘটাভিধা ও ঘটালাবু। ইহার গুণ—মধুর, শীতল ও পিত্ত, জর, শ্বাস, অস্র ও কাশরোগনাশক।

কুম্ভদাসী (স্ত্রী) কুম্ভস্য বেশ্যাপতের্দাসী, ৬তৎ। ১ কুট্টনী, কুটনী। ২ কুম্ভিকা, পানা।

কুম্ভনাভ (পুং) কুম্ভ ইব নাভিরস্য, বহুব্রী, কুম্ভ-নাভি-অচ্। দৈত্যরাজ বলির পুত্র।

কুম্ভপতিয়া, উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। [কুম্ভপাতিয়া দেখ।]

কুম্ভপদ্যাদি, কুম্ভপদী, একপদী, জালপদী, মুনিপদী, শূলপদী, গুণপদী, শতপদী, সূত্রপদী, গোধাপদী, কলশীপদী, বিপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, ষট্পদী, দাসীপদী, তৃণপদী, শিতিপদী, বিষ্ণুপদী, সুপদী, নিষ্পদী, আর্দ্রপদী, কুণিপদী, কৃষ্ণপদী, শুচিপদী, দ্রোণীপদী, (দ্রোণপদী), দ্রুপদী, সূকরপদী,

* নেপালী বৌদ্ধদিগের স্বয়ম্ভূপুরাণে এই 'কুম্ভেশ্বর' দেবের উল্লেখ আছে এবং এই স্থান কুম্ভতীর্থ নামে বর্ণিত আছে। [স্বয়ম্ভূপুরাণ ৪র্থ অ:]

শকৃৎপদী, অষ্টাপদী, স্থূণাপদী, অপদী ও সূচীপদী ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গে পাদ শব্দ স্থানে পৎ আদেশ করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। পুংলিঙ্গ হইলে পাদস্থানে পৎ আদেশ হয় না, তন্নিমিত্ত পুংলিঙ্গে কুম্ভপাদ হইবে। (কুম্ভপদীষু চ। পা ৫। ৪। ১৩৯।)

কুম্ভপাতিয়া, উপাসক-সম্প্রদায় ভেদ। সম্বলপুর জেলায় এই সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। এ ছাড়া মধ্যপ্রদেশের ৩০ খানি গ্রামে কুম্ভপাতিয়ারা বাস করে। ইহারা বলে, (প্রায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে) অলেখস্বামী নামক এক দেবপুরুষ তাহাদের মত-প্রবর্ত্তক। তাঁহার রূপ লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না, তিনি হিমালয়ের মত উচ্চ। তিনিই প্রথমে ৬৪ জন ব্যক্তিকে দীক্ষিত করিয়া নিজ মত শিখাইয়া যান।

কুম্ভপাতিয়ারা অলেখস্বামীর ন্যায় ঐ ৬৪ জনকেও দেবভাবে পূজা করে।

ইহারা সকল হিন্দুদেবতাকেই বিশ্বাস করে, কিন্তু কাহারও মূর্ত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না, অথবা মূর্ত্তিরও পূজা করে না। ইহারা বলিয়া থাকে যে, সকল দেবতাই ঈশ্বর-স্বরূপ, কেহই সেই ঈশ্বরস্বরূপ দেখে নাই, যখন কেহ দেখে নাই, তখন কিরূপে সেই মূর্ত্তি কল্পনা করিবে?

ইহারা রোগ হইলে কোন ঔষধ সেবন করে না, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। রোগ হইলে কেবলমাত্র জল ও মাটী গ্রহণ করে।

ইহাদের মধ্যে তিনটী শাখা আছে, তন্মধ্যে দুইশাখা এককালে সংসার-নির্লিপ্ত বৈরাগী, তাহারা জাতিভেদ মানে না। কেবল একশাখা গৃহস্থ।

কুম্ভপাতিয়া বৈরাগীরা উলঙ্গ, কেবল কোমরে একখানি বল্কল পরিধান করে। অপর সম্প্রদায়ের উপর ইহাদের বড়ই আক্রোশ। একবার ইহাদের মধ্যে একজন প্রধান গুরু আপন সুন্দরী শিষ্যার প্রতি আসক্ত হন, তাহাতে কেহ কেহ তাঁহার গ্লানি করিয়াছিল। সেই গুরু শুনিয়া বলিল, "তোমাদের কোন ভাবনা নাই! বিধর্ম্মীদিগের দলন করিবার জন্য এই রমণীর গর্ভে মহাবীর অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিবে।" যথাকালে সেই রমণীর এক কন্যা জন্মিল। প্রথমে ঘৃণা করিয়া কেহই সেই শিশুকে গ্রহণ করিল না। গুরুজী সকলকে ডাকিয়া কহিল—"তোমাদের কোন চিন্তা নাই! এই বালিকাই মন্ত্রবলে, বিধর্ম্মীদিগকে ভস্ম করিবে, ইহাকে গ্রহণ কর।" গুরুর কথায় সকলে ঠাণ্ডা হইল! কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পকাল পরেই বালিকা ইহলোক পরিত্যাগ করিল। তথাপি তাঁহার উপর কুম্ভপাতিয়াদিগের যে বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহা কমিল না। গুরু যেখানে প্রণয়িনীর সহিত বসিতেন, সেইখানে একটি বেদি নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা প্রত্যহ প্রাতঃকালে উভয়কে দেবদেবী ভাবিয়া পূজা করিত।

এই সময়ে আর একদল অপর গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহাদের মধ্যে অতি কঠোর নিয়ম হইল—যে ব্যক্তি নিজ ধর্ম্ম প্রতিপালনে বিমুখ হইবে, যে মিথ্যা কথা কহিবে, কিম্বা কোন গুরুতর পাপ করিবে, তাহার দণ্ড শিরশ্ছেদ।

কয়েক বৎসর হইল, এই সম্প্রদায়ের ১২ জন পুরুষ ও ১৫ জন স্ত্রীলোক জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি পুড়াইয়া দিবার জন্য পুরীতে উপস্থিত হয়, শেষে অপর যাত্রীরা জানিতে পারিয়া তাহাদের গতিরোধ করে। এই সময়ে একজন কুম্ভপাতিয়া নিহত হয়, আর সকলে ধৃত হইয়া ৩মাস কারাবাস ভোগ করে।

কুম্ভপাদ (ত্রি) কুম্ভ ইব মধ্যস্থূলঃ স্ফীতঃ পাদো যস্য, বহুব্রী। স্ফীতপাদ, গোদা। *। স্ত্রীলিঙ্গে পাদ স্থানে পৎ হইয়া কুম্ভপদী-পদ নিপাতনে সিদ্ধ হইবে। (কুম্ভপদীষু চ। পা ৫। ৪। ১৩৯।)

কুম্ভমণ্ডুক (পুং) কুম্ভে মণ্ডুকঃ, পাত্রে সমিতাদিত্বাৎ তৎপুরুষ-নিপাত। (পাত্রে সমিতাদয়ঃ। পা ২। ১। ৪৮।)। কুম্ভস্থিত ভেক যেমন কুম্ভাতিরিক্ত স্থানে যাইতে পারে না, সেইরূপ যাহাদের জ্ঞান ক্ষুদ্রায়তনে সংবদ্ধ, তাহারা তদতিরিক্ত বিষয় ধারণা করিতে পারে না। এই হেতু কুম্ভমণ্ডুক অর্থে স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট, অদূরদর্শী।

কুম্ভমুষ্ক (পুং) কুম্ভ ইব মুষ্কোঽণ্ডো যস্য। বৈদিক দৈত্যবিশেষ, ইহার অণ্ড কুম্ভের ন্যায় বৃহৎ ছিল।

কুম্ভমুদ্রা (স্ত্রী) তান্ত্রিক মুদ্রাবিশেষ।

কুম্ভমূর্দ্ধা [ন্] (পুং) হরিবংশ বর্ণিত দানববিশেষ।

কুম্ভমেলা, কুম্ভ বা পুষ্করযোগ উপলক্ষে যে মেলা হয়। কুম্ভযোগ অপর নাম পুষ্করযোগ, স্থানবিশেষে বারবৎসর অন্তর এই যোগ হয়।

স্কন্দপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"মকরস্থো যদা ভানু স্তদাদেব-গুরুর্যদি।
পূর্ণিমায়াং ভানুবারে গঙ্গা পুষ্কর ঈরিতঃ।
গঙ্গাদ্বারে (গঙ্গোত্তর্য্যাং) প্রয়াগে চ কোটি-সূর্য্য-গ্রহৈঃ সমঃ॥"

মকর রাশিতে বৃহস্পতি এবং সূর্য্য মিলিত হইলে রবিবারে যদি পূর্ণিমা তিথি হয়, তাহা হইলে প্রয়াগ ও হরিদ্বারে (গঙ্গোত্তরীতে) গঙ্গা পুষ্করতুল্য হয়। ইহা কোটি-সূর্য্যগ্রহণের সমান।

"সিংহসংস্থে দিনকরে তথা জীবেন সংযুতে।
পূর্ণিমায়াং গুরোর্বারে গোদাবর্য্যান্তু পুষ্করঃ॥

মেষসংস্থে দিবানাথে দেবানাঞ্চ পুরোহিতে।
সোমবারে সিতাষ্টম্যাং কাবেরী পুষ্করো মতঃ।
কর্কটস্থে দিবানাথে তথা জীবেন্দুবাসরে।
অমায়াং পূর্ণিমায়াং বা কৃষ্ণা পুষ্কর উচ্যতে॥"

স্কন্দপুরাণ—পুষ্করখণ্ড।

সূর্য্য ও বৃহস্পতি সিংহরাশিতে মিলিত হইলে বৃহস্পতিবারে যদি পূর্ণিমা তিথি হয় তবে গোদাবরীতে; সূর্য্য ও বৃহস্পতি মেষরাশিতে সোমবারে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি হইলে কাবেরীতে এবং শ্রাবণমাসে বৃহস্পতি কিম্বা সোমবারে অমাবস্যা কিম্বা পূর্ণিমা হইলে কৃষ্ণানদীতে পুষ্করযোগ হয়।

কুম্ভযোনি (পুং) কুম্ভো যোনিরুৎপত্তিস্থানং অস্য, বহুব্রী। ১ অগস্ত্যমুনি। "মৈত্রের ঔশঃ কবষঃ কুম্ভযোনি।"

ভাগবত ১।১৯।১০।

২ বসিষ্ঠমুনি। ৩ দ্রোণাচার্য্য। ৪ দ্রোণপুষ্পী বৃক্ষ, হিন্দীতে গুম্মা, গুমা বলে। (স্ত্রী) ৫ অপ্সরাবিশেষ। (মহাভারত, ৩।৪৩।৩০।)

কুম্ভযোনিকা (স্ত্রী) দ্রোণপুষ্পী বৃক্ষ।

কুম্ভরাণা, চিতোরের একজন রাজা, মুকুলজীর পুত্র। ইনি ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে আপনার মাতুল মারবাররাজের বিশেষ সহানুভূতি পাইয়া পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। মিবারের অদৃষ্ট ফিরিল, ধর্ম্মবিদ্বেষী শত্রুগণ তাঁহার পরাক্রমে পরাহত হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার অবনত হইল। পরিণামদর্শী কুম্ভরাণা আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে পরিণামে ঘোরবিপদ্ হইবার সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতে তদুপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিলেন। এই সময়ে মালব ও গুর্জ্জররাজ্যের নৃপতিদ্বয় দিনে দিনে চিতোরের সমধিক শ্রীবৃদ্ধিদর্শনে ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া কুম্ভকে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং ১৪৪০ খৃঃ অব্দে উভয়েই সসৈন্যে আসিয়া চিতোরনগর আক্রমণ করিলেন। মহারাজ কুম্ভ লক্ষ অশ্ব ও পদাতিক এবং চতুর্দ্দশ শত হস্তী লইয়া প্রবলপ্রতাপে উভয়কেই পরাজিত করিলেন, অবশেষে মালবের খিলিজিরাজ মুহম্মদকে বন্দী করিয়া লইলেন।

আবুল-ফজল নিজ প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে এই ঘোর সংগ্রামের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বিজাতীয় হইয়াও কুম্ভের উদারতার প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, কুম্ভ মুহম্মদকে নিষ্কৃতিদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মুক্তির বিনিময়ে কিছুমাত্র গ্রহণ করেন নাই, বরং মালবরাজকে বিপুল উপঢৌকন প্রদান করিয়া সম্মানসহকারে তাঁহাকে রাজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে যে, মুহম্মদ ছয়মাস কাল চিতোরে অবরুদ্ধ ছিলেন। রাণা বিজিত মুহম্মদের মুকুট ও জয়লব্ধ অন্যান্য সামগ্রী জয়-নিদর্শনস্বরূপ আপনার রাজধানীতে রাখিয়াছিলেন। বাবর আত্মজীবন বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত মুকুট তিনি রাণা সঙ্গের পুত্রের নিকট হইতে উপহার পাইয়াছিলেন।

বিজয়লাভের ১১ বৎসর পরে রাণাকুম্ভ একটী বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। এই বিজয়স্তম্ভে বিজয়লাভের সমস্তই লিখিত আছে। ভট্টগ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, মালবরাজ পরিশেষে কুম্ভরাণার সহিত বন্ধুতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

কুম্ভ নাগর অধিকার করিয়া হনুমান্ দেবের মূর্ত্তির সহিত কতকগুলি বিশাল কপাট আনয়ন করিয়াছিলেন। হনুমান্ দেবের সেই প্রতিমূর্ত্তি চিতোরের একটী দ্বারে অবস্থিত আছে; চিতোরের সেই বৃহৎ দ্বার "হনুমান্দ্বার" নামে বিখ্যাত। মিবারের রক্ষার নিমিত্ত যে ৮৪টী দুর্গ স্থানে স্থানে বিরাজমান ছিল, তন্মধ্যে ৩২টী কুম্ভরাণা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

আবুপর্ব্বতের শিখরদেশে প্রমারদিগের একটী দুর্গ ছিল, কুম্ভরাণা তাহার জীর্ণ সংস্কার করিয়া তন্মধ্যে আর একটী কোট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গটী তাঁহার অতিশয় প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, তিনি অনেক সময়ে তাহাতে বাস করিতেন। ঐ দুর্গের মধ্যে কতকগুলি প্রস্তর-মন্দির আছে, তাহার একটীর অন্তর্ভাগে কুম্ভ ও তৎপিতার পাষাণনির্ম্মিত দুইটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। যে স্থানে বর্ত্তমান শিরোহী অবস্থিত, সেই স্থানে রাণা বাসন্তী নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন শিরোনল্ল ও দেবগড় সুরক্ষিত করিবার জন্য মাচিন নামে আর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

ইহা ভিন্ন অপর দুইটী কীর্ত্তির বিবরণ পাওয়া যায়। তাহার একটীর নাম কুম্ভগ্রাম, আবুপর্ব্বতের উপর সংস্থাপিত। অপরটী মিবারের উচ্চ প্রদেশসমূহের পশ্চিমপ্রান্তে সদ্রি-পর্ব্বত পথের মধ্যে অবস্থিত। কথিত আছে, এই কীর্ত্তিনিকেতনটী নির্ম্মাণ করিতে ১০ কোটির অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কুম্ভ আপনার কোষাগার হইতে ৮ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট প্রজাগণ সাহায্য করিয়াছিল।

কুম্ভরাণা একজন সুকবি ছিলেন; তাঁহার কবিতা সকল আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। তিনি গীত-গোবিন্দের একখানি পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছিলেন।

মারবারের জনৈক রাঠোর-সামন্তের কন্যা মীরাবাইর সহিত কুম্ভের পরিণয় হইয়াছিল। মীরাবাই কুম্ভের নিকটে

কবিতা রচনা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মবিষয়িণী অনেক সারগর্ভ কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। [মীরাবাই দেখ।]

ঝালাবার সর্দ্দারের এক দুহিতার সহিত মারবার রাজার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, বিবাহের পূর্ব্বেই কুম্ভরাণা সেই রমণীকে হরণ করিয়া আনেন। ইহাতে রাঠোর ও শিশোদীয়ের প্রশমিত বিরোধানল জলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোন প্রকারেই কেহ রাণার কিছু করিতে পারে নাই। কুম্ভ প্রবল প্রতাপে ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। কালের কুটিল গতি অচিন্তনীয়, তাঁহার পাষণ্ড পুত্র উদা গুপ্তভাবে ছুরিকাপ্রহারে তাঁহার প্রাণসংহার করে।

কুম্ভরাশি (পুং) দ্বাদশরাশির মধ্যে একাদশ।

কুম্ভরী (স্ত্রী) দুর্গার একটী নাম।

কুম্ভরেতাঃ [স্] (পুং) কুম্ভে-রেতঃ কারণমস্য, বহুব্রী।) ১ অগস্ত্য। ২ অগ্নিভেদ।

"হবিষা যো দ্বিতীয়েন সোমেন সহ যুজ্যতে।
রথপ্রভুরথাধ্বা চ কুম্ভরেতাঃ স উচ্যতে॥" ভারত, বন, ২১৮ অঃ।

৩ বশিষ্ঠমুনি।

কুম্ভলগ্ন (ক্লী) কুম্ভস্য কুম্ভরাশের্লগ্নমুদয়কালঃ, ৬তৎ। কুম্ভরাশির উদয়কাল।

কুম্ভলা (স্ত্রী) মুণ্ডিতিকা বৃক্ষ, মুণ্ডিরী।

কুম্ভবীজক (পুং) কুম্ভ ইব বীজমস্য, কুম্ভ-বীজ-স্বার্থে কন্। করঞ্জবীজ, রীঠাকরঞ্জ।

কুম্ভশালা (স্ত্রী) কুম্ভস্য শালা নির্ম্মাণগৃহং, ৬তৎ। কুম্ভকারদিগের কুম্ভনির্ম্মাণস্থান, পোন।

কুম্ভসন্ধি (পুং) কুম্ভয়োঃ সন্ধির্মিলনস্থানং, ৬তৎ। হস্তীর কুম্ভদ্বয়ের মধ্যস্থান।

কুম্ভসম্ভব (পুং) কুম্ভঃ সম্ভবোঽস্য, বহুব্রী, কুম্ভ-সং-ভূ-অপাদানে অপ্। ১ অগস্ত্যমুনি। ২ বশিষ্ঠমুনি। ৩ দ্রোণাচার্য্য। ৪ বিষ্ণু। ("আপবঃ স বিভুর্ভূত্বা কারয়ামাস বৈ তপঃ। ছাদয়িত্বাত্মনো দেহমাত্মনা কুম্ভসম্ভবঃ॥" হরিবংশ ২০১।১।)

কুম্ভসর্পিঃ [স্] (ক্লী) আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃতবিশেষ, একাদশ শতবৎসরের পুরাতন ঘৃত। (সুশ্রুত সূত্র° ৪৫ অঃ)

কুম্ভহনু (পুং) রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৬। ৩২। ১৫।)

কুম্ভা (স্ত্রী) কুৎসিতবৃত্ত্যা উম্ভা উদরপূর্ত্তির্যস্যা, (শকন্ধাদিবৎ সাধুঃ)। বেশ্যা।

কুম্ভাণ্ড (পুং) কুম্ভ ইব অণ্ডোঽস্য, বহুব্রী। ১ দৈত্যজাতিবিশেষ, ইহাদের অণ্ডকোষ কুম্ভের ন্যায় বৃহৎ ছিল। ২ বাণাসুরের একজন মন্ত্রী। (হরিবংশ ১৭৫ অঃ।) (ক্লী) কুষ্মাণ্ড, কুম্‌ড়া।

কুম্ভাণ্ডক (ক্লী) কুম্ভাণ্ড এব কুম্ভাণ্ড-কন্। কুষ্মাণ্ড।

কুম্ভাণ্ডী (স্ত্রী) কুম্ভাণ্ড-ঙীষ্। গৌরকুষ্মাণ্ডী।

কুম্ভাধিপ (পুং) কুম্ভস্যাধিপঃ, ৬তৎ। কুম্ভলগ্নের অধিপতি গ্রহ, শনিগ্রহ।

কুম্ভার (কুম্ভকার শব্দের অপভ্রংশ) কুম্ভকারজাতি। দাক্ষিণাত্যে কুম্ভকারেরা 'কুম্ভার' নামে খ্যাত। ইহাদের মধ্যে মরাঠা, গোরেমরাঠী, পরদেশী, লাদ, তৈলঙ্গ, লিঙ্গায়ত, ও কর্ণাটক বা 'পঞ্চম কুম্ভার' প্রভৃতি শ্রেণী ভেদ আছে। একশ্রেণীর সহিত অপরশ্রেণীর কোন সম্বন্ধ নাই।

মরাঠা (মহারাষ্ট্র)-কুম্ভারেরা বলে, কুম্ভ-জন্মা অগস্ত্য ঋষিই তাহাদের জাতিপ্রবর্ত্তক। তাহাদের পদবী—চরগুলে, মেহত্র, সামবদ্‌কর, উর্লেকর, বাগুলে, বুদ্ধিবান্, দেবত্রাসে, দিবতে, যাধব, জগদলে, জোরবেকর, লোন্‌কর, সিন্দে, বাগচোরে, বাগমারে ইত্যাদি। একপদবী-যুক্ত পুরুষের সহিত ভিন্ন পদবীর কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে, এক পদবীভুক্ত হইলে বিবাহ হয় না। তাহারা হিন্দু দেবদেবীকে যথোচিত ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকে। তাহাদের ইষ্টদেব মহাদেব ও ইষ্টদেবী জগদম্বা। সেতারাজেলার অন্তর্গত সিংনাপুরে মহাদেব ও সেতারার পুরাতন দুর্গমধ্যে জগদম্বার মন্দির আছে। এই দুই স্থানের দেব ও দেবীর উপর মরাঠা-কুম্ভারদিগের প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষিত হয়। গ্রামস্থ যোষীগণ ইহাদের পৌরোহিত্য করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রসূতি ৭ দিনমাত্র অশুচি হয়, ধাত্রী ব্যতীত কেহ তাহাকে স্পর্শ করে না। পুত্র সন্তান জন্মিলে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশদিবসে সধবারমণী একমুঠা জোয়ারা ও পরিধেয় বস্ত্রাদি দিয়া শিশুকে আশীর্ব্বাদ করে, তৎপরে তাহার নামকরণ হয়। কোন কোন স্থানে পুত্র জন্মিলে ৫ম দিনে এবং নামকরণের দিনে ষষ্ঠীদেবীর উদ্দেশে ছাগবলি হয়। এক বর্ষে বা ত্রয়োদশ মাস বয়স হইলে নাপিত আসিয়া শিশুর মাথার চুল কাটিয়া দেয়, এইরূপে চূড়াকরণ হয়। মরাঠা কুম্ভকারের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বয়স্থাকন্যার বিবাহ উভয়ই প্রচলিত আছে। কন্যার পিতাকে অথবা তাহার কর্ত্তৃপক্ষকে পাত্র স্থির করিতে হয়। স্থানভেদে বিবাহের নানাপ্রকার কুলাচার প্রচলিত আছে। বিবাহকালে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বরকন্যার বস্ত্রাঞ্চল লইয়া গাঁটছড়া বাধিয়া দেয়। বিবাহান্তে অভ্যাগতেরা বরকন্যার মস্তকে লাজা নিক্ষেপ করে এবং মরাঠা ভাটেরা সুস্বরে বংশাবলী পাঠ করিতে থাকে। বিবাহ-উৎসবে হরিদ্রার ছড়াছড়িও কিছু অধিক হয়। বিবাহের পরদিনও স্ত্রীলোকেরা জলে চূণ হলুদ গুলিয়া তাহাতে ধূলাকাদা

মিশাইয়া আত্মীয় কুটুম্বের গায়ে ছিটাইয়া দেয়। মরাঠা-কুম্ভারদিগের মধ্যে কেহ শব দাহ করে, কেহ বা সমাধি দেয়। প্রত্যেক গ্রামেই ইহাদের একজন করিয়া প্রধান থাকে, তাহাকে 'মেহত্র' বলে, সেই প্রধানই সকলের জাতিসম্বন্ধীয় গোলযোগ মিটাইয়া থাকে।

গোরেমরাঠী কুমারেরা একস্থানে স্থায়ীভাবে বাস করে না, ইহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। সঙ্গে তাঁবু বা পাল থাকে, তাহাতেই রাত্রিবাস করে। ইহাদের আচার ব্যবহার ও অবস্থা কুণ্বীজাতির ন্যায়। [কুড়্মি দেখ।] মদ্য-মাংস গ্রহণে ইহাদের আপত্তি নাই।

কর্ণাটক কুমারেরা অপর সকল শ্রেণী হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অপর কোন শ্রেণীর সহিত তাহাদের আহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। তাহারা মদ্য-মাংস গ্রহণ করে না। তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। জাতকর্ম্মাদি অনুষ্ঠান অনেকটা মরাঠা কুমারদিগের মত। ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা শিব, লক্ষ্মী, মারুতি, রবলনাথ, জ্যোতিব ও যল্লম্মা। লিঙ্গায়তেরা তাহাদের গুরু।

পরদেশী কুমারেরা উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছে, তাহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা উত্তরপশ্চিমের কুমারদিগের মত। ইহারা অপর শ্রেণীর হস্তে আহার করে। কিন্তু লিঙ্গায়ত প্রভৃতি অপর শ্রেণী পরদেশীর গৃহে আহার করে না। ইহাদের ভাষা হিন্দী।

তেলঙ্গ কুমারের প্রধান নিবাস তৈলঙ্গ, এখন দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অন্যশ্রেণীর হাতে আহার গ্রহণ করে না। ইহারা তেলগু ভাষায় কথা কয়।

লিঙ্গায়ত কুমার দেখিতে দৃঢ়কায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিজাপুর, সোলাপুর ও ধারবার জেলায় বাস করে। কোন উৎসব অথবা কর্ম্মোপলক্ষ ব্যতীত ইহারা অন্ন আহার করে না। ইহারা লঙ্কা, পিয়াজ ও তেঁতুল খাইতে বড় ভালবাসে। মদ্যমাংস ইহাদের নিষিদ্ধ, খাইলে জাতিচ্যুত হইতে হয়। ইহাদের রমণীরাও স্বামীর কার্য্যে সাহায্য করে, অন্য শ্রেণীর মধ্যে এ রীতি নাই। ইহারা বড় ধর্ম্ম-ভীরু, আপনাদিগকে পঞ্চমশালি লিঙ্গায়তের সমকক্ষ জ্ঞান করে। জঙ্গমেরা ইহাদের পুরোহিত। [জঙ্গম দেখ।] তবে সময়ে সময়ে শুভদিন স্থির করিতে হইলে, ইহারা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরও আশ্রয় গ্রহণ করে। শ্রীশৈলের মল্লিকার্জ্জুন, যাদুর ও রাচোটির বীরভদ্র, বাগদীর বাসবন্ন, পরসগদের যল্লম্মা, তুলজাপুরের তুলজা-ভবানী ইহারাই লিঙ্গায়ত কুমারদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। ইহাদের জাতকর্ম্মাদি অনেকটা মরাঠা প্রভৃতি শ্রেণীরই মত, বিবাহপদ্ধতি কিছু স্বতন্ত্র। বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে বরকন্যার গাত্রহরিদ্রা হয়। বিবাহের দিন বরকন্যাকে একত্র স্নান করাইয়া বয়স্থা সধবা রমণীগণ (অমঙ্গল দূর করিবার অভিপ্রায়ে) উভয়ের ভ্রূ স্পর্শ করে। যুবতীরা বরকন্যার নিকট বাতির আলো নাড়িয়া বরণ করে, পরে উভয়কে অন্তঃপুরে লইয়া আসে। এখানে কন্যা হলুদে-মাখা সাদা কাপড় ও সাদা অঙ্গরাখা পরিধান করে। তৎপরে বরকন্যা একটি বৃষে আরোহণ করিয়া গ্রামস্থ মারুতি বা বাসবন্নের পূজা করিতে যায়। দেবালয়ে ইতিপূর্ব্বে পঞ্চ কলসের পূজা হইয়া থাকে। বরকন্যা আসিয়া সেই পঞ্চকলসের সম্মুখে ছোট পিঁড়িতে একত্র উপবেশন করে। জঙ্গম কন্যার কণ্ঠে মঙ্গলসূত্র বাঁধিয়া দেন এবং উভয়ের মাথায় ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এ সময়ে বাদ্যকরেরা বাজায় ও আত্মীয় কুটুম্বেরা চাল ছড়াইতে থাকে। সন্ধ্যাকালে বর অশ্বে চড়িয়া কন্যাকে কোলে করিয়া আত্মীয় কুটুম্বের সহিত গ্রামস্থ দেবমন্দিরে আসে, বাদ্যকরেরা অগ্রে অগ্রে বাজাইতে বাজাইতে যায়। মন্দিরে পৌঁছিলে দেবপুরোহিত একটি নারিকেল ভাঙ্গিয়া দেবতাকে উৎসর্গ ও কর্পূর জালিয়া আরতি করেন, পরে নিকটস্থ ধূপধূনা জালিয়া বরকন্যার কপালে এক একটী ভস্মের টিপ পরাইয়া দেন। তৎপরে বর নববধূর সহিত অশ্বারোহণে নিজগৃহে আসে, তথন কতকগুলি স্ত্রীলোক পূর্ণকুম্ভ ও আলো লইয়া বর কন্যা তুলিতে আসে। প্রথমে বরকন্যাকে আলো দিয়া বরণ করে, পরে ঘোটকের পায়ে সেই পূর্ণকুম্ভ ঢালিয়া দেয়। তৎপরে তাহারা বরকন্যাকে গৃহমধ্যে আনিয়া উভয়কে একাসনে বসায়। এই সময় বরকন্যা একপাত্রে আহার করে; বর কন্যাকে ও কন্যা বরকে খাওয়াইয়া দেয়। আহারের পরে সুগন্ধলেপন। কন্যা বরের গায়ে চন্দন লেপন করে, একটি পান লইয়া বরকে খাইতে দেয়, পরে গলবস্ত্রে যোড়হাতে বরের নাম ধরিয়া নমস্কার করে। বরও তাহার নাম ধরিয়া ডাকে, আপনার বামপার্শ্বে বসায় এবং তাহার সীমন্তে সিন্দুর দিয়া তাহার গণ্ডস্থলে চন্দন মাখাইয়া থাকে। তৎপরে কন্যার মাতা কন্যার হাত বরের মাতার হাতে দিয়া বলে, "আজ হইতে এই কন্যা তোমার হইল।" বিবাহের সকল ব্যয় বরের পিতাকে বহন করিতে হয়। বিবাহের অনুষ্ঠানাদি সমাধা হইলে

কন্যা পিত্রালয়ে আসে, তৎপরে কন্যা বড় হইলে শ্বশুর পুত্রবধূকে আনিতে পাঠায়। কন্যা শ্বশুরগৃহে ঘরবসত করিতে আসে, ইহার নাম 'ঘরভরণী'। কন্যা ঋতুমতী হইলে তাহাকে আলিপনা দেওয়া পিড়ীর উপর বসাইয়া রাখে। বঙ্গদেশে যাহাকে পুষ্পোৎসব বলে, লিঙ্গায়ত কুমারেরা তাহাকে, 'ফলশোভন' কহে। ফলশোভন হইবার পূর্ব্বে আইও-রমণী ভিন্ন আর কেহ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সপ্তম, একাদশ পঞ্চদশ, বা ঊনবিংশ, ইহার মধ্যে যে দিন শুভ হইবে, সেই দিন গর্ভাধান হইয়া থাকে। সেই দিন ঋতুমতীকে উত্তম বসন পরিতে দেয়, আত্মীয় কুটুম্বেরা তাহার সহিত আমোদ করে, জঙ্গম আসিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে, 'তুমি অষ্টপুত্রের মাতা হও।' কাহারও মৃত্যু হইলে লিঙ্গায়ত কুম্ভকারেরা মৃতদেহ ধৌত করিয়া বস্ত্রালঙ্কার দিয়া সুসজ্জিত করে। পরে তাহাকে খোঁটায় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বসাইয়া রাখে। মঠপতি কপালে ভস্ম মাখিয়া মৃত ব্যক্তির নিকট আসে। [মঠপতি দেখ।] পরে সকলে তক্তায় করিয়া বা কম্বলে জড়াইয়া মৃতদেহ সমাধিস্থানে লইয়া যায়। সমাধিস্থান মৃত ব্যক্তির পায়ের মাপে ৯ পা দীর্ঘ, ৭ পা প্রস্থ ও ৭ পা গভীর করা হয়। গোরের উপর টাট্‌কা পাতা বিছাইয়া তাহার উপর মৃত ব্যক্তিকে শোয়াইয়া মাটী চাপা দেয়, গর্ত্তের মুখের দিকে একখানি পাথর ঢাকা থাকে। সমাধিকার্য্য শেষ হইলে মঠপতি সেই পাথরের উপর দাঁড়ায়, তখন মৃতের আত্মীয়েরা মঠপতিকে কিছু অর্থ দিয়া তাঁহার পা পূজা করে। সকলে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, যেখানে সেই মৃত ব্যক্তিকে বসান হইয়াছিল, সেইখানে কতকগুলি দূর্ব্বাঘাস ছড়াইয়া দেয়। পঞ্চম দিবসে অশৌচান্ত হইলে জঙ্গমদিগকে আহ্বান করাইয়া তাহাদিগকে আহার করাইতে হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

কুম্ভালাবু (স্ত্রী) কুম্ভকারমলাবুঃ। কুম্ভতুম্বী, গোল লাউ।

কুম্ভাসিক্ষেত্র, দক্ষিণ কনাড়ার অন্তর্গত কোণ্ডপুরের উত্তরে অবস্থিত একটী পুণ্য স্থান। কোটীশ্বরলিঙ্গের জন্য এই স্থান পবিত্র তীর্থ বলিয়া দক্ষিণাপথে প্রসিদ্ধ। [কুম্ভাসিক্ষেত্রমাহাত্ম্য-নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

কুম্ভিকা (স্ত্রী) কুম্ভক-টাপ্, (ইকারাগমশ্চ। পা। ৭।৩।৪৪।) ১কচ্ছদেশীয় দাড়িম্ব। ২ পাটলাবৃক্ষ, যাহাকে পারুল বলে। ৩ দ্রোণপুষ্পী, হিন্দীতে গুমা বলে। ৪ জলজাত তৃণ, পানা, ইহাকে টোকাপানাও বলিয়া থাকে। সংস্কৃত পর্য্যায়—বারিপর্ণী, শ্বেতপর্ণা, অশ্বকুম্ভী, পানীয়, পৃষজ, আকাশমূলী, কুতৃণ, জলবল্কল, কুম্ভী, বারিমূলী, খমূলিকা, পর্ণী, পৃশ্নী, খমূলি, খমূলী, বারিকর্ণিকা, কুমুদা, দলাঢ়ক। হিন্দীতে ইহাকে জলকুম্ভী বলে। ৫ নেত্ররোগমধ্যে বর্ত্মজ নামক রোগবিশেষ, সন্নিপাত হইতে এইরোগ উৎপন্ন হয়। [নেত্র-রোগ দেখ।]

কুম্ভিনরক (ক্লী) নরকবিশেষ, কুম্ভীপাকনরক।

কুম্ভিনী (স্ত্রী) ১ বৃক্ষবিশেষ, মৃগের্ব্বারুবৃক্ষ, রাখালশশা, হিন্দীতে সোধিনী বলে। ২ জয়পালবৃক্ষ। ৩ পৃথিবী। (গৌরিলা কুম্ভিনী ক্ষমা। মল্লিনাথ-মাঘটীকা ২০। ৫৪।) ৪ কুম্ভযুক্তাস্ত্রী। ("তাস্তে বিষং বিজভ্রির উদকং কুম্ভিনীরিব" ঋক্ ১। ১৯১। ১৪।)

কুম্ভিনীবীজ (ক্লী) কুম্ভিন্যা বীজং ৬তৎ। জয়পালবীজ (Croton Jamolgata.)

কুম্ভিপাকী (স্ত্রী) কট্‌ফলবৃক্ষ।

কুম্ভিমদ (পুং) কুম্ভিনো হস্তিনো মদঃ ৬তৎ। হস্তীর মদ, মদজল।

কুম্ভিল (পুং) ১ চৌর, লিপিচৌর, যাহারা অন্যের রচনা চুরি করে। ২ শ্যালক। ৩ অপূর্ণবয়সে উৎপন্ন সন্তান অথবা অপূর্ণ গর্ভের সন্তান। ৪ শালমাছ, গজাড় বা গজাল মাছ।

কুম্ভী [ন্] (পুং) কুম্ভোঽস্যাস্তি কুম্ভ-ইনি। ১ হস্তী। ২ বালকদিগের শত্রু উপদেবতাবিশেষ। ৩ কুম্ভীর। ৪ মৎস্যবিশেষ। ৫ বিষকীটবিশেষ। ("বাহুকী পিচ্চিটকুম্ভী।" সুশ্রুত, কল্প ৮অঃ।) ৬ গুগ্‌গুলু অথবা গুগ্‌গুলু বৃক্ষ। (স্ত্রী) কুম্ভ-অল্পার্থে ঙীপ্। ৭ ক্ষুদ্র কুম্ভ। ৮ পাটলাবৃক্ষ। ৯ বারিপর্ণী, পানা। ১০ কট্‌ফল বৃক্ষ। ১১ দন্তীবৃক্ষ। ১২ শল্লকী। ১৩ কুম্ভীপুষ্প বৃক্ষ, ইহা কোঙ্কণদেশে প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত পর্য্যায়—রোমালুবিটপী, রোমশ ও পর্পটদ্রুম। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—কটু, কষায়, উষ্ণ, গ্রাহী, বাত ও কফনাশক। ১৪ গণিকারী বৃক্ষ, ইহাকে গুণুরী বলে। ১৫ (হিন্দী) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কৃষিজীবি-বিশেষ। কুড়্‌মি, কুর্ম্মী, কুম্বী, কুণ্‌বী প্রভৃতি নামেও খ্যাত। [কুড়্‌মি দেখ।]

কুম্ভীক (পুং) কুম্ভীব কায়তে প্রকাশতে কুম্ভী কৈ-কঃ। ১ পুন্নাগপুষ্পবৃক্ষ। ২ কুম্ভিকা, পানা। ৩ ষণ্ডকবিশেষ, বিকৃত মৈথুনকারী। (সুশ্রুত, শারীরস্থান ২ অঃ।)

কুম্ভিকপিড়কা (স্ত্রী) বৈদিক দৈত্যজাতিবিশেষ।

কুম্ভীকা (স্ত্রী) ১ শূকরোগের উপদ্রব ভেদ, ইহা রক্তপিত্ত হইতে জন্মে। ২ নেত্ররোগবিশেষ।

কুম্ভীকাদ্যতৈল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। ইহা

লেপন করিলে শল্যজ নালীঘা ও নানাপ্রকার ক্ষত শুষ্ক হয়। প্রস্তুতের নিয়ম—প্রথমে পুন্নাগ, খেজুর, কপিথ ও বিল্ববৃক্ষের অপক্ব ফল সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। পরে তৈল-পাকের নিয়মানুসারে তৈল দিয়া পাক করিবে। মুথা, সরল কাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, গন্ধতৃণ, মোচরস, নাগেশ্বর, লোধ, চিতামূল ও ধাইফুল দিয়া কল্ক দিবে।

কুম্ভীকী [ন্] (পুং) কুম্ভীকবীজ সদৃশ বীজবিশেষ।

কুম্ভীধান্য, কুম্ভীধান্যক (ক্লী) কুম্ভী পরিমিতং ধান্যমস্য। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের মতে, আত্মীয়কুটুম্ব পালনের জন্য গৃহস্থের অন্ততঃ এক বৎসরের ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত। ধান্যাগার (মরাই) নির্ম্মাণ করিয়া অথবা কুম্ভপূর্ণ করিয়া রাখার বিধি মনুসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই কুম্ভে সঞ্চিত ধান্যাদি কুম্ভীধান্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। মনু ৪। ৭। মেধাতিথিভাষ্যে লিখিয়াছেন—"কুম্ভী উষ্ট্রিকা। ষাণ্মাসিকোনিচয় এতেন প্রতিপাদ্যতে ইতি স্মরন্তি।"

কুম্ভী মৃদ্ভাণ্ডবিশেষ, ইহাতে ৬ মাসের উপযুক্ত ধান্য সঞ্চয় করা যাইতে পারে। এইহেতু কুম্ভীধান্য ৬ মাসের আহারোপযোগী সঞ্চিত ধান্যাদি। কিন্তু কুল্লূকভট্ট বলেন—

'বর্ষনির্ব্বাহোচিত—ধান্যাদিধনঃ কুম্ভীধান্যঃ'

যাহাতে একবৎসর চলিতে পারে এরূপ সঞ্চিত ধান্যাদি ধনই কুম্ভীধান্য। কুল্লূক ইহার প্রমাণস্বরূপ যাজ্ঞবল্ক্যের বচন দেখাইয়াছেন। (মনু, ভাষ্য ও টীকা, ৪। ৭)

কুম্ভীনস (পুং কুম্ভীব নাসিকাস্য, বহুব্রী ; কুম্ভী নাসিকা-অচ্ নসাদেশঃ। অঙ্ নাসিকায়াঃ সংজ্ঞায়াং নসং। পা ৫।৪।১১৮।) ১ সর্প, ক্রূরসর্প। ২ বিষকীটবিশেষ।

কুম্ভীনসনাথ, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি শব্দদীপিকা নামে একখানি অভিধান এবং একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন।

কুম্ভীনসী (স্ত্রী কুম্ভীনস স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্বের পত্নী। ২ রাবণের ভগিনী, লবণদৈত্যের মাতা।

কুম্ভীপাক (পুং) নরকভেদ।

"বসন্তবালুকাতাপান্ কুম্ভীপাকাংশ্চ দারুণান্॥" মনু ১২।৭৬।

যে ব্যক্তি স্বদেহ পরিপোষণের নিমিত্ত পশুপক্ষীহত্যা করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাকে কুম্ভীপাকে যমদূতেরা তপ্ত তৈলে পাক করে। (ভাগবত ৫। ২৬। ১৩।) ২ সন্নিপাত-জ্বরবিশেষ। এই জ্বরে নাক দিয়া লোহিতবর্ণ ঘন রক্ত পড়িতে থাকে ও মস্তক ঘুরিতে থাকে।

কুম্ভীমুখ (পুং) কুম্ভীব স্থূলমধ্যং মুখং যস্য। চরকোক্ত ব্রণ-রোগবিশেষ।

(পুং) "কির্ম্মীর-তূণীর-জম্বীর-কুম্ভীর-কুটীরাদয়োঽপি বাহুলকাদেব বোদ্ধব্যাঃ" উজ্জ্বলদত্তঃ (উণ্ ৪। ৩০।)। কুম্ভঃ সৌত্রঃ কুম্ভীরকে জলে উভ্যতে মণীষাদিত্বাৎ কস্য কো বলোপে কুম্ভঃ। স ইব আচরতি, কুম্ভ-ঈরন্। (উণাদিকোষে রামশর্ম্মা ১। ৩৭১।)। ১ জলজন্তুবিশেষ, চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে কুমীর বলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—নক্র, কুম্ভীল, গিল-গ্রাহ, মহাবল, বার্ভট, অম্বুকিরাত, অম্বুকণ্টক, কুম্ভী, জল-শূকর, তালুজিহ্ব, দ্বিধাগতি, পিঙ্গমুথ, মহামুখ, শঙ্খমুখ, জলজিহ্ব।

প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই জীব সরীসৃপ শ্রেণীতে গণ্য। ইহারা দেখিতে অনেকটা বৃহদাকার গোসাপের ন্যায় ; আবার গোসাপের ন্যায় উভচর। ইহাদের গাত্রে একপ্রকার অস্থিময় শক্ত আছে, উহা এত কঠিন যে উহাতে তীর, বর্শা, বন্দুকের গুলি প্রবেশ করে না। ইহাদের গাত্রের উপরিভাগ ঈষৎ রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ ; উদর ও দুইপার্শ্বের চর্ম্ম সাদা ও তাহার উপর ঘন কাল বিন্দু বিন্দু দাগ আছে। ইহারা চতুষ্পদ ; সম্মুখের দুই পা মানুষের হাতের পাতার ন্যায়, কিন্তু পশ্চাতের পা অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। সম্মুখের পায়ে চারিটী ও পশ্চাতের পায়ে পাঁচটী আঙ্গুল, কিন্তু প্রত্যেক পায়ের তিনটী-মাত্র আঙ্গুলে নখর থাকে। এই আঙ্গুলগুলি একখণ্ড পাতলা চামড়া দিয়া কতকদুর জোড়া। ইহাদের জিহ্বা মাংসল এবং গালের মধ্যে নীচের দিকে প্রায় সমস্তটা জোড়া, এজন্য ইহারা জিহ্বা নাড়িয়া কিছু খাইতে পারে না ; খাদ্য বস্তু প্রথমে দাঁত দিয়া ধরিয়া উপরদিকে ছুড়িয়া দেয়, শেষে হাঁ করিয়া ঠিক যাহাতে মুখের মধ্যে পড়ে, এরূপ ভাবে লুফিয়া লইয়া গিলিয়া ফেলে, চিবায় না। মুখের দুই পার্শ্ব চামড়া দিয়া জোড়া নহে, কাজেই বিশাল তীক্ষ্ণদন্তপংক্তি সর্ব্বদা দেখা যায়। এই দন্ত ঠিক করাতের দন্তের ন্যায় এবং নীচের দুইটী দন্তের মাঝে উপরের একটী দন্ত পড়িতে পারে, এরূপ ভাবে সাজান। দন্তগুলি সোজা, কিন্তু তীক্ষ্ণাগ্র। প্রত্যেক দন্তের মূলদেশ গহ্বরবিশিষ্ট। এই গহ্বরটি মাঢ়ীর উপর আর একটি অতি ক্ষুদ্র দন্তের ঢাকুনির ন্যায় বসান থাকে, যদি কোন কারণে বড়দন্তটি পড়িয়া যায় বা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ঐ ক্ষুদ্র দন্তটি উহার স্থানাধিকার করিয়া বাড়িয়া উঠে ও তাহার মূলে আবার ঐরূপ একটি ক্ষুদ্র দন্ত জন্মে। ইহা-দের লেজ দুইপার্শ্বে চেপ্টা হয়। লেজের প্রতি গাঁইটের উপর একখানি বৃহৎ আঁইসথাকে, এই আঁইসখানির মধ্য-স্থল উচ্চ হইয়া ঠিক যেন একটা কাঁটার মত। স্থল হইতে কোন জীবজন্তুকে জলে ফেলিতে হইলে, ইহারা

লেজের ঝাপ্‌টা মারে, সেই সময়ে এই কাঁটায় ইহাদের কার্য্যে অনেকটা সাহায্য করে। গায়েও বড় বড় চতুষ্কোণ আঁইস হয়, এই আঁইসও ঐরূপ মধ্যস্থলে ঈষৎ উচ্চতাবিশিষ্ট (আনারসের উপরকার চক্ষুর ন্যায়) হয়। উদরের শল্কও চতুষ্কোণ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কোমল ও মসৃণ। ইহাদের কাণের অধিকাংশই মস্তকের খুলির গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত, যেটুকু বাহিরে, তাহাও দুইখণ্ড অতিরিক্ত চামড়ায় ইচ্ছামত ঢাকিয়া রাখিতে পারে এবং বোধ হয় যখন জলের মধ্যে বেড়ায়, তখন ঢাকিয়া রাখে। চক্ষু উজ্জ্বল, বৃহৎ ও গোলাকার, দেখিলেই বোধ হয় যেন রাগিয়া রহিয়াছে। চক্ষুর পাতা তিনটি। গলার নীচে স্তনের বোঁটার মত দুটি ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড জন্মে, ইহা সছিদ্র, ইহাদ্বারা কস্তুরীগন্ধবিশিষ্ট রস নির্গত হয়। ইহাই ইহাদের যৌবনলক্ষণ। ইহাদের ঘাড়ের গঠনভঙ্গীর জন্য ইহারা শীঘ্র দেহ ফিরাইয়া দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া দৌড়িতে পারে না। এজন্য কুম্ভীর তাড়া করিলে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতে পারিলে, রক্ষা পাওয়া সম্ভব। অন্যান্য সরীসৃপের ন্যায় ইহাদের শ্বাসযন্ত্র (ফুস্‌ফুস্) উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত নহে বলিয়া, ইহাদের রক্ত সরীসৃপের রক্তের ন্যায় শীতল নহে। ইহাদের শরীর মুখাগ্র হইতে লাঙ্গুলাগ্র পর্য্যন্ত লম্বে ২০ হাত ও তাহার বেড় ৩। ৪ হাত পর্য্যন্ত। এই জন্তু অতিশয় হিংস্রস্বভাব ও ভয়ানক।

পুষ্করিণী এবং নদী খাল প্রভৃতি যে সকল স্থানে স্রোতঃ প্রবল নহে, কুম্ভীর তথায় বাস করে এবং তীরে উঠিয়া রৌদ্র পোহায়। জলের মধ্যে এবং তীরেও কতকদূর পর্য্যন্ত ইহারা প্রায়ই শীকারের চেষ্টায় ফিরিতে থাকে। স্থলে বেড়াইবার সময় বা রৌদ্র পোহাইবার সময় মানুষ অথবা ব্যাঘ্রাদি পশুও জলপান করিতে আসিলে, ইহারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া জলে প্রবেশ করে। ইহাদের বল অসীম। একটী পূর্ণবয়স্ক কুম্ভীর স্বচ্ছন্দে বৃহৎকায় মহিষকেও জলে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। যখন জলে থাকে, তখন মনুষ্যদিগকে জলে নামিতে দেখিলে জলের মধ্য দিয়া আসিয়া ঠিক তাহাকে ধরে। যদি দৈবাৎ শীকার ধরিতে না পারে, তাহাহইলে লাঙ্গুলদ্বারা জল আলোড়িত করিয়া মহা আস্ফালন করিতে থাকে। কখন কখন নৌকার ধারে মুখ ভাসাইয়া চুপ করিয়া থাকে, জল হইতে কেহ হাত বাড়াইলে তাহাকে ধরিয়া জলমগ্ন হয়। এইরূপে তাহাকে জলমধ্যে একস্থলে রাখিয়া দেয়, শেষে একটু পচিলে খাইতে আরম্ভ করে। যখন মানুষ বা পশু না পায়, তখন মৎস্যাদি ধরিয়া খায়, মৎস্য না পাইলে ইহারা অনেকদিন অনাহারে জীবিত থাকিতে পারে।

ইহারা স্থলের উপর উঠিয়া এককালে দুইশত ডিম্ব প্রসব করে এবং মাটীচাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া যায়। সেই ডিম্বে তা দেয় না, সূর্য্যের উত্তাপে ডিম যথাকালে ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। ইহাদের ডিম নকুল, শকুনি, ইন্দুর ও শৃগাল নষ্ট করিয়া থাকে। ছানা হইলে কুম্ভীরিণীও নিজে কতক ছানা খাইয়া ফেলে, তবু ইহাদের সংখ্যা অধিক দেখা যায়।

প্রাণীতত্ত্ববিদের মতে কুম্ভীরজাতীয় জীব প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—সাধারণ কুম্ভীর (*Crocodilidæ*) ও অ্যালিগেটরাদি (*Alligatoridæ*).

১ কুম্ভীরাদির নিম্ন মাঢ়ীর শ্বাদন্তগুলি উপরের মাঢ়ীতে প্রবিষ্ট হইবার গর্ত্ত আছে এবং পশ্চাতের পায়ের পশ্চাদ্দিকে একটু শল্কময় কঠিন মাংস জন্মে। অন্যান্য দন্ত একপ্রকার আকারবিশিষ্ট, পুরুষজাতীয় কুম্ভীরের নাক খুব বড় ও চেপ্টা। উপরের নবম ও একাদশ সংখ্যক শ্বাদন্তের ন্যায় দীর্ঘ।

ইহার মধ্যে এই কয়টী শ্রেণী বিভাগ আছে—

(ক) গড়েল জাতীয় (*Gavialis*)—ইহাদের চোয়াল বড় লম্বা, অর্দ্ধগোলাকার এবং ঘাড় ও পৃষ্ঠের মধ্যে ফাঁক নাই। (*Gavialis Gangeticus*—গড়েল বা নাকু)। নাকুর নাকের উপর কতকটা গোলাকার মাংস হয়।

(খ) মেসিষ্টপ্‌স্ (*Mecistops*) ইহাদের চোয়াল আয়তাকার সরল, চেপ্টা, পশ্চাতের পায়ের অঙ্গুলি হংসের ন্যায় জোড়া, ঘাড় ঐরূপ।

(গ) সামান্য কুম্ভীরের (*Crocodilus*) চোয়াল (খ) এর মত, ঘাড় ও পৃষ্ঠের মধ্যে অল্প শল্কযুক্ত স্থান আছে।

(ঘ) মেসিষ্টপীয় গড়েল (*Mecistops gavialis*) ইহাদের সকল দন্ত সমান নহে, অঙ্গুলিগুলি নখ পর্য্যন্ত জোড়া, নাকুর ন্যায় নাকে মাংস হয় না, আর সব মেসিষ্টপ্‌সের ন্যায়।

(ঙ) মেসিষ্টপীয় বেনেটি (*M. Bennettii*).

(চ) মেসিষ্টপীয় ক্যাটাফ্রাক্‌টাস্ (*M. Cataphractus*) ইহা কৃত্রিম গড়েল নামে খ্যাত।

(ছ) ভারতীয় কুম্ভীর (*Crocodilus porosus*).

(জ) বৃহন্মুখ ভারতীয় কুম্ভীর (*C. bombifrons*).

(ঝ) একুই পলিন কুম্ভীর (*C. rhombifer*—the Aque Palin).

(ঞ) আমেরিকার কুম্ভীর (*C. Americanus*).

(ট) লম্বিতমাংস কুম্ভীর (*C. marginatus*—the margined crocodile).

(ঠ) মিসরীয় কুম্ভীর (*C. Vulgaris*).

(ড) মগর (*C. Palustris*—the Maggur or Goa crocodile).

(ঢ) চেপ্টামুখ কুম্ভীর (*C. Trigonops*—widefaced crocodile).

(ণ) মিঃ গ্রেভের আবিষ্কৃত কুম্ভীর (*C. Planirostris*—Grave's crocodile).

(ত) শ্যামদেশীয় কুম্ভীর (*C. Siamensis*).

২ অ্যালিগেটরাদি—ইহাদিগের নিম্নমাঢ়ীর শ্বাদন্তগুলি উপরের মাঢ়ীতে প্রবিষ্ট হইবার জন্য উপরের মাঢ়ীগুলি গর্ত্তবিশিষ্ট এবং মুখমণ্ডলের তলভাগ কিছু বিস্তৃত হয়। ইহারা আমেরিকার জীব। প্রধানতঃ ৩ ভাগে বিভক্ত, (ক) জাকেয়ার (Jacare), (খ) অ্যালিগেটর (Alligator) ও (গ) কেমান (Caiman.)

(ক) জাকেয়ার—ইহাদের মস্তক আয়তাকার, চেপ্টা, চক্ষুর সম্মুখে মুখের চতুদ্দিকে একটি গোলাকার দাগ হয়; দন্তগুলি অসমান, পায়ের আঙ্গুল প্রায় জোড়া হয় না, ভ্রূ স্থান মাংসল ও ক্ষুদ্র অস্থিবিশিষ্ট, নাকের ছিদ্রদ্বয় কেবল মাংস-দ্বারা বিভিন্ন। ইহার বিস্তৃত-মস্তক জাকেয়ার (*J. fissipes*—the broad-headed Jacare), সাধারণ জাকেয়ার (*J. sclerops*—common Jacare), কাল জাকেয়ার (*J nigra*—the black Jacare) ফট্‌কা জাকেয়ার—ইহাদের গায়ে ফট্‌কা ফট্‌কা দাগ হয় (*J. punctulata*—the spotted Jacare) ও নাটারের জাকেয়ার (*J. vallifrons*—Natterer's Jacare) এই কয়শ্রেণী আছে।

(খ) অ্যালিগেটর—ইহাদের চোয়াল আয়তাকার, খুব চেপ্টা, দন্তপংক্তি প্রায় সমান্তরাল, সম্মুখভাগ গোলাকার, কপালে আড়ভাবে গোলাকার দাগ হয়, দন্ত অসমান, পদদ্বয়ের পশ্চাতে শল্কময় মাংসের ঝালরবৎ অঙ্গুলিগুলির মধ্য পর্য্যন্ত জোড়া, মুখমণ্ডল বয়োবৃদ্ধির সহিত লম্বা হয়।—ইহার দুই শ্রেণী—মিসিসিপির অ্যালিগেটর (*A. missisipensis*). ও সাধারণ (*A. Lucius*—the common).

(গ) কেমান—ইহাদের চোয়াল আয়তাকার, চেপ্টা, কোণাকার, মুখের শেষভাগে মিলাইয়া গিয়াছে, কপাল চেপ্টা ও সমতল; ভ্রূদ্বয় তিনখানি অস্থিখণ্ডে ঢাকা, আঙ্গুল প্রায় জোড়া হয় না। মধ্য আমেরিকায় ইহাদের বাস। ইহাদের মধ্যে বিস্তৃত-মুখ (*C. trigonatus*), দীর্ঘভ্রূ (*C. palpebrosus*—eyebrowed) ও চেপ্টা মাথা কেমান (*C. gibbiceps*—swollenheaded) ইত্যাদি ভেদ আছে।

এতদ্ভিন্ন বহুকালের প্রাচীন মৃত্তিকানিহিত কুম্ভীরাস্থির মধ্যে *C. Steneosaurus, C. Teleosaurus, C. Toliapicus, C. Champsoides, C. Hastingsœ, A. Hantoniensis, Gavialis Dixoni* প্রভৃতি শ্রেণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়, ইহাদের অস্থি ইংলণ্ডের বৃটীশ মিউজিয়মে আছে।

য়ুরোপে ও অষ্ট্রেলেসিয়ায় আজিও কুম্ভীর দেখা যায় নাই। আফ্রিকায় অ্যালিগেটর বা গড়েল নাই, কিন্তু সাধারণ কুম্ভীর যথেষ্ট। নীলনদের কুম্ভীর বড় ভয়ানক, এজন্য ইংরাজীতে হিংস্র বা উগ্রস্বভাবের উপমা দিতে হইলে Crocodile of the Nile বলিয়া উপমা দেওয়া হয়। আমেরিকায় এসিয়া অপেক্ষা বহুশ্রেণীর কুম্ভীর আছে, C. acutus (ক্ষুদ্রকায় কুম্ভীর) সেণ্টডোমিনো দ্বীপে, C. rhombifer কিউবা দ্বীপে পাওয়া যায়। আমেরিকার দ্বীপ ব্যতীত মহাদেশ মধ্যে প্রকৃত কুম্ভীর দেখা যায় না। মহাদেশে ৫।৬ প্রকার অ্যালিগেটর দেখা যায়। অ্যালিগেটরের মস্তক কুম্ভীরের ন্যায় চতুষ্কোণাকার নহে, এবং ইহাদের মুখে ৩টি বৃহৎ দন্ত হয়। কুম্ভীরেরা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ডিম পাড়ে। সমস্ত ডিম এক দিনেই প্রসব করে না। সকল কুম্ভীরে আবার ডিম ঢাকাও দেয় না। ডিম হইতে প্রায় ৪০ দিন পরে শাবক বাহির হইয়া থাকে। ইহারা ডিম্ব হইতে বাহির হইলে আপনারাই খাইতে শিখে। কুম্ভীরিণী ইহাদিগকে অল্প জলে বা কাদায় লইয়া গিয়া অৰ্দ্ধ জীর্ণ খাদ্যাদি উদ্গার করিয়া দেয়।

ভারতের প্রত্যেক বৃহৎ নদীতে কুম্ভীর আছে, সিংহলে ফিলিপাইন ও মলয়দ্বীপাবলিতেও আছে। মলয়বাসীরা কুম্ভীরকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করে—লাবু (লাউ), কুটক (ভেক) ও তাম্বাগা (তাম্রগাত্র)। সুন্দরবনের প্রত্যেক নদীতে, খালে, খাঁড়িতে এক বিঘৎ হইতে ২৫।২৬ ফুট লম্বা কুম্ভীর সর্ব্বদাই দেখা যায়। ইহারা প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ কর্দ্দমের উপর শুইয়া রৌদ্রে ঘুমাইয়া থাকে। ইহারা যখন ঘুমায়, তখন যদি ইহাদের নিকট হইতে দেড়হাত দূরে একখানি জাহাজ বাঁশী বাজাইয়া চলিয়া যায়, তবুও ইহাদের ঘুম ভাঙ্গে না। নূতন দর্শকের দৃষ্টিতে ইহাদিগকে দূর হইতে কর্দ্দমাক্ত বৃহৎ কাষ্ঠের কুঁদার মত দেখায়, কিন্তু শেষে ইহাদের কঠিন, চতুষ্কোণ শল্ক ও কণ্টক বিশিষ্ট লাঙ্গুল রৌদ্রে যখন চকমক্ করিয়া উঠে, তখন এই ভয়ানক জীবকে চিনিতে পারা যায়।

সুন্দরবনে গাঙ্গ্যগড়েল নাই। ইহাদিগকে স্থলবিশেষে 'নাকু' বলে, কারণ ইহাদের মুখভাগ অতিশয় লম্বা ও সরু। অন্যান্য কুম্ভীরের মাথা ও মুখ যেমন চেপ্টা ও কতকটা

অহির-মুখের ন্যায়, ইহাদিগের তেমন নহে। গড়েল বা ঘড়েলের মাথা কতকটা পাখীর মাথার মত এবং চক্ষুর পার্শ্ব হইতে সমস্ত মুখভাগ লম্বা। গড়েল পরিষ্কার জলে ও বালুকাময় স্থানে থাকিতে ভালবাসে। ইহারা প্রায়ই বালির চড়ায় পড়িয়া হাঁ করিয়া রৌদ্র পোহায়। হাঁ করিয়া রৌদ্র পোহাইবার একটী আশ্চর্য্য কারণ দেখা যায়। ইহাদের দাঁতের গোড়ায় ও গলার মধ্যে এক প্রকার রক্তবর্ণ সূতার মত পোকা হয়, এই পোকা রৌদ্র পাইয়া আপনা হইতে বালিতে নামে এবং তপ্তবালুতে পড়িয়া মরিয়া যায়। কখন কখন একজাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া নিদ্রিত কুম্ভীরের মুখের উপর বসিয়া গলার মধ্যে মুখ দিয়া এই পোকা ধরিয়া খায়। মিঠা জলের কুম্ভীর অপেক্ষা লোণাজলের কুম্ভীর বেশী ভয়ানক ও উগ্রস্বভাব।

গঙ্গানদীর বদ্বীপের নদীগুলিতে গ্রামের প্রত্যেকঘাটের দুইপার্শ্বে খোঁটা পুতিয়া কুম্ভীরের পথবন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু কুম্ভীরের শীকারের অভাব হইলে স্বল্পায়াসে এই খোঁটা উঠাইয়া ফেলিয়া ঘাটে আসিয়া লুকাইয়া থাকে ও লোক স্নানাদি করিতে নামিলেই লইয়া যায়।

কুম্ভীর কতকটা পোষ মানে। পাণ্ডুয়ায় পীরপুকুর নামে এক বড় পুষ্করিণী আছে, তাহা ৪০ ফুট গভীর ও প্রায় ৫০০ শত বৎসরের প্রাচীন। এই পুষ্করিণীতে এক পোষা বৃহৎ কুম্ভীর আছে, তাহার নাম ফতেখাঁ, ইহাকে সেই স্থানবাসী এক ফকীর নাম ধরিয়া ডাকিলেই জলে ভাসিয়া উঠে। করাচীনগরে এক পুষ্করিণীতে এক ফকীরের ৩০টি পোষা কুম্ভীর ছিল, ফকীর ডাকিলেই ইহারা জল হইতে উঠিয়া ফকীরের পায়ের নিকট কুকুরের ন্যায় সারি দিয়া বসিত। উদয়পুরে ও জগন্নাথে এইরূপ পোষা কুম্ভীর আছে, তাহারা আসিয়া যাত্রীর নিকট হইতে খাদ্য গ্রহণ করে। কাশীতে মণিকর্ণিকায় এক কুম্ভীর আছে, সে প্রতি মঙ্গলবারে ভাসিয়া বেড়ায় ও মধ্যে মধ্যে মাথা তুলিয়া তীরের দিকে চাহিয়া দেখে। প্রবাদ আছে যে, এই কুম্ভীর কোন শাপগ্রস্ত রাজা, প্রতি মঙ্গলবারে উঠিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করেন। বাঙ্গালায় পুষ্করিণীবাসী ক্ষুদ্রকায় কুম্ভীরকে 'মেছো কুমীর' বলে।

শিবালিক পর্ব্বতে ও ব্রহ্মদেশে মাটীর মধ্যে কুম্ভীরের অস্থিপঞ্জর দেখিতে পাওয়া যায়।

মিসরে কুম্ভীর টাইগন ও পেপরেমিস্ নামক দেবতার প্রিয় বলিয়া সম্মান পাইয়া থাকে, কিন্তু স্থানে স্থানে মিসরীয়েরা কুম্ভীর-মাংস খায়; যাহারা খায় তাহারা ততটা সম্মান করেনা। শ্যামদেশে কুম্ভীরের মাংস বাজারে বিক্রীত হয়। সিংহলে গ্রীষ্মকালে কোন জলাশয়ের জল শুকাইয়া গেলে কুম্ভীরেরা রাত্রিকালে রাস্তা দিয়া অন্য জলাশয়ে চলিয়া যায়। প্রস্তর ও কঙ্করময়পথে চলিতে বিশেষ কষ্ট হয়, এমন কি অনেক মারা যায়। কুম্ভীরমাত্রই ক্রীড়াস্থলে বা শীকার আয়ত্ত করিতে না পারিলে, পশ্চাতের পা দিয়া ঢিল বা ইষ্টকখণ্ড ছুড়িতে থাকে, সে ঢিল বহুদূর যায় ও মানুষ, ছাগল বা গোরুর গায়ে লাগিলে সে বিশেষ আহত হইয়া পড়ে।

ইহারা সময়ে সময়ে দল বাঁধিয়া শীকারের চেষ্টায় বেড়ায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা পাইলে তাহার মাঝি দাঁড়িকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহাকে একবার ধরিতে পারে, তাহার আর অব্যাহতি থাকে না।

ভাবপ্রকাশ মতে মাংসের গুণ—পাকে স্বাদু, বায়ুঘ্ন, স্নিগ্ধ, শীতল, পিত্তনাশক, মলবদ্ধকারক ও শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক।

মহাভারত-মতে—যে পুত্র পিতা অথবা মাতাকে অবমানিত করে, সে মৃত্যুর পর দশবৎসর গর্দ্দভ হইয়া থাকে ও এক বৎসর কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হয়। (ভারত, অনুশাসন ১১১। ৫৮।)

২ কীটভেদ, চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে কুমীরেপোকা বলে। ৩ যক্ষবিশেষ।

কুম্ভীরক (পুং) চৌর, চোর।

কুম্ভীরমক্ষিকা (স্ত্রী) কুম্ভীরোপপদযুক্তামক্ষিকা, শাকপার্থিব সং। মক্ষিকাবিশেষ, কুমীরেপোকা। সংস্কৃত পর্য্যায়—কণা।

কুম্ভীরাসন (ক্লী) যোগাঙ্গ আসনবিশেষ, মাটীতে সটান্ সমানভাবে পড়িয়া এক পা অপর পায়ের উপর তুলিয়া দিয়া হাত দুখানি মাথায় উপর রাখিলে কুম্ভীরাসন হয়। (রুদ্রযামল)

কুম্ভীরু (পুং) সুরপুন্নাগ।

কুম্ভীল (পুং) কুম্ভীর।

কুম্ভীলক (পুং) কুম্ভীর সংজ্ঞায়াং কন্, রস্য লঃ। চৌর, চোর।

... (ক্লী) কুম্ভ্যা বীজং, ৬তৎ। জয়পালবীজ।

কুম্ভেশ্বর (পুং) তীর্থবিশেষ। [কুম্ভঘোণ দেখ।]

কুম্ভোদর (পুং) কুম্ভ-ইব উদরমস্য বহুব্রী। ১ শিবের অনুচরবিশেষ। (ত্রি) ২ যাহার উদর কুম্ভের ন্যায় বৃহৎ।

কুম্ভোদ্ভবতরু (পুং) কুম্ভাদুদ্ভবো যস্য স চাসৌ তরুশ্চ বহুব্রী কর্ম্মধা। বকপুষ্পবৃক্ষ, বকগাছ।

কুম্ভোলূ (পুং) গুগ্গুলু, গুগ্গুল্।

কুম্ভোলূক (পুং) উলূকভেদ, পেচকভেদ।

("হৃত্বা পিষ্টময়ং পূপং কুম্ভোলূকঃ প্রজায়তে।" ভারত অনু° ।)

কুম্ভোলূখলক (পুং) গুগ্গুলু।

কুযজ্বী [ন্] (পুং) কুৎসিতো যজ্বা যাগকর্ত্তা, কু-যজ্-ঙ্বনিপ্ (সুযজোর্ঙ্বনিপ্। পা ৩।২।১০৩।) ইনি। কুযাজ্ঞিক।

কুযব (পুং) [বৈ] ১ একটী অসুরের নাম।

("কুৎসায় শুষ্ণমশুষং নিবর্হীঃ প্রপিত্বে অহ্নঃ কুযবং সহস্রা"। ঋক্ ৪।১৬।১২।) 'কুযবং কুযবনামানমসুরঃ' সায়ণ। ইন্দ্র এই অসুরকে বিনাশ করেন।

(ত্রি) কুৎসিতো যবঃ, কর্ম্মধা। ২ মন্দযব।

কুযবাচ্ (পুং) [বৈ] কুয় মিথ্যা বাচ্ বাক্যং, কাদেশঃ। ১ মিথ্যাবাদী। ২ বেদোক্ত অসুরবিশেষ, এই অসুর ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। (ঋক্ ১।১৭৪।৭।)

কুযাজী [ন্] (পুং) কুৎসিতো যাজী কুগতিসং কু-যজ-ণিনি। কুযাজ্ঞিক, মন্দযজ্ঞকর্ত্তা।

("কুযাজিনো যেন মখো নিনীয়তে।" ভাগবত ৪।৬।৪৯।)

কুযোগ (পুং) কুৎসিতো যোগঃ। গ্রহনক্ষত্রাদির অনিষ্টকর সংযোগ, কুলগ্ন।

কুর, কুরকু, কোলজাতির ন্যায় জাতিবিশেষ। দাক্ষিণাত্যে এই জাতি বহুসংখ্যক বাস করে। এক বেরারেই প্রায় ২৮,৭০৯ জনের বাস। ইহাদিগকে দেখিতে অনেকটা গোঁড়জাতির মত। দাক্ষিণাত্যে স্থানভেদে ইহাদের ভাষায় কতকটা প্রভেদ হইলেও আকারগঠনাদি সকলস্থানেই একপ্রকার। অধিকাংশ কুরকু যে ভাষায় কথা কয়, তাহার সহিত সাঁওতালী ভাষার বিশেষ সংস্রব আছে। গোঁড়জাতি উৎসবের সময় গোমাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু এই কুরজাতি গোবধ মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান করে, বিশেষতঃ গোমাংসের উপর ইহাদের বড় ঘৃণা। এ ছাড়া কোলজাতির ন্যায় মাংসাদি আহার করিতে ইহারাও বেশ পটু। এই জাতির কোন কোন প্রধান লোকের নিকট মোগল বাদশাহের প্রদত্ত পরোয়ানা আছে, তাহাতে ইহারা রাজপুত বলিয়া অভিহিত। [কোল দেখ।]

কুরকা (স্ত্রী) শল্লকীবৃক্ষ (Boswellia thurifera.)

কুরঙ্কর (পুং) কুরমিত্যব্যক্তশব্দং করোতীতি, কুরং-কৃ-ট। সারসপক্ষী (Ardea Sibirica.)। [সারস দেখ।]

কুরঙ্গ (পুং) কৃ বিক্ষেপে অংগচ্, (বিড়াদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১। ১২০।)। যদ্বা কুর্ শব্দে পতাদিত্বাৎ অঙ্গঃ। (অঙ্গঃ পতাদেরথ। উণাদিকোষে রামশর্ম্মা ১।২৫; ১।৩০।) ১ হরিণ, মৃগ। ২ মৃগভেদ, তাম্র অথবা কৃষ্ণবর্ণের হরিণ কুরঙ্গ নহে, কুরঙ্গজাতীয় মৃগের বর্ণ তাম্র অথবা কৃষ্ণ হয় না, কাহারও মতে ঈষৎ তাম্রবর্ণ। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৬৪ অঃ, চক্রদত্ত ৭।)। ৩ পর্ব্বতবিশেষ। মেরুর কর্ণিকাদেশস্থিত পর্ব্বত গুলির মধ্যে একটী পর্ব্বত। (ভাগবত ৫।১৬।২৬।) ৪ তীর্থভেদ, এই তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। (মহাভারত, অনু°)। ৫ তারলৌহ।

কুরঙ্গক (পুং) কুরঙ্গ-স্বার্থে কন্। হরিণ।

কুরঙ্গজাতক, বৌদ্ধজাতকবিশেষ। [জাতক দেখ।]

কুরঙ্গনয়না (স্ত্রী) কুরঙ্গ নয়নে ইব নয়ন যস্যাঃ, বহুব্রী। মৃগনেত্রা স্ত্রী, যাহার চক্ষু দুইটী হরিণের চক্ষুর ন্যায় সুন্দর।

কুরঙ্গনাভি (পুং) কুরঙ্গস্য নাভিঃ, ৬তৎ। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, মৃগনাভি, কস্তূরী।

কুরঙ্গম (পুং) কুরং-গম্-খচ্, (গমশ্চ। পা ৩।২।৪৭।)। মৃগ, হরিণ। সংস্কৃত পর্য্যায়—এণ, ঋষ্য, রিষ্য ও চারুলোচন।

কুরঙ্গাক্ষী (স্ত্রী) কুরঙ্গস্য অক্ষিণীব অক্ষিণী যস্যাঃ, কুরঙ্গ-অক্ষি ষচ্ (বহুব্রীহৌ সকথ্যক্ষোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্। পা ৫।৪।১১৩।) ঙীষ্ (স্বাঙ্গাচ্চোপসর্জ্জনাৎ। পা ৪।১।৫৪।) মৃগনয়না স্ত্রী।

("কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলং"। কর্পূরাদিস্তব।)

কুরঙ্গিকা (স্ত্রী) কুরঙ্গক—টাপ্। মুদ্গপর্ণী, শিম্বীভেদ।

কুরুচিল্ল (পুং) কর্কট, কাঁক্‌ড়া।

কুরট (পুং) ১ চর্ম্মকার। ২ জনপদ ও সেই জনপদবাসী জাতিবিশেষ।

কুরণ্ট, কুরণ্টক, (পুং) পীতাম্লান বৃক্ষ, যাহাকে পীতঝাঁটী বলে। (A yellow kind of barleria.) সংস্কৃত পর্য্যায়—সৈরেয়ক, সৈরেয়, শ্বেতপুষ্প, কুরণ্টিকা, কটসারিকা, সহাচর ও সহচর। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, দন্তের উপকারক, সুস্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জনকারী। ইহাতে কুষ্ঠ, বাত, কফ, কণ্ডূ, বিষ ও রক্তদোষ বিনষ্ট হয়। ঔষধ প্রস্তুত কালে এই বৃক্ষের সমস্তই গ্রহণ করা যায়। সুশ্রুত কুরণ্টক শব্দ ক্লীবলিঙ্গেও ব্যবহার করিয়াছেন। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৩।) [ঝাঁটী দেখ।]

কুরণ্ড (পুং) ১ সাকুরুণ্ড বৃক্ষ। ২ মুষ্কবৃদ্ধি রোগ (Hydrocele), চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে কোরণ্ড বলে। এই রোগ অন্ত্রবৃদ্ধির প্রকার ভেদ, ইহার লক্ষণ ও চিকিসা সমস্তই অন্ত্রবৃদ্ধি রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসার তুল্য। বহুবার বীজ ও আদা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ডের উপকার হয়।

[অন্ত্রবৃদ্ধি ও একশিরা দেখ।]

কুরণ্ডক (পুং) কুরুণ্টকবৃক্ষ, নীলঝাঁটী।

কুরম্, একটী নদী। এই নদী সফেদ্‌কো নামক গিরি হইতে নির্গত হইয়া সিন্ধুনদে মিলিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে এই নদী 'ক্রমু' নামে বর্ণিত হইয়াছে। এই নদীতটস্থ প্রদেশও কুরম্ নামে প্রসিদ্ধ। রাজতরঙ্গিণীতে এই প্রদেশ 'ক্রমুক'

নামে উক্ত দেখা যায়। (রাজতরঙ্গিণী ৪।১৫৯।)। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৮০০ ফুট উচ্চ। এখানে গ্রীষ্মকালে বড় একটা জল থাকে না, আবার শীতকালে বরফে ঢাকিয়া যায়। বৎসর মধ্যে এখানে দুইবার শস্য জন্মে, প্রথমে যব, গম, তৎপরে ধান্য, জনার ও জোয়ারা; এ ছাড়া নানাজাতীয় বৃক্ষও জন্মে। এখানে প্রধানতঃ মিঙ্গল, যাজী, বঙ্গন্ ও তুরি এই চারি জাতি বাস করে।

কুরর (পুং) কুশব্দে ক্রচ্, (কুবঃ ক্রচ্। উণ্ ৩।১৩৩)। ১ কুরলপক্ষী, চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে কুল্ল বলিয়া থাকে। হিন্দীতে করাকুর কহে। সংস্কৃত পর্য্যায় উৎক্রোশ, খরমণ্ড, ক্রৌঞ্চ, পংক্তিচর, খর, কুরল। ২ জলচর পক্ষীবিশেষ।
("কুরর-বক মকরাঃ কঙ্ক-চটক-পিক-ভৃঙ্গ-সারসাঃ।"
হারীত ১।১১।)
৩ পর্ব্বতবিশেষ। (ভাগবত ৫।১৬।২৬।)

কুররাঙ্ঘ্রি (পুং) দেবসর্ষপ।

কুররাব (ক্লী) কুররাঃ সন্ত্যত্র, কুরর-বঃ। (বপ্রকরণে অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে ইতি বক্তব্যং। মহাভাষ্য ৫।২।১০৯।) অকারস্য দীর্ঘঃ। (অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা ৬।৩।১৩৭।) কুররপূর্ণস্থান, যেখানে অনেক ক্রৌঞ্চপক্ষী আছে।

কুররী (স্ত্রী) কুরর স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ মেষী, ভেড়ী। ২ স্ত্রী কুররপক্ষী। ("শুশোচ চিত্রং কুররীব সুস্বরং।" ভাগবত ৬।১৪।৫৩।)

কুররীরুতা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। লক্ষণ -"কুররীরুতানজভজৈর্লগযুক্" প্রথমে চারিটী হ্রস্ব ১টী দীর্ঘ, পরে ১টী হ্রস্ব ১টী দীর্ঘ, পুনরায় ৩টী হ্রস্ব ১টী দীর্ঘ। তৎপরে ২টী হ্রস্ব ও একটী দীর্ঘ এই ১৪টী অক্ষরে এই ছন্দোগ্রথিত হইবে। ইহাতে ৪টী চরণ থাকিবে। যথা -"অনতিচিরোজ্ঝিতস্য জলদেন চিরস্থিত-বহুবুদ্বুদস্য পয়সোঽনুকৃতিম্।" মাঘ ৪। ৪১।

কুরল (পুং) ১ কুররপক্ষী। ২ চূর্ণ কুন্তল। ৩ তিরুবল্লুবরপ্রণীত একখানি তামিলকাব্য। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহাই তামিল ভাষার আদিগ্রন্থ। [তিরুবল্লুবর দেখ।]

কুরব (পুং) ১ শ্বেতমন্দারক, শ্বেতমাদার, যাহাকে শ্বেতআকও বলিয়া থাকে। ২ রক্তঝিণ্টীবৃক্ষ, লালঝাঁটী গাছ। ৩ পীতঝিণ্টী। ৪ তিলক গাছ।
("মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণ" ভাগবত ৩। ১৫। ৯১।
কুৎসিতো রবো যস্য। ৫ শৃগাল। ৬ কুৎসিতরব। (ত্রি) ৭ কুৎসিতরবযুক্ত।

কুরবক (পুং) কুরব—স্বার্থে কন্। ১ রক্তঝিণ্টী। ২ যষ্টীক, যষ্টীমধু। ৩ কুটজ, কুরচি। (ক্লী) ৪ কুরবকপুষ্প।
("আলোকিতঃ কুরবকঃ কুরুতে বিকাশম্"। কুমার ৩। ২৬।)

কুরবাহুক (পুং) পক্ষীবিশেষ।

কুরবিরামশাস্ত্রী—ভারতপর্ব্বব্যাখ্যান নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

কুরস (পুং) কুৎসিতো রসঃ কুগতিসং। ১ মদ্যবিশেষ। (ত্রি) ২ মন্দরসযুক্ত।

কুরসা (স্ত্রী) গোজিহ্বালতা।

কুরাজা (ন্) কুৎসিতো রাজা, কুগতিসং। মন্দরাজা, যে রাজা প্রজারক্ষণ করে না।

কুরাজ্য (ক্লী) কুৎসিতং রাজ্যং, কুগতিসং। মন্দরাজ্য, যে রাজ্যে রাজকার্য্য বিশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হয়।

কুরাল (পুং) সামুদ্রিক অশ্ববিশেষ, ইহার জঙ্ঘাদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ ও অপর অঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ।

কুরী (স্ত্রী) তৃণধান্য ভেদ।

কুরীর (ক্লী) [বৈ] ১ স্ত্রীলোকদিগের মস্তকের আচ্ছাদনবস্ত্রবিশেষ। ("কুরীরমস্য শীর্ষণি কুম্বং চাধিনিদধ্মসি। অথর্ব্ব ৬। ১৩৮। ৩।) ২ বৈদিক ছন্দঃ। ("স্তোমাআসন্ প্রতিধয়ঃ কুরীরং ছন্দ ওপশঃ।" ঋক্ ১০। ৮৫। ৮।)

কুরীর (ক্লী) কৃঞ্ ঈরন্ উকারাদেশশ্চ, (কৃঞ উচ্চ। উণ্ ৪। ৩৩।)। মৈথুন। (কুরীরং মৈথুনং। উজ্জ্বলদত্ত।)

কুরীরিন্ (ত্রি) [বৈ] কুরীরযুক্ত। (অথর্ব্ব ৬।১৩৮।২, ৫।৩১।২।)

কুরু (পুং) কৃঞ্-কুঃ, উকারাদেশশ্চ (কৃগ্রোরুচ্চ। উণ্ ১।২৫।) ১ অগ্নীধ্ররাজার পুত্র, ইহার পিতামহের নাম প্রিয়ব্রত। ২ সম্বরণরাজার পুত্র, সূর্য্যকন্যা তপতীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন, ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের পূর্ব্বপুরুষ। 'যে ব্যক্তি এইস্থানে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, তিনিই স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন' এই অভিপ্রায়ে ইনি সমস্তপঞ্চকের ভূমি কর্ষণ করিয়াছিলেন। (মহাভারত আদি ১৩৪ অঃ।) কুরোর্নিবাসঃ কুরু-অণ্-তস্যচ লোপঃ বহুবচনান্ত। ৩ জনপদবিশেষ। "কুরূন্ স্বপিতি" সিদ্ধান্তকৌ। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে, কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে ও পঞ্চালের পূর্ব্বভাগে হস্তিনাপুর পর্য্যন্ত এই জনপদ অবস্থিত।

"হস্তিনাপুরমারভ্য কুরুক্ষেত্রস্য দক্ষিণে।
পঞ্চালপূর্ব্বভাগেতু কুরুদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

কিন্তু ইহা ঠিক নয়। [কুরুজাঙ্গল দেখ।] ৪ জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত একটী বর্ষ।

"নাভিঞ্চ প্রথমং বর্ষং ততঃ কিংপুরুষং স্মৃতম্।
হরিবর্ষং তথৈবান্যৎ মেরোর্দক্ষিণতঃ স্থিতম্।
রম্যকং চোত্তরং বর্ষং তথৈবানু হিরণ্ময়ম্।
উত্তরা কুরুবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা।
ইলাবৃতঞ্চ তন্মধ্যে সৌবর্ণো মেরুরুত্তমঃ।"

৫ উত্তরকুরু নামক জনপদ। [উত্তরকুরু দেখ।] ৬ ভক্ত, অন্ন। (কুরুর্ভক্তে নৃপেনা পুং ভূম্নি নীবৃতি। উণাদিকোষ।) ৭ কণ্টকারিকা। ৮ পুরোহিত। (বহু) ৯ কুরুজনপদবাসী। ("উবাচ পার্থ! পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি।" গীতা ১ অঃ।)

কুরুই (দেশজ) প্রস্তরকণা, কাঁকর।

কুরুক (পুং) রাজবিশেষ।

কুরুকট (পুং) (বহু) কুরুশ্চ-কটশ্চ দ্বন্দ্বঃ। কুরুদেশবাসী ও কটদেশবাসী।

কুরুকন্দক (ক্লী) মূলক, মূলা।

কুরুকুল্লা (স্ত্রী) ১ কালীর একটী নাম। ("কালীকপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।" শ্যামাকবচ।) ২ বৌদ্ধদেবতাভেদ।

কুরুকুরুক্ষেত্র (ক্লী) কুরব কুরুক্ষেত্রঞ্চ, একবৎদ্বন্দ্বঃ। (বিশিষ্টলিঙ্গো নদীদেশোঽগ্রামাঃ। পা ২।৪।৭) কুরুদেশ ও কুরুক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্র (ক্লী) কুরুকৃষ্টং ক্ষেত্রং মধ্যলো°। অতিপ্রাচীন পুণ্যস্থানবিশেষ। পূর্ব্বকালে কুরু নামক রাজর্ষি এই ক্ষেত্রের কর্ষণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার 'কুরুক্ষেত্র' নাম হইয়াছে।

"পুরাচ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা, বহূনি বর্ষাণ্যমিতেন তেজসা।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা, ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে।"
(ভারত, শল্য ৫৩। ২।)

মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—

'বলরাম কহিলেন, হে তপোধনগণ! কুরুরাজ কি কারণে এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন?

মহর্ষিগণ কহিলেন, পূর্ব্বকালে কুরুরাজ এই ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! তুমি কি অভিপ্রায়ে অতি যত্নে এই ভূমিকর্ষণ করিতেছ? কুরুরাজ বলিলেন, হে পুরন্দর! যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিতে পারিবে। আমার ভূমিকর্ষণের ইহাই উদ্দেশ্য। সুররাজ তাঁহাকে উপহাস করিয়া চলিয়া গেলেন। কুরুরাজ ইন্দ্রের উপহাসে অণুমাত্রও দুঃখিত না হইয়া একান্ত মনে ভূমিকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সুররাজ ভূপতির দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণের নিকট রাজর্ষির বাসনা জানাইলেন। পরে তিনি দেবগণের বাক্যানুসারে কুরুরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজর্ষে! আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, যাহারা এই স্থানে আলস্যশূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, অথবা যুদ্ধে নিহত হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে। কুরুরাজ ইন্দ্রের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষান্ত হইলেন, সুরপতিও সুরলোকে চলিয়া গেলেন।' (ভারত, শল্য ৫৩ অধ্যায়।) [কুরুজাঙ্গল দেখ।]

কুরুক্ষেত্র আর্য্যদিগের একটী প্রাচীনতম তীর্থস্থান। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৭। ৩০, শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণ ১১। ৫। ১। ৪, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ২৪। ৬। ৩৪, পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়নব্রাহ্মণ ১৫। ১৬। ১২, তৈত্তিরীয়-আরণ্যক ৫। ১ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থেও কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। শতপথব্রাহ্মণের মতে এখানে দেবগণ যজ্ঞ করিতেন—

"কুরুক্ষেত্রেঽমী দেবা যজ্ঞং তন্বতে।" শতপথব্রা° ৪।১।৫।১৩।

জাবালোপনিষদেও এই কুরুক্ষেত্র অবিমুক্তক্ষেত্র, ব্রহ্মসদন ও দেবতাদিগের যজ্ঞভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

"অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্।"

ইহার অপর নাম সমন্তপঞ্চক। মহাভারতে লিখিত আছে—

"প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে সনাতনী রাম সমন্তপঞ্চকম্।
সমীজিরে যত্র পুরা দিবৌকসো বরেণ সত্রেণ মহাবরপ্রদাঃ॥"
শল্যপর্ব্ব ৫৩। ১।

হে রাম! সমন্তপঞ্চক ব্রহ্মার উত্তরবেদি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যেখানে পূর্ব্বে মহাবরপ্রদ দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সীমা—"উত্তরেণ দৃষদ্বত্যা দক্ষিণেন সরস্বতীম্।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে॥
ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রহ্মর্ষিসেবিতম্।
তরন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ।
এতৎ কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং।" বনপ° ৮৩। ২০৫,২০৮।

দৃষদ্বতীর উত্তরে ও সরস্বতীনদীর দক্ষিণে পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মর্ষিসেবিত ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্র। যে কুরুক্ষেত্রে বাস করে, সে স্বর্গলোকে বাস করে। তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক এই সমুদায়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানই কুরুক্ষেত্র-সমন্তপঞ্চক।

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে এই ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্রই মনু-প্রোক্ত 'ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ'। (Cunningham's Arch. Sur. Repts, Vols. II. p 215; XIV. p. 87.) কিন্তু তাহা ভুল। ব্রহ্মাবর্ত্ত ও কুরুক্ষেত্র এক নহে, মনুসংহিতায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ১৭॥

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥" মনু ২ অঃ। ১৮।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে দেবনির্ম্মিত প্রদেশ আছে, তাহাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেনক এইগুলি ব্রহ্মর্ষিদেশ, এই ব্রহ্মর্ষি দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিছু ভিন্ন *।

মহাভারতের একস্থানে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত ব্রহ্মাবর্ত্ত-তীর্থের উল্লেখ আছে বটে। (বন ৮৩।-৫২ শ্লোঃ দেখ) কিন্তু তাহার পর অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্র হইতে ভিন্ন ব্রহ্মাবর্ত্তের উল্লেখও আছে। এই ব্রহ্মাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া যমুনাপ্রভব নামক পুণ্যতীর্থে যাইতে হইত †। (বন ৮৪। ৪৩ শ্লোঃ)। শেষোক্ত ব্রহ্মাবর্ত্তই মনুপ্রোক্ত ব্রহ্মাবর্ত্তের সহিত অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। এই ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র ছাড়াইয়া উত্তরদিকে অবস্থিত।

কুরুক্ষেত্রের পরিমাণ দ্বাদশযোজন বা ৪৮ ক্রোশ।

"ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং দ্বাদশযোজনাবধি।" হেমচন্দ্র ৪।১৬।

কুরুক্ষেত্র-তীর্থ-নির্ণয়ের মতে—কুরুক্ষেত্রের ঈশানকোণে তরন্তুক ‡ বা রত্নযক্ষ, বায়ুকোণে অরন্তুক, নৈঋর্তকোণে কপিল (ইহার নিকট রামহ্রদ) এবং অগ্নিকোণে মচক্রুক অবস্থিত। মহাভারতোক্ত তরন্তুক এখন 'রতনযখ' নামে অভিহিত, ইহা সরস্বতীনদীতীরে পিপলি নামক স্থানের নিকট।

অরন্তুকের বর্ত্তমান নাম বাহের, কৈথলগ্রামের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

রামহ্রদ ও কপিলাতীর্থ ঝিন্দের ২॥ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে বর্ত্তমান রামরায় নামক স্থানে অবস্থিত।

মচক্রুক বর্ত্তমান শিখ নামক স্থান, ইহা পাণিপথ ও ঝিন্দের ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত।

উপরোক্ত স্থাননির্দ্দেশানুসারে কুরুক্ষেত্রের ভূপরিমাণ এইরূপ নির্ণীত হয়—

পূর্ব্বে তরন্তুক হইতে মচক্রুক..............২৭ ক্রোশ
পশ্চিমে রামহ্রদ হইতে অরন্তুক...........২০ "
উত্তরে অরন্তুক হইতে তরন্তুক...............২০ "
দক্ষিণে মচক্রুক হইতে রামহ্রদ...........১২॥ "

কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যের মতে উক্ত সীমার মধ্যে ৩৬৫টী তীর্থ অবস্থিত।

মহাভারতেও কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত অনেক তীর্থ ও পুণ্য-স্থানের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, অকারাদিক্রমে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল—

অগ্নিতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম অগ্নিকুণ্ড; থানেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে পৃথূদক নামক প্রাচীন নগরের পার্শ্বে অবস্থিত।) হুতাশন এইখানে ভৃগুশাপে ভীত হইয়া সমীগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। এই তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিলোক লাভ হয়। (শল্য ৪৭। ১৬-২২, বন ৮৩। ১৩৮।)

অমরহ্রদ—(বর্ত্তমান নাম অমৃতকূপ, থানেশ্বর হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে চন্দলানগ্রামে অবস্থিত।) এথানে স্নান ও ইন্দ্রের পূজা করিলে স্বর্গলোক লাভ হয়। (বন ৮৩।১০৫)

অম্বাজন্ম—(কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যে 'ধন্যজন্ম' নামে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা সরকতীর্থের পূর্ব্বে, ইহার বর্ত্তমান নাম দোরথেরি।) এথানে স্নান ও প্রাণত্যাগ করিলে তীর্থযাত্রী নারদের আদেশে উত্তম লোক প্রাপ্ত হয়। (বন ৮৩। ৮১।)

অম্বুমতী—(একটী ক্ষুদ্র নদী, বুড়ী-যমুনানদীর একটী শাখা, কুরুক্ষেত্রপ্রদীপে অংশুমতী নামে বর্ণিত হইয়াছে।) সম্ভবতঃ ইহাই ঋগ্বেদোক্ত অংশুমতী নদী। যথা—

"অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদিয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।"
ঋক্‌সংহিতা ৮। ৯৬। ১৩, সাম ১। ৪। ১। ৪। ১।

দশ সহস্র সৈন্যসহ দ্রুতগমনকারী কৃষ্ণ অংশুমতী নদী-তীরে অবস্থান করিতেছিলেন।

বৃহদ্দেবতায় লিখিত আছে—

"অপক্রম্য তু দেবেভ্যঃ সোমো বৃত্রভয়ার্দ্দিতঃ।
নদীমংশুমতীং নামাভ্যতিষ্ঠৎ কুরূন্ প্রতি॥" ৬।৯১৮।

রামানুজ রামায়ণটীকায় 'অংশুমতী' সূর্য্যতনয়া অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। (রাম ২।৫৫।৬টী।) সূর্য্যতনয়া যমুনার একটী নাম। সম্ভবতঃ বুড়ী যমুনার একটী শাখা বলিয়া ইহাও যমুনাতুল্য বিবেচিত হইত। ঋক্ ও সামবেদের মতে এইখানে ইন্দ্র কৃষ্ণাসুরকে বিনাশ করেন। ইহারই তীরে মহাভারতোক্ত সুতীর্থক নামক তীর্থ। (বন ৮৩। ৫৫।)

অরন্তুক—(বর্ত্তমান নামে বাহের, কুরুক্ষেত্রের একটী দ্বার বলিয়া বিখ্যাত। থানেশ্বর হইতে ১৮ ক্রোশ পশ্চিমে

* হেমচন্দ্রও ব্রহ্মাবর্ত্ত ও কুরুক্ষেত্র দুইটী ভিন্ন বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। (অভিধানচিন্তামণি ৪। ১৫, ১৬।)

† "ব্রহ্মাবর্ত্তং ততো গচ্ছেদ্ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
যমুনাপ্রভবং গত্বা সমুপস্পৃশ্য যামুনম্।" বন ৮৪। ৪৩-৪৪।

‡ কেহ কেহ এইরূপ পাঠ করেন—
"তদন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ।"
(Cunningham's Arch. Sur. Repts, Vol. II. p. 215.)
কিন্তু মহাভারতের কোন মুদ্রিত পুস্তকে অথবা প্রাচীন হস্তলিপিতে এই পাঠ দেখা যায় না।

সরস্বতীনদীতীরে অবস্থিত। এখানে যক্ষকুণ্ড আছে।) এই তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফললাভ হয়। (বন ৮৩।৫১।)

অরুণাতীর্থ বা অরুণাসঙ্গম—(অরুণা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থান, পেহবা-নগর হইতে দেড়ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে উচ্চ স্তূপের ধারে অবস্থিত।) নমুচির শিরশ্ছেদন করিলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। ব্রহ্মার আদেশে তিনি এই অরুণা-সরস্বতীসঙ্গমে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্নান ও দান করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। (শল্য ৪৩। ৩৭-৪৫।) এখানে স্নান করিলে তীর্থযাত্রী ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। (বন ৮৩।১৫০।)

অর্দ্ধকীল—(অরুণাতীর্থের নিকট, বর্ত্তমান নাম সামুদ্রক-তীর্থ।) দর্ভি বিপ্রগণের মঙ্গলার্থ চারি সাগরের জল আনাইয়া এই তীর্থ নির্ম্মাণ করেন। (বন ৮৩। ১৫৩।)

অশ্বিনীতীর্থ—(বর্ত্তমান অস্‌নিপুরে, থানেশ্বরের অর্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে, ঔজসঘাটের নিকট অবস্থিত।)—এই তীর্থে অবস্থান করিলে রূপবান্ হয়। (বন ৮৩। ১৭।)

অহস্তীর্থ—(আপগার বিবরণ দেখ।)

আদিত্যতীর্থ—(সারস্বততীর্থের নিকট) এখানে জৈগীষব্য ও দেবল যোগানুষ্ঠান করিয়া মহাপ্রভাব লাভ করিয়াছিলেন। (শল্য ৫৯ অঃ)। এখানে স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিলে কুল উদ্ধার ও আদিত্যলোক লাভ হয়। (বন ৮৩। ১৮৪)

আপগা—(বর্ত্তমান ছোটঙ্গ্‌নদীর একটী শাখা) ঋগ্বেদে এই নদী 'আপয়া' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

"নি ত্বা দধে বর আ পৃথিব্যা ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাং।
দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥"

ঋক্ ৩। ২৩। ৪।

হে অগ্নি! সুদিন লাভের জন্য ইলারূপ পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে রাখিতেছি। তুমি দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতীতীরস্থ মনুষ্যের গৃহে ধনশালী হইয়া দীপ্ত হও!

আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঋগ্বেদের উক্ত মন্ত্রে 'পৃথিবী,' 'ইলাস্পদ,' 'সুদিন,' 'অহঃ,' 'দৃষদ্বতী,' 'মানুস,' 'আপয়া,' ও 'সরস্বতী, এই যে কয়েকটী শব্দ আছে, মহাভারতে উক্ত প্রত্যেক শব্দের নামে এক একটী স্বতন্ত্র তীর্থ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র! মানুষং লোকবিশ্রুতম্।
যত্র কৃষ্ণমৃগা রাজন্! ব্যাধেন শরপীড়িতাঃ॥ ৬৪॥
বিগাহ্য তস্মিন্ সরসি মানুষত্বমুপাগতাঃ।
তস্মিন্ তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥ ৬৫॥
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
মানুষস্য তু পূর্ব্বেণ ক্রোশমাত্রে মহীপতে!॥ ৬৬॥
আপগা নাম বিখ্যাতা নদী সিদ্ধনিষেবিতা।"
"রুদ্রকোট্যাং তথা কূপে হ্রদেষু চ মহীপতে!।
ইলাস্পদঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম!॥ ৭৬॥
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ দৈবতানি পিতৃনথ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি"॥ ৭৭॥
"অহশ্চ সুদিনঞ্চৈব দ্বে তীর্থে লোকবিশ্রুতে।
তয়োঃ স্নাত্বা নরব্যাঘ্র! সূর্য্যলোকমবাপ্নুয়াৎ॥" ৯১।

বনপর্ব্ব ৮৩ অঃ।

তৎপরে লোকপ্রসিদ্ধ 'মানুষতীর্থে' গমন করিবে। কতকগুলি কৃষ্ণমৃগ ব্যাধকর্ত্তৃক শরপীড়িত হইলে, এই তীর্থজলে স্নান করিয়া মানুষত্ব লাভ করিয়াছিল। এখানে স্নান করিলে বিশুদ্ধাত্মা ও সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে প্রশংসিত হয়। মানুষতীর্থের এক ক্রোশ পূর্ব্বে সিদ্ধসেবিত 'আপগানদী'। রুদ্রকোটী, রুদ্রকূপ ও রুদ্রহ্রদে 'ইলাস্পদতীর্থ', এখানে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে কখন দুর্গতি হয় না ও বাজপেয় যাগের ফললাভ হয়। 'অহঃ' ও 'সুদিন' এই দুইটী লোকপ্রসিদ্ধ তীর্থ, এখানে স্নান করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়।

(বর্ত্তমান পেহেবা-নগরের পূর্ব্বে ও আপগা নদীর পশ্চিমে মানুষতীর্থ। পেহেবার নিকট সেরগড় নামক স্থানে ইলাস্পদতীর্থ ও সোঙ্গ নামক স্থানে সুদিন ও অহস্তীর্থ অবস্থিত।)

ইন্দ্রতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম ইন্দ্রবারি, থানেশ্বর ও পেহেবার ঠিক মধ্যস্থলে সরস্বতীনদীতীরে অবস্থিত।) দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই জন্য ইহার নাম ইন্দ্রতীর্থ, ইহা সর্ব্বপাপনাশক। (শল্য ৪৯।৫।) এখানে ইন্দ্র ভরদ্বাজের কন্যা শ্রুবাবতীর ভক্তিপরীক্ষা করিয়াছিলেন। (শল্য ৪৮। ১৮।)

ইলাস্পদ—(আপগার বিবরণ দেখ।)

একরাত্রতীর্থ—(থানেশ্বরের নিকট।) এখানে নিয়ত সত্যবাদী হইয়া একরাত্রি যাপন করিলে ব্রহ্মলোকলাভ হয়। (বন ৮৩। ১৮৩।)

একহংসতীর্থ—(কাহারও মতে, বর্ত্তমান ঢুন্ডিগ্রামে এই তীর্থ অবস্থিত।) এখানে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। (বন ৮৩ অঃ)

ওঘবতী—(প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে, আপগানদীর অপর নাম ওঘবতী, ইহার বর্ত্তমান নাম ছোটঙ্গ্; কিন্তু মহাভারতাদিতে আপগা ও ওঘবতী দুইটী ভিন্ন নদী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে।) [বন ৮৩। ৬৭ ও শল্য ৩৮। ২৮ দেখ।]

"কুরোশ্চ যজমানস্থ কুরুক্ষেত্রে মহাত্মনঃ।
আজগাম মহাভাগা সরিৎশ্রেষ্ঠা সরস্বতী ॥
ওঘবত্যপি রাজেন্দ্র বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
সমাহূতা কুরুক্ষেত্রে দিব্যতোয়া সরস্বতী॥" শল্য ৩৮।২৭-২৮।

কুরুরাজ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠকর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া সেই পবিত্রস্থানে আসিয়া ওঘবতী নাম ধারণ করিয়াছেন।

ঔশনস-তীর্থ—(অপর নাম কপালমোচন, সরস্বতীর উত্তরকূলে পেহেবানগরের কিছুদূরে অবস্থিত।) এই তীর্থে দৈত্যগুরু শুক্র তপস্যা করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম ঔশনসতীর্থ। পূর্ব্বে রামচন্দ্র এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলে, সেই ছিন্নমস্তক মহর্ষি মহোদরের জঙ্ঘায় সংলগ্ন হয়, মহর্ষি ঐ তীরে আসিয়া অবগাহন করিবামাত্র জঙ্ঘালগ্ন মস্তক স্খলিত হইয়া সলিল মধ্যে অদৃশ্য হইল। এথানে রাক্ষসের কপাল বিমুক্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 'কপালমোচন' হইয়াছে। এখানে আর্ষ্টিষেণ কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন এবং সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (শল্য ৪০, ৪১ অঃ।)

আধুনিক কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যে আর্ষ্টিষেণ প্রভৃতি উক্ত ঋষিগণের নামানুসারে এক একটী স্বতন্ত্র তীর্থ বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কপালমোচনের চারিদিকে ঐ সকল তীর্থ অবস্থিত আছে।

কন্যাতীর্থ—'বৃদ্ধকন্যকতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ।

কন্যাশ্রম—সন্নিহর্তী তীর্থের নিকট। এখানে ব্রহ্মচারী হইয়া তিনরাত্রি উপবাস করিলে শত কন্যালাভ ও তীর্থযাত্রী স্বর্গলোকে গমন করে। (বন ৮৩। ১৯০।)

কপালমোচন—অপর নাম ঔশনসতীর্থ।

কপিলাতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম কৈলৎ। সূর্য্যতীর্থ ও শ্রীতীর্থের নিকট।) এখানে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে সহস্র কপিলাদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ৪৬)

কলসীতীর্থ—(এখনও কলসী নামে খ্যাত।) এখানকার জলস্পর্শ করিলে অগ্নিষ্টোম যাগের ফল হয়। (বন ৮৩। ৭৯)

কাম্যকবন—(বর্ত্তমান নাম কামবন, কামোদগ্রামের নিকট; ইহার অনতিদূরে সরস্বতী প্রবাহিত। সাধারণে এই স্থানকে 'দ্রৌপদী-কা-ভাণ্ডার' বলে। প্রবাদ এইরূপ, এইথানে দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবকে রন্ধন করিয়া থাওয়াইতেন।)

মহাভারতে লিখিত আছে—

"পাণ্ডবাস্ত বনে বাসমুদ্দিশ্য ভরতর্ষভাঃ।
প্রযযু র্জাহ্নবীকূলাৎ কুরুক্ষেত্রং সহানুগাঃ॥
সরস্বতী দৃষদ্বত্যৌ যমুনাঞ্চ নিষেব্য তে।
যযুর্বনেনৈব বনং সততং পশ্চিমাং দিশম্॥
ততঃ সরস্বতীকূলে সমেষু মরুধন্বসু।
কাম্যকং নাম দদৃশুর্বনং মুনিজনপ্রিয়ম্॥" বন ৫।১-৪।

(এখানে কামেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে।)

কায়শোধন—(এই তীর্থের বর্ত্তমান নাম কাসোয়ন।) এথানে স্নান করিলে শরীর শুদ্ধ হয় ও দেহান্তে উত্তম লোকে গমন করে। (বন ৮৩। ৪২।)

কারবপন—(প্লক্ষপ্রস্রবণের কিছুদূরে অবস্থিত।) বলরাম সরস্বতীর প্রভাব ও প্লক্ষপ্রস্রবণতীর্থ দর্শন করিয়া এই তীর্থে আসিয়াছিলেন। এখানে তিনি স্নান দান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণপূর্ব্বক যতি ও ব্রাহ্মণগণের সহিত একরাত্রি বাস করেন। (শল্য ৫৪। ১১—১২)

কাশীশ্বরতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম 'কাসান'।) এই তীর্থে স্নান করিলে নিরোগ শরীর ও দেহান্তে ব্রহ্মলোক লাভ হয়।
(বন ৮৩। ৫৬)

কিন্দত্তকূপ—(বর্ত্তমান বাস্থলী নামক গ্রামের পার্শ্বে।) এই কূপে তিলপ্রস্থ প্রদান করিলে ঋণমুক্ত ও পরমা সিদ্ধি লাভ হয়। (বন ৮৩। ৯৭)

কিন্দান—(কলসীতীর্থের নিকট) ইহার পার্শ্বে কিংজপ্য তীর্থ। উভয়তীর্থে দান ও জপ করিলে অশেষ পুণ্য হয়।
(বন ৮৩। ৭৮)

কুরুতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম কুরুধ্বজ।) তৈজসতীর্থের পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ হয়।
(বন ৮৩। ১৬৭।)

কুঞ্জতীর্থ—(বর্ত্তমান বনপুর নামক স্থানে অবস্থিত।) এই তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল হয়। (বন ৮৩।১০৯)

কুলম্পুন—(বর্ত্তমান নাম কুলতারণতীর্থ, কৈথল গ্রাম হইতে ২ ক্রোশ উত্তর, করাণ নামক গ্রামে অবস্থিত। কৈথল ও কিমাঁচ গ্রামের নিকট কুলোদ্ধার নামে দুইটী তীর্থ আছে।) ইহাতে স্নান করিলে স্নানকারীর কুল পবিত্র হয়।
(বন ৮৩। ১০৩)

কৃতশৌচ—একহংসতীর্থের নিকট। ইহাতে স্নানদানে অনন্ত ফল হয়। (বন ৮৩। ২০)

কপিলকেদারতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম কপিলমুনিতীর্থ, ওঘবতী নদীতীরে, থানেশ্বর হইতে ৫॥ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে।) ইহাতে স্নান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। (বন ৮৩। ৭২।)

কোটিতীর্থ—কোটিতীর্থ দুইটী, প্রথমটী পঞ্চনদের অন্তর্গত,

ইহাতে স্নান করিলে অশ্বমেধের সমান ফল হয়। দ্বিতীয়টী গঙ্গাহ্রদের নিকট, ইহাতে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ হয়। (বন ৮৩। ১৭,২০১।)

কৌবের তীর্থ—(বর্ত্তমান নাম কুবের, থানেশ্বরের নিকট।) মহাত্মা কুবের এই তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি ধনাধিপতি ও মহাদেবের সখা হইয়াছেন। এই স্থানে কুবেরের একটী মনোহর কানন আছে। সমস্ত দেবগণ এই স্থানে কুবেরের অভিষেক করিয়া তাঁহাকে পুষ্পকরথ প্রদান করিয়াছিলেন। (শল্য ৪৭। ২২—২৪।)

কৌশিকীসঙ্গম—(কৌশিকী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গমস্থান, কর্ণাল হইতে ৪॥ ক্রোশ পশ্চিমে, বর্ত্তমান বালুনামক গ্রামে অবস্থিত।) কৌশিকীসঙ্গমে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। (বন ৮৩। ৯৪।)

গঙ্গাহ্রদ—(বর্ত্তমান নাম গঙ্গাতীর্থ, নাগদু হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে হুসেন নামক গ্রামে অবস্থিত।) এখানে স্নান করিলে স্বর্গলোক লাভ হয়। (বন ৮৩। ১৭৭।)

গোভবন—(বর্ত্তমান নাম গোহন।) এখানে যথাক্রমে স্নানাদি করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ৪৯।)

জয়ন্তী—(বর্ত্তমান নাম ঝিন্দ, এখানে সোমতীর্থ অবস্থিত।) এখানে স্নান ও দানে অনন্তফল হয়। (বন ৮৩.১৯।)

তৈজসতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম তেজসঘাট। থানেশ্বরের অর্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।) এই তীর্থে ব্রহ্মা দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এখানে স্নানদানে অনন্ত ফল হয়। (বন ৮৩। ৬৪।)

ত্রিবিষ্টপ—(বর্ত্তমান ধোধা গ্রামে অবস্থিত।) এই স্থানে পুণ্যসলিলা বৈতরণী নদী আছে। তাহাতে স্নান করিয়া বৃষধ্বজের অর্চ্চনা করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় ও পরিণামে সদ্গতিলাভ হয়। (বন। ৮৩।)

দধীচতীর্থ—(থানেশ্বরের নিকট।) এই তীর্থটী অতি পবিত্র ও পবিত্রকারী, এই স্থানে তপোনিধি অঙ্গিরা জন্মগ্রহণ করেন। এখানে স্নান ও দান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল হয় ও সরস্বতীলোক প্রাপ্তি হয়। বন ৮৩। ১৮৭-১৮৮।) এই তীর্থটিই বেদোক্ত শর্য্যণাবৎ সরোবর বলিয়া অনুমিত হয়।

ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে—

"ইন্দ্রো দধীচো অস্থভি বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।
জঘান নবতীর্নব।" ঋক্ ১। ৮৪। ১৩।

"ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্ব্বতেষপশ্রিতং।
তদ্বিদচ্ছর্য্যণাবতি।" ঋক্ ১। ৮৪। ১৪।

প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত ইন্দ্র দধীচি ঋষির অশ্বাকৃতি মস্তকের অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে ৯৯ বার বধ করিয়াছিলেন। গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিলে ইন্দ্র সেই মস্তক শর্য্যণাবতে * প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

[শর্য্যণাবৎ দেখ।]

মহাভারত পাঠে জানা যায়, এই দধীচের নিকট সোমতীর্থ।

"সোমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তীর্থসেবী নরাধিপ।
সোমলোকমবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্রসংশয়ঃ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ দধীচস্য মহাত্মনঃ।
তীর্থং পুণ্যতমং রাজন্ পাবনং লোকবিশ্রুতম্॥"

(বন ৮৩। ১৮৬-১৮৭।)

তীর্থযাত্রী সোমতীর্থে স্নান করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মহাত্মা দধীচির পুণ্যতম তীর্থ।

ঋগ্বেদেও বর্ণিত হইয়াছে—

"যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে॥
যে বাদঃ শর্য্যণাবতি।" ঋক্ ৯। ৬৫। ২২।

যে সকল সোমরস অতিদূরে বা অতিনিকটে প্রস্তুত হইয়াছে, অথবা যে সোম শর্য্যণাবতে প্রস্তুত হইয়াছে।

"শর্য্যণাবতি সোমমিন্দ্রঃ পিবতু বৃত্রহা।" ঋক্ ৯।১১৩।১।

শর্য্যণাবতে যে সোম আছে, তাহা বৃত্রসংহারকারী ইন্দ্র পান করুন।

সম্ভবতঃ শর্য্যণাবতের নিকট যেখানে সোম ছিল, অথবা যেখানে ইন্দ্র সোমপান করেন, মহাভারতে সেইখান সোমতীর্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

দশাশ্বমেধতীর্থ (শলোন নামক গ্রামের নিকট।) ইহাতে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ১৪।)

দৃষদ্বতী নদী—(বর্ত্তমান নাম রাক্ষী) ইহাতে স্নান এবং দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফল হয়। (বন ৮৩। ৮৬।)

দেবীতীর্থ—(মধুবটীর বিবরণ দেখ)।

নরকতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম নরকতারী বা অনরক, থানেশ্বর হইতে একক্রোশ দক্ষিণে সরস্বতীতীরে।) ব্রহ্মা নারায়ণপ্রভৃতি দেবগণের সহিত এই স্থানে অবস্থিতি করেন। তীর্থসেবী এই স্থানে স্নান করিয়া দুর্গতি হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এখানে বিশ্বেশ্বর, নারায়ণ ও রুদ্রপত্নীদেবীর অর্চ্চনা করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। (বন ৮৩। ৭১—৭৩।)

* 'শর্য্যণা নাম কুরুক্ষেত্রবর্ত্তিনো দেশাঃ। তেষামদূরভবং সরঃ শর্য্যণাবৎ।' সায়ণাচার্য্য (৮। ৬। ৩৯ ঋগ্‌ভাষ্য।)

শাট্যায়নব্রাহ্মণেও লিখিত আছে—

"শর্য্যণাবদ্ধ হ বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে সরঃ স্যন্দতে।"

নাগতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম নাগদমন, পৃথূদকের কিছু দূরে সপিদানগ্রামে অবস্থিত।) ইহাতে স্নান ও অর্চ্চনা করিলে নাগলোক প্রাপ্তি হয় এবং অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের সমান ফল হয়। (বন ৮৩। ১৪।)

নাগোদ্ভেদ—(বর্ত্তমান নাম 'নাগছ্', থানেশ্বরের ৫৷৷০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার লোকেরা বলে, এইখানে ভীষ্মের সৎকার হইয়াছিল।) ইহাতে স্নানদানে নাগলোক প্রাপ্তি হয়। (বন ৮২। ১১৩।)

পঞ্চনদতীর্থ—(বর্ত্তমান হাট নামক গ্রামে অবস্থিত।) এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে স্নানাদি করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের সমান ফল হয়। (বন ৮৩। ২৬।)

পঞ্চবটী—(বর্ত্তমান কোপর নামক গ্রামে, থানেশ্বর হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।) ইন্দ্রিয় সংযত ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এই তীর্থে বাস করিলে ব্রহ্মাদি উৎকৃষ্ট লোক প্রাপ্তি হয়। এই তীর্থে যোগেশ্বর নামক একটী শিব আছেন, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে অভিলাষ পূর্ণ হয়। (বন ৮৩। ৬১-৬২।)

পবনহ্রদ—(বর্ত্তমান নাম পবনাব, ছোটঙ্গ্ নদীর তীরে।) এই হ্রদে যথানিয়মে স্নান করিলে বায়ুলোক প্রাপ্তি হয় এবং বায়ুলোকের অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ হয়। (বন ৮৩। ৪)

পাণিখাত—(ছোটঙ্গ্ নদীতীরে ফরলগ্রামে অবস্থিত।) এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রযাগের ফল হয়। এ ছাড়া রাজসূয়যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া তীর্থযাত্রী ঋষিলোকে গমন করিতে পারে। (বন ৮৩। ৮৮-৮৯।)

পরীণহ্—কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন পুণ্যস্থান, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে ইহার উল্লেখ আছে।

পারিপ্লব—(মঙ্কণকের দক্ষিণে কিছু দূরে অবস্থিত।) এই তীর্থ ত্রিভুবনবিখ্যাত, স্নানে ও দানে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রযজ্ঞের ফল হয়। (বন ৮৩। ১২।)

পুণ্ডরীকতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম পুণ্ডরী, ফরল গ্রাম হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণে।) শুদ্ধচিত্ত হইয়া এই তীর্থে স্নান করিলে অন্তরাত্মা পবিত্র হয়। (বন ৮৩। ২১।)

পুষ্করতীর্থ—(এখন পুকরবেদী কহে, পৃথূদকের নিকট।) এই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিলে তীর্থযাত্রী চরিতার্থ হইয়া অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে। মহাত্মা পরশুরাম এই তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। (বন ৮৩। ২৫।)

পৃথিবীতীর্থ—(পারিপ্লবতীর্থের নিকট।) এই তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ১৩।)

পৃথূদক—(বর্ত্তমান নাম পেহেবা।) এই তীর্থটী সর্ব্বলোকবিখ্যাত। ইহাতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবে। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অজ্ঞান বা জ্ঞানপূর্ব্বক জন্ম-জন্মান্তরে যে কোন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এই তীর্থে গমন করিলে বা স্নান করিলে, তাহা বিনষ্ট হয় এবং অশ্বমেধের ফললাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে। এই মহীমণ্ডলে কুরুক্ষেত্র অতিশয় পুণ্যময় স্থান, সরস্বতী কুরুক্ষেত্র হইতেও পুণ্যময়ী, সরস্বতীর তীর্থ সরস্বতীনদী হইতেও পুণ্যজনক, এই পৃথূদক সমস্ত তীর্থের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতম। ইহাতে শরীর ত্যাগ করিলে তাহার আর জন্ম বা মরণ থাকে না। সনৎকুমার ও ব্যাসদেব বলিয়াছেন, যে পৃথূদকের সমান তীর্থ নাই। ভূমণ্ডলে ইহাই পবিত্র ও পুণ্যময়। নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিগণও স্নানমাত্রে স্বর্গে গমন করিতে পারে। (বন ৮৩। ৪০-৪৭।) [পৃথূদক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

ফলকীবন—(বর্ত্তমান নাম ফরল।) ইহা দেবতাগণের তপস্যাস্থান। (বন ৮৩। ৮৫।)

মঙ্কণক—(বর্ত্তমান নাম মঙ্গ্না।) এখানে সপ্তসারস্বততীর্থ।

মধুবটী—(বর্ত্তমান নাম মধুবন বা মোহন, ফরলগ্রাম হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।) এই স্থানে দেবীতীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে দেবী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং গোসহস্র দানের ফল হয়। (বন ৮৩। ৯৩-৯৪।) কূর্ম্মপুরাণ মতে, এই মধুবনতীর্থে গমন করিলে ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ হয়। (কূর্ম্মপু° ২। ৩৫। ৯।)

মধুস্রবতীর্থ—(পৃথূদকের নিকট অবস্থিত।) ইহাতে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ৪০।)

মাতৃতীর্থ—এই তীর্থে স্নান করিলে সন্ততি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। (বন ৮৩। ৫৭।)

মানুষতীর্থ—(আপগার বিবরণ দেখ।)

মিশ্রকতীর্থ—(পাণিখাতের অনতিদূরে অবস্থিত।) ব্যাসদেব ব্রাহ্মণগণের উপকারের জন্য এই স্থানে সমস্ত তীর্থ মিশ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই ইহার নাম মিশ্রক হইয়াছে। এই এক তীর্থে স্নান করিলে সকল তীর্থস্নানের ফল হয়। (বন ৮৩। ৯০-৯১।)

মুঞ্জবট—(বর্ত্তমান থানেশ্বর, এখানে যক্ষিণীকুণ্ড আছে।) ইহা মহাদেবের আবাসস্থান, উপবাস করিয়া একরাত্র বাস করিলে গাণপত্যপ্রাপ্তি হয়। এই তীর্থে এক যক্ষিণী বাস করে, তাহার আরাধনা করিলে কামনা সিদ্ধি হয়। এই মুঞ্জবট কুরুক্ষেত্রের দ্বার বলিয়া বিখ্যাত। (বন ৮৩। ২২-২২৪।)

মৃগধূম—(হুসেন গ্রামের নিকট।) এই স্থানে গমন করিয়া এখানকার গঙ্গাতীর্থে স্নান করিলে এবং মহাদেবকে অর্চনা করিলে সহস্রগোদানের সমান ফল হয়। (বন ৮৩।১০০।)

যমুনাতীর্থ—(এই তীর্থটীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, বোধ হয় লুপ্ত হইয়াছে।) মহর্ষিগণ এই তীর্থকে স্বর্গদ্বার বলিয়া বর্ণনা করেন। মহারাজ ভরত এই স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করেন। মরুত্ত রাজাও এই স্থানেই যজ্ঞ করেন। এখানে স্নান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় ও পরিণামে সদগতি লাভ হয়। যমুনাতীর্থে জলাধিপতি বরুণ সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া একটী বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দেবগণের সহিত অসুরকুলের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। (বন ১২৯। ১৩-১৭।)

যাযাততীর্থ—(এখন যযাতিতীর্থ নামে খ্যাত, পৃথূদকপরিক্রমণের শেষ তীর্থ।) রাজা যযাতি এই স্থানে এক বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সরস্বতী মূর্ত্তিমতী হইয়া মহারাজের যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই জন্য এই তীর্থ যাযাত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই স্থানে স্নানদানে অক্ষয় পুণ্য হয়। (শল্য ৪১। ৩০-৩২।) ইহাও একটী কুরুক্ষেত্রের দ্বার বলিয়া খ্যাত। (বন ১২৯। ১২।)

বকাশ্রম—বক নামে একজন প্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন। নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে বকমহর্ষি আপনার গোবৎস সকল তাহাদিগকে অর্পণ করেন। তিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া গাভী প্রার্থনা করিলে, ধনান্ধ ধৃতরাষ্ট্র কটুবাক্যপ্রয়োগ করিয়া কতকগুলি মৃত গো প্রদান করিতে অনুমতি করেন। মহর্ষি তাহার অসদ্ব্যবহারে রোষাবিষ্ট হইয়া তাহার রাজ্য বিনষ্ট করিবার অভিলাষে এই স্থানে একটী আভিচারিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র বহুবিধ বিনয় করিয়া মুনিকে সন্তুষ্ট করেন। সেই জন্য ইহা বকাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ। (শল্য ৪১ অঃ।)

রামতীর্থ—(থানেশ্বরের নিকট, ইন্দ্রতীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত।) মহাত্মা পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া এই স্থানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করেন, সেই জন্য ইহা রামতীর্থ নামে বিখ্যাত। এখানে স্নান দানে অনন্তফল। (শল্য ৪৯। ৭৮।)

রামহ্রদ (পাঁচটী, তন্মধ্যে ঝিন্দের ২॥০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে রামরায় নামক স্থানে একটী ও থানেশ্বরের নিকট একটী।)পরশুরাম ক্ষত্রিয়রাজগণকে নিধন করিয়া পাঁচটী হ্রদ ক্ষত্রিয়শোণিতে পূর্ণ করেন এবং সেই শোণিতে পিতৃপিতামহগণের তর্পণ করেন। পূর্ব্বপুরুষগণ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরশুরাম তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, এই পাঁচটী হ্রদ তীর্থস্থান হউক। তাঁহারা তাহাই স্বীকার করিলেন, হ্রদ কয়টীও তীর্থ হইল। যিনি রামহ্রদে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করেন, তাঁহার মনের অভিলাষ পূর্ণ হয় ও চরমে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। (বন ৮৩।২৬-৩৯।)

রেণুকাতীর্থ—(থানেশ্বরের কিছুদূরে উর্ণায়চ নামক স্থানে অবস্থিত।) ইহাতে স্নান, দান এবং পিতৃলোকের ও দেবতাগণের অর্চনা করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি, অগ্নিষ্টোমের ফললাভ এবং প্রতিগ্রহ জন্য সমস্ত দোষ নষ্ট হয়। (বন ৮৩।১৫৯।)

লোকোদ্ধারতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম 'লোধর,' লোধর গ্রামে অবস্থিত।) একটী প্রধান তীর্থ। ইহাতে স্নান করিলে পিতৃলোকের উদ্ধার হয়। (বন ৮৩। ৪৪।)

বটতীর্থ বা বটাশ্রম—সোমতীর্থে একটী বটবৃক্ষের তলে দেবগণ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক করিয়া তাঁহাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই স্থান বটতীর্থ বা বটাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ। (শল্য ৪৩। ৪৯, বন ৯০। ১১।)

বদরীপাচন তীর্থ—(থানেশ্বর হইতে ১৮ ক্রোশ ও পৃথূদক হইতে ১১ ক্রোশ পশ্চিমে, বেরনামক গ্রামস্থ সরস্বতীতীরে। এখানে অদ্যাপি বিস্তর বদরীবন দৃষ্ট হয়।) মহর্ষি ভরদ্বাজের শ্রুবাবতী নামে একটী কন্যা ছিল। শ্রুবাবতী ইন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায়ে ঘোরতর তপস্যা করেন। তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ বশিষ্ঠের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'সুন্দরি! আমি তোমাকে এই পাঁচটী বদরী ফল প্রদান করিতেছি, তুমি পাক করিয়া প্রস্তুত কর। আমি আসিতেছি।' শ্রুবাবতী তাঁহার আদেশে বদর পাক করিতে আরম্ভ করিলেন, দিবা অবসান হইল, লোহার বদর কিছুতেই সিদ্ধ হইল না। শ্রুবাবতী যে সকল কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। শ্রুবাবতী চিন্তিত হইলেন। পরিশেষে আপনার হস্তপদই কাষ্ঠ করিয়া পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপনার মূর্ত্তিতে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, 'শ্রুবাবতি! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই স্থান বদরীপাচন তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে, তোমারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।' ইন্দ্র প্রস্থান করিলেন ও অনতিপরেই শ্রুবাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। (শল্য ৪৮ অঃ।)

বরাহতীর্থ—(বর্ত্তমান বারং নামক গ্রামে অবস্থিত।)

ভগবান্ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইস্থানে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল হয়।
(বন ৮৩। ১৮।)

বশিষ্ঠাপবাহতীর্থ—(থানেশ্বরের নিকট) স্থাণুতীর্থের নিকটবর্ত্তী। এইস্থানের প্রবাহ অতি ভীষণ। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরস্পরে বৈরভাব ছিল। একদিন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে তাহার সমীপে উপস্থিত করিবার জন্য সরস্বতীকে অনুমতি করিলেন। সরস্বতী দেখিলেন, বিষম সঙ্কট, মহাক্রোধী বিশ্বামিত্রের আদেশ প্রতিপালন না করিলে নিস্তার নাই, কি প্রকারেই বা মহর্ষি বশিষ্ঠকে আনয়ন করেন। পরিশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কাতরস্বরে আদ্যোপান্ত সকল নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন, 'ভদ্রে! তুমি আমাকে লইয়া চল, না হইলে বিশ্বামিত্রের হস্তে তোমার নিস্তার নাই।' সরস্বতীর তীরে বিশ্বামিত্র তপস্যা করিতেছিলেন। সরস্বতী সেই সময়ে বশিষ্ঠকে আনিয়া বিশ্বামিত্রের সমীপে উপস্থিত করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার বিনাশের জন্য অস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার বশিষ্ঠকে যথাস্থানে লইয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র সরস্বতীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া শাপ দিলেন। সেই শাপে একবৎসর পর্য্যন্ত সরস্বতীর জল শোণিত হইয়াছিল। এইরূপে বশিষ্ঠাপবাহ হইল। (শল্য ৪২ অঃ।)

বংশমূল—(বর্ত্তমান বরাসোলা গ্রামে।) এখানে স্নান ও দান করিলে বংশের উদ্ধার হয়। (বন ৮৩। ৪০।)

বামনক—এইস্থানে বিষ্ণুপদহ্রদ আছে। সেই হ্রদে স্নান করিয়া বামনের অর্চ্চনা করিলে অনন্ত ফল হয়।
(বন ৮৩। ১০২।)

বারুণতীর্থ—ইহার অপর নাম তৈজসতীর্থ। দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে অভিষিক্ত করিয়া এই স্থানে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন। (বন ৮৩। ১৬৪।)

বিশ্বামিত্রতীর্থ—(পৃথূদকের নিকট সরস্বতীর দক্ষিণকূলে একটী ৪০ ফুট উচ্চ স্তূপের উপর অবস্থিত। এখানে শিল্প ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুন্দর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। মন্দিরে ঐরাবত-পরিবৃত ইন্দ্রমূর্ত্তি এবং তাহারই পার্শ্বে নবগ্রহ ও অষ্টনায়িকা মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে।) নীচজাতিও ইহাতে স্নান করিলে ব্রাহ্মণ-জন্মগ্রহণ করিয়া শুচি ও পবিত্রাত্মা হয়। চরমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি এবং তাহার সপ্তমকুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। (বন ৮৩। ৩৭-৩৯।)

বিষ্ণুপদ বা বিষ্ণুস্থান—(বর্ত্তমান নাম থান।) ইহা পারিপ্লব তীর্থের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানে ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বদাই সন্নিহিত থাকেন। স্নান করিয়া বিষ্ণুকে নমস্কার করিলে অশ্বমেধের ফল ও পরিণামে স্বর্গ লাভ হয়। (বন ৮৩। ১১-১৩।)

বেদবতী—(বর্ত্তমান শীতলামঠের পার্শ্বে।) ইহার অপর নাম বেদীতীর্থ। কিন্দত্ত কূপের অনতিদূরে অবস্থিত, ইহাতে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ৯৭।)

বৈতরণী—(বর্ত্তমান ধোধাগ্রামের পার্শ্বে প্রবাহিত ছোটঙ্গ নদী।) সকল পাপনাশিনী বৈতরণীতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, পরিণামে মুক্তি হইয়া থাকে। (বন ৮৩। ৮৩।)

বৃদ্ধকন্যক তীর্থ—(থানেশ্বরের নিকট।) কুণিগর্গ নামে এক মহর্ষি তপোবনে একটী মানসী কন্যার সৃষ্টি করেন। কন্যাটী আপনার অনুরূপ পতির অভাব দেখিয়া এই স্থানে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তাহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল, চলিবার শক্তির অভাব হইল, তখন পরলোক গমন করিবার মানসে কলেবর পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে নারদ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কল্যাণি! অনূঢ়া কন্যার সদ্‌গতি হইবার সম্ভাবনা নাই, তুমি কিরূপে পরলোক গমন করিবে?" বৃদ্ধকন্যা চিন্তিত হইলেন এবং বলিলেন, যদি কেহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকার করেন, আমি তাহাকে আমার তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব। শৃঙ্গবান্ বৃদ্ধকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বৃদ্ধকন্যা একরাত্রি তাহার সহবাস করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। সেই হইতে এই তীর্থের বৃদ্ধকন্যক নাম হইয়াছে। (শল্য ৪২ অঃ।)

ব্যাসবন—(বর্ত্তমান বাস্থলী গ্রামের দক্ষিণপার্শ্বস্থ ভূমি।) ইহাতে মনোজ্ঞ নামক হ্রদ আছে, তাহাতে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ৯২।)

ব্যাসস্থলী—(বর্ত্তমান বাস্থলী নামক গ্রাম, কর্ণাল হইতে ৮ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।) ব্যাসদেব পুত্রশোকে কাতর হইয়া এইস্থানে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হন। এইস্থানে গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। ইহা কৌশিকীসঙ্গমের নিকটে অবস্থিত। (বন ৮৩। ৯৫-৯৬।)

ব্রহ্মতীর্থ—(বর্ত্তমান রসালু গ্রামে অবস্থিত।) কন্যাতীর্থের নিকটবর্ত্তী। ইহাতে স্নান করিয়া নীচবর্ণও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ স্নান করিলে তাহার সদ্‌গতি হয়।
(বন ৮৩। ১১২।)

ব্রহ্মযোনি—পৃথূদক তীর্থের নিকটবর্ত্তী। ব্রহ্মা এই তীর্থটীকে নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে স্নান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় এবং সপ্তকুলের উদ্ধার হয়। (বন ৮৩। ৩৮-৩৯।)

ব্রহ্মাবর্ত্ত—(বর্ত্তমান নাম ব্রহ্মদৎ।) ইহাতে স্নান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। (বন ৮৩। ৫২।)

শঙ্খিনী – ইহা গোভবনে অবস্থিত। স্নানদানে অনন্তফল হয়। (বন ৮৩। ৫০।)

শক্রাবর্ত্ত—(বর্ত্তমান নাম শাকরা। পৃথূদকের কিছু দূরে অবস্থিত।) ইহাতে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিতে পারে।

(বন ৮৪। ২৯।)

শতসহস্র—ইহার নিকটে সাহস্রক নামক অপর একটী তীর্থ আছে, এই দুই তীর্থে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল হয়, এইস্থানে দান উপবাস প্রভৃতি যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যায়, তাহারই সহস্রগুণ ফল হয়। (বন ৮৩। ১৫৬-১৫৭।)

শালিহোত্র (থানেশ্বরের নিকট।) এই স্থানে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ১০৬।)

শীতবন – (বর্ত্তমান নাম সিবন।) এইস্থানে অনেকগুলি তীর্থ আছে, একবার এইস্থান অবলোকন করিলে কিম্বা এখানে অবগাহন করিলে তীর্থসেবী পরম পবিত্রতা লাভ করেন। (বন ৮৩। ৫৮।)

শ্রীতীর্থ—ইহাতে স্নান, পিতৃ অর্চ্চনা কিংবা দেবপূজা করিলে উৎকৃষ্ট কান্তি ও বিপুল ধনলাভ হয়। (বন ৮৩।৪৫।)

শ্বাবিল্লোমাপহ বা শ্বাবিল্লোমাপনয়ন—ইহা শীতবন-মধ্যবর্ত্তী, এই তীর্থে প্রাণায়াম করিয়া প্রয়াগের স্থায় গাত্রের লোম পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার ফলে অতিশয় পবিত্রতা ও পরিণামে মুক্তি লাভ হয়। (বন ৮৩। ৬০-৬২।)

সন্নিহতী—(বর্ত্তমান নাম সন্‌বৎ, থানেশ্বর হইতে ৪৷৷০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।) ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ ও তপোধনগণ প্রতি মাসে এইস্থানে উপস্থিত হন। সূর্য্যগ্রহণে এইস্থানে স্নান করিলে শত অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়। মুনিগণ বলেন, পৃথিবীতে কিম্বা অন্তরীক্ষে যে সকল পবিত্র নদ, নদী, হ্রদ, তড়াগ, প্রস্রবণ, বাপী প্রভৃতি তীর্থস্থান আছে, প্রতি মাসের অমাবস্থার দিন সেই সমস্ত এই স্থানে সন্নিহিত হয়। সূর্য্যগ্রহণে বা অমাবস্থায় শ্রাদ্ধ করিলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। পরিণামে পদ্মবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। সমস্ত তীর্থ সন্নিহিত হয় বলিয়াই ইহার নাম সন্নিহতী হইয়াছে। (বন ৮৩। ৯১-১০০।)

সপ্তসারস্বত তীর্থ—(বর্ত্তমান মঙ্গ্‌না নামক স্থানে অবস্থিত।) সোমতীর্থের নিকটবর্ত্তী। মঙ্কণ নামে একজন প্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন। মহর্ষি একদা আপনার হস্তের ক্ষতস্থান হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতে দেখিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিশাল নৃত্যে চরাচর মোহিত ও একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। দেবগণ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন। রুদ্রদেব মঙ্কণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'তপোধন! তুমি কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছ। তোমার এরূপ হর্ষের কারণ কি?' মহর্ষি বলিলেন, 'আমার হস্ত হইতে শাকরস নিঃসৃত হইতে দেখিয়া আহ্লাদ ও বিস্ময়ে নৃত্য করিতেছি।' শূলপাণি হাস্য করিয়া বলিলেন, 'ইহা আশ্চর্য্যের কারণ নহে' মহাদেব নখাগ্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিলেন। অঙ্গুষ্ঠ হইতে তুষারের স্থায় ধবল ভস্ম নির্গত হইল। মঙ্কণ তাহা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন এবং বিস্মিতচিত্তে দেবদেব পিনাকপাণির স্তব করিলেন। রুদ্র সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'আজ হইতে এইস্থান তীর্থ হইল এবং আমি তোমার সহিত সর্ব্বদাই এই স্থানে অবস্থান করিব।' সপ্তসারস্বতে স্নান করিয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ও চরমে সারস্বতলোক লাভ হয়। (শল্য ৩৮ অঃ, বন ৮৩।১১৪-১৩১।)

সরস্বতীসঙ্গম—এই স্থানে চৈত্রমাসের শুক্ল চতুর্দশীর দিনে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ও মহর্ষিগণ আগমন করেন। সরস্বতীসঙ্গমে স্নান করিলে বহুতর সুবর্ণ লাভ হয়, তীর্থসেবী সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। (বন ৮২।২৫-২৭।)

সরক—(বর্ত্তমান নাম সেরগড়।) কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে এইস্থানে উপস্থিত হইয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে সকল কামনা পূর্ণ ও স্বর্গলাভ হয়। এইস্থানে অনেক তীর্থ আছে, তাহার মধ্যে ইলাস্পদ তীর্থই সর্ব্বপ্রধান।

(বন ৮৩। ৩৪-৩৬।)

সর্পদেবী—(বর্ত্তমান নাম সপিদান।) অপর নাম নাগতীর্থ। ইহাতে স্নান করিলে নাগলোক প্রাপ্তি এবং অগ্নিষ্টোমের সমান ফল হয়। (বন ৮৩। ১৪-১৫।)

সর্ব্বদেব তীর্থ—ফলকীবনের মধ্যবর্ত্তী একটী তীর্থ। ইহাতে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। দেবগণ এই স্থানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া ইহার নাম সর্ব্বদেব-তীর্থ হইয়াছে। (বন ৮৩।৮৭।)

সুতীর্থ—ব্রহ্মাবর্ত্তের নিকটবর্ত্তী। এইস্থানে দেবগণ ও পিতৃগণ সর্ব্বদাই উপস্থিত আছেন। সুতীর্থে দেবগণ ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল ও পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়। (বন ৮০। ৫৩-৫৪।)

সুদিন (আপগার বিবরণ দেখ)

সূর্য্যতীর্থ—কপিলাতীর্থের নিকটবর্ত্তী। এইস্থানে উপস্থিত

হইয়া উপবাস করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল ও সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়।

(বন ৮৩। ৪৭, ৪৮।)

সোমতীর্থ—সোমতীর্থ দুইটী। একটী সপ্তসারস্বতের নিকটবর্ত্তী, অপরটী দধীচতীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত। উভয়তীর্থে স্নান করিলেই চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়।

সোমতীর্থে দ্বিজরাজ চন্দ্র রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞের অবসানে দেবগণের সহিত রাক্ষসগণের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে কার্ত্তিকেয় সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত রাক্ষস ও তারকাসুরের বিনাশ করেন। এই তীর্থে একটী বটগাছ আছে, সেনাপতি কার্ত্তিকেয় তাহার তলে নিরন্তর অবস্থান করিতেন। (শল্য ৪৪ অঃ, বন ৮৩।১১৩, ১৮৬।)

স্থাণুতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম থানেশ্বর।) অপর নাম মুঞ্জবট। (মুঞ্জবটের বিবরণ দেখ।) (বন ৮৩। ২২)

পঞ্চবটীর অন্তর্গত একস্থানে যোগেশ্বর নামে একটী স্থাণু (শিব) আছে। তাহাকেও স্থাণুতীর্থ বলে। (বন ৮৩। ১৬২।) (পঞ্চবটীর বিবরণ দেখ)

স্থাণুবট—বদরীপাচনতীর্থের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানে যথানিয়মে স্নান করিয়া একরাত্রি বাস করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়। (বন ৮৩। ১৮০।)

স্বর্গদ্বার—(থানেশ্বরের অনতিদূরে অবস্থিত। এখন সাধারণে স্বর্গদ্বারী বলে।) নরকতীর্থের নিকটবর্ত্তী। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এইস্থানে গমন করিলে স্বর্গলোক কিম্বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। (বন ৮৩। ৬৮।)

স্বস্তিপুর—(বর্ত্তমান নাম অস্তিপুর। কাহারও মতে, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে নিহত বীরগণের অস্থি এখানে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অস্থিপুর। কিন্তু কুরুপাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের মৃতদেহ যে কেবল এই ক্ষুদ্র গ্রামে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।) এইতীর্থে স্নান ও প্রদক্ষিণ করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। (বন ৮৩। ১৭৫।)

উপরোক্ত তীর্থ ও পুণ্যস্থান ব্যতীত নারদপুরাণে উপবিভাগ খণ্ডে ৬৪ ও ৬৫ অধ্যায়, মাধবাচার্য্য বিরচিত কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য, রামচন্দ্রসরস্বতী-প্রণীত কুরুক্ষেত্রতীর্থনির্ণয়, কুরুক্ষেত্ররত্নাকর ও ভট্টোজিদীক্ষিতশিষ্য কৃষ্ণদত্তরচিত কুরুক্ষেত্রপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থে আরও অনেক তীর্থের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ অপ্রাচীন ও আধুনিক, তন্মধ্যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত বীরগণের নামানুসারেও বর্ত্তমান অনেক তীর্থের নামকরণ হইয়াছে। এখনও কুরুক্ষেত্রের সীমা মধ্যে এই সকল তীর্থ আছে।

মহাভারতোক্ত তীর্থনামের অপভ্রংশ হইয়া এখন এক একটী গ্রামের নাম হইয়াছে।

মহাভারতের নানাস্থানে কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, মহাভারত ও পূর্ব্বকথিত নারদপুরাণাদি গ্রন্থ ব্যতীত কূর্ম্ম, অগ্নি, নৃসিংহ প্রভৃতি পুরাণেও কুরুক্ষেত্র পরম পবিত্র স্থান বলিয়া বিবৃত হইয়াছে—

"কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্।
য এবং সততং ব্রূয়াৎ সোঽমলঃ প্রাপ্নুয়াদ্দিবম্॥
তত্র বিষ্ণ্বাদয়ো দেবাস্তত্র বাসাদ্ধরিং ব্রজেৎ।
সরস্বত্যাং সন্নিহিতঃ স্নানকৃদ্ব্রহ্মলোকভাক্॥
পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রে নয়ন্তি পরমাং গতিম্।"

অগ্নিপু° ১০৯। ১৪-১৫।

ইতিহাস—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধঘটনার বহুপূর্ব্ব হইতে কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহা জগতের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদের প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে।

ভাগবতে—সম্বরণের ঔরসে সূর্য্যতনয়া তপতীর গর্ভে কুরুনামে যে রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই কুরুক্ষেত্রপতি* বলিয়া প্রথম বর্ণিত হইয়াছেন। তৎপরে সম্ভবতঃ তদ্বংশীয় রাজগণের অধিকারে ছিল। মহাযুদ্ধের পর কৌরবাধিকৃত বিপুল জনপদের সহিত এই স্থানও পাণ্ডবদিগের অধিকৃত হয়। সম্ভবতঃ ক্ষেমক অবধি এই স্থান চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়-রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল, তৎপরে কাহার হস্তগত হয়, তাহা প্রকৃত জানিবার উপায় নাই। মাকিদনবীর আলেকজান্দার ঘর্ঘরানদীর তট পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তৎকালে ঘর্ঘরানদীর পূর্ব্বতট হইতে সমস্ত পূর্ব্বভারত মগধরাজগণের অধিকারে ছিল, কুরুক্ষেত্র তাহারই অন্তর্গত। মগধের বৌদ্ধরাজগণের প্রতাপ খর্ব্ব হইলে, কুরুক্ষেত্র ও ইহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ কান্যকুব্জের হিন্দুরাজগণের অধিকারভুক্ত হয়।

বাণভট্টের শ্রীহর্ষচরিতপাঠে জানা যায়, হর্ষদেবের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন স্থাণ্বীশ্বরে এবং তাঁহার জামাতা গ্রহবর্ম্মা কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেন।

মধুবন হইতে প্রাপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের প্রদত্ত (২৫ সম্বতের) তাম্রশাসনে তাঁহার বৃদ্ধপিতামহ রাজা নরবাহন হইতে নাম পাওয়া যায় †; সম্ভবতঃ এই নরবাহন (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ) হইতে শ্রীহর্ষ পর্যন্ত ছয়জন রাজা কুরুক্ষেত্র-অঞ্চলে রাজত্ব করেন।

* "তপত্যাং সূর্য্যকন্যায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ।" ভাগবত ৯।২২।৪

† Ephigraphia Indica, Vol. I. p. 68.

শ্রীহর্ষচরিত ও চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিত আছে, হর্ষদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা (স্থাণ্বীশ্বর-রাজ) রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজয় করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হর্ষ স্থাণ্বীশ্বর ও কান্যকুব্জের রাজচক্রবর্ত্তী হন।

হর্ষের রাজ্যকালে (খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর শেষভাগে) চীন পরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ঙ্গ্ কুরুক্ষেত্রস্থ স্থাণ্বীশ্বর (স-ত-নি-শ-ফ-লো) দর্শনে আগমন করেন *। তৎকালে স্থাণ্বীশ্বররাজ্য (সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্র) ৫০০ ক্রোশের উপর (৭০০০লি) বিস্তৃত ছিল। তৎকালে এখানে ৩টী বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম, হীনযান মতাবলম্বী ৭০০ বৌদ্ধযাজক এবং প্রায় শতাধিক (হিন্দু) দেবমন্দির ছিল। চীন-পরিব্রাজকের সময়েও থানেশ্বরের চতুঃপার্শ্বস্থ ১৬ ক্রোশ স্থান (২০০ লি) 'ধর্ম্মক্ষেত্র' নামে অভিহিত হইত †।

চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়, সে সময়েও ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে মৃত বীরগণের অস্থিরাশি বিদ্যমান ছিল। তিনি থানেশ্বরের উত্তরপশ্চিমে অনতিদূরে বৌদ্ধরাজ অশোক-নির্ম্মিত ৩০০ ফুট উচ্চ একটী বৌদ্ধস্তূপ দর্শন করিয়াছিলেন।

তৎপরে বরাবর এই স্থান কান্যকুব্জ-রাজগণেরই অধিকারভুক্ত ছিল, কান্যকুব্জ-রাজাদিগের সময়ে খোদিত পৃথূদক হইতে প্রাপ্ত শিলাফলকাদি দ্বারা জানিতে পারা যায়। ‡

মামুদ-গজনী থানেশ্বর আক্রমণ করিয়া কুরুক্ষেত্রের চক্রস্বামী নামক সুবৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্বংস করেন। তৎপরে ১০৪৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীপতি যবনের কবল হইতে পুণ্যস্থান কুরুক্ষেত্রের উদ্ধার-সাধন করেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজের গৌরব-রবি অস্তমিত হইলে কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতী-প্রবাহিত বিস্তীর্ণ ভূভাগ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হয়। হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমানগণের আধিপত্যকালে কুরুক্ষেত্রের অনেক পুণ্যতীর্থ লুপ্ত এবং অধিকাংশ হিন্দুদেবালয় বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু তথাপি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ভুলিতে পারেন নাই, সেই দারুণ সঙ্কটকালেও শতসহস্র তীর্থযাত্রী জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বহুদূর দেশ হইতে কুরুক্ষেত্রের পবিত্র তীর্থ সকল দর্শনে গমন করিতেন। তারিখ-ই-দাউদী নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে—'সিকন্দর লোদীর সিংহাসনলাভের পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে স্নান করিবার জন্য একবার বিস্তর তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়, সিকন্দর তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করেন।' তবকাৎ-ই-অকবরী পাঠে জানা যায়—'বাদশাহ (অকবর) থানেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে কুরুক্ষেত্রের সরোবর-তটে স্নানার্থ বিস্তর যোগী ও সন্ন্যাসী গ্রহণ উপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তীর্থযাত্রীগণ স্বর্ণ ও মণিরত্নাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে লাগিল। যোগী ও সন্ন্যাসী এই দুই দলে বিবাদ ছিল, বাদশাহের অনুমতি লইয়া তাঁহার সমক্ষে উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। শেষে সন্ন্যাসীদেরই জয় হইল।' [থানেশ্বর দেখ।]

হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজেব কুরুক্ষেত্রের সেই বৃহৎ সরোবরের* মধ্যবর্ত্তী দ্বীপাকার-স্থানে মোগলপাড়া নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, সেই দুর্গ হইতে মুসলমানেরা সমাগত তীর্থযাত্রীগণকে গুলি করিয়া বিনাশ করিত।

শিখদিগের অভ্যুদয়ে হিন্দুদিগের তীর্থ ও প্রাচীন দেব-মন্দিরগুলি মুসলমানের কবল হইতে উদ্ধার হইল। পূর্ব্বকালের ন্যায় আবার সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী কুরুক্ষেত্র-দর্শনে গমন করিতে লাগিল। এখনও সকল সময়ে ভারতের নানাস্থান হইতে তীর্থযাত্রীগণ কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্রীযোগ (পুং) ১ এক সাবনদিনে ৩ তিথি, ৩ নক্ষত্র ও ৩ যোগের স্পর্শ। ২ কুরুক্ষেত্রে মৃত্যুসূচক গ্রহযোগবিশেষ।

"পঞ্চগ্রহযুতে মৃত্যৌ লগ্নসংস্থে বৃহস্পতৌ।
সৌম্য-ক্ষেত্রগতে লগ্নে কুরুক্ষেত্রে মৃতির্ভবেৎ॥"

জাতকামৃতসংগ্রহ।

জন্মকালে মৃত্যুস্থানে পাঁচটী গ্রহ, লগ্নে বৃহস্পতি থাকিলে এবং জন্মলগ্নের অধিপতি চন্দ্র হইলে কুরুক্ষেত্রে মৃত্যু হয়, ইহার নাম কুরুক্ষেত্রীযোগ।

কুরুচিল্ল (পুং) কর্কট, কাঁক্‌ড়া।

কুরুজ (দেশজ) কুলুপের নাই, কুলুপের যে স্থানে চাবি সংলগ্ন করা হয়।

কুরুজাঙ্গল (ক্লী) কুরবশ্চ জাঙ্গলঞ্চ, একবদ্ভাবঃ। (বিশিষ্ট-লিঙ্গোনদীদেশোঽগ্রামাঃ। পা ২।৪।৭।) ১ জনপদবিশেষ। রাজা সম্বরণের পুত্র কুরুর নামানুসারে এই স্থান 'কুরুজাঙ্গল' নামে বিখ্যাত।

* La Vie de Hiouen-Thsang, per Stanislas Julien, p. 64.
† Beal's Si-yu-ki, Vol. I. p. 184.
‡ Epigraphica Indica, Vol. I. p. 186, 244.

* এই বৃহৎ সরোবর থানেশ্বরের নিকট অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৫৪১ ফুট, প্রস্থে ১৯০০ ফুট। এক সময়ে এই হ্রদের প্রায় দ্বিগুণ আয়তন ছিল, ইহাই মহাভারতোক্ত দধীচতীর্থ ও ঋগ্বেদোক্ত শর্য্যণাবৎ বলিয়া অনুমিত হয়। এই হ্রদের মধ্যে একটী ৫৫০ ফুট পরিমাণ দ্বীপ আছে, সরোবর হইতে দ্বীপে যাইবার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ অংশে দুইটী সেতু আছে। কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্য-বর্ণিত চন্দ্রকূপ এই দ্বীপের মধ্যে পশ্চিমাংশে আছে। দ্বীপ ও সরোবরের চারিদিকে ইষ্টক-প্রাচীর দিয়া ঘেরা। উভয় প্রাচীর ও সেতু অকবরের প্রিয় বয়স্য রাজা বীরবরের ব্যয়ে নির্ম্মিত।

"ততঃ সম্বরণাৎ সৌরী তপতী সুষুবে কুরুম্।
তস্য নাম্নাভিবিখ্যাতং পৃথিব্যাং কুরুজাঙ্গলম্॥"
আদিপর্ব্ব ৯৪। ৪৯।

বামনপুরাণে লিখিত আছে—
"কুরুক্ষেত্রং সমভ্যাগাদ্‌যষ্টুং বৈরোচনি বলিঃ।" ৪৯। ১।
বলি কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিবার জন্য গমন করেন।
আবার অন্যস্থলে—
"বিলাসলীলাগমনো গিরীন্দ্রাৎ
সমভ্যগচ্ছৎ কুরুজাঙ্গলং হি।" ৫০। ১৭।
(বামনরূপী বিষ্ণু) সেই পর্ব্বতবর হইতে বিলাসগমনে কুরুজাঙ্গলে বলির যজ্ঞে গমন করিলেন।

বামনপুরাণের উক্ত দুইস্থান পাঠে কুরুক্ষেত্র ও কুরুজাঙ্গল একস্থান বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু ঐ পুরাণের আবার দেবস্থান উল্লেখকালে কুরুক্ষেত্র, কুরুজাঙ্গল ও কুরুচত্বর এই তিনটাই পৃথক্ পৃথক্ স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—
"রূপধারমিরাবত্যাং কুরুক্ষেত্রে জনার্দ্দনম্।" ৫০। ৫।
"মহালয়ে স্মৃতং রৌদ্রং চত্বরেষু কুরুম্বথ।
পদ্মনাভং মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসৌখ্যপ্রদায়িনম্॥" ৫০। ২২।
"তৈজসে শম্ভুমনঘং স্থাণুঞ্চ কুরুজাঙ্গলে।" ৫০। ১৭।

বামনপুরাণের উক্ত শেষ চরণের মতে, কুরুজাঙ্গলে স্থাণুদেব আছেন। বর্ত্তমান থানেশ্বরের প্রাচীন নাম স্থাণুতীর্থ, এথানকার স্থাণ্বীশ্বর নামক মহাদেবের নামের অপভ্রংশে এইস্থান এখন থানেশ্বর নামে বিখ্যাত। [থানেশ্বর দেথ।] বামনপুরাণ-অনুসারে এই থানেশ্বর ও ইহার চারিপার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড 'কুরুজাঙ্গল।' পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি এইস্থান 'করঙ্গ্‌কলৈ' (Korangkolai) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অপর নাম কুরুদেশ। [কুরুদেশ দেথ।] শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে পাঞ্চালের পূর্ব্বে হস্তিনাপুর হইতে কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত কুরুদেশ। কিন্তু এ বর্ণনা ঠিক নয়। রামায়ণাদির মতে, হস্তিনাপুর ও পাঞ্চালের পশ্চিমে কুরুজাঙ্গল।

দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে কেকয়রাজ্য হইতে আনিবার জন্য যে সকল দূত প্রেরিত হয়, তাহারা অযোধ্যার পর নানাস্থান অতিক্রম করিয়া হস্তিনাপুরে গঙ্গা পার হইয়া পশ্চিমাভিমুখে পাঞ্চাল, পরে কুরুজাঙ্গল মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময়েও এথানে কমলশোভিত সরোবর ও ফুলকুলভূষিত স্বচ্ছজলা নদী ছিল, বাল্মীকির বর্ণনায় জানিতে পারা যায়—

"তে হাস্তিনপুরে গঙ্গাং তীর্ত্বা প্রত্যঙ্মুখা যযুঃ।
পাঞ্চাল-দেশমাসাদ্য মধ্যেন কুরুজাঙ্গলম্॥
সরাংসি চ সফুল্লানি নদীশ্চ বিমলোদকাঃ।
নিরীক্ষমাণা জগ্মুস্তে দূতাঃ কার্য্যবশাদ্ দ্রুতম্॥"
অযোধ্যাকাণ্ড ৬৮। ১৩-১৪।
[কুরুক্ষেত্র শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেথ।]

কুরুট (পুং) সিতাবর শাক।

কুরুটী [ন্] (পুং) অশ্ব।

কুরুণি (দেশজ) যন্ত্রবিশেষ, যাহাতে নারিকেলাদি কোরা যায়।

কুরুণ্ট (পুং) পীতঝাঁটী গাছ।

কুরুণ্টক (পুং) কুরুণ্ট-স্বার্থে-কঃ।

কুরুণ্টিকা (স্ত্রী) হস্তিনীবৃক্ষ, হাতীশুঁড়।

কুরুণ্টী (স্ত্রী) ১ কাষ্ঠপুত্তলিকা, কাঠের পুতুল। ২ ব্রাহ্মণপত্নী অথবা শিক্ষকপত্নী।

কুরুণ্ড (পুং) কুরণ্ড, কোঁড়ল, কোরণ্ড।

কুরুত (পুং) বংশনির্ম্মিত বৃহদাকার পাত্র।
কুরুত শব্দ হস্ত্যাদিগণীয় বলিয়া পাদ শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস হইলে পাদশব্দের অন্তলোপ হইয়া পাৎ হইবে না।
(পাদস্য লোপোহস্ত্যাদিভ্যঃ। পা ৫। ৪। ১৩৮।)

কুরুতীর্থ (ক্লী) কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত তীর্থবিশেষ।

কুরুনদিকা (স্ত্রী) কুনদিকা, ক্ষুদ্রনদী।
("যথাল্পিকা নদিকা কুরুনদিকেত্যুচ্যতে। লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রভাষ্যে অগ্নিস্বামী। ৮। ১১। ১৮।)

কুরুনন্দন (পুং) কুরো রাজ্ঞঃ নন্দনঃ, ৬তৎ। যুধিষ্ঠিরাদি কুরুবংশীয় নৃপতিগণ।

কুরুপঞ্চাল (পুং) (বহু) কুরবঃ পঞ্চালাশ্চ, দ্বন্দ্বঃ। কুরু ও পঞ্চালদেশবাসিগণ।

কুরুপিশঙ্গিলা (স্ত্রী) পিশ-অবয়বে ক, পিশান্ বৃক্ষ-তৃণাদ্যবয়বান্ গিলতি অধঃ করোতি পিশ গিল-ক-টাপ্। পিশঙ্গিলা, মূলাদ্যবয়বভক্ষিকা কুরু ইতি শব্দানুকুর্ব্বাণা কুরুঃ ততঃ কর্ম্মধা। যে তৃণাদি ভোজন করে ও কুরু এই শব্দের অনুকরণ করে।
"অজারে পিশঙ্গিলা শ্বাবিৎ কুরুপিশঙ্গিলা।"
বাজসনেয়সংহিতা ২৩। ৫৬। 'কুরুপিশঙ্গিলা কুরুইতি শব্দানুকুর্ব্বাণা, পিশ অবয়বে ক প্রত্যয়ঃ পিশান্ মূলাদ্যবয়বান্ গিলতি পিশঙ্গিলা মূলানাং শতং ভক্ষয়তীতি।' মহীধর।

কুরুম্ব (ক্লী) কুলপালক, কমলানেবু।

কুরুম্বর—(কুরুম্বর) দাক্ষিণাত্যের হীনজাতিবিশেষ। পূর্ব্বকালে এইজাতি অতি প্রবল ছিল। প্রবাদ এইরূপ, সমস্ত দ্রাবিড়দেশে ইহাদেরই আধিপত্য ছিল, দাক্ষিণাত্য অনেক

জনপদ এই জাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। চোলরাজগণের সময়ে আর্কট প্রভৃতিস্থানে এই জাতিবাস করিত। এক্ষণে দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে এই জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

কুরুম্বরজাতির মধ্যে অধিকাংশই অসভ্য, বন-জঙ্গলে ছোট ছোট কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে ভালবাসে। কেহ গাছের উপর, কেহ গিরিগুহায়, কেহ বা বৃক্ষকোটরেও বাস করে। ইহাদের তেমন বুদ্ধি নাই, তবে সকলেই প্রায় নম্র ও নিরীহ। উত্তরে যাহারা বাস করে, তাহারা তেমন লম্বা নয়, কিন্তু গোদাবরীর দক্ষিণ হইতে কুমারিকা-অন্তরীপ পর্য্যন্ত যাহারা মেষপাল চরাইয়া বেড়ায়, তাহারা অনেকটা লম্বা, কৃশ ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা অৰ্দ্ধ উলঙ্গ, একখানি মোটা কম্বলমাত্র আচ্ছাদন।

দাক্ষিণাত্যের বেনাদ নামক স্থানে বনবাসী কুরুম্বরজাতিমধ্যে দুইটী শ্রেণী ভেদ আছে—জনি ও মুল্লি। জনি কুরুম্বরেরা কেবল বনেই বাস করে, হাতে কুড়াল লইয়া গাছকাটাই ইহাদের উপজীবিকা।

অপরাপর কুরুম্বর অপেক্ষা নীলগিরির কুরুম্বরেরা কতকটা সভ্য। সেখানকার সাধারণের বিশ্বাস এই জাতি ইন্দ্রজাল জানে, এই জন্য ইহাদের উপর অনেকেরই বড় ভয়। যেখানে কুরুম্বর বাস করে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে হঠাৎ যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তবে সকলেই মনে করে যে, কুরুম্বর ইন্দ্রজালবলে সেই ব্যক্তিকে সংহার করিয়াছে। এমন কি অনেক সময়ে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা দলবদ্ধ লইয়া কুরুম্বরকে বিনাশ করে। এই জন্য কুরুম্বর লোকালয়ে বাস করিতে সাহস করে না, যদিও কেহ বাস করে, এবং যদি শুনিতে পায় যে অমুকব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের উপর মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহা হইলে তাহারা অবিলম্বে ঘরদ্বার ও গোমেষাদি ফেলিয়া নিবিড়বনে পলাইয়া যায়। [কাদিরাড়ী দেখ।]

কুরুব, মহীসুর ও তাহার দক্ষিণাঞ্চলবাসী নীচজাতিবিশেষ। এই জাতি হালকুরুব, হাঁড়ে কুরুব ও মেষকুরুব এই তিন-শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা কণাড়ী ভাষায় কথা কয়। মেষপালন ব্যতীত পশমের একপ্রকার কম্বল বুনিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কুরুম্বা (স্ত্রী) দ্রোণপুষ্পী।

কুরুম্বিকা (স্ত্রী) দ্রোণপুষ্পী, হিন্দীতে যাহাকে গুমা বলে।

কুরুম্বী (স্ত্রী) সৈংহলীবৃক্ষ।

কুরুরী (স্ত্রী) ১ কুররী, স্ত্রী শ্যেনপক্ষী। ২ মেষী।

কুরুল (পুং) চূর্ণকুন্তল, বিশেষতঃ যেগুলি কপালের উপর পড়িয়া থাকে। সংস্কৃত পর্য্যায়—ভ্রমরক, ভ্রমরালক।

কুরুবক (পুং) ১ রক্তঝিণ্টী, লালঝাঁটী। ২ পীতঝিণ্টী, পীতঝাঁটী। (ক্লী) ৩ তৎপুষ্প।

কুরুবৎস (পুং) রাজপুত্রবিশেষ, ইনি হ্যামঘবংশীয় অনবরথ রাজার পুত্র।

কুরুবর্ণক (পুং) (বহু) জনপদবিশেষ। (ভারত ভীষ্ম ৯অঃ।)

কুরুবর্ষ (ক্লী) কুরুসংজ্ঞকং বর্ষং কর্ম্মধা। জম্বুদ্বীপের উত্তর কুরুবর্ষ। [উত্তরকুরু দেখ।]

কুরুবশ (পুং) নৃপতিবিশেষ। ইনি বিদর্ভবংশীয় মধুর পুত্র। (ভাগবত ৯।২৪।৫।)

কুরুবাজপেয় (পুং) বাজপেয় যজ্ঞের প্রকারবিশেষ। ক্ষুদ্র বাজপেয় যজ্ঞ।

কুরুবিন্দ (পুং) ১ মুস্তক, মুথা। ২ মাষকলাই। ৩ হিঙ্গুল। ৪ কুধান্যবিশেষ। (ক্লী) ৫ কাচলবণ, যাহাকে কাললবণ বলিয়া থাকে। ৬ পদ্মরাগমণি। ৭ কুল্মাষ-শস্য। ৮ দর্পণ।

কুরুবিন্দক (পুং) কুরুবিন্দ-স্বার্থে কন্। কুধান্যবিশেষ।

কুরুবিন্দাখ্যা (স্ত্রী) কুরুবিন্দেতি আখ্যা যস্যাঃ, বহুব্রী। ভদ্রমুস্তক, ভদ্রমুথা।

কুরুবিল্ব (পুং) পদ্মরাগমণি।

কুরুবিল্বক (পুং) ১ কুল্মাষ, বনকুলত্থিকা, যাহাকে বন কুলথী বলে। ২ কুলথাঞ্জন।

কুরুবিস্ত (পুং) স্বর্ণপল, চারিতোলা পরিমাণ সোণা।

কুরুবৃদ্ধ (পুং) কুরুষু কুরুবংশীয়েষু বৃদ্ধঃ, ৭তৎ। ভীষ্ম।

কুরুশ্রবণ (পুং) কুরবো যজ্ঞ-কর্ত্তারঃ তেষাং শ্রবণঃ শ্রোতা, ৬তৎ। কুরু-শ্রু-যুচ্, (অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ। পা ৩।২।১৪৯।) বেদপ্রসিদ্ধ নৃপতিবিশেষ, ইনি ত্রসদস্যুর পুত্র যাজ্ঞিকগণের স্তুতি শ্রবণ করেন।

("কুরুশ্রবণমাবৃণি রাজানং ত্রাসদস্যবং।" ঋক্ ১০।৩৩।৪।

'কুরুশ্রবণং কুরব ঋত্বিজঃ তদীয়ানাং স্তুতীনাং শ্রোতারং তন্নামকং রাজানং।' সায়ণ।)

কুরুশ্রুতি, কুরুস্তুতি (পুং) বৈদিক মন্ত্রপ্রকাশক ঋষিবিশেষ।

কুরূটিনী (স্ত্রী) [বৈ] কিরীটিনী, কিরীটধারী সৈন্যদল ("বাজিনীবিশ্বরূপা কুরূটিনী।" অথর্ব্ব ১০।১।১৫।)

কুরূপ (ত্রি) কুৎসিতং রূপমস্য, বহুব্রী। ১ কুৎসিতরূপযুক্ত, কুশ্রী। (ক্লী) কুৎসিতং রূপং কুগতিসং। ২ মন্দরূপ, মন্দ চেহারা।

কুরূপ্য (ক্লী) কু ঈষৎ রূপ্যং রজতং তৎসাদৃশ্যাৎ, কুগতিসং। দস্তা, রাঙ্।

কুরূরু (পুং) [বৈ] কীটবিশেষ। (অথর্ব্ব ২।৩১।২,৯।৮।২২।

কুর্কুট (পুং) কুক্কুট, কুঁকড়ো। কুর্কুট স্পর্শ করা নিষিদ্ধ,

কুক্কুর ও চণ্ডাল স্পর্শে যে দোষ হয়, কুক্কুট স্পর্শ করিলেও সেই দোষভাগী হইতে হয়।

কুর্কটাহি (পুং) কুর্কুটতুল্যাং অহতি কুর্কুট-অহ-ইন্। ১ পক্ষীবিশেষ, যাহার রব ও বর্ণ কুর্কুটের তুল্য। ২ কুর্কুট ইবাহিঃ। সর্পবিশেষ।

কুর্কুর (পুং) কুরিত্যব্যক্তশব্দং কুরতি শব্দায়তে, কুর-কুর ক। কুক্কুর অথবা কুক্কুরী। ("কুর্কুরাবিব কূজন্তৌ।" অথর্ব্ব ৭।৯৫।২।)

কুর্কুর্ (দেশজ) কুক্কুরশাবকদিগের আহ্বান শব্দ।

কুর্কুরুণি (দেশজ) কণ্ডূয়ন, চুলকানি।

কুর্গ, দাক্ষিণাত্যের একটী রাজ্য। [কোরগ দেখ।]

কুর্চ্চিকা (স্ত্রী) ১ কূর্চ্চিকা, বিকৃতদুগ্ধ। [কূর্চ্চিকা দেখ।] ২ সূচ, ছুঁচ।

কুর্চিপোণা (দেশজ) মৎস্যজাতিবিশেষ।

কুর্ণজ (পুং) কলঞ্জন বৃক্ষ।

কুর্ত্তী (পারসী) ছোট জামা।

কুর্দ্দন (ক্লী) কুর্দ্দ-ভাবে ল্যুট্। ১ ক্রীড়া করা। ২ কোঁদা, কুর্দ্দলি।

কুর্দ্দস্থান (কুর্দ্দিস্তান)—কুর্দ্দজাতির বাসভূমি। যদিও পারস্যের পশ্চিমে, এসিয়া মাইনর ও সিরীয়ায় কুর্দ্দজাতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কুর্দ্দস্থান বলিলে কেবল পারস্যের পূর্ব্বভাগস্থ একটী প্রদেশকে বুঝায়।

আবার তাইগ্রীস নদীর উত্তরপূর্ব্ববর্ত্তী আসিরীয়ার অন্তর্গত একটী জনপদ নিম্ন-কুর্দ্দস্থান বলিয়া অভিহিত।

কুর্দ্দস্থানের উত্তরপ্রান্তে বাণহ্রদ, এই প্রান্তভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এখানে অধিকাংশ কুর্দ্দজাতির বাস। বাণহ্রদের নিকটবর্ত্তী গিরি-শৃঙ্গগুলি অতি উচ্চ, কোন কোনটি প্রায় ১৫০০০ ফুট উচ্চ হইবে, কোন কোনটি এত উচ্চ, প্রায় সর্ব্বদাই তুষারময় থাকে। কুর্দ্দস্থানের পর্ব্বতগুলি পূর্ব্বসীমা হইতে উত্তরে মেসোপোটেমিয়া অবধি বিস্তৃত। এই পর্ব্বতগুলিই কুর্দ্দস্থানের দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে অবস্থিত। এগুলি জয় করিতে না পারিলে, কুর্দ্দস্থান বা এসিয়াস্থ তুরুস্করাজ্যের মধ্যপ্রদেশ অধিকার করিবার উপায় নাই। কত শতবর্ষ গত হইল, মিদ, পারসিক, গ্রীক, রোমক, সরকেন, রুষ, তুর্ক প্রভৃতি জাতি কত চেষ্টাই না করিয়াছে, কিন্তু কুর্দ্দস্থান সহজে কেহ অধিকার করিতে পারে নাই, অল্পকাল হইল, কুর্দ্দস্থান যদিও অপর জাতির অধিকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে কুর্দ্দজাতি, সেই পর্ব্বতগুলির কঠিন অঙ্কে আশ্রয়লাভ করিয়া আজও স্বাধীনভাবে কালযাপন করিতেছে। কুর্দ্দস্থানের জলবায়ু বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যকর ও শীতপ্রধান, এখানে শীতকালে অত্যন্ত বরফ পড়িতে থাকে, এমন কি কোন কোন স্থানে ৪।৫ মাস পর্য্যন্ত বরফ জমিয়া থাকে।

কুর্দ্দস্থানে কুর্দ্দ ও গুণে এই দুইজাতির বাস, ইহার মধ্যে কুর্দ্দজাতিই অধিকাংশ।

কুর্দ্দজাতি—মুসলমান, সুন্নিমতাবলম্বী, কৃষিজীবি ও অধিকাংশই মেষপালক। ইহারাই পাশ্চাত্য প্রাচীন-ঐতিহাসিক জেনোফন বর্ণিত কর্দ্দুকি (Carduchi), গর্দ্দিয়ারি (Gordiari) ও কির্ত্তি (Cyrtie) নামক প্রাচীন জাতি। জেনোফনের সময়ে ইহারা আর্ম্মেনিয়া, লরিস্থান প্রভৃতি যে যে স্থানে বাস করিত, আজও সেই সেই প্রদেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে তাইগ্রীস্‌নদীর দক্ষিণকূলে সের্ত্ত ও বিত্তিস্ (দ্রাঘি ৪২°) হইতে রবন্দুজ (দ্রাঘি ৪২° ৫০´) পর্য্যন্ত স্থান কুর্দ্দ জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখন কুর্দ্দজাতি ইউফ্রেটিস্ নদীর পশ্চিম হইতে টরাস্‌পর্ব্বতের দক্ষিণ এবং বোখারা হইতে পূর্ব্বে আফগানস্থান ও কচ্ছগন্ধব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। কাহারও মতে বর্ত্তমান সময়ে কুর্দ্দজাতির সংখ্যা পঞ্চাশলক্ষ হইবে।

কুর্দ্দস্থান তুরুস্ক ও পারস্যরাজ্যের অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া এক একজন সামন্তের তত্ত্বাবধানে থাকিত। যে ব্যক্তি বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, স্বভাব ভাল, বলশালী ও সাহসী সেই কুর্দ্দজাতির মধ্যে সামন্ত হইতে পারিত, সামন্তকে কুর্দ্দজাতি 'বে' বলে। বে যদি অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিত, তবে সে নিজ বাহুবলে অপরাপর সামন্তকে আপনার বশীভূত করিতে পারিত। এখনও স্থানবিশেষে কুর্দ্দজাতির মধ্যে এক একজন দলপতি আছে, তাহাকে দস্যুদলপতি বলিলেও বলা যায়। অতি পূর্ব্বকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহারা দুর্দ্দান্ত ডাকাত বলিয়া বিখ্যাত। মধ্যে মধ্যে দুই একশ কুর্দ্দ গিরিপথে উপস্থিত হইয়া বাণিজ্যদ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেয়, সুবিধা পাইলেই জিনিসপত্র যাহা পায়, লুটিয়া লইয়া পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করে।

পূর্ব্বের ন্যায় এখনও ইহারা গোমেষাদি পালন ও সামান্য কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে চায় না। রুষ-তুরুস্কের যুদ্ধকালে তুরুস্কাধিপ অনেক কষ্টে কুর্দ্দদলপতিদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কুর্দ্দসৈন্য পাইয়াছিলেন। কুর্দ্দসৈন্যগণ যুদ্ধে জয় পরাজয়ের উপর ততটা লক্ষ্য রাখে না। শত্রুপক্ষীয়দিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়া তাহাদের যাহা কিছু পায়, লুটপাট করিতে ভালবাসে। অপরাপর সভ্যজাতির

ন্তায় রণক্ষেত্রে ইহারা বিপন্ন বা পরাজিতের প্রতি আদৌ মমতা দেখায় না, সবল হউক, দুর্ব্বল হউক, প্রাণভিক্ষা করুক, কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া থাকে, ইহাতেই কুর্দ্দজাতির বিপুল আমোদ ও ঘোর উৎসাহ।

কুর্দ্দজাতির মধ্যে অনেকেই একস্থানে বাস করিতে চায়, পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। মুষতাঘ নাম শৈলের উত্তরপশ্চিমে দস্ত-ই-বি-দৌলৎ নামক উপত্যকায় এইরূপ ভ্রমণশীল কুর্দ্দজাতির বাস অধিক। বসন্তকালে ঐ উপত্যকার দৃশ্য অতি প্রীতিকর, এই সময়ে চারিদিকে শ্যামল তৃণক্ষেত্র বিবিধ কুসুমভূষণে বিভূষিত হয়। কুর্দ্দজাতিও সেই ফুল লইয়া নানা সাজে সাজিয়া উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া নানাস্থানে বেড়াইতে থাকে, অভাগা পথিকদিগকে সম্মুখে পাইলেই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। এই সময়ে শত শত অভাগা পথিক ইহাদের করাল কবলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে।

কুর্দ্দজাতির মধ্যে সদিলু, কর-চের্চ্লু, যেজিদি, শিরকেরা, রোদনী, মিক্রী প্রভৃতি শ্রেণী ভেদ আছে।

সদিলু, কর চের্চ্লু ও যেজিদি খোরাসানে বাস করে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তুরুকসৈন্তের গতিরোধার্থ পারস্তরাজ শাহ ইস্মাইল্ কর্ত্তৃক কুর্দ্দস্থান হইতে আনীত হয়। ইহাদের কোন কোন শাখা আফগানস্থান ও বেলুচিস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। শিরকেরা সহরবানে, রোদনী দস্ত-ই-বি-দৌলৎ উপত্যকায় ও মিক্রী আজর-বিজানের দক্ষিণাংশে বাস করে। মিক্রী কুর্দ্দেরা ভাল অশ্বারোহী, একসময়ে ইহারা রুষ-অশ্বারোহী সৈন্তদিগকে রণক্ষেত্রে পরাজয় করিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল।

সেরবাণী ও বৈমানী নামে আরও দুইটী শ্রেণীর নাম শুনা যায়। বেলুচিস্থানের কচ্ছগন্ধব ও দস্ত-ই-বি দৌলৎ এখনও কুর্দ্দজাতির অধিকারে আছে।

কুর্পর (পুং) ১ কফোনি, কনুই। ২ জানু, হাটু।

কুর্পাস (পুং) অর্দ্ধচোলক, কাঁচোলী।

কুর্পাসক (পুং) কুর্পাস স্বার্থে কন্। অর্দ্ধচোলক, কাঁচোলী। ("মনোজ্ঞকুর্পাসকপীড়িতস্তনা"। রত্নাবলী ৫।)

কুর্ব্বৎ (ত্রি) করোতি ইতি, কৃ-শতৃ। ১ কুর্ব্বাণ, কর্ত্তা। ২ ভৃত্য।

কুর্ব্বাদি, পাণিনিকল্পিত একটী গণ। কুরু, গর্গর, মঙ্গুষ, অজমার, রথকার, বাবদূক, সম্রাজ (ক্ষত্রিয়জাতি হইলে), কবি, মিতি, কাপিঞ্জলাদি, বাক্, বামরথ, পিতৃমৎ, ইন্দ্রজালী, এজি, বাতকি, দামোষ্ণীষি, গণকারি, কৈশোরি, কুট, শলাকা (শালাকা), মুর, পুর, এরকা, শুভ্র, অভ্র, দর্ভ, কেশিনী, বেণা (ছন্দোবোধক হইলে), শূর্পণায়, শ্যাবনায়, শ্যাবরথ, শ্যাবপুত্র, সত্যংকার, বড়ভীকার, পথিকার, মূঢ়, শকন্ধু, শঙ্কু, শাক, শাকিন্, শালীন, কর্ত্তৃ, হর্ত্তৃ, ইন, পিণ্ডী এইগুলি কুর্ব্বাদি। এই সকল শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ণ্য প্রত্যয় হয়। (কুর্ব্বাদিভ্যোঃ ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১।)

কুর্ব্বান্ (আরব্য) বলি। আত্মদান। [বলি দেখ।]

কুর্শী, উ° প° প্রদেশের লখ্নৌ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা ২৭° ৮´ উঃ, দেশা ৮১° ৯´ পূঃ। এখানে প্রাচীন কেশরীগড়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। শাহজহানের সময়ে সিরাজ্ উদ্দীন্ নামে একব্যক্তি এখানে একটী সুন্দর মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করেন, ঐ মস্জিদ্টী দেখিবার যোগ্য।

কুল (ক্লী) কুল-ক, (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫।) ১ বংশ। "কন্তাময়েনকুমুদঃ কুলভূষণেন।" রঘু ১৬।৮৬।) শাস্ত্রমতে, এই সমস্ত কর্ম্ম করিলে কুল নষ্ট হয়—

"গোভিশ্চ ঘোটকৈর্ব্বিপ্র! কৃষ্যা রাজোপসেবয়া।
কুলাণ্যকুলতাং যান্তি যানি হীনানি বৃত্তিতঃ॥ ১৯॥
কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈ বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলাণ্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ॥ ২০॥
অনৃতাৎ পারদার্য্যাচ্চ তথা হভক্ষ্য ভক্ষণাৎ।
অশ্রৌতধর্ম্মাচরণাৎ ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্॥ ২১॥
অশ্রোত্রিয়েষু বৈ দানাৎ বৃষলেষু তথৈবচ।
বিহিতাচারহীনেষু ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্॥" ২২॥

কূর্ম্মপুরাণ উপরিভাগ ১৬ অঃ।

কূর্ম্মপুরাণ-মতে—গোরু কিম্বা ঘোটকের ব্যবসায়, কৃষিকর্ম্মের অনুষ্ঠান, রাজসেবা, কুলবৃত্তির বিরুদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান, কুবিবাহ, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা, ব্রাহ্মণের অতিক্রম, মিথ্যাবাক্য, পরদারাভিলাষ, অভক্ষ্য ভক্ষণ, বেদে অবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান; অশ্রোত্রিয়, বৃষল ও বিহিতাচারহীন ব্যক্তিকে দান করিলে কুল নষ্ট হয়।

মনুর মতে—কুলাঙ্গনাগণকে সুখে রাখিবে, তাহারা কষ্ট পাইলে অচিরেই কুলনাশ হয়। তাহাদিগকে সুখে রাখিতে পারিলেই কুলের বৃদ্ধি হয়। ভগিনী, পত্নী, দুহিতা, পুত্রবধূ প্রভৃতি কোন কারণে অবমানিত হইয়া অভিসম্পাত করিলে ধন, পশু প্রভৃতির সহিত কুল নষ্ট হয়, অতএব যত্নপূর্ব্বক অলঙ্কারবস্ত্রাদি দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবে। দম্পতীর সদ্ভাব থাকিলে কুলের বৃদ্ধি ও অসদ্ভাব থাকিলে কুলের নাশ হয়। কুবিবাহ; বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যথাবিহিত বেদাদির অধ্যয়ন ও ব্রাহ্মণের পূজা না করা; অবিহিত চিত্র প্রভৃতি শিল্পকর্ম্ম; গোরু, অশ্ব, রথ প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয়; কৃষিকর্ম্ম,

রাজসেবা, অবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ, এই সমস্ত করিলে কুল নষ্ট হয়। (মনু ৩। ৪৭—৬৫।) (কুং ভূমিং লাতি গৃহ্লাতি কু-লা-ক) ২ জনপদ। ৩ জাতি। ৪ গৃহ, ভবন। ৫ দেহ। ৬ মধ্যম হলদ্বয়ে যত ভূমি কর্ষণ করা যায়। ("দশীকুলন্তুভুঞ্জীতবিংশী পঞ্চকুলানিচ।" মনু ৭। ১১৯। *। 'ষড়্গবং মধ্যমং হলমিতি তথাবিধ-হলদ্বয়েন যাবতী ভূমিঃ কৃষ্যতে তাবদ্ভূমিং কুলমিত্যুচ্যতে।' কুল্লূক।) ৭ বংশীয়। ৮ সজাতীয় সমূহ, পাল। ৯ সমূহ। (ত্রি) ১০ শ্রেষ্ঠ। ১১ তন্ত্রমতে—প্রকৃতি, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই সকল পদার্থ।

"জীবঃপ্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ।
ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥" মহানির্ব্বাণ।

১২ শক্তি। "অকুলং শিবভাবশ্চ কুলং শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
কুলাকুলানুসন্ধানা নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে॥"
কুলার্ণবতন্ত্র ১৭শ উল্লাস।

১৩ বংশমর্য্যাদা। [কুলীন দেখ।]

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, ধর্ম্মনিষ্ঠা, অবৃত্তি, তপস্যা ও দান এই নয়টী কুলের লক্ষণ।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধাকুল লক্ষণম্॥" কুলরাম।

কুল (সংস্কৃত কোলি শব্দের অপভ্রংশ) ১ বদরীফল, বরুই। ("কুল কিনি দিল রাণী রাম দামোদরে।
হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ কুলের পসারে॥" গোবিন্দমঙ্গল ৫২।) ২ তদ্বৃক্ষ।

কুলক (পুং) কুল-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ কাকেন্দু, কাকতিন্দুক, গাবগাছ। ২ মরুবক পুষ্পবৃক্ষ, মউয়া ফুলের গাছ। ৩ কুপীলু। ৪ পটোল। ৫ হরিৎসর্প। ৬ বল্মীক, উইমাটী। ৭ কুল-শ্রেষ্ঠ। ৮ শিল্পিপ্রধান। (ক্লী) ৯ সমূহ। ১০ পটোল-লতা, তিৎপলতা। ১১ পরস্পর সম্বন্ধ ৫টী শ্লোক। ("কলাপকং চতুর্ভিশ্চ পঞ্চভিঃ কুলকং স্মৃতং।" সাহিত্যদর্পণ।) ১২ গদ্য লিখিবার রীতিবিশেষ।

কুলকজ্জল (পুং) কুলস্য বংশস্য কজ্জলং কালিমা ইব বংশ-গৌরবনাশনাদিত্যর্থঃ, ৬তৎ। যে ব্যক্তি কুকার্য্য করিয়া বংশ-গৌরব নষ্ট করে।

কুলকণ্টক (পুং) কুলস্য কণ্টক ইব কণ্টকবৎকুলবেধন-ত্বাৎ। যে ব্যক্তি বংশের কণ্টকস্বরূপ।

কুলকন্যা (স্ত্রী) কুলে শ্রেষ্ঠবংশে উৎপন্না কন্যা, মধ্যলো°। সদ্বংশজাতা কন্যা।

কুলকর (পুং) কুলং করোতি, কুল-কৃ-হেতৌ টঃ, (কৃঞোহে-তু-তাচ্ছীল্যানুলোম্যেষু। পা ৩। ২। ২০।)। বংশপ্রবর্ত্তক, কুলশ্রেষ্ঠ।

কুলকর্কটী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। চীনা-কর্কটী।

কুলকর্ত্তা (পুং) কুলস্য কর্ত্তা ৬তৎ। কুলপ্রবর্ত্তক, বংশ-স্থাপক, বংশ-শ্রেষ্ঠ।

কুলকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) কুলস্য কর্ম্ম, বিভিন্নকুলস্য নির্দ্দিষ্টং বিভিন্নমনুষ্ঠেয়ং ৬তৎ। ভিন্ন ভিন্নবংশের বিবাহাদি কার্য্য-কালে পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠেয় কার্য্য।

কুলকলঙ্ক (পুং) কুলস্য কলঙ্কঃ, কুৎসিত-কার্য্যাদিনা তদ্গৌরবনাশকঃ, ৬তৎ। যে ব্যক্তি বংশের কলঙ্ক উৎপাদন করে।

কুলকলঙ্কিনী (স্ত্রী) কুলস্য কলঙ্কিনী ৬তৎ। যে স্ত্রী ব্যভি-চারাদি দ্বারা পিতৃ বা শ্বশুরকুলের অবমাননা করে।

কুলকুণ্ডলিনী (স্ত্রী) কুলচক্রে কুণ্ডলাকারেণ বেষ্টয়িত্বা তিষ্ঠতি কুল-কুণ্ডলিন্ ঙীষ্, যদ্বা কৌ পৃথিবীতত্ত্বাধারে মূলাধারে লীয়তে কু-লী-ড, ততঃ কর্ম্মধা। কুলাচারীদিগের উপাস্য কুণ্ডলিনী। তন্ত্রশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মূলাধারস্থ সর্পী-তুল্যা শক্তি। তাহার স্বরূপ প্রভৃতি শারদাতিলকে এইরূপ বর্ণিত আছে—

কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্যস্বরূপা সর্ব্বগামিনী বিশ্বসংসার তাঁহারই অংশ। তিনি শিবসন্নিধানে থাকিয়া সর্ব্বদাই আনন্দ অনুভব করেন এবং সাধকেরও আনন্দ বর্দ্ধন করেন। দিক্‌কাল প্রভৃতি দ্বারা অনবচ্ছিন্না অর্থাৎ কোন দেশে কোন সময়েই তাহার অভাব হয় না। বেদে পরা ও অপরা বলিয়া এই পর শক্তি কুণ্ডলিনী বর্ণিত হইয়াছে। যোগিগণের হৃদয়পদ্মে উপ-স্থিত হইয়া ইনিই নৃত্য করেন ও যোগীগণকে পরমানন্দ প্রদান করেন। ইনি প্রাণীমাত্রেরই মূলাধারে বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি করিয়া রহিয়াছেন। কুণ্ডলিনীশক্তি শঙ্খাবর্ত্ত-নিভা. সকল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন। কুণ্ডলী-কৃত সর্পের ন্যায় ইহার আকৃতি, এই জন্য কুণ্ডলী নাম হইয়াছে। ইনিই বিশ্বস্বরূপিণী প্রকৃতি। প্রবুদ্ধ হইয়া সমস্ত জগৎ প্রসব করেন। সকল দেবতা ইহার অংশ। ইনি সর্ব্ব-মন্ত্রময়ী ও সর্ব্বতত্ত্বস্বরূপিণী। কুণ্ডলিনীদেবী সূক্ষ্মা, ব্যাপিকা, চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিস্বরূপা, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী ও শব্দব্রহ্মময়ী। শৈবসিদ্ধান্তে শক্তিশব্দে এই কুলকুণ্ডলিনীর উল্লেখ করা হই-য়াছে। ইনি সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণময়ী, সাঙ্খ্যশাস্ত্রে "সত্ত্বরজ-স্তমসাংসাম্যাবস্থা প্রকৃতিরিত্যাদি" সূত্রসমূহ দ্বারা প্রকৃতি বলিয়া এই কুণ্ডলিনী দেবীই নিরূপিত হইয়াছেন। শক্তিমান্ শিব আত্মা, শক্তি প্রকৃতি, শক্তিমান্ ও শক্তির অভেদকল্পনা

করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীকে চৈতন্যস্বরূপা বলা হইয়াছে, ভগবান্ অর্জ্জুনের নিকটে

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।"

ইত্যাদি আড়ম্বর করিয়া যে পরা ও অপরা প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারাও এই কুলকুণ্ডলিনীই বর্ণিত হইয়াছেন। "বিকার জননীং মায়ামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্" ইত্যাদি শ্রুতিও তারস্বরে এই কুণ্ডলিনীরই নিরূপণ করিয়াছেন। বৈদান্তিকগণ ইহাকেই মায়া বলিয়া বর্ণনা করেন। ইনি সকলের বোধগম্যা নহে।

মূলাধারে কুণ্ডলিনী ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিলেই সাধক অচিরে যোগী হইতে পারেন। ধ্যান যথা—

"প্রসুপ্তভুজগাকারাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাশ্রিতাম্।
বিদ্যুৎকোটিপ্রভাং দেবীং বিচিত্রবসনান্বিতাম্।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং সর্ব্বদাকারণপ্রিয়াম্।
এবং ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং ততো যজেৎ সমাহিতঃ।"

কুণ্ডলিনীদেবীর নিদ্রিত ভুজগীর ন্যায় আকৃতি, ইনি স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। কোটি বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিমতী, নানা বসনদ্বারা বিভূষিতা, শৃঙ্গারাদি রসভাবযুক্তা, ইনি সর্ব্বদাই কারণ ভালবাসেন। এই প্রকার কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। পূজা সমাপন করিয়া বাগ্ভব মন্ত্র (ঐঁ) জপ করিবে। পরে নানাবিধ স্তব দ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করিবে। (প্রয়োগসার।)

রুদ্রযামলে প্রকারান্তরে কুলকুণ্ডলিনীর উপাসনা নিরূপিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া মঙ্গলময় শ্রীগুরুর চরণকমল সহস্রদলপদ্মে চিন্তা করিতে হইবে। পরে হৃদিপদ্মে শ্রীপদচিন্তা করিয়া বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া নমস্কার করিবে। পরে ত্রৈলোক্যব্যাপিনী, চিন্ময়ী স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতা, সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা [illegible] মূলাধারে কুণ্ডলীভূত সর্পীর ন্যায় অবস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া মস্তকস্থিত সুধাব্ধিতে নিবিষ্ট করাইবে। সেই স্থানে তাঁহাকে সুধাপান করাইয়া পুনর্ব্বার স্থানে অর্থাৎ মূলাধারে আনয়ন করিবে। আনয়নকালে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যগত চিত্রিণীনাড়ীর মধ্য দিয়া আনয়ন করিবে। উর্দ্ধগমনকালে কুল-কুণ্ডলিনীকে তেজোময়ী এবং পুনর্ব্বার ফিরিয়া মূলাধারে গমন করিবার কালে অমৃতময়ী চিন্তা করিবে। এই প্রকার বার বার চিন্তা করিয়া সাধক সর্ব্বসিদ্ধির অধীশ্বর হইতে পারেন। পরে দেবীকে মানসোপচারে পূজা করিয়া মায়াবীজ (হ্রীঁ) কামবীজ (ক্লীং) ও পঞ্চাশৎ বর্ণমালা অনুলোমে ও বিলোমে যথাশক্তি জপ করিবে।

কুলকেতন, দাক্ষিণাত্য-প্রসিদ্ধ কলিঙ্গের একজন পূর্ব্বতন রাজা।

কুলক্ক (পুং) করতালী, হাততালী। (হারাবলী।)

কুলক্রিয়া (স্ত্রী) কুলস্য ক্রিয়া নির্দ্দিষ্টমনুষ্ঠেয়ং ৬ তৎ। ১ ভিন্ন ভিন্ন বংশের বিভিন্ন আচার। ২ কুলকার্য্য, পরস্পর কুলীনে বিবাহের আদান প্রদান।

কুলক্ষণ (ক্লী) কুৎসিতং লক্ষণং কুগতিসং। মন্দলক্ষণ, দুর্লক্ষণ, কোন অশুভ সংঘটনের পূর্ব্বে যে যে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

কুলক্ষয় (পুং) কুলস্য বংশস্য ক্ষয়ো ধ্বংসঃ, ৬তৎ। পুত্রপৌত্র আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির বিনাশে বংশের অবনতি ও ধ্বংস।

কুলক্ষয়ের পর যে যে ঘটনা হয়, তাহা গীতায় বর্ণিত আছে— কুলক্ষয় হইলেই সনাতন কুলধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, কুলধর্ম্মের অভাব হইলে ঘোরতর অধর্ম্ম সকল কুলকে আক্রমণ করে ও কুলস্ত্রীগণ সকলেই দূষিত হইতে থাকে। কুলকামিনী দূষিত হইলেই বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। যে বংশে সঙ্করের উৎপত্তি, সেই বংশেরও কুলনাশক ব্যক্তিগণের নরক গমন হয়। সেই বংশে আর পূর্ব্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধাধিকারী থাকে না, তাহাদের শ্রাদ্ধপিণ্ডদান একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বিলুপ্ত হইলেই পূর্ব্বপুরুষগণ নরকগামী হন। যাহারা কুলনাশক, তাহাদের সঙ্কর প্রভৃতি এই সমস্ত দোষে জাতিধর্ম্ম একেবারেই উৎসন্ন হইয়া যায়। জাতি ধর্ম্ম উৎসন্ন হইলে মনুষ্যগণের নিশ্চয়ই নরক বাস হয়। (ভগবদ্গীতা ১ অ.)

কুলক্ষয়া (স্ত্রী) শূকশিম্বী। (শব্দচিন্তামণি।)

কুলগরিমা (পুং) কুলস্য গরিমা গৌরবং ৬তৎ। [illegible]

কুলগিরি (পুং) কুলপর্ব্বত, ভারতবর্ষের সপ্তপ্রধান পর্ব্বতের মধ্যে একটী পর্ব্বত।

("যস্ত নাভ্যামবস্থিতঃ সর্ব্বতঃ সৌবর্ণঃ
কুলগিরিরাজো মেরুর্দ্বীপায়াম সমুন্নাহঃ॥" ভাগবত ৫।১৬।৭।)

কুলগৃহ (ক্লী) কুলস্য গৃহং ৬তৎ। বাসগৃহ।

কুলগোপ (পুং) [বৈ] কুলং গোপায়তি রক্ষতি, কুল গুপ্ ষঞ্। বংশের ও গৃহের রক্ষক। ("এষ বৈ ব্যাঘ্রঃ কুলগোপো যদগ্নিঃ।" তৈত্তিরীয়সংহিতা। ৬।২।৫।৫।)

কুলঘ্ন (ত্রি) কুলং হন্তি, কুল-হন্ টক্। বংশনাশক, যে ব্যক্তি কুকর্ম্মাচরণ করিয়া বংশলোপের কারণ হয়।

("দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্কর-কারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥" গীতা।)

কুলঙ্গী (স্ত্রী) কণ্টকীলতা। ত্রপুষী।

কুলচণ্ডী (স্ত্রী) কুলে শক্রসমূহে চণ্ডী কোপনা তেষাং বিনাশিকেত্যর্থঃ। দেবীভেদ, চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে কুলুই চণ্ডী বলে।

কুলচন্দ্র (পুং) ১ কলাপব্যাকরণের দুর্গাবাক্যপ্রবোধক নামক জনৈক টীকাকার। ২ মণিপুরের শেষ স্বাধীন রাজা। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে রাজ্য-চ্যুত করিয়া দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। [মণিপুর দেখ।]

কুলচূড়ামণি (পুং) ১ ঘটক, যাহারা বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। ২ একখানি প্রাচীন তন্ত্র। তন্ত্রসার, শক্তিরত্নাকর, শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থে ইহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই তন্ত্রে কুলপ্রশংসা, কৌলকর্ত্তব্যতা, কুলশক্তি-পূজা, কৌলিকানুষ্ঠান, মহিষমর্দ্দিনীস্তব প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। সদাশিব শুক্ল এই তন্ত্রের একখানি টীকা লিখিয়াছেন। ৩ একজন পাণ্ড্যরাজ, সোমচূড়ামণিপাণ্ড্যের পুত্র।

কুলচ্যুত (ত্রি) কুলাৎ চ্যুতঃ পরিভ্রষ্টঃ, ৫ম তৎ। জাতিচ্যুত অথবা সমাজচ্যুত; যে ব্যক্তি অকার্য্যানুষ্ঠান করিয়া জাতি, বংশ বা সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়।

কুলজ (পুং) কুলে সৎকুলে জায়তে, কুল-জন্-ড, (সপ্তম্যাং জনের্ডঃ। পা ৩।২।৯৭।) ১ সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তি।

("কুলজে বিত্তসম্পন্নে ধর্ম্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।
মহাপক্ষে ধনিন্যার্য্যে নিক্ষেপং নিক্ষিপেদ্বুধঃ॥" মনু ৮।১৭৯।)

(পুং) ২ পটোল।

কুলজন (পুং) কুলে সৎকুলে জাতো জনঃ, মধ্যপদলোপঃ। মহৎবংশোদ্ভব ব্যক্তি, সদ্‌বংশজাত।

কুলজা (স্ত্রী) কুলজ-টাপ্। কুলপালিকা, সদ্‌বংশোৎপন্না গুণবতী সতী স্ত্রী।

কুলজাত (ত্রি) কুলে সৎকুলে জাতঃ সম্ভূতঃ, ৭তৎ। সৎকুলোদ্ভূত।

কুলজী (দেশজ) বংশপরিচয় অথবা বংশবিবরণ।

কুলজ্ঞ (পুং) কুলং জানাতি, কুল-জ্ঞা-কঃ, (ইগুপধজ্ঞাপ্রী-কিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫।) ঘটক, যে ব্যক্তি কুল-বৃত্তান্ত জানে।

কুলঞ্জ (পুং) কুং পৃথিবীং রঞ্জয়তি, কু-রঞ্জ-ণিচ্-অল্, র-স্থানে লকারঃ। গন্ধমূলবৃক্ষ, কুলঞ্জন।

কুলঞ্জন (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ। (Alpinia galanga) সংস্কৃত পর্য্যায়—কুলঞ্জ, গন্ধমূল, কুলঞ্জ। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, উদ্দীপনকারক ও মুখদোষনাশক।

কুলট (পুং) কুলাৎ কুলান্তরমটতি, পচাদ্যচ্ পশ্চাৎ কুল-অট, শকন্ধ্বাদিবৎ সাধুঃ। যে ব্যক্তি পিতৃকুল পরিত্যাগ করিয়া অন্যকুল আশ্রয় করে, ঔরস ও দত্তকপুত্র ব্যতীত পণ-ক্রীত ও ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পুত্র।

কুলটা (স্ত্রী) কুলাৎ কুলান্তরমটতি ব্যভিচারায়, অট-পচাদ্যচ্, পশ্চাৎ কুল-অটা শকন্ধ্বাদিবৎ সাধুঃ। (শকন্ধ্বাদিষু চ। বার্ত্তিক পা ৬।১।৯৪।) শকন্ধ্বাদিষু পররূপং বক্তব্যং। মহাভাষ্য। অটতি ইত্যটা পচাদ্যচ্, পশ্চাৎ কুলেন সম্বন্ধঃ, অন্যথা কর্ম্মণ্য নিত্যণ্-প্রসঙ্গঃ' কৈয়টভাষ্যপ্রদীপ। ১ যে স্ত্রী ব্যভিচার মানসে কুল পরিত্যাগ করিয়া অন্যকুলে গমন করে, ব্যভিচারিণী স্ত্রী।

("পরপতিনির্দ্দয়-কুলটা-শোষিত শঠ! নের্ষয়া ন কোপেন।
দগ্ধমমতোপতপ্তা রোদিমি তব তানবং বীক্ষ্য॥"
আর্য্যাসপ্তশতী ৩৯৩।)

সংস্কৃত পর্য্যায়—পুংশ্চলী, ধর্ষিণী, বন্ধকী, অসতী, ইত্বরী, স্বৈরিণী, ধর্ষণী, পাংসুলা, ধৃষ্টা, দুষ্টা, ধর্ষিতা, নিশাচরী, লঙ্কা, ত্রপারণ্ডা। ২ পরকীয়া নায়িকাভেদ।

"পতিকোলে থাকি যার অনেকেতে কাজ।
কুলটা তাহারে বলে পণ্ডিতসমাজ॥" ভারতচন্দ্র-রসমঞ্জরী।

সংহিতাকারদিগের মতে কুলটার অন্ন ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

ব্যভিচার জন্য কুল পরিত্যাগ করিয়া কুলান্তর-পরিভ্রমণ অর্থ না হইলে কুলটাপদ হইবে না। যে স্ত্রী ভিক্ষার্থ কুলা-ন্তর পরিভ্রমণ করে সে কুলাটা, এখানে শকন্ধ্বাদিবৎ কুলটা পদ হইবে না।

কুলটাশব্দ শ্রমণাদিগণীয় বলিয়া কর্ম্মধারয়-সমাসে কুমার শব্দের পরে থাকিবে। (কুমারশ্রমণাদিভিঃ। পা ২।১।৭০।)

কুলটী (স্ত্রী) ১ মনঃশিলা, মনছাল। ২ গৈরিক, গেরীমাটী।

কুলতত্ত্ববিৎ (পুং) কুলস্য বংশস্য তত্ত্বং বেত্তি, ৬তৎ, কুল-তত্ত্ব-বিদ্-কিপ্। কুলতত্ত্বজ্ঞ, যে ব্যক্তি কুলবৃত্তান্ত জানে, ঘটক।

কুলতন্তু (পুং) কুলস্য তন্তুরিব, তস্য কুলবর্দ্ধকত্বাদিত্যর্থঃ, ৬তৎ। বংশের সূত্রস্বরূপ, যাহা হইতে বংশসূত্রবর্দ্ধিত হয়, সন্তান, অপত্য। ("সমবলাপিতং ভূয়ো যুষ্মাসু কুলতন্তুষু"।
মহাভারত, আদি ১১০।৩।)

কুলতিথি (স্ত্রী) কুলানাং কুলাচারিণাং তিথিঃ, দেবতারা-ধনায় প্রশস্তেত্যর্থঃ, ৬তৎ। তন্ত্রমতে চতুর্থী, অষ্টমী, দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশী এই কুলতিথি।

কুলতিলক (পুং) কুলস্য বংশস্য তিলকইব, উপমিতসং বংশশ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে।

কুলত্তি, অপর নাম পরিকুলত্তি রায়, কোঙ্গুরাজ (৩য়)-মাধবের বংশধর।

কুলত্থ (পুং) ১ শস্যবিশেষ, চলিত বাঙ্গলায় কুলথী কলাই বলে (Dolichos Uniflorus) সংস্কৃত পর্য্যায়—কালতাম্রবৃন্ত, তাম্রবীজ, সিতেতর, কুলত্থিকা।

ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—কষায়, পাচক, কটু, পিত্ত ও রক্তজনক, লঘু, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য ও স্বেদরোধক। ইহাতে শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, হিক্কা, অশ্মরী, শুক্রদাহ, আনাহ, পীনস, স্বেদ, জ্বর ও ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ইহার যূষের গুণ—বায়ু, শর্করা ও অশ্মরীবিনাশক। (বহু) ২ জনপদবিশেষ। (মহাভারত ভীষ্ম, ৯ অঃ।) [কুলূত দেখ।]

কুলত্থা (স্ত্রী) কুলত্থ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ বনকুলত্থ, বনকুলথী। সংস্কৃত পর্য্যায়—দৃক্প্রসাদা, অরণ্য কুলত্থিকা, লোচনহিতা, চক্ষুষ্যা, কুম্ভকারিকা, কুলত্থিকা, কুলালা ও প্রলাপেহা। ভাবপ্রকাশ মতে, ইহার গুণ—কটু ও তিক্ত, ইহাতে অর্শ, শূল, বিবন্ধ ও আধ্মান ভাল হয়, চক্ষুরোগ বিষব্রণ ও কণ্ডূয়ন ব্রণের দোষ নষ্ট হয়। ২ চক্ষুরোগের উপকারী নীলপ্রস্তরবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—কুল্মাষ ও কুক্কবিল্লক। ৩ ছন্দোবিশেষ।

কুলত্থাঞ্জন (ক্লী) কুলত্থয়া কৃতমঞ্জনং, মধ্যলো°। অঞ্জনবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—কুম্ভকারী ও প্রলাপেহা। এই অঞ্জন ব্যবহারে চক্ষুদোষ ও বিষব্রণাদির দোষ নষ্ট হয়।

কুলত্থাদ্যঘৃত (ক্লী) আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঘৃতবিশেষ। এই ঘৃত ব্যবহার করিলে দুঃসাধ্য অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাভিঘাত ভাল হয়। প্রস্তুত করিবার নিয়ম—৪ সের ঘৃতে কল্কার্থ কুলত্থ কলাই, সৈন্ধব লবণ, বিশুদ্ধ চিনি, পানশিউলী, যবক্ষার, কুষ্মাণ্ডের বীজ ও গোক্ষুরবীজ প্রত্যেক ১ তোলা করিয়া দিবে ও কাথের জন্য বরুণ ছাল ৮/ সের, জল ৬৪ সের দিয়া অবশিষ্ট ১৬ সের রাখিবে।

কুলত্থিকা (স্ত্রী) ১ কুলত্থাকার নীলবর্ণপ্রস্তরবিশেষ, ইহা চক্ষু অঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়, পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা যে সুরমা ব্যবহার করে তাহারই প্রকার ভেদ। ২ বনকুলথী।

কুলত্থী (স্ত্রী) কুলত্থিকা। [কুলত্থা দেখ।]

কুলদত্ত, একজন নেপালী বৌদ্ধগ্রন্থকার। ইনি ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকা নামে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেন, গ্রন্থখানি হিন্দুদিগের তন্ত্রশাস্ত্রের অনুকরণে লিখিত, কুলদত্ত নিজ গ্রন্থে তাহার কতকটা পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"নিরীক্ষ্য তন্ত্রং নিখিলং মনোজ্ঞং সংগৃহ্য চারুতরা বিশুদ্ধা।"

এই গ্রন্থে তন্ত্রের কথা ব্যতীত, বিহার ও বৌদ্ধদেব মূর্ত্তি নির্ম্মাণপ্রণালী লিখিত হইয়াছে।

কুলদমন (পুং) কুলস্য দমনঃ শাসয়িতা, কুল-দম-নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু। কুলশাসক, যে ব্যক্তি নিজ কুলে ব্যভিচারাদি দোষ ঘটিতে দেয় না।

কুলদান, আরাকানে প্রবাহিত একটী নদী। যমগিরি হইতে নির্গত হইয়া আকায়ব নগরের নিকট বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। যুরোপীয়েরা ইহাকে "আরাকান" নদী বলিয়া থাকে।

কুলদীপ (পুং) কুলে কুলাচারে পূজার্থম্ বিহিতোদীপঃ মধ্যলো°। ১ তন্ত্রসারোক্ত কুলাচারের অঙ্গ দীপবিশেষ। আকন্দ, কর্পূর ও বেড়েলা তুলায় বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রদীপ প্রস্তুত করিবে, ইহাকে কুলদীপ বলে। অস্ত্র—মন্ত্রে কুল দীপের পূজা করিতে হয়, কুলদীপ সহসা নির্ব্বাণ হইলে নানাবিধ বিঘ্ন হয়। (তন্ত্রসার।) কুলং দীপয়তি উজ্জ্বলী-করোতি কুল-দীপ ণিচ্-অণ্। ২ কুলশ্রেষ্ঠ, যে পুত্র সৎকার্য্য করিয়া বংশ উজ্জ্বল করিয়া থাকে।

কুলদুহিতা (স্ত্রী) কুলে স্বকীয়ে সৎকুলে বা জাতা দুহিতা, (সূতোগ্ররাজভোজকুলমেরুভ্যো দুহিতুঃ পুত্রট্ বা ভবতীতি বক্তব্যং। পা ৬।৩।৭০ সূত্রে, মহাভাষ্য।) ১ স্ববংশীয়া কন্যা। ২ সদ্বংশীয়া কন্যা।

কুলদূষক (ত্রি) কুলস্য বংশস্য দূষকঃ ৬তৎ। কুল-দুষ-ণ্বুল্। ১ যে ব্যক্তি ব্যভিচারাদিদ্বারা বংশদোষ উৎপন্ন করে অথবা বংশের নিন্দা করে।

কুলদূষণ (ত্রি) কুলস্য দূষণঃ, ৬তৎ, কুল-দুষ-ণিচ্ নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু। ১ যে ব্যক্তি কুকার্য্য করিয়া নিজ বংশদোষের কারণ হয়, কুলাঙ্গার। (ক্লী) ২ কোন বংশে দোষ উৎপন্ন করা অথবা নিন্দা করা।

কুলদেবতা (স্ত্রী) কুলে আরাধ্যা দেবতা, মধ্যলো°। ১ পৃথক্ পৃথক্ বংশের আরাধ্যা পৃথক্ পৃথক্ দেবতা। ২ গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার মধ্যে একটী।

"শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিস্তুষ্টিরাত্মদেবতয়া সহ।
আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যোঽন্তে চ কুলদেবতা॥" গৃহ্যপরিশিষ্ট।

কুলদেবী (স্ত্রী) কুলৈঃ কুলাচারৈরুপাস্যা দেবী। ১ তন্ত্রমতে ত্রিপুরা, ত্রিপুরেশী, সুন্দরী ও পুরসুন্দরী প্রভৃতি কতকগুলি দেবতা। ২ বংশপরম্পরা-পূজিতা দেবী।

কুলদৈব (ক্লী) কুলস্য দৈবং মঙ্গলং, ৬তৎ। ১ বংশের কুশল। ("বিপ্রস্য চাস্মৎ কুলদৈবহেতবে। বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহো হি নঃ॥" ভাগবত ৯।৫।৯।) ২ কুলদেবতা।

("নমো ব্রহ্মকুলায় প্রাণাঃ কুলদৈবায়চাত্মজাঃ।"
ভাগবত ৯।৯।৪৪।)

কুলদ্রব্য (ক্লী) মদ্য। তান্ত্রিকেরা মদ্যকে কুলদ্রব্য বলে [মদ্য দেখ।]

কুলদ্রুম (পুং) কুলঃ দ্রুমঃ, নিত্যসমাস। শ্লেষ্মান্তক, করঞ্জ, বিল্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, নিম্ব, বট, উড়ুম্বর, ধাত্রী ও তেঁতুল এই দশটী কুলদ্রুম।

কুলধর্ম্ম (পুং) কুলবিশেষাশ্রিতো ধর্ম্মঃ, মধ্যলোঃ। বিশেষ বিশেষ বংশের আচরণীয় বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম।

("জাতিজানপদান্ ধর্ম্মান্ শ্রেণী-ধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুলধর্ম্মাংশ্চ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ॥ মনু ৮।৪১।)

কুলধারক (পুং)- কুলং ধারয়তি, কুল-ধৃ-ণিচ্ ণ্বুল্। যে বংশ রক্ষা করে, পুত্র।

কুলধুর্য্য (ত্রি) কুলেষু ধুর্য্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ৭তৎ। বংশশ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি পরিবারবর্গের পালন ও রক্ষণে সমর্থ।

কুলধ্বজ, দাক্ষিণাত্যের একজন পাণ্ড্যরাজা, পাণ্ড্যেশ্বর পাণ্ড্যের পুত্র।

কুলনক্ষত্র (ক্লী) ভরণী, রোহিণী, পুষ্যা, মঘা, উত্তরফল্গুনী, চিত্রা, বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা ও উত্তর ভাদ্রপদ এই কয়টী কুল নক্ষত্র। (তন্ত্রসার)

কুলনন্দন (পুং) কুলং নন্দয়তি, কুল-নন্দ-ণিচ্-নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু। যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করিয়া বংশের আনন্দদায়ক হয়।

কুলনাথ, একজন বিখ্যাত টীকাকার। ইহার কৃত রাবণবধ টীকা ও হালপ্রণীত সপ্তশতীর টীকা পাওয়া গিয়াছে।

কুলনায়িকা (স্ত্রী) কৌলিকগণের পূজনীয়া নায়িকা, কৌলিকগণ যথোক্তবিধানে কুলনায়িকার উপাসনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। নিরুত্তরতন্ত্রে লিখিত আছে—

"নির্লোভা-কামহীনাচ নির্লজ্জা দ্বন্দ্ববর্জিতা।
শিব-সত্ত্বগতা সাধ্বী স্বেচ্ছয়া বিপরীতগা।"
"এবং সা কুলজা দেবী ত্রিষু লোকেষু পূজিতা (গোপিতা)।"
(৫ম পটল।)

যে সাধ্বী কুলরমণী লোভশূন্যা ও কামহীনা, যাহার হৃদয়ে লজ্জা ও সুখ দুঃখ উদয় হয় না, যিনি সর্ব্বদাই আনন্দময়ী, যোগবলে কিম্বা অন্য কোন উপায়ে যাহার সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমঃ গুণকে অভিভূত করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়াছে, যিনি ইচ্ছা করিলেই বিপরীতদিকে গমন করিতে পারেন, অর্থাৎ যিনি কোন বিষয়ে আসক্ত নহেন। এইরূপ কুলনায়িকাই ত্রিভুবনে পূজনীয়া। কৌলিকগণ ইহাকে অবলম্বন করিয়াই উপাসনা করিবেন।

"মাতা চ ভগিনী চৈব দুহিতা চ স্নুষা তথা।
গুরুপত্নী চ পঞ্চৈতা রাজচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
বস্ত্রালঙ্কার-ভূষাদ্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ।
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং নানাবস্ত্র-সমন্বিতম্।
আসবং শুদ্ধি-সংযুক্তং তাভ্যো দদ্যাৎ পুনঃ পুনঃ॥
প্রণম্য প্রজপেন্মন্ত্রং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সহস্রকম্।
অঙ্গং নৈব স্পৃশেৎ তাসাং স্পৃশেচ্চেৎ নরকং ব্রজেৎ॥"

মাতা, ভগিনী, দুহিতা, পুত্র-বধূ, বীর-পত্নী বা গুরুপত্নী, এই কুলনায়িকাগণকে রাজচক্রে পূজা করিবে। বস্ত্র, অলঙ্কার, অঙ্গরাগ, গন্ধ, মালা ও অনুলেপন প্রভৃতি দ্বারা ভক্তিসহকারে ইহাদের অর্চ্চনা করিবে। তাহাদিগকে দেবতা ভাবিয়া নানাবিধ ভক্ষ্য ও বহুবিধ বস্ত্র অলঙ্কার নিবেদন করিবে। নায়িকাগণকে বার বার শুদ্ধিযুক্ত আসব প্রদান করিবে। তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া অবলোকন করিতে করিতে সহস্র জপ করিবে। কখন কুঅভিপ্রায়ে (ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য) তাহাদের অঙ্গস্পর্শ করিবে না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে নরকগামী হইবে। (নিরুত্তর ১০ পটল।)

"মাতা ভগ্নী স্নুষা কন্যা বীরপত্নী কুলেশ্বরি।
মহাচক্রে যজেদেতাঃ পঞ্চ শক্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥
দ্রব্য-দানেতু সংপূজ্যা ন শক্তৌ লিঙ্গ-যোজনম্।
যোজয়েৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
মহাব্যাধির্ভবেদ্দেবি! ধনহানিঃ প্রজায়তে।
সর্ব্বদা দুঃখমাপ্নোতি সর্ব্বং তস্য বিনশ্যতি॥"

মাতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, কন্যা, বীরপত্নী বা গুরুপত্নী এই পাঁচটী শক্তিকে মহাচক্রে বার বার অর্চ্চনা করিবে। নানাবিধ দ্রব্য দান-দ্বারাই ইহাদিগকে পূজা করিতে হয়। শক্তিতে কখনও লিঙ্গযোজন করিবে না। কোন পাষণ্ড মোহবশতঃ লিঙ্গযোজনা করিলে, তাহার সিদ্ধি হানি হয়, পরিণামে তাহাকে রৌরব-নরকে গমন করিতে হয় এবং তাহার মহারোগ ও ধনহানি হয়। সেই পাষণ্ড সর্ব্বদাই দুঃখ অনুভব করে এবং তাহার সমস্তই বিনষ্ট হয়। (এই বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া পূর্ব্ব প্রদর্শিতবাক্যের ব্যাখা করা উচিত।)

"পঞ্চকন্যা যজেচ্চক্রে নাতিরিক্তাং কদাচন।
লোভাদ্বা মোহতোবাপি ছলাদ্বা বরবর্ণিনি!।
যদি স্যাৎ সঙ্গমস্তাসাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চশক্তিই চক্রে অর্চ্চনা করিবে। অতিরিক্তা কখনও অর্চ্চনা করিবে না। কোন ব্যক্তি যদি লোভ, মোহ, কিম্বা ছল করিয়া এই শক্তিগণের সহিত সঙ্গম করে, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে রৌরব-নরকে গমন করিতে হইবে। (নিরুত্তর ১০ম পটল।)

"নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
যোগিনী শ্বপচী শৌণ্ডী ভূমীন্দ্রতনয়া তথা॥
গোপিনী মালিকা রম্যা আসাং কার্য্যবিভেদতঃ।
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা কাপালী সা প্রকীর্ত্তিতা॥
পূজাদ্রব্যং সমালোক্য নৃত্যগীত-পরায়ণা।
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা সা নটী পরিকীর্ত্তিতা॥
পূজা-দ্রব্যং সমালোক্য বেশাচরণমিচ্ছতি।
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা সা বেশ্যা পরিকীর্ত্তিতা॥
পূজাদ্রব্যং সমালোক্য রজোঽবস্থাং প্রকাশয়েৎ।
সর্ব্ব-বর্ণোদ্ভবা রম্যা রজকী সা প্রকীর্ত্তিতা॥
পূজাদ্রব্যং সমালোক্য কুলজ্ঞা বীরমাশ্রয়েৎ।
সন্ত্যজ্য পশু-ভর্ত্তারং কর্ম্ম চাণ্ডালিনী স্মৃতা॥
শিবশক্তি-সমাযোগাৎ যোগিনী সা প্রকীর্ত্তিতা॥
বিপরীত-রতা পত্যৌ পাত্রং যা পরিপৃচ্ছতি।
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা সা শৌণ্ডী পরিকীর্ত্তিতা॥
সর্ব্বদা যন্ত্রসংস্কারো যস্যাশ্চ পরিজায়তে।
সৈব ভূমীন্দ্রজা রম্যা চতুর্বর্ণোদ্ভবা প্রিয়ে॥
অপাঙ্গং গোপায়েদ্‌যস্তু সর্ব্বদা পশুসঙ্কটে।
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা গোপিনী সা প্রকীর্ত্তিতা॥
পূজাদ্রব্যং সমালোক্য যা মালাং পরিকীর্ত্তয়েৎ।
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা মালিনী সা প্রকীর্ত্তিতা॥"

নটী, কাপলিকা, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, যোগিনী, চাণ্ডালী, শৌণ্ডী, রাজকন্যা, গোপিনী ও মালিনী, এই সমস্ত নায়িকাগণই পূজনীয়া, ইহারা সকলেই চতুর্বর্ণোদ্ভবা, কেবল কার্য্যভেদেই ইহাদের নটী, কাপালী প্রভৃতি নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র, এই চারবর্ণের কোনজাতীয়া সুন্দরী মনোহরা নায়িকাই কাপালিকা; যে নায়িকা পূজাদ্রব্য অবলোকন করিয়া আনন্দে নৃত্য কি গীত আরম্ভ করে, সেই নায়িকাই নটী; যে পূজা দ্রব্য দেখিয়া বেশবিন্যাস করিতে অভিলাষী হয়, তাহারই নাম বেশ্যা; যে নায়িকা পূজার আয়োজন দর্শনে আপনার রজোঽবস্থা প্রকাশ করে, তাহাকে রজকী; যে কুল পূজার আয়োজনে উৎসাহিত হইয়া আপনার পশুভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া বীরাচারীকে আশ্রয় করে, তাহাকে চাণ্ডালী; শিব ও শক্তি যুক্তাকে যোগিনী এবং যে আপনার পতিতেই বিপরীত রতা হইয়া পাত্র জানিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে শৌণ্ডী বলে; যিনি সর্ব্বদাই যন্ত্র সংস্কারে নিযুক্ত থাকেন, তাহাকে ভূমীন্দ্রকন্যা ও যিনি পূজাদ্রব্য দর্শনে সন্তুষ্টা হইয়া মালা রচনা করেন, তাহাকে মালিনী বলে। স্থানান্তরে মাতা প্রভৃতি পঞ্চশক্তিকেও ভূমীন্দ্রকন্যাদি প্রভৃতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ভূমীন্দ্র-কন্যকা মাতা দুহিতা রজকীসুতা।
শ্বপচী চ স্বসা জ্ঞেয়া কাপালীচ স্নুষা মতা॥
যোগিনী নিজ শক্তিঃ স্যাৎ পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নিরুত্তর ১০ম পটল।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত ভূমীন্দ্রকন্যা, মাতা, রজকী দুহিতা, চাণ্ডালী ভগিনী, কাপালিকা পুত্র-বধূ ও আপনার স্ত্রীই যোগিনী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কুলনারী (স্ত্রী) কুলে সংকুলে সম্ভূতা নারী, মধ্যালো°। ১ সংকুলোদ্ভূতা স্ত্রী। ২ উচ্চবংশজাতা সতী গুণবতী স্ত্রী।

কুলনাশ (পুং) কুলস্য নাশো ধ্বংসঃ, ৬তৎ। ১ বংশলোপ, কুলধ্বংস। ২ কৌলীন্যনাশ, যাহাদের সহিত আদানপ্রদান নাই অথবা যাহারা বংশগৌরবে নিম্নস্থানীয় তাহাদের বংশে কন্যা বা ভগিনী সম্প্রদান করিলে, কুল নষ্ট হইয়া থাকে। কুলং ভূমিলগ্নং ন অশ্নাতি, মুপ্সুপ্সং, কুল নঞ্ অশ্ অচ্। ৩ উষ্ট্র।

কুলনাশন (ক্লী) কুলং নাশয়ত্যনেন; কুলনশ-ণিচ্-করণে ল্যুট্ (করণাধিকরণয়োশ্চ। পা ৩।৩।১১৮।) বংশনাশের কারণ, যাহা হইতে বংশ নষ্ট হয়।

কুলন্ধর (পুং) কুলং বংশং ধারয়তি রক্ষতি, কুল-ধৃ-ণিচ্-বাহুলকাৎ খচ্, (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজিধারিসহিতপি দম°। পা ৩।২।৪৬।) পুত্র, বংশধর।

কুলপ (পুং) [বৈ] কুলং পাতি রক্ষতি। কুলশ্রেষ্ঠ।
("পরিহ্বাসতে নিধিভিঃ সখায়ঃ কুলপা ন ব্রাজপতিং চরন্তম্।"
ঋক ১০।১৭৯।২।
'কুলপাঃ কুলস্য বংশস্য রক্ষকাঃ পুত্রাঃ॥' সায়ণ।

কুলপতি (পুং) কুলস্য বংশস্য পতিঃ স্বামী ৬তৎ। ১ বংশ-শ্রেষ্ঠ অথবা গোত্রশ্রেষ্ঠ। ২ অধ্যাপক ভেদ।
("মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদি পোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষি রসৌকুলপতিঃ স্মৃতঃ॥")

কুলপত্র (পুং) দমনক বৃক্ষ, যাহাকে দোনা বলে।

কুলপর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। ভারতবর্ষের সাতটী প্রধান পর্ব্বত মধ্যে একটী পর্ব্বত। ইহার অপর নাম কুলগিরি, কুলভূভৃৎ, কুলাচল ও কুলাদ্রি।

কুলপা (স্ত্রী) [বৈ] কুলশ্রেষ্ঠা।
("এষা তে কুলপা রাজন্"। অথর্ব্ব ১।১৪।৩।)

কুলপাংশুকা (স্ত্রী) কুলং পাংশুমিব করোতি প্রকাশয়তি কুল পাংশু-কৈ-ক টাপ্। যে স্ত্রী ব্যভিচারাদি দ্বারা বংশে কলঙ্ক অর্পণ করে, অসতী স্ত্রী।

কুলপালক (ত্রি) কুলং পালয়তি, কুল-পাল রক্ষণে ণ্বুল্। ১ বংশ-প্রতিপালক। (স্ত্রী) ২ কুকুর, কমলানেবু।

কুলপি (দেশজ) ১ বৃক্ষবিশেষ। ২ আকৃগাছ।

কুলপালি, কুলপালিকা, কুলপালী (স্ত্রী) কুলবতী স্ত্রী, সতী, সাধ্বী।

কুলপাহাড়, উ° প° প্রদেশের অন্তর্গত হামীরপুরের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী তহসীল। এখানে পাহাড়ের উপর অনেক দেবমন্দির, মস্‌জিদ্ ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

কুলপাহাড়ের ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে সহেট-মহেট গ্রাম, এখানে বিষ্ণুমন্দির ও ১২০০ সম্বতের প্রাচীন জৈনমন্দির আছে। ইহার নিকট প্রাচীন ইষ্টক ও শিল্পকার্য্যের স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। চন্দেল্ল-রাজ মদনবর্ম্মা (১১২৯—১১৬৫ খৃঃ অঃ) এইখানে মদনপুর নামে একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

কুলপুত্র (পুং) কুলে সৎকুলে জাতঃ পুত্রঃ, মধ্যলো°। ১ সদ্বংশজাত পুত্র। ২ দমনক বৃক্ষ, দোলা।

কুলপুত্রক (পুং) কুলপুত্র-স্বার্থে কন্। দমনক বৃক্ষ।

কুলপুত্রী (স্ত্রী) কুলস্য দুহিতা ৬তৎ। দুহিতৃস্থানে পুত্রট্-আদেশ স্ততো-ঙীষ্। (স্ততোগ্ররাজভোজকুলমেরুভ্যো দুহিতুঃ পুত্রট্বা। পা ৬।৩।৭০ সূত্রে বার্ত্তিক।) সদ্বংশোদ্ভবা কন্যা।

কুলপুরুষ (পুং) কুলে সৎকুলে জাতঃ পুরুষঃ। ১ সদ্বংশোদ্ভব-ব্যক্তি। ২ পিতৃপুরুষ, পূর্ব্বপুরুষ।

কুলপুরোহিত (পুং) কুলক্রমাগতঃ পুরোহিতঃ। যিনি একবংশে বহুদিন পৌরোহিত্য করেন।

"সখীর বচনে দেবী মনে অনুমানি।
কুলপুরোহিত বৃদ্ধে ডাক দিয়া আনি॥" গোবিন্দমঙ্গল।

কুলপূর্ব্বগ (পুং) কুলস্য পূর্ব্বগঃ, ৬তৎ, কুল-পূর্ব্ব-গম-ডঃ। পূর্ব্বপুরুষ।

কুলবধূ (স্ত্রী) কুলে গৃহে স্থিতা বধূঃ। লজ্জা-শীলা সাধ্বী স্ত্রী।

"অভ্যন্তরে রহে যত কুলবধূগণ।
শুনিল মথুরা এল রাম নারায়ণ॥" গোবিন্দমঙ্গল।

কুলবালদেব, হালের 'সপ্তশতী' গ্রন্থের একজন টীকাকার।

কুলবালা, কুলবালিকা (স্ত্রী) কুলে সৎকুলে জাতা বালা, বালিকা। সদ্বংশোদ্ভবা সতী স্ত্রী।

"কাল অঙ্গে দুলে মণি মুকুতার মালা।
সতীপনা ছাড়ল গোকুলের কুলবালা॥" গোবিন্দমঙ্গল।

কুলব্রাহ্মণ (পুং) কুলপুরোহিত।

কুলভ (পুং) বলিরাজের সৈন্য দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ।)

কুলভঙ্গ (পুং) কুলস্য ভঙ্গঃ ৬তৎ। কৌলীন্য-নাশ।

কুলভার্য্যা (স্ত্রী) কুলে গৃহে স্থিতা ভার্য্যা, মধ্যলো°। ধার্ম্মিকা সুশীলা অথবা সৎকুলোদ্ভবা পত্নী।

কুলভূভৃৎ (পুং) কুলপর্ব্বত। অপর নাম—কুলাচল, কুলাদ্রি, কুলগিরি। (ভাগবত ৫।১৬।১৭।)

কুলভূষণ (ত্রি) কুলস্য বংশস্য ভূষণমিব উপমিত-সং। কুল-তিলক, যে ব্যক্তি বংশের অলঙ্কার-স্বরূপ।

কুলভূষণপাণ্ড্য, দাক্ষিণাত্যের একজন পাণ্ড্য রাজা। ইহার রাজত্বকালে মৃগয়া-প্রিয় চেদিরাজ মদুরা আক্রমণ করেন। সিংহ-কবলে পড়িয়া ইহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে চোল-বংশীয়েরা শৈবধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং চোল ও পাণ্ড্যবংশে বন্ধুতা স্থাপিত হয়।

কুলভৃত্যা (স্ত্রী) কুলৈঃ কুলভবৈর্ভৃত্যা ভরণম্ কুল-ভৃ-ভাবে ক্যপ্ তুগাগমশ্চ-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ গর্ভিণীর পরিচর্য্যা। ২ বংশের প্রতিপালন।

কুলভ্রষ্ট (ত্রি) কুলাৎ বংশাৎ জাতের্বা ভ্রষ্টঃ ৫তৎ। বংশচ্যুত অথবা জাতিচ্যুত।

কুলমার্গ (পুং) কুলৈঃ সৎকুলোদ্ভূতৈরাশ্রিতো মার্গঃ পন্থাঃ। সুপথ, সদুপায়।

কুলমিত্র (ক্লী) কুলস্য মিত্রং ৬তৎ। কুলসুহৃৎ, বংশপর-ম্পরাগত বন্ধু।

কুলমণিশুক্ল, একজন বিখ্যাত স্মৃতি-টীকাকার। ইহার কৃত অঙ্গিরঃস্মৃতি-টীকা, আহ্নিকচন্দ্রিকা-টীকা, কর্পূরস্তব-দীপিকা, গৌতমস্মৃতি-টীকা, তন্ত্রামৃত, মাতঙ্গীক্রম, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিটীকা, যোগকল্পদ্রুম, রামার্চ্চনচন্দ্রিকা ও সৎকর্ম্ম-দীপিকা পাওয়া যায়।

কুলমুনি, একজন বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইহার কৃত নীতিপ্রকাশ নামক ধর্ম্মশাস্ত্র, সমাসার্ণব ব্যাকরণ ও সাংখ্য-কারিকাবৃত্তি পাওয়া যায়।

কুলমূলাবতারকল্পসূত্র, প্রাণতোষিণী-ধৃত একখানি তন্ত্র।

কুলম্পুন (ক্লী) কুলং পুনাতি, কুল-পূ-খশ্ মুমাগমশ্চ, (বাহু-লকাৎ সাধুঃ)। কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থবিশেষ।

("কুলম্পুনে নরঃ স্নাত্বা পুনাতি স্বকুলং ততঃ"।
ভারত বন ৮৩ অঃ।)

কুলম্পুনা (স্ত্রী) কুলং পুনাতি, কুল পূ-খশ্ মুমাগমঃ-টাপ্। (বাহুলকাৎ সাধুঃ)। নদীবিশেষ।

কুলম্ভর (পুং) কুলং বিভর্ত্তি পালয়তি, কুল-ভৃ খচ্, (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজিধারি। পা ৩।২।৪৬।) ১ বংশপালন করিতে সমর্থ পুত্র। ২ কুজম্ভিল, চৌর, সিঁদেলচোর।

কুলযোষিৎ (স্ত্রী) কুলে সৎকুলে উৎপন্না স্ত্রী। কুলস্ত্রী, সদ্বংশোদ্ভবা সাধ্বী স্ত্রী।

"অসংস্কৃত-প্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোষিতাম্।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাদ্দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ॥" মনু ৩।২৪৫।

কুলর (ত্রি) কুল-অশ্মাদি ত্বাৎ রঃ, (বুঞ্ছণকঠজিলসেণির ঢঞ্-ণ্যয়ফক্. । পা ৪।২।৮০।)। কুল-সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

কুলরক্ষক (পুং) কুলস্য রক্ষকঃ, ৬তৎ। ১ বংশের রক্ষাকর্ত্তা। ২ যে ব্যক্তি কন্যা গ্রহণ করিয়া অপরের কৌলীন্য রক্ষা করে।

কুলবর্গা, হায়দরাবাদরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের প্রথম মুসলমানরাজ আলা-উদ্দীন্ হুসেন গঙ্গো-বাহ্মণী কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। বাহ্মণীরাজগণ এইখানে রাজত্ব করিতেন।

কুলবর্ণা (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ, রক্তত্রিবৃৎ, লাল তেউড়ী।

কুলবর্দ্ধন (পুং) কুলং বংশং বর্দ্ধয়তি, কুল-বৃধ-ণিচ্-নন্দ্যাদি-ত্বাৎ ল্যুঃ। বংশবর্দ্ধক।

("ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ প্রদদৌ রাজা ধরাং তাং কুলবর্দ্ধনঃ।
রামায়ণ আদি ১৪।৪৫।)

কুলবান্ [২] (ত্রি) কুল প্রশস্তকুলমস্ত্যস্য কুল-মতুপ্, মস্য ব (বলাদিভ্যো মতুবন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১৩৬।) প্রশস্ত কুল যুক্ত, কুলীন।

কুলবতী (স্ত্রী) কুলবৎ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। কুলস্ত্রী।

"কুলবতী সব কংসেরে কহিব,
কেমনে সহিতে পারি॥" গোবিন্দমঙ্গল। ৯১।

কুলবার (পুং) তন্ত্রশাস্ত্র মতে মঙ্গল ও শুক্র কুলবার।

কুলবিদ্যা (স্ত্রী) কুলপরম্পরাগতা বিদ্যা। ১ বংশানুগত শিক্ষণীয়া বিদ্যা। ২ আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যা।

কুলবিপ্র (পুং) কুলক্রমাগতো বিপ্রঃ পুরোহিতঃ। কুল-পরম্পরাগত পুরোহিত।

কুলবৃদ্ধ (পুং) কুলেষু বৃদ্ধঃ, ৭তৎ। বংশমধ্যে যিনি প্রাচীন।
"ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ পর্য্যস্তোঽমাত্য-বন্ধুভিঃ। ভাগবত ৪।৯।৩৯।

কুলব্রত (ক্লী) কুলে কুলবিশেষে আচরণীয়ং ব্রতং। কুলধর্ম্ম, বংশপরম্পরাক্রমে আচরণীয় কার্য্য।

কুলব্রীড়া (স্ত্রী) কুলোচিতা সংকুলোচিতা ব্রীড়া। কুল-কামিনীগণের লজ্জা।

"পরিহরি কুলব্রীড়া অহর্নিশি করে ক্রীড়া,
দেখসিয়া আপন নয়নে।" শিবায়ন ১৬৪।

কুলশেখর, আশ্চর্য্যমালা নামক গ্রন্থকার। সূক্তি-কর্ণামৃত, সূক্তি-মুক্তাবলী ও রায়মকুট কর্ত্তৃক কুলশেখরের গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ নীলাচলের একজন পরম বৈষ্ণবরাজ। (ভক্তি-মাহাত্ম্য ১১৪।২।) ৩ দাক্ষিণাত্যের মদুরারাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পাণ্ড্য রাজা।

কুলশেখর অর্বার, দাক্ষিণাত্যের কেরলরাজ্যের এক অতি প্রাচীন রাজা। প্রবাদ এইরূপ, ইনি ১৮৬০ কল্যব্দে অর্থাৎ ১২৪২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

কুলশেখরদেব, ১ একজন পাণ্ড্যরাজা, অনুমান ১২০০ হইতে ১২১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মদুরারাজ্য শাসন করেন। কাহারও মতে, ইনি সিংহলরাজ পরাক্রম-বাহুর সমসাময়িক। ২ দক্ষিণা-ঞ্চলের একজন সাত্ত্বিক হিন্দুরাজা, ইনি মুকুন্দমালাস্তোত্র নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

কুলশ্রেষ্ঠী[ন্] ত্রি ১ শ্রেষ্ঠকুলসম্ভূত। ২ বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। (পুং) শিল্পিকুলপ্রধান। সংস্কৃত পর্য্যায়—কুলিক, কুলক, কুল।

কুলসংখ্যা (স্ত্রী) কুলস্য বংশস্য সংখ্যা কীর্ত্তিঃ, ৬তৎ। কুল-কীর্ত্তি, বংশের শ্রেষ্ঠতা।

"কুলসংখ্যাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্ষন্তি চ মহদ্যশঃ।" মনু ৩।৬৬।

কুলসঞ্চয় (ক্লী) পরিপেলবৃক্ষ, কেউটা-মুতা।

কুলসত্র (ক্লী) কুলৈঃ কুলজনৈরনুষ্ঠেয়ম্ সত্রং (মধ্যলো°।) সহস্রবৎসর-সাধ্য যজ্ঞবিশেষ।

কাঞ্চাজিনি মুনির মতে, এই কুলসত্র নামক যজ্ঞ সহস্রবৎসরে পরিপূর্ণ হয়। পিতা, পুত্র, প্রপৌত্র ও তাহার পুত্রাদি ইহাদিগকেই কুল বলে। ইহারা সকলেই ক্রমশঃ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বলিয়াই ইহার নাম কুলসত্র হইয়াছে। এমন দীর্ঘজীবী কেহই নাই যে, একজনে এই যজ্ঞের আরম্ভ ও সমাপন করিতে পারেন। মনুষ্যগণের এইমাত্র নিয়ম আছে যে, কার্য্য আরম্ভ করিলেই তাহার সমাপন করিতে হইবে। যে কার্য্য একজন সমাপন করিতে পারে না, সেই কার্য্য বহুলোক একত্র অথবা ভিন্ন ক্রমে অনুষ্ঠান করিয়া সমাপন করিবে। অতএব কুলসত্র যজ্ঞ এক-জনের সমাপন করা অসম্ভব বলিয়াই কোন ব্যক্তি আরম্ভ করিবেন এবং মধ্যে তদ্বংশীয় কোন কোন ব্যক্তি যথাবিধি অনুষ্ঠান করিবেন, পরে তদ্বংশীয় অপর কোন ব্যক্তি সেই যজ্ঞ সমাপন করিবেন। এই প্রকারেই কুলসত্র যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে। (কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ১।৬।২৩।)

কুলসন্ততি (স্ত্রী) কুলস্য বংশস্য সন্ততির্বিস্তারঃ, ৬তৎ। বংশবৃদ্ধি, পুত্রোৎপাদন।

("দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্"। মনু, ৫।১৫৯।)

কুলসন্নিধি (স্ত্রী) কুলানাং কুলজানাং সন্নিধিঃ সান্নিধ্যং, ৬তৎ। সাক্ষী অথবা সদ্বংশীয় ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি।

"নিক্ষেপো যঃ কৃতো যেন যাবাংশ্চ কুলসন্নিধৌ।
তাবানেব স বিজ্ঞেয়ো বিব্রুবন্ দণ্ডমর্হতি॥" মনু ৮। ১৯৬।

কুলসমুদ্ভব (ত্রি) কুলাৎ সৎকুলাৎ সমুদ্ভব উৎপত্তি র্যস্য, বহুব্রী। সদ্‌বংশজাত।

কুলসম্ভব (ত্রি) কুলাৎ সৎকুলাৎ সম্ভব উৎপত্তি র্যস্য বহুব্রী। সৎকুলসম্ভূত।

কুলসাধক (পুং) কুলস্য কুলাচারস্য সাধকঃ ৬তৎ। তন্ত্রমতানুযায়ী সাধকবিশেষ।

কুলসার, ১ ক্ষেমরাজ-ধৃত একখানি শৈব-শাস্ত্র। ২ তন্ত্রসারাদি-ধৃত একখানি তন্ত্র। ৩ রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের কুলপরিচায়ক বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত একখানি কুলাচার্য্য-কারিকা।

কুলসুন্দরী (স্ত্রী) কুলৈঃ কুলাচারৈরারাধ্যা সুন্দরী তন্নাম্নী দেবীত্যর্থঃ। দেবীবিশেষ।

কুলসেবক (পুং) কুলক্রমাগতঃ সেবকো ভৃত্যঃ। বংশপরম্পরাগত ভৃত্য।

"প্রাণত্যাগেঽপি তৎকর্ম্ম ন কুর্য্যাৎ কুলসেবকঃ।" পঞ্চতন্ত্র।

কুলসৌরভ (ক্লী) কুলং শ্রেষ্ঠং সৌরভমস্য। মরুরকবৃক্ষ, নাগদানা।

কুলস্ত্রী (স্ত্রী) কুলে স্থিতা স্ত্রী, মধ্যলো°। ১ কুলযোষিৎ অনন্য-গামিনী সাধ্বী স্ত্রী।

"অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টাশ্চ মহীভৃতঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ॥" চাণক্য।

২ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি।

"কুলস্ত্রী জ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥" কুলার্ণবতন্ত্র।

কুলস্থিতি (স্ত্রী) কুলস্য বংশস্য স্থিতিঃ স্থায়িত্বম্, ৬তৎ। বংশস্থিতি, বংশের উৎপত্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি।

কুলহণ্ডক (পুং) জলের আবর্ত্ত, ঘূর্ণা।

কুলা (দেশজ) গৃহদ্রব্যবিশেষ, সূর্প।

কুলাকুল (ত্রি) ১ তন্ত্রশাস্ত্রে কয়েকটী তিথি, বার ও নক্ষত্রকে কুলাকুল-তিথি, কুলাকুল-বার ও কুলাকুল-নক্ষত্র বলে। তাহাদের মধ্যে বুধ কুলাকুল-বার, দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও ষষ্ঠী কুলাকুলতিথি; আর্দ্রা, মূলা, অভিজিৎ ও শতভিষা কুলাকুলনক্ষত্র।

"বুধবারঃ কুলাকুলঃ। দ্বিতীয়াদ্বাদশীষষ্ঠী কুলাকুলমুদাহৃতম্। বারুণার্দ্রাভিজিন্মূলং কুলাকুলমুদাহৃতম্॥"

কুলাকুলচক্র (ক্লী) কুলঞ্চ অকুলঞ্চ কুলাকুলং তয়োর্বিচারার্থং চক্রং। যে মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার শুভাশুভ জানিবার চক্রবিশেষ। তন্ত্রসারে এইরূপ লিখিত আছে।—

পঞ্চাশৎ মাতৃকাক্ষর পাঁচভাগে বিভক্ত করিবে। এই পাঁচটীভাগ, যথাক্রমে, মারুত, আগ্নেয়, পার্থিব, বারুণ, নাভস বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অ আ এ ক চ ট ত প য ষ মারুত।
ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষ আগ্নেয়।
উ ঊ ও গ জ ড় দ ব ল্ল ল পার্থিব।
ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ় ধ ভ ব স বারুণ।
৯ ঃ অং ঙ ঞ ণ ন ম শ হ নাভস।

পার্থিব অক্ষরের বারুণ অক্ষরসমূহ মিত্র; আগ্নেয় অক্ষরসমূহের মারুত অক্ষরগুলি মিত্র এবং পার্থিব অক্ষরের মারুত অক্ষর শত্রু, বারুণের শত্রু আগ্নেয়। পার্থিব অক্ষরের মিত্র বারুণ ও আগ্নেয় শত্রু। নাভস অক্ষরগুলি সকলের মিত্র।

সাধকের নামের আদ্য অক্ষর ও মন্ত্রের আদ্য অক্ষর পরস্পর শত্রু হইলে সেই মন্ত্র সাধক গ্রহণ করিবে না; পরস্পর মিত্র হইলে গ্রহণ করিবে। সাধকের নামের আদ্য অক্ষর ও মন্ত্রের আদ্যঅক্ষর এক হইলে মন্ত্র স্বকুল। স্বকুল মন্ত্র গ্রহণ করিলে সিদ্ধি হয়।

"কুলাকুলস্য ভেদং হি বক্ষ্যামি মন্ত্রিণামিহ।
বায়্বগ্নি-ভূ-জলাকাশাঃ পঞ্চাশল্লিপয়ঃ ক্রমাৎ॥
পঞ্চহ্রস্বাঃ পঞ্চদীর্ঘা বিন্দন্তাঃ সন্ধিসম্ভবাঃ।
কাদয়ঃ পঞ্চশঃ য ক্ষ ল স হান্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
সাধকস্যাক্ষরং পূর্ব্বং মন্ত্রস্যাপি তদক্ষরম্।
যদ্যেকভূতদৈবত্যং জানীয়াৎ স্বকুলং হি তৎ॥
ভৌমস্য বারুণং মিত্রং আগ্নেয়স্যাপি মারুতম্।
মারুতং পার্থিবানাঞ্চ শত্রুরাগ্নেয়মম্ভসাম্।
নাভসং সর্ব্বমিত্রং স্যাদ্বিরুদ্ধং নৈব শীলয়েৎ॥" (তন্ত্রসার)

কুলাক্কুতা (স্ত্রী) কুক্কুরী।

কুলাঙ্গনা (স্ত্রী) কুলে সৎকুলে জাতা অঙ্গনা স্ত্রী। কুলস্ত্রী, সৎকুলোদ্ভবা সাধ্বী স্ত্রী।

কুলাঙ্গার (পুং ক্লী) কুলস্য অঙ্গারমিব, উপমিত-সং। যে ব্যক্তি কুলের অঙ্গারস্বরূপ, যে ব্যক্তি কুলগৌরব নষ্ট করে।

"দক্ষ্যতিস্ম কুলাঙ্গারং চোদিতো মে ততদ্রুহম্॥"
ভাগবত ১।১৮।৩৭।

কুলাচল (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। ভারত প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ষে সাতটী করিয়া প্রধান পর্ব্বত আছে, তাহাদের নাম কুলাচল। ভারতবর্ষে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্ ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটী, ভদ্রাশ্ববর্ষে সৌবল, বর্ণমালাগ্র, কীরঞ্জ, শ্বেতবর্ণ ও নীল এই পাচটী, কেতুমালবর্ষে বিশাল, কম্বল, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, হরি-পর্ব্বত, অশোক ও বর্দ্ধমান এই সাতটী, প্লক্ষদ্বীপে গোমেদক, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা, বৈভ্রাজ এই সাতটী, শাল্মলদ্বীপে কুমুদ, উন্নত, বলাহক, দ্রোণ, কঙ্ক, মহিষ, ককুদ্মান্ এই সাতটী, কুশদ্বীপে বিক্রমোচ্চয়,

হেমপর্ব্বত, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হরিগিরি ও মন্দর এই সাতটী; ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ, বামনক, অন্ধকারক, দিবাবৃৎ, দিবিন্দ, পুণ্ডরীক, দুন্দুভিস্বন; শাকদ্বীপে উদয়, জলধার, রৈবতক, শ্যাম, অস্তময় আম্বিকেয় ও বায়ু এই সাতটী এবং পুষ্করদ্বীপে একমাত্র মানস কুলাচল নামে অভিহিত হইয়াছে। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৫২ অ:।) ২ দানববিশেষ, ইহার অপর নাম কুলাকুল।

কুলাচার (পুং) ৬তৎ। ১ কুলোচিত ধর্ম্ম। ২ তন্ত্রোক্ত জ্ঞানভেদ; জীবাত্মা, প্রকৃতি, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, ইহাদিগকে কুল বলে, ব্রহ্মদৃষ্টিতে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ইহা ভিন্ন নহে, এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্যবহার করার নাম কুলাচার। ৩ তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ। তন্ত্রসারের মতে—সমস্ত কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইবে! কর্ম্মফল আপনার ইষ্টদেবতাতে অর্পণ করিবে, অন্য মন্ত্রের অর্চ্চন, শ্রদ্ধা কিম্বা অন্য মন্ত্রের পূজা করিবে না। কখনও কুলস্ত্রীর কিম্বা বীরাচারীর নিন্দা করিবে না। স্ত্রীর প্রতি রোষ পরিত্যাগ করিবে। সকল সংসার স্ত্রীময় মনে করিবে। পেয়, চব্য, চোষ্য, ভক্ষ্য, লেহ্য প্রভৃতি সকল পদার্থই যুবতীময় চিন্তা করিবে। কুলজা যুবতীকে অবলোকন করিয়া সমাহিতচিত্তে নমস্কার করিবে। যদি সাধকের সৌভাগ্যক্রমে কুলস্থান দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে ভগিনী, ভগচিন্তা, ভগাস্যা, ভগমালিনী, ভগনাসা, ভগস্তনী, ভগস্থা, ভগসর্পিনী, এই সকল দেবতার পূজা করিবে। বালা, যুবতী, বৃদ্ধা, সুন্দরী অথবা কুৎসিতা, যেরূপ হউক না কেন, স্ত্রী দেখিলেই নমস্কার করিবে। তাহাদের প্রহার, নিন্দা অপ্রিয়, বা তাহাদের প্রতি কোনরূপ কুটিলতা করিবে না; করিলে সাধকের সিদ্ধি হয় না। স্ত্রীসঙ্গী সাধক স্ত্রীই দেবতা, স্ত্রীই প্রাণ, স্ত্রীই অলঙ্কার এইরূপ ভাবনা করিবে। তাহাদের হস্তরচিত পুষ্প, জল এবং অন্য দ্রব্য সকল দেবতাকে নিবেদন করিবে। জপস্থানে মহাশঙ্খ স্থাপন করিয়া কুলজা যুবতীর সহিত বিহার করিতে করিতে অথবা তাহাকে স্পর্শ করিয়া কিম্বা অবলোকন করিয়া জপ করিবে। স্ত্রীর ভুক্তাবশিষ্ট তাম্বূল প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া জপ করিবে। এই আচারে দিক্‌কাল কিম্বা অবস্থানের কোন নিয়ম নাই, উপাসকের যেরূপ ইচ্ছা, তদনুসারেই উপাসনা করিতে পারেন। বস্ত্র, আসন, স্থান, শরীর, গৃহ, পুষ্প, জল প্রভৃতির শুদ্ধিরও প্রয়োজন নাই।

কুলার্ণবতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"কুলাচারগৃহং গত্বা ভক্ত্যা পাপ-বিশুদ্ধয়ে।
যাচয়েদমৃতং কৌলং তদভাবে জলং পিবেৎ॥
কুলাচারৈর্যদত্তং কৃত্বা পাত্রেণ ভক্তিতঃ।
নমস্কৃত্বা চ গৃহ্নীয়াদন্যথা নরকং ব্রজেৎ॥"

কুলাচার-গৃহে গমন করিয়া পাপ-বিশুদ্ধির নিমিত্ত কৌল অর্থাৎ কুলাচারীর নিকট অমৃত প্রার্থনা করিবে, যদি অমৃত না পায়, তবে জলপান করিবে। কুলাচারীকর্তৃক যাহা প্রদত্ত হইবে, তাহাই ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিবে। তন্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে—

"ন বৃথা গময়েৎ কালং দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ।
গময়েদ্দেবতা পূজা-জপযাগাদিনা সদা॥
বীরাণাং জপযজ্ঞস্তু সর্ব্বকালে প্রশস্যতে।
সর্ব্বদেশে সর্ব্বপীঠে কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ॥"

সাধক দ্যূতক্রীড়াদিদ্বারা বৃথা কাল অতিবাহিত করিবে না, দেবতাপূজা জপযাগাদি করিয়া কালযাপন করিবে। বীরাচারীগণের জপরূপ যজ্ঞ সর্ব্বকালেই প্রশস্ত। সকল স্থানে এবং সকল আসনেই জপ করা কর্ত্তব্য।

"শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবম্।
শক্তি-রূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী।" শিবাগম।

শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অন্য গ্রহগণ, সকলই শক্তিময়, যিনি এইরূপ না জানেন, তিনি নারকী।

"স্নানাদি মানসং শৌচং মানসঃ প্রবরো জপঃ।
মানসং পূজনং দিব্যং মানসং তর্পণাদিকম্॥
সর্ব্ব এব শুভঃ কালো নাশুভো বিদ্যতে কচিৎ।
ন বিশেষো দিবারাত্রৌ ন সন্ধ্যায়াং তথা নিশি॥
সর্ব্বদা পূজয়েদ্দেবীমস্নাতঃ কৃতভোজনঃ।
মহানিশ্যশুচৌ দেশে বলিং মন্ত্রেণ দাপয়েৎ॥" বীরতন্ত্র।

স্নানাদিরূপ মানসশৌচ, মানসিক জপ, মানসপূজা এবং মানসিক তর্পণাদিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্বকালই শুভ, ইহাতে কোনকালই অশুভ নয়। দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা কিম্বা মহানিশি বলিয়া কোন বিশেষ নাই, অস্নাত অথবা ভোজন করিয়াও দেবীর পূজা করিবে, মহানিশাতে অশুচি দেশে মন্ত্রপূর্ব্বক বলিপ্রদান করিবে।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে লিখিত আছে—

"পৃথ্বীমৃতুমতীং বীক্ষ্য সহস্রং যদি নিত্যশঃ।
তদা বাদী স্বসিদ্ধান্তহতঃ ক্ষিতিতলং বিশেৎ॥
পর্ব্বতে হস্তমারোপ্য নির্ভয়ো যতমানসঃ।
কবিতাং লভতে সোঽপি অমৃষ্ক গচ্ছতি॥"

স্ত্রীকে ঋতুমতী দেখিয়া, ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন সহস্র সংখ্যক জপ করিলে বাদী আপনার সিদ্ধান্তে পরাজিত

হইয়া ক্ষিতিতলে প্রবেশ করে অর্থাৎ নিতান্ত লজ্জিত হয়। ভয়শূন্য এবং স্থিরচিত্ত হইয়া স্তনমণ্ডলে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক ষোড়শদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন সহস্রবার জপ করিলে সাধক কবিত্বশক্তি এবং অমরত্ব লাভ করিতে পারে।

"পদ্মং দৃষ্টা তথা বিম্বং খঞ্জনং শিখরং তথা।
চামরং রবিবিম্বঞ্চ তিলপুষ্পং সরোরুহম্॥
ত্রিশূলং বীক্ষ্য জপ্ত্বা চ শতশঃ শুদ্ধভাবনঃ।
সুখ-প্রসাদং সুমুখং সুলোচনং সুহাস্যকম্॥
সুবেশং সুগতিং গন্ধং সুগন্ধং সুখমেব চ।
লভতে চ যথাসংখ্যং শৃণু পার্ব্বতি সাদরম্॥" নীলতন্ত্র।

মুখ, অধর, চক্ষু, মস্তক, কেশ, কপালের সিন্দুর, নাসিকা, নাভি এবং ত্রিবলী অবলোকন করিয়া শতসংখ্যক জপ করিলে যথাক্রমে প্রসাদ, সুন্দর মুখ, সুন্দর লোচন, সুন্দর হাস্য, সুবেশ, সুগতি, গন্ধ এবং সুগন্ধ লাভ হয়।

"একাকী নির্জ্জনে দেশে শ্মশানে বিজনে বনে।
শূন্যাগারে নদীতীরে নিঃশঙ্কো বিহরেৎ সদা॥
মহাচীনক্রমে দেবীং ধ্যাত্বা তত্র প্রপূজয়েৎ।
তদ্‌ক্রমোদ্‌ভবপুষ্পেণ পূজয়েদ্‌ভক্তিভাবতঃ॥
স ভবেৎ কুলদেবশ্চ কুলক্রমগতঃ শুচিঃ।" ভাবচূড়ামণি।

নির্জ্জনদেশে, শ্মশানে, বনে, শূন্যগৃহে, কিম্বা নদীতীরে, নিঃশঙ্ক হইয়া সর্ব্বদা বিচরণ করিবে। মহাচীনক্রমে দেবীর ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। মহাচীনক্রমের পুষ্পদ্বারা ভক্তিভাবে দেবীর পূজা করিলে সাধক কুলদেব হইতে পারেন। কুলচূড়ামণিতে আরও কথিত হইয়াছে—

"শৃণু পুত্র! রহস্যং মে সময়াচারসম্ভবম্।
যেন হীনা ন সিদ্ধ্যন্তি জন্মকোটিসহস্রতঃ॥
মানবঃ কুলশাস্ত্রাণাং কুলচর্য্যানুসারিণাম্।
উদারচিত্তঃ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাচারতৎপরঃ॥
পরনিন্দাসহিষ্ণুঃ স্যাত্‌পকাররতঃ সদা।
পর্ব্বতে বিপিনে বাপি নির্জ্জনে শূন্যমণ্ডপে॥
চতুষ্পথে কলামধ্যে যদি দৈবাদ্‌গতির্ভবেৎ।
ক্ষণং স্থিত্বা মনুং জপ্ত্বা নত্বা গচ্ছেদ্‌যথাসুখম্॥"

কুলাচারের রহস্য শ্রবণ কর। যাহা না জানিলে কোটিসহস্র জন্মেও সিদ্ধিলাভ হয় না। কুলশাস্ত্র এবং কুলাচারিগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বৈষ্ণবাচার-তৎপর হইবে। কোন মন্দমতি কুলাচারীকে নিন্দা করিলে তাহাতে দুঃখিত হইবে না, সর্ব্বদা পরোপকার নিরত হইবে। পর্ব্বতে, বিজনকাননে কিম্বা শূন্যগৃহে, চতুষ্পথে অথবা নৃত্যগীতাদির মধ্যে, যদি কোন কার্য্যে উপস্থিত হইতে হয়, তাহা হইলে কিছুকাল অবস্থান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে নমস্কার করিয়া যথাভিলষিত স্থানে গমন করিবে।

কুলাচারিগণ গৃধ্র, ক্ষেমঙ্করী, জম্বুকী, কাক, শ্যেনপক্ষী, নীলবর্ণ কপোত ও কৃষ্ণবর্ণ মার্জার অবলোকন করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মহাকালীকে নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা—

"কৃশোদরি! মহাচণ্ডে মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে।
কুলাচারপ্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে।"

শ্মশান এবং শব দেখিয়া নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা—

"ঘোরদংষ্ট্রে করালাস্যে কিটিশব্দনিনাদিনি।
ঘোর-ঘোররবাস্ফালে নমস্তে চিতিবাসিনি।"

এই প্রকার রক্তবস্ত্র এবং পুষ্প দেখিয়া ত্রিপুরসুন্দরীর পূজা করিবে; কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প, রাজা, রাজপুরুষ, মহিষ, হস্তী, অশ্ব, রথ, অস্ত্র, বীরপুরুষ ও কুলদেবতাকে অবলোকন করিয়া জয়দুর্গার কিম্বা মহিষমর্দ্দিনীর অর্চ্চনা করিবে।

কুলার্ণবতন্ত্রে একাদশ-উল্লাসে, কুলাচারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে।—দীক্ষিত জ্যেষ্ঠও যদি কুলপূজাদিবর্জ্জিত হন, তাহাহইলে ক্রমজ্ঞ কনিষ্ঠই কুলপূজার অধিকারী। পূজার সময়ে জ্যেষ্ঠ, গুরু, কিম্বা কনিষ্ঠ সমাগত হইলে, তাহাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া তাহাদের অনুমতি অনুসারে পূজাদি কার্য্য করিবে। কৌলিকগণ দিনে নিত্যপূজা, রাত্রিকালে নৈমিত্তিক এবং রাত্রিদিন উভয়কালেই কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কুলাচারিগণ অস্নাত, অঙ্গনস্ত কিম্বা ভুক্ত, গন্ধপুষ্প, বস্ত্র ও অলঙ্কারদ্বারা ভূষিত না হইয়া, কিম্বা অবিন্যস্ত শরীরে কখনও কুলপূজা করিবে না। বিনা মাংসে কিম্বা বিনা মদ্যে কুলপূজা করিলে কোন ফল হয় না। কুলাচারী শক্তিরহিত হইয়া মদ্যপান করিবে না। একাকী শ্রীচক্রের অনুষ্ঠান, একপাত্রে কিম্বা একহস্তে অর্চ্চনা, একহস্তে জলপান ও মদ্যমাংস দ্বারা পশুর সন্নিধানে দেবীর অর্চ্চনা ইত্যাদি কুলাচারীর একান্ত নিষিদ্ধ। কৌলিক প্রণাম করিয়া শ্রীচক্রে প্রবেশ করিবে এবং প্রণাম করিয়া শ্রীচক্র হইতে বহির্গত হইবে। শ্রীচক্র দর্শন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। শ্রীচক্রে উপবিষ্ট শক্তিকে গৌরী এবং কৌলিকগণকে সাক্ষাৎ শিব মনে করিবে। অস্নাত, ভুক্ত অথবা অভুক্ত হইয়া কুলদ্রব্য (মদ্য) সেবন করিবে না অর্থাৎ ভোজন সময়ে মদ্যপান করিবে। উষ্ণীষধারী, কঞ্চুকী, নগ্ন, মুক্তকেশ, দিগম্বর, ব্যগ্র, রুষ্ট ও বিলাপী কখনও কুলামৃত পান করিবে না। মদ্যপানের পর নিষ্ঠীবন, মদ্যভাণ্ডের পরিভ্রমণ, উর্দ্ধনালে মদ্যপান, অপরের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া একপাত্রে ভোজন, কিম্বা একপাত্রে মদ্যপান,

কুলাচারে একান্ত অকর্ত্তব্য। গুরু, তৎপুত্র বা তদ্বংশীয় কোন ব্যক্তি, কিম্বা কৌলিক জ্যেষ্ঠ যদি একগ্রামবাসী হয়, তবে তাহাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া একাকী কুলদ্রব্য সেবন করিবে না। হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক কুলদ্রব্যের অর্পণ, মধু-ভাণ্ড উত্তোলন করিয়া পাত্রপূরণ, সুধাকুণ্ডে ভোগপাত্রের নিঃক্ষেপ, চক্রমধ্যে অশুচিমনে করিয়া করাদি-প্রক্ষালন, নিষ্ঠীবন, মলমূত্রপরিত্যাগ কিম্বা পায়ু-বায়ু নিঃসারণ করিবে না। চক্রমধ্যে, দৈবাৎ ঘটভঙ্গ, পাত্রস্খলন কিম্বা দীপনির্ব্বাণ হইলে দোষশান্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার চক্র করিবে। ভ্রমণ, গর্জ্জন, হাস্য, বিবাদ, বাদপ্রতিবাদ, জ্ঞানীর নিন্দা, পরিহাস, প্রলাপ, বিতণ্ডা, বহুভাষণ, ঔদাসীন্য, ভয় ও ক্রোধ চক্রমধ্যে একান্ত বর্জনীয়। পাত্রহস্তে চক্রমধ্যে ভ্রমণ, পূর্ণপাত্র হস্তে করিয়া অনেকক্ষণ অবস্থান, পাত্রহস্তে আলাপ, পদ দ্বারা পাত্রস্পর্শ, ভূমি-তলে বিন্দুপাত, মুদ্রাশূন্য একহস্তে প্রদান, একস্থান হইতে অন্যস্থানে পাত্রের চালনা, পাত্রসঙ্কর, সশব্দ পান, কিম্বা শব্দ করিয়া পাত্রপূরণ করা কুলাচারিগণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পাত্রে পাত্রে সংঘট্টন, মৃত্তিকায় স্থাপন, আধারের সহিত পাত্রের উত্তোলন, কিম্বা রিক্ত পাত্র দর্শন করিবে না। পাত্রের প্রক্ষালন করিয়া গোপন করিবে। কৌলিক কুল-দ্রব্য পানে উল্লাসিত হইয়া যদি পশুকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে পশুশাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে পশুভাব দেখা-ইবে। পশুর প্রসঙ্গ এবং পশুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। স্বেচ্ছায়, ধনলোভে কিম্বা কোনরূপ ভীত হইয়াও শ্রীচক্রস্থ কুলদ্রব্য পশ্বাচারীকে অর্পণ করিবে না, যে করে, তাহার আয়ু ও ধন বিনষ্ট হয়। চক্রমধ্যে থাকিয়া শত্রুর সহিতও বিরোধ করিবে না। চক্রস্থিত কৌলিকগণকে পিতৃতুল্য ও শক্তিদিগকে মাতার সমান মনে করিবে। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই গুরুর সন্তান, আমি সকলেরই শিষ্য, সকলেই আমার পূজ্য, এইরূপ চিন্তা করাই কৌলিকের প্রধান কার্য্য। জপ কাল ভিন্ন গুরুর নাম গ্রহণ করিবে না। গুরু, কুলশাস্ত্র ও পূজাস্থান অবলোকন করিয়া নমস্কার করিবে। কৌলিক আপনার পত্নীর ন্যায় কুল-শাস্ত্রই সর্ব্বদা সেবন করিবে। পরদারবৎ পশুশাস্ত্র পরি-ত্যাগ করিবে। পশুর নিকট হইতে কুলধর্ম্মের কোন কথা শ্রবণ করিবে না। গুরুপত্নী, গুরুকন্যা, কুমারী ব্রতধারিণী, বক্রাঙ্গী, বিকৃতাঙ্গী, কুব্জা, আপনার কন্যা, ভগিনী, পৌত্রী ও পুত্রবধূ ইহারা অলঙ্ঘনীয়া, কৌলিক কখনও ইহাদিগকে কামনা করিবে না। গুরুর নিকট কোন কথা গোপন করা অকর্ত্তব্য। কৃষ্ণবস্ত্র-পরিধারিণী কৃষ্ণবর্ণা কৃশোদরী যুবতী কুমারীকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিবে।

আম মাংস, সুরা কুম্ভ, মত্তগজ, সিদ্ধিসূচক চিহ্নবিশিষ্ট ব্যক্তি, সহকার বৃক্ষ, অশোকগাছ, ক্রীড়াকুলা কুমারী, শ্রীফল; বৃক্ষ, শ্মশান, শক্তিসমূহ কিম্বা রক্তাম্বরধারিণী কুলকামিনীকে অবলোকন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। কুলদ্রব্য, কৌলিক কুলধর্ম্মের সূচক, শিক্ষক অথবা বোধক মনুষ্য দেখিয়া ভক্তিভাবে তাহাদের নমস্কার করা কুলাচারীর কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতির নিন্দা, তাহাদের অপ্রিয় কার্য্যের অনু-ষ্ঠান কিম্বা অবমাননা, ভক্তের পরীক্ষা, বীরের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার, অনাবৃতস্তনী, উলঙ্গিনী ও উন্মত্তা কামিনীর অবলোকন, দিবসে স্ত্রীসম্ভোগ বা তদ্‌যোনির অবলোকন কুলাচারে নিষিদ্ধ। সকল স্ত্রীজাতিই মাতৃকুল হইতে উৎপন্না, তাহাদের কোনরূপ অবমাননা করিলে কুলযোগিনী অসন্তুষ্ট হন। শত শত অপরাধ করিলেও তাহাদিগের কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করিবে না। কুলবৃক্ষের পত্রে কিম্বা অর্কপত্রে ভোজন, কুল-বৃক্ষের তলায় শয়ন অথবা কুলবৃক্ষের কোনপ্রকার উপদ্রব করিবে না। কুলবৃক্ষ অবলোকন করিয়া কিম্বা তাহার নাম শুনিয়া নমস্কার করিবে। কখনও কুলবৃক্ষছেদন করিবে না। শ্লেষ্মাতক, করঞ্জ, নিম্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, বিল্ব, বট ও উড়ুম্বর, ইহারা তন্ত্রশাস্ত্রে কুলবৃক্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রায়-শ্চিত্ত, ভৃগুপাত, সন্ন্যাস, ব্রতধারণ, তীর্থযাত্রা, এই পাঁচটী কার্য্য কৌলিক পরিত্যাগ করিবে। বীরহত্যা, চক্রভিন্ন মদ্যপান, বীরপত্নীতে অভিগমন, বীরদ্রব্যের অপহরণ এবং এই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীর সংসর্গ এই পাঁচটী মহাপাতক বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। কুলশাস্ত্রে অবিশ্বাস অথবা কুলগুরুর বিদ্রোহ আচরণ করিবে না। মাতা, পিতা, ভার্য্যা, ভাই, বন্ধু কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তি কুলধর্ম্মের নিন্দা করিবেন, তাহাকেই বধ করিবে, অশক্ত হইলে যথাশক্তি তাহাদের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করিয়া স্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। কুলধর্ম্ম, কুলদেবতা, কৌলিক ও কুল-শাস্ত্র, ইহার রক্ষার নিমিত্ত প্রাণিহত্যা করিলে পাপ হয় না। শূদ্রের সমক্ষে বেদপাঠ যেরূপ অবিধেয়, পশ্বাচারীর নিকট কুলাচার প্রসঙ্গ করাও সেইরূপ অকর্ত্তব্য। প্রকৃত কুলাচারিগণ অন্তরে কুলাচার, বাহিরে শৈবভাব, সভাতে বৈষ্ণব মত অবলম্বন করিবে, কুলাচার কখনও প্রকাশ করিবে না, মন্ত্র প্রকাশ করিলে সম্পদ্ নষ্ট ও আয়ুক্ষয় হয়। শাস্ত্রে মহাপাতকীর নিষ্কৃতি নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু কুলাচার-পরিভ্রষ্ট কৌলিকের কোন উপায় নিরূপিত হয় নাই। এইরূপ

কুলাচারের প্রতিপালন করিলে, সাধক সর্ব্বসম্পত্তিশালী হইয়া পরে পরমাত্মাতে লীন হইতে পারেন। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, মন্ত্র, তন্ত্র, অভিষেক না করিয়াও কেবল কুলাচার প্রতিপালন করিলেই কুলাচারিগণের সিদ্ধি হইবে।

নিরুক্ততন্ত্রে কুলাচারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"কুলাচারঞ্চ ভো বৎস! সুগোপ্যং কুরু যত্নতঃ।
স্বশক্তিং কৌলিকীং কৃত্বা তত্র পূজাং প্রকল্পয়েৎ॥
সিদ্ধমন্ত্রী যজেচ্ছক্তিং কায়েন মনসাপি বা।
পরযোষাং বিশেষেণ সিদ্ধমন্ত্রী প্রপূজয়েৎ॥
এতানি কুলধর্ম্মাণি গুরুভিরুদিতানি চ।
যাবন্নৈব সিদ্ধমন্ত্রী তাবচ্চ স্বকুলং ব্রজেৎ॥"

নিরুক্ততন্ত্র ৮ম পটল।

হে বৎস! কুলাচার যত্নপূর্ব্বক গোপন করা উচিত। আপনার শক্তিকে (স্ত্রীকে) কৌলিকী করিয়া কুলপূজা করিবে। সিদ্ধমন্ত্রী মনে ও প্রাণে সর্ব্বদাই শক্তির অর্চ্চনা করিবে। সিদ্ধমন্ত্রীর পরশক্তি পূজা করাই কর্ত্তব্য। যিনি সিদ্ধমন্ত্রী হইতে পারেন নাই অর্থাৎ যাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয় নাই, তিনি আপনার শক্তিকেই পূজা করিবেন, কখনও পরস্ত্রী অবলম্বন করিবেন না। পরমগুরু কর্ত্তৃক এই প্রকার কুলধর্ম্ম কথিত হইয়াছে।

কুলাচারীর মন্ত্রসিদ্ধিপ্রণালী নিরুক্ততন্ত্রের নবম পটলে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

শুভকর অথচ মনোরম্য সমস্ত কুলদ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক আনয়ন করিবে। তৎপরে চক্র করিয়া শক্তিকপালে বীর-কোণে কামকলা-মন্ত্র এবং মধ্যে কামবীজযুক্ত মূলমন্ত্র লিখিবে। পরে সেই শক্তিতে কুলদেবীর আহ্বান ও ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে সাধক স্থিরচিত্ত হইয়া লক্ষ জপ করিবে। জপ সমাপ্ত হইলে শক্তির বামকর্ণে ঋষি-ছন্দঃযুক্ত মূলমন্ত্র তিনবার বলিয়া এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে—

"অদ্য প্রভৃতি শক্তিস্ত্বং কুলদেবার্চ্চনং চর।
গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় ঘৃণালজ্জা-বিবর্জ্জিতা॥
শিবোক্তবিধিনাদেব। করিষ্যামি কুলার্চ্চনম্।
ত্রাহি নাথ কুলাচার-কামিনী-কামনায়কঃ॥
তৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মে কুলবর্ত্মনি।"

এই প্রকারে রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইলে শক্তিকে নানা আভরণে ভূষিতা করিয়া আপনার বামভাগে উপবেশন করাইয়া তাঁহার কপালে নামযুক্ত মন্ত্র লিখিবে। সাধক তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া কুলাকুল মন্ত্র জপ করিবে। এই প্রকারে সাধনা করিলে মন্ত্রসিদ্ধ হয়। যে পর্য্যন্ত সিদ্ধি না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। মন্ত্র সিদ্ধ হইলে কুলাচারে পরস্ত্রী অবলম্বন করিবে কিম্বা শ্মশানেও পরস্ত্রীর পূজা করিবে। ইহার পর দেবকন্যাকে আকর্ষণ করিবে। তৎপরে দেবতাকে আকর্ষণ করিয়া সাধক শিবতুল্য হইতে পারিবেন। (মন্ত্র সিদ্ধি বিষয়ে নানা তন্ত্রে নানা মত লক্ষিত হয়, তাহার বিস্তর জানিতে হইলে কালীতন্ত্র, গন্ধর্ব্বতন্ত্র, ভাবচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

কুলাচার্য্য (পুং) কুল-ক্রমাগত আচার্য্যঃ। ১ কুলগুরু, কুলপুরোহিত। ২ ঘটক। [ঘটক দেখ।]

কুলাট (পুং) কুলেন সমূহেন অটতি, কুল-অট্-অচ্। ক্ষুদ্র মৎস্য, চেঙ্গমাছ।

কুলাদ্য (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত ভীষ্ম ৯ অঃ।)

কুলাদ্রি (পুং) কুলপর্ব্বত। ইহার অপর নাম কুলাচল ও কুলগিরি।

কুলধারক (পুং) কুলং ধরতি রক্ষতি, কুল-ধৃ-কর্ত্তরি-ণ্বুল্। যে বংশ রক্ষা করে, পুত্র।

কুলান (দেশজ) সঙ্কুলান, সম্পূর্ণ হওয়া।

কুলান্বিত (ত্রি) কুলেন সৎকুলেনান্বিত, ৩তৎ। সৎকুলোৎপন্ন।

কুলাভি (পুং) ধনভাণ্ডার।

কুলাভিমান (পুং) কুলস্য বংশস্য অভিমানঃ, ৬তৎ। বংশাভিমান, সদ্বংশজাত বলিয়া অহঙ্কার।

কুলাভিমানী [ন্] (পুং) কুলাভিমানোঽস্যাস্তি, কুলাভিমান ইনি। যে ব্যক্তি নিজ বংশের গৌরব করে।

কুলামৃততন্ত্র, তন্ত্রসারধৃত একখানি তন্ত্রশাস্ত্র।

কুলায় (ক্লী) কৌ পৃথিব্যাং লায়ো লয়োঽস্য। ১ শরীর (পুং) কুলং পক্ষিসমূহঃ অয়তেঽত্র, কুল-অয় ঘঞ্। ২ পক্ষিনীড়, পাখীর বাসা। ৩ ঊর্ণনাভি-গৃহ, মাকড়সার জাল। ৪ কুক্কুরাদি জন্তুর বিশ্রামস্থান। ৫ স্থানমাত্র। কুলায়ার্থ হইলে কুধাতুর আত্মনেপদ হয়। যথা—অপক্ষিরতে শ্বা আশ্রয়ার্থী। (কিরতে-র্হর্ষজীবিকা-কুলায়-করণেষু। পা ১।৩।২১ বার্ত্তিক।)

কুলায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

কুলায়যৎ [বৈ] যে কুলায় নির্ম্মাণ করে।

"কুলায়যদ্বিশ্চয়ন্মা ন আগন্।" ঋক্ ৭।৫০।১।
'কুলায়যৎ কুলায়ং স্থানং তৎকুর্ব্বৎ।' সায়ণ।

কুলায়স্থ (পুং স্ত্রী) কুলায়ে নীড়ে তিষ্ঠতি, কুলায়-স্থা-কঃ। পক্ষী।

কুলায়িকা (স্ত্রী) কুলায়োবিদ্যতেঽস্যাং, কুলায়-ঠন্-টাপ্। পক্ষি-শালা, পিঞ্জর, খাঁচা।

কুলায়ী [ন্] (ত্রি) গৃহনির্ম্মাণকারী।

("যোনিং কুলায়িনং ঘৃতবন্তং।" ঋক্ ৬।১৫।১৬।)

কুলায়িনী (স্ত্রী) কুলায়ো বিদ্যতেঽস্যাং কুলায়-ইনি-ঙীপ্ (অতইনি-ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) ১ বিষ্টুতিবিশেষ। পক্ষীগণের বাসস্থানকে কুলায় বলে, কুলায় যে প্রকার বিপর্য্যস্ত-তৃণসমূহদ্বারা নির্ম্মিত, সেই প্রকার বিপর্য্যয় করিয়া যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাদিগকে কুলায় নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই কুলায় অর্থাৎ মন্ত্রসমূহ যাহাতে আছে, তাদৃশ বিষ্টুতিই কুলায়িনী নামে অভিহিত হয়।

"কুলায়িনী কুলায়োনীড়ং পক্ষিণাং নিবাস-স্থানং তদ্‌যথা ব্যস্ততৃণাদিনির্ম্মিতং এবং ব্যত্যাসযুক্তা ঋচঃ কুলায়াঃ তৈস্তদ্বতী কুলায়িনী এতৎসংজ্ঞা ত্রিবৃৎস্তোমস্য বিষ্টুতিরিয়ং।"

(তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ৩ অঃ মাধবভাষ্য।)

"তিসৃভ্যোহিঙ্করোতি স পরাচীভিঃ। তিসৃভ্যোহিঙ্করোতি যা মধ্যমা সা প্রথমা, যোত্তমা সা মধ্যমা, যা প্রথমা সোত্তমা। তিসৃভ্যোহিঙ্করোতি যোত্তমা সা প্রথমা, যা প্রথমা সা মধ্যমা, যা মধ্যমা সোত্তমা, কুলায়িনী ত্রিবৃতোবিষ্টুতিঃ।"

(তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ৩ অঃ।)

ত্রিবৃৎস্তোমের বিষ্টুতিকে কুলায়িনী বলে, তাহার প্রথম পর্য্যায় পরিবর্ত্তিনীর সদৃশ। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তৃচের প্রথমা ঋক্‌টীকে উত্তমা, দ্বিতীয়াকে প্রথমা এবং উত্তমা ঋক্‌টীকে মধ্যমা করিতে হয় এবং তৃতীয় পর্য্যায়ে উত্তমাকে প্রথমা, প্রথমাকে মধ্যমা ও মধ্যমাকে উত্তমা করিতে হয়। এই বিষ্টুতির নাম কুলায়িনী।

কুলায়িনীর অধিকারী ও তাণ্ড্যব্রাহ্মণে নিরূপিত হইয়াছে।

"প্রজাকামো বা পশুকামোবা স্তবীত প্রজা বৈ কুলায়ং পশবঃ কুলায়ং কুলায়মেব ভবতি।" (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ।)

প্রজাকামী ও পশুকামী কুলায়িনী দ্বারা স্তুতি করিবে। প্রজা এবং পশুকে কুলায় জানিবে। যিনি কুলায়িনী দ্বারা স্তব করেন, তিনি প্রজা ও পশুর আশ্রয় হন।

"এতামেবানুজাবরায় কুর্য্যাদেব তাসামেবাগ্রং পরিয়ন্তীনাং প্রজানাং মন্ত্রং পর্য্যেতি।" তাণ্ড্যব্রা।

অতিশয় নিকৃষ্ট যজমানের মঙ্গলের জন্য কুলায়িনী বিধান করিবে, যাহার কারণ কুলায়িনী অনুষ্ঠান করা হয়, তিনি শ্রেষ্ঠপদে প্রতিষ্ঠিত মনুষ্যগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

"এতামেব বহুভ্যোযজমানেভ্যঃ কুর্য্যাৎ। যৎ সর্ব্বা অগ্রিয়া ভবন্তি, সর্ব্বা মধ্যাঃ সর্ব্বা উত্তমাঃ। সর্ব্বানেবৈতান্ সমাবদ্ভাজঃ করোতি নানোন্যমপয়ন্তে সর্ব্বে সমাবদিন্দ্রিয়া ভবন্তি।" ব্রা। উদ্‌গাতা বহু যজমানের মঙ্গল কামনায় কুলায়িনী অনুষ্ঠান করিবেন। কারণ কুলায়িনীতে তৃচে সকল ঋক্‌ই সমান হয়। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রথম পর্য্যায়ে ব্যতিক্রম নাই, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে মধ্যমা ঋক্ প্রথমা, উত্তমা ঋক্ মধ্যমা ও প্রথমা ঋক্ উত্তমা হয় এবং তৃতীয় পর্য্যায়ে উত্তমাকে প্রথমা, প্রথমাকে মধ্যমা ও মধ্যমা ঋক্‌টীকে উত্তমা করিয়া পাঠ করিতে হয়। অতএব প্রথম পর্য্যায়ে যে ঋক্‌টী প্রথমা, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সেইটী মধ্যমা ও তৃতীয় পর্য্যায়ে উত্তমা হইয়াছে। এই প্রকার প্রথম পর্য্যায়ে যে ঋক্‌টী মধ্যমা, সেইটী দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রথমা ও উত্তমা হইয়াছে এবং প্রথম পর্য্যায়ে যেটী উত্তমা সেইটীই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ে মধ্যমা ও প্রথমা হয়। কুলায়িনীতে তৃচের সকল মন্ত্রই সমান হইল। কুলায়িনী দ্বারা সকল যজমানই সমান ফলভাগী হইতে পারেন। সকল যজমান সমান ফলভাগী হইলে আর পরস্পর পরস্পরের হিংসা করে না এবং সকলেই সমান বীর্য্যশালী হয়।

"বর্ষুকঃ পর্জ্জন্যো ভবতি ইমে হি লোকা স্বচন্তান্ হিঙ্কারেণ ব্যতিষজতি।" তাণ্ড্যব্রাহ্মণ।

প্রথমে একটী হিঙ্কার দ্বারা লোকত্রয়স্থানীয় ঋক্ তিনটীর সম্মিলন করে বলিয়াই তিন লোকের (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলের) পরস্পর উপকার্য্য ও উপকারক ভাব বাধিত হয় না। অতএব মেঘে যথাসময়ে বর্ষণ করে। (ত্রি) ২ কুলায়বিশিষ্ট। "অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীকদেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্। কুলায়িনং ঘৃতবন্তং সাবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু।" (ঋগ্বেদ ৬।১৫।১৬।) 'কুলায়িনং কুলায়ো নীড়ং তৎসদৃশং গুগ্‌গুল্বাদি সংভরণোপেতম্।' সায়ণ।

কুলার্ণব, একখানি প্রাচীন তন্ত্র। তন্ত্রসার শক্তি-রত্নাকর, আগম-তত্ত্ববিলাস, প্রাণতোষিণী প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থে এবং পূর্ণানন্দ, গৌরীকান্ত প্রভৃতি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত। এই তন্ত্রে জীবস্থিতি, কুলমাহাত্ম্য, শ্রীপ্রসাদ-পরামন্ত্র, মহাযোঢ়া কুলদ্রব্যাদির সংস্কার, বটুক শক্ত্যাদি পূজন, ত্রিতয়তত্ত্ব, পানাদিভেদ, যোগ সংস্থাপন, দিনবিশেষে পূজাবিশেষ, কুলাচার, পাদুকা, গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ, দীক্ষাভেদ, পুরশ্চরণ, কাম্যকর্ম্মবিধি ও কুলাদি পদার্থের লক্ষণ এই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে।

কুলাল (পুং) কুলসংস্থানে কালন্ (তসিবিশিবিড়ি মৃণিকুলিকপিপলি পঞ্চিভ্যঃ কালন্, উণ্ ১।১১৭।) ১ কুম্ভকার, কুমার। ২ কুক্কুভপক্ষী, পাতকুকা পাখী। ৩ পেচক।

কুলালাদি (পুং) কুলালঃ আদৌ যস্য বহুব্রী। পাণিনিমতের শব্দগণ, কুলাল, বরুড়, চণ্ডাল, নিষাদ, কর্ম্মার, সেনা, সিরিধ্র, সৈরিন্ধ্র, দেবরাজ, পর্ষৎ, বধূ, মধু, রুরু, রুদ্র, অনড়ুহ, ব্রহ্মন্, কুম্ভকার ও শ্বপাক। ইহাদের উত্তর কৃতে অর্থে সংজ্ঞা বুঝাইলে বুঞ্ হয়। (পা ৪।৩।১১৮।)

কুলালী (স্ত্রী) কুলাল-ঙীপ্‌। ১ কুলালপত্নী। ২ অঞ্জন-প্রস্তরবিশেষ। ৩ বনকুলথ বৃক্ষ।

কুলাহ (পুং) ঈষৎ পীতবর্ণ সামুদ্রিক অশ্ব, ইহার জঙ্ঘাদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ।

কুলাহক (পুং) ১ কৃকলাস। ২ রক্তবর্ণ কোকিলাক্ষ শাক। কুলেকাঁটা কিম্বা কুলেখাড়া, হিন্দীতে তাল্‌মাখনা বলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুবালিকা ও ইক্ষুগন্ধা। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—শীতল, বলকারক, স্বাদু, অম্ল, পিত্তবর্দ্ধক ও তিক্ত। ইহাতে আমশোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, অরুচি ও বাতরক্তদোষ প্রশমিত এবং নিত্য আহার করিলে রক্ত বৃদ্ধি হয়।

কুলাহল (পুং) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, কুক্‌সিম্‌।

কুলি (পুং) ১ হস্ত, হাত। (স্ত্রী) ২ কণ্টকারী বৃক্ষ। (দেশজ) ৩ মুটে, মুজুর। [কুলী দেখ।]

কুলিক (ত্রি) কুলমস্যাস্য, কুল-ঠন্‌। ১ শিল্পিকুল-প্রধান। ২ সংকুলসম্পন্ন, কুলশ্রেষ্ঠ। (পুং) ৩ অষ্টমহানাগান্তর্গত একটী নাগ। (ভাগবত ৫। ২৪। ৩১।) ৪ কাকাদনীবৃক্ষ, যাহাকে কালিয়াকড়া অথবা কেলেকোঁড়া বলে। ৫ কোকিলাক্ষ, কুলেকাঁটা। ৬ কর্কট। ৭ যাত্রাদি শুভকর্ম্মে নিষিদ্ধ মুহূর্ত্ত, দুষ্ট সময়।

"শক্রার্কদিগ্‌বসুরসাব্ধ্যশ্চিস্যাঃ কুলিকা রবেঃ।
রাত্রৌ নিরেকাস্তিথ্যংশাঃ শনৌ চাস্ত্যোঽপি নিন্দিতঃ॥" (মুহূর্ত্তচিন্তামণি।)

কুলিক সকলবারে দিনে ও রাত্রিতে হয়, তাহাতে কোন শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না, করিলে তাহাতে অমঙ্গল কিম্বা কার্য্যের হানি হয়। রবিবারে দিনের ১৪ মুহূর্ত্ত ও রাত্রির ১৩ মুহূর্ত্ত, সোমবারে দিনের ১২ ও রাত্রি ১১, মঙ্গলবারে দিনের ১০ ও রাত্রির ৯, বুধবারে দিনের ৮ ও রাত্রির ৭ম, বৃহস্পতিবারে দিনের ৬ষ্ঠ ও রাত্রির ৫ম, শুক্রবারে দিনের ৪র্থ ও রাত্রির ৩য়, শনিবারে দিনের ২ ও রাত্রির ১ মুহূর্ত্তকে কুলিকবেলা ও কুলিকরাত্রি বলে। কেহ কেহ শনিবারের ১৫।১০ মুহূর্ত্তকেও কুলিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"বারেশে সবলে বাপি বলাঢ্যে লগ্নগে শুভে।
কুলিকোত্তব দোষস্ত বিনশ্যতি ন সংশয়ঃ॥
শুভে কেন্দ্র-গতে চন্দ্রে শুভাংশে বা শুভান্বিতে।
লগ্নগে সবলে বাপি কুলিকস্তু প্রলীয়তে॥" বৃহস্পতি।

বারের অধিপতি বলবান্‌, বলবান্‌ অনুগ্রহযুক্ত, শুভ কিম্বা লগ্নগত হইলে অথবা শুভ চন্দ্র যদি কেন্দ্র বা শুভাংশগত হন, কিম্বা শুভ গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট কিম্বা লগ্নগত বা বলবান্‌ হন, তবে কুলিকের দোষ নষ্ট হয়।

"কুলিকে সর্ব্বনাশঃ স্যাৎ রাত্রাবেতেন দোষদাঃ"। বশিষ্ঠ।

বশিষ্ঠ বলেন কুলিকে কোন শুভকর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সর্ব্বনাশ হয়, কিন্তু রাত্রিতে কুলিক দোষাবহ নহে।

"কাশ্মীরে কুলিকং দুষ্টমর্দ্ধয়ামস্ত সর্ব্বতঃ"। গর্গ।

গর্গ মুনির মতে কাশ্মীরদেশেই কুলিক অনিষ্টকারক, অন্যদেশে কুলিক অশুভপ্রদ নহে।

শারদাতিলকে "নবদুর্গাভিচারকর্ম্ম" কুলিকবেলায় করিতে হয়, এইরূপ বিধান আছে।

"জপিত্বা সিতগুঞ্জানাং কুড়কং কুলিকোদয়ে।" শারদাতি°।

কুলিকবেলা (স্ত্রী) শুভকর্ম্মে নিষিদ্ধ কাল। [কুলিক দেখ।]

কুলিকা (স্ত্রী) অস্থিসংহারী, হাড়জোড়া।

কুলিকাখ্য (পুং) কুলিকা ইত্যাখ্যা যস্য, বহুব্রী। কোলিবৃক্ষ, কুলগাছ।

কুলিকুতব্‌শাহ, (১ম)—দক্ষিণাপথে গোলকুণ্ডারাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা, সুলতান্‌ কুলী নামে খ্যাত। ইহার পিতার নাম কুতুব্‌ উলমুলক্‌। [কুতুব্‌ উলমুলক্‌ দেখ।] কুতুব্‌ উলমুলকের মৃত্যুর পর ইনি তৈলঙ্গের তরফদারীপদ লাভ করেন এবং গোলকুণ্ডা ও তৈলঙ্গের কতকাংশ জায়গীর প্রাপ্ত হন। বাহ্মণীবংশের অধঃপতন হইলে যখন আদিলশাহ প্রভৃতি রাজকীয় ক্ষমতা প্রকাশ করেন, সেই সময়ে ১৫১২ খৃষ্টাব্দে ইনিও তৈলঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়া সুলতান কুলিকুতব্‌শাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক একজন স্বাধীন রাজা হইলেন। স্বাধীনভাবে ৩২ চান্দ্রবর্ষ রাজত্ব করেন। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার উত্তরাধিকারী জাম্‌শেদ্‌ কুতুবশাহ একজন তুর্কী ক্রীতদাসকে উৎকোচ দিয়া তাহা দ্বারা গুপ্তভাবে ইঁহার প্রাণবধ করেন। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর রবিবারে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কুলিকুতব্‌শাহ, (২য়)—মুহম্মদ কুলিকুতব্‌ নামে খ্যাত ইঁহার পিতা ইব্রাহিম কুতব্‌শাহের মৃত্যু হইলে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি গোলকুণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যলাভের প্রারম্ভেই ইঁহার সহিত বিজাপুরের আদিলশাহের সহিত একবার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৫৮৭, খৃষ্টাব্দে আদিলের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে আপন ভগিনী প্রদান করেন। ইনি রাজধানী গোলকুণ্ডায় বড় একটা থাকিতেন না। ভাগমতী নামে একজন বেশ্যাকে ইনি বড় ভালবাসিতেন, তাঁহারই নামানুসারে গোলকুণ্ডার ৪ ক্রোশদূরে 'ভাগনগর' নামে একটী নূতননগর স্থাপন করেন, সেই নূতন নগরেই কুলিকুতব্‌ সর্ব্বদা বাস করিতেন।

শেষে সেই বেশ্যার উপর বিরক্ত হইয়া ঐ নগর হায়দরাবাদকে ছাড়িয়া দেন।

পারস্যরাজ শাহ অব্বাস কুলিকুতবের একটী কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন, ইনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া পারস্য-রাজপুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহাতে মুসলমানসমাজে ইহার সম্মান আরও বর্দ্ধিত হয়।

ইনি বিদ্যার বড় আদর করিতেন, তখনকার অনেক ভাল পণ্ডিত ইহার সভায় অবস্থান করিতেন। ইনি নিজেও "কুলি আৎ কুতব্‌শাহ" নামে হিন্দী, দক্ষিণী ও পারস্যকবিতামিশ্রিত একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ১১ই জানুয়ারী ইহার মৃত্যু হয়।

কুলিচ খাঁ, অপর নাম আবিদ খাঁ। হায়দরাবাদের অধিপতি বিখ্যাত নিজাম্ উলমুলুক আসফজার পিতামহ। বাদশাহ শাহজহানের রাজত্বকালে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং বাদশাহ কর্তৃক 'চারহাজরী' পদ প্রাপ্ত হন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী, গোলকুণ্ডা অবরোধকালে তোপের গোলা লাগিয়া ইহার প্রাণ বহির্গত হয়।

কুলিঙ্গ (পুং) কৌ পৃথিব্যাং লিঙ্গতি আহারার্থং চরতি, কু লিগি-অচ্-নুমাগমঃ। ১ চটক, চড়াইপাখী। ২ কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘপুচ্ছ ধূম্যাটপক্ষী, ফিঙ্গে। ৩ পক্ষীমাত্র। (ক্লী) ৪ কুৎসিত লিঙ্গ। (ত্রি) ৫ কুৎসিতলিঙ্গযুক্ত।

কুলিঙ্গক (পুং) কুলিঙ্গ-স্বার্থে কন্। ১ চটকপক্ষী। ২ ধূম্যাটপক্ষী, ফিঙ্গে।

কুলিঙ্গা (স্ত্রী) কুলিঙ্গ-টাপ্। গড়বালের নিকটবর্ত্তী নগরবিশেষ।

কুলিঙ্গাক্ষী (স্ত্রী) পেটিকারক্ষ, পেটারী।

কুলিঙ্গী (স্ত্রী) কুলিঙ্গ-ঙীষ্। ১ কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়াশিঙ্গী। ২ ফিঙ্গে।

কুলিচুরি, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। হরিহারাবলীগ্রন্থে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

কুলিজ (পুং ক্লী) কুলৌ হস্তে জায়তে, কুলি-জন-ড। ১ নখ। ("কুলিজ-কষ্টে দক্ষিণতোঽগ্নেঃ সম্ভারমাহরতি।" গৃহ্যসূত্র।) ২ পরিমাণবিশেষ।

কুলিন্দ (পুং) (বহু) কুল ইন্দঃ, (ইন্দোলে কলি কুলি (কুণি)-পুলিভ্যঃ কিদ্বাতু বওকুপেঃ কুবাচ। উণাদিকোষটীকা ১।৩০২।) ১ জনপদবিশেষ। (ভারত, বন।) [কুলিন্দ দেখ।] ২ তজ্জন পদাধিপতি, কুলিন্দদিগের রাজা। (ভারত, সভা।)

কুলির (পুং) কুল-ইরন্ (বাহুলকাৎ সাধুঃ) কুলীর, কর্কট।

কুলিশ (পুং ক্লী) কুলৌ হস্তে শেতে, কুলি-শী-ডঃ, যদ্বা কুলিনঃ পর্ব্বতান্ শ্যতি, কুল-শো-ডঃ। ১ বজ্র। ২ কুঠার। ("স্কন্ধাংসীব কুলিশেনাবিবৃক্‌ণাহিঃ।" ঋক্ ১।৩২।৫।৫। 'কুলিশেন কুঠারেণ।' সায়ণ।) ৩ মৎস্যবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—কণ্টকাষ্ঠীল। ৪ অস্থিসংহারবৃক্ষ, হাড়ভাঙ্গাগাছ।

কুলিশদ্রুম (পুং) কুলিশইব কঠিনো দ্রুমঃ। স্নুহীবৃক্ষ, শিগুগাছ।

কুলিশধর (পুং) কুলিশং ধরতি, কুলিশ-ধৃ-অচ্। কুলিশধারী, ইন্দ্র।

কুলিশনায়ক (পুং) শৃঙ্গারবন্ধবিশেষ।

"স্ত্রীপাদদ্বয়মাকৃষ্য বিমুমুক্ষিতলিঙ্গকঃ।
যোনিঞ্চ পীড়য়েৎ কামী বন্ধঃ কুলিশনায়কঃ।" রতিমঞ্জরী।

কুলিশপাণি (পুং) কুলিশঃ পাণাবস্য, বহুব্রী। বজ্রধর, ইন্দ্র।

কুলিশাঙ্কুশা (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের ষোড়শ বিদ্যা-দেবীর মধ্যে একটীর নাম।

কুলিশাসন (পুং) কুলিশমিব দৃঢ়মাসনমস্য, বহুব্রী। বুদ্ধের নামান্তর।

কুলিশী (স্ত্রী) কুলিশ-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বেদোক্ত নদীবিশেষ। "অংজসী কুলিশী বীরপত্নী।" ঋক্ ১।১০৪।৪।
'অংজসী কুলিশী বীরপত্নী-এতৎ সংজ্ঞিকাস্তিস্রোনদ্যঃ।' সায়ণ।

[ন্] (পুং) কুলমস্ত্যস্য, কুল-ইনি। (বলাদিভ্যো-মতুবন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১৩৬।) ১ পর্ব্বত। (ত্রি) ২ সৎকুলযুক্ত।

কুলী (স্ত্রী) কুলি-ঙীষ্। ১ কণ্টকারীবৃক্ষ। ২ বৃহতী। ৩ কোকিলাক্ষ, কুলেকাঁটা। ৪ পত্নীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

কুলী (দেশজ) যাহারা পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, মুটে, মজুর। [কোলি দেখ।]

কুলীক (পুং) পক্ষী।

কুলীন (ত্রি) ১ কুলীন শব্দের প্রকৃত অর্থ সৎকুলোৎপন্ন। বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থে বিদ্বান্ ও সৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তিই কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে—

"শ্বেতকেতো! বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি।" ছান্দো° ৬।১।১।

বৎস শ্বেতকেতো! তুমি অনুরূপ গুরুর নিকট অবস্থান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। কুলীন হইলেও আমাদের অধ্যয়ন না করিলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

মনুসংহিতায় অনেকস্থলে কুলীনশব্দের উল্লেখ আছে, ভাষ্যকার মেধাতিথি সেই সেই স্থলে কুলীনশব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'সৎকুলে জাতা বিদ্যাদিগুণযোগিনঃ কুলীনাঃ।'
মনুভাষ্যে মেধাতিথি ৮।৩২৩।

যিনি সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও বিদ্যাদি বহুগুণ-সম্পন্ন তিনিই কুলীন।

'মহাকুলীনঃ খ্যাতিধন-বিদ্যাশৌর্য্যাদিগুণে জাতঃ।'

মনুভাষ্যে মেধাতিথি ৮। ৩৯৫।

কীর্ত্তি, ধন, বিদ্যা এবং শৌর্য্যাদি ভূষিতকুলে যিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাকেই মহাকুলীন বলে।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির অনেকস্থলে কুলীন শব্দের প্রয়োগ আছে, বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি বিখ্যাত টীকাকারগণ তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন —

'কুলীনাঃ মহাকুলপ্রসূতাঃ।' ২। ৬৮।

'মাতৃতঃ পিতৃতশ্চাভিজনবান্ কুলীনঃ।' মিতাক্ষরা ১৩০৮।

যিনি মাতা ও পিতা হইতে কৌলীন্য লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ যাহার মাতা ও পিতা সদ্‌বংশোৎপন্ন, তাহাকে কুলীন বলে।

রামায়ণেও মান্য সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তিই 'কুলীন' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

রামায়ণটীকাকার রামানুজ লিখিয়াছেন—

'চারিত্রং বেদানুমতাচারঃ তৎ সম্পন্নঃ সন্ কুলীনত্বাদি-খ্যাতিং খ্যাপয়তি অসম্পন্নশ্চাকুলীনত্বাদীতি ভাবঃ।'

রামায়ণটীকা ২। ১০৯। ৪।

চারিত্র শব্দের অর্থ- বেদবিহিত আচার। যিনি সেই আচার অবলম্বন করেন, তিনিই কুলীন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং যে বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সে অকুলীন অর্থাৎ তাহার কুলনাশ হয়।

মহাভারতে ও পুরাণে অনেকস্থানে ঋষি ও সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়-বীরগণের কুলীন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। (ভারত উদ্যোগ ও অনুশাসন পর্ব্ব; সহ্যাদ্রিখণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধে ২৭। ২৪।)

শাস্ত্রকার, ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ ধনে মানে কুলে শীলে যে শ্রেষ্ঠ তাহাকেই যেমন কুলীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, পরবর্ত্তীকালে কুলাচার্য্যকারিকায়ও সেইরূপ—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তি * স্তপোদানং নবধা কুল-লক্ষণম্॥"

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপঃ, দান এই নয়প্রকার গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

মেধাতিথির ভাষ্যে, মিতাক্ষরা ও কুলাচার্য্যগ্রন্থে কুলীনের যেরূপ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে এইরূপ লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই সময়ে সময়ে রাজসম্মান লাভ করিয়া কুলীন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বর্ত্তমানকালে সেই সেই ব্যক্তির বংশধরেরা উক্ত লক্ষণাক্রান্ত না হইলেও কেবল মহাবংশ-প্রসূত বলিয়াই কুলীন বলিয়া পরিচিত। তাহারা বিবাহে যে প্রথায় দানগ্রহণরূপ কার্য্যাদি সম্পন্ন করেন, তাহাই কৌলীন্যপ্রথা বলিয়া খ্যাত।

বর্ত্তমান বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই কুলীন বলিয়া পরিচিত।

প্রথমে দেখা যাউক, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কুলীন ও কৌলীন্যপ্রথা হইবার কারণ কি? এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

এখন দেখা যায় বারেন্দ্র, রাঢ়ীয় ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত আছে।

বঙ্গদেশের বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ কুলীনদিগের বংশাবলী লিখিয়া রাখেন। বহুদিন ধরিয়া এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গের প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে ও সময়ে সময়ে বিধর্ম্মীগণের দৌরাত্ম্যে প্রাচীন কুলাচার্য্যরচিত বংশাবলী অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে, কেবল দুই একখানি প্রাচীন কুলাচার্য্য গ্রন্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এড়ুমিশ্র ও হরিমিশ্র নামক কুলাচার্য্যরচিত গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

সকল কুলাচার্য্যগ্রন্থেই বর্ণিত আছে, রাজা আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন, তাহাদেরই উত্তর-পুরুষগণ মহাবংশপ্রসূত ও কেহ কেহ কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য পঞ্চগৌড়াধিপকে পরাজয় করিয়া তাঁহার শ্বশুর জয়ন্তরাজকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর করিয়াছিলেন।

"বাধাদ্বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্॥"

রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪৬৭।

[কায়স্থ শব্দ ৫৯৪-৫৯৫ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চগৌড়াধিপ জয়ন্তের উপাধি বা অপরনাম আদিশূর, সেই জন্য তিনি বঙ্গের সর্ব্বত্রই আদিশূর নামে প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন—

"পঞ্চগৌড়াধিপস্যাস্য স্পর্দ্ধা কাশীশ্বরেণ চ।
সম্মানেন চ দানেন কাশীশ্বরমধঃকৃতঃ॥
কিন্তু সাগ্নিমহাদ্যাপি বিপ্রাদ্যৈর্বিকলা সভা।
মনস্বী তেন ভূপোঽয়ং ভূদেবৈর্নিন্দ্যরাজ্যকঃ।
মতিঞ্চক্রে তদানেতুং গৌড়-রাজ্যে দ্বিজোত্তমান্॥
কোলাঞ্চদেশতঃ পঞ্চ বিপ্রা জ্ঞান-তপোযুতাঃ।
মহারাজাদিশূরেণ সমানীতাঃ সপত্নিকাঃ॥

* "নিষ্ঠাবৃত্তি" এইরূপ পাঠান্তর আছে।

ক্ষিতীশ মেধাতিথি চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ স চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে॥
ইতি পঞ্চ সমাখ্যাতাঃ রাজ্ঞা তেষু পরীক্ষিতাঃ।
কামঠী ব্রহ্মপুরী চ হরিকোটস্তথৈব চ॥
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম এষাং স্থানানি পঞ্চ চ।
এষাঞ্চ বহবঃ পুত্রাস্তপোনির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥
ভূপালৈঃ পূজিতা যে চ ধনৈগ্রামৈস্তথোত্তমৈঃ।...
মহাবংশপ্রসূতাস্তে ব্রাহ্মণাপূজিতা নৃপৈঃ॥" হরিমিশ্র।

মহারাজ আদিশূর পঞ্চগৌড়ের অধিপতি ছিলেন, কাশীর রাজার সহিত তাঁহার স্পর্দ্ধা ছিল। তাঁহার সম্মান ও দানশক্তি দেখিয়া কাশীশ্বরকেও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজ আদিশূরের সভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিল না। ভূপাল আপনার রাজ্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের নিতান্ত অভাব দেখিতে পাইয়া সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে মনন করিলেন। তিনি কোলাঞ্চদেশ হইতে জ্ঞানী ও তপযুক্ত ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি নামক পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। ইঁহারা সস্ত্রীক গৌড় মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ ইঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া কামঠী, ব্রহ্মপুরী, হরিকোট, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম নামক পাঁচটী গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ভূপাল আদিশূর যাহাদিগকে ধন ও গ্রাম দান করিয়া সমাদর করিয়াছিলেন, তাঁহারাই মহাবংশপ্রসূত অর্থাৎ কুলীন এবং অপর নরপতিগণও সেই ব্রাহ্মণবংশেরই সমধিক সম্মান করিয়াছেন।

মহারাজ আদিশূর সম্ভবতঃ ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পঞ্চগৌড়ের রাজা হইয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজাধিরাজ হইবার পরে প্রায় ৭৭৯-৭৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি নিজ সভায় সাগ্নিক তপযুক্ত ও জ্ঞান-সম্পন্ন ক্ষিতীশাদি পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।*

আদিশূরের সভায় জ্ঞান-সম্পন্ন যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন, কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র তাঁহাদিগকে মহাকুলীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণই বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। ইঁহাদের উত্তরপুরুষগণ আদিশূরের পরবর্ত্তী গৌড়রাজগণের নিকটও যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের সন্তান সন্ততিগণও মধ্যে মধ্যে গৌড়ের হিন্দুরাজগণের নিকট কৌলীন্যলাভ করিয়াছিলেন। এখন কথা হইতেছে, গৌড়াগত পঞ্চ মহাপুরুষের পরবর্ত্তী বংশধরগণের সকলেই কেন কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই?

গৌড়দেশের প্রাচীন কুলাচার্য্যগ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায়, আদিশূরের পুত্রাদির রাজ্যাবসানে পুনরায় গৌড়রাজ্যে বৌদ্ধাধিপত্য বিস্তৃত হয়। যথা—

"ক্ষ্মাপালপ্রতিভূর্ভুবঃ পতিরভূদ্গৌড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ
রাজাঽভূৎ প্রবলঃ সদৈব শরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ।
প্রজ্ঞা-বাক্য-বিবেকশীল-বিনয়ৈঃ শুদ্ধাশয়ঃ শ্রীযুতো-
ধর্ম্মে চাস্য মতিঃ সদৈব রমতে স স্বীয় বংশোদ্ভবে॥" হরিমিশ্র।

আদিশূরের পর তাঁহার বংশীয়েরাই কিছুদিন গৌড়রাজ্যে অধীশ্বর ছিলেন। তাহার পর দৈববলে দেবপালও গৌড় রাজ্যে প্রবল রাজা হইয়াছিলেন, ইনি প্রজ্ঞা, বিবেক, শীল-বিনয়সম্পন্ন ও শুদ্ধাশয় ছিলেন, ইঁহার নিজ কুলধর্ম্মেও বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

পালবংশীয় বৌদ্ধরাজগণের খোদিত শিলাফলকপাঠে জানা যায়, দেবপাল ধর্ম্মপালের পুত্র, তিনি পূর্ব্বে প্রাগ্জ্যোতিষ (কামরূপ), দক্ষিণে উৎকল ও পশ্চিমে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন* এবং তাঁহার পিতা ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি জয় করেন †।

* মহারাজ আদিশূর (জয়ন্ত) প্রথমে একজন অতি সামান্য রাজা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে গৌড়রাজ্য বৌদ্ধদিগের অধিকারে ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ঙ্ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দর্শন করিয়া যান, তৎকালে এখানে হিন্দুদেবালয় থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল ছিল। (Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. II. p. 195) কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী-পাঠে জানা যায়,—মুক্তাপীড় অপর নাম ললিতাদিত্য কাশ্মীরে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তিনি (৬৯৫-৭৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) গৌড় প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া গৌড়রাজকে কাশ্মীরে লইয়া আসেন, অবশেষে তিনি বিশ্বাসী দ্বারা গুপ্তভাবে গৌড়রাজের প্রাণসংহার করেন। তাহাতে রাজভক্ত গৌড়বাসীগণ ললিতাদিত্যকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে কাশ্মীরে গিয়া রামস্বামীর মন্দির ও রত্নময় রামস্বামী মূর্ত্তি ধ্বংস করেন। [কাশ্মীর শব্দে ১০৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] হিন্দুদের কখনও দেবমন্দির বা দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিতে সাহসী হয় না, ইহাতে অনায়াসেই স্বীকার করা যাইতে পারে, যে সেই রাজভক্ত গৌড়বীরগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কহ্লণও 'গৌড়রাক্ষস' বলিয়া তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন—

"রাজ্ঞঃ প্রেয়ো রক্ষিতোঽভূদ্ গৌড়রাক্ষসবিপ্লবে।
রামস্বামি-পহারেণ শীপরিহাসকেশবঃ।" রাজতরঙ্গিণী ৪.৩২৪।

* "স খলু ভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমাননানাবিধনৌবাটকসম্পাদিতসেতুবন্ধ-
নিহিতশৈলশিখরশ্রেণীবিভ্রমাৎ ..."

* "য স্বন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধ্না
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণামুপশমিতসমিৎসঙ্কথা যস্য চাজ্ঞাম্।"
ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন।

† "মর্য্যাদাপরিপালনৈকনিরতঃ শৌর্য্যালয়ো হ্যাদভূদ্,
দুগ্ধাম্ভোধি-বিলাস-হাসি-মহিমা শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ।
জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।"
ঐ তাম্রশাসন (J. A. S. Bengal, Vol. XLVII, p. 404.)

সম্ভবতঃ বরেন্দ্রদেশ প্রাচীন ইন্দ্ররাজ্য বলিয়া বোধ হয়। বরেন্দ্রের নানাস্থানে এখনও ধর্ম্মপালসম্বন্ধীয় অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। [ধর্ম্মপাল দেখ।] পশ্চিমে পদ্মানদীর পূর্ব্বধার হইতে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমধার এবং মালদার দক্ষিণ-সীমাবধি এক সময়ে বরেন্দ্রদেশ বিস্তৃত ছিল ‡, আদিশূরের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ইহারই অন্তর্গত। [পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেখ।]

প্রায় ৮২৮ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপাল রাজা হন ††। সম্ভবতঃ ৮৪০ কি ৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌড়রাজ্য অধিকার করেন, তাহাতেই আদিশূরবংশীয় গৌড়রাজগণের অধঃপতন হয়।

সকল কুলাচার্য্যগ্রন্থের মতেই আদিশূরের সময়ে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই পঞ্চগোত্রীয় যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আগমন করেন, তন্মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রই সমধিক মান্য। বাস্তবিক গৌড়াগত শাণ্ডিল্য-গোত্রজ ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষগণ পালবংশীয় বৌদ্ধরাজগণের নিকটও সমধিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজা দেবপাল কর্ত্তৃক দর্ভপাণি, রাজ্যপাল কর্ত্তৃক সোমেশ্বর, সুরপাল কর্ত্তৃক কেদারমিশ্র এবং নারায়ণপাল কর্ত্তৃক গুরবমিশ্র পুরুষানুক্রমে মহামন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন।[১]

আমগাছী হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে (৩য়) বিগ্রহপালের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রত্ন-তত্ত্ব-বিদ্ কানিংহাম্ সাহেবের মতে, ইনি ১০৬০ হইতে ১০৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন।[২] সম্ভবতঃ ইনিই পালবংশীয় শেষ রাজা। [পাল দেখ।] এই বিগ্রহপালের পরই বল্লালসেনের পিতা ও গৌড়ে সেন-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন আবির্ভূত হন। রাজা বিজয়-সেনের আদেশে খোদিত দেওপাড়া[৩] হইতে আবিষ্কৃত প্রশস্তির ২০ শ্লোকে লিখিত আছে—

"ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বাঽন্যথামননরূঢ়-নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত-কামরূপ-
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥"

তুমি নান্যবীরকে জয় করিতে সমর্থ, এই তাৎপর্য্যে নিবদ্ধ পণ্ডিতগণের বাক্যের তাৎপর্য্য অন্যরূপ স্থির করিয়া তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইয়াছিল। যিনি প্রবল-বলে কামরূপেশ্বর ও কলিঙ্গরাজ্য জয় করিয়া গৌড়-রাজকেও পরাজিত করিয়াছিলেন।

নেপালে কর্ণাটরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতার নামও নান্যদেব, ইনি ১০১৯ শক অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেপালে রাজত্ব করেন।[৪]

যদি বিজয়সেনের প্রশস্তিবর্ণিত নান্যবীর ও নান্যদেব এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে পালবংশীয় (সম্ভবতঃ ৩য় বিগ্রহপাল) রাজাকে পরাস্ত করিয়া তিনি গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। এই বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনদেবই বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন। আধুনিক কুলাচার্য্যকারিকাসমূহে বিস্তর মতভেদ থাকিলেও বিজয়ের পুত্র বল্লালই কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করেন, তাহা হরিমিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ স্পষ্টই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—

"বিপ্রপালো হি বল্লালো রাজা বিজয়নন্দনঃ।
ব্রাহ্মণায় কুলস্থানং দত্তবান্ ভুবিদুর্লভম্॥" হরিমিশ্র।

মহারাজ বিজয়নন্দন বল্লালসেন ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালন করিতে সর্ব্বদাই যত্নবান্ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে ভূলোক-দুর্লভ কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন।

কুলাচার্য্য এড়ূমিশ্রও লিখিয়াছেন—

"আস্তে পশ্চিম দিগ্বিশেষবিষয়ঃ শ্রীকান্যকুব্জাহ্বয়ঃ
তন্মধ্যেঽস্তি বিশিষ্ট-বিপ্র-নিলয়ঃ কোলাঞ্চদেশঃ শুভঃ।
তস্মাদানয়দাদিশূর-নৃপতিঃ পূর্ব্বন্তু পঞ্চদ্বিজান্
তানানীয় বিশিষ্ট পঞ্চনগরং তেভ্যো দদৌ গৌড়তঃ॥
তেষাং পুত্র পৌত্রবংশবিভবৈর্ব্যাপ্তঞ্চ গৌড়স্থলম্
কালে ভূরি তিথৌ গতে সমভবদ্বল্লালসেনো নৃপঃ।
সংপ্রত্যপি দিৎসয়া দ্বিজগণাংস্তানানয়ং স্বান্তিকম্।"
এড়ূমিশ্র।

পশ্চিমাঞ্চলে কান্যকুব্জনামক একটী প্রদেশ আছে। তাহার মধ্যে ধর্ম্মাত্মা বিপ্রগণের আবাসস্থান কোলাঞ্চ নামক দেশ। মহারাজ আদিশূর সেই স্থান হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে

‡ "পদ্মানদ্যাঃ পূর্ব্বধারে ব্রহ্মপুত্রস্য দক্ষিণে।
বরেন্দ্রসংজ্ঞকো দেশো নানানদনদীযুতা॥
মহানন্দোত্তরৈর্যুক্তো দেশো দর্ভাদিসংযুতঃ।
উপবঙ্গসমীপে চ মলদস্য চ দক্ষিণে॥"
দিগ্বিজয়প্রকাশে সপ্তগ্রামবর্ণনে ৭৫৫-৫৬ শ্লোক।

†† Cunningham's Archaeological Reports, Vol. XV. p. 751.

(১) Asiatic Researches, Vol. I. p. 133; লঘুভারত ৩য় খণ্ড। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভিন্ন অপর চারি গোত্রের ব্রাহ্মণেরাও সম্ভবতঃ পালবংশীয়-গণের সময়ে সম্মানিত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু এখন তাহার কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

পালরাজগণ বৌদ্ধ হইলেও বিদ্বান্ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের সম্মান করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vol. XV. p. 154.

(৩) দেওপাড়া বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত রামপুর পরগণার মধ্যে অক্ষা ২৪°২৮´ উঃ, এবং দ্রাঘি ৮৮°২৩´ পূঃ নিকট অবস্থিত।

(৪) Pischel, *Katalog der Bibliothek d. Deut. Morg. Gesch.*, Vol. II. p. 8.

দ্বিশতাধিক-পঞ্চাশদ্বারেন্দ্রানাং দ্বিজন্মনাম্।
পঞ্চাশন্মগধে ষষ্টির্ভোটে ষষ্টিরভঙ্গকে ॥
চত্বারিংশদুৎকলে চ মৌড়ঙ্গেপি তথাষ্টকাঃ।
দত্তা নৃপতিনা হর্ষং বল্লালেন মহাত্মনা ॥"

সেই সময়ে বরেন্দ্রদেশে সাড়েতিনশত ব্রাহ্মণ ও রাঢ়দেশে সাড়ে চারিশত ব্রাহ্মণ ছিল। রাজা বল্লাল বরেন্দ্রবাসী বিপ্রগণের মধ্যে সদাচারপরায়ণ একশত ব্রাহ্মণকে বরেন্দ্ররাজ্যে রাখিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের ৫০ জন মগধে, ৬০ জন ভোটে, ৬০ জন রভঙ্গে, ৪০ জন উৎকলে এবং অপর ৪০ জন মৌড়ঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন।

যাঁহারা বরেন্দ্রে ও রাঢ়ে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, আচারভ্রষ্ট হন নাই, অথচ নবলক্ষণযুক্ত ছিলেন, কেবল সেই সেই ব্যক্তিকে মহারাজ বল্লাল কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিলেন।

একশত বারেন্দ্রব্রাহ্মণের মধ্যে ৮ জন কুলীন, ৮ জন সংশ্রোত্রিয় ও ৮৪ জন কষ্টশ্রোত্রিয় হন।

বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণের বিবরণ।

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় (ক্ষিতীশের পুত্র) ভট্টনারায়ণের অন্যতর পুত্র আদিগাঞি-ওঝা। লাহেড়ি-বংশাবলীতে লিখিত আছে—

"রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখ-সুরধুনী-তীর-দেশে বিধাতুং,
নাম্নাদিগাঞি বিপ্রং গুণযুত তনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং,
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ ॥"

রাজা ধর্ম্মপাল গঙ্গাতীরে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তিনি যজ্ঞের অন্তে ভট্টনারায়ণের পুত্র সর্ব্বগুণযুক্ত আদি-গাঞিকে দক্ষিণাস্বরূপ রৌপ্য ও সুবর্ণের সহিত ধামসার নামক গ্রাম অর্পণ করেন, ঐ গ্রামটী সুরপুর সদৃশ অতিশয় মনোহর ছিল।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, রাজা দেবপালের পিতা ধর্ম্মপাল ৮৪০ কি ৮৪১ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্য অধিকার করেন, এবং ৭৭৯ হইতে ৭৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আদিশূরের সভায় ক্ষিতীশাদি পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। এরূপস্থলে ক্ষিতীশের পৌত্র আদিগাঞি-ওঝা পালবংশীয় প্রথম গৌড়াধিপতি ধর্ম্মপালের নিকট যে ধামসার গ্রামপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অধিক সম্ভবপর। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পালরাজগণের মহামন্ত্রী ছিলেন, তাহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

আদি-গাঞি ওঝার পুত্রের নাম জয়মণিভট্ট, তৎপুত্র হরিকুঞ্জ, তৎপুত্র বিদ্যাপতি, তৎপুত্র রঘুপতি, তৎপুত্র শিবাচার্য্য, তৎপুত্র সোমাচার্য্য, তৎপুত্র উগ্রমণি, তৎপুত্র তপোমণি, তৎপুত্র সিন্ধুসাগর, তৎপুত্র বিন্দুসাগর, বিন্দুসাগরের দুই পুত্র, জয়সাগর ও মণিসাগর। বারেন্দ্র-ঘটকেরা বলিয়া থাকেন, বল্লালসেনের শ্রেণীবিভাগকালে জয়সাগর বারেন্দ্র ও মণিসাগর রাঢ়ী শ্রেণীভুক্ত হন। জয়সাগরের ৪ পুত্র—মাধব, মৌনভট্ট, স্বর্ণরেখ ও পীতাম্বর। মাধব চম্পটিগ্রামী, মৌনভট্ট নন্দনাবাসী গ্রামী, স্বর্ণরেখ সিহরিগ্রামী, পীতাম্বর লাহেড়িগ্রামী। (ভট্টনারায়ণের চতুর্দ্দশ পুরুষে) পীতাম্বর লাহেড়ির ৩ পুত্র সাধু, রুদ্র ও লোকনাথ বল্লালসেনের সভায় কৌলীন্যমর্য্যাদা লাভ করেন। সাধু ও রুদ্র বাগ্‌ছি-গ্রামে বাস করায় তাঁহাদের সন্তানেরা সাধু বাগ্‌ছি ও রুদ্রবাগ্‌ছি নামে খ্যাত।

কাশ্যপগোত্রে বীতরাগের পুত্র সুষেণ ও কৃপানিধি। কৃপানিধির বংশাবলী বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে নাই। বারেন্দ্র ঘটকেরা সুষেণ হইতে কাশ্যপগোত্রের বংশাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। সুষেণের পুত্র ব্রহ্মাওঝা, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র হিরণ্যগর্ভ, তৎপুত্র বেদগর্ভ, তৎপুত্র জিহ্মণি (জিগ্‌নি) মহামুনি, মহামুনির দুই পুত্র স্বর্ণরেখ ও ভবদেব। ভবদেব রাঢ়ে গিয়া বাস করেন। স্বর্ণরেখের পুত্র সিন্ধুওঝা, তিনি এক দত্তকপুত্র লইয়া ছিলেন, তাঁহার নাম গরুড়। গরুড়ের দুই পুত্র ক্রতু ও মতু (মৈত্রেয়), ক্রতু ভাদুড়িগ্রামী, মতু-মৈত্রের মৈত্রগ্রামী, এই দুই ব্যক্তিই বল্লাল কর্ত্তৃক পূজিত ও কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন।

বাৎস্যগোত্রে সুধানিধির পুত্র ধরাধর। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা এই ধরাধর হইতে বাৎস্যগোত্রের বংশাবলী আরম্ভ করেন। ধরাধরের পুত্র বেদ, বেদের পুত্র শিবওঝা, শিবওঝার দুই পুত্র বেদান্তাচার্য্য ও দামোদর। দামোদর রাঢ়দেশে গমন করেন। বেদান্তাচার্য্যের পাঁচপুত্র হরিহর, লক্ষ্মীধর, জয়মানমিশ্র, দিবাকর ও শশিধর। লক্ষ্মীধর সন্ন্যামিনী অর্থাৎ সন্ন্যালগ্রামী, জয়মানমিশ্র ভীমকালীহাইগ্রামী, দিবাকর ভাড়িয়ালগ্রামী এবং হরিহর কুড়মুড়িগ্রামী। তাঁহাদের মধ্যে লক্ষ্মীধর ও জয়মানমিশ্র নবগুণসম্পন্ন হওয়ায় বল্লাল কর্ত্তৃক পূজিত ও কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন।

ভরদ্বাজ গোত্রে মেধাতিথির পুত্র গৌতম। এই গৌতম হইতে বারেন্দ্রঘটকেরা ভরদ্বাজগোত্রের বংশাবলী বর্ণনা করিয়া থাকেন। গৌতমের পুত্র বিভাকরভট্ট, তৎপুত্র প্রভাকরভট্ট, তৎপুত্র বিষ্ণুমিশ্র, তৎপুত্র কাকুৎস্থমিশ্র, তৎপুত্র গোপীওঝা, তৎপুত্র বাচস্পতিওঝা, তৎপুত্র গুণাকরাচার্য্য আকাশবাসী, গুণাকরের তিন পুত্র নারায়ণ, পঞ্চতপা ও বর্দ্ধমান-অগ্নিহোত্রী। অগ্নিহোত্রীর পুত্র পৃথ্বীধর, তৎপুত্র শরভাচার্য্য, তৎপুত্র মাতঙ্গাচার্য্য, তৎপুত্র জিহ্মনি আচার্য্য

তৎপুত্র ভাস্কর-বেদান্তী। ভাস্করের ছয় পুত্র কণ, ধন, সুকাশী, সায়ণ, ভুবনেশ্বর ও বিনায়ক। কণ গোচ্ছাসী-গ্রামী, ধন গোগ্রামী, সুকাশী গোস্বালম্বিগ্রামী, সায়ণাচার্য্য ভাদড়গ্রামী, ভুবনেশ্বর আতুর্থিগ্রামী এবং বিনায়ক উচ্ছরথি গ্রামী। সায়ণাচার্য্য ভাদড় বল্লালের নিকট কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সাবর্ণগোত্রে কেহ কৌলীন্য-মর্য্যাদা পান নাই *।

বল্লালসেন বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিয়মে কুলীন ও শ্রোত্রিয়ে পরস্পর কন্যা আদান প্রদানে কোনরূপ প্রতিবন্ধক ছিল না। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির পরিবর্ত্তমর্য্যাদা স্থাপনের পর হইতে শ্রোত্রিয়কে কুলীনকন্যা প্রদান নিষিদ্ধ হয়।

উপরোক্ত কাশ্যপগোত্রীয় ক্রতু ভাদুড়ির পুত্র সঙ্কর্ষণ, তৎপুত্র ভল্লুকাচার্য্য, ভল্লুকের দুইপুত্র যোগেশ্বর ও দিবাকর, দিবাকর করঞ্জগ্রামে বাস করায় তাঁহার উত্তরপুরুষগণ করঞ্জগ্রামী নামে খ্যাত। যোগেশ্বরের পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ, তৎপুত্র বৃহস্পতি আচার্য্য, তৎপুত্র সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য্য-ভাদুড়ি। এই উদয়নাচার্য্যই বারেন্দ্রকুলীনব্রাহ্মণমধ্যে পরিবর্ত্তমর্য্যাদা স্থাপন করেন। উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষ ক্রতু ভাদুড়ি, বল্লালের সমকালীন অর্থাৎ প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। এরূপস্থলে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়িকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে †। এই সময়ে পরিবর্ত্তমর্য্যাদা স্থাপিত হয়।

উদয়নাচার্য্য কুলীন ছিলেন, শ্রোত্রিয়গণের কুকর্ম্ম দেখিয়া অথবা কুলীন সন্তানগণের সম্মানবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে রাঢ়ীয়কুলের অনুসরণ করিয়া বারেন্দ্রকুলে নূতন নিয়ম স্থাপন করিলেন, এই সময়ে মনু-টীকাকার নন্দনা-বাসী গ্রামী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কুল্লুকভট্ট, ভট্টশালীগ্রামী ময়ূরভট্ট ও করঞ্জ-গ্রামী মঙ্গল ওঝা এই তিনজন শুদ্ধ শ্রোত্রিয় উদয়নাচার্য্যের সাহায্য করেন।

উদয়নাচার্য্য এই নিয়ম করেন যে, কুলীনেরা পরস্পর আদান প্রদান করিতে পারিবেন এবং শ্রোত্রিয়-কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয় কুলীনকন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন না, করিলে কুলীনের কুলপাত হইবে। পরস্পর কুলীন মধ্যে আদান প্রদান করার নামই পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা।

কেবল প্রদান কিম্বা কেবল আদান বা গ্রহণ দ্বারা কুল-রক্ষা হয় না। যে যে কুলীনে পরস্পর আদান প্রদান হইবে, তাহারা বন্ধুবান্ধব ও ঘটককে সঙ্গে লইয়া নদী অথবা সরোবরতীরে জলপূর্ণ কলস হাতে করিয়া পরস্পর বাক্‌দান ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে। তৎপরে সেই পূর্ণপাত্র জলে ডুবাইয়া দিবেন, ইহার নাম আদান-প্রদান-বিষয়ক করণ। স্বগোত্রে করণ হইতে পারে না।

উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা স্থাপন-কালে প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত ভূপতি, ভবানীপতি, চণ্ডীপতি গৌরীপতি, রুদ্রাণীপতি ও শচীপতি এই ৬ পুত্রকে ত্যাগ করিয়া তাহা-দিগকে কৌলীন্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, কেবল দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পশুপতিকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করেন।

উদয়নাচার্য্যের পরিত্যক্ত পুত্রগণ আপনাদিগকে প্রকৃত কুলীন মনে করিয়া পরিবর্ত্ত ও করণ করিতে লাগিলেন।

চণ্ডীপতি ভাদুড়ির সহিত চয়ড়া-সমাজের দনা-লাহেড়ির, দনা-লাহেড়ির সহিত অঙ্গারো-সমাজের জীবওঝা মৈত্রের, জীবমৈত্রের সহিত গাড়দহ-সমাজের বনাই সান্যালের, বনাই সান্যালের সহিত ধামসারের শ্রীকণ্ঠসাধুবাগ্‌ছির এবং শ্রীকণ্ঠের সহিত বিন্নাদাড়ির জগন্নাথ-ভীমকালীহাইর পরিবর্ত্ত ও করণ হইয়াছিল। এই ছয়ঘরে করণ ও পরিবর্ত্ত হওয়ায় ইহারা ছয়ঘরিয়া নামে খ্যাত। এই কার্য্যকে চণ্ডীপতি-ভাদুড়ির উপকারের করণ বলে। প্রধান শ্রোত্রিয়গণের সাহায্যে উদয়নাচার্য্য এই ছয়ঘরিয়াদিগকেও নিষ্কুল করেন।

বল্লালসেন হইতে কৌলীন্যমর্য্যাদাপ্রাপ্ত ভরদ্বাজগোত্রীয় সায়ণাচার্য্যের অন্যতম পুত্র আরু-ওঝা নাড়িয়াল, তৎপুত্র যদু-পণ্ডিত, তৎপুত্র শ্রীপতি, তৎপুত্র কুলপতি, তৎপুত্র বিভা-কর, তৎপুত্র প্রভাকর, তৎপুত্র নরসিংহ ‡। নরসিংহ নাড়িয়াল পাণ বেচিয়া সংসার চালাইতেন। অদ্বৈতবংশীয় কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শ্রীহট্টের অধীন লাউড়গ্রামে নরসিংহ বাস করিতেন, শ্রীহট্ট হইতে তিনি এদেশে আগমন করেন। পাণবিক্রয় অথবা শ্রীহট্টে বাস করায়, নরসিংহ সমাজে নিন্দিত

* কারস্থলকে ৫৯৮ পৃষ্ঠায় যে সৌভরির পুত্র পরাশরের ৮ম পুরুষ গুণার্ণব ও অনিরুদ্ধের কথা লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা বল্লালের সমসাময়িক বটে, কিন্তু কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই।

† কাহারও মতে, ইনিই সুপ্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ রচনা করেন। মাধবাচার্য্য (১৩৭০—৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে কুসুমাঞ্জলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। [উদয়নাচার্য্য দেখ।]

‡ সুবিখ্যাত গোস্বামীপ্রবর অদ্বৈতাচার্য্য উক্ত নরসিংহের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। যথা—নরসিংহের পুত্র বিদ্যাধর, তৎপুত্র ছকড়ি, তৎপুত্র কুবেরাচার্য্য, তৎপুত্র অদ্বৈতাচার্য্য। বৈষ্ণবগ্রন্থ গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতেও অদ্বৈতাচার্য্যের পিতার নাম কুবেরপণ্ডিত লিখিত হইয়াছে। কাহারও মতে, এই কুবেরপণ্ডিতই দত্তকচন্দ্রিকা রচনা করেন।

হন। শুকদেব-আচার্য্যের পিতৃশ্রাদ্ধে অপরাপর কুলীন ব্রাহ্মণগণ নরসিংহের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করেন নাই। নরসিংহ এইরূপ হতাদর হইয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হন, তখনকার শ্রেষ্ঠকুলীন মধুমৈত্রের সহিত করণ করিয়া কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা করেন। একদিন তিনি নিজ কন্যা, একটী গাভি ও শালগ্রাম শিলা লইয়া নৌকা করিয়া মাজ-গ্রামে আসিয়া মধুমৈত্রকে নিজ ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। মধু-মৈত্র ও তাঁহার পুত্রগণ প্রথমে নরসিংহকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তখন নরসিংহ গভীরজলে নৌকা ডুবাইয়া দিবার উপক্রম করেন, অভিপ্রায় যেন গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও শালগ্রাম বিসর্জ্জন হউক। মধুমৈত্র দেখিলেন সর্ব্বনাশ, তিনি মহাপাপের ভয়ে নরসিংহের সহিত করণ করিয়া তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিলেন। মধুর আনাই ও অর্জ্জুনাই নামে দুই পুত্র কুলপাতের ভয়ে পিতা হইতে পৃথক্ হইলেন। ধেঞ্জি বাগছি নামে একজন প্রধান কুলীন মধুকে সাহায্য করিয়া তাঁহার কুলরক্ষা করেন। শেষে নরসিংহের পুত্রদ্বয় পিতার অবাধ্য হইয়া নিষ্কুল হন। প্রকৃত কুলীনেরা কেহ আনাই ও অর্জ্জুনাইকে সমাজে আশ্রয় দিলেন না, তখন উভয়ে ছয়ঘরিয়াদলে প্রবেশ করিলেন। ছয়ঘরিয়া দলভুক্ত নিষ্কুল কুলীনেরা কুলের ভাণ করিয়া করণাদি করিতেন, তাঁহাদের এই কপট আচরণে প্রধান কুলীনেরা তাহাদের 'কাপ' অর্থাৎ কপটী নাম প্রদান করেন। উদয়নাচার্য্য অনেককে কাপদলে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া এই নিয়ম করিলেন যে, কাপগণের সঙ্গে একত্র আহার বিহার, একশয্যায় শয়ন ও একঘাটে স্নান করিলে, এমন কি কাপের হাতের জল কুলীনের গায়ে লাগিলে, তাহার কুলপাত হইবে। [কাপ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

উদয়নাচার্য্যের এই কঠোর নিয়মে বারেন্দ্রসমাজে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, অল্পদিন মধ্যেই অনেক প্রধান কুলীন কাপদিগের অত্যাচারে নিষ্কুল হইয়া কাপ মধ্যে চলিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে তাহেরপুরের শ্রোত্রিয় রাজা কংস-নারায়ণ * বারেন্দ্র কুলীনগণের কুলরক্ষা করিবার জন্য কাপে এক কন্যাদান করিয়া কাপের মর্য্যাদাস্থাপন এবং এইরূপ নিয়ম করিলেন—

(১) কুলীনের সহিত যদি কাপের কুশবারিযুক্ত করণ হয় ও পরে কুলীন কাপের কন্যাগ্রহণ করেন, কিম্বা কাপে কন্যাদান করেন, তবে কুলীনের কুল নষ্ট হইবে। অন্য প্রকারে কুল নষ্ট হইবে না।

(২) কুশবারিযুক্ত করণ না করিয়া শ্রোত্রিয়ের নিয়মে যদি বরের ললাটে ফোঁটা দিয়া কোন কাপ কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহা হইলেও কুলীনের কুলভঙ্গ হইবে না।

(৩) যখন শ্রোত্রিয়গণ নীচ পঠী হইতে শ্রেষ্ঠ পঠীতে কন্যা দান করিবেন, তখন কাপে কন্যা দান করিতে হইবে।

(৪) শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিলে কাপ শ্রোত্রিয় হইবে। [শ্রোত্রিয় শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

* রাজসাহীর অন্তর্গত তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ সুপ্রসিদ্ধ কুল্লূকভট্টের জ্যেষ্ঠভ্রাতা পুরুষোত্তম বেদাচার্য্যের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, রাজা কংসনারায়ণই বঙ্গীয় ইতিহাসে রাজা কংস নামে বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। রাজা কংসনারায়ণ ও রাজা কংস উভয়ে ভিন্ন সময়ের লোক। আইন-ই অকবরী, তবকাৎ-ই অকবরী, রিয়াজ, ফেরিস্তা প্রভৃতি পারস্যভাষায় লিখিত মুসলমান-ইতিহাসে কংস (কাংস) রাজার বিবরণ বর্ণিত আছে। ফেরিস্তা, আইন, ও তবকাৎ-ই অকবরীর মতে, সুলতান শামসুদ্দীনের মৃত্যুর পরই কংস নামে একজন হিন্দু রাজা বলপূর্ব্বক বাঙ্গালার সিংহাসন গ্রহণ করিয়া ৭ বর্ষ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। রিয়াজের বিবরণ পাঠে জানা যায়—রাজা কংস প্রথমে (নাটোরের অন্তর্গত) ভাতুরিয়া পরগণার একজন প্রবল জমিদার এবং সুলতান সামসুদ্দীনের সভায় একজন অমাত্য (আমীর) ছিলেন। সুলতানের মৃত্যু হইবার পরই তিনি মুসলমান-রাজকোষ ও সমস্ত রাজকর লুট করিয়া বাহুবলে বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। মুসলমান-দিগের উপর এই হিন্দুরাজের জাতক্রোধ ছিল। রাজা হইবার পর নির্দ্দয় ভাবে রাজ্যের প্রধান প্রধান মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, বঙ্গভূমি হইতে মুসলমান নাম এককালে বিলুপ্ত করিবেন। তাঁহার অত্যাচারে বঙ্গের সমস্ত মুসলমানই অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। অবশেষে নূর-কুতব-উল্ আলম্ নামে একজন সাধু জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম্ সর্কিকে বাঙ্গালা আক্রমণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখেন। জৌনপুরের সুলতান্ রাজা কংসের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সসৈন্যে আগমন করেন।

আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যে মগরাজ মেঙ্-সৌমুন্ ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে পলাইয়া আসেন, তিনি জৌনপুরের সুলতানের সহিত রাজা কংসের যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। বঙ্গরাজের সাহায্যে তিনি পুনরায় আরাকানরাজ্য প্রাপ্ত হন। রিয়াজ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, ইব্রাহিমের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাজা কংস আরও কিছুদিন মুসলমানদিগের উপর অত্যাচার করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে তাহার পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্ম ও জলালুদ্দীন নাম গ্রহণপূর্ব্বক বঙ্গের স্বাধীন রাজা হন।

উক্ত বিবরণ দ্বারা জানা যায়, রাজা কংস ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন এবং তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ইঁহার অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন। [৩১৭ পৃষ্ঠার শাণ্ডিল্যগোত্রের বংশাবলীতে রাজা কংসনারায়ণের নাম দেখ।]

(৫) উদয়নাচার্য্যের পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা অনুসারে কন্যা কিম্বা ভগিনীর অভাব হইলে পরিবর্ত্ত চলিত না, এই কঠোর নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কন্যার পক্ষে কুশময়পাত্রের ব্যবস্থা হইল।

যাহা হউক, রাজা কংসনারায়ণ এইরূপ নিয়ম না করিলে বোধ হয় বারেন্দ্রসমাজে আজ কেহই কুলীন বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। রাজা কংসনারায়ণ কাপ ও শ্রোত্রিয়ের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়গণের একত্র ভোজ দেন, সেই সময় হইতে কাপেরা 'গুপ্ধিদ-কুলীন' নাম প্রাপ্ত হন। শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলে কুলীনও শ্রোত্রিয় হন।

তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ কাপের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া শ্রোত্রিয়গণকে প্রধানতঃ সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিলেন।

"অষ্টকুলীনাঃ মৈত্রো ভীমোরুদ্রঃ সপ্তামিনী-লাহেড়িকৌ।
ভাদুড়ি সাধুভাদড় এতে সিদ্ধশ্রোত্রিয়শ্চাষ্টৌ ॥
করঞ্জগ্রামিকোনন্দনাবাসকো ভট্টশালী তথা
লাযুড়িশ্চম্পটিঝম্পটিশ্চাতুর্থি কামদেবস্তথা।
কষ্টশ্রোত্রিয়সংজ্ঞা বিধিবসুবিমিতা ভূতলবিদিতাঃ ॥"

শিবচন্দ্রসিদ্ধান্তকৃত কুলশাস্ত্রকৌমুদী।

মৈত্র, ভীম, রুদ্রবাগছি, সাধুবাগছি, সান্ন্যাল, লাহেড়ি, ভাদুড়ি ও ভাদড় ইহারা কুলীন। করঞ্জ, নন্দনাবাসী ভট্টশালী, লাড়ুলি, চম্পটী, ঝামাল, আতুর্থি ও কামদেব কালিহাই, ইহারা সিদ্ধশ্রোত্রিয়। অপর ৮৪ গ্রামী কষ্টশ্রোত্রিয় হন। কাহারও মতে উচ্চরখি, জামরুখী, রত্নাবলী, শিহরি, রাই, গোস্বালম্বী, বিশী ও খর্জ্জুরী এই ৮ গাঁঞি সাধ্য। কুলীন, সিদ্ধ ও সাধ্য ছাড়া অপর গ্রামীরা কষ্টশ্রোত্রিয়।

কিছুকাল পরে বারেন্দ্রশ্রেণী মধ্যে কতকগুলি সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত হইলেন। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন—কাপেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলে ভঙ্গ হইয়া শ্রোত্রিয় হন, কিন্তু যদি তাহাদের কুলক্রিয়া থাকে, এরূপ স্থলে তাহাদিগকে সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলা যায়। নাটোরের বর্ত্তমান রাজবংশ এই সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়। উত্তম কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কষ্টশ্রোত্রিয়ও ক্রমে সিদ্ধ ও সাধ্য-ভাবাপন্ন হন। আবার সিদ্ধ ও সাধ্য-শ্রোত্রিয় যদি কুলীনে অন্ততঃ একটী কন্যাও দান না করেন, তবে কষ্টশ্রোত্রিয় হন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলীনসমাজ।—বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগ্রন্থে এই সকল সমাজের উল্লেখ আছে।—লাহেড়িবংশের সমাজ ঢাকঢোর, নকড়িয়া, চহড়া; সান্ন্যালদিগের গাঁড়াদহ, কজিল; ভীমকালীহাইবংশের পয়ালসুর, ধুরাইল, হাপানিয়া, বোয়ালিয়া, আড়ঙ্গাইল, বারসা, কাবারিখোলা, ভারেঙ্গা, হাটুরিয়া, বাগ। ভাদড়ের পায়রা, শৈলকোপা, সাতবাড়িয়া; ভাদড়েরা পূর্ব্বে কুলীন ছিলেন, উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্তমর্য্যাদা স্থাপন কালে তাহাদিগকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন নাই, এখন ভাদড়েরা শ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অপরাপর কুলীনদিগেরও ভিন্ন ভিন্ন সমাজ আছে।

অবসাদ ও আঘাত।—কাপদিগের অভ্যুদয়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, পরিবর্ত্ত অথবা করণ দ্বারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুলীনেরা যে দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারই নাম আঘাত বা অবসাদ। অবসাদপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা যে যে থাকে বিভক্ত হন, তাহাকে পঠী বলে। (রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলীনের মধ্যে 'পঠী' মেল নামে অভিহিত।) বারেন্দ্র মধ্যে সময়ে সময়ে এই কয়েকটী অবসাদ ঘটিয়াছিল—

শ্রীনারায়ণমৈত্রে অদৃষ্টকন্যক-অবসাদ, রামচন্দ্র লাহেড়িতে আলামি, কমলসুবুদ্ধিরায়ে আলিয়া-খাঁই, চকাই সান্ন্যালে আলমাস খাঁই, সুরাই বাগছিতে কালাপুরী, মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রে কুতব-খাঁই, গোপীনাথ বাগছিতে যোজাম্বরী, রামচন্দ্র লাহেড়িতে চাঁড়ালী, শ্রীকৃষ্ণভাদুড়িতে দর্পনারায়ণী, পুরন্দর মৈত্রে জোনালী, মধু ও ডাকুভীমকালীহাই প্রভৃতিতে পাঁচুড়িয়া, ধ্রুবজগন্নাথ বাগছিতে পরাণমৌলিকী, মুকুন্দভাদুড়িতে পয়নালি ও পিতাম্বরতকী, রামচন্দ্রবাগছিতে ভবানীপুরী, দেবাইসান্ন্যালে ভাইকরা, গঙ্গারাম-সান্ন্যালে মৈসালা, যদুরাম-সান্ন্যাল প্রভৃতিতে বেণী, প্রচণ্ড খাঁ-ভাদুড়িতে রোহিলা, মাধব-সান্ন্যালে শুভরাজ খাঁই অবসাদ, এতদ্ভিন্ন ইরাখাঁ, সুজা খাঁ, সাদি খাঁ, তেরআনী, বাওবাজু, মল্লিকযদুনাথী, লাটুয়াডামা প্রভৃতি অবসাদের উল্লেখ আছে। যে সকল দোষ ঘটিলে কুলীনের কুল থাকা দূরে থাক, জাতি লইয়াও সময়ে সময়ে টানাটানি পড়ে, এইরূপ অবসাদও উত্তম কুলীন সংস্পর্শে কাটিয়া গিয়াছে, কেবল পাঁচুড়িয়া অবসাদ এখনও দূর হয় নাই। উক্ত অবসাদগুলির মধ্যে এক্ষণে ৮টী পঠী প্রসিদ্ধ আছে। যথা—আলিয়া-খাঁই, কুতবখাঁই, জোনালী, নিবারিল, ভূষণা, ভবানীপুরী, রোহিলা ও বেণীপঠী।

আলিয়া খাঁই—কমল সুবুদ্ধিরায়ে আলিয়ার খাঁ নামে কোন যবনসংস্পর্শ দোষ ঘটে। এই পঠীর কুলীনেরা অনেকেই ভঙ্গ হইয়াছেন।

কুতুব খাঁই—কুতব খাঁ নামে একজন মুসলমান কয়ড়ার মথুরা চৌধুরীর রূপসী কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, পরে চৌধুরী তাহাকে পুনরায় উদ্ধার করিয়া আনিয়া মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রের সহিত বিবাহ দেন।

জোনালী—এই পঠীতে জোনালী, চাঁড়ালী, দর্পনারায়ণী, ও অদৃষ্টকন্যক এই কয়েকটী অবসাদ ঘটিয়াছে।

জোনালীগ্রামে কোন ব্রাহ্মণের মৃতদেহ আসিয়া পড়ে, কুলীন পুরন্দরমৈত্র সেই ব্রাহ্মণের শবদাহ করেন এবং ভগবান্ সান্ন্যালের বিধবা ভগিনীর হাতে অন্ন গ্রহণ করেন বলিয়া তিনি এবং তাঁহার সংশ্রবে যাঁহারা করণ করিয়াছিল, সকলেরই জোনালী অবসাদ ঘটে। বিজয়লাঠী চাণ্ডালী গমনকারী বিষ্ণুভাণ্ডার নবিসের কন্যা গ্রহণ করেন, তাঁহার এবং তাঁহার সম্পর্কীয় করণকারীদিগের চাঁড়ালী অবসাদ ঘটে। তাহেরপুরের দর্পনারায়ণ বড়ঠাকুরের পোতাখানায় এক ব্রহ্মহত্যা হয়, তাহাতে দর্পনারায়ণে ব্রহ্মহত্যা দোষ জন্মে, শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি দর্পনারায়ণের গৃহে আহার করিয়া দর্পনারায়ণী অবসাদ প্রাপ্ত হন। কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে কুলীনকন্যা শ্রোত্রিয়পাত্রে বাগ্দত্তা হইলে তাহাকে অদৃষ্টকন্যা কহে। কুলীন নারায়ণ মৈত্র অদৃষ্টকন্যা গ্রহণ করিয়া অদৃষ্টকন্যক অবসাদ প্রাপ্ত হন।

নিবারিল—এই পঠীতে প্রথমে কোন দোষ ছিল না বলিয়া ইহার নিরাবিল * নাম হয়। তৎপরে জানকীবল্লভ রায় এই পঠীতে আসিয়া দর্পনারায়ণীদিগকে ইহার মধ্যে তুলিয়া লওয়ায় ইহা নিবারিলপঠী নামে খ্যাত হয়।

ভূষণা—ভূষণাপরগনায় মৈশালা ও আলামি নামে দুইখানি গ্রাম ছিল, সেখানকার শ্রোত্রিয়গণ নীচজাতীয় স্ত্রীঘটিত দোষে সমাজে নিন্দিত হন, রত্নাবলী-গ্রামী জিতামিশ্রও তাহাতে লিপ্ত ছিলেন, পরে যে যে কুলীন তাঁহার সম্পর্কীয় কন্যা গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই ভূষণাপঠী হন।

ভবানীপুরী—জেলা বগুড়ার অন্তর্গত ভবানীপুরে ভবানী দেবীর এক কুলীন পুরোহিত ছিলেন। কুলজ্ঞেরা তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তৎপ্রতি পূজক ও গ্রাম দোষ দিয়া তাঁহাকে স্থগিদ করেন। কিছুকাল পরে পুঁঠিয়ার রামচন্দ্রঠাকুর হইতে ভবানীপুরী দোষ যায়।

রোহিলা—প্রচণ্ড খাঁ ভাদুড়ি দিল্লীর বাদশাহের অধীনে রোহিলখণ্ডপ্রদেশে সেনাধ্যক্ষ হইয়া গমন করেন, তিনি পশ্চিমাঞ্চলে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার চাঁদরায় ও হরিরাম রায় নামে দুই পুত্র জন্মে। পিতার মৃত্যুর পর উভয় ভ্রাতা মাতাকে লইয়া দেশে আসেন। তাঁহাদের মাতা বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন না, সেই জন্য প্রচণ্ড খাঁ রোহিলাকন্যা গ্রহণ করেন বলিয়া সমাজে এইরূপ এক অপবাদ হয়। শেষে চাঁদরায়ের সহিত যাঁহারা করণ করেন, তাঁহাদেরও এই দোষ জন্মে।

বেণী—বেণীরায় জোর করিয়া মহেশ মল্লিক ও সুসঙ্গের গোপীনাথ প্রভৃতিকে কন্যা সম্প্রদান করেন, তাঁহার সংস্রবে যে যে কুলীন লিপ্ত ছিলেন, পরে তাঁহারা বেণীঅবসাদ প্রাপ্ত হন। সুসঙ্গের রাজার যত্নে বেণীঅবসাদ দূর হয়। ঐ অবসাদভুক্ত লোকেরা বেণীপঠী নাম প্রাপ্ত হয়।

পাঁচুড়িয়া—বারেন্দ্র ঘটকেরা বলেন, ভীমকালীহাই বংশীয় মধু, ডাকু, অগ্রবিন্দ ও অরবিন্দ এই চারি ভ্রাতা হইতে প্রথমে পাঁচুড়িয়া অবসাদ জন্মে। মধু প্রভৃতি চারি ভ্রাতা অমানিশায় শ্যামাপূজা করিয়াছিলেন। চারি ভাই ও পুরোহিত সুরাপানে মত্ত হইয়া মহিষভ্রমে একটী বৃষ বলি দেন, পাঁচজনে বৃষহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া দোষের নাম পাঁচুড়িয়া হয়। তাঁহাদের সন্তানেরা পাঁচুড়িয়া নামে খ্যাত হইলেন। পাঁচুড়িয়া অবসাদপ্রাপ্ত কেহ কেহ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

উদয়নাচার্য্য কর্ত্তৃক পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা স্থাপনের পর বারেন্দ্র কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে এই কয়েকটী আঘাত হইয়াছিল, আলিয়া খাঁই* আঘাত, কাফুর-খাঁই আঘাত, কামিনী আঘাত, গাছতলি আঘাত, ভট্টাঘাত, ভরতাঘাত, বউনেয়াআঘাত, বাহাদুর খাঁই আঘাত, সন্ধ্যাঘাত, সান্তাঘাত প্রভৃতি।

যাহারা আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহারা কুলীন সমাজ হইতে উপেক্ষিত হইয়া কাপদলে প্রবেশ করেন।

কুলীনবংশ। বর্ত্তমান বারেন্দ্রঘটকদিগের মূলগ্রন্থ পাঠে জানা যায়—

আদিশূরের সভায় আহূত শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণবংশে সাধুবাগছীগ্রামী মধ্যে ৩৭ পুরুষ, রুদ্রবাগছী গ্রামীদের মধ্যে ৩৭ পুরুষ ও লাহেড়িগ্রামী মধ্যে ৩৮ পুরুষ; ভরদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথির পুত্র গৌতমের বংশে ভাদড়গ্রামী মধ্যে ৩৬ পুরুষ; কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগের পুত্র সুষেণের বংশে ভাৰ্ড়িগ্রামী মধ্যে ৩৭ পুরুষ ও মৈত্রগ্রামীদের ৩৭ পুরুষ এবং বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধির পুত্র ধরাধরের বংশে সান্ন্যাল গ্রামী মধ্যে ২৭ পুরুষ ও ভীমকালী হাইগ্রামী মধ্যে ২৮ পুরুষ হইয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ পর পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিসংক্রান্ত দুই একটী বংশাবলী দেওয়া গেল।

* "অষ্ট অষ্টকুলের রমানাথ গণি।
মৈত্রে লোকনাথ ভাদুড়ির বাণী।
সান্ন্যালে নয়ান বিষ্ণুদাস মধু।
লাহেড়ি বিজয়রাজ নয়ান লাহেড়ি।" এই আটজন নিবারিল।

* কুলাচার্য্যগ্রন্থে খাঁ শব্দস্থানে খাদ, খাঁয়ী বা খাঁই শব্দের স্থানে খানী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

* বল্লালী কুলীন। † প্রসিদ্ধ মনুটীকাকার। (১) তাহেরপুরের রাজবংশের প্রথম ব্যক্তি। (২) ইনিই বারেন্দ্র কুলীনব্রাহ্মণদিগের কুলবিধি সংশোধন করেন। (৩ পুঁঠিয়া রাজসংসারের প্রথম ভূম্যধিকারী। (৪) পুঁঠিয়ার বিখ্যাত রাণী, ইনি শিবস্থাপন ও বিস্তর ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

(কাশ্যপগোত্র)

* বংশজ কুলীন। (১) বারেন্দ্র সমাজে পরিবর্ত-মর্য্যাদাস্থাপন করেন। (২) নাটোর-রাজপ্রতিষ্ঠাতা। (৩) ইনিই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাণীভবানী।

(১) বাহিরবন্দ পরগণার রাণী সত্যবতীর ভগিনীকে বিবাহ করেন।

(২) ভিতরবন্দ পরগণার একজন প্রবল জমিদার, ইনি নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের সাহায্যে দত্তক পুত্র হইলেও কুলীনের কুল নষ্ট হইবে না, এই নূতন নিয়ম প্রচার করেন।

(৩) নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের কন্যাকে বিবাহ করেন।

রাঢ়ীয়-বিবরণ।—কোন কোন কুলাচার্য্যকারিকায় লিখিত আছে—

"নাম্না চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্রতিলক-শ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা,
সৎপুণ্যাশ্রয়-কান্যকুব্জবসতেঃ কন্যা চ পুণ্যার্থিনী।
পত্নী গাঢ়তমপ্রতাপ-নিবহখ্যাতাদিশূরস্য চ,
ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা চান্দ্রায়ণচারিণী॥
তত্রাদাবগতঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রোরজতকৌশিকঃ॥
কৌণ্ডিন্যকৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
এতে পঞ্চ সমাযাতাঃ পঞ্চগোত্রধরামরাঃ॥
গায়ত বেদং পূরয়তেদং মন্ত্রতমগ্নিং জ্বালয়ত।
বরুণাবাহনপূর্ব্বকং কুম্ভাগতং কুরুতাবনীদেবাঃ॥
বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণীমিদানীংদ্বিজাস্যোদ্ভবো ন শ্রুতোগ্নিঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা নরপতিযোষা বচনমবোচৎ বহুতররোষা।
ব্রাহ্মণহীনে দেশে বাসঃ কিমিহ করিষ্যে পিতুরভিলাষঃ।
বিপ্রা ঊচুঃ। কান্যকুব্জস্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞনিষ্পন্নতাং কুরু॥"

কান্যকুব্জবাসী পুণ্যাত্মা চন্দ্রকেতু রাজার পুণ্যশীলা চন্দ্রমুখী নাম্নী এক কন্যা ছিল, তিনি চতুরা, চান্দ্রায়ণচারিণী ও প্রবল প্রতাপশালী বিখ্যাত মহারাজ আদিশূরের পত্নী। তিনি (কোন ব্রত উদ্যাপন-মানসে) প্রথমে স্বর্ণকৌশিক, রজতকৌশিক, কৌণ্ডিন্যকৌশিক, ঘৃতকৌশিক ও কৌশিক গোত্রীয় পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেন। (তাঁহারা উপস্থিত হইলে চন্দ্রমুখী কহিলেন,) হে ভূদেবগণ! বেদ গান করুন, আমার ব্রত পূর্ণ করুন, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করুন; বরুণআবাহণপূর্ব্বক কুম্ভাগত করুন। (উক্ত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,) দ্বিজমুখপ্রসূত পবিত্র বেদবাণী অথবা শ্রুতিবর্ণিত অগ্নির বিষয়ও আমরা এক্ষণে জানি না। ব্রাহ্মণদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া রাজকন্যা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, পিতার অভিলাষ বটে, কিন্তু আমি কিরূপে এই ব্রাহ্মণহীন দেশে বাস করি? বিপ্রগণ কহিলেন, কান্যকুব্জ রাজ্যে বেদপারগ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, তাঁহাদের পাঁচজনকে আনাইয়া যজ্ঞ অথবা ব্রত সম্পন্ন করুন।

এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র, হরিকবীন্দ্র, দনুজারিমিশ্র ও মহেশকৃত নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকার মতে—ক্ষিতীশ, তিথিমেধা বা মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি এই পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ রাজা আদিশূরের সভায় আহূত হন। তাঁহারা সপত্নীক গৌড়রাজ্যে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র ও আধুনিক বারেন্দ্রকুলাচার্য্যদিগের মত স্বতন্ত্র, তাঁহাদের মতে—

"শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠঃ বাৎস্য-শ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজস্য গোত্রস্য শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে যথা বেদপ্রসিদ্ধকঃ॥"
বাচস্পতিমিশ্রকৃত কুলরাম।

শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় কবি ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্রে দক্ষ, বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়, ভরদ্বাজগোত্রে হর্ষবর্দ্ধন শ্রীহর্ষ এবং বেদপ্রসিদ্ধ সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভ।

"নারায়ণাখ্যো যস্তেষাং শাণ্ডিল্যগোত্র এব সঃ।
রাজাজ্ঞয়া সমাযাতঃ গ্রামতো জম্বুচত্বরাৎ॥
ধরাধরো বাৎস্যগোত্রস্তাড়িতগ্রামতঃ স্বয়ং।
সুষেণঃ কাশ্যপো জ্ঞেয়ঃ কোলাঞ্চাৎ ত্বরয়াগতঃ॥
গৌতমাখ্যো ভরদ্বাজগোত্র ঔড়ম্বরাত্ততঃ।
পরাশরস্ত সাবর্ণো মদ্রগ্রামাৎ সমাগতঃ॥" বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী।

রাজার আদেশে শাণ্ডিল্যগোত্র নারায়ণ জম্বুচত্বর গ্রাম হইতে, বাৎস্যগোত্র ধরাধর তাড়িতগ্রাম হইতে, কাশ্যপগোত্র সুষেণ কোলাঞ্চ হইতে, ভরদ্বাজগোত্র গৌতম ঔড়ম্বর হইতে, এবং সাবর্ণগোত্র পরাশর মদ্রগ্রাম হইতে আগমন করেন।

এরূপ মতভেদ হইবার কারণ কি? হরিমিশ্র কেশবসেনের পৌত্র দনৌজা-মাধবের রাজত্বকালে আবির্ভূত হন, বাচস্পতি চৈতন্যদেবের সমকালীন দেবীবরেরও অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপস্থলে আধুনিক গ্রন্থ অপেক্ষা উত্তরোত্তর প্রাচীন-গ্রন্থ সমধিক প্রামাণ্য। যে পর্য্যন্ত হরিমিশ্র অপেক্ষা প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকা না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত এই ব্যক্তির মতই গ্রাহ্য। হরিমিশ্র, মহেশ প্রভৃতি কুলাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"শাণ্ডিল্য কাশ্যপো বাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথাপরঃ।
সাবর্ণঃ কথিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
এতেষাং সর্ব্বতো মান্যঃ শাণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ।
তত্র জাতঃ কলিব্যাসো বেদব্যাস ইবাপরঃ॥" (১)
"তৎসুতো বামদেবোঽভূদ্রামদেবোঽপি তৎসুতঃ।
তৎসুতশ্চ ক্ষিতীশঃ স আগতো গৌড়মণ্ডলে॥
তস্যামী বহবঃ পুত্রা জাতাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ॥
দামোদরস্তথাশৌরি বিশ্বেশ্বরো মহামতিঃ।
শঙ্করো লোকবিখ্যাতো ভট্টনারায়ণোঽপি চ॥"

(১) প্রথম চারি ছত্র হরিমিশ্রে নাই, নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা হইতে দেওয়া হইল।

"কাশ্যপগোত্রে সঞ্জাতঃ কৃষ্ণমিশ্রো মহাতপাঃ। (২)
তমিশ্রস্তৎ সুতোজাত ওঙ্কারস্তৎসুতোঽভবৎ॥
ওঙ্কারাৎ স্বর্ণকো জাতো জবাখ্যস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।
বীতরাগস্ততো জাত আগতো গৌড়মণ্ডলে॥
তস্মাদ্দক্ষঃ সুষেণশ্চ ভানুমিশ্রো কৃপানিধিঃ॥" (৩)
"সুধানিধের্সুতাঃ জাতাশ্ছান্দড়শ্চ ধরাধরাঃ।" (৪)
"সৌভরের্বহব-পুত্রাঃ জাতা বিখ্যাতপৌরুষাঃ।
বেদগর্ভো রত্নগর্ভঃ পরাশরো মহেশ্বরঃ।" (৫)
"বেদান্তসিদ্ধান্ত-নিতান্তদান্তো দীক্ষা-ক্ষমা-দান-দয়াতিদক্ষঃ।
ভট্টাখ্য-মেধাতিথি-বীরসূনু স্ততোঽভবদ্ধর্ষঃ জগৎ পুপোষ॥"

হরিমিশ্র।

* শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই পঞ্চগোত্র, ইহার মধ্যে মুনিবর শাণ্ডিল্যই সর্ব্বপ্রকারে মাননীয়। শাণ্ডিল্যগোত্রে বেদব্যাসসদৃশ কলিব্যাস জন্মগ্রহণ করেন, কলিব্যাসের পুত্র বাসদেব, তৎপুত্র রামদেব, তৎপুত্র ক্ষিতীশ, ইনিই গৌড়রাজ্যে আগমন করেন। ক্ষিতীশের সর্ব্বগুণান্বিত অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম—দামোদর, শৌরি, মহামতি বিশ্বেশ্বর, লোকপ্রসিদ্ধ শঙ্কর এবং ভট্টনারায়ণ।

কাশ্যপগোত্রে মহাতপা কৃষ্ণমিশ্র জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র তমিশ্র, তৎপুত্র ওঙ্কার, তৎপুত্র স্বর্ণক, তৎপুত্র বীতরাগ ইনি গৌড়ে আগমন করেন। তাঁহার পুত্রগণের নাম—দক্ষ, সুষেণ, ভানুমিশ্র, কৃপানিধি।

বাৎস্যগোত্রে সুধানিধি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার ঔরসে ছান্দড়, ধরাধর প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে। (সাবর্ণগোত্রজ) সৌভরির বিখ্যাত অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাহাদের নাম বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর, মহেশ্বর।

ভরদ্বাজগোত্রে—বেদান্তসিদ্ধান্তবিৎ, শান্তপ্রকৃতি, দীক্ষা, ক্ষমা, দান ও দয়ায় সুনিপুণ বীরের পুত্র মেধাতিথি ভট্ট, (৬) তাঁহার ঔরসে শ্রীহর্ষ জন্মগ্রহণ করেন।

হরিমিশ্র-রচিত উক্ত কারিকা পাঠে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যাঁহারা প্রথম গৌড়রাজ্যে আগমন করেন, তাঁহাদের পুত্রগণকে বাচস্পতিমিশ্র ও বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা বর্ত্তমান রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করেন। বাস্তবিক আদিশূরের সভায় আহূত পঞ্চ মহাত্মার পুত্রগণ যে যে স্থানে গিয়া পরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ পরিচয় দিবার কালে সেই স্থানবাসী প্রথম ব্যক্তির নামেই পূর্ব্ব পরিচয় কহিতেন, এইরূপে রাঢ় ও বরেন্দ্রবাসী কুলজ্ঞেরা পিতার নাম পরিত্যাগ করিয়া রাঢ় ও বরেন্দ্রবাসী পুত্রগণকে সেই সেই শ্রেণীর আদিপুরুষ বা প্রথম ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

কেবল তাহাই নয়, মহেশ্বর-রচিত নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"দামোদরোহি বরেন্দ্রদেশে বসতিত্বাদ্বারেন্দ্র ইতি বিখ্যাতঃ। শৌরির্দাক্ষিণাত্যঃ। বিশ্বম্ভরোবেদবিহিতত্বাৎ বৈদিকঃ। শঙ্করোহি পাশ্চাত্যঃ। ভট্টনারায়ণোরাঢ়ী রাঢ়দেশ-বসতিত্বাৎ।"

ভট্টনারায়ণের পুত্র দামোদর বরেন্দ্রদেশে বাস করেন বলিয়া বারেন্দ্র নামে বিখ্যাত, শৌরি দাক্ষিণাত্য, বিশ্বম্ভর বেদবিহিত আচারাদির অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য এবং ভট্টনারায়ণ (পরে) রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন বলিয়া রাঢ়ী নামে বিখ্যাত* হন।

বোধ হয়, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের সন্তানেরাও পরবর্ত্তীকালে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া ভিন্ন শ্রেণী ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকিবেন। মহেশের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকায় আরো লিখিত আছে—

"জনকো দিব্যসিংহশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
বেদগর্ভসুতা এতে সর্ব্বে বিখ্যাতপৌরুষাঃ॥
দিব্যসিংহ মধ্যদেশী॥"

শ্রীহর্ষের অধস্তন পঞ্চম পুরুষে শত ডিণ্ডীসাঁই জন্মগ্রহণ করেন; তৎপুত্র বেদগর্ভ, বেদগর্ভের পুত্র দিব্যসিংহ, ইনিই মধ্যদেশী। (১)

এখন একটী কথা হইতেছে—বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে, দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বল্লালকর্তৃক কৌলীন্যমর্য্যাদা-স্থাপনের পর ভিন্ন সময়ে অন্যবংশীয় নৃপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন।

(২) "কাশ্যপস্তৎসুতোজাত কৃষ্ণমিশ্রস্ততো হ্যজনি।" মহেশের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকায় এইরূপ পাঠান্তর আছে।

(৩) "তস্মাদ্দক্ষসমুৎপন্ন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।" কুলপঞ্জিকাধৃতপাঠ।

(৪) "বাৎস্যাৎ সুধানিধির্জাতস্ছান্দড়স্তৎসুতোঽভবৎ।" মহেশধৃতপাঠ।

(৫) "আসীৎ সৌভরি ধর্ম্মাত্মা সাবর্ণিগোত্রসম্ভবঃ।
বেদগর্ভস্ততো জাতঃ শশাঙ্ক ইব বারিধেঃ।" মহেশধৃতপাঠ।

(৬) মনুস্মৃতির ভাষ্যকারের নামও মেধাতিথিভট্ট, তিনিও বীরস্বামীর পুত্র, সম্ভবতঃ উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি হইবেন।

* বাৎস্যগোত্রের বর্ণনাকালেও মহেশ্বর লিখিয়াছেন—
"বেদগর্ভস্ততো জাতস্তস্মাদ্বিকুন্দারধীঃ।
তস্মাৎ শরণিশর্ম্মা চ ততোঽভূৎ কোল-সংজ্ঞকঃ।
কোলপুত্রাবিমৌ জাতৌ নাম্না ধীরধুরন্ধরৌ।
ধীর স্তয়ীয়োরাঢ়ীয়োদাক্ষিণাত্যোধুরন্ধরঃ।" নির্দ্দোষ-কুলপঞ্জিকা।

(১) মেদিনীপুরের মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সন্তান ও "মধ্যদেশী" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কিন্তু বল্লালসেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের সময়েও পাশ্চাত্য শ্রেণী প্রভৃতি বঙ্গদেশে ছিল, তৎকালীন প্রসিদ্ধ হলায়ুধ-রচিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব পাঠে জানা যায়—

"অত্র চ কলৌ আয়ুঃ প্রজ্ঞোৎসাহ-শ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ তৎ কেবলং পাশ্চাত্যাদিভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রাস্তু অধ্যয়নং বিনা কিয়দেকদেশবেদার্থস্য কর্ম্মমীমাংসা-দ্বারেণ যজ্ঞেতিকর্ত্তব্যতা-বিচারঃ ক্রিয়তে। ন চৈতেনাপি মন্ত্রার্থ-কর্ম্মবেদার্থজ্ঞানং যতস্তৎ পরিজ্ঞান এব শুভফলং তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রূয়তে।" ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব ১মঃ।

হলায়ুধের সময়ে বারেন্দ্র ও রাঢ়ী-শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন করিতেন না, কেবল পাশ্চাত্য প্রভৃতি শ্রেণীই বেদাধ্যয়ন করিতেন, এই জন্য বোধ হয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্রশ্রেণী ব্যতীত যাঁহারা বেদপাঠ করিতেন, তাঁহারাই বৈদিক* নামে প্রসিদ্ধ হন।

যদি উপরোক্ত কুলপঞ্জিকার বচন প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, বৈদিক† ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা উক্ত পঞ্চগোত্রাশ্রিত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভট্টনারায়ণাদির সন্তান হইতে পারেন এবং যাঁহারা ভিন্ন গোত্রীয় তাঁহারা ভিন্ন সময়ে কার্য্যানুরোধে বঙ্গদেশে আসিয়া থাকিবেন।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের কৌলীন্যমর্য্যাদা।

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যকারিকাপাঠে জানা যায়, যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করেন, তাঁহাদের পুত্রগণের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণের ১৬ জন পুত্রের মধ্যে ১২ জন, এবং সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভের একপুত্র সর্ব্বপ্রথম মহারাজ কর্তৃক পূজিত হন। যথা—

"আদিবরাহো বাটুশ্চ রামো নানো নিপোস্তথা।
গুঁঞি গুণো সাণ্ডুকশ্চ বিপ্রো গুঠোঽনিলো মধুঃ।
কুলানি দ্বাদশৈতানি ভূষিতানি যথাক্রমম্॥"
"বেদগর্ভস্ততো জাতঃ শশাঙ্ক ইব বারিধেঃ।
কুলোনামা সুতস্তস্য ভূপালবরপূজিতঃ॥"

নির্দ্দোষ-কুলসারাবলী।

কাহারও মতে, আদিশূরের প্রপৌত্র ধরাশূর সর্ব্বপ্রথম রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্যমর্য্যাদা বিধান করেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত কি না তৎপক্ষে কোন প্রাচীন প্রমাণ নাই। কেবল অনুমান দ্বারা ধরাশূর কর্তৃক প্রথম কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপিত হয়, এরূপ স্বীকার করা যায় না (১)।

উক্ত ১৩ জন ব্রাহ্মণ যৎকর্তৃক পূজিত হন, সেই রাজার নাম কুলশাস্ত্রে নাই। সম্ভবতঃ তিনি আদিশূরের পুত্র অথবা বারেন্দ্রবাসী আদিগাঞি ওঝার সমসাময়িক ধর্ম্মপাল রাজা হইতে পারেন।

বল্লালসেন যখন কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন, তখন উক্ত ১৩ জনের মধ্যে কেবল বন্দ্যঘটীগ্রামী আদিবরাহের উত্তরপুরুষ কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হন। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, তৎকালে কৌলীন্যমর্য্যাদা পুরুষানুক্রমিক ছিল না; কেবল নবগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগত ছিল।

মহারাজ বল্লালসেনদেব রাঢ়ী ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১৯ জনকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন—

শাণ্ডিল্যগোত্রে বন্দ্যঘটীয় শকুনি-সুত জাহ্লন ও মহেশ্বর, ধর্ম্মাংশুসুত দেবল ও বামন, মহাদেবসুত মকরন্দ ও বৈদ্যসুত ঈশান এই ৬ জন। কাশ্যপগোত্রে চট্টবংশীয় বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই ৫ জন। বাৎস্যগোত্রে গোবর্দ্ধন পূতিতুণ্ড, শিরঃ ঘোষাল, এবং কাঞ্জিলালবংশীয় কানু ও কুতুহল এই ৪ জন। ভরদ্বাজ গোত্রে মুখবংশীয় উৎসাহ ও গরুড় এই ২ জন এবং সাবর্ণগোত্রে শিশুগাঙ্গুলী ও রোষাকর কুন্দলাল এই ২ জন*।

রাজা বল্লাল সেন এই ১৯ জনকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এড়ুমিশ্রগ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"কালে ভূরিতিথে গতে সমভবদ্বল্লালসেনোনৃপঃ
সংপ্রত্যর্পণদিৎসয়া দ্বিজগণাংস্তানানয়ৎ স্বান্তিকম্॥
দানাদানপরাঙ্মুখাঃ ক্ষিতিপতেস্তে ব্রাহ্মণা যাজ্ঞিকা-
স্তদ্বিজ্ঞায় চুকোপ ভূপতিরসৌ বল্লালসেনঃ সুধীঃ।
চণ্ডীমেব সমাররাধ সুচিরং ভূরিপ্রয়াসাদিভিঃ
প্রত্যক্ষাঽজনি সা নিশার্দ্ধ-সময়ে দুর্গা নিসর্গোজ্জ্বলা॥

* এখন বৈদিক শ্রেণীর মধ্যেও কেহ রীতিমত বেদাধ্যয়ন করেন না, নামমাত্র বৈদিক।

† রাঢ়ীয় বিবরণের শেষে বৈদিকব্রাহ্মণের বিবরণ দেখ।

(১) যাহারা ধরাশূর কর্তৃক বঙ্গে প্রথম কৌলীন্যমর্য্যাদা-স্থাপনের কথা উত্থাপন করেন, তাঁহাদের মতে, আদিশূরের পুত্র ভূশূর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র ধরাশূর। কিন্তু আদিশূরের পরবর্ত্তী নামগুলি কল্পিত বলিয়া বোধ হয়, কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক অথবা প্রাচীন কুলাচার্য্য গ্রন্থে আদিশূরের পুত্রাদির নাম নাই। বিশেষতঃ প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের মতে আদিশূরের প্রতিনিধির পরই গৌড়ে পালবংশীয়েরা রাজা হন।

* "জাহ্লানাথ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ।
বহুরূপঃ শুচো নামা অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ।

রাজানং তমুবাচ বাঞ্ছিতবরং যাচস্ব দাস্যাম্যহম্
সম্প্রত্যুত্তরতা রতং দ্বিজগণং নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যহম্।
তুষ্টা সা পরমেশ্বরী নৃপমুবাচেদং…মহান্
কিন্তু ত্বং প্রহরদ্বয়ং কুরু বরং বিপ্রং ময়া…॥
দত্বেমন্তু বরং নৃপায় সহসৈবান্তর্হিতা পার্ব্বতী
রাজা সপ্ত-শত দ্বিজানতিগুণানাদ্যাজ্ঞয়া নির্ম্মমে।
তান্নির্ম্মায় নৃপঃ প্রসন্নহৃদয়ো দানানি তেভ্যোদদৌ
জাতঃ কৃৎস্নগতশ্চ কীর্ত্তিকমনাঃ শৌর্য্যপ্রতাপোজ্জ্বলঃ॥
তচ্ছ্রুত্বা নৃপতিং সমেত্য চুক্রুধুঃ পূর্ব্বদ্বিজা যাজ্ঞিকাঃ
বংশধ্বংসকৃতে নৃপস্য সহসা শপ্তুং সমারেভিরে।
ভীতোঽভূন্নৃপতিস্ততোদ্বিজগণান্ সন্তোষ্য সেবাদিভিঃ
স্থানাদ্যুত্তমমধ্যমাধমতয়া ভূয়ঃ করিষ্যে দ্বিজান্॥
তচ্ছ্রুত্বা চ কথঞ্চিদেব নৃপতিং তস্তে নিবৃত্তা দ্বিজাঃ
রাজা চাপি তথাকরোৎ কুলবিধিং গ্রন্থং দ্বিজানাং ততঃ।”

অনেকদিন পরে মহারাজ বল্লালসেন সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে আপনার রাজধানীতে আনয়ন করিয়া দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ সকলেই তাহাতে অসম্মত হইলেন, কেহই তাঁহার দান গ্রহণ করিলেন না। স্থিরবুদ্ধি বল্লাল তাঁহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের অবমাননা করিলেন না। তিনি একান্ত মনে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া চণ্ডীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন, দেবী তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া অৰ্দ্ধরাত্রে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “রাজন্ তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, আমি বর দিতে আসিয়াছি।” রাজা উত্তর করিলেন, “দেবি! আমি আমার অনুগত কতকগুলি ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষ করি।” দেবী বলিলেন, “ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক, যাহা হউক, এখন হইতে দুইপ্রহরের মধ্যে তুমি যাহাকে ইচ্ছা ব্রাহ্মণ করিতে পার, আমার বরে তাহারা ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হইবে।” এইরূপ বর প্রদান করিয়া পার্ব্বতী অন্তর্হিত হইলেন। রাজাও দেবীর বরে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাদিগকে বিবিধ দান করিলেন। অপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ এই বিবরণ জানিতে পারিয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দারুণকোপে শাপ প্রদান করিয়া মহারাজের বংশ নাশ করিতে উদ্যত হইলেন। মহারাজ বল্লালসেন অতিশয় ভীত হইয়া অনেক যত্নে ও অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন, “আপনারা ক্ষমা করুন, আমি ব্রাহ্মণগণের কুলাকুলের নিয়ম করিব, সকল ব্রাহ্মণগণেরই উত্তম, অধম ও মধ্যম তিনটী শ্রেণী থাকিবে।” ব্রাহ্মণগণ শুনিয়া সেই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে মহারাজ বল্লালসেন কুলবিধি করিলেন।

এড়ুমিশ্র-কারিকার বচনগুলি আড়ম্বরপূর্ণ, সকল কথাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয়, বল্লালসেন প্রথমে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণকে দান করায় আদিশূরানীত ব্রাহ্মণগণের উত্তরপুরুষগণ সকলেই বল্লালের উপর বিরক্ত হইয়া ছিলেন, পরে বল্লাল তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে নিজ সভায় আহ্বান করিয়া সন্তুষ্ট করিতে গেলে, মহাবংশপ্রসূত ব্রাহ্মণ সন্তানগণের মধ্যে কয়েক জন প্রতিগ্রাহী হইয়াছিল*।

প্রথমে যাঁহারা বল্লালের দান গ্রহণ করেন নাই, অথচ নবলক্ষণাক্রান্ত ছিলেন, বল্লাল তাঁহাদের সন্তুষ্টি ও সম্মান-বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন। হরিমিশ্রের কারিকাপাঠে জানা যায়, প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণেরা কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপনের পর বল্লালসেনের নিকট ভূমিদানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন।—

“উত্তমেভ্যো দদৌ পূর্ব্বং মধ্যমেভ্যস্ততো নৃপঃ।
অধমেভ্যো ভয়াৎ পশ্চাৎ শাসনং বিধিবদ্দদৌ॥
তাম্রপাত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহূনিচ।
এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্ব্বং কলৌ বল্লালসেনকঃ॥” হরিমিশ্র।

বল্লালসেনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন রাজা হন।

“আয়িতো বহুরূপাখ্যঃ শিরো গোবৰ্দ্ধনঃ সুধীঃ।
গাংশিশো মকরন্দশ্চ জাহ্লনাখ্যঃ সমা ইমে॥
অরবিন্দো হলনামা শুচো বাঙ্গালদেবলৌ।
মহেশ্বরস্তথেশানো রোষো বাদলি-বামনৌ।

পূতিগোবৰ্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।
কানু কুতুহলাবেতৌ কাঞ্জিবংশসমুদ্ভবৌ।
উৎসাহগরুড়খ্যাতৌ মুখবংশপ্রতিষ্ঠিতৌ।
গাঙ্গোলী চ শিশোনামা কুন্দো রোষাকরস্তথা।
এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ সভায়াং বল্লালস্য চ।
রাজ্ঞঃ প্রপূজিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখাঃ।”
বাচস্পতিমিশ্ররচিত কুলরাম।

* কুলার্ণব নামক কুলাচার্য্য গ্রন্থের মতে নিম্নলিখিত ব্যক্তি বল্লালের স্বর্ণময়ী ধেনুদান গ্রহণ করিয়া পতিত হন,—শঙ্কর পীতমুণ্ডী, দিবাকর গড়গড়ি, ডাউক গুড়, দোকড়ি পিপ্পলী, মার্ত্তণ্ড, আনাই, গণাই, হাড়, বিটু ও গোপীবন্দ্য, দোকড়ি মাসচটক, মধুসূদন রায়ী, ববকুশারি, নারায়ণ কুশারি, নারায়ণহড়, কেশবনায়ারি, কেশবমহিন্তা, শকুনি চট্ট, নয়ারী তৈলবাটী, বিশ্বেশ্বর কুন্দ, মদন ও বিশ্বরূপ ঘোষাল, হাস্তগাঙ্গুলী, গৌতম পূতিতুণ্ড, পরাশর সিমলাই ও শঙ্কর ডিংসাই।

পণ্ডিতো মাধবাখ্যশ্চ কৃষ্ণ কুতূহল স্তথা।
সমানাঃ কথিতা এতে লক্ষ্মণেন প্রপুজিতাঃ॥''

ধ্রুবানন্দমিশ্র—মহাবংশাবলী।

লক্ষ্মণসেন বল্লালকর্তৃক মর্য্যাদা-প্রাপ্ত ১৭ জনকে এবং তৎকালে উৎসাহ ও গরুড়ের মৃত্যু হওয়ায় আয়িত, পণ্ডিত, মাধব (অভ্যাগত), কৃষ্ণ (কানু) ও কুতূহলকে লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ২১ জনকে মর্য্যাদা প্রদান করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করেন।

হরিমিশ্র-গ্রন্থে লিখিত আছে—মাধবাচার্য্য মহিন্তা, শরণি গুড়, অতিরূপ পিপ্পলী, রুদ্র চতুর্থ (চৌৎখণ্ডী), চাঁকু পারিহাল, চক্রপাণি গড়গড়ি, ঠোঠ রাইগ্রামী, জনার্দ্দন ডিণ্ডি, ধর্ম্ম কেশরকুনী, জগ হড়, নিশাপতি ঘণ্টা, মনোহর পীতমুণ্ডী, মুণ্ডীকর দীঘাঙ্গী, গুয়ি কুলভী এই ১৪ ব্যক্তি লক্ষ্মণসেনের সভায় গৌণকুলীন নামে প্রতিষ্ঠালাভ করেন (১)।

লক্ষ্মণের অধঃপতনে তৎপ্রতিষ্ঠিত কুলীনসমাজেরও দারুণ দুর্গতি হইয়াছিল, এড়ুমিশ্র পাঠে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা লক্ষ্মণসেনের পরেও তৎপুত্র কেশবসেন পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত কুলীনগণের সম্মানবর্দ্ধনে কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। হরিমিশ্র লিখিয়াছেন—

"বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণো ঽভূন্মহাশয়ঃ।
জন্মগ্রহ-ভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কো ঽভূদনন্তরম্।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিগ্রহান্।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়-রাজ্যং বিহায় চ।
মতিঞ্চাপ্যকরোদ্দ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদা পুনঃ।
প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্য-পদাম্বুজঃ।
এতৎ সভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণা নরাঃ।
নানাগুণ-সমাযুক্তা দ্বাবিংশতি কুলোদ্ভবাঃ।
ধনৈশ্চ রাজসম্মানৈঃ পিতামহ জিগীষয়া।
সম্বন্ধং কৃতবন্তশ্চ সর্ব্বে ভূধর-পুঙ্গবাঃ॥" হরিমিশ্র।

বল্লালের পুত্র রাজা লক্ষ্মণসেন মহাশয়, জন্মগ্রহ-ভয়ে ও দোষে তাঁহার কলঙ্ক ঘটিয়াছিল, তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কেশবসেন, তিনি যবনের ভয়ে গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করায়, পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগণের মর্য্যাদা-স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর সেনবংশে দনৌজামাধব জন্মগ্রহণ করেন, সকল নৃপতিই তাঁহার পদকমল পূজা করিতেন। এই মহারাজের সভায় (পূর্ব্বোক্ত) দ্বাবিংশতিকুলসম্ভূত বিবিধ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন। মহারাজ দনৌজামাধব পিতামহকে পরাজয় করিবার ইচ্ছায় অর্থাৎ তাঁহার পিতামহ কেশবসেন যাহা করিতে পারেন নাই, ইনি সেই মহাকার্য্য সাধনের অভিপ্রায়ে রাজসম্মানে ও ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

সেনবংশীয় কেশবসেনের পৌত্র রাজা দনৌজামাধব সুবর্ণ গ্রামের বিখ্যাত স্বাধীন রাজা ছিলেন, পৈনাম নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। বরণি প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে ইনি দনুজরায় নামে বর্ণিত হইয়াছেন। [কায়স্থ শব্দ ৬০৪ পৃষ্ঠা দেখ।] আবুলফজলের আইন-ই-অকবরী গ্রন্থে এই দনৌজা কেবল 'নৌজা'* নামে উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার সভায়—

"উধো গদো সমানৌ দ্বৌ গোবিন্দস্তৎসমো মতঃ।"

১ম সমীকরণ।

"বন্দ্যদাসো মহাদেবঃ মুখবংশে চ লৌলিকঃ।
বন্দ্যো বিনায়কশ্চৈব চত্বারঃ সদৃশা ইমে। ২য় সমীকরণ।
যোগীবন্দ্যোঽভবত্তুল্যো দেবলস্য তনূদ্ভবঃ।
দনৌজামাধবেনাসৌ রাজ্ঞা পূর্ব্বং পুরস্কৃতঃ॥" মহাবংশাবলী।

রাজা দনৌজামাধব কর্তৃক প্রথম সমীকরণে শির-ঘোষালের পুত্র উধো, শিশু-গাঙ্গুলীর পুত্র গদাধর ও বহুরূপ-চট্টের পুত্র গোবিন্দ এই ৩ জন এবং দ্বিতীয় সমীকরণে দাস, মহাদেব, বিনায়ক ও যোগীবন্দ্য এবং লৌলিক মুখ এই ৫ জন, সর্ব্বশুদ্ধ ৮ জন প্রধান কুলীন বলিয়া পুরস্কৃত ও সম্মান-প্রাপ্ত হন।

দনৌজা-মাধবের সভায় পঞ্চ মহাবংশসম্ভূত ৫০৮ জন ব্রাহ্মণ† উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা সকলে মিলিয়া ৫৬ গ্রামীন। এই ৫৬ গ্রামীরা দনৌজা কর্তৃক কুলীন, সাধ্য-

(১) "মহিন্তা মাধবাচার্য্যো গুড়িঃ শরণিকস্তথা।
পিপ্পলোঽপ্যতিরূপশ্চ চতুর্থো রুদ্রকস্তথা।
পারি চাঁকুপ্রসিদ্ধশ্চ চক্রপাণিস্তথা গড়ঃ।
রাইগ্রামী ঠোঠনামা ডিণ্ডিমুগজনার্দ্দনঃ।
কেশরো ধর্ম্মনামা চ জগনামা হড় সুধীঃ।
ঘণ্টা নিশাপতিখ্যাতঃ পীতমুণ্ডী মনোহরঃ।
* * * দীর্ঘমুণ্ডীকরস্তথা।
কুলভী গুয়িনামা চ ক্ষিতিপাল-প্রতিষ্ঠিতাঃ।
এতে পূর্ব্বং মহাত্মানঃ সভায়াং লক্ষ্মণস্য চ।
রাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে প্রতিগ্রহ-পরাঙ্মুখাঃ।" হরিমিশ্র।

* দনৌজা শব্দের অপভ্রংশে নৌজা হইয়া থাকিবে।

† "অষ্টাধিকাঃ পঞ্চাশতাঃ পুত্রাস্তেষাং মহাত্মনাম্।" হরিমিশ্র।

শ্রোত্রিয়, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সুসিদ্ধশ্রোত্রিয়, এবং অরি বা কষ্টশ্রোত্রিয় এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন (২)। যথা—

"বন্দ্যো মুখৈটী চট্টশ্চ গাঙ্গোলী পুতিরেব চ।
কাঞ্জির্ঘোষস্তথা কুন্দ এতে চাষ্টৌ মহাকুলাঃ॥" হরিমিশ্র।

বন্দ্য, মুখুটী, চট্ট, গাঙ্গুলী, পূতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল, ঘোষাল ও কুন্দ এই আটগ্রামীরা কুলীন।

ডিণ্ডি (ডিংসাই), পিপ্পলাই, দীর্ঘাঙ্গী, কুলভী, ইহারা সিদ্ধশ্রোত্রিয়।

হড়, গুড়, কেশর, মহিন্তা, পারিহাল, গড়্গড়ি, রায়ী, ঘণ্টেশ্বরী, পীতমুণ্ডী, চতুর্থ বা চৌৎখণ্ডী—ইহারা সাধ্যশ্রোত্রিয়।

লক্ষ্মণসেন প্রতিষ্ঠিত ২২ গ্রামী ভিন্ন শাণ্ডিল্যগোত্রে কুসুমকুলী, সেউ, কড়িয়াল, ঘোষলী, মাসচটক, বড়াল, বসুয়াড়ি, কুশি (কুশাড়ী), ঝিক্‌রাড়ী, বোকট্যাল; ভরদ্বাজ-গোত্রে সাহুড়ি বা সাহুড়িয়ান্; কাশ্যপগোত্রে শিম্‌লাই, পালধি, দগ্ধবাটী, পোষ বা পুষিলাল, তৈলবাটী বা তিলাড়ী, অম্বুলি, ভূরি, পলসাঁই, পাকড়ী, মূলী; বাৎস্যগোত্রে পূর্ব্ব, বাপুলি, হিজ্জল, কাঞ্জড়ী, সিমলাল; সাবর্ণগোত্রে পালিয়াল, বালি, নন্দি, সিদ্ধল, সাণ্ডে বা সাটেশ্বরী, দায়ী, শিয়াড়ি, নাঞ্রাড়ি এই ৩৪ গ্রামী সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

কুলভঙ্গ হইয়া যে বংশজ হইয়াছেন, এবং সিদ্ধ সাধ্য ও সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের মধ্যে যাঁহারা আচারভ্রষ্ট ও সমাজে নিন্দিত হইয়াছেন, এরূপ শ্রোত্রিয়কেও অরি কহে। যেমন বামন বন্দ্য, গোমাই গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

রাজা দনৌজা নিয়ম করিলেন,—

১। কুলীন ভিন্ন গোত্রীয় কুলীনে কন্যা বা ভগিনীর আদান প্রদান করিবেন, এরূপ না করিলে কুলভঙ্গ হইবে।

"শ্রোত্রিয়েষু প্রদানেন কুলীনানাং কুলক্ষয়ঃ।
শ্রোত্রিয়াণাং গ্রহাদেব কুলীনানাং কুলস্থিতিঃ॥" হরিমিশ্র।

২। কুলীনগণ সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধ এই তিন প্রকার শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিবেন। সিদ্ধ ও সাধ্যের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের কুল পবিত্র হয়*।

৩। অরির কন্যাগ্রহণ করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হয়†।

৪। এই সকল কারণে কুলীনের কুল নষ্ট হইবে—

"দান-ধ্যান-পরাঙ্মুখাঃ জিতো লুব্ধশ্চ মূর্খকাঃ।
সদা তস্য কুলং নাস্তি প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
কুলধ্বংসে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ডপিণ্ডয়োঃ।
বলাৎকারে কুলং নাস্তি ন কুলং করবর্জ্জিতে॥" হরিমিশ্র।

যিনি দান কিম্বা ধ্যান পরিত্যাগ করেন, অথবা কাম ক্রোধাদির বশীভূত হন, তাহার কুল নষ্ট হয়, লুব্ধ কিম্বা মূর্খেরও কুল থাকে না। কুল নষ্ট হইলে আর তাহাকে কুলীন বলা যায় না। রণ্ড ও পিণ্ডদোষ হইলে কুল থাকে না। বলাৎকার-দোষ ও করবর্জিত হইলেও কুল নষ্ট হয়।

৫। "আদৌ বংশপরিবর্ত্তঃ পশ্চাৎ বংশবলাবলম্।
সমীকরণমিত্যেব চতুর্ভিঃ কথ্যতে কুলম্॥
বংশাংশাভ্যাং কুলীনত্বং বংশাংশৌ চ তথা কুলম্।
কুল-মূলং তথা জাতিস্তদ্ধীনো হীনতাং গতঃ॥" হরিমিশ্র।

প্রথমে বংশের পরিবর্ত্ত অর্থাৎ কুলীন মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান, তাহার পর বংশের বল, বলাভাব ও সমীকরণ এই চারিটী দ্বারা কুল। বংশ ও অংশ কুলেরই কারণ, বংশ ও অংশ দ্বারাই কুলীন হয়, কুলের অভাবে সমাজে হীন হইতে হয়।

(২) "ষষ্ঠ-পঞ্চাশতো জ্ঞেয়া গ্রামিসংখ্যাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
চতুর্দ্ধাঃ শ্রোত্রিয়া জ্ঞেয়াঃ সিদ্ধসাধ্যসুসিদ্ধকাঃ॥
অরিরপ্যপরোজ্ঞেয়োযথার্থং নামতঃ শৃণু।" হরিমিশ্র।

৫৬ গ্রামীর নাম যথা—

"শাণ্ডিল্য বন্দ্য কুলভী কুলীকুসুম গড়্গড়ী।
ঘোষলী সেউ দীর্ঘকড়্যো মাসো বড়ালঃ কেশরঃ॥
পারির্বসুঃকুশি ঝিকো বোকট্টালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ডিণ্ডী রায়ী মুখশ্চৈব সাহুড়িশ্চ তথাপরঃ॥
ভরদ্বাজাশ্চ বিখ্যাতাশ্চত্বারঃ পৃথিবীতলে।
চটোগুড়িস্তথা শিম্‌লাঞ্চি-পালধীবো হড় গুথা॥
দগ্ধ-পোষ-স্তথাতৈল অম্বুলি ভূরিগাঞ্চিকঃ।
পলসা পর্কটী মূলী পীতমুণ্ডীচ কাশ্যপাঃ॥
পিপ্পলী ঘোষ-পূর্ব্বশ্চ পুতির্বাপুলিরেবচ।
হিজ্জলঃ কাঞ্জিলালশ্চ কাঞ্জড়ী চ চতুর্থকঃ॥
মহিন্তী সিমলালশ্চ এতে বাৎস্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গাঙ্গো ঘণ্টা পালি বালিঃ কুন্দো নন্দিশ্চ সিদ্ধলঃ।
সাণ্ডে দায়ী শিয়ো নাঞ্জি সাবর্ণ্যাঃ কথিতা ইমে॥
বন্দ্য মুখৈটী চটশ্চ কাঞ্জির্গাঙ্গোহড়ো গুড়ঃ।
পুতির্ঘোষস্তথাকুন্দশ্চতুর্থো রায়িকেশরৌ॥
দীর্ঘাঙ্গী পারি কুসভী মহিন্তা গুড়পিপ্পলী।
ঘণ্টা ডিণ্ডী পীতমুণ্ডী এতৈশ্চৈব কুলাচলাঃ॥
এতৎ সম্পর্কিণো বিপ্রাস্তে পূজ্যা লোক-সম্মতাঃ।" হরিমিশ্র।

* "তৎপঞ্চাম্নায়-সম্ভূতা বিপ্রা দ্বাবিংশতেবাহঃ।
সুসিদ্ধাঃ শ্রোত্রিয়া জ্ঞেয়া সংগ্রাহ্যাঃ কুলজৈঃ সদা॥
দ্বাবিংশতি-কুলাজ্জাতাশ্চারয়স্ত সুতাপতিষু।
তে সিদ্ধা শ্রোত্রিয়াঃ প্রোক্তাঃ সংগ্রাহ্যাঃ কুলজৈঃ সদা॥
শতডিণ্ডী পিপ্পলী দীর্ঘপ্রভৃতয়ঃ॥
যতস্তে সাধনে বিপ্রা যত্নাৎ সিদ্ধাস্তি বানরা।
তে সাধ্যাঃ শ্রোত্রিয়া জ্ঞেয়া দ্বাবিংশকুলজাঃ স্মৃতাঃ॥
হড়গুড়কেশরাদয়ঃ॥" হরিমিশ্র।

† "যৎকন্যা-লাভমাত্রেণ সমূলস্ত বিনশ্যতি।
দ্বাবিংশ-মধ্যা ভিন্না বা ত্যাজ্যাস্তে কুলনাশকাঃ॥
চান্দড়িয়া-চট্ট গোমাঞ্চা গাং বামন-বন্দ্যাদয়ঃ॥" হরিমিশ্র।

৬। শেষে এই নিয়ম করিলেন—

"আহূয় পণ্ডিতান্ সর্ব্বান্ প্রযচ্ছতি মহীপতিঃ।
মধ্যে সৎপণ্ডিতানাঞ্চ ধার্ম্মিকানাং দ্বিজোত্তমাঃ॥" হরিমিশ্র।

নরপতি পণ্ডিতগণকে আবাহন করিয়া ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিলেন।

এখন কথা হইতেছে, দনৌজামাধব কোন্ সময়ে কৌলীন্যমর্য্যাদা পুনঃ সংস্থাপন করেন? আইন্-ই অকবরীর মতে, লক্ষ্মণসেনদেবের পর তৎপুত্র মাধবসেন ১০ বর্ষ রাজত্ব করেন। [কায়স্থ শব্দ ৬০০ পৃষ্ঠা দেখ।] তাঁহার পর লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন রাজা হন। আইন্-ই-অক্‌বরীর মতে, কেশব ১৫ বর্ষ রাজত্ব করেন, কিন্তু ইহা ঠিক নয়। সম্প্রতি কোটালিপাড়া হইতে আর একখানি কেশবসেনদেবের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, মহারাজ কেশবসেন তাঁহার রাজ্যকালের ১৯শ বর্ষে বৎসগোত্রীয় বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মাকে বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভূমিদান করেন, তাহাই এই তাম্রশাসনে লিখিত আছে (১)। তৎপাঠে বোধ হয়, মহারাজ কেশবসেন ১৯ বর্ষেরও অধিককাল রাজত্ব করেন। তৎপুত্রও বহুদিন রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা না হওয়ায় প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকায় তৎসম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় না।

(১) মহারাজ কেশবসেনদেবের এই তাম্রশাসনখানি ইতিপূর্ব্বে কোন গ্রন্থে প্রকাশিত বা মুদ্রিত হয় নাই। নবাবিষ্কৃত বোধে উক্ত তাম্রশাসনের শেষভাগ উদ্ধৃত হইল———

"ইহ খলু স্কন্ধগ্রামপরিসরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ সমস্ত-সুপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজবৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বিজয়সেনদেবপাদানুধ্যাত-সমস্ত-সুপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ-নিঃশঙ্কশঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্রীম(দ্) বল্লালসেনদেবপাদানুধ্যাত সমস্ত-সুপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি-সেনকুলকমলবিকাসভাস্কর-সোমবংশপ্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্রত-গাঙ্গেয়-শরণাগত-বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজমদনশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানুধ্যাত অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্রয়াধিপতি সেনকুলকমলবিকাসভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজবৃষভাঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমৎকেশবসেনদেবপাদা বিজয়িনঃ। সমুপগতাশেষরাজ-রাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-মহাপুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধি-বিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-দৌঃসাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবল-হস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃত-গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়-পত্যাদীনন্যাংশ্চ সকলরাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষ-প্রবরান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ যথার্হং মানয়ন্তি বোধয়ন্তি সমাদিশন্তি চ বিদিতমস্তু ভবতাং যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে পূর্ব্বে অঠপাগগ্রামজঙ্গালভূঃ সীমা দক্ষিণে বারয়ীপাড়াগ্রাম ভূঃসীমা পশ্চিমে উঞ্চোকাপ্তী গ্রামভূঃ সীমা উত্তরে বীরকাপ্তী জঙ্গালসীমা ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ পোঞ্জীকাপ্তীগ্রামমধ্যাৎ কন্দর্পাশঙ্করা সমীপপদাতিষ্যধামার্ক···ক্ষিতিং শতপুরাণোত্তরচ(তু)স্ত্রিংশতিক ১৩৪ ষড়িঃ সী ভূহি ৬০০ তথা কন্দর্পাশঙ্করাশ ভূমৌ নারান্তর্প গ্রামে·······················স্বাভ্যাং স পুণ্যোতি পুরাণাধিক সংচ্ছিন্না ষট্‌শতিকাপত্তিকপোঞ্জীকাপ্তীগ্রামঃ সজলস্থলঃ সসাটবিটপঃ সোষরঃ সগুবাকনারিকেলস্তৃণবৃতি পূর্ব্বান্ত উপরোল্লিখিত চতুঃসি(সী)মাবচ্ছিন্ন পোঞ্জী···গ্রামোয়(ং)শিবপুরাণোক্ত-ভূমিদানফলপ্রাপ্তিকামনয়া বৎসসগোত্রস্য ভার্গব চ্যবন আপ্লুবত ঔর্ব্ব জামদগ্ন্যপ্রবরস্য পরাসরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বৎসসগোত্রস্য ভার্গব চ্যবন আপ্লুবত ঔর্ব্ব জামদগ্ন্যপ্রবরস্য গর্ব্বেশ্বরদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বৎসসগোত্রস্য ভার্গব চ্যবন আপ্লুবত ঔর্ব্ব জামদগ্ন্যপ্রবরস্য বনমালিদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বৎসসগোত্রায় ভার্গব চ্যবন আপ্লুবত ঔর্ব্ব জামদগ্ন্যপ্রবরায় শ্রুতিপাঠকায় শ্রীবিশ্বরূপদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় বিধিবদ্-(উ)ৎসৃজ্য শ্রীসদাশিবমুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন চতুর্দ্দশীয়াদীয় ভাদ্রাদিনা তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তো ঽস্মাভিঃ। পত্র-চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সাং শাসনভূহি ৫৪৭ তন্তবষ্টিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপিনৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ম্॥ ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ॥ আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বর্ণয়ন্তি পিতামহাঃ। ভূমিদোঽস্মৎকুলে জাতঃ স ন স্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥ বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ। আক্ষিপ্তা চাবমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্। স বিষ্ঠায়াং কৃমি র্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥ সচিবশতমৌলিলালিত-পদাম্বুজস্যানুশাসনিভূতঃ। শ্রীকোপিবিষ্ণুরভবৎ গৌড়মহাসান্ধিবিগ্রহিকঃ॥ শ্রীমন্মহাসাংকরণনি॥ শ্রীমহামত্তককরণনি। শ্রীমৎকরণনি॥ সং ১৯ আশ্বিন দিনে ১॥"

মিন্‌হাজের তবকাৎ-ই-নাসেরি নামক পারস্যভাষায় লিখিত ইতিহাসপাঠে জানা যায়, ১২৬০ খৃষ্টাব্দেও সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন। এরূপস্থলে কেশবসেনের পৌত্র দনৌজা-মাধব সম্ভবতঃ ঐ সময়ে বা উহার পরে রাজ্যলাভ করেন।

তারিখ-ই-বরনি নামক মুসলমান ইতিহাসপাঠে জানা যায়, সুবর্ণগ্রামের রাজা দনুজরায় প্রায় ১২৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীপতি বল্‌বন্‌কে জলপথে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইদিলপুরের প্রাচীন ঘটককারিকা পাঠে জানা যায়, দনৌজা যৌবনকালেই পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রতটে চন্দ্রদ্বীপ নামক স্থানে গিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। [কায়স্থের কৌলীন্য-বিবরণে দনৌজামাধবের পরিচয় দেখ।]

তিনি বহুদিন স্বাধীনভাবে রাজত্বের পর বুঝিয়াছিলেন যে, সে সময়ে সমাজসংস্কার একান্ত প্রয়োজন, সেই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের সমাজসংস্কারের জন্য কৌলীন্য-মর্য্যাদা এবং নূতন কুলনিয়মাদি প্রচার করেন। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দনৌজা কর্ত্তৃক উক্ত কুলবিধি প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

দেবীবরের মেল।—রাজা দনৌজামাধব কুলীনগণের সম্মান বৃদ্ধির জন্য, যে নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, শতাধিক বর্ষ পরে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল, প্রধান প্রধান কুলীন সন্তানেরা প্রায় সকলেই দোষাক্রান্ত হইল। সেই দারুণ সময়ে দেবীবর আবির্ভূত হন (১)।

রাজা দনৌজা-মাধব শেষ নিয়ম করেন যে, রাজাই আপন সভায় ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের মধ্যে যে অধিক গুণবান্ তাঁহাকেই কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিবেন। কিন্তু দেবীবরের সময়ে কেহ তেমন হিন্দু রাজা ছিলেন না, যিনি কৌলীন্যপ্রথার পুনঃসংস্কার করেন, এ সময়ে মুসলমান রাজাই সমস্ত বঙ্গে প্রবল। যেমন সময়—তেমনি নিয়ম হওয়া চাই।

বর্ত্তমান রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, দেবীবর ও যোগেশ্বর পণ্ডিত এক মাতামহের দৌহিত্র। যোগেশ্বর মুখ্যকুলীন, দেবীবর বংশজ। সুতরাং দেবীবর অপেক্ষা সমাজে যোগেশ্বরের সম্মান অধিক, যোগেশ্বর পণ্ডিত নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে একদিন মধ্যাহ্নে দেবীবরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন দেবীবর গৃহে ছিলেন না; তাঁহার মাতা যোগেশ্বরকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া, তথায় আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। যোগেশ্বর মাসীর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন, "মাসি! আমার মাতামহ আপনাকে যে কুলে সম্প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহাদের ঘরে পাদপ্রক্ষালনও করি না। অতএব আহারের জন্য অনুরোধ করিবেন না।" যোগেশ্বর অনাহারে চলিয়া আসিলেন, তাহাতে দেবীবরের মাতার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল। দেবীবর গৃহে আসিয়া মাতার মনঃক্ষোভের কারণ জানিতে পারিলেন। তিনি মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি শীঘ্রই তোমার ক্ষোভ দূর করিব। যোগেশ্বর আপনার সাধনা করিয়া আপনার নিকট অন্নভিক্ষা করিবে, যদি ইহা না করিতে পারি, তবে এ মুখ আর দেখাইব না, এ জীবন আর রাখিব না।" পরে তিনি দেবী আদ্যাশক্তির আরাধনা করিয়া বাক্‌সিদ্ধ হন, তখন হইতে তাঁহার নাম হইল দেবীবর। তিনি প্রকৃত সময় বুঝিয়া নানাস্থান হইতে প্রধান প্রধান ঘটকদিগকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া কৌলীন্যমর্য্যাদার পুনঃসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে এক মহাসভা হইল।

সভায় সকল প্রধান কুলীন ও ঘটকেরা আহূত হইলেন। দেবীবর বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, অধিকাংশ কুলীনই নবগুণবিহীন হইয়াছেন। তিনি দোষ দেখিয়া একপ্রকার দোষাশ্রিত কুলীনকে এক এক দলে রাখিলেন, তদনুসারে এক একটী মেল* হয়। এইরূপে সমস্ত কুলীনকে

(১) দেবীবর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক এবং চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। নুলা পঞ্চাননের কারিকায় লিখিত আছে—

"চৈয়ে ছোঁড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম।
রঘো বেটা মোটা বুদ্ধি ঘটে করে থাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধরে যে করেছে মাথ॥
তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত॥
শচী-ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়।
মাতাপত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়॥
এই কালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধূম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম॥
এই কালে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যায়ে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥
দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীনপুত্র কুলে হয় সার॥" নুলা পঞ্চানন।

* মেল—অর্থাৎ দোষ-মেলন।

ছত্রিশ মেলে বিভক্ত করিলেন। যোগেশ্বর-পণ্ডিতের কুল-বিচারের সময় দেবীবর দ্বিভাবযুক্ত এক শ্লোক আওড়াইলেন, তাহাতে প্রথমে সকলে মনে করিলেন, যোগেশ্বর-পণ্ডিত নিষ্কুল হইলেন, পরে তিনি দেবীবরের বাটীতে অন্নগ্রহণ করিলে, পুনরায় কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। এইরূপে দেবীবর তাঁহার গুরু শোভাকরকেও নিষ্কুল করেন, তাহাতে শোভাকর তাঁহাকে অভিশাপ দেন। ঘটকেরা বলেন, দেবীবর সেই শাপে নির্ব্বংশ হন।

উপরোক্ত প্রবাদটী কতদূর সত্য? তৎপক্ষে অনেক সন্দেহ আছে। যোগেশ্বর-পণ্ডিতের জন্যই যে দেবীবর দোষী কুলীনকে লইয়া নূতন কুলনিয়ম প্রচার করেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। দেখা যায়, দেবীবর তখনকার কুলীন-সন্তান প্রধান প্রধান পণ্ডিতকে লইয়া মেল স্থাপন করেন। ইহাতে বোধ হয়, দেবীবরের পূর্ব্বে সকল কুলীনেই দোষ স্পর্শিয়া ছিল, তিনি যাঁহাদের অল্প দোষ পাইয়াছিলেন, অথচ যে কুলীনসন্তান প্রধান প্রধান পণ্ডিত বলিয়া তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এইরূপ ব্যক্তিকেই তিনি মেলবদ্ধ ও কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন। দেবীবর নিজে ঘটক ছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন নবগুণহীন হইলেও যদি কুলীন-সন্তানকে কুলীন বলিয়া পর্য্যায়বদ্ধ না করা যায়, তাহা হইলে ঘটকের ব্যবসা একপ্রকার উঠিয়া যাইবে, তখনকার ম্লেচ্ছরাজত্বে তাঁহার ন্যায় কুলশাস্ত্রজীবী ঘটকগণের জীবিকা-নির্ব্বাহও মহাকষ্টকর হইবে। এই কারণে তিনি সকল ঘটককে একত্র করিয়া দোষাশ্রিত ও নবগুণবিহীন হইলেও তৎকালীন যোগেশ্বর-পণ্ডিত, সর্ব্বানন্দ, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন ও তাঁহাদের সন্তানগণ ৩৬ মেলে বদ্ধ হন। সুবিখ্যাত বাসুদেব-সার্ব্বভৌম, রামাচার্য্য, রামতর্কবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তৎকালে কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। দেবীবরের পূর্ব্বে ও দনৌজামাধবের পরেও কুলাচার্য্যগণ কর্তৃক কয়েকবার কুলীন ব্রাহ্মণের সমীকরণ হইয়াছিল, ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশাবলী ও চতুরানন-ঘটক-রচিত চতুরাননীয় সমীকরণ গ্রন্থ পাঠ করিলে, এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। রাজা দনৌজামাধব রাঢ়ীয় কুলীন মধ্যে পরিবর্ত্ত-বিধি স্থাপন করেন, তাহাতে সপর্য্যায় হইতে কন্যা গ্রহণ ও সপর্য্যায়ে কন্যা দান করিতে হইত, এরূপস্থলে কন্যার অভাবে পরিবর্ত্ত ঘটিত না, তাহাতে সময়ে সময়ে অনেক কুলীনের বিবাহে গোল বাঁধিত। দেবীবর অপরাপর ঘটকের সহিত পরামর্শ করিয়া সমানপর্য্যায়ে, পিতৃপর্য্যায়ে ও পুত্র পর্য্যায়ে আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে রাঢ়ীয় কুলীন-ব্রাহ্মণের মধ্যে আর্ত্তি, ক্ষেম্য ও উচিত বা তুল্য এই তিন প্রকার কুল হইল। পিতৃপর্য্যায়ের সহিত আদান প্রদান করিলে আর্ত্তি, পুত্রপর্য্যায়ের ব্যক্তির সহিত আদান প্রদান করিলে ক্ষেম্য এবং সমান পর্য্যায়ে দানগ্রহণ করিলে উচিত কুল হয় (১)।

এই তিন প্রকার কুল প্রত্যেকটী আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—আর্ত্তি, কিঞ্চিদার্ত্তি, অত্যার্ত্তি; ক্ষেম্য, কিঞ্চিৎ-ক্ষেম্য, অতিক্ষেম্য; ন্যূন, লভ্য, তুল্য বা উচিত। ঘটকেরা এই ৯ ভাগকে 'অংশ' শব্দে নির্দ্দেশ করেন *।

এতদ্ভিন্ন ঘোষাল, কাঞ্জিলাল, কাঁটাদিয়ার বন্দ্য, গয়ঘড় বন্দ্য, বিভোবংশীয় চট্ট, পাটুলীর চট্ট, অবসতি চট্ট, পুতিতুণ্ড ও থনিয়া এই ৯ ঘর মধ্যাংশ নামে কথিত হইয়া থাকে। এই ৯ ঘর মধ্যে কুলীনগণ পরস্পর কুল করিলে, তাহাকে লভ্য কহে।

এ ছাড়া রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে—কাচনা, গুঙ্গ পীতাম্বরী, ধনিয়া, বাৎস্যকান্ত্রী প্রভৃতি ৪২ প্রকার ভাব আছে, এই ৪২ প্রকার ভাব কোন্ সময়ে প্রচলিত হয়, তাহা ঠিক জানা যায় না।

দেবীবর আদান, প্রদান, কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা এই চারি প্রকার নিয়মও করিয়াছিলেন (২)।

এই সময়ে কৌলীন্যমর্য্যাদা পুরুষানুক্রমিক হইল (৩)। দনৌজামাধব প্রভৃতির পূর্ব্ব নিয়মে যে সকল দোষে কুলীনের কুলনষ্ট হইত, দেবীবরের সময় হইতে সেই সকল দোষে অর্থাৎ রণ্ড, পিণ্ড, বলাৎকার, বিপর্য্যয় প্রভৃতি দোষেও কুলীনের কুলপাত হইত না (৪)। দেবীবরের নিয়মে উত্তম

(১) "পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানন্তু ক্ষেমাকম্।
উচিতন্তু সমানঃ স্যাৎ ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে॥" মিশ্র।
"আর্ত্তিঃ ক্ষেমাঽচিতন্তু পরিবর্ত্ত ইতি ত্রিভিঃ।"
বাচস্পতিমিশ্রকৃত কুলরাম।

* "আর্ত্তিস্ত্রিধা ত্রিধা ক্ষেম্যো মধ্যাংশো নবধা স্মৃতাঃ।" হরিকবীন্দ্র। ধ্রুবানন্দমিশ্রের মহাবংশাবলীগ্রন্থে অংশের বিকৃত বিবরণ লিখিত আছে।

(২) "আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞাঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্তশ্চতুর্ব্বিধঃ॥" কুলদীপিকা।

তুল্য ও তদুৎকৃষ্টবংশের কন্যা গ্রহণকে আদান, তুল্য বা তদুৎকৃষ্টবংশে কন্যা সম্প্রদানের নাম প্রদান, কন্যার অভাবে কুশময়ী কন্যাদানকে কুশত্যাগ এবং কন্যাভাবে কুশময়ী কন্যা করিয়া উভয়পক্ষে ঘটক সমক্ষে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া পরস্পর কন্যাদানকে ঘটকাগ্রে-প্রতিজ্ঞা বলা যায়।

(৩) "আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়।
কুল গুণ মহাগুণ পুরুষ-ক্রমে পায়॥" কুলসার।

(৪) "স্বজন সম্বন্ধ হয় পিণ্ড ঠেকে মাথে।
ধর্ম্মের বিচার নাহি কুল রয় যাতে॥

কুলীন সংস্পর্শে আর কোন দোষ থাকে না (৫)। কেবল যদি কুলীন শ্রোত্রিয়কে কন্যা প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার কুলভঙ্গ হইয়া তিনি বংশজ হন (৬)। দেবীবরের পূর্ব্বে বংশজেরা সমাজে অতি নিন্দিত ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বংশজ ছিলেন বলিয়া কুলীনের পর এবং শ্রোত্রিয়ের উপরে বংশজের সম্মান স্থাপন করিলেন। কুলভঙ্গ হইবার পর সাত পুরুষ অবধি বংশজের সম্মান থাকে, তৎপরে তিনি শ্রোত্রিয়ভাবাপন্ন হন। দেবীবরের কিছু পরে গাঙ্গবংশীয় নবাব-কর্ম্মচারী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার নামে একজন কুলীন বংশজ হইয়া সমস্ত কুলীনের কুল নষ্ট করিতে উদ্যত হন। তখন কুলাচার্য্যেরা তাঁহাকে গোষ্ঠীপতি-পদে অভিষিক্ত করেন এবং তখন হইতে এই নিয়ম হইল যে, গোষ্ঠীপতি আপনার সকল কন্যাই কুলীনে সম্প্রদান করিবেন এবং কুলীনও গোষ্ঠীপতির কন্যা গ্রহণ করিলে ও তাঁহার অন্নগ্রহণ করিলে সম্মানিত হইবেন। (৭) এখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে বড়িসার সাবর্ণ-চৌধুরী প্রভৃতি বংশজের মধ্যে প্রধান গোষ্ঠীপতি। এ ছাড়া সিদ্ধশ্রোত্রিয়-গোষ্ঠীপতিও আছেন।

প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকাপাঠে জানা যায় যে, দনোজামাধবের সময়ে যেরূপ চান্দড়িয়া চট্ট, গোমাঞি গাঙ্গ, বামনবন্দ্য প্রভৃতি অর্থাৎ ৮ ঘর কুলীনের মধ্যে যাহারা কৌলীন্যমর্য্যাদা পান নাই অথবা যে শ্রোত্রিয়ের কুলে দোষ ছিল ও কুলনাশক বলিয়া যাহাদের কন্যাগ্রহণও কুলীনের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা যেমন "অরি"; দেবীবরও সেইরূপ কেশরকুনী, চৌৎখণ্ডী, পীতমুণ্ডী, ঘণ্টেশ্বরী, কুলভি, গড়গড়ি এবং রায়ী এই সপ্তগ্রামীকে অরি বা কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করেন, এই ৭ গাঁঞির কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের কুলপাত হয় (৮)। বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন—

"অত্র গর্ত্তোদ্ভবা এতে ব্রহ্মধর্ম্মবহিস্থিতাঃ।
অধমা ব্রাহ্মণাজ্ঞেয়াঃ কষ্টশ্রোত্রিয়সংজ্ঞকাঃ॥" কুলরাম।

যাঁহারা ব্রাহ্মণধর্ম্ম পালন করেন না, তাহাদেরই সন্তানেরা কষ্টশ্রোত্রিয় নামক অধম ব্রাহ্মণ।

কিন্তু দেবীবরের পরে কোন কোন প্রধান কুলীন কষ্টশ্রোত্রিয়-কন্যা বিবাহ করিয়াও ঘটকের কৃপায় মার্জ্জিত হইয়াছেন।

লক্ষ্মণসেনের সময়ে কুলীন ও গৌনকুলীনের মধ্যে ২২ গ্রামী এবং দেবীবরের পূর্ব্বে ৮ গ্রামী কুলীনদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলিত, তাহাতে কুলীনদের পক্ষে কতকটা সুবিধা ছিল, দেবীবর কুলীনদিগকে মেলবদ্ধ করিয়া সেই সুবিধা হইতেও বঞ্চিত করিলেন, বারেন্দ্রশ্রেণী মধ্যে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া অনেক কুলীন-পুত্র ও কুলীনকন্যার বিবাহের অন্তরায় ঘটাইয়া ছিলেন, দেবীবরের নিয়মানুসারে পাল্টী ঘর ভিন্ন কুলীনের পক্ষে আদান প্রদান অবিধেয় হওয়ায়, রাঢ়ীয় শ্রেণী মধ্যেও মহা অনর্থ সংঘটিত হইল; উপযুক্ত পাত্র ও করণীয় ঘর অভাবে অনেক কুলীন-কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় যৌবনসীমা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, মৃতকল্প ৬০ বর্ষের বৃদ্ধবরে এক সময়ে অষ্টম হইতে পঞ্চাশৎ বর্ষীয়া ৮।৯ টী কন্যা সমর্পিত হইতে লাগিল। কত বৃদ্ধা কুলীনকন্যা অবিবাহিত অবস্থায় জীবন বিসর্জ্জন করিলেন!

দেবীবর প্রতিষ্ঠিত ৩৬ মেলের নাম—১ খড়দহ, ২ ফুলিয়া, ৩ বল্লভী, ৪ সর্ব্বানন্দী, ৫ সুরাই, ৬ আচার্য্যশেখরী, ৭ পণ্ডিতরত্নী, ৮ বাঙ্গালপাশ, ৯ গোপালঘটকী, ১০ ছায়ানরেন্দ্রী, ১১ বিজয়পণ্ডিতী, ১২ চাঁদাই, ১৩ মাধাই, ১৪ বিদ্যাধরী, ১৫ পারিয়াল, ১৬ শ্রীরঙ্গভট্টী, ১৭ মালাধরখানী, ১৮ কাকুস্থী, ১৯ হরিমজুমদারী, ২০ শ্রীমন্তখানী, ২১ প্রমোদনী, ২২ দশরথঘটকী, ২৩ শুভরাজখানী, ২৪ নড়িয়া, ২৫ রায়, ২৬ চট্টরাঘবী, ২৭ দেহাট্যা, ২৮ ছয়ী, ২৯ ভৈরবঘটকী, ৩০ আচম্বিতা, ৩১ ধরাধরী, ৩২ রাঘবঘোষালী, ৩৩ শুঙ্গসর্ব্বানন্দী, ৩৪ শতানন্দখানী, ৩৫ চন্দ্রপতী, ৩৬ বালী। দেবীবরের মেল স্থাপনের পর, শ্রীবর্দ্ধনী, সিদ্ধান্তী, ঠেকা, নিজনরেন্দ্রী প্রভৃতি কয়েকটী শাখা মেল হইয়াছে।

উৎসাহমুখুটীর বংশোদ্ভব ফুলিয়া-গ্রামবাসী গঙ্গানন্দ হইতে ফুলিয়া মেল হয়। ফুলিয়া দুই প্রকার, ছোট ফুলিয়া

রও পিও বলাৎকার বিপযায় পাই।
ঘটকেতে বলে তার দোষ নাহি গাই।" কুলসার।

(৫) "দোষ পায় যদি তায় প্রায়শ্চিত্ত ধরে।
কুলবেদে প্রায়শ্চিত্ত যদি কুল করে।
অসৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ম্ম।
লোহারে করয়ে সোণা পরশের ধর্ম্ম।" কুলসার।

(৬) "শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্ত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ।" ধ্রুবানন্দ।
"তে কুলীনা মতা যেষাং যোগ-ভঙ্গো ন জায়তে।
যেষাং যোগাস্তবেস্তঙ্গঃ কুলজাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ। কুলরাম।"

(৭) "কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়াঃ সর্ব্বে যস্যান্নং ভুঞ্জতে মুহুঃ।
কুলীনায় সুতাং দত্ত্বা স গোষ্ঠীপতিরুচ্যতে।" কুলার্ণব।
"কুলমধ্যে কোন জন বিসর্পণ ফণী।
গোষ্ঠীপতি হয় সেই বিষমাণ মণি।
গোষ্ঠীপতির কাছে গিয়া যে কুলীন রন।
সুমেরু আশ্রয় যেন থাকে দেবগণ।" কুলসার।

(৮) "কেশরকুনী চৌৎখণ্ডী পীতঘণ্টা-কুলভি-গড়রায়িকা অরয়ঃ।
কন্যাগ্রহণযোগ্যাস্তে সপ্তৈতে কুলশত্রবঃ।" বাচস্পতিমিশ্র।

ও ফুলিয়া। এই মেলে মাধবরায়ী ও নারায়ণদাসী নামে দুই অংশ আছে। খড়দহ মেলে যজ্ঞেশ্বরী, বৈদ্যনাথী, হরিমিশ্রী, সিদ্ধান্তী ও পঞ্চানর্থী (১) এই পাঁচ ভাগ, কাশ্যপ-কাঞ্জড়ী থাক-ও চাঁদবল্লভী যূথ আছে।

প্রচলিত মেলমালা, হরকুলাচার্য্য রচিত দোষচন্দ্রপ্রকাশ, দোষাবলী প্রভৃতি কুলাচার্য্যকারিকায় যে মেলে যে দোষ লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

খড়দহ—"প্রকৃতি গরিষ্ঠকুল খড়দহ গণি।
বিশোর ঘরে কামদেব কুলচূড়ামণি॥
যোগেশ্বর মধুদোষে লোকে বলে ক্ষীণ।
নীলকণ্ঠে কিবা দোষ চন্দ্রেতে মলিন॥" মেলপ্রকাশ।
"গড়গড়ি দোষে হরি অচেতন।
সুরাসংগ্রহ দোষে হরি মদন॥
মধুদোষে খড়দহ বাখচনে।
সেই দোষে মেল হইল ঘটকে বাখানে॥" দোষচন্দ্রপ্রকাশ।

ফুলিয়া—"ফুলিয়া সরস কুল মেলের প্রধান।
গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য সূর্য্যের সমান॥
হিরণ্য উদয় মধ্যে নাথাই নন্দন।
গঙ্গানন্দ কুলে কৃতী ঘোষে সর্ব্বজন॥" মেলপ্রকাশ।
"কাশীশ্বর-সুত হরিহর ফুলিয়ার মুখুটী।
ভাল বিভা ছিল তার জুনিদগাঁয়ের বেটী॥
বিধির নিয়ম ছিল পজা মরে রণ্ডে।
ধরিল ছাড়িল ধরা আনচানের পিণ্ডে॥
চতুর্ভুজ ভাঙ্গে আর্ত্তি শ্রীগোপালে।
নীলকণ্ঠে ধোঁদাবাদ লেগে গেল গলে॥
এই দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে জন্মেজয়।
তদবধি ফুলিয়া মেল হইল নিশ্চয়॥
কাজীর বেটা জাফরখানী নবাই খান্দারে।
নান্দাবন্দ্য সুতাঘরে আফিঙ্গ বিহরে॥
পানদোষে নারায়ণদাসে এতেক ফুলিয়া যায়।
বীরভূমের বসন্ত ফুটিল কাব্য গায়॥" দোষচন্দ্রপ্রকাশ।

বল্লভী—"মিথ্যা পিণ্ডদোষ খালি বল্লভের কুলে।
কার্য্যাভাসে বন্দ্যগৌরী আইলা সেই মেলে॥
উভয়গত বিরস ঘটকে পায় সন্ধি।
মধুর খাতক হৈল মেল দেখি খতের বন্দি॥" মেলপ্রকাশ।

সর্ব্বানন্দী—"সর্ব্বানন্দের মেল মহিলান্ দায়।
বড় লাজ পাইলা শেষে পিণ্ড মাখিয়া গায়॥
তাহার পর আর দোষ আছে ত বিস্তর।
ধান্দুবামন বিশো চট্ট বর্ণসঙ্কর॥" মেলপ্রকাশ।

পণ্ডিতরত্নী—"দেবকীনন্দনের কুল স্বতন্তর বাটী।
গরুড় দেবই লইয়া যার কুলের পরিপাটী॥
আঠাকাঠী দুই ভাই বন্দ্যঘটী আগে।
রায়দোষ বলাৎকার সুখনালী লাগে॥
প্রজাপতির দোষ খালি সর্ব্বলোকে ঘোষে।
মেল হৈল দৈবকী পিতামহের দোষে॥" মেলপ্রকাশ।

বাঙ্গাল—"বঙ্গকুল মেল খালি লিখি জাতি দোষে।
হিরণ্যহেড়ো মধুতে মদ সর্ব্বলোকে ঘোষে॥"
মেলপ্রকাশ।

সুরাই—"তাহার পাছে লিখি মেল সুরাই পুতিতুণ্ড।
সঙ্গদোষ খালি যার কুলে বড় দণ্ড॥
যেই দোষে হরিমুখ হইলা নিকস।
সেই দোষে সুরাই মেলের অপযশ॥
সুখনালা দোষে আঠা কেহ বলে কন্যাপণ।
পঞ্চানর্থা-দোষে ছাড়ে দৈবকীনন্দন॥" মেলপ্রকাশ।

গোপালঘটকী—"গোপালঘটকের কুল নির্ম্মল ছিল।
পুত্রের কারণে সেও হড়দোষ পাইল॥" মেলপ্রকাশ।

শতানন্দখানী "সর্ব্বানন্দের খাতক হৈলা গৌরীবর করণে।
শতানন্দ-খানী দোষ কেহ কেহ জানে॥" মেলপ্রকাশ।
"মুখবংশে শতানন্দখাঁ মহাশয়।
বিবাহদোষ ধরা-বাঁধা করি বিপর্য্যয়॥" মেলমালা।

ছায়ানরেন্দ্রী—"নরেন্দ্রমিশ্রের ছায়া নিত্যানন্দে ঠেকে।
ছায়ানরেন্দ্রী মেল তে কারণে ডাকে॥" মেলপ্রকাশ।

(নরেন্দ্রী)—"নরেন্দ্রমিশ্রের কুল আছিল ভাল।
মুখুটী পাইয়া কুল হইয়া গেল কাল॥" মেলপ্রকাশ।

(১) "রজনী চ তথা বিষ্ণুঃ কাশ্যপো বন্ধুকঃসনাঃ।
আচার্য্যশেখরশ্চৈব পঞ্চানর্থাঃ কুলাঙ্কুশাঃ॥"

১ম, রজনীকরঘটকে সন্দিগ্ধ শ্রোত্রিয় (কাঞ্জড়ি ও কাম্বিলাল সন্দেহ)।
"রজনী কবির কন্যা বিয়ে বান্ধবরে।
সন্দিগ্ধ করিয়া গালি দিল দেবীবরে॥
দোষ পাইয়া বাণীনাথ হইল দুর্গিত।
হেনকালে গঙ্গানন্দ উঠে আচম্বিত॥" দোষাবলী।

২য়, ভগীরথের পুত্র মনোহর, তৎপুত্র দৈবকীনন্দন, ইনি বিষ্ণুশর্ম্মার কন্যা বিবাহ করেন, তাহাতে পেয়াড়ী বা গাঙ্গসন্দেহ। ৩য়, কামদেবের পুত্র শ্রীধর, তৎপুত্র পুরাই, ইনি বন্ধুক সনাতনের কন্যা বিবাহ করেন, বন্ধুকের পালধি বা চট্ট সন্দেহ হয়। ৪র্থ, গঙ্গানন্দের খুল্লতাত পাচু বিষ্ণুশর্ম্মার কন্যা বিবাহ করেন, বিষ্ণু কুশারি কি বন্দ্য প্রকৃত কোন গাঁঞি, তাহাতে সন্দেহ জন্মে। ৫ম, কাঁটাদিয়া বন্দ্য সুন্দরের পুত্র বিষ্ণু আচার্য্যশেখরের কন্যা বিবাহ করেন। আচার্য্যশেখরের ঘোষাল বা পূর্ব্বগ্রামী এরূপ সন্দেহ ছিল। এই পাঁচ সন্দিগ্ধদোষে পঞ্চানর্থা।

"নিজ নরেন্দ্রী কুল গণনাতে দেখি।
সংশয় পিতার দোষে বলাৎকার লিখি॥" মেলমালা।
বিজয়পণ্ডিতী—"বিজয়পণ্ডিতের কুলে বড়ই আঘাত।
কাংসধানী দোষ আর শুষ্ক পরিবাদ॥" মেলমালা।
"বিজয়পণ্ডিত লিখি সাগরদিয়ার বংশে।
কুলবাদ গুড়দোষ ত্রুটি এই অংশে॥" মেলচন্দ্রিকা।
আচার্য্যশেখরী—"দিগম্বরসুত লিখি আচার্য্যশেখর।
অকৃতিদোষ রায়ের দোষে হয় অথান্তর॥
কাঁটাবান রায়ের দোষে জাতিদোষ আছে।
গলা কাটা গেল কন্যা সেই দোষ পাছে॥"মেলপ্রকাশ।
"আচার্য্যশেখরের মেল প্রধান যবন।
এই কুলে কুলীনমাত্র নাহি কোনজন॥" মেলচন্দ্রিকা।
চট্টরাঘবী—"প্রধান বঙ্গভূষণ চট্টরাঘব।
পরমানন্দ চট্টের পাকে পায় পরাভব॥
নড়িয়াতে গঙ্গাধর তপস্যাতে ব্যাস।
চট্টরাঘবের দোষে হয় সর্ব্বনাশ॥" মেলমালা।
বিদ্যাধরী—"পাঠক বিদ্যাধর তেন মত লিখি।
রায়দোষ বলাৎকার বিবাহদোষ দেখি॥" মেলপ্রকাশ।
চাঁদাই—"লম্বোদরসুত দুই চাঁদাই মাধাই।
ব্রহ্মহত্যা চৌৎখণ্ডীদোষে না পায় ঠাঁই॥" মেলমালা।
(বা চন্দ্রশেখরী)—"চন্দ্রশেখরের মেল ব্রহ্মহত্যা দোষে।
চৌৎখণ্ডী গুড়ের দোষ সর্ব্বলোকে ঘোষে॥" মেলচন্দ্রিকা।
মাধাই—"বন্দ্যমাধবের কুল কহিব বিশেষে।
পিণ্ড খাইয়া মনা চট্ট গেল অবশেষে॥" মেলপ্রকাশ।
মালাধরখানী—"কুন্দে বিয়া মালাধর ফুলিয়ার ভঙ্গ।
নিতাই হরিদাস আর দিগম্বর সঙ্গ॥" মেলচন্দ্রিকা।
"ধন যেচে মৃত্যুঞ্জয় যবনেতে যায়।
তৎসুত মালাধর কুন্দদোষ পায়॥
পাটনীয়া চতুর্ভুজ বশিষ্ঠের বেটা।
কেশবের পৌত্র সে তাতে রণ্ডের ঘটা॥
তাহারে করিয়া রণ্ড মালাধর পায়।
চতুর্ভুজ পাল্‌টী হইল ঘটকেতে গায়॥" দোষাবলী।
প্রমোদনী—"প্রমোদনী মেল লিখি ধরা বাঁধা অতি।
বিপর্য্যায় রায়ের দোষে করে বাপ পুতি॥" মেলপ্রকাশ।
শ্রীরঙ্গভট্টী—"শ্রীরঙ্গভট্ট বিপর্য্যায় রায়ের দোষ বড়।
বিবাহদোষে শ্রীরঙ্গভট্ট অথান্তর দড়॥" মেলমালা।
কাকুস্থী—"কাঞ্জিবিল্ল বিবাহদোষে কাকুস্থমিশ্র আর।
খারিদোষ পরিবাদ মেলেতে শা খাঁর॥" মেলচন্দ্রিকা।
বালী—"শ্রোত্রিয়ান্ত বালী-মেল কিবা তার কুল।
তথাচ লইল লোকে কেবল ভাগ্যমূল॥" মেলপ্রকাশ।
"খানকুলি যার পাছে রাঘবঘোষালে।
শুঙ্গসর্ব্বানন্দী—শুঙ্গসর্ব্বানন্দী মেল কেহ কেহ বলে॥"
রাঘবঘোষালী—"গাভোবংশে রাঘব ঘোষাল-চূড়ামণি।
পরাশরচট্টে আর্ত্তি রণ্ড পান তিনি॥
কাঁচনার মুখটী বাসু করে বলাৎকার।
ঘোষালী হইল মেল রাঘবে চমৎকার॥" দোষাবলী।
"অর্জ্জুনের পৌত্র বাসু কাঁচনার মুখটী।
রাঘবঘোষালে হইল তাহার পাল্‌টী॥" মেলমালা।

চন্দ্রপতি—"পরিবেত্তা পরিবেত্তী চন্দ্রপতি মেল।
ধরা বাঁধা রায়ের দোষ জাতিদোষ গেল॥" মেলমালা।
ভৈরবঘটকী—"ভৈরবঘটকের কুল কহিব বিশেষে।
পরিবর্ত্ত বিপর্য্যায় সর্ব্বলোকে ঘোষে॥" মেলচন্দ্রিকা।
"ভৈরবঘটক ঘোষ রাঘব মহাশয়।
রায়ের দোষ ধরা বাঁধা করে অতিশয়॥" মেলমালা।
ধরাধরী—"তাহার পাছে মেল ঘোষ ধরাধর।
শৌরী পিণ্ড খাইয়া তথা হইলা ফাঁফর॥" মেলপ্রকাশ।
দেহাট্যা—"দেহাট্যা মেলের তবে শুন হরি গতি।
পিথাই দানপতি করি হারাইল জাতি॥" মেলমালা।
পারিয়াল—"অবসতি দিগম্বর কুলচূড়ামণি।
পজোর বেটা নিধাই করি খঞ্জ পান তিনি॥
ভৈরব-ঘটকে করি বলাৎকার পাইয়া।
তৎসুত রাঘব করে পারিয়ালে বিয়া॥
আর্ত্তি করেন পাঁচু বন্দ্য পশাই বন্দ্যের বেটা।
তাহারে করিয়া হইল বলাৎকারের ঘটা॥" দোষাবলী।
"অনেক মেলের কুলে আঠা উঠা আছে।
শ্রীরামখাঁয়ের কুল পারিয়াল দোষ পাছে॥" মেলপ্রকাশ।
আচম্বিতা—"আচম্বিতা হইল মেল নানা দোষ পাইয়া।
গোবিন্দসুত বিদ্যাধর গুড়ে করে বিয়া॥
চক্রপাণি-মুখে মেল হইল আচম্বিত।
গৌতম-ঘটক পাল্‌টী নাহি হিতাহিত॥" দোষাবলী।
দশরথঘটকী—"দশরথ-ঘটক তবে মেল করে আর।
বিবাহদোষ ধরা বাঁধা ঘোষায় সংসার॥"
ছয়ী—"ছয়ী বশিষ্ঠের সুত বিকর্ত্তনের নাতি।
সুদর্শনের সুত সে শ্রীকর সন্ততি॥
গোমাই দামরি তাহার কন্যা নিল হরি।
কেশব বন্দ্যে ক্ষেম্য করেন বলাৎকার করি॥
রণ্ড পাইলেন তিনি খঞ্জদোষ তায়।
ছয়েতে হইল ছয়ী ঘটকেতে গায়॥" দোষাবলী।
শ্রীমন্তখানী—"নরাই শ্রীমন্তখানী বরাই ছায়া ডাকে।
এই দুই দোষেতে সুরাই ঠেকিলেন বিপাকে॥
আসায়ের বিভা কন্যা সুলভা সুন্দরী।
শ্রীমন্তে হইল মেল পাল্‌টী ত্রিপুরারি॥" মেলমালা।
নড়িয়া—"গুণাকরে আর্ত্তি করে গুড়দোষ পেয়ে।
পিতৃবরে বিভা করে আচার্য্যের মেয়ে॥" মেলমালা।
হরিমজুমদারী—"যবনদোষ পাইয়া হরি যান গড়াগড়ি।
শ্রীনিবাস ঘোষাল ক্ষেম্য বলাৎকার করি॥
হরিতে হইল মেল হরি-মজুমদারী।
সুদর্শন-বংশেতে নিবাস পাল্‌টী হইল তারি॥" মেলমালা।
শুভরাজখানী—"আখণ্ডল-বংশে নাম মাধব বাঁড়ুরি।
শুভরাজ খানী সে ছিল উপাধিধারী॥
মাধবের বাপের বিয়ে পীতমুণ্ডী হয়।
গৌরীবর গাঙ্গযোগ পরেতে সে পায়॥
গৌরীর যবনদোষ প্রকাশ্য যে ছিল।
তার কন্যা কীর্ত্তি চট্ট বিবাহ করিল॥
প্রজাপতি-গাঙ্গ সঙ্গে দোষে কুল হল।
যবনদোষ বলাৎকার রণ্ড লেগে গেল॥" মেলমালা।

রায়মেল—"কেহ বলে মহিন্তা পীতমুণ্ডী হয়।
রায়দোষে দেবাই বন্দ্য বাণের তনয়॥
চৈতলে চট্টজ বিষ্ণু পশো পুতি কয়।
ইহাতে জানিও মেল রায় বাধ্য হয়॥
গ্রামদোষে খান্‌কুলে জাতিদোষ আর।
পারি বাগী বাধ্য হয়ে করিল সঞ্চার॥" মেলমালা।

দেবীবরের মেল হইবার পরও কুলীনদিগের মধ্যে মাধব-বরাই, কাশ্যপকাঞ্জড়ী, কৈবরাস্থ, রামাই, রবিকরি, আঠা, সুথনালী প্রভৃতি দোষ ঘটে। উত্তম কুলীন সংস্পর্শে সেই সকল দোষ কাটিয়া গিয়াছে।

দেবীবর কর্ত্তৃক অল্প ঘর মেল বদ্ধ হওয়ায়, কয়েক পুরুষ পরেই কুলীনসমাজে পাত্রাভাব ঘটিল। এই সময়ে শাণ্ডিল্য-গোত্রে মকরন্দবন্দ্যের ত্রয়োদশ উত্তর-পুরুষ বিশ্বেশ্বর, কাশ্যপ-গোত্রে বাঙ্গালের ত্রয়োদশ উত্তর-পুরুষ মথুরানাথ চট্ট এবং ভরদ্বাজগোত্রে উৎসাহের ত্রয়োদশ উত্তরপুরুষ নন্দন মুখো এই তিন ব্যক্তি পরস্পর প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া এই নিয়ম করিলেন, যে তাঁহারা সন্তান-পরম্পরায় পরস্পরের সহিত আদান প্রদান করিবেন, পুত্রের বিবাহ অন্যত্র দিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কন্যার বিবাহ ইহাদের পরস্পরের পুত্রাদির মধ্যে হওয়া চাই; কন্যার বিবাহ বাহিরে দিলেই দলচ্যুত হইবেন। তিনমেলের যোগে ও নন্দনমুখোর যত্নে এই দল হয় বলিয়া, এই দলের নাম "নন্দনী-ত্রিকুল-থাক" হইল। অবশেষে মথুরানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফুলিয়া কমলাকান্ত চট্ট* এই দলে যোগ দেন। সচরাচর এই থাক "ত্রিকুল" নামে উক্ত হইয়া থাকে†।

বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীনের সংখ্যা অতি অল্প, অধিকাংশই বংশজ।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর উপসংহারে জানাইতেছি, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে এক্ষণে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত নাই। কিন্তু পূর্ব্বে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে আদান প্রদান হইত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় সাড়ে তিন শতবর্ষ পূর্ব্বে রচিত বৈষ্ণবকবি নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম।
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যাদান॥
রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিও আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান॥
রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে হৈয়াছে অনেক।
দেশভেদে নামভেদ এই পরতেক॥" প্রেমবিলাস ১৯ বি।‡

বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ীয় শ্রেণীকে সপ্তশতী-দৌহিত্রী বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, আবার রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বারেন্দ্রশ্রেণীকে "শূদ্রবৎ দ্বিজ" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পরস্পর বিদ্বেষের কোন কারণ নাই, প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকায় উভয়শ্রেণী এক পিতার সন্তান এবং উভয়শ্রেণীই সপ্তশতী-সংশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"করঞ্জোঽস্তাড়ীরীত্যেব চত্বারিংশন্মিতা দ্বিজাঃ।
তৈরূঢ়া নৃপতের্ব্বাক্যাৎ সপ্তসপ্তশতাত্মজাঃ॥
তদ্দৈববশতো জাতাস্তাসু সপ্ত সুতা বরাঃ।
বারেন্দ্রেষু চ গতাঃ পঞ্চ কনিষ্ঠৌ রাঢ়সংস্থিতৌ॥"

দনুজারি-মিশ্র।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের করঞ্জ, অস্তাড়ী প্রভৃতি ৪০টী গাঁই। তন্মধ্যে পাঁচজন বারেন্দ্র ও দুইজন রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে মিলিত হন। [সপ্তশতী ও শ্রোত্রিয় দেখ।]

কুলীনবংশ।—বর্ত্তমান রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যকারিকা পাঠে জানা যায়—আদিশূরের সভায় আহূত শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণবংশে বন্দ্যগ্রামী মধ্যে ৩২।৩৩ পুরুষ, কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগের পুত্র দক্ষবংশে চট্টগ্রামী মধ্যে ৩২।৩৩ পুরুষ, ভরদ্বাজগোত্রে মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষের বংশে মুখুটীগ্রামীদের মধ্যে ৩৫।৩৬ পুরুষ, সাবর্ণগোত্রে সৌভরির পুত্র বেদগর্ভের বংশে গাঙ্গুলীগ্রামীর মধ্যে ৩২।৩৩ পুরুষ এবং বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধির পুত্র ছান্দড়ের বংশে কাঞ্জিলাল ও ঘোষালগ্রামীর মধ্যে ২৮।২৯ পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ পরপৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-সংক্রান্ত দুইটী বংশাবলী দেওয়া হইল;—

* কুলাচার্য্যকারিকাপাঠে জানা যায়,—কমলাকান্ত ও মথুরানাথের পিতা রঘু চট্ট বিবাহদোষে ভঙ্গ হইয়াছিলেন।

† "শ্রীগোপাল ছোট সনে ফুলের মুখুটী।
আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুলে পালটী।" ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল।

‡ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানের কথা মহেশের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা প্রভৃতি কুলাচার্য্যগ্রন্থপাঠেও জানা যায়। এখানে দুই একটী প্রমাণ দেওয়া গেল—

১। "রত্নেশ্বরস্য নূনা মুখরামচরণ তৎসুতাঃ ভুবন-নয়ন-অনন্ত রঘু-রমাকান্তাঃ। ভুবনস্য ব্রহ্মচারিণঃ কন্যা বিবাহবারেন্দ্রঃ।"

বন্দ্যঘটীবর্ণনে নির্দ্দোষকুলসারাবলী।

২। "কৃষ্ণস্যোচিহ্নং রাঘবপুনঃ পুন লভ্য বন্দ্যষষ্ঠীদাসগ্রহণাচ্চ ততঃ পশ্চাৎ কন্যাপুত্র রূপনারায়ণেন আত্মসাৎ কৃতা, অতএব লভ্য চট্টনারায়ণ ইতি হেতুর্মহান্ বারেন্দ্র বিশমাদিসম্পর্কঃ। তৎসুতাঃ রাধাকান্ত-রূপ-নারায়ণ-রামচন্দ্রাঃ।...রূপনারায়ণস্য পোরাড়ী-বিবাহঃ ততো হস্য লভ্য চট্ট দুর্গারামনলাৎ বিবাহ চঃ দুর্গারামেন গুরুচক্রবর্ত্তিনঃ কন্যা বিবাহিতা ইতি হেতো বারেন্দ্র রঘুরামোহকৃতীহেতো রও পশ্চাৎ চট্টনারায়ণস্য কন্যা বিবাহঃ।"

মুখৈটী কুলবর্ণনে ঐ।

৩। "ঘনশ্যামস্য ক্ষেম্য বারেন্দ্র কন্যাত্রয়প্রদানাৎ।" ঐ ঐ।
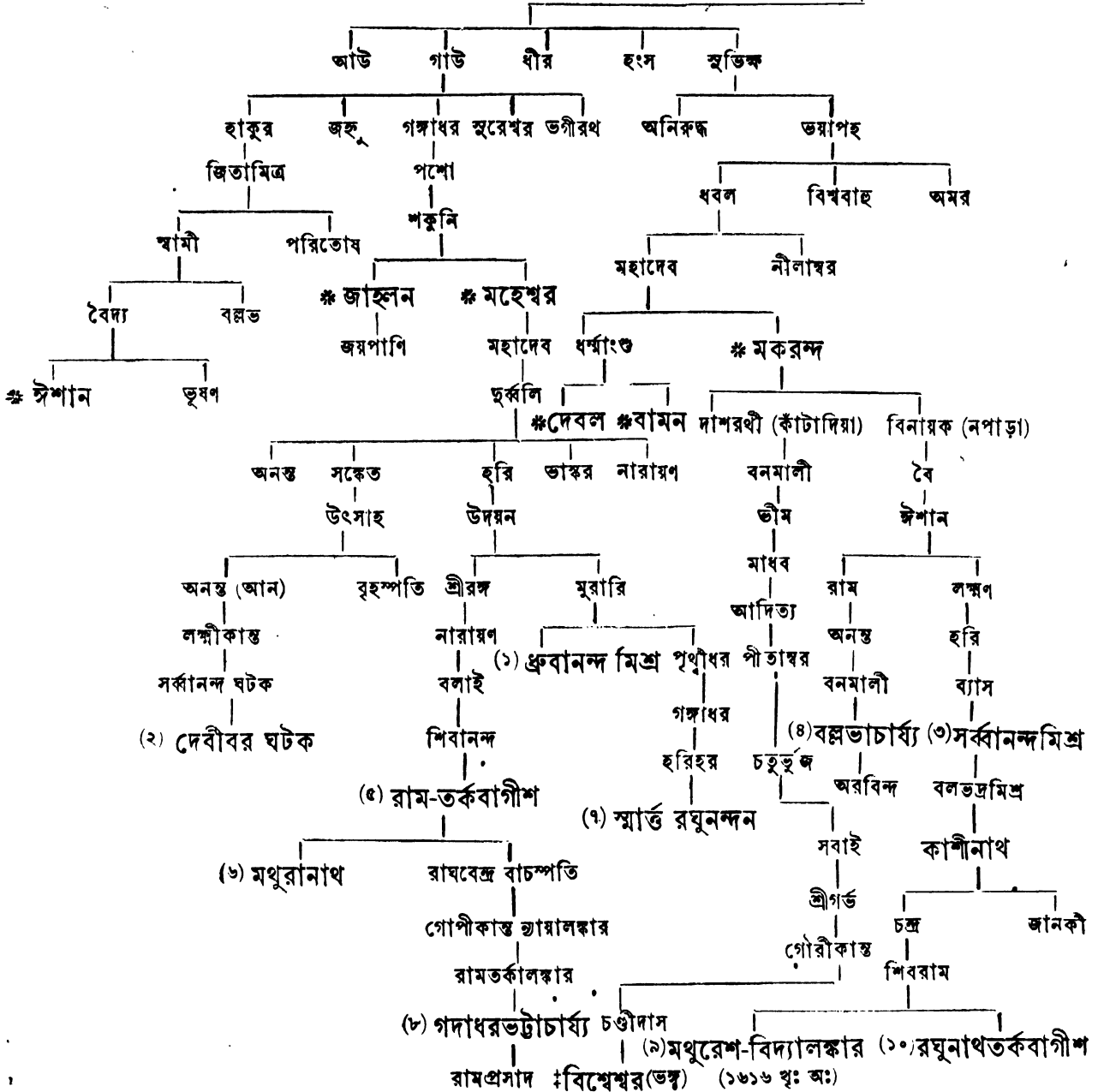
* বল্লালী কুলীন। (১) দেবীবরের মেলবন্ধ কালে ইনিই কুলীনদিগের পরিচয়ার্থ মহাবংশাবলী রচনা করেন। (২) ৩৬ মেল-স্থাপক। (৩ ইঁহারই নাম হইতে সর্ব্বানন্দীমেল। (৪) বল্লভীমেলের প্রথম। (৫) মুগ্ধবোধটীকা প্রভৃতি বিস্তর গ্রন্থ-প্রণেতা একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। (৬) তত্ত্বচিন্তামণিটীকা প্রভৃতি রচয়িতা একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। (৭) অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নামক স্মৃতিসংগ্রহকার। (৮) প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। (৯) অমরকোষ-টীকা ও শব্দরত্নাবলী নামক সংস্কৃত অভিধান-রচয়িতা। (১০) সাংখ্যতত্ত্ববিলাস নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার। ‡ ত্রিকুলের থাক-প্রবর্ত্তক।

(ভরদ্বাজগোত্র)

(মনুসংহিতা-ভাষ্যকার) মেধাতিথি

- শ্রীহর্ষ, তৎপুত্র শ্রীগর্ভ, তৎপুত্র শ্রীনিবাস, তৎপুত্র মেধাতিথি
  - অরব
    - শত
      - বিহগ
      - অহি
      - বেদগর্ভ
        - জনক
        - দিব্যসিংহ (মধ্যশ্রেণী)
        - নীলাম্বর (বিড়ালদিয়া)
    - নথ
    - ত্রিবিক্রম
      - কৌতুক
      - সুরপতি
      - কাক
        - ধাঁধুমুখ
          - জলাশয়
            - বাণেশ্বর
              - প্রাণেশ্বর
                - জীয়া
                - গুঞি
                  - মাধবাচার্য্য
                    - কোলাহলসন্ন্যাসী
                    - * উৎসাহ
                      - † আয়িত
                        - উদ্ধব (উধো)
                          - শিয়ো
                            - রাম (ছোট ফুলিয়া)
                            - নৃসিংহ (ফুলিয়া)
                              - গর্ভেশ্বর
                                - মুরারিওঝা
                                  - বনমালী
                                    - (১) কৃত্তিবাস পণ্ডিত
                                  - অনিরুদ্ধ
                                    - লক্ষ্মীধর হালদার
                                      - মনোহর পণ্ডিত
                                        - সুষেণ-পণ্ডিত
                                        - জগদানন্দ-পণ্ডিত
                                        - (২) গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য
                                          - (৪) রামাচার্য্য
                                          - (৩) বাসুদেব সার্ব্বভৌম
                                          - মথুরেশ
                            - দ্যাকর (কাচনা)
                          - বিকর্ত্তন
                        - লৌলিক
                      - † মহাদেব
                        - বিশ্বেশ্বর
                          - ভব
                            - পশুপতি
                              - কৃষ্ণ
                                - মহেশ্বর
                                  - হরি
                                    - যোগেশ্বর
                                    - কামদেব (খড়দহ)
                                      - শ্রীধর
                                        - জগদানন্দ
                                          - রামকৃষ্ণ
                                            - * নন্দন (ভঙ্গ)
                    - * গরুড়
                    - বিষ্ণু
                  - উষাপতি
                  - বরাহ
        - বরাহরায়ী
        - সুরেশ্বর সাহুড়িয়ান্
  - পরব
  - সরব

নৃসিংহের বংশে

- মুরারিওঝা
  - মদন
    - রাঘব
      - দেবানন্দ
        - প্রয়াগ
          - জগদীশ
            - গোপাল
              - রামনারায়ণ
                - রামকান্ত
                  - রাজা নরেন্দ্র রায় (ভুরসুট্)
                    - (৫) রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র
  - বনমালী
  - অনিরুদ্ধ (প্রভৃতি)

* বল্লালী কুলীন। † লক্ষ্মণসেন-প্রতিষ্ঠিত। (১) কৃত্তিবাসী রামায়ণ-প্রণেতা। (২) ফুলিয়ামেলের প্রথম ব্যক্তি। (৩) চৈতন্যদেব ও প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির গুরু। (৪) অন্ত্যেষ্টি-পদ্ধতি নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। (৫) অন্নদা-মঙ্গল-প্রণেতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ।

পাশ্চাত্যবৈদিক বিবরণ।

"পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলদীপিকা", "পঞ্চগোত্র-বিবরণ", "কুলতিলক", এবং "কুলমঞ্জরী" নামক পাঁচখানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুথিতে পাশ্চাত্য বৈদিকের বিবরণ বর্ণিত আছে। বৈদিককুলদীপিকা-প্রণেতা রামভদ্র বলেন—

"বদন্তি বেদাঃ স্মৃতয়ঃ পুরাণং ব্রহ্মৈব বেদা বিধি সম্ভবাশ্চ।
বিদন্তি সাঙ্গান্ ভুবি যে চ বেদান্ তে বৈদিকা ব্রাহ্মণ-নামধেয়াঃ॥
বেদেন হীনা দ্বিজ-বংশ-সম্ভবা ন ব্রাহ্মণাঃ কিন্তু বৃথাভিমানঃ।
তেষাং নভেদো হস্তি চ শূদ্রজাত্যা রত্নাকরে শম্বুক-সম্ভবঃ স্যাৎ॥"

বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতিতে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বেদ ইহা নির্ণীত হইয়াছে, যাহারা ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং তদনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগকে বৈদিক বলে ও তাঁহাদের অপর নামই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত ব্যক্তি বেদবিহীন হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তিনি যে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা অভিমানমাত্র; বাস্তবিক শূদ্রের সহিত তাহার কোনই ভেদ থাকে না। রত্নাকর সমুদ্রেও নিকৃষ্ট শম্বুকের উৎপত্তি হয়। পাশ্চাত্য নামের কারণ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে—

"প্রথমে বসতির্যেষাং পশ্চিমে দেশভাগকে।
তে পাশ্চাত্যা ইতি খ্যাতা বৈদিকাচার-তৎপরাঃ॥
বর্ম্মবংশাবতংশেন পুণ্যকর্ম্মাগ্রবর্ত্তিনা।
শ্যামলাখ্যেন ভূপেন আনীতা গৌড়মণ্ডলে॥"

বৈদিককুলদীপিকা।

পূর্ব্বে যাহাদের পশ্চিমদেশে বসতি ছিল, তাহাদিগকে পাশ্চাত্য বলে। ইঁহারা বেদাচারপরায়ণ ছিলেন, মহারাজ শ্যামলবর্ম্ম ইহাদিগকে গৌড়মণ্ডলে আনয়ন করিয়াছেন।

মহারাজ শ্যামলবর্ম্মা কাহাকে আনয়ন করেন, এই বিষয়ে মতভেদ লক্ষিত হয়। বৈদিককুলদীপিকার মতে—

"গৌড়ে পুণ্যৈর্জনানাং সকল-গুণধরো বর্ম্মবংশাতংশো-
রাজাভূদ্ ধর্ম্মনিষ্ঠো রিপুবনদহনঃ পুণ্যবান্ শ্যামলাখ্যঃ।
যৎশৌর্য্যৈঃ পুণ্য-গিরৈশ্রবনিপ-সকলে নম্রভূতে তদানীং
ধর্ম্মেণাপাল্যমানো হমনুত ন মনুজঃ ষট্‌সমা রাজপীড়াম্॥
রাজ্ঞী প্রাজ্ঞী যদীয়া সকলগুণময়ী নন্দিনী পুণ্যকাশী-
রাজস্যাতীব দক্ষা পতিপদকমলে নিত্যমাসিক্তচিত্তা।
তস্যা বাক্যেন পশ্চাৎ শকুন-পতনতো হশান্তিমুচ্ছেত্তু কামো-
রাজা ভূদেব-বর্য্যং সকলগুণময়শ্চানিনায়াতিযত্নম্॥
আস্তে কর্ণাবতী নাম নগরী স্বর্গরীয়সী।
গঙ্গা-কল্লোল-পূতেন বাতেন বিমলীকৃতা॥
বেদপারংগতাঃ সর্ব্বে বৈদিকাচারতৎপরাঃ।
বসন্তি ব্রাহ্মণাস্তত্র যজ্ঞনির্ধূতকল্মষাঃ॥
জলদদহন সংকাশো বেদার্থস্য প্রকাশকঃ।
আসীন্ মহীধরো নাম বিপ্রস্তত্র মহাতপাঃ॥
তস্য জাতাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পৃথ্বীধর-যশোধরৌ।
বংশীধরশ্চ তে সর্ব্বে বেদপারংগতা বভুঃ॥
গৌড়ে শ্যামলরাজেন তথা কাশীশ্বরেণ চ।
প্রার্থিতশ্চ সমায়াতো মিশ্রনামা যশোধরঃ॥
এত্য শাকুনিকং যজ্ঞং কৃত্বা মর্ত্ত্য-সুদুর্লভম্।
সর্ব্বান্ নিবারয়ামাস বিঘ্নাংস্তস্য মহীপতেঃ॥
* * * * * * *
যজ্ঞান্তে চ ক্ষিতীশেন প্রার্থিতো গৌড়মণ্ডলে।
স্বীকৃতা বসতিস্তেন বিপ্রেণ বহুযত্নতঃ॥
কিয়দ্দিনান্তরে ভূয়ো গতঃ স নিজমন্দিরম্।
আদৃতো নাভবত্তত্র গৌড়াগমনহেতুনা॥
অথ তেনাতিযত্নেন চতুর্গোত্র-সমুদ্ভবৈঃ।
বিপ্রবর্য্যৈশ্চতুর্ভিশ্চ সার্দ্ধং স্বীয়ানুজেন চ॥
ভূয়শ্চৈব স পুণ্যাত্মা আগতো গৌড়মণ্ডলম্।
দত্তবান্ শ্যামলস্তুষ্টস্তস্মৈ সামন্তসারকম্॥
বংশীধরোহতি পুণ্যাত্মা পুণ্যকর্ম্মা মহাতপাঃ।
স্বীচকার নবৈ তস্য শূদ্র-বুদ্ধ্যা প্রতিগ্রহম্॥
বসতিস্মাগ্রজাতেন তত্র সামন্তসারকে।
তস্মৈ সমাজভারশ্চ দত্তস্তস্যাগ্রজন্মনা॥"

গৌড়বাসীগণের পুণ্যবলে সকল গুণধর বর্ম্মকুলপ্রধান ধর্ম্মাত্মা শ্যামল নামক নরপতি গৌড়দেশে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুণ্যে ও শৌর্য্যে সকল নরপতিকেই তাঁহার পদাবনত হইতে হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতেন, তাহার রাজত্বকালে ছয়বর্ষ মধ্যে কোন প্রজাই রাজপীড়া জানিত না। বিদুষী কাশীরাজের নন্দিনী তাঁহার মহিষী ছিলেন। তাহার সকল কার্য্যে দক্ষতা এবং তাহার মন সর্ব্বদাই পতিপদকমলে নিহিত ছিল। দৈবাৎ শ্যামলবর্ম্মরাজার প্রাসাদে শকুন পতিত হয়, মহারাজ প্রথমে এই দেশীয় ব্রাহ্মণদ্বারা শান্তি কর্ম্ম করেন, কিন্তু কিছুতেই শান্তি হইল না। দিনে দিনে ঘোরতর উপদ্রব হইতে লাগিল। পরে তিনি রাজ্ঞীর পরামর্শে রাজ্যের অশান্তি দূর করিবার মানসে পশ্চিমদেশ হইতে বিপ্রশ্রেষ্ঠ সকল গুণাকর একজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে কর্ণাবতী নামক একটী নগরী আছে, তথাকার ব্রাহ্মণগণ সকলেই বেদাধ্যয়ন করিতেন এবং সকলেই বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করি-

তেন; অনবরত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাঁহাদের সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রধান তপস্যান্বিত জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ বেদার্থপ্রকাশকারী মহীধর নামক একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পৃথ্বীধর, যশোধর ও বংশীধর নামক তিনটী পুত্র ছিল, ইঁহারা তিনজনেই বেদাধ্যয়ন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর শ্যামলবর্ম্মা ও কাশীশ্বর কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মহীধরের মধ্যমপুত্র যশোধর-মিশ্র গৌড়দেশে আগমন করেন। যশোধর গৌড়ে আসিয়া সাধারণ মনুষ্যের অসাধ্য শাকুনিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতেই রাজ্যের সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত হয় (১)। যজ্ঞের অবসানে শ্যামলবর্ম্মা যশোধরকে গৌড়রাজ্যে বসতি করিতে অনুরোধ করেন। যশোধরমিশ্র মহারাজের অনেক যত্নে ও অনুরোধে গৌড়ে বাস করিতে স্বীকৃত হন।

কিছুদিন পরে যশোধর নিজ দেশে গমন করেন। কিন্তু কর্ণাবতী-বাসী সকল ব্রাহ্মণগণই গৌড়াগমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আর সমাজে আদৃত হইলেন না। অনন্তর তিনি বহু যত্নে অপর চারি গোত্রীয় চারিজন ব্রাহ্মণ ও স্বীয় অনুজ বংশীধরকে লইয়া পুনর্ব্বার গৌড়ে আগমন করেন। মহারাজ শ্যামলবর্ম্মা সন্তুষ্ট হইয়া যশোধরকে সামন্তসার নামক স্থান প্রদান করেন। বংশীধর অতিশয় পুণ্যাত্মা এবং মহাতপস্বী ছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়রাজকে শূদ্রতুল্য মনে করিয়া প্রতিগ্রহ স্বীকার করিলেন না, জ্যেষ্ঠভ্রাতা যশোধরের সহিত সামন্তসারেই বসতি করিতে লাগিলেন। যশোধর বংশীধরকে অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও যথার্থবাদী জানিয়া, তাঁহাকে সমাজভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

"বাশিষ্ঠশ্চৈব গোবিন্দঃ শাণ্ডিল্যো বেদগর্ভকঃ।
পদ্মনাভশ্চ সাবর্ণঃ শৌনকশ্চ যশোধরঃ॥
ভারদ্বাজো জিতমিশ্র আদ্যাস্তে পঞ্চগোত্রজাঃ।"

বৈদিককুলদীপিকা।

বশিষ্ঠগোত্রীয় গোবিন্দ, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বেদগর্ভ, সাবর্ণ গোত্রীয় পদ্মনাভ, শুনকগোত্রীয় যশোধর ও ভরদ্বাজগোত্রীয় জিতমিশ্র এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ পঞ্চগোত্রের আদিপুরুষ অর্থাৎ এই পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন ব্রাহ্মণ কর্ণাবতী নগরী হইতে গৌড়দেশে শ্যামলবর্ম্মার নিকট প্রথমে আগমন করেন।

কুলমঞ্জরী গ্রন্থের প্রথমে অন্য প্রকার লিখিত আছে—

"অথ বৈদিকানাং বঙ্গদেশাগমঃ।
শাকেন্দু-শূন্যাভ্রবিধৌ শকাব্দে বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাম্।
কর্ণাবতী নাম সমাজতস্তে সমাগতাঃ পঞ্চজনাঃ সুবঙ্গে॥
আদৌ শুনকশাণ্ডিল্যৌ বশিষ্ঠশ্চ ততঃ পরঃ।
ভরদ্বাজশ্চ সাবর্ণঃ পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
যশোধরো বেদগর্ভো রত্নগর্ভস্তথৈবচ।
শ্রীমান্ বেদান্তবাগীশো জনাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অথ পঞ্চগোত্রোদ্ভবানাং পঞ্চজনানামশেষগুণবতামশেষগুণান্ প্রত্যক্ষেণ প্রত্যক্ষীকৃত্য সমস্ত-সুপ্রশস্ত্যলঙ্কৃতাবিরত-শোভিতাশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-দ্বীপপতি-রাজত্রয়াধিপতি-বর্ম্মবংশকুলসরোজপ্রকাশক-মিহির পরমভট্টারক-গৌড়েশ্বর শ্রীশ্যামলবর্ম্মসংজ্ঞকঃ পঞ্চগোত্রোদ্ভবান্ যশোধর বেদ-গর্ভাদীন্ পঞ্চজনান্ সমানয়ৎ। অথ রাজা যশোধরং বেদগর্ভঞ্চ পুরস্কৃত্যপশু-ক্ষীরাজ্য-পুরোডাশামোষধি-চরু-প্রভৃতিভির্হবির্ভিঃ খদির-পলাশাশ্বত্থ-ন্যগ্রোধোড়ুম্বরপ্রভৃতিভিঃ সমিদ্ভিঃ স্রুক্-স্রুবোদূখল-মুসল-কুঠার-খনিত্র-যূপ-দারু-দর্ভ-চর্ম্ম-গ্রাব-পবিত্র-পাত্র-ভাজনাদিভির্দ্রব্যোপকরণৈরুদ্গাতৃহোত্রধ্বর্য্যু-ব্রহ্মাদিভিঃ যশোধরবেদগর্ভপ্রভৃতিভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ শকুনপতিত-প্রপাতিত-যজ্ঞবিধিং বিধায় যশোধরবেদগর্ভপ্রভৃতীনাং সম্মান-সংবর্দ্ধনং কারয়ামাস। ততঃ প্রভৃতি যশোধরবেদগর্ভজাতা মহাসম্মান-পদস্থাঃ। অপরেচ ত্রয়ঃ সম্মানপদস্থাঃ তে পঞ্চগোত্র-সংজ্ঞকাঃ কুলীনত্বেন প্রসিদ্ধাঃ।"

১০০১ শকাব্দে* বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে কর্ণাবতী-সমাজ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এই দেশে আগমন করেন। প্রথমে শুনক, শাণ্ডিল্য, তৎপরে বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই পাঁচটীকে পঞ্চগোত্র বলে। বঙ্গাগত ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণ এই পঞ্চগোত্রোৎপন্ন। শুনকগোত্রীয় যশোধর, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বেদগর্ভ, বশিষ্ঠগোত্রীয় রত্নগর্ভ, সাবর্ণগোত্রীয় শ্রীমান্ ও ভরদ্বাজগোত্রীয় বেদান্তবাগীশ নামক পঞ্চব্রাহ্মণ এই দেশে আগমন করেন। মহারাজ শ্যামলবর্ম্মা পঞ্চগোত্রীয় সকল গুণসম্পন্ন পঞ্চব্রাহ্মণের সমস্ত গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর যশোধর ও বেদগর্ভকে পুরস্কৃত করিয়া নানাবিধ বিহিত উপকরণ দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে

(১) এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যশোধর শাকুনিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করায় অপর অপর উপদ্রব নিবারিত হইয়াছিল। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের অব্যহিত পরেই শ্যামলবর্ম্মা অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাহার পূর্ব্বেই তিনি আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ চিরস্থায়ী করিবার অভিলাষে পাশ্চাত্য-বৈদিকগণকে যথাস্থানে স্থাপিত করেন।

* অর্থাৎ ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে শ্যামলবর্ম্মা রাজা গৌড়ে রাজত্ব করিতেন। এরূপ স্থলে পালবংশীয় রাজগণের পরে এবং সেনবংশীয় রাজগণের পূর্ব্বে শ্যামলবর্ম্মা আবির্ভূত হন, স্বীকার করিতে হয়। হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব-পাঠে জানা যায়—রাজা লক্ষ্মণসেনদেবের পূর্ব্বেও এদেশে পাশ্চাত্য-বৈদিক ছিল।

উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা প্রভৃতির কার্য্য করিয়াছিলেন। যজ্ঞসমাপন হইলে, মহারাজ শ্যামলবর্ম্মা যশোধর বেদগর্ভ প্রভৃতিকে সম্মান (কৌলীন্যমর্য্যাদা) প্রদান করিয়াছিলেন। সেই হইতেই যশোধর ও বেদগর্ভের বংশধরগণ অতিশয় সম্মানিত, অপর তিনজনও পরে সম্মানিত হইয়াছেন। ইহাদিগকে পঞ্চগোত্র বলে, ইহারাই কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কৌলীন্য—

"পঞ্চ গোত্রোদ্ভবা যে চ সদা সৎকর্ম্মতৎপরাঃ।
কুলীনাস্তে সমাখ্যাতাঃ সমাজ-স্থানবাসিনঃ॥
……পাশ্চাত্য বৈদিকানাং কুলস্থিতিঃ।
ক্ষীয়তে বর্দ্ধতে ভূয়ঃ স্থান-কার্য্য-বিভেদতঃ॥"

বৈদিককুলদীপিকা।

শুনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ এই পঞ্চগোত্র-সম্ভূত সমাজস্থানবাসী সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণই কুলীন। স্থান এবং কার্য্যানুসারে কুলনষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ বৈদিক-গণের সমাজ ভিন্ন অন্য স্থানে বাস, বিবাহে পণগ্রহণ অথবা কন্যা পরিবর্ত্ত প্রভৃতি সমাজবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কুল নষ্ট হয়, যিনি এই সমস্ত কার্য্য করেন, তিনি পঞ্চগোত্র সম্ভূত হইলেও তাহাকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করা হয় না।

সমাজস্থান—

"গ্রামে বা নগরে যত্র পঞ্চগোত্র সমুদ্ভবাঃ।
বসন্তি চাপরাধীনাঃ সমাজা বহুকালতঃ॥
সামন্তসারকশ্চাদ্যো জোয়ারিঃ পানকুণ্ডকঃ।
আথরাচৈব গৌরালিরালাধি র্মধ্যভাগকঃ॥
দধীচিমরীচি গ্রামৌ শান্তালির্ব্রহ্মপুরকঃ।
চন্দ্রদ্বীপো নবদ্বীপঃ কোটালীপাড়এবচ।
এতে সমাজাঃ পাশ্চাত্য-বৈদিকানাং বিশেষতঃ॥"

বৈদিককুলদীপিকা।

যে গ্রামে অথবা যে নগরে পঞ্চগোত্রীয়গণ বংশপরম্পরা-ক্রমে বাস করেন, সেই গ্রাম বা নগরই সমাজ বলিয়া পরি-গণিত হয়। পূর্ব্বে বৈদিকের সামন্তসার, জোয়ারি, পান-কুণ্ড, আথরা, গৌরালি, আলাধি, মধ্যভাগ, দধীচি, মরীচি, শান্তালি বর্ত্তমান নাম শাঁতৈর, ব্রহ্মপুর, চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ ও কোটালীপাড় নামক চৌদ্দটী সমাজস্থান ছিল।

ষষ্ঠগোত্র—

"পঞ্চগোত্রান্যগোত্রাশ্চ ষষ্ঠগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পঞ্চগোত্রে তু দ্বৌ বেদৌ ষষ্ঠগোত্রে ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥"
"ষষ্ঠগোত্রাস্ত্রিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
কার্য্যতশ্চোত্তমাজ্ঞেয়াঃ পঞ্চগোত্র-পরিগ্রহাৎ॥"
"বশিষ্ঠঃ কাশ্যপশ্চৈব কৃষ্ণাত্রেয়স্তথৈবচ।
গৌতমশ্চ ভরদ্বাজো বাৎস্যশ্চৈব রথীতরঃ॥
পরাশরো হগ্নিবেশ্যশ্চ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
ষষ্ঠগোত্রাস্তু বিজ্ঞেয়া ইত্যেকাদশসংখ্যকাঃ॥
বশিষ্ঠশ্চ ভরদ্বাজঃ কাশ্যপশ্চ তথৈবচ।
যজুর্ব্বেদাশ্রিতা জ্ঞেয়াঃ স্বধর্ম্মে নিরতাঃ সদা॥
কৃষ্ণাত্রেয়ো মহামান্যঃ সামবেদাশ্রিতো মতঃ।
গৌতমো দ্বিবিধঃ প্রোক্ত ঋগ্বেদী সামগস্তথা॥
যজুর্ব্বেদী বশিষ্ঠশ্চ ঋগ্বেদী গৌতমস্তথা।
…………………গঙ্গাতীর-নিবাসিনঃ॥"

বৈদিককুলদীপিকা।

পঞ্চগোত্র ভিন্ন যে গোত্র, তাহাকেই ষষ্ঠগোত্র বলে (২)। পঞ্চগোত্রীয়গণ ঋগ্বেদী ও সামবেদী। শুনক গোত্রীয় ঋগ্বেদী অপর চারি গোত্রীয় সামবেদী (৩)। ষষ্ঠগোত্রে যজুঃ, ঋক্ ও সাম এই তিন বেদই আছে। ষষ্ঠগোত্র উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনভাগে বিভক্ত। যাহারা নিন্দিত কার্য্য করেন না এবং পঞ্চগোত্রে আদান প্রদান করেন, তাহারাই উত্তম ষষ্ঠগোত্র। বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয়, গৌতম, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, রথীতর, পরাশর, অগ্নিবেশ্য, ঘৃত-কৌশিক ও কৌশিক এই একাদশটী ষষ্ঠগোত্র। ইহার মধ্যে বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ ইহারা যজুর্ব্বেদী। কৃষ্ণাত্রেয় সামবেদী, ইহারা অতিশয় সম্মানিত। গৌতম দুইভাগে বিভক্ত সামবেদী ও ঋগ্বেদী, ইহারা গঙ্গাতীরবাসী। ইহা ব্যতীত যজুর্ব্বেদী কৃষ্ণাত্রেয়, সামবেদী কাশ্যপ, সঙ্কর্ষণ,

(২) পঞ্চগোত্র গণনা করিবার নিয়ম আছে, প্রথম শুনক, দ্বিতীয় শাণ্ডিল্য, তৃতীয় বশিষ্ঠ, চতুর্থ ভরদ্বাজ ও পঞ্চম সাবর্ণ। কিন্তু ইহা ভিন্ন অপর গোত্র গণনা করিবার কোন নিয়ম নাই। পর্য্যায়ক্রমে কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয় প্রভৃতি অপর সকল গোত্রকেই ষষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে; এই কারণে পঞ্চগোত্র ভিন্ন অপর সকল গোত্রকেই ষষ্ঠগোত্র বলে। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চগোত্র আগমনের পর ১১০২ শকে অপর ছয়টী গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এই দেশে আগমন করেন, তাহারাই ষষ্ঠগোত্র। ইহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ হইলে ষষ্ঠগোত্র না বলিয়া ষড়্‌গোত্রীয় বলাই উচিত, কিন্তু বৈদিক-সমাজে ষষ্ঠগোত্র বলাই পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত, ষড়্‌গোত্রীয় কেহই বলেন না। তৃতীয়তঃ ১১০২ শকে আগত গোত্র ভিন্ন অপর গোত্রকে অপর কোন নামে উল্লেখ করা উচিত, কিন্তু সমাজে পঞ্চগোত্র ভিন্ন অপর সকল গোত্রই ষষ্ঠগোত্র বলিয়া পরিচিত।

(৩) "বেদাশ্চ সন্তি চত্বারঃ পঞ্চগোত্রেস্তু দ্বৌ শ্রিতৌঃ।
শৌনকৈঃ প্রথমো বেদঃ সংগৃহীতঃ প্রযত্নতঃ।
অপরে সামবেদজ্ঞাঃ শাণ্ডিল্যাদি সবর্ণজাঃ।" কুলমঞ্জরী।

কাত্যায়ন, মণ্ডু ঋষি প্রভৃতি অপর কয়েকটী ষষ্ঠগোত্রও লক্ষিত হয়। তাঁহারা মধ্যম ও নিকৃষ্ট ষষ্ঠগোত্র মধ্যে পরিগণিত।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে বিবাহে বরযাত্রিকগণকে ও শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রিত সামাজিকগণকে সামাজিকতা টাকা বা বস্ত্রাদি প্রদান করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। ষষ্ঠগোত্রীয়গণ যে সামাজিকতা পাইবেন, পঞ্চগোত্রীয় কুলীনগণ তাহার দ্বিগুণ পাইবেন, এই নিয়ম পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, সম্প্রতি দ্বিগুণ বলিয়া কোন নিয়ম নাই। ষষ্ঠগোত্রীয় অপেক্ষা অধিক সামাজিকতা পঞ্চগোত্রীয়গণ পাইয়া থাকেন। যে ষষ্ঠগোত্রীয় বহুকাল হইতে পঞ্চগোত্রীয়গণের সহিত আদান প্রদান করিতেছেন, তাহারাই উত্তম ষষ্ঠগোত্র। তদ্ভিন্ন ষষ্ঠগোত্রীয়ঘরে পঞ্চগোত্রীয়গণকে নূতন আহার করাইতে হইলে সামাজিকতা দিতে হয়। বিবাহের পরদিন কন্যাদাতার ঘরে বরযাত্রিকগণের আহার করিবার নিয়ম আছে, এই দিন উত্তম ষষ্ঠগোত্রীয় ও পঞ্চগোত্রীয়দিগকে সামাজিকতা প্রদান করিতে হয়। বৈদিকগণের মধ্যে কুলীন বা শ্রোত্রিয় এই দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হয় না, কুলীনগণকে পঞ্চগোত্র এবং অপর সকলকে ষষ্ঠগোত্র বলে। বৈদিকের বিবাহ-সভায় মাল্যচন্দন প্রদান করিবার প্রণালী আছে—ঐ মাল্যচন্দন কুলীন পঞ্চগোত্রীয়েরাই পাইয়া থাকেন। সম্প্রতি মাল্যচন্দন-প্রথা প্রায় অপ্রচলিত।

পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের মধ্যে আদান প্রদান বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম নাই, পঞ্চগোত্রীয়গণও ষষ্ঠগোত্রে আদান প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু নিকৃষ্ট ষষ্ঠগোত্রে আদান প্রদান করিলে পঞ্চগোত্রীয়গণকে সমাজে হীন হইতে হয়।

যশোধরবংশীয় হরিহর চক্রবর্ত্তী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সৃষ্টিধর রায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শাণ্ডিল্যগণ আথরা-সমাজে বাস করিতেন, কালে তথাকার মুসলমানগণ প্রবল হইয়া তাহাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে, শাণ্ডিল্যগণ আথরা পরিত্যাগ করিয়া ভোজেশ্বরগ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। শাণ্ডিল্যবংশীয় হরিদেব নামা জনৈক ব্যক্তি এই সময়ে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র অপর ষষ্ঠগোত্রীয়গণ এবং সৌনকগোত্রীয় বলিয়া পরিচিত সমাজদারগণ বলিতে লাগিলেন, "আথরাবাসিনঃ সর্ব্বে হাজিনা যবনীকৃতাঃ। হাজি-ভয়ে সমুৎপন্নে ভয়াদ্ ভোজেশ্বরং গতাঃ॥"(১) আথরাবাসী সকল শাণ্ডিল্যগণই হাজি দ্বারা জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং হাজি ভয়ে আথরা পরিত্যাগ করিয়া ভোজেশ্বরে পলায়ন করিয়াছেন। শাণ্ডিল্যগণ হরিহর চক্রবর্ত্তীর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন; তিনি শাণ্ডিল্যগণকে বাস্তবিক নির্দ্দোষ জানিয়া তাঁহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হরিহরের বিবাহ হয়। ঐ বিবাহে চৌদ্দ সমাজের কুলীন পঞ্চগোত্রীয়গণ উপস্থিত হন। হরিহর মিথ্যা-অপবাদকারী সমাজদারগণকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সকল পঞ্চগোত্রীয়গণ মিলিত হইয়া হরিহরকে গোষ্ঠীপতি বা সমাজপতি পদ প্রদান করেন। গোষ্ঠীপতি-সভায় এইরূপ স্থির হয় সমাজদারগণ পঞ্চগোত্রীয় হইলেও রাজসম্মানে সম্মানিত না হওয়ায় কুলীন নহে। এইরূপ স্থির করিয়াই অপর কুলীনগণ সমাজদারগণের অসমক্ষে সেই সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই সময় হইতেই বোধ হয় সমাজদারগণ 'সৌনক' বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা সৌনক(২) বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তাঁহাদের সহিত শুনকগোত্রীয়গণের আদান প্রদান প্রচলিত নাই, ইঁহারা যে অভিন্ন গোত্র তাহার প্রতি এই একটী প্রমাণ। বর্ত্তমান বৈদিক সমাজে সমাজদারগণ এবং শুনকগোত্রীয়গণ উভয়েই পঞ্চগোত্রীয় বলিয়া সম্মানিত। হরিহরের বিবাহের পর হইতেই তদ্বংশীয়গণ সামাজপত্য গ্রহণ করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্য-বৈদিক।—প্রবাদ আছে, পাশ্চাত্য বৈদিকগণের পরে দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ উৎকল হইতে এ দেশে আগমন করেন।

"আযাতা বহবো বিপ্রাঃ পশ্চাদ্দক্ষিণদেশতঃ।
বেদপারংগতাঃ সর্ব্বে পুণ্যবন্তো মহাশয়াঃ।
দাক্ষিণাত্যা ইতি খ্যাতা ধর্ম্মানুষ্ঠানতৎপরাঃ॥"

পাশ্চাত্য-বৈদিককুলদীপিকা।

বাৎস্য, গৌতম, কাত্যায়ন, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, কৌশিক ও ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিকেরা প্রধান; এতদ্ভিন্ন সাবর্ণি, জাতুকর্ণ প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। [বৈদিক দেখ।]

দাক্ষিণাত্যশ্রেণীর মধ্যেও কৌলীন্যপ্রথা আছে।

তাঁহাদের মধ্যে কুলীন, বংশজ, সন্মৌলিক ও (পচা)

(১) কেহ কেহ এই প্রবাদটীকে সত্য বলিয়া থাকেন।

(২) বৈদিক কুলদীপিকার "বংশীধরোঽতি পুণ্যাত্মা" ইত্যাদি বচন দুইটীর পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, যাহারা এখন 'সৌনক' গোত্রীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তাঁহারা বংশীধরের বংশীয়। বৈদিকের সমস্ত কুলজীগ্রন্থই তাঁহাদের হস্তগত ছিল, কালক্রমে কুলজী গোপন করিয়া তাঁহারাই 'সৌনক যশোধর বংশীয়' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই কারণেই পাশ্চাত্য বৈদিকের পূর্ব্বকুলজীর অভাব হইয়াছে। গোত্রমালা প্রভৃতি কোন গ্রন্থেই 'সৌনক' গোত্র নাই। প্রবর মধ্যে শৌনক গণনা করা হইয়াছে। অনেক সংস্কৃত অভিধান অনুসন্ধান করিয়া সৌনক শব্দও পাওয়া যায় নাই, ইহাতে বোধ হয় সৌনক শব্দই সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয় নাই।

মৌলিক এই চারি প্রকার বিভাগ আছে। দাক্ষিণাত্য শ্রেণীরা বলিয়া থাকেন, যাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিতেন, সাময়িক নিয়মানুসারে তাঁহারাই উচ্চ কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন।

দাক্ষিণাত্যশ্রেণীর কুলীনেরা পুত্রের কি কন্যার অতি-শৈশবে সম্বন্ধ করে, অর্থাৎ জন্মের পর ২।১ বর্ষ মধ্যেই কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তার বাটীতে গিয়া ঘটস্থাপনা করিয়া যথাশাস্ত্রবিধানে পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এ সম্বন্ধ বড় সহজ ব্যাপার নয়। ইহাতে বালকের অজ্ঞানাবস্থায় কেবল করে করে সমর্পণ এবং কুশণ্ডিকা বাকি থাকে, আর আর বিবাহসম্বন্ধীয় প্রায় সকল বিষয়ই হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধের পর বর পঞ্চত্ব পাইলে সেই কন্যা অন্যপূর্ব্বা হয়। এই কন্যাকে অন্য কুলীনে আর বিবাহ করিবেন না। ইহাকে পচা মৌলি-কের ঘরে বিবাহ দিতে হয়। আবার যদি কন্যাটী মরিয়া যায়, তবে বরকে কুলীনের কন্যা বিবাহ করিতে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। তাহাকে বংশজের ঘরে বিবাহ করিতে হয়। পূর্ব্বে অন্যপূর্ব্বা কন্যার হাতে কোন কুলীন জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিতেন না। এমন কি তাহার জন্মদাতা পর্য্যন্ত সেই কন্যার শ্বশুর-গৃহে অন্নগ্রহণ করেন না, করিলে তাঁহাকে মর্য্যাদা-স্বরূপ অর্থ দিতে হইত। কুলীনের বাটীতে কোন কর্ম্মোপলক্ষে যদি উক্তরূপ কন্যাকে গৃহে আনা হয়, তবে তাহাকে রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিতে কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে দিত না। পূর্ব্বে এরূপ নিয়মই ছিল, এখন আর বড় আটাআটি নাই।

কুলীনেরা আবার দ্বিতীয় পাত্রে অর্থাৎ যে বরের একবার বিবাহ হইয়াছে, তাহাকে কন্যাদান করেন না। তাঁহারা বলেন যে বরং মৌলিককে দেওয়া ভাল, তথাপি ঐরূপ কুলীনে কন্যা দান ভাল নয়। যদি দৈব-দুর্ব্বিপাকে কন্যার কুলীন-পাত্র না পাওয়া যায়, তবে তাহাকে মৌলিকদিগের মধ্যে বিবাহ দিতে হয় এবং ঐ কন্যার পিতা যদি বলে যে উক্ত কন্যার সম্বন্ধ হয় নাই, তবে সেই পিতাকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। অন্যপূর্ব্বা কন্যার সহিত যদি কোন কুলীনের বিবাহ হয়, তাহা হইলে বরবংশের কুল লোপ হয়, আর তদ্গর্ভজাত কন্যাকেও যদি কোন কুলীন বিবাহ করেন, তাহা হইলে তিনিও ভঙ্গ হন। কন্যার পিতা কন্যাবিক্রয় করিলেও তাঁহার কুলপাত হয়।

আবার বাগদানের পর যদি কন্যার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে বরকে বংশজ বা সন্মৌলিকে বিবাহ করিতে হইবে। যদি বর কোন কুলীন কন্যা বিবাহ করেন, তবে কন্যার পিতা কুলে নিম্ন হইবেন।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকেরা বোধ হয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর কৌলীন্য-প্রথা ও কুলীন মধ্যে পাত্রাভাবদৃষ্টে আপনাদের মধ্যে বাগ্‌দানপ্রথা প্রচলিত করিয়া থাকিবেন। এখন শৈশবে বাগ্‌দান-প্রথা প্রায় এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে।

কায়স্থ-বিবরণ।—বঙ্গদেশের কায়স্থগণ প্রধানতঃ বঙ্গজ, উত্তর ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারি শ্রেণীর মধ্যেই পরস্পর ভিন্ন ভাবে কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত আছে।

বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ।—রাজা দনৌজামাধবের সময়ে রচিত প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকাপাঠে জানা যায়, ক্ষিতীশাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চ কায়স্থ* "শুশ্রূষক" রূপে গৌড়রাজ আদিশূরের সভায় আগমন করেন। তাঁহাদের নাম কি? এবং কেন আসিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন কথা লিখিত নাই। চন্দ্রদ্বীপ-পতি প্রেমনারায়ণের সময়ে রচিত "গৌড়কায়স্থবংশাবলী" মতে—প্রথমে মকরন্দঘোষ, দশরথবসু, বিরাটগুহ, কালিদাস মিত্র এবং পুরুষোত্তম দত্ত এই পাঁচ ব্যক্তি, দ্বিতীয়বারে দেবদত্ত নাগ, চন্দ্রভানু নাথ এবং চন্দ্রচূড় দাস এই তিন ব্যক্তি কান্যকুব্জ হইতে আগমন করেন (১)। উক্ত ৮ ব্যক্তির পর জয়ধর সেন, ভূমিঞ্জয় কর, ভূধর দাস, জয় পাল, চক্রধর পালিত, চন্দ্রধ্বজ চন্দ্র, রিপুঞ্জয় রাহা, বীরভদ্র ভদ্র, দণ্ডধর ধর, তেজধর নন্দী, শিখিধ্বজ দেব, বশিষ্ঠ কুণ্ড, ভদ্রবাহু সোম, বীরবাহু সিংহ, ইন্দুধর রক্ষিত, হরিবাহু অঙ্কুর, লোমপাদ বিষ্ণু†, বিশ্বচেতা আদ্য, মহীধর নন্দন, এই ১৯ জন পশ্চিম গৌড় হইতে আসিয়া আদিশূরের সভায় প্রতিষ্ঠালাভ করেন (২)।

মহারাজ আদিশূর উপরোক্ত ২৭ জনের বসতির জন্য—রাজরাট্ট, সপ্তপুর, রাজপুর, বটগ্রাম, মল্লপুর, পদ্মদ্বীপ, লোহিত, মল্লকোটি, লক্ষ্মীপুর, কেশিনী, কুমার, কীর্ত্তিমতী, নন্দীগ্রাম, দেবগ্রাম, বাটাজোড়, স্বর্ণগ্রাম, দক্ষপুর, মাগুব, মণিকোটি, ভল্লকোটি, শঙ্খকোটি, সিংহপুর, মৎস্যপুর, মেঘনাদ, ভল্লকুলি, সিন্ধুরাঢ়, এই ২৭খানি গ্রাম প্রদান করেন (৩)।

* "পঞ্চ শুশ্রূষকাঃ পূর্ব্বং কায়স্থা ইহ চাগতাঃ।" হরিমিশ্র।

(১) "কাশ্যপাষ্টা ইতি খ্যাতাঃ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।" গৌড়বংশাবলী।

† ইঁহারই বংশে লক্ষ্মণপুত্র কেশবসেনদেবের মহাসান্ধিবিগ্রাহক "কোপিবিষ্ণু" জন্মগ্রহণ করেন।

[কুলীনশব্দে ৩২৮ পৃষ্ঠায় কেশবসেনদেবের তাম্রশাসন দেখ।]

(২) "এতে চৈকোনবিংশাশ্চ প্রত্যগ্গৌড়াৎ সমাগতাঃ। স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ॥" গৌড়বংশাবলী।

(৩) "সমৃদ্ধিশালিনো গ্রামান্ সপ্তবিংশাশ্চ হৃষ্টধীঃ। বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্য আদিশূরো নৃপোত্তমঃ॥"

উক্ত ২৭ জনের মধ্যে প্রথমাগত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই পাঁচজনই আদিকুলীন।

"ঘোষ-বসু-গুহ-মিত্রাঃ দত্তশ্চ আদিকুলীনাঃ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তাঃ রাজবংশ-সমুদ্ভবাঃ॥" গৌড়বংশাবলী।

মহারাজ বল্লালসেনদেব কায়স্থ মধ্যে কুলাচারভেদে ভাবান্তর দেখিয়া কনোজাগত ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রের বংশধরদিগকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করেন। মৌদ্গল্য-গোত্রীয় পুরুষোত্তম-দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত নবগুণের মধ্যে বিনয়হীন ছিলেন, তাহাতে তিনি নিষ্কুল হইয়া মধ্যল্যপদ লাভ করেন।

"দত্তবংশসমুদ্ভূতো নারায়ণো মহাকৃতিঃ।
চকার স নৃপতিস্তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্ধীনম্॥" গৌড়বংশাবলী।

নারায়ণ দত্ত* নিষ্কুল হইলেন বটে, কিন্তু মহারাজ বল্লাল তাঁহার উপর কুলীনের কুলরক্ষাভার অর্পণ করিয়া ছিলেন এবং তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বকালে নারায়ণ-দত্ত মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইদিলপুরের কুলাচার্য্য রচিত প্রায় চারিশত বর্ষের প্রাচীন কারিকায় লিখিত আছে—

"কুলীন-কুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া।
গুণমেতৎ সমাশ্রিত্য মধ্যল্য-কুলমুত্তমম্॥"

কুলীনের কুলরক্ষার্থ বিবাদ উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি তাহার মীমাংসা করিতে পারেন, এরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই উত্তম 'মধ্যল্য' নামে খ্যাত।

মহারাজ বল্লালসেনদেব কুলীনদিগের প্রতি কিরূপ নিয়ম করিয়া ছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তাঁহার রাজত্বকালে কনোজাগত কায়স্থের উত্তরপুরুষগণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হন। মকরন্দঘোষ-বংশীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সুভাষিত বঙ্গে ও পুরুষোত্তম দক্ষিণরাঢ়ে, দশরথবসুবংশীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে পরমবসু বঙ্গে ও কৃষ্ণ দক্ষিণরাঢ়ে, বিরাটগুহবংশীয় দশরথগুহ বঙ্গে† এবং কালিদাস মিত্রবংশীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে অশ্বপতি বঙ্গে ও শ্রীধর দক্ষিণরাঢ়ে বাস করেন। উক্ত সাত‡ ব্যক্তিকেই প্রথম বল্লালী কুলীন বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের বংশধরেরা যথাক্রমে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রেণীবদ্ধ হইবার ন্যূনাধিক শতাধিকবর্ষ পরে মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের প্রপৌত্র রাজা দনৌজামাধব দেব (১) ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বঙ্গীয় কায়স্থের মধ্যে এইরূপ কুলবিধি স্থাপন করিয়াছিলেন—

"কুল-কর্ম্ম কুলীনস্য কন্যায়াঞ্চ সমস্থিতম্।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ সপর্য্যায়ে প্রশস্তকম্॥"
"কুলীনায় সুতাং দদ্যাৎ কুলীনস্য সুতাং লভেৎ।
পর্য্যায়-ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ॥
ত্যক্ত্বা চ কুলসম্বন্ধং লোভাচ্চ যদি কুলীনাঃ।
মধ্যে ত্রিপুরুষাণাস্তু ন কুর্য্যুশ্চ কুলক্রিয়াম্॥
পুরুষানুক্রমাদেবং রতাঃ স্যুরপকর্ম্মণি।
ভবেযুস্তে কুল-চ্যুতাঃ অচলানাং সমা স্মৃতাঃ॥
এতৈঃ সহাপি সম্বন্ধং কুর্য্যাচ্চ কুলীনো যদি।
প্রাপ্নুয়াৎ কর্ম্মভাবেন অপভাবং তথাত্যয়ম্॥"
বঙ্গজ-ঘটককারিকা।

কুলীনের কন্যাগতই কুল। সপর্য্যায়ে আদান প্রদানই প্রশস্ত। যিনি কুলীনকে কন্যা প্রদান করেন এবং কুলীনের কন্যা গ্রহণ করেন, তিনিই কুলদীপক। যিনি লোভে কুল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন, যাহার তিন পুরুষের মধ্যে কুলক্রিয়া নাই এবং যাহারা পুরুষানুক্রমে নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের কুল নষ্ট হয়। তাহারা অচলের তুল্য। ইহাদের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলীনের অপভাব ও কুলে দোষ হয়।

ইতিপূর্ব্বে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-বিবরণে লিখিত হইয়াছে, রাজা দনৌজামাধব যৌবনকালে সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন। ইদিলপুরের প্রাচীন ঘটককারিকা মতে, ইনি বৃদ্ধাবস্থায় কৌলীন্য বিধিস্থাপন করিয়াছিলেন, (২) এরূপ গত ব্যক্তি হইতে বল্লালসেনদেবের প্রতিষ্ঠিত কুলীন-সন্তান মধ্যে অন্ততঃ ৮।৯ পুরুষ ব্যবধান। [বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ দেখ।]

* দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকার মতে, আদিশূর পুরুষোত্তম দত্তকে নিষ্কুল করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে। আদিশূর কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করেন নাই, সম্ভবতঃ কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপনকালে বল্লাল কর্তৃক দত্ত নিষ্কুল হইয়া থাকিবেন।

† বিরাটগুহ কাশ্যপগোত্রীয়, মহারাজ বল্লালের সময়ে তাঁহার কোন বংশধর দক্ষিণরাঢ়ে আসেন নাই। [কায়স্থ শব্দ ৬০৬ পৃঃ দেখ।]

‡ দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় ইঁহারা যথাক্রমে কনোজাগত মকরন্দ প্রভৃতির পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কনোজা-

(১) মহাবংশাবলী প্রভৃতি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের ও কায়স্থগণের কুলাচার্য্য-কারিকায় ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে "দনুজরায়" "দনুজমাধব" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। কিন্তু হরিমিশ্র, ইদিলপুরের প্রাচীন ঘটককারিকায় এবং ধ্রুবানন্দমিশ্রের ৩শত বর্ষের হস্তলিপিতে স্পষ্ট "দনৌজামাধব" নাম থাকায়, তাহাই গৃহীত হইল।

(২) লঘুভারত ৫ম খণ্ড দেখ। কেহ কেহ এই দনৌজাকে বল্লালসেনের পৌত্র মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLIII pt. I. p. 82.)

স্থলে চন্দ্রদ্বীপ হইতেই উক্ত নিয়ম প্রচারিত হইয়া থাকিবে। নূতন কুলবিধি প্রচার করিবার পর রাজা দনোজামাধব ইদিলপুরের কয়েকজন ব্রাহ্মণকে কুলাচার্য্যপদে বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কুলীনবংশাবলী ও কুলবিধি লিখিয়া রাখিতে আদেশ করেন, এখনও তাঁহাদের বংশধরের মধ্যে কেহ কেহ কুলীন-বংশাবলী লিখিয়া রাখেন।

প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকায় দনোজামাধব (লক্ষ্মণসেনদেবের প্রপৌত্র ও) কেশবসেনদেবের পৌত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইদিলপুরের প্রাচীন ঘটক কারিকায় লিখিত আছে, দনোজার পুত্রের নাম রমাবল্লভরায়, তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভরায়, তৎপুত্র জয়দেবরায়। এই জয়দেবরায় চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত দেহর্গাতি-নিবাসী কুলীনপ্রধান বলভদ্র বসুকে আপনার একমাত্র কন্যা সম্প্রদান করেন।

উক্ত রাজকন্যার গর্ভে পরমানন্দ বসু জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রদ্বীপপতি জয়দেবের মৃত্যু হইলে পরমানন্দ উত্তরাধিকারসত্বে চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি হইলেন (২)। চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন গৌড়বংশাবলীতেও লিখিত আছে—

"বলভদ্রাত্মজো ধীমান্ পরমানন্দসংজ্ঞকঃ।
তস্য মাতামহঃ কৃতী জয়দেবো মহাবলী॥
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালো দেববংশ-সমুদ্ভবঃ।
মৃত্যুকালং প্রাপ্য স হি ততঃ পঞ্চত্বমাগতঃ॥
পরমানন্দকস্তস্মাৎ চন্দ্রদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ॥"

চন্দ্রদ্বীপ ও ইদিলপুরস্থ প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকা পাঠে ও বৈবাহিক সূত্রে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, বল্লালসেনদেব প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজগণ দেব-উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন *। তাঁহারা যদি অপর কোন জাতি হইতেন, তাহা হইলে সেনবংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা (চন্দ্রদ্বীপপতি) জয়দেব কখনই কায়স্থের সহিত নিজকন্যার বিবাহ দিতেন না। এই জন্যই বোধ হয়, আইন্-ই-অক্‌বরী প্রভৃতি পারস্যভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী গৌড়কায়স্থের নিকট গৌড়েশ্বর সেনরাজগণ কায়স্থ বলিয়া অভিহিত (৩)। [বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ ৬০১ পৃষ্ঠা ও ৪র্থ ভাগ ৩১০-১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।]

জয়দেব-দৌহিত্র বসুবংশীয় পরমানন্দরায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া বঙ্গীয় কায়স্থগণের সমাজপতি হন। তিনি নিজে কুলীন সন্তান ছিলেন এবং তৎকালে দূরদেশবাসী কুলীনসন্তানগণের অবনতি শ্রবণ করিয়া, রাজা দানৌজা-প্রবর্ত্তিত কুলবিধি সংশোধনপূর্ব্বক এইরূপ নিয়ম করিয়া ছিলেন—

"আত্মোচিত গৃহঃ করি চতুর্ভাবানি প্রাপ্নুয়াৎ।
ক্রমশশ্চাপি কুলীনো বিধিভিঃ কুল-কর্ম্মভিঃ॥
পূর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রশ্চ ইচ্ছামতী তপোত্তরে।
মধুমতী পশ্চিমে চ সমুদ্রো দক্ষিণে তথা॥
এতন্মধ্যেষু কায়স্থাঃ কার্য্যাচ্চ প্রবরাঃ স্মৃতাঃ।
অন্যস্থান-স্থিতা যে চ ইতরাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLIII pt. I. p. 206-207 ; লঘুভারত ৫ম খণ্ড ১ম ভাগ ৬০ পৃঃ; জাহ্নবীযন্ত্রে ১২৯৫ সালে মুদ্রিত কায়স্থবংশাবলী ১১০ পৃঃ, খিদিরপুর হইতে ১২৯৬ সালে প্রকাশিত সংস্কৃত কায়স্থকারিকা ৬৮ পৃষ্ঠা, ব্রজসুন্দরমিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

* সেনবংশীয় রাজগণের প্রদত্ত তাম্রশাসনে এবং গৌড়েশ্বর বল্লাল-রচিত 'দানসাগরে' সেনবংশীয় রাজগণ "সেনদেব" বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন।

(৩) এখানে একটী কথা উঠিতে পারে যে, বল্লালসেন যদি কায়স্থই হইবেন, তবে বিক্রমপুর অঞ্চলে বহুদিন হইতে তাঁহার বৈদ্যজাতিত্ব সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত হইবার কারণ কি? বহুদিন হইতে যে প্রবাদ বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহা এককালে উপেক্ষা করিবার নহে?—প্রকৃত কথা এই, বিজয়পুত্র গৌড়েশ্বর বল্লালসেনদেব হইতে বিভিন্ন আর একজন বল্লাল ছিলেন। গোপালভট্ট রচিত বল্লালচরিত মতে—

"বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালো নৃপ-পুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভম্॥
গোপালভট্টনাম্না চ তদ্রাজশিক্ষকেন চ।
অঙ্করাজজমানে বসুভির্বাণৈরধিকশাকেষু।
রুদ্রৈশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভি মাসসম্মিতৈঃ॥"

অর্থাৎ ১৩০০ শকাব্দে (১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে) বৈদ্যরাজ বল্লালের আজ্ঞায় সেই রাজার শিক্ষক গোপালভট্ট কর্ত্তৃক বল্লাল-চরিত রচিত হয়। দেখা যায়, বিজয়নন্দন গৌড়েশ্বর বল্লালসেনদেব উক্ত সময়ের প্রায় আড়াইশতবর্ষ পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। এরূপ স্থলে উভয়ে যে ভিন্ন লোক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় সমস্ত বঙ্গে মুসলমান-আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। বল্লালচরিতেও লিখিত আছে, বৈদ্যরাজ বল্লাল বাবাদম নামক মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিবারগণ ও তিনি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে তাঁহার কোন পুত্রাদি ছিল না। (Cunningham's Archaeological Sur. Reports, Vol. XV p. 135. Journ. Asiatic Society of Bengal, Vol LVIII pt I. p. 18-19.) পরবর্ত্তী এই বল্লালের নাম প্রচলিত থাকায় ইঁহাকে কেহ কেহ সেনবংশীয় গৌড়েশ্বর মনে করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই জন্যই বোধ হয় আধুনিক কুলাচার্য্যগণ বল্লালসেনদেবকে বৈদ্যরাজ বল্লাল বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, সেনবংশীয় গৌড়েশ্বর বল্লাল কায়স্থ এবং তাঁহার বহুপরবর্ত্তী বিক্রমপুরের বল্লাল বৈদ্য ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইল। গৌড়েশ্বর বিজয়নন্দন ও লক্ষ্মণপিতা বল্লালসেনদেবই ব্রাহ্মণাদির মধ্যে কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করেন, তাহা বৈদ্যবল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী হরিমিশ্রের কারিকাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

সীমান্তরঞ্চ তৎস্থানাৎ কুলীন-কুলনাশকম্।
সেলিমাবাদশ্চ তথা ফতয়াবাদ এব চ।
ঘোড়াঘাটো বাজুনিশ্চ তেলিহাটীস্তথৈব চ।
চতুর্ম্মণ্ডলং চাদনীং বেজগ্রামাদিকং তথা ॥
তানি স্থানানি ভ্রষ্টানি বর্জ্জয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
তত্তৎ স্থানেষু বাসেন কুলীনো নিষ্কুলো ভবেৎ ॥
যঃ করোতি কুলং নষ্টং তত্তৎস্থাননিবাসনাৎ।
তৎপক্ষে চ কুলার্চ্চনা বিহিতা সর্ব্বসম্মতা ॥
যদি কুর্য্যাৎ কুলকর্ম্ম পুরুষানুক্রমাৎ স চ।
কুলজশ্চ ভবেৎ সোঽপি কুলাচার্য্যপ্রসাদতঃ ॥
পাণ্ডবৈর্বর্জ্জিতস্থানং ম্লেচ্ছাচারসমন্বিতম্।
নাস্তি ভেদকুলাচারস্তৎস্থানেষু কদাচন ॥
তৎস্থানবাসিনঃ সর্ব্বে বঙ্গালা চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তস্মাত্তে চ কুলাচারাৎ বল্লালেন বহিষ্কৃতাঃ ॥
বঙ্গালেন সমং সর্গং কুর্য্যাচ্চ বঙ্গজো যদা।
জাতিভ্রষ্টা ভবেয়ুশ্চ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ ॥
চন্দ্রদ্বীপঃ শিরস্থানং যশোরঃ বাহুস্তথা।
উরু দ্বে বিক্রমপুরং পাদৌ ফতেয়াবাদকঃ ॥
গুহ্যানি বাজুবৈশ্চৈব অন্যস্থানঞ্চ পুরীষম্।
এতে বঙ্গজভাবাশ্চ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ ॥" গৌড়বংশাবলী।
"কুলজেন সহ কর্ম্ম কুর্য্যাচ্চেৎ কুলীনো যদা।
তদাপ্নুয়াৎ চোপভাবং চৈবং [illegible]কর্ম্ম চ ॥
মধ্যল্যেন ক্ষমং ভাবং মহাপাত্রেণ চাপকম্।
প্রাপ্নুয়াচ্চ কুলীনোহয়ং তত্তৎ কর্ম্মানুসারতঃ ॥
কুলজো বা মধ্যল্যো বা মহাপাত্রশ্চ বা তথা।
সম্বন্ধঞ্চ যদা কুর্য্যুঃ কুলীনেন সমং কিল ॥
সদ্ভাবং প্রাপ্নুয়ুস্তে চ বিবিধৈঃ কুলকর্ম্মভিঃ।"
বঙ্গজকুলাচার্য্যকারিকা।
"কুলীনস্য সুতাভাবাৎ পুত্রপর্য্যায়নির্বৃতেঃ।
প্রশস্তান্যুপকর্ম্মাণি ক্ষমাপানি তথৈব চ ॥
কুলীনস্যাশ্রয়স্থানে বিরতে স্থানমেব চ।
কুলজশ্চ মধ্যল্যশ্চ মহাপাত্রশ্চ তদ্বদেৎ ॥
তৈঃ সার্দ্ধং যদি সম্বন্ধং কুর্য্যাচ্চ কুলীনঃ কচিৎ।
তদা ন কুলহীনঃ স কুলকর্ম্মাচরেদ্যদি ॥" গৌড়বংশাবলী।

এই সীমাবদ্ধ স্থান ভিন্ন অপর স্থানে বাস করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হয়। সেলিমাবাদ, ফতেয়াবাদ, ঘোড়াঘাট, বাজু, তেলিহাটী, চতুর্ম্মণ্ডল, চাদনী, বেজগ্রাম প্রভৃতি স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে, এই সকল স্থানে বাস করিলে কুলীনের কুল থাকে না। যে ব্যক্তি এই সকলস্থানে বাস করিয়া আপনার কুল নষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে পুনর্ব্বার কুলকর্ম্ম করিতে হয়, কুলকর্ম্ম করিলে পুরুষানুক্রমে কুলাচার্য্যগণ তাহাকে কুলজ বলিয়া গ্রহণ করেন। পাণ্ডববর্জিত ও ম্লেচ্ছাচারাক্রান্ত স্থানে কুলাচার নাই, তথাকার কায়স্থগণকে বঙ্গাল বলে। বল্লালসেনদেব তাহাদিগকে কুলাচার হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। কুলাচার্য্যগণ বলেন, বঙ্গজ কায়স্থগণ যদি বঙ্গালের সহিত আদান প্রদান করেন, তবে তাহাদের জাতিপাত হয়। চন্দ্রদ্বীপ শীর্ষতুল্য, যশোর বাহু, বিক্রমপুর উরু, ফতেয়াবাদ চরণ, বাজু (ঢাকা ময়মনসিংহ জেলা) গুহ্যতুল্য এবং অন্য স্থান পুরীষতুল্য বলিয়া কুলাচার্য্যগণ বর্ণনা করেন।

কুলীন কুলজের সহিত কর্ম্ম করিলে উপভাব, মধ্যল্যের সহিত কর্ম্ম করিলে ক্ষমভাব এবং মহাপাত্রের সহিত কার্য্য করিলে অপভাব প্রাপ্ত হন। কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্র কুলীনের সহিত কার্য্য করিলে সদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কুলীনের কন্যার অভাব বা পুত্রপর্য্যায় বিলুপ্ত হইলে তাহার পক্ষে ক্ষমা, অপ ও উপকর্ম্ম প্রশস্ত। কুলীনের আশ্রয়স্থান বিরত হইলে অপর স্থান আশ্রয় করিতে হয়। কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্র ইহাদের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলীনকে হীন হইতে হয়। তিনি পুনর্ব্বার কুলকর্ম্ম করিয়া কুলীন হইতে পারেন।

রাজা পরমানন্দরায়ের* পর তাঁহার উত্তরাধিকারী চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজগণ বরাবর বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজপতি ছিলেন, তৎপরে বসুবংশীয় শেষ রাজা প্রেমনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার ভাগিনেয় উদয়নারায়ণমিত্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা ও বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজপতি হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত মিত্রবংশ সমাজপতি ও নামমাত্র রাজোপাধি ব্যবহার করিতেছেন। [চন্দ্রদ্বীপ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

* আইন-ই-অকবরীতে লিখিত আছে, ২৯শ অকবরী অব্দে (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে) বাকলা-সরকারে ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনে সেখানকার রাজা প্রভৃতি বিস্তর লোকের প্রাণনষ্ট হয়। রাজপুত্র পরমানন্দরায় মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করেন। (H. S. Jarrett's Ain i Akbari, Vol. II p. 123.) কিন্তু গৌড়বংশাবলী ও চন্দ্রদ্বীপের কুলাচার্য্যকারিকামতে, পরমানন্দরায়ের পুত্র জগদানন্দরায় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, জগদানন্দের পুত্র মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ অনেক কষ্টে জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। আইন-ই-অকবরী অপেক্ষা বর্ণিত কুলাচার্য্যগ্রন্থের কথাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। উক্ত ঘটনার পরবর্ষে অর্থাৎ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রল্‌ফ ফিচ নামক একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী চন্দ্রদ্বীপে (বাকলায়) গিয়াছিলেন, তৎকালে কন্দর্পনারায়ণই চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন।
(Hackluyt's Voyages, Vol. II p. 257; J. A. S. Bengal, 1874, pt. I p. 207.)

রাজা পরমানন্দ রায়ের কঠিন কুলবিধি অনুসারে অধিকাংশ বঙ্গজ কুলীন কায়স্থের কুল নষ্ট হইয়াছে, এখন কেবল মালখা-নগরের বসু, শ্রীনগরের বসু ও রাইসবরের গুহ মুস্তফি এই কয় ঘরের কুল আছে।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কৌলীন্য—গৌড়েশ্বর বল্লালসেনদেব ও তদ্বংশীয় রাজা দনোজামাধবদেব যে কুলবিধি স্থাপন করেন, পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যেও সেই নিয়মই প্রচলিত ছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গাধিপ হোসেন-শাহের রাজস্ব-মন্ত্রী গোপীনাথ বসু (১) (উপাধি পুরন্দর খাঁ) নবরঙ্গকুল ও ১৩শ পর্য্যায়ভুক্ত দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থগণে একজাই বা সমীকরণ করিয়া এইরূপে নূতন কুলবিধি স্থাপ করিলেন—

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায় মধ্যাংশ, তেওজ, কনিষ্ঠ দ্বিতীয়পুত্র, ছভায়া দ্বিতীয়পু মধ্যাংশ দ্বিতীয়পুত্র, তেওজ দ্বিতীয়পুত্র, এই ৯ প্রকার কুল ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচ কুলই প্রধান। মুখ্যকুলীনের প্রথ পুত্র জন্মদ্বারা মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাকে জন্মমুখ্য মুখ্যকুলীন বলে। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুল, ইহা তিনশ্রেণী বিভক্ত—প্রকৃত, সহজ এবং কোমল। এই তিন ভাগে মধ্যে যথাক্রমে প্রথমোক্ত দ্বিতীয় অপেক্ষা অধিক সম্মানিত মুখ্য কুলীনের দ্বিতীয় পুত্রের কুলের নাম জন্মকনিষ্ঠ, কনি কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র ছভায়া নামক কুলবিশিষ্ট। মুখ্য কুলীনে তৃতীয়পুত্রের কুলকে মধ্যাংশ এবং মুখ্য কুলীনের চতুর্থপুত্রে কুলকে তেওজ বলে। মুখ্য কুলীনের পঞ্চমপুত্র হইতে অপ পুত্রেরা দ্বিতীয়পুত্র নামক কুলবিশিষ্ট। কনিষ্ঠ দ্বিতীয়পু

---

(১) নিম্নে পুরন্দরখাঁ ও প্রসিদ্ধ কায়স্থরাজগণের বংশাবলী দেওয়া হইল—

বসুবংশ।

দশরথবসুবংশীয়
- * কৃষ্ণ (রাঢ়)
  - ভবনাথ
    - হংস (দক্ষিণরাঢ়ীয়)
      - শুক্তি
      - মুক্তি (মাহিনগর)
        - দামোদর
          - অনন্ত
            - গুণাকর
              - লক্ষ্মণ — মহীপতি — ঈশান — **পুরন্দরখাঁ** (১৪৯৪ খৃঃ অঃ)
              - শ্রীপতি — যজ্ঞেশ্বর — ভগীরথ — **গুণরাজখাঁ** (১৪০২ শক)
      - অলঙ্কার (বঙ্গ)
- * পরম (বঙ্গ)
  - লক্ষ্মণ
  - পূষণ — দিবাকর — বাভট্ট — তমোপহ — অর্হপতি — পুরেন্দ্রনারায়ণ — ভাই শ্রীকণ্ঠ — থাক — চক্রপাণি — মার্কণ্ডেয় — উষাপতি (চন্দ্রদ্বীপ) — বলভদ্র — **চন্দ্রদ্বীপপতি** পরমানন্দ রায় — রাজা জগদানন্দ — রাজা কন্দর্পনারায়ণ (১৫৮৬ খৃঃ অঃ) — রাজা রামচন্দ্র (প্রতাপাদিত্যের জামাতা)
    - রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ
    - রাজা বাসুদেব
      - রাজা প্রেমনারায়ণ (নিঃসন্তান)

ছভায়া-দ্বিতীয়পুত্র, তেওজ-দ্বিতীয়পুত্র এই ত্রিবিধকুল কনিষ্ঠ, ছভায়া ও তেওজ নামক কুল হইতে উৎপন্ন। ছভায়া কুলীনের প্রথমপুত্রের কুলের নাম মধ্যশ্রেষ্ঠ, মধ্যশ্রেষ্ঠের জ্যেষ্ঠপুত্রের কুলের নাম মধ্যাংশ, অন্যান্য পুত্রেরা মধ্যাংশের দ্বিতীয় পো। মুখ্যকুলীনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কোন জন্ম মুখ্যের প্রথম কন্যা বা প্রথম পুত্রের সহিত স্বীয় প্রথম পুত্র বা প্রথম কন্যার বিবাহ দিলে, তাহাদের কুলবর্দ্ধিত হয়, এই বর্দ্ধিত কুলকে বাড়িমুখ্য বলে। তৎপরে সেই পুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র আবার জন্মমুখ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। মুখ্যকুলীনের কন্যাগণ যথাবিহিত কুলে প্রদত্ত হইলে তাহাদিগকে ছেই বলে। ইহার প্রথম কন্যা প্রথম ছেই নামে ও দ্বিতীয়াদি কন্যা দোছেই প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, ষষ্ঠ কন্যাকে গরছেই বলে।

দান ও গ্রহণ—মুখ্যকুলীন সমান বা বাড়িকুলের প্রথমাদি পুত্রে প্রথমাদি কন্যার বিবাহ দিলে কন্যার পিতার দান ও পাত্রের পিতার গ্রহণ সিদ্ধ হয়। জন্মমুখ্যের প্রথমাদি পঞ্চমকন্যা যথাবিধি কুলীন পাত্রে প্রদত্ত হইলে তাহার ষষ্ঠ কন্যা দানযুক্ত বাড়ি বা জন্মমুখ্যে গ্রহণ করিতে পারেন, এই গ্রহণে উহাদের গ্রহণ সিদ্ধ ও কুলরক্ষা হয়।

ছেই-ভঙ্গদোষ—নবরঙ্গ কুলে যে ছেই যে পাত্রে প্রদান করিবার নিয়ম আছে, ঠিক্ তদনুসারে কার্য্য না করিলেই ছেই ভঙ্গ হয়। ইহা অতিশয় নিন্দনীয় কার্য্য*।

উৎখাতিদোষ—ইহার অপর নাম উৎখাত বা উখড়। দানহীন বাড়িমুখ্য জন্মমুখ্যের অগ্রছেই গ্রহণ করিবে, কিন্তু যদি বাড়িমুখ্যের গ্রহণের পর জন্মমুখ্য বা দানযুক্ত বাড়িমুখ্য কর্ত্তৃক পরছেই কন্যা গৃহীত হয়, তবে দানহীন বাড়িমুখ্য উখড়দোষ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দোষ ঘটিলে পুনর্ব্বার জন্মমুখ্য স্পর্শে নিষ্কৃতি হইতে পারে (১)।

নবরঙ্গকুল—মুখ্যকুলীন প্রথম কন্যাকে মুখ্যকুলীনে, দ্বিতীয় কন্যাকে কনিষ্ঠকুলীনে, তৃতীয় কন্যা ছভায়া কুলীনে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম কন্যাকে যথাক্রমে মধ্যাংশ ও তেওজ কুলীনকে অর্পণ করিবেন এবং মুখ্যকুলে প্রথম গ্রহণ, কনিষ্ঠকুলে দ্বিতীয় গ্রহণ এবং মধ্যাংশ ও তেওজ কুলে তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রহণ করিবেন। যে মুখ্য এই প্রকারে নয়টী আদান প্রদান করেন, তাহার কুলকে নবরঙ্গ-কুল বলে। মাহিনগর-সমাজভুক্ত বসুবংশীয় পুরন্দর খাঁ এই নবরঙ্গকুলের প্রবর্ত্তক। পুরন্দর খাঁ হইতে এখন পর্য্যন্ত ৬ ব্যক্তি নবরঙ্গকুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পঞ্চরঙ্গকুল—জন্ম কনিষ্ঠকে বা জন্ম ছভায়াকে প্রথম কন্যাদান করিবেন ও অপর কন্যা তেওজকুলে অর্পণ করিবেন। কনিষ্ঠ কুলীন মুখ্যের দ্বিতীয় ছেই গ্রহণ করিবেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রহণ যথাক্রমে মধ্যাংশ ও তেওজ কুলে করিবেন। এইরূপ আদান প্রদান করিলে কনিষ্ঠ কুলীনের কুলকে পঞ্চরঙ্গকুল বলে।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজেও রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের সমীকরণের ন্যায় 'একজাই' হইয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কুলীন নানা স্থান হইতে আসিয়া এক স্থানে সম্মিলিত হন এবং কুলানুসারে মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। যিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একজাই করেন, তিনি গোষ্ঠীপতি পদ প্রাপ্ত হন। বোধ হয় রাজা লক্ষ্মণসেনদেব ও দনৌজামাধবদেবের সময়ে একজাই প্রথা প্রচলিত ছিল। তৎপরে ১৩শ পর্য্যায়ে পুরন্দর খাঁ হইতে বর্ত্তমান সময়ে ২৫শ পর্য্যায় পর্য্যন্ত ত্রয়োদশবার 'একজাই' হইয়াছে।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কুলাচার্য্যগণের মধ্যে কাহারও মতে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ৫ জন ভৃত্য সহ ৫ জন কায়স্থ আনয়ন করেন। এই ৫ জন কায়স্থ রাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়া রাঢ় প্রদেশে গঙ্গার নাতি দূরে নাতি সমীপে বাস করেন। কাহারও মতে, তৎপরে অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া পাঁচ জনের মধ্যে বাৎস্য-গোত্রজ অনাদিবর সিংহ সিংহেশ্বর গ্রামে, সৌকালিন-গোত্রজ সোমেশ্বরঘোষ* জয়জানে, মৌদ্গল্য-গোত্রজ পুরুষোত্তমদাস বহড়ানে, বিশ্বামিত্র-গোত্রজ সুদর্শনমিত্র মেহগ্রামে এবং কাশ্যপ-গোত্রজ দেবদত্ত বিরানপুরে বসতি করেন। কালক্রমে ইঁহাদের সন্তানগণ মধ্যে সিংহবংশ ১৯, ঘোষবংশ ৪০, দাসবংশ ১৭, মিত্রবংশ ৩১ এবং দত্তবংশ ২৬ খানি, সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৩ খানি গ্রামে বাস করিয়া সেই সকল গ্রামের নামে পরিচিত হন এবং এখনও সেই সকল গ্রামের উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

অনাদিবরের অধস্তন নবম(২) পুরুষ ব্যাসসিংহ বৈদ্য

* "দোছেই ভঙ্গকরণে অতি নিন্দা হয়।
অপমান সর্ব্বস্থানে ঘটকেতে কয়।
তেছেই চৌছেই পাঁচছেই করে যে ভঙ্গ।
ইহাতেও অপযশ হয় ছিন্ন অঙ্গ।" কুলপ্রদীপ।

(১) "দানগ্রহণেতে বাড়িমুখ্য উখড় খায়।
পুনর্ব্বার জন্মস্পর্শে কুলরক্ষা পায়।" কুলপ্রদীপ।

* অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী সব-ডিভিসনের অন্তর্গত জয়জান গ্রামে ইঁহার স্থাপিত "সোমেশ্বরনাথ" শিব ও "সর্ব্বমঙ্গলা" দেবী বিরাজ করিতেছেন।

(২) কোন কোন কুলজী মতে ১০ম পুরুষ। যাহা হউক, সকল কুলজীর পূর্ব্ব বংশাবলী ও পুরুষগণনা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

বল্লালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, বল্লালের নীচকুলোদ্ভবা স্ত্রীগ্রহণজনিত অপবাদ সময়ে ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন, "ব্যাসসিংহ আপনার বাটীতে আহার করিলে আমরা সকলেই আহার করিব।" কিন্তু ব্যাসসিংহ নিজ মর্য্যাদা রক্ষা ও স্বজাতিসুলভ তেজস্বিতার জন্য তাহাতে অসম্মত হওয়ায় রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহাকে করাত দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক বধ করা হয়, তদবধি ইনি "করতিয়া ব্যাসসিংহ" নামে পরিচিত। ঐ শোচনীয় ঘটনার সময়ে ব্যাসের বৃদ্ধ পিতা লক্ষ্মীধর সিংহ † জীবিত ছিলেন, তৎপুত্র নিজ প্রাণ দিয়াও কায়স্থজাতির সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃদ্ধ লক্ষ্মীধর কায়স্থগণ কর্ত্তৃক "কায়স্থগুরু" ও সভাপতি বলিয়া অভিহিত এবং সভাস্থলে সকলের অগ্রে মাল্যচন্দন দ্বারা সম্মানিত হইতেন। ব্যাসের কনিষ্ঠ পুত্র ভগীরথসিংহ বঙ্গজ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, ব্যাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র বনমালীসিংহ বন কাটিয়া কান্দীতে বাস করেন। বনমালীর পৌত্র বিনায়ক সিংহ ঐ প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার অধস্তন পঞ্চমপুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সেই বিষয় বৈভব ছিল।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ বল্লালী-কুল-মর্য্যাদায় আবদ্ধ নহেন, অথচ অম্বষ্ঠ বা শ্রেণীর দৃষ্টান্তানুসারে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর "ঘটককেশরী" দ্বারা আপনাদের কুল নির্দ্ধারণ করিয়া লন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কুলাচার্য্যগণ "কায়স্থ" ও "শ্রীকরণ" শব্দ সমান অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইঁহাদের সমস্ত পুত্রকন্যার আদান প্রদান সমান বা উচ্চ ঘরে সম্পন্ন করা আবশ্যক, তথাচ কন্যার বিবাহ ভাল ঘরে দেওয়ার নিতান্তই প্রয়োজন। তাহার সামান্য ব্যতিক্রম হইলে ব্রাহ্মণের ন্যায় বা দক্ষিণরাঢ়ীয়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের ন্যায় একবারে কুলভঙ্গ হয় না বটে, কিন্তু তিন পুরুষ ভালকরণ করিলে সে দোষ অনেক পরিমাণে খণ্ডন হইয়া যায়। (৩)

মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ়বিভাগ, বর্দ্ধমানের উত্তরভাগ ও বীরভূমের পূর্ব্বাংশে উত্তররাঢ়ীয়গণের সমাজ, তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার ফতেসিংহ-পরগণাই এই সমাজের শীর্ষস্থান।'

সমাজের বাহিরে কেহ বাস করিলে বিশেষতঃ সমাজের সংস্রব কথঞ্চিৎ ত্যাগ করিলে, ইঁহাদের গৌরবের অনেক লাঘব হয়, কিন্তু চিরকাল সমাজের মধ্যে উপযুক্ত ঘরে আদান প্রদান করিলে অপেক্ষাকৃত আদরণীয় হইয়া থাকেন।

কৌলীন্য।—বাৎস্যগোত্রজ অনাদিবর সিংহের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ অর্থাৎ ব্যাস সিংহের প্রপৌত্র রাজা বিনায়ক সিংহের বংশে কান্দী নিবাসী জীবধর সিংহ*, প্রভাকর সিংহ ও নারদসিংহ, বালিয়া-নিবাসী শ্রীধর সিংহ জমুয়ানিবাসী মাধব সিংহ ও ছাতিনা-কান্দী নিবাসী গোবিন্দ সিংহ এই ছয় জনের বংশ এবং সৌকালীন-গোত্রজ সোমঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র অরবিন্দ ঘোষের অধস্তন একাদশ পুরুষ পাঁচতোপী (পাঁচথুপী) নিবাসী রাজা নরপতির(৪) পৌত্র রঘুপতি ঘোষ মৌলিক, বেণীমাধব ঘোষহাজারা, লোকনাথ ঘোষ কারফরমা এবং জয়জান-নিবাসী দাতা দিগম্বরের বংশে রসোড়ানিবাসী চক্রপাণি ঘোষ, রুক্মাঙ্গদ ঘোষ ও জয়জানের যুবরাজ ঘোষ এই ছয়জনের বংশ মুখ্য কুলীনের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন, ইহাকেই ষট্‌কুল বলে(৫)।

উপরি উক্ত দ্বাদশ মুখ্যকুলীনের মধ্যে এখন বাৎস্য গোত্রজ নারদের এবং সৌকালীন গোত্রজ লোকনাথের বংশলোপ হইয়াছে। উপরি উক্ত গ্রামসমূহ জেলা মুর্শিদাবাদ কান্দী মহকুমার অন্তর্গত।

উত্তররাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থদিগকে পরবর্ত্তী কালে যে ৬টি "শ্রেণী" ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাকে "ভাব" বলে। এক্ষণে ইহারা ষোল আনা, পনর আনা, চৌদ্দ আনা, বার আনা, দশ আনা এবং আট আনা ভাবের কুলীন বলিয়া পরিচিত। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ৩ ভাবের কুলীনেরা ক্রমানুযায়ী কৌলীন্যমর্য্যাদায় সমাজে বিশেষরূপে আদৃত। বাৎস্য-গোত্রজ জীবধর-বংশে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু সিংহ, প্রভাকর-বংশে হীরারাম ও হরিদাস সিংহ, শ্রীধরবংশে রঘুনাথ ও মথুরানাথ সিংহ, মাধববংশে জয়হরি সিংহ (মজুমদার), রাঘবসিংহ ও হরিশ্চন্দ্র সিংহ (চৌধুরী), গোবিন্দবংশে যাহাদের বিশ্বাস খ্যাতি এবং সৌকালীন গোত্রজ রঘুবংশে ধনঞ্জয় ঘোষ (মণি), ভবানন্দ ঘোষ মৌলিক ও বংশীবদন ঘোষ, বেণীনাথ-বংশে রঘুরাম ঘোষ-হাজারা ও সন্তোষ ঘোষ-হাজারা, চক্রপাণিবংশে জয়দেব ঘোষ, রুক্মাঙ্গদবংশে সানন্দ ঘোষ ও

---

† ইনি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পূর্ব্ব দ্বাদশপুরুষ। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক, সম্ভবত তাঁহার চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লক্ষ্মীধর জীবিত ছিলেন। গোপালভট্টের বল্লালচরিতানুসারে ঐ সময়ে বৈদ্যরাজ বল্লালও বিদ্যমান ছিলেন।

(৩) "ত্রৈপুরুষে নিরাবিল ত্রৈপুরুষে ভঙ্গ।" উত্তররাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

* পাইকপাড়ার রাজবংশ জীবধরের সন্তান।

(৪) প্রথম সোমেশ্বর ঘোষ, তৎপুত্র অরবিন্দ, তৎপুত্র মকরন্দ, তৎপুত্র আদিত্য, তৎপুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র জনার্দ্দন, তৎপুত্র শ্রীনিবাস, তৎপুত্র ত্রিবিক্রম, তৎপুত্র রাজা নরপতি ও দাতা দিগম্বর প্রভৃতি 'অষ্ট ভায়া।'

(৫) 'জীব প্রভা নারদ সমকক্ষ।
শ্রীধর মাধব গোবিন্দাখ্য।
রঘু বেণী লোকে মানি।
চক্র রুক্মিণী জীবাঙ্কুরাণি।" ঘটককেশরীর কুলদীপিকা।

শচীনন্দন ঘোষ এবং যুবরাজবংশে রামগোপাল ঘোষ (উচিত খাঁ) এই বিংশতি ব্যক্তির সন্তানগণ ভুঙ্গভাবাপন্ন অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী-ভুক্ত। (৬) মুখ্য কুলীনের অন্যান্য সন্তানগণ আদান প্রদানের ব্যতিক্রমে ও বিদেশ গমন করায় পনর আনা অবধি আট আনা "ভাব" বিশিষ্ট হইয়াছেন। সম্ভবতঃ ঘটক ঘনশ্যামের সময়ে এই "ভাব" স্থির হয়। ঘনশ্যাম প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পর আর কোন প্রভাবশালী কুলাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। বাৎস্য ও সৌকালীনের উপরি উক্ত ষট্‌কুল ব্যতীত তাঁহাদের অন্যান্য বংশধরগণ মধ্যে অনেকেই বার আনা অবধি আট আনা "ভাব" বিশিষ্ট এবং কতিপয় একবারেই "ভাব" বহির্ভূত।

মৌদ্গল্যগোত্রজ দাসগণের মধ্যে কয়েক ব্যক্তির সন্তানের বার আনা, দশআনা, আট আনা; মিত্রের মধ্যে কাহারও কাহারও দশ আনা, আট আনা; দত্তের অতি অল্প সংখ্যার আট আনা "ভাব", অবশিষ্টের কোন "ভাব" নাই। যাহাদের কোন "ভাব" নাই তাঁহারা কুলীনসমাজে অপেক্ষাকৃত হেয়।

কালক্রমে ভরদ্বাজগোত্রজ "সিংহ"-আখ্যাধারী একজন, শাণ্ডিল্যগোত্রের "ঘোষ" আখ্যাধারী একজন, মৌদ্গল্য গোত্রের "কর" আখ্যাধারী একজন ও কাশ্যপ গোত্রের "দাস" আখ্যাধারী একজন উত্তররাঢ়ীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। তৎসম্বন্ধে প্রবাদ এই যে পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে বাৎস্য, সৌকালীন, মৌদ্গল্য ও কাশ্যপের আনুগত্যে উহারা যথাক্রমে সিংহ, ঘোষ, কর ও দাস খ্যাতি লাভ করেন।

ভরদ্বাজ ও শাণ্ডিল্যগোত্রজ কুলীন সমাজে হেয় হইলেও সিংহ ও ঘোষের অনুগত থাকায় এক একটী ঘর বলিয়া পরিচিত এবং মৌদ্গল্য "কর" ও কাশ্যপ "দাস" প্রত্যেকে চারি আনা ঘর বলিয়া অভিহিত। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ ঘর এবং শেষোক্ত আড়াই ঘর উত্তররাঢ়ীয় সমাজে এই সাড়ে সাত ঘর কায়স্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

চারি পাঁচটী পরিবার শাণ্ডিল্যগোত্রজ "ঘোষ" ও দুই তিনটী পরিবার "কর" ও কতকগুলি কাশ্যপগোত্রজ "দাস" ব্যতীত সমাজে তাঁহাদের মধ্যে আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, হয়ত ইহারা অনেকেই নিকৃষ্টতা-প্রযুক্ত উত্তররাঢ়ীয় সমাজের নির্যাতনে দেশান্তরে গমন করিয়া অপরিচিত ভাবে রহিয়াছেন।

(৬) "মণি মৌলিক প্রভাকুল।
ঘোষ হাজরা সমতুল।" ঘটক ঘনশ্যামমিত্রের কারিকা।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যেমন "বাহাত্তরিয়া" আছে, উত্তর-রাঢ়ীয়-সমাজেও তদ্রূপ কেহ কেহ প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে অতি হেয় ভাবে অবস্থিত "শূর" নামে খ্যাতাপন্ন চারি পাঁচ ঘর ব্যতীত সমাজে আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের আদান প্রদান অতি নিম্ন শ্রেণীতেই হইয়া থাকে।

পঞ্চকায়স্থের সন্তানগণ পূর্ব্বোল্লিখিত একশত-তেত্রিশখানি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেবল অষ্টাদশ বংশ ও তদতিরিক্ত শেষ সংশ্লিষ্ট ভরদ্বাজাদি গোত্রজ চারি বংশ এই দ্বাবিংশ পরিবার কুলীন-সমাজে "বাইশ কাঁড়" বলিয়া খ্যাত, 'কাঁড়' অর্থাৎ বাণ যেমন প্রাণের হন্তা, উক্ত দ্বাবিংশ ঘর কায়স্থও সেইরূপ কুলনাশক।

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যেমন 'একজাই' বা সমীকরণ হইয়া থাকে, উত্তর-রাঢ়ীয় সমাজে তাহা 'সভা' বলিয়া খ্যাত। যিনি এই 'সভা', আহ্বান করিবেন তিনি "সভাপতি" নামে বিখ্যাত হইবেন। লক্ষীধর সিংহ ও রাজা নরপতি ঘোষ অবধি আরম্ভ করিয়া সুদীর্ঘকালের মধ্যে বহু ব্যয় ও আয়াসসাধ্য এক বিংশতিটি মাত্র সভা হইয়াছিল। এই সভাতে সমাগত সমস্ত কায়স্থের কুলমর্য্যাদা বিবেচনায় অগ্রপশ্চাৎ মাল্যচন্দন দিয়া যথোপযুক্তরূপে সম্মান করা হইত। কালক্রমে কুলমর্য্যাদা লইয়া কলহ উপস্থিত হওয়ায় এক্ষণে মাল্যচন্দন-প্রথা রহিত হইয়াছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধে উত্তরাঢ়ীয় সমাজের সমুদায় কায়স্থ এবং কুটুম্ব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সভাতে কাহাকেও মাল্যচন্দন দেওয়া হয় নাই। তাহার পর সেরূপ সমারোহের কার্য্য উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের মধ্যে আর হয় নাই।

বর্ত্তমান দিনাজপুরের রাজবংশ, যশোরজেলার অন্তর্গত চাঁচড়ার রাজবংশ, পাইকপাড়ার রাজবংশ, মুর্শিদাবাদের কান্দী উপবিভাগের অন্তর্গত পাঁচতোপীর নরপতিরাজবংশ, বাঁসবেড়িয়া, সাড়াপুলী, রাজহাট ও ভাগলপুরের 'মহাশয়' বংশ এবং ভট্টবাটী ও ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারীগণ সকলেই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। [দিনাজপুর, চাঁচড়া, যশোর, গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

বারেন্দ্রকায়স্থ।—বারেন্দ্র-কায়স্থের মধ্যে কোন্ সময়ে সমাজগঠিত হয়, তাহা ঠিক নির্ণয় করা কঠিন। ঢাকুর প্রভৃতি বারেন্দ্র-কুলাচার্য্যকারিকা মতে—ভৃগুনন্দী, নরহরি দাস ও মুরারি চাকী এই তিন ব্যক্তি সিদ্ধসাধ্যভাবে নুতন সমাজ স্থাপন করেন। তদনুসারে নন্দী, দাস, চাকী এই তিন

ঘর সিদ্ধ বা কুলীন; দত্ত, দেব, নাগ ও সিংহ এই চারি ঘর সাধ্য বা মৌলিক, এতদ্ভিন্ন সোম, ধর, গুণ, কর, ইহারা হেজ বা নিকৃষ্ট। সর্ব্বশুদ্ধ ১১ ঘরের মধ্যে প্রথম সাত ঘরই শ্রেষ্ঠ। বারেন্দ্রদিগের ঢাকুর নামক কুলাচার্য্যকারিকায় লিখিত আছে—

"এই তো কহিল সপ্তঘরের আদিমূল।
তিন ঘর সিদ্ধ কুলে হয় সমতুল॥
সাধ্য চারি ঘর মধ্যে আছে তারতম।
সিদ্ধ তুল্য নাগঘর জানিবা নিয়ম॥
তারপর মধ্যবিত সিংহকে জানিবা।
তদপেক্ষা নীচ ভাবে দেবকে জানিবা॥
দত্ত হ দেবের তুল্য জানিবা নিশ্চয়।
এই চারিভাবে সপ্তঘরের নির্ণয়॥" পদ্য ঢাকুর।

বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের নিয়মানুসারে সিদ্ধবংশের সহিত যে সাধ্যগণ অধিক সম্বন্ধ রাখেন, তাঁহার তত কুলোজ্জ্বল হয়, যাঁহাদের ক্রমাগত তিন পুরুষে সিদ্ধের সহিত আদান প্রদান না থাকে, তাঁহারা নীচ ভাবাপন্ন হন। সাধ্যগণ উত্তম করণ দ্বারা সমাজে আদৃত হন বটে, কিন্তু সিদ্ধপদ লাভ করিতে পারেন না। সিদ্ধগণ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সিদ্ধের সহিত আদান প্রদান করিবেন, ক্রমাগত নীচবংশে আদান প্রদান করিলে হেয় হন; হেজ বা সমাজ-বহির্ভূতবংশে আদান প্রদান করিলে অধঃপাত ঘটে। ঢাকুরে লিখিত আছে—

"যদি থাকে আদি মূল ভাবে ভাল হয়।
দান গ্রহণ দিয়া কুল কুলজিতে কয়॥
সিদ্ধভাবে উত্তমেতে যাহার করণ।
হস্তিদন্তে স্বর্ণ যৈছে রসানে মার্জ্জন॥
সিদ্ধেতে সিদ্ধেতে তুল্য প্রধান চলন।
জাম্বুনদ হেম যৈছে উজ্জ্বল বরণ॥
সিদ্ধ যদি প্রধান নাগে কার্য্য করে।
গজদন্তে রত্নহার যেমন প্রকারে॥
নিরাবিল প্রধান সিংহে যদি কার্য্য হয়।
তথাপি উত্তম ভাব জানিহ নিশ্চয়॥
চন্দ্রের মালিন্য যেন নহে নিন্দাস্থান।
সেই অনুভবমাত্র জানিবা বিধান॥
দেব দত্ত ঘরে যদি ক্রমে কার্য্য হয়।
চন্দ্রে যেন মেঘে ঢাকি রাখয়ে নিশ্চয়॥
এইত কহিল তাব কুলজ্ঞ করণে।
অমূলজ্ঞে কুলনাশ জান সর্ব্বজনে॥"

বারেন্দ্র কায়স্থদিগের পদ্যকুলপঞ্জিকামতে, শৈলকোপার নাগবংশীয় জমিদারগণের সাহায্যেই ভৃগুনন্দী প্রভৃতি বারেন্দ্র কায়স্থসমাজ বন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জটাধর ও কর্কটনাগ, করতাজার ব্যাসসিংহ, কানসোণার বুধদেব, শ্রীধর ও জ্ঞানদেব, বটগ্রামীয় নারায়ণদত্ত (?) ভৃগুনন্দীর সমসাময়িক। বর্ত্তমান সময়ে বারেন্দ্র সিদ্ধ বা কুলীন কায়স্থের মধ্যে ভৃগুনন্দী প্রভৃতির বংশে অধস্তন ১৩।১৪ পুরুষ দৃষ্ট হয়। এরূপস্থলে ন্যূনাধিক সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে) বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ নূতনভাবে গঠিত হয়।

রঙ্গপুরের বর্দ্ধনকুটীর রাজবংশ, কাকিনার বর্ত্তমান রাজবংশ, পাবনাজেলার অন্তর্গত পোতাজিয়ার রায়বংশ সিদ্ধ বা বারেন্দ্রকুলীন কায়স্থের মধ্যে মান্য গণ্য।

[উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থ সম্বন্ধে অপরাপর বিবরণ কায়স্থ ও মৌলিক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বৈদ্য-বিবরণ।—বৈদ্যগণের সম্বন্ধে কোন প্রাচীন পুস্তক পাওয়া যায় না, প্রসিদ্ধ টীকাকার ভরতমল্লিক প্রণীত 'বৈদ্য-কুলতত্ত্ব' নামক পুস্তক পাঠে বৈদ্যকুলীন সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাই লিখিত হইল।

"স্বজাতৌ যঃ সমুৎকর্ষ-বিশেষঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
সদাচারাদি-সম্বন্ধ-হেতুকঃ কুললক্ষণম্॥
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুলমুচ্যতে॥
আচারাদয় এবৈতে সন্তি যেষাং মহাত্মনাম্।
ত এব কুলীনা হি স্যুর্ন কুলং পারলৌকিকম্॥
মহাবংশঃ সুসম্বন্ধাৎ ক্ষেম্য ছুষ্টো ন দুষ্যতি।
পঙ্ক-মগ্নং যথা হেম বারি-প্রক্ষালনাৎ শুচিঃ॥
নাকুলীনঃ কুলীনঃ স্যাৎ সুসম্বন্ধ-শতৈ রপি।"

সদাচার এবং সৎসম্বন্ধাদি-প্রযুক্ত স্বজাতির মধ্যে যে উৎকর্ষ তাহাকে কুল বলে। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, ধর্ম্মনিষ্ঠা, যথাবিহিত বৃত্তি, তপস্যা ও দান এই নয়টী কুল লক্ষণ। যাহার এই নয়টী লক্ষণ আছে, তাহাকেই কুলীন বলে, ইহা ব্যতীত কোন অনির্ব্বচনীয় পদার্থকে কুল বলে না। কোন মহাবংশপ্রসূত কুলীন কার্য্যানুসারে ক্ষেম্য দুষ্ট হইলে পুনর্ব্বার কুলকার্য্য করিলেই তাহাকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, পঙ্ক মগ্ন সুবর্ণ জলে প্রক্ষালন করিলেই পরিষ্কৃত হয়। কুলীন ভিন্ন অপর ব্যক্তিগণ শত শত সুসম্বন্ধ করিলেও কুলীন হইতে পারে না।

"বিনায়কঃ সেনকুলে কুলীনো দাসেষু চায়ুঃ কুলবান্ প্রসিদ্ধঃ।
পয়োঽপি দাসেষু কুলীন উক্তঃ গুপ্তে চ কায়ু ত্রিপুরৌ কুলীনৌ॥

পরে চ সেনাশ্চ পরে চ দাসা গুপ্তাঃ পরে যে কিল মৌলিকাস্তে।
তেষাং সুসম্বন্ধপরাঃ সুশীলাঃ
সন্মৌলিকাস্তে কথিতা ভিষগ্‌ভিঃ॥
গুপ্তস্ত্রিপুরনামা যো নাধুনা তৎকুলে কুলম্।
বিনায়কাদেরপি বংশজাতাঃ স্ববংশ-যোগ্য-ক্রিয়য়া বিহীনাঃ।
ভবন্তি যে যে কিল মৌলিকত্বং
তেঽপি ব্রজন্তীতি বদন্তি বৈদ্যাঃ॥
বিনায়কাদি-সন্তানে কুলীনা মৌলিকা অপি।
অদুষ্টা অপ্রদুষ্টাশ্চ উভয়ে সন্তি সম্প্রতি॥
বিনায়কাদেঃ কুলসম্ভবানাং তথৈব গয়্যাদি কুলোদ্ভবানাম্।
যেষাং কুলীনৈঃ সহ মৌলিকানাং কুটুম্বিতা নাস্ত্যধমা মতাস্তে॥
দত্তাদ্যা অপরে যে তে কথিতা হীনমৌলিকাঃ।
সম্বন্ধাদ্‌যৈঃ সহাঘাতঃ কুলীনানামুদীরিতঃ॥
দত্তান্ন্যূনো ভবেদ্দেবস্তস্মান্ন্যূনাঃ করাদয়ঃ।
যথোত্তরং করাদৌতু ন্যূনত্বং পরিকীর্ত্তিতম্॥
জ্ঞাতৈর্দত্তাদিভিঃ সার্দ্ধং বরমাঘাতমীরিতঃ।
অবিজ্ঞাতৈস্ত সেনাদৌ মহাঘাতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

সর্ব্বপ্রথমে সেনবংশে বিনায়কসেন,* দাসবংশে চায়ু ও পদ্মদাস এবং গুপ্তবংশে কায়ুগুপ্ত ও ত্রিপুরগুপ্ত কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুলীন ভিন্ন অপর সেনবংশীয়, দাসবংশীয় ও গুপ্তবংশীয়-দিগকে মৌলিক বলে। মৌলিক মধ্যে যাহারা সৎকর্ম্মশালী ও সৎস্বভাবসম্পন্ন তাহাদিগকে সন্মৌলিক বলে। ত্রিপুরগুপ্তের বংশীয়গণের কুল নাই। বিনায়কসেন প্রভৃতি কুলীন বংশীয়েরাও বংশোচিত কুলকর্ম্ম-বিহীন হইলে তাহাদের কুল নষ্ট হয় ও তাহাদিগকে মৌলিক বলে। বিনায়কবংশীয় এবং গয়ী প্রভৃতির কুলোদ্ভব মৌলিকগণের মধ্যে যাহাদের কুলীনের সহিত কুটুম্বিতা নাই, তাহারা অধম মৌলিক। দত্ত প্রভৃতি উপাধিধারী অপর বৈদ্যগণ হীন মৌলিক, তাহাদের সহিত আদান করিলে কুলীনের কুলে আঘাত হয়। দেব উপাধিধারীগণ দত্ত হইতে হীন এবং দেব হইতে কর প্রভৃতি উপাধিধারীগণ হীনস্থানীয়। কর প্রভৃতির মধ্যেও উত্তরোত্তর হীন বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। পরিচিত দত্ত প্রভৃতি হীনমৌলিকগণের সহিত আদান প্রদান করিলে আঘাত এবং অবিজ্ঞাত সেন প্রভৃতি মৌলিকের সহিত সম্বন্ধ করিলে মহাঘাত হয়।

বৈদ্য কুলীনগণের সমাজ।—

"তৈহট্টো মালিকাহারো বালিনাছীচ পালিগাঁ।
তথা মণ্ডল-জনাচ সমাজাঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥
চায়ু-পদ্ম-কুলোদ্ভূতাঃ স্থানান্যেতানি সংস্থিতাঃ।
অমীষামপি নাম্নাহি দাসানাঞ্চ কুলীনতা॥"

তেহট্ট, মালিকাহার, বালিনাছী, পালিগাঁ ও মণ্ডল-জনা এই পাঁচটী চায়ু ও পদ্মদাস-বংশীয় কুলীনগণের বাসস্থান ছিল, এই পঞ্চসমাজের নাম দ্বারা দাস উপাধিধারী কুলীন-গণের কৌলীন্য স্থির হইয়া থাকে।

"বরাহনগরং পাণিনালা চ যৌ সমাজকৌ।
কায়ুগুপ্ত-কুলোদ্ভূতৈঃ কুলীনৈঃ সমুপাশ্রিতৌ॥
অনয়োরপি নাম্না চ গুপ্তানাং স্যাৎ কুলীনতা॥"

বরাহনগর ও পাণিনালা এই দুইটী কায়ুগুপ্ত-বংশোদ্ভূত কুলীনগণের সমাজ। এই সমাজের নাম দ্বারা গুপ্তকুলীন গণের কৌলীন্য স্থির হইয়া থাকে।

"মালঞ্চো ধলহণ্ডশ্চ বেতড়ো নরহট্টকঃ।
খানা মঙ্গলকোঠশ্চ ষট্ সমাজাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
বিনায়কোদ্ভবাঃ সেনাঃ স্থানান্যেতানি সংশ্রিতাঃ।
অমীষামপিনাম্না চ তেষামেব কুলীনতা॥"

মালঞ্চ, ধলহণ্ড, বেতড়, নরহট্ট, খানা ও মঙ্গলকোঠ এই ছয়টী বিনায়কসেনবংশীয়গণের সমাজ, এই সমাজের নাম দ্বারাই তাহাদের কৌলীন্য স্থির করিতে হয়। কেহ কেহ ধলহণ্ড ও নরহট্টকে সমাজ বলিয়া স্বীকার করেন না। অপর সামাজিকগণ সেনহাটীকে সপ্তম সমাজ বলিয়া গণনা করেন।

"নিন্দা প্রশংসে বিজ্ঞেয়ে সম্বন্ধৈঃ কুলশালিনাম্।
কুলীনাঃ সমরৈঃ সার্দ্ধং সম্বন্ধং পুত্রকন্যয়োঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ কুর্য্যুর্যদি শুভং তদা॥
বরং ন্যূনৈঃ সমং কার্য্যঃ সম্বন্ধঃ সৎকুলোদ্ভবৈঃ।
নতু স্মৃতি-বিরোধেন শ্রেষ্ঠৈরুৎকর্ষকাময়া॥
ধর্ম্মশাস্ত্রমনাদৃত্য কুলোৎকর্ষাদি বাঞ্ছয়া।
সম্বন্ধং পিতৃবন্ধাদৌ যঃ করোতি স পাতকী॥"

বৈদ্যকুলতত্ত্ব।

কুলীনগণের সম্বন্ধ অনুসারেই নিন্দা ও প্রশংসা হইয়া থাকে। কুলীনগণ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যথাযোগ্য বংশে পুত্র কিম্বা কন্যার সম্বন্ধ করিবেন। সৎকুলোদ্ভব নীচস্থানীয়ের সহিত সম্বন্ধ করা উচিত, তথাপি স্মৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিবে না। যে ব্যক্তি উৎকর্ষ-প্রত্যাশায় ধর্ম্মশাস্ত্রের মত লঙ্ঘন

* এই বিনায়কসেনের বংশে সুবিখ্যাত বৈদ্যকুল-তিলক ভরতমল্লিক জন্মগ্রহণ করেন। যথা—বিনায়কসেনের পুত্র রোষ, তৎপুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র সাধু, তৎপুত্র কুমার, তৎপুত্র ভাস্কর, তৎপুত্র মহাদেবসেন (উপাধি হরিহর খাঁ), তৎপুত্র গোপীনাথ মল্লিক, তৎপুত্র বনমালী, তৎপুত্র গৌরাঙ্গ, তৎপুত্র ভরতমল্লিক, ইনি ১৬০০ শকে (?) জীবিত ছিলেন। গত বর্ষে ভরতমল্লিকের পুত্র-প্রপৌত্রের মৃত্যু হইয়াছে।

করিয়া পিতৃবন্ধুর সহিত সম্বন্ধ করেন, তাহাকে পাতকী হইতে হয়।

কোন্ সময়ে এবং কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বৈদ্যজাতি মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত হইল, কোন প্রাচীন পুস্তকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদ্যজাতির বিশ্বাস, যে বল্লাল বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন, সেই বল্লালসেনই বৈদ্যজাতির মধ্যেও কৌলীন্য নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বকথিত বিনায়কসেন প্রভৃতিই বল্লাল-নির্দ্দিষ্ট প্রথম কুলীন।

বৈদ্যকুলজী পাঠে জানা যায়, যে বিনায়কসেন প্রভৃতি হইতে বর্ত্তমানকালে বৈদ্যকুলীনমধ্যে ১৬।১৭ পুরুষ হইয়াছে। ঐতিহাসিকদিগের প্রথা অনুসারে ৩ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিলে, ১৬।১৭ পুরুষে ন্যূনাধিক সাড়ে পাঁচ শত বর্ষ হয়। এরূপ স্থলে বর্ত্তমান ১৮১৪ শকের সাড়ে পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ১২৬৪ শকে (১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে) বিনায়কসেন প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, বিজয়নন্দন মহারাজ বল্লালসেনদেব ১০৪১ শক হইতে ১০৯১ শক (১১১৯ হইতে ১১৬৯ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন*। এরূপস্থলে বিনায়কসেন প্রভৃতি প্রথম বৈদ্যকুলীনদিগের দুইশত বর্ষেরও পূর্ব্বে মহারাজ বল্লালসেনদেব বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কৌলীন্য-প্রতিষ্ঠাতা বল্লালসেনদেব বিনায়কসেন প্রভৃতিকে যে কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন নাই, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

গোপালভট্ট রচিত "বল্লালচরিত" পাঠে জানা যায়—বৈদ্যরাজ বল্লাল ১৩০০ শকে বিদ্যমান ছিলেন; সম্ভবমত ঐ সময়ে বিনায়কসেন প্রভৃতি বৈদ্যদিগের বীজিপুরুষগণ কৌলীন্যমর্য্যাদা পাইয়াছিলেন।

এখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে, গৌড়েশ্বর মহারাজ বল্লালসেনদেব ন্যূনাধিক ১০৪১ হইতে ১০৬৪ শকের মধ্যে কোন সময়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজে এবং বৈদ্যরাজ বল্লাল তাহার বহু পরে ১২৬৪ হইতে ১৩০০ শকের মধ্যে বৈদ্য-সমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রচারিত করিয়াছিলেন।

[বৈদ্য শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

সদ্গোপ, চাষাধোপা, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতির মধ্যেও কৌলীন্য আছে। [তত্তৎশব্দে বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ তান্ত্রিক-কুলাচারী শক্তিপূজক। ৩ ভূমিলগ্ন। (ক্লী) ৪ নখরোগবিশেষ।

কুলীনক (ত্রি) কুলীন স্বার্থে কন্। ১ কৌলীন্যযুক্ত। (পুং) ২ বনমুদ্গ, বনমুগ, মুগানী

কুলীনস (ক্লীং) কুলীনং ভূমি-লগ্নং দ্রব্যং স্যতি, কুলীন-সো কঃ। জল।

কুলীনা (স্ত্রী) কুলীন-স্ত্রিয়াং টাপ্। কয়েক প্রকার আর্য্যা-ছন্দের নাম।

কুলীপয় (পুং) [বৈদিক] জলচর, জলজ। ("মিত্রায় কুলপয়ান্ বরুণায় নাক্রান্" শুক্ল যজুর্ব্বেদ ২৪।২১)

কুলীর (পুং) কুল্-ঈরন্, কিচ্চ। কপিলাদিত্বাৎ লত্বে কুলীরঃ। (উজ্জ্বলদত্ত ৪।৩৩।)। যদ্বা কুল্‌জবন্ধসংহত্যোঃ—ঈরঃ (রামশর্ম্মা, উণাদিকোষ ১।৩৭১।) ১ কর্কট, কাঁকড়া। ২ কর্কটরাশি। ৩ কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়াশিঙ্গী।

কুলীরক (পুং) ক্ষুদ্রঃ কুলীরঃ, কুলীর-অল্পার্থে কন্। ক্ষুদ্র কর্কট, ছোট কাঁকড়া।

কুলীরশৃঙ্গী (স্ত্রী) কুলীরঃ কুলীরায়ব ইব শৃঙ্গং যস্যাঃ, কুলীর-শৃঙ্গ-ঙীষ্। শৃঙ্গশব্দস্য গৌরাদিত্বাৎ, (বিদ্গৌরা-দিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কুলীরাৎ [দ্] (পুং) কুলীর-অদ্ ক্বিপ্। ক্ষুদ্র কর্কট, কাঁকড়ার বাচ্ছা। প্রবাদ আছে যে ছোট ছোট কাঁকড়ার বাচ্ছাগুলি মাতৃগর্ভে থাকিয়াই মাতার শরীরের অভ্যন্তর ভাগ আহার করিয়া ফেলে। মাতার মৃত্যু হইলে ও সমস্ত শরীরটী আহার করা হইলে ইহারা বহির্গত হয়।* ইহার পর্য্যায় স্বেগবি।

কুল্লীশ (পুং ক্লী) কুলৌ হস্তে শেতে, কুলি শী-ডঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। বজ্র।

কুলুক (ক্লী) কুল-বাহুলকাৎ উলচ্ লস্য কঃ কিচ্চ। জিহ্বামল, জিহ্বার উপরিস্থিত ময়লা।

কুলুকগুঞ্জা (স্ত্রী) কৌ-পৃথিব্যাং লুক্কা লুক্কায়িতা গুঞ্জেব। উল্কাগ্নি, উল্কাপাতকালে যে অগ্নি দেখিতে পাওয়া যায়।

কুলুঙ্গ (পুং) [বৈদিক] কুরঙ্গ, হরিণ।

("সোমায় কুলুঙ্গ আরণ্যোঽজো নকুলঃ শকাঃ।"

বাজসনেয়সংহিতা ২৪।৩২)

কুলুঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্রখিলানের অভ্যন্তরস্থ স্থান।

* বল্লালসেনদেবের সময়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে যাঁহারা প্রথম কৌলীন্য প্রাপ্ত হন, সেই সকল ব্যক্তি হইতে তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণের মধ্যে ২৩ হইতে ২৭ পুরুষ অন্তর দৃষ্ট হয়। এরূপস্থলে পূর্ব্বগণনানুসারে ন্যূনাধিক সাড়ে আটশত বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ১০৪১ হইতে ৫০ শকের মধ্যে বল্লালীমর্য্যাদাপ্রাপ্ত প্রথম কুলীনগণ বিদ্যমান ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়।

কুলুঞ্চ (পুং) [বৈদিক] চৌরভেদ। (বাজসনেয়সংহিতা ১৬।২২।) ('কুং ভূমিং ক্ষেত্রগৃহাদিরূপাং লুঞ্চন্তি হরন্তি কুলুঞ্চাঃ কুৎসিতং লুঞ্চতি বা' বেদদীপে মহীধর।)

কুলুপ (যাবনিক) কুঞ্জী, তালা।

কুলূত (পুং) (বহু) জনপদ বিশেষ। [কুল্লু দেখ।]

কুলেচর (পুং) কুলে চরতি, কুলে-চর-অচ্, অলুক্ সমাস। ক্ষুদ্র শাকভেদ।

("কবক-কুলেচর-বংশকরীর প্রভৃতীনি।" সুশ্রুত।)

কুলেয় (ত্রি) কুলে ভবঃ, কুল-ঢঃ, (বাহুলকাৎ সাধুঃ।) কুলীন, সৎকুলোদ্ভূত। ("বভুব তৎকুলেয়াণাম্ দ্রব্যকার্য্যমুপস্থিতম্"। মহাভারত ১।১৭৮।)

কুলেশ্বর (পুং) কুলস্য জগৎসমূহস্য ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। ১ শিব, মহাদেব। ২ বংশের নেতা, কুলপতি।

কুলেশ্বরী (স্ত্রী) কুলেশ্বর টিত্বাৎ ঙীপ্। দুর্গা।

কুলোৎকট (পুং) কুলেন উৎকটঃ উগ্রঃ। ১ সৎকুলজাত ঘোটক। (ত্রি) সৎকুলোদ্ভূত।

কুলোদ্গত (ত্রি) কুলাৎ সৎকুলাৎ উদ্গত উৎপন্নঃ। সৎকুলজাত।

("মৌলান্শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।" মনু ৭।৫৪।)

কুলোদ্বহ (ত্রি) কুলং বংশং উদ্বহতি পালয়তি, শ্রাদ্ধাদিনা পিতৃপুরুষান্ ঊর্দ্ধং নয়তি বা। কুলশ্রেষ্ঠ, বংশপ্রতিপালক।

কুল্ফ (পুং) কল্ সংখ্যানে ফক্, (কলিগলিভ্যাং ফগস্যোচ্চ। উণ্ ৫।২৬।) ১ শরীরারবব, গুল্ফ। ("যদ্বিজামন্ পদ্ভিষি বন্ধনং ভুবদষ্ঠীবন্তৌ পরিকুল্ফৌ চ দেহৎ॥" ঋক্ ৭।৫০।২।) ২ রোগবিশেষ। ('কুল্ফঃশরীরাবয়বো রোগশ্চ।' উজ্জ্বলদত্ত।)

কুল্ফা (স্ত্রী) কুল্ফ স্ত্রিয়াং টাপ্। রোগবিশেষ। ('কুল্ফস্তু রোগভেদে স্ত্রী' উণাদিকোষ।)

কুল্মল (ক্লী) কুষ্ ম্ললন্। ('কুষের্লশ্চ। উণ্ ৪।১৮৭।) লশ্চান্তাদেশঃ (উজ্জ্বলদত্ত।) ১ পাপ। ('কুল্মলং পাপং' উজ্জ্বলদত্ত।) (বৈদিক) ২ বাণের অথবা বর্ষার যে অংশে দণ্ড সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। ("তত্র মে গচ্ছতাদ্ধবং শল্য ইব কুল্মলং যথা" অথর্ব্ব ২।৩০।৩।)

কুল্মলবর্হিষ (পুং) বৈদিক ঋষিবিশেষ।

কুল্মাষ (পুং) কোলতি কুল্ ক্বিপ্, কুলঃ অর্দ্ধস্বিন্নো মাষো-ঽস্মিন্, বহুব্রী। ১ অর্দ্ধসিদ্ধ মাষাদিমিশ্রিত অন্ন, চলিত বাঙ্গালার খিচুড়ী, হিন্দী ঘুঘুনী অথবা খিচ্‌ড়ী। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—গুরু, রুক্ষ, বায়ুনাশক ও মলভেদক। ২ সিদ্ধিক্ত মাষ। ৩ রাজমাষ। ৪ যাবক, অর্দ্ধপক্ব যব, (Dolichos Biflorus.)। ৫ সূর্য্যের পারিপার্শ্বিক ভেদ। ৬ শূকধান্য। ৭ মাষাকৃতি পত্রযুক্ত বৃক্ষ, কাশ্মীরদেশে যাহা তুলসী নামে বিখ্যাত। (ক্লী) ৮ কাঞ্জী, কাঁজি, আমানী। ৯ রোগবিশেষ। ১০ বনকুলথ, বনকুল্থী। ১১ মসী পরিণাম।

কুল্মাষাভিষুত (ক্লী) কুল্মাষৈরভিষুতং ৩তৎ। কাঞ্জিক, কাজী।

কুল্মাষী (স্ত্রী) কুল্মাষ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নদীবিশেষ। (হরিবংশ)

কুল্য (ত্রি) কুলং কৌলীন্যমস্ত্যস্মিন্, কুল-বলাদিত্বাৎ যঃ। (বুঞ্ছণ্-কঠ— পা ৪।২।৮০।) যদ্বা কুল-অপত্যার্থ যৎ, (অপূর্ব্বপদাদন্যতরস্যাং যড্ঢকঞৌ। পা ৪।১।১৪০।) ১ সৎকুলোদ্ভব। ২ কুলপরম্পরাগত।

("গৃহান্ মনোজ্ঞোরুপরিচ্ছদাংশ্চ
বৃত্তীশ্চ কুল্যাঃ পশু-ভৃত্যবর্গান্॥" ভাগবত ৭।৬।১২।)

৩ মাননীয়। ৪ কুলসন্নিকৃষ্ট দেশাদি। (বৈদিক) ৫ কুল্যভব, কৃত্রিম নদীজাত।

("নমঃ কুল্যায় চ সরস্যায় চ নমো নাদেয়ায় চ বৈশন্তায় চ।" শুক্লযজুঃ ১৬।৩৭।*। 'কুল্যা কৃত্রিমা সরিত্তত্র ভব কুল্যঃ' মহীধর)। (ক্লী) ৬ অস্থি। ৭ মাংস। ৮ সূর্প। ৯ অষ্টদ্রোণ-পরিমাণ।

কুল্যা (স্ত্রী) কুল্য-টাপ্। ১ কৃত্রিমনদী। ২ পয়ঃপ্রণালী। ৩ জীবন্তিক ওষধি। ৪ নদীমাত্র। ৫ স্থূলবার্ত্তাকু। ৭ কুলস্ত্রী। (বৈদিক) ৮ ক্ষুদ্রনদী। ("স্যন্দন্তাং কুল্যা বিষিতাঃ" ঋগ্বেদ ৫।৮৩।৮।) ৯ মহাভারতোক্ত ঋষিকুল্যা, দেবকুল্যা প্রভৃতি কয়েকটী নদীর নাম।

কুল্যাসন (ক্লী) কুল্যায় কুলাচারায় হিতমাসনং। রুদ্রযামল-তন্ত্রোক্ত আসনভেদ।

কুল্লু (কুলু)—হিমালয়-উপত্যকায়, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত কাঙ্‌ড়ার একটী বিস্তীর্ণ উপবিভাগ। অক্ষা° ৩১°২০´ হইতে ৩২°২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৫৮´৩০´´ হইতে ৭৭°৪৮´৪৫´´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে শতদ্রু নদীর পশ্চিমতট ও বিপাশা নদীর খানিকটা অববাহিকা আছে।

এই কুলু জনপদ মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদিতে উলূত, কুলূত, কৌলূত এবং কৌলুক নামে বর্ণিত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই জনপদ কিউ-লু-তো নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এখানে আসিয়া এই স্থান-পর্য্যটন করিয়া লিখিয়াছেন—

'এই-রাজ্য ৩০০০ লি (প্রায় ৫০০ মাইল) বিস্তৃত, চারিদিকে পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত। রাজধানী প্রায় ১৪।১৫ লি (প্রায় আড়াই মাইল)। এখানকার ভূমি বেশ শস্যশালী ও উর্ব্বরা, এখানে নানাবিধ তরুলতা ও ফুল ফল প্রচুর পরিমাণে

জন্মে, বিশেষতঃ এখানে মূল্যবান্ ঔষধ (বৃক্ষমূল) বিস্তর উৎপন্ন হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র প্রভৃতি ধাতু স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। এখানে চিরকালই শীত, সর্ব্বদাই তুষারপাত হয়। অধিবাসীগণের প্রায় গলগণ্ড ও অর্ব্বুদ হইয়া থাকে। তাহারা অতিশয় উগ্রপ্রকৃতি, বীরত্ব ও ন্যায়ের পক্ষপাতী।' তৎকালে এখানে ২০টি বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম, সহস্রাধিক বৌদ্ধ-যাজক, এতদ্ভিন্ন ১৫টি হিন্দুদেবালয় ছিল। পর্ব্বতের ভৃগু-পাতের চারিধারে পাথরের ঘর ছিল, অর্হৎ ও ঋষিগণ সেই সকল স্থানে বাস করিতেন। এই রাজ্যের মধ্যভাগে বৌদ্ধরাজ অশোক-প্রতিষ্ঠিত একটী স্তূপ ছিল।

প্রায় সার্দ্ধ দ্বাদশশত বর্ষ পূর্ব্বে চীনপরিব্রাজক যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, কুলুরাজ্যে এখনও তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীগণের স্বভাব প্রায় পূর্ব্ববৎ আছে। তাহাদের সাহস ও শরীরে বল বেশ আছে, কিন্তু সকলেই দরিদ্র, একখানি কম্বলমাত্র পরিধেয়। স্ত্রীপুরুষের পরিচ্ছদ প্রায় একপ্রকার, স্ত্রীলোকেরা সুদীর্ঘ কেশ চূড়া করিয়া বাঁধে। বসাহির, সুকেত, মাণ্ডী, কোহিস্তান ও কুলু এই কয়স্থানের অধিবাসীই একজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের যাহারা সামান্য চাষ বাস করে, তাহাদের নাম গুজারি এবং যাহারা মহিষ, ছাগ প্রভৃতি প্রতিপালন করে, তাহারা গড্ডি বলিয়া অভিহিত। কুনেত ও ডগীজাতিই এখানকার প্রধান। এখনও শিবরাজ নামক স্থানে স্ত্রীলোকের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা দৃষ্ট হয়। কয়েকজন ভ্রাতা মিলিয়া কতকগুলি স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, সকল স্ত্রীলোকই তাহাদের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। কুলুরাজ্যের অপর অপর কোন স্থানে এরূপ প্রথা এখন আর বড় প্রচলিত নাই। এখানকার স্ত্রীলোকেরা অধিক পরিশ্রমী, তাহারা ক্ষেত্রে গিয়া কর্ম্ম করে। কর্ম্ম করিতে যাইবার সময় তাহারা আপনাপন শিশু সন্তানকে এক এক জন বৃদ্ধার কাছে রাখিয়া যায়। সুবাস্তু প্রভৃতিস্থানে কৃষিকার্য্য করিতে যাইবার সময়, যুবতীগণ নিজ নিজ সন্তানদিগকে আপাদমস্তক কম্বলে জড়াইয়া ঝরণার কাছে, এমনিভাবে ফেলিয়া রাখে, যে সহজেই তাহাদের মাথায় ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে থাকে। সাধারণের বিশ্বাস যে, শৈশবকালে এরূপ ভাবে রাখিলে তাহারা ভবিষ্যতে অধিক পরিশ্রমী, বীর্য্যবান্ ও বলবান্ হইবে এবং উদরাময় প্রভৃতি সকলপ্রকার রোগের শান্তি হইবে। সাধারণ লোকের ডাইনের উপর বড় ভয়। কাহারও পীড়া হইলে, অথবা গোমেষাদির অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিলে তাহারা সকলে মিলিয়া ডাইনা অর্থাৎ যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের উপর সকলের সন্দেহ পড়ে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া বিশেষ কষ্ট দেয়। পূর্ব্বে এইরূপ বৃদ্ধাকে সকলে মিলিয়া পোড়াইয়া ফেলিত, এখন বৃটীশ-রাজত্বে সেরূপ নৃশংস ব্যবহার হইতে পারে না বটে, কিন্তু এরূপ বৃদ্ধাকে সমাজচ্যুত করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়, তাহাতে অভাগিনী অনাহারে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

[কুনিন্দ ও কাঙ্‌ড়া দেখ।]

কুলুই (দেশজ) কাঁকর।

কুল্লূক (পুং) মনুসংহিতার একজন বিখ্যাত টীকাকার। বারেন্দ্র শ্রেণীর নন্দনাবাসীগ্রামী দিবাকরভট্টের পুত্র, বারেন্দ্র-সমাজে পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠাতা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সমসাময়িক। [কুলীন শব্দে ৩১৭ পৃষ্ঠায় কুল্লূক-ভট্টের বংশাবলী দেখ।]

কুল্ব (ক্লী) [বৈদিক] ১ লোমহীনতা, টাকরোগ। ("চাতি-কৃষ্ণং চাতিকুল্বং চাতিলোমশং চ"। শুক্লযজুঃ ৩০। ২২। *। 'অতিকুল্বং লোমরহিতম্।' মহীধর।) (ত্রি) ২ তদ্‌যুক্ত।

কুব (ক্লী) কুং ভূমিং বাতি গচ্ছতি তত্র জন্মগ্রহণাদিত্যর্থঃ, কু-বা-কঃ। ১ উৎপল। ২ জলজ পুষ্পমাত্র।

কুবকালুকা (স্ত্রী) কুবমিব কায়তি প্রকাশতে, কুব-কৈ-কঃ, কুবকা আলুকা ইব। শাকবিশেষ, ঘোলীশাক।

কুবঙ্গ (ক্লী) কু ঈষদ্ বঙ্গমিব গুণসাদৃশ্যাদিত্যর্থঃ। উপমিত-সং। সীসক, সীসা।

কুবচঃ [স্] (ক্লী) কুৎসিতং বচো বাক্যং কুগতিসং। ১ কুৎসিত বাক্য, নিন্দা, গালাগালি। (ত্রি) কুৎসিতং বচোঽস্য, বহুব্রী। ২ নিন্দুক, যে মন্দ কথা কহে অথবা পরের নিন্দা করে।

কুবজ্রক (ক্লী) কুৎসিতং বজ্রং হীরকমিব কায়তি প্রকাশতে, কু-বজ্র-কৈ-কঃ। বৈক্রান্তমণি।

কুবদ (ক্লী) বদতীতি বদং কুৎসিতং বদং বাক্যং, কু-বদ্-অচ্। ১ কুৎসিত বাক্য, নিন্দা। (ত্রি) কুৎসিতং বদং বাক্যমস্য বহুব্রী। ২ নিন্দাকারী।

কুবম (পুং) কৌ পৃথিব্যাং বমতি বর্ষতি জলমিত্যর্থঃ, কু-বম-অচ্। ১ সূর্য্য। ("কুলং কুলঞ্চ কুবমঃ কুবমঃ কঞ্জপোদ্ভিজঃ।" মহাভারত অনুশাসন ৯৩ অঃ।) (ত্রি) কুৎসিতং বমতি, কু-বম্-অচ্। ২ নিন্দিত বমনকারক।

কুবর (পুং) কুৎসিতং বৃণাতি গৃহ্লাতি রসমিত্যর্থঃ। কু-বৃ-অপ্, (ঋদোরপ্। পা ৩। ৩। ৫৭।)। ১ তুবর, কষায়। (ত্রি) ২ কষায়রসযুক্ত।

কুবর্ষ (পুং) বর্ষতীতি বর্ষঃ কুৎসিতো বর্ষো বৃষ্টিঃ, কু-বৃষ-অচ্। অজস্রবর্ষণ, অত্যন্ত বৃষ্টি।

("ভারোদ্বহনখিন্নাশ্চ তথেমে রথবাজিনঃ।
দীনা ঘর্ম্ম-পরিশ্রান্তাঃ কুবর্বোপহতা ইব॥" রামায়ণ ৬৮৯।১৫)

কুবল (পুং) কৌ-বলতে, কু-বল্‌-পচাদিত্বাদচ্‌। ১ বদরীবৃক্ষ, (Sizyphus Jujuba.) (ক্লী) ২ বদরীফল, কুল। ৩ মুক্তা-ফল। ৪ উৎপল। ৫ জল। ৬ সর্পোদর।

কুবলকুণ (পুং) কুবলানাং পাকঃ, কুবল-পীল্বাদিত্বাৎ কুণপ্‌, (তস্য পাকমূলে পীল্বাদিকর্ণাদিভ্যঃ কুণব্জাহচৌ। পা ৫।২।২৪।)। যে সময়ে বদরীফল পাকিতে থাকে, কুল পাকিবার কাল।

কুবলপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ। *। কুবলশব্দ কর্ক্যাদি গণান্তর্গত বলিয়া উদাত্তস্বর হয় না। (প্রস্থেঽবৃদ্ধমকর্ক্যাদীনাম্‌। পা ৬।২।৮৭।)

কুবলয় (ক্লী) কোঃ পৃথিব্যা বলয়মিব, তস্যা শোভোৎপাদকত্বাৎ, উপমিতসং। ১ উৎপল। ২ নীল ও শ্বেতোৎপল।
("জ্যোতি র্লেখাবলয়িগলিতং যস্য বর্হং ভবানী।
পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দল-প্রাপি কর্ণে করোতি"॥ পূর্ব্বমেঘ ৪৬।)
কোঃ পৃথিব্যা বলয়ং ৬তৎ। ৩ ভূমণ্ডল। ("যো বা অয়ং দ্বীপঃ কুবলয়-কমল-কোশাভ্যন্তরকোশঃ"। ভাগবত ৫।১৬।৫। 'কুবলয়ং ভূমণ্ডলং' তট্টীকা।)
(পুং) ৪ কুবলয়াশ্ব নৃপতির ঘোটকের নাম।
৫ অসুরভেদ।

কুবলয়পুর (ক্লী) নগরবিশেষ।

কুবলয়াদিত্য (পুং) নৃপতিবিশেষ। [কুবলয়াপীড় দেখ।]

কুবলয়ানন্দ (পুং) কুবলয়ং ভূমণ্ডলং আনন্দয়তি; কুবলয় আ-নন্দ-অচ্‌। ১ অলঙ্কার গ্রন্থবিশেষ। ২ কুমুদের আনন্দজনক, চন্দ্র।

কুবলয়াপীড় (পুং) কুবলয়মাপীড়ং ভূষণং যস্য। ১ কাশ্মীরের একজন রাজা। ইহার অপর নাম কুবলয়াদিত্য। ইনি ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্ঞী কমলাদেবীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইহার রাজত্বের অনেক সময় ভ্রাতাদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে অতীত হয়। পরে কোন কারণে ইহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে,'ইনি, রাজ্যপরিত্যাগ করিয়া প্লক্ষ-প্রস্রবণ নামক বনে গমন করেন। ভূপতির বনগমনের পর মন্ত্রিবর মিত্রশর্ম্মা সস্ত্রীক বিতস্তার জলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। কারণ মন্ত্রীর বাক্য ও কার্য্যই ভূপতির বনগমনের প্রধান কারণ।

২ দৈত্যবিশেষ। এই দৈত্য হস্তীরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামের বিনাশ-কামনায় কংসের দ্বারদেশে উপস্থিত ছিল। কৃষ্ণ যখন কংসালয়ে প্রবেশ করেন, তখন কংসের দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি ইহাকে নিহত করেন। (হরিবংশ ৮৫ অঃ।)

কুবলয়াবলী (স্ত্রী) ১ শ্রীকণ্ঠদেশাধিপতি আদিত্যপ্রভের মহিষী। ইনি ডাকিনীসিদ্ধ ছিলেন। ইহার পতিও ইহার উপদেশে ডাকিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হন। একদা রাজ্ঞী ফলভূতি-নামক একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন এবং তাহার আদেশে একজন ঘাতক রন্ধনশালায় উপস্থিত থাকে, তাহার প্রতি আদেশ থাকে যে ব্যক্তি রন্ধনশালায় উপস্থিত হইবে, তাহাকেই বধ করিবে। মহারাজ ছলনা করিয়া ফলভূতিকে পাকগৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। দৈবক্রমে ফলভূতির পরিবর্ত্তে রাজকুমার রন্ধনশালায় উপস্থিত হন। ঘাতক তাহাকে বধ করে, এই প্রকারে রাজকুমারই পিতা-মাতা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন। পরে ফলভূতির মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া রাজা গৃহত্যাগ করেন। রাজ্ঞী কুবলয়াবলী পতি ও পুত্রশোকে হুতাশনে প্রাণত্যাগ করেন। (কথাসরিৎসাগর)

কুবলয়াশ্ব (পুং) ১ নৃপতিবিশেষ, ইহার অপর নাম ধুন্ধুমার। (ভাগবত ৯।৬।১৮।) ২ শত্রুজিৎ নামক রাজার পুত্র, ইহার অপর নাম ঋতুধ্বজ। রাজকুমার ঋতুধ্বজ নানাবিধ শস্ত্র-শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। একদিন এক তপস্বী একটী অশ্ব লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! কোন দানব পশুরূপ ধারণ করিয়া প্রতিদিনই যজ্ঞ ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার ব্যবহারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করি, পরে দৈবাৎ একদিন আকাশমণ্ডল হইতে এই অশ্বটী পতিত হইয়াছে এবং দৈববাণী হইয়াছে যে, 'বীর-শ্রেষ্ঠ রাজপুত্র এই তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া অনায়াসে দৈত্যকে সংহার করিতে পারিবেন। এই পৃথিবীমণ্ডলে কোথাও ইহার গতি প্রতিহত হয় না বলিয়া ইহার নাম কুবলয়াশ্ব।' অনন্তর ঋতুধ্বজ পিতার আদেশে ঘোটকে আরোহণ করিয়া মুনির আশ্রমে গমন করেন। (রাজপুত্র ঋতুধ্বজ কুবলয় নামক অশ্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম কুবলয়াশ্ব হইয়াছিল।) যথাসময়ে যজ্ঞবিঘ্নকারী দানব বরাহরূপ ধারণ করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলে রাজকুমার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন। দানব বাণাঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া পলায়ন করে। রাজকুমারও অপ্রতি-হতগতি অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হই-লেন। তিনি দানবের অনুসরণে পাতালপুরী প্রবেশ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে বিবাহ করেন। পাতালপুরে গন্ধর্ব্বকুমারীর মুখে শুনিতে পাইলেন যে পাতালকেতু নামক জনৈক দানব পশুরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞ

বিঘ্ন করিত, সেই দানব রাজকুমারের বাণাঘাতেই দানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। রাজপুত্র মদালসাকে লইয়া বাড়ী আসিলেন। দিনে দিনে মদালসা তাহার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা হইল। পাতালকেতুর ভ্রাতা তালকেতু ভ্রাতৃ-হন্তার অনিষ্ট কামনায় মুনিবেশ ধারণ করিয়া রাজধানীর অদূরবর্ত্তী যমুনাতটে একটী আশ্রমে কপট তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। রাজপুত্র কুবলয় নামক ঘোটকে আরোহণ করিয়া দৈবক্রমে সেই কপট সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হন। সন্ন্যাসী-বেশধারী তালকেতু রাজপুত্রকে বলিলেন, "রাজকুমার! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার শিরোভূষণ আমাকে প্রদান করিলে আমার বহুদিনের পরিশ্রম সফল হয়।" ঋতুধ্বজ তাহাকে শিরোভূষণ প্রদান করিলেন। দানব রাজপুত্রের শিরোভূষণ লইয়া ও রাজপুত্রকে আশ্রমরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া গমন করিল। তালকেতু মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজবাড়ী উপস্থিত হইয়া বলিল, "রাজপুত্র এক দুষ্টদানবের যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শিরোভূষণ আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, আমি ভিখারী, আমার শিরোভূষণে প্রয়োজন নাই" এই বলিয়া শিরোভূষণ তথায় রাখিয়া দানব প্রস্থান করিল।

পতিপ্রাণা মদালসা পতির নিধন শুনিয়া শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর কুবলয়াশ্ব ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'আমি আর দারপরিগ্রহ করিব না, জন্মান্তরে যেন গন্ধর্ব্বকুমারীকে পাইতে পারি।' রাজপুত্র এইরূপ স্থির করিয়া সংসারধর্ম্ম প্রায় পরিত্যাগ করিলেন। দৈবক্রমে নাগরাজ অশ্বতরের পুত্রদ্বয়ের সহিত রাজকুমারের বন্ধুতা হইয়াছিল। অশ্বতর পুত্রের মুখে রাজপুত্রের বিবরণ শ্রবণ করিয়া এক মনে সরস্বতীর আরাধনা করেন। সরস্বতীর প্রসাদে তিনি অদ্বিতীয় সঙ্গীতবিদ্যা অভ্যাস করিলেন। নাগরাজ তদনন্তর সঙ্গীতদ্বারা মহাদেবের উপাসনা করেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে উপস্থিত হইলে নাগরাজ বলিলেন, "প্রভো! কুবলয়াশ্ব-রাজকুমারের প্রাণোপমা গন্ধর্ব্বকুমারী আমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনীয়"। মহাদেব বলিলেন, "শ্রাদ্ধ করিয়া স্বয়ংই মধ্যম পিণ্ডটী ভক্ষণ করিবে, অনন্তর তোমার মধ্যম ফণা হইতে সেই গন্ধর্ব্বকুমারী মদালসা বহির্গত হইবে"। নাগরাজ শিবের বাক্যে তাহাই করিলেন, এবং তাহার ফণা হইতে মদালসা বহির্গত হইল। নাগরাজ মদালসাকে গোপনে অন্তঃপুরে রাখিলেন। অনন্তর তাঁহার আদেশে কুবলয়াশ্ব পাতালে উপস্থিত হইলে চিরবিরহিণী মদালসার সহিত কুবলয়াশ্বের মিলন হইল। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ২০—২৪ অঃ।) [মদালসা দেখ।]

৩ একটী অশ্ব। মুনিদিগের যজ্ঞবিঘ্নকারী পাতালকেতুর বিনাশ করিতে সূর্য্যদেব আকাশ হইতে ইহাকে ভূতলে অর্পণ করেন। কুবলয়ে (ভূমণ্ডলে) কোন স্থানেই ইহার গতি প্রতিহত হইত না বলিয়া ইহার নাম কুবলয় হইয়াছিল।

"অশ্রান্তঃ সকলং ভূমের্বলয়ং তুরগোত্তমঃ।
সমর্থঃ ক্রান্তমর্কেণ তবায়ং প্রতিপাদিতঃ॥ ৪৯॥
যতো ভুবলয়ং সর্ব্বমশ্রান্তোহয়ং চরিষ্যতি।
অতঃ কুবলয়ো নাম্না খ্যাতি লোকে প্রয়াস্যতি" ॥ ৫১॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণ ২০ অধ্যায়।

কুবলয়াশ্বীয় (ক্লী) কুবলয়াশ্ব-ছঃ। কুবলয়াশ্ব নৃপসম্বন্ধীয় গল্প।

কুবলয়িত (ত্রি) কুবলয়ানি সঞ্জাতান্যস্য, কুবল-তারকাদিত্বাদিতচ্, (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) কুবলয় পূর্ণস্থান, সেখানে অনেক কুবলয় প্রস্ফুটিত হয়।
("পুরমবিশদযোধ্যাং মৈথিলীদর্শনীনাং কুবলয়িতগবাক্ষাং লোচনৈরঙ্গনানাং"। রঘু ১১।৯৩।)

কুবলয়িনী (স্ত্রী) কুবলয়ানাং সঙ্ঘঃ কুবলয়-ইনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উৎপলসমূহ, উৎপলিনী, উৎপলপূর্ণস্থান।

কুবলয়েশ (পুং) কুবলয়স্য ভূমণ্ডলস্য ঈশঃ পতি, ৬তৎ। পৃথিবীপতি, রাজা।

কুবলাশ্ব (পুং) কুবলয়াশ্ব, ধুন্ধুমার নৃপতির নামান্তর। (মহাভারত বনপর্ব্ব।)

কুবলেশয় (পুং) কুবলে উৎপলে শেতে, কুবলে-শী-অচ্, অলুক্ সমাস। বিষ্ণু।

কুবলী (স্ত্রী) কুবল-স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কোলিবৃক্ষ, কুলগাছ।

কুবাক্য (ক্লী) কুৎসিতং বাক্যং, কুগতিসং। মন্দ কথা, নিন্দা, ক্ষতিকর বাক্য।

কুবাচ্ (ক্লী) কুৎসিতং বাক্ বাক্যং, কুগতি। কুৎসিত বাক্য। ("সংস্মারিতে মর্ম্মভিদঃ কুবাগিষূন্।" ভাগবত ৪।৩।১৫।)

কুবাট (পুং) কুৎসিতমশুভং চৌরপ্রবেশাদিকং বটতি নিবারয়তি, কু-বট-অণ্। কবাট, কপাট, দ্বার।

কুবাদ (ত্রি) কুৎসিতং বদতি, কু-বদ্-অণ্। ১ পরদোষ-কথনশীল, যে ব্যক্তি পরের নিন্দা করিয়া থাকে। (পুং) ২ পরীবাদ, কুৎসিতবাক্য।

কুবাহুল (পুং) কুৎসিতং বহতি, কু-বহ-উলঞ্ (বাহুলকাৎ সাধুঃ)। ক্রমেলক, উষ্ট্র।

কুবিক (পুং) (বহু) জনপদবিশেষ।

কুবিৎ [দ্] (অব্য) [বৈদিক] ১ বহুবার।

("কুবিন্নো অগ্নিরুচথস্থ বীরসৎ" ঋক্ ১।১৪৩।৬।

'কুবিৎ বহুবার' সায়ণ।) ২ প্রশংসা।

কুবিৎ শব্দ চাদিগণীয় বলিয়া ইহার নিপাতসংজ্ঞা হওয়ায় অব্যয়ত্ব হইয়াছে। অন্যান্য অব্যয়ের ন্যায় ইহারও বিভক্তি লুক্ হইবে। (চাদয়োঽসত্ত্বে। পা ১।৪।৫৭।)

কুবিৎস (পুং) [বৈদিক] কোন এক ব্যক্তির নাম।

("কুবিৎসস্থ প্রহিব্রজং গোমন্তং দস্যুহাগমৎ"। ঋক্ ৬।৪৫।২৪।

'কুবিদ্‌বহুশঃ স্তুতি হিনস্তীতি কুবিৎসো নাম কশ্চিৎ' সায়ণ।)

কুবিন্দ (পুং) কুপ ক্রোধে-কিন্দচ্, বা বকারোঽন্ত্যাদেশঃ, (কুপেৰ্বাবশ্চ। উণ্ ৪।৮৬)। তন্তুবায়, তাঁতি। ('কুপিন্দ কুবিন্দৌ তন্তুবায়ে।' উজ্জ্বলদত্ত।)

কুবিন্দক (পুং) কুবিন্দ-স্বার্থে কন্। কংসকার।

কুবিম্ব (পুং ক্লীং) কুৎসিতং বিম্বং কুগতিসং। ১ নিন্দিতমণ্ডল, কুৎসিত ছায়া। ২ ভূমণ্ডল।

কুবিবাহ (পুং) কুৎসিতো বিবাহঃ, কুগতিসং। অশাস্ত্রীয় বিবাহ, অযোগ্যবিবাহ, আসুরাদি বিবাহ।

"কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বেদানধ্যয়নেনচ।

কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ॥" মনু ৩।৬৩।

'কুবিবাহৈরাসুরাদিবিবাহৈঃ।' কুল্লূকভট্ট।

কুবীণা (স্ত্রী) কুৎসিতানাং নীচজাতীয়ানাং বীণা। চণ্ডালের বীণা, যে বীণা চণ্ডাল কর্তৃক বাদিত হইয়া থাকে।

কুবীরা (স্ত্রী) নদীবিশেষ।

কুবৃত্তি (স্ত্রী) কুৎসিতা বৃত্তিঃ, কুগতিসং। ১ নিন্দিতাচরণ, কুৎসিত জীবিকা, কুব্যবহার। (ত্রি) ২ কুবৃত্তিযুক্ত।

কুবৃত্তিকৃৎ (পুং) কুবৃত্তিং ফলগ্রহণকালে কণ্টকাঘাতরূপং নিন্দিতাচরণং করোতি, কু-বৃত্তি-কৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ করঞ্জভেদ, যাহাকে কাঁটা করমচা কহে, (Cæsalpinia Bonducella.) (ত্রি) ২ নিন্দিত চেষ্টাকারক, যে ব্যক্তি নিন্দিতাচরণ করিয়া থাকে।

কুবেণা (স্ত্রী) ২ নদীবিশেষ। ঈষৎ বেণন্তি গচ্ছন্তি মৎস্যা-মত্র কু-বেণ-অচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ মৎস্যাধানী, মাছের খালুই।

কুবেণী (স্ত্রী) কু ঈষৎ বেণন্তে গচ্ছন্তি মৎস্যা অস্মিন্, কু বেণ-ইন্। ১ মৎস্যাধানী, মাছের খালুই। ২ সিংহলাধীশ্বরী এক যক্ষিণী, ইহার সহিত নির্ব্বাসিত রাঢ়রাজকুমার বিজয়ের বিবাহ হয়। (মহাবংশ)। [বিজয় ও সিংহল দেখ।]

কুবের (পুং) অষ্টৈশ্বর্য্যং কুম্বতি আচ্ছাদয়তি, কুম্বি আচ্ছাদনে এরক্, নলোপশ্চ, (কুম্বের্নলোপশ্চ। উণ্ ১।৬০)। যদ্বা কুৎসিতং বেরং শরীরমস্য, বহুব্রী। যক্ষাধিপতি।

"কুৎসায়াং ক্বিতিশব্দোঽয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে।

কুবেরঃ কুশরীরত্বাৎ নাম্না তেনৈব সোঽঙ্কিতঃ॥"

মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ত্র্যম্বকসখ, যক্ষরাট্, গুহ্যকেশ্বর, মনুষ্যধর্ম্মা, ধনদ, যক্ষরাজ, ধনাধিপ, কিন্নরেশ, বৈশ্রবণ, পৌলস্ত্য, নরবাহন, যক্ষ, একপিঙ্গ, ঐলবিল, শ্রীদ, পুণ্যজনেশ্বর, হর্য্যক্ষ, অলকাধিপ। [কুবের দেখ।]

২ বর্ত্তমান অবসর্পিনীর ১৯শ অর্হতের উপাসকবিশেষ। ৩ দেবরাষ্ট্র নামক জনৈক রাজকুমার। ৪ কাদম্বরীরচয়িতা বাণভট্টের প্রপিতামহ। ৫ তুন্নবৃক্ষ, যাহাকে তুঁত গাছ কহে। (ক্লী) ৬ বিকট, অদ্ভুত, অস্বাভাবিক। ২ মন্দ, অলস।

কুবেরক (পুং) কুবের স্বার্থে কন্। ১ কুবের। ২ তুন্নবৃক্ষ, তুঁতগাছ।

কুবেরনলিনী (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ।

কুবেরবান্ধব (পুং) কুবেরস্য বান্ধবো মিত্র, ৬তৎ। শিব, কুবেরের সখা বলিয়া মহাদেবের একটী নাম কুবেরবান্ধব।

কুবেরবন (ক্লী) কুবেরস্য বনং, ৬তৎ। কুবেরের অধিষ্ঠিত বন।

কুবের শব্দের সহিত বনশব্দের সমাস হইয়া রকারোত্তর বকার ও অকার মাত্র ব্যবহিত বনশব্দের নকার স্থানে ণকার হইতে পারিত, কিন্তু পুরগা ও মিশ্রকা প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের পরস্থিত বনশব্দের নকারই ণকার হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন শব্দের পরস্থিত হইলে হয় না। (বনং পুরগামিশ্রকাসিধ্রকা সারিকা কোটরাগ্রেভ্যঃ। পা ৮।৪।৪।) তদ্ভিন্ন ক্ষুভ্নাদিগণীয় বলিয়া কুবের শব্দের পরস্থিত বনশব্দের সমাসযুক্ত হইয়া সংজ্ঞার্থ হইলে ণত্ব হইবে না। (ক্ষুভ্নাদিষু চ। পা ৮।৪।৩৯।)

কুবেরবল্লভ (পুং) কুবেরো বল্লভঃ প্রিয়োঽস্য বহুব্রী। বৈশ্যভেদ।

কুবেরাক্ষী (স্ত্রী) কুবেরস্যাক্ষীব পিঙ্গলবর্ণং পুষ্পমস্যাঃ, বহুব্রী, কুবের-অক্ষি ঙীষ্। ১ পাটলা বৃক্ষ, পারুল গাছ। ২ লতাকরঞ্জ। ৩ সিতপাটলিকা, সাদাপারুল, হিন্দী শ্বেতপাড়রী। ৪ পেটিকা, পেটারী গাছ।

কুবেরাচল (পুং) কৈলাসপর্ব্বতের নামান্তর।

কুবেল (ক্লী) কুবেষু জলজপুষ্পেষু ঈং শোভাং লাতি গৃহ্লাতি, লা কঃ। কুবলয়, লাল শুঁদি।

কুবৈদ্য (পুং) কুৎসিতো বৈদ্যঃ, কুগতিসং। কুৎসিত বৈদ্য, যে চিকিৎসক চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও চিকিৎসাকার্য্যে নিপুণ নহে।

কুব্র (ক্লী) অরণ্য, বন।

কুশ (পুং) কুং পাপং শুতি বিনাশয়তি, কু-শো-ড়ঃ। যদ্বা কৌ ভূমৌ শেতে বায়ুনাবনমিতঃ সন্নিত্যর্থঃ কু-শী-কঃ। ১ স্বনামখ্যাত তৃণবিশেষ, ইহাকে চলিত কথায় কেশে ও কুশা বলিয়া থাকে, (Poa Cynosuroides)। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কুথ, দর্ভ, পবিত্র, যাজ্ঞিক, হ্রস্বগর্ভ, বর্হি, কুতৃপ, সূচ্যগ্র, যজ্ঞভূষণ। সমস্ত বৈদিক কর্ম্মেই কুশ লাগিয়া থাকে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ইহা একটী প্রধান অঙ্গ। ভাগবতে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, যজ্ঞ গা ঝাড়া দিলে তাঁহার শরীর হইতে কতকগুলি রোম বর্হিষ্মতীপুরীতে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে কুশ উৎপন্ন হয়। ঋষিগণ সেই কুশদ্বারা যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

"বর্হিষ্মতী নাম পুরী সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতা।
ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং বিধুন্বতঃ॥ ২৭॥
কুশাঃ কাশাস্তএবাসন্ শশ্বদ্ধরিত-বর্চ্চসঃ।
ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞমীড়িরে॥" ২৮॥
ভাগবত ৩। ২৩ অঃ।

"সপিঞ্জলাশ্চ হরিতাঃ পুষ্টাঃ স্নিগ্ধাঃ সমাহিতাঃ।
গোকর্ণমাত্রাশ্চ কুশাঃ সকৃচ্ছিন্নাঃ সমূলকাঃ॥" (ব্রহ্মপুরাণ)

যজ্ঞাদি কর্ম্মে অগ্রযুক্ত হরিতবর্ণ অকর্কশ পুষ্ট দোষ-রহিত গোকর্ণপরিমিত ও মূলযুক্ত কুশই প্রশস্ত। কুশ একবার মাত্র ছেদন করা উচিত।

"চিতৌ দর্ভাঃ পথি দর্ভা যে দর্ভা যজ্ঞ-ভূমিষু।
স্তরণাসন-পিণ্ডেষু ষড় দর্ভান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (হারীত)

চিতাস্থান-জাত, পথ-জাত ও যজ্ঞভূমি-জাত কুশ পরিত্যাগ করিবে। ইহা দ্বারা আস্তরণ, আসন বা পিণ্ডদান করা অনুচিত।

"ধৃতৈঃ কৃতে চ বিণ্মূত্রে ত্যাগস্তেষাং বিধীয়তে।
নীবী-মধ্যে চ যে দর্ভা ব্রহ্ম-সূত্রে চ যে ধৃতাঃ।
পবিত্রাংস্তান্ বিজানীয়াৎ যথা কায়স্তথা কুশঃ॥"
(ছন্দোগপরিশিষ্ট)

কুশধারণ করিয়া মল কিম্বা মূত্র পরিত্যাগ করিলে কুশ অপবিত্র হয়, কিন্তু নীবী-মধ্যে বা যজ্ঞসূত্রে রাখিয়া দিলে কুশ অশুদ্ধ হয় না, শরীরের ন্যায় কুশ পবিত্রই থাকে। দিবসের দ্বিতীয় যামার্দ্ধে কুশ-সংগ্রহ করিতে হয়। "সমিৎ পুষ্প-কুশাদীনাং দ্বিতীয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"। (দক্ষ)

"সমূলস্তু ভবেদ্দর্ভঃ পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
মূলেন লোকান্ জয়তি শক্রস্য সুমহাত্মনঃ।" (যম)

পিতৃগণের শ্রাদ্ধকার্য্যে মূলযুক্ত কুশ দিবে। তাঁহারা সেই কুশমূল দ্বারা ইন্দ্রলোক জয় করিয়া থাকেন।

কুশ গ্রহণ করিবার মন্ত্র—
"বিরিঞ্চিনা সহোৎপন্ন! পরমেষ্ঠিনিসর্গজ!
নুদ সর্ব্বাণি পাপানি দর্ভ! স্বস্তিকরো ভব।" (শঙ্খ)

কুশচ্ছেদনের নিয়ম—
"দক্ষিণাভিমুখশ্ছিন্দ্যাৎ প্রাচীনাবীতিকো দ্বিজঃ।
প্রেতক্রিয়ার্থং পিত্রর্থমভিচারার্থমেবচ।" (ভরদ্বাজ)

ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত বাম কক্ষতলে লম্বিত করিয়া দক্ষিণ-মুখী হইয়া প্রেতকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও অভিচারের জন্য কুশ ছেদন করিবেন।

বরদাতন্ত্রে ১ম পটলে লিখিত আছে যে পূজাকালে সর্ব্বদা কুশহস্ত হইয়া থাকিবে, কুশযুক্ত না হইয়া পূজা করিলে সে পূজা বিফল হয়। যজ্ঞাদিকার্য্যে কুশের বিস্তর বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার আছে। [দর্ভ শব্দ দেখ।] হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে সধবা স্ত্রীলোককে কুশ-স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ভাবপ্রকাশমতে—সাধারণ কুশ হইতে বিভিন্ন আর একপ্রকার কুশ আছে, তাহার সংস্কৃত পর্য্যায় দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র। সাধারণ কুশ ও দীর্ঘপত্র এই উভয়বিধ দর্ভই ত্রিদোষঘ্ন, মধুর, কষায় ও শৈত্যগুণবিশিষ্ট। ইহাদের মূলে মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তি ও প্রদররোগে উপকার দর্শে।

২ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র, ইনি সীতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, মহর্ষি বাল্মীকির নিকট শস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া অদ্বিতীয় বীর বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যুদ্ধকৌশলে স্বয়ং রামচন্দ্রকেও ইহার নিকট পরাজিত হইতে হইয়াছিল। রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণগান করিয়াছিলেন। ইনি রাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুশাবতী নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। (রামায়ণ)। ইহার কুশাবতী পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় আসিবার কথা রঘুবংশে বর্ণিত আছে। ইহার পুত্রের নাম অতিথি। ৩ কুশনির্ম্মিত একপ্রকার রজ্জু। ৪ বসু উপরিচরের এক পুত্রের নাম। ৫ বলাকের পৌত্র, বলাকাশ্বের পুত্র ও কুশাম্ব ও কুশনাভের পিতা। ৬ সুহোত্রের এক পুত্রের নাম। ৭ বিদর্ভরাজের এক পুত্রের নাম। ৮ পুরূরববংশীয় বামের পুত্র ও ভানুর পিতা। (সহ্যাদ্রিখণ্ড ১৩০।১৫।) ৯ কাশ্মীররাজ লবের এক পুত্রের নাম। ১০ সপ্তদ্বীপ মধ্যে ঘৃতসমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপবিশেষ। (ভাগবত ৫।১।৩২।) ১১ যোক্ত্র। (ক্লী) ১২ জল। (ত্রি) কুৎসিতে অনাচরণীয়ে কর্ম্মণি শেতে তিষ্ঠতি, কু শী-কঃ। ১৩ পাপিষ্ঠ। ১৪ মত্ত। ১৫ সর্পোদর।

কুশকণ্ডিকা (স্ত্রী) কুশৈঃ কণ্ডিকেব। বৈদিক সংস্কার-বিশেষ। [কুশণ্ডিকা দেখ।]

কুশকাশ (ক্লী) কুশশ্চ কাশশ্চ, তৃণবাচকত্বাৎ সমাহারদ্বন্দ্বঃ। (বিভাষা বৃক্ষমৃগতৃণধান্যব্যঞ্জনপশুশকুন্যশ্ববড়বপূর্ব্বাপরাধরোত্তরাণাম্। পা ২।৪।১২।) ইতরেতর দ্বন্দ্বও হইয়া থাকে। "কুশকাশা বিরাজন্তে বটবঃ সামগাইব" বিষ্ণুপুরাণ।

কেহ কেহ এরূপস্থলে "কুশসহিতা কাশাঃ" এইরূপ বাক্য করিয়া মধ্যপদলোপীসমাস করেন। কুশ ও কাশ।

কুশচীর (ক্লী) কুশ-নির্ম্মিতং চীরং মধ্যলো°। ১ কুশ-নির্ম্মিত বস্ত্র। (ত্রি) ২ তদ্যুক্ত।

কুশচীরা (স্ত্রী) কুশচীর-স্ত্রিয়াং টাপ্। নদীবিশেষ। (ভারত)।

কুশজ (পুং) (বহু) জনপদবিশেষ।

কুশট্ট (পুং) (বহু) জনপদবিশেষ। (ভারত)।

কুশণ্ডিকা (স্ত্রী) কুশং ডীয়তে প্রাপ্নোতি, কুশং ডীঙ্ ক্বিপ্ (বেরপৃক্তস্য। পা ৬।১।৬৭) ক্বিপোলোপঃ, অলুক্। কুণ্ডে অথবা স্থণ্ডিলে বিধি অনুসারে অগ্নিস্থাপনের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার নাম কুশণ্ডিকা।

হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিতগণ ইহাকে "কুশকণ্ডিকা" বলেন, তাহাদের পদ্ধতিতেও "কুশকণ্ডিকা" লিখিত আছে। ভবদেব স্বকৃত পদ্ধতিতে কুশণ্ডিকা শব্দ লিখিয়াছেন,—

"তত্র সর্ব্বেষামাহুতিযুক্তকর্ম্মণাং কুশণ্ডিকা-সংস্কৃতাগ্নি-সাধ্যত্বাৎ কুশণ্ডিকৈব প্রথমমভিধীয়তে"। "ইতি সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণী কুশণ্ডিকা সমাপ্তা।"

কুশণ্ডিকা বেদোক্তক্রিয়া, বেদানুসারে বিভক্ত। সাম-বেদি-কুশণ্ডিকা এইরূপ—

১ হাত উচ্চে ১ হাত দীর্ঘে ও ১ হাত প্রস্থে বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে কুশণ্ডিকা করিতে হয়, ঐ বেদিকে স্থণ্ডিল বলে। যথোক্ত বেদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই বেদিকে ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে, যেন তাহাতে শর্করা (কাঁকর), অঙ্গার, চুল ও তুষ প্রভৃতি কোন প্রকার অপবিত্র দ্রব্য না থাকে। মণ্ডপ ও বেদি ভাল করিয়া গোময় দ্বারা লেপন করিবে। হোমকর্ত্তা নিত্যকার্য্য সমাপন করিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া কুশাসনে উপবেশন করিবেন এবং স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে, কুশ ও পুষ্পের সহিত একটী জলপাত্র স্থাপন করিবেন। তদনন্তর হোমকর্ত্তা ভূমিতে দক্ষিণ জানু সংলগ্ন করিয়া উত্তরাগ্র কুশের উপরে বামহস্তের প্রাদেশ উত্তান-ভাবে (চিৎ করিয়া) রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কুশ গ্রহণ করিবে এবং ঐ কুশের মূল দ্বারা স্থণ্ডিলের দক্ষিণপ্রান্তে ১২ অঙ্গুলি প্রমাণ পূর্ব্বমুখী একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাকে ধ্যান করিবেন; এই রেখাটী পীতবর্ণা ও ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পৃথিবী। এই রেখার মূল হইতে ২১ অঙ্গুলি প্রমাণ উত্তরমুখী আর একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাকে রক্তবর্ণা চিন্তা করিবে, এই রেখার দেবতা অগ্নি। প্রথম রেখার উত্তরে ৭ অঙ্গুলি দূরে প্রাদেশ-প্রমাণ পূর্ব্বমুখী অপর একটী রেখা অঙ্কিত করিবে, প্রজাপতি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং এই রেখাটীকে কৃষ্ণবর্ণা চিন্তা করিতে হয়। ইহা হইতে ৭ অঙ্গুলি দূরে উত্তরদিকে প্রাদেশ-প্রমাণ পূর্ব্বমুখী আর ১টী রেখা অঙ্কিত করিয়া নীলবর্ণ ও ইহার দেবতা ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিবে। এই রেখা হইতে ৭ অঙ্গুলি দূরে অর্থাৎ ২১ অঙ্গুলি প্রমাণ রেখার উত্তর অগ্র-ভাগে প্রাদেশ-প্রমাণ পূর্ব্বমুখী আর একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া ধ্যান করিবে, এই রেখাটী শুক্লবর্ণা ও চন্দ্র ইহার দেবতা। তদনন্তর সকল রেখা হইতে উৎকর (রেখা অঙ্কন করিবার সময়ে উৎকীর্ণ ধূলি) দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা গ্রহণ করিয়া, "প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্-ছন্দোঽগ্নির্দেবতা রেখাসূৎকর-নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ" এই মন্ত্রটী পড়িয়া ঈশানকোণে মুটমহাত দূরে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পূর্ব্বস্থাপিত জলদ্বারা সমস্ত রেখা অভ্যুক্ষণ করিবে। দক্ষিণদিকে কাংস্যপাত্রে কিম্বা নূতন শরাবে স্থাপিত অগ্নি হইতে জলন্ত ইন্ধন (কাঠ) গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নি-সংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমকোণে নিক্ষেপ করিবে। পরে অগ্নি গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা অগ্নি-স্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্" এই মন্ত্রদ্বারা তৃতীয়রেখার উপরে স্বীয় অভি-মুখী করিয়া অগ্নিস্থাপন করিবে। অনন্তর বামহস্ত উত্তোলন করিয়া এই মন্ত্রটী পাঠ করিতে হইবে। "ওঁ ইহৈবায়-মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্"॥ (প্রত্যেক বেদমন্ত্রের পূর্ব্বেই সেই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও কোন কার্য্যে বিনিয়োগ তাহার উল্লেখ করিতে হয়, তাহা ভবদেব ভট্টকৃতপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।) অনন্তর "অগ্নে! ত্বং বিশ্বরূপ-নামাসি" ইহা বলিয়া অগ্নির নাম স্থির করিয়া, ধ্যান ও আবাহন করিবে। পরে "বিশ্বরূপনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদিদ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া "ওঁ সর্ব্বতঃ পাণি-পাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু" এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে। অনন্তর প্রাদেশ-প্রমাণ একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে বিনা মন্ত্রে

আহুতি প্রদান করিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবে। পঞ্চাশৎ কুশপত্রের অগ্রভাগ সমান করিয়া দর্ভময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিতে হয়। দর্ভময় ব্রাহ্মণকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করিবে কিম্বা বেদজ্ঞ সদাচারী ব্রাহ্মণ ছত্র বা উত্তরীয় বস্ত্র ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করিবে। অনন্তর একটী জলপাত্র গ্রহণ করিয়া অগ্নির উত্তর হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া অরত্নি দূরে পূর্ব্বাভিমুখী একটী বারিধারা প্রদান করিয়া, তাঁহার উপরে প্রাগগ্র কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া দাঁড়াইবে। বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা একটী আস্তীর্ণ কুশপত্র গ্রহণ করিয়া "ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ" এই মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে নিঃক্ষেপ করিবে, পরে দক্ষিণপদদ্বারা বামপাদ অবষ্টম্ভ (বেষ্টন) করিয়া উত্তরমুখী হইয়া আস্তীর্ণ কুশ সকল জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে। "আবসোঃ সদনে সীদ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশের উপরে পূর্ব্বমুখী করিয়া দর্ভময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে। ব্রাহ্মণপক্ষে (যথোক্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মরূপে কল্পিত হইয়া থাকিলে।) ব্রাহ্মণ "সীদামি" বলিয়া প্রত্যুত্তর করিবেন এবং তাহাকে উত্তরমুখ করিয়া বসাইবে। ব্রাহ্মণের উপরে কুশ প্রদান করিয়া জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে এবং কুশ ও কুসুম দ্বারা ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিবে। পরে সেই পথে ফিরিয়া আসিয়া আসনে পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিবে এবং "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধেপদং। সমূঢ়মস্য পাংসুলে" (সাম ১।৩।১৩।৯) এই মন্ত্রটী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ-পক্ষে এই মন্ত্রটী ব্রাহ্মণের পাঠ্য। প্রকৃত কর্ম্মে চরুহোম থাকিলে এই সময়ে চরুপাক করিয়া তাহার উপরে ঘৃত দিয়া অগ্নির উত্তরদিকে কুশের উপরে স্থাপন করিতে হয়।

দক্ষিণজানু ভূমিসংলগ্ন করিয়া ডান হাত উপরে রাখিয়া হস্তদ্বয় অধোমুখ করিয়া ভূমিতে স্থাপন করিবে, "ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহে ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলং পরাসপত্নান্ বাধস্বান্যেষাং বিন্দতে ধনং।" রাত্রিতে কর্ম্ম করিতে হইলে "ধনম্" ইহার স্থানে "বসু" পাঠ করিতে হয়। দক্ষিণহস্ত দ্বারা কুশ গ্রহণ করিয়া অগ্নির উত্তর হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে "ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সং মহেমা মনীষয়া" (সাম ১।১।২।২।৪) ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তৃণ শোধন করিয়া ঈশানকোণে নিঃক্ষেপ করিবে। অনন্তর অগ্নির পূর্ব্বদিকে উত্তরান্ত হইতে দক্ষিণান্ত পর্য্যন্ত, মূল সমীপে ছিন্ন এক-পত্রযুক্ত কুশের অগ্রভাগদ্বারা মূল আচ্ছাদন করিয়া বারত্রয় আস্তরণ করিবে। এই প্রকার দক্ষিণদিকে পূর্ব্বান্ত হইতে পশ্চিমান্ত পর্য্যন্ত, পশ্চিমদিকে দক্ষিণান্ত হইতে উত্তরান্ত পর্য্যন্ত ও উত্তরদিকে পশ্চিমান্ত হইতে পূর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত যথোক্তক্রমে আস্তরণ করিতে হয়। "ওঁ ইন্দ্রায় দিক্‌পালায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে ক্রমান্বয়ে দশদিকেই ঘৃতাক্ত স্বস্তিক প্রদান করিবে। অনন্তর দুই প্রাদেশ-প্রমাণ ধব, খদির, পলাশ, যজ্ঞডুমুর, ইহাদের অন্যতমের কুড়িখানি কাষ্ঠের মধ্যে ঘৃতধারা প্রদান করিয়া প্রজাপতিকে মনে মনে ভাবিয়া বিনামন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। পরেআস্তরণ কুশ হইতে অগ্রযুক্ত কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রাদেশ-প্রমাণ কুশান্তরের দ্বারা বেষ্টন করিয়া নখ ব্যতিরেকে ছেদন করিবে। "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থ" এই মন্ত্রদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া তাম্রাদিপাত্রে উত্তরাগ্র করিয়া পবিত্র স্থাপন করিবে এবং ঐ পাত্রে হোমের নিমিত্ত ঘৃত রাখিবে। উক্ত কুশপত্রদ্বয়ের অগ্রভাগ দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এবং মূলভাগ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত উপরে রাখিয়া হস্তদ্বয় অধোমুখ করিয়া ঐ কুশপত্রদ্বয়ের মধ্যদ্বারা "ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাতু অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণে একবার ঘৃতের আহুতি প্রদান করিবে। তৎপর অমন্ত্রক দুইবার আহুতি প্রদান করিতে হয়। অনন্তর সেই কুশপত্রদ্বয় জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে আজ্যপাত্রের জলদ্বারা উন্মার্জ্জন, অগ্নির উপরে ও উত্তরদিকে নামাইয়া রাখা এই প্রকার বারত্রয় করিবে, ইহাকে আজ্যসংস্কার বলে। পরে ধব, খদির, পলাশ ও যজ্ঞডুমুর ইহাদের অন্যতম মুটুম্হাত প্রমাণ কাষ্ঠ লইয়া স্রুব সংস্কার করিতে হয়। এই প্রকারে স্রুক্ ও মেক্ষণ প্রভৃতির সংস্কার করিতে হয়। অনন্তর দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিয়া উদকাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া "ওঁ অদিতে অনু-মন্যস্ব" এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নির দক্ষিণদিকে পশ্চিমান্ত হইতে পূর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি প্রদান করিবে। এবং "ওঁ অনু-মতে অনুমন্যস্ব" এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নির পশ্চিমদিকে দক্ষিণান্ত হইতে উত্তরান্ত পর্য্যন্ত এবং "ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব" এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিমান্ত হইতে পূর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি দ্বারা সেচন করিবে। অনন্তর "ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুবযজ্ঞং প্রসুবযজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উদকাঞ্জলিদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিবেষ্টন করিবে। অনন্তর দক্ষিণজানু উঠাইয়া উপর্য্যধোভাবে স্থিত দক্ষিণ ও বামমুষ্টিদ্বারা ফল, পুষ্প ও কুশ গ্রহণ করিয়া বিরূপাক্ষ-জপ করিবে। বিরূপাক্ষ-জপ সমাপন করিয়া পূর্ব্বগৃহীত কুশ পূর্ব্ব-উত্তরদিকে নিক্ষেপ করিবে ফল ও পুষ্প ব্রাহ্মণগণকে

প্রদান করিবে। যদি কাম্যকর্ম্মের জন্ত কুশণ্ডিকা করিতে হয়, তাহাহইলে প্রথমেই প্রাণায়ামপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্ত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে মামবন্তু" এই মন্ত্রটী জপ করিয়া পরে বিরূপাক্ষ-জপ করিতে হইবে। সামবেদিগণের সর্ব্ব কর্ম্ম সাধারণী কুশণ্ডিকা এই প্রকারে করিতে হয়। কুশণ্ডিকার পরে প্রকৃত কর্ম্ম করিতে হয়। প্রথমে ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। যদি প্রকৃত কর্ম্মে চরুহোম থাকে, তাহা হইলে প্রথমে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে না, প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। এই প্রকারে প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। অনন্তর প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া শাট্যায়ন-হোম করিবে। প্রকৃত কার্য্যের কোনরূপ অঙ্গহীন হইলে কিম্বা কোনরূপ বৈগুণ্য হইলে, তাহা শাট্যায়ন হোমদ্বারা পূর্ণ হয়। শাট্যায়ন-হোমের পর প্রায়শ্চিত্তহোম, নবগ্রহ-হোম, লোকপাল-হোম ও প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করিবে। ইহার পর উদকাঞ্জলি সেচন ও দর্ভ তৃণাভ্যঞ্জন করিবে। অনন্তর পূর্ণহোম করিবে। ব্রাহ্মণকে পূর্ণপাত্র ও দক্ষিণা প্রদান করিয়া হোমের দক্ষিণা করিবে। পরে প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মগ্রন্থি মোচন করিবে। ফিরিয়া আসিয়া আসনে উপবেশন করিবে। কুশ ও পুষ্পের সহিত জলপাত্রের উপরে হস্ত স্থাপন করিয়া শান্তি করিতে হয়। দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক অছিদ্রাবধারণ করিবে।

কালেসিক্কত পদ্ধতিতে ঋগ্বেদিকুশণ্ডিকা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

হোমকর্ত্তা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে পূর্ব্বমুখী হইয়া আচমন ও তিনবার প্রাণায়াম করিয়া স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবে। অনন্তর ইষু প্রমাণ অর্থাৎ ১ হাত উচ্চ ১ হাত দীর্ঘ ও ১ হাত প্রস্থ একটী বেদি প্রস্তুত করিয়া গোময়দ্বারা লেপন করিবে। পরে বজ্রাকৃতিকাষ্ঠদ্বারা কিম্বা কুশমূলদ্বারা উত্তরাগ্র একটী রেখা অঙ্কিত করিবে এবং ঐ রেখার আদি ও অন্তভাগে দুইটী এবং মধ্যে প্রাদেশ-প্রমাণ তিনটী রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে কুশ বা খড়্গাকৃতি কাষ্ঠ স্থণ্ডিলে রাখিয়া জলদ্বারা অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর আচমন করিয়া কাংস্যপাত্রে কিংবা অন্য শুদ্ধপাত্রে অগ্নি আনয়ন করিবে। অগ্নি হইতে একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যম-রাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ" এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দক্ষিণ পশ্চিমদিকে নিঃক্ষেপ করিবে। অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া "প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো বৃহস্পতির্দেবতা অগ্নি প্রতিষ্ঠাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ "ভূর্ভুবঃ স্বরোম্" এই মন্ত্র দ্বারা আত্মাভিমুখী করিয়া অগ্নি স্থাপন ও অগ্নির ধ্যান করিবে। "ওঁ ইহৈবায়মিতরো-জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্" এই মন্ত্রপাঠ করিবে। এই সময়েই যথোক্ত কার্য্যানুসারে অগ্নির নামকরণ করিতে হয়। "ওঁ অগ্নেত্বং অমুকনামাসি"। অনন্তর দক্ষিণ-জানু পাতিয়া প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত ৩টী সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে "অদ্যেত্যাদি—অমুকাখ্য কর্ম্মণি তদঙ্গমন্বাধানং চাহং করিষ্যে, তত্রচ দেবতাপরিগ্রহার্থং অস্মিন্নন্বাহিতেঽগ্নৌ অগ্নিং জাতবেদসমিধ্মেন প্রজাপতিং চাঘারদেবতে আজ্যেনাগ্নীষোমৌ চক্ষুষী আজ্যেনাগ্নিং পবমানঞ্চ প্রজাপতিং। এতাঃ প্রধানদেবতাঃ চরুদ্রব্যেণ অনুযাজসন্নহনাভ্যাং রুদ্রং পশুপতিং চরুশেষেণ স্বিষ্টিকৃতং হুতশেষেণ অগ্নিযমসং দেবান্ বিষ্ণুমগ্নিং বায়ুং সূর্য্যং প্রজাপতিঞ্চ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তদেবতা আজ্যেন বিশ্বান্ দেবান্ সংস্রবেণ সাঙ্গেন কর্ম্মণা সদ্যোঽহং যক্ষ্যে" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া ব্যাহৃতি দ্বারা ঈশাণকোণ হইতে উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত অন্বাধার, তিনবার অমন্ত্রক পরিস্তরণ এবং উত্তরাগ্র বা পূর্ব্বাগ্র কুশের প্রোক্ষণ করিবে। এই প্রকারে অগ্নির পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত তিনবার প্রোক্ষণ করিবে, ইহাকে পরিসমূহন বলে। অনন্তর পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে উত্তর পর্য্যন্ত অগ্নির পর্য্যুক্ষণ ও হোমীয় দ্রব্যের প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মার দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ অদ্যেত্যাদি মৎকর্ত্তব্যামুককর্ম্মণি কৃতাকৃতাবেক্ষকরূপব্রহ্মত্বেনামুক-গোত্রমমুক প্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ত্বামহং বৃণে" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ব্রহ্মা "ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিয়া প্রত্যুত্তর করিবেন। অনন্তর ব্রহ্মাকে অগ্নির পূর্ব্বদিক্ দিয়া উত্তরে আনয়ন করিয়া ব্রহ্মাসন কুশ-বিষ্টর হইতে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা একটী কুশ গ্রহণ করিয়া "ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ" এই মন্ত্র দ্বারা নৈর্ঋতকোণে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর আচমন করিয়া "ওঁ ইদমহো মর্বাগ্বসোঃ সদনে সীদ" এই মন্ত্র দ্বারা উত্তরমুখী করিয়া ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইবে। ব্রহ্মা "সীদামি" বলিয়া প্রত্যুত্তর করিবেন।

ব্রহ্মাকে স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে— "ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মা ব্রহ্ম-সদনে আশিষ্যতে বৃহস্পতে যজ্ঞং

গোপায় স যজ্ঞং পাহি স যজ্ঞপতিং পাহি সমাং পাহি ভূর্ভুবঃ স্বর্বৃহস্পতি প্রসূত।" অনন্তর উত্তরাগ্রকুশের উপরে হোমীয় দ্রব্যস্থাপন করিবে। চরুহোমে পবিত্রচ্ছেদন দর্ভ ৩, ও পবিত্র ২ প্রণীত, প্রোক্ষণী, স্রুক্, শ্রুব, ইধ্ম, বর্হিঃ, সম্মার্জনার্থ কুশ ৬, উপযমন কুশ ৭, কুলা, কৃষ্ণসারচর্ম্ম, উদূখল, মুষল, ঘৃত, তণ্ডুল, মেক্ষণ, কমণ্ডলু, পুষ্পচন্দন প্রভৃতি, এবং পূর্ণপাত্র। আজ্যহোমে স্রুক্, কুলা, কৃষ্ণসার চর্ম্ম, মেক্ষণ, উদূখল ও মুষল আনয়ন করিতে হয় না। প্রোক্ষণী পাত্র পদ্মপত্রাকৃতি ১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং করতলতুল্য খাতবিশিষ্ট, আজ্যস্থালী তৈজস অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত, শ্রুব খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত ১ হস্ত পরিমাণ ও অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ খাতবিশিষ্ট ও শ্রুবের মুখ বর্ত্তুলাকার করিতে হয়। হস্ত-পরিমিত হস্তাকৃতি খদির কাষ্ঠের স্রুক্ করিতে হয়। কুলা নল নির্ম্মিত ১ হাত বিস্তীর্ণ। মুট্‌ম্ হাত বা ২ প্রাদেশ পরিমাণ ২১ খানি বা ১৫ খানি পলাশের, খদিরের কিম্বা বটের কাঠ। কুশমুষ্টিকে বর্হিঃ বলে। অনন্তর পূর্ব্বস্থাপিত কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া অগ্রযুক্ত প্রাদেশ প্রমাণ মূলে ছেদন করিবে। পরে পবিত্রদ্বারা সকল পাত্র প্রোক্ষণ করিবে। ইহার উত্তরে প্রণীতপাত্র, তৎপরে পবিত্রদ্বয় প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিয়া তাহাতে জল ও পুষ্প স্থাপন করিবে। গন্ধ, পুষ্প ও জলপূর্ণ পবিত্রযুক্ত প্রোক্ষণীপাত্র বামহস্তের উপরে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক "ওঁ ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামি" বলিবে। ব্রহ্মা "ওঁ প্রণয়" বলিয়া প্রত্যুত্তর করিবেন। পরে কর্ত্তা "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্বৃহস্পতি প্রসূত" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রোক্ষণীপাত্র আপনার নাসিকা সমীপে আনয়ন করিয়া অগ্নি ও প্রণীতপাত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া কুশদ্বারা আচ্ছাদন করিবে। ইহাকে পূর্ণপাত্র বলে। অনন্তর পূর্ণপাত্রস্থ পবিত্রদ্বয় কুলার উপরে রাখিয়া তাহাতে ধান্য মুষ্টি ভাগ করিবে। "ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি" বলিয়া ধান্য মুষ্টি গ্রহণ করিয়া "অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি" বলিয়া কুলার উপরে স্থাপন করিবে। এই প্রকারে "অগ্নীষোমাভ্যাং" ইত্যাদি বলিয়া অপর অপর ভাগ স্থাপন করিবে। পরে কৃষ্ণাজিনের উপর উদূখল স্থাপন করিয়া তাহাতে পূর্ব্ববিভক্ত ধান্য নিক্ষেপ করিবে এবং মুষলের আঘাতে তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া কুলাদ্বারা নিস্তুষ করিবে। এই তণ্ডুল ঘৃত দ্বারা পাক করিবে। অনন্তর শূর্পস্থ পবিত্রদ্বয় আজ্যস্থালীতে স্থাপন করিয়া ঘৃত রাখিবে এবং অগ্নির উত্তরদিক্ হইতে অঙ্গার আনিয়া ঘৃত দ্রব করিবে। ঘৃতের উপরে দর্ভাগ্রদ্বয় তিনবার নিক্ষেপ করিয়া জলন্ত কাষ্ঠ তাহার উপরে তিনবার ঘুরাইবে। হস্তদ্বয় উত্তান (চিৎ) করিয়া অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত উত্তোলন করিবে এবং অমন্ত্রক দুইবার উত্তোলন করিয়া পবিত্রদ্বয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। (সকল মন্ত্রের পূর্ব্বেই ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, যে কার্য্যে বিনিয়োগ তাহার উল্লেখ করিতে হয়।) পূর্ব্ব-সংগৃহীত কুশমুষ্টি বিস্তীর্ণ করিয়া আজ্যপাত্র স্থাপন করিবে। অনন্তর স্রুক্ ও শ্রুব অধোমুখে করিয়া অগ্নিতে উত্তাপিত করিবে, স্রুক্ ভূমিতে স্থাপন করিয়া শ্রুব বামহস্তে ধারণ করিবে। সম্মার্জন কুশদ্বারা শ্রুবের মূল হইতে রন্ধ্র মার্জন করিয়া পুনর্ব্বার উত্তপ্ত করিবে এবং সম্মার্জন কুশমূলদ্বারা রন্ধ্র হইতে শেষভাগ পর্য্যন্ত তিনবার মার্জন এবং প্রণীত পাত্রস্থ জলদ্বারা তিনবার প্রোক্ষণ ও পুনর্ব্বার উত্তপ্ত করিয়া বর্হিতে স্থাপন করিবে। অনন্তর এইপ্রকারে স্রুক্ সংস্কার করিতে হয়। সেই কুশ প্রোক্ষিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে চরুতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া আজ্য পাত্রের দক্ষিণদিকে ঘৃত ও অগ্নির মধ্যে স্থাপন করিবে। কৃতাঞ্জলি হইয়া "বিশ্বানি নো দুর্গহা", (ঋক্ ৫।৪।৯) "যস্ত্বা হৃদা কীরিণা," (ঋক্ ৫।৪।১০) "যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ" (ঋক্ ৫।৪।১১) এই তিনটী পূর্ণ ঋঙ্ মন্ত্রদ্বারা অগ্নি অলঙ্কৃত করিয়া "ওঁ অয়ন্ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদ" এই মন্ত্রদ্বারা ইধ্ম স্থাপন করিবে। পরে বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে" বলিয়া শ্রুবদ্বারা ঘৃতধারা প্রদান করিবে। শ্রুবলগ্নঘৃত প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই প্রকার "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে" এই মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দিবে। এই দুইটী আহুতিকে আঘার বলে। উপবিষ্ট হইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়েঃ" বলিয়া দক্ষিণদিকে নৈর্ঋত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত এবং উত্তরদিকে পশ্চিমের শেষসীমা হইতে পূর্ব্বের শেষ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা প্রদান করিবে। ইহাকে আজ্যভাগ বলে। প্রথমে অগ্নির দক্ষিণ লোচন এবং দ্বিতীয়টীতে বামলোচন চিন্তা করিতে হয়। ইহার পর প্রকৃত হোম। চরুর অর্দ্ধভাগে "ইদমগ্নয়ে" "ইদমগ্নীষোমাভ্যাং" বলিয়া ভাগ করিয়া একটী রেখা দিবে। শ্রুবদ্বারা হাতায় ঘৃত উঠাইয়া চরুতে ঘৃতশ্রুব দিবে। মেক্ষণদ্বারা চরুর মধ্য হইতে অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব পরিমাণ চরু দুইবার গ্রহণ করিয়া তাহার উপরে ঘৃতশ্রুব প্রদান করিবে এবং পাত্রস্থ চরুদ্বারা হোম করিবে। অগ্নির মধ্যে বা পশ্চিমে "অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে" বলিয়া আহুতি দিবে। এই

প্রকার্ পূর্ব্বদিকে কিম্বা উত্তরদিকে "অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা ইদমগ্নীষোমাভ্যাং" বলিয়া আহুতি দিবে। "ওঁ যদস্য কর্ম্মণ ঽত্যারীরিচং" বলিয়া আহুতি দিবে। পূর্ব্বদিকে একটী আহুতি দিবে। ইহাকে স্বিষ্টকৃৎ হোম বলে। অনন্তর ইধ্ম বন্ধনীরজ্জু খুলিয়া স্রুব ও স্রুকের লেপ মুছিয়া "ওঁ রুদ্রায় স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরিস্তরণ কুশও অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। যথাক্রমে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ৭টী আহুতি দিবে, তাহার মন্ত্র ১ "ওঁ অয়শ্চাগ্নে স্যনভিশস্তি-পাশ্চ" ইত্যাদি। ২ "ওঁ অতো দেবা অবন্তু নো" ইত্যাদি (ঋক্ ১।২২।১৬)। ৩ "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি (ঋক্ ১।২২।১৭)। ৪ "ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে"। ৫ "ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে নমঃ"। ৬ "ওঁ স্বঃ সাহা। ইদং সূর্য্যায় নমঃ"। ৭ "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা ইদং প্রজা পতয়ে।" প্রায়শ্চিত্তহোম। "ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে একটী আহুতি দিবে। পরে ৫টী আহুতি দিবে. তাহার মন্ত্র—১ "ওঁ অনজ্ঞাতং যদজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথঃ" ইত্যাদি। ২ "ওঁ পুরুষ সম্মিতো যজ্ঞো যজ্ঞঃ পুরুষসম্মিতঃ" ইত্যাদি। ৩ "ওঁ যৎ পাকত্রা মনসা দীন দক্ষা ন" ইত্যাদি (ঋক্ ১০।২।৫)। ৪ "ওঁ ত্বং নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্" ইত্যাদি (ঋক্ ৪।১।৪)। ৫ "ওঁ স ত্বং নোঅগ্নেঽবমো ভবোতী" ইত্যাদি (ঋক্ ৪।১০।৫), এবং স্বর অক্ষর পদবৃত্ত বর্ণলোপ জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ "ওঁ যদ্বো দেবাশ্চ-কৃম" ইত্যাদি (ঋক্ ১০।৩৭।১২) মন্ত্রে একটী আহুতি দিবে।

কুশের উপরে পূর্ণপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাকে জলদ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে "ওঁ ধামন্তে বিশ্বং" ইত্যাদি (ঋক্ ৪।৪৮। ১১) মন্ত্রপাঠ করিয়া ঘৃত, পুষ্প ও ফলযুক্ত পূর্ণাহুতি দিবে। বসিয়া পূর্ণাহুতি দেওয়া নিষিদ্ধ। দক্ষিণাপ্রদান করিবে। অনন্তর পূর্ণপাত্র কুশের উপরে স্থাপন করিয়া "ওঁ আপো অস্মান্মাতরঃ" ইত্যাদি (ঋক্ ১০।১৭।১০), "ওঁ ইদং আপঃ প্র বহত" ইত্যাদি (ঋক্ ১।২৩.২২); "ওঁ সুমিত্রিয়ান আপ ওষধয়ঃ" ইত্যাদি এই তিনটী মন্ত্রদ্বারা যজমানকে মার্জন করিবে। পুংসবনাদিতে পত্নীরও মার্জন করিতে হয়।

পশুপতিসংগৃহীত দশকর্ম্মপদ্ধতিতে যজুর্ব্বেদীয় কুশণ্ডিকা এইরূপ ভাবে লিখিত আছে—

একহস্তপরিমিত চতুরস্র স্থণ্ডিল কুশপত্রদ্বারা তিনবার মার্জ্জন করিয়া গোময়দ্বারা ভাল করিয়া লেপন করিবে। পরে খড়্গাকৃতি কাষ্ঠদ্বারা (এই কাষ্ঠই পদ্ধতিতে স্ফ নামে অভিহিত হইয়াছে।) কিম্বা কুশমূলদ্বারা স্থণ্ডিলের মধ্যে ৭ অঙ্গুলি অন্তরে (প্রত্যেকটীই অপরটী হইতে ৭ অঙ্গুলি দূরে) প্রাদেশ-প্রমাণ তিনটী রেখা অঙ্কিত করিবে। অন-ন্তর দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রেখা অঙ্কন সময়ে উত্থিত ধূলি গ্রহণ করিয়া দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক জলদ্বারা রেখা অভ্যুক্ষণ করিয়া আপনার দক্ষিণদিকে কাংস্যপাত্রে অগ্নিস্থাপন করিবে। অনন্তর অগ্নি হইতে একখানি জলন্ত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া "ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহ" (শুক্লযজুঃ ৩৫।১৯) এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কাষ্ঠখানি দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে নিক্ষেপ করিবে। যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, কি বিনিয়োগ উল্লেখ করিতে হয় না। "ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্" (শুক্লযজুঃ ৩৫।১৯) এই মন্ত্রদ্বারা আপনার অভিমুখী করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত তৃতীয়রেখার উপরে অগ্নিস্থাপন করিয়া "অগ্নে ত্বং সূর্য্যনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিবে। অগ্নির দক্ষিণদিকে ব্রহ্মস্থাপনের জন্য পূর্ব্বাগ্র কুশপত্র-ত্রয়ের সহিত আসন রাখিয়া তাহাতে ব্রহ্মস্থাপন করিবে। ব্রহ্মা "ওঁ অহেদৈবিসব্যো দতস্তিষ্ঠামি" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নিপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাসন অবলোকন করিবেন। সেই আসন হইতে বামহস্তের অনা-মিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটী কুশপত্র গ্রহণ করিয়া "ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মা সহতেন" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দূরে নিক্ষেপ করি-বেন। "ওঁ ইদং অহং বৃহস্পতে সদসি সীদামি" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নির অভিমুখী হইয়া উপবেশন করিবেন। অগ্নির উত্তরদিকে আস্তরণের নিমিত্ত কতকস্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কুশপত্র বিস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপরে যজ্ঞপাত্র কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা (৬ অঙ্গুলি বিস্তার, কুড়ি অঙ্গুলি দীর্ঘ, চারি অঙ্গুলি খাত এবং ৪ অঙ্গুলি দণ্ড, যজ্ঞ করিবার জন্য বারুণ কাষ্ঠদ্বারা এইরূপ হাতা নির্ম্মাণ করিতে হয়) অথবা মৃণ্ময়পাত্র জলপূর্ণ করিয়া কুশপত্র দ্বারা আচ্ছাদন ও ব্রহ্মার মুখ অব-লোকন করিয়া স্থাপন করিবে। অনন্তর মূলসমীপে ছিন্ন বর্হিসমূহদ্বারা অগ্নির পূর্ব্বদিকে অগ্নিকোণ হইতে ঈশানদিক্ পর্য্যন্ত, দক্ষিণদিকে ব্রহ্মা হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত, পশ্চিমদিকে নৈর্ঋত হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত এবং উত্তরদিকে অগ্নি হইতে পূর্ব্বস্থাপিত জল পর্য্যন্ত পরিস্তরণ করিবে। অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে আপনার সমীপ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত যজ্ঞীয় দ্রব্য স্থাপন করিবে। যজ্ঞীয় দ্রব্য যথা—পবিত্র ছেদনের নিমিত্ত তিনটী কুশপত্র, পবিত্রের নিমিত্ত অগ্রযুক্ত গর্ভরহিত দুই কুশপত্র, প্রোক্ষণীপাত্র, ধান্য, যব, কাষ্ঠনির্ম্মিত উদূখল, মুষল, দৃশদুপল, ঘৃত রাখিবার পাত্র, মার্জন করিবার জন্য ৬ কুশপত্র, উপযমনের নিমিত্ত ১৩টী কুশপত্র, সমিধ্ তিনটী,

স্রুব, ঘৃত, দুগ্ধ, অনন্তর প্রাদেশ প্রমাণ দুইটী কুশপত্র গ্রহণ করিয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" (শুক্লযজুঃ ১।১২) এই মন্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া (নখদ্বারা ছেদন করা নিষিদ্ধ), "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ" (কাঠক ১৫।৫৪) এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে। ঐ কুশপত্রদ্বয় প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিয়া তাহাতে পূর্ব্বস্থাপিত জল প্রদান করিবে। অনন্তর বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অগ্রভাগ ও দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মূল ধরিয়া পবিত্রের মধ্যদ্বারা কিঞ্চিৎ জল উঠাইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকার তিনবার করিতে হয়। পরে বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তস্থিত পবিত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ জল বারত্রয় উত্তোলন করিয়া পবিত্র প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিবে। সেই জলদ্বারা যজ্ঞীয় সকল দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। পবিত্রের সহিত প্রোক্ষণীপাত্র বামভাগে স্থাপন করিবে। আজ্যস্থালীতে ঘৃত রাখিয়া পূর্ব্বস্থাপিত ধান্য হইতে "ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা এক মুষ্টি ধান্য গ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি" এই মন্ত্র দ্বারা নির্বপণ (ভাগ) করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রোক্ষণ করিবে। এই প্রকার "ওঁ রুদ্রায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ধান্যমুষ্টি পূর্ব্ববৎ গ্রহণ, নির্বপণ, প্রোক্ষণ এবং "পশুপতয়েত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যথাক্রমে গ্রহণ, নির্বপণ ও প্রোক্ষণ করিয়া অমন্ত্রক ও তিনবার গ্রহণাদি করিবে। অনন্তর "ওঁ উদুখল মুষলেই" ত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া মুসলদ্বারা আঘাত করিবে এবং "ওঁ বাতোবাবো মনোবা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা কুলায় উঠাইয়া ঝাড়িবে। এই প্রকারে ধান্য হইতে ও যব হইতে তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে হয়। পরে পূর্ব্বস্থাপিত দৃশদ্ ও উপলদ্বারা তণ্ডুল পেষণ করিয়া চরুস্থালীতে স্থাপন করিবে। প্রোক্ষণীপাত্র হইতে জল ও দুগ্ধ দিয়া চরু পাক করিবে। চরু পাক হইলে ঘৃত ও চরুর উপরে একখানি কাষ্ঠ ঘুরাইয়া তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে স্রুব গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে উত্তাপিত করিবে। কুশপত্রদ্বারা তাহার মূল ও অগ্রমার্জন করিয়া কুশপত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

অনন্তর প্রণীত জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ ও অগ্নিতে উত্তাপিত করিয়া আস্তরণের উপরে রাখিয়া দিবে। পবিত্র দ্বারা "ওঁ সবিতু ত্বা" (শুক্লযজুঃ ১।৩১) ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া ঘৃত "ওঁ সবিতুর্বঃ" (শুক্লযজুঃ ১।৩১) ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রোক্ষণী হইতে জল উত্তোলন করিয়া পুনর্ব্বার নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর দুই হাতা ঘৃত চরু মধ্যে দিয়া নাড়িবে। পুনর্ব্বার এই প্রকার নাড়িয়া অগ্নির উত্তরদিকে চরুস্থাপন করিবে। হোম সমাপ্তি পর্য্যন্ত উপযমন-কুশপত্র সকল বাম হস্তে ধারণ করিবে। দাঁড়াইয়া তিনটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ পূর্ব্বাগ্র করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর উপবিষ্ট হইয়া প্রোক্ষণী জলদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নির বেষ্টন করিয়া জলধারা প্রদান করিবে। ধারা বিচ্ছেদ হওয়া নিষিদ্ধ। "ওঁ ত্রয়োহদেবঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা প্রোক্ষণী পাত্রস্থিত পবিত্র প্রণীতার উপরে স্থাপন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র যথাস্থানে রাখিয়া দিবে। অনন্তর দক্ষিণ জানু ভূমিসংলগ্ন করিয়া ব্রহ্মার অন্নারম্ভপূর্ব্বক হাতাদ্বারা দুইবার ঘৃতের আহুতি প্রদান করিবে। প্রজাপতিকে মনে চিন্তা করিয়া বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা অগ্নিতে প্রদান করিবে। "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিতে হয়। নৈর্ঋতকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত "ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইদং ইন্দ্রায়" এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ধারা প্রদান করিতে হয়। এই প্রকার দক্ষিণদিকে পূর্ব্বান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমান্ত পর্য্যন্ত, উত্তরে পশ্চিমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত ঘৃতধারা প্রদান করিয়া স্রুক্ পাত্রে স্থাপন করিবে। অনন্তর ঘৃত দ্বারা অন্নারম্ভ করিয়া "ওঁ ইহ রমতে স্বাহা ইদমগ্নয়ে" ইত্যাদি প্রত্যেক মন্ত্রদ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। পরে চরুতে ঘৃতস্রুব প্রদান করিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ হইতে মেক্ষণ দ্বারা চরু গ্রহণ করিয়া তাহার উপরে ঘৃতস্রুব প্রদান করিয়া চরুর ক্ষতস্থানে (যে স্থান হইতে আহুতির চরু উঠান হইয়াছে) ঘৃতস্রুব প্রদান করিবে। "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে" এই মন্ত্রদ্বারা দুইটী সমিধ্ ও জুহু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকার "রুদ্রায় স্বাহা ইদং রুদ্রায়" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর ব্রহ্মার অন্নারম্ভপূর্ব্বক জুহুতে ঘৃতস্রুব প্রদান করিয়া চরুতে ঘৃতস্রুব প্রদান করিবে। চরুর পশ্চিমাংশ হইতে অবদানদ্বয় গ্রহণ করিয়া জুহুতে স্থাপন করিবে। তাহার উপরে ও চরুতে ঘৃতস্রুব প্রদান করিবে। অনন্তর ঘৃতদ্বারা মহাব্যাহৃতি-হোম করিবে। প্রকৃত কর্ম্মে চরুহোম থাকিলে যে প্রক্রিয়া করিতে হয়, তাহাই এই স্থানে লিখিত হইল। চরু হোম না থাকিলে চরুর প্রক্রিয়া ভিন্ন অপর সব করিবে। সূর্য্যকে ধান্য-তণ্ডুলের চরুদ্বারা আহুতি প্রদান করিতে নিষিদ্ধ। পদ্ধতিতে যে স্থানে সূর্য্যের আহুতি উল্লেখ আছে, সেই স্থলে যবতণ্ডুলের চরুদ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। ঐ চরুকে পৌষ্ণচরু বলে। প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম প্রভৃতি করিবে।

অথর্ব্ববেদী ও তান্ত্রিকদিগেরও কুশণ্ডিকাপদ্ধতি আছে।

[হোম দেখ।]

কুশদহ, যশোরের অন্তর্গত ইচ্ছামতী নদীতীরস্থ একটী

মহাগ্রাম। (ভ. ব্রহ্ম ১১।১৪।) নবদ্বীপাধিপ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ইহাও একটী সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। [কৃষ্ণচন্দ্র দেখ।]

কুশদ্বয় (ক্লী) কুশানাং দ্বয়ং ৬তৎ। কুশ-দ্বি-অসচ্, (দ্বিত্রিভ্যাং তয়স্যায়জ্বা। পা ৫।২।৪৩।) কুশের প্রকার ভেদ, স্থূল ও সূক্ষ্ম-ভেদে দুই প্রকার। এক জাতীয় সাধারণ কুশ এবং অপর জাতীয় কুশদীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র নামে অভিহিত। (ভাবপ্রকাশ)

কুশদ্বীপ (পুং) কুশেন বিখ্যাতো দ্বীপঃ, মধ্যালো°। ১ সপ্তপ্রধান দ্বীপের অন্তর্গত একটী দ্বীপ। বিষ্ণুপুরাণের মতে এইটী চতুর্থ দ্বীপ, ইহার বিস্তার শাল্মলদ্বীপের বিস্তারের দ্বিগুণ। কুশদ্বীপ-দ্বারা সুরাসমুদ্র বেষ্টিত রহিয়াছে এবং কুশদ্বীপ ঘৃতসমুদ্রে পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপে একটী সুবৃহৎ কুশস্তম্ব আছে, তদনুসারেই ইহার কুশদ্বীপ নাম হইয়াছে, এই দ্বীপে উদ্ভিদ্, বেণুমান, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল নামক বর্ষ, এই সাতটী জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্রের অবস্থিতিকালে তাহাদের নামানুসারেই হইয়াছে। ইহাতে বিদ্রুম, হেমশৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হরিঃ ও মন্দর নামক সপ্ত বর্ষাচল এবং ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, বিদ্যুদম্ভা ও মহী এই কয়টী প্রধান নদী আছে। এই দ্বীপে দৈত্য, দানব, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ ও মনুষ্যগণের বাস আছে এবং মনুষ্য মধ্যে চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থাও আছে। কুশদ্বীপবাসীগণ ব্রহ্মরূপ জনার্দ্দনের উপাসনা করেন। (বিষ্ণুপুরাণ ২।৪।৩৫ ৪৪)।

ভাগবতে কুশদ্বীপ অন্যপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—

সুরাসমুদ্রের বাহিরে তাহা হইতে দ্বিগুণ সমান পরিমাণ ঘৃতসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত কুশদ্বীপ, এই দ্বীপে একটী কুশস্তম্ব আছে, তদনুসারেই ইহার নাম হইয়াছে। কুশদ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতপুত্র হিরণ্যরেতা আপনার বসু, দান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যগুপ্ত, দেবনাথ ও প্রিয়নাথ এই সপ্তপুত্রকে এই দ্বীপ ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই সাতটী বর্ষ এবং তাহাদের নামানুসারে বর্ষের নাম হইয়াছে। এই সকল বর্ষে বভ্রু, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকূট, দেবানীক, ঊর্দ্ধরোমা ও দ্রবিণ নামক সাতটী সীমাপর্ব্বত এবং রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা ও মন্দমালা নামক সাতটী নদী আছে। (ভাগবত ৫।২০ অঃ)। ২ পীঠস্থান-বিশেষ। (দেবীভাগবত ৭।৩০।৮০)।

কুশধারা (স্ত্রী) নদীবিশেষ।

কুশধ্বজ (পুং) ১ হ্রস্বরোমরাজার পুত্র, সীরধ্বজ জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নী মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির পিতা। ২ হ্রস্বরোমের পৌত্র। ৩ বৃষধ্বজের একটী পৌত্র। ৪ ঋষিবিশেষ, বেদবতীর পিতা।

কুশনাভ (পুং) অযোধ্যাপতি কুশের পুত্র।

কুশনামা [ন্] (পুং) উষ্ট্র।

কুশনেত্র (পুং) মরীচিপুত্র দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ ২৪০ অঃ)।

কুশপ (পুং) কুশি দীপ্তৌ-অপঃ, (দলাদিভ্যোঽপঃ স্যাৎ। রাম-শর্ম্মাকৃত উণাদিকোষ টীকা ১।৭৫।) পানভাণ্ড।

('কুশপঃ পানভাণ্ডে স্যাৎ।' উণাদিকোষ ১।৭৯)।

কুশপত্র (ক্লী) কুশপত্রক।

কুশপত্রক (ক্লী) কুশপত্রমিব, কুশপত্র-কন্। ব্রণ কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। (সুশ্রুত)।

কুশপুর, গোমতীনদীতীরবর্ত্তী একটী অতি প্রাচীন নগর, অপর নাম কুশভবনপুর। প্রবাদ এইরূপ যে, রামপুত্র কুশ এই স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম কুশপুর হইয়াছে। ইহা কোসাম্ হইতে ১১৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীর প্রথম ভাগে এই কুশপুর (কি-অ-সি-পো-লো) দর্শনে আগমন করেন, তৎকালে এখানে একটী পুরাতন বৌদ্ধসঙ্ঘারাম ছিল। চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, সেই পুরাতন সঙ্ঘারামে পূর্ব্বকালে ধর্ম্মপাল বোধিসত্ব বিধর্ম্মিদিগের সহিত শাস্ত্রীয় তর্ক করিয়াছিলেন। সে সময়ে এখানে বৌদ্ধরাজ অশোক-প্রতিষ্ঠিত ভগ্নস্তূপ ছিল এবং ধনবান্ ও সুখী প্রজাগণ এই নগরে বাস করিত। মুসলমানেরা যখন প্রথম উত্তরপশ্চিমাঞ্চল অধিকার করেন, সে সময়ে এখানে নন্দ-কুমার নামে একজন ভার-রাজ রাজত্ব করিতেন। সুলতান আলাউদ্দীন্ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া এই নগর অধিকার করেন এবং ইহার কুশপুর নামের পরিবর্ত্তে 'সুলতানপুর' নাম প্রদান করেন। এখন সুলতানপুর নামেই খ্যাত।

কুশপুষ্প (ক্লী) কুশাকারং পুষ্পমস্য। ১ গ্রন্থিপর্ণ, গাঁঠিমালা বা গেঁঠেলা। কুশাশ্চ পুষ্পাণিচ সমাহারদ্বন্দ্ব, (বিভাষা বৃক্ষমৃগতৃণধান্য°। পা ২।৪।১২)। ২ কুশ ও পুষ্প।

("কুশপুষ্পং সমিদ্বারি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ")।

কুশপ্লবন (ক্লী) তীর্থবিশেষ। ব্রহ্মচারী ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ত্রিরাত্রি উপবাসপূর্ব্বক এই তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফললাভ করেন। (ভারত বন ৩।৮৫ অঃ।)

কুশমুষ্টি (ত্রি) কুশা মুষ্টৌ যস্য বহুব্রী। ১ যাহার হস্তে মুষ্টি-পরিমাণ কুশ আছে। ২ মুষ্টিপরিমিত কুশ।

কুশম (পুং) কুশপ।

কুশর (পুং) [বৈদিক] কুৎসিতঃ শরঃ, কুগতিসং। শরের ন্যায় মধ্যছিদ্র তৃণবিশেষ। ("শরাসঃ কুশরাসো দর্ভা সঃ সৈর্য্য উত।" ঋক্ ১।১৯১।৩)। 'শরাসঃ কুৎসিতশরাঃ'। সায়ণ।

কুশল (ক্লী) কুশ-সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭।) ১ কল্যাণ, মঙ্গল।

("পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্যে রাজ্যাশ্রম-মুনিং মুনিঃ।" রঘু ১।৫৮।)

মনু কুশল শব্দ ব্যবহার করিবার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিয়াছেন। কুশল শব্দ কেবল ব্রাহ্মণকে মঙ্গলপ্রশ্ন করিবার সময় ব্যবহৃত হইবে। ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্যকে ক্ষেম ও শূদ্রকে আরোগ্য শব্দ ব্যবহার করিয়া মঙ্গলপ্রশ্ন করিবে।

("ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেবচ"। মনু ২।১২৭)

(ত্রি) ২ তদ্‌যুক্ত। (ক্লী) ৩ পুণ্য।

("নদ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।" গীতা ১৮।২০)।

(ত্রি) ৪ পুণ্যশীল। কুশং লাতি গৃহ্লাতি, কুশ-লা-কঃ। যে ব্যক্তি কুশ গ্রহণ করিতে সমর্থ, কুশ গ্রহণ করিবার সময় হাত কাটিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা, যে ব্যক্তি চতুর হইবে তাহার হাত কাটিবে না এই অর্থে চতুর, শিক্ষিত।

("সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।" মনু ৮।১৫৭।)

৫ কুশগ্রাহক। (পুং) (বহু) ৬ জনপদবিশেষ। ৭ কুশদ্বীপবাসী। (পুং) ৮ শিবের একটী নাম। ৯ রাজপুত্রবিশেষ। ১০ একজন বৈয়াকরণিক, ইনি পঞ্জিকাপ্রদীপ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১১ ক্ষেমঙ্করের পৌত্র, ঘটকর্পরটীকা-রচয়িতা।

কুশলব (পুং) (দ্বি) পুষ্পবতোরিব একশক্ত্যা রামপুত্রয়োরেব বোধকত্বং কুশশ্চ লবশ্চ-তৌ, দ্বন্দ্বঃ মিত্রাবরুণাদিবৎ। রামচন্দ্রের পুত্রদ্বয়।

কুশলপ্রশ্ন (পুং) কুশলঃ প্রশ্নঃ, মধ্যলো°। কুশল জিজ্ঞাসা।

কুশলবুদ্ধি (ত্রি) কুশলা বুদ্ধির্যস্য, বহুব্রী। শিক্ষিত, চতুর।

কুশলসাগর (পুং) লাবণ্যরত্নের শিষ্য, একজন গ্রন্থকার।

কুশলী [ন্] (ত্রি) কুশলমস্ত্যস্য, কুশল-ইনি। কল্যাণযুক্ত।

কুশলী (স্ত্রী) কুশল-ঙীষ্। ১ অশ্মন্তক বৃক্ষ, পশ্চিমপ্রদেশে ইহাকে আবুটা কহে। ২ ক্ষুদ্রাম্লিকা।

কুশলোদর (ক্লী) কুশলমুদরমস্য, বহুব্রী। ভব্য, চাল্‌তা।

কুশবতী (স্ত্রী) নগরবিশেষ, কুশাবতী নামেও ইহার উল্লেখ আছে। (মহাভারত, বনপর্ব্ব)। [কুশাবতী দেখ।]

কুশবিন্দু (পুং) [বহু] জনপদবিশেষ। (মহাভারত ৬।৯ অঃ।)

কুশবীরা (স্ত্রী) নদীবিশেষ, কুশচীরা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (মহাভারত, ৬।৯অঃ।)

কুশস্তম্ব (পুং) কুশানাং স্তম্বো গুচ্ছঃ, ৬তৎ। ১ কুশের আঁটী। ২ তীর্থবিশেষ। (মহাভারত ১৩।২৫ অঃ।) ৩ রাজপুত্রবিশেষ।

কুশস্থল (ক্লী) কুশপ্রধানং স্থলং। কান্যকুব্জের নামান্তর। (কন্যাকুব্জং…কৌশং কুশস্থলং চ তৎ। হেমচন্দ্র ৪।৪০।)

কুশস্থলী (স্ত্রী) কুশস্থল-ঙীষ্। একটী অতি প্রাচীন নগরী। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণ জরাসন্ধ ভয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়া রৈবতক গিরির নিকট এই নগরে আসিয়া দুর্গসংস্কার করিয়া অবস্থান করেন। (মহাভারত সভা ১৩ অঃ।) হরিবংশে লিখিত আছে—

'কুশস্থলী আনর্ত্তের রাজধানী। পূর্ব্বে রৈবতের অধিকারে ছিল। যাদবগণ এই স্থানে আসিয়া রমণীয়া দ্বারকানগরী স্থাপন করেন।' (১০ অঃ)। 'কুশস্থলী পুরলক্ষণোপযোগী অতি রমণীয় স্থান। ইহার চারিদিকে সাগরবেষ্টিত থাকায় দেবগণেরও দুর্ভেদ্য। ইহার মধ্যে মধ্যে সাগর জল প্রবিষ্ট ও সজলস্থান সন্নিবিষ্ট। ইহাতে নানাবিধ ফলফুল ও সর্ব্বপ্রকার রত্নের আকর আছে। ইহার সর্ব্বত্রই লোকাকীর্ণ, চতুর্দ্দিক্ স্বর্ণপ্রাকার ও পরিখা-পরিবৃত। অত্যুচ্চ অট্টালিকা, বিচিত্র প্রাঙ্গণ, মনোহর রাজপথ, বিপুল তোরণদ্বার, রমণীয় গোপুর, বিচিত্র যন্ত্র ও অর্গল শোভিত। এই স্থান মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনিতে নিরন্তর সমাকীর্ণ। নানাদিগ্ দেশজাত পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদশ্রেণী ধ্বজপতাকায় সুশোভিত। পুরদ্বারে অনতিদূরে ভূষণস্বরূপ রৈবতগিরি বিরাজ করিতেছে।' (হরিবংশ ১১২-১১৩ অঃ।)

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের মতেও কুশস্থলী আনর্ত্তবিষয়ের অন্তর্গত। ইহার অপর নাম দ্বারকা। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১।৩৪, ভাগবত ৯।৩।২৮।)

সহ্যাদ্রিখণ্ডের মতে পরশুরাম দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনাইয়া এখানে স্থাপন করেন। যথা—

"পশ্চাৎ পরশুরামেণ হ্যানীতা মুনয়ো দশ।
ত্রিহোত্রবাসিনশ্চৈব পঞ্চগৌড়ান্তরস্তথা॥
গোমাঞ্চলে স্থাপিতাস্তে পঞ্চক্রোশ্যাং কুশস্থল্যাম্।
ভারদ্বাজঃ কৌশিকশ্চ বৎসকৌণ্ডিন্যকশ্যপাঃ।
বসিষ্ঠো জামদগ্নিশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গৌতমঃ॥
অত্রিশ্চ দশ ঋষয়ঃ স্থাপিতাস্তত্র এবহি॥" সহ্যাদ্রি২।১।৪৭-৫০।

কুশহস্ত (ত্রি) কুশাঃ হস্তে যস্য, বহুব্রী। শ্রাদ্ধ বা দানাদি কার্য্যকালে হস্তে কুশ গ্রহণ করিয়া থাকিতে হয়, এইরূপ অবস্থায় কার্য্যকর্ত্তা কুশহস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

কুশা (স্ত্রী) কুশ-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ রজ্জু। ২ মধু যাহাকে মউকুটীলেবু কহে। ৩ বল্গা, লাগাম। (বল্গাবক্ষেপণী কুশা। হেমচন্দ্র ৪।৩১৮।) ৪ কুশতৃণ

কুশিকস্যাপত্যানি কুশিক-অঞ্ তস্যলোপঃ। (যঞঞোশ্চ। পা ২। ৪। ৬৪) (বহু) ২ কুশিকগোত্রীয়।
"গীর্ভী রথং কুশিকাসো হবামহে।" ঋক্ ৩। ২৬। ১।
'কুশিকাসঃ কুশিকগোত্রোৎপন্নাঃ' সায়ণ।
৩ জনপদবিশেষ। ৪ ফাল, লাঙ্গলের ফলা।
(ফালে কৃষকঃ কুশিকঃ ফলং। হেমচন্দ্র, ৩।৫৫৫।)
৫ তৈলশেষ, তেলের কাট। ৬ সর্জ্জবৃক্ষ, শালগাছ, ৭ বিভীতকবৃক্ষ, বয়ড়াগাছ। ৮ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। (ত্রি) ৯ কেকর, বক্রাক্ষি, টেরা।

কুশিকন্ধর (পুং) মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপু. ৭।৪৭)

কুশিকা (স্ত্রী) কুশী-স্বার্থে কন্-টাপ্। ফাল।

কুশিগ্রামক (পুং) মল্লরাজ্যের অন্তর্গত বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ স্থান, ইহার অপর নাম কুশিনগর। [কুশিনগর দেখ।]

কুশিত (ক্লী) কুশ্-ইতঃ (কৃহাদিভ্য ইতঃ স্যাৎ। রামশর্ম্মাকৃত উণাদিকোষটীকা ১। ২৯৭।) জল-মিশ্রিত বস্তু।
(কুশিতং কুষিতং ক্লীবেঽম্ভঃ পরিমিত বস্তুনি। উণাদিকো°১।৩০১)

কুশিনগর (ক্লী) বৌদ্ধশাস্ত্র বর্ণিত বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণস্থান। বর্ত্তমান নাম কসিয়া (কুশিয়া)। উ° প° প্রদেশে গোরক্ষপুর হইতে ৩৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই স্থান বৌদ্ধদিগের একটী পুণ্যতম তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, অতিদূর দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র বৌদ্ধতীর্থযাত্রী এই পুণ্যস্থান দর্শনে আগমন করিতেন। ৪০০ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এখানে বিস্তর বৌদ্ধরাজনির্ম্মিত স্তূপ ও বিহার দেখিয়া যান। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্-সিয়াং কুশিনগর (কিউ-শি ন-কিএ লো) দর্শন করিয়া তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

'কুশিনগর রাজধানী এখন বিধ্বস্ত, গ্রামনগরাদি এখন জনশূন্য মরুপ্রায়। ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীন রাজধানীর প্রাচীর প্রায় এক (১৮০ল) ক্রোশ বিস্তৃত। তোরণদ্বারের ঈশাণকোণে অশোকরাজ স্থাপিত স্তূপ ও চুন্দের ভবন, নগরের বায়ুকোণে অজিতাবতী (বা হিরণ্যবতী) নদীর পশ্চিম তটের অনতিদূরে সালবন, এইখানে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন। নিকটে বিহার মধ্যে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিহারের পার্শ্বে অশোকরাজ প্রতিষ্ঠিত স্তূপ, এখানে একটী প্রস্তরস্তম্ভের উপর বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ কাহিনী খোদিত আছে। ইহার কিছুদূরে সুভদ্র ও বজ্রপাণির স্মরণার্থ স্তূপ আছে। নগরের উত্তরে নদীপার হইয়া কিছুদূরে একটী স্তূপ আছে, এইখানে বুদ্ধদেবের মৃতদেহের সৎকার হইয়াছিল। ইহারই নিকট অশোকরাজ স্থাপিত আর একটী স্তূপ আছে, এইখানে বুদ্ধদেব প্রিয়শিষ্যগণকে শ্রীপদ দেখাইয়াছিলেন। এইখানে তাঁহার পূতদেহের ভস্মাবশেষ ৮ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।'
[বুদ্ধ দেখ।]

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক যাহা দেখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কুশিয়া গ্রামে তাহার কিছুমাত্র নাই বলিলেও হয়। চীনপরিব্রাজক বর্ণিত যে সালবনে বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করেন, এখন সেই স্থান "মাতাকুয়ার কা-কোট" (অর্থাৎ মৃত কুমারের গড়) নামে প্রসিদ্ধ। অল্পদিন হইল, এখানে প্রায় ১৪ হাত উচ্চ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, মূর্ত্তির অঙ্গ বিশেষ নানারঙ্গে চিত্রিত, এই সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি এখানকার একটী হিন্দুদেবমন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। এই বৃহৎ মূর্ত্তি ছাড়া আর একটী ৮ হাত উচ্চ নীলপ্রস্তরের বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে, গ্রামের লোকেরা তাহাকে "মাতা কুআর" (মৃত কুমার) বলে, এই মূর্ত্তিকে গ্রামবাসীরা পূজা করিয়া থাকে। ইহাই বুদ্ধের নির্ব্বাণমূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। এখানে দেবীস্থান বা রামভারটিলা নামে একটী বৃহৎ স্তূপ পড়িয়া আছে, পূর্ব্বে এখানে রামভার-ভবানীদেবীর মন্দির ছিল।

কুশিল্পি (স্ত্রী) কুৎসিতা শিল্পী, পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। শিল্পীভেদ।

কুশী [ন্] (ত্রি) কুশাঃ সন্ত্যস্য, কুশ-ইনি। কুশযুক্ত।
"দণ্ডীমণ্ডী কুশী চীরী ঘৃতাক্ত খেলীকৃতঃ।" ভারত ১৩।১৫ অঃ।
(পুং) ২ বাল্মীকি মুনি। (প্রাচেতসস্তু বাল্মীকি র্বল্মীক-কুশিনৌ কবিঃ। হেমচন্দ্র ৩।৫১০।)

কুশী (স্ত্রী) কুশ-স্ত্রিয়াং ঙীষ্, (জানপদকুণ্ডগোণস্থলভাজনাগ-কাল-নীল-কুশ°। পা ৪।১।৪২।)। ১ লৌহবিকার।
(বিকারস্ত্বয়সঃ কুশী। হেম ৪।১০৫।)। ২ লাঙ্গলের ফাল।

কুশীদ (ক্লী) কু সদ্-শঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সস্য বা শত্বং। ১ রক্তচন্দন। ২ বৃদ্ধিজীবিকা, সুদের জন্য ধার দেওয়া।

কুশীরক (পুং) কুৎসিতঃ শীরকো যত্র কর্ষণ ইত্যর্থঃ। যে ক্ষেত্রে কর্ষণকালে লাঙ্গলের ফাল বাঁকিয়া যায়।

কুশীল (ত্রি) কুৎসিতং শীলমস্য, বহুব্রী। মন্দস্বভাবযুক্ত।

কুশীলব (পুং) কুৎসিতং শীলং তদস্ত্যস্য, কু-শীল-বঃ, (বপ্রকরণে অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। মহাভাষ্য, পা ৫।২।১০৯।) ১ নট। ("যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্ব্বং রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে কুশীলবাঃ প্রকুর্ব্বন্তি।" সাহিত্যদর্পণ ৬ষ্ঠ পরি।)

মনুর মতে—নটদিগের ব্যবসায় নিন্দিত ও তাহারা এক পংক্তিতে ভোজনের অযোগ্য। (মনু ৩।১৫৫-১৬৭।) ২ চারণ। ৩ গায়ক। ৪ কথক। ৫ বাল্মীকিমুনি। (দ্বি) কুশশ্চ লবশ্চ তৌ দ্বন্দ্ব। ৬ রামচন্দ্রের পুত্র কুশ ও লব।

(রামপুত্রৌ কুশলবাবেকয়োক্ত্যা কুশীলবৌ। হেমচন্দ্র, ৩।৩৬৮।)

কুশীবশ (পুং) কুশীব কুশবান্‌সন্ শেতে অবতিষ্ঠতে, কুশব-শী-ডঃ। বাল্মীকিমুনি।

কুশুম্ভ (পুং) কৌ পৃথিব্যাং শুম্ভতি শোভতে জলপরিপূর্ণঃ সন্নিত্যর্থঃ, কু-শুম্ভ-অচ্। ১ পাত্রবিশেষ। ২ তপস্বীর জলপাত্র।

কুশূল (পুং) কুস-উলচ্, (খঞ্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০।) পশ্চাৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সস্য শত্বং। ১ ধান্যাগার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অন্নকোষ্ঠক ও ব্রীহ্যাগার। ২ তুষাগ্নি। ৩ স্থান। কেহ কেহ তালব্য শকারযুক্ত কুশূল শব্দ স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন কুসূল শব্দ দন্ত্যসকার-যুক্ত।

(কুসূলোদন্ত্যসকারবানেব। কুসীদং চ কুসূলং চ মধ্য-দন্ত্যমুদাহৃতং। শব্দভেদ ১০০।)

কুশূলধান্য (ক্লী) কুশূলপরিমিতং ধান্যং, মধ্যলো°। তিন বৎসরের আহারোপযোগী সঞ্চিত ধান্য।

কুশূলধান্যক (ক্লী) কুশূলমিতং ধান্যমস্য বহুব্রী, কপ্। যে গৃহস্থের তিন বৎসরের আহারোপযোগী ধান্য সঞ্চিত আছে।

("কুশূলধান্যকোবাস্যাৎ কুম্ভীধান্যক এব বা।" মনু ৪।৭।)

কুশেলয় (ক্লী) কুশে জলে লীয়তে, জলং শ্লিষ্যতীত্যর্থঃ, কুশে-লী-অচ্, অলুকসং। পদ্ম।

কুশেশয় (ক্লী) কুশে জলে শেতে, কুশে-শী-অচ্, অলুক্। ১ পদ্ম।

("কুশেশয়াতাম্রতলেন কশ্চিৎ করেণ রেখাধ্বজলাঞ্ছনেন॥" রঘু ৬।১৮।)

২ সারসপক্ষী। (পুং) ৩ কর্ণিকার বৃক্ষ। ৪ কুশদ্বীপ-স্থিত পর্ব্বতবিশেষ। (বিষ্ণুপুরাণ ২।৪।৪১।)

কুশেশয়কর (পুং) কুশেশয়ং পদ্মং করে যস্য, বহুব্রী। স্কন্দ।

কুশোদক (ক্লী) কুশ-সংস্পৃষ্টমুদকং। দানার্থ কুশ সহিত জল।

কুশোদকা (স্ত্রী) দেবীবিশেষ।

কুশ্রি (পুং) অধ্যাপক বিশেষের নাম।

কুশ্রুত (ত্রি) কুঈষৎ শ্রুতং, কুগতিসং। অপরিস্ফুটভাবে শ্রুত।

কুশ্বভ্র (ক্লী) কুঈষৎ শ্বভ্রং ছিদ্রং কুগতিসং। ক্ষুদ্র ছিদ্র।

কুষণ্ড (পুং) পুরোহিতবিশেষ।

কুষল (ত্রি) কুশ-লা-কঃ, বাহুলকাৎ শস্য ষত্বং। চতুর, দক্ষ, পটু।

কুষবা (স্ত্রী) [বৈদিক] রাক্ষসীবিশেষ।

("মমচ্চন ত্বা যুবতিঃ পরাস মমচ্চন ত্বা কুষবা জগার" ঋক্ ৪।১৮।৮।) 'কুষবানাম্নী কাচিদ্ রাক্ষসী' সায়ণ।

কুষাকু (পুং) কুষ-কাকুঃ, (কঠি কু (ক)ষিভ্যাং কাকুঃ। উণ্ ৩।৭৭।) ১ অগ্নি। ২ কপি, বানর। ৩ সূর্য্য। (ত্রি) ৪ উত্তাপক।

কুষার (পুং) ব্যক্তিবিশেষ।

কুষিত (ত্রি) কুষ্-ক্ত। ১ জলমিশ্রিত।

(কুশিতং কুষিতং ক্লীবে স্বস্তঃ পরিমিত-বস্তুনি। উণাদি কোষ ১।৩০১।)

(ক্লী) ২ সুখী, সৎ, সত্যপ্রিয়, ভাগ্যবান্, প্রসন্ন।

কুষীতক (পুং) [বৈদিক] ১ পক্ষিজাতিবিশেষ। ২ ঋষিভেদ। কাশ্যপ বুঝাইলে ইহার উত্তর অপত্যর্থে ঢক্ প্রত্যয় হয়। (পা ৪।১।১২৪।) (বহু) ৩ কুষীতকের পুত্রপৌত্রাদি। উপকাদি গণীয় বলিয়া কুষীতক শব্দের পরস্থিত গোত্র প্রত্যয়ের বিকল্পে লোপ হয়। (পা ২।৪।৬৯।)

কুষীদ (ক্লী) কুস্-ইদং, (কুসেরুম্ভোমেদেতাঃ। উণ্ ৪।১০৬।) পশ্চাৎ পৃষোদরাৎ সস্য ষত্বং। ১ বৃদ্ধ্যর্থ ধন দান করা, সুদের আশায় টাকা ধার দেওয়া ব্যবসায়। (ত্রি) ২ উদাসীন, নিশ্চেষ্ট। ৩ কুষীদিক, যাহারা বৃদ্ধ্যর্থ ধন দান করে, সুদখোর। (কুসীদং জীবনে বৃদ্ধ্যা ক্লীবং ত্রিষু কুষীদিকে। উ, কো ১।৩৬৭।)

কুষীদী [ন্] (পুং) অধ্যাপকবিশেষ, ইনি মহামুনি পৌষ্পি-ঞ্জির শিষ্য। (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।৬)

কুষুম্ভ (পুং) [বৈদিক] কীটবিশেষের বিষস্থলী।

("ভিনদ্মি তে কুষুম্ভং যস্তে বিষধানঃ" অথর্ব্ব ২।৩২।৬।)

কুষুম্ভক (পুং) [বৈদিক] নকুল।

("কুষুম্ভকস্তদ ব্রবীদ্গিরে প্রবর্ত্তমানকঃ।" ঋক্ ১।১৯১।১৬।) 'কুষুম্ভকো নকুলঃ' সায়ণ।

কুষ্ঠ (পুং, ক্লীং) কুষ্-ক্থন্, (হনি-কুষি-নীর-মি-কাশিভ্যঃ ক্থন্। উণ্ ২।২।) যদ্বা কুৎসিতং তিষ্ঠতি, কু-স্থা-কঃ, পশ্চাৎ সস্য ষত্বং। (অম্বাম্বগোভূমিসব্যাপদ্বিত্রি কু°। পা ৮।৩।৯৭) ১ ঔষধবিশেষ, ইহাকে চলিত বাঙ্গালার কুড় কহে (Costus Speciosus or Arabicus) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কদাখ্য, দুষ্ট, ব্যাধি, পরিভাব্য, বাপ্য, উৎপল, আপ্য, জরণ, গদাখ্য, গদাহ্ব, গদাহ্বয়, কৌবের, ভাস্বর, কাকল, নীরুজ, কুঠিক, রুজা, গদ, আময়, পারিভদ্রক, রাম, বাণীরজ, পাবন, কুৎ-সিত, পাকল ও পদ্মক। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—উষ্ণ, কটু, স্বাদু, শুক্রজনক, তিক্ত, লঘু। ইহা বাতরক্ত, বীসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফ নষ্ট করে।

ইহার প্রকার ভেদ আছে। পুষ্করমূল একপ্রকার কুড়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পৌষ্কর, পুষ্কর, পদ্মপত্র ও কাশ্মীর। ভাবপ্রকাশমতে পুষ্করমূল কুড় কটু ও তিক্ত এবং বাত-শ্লৈষ্মিকজ্বর, শোথ, অরুচি ও শ্বাসরোগনাশক। পার্শ্বশূল রোগে ইহা অতিশয় উপকারী। ২ বিষভেদ।

(বিষঃ ক্ষ্বেড়ো……কুষ্ঠবালুকনন্দকাঃ। হেমচন্দ্র ৪।২৬১।)

৩ রোগবিশেষ, ইহাকে চলিত কথায় কুষ্ট ও কুড়ি কহে। (শ্বিত্রং স্যাৎ পাণ্ডুরং কুষ্ঠং। হেমচন্দ্র, ১৩০।) (কুষ্ঠং ব্যাধি

সুগন্ধয়োঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) বৈদ্যশাস্ত্র মতে সাতপ্রকার মহাকুষ্ঠ ও একাদশ প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ আছে।

সংহিতাকারদিগের মতে কোন কোন প্রকার কুষ্ঠ মহাপাতক ও কোন কোনটী অতি পাতকের চিহ্ন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, বিচর্চ্চিকা, দুশ্চর্ম্মা, চর্ম্মরীয়, বিকর্চ্চু, ব্রণতাম্র, কৃষ্ণ ও শ্বেত এই কয়প্রকার কুষ্ঠরোগ আছে, তাহার মধ্যে যে ব্যক্তির গণ্ডদেশে, কপালে, নাকে ও সর্ব্বগাত্রে কুষ্ঠব্রণ আছে সে ব্যক্তি দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের অযোগ্য। তাহার মৃত্যু হইলে তাহাকে তীর্থে অথবা তরুমূলে প্রোথিত করিবে, তাহার পিণ্ডদান, তর্পণ অথবা দাহকার্য্য করিবে না। যদি ছয়মাসের অথবা তিনমাসের কুষ্ঠরোগীকে কথন কেহ দাহ করে, তবে দাহান্তর চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বিষ্ণুসংহিতায় কুষ্ঠরোগ পূর্ব্বজন্মাচরিত অতিপাতকের চিহ্নপ্রকাশ বলিয়া বর্ণিত আছে। শাতাতপ তাঁহার কর্ম্মবিপাকে কুষ্ঠরোগকে মহাপাতকের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কুষ্ঠকেতু (পুং) কুষ্ঠনাশনঃ কেতুশ্চিহ্নং যস্য। মার্কণ্ডিকাবৃক্ষ, ভূম্যাহুল্য, চলিত বাঙ্গালায় যাহাকে ভুঁইথখসা ও হিন্দীতে ভুজিতখড় বলে।

কুষ্ঠগন্ধি (ক্লী) কুষ্ঠস্যেব গন্ধোঽস্য, ইকারান্তাদেশশ্চ, (উপমানাচ্চ। পা ৫।৪।১৩৭।) এলবালুক।

কুষ্ঠগন্ধিনী (স্ত্রী) কুষ্ঠস্যেব গন্ধোঽস্ত্যস্যাঃ, কুষ্ঠগন্ধ-ইনি-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অশ্বগন্ধা।

কুষ্ঠঘ্ন (ত্রি) কুষ্ঠ হন্তি, কুষ্ঠ-হন্-টক্। ১ কুষ্ঠনাশক ঔষধ (পুং) ২ ওষধিবৃক্ষবিশেষ। (হিতাবলী)

কুষ্ঠঘ্নী (স্ত্রী) কুষ্ঠঘ্ন-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ কাকোডুম্বরিকা, যাহাকে চলিত কথায় কাকডুমুর কহে। ২ সোমরাজী।

কুষ্ঠনাশন (পুং) কুষ্ঠং নাশয়তি, কুষ্ঠ-নশ্-ণিচ্-ল্যুঃ। ১ ক্ষীরীশবৃক্ষ। ২ শ্বেতসর্ষপ। ৩ বারাহীকন্দ। (ত্রি) ৪ কুষ্ঠনাশক ওষধি।

কুষ্ঠনাশিনী (স্ত্রী) কুষ্ঠ-নশ্ ণিচ্-ইনি-ঙীপ্। সোমরাজী, হাকুচ্।

কুষ্ঠনোদন (পুং) কুষ্ঠং নোদয়তি, কুষ্ঠ-নুদ্-ণিচ্-ল্যুট্। রক্ত খদির।

কুষ্ঠরোগ, রোগবিশেষ। আয়ুর্ব্বেদীয় বৈদ্যকগ্রন্থ মতে—মিথ্যা আহার, মিথ্যা আচরণ; বিরুদ্ধ অন্ন, পানীয় এবং অত্যন্ত তরল, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন, বমনবেগ ও মলমূত্রাদির বেগধারণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অত্যন্ত রৌদ্র বা অগ্নির তাপ গ্রহণ, আহারান্তে অতিরিক্ত পরিশ্রম; রৌদ্র-সন্তপ্ত ভয়ার্ত্ত বা পরিশ্রান্ত ব্যক্তির বিশ্রাম না করিয়া শীতল জলপান বা স্নান; শীত, উষ্ণ, উপবাস, অনিয়ত আহার, ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার আহার, বমন বিরেচন প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মের অন্তে কুপথ্য সেবন, অত্যধিক নবান্ন, দধি, মৎস্য, লবণ, অম্ল, মাষকলায়, মূলক, পিষ্টক, তিল, দুগ্ধ, কিম্বা গুড় ভক্ষণ, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধাজীর্ণাবস্থায় মৈথুন, দিবানিদ্রা, ব্রাহ্মণ কিম্বা গুরুজনের অভিভব এবং অন্যপ্রকার গুরুতর পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বাত, পিত্ত ও কফ একসময়ে কুপিত হইয়া ত্বক্, রক্ত, মাংস ও অম্বু দূষিত করে এবং ইহা হইতে কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। অতএব কুষ্ঠরোগের সাক্ষাৎ কারণ সাতপ্রকার—দূষিত বাত, পিত্ত, কফ, ত্বক্, রক্ত, মাংস এবং অম্বু (মাংস ও ত্বকের মধ্যস্থিত একপ্রকার রস)।

কুষ্ঠরোগ অষ্টাদশ প্রকার। তাহার সাতটীকে মহাকুষ্ঠ এবং একাদশটীকে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ বলে। কাপাল, উডুম্বর, মণ্ডল, সিধ্ম, কাকণক, পুণ্ডরীক এবং ঋক্ষজিহ্ব এই সাতটীকে মহাকুষ্ঠ বলে। এককুষ্ঠ, গজচর্ম্ম, চর্ম্মদল, বিচর্চ্চিকা, বিপাদিকা, পামা, কচ্ছু, দদ্রু, বিস্ফোট, কিটিম এবং অলসক এই ১১ টীকে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ বলে। সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠই ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু দোষের উল্বণতা অনুসারে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভেদে সাতপ্রকার।

কুষ্ঠরোগ হইবার পূর্ব্বে চর্ম্ম মসৃণ, খরস্পর্শ, ঘর্ম্মের আধিক্য বা হীনতা, বিবর্ণতা ও স্পর্শজ্ঞানরহিত হয় এবং দাহ, কণ্ডু, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং কোঠ উৎপন্ন হয়। ব্রণের শীঘ্র উৎপত্তি, দীর্ঘকাল অবস্থিতি ও অত্যন্ত বেদনা হয়। ব্রণের অঙ্কুরের রুক্ষতা, অল্পকারণেই বৃদ্ধি, রোগীর ক্লান্তি, রোমাঞ্চ ও রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হওয়াও কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপ। বাতাধিক্য দোষে কাপাল, পিত্তাধিক্যে উডুম্বর, কফাধিক্যে মণ্ডল ও বিচর্চ্চিকা, বাতপিত্তাধিক্যে ঋক্ষজিহ্ব, বাতশ্লেষ্মার আধিক্যে চর্ম্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম, সিধ্ম, অলসক ও বিপাদিকা; পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্যে দদ্রু, শতারুষী, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল; এবং ত্রিদোষের আধিক্যে কাকণ কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়।

চর্ম্মের উপরিভাগ কপালের (খাবড়ার) ন্যায় ঈষৎ রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত, রুক্ষ, কর্কশ এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইলে তাহাকে কাপাল কুষ্ঠ বলে।

যজ্ঞডুমুরের ন্যায় রক্তবর্ণ দাহ, বেদনা ও কণ্ডু যুক্ত হইলে এবং উহার উপরিস্থিত রোম কপিলবর্ণ হইলে তাহাকে উডুম্বর কুষ্ঠ বলে।

যে কুষ্ঠ কিঞ্চিৎ শ্বেত ও ঈষৎ রক্তবর্ণ, স্থির আর্দ্রভাবাপন্ন, স্নিগ্ধ এবং উচ্চ মণ্ডলাকারে উত্থিত হইয়া পরস্পর মিলিত থাকে, তাহাকে মণ্ডলকুষ্ঠ বলে। ইহা কষ্টসাধ্য।

যে কুষ্ঠে চর্ম্ম অলাবুপত্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় এবং ঘর্ষণ করিলে যাহা ধূলির ন্যায় নির্গত হয়, তাহাকে সিধ্ম কুষ্ঠ কহে।

যে কুষ্ঠের বর্ণ গুঞ্জাফলের ন্যায় মধ্যে রক্ত ও পার্শ্বে কৃষ্ণ কিংবা মধ্যে কৃষ্ণ ও পার্শ্বে রক্তবর্ণ, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও পাকে না, তাহাকে কাকণকুষ্ঠ কহে।

যে কুষ্ঠ রক্তপদ্মের পাতার ন্যায় রক্ত ও শ্বেতবর্ণ, তাহাকে পুণ্ডরীক কুষ্ঠ কহে।

যে কুষ্ঠের মণ্ডলসমূহের আকৃতি ভল্লুকের জিহ্বার সদৃশ, রক্তবর্ণ ও মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ ও বেদনাযুক্ত, তাহাকে ঋক্ষজিহ্ব কুষ্ঠ বলে।

যে কুষ্ঠ অনেক স্থান ব্যাপিয়া মাছের আঁইষের ন্যায় হইয়া উদ্গত হয়, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে। এই রোগে ঘর্ম্মাবরোধ হইয়া থাকে। যে কুষ্ঠ গজচর্ম্মের ন্যায় অতিশয় স্থূল, রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে, তাহাকে গজচর্ম্ম কুষ্ঠ বলে।

যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও কণ্ডুযুক্ত অথচ স্পর্শাসহ স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং চর্ম্ম বিদীর্ণ হয়। তাহাকে চর্ম্মদল বলে।

যে কুষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত এবং বহু স্রাবশীল পীড়কা (ফুস্কুড়ি) উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিচর্চ্চিকা বলে।

যে কুষ্ঠে কণ্ডু ও দাহযুক্ত স্রাবশীল ক্ষুদ্রপীড়কা জন্মে তাহার নাম পামা।

যাহাতে হস্তদ্বয়ে ও নিতম্বে পামার ন্যায় অথচ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয়। তাহাকে কচ্ছু কহে।

যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ কণ্ডুযুক্ত পীড়কা মণ্ডলাকারে উদ্গত হয়, তাহাকে দদ্রু বলে। যে কুষ্ঠে চর্ম্ম অতিশয় পাতলা হয়, স্ফোটক শ্যাব বা রক্তবর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাকে, বিস্ফোটক এবং যে কুষ্ঠ শ্যাববর্ণ খরস্পর্শ এবং শুষ্ক ব্রণের ন্যায় কর্কশ হয়, তাহাকে কিটিম বলে।

যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ কণ্ডুযুক্ত বৃহৎ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে অলসক কহে। যে কুষ্ঠে দাহযুক্ত রক্ত বা শ্যাববর্ণ বহুতর ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে শতারু কুষ্ঠ কহে।

রসধাতুগত কুষ্ঠে দেহের বিবর্ণতা, রুক্ষতা, রোমাঞ্চ, অধিক ঘর্ম্ম ও ত্বকের স্পর্শজ্ঞানরহিত হয়।

রক্তাশ্রিত কুষ্ঠে কণ্ডু ও অত্যন্ত পূয সঞ্চয় হয়। মাংসগত কুষ্ঠে কুষ্ঠাধিক্য, মুখশোষ, শরীরের কর্কশতা ও ক্ষুদ্র পীড়কার উদ্ভব এবং সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত স্থির ভাবাপন্ন স্ফোটক জন্মে। মেদগত কুষ্ঠে হস্তক্ষয়, গমনশক্তির অভাব, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও ক্ষত এবং রক্ত মাংসগত কুষ্ঠের সমস্ত লক্ষণও প্রকাশিত হয়। অস্থি ও মজ্জাগত কুষ্ঠে নাশাভঙ্গ, চক্ষুরক্তবর্ণ, স্বরভঙ্গ, বেদনা এবং ক্ষতস্থানে পোকা জন্মে। বাতাধিক্যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ, খরস্পর্শ, রুক্ষ ও বেদনাযুক্ত হয়। এই প্রকার পিত্তাধিক্যে রক্তবর্ণ দাহ ও স্রবযুক্ত; কফাধিক্যে কণ্ডু ও গাঢ় ক্লেদযুক্ত, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীতল হয়। দ্বিদোষজকুষ্ঠে দ্বিদোষের লক্ষণ এবং সান্নিপাতিকে ত্রিদোষের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ত্বক্, মাংস বা রক্তগত এবং বাতশ্লেষ্মাধিক্য কুষ্ঠ সাধ্য; মেদোগত ও দ্বন্দ্বজকুষ্ঠ যাপ্য; মজ্জা বা অস্থিগত, ক্রিমি, দাহ ও মন্দাগ্নিযুক্ত এবং ত্রিদোষজ কুষ্ঠ অসাধ্য। কুষ্ঠরোগে অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া পূয়াদিস্রব, চক্ষুরক্তবর্ণ, স্বরভঙ্গ এবং বমন বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্মদ্বারা উপকার না হইলে রোগীর অচিরেই মৃত্যু হয়। গুহ্যদেশ, শিশ্ন, যোনি, হস্তপদতল কিংবা ওষ্ঠগত কিলাস হইলে, তাহার আরোগ্য হয় না। কুষ্ঠরোগীর সহিত মৈথুন, একত্র ভোজন, শয্যায় শয়ন, উপবেশন কিম্বা কুষ্ঠরোগীর গাত্রস্পর্শ ও নিশ্বাস গ্রহণ করিলে অথবা উহাদিগের ব্যবহৃত পুষ্প ফল অনুলেপন প্রভৃতি ব্যবহার করিলে কুষ্ঠরোগ হয়। বাতোল্বণ কুষ্ঠে ঘৃত প্রয়োগ, কফোল্বণ কুষ্ঠে বমন, এবং পিত্তাধিক্য কুষ্ঠে প্রলেপ, পরিষেক ও রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। হরীতকী, ডহরকরঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, সোমরাজী, সৈন্ধব ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গোমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়। সোমরাজীচূর্ণ, শুঁঠ চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া উদ্বর্ত্তন করিলে বর্দ্ধিত কুষ্ঠের শান্তি হয়। নিম্বের ফুলের সময়ে ফুল ও ফলের সময়ে ফল গ্রহণ করিবে এবং নিমগাছের ছাল, মূল ও পাতা আহরণ করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহার দুইভাগ ভৃঙ্গরাজের রসদ্বারা সাতদিন ভাবনা দিবে। পরে ত্রিফলা, ত্রিকটু ব্রাহ্মী, গোক্ষুর, ভেলা, চিতা, বিড়ঙ্গসার, বারাহীকন্দ, লৌহ, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, শোনাক, চিনি, কুড়, ইন্দ্রযব ও আকনাদি এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া ইহার একভাগ অর্থাৎ নিম্বচূর্ণের অর্দ্ধাংশ উহার সহিত মিলিত করিয়া খদির, পীতশাল ও নিম্বের কাথদ্বারা সাতদিন ভাবনা দিবে। মধু, তিক্তঘৃত বা খদির ও শালের কাথের সহিত ইহা লেহন করিলে বিচর্চ্চিকা, উদুম্বর, পুণ্ডরীক, কাপাল, দদ্রু ও কিটিম প্রভৃতি কুষ্ঠের প্রতীকার হয়। ইহার মাত্রা প্রথম দিবে ১ তোলা, পরে প্রত্যহ এক তোলা করিয়া বৃদ্ধি

করিয়া একপল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে স্নিগ্ধ অথচ লঘু দ্রব্য আহার করা বিধেয়। সোমরাজী ৫ পল, শিলাজতু ৫ পল, গুগ্‌গুলু ১০ পল, স্বর্ণমাক্ষিক ৩ পল, এবং লৌহ ও মুণ্ডী ২ পল, ত্রিফলা, করঞ্জ, তেজপত্র, খদির, গুলঞ্চ, তেউড়ী, দন্তী, মুথা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, কুটজ, দারুচিনি, নিম্ব, চিতা এবং শোনা ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ২৫ পল। এই সকল দ্রব্য দ্বারা মধু সহযোগে বটিকা করিয়া প্রাতঃকালে গোমূত্রের সহিত গিলিয়া ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত একবিংশতিক-গুগ্‌গুলু, অমৃত-ভল্লাতক অবলেহ, মহাভল্লাতক, লঘুমঞ্জিষ্ঠাদি কাথ, মধ্যমঞ্জিষ্ঠাদি কাথ, বৃহন্মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ, লঘুমরিচাদিতৈল, মহামরিচাদ্যতৈল, তালকেশ্বরস ও গলিতকুষ্ঠারিরস এই সকল ঔষধ সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়।

কুড়, মূলার বীজ, প্রিয়ঙ্গু, সর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগকেশর এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বহুকালের সিধ্মনামক কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

মূলার বীজ আপাঙ্গের রসের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ অথবা কদলীর ক্ষারের সহিত হরিদ্রা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও সিধ্ম নষ্ট হয়। দারুহরিদ্রা, মূলার বীজ, হরিতাল, দেবদারু ও তাম্বূলপত্র ইহার প্রত্যেক ২ তোলা এবং শঙ্খ চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, এই সকল একত্র জলদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম ভাল হয়।

কিঞ্চিৎ জলের আম্রপেশী (আমচুর) জলের সহিত তাম্রপাত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে চর্ম্মদল ভাল হয়। শুষ্ক আমলকী জলের সহিত হস্তদ্বারা ঘর্ষণ করিলে চর্ম্মদল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রতীকার হয়।

জীরা ৮ তোলা ও সিন্দূর ৪ তোলা দিয়া অর্দ্ধ সের তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পামা নষ্ট হয়। মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, লাক্ষা, বিষলাঙ্গলা, হরিদ্রা ও গন্ধক ইহাদের চূর্ণ দ্বারা রৌদ্রের উত্তাপে তৈল পাক করিয়া সেবন করিলেও পামা নষ্ট হয়। সৈন্ধব, চক্রমর্দ্দ, সর্ষপ ও পিপ্পলী কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে পামাকণ্ডু বিনষ্ট হয়।

সর্ষপ তৈল ⁄৪ সের, কল্কার্থ হরিদ্রা ⁄১ সের, আকন্দ পত্রের রস।৬ সের, এই তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে পামা, কচ্ছু ও বিচর্চ্চিকারোগ প্রশমিত হয়। সোঁদালপত্র, ডহরকরঞ্জার পাতা, গুগ্গা, পলাশ, সর্ষপ, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, কুটজ, যষ্টিমধু, মুথা, শুণ্ঠী, রক্তচন্দন, আমলকী, যবানী ও দেবদারু এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া সর্ষপতৈল সহযোগে মালিশ করিলে পামারোগে বিশেষ উপকার হয়।

কুড়, বিড়ঙ্গ, চক্রমর্দ্দ, হরিদ্রা, সৈন্ধব ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ এবং দূর্ব্বা, মরী, সৈন্ধব, চক্রমর্দ্দ ও নন্দীবৃক্ষ এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাঁজি ও তক্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অল্পকাল মধ্যেই দদ্রুরোগ ভাল হয়।

গণ্ডিলক তৃণ, শ্বেত সর্ষপ ও মূহীপত্র এই তিনটী সমভাগ সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ চক্রমর্দ্দ পত্র অষ্টগুণ গব্যঘৃতে ডুবাইয়া রাখিবে। তিন দিবস পরে ঐ সমস্ত একত্র পেষণ করিবে। পরে বন্যোপল (বনঘুটিয়া) দ্বারা দদ্রু স্থান ঘর্ষণ করিয়া উহা লেপন করিবে। ইহা দ্বারা সাতদিন মধ্যে দদ্রুরোগ নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে। (ভাবপ্রকাশ, মধ্য ৪ ভা°)।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে, কুষ্ঠরোগ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী। তাঁহাদের কাহারও মতে এই রোগ সংক্রামক, আবার অনেকের মতে সংক্রামক নয় বটে, কিন্তু পুরুষানুক্রমিক। তাঁহারা শ্লীপদ প্রভৃতি রোগকেও এই কুষ্ঠরোগের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। [শ্লীপদ দেখ।] আরব চিকিৎসকেরা কুষ্ঠরোগে পারদ ব্যবহার করেন। এদেশীয় বৈদ্যগণের মতে, পারদ ব্যবহার প্রশস্ত নহে। কোন কোন য়ুরোপীয় ডাক্তার এই রোগে চালমুগরাতৈল ও গর্জ্জন তৈল প্রয়োগ করেন।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে মিসর ও ভারতবর্ষের লোকেরা কোন কোন কুষ্ঠরোগ বিশেষ সংক্রামক ও পুরুষানুক্রমিক ভাবিয়া কুষ্ঠরোগীকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক মনেথো লিখিয়াছেন—'রমেশেসের পুত্র মিসররাজ মেনেফ্থা রাজ্যের সকল কুষ্ঠরোগীকে একত্র করিয়া আরবের মরুভূমির নিকট নিম্নমিসরে প্রেরণ করেন এবং জনমানববিহীন অবরীশ নগরে বাস করিবার আদেশ দেন। পরে তাহারা পালেষ্টাইন্-বাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করে। তাহাতে মিসররাজ মেনেফ্থা ইথিওপিয়ায় পলায়ন করেন।'

বাঙ্গালার ন্যায় চীনরাজ্যেও কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা অধিক। চীনদেশে তাহারা দড়িবিক্রয় ভিন্ন আর কোন কাজ করিতে পায় না। ভারতের নানাস্থানে কুষ্ঠরোগীরা রোগমুক্ত হইবার জন্য সময়ে নাগরাজের পূজা করে।

ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১৩১৯৬৮, তন্মধ্যে বাঙ্গালা বিভাগে ৫৬,৫২৩।

কুষ্ঠল (ক্লী) কুৎসিতং স্থলং, কুগতিসং, অম্বষ্ঠাদিত্বাৎ ষত্বং (পা ৮।৩।৯৭।) ১ কুৎসিত স্থান, অপবিত্র স্থান। কোঃ পৃথিব্যা স্থলং। ২ পৃথিবীর উপরিভাগ।

কুষ্ঠবিদ্ (স্ত্রী) কুষ্ঠস্য তৎস্বরূপাদে বিদ্ বিদ্যা, কুষ্ঠ-বিদ্ ক্বিপ্। ১ কুষ্ঠবিদ্যা, কুষ্ঠস্বরূপাদি জ্ঞান। (ত্রি) ২ যে ব্যক্তি কুষ্ঠ-রোগ লক্ষণাদি দ্বারা বুঝিতে পারে।

কুষ্ঠবৈরী [ন্] (পুং) কুষ্ঠস্য বৈরী তন্নাশক ইত্যর্থঃ, ৬তৎ। ফল বৃক্ষবিশেষ, ইহা চাল্‌মুগ্‌রা নামে প্রচলিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শৈলরোহী, মহাগদ ও বৈবস্বত। ভাবপ্রকাশ মতে—ইহা বলকারক ও রসায়ন। পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, সিধ্ম, উদর্দ্দ, বিপাদিকা, আমবাত, বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে উপকারক। কুষ্ঠরোগে ইহা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শে। ইহার ফলের বীজ ও বীজের তৈল গ্রহণীয়।

কুষ্ঠসূদন (পুং) কুষ্ঠং সূদয়তি নাশয়তি, কুষ্ঠ-সূদ্-ণিচ্-ল্যুঃ। আরগ্বধবৃক্ষ, চলিত কথায় ইহাকে সোনাল ও সোঁদাল বলিয়া থাকে, (Cassia fistula.)

কুষ্ঠহন্তা [ঋ] (পুং) কুষ্ঠং হন্তি, কুষ্ঠ-হন্-তৃচ্। ১ হস্তীকন্দ, হাতীকাঁদা। (ত্রি) কুষ্ঠনাশক।

কুষ্ঠহন্ত্রী (স্ত্রী) কুষ্ঠ-হন্তৃ-স্ত্রিয়াং ঋদন্তাৎ ঙীপ্। বাকুচী বৃক্ষ।

কুষ্ঠহর (পুং) ১ কুষ্ঠং হরতি কুষ্ঠ-হৃ-অচ্-(হরতেরনুদ্যমনেঽচ্। পা ৩।২।৯) বিট্‌খদির বৃক্ষ, গুয়ে বাব্‌লা। (ত্রি) ২ কুষ্ঠনাশক।

কুষ্ঠহা [ন্] (পুং) কুষ্ঠং হন্তি, কুষ্ঠ-হন্-ক্বিপ্। ১ পটোল। ২ সপ্তপর্ণ, যাহাকে ছেতেন ও ছাতিম কহে। ৩ কুষ্ঠনাশক।

কুষ্ঠহৃৎ (পুং) কুষ্ঠং হরতি, কুষ্ঠ-হৃ-ক্বিপ্, তুগাগমশ্চ। ১ খদির, (Acacia Catechu.) ২ বিট্‌খদির, (Acacia Farnesiana.) (ত্রি) ৩ কুষ্ঠনাশক।

কুষ্ঠাঙ্গ (ত্রি) কুষ্ঠং অঙ্গে যস্য, বহুব্রী। কুষ্ঠব্যাধি যুক্ত।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ, কুড়, দন্তী, যবক্ষার, ত্রিকটু, সচলবণ, সৈন্ধব-লবণ, বিট্‌লবণ, বচ, কৃষ্ণজীরা, যবানী, হিঙ্গু, সর্জ্জিকাক্ষার, চই, চিতা ও শুঁঠ এই সকল চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। ইহাকে কুষ্ঠাদিচূর্ণ বলে। এই চূর্ণ জলের সহিত পান করিলে বাতোদর নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ, মধ্যখণ্ড, ৩ ভাগ)

কুষ্ঠাদ্যতৈল, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। সর্ষপ তৈল ৴৪ সের, কল্কার্থ কুড়, সরল নির্য্যাস, বালা, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, বনযবানী ও অশ্বগন্ধা এই সকল একত্র ৴১ সের, যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া মধুর সহিত যথা মাত্রায় পান করিলে উরুস্তম্ভ নষ্ট হয়।

(ভাবপ্র° মধ্যখণ্ড, ৩ ভাগ)

কুষ্ঠারি (পুং) কুষ্ঠস্য অরিঃ তন্নাশক ইত্যর্থঃ, ৬তৎ। ১ খদির, (Acacia Catechu.) ২ বিট্‌খদির, (Acacia Farnesiana) ৩ পটোল, (Trichosanthes Diœca.) ৪ অর্কপত্র। ৫ গন্ধক। (হেম ৪।১২৭।)

৬ মালবদেশপ্রসিদ্ধ ভ্রমরমারী পুষ্পবৃক্ষ। ৭ কুষ্ঠনাশক। (স্ত্রী) (বহু) [বৈদিক] কুষ্ঠীব কায়তি, কুষ্ঠী-কৈ কঃ। পাদাবয়বভেদ, যজ্ঞীয় পশুর পাদদেশের অংশবিশেষ, যে অংশ যজ্ঞ কর্ম্মে পরিত্যজ্য।

("যাস্তে জঙ্ঘা যাঃ কুষ্ঠিকা ঋচ্ছরা যে চ তে শফাঃ"

অথর্ব্ব ১০।৯।২৩।)

[কুষ্ঠি]ত (ত্রি) কুষ্ঠং জাতমস্য,-কুষ্ঠ-ইতচ্। জাতকুষ্ঠ, কুষ্ঠরোগ-যুক্ত স্ত্রীপুরুষের শুক্রশোণিতজাত সন্ততি।

"স্ত্রীপুংসয়োঃ কুষ্ঠদোষাদ্দুষ্টশোণিতশুক্রয়োঃ।
যদপত্যং তয়োর্জাতং জ্ঞেয়ং তদপি কুষ্ঠিতং॥" সুশ্রুত ২।১৫ অঃ।

কুষ্ঠী [ন্] (ত্রি) কুষ্ঠ-মত্বর্থে ইনিঃ। (দ্বন্দ্বোপতাপগর্হ্যাৎ প্রাণিস্থাদিনিঃ। পা ৫।২।১২৮।) কুষ্ঠরোগযুক্ত।

("ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি শ্বিত্রি কুষ্ঠিকুলানিচ।" মনু ৩।৭।)

কুষ্মল (ক্লী) কুষ্-ক্মলন্, (কুটিকুষিভ্যাং ক্মলন্। উণ্ ৪।১৮৬।) ১ পত্র, ছদন। (কুষ্মলং ছদনং। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ ছেদন (পুং স্ত্রী) ৩ মুকুল।

(কুষ্মলো মুকুলে ঽপ্যস্ত্রী। উণাদিকোষ ২।১৭৭।)

কুষ্মাণ্ড (পুং) কু-ঈষৎ-উষ্মা অণ্ডেষু বীজেষু যস্য, (শকন্ধ্বা-দিবৎ সাধুঃ) ১ ফললতাবিশেষ, চলিত বাঙ্গলায় ইহাকে কুম্‌ড়া কহে, হিন্দী কোহেড়া, উড়িষ্যার পাণীকখারু। (Benincasa Cerifera.)। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ঘ্রাণা-বাস, তিমিষ, গ্রাম্যকর্কটী, পুষ্পফল, কুষ্মাণ্ডক, কর্কারু, শিখিবর্দ্ধক, কুষ্মাণ্ডী, কর্কোটিকা, বৃহৎফলা, সুফলা, নাগপুষ্প-ফলা, কুঞ্চফলা ও শুনী। ভাবপ্রকাশ মতে কুষ্মাণ্ড তিন প্রকার—কুষ্মাণ্ড যাহাকে সাচি-কুম্‌ড়া বলে; কুষ্মাণ্ডী, যাহাকে গিমা কুম্‌ড়া অথবা গোল সাচিকুম্‌ড়া কহে ও পীত কুষ্মাণ্ড যাহা বিলাতী কুম্‌ড়া বলিয়া প্রচলিত। ইহা-দের মধ্যে কুষ্মাণ্ড পুষ্টিকারক, বৃষ্য, গুরু, শুক্রবৃদ্ধিকারী, স্বাদুতর, অরুচিনাশক, তৃষ্ণানাশক, পিত্তহর ও মূত্রাঘাত, প্রমেহ, কৃচ্ছ্র ও অশ্মরী-বিনাশক। কচি কুম্‌ড়া পিত্তনাশক, মধ্যমাবস্থায় কফজনক ও অতি গুরুপাক; পাকিলে লঘু-পাক, উষ্ণ, ক্ষাররস, অগ্নিদীপন, বস্তিশোধক, হৃদ্য, চিত্ত-বিকারী ও সুপথ্য। ইহার শাকের গুণ—ক্ষাররস, মধুর, গুরু, রুক্ষ, রুচিকর এবং বায়ু, কফ, অশ্মরী ও শর্করারোগ-বিনাশক।

কুষ্মাণ্ডক (পুং) ১ কুষ্মাণ্ড। (কুষ্মাণ্ডকস্তু কর্কারুঃ। হেম-৪।২৫৪।) ২ নাগবিশেষ। (মহাভারত ১।২৫।১১।) ৩ শিবের পারিষদবিশেষ। (কুষ্মাণ্ডকে কেলিকিলঃ। হেম ২।১২৪।)

কুষ্মাণ্ডকরসায়ণ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। উত্তমরূপে শুষ্ক

১০০ পল কুষ্মাণ্ড নিষ্কাসিত করিবে। পরে একটী তাম্র-পাত্রে একপ্রস্থ পরিমাণ ঘৃত জাল দিবে, উত্তপ্ত ঘৃতে কুষ্মাণ্ড নিক্ষেপ করিবে। যখন দেখিবে যে উহা মধুর ন্যায় হইয়াছে, তখন তাহাতে মুরানামক গন্ধদ্রব্য দিবে। তৎপরে ২ পল পরিমিত পিপ্পলী, আদা ও জীরকচূর্ণ এবং অর্দ্ধপল-পরিমিত দারুচিনি, এলাচি, মরিচ ও ধনিয়া চূর্ণ দিবে। পরে হাতাদ্বারা ভাল করিয়া ঘুটিয়া দিবে। পক্ক হইলে ঘৃতের অর্দ্ধেক পরিমাণ মধু দিয়া পাত্রে স্থাপন করিবে। ইহাকে কুষ্মাণ্ডক-রসায়ণ বলে। অগ্নিমান্দ্য না হইলে রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। (চক্রদত্ত)

৫ শিবের গণদেবতা ভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।১৩।)
৬ যাগক্রিয়াবিশেষ।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড (পুং ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শুষ্ক কুষ্মাণ্ড ৫০ পল, ঘৃত ১ প্রস্থ, আঢ়ক পরিমিত খণ্ড ও বাসকের ক্বাথ একত্র পাক করিবে এবং উহাতে এক কর্ষ-পরিমিত মুথা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটী, এলাচ, দারুচিনি ও তেজপাত এবং ১ পল পরিমিত এলবালুক, শুঠ ও ধনিয়া দিবে। পরে পাক হইয়া আসিলে আধসের পিপ্পলী ও ৴১ সের মধু দিবে। ইহাকে কুষ্মাণ্ডখণ্ড কহে। কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, রক্তপিত্ত, হৃদ্‌রোগ ও অম্লপিত্ত রোগে ইহা সেবনীয়। (চক্রদত্ত)।

কুষ্মাণ্ডবটী (স্ত্রী) কুষ্মাণ্ডনির্ম্মিতা বটী, মধ্যলো°। কুষ্মাণ্ড নির্ম্মিত বটী, যাহাকে চলিত বাঙ্গালায় কুম্‌ড়াবড়ী কহে। ভাবপ্রকাশমতে—ইহা পিত্তরক্তনাশক ও লঘু।

কুষ্মাণ্ডিকা (স্ত্রী) কুষ্মাণ্ডক-স্ত্রিয়াং টাপ্‌। (অকারস্তেকারশ্চ। পা ৭।৩।৪৪।) কুষ্মাণ্ডী।

কুষ্মাণ্ডী (স্ত্রী) কুষ্মাণ্ড-স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্‌। ১ গিমাকুম্‌ড়া। ইহার গুণ—অতি লঘু, গ্রাহী, শীতল ও রক্তপিত্ত-শান্তিকারক। পাকিলে তিক্ত, অগ্নিজনক, ক্ষারবিশিষ্ট ও কফবাতনাশক। পীতকুষ্মাণ্ড (বিলাতী কুম্‌ড়া) গুরু, পিত্তবৃদ্ধিকারক, অগ্নিমান্দ্যকর, শ্লেষ্মঘ্ন ও বায়ুপ্রকোপক। ২ কুষ্মাণ্ডভেদ, কর্কারু ওষধি। ৩ কর্কোটিকা, চলিত কথায় কাঁকরোল। ৪ যাগক্রিয়াবিশেষ। ৫ যজুর্ব্বেদের "যদ্দেবাদেবহেড়নং" "যদি দিবা যদি নক্তং" "যদি জাগ্রৎ যদি স্বপ্নে" ইত্যাদি বিংশ অধ্যায়ের অগ্নি বায়ু ও সূর্য্যদেবতা-সম্বন্ধীয় ১৪শ, ১৫শ, ও ১৬শ অনুষ্টুভ শ্লোক। ('অগ্নিবায়ুসূর্য্যদৈবত্যাস্তিস্রোঽনুষ্টুভঃ কুষ্মাণ্ডী সংজ্ঞাঃ'। বেদদীপে মহীধর ২০।১৪।)
৫ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। ৬ দুর্গার নামান্তর। (হরিবংশ ১৭৮ অঃ)

কুসচিব (পুং) কুৎসিতঃ সচিবো মন্ত্রী, কুগতিসং। অনুপযুক্ত অথবা কুমন্ত্রণাদাতা মন্ত্রী।

কুসম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, (Carthamus Tinctorious) [কুসুম্ভ দেখ।]

সংস্কৃত ভাষায় কুসুম্ভ এবং চলিত কথায় কুসুম নামে প্রচলিত।

কুসরিৎ (স্ত্রী) কুৎসিতা সরিৎ, কুগতিসং। অগভীর নদী, অল্পজলবিশিষ্টা অথবা জলশূন্য নদী।

("অর্থেন তু বিহীনস্য পুরুষস্যাল্প-মেধসঃ।
উচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥"
পঞ্চতন্ত্র ১১৯২।)

কুসল (ক্লী) কুস্‌-কলচ্‌। ১ কুশল। (ত্রি) ২ তদ্‌যুক্ত।

কুসহায় (পুং) কুৎসিতঃ সহায়ঃ, কুগতিসং। কুৎসিতসঙ্গী, যে সঙ্গী কুপরামর্শ দেয় অথবা বিপৎকালে পলায়ন করে

কুসারথি (পুং) কুৎসিতঃ সারথিঃ, কুগতিসং। মন্দসারথি, যে সারথি রথ চালনা করিতে নিপুণ নহে।

কুসিত (পুং) কুস্‌ শ্লেষণে ইতঃ, (কুসেরুম্ভোমেদেতাঃ। উণ্‌ ৪।১০৬।) ১ জনপদ। (কুসিতো জনপদঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ দেশবিশেষ। ৩ কুসীদিক, যে ব্যক্তি সুদের জন্য টাকা ধার দেয়।

কুসিতায়ী (স্ত্রী) কুসিতস্য স্ত্রী, কুসিত-ঙীপ্‌, ঐকারাদেশশ্চ। (বৃষাকপ্যগ্নিকুসিতকুসীদানামুদাত্তঃ। পা ৪।১।৩০।) কুসীদব্যবসায়ীর পত্নী।

কুসিদায়ী (স্ত্রী) কুসিদস্য পত্নী, কুসিদ-ঙীপ্‌, ঐকারাদেশশ্চ। কুসীদজীবীর পত্নী।

কুসিন্ধ (ক্লী) [বৈদিক] কবন্ধ, মস্তকহীন দেহ।

("যাত্যাং কুসিন্ধং সুদৃঢ়ং বভূব।" অথর্ব্ব ১০।২।৩।৫।)

কুসিম্বা (স্ত্রী) কুৎসিতা সিম্বা ত্বক্‌ যস্যাঃ। কুসিম্বী, শিম।

কুসিম্বী (স্ত্রী) কৌ পৃথিব্যাং সিম্বীতি খ্যাতা। শিম্বী, শিম।

কুসীদ (ত্রি) [বৈদিক] ১ উদাসীন অলস, যে ব্যক্তি এক স্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকে।

("শরীরং যজ্ঞশমলং কুসীদং।" তৈত্তিরীয়সংহিতা ৭।৩।১১।১।)

(ক্লী) কুস-ঈদঃ, (কুসেরুম্ভোমেদেতাঃ। উণ্‌ ৪। ১০৬।) ২ বৃদ্ধ্যর্থধন-প্রয়োগ, সুদের জন্য ধার দেওয়া ব্যবসায়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অর্থপ্রয়োগ ও বৃদ্ধিজীবিকা। পুরাণাদিতে কুসীদ ব্যবসায়ের যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। গরুড়-পুরাণে ১২৫শ অধ্যায়ে কুসীদ ব্যবসায়ের বিস্তর প্রশংসা বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণগণ কুসীদ, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য স্বয়ং করিবে না। যদি নিতান্ত বিপত্তিকাল উপস্থিত হয়,

তাহা হইলে স্বয়ং করিলেও কোন পাপ নাই। ঋষিগণ বহুতর জীবনোপায় নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কুসীদই উৎকৃষ্ট। অনাবৃষ্টি, রাজভয় ও মুষিকাদি দ্বারা কৃষ্যাদি কার্য্যের বিঘ্ন হইতে পারে, কুসীদের এইরূপ কোন বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশ বিশেষে বাণিজ্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে, কিন্তু কুসীদ সর্ব্বদেশেই সমান। কুসীদে যে লাভ হইবে, তাহা দ্বারা পিতৃলোক, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। ইহারা সন্তুষ্ট হইয়া কুসীদের দোষ দূর করেন। এই ব্যবসায়ে যাহা আয় হইবে, তাহার চতুর্থ ভাগ সঞ্চয় ও অর্দ্ধেক দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ও আত্মভরণ করিবে। অপর চতুর্থ ভাগ ভিক্ষুকদিগকে দান করিবে। বিদ্যা, শিল্পকর্ম্ম, বেতন, সেবা, গোপালন, দোকান করা, কৃষিকর্ম্ম, ব্যবসায়, ভিক্ষা ও কুসীদ মনুষ্যগণ ইহার মধ্যে যে কোন উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। (গারুড় ২১৫ অঃ।)

মনু বলেন, শত কাহন কড়ি মূলধন (আসল) হইলে তাহার আশীভাগের এক ভাগ সুদ মাসিক গ্রহণ করিবে অথবা দুই পণ গ্রহণ করিবে, এইরূপ ব্যবহার করিলে ব্রাহ্মণেরও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। কিন্তু আপদ্‌কালে অধিকও গ্রহণ করিতে পারে। আপদ্‌কাল উপস্থিত না হইলে যে ব্রাহ্মণ এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

গোতম, বৃহস্পতি ইহারা সকলেই অল্প বিস্তর কুসীদ ব্যবসায়ের অনিন্দনীয়তা দেখাইয়াছেন। ইহাদের মতে কুসীদ ব্যবসায়ে লব্ধধনের ষষ্ঠাংশ রাজাকে, কিঞ্চিৎ দেবতাকে, কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে আর কোন দোষ থাকে না। ব্রাহ্মণও কুসীদ ব্যবসা করিতে পারেন। কিন্তু মুসলমান জাতির মধ্যে কুসীদ ব্যবসায় অত্যন্ত বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া প্রচলিত। ধর্ম্মপ্রিয় সৎ মুসলমানগণ সেই জন্য বিনা সুদে ধার দিয়া থাকেন। ৩ সুদ সহিত পুনঃপ্রাপ্তি জন্য যে টাকা অথবা বস্তু ধার দেওয়া যায়। (পুং স্ত্রী) ৫ বৃদ্ধিজীবী, যে ব্যক্তি সুদের প্রত্যাশায় ধার দেয়।

বৃত্তিকার হরদত্ত প্রভৃতির মতে পা ৪।১।৩৭ সূত্রের কুসিদ শব্দ হ্রস্ব-ইকারযুক্ত। কিন্তু উণাদিসূত্রে কুসধাতুর উক্ত ৪।১০৬ সূত্র অনুসারে ঈদ প্রত্যয় করিয়া উজ্জ্বলদত্ত দীর্ঘঈকারযুক্ত কুসীদপদ সিদ্ধ করিয়াছেন। "কুসেরুম্ভোমেদেতাঃ" এই সূত্রে কিন্তু উম ও ই (ঈ) দ এই উভয়ের সন্ধি হইয়া একার হওয়ায় হ্রস্ব ইকার কি দীর্ঘ ঈকার তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। উণাদিবৃত্তিকার উজ্জ্বলদত্ত প্রসিদ্ধ কুসীদ শব্দ দেখিয়া বোধ হয় ই (ঈ) দ দীর্ঘ ঈকারযুক্ত ধরিয়া লইয়াছেন। তাহাতে কিন্তু "বৃষাকপ্যগ্নি-কুসিত-কুসিদ" পা ৪।১।৩৭। সূত্রের কুসিদ শব্দ হ্রস্ব ইকারযুক্ত থাকায় বিরোধ উপস্থিত হয়। যদি উণাদিসূত্রসিদ্ধ কুসিদ শব্দ হ্রস্ব ইকারযুক্ত ইদ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ করা যায় ও প্রচলিত কুসীদ শব্দ কুৎসিতং সীদতি অধমর্ণো যত্র এই অর্থে সদধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে আর বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। বৃহস্পতিও তাঁহার সংহিতায় "কুৎসিতাৎ সীদতশ্চৈব নির্ব্বিশঙ্কৈঃ প্রগৃহ্যতে। চতুর্গুণং বাষ্টগুণং কুসীদাখ্যমৃণস্ততঃ॥"

এই বচনে এইরূপ অর্থের আভাস দিয়াছেন। টীকাকার মেধাতিথিও মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ১৫২ শ্লোকের টীকায় কুসীদ শব্দের "কুপুরুষা যত্র সীদন্তি" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

কুসীদপথ (পুং) কুসীদানাং কুসীদজীবিনাং পন্থাঃ, ৬তৎ। শাস্ত্র নিয়মের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ, শতকরা পাঁচের অধিক সুদ লওয়া।

"কৃতানুসারাদধিকা ব্যতিরিক্ত ন শিধ্যতি।
কুসীদপথমাহুস্তং পঞ্চকং শতমর্হতি॥" মনু ৮।২৫২।

কুসীদবৃদ্ধি (স্ত্রী) কুসীদরূপা বৃদ্ধিঃ মধ্যলো°। কুসীদ ব্যবসায়ে ধনবৃদ্ধি।

কুসীদায়ী (স্ত্রী) কুসীদস্য কুসীদজীবিনঃ পত্নী। কুসীদ-ঐঙচ। (বৃষাকপ্যগ্নিমনুপূতক্রতুকুসিতকুসীদাদৈঙচ। বোপ, স্ত্রীত্য, ২৫।*। পাণিনি মতে ইকারযুক্ত কুসিদ শব্দের উত্তর ঙীপ্ হইয়া ঐকারাদেশ পূর্ব্বক কুসিদায়ী (বৃষাকপ্যগ্নি। পা ৪।১।৩৭) কুসীদজীবী।

কুসীদিক (পুং স্ত্রী) কুসীদদ্রব্যং প্রযচ্ছতি, কুসীদ-ষ্ঠন্ (কুসীদ-দশৈকাদশাৎ ষ্ঠন্‌-ষ্ঠচৌ। পা ৪।৪।৩১।)। কুসীদজীবী, সুদের প্রত্যাশায় ধার দেওয়া যাহার ব্যবসায়।

(বৃদ্ধ্যাজীবো দ্বৈগুণিকো বার্দ্ধুষিকঃ কুসীদিকঃ।
হেম ৪।৫৪৪।)

কুসীদী [ন্] (ত্রি) কুসীদং ঋণদান-ব্যবসায়োঽস্ত্যস্য, কুসীদ-ইনি। ১ কুসীদজীবী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বার্দ্ধুষিক, বৃদ্ধ্যাজীব, বার্দ্ধুষি, কুসীদ ও কুসীদিক। (পুং) ২ কন্ববংশীয় ঋষিবিশেষের নাম, ইনি ঋগ্বেদের অনেকগুলি মন্ত্র প্রকাশ করেন।

কুসুম (পুংক্লী) কুস্-উমঃ। (কুসেরুম্ভোমেদেতাঃ। উণ্ ৪।১০৬।) ১ পুষ্প।

("মধুর ভোজন কুসুম চন্দন
দিল সব দেবতারে।
করি পুটপাণি কহে নৃপমণি
কি নিমিত্ত আওসারে" ॥ গোবিন্দ ম° ১২।)

যেখানে অনেক পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, কুসুম-পূর্ণস্থান, উদ্যান, কুঞ্জ। ২ যে সময়ে অনেক পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, বসন্তকাল।
("মাসানাং মার্গশীর্ষোঽস্মি ঋতূনাং কুসুমাকরঃ।" গীতা ১০অঃ)

কুসুমাগম (পুং) কুসুমানামাগমো যত্র। বসন্ত ঋতু।

কুসুমাঞ্জন (ক্লী) কুসুমাকারমঞ্জনং শাকপার্থিববৎসমাস। পিত্তলের মলজাত অঞ্জনভেদ, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পৌষ্পক, রীতিপুষ্প ও পুষ্পকেতু। [পুষ্পাঞ্জন দেখ।]

কুসুমাঞ্জলি (পুং) কুসুমপূর্ণোঽঞ্জলিঃ, মধ্যলো°। ১ পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পপূর্ণ অঞ্জলি। কুসুমানাং অঞ্জলিরিব, উপমি°। ২ উদয়নাচার্য্য প্রণীত পঞ্চস্তবকে বিভক্ত পরমাত্মনিরূপক দর্শন গ্রন্থবিশেষ।

কুসুমাত্মক (ক্লী) কুসুমমেব আত্মাস্বরূপং যস্য, কুসুম আত্মন্-সমা কপ্। কুঙ্কুম।

কুসুমাধিপ (পুং) কুসুমেষু কুসুম-প্রধানেষু বৃক্ষেষু অধিপঃ শ্রেষ্ঠঃ। চম্পকবৃক্ষ, চাঁপাফুলগাছ।

কুসুমাধিরাট্ (পুং) কুসুমেষু কুসুমপ্রধানেষু বৃক্ষেষু অধিরাজতে কুসুম-অধি-রাজ-ক্বিপ্। চম্পকবৃক্ষ, চাঁপাফুল গাছ।

কুসুমায়ুধ (পুং) কুসুমানি আয়ুধান্যস্য, বহুব্রী। কন্দর্প, কামদেব।
("কুসুমায়ুধপত্নি! দুর্ল্লভস্তবভর্ত্তা ন চিরাদ্ভবিষ্যতি॥"
কুমার ৪।৪০।)

কুসুমাল (পুং) কুসুমানি কুসুমবৎ লোভনীয়ানি দ্রব্যাণি আলাতি অগোচরেণ গৃহ্লাতি, কুসুম-আ-লা-কঃ। চৌর, চোর।

কুসুমাবচয় (পুং) কুসুমানামবচয়শ্চয়নং। ৬তৎ। পুষ্পচয়ন।

কুসুমাবতংসক (ক্লী) কুসুমনির্ম্মিতমবতংসকং, মধ্যলো°। পুষ্পনির্ম্মিত শিরোভূষণ, ফুলের মুকুট।

কুসুমাবলী (স্ত্রী) কুসুমানামাবলী শ্রেণী ৬তৎ। বৈদ্যক গ্রন্থবিশেষ।

কুসুমাসব (ক্লী) কুসুমানাং কুসুমরসানামাসবঃ মদ্যং, ৬তৎ। মধু।

কুসুমাস্ত্র (পুং) কুসুমানি অস্ত্রাণ্যস্য, বহুব্রী। ১ কন্দর্প, কামদেব। (ক্লী) ২ কামশর।

কুসুমিত (ত্রি) কুসুমং সঞ্জাতমস্য, কুসুম-ইতচ্। (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) পুষ্পিত, যাহার পুষ্প হইয়াছে।
("গৃহোদ্যানং কুসুমিতৈরম্যং বহুমরক্রমৈঃ।
কূজদ্বিহঙ্গমিথুনং গায়ন্মত্তমধুব্রতঃ॥" ভাগবত ৩।৮।১৮।)

কুসুমিতলতাবেল্লিতা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। প্রথমে ৫টী দীর্ঘ ও ৫টী হ্রস্ব, তৎপরে ২টী দীর্ঘ ১টী হ্রস্ব ও পুনরায় ২টী দীর্ঘ, ১টী হ্রস্ব ও ২টী দীর্ঘ এই ১৮ অক্ষরে কুসুমিতলতাবেল্লিতা হইবে। ইহাতে ৪টী চরণ আছে।
("স্যাদ্ভূতর্ত্বশ্বৈঃ কুসুমিতবেল্লিতাম্তৌ নযৌ যৌ।" ছন্দোমঞ্জরী)
ইহার অপর নাম কুসুমিতলতা।

কুসুমেষু (পুং) কুসুমানি ইষবোঽস্য বহুব্রী। কন্দর্প, কামদেব। ("নাকল্পো যদি কুসুমেষুণা ন শূন্যঃ।" মাঘ ৪।৭০।)

কুসুমোদ্যান (ক্লী) কুসুমায় নির্ম্মিতমুদ্যানং, মধ্যলো°। পুষ্পোদ্যান, ফুলের বাগান।

কুসুম্ভ (ক্লী) কুস-উম্ভঃ (কুসেরুম্ভোমেদেতাঃ। উণ্ ৪।১০৬।) ১ পুষ্পবিশেষ, ইহাকে চলিত বাঙ্গালায় কুসুমফুল কহে।
(লট্বায়াং মহারজনং কুসুম্ভং কমলোত্তরং। হেমচন্দ্র ৪।২২৫।
ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—লট্বা, মহারজন, কমলোত্তর, কমলোত্তম, গ্রাম্যকুঙ্কুম, বহ্নিশিখ, কুক্কুটশিখ, পাবক, পীত, পদ্মোত্তর, রক্ত, লোহিত, বস্ত্র-রঞ্জন, অগ্নিশিখ।

হিন্দী 'কুসম,' তামিল 'সেন্দুরকম্,' তৈলঙ্গ 'কুসুম্বচেট্টু,' আরবী 'উস্ফর,' ব্রহ্মে 'হমু,' মিসরে 'কোর্ত্তম্,' ইংরাজী-ভাষায় Bastard Saffron or Safflower.

ভারত, চীন ও ব্রহ্মদেশে কুসুমফুল বিস্তর জন্মে। স্থানভেদে ইহার চাষের তারতম্য আছে। বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থলে প্রথমে ইহার বীজ বপন করে, তৎপরে ছোট ছোট গাছ হইলে তুলিয়া এক হাত অন্তর রোপণ করে। জমি ভাল হইলে গাছ শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে এবং সুন্দর ফুল হইতে দেখা যায়। ছোট ছোট ফুল হইলে তুলিয়া ছায়াতে অতি সাবধানে শুকাইতে হয়। সেই শুষ্ক ফুল হইতেই কুসুমফুলের রঙ্ বাহির হয়। দেশ বিদেশে রঙের জন্যই কুসুমফুলের আদর। ইহা হইতে যে পীতরস নির্গত হয়, তাহা রঙের পক্ষে উৎকৃষ্ট নহে, ইহা জলে দিলে গলিয়া যায়, এই রঙে কাপড়াদি ছোপাইলে তাহাও কাচিবার সময় উঠিয়া যায়। কুসুমফুল হইতে যে লাল রঙ্ বাহির হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট, কিন্তু এই লাল রঙ্ সহজে বাহির হয় না। পীত অংশ বাহির হইবার পর, শুষ্ক ফুলগুলি ক্ষারীয় লবণ-দ্রাবকে গলাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়, কেবল জলে বা সুরাসারে গলে না। ইহার লবণাংশ জমাইয়া দানা বাঁধিতে পারা যায় এবং তাহাতে কোন বর্ণ থাকে না, ইহার সহিত অম্লযোগ করিয়া কুসুমাম্লক্ষার প্রস্তুত হয়। ইহা অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইলে পীতরস বাহির করিয়া লইয়া সোডার জলে নেবুর রস দিয়া তন্মধ্যে শুষ্ক ফুলগুলি ভিজাইতে হয়। কিছুক্ষণ পরে ফুলগুলি হইতে কুসুমাম্লক্ষার স্বতন্ত্র হইয়া পাত্রের তলায় জমিয়া যায়। শেষে ধীরে ধীরে

তাহার উপরে জল ও অন্যান্য পদার্থ ধুইয়া ফেলিয়া ঈষৎ অগ্ন্যুত্তাপে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। সুতা ও রেশমী কাপড়ে ইহার রং অতি সুন্দর হয়। মানুষের গাত্রবর্ণ মিলাইয়া রেশমে রং করিতে হইলে এক পোয়া কুসুমফুলের পাপড়ী ও এক ছটাক সোডা সাত সের জলে গুলিতে হয়, তৎপরে তাহাতে দেড় সের গুঁড়া ছাঁকা খড়িমাটি মিশাইয়া দিতে হয়, তাহার পর নেবুর রস বা টার্টারিক অ্যাসিড মিশাইলে যে রং তলায় জমিয়া যায়, তাহাই অতি সুন্দর। মিশ্রিত কুসুমাম্লক্ষার হইতে একপ্রকার ঈষৎ পীতাভ লাল রং পাওয়া যায়। চীনদিগের প্রস্তুত সোডামিশ্রিত কুসুমাম্লক্ষার হইতে আর একপ্রকার রং বাহির হয়, ইহা ঘষিলে বা রগড়াইলে কোন রং পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাহাতে গাত্রের ঘাম লাগিলে লবণাংশ নষ্ট হইয়া গেলে অতি সুন্দর নয়নতৃপ্তিকর গোলাপী হইয়া পড়ে।

কুসুমফুলের বীজে যথেষ্ট তৈল উৎপন্ন হয়। ইহা পক্ষাঘাত-রোগে মর্দ্দন করিলে উপকার হয়, পচা বা নালী অথবা দূষিত ঘায়েও ইহা উপকারজনক। এই কুসুমফুলেরই একশ্রেণীকে চীনেরা 'কং-হ্বা' বলে, ইহার রং চীনদিগের অতিশয় প্রিয়। ইহার রংই ক্রেপ, সাটিন ইত্যাদি রং করিতে ব্যবহৃত হয়। নিঙ্‌পো প্রদেশে চিকিয়াঙ্ নামক স্থানে কুসুম-ফুলের অতিরিক্ত চাষ আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বিলাসপুর, পাথরঘাট ও ঢাকার কুসুমফুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কুসুমফুলের রং সাতপ্রকার, তন্মধ্যে তিনটি বিশুদ্ধ পেঁয়াজী গোলাপী, উজ্জ্বল গোলাপী ও গাঢ় রক্তবর্ণ। ইহার সহিত সিউলী-ফুল মিশাইলে দিব্য সোণালি, কমলানেবু, নারাঙ্গী প্রভৃতি রং উৎপন্ন হয়, হরিদ্রার সহিত মিশাইলে মনোরম পীতাভ গাঢ় রক্তবর্ণ রং এবং নীল বা প্রুসিয়-নীলের সহিত মিশাইলে নানাবিধ বেগুনি রং হয়। এই সকল মিশ্রবর্ণ দেখিতে অতি সুন্দর ও মনোরম, কিন্তু কোনটাই ধোলাই সহিতে পারে না।

ভাবপ্রকাশমতে ইহার শাকগুণ—মধুর, রুক্ষ, কটু, উষ্ণ, মলমূত্রদোষনাশক, দৃষ্টিপ্রসাদক, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ক্রিমিঘ্ন, পিত্তজনক, বায়ুবৃদ্ধিকারক, রক্তপিত্তনাশক ও শ্লেষ্ম-শান্তিকারক। ইহার তৈল গুণ—কটু, উষ্ণ, ত্রিদোষকারক, গুরু, স্বাদু, বিদাহক, মলনাশক ও তেজোবলবৃদ্ধিকর।

ইহা ঘর্ষণ করিলে ত্রিদোষ উৎপন্ন হয়, পুষ্টি ও বল নষ্ট হয় ও কণ্ডূবৃদ্ধি করে। ইহার শাকভক্ষণ নিষিদ্ধ।

"কুসুম্ভং ললিতাশাকং বৃন্তাকং পূতিকাং তথা।
ভক্ষয়ন্ পতিতস্তু স্যাদপি বেদান্তগো দ্বিজঃ॥" তিথিতত্ত্ব।

২ কুঙ্কুম। ৩ স্বর্ণ। (পুং) ৪ কমণ্ডলু।

(কুসুম্ভস্তু নপুংসকং। জাতরূপে মহারোগে পুমাংস্তু স্যাৎ কমণ্ডলৌ। উণাদিকোষ ১। ৪৪০।)

৫ পূর্ব্বরাগের প্রকারভেদ।

("নীলীকুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠাঃ পূর্ব্বরাগোঽপি চ ত্রিধা।
কুসুম্ভরাগং চ প্রাদুর্যদপৈতি চ শোভতে॥" সাহিত্যদর্পণ।)

৬ পর্ব্বতবিশেষ। (ভাগবত ৫।১৬।২৭।)

কুসুম্ভবান্ (ৎ) [ত্রি] কুসুম্ভ-মতুপ্ মস্য বঃ। কমণ্ডলুধারী।
"কৢপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসুম্ভবান্।" মনু ৬।৫২।

কুসুম্ভবীজ (ক্লী) কুসুম্ভস্য বীজং ৬তৎ। কুসুম্ভবৃক্ষের বীজ, ইহাকে চলিত কথায় কুসুমবীজ বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বরটা ও বরটিকা। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত ও কফনাশক, কষায়, শীতল, গুরু, বলনাশক ও বায়ুনাশক।

কুসুরুবিন্দ (পুং) উদ্দালকবংশীয় ব্যক্তিবিশেষ।

কুসুরুবিন্দু (পুং) ঋষিবিশেষ। ইনি শুক্লযজুর্ব্বেদের অনেক-মন্ত্র প্রকাশ করেন।

কুসূ (পুং) কুস-কূঃ। কিঞ্চুলুক, চলিত বাঙ্গালায় কেঁচো কহে।

(গণ্ডূপদঃ কিঞ্চুলকঃ কুসূঃ। হেমচন্দ্র ৪। ২৬৯।)

কুসূল (পুং) [বৈদিক] কুস-উলচ্ (এবং কুসূলাদয়োঽপি উণ্ ৪।৯০ উজ্জ্বলদত্ত।) ১ দেবযোনিবিশেষ। (অথর্ব্ব ৪।৬।১০।) ২ তুষানল। ৩ ধান্যাগার, ধানের গোলা।

কুসৃতি (স্ত্রী) কুৎসিতা সৃতিরুপায়োব্যবহারোবা কুগতি-সং। ১ শঠতা। (মায়া তু শঠতা শাঠ্যং কুসৃতিঃ। হেম ৩৪।১) ২ হস্তলঘুতা, ইন্দ্রজালবিদ্যা। (ত্রি) কুৎসিতা সৃতি-রাচারোঽস্য বহুব্রী। ৩ কুৎসিতাচারী শঠ।

"যৎ পাদপদ্মমকরন্দনিষেবণেন
ব্রহ্মাদয়ঃ শরণদাশ্নুবতে বিভূতীঃ।
কস্মাদ্বয়ং কুসৃতয়ঃ খলযোনয়স্তে
দাক্ষিণ্যদৃষ্টিপদবীং ভবতঃ প্রণীতাঃ॥" ভাগবত ৮।২৩।৭।)

কুস্তুভ (পুং) কুং পৃথিবী স্তুভ্নোতি বরাহরূপেণেত্যর্থঃ। কু-স্তুন্ভ-কঃ। ১ বিষ্ণু। ২ সমুদ্র।

কুস্তুম্বরী (স্ত্রী) কুৎসিতা তুম্বরী, (পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ।) ধন্যাক, ধনে।

("আর্দ্রাং কুস্তুম্বরীং কুর্য্যাৎ স্যাদ্ যদ্ সৌগন্ধ্যদাতাং।"
সুশ্রুত-সূত্রস্থান ৪৬ অঃ।)

কুস্তুম্বরু (পুং) যক্ষরাজ কুবেরের পার্ষদবিশেষ। (ভারত ২।১০।১৫।)

কুস্তুম্বুরু (পুং) কুৎসিতস্তুম্বুরুঃ, জাতৌ সুড়াগমঃ। (কুস্তুম্বুরূণি জাতিঃ। পা ৬।১।১৪৩।) ১ ধন্যাকবৃক্ষ, ধনেগাছ। (ক্লী) ২ ধন্যাক, ধনে (কুস্তুম্বুরু তু ধান্যকম্। হেমচন্দ্র ৩৮৩।)

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ধন্যাক, ধান্যক, ধান্য, ধনীয়ক, ধন্যা ও কুস্তুম্বুরী। জাতি অর্থ না হইলে কুস্তুম্বুরু শব্দে সুড়াগম হয় না। কুৎসিত তুম্বুরু অর্থাৎ তিন্দুকীফল এইরূপ অর্থ হইলে কুতুম্বুরু পদ হইবে। (পা ৬।১।১৪৩)। ৩ যক্ষবিশেষ। (ভারত ২।১০।১৫।) কুস্তম্বরু ও কুস্তুম্বুরু উভয়বিধ পাঠই দেখা যায়।

কুস্ত্রী (স্ত্রী) কুৎসিতা স্ত্রী, কুগতিসং। মন্দ-স্ত্রী, ব্যভিচারিণী অথবা নিন্দিতাচারযুক্তা স্ত্রী।

কুস্বপ্ন (পুং) কুৎসিতঃ স্বপ্নঃ, কুগতিসং। মন্দ স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন।

কুস্বামী [ন্] (পুং) কুৎসিতঃ স্বামী, কুগতিসং। কুৎসিত প্রভু অথবা পতি।

কুহ (অব্য) [বৈদিক] কিম্-হ, (বা হচ ছন্দসি। পা ৫।৩।১৩।) পশ্চাৎ কিমঃ কুঃ, (কুতিহোঃ। পা ৭।২।১০৪) কুত্র, কোথায় কোন স্থানে। ("যং স্মা পৃচ্ছতি কুহ সেতি ঘোরম্" ঋক্ ২।১২।৫।) (পুং) কুহয়তি বিস্মাপয়তি ঐশ্বর্য্যপ্রভাবেন, কুহ-ণিচ্-অচ্। ২ কুবের। (শ্রীদঃ সিতোদরকুহেশসখাঃ। হেম ২।১০৩।) ৩ বিস্মাপক, প্রতারক।

কুহক (ত্রি) কুহ ক্বুন্, (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৩৭।)। ১ দাম্ভিক, প্রতারক, ঐন্দ্রজালিক। (কুহকো দাম্ভিকঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

("তদ্বৈধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে
সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি।
সর্ব্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্ হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমূষ্যাং॥" ভাগ, ১।১৫।২১।)

(পুং) ২ ভেক। (সুশ্রুত ২।২৯০।৫।)। ৩ সর্পরাজ-বিশেষ। (বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৩৮, ভাগবত ১।১৯।১৫।) (ক্লী) ৪ ইন্দ্রজালবিদ্যা, হস্তলঘুতা, প্রতারণা। (ইন্দ্রজালন্ত কুহকং। হেম ৩।৫৯০।)

কুহককার (ত্রি) কুহকং ইন্দ্রজালং করোতি, কুহক-কৃ-অণ্, উপপদসং। ঐন্দ্রজালিক, প্রতারক।

কুহকচকিত (ত্রি) কুহকেন মায়য়া চকিতো বিস্মিতঃ, ৩তৎ। ইন্দ্রজালবিদ্যাপ্রভাবে বিস্মিত, সন্দিগ্ধ।

কুহকজীবী [ন্] (ত্রি) কুহকেন ইন্দ্রজাল-বিদ্যয়া জীবতি, কুহক-জীব-ণিনিঃ। মায়াজীবী, বাজীকর, সাপুড়ে।

কুহকবৃত্তি (স্ত্রী) কুহকস্য বৃত্তিঃ, ৬তৎ। ইন্দ্রজালবিদ্যা, হস্তলঘুতা, ভণ্ডামী।

কুহকস্বন (পুং) কুহকো বিস্মাপকঃ স্বনঃ শব্দোঽস্য। কুক্কুট পক্ষী। (কুক্কুভঃ কুহকস্বনঃ। হেম ৪।৪০৮)

কুহকস্বর (পুং) কুহকো বিস্মাপকো স্বরোঽস্য। কুক্কুটপক্ষী।

কুহকা (স্ত্রী) কুহক-স্ত্রিয়াং টাপ্। ইন্দ্রজাল, মায়া।
("ইন্দ্রজালং চ মায়া বৈ কুহকা বাপি ভীষণা।"ভারত, উদ্যোগ।)

কুহকী [ন্] (ত্রি) কুহকোঽস্ত্যস্য, কুহক-ইনি। ১ ঐন্দ্রজালিক। ২ প্রতারক। ৩ মায়াবী।

কুহক্ক (পুং) তালভেদ।
("দ্রুতদ্বন্দ্বং লঘুদ্বন্দ্বং তালে কুহকসংজ্ঞকে।" সঙ্গীতদামোদর।)

কুহচিদ্বিৎ [দ্] (ত্রি) [বৈদিক] যে কোন স্থানে বিদ্যমান।
"শিক্ষেয়মিন্মহয়তে দিবে দিবে রায় আ কুহচিদ্বিদে।" ঋক্ ৭।৩২।১৯। 'কুহচিদ্বিদ্যমানঃ কুহচিদ্বিদ্।' সায়ণ।

কুহন (পুং) কুং ভূমিং হন্তি খনতি, কু-হন্-অচ্। ১ মূষিক। কুৎসিতং হন্তি দংশতি। ২ সর্প। ৩ মহাভারতোক্ত ব্যক্তিবিশেষ। (ভারত, বন।) (ক্লী) কু ঈষৎ প্রযত্নেন হন্যতে, কু-হন্-কর্ম্মণি অপ্। ৪ মৃদ্ভাণ্ড। ৫ কাচপাত্র। (ত্রি) ৬ ঈর্ষ্যাযুক্ত। (ঈর্ষ্যালুঃ কুহনঃ। হেম ৩।৫৫।)

কুহনা (স্ত্রী) কুহ-যুচ্, (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭।) প্রতারণা, মিথ্যা ব্যবহার, অর্থলোভে ধর্ম্মাচরণ, ধার্ম্মিকতার ভাণ। (কুহনা দম্ভচর্য্যা চ। হেম ৬।৪৩।)

কুহনিকা (স্ত্রী) কুহন-স্বার্থে কঃ-স্ত্রিয়াং টাপ্ অকারস্যেকারঃ। কুহনা, প্রতারণা।

কুহয়া (স্ত্রী) [বৈদিক] যে সময়ে কোথায় আছে এইরূপ জিজ্ঞাসা হয় সেই সময়।
"যন্বা পৃচ্ছাদীজানঃ কুহয়া কুহয়াকৃতে"। ঋক্, ৮।২৪।৩০।
'কুহয়া ক তিষ্ঠতীতি যদা পৃচ্ছতি তদানীং।' সায়ণ।

কুহয়াকৃতি (স্ত্রী) [বৈদিক] কোথায় আছে জানিবার জন্য যাহাকে সম্মান করা হয়। (ঋক্ ৮।২৪।৩০।)

'কুহয়াকৃতে কুহ কুত্র তিষ্ঠতীত্যেতদিচ্ছয়া—জিজ্ঞাসুভিঃ পুরস্কৃতে' সায়ণ।

কুহর (পুং) কুহ বিস্মাপনে কঃ, কুহং ভয়ং রাতি দদাতি, কুহ-রা-কঃ। যদ্বা কুহ-অরঃ, (কমাদিভ্যোঽরঃ স্যাৎ। রামশর্ম্মাকৃত উণাদিকোষ টীকা ১।৯৫।) ১ ক্রোধবশবংশীয় নাগবিশেষ। (ভারত আদি°।) (ক্লী) ২ গর্ত্ত। ৩ কণ্ঠশব্দ। ৪ কর্ণ। ৫ গলদেশ।

("দংশয়ে পতির অধর দলে।
কপোত কোকিল কুহরে গলে॥" বিদ্যাসুন্দর।)

৬ সমীপ। ৭ ছিদ্র। (রন্ধ্রং বিলং নির্ব্যথনং কুহরং শুষিরং শুষিঃ। হেম ৫।৬।)। ৮ রতিক্রিয়া। ৯ ভূস্তার।

কুহরিত (ক্লী) কুহরয়তি কণ্ঠশব্দং করোতি, কুহর-ক্তৌ

পিহু-ভাবে কুঃ। ১ কণ্ঠশব্দ। ২ পিকালাপ, কোকিলধ্বনি। ৩ রতিধ্বনি।

কুহলি (পুং) পূগপুষ্পিকা, পান।

কুহা (স্ত্রী) কুহ-ক-টাপ্। ১ কটুকী, কট্‌কী। ২ কোল, কুল। ৩ কুজ্ঝটিকা।

কুহাবতী (স্ত্রী) দুর্গার নামান্তর।

কুহু (স্ত্রী) কুহ-কুঃ, কুহ বিস্মাপনে। বাহুলকাৎ অতোঽপিকুঃ। উণ্ ১।৩৮ উজ্জ্বলদত্ত।) ১ অমাবস্যা। (কুহুরমাবাস্যাচন্দ্রঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ কুহুশব্দার্থ। ৩ কোকিলধ্বনি।

("কোকিলানাং কুহুরবৈঃ সুখৈঃ শ্রুতিমনোহরৈঃ"। ভারত ১৫।২৭ অঃ।)

৪ নদীবিশেষ।

কুহূ (স্ত্রী) কুহ-উঃ। বহুলবচনাৎ কুহবিস্মাপনে (অতোঽপি চৌরাদিকাদূঃ। উণ্ ১।৮২ সূত্রে উজ্জ্বলদত্ত।) ১ কোকিলধ্বনি।

"উন্মীলন্তি কুহূঃ কুহূরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ।"

২ অমাবাস্যা, যে তিথিতে চন্দ্রের দর্শন হয় না।

"যে হ বা অমাবাস্যা যা পূর্ব্বামাবস্যা সা সিনীবালী যোত্তরা সা কুহূ" ইতি শ্রুতি। অমাবস্যা দুই প্রকার, যাহাতে একেবারেই চন্দ্রকলার দর্শন হয় না, তাহাকে কুহূ, ও যাহাতে চন্দ্রকলা দেখা যায় তাহাকে সিনীবালী বলে। "দৃষ্টচন্দ্রা সিনীবালী নষ্টচন্দ্রা কুহূর্মতা"। মতান্তরে তিথিক্ষয়ে সিনীবালী এবং তিথি বর্দ্ধিত হইলে কুহূ বলে।

"তিথিক্ষয়ে সিনীবালী নষ্টচন্দ্রা কুহূর্মতা।
বাহুল্যেঽপি কুহূর্জ্ঞেয়া বেদবেদান্তবেদিভিঃ।
সিনীবালী দ্বিজৈঃ কার্য্যা সাগ্নিকৈঃ পিতৃকর্ম্মণি।
স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈঃ কুহূঃ কার্য্যা তথাবানগ্নিকৈর্দ্বিজৈঃ।" লোগাক্ষি।

অমাবস্যা যদি অপরাহ্নদ্বয়ব্যাপী হয়, তাহা হইলে আহিতাগ্নি ব্যক্তিবর্গ সিনীবালীতে শ্রাদ্ধ করিবেন। নিরগ্নি ব্রাহ্মণগণ, স্ত্রী ও শূদ্রগণ কুহূতে শ্রাদ্ধ করিবেন।

৩ অমাবস্যার অধিষ্ঠাত্রী, দেবপত্নী; অঙ্গিরার কন্যা।

"সিনীবালী কুহূরিতি দেবপত্ন্যৌ"। নিরুক্ত।

অঙ্গিরা ঋষির শ্রদ্ধানাম্নী ভার্য্যার গর্ভে ইহার জন্ম হয়।

"শ্রদ্ধাত্বঙ্গিরসঃ পত্নী চতস্রোঽসূতকন্যকাঃ।
সিনীবালী কুহূ রাকা চতুর্থ্যনুমতিস্তথা।" ভাগবত ৪।১।২৯।

"কুহূং দেবীং সুকৃতং বিদ্মনা" অথর্ব্ব ৭।৪৭।১।

৪ কোকিলালাপ, কোকিলের কণ্ঠধ্বনি।

("কেনাশ্রাবি পিকানাং কুহূং বিহায়েতরঃ শব্দঃ।" আর্য্যাসপ্তশতী ৬৩০।)

কুহুক (পুং) কুহূরিতি শব্দং করোতি কুহূ-কৃ-ড। কোকিল।

কুহূকণ্ঠ (পুং) কুহূরিতি শব্দঃ কণ্ঠে যস্য, বহুব্রী। কোকিল।

কুহূজাল (পুং) কচ্ছপ।

কুহূমুখ (পুং) কুহূরিতি শব্দো মুখে যস্য, বহুব্রী। কোকিল।

কুহূরব (পুং) কুহূরিতি রবো যস্য, বহুব্রী। কোকিল।

কুহূল (ক্লী) কুহূ-উলক্। শল্যযুক্ত গর্ত্ত, সাপের গর্ত্ত।

কুহেড়িকা (স্ত্রী) কু ঈষৎ হেড়তি বেষ্টতে দৃষ্টিসঞ্চারোঽত্র, কু হেড় বেষ্টনে-স্বার্থে কন্-স্ত্রিয়াং টাপ্। কুজ্ঝটিকা।

কুহেড়ী (স্ত্রী) কু ঈষৎ হেড়তি বেষ্টতে নেত্রসঞ্চারোঽত্র, কু হেড়-ইন্ স্ত্রিয়াং-ঙীষ্। কুজ্ঝটিকা।

("জুনু জুনু পোকা ব্রহ্মা দেখে চারি পাশে।
কুহেড়ী আন্ধার ঘোর দেখয়ে দিবসে॥" গোবিন্দম, ৬১।)

কুহেলিকা (স্ত্রী) কু-ঈষৎ হেড়তি বেষ্টতে নেত্রসঞ্চারোঽস্যাঃ, কু-হেড় ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যঃ ইন্। উণ্ ৪।১১৩।) স্বার্থে কন্ টাপ্, ড়স্য লত্বং। কুজ্ঝটিকা।

কুহ্বান (ক্লী) কুৎসিতঃ হ্বানং কুগতিস°। কুহ্বে-ভাবে ল্যুট্। কুৎসিত শব্দ, অপ্রিয়শব্দ।

কূ (স্ত্রী) কূনাতি শব্দায়তে, কূ-ক্বিপ্। পিশাচী।

কূকুদ (পুং) কুশব্দে-ভাবে ক্বিপ্ কুবঃ শব্দস্য খ্যাতেঃ কুং ভূমিং দদাতি, কূ কু-দা-কঃ। যে ব্যক্তি যথাবিধি নিয়মানুসারে অলঙ্কৃতা কন্যা দান করে।

(সংকৃত্যালঙ্কৃতাং কন্যাং যো দদাতি স কূকুদঃ। হেম ৩।১২৯।)

কূচ (পুং) কুশব্দে-চট্ দীর্ঘশ্চ। (কুবশ্চট্ দীর্ঘশ্চ উণ্ ৪।৯২।) নবোদিত স্তন, অবিবাহিতা কন্যার স্তন।

(কূচকূচৌ স্তনে নবে। উণাদিকোষ ২।৩০।)

কূচকা (স্ত্রী) কুচ কঃ-স্ত্রিয়াং টাপ্। বৃক্ষবিশেষের দুগ্ধবৎ রস।

কূচক্র (পুং ক্লী) [বৈদিক] পৃথিবী বলয়।

("পীপ্যানা কূচক্রেণেব সিঞ্চন্। ঋক্, ১০।১০২।১১। 'কূঃ পৃথিবী তস্যাশ্চক্রো বলয়ঃ কূচক্রঃ' সায়ণ।)

কূচবার (পুং) কূচং বৃণোত্যস্মিন্ দেশে কূচ-বৃ-অধিকরণে ঘঞ্। ১ দেশবিশেষ। ২ ব্যক্তিবিশেষ।

কূচিকা (স্ত্রী) কূচ-স্বার্থে কন্-স্ত্রিয়াং টাপ্, অকারস্যেকারঃ। তূলিকা, চিত্রকরের তূলী।

কূচিদর্থী [ন্] (ত্রি) [বৈদিক] যে ব্যক্তি কোন স্থানে প্রার্থনা করে।

("চিত্রং সমং ভং গুহা হিতং সুবেদং কূচিদর্থিনং।" ঋক্ ৪।৭।৬)

'কূচিদর্থিনং কাপি হবিষ্যার্থিনং ক ইত্যত্র বকারস্য ছান্দসে সংপ্রসারণে পর-পূর্ব্বত্বে চ হল ইতি দীর্ঘত্বং' সায়ণ।

কূচী (স্ত্রী) কূচ-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। চিত্রলেখনিকা, তূলিকা, চিত্র লিখিবার তূলী। (স্ত্রিয়াং কূচী চিত্র-লেখনিকা। উজ্জ্বলদত্ত।)

কূচীকান্ত (ক্লী) বৃক্ষবিশেষ, (Mimosa octandra.)

কূচ্ছলিঙ্গ (পুং) কুকুন্দরবৃক্ষ, যাহাকে চলিত কথায় কুকুর-শোঁকা কহে।

কূজ (পুং) কূজতীতি কূজ-অচ্। শব্দকারী, ধ্বনিকারী। ("রামশোকাভিভূতং তন্নিষ্কূজমিবকাননম্।" রামায়ণ ২।৫৯।১০।)

কূজক (ত্রি) কূজতীতি, কূজ্-ণ্বুল্। অব্যক্ত শব্দকারী।

কূজন (ক্লী) কূজ-ভাবে ল্যুট্। পক্ষিধ্বনি, উদরধ্বনি, অব্যক্তধ্বনি, রথচক্রধ্বনি।

কূজিত (ক্লী) কূজ-ভাবে ক্ত। পক্ষিধ্বনি। (কূজিতং স্যাদ্ বিহঙ্গানাং তিরশ্চাং রুতবাসিতে। হেম ৬।৪৩।)

("ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন-মলয়সমীরে মধুকরনিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিতকুঞ্জকুটীরে।" গীতগোবিন্দ ১।৪।২।)

কূজী [ন্] (ত্রি) কূজ ইনি। অব্যক্ত শব্দযুক্ত, উদরধ্বনিকারী।

কূট (পুং ক্লী) কূট-অচ্। ১ শৃঙ্গ।

"উদ্গো হ্রদমপিবজ্জর্হৃষাণঃ কূটং স্ম তৃংহদভিমাতিমেতি।" ঋক্ ১০।১০২।৪। 'কূটং পর্ব্বতশৃঙ্গং' সায়ণ।

২ মুকুট। ৩ অগ্রভাগ। ("কিরীটকূটৈর্জ্জ্বলিতং শৃঙ্গারং দীপ্তকুণ্ডলং" রামায়ণ।) ৪ পর্ব্বতাগ্রভাগ, পর্ব্বতশৃঙ্গ। (শৃঙ্গন্তু শিখরং কূটং। হেম ৪।৯৮।)

("তুষারগিরি-কূটাভং শিতাভ্রশিখরোপমম্।" মহাভারত ১৩।১৪ অঃ।)

৫ ঊর্দ্ধ, প্রধান। ৬ সমূহ। (কূটং মণ্ডল-চক্রবালপটল-স্তোমাগণঃপেটকং। হেম ৬।৪৭।)। ৭ যন্ত্রভেদ। ৮ লৌহ-মুদ্গর। (কূটংস্বয়োঘনঃ। হেম ৩।৫৮৪।)

("এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব।
সংপরেতময়ঃকূটৈ শ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ॥"
ভাগবত ৪।২৫।৮।)

৯ ফাল, লাঙ্গলাবয়ব। ১০ জাল, হরিণ ধরিবার ফাঁদ।

("বাগুরাভিশ্চ পাশৈশ্চ কূটৈশ্চ বিবিধৈর্নরাঃ।
প্রতিচ্ছন্না দৃশ্যাশ্চ নিয়ন্তিস্ম বহুন্মৃগান্॥"
রামায়ণ ৪।১৮।৩৭।)

'কূটৈ তৃণচ্ছন্নখত্রাদিসম্পাদনরূপৈঃ।' রামানুজ।

১১ গুপ্তাস্ত্র, বহিঃ কাষ্ঠময় অভ্যন্তর নিশিত অস্ত্র। "ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপুন্।" মনু, ৭।৯০। 'কূটানি যানি বহিঃকাষ্ঠময়ান্যন্তর্নিহিত-শস্ত্রাণি' মেধাতিথি।

১২ কৈতব, মিথ্যা।

(কপটং কৈতবং দম্ভঃ কূটং ছদ্মোপধিশ্ছলং। হেম ৩। ৪২।)

("বাচঃ কূটন্তু দেবর্ষেঃ স্বয়ং বিমমৃশুর্ধিয়া"। ভাগবত ৬।৫।১০।)

১৩ তুচ্ছ। ১৪ ভগ্নশৃঙ্গ। (কূটোভগ্নবিষাণকঃ। হেম ৪।৩২৫।) ১৫ পুরদ্বার। (ত্রি) ১৬ নিশ্চল। ১৭ কপটতাযুক্ত।

"দ্বিগুণাবাণ্যথা ব্রূয়ুঃ কূটাঃ স্যুঃ পূর্ব্বসাক্ষিণঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য ১। ৮০।

(ক্লী) ১৮ জলপাত্র। ১৯ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (পুং স্ত্রী) ২০ গৃহ। (পুং) ২১ অগস্ত্য মুনির নামান্তর। (বৈদিক) (ত্রি) ২২ অসম্মানিত, ভ্রষ্টীকৃত, শৃঙ্গী জন্তুর শৃঙ্গ ভগ্ন করার ন্যায় যাহার ধর্ম্ম নষ্ট করা হইয়াছে। (পুং) ২৩ ভগ্নশৃঙ্গ ষণ্ড।

কূটক (ক্লী) কূট-ণ্বুল্। ১ বৃদ্ধি। ২ ফাল, লাঙ্গলাবয়ব। ৩ কপট মায়া। ৪ মিথ্যা। (পুং) কূট-স্বার্থে কন্। ৫ পর্ব্বত-বিশেষ। (ভাগবত ৫।১৯।১৬।) ৬ কবরী। ৭ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [মুরা দেখ।]

কূটকার (ত্রি) কূটং করোতি, কূট-কৃ-অন্। দুষ্ট, প্রবঞ্চক, যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।

কূটকারক (ত্রি) কূটং করোতি, কূট-কৃ-ণ্বুল্। দুষ্ট, প্রবঞ্চক, মিথ্যা সাক্ষী।

"সমুদ্রযায়ী বন্দীচ তৈলিকঃ কূটকারকঃ॥" মনু ৩।১৫৮।

'কূটকারকঃ সাক্ষ্যেষ্বনৃতবাদী।' মেধাতিথি।

কূটকৃৎ (ত্রি) কূটং করোতি, কূট-কৃ-ক্বিপ্। ১ কিতব, মিথ্যা-বাদী। ("তুলাশাসনমানানাং কূটকৃন্নাণকস্যচ।" যাজ্ঞবল্ক্য ২। ২৪৩।) ২ কৃত্রিম অভিমানাদিকারক। (পুং) ৩ কায়স্থ। ৪ শিব।

কূটখড়্গ (পুং) কূটঃ খড়্গঃ, কর্ম্মধা°। গুপ্ত খড়্গ।

কূটগ্রন্থ (পুং) গ্রন্থবিশেষের নাম। এই গ্রন্থখানি খড়্গ-ব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কূটচ্ছদ্মা [ন্] (পুং) কূটং মায়া ছদ্ম আচ্ছাদনং যস্য, বহুব্রী। কপট, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক।

কূটজ (পুং) কূটাজ্জায়তে, কূট-জন্-ড। কূটজ-বৃক্ষ, চলিত বাঙ্গালায় ইহাকে কুরচী কহে।

কূটতুলা (স্ত্রী) কূটা মিথ্যা প্রবঞ্চিকা তুলা তুলাদণ্ডঃ কর্ম্মধা°। ঠকাইবার নিমিত্ত যে তুলাদণ্ড ব্যবহৃত হয়, যে তুলাদণ্ডে পরিমাণ ঠিক হয় না।

কূটধর্ম্মা [ন্] (ত্রি) কূটো মিথ্যা ধর্ম্মো যস্য, যস্মিন্ দেশে গৃহে বা, বহুব্রী। কূট-ধর্ম্ম সমাসে অনিচ্ (ধর্ম্মাদনিচ্ কেবলাৎ। পা ৫। ৪।১২৪।)। যে দেশে বা যে গৃহে মিথ্যাব্যবহার ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

কূটপর্ব্ব (পুং) হস্তীদিগের ত্রিদোষজ জ্বর।

কূটপালক (পুং) কূটং মৃত্তিকারাশিং পালয়তি, কূট-পালি-ণ্বুল্। কুলালের পবন, কুমারের পোন। ২ পিত্তজ্বর।

কূটপাশ (পুং) কূটঃ কপটঃ পাশঃ, কর্ম্মধা°। গুপ্তপাশ, জাল, পশুপক্ষী প্রভৃতি ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।

কূটবন্ধ (পুং) কূটঃ কপটঃ জালাদিরূপো বন্ধঃ কর্ম্মধা°। পাশ, পশুপক্ষী ধরিবার জাল।

কূটমান (ক্লী) কূটং মিথ্যা মানং পরিমাণং, কর্ম্মধা। মিথ্যা পরিমাণ, কম ওজন।

"ভূয়িষ্ঠং কূটমানৈশ্চ পণ্যং বিক্রীণতে জনাঃ।" ভারত, বন।

কূটমুদ্গার (পুং) কূটঃ অপ্রকাশিত-স্বরূপো মুদ্গারঃ, কর্ম্মধা°। গুপ্তমুদ্গারঃ, যে লৌহমুদ্গার বহির্দৃষ্টিতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

"কূটমুদ্গরহস্তস্তু মৃত্যুস্তং বৈ সমন্বগাৎ।"

মহাভারত ১৩।২ অঃ।

কূটমোহন (পুং) কার্ত্তিকেয়ের একটী নাম। (ভারত, বন।)

কূটযন্ত্র (ক্লী) কূটং কপটং যন্ত্রং, কর্ম্মধা°। পশু পক্ষী ধরিবার যন্ত্র, ফাঁদ, জাল। পর্য্যায়—উন্মাথ।

(উন্মাথঃ কূটযন্ত্রং স্যাৎ। হেম ৩।৫৯৬।)

কূটযুদ্ধ (ক্লী) কূটং কপটং যুদ্ধং, কর্ম্মধা°। ১ কপটযুদ্ধ, অসমশস্ত্র বা অসম প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত অথবা ন্যায়বিগর্হিত যুদ্ধ।

"কূটযুদ্ধ-বিধিজ্ঞোঽপি তস্মিন্‌সন্মার্গযোধিনি।" রঘু ১৭।৬৯।

(ত্রি) ২ তদ্যুক্ত। ("কূটযুদ্ধা হি রাক্ষসাঃ।"

রামায়ণ ১।২২।৭।)

কূটযোধী [ন্] (ত্রি) কূটেন ছায়য়া শাঠ্যেন বা যুধ্যতে, কূট-যুধ-ণিনি। কপটযুদ্ধকারী।

কূটরচনা (স্ত্রী) কূটা শাঠ্যপূর্ণা রচনা যস্যাঃ, বহুব্রী। বিস্তৃত বাগুরা, মৃগাদি ধরিবার জন্য বিস্তৃত ফাঁদ। ("স্থিত্বা পাশমপাস্য কূটরচনাং ভঙ্‌ক্ত্বা বলাদ্বাগুরাম্" পঞ্চতন্ত্র ২। ৮৬।)

কূটশঃ [স্] (অব্য) কূট-বহুলার্থে শস্, (বহ্বল্পার্থাচ্ছস্ কারকাদন্যতরস্যাং। পা ৫। ৪। ৪২।)। বহুপরিমাণে, রাশি রাশি।

কূটশাল্মলি (পুং স্ত্রী) কূটঃ শাল্মলিঃ, কর্ম্মধা°। ১ শাল্মলিভেদ, চলিত বাঙ্গালায় জীবনী, কাপলা ও উড়িষ্যায় কাশিমালা বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—রোচনা, কুৎসিত-শাল্মলি। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, কফ ও বায়ুনাশক, ভেদী ও উষ্ণ। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, বিষ, বিবন্ধ, অস্র, মেদ, শূল ও কফ নষ্ট হয়। ২ যমের গদা।

"অয়ঃ শঙ্কুচিতাং রক্ষঃ শতঘ্নীমথ শত্রবে।

হৃতাং বৈবস্বতস্যেব কূটশাল্মলিমক্ষিপৎ॥" রঘু ১২। ৯৫।

৩ নরকের কণ্টকময় লৌহনির্ম্মিত শাল্মলিবৃক্ষ। (ভারত, ১৮। ৩। ৪।)

কূটশাল্মলিক (পুং) কূটশাল্মলি স্বার্থে কন্। কূটশাল্মলিবৃক্ষ।

কূটশাসন (ক্লী) কূটং মিথ্যা শাসনং দণ্ডো বিচারো বা, কর্ম্মধা। মিথ্যাশাসন, অবিচার, মিথ্যারাজাজ্ঞা।

"কূটশাসন-কর্ত্তৄংশ্চ প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।" মনু ৯।২৩২।

কূটশৈল (পুং) কূট বহুলঃ শৃঙ্গবহুলঃ শৈলঃ, মধ্যলো°। পর্ব্বতবিশেষ।

কূটসংক্রান্তি (স্ত্রী) সূর্য্যসংক্রমণের প্রকার ভেদ। অর্দ্ধরাত্রির পর সূর্য্যের অন্যরাশিতে সংক্রমণ হইলে সেই সংক্রান্তিকে কূটসংক্রান্তি কহে। (বিদ্যানিধিকৃত জ্যোতিঃসাগরসার)।

কূটসাক্ষী [ন্] (ত্রি) কূটঃ অনৃতবাদী সাক্ষী, কর্ম্মধা°। মিথ্যাবাদী সাক্ষী, যে সাক্ষী বিচারকালে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় অথবা জ্ঞাত বিষয় গুপ্ত রাখে।

"ন দদাতিচ যঃ সাক্ষ্যং জানন্নপি নরাধমঃ।

স কূট-সাক্ষিণাং পাপৈস্তুল্যো দণ্ডেন চৈবহি॥" যাজ্ঞবল্ক্য ২।৭৯।

কূটস্থ (ত্রি) কূটবদয়োঘনবৎ নির্ব্বিকারো নিশ্চলঃ সন্ তিষ্ঠতি, কূট-স্থা-কঃ। ১ পরিণামাদি শূন্য ও সর্ব্বকালে একরূপে অবস্থিত। (কূটস্থং কালব্যাপ্যেকরূপতঃ। হেম)

("তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।" ভাগবত ২।৫।১৭।)

২ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোপরিস্থিত।

("জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

যুক্তইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥" গীতা ৬।৮।)

৩ কূটো লৌহমুদ্গারঃ পর্ব্বত-শৃঙ্গং বা তদ্বন্নিশ্চলতয়া অবিকারিতয়া তিষ্ঠতি। যিনি নিশ্চল যাঁহার কখনও বিকার নাই যিনি সর্ব্বকালেই সমান, তাদৃশ পরমাত্মা।

"অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ।

কূটবন্নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে॥

কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিৎপ্রতিবিম্বকঃ।

প্রাণানাং ধারণাজ্জীবঃ সংসারেণ স যুজ্যতে॥"

পঞ্চদশী ৬।১৫-১৬।

বৈদান্তিক মতে "কূটঃ কৈতবং মিথ্যা মায়েতি যাবৎ তস্মিন্ তিষ্ঠতি।" এইরূপ ব্যুৎপত্তিও হইতে পারে।

সাংখ্যমতে যাহার কখনও পরিণাম নাই, যিনি সর্ব্বদাই একরূপ, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে যিনি একরূপেই অবস্থান করেন, তাদৃশ আত্মা পুরুষ।

"ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।" গীতা ১৫।১৬।

নৈয়ায়িকগণ বলেন, যাঁহাতে জন্য বিশেষ গুণ নাই। সেই পরমেশ্বরই কূটস্থ। তাঁহারা ঈশ্বরে জন্য বিশেষ গুণ স্বীকার করেন না। ৪ সমূহস্থিত, বহুমধ্যস্থিত।

("স এব নরলোকেঽস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া।

রেমে স্ত্রীরত্ন-কূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা।"

ভাগবত ১। ১১। ৩৫।)

(ক্লী) ৫ ব্যাঘ্রনখ, নখীনামক গন্ধদ্রব্য।

কূটস্বর্ণ (ক্লী) কূটং মিথ্যাভূতং স্বর্ণং, কর্ম্মধা°। খাদমিশ্রিত অথবা কৃত্রিমস্বর্ণ।

("কূটস্বর্ণব্যবহারী বিমাংসস্য চ বিক্রয়ী।" যাজ্ঞবল্ক্য ২।৩০০।)

কূটাক্ষ (পুং) কূটঃ অক্ষঃ, কর্ম্মধা°। ভারী অথবা মিথ্যা পাশা।

কূটাগার (ক্লী) কূটমাগারং, কর্ম্মধা°। ১ গৃহোপরিস্থিতমণ্ডপ, চলিত বাঙ্গালায় চিলেঘর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বড়ভী ও চিত্রশালিকা।

"কূটাগার-শতৈর্যুক্তাং গন্ধর্ব্বোনগরোপমা।"

রামায়ণ ৫।১২।৪৫।

২ ক্রীড়াগৃহ, খেলিবার ঘর।

[স্] (পুং) গুগ্‌গুলু।

কূটার্থভাষা (স্ত্রী) কূটার্থস্য কল্পিতার্থস্য ভাষা কথা, ৬তৎ। কল্পিত প্রবন্ধ, রচিত কথা।

কূটার্থভাষিতা (স্ত্রী) কূটার্থস্য কল্পিতার্থস্য ভাষিতা ভাষা কথা। প্রবন্ধকল্পনা কথা, যাহাকে চলিতকথায় রূপকথা কহে।

কূড় (দেশজ) ১ কাগজের রীম। ২ সূতার অগ্রভাগ, থাই।

কূড্য (ক্লী) কূড়তি ঘণীভবতি মৃদাদিনা, কূড়-ণ্যৎ। ভিত্তি, দেয়াল।

কূণকুচ্ছ (পুং) শিবের অনুচরবিশেষ।

কূণি (ত্রি) কূণ-ইন্, (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭।) সঙ্কুচিত হস্ত, বক্রহস্ত।

কূণিকা (স্ত্রী) কূণ্-ণ্বুল, টাপ্-চ, অকারস্যেকারঃ। ১ কলিকা, বীণার মধ্যস্থিত বংশ-শলাকা।

(মূলে বংশশলাকায়াৎ কলিকা কূণিকাপিচ। হেম ২।২০৫।)

২ শৃঙ্গ, শিং। (বিষাণং কূণিকা শৃঙ্গং। হেম ৪।৩৩০।)

কূণিতেক্ষণ (পুং) কূণিতমীক্ষণং চক্ষুর্যস্য, বহুব্রী। বাজপাখী।

কূথলী (দেশজ) ঝুলি।

কূদর (পুং) কুৎসিতমুদরং মাতৃগর্ভো যস্য। ঋতুর প্রথম দিবসে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন ঋষিপুত্র।

("ব্রাহ্মণ্যামৃষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথমবাসরে।

কুৎসিতে চোদরে জাতঃ কূদরস্তেন কীর্ত্তিতঃ।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

কূদী (স্ত্রী) [বৈদিক] বদরী।

"কূদীপ্রাস্তানি স সূত্রাণি।" কৌশিকসূত্র ৩৫।২৪।

'কূদীপ্রাস্তানি একবিংশতিমেব বদর্য্যগ্রাণি।' দারিল।

কূদ্দাল (পুং) কুদ্দাল, (পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ)। কূদ্দালবৃক্ষ রক্তকাঞ্চনপুষ্পবৃক্ষ।

কূপ (পুং) কুর্বন্তি মণ্ডূকা অস্মিন্। কু-শব্দে পঃ, ধাতোর্দীর্ঘত্বং চ। (কুযুভ্যাং চ। উণ্ ৩।২৭।) ১ গর্ত্ত, স্বনামখ্যাত জলাধার, কুয়া, পাৎকুয়া। বৈদিক পর্য্যায়—অন্ধু, প্রহি, উদপান, অবট, কোট্টার, কান্ত, কর্ত্ত, বভ্র, কাট, খাত, অবত, ক্রিবি, সূদ, উৎস, ঋষ্যদাৎ, কারোতরাৎ, কুশেষ, কেবট।

"ত্রিতঃ কূপেইবহিতঃ" ঋক্ ১।১০৫।১৭।

২ গুণবৃক্ষ, মাস্তল। ৩ নদীমধ্যস্থিত বৃক্ষ অথবা পর্ব্বত। ৪ কূপক।

কূপক (পুং) কূপ স্বার্থে কন্। ১ গর্ত্ত, কূপ। ২ গুণবৃক্ষ, মাস্তল। (গুণবৃক্ষস্তুকূপকঃ। হেম ৩। ৫৪১।)

৩ নৌবন্ধন স্তম্ভ, নৌকা বাঁধিবার খুঁটি। ৪ কুকুন্দর, নিতম্বস্থ গর্ত্ত। (তৎপার্শ্বকূপকৌ তু কুকুন্দরে। হেম ৩।২৭২।) ৫ চিতা। ৬ চিতার নিম্নদেশে কৃত গর্ত্ত। ৭ শুষ্কনদ্যাদিতে জলার্থে কৃত গর্ত্ত। (কূপকাস্তু বিদারকাঃ। হেম ৪।১৫৪।) ৮ তৈলাদির আধার, কুপা। ৯ নদীমধ্যস্থিত বৃক্ষ অথবা পর্ব্বত।

কূপকচ্ছপ (পুং) কূপে এবান্যত্র সঞ্চার-শূন্যঃ কচ্ছপ ইব, পাত্রে সমিতাদিবৎ স°। (পা ২।১।৪৮।) ১ কূপস্থিত কচ্ছপ। ২ কূপস্থিত কচ্ছপের ন্যায় সঞ্চরণশূন্য বলিয়া অনভিজ্ঞ, নিন্দনীয়।

কূপকার (পুং) কূপং করোতি, কূপ-কৃ অণ্। কূপখনক, যাহারা কূপ খনন করে।

কূপখা (ত্রি) [বৈদিক] কূপ-খন বেদে বিট্, ঙাচ। (জনসনখনক্রমগমোবিট্। পা ৩।২।৬৭।) কূপখনক।

কূপজ (পুং) কূপ-জন-ড। লোম, কেশ।

কূপজল (ক্লী) কূপস্য জলং, ৬তৎ। কূপের জল, উৎসজল, কোয়ার জল।

কূপৎ [দ্] (অব্য) ১ প্রশ্ন। ২ প্রশংসা। কূপৎ শব্দ চাদিগণীয় অব্যয়। (পা ১।৪।৫৭।)

কূপদ (পুং) কুকুদ।

কূপদর্দ্দুর (পুং) কূপে এবান্যত্র সঞ্চারশূন্যেঃ দর্দ্দুর ইব। (পাত্রে সমিতাদিবৎ সাধুঃ। পা ২।১।৪১।) ১ কূপমধ্যস্থিত ভেক। ২ কূপমধ্যস্থিত ভেকের ন্যায় অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট।

কূপমণ্ডূক (পুং) কূপে এবান্যত্র সঞ্চার-শূন্যঃ মণ্ডূক ইব। (পাত্রে সমিতাদিত্বাৎ সাধুঃ। পা ২।১।৪৮।) ১ কূপমধ্যস্থিত মণ্ডূক। ২ অনভিজ্ঞ, নিন্দনীয়, স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট।

কূপরাজ্য (ক্লী) কূপবহুলং তৃষ্ণাতুরানাং পথিকানাং পানায় খনিত কূপমিত্যর্থঃ রাজ্যং, মধ্যলো°। দেশবিশেষ।

কূপাঙ্ক (পুং) কূপাকারোঽঙ্কশ্চিহ্নমস্মিন্ বহুব্রী। রোমাঞ্চ, রোমহর্ষ।

কূপাঙ্গ (পুং) কূপাকারমঙ্গমস্মিন্ বহুব্রী। রোমাঞ্চ।

কূপার (পুং) কুৎসিতঃ পারস্তরণমস্মিন্ তত্তাপারত্বাদিত্যর্থঃ। (পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ) সমুদ্র।

কূপিক (ক্লী) কূপ-কুমুদাদিত্বাৎ ঠচ্। (পা ৪।২।৮০।) যোনি। (যোনিঃ স্মরাগুহ্যিরকূপিকে। হেম ৩।২৭৩)

কূপিকা (স্ত্রী) কূপ-সংজ্ঞায়াং কন্-স্ত্রিয়াং টাপ্। জলমধ্যস্থিত প্রস্তর অথবা ক্ষুদ্রপর্ব্বত।

কূপী [ন্] (ত্রি) কূপ-প্রেক্ষাদিত্বাৎ চতুরর্থে ইনি। (পা ৪।২।৮০।) কূপসন্নিকটস্থ দেশাদি।

কূপী (স্ত্রী) কূপ-ইন্-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ ক্ষুদ্র কূপ। ২ নাভি। ৩ পাত্রবিশেষ।

("ততঃ সংশোষ্য সংপিষ্য কূপীমধ্যে নিধাপয়েৎ।"
ভাবপ্রকাশ।)

কূপ্য (ক্লী) মূত্রাশয়।

কূপ্য (ত্রি) কূপ-যৎ। কূপজাত।

("নমঃ কূপ্যায় চাবট্যায় চ" শুক্লযজুঃ, ১৬। ৩৮।)

কূবর (পুং ক্লী) কুশব্দে-বরচ্। ১ যুগন্ধর, বোম্।

(যুগন্ধরং কূবরং স্যাৎ। হেম ৩।৪২০।)

("মনোরশ্মির্বুদ্ধি সূতো নদ্ধীড়োদ্বন্দ্বকূবরঃ।
পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থ প্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরূথকঃ॥" ভাগবত ৪।২৯।১৯)

(পুং) ২ কুব্জ, কুঁজো। (ত্রি) ৩ মনোহর, সুন্দর। ৪ রথিকস্থান।

("পঞ্চসী কূবরবাকূরাবমভিমৃষেৎ" ইতি গোভিলসূত্রে। 'কূবরং রথিকস্থানং,' সংস্কারতত্ত্বে রঘুনন্দন।)

কূবরী [ন্] (পুং) কূবরমস্ত্যস্য, কূচর-ইনি। রথ, শকট।

কূবরী (স্ত্রী) কূবর স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বস্ত্রাচ্ছাদিত অথবা কম্বলাচ্ছাদিত রথ।

কূম (ক্লী) কোঃ পৃথিব্যা উমা কান্তির্যস্মাৎ, বহুব্রী। সরোবর, হ্রদ।

কূমাওন্ (কুমাউন, কূমাই)—উ° প° প্রদেশের একটী বিস্তৃত বিভাগ। কূমাওন, কালিকুমাওন ও ভাবর এই তিনটী কুমাউন্-জেলার অন্তর্গত। ইহার অক্ষা° ২৮°৫৫´ হইতে ৩০°৫০´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫২´ হইতে ৮০°৫৮´১৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

এই বিভাগ হিমালয়ের উপর, ইহার দক্ষিণাংশ ভাবর, প্রায় ১০।১৫ মাইল বিস্তৃত, এখানে কোন স্রোতস্বতী নাই, মাঝে মাঝে গিরিনির্ঝর ও প্রস্রবণ দৃষ্ট হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা নিবিড় বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ, হস্তী ও নানাবিধ হিংস্রজন্তুর নিবাস বলিয়া পরিগণিত ছিল, পূর্ব্বে এই নিবিড়-কাননে কেহ আসিত না।

কূমাওন্ নামটী বড় প্রাচীন নয়, ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ তোগলকের সময়ে যহ্য়বিন্ আহ্মদ লিখিত ইতিহাসে এই নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে এই নামটী মুসলমান প্রদত্ত বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু এই স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতে পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার ত্রিশূলশৃঙ্গ শোভিত বিখ্যাত পঞ্চচুলি-গিরিমালা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পঞ্চকূট নামে বর্ণিত হইয়াছে। (ব্রহ্মাণ্ড ৪৭। ৩২) পদ্ম ও ব্রহ্মপুরাণ মতে এখানে দেবগণের আবাস।

অক্‌বর বাদ্‌শাহের সময় কূমাওন্ একটী সকরার মধ্যে গণ্য ও ২১ মহলে বিভক্ত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে ১৯ খানি পরগণা ও ১২৫ খানি পট্টিতে বিভক্ত আছে।

পরগণার নাম—বারমণ্ডল, ছখাতা, চৌগর্খা, দানপুর, দারমা, ধনিয়াকোট, ধ্যানিরৌ, গঙ্গোলি, জোহার, কালি-কূমাওন, কোটাপালী, ফলদাকোট, রামগড়, শীরা, মোর, অস্কুট, কোতৌলি, মহর্যূরি। সমস্ত কূমাওনের ভূপরিমাণ ৬০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে চারিলক্ষ।

প্রবাদ—কালিকুমাওন্ পরগণায় বহুদিন হইতে প্রবাদ আছে যে, "চম্পাবতের পূর্ব্বে চারালের মধ্যে কূর্ম্মাচল নামে একটী গিরিশৃঙ্গ আছে, কূর্ম্মাবতারকালে বিষ্ণু এই গিরিশৃঙ্গে তিনবর্ষ বাস করেন, এই কূর্ম্মাচল হইতে স্থানের নাম 'কূমাওন্' হইয়াছে। (দেশীয়েরা এইস্থানকে "কূমাই" বলে।) ত্রেতাযুগে রাম কুম্ভকর্ণ রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া হনুমানের হাতে তাহার ছিন্ন মুণ্ড প্রদান করেন, হনুমান্ কূর্ম্মাচলে সেই মুণ্ড নিক্ষেপ করেন। যেখানে কপাল পড়িয়া ছিল, সেখানে চারিক্রোশ পরিমাণ একটী হ্রদ উৎপন্ন হয়। ঘটোৎকচ একবার কূমাওন জয় করিয়াছিলেন, অঙ্গরাজ কর্ণের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইলে ভীমসেন এখানে পুত্রের সদ্গতির জন্য দুইটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষণে চম্পাবতের পূর্ব্বে কুঙ্গরের নিকট "ঘটকাদেবতা" এবং তাহার অনতিদূরে দক্ষিণাংশে পাহাড়ের উপর আর একটী "ঘটকু" নামে দেবমন্দির আছে। এই দুইটী ভীমসেন-স্থাপিত *। ভীমসেন কুম্ভকর্ণহ্রদের তীর ভাঙ্গিয়া দেন, তাহাতে ঐ হ্রদ গণ্ডকী (বর্ত্তমান নাম গিধীয়া) নদী নামে প্রবাহিত হয়।"

ইতিহাস—ভারতের অপরাপর স্থানের ন্যায় এখানকারও প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। লোক মুখে যে সকল প্রাচীন কথা শুনা যায়, তাহার অধিকাংশই অলৌকিক

* এই দুই মন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থা পরিদর্শন করিলে বহুকালের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না।

ঘটনায় পরিপূর্ণ, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রবাদের ন্যায় তাহা হইতে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা কঠিন। পূর্ব্বকালে কুমাওন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত এবং কত্যুরি, খস প্রভৃতি নানাজাতির অধিকারে ছিল।

[গড়বাল শব্দে প্রাচীন বিবরণ দেখ।]

ফেরিস্তা নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে) "ফুর" (পুরু বা পৌরব) নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা কুমাওনে রাজত্ব করিতেন, তিনি দিল্লীশ্বরকে পরাজয় করিয়া পশ্চিম সমুদ্রতটে বঙ্গভূমি পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। এই বংশীয় অপর কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে সোমচাঁদ নামে একজন রাজপুত কুমাওনে আসিয়া চম্পাবত নামক স্থানের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে তিনি শ্বশুরের নিকট হইতে যৌতুক স্বরূপ রাজবুঙ্গ অর্থাৎ রাজদুর্গ (বর্ত্তমান নাম চম্পাবত) প্রাপ্ত হন। কালক্রমে এই ব্যক্তি প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া কুমাওনে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি তরাগী-বংশীয়দিগের সাহায্যে রাবৎ-রাজগণকে পরাজয় করিয়া আপনাকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং কুমাওনের প্রধান প্রধান সামন্তগণকে সভায় আহ্বান করিয়া মর্য্যাদানুসারে পদ প্রদান করেন। তিনি কুমাওনের প্রাচীন শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে জোষী, বিষ্ত ও মুহুলীয় পাণ্ডেগণ প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী হন। ইহার মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক বিভাগে জোষীগণ; গুরু, পুরোহিত, পৌরাণিক, বৈদ্য প্রভৃতির কর্ম্মে বিষ্ত ও পাণ্ডে ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত হন। সোমচাঁদের পর তাঁহার বংশীয় যাহারা কুমাওনে রাজত্ব করেন নিম্নে তাঁহাদের তালিকা দেওয়া গেল—

রাজার নাম।	রাজ্যকাল।
* সোমচাঁদ	১০০৯ সম্বৎ।
আত্মচাঁদ *পূরণচাঁদ (পূর্ণচন্দ্র) ইন্দ্রচাঁদ * সংসারচাঁদ সুধাচাঁদ হম্মীরচাঁদ বীণচাঁদ * (বীরচাঁদ)	১০৩০—১১২৩।
(খসিয়া অধিকার)	
* বীরচাঁদ*	১১২২ সম্বৎ।
রূপচাঁদ	১১৩৭
লছমীচাঁদ	১১৫০
ধর্ম্মচাঁদ	১১৭০
কর্ম্মচাঁদ	১১৭৮
কল্যাণচাঁদ	১১৯৭
নির্ভয়চাঁদ	১২০৬
নরচাঁদ	১২২৭
নানকীচাঁদ	১২৩৪
রামচাঁদ	১২৫২
ভীমচাঁদ	১২৬২
মেঘচাঁদ	১২৮৩
ধ্যানচাঁদ	১২৯০
পর্ব্বতচাঁদ	১৩০৯
থোহরচাঁদ	১৩১৮
কল্যাণচাঁদ	১৩৩২
* ত্রিলোকীচাঁদ	১৩৫৩
দমরচাঁদ	১৩৬০
ধর্ম্মচাঁদ	১৩৭৮
অভয়চাঁদ	১৪০১
*গরুড় জ্ঞানচাঁদ	১৪৩১
হরিহরচাঁদ	১৪৭৬
উদ্যানচাঁদ	১৪৭৭
আত্মচাঁদ	১৪৭৮
হরিচাঁদ	১৪৭৯
বিক্রমচাঁদ	১৪৮০
ভারতীচাঁদ	১৪৯৪
রতনচাঁদ	১৫১৮
কিরাতীচাঁদ	১৫৪৫
প্রতাপচাঁদ	১৫৬০
তারাচাঁদ	১৫৭৪
মাণিকচাঁদ	১৫৯০
কালী কল্যাণচাঁদ	১৫৯৯
পূরণচাঁদ	১৬০৮
ভীমচাঁদ	১৬১২
*বাল কল্যাণচাঁদ	১৬১৭
*রুদ্রচাঁদ	১৮২৫

চাঁদরাজগণ সমস্ত কুমাওন্ রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন নাই। একদিকে তাঁহারা যেমন স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেইরূপ পালী ও বারমণ্ডল পরগণায় কাথি ও

* চিহ্নিত রাজগণের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

কত্যুরি রাজগণ স্বাধীন ছিলেন। কার্ত্তিকেয়পুর (বর্ত্তমান বৈদ্যনাথ) হইতে আবিষ্কৃত কত্যুরি রাজগণের তাম্রশাসনে উদয়পাল, চরণপাল, অগপাল, মহীপাল, অনন্তপাল (১১২২ খৃষ্টাব্দে), সোনপাল, অজয়পাল প্রভৃতি এবং ইন্দ্রদেব রাজবার (যুবরাজ) প্রভৃতি কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। [গড়বাল দেখ।]

পূর্ব্বোক্ত চাঁদরাজগণের মধ্যে গরুড়-জ্ঞান-চাঁদ দিল্লীর বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত কূমাওন্ রাজ্যের সনন্দ প্রাপ্ত হন। রাজা উদ্যান-চাঁদের সময়ে উত্তরে সরযূ, দক্ষিণে তরাই এবং পশ্চিমে কালী হইতে কোশী ও স্থবাল পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তৎকালে সরযূর উত্তরাংশ গঙ্গোলির মঙ্কোতি রাজের অধিকারে; শীর, সোর, অস্কট, জুহার ও দার্ম দোতির মহারাজের অধিকারে (১), ব্যাঁস ও চৌদান জুমলারাজের অধিকারে, কত্যুর, স্যানার ও লক্ষ্মণপুর কত্যুরি-রাজগণের অধিকারে; রামগার ও কোটা খসিয়াদিগের অধিকারে এবং কলদাকোট কাথিরাজপুতের অধিকারে ছিল। রাজা উদ্যানচাঁদ কূমাওনের প্রসিদ্ধ বালেশ্বর নামক শিবমন্দির সংস্কার করাইয়া তথায় গুজরাটী ব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। রাজা কল্যাণচাঁদের সময় আল্‌মোরা নগরে রাজধানী স্থাপিত হয়, এখনও আল্‌মোরা কূমাওনের প্রধান নগর। কল্যাণচাঁদের পুত্র রুদ্রচাঁদ লাহোরে গিয়া অকবর বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

(১) দোতীর রাজাবলী।

১ শালিবাহন দেব।
২ শক্তিবাহন দেব।
৩ হরিবর্ম্ম দেব।
৪ শ্রীব্রহ্ম দেব।
৫ ব্রজ দেব।
৬ বিক্রমাদিত্য দেব।
৭ ধর্ম্মপাল দেব।
৮ নীলপাল দেব।
৯ মুঞ্জরাজ দেব।
১০ ভোজ দেব।
১১ সমরসিংহ দেব।
১২ আশল দেব।
১৩ সারঙ্গ দেব।
১৪ নকুল দেব।
১৫ জয়সিংহ।
১৬ অনিজল দেব।
১৭ বিদ্যারাজ দেব।
১৮ পৃথ্বীশ্বর দেব।
১৯ চুনপাল দেব।
২০ অশান্তি দেব।
২১ বাসন্তী দেব।
২২ কত্তারমল্ল দেব।
২৩ সিংহমল্ল দেব।
২৪ ফণিমল্ল দেব।
২৫ নিধিমল্ল দেব।
২৬ নিলয়রায় দেব।
২৭ বজ্রবাহু দেব।
২৮ গৌরাঙ্গ দেব।
২৯ সীয়মল্ল দেব।
৩০ ইলরাজ দেব।
৩১ নীলরাঙ্গ দেব।
৩২ ফটক শীলরাজ দেব।
৩৩ পৃথ্বীরাজ দেব।
৩৪ ধাম দেব।
৩৫ ব্রহ্ম দেব।
৩৬ ত্রিলোকপাল দেব।
৩৭ নিরঞ্জন দেব।
৩৮ নাগমল্ল দেব।
৩৯ অর্জ্জুন শাহী। *
৪০ ভূপতি শাহী।
৪১ হরি শাহী।
৪২ রাম শাহী।
৪৩ পবর শাহী।
৪৪ রুদ্র শাহী।
৪৫ বিক্রম শাহী।
৪৬ মান্ধাতা শাহী।
৪৭ রঘুনাথ শাহী।
৪৮ হরি শাহী।
৪৯ কৃষ্ণ শাহী।
৫০ দীপ শাহী।
৫১ বিষ্ণু শাহী।
৫২ প্রদীপ শাহী।
৫৩ হংসধ্বজ শাহী।

* রাজা রতনচাঁদের সমসাময়িক।

রাজবার-প্রদত্ত অস্কটের রাজবংশাবলী মতে—

১ শালিবাহন দেব।
২ সঞ্জয় দেব।
৩ কুমার দেব।
৪ হরি দেব।
৫ ব্রহ্ম দেব।
৬ শক দেব।
৭ বজ্র দেব।
৮ ব্রণঞ্জয়।
৯ বিক্রমাজিৎ।
১০ ধর্ম্মপাল।
১১ শার্ঙ্গধর।
১২ নিলয়পাল।
১৩ ভোজরাজ।
১৪ বিনয়পাল।
১৫ ভুজঙ্গ দেব।
১৬ সমরসিংহ।
১৭ আশল।
১৮ অশোক।
১৯ সারঙ্গ।
২০ নজ।
২১ কামজয়।
২২ শালী নকুল।
২৩ গণপতি।
২৪ জয়সিংহ দেব।
২৫ শক্রেশ্বর
২৬ শনীশ্বর।
২৭ ক্রাসিদিধ্য।
২৮ বিধিরাজ।
২৯ পৃথিবীশ্বর।
৩০ বালক দেব।
৩১ অশান্তি।
৩২ বাসন্তী।
৩৩ কতারমল্ল।
৩৪ সোত দেব।
৩৫ সিন্ধু দেব।
৩৬ কীনদেব।
৩৭ রক্ষিণ দেব।
৩৮ নীলরায়।
৩৯ গৌর।
৪০ সাদিল দেব।
৪১ ইতিনরাজ।
৪২ তিলঙ্গরাজ।
৪৩ উদকশীল।
৪৪ প্রীতম।
৪৫ ধাম দেব।
৪৬ ব্রহ্ম দেব।
৪৭ ত্রিলোকপাল দেব।
৪৮ অভয়পাল দেব। *
৪৯ নির্ভয়পাল দেব।
৫০ ভারতীপাল।
৫১ ভৈরবপাল।
৫২ ভূপাল। †
(?) ৫৩ রতনপাল।
৫৪ শ্যামপাল।
৫৫ শাহীপাল।
৫৬ সূর্য্যপাল।
৫৭ ভোজপাল ও ভদ্র।
৫৮ শিবরতনপাল।
৫৯ অচ্ছপাল।
৬০ ত্রৈলোক্যপাল।
৬১ সুন্দরপাল।
৬২ জগতীপাল।
৬৩ পিরোজপাল।
৬৪ রায়পাল।

* ইনি ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে কত্যুর পরিত্যাগ করিয়া অস্কটে আগমন করেন।

† অস্কটের রাজবারের কারিকা অনুসারে ভূপালের পর ২৮ পুরুষের নাম পাওয়া যায় না। তৎপরে রতনপাল রাজা হন। রুদ্রদত্ত-পন্থের সংগৃহীত বংশাবলী মতে ভৈরবপালের পর রতনপাল রাজা হন। সম্ভবমত এইটা ঠিক।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে আলী-মুহম্মদ খাঁ রোহিলাসৈন্য লইয়া কুমাওন জয় করিতে যান। এই সময়ে চাঁদরাজের ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। সুতরাং তিনি রোহিলাদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না। রোহিলারা আল্মোরা লুট করিল। কুমাওন রাজ্য অতি অল্পকালই মুসলমানদিগের অধিকারে ছিল, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে তাহারা কুমাওনে যে দারুণ অত্যাচার করিয়া গিয়াছে, কুমাওনের নানা স্থানে ভগ্ন দেবালয় ও অঙ্গহীন দেবমূর্ত্তি দর্শন করিলেই জানিতে পারা যায়। কুমাওনের জলবায়ু নববিজেতাদিগের পক্ষে ভাল লাগিল না, আলীমুহম্মদের প্রধান কর্ম্মচারীগণ সাত মাস থাকিয়া তিন লক্ষ টাকা রাজার নিকট ঘুস লইয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিল। কিন্তু আলী মুহম্মদ কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া পুনরায় ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে কুমাওন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবার আর তিনি কুমাওন রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, বারথেরির নিকটস্থ গিরিপথে পরাজিত হইলেন। মুসলমানের মধ্যে আলীমুহম্মদই সর্ব্বপ্রথম কুমাওন অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতেই শেষ হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৃথ্বীনারায়ণ নামে গুর্খা-দলপতি বাহুবলে নেপাল রাজ্যের অধিকাংশ জয় করেন। তৎপরে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কুমাওন জয় করিবার অভিপ্রায়ে গুর্খা-সৈন্য লইয়া কালীনদী পার হইয়া আল্মোরা নগরে উপস্থিত হন। তখনকার দুর্ব্বল চাঁদরাজ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহার অধিকৃত রাজ্য অবাধে গুর্খাদিগের অধিকারভুক্ত হইল। ২৪ বর্ষ মাত্র তাহাদের অধিকারে ছিল, ইতিমধ্যে ক্রূরপ্রকৃতি গুর্খা জাতি কুমাওনীদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা গুর্খাদিগের নিকট হইতে কুমাওন কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে চাঁদরাজগণের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না, হরকৃদেব জোষী নামে তাঁহাদের একজন মন্ত্রী জীবিত ছিলেন, তিনি ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। [গুর্খা দেখ।]

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গুর্খা-সৈন্য কুমাওন পরিত্যাগ করিল, তদবধি কুমাওন-রাজ্য বৃটীশরাজের অধিকারভুক্ত হয়। এখানে এক একজন কমিশনর দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

৬৫ মহেন্দ্রপাল।	৭১ বিজয়পাল।
৬৬ জয়ন্তপাল।	৭২ মহেন্দ্রপাল।
৬৭ বীরবলপাল।	৭৩ হিম্মতপাল।
৬৮ অমরসিংহপাল।	৭৪ দলজিতপাল।
৬৯ অভয়পাল।	৭৫ বাহাদুরপাল।
৭০ উৎসবপাল।	৭৬ পুষ্করপাল।

গিরিশৃঙ্গ—কুমাওনে অনেক সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে নীতিপথ ১৬৫৭০ ফুট, মানাপথ ১৮০০০ ফুট, জুহার বা মিলম্‌পথ ১৭২৭০ ফুট। এখানকার ত্রিশূলাদ্রির ত্রিশূলের ন্যায় তিনটী শৃঙ্গ আছে, ইহার পূর্ব্বশৃঙ্গ ২২৩৪১ ফুট, মধ্যশৃঙ্গ ২৩৺৯২ ফুট এবং পশ্চিমশৃঙ্গ ২৩৩৮২ ফুট। ত্রিশূলাদ্রির উত্তরে নন্দাদেবী নামে ২৫৬৮২ ফুট উচ্চশৃঙ্গ আছে।

পুণ্যস্থান—কুমাওনে অনেক হিন্দু দেবালয় আছে, তন্মধ্যে ৩৫০টী প্রধান। ইহার মধ্যে ২৫০টী শৈব, ৩৫টী বৈষ্ণব ও ৬৪টী শাক্ত। মন্দিরের মধ্যে বাগেশ্বর, বাঘেশ্বর, সোমেশ্বর ও ত্রিশূলাদ্রিস্থ মন্দিরই প্রধান। স্কন্দপুরাণে হিমাচলখণ্ডে ত্রিশূলাদ্রি ও তাহার নিকটস্থ তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।

জীবজন্তু—এখানে নানা জাতীয় ব্যাঘ্র, দ্বিবিধ ভল্লূক, শৃগাল, বানর, নানাবিধ হরিণ, চমরী, গো এবং নানাপ্রকার পার্ব্বতীয় পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবর নামক অরণ্যপ্রদেশে বিস্তর হস্তী আছে।

খনিজ—স্বর্ণ, তাম্র, লৌহ, দস্তা, গন্ধক, সোহাগা, শিলাজতু প্রভৃতি পাওয়া যায়।

কূর (পুং) অন্ন, ভক্ত, ভাত।

কূরনারায়ণ, যমকরত্নাকর নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

কূরেশ, পঞ্চস্তব-রচয়িতা একজন গ্রন্থকার।

কূর্কুর (পুং) বালকদিগের অনিষ্টকারী দৈত্যবিশেষ।

কূর্চ্চ (পুং ক্লী) কুর্য্যতে ইতি, কুর-চট্, দীর্ঘশ্চ। (বাহুলকাৎ সাধুঃ)। অর্ধর্চাদিত্বাৎ ক্লীবে পুংসিচ। (অর্ধর্চাঃ পুংসিচ। পা ২।৪।৩১।) ১ মুষ্টি পরিমাণ কুশ।

"কৃষ্ণাজিনঞ্চ সুভগে সলিলং বাসসান্বিতম্।
আদর্শশ্চৈব কূর্চ্চশ্চ তথাজিনমনিন্দিতে॥" হরিবংশ ১৩৮ অঃ।

২ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থান। (কূর্চ্চং কূর্পং ভ্রুবোর্মধ্যে। হেম° ৩।২৪৪।) ৩ ক্ষিপ্রের উপরিভাগ, হস্ত ও পদের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থানের উপরিভাগ। (কূর্চ্চং ক্ষিপ্রস্তোপরি। হেম ৩।২৮১।) ৪ মুষ্টিপরিমাণ ময়ূরপুচ্ছ। ৫ শ্মশ্রু। (ততোহমুঃ শ্মশ্রুকূর্চ্চং। হেম ৩।২৪৭।) ৬ কৈতব। ৭ বিকত্থন। ৮ দম্ভ। ৯ আসনভেদ। ১০ কাঠিন্য। ১১ হুং বীজমন্ত্র।

"বর্গাদ্যং বহ্নিসংস্থং বিধুরতিবলিতং তদ্দ্বয়ং কূর্চ্চযুগ্মং"
কর্পূরাদিস্তব।

(ক্লী) ১২ মলাপকর্ষণার্থ কেশাদিগুচ্ছ, কুঁচি।

"উশীরকূর্চ্চকং দত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।"
হরিভক্তিবিলাস ৬।৪৮।

(পুং) ১৩ মস্তক। ১৪ ভাণ্ডার, গুদাম।

কূর্চ্চক (পুং) কূর্চ্চ-স্বার্থে কন্। ১ মলাপকর্ষণার্থ কেশগুচ্ছ, কুঁচি, চিত্রকরের তুলি। ২ ধ্বজের উপরিভাগ ও অধোভাগের বস্ত্রখণ্ড।
(অস্তোচ্ছ্লাঃ বচূলাখ্যাবূর্দ্ধাধোমুখকূর্চ্চকৌ। হেম° ৩।৪১৪।)
৩ মনুষ্যাবয়ব ভেদ।

কূর্চ্চকী [ন্] (ত্রি) কূর্চ্চকমস্ত্যস্ত, কূর্চ্চক-ইনি। পূর্ণ, স্থূল।

কূর্চ্চল (পুং) কূর্চ্চ-লচ্। দ্বিতীয়বার দন্তোদ্গমের কালপ্রাপ্ত প্রাণী।

কূর্চ্চশিরঃ [স্] (ক্লী) কূর্চ্চস্য শিরঃ উর্দ্ধভাগঃ, ৬তৎ। ১ হস্ত ও পাদতলের উপরিভাগ। ২ অংহ্রিস্কন্ধ, গুল্‌ফ, গুড়মুড়ো।
(অংহ্রিস্কন্ধঃ কূর্চ্চশিরঃ সন্ধৌ। হেম° ৩।২৮১।)

কূর্চ্চশীর্ষ (পুং) কূর্চ্চং শ্মশ্রু তদ্বৎ শীর্ষমস্য, বহুব্রী। ১ নারিকেল বৃক্ষ। ২ অষ্টবর্গান্তর্গত ঔষধবিশেষ, জীবকবৃক্ষ।

কূর্চ্চশীর্ষক (পুং) কূর্চ্চং শ্মশ্রু তদ্বৎ শীর্ষমস্য, বহুব্রী, কূর্চ্চ শীর্ষ সমা° কপ্। ১ জীবকবৃক্ষ। ২ নারিকেল বৃক্ষ।

কূর্চ্চশেখর (পুং) কূর্চ্চং শ্মশ্রু তদ্বৎ শেখরমস্য, বহুব্রী। নারিকেল বৃক্ষ।

কূর্চ্চামুখ (পুং) বিশ্বামিত্র-বংশজাত ঋষিবিশেষ। (ভারত ১৩।৪ অঃ।)

কূর্চ্চিকা (স্ত্রী) কূর্চ্চক স্ত্রিয়াং টাপ্, ইকারাদেশশ্চ। (প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্ব-স্যাত ইদাপ্যসুপঃ। পা ৭।৩।৪৪।) তূলিকা। ২ কুঞ্চিকা, চাবি। ৩ সূচ। ৪ পুষ্পকলিকা। ৫ ক্ষীরবিকৃতি।
(উভে ক্ষীরস্য বিকৃতী কিলাটী কূর্চ্চিকাপিচ। হেম° ৩।৬৯।)
ইহা দুইপ্রকার—দধিকূর্চ্চিকা ও তক্রকূর্চ্চিকা। দধির সহিত ক্ষীর পাক করিলে দধিকূর্চ্চিকা ও তক্রের সহিত পাক করিলে তক্রকূর্চ্চিকা হয়। চলিত কথায় ইহাকে ক্ষীরসা কহে।

কূর্দ্দ (পুং) কূর্দ্দতে ইতি, কূর্দ্দ-অচ্। ১ লম্ফ। ২ সামভেদ।

কূর্দ্দন (ক্লী) কূর্দ্দ-ভাবে ল্যুট্। ক্রীড়া, খেলা।
(দেবনং কূর্দ্দনং খেলা। হেম° ৩।২২০।)

কূর্দ্দনী (স্ত্রী) কূর্দ্দ্যতেঽস্যাং, কূর্দ্দ-অধিকরণে ল্যুট্-ঙীপ্ চ। চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথি, এই তিথিতে কামদেবের উৎসব হয়।

কূর্প (ক্লী) কুরং পাতি, কুর্-পা-কঃ, দীর্ঘশ্চ। কূর্চ্চ, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থান। (কূর্চ্চং কূর্পং ভ্রুবোর্মধ্যে। হেম° ৩।২৪৪।)

কূর্পর (পুং) কফোণি, কণুই। (কফণিঃ কূর্পরশ্চসঃ। হেম° ৩।২৫৪) সংস্কৃত পর্য্যায়—কফোণি, ভুজামধ্য ও কফণি। ২ জানু, হাঁটু।

কূর্পরা (স্ত্রী) কূর্পর-টাপ্। ১ কফোণি, কণুই। ২ জানু, হাঁটু।

কূর্পাস (পুং) কূর্পরে শরীরে অস্যতে আস্তে বা, কূর্পর-অস্ ঘঞ্। (পৃষোদরাদিবৎ রকারলোপে দীর্ঘে চ সাধুঃ।) কঞ্চুক, কাঁচলী, স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গরক্ষিণী।
(কূর্পাসো বারবাণশ্চ কঞ্চুকঃ। হেম° ৩।৪৩১।)
সংস্কৃত পর্য্যায়—নিচোলক, বারবাণ ও কঞ্চুক।

কূর্পাসক (পুং) কূর্পাস-স্বার্থে কন্। কঞ্চুক, কাঁচলী। (কঞ্চুলিকা কূর্পাসকঃ। হেম° ৩ ৩৩৮।) সংস্কৃত পর্য্যায় -চোল, কঞ্চুলিকা, অঙ্গিকা ও কঞ্চুক।
"প্রস্বেদবারিসবিশেষবিষিক্তমঙ্গে
কূর্পাসকং ক্ষতনখক্ষতমুৎক্ষিপন্তী।" মাঘ ৫।২৩।

কূর্ম্ম (পুং) কু-ঈষদূর্ম্মির্বেগোযস্য, পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। ১ কচ্ছপ, কাছিম। (কচ্ছপঃ কমঠঃ কূর্ম্মঃ। হেম° ৪।৪১৯।)
("দ্যাবাপৃথিবীয়ঃ কূর্ম্মঃ॥" শুক্লযজুঃ ২৪।৩৪।)
সংস্কৃত পর্য্যায়—পঞ্চনখ, জলগুল্ম, গুহ্য, কচ্ছপ, কমঠ, ক্রোড়পাদ, চতুর্গতি, পঞ্চাঙ্গগুপ্ত, দৌলেয়, জীবথ, পীবর, পঞ্চগুপ্ত।
বৃহৎসংহিতায় ৬৪ অধ্যায়ে রাজাদিগের কূর্ম্মপালন ও কূর্ম্ম লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—
"স্ফটিকরজতবর্ণো নীলরাজীবচিত্রঃ
কলশ-সদৃশমূর্ত্তিশ্চারুবংশশ্চকূর্ম্মঃ।
অরুণসমবপুর্ব্বা সর্ষপাকারচিত্রঃ
সকলনৃপমহত্বং মন্দিরস্থঃ করোতি॥
অঞ্জনভৃঙ্গশ্যামবপুর্ব্বা বিন্দুবিচিত্রোঽব্যঙ্গশরীরঃ।
সর্পশিবা বা স্থূলগলো যঃ সোপি নৃপাণাং রাষ্ট্রবিবৃদ্ধৈঃ॥
বৈদূর্য্যত্বিট্ স্থূলকণ্ঠস্ত্রিকোণে গূঢ়চ্ছিদ্রশ্চারুবংশশ্চ শস্তঃ।
ক্রীড়াবাপ্যাং তোয়পূর্ণে মণৌ বা
কার্য্যঃ কূর্ম্মো মঙ্গলার্থং নরেন্দ্রৈঃ॥"
স্ফটিক অথবা রজতের ন্যায় বর্ণ, নীলপদ্ম চিহ্ন, বিচিত্র ও কলসের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট সুন্দর পৃষ্ঠদণ্ডযুক্ত কূর্ম্ম অথবা অরুণের ন্যায় রক্তবর্ণ ও সর্ষপ চিহ্নে চিত্রিত কূর্ম্ম গৃহে থাকিলে নৃপদিগের মহত্ব বৃদ্ধি করে।
অঞ্জন কিম্বা ভৃঙ্গের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বিন্দু বিন্দু চিহ্নে চিত্রিত অবিকলাঙ্গ, সর্পের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট অথবা স্থূলকণ্ঠ কূর্ম্ম নৃপদিগের রাজ্যবৃদ্ধিকারক।
বৈদূর্য্যমণির ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, স্থূলকণ্ঠ, ত্রিকোণাকার, গূঢ়চ্ছিদ্র, সুন্দর পৃষ্ঠদণ্ডযুক্ত কূর্ম্মও প্রশস্ত। নৃপদিগের ক্রীড়াবাপীতে অথবা জলপূর্ণ বৃহৎ পাত্রে মঙ্গললাভের জন্য কূর্ম্ম পালন বিধেয়।
কূর্ম্ম যেরূপ জলোপরি ভাসিয়া থাকে, সেইরূপ ভাসিয়া আছে বলিয়া, ২ পৃথিবী। ৩ প্রজাপতির অবতারবিশেষ।
"স যৎ কূর্ম্মো নাম এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত যদসৃজতাকরোত্তদ্ যদকরোৎ তস্মাৎ কূর্ম্মঃ কশ্যপো বৈ কূর্ম্মস্তস্মাদাহুঃ।" শতপথব্রাহ্মণ ৭।৫।১।৫।

৪ দেহস্থিত নাগাদি পঞ্চবায়ুর মধ্যে দ্বিতীয় বায়ু।
"উন্মীলনে স্মৃতঃ কূৰ্ম্মো ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভঃ।" শারদাতিলকটী।
৫ কদ্রুর পুত্র নাগবিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৪১।)
৬ গৃৎসমদের একপুত্রের নাম। ইনি ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭, ২৮ ও ২৯ ইত্যাদি সূক্তগুলি প্রকাশ করেন।
৭ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। সমুদ্রমন্থন কালে ভগবান্ বিষ্ণু কূৰ্ম্মরূপ ধারণ করিয়া মন্দরপৰ্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন। ৮ তন্ত্রশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মুদ্রাবিশেষ। তন্ত্রসারে এই মুদ্রাপ্রক্রিয়া এইরূপ লিখিত আছে—

"বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া।
তথা দক্ষিণতর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠেন যোজয়েৎ॥
উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ।
অঙ্গুলীর্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ॥
বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা।
অধোমুখে চ তে কুর্য্যাদ্দক্ষিণস্য করস্য চ॥
কূৰ্ম্মপৃষ্ঠসমং কুর্য্যাদ্দক্ষপাণিঞ্চ সর্ব্বতঃ।
কূৰ্ম্মমুদ্রেয়মাখ্যাতা দেবতাধ্যান-কৰ্ম্মণি॥"

বামহস্ত চিত করিয়া তদুপরি দক্ষিণহস্ত উপুড় করিয়া দিয়া বামহস্তের তর্জ্জনীর সহিত দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর সহিত বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি যুক্ত করিয়া দিবে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া রাখিবে, বামহস্তের মধ্যমাদি অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে যোগ করিয়া দিবে, দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা বামহস্তের পিতৃতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য দিয়া অধোমুখ করিয়া দিবে ও দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কূৰ্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে উন্নত করিয়া রাখিবে। ইহাকে কূৰ্ম্মমুদ্রা কহে ও ইহা দেবতা-ধ্যানকার্য্যে অনুষ্ঠেয়। ৯ আসনবিশেষ। হঠযোগ-প্রদীপিকায় লিখিত আছে—

"গুদং নিরুধ্য গুল্‌ফাভ্যাং ব্যুৎক্রমেণ সমাহিতঃ।
কূৰ্ম্মাসনং ভবেদেতদিতি যোগবিদো বিদুঃ॥"

গুল্‌ফদ্বয় দ্বারা গুহ্যদেশকে নিপীড়িত করিয়া ক্রম-বিপর্য্যয় ভাবে অবস্থিত হইবে, ইহাকে কূৰ্ম্মাসন কহে।

কূৰ্ম্মচক্র (ক্লী) কূৰ্ম্মাকারং চক্রং, মধ্যলো°। ১ গ্রহণীয় মন্ত্রের শুভাশুভসূচক কূৰ্ম্মাকার চক্রবিশেষ। রুদ্রযামলে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—কূৰ্ম্মচক্র শুভাশুভ ফলবোধক, এই চক্রের বিষয় অবগত হইলে সর্ব্বশাস্ত্রার্থ জানিতে পারা যায়। প্রথমে চতুষ্পাদ-সমাবৃত কূৰ্ম্মাকার মহাচক্র অঙ্কিত করিবে, তাহার মুখদেশে স্বরবর্ণ, সম্মুখের দক্ষিণপাদে কবর্গ, বামপাদে চবর্গ, পশ্চাতের দক্ষিণপাদে টবর্গ, বামপাদে তবর্গ, উদরে পবর্গ, হৃদয়ে য, র, ল, ব, পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে শ, ষ, স, হ, পুচ্ছে শক্রবীজ অর্থাৎ ল ও লিঙ্গমধ্যে ক্ষকার সন্নিবেশিত করিবে। তৎপরে মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি গণনা করিবে। গণনায় স্বরবর্ণ হইলে লাভ কবর্গ হইলে শ্রী, চবর্গ হইলে বিবেক, টবর্গ হইলে রাজপদবী, তবর্গে ধনবান্, উদরে অর্থাৎ উদরে লিখিতবর্ণ হইলে সর্ব্বনাশ, হৃদয় লিখিতবর্ণ হইলে বহু দুঃখ, পৃষ্ঠস্থিত বর্ণে সর্ব্বপ্রকার সন্তাপ ও লাঙ্গুলস্থিতবর্ণ হইলে নিশ্চিত মরণ হয়।
২ তন্ত্রসার-বর্ণিত জপযজ্ঞাদি কৰ্ম্মের শুভাশুভ সূচক চক্রবিশেষ। তন্ত্রসারে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—চতুরস্র ভূমিভেদ করিয়া নয়টী কোষ্ঠ অঙ্কিত করিবে। পূর্ব্ব কোষ্ঠ হইতে যথাক্রমে সাতটী বর্গ লিখিবে, ঈশান কোণে লক্ষ এবং মধ্য কোষ্ঠে স্বরবর্ণ যুগ্মক্রমে লিখিবে। পূর্ব্বাদি দিকের মধ্যে যে কোষ্ঠে ক্ষেত্রাদি অক্ষর থাকে, তাহাকে মুখ, তাহার উভয় পার্শ্বস্থিত কোষ্ঠ দুইটী হস্ত, তৎপরবর্ত্তী দুইটী কুক্ষি, অবশিষ্ট দুইটী পাদ এবং পুচ্ছ এই প্রকার ভাগ করিবে। ফল—মুখে সিদ্ধিলাভ, হস্তে অল্পজীবন, কুক্ষিতে উদাসীন, পদে দুঃখ, পুচ্ছে পীড়া, বন্ধন ও উচ্চাটন। কূৰ্ম্মচক্র না জানিয়া জপ যজ্ঞ করিলে কোন ফল হয় না। [চক্র দেখ।]

কূৰ্ম্মপিত্ত (ক্লী) কূৰ্ম্মস্য পিত্তং ৬তৎ। কূৰ্ম্মের শরীরস্থ পিত্ত ধাতু।

কূৰ্ম্মপুরাণ (ক্লী) কূৰ্ম্মরূপী ভগবান্ কথিত পুরাণ, ব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের পঞ্চদশ পুরাণ। এই পুরাণে এই সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে—"পূর্ব্বভাগে" বিষ্ণুর কূৰ্ম্মশরীরধারণ, ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মাহাত্ম্য, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজপ্রসঙ্গে দয়ার আবিকা, লক্ষ্মীপ্রদ্যুম্নসংবাদ, বর্ণাশ্রমের আচার, জগতের উৎপত্তি, কালসংখ্যা, প্রলয় সময়ে প্রভুর স্তব, সৃষ্টিবিবরণ, শঙ্করচরিত, পার্ব্বতীর সহস্র নাম, যোগ-নিরূপণ, ভৃগুবংশবর্ণন, স্বায়ম্ভুব মনুর বিবরণ, দেবতাগণের উৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞভঙ্গ, দক্ষসৃষ্টি, কশ্যপবংশবর্ণন, আত্রেয়বংশ-বর্ণন, কৃষ্ণচরিত, মার্কণ্ডেয়-কৃষ্ণসংবাদ, ব্যাসপাণ্ডবসংবাদ, যুগধৰ্ম্ম, ব্যাসজৈমিনি-সংবাদ, কাশীমাহাত্ম্য, প্রয়াগমাহাত্ম্য, ত্রৈলোক্যবর্ণন, বেদশাখানিরূপণ। "উত্তরভাগে" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বৃত্তিনিরূপণ, সঙ্করজাতির বৃত্তি, কাম্যকৰ্ম্মের বিধান, ষট্‌কৰ্ম্ম সিদ্ধি, মুক্তি ও তাহার উপায়, পুরাণ শ্রবণের ফলশ্রুতি।

কূৰ্ম্মপৃষ্ঠ (ক্লী) কূৰ্ম্মস্য পৃষ্ঠং, ৬তৎ। ১ কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশ।
"কূৰ্ম্মপৃষ্ঠোন্নতৌ চাপি শোভেতে কিঙ্কিণীকিণৌ।"
ভারত ৩।৪৬।১১।)

(পুং) কূর্ম্মস্য পৃষ্ঠমিব, তদ্বৎকঠোরত্বাদিত্যর্থঃ। ২ অম্লানবৃক্ষ।

কূর্ম্মপৃষ্ঠক (ক্লী) কূর্ম্মপৃষ্ঠমিব কায়তে প্রকাশতে কূর্ম্মপৃষ্ঠ-কৈ ক। শরাব, শরা।

কূর্ম্মপৃষ্ঠাস্থি (ক্লী) পৃষ্ঠস্য অস্থি, ৬তৎ, পশ্চাৎ কূর্ম্মস্য পৃষ্ঠাস্থি ৬তৎ। কূর্ম্মের পৃষ্ঠদেশের অস্থি, কচ্ছপের খোলা।

কূর্ম্মপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্রের বহ্নিকোণে অবস্থিত একটী নগর। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৭।১১৫)।

কূর্ম্মভট্ট, বালভাগবত রচয়িতা।

কূর্ম্মরাজ (পুং) কূর্ম্মাণাং রাজা শ্রেষ্ঠত্বাৎ, ৬তৎ, কূর্ম্ম রাজন্ সমা° টচ্। (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১।) কচ্ছপ-রাজ, কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু, যিনি পৃথিবীকে পৃষ্ঠে বহন করিতেছেন।

"পৃথ্বি! স্থিরা ভব ভুজঙ্গম! ধারয়ৈনাং
ত্বং কূর্ম্মরাজ! তদিদং দ্বিতয়ং দধীথাঃ।" মহানাটক।

কূর্ম্মবিভাগ (পুং) কূর্ম্মস্য তদ্রূপভগবদবয়বস্য বিভাগোঽত্র। ১ বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতার ১৪শ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে নক্ষত্রানুসারে দেশের শুভাশুভ নিরূপিত হইয়াছে। যথা—

অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্রকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন তিনটীতে এক এক বর্গ স্থির করা হয়। ১ম, মধ্যভাগে কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশির এই তিন নক্ষত্রে—ভদ্র, অরিমেদ, মাণ্ডব্য, সাল্ব, নীপ, উজ্জিহান, সংখ্যাত, মরু, বৎস, ঘোষ, যামুন, সারস্বত, মৎস্য, মাধ্যমিক, মাথুরক, উপজ্যোতিষ, ধর্ম্মারণ্য, শূরসেন, গৌরগ্রীব, উদ্দেহিক, পাণ্ডু, গুড়, অশ্বত্থ, পাঞ্চাল, সাকেত, কঙ্ক, কুরু, কালকোটি, কুকুর, পারিপাত্র, ঔদুম্বর, কাপিষ্ঠল ও হস্তিনা অবস্থিত। ২য়, পূর্ব্বদিকে আর্দ্রা, পুনর্বসু ও পুষ্যা এই তিন নক্ষত্রে—অঞ্জন, বৃষভধ্বজ, পদ্ম, মাল্যবান্, ব্যাঘ্রমুখ, সুহ্ম, কর্বট, চান্দ্রপুর, শূর্পকর্ণ, খস, মগধ, শিশিরগিরি, মিথিলা, সমতট, উড্র, অশ্বমুখ, দন্তুরক, প্রাগ্জ্যোতিষ, লৌহিত্য, ক্ষীরোদ-সমুদ্র, পুরুষাদ, উদয়গিরি, ভদ্র, গৌড়ক, পৌণ্ড্রক, উৎকল, কাশী, মেকল, অম্বষ্ঠ, একপদ, তাম্রলিপ্তি, কোশলক ও বর্দ্ধমান এই সকল অবস্থিত। ৩য়, অগ্নিকোণে অশ্লেষ, মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনী এই তিননক্ষত্রে—কোশল, কলিঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, জঠর, অঙ্গ, শৌলিক, বিদর্ভ, বৎস, অন্ধ্র, চেদি, ঊর্দ্ধকণ্ঠ, বৃষদ্বীপ, নারিকেলদ্বীপ, চর্ম্মদ্বীপ, বিন্ধ্যান্তবাসী, ত্রিপুরা, শ্মশ্রুধর, হেমকুণ্ড্য, ব্যালগ্রীব, মহাগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যা, কণ্টকস্থল, নিষাদ, পুরিক, দশার্ণ, নগ্ন ও পর্ণশবর এই সকল অবস্থিত। ৪র্থ, উত্তরফল্গুনী, হস্তা ও চিত্রা নক্ষত্রে দক্ষিণ-দিকে লঙ্কা, কালাজিন, সৌরি, কীর্ণ, তালিকট, গিরিনগর, মলয়, দর্দ্দুর, মহেন্দ্র, মালিন্দ্য, ভরুকচ্ছ, কঙ্কট, টঙ্কণ, বনবাসি, শিবিক, ফণিকার, কোঙ্কণ, আভীর, আকর, বেণা, আবন্তক, দশপুর, গোনর্দ্দ, কেরল, কর্ণাট, মহাটবী, চিত্রকূট, নাসিক্য, কোল্লগিরি, চোল, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, জটাধর, কাবেরী, ঋষ্যমূক, বৈদূর্য্য, শঙ্খ, মুক্ত, অত্রি-আশ্রম, বারিচর, ধর্ম্ম (যম)-পট্টন, দ্বীপ, গণরাজ্য, কৃষ্ণবেন্নুর, পিশিক, শূর্পাদ্রি, কুসুমগিরি, তুম্বর, কার্মণেয়ক, দক্ষিণসমুদ্র, তাপসাশ্রম, ঋষিক, কাঞ্চী, মরুচী-পট্টন, চেরী, আর্য্যক, সিংহল, ঋষভ, বলদেবপট্টন, দণ্ডকারণ্য, তিমিঙ্গিলাশন, ভদ্র, কচ্ছ, কুঞ্জরদরী, তাম্রপর্ণী নদী এই সকল অবস্থিত। ৫ম, নৈর্ঋতকোণে স্বাতী, বিশাখা ও অনুরাধা-নক্ষত্রে—পহ্লব, কাম্বোজ, সিন্ধুসৌবীর, বড়বামুখ, আরব, অম্বষ্ঠ, কপিল, নারীমুখ, আনর্ত্ত, ফেণগিরি, যবন, মাকর, কর্ণ-প্রাবেয়, পারসব, শূদ্র, বর্বর, কিরাত, খণ্ড, ক্রব্যাদ, আভীর, চঞ্চূক, হেমগিরি, সিন্ধু, কালক, রৈবতক, সুরাষ্ট্র, বাদর, দ্রবিড় এই সমস্ত। ৬ষ্ঠ, পশ্চিমদিকে জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া এই তিন নক্ষত্রে—মণিমান্, মেঘবান্, বনৌঘ, ক্ষুরার্পণ, অস্তাচল, অপরান্তক, শান্তিক, হৈহয়, প্রশস্তাদ্রি, বোক্কাণ, পঞ্চনদ, রমঠ, পার, তত্তার, ক্ষিতি, জৃঙ্গ, বৈশ্য, কনক ও শক। ৭ম, বায়ুকোণে উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা এই তিন নক্ষত্রে—মাণ্ডব্য, তুষার, তাল, হল, মদ্র, অশ্মক, কুলুত, লহড়, স্ত্রীরাজ্য, নৃসিংহ, বন, খস্থ, বেণুমতী, ফল্গুলুকা, গুরুহা, মরুকুচ্ছ, চর্ম্মরঙ্গ, একবিলোচন, শূলিক, দীর্ঘগ্রীব, দীর্ঘাস্য, কুশ। ৮ম, উত্তরদিকে শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্র পদ নক্ষত্রে—কৈলাস, হিমালয়, বসুমান্ ও ধনুষ্মান্ পর্ব্বত, ক্রৌঞ্চ, মেরু, উত্তরকুরু, ক্ষুদ্রমীন, কৈকয়, বসাতি, যামুন, ভোগপ্রস্থ, আর্জ্জুনায়ন, আগ্নীধ্র, আদর্শ, অন্তর্দ্বীপ, ত্রিগর্ত্ত, তুর-গানন, অশ্বমুখ, কেশধর, চিপিট-নাসিক, দাসেরক, বাটধান, শরধান, তক্ষশিলা, পুষ্কলাবত, কৈলাবত, কণ্ঠধান, অম্বর, মদ্রক, মালব, পৌরব, কচ্ছার, দণ্ডপিঙ্গলক, মানহল, হূণ, কোহল, শীতক, মাণ্ডব্য, ভূতপুর, গান্ধার, যশোবতি, হেমতাল, রাজন্য, খচর, গব্য, যৌধেয়, দাসমেয়, শ্যামার্ক ও ক্ষেমধূর্ত্ত। ৯ম, ঈশানকোণে রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রে—মেরুক, নষ্টরাজ্য, পশুপাল, কীর, কাশ্মীর, অভিসার, দরদ, তঙ্গণ, কুলুত, সৈরিন্ধ্র, বনরাষ্ট্র, ব্রহ্মপুর, দার্ব, ডামর, বনরাজ্য, কিরাত, চীন, কৌণিন্দ, ভল্ল, পলোল, জটাসুর, কুনঠ, খস, ঘোষ, কুচিক, একচরণ, অনুবিশ্ব, সুবর্ণভূ, বসুবন, দিবিষ্ঠ, পৌরব, চীরনিবসন, ত্রিনেত্র, মুঞ্জাদ্রি ও গন্ধর্ব্ব।

যে নক্ষত্রে যে সমস্ত দেশ নিরূপিত হইয়াছে সেই নক্ষ-ত্রের সহিত ক্রূরগ্রহের যোগ হইলে সেই দেশবাসী রাজা ও প্রজাগণের অমঙ্গল ঘটে। (বৃহৎসংহিতা ১৪ অঃ।)

কূর্ম্মাঙ্গন্যায় (পুং) কূর্ম্মাঙ্গ-দৃষ্টান্ত-মূলকো ন্যায়ঃ, মধ্যলো° কূর্ম্মাঙ্গদৃষ্টান্তমূলক লৌকিক ন্যায়বিশেষ। কূর্ম্ম যেরূপ স্বীয় অঙ্গ স্বেচ্ছাক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারে সেইরূপ।

কূর্ম্মাবতার (পুং) কূর্ম্মে কূর্ম্মরূপে অবতারোঽবতরণং কূর্ম্ম-দেহ-ধারণমিত্যর্থঃ। বিষ্ণুর কূর্ম্ম দেহ ধারণ, দ্বিতীয় অবতার।

কূর্ম্মি [ন্] (ত্রি) (বৈদিক) [তুবিকূর্ম্মি দেখ]।

কূর্ম্মোন্নতা (স্ত্রী) যোনিভেদ।

"কূর্ম্মোন্নতা ভবেদ্যোনিঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠমিবোন্নতা।" লোকপ্রকাশ।

কূল (ক্লী) কূলতি আবৃণোতি জল-প্রবাহম্, কূল-অচ্। ১ নদ্যাদির তীর। (কূলং প্রপাতঃ কচ্ছরোধসী। হেম° ৪।১৪৩।)

"চুকুজ কূলে কলহংসমণ্ডলী।" নৈষধ।

সংস্কৃত পর্য্যায়—রোধঃ, তীর, প্রতীর, তট, তটী, বেলা, প্রপাত ও কচ্ছ। ২ স্তূপ। ৩ তড়াগ। ৪ সৈন্যপৃষ্ঠ, সৈন্যদিগের পশ্চাৎভাগ। ৫ অন্তিক, সমীপ।

"কূলায় কূলেষু বিলুট্য তে স্থতাঃ" নৈষধ।

'কূলায়কূলেষু নীড়ান্তিকেষু' মল্লিনাথ।

কূলক (ক্লী পুং) কূল-স্বার্থে কন্। ১ তীর। ২ স্তূপ। (পুং) কূল-সংজ্ঞায়াং কন্। ৩ কৃমিপর্ব্বত, উইমাটীর ঢিপি। (ক্লী) ৪ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ।

কূলঙ্কষ (ত্রি) কূলং কষতি ব্যাপ্নোতি ভিনত্তি, কূল কষ-খচ্, (সর্ব্বকূলাভ্রকরীষেষু কষঃ। পা ৩।২।৪২।) মুম্‌চ। ১ কূলব্যাপক। (পুং) ২ সমুদ্র।

কূলঙ্কষা (স্ত্রী) কূলঙ্কষ—স্ত্রিয়াং টাপ্। নদী। (তটিনী কূলঙ্কষ-বাহিনী। হেম° ৪।১৪৬।

"কূলঙ্কষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমম্ভস্তটতরুঞ্চ।" শকুন্তলা, ৫ অঙ্ক।)

কূলচর (ত্রি) কূলে নদ্যাদীনাং তীরে চরতি, কূল-চর্-ট। ১ যাহারা নদী-তীরে চরিয়া বেড়ায়। (পুং) ২ আয়ুর্ব্বেদোক্ত নদী-তীর-বিচরণকারী কয়েকজাতীয় পশু। সুশ্রুতমতে—গজ, গবয়, মহিষ, রুরুজাতীয়মৃগ, চমর, বালমৃগ, রোহিতজাতীয়-মৃগ, বরাহ, গণ্ডার, গোহরিণ, কালপুচ্ছ, কোন্দ্র, বহুশৃঙ্গবিশিষ্ট ন্যঙ্কুজাতীয় মৃগ ও অরণ্যগবয় প্রভৃতি কূলচর পশু।

ভাবপ্রকাশ মতে—মহিষ, গণ্ডার, বরাহ, চমরী ও হস্তী প্রভৃতি। ইহাদের মাংস বায়ুপিত্তনাশক, বৃষ্য, বলকারক, মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, মূত্রজনক ও কফবৃদ্ধিকারক।

কূলন্ধয় (ত্রি) কূলং ধয়তি, কূল-ধেট্-খশ্ মুম্‌চ (বোপ) কূলস্পর্শী বনাদি।

কূলভূ (স্ত্রী) কূলস্য তীরস্য ভূর্ভূমিঃ, ৬তৎ। তীরভূমি। (মর্য্যাদাকূলভূঃ। হেম°৪।১৪৩।)

কূলমুদ্রুজ (ত্রি) কূলমুদ্রুজয়তি, কূল উৎরুজ-খশ্, (উদিকূলে রুজিবহোঃ। পা ৩।২।৩১।) মুমাগমশ্চ। কূলভেদক।

"আসাদিতৌ কথং ক্রতং ন গজৈঃ কূলমুদ্রুজৈঃ।" ভট্টি।

কূলমুদ্বহ (ত্রি) কূলং উদ্বহতি, কূল-উৎবহ খশ্। (উদিকূলে রুজিবহোঃ। পা ৩।২।৩১।) মুম্‌চ। কূলভেদক, কূল-প্লাবিকা নদ্যাদি।

"উত্তীর্ণো বা কথং ভীমাঃ সরিতঃ কূলমুদ্বহাঃ।" ভট্টি।

কূলবতী (স্ত্রী) কূলমস্ত্যস্যাঃ, কূল-বলাদিত্বাৎ মতুপ্, (বলা-দিভ্যো মতুবন্যতরস্যাম্। পা ৫।২।১৩৬।) মস্য বঃ—স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নদী।

কূলহুণ্ডক (পুং) তড়াগাদৌ-হুণ্ডতে সংঘীভবতি, কূল্-হুড়্-মুমাগমশ্চ, পৃষোদরাদিবৎ উকারলোপে সাধুঃ। জলাবর্ত্ত, জলের ঘূর্ণী।

কূলাস (ত্রি) কূলং অস্যতি ক্ষিপতি, কূল-অস্-অণ্। কূল-ক্ষেপক। *। সংকলাদিগণীয় বলিয়া কূলাসশব্দের উত্তর চতু-রর্থে অঞ্ প্রত্যয় হয়। (পা ৪।২।৭৫।)

কূলিক (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় একজন রাজা। মৎস্যপুরাণ মতে ইনি প্রসেনজিতের পৌত্র ও ক্ষুদ্রকের পুত্র। (মৎস্য ২৭১।১৩) হেমচন্দ্রকৃত মহাবীর-চরিত্রে লিখিত আছে মগধরাজ প্রসেনজিতের পুত্র শ্রেণিক তৎপুত্র কূলিক। বৌদ্ধশাস্ত্রা-নুসারে শ্রেণিক শাক্যসিংহের সমসাময়িক। বিষ্ণুপুরাণে কুণ্ডক, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কুলিক এবং কোন কোন হস্তলিপিতে 'কূলক' এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

কূলিকা (স্ত্রী) কূলিক টাপ্। বীণার তলদেশ।

কূলিনী (স্ত্রী) কূলমস্ত্যস্যাঃ, কূল ইনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নদী।

"দেশঃ প্রবলতোয়োঽয়ং মহাপদ্মসরোজলৈঃ।
কূলিনীভিশ্চ শবলঃ স্বল্পোৎপত্তিঃ সদাভবৎ॥" রাজতর° ৫।৭৩।

কূলী [ন্] (ত্রি) কূলমস্ত্যস্য, কূল-ইনি। কূলযুক্ত, তীরযুক্ত।

কূলেচর (পুং) কূলে চরতি অলুক্। নদ্যাদি তীরবিহারী পশু। [কূলচর দেখ।]

কূবার (পুং) কুং পৃথিবীমাবৃণোতি, কু-বৃ-অণ্, পৃষোদরাদিবৎ দীর্ঘে সাধুঃ। সমুদ্র।

কূশ্ম (পুং) [বৈদিক] হবনীয় দেবতাভেদ।

"প্রদরান্ পায়ুনা কূশ্মাঞ্ছকপিণ্ডৈঃ।" শুক্লযজুঃ ২৫।৭।

'কূশ্মান্ দেবান্ প্রীণামি।' মহীধর।

কূষ্মাণ্ড (পুং) কু-ঊষ-দুষ্মা অন্তেষু বীজেষু যস্য। ১ কুষ্মাণ্ড, কর্কারু, (Benincasa cerifera.) ২ গণদেবতা ভেদ। ৩ যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রবিশেষ।

"কূষ্মাণ্ডৈর্ব্বাপি জুহুয়াদ্‌ঘৃতমগ্নৌ যথাবিধি।" মনু ৮।১০৬।

'কুষ্মাণ্ডা নাম মন্ত্রা যজুর্ব্বেদে পঠ্যন্তে।' মেধাতিথি। ৪ ঋষিভেদ। (যাজ্ঞবল্ক্য ১। ২৮৫।) [কুষ্মাণ্ড দেখ।]

কূষ্মাণ্ডক (পুং) [কুষ্মাণ্ডক দেখ।]

কূষ্মাণ্ডিণী (স্ত্রী) দেবীবিশেষ।

কূষ্মাণ্ডী (স্ত্রী) [কুষ্মাণ্ডী দেখ।]

কূহনা (স্ত্রী) কু ঈষদূহ্যতেঽত্র, কু-উহবিতর্কে অধিকরণে ল্যুট্ টাপ্। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ধার্ম্মিকতার ভাণ।

কূহা (স্ত্রী) কু ঈষদূহ্যতেঽত্র, কু-উহ বিতর্কে অধিকরণে ঘঞর্থে ক-স্ত্রিয়াং টাপ্। কুজ্ঝটিকা।

কৃক (পুং) কৃ-কক্। গলদেশ, কণ্ঠ। (কৃকস্তু কন্ধরা মধ্যং। হেম° ৩। ২৫১।)

কৃকণ (পুং) কৃ ইতি কণতি শব্দং করোতি। কৃ-কণ্-অচ্। ১ ক্রকর পক্ষী, কয়ের পাখী (Perdix sylvatica.) ('কৃকণো গৌরতিত্তিরিঃ' টীকা হেমচন্দ্র ৪।৪০৪।) ২ কৃমি, কীট। ৩ সাত্বতবংশীয় ভজমান রাজপুত্রভেদ (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৩।২।) ৪ স্থানবিশেষ। (পা ৪। ২। ১৪৫)

কৃকণেয়ু (পুং) পুরুবংশীয় রৌদ্রাশ্বের এক পুত্র। (হরিবংশ ৩১ অঃ।)

কৃকদাশু (পুং) [বৈদিক] হিংসাকারক, শত্রু। "কৃঞ হিংসায়াং কন্ (কৃদাধারার্চি কলিভ্যঃকন্।" উণ্ ৩। ৪০) উজ্জ্বলদত্ত এই সূত্রটীকে অন্যপ্রকার পাঠ করেন এবং তাহার মতে কর্ক পদ হয় "কৃদাধারার্চি কলিভ্যঃ কঃ বহুলবচনাৎ ন ককারস্য ইৎসংজ্ঞা কর্কঃ" উজ্জ্বলদত্ত ৩।৪০। "কিদিত্যনুবৃত্তের্গুণাভাবঃ। তথা কৃকোহিংসা.তং দাশতি প্রযচ্ছতি কৃক-দাশ-উণ্। বহুলগ্রহণাদ্দাশতে রপি কৃকউপপদে 'কৃকে বচঃ কশ্চ।' উণ্ ১.৬ ইত্যুণ্।" সায়ণ।

"সর্ব্বং পরিক্রোশং জহি জংভয়া কৃকদাশ্বং।" ঋক্ ১।২৯।৭। 'কৃকদাশ্বং অস্মদ্বিষয়ে হিংসাপ্রদং শত্রুং' সায়ন।

কৃকর (পুং) কৃ করণং জগৎসৃষ্টিসংহারাদিকার্য্যং করোতি, কৃ-কৃ-ট। ১ শিব। ২ শরীরস্থ নাগাদি পঞ্চ বায়ুর মধ্যে ক্ষুতকারক বায়ু। ("কৃকরস্তু ক্ষুতে চৈব জপাকুসুমসন্নিভঃ।" শারদাতিলকটী।) ৩ কৃকণপক্ষী, কয়ার পাখী। ৪ চব্যক, চই। ৫ করবীর বৃক্ষ।

কৃকলা (স্ত্রী) কৃকাকারং গলদেশাকৃতং লাতি গৃহ্লাতি কৃক-লা-ক-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ পিপ্পলী। ২ কৃকলাস-স্ত্রী।

"সর্পদন্তং গৃহীত্বা তু কৃষ্ণবৃশ্চিককণ্টকং।
কৃকলারক্তসংযুক্তং সূক্ষ্মচূর্ণন্তু কারয়েৎ॥" ইন্দ্রজাল।

কৃকলাশ (পুং) কৃকং কণ্ঠদেশং লাসয়তি শোভাযুক্তং করোতি কৃক-লস্-ণিচ্-অচ। (পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ।) কৃকলাস।

কৃকলাস (পুং) কৃকং গলদেশং লাসয়তি শোভাযুক্তং করোতি, কৃক-লস্-ণিচ্-অচ্। সরীসৃপজাতীয় জন্তুবিশেষ, চলিত বাঙ্গালায় কাঁক্‌লাস ও গিরগিটী বলে। (Chamæleon.)

সংস্কৃতপর্য্যায়—সরট, বেদার, ক্রকচপাৎ, তৃণাঞ্জন, প্রতিসূর্য্য, প্রতিসূর্য্যকয়ানক, বৃত্তিস্থ, কণ্টকাগার, ছুরারোহ, ক্রমাশ্রয়, শয়ানক। "কৃকলাসঃ পিপ্পকা শকুনিস্তে।" বাজসনেয়সংহিতা ২৪। ৪০।

কৃকলাসক (পুং) কৃকলাস—স্বার্থে কন্। কৃকলাস।

কৃকলাসদীপিকা (স্ত্রী) ইন্দ্রজালসম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ।

কৃকবাকু (পুং) কৃকেন গলদেশেন বক্তি, কৃক-বচ্-ঞুণ্, কশ্চান্তাদেশঃ (কৃকেবচঃকশ্চ। উণ্ ১। ৬।) ১ কুক্কুট।

"কৃকবাকুঃ সাবিত্রো হংসো বাতস্য" শুক্লযজুঃ ২৪।৩৫।
'কৃকবাকুঃ তাম্রচূড়ঃ' মহীধর।

২ ময়ূর। "লতাকণ্টকসংকীর্ণাঃ কৃকবাকুপনাদিতাঃ।"রঘু২।২৮। ৩ কৃকলাস। (কৃকবাকুঃ কুক্কুটে স্যাৎ কৃকলাসময়ূরয়োঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কৃকবাকুধ্বজ (পুং) কৃকবাকুর্ময়ূরোধ্বজোঽস্য, বহুব্রী। কার্ত্তিকেয়ের একটী নাম।

কৃকষা (স্ত্রী) কৃ ইতি শব্দং কষতি, কৃ-কষ অচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। পক্ষিজাতিবিশেষ, কঙ্কণহারিকা।

("কৃকষায়া আয়ুঃকামস্য" পারস্করগৃহ্যসূত্র ১।১৯।)

কৃকাট (ক্লী) [বৈদিক] কৃকং গলদেশমটতি, কৃক-অট্-অণ্। গলদেশের সন্ধিস্থল, ঘাটা, ঘাড়্।

"ইন্দ্রঃ শিরোঽগ্নির্ললাটং যমঃ কৃকাটম্।" অথর্ব ৯।৭।১।

কৃকাটক (ক্লী) কৃকাট স্বার্থে-কন্। ১ গলদেশ। ২ স্কন্ধাংশ।

কৃকাটিকা (স্ত্রী) কৃকাট-স্ত্রিয়াং টাপ্। অকারস্যেকারশ্চ। (প্রত্যয়স্থাৎ কাৎপূর্ব্বস্যাতইদাপ্যসুপঃ। পা ৭। ৩। ৪৪।) ঘাটা, ঘাড়। (ঘাটা কৃকাটিকা। হেম° ৩।২৫০।)

("জানুকূর্পরসীমন্তাধিপতি-গুল্ফ-মণিবন্ধ-কুকুন্দরাবর্ত্ত-কৃকাটিকাশ্চেতি সন্ধিমর্ম্মাণি।" সুশ্রুত।)

কৃকালিকা (স্ত্রী) পক্ষিজাতিবিশেষ।

কৃকী [ন্] (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত প্রাচীন নৃপবিশেষ।

কৃকুলাস (পুং) কৃকলাস পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। কৃকলাস। (অমরটীকা ২।৫।১২)

কৃচ্ছ্র (পুং ক্লী) কৃন্ততি সুখম্, কৃতি ছেদনে-রক্, ছকারান্তাদেশশ্চ। (কৃতেশ্ছক্রূচ। উণ্ ২।২১।) ১ দুঃখ, কষ্ট। (কৃচ্ছ্রং কষ্টং প্রসৃতিজং। হেম° ৬।৮।)

"তথা ত্যজন্নিমং দেহং কৃচ্ছ্রাদ্গ্রাহাদ্বিমুচ্যতে।" মনু ৬।৭৮।

(ত্রি) ২ কষ্টসাধক, কষ্টদায়ক। ৩ কষ্টযুক্ত, কষ্টপ্রাপ্ত।

৪ কষ্টসাধ্য। (পুং ক্লী) কৃন্তত্যংহনেন পাপং। ৫ সান্তপনাদি ব্রত। (কৃচ্ছ্রং সান্তপনাদিকং। হেম° ৩।৫০৬।) সংহিতাকারগণ অনেক প্রকার কৃচ্ছ্রের বিধান করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
জগ্ধ্বাপরেঽহ্ন্যুপবসৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরন্॥"

পূর্ব্ব দিবসে আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক গোবর, গোমূত্র, ক্ষীর, দধি ও ঘৃত এই পঞ্চগব্য কুশোদকের সহিত পান করিয়া পর দিবসে উপবাস করিবে। ইহাকে দ্বৈরাত্রিক সান্তপন-কৃচ্ছ্র কহে।

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
একৈকং প্রত্যহং পীত্বা ত্বহোরাত্রমভোজনম্॥" জাবাল।

ছয়দিন আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যেক দিনে গোমূত্র প্রভৃতি পঞ্চগব্য ও কুশোদকের যথাক্রমে এক একটী পান করিবে। পরে সপ্তম দিবসে উপবাস করিবে। ইহাকে সপ্তাহসাধ্য কৃচ্ছ্রসান্তপন কহে। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাকে মহাসান্তপনকৃচ্ছ্র কহিয়াছেন। (৩।৩১৫।)

এতদ্ভিন্ন প্রাজাপত্যকৃচ্ছ্র ইহার অপর নাম প্রাকৃতকৃচ্ছ্র (মনু ১১।২২১), তপ্তকৃচ্ছ্র (মনু ১১।২১৫), চান্দ্রায়ণকৃচ্ছ্র (মনু ১১।১৭৮-২১৭, যাজ্ঞ, ৩।৩২৫), পরাককৃচ্ছ্র (মনু ১১।২১৬), কৃচ্ছ্র (মনু ১১।২০১), অতিকৃচ্ছ্র (মনু ১১।২১৪), পর্ণকৃচ্ছ্র (যাজ্ঞ, ৪।৩১৬), পাদকৃচ্ছ্র (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৩১৮), কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৩২০), সৌম্যকৃচ্ছ্র (যাজ্ঞ, ৩।৩২০।) ও তুলাপুরুষ (যাজ্ঞ, ৩।৩২১।) প্রভৃতি কয়েক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পত্রকৃচ্ছ্র, ফলকৃচ্ছ্র ও মূলকৃচ্ছ্র ইত্যাদিতে আরও একাদশ প্রকার কৃচ্ছ্রের কথা বলিয়াছেন। (ক্লী) ৬ পাপ। (পুং) ৭ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ।

কৃচ্ছ্রকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) কৃচ্ছ্রং কষ্টসাধ্যং কর্ম্ম, কর্ম্মধা। কষ্টসাধ্য, পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্ম।

কৃচ্ছ্রপ্রাণ (ত্রি) কৃচ্ছ্রং কষ্টং বিপদং গতাঃ প্রাণা যস্য। বিপদগ্রস্ত, যাহার পক্ষে জীবিকানির্ব্বাহ করা কঠিন।

"দেবেঽবর্ষত্যসৌ দেবো নরদেববপুর্হরিঃ।
কৃচ্ছ্রপ্রাণাঃ প্রজা হ্যেষ রক্ষিষ্যত্যঞ্জসেন্দ্রবৎ॥"
ভাগবত ৪।১৬।৮।

কৃচ্ছ্রমূত্রপুরীষত্ব (ক্লী) মূত্রং চ পুরীষং চ, সমাহার দ্বন্দ্ব, কৃচ্ছ্রং কষ্টসাধ্যং মূত্রপুরীষং তত্ত্যাগ ইত্যর্থঃ যস্য, বহুব্রী, তস্য ভাবঃ, কৃচ্ছ্র-মূত্র-পুরীষ-ত্ব। মল ও মূত্র পরিত্যাগের সময় মল কাঠিন্য ও মূত্রাবরোধ জন্য যন্ত্রণা। (সুশ্রুত)

কৃচ্ছ্রসান্তপন (পুং ক্লী) কৃচ্ছ্রং সান্তপনং কর্ম্মধা। ব্রতবিশেষ। [কৃচ্ছ্র দেখ।]

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র (পুং) কৃচ্ছ্রাদপি অতিকৃচ্ছ্রঃ। কৃচ্ছ্রব্রতবিশেষ।

"কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসানেক বিংশতিম্।"
যাজ্ঞবল্ক্য ৩।৩২০।

একবিংশতি দিবস কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিতে হয়। বশিষ্ঠ বলেন—"অস্তৃকস্তৃতীয়ঃ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রো যাবৎ সকৃদাদদীত। যাবদেকবারং মুদকং হস্তেন গ্রহীতুং শক্নোতি তাবন্নবসু দিবসেষু ভক্ষয়িত্বা ত্র্যহমুপবাসঃ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ।" এক অঞ্জলিতে যতটুকু জল ধরিতে পারে, ততটুকু জল প্রত্যহ একবারমাত্র পান করিয়া নয় দিবস থাকিবে, তাহার পর তিন দিবস উপবাস করিবে, ইহাকে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র বলে। সুমন্তর মতে—

"দ্বাদশরাত্রং নিরাহারঃ স কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃতৎ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রদ্বয়ং দ্বাদশাহসাধ্যমশক্তবিষয়ম্।" দ্বাদশ দিন নিরাহার থাকিয়া কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত পালন করিবে। এই দ্বাদশাহসাধ্য কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র অক্ষম ব্যক্তির প্রতি বিধেয়। ব্রহ্মপুরাণে এই বচন দেখিতে পাওয়া যায়—

"চরেৎ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং চ পিবেত্তোয়ং চ শীতলম্।
একবিংশতিরাত্রং তু কালেষ্বেতেষু সংযতঃ॥"

একুশদিন প্রাতঃ, সায়ং ও মধ্যাহ্নকালে তিনবার মাত্র শীতল জলপান করিয়া কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে।

কৃচ্ছ্রান্মুক্ত (ত্রি) কৃচ্ছ্রাৎ কষ্টাৎ মুক্তং, অলুক্স° (পঞ্চম্যাঃ স্তোকাদিভ্যঃ। পা ৬।৩।২।) কষ্টমুক্ত, যে ব্যক্তি বহুকষ্টে মুক্তি পাইয়াছে।

কৃচ্ছ্রারি (পুং) কৃচ্ছ্রস্য কষ্টস্য কষ্টদায়কস্য রোগস্য বা অরিনাশকঃ ৬তৎ। বিল্বান্তরবৃক্ষ, বিল্ববৃক্ষভেদ।

কৃচ্ছ্রার্দ্ধ (পুং) কৃচ্ছ্রস্য ব্রতবিশেষস্য অর্দ্ধঃ অর্দ্ধাংশঃ ৬তৎ। ছয়দিন সাধ্য ব্রতবিশেষ, দ্বাদশদিন সাধ্য কৃচ্ছ্রব্রতের অর্দ্ধাংশ।

"সায়ং প্রাতস্তথৈককং দিনদ্বয়মযাচিতম্।
দিনদ্বয়ঞ্চনাশ্নীয়াৎ কৃচ্ছ্রার্দ্ধঃ সোঽভিধীয়তে॥"
প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

একদিন প্রাতঃকালে আহার করিয়া থাকিবে, একদিন রাত্রে একবার মাত্র আহার করিবে, তৎপরে দুইদিন প্রার্থনা করিয়া আহার করিবে না ও আর দুই দিন উপবাস করিবে, ইহাকে কৃচ্ছ্রার্দ্ধব্রত কহে।

কৃচ্ছ্রী [ন্] (ত্রি) কৃচ্ছ্রং কষ্টমস্ত্যস্য কৃচ্ছ্রসুখাদিত্বাৎ ইনি। (সুখাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১৩১।) ১ দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদাপন্ন। ২ কৃষ্ণ।

কৃচ্ছ্রেশ্রিৎ (ত্রি) [বৈদিক] ১ বিপদগ্রস্ত। ২ বিপন্নাশে

সচেষ্ট। ("দ্বাত্বংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ কৃচ্ছ্রে শ্রিতঃ শক্তীবংতো গভীরাঃ।" ঋক্ ৬।৭৫।৯।*। 'কৃচ্ছ্রেশ্রিতঃ আপদি প্রবৃত্তঃ।' সায়ণ।)

কৃচ্ছ্রোন্মীল (পুং) কৃচ্ছ্রাদুন্মীলঃ উন্মীলনং নেত্রয়োরিত্যর্থঃ যস্মিন্। কৃচ্ছ্রোন্মীলন নামক নেত্ররোগবিশেষ।

কৃচ্ছ্রোন্মীলন (পুং) কৃচ্ছ্রাদুন্মীলনং নেত্রয়োরিত্যর্থঃ যস্মিন্। চক্ষুরোগবিশেষ। বাগ্‌ভট ইহার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—

"চলন্ত গরলস্তত্র প্রাপ্য বর্ত্মাশয়াঃ শিরাঃ।
সুপ্তোত্থিতস্ত কুরুতে বর্ত্মস্তম্ভঃ সবেদনম্॥
পাংশুপূর্ণাভনেত্রত্বং কৃচ্ছ্রোন্মীলনমশ্রু চ।
বিমর্দ্দনাৎ স্বাচ্ছসমং কৃচ্ছ্রোন্মীলং বদন্তি তম্॥"

কৃণপ্ত (পুং) [কুণপ্তর দেখ।]

কৃণু (পুং) কৃ-বাহুলকাৎ নুঃ, ণত্বং চ। চিত্রকর জাতি।

কৃৎ (ত্রি) করোতি, কৃ-ক্বিপ্, তুগাগমশ্চ। ১ যে করে। কৃৎ শব্দের পৃথগ্ ব্যবহার নাই। কোন শব্দ উপপদে থাকিলে ইহা অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। (পুং) ২ পাণিন্যাদি ব্যাকরণের প্রত্যয় ভেদ, ধাতুর উত্তর তিঙাদি ভিন্ন যে সমস্ত প্রত্যয় হয়। (কৃদতিঙ্। পা ৩।১।৯৩।*। অথাপি ভাষিকেভ্যো ধাতুভ্যো নৈগমাঃ কৃতো ভাষ্যন্তে। নিরুক্ত ২।২।)

কৃত (ত্রি) ক্রিয়তে, কৃ-কর্ম্মণি-ক্তঃ। ১ বিহিত, সম্পাদিত।

"ক্রত্বা কৃতঃ সুকৃতঃ কর্তৃভির্ভূৎ।" ঋক্ ৭।৬২।১।

২ প্রস্তুত, যাহা কার্য্যোপযোগী করা হইয়াছে।

"কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজং।" ঋক্ ১০।১০১।৩।

৩ প্রাপ্ত, লব্ধ, গৃহীত। ("কৃতস্ত কার্য্যস্ত চেহ স্ফাতিং।" অথর্ব্ব ৩।২৪।৫।) ৪ অভিলষিতানুরূপ, যথেষ্ট।

("ইতরং তু কৃততরম্" শতপথব্রাহ্মণ ৪।৬।৯।১১।)

৫ নিকটস্থিত। ৬ অভ্যস্ত। ৭ পর্য্যাপ্ত। ৮ হিংসিত। (অব্য) ৯ অলমর্থ, অলং শব্দের যে সমস্ত অর্থ আছে। (কৃতংবলম্। হেম° ৬।১৭৩।) কৃ-ভাবে ক্ত। (ক্লী) ১০ বীর্য্যকর্ম্ম।

"প্রেদ্ধস্ত বোচং প্রথমা কৃতানি।" ঋক্ ৭।৯৮।৫।

১১ কৃত উপকার, প্রদর্শিত দয়া।

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥" উদ্ভট।

১২ ফল, উৎপন্ন বস্তু, লাভ, কার্য্যসিদ্ধি হইলে প্রাপ্ত পদার্থ। ১৩ লক্ষ্য, সাধ্য, অভিলষিত। ১৪ ক্রীড়ায় নির্দ্ধারিত পণ, হারিলে যাহা জেতাকে দিতে হয়। ১৫ যুদ্ধজয়ে লব্ধ পারিতোষিক অথবা লুণ্ঠন দ্রব্য। ১৬ সত্যযুগ।

"কৃতত্রেতাদিসর্গেন যুগাখ্যা হ্যেকসপ্ততিঃ।"
বিষ্ণুপুরাণ ২।১।৪৩।

১৭ ওদনশক্ত্বাদি হব্যের সংজ্ঞা।

"কৃতমোদনশক্ত্বাদি তণ্ডুলাদি কৃতাকৃতম্।
ব্রীহ্যাদি চাকৃতং প্রোক্তমিতি দ্রব্যং ত্রিধা বুধৈঃ॥"
কাত্যায়ন ২৪।৩।

(পুং) ১৮ বিশ্বদেবদিগের মধ্যে একটী। (ভারত ১৩।৯১অঃ।) ১৯ বসুদেবের এক পুত্র। (ভাগবত ৯।২৪।৪৬।) ২০ সুমতিপৌত্র ও সন্নতির পুত্র, ইনি কৌশল্য হিরণ্যনাভের শিষ্য ছিলেন। (হরিবংশ ২০ অঃ।) ২১ কৃতরথের পুত্র ও বিবুধের পিতা। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।৫।১২।) ২২ জয়ের পুত্র ও হর্য্যবলের পিতা। (ভাগবত ৯।১৭।১৬।) ২৩ চ্যবনের পুত্র ও উপরিচর বসুর পিতা। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।১৯।)

কৃতক (ত্রি) কৃতী ছেদনে-কুন্। (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৩৭।) ১ কৃত্রিম, মিথ্যা।

"আর্য্যরূপসমাচারং চরন্তং কৃতকে পথি।" ভারত ১৩।৪৮ অঃ।

(ক্লী) ২ বিড়্লবণ। (পাক্যং বিড়ং চ কৃতকে দ্বয়ং। অম° ২।৯।৪২।) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বিড়, পাক্য, দ্রাবিড় ও আসুর। (পুং) ৩ মদিরাগর্ভজাত বসুদেবের একপুত্র। (ভাগবত ৯।২৪।৪৭।)

কৃতকর্ত্তব্য (ত্রি) কৃতং নিষ্পাদিতং কর্ত্তব্যং যেন, বহুব্রী। যে ব্যক্তি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে।

কৃতকর্ম্মা [ন্] (ত্রি) কৃতং কর্ম্ম যেন, বহুব্রী। ১ দক্ষ, চতুর। (নিষ্ণাতো নিপুণোদক্ষঃ কর্ম্মহস্ত মুখাঃ কৃতাৎ। হেম° ৩৬।)

"অথ বাপ্যহমেবৈনং হনিষ্যামি বৃকোদর।
কৃতকর্ম্মা পরিশ্রান্তঃ সাধু তাবদুপারম॥" ভারত ১৩।১৪৯।

২ যে ব্যক্তি স্বকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছে।

"যাবদস্তং ন যাত্যেষ কৃতকর্ম্মা দিবাকরঃ।" রামায়ণ ৬।৮৫।১২।

৩ পরমেশ্বর, মুক্তপুরুষ, যে ব্যক্তির আর কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিছুই নাই, যাহার শুক্লাশুক্লাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। (যোগশাস্ত্র)

কৃতকল্প (ত্রি) কৃতঃ নিষ্পাদিতঃ পরিজ্ঞাতঃ কল্পো লোকাব্যবহারো যেন, বহুব্রী। যে লৌকিক ব্যবহারাদিতে অভিজ্ঞ। ("লৌকিকে সময়াচারে কৃতকল্পো বিশারদঃ।"
রামায়ণ ২।১।১৬।)

কৃতকাম (ত্রি) কৃতঃ সিদ্ধঃ কামোঽভিলাষো যস্ত, বহুব্রী। যাহার কামনাসিদ্ধি হইয়াছে, যে অভিলষিত পদার্থ পাইয়াছে।

কৃতকার্য্য (ক্লী) কৃতং নিষ্পাদিতং কার্য্যং, কর্ম্মধা। ১ নিষ্পাদিত কর্ম্ম, যে কর্ম্ম সম্পন্ন করা হইয়াছে। (ত্রি) ২ কৃতং নিষ্পাদিতং কার্য্যং যেন, বহুব্রী। যে কার্য্য সাধন করিয়াছে।

"সমূহকার্য্য আয়াতান্ কৃতকার্য্যান্ বিসর্জ্জয়েৎ।" যাজ্ঞ, ২।১৯২।

কৃতকাল (পুং) কৃতো নির্দ্ধারিতঃ কালঃ। ১ নির্দ্ধারিত সময়।

"কৃতশিল্পোঽপি নিবসেৎ কৃতকালং গুরোর্গৃহে।"
যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৮৭।

(ত্রি) ২ কৃতোঃ নির্দ্ধারিতঃ প্রাপ্তঃ, অপেক্ষিতো বা কালো যেন, বহুব্রী। যে কোন কার্য্যের সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছে, বা নির্দ্ধারিত সময় প্রাপ্ত হইয়াছে।

"তত্রস্থা দ্বারপালৈস্তে প্রোচ্যন্তে রাজশাসনম্।
কৃতকালাঃ সুবলয়স্ততোদ্বারমবাপ্স্যথ ॥" ভারত, সভা।

কৃতকীর্ত্তি (ত্রি) কৃতা প্রাপ্তা কীর্ত্তির্যশো যেন, বহুব্রী। যে ব্যক্তি যশোলাভ করিয়াছে।

"তস্য সুত কৃতকীর্ত্তি, গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী,
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ ॥" শিবায়ন।

কৃতকৃত্য (ত্রি) কৃতমনুষ্ঠিতং কৃত্যং কর্ত্তব্যং যেন, বহুব্রী। ১ যে সম্পূর্ণরূপে স্বকার্য্যসাধন করিয়াছে। ২ চতুর। ৩ সন্তুষ্ট, যে স্বল্পমাত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে।

"কৃতকৃত্যো বিধির্মন্যে ন বর্দ্ধয়তি তস্য তাম্।" মাঘ ২।৩২।

৪ মুক্তপুরুষ, সমাপ্ত পুরুষার্থ, যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য কিছুই নাই।

"প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা।" মনু ১২।৯৩।

(ক্লী) ৫ কৃতমনুষ্ঠিতং কৃত্যং কার্য্যং, কর্ম্মধা। নিষ্পাদিত কর্ম্ম, যে কর্ম্ম সম্পন্ন করা হইয়াছে।

কৃতকোটি (পুং) কৃতা লব্ধা কোটিঃ শ্রেষ্ঠতা যেন, বহুব্রী। ১ কাশ্যপমুনি। ২ উপবর্ষ মুনির নামান্তর।

কৃতক্রিয় (ত্রি) কৃতা ক্রিয়া কার্য্যং যেন, বহুব্রী। ১ কৃতকার্য্য, সমাপ্তকার্য্য। ২ কৃতশাস্ত্রবিহিত কার্য্য, যে শাস্ত্রবিহিত নিয়মপালন করিয়াছে।

"বিপ্রঃ শুধ্যত্যপঃ স্পৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়ো বাহনায়ুধম্।
বৈশ্যঃ প্রতোদং রশ্মীন্ বা যষ্টিং শূদ্রঃ কৃতক্রিয়ঃ।" মনু ৫।৯৯।

কৃতক্ষণ (ত্রি) কৃতঃ ক্ষণঃ সময়ো যেন বহুব্রী। ১ কৃতাবকাশ, যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে, যে ব্যক্তি অধীরভাবে কোন ব্যক্তির অথবা কোন দ্রব্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ("কৃতক্ষণ এবাস্মি শীঘ্রমিচ্ছামি।" ভারত আদি)।

২ কৃতো নিষ্পাদিত ক্ষণঃ পর্ব্বঃ উৎসবো যেন। কৃতোৎসব, যে কোন উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে।

"উদাপ্লুতং বিশ্বমিদং তদাসীৎ যন্নিদ্রয়া মীলিতদৃঙ্ন্যমীলয়ৎ। অহীন্দ্রতল্পেঽধিশয়ান একঃ কৃতক্ষণঃ স্বাত্মরতো নিরীহঃ॥" ভাগবত ৩।৮।১১।

(পুং) ৩ রাজপুত্রবিশেষ। (মহাভারত, ২।৪।২৭।)

কৃতঘ্ন (ত্রি) কৃতং কৃতোপকারাদিকং হন্তি, উপপদ কৃত-হন্ টক্। যে ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত উপকার বিস্মৃত হয়, অথবা উপকারের প্রত্যুপকার করে না, অথবা উপকারীর অপকার করে। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে—

"ভর্ত্তৃপিণ্ডাপহর্ত্তা চ পিতৃপিণ্ডাপহারকঃ।
যস্মাৎ গৃহীত্বা বিদ্যাং চ দক্ষিণাং ন প্রযচ্ছতি॥
পুত্রান্ স্ত্রিয়শ্চ যো দ্বেষ্টি যশ্চৈতান্ ঘাতয়েন্নরঃ।
কৃতস্য দোষং বদতি সকামান্ন করোতি যঃ॥
ন স্মরেচ্চ কৃতং যস্তু আশ্রমান্ যস্তু দূষয়েৎ।
সর্ব্বাংস্তানৃষিভিঃ সার্দ্ধং কৃতঘ্নানব্রবীন্মনুঃ॥"

যে ব্যক্তি প্রভুর পিণ্ড অথবা পিতৃপিণ্ড অপহরণ করে, বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দক্ষিণা দান করে না, যে ব্যক্তি পুত্র অথবা স্ত্রীকে দ্বেষ করে কিম্বা বধ করে, উপকারীর নিন্দা করে অথবা তাহার অভিলাষ পূর্ণ না করে, কিম্বা কৃত উপকার স্মরণ করেনা ও যে ব্যক্তি আশ্রম সকল দূষিত করে, তাহাকেই কৃতঘ্ন বলে। কৃতঘ্নের অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

"শৈলূষতন্তুবায়ান্নং কৃতঘ্নস্যান্নমেবচ।" মনু ৪।২১৪।

কৃতঘ্নের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

"ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে চ গুরুতল্পগে।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥" ভারত অনু°।

ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপায়ী, চৌর ও গুরুপত্নীগামীদিগেরও নিষ্কৃতির উপায় আছে, কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

কৃতঘ্নোপাখ্যান (ক্লী) কৃতঘ্নস্য উপাখ্যানং কথা, ৬তৎ। মহাভারতোক্ত উপাখ্যানবিশেষ। অতি প্রাচীনকালে মধ্যদেশীয় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ উত্তরদিকে যে সমস্ত ম্লেচ্ছদেশ আছে, তাহার মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণবর্জ্জিত একগ্রামে ভিক্ষালাভাশায় প্রবেশ করিয়াছিল। সেই গ্রামে বিভবসম্পন্ন সত্যবাদী দাতা এক দস্যু বাস করিত। ব্রাহ্মণ তাহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, দস্যু ব্রাহ্মণকে এক বৎসরের উপযুক্ত আহার্য্য, বাসোপযোগী গৃহ ও বস্ত্রাদি দান করিয়াছিল এবং বয়ঃপ্রাপ্তা এক যুবতীর সহিত ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়াছিল। ব্রাহ্মণের নাম গৌতম। গৌতম এই সমস্ত বিভব প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সেই দস্যুপ্রদত্ত গৃহে বাস করিতে লাগিল। সেই ব্যক্তি দস্যু ব্যাধদিগের নিকট বাণশিক্ষা করিত ও প্রত্যহ তাহাদের সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের ন্যায় পশুপক্ষী শীকার করিয়া বেড়াইত। প্রত্যহ প্রাণিবধে নিযুক্ত থাকিয়া হিংসাপ্রিয় এবং ব্যাধদিগের সহিত বাস করিতে করিতে ব্যাধ হইয়া পড়িল। এই সময়ে তাহার পরিচিত এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলে সে উত্তরমুখে গিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল। তথায় এক বকের সহিত তাহার মিত্রতা হইলে গৌতম

বকের মিত্র একরাক্ষসের নিকট হইতে বহুতর ধন পাইল। সে আসিবার কালে মাংসলোভে নিদ্রিত বককে নিহত করিল। এই কৃতঘ্নতার নিমিত্ত মৃত্যুর পর তাহাকে অনন্ত নরকভোগ করিতে হইয়াছিল। কারণ ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী প্রভৃতি মহাপাপী ব্যক্তিরাও প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু কৃতঘ্নের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। (ভারত শান্তিপর্ব্ব ১৬৮ হইতে ১৭৩ অঃ দ্রষ্টব্য।)

কৃতচূড় (পুং) কৃতা নিষ্পাদিতা চূড়া সংস্কারবিশেষো যস্য, বহুব্রী। যাহার চূড়াসংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে।

"দন্তজাতেঽনুজাতে চ কৃতচূড়ে চ সংস্থিতে।" মনু ৫।৫৮।

কৃতছিদ্রা (স্ত্রী) কৃতং ছিদ্রং যস্যাম্ বহুব্রী। কোষাতকীলতা, ঝিঙ্গা।

কৃতজ্ঞ (ত্রি) কৃতং কৃতোপকারং জানাতি স্মরতি, উপপস', কৃত-জ্ঞা-ক। (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩।) ১ যে ব্যক্তি কৃত উপকার স্মরণ করে, উপকারীর প্রত্যুপকার করে।

কৃতজ্বর (পুং) কৃতঃ সৃষ্টঃ জ্বরো যেন, বহুব্রী। ১ শিবের একটী নাম।

"জয় শিবামনোহর, সতী সদীশ্বর,
গিরীশ শঙ্কর কৃতজ্বর॥" অন্নদামঙ্গল ১২৯।

(পুং) ২ কুক্কুর।

কৃতঞ্জয় (পুং) ১ সপ্তদশ ব্যাসের নাম। (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।১৫।) ২ ইক্ষ্বাকুবংশীয় বর্হিরাজার পুত্র। (ভাগবত ৯।১২।১৩) ৩ এক জন ঋষি। (লিঙ্গপুরাণ ৭।১৬)

কৃততীর্থ (পুং) কৃতং নিষ্পাদিতং তীর্থং তীর্থকার্য্যং যেন, বহুব্রী। ১ যে ব্যক্তি অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছে। ২ উপদেষ্টা, পরিচালক।

কৃতত্রা (স্ত্রী পুং) কৃতং ত্রায়তে, কৃত-ত্রৈ-কঃ অজাদিত্বাৎ টাপ্। ত্রায়মাণাবৃক্ষ, বালাডুমুর।

কৃতদার (পুং) কৃতাঃ গৃহীতা দারা যেন বহুব্রী। বিবাহিত, যে দার পরিগ্রহ করিয়াছে।

"দ্বিতীয়মায়ুষোভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ।" মনু ৪।১।

মনুষ্যগণ জীবনের দ্বিতীয়ভাগে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহে বাস করিবে।

কৃতদাস (পুং) কৃতঃ বিহিতঃ কৃতনিয়মো দাসঃ, কর্ম্মধা। পঞ্চদশপ্রকার দাসের মধ্যে একপ্রকার দাস, যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দাসত্ব স্বীকার করে। [দাস দেখ।]

কৃতদ্যুতি (স্ত্রী) চিত্রকেতু রাজার পত্নী। (ভাগবত ৬।১৪।২৮)

কৃতদ্বিষ্ট (ত্রি) [বৈদিক] অপরের কার্য্যে ক্রুদ্ধ।

"যথা কৃতদ্বিষ্টাসো ঽমুষ্মৈ শেষ্যাবতে।" অথর্ব্ব ৭।১১৩।১।

কৃতধন্বা [ন্] (পুং) কনকের এক পুত্র। (হরিবংশ)

কৃতধী (ত্রি) কৃতা স্থিরীকৃতা ধীর্যেন, বহুব্রী। ১ কৃতসংকল্প, কার্য্যসিদ্ধি সম্বন্ধে যাহার সন্দেহ নাই। কৃতা উৎপাদিতা ধীঃ শাস্ত্রসংস্কৃতা বুদ্ধির্যেন। ২ শিক্ষিত, শাস্ত্রাদি বিচার করিয়া যাহার স্থির বুদ্ধি হইয়াছে।

কৃতধ্বজ (ত্রি) [বৈদিক] উচ্ছ্রিত ধ্বজা। (সায়ণ)

"যত্রানরঃ সময়ং তে কৃতধ্বজঃ" ঋক্ ৭।৮৩।২।

কৃতধ্বজ (পুং) ২ শীরধ্বজ জনকের প্রপৌত্র, ধর্ম্মধ্বজের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৩।১৯, বিষ্ণুপুরাণ ৬।৬।৭।)

কৃতনাশক (ত্রি) কৃতস্য কৃতোপকারস্য নাশকঃ ৬তৎ। কৃতঘ্ন।

কৃতনিত্যক্রিয় (ত্রি) কৃতা সম্পাদিতা নিত্যক্রিয়া যেন, বহুব্রী। যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছে।

কৃতনির্ণেজন (ত্রি) কৃতং নির্ণেজনং যস্য যেন বা। ১ ধৌত। ২ যে ধৌত করিয়াছে। ৩ যে পাপমুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

কৃতনিশ্চয় (ত্রি) কৃতো নিশ্চয়ো যেন, বহুব্রী। ১ কৃতধী, কৃতসংকল্প। ২ নিঃসন্দেহ, যাহার কার্য্যসিদ্ধি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

কৃতপর্ব্ব [ন্] (ক্লী) কৃতাখ্যং পর্ব্ব, মধ্যলো'। কৃতযুগ, সত্যযুগ।

কৃতপুঙ্খ (ত্রি) কৃতোঽভ্যস্তঃ পুঙ্খঃ পুঙ্খযুক্তো বাণো যেন, বহুব্রী। শরাভ্যাসনিপুণ, যে ব্যক্তি শরচালনায় নিপুণ।

(কৃতপুঙ্খঃ সুপ্রযুক্তশরো হি যঃ। হেম' ৩।৪৩৬।)

কৃতপূর্ব্বনাশন (ত্রি) কৃতপূর্ব্বস্য পূর্ব্ব কৃতোপকারস্য নাশনো নাশকঃ, ৬তৎ। যে ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করে না, কৃতঘ্ন।

কৃতপূর্ব্বী [ন্] (ত্রি) কৃতং পূর্ব্বমনেন, কৃতপূর্ব্ব-ইনি। (সপূর্ব্বাচ্চ। পা ৫।২।৮৭।) নিষ্পন্নকর্ম্মা, যে পূর্ব্বে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে।

কৃতপ্রতিকৃত (ক্লী) কৃতস্য প্রতিকৃতং প্রতীকারঃ। ১ আক্রমণের প্রত্যাক্রমণ। ("কৃত প্রতিকৃতপ্রীতৈস্তয়োঃ" রঘু ১২।৯৪।)
২ আঘাতের প্রতিক্রিয়া।

("ততোরামোঽতিসংক্রুদ্ধো চাপমাকৃষ্য বীর্য্যবান্।
কৃতপ্রতিকৃতং কর্ত্তুং মনসা সংপ্রচক্রমে॥" রাম' ৬।৯১।১০)

কৃতংপ্রতিকৃতং যেন। বহুব্রী। (ত্রি) ৩ যে প্রতীকার করিয়াছে।

কৃতফল (ক্লী) কৃতং ফলমস্য। ১ কক্কোল। কৃতমুপার্জ্জিতং ফলং যেন, বহুব্রী। (ত্রি) ২ কৃতকার্য্যলব্ধ ফল।

কৃতফলা (স্ত্রী) কৃতফল-স্ত্রিয়াং টাপ্। কোলশিম্বী।

কৃতবন্ধু (পুং) রাজপুত্রবিশেষ। (ভারত ১।২৩১।)

কৃতবুদ্ধি (ত্রি) কৃতা স্থিরীকৃতা বুদ্ধির্যেন, বহুব্রী। ১ কৃতনিশ্চয়, কৃতসংকল্প। (পঞ্চতন্ত্র ২।১৫।)

"কৃতবুদ্ধী স্থিরামর্ষৌ চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্।" রামায়ণ ৬।৯১।৩।
২ পণ্ডিত, জ্ঞানী, শাস্ত্রবেত্তা।
"ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥" মনুঃ ১।৯৭।

কৃতবোধ (পুং) কৃত উপার্জ্জিতো বোধো যেন, বহুব্রী তপোদেব নামক ব্রাহ্মণের পুত্র। ইনি পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল তপস্যা করেন, তপস্যা করিতে ছিলেন এমন সময়ে এক পক্ষী ইহার মস্তকে মল ত্যাগ করিয়াছিল, ইনি ক্রোধদৃষ্টিতে পক্ষীর দিকে তাকাইলে পক্ষীটী ভস্ম হইয়া যায়। তদ্দর্শনে ইনি আপনাকে সিদ্ধপুরুষ বিবেচনা করিয়া তপস্যা পরিত্যাগ করেন। একদিন তিনি এক ব্রাহ্মণের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ নিদ্রি ছিল। ব্রাহ্মণপুত্র পিতার পদসেবা করিতেছিল বলিয়া ইহার অভ্যর্থনা করে নাই। তাহাতে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া বকের ন্যায় ব্রাহ্মণপুত্রকে ভস্ম করিবার চেষ্টা করিলেন ব্রাহ্মণপুত্র তাঁহার ক্রোধদৃষ্টি দেখিয়া কহিল, "আমাকে বক পাও নাই, আমি তোমার কোন অপকার করি নাই, এস্থানে বৃথা অহঙ্কার প্রকাশ উপযুক্ত নহে।" কৃতবোধ ইহাতে বিস্মিত হইয়া ব্রাহ্মণপুত্রকে বকবধবৃত্তান্ত জানিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণপুত্র তাঁহাকে কাশীস্থিত তুলাধার নামক এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন, ইনিও তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তুলাধার ইহাকে তপস্যা অপেক্ষা পিতৃসেবার শ্রেষ্ঠতা বুঝাইয়া দেন। তাহাতে ইনি পুনরায় গৃহাগমন করিয়া পিতৃমাতৃসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে পিতামাতার সেবাকার্য্যে স্থিরবুদ্ধি হইলে ইনি 'কৃতবোধ' নাম প্রাপ্ত হন। (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ)

কৃতব্রহ্মা [ন্] (ত্রি) [বৈদিক] ১ যে ব্রহ্মস্তোত্র করিয়াছে।
"কৃতব্রহ্মা শূশুবদ্রাতহব্য ইৎ।" ঋক্ ২।২৫।১।
'কৃতব্রহ্মা ব্রহ্মস্তোত্রং কৃতং যেন সঃ।' সায়ণ।

কৃতভাব (ত্রি) কৃতঃ স্থিরীকৃতো ভাবঃ কশ্চিদাশয়ো যেন, বহুব্রী। যে কোন বিষয়ে মতি স্থির করিয়াছে।
"তৌ পরস্পরমভ্যেত্য সর্ব্বগাত্রেষু ধন্বিনৌ।
ঘোরৈর্দিব্য ধনুর্ব্বাণৈঃ কৃতভাবাবুভৌ জয়ে॥"
রামায়ণ ৬।৭০।১২।

কৃতমতি (ত্রি) কৃতা স্থিরীকৃতা মতি র্বুদ্ধির্যেন, বহুব্রী। কৃত-নিশ্চয়, কৃতসংকল্প।
"ইত্যুক্তা সা কৃতমতিরভবচ্চারুহাসিনী।
ব্রীদোবাচ্ছাশ্বতান্ সত্যান্ ভাবিতুং সংপ্রচক্রমে॥"
ভারত ১৩।৩৮ অঃ।

কৃতমার্গা (স্ত্রী) কৃতোমার্গঃ পন্থা যস্যা, বহুব্রী। নদীবিশেষ।

কৃতমাল (পুং) কৃতা মালা অস্য, মালাবদ্বৃৎপন্নপুষ্পত্বাৎ, বহুব্রী। আরগ্বধ বৃক্ষ, যাহাকে চলিত কথায় সোঁদালী, সোঁদাল অথবা সোনাল কহে। (আরগ্বধঃ কৃতমালে। হেম° ৩।২০৬।) ২ কর্ণিকার বৃক্ষ, ছোট সোঁদাল। ৩ মৃগবিশেষ (ত্রি) কৃতা নির্ম্মিতা মালা যেন, বহুব্রী। ৪ মালাকার।

কৃতমালক (পুং) কৃতমাল অল্পার্থে কন্। ছোট সোঁদাল। [কর্ণিকার দেখ।]

কৃতমালা (স্ত্রী) কৃতা মালা মালাকারেণ বেষ্টনমনয়া, বহুব্রী। মলয়পর্ব্বতোদ্ভূতা নদীবিশেষ। (বিষ্ণুপুরাণ ২।৩।১২।)

কৃতমুখ (ত্রি) কৃতং সংস্কৃতংমুখং যস্য, বহুব্রী। পণ্ডিত, দক্ষ, বাক্‌চতুর। (দক্ষঃ কর্ম্মহস্তমুখাঃকৃতাৎ। হেম° ৩।৬।)

কৃতমৈত্র (ত্রি) কৃতং মৈত্রং মিত্রতা যেন, বহুব্রী। যে মিত্রতা করিয়াছে, যে বন্ধুভাব দেখাইয়াছে।

কৃতযজুঃ [স্] (ত্রি) কৃতমভ্যস্তং যজুর্যজুর্ব্বেদমন্ত্রা যেন। যে ব্যক্তি যজুর্ব্বেদের মন্ত্র অভ্যাস করিয়াছে।
"কৃতযজুঃ সংভৃতসম্ভারঃ।" তৈত্তিরীয়সংহিতা ১।৫।২।৪।

কৃতযজ্ঞ (পুং) কৃতো যজ্ঞো যেন, বহুব্রী। ১ চ্যবনের পুত্র, চৈদ্য উপরিচর বসুর পিতা। (হরিবংশ ৩২ অঃ।) ইহার অপর নাম কৃতক। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।১৯।) (ত্রি) ২ যে যজ্ঞ করিয়াছে।

কৃতযশাঃ [স্] (পুং) ১ অঙ্গিরস্‌বংশীয় ব্যক্তিবিশেষ। (ত্রি) ২ কৃতং লব্ধং যশো যেন, বহুব্রী। ২ যে যশোলাভ করিয়াছে।

কৃতযুগ (ক্লী) কৃতমেব যুগং। সত্যযুগ।
"অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥" মনু ১।৮৫।

কৃতরথ (পুং) ১ নিমিবংশীয় মরুর পৌত্র। (ভাগ° ৯।১৩।১৬, বিষ্ণুপু° ৪।৫।১২।) (ত্রি) ২ কৃতোরথো যেন, বহুব্রী। রথকার।

কৃতলক্ষণ (ত্রি) কৃতানি লক্ষণান্যস্য, বহুব্রী। ১ গুণপ্রতীত, শৌর্য্যাদি গুণ জন্য বিখ্যাত।
(গুণৈঃ প্রতীতৈস্ত্বাহৃতলক্ষণঃ কৃতলক্ষণঃ। হেম° ৩।১০১।)
২ কৃত চিহ্ন, যাহার শরীরে কোনপ্রকার চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।
"জ্ঞাতিসম্বন্ধিভিস্ত্বেতে ত্যক্তব্যাঃ কৃতলক্ষণাঃ।
নির্দয়া নির্নমস্কারাস্তন্মনোরনুশাসনম্॥" মনু ৯।২৩৯।
(পুং) ৩ বিশ্বক্‌সেনের পুত্র, বিশ্বক্‌সেন ইহাকে আর কয়েকটী পুত্রের সহিত গণ্ডূষকে প্রদান করেন। (হরিবংশ ৩৫ অঃ।) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯ অঃ।)

কৃতবর্ম্মা [ন্] (পুং) ১ যদুবংশীয় কনকের পুত্র। (হরিবংশ

৩৩ অঃ) ২ ভোজের পৌত্র, হৃদিকের পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৪।৭।) ৩ বর্ত্তমান অবসর্পিণীর ত্রয়োদশ অর্হতের পিতার নাম। (কৃতবর্ম্মা সিংহসেনঃ। হেম° ১।৩৭।)

কৃতবাপ (পুং) কৃতো নিষ্পাদিতো বাপঃ ক্ষৌরকার্য্যং যস্য, বহুব্রী। যে ব্যক্তির ক্ষৌরকার্য্য শেষ হইয়াছে।

কৃতবিদ্য (ত্রি) কৃতা লব্ধা বিদ্যা যেন, বহুব্রী। যাহার বিদ্যালাভ হইয়াছে, জ্ঞানী, পণ্ডিত।

"সুবর্ণপুষ্পিতাং পৃথ্বীং বিচিন্বন্তি নরাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥" পঞ্চতন্ত্র ১।৫১।)

কৃতবিবাহ (ত্রি) কৃতোবিবাহো যেন, বহুব্রী। বিবাহিত।

কৃতবীর্য্য (ত্রি) কৃতমুপার্জ্জিতং বীর্য্যং যেন, বহুব্রী। ১ বীর্য্যবান্। (অথর্ব্ব ৭।১।২৭।) (পুং) ২ যদুবংশীয় কনকের পুত্র। (হরিবংশ ৩৩ অঃ, ভাগবত ৯।২৩।২৩)

কৃতবেগ (পুং) রাজপুত্রবিশেষ। (ভারত সভা)

কৃতবেতন (ত্রি) কৃতং স্থিরীকৃতং বেতনং ভৃতির্যস্য, বহুব্রী। বেতন নিয়মিত করিয়া যে দাসাদি নিযুক্ত করা হয়।

"যথার্পিতান্ পশূন্ গোপঃ সায়ং প্রত্যর্পয়েত্তথা।
প্রমাদমৃতনষ্টাংশ্চ প্রদাপ্য কৃতবেতনঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৬৭।
[দাস দেখ।]

কৃতবেদী [ন] (ত্রি) কৃতস্য কৃতোপকারস্য বেদীবিজ্ঞাতা ৬তৎ। যে কৃত উপকার স্মরণ করিয়া রাখে, উপকারীর উপকার করে, কৃতজ্ঞ।

কৃতবেধক (পুং) কৃতো বেধঃ ছিদ্রমস্মিন্ বহুব্রী। ঘোষাতকী লতা, শ্বেতঘোষা।

কৃতবেধন (পুং) কৃতং বেধনং যস্মিন্, বহুব্রী। কোষাতকী লতা, যাহাকে ঝিঙ্গা কহে।

কৃতবেধনা (স্ত্রী) কৃতং বেধনমস্যাং, বহুব্রী, স্ত্রিয়াং টাপ্ চ। কোষাতকীলতা।

কৃতবেশ (ত্রি) কৃতো নিষ্পাদিতো বেশো যেন, বহুব্রী। যাহার বেশভূষা সম্পন্ন হইয়াছে, ভূষিত, অলঙ্কৃত।

কৃতব্যধন (ত্রি) [বৈদিক] অস্ত্রযুক্ত, সশস্ত্র। (অথর্ব্ব ৫।১৪।৯)

কৃতব্রত (পুং) কৃতং গৃহীতং অধ্যয়নাদিরূপং ব্রতং যেন, বহুব্রী। লোমহর্ষণ মুনির একজন ছাত্র।

কৃতশিল্প (ত্রি) কৃতং অভ্যস্তং শিল্পং যেন, বহুব্রী। অভ্যস্ত শিল্প, যে ব্যক্তি ব্যবসায় অথবা শিল্প শিক্ষা করিয়াছে।

"কৃতশিল্পোঽপিনিবসেৎ কৃতকালং গুরোর্গৃহে।" যাজ্ঞ, ২।১৮৭।

কৃতশ্রম (ত্রি) কৃতঃ শ্রমো যেন বহুব্রী। ১ মহোৎসাহান্বিত, পরিশ্রমী, যে ব্যক্তি বহুপরিশ্রম করিয়াছে। (পুং) ২ মুনি বিশেষ। (ভারত ২।৪।১৪।)

কৃতসঙ্কেত (ত্রি) কৃতঃ স্থিরীকৃতঃ সঙ্কেতঃ সময়নির্দ্দেশঃ স্থাননির্দ্দেশো বা যস্মৈ, বহুব্রী। ১ যাহার সহিত কোনপ্রকার সঙ্কেত করিয়া রাখা হইয়াছে। ২ ইঙ্গিত দ্বারা যে আপন মনোভাব জানাইয়াছে।

কৃতসংজ্ঞ (ত্রি) কৃতা সংজ্ঞা যস্মৈ বহুব্রী। ১ যাহার সহিত সঙ্কেত করা হইয়াছে, কৃতসঙ্কেত।

"গুল্মাংশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্ কৃতসংজ্ঞান্ সমন্ততঃ।" মনু ৮।১৯৯।
২ কৃতচৈতন্য, যাহাকে নিদ্রোত্থিত করা হইয়াছে।

কৃতসাপত্নিকা (স্ত্রী) কৃতং সাপত্ন্যং যস্যাঃ কৃতসাপত্ন্য সমাং কপ্-স্ত্রিয়াং টাপ্ অকারস্য ইকারে যলোপশ্চ। যে স্ত্রীর সপত্নী করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহার স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছে। (কৃতসাপত্নিকা ব্যূঢ়া। হেম° ৩।১৯১।)
কৃতসাপত্নী, কৃতসাপত্নীকা ও কৃতসাপত্নকা এই কয়টী শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কৃতস্মর (পুং) পর্ব্বতবিশেষ।

কৃতস্বর (পুং) ১ স্বর্ণ খনি। (ত্রি) কৃতঃ স্বরঃ শব্দো যেন, বহুব্রী। ২ কৃতশব্দ।

কৃতহস্ত (ত্রি) কৃতোঽভ্যস্তঃ হস্তো শরপরিত্যাগলাঘবরূপা হস্তশিক্ষা যেন বহুব্রী। ১ কৃতপুঙ্খ, শরক্ষেপনিপুণ।
(কৃতহস্তঃ কৃতপুঙ্খঃ সুপ্রযুক্তশরোহি যঃ। হেম° ৩।৪৩৬।)
"অপ্রাপ্তাংশ্চৈব তান্ পার্থশ্চিচ্ছেদ কৃতহস্তবৎ।"
ভারত ৪।৫৬।২০।
২ দক্ষ, নিপুণ। (দক্ষঃ কর্ম্মহস্তমুখাঃ কৃতাৎ। হেম° ৩।৬।)

কৃতাকৃত (ত্রি) কৃতং তদকৃতং চ (ক্তেন নঞ্বিশিষ্টে-নানঞ্। পা ২।১।৬০।) ১ কৃত ও অকৃত, যাহা সম্পূর্ণরূপে কৃত হয় নাই, যাহা অল্পমাত্র করিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে। (ক্লী) কৃতং চাকৃতং চ সমা° দ্বন্দ্ব। ২ কৃত ও অকৃত। ("শাস্তং নো অস্তু কৃতাকৃতং।" অথর্ব্ব ১৯।৯।২।) ৩ কার্য্য ও কারণ। ৪ স্বর্ণ ও রজত। (হেম্নি রূপ্যে কৃতাকৃতে। হেম° ৪।১১১।)
"কৃতাকৃতঞ্চ কনকং গজেন্দ্রাশ্চাচলোপমাঃ।" ভারত১৩।৫৩অঃ
৫ তণ্ডুলাদি হব্যভেদ।
"কৃতমোদনশক্ত্বাদি তণ্ডুলাদিকৃতাকৃতম্।
ব্রীহ্যাদিচাকৃতং প্রোক্তমিতি হব্যং ত্রিধা বুধৈঃ॥"
তিনপ্রকার হব্য দ্রব্য, তন্মধ্যে অন্ন ও শক্তু (ছাতু প্রভৃতি দ্রব্য কৃত, অপক্ক তণ্ডুলাদি কৃতাকৃত ও ব্রীহ্যাদি অকৃত ("কৃতাকৃতাংস্তণ্ডুলাংশ্চ পলালৌদনমেবচ।" যাজ্ঞ, ১।২৮৭।
ভাবে ক্তঃ কৃতং করণং চাকৃতমকরণং চ দ্বন্দ্ব। ৬ করণ ও অকরণ, করণের অসমাপ্তি। ("কৃতাকৃতমিত্যত্রৈকদে

করণাকরণভ্যাং করণস্য সমাপ্তির্গম্যতে।" পা ২।১।৬০। সূত্রে ভাষ্যপ্রদীপে কৈয়ট।)

কৃতাগম (ত্রি) কৃত আগম উপার্জ্জনমুন্নতির্বা যেন বহুব্রী। ১ যে ব্যক্তি উন্নতি করিয়াছে। (পুং) কৃত আগমোবেদ-শাস্ত্রং যেন বহুব্রী। ২ পরমেশ্বর।

কৃতাগাঃ [স্] (ত্রি) কৃতং আগঃ অপরাধো যেন বহুব্রী। অপরাধী, পাপী, দোষী। (অথর্ব্ব ১২।৫।৬০।)

কৃতাগ্নি (পুং) রাজপুত্রবিশেষ, কনকের পুত্র কৃতবীর্য্যের ভ্রাতা। [কৃতবীর্য্য দেখ।]

কৃতাঙ্ক (ত্রি) কৃতোঽঙ্কশ্চিহ্নং যস্মিন্ বহুব্রী। যাহাকে চিহ্নিত করা হইয়াছে, চিহ্নিত।

"সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥" মনু ৮।২৮১।

কৃতাঞ্জলি (ত্রি) কৃতোঽঞ্জলি যেন বহুব্রী। ১ বদ্ধাঞ্জলি, কিছু প্রার্থনা করিবার জন্য অথবা সম্মান প্রকাশ করিবার জন্য যে হস্তদ্বয় অঞ্জলি বদ্ধ করিয়াছে।

"অভিবাদয়েদ্বৃদ্ধাংশ্চ দদ্যাচ্চৈবাসনং স্বকম্।
কৃতাঞ্জলিরুপাসীত গচ্ছতঃ পৃষ্ঠতোঽন্বিয়াৎ॥" মনু ৪।১৫৪।

(পুং) কৃতোঽঞ্জলিরিব পত্র-সঙ্কোচো যেন। ২ ওষধিভেদ, বরাহক্রান্তা।

কৃতাঞ্জলিপুট (ত্রি) কৃতোঽঞ্জলিপুটো যেন বহুব্রী। যে হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করিয়াছে।

"তং দৃষ্ট্বা প্রণতং পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটং নৃপঃ।" রামা° ১।৩।৩৩।

কৃতাত্মা [ন্] (ত্রি) কৃতঃ সংস্কৃত আত্মা অন্তঃকরণং যেন যস্য বা বহুব্রী। শুদ্ধচিত্ত, সংস্কৃতচিত্ত।

"গৃহে গৃহবতান্নিত্যামাগচ্ছন্তি কৃতাত্মনাম্॥"

২ শিক্ষিত বুদ্ধি। ৩ কৃতকৃত্য, যে ব্যক্তি আত্মাকে মুক্ত করিতে পারিয়াছে, যাহার বিষয়ভোগের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, যাহার আত্মা স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে। "পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্ত ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি-কামাঃ।" মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।২।

কৃতাত্যয় (পুং) কৃতস্য কর্ম্মণোঽত্যয়োভোগেনাবসানং। ভোগদ্বারা কর্ম্মের নাশ। সাংখ্যদর্শনের মতে, কর্ম্ম একবার উৎপন্ন হইলে ভোগ ব্যতীত আর তাহার নাশ নাই। বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কর্ম্মের শেষ হয়, তাহাতে আর নূতন কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না, কিন্তু পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ভোগ-ব্যতীত নাশ হয় না। এই জন্য মুক্তপুরুষের জীবন্মুক্তি ও বিদেহকৈবল্য এই দুইপ্রকার অবস্থা হয়। বিবেকজ্ঞানের উৎপত্তিতে আত্মা মুক্ত হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অর্জ্জিত ফলারম্ভ রহিত কর্ম্মসমূহের নাশ হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ হয় না, যে কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম, এই হেতু এই কর্ম্ম ফলজন্য দেহ ও তৎস্থিত কুষ্ঠাদি বিদ্যমান থাকে। যথা,

বেদান্তসারে "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

"আন্ধ্যমান্দ্যাপটুত্বাদি ভাজনেনেন্দ্রিয়গ্রামেণ অশনায়াপি-পাসাশোকমোহাদিভাজনেন চ……ভুজ্যমানানি জ্ঞানা-বিরুদ্ধান্যারব্ধফলানিচ পশ্যন্নপীত্যাদি।"

কর্ম্মের ভেদ দ্বারা অবসানের জন্য মুক্ত পুরুষকেও দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। অবশেষে কর্ম্মের অবসান হইলে বিদেহকৈবল্য প্রাপ্তি হয়। এই কর্ম্মাবসানকে কৃতাত্যয় কহে।

কৃতানুকৃত (ক্লী) কৃতস্যানুকৃতমনুকরণং, ৬তৎ। কৃতের অনুকরণ, যেরূপ করা হইয়াছে তাহার অনুকরণ।

"কৃতানুকৃতকারিণৌ। পরস্পর বধে বীরৌ যতমানৌ পরন্তপৌ॥" রামায়ণ ৬।৯১।২৮।

কৃতান্ত (ত্রি) কৃতো নিষ্পাদিতোঽন্তঃ সমাপ্তির্যেন, বহুব্রী। ১ সমাপ্তিকারক, সিদ্ধান্তকারী।

"কৃতান্ত আসীৎ সমরো দেবানাং সহদানবৈঃ।" ভাগ,৯।৬।১৩।

২ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ফলোন্মুখ কর্ম্ম, ভাগ্য, নিয়তি।

"ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ।"মেঘদূত২।১০৫।

৩ যম। (যমঃ কৃতান্ত। হেম° ২।৯৮।)

"রজ্জেব পুরুষোবদ্ধাকৃতান্তেনোপনীয়তে।" রামায়ণ ৫।৩৪।৩।

৪ সিদ্ধান্ত। (হেম° ২।১৫৬।)

"সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।"গীতা ১৫।১৩।

৫ মৃত্যু। ৬ পাপ, পাপকার্য্য। ৭ শনিবার। ৮ দেবমাত্র। ৯ শনি।

"কৃতান্তে কুজয়োর্বারে যস্য জন্মদিনং ভবেৎ।" জ্যোতিষ।

১০ যমদেবতাধিষ্ঠিত ভরণী নক্ষত্র। ১১ অঙ্কগণনায় দুই সংখ্যা।

কৃতান্তজনক (পুং) কৃতান্তস্য জনকো জন্মদাতা, ৬তৎ।-সূর্য্য। (আদিত্যঃ……যমুনাকৃতান্তজনকঃ। হেম° ২।৯।)

কৃতান্তা (স্ত্রী) কৃতান্ত-স্ত্রিয়াং টাপ্। রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য।

কৃতান্ন (ক্লী) কৃতং পক্বং তদন্নঞ্চ, কর্ম্মধা। ১ পক্বান্ন।

"বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ।
যোগক্ষেমং প্রচারঞ্চ ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে॥" মনু ৯।২১৯।

২ সিদ্ধ অন্ন, ভোজনের পর যাহা পরিপক হইয়াছে। (ত্রি) কৃতং সিদ্ধমন্নং যেন, বহুব্রী। ৩ যে অন্নপাক করিয়াছে।

কৃতাপকৃত (ত্রি) কৃতং চ তদপকৃতং চ, (কৃতাপকৃতাদীনাং চোপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। পা ২।১।৬০। সূত্রে বার্ত্তিক।) কৃত হইয়া অপকৃত, যাহা অনুকূলে কৃত হইয়া প্রতিকূলে

কৃত হইয়াছে, কৃতের অসমাপ্তি। ('কৃতাপকৃতমিত্যত্রাপি অসমাপ্তির্গম্যতে, যৎকৃতং তদেব বাপকৃতং বিরূপং কৃতমিত্যর্থাবগমাৎ।" পা ২।১।৬০ সূত্রে কৈয়ট।)

কৃতাপদান (ত্রি) কৃতং অপদানং মহৎ কার্য্যং যেন, বহুব্রী। যে কোন মহৎ কার্য্য করিয়াছে।

কৃতাপরাধ (ত্রি) কৃতোঽপরাধো যেন, বহুব্রী। দোষী, যে কোন অপরাধ করিয়াছে।

কৃতাভিষেক (ত্রি) কৃতোঽভিষেকোঽভিষেচনং যস্য, বহুব্রী। ১ যাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। (পুং) ২ অভিষিক্ত রাজপুত্র।

কৃতায় (পুং) কৃতং কৃতসংজ্ঞোঽয়ঃ পাশকঃ। পাশকভেদ, একপ্রকার খেলিবার পাশা।

কৃতার্ঘ (পুং) কৃতো দত্তোঽর্ঘঃ পূজোপচারবিশেষোযস্মৈ, বহুব্রী। অতীত অবসর্পিণীর ১৯শ অর্হতের নাম। (হেম° ১।৫২)

কৃতার্থ (ত্রি) কৃতো নিষ্পাদিতোঽর্থঃ প্রয়োজনং যেন বহুব্রী। ১ কৃতকার্য্য, যে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে।

"কৃতঃ কৃতার্থোঽস্মি নিবর্হিতাংহসা।" মাঘ ১।৯।)

২ সন্তুষ্ট, পরিতুষ্ট। ৩ দক্ষ, নিপুণ। ৪ মুক্তপুরুষ, যাহার আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তিরূপ মহান্ অর্থ সাধিত হইয়াছে।

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২।১৪।)

কৃতালক (পুং) কৃতা অলকা তন্নাম পুরী যেন, বহুব্রী। শিবের অনুচরবিশেষ।

কৃতালয় (ত্রি) কৃত আলয়ো যেন, বহুব্রী। কৃতাবাস, যে কোন স্থানে আপন আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছে।

"যত্র মে দয়িতা ভার্য্যা তনয়াশ্চ কৃতালয়াঃ।" রামায়ণ ৪।৬৩।২১।

(পুং) কৃতো গৃহীতোঽন্যাকৃতঃ স্বকীয়ত্বেনেত্যর্থঃ আলয়ো যেন, বহুব্রী। ২ ভেক, ব্যাঙ্।

কৃতাবসক্থিক (ত্রি) কৃতা অবসক্থিকা যেন বহুব্রী। বস্ত্র দ্বারা যে ব্যক্তি আপন পৃষ্ঠের সহিত জানু ও জঙ্ঘা বাঁধিয়াছে।

"কৃতাবসক্থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে।" আহ্নিকতত্ত্ব।

কৃতাবস্থ (ত্রি) কৃতা অবস্থা স্থিতিঃ, রাজদ্বারেঽভিযুক্তরূপাবস্থাবিশেষো বা যস্য বহুব্রী। ১ নির্দ্ধারিত, স্থিরীকৃত। ২ আহূত, রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

"পৃষ্টোঽপ্যয়মানস্তু কৃতাবস্থো ধনৈষিণা।" মনু ৮।৬০।

'কৃতাবস্থ আহূতোঽভিযুক্তো গৃহীত-প্রতিভূশ্চ।' মেধাতিথি।

কৃতাস্ত্র (ত্রি) কৃতং শিক্ষিতং অস্ত্রং যেন বহুব্রী। ১ যে ব্যক্তি অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে। "অন্যেষাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কৃতাস্ত্রাণামনেকশঃ।" ভারত ১৪।৬০অঃ।

কৃতাহ্নিক (ত্রি) কৃতমাহ্নিকং সন্ধ্যাবন্দনাদিরূপং প্রাত্যহিকং কর্ম্ম যেন, বহুব্রী। যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে।

কৃতি (স্ত্রী) কৃ-ভাবে ক্তিন্। ১ ক্রিয়া, করা, করণ। ("বিচিত্রা জগতঃ কৃতির্হরেহরিণা বা" পা ২।৩।৬৬ সূত্রে সিদ্ধান্তকৌমুদী।) ২ হিংসা, আঘাত, ক্ষতি। (কৃতিঃ করণহিংসয়োঃ। মেদিনী।) ৩ পুরুষপ্রযত্ন, কর্ত্তৃব্যাপার। ৪ ক্রিয়া, কার্য্য। ("কৃষ্ণকৃতির্মুররিপোরিয়ং।" বোপদেব।) ৫ মায়া, ইন্দ্রজাল। "কৃত্যানার্য্যোঽসৃজৎ প্রভুঃ।"

ভারত ১৩।৪০অঃ।)

৬ মায়াবিনী, ডাকিনী। ৭ ছন্দোবিশেষ। ("কৃতির্দ্বৌ দ্বাদশাক্ষরাবেকশ্চাষ্টাক্ষরঃ পাদঃ।" ঋক্‌প্রাতি ১৬।২৭) ইহা অনুষ্টুভ্‌জাতীয় ছন্দ, ইহাতে দ্বাদশাক্ষর করিয়া দুই চরণ ও অষ্টাক্ষর এক চরণ আছে। ৮ অন্য আর প্রকার ছন্দ; ইহা ২৪টী করিয়া অক্ষরে ৪টী পাদে গ্রথিত হইবে। ৯ বর্গসংখ্যা, সমান অঙ্কের ঘাত। ("সমোদ্বিঘাতঃ কৃতিরুচ্যতেঽথ।" লীলাবতী।) ১০ বিংশতিসংখ্যা। ১১ হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্রাদের পত্নী। [বৈদিক] ১২ অস্ত্রভেদ, কর্ত্তনী।

"হস্তেষু খাদিশ্চ কৃতিশ্চ সংদধে।" ঋক্ ১।১৬৮।৩।

(পুং) ১৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪০।২১।)

কৃতিকর (পুং) কৃতিসংখ্যা বিংশতিসংখ্যাঃ করাঃ যস্য বহুব্রী। বিংশতি হস্তযুক্ত রাবণ।

কৃতিমান্ (ৎ) (ত্রি) কৃতিরস্যাস্তি কৃতি-মতুপ্। ১ যে অনেক কার্য্য করিয়াছে, যে অনেক সৎকার্য্য করিয়াছে।

"নানাদেশকৃতিমতাং নানাদেশনিবাসিনাম্।"

ভারত১৪।৬০ অঃ।

২ বংশস্থাপনকর্ত্তা, যে কোন বংশস্থাপন করে।

কৃতিরাত (পুং) বিদেহবংশীয় বিশ্রুতের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৩।১৭, বিষ্ণুপুরাণ ৪।৫।২২।)

কৃতিরোমা (পুং) কৃতিরাতের এক পুত্রের নাম।

কৃতী [ন্] (ত্রি) কৃতং কর্ম্ম প্রশস্তমস্যাস্তি, কৃত-ইনি। ১ শিক্ষিত, পণ্ডিত, কবি। (কৃতিষ্ট্যভিজ্ঞপধীরাঃ। হেম ৩৫।) ২ সাধু। ৩ পুণ্যবান্। ৪ কৃতক্রিয়, যে কোন উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। ("ন খবনির্জ্জিত্য রঘুং কৃতী ভবান্॥" রঘু ৩।৫১।) (পুং) ৪ চ্যবনের পুত্র, উপরিচর বসুর পিতা। (ভাগবত ৯।২২।৫।) ৬ সন্নতিমানের এক পুত্র। (ভাগবত ৯।২১। ২৮)

কৃতে (অব্য) কৃ-ক্বিপ্ এদন্ত নিপাতনং। জন্য, নিমিত্ত, কার্য্যার্থ। ("সন্নয়ং জনয়িষ্যামি সীতায়া মানুষঃ কৃতে।"

রামায়ণ ৩।৬৯।১৩।)

কৃতেন (অব্য) নিমিত্ত, কার্য্যার্থ। (রামায়ণ ১।৭৬।৬।)

কৃত্ত (ত্রি) কৃতী ছেদনে ক্ত। ছিন্ন।

কৃত্তি (স্ত্রী) কৃৎ-ক্তিন্। ১ কৃষ্ণসারাদি চর্ম্ম। ২ ত্বক্। ৩ ভূর্জ্জ। ৪ কৃত্তিকা।

কৃত্তিকা (স্ত্রী) কৃৎ-তিকন্ কিচ্চ। ১ তৃতীয় নক্ষত্র, চন্দ্রের পত্নী।

একদিন ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, মঘা, উত্তরফল্গুনী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া চন্দ্রকে ও রোহিণীকে অতিশয় ভর্ৎসনা করিলেন। চন্দ্র নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন—'তোমরা আমাকে কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, এই জন্য তোমরা উগ্র ও তীক্ষ্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে এবং তোমাদের নয়জনের ভোগ্যদিনই যাত্রার উপযুক্ত হইবে না।' চন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া সকলেই পিতৃগৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা দক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সকাতরে বলিলেন, 'পিতঃ! দ্বিজরাজ আমাদিগকে দেখিতে পারেন না, রোহিণীই তাঁহার প্রাণ, তিনি সর্ব্বদা রোহিণীকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করেন। আমাদিগকে সেই দিকে যাইতে দেখিলে চক্ষু ফিরান, আর ফিরিয়া দেখেন না। আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করি, তিনি রাগ করিয়া শাপ দিয়াছেন যে 'তোমরা অযাত্রিক হইবে।" দক্ষ প্রজাপতি কন্যাগণের দুঃখের কথা শুনিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন, তিনি চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'বৎস! তোমার অবিধেয় আচরণ শুনিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। তুমি এই অবিধেয় আচরণ পরিত্যাগ করিয়া সকলেরই প্রতিই সমান ভাবে দেখ, একটীকে সোহাগিনী করিয়া সকলকে দুঃখিত করিও না।' দ্বিজরাজ ভয়ে ও লজ্জায় তাহাই অঙ্গীকার করিলেন। ভয়, লজ্জা আর কতক্ষণ থাকে। দক্ষ প্রস্থান করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে ভয়লজ্জাও অন্তর্হিত হইল। চন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় রোহিণীর প্রতিই অনুরক্ত থাকিলেন। ভরণী প্রভৃতি রমণীগণ পুনর্ব্বার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'পিতঃ! আমাদের দুরদৃষ্ট কিছুতেই দূর হইবার নহে, দ্বিজরাজ কিছুতেই আমাদিগকে ভালবাসিবেন না। দক্ষ পুনর্ব্বার চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, চন্দ্রও অঙ্গীকার করিলেন, ফল কিছুই হইল না। চন্দ্র পূর্ব্ববৎ রোহিণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষীই থাকিলেন। বিশেষ হইল যে ভরণী প্রভৃতিকে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দক্ষ সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'তাত! আমাদের চন্দ্রে আর প্রয়োজন নাই, আপনি আমাদিগকে তপস্যার উপদেশ প্রদান করুন। আমরা তপস্বিনী হইব।' ইহা শুনিয়া দক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার নাসিকার অগ্রভাগ হইতে রমণীসম্ভোগলোলুপ যক্ষ্মা উৎপন্ন হইল। তখন দক্ষ সেই রোগকে বলিলেন, 'তুমি সত্বর চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ কর, চন্দ্রকে গ্রাস করিবার জন্য তাহার শরীরে গিয়া বাস কর।' যক্ষ্মা চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিল। দ্বিজরাজ দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, পরিশেষে এক কলা মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে দেবগণ চন্দ্রের এই অবস্থা দেখিয়া ব্রহ্মাকে জানাইলেন। অনন্তর ব্রহ্মার আদেশমত দেবগণ দক্ষভবনে উপস্থিত হইয়া দক্ষকে বহুবিধ স্তব করিয়া বলিলেন, 'আপনি রজনীনায়কের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার দুর্দ্দশা দূর করুন! তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি!' প্রজাপতি দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'আমি যে শাপ দিয়াছি, তাহা কিছুতেই অন্যথা হইবার নহে। চন্দ্র যদি আপনার দুরাচার পরিত্যাগ করিয়া সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করে, তবে এক পক্ষ ক্ষয় ও একপক্ষ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।' দেবগণ চন্দ্রকে জানাইলেন। দক্ষের বাক্যে চন্দ্রের একপক্ষ বৃদ্ধি ও অপরপক্ষে ক্ষয় হইতে লাগিল। (কালিকাপুরাণ ২০—২১ অধ্যায়।)

ভরণী প্রভৃতির সহিত কৃত্তিকাকেও চন্দ্র শাপ দিয়াছিলেন, সেই জন্য কৃত্তিকানক্ষত্র যাত্রায় বর্জ্জনীয়। ইনি কার্ত্তিকেয়কে পালন করিয়াছিলেন। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি।

"ক্ষুধাধিকঃ সত্যধনৈর্বিহীনো বৃথাটনোৎপন্নমতিকৃতঘ্নঃ।
কঠোরবাক্ চাহিত কর্ম্মকৃৎ স্যাৎ
চেৎ কৃত্তিকায়াং মনুজঃ প্রসূতঃ॥" কোষ্ঠীপ্রদীপ।

কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে মনুষ্য ক্ষুধিত, মিথ্যাবাদী, বৃথা পর্য্যটনশীল, কৃতঘ্ন, কঠোরবাদী ও অহিতকারী হয়। ইহার আদ্যপাদে জন্মগ্রহণ করিলে জাত ব্যক্তির মেষরাশি হইবে ও অবশিষ্ট পাদত্রয়ে জন্মিলে তাহার বৃষরাশি হইবে। ২ শকট, গাড়ী।

কৃত্তিকাঞ্জি (ত্রি) কৃত্তিকা শকটং অঞ্জিস্তিলকং চিহ্নং যস্য বহুব্রী। শকটচিহ্নে চিহ্নিত, অশ্বমেধযজ্ঞে যে অশ্বকে শকটাকার তিলক দেওয়া হয়। (শতপথব্রাহ্মণ ১৩।৪।২।৪।)

কৃত্তিকাভব (পুং) কৃত্তিকায়াং কৃত্তিকা নক্ষত্রে ভব উৎপত্তিরস্য। চন্দ্র। (হেম°।) কাহারও মতে এই শব্দটী 'কৃত্তিকাধব' হইবে, তাহাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়, কারণ চন্দ্রের কৃত্তিকা নক্ষত্রে উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথা কোন পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। [কৃত্তিকা দেখ।]

কৃত্তিকাসুত (পুং) কৃত্তিকায়াঃ সুতঃ পুত্র, ৬তৎ। কার্ত্তিকেয়, কৃত্তিকা ইহাকে পালন করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম কৃত্তিকাসুত হইয়াছে। [কার্ত্তিকেয় দেখ।]

কৃত্তিবাস (পুং) কৃত্ত্যা চর্ম্মণা গজাসুরস্তেতি শেষঃ যস্তে কটি-দেশমাচ্ছাদয়তি উপ° স°। কৃত্তি-বস্-অণ্। ১ শিব। ২ বাঙ্গালাভাষায় একজন অতি প্রাচীন কবি। "কৃত্তিবাসী রামায়ণ" বা বাঙ্গালভাষায় রামায়ণ তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। তিনি স্বরচিত ভাষা রামায়ণে যেরূপ নিজের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, তিনি একজন কবি *, একজন পণ্ডিত †, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ‡ এবং ফুলিয়াগ্রামনিবাসী ¶। তাঁহার সময়ে ফুলিয়াগ্রাম বোধ হয় বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এই জন্যই "স্থানের প্রধান" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। ফুলিয়া-গ্রাম শান্তিপুরের নিকট। কবি ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন প্রসঙ্গে আকনা, মাহেশ, মেড়তলা, খড়দহ, নদীয়া, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। নবদ্বীপ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া।
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম॥" আদিকাণ্ড।

এখন কথা হইতেছে, কৃত্তিবাস নবদ্বীপকে সপ্তদ্বীপের সার বলিলেন, অথচ নবদ্বীপচন্দ্র চৈতন্যদেবের নাম উল্লেখ করিলেন না, খড়দহের নিত্যানন্দ প্রভুর নামও তুলিলেন না, এমন কি কবির জন্মভূমি ফুলিয়ানিবাসী কঠোরতপা হরিদাসের নামটী মাত্রও করেন নাই, ইহাতে বোধ হয় যে তিনি চৈতন্য প্রভৃতির পূর্ব্বে আবির্ভূত হন এবং তাঁহার সময়েও নবদ্বীপে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের বাস ছিল।

বর্ত্তমানকালে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ফুলিয়া-মেলের জন্য ফুলিয়াগ্রাম বিখ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের কুলাচার্য্যকারিকা পাঠে জানা যায়, মেলপ্রবর্ত্তক দেবীবর চৈতন্যদেবের এবং ফুলিয়ামেলের প্রথমব্যক্তি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য দেবীবরের সমসাময়িক। কুলপঞ্জিকার মতে গঙ্গানন্দের প্রপিতামহের নাম অনিরুদ্ধ, এই অনিরুদ্ধের পিতার নাম মুরারিওঝা ও ভ্রাতার নাম বনমালী। বনমালীর কৃত্তিবাস নামে এক পুত্র জন্মে। [কুলীন শব্দ ৩৩৬পৃঃ দেখ।] উক্ত মুরারিওঝার পৌত্র ও বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস আমাদের বিবেচনায় ভাষা-রামায়ণ-প্রণেতা। কবিও নিজে আপনাকে "মুরারিওঝার নাতি"(১) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

কুলপঞ্জিকানুসারে মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের প্রতিষ্ঠিত আদিত্যের অধস্তম ৮ম পুরুষে এবং গঙ্গানন্দের ভট্টাচার্য্যের উর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষে কৃত্তিবাস আবির্ভূত হন। এরূপ স্থলে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ন্যূনাধিক ২৫০ বর্ষ পরে (২) এবং চৈতন্যের সমসাময়িক (৩) গঙ্গানন্দের ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব-কাল স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে কৃত্তিবাস ১৪১৫ হইতে ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। কবি লঙ্কাকাণ্ডে লিখিয়াছেন, যে তিনি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় রামায়ণ রচনা করেন, ইহাতে বোধ হয় তিনি বৃদ্ধাবস্থায় উক্ত সময়ে ভাষারামায়ণ প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন। এখন সাধারণের বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচয়িতা গুণরাজখাঁই বাঙ্গালার আদি-কবি, তিনি ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে নিজগ্রন্থ রচনা করেন; কিন্তু এখন আর সে কথা খাটিতেছে না, কৃত্তিবাস গুণরাজখাঁ অপেক্ষা প্রাচীন কবি, তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমসাময়িক।

কাহারও মতে কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানিতেন না, তিনি মূল রামায়ণ দেখেন নাই, পুরাণ শুনিয়া আপন গ্রন্থ রচনা করেন।—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে॥" অরণ্যকাণ্ড।
"নাহিক এ সব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে॥"

আবার কেহ শেষোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন—

"কৃত্তিবাস যে অদ্ভুতরামায়ণের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা অদ্ভুত রামায়ণে নাই, ইহাতে তাঁহার সংস্কৃতানভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে।"

কৃত্তিবাস যে আদৌ সংস্কৃত জানিতেন না, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। তিনি আপনাকে প্রায় শতবার "পণ্ডিত" ও সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যে ব্যক্তি সংস্কৃত জানেনা, তাহার লেখনী হইতে কখন এরূপ অসমসাহসী কথা বাহির হইতে পারে না। তাঁহার বর্ণিত অনেক কথা অদ্ভুত-রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিপিতে আছে। একস্থানে কবি লিখিয়াছেন—

* "কৃত্তিবাস কবির কবিত্বময় বাণী।" কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।
† "লঙ্কাকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।" ইত্যাদি।
‡ "কৃত্তিবাস কবিবর, সর্ব্বশাস্ত্র সুগোচর" লঙ্কাকাণ্ড।
¶ "স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥" অরণ্যকাণ্ড।
(১) "কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে বিরাজ করেন সরস্বতী॥" কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

(২) মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব ১১৬৯ হইতে ১২০৩ বা ১২০৫ খৃষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন, এরূপস্থলে তাহার রাজত্বের মধ্যবর্ত্তীকালে প্রায় ১১৮০ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ আদিত্য সম্মানিত হন।

(৩) ১৪০৭ শকে অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম। গঙ্গানন্দের পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবের সমকালীন। এইজন্য গঙ্গানন্দ চৈতন্যের কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকা সম্ভব।

"পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে॥"

বাস্তবিক কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ ও অনেক পুরাণ পাঠ করিয়া তাহার সার-সংগ্রহ পূর্ব্বক ভাষা-রামায়ণ রচনা করেন, উহা কোন একখানি গ্রন্থের অনুবাদ নহে। এই জন্য ইহার সহিত বাল্মীকি রামায়ণের অনেক অনৈক্য। পূর্ব্বে ভাষা রামায়ণের পাঁচালী গীত হইত। কৃত্তিবাসের রামায়ণপাঠে বোধ হয় যে তিনিও সেই উদ্দেশ্যেই রামায়ণ রচনা করেন। বোধ হয় তিনি সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য ও আপনার কবিত্ব দেখাইবার নিমিত্ত এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহা আমরা প্রাচীন পুরাণাদি কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। [রাম দেখ।]

কৃত্তিবাসের রচনা অতি সরল ও মধুর, মাঝে মাঝে শব্দমাধুর্য্য ও পরিহাস-রসিকতার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। বাঙ্গালাভাষার শৈশবাস্থায় যাঁহার লেখনী হইতে এমন মনোমুগ্ধকর মধুর রচনা বহির্গত হইয়াছে, তিনি নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ কবি।

কৃত্তিবাসের নাম দিয়া যে কয়খানি রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার একখানিও বিশুদ্ধ নহে। প্রাচীন হস্তলিপির সহিত মিলাইলে অনেক অসঙ্গতি দেখা যায়।

কৃত্তিবাসাঃ [স্] (পুং) কৃত্তির্গজাসুরস্য চর্ম্ম বাসোঽস্য, বহুব্রী। ১ মহাদেব গজাসুরকে মারিয়া তাহার চর্ম্ম পরিধান করেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে। কাশীখণ্ডে ৬৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে—পার্ব্বতী যখন মহাদেবের নিকট হইতে রত্নেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন মহিষাসুরের পুত্র গজাসুর আপন বলবীর্য্যে প্রমত্ত হইয়া মহাদেবের অনুচরগণকে নিপীড়ন করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছিল। প্রমথগণ গজাসুরের ভয়ে ভীত হইয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইল। গজাসুর ইতিপূর্ব্বে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়াছিল যে, কন্দর্পের বশীভূত কোন ব্যক্তির হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে না। গজাসুর সমস্ত জগৎকে কন্দর্পবশীভূত বলিয়া আর মৃত্যুভয় করিত না। কিন্তু সে যখন কন্দর্পদর্পহারী মহাদেবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মহাদেব তাহাকে ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া একাবারে শূন্যে তুলিয়া ধরিলেন। গজাসুর শূন্যে মহাদেবের মস্তকের উপর ছত্রের ন্যায় স্বীয় দেহ বিস্তৃত করিয়া রহিল। গজাসুর সেইরূপ শূন্যে থাকিয়া মহাদেবের অনেক স্তব স্তুতি করিলে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিতে চাহিলেন। তাহাতে গজাসুর প্রার্থনা করিল, "হে উলঙ্গ মহাদেব! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনি আমার শরীরের চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরিধান করুন ও অদ্য হইতে আপনার নাম কৃত্তিবাস হউক।" মহাদেব গজাসুরের এই প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়াছিলেন ও তদবধি তাঁহার নাম কৃত্তিবাস হইল।

শুক্লযজুর্ব্বেদে রুদ্রের একটী নাম 'কৃত্তিবাসাঃ' দৃষ্ট হয়। যথা—"অবততধন্বা পিনাকাবসঃ কৃত্তিবাসা অহিংসন্নঃ শিবোঽতী হি।" বাজসনেয়সংহিতা ৩। ৬১।

'হে রুদ্র! ত্বংকৃত্তিবাসাঃ চর্ম্মাম্বরঃ।' বেদদীপে মহীধর। (স্ত্রী) ২ দুর্গা।

কৃত্নু (ত্রি) ১ কর্ত্তনশীল। ("শ্বন্নীব কৃত্নুর্বিজ আমিনানা।" ঋক্ ১।৯২।১০। 'কৃত্নুঃ কর্ত্তনশীলা।' সায়ণ।) কৃ-কৃত্নু। (কৃহনিভ্যাং কৃত্নু। উণ্ ৩।৩০।) ২ শিল্পী, কার্য্যনিপুণ। কারুকার্য্যকারী। (কৃত্নুঃশিল্পী। উজ্জ্বলদত্ত।)

কৃত্য (ত্রি) ক্রিয়তে, কৃ-ক্যপ্ (বিভাষা কৃবৃষোঃ। পা ৩।১।১২০।) তুগাগমশ্চ। ১ কর্ত্তব্য কার্য্য। ২ বিদ্বিষ্ট। ৩ যে ব্যক্তিকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করা যাইতে পারে অথবা কাহাকেও বিনাশ করিবার জন্য নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

(কৃত্যাক্রিয়াদেবতয়োঃ স্ত্রিষু বিদ্বিষ্টকার্য্যয়োঃ। মেদিনী।)

(পুং) ৪ ব্যাকরণের তব্য, অনীয়র্, তবৎ, যৎ, ক্যপ্, ণ্যৎ ও কেলিমর্ এই কয়টী প্রত্যয়। বোপদেব ইহাদের ন্য সংজ্ঞা করিয়াছেন। কৃত্য প্রত্যয় কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কচিৎ কর্ত্তৃবাচ্যেও প্রযুক্ত হয়। ৫ অভিচার দেবতা, অভিচারার্থ যে যে দেবতার পূজা করা হয়; ভূত, প্রেত, যক্ষাদি। (ক্লী) ৬ কার্য্য, প্রয়োজন, অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, উদ্দেশ্য।

কৃত্যক (পুং) কৃত্য-স্বার্থে কন্। বিদ্বেষক, ক্ষতিকারক।

কৃত্যকা (স্ত্রী) কৃত্যক-স্ত্রিয়াং টাপ্। মায়াবিনী, ডাকিনী, যে স্ত্রী প্রাণান্তকর ক্ষতি করে অথবা সর্ব্বনাশ করে।

("লোষ্টুভিঃ পাংশুভিশ্চৈব তৃণৈঃ কাষ্ঠৈশ্চমুষ্টিভিঃ।
অবশ্যমেব হন্যাম সার্থস্যকিলকৃত্যকাম্॥"
ভারত, নলোপাখ্যান, ১৩।২৯।)

কৃত্যবান্ [ৎ] (ত্রি) কৃত্যমস্ত্যস্য, কৃত্য-মতুপ্, মস্য বঃ। ১ কৃত্যযুক্ত, যে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য করে বা করিতেছে, যাহার কোন উদ্দেশ্য আছে, যে নিত্য কার্য্য সন্ধ্যাবন্দনাদি অনুষ্ঠান করে।

("তে হপশ্যন্ ব্রাহ্মণং শ্যামমাপন্নং পলিতং কৃশম্।
কৃত্যবন্তমদূরস্থমগ্নিহোত্রপুরস্কৃতম্॥" মহাভারত, আদি।
২ কার্য্যবান্।

কৃত্যবিৎ [দ্] (ত্রি) কৃত্যং কর্ত্তব্যং বেত্তি, কৃত্য-বিদ্-ক্বিপ্। কার্য্যজ্ঞ, বিধিজ্ঞ, পণ্ডিত, জ্ঞানী।

কৃত্যবিধি (পুং) কৃত্যস্য কর্ত্তব্যস্য বিধির্নিয়মঃ, ৬তৎ। কর্ত্তব্যকার্য্যের বিধি, নিয়ম, কার্য্যপ্রণালী।

কৃত্যা (স্ত্রী) কৃ-ভাবে ক্যপ্-তুগাগমঃ টাপ্ চ। ১ ক্রিয়া, কার্য্য। "ব্রাহ্মণস্য রুজঃ কৃত্যা জাতিরভ্রেয়মদ্যয়োঃ।" মনু ১১।৬৯।

২ অভিচারাদি কার্য্য।

"উৎকৃত্যাং কিরামি।" বাজসনেয়সংহিতা ৫।২৩।"

'উৎকৃত্যা শত্রুভিরভিচরদ্ভিঃ সম্পাদিতা বলগরূপা' মহীধর।

৩ অভিচারকার্য্যের জন্য আরাধিত দেবতাবিশেষ।

"মৃগীব কৃত্যা কর্ত্তারমচ্ছতু।" অথর্ব্ববেদ ৫।১৪।১১।

অভিচার ক্রিয়ায় ইহার উৎপত্তি হয় এবং যাহার বিনাশের নিমিত্ত অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহাকে বিনাশ করিয়াই বিনষ্ট হয়।

মহাভারতে একটী কৃত্যা উৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে। নরপতি বৃষাদর্ভি মুনিগণের নিকট দান প্রশংসা শুনিয়া মুনিগণকে প্রতিদিন উডুম্বর ফল প্রদান করিতেন। সুবর্ণদানে অধিকফল অথচ দেখিতে পাইলে মুনিগণ গ্রহণ করিবেন না, এই ভাবিয়া ফলের মধ্যে গোপন করিয়া সুবর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন। মুনিগণ জানিতে পারিয়া সেই ফল গ্রহণ করিলেন না, স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। বৃষাদর্ভি কুপিত হইয়া মুনিগণের বিনাশ করিবার মানসে অভিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যথাবিধি ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, একটী রাক্ষসীর (কৃত্যার) উৎপত্তি হইল। নরপতি বলিলেন, 'যাতুধানি! তুমি অত্রি প্রভৃতি মুনিগণকে বিনাশ কর। কিন্তু তাহাদিগকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের নামের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরে বিনাশ করিও।' যাতুধানী মুনিগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসীর বিনাশ করিতে এক সন্ন্যাসীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্বেই মুনিগণের সহিত মিলিত হইলেন। রাক্ষসী আসিয়া মুনিগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। মুনিগণ যথাক্রমে আপনাদের নামের অর্থ ও পরিচয় দিলেন, কিন্তু রাক্ষসী তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না, পরিশেষে সন্ন্যাসী বেশধারী ইন্দ্রের নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। ইন্দ্র পরিচয় দিলেও রাক্ষসী বুঝিতে না পারিয়া বলিল, আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই, আপনি পুনর্ব্বার পরিচয় দিন। সন্ন্যাসী কহিলেন, তুমি একবারে আমার পরিচয় বুঝিতে পারিলে না, অতএব আমি এই ত্রিদণ্ডাঘাতে তোমাকে বিনাশ করিব। এই বলিয়া ত্রিদণ্ডাঘাত করিলেন, রাক্ষসী ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। (ভারত, অনু, ৯৩ অধ্যায়।)

আর এক সময়ে যখন মহারাজ অম্বরীষ রাজ্যাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক যমুনাতীরে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতেছিলেন, তখন মহামুনি দুর্ব্বাসা তাঁহার অতিথি হইলে তিনি আহারার্থ শুদ্ধ জল প্রদান করেন, তাহাতে দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য জটা হইতে কালানল সদৃশ প্রজ্বলিত দেহধারিণী অসিহস্তা কৃত্যাকে সৃজন করেন। (ভাগবত, ৯।৪ অঃ।) বিষ্ণুপুরাণের ৫।৩৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে—কৃষ্ণ কাশিরাজ পৌণ্ড্রককে নিহত করিলে তাহার পুত্র তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া পিতৃশত্রু কৃষ্ণকে নিহত করিবার জন্য মহাদেবের নিকট কৃত্যাকে বর প্রার্থনা করেন। তাহাতে দক্ষিণাগ্নি হইতে জ্বালা করালবদনা প্রজ্বলিত-কেশকলাপা কৃত্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার ধ্যান—

"ক্রোধাজ্জ্বলন্তীং জ্বলনং বমন্তীং
সৃষ্টিং দহন্তীং দিতিজং গ্রসন্তীম্।
ভীমং নদন্তীং প্রণমামি কৃত্যাং
রোরুয়মাণাং ক্ষুধয়োগ্রকালীম্॥"

ক্রোধে ইহার দেহ প্রজ্বলিত হইতেছে, ইনি অগ্নিবমন ও সৃষ্টি দাহ করিতেছেন, দৈত্যদিগকে গ্রাস করিতেছেন, ভীমনাদ ও ক্ষুধায় উচ্চ চীৎকার করিতেছেন।

কৃত্যার শান্তি অথর্ব্ববেদ ৫।১৩।১৪। কথিত হইয়াছে।

সুশ্রুতেও কৃত্যার শান্তি মন্ত্র আছে।

"ততোঽসুরা এষু লোকেষু কৃত্যাং বলগান্নিচখ্নুরুতৈবং চিদ্দেবানভিভবেমেতি।"

শতপথব্রাহ্মণ ৩।৫।৪।২।

৪ নদীবিশেষ। (মহাভারত ভীষ্ম ৯।১৮)

কৃত্যাকৃৎ (ত্রি) [বৈদিক] কৃত্যাং অভিচার-ক্রিয়াং করোতি, কৃত্যা-কৃ-ক্বিপ্, তুগাগমশ্চ। যে অভিচার কার্য্য করে। (কৃত্যাং কৃত্যাকৃতে দেবা নিষ্কমিব প্রতি মুঞ্চত।"অথর্ব্ব ৫।১৪।৩।)

কৃত্যাদূষণ (পুং) [বৈদিক] কৃত্যায়া অভিচার-ক্রিয়ায়া-দূষণঃ, কৃত্যা দূষ-ল্যুট্। ১ অভিচার কার্য্যের প্রতিকার জন্য দৈবক্রিয়াবিশেষ, অথর্ব্ববেদের ৫।১৩,১৪ মন্ত্রে এবং শতপথ-ব্রাহ্মণের ৩।৫।৪।২।৩ মন্ত্রে কৃত্যাবিনাশের কথা আছে। ২ কৃত্যাবিনাশক ওষধিবিশেষ। (অথর্ব্ব ৮।৭।১০।) ৩ অঙ্গিরস-বংশীয় কৃত্যাবিনাশক অঙ্গিড় ঋষিবিশেষ। (অথর্ব্ব ১৯।৩৪।১।) কৃত্যাদূষণী শব্দও এই এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কৃত্যাদূষী [ন্] (ত্রি) কৃত্যায়া অভিচার-ক্রিয়ায়া দূষী দূষকঃ, ৬তৎ। কৃত্যা-দূষ-ইনি। কৃত্যাবিনাশক।

কৃত্যাদূষিরয়ং মণিরথো অরাতিদূষিঃ।" অথর্ব্ব ২।৪।৬।

কৃত্রিম (স্ত্রী) কৃ-ক্ত্রি, (ড্বিতঃ ক্ত্রিঃ। পা ৩।৩।৮৮।) ততো-

ষপ্। (ত্রের্ম্মিত্যম্। পা ৪।৪।২০।) ১ বিট্লবণ। (বিড়্-পাক্যে তু কৃত্রিমে। হেম° ৪।৮।) ২ কাচলবণ, কালন্থন। ৩ অঞ্জনভেদ। ৪ জবাদিনাশক গন্ধদ্রব্য। (পুং) ৫ সিহ্লক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (কৃত্রিমং রচিতে প্রোক্তং সিহ্লকে লবণো-ন্তরে। বিশ্ব° ৪৭।) ৬ চীনকর্পূর। ৭ দ্বাদশবিধ পুত্রান্তর্গত পুত্রবিশেষ। ("সদৃশন্ত প্রকুর্য্যাদ্ যং গুণদোষবিচক্ষণম্।
পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ॥" মনু ৯।১৬৯।)
(ত্রি) ৮ মিথ্যাভূত, কল্পিত। (রঘু ১৯।৩৭।) ৯ কার্য্যজাত, অস্বভাবজ।

কৃত্রিমক (পুং) কৃত্রিম-স্বার্থে কন্। ১ তুরস্ক নামক গন্ধ-দ্রব্যবিশেষ। (ক্লী) ২ বিড়্লবণ।

কৃত্রিমধূপ (পুং) কৃত্রিমেন গন্ধদ্রব্য-বিশেষেণ কল্পিতো ধূপঃ, মধ্যালো°। নানাসুগন্ধি দ্রব্যনির্ম্মিত দশাঙ্গাদি ধূপ। সংস্কৃত পর্য্যায়—পায়স, বৃক্ষধূপ, শ্রীবাস, সরলদ্রব। (হেম° ৩।৩১২।)

কৃত্রিমধূপক(পুং) কৃত্রিমধূপ-স্বার্থে কন্। মিশ্রিত গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

কৃত্রিমপুত্র (পুং) কৃত্রিমশ্চাসৌ পুত্রশ্চ, কর্ম্মধা°। দ্বাদশবিধ পুত্রান্তর্গত পুত্রবিশেষ। [পুত্র দেখ।]

কৃত্রিমপুত্রক (পুং) কৃত্রিমপুত্র-অল্পার্থে কন্। ক্রীড়াপুত্ত-লিকা, খেলাঘরের পুতুল।

কৃত্রিমভূমি (স্ত্রী) কৃত্রিমা চাসৌ ভূমিশ্চ, কর্ম্মধা। রচিতভূমি, প্রস্তরাদি নির্ম্মিত গৃহের মেজে।

কৃত্রিমমিত্র (পুং) কৃত্রিমং মিত্রং ইতি সমাসাৎ পুংলিঙ্গত্বং। মিত্রভেদ, নীতিশাস্ত্রমতে মিত্র দুইপ্রকার, এক সহজ অপর কৃত্রিম; তন্মধ্যে যাহাদের সহিত উপকারাদি দ্বারা মিত্রতা হয়, তাহারা কৃত্রিমমিত্র। কৃত্রিমমিত্রই উভয়বিধ মিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কৃত্রিমবন (ক্লী) কৃত্রিমঞ্চ তৎবনঞ্চ, কর্ম্মধা°। উপবন।

কৃত্রিমোদাসীন (পুং) কৃত্রিমশ্চাসৌ উদাসীনশ্চ, কর্ম্মধা°। যে ব্যক্তি উদাসীনতার ভাণ করে।

কৃত্বরী (স্ত্রী) কৃত্বন্-স্ত্রিয়াং ঙীপ্ রশ্চান্তাদেশঃ। কার্য্যকারিণী। ("মহাসিবেয়ঃ সহকৃত্বরী বভূম্।" নৈষধ।)

কৃত্বা [ন্] (ত্রি) [বৈদিক] করোতেরন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত-ইতি কনিপ্। ১ কার্য্যকারী।
("তদিন্দ্রাব আ ভব যেনা কৃত্বনে"। ঋক্ ৮।২৪।২৫।
'কৃত্বনে কর্ম্মণাং কর্ত্রে।' সায়ণ।) ২ কর্ম্মবান্।

কৃত্বা (অব্য) করিয়া, কার্য্য সম্পাদনন্তর।
"কৃত্বাবকাশে রুচিসংপ্রকৃপ্তং।" ভট্টি।

কৃত্বী (স্ত্রী) ব্যাসপুত্র শুকদেবের কন্যা, অণুহের পত্নী ও ব্রহ্মদত্তের মাতা। (ভাগবত ৯।২১।২৫।)

কৃত্ব্য (ত্রি) [বৈদিক] ১ কর্ত্তব্য। "ধর্ত্তা দিবঃ পচতে কৃত্ব্যঃ।" ঋগ্বেদ ৯।৭৬।১।
২ যুদ্ধকর্ম্মকুশল, যোদ্ধা। "উতোসু কৃত্ব্যানাং নবাহসা।" ঋক্ ৮।২৫।২৩। *। 'কৃত্ব্যানাং যুদ্ধকর্ম্মণি কুশলানাং।' সায়ণ।

কৃৎস (ক্লী) কৃ-সঃ, কিচ্চ। (বৃব্রশ্চিকৃত্যাবিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩।৬৬।) ১ উদক, জল। (কৃৎসমুদকং। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ সমুদায়, সকল। (কৃৎসন্ত সকলে ক্লীবং। উণাদিকোষ ১।২৮২।)

কৃৎস্ন (ত্রি) কৃতী বেষ্টনে-কৃস্নঃ। (কৃত্যাশূভ্যাং কৃস্নঃ। উণ্ ৩।১৭।) ১ সমুদায়, সম্পূর্ণ, নিরবশেষ।
"বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা।" মনু ২।১৬৫।
(ক্লী) ২ জল। ৩ সমুদায় একত্র, রাশি।
"তত্রৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।" গীতা ১১।১৩।
৪ কুক্ষি, উদর। (কৃৎস্নং সর্ব্বাম্বুকুক্ষিষু। মেদিনী।)

কৃৎস্নক (ত্রি) কৃৎস্ন-স্বার্থে কন্। সমুদায়, প্রত্যেক।
"ত্বমেবৈতৎ কৃৎস্নকে ব্রহ্মবন্ধৌ।" শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্র ১৬।২৯।৯।

কৃৎস্নবিৎ [দ্] (ত্রি) কৃৎস্নং বেত্তি, কৃৎস্ন-বিদ্-ক্বিপ্।

কৃৎস্নশঃ [স্] (অব্য) কৃৎস্ন-বীপ্সায়াং শস্। সম্পূর্ণরূপে।
"বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ॥"
ভাগবত ৩।৭।১৩।

কৃৎস্নহৃদয় (ক্লী) কৃৎস্নং চ তৎ হৃদয়ং চ, কর্ম্মধা°। সমগ্র হৃদয়। "পশুপতিং কৃৎস্নহৃদয়েন" শুক্লযজুঃ ২৯।৮।
'সমগ্রহৃদয়েন পশুপতিং দেবং প্রীণামি।' বেদদীপে মহীধর।

কৃৎস্নায়ত (ত্রি) [বৈদিক] কৃৎস্নং সমগ্রমায়তং বিস্তৃতং যস্য। সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত। "নমঃ কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে।"
শুক্লযজুঃ ১৬।২০।

কৃদন্ত (পুং) কৃদন্তে যস্য, বহুব্রী। কৃৎপ্রত্যয় করিয়া যে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কৃদর (ক্লী) কৃ-অচ্ নিপা°। (কৃদরাদয়শ্চ। উণ্ ৫।৪১।) ১ গৃহ, ভাণ্ডার। ২ উদর। ("সমিদ্ধো অঞ্জন্ কৃদরং মতীনাং।" শুক্লযজুঃ ২৯।১।*। 'মতীনাং কৃদরং বুদ্ধীনামুদরং গর্ভং।' মহীধর।) ৩ পাত্রবিশেষ। (পুং) ৪ কুশূল, ধান্যাগার, ধানের গোলা, ভাণ্ডার। (কৃদরঃ কুশূলঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কৃধু (ত্রি) [বৈদিক] অল্প, ক্ষুদ্র, হ্রস্ব। (কৃধ্বিতি হ্রস্বনাম নকুতং ভবতি। নিরুক্ত ৬।৩।) "যদস্যা অংহুভেদ্যাঃ কৃধু স্থূলমুপাতসৎ।" শুক্লযজুঃ ২৩।২৮।

কৃধুক (ত্রি) কৃধু-স্বার্থে কন্। অল্প, হ্রস্ব।

কৃধুকর্ণ (ত্রি) কৃধুহ্রস্বৌ কর্ণৌ যস্য, বহুব্রী। ১ যাহার কর্ণদ্বয় হ্রস্ব। (অথর্ব্ববেদ ১১।৯।৭।) কৃধু হ্রস্বঃ কর্ণঃ কর্ণাভ্যন্তরস্থিতা

ঢক্কা যন্ত্র। যাহার কর্ণাভ্যন্তরস্থিত ঢক্কা ক্ষুদ্র অর্থাৎ যে অল্প শুনিতে পায়। ("মম স্বনাৎকৃধুকর্ণো ভয়াতে।" ঋক্ ১০।২৭।৫।)

কৃন্তত্র (ক্লী) [বৈদিক] ১ ভাগ, অংশ, কর্ত্তন, ছেদন। (কৃন্তত্র-মন্তরীক্ষং বিকর্ত্তনং। নিরুক্ত ২।২২।) ("কৃন্তত্রাদেষামুপরা উদায়ন্।" ঋক্ ১০।৩৭।২৩।) কৃতীছেদনে—কত্রন্, নুমাগমশ্চ। (কৃতের্নুম্চ। উণ্ ৩।১০৯।) ২ লাঙ্গল। (কৃন্তত্রং লাঙ্গলং। উজ্জ্বলদত্ত।)

কৃন্তন (ক্লী) কৃৎ-ল্যুট্, নুম্চ। ছেদন, কর্ত্তন।
"নাতঃপরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং।" ভাগবত ৬।২।৪৬।

কৃন্তনিকা (স্ত্রী) কৃন্তন-কন্, ততঃস্ত্রিয়াং টাপ্, ইকারাগমশ্চ। ছুরিকা, ছুরী।

কৃন্তবিচক্ষণা (স্ত্রী) কৃন্ত ছিন্ধি বিচক্ষণ ইত্যুচ্যতে অস্যাং ক্রিয়ায়াং, ময়ূরব্যংসক°। (পা ২।১।৭২) যে ক্রিয়ায়, হে বিচক্ষণ! তুমি ছেদন কর এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয়।

কৃপ্ (স্ত্রী) [বৈদিক] কৃপ্কৃপতের্বা কল্পতের্বা। (নিরুক্ত ৬।৮।) ১ সুন্দর আকৃতি, সৌন্দর্য্য।
"স্বরো ন হি দ্যুতা ত্বং কৃপা পাবক রোচসে।" ঋক্ ৬।২।৬।
'কৃপাভিমুখীকরণসমর্থয়া।' সায়ণ।
২ কল্পনা। "হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ।" শুক্লযজুঃ ৪।২৫।
'কৃপা কল্পনং কৃপ্ তয়া কল্পনায়া' বেদদীপে মহীধর।

কৃপ (পুং) কৃপ্-অচ্। ১ দেবরাজ ইন্দ্রের এক বন্ধু। "শগ্ধি যথা রুশমং শ্যাবকং কৃপমিন্দ্র প্রাবঃ স্বর্ণরম্।" ঋক্ ৮।৩।১২। ২ গৌতমের পৌত্র, শরদ্বান্ ঋষির পুত্র। শরস্তম্বে ইহার জন্ম হয়। ইনি শান্তনু কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য ইহার ভগিনী কৃপীকে বিবাহ করেন। দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় ইনিও কৌরব ও পাণ্ডবদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন বলিয়া, ইহার নাম কৃপাচার্য্য হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ইনি দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধান্তে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে বাস করেন। অবশেষে ইনি পরীক্ষিতকেও ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দেন। (মহাভারত।) ৩ ব্রহ্মক্ষত্রির ঐলরাজপুত্র, ইহার পুত্রের নাম হরিবর্ব। (সহ্যাদ্রিখণ্ড ৯।৩৩।১৪৮।)

কৃপণ (ত্রি) কৃপ্-কুন্। এখানে কল্পনার্থ কৃপধাতুর (কৃপো রো লঃ। পা ৮।২।১৮।) সূত্রানুসারে ঋকারের স্থানে ৯কার ল্ হইতে পারিত, কিন্তু মহাভাষ্যে 'কৃপণাদীনাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ।' কৃপণাদির নিষেধ থাকায় কৃপণপদ সিদ্ধ হইয়াছে। ১ ব্যসনপ্রাপ্ত, দীন। ২ ব্যয়কুণ্ঠ। ৩ অদাতা।
"দাতালঘুরপিসেব্যো ভবতি ন কৃপণো।" পঞ্চতন্ত্র ২।৭৫।
৪ ক্ষুদ্র, নীচ। ৫ কদর্য্য, কুৎসিত। (কৃপণস্ত মিতম্পচঃ। হেম° ৩।৩১।) (পুং) ৬ কৃমি। (কৃপণস্ত ক্রিমৌ পুংসি। মেদিনী) (ক্লী) ৭ দৈন্য, ব্যয়কুণ্ঠতা। ৮ অনুকম্পা, দয়া।
"ছায়া স্বোদাসবর্গশ্চ দুহিতাকৃপণং পরম্।" মনু ৪।১৮৬।
'কৃপণমনুকম্পা দয়া।' মেধাতিথি।

কৃপণকাশী [ন্] (ত্রি) [বৈদিক] যে কিছু অভিপ্রায় করিয়াছে এইরূপ ভাব দেখায়, যে কিছু অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে। ("চারু কৃপণকাশী কামঃ।" তৈত্তিরীয়সং ৩।৪।৭।৩।)

কৃপণধী (ত্রি) কৃপণা দীনা ধীর্বুদ্ধি যস্য, বহুব্রী। ক্ষুদ্রমনাঃ, নীচমনাঃ। (কৃপণবুদ্ধি প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

কৃপণবৎসল (ত্রি) কৃপণেষু দীনেষু বৎসলঃ ৭তৎ। দয়ালু, দরিদ্রের দুঃখমোচনে সচেষ্ট।

কৃপণী [ন্] (ত্রি) কৃপণং দৈন্যমস্যাস্তি কৃপণ-সুখাদিত্বাৎ ইনি। (সুখাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩১।) কৃপণতাযুক্ত, দৈন্যগ্রস্ত, দীন।

কৃপণ্যু (পুং) [বৈদিক] স্তোতা, যে স্তব করে, যে গুণগান করে। (কৃপণ্যুরিতি ত্রয়োদশ স্তোতৃনামানি। নিঘণ্টু ৩।১৬।)

কৃপনীল (ত্রি) [বৈদিক] কর্ম্মস্থান। (সায়ণ)
"যমাসাকৃপনীলং ভাসা কেতুং বর্ধয়ন্তি।" ঋক্ ১২।২০।৩।

কৃপা (স্ত্রী) ক্রপ্ স্ত্রিয়াং ভিদাদিত্বাদঙ্ (ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪।) সম্প্রসারণং টাপ্ চ। দয়া, স্নেহ, সহানুভূতি।
২ নদীবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৭।৩০)

কৃপাকর (ত্রি) কৃপাং করোতি, কৃপা-কৃ-অচ্, উপপদ°। দয়ালু, স্নেহবান্।

কৃপাণ (পুং) কৃপ-আনচ্। (বাহুলকাৎ কৃপেরপ্যানচ্। উজ্জ্বলদত্ত ২।৯০।) খড়্গ, করবাল, নিস্ত্রিংস।

কৃপাণক (পুং) কৃপাণ-স্বার্থে কন্। খড়্গ।

কৃপাণিকা (স্ত্রী) কৃপাণক-স্ত্রিয়াং টাপ্ অকারস্যেকারঃ। ছুরিকা, ছুরী। (ক্ষুরী ছুরী কৃপাণিকা। হেম° ৩।৪৪৮।)

কৃপাণী (স্ত্রী) কৃপাণ-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ কর্ত্তরী, চলিত বাঙ্গালায় কাতান্; কাঁসারীগণ পিত্তলের পাত কাটিতে কাঁচির ন্যায় যে যন্ত্র ব্যবহার করে। (কৃপাণী কর্ত্তরী। হেম° ৩।৫৭৫।) ২ ছুরিকা, ছুরী। (কৃপাণঃ খড়্গো ছুরিকা কর্ত্তর্য্যোরপি যোষিতি। মেদিনী।)

কৃপাদ্বৈত (পুং) কৃপায়াং কৃপাপ্রদানে অদ্বৈতঃ দ্বিতীয়রহিতঃ। বুদ্ধভেদ। (লোকেশ্বরঃ কৃপাদ্বৈতঃ সুধাবর্ষী। ত্রিকাণ্ড।)

কৃপানিধি (পুং) কৃপায়া নিধিরাধারঃ, ৬তৎ। দয়াবান্, কৃপাপূর্ণ।

কৃপাপাত্র, কেবলাদ্বৈতবাদ কুলিশ নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

কৃপারাম, ১ বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থকার। কাশীমাহাত্ম্যসংগ্রহ,

বীজগণিতোদাহরণ, মুদ্রাপ্রকাশ (যোগ), বাস্তুচন্দ্রিকা, এবং পঞ্চপক্ষীটীকা, মকরন্দোদাহরণ, মুহূর্ত্ততত্ত্বটীকা, যন্ত্রচিন্তামণ্যুদাহরণ ও সর্ব্বার্থচিন্তামণি নামে জ্যোতিষগ্রন্থ কৃপারামরচিত। ২ বিবাদভঙ্গার্ণব নামক ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্যতম সংগ্রহকার।

কৃপালু (ত্রি) কৃপাং লাতি আদত্তে, কৃপা-লা ডু, যদ্বা কৃপা বিদ্যতেঽস্মিন্, কৃপা-আলুচ্। দয়ালু, কৃপাযুক্ত। (হেম° ৩।৩২।) "কৃপালোর্দীননাথস্য দেবস্তস্যানুগৃহ্যতে॥" ভাগবত ৪।১২।৫১।

কৃপাবলোকন (ক্লী) কৃপয়া অবলোকনং ৩তৎ। কৃপাদৃষ্টি।

কৃপাবান্ [ৎ] (ত্রি) কৃপা অস্ত্যস্য, কৃপা-মতুপ্, মস্য বঃ। কৃপাযুক্ত, দয়ালু।

কৃপাশঙ্কর, জ্যোতিষকেদার নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

কৃপাসিন্ধু (পুং) কৃপায়াঃ সিন্ধুরিব, উপমিতস°। কৃপাসমুদ্র, কৃপাময়, দয়াপূর্ণ।

(কৃপাম্বুধি, কৃপাসাগর প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।)

কৃপী (স্ত্রী) কৃপ-ঙীষ্। দ্রোণাচার্য্যের পত্নী, কৃপাচার্য্যের ভগিনী, অশ্বত্থামার মাতা। ইহার জন্মবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

এক সময়ে শরদ্বান্ ঋষি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহার তপস্যায় ইন্দ্র ভীত হইয়া, তপোবিঘ্ন মানসে জানপদী নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। স্বর্গবেশ্যার অপূর্ব্ব রূপজ্যোতিতে ঋষির চিত্ত মোহিত হইয়া যায়। তাহাতে ঋষির রেতঃ স্খলিত হইয়া শরগুচ্ছে পতিত হয়। তথায় অমিততেজাঃ মহর্ষির রেতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করে। মহারাজ শান্তনু মৃগয়ায় আসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া স্বীয় রাজপ্রাসাদে লইয়া যান ও লালনপালন করেন। এইরূপে রাজকৃপায় বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া, ইহাদের নাম কৃপ ও কৃপী হইয়াছিল। (মহাভারত।)

কৃপীট (ক্লী) কৃপ-কীটন্। (কৃতৃকৃপিভ্যঃ কীটন্। উণ্ ৪।১৮৪।) ল প্রতিষেধঃ। (কৃপণাদীণাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। পা. ৮।২।১৮ সূত্রে বার্ত্তিক।) ১ উদর। ("নি সুদ্রং দধতো বক্ষণাসু যত্রা কৃপীটমনুতদ্দহন্তি।" ঋক্ ১০।২৮।৮।)

২ জল। (নিঘণ্টু ১।১২।) (কৃপীটং কুক্ষিবারিণোঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ ইন্ধন, কাষ্ঠ। ৪ বিপিন, বন।

কৃপীটপাল (পুং) কৃপীটং জলং পালয়তি, উপপদসঃ। কৃপীট-পালি-রণ্। ১ সমুদ্র। ২ কেনিপাত, নৌকাঙ্গকাষ্ঠবিশেষ, দাঁড়। (কৃপীট-পাল উদ্দিষ্টঃ কেনিপাতসমুদ্রয়োঃ। মেদিনী।) ৩ পবন, বায়ু।

কৃপীট-যোনি (পুং) কৃপীটং কাষ্ঠং যোনিরুৎপত্তিস্থানমস্য, বহুব্রী। অগ্নি। (কৃপীট-যোনির্জ্বলনঃ। অমর ১।১।১।৫৯।)

কৃপীপতি (পুং) কৃপ্যাঃ কৃপভগিন্যাঃ পতির্ভর্ত্তা ৬তৎ। দ্রোণাচার্য্য।

কৃপীপুত্র (পুং) কৃপ্যাঃপুত্রঃ, ৬তৎ। অশ্বত্থামা।

কৃপীসুত (পুং) কৃপ্যা সুতঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। অশ্বত্থামা।

কৃমি (পুং) ক্রামতীতি ক্রম-ইন্ (ক্রমিতমিশতিস্তম্ভামত ইচ্চ। উণ্ ৪।১২১।) ক্রমেঃ সংপ্রসারণঞ্চ ইত্যতঃ সংপ্রসারণানুবৃত্তেঃ সংপ্রসারণং চ। ('কৃমিরিত্যপি সংপ্রসারণানুবৃত্তেরিতি কেচিৎ।' উজ্জ্বলদত্ত।) ১ কীট, পোকা। তৎপর্য্যায়—নীলাঙ্গ, নিলাঙ্গু, ক্রিমি, পুণ্ড্র। ২ লাক্ষা। ৩ কৃমিগ। ৪ গর্দ্দভ, গাধা। ৫ রোগবিশেষ, উদরজাত কীটরোগ।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের পূর্ব্বে আহার, অজীর্ণকারী, অনভ্যস্ত, বিরুদ্ধ বা মলিন দ্রব্য ভোজন, পরিশ্রমের অভাব, গুরুপাক, অতিশয় স্নিগ্ধ এবং শীতলদ্রব্যের ভোজন, দিবানিদ্রা, মাষকলাই, পিষ্টান্ন, বিদল (দ্বিধাকৃত কলায়াদি ডাইল), মৃণাল, শালুক, কেশুর, পর্ণ, শাক, সুরা, পিণ্যাক, (সর্ষপাদির খৈল), চিপিটক, মধুরাম্লপানীয় এই সকল দ্বারা শ্লেষ্মা ও পিত্ত কুপিত হয়। তাহা হইতেই কৃমির উৎপত্তি। আমাশয় ও পক্কাশয়ই কৃমির উৎপত্তিস্থান।

সুশ্রুতের মতে—দেহস্থ কৃমি বিংশতিজাতীয়, পুরীষ, কফ ও রক্ত ইহাদের উৎপত্তির কারণ। অযবা, বিযবা, কিপ্পা, চিপ্পা, গণ্ডূপদা, চুরব ও দ্বিমুখ, এই সাতপ্রকার কৃমি পুরীষজাত। ইহারা শ্বেতবর্ণ সূক্ষ্ম, মলনির্গমনপথে সঞ্চরণ করে। পুরীষজাত এই সাতপ্রকার কৃমি জন্মিলে শূল, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুতা, বিষ্টম্ভ, বলক্ষয়, লালাস্রাব, অরুচি, হৃদ্রোগ ও মলভেদ এই সকল উপসর্গ হয়।

রক্ত, গণ্ডূপদ, দীর্ঘা, দর্ভপুষ্পা, প্রলুনা, চিপিটা, পিপীলিকা, এই সকল কৃমির উৎপত্তির কারণ কফপ্রকোপ। এই সকল কৃমি জন্মিলে শূল, আটোপ, মলভেদ ও অজীর্ণ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশিত হয়।

রোমশা, রোমমূর্দ্ধা, সপুচ্ছা, শ্যাবমণ্ডল, কিঞ্জিশ এবং কুষ্ঠজ এই ছয় প্রকার কৃমির কারণ রক্ত। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিপ্রকার ধান্যাঙ্কুরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, শুক্লবর্ণ ও সূক্ষ্ম। ইহারা মজ্জা, নেত্র, তালু ও শ্রোত্রদেশে উৎপন্ন হয়। কেশ, নখ ও রোম ভক্ষণ করে। এইরূপ কৃমি জন্মিলে, শিরোরোগ, হৃদ্রোগ, বমন, প্রতিশ্যায় প্রভৃতি উপদ্রব হয়। মাষকলাই, পিষ্টান্ন, লবণ, গুড়, শাক এই সকল আহার দ্বারা পুরীষজাত কৃমি জন্মে। মাংস, মাষ-

কলাই, গুড়, ক্ষীর, দধি এবং বহুকালের বিকৃত ইক্ষুরস, ইত্যাদি আহারে কফজাত ক্রিমি জন্মে। বিরুদ্ধ কিম্বা অজীর্ণকারী শাক প্রভৃতি আহারে রক্ত জন্য ক্রিমি জন্মে। জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসাদ, ভ্রম, অরুচি এবং অতিসার এই সমস্ত উপদ্রব ঘটে। প্রথম ত্রয়োদশ প্রকার ক্রিমি স্পষ্ট দৃশ্য। কেশজাত প্রভৃতি অদৃশ্য। সর্ব্ব প্রথমোক্ত দুইপ্রকার ক্রিমি আরোগ্য হয় না।

ক্রিমিরোগের চিকিৎসা।—রোগীকে প্রথমে সুরসাদিগণের কাথ সহযোগে পাক করা ঘৃতদ্বারা বমন করাইবে। পরে তীক্ষ্ণ বিরেচন প্রয়োগ করিয়া যব, কোল, কুলত্থ, সুরসাদিগণের কাথ, বিড়ঙ্গ, তৈল ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। রোগীকে ভাল জলে স্নান করাইয়া ক্রিমিনাশক আহার প্রদান করিবে। অশ্বের পুরীষচূর্ণ, বারিভঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত পান করিলে ক্রিমির উপশম হয়। নাটাকরঞ্জার রস মধুসহযোগে সেবন করিলেও ক্রিমির প্রতীকার হয়। পুরীষজাত বা কফজাত ক্রিমিও এই প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে হয়।

মস্তক, হৃদয়, মুখ, নাসিকা ও চক্ষু এই সকল স্থানে যে ক্রিমি জন্মে, তাহাতে অঞ্জন, নস্য ও অবপীড়ন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোমজাত ক্রিমি ইন্দ্রলুপ্তের চিকিৎসা অনুসারে চিকিৎসা করিবে। দন্তজাত ক্রিমি মুখরোগের ও রক্তজাত ক্রিমি কুষ্ঠরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ক্রিমিরোগে তিক্ত ও কটুরস ভোজন করা হিতকর। দুগ্ধপানও প্রশস্ত। ঘন পাক দুগ্ধ, মাংস, ঘৃত, দধি, শাক, অম্ল, মধুর ও হিম ক্রিমিরোগে পরিত্যাগ করিবে।

(সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৫ অঃ।)

কুল ও ছোট করলার মূল, গুড় এবং ঘৃতের সহিত সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে সকলপ্রকার ক্রিমি নষ্ট হয়। (গরুড়পুরাণ ১৯৪ অঃ।) ক্রিমিরোগে ক্রিমি-কালানল, ক্রিমিবিলাস, লাক্ষাবটী, বিড়ঙ্গলৌহ প্রভৃতি, শেষে উপকার না পাইলে বিড়ঙ্গ বা ক্রিমিঘাতিনী-গুড়িকা প্রয়োজ্য। [ক্রিমি দেখ।]

য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণের মতে—অন্ত্রে পাঁচপ্রকার ক্রিমি (Vermes or worms) হইতে দেখা যায়। যথা—বড় ও গোলাকার ক্রিমি *(Ascaris lumbricoides)*, সূত্রাকার ছোট ছোট ক্রিমি *(Ascaris Vermicularis)*, সূত্রাকার লম্বা ক্রিমি *(Tricocephalus dispar)*, লম্বা ও ফিতার মত ক্রিমি *(Tœnia lata)*, এবং চৌড়া ও ফিতার মত ক্রিমি *(Tœnia lata)*। এই পাঁচপ্রকার ক্রিমির মধ্যে (১) বড় ও গোলাকার ক্রিমি দেখিতে কেঁচুয়ার মত গোল ও ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা ও উভয় প্রান্ত সরু, ক্ষুদ্রান্ত্রে এই ক্রিমি জন্মে, কিন্তু পাকাশয়ে, মুখে ও বৃহদান্ত্রেও কখন কখন দেখা যায়। (২) সূত্রাকার ছোট ক্রিমি ঠিক তুলার সূতার মত, প্রধানতঃ সরলান্ত্রেই ইহার বাস। (৩) সূত্রাকার লম্বা ক্রিমি ২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়, ইহার অগ্রভাগের ¾ অংশ ঘোড়ার লোমের মত সরু, কিন্তু পশ্চাৎভাগ অপেক্ষাকৃত স্থূল। সরলান্ত্রেই প্রধানতঃ বাস করে। (৪) লম্বা ফিতার মত ক্রিমি কখন কখন ১০।১৫ ফুট লম্বা হয়, ইহার উভয় প্রান্ত সরু, মস্তক বড় ও গোল, ইহা ২ হইতে ৪ ইঞ্চি পরিমাণে খণ্ড খণ্ড হইয়া বাহির হয়। (৫) চৌড়া ফিতার মত ক্রিমি অধিক চৌড়া ও শেষোক্ত ক্রিমির মত লম্বা হয়, ইহার মাথা অতি ক্ষুদ্র, খণ্ড খণ্ড হইয়া বাহির হয়। এই পাঁচপ্রকার ক্রিমি মানুষের হইতে দেখা যায়, শেষোক্ত দুইপ্রকার ক্রিমি শিশুদের প্রায় জন্মে না।

১ম প্রকার ক্রিমিরোগে পেটের পীড়া, ক্ষুধার হ্রাস, গা বমি বমি, পেট ফাঁপা, ব্যথাযুক্ত অন্ত্রশূল, কখন কোষ্ঠবদ্ধ, কখন ভেদ, নাক চুল্‌কন বা দাঁত কিড়্‌মিড়ি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। উভয়প্রকার ও ক্ষুদ্রাকার ক্রিমি হইলে মলদ্বারে অত্যন্ত চুল্‌কন। শিশুদিগের হইলে নিদ্রিতাবস্থায় তাহারা মলদ্বারে হাত দিয়া চুল্‌কায়, কখন বা শিশুর আক্ষেপযুক্ত মূর্চ্ছা হয়। এরূপ ক্রিমি অজ্ঞাতসারে বা পরিধেয় বস্ত্রে বাহির হইয়া পড়ে।

বড় ও গোলাকার ক্রিমির পক্ষে সেণ্টোনাইন উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেণ্টোনাইনের সহিত তাহার ৬ গুণ বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডা মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে ২।৩ তিনবার খাওয়াইবার পরে জোলাপ দিলে ক্রিমি বাহির হইয়া পড়ে। সেণ্টোনাইন যেমন অতিশয় ক্রিমিঘ্ন, তেমনি ইহা সেবনে পাণ্ডু, কামলা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর রোগ হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য সেণ্টোনাইন ব্যবহার করিতে হইলে, তাহার সহিত চিনি মিশাইয়া দিবসে ২।৩ বার খাইয়া জোলাপ লইলে একদিনেই সমস্ত ক্রিমি বাহির হইয়া যায়। ছোট ও সূত্রাকার ক্রিমি হইলে চিনি দেওয়া দুগ্ধে ২০ ফোঁটা টিঞ্চার এলোস্ এট্‌মার মিশাইয়া প্রত্যহ তিনবার খাওয়াইবে। শিশুদের হইলে এরূপ অবস্থার পরে মলদ্বারে চূণের জলে পিচ্‌কারী দিলে শীঘ্রই উপকার দর্শে।

মুষ্টিযোগ—কাঞ্জি, নালিতাপাতার জল, চিরেতার জল, সোমরাজ, মধুসহ বিড়ঙ্গচূর্ণ, বন্‌বন্, এই সকল দ্রব্য অতিশয় ক্রিমিনাশক।

ক্রিমিক (পুং) ক্রিমি স্বার্থে কন্, (যাবাদিভ্যঃ কন্। পা ৮।৪ ২১) ১ ক্রিমি। ২ কৃষ্ণসর্প। চলিত কথায় রাই।

"কৃমিকং প্রাহসত্তূর্ণং মুমূর্ষুর্নষ্টচেতনঃ।" ভারত ১।৪৩ অঃ।

কৃমিকণ্টক (ক্লী) কৃমৌ কৃমিরোগে কণ্টকমিব তন্নাশকত্বাৎ। ১ বিড়ঙ্গ, চিতা। ৩ উড়ুম্বর, যজ্ঞডুমুর।

কৃমিকর (পুং) কৃমিং করোতি কৃমি-কৃ-ট (কৃঞোহেতুতাচ্ছিল্যানুলোম্যেষু। পা ৩।২।২০।) কীটবিশেষ।

"কোষ্ঠাগরী কৃমিকরো যস্য মণ্ডলপুচ্ছকঃ।" সুশ্রুত ২।

কৃমিকর্ণ, কৃমিকর্ণক (পুং) কৃমিযুক্তঃ কর্ণো যত্র, বহুব্রী, ক প্রত্যয়ঃ। কর্ণরোগবিশেষ, কাণে পোকা হওয়া।

'কৃমিকর্ণ প্রতিনাহৌ বিদ্রধির্দ্বিবিধস্তথা।' সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র।

"যদাতু মূর্চ্ছন্ত্যথবাপি জন্তবঃ সৃজন্ত্যপত্যান্যথবাপি মক্ষিকাঃ।
তদঞ্জনত্বাচ্ছ্রবণো নিরুচ্যতে ভিষগ্‌ভিরাদ্যৈঃ কৃমিকর্ণকস্তু সঃ॥"
সুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র।

কর্ণরন্ধ্রে কোনপ্রকার কীট জন্মিলে, অথবা মক্ষিকাদি ছানা পাড়িলে তাহাতে শ্রবণশক্তি রোধ হয়, ইহাকে কৃমিকর্ণ বলে। কৃমিকর্ণ বিনাশের নিমিত্ত কৃমিঘ্ন ঔষধ প্রযোজ্য।

কৃমিকোশ (পুং) ফলবিশেষ, মাজুফল। (Gall nut.) ভিষক্‌শাস্ত্রোক্ত ইহার পর্য্যায়—সংগ্রাহী, পুগফল, পত্রফল, কাষায়ী, অস্ররোধক। ইহার গুণ—সংগ্রাহী, তিক্ত, রক্তরোধক; জ্বর, অর্শ, প্রদর, অতীসার ও কণ্ঠাময়নিবারক।

কৃমিকোশোত্থ (ত্রি) কৃমিনির্ম্মিতঃ কোশঃ কৃমিকোশঃ তস্মাদুত্তিষ্ঠতি কৃমিকোশ উদ-স্থা-ক। কৌষেয় বস্ত্র, রেশমি কাপড়।

কৃমিকোষ (পুং) ফলবিশেষ, মাজুফল। [কৃমিকোশ দেখ]

কৃমিকোষোত্থ (ত্রি) কৌষেয় বস্ত্র, রেশমি কাপড়।

কৃমিগ্রন্থি (পুং) সন্ধিগতরোগবিশেষ।

"পূয়ালসঃ সোপনাহঃ স্রাবঃ পর্ব্বণি কালজী।
কৃমিগ্রন্থিশ্চ বিজ্ঞেয়া রোগাঃ সন্ধিগতা নব॥" সুশ্রু, উত্তর ১।১।

কৃমিগ্রন্থিরোগে নেত্রের বর্ত্ম ও পক্ষ্মদেশে কণ্ডুযুক্ত গ্রন্থি জন্মে। সেই সমস্ত সন্ধিজাত কৃমি বর্ত্ম ও শুক্লের সন্ধিস্থানে বিচরণ করিয়া নেত্রের অভ্যন্তর দূষিত করে।

কৃমিঘাতী[ন্] (ত্রি) কৃমিনাশক। (পুং) বিড়ঙ্গ।

কৃমিঘ্ন (পুং) কৃমিং হন্তীতি কৃমি-হন্ টক্ (হন্তেরৎ পূর্ব্বস্য। পা ৮।৪।২২।) ইতি নিয়মান্নণত্বং। ১ বিড়ঙ্গ। ২ পলাণ্ডু, পেয়াজ। ৩ কোলকন্দ। ৪ পারিভদ্র, পালিতা মাদার। ৫ ভল্লাতক, ভেলা।

কৃমিঘ্না (স্ত্রী) হরিদ্রা।

কৃমিঘ্নী (স্ত্রী) ১ ধূমপত্রাবৃক্ষ। ২ বিড়ঙ্গ। ৩ হরিদ্রা।

কৃমিজ (ক্লী) কৃমিভ্যো জায়তে কৃমি-জন-ড, অন্যেভ্যোপি-দৃশ্যতে। ১ অগুরুকাষ্ঠ। (ত্রি) ২ কৃমি হইতে জাত। (স্ত্রী) ৩ লাক্ষা, লা।

কৃমিজগন্ধ (ক্লী) কৃমিভির্জগন্ধং ৩তৎ। অগুরুকাষ্ঠ।

কৃমিজলজ (পুং) কৃমিরিব জলজঃ উপমি°। কৃমিশঙ্খ।

কৃমিণ (ত্রি) কৃমিরস্ত্যস্য কৃমি-ন, ণত্বঞ্চ। কৃমিযুক্ত।

কৃমিদন্তক (পুং) কৃমিযুক্তো দন্তোঽত্র, বহুব্রী। দন্তশূল।

"কৃষ্ণশ্ছিদ্রশ্চলঃ স্রাবী সসংরম্ভো মহারুজঃ।
অনিমিত্ত রুজোবাতাৎ সজ্ঞেয়ঃ কৃমিদন্তকঃ॥" সুশ্রুত।

কৃমিপর্ব্বত (পুং) কৃমীণাং পর্ব্বতইব। বল্মীক, উয়ের ঢিপি।

কৃমিফল (পুং) কৃময়ঃ ফলেঽস্য বহুব্রী। উডুম্বর, যজ্ঞডুমুরগাছ।

কৃমিভক্ষ (পুং) কৃমিভির্ভক্ষ্যতে ইত্র আধারে অপ্ ৬তৎ। নরকবিশেষ। [কৃমিভোজন দেখ।]

কৃমিভোজন (পুং) কৃমিভি র্ভুজ্যতে ইত্র ভুজ আধারে ল্যুট্, ৬তৎ। নরকবিশেষ। ভাগবতে লিখিত আছে—

গৃহস্থ যে বস্তু প্রাপ্ত হইবেন, তাহা সকলকে বিভাগ করিয়া দিবেন। ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। যদি কোন গৃহী অপর কাহাকেও না দিয়া কিম্বা পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল স্বয়ং ভোগ করেন, তবে সেই গৃহস্থ পরজন্মে কৃমিভোজন নামক অতি নিকৃষ্ট নরকে পতিত হইবেন। সেই নরকে লক্ষযোজন বিস্তৃত একটী কৃমিকুণ্ড আছে, ঐ ব্যক্তি সেই কুণ্ডে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, আর কৃমিগণ সর্ব্বদা তাহাকে দংশন করিবে। লক্ষবৎসর এই প্রকারে কৃমিকুণ্ডে বাস করিতে হইবে। (ভাগবত ৫।২৬।১৮।)

কৃমিমৎ (ত্রি) কৃমি-অস্ত্যর্থে মতুপ্। (তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি বা মতুপ্। পা ৮।২।৯৪।) কৃমিযুক্ত।

কৃমিরিপু (পুং) কৃমিণাং রিপুঃ ৬তৎ। বিড়ঙ্গ। [বিড়ঙ্গ দেখ।]

কৃমিরোগ (পুং) কৃমিভির্জাতো রোগঃ, মধ্যলো°। কৃমিজন্য রোগ। [কৃমি দেখ।]

কৃমিল (ত্রি) কৃমিরস্ত্যত্র কৃমি-অস্ত্যর্থে ল, (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৮।২।৯৭।) ১ কৃমিযুক্ত। (পুং) ২ একটী প্রাচীন জনপদ, কাহারও মতে মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী।

কৃমিলা (স্ত্রী) কৃমিং লাতি, কৃমি-লা-ক-টাপ্। (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩।) বহুপ্রসবিনী স্ত্রী। (হেম°।)

কৃমিলাশ্ব (পুং) অজমীঢ়বংশীয় একজন রাজা। অজমীঢ়ের পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজাতি, পুরুজাতির পুত্র বাহ্যাশ্ব, বাহ্যাশ্বের পঞ্চম পুত্র কৃমিলাশ্ব, ইনি অতিশয় প্রজারঞ্জক ছিলেন। (হরিবংশ ৩২ অঃ।)

কৃমিলিকা (স্ত্রী) রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র।

কৃমিবারিরুহ (পুং) কৃমিরিব বারিরুহঃ, উপমিতস°। কৃমিশঙ্খ। (রাজনি°)

কৃমিবৃক্ষ (পুং) কোশাম্রবৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ।) চলিত ভাষায় ইহাকে কেওয়া এবং স্থানবিশেষে কোশাম বলে।

কৃমিশঙ্খ (পুং) কৃমিরিব শঙ্খঃ উপমি°। শঙ্খবিশেষ। (রাজনি°।) ইহার পর্য্যায়—কৃমিশঙ্খ, জীবশঙ্খ, কৃমিজলজ, কৃমিবারিরুহ, জন্তুকম্বু। ইহা শঙ্খের সদৃশ। [শঙ্খ দেখ।]

কৃমিশত্রু (পুং) কৃমীণাং শত্রুর্নাশকত্বাৎ, ৬তৎ। ১ বিড়ঙ্গ। ২ রক্তপুষ্পক, চলিত কথায় পালিতামাদার।

কৃমিশাত্রব (পুং) কৃমীণাং শত্রুরেব স্বার্থিকোঽণ্। ১ বিড়ঙ্গ। ২ রক্তপুষ্পক, চলিত কথায় পালিতামাদার।

কৃমিশুক্তি (স্ত্রী) কৃমিরিব শুক্তিঃ। জলশুক্তি। (রাজনি°) চলিত কথায় শামুক।

কৃমিশৈল (পুং) কৃমিনির্ম্মিতঃ শৈল ইব। বল্মীক।

কৃমিশৈলক (পুং) কৃমি শৈল-কন্ স্বার্থে। বল্মীক, উয়ের ঢিপি।

কৃমিসরারী (স্ত্রী) বিষাক্ত কীটবিশেষ।

কৃমিসেন (পুং) যক্ষভেদ।

কৃমিহর (পুং) কৃমিং হরতি নাশয়তীতি কৃমি-হৃ-অচ্। পচাদিত্বাৎ। বিড়ঙ্গ। (চক্রদত্ত)

কৃমিহা [ন্] (পুং) কৃমিহর, বিড়ঙ্গ। (রাজনি°)

কৃমীলক (পুং) কৃমীন্ ঈরতি জনয়তি, কৃমি-ঈর-ণ্বুল্ রস্য লত্বং। বনমুদ্গ। (রাজনি°।) বনমুগ।

কৃমীশ (পুং) কৃমীণাং ঈশঃ ৬তৎ। নরকভেদ।

কৃমুক (পুং) ক্রমুকস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ নিপাতঃ। গুবাকবৃক্ষ। (শতপথব্রাহ্মণ।)

কৃবি (পুং) ক্রিয়তে বস্ত্রাদিমনেন কৃ-ক্বিন্ নিপাত (কৃবিঘৃষিচ্ছবিস্থবিকিকীদিবি। উণ্ ৪।৫৬।) বাপযন্ত্র, কাপড় বুনিবার যন্ত্র, চলিত কথায় তাঁত।

কৃশ (ত্রি) কৃশ ধাতোঃ ক্ত (অনুপসর্গাৎ ফুল্লক্ষীবকৃশোল্লাঘাঃ। পা ৮।২।৫৫) নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অল্প।

"আকাশেশাস্ত বিজ্ঞেয়া বালবৃদ্ধকৃশাতুরাঃ।" মনু ৪।১৮৪।

২ সূক্ষ্ম। "রাজসি কৃশাঙ্গি মঙ্গলকলশী।" আর্য্যাসপ্তশতী৪৯৫। ৩ অসংপূর্ণ। ৪ মন্দবীর্য্য। ৫ দরিদ্র।

"যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য।" ঋক্ ২।১২।৬।

'কৃশস্য চ দরিদ্রস্য চ' সায়ণ। (পুং) ৬ বিষ্ণু। ৭ একজন ঋষিকুমার। শমীকাত্মজ শৃঙ্গীর সহিত ইহার বন্ধুত্ব ছিল। [শৃঙ্গী দেখ।] ইনি ক্রমে একজন প্রধান ঋষি হইয়াছিলেন। ইনি মহারাজ বীরদ্যুম্ন নৃপতিকে অনেক উপদেশ দেন। (ভারত, আদি ও শান্তি।) ৮ ঐরাবতকুলোৎপন্ন নাগবিশেষ।

কৃশক (পুং) কৃশ-স্বার্থে কন্। কৃশ।

কৃশগু (ত্রি) কৃশা গৌর্যস্য বহুব্রী। যাহার কৃশ গোরু আছে।

কৃশতা (স্ত্রী) কৃশস্য ভাবঃ কৃশ-ভাবার্থে তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৮।১।১১৯।) কৃশত্ব, ক্ষীণতা, কৃশের ধর্ম্ম। "এতাদৃক্ কৃশতাকৃতঃ" সাহিত্যদর্পণ।

কৃশন (ক্লী) সুবর্ণ। "অতীবৃতং কৃশনৈর্বিশ্বরূপং।" ঋক্ ১।৩৫।৪।*। 'কৃশনৈর্বিশ্বরূপং সুবর্ণেন নানারূপং।' সায়ণ। ২ সুবর্ণনির্ম্মিত। "অভিশ্যাবং ন কৃশনেভিরশ্বং।"ঋক্১০।৬৮।১১। 'কৃশনেভিঃ সৌবর্ণৈঃ।' সায়ণ।

কৃশনাবৎ (ত্রি) সুবর্ণময় নানা আভরণযুক্ত।

"মদচ্যুতঃ কৃশনাবতঃ।" ঋক্ ১০।১২৬।৪।*। 'কৃশনাবতঃ সুবর্ণময় নানাভরণযুক্তান্।' সায়ণ।

কৃশনী [ন্] (ত্রি) কৃশন অস্ত্যর্থে ইনি (অতইনিঠনৌ। পা ৮।২।১১।) সুবর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট। "কৃশনিনোনিরেকো" ঋক্ ৭।১৮।২৩।*। 'কৃশনিনো হিরণ্যালঙ্কারবতঃ' সায়ণ।

কৃশর (পুং) কৃশং অল্পমাত্রাং রাতীতি কৃশ-রা ক। (আতোঽনুপসর্গে। পা ৩।২।৩।) ১ তিলমিশ্রিতান্ন, ত্রিসর। (হেম।) "তিলতণ্ডুলসংমিশ্রঃ কৃশরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" স্মৃতিঃ। গ্রহপূজায় শনৈশ্চর গ্রহকে কৃশর প্রদান করিতে হয়। "শনৈশ্চরায় কৃশরং" মৎস্যপুরাণ।

কৃশরা (স্ত্রী) কৃশর-টাপ্। দ্বিদলান্ন, খিচুড়ী। পাকপ্রণালী—চাউল ও দাল মিশ্রিত করিয়া লবণ, আদা এবং হিঙ্গু দিয়া সিদ্ধ করিবে। অন্য নিয়ম অন্নাদি পাকের সমান। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—শুক্র ও বলবৃদ্ধিকর, গুরুপাক, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক, মল ও মূত্রবৃদ্ধিকারক।

কৃশলা (স্ত্রী) কৃশং কার্শ্যং লাতি কৃশ-লা-ক-টাপ্। কেশ।

কৃশশাখ (পুং) কৃশা শাখা যস্য বহুব্রী। ১ পর্পট, ক্ষেত্রপর্পটি। (রাজনি°।) (ত্রি) ২ ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট।

কৃশাকু (পুং) অগ্নি।

কৃশাক্ষ (পুং) কৃশে অক্ষিণী যস্য বহুব্রী। জন্তুবিশেষ।

কৃশাঙ্গী (স্ত্রী) কৃশানি অঙ্গানি যস্য বহুব্রী, স্বাঙ্গবাচিত্বাৎ ঙীষ্। ১ প্রিয়ঙ্গুলতা। (পুং) ২ লূতা, মাকড়সা। (ত্রি) ৩ ক্ষীণাঙ্গবিশিষ্ট।

কৃশানু (পুং) কৃশ্যতি তনুকরোতি তৃণকাষ্ঠাদিবস্তুজাতং কৃশ-আনুক্ (ঋতন্যঞ্জি কৃশিভ্যঃ। উণ্ ৪।২।) ১ অগ্নি। "প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কৃশানো কদর্চ্চিবস্তন্মিথুনম্।" রঘু ৭।২৪। ২ চিত্রক বৃক্ষ। ৩ সোমপালক, যিনি সোম রক্ষা করেন।

("কৃশানুরস্তা মনসাভুরণ্যন্।" ঋক্ ৪।২৭।৩।*। 'কৃশানুরেতন্নামক সোমপালঃ।' সায়ণ।) ৪ বামপার্শ্বস্থ রশ্মিধারক।

"কৃশানো সব্যানাবচ্ছ" তাণ্ড্যব্রাহ্মণ। *। 'কৃশানুর্নাম সব্যপার্ষস্থানাং ধারয়িতা।' ভাষ্য।

কৃশানুক (ত্রি) কৃশানু-অস্ত্যর্থে বুন্, (গোষদাদিভ্যো বুন্। পা ৫।২।৬২।) অগ্নিযুক্ত।

কৃশানুরেতা [স্] (পুং) কৃশানৌ অগ্নৌ পতিতং রেতোঽস্য বহুব্রী। মহাদেব। দুর্গা শিববীর্য্যধারণে অক্ষমা হইয়া বীর্য্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, তাহা হইতেই কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি হয়। [কার্ত্তিকেয় দেখ।] (ক্লী) ৬তৎ। ২ অগ্নির তেজ।

কৃশাশ্ব (ত্রি) কৃশোঽশ্বোঽস্য বহুব্রী। ১ যাহার ক্ষুদ্র অশ্ব আছে। (পুং) ২ তৃণবিন্দু রাজবংশীয় একজন রাজর্ষি। তৃণবিন্দু রাজবংশীয় সংযমের পুত্র, ইহার কনিষ্ঠের নাম মহাদেব। (ভাগবত ৯।২।৩৪।) ৩ দক্ষের জামাতা। ভাগবতে লিখিত আছে, ইনি দক্ষের অর্চ্চিঃ ও ধীষণা নাম্নী দুইটী কন্যা বিবাহ করেন। ইহার ঔরসে অর্চ্চির গর্ভে ধূমকেশ এবং ধীষণার গর্ভে দেবলের উৎপত্তি হয়। (ভাগবত ৬।৬।২৪।) রামায়ণের মতে—রাজর্ষি কৃশাশ্ব দক্ষের জয়া ও সুপ্রভা নাম্নী দুই কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী জয়া শস্ত্ররূপ মহাতেজস্বী পঞ্চাশটী পুত্র প্রসব করেন এবং সুপ্রভার গর্ভে সংহার নামক শস্ত্রস্বরূপ পঞ্চাশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহারাই জৃম্ভকাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ।
(রামায়ণ ১।২১।১৫-১৭।)

৪ ধুন্ধুমারবংশীয় একজন রাজা। (হরিবংশ ১২ অঃ।)

কৃশাশ্বী [ন্] (পুং) কৃশাশ্বেন ধুন্ধুমারবংশ্য নৃপতিনা প্রোক্তং নাট্যসূত্রাদিকং অধীতে বেত্তি বা কৃশাশ্ব ইনি (কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ। পা ৪।৩।১১১।) নট, নর্ত্তক।

কৃশোদরী (স্ত্রী) শারিবা, চলিত কথায় অনন্তমূল বলে। কৃশং উদরং যস্যাঃ বহুব্রী। ২ ক্ষীণোদরবিশিষ্টা স্ত্রী।

কৃশিকা (স্ত্রী) কৃশাএব স্বার্থে কন্ ইত্বঞ্চ। আখুকর্ণীলতা, চলিত কথায় ইঁদুরকানী বলে। (রাজনি°।)

কৃষক (ত্রি) কৃষতি ভূমিং যঃ, কৃষ-কুন্, (কৃষের্বৃদ্ধিশ্চোদীচাম্। উণ্ ২।৩৮।) ১ কর্ষক, কৃষাণ, চাষা। "সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যম্" শিষ্টপ্রয়োগ। কৃষতি ভূমিমনেন কৃষ করণে কুন্। (পুং) ২ ফাল, লাঙ্গলের ফলা। ৩ বৃষ। (শব্দচন্দ্রিকা।)

কৃষর (পুং) কৃশর, খিচুড়ী।

কৃষাণ (ত্রি) কৃষ বাহুলাৎ আনক্। কৃষক।

কৃষানু (পুং) কৃশ আনুক্ পৃষোদরাদিবৎ ষত্বং। কৃশানু, অগ্নি।

কৃষি (স্ত্রী) কৃষ-ইন্ (সর্ব্ব ধাতুভ্যইন্। উণ্ ৪।১১৭, ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯।) ইতি কিচ্চ। ১ বৈশ্যবৃত্তি, কৃষিকর্ম্ম, চাষবাস। কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধে 'কৃষিপারাশর' নামক কৃষিশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—সামান্য মানব হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেরই সময়ে সময়ে অর্থের অভাব হইতে পারে, অর্থের অভাব হইলে তাহাকে পরের নিকট প্রার্থনা করিতে হয় ও প্রার্থনা জন্য লঘুতা স্বীকার করিতে হয়। যিনি কৃষিকর্ম্ম করেন, তাঁহার কখনও অভাব হয় না, অতএব তাঁহাকে কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতে হয় না।

"কণ্ঠে হস্তে চ কর্ণে চ সুবর্ণং যদি বিদ্যতে।
উপবাসস্তথাপিস্যাদন্নাভাবেন দেহিনাম্॥
অন্নং প্রাণা বলং চান্নমন্নং সর্ব্বার্থসাধকং।
দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সর্ব্বে চান্নোপজীবিনঃ॥
অন্নন্তু ধান্যসম্ভূতং ধান্যং কৃষ্যাবিনা নয়।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ॥
কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তুনাং জীবনং কৃষিঃ।
হিংসাদিদোষযুক্তোঽপি মুচ্যতেঽতিথিপূজনাৎ॥" কৃষিপা°।

অন্নের অভাব হইলে যাহার কণ্ঠে হাতে কাণে বহুবিধ সুবর্ণালঙ্কার আছে, তাহাকেও উপবাস করিতে হয়। শরীরধারীর অন্নই প্রাণ, অন্নই বল, এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা অন্ন না হইলে নিষ্পন্ন হইতে পারে। দেবতা, অসুর কিম্বা মানুষ ইহারাই সকলেই একমাত্র অন্ন দ্বারা জীবন ধারণ করেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্ন বিনা সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহ হয় না। ধান্যাদি হইতে তাহার উৎপত্তি। কৃষিকর্ম্ম না করিলে ধান্য জন্মে না, অতএব অন্যকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্ম করা উচিত। জন্তুমাত্রেরই জীবন কৃষি, কৃষি না থাকিলে মুহূর্ত্তও জীবন থাকে না, মুনিগণ বলেন কৃষিকর্ম্মে হিংসাদি দোষ থাকিলেও অতিথি পূজা করিলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ হয়।

স্বয়ং কৃষির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, ভৃত্য কিম্বা অন্য কাহাকেও রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবে না, কৃষি যথানিয়মে রক্ষিত হইলে সুবর্ণ প্রসব করে; কিন্তু অবহেলা করিলে ঘোরতর দরিদ্রতা উপস্থিত হয়। ঋষিগণ বলিয়াছেন, পিতাকে অন্তঃপুর, মাতাকে পাকগৃহ এবং আপনার সদৃশ কোন ব্যক্তিকে গোরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং সর্ব্বদা কৃষিকর্ম্ম করিবে। "ক্ষণকাল না দেখিলে বিশেষ ক্ষতি" এই উপদেশটী সর্ব্বদাই মনে রাখিবে। সকলকেই আপনার সামর্থ্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কৃষিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সামর্থ্যের অতিরিক্ত অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই কোন ফল হয় না। যে কৃষক সর্ব্বদা গোরুর হিতকামনা ও যথানিয়মে প্রতিপালন করে এবং সর্ব্বদা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষিরক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্ষেত্রে গমন করে, তাহার কৃষি কখনও নষ্ট হয় না। (কৃষিপা°)

কৃষিতত্ত্ব অর্থাৎ কোন্‌কালে কোন্‌ শস্য রোপণ করিলে ভাল হয় ইত্যাদি জানা কৃষকের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

"কৃষিঞ্চ তাদৃশীং কুর্য্যাৎ যথা বাহান্ন পীড়য়েৎ।
বাহপীড়ার্জ্জিতং শস্যং গর্হিতং সর্ব্বকর্ম্মসু॥
বাহপীড়ার্জ্জিতং শস্যং ফলিতঞ্চ চতুর্গুণম্‌।
বাহনিশ্বাসবিফলঃ কৃষকো নিঃস্বতাং ব্রজেৎ॥
গুণ্ডকৈর্যবসৈর্ধূমৈ স্তথান্যৈরপি পোষণৈঃ।
বাহাঃ কচিন্ন সীদন্তি সায়ং প্রাতশ্চ চারণাৎ॥" (কৃষিপা°)

বাহ অর্থাৎ গো, মহিষকে পীড়া না দিয়া কৃষিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। গো কিম্বা মহিষ পীড়িত হইলে সেই শস্য সকল কর্ম্মেই নিন্দনীয়। গো-মহিষাদি যদি পীড়িত হয়, তবে শস্য চতুর্গুণ হইলেও কৃষক পীড়িত গো-মহিষের নিশ্বাসে নির্ধন হন। তৃণ, ঘাস প্রভৃতি আহারীয়, মশকাদি নিবারণের নিমিত্ত ধূম এবং নানাবিধ উপায়ে গো-মহিষের প্রতিপালন করিবে।

গোশালার নিয়ম।—গোশালা অতিশয় সুদৃঢ় করিতে হয়, যাহাতে কোনরূপ হিংস্র জন্তু গোরুর হিংসা করিতে না পারে। সর্ব্বদাই যত্নপূর্ব্বক গোশালার গোবর ও গোমূত্র দূরীভূত করিবে। (১) গোগৃহ ২৫ হাত আয়ত হইলে গোরুর বৃদ্ধি হয়। চাউল ধোয়াজল, অন্নমণ্ড (ফেন), মাছের জল, কার্পাস, অস্থি ও তুষ গোগৃহে রাখিবে না; সম্মার্জ্জনী, মুসল, উচ্ছিষ্ট ও ছাগী, গোশালায় রাখিলে গোরুর বিনাশ হয়। গোমূত্রদ্বারা গোগৃহের ময়লা পরিষ্কার করা একান্ত অকর্ত্তব্য। রবি, মঙ্গল কিম্বা শনিবারে গোময় কাহাকেও প্রদান করিবে না, এই তিনবারে গোময় প্রদান করিলে অচিরেই গোরু বিনষ্ট হয়। শ্লেষ্মা, মূত্র, পুরীষ, কর্দ্দম এবং ধূলি ঝাড়িয়া সর্ব্বদাই গোশালা পরিষ্কার রাখিতে হয়। সায়ংকালে গোগৃহে প্রদীপ দিলে লক্ষ্মী সন্তুষ্টা থাকেন, দীপপ্রদান না করিলে লক্ষ্মী সেই ভবন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, গোরু সকল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। (কৃষিপা°)

"হলমষ্টাগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্‌গবং ব্যবসায়িনাম্‌।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাশিনাম্‌॥
নিত্যং দশহলে লক্ষ্মীর্নিত্যং পঞ্চহলে ধনম্‌।
নিত্যঞ্চ ত্রিহলে ভক্তং নিত্যমেকহলে ঋণম্‌॥"

ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ৮টী গোরুর হাল প্রশস্ত, ব্যবসায়ীগণ (হালিক গণ) ৬টী গোরুর হালও করিতে পারেন। যিনি ৪টী গোরুর হালে চাস করেন, তাহাকে নৃশংস এবং যে ২টী গোরুর হালে চাষ করে তাহাকে গোখাদক জানিবে, যাহার ১০ খানি হাল আছে, তাহার গৃহে লক্ষ্মী সর্ব্বদা নিশ্চলা হইয়া বাস করেন, পাঁচখানি হাল থাকিলে ধন এবং তিনখানি থাকিলে কেবল অন্নসংস্থান হয়। ১ খানি হাল করিলে কোনই ফল হয় না, কেবল ঋণগ্রস্ত হইতে হয়।

কার্ত্তিকমাসে লগুড় প্রতিপত্তিথিতে গোপূজা করিতে হয়, গোপালগণ ঐ দিবসে স্কন্ধে শ্যামালতা বন্ধন করিয়া তৈল ও হরিদ্রা মাখিয়া স্নান করিবে এবং কুঙ্কুম ও চন্দন দ্বারা শরীর বিভূষিত করিবে। অনন্তর একটী বড় বৃষকে নানাবিধ অলঙ্কার-বস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া, নৃত্য গীত, বাদ্য প্রভৃতি আমোদ সহকারে একটী লগুড়হস্তে করিয়া ঐ বৃষকে গ্রামের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করাইবে। কার্ত্তিকমাসের প্রথম-দিনে গোরুর শরীরে হরিদ্রা ও কুঙ্কুম মিশাইয়া তৈল দিবে। সেই দিনে তপ্ত লোহাদিও গোরুর অঙ্গে প্রদান করা উচিত। গোরুর লাঙ্গুলের কেশের অগ্রভাগও ছেদন করিবে। এই অনুষ্ঠান করিলে সংবৎসরে গোরুর কোনরূপ বিঘ্ন হয় না। ইহাকে গোপর্ব্ব বলে। পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ধনিষ্ঠা, কৃত্তিকা এই সকল নক্ষত্র গোযাত্রা ও গোপ্রবেশে প্রশস্ত। উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, শ্রবণা, হস্তা ও চিত্রা নক্ষত্রে, সিনীবালী, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতিথিতে গোযাত্রা ও গোপ্রবেশ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ নক্ষত্র ও তিথিতে গোরুর যাত্রা কিম্বা প্রবেশ করাইলে গোরুর ও গৃহস্থের বিনাশ হইবে। (কৃষিপা°)

মাঘ মাসে গোময়কূট ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া কোদাল দ্বারা উত্তোলন করিবে। পরে সমস্ত গোময় রৌদ্রে শুকাইয়া ভালরূপে চূর্ণ করিবে, ফাল্গুন মাসে ক্ষেত্রের প্রতেক আলিতে গর্ত্ত করিয়া স্থাপন করিবে। অনন্তর বীজ বপনকাল উপস্থিত হইলে গর্ত্ত হইতে ঐ সার উত্তোলন করিয়া ক্ষেতে দিবে। সার না দিলে ভাল ফল হয় না। (২)

হাল প্রস্তুত করিবার সামগ্রী—(লাঙ্গলদণ্ড), যুগ (যোয়াল), হলস্থাণু, নির্যোল, দড়ি, অড্ডচল্ল, শোল ও পচ্চনী এই আটটি হল সামগ্রী। ঈশাটি পাঁচহাত এবং স্থাণুটি ২॥ হাত প্রস্তুত করিতে হয়। নির্যোলটি অর্দ্ধ

(১) "পঞ্চপঞ্চাশতা শালা গবাং বৃদ্ধিকরীমতা।" কৃষিপারাশর।

(২) "মাঘে গোময়কূটন্তু সংপূজ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
সায়ং শুভদিনং প্রাপ্য কুদ্দালৈস্তোলয়েত্ততঃ॥
রৌদ্রে সংশোষ্য তৎসর্ব্বং কৃত্বা গুণ্ডকরূপিণম্‌।
ফাল্গুনে প্রতি কেদারে গর্ত্তং কৃত্বা নিধাপয়েৎ।
ততো বপনকালেতু কুর্য্যাৎ সারবিমোচনম্‌।
বিনা সারেণ যদ্ধান্যং বর্দ্ধতে ন ফলত্যপি।" কৃষিপারাশর।

হস্ত ও যোয়ালটি কর্ণের সমান করিতে হইবে। নির্যোল-পাশিকা ১২ আঙ্গুল এবং শৌলটী মুটম হাত পরিমাণ করিবে। পাচনবাড়ী বাঁশ দ্বারা এবং তাহার অগ্রভাগ লৌহদ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। ইহার পরিমাণ ১২॥ মুষ্টি বা ৯ মুষ্টি। আবন্ধ (যোত্দড়ি) গোলাকার এবং ১৫ অঙ্গুলি পরিমাণ, যোয়াল ৪ হাত, তাহার দড়ি ৫ হাত এবং ফাল এক হাত পাঁচ আঙ্গুল বা এক হাত পরিমাণ প্রস্তুত করিতে হয়। একবিংশতি শলাকা দ্বারা নির্ম্মিত বিদ্ধক ও ৯ হাত পরিমাণ মই কৃষিকর্ম্মে প্রশস্ত। কৃষক যত্নপূর্ব্বক সমস্ত সামগ্রীই দৃঢ়তর করিবে। এই সকল সামগ্রী ভাল না হইলে চাসের সময়ে পদে পদে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা।

স্বাতী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা কিম্বা শ্রবণা নক্ষত্রে, শুক্র, সোম, বৃহস্পতি ও বুধবারে হলপ্রসারণ প্রশস্ত। মঙ্গল, রবি কিম্বা শনিবারে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিলে রাজোপদ্রব হয়। দশমী, একাদশী, দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ত্রয়োদশী, তৃতীয়া ও সপ্তমী তিথি কৃষিকর্ম্মে প্রশস্তা। প্রতিপদে শস্যক্ষয়, দ্বাদশীতে বধ ও বন্ধনভয়, ষষ্ঠীতে বিঘ্ন ও কুহূ (অমাবস্যাতে) কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিলে কৃষকের বিনাশ হয়। অষ্টমীতে গোরুর বিনাশ ও নবমী তিথিতে শস্যক্ষয় হয়। চতুর্থীতে কৃষিকর্ম্ম করিলে কীট সমস্ত শস্য বিনষ্ট করে এবং চতুর্দ্দশীতে শস্য বিনষ্ট হয়। বৃষ, মীন, কন্যা, মিথুন, ধনু, বৃশ্চিক এই সকল লগ্ন কৃষিকর্ম্মে প্রশস্ত। মেষে পশুনাশ, কর্কটে মেঘভয়, সিংহে চৌরভয়, কুম্ভ লগ্নে সর্পভয়, মকরে শস্যক্ষয়, এবং তুলা লগ্নে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিলে কৃষকের প্রাণ নষ্ট হয়। চন্দ্র সংযুক্ত রবিশুদ্ধ হইলে হলপ্রসারণ করিতে হয়। হলপ্রসারণ করিবার পূর্ব্বে দুইখানি শুক্ল বস্ত্র, শুক্লপুষ্প এবং গন্ধাদি দ্বারা হলযুক্তা পৃথিবী, পৃথু ও প্রজাপতির অর্চ্চনা করিবে। অগ্নি প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক বহুবিধ দান করিবে এবং তাহার দক্ষিণাও উপযুক্ত প্রদান করিবে। ফালের অগ্রভাগ সুবর্ণযুক্ত ও মধুলেপন করিয়া নাগের বামপার্শ্বে হলপ্রসারণ করিবে। অগ্নি, দ্বিজ ও দেবতা যথাবিধি পূজা করিয়া বাসব, ব্যাস, পৃথু, রাম ও পরাশরকে স্মরণ করিবে। কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বৃষই হলে প্রশস্ত। বৃষদ্বয়ের মুখ ও পার্শ্ব নবনী কিম্বা ঘৃত মাখাইয়া প্রত্যহ ভাল করিয়া ধোয়াইবে। কৃষক উত্তরমুখী হইয়া ইন্দ্রকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র যথা—

"শুক্লপুষ্প-সমাযুক্তং দধিক্ষীরসমন্বিতম্।
সুবৃষ্টিং কুরু দেবেশ! গৃহাণার্ঘ্যং শচীপতে॥"

অনন্তর বিষ্টরে উপবেশন ও জানুদ্বয় ভূমিলগ্ন করিয়া ইন্দ্রকে নমস্কার করিবে।

যে বৃষের কটিদেশ অতিশয় স্থূল, যাহার লাঙ্গুল বা কর্ণ ছিন্ন হইয়াছে, অথবা যে বৃষের বর্ণ অতিশয় শুক্ল, সেই বৃষ হল কর্ম্মের যোগ্য নহে। কৃষক ও বৃষ রোগহীন না হইলে হল কর্ম্মকরা অনুচিত। পরাশরের মতে একটী, তিনটী কিম্বা পাঁচটী হল রেখা দেওয়া উচিত, রেখা কখনও ছিন্ন করিবে না। একটী রেখা জয়করী, তিনটী অর্থসাধনী, পাঁচটী রেখা বহুশস্য-প্রদায়িনী বলিয়া প্রশংসিত। হলপ্রবাহ সময়ে কূর্ম্ম (বাস্তু) উৎপাটিত হইলে গৃহস্থের মৃত্যু বা অগ্নি ভয় হয়। ফাল উৎপাটিত কিম্বা ভগ্ন হইলে দেশত্যাগ, লাঙ্গল ভঙ্গে প্রভুর বিনাশ, ঈষাভঙ্গে কৃষকের জীবন নাশ এবং যুগভঙ্গ হইলে কৃষকের ভ্রাতার মৃত্যু, এই প্রকার শৌল ভঙ্গে বৃষ-বিনাশ, যোক্ত্রচ্ছেদে রোগ ও শস্যহানি, আর কৃষক পড়িয়া গেলে রাজমন্দিরে কষ্ট পাইতে হয়। হলকর্ষণ সময়ে দৈবাৎ একটী বৃষ রব করিলে চতুর্গুণ শস্য হয়। রীতিমত হাল না দিয়া কৃষি করিলে কোন ফল হয় না, কৃষিকর্ম্মের হলপ্রসারণই প্রধান কার্য্য।

"মৃৎসুবর্ণসমা মাঘে কুম্ভে রজতসন্নিভা।
চৈত্রে তাম্রসমা খ্যাতা ধান্যতুল্যা চ মাধবে॥
জ্যৈষ্ঠে মৃদেব বিজ্ঞেয়া আষাঢ়ে কর্দ্দমাহ্বয়াঃ।
নিষ্ফলা কর্কটে চেব হলৈরুৎপাটিতা তু যা॥"

মাঘ মাসই কর্ষণের প্রশস্তকাল, মাঘমাসে মৃত্তিকা সুবর্ণের সমান সহজেই চাস করিতে পারা যায় এবং চতুর্গুণ শস্য হয়। ফাল্গুন মাসে কর্ষণ করিলে রজততুল্য (পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প), চৈত্রমাসে তাম্রের সমান ফল হয়। বৈশাখ মাস অধম কাল, ইহাতে কর্ষণ করিলে ধান্যের সমান ফল হয় অর্থাৎ অত্যল্প পরিমাণ শস্য জন্মে। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে কর্ষণ করিলে শস্য না হওয়ারই সম্ভব, যদি হয় তাহা মাটি ও কর্দ্দমের তুল্য। শ্রাবণ মাসে কর্ষণ করিলে নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইতে হয়।

বীজস্থাপন করিবার নিয়ম।—মাঘ বা ফাল্গুন মাসে সকল রকম বীজেরই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। বীজসংগ্রহ করিয়া ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইবে। ভালরূপ শুকাইলে নীহারে রাখিয়া দিবে। অনন্তর পুটক প্রস্তুত করিয়া বীজের নিধান শোধন করিবে। বীজ নিধান মিশ্রিত হইলে ফলের হানি হয়। বীজ একজাতীয় হইলে ভাল ফল হয়, অতএব যত্নপূর্ব্বক একরূপ বীজের সংগ্রহ করিবে। সুদৃঢ় পুটক প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই বিনির্গত তৃণচ্ছেদন করিবে। তৃণচ্ছেদন না করিলে কৃষি তৃণপূর্ণ হয়। উয়ের

ঢিপির নিকটে, গোশালায় কিম্বা যে গৃহে বন্ধ্যা বা প্রসূতা স্ত্রীলোক বাস করে, সেই গৃহে কখনও বীজ স্থাপন করিবে না। উচ্ছিষ্ট মুখে, রজস্বলা, বন্ধ্যা বা গুর্বিণী স্ত্রীলোক বীজ স্পর্শ করিবে না। ঘৃত, তৈল, ঘোল, লবণ বা প্রদীপ ভ্রমবশেও বীজের উপরে রাখিবে না। বীজ ভাল হইলেই কৃষিকর্ম্ম আশানুরূপ ফল প্রদান করে। বীজের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

"বপনং রোপণঞ্চৈব বীজং স্যাদ্‌দ্বয়াত্মকম্।
বপনং গদনির্ম্মুক্তং রোপণং সগদং বিদুঃ॥"

বীজের দুইটী প্রক্রিয়া আছে, বপন ও রোপণ। বীজের বপন করিলে আর কোনরূপ বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, রোপণে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। ক্ষেত্র যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বীজ বুনাইতে হয়, ক্রমে গাছ বড় হইলে যথানিয়মে তৃণাদি পরিষ্কার করিতে হয়, কিন্তু গাছ আর স্থানান্তর করিতে হয় না, ফলপক্ককাল পর্য্যন্ত ঐ স্থানেই থাকিবে, ইহাকেই বপন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রোপণে এই নিয়মেই বীজ বুনাইয়া গাছ বড় হইলে, উঠাইয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হয়। বীজবপনের নিয়ম—বৈশাখমাসই বপনের শ্রেষ্ঠকাল, জ্যৈষ্ঠ মধ্যম, আষাঢ় অধম, শ্রাবণ মাস অধমাধম অর্থাৎ নিতান্ত নিকৃষ্টকাল। রোপণের জন্য যে বপন করিতে হয়, আষাঢ় মাস তাহার প্রশস্ত কাল, শ্রাবণ অধম ও ভাদ্রমাস অতি নিকৃষ্টকাল। উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, হস্তা ও রেবতী এই কয়টী নক্ষত্র বীজবপনে প্রশস্ত। পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, বিশাখা, ভরণী, আর্দ্রা, স্বাতী ও অশ্লেষা বীজবপনে মধ্যম। মঙ্গল এবং শনিবারে বীজবপন করিলে মূষিকের ও পঙ্গপালের ভয় হয়। রিক্তাতিথি কিম্বা ক্ষীণচন্দ্রে বীজবপন করিবে না। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ ৩॥ দিন এবং আষাঢ় মাসের প্রথম ৩॥ দিন এই সাত দিন বপন করিবে না। অম্বুবাচীর মধ্যে বীজবপন নিতান্ত নিষিদ্ধ।

"হিমেন বারিণা সিক্তং বীজং শান্তমনাঃ শুচিঃ।
ইন্দ্রং চিত্তে সমাধায় স্বয়ং মুষ্টিত্রয়ং বপেৎ॥"

যে দিন বীজবপন করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে হিমজলে অভাব হইলে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে বীজ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরদিন প্রাতে পবিত্র ও শান্তচিত্ত হইয়া মনে মনে ইন্দ্রকে চিন্তা করিয়া স্বয়ং তিনমুষ্টি বপন করিবে। এইরূপে ধান্যের পুণ্যাহ সমাপন করিয়া হৃষ্টচিত্তে পূর্ব্বমুখী হইয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

"বসুধে হেমগর্ভাসি বহুশস্যফলপ্রদে।
বসুপূজ্যে! নমস্তুভ্যং বসুপূর্ণাস্তু মে কৃষিঃ॥
রোপয়িষ্যামি ধান্যানাং বৃক্ষ-বীজানি প্রাবৃষি।
সুস্থা ভবন্তু কৃষকা ধনধান্য-সমৃদ্ধিভিঃ॥
বাসবোনিত্যবর্ষীস্যান্নিত্যাবর্ষান্তু তোয়দাঃ।
শস্যসম্পত্তয়ঃ সর্ব্বাঃ সফলাঃ সন্তু নীরুজঃ॥"

বসুধাকে নমস্কার করিয়া কৃষকগণকে ঘৃত, পায়স প্রভৃতি বহুবিধ উপহারে ভোজন করাইবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে কৃষির বিঘ্ন হয় না।

"বীজস্য বপনং কৃত্বা মদিকাং তত্র দাপয়েৎ।
বিনা মদিপ্রদানেন শস্য-জন্ম ন জায়তে॥"

ক্ষেত্রে বীজ বুনাইয়া তাহার উপর মই দেওয়াইতে হয়। বপনের পর মই না দিলে শস্যের উৎপত্তি হয় না। পূর্ব্বপ্রদর্শিত নিয়মে বীজবপন করিলে যখন ধান্যের গাছ হইবে, তখন উঠাইয়া যথাস্থানে রোপণ করিতে হয়। কিন্তু ধানগাছ দৃঢ়মূল হইলে, তাহা উঠাইয়া রোপণ করিবে না।

"হস্তান্তরং কর্কটে চ সিংহে হস্তার্দ্ধমেব চ।
রোপণং সর্ব্বধান্যানাং কন্যায়াং চতুরঙ্গুলম্॥"

শ্রাবণ মাসে ১ হাত অন্তরে রোপণ করিবে, এই প্রকার ভাদ্রমাসে অর্দ্ধহস্ত ও আশ্বিন মাসে চারি আঙ্গুল অন্তর রোপণ করিতে হয়। সকল প্রকার ধান্য রোপণ করিবারই এই প্রকার বিধান।

"আষাঢ়ে শ্রাবণে চৈব ধান্যনাকট্টয়েদ্‌বুধঃ।
অনাকৃষ্টং তু যদ্ধান্যং যথাবীজং তথৈববহি॥"
ভাদ্রে চ কট্টয়েদ্ ধান্যমবৃষ্টৌ কৃষি-তৎপরঃ।
ভাদ্রে চার্দ্ধফলপ্রাপ্তিঃফলাশা নৈব চাশ্বিনে॥
ন বিলভূমৌ ধান্যানাং কুর্য্যাৎ কট্টনরোপণে।
ন চ সার-প্রদানন্তু তৃণমাত্রন্তু শোধয়েৎ॥"

ধান্য কট্টন না করিলে ভাল ফসল হয় না, ধান্যগাছও বাড়ে না, এই কারণ আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে ধান্যকট্টন করিতে হয়। অনাবৃষ্টি হইলে ভাদ্রমাসেও কট্টন করিলে চলে। ভাদ্রমাসে কট্টন করিলে অর্দ্ধেক ফলের আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু আশ্বিনে কট্টন করিলে আর ফলের আশাও থাকে না। যে নিয়ম প্রদর্শিত হইল, ইহা উচ্চভূমিতে করা কর্ত্তব্য। নিম্নভূমিতে (বিলজমিতে) ধান বপন করিবে, রোপণ করিবে না। কট্টন কিম্বা সার প্রদানও বিলভূমিতে করা অনুচিত। ধান বুনাইয়া যথানিয়মে কেবলমাত্র তৃণ-পুঞ্জ দূরীভূত করিবে।

"নিষ্পন্নমপি যদ্ধান্যং অকৃত্বা তৃণবর্জিতম্।
ন সম্যক্ ফলমাপ্নোতি তৃণক্ষীণকৃষির্ভবেৎ ॥
কুলীরভাদ্রয়োর্মধ্যে যদ্ধান্যং নিস্তৃণং ভবেৎ।
তৃণৈরপি তু সম্পূর্ণং তদ্ধান্যং দ্বিগুণং ভবেৎ ॥
দ্বিবারমাশ্বিনে মাসি কৃত্বা ধান্যন্তু নিস্তৃণম্।
অথ পাকবিহীনং হি ধান্যং ফলতি মাষবৎ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নিস্তৃণাং কারয়েৎ কৃষিম্।
নিস্তৃণা হি কৃষাণানাং কৃষিঃ কামদুঘা ভবেৎ ॥"

ধান্য যথানিয়মে নিষ্পন্ন হইলেও যদি নিস্তৃণ করা না হয়, তাহা হইলে ভাল ফল হয় না। তৃণ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ধান্যকে ক্ষীণ করিয়া ফেলে। শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের মধ্যে ধান্য নিস্তৃণ করা উচিত। পূর্ব্বে বহু তৃণপূর্ণ থাকিলেও পরে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। আশ্বিন মাসে দুইবার ধান্য নিস্তৃণ করিয়া দিলে পাকবিহীন ধান্য মাষকলায়ের ন্যায় ফল ধারণ করে। কৃষক যত্নপূর্ব্বক কৃষি নিস্তৃণ করিবে। কৃষি নিস্তৃণ হইলে অভীষ্ট প্রদান করে।

"নৈরুজার্থং হি ধান্যানাং জলং ভাদ্রে বিমোচয়েৎ।
মূলমাত্রস্ত সংস্থাপ্য কারয়েজ্জলমোক্ষণম্ ॥
ভাদ্রে চ জলসম্পূর্ণং ধান্যং বিবিধবাধকৈঃ।
প্রপীড়িতং কৃষাণানাং ন ধত্তে ফলমুত্তমম্ ॥"

ভাদ্রমাসে ধান্য জলপূর্ণ থাকিলে নানাবিঘ্নে ধান্য নষ্ট হয়. অতএব ধান্যের সেই রোগ দূর করিবার জন্য ভাদ্রমাসে জল মোচন করিবে। কিন্তু সকল জল মোচন করিবে না। ধান্যের মূল ডুবিতে পারে, এত পরিমাণ জল ক্ষেত্রে রাখিবে। একেবারে জলহীন হইলে শুষ্ক হইয়া ধানগাছ মরিয়া যায়।

ধান্যের ব্যাধিনাশক মন্ত্র—

ওঁ সিদ্ধিঃ, গুরুপাদেভ্যোনমঃ। স্বস্তি হিমগিরি-শিখরাৎ শঙ্খকুন্দেন্দুধবলশিখরতটাৎ নন্দনবনসঙ্কাশাৎ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্রামভদ্রপাদা বিজয়িনঃ সমুদ্রতটাবস্থিত-নানাদেশাগত-বানরকোটিলক্ষাগ্রগণ্যং খরতর-নখরাতিতীক্ষ্ণহস্তং উর্দ্ধলাঙ্গূলং লীলাগমনসমুদ্ধূত-বাতবেগাবধূতপর্ব্বতশতং পরচক্রপ্রমথনং পবনসুতং শ্রীহনুমন্তমাজ্ঞাপয়ন্তি, অমুকগ্রামে অমুকগোত্রস্য শ্রীমতোঽমুকস্য অখণ্ডক্ষেত্রে রাতা ভোম্যা উদা গান্ধিয়া ভোম্ভী গান্ধী দ্রোট়ী, পাণ্ডুরমুখী মহিষামুণ্ডী ধূলিশৃঙ্গা মণ্ডূকা ইত্যাদয়ঃ সর্ব্বে শস্যোপঘাতিনো যদিত্বদীয় বচনেন ন ত্যজন্তি তদা তান্ বজ্রলাঙ্গূলেন তাড়য়িষ্যসীতি। ওম্ আং শ্রীঁ ত্রীং নমঃ।"

বেলের কাঁটা দিয়া কলারপাতায় এই মন্ত্রটী ভক্তিভাবে লিখিবে। রবিবারে মুক্তকেশ হইয়া ক্ষেত্রের ঈশান কোণে শস্যের মঞ্জরীতে বন্ধন করিবে। এই অনুষ্ঠানে ধানের সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয়।

মতান্তরে ধান্যের ব্যাধিনাশক মন্ত্র—

"ওঁ সিদ্ধিঃ, গুরুচরণেভ্যো নমঃ। শ্রীরামচন্দ্রচরণেভ্যো নমঃ। স্বস্তি হিমগিরিশিখরাৎ শঙ্খকুন্দেন্দুধবলশিলাতটাৎ নন্দনবনসংকাশাৎ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্রামভদ্রপাদাঃ কুশলিনঃ, সমুদ্রতটাবস্থিত-নানাদেশাগত-বানরকোটিলক্ষাগ্রগণ্যং খরতরনখরাতিতীক্ষ্ণহস্তং উর্দ্ধলাঙ্গুলং লীলাগমনসমুদ্ধূতবাতবেগাবধূত-পর্ব্বতশতং পরচক্রপ্রমথনং পবনসুতং শ্রীমন্তং হনুমন্তমাজ্ঞাপয়ন্ত্যদঃ। অমুক গ্রামে অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য অখণ্ড-ক্ষেত্রে ভোস্ত্যা ভোম্ভী পাণ্ডুরমুখী গান্ধী ধূলিশৃঙ্গ্যাদিরোগ-চ্ছলেন ত্রিপুটী নাম রাক্ষসী সপুত্রানাদায় বিবিধবিঘ্নং সমাচরন্ত্যবতিষ্ঠতে। ইদং মদীয়শাসনলিখনমবগম্য তাং পাপরাক্ষসীং সপুত্রবান্ধবাং বজ্রদণ্ডাধিক-লাঙ্গূলদণ্ডৈঃ খরতর-নখরৈশ্চ বিদীর্য্য দক্ষিণসমুদ্রে লবণাম্বুধৌ খণ্ডশঃ প্রণিধেহি। যদ্যত্র ত্বয়াক্ষণমপি বিলম্ব্যতে তর্হি ত্বং কেশরিণা পিত্রা পবনেন মাত্রা চাঞ্জনয়া শপ্তব্যোঽসীত্যন্যথা নাহং প্রভুর্নত্বং ভৃত্যইতি ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রঃ ॥"

এই মন্ত্রটী আলতা দিয়া লিখিয়া শস্যে বাঁধিয়া দিবে। তাহা হইলে কীট প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

"আশ্বিনে কার্ত্তিকে চৈব ধান্যস্য জলরক্ষণম্।
ন কৃতং যেন মূর্খেণ তস্য কা শস্যবাসনা।"

আশ্বিন ও কার্ত্তিকমাসে ধান্যের জল রক্ষা করিতে হয়। যে মূর্খ কৃষক জলরক্ষা না করে, তাহার শস্যের বাসনা করা অনুচিত।

"ঘটপ্রবেশ সংক্রান্ত্যাং রোপয়েত্তু নলং তথা।
কৈদারৈশানকোণে চ সপত্রং কৃষকঃ শুচিঃ ॥
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ শুক্লবস্ত্রৈ বিশেষতঃ।
পূজয়িত্বা নলং তত্র পূজয়েদ্ধান্যবৃক্ষকান্ ॥
দধিভক্তঞ্চ নৈবেদ্যং পায়সঞ্চ বিশেষতঃ।
ততোদদ্যাৎ প্রযত্নেন তালাষ্টিশস্যমেবচ ॥"

কার্ত্তিক-সংক্রান্তিতে ক্ষেত্রের ঈশানকোণে সপত্র একটী নল রোপণ করিবে। কৃষক পবিত্রভাবে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা নলের পূজা করিয়া ধান্যবৃক্ষের পূজা করিবে। দধি, ভক্ত, নৈবেদ্য ও পায়স প্রদান করা উচিত।

নলরোপণের মন্ত্র।—

"বালকাস্তরুণা বৃদ্ধাঃ সন্তি যে ধান্যবৃক্ষকাঃ।
জ্যেষ্ঠাশ্চাপি কনিষ্ঠা বা সগদা নির্গদাশ্চ যে।

আজ্ঞয়া ভীমসেনস্ত রামস্ত চ পৃথোপরি।
তাড়িতা নলদণ্ডেন সর্ব্বে স্যুঃ সমপুষ্পিতাঃ॥
সমপুষ্পত্বমাসাদ্য ফলত্বাশু চ নির্ভরম্।
সুস্থাভবন্ত কৃষকা ধনধান্যসমন্বিতাঃ॥"

অগ্রহায়ণ মাসে মুষ্টি গ্রহণ করিতে হয়, মুষ্টি গ্রহণ না করিয়া অনিয়মে ধান্যচ্ছেদন করিলে কৃষকের বিঘ্ন হয়। অগ্রহায়ণ মাসে শুভদিনে ক্ষেতে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দিয়া ধান্যবৃক্ষের পূজা করিয়া ঈশানকোণে ২॥ মুষ্টি ধান্য ছেদন করিবে। সেই আড়াই মুট ধান অগ্রভাগ সম্মুখের দিকে রাখিয়া মাথায় করিবে। কাহারও সহিত কথা না বলিয়া বাড়ীতে আসিয়া বড় ঘরে ধান্যস্থাপন করিবে এবং গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। কার্ত্তিক ও পৌষমাসে মুষ্টি গ্রহণ একান্ত নিষিদ্ধ। আর্দ্রা, মঘা, মৃগশিরা, পুষ্যা, হস্তা, স্বাতী, উত্তরাত্রয়, মূলা ও শ্রবণা এই সকল নক্ষত্র ধান্যচ্ছেদনে প্রশস্ত। বৈধৃতি, ব্যতীপাত, ভদ্রা, রিক্তা, মঙ্গল, শনি ও বুধবারে মুষ্টিগ্রহণ করিবে না।

"কৃত্বাতু খলকং মার্গে সমং গোময়লেপিতম্।
রোপণীয়া প্রযত্নেন তত্র মেধিঃ শুভেঽহনি॥"

অগ্রহায়ণ মাসে খল (মেধিরোপণ করিবার স্থান) সমান করিয়া গোময় দ্বারা লেপন করিবে। শুভদিনে তাহাতে যত্নপূর্ব্বক মেধি রোপণ করিতে হয়।

বট, সপ্তপর্ণ, গাম্ভারী, শিমুল, যজ্ঞডুমুর বা অন্য কোন প্রকার ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের, ইহার অভাব হইলে স্ত্রীনামধারী কোন বৃক্ষের মেধি করিতে হয়। ধানের অগ্রভাগ, তৃণ, মর্কট (শস্যবিশেষ), নিম্ব ও সর্ষপ দ্বারা মেধি বাঁধিবে। মেধিতে একটী পতাকাও দিতে হয়। পরে ভক্তিভাবে গন্ধপুষ্প দিয়া মেধির অর্চ্চনা করিতে হইবে। এই অনুষ্ঠান করিলে শস্য বৃদ্ধি হয়।

"পৌষে মেধির্নচারোপ্যা ক্রূরাহে শ্রবণে তথা।
শস্যবৃদ্ধিকরী মার্গে পৌষে শস্যক্ষয়ঙ্করী॥
কপিত্থবিল্ববংশানাং তৃণরাজ্ঞাং তথৈবচ।
মেধিঃকার্য্যা পরৈর্নৈব যদীচ্ছেদাত্মনঃ শুভম্॥"

পৌষমাস ক্রূরদিন ও শ্রবণানক্ষত্র মেধি আরোপণে নিষিদ্ধ। অগ্রহায়ণ মাসে মেধি আরোপণ করিলে শস্যের বৃদ্ধি এবং পৌষমাসে আরোপণে শস্য ক্ষয় হয়। কয়েত বেল, বেল বাঁশ, নারিকেল ও তালবৃক্ষের মেধি করিলে অশুভ হয়, ইহা কখনও করিবে না।

পুষ্যযাত্রা—"অথণ্ডিতে ততো ধান্যে পৌষে মাসি শুভে দিনে।
পুষ্যযাত্রাং জনাঃ কুর্য্যুরন্যোন্যক্ষেত্রসন্নিধৌ॥"

পৌষমাসে ধান কাটার পূর্ব্বে সকলে মিলিয়া পরস্পরের ক্ষেতের নিকটে পুষ্যযাত্রা করিবে। ইহা শুভদিন এবং শুভ নক্ষত্রে করিতে হয়।

পরমান্ন, মৎস্য, মাংস, নিরামিষ, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নানাবিধ ফল, সুমিষ্ট পিষ্টক প্রভৃতি বহুতর উপহারে কদলীপত্রে ভোজন করিবে। ভোজনান্তে চন্দন, কুঙ্কুম প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে লেপন করিবে। লবঙ্গ, কর্পূর প্রভৃতি দিয়া পাণ সাজিয়া মুখ ভরিয়া পাণ খাইবে। এইদিন সকলকেই নূতন কাপড় পরিধান করিতে হয়। অনন্তর পুষ্পমাল্য, পুষ্পাভরণ প্রস্তুত করিয়া শচীপতিকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিবে। গীত, বাদ্য, নৃত্য করিয়া মহোৎসব করিবে। হর্ষিতচিত্তে হাত যোড় করিয়া এই মন্ত্র কয়টী পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ক্ষেত্রে চাখণ্ডিতে ধান্যে তব দেবপ্রসাদতঃ।
পুষ্যন্তু মিলিতাঃ সর্ব্বে শস্যানি শুভকারকাঃ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যে চাস্মাকং বিরোধিনঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তু পুষ্যযাত্রা-প্রসাদতঃ॥
ধান্যবৃদ্ধির্যশোবৃদ্ধিঃ প্রবৃদ্ধিঃ পুত্র দারয়োঃ।
রাজসম্মানবৃদ্ধিশ্চ গবাং বৃদ্ধিস্তথৈবচ॥
মন্ত্রশাসনবৃদ্ধিশ্চ লক্ষ্মীবৃদ্ধিরহর্নিশম্।
অস্মাকমস্তু সততং যাবৎ পূর্ণোনবৎসরঃ॥"

এই সকল আমোদই ক্ষেতের নিকটে করিতে হয়, তারপর আনন্দিতচিত্তে সকলেই আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিবে। সেইদিন পুনর্ব্বার আর আহার করিতে নাই।

"পুষ্যযাত্রাং ন কুর্ব্বন্তি যে জনা ধনগর্ব্বিতাঃ।
ন বিঘ্নোপশমস্তেষাং কুতস্তদ্বৎসরে সুখম্॥"

যাহারা ধন মদে গর্ব্বিত হইয়া পুষ্যযাত্রার অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের বিঘ্নের উপশম হয় না, সংবৎসরে সুখের তো সম্ভাবনাও নাই।

পৌষমাসে ধান্য ছেদন করিতে হয়। ছেদনের ২।৩ দিন পরে ধান্যমর্দ্দন করিবে। পৌষে এই ধান্যের ব্যয় করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। প্রাণান্তে পৌষমাসে নূতন ধান্য ব্যয় করিবে না।

"মাপনং সর্ব্বশস্যানাং বামাবর্ত্তেন কীর্ত্তিতম্।
ধান্যানাং দক্ষিণাবর্ত্তং মাপনং ক্ষয়কারকম্।
বামাবর্ত্তেন সুখদং ধান্যবৃদ্ধিকরং পরম্॥"

সকল শস্যই বামাবর্ত্তে মাপিতে হয়। দক্ষিণাবর্ত্তে ধান্য মাপিলে ক্ষয় হয়। বামাবর্ত্তে মাপিলে সুখ ও শস্যের বৃদ্ধি হয়।

"দ্বাদশাঙ্গুলকৈর্মাণৈরাঢ়কঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
শ্লেষ্মাতকাম্রপুন্নাগকৃতমাঢ়কমুত্তমম্।
কপিত্থপর্কটী নিম্বজনিতং দৈন্য-বর্দ্ধকম্॥"

আঢ়কের পরিমাণ ১২ অঙ্গুলি। শ্লেষ্মাতক, আম্র ও নাগকেশর বৃক্ষের আঢ়ক উত্তম। কয়েতবেল, পাকুড় ও নিমগাছের আঢ়ক দৈন্যবৃদ্ধিকর।

হস্তা, স্বাতি, পুষ্যা, রেবতী, রোহিণী, ভরণী, মূলা, উত্তরাত্রয়, মৃগশিরা, মঘা ও পুনর্ব্বসু এই সকল নক্ষত্রে, বৃহস্পতি, সোম কিম্বা শুক্রবারে নিধনস্থান (অষ্টমস্থান) ক্রূরগ্রহ বর্জ্জিত হইলে ধান্যস্থাপন করিবে।

কৃষিপারাশর নামক কৃষিশাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, উপরে তাহাই লিখিত হইল।

বরাহমিহিরও বৃহৎসংহিতায় কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—ষট্‌কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণগণ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। অঙ্গহীন, ব্যাধিযুক্ত, দুর্ব্বল, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণাযুক্ত ও শ্রান্ত বৃষদ্বারা চাষ করিবে না। রোগহীন, স্থিরাঙ্গ, সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত, শান্ত ও বলবান্ বৃষদ্বারা চাষ করিবে। দিনের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত চাষ প্রভৃতি কার্য্য করিবে, পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিবে। কুৎসিত গোরুদ্বারা কৃষিকার্য্য করিবে না। কৃষক বহু যত্ন করিয়া উৎকৃষ্ট গোরু এবং গোবৎস সংগ্রহ করিবে।

তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ দিবসে বৃষের নাসাভেদ করিবে, অতিশয় দুর্ব্বল বা দৃঢ়াঙ্গ হইলে নাসাভেদ করা অনুচিত। শিশুগাছ অথবা খয়ের গাছের ১২ অঙ্গুল কীলক প্রস্তুত করিয়া নাসিকাভেদ করিবে। দক্ষিণদ্বার গোশালা প্রশস্ত। উত্তরদিকে গোগৃহের দ্বার করিবে না। পশুশালায় প্রবেশ কালে যথাবিধি দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে।

লাঙ্গলপ্রস্তুতপ্রণালী—হলটী ৪৮ অঙ্গুলি প্রমাণ করিতে হয়। তাহার অধোদেশ ১৬ অঙ্গুলি, উপরিভাগ ২৬ অঙ্গুলি এবং বেধস্থান ৬ অঙ্গুলি করিতে হয়। উরঃস্থান ৮ অঙ্গুলি, বেধের উপরে ১০ অঙ্গুলি গ্রীবা এবং তাহার উপরে ৮ অঙ্গুলি হস্তগ্রাহ করিতে হয়। তাহার নীচে চারি অঙ্গুলি প্রতিহার ও ৪ অঙ্গুলি প্রমাণ বেধ করিতে হইবে। প্রতিহার ভাল করিতে হইলে বেধ ৩ অঙ্গুলি ও উরঃস্থান ৫ অঙ্গুলি করিতে হয়। শিরোভাগ করতলের ন্যায় বিস্তৃত থাকিবে। উরঃস্থানের বিস্তার ৮ অঙ্গুলি। বন্ধের বাহিরে প্রতিহার ৩৬ অঙ্গুলি করিতে হয়। লোহপাল্যের সুতীক্ষ্ণ দামাদি বিদারক প্রতিহার করা উচিত। নিম্ববৃক্ষ, বিল্ববৃক্ষ এবং অন্যান্য ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের লাঙ্গল করিবে না। প্রাঞ্জল সপ্তহস্ত প্রমাণ ঈশা প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার ৪॥ হাত পরে বেধ করিবে। বহেড়া ও পাকুড় গাছের ঈশা করিলে শস্য ও গৃহীর বিনাশ হয়। বৃষের পরিমাণ অনুসারে ঈশা উচ্চনীচ করিতে হয়। যুগটি ৪ হাত পরিমাণ ও স্কন্ধ স্থানে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি করিতে হয়। অজশৃঙ্গী, কদম্ব, সাল ও ধব বৃক্ষের ১০ অঙ্গুল সম্যা (সাঁপি) বেধের বাহিরে প্রস্তুত করিবে। ইহার সমান এবং ইহা হইতে ১০ অঙ্গুল প্রবালী করিতে হয়। বাঁশের চারিহাত চাবুকের ন্যায় বিষম গ্রন্থিযুক্ত যষ্টি করিবে, তাহার অগ্রভাগ লৌহদ্বারা যবাকার করিয়া নির্ম্মাণ করিবে। যে সকল প্রমাণ ও প্রণালী উক্ত হইয়াছে, ইহার বিপর্য্যয় করিবে না। বৃষের পীড়া না হয়, এইরূপ ভাবে চাষ করিবে।

হালযোজন।—গৃহী ব্রাহ্মণ শুভদিনে শুভনক্ষত্রে মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া দ্রব্য, কাল ও দেশানুসারে কৃষির অনুষ্ঠান করিবেন। একটী মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পুষ্প ধূপদীপ প্রভৃতি দ্বারা মণ্ডলোপরি ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, মরুৎ প্রভৃতির পূজা করিবে। পরে জলসঞ্চয়ের জন্য সীতা, কুমারী ও অনুমতির পূজা করিবে। দেবতার নামে 'নমঃ স্বাহা' যোগ করিয়া পূজা করিতে হয়। বৃষগণকেও ভক্তিভাবে নানা প্রকার আহার প্রদান করিবে। সীর ও ফালের অগ্রভাগ সোনা বা রূপা দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া মধু ও ঘৃতদ্বারা লেপন করিবে। অগ্নি ও বৃষকে প্রদক্ষিণ করিয়া হল প্রবাহ আরম্ভ করিবে। পরাশর ঋষিকে স্মরণ করিয়া "কল্যাণায় নমঃ" এই মন্ত্রটী উচ্চারণপূর্ব্বক সীতার উপরে পুষ্পস্থাপন করিবে। "সীতাং যুঞ্জীত" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা হলপ্রবাহ করিতে হয়। দধি, দুর্ব্বা, আতপ চাউল, পুষ্প, শমীপত্র প্রভৃতি দ্বারা সীতার পূজা করিবে। পরে সাতটী ধান প্রোক্ষিত করিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া ক্ষেত্রে অর্পণ করিবে। পরে কর্ষণ করিবে। ব্রাহ্মণ যব ও তিল পরিত্যাগ করিয়া কেবল অন্যান্য শস্যের কারণ কর্ষণ করিলে পিতৃলোক ও দেবতাগণ তাহার প্রতি অতিশয় রুষ্ট হন। দেবতা, মেঘ, ভূমি, হাল ও পুরুষ ব্যাপার, ইহারা কৃষির কারণ, একটীর অভাব হইলে কৃষি হয় না। শালি, শণ, কার্পাস, বার্ত্তাকু প্রভৃতি সকল শস্যেরই বীজ রোপণ করিবে। যিনি সকল রকম কৃষির অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তাহার কখনও লোকসান হয় না। অমাবস্যার দিনে কর্ষণ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

"সীতে সৌম্যে কুমারিত্বং দেবি দেবার্চ্চিতে প্রিয়ে।
সংকৃতাহি যথা সিদ্ধা তথা মে বরদা ভব।"

এই মন্ত্রে সীতার নমস্কার করিতে হয়। সীতার স্থাপন,

হনুমানের নামোচ্চারণ এবং অভ্যুক্ষণ না করিলে সকল শস্য নষ্ট হয়। বপন, ছেদন, ক্ষেত্রে গমন, হলপ্রবাহ এবং ধান্য-প্রবেশ প্রভৃতিরও এই নিয়ম জানিবে। দেবস্থান, উদ্যান, যুদ্ধ-স্থান, গোচরণস্থান, সীমা, শ্মশানভূমি, বৃক্ষতল (যে স্থানে বৃক্ষের ছায়া নিপতিত হয়), যূপ-নিখনের স্থান, পথ এবং কর্ষণের অযোগ্য স্থানে কর্ষণ করিবে না। উষরা, বর্চ্চ (পুরীষ প্রভৃতি মল), পাথর, কাঁকরবিশিষ্ট স্থান ও নদীর পুলীন কর্ষণ করিবে না, করিলে বংশনাশ হয়। প্রবঞ্চনা করিয়া পরের ভূমিতে কৃষি করিলে কৃষকের অনন্ত নরক হয়।

কৃষিপারাশর ও বৃহৎসংহিতায় যেরূপ নিয়মাদি লিখিত আছে, পূর্ব্বকালে ভারতের নানাস্থানে এই নিয়মেই কৃষি-কার্য্যাদি হইত। এখন সেকাল গিয়াছে। এখন অনেকে নূতন প্রণালীতে চাষ করিয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য এখন আবার নানাপ্রকার যন্ত্রাদি সৃষ্টি হইয়াছে, অনেক স্থানে আবার কলে চাষ হইতেছে। ভারতের স্থানবিশেষে এই প্রণালী প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব্বনিয়মে যেমন ফল হইত, এখন তেমন আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

কৃষিক (পুং) কৃষ্যতেঽনেন কৃষ-কিকন্ (বৃশ্চিকৃষ্যোঃ কিকন্। উণ্ ২। ৪০।) ১ ফাল। (ত্রি) ২ কৃষক।

কৃষিকর্ম্মন্ (ক্লী) ১ চাষ, কৃষিকার্য্য। (ত্রি) ২ কৃষক।

কৃষিজীবি [ন্] (ত্রি) কৃষ্যা জীবতি কৃষি-জীব-ণিনি। যে ব্যক্তি কৃষি করিয়া জীবন ধারণ করে, কৃষক।

কৃষী [ন্] (ত্রি) কৃষিরস্য অস্তি। কৃষি-ইনি। কৃষক।

কৃষিপারাশর (পুং) পরাশর-মতানুসারে কৃষির কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্ণায়ক একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ।

কৃষীবল (ত্রি) কৃষিরস্যাস্তি বৃত্তিত্বেন, কৃষি-বলঃ দীর্ঘশ্চ। (রজঃ কৃষ্যাসুতি পরিষদো বলচ্। পা ৫। ২। ১১২। বলে ৬। ৩। ১১৮।) ইতি দীর্ঘঃ। কর্ষক, কৃষিজীবী। "কচ্চিৎ তুষ্টাঃ কৃষিবলাঃ।" মহাভারত। ২। ৫। ৭৭।

কৃষিদ্বিষ্ট (পুং) গৃহকর্ত্তা পক্ষী, বাবুই পাখী। (রাজনি°)

কৃষিলোহ (ক্লী) লৌহ। (ভাবপ্রকাশ)।

কৃষ্কর (পুং) কৃষং করোতি সৃষ্টিস্থিতিপ্রভৃতিশক্তিযোগাৎ সম্পাদয়তি। কৃষ-কৃ-টক্ পৃষোদরাদিত্বাৎ নিপাতঃ। শিব।

কৃষ্ট (ত্রি) কৃষ কর্ম্মণি-ক্তঃ। কর্ষিত। পর্য্যায়—সীত্য, হল্য। (অমর ১। ৯। ৮।)

"কৃষ্টজানামোষধীনাং জাতানাঞ্চ স্বয়ং বনে।" মনু ১১।১৪৪।

(ক্লী) কর্ষণ, চাষ।

কৃষ্টজ (ত্রি) কৃষ্টে জায়তে কৃষ্ট-জন-ড। কৃষ্টক্ষেত্রে উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য। ("কৃষ্টজানামোষধীনাং" মনু ১১। ১৪৫।)

কৃষ্টপচ্য (ত্রি) কৃষ্টে স্বয়মেব পচ্যতে কৃষ্ট-পচ্-কর্ম্ম কর্ত্তরি ক্যপ্। (রাজসূয়সূর্য্যমৃষোদ্যরুচ্যকুপ্যকৃষ্টপচ্যাব্যথ্যাঃ। পা ৩। ১। ১১৪।) নিপাতঃ। ব্রীহিধান ("নকৃষ্টপচ্যমশ্নীয়া-দকৃষ্টঞ্চাপ্যকালতঃ।" ভাগবত ৩। ১২। ১৮।)

কৃষ্টপাক্য (ত্রি) কৃষ্টে পচ্যতে কৃষ্ট-পচ-ণ্যৎ। (চজোঃ কু ঘিণ্যতোঃ। পা ৭।৩।৫২।) চস্য কুত্বম্। ব্রীহিধান।

কৃষ্টরাধি (ত্রি) [বৈদিক] যে কৃষিকার্য্যে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

কৃষ্টি (পুং) কৃষত্যন্তর্ভূর্বং বিদ্যালোচনাভ্যাসাদিভিঃ, কৃষ্ কর্ত্তরি বাহুলকাৎ ক্তিচ্ ক্তি বা। ১ পণ্ডিত। ২ জনমনুষ্যাদি। "বৃহদ্রেণুশ্চ্যবনো মানুষীণামেকঃ কৃষ্টীনামভবৎ সহাবা" ঋক্। ৬।১৮।২। 'কৃষ্টীনাং প্রজানাং শব্দমানানাং' সায়ণ। (স্ত্রী) কৃষ ভাবে ক্তিন্। ৩ কর্ষণ। ৪ আকর্ষণ।

কৃষ্টিপ্রা (ত্রি) কৃষ্টীনাং মনুষ্যাণাং পূরকঃ, পৃ-অচ্ নিপাতঃ। ১ মনুষ্যপূরক। "কৃষ্টিপ্রো অভিভূতিমাশোঃ।" ঋগ্বেদ ৪।৩৮।৯। 'কৃষ্টিপ্রঃ কৃষ্টয়ো মনুষ্যাস্তেষাং পূরকস্য' সায়ণ।

কৃষ্টিমা [ন্] (পুং) কৃষ্টি-ভাবে ইমনিচ্, (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩।) চাদিমনিচ্। ১ পাণ্ডিত্য। ২ মনুষ্যত্ব।

কৃষ্টিহা [ন্] (ত্রি) কৃষ্টিং হন্তি কৃষ্টি-হন্ ক্বিপ্ (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১৭৮।) ১ মনুষ্যনাশক যোদ্ধা। "প্রকৃষ্টিহেব শূষএতি।" ঋক্ ৯।৭১।২। *। 'কৃষ্টিহা মনুষ্যাণাং হন্তা যোদ্ধা' সায়ণ। ২ পণ্ডিতনাশক অহঙ্কার, দর্প।

কৃষ্টোপ্ত (ত্রি) কৃষ্টে কৃতকর্ষণে ক্ষেত্রে উপ্তঃ, ৭তৎ। চাষ করা ক্ষেত্রে রোপিত ধান্যাদি।

"বন্যাগ্রাম্যাশ্চেহতথা কৃষ্টোপ্তাঃ পর্ব্বতাশ্রয়াঃ।"

ভারত আদি ৯৮ অঃ।

কৃষ্ট্যোজাঃ [স্] (ত্রি) কৃষ্টিঃ শত্রূণাং কর্ষকং ওজো বলং যস্য বহুব্রী। অতিশয় বলশালী। "অস্মাকমিন্দ্রা বরণা ভরে ভরে পুরোযোধা ভবতং কৃষ্ট্যোজসা" ঋক্ ৭।৮২।৯। *। 'কৃষ্ট্যোজসা শত্রূণাং কর্ষকমোজো যয়োস্তাদৃশৌ' সায়ণ।

কৃষ্ণ (পুং) কর্ষতি পরাভবতি শত্রূন্ মহাপ্রভাবশক্ত্যা যদ্বা-কর্ষতি নাশয়তি ভক্তানাং পাপানি অথবা কর্ষতি আত্মসাৎ করোতি ভক্তানাং মনাংসি, কৃষ নক্ ণত্বঞ্চ (কৃষের্বর্ণে। উণ্ ৩।৪) বাহুলকাৎ বর্ণং বিনাপি নক্ প্রত্যয়ঃ। অথবা কৃষ্ণবর্ণ-যোগাৎ কৃষ্ণ অর্শাদিত্যদচ্ (ভবেৎ কৃষ্ণোঽর্জ্জুনে হরৌ। উণ্ ৩। ৪ উজ্জ্বলদত্ত।)

পুরাণকার কৃষ্ণ নামের অন্যরূপ নিরুক্তি করিয়াছেন—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।

তয়োরৈক্যাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণইত্যভিধীয়তে।" শ্রীধরস্বামী।

কৃষিশব্দের অর্থ সংসার ও ণ শব্দের অর্থ নির্বৃতি বা মোচন

করা, পরে ৫ তৎপুরুষ সমাস, যিনি সংসার হইতে মোচন করেন, সেই পরব্রহ্মকেই কৃষ্ণ বলে। কৃষি-ণ (সমাসেপৃষোদরাদিবদকারলোপঃ।) ১ বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। কেহ কেহ বলেন, ভগবানের দশ অবতারের অষ্টম অবতার কৃষ্ণ, কিন্তু অনেক স্থলে বলরামকেই অষ্টম অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাগবতের মতে, কৃষ্ণ ভগবানের বিংশতিতম অবতার। (ভাগবত ১।৩।২৩।) কৃষ্ণের বৃত্তান্ত মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, গরুড়পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, আদিপুরাণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রায় সকল গ্রন্থকারই আপনার মত রক্ষা করিয়াছেন, অপরের মতের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই, এই কারণেই একটী কৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত, নানা ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কতকগুলি বৃত্তান্ত এতই অনৈসর্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক যে তাহা শুনিলেই অবিশ্বাস করিতে হয়। যাহারা সকল পুরাণ উপপুরাণকেই ব্যাস প্রণীত ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহারা বলেন কৃষ্ণবৃত্তান্ত যেখানে যাহা পাওয়া যায়, তাহা সকলই সত্য, কৃষ্ণ ত আর আমাদের মত সামান্য মানুষ নয়, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, তাহাতে সকলেই সম্ভব।

পূর্ব্বপ্রদর্শিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া প্রভৃতি সকলই বর্ণিত আছে, ভাগবতে ও হরিবংশেও তাহাই বর্ণিত, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কিছু বেশীমাত্রায়। বিষ্ণুপুরাণের মতে—

বসুদেব ভোজবংশীয় দেবকের কন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণ করেন, বিবাহের পরে বসুদেব দেবকীকে যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাদের রথের সারথ্যগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, ঐ দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্রই কংসকে বধ করিবে। কংস ভীত হইলেন এবং তখনই আপদের শেষ করিবার জন্য খড়্গগ্রহণ করিয়া দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয়ে শান্ত করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, দেবকীর গর্ভে যতগুলি সন্তান হইবে, তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণ রক্ষা হইল, কিন্তু কংস বসুদেব ও দেবকীকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

এদিকে পৃথিবী দুরাত্মা দৈত্যগণের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সুমেরুপর্ব্বতে দেবগণের সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কাতরস্বরে বলিলেন, "হে সুরগণ! আপনারা আমার একটা উপায় করুন, দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য আর সহ্য করিতে পারি না।" দেবগণের প্রাণে লাগিল, কিন্তু উপায় কি তাহা স্থির করিতে পারিলেন না, কাজেই পিতামহকে জানাইতে হইল। ব্রহ্মা অনেক চিন্তা করিয়া দেবগণের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন এবং একান্ত মনে বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, "তোমরা কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ, তাহা বল, আমি নিশ্চয়ই তাহা পূর্ণ করিব।" ব্রহ্মা বলিলেন, "আপনি জগৎপালয়িতা, আমরা বিপদ্গ্রস্ত হইলেই আপনার নিকট উপস্থিত হই, সংপ্রতি পৃথিবী নিতান্ত ভারাক্রান্তা হইয়া রসাতলে যাইতে উদ্যত হইয়াছে, আপনি এই পৃথিবীকে রক্ষা করুন।" বিষ্ণু ব্রহ্মার বাক্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপনার মস্তক হইতে দুইটী কেশ উৎপাটন করিলেন, তাহার একটী কৃষ্ণবর্ণ ও অপরটী শুভ্রবর্ণ। কেশ দুইটী গ্রহণ করিয়া দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত ভূভার হরণ করিবে এবং তোমরাও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ইহাদের সাহায্য কর।" বিষ্ণুপুরাণের মতে, স্থির হইল যে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ বা পূর্ণ অবতার নহে, একগাছি কেশমাত্র। শ্রীধরস্বামী ইহা অসঙ্গত মনে করিয়া বলিয়াছেন—'বাস্তবিকই যে বিষ্ণুর কেশ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা নহে, তবে কেশগ্রহণ করিয়া বিষ্ণু যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য যে এই সামান্য কার্য্য আমার কেশও করিতে পারে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর পূর্ণাবতার।' (বিষ্ণুপু° ৫।১।৬০ টীকা দেখ।)

ইতিপূর্ব্বে দেবকী ও বসুদেব বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাহাকে তাহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করেন, বিষ্ণুও তাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। দেবকী অষ্টমগর্ভে কৃষ্ণকে ধারণ করিলেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী রাত্রি দুইপ্রহরের সময় কৃষ্ণের জন্ম হয়। কৃষ্ণের জন্ম সময়ে তিনি চতুর্ভুজ ছিলেন। বসুদেব তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার মনে করিয়া বহুবিধ স্তব করিলেন। বসুদেব কংসভয়ে ভীত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি গোপন করিতে প্রার্থনা করায় কৃষ্ণ আপনার দেবমূর্ত্তি গোপন করিয়া মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কৃষ্ণবাক্যানুসারে বসুদেব সদ্যজাত বালকটীকে লইয়া ব্রজে উপস্থিত হইলেন, যেদিন কৃষ্ণের জন্ম হয়, সেইদিন গোপরাজ নন্দপত্নীও একটী কন্যা প্রসব করেন। মহামায়া দেবগণের স্তবে ও বিষ্ণুর অনুমতিতে নন্দরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

মহামায়ার মায়ায় ব্রজবাসী সকলেই ঘোর নিদ্রায় অচেতন ছিল, বসুদেব আপনার বালকটীকে যশোদার নিকট রাখিয়া যশোদাপ্রসূত কন্যাটীকে লইয়া মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন। যথাসময়ে কংস কন্যাটীকে বধ করিতে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সেই কন্যা দর্শকবৃন্দকে বিস্মিত করিয়া শূন্য-মার্গে গমন করিল এবং উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিল— "পাষণ্ড কংস! তোমার জীবনহন্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" কংস শুনিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। অনন্তর বসুদেব ও দেবকীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। গোপরাজ নন্দ বার্ষিক কর প্রদান করিতে কংসের রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, বসুদেব তাহাকে শীঘ্রই রাজধানী পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন এবং বালকটীকে অতিশয় যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতে অনুরোধ এবং রোহিণীপ্রসূত বালকটীরও প্রতিপালন করিতে প্রার্থনা করিলেন।

এদিকে কংস মহামায়ার বাক্যে আপনার ভাবী জীবননাশক বালকের বধার্থে চতুর্দ্দিকে অসুরগণকে প্রেরণ করিলেন। পূতনা নন্দালয়ে উপস্থিত হইল। পূতনার দৃষ্টি পড়িলে বালকমাত্রকেই জীবন হারাইতে হইত। রাক্ষসী শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তন্যপান করিলেন যে, তাহাতে পূতনার প্রাণ বহির্গত হইল।

একদা যশোদা শিশু কৃষ্ণকে একখানা শকটের নীচে শয়ন করাইয়া যমুনাতীরে গমন করেন। এদিকে কৃষ্ণচন্দ্র পদাঘাতে শকটখানি উল্টাইয়াছিলেন। যশোদা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, শকটখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া সন্তানের অমঙ্গল শঙ্কায় তিনি প্রথমে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পরে সন্তানকে সুস্থ-শরীর দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। বসুদেব-প্রেরিত গর্গ প্রচ্ছন্নভাবে ব্রজপুরে বাস করিতেন, তিনি রামকৃষ্ণের জাত-কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করেন। কৃষ্ণ অতিশয় চঞ্চল স্বভাব হইয়া উঠিলেন। একদিন যশোদা কোন প্রকারে কৃষ্ণকে স্থির রাখিতে না পারিয়া উদূখলের মধ্যে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিলেন, চঞ্চল বালক তাহাতেও অবরুদ্ধ থাকিল না, হামাগুড়ি দিয়া চলিতে চলিতে যমলার্জ্জুন নামক দুইটী বৃক্ষ মধ্যে উপস্থিত হইল, উদূখলটী তির্য্যক্-ভাবে বৃক্ষ দুইটীর মধ্যে বদ্ধ হইল। চঞ্চল বালক বাধা না মানিয়া বলে টানিতে আরম্ভ করিল, বৃক্ষ দুইটী অমনি ভাঙ্গিয়া পড়িল, বালকের কোন বিঘ্নই হইল না, সকলে দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই সময়ে কৃষ্ণকে দাম (রজ্জু) দ্বারা বাঁধা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম দামোদর হইল। অনন্তর একদিন গোপবৃদ্ধগণ একত্র হইয়া স্থির করিলেন যে, প্রথমে পূতনাবধ, দ্বিতীয় শকট-বিপর্য্যয়, তৎপরে যমলার্জ্জুন ভঙ্গ এই প্রকার অলৌকিক ঘটনায় বোধ হইতেছে ব্রজপুরে বাস করিলে নিশ্চয়ই আমাদের অমঙ্গল হইবে। পরামর্শ স্থির করিয়া ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া গোপগণ বৃন্দাবনে গমন করিলেন। বৃন্দাবনে ৭ বৎসর-কাল নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইল। কৃষ্ণবলরাম অপর গোপাল বালকগণের সহিত মাঠে মাঠে গোরু চরাইয়া এই কয়টী বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

একদিন কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন অপর সখাগণের সহিত কালিন্দীতীরে উপস্থিত হইয়া প্রাণোপম রাখালগণকে কিছু না বলিয়াই একটী হ্রদমধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে হ্রদের অতলজলে নিমগ্ন হইলেন। অবোধ রাখাল বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, কেহ কেহ নন্দালয়ে সংবাদ দিতে গমন করিল। ঐ হ্রদে কালিয় নামে একটী সর্প বাস করিত, কৃষ্ণের পতন শব্দে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুকাল মধ্যেই কালিয় পরাজিত হইল। কৃষ্ণ তাহার মস্তকোপরি উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ হ্রদ হইতে উঠিয়া সকলকে সান্ত্বনা করিলেন।

বর্ষান্তে নন্দাদি গোপগণ বৎসর বৎসর একটা ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন, এই ইন্দ্রযজ্ঞ শরৎকালেই হইত। শরৎকাল উপস্থিত হইলে ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন হইতেছিল দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন ইহা হইতেছে, তাহাতে নন্দ বলিলেন, 'ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শস্য জন্মে, শস্য খাইয়া আমরা ও গোপগণ জীবন ধারণ করি এবং গোসকল দুগ্ধবতী হয়, তাই তাঁহার উদ্দেশে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।' কৃষ্ণ বারণ করিয়া গিরিযজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই বৎসরে ইন্দ্রযজ্ঞ হইল না, গোপগণ গিরিযজ্ঞ করিলেন। ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্র নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া সমস্ত বৃন্দাবন রক্ষা করিলেন, ইন্দ্র কাহারও কিছু করিতে না পারিয়া পরিশেষে কৃষ্ণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন।

অনন্তর নির্ম্মল আকাশ, শারদীয় চন্দ্রিকা, ফুল্লকুমুদিনীর গন্ধে দশদিক্ আমোদিত দেখিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম গোপী-গণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহারা দুইজনে কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন, গোপীগণ গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কুঞ্জে উপস্থিত

হইল। কৃষ্ণ ও বলরাম তাহাদের সহিত রাসক্রীড়া সমাপন করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই তাহারা গোপীগণের প্রেমদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত আমোদে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, এই সময়ে অরিষ্ট নামক একটি দুষ্ট বৃষভ গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ করিলে কৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিবামাত্রই দুষ্ট বৃষভ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কৃষ্ণের অদ্ভুত বিক্রম শুনিতে পাইয়া কংস নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন। এই সময়ে নারদ গিয়া তাহাকে গোপনীয় বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভের বিনিময় জানিতে পারিয়া তাঁহার ভয় আরও বর্দ্ধিত হইল। কংস কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় আনিয়া বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একটী ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং কৃষ্ণবলরামকে আনিবার জন্য অক্রূরকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন।

এই সময়ে কংসপ্রেরিত অশ্বাকৃতি নরমাংসাশী কেশীদৈত্য কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ তাহার নিকট উপস্থিত হইলে কেশী মুখব্যাদন করিয়া কৃষ্ণকে খাইতে উদ্যত হইল। কৃষ্ণ তাহার মুখের মধ্যে বাহু প্রবেশ করাইয়া দন্তউৎপাটনপূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই সময়ে নারদ আকাশে থাকিয়া বলিলেন, "দুষ্টকেশী বধ করিয়াছ বলিয়া তোমার 'কেশব' নাম বিখ্যাত হইবে।"

অক্রূর কৃষ্ণভক্ত, তিনি গোকুলে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিভরে অবনত হইয়া কৃষ্ণকে আগমন কারণ জানাইলেন। ব্রজবাসী সকলেই মথুরা যাইতে উদ্‌যোগ করিলেন। তাহাদের উপঢৌকন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে কিছুকাল বিলম্ব হইল। কৃষ্ণ ও বলরাম অক্রূরের রথে আরোহণ করিয়া অগ্রেই মথুরায় গমন করিলেন।

পথিমধ্যে অক্রূর কৃষ্ণের বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন। রামকৃষ্ণ উভয়েই গোপবেশধারী ছিলেন, রাজসভায় সেই বেশে প্রবেশ করিতে তাহাদের রুচি হইল না। কংসের রজক রাজপথে যাইতেছিল, তাঁহারা তাহার নিকটে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ চাহিলেন। রজক দিতে অস্বীকার করিল, রামকৃষ্ণ একটী চপেটাঘাতে তাহাকে বধ করিয়া পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সুদাম নামক মালাকারের গৃহে গমন করিয়া উৎকৃষ্ট মাল্যচন্দনে সুসজ্জিত হইলেন। পথিমধ্যে কুব্জার নিকট হইতে অনুলেপন করিয়া তাহার কুঁজে হাত বুলাইয়াছিলেন, কৃষ্ণকরস্পর্শে কুব্জী পরমাসুন্দরী হইল। এই সকল ঘটনার পরে ধনুঃশালায় প্রবেশ করিয়া যে ধনুর যাগ হইতেছিল, সেই বৃহৎ ধনুটী অবহেলায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কংস এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কুবলয়াপীড় নামক মত্ত হস্তী এবং চাণুর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়কে কৃষ্ণবধে নিযুক্ত করিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া কুবলয়াপীড়কে নিহত করিলেন এবং মল্লযুদ্ধে কৃষ্ণ চাণুরকে এবং বলরাম মুষ্টিক মল্লকে সংহার করেন। তৎপরে তোসলক নামে মল্লও কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করে। তখন কংস গোপগণকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিতে আর বসুদেব ও উগ্রসেনকে বধ করিতে অনুমতি করিলে কৃষ্ণ লম্ফ দিয়া কংসের মঞ্চে আরোহণ করিয়া কংসের প্রাণহরণ করিলেন। শত্রুবধের পর দুই ভ্রাতা পিতামাতার চরণবন্দনা করিয়া বাল্যকালে তাহাদের শুশ্রূষা করিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন। কংসের পত্নীগণ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলে কৃষ্ণ স্বয়ং অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। কংসের পিতা উগ্রসেন কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত রাজ্য-ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "আপনার পুত্র অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিল, তাই আমি তাহাকে সংহার করিয়াছি, রাজ্যলাভ ইচ্ছা করি না।"

কৃষ্ণ রাজ্য গ্রহণ করিলেন না, কংসের রাজ্যে তাঁহার পিতা উগ্রসেনকে অভিষিক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে কৃষ্ণ ও বলরাম কাশীতে সান্দীপনি মুনির নিকট শিক্ষার্থ গমন করেন * এবং ৬৪ দিবসের মধ্যে শস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া গুরুকে কি দক্ষিণা দিবেন জিজ্ঞাসা করিলে, সান্দীপনি তাহাদিগকে অমিততেজা দেখিয়া তাঁহার অপহৃত পুত্রকে আনিয়া দিতে বলিলেন। কৃষ্ণবলরাম সমুদ্রবাসী মুনিপুত্রাপহারক পঞ্চজনকে বধ করিয়া গুরুপুত্রকে উদ্ধার করেন এবং জয়চিহ্নস্বরূপ একটী শঙ্খ আনয়ন করেন, ঐ শঙ্খ পাঞ্চজন্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরাণে ঐ শঙ্খটী পঞ্চজন নামা অসুরের অস্থি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্রবল-পরাক্রম জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নামক দুই কন্যাকে কংস বিবাহ করিয়াছিলেন। কংসবধের পর কংস-পত্নীগণ জরাসন্ধের নিকট গিয়া পতিহন্তার দমনার্থ রোদন করেন, জরাসন্ধ কৃষ্ণের বধার্থ সসৈন্যে আসিয়া মথুরা-অবরোধ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সেনাপতিত্ব গুণে যাদবেরা জরাসন্ধকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু জরাসন্ধ তাহাতে

---

* ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে—দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরস নামক ঋষির শিষ্য ছিলেন। (ছান্দোগ্য ৩। ১৭। ৬)

নিবৃত্ত হইলেন না। পুনঃ পুনঃ মথুরা আক্রমণ করিতে লাগিলেন, তিনি অষ্টাদশবার মথুরা আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের যুদ্ধকৌশলে প্রত্যেকবারই তাহাকে পরাজিত হইতে হয়। এদিকে কালযবন নামা জনৈক যবনরাজ যাদবগণের শ্রীবৃদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া মথুরা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ প্রবল শত্রুদ্বয় হইতে যাদবগণের ভাবী বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া সমুদ্র মধ্যে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গটী দ্বাদশযোজন বিস্তৃত, ইহার নাম দ্বারকা। কৃষ্ণ সপরিবার যাদবগণকে দুর্গে রক্ষা করিয়া স্বয়ং শত্রুগণের অপেক্ষায় মথুরায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যখন কালযবন মথুরা আক্রমণ করেন, তখন তিনি নিরস্ত্র হইয়া বাহির হন। কৃষ্ণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন, কালযবনও তাঁহার অনুসরণ করিল। কৃষ্ণ একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিলেন। কালযবন তথায় গিয়া দেখিল এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে। কালযবন শয়ান পুরুষকে কৃষ্ণ মনে করিয়া পদাঘাত করিলে তাঁহার নয়ন-বিনিঃসৃত অগ্নি তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিল। পুরাণে কথিত আছে, রাজা মুচুকুন্দ দেবগণের উপকারার্থ অনেক যুদ্ধ করিয়া গিরিগুহায় বিশ্রাম করিতেছিলেন, দেবগণের আদেশ ছিল যে, যে ব্যক্তি তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিবে, সেই তাহার নেত্রনিঃসৃত অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। কালযবনের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ তাহার সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া হস্তী অশ্ব প্রভৃতি গ্রহণ করেন এবং দ্বারকায় আসিয়া সমস্তই উগ্রসেনকে সমর্পণ করেন।

বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী অতিশয় গুণবতী ও রূপবতী শুনিয়া কৃষ্ণ ভীষ্মকের নিকটে রুক্মিণীকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করেন। রুক্মিণী পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণে অনুরক্তা ছিলেন। ভীষ্মক নিজপুত্র রুক্মীর পরামর্শে কৃষ্ণকে কন্যাদানে অসম্মত হন। জরাসন্ধের কথায় শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ স্থির হইল। কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি যাদবগণের সহিত পরিণয়স্থলে উপস্থিত হইয়া রুক্মিণীকে হরণ করেন। তখন দন্তবক্র শিশুপাল প্রভৃতির সহিত যাদবগণের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে যাদবগণেরই জয় হয়। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া রুক্মীর জীবনসংশয় হইলে, রুক্মিণী প্রার্থনা করিয়া ভ্রাতার জীবন রক্ষা করেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় আসিয়া যথানিয়মে রুক্মিণীকে বিবাহ করেন। রুক্মিণী প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুষেণ, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুবিন্দ, সুচারু ও চারুনামক দশটী পুত্র ও চারুমতী নামক এক কন্যা প্রসব করেন। কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নগ্নজিৎকন্যা সত্যা, জাম্ববতী, মদ্ররাজসুতা সুশীলা, সত্রাজিত-কন্যা সত্যভামা ও লক্ষণা ইহারাও কৃষ্ণপত্নী। ইহা ছাড়া আরও কৃষ্ণের ষোলহাজার পত্নী ছিল বলিয়া বর্ণনা আছে।

নরকাসুর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষে তাহার রাজধানী। সে অত্যন্ত দুর্বিনীত ছিল। ইন্দ্র দ্বারকায় আসিয়া তাহার দৌরাত্ম্যের কথা কৃষ্ণকে জানান। কৃষ্ণ নরকবধে প্রতিশ্রুত হন। কৃষ্ণ নরক বধ করিয়া তাহার রাজধানী হইতে শতাধিক ষোড়শসহস্র কন্যা গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে নরক দিতির কুণ্ডল অপহরণ করেন। নরকবধের পর পৃথিবী সেই কুণ্ডল দুইটী কৃষ্ণকে উপহার দিলেন এবং বলিলেন যে, কৃষ্ণ যখন বরাহ অবতার হইয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধার জন্য বরাহের যে স্পর্শ হয়, সেই স্পর্শে পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া নরককে প্রসব করেন। কৃষ্ণ দিতির কুণ্ডল লইয়া দিতিকে দিবার জন্য সত্যভামা সমভিব্যাহারে ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে সত্যভামা পারিজাত-কামনা করায় ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ বাধিল। ইন্দ্রের সহিত অপর অপর দেবগণও যোগ দিয়াছিলেন। ক্ষণমধ্যেই সকলে পরাজিত হইলেন। কৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

কৃষ্ণের প্রথম পুত্র প্রদ্যুম্ন, তাহার পুত্র অনিরুদ্ধ বাণরাজার কন্যা উষাকে বিবাহ করেন। বাণকন্যা উষা একদিন স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দর্শন করেন। উষা অনুরাগিণী হইয়া নিজ সখী চিত্রলেখাকে প্রেরণ করিয়া অনিরুদ্ধকে আনয়ন করেন, গোপনে বিবাহসম্পন্ন হইলে দম্পতি মনের সুখে অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। রক্ষিবর্গের মুখে জানিতে পারিয়া বাণ রাজা অনিরুদ্ধকে অবরোধ করিলেন। দ্বারকায় সংবাদ পৌঁছিল। কৃষ্ণ সপরিবারে বাণপুরীতে উপস্থিত হইলে প্রথমে রুদ্রের সহিত যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধেই প্রথম জ্বরের উৎপত্তি হয়। রুদ্র পরাজয় হইলে কৃষ্ণ চক্রদ্বারা বাণের সহস্র বাহুচ্ছেদন করেন, (পূর্ব্বে বাণরাজা সহস্র বাহু ছিলেন।) শিব বেগতিক দেখিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ নিবৃত্ত করেন। কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ ও উষাকে লইয়া দ্বারকায় আগমন করেন।

পৌণ্ড্রনগরে বাসুদেব নামক একজন দুর্বৃত্ত রাজা ছিলেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রচার করিলেন যে দ্বারকা-নিবাসী বাসুদেব প্রকৃত নয়, তিনি নিজেই ঈশ্বরাবতার বাসুদেব। তিনি কৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "তুমি আমার নিকটে আসিয়া শঙ্খচক্র গদাপদ্ম প্রভৃতি যে সকল চিহ্নে আমারই প্রকৃত অধিকার, তাহা আমাকেই দিবে।" কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া পৌণ্ড্ররাজ্যে গমন করিলেন এবং চক্রাদি অস্ত্র

পৌণ্ড্রকের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। কাশীরাজের সহিত পৌণ্ড্রকের বন্ধুতা ছিল। তিনি মিত্র-হন্তার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যেই তাহার জীবন সংহার করিলেন। কাশীরাজের পুত্র পিতৃ-হন্তার পরিশোধ লইতে একটী আভিচারিক যজ্ঞ করেন, যজ্ঞ হইতে একটী কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া কৃষ্ণকে ধ্বংস করিতে দ্বারকায় উপস্থিত হয়, কৃষ্ণ কৃত্যাবধার্থ চক্রনিক্ষেপ করেন, চক্র কৃত্যার অনুসরণে বারাণসী যাইয়া বারাণসীর সহিত কৃত্যাকে দগ্ধ করে।

বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণের ভারতযুদ্ধের সহায়তা বা পাণ্ডবের সখ্যতা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নাই, এই মাত্র লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহায়ে দুর্বৃত্তগণের শাসন করেন এবং যদুবংশের ধ্বংসের পর অর্জ্জুন কৃষ্ণবলরাম প্রভৃতির অন্ত্যেষ্টিকার্য্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশে কৃষ্ণের জন্ম হইতে তাঁহার স্বর্গগমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে স্যমন্তকোপাখ্যান নাই, ৪র্থ অংশের ১৩শ অধ্যায়ে, ভাগবতে ও হরিবংশে আছে। উপাখ্যানটী এই—বৃষ্ণিবংশীয় রাজা সত্রাজিৎ সূর্য্য আরাধনা করিয়া দিনমণির গলার মণি স্যমন্তক প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুপুরাণ-কার বলেন, মণিগলায় দিয়া আসিলে সকল দ্বারকা-বাসীই তাহাকে সূর্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, ভাগবত-কার বলেন কেবল বালকগণেরই মনে হইয়াছিল, বৃদ্ধগণের অত ভ্রান্তি বর্ণনা অসম্ভব। কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, ইহা যাদবাধিপতি উগ্রসেনের যোগ্য, কিন্তু জ্ঞাতিবিরোধভয়ে দিতে পারিলেন না। কিন্তু সত্রাজিত মনে করিলেন যে, কৃষ্ণ চাহিলে আর মণি রাখিতে পারিবেন না, এই ভয়ে মণি তাহার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। একদা প্রসেন মৃগয়া করিতে বনে গিয়াছিলেন, একটা সিংহ তাঁহাকে বধ করিয়া মণি লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী যাইতে ছিল, একটী বৃদ্ধ ভল্লূক সিংহকে মারিয়া মণি কাড়িয়া লইল, এদিকে গুজব উঠিল যে কৃষ্ণই মণিলোভে প্রসেনকে বধ করিয়াছেন। কৃষ্ণ অপবাদ দূর করিতে মণি অনুসন্ধানে একটী গিরিগহ্বরে উপস্থিত হইয়া ভল্লূক-কুমারের ধাত্রীর মুখে মণির বিবরণ শুনিতে পাইলেন। তিনি মণি প্রার্থনা করায় ভল্লূক তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভল্লূকের নাম জাম্বুবান্, ইনি রাবণযুদ্ধে রামের প্রধান মন্ত্রীপদে অভি-ষিক্ত ছিলেন, কাজেই একটা ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল, অনেক দিন যুদ্ধের পর ভল্লূক পরাস্ত, কৃষ্ণের জয় ও পরিচয় হইল। ভল্লূক আপনার কন্যা জাম্ববতীকে কৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপ স্যমন্তক দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আসিলে কৃষ্ণ অপর অপর যাদবগণের আব্দার শুনিলেন না। মণিটী সত্রাজিতকেই দিলেন, সত্রাজিত লজ্জিত হইয়া আপনার কন্যা সত্যভামাকে দিতে ইচ্ছা করেন। পরে যাদবগণ সত্রাজিতকে বধ করিয়া মণি গ্রহণ করেন। তখন কৃষ্ণ বারণাবতে ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর শোকাতুরা সত্যভামা বারণাবতে যাইয়া কৃষ্ণের নিকট নালীশ করেন।

কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে লইয়া শতধন্বার বধ করিতে উদ্যোগী হইলেন। শতধন্বা অক্রূরকে মণি দিয়া পলায়ন করেন। কৃষ্ণ তাহার অনুসরণ করিয়া মিথিলার নিকটবর্ত্তী বনে তাহাকে বধ করেন। তাহার নিকট মণি পাইলেন না। কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া বলরামকে জানাইলেন। বলরামের বিশ্বাস হইল না, তিনি কৃষ্ণের প্রতি সন্দিহান হইয়া চির-পরিচিত ভ্রাতৃবাৎসল্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে অনেক যত্নে তিনি দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। অক্রূরও কিছুদিন যজ্ঞানুষ্ঠানের ভাণ করিয়া দ্বারকায় ছিলেন, পরে মণি লইয়া আর কতকগুলি যাদবের সহিত দ্বারকা পরিত্যাগ করেন, অনেকদিন পরে কৃষ্ণের যত্নে পুনর্ব্বার দ্বারকায় আসিলে তাহার নিকটেই মণি পাওয়া যায়। মণি দেখিয়া বলরাম প্রভৃতির লোভ হইয়াছিল, সত্যভামাও পিতৃধন বলিয়া হাত বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ কাহাকেও দিলেন না, পুনর্ব্বার অক্রূরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। (ভাগবত ১০।৫৬-৫৭, বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ১৩ অঃ এবং হরিবংশে ৩৮।৩৯ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, তবে একটুক আধটুক মতভেদ মাত্র।)

কৃষ্ণ বাল্যজীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন, তখন পাণ্ডবের সহিত তাহার বিশেষ আলাপ পরিচয়ের প্রমাণ নাই। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, গিরিযজ্ঞের পর ইন্দ্র যখন বৃন্দা-বনে আসিয়াছিলেন; তখন তিনি অর্জ্জুনের রক্ষার্থ কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেন, কৃষ্ণও তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৫।১২ অধ্যায়।)

কৃষ্ণ কংসবধের পর পাণ্ডুপুত্রগণের তত্ত্ব লইতে অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়া অক্রূর সমস্ত সংবাদ লইয়া কৃষ্ণকে জানাইলেন। দুরাত্মা কৌরবগণ ভীমসেনকে বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কুন্তীদেবী অক্রূরের নিকট বিলাপ করিয়া বলেন যে, 'কৃষ্ণ আসিয়া আমাদের দুঃখ অপনয়ন করুন, আমাদের অন্য উপায় নাই।' অক্রূর এ কথাটাও কৃষ্ণকে বলিলেন। ইহার পরেই জরাসন্ধের উৎপাত, কালযবন প্রভৃতির বধ, তখন পাণ্ডবের নিকটে কৃষ্ণের যাওয়া হয় নাই। (ভাগবত ১০।৪৯ অঃ)।

জতুগৃহদাহের পর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের আর কোন সংবাদ পান নাই। কিছুদিন পরে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষে বলরামসহ পাঞ্চালে গমন করেন। অর্জ্জুন লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। ইহাতে সমাগত রাজগণ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডবেরা অসাধারণ যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে জানিতে পারিয়া বলদেবের নিকট পাণ্ডবের পরিচয় দেন। শ্রীকৃষ্ণ বিবাদে প্রবৃত্ত রাজগণকে এই বলিয়া নিবারণ করিলেন যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মবলে দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছে, তাহার সহিত বলপ্রকাশ করা উচিত নহে। কৃষ্ণবাক্যে যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লইয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণ বলরামের সহিত সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পাণ্ডবের সমাগম গোপন রাখিবার জন্য উভয়ে রজনীতেই আপনাদের শিবিরে প্রত্যাগমন করেন। দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহের পর শ্রীকৃষ্ণ মণিরত্ন মহার্ঘ্য বসন ও ভূষণ প্রভৃতি উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে আনয়ন করিবার জন্য বিদুরকে প্রেরণ করেন। এসময়ে কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুরে যাইতে পরামর্শ দেন। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে কৃষ্ণকে লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করেন এবং তথায় একটী বিচিত্রপুরী নির্ম্মাণ করেন। পুরী নির্ম্মিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে খাণ্ডবপ্রস্থে স্থাপন করিয়া বলদেবের সহিত দ্বারকায় ফিরিয়া আসেন। অর্জ্জুন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দ্রৌপদীর গৃহে উপস্থিত হন, তিনি সেই কারণেই দ্বাদশবর্ষ বনে বনে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন। নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া অর্জ্জুন প্রভাসে আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তিনি পূর্ব্বেই অর্জ্জুনকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য রৈবতক পর্ব্বতে সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানে ভোজন শয়ন ও বিশ্রাম করিয়া অর্জ্জুনকে লইয়া দ্বারকায় গমন করেন। দ্বারকায় কএক দিন বাস করিয়া পুনর্ব্বার রৈবতক পর্ব্বতে সমাগত হন। এই স্থানে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে প্রথম অবলোকন করেন। ইহাই সুভদ্রা-পরিণয়ের সূত্রপাত। পরে শ্রীকৃষ্ণই সুভদ্রাহরণ করিতে অর্জ্জুনকে পরামর্শ দেন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিলে বৃষ্ণিগণ ক্রোধে অধীর হইয়া কন্যা কাড়িয়া লইতে ও অর্জ্জুনকে সমুচিত শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বলদেব প্রভৃতি সকলেই কৃষ্ণের অনুমতির জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন। কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জ্জুন আমাদের কুলের অবমাননা করে নাই, বরং সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে। পার্থই সুভদ্রার উপযুক্ত বর, সুভদ্রা পূর্ব্ব হইতেই পার্থে অনুরাগিণী।" কৃষ্ণের বাক্যে সকলেই নিবৃত্ত হইল। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলে, কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির সহিত তথায় উপস্থিত হন এবং বিবাহের সমুচিত যৌতুক প্রদান করেন। আত্মীয়স্বজনগণ কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিয়া দ্বারকায় চলিয়া যান, কৃষ্ণ পার্থের সহিত তথায় বাস করেন।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অগ্নির প্রার্থনা-অনুসারে খাণ্ডবদাহে সাহায্য করেন, বৃহৎ খাণ্ডববন বহু বন্য জন্তুর আবাসভূমি ছিল। খাণ্ডববন দাহ সময়ে দেবগণের সহিত অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের যুদ্ধ হয়। লিখিত আছে যে, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের যুদ্ধে পরাজিত ইন্দ্রাদিদেবগণ উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বর লইতে বলিলেন। কৃষ্ণ বর প্রার্থনা করিলেন যেন কখনও অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ না হয়। দেবগণ বর দিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহারাও কার্য্যসিদ্ধি করিয়া পরমাহ্লাদে ফিরিয়া আসিলেন। (ভারত আদিপর্ব্ব।)

রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞার্থী হইয়া সৎপরামর্শ জন্য শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকা হইতে আনয়ন করেন। কৃষ্ণ দেখিলেন, প্রবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধকে বধ করিতে না পারিলে নির্ব্বিঘ্নে রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি অর্জ্জুন ও বৃকোদরকে লইয়া স্নাতকবেশে জরাসন্ধের রাজধানীতে উপস্থিত হন। জরাসন্ধ ভীম কর্ত্তৃক নিহত হইলে বন্দী ভূপালগণ কারামুক্ত হন। কৃষ্ণ কারামুক্ত ভূপালগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে স্ব স্ব রাজধানীতে যাইতে অনুমতি করিলেন, নিজেও দ্বারকায় প্রস্থান করেন।

রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞের উদযোগ করিলেন। কৃষ্ণ বসুদেবের প্রতি পুরীরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে অপরিমিত ধনরত্ন লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করেন। কৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির প্রতি এক একটী ভার অর্পিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের পদধৌত করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ কে পাইবে বিচার উঠিল, ভীষ্মের বাক্যে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিলেন। প্রবল-পরাক্রম শিশুপালের তাহা সহ্য হইল না। শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতি অনেক কটূক্তি প্রয়োগ করেন, সভাস্থ ধার্ম্মিক রাজগণের তাহা অসহ্য হইল। শিশুপাল সমরাভিলাষী হইয়া কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কৃষ্ণ তাহার আহ্বান শুনিয়া

সভাস্থ রাজগণকে শিশুপালের দুশ্চরিত্রের বিষয় শুনাইলেন। শুনিয়া সকলেই শিশুপালকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। শিশুপাল অধীর হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ চক্রাঘাতে তাহাকে সংহার করেন। রাজসূয়যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুগণের সম্ভাষণা করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। (সভাপর্ব্ব।)

যখন দুর্য্যোধনের কূটচক্রে পাণ্ডবগণ নির্ব্বাসিত হন, তখন কৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত ছিলেন না। পরে পাণ্ডবগণের বনবাস শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তাপিত হইয়া পাণ্ডবেরা যে বনে বাস করিতেছিলেন, সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই চারি দুরাত্মার শোণিতে শীঘ্রই পৃথিবী প্লাবিত হইবে। যাহারা ঈদৃশ অসদাচরণ করে, তাহাদিগকে বধ করাই সনাতন ধর্ম্ম। আমি স্বয়ংই ইহাদিগকে অনুচর, সহচরসহ বধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষেক করিতেছি।" অর্জ্জুনের অনেক অনুনয় বিনয়ে তাঁহার ক্রোধের শান্তি হয়। দ্রুপদতনয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া দুঃখের কথা বলিলেন। কৃষ্ণ সকলকেই প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, আপনাদের বনাগমন কালে আমি রাজ্যে উপস্থিত ছিলাম না, তাই কৌরবগণ আপনাদের প্রতি কপটতা আচরণ করিতে পারিয়াছে। যুধিষ্ঠির তাঁহার না থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কৃষ্ণ বলিলেন যে, রাজসূয়যজ্ঞে আমি শিশুপালকে হত করিয়াছি জানিতে পারিয়া সৌভপতি সাম্ব আমার অনুপস্থিত কালে দ্বারকা অবরোধ করে; কিন্তু যুদ্ধনিপুণ প্রদ্যুম্নের অস্ত্রে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি শুনিয়া ও দ্বারকার দুরবস্থা অবলোকন করিয়া সাম্ববধে কৃতনিশ্চয় হইলাম। সাম্ব সৌভপুর হইতে সমুদ্রকূলে গমন করিয়াছিল। আমি তথায় যাইয়া তাহাকে আক্রমণ করি। মায়াবী সাম্ব যুদ্ধে অনেক মায়া প্রদর্শন করে, কিন্তু আমি তাহাতে অণুমাত্র ভীত হই নাই। পরে সুদর্শনচক্রে তাহার প্রাণসংহার করিয়াছি। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে উপদেশ দিয়া বনে বালক অভিমন্যুর প্রতিপালন ও শিক্ষা অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে লইয়া দ্বারকায় গমন করেন। (বনপর্ব্ব।)

সাম্ব নৃপতির বধের পর তাহার সখা প্রবল পরাক্রান্ত দন্তবক্র গদা লইয়া কৃষ্ণকে আক্রমণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাহার মাতুলেয়। দন্তবক্র কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া সবেগে গদার আঘাত করিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছুই হইল না। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে গদাঘাত করিলেন। দন্তবক্রের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং সে রুধির বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথের সহিতও কৃষ্ণের সংগ্রাম হয়। বিদূরথ কৃষ্ণের সুদর্শনাঘাতে নিহত হয়। কথিত আছে যে, দন্তবক্রের মৃত্যুর পর তাহার তেজঃ কৃষ্ণ শরীরে প্রবিষ্ট হয়। (দন্তবক্র ও বিদূরথবধবৃত্তান্ত মহাভারতে নাই। ভাগবতে আছে। ভাগবত ১০।৭৮ অঃ।)

অর্জ্জুন তপস্যার্থ গমন করিলে যুধিষ্ঠিরের মনঃ অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি কাম্যকবন পরিত্যাগ করিয়া প্রভাসতীর্থে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিগণকে লইয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ করিতে আসিলেন। তখন সাত্যকি প্রভৃতি পরাক্রান্ত যাদবগণ যুধিষ্ঠিরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তখনই যুদ্ধ করিতে উদ্‌যোগী হন। কৃষ্ণ সকলকেই বারণ করেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে সান্ত্বনা করিয়া সসৈন্যে দ্বারকায় প্রস্থান করেন। (বনপর্ব্ব ১১৭-১১৮ অঃ।)

ইহার কিছুদিন পরে কৃষ্ণ সত্যভামাকে লইয়া কাম্যকবনে পাণ্ডবগণের নিকটে উপস্থিত হন এবং ধর্ম্মপথে থাকিলে তাঁহাদের অচিরেই রাজ্যলাভ হইবে, এই প্রকার নানাবিধ উপদেশ দিয়া দ্বারকায় গমন করেন। (বন ২৩৪ অঃ।)

দুর্ব্বাসা নামক একটী মুনি ছিলেন। অগ্নিকল্প মুনি তখন কথায় কথায়ই অভিসম্পাত করিতেন। একদিন তিনি নিজ শিষ্যগণের সহিত দুর্য্যোধনের ভবনে আসিয়া অতিথি হইলেন। দুর্য্যোধন যথেষ্ট শুশ্রূষা করিয়া কএকদিন পরে তাঁহাকে পাণ্ডবতনয়ের নিকট যাইতে অনুরোধ করেন। দুর্ব্বাসা অপরাহ্নে পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হন। যুধিষ্ঠির তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "আহ্নিক সমাপন করিয়া আসুন।" এদিকে পাককর্ত্রী দ্রৌপদী পাকশালায় বসিয়া হাহুতাশ্মি করিতেছেন। সশিষ্য মুনির আহার সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। দ্রৌপদী আর কোন উপায় নাই দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিয়াই কৃষ্ণাকে বিপদাপন্ন জানিতে পারিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে শয্যায় পরিত্যাগ করিয়া দ্রৌপদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই বলিলেন যে, আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি, শীঘ্র কিছু আমাকে ভোজন দেও। দ্রৌপদী দুর্ব্বাসাকে কি খাইতে দিবেন, তাহা ভাবিয়াই অস্থির, কৃষ্ণকে ডাকিয়াছিলেন যে তিনি আসিয়া একটা উপায় করিবেন, বরং তিনি এখন দ্রৌপদীকে দ্বিগুণ বিপদগ্রস্তা করিলেন। দ্রৌপদী একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া স্থালীটী আনিতে বলিলেন, অগত্যা পাকস্থালীটী কৃষ্ণের সমীপে আনীত হইল। কথিত আছে, পাকস্থালীটী সূর্য্যপ্রদত্ত,

দ্রৌপদীর আহারের পূর্ব্বে পূর্ণই থাকিত। লক্ষ লক্ষ লোক উপস্থিত হইলেও স্থালীটী অনায়াসে তাহাদের উদরপূরণ করিতে পারিত; কিন্তু দ্রৌপদীর আহারের পর তাহাতে একটু কণাও থাকিত না। কৃষ্ণ অনেক অনুসন্ধান করিয়া স্থালীর কণ্ঠলগ্ন শাককণা পাইলেন। তিনি প্রীতিসহকারে শাককণা ভোজন করিয়া মুনিগণকে আহারার্থ আনয়ন করিতে বলিলেন। এদিকে মুনিগণ জলে অবতরণ করিয়া অঘমর্ষণ করিতেছিলেন, হটাৎ তাহাদের উদ্গার উঠিতে লাগিল। ক্ষুধাও নিবৃত্ত হইল। মুনিগণ পরস্পরে মুখ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনেক অনুরোধেও ভোজন করিতে স্বীকার করিলেন না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণা ভিন্ন কেহই এ ঘটনা জানিতে পারিল না। দুর্ব্বাসা ঋষি আর ফিরিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ যথোচিত পাণ্ডবগণের সহিত আলাপ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। (বনপর্ব্ব ২৬২ অঃ।) ঘটনাটি সত্য হইলে ঈশ্বরলীলাই বলিতে হইবে।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর অভিমন্যুর সহিত বিরাটদুহিতা উত্তরার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। যুধিষ্ঠিরের সংবাদে কৃষ্ণ অভিমন্যুকে লইয়া বিরাটনগরে উপস্থিত হন। বিবাহের পরদিন দ্রুপদাদি রাজগণ বিরাটসভায় উপবেশন করিলেন। কৃষ্ণ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, আপনারা সকলেই জানেন, দুর্য্যোধন প্রভৃতি পাণ্ডবগণের প্রতি কি প্রকার নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে। যুধিষ্ঠির অনায়াসে তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারিতেন, তথাপি তিনি সত্য প্রতিপালন জন্য এই ত্রয়োদশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন। দুর্য্যোধন কি স্থির করিয়াছে। আমরা ঠিক তাহা জানি না। এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আপনাদের মত চাই। আমার মতে এ স্থান হইতে একটী দূত প্রেরণ করা উচিত, যদি দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে অর্দ্ধরাজ্যও প্রদান করে, তাহা হইলেও তিনি শান্তিস্থাপন করিবেন। সভাসীন সকলেই একবাক্যে অনুমোদন করিলেন। দূত প্রেরিত হইল। কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। (উদ্যোগ ১ অঃ।)

দ্রুপদের পুরোহিত দুর্য্যোধনের রাজধানী হইতে ফিরিয়া আসিলে, সঞ্জয় নামক ধৃতরাষ্ট্রের দূত কৃষ্ণপাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হন। কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের একান্তই যুদ্ধে অভিলাষ ও দৌরাত্ম্য বুঝিতে পারিলেন, তথাপি শান্তির চেষ্টায় দুর্য্যোধনের রাজধানীতে উপস্থিত হন। অনেক উপদেশ দিলেন, তাহাতে দুর্য্যোধন তাঁহাকে অপমানিত করিবার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণ তাহাতে অণুমাত্রও বিচলিত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। একান্তই শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই জানিতে পারিয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করেন।

যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল, দেশদেশান্তরে দূত পাঠাইয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণ আত্মীয় স্বজনগণকে আবাহন করিতে আরম্ভ করিল। অর্জ্জুন দ্বারবতী গমন করিলেন, দুর্য্যোধনও তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রিত। দুর্য্যোধন কৃষ্ণের শিরোদেশে উৎকৃষ্টাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট থাকেন। নিদ্রাভাঙ্গিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। পরে উভয়েই যুদ্ধসাহায্যার্থ প্রার্থনা করিলে প্রথমে অর্জ্জুনকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পক্ষই অবলম্বন করেন। কিন্তু তখন অঙ্গীকার করেন যে, তিনি ভারতযুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করিবেন না। অর্জ্জুনের প্রার্থনা অনুসারে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করেন। অর্জ্জুনের অগ্রে দুর্য্যোধন আসিয়াছিলেন শুনিয়া, তাঁহার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণ নারায়ণী সেনা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সংগ্রামস্থলে উভয়পক্ষীয় সৈন্য ও আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া অর্জ্জুন অস্থির হইয়া পড়েন। কৃষ্ণ তাঁহাকে নানাবিধ দার্শনিক যুক্তি ও ভক্তিরসের উপদেশ দিয়া তাঁহাকে সমরপ্রবৃত্ত করেন। [গীতা দেখ।]

কৃষ্ণই পাণ্ডবগণের একমাত্র মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রণাবলেই পাণ্ডবগণ ঘোরতর যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কথিত আছে, ভারতযুদ্ধের অবসানে অশ্বত্থামা পাণ্ডবের পঞ্চপুত্রের প্রাণসংহার করেন। পরে অর্জ্জুনের সহিত অশ্বত্থামার একটী যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে উত্তরাগর্ভস্থিত সন্তান নষ্ট হয়; কৃষ্ণ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পর কৃষ্ণ সপরিবারে দ্বারকায় আসিলেন। (উদ্যোগ—অশ্বমেধপর্ব্ব।)

ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল, ধর্ম্ম প্রচারিত হইল। কৃষ্ণ প্রবলপরাক্রান্ত যদুকুলধ্বংস করিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন। সে বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত আছে। দেবদূত আসিয়া দেবগণের প্রার্থনা জানাইলেন, দেবগণের ইচ্ছা যে, শ্রীকৃষ্ণ অপর অধিক দিন মর্ত্ত্যমণ্ডলে অবস্থান না করেন। কৃষ্ণ দেবতাগণের প্রার্থনায় তাহাই স্বীকার করিলেন। এদিকে যাদবেরা দিন দিন অত্যন্ত দুর্বিনীত হইয়া উঠিয়াছেন। একদা বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ এই লোকবিশ্রুত ঋষিত্রয় দ্বারকায় উপস্থিত হন। দুষ্ট যাদবেরা কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া, ঋষিদিগের কাছে লইয়া যাইয়া, তাহার গর্ভে কি সন্তান হইবে, জিজ্ঞাসা করায়, মহর্ষিগণ বলিলেন, লৌহময় মুসল প্রসব করিবে। আর সেই মুসল হইতে কৃষ্ণবলরাম ভিন্ন সমস্ত

যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ একথা অবগত হইলেন। বলিলেন, "মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্য হইবে।" তিনি শাপ নিবারণের কোন উপায় করিলেন না। শাম্ব একটী লৌহ মুসল প্রসব করিল। যাদবগণের রাজা ঐ মুসল চূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। মুসল চূর্ণ হইল; চূর্ণ সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। কালক্রমে যাদবগণও সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগের বিনাশ বাসনায় সকলকে প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে বলিলেন। প্রভাসে আসিয়া যাদবগণ সুরাপান করিয়া উৎসব করিতে লাগিল। শেষে পরস্পর কলহ আরম্ভ করিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথী সাত্যকি প্রথম বিবাদ আরম্ভ করিলেন। তিনি কৃতবর্ম্মার সহিত বিবাদ করিলে প্রদ্যুম্ন সাত্যকির পক্ষ অবলম্বন করেন। সাত্যকি কৃতবর্ম্মার শিরশ্ছেদ করিলেন; তখন কৃতবর্ম্মার জ্ঞাতিগোষ্ঠী সাত্যকিও প্রদ্যুম্নকে বিনাশ করিলেন। কৃষ্ণও এক মুষ্টি এরকা গ্রহণ করিয়া তাহার আঘাতে অনেক যাদবগণকে নিপাতিত করেন। কথিত আছে, সমুদ্রনিক্ষিপ্ত মুসল চূর্ণ হইতে ঐ সকল শরবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সমস্ত যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। তখন কৃষ্ণসারথি দারুক কৃষ্ণকে লইয়া বলদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় অর্জ্জুনের নিকট পাঠাইলেন। কৃষ্ণ বলরামকে যোগাসনে আসীন দেখিলেন। তাঁহার মুখ হইতে সহস্র মস্তক সর্পনির্গত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিল। বলরামের দেহ জীবনশূন্য হইল। তখন কৃষ্ণ মর্ত্তালোক পরিত্যাগ-বাসনায় মহাযোগ অবলম্বন করিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। জরানামে ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহার পাদপদ্ম শরদ্বারা বিদ্ধ করিল। পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া শঙ্কিত মনে কৃষ্ণের চরণে পতিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। (মহাভারত মুসলপর্ব্ব। বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৭ অঃ।)

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজাঙ্গনাগণের ব্যবহার ভক্তিরসের চরম দৃষ্টান্ত। কোন কোন পুরাণরচয়িতা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অলঙ্কার প্রভৃতি যোজনা করিয়া ঐটীকে কৃষ্ণজীবনের একটী প্রধান কলঙ্ক করিয়া তুলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি যে যে গ্রন্থে কৃষ্ণ চরিত বর্ণিত আছে, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থেই অল্প বিস্তর গোপীগণের কথা আছে এবং গোপীদিগকে কৃষ্ণে নিরতিশয় অনুরক্তা দেখিতে পাওয়া যায়। শাণ্ডিল্য ভক্তিমীমাংসা করিতে অনেকগুলি সূত্ররচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, গোপাঙ্গনাগণের জ্ঞান ছিল না। অথচ এক অনুরাগেই তাহারা মুক্ত হইয়াছিল। (শাণ্ডিল্য ১৪ সূ°) ভাগবতে বর্ণিত আছে যে গোপীগণ পতি, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, ভয়লজ্জা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছিল। তাহারা সর্ব্বদাই কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া মনে করিত। ভাগবতে রাসলীলাটী অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে, তাহাতে জানা যায় যে, কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণীগণ কৃষ্ণে মনঃ, প্রাণ অর্পণ করিয়াছিল, সংসারে তাহাদের অণুমাত্রও স্পৃহা ছিল না। তাহারা কৃষ্ণ ভিন্ন জানিত না, তাহাদের নিকট সমস্ত জগৎই কৃষ্ণময় হইয়াছিল। একদা কৃষ্ণ উপবনে উপস্থিত ছিলেন, গোপীগণ সুযোগ পাইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন—

"রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥ ১৯॥
মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃধ্বং বন্ধুসাধ্বসম্॥ ২০॥
তদ্যাতমাচিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্‌পায়য়ত দুহ্যত॥ ২২॥
অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥ ২৩॥
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥ ২৪॥
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোপি চ।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥ ২৫॥
অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥ ২৬॥
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥ ২৭॥"

(ভাগবত ১০।২৯)

এই রজনী ঘোররূপা। ইহাতে ভয়ঙ্কর প্রাণিগণ ভ্রমণ করিয়া থাকে। অতএব ব্রজে ফিরিয়া যাও। হে সুমধ্যমাগণ! এখানে অবলাগণের অবস্থান করা উচিত নহে। তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও স্বামিগণ দেখিতে না পাইয়া তোমাদিগকে অনুসন্ধান করিতেছে। তাহাদিগের আশঙ্কা উৎপাদন করিও না। অতএব তোমরা গোষ্ঠে প্রতিগমন কর, বিলম্ব করিও না। হে সতীগণ! গৃহে গিয়া নিজ নিজ পতিসেবা কর। বৎস বালকগণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাও। তোমরা যদি আমার প্রতি স্নেহে চিত্তবশীভূত হওয়াতেই আসিয়া থাক, তাহাও তোমাদের যুক্তই

হইয়াছে, কারণ সকল প্রাণীই আমাতে প্রীত হইয়া থাকে। হে কল্যাণীগণ! অকপটে স্বামীর ও স্বামীর বন্ধুগণের সেবা এবং সন্তানগণের প্রতিপালন করাই রমণীগণের প্রধান ধর্ম্ম। অপাতকী স্বামী, দুঃশীল দুর্ভগ বৃদ্ধ জড় রোগী বা নির্ধন হইলেও, সদ্‌গতির অভিলাষিণী রমণীর তাঁহাকে পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। কুলকামিনীগণের উপপতি-সেবন স্বর্গচ্যুতির প্রধান কারণ। অযশস্কর তুচ্ছ, পরিণাম দুঃখজনক, ভয়ঙ্কর ও সর্ব্বত্র নিন্দিত। আমার নাম শ্রবণ, আমাকে দর্শন, আমার ধ্যান ও নামকীর্ত্তন করিলে আমাতে যেরূপ প্রীতি জন্মে, আমার সন্নিকর্ষে সেরূপ হয় না। অতএব তোমরা গৃহে গমন কর।

নির্ম্মল আকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, ফুল্লকমলিনী, দিক্ সকল গন্ধামোদিত, ভৃঙ্গমালা শব্দে মনোরম বনরাজির মধ্যে পূর্ণযৌবন কৃষ্ণ একাকী উপবিষ্ট। পূর্ণযৌবনা গোপীগণ তাঁহার প্রেমে অনুরাগিণী। সংসার, লজ্জাভয়, পতিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিতা। কৃষ্ণের অণুমাত্রও ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না। তিনি তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের যথার্থ বর্ণনা। পারদারিক লাম্পট্যবর্ণনা প্রেমিক কবির কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই বোধ হয়। দ্বিভাব থাকিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই। ভারতে প্রাচীনকালে স্ত্রী ও পুরুষগণ মিলিত হইয়া নৃত্য করিবার নিয়ম ছিল এবং তাহা সমাজে নিন্দিত ছিল না। কৃষ্ণও বৃন্দাবনে তাহাই করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ৫ অংশ। ১৩শ অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ পারদারিক ঘটনার উল্লেখ নাই। ভাগবতে বর্ণিত আছে—

"এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথা রসাশ্রয়াঃ।" (ভাগবত ১০।৩৩।২৫।)

'অনুরাগিণী রমণীমণ্ডলে পরিবৃত সত্যসঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ আপনাতে শুক্র রুদ্ধ রাখিয়া নিশাকর-করশোভিত এবং কাব্যে যে সকল শরৎকালীন রসের কথা কথিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত রসের আশ্রয়ীভূত নিশা সকল উক্ত প্রকারে সেবন করিয়াছিলেন।' ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের কোন রূপ নিন্দিত পারদারিক কার্য্য নহে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কৃষ্ণের বাল্য হইতে সকল বৃত্তান্তই বর্ণিত আছে। তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, রাধিকাকে সাংখ্যসিদ্ধ প্রকৃতি ও কৃষ্ণকে নির্লেপ নির্ব্বিকার ও নির্ম্মম আত্মারূপে বর্ণনা করাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে বিষ্ণুশক্তি সুদামের শাপে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম রাধিকা। বিষ্ণু-অংশসম্ভূত রায়াণঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় বটে, কিন্তু রায়াণ ক্লীব ছিলেন। পরে ব্রহ্মা আসিয়া কৃষ্ণের সহিত রাধিকার বিবাহ দেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত জন্মখণ্ড ৩অঃ।) [রাধিকা দেখ।]

কৃষ্ণ কতকাল হইতে দেবাবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। এখনকার পাশ্চাত্য ও দেশীয় কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির বিশ্বাস যে, 'কৃষ্ণ দেবাবতার বলিয়া প্রথমে লোকের সংস্কার ছিল না। মহাভারতবর্ণিত শিশুপাল, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকনির ব্যবহার ও বাক্যাবলী আলোচনা করিলেই জানিতে পারা যায়। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ, এমন কি মহাভারতের যে যে অংশে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে কথা আছে, সেই সেই অংশ আধুনিক বা প্রক্ষিপ্ত*।' তাঁহারা যেরূপে কৃষ্ণের দেবাবতারসম্বন্ধ অস্বীকার করেন এবং যেরূপে মহাভারত সমালোচনা করিয়া কৃষ্ণের জীবনী সম্বন্ধে প্রক্ষিপ্ত বচন উদ্ধৃত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কৃষ্ণের প্রতিপক্ষ দুর্য্যোধনাদির কথার উপর বিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণের অবতারত্ব বা দেবভাবসম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। অধিক দিনের কথা নয়, চৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। তাঁহার সময়ে একদল লোক তাঁহাকে দেবাবতার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। আবার বিপক্ষগণ তাঁহার কলঙ্ক ঘোষণা করিতে লাগিলেন, ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। [চৈতন্য দেখ।] সেইরূপ কৃষ্ণের সমসাময়িক যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কৃষ্ণের এমন কোন গুণে মোহিত হইয়াছিলেন। যদ্দ্বারা তাঁহাকে দেবাবতার বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; এই জন্যই বোধ হয় (শান্তিপর্ব্বে) কুরুপিতামহ প্রাজ্ঞ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"তুরীয়ার্দ্ধেন তস্যেমং বিদ্ধি কেশবমচ্যুতম্।
তুরীয়ার্দ্ধেন লোকাংস্ত্রীন্ ভাবয়ত্যেব বুদ্ধিমান্॥" শান্তি ২৮১।৬৪।

এই মহাত্মা কেশব তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে সমুৎপন্ন।

উক্ত বচনদ্বারা বোধ হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে পূর্ণাবতার বলিয়া গৃহীত হন নাই, তবে তিনি একজন মহাপুরুষ ও ঈশ্বরাংশসম্ভূত জানিয়াই বোধ হয়। ভীষ্ম আপনি যুধিষ্ঠির-প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ না করিয়া কৃষ্ণকে সমর্পণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। (সভাপর্ব্ব।)

* অক্ষয়কুমার দত্তের উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ (উপক্রমণিকা)।

কালিদাসের মেঘদূতে (১।১৫), প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তরে (১১ অঃ), খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর খোদিতলিপিতে *, তাঁহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (১।৪।৯২,৪।১।১৪, ৫।৩।৯৯) কৃষ্ণের দেবাবতার স্বীকৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী পাণিনিসূত্রে (৪।৩।৯৮), কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ আছে। এমন কি ঋগ্বেদের খিল সূক্তে (১০।১) †

"কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তুতে।" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা কৃষ্ণের মহত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। [গীতা শব্দে কৃষ্ণের ধর্ম্মমত দেখ।]

২ পরব্রহ্ম। কৃষ্ণবর্ণোঽস্যাস্তি কৃষ্ণ অর্শাদিত্বাদচ্। ৩ বেদব্যাস। ৪ অর্জ্জুন, মধ্যমপাণ্ডব। ৫ কোকিল। ৬ কাক। (মেদিনী।) ৭ করমর্দ্দক বৃক্ষ, করমচাগাছ। ৮ নীলবর্ণ। পর্য্যায়—নীল, অসিত, শ্যাম, কাল, শ্যামল, মেচক, বহুল, রাম, শিতি। (জটাধর।) (ত্রি) ৯ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। (ক্লী) ১০ মরিচ। (অমর।) ১১ লোহ। (জটাধর।) ১২ কালাগুরু। ১৩ নীলাঞ্জন (রাজনি°।)। ১৪ নীলীবৃক্ষ। ১৫ পিপ্পলী। ১৬ দ্রাক্ষা। ১৭ নীল পুনর্নবা। ১৮ কৃষ্ণজীরা। ১৯ গাম্ভারী। ২০ কটুকা। ২১ সারিবাবিশেষ। ২২ রাজসর্ষপ। (রাজনি°)। ২৩ পর্পটী। (ভাবপ্র°)। ২৪ কাকোলী। ২৫ সোমরাজী। (জটাধর)। ২৬ ধনবিশেষ। [কৃষ্ণধন দেখ।] (পুং) ২৭ অর্দ্ধমাস, একপক্ষ, যে পক্ষে চন্দ্রের হ্রাস হয়। "চন্দ্রবৃদ্ধিকরঃ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চন্দ্রক্ষয়াত্মকঃ" তিথিতত্ত্ব। ২৮ কৃষ্ণপক্ষাভিমানিদেবতা, যিনি কৃষ্ণপক্ষকে "অহং" মনে করেন।

"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।" গীতা। পিতৃযানে কৃষ্ণপক্ষাভিমানি দেবতা বাস করেন।

"শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতাং শাশ্বতে মতে।" গীতা। ২৯ কৃষ্ণসার মৃগ, কালসার।

"ধনুশ্চ সশরং দৃষ্ট্বা তথাকৃষ্ণাজিনানি চ।" মহাভারত, ১।১৩০।১৫।) ৩০ অশুভকর্ম্ম। ৩১ বেদোক্ত অসুরবিশেষ, দেবরাজ ইন্দ্র ইহাকে সবংশে নিধন করেন। ৩২ ঋষিবিশেষ। ইনি ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৮৫—৮৭ সূক্তের প্রথমে কার্য্যে বিনিয়োগ করেন বলিয়া তাঁহার ঋষি[illegible] উল্লিখিত হইয়াছেন। ১০ম মণ্ডলের ৪২—৪৪ সূক্তের ঋষি।

৩৩ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত একখানি উপনিষদ্।

"গোপালতাপনকৃষ্ণহয়গ্রীবদত্তাত্রেয়গারুড়ানামথর্ব্ববেদান্তর্গতানামেকত্রিংশৎ সংখ্যকানাং উপনিষদাং ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ।" মুক্তিকোপনিষৎ। ৩৪ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত একজন নাগরাজ। (দিব্যাবদানে পূর্ণাবদান।) ৩৫ সিতোদের পশ্চিমে অবস্থিত একটী পর্ব্বত। (লিঙ্গপু° ৪৯।৫০, ৫০।১২।) ৩৬ তিরুমলয়ের পুত্র, ইনি জয়তীর্থের প্রমেয়দীপিকার ভাবপ্রকাশ নামে টীকা রচনা করেন। ৩৭ একজন গ্রন্থকার, যুধিষ্ঠিরের পুত্র, ইনি ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে লঘুবোধব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ৩৮ কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম, পক্ষিজ্যোতিষ, সাহিত্যতরঙ্গিণী, নলোদয়টীকা, ভগবদ্গীতাটীকা, শুদ্ধিবিবেকটীকা, সাঙ্খ্যকারিকাব্যাখ্যা, সাঙ্খ্যসূত্রপ্রক্ষেপিকা, সাঙ্খ্যসূত্রবিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতাগণ। ৩৯ কয়েকজন রাজার নাম। [কৃষ্ণরাজ দেখ।]

কৃষ্ণক (পুং) কৃষ্ণপ্রকারঃ কৃষ্ণ-স্থূলাদিত্বাৎ কন্। (স্থূলাদিভ্যঃ প্রকারবচনে কন্। পা ৫।৪।৩।) ১ কৃষ্ণসর্ষপ। অনুকম্পিতং কৃষ্ণাজিনম্, কৃষ্ণাজিন-কন্ অজিনস্য লোপঃ। (ক্লী) (অজিনান্তস্যোত্তরপদলোপশ্চ। পা ৫।৩।৮৩।) ২ কৃষ্ণসারচর্ম্ম।

কৃষ্ণকন্দ (ক্লী) কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণ কন্দোঽস্য বহুব্রী। রক্তোৎপল, রাঙ্গাসুঁদী।

কৃষ্ণকর্কট (পুং স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ কর্কট। "কুম্ভীরকর্কট-কৃষ্ণকর্কট-শিশুমার প্রভৃতয়ঃ পাদিনঃ।" সুশ্রুত ১।

কৃষ্ণকর্ণ (ত্রি) সুবাস্বাদিগণান্তর্গত। যাহার কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ।

কৃষ্ণকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) ১ পাপজনক কর্ম্ম হিংসাদি। কৃষ্ণং মলিনং হিংসাদিরূপং কর্ম্ম যস্য বহুব্রী। (ত্রি) ২ মলিন কর্ম্মবিশিষ্ট, পাপাচারী। পর্য্যায়—শিশ্বিদান।

(শিশ্বিদানঃ কৃষ্ণকর্ম্মা শুক্লকর্ম্মেতি কস্যচিৎ। জটাধর।)

(ক্লী) ২ ব্রণের চিকিৎসা প্রক্রিয়াবিশেষ।

"সুদৃঢ়ত্বাত্ত্ শুক্লানাং কৃষ্ণকর্ম্মহিতং পুনঃ।" সুশ্রুত, শারীর।

কৃষ্ণে পরব্রহ্মণি অর্পিতং কর্ম্ম, মধ্যলো° কর্ম্মধা। ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম। যে সকল কর্ম্ম ফলের কামনা না করিয়া করা হয়।

কৃষ্ণকলি (স্ত্রী) কৃষ্ণস্য চূড়াইব কলিঃ কলিকা যস্যাঃ বহুব্রী। ১ স্বনামখ্যাত পুষ্পবিশেষ। স্থানবিশেষে ইহাকে সন্ধ্যামণি বলে। হিন্দি 'গুলবাজী', আরবী 'জহরউল্ অজলা', মিসরে 'জিব্‌রুল্ অজল্' মলয় 'রযুৎ-পলু-কম্পৎ', তামিল 'বত্রাক', সিংহলী 'সেন্রিকা'।

(পুং) ২ কৃষ্ণকলি ফুলের গাছ। ইহার শাখা রক্ততণ্ডুল নালের মত গ্রন্থিযুক্ত, পাতা ছোট ছোট পাণের ন্যায়। ইহার ফুল শ্বেত, পীত ও পাটলবর্ণ। কৃষ্ণকলি ফুলের পঞ্চদল মধ্যে ৬টী কেশর আছে। ইহার গন্ধ নিতান্ত মন্দ নয়। বেলা অবসানে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ইহার বীজ

* Journal of the Royal Asiatic Society, N. S. Vol. I.

† মোক্ষমূলর-প্রকাশিত ঋগ্বেদসংহিতা (২য় সংস্করণ) ৪র্থ ভাগ, ৫২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণমরিচ সদৃশ। এই ফুল সকল ঋতুতেই প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু বর্ষাকালে প্রচুর হইয়া থাকে। ইহার বীজ ও মূল হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। ইহার পাতা ও মূল পেষণ করিয়া লাগাইয়া দিলে ব্রণ ফাটিয়া যায়। (বৈদ্যক।)

কৃষ্ণকবি, ১ নারায়ণের পুত্র। তারাশশাঙ্ক নামক সংস্কৃত কাব্য-রচয়িতা। ২ "ভাগবতকৃষ্ণকবি" নামে প্রসিদ্ধ, ইনি শর্ম্মিষ্ঠা-যযাতি নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। ৩ "শেষ কৃষ্ণ" নামে প্রসিদ্ধ, নৃসিংহের পুত্র। ইহার রচিত উষাপরিণয় চম্পূ, কংসবধনাটক, ক্রিয়াগোপনকাব্য, পারিজাতহরণচম্পূ, মুরারী-বিজয় নাটক, সত্যভামা-পরিণয়, সত্যভামা-বিলাস-নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণকবীন্দ্র—যমকশিখামণিব্যাখ্যানামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

কৃষ্ণকাক (পুং স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। স্ত্রীলিঙ্গে জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

কৃষ্ণকান্তনন্দী বা কান্তবাবু। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিজলা গ্রাম হইতে কালীনন্দী নামক একজন তেলী মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাশিমবাজারের নিকট শ্রীপুর নাম গ্রামে আসিয়া বাস করে। কালীনন্দী রেসম ও কার্পাস-নির্ম্মিত কুতনি নামক বস্ত্রের ব্যবসা করিত। মুর্শিদাবাদে তখন এই ব্যবসা বেশ চলিত। তাহাতে লাভও হইত। এক্ষণে উহা লোপ পাইয়াছে। কালীনন্দী দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। প্রথম পুত্রের জ্যেষ্ঠ তনয় রাধাকৃষ্ণ-নন্দী রেসমের ব্যবসা করিতেন; আর একটী সুপারির দোকানও তাঁহার ছিল। রাধাকৃষ্ণ বড় সুন্দর ঘুড়ী তৈয়ার করিতে পারিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে খলিফা বলিয়া ডাকিত। ঘুড়ি বিক্রয় করিয়াও তাঁহার অর্থলাভ হইত। কৃষ্ণকান্তনন্দী এই খলিফা রাধাকৃষ্ণনন্দীর পুত্র। কান্তবাবু পাঠশালে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাহার পর একটু আধটু ইংরাজীও কহিতে শিখেন। কাশিম-বাজারে তখন ইংরাজদিগের প্রধান কুঠি ছিল। এখানে রেসমের কুঠিতে অনেক লোক কর্ম্ম করিত। কৃষ্ণকান্ত এইখানে শিক্ষানবীস হইয়া প্রবেশ করেন। রেসমের কার্য্য একটু শিক্ষা করিলে পদোন্নতি হওয়ায় তিনি মুহুরীর কর্ম্ম পাইলেন। শেষ সাহেবেরা তাঁহাকে কেরাণীর পদ প্রদান করেন। এই পদে কার্য্য উপলক্ষে কাশিমবাজারের তখনকার রেসিডেণ্ট হেষ্টিংস্ সাহেবের নিকট তাঁহাকে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হইত। হেষ্টিংস্ সাহেব এইজন্ত তাঁহাকে কতকটা চিনিতেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা নবাব হইয়া, কাশিমবাজারে সাহেবদিগের কুঠিতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে, দেখিয়া, কিছু টাকা আদায় করিবার চেষ্টায়, হেষ্টিংস্ সাহেবকে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করিয়া লইয়া যান। হেষ্টিংস্ কোন প্রকারে তথা হইতে পলায়ন করিলে, নবাব তাঁহাকে ধরিবার জন্ত অশ্বারোহী সেনা ও ১২ জন খাসবরদারকে পাঠাইয়া দেন। সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝিয়া হেষ্টিংস্ পলায়ন করিয়া কান্তবাবুর বাটীতে আশ্রয় লন। কান্তবাবুও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আপনি কলি-কাতায় রাখিয়া গেলেন। হেষ্টিংস্ কান্তবাবুকে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন, যে যখন তাঁহার ভাল সময় হইবে, তখন ঐ পত্র দেখাইলে তিনি কান্তবাবুর যথাসাধ্য উপকার করিবেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে যখন কার্টিয়ার সাহেবের পর হেষ্টিংস্ বাঙ্গা-লায় গবর্ণর মনোনীত হন, তখন তিনি কাশিমবাজার হইতে কান্তবাবুকে আনিতে পাঠান। কান্তবাবু সাজিয়া অনেক লোক আসিয়া হেষ্টিংসের নিকট উপস্থিত হইল। হেষ্টিংস জিজ্ঞাসা করিলেন, কান্তবাবুর সহিত তাঁহার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কিন্তু কেহই তাহা বলিতে পারিল না। শেষে কান্তবাবু আসিয়া হেষ্টিংসের নিদর্শনপত্র দেখাইলেন। হেষ্টিংস্ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া নিজের মুৎসুদ্দি (Banyan) নিযুক্ত করিলেন। নিজে জমিদারী বিষয় ভাল বুঝিতেন না বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। কান্তবাবু নিজে তাদৃশ বিদ্বান্ ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ ছিল। হেষ্টিংস্ যখন মুর্শিদাবাদে নায়েব সুবাদার মুহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিয়া শাসনের নূতন ব্যবস্থা করেন, তখন কান্তবাবুর সহিত সকল বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

খাজনা আদায়ের যখন বন্দোবস্ত হয়, তখন গবর্ণরজেনেলের কৌন্সিলে স্থির হয়, কোন জমিদারীর অংশ যেন একলক্ষ টাকার অধিক না হয় আর কোন মুৎসুদ্দি নিজে কোন জমিদারী লইতে পারিবে না, অথবা কোন জমিদারের জামিন হইতে পারিবে না। কিন্তু হেষ্টিংস্ এই নিয়মের ব্যতি-ক্রম করিয়া কান্তবাবুকে ১৩ লক্ষ টাকার জমিদারী দান করেন। বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা এজন্ত হেষ্টিংসের বিশেষ নিন্দা করেন। পার্লেমেণ্টে যখন হেষ্টিংসের প্রকাশ্য নিন্দাবাদ হয়, তখন একথা উঠিয়াছিল। তবে পার্লেমেণ্ট এজন্য তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন নাই।

হেষ্টিংস্ যখন বারাণসীতে চেৎসিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কান্তবাবু সঙ্গে ছিলেন। সেনাগণ রাজবাটী দখল করিয়া রাণীদিগের গহনাপত্র লুট করিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে যায়। কান্তবাবু তখন তাহাদিগকে নিবারণ

করিলেন। তাঁহার কথা কেহ শুনিল না দেখিয়া তিনি দ্বার-দেশে নিজে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেনাগণ তথাপি শুনিল না। কান্তবাবু তখন হেষ্টিংসকে গিয়া বলিলেন যে, অন্তঃপুর-বাসিনী রমণীগণ কখন গৃহের বাহির হন নাই। তাঁহাদের উপর সেনাগণ অত্যাচার করিবে, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। হেষ্টিংসের দয়া হইল। রমণীগণ অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইলেন। কান্তবাবু শিবিকা আনাইয়া তাঁহা-দিগকে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। রাণীরা তুষ্ট হইয়া নিজের নিজের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া কান্তবাবুকে অর্পণ করিলেন। আর তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, একমুখ রুদ্রাক্ষি, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ও কতকগুলি বিগ্রহ কান্তবাবুকে অর্পণ করেন। এইগুলি এক্ষণে কাশিমবাজারের রাজবাটীতে আছে। বারাণসী হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেষ্টিংস্ কৃষ্ণ-কান্তবাবুকে গাজিপুর ও আজিমগঞ্জের জায়গীর দান করেন। এই সময় তিনি [কৃষ্ণকান্তের পুত্র লোকনাথের জন্য মুর্শিদা-বাদের নবাব নিজামের নিকট হইতে রাজাবাহাদুর উপাধি আনাইয়া দেন।

কৃষ্ণকান্ত বাবু প্রভূত বিষয় সম্পত্তি লাভ করিয়া পুরী-ধামে পুরুষোত্তম দর্শন করিতে যান। সেখানে "আট্‌কে" বান্ধিতে চাইলে পাণ্ডারা বলে যে, তিনি জাতিতে তেলি অর্থাৎ তৈলব্যবসায়ী কলু, অতএব তাঁহার দান গ্রহণ করা হইবে না। কান্তবাবু বড়ই বিপদে পড়িলেন। কোন মতে বুঝাইতে না পারিয়া শেষে নদীয়া ত্রিবেণী প্রভৃতি সমাজ হইতে ব্যবস্থা আনিতে লোক পাঠাইলেন। পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, 'তুলাদণ্ডধারী তৌলিক, মালপত্রও ওজন করিতে তুলা (দাড়ি) ধরে বলিয়া তাহাদিগকে তৌলিক বলে। তেলি তৌলিকের অপভ্রংশমাত্র, তেলিরা কলু নহে।' পুরুষোত্তমের পাণ্ডাগণ ব্যবস্থা দেখিয়া তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আট্‌কে বান্ধিতে দেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকায়স্থ ভিন্ন অন্যজাতীয় স্ত্রীলোকগণ নথ পরিতেন না। কান্তবাবু নিজের জাতির মধ্যে নথ পরিবার ব্যবস্থা করেন। সন ১১৯৫ ও ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। [কান্তবাবু শব্দ দেখ।]

কৃষ্ণকান্তন্যায়রত্ন, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পণ্ডিত। ইনি ব্রহ্মানন্দসরস্বতী রচিত ন্যায়রত্নাবলীর 'ন্যায়রত্ন-প্রকাশিকা' ও শব্দশক্তিপ্রকাশিকাটীকা রচনা করেন।

কৃষ্ণকান্তভাদুড়ী, বাঙ্গালা ১১৯৮ সালে নদীয়ার অন্তঃপাতি ধাড়েবাঁকাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত, হিন্দী, পারসী ও উর্দ্দুভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। কৃষ্ণনগরের রাজা গিরীশচন্দ্ররায়ের প্রধান সভাসদ ও তাঁহার বেতনভোগী ছিলেন। তাঁহার নিম্নলিখিত সমস্যা পূরণটী পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। কথিত আছে, ডেপুটীকালেক্টার প্রাউডেন সাহেব একবার রাজার সমস্ত আটক করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজ-সংসারে কিছু অনাটন হয়। রাজকর্ম্মচারী রামমোহন মজুমদার নানাকৌশলে সকলকেই মিথ্যা আশ্বাস দিয়া নিবৃত্ত করিতেন; একদিন রাজসমক্ষে রসসাগরেরও প্রতি এইরূপ করেন, তাহাতে রসসাগর বিরক্ত হইয়া বলেন "আর মেনে পারিনে।" রাজাও শুনিয়া কহিলেন, "রসসাগর আর মেনে পারিনে।" রসসাগরও তৎক্ষণাৎ এই পাদপূরণ করেন—

"দাড়ি ফেলে শ্রীফেঁদে, সুধু হাঁড়ী পাত বেঁদে,
রেখেছি বচনে ছেঁদে আশাভঙ্গ করিনে।
সবে বলে মজুমদার, দয়াধর্ম্ম কি তোমার,
তিরস্কার পুরস্কার তৃণবোধ করিনে॥
খরচ চাই দণ্ড দণ্ড, না মিলে রজত খণ্ড,
কোনরূপে কর্ম্মকাণ্ড, ক্রিয়াপণ্ড করিনে।
কোম্পানি কুপিত তায়, দ্বাদশ সূর্য্য উদয়,
প্রৌডনের পুর্ণোদয়, বাঁচিওনে মরিওনে॥
সকলি দুঃখের পাড়া, এ রসসাগরে চড়া,
শ্রীচরণ ছায়া ছাড়া, কার ধার ধারিনে।
তিনদিগে তিন তেতম্বা, কি হইবে অপরম্বা,
কুল দেও মা জগদম্বা আর মেনে পারিনে॥"

এইরূপে সময়ে সময়ে তিনি কত শত সমস্যাপূরণ করিয়া-ছেন, তাহার সংখ্যা নাই, প্রমাণস্বরূপ একটীমাত্র উদ্ধৃত হইল।

রাজা ঐরূপ কবিত্বে সন্তুষ্ট হইয়াই ইহাকে "রসসাগর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। সমস্যাপূরণ বা শ্লোকপূরণে ইহার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। কৃষ্ণনগরেই ইনি বিবাহ করেন। ১২৫১ সালে ৫৩ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে জামাতৃ-ভবনে কালগ্রাসে পতিত হন।

কৃষ্ণকান্তবসু, রঙ্গপুরের জজ্ ডেভিদ্ স্কট্‌সাহেবের সেরেস্তা-দার। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভুটান ও ইংরাজাধিকৃত কোন প্রদেশের সাধারণ সীমাসংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হয়। সীমানির্দ্ধারণের জন্য স্কট্‌সাহেব গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে কৃষ্ণকান্তকে দূতরূপে ভুটানরাজ্যে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণকান্ত ভুটানরাজ্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিখিতেন, স্কট্‌সাহেব তাহাই ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ভুটানরাজ্যের ইতিহাস নামে প্রকাশ করেন। (Asiatic Researches, Vol. XV.)

কৃষ্ণকাপোতী, কৃষ্ণকাপোতিকা (স্ত্রী মধুররস ক্ষীরপ্রধান বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষ রোমশ, ইহার রস ইক্ষুরসের ন্যায় মধুর, গাছে ক্ষীর আছে। (সুশ্রুত ১)

কৃষ্ণকায় (পুং স্ত্রী) কৃষ্ণঃ কায়োহস্য বহুব্রী। ১ মহিষ। যোপধত্বাৎ স্ত্রিয়াং ন ঙীষ্ কিন্তু টাপ্। (পুং) কৃষ্ণস্য কায়ঃ ৬তৎ। ২ কৃষ্ণের শরীর। কৃষ্ণশ্চাসৌ কায়শ্চেতি কর্ম্মধা। ৩ কৃষ্ণবর্ণ শরীর।

কৃষ্ণকাষ্ঠ (ক্লী) কৃষ্ণং কাষ্ঠমস্য বহুব্রী। কালাগুরু।

কৃষ্ণকীর্ত্তন, সাধারণতঃ কীর্ত্তন নামে খ্যাত। তাল লয় ও রাগস্বরসংযোগে সঙ্গীতালাপ দ্বারা দেবদেবীর লীলাবর্ণনাকেও কীর্ত্তন বলে। কিন্তু এদেশে কীর্ত্তন বলিলে সামান্যতঃ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গানকে বুঝায় বলিয়া কৃষ্ণ কীর্ত্তন শব্দই ধরা হইল। কীর্ত্তনাঙ্গ গীতের কয়েকটী প্রকার ভেদ আছে। যথা—আসলকীর্ত্তন, ঢপ (১), সঙ্কীর্ত্তন ও নগরকীর্ত্তন। বঙ্গদেশে সকলপ্রকার কীর্ত্তনেই কৃষ্ণলীলা গীত ও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে আসল ও ঢপের কীর্ত্তনে যেমন মান, মাথুর ও গোষ্ঠাদি পালার নিয়ম বদ্ধ আছে (২), সঙ্কীর্ত্তন ও নগরকীর্ত্তনের সেরূপ নিয়ম নাই। সঙ্কীর্ত্তন ও নগরকীর্ত্তন গানে সচরাচর কৃষ্ণলীলা-ঘটিত ভক্তি ও করুণ রসাদির বর্ণনাই বিস্তর, তাহার মধ্যে ভক্তিরসের গীতই অধিক (৩)। কীর্ত্তনাঙ্গের যতপ্রকার গান আছে, তাহার মধ্যে আসল কীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন মধুর এবং প্রাচীন, ঢপ তদপেক্ষা সহজ, সরল ও অপ্রাচীন, আর সঙ্কীর্ত্তন ও নগরকীর্ত্তন যদিও অপ্রাচীন নহে, কিন্তু উহাতে কবিত্ব, ভাব ও রাগস্বরের বিশেষ কোন গুণপনা নাই। কীর্ত্তনাঙ্গের এই কয়েকপ্রকার বিভাগ ভিন্ন টহল নামে একপ্রকার গান আছে। টহল-কীর্ত্তন বোধ হয় বৃন্দাবনাদি তীর্থস্থানেই অধিক প্রচলিত, তদ্দৃষ্টে গৌড়বৈষ্ণবেরা অনুকরণ করিয়াছেন।

আসল কীর্ত্তনের মধ্যে যদিও স্থানে স্থানে হিন্দি-মিশ্রিত বাঙ্গালা ও প্রাকৃতভাষার কথা থাকে এবং প্রাচীন দেশ্য শব্দ লক্ষিত হয়, কিন্তু উহার অধিকাংশ গীতের শব্দ ও ভাষা দেখিয়া স্পষ্টই জানা যায়, যে এক্ষণে এদেশের যে সকল কীর্ত্তন প্রচলিত আছে, তাহা প্রথমতঃ পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমান ও সিউড়ী অঞ্চলে প্রকাশ পায়। অতি প্রাচীনকালে কিরূপ কীর্ত্তন গীত ও কীর্ত্তিত হইত, সুন্দররূপে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব অপ্রকট হইবার পর হইতে এদেশে যে কীর্ত্তন চলিয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, ধনঞ্জয়, শশিশেখর ও নরোত্তমঠাকুর প্রভৃতি মহাজনদিগের রচিত পদ পদাবলীই অধিক শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত পদরচয়িতা মহাজনগণের রচিত পদ সঙ্কলিত হইয়া পদকল্পতরু, পদসমুদ্র, পদরত্নাকর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন কোন

(১) আসল কীর্ত্তনের মধ্যে কেবল মহাজনীপদ তাল, মান, লয় ও স্বরসংযোগে গীত হয়, এতদ্ভিন্ন ইহাতে কোন প্রকার কথায় বক্তৃতা নাই। ঢপের অর্থ রকম অর্থাৎ ঠিক কীর্ত্তন নহে। কিন্তু তাহার অনুরূপ। ঢপে আসল কীর্ত্তনের ন্যায় দানমানাদি পালা হইয়া থাকে।

(২) বাঙ্গালা ভাষায় দান শব্দে পারের কড়িকেও বুঝায়। যে সেই দানের কড়ি আদায় করে, তাহাকে "দানী কহে। যথা—"ও রাই! পড়েছ দানীর হাতে। আজি বুঝা যাবে দান দিতে॥" (পদকল্প।) ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ একদা কালিন্দীকূলে স্বয়ং নৌকার কাণ্ডারী হইয়া গোপিনীদিগকে পার করিতে যে ক্রীড়াকৌতুক করিয়াছিলেন, তাহাকে কীর্ত্তনীয়ারা "দানখণ্ড" বলে। দানখণ্ডের সংক্ষেপবাচক শব্দ "দান"। আর শ্রীমতী রাধা একদা রজনীতে অভিসারিকা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মিলনকামনায় নিকুঞ্জে গিয়া বাসকসজ্জা ছিলেন, কৃষ্ণ সেখানে আসিবার সময় পথিমধ্যে চন্দ্রাবলী তাঁহাকে নিজকুঞ্জে লইয়া গিয়া নিশিযাপন করে। এদিকে শ্রীমতী কৃষ্ণবিরহে উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা হইয়া ধরাশায়িনী আছেন, এমন সময় প্রভাতকালে কৃষ্ণ রাত্রিজাগরণে অরুণ নেত্র ও আলু থালু বেশে শ্রীমতীর কুঞ্জে উপস্থিত হইলে রাধিকা প্রথমে অধীরা। পরে খণ্ডিতা হইয়া দুর্জ্জয়মান করিয়া বসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই মানভঞ্জনের নিমিত্ত যে সমস্ত কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও অবশেষে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলে শ্রীমতী কলহান্তারিতা হইয়া যোগীবেশ ধারণ করিয়া যেরূপ আর্ত্তনাদ, বিলাপ ও অনুতাপ করিয়াছিলেন এবং পরে কৃষ্ণ যোগীবেশে যেরূপ কৌশলে ও ছলে রাধিকার মান ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সবিস্তার বর্ণনের নাম মানভঞ্জন বা "মান।"

মথুরার রাজা কংসকে ধ্বংস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার উদ্ধারার্থ মধুপুরে গিয়া আর ব্রজে ফিরিয়া না আসিলে ব্রজাঙ্গনারা যেরূপে একান্ত বিরহদগ্ধ হন এবং বিরহের জন্য রাধিকার দশবিধ দশা দেখিয়া রাধিকার সহচরীগণ মথুরায় গিয়া যে ভাবে আত্মনিবেদন ও ভৎ র্সনা করেন, তাহার সবিস্তরে বর্ণনার নাম "মাথুর"। কীর্ত্তন-অঙ্গে মাথুরের তুল্য প্রগাঢ় রসপূর্ণ পালা আর নাই। মাথুরপালার সখীদিগের উক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের কাতরোক্তি সংক্রান্ত যে সমস্ত পদাবলী আছে, বোধ হয় আর কোন ভাষায় সেরূপ ভাবযুক্ত রসপূর্ণ কবিত্ব প্রকাশ আছে কি না, সন্দেহ।

(৩) বৃন্দাবনে রাখালবেশে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ও রাজা কংসের প্রেরিত দূত অঘাসুর বকাসুরাদি অসুরবধ ও কালিয়-দমনপ্রভৃতিলীলা সংক্রান্ত বৃত্তান্ত বর্ণনের নাম "গোষ্ঠ"। গোষ্ঠের মধ্যে বাৎসল্য ও করুণরসের বিস্তর পদ পদাবলী আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও ব্রজবিহার বর্ণিয়া কৃষ্ণভক্তেরা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তনের পালা মধ্যে অক্রূরসংবাদ ও প্রভাসাদি নানাপ্রকার করুণরসপূর্ণ পালা থাকে।

গ্রন্থব্যবসায়ী লোকদিগের যত্নে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে প্রায় কোন পুস্তকই বিশুদ্ধ ও ভ্রমপ্রমাদরহিত দৃষ্ট হয় না।

ভারতবর্ষে কি এই বঙ্গদেশে যে কতদিন হইতে এই কীর্ত্তন-গীত উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা যদিও সংশয়শূন্য হইয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে কোন একপ্রকার হরিসঙ্কীর্ত্তন এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস অবলম্বনের পর ও পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে হরিপরায়ণ লোকদিগের নিকট হইতে হরিনামসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণপূর্ব্বক প্রেমপুলকে পূর্ণিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, (৪)। প্রত্যুত শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপে আবির্ভূত হইবার পর হইতেই কীর্ত্তন-গীতের প্রবলতা ও পারিপাট্য হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন কীর্ত্তনিয়াদিগের মধ্যে স্বরূপদাসের নামই বড় বিখ্যাত (৫)। স্বরূপদাসের পর শ্যামদাস বাউল নামে আর একব্যক্তি আসল কীর্ত্তন বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তদনন্তর হারাধনদাস, গোপালদাস (৬) প্রভৃতি কএকজন কীর্ত্তনগায়কও অল্পখ্যাতি লাভ করেন নাই। ইহাদিগের গীত শ্রবণের জন্য তৎকালীন সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই বিস্তর যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিতেন। ইদানীনন্তন কালে বেণীদাস, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও উদ্ধবদাস প্রভৃতি কএকজনই বিশেষরূপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

আসল কীর্ত্তনের মধ্যে মনোহরসই, রাণীহাটী, গড়ার হাট ও মান্দ্রাজ ইত্যাদি কয়েকপ্রকার জাতি আছে, তাহার মধ্যে মনোহরসই সর্ব্বপ্রধান, মনোহরসই অপেক্ষা রাণীহাটী অনেক সহজ ও সরল। (৭) মনোহরসই কীর্ত্তনের মধ্যে দশকুশী, ধামার, ছোটচৌতাল, বড়চৌতাল, তেতালা, রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল প্রভৃতি কঠিন কঠিন তালের ও মেঘ, মালকোশ, শ্রী, গৌরী, পুরবী, পুরিয়া, মলাশ্রী, ধানশ্রী, ইমন্, সারঙ্গ প্রভৃতি ভারী ভারী রাগ রাগিণীর গীত আছে। দিল্লী প্রভৃতি রাজদরবারের বিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়কেরা আসল কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অনেক সময় বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। ফলে আসল কীর্ত্তনের তুল্য মধুর সঙ্গীত বোধ হয় আর নাই, আসল কীর্ত্তনের মধ্যে সঙ্গীত ও সাহিত্য উভয় রস একঠাঁই মিলিত হইয়াছে; সুতরাং তচ্ছ্রবণে সঙ্গীত ও সাহিত্য উভয়বিধ রসমাধুরী আস্বাদন হওয়ায় উভয়বিধসুখই এককালে মিলিয়া মনকে দ্রবীভূত করে। হিন্দী ও পার্সী গজল, রেখ্‌তা ও ভজনাদি গীতে করুণাদি রসের অনেকপ্রকার উচ্ছ্বাস ও বিকাশ আছে সন্দেহ নাই এবং ইংরাজী হিম ও সামগানের মধ্যেও ভক্তিকরুণাদি গভীর ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি মহাজনগণের যে সকল পদপদাবলী কীর্ত্তনের মধ্যে গীত হয়, তাহার তুল্য ভাবচাতুরী ও রসমাধুরী বোধ হয় যে কোন প্রকার গীতের মধ্যে আছে কি না সন্দেহ! কীর্ত্তনাঙ্গ গীতের সুর এত মধুর যে যে সমস্ত লোক সঙ্গীতরসে এককালে অনধিকারী ও অনভিজ্ঞ, কীর্ত্তনের মধুময় সুর শ্রবণ করিলে তাঁহাদিগের মন দ্রবীভূত হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলা কি পৌত্তলিক ধর্ম্মের অন্যান্য দেবদেবীর চরিত বৃত্তান্তে যাহাদিগের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, প্রত্যুত অবজ্ঞা আছে, তাঁহারাও কীর্ত্তনের

(৪) "মাল্যচন্দন সভে দিয়া। জগন্নাথ নিকটে যাইয়া।
রথ বেড়িয়া সাত সম্প্রদায়। কীর্ত্তন করয়ে গৌররায়॥"
চৈতন্যচরিতামৃত।

(৫) "স্বরূপদাসের বাজলো খোল।
যত রাঁড়ী চর্‌কা তোল॥"

(৬) সিউড়ীর নিকট নান্নুর নামক গ্রামে হারাধন ও গোপালদাসের বাস ছিল। এই গোপালের আর একটী নাম "আখুরে গোপাল।" কীর্ত্তনাঙ্গ মহাজনী পদ গাহিতে গাহিতে গায়কেরা মধ্যে মধ্যে পদের সঙ্গে আপনাদিগের কণ্ঠোক্তিতে এক একটী ভাবজনক কথা যোজনা করিয়া দেন, সেই কথাকে 'আখর' বলে। যেমন জয়দেবের "ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং" ইত্যাদি পদ গাহিবার সময়ে—"ও রাই আমি সদা থাকি কদমতলে, তোমার বিধুবদন দেখ্‌বো বলে।" ইত্যাদি।

(৭) মনোহরসই কীর্ত্তনাঙ্গের ব্যক্তিগত নাম আর রাণীহাটী স্থানগত নাম। রাণীহাটী নামক কীর্ত্তনাঙ্গের গীতে পূর্ব্বপীঠিকা বা নমস্কারসূত্রস্বরূপ গৌরচন্দ্রী নামে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাসংক্রান্ত বৃত্তান্ত গান করিবার রীতি আছে এবং এই গৌরচন্দ্রী গানের একটী বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, দান-মান-মাথুর প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গে যে মূলপালার গান হইবে, কীর্ত্তনিয়াকে গৌরাঙ্গলীলার ঠিক তার অনুরূপ গান করিতে হইবে। এই নিয়ম রক্ষাস্থলে সময়ে সময়ে কোন কোন কীর্ত্তনিয়াকে ঘোর সঙ্কটে পড়িতে হয়। কৃষ্ণলীলার মধ্যে এমন অনেক ঘটনা আছে যে, তাঁহার অনুরূপ ঘটনা গৌরাঙ্গলীলায় অন্বেষণ করিয়া পাওয়া কঠিন। বিশেষতঃ যেখানে দুই তিন দল কীর্ত্তনিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে একদল কীর্ত্তনিয়া গাহিতে গাহিতে বিরাম দিলে, অন্যদলের কীর্ত্তনিয়াকে ঠিক সেই স্থান হইতে ধরিয়া লইতে হয় এবং তাহারই অনুরূপ গৌরচন্দ্রী গাহিতে হয়। ইহাতে কীর্ত্তনিয়াদিগের মধ্যে পরস্পর অনেক চাতুরী ও কৌশল চলে এবং ইহা দ্বারা কীর্ত্তন-বিষয়ে অনেকের ব্যুৎপত্তির পরীক্ষা হয়। ঢপ গানে এ নিয়ম সর্ব্বদা রক্ষিত হয় না।

মধুর সুরমোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সুধারস পান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। কীর্ত্তনাঙ্গ সুরের এই প্রকার অদ্ভুতশক্তি সন্দর্শন করিয়া এখনকার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বীগণ ঐ সুরে অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়া থাকেন এবং কীর্ত্তন-রচয়িতা মহাত্মাদিগের অসামান্য কবিত্ব-শক্তি অবগত হইয়া দুই একটী শব্দমাত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের রচিত পদপদাবলী গান করিয়া তত্ত্বরস-পানার্থীভক্তবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন। আসল কীর্ত্তনের পদাবলির মধ্যে যে প্রকার গূঢ় ও গাঢ় নিষ্কাম প্রীতি, আত্মবিস্মরণ ও আত্মবিসর্জ্জনের ভাব ও বর্ণনা দেখিতে যাওয়া যায়, কোন প্রেমভক্তিঘটিত গ্রন্থাদির মধ্যে তদপেক্ষা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর ভাব আছে কি না বলিয়া সন্দেহ জন্মে। একদা এক গৃহস্থের ভবনে পরম ভাগ-বতোত্তম সঙ্গীতনিপুণ হারাধনদাস বাবাজী যখন কীর্ত্তন করিতেছিলেন, পালার শেষভাগে যখন তিনি রাধাকৃষ্ণের মিলন-পদ গাহিতেছিলেন, এমন সময় কএকজন ভাবগ্রাহী ও রসজ্ঞ শ্রোতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাধাকৃষ্ণ মিলনের পদ শ্রবণ করিয়া ক্ষোভপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, যে পূর্ব্বে জানিতে পারিলে কীর্ত্তন-আরম্ভ সময় আসিয়া উপস্থিত হইতাম এবং এরূপ মধুররস পান করিয়া প্রচুর আনন্দ অনুভব করিতাম। ইহা শুনিয়া কীর্ত্তনিয়া হারাধন বলিয়াছিলেন, "যদি আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এ অধমের গান শ্রবণ করেন, তবে যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণই শ্রবণ করিতে পারেন।" এই কথা বলিয়া তিনি যুগল মিলনের পর শ্রীমতীর উক্তি, নিবেদন ও প্রার্থনাপদ গান করিতে আরম্ভ করিলে সেখানে দীর্ঘ দুইপ্রহরকাল শ্রোতাদিগের অজ্ঞাতে অতি-বাহিত হইয়া গেল। বাস্তবিক পদকল্পতরু, পদসমুদ্রাদি গ্রন্থে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাজনদিগের যে সহস্র সহস্র পদ দৃষ্ট হয়, কীর্ত্তনিয়ারা তাহার অতিরিক্ত বিস্তর পদ গাহিয়া থাকে। যথার্থ প্রস্তাবে প্রকৃত কীর্ত্তন অতি মধুর ও অত্যন্ত মনোহর। কীর্ত্তনের মধ্যে দান, মান, মাথুরাদি যে সকল পালা আছে, তাহাতে কেবল নায়ক নায়িকা ও ভক্তাদির মনোভাবই কথায় ব্যক্ত করিবার রীতি নাই, তৎসমুদয়ই গীত দ্বারা তালমান ও রাগসুরসংযোগে বিজ্ঞক্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্যই এত মধুর বোধ হয়।

ইহার পর ঢপ। ঢপের কীর্ত্তন যদিও আসল কীর্ত্তনের অনেক পরে উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু তাহাও যে কোন্ সময় কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে এক্ষণে এদেশের মধ্যে যে প্রকার ঢপের গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে পূর্ব্বে রূপদাস নামক একব্যক্তির নামই বড় প্রসিদ্ধ ছিল (৮)। রূপের পর অঘোরদাস, দ্বারিকদাস ও শ্যামবাউল প্রভৃতি অনেক লব্ধনামা ঢপো সময়ে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া আপন আপন গীতদ্বারা শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছেন। বহুকাল পরে চক্রদহের পূর্ব্বে বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত গোপালনগরনিবাসী মোহনদাস বৈরাগী ঢপের নূতন পদ্ধ-তির সৃষ্টি করিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী "ঢপো"দিগের তুক্কো ব্যতীত ছুট্ নামে আর একপ্রকার গানের ছড়া দ্বারা রাধাকৃষ্ণ ও সহচরিদিগের ভাবপ্রকাশের নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলেন (৯)। এই ছুটের মধ্যে বৈষ্ণবদিগের কবিত্ব, শব্দানুপ্রাস ও রাগসুরপ্রকাশের বিলক্ষণ যত্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনুপ্রাসযুক্ত ছুট রচনাবিষয়ে যেমন মোহন-দাসের নাম বিখ্যাত, সেইরূপ মধুসূদন কাণ নামে আর এক ব্যক্তির নাম বড় প্রসিদ্ধ। অধুনাতন ঢপো ও ঢপীরা অনেকেই মধুর ছুট্ গান করিয়া থাকেন, তাঁহার ছুটের সর্ব্বশেষে "সূদন" এই নামে ভণিতা আছে।

মধুকাণের গানের রচনাপ্রণালী দেখিলে বোধ হয় যে কাণ অতিশয় অনুপ্রাসভক্ত ছিলেন; কিন্তু তাদৃশ শক্তি না থাকায় তিনি ঢপকে এক রকম বেঢপ করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহার অধিকাংশ গীতের মধ্যে কিছুমাত্র কবিত্ব দৃষ্ট হয় না,

(৮) "ঢপে রূপ কীর্ত্তনে স্বরূপ।
রামায়ণে রাম ও চণ্ডীতে হাম॥"

প্রবাদ আছে, জগন্নাথ স্বর্ণকারের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ চণ্ডীর পালা-গায়ক বাঞ্ছারাম মালাকার অহঙ্কার করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিল। তৎকালে কীর্ত্তনে স্বরূপদাস, ঢপে রূপদাস, রামায়ণগানে রামচন্দ্রহাজরা এবং চণ্ডীর গানে বাঞ্ছারামের তুল্য আর কেহ ছিল না।

(৯) যথা— কলঙ্কভঞ্জনের গীত।
মোহনদাসের ছুট্।—বাগেশ্রী ঢিমা তেতালা।
"দেখো কৃষ্ণ যাই জলে, তব কষ্টে প্রাণ জ্বলে,
লজ্জা যদি পাই হে জলে ঝাঁপ দিব যমুনার জলে॥
গোকুল ভাসে মোর কুরবে, কিসে দাসীর কুল রবে,
জলাধারে জল কি রবে, জলধর প্রতিকূলে॥
দাসী দোষী এ গোকুলে, কলঙ্কিনী সবাই বলে,
ছিদ্র কুম্ভে আন্‌তে বারি যাই হে হরি তোমার বলে।
যেদিন হরেছিলে দুকূল, সেদিন হারায়েছি দুকূল,
এখন পাইনে এ কূল ও কূল মনে রেখো যমুনার কূলে॥"

মোহনদাসের রচিত এই প্রকার গীত তাঁহার পুত্র বদুবর দাস নিজদলে প্রথম গান করেন। তৎপরে অন্যান্য দলেও গীত হয়। বদুবর সঙ্গীতবিদ্যায় বেশ পারদর্শী, একাধারে ভাল মৃদঙ্গী ও ধ্রুপদী হইয়াছিলেন।

কবিত্ব দূরে থাকুক, অনুপ্রাসের অনুরোধে এত অশুদ্ধ শব্দবিন্যাস আছে, যে তাহাতে পদে পদে দ্বিরুক্তি ও ব্যর্থ-প্রয়োগ দোষ ঘটিয়া যায় এবং কোন কোন গীতের অর্থ-সঙ্গতি করিতে পারা যায় না।

এক্ষণে কলিকাতা অঞ্চলে কি আসল কীর্ত্তন, কি ঢপ, কোন বিষয়ে তেমন পুরুষগায়ক দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরুষকীর্ত্তনিয়ার প্রথা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কতকগুলি স্ত্রীলোক ঐ ব্যবসায় ধরিয়াছে। স্ত্রীলোক দ্বারা কীর্ত্তন গাহিবার রীতি যে এক্ষণে হইয়াছে এমন নহে, পূর্ব্ব হইতে উক্ত প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তবে এক্ষণে উহার কিছু আতিশয্য হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সহচরী নামে এক বৈষ্ণবী আসল কীর্ত্তনবিষয়ে বড় খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাহার দলে কোকিলদাস (১০) নামে এক দোয়ার ছিল। প্রবাদ আছে, যে সে ব্যক্তি এমনি মধুর স্বরে গান করিত যে, নরকণ্ঠ হইতে তাদৃশ মিষ্ট স্বর নির্গত হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া তৎকালের লোকে তাহার সুখ্যাতি করিত। ঐ কোকিলদাসই উক্ত সহচরীর অসামান্য খ্যাতির অন্যতম কারণ। সহচরী কীর্ত্তনীর অনেকদিন পরে, জগন্মোহিনী নামে কাণজাতীয় (১১) আর একটী স্ত্রীলোক ঢপের কীর্ত্তনে অসাধারণ যশস্বিনী হইয়াছিল। জগন্মোহিনীর ঢপ তৎকালীন লোকে অতিশয় আদর করিতেন। তাহার যেমন বাক্‌পরিষ্কার তেমনি স্বরসঞ্চার ছিল। সে এখনকার কীর্ত্তনীদিগের ন্যায় মোহনদাসের বা মধুকাণের লম্বা লম্বা ছুট্ গাহিত না, প্রাচীন কীর্ত্তনিয়াদিগের ন্যায় ছোট ছোট তুকো গাহিত। তাহার বাক্‌পটুতা শ্রবণ করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রশংসা করিয়াছেন। সে ঐ ঢপের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের যে নমস্কারসূত্র (১২) পাঠ করিত এবং মধ্যে মধ্যে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহা দ্বারা তাহার ব্যাকরণ-সংস্কারের কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহার দলে পঞ্চানন নামে একজন কোকিলকণ্ঠ দোয়ার ছিল। তাহার গান শুনিলে তাহাকেও কোকিলদাস নাম দেওয়া অসঙ্গত বোধ হয় না। এই জগন্মোহিনীর পর বামা, শ্যামা, রমা, গুরুদাসী, ঠাকুরদাসী প্রভৃতি অনেক মেয়ে কীর্ত্তনীর দল হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তন ও ঢপের দল এখনকার বেশ্যাদিগের অর্থাগমের অবান্তর উপায় হইয়া উঠিয়াছে।

তাহাদিগের সঙ্গীতশক্তি, স্বরসঞ্চার ও কীর্ত্তন করিবার আর কোন উপযোগিতা থাকুক আর নাই থাকুক, যৌবনের প্রথমে কিছুদিন কোন বৈরাগীর নিকট ঢপের কি কীর্ত্তনের কোন একটী পালা অভ্যাস করিয়া একটী দল খুলিয়া থাকে। ইহাদিগের যেমন শিক্ষা শিক্ষকও তদ্রূপ। এইরূপ কীর্ত্তনদলের গান ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া একটী প্রাচীন বাক্য স্মরণ হয়—"যত ছিল নাড়াবুনে সব হলো কীর্ত্তুনে, কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালে খোল কর্ত্তাল।"—ইহাদিগের গুণগ্রাম যেমন, সাজপোষাক ও বেশভূষাও তাহার অনুরূপ। ইহাদিগের পায়ে চারি কি ছয়গাছি মল, গায়ে খেম্‌টা-ওয়ালীদিগের ন্যায় উড়না, সর্ব্বাঙ্গে সঙ্গতিমত অলঙ্কার ও মস্তকে কবরীতে সোণারুপার ফুল। সঙ্গীতের সাজগোজও অদ্ভুত, কীর্ত্তনের খোল, পাঁচালির তম্বুরা এবং যাত্রার বেহালা, কোন যন্ত্রের সুর কাহার সহিত একতাল হয় না, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সুর উঠিয়া একটি অভূতপূর্ব্ব কর্ণ-বিদারক বিষম তানের উদ্ভব হয়। তদনন্তর যখন এই কিম্ভূত কিমাকারধারিণী কীর্ত্তনী উঠিয়া কোন মুখবন্ধ নমস্কার-সূত্র সংস্কৃতভাষায় আবৃত্তি করেন, কি কোন গান ধরেন, তখন বোধ হয় যে, কর্ণপীযূষবৎ অসদৃশ হরিসংকীর্ত্তনের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া বাগ্‌দেবী স্বয়ং কোপপরবশ হইয়া আকাশ হইতে এই প্রকার কর্ণশলাকা বর্ষণ করিতেছেন। যাহা হউক, যে হরিসংকীর্ত্তন এক সময় এদেশীয় লোকের ইহপরকালের আনন্দের নিদান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং মনুষ্যের পুত্রকলত্রশোক পর্য্যন্ত বিস্মরণ করাইয়াছে, তাহার ঈদৃশ দশা উপস্থিত হওয়ায় বঙ্গে কীর্ত্তনের ঘোর অবনতি হইয়াছে বলিতে হইবে সন্দেহ নাই।

(১০) কোকিলদাসের প্রকৃত নাম হরিদাস। বিখ্যাত-গায়ক মিঞাহস্‌সুখাঁ হরিদাসের মধুর কণ্ঠে মোহিত হইয়া 'কোকিলদাস' নাম প্রদান করেন।

(১১) কাণেরা কিন্নরবংশ বলিয়া পরিচয় দেয়।

(১২) ঢপের কীর্ত্তনে যে প্রস্তাব বা কৃষ্ণলীলাঘটিত গান হয়, গায়ক কি গায়িকা গদ্যে বক্তৃতা করিয়া তাহা প্রকাশ করে। বক্তৃতার শেষভাগে একটী ক্ষুদ্র পদ্য তান-লয়-স্বরসংযোগে গাহিয়া উপসংহার করাই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। যথা—মাথুর পালায় শ্রীমতী রাধিকার উক্তি—"কৈ সখি কৃষ্ণতো এতদিনেও আর প্রত্যাগমন করিলেন না, আর কি আশায় জীবন ধারণ করি" ইত্যাদি, উপসংহারে—"ও সেই আসি বলে মাধব গেছে, ও তার আসার আশা বল কৈ আর আছে।" এই শেষ গদ্য টুকুর নাম 'তুকো।' এই সময় খোলীরা ভয়ঙ্কর কাণ্ড করিয়া সেই তুকের সঙ্গে বাজাইয়া থাকে। খোলীরা ইহাকে "মান" বলে, কিন্তু শুনা যায় অনেকস্থলে এরূপ মান দেওয়ায় দলপতির মান থাকা কঠিন হয়।

ঢপের কীর্ত্তনে গানের ভাগ অতি অল্প। উহার সমস্ত বৃত্তান্তই বক্তৃতা দ্বারা প্রকাশ পায়। বক্তৃতা শেষে তাল-মান স্বরসংযোগে একটী তুক্ক গান করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার হইয়া থাকে। এদেশীয় পূর্ব্বকালীন লোক যেমন সাত্ত্বিকভাবে পরমার্থ রসানুশীলন মনে করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিত, এখনকার লোক আর তদ্রূপ করে না। এখন যে সমস্ত লোক আপন আপন মাতাপিতা পরলোক গমন করিলে তাঁহাদের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাঁহারাই সেই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কীর্ত্তন দিয়া থাকে, অথবা কখন কখন কোন কোন স্থানে দোলরাসাদি বিষ্ণূৎসবেও কীর্ত্তন-গান হইয়া থাকে।

নগরকীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তন একই প্রকার। যখন কতক গুলি লোক একস্থানে একত্র হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ গান করে, তখন তাহাকে সঙ্কীর্ত্তন বা নামসঙ্কীর্ত্তন বলা যায়, যখন এরূপ সঙ্কীর্ত্তন কোন গ্রাম, নগর কি পল্লী প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক গীত ও কীর্ত্তিত হয়, তখন তাহাকে নগরকীর্ত্তন বলে। নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রথা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রচলিত থাকার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু নগরকীর্ত্তনের প্রথা বোধ হয়, উক্ত মহাত্মাই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় ইহার আভাসও আছে (১৩)। মোসলমানদিগের অধিকার কালে যে ভারতবর্ষের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল এবং তৎসম্প্রদায়ী লোকেরা সহস্র সহস্র বাধা অগ্রাহ্য করিয়া আপন আপন মত প্রচার ও ধর্ম্মের ঘোষণা করিতেন, প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরাজদিগের প্রথমাধিকারেও হরিসঙ্কীর্ত্তন ও নগরকীর্ত্তনের বিলক্ষণ সমাদর ছিল। মহানগরী কলিকাতা-নিবাসী রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণের হরিসঙ্কীর্ত্তন ও নগরকীর্ত্তনে বিলক্ষণ আমোদ ও উৎসাহ ছিল। তাঁহার নগরকীর্ত্তন-বিষয়ে পাথুরিয়াঘাটানিবাসী বাবু গোপীমোহন ঠাকুর ও কুমারটুলী নিবাসী ৺গোবিন্দরাম মিত্রঘটিত বেশ কৌতুকাবহ আখ্যান আছে। ইদানীন্তন ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে চন্দন-নগরে নগরকীর্ত্তনের বিলক্ষণ অনুষ্ঠান আছে। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘাদি পুণ্যাহ মাসে গ্রামের কল্যাণের নিমিত্ত এবং কোন স্থানে জ্বর, ওলাউঠাদি রোগ ও মারীভয় হইলে তন্নিবারণের জন্য নগরকীর্ত্তন হয়। আর ঐ সমস্ত পুণ্যাহ সময়ে উষাকালে বৈষ্ণব ভিক্ষুকগণ গৃহস্থের কল্যাণ কামনায় দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণাদি দেবতার শত নাম কি সহস্র নাম গান করিয়া যে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে, তাহাকে টহল বলে। টহলিয়ারা প্রতিদিন গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করে না। সমস্ত মাস টহল দিয়া একদিন যথাসম্ভব গ্রহণ করে। নিদ্রাভঙ্গে উষার সময় টহলের গান বড় মিষ্ট লাগে।

(১৩) শ্রীচৈতন্য প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া নানাস্থানে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন, বৈষ্ণবগ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

কৃষ্ণকুমারী, রাজপুতনার অন্তর্গত মিবারের অধিপতি রাণা ভীমসিংহের কন্যা। খৃঃ ১৭৭৮ (সং ১৮৩৪ অব্দে) ভীমসিংহ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনহিল-বারের প্রাচীন রাজবংশীয় চোহানজাতীয় কন্যা তাঁহার মহিষী। সেই মহিষীর গর্ভে কৃষ্ণকুমারী জন্মে। কৃষ্ণকুমারী অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। সেরূপ যৌবনে বিকাস পাইয়া তাঁহাকে আরও শোভাময়ী করিয়াছিল। এই জন্য তিনি রাজস্থানে "ফুল্ল-নলিনী" বলিয়া অভিহিত হইতেন। কন্যা বিবাহ-যোগ্যা হইলে ভীমসিংহ জয়পুরের রাজা জগৎসিংহের সহিত তাহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করেন। রাজা জগৎসিংহও সে প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভীমসিংহের নিকট বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন। নিজেও তিন সহস্র সৈন্য লইয়া জয়পুরের নিকট সাপুরে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভীমসিংহও প্রত্যুপহার স্বরূপ বহুমূল্য দ্রব্যাদি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

কৃষ্ণকুমারীর রূপলাবণ্যের কথা রাজপুতনার সকলই অবগত হইয়াছিলেন। দেশের অন্যান্য নৃপতিগণের মনে তাহাকে লাভ করিবার বাসনাও ছিল, কিন্তু তাঁহারা মনোভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ পান নাই। জয়পুরাধিপতি জগৎ-সিংহ বিবাহার্থ জয়পুর সন্নিকটে আসিলে ঈর্ষাপরবশ হইয়া মারবারের রাজা মানসিংহ কৃষ্ণকুমারীকে পাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।—মারবারের ভূতপূর্ব্ব নৃপতির সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধ ইতিপূর্ব্বে একবার স্থির হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি সেই রাজ্যের অধীশ্বর, অতএব ঐ কন্যা তাঁহারই প্রাপ্য, এইরূপ হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া ভীমসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান না করিলে তিনি জয়পুরাধিপতি জগৎসিংহের সহিত বিবাহে বিশেষরূপে বাধা দিবেন। মানসিংহকে কন্যা দিতে ভীমসিংহের আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

মারবারের সর্দারগণ নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে মান-সিংহকে আরও উত্তেজিত করিয়া দিল। এদিকে চন্দাবৎ

নামক স্থানের সর্দারগণ অজিতসিংহকে উৎকোচদানে বশ করিয়া রাণাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভীমসিংহ কোনমতেই মানসিংহের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। মহারাষ্ট্রনেতা সিন্ধিয়া জয়পুররাজ জগৎসিংহের নিকট অর্থ চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি তৎপ্রদানে অস্বীকার করিলে, জয়পুরাধিপতি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বিবাহে বাধা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি রাণা ভীমসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, জয়পুররাজের দূতকে বিদায় দিয়া মারবারপতি মানসিংহকে যেন কন্যা সম্প্রদান করেন। ভীমসিংহ বলহীন হইলেও সিন্ধিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সিন্ধিয়া তখন আটহাজার সৈন্য লইয়া জয়পুরে উপস্থিত হইলেন। গিরিপথে মিবার ও জয়পুরের সৈন্য মিলিত হইয়া তাহাদের পথ রোধ করে; কিন্তু সিন্ধিয়া ঐ সমস্ত সৈন্য অতিক্রম করিয়া জয়পুরের নিকট গিয়া সসৈন্যে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ভীমসিংহকে অগত্যা জয়পুরের দূতকে বিদায় দিতে হইল।

এদিকে জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ ভগ্নমনোরথ ও অপমানিত হইয়া অসংখ্য সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। মারবারপতিই এই অনর্থের মূল জানিয়া, প্রথমে জগৎসিংহ সেই বিপুল-বাহিনী মানসিংহের বিপক্ষে মারবারে পরিচালিত করিলেন। কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে পলায়নপর হইতে হইল। মানসিংহ পূর্ব্বসঙ্কল্প তখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি নৃশংস নবাব আমীরখাঁকে ভীমসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। আমীরখাঁ উদয়পুরে সসৈন্যে গমন করিলে অজিতসিংহ তাহার সহায় হইলেন। আমীরখাঁ মারবাররাজ মানসিংহের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। রাণা ভীমসিংহ তাহাতে অসম্মত হইলে তাঁহাকে তাঁহার বন্ধু বুঝাইয়া দিলেন, ইহা না করিলে কৃষ্ণকুমারীর জীবননাশ করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। মারবাররাজের করে কন্যাসমর্পণ করিতে সম্মত না হইলে মুসলমানসৈন্য তাহার রাজ্য উৎসন্ন করিবে, এই সকল ভাবিয়া অবশেষে রাণা ভীমসিংহ কন্যার প্রাণনাশেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

প্রথমে রাণা ভীমসিংহের পিতামহের ভ্রাতার বংশোৎপন্ন মহারাজ দৌলতসিংহের উপর কৃষ্ণকুমারীর প্রাণনাশের ভার অর্পিত হয়। কিন্তু দৌলতসিংহের অনিচ্ছা দেখিয়া কৃষ্ণকুমারীর ভ্রাতা জোয়ানদাসের উপর এই ভার অর্পিত হইল। জোয়ানদাসকে এই বলিয়া বুঝান হয় যে, রাজকুমারীর প্রাণনাশকার্য্য একটা সাধারণ ঘাতকের হস্তে সম্পন্ন হওয়া উচিত নহে। যখন প্রাণবধ ভিন্ন গতি নাই, তখন কোন আত্মীয়কেই এই কার্য্য করিতে হইবে। জোয়ানসিংহ অগত্যা স্বীকার করিলেন। তরবারি হস্তে কুমারীবধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, হস্ত হইতে তরবারি ভূমিতে পতিত হইল। কার্য্য সম্পন্ন হইল না, বলিয়া সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, বিষম সন্তপ্ত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তখন মহিষী সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কন্যার প্রাণভিক্ষা করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। সে হৃদয়ভেদিস্বরে রাজপ্রাসাদ যেন বিদীর্ণ. হইতে লাগিল। অস্ত্রদ্বারা হত্যা করার সঙ্কল্প তখন পরিত্যক্ত হইল। বিষপ্রয়োগের উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু কে বিষ প্রদান করিবে! ভীমসিংহের ভগিনী চাঁদবাইকে বুঝাইয়া বলা হইল। চাঁদবাই বিষপাত্র লইয়া কৃষ্ণার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "মা! তোমার পিতার সম্মান রক্ষা কর। তোমার বংশের মর্য্যাদা রক্ষা কর। রাণা মানের দায়ে যে ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার কর।" পিতা পাঠাইয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণা প্রণাম করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। ভগবানের নিকট পিতার মঙ্গলকামনা করিয়া পাত্রস্থিত বিষপান করিলেন। কৃষ্ণার মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণা তখন মাতাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কেন কাঁদ মা! জীবন ত দুঃখময়। সে জীবন শেষ হইল, তাহাতে আর দুঃখ কি? তোমার কন্যা হইয়া আমি কি মৃত্যুকে ভয় করিব? জন্মিবার পরই আমাদিগকে বলিদান দেওয়া হইয়া থাকে। আমি ত অনেকদিন বাঁচিয়াছি, আবার কি?" মাতার সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু হলাহল যেন কৃষ্ণার শরীরে আপন স্বভাব ভুলিয়া গেল। বিষে ফল হইল না এই সংবাদ পাঠান আমীরখাঁ ও রাজপুতকলঙ্ক অজিতের কর্ণগোচর হইলে, তাহারা কাসুম্বা নামক একপ্রকার পানীয় প্রস্তুত করাইলেন। কতকগুলি পুষ্প ও গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত একপ্রকার সরবতে অহিফেণ মিশ্রিত করিয়া এই কাসুম্বা প্রস্তুত হয়। সেই সরবত কৃষ্ণার নিকট প্রেরিত হইল। তিনিও হাস্যমুখে গ্রহণ করিলেন ও তাহা পান করিয়া বলিলেন, "ভগবান্ আমার অদৃষ্টে এই বিবাহই লিখিয়াছিলেন।" অল্পক্ষণ পরেই চির নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে অবসন্ন করিল। এ জন্মের মত কৃষ্ণা আর উঠিলেন না। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। কৃষ্ণার বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র।

কৃষ্ণার হত্যার কথা অবিলম্বে উদয়পুরের চারিদিকে প্রচার হইল। নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলেই রাণার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি গালিবর্ষণ

করিতে লাগিলেন। এমন কি নৃশংস আমীরখাঁও ব্যথিত হইয়াছিলেন। অজিতসিংহ যখন এই সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করেন, আমীরখাঁ বলিয়া উঠিলেন, এই কি তোমাদের রাজপুত বীরত্ব! এই বলিয়া তাহাকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিলেন। অবিলম্বে আমীরখাঁ উদয়পুর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার চারিদিবস পরে করাদরের সামন্ত সংগ্রামসিংহ উদয়পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়াই একবারে রাণা ভীমসিংহের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারী জীবিত, না মৃত?" অজিতসিংহ সংগ্রামকে উত্তর করিলেন, "মৃত কন্যার কথা তুলিয়া আর পিতাকে কষ্ট দিয়া কি হইবে?" সংগ্রামসিংহ তখন কটিদেশ হইতে নিজ তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া কোষসহ রাণা ভীমসিংহের চরণে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ত্রিংশৎ পুরুষ পর্য্যন্ত আপনার রাজসংসারের জন্য অসিধারণ করিয়াছে। আমার মনে যে কি হইতেছে, তাঁহা আমি ফুটিয়া বলিতে পারিতেছি না। এই তরবারি গ্রহণ করুন। আপনার সেবার জন্য ইহা আর ব্যবহৃত হইবে না।" তাহার পর অজিতসিংহের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! শত শত বৎসরের পবিত্র শিসোদিয়বংশে আজ তুই কালিমা লেপন করিলি। জন্মের মত শিসোদিয় বংশের মুখ নিম্ন হইল। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। বাপ্পারাওবংশ শেষ হইয়া আসিয়াছে, সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।" ভীমসিংহ হস্তদ্বারা মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সংগ্রামসিংহ আবার বলিলেন, "শিসোদিয়-বংশের কলঙ্কস্বরূপ রাজপুতকুলগ্লানি তুই আমাদিগকে ঘোর কলঙ্কে নিক্ষেপ করিলি। নির্ব্বংশ হ। যেন তোর নাম বিলুপ্ত হয়। নিজ স্বার্থের জন্য এত যত্ন? পাঠানেরা কি নগর আক্রমণ করিয়াছিল? না অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের হরণের উদ্যোগ করিয়াছিল? আর যদি তাহাই হইত, তবে তোদের পূর্ব্বপুরুষ যেরূপে মরিয়াছিলেন, সেইরূপে মরিলি না কেন? আমাদের বংশ শেষ হইয়া আসিয়াছে।" রাণা অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। এই ঘটনার ৮ বৎসর পরে সংগ্রামসিংহের মৃত্যু হয়। সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। কৃষ্ণার মাতা কন্যার শোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অল্পদিন পরেই গতায়ু হন। ভীমসিংহের ৯৬টী পুত্রকন্যার মধ্যে কেবল কৃষ্ণকুমারীর সহোদর ব্যতীত আর সকলেরই মৃত্যু হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মেজর জেনেরল মেল্‌কলম উদয়পুরে গিয়া কৃষ্ণার সহোদর যুবরাজ জোয়ান-সিংহকে দেখিয়াছিলেন। সাহেব শুনিয়াছিলেন যে, এই যুবরাজের মূর্ত্তি কৃষ্ণার অনেকটা অনুরূপ। সাহেব যুবরাজের রূপের বিশেষ প্রশংসা করেন।

কৃষ্ণকুমারীর হত্যার একমাস পরে অজিতের স্ত্রী ও দুইটী পুত্র মরিয়া গেল। অজিত শেষে সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বর নাম করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকেলি (স্ত্রী) কৃষ্ণস্য কেলিঃ ক্রীড়াদ্রব্যং চূড়া তদ্বৎ পুষ্পকলিকা যস্যঃ বহুব্রী। স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, কৃষ্ণকলি।

কৃষ্ণকোহল (পুং) কৃষ্ণকস্য কুৎসিত কর্ম্মণঃ উহং বাদ-বিসম্বাদং লাতি গৃহ্লাতি কৃষ্ণকোহ-লা-ক। (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) দ্যূতক্রীড়ক, পাশক্রীড়ক, জুয়ারি।

কৃষ্ণগঙ্গা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। কৃষ্ণবেণা, কৃষ্ণানদী।

কৃষ্ণগঞ্জ, ১ নদীয়াজেলার একটী নগর ও থানা। মাতাভাঙ্গা নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°২৫´ উঃ, দ্রাঘি ৮৮°৪৫´ ৫০´´ পূঃ। এই স্থান বাণিজ্যপ্রধান। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই নগর পত্তন করেন। ২ বাঙ্গালার পূর্ণিয়াজেলার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জ উপবিভাগের প্রধান নগর, দার্জিলিঙ্ যাইবার বড় রাস্তার ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৬´২৮´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫৯´১৩´´ পূঃ। এখানে ডাকঘর, পুলিশ, বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। ৩ বাঙ্গালার ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ছাই পরগণার মধ্যবর্ত্তী একটী নগর, অক্ষা° ২৫°৪১´১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬°৫৯´২০´´ পূঃ। ভাগলপুর নগর হইতে ১৬৷৷০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে অধিকাংশই ব্যবসায়ী বণিকের বাস। বৃহৎ বাজার ও থানা আছে।

কৃষ্ণগড়, রাজপুতানার অন্তর্গত একটী রাজ্য। অক্ষা° ২৬°১৭´ হইতে ২৬°৫৯´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪°৪৩´ হইতে ৭৫°১৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৭২৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১০৫০০০। এই রাজ্যটী ইংরাজরাজের রাজপুতানার এজেন্সীর কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। কৃষ্ণগড় ইহার প্রধান নগর।

কৃষ্ণসিংহ হইতে এই রাজ্যের নাম কৃষ্ণগড় হইয়াছে। কৃষ্ণসিংহ যোধপুরের মহারাজ উদয়সিংহের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করেন। তিনি ১৫৯৪ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অক্‌বরশাহের নিকট হইতে নিজের নামে সনন্দ বাহির করিয়া লয়েন। সেই অবধি তাঁহার বংশেই রাজ্যটী চলিয়া আসিতেছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পিণ্ডারী দস্যুদলকে দমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন এই বংশের রাজা কল্যাণসিংহের সহিত একটী সন্ধি হয়। তাহাতে

রাজ্যরক্ষার ভার গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে লইলেন। স্থির হইল, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত মহারাজ কাহারও সহিত রাজ্যসম্বন্ধীয় পত্রাদি লিখিতে পারিবেন না। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রাজার মনে ধারণা হইল যে, রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ইংরাজরাজ হস্তক্ষেপ করিতেছেন। এই ধারণায় তিনি দিল্লী যাত্রা করেন। কিন্তু বৃটিশগবর্ণমেণ্টের সে উদ্দেশ্য নাই এই কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলাতে, তিনি ফিরিয়া আসেন। লোকে তাঁহাকে বায়ুগ্রস্ত বলিয়া অনুমান করে। রাজ্য মধ্যে তাঁহার দুইজন অনুচর প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়া নিজে আবার দিল্লী যাত্রা করেন। এদিকে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইলে বিদ্রোহিদল শেষে বৃটিশ অধিকারে আসিয়া লুঠ করিতে আরম্ভ করায়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। বিদ্রোহিদলকে বলিয়া পাঠান হইল যে, তাহারা জানাইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মীমাংসা করিয়া দিবেন। মহারাজ কল্যাণসিংহকেও রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে বলা হইল। তাঁহাকে আরও বলা হইল যে যদি তিনি ফিরিয়া না যান, তবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বসন্ধি রদ করিয়া বিদ্রোহী ঠাকুরদিগের সহিত নূতন সন্ধি করিবেন। মহারাজ ভয়ে ভয়ে কৃষ্ণগড়ে আসিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রাজ্যের আভ্যান্তরিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মন বিচলিত হইল। নিজ রাজ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে পত্তনি দিতে চাহিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন না। রাজা কৃষ্ণগড়ে না থাকিয়া আজমীরে গমন করিলেন। রাজ্যের প্রধান লোকেরা মিলিত হইয়া তাঁহার পুত্রকে রাজা করিলেন। শেষে ইংরাজরাজের "পলিটিকাল এজেণ্ট" মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। কিন্তু কল্যাণসিংহ রাজকার্য্য পরিচালন করিতে অসমর্থ হইয়া ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পুত্র মকদুম্‌সিংহকে রাজ্যভার দিয়া বাৎসরিক ৩৬০০০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া বৃটিশরাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ মকদুম্‌সিংহ ধীরাজপৃথ্বীসিংহ বাহাদুরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। পৃথ্বীসিংহ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রাজপদ লাভ করেন। ইঁহার পোষ্যপুত্র লইবার অধিকার আছে। ইনি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্মানার্থ ১৫টী তোপ পাইয়া থাকেন।

কৃষ্ণগড়ে শস্যাদি ভাল জন্মে না। পার্ব্বতীয় জমির মধ্যে মধ্যে উচ্চ পাহাড়, তাহাও বন জঙ্গলে পরিবৃত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই রাজার ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। এই রাজ্যের উত্তরদি[illegible]য়া রাজপুতানা ষ্টেট্ রেলওয়ে গিয়াছে। রেলওয়ে হওয়ায় আমদানী রপ্তানির শুল্ক উঠিয়া যাওয়ায় রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ২০ হাজার টাকা করিয়া দিয়া থাকেন। এই রাজাকে কর দিতে হয় না। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজের ৫৫০ অশ্বারোহী, ৩৫০০ পদাতিক, ৩৮টী কামান ও ১০০ গোলন্দাজ সেনা ছিল।

কৃষ্ণগতরোগ (পুং) নেত্ররোগবিশেষ। এই রোগের বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—চক্ষুর কৃষ্ণগত সব্রণশুক্র, অব্রণশুক্র, পাকাত্যয় ও অজকা এই চারিপ্রকার বিকার অর্থাৎ রোগ জন্মে। কৃষ্ণমণ্ডলে নিমগ্নরূপ সূচিবিদ্ধবৎ বোধ হইলে, এবং উহা উষ্ণস্রাবশীল ও অতিশয় বেদনাযুক্ত হইলে সব্রণশুক্র বলে। এই রোগ দৃষ্টির নিকটবর্ত্তী স্থানে না হইলে এবং যদি অবগাঢ় ও স্রাবহীন না হয় কিম্বা বেদনাহীন হয় ও যুগ্মশুক্র না হয়, তবে আরোগ্য হওয়ার আশা থাকে না।

কৃষ্ণমণ্ডলে শ্বেতবর্ণ, স্রাবশীল, অল্পবেদনাবিশিষ্ট ও অশ্রুযুক্ত জলদখণ্ডের ন্যায় শুক্র জন্মিলে অব্রণশুক্র বলে। অব্রণশুক্র গম্ভীর, বহল হইলে কষ্টসাধ্য। শুক্রমাংসাবৃত, বিচ্ছিন্নমধ্য, চঞ্চল, সিরালগ্ন, দৃষ্টিরোধক, ত্বক্‌দ্বয়ভেদী, মধ্য রক্তবর্ণ হইলে ও অল্পে অল্পে উত্থিত হইলেও অসাধ্য, ইহার প্রতীকার হয় না। কৃষ্ণমণ্ডলে মুদ্গতুল্য শুক্র জন্মিয়া পীড়কা ও উষ্ণ অশ্রুপাত হইলেও অসাধ্য জানিবে। শুক্র তিত্তিরপক্ষীর পক্ষ সদৃশ হইলে কেহ কেহ অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কৃষ্ণমণ্ডল শ্বেতবর্ণে আবৃত হইলে অক্ষি-পাকাত্যয় বলে। এই তীব্ররোগ নেত্রকোপ হইতে উৎপন্ন হয়। বেদনা ও লোহিতবর্ণ পিচ্ছিল অজাপুরীষের সদৃশ আকার কৃষ্ণমণ্ডল ভেদ করিয়া জন্মিলে তাহাকে অজকা বলে। (সুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র ৫ অঃ।)

কৃষ্ণগতি (পুং) কৃষ্ণা গতি র্গতিস্থানং যস্য, বহুব্রী। অগ্নি। "ববৃধে স তদা গর্ত্তঃ কক্ষে কৃষ্ণগতির্যথা।" মহা, অনু ৮৫ অঃ।

কৃষ্ণগন্ধা (স্ত্রী) কৃষ্ণঃ উগ্রো গন্ধো যস্যাঃ বহুব্রী। শোভাঞ্জন বৃক্ষ। ইহা পরিসর্প, শোথ ও অর্শরোগে প্রযোজ্য। "কৃষ্ণগন্ধা পরীসর্পে শোথেষ্বর্শঃসু চোচ্যতে।" চরক, সূত্র ১ অঃ।

কৃষ্ণগন্ধিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণগন্ধা স্বার্থে কন্ ইত্বঞ্চ। শোভাঞ্জন।

কৃষ্ণগর্ভ (পুং) কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণো গর্ভোঽভ্যন্তরদেশো যস্য বহুব্রী। ১ কট্‌ফলবৃক্ষ। (স্ত্রী) কৃষ্ণেন তন্নাম্না কেনচিৎ অসুরেণ নিষিক্তো গর্ভো যস্যাঃ বহুব্রী। কৃষ্ণ নামক অসুরের ভার্য্যা। "কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা।" ঋক্ ১।১০১।১।

'কৃষ্ণগর্ভাঃ কৃষ্ণনামা কশ্চিদসুরঃ তেন নিষিক্তগর্ভাস্তদীয়াভার্য্যাঃ' সায়ণ।

কৃষ্ণগিরি (পুং) নিত্যকর্ম্মধা। ১ নীলগিরি। ২ কৈলাসাচলের শিষ্য। ইনি রণোদ্দীপসিংহের আজ্ঞায় ১০১৫ অব্দে মোক্ষসিদ্ধি নামে বেদান্তগ্রন্থ রচনা করেন।

কৃষ্ণগিরি, মান্দ্রাজপ্রদেশের সালেমজেলার অন্তর্গত কৃষ্ণগিরি তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ১২°৩২´ উঃ, দ্রাঘি ৭৮° ১৫´৪০´´ পূঃ। পুরাতন ও নূতন এই দুই ভাগে বিভক্ত, নূতন কৃষ্ণগিরির অপর নাম দৌলতাবাদ। উভয়স্থানেই বেশ পাকা রাস্তা ও গৃহাদি আছে। উত্তরাংশে ৭০০ ফুট উচ্চ দুর্গশৈল শোভা পাইতেছে। এখানে ভগ্নপ্রাকার ও সৈন্যবারিকের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানকার প্রাচীন দুর্গ দুর্ভেদ্য ছিল, কেহ সহজে জয় করিতে পারে নাই। ১৭৬৭ ও ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ সৈন্য কয়েকবার অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সহজে কৃতকার্য্য হয় নাই।

কৃষ্ণগুরু, মণিভাবপ্রকাশ নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

কৃষ্ণগুপ্ত, একজন গুপ্তবংশীয় রাজা। গুপ্তরাজ আদিত্যসেনের ৮ম পূর্ব্বপুরুষ। কাহারও মতে, ইনি ৪৭৫ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

সিন্ধুনদের পশ্চিমপারে ইস্‌মথার নামক স্থানে গুহার মধ্যে কৃষ্ণগুপ্তের খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণগোধা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। কীটবিশেষ।

"সূচীমুখঃ কৃষ্ণগোধাযশ্চ কাষায়বাসিকঃ" সুশ্রুত কল্প ৮ অঃ।

কৃষ্ণগ্রীব (ত্রি) কৃষ্ণা গ্রীবা যস্য বহুব্রী। ১ কৃষ্ণবর্ণ গলদেশবিশিষ্ট অজাদি। "কৃষ্ণগ্রীব আগ্নেয়ঃ" শুক্লযজুঃ ২৪। ১। কৃষ্ণগ্রীব পশু অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রয়োজন। (পুং) ২ নীলকণ্ঠ, মহাদেব।

কৃষ্ণচক্রবর্ত্তী, জ্যোতিঃসূত্র নামক সংস্কৃতগ্রন্থপ্রণেতা। এই জ্যোতিষে রাশি, লগ্ন, নক্ষত্রবিভাগ, গ্রহদৃষ্টি, গোচরশুদ্ধি, যাত্রিকলগ্ন ও ভূমিকম্পাদি নিরূপিত হইয়াছে।

কৃষ্ণচঞ্চুক (পুং) কৃষ্ণা চঞ্চুর্যস্য বহুব্রী। কৃষ্ণচণক, ছোলা।

কৃষ্ণচতুর্দ্দশী (স্ত্রী) কৃষ্ণা কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দ্দশী। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী।

কৃষ্ণচন্দন (ক্লী) কৃষ্ণপ্রিয়ং চন্দনং শাকপার্থিববৎ কর্ম্মধা। ১ হরিচন্দন, শ্বেতচন্দন। ২ কৃষ্ণং চন্দনং চেতি কর্ম্মধা। কালিক, কালচন্দন।

কৃষ্ণচন্দ্র (পুং) ১ বাসুদেব। ২ নবদ্বীপপতি রঘুরামের পুত্র। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে (১৬৩২ শকে) কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যবয়স্ক শঙ্করতরঙ্গের আগ্রহে কালিদাসসিদ্ধান্তের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পারসী ও বাঙ্গালায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ক্যালোয়াৎ বিশ্রামখাঁর নিকট সংগীতশাস্ত্র এবং মুজঃফর-হুসেনের নিকট তীরচালনাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। শুনা যায়, রঘুরাম মৃত্যুকালে স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে উত্তরাধিকারী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শেষে রামগোপাল ও কৃষ্ণচন্দ্র উভয়ে নবাবের নিকট চাক্‌লাদারী পদ পাইবার দাবী করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে নবাবকে রামগোপালের অত্যন্ত ধূমপানাশক্তির দোষ দেখাইয়া 'রাজা' উপাধি ও চাক্‌লাদারী পদ লাভ করেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যখন রাজত্ব পাইলেন, তখন রাজ্যের বাকী খাজনা এবং নজরাণা হিসাবে যথেষ্ট দেনা ছিল; রাজস্বের দেনা ১০ লক্ষ ও নজরাণার দেনা ১২ লক্ষ। এই সময়ে আলীবর্দ্দিখাঁ বাঙ্গালার নবাব। বর্গীরা তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করে। প্রজার বিষম দুরবস্থা ঘটে। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে অবরুদ্ধ করেন। এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেহই কোন উপায় করিতে পারিলেন না। রঘুনন্দনমিত্র নামে একজন কায়স্থ এই সময় নদীয়ারাজের দেওয়ান ছিলেন। তিনি কিছুদিনের জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পূর্ণক্ষমতা চাহিয়া লইলেন এবং ক্ষমতা পাইয়া রাজজামাতা, রাজকুটুম্ব এবং রাজার পোষ্যবর্গের খরচ কমাইয়া দিলেন, এমন কি, কুটুম্ব, কর্ম্মচারী ও অন্যান্য প্রজার নিকট বাকি রাজস্ব বিস্তর আদায় করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি সকলের অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন, কিন্তু রাজার দেনা অনেক শোধ গেল।

কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদে অবরুদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিদিন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন। এই সুযোগে উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপিত হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নবাবের নিকট আসিয়া উর্দ্দুতে মহাভারত অনুবাদ করাইয়া শুনাইতেন। এতটা বন্ধুতা ঘটিলেও হিসাবী নবাব বাকী রাজস্বের কথা ভুলেন নাই। শেষে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাবকে লওয়াইয়া একদিন জলপথে যাত্রা করিলেন। নবাবের নৌকা পলাসীর নিকট পৌঁছিল। পলাসী পরগণা তখন শস্যশূন্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন, আমার সমস্ত পরগণাই এইরূপ, কোনটা জলশূন্য, কোনটা শস্যশূন্য, কোনটা জঙ্গলপূর্ণ, কোনটা অনুর্ব্বরা, কাজেই রাজস্ব আদায় করিতে পারি না। ভাগীরথীর পূর্ব্বতটের অবস্থাও দেখাইতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে আলীবর্দ্দী খাজনা মাপ করিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বর্গীর উপদ্রব হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য কৃষ্ণনগরের ৬ ক্রোশ অন্তরে ইচ্ছামতীর নিকট একস্থান মনোনীত করিয়া, তথাকার [illegible] জঙ্গল কাটিয়া 'শিবনিবাস'

নামক নগর পত্তন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কৃষ্ণগঞ্জ, হরধাম ও আনন্দধাম প্রভৃতি কএকটী নগরও স্থাপন করেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মীরজাফর প্রভৃতি যে অভিসন্ধি করেন, কৃষ্ণচন্দ্রও তাহাতে যোগদান করেন। তৎকালে তিনি কালীদর্শনচ্ছলে কালীঘাটে আসিয়া ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সিরাজের রাজচ্যুতি সম্বন্ধে মন্ত্রণা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের রাজবিপ্লবের প্রবর্ত্তক মন্ত্রী ও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, এ জন্য নবদ্বীপের কেহ কেহ তাঁহাকে 'নেমক্হারাম্' বলে।

যখন মীরকাসিমের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখন কাসিম কৃষ্ণচন্দ্রকে ইংরাজপক্ষ বলিয়া তাঁহাকে ও তৎপুত্র শিবচন্দ্রকে মুঙ্গেরের দুর্গে বন্দী করেন, সেবার তাঁহার প্রাণনাশেরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। কেহ কেহ বলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই কারাগারে অনাহারে হত্যা দেন। সপ্তাহের শেষরাত্রে অন্নপূর্ণাদেবী তাঁহার মাতৃরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন, "কৃষ্ণচন্দ্র! তোমার কোন ভয় নাই, শীঘ্রই মুক্ত হইবে, কিন্তু চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে অন্নপূর্ণা পূজা করিও।" তৎপরে তিনি কারামুক্ত হইলে যথাসময়ে মহাসমারোহে অন্নপূর্ণা পূজা করেন। কথিত আছে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রীপূজা প্রচার করেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আত্মগৌরব ও আত্মগরিমবর্জ্জিত ছিলেন না। মধ্যে মধ্যে তিনি সুযোগ পাইলে, অন্যের জমিদারী ফাঁকি দিয়া নিজ অধিকারভুক্ত করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। তিনি একজন ঘোর তান্ত্রিক শাক্ত ও চৈতন্যদ্বেষী ছিলেন। শুনা যায়, সময়ে সময়ে তিনি নিজ ইষ্টদেবতার তুষ্টির জন্য মহাবলি দিতেন। তিনি বিস্তর সৎকার্য্যও করিয়া গিয়াছেন। কাশীর প্রসিদ্ধ জ্ঞানবাপীর সোপান এবং শিবনিবাসে প্রায় ১৬ হাত উচ্চ বুড়া-শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজ্যের সিকি অংশেরও অধিক ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্কর দান করিয়া যান। এতদ্ভিন্ন তিনি অগ্নিহোত্রী ও বাজপেয়ী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি বড় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার সভায় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কবি ভারতচন্দ্ররায়, মুক্তারাম মুখো, গোপালভাঁড়, হাস্যার্ণব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। তৎকালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা মান্যগণ্য ছিলেন।

তাঁহার দুই পত্নী, প্রথমার গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে শম্ভুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরলোক হয়। [অগ্রদ্বীপ, ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন, গোপালভাঁড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি শব্দে অন্যান্য কথা দ্রষ্টব্য।]

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ (চাকদহ) ও কুশদ্বীপ (কুশদহ) এই চারিসমাজে বিভক্ত ছিল।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'কৃত্যরাজ' নামক ধর্ম্মশাস্ত্র, কাশীনাথ কর্ত্তৃক 'তারাভক্তিতরঙ্গিনী' (সংস্কৃত), রামানন্দ কর্ত্তৃক 'আহ্নিকাচাররাজ' (ধর্ম্মশাস্ত্র), ভারতচন্দ্র কর্ত্তৃক বাঙ্গালা 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি বিস্তর গ্রন্থ রচিত হয়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের কাগজপত্র পাঠে জানা যায়— কপিলমুনি ও গঙ্গাসাগর অবধি কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল, তাঁহারই অধিকারস্থ কলিকাতার প্রসিদ্ধ হলওয়েল প্রভৃতি সাহেব বাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সেলামী লইয়া সাহেবদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইত।

৩ একজন প্রাচীন কবি। কবিচন্দ্রোদয়ে ইহার নামোদ্ধৃত হইয়াছে। ৪ ব্রহ্মাস্ত্রপদ্ধতি ও ভুবনেশ্বরীরহস্যপ্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা। ৫ দ্বৈতবিবেকভাস্কর-প্রণেতা। ৬ রাক্ষসকাব্য-টীকাকার। ৭ বিবাদভঙ্গার্ণবের সঙ্কলনকারীগণের মধ্যে একজন।

কৃষ্ণচর (ত্রি) কৃষ্ণস্য ভূতপূর্ব্বঃ গবাদিঃ। ১ কৃষ্ণ-চরট্ (ভূতপূর্ব্ব চরট্। পা ৮।৩।৫।) কৃষ্ণের সম্বন্ধ ছিল বর্ত্তমানে তাহা নষ্ট হইয়াছে এইরূপ গবাদি।

কৃষ্ণচাঁদ, অচলদাস ক্ষত্রিয়ের পুত্র। অচলদাস নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। দিল্লীতে তাঁহার বাটী ছিল। তথায় সর্ব্বদাই প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ নানাস্থান হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে কৃষ্ণচাঁদ বাল্যকাল হইতেই বিদ্যানুরাগী হন। ইনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা বেশ জানিতেন। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে "হামেশা বাহার" নামে পারস্যভাষায় একখানি সুন্দর জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে বাদশাহ জাহাঙ্গীর হইতে মুহম্মদ শাহের সময় পর্য্যন্ত প্রায় দুইশত কবির জীবনী আছে। আলমগীর তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিতে পরিতুষ্ট হইয়া 'ইখ্লাস্ খাঁ ইখ্লাস্ কেশ' এই উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট্ ফরুখ্সিয়ারের সময়ে ১০০০ সৈন্যের অধিনায়ক হন এবং "বাদশাহ নামা" নামে সম্রাট্ ফরুখ্সিয়ারের ইতিহাস রচনা করেন।

কৃষ্ণচূড়া (স্ত্রী) কৃষ্ণস্য চূড়েব পুষ্পচূড়াযস্য বহুব্রী। ১ গুঞ্জ, কুঁচ। ২ স্বনামখ্যাত কণ্টকযুক্ত পুষ্পবৃক্ষ। ইহার পাতা বক গাছের পাতার ন্যায়, ফুল পীত ও রক্তবর্ণ। ছোট বড় দশটী দল আছে। পুষ্পবৃন্তটী একটু দীর্ঘ। ইহার দশটী দীর্ঘ কেশর আছে। ইহার ফল শিমের ন্যায় এবং ফলে অল্প গন্ধ হয়। ইহার ফুল সকল ঋতুতেই প্রস্ফুটিত হয়; বর্ষাকালেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার মূল ও বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণচূড়িকা (স্ত্রী) কৃষ্ণা চূড়া অগ্রং যস্যাঃ। ততঃ কপ্‌-টাপ্‌ অত ইত্বঞ্চ। গুঞ্জা, কুঁচ। (রাজনি)।

কৃষ্ণচূর্ণ (ক্লী) কৃষ্ণস্য লোহস্য চূর্ণম্‌ ৬তৎ। লোহমল, মরিচা।

কৃষ্ণচৈতন্য (পুং) চৈতন্যদেবের নামান্তর। [চৈতন্য দেখ।]

কৃষ্ণছবি (পুং) কৃষ্ণস্যেবচ্ছবির্যস্য বহুব্রী। কৃষ্ণের সদৃশকান্তি।

কৃষ্ণজংহাঃ [স্‌] (পুং) পুনঃ পুনর্গম্যতে। হন্‌-যঙ্‌ কর্ম্মণি অসুন্‌ কুত্বাভাবশ্ছান্দসঃ জংহা মার্গঃ ততঃ কর্ম্মধা। ১ কৃষ্ণমার্গ, কুপথ। কৃষ্ণো জংহা যস্য বহুব্রী। (ত্রি) ২ যিনি পথ মলিন করিয়া গমন করেন।

"তস্য পত্মন্দক্ষুষঃ কৃষ্ণজংহসঃ শুচিজন্মনঃ।" ঋক্‌ ১।১৪১।৭।

'কৃষ্ণজংহসঃ কৃষ্ণমার্গস্য' সায়ণ।

কৃষ্ণজটা (স্ত্রী) কৃষ্ণা জটা যস্যাঃ বহুব্রী। জটামাংসী। (রত্নমালা।)

কৃষ্ণজন্মাষ্টমী (স্ত্রী) কৃষ্ণস্য জন্ম যস্যাং "অবর্জ্যোহপি বহুব্রীহি জন্মাদ্যন্তরপদে" বামন, তাদৃশী অষ্টমী। এই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে জন্মাষ্টমী বলে। [জন্মাষ্টমী দেখ।]

কৃষ্ণজীরক (পুং) নিত্যকর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ জীরক, কাল জীরে। ইহার পর্য্যায়—সুষবী, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু, কালা, উপকুঞ্চিকা, সুশবী, কুঞ্চিকা, উপকুঞ্চি, কৃষ্ণা, জরণা, শালী, বহুগন্ধা, পৃথুকা, পৃথিবী, ভেষজ। (Nigella Indica) ভাবপ্রকাশমতে ইহারগুণ—রুক্ষ, কটু, উষ্ণ, দীপন, লঘুপাক, গ্রাহী, পিত্তবর্দ্ধক, গর্ভাশয়পরিষ্কারক, জরঘ্ন, পাচক, বলকারক, বায়ু, আধ্মান, গুল্ম, অতিসার ও ছর্দ্দিনাশক। কৃষ্ণজীরক স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুইপ্রকার।

কৃষ্ণতর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, ইনি তর্কসংগ্রহ ও সাহিত্যবিচার নামে ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন।

কৃষ্ণজীরা (সংস্কৃতজ) কেলে জীরা।

কৃষ্ণজ্যোতির্ব্বিদ্‌, তাজকতিলক নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

কৃষ্ণঝাঁটী (দেশজ) স্বনামখ্যাত ফুলগাছ।

কৃষ্ণতণ্ডুলা (স্ত্রী) কৃষ্ণঃ তণ্ডুলো যস্যাঃ বহুব্রী। কর্ণস্ফোটালতা।

কৃষ্ণতাম্র (ক্লী) কৃষ্ণং তাম্রং কর্ম্মধা। (বর্ণোবর্ণেন। পা ২।১।৬৯।) গোশীর্ষচন্দন। (শব্দমালা।)

কৃষ্ণতাতাচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক, সংস্কৃত ভাষায় ইহার কৃত অনেকগুলি দার্শনিক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা—

অব্যাপকবিষয়তাশূন্যত্ব, পক্ষচন্দ্রিকা, পক্ষতাক্রোড়, পঞ্চভূতবাদার্থ, পরমুখচপেটিকা (বেদান্ত), প্রমাণ্যচিহ্ন, ব্রহ্মশব্দার্থবিচার (বেদান্ত), বাদকল্পক, বাদকুতূহল, চটকোটিখণ্ডন, সজাতীয়বিশিষ্টান্তরাঘটিতত্ব, সৎপ্রতিপক্ষবিচার

কৃষ্ণতার (পুং স্ত্রী) কৃষ্ণতামৃচ্ছতি কৃষ্ণ-ঋ-অণ্‌ যদ্বা কৃষ্ণা তারা অক্ষি কনীনিকা যস্য বহুব্রী। ১ কৃষ্ণসার। ২ সাধারণ হরিণ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্‌।

কৃষ্ণতারা (স্ত্রী) কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুর কনীনিকা।

কৃষ্ণতীর্থ, রামতীর্থের গুরু, জগন্নাথাশ্রমের সমসাময়িক। 'বিদ্বন্মনোরঞ্জনী' নাম্নী বেদান্তসারটীকা কৃষ্ণতীর্থরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

কৃষ্ণত্রিবৃতা (স্ত্রী) কৃষ্ণা ত্রিবৃতা কর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ ত্রিবৃতাবিশেষ, চলিতভাষায় কালতেউড়ী বলে।

ইহার পর্য্যায়—শ্যামা, পালিন্দী, কালমেষিকা, কালা, মসুরবিদলা, অর্দ্ধচন্দ্রা, সুষেণিকা। চরক মতে, ইহার গুণ—কষায়, মধুর, রূক্ষ, বিপাক হইলে কটু, কফ ও পিত্ত প্রশমক এবং বায়ুপ্রকোপকারী। (চরক, কল্পস্থান ৭ অঃ।)

কৃষ্ণদত্ত, ১ একজন সঙ্গীতশাস্ত্রকার, সঙ্গীতনারায়ণে কৃষ্ণদত্তের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ কর্ম্মকৌমুদী নামক ধর্ম্মশাস্ত্র-সংগ্রহকার। ৩ একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইহার রচিত দ্রব্যগুণদীপিকা ও শতশ্লোকীটীকা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত আছে। ৪ শাস্ত্রসংগ্রহ নামক বৈষ্ণব গ্রন্থকার। ইনি আপন শাস্ত্রসংগ্রহে সাংখ্য, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসা, শৈব, বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাক ও শাঙ্কর প্রভৃতি বহুবিধ মত নিরাকরণ করিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রের ঔৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৫ মনোরমা নামে ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর টীকারচয়িতা। ৬ ব্রহ্মদত্তের পুত্র, চরণব্যূহভাষ্যপ্রণেতা। ৭ একজন প্রাচীন কবি, ইনি ৮০৯ সম্বতে (?) রাজা ধর্ম্মবর্ম্মার পরিতোষের জন্য 'সান্দ্রকুতূহল প্রহসন' এবং পরে 'রাধারহস্যকাব্য' রচনা করেন। ইহার পিতার নাম সদারাম ও মাতার নাম আনন্দদেবী। ৮ মহেশমিশ্রের পুত্র, ভট্টোজির শিষ্য, ইহার নামান্তর বনমালী মিশ্র, ইনি কুরুক্ষেত্রপ্রদীপ রচনা করেন। ৯ একজন মৈথিলকবি, মৈথিল-কৃষ্ণদত্ত নামে পরিচিত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় কুবলয়াশ্বীয় নাটক, পুরঞ্জনচরিত নাটক, চণ্ডীচরিত, চণ্ডীটীকা ও গীতগোবিন্দটীকা রচনা করেন। পুরঞ্জনচরিত উৎকলরাজ পুরুষোত্তমের সভায় অভিনীত হয়। ১০ জিজার একজনরাজপুত রাজা। ইনি নিজে একজন হিন্দী সুকবি ও কাব্যামোদী। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জন্ম।

কৃষ্ণদন্ত (ত্রি) কৃষ্ণা দন্তা বহুব্রী। ১ কালদাঁত। কৃষ্ণোদন্তঃ শিখরদেশোঽস্যাঃ বহুব্রী (স্ত্রী) ২ কাশ্মীরবৃক্ষ, গাম্ভারী বৃক্ষ।

কৃষ্ণদর্শন (পুং) শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য।

কৃষ্ণদশন (ত্রি) কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট। মদ্যাদি পান করিলে দাঁত কাল হয়।

কৃষ্ণদাস, ১ একজন সংস্কৃত অভিধান-রচয়িতা, অমরকোষ-টীকায় রামনাথ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত। ২ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইঁহার কৃত 'অশ্বারূঢ়ী' নামে জ্যোতির্গ্রন্থ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে পাওয়া যায়। ৩ কর্ণানন্দ নামক সংস্কৃতগ্রন্থকার। ৪ একজন গীতগোবিন্দটীকা ও মেঘদূতটীকারচয়িতা। ৫ একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক, ইঁহার কৃত নব্যাদিটিপ্পনী ও প্রদ্যায়িনী নামে তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিটীকা পাওয়া যায়। ৬ একজন গ্রন্থকার, অক্‌বর বাদশাহের অনুগ্রহে 'পারসীপ্রকাশ' বা পারসীকোষ রচনা করেন, এই গ্রন্থে পারসী শব্দের সংস্কৃত অর্থ দেওয়া আছে। গ্রন্থকার বিহারিকৃষ্ণদাস নামে খ্যাত। ৭ 'মিশ্র' উপাধিধারী, "মগব্যক্তি" নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা। ৮ রামকৃষ্ণকাব্যের টীকাকার। ৯ সুক্তিসংগ্রহ নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি জাতিতে কায়স্থ ও বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। ১০ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত জবুয়ানামক স্থানের একজন সর্দ্দার। প্রথমে ইঁহার পিতা ভনজী দিল্লীর বাদশাহের অধীনে চারিশত সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণদাস যুবরাজ আলাউদ্দীনের সুদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। ঢাকার শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইলে কৃষ্ণদাস তাঁহাকে জয় করিয়া ঢাকা পুনরুদ্ধার করেন। তাহাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণদাসকে হিন্দুস্থানে ৫ খানি ও মালবে ১০ খানি জেলা দান করেন। সুখনায়ক ও চন্দ্রভানু নামক দুইজন সর্দ্দার কর্ত্তৃক গুজরাটের শাসনকর্ত্তা নিহত হন। সুখনায়ক জবুয়ার ভীলপতি ছিলেন। কৃষ্ণদাস জবুয়াতে গিয়া কলে কৌশলে সুখনায়ক ও রাজপুতসর্দ্দার চন্দ্রভানুকে বিনাশ করেন। তাহাতে বাদশাহের নিকট তিনি জবুয়া জায়গীর পান। ১১ চমৎকারচন্দ্রিকা-রচয়িতা। ১২ প্রেততত্ত্বনিরূপণ নামক গ্রন্থকার। ১৩ হর্ষের পুত্র, বিমলনাথপুরাণরচয়িতা। ১৪ রাজা রাজবল্লভের পুত্র। কেহ কেহ ইঁহাকে কৃষ্ণবল্লভও বলিয়া থাকেন। ধন্বন্তরীগোত্রীয় বেদগর্ভসেনগুপ্ত নামক জনৈক বৈদ্য যশোহরের ইটনা গ্রাম হইতে ঢাকা জিলার রাজনগর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বেদগর্ভসেনের বংশে রাজা রাজবল্লভের জন্ম। রাজবল্লভের ৭ পুত্র, তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস দ্বিতীয়। ১৮০০ খৃঃ অব্দে মুহম্মদ আলিখাঁ রচিত "তারিখি-মুজঃফরি" নামক পারস্যভাষায় লিখিত ইতিহাসে কৃষ্ণদাস 'কৃষ্ণবল্লভ' নামে উক্ত হইয়াছেন। রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামদাস, তৃতীয় পুত্রের নাম গঙ্গাদাস। সুতরাং মধ্যমের নাম কৃষ্ণবল্লভ না হইয়া কৃষ্ণদাস হওয়াই অধিক সম্ভব। হোসেনকুলিখাঁর মৃত্যুর পর রাজা রাজবল্লভ নিবাইস মুহম্মদের দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। নিবাইস মুহম্মদের মৃত্যু হইলে ঘাসেটিবেগমের সর্ব্ববিষয়ে পরামর্শদাতা ছিলেন। নবাব আলীবর্দ্দির মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া ঘাসেটিবেগম অক্রমউদ্দৌলাকে বাঙ্গালার মস্‌নদে (সিংহাসনে) বসাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। এদিকে আলীবর্দ্দি আপন পোষ্যপুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে সম্পত্তি ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ঘাসেটিবেগম তখন মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া দশসহস্র সৈন্যসহ একক্রোশ দক্ষিণে মতিঝিলের বাগানে ছাউনি করিলেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় দুই আছে। এজন্য পূর্ব্বাহ্নে সাবধান হইবার অভিপ্রায়ে রাজা রাজবল্লভ আপন পুত্র কৃষ্ণদাসকে দিয়া সমস্ত সম্পত্তি কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। বাহিরে প্রকাশ কৃষ্ণদাস পুরুষোত্তমে গিয়াছেন। রাজা রাজবল্লভের অনুরোধে কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্‌সাহেব কৃষ্ণদাসকে কলিকাতায় আশ্রয় দিবার জন্য গবর্ণর ড্রেক সাহেবকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্র কলিকাতায় পৌঁছিল। ড্রেক সাহেব তখন বালেশ্বরে ছিলেন। তাহার অনুপস্থিতে অপর প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ পরামর্শ করিয়া কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দান করাই সাব্যস্ত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার পর কৃষ্ণদাস আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে আমীরচাঁদ নিজগৃহে আশ্রয় দিলেন। সংবাদ সিরাজউদ্দৌলার কর্ণে গেল। তখনও আলীবর্দ্দীখাঁ জীবিত। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মেদিনীপুরের রাজার ভ্রাতাকে কলিকাতায় ড্রেক সাহেবের নিকট পত্র দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাসকে অবিলম্বে পত্রবাহকের হস্তে দিবার কথা পত্রে লেখা ছিল। কলিকাতায় ইংরাজগণ সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সিরাজউদ্দৌলা ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কলিকাতায় গিয়া নগর আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণদাস ও আমীরচাঁদকে সম্মুখে আনয়ন করিলেন ও ভদ্রতার সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। মীরজাফর নবাব হইয়া রাজা রাজবল্লভকে নিজ মন্ত্রিপদে ও তৎপূর্ব্বে কৃষ্ণদাসকে ঢাকার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তৎকালীন কোম্পানীর কাগজপত্রে কৃষ্ণদাস ঢাকার নবাব বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। তাহার পর রাজা রাজবল্লভ মুঙ্গেরের সুবাদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইলে মীরজাফর কৃষ্ণদাসকে "রাজাবাহাদুর" উপাধিপ্রদান করিয়া মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। মীরকাসিমের সময়ও তাঁহারা নবাব সরকারে চাকরি করিতেন। মীরকাসিম যখন মুঙ্গের হইতে পলায়ন করেন; তখন তিনি রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস ও অন্যান্য অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণের গলদেশে বালুকাপূর্ণ থলি বান্ধিয়া মুঙ্গে-

রের নিকট নদীতে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড বিধান করেন। ১১৭০ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে সোমবারে সন্ধ্যাকালে এই ঘটনা ঘটে। [রাজবল্লভ দেখ।]

কৃষ্ণদাসকবিরাজ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি, বর্দ্ধমানজেলার অন্তর্গত ঝামটপুর নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয় ব্যবসা করিবার জন্য প্রথম বয়সে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং তৎকালের প্রথানুসারে কিছু পারসীও শিখিয়াছিলেন। কিন্তু শৈশব হইতেই তিনি ধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা চৈতন্যমতাবলম্বী ছিলেন। তিনিও বাল্যকালে চৈতন্যের গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া একজন প্রগাঢ় চৈতন্যভক্ত হইয়া উঠেন। ক্রমে যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও বিষয়বিরাগ প্রবল হইল, সাধনভজনে দিবানিশি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গৃহকার্য্য দেখিতেন। কথিত আছে, একদিন স্বপ্নে নিত্যানন্দকে দেখিতে পান, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে অনুমতি করেন। কৃষ্ণদাস তৎপরদিনই বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে চৈতন্যদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে চৈতন্যের প্রিয় শিষ্য রূপ ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সাক্ষাৎ লাভ করেন ও তাঁহাদের শরণাপন্ন হন। পরে রঘুনাথদাসের নিকট দীক্ষিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন প্রেমভক্তিশিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা, মহাপ্রভুর চরিত্রানুশীলন ও ভজনসাধনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। নীলাচলে চৈতন্যমহাপ্রভুর শেষাবস্থায় তাঁহার নিকটে রঘুনাথদাস ও স্বরূপ থাকিতেন, তাঁহার মহাভাবের অবস্থায় তাঁহারা শরীররক্ষা ও সেবাশুশ্রূষা করিতেন। স্বরূপ মহাপ্রভুর মনের গুপ্তভাব সমস্ত জানিতেন। তিনি সেই সমস্ত রঘুনাথের কাছে প্রকাশ করেন। কৃষ্ণদাস নিজ দীক্ষাগুরু রঘুনাথের নিকট সেই সকল শুনিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর বাল্যলীলাদি বিস্তৃত ভাবে লিখিয়া চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন, কিন্তু অন্তলীলা সম্বন্ধে বেশী কিছু লেখেন নাই, তাহাতে বৃন্দাবনবাসীগণ চৈতন্যের শেষলীলা জানিবার জন্য সর্ব্বদা আগ্রহপ্রকাশ করিতেন; তাঁহাদের সন্তোষ ও চৈতন্যের জীবনীপূর্ণ করিবার নিমিত্ত রাধাকুণ্ডতীরে বৃদ্ধবয়সে কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। ১৫৭৩ শকে এই সুন্দর গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হয়। তৎপরে বৃদ্ধ কবিরাজ গ্রন্থখানি জীবগোস্বামীকে দেখিতে দিলেন। জীব দেখিলেন, চৈতন্যচরিতামৃত বঙ্গভাষায় সুললিত ছন্দে রচিত। ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ়রহস্য ও চৈতন্যোপদেশ বিবৃত আছে, এই মনোহর গ্রন্থ অবলীলাক্রমে সাধারণের আয়ত্ত হইবে, কিন্তু রূপসনাতনের সংস্কৃত গ্রন্থ আর তেমন আদৃত হইবে না, এই আশঙ্কা করিয়া জীব কৃষ্ণদাসের হৃদয়ের ধন তাঁহার স্বহস্তের পুথিখানি যমুনাজলে নিক্ষেপ করিলেন। কৃষ্ণদাস মর্ম্মাহত হইয়া মথুরায় গমন করিলেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রদিন খেদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে একদিন শুনিলেন, তিনি যখন চৈতন্যচরিতামৃতের এক এক পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করিতেন, তাঁহার প্রিয়শিষ্য মুকুন্দ তাঁহার এক একখানি নকল করিয়া রাখিতেন, শিষ্য গুরুর নিকট সেই পুথিখানি উপস্থিত করিলেন। হারানিধি পাইয়া কৃষ্ণদাসের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি সেই পুথিখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া গোপনে রাখিলেন।

এদিকে জীবগোস্বামী কৃষ্ণদাসের হস্তলিখিত পুথিখানি স্রোতে ফেলিয়া দিলে, তাহা ভাসিতে ভাসিতে মদনমোহনের ঘাটে আসিয়া ঠেকে, তখন জীব সেখানি তুলিয়া আনিয়া একটী কুঠরী মধ্যে গোস্বামীদের অপরাপর গ্রন্থের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

কবিকর্ণপুর বৃন্দাবনে আসিলে কৃষ্ণদাস তাঁহাকে চৈতন্যচরিতামৃতের কথা বলেন, কর্ণপুর আবার তাহা জীবকে জানাইলেন। তখন জীবগোস্বামী কবিকর্ণপুরের অনুরোধে কুঠরী হইতে চৈতন্যচরিতামৃতখানি বাহির করিয়া তাহাতে আপন অনুমোদনসাক্ষর করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে চৈতন্যচরিতামৃত লেখা ছিল, জীব তাহা কাটিয়া "কহে কৃষ্ণদাস" ভনিতা বসাইয়া দিলেন। তখন বৃন্দাবনবাসীগণ এই গ্রন্থখানি লিখিয়া লইলেন, এইরূপে ব্রজভূমে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। জীব এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে পাঠাইতে অসম্মত ছিলেন। কৃষ্ণদাস মুকুন্দের নকল পুথিখানি তাহাদ্বারা গুপ্তভাবে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃতের পুথিখানি অদ্যাবধি বৃন্দাবনে রাধাদামোদরের মন্দিরে দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া আসিতেছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাসের সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত-বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে সকল নিগূঢ় কথা সরল ও প্রাঞ্জল চলিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে তাঁহার রচনাপারিপাট্যের অশেষ প্রশংসা করিতে হয়, এইজন্য বঙ্গদেশে গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের নিকট এই গ্রন্থখানি অন্য সকল গ্রন্থ অপেক্ষা মান্য ও ভক্তির বস্তু।

কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃতব্যতীত বৈষ্ণবাষ্টক, গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গরঙ্গদা নামে টীকা প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

কৃষ্ণদীক্ষিত, ১ রঘুনাথ-ভূপালীয় নামক অলঙ্কার-রচয়িতা। ২ রূপাবতার নামক ব্যাকরণরচয়িতা। ৩ যজ্ঞেশ্বরের পুত্র, ঔর্দ্ধদেহিকপ্রয়োগ নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার। ৪ অপর নাম কৃষ্ণযজ্বা, মীমাংসা-পরিভাষা-রচয়িতা।

কৃষ্ণদেব, ১ উৎকলের খুর্দারাজ দ্রব্যসিংহের পুত্র। শ্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীর মতে, ইনি ১৬৩৭ হইতে ১৬৪২ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মতান্তরে, ইঁহার অপর নাম হরেকৃষ্ণ দেব, ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার রাজ্যাভিষেককাল। (Starling's Orissa.) ২ রামাচার্য্যের পুত্র, ইনি তন্ত্রচূড়ামণি বা ধর্ম্মমীমাংসাসংগ্রহ নামে একখানি মীমাংসাগ্রন্থ রচনা করেন। ৩ মিথিলাবাসী প্রসিদ্ধ ভবদেবভট্টের পিতা। ৪ বৈষ্ণবানুষ্ঠানপদ্ধতি নামক গ্রন্থকার। ৫ প্রস্তারপত্তন নামে ছন্দোগ্রন্থরচয়িতা।

কৃষ্ণদেবরায়, (কৃষ্ণরায়ালু নামে প্রসিদ্ধ।) বিজয়নগরের একজন প্রবলপরাক্রান্ত হিন্দু রাজা। ইঁহার পিতা রাজা নরসিংহ ও মাতার নাম নাগলাদেবী বা নাগাম্মা। বিজয় নগরের রাজগণের প্রদত্ত অনুশাসন ও খোদিত লিপিপাঠে জানা যায়, কৃষ্ণদেবের মাতা রাজা নরসিংহের মহিষী ছিলেন না, একজন নর্ত্তকী ছিলেন মাত্র।

রাজা কৃষ্ণদেব ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যে অভিষিক্ত হন। (Arch. Sur. Southern India, Vol. I. p. 107.) প্রথমে ইনি কাঞ্চীপুরের নিকট দ্রাবিড়রাজ্যে প্রবেশ করেন, পরে উম্মাতুরের গঙ্গাবংশীয় রাজাকে পরাভব করিয়া তাঁহার অধিকৃত শিবসমুদ্র দুর্গ ও শ্রীরঙ্গপত্তন নগর আক্রমণ করেন। অনন্তর সমস্ত মহিসুররাজ্য তাঁহার বশীভূত হয়। ১৫১৩খৃষ্টাব্দে রাজা বীরভদ্রকে পরাস্ত করিয়া নেল্লুর ও সদুর্গ উদয়গিরি জয় করেন, এবং তথা হইতে কৃষ্ণস্বামী মূর্ত্তি আনিয়া বিজয়নগরে বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে, ইনি প্রতাপরুদ্র-গজপতিরাজকে পরাস্ত করেন, পরে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরস্থ কোণ্ডবীড়ু, কোণ্ডপল্লী ও রাজমহেন্দ্রী অধিকার করেন। উদয়গিরি জয়ের পর তিনি উড়িষ্যায় গিয়া তথাকার গজপতিরাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বউপকূলস্থিত সমস্ত রাজ্য তাঁহার অধিকৃত হয়। ইনি যবনরাজ্যের সীমানির্দ্দেশক বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত অনুশাসনে উক্ত হইয়াছেন। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে ইনি কোণ্ডবীড়ু নগরে একটী বৃহৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরে পিতামাতার পারত্রিক উদ্ধারের জন্য পাথরের সুবৃহৎ নরসিংহের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইঁহার পাটরাণীর নাম ছিন্নাদেবাম্মা।

কৃষ্ণদেবের প্রদত্ত তাম্রশাসনাদি পাঠে জানা যায়, ইনি বড় দেবদ্বিজভক্ত এবং ব্রাহ্মণদিগকে বিস্তর ব্রহ্মোত্তরদান করিয়াছিলেন। ২ দাক্ষিণাত্যের মধ্যস্থিত জয়পুরের রাজা। বিশ্বম্ভরদেবের পুত্র, লালাকৃষ্ণদেব নামে খ্যাত। ইনি বিজয়নগরাধিপ সীতারামের উৎপীড়নে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হন। তৎপরে রাজা সীতারামের অনুগ্রহে কৃষ্ণদেবের ভ্রাতা বিক্রমদেব রাজা হন। এই সময় হইতে জয়পুর বিজয়নগরের করদ হইল।

কৃষ্ণদেবস্মার্ত্তবাগীশ, একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিত। বন্দ্যঘটীয় নারায়ণের পুত্র, ইনি সংস্কৃত ভাষায় কৃত্যতত্ত্ব বা প্রয়োগসার, শুদ্ধিসার, প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী প্রভৃতি একখানি স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন।

কৃষ্ণদেহ (ত্রি) কৃষ্ণোদেহো যস্য বহুব্রী। ভ্রমর।

কৃষ্ণদৈবজ্ঞ (পুং) ১ একজন প্রসিদ্ধজ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্গ্রন্থকার নৃসিংহের পিতা ও দিবাকরের পিতামহ। ২ বল্লাল-দৈবজ্ঞের পুত্র, রঙ্গনাথের ভ্রাতা, ইনি দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের অধীনে কার্য্য করিতেন। ইঁহার রচিত ছাদকনির্ণয়, পঞ্চপক্ষী, পরমেশ্বরীয়, প্রশ্নকৃষ্ণীয়, (ভাস্করের) লীলাবতীর বীজবিবৃতি-কল্পলতাবতার নামে টীকা, বীজাঙ্কুর নামে বীজগণিতের টীকা, শ্রীপতিটীকা, সিদ্ধান্তসার ও সূর্য্যসিদ্ধান্তোদাহরণ নামে কএকখানি জ্যোতির্গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

কৃষ্ণদ্বিবেদী, কাব্যপ্রকাশের মধুরসা নামে টীকাকার।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (পুং) দ্বীপে ভবঃ দ্বীপ-অণ্ নিপাতঃ। যদ্বা দ্বীপং অয়নং আশ্রয়োযস্য ততোঽণ্(প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা৮৪৩৮।) ততঃ কর্ম্মধা। বেদব্যাস।

"ততস্তস্মিন্ প্রতিজ্ঞাতে ভীষ্মেণ কুরুনন্দন।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং কালী চিন্তয়ামাস বৈ মুনিম্॥" ভারত, ১।১০৫।১৩।

যমুনাদ্বীপে বেদব্যাসের উৎপত্তি হয়, দ্বীপে জন্ম হইয়াছে বলিয়া ইঁহাকে দ্বৈপায়ন বলে।

এক কৈবর্ত্ত ধর্ম্মকামনায় সাধারণের পারাপারের নিমিত্ত যমুনা নদীতে একখানি নৌকা রাখিয়াছিল। তাহার কন্যা পিতার আদেশে ঐ নৌকায় একদিন উপস্থিত ছিল। দৈবক্রমে পরাশরমুনি নদীপার হইবার জন্য উপস্থিত হইল। নৌকা যখন মধ্য যমুনায় উপস্থিত, তখন কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া মহর্ষি আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কৈবর্ত্তকুমারী আনতমুখী হইল। কোন উত্তর করিল না। মুনি সাদর-

সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "শোভনাঙ্গে! আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছি। তুমি আমার আশা বিফল করিও না।" ধীবরকন্যা বলিল, "মহাভাগ! এই নদী অনাবৃত স্থান, নৌকায় কোনপ্রকার আবরণ নাই, শতসহস্র নৌকাযাত্রী এখনই হয়তো উপস্থিত হইবে। এইরূপ স্থানে কিপ্রকারে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে, বিশেষ আমার শরীরে যে দুর্গন্ধ আছে, তাহাতে আপনি নিশ্চয় আমার নিকট আসিতে পারিবেন না।"—মহর্ষি যোগবলে কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিলেন। দশদিক্ অন্ধকার হইল। কন্যা সম্মতা হইল। মহর্ষি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। মহর্ষির আদেশে ধীবর-কুমারী সেই গর্ভ যমুনাদ্বীপে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিল। তাহার কন্যাভাব কলঙ্কিত হইল না। দ্বীপমধ্যে সেই গর্ভে ব্যাসের উৎপত্তি হইল। ভারত, আদি ১০৫ অঃ। [ব্যাস দেখ।]

কৃষ্ণধত্তূর, কৃষ্ণধুস্তূর (পুং) কৃষ্ণবর্ণো ধত্তূরঃ ধুস্তূরো বা কর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ ধুস্তূর, কনকধুতরা। পর্য্যায়—সিদ্ধ, কনক, সচিব, শিব, কৃষ্ণপুষ্প, বিষারাতি, ক্রূরধূর্ত্ত। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, শরীর-লাবণ্যকারী, ব্রণরোগ, ত্বক্, ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, কণ্ডু, অতিজ্বর ও ভ্রম-নাশক। (রাজনির্ঘণ্ট)। [ধুতুরা দেখ।]

কৃষ্ণধত্তূরক, কৃষ্ণধুস্তূরক (পুং) কৃষ্ণধুস্তূর, কনকধুতরা।

কৃষ্ণধন (ক্লী) কৃষ্ণং কুৎসিতং ধনং কর্ম্মধা। নিন্দিত ধন। দ্যূতাদি নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া যে ধন উপার্জ্জিত হয়।

"পার্শ্বিকদ্যূতচৌর্য্যাপ্তং প্রতিরূপকসাহসৈঃ।
ছলেনোপার্জ্জিতং যচ্চ তৎকৃষ্ণং সমুদাহৃতম্।" (বিষ্ণু সং)

অপাত্রকে পাত্র কল্পনা করিয়া দ্যূত, চৌর্য্য, প্রতিনিধি, সাহস, ছল প্রভৃতি ধর্ম্মনাশক উপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিলে সেই ধনকে কৃষ্ণধন বলে।

কৃষ্ণধীর, দ্বারভঙ্গের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ভবিষ্যে ব্রহ্ম-খণ্ডে লিখিত আছে, হরিভক্তিপরায়ণ কৃষ্ণধীরনামক ব্যক্তির নামানুসারে গ্রামের নামকরণ হয়। (ভ-ব্রহ্ম° ৪৭।১৩।)

কৃষ্ণধূর্জ্জটিদীক্ষিত, কোরংপুরীনিবাসী বেঙ্কটেশদীক্ষিতের পুত্র শেষীর গর্ভজাত। ৪৮৭৫ কল্যব্দে (১৬৯৬ শকে) ইনি বিক্রমপট্টনের (উজ্জয়িনীর) রাজা গজসিংহের পুত্র মহারাজ রাজসিংহের জন্য তর্কসংগ্রহের 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' নামে এক-খানি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন।

কৃষ্ণনগর, ১ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর উপবিভাগের প্রধান নগর। জলঙ্গীনদীর তীরে অক্ষা° ২৩°২৩´৩১´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮°৩২´ ৩১´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। কৃষ্ণনগরের মিউনি-সিপালিটীর অধিকার প্রায় ৭ বর্গমাইল। তাহার মধ্যে প্রায় ৭০০০ গৃহ ও ২৬৭৫০ জন লোক, আদালত ও কলেজ আছে। কৃষ্ণনগর একটী ব্যবসায় প্রধান স্থান। এখানে অতি উৎকৃষ্ট দেশীয় মসলিন পাওয়া যায়। এখানকার কুম্ভকার দ্বারা গঠিত মাটির পুতুল বিশেষ বিখ্যাত।

কৃষ্ণনাথ, ১ একজন বিখ্যাত স্মৃতির টীকাকার। ইহার রচিত অত্রিসংহিতাটীকা, দক্ষসংহিতাটীকা, মনুস্মৃতিটীকা, ব্যাস-স্মৃতিটীকা, সংস্কারতত্ত্বটীকা, স্নানদীপিকাটীকা, স্মৃতিকৌমুদী-টীকা ও স্মৃতিসারটীকা পাওয়া যায়। ২ একজন সংস্কৃত কবি, ইনি আনন্দলতিকা, কালিকোপনিষদ্দীপিকা, চণ্ডিকার্চ্চনক্রম, প্রত্যঙ্গিরাতত্ত্ব, প্রত্যঙ্গিরাসূক্তভাষ্য, মুদ্রালক্ষণ, যোগদর্শন-টীকা, যোগপ্রকাশটীকা, রামগীতাটীকা, রামায়ণসার, বনদুর্গাতত্ত্ব, বামনতত্ত্ব, শিবার্চ্চনক্রম প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ৩ ন্যায়গ্রন্থ জাগদীশীর একজন টীকাকার। ৪ ভাবকল্পলতা নামে জ্যোতির্গ্রন্থের টীকাকার।

কৃষ্ণনাথ, কাশিমবাজারের সুবিখ্যাত কান্তবাবুর (কৃষ্ণকান্ত নন্দীর) প্রপৌত্র, হরিনাথের পুত্র। ১২৩৯ সালে (১৮৩২ খৃঃ অব্দে) হরিনাথের মৃত্যু হয়, তখন কৃষ্ণনাথ অপ্রাপ্তবয়স। রাজ্যের উত্তরাধিকারী তিনি বই আর কেহ ছিল না। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে, স্বর্ণময়ীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, ১৮৪১ খৃঃ অব্দে লর্ড অক্লাণ্ড তাঁহাকে রাজাবাহাদুর উপাধিদান করেন। কৃষ্ণনাথ বিদ্যানুরাগী ও বড় দয়ালু ছিলেন। ডেবিড হেয়ারের মৃত্যু হইলে তাঁহারই উদ্যোগে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে এক সভা আহূত হয়। কৃষ্ণনাথ হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা, সেইজন্য টাকাও অনেক দিয়াছেন। তিনি একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে এককালে লক্ষাধিক টাকা প্রদান করেন। শুনা যায় কাশিমবাজারে কোন চাকরকে এরূপ শাস্তি দিয়াছিলেন যেপরে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া থাকেন। চাক-রের মৃতদেহ পরীক্ষা করা হইলে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট রাজার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া হুকুম দেন যে, কলিকাতা হইতে প্রতিথানায় ঘুরাইয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আনা হইবে। এরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুশ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া তিনি বন্দুকের গুলিদ্বারা আত্মহত্যা করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ৩১এ অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিধবাপত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ী স্বর্গীয় স্বামীর বদান্যতা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

কৃষ্ণপক্ষ (পুং) কর্ম্মধা। প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত। যে পক্ষে চন্দ্রের ক্ষয় হয়। "তত্রপক্ষাবুভৌ মাসে শুক্লকৃষ্ণৌ ক্রমেণ তু"। তিথিতত্ত্ব।

কৃষ্ণপণ্ডিত, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইহার পিতার নাম নরসিংহ। ইনি পদচন্দ্রিকা নামে একখানি ব্যাকরণ ও তাহার বৃত্তি, রাজা কল্যাণের আদেশে প্রাকৃতকৌমুদীটীকা এবং প্রাকৃতচন্দ্রিকা রচনা করেন। ২ সন্ধ্যাবন্দনভাষ্য ও মন্ত্রভাষ্যকার। ৩ জাতকপদ্ধত্যুদাহরণ নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ৪ বিল্বমঙ্গল কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের একজন টীকাকার। ৫ কর্পূরাদিস্তবটীকা-প্রণেতা, বৈদ্যকগ্রন্থকার নাগনাথ ও নারায়ণের পিতা।

কৃষ্ণপতিশর্ম্মা [ন্], একজন টীকাকার। ইনি অন্বয়লাপিকা নামে কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের টীকা রচনা করেন, উক্ত টীকায় ইনি মৈথিলশঙ্করাঢ়ীবংশোদ্ভূত বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন।

কৃষ্ণপদী (স্ত্রী) কৃষ্ণৌ পাদৌ যস্যাঃ অকারলোপঃ পদাদেশশ্চ। (কুম্ভপদীবুচ। পা ৮।৪।১৩৯।) ততো ঙীষ্ কালচরণবিশিষ্টা স্ত্রী।

কৃষ্ণপর্ণী (স্ত্রী) কৃষ্ণং পর্ণং যস্যা বহুব্রী। কালতুলসী।

কৃষ্ণপবি (ত্রি) কৃষ্ণঃ পবিঃ পন্থা যস্য বহুব্রী। যাহার গমনপথ কৃষ্ণবর্ণ। "বিভা অকঃ সসৃজানঃ পৃথিব্যাং কৃষ্ণপবিরোষধিভির্ববক্ষে"। ঋক্ ৭।৮।২। 'কৃষ্ণপবিঃ কৃষ্ণমার্গঃ' সায়ণ।

কৃষ্ণপাক (পুং) পচ্যতে ইতি পচ ঘঞ্ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পাকঃ ফলং যস্য বহুব্রী। করমর্দ্দ, করমচা।

কৃষ্ণপাকফল (পুং) কৃষ্ণপাকরূপং ফলং যস্য বহুব্রী। করমর্দ্দ, করমচা।

কৃষ্ণপিঙ্গল (ত্রি) কর্ম্মধা (বর্ণোবর্ণেন। পা ২।১।৬৯।) ১ কাল ও পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। (স্ত্রী) স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ দুর্গা।

কৃষ্ণপিণ্ডীতক (পুং) নিত্যকর্ম্মধা। বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—বরাহ, কৃষ্ণপিণ্ডীর।

কৃষ্ণপিণ্ডীর (পুং) কৃষ্ণঃ পিণ্ডীরঃ কর্ম্মধা। কৃষ্ণপিণ্ডীতক।

কৃষ্ণপিপীলিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণা পিপীলী কর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকা, কাল পিপড়া। ইহার পর্য্যায়—স্থূলা, বৃক্ষরুহা।

কৃষ্ণপিপীলী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। পিপীলিকাবিশেষ। এই পিপড়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়া থাকে। চলিত ভাষায় কাঠপিপড়া।

কৃষ্ণপুর, ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের করানাগপল্লী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৯° ৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৩৫´ পূঃ। এখানে রাজবাটী, প্রাচীন দুর্গ ও জজ আদালত আছে। এক সময় সমুদ্র বাণিজ্যের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল।

কৃষ্ণপুচ্ছ (পুং) কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পুচ্ছোঽস্য। রোহিত মৎস্য, রুই মাচ।

কৃষ্ণপুষ্প (পুং) কৃষ্ণং পুষ্পমস্য বহুব্রী। ১ কৃষ্ণধুস্তূরক, কালধুতুরা।

কৃষ্ণপুষ্পী (স্ত্রী) প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ।

কৃষ্ণপ্রুৎ (ত্রি) কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং প্রাপ্তঃ কৃষ্ণ-প্র-আপ-ক্বিপ্ নিপাতনে সাধু। ১ কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত। ২ কৃষ্ণবর্ণপ্রাপক, যিনি অপরকে কৃষ্ণবর্ণ করেন।

"কৃষ্ণপ্রুতৌ বেবিজে অস্য সক্ষিতা উভা তরেতে অভি মাতরঃ শিশুং" ঋক্ ১।১৪০।৩। 'কৃষ্ণপ্রুতৌ অগ্নিসম্পর্কাৎ কৃষ্ণবর্ণতাং প্রাপ্নুবন্তৌ প্রাপয়ন্তৌ বা' সায়ণ।

কৃষ্ণফল (পুং) কৃষ্ণং ফলমস্য বহুব্রী। করমর্দ্দ।

কৃষ্ণফলপাক (পুং) কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ ফলপাকো যস্য। করমর্দ্দ।

কৃষ্ণফলা (স্ত্রী) কৃষ্ণং ফলং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ সোমরাজী। ২ কোলশিমী, আলকুশী, ছোট জাম। পর্য্যায়—সূক্ষ্মফলা, কৃষ্ণফলা, জম্বু, দীর্ঘপত্রা, মধ্যসা, কোলশিম্বি, পর্য্যঙ্কপট্টিকা।

কৃষ্ণবলক্ষ (পুং) কৃষ্ণঃ বলক্ষং কর্ম্মধা। (বর্ণোবর্ণেন। পা ২।১।৬৯) ১ নীলমিশ্রিত শ্বেতবর্ণ। (ত্রি) ২ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। "অজিনে পার্শ্বসহিতে কৃষ্ণবলক্ষে আবিকে" কাত্যায়ন।

কৃষ্ণবাবুই (দেশজ) কালতুলসী। (Ocimnm sanctum.)

কৃষ্ণবার, কাশ্মীরের একটী নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩৩২ হাত উচ্চে অক্ষা° ৩৩°১৮´ উঃ দ্রাঘি° ৭৫°৪৮´´ পূঃ। হিমালয়ের দক্ষিণদিকের ঢালু প্রদেশে ইহা অবস্থিত। চন্দ্রভাগা নদীর বামপার্শ্বে এই স্থানের ভূমি অনেকটা সমতল। নদীর দুইপার্শ্বে পাহাড়, প্রায় ৬৬৭ হাত উচ্চ। অধিবাসীরা কতক হিন্দু ও কতক মুসলমান, সকলেই দরিদ্র। গৃহগুলিও অতি সামান্য ভাবে গঠিত। সামান্য পশমী দ্রব্য ও শাল প্রস্তুত করাই লোকের ব্যবসা। এই স্থান কাশ্মীররাজ গোলাবসিংহের অধিকারে ছিল। শিখদিগের দ্বারা পূর্ব্বতন রাজা বিতাড়িত হন। শিখদিগের অত্যাচারেই অধিবাসিগণ ধনহীন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে একটী বাজার ও দুর্গ আছে।

কৃষ্ণভট্ট, ১ 'ঔষধপ্রকার' নামে বৈদ্যগ্রন্থপ্রণেতা। ২ বিদ্যাধিরাজতীর্থের নামান্তর, ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। ৩ পূর্ব্ব ও অপরপক্ষীয়প্রয়োগ নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার। ৪ কর্ম্মতত্ত্বপ্রদীপিকা নামে স্মৃতিসংগ্রহকার। ৫ কবিরহস্য, কালচন্দ্রিকা, কালনির্ণয়দীপিকা ও সরোজসুন্দর প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার। ৬ কিরণাবলীটীকা-রচয়িতা। ৭ কৃষ্ণভক্তিচন্দ্রিকা নামকগ্রন্থপ্রণেতা। ৮ বৌধায়নীয় চাতুর্মাস্যপ্রয়োগ ও শ্রাদ্ধপদ্ধতি-রচয়িতা। ৯ জীবৎপিতৃকর্ত্তব্যসঙ্কয় নামে গ্রন্থপ্রণেতা। ১০ তর্কচন্দ্রিকা নামী ন্যায়গ্রন্থকর্ত্তা। ১১ একজন ভাগবতপুরাণের টীকাকার। ১২ একজন মুক্তিবাদটীকাকার। ১৩ আপস্তম্বশ্রৌতপ্রায়শ্চিত্তের টীকাকার। ১৪ সময়ময়ূখরচয়িতা। ১৫ সিদ্ধান্তচিন্তামণি নামে বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা। ১৬ স্মৃতিসার-

সংগ্রহ নামক ধর্ম্মশাস্ত্র-সঙ্কলনকর্ত্তা। ১৭ রঘুনাথের পুত্র, নারায়ণের কনিষ্ঠভ্রাতা, কৃষ্ণভট্ট ও কৃষ্ণভট্ট আর্ডে নামে খ্যাত; কাশীবাসী একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, ইনি কাশিকা বা গাদাধরীবিবৃতি, কেবলব্যতিরেকিগ্রন্থরহস্যটীকা, মঞ্জুষা বা জাগদীশীতোষিণী, সিদ্ধান্তলক্ষণ, নির্ণয়সিন্ধুদীপিকা, বাক্যচন্দ্রিকা, কৃষ্ণভট্টীয়, বাধপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থরহস্যবৃহট্টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮ হোসিঙ্গরামেশ্বরের পুত্র, শাস্ত্রোদ্ধার ও দুষ্টদমন নামক সংস্কৃত কাব্যরচয়িতা। ১৯ পটবর্দ্ধনবংশীয় বিষ্ণুভট্টের পুত্র, গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার রচিত পদার্থচন্দ্রিকাবিলাস, পদার্থরত্নমঞ্জুষা ও মাথুরীটীকা পাওয়া যায়। পদার্থচন্দ্রিকায় ইনি মাধবসরস্বতীর মিতভাষিণী গ্রন্থের বিস্তর নিন্দা করিয়াছেন।

কৃষ্ণভট্টমৌনী—রঘুনাথভট্টের পুত্র ও গোবর্দ্ধনভট্টের পৌত্র, ইঁহার প্রকৃত নাম জয়কৃষ্ণ, কিন্তু নিজ গ্রন্থে অনেকস্থলে কেবল 'কৃষ্ণ' বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। ইনি কারকবাদ, লঘুকৌমুদীটীকা, বিভক্ত্যর্থনির্ণয়, বৃত্তিদীপিকা, শব্দার্থতর্কামৃত, শব্দার্থসারমঞ্জরী, শুদ্ধিচন্দ্রিকা, সিদ্ধান্তকৌমুদীর বৈদিকপ্রক্রিয়ার সুবোধিনী নাম্নী টীকা ও স্ফোটচন্দ্রিকা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

কৃষ্ণভস্ম [ন্] (ক্লী) কৃষ্ণবর্ণভস্ম, পারদভস্ম। প্রস্তুত করিবার প্রণালী—একটী ধান্য পরিমাণ পারদ লইয়া মারকদ্রবের সহিত একদিন পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। পরে বস্ত্রের একটী বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তৈলকল্কদ্বারা লেপন করিবে। ঐ বর্ত্তিটী এরণ্ডতৈলে বার বার ভিজাইয়া দীপ জ্বালিবে। বর্ত্তিমধ্যে পারদ রাখিতে হইবে। একটী ঘৃতপূর্ণপাত্রের উপরে আস্তে আস্তে আঘাত করিলেই বর্ত্তি হইতে ক্ষরিত হইয়া পারদভস্ম ঘৃতপূর্ণ পাত্রে পতিত হইবে। (রসচন্দ্রিকা।) [পারদ দেখ।]

কৃষ্ণভূম (ত্রি) কৃষ্ণা ভূমি মৃত্তিকাযত্র বহুব্রী সমাসে অচ্। কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাযুক্তদেশ।

কৃষ্ণভূমি (স্ত্রী) কর্ম্মধা। স্থানবিশেষ, যে স্থানের মৃত্তিকা কৃষ্ণ।

কৃষ্ণভূমিজা (স্ত্রী) কৃষ্ণায়াভূর্মেজায়তে কৃষ্ণভূমি-জন্ড-টাপ্। ১ গোমূত্রিকা তৃণ। (ত্রি) ২ কৃষ্ণভূমিজাত।

কৃষ্ণভেদা (স্ত্রী) কৃষ্ণবর্ণেন ভেদশ্ছেদোযস্যাঃ বহুব্রী। কটুকা, কটকী। পর্য্যায়—কট্বী, কটুকা, তিক্তা, কটুম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী, কটুরোহিণী।

কৃষ্ণভেদিকা (স্ত্রী) কটুকা, কট্‌কী।

কৃষ্ণভেদী (স্ত্রী) কৃষ্ণবর্ণেন ভেদোঽস্যাঃ বহুব্রী। কৃষ্ণভেদ গৌরাদিত্বাৎ বা ঙীষ্। কটুকী। [কটুকী দেখ।]

কৃষ্ণভোগী [ন্] (পুং) নিত্যকর্ম্মধা। কৃষ্ণসর্প।

কৃষ্ণমণ্ডল (ক্লী) কৃষ্ণঞ্চ তৎমণ্ডলঞ্চেতি কর্ম্মধা। চক্ষুর অবয়ব। "নেত্রায়ামত্রিভাগাত্তু কৃষ্ণমণ্ডলমুচ্যতে।" সুশ্রুত।

কৃষ্ণমৎস্য (পুং স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, চলিত কথায় "কালবোস" বলে। এই মৎস্য এক একটী ৩ হাত পর্য্যন্ত হয়। এই মৎস্যে কাঁটা অধিক, কিন্তু ছোট ছোট কাঁটাই বেশী। সুশ্রুতের মতে এই মৎস্য নদীজাত বলিয়া, ইহার গুণ মধুর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তকর, উষ্ণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, এবং অল্পতেজস্কর। (সুশ্রুত, সূত্র ৪৫ অঃ।)

কৃষ্ণমল্লিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণা মল্লিকাইব কর্ম্মধা। কৃষ্ণার্জক, কালতুলসী।

কৃষ্ণমালুক, কৃষ্ণমালুক (পুং) কৃষ্ণার্জক, কালতুলসী।

কৃষ্ণমিত্র আচার্য্য, একজন বিখ্যাত নানাশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত। রামসেবকের পুত্র ও দেবদত্তের পৌত্র। ইনি অনুমিতিপরামর্শ, প্রৌঢ়মনোরমার কল্পলতা নামে টীকা, কারকবাদ, কালমার্ত্তণ্ড, কাব্যপ্রকাশটীকা, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষার কুঞ্চিকা নামে টীকা, কুমারসম্ভবটীকা, কৃত্যপ্রদীপ, গাদাধরীটীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিপ্রকাশ, বৃহত্তর্কতরঙ্গিণী, তর্কপ্রতিবন্ধরহস্য, লঘুতর্কসুধা, তর্কসুধাপ্রকাশ, তিথিনির্ণয়মার্ত্তণ্ড, ত্রিংশচ্ছ্লোকীভাষ্য, নানার্থবাদটীকা, লঘুন্যায়সুধা, পদার্থখণ্ডনটিপ্পনীব্যাখ্যা, পদার্থপারিজাত, প্রেতপ্রদীপ, বাধবুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতাবিচার, ভবানন্দীপ্রদীপ, ভাবপ্রদীপ, শব্দকৌস্তভটীকা, রত্নার্ণব নামে সিদ্ধান্তকৌমুদীটীকা, রত্নাবলীবাদসুধাটীকা, বাদসংগ্রহ, বাদসুধাকর, বায়ুপ্রত্যক্ষতাবাদ, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তভূষণটীকা, শ্রাদ্ধপ্রদীপ, সামগ্রীবাদার্থ, সামগ্রীব্যাপ্তি, লঘুসামগ্রীব্যাপ্তি, সিদ্ধান্তরহস্য, সুবন্তবাদ, সুবন্তসংগ্রহ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

কৃষ্ণমিশ্র ১ প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক নাটককার। ইনি নাটকখানি চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার পরিতোষের জন্য রচনা করেন। [কীর্ত্তিবর্ম্মা দেখ।] ২ প্রায়শ্চিত্তমনোহর নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার। ৩ বীরবিজয় নামক একখানি ঈহামৃগরচয়িতা। ৪ সর্ব্বতোভদ্রাদিচক্রাবলি নামক জ্যোতির্গ্রন্থপ্রণেতা। ৫ চিন্তামণিনামক ন্যায়গ্রন্থ-রচয়িতা। ৬ বিষ্ণুর পুত্র ও নিত্যানন্দের প্রপৌত্র। ত্যায়নশ্রাদ্ধসূত্রের শ্রাদ্ধকাশিকা নামে ভাষ্যরচয়িতা।—শ্রাদ্ধকাশিকায় কর্ক, হলায়ুধ ও ধর্ম্মপ্রদীপ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণমুখ (ত্রি) কৃষ্ণং মুখং বদনং অগ্রং বা যস্য বহুব্রী। ১ কৃষ্ণবর্ণ মুখবিশিষ্ট। ২ কৃষ্ণবর্ণ অগ্রভাগবিশিষ্ট। "স্তনয়োঃ কৃষ্ণমুখতা রোমরাজ্যুদ্গমস্তথা।" সুশ্রুত। (পুং স্ত্রী) ৩ বানর
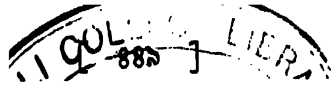
মহাভারতীয় প্রাচীন কুরুক্ষেত্র।
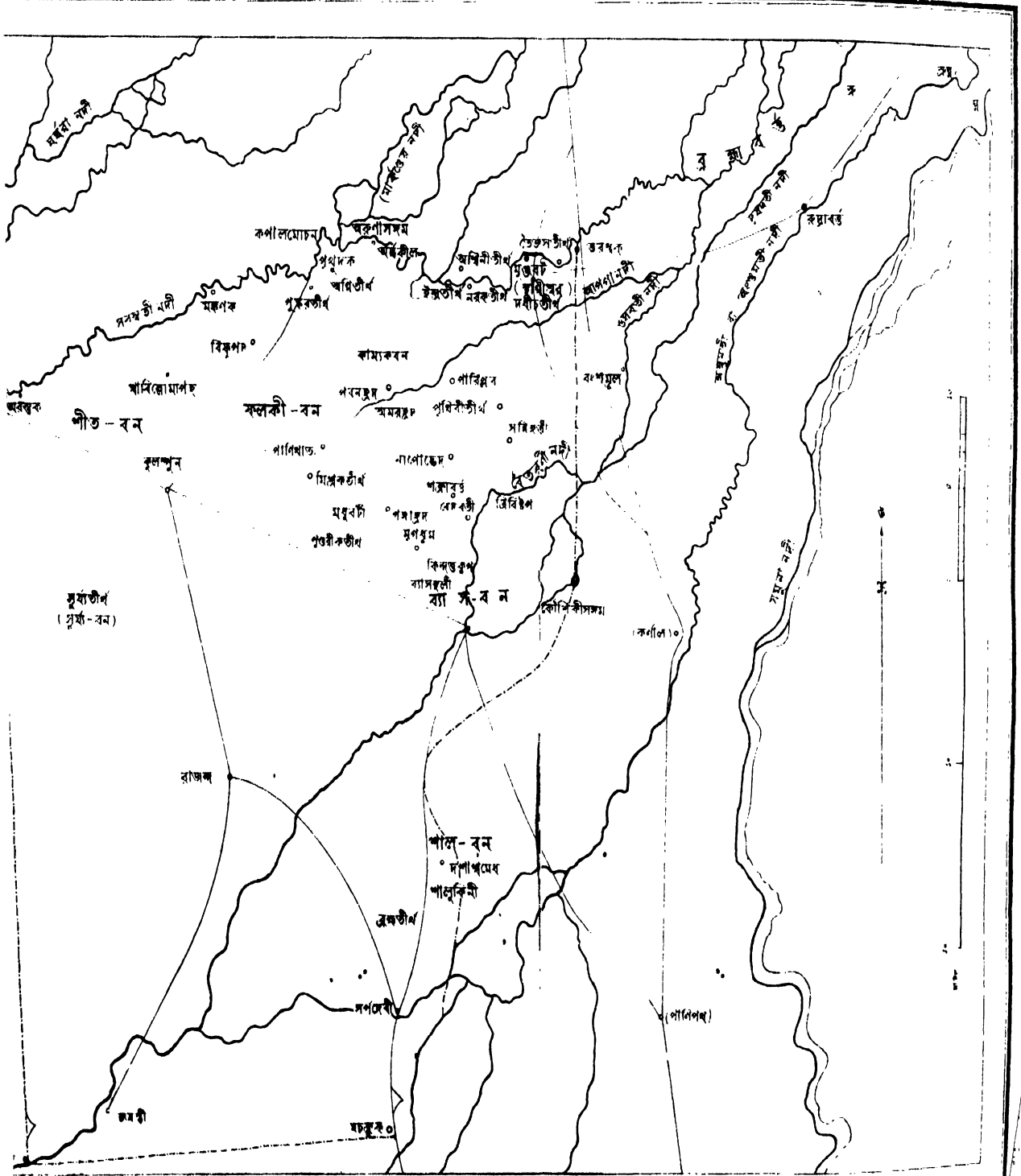
সংগ্রহ নামক ধর্ম্মশাস্ত্র-সঙ্ক
নারায়ণের কনিষ্ঠভ্রাতা, কৃষ
খ্যাত; কাশীবাসী একজন
বা গাদাধরীবিবৃতি, কেবলব্য
জাগদীশীতোষিণী, সিদ্ধান্তলক্ষ
চন্দ্রিকা, কৃষ্ণভট্টীয়, বাধপু
গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮ হো
ও দুষ্টদমন নামক সংস্কৃত
বংশীয় বিষ্ণুভট্টের পুত্র, গদা
পদার্থচন্দ্রিকাবিলাস, পদার্থ
যায়। পদার্থচন্দ্রিকায় ইনি
গ্রন্থের বিস্তর নিন্দা করিয়াছে

কৃষ্ণভট্টমৌনী—রঘুনাথভট্টের
ইহার প্রকৃত নাম জয়কৃষ্ণ,
কেবল 'কৃষ্ণ' বলিয়াই পরিচয়
লঘুকৌমুদীটীকা, বিভক্ত্যর্থ
তর্কামৃত, শব্দার্থসারমঞ্জরী,
বৈদিকপ্রক্রিয়ার সুবোধিনী
প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা কর

কৃষ্ণভস্ম [ন] (ক্লী) কৃষ্ণবর্ণভ
প্রণালী—একটী ধান্য পরি
সহিত একদিন পর্য্যন্ত মর্দ্দন
প্রস্তুত করিয়া তৈলকল্কদ্বারা
এরণ্ডতৈলে বার বার ভিজাই
পারদ রাখিতে হইবে। এক
আস্তে আঘাত করিলেই বর্ত্তি
ঘৃতপূর্ণ পাত্রে পতিত হইবে।

কৃষ্ণভূম (ত্রি) কৃষ্ণা ভূমি মৃ
কৃষ্ণবর্ণমৃত্তিকাযুক্তদেশ।

কৃষ্ণভূমি (স্ত্রী) কর্ম্মধা। স্বর্ণদি

কৃষ্ণভূমিজা (স্ত্রী) কৃষ্ণায়াংভূ
১ গোমূত্রিকা তৃণ। (ত্রি)

কৃষ্ণভেদা (স্ত্রী) কৃষ্ণবর্ণেন ভে
কটকী। পর্য্যায়—কট্বী, কটু
মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুল
রোহিণী, কটুরোহিণী।

কৃষ্ণভেদিকা (স্ত্রী) কটুকা,

কৃষ্ণভেদী (স্ত্রী) কৃষ্ণবর্ণেন ভে
গৌরাদিত্বাৎ বা ঙীষ্। কটুক

তেজ। ৪ দানববিশেষ। "সহস্রশাৎ কৃষ্ণমুষ্টিকৃষ্ণকেশৈব মহো-দরঃ।" হরিবংশ ২৪০ অঃ।

কৃষ্ণমুদগ (পুং) নিত্যকর্ম্মধা। কৃষ্ণমুগ, কালমুগ। পর্য্যায় বাসন্ত, মাধব, সুরাষ্ট্রজ। ভাবপ্রকাশমতে—ইহা ও দাহনাশক, মধুর, দীপন, লঘুপাক, পথ্য, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও অঙ্গপুষ্টিকারী। প্রাচীনকালে কেবল সুরাষ্ট্রদেশে বসন্তকালে কৃষ্ণমুগ উৎপন্ন হইত বলিয়া ইহার সুরাষ্ট্রজ ও বাসন্ত এই দুইটী নাম হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ও প্রায় সকল ঋতুতেই কৃষ্ণমুগ উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণমূলী (স্ত্রী) কৃষ্ণং মূলং যস্যাঃ বহুব্রী। সারিবাবিশেষ, শ্যামালতা। [সারিবা দেখ।]

কৃষ্ণমৃগ (পুং স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। কৃষ্ণসার, কালসার। "ঘ্নন্ কৃষ্ণমৃগাংশ্চৈব মেধ্যাদন্যান্ বনেচরান্" মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৫৩ অঃ।

কৃষ্ণমৃৎ, কৃষ্ণমৃত্তিকা (স্ত্রী) কর্ম্মধা। ১ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা, কালমাটি। পর্য্যায়—শ্লক্ষ্ণভূমি। রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার গুণ—ক্ষতস্থানের দাহ ও রক্তনাশক, প্রদরনাশকারী, শ্লেষ্মঘ্ন ও পিত্তঘ্ন।

কৃষ্ণমৃত্তিকা (পুং) কৃষ্ণা মৃত্তিকা ভূমির্যত্র বহুব্রী। ১ কৃষ্ণ-ভূমি। (হেমচন্দ্র)। (ত্রি) ২ কালমাটিযুক্ত।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদ দুইভাগে বিভক্ত কৃষ্ণ ও শুক্ল। কৃষ্ণ-যজুঃর অপর নাম তৈত্তিরীয়। [যজুর্ব্বেদ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কৃষ্ণযাম (ত্রি) কৃষ্ণোযামো গমনমার্গোযস্য বহুব্রী। যাহার গমনপথ কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণবর্ত্মা। "বৃশ্চদ্বনং কৃষ্ণযামং .রুশন্তম্" ঋক্ ৬।৬।১।'কৃষ্ণযামঃ কৃষ্ণবর্ত্মানং' সায়ণ।

কৃষ্ণযোনি (ত্রি) কৃষ্ণা মলিনা নিকৃষ্টা যোনিরুৎপত্তির্যস্য বহুব্রী। নিকৃষ্টজাতীয়, ছোটলোক।

"সবৃত্রহেন্দ্রঃ কৃষ্ণযোনীঃ পুরন্দরো দাসী বৈরয়দ্ধি"

ঋক্ ২।২০।৭। 'কৃষ্ণযোনী র্নিকষ্টজাতীঃ।' সায়ণ।

কৃষ্ণরক্ত (পুং) কৃষ্ণোরক্তঃ কর্ম্মধা। (বর্ণোবর্ণেন। পা ২।১।৬৯।) ১ নীলমিশ্রিত লোহিতবর্ণ, বেগুনীরঙ্। (ত্রি) ২ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট।

কৃষ্ণরস (পুং) কৃষ্ণঃ কৃষ্ণীভূতো রসঃ কর্ম্মধা। কাল পারদ-ভস্ম। প্রস্তুত করিবার প্রণালী—লৌহপাত্রে কিম্বা তাম্রপাত্রে ১ পল শোধিত গন্ধক রাখিয়া অল্প অগ্নিতে জাল দিবে। গন্ধক গলিয়া গেলে তাহাতে ৩ পল সংশোধিত পারদ দিয়া লৌহ-নির্ম্মিত হাতা দিয়া বার বার চালনা করিবে, অনন্তর গোময়ের উপর কদলীপত্র রাখিয়া তাহার উপরেও চালনা করিবে। এই প্রকারে গন্ধকের সহিত পারদ মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। (আত্রেয়সংহিতা।)

কৃষ্ণরাজ, দাক্ষিণাপথের একজন পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা। ইহার অপর নাম শুভতুঙ্গ ও বৈরমেঘ। ৭৫৩ হইতে ৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রসিদ্ধ জৈনগুরু অকলঙ্ক ও নিকলই ইহারই দুইপুত্র। ২ রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘ-বর্ষের পুত্র, অপর নাম অকালবর্ষ। ইনি কলচুরি-রাজ-বংশীয় কোক্কলের কন্যা মহাদেবীকে বিবাহ করেন। ৮৭৫ হইতে ৯১১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে রাজ্যারম্ভকাল। মতান্তরে ৯৪৫ হইতে ৯৫৭ খৃষ্টাব্দ রাজত্ব করেন। ৩ রাষ্ট্রকূটরাজ জগত্তুঙ্গের পুত্র। ৪ ওরঙ্গলের একজন গণপতি রাজা। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে ইহার পিতা প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু হইলে ইনি রাজা হন। এই সময়ে আলাউদ্দীন্ ওরঙ্গল আক্রমণ করেন। ৫ একজন মহারাষ্ট্রীয় রাজা। গোবিন্দের পুত্র ও রাঘবের পৌত্র, ইনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রদীপ নামে একখানি সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেন।

কৃষ্ণরাজ উদৈয়ার (সার্ব্বভৌম)—মহিস্থররাজ চামরাজ উদৈয়ারের পুত্র। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে চামরাজের মৃত্যু হইলে টিপু-সুলতান্ রাজবাটী লুট করিয়া রাজমহিলাদিগকে বন্দী করিয়া রাখেন। এই সময়ে তাঁহাদের সহিত চামরাজের একটী দুই বৎসরের শিশু ছিল, টিপু তাহা জানিতেন না। জানিলে বোধ হয়, তাহারও প্রাণ থাকিত না। সেই শিশুর নাম কৃষ্ণরাজ। টিপুর মৃত্যুর পরদিন পূর্ণিয়া নামে এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী তাঁহাকে লইয়া ইংরাজ-সেনাপতি হেরিসের তাঁবুতে উপস্থিত হন এবং রাজপুত্রই মহিস্থররাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় দেন। ইংরাজ-সেনাপতি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সেই তিন বর্ষীয় রাজকুমারকে রাজপদে ও পূর্ণিয়াকে তাঁহার মন্ত্রীপদে বরণ করেন। তৎপরে রাজকুমার, 'মহারাজ কৃষ্ণরায়ালু উদৈয়ার' নামে পরিচিত হন। মন্ত্রী পূর্ণিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন পরিবর্ত্তন করিয়া মহিস্থরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং টিপুসুলতানের বাটী ভাঙ্গিয়া তাহার মালমসলায় কৃষ্ণরাজের সুবৃহৎ রাজভবন নির্ম্মাণ করাইলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরাজ সাবালক হইয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। ইনি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক K.G.C.S.I. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৭২ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি পরলোক গমন করেন। ইহার সময় মন্ত্রিবর পূর্ণিয়ার সুশাসন-গুণে মহিস্থররাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। কৃষ্ণরাজের নামে তাঁহার আশ্রিত পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক কএকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। যথা—কৃষ্ণাষ্টক, গণপতি-

স্তোত্র, গণেশনবরত্নমালিকা, গ্রহণদর্পণ (জ্যোতিষ), চামুণ্ডালঘুনিঘণ্টু, চামুণ্ডানক্ষত্রমালিকা, দেবতানামকুসুমমঞ্জরী, রামকৃষ্ণস্তোত্র, শকপুরুষবিবরণ, শিবনক্ষত্রমালিকা, শিবমঙ্গলাষ্টক, শ্রীতত্ত্বনিধি, সংখ্যারত্নকোশ, সূর্য্যচন্দ্রস্তোত্র, সৌগন্ধিকাপরিণয় ইত্যাদি।

কৃষ্ণরাম, ১ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, অনুমানমণিদীধিতিপ্রসারিণী নামে নব্যন্যায়ের টীকা রচয়িতা। ২ একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত, ইনি উৎসর্গনির্ণয়, দানোদ্দ্যোত, প্রায়শ্চিত্তকুতূহল প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ৩ একজন স্মার্ত্তপণ্ডিত ও বিখ্যাত টীকাকার, ইনি কর্ম্মকালপ্রকাশিকা নামে ধর্ম্মশাস্ত্র, ছন্দঃসুধাকর, বৃত্তদীপিকা ও বৃত্তমুক্তাবলী নামে ছন্দোগ্রন্থ এবং ছন্দঃকৌস্তভটীকা, ছন্দোদীপিকাটীকা, ছন্দোমঞ্জরীটীকা, ভর্ত্তৃহরিশতকটীকা, রামার্য্যাটীকা, বৃত্তমুক্তাবলীটীকা, বৃত্তরত্নাকরটীকা প্রভৃতি রচনা করেন। ৪ শিশুহিতা নামে জ্যোতিঃসংগ্রহরচয়িতা, ১৭৯৮ শকে শিশুহিতা রচিত হয়। ৫ একজন গ্রন্থকার, ইনি শতরঞ্জিনীনামে সংস্কৃত ভাষায় একখানি দাবাখেলার পুস্তক রচনা করেন। ৬ একজন নব্য সংস্কৃত কবি। ইনি সারশতক, মুক্তকমুক্তাবলী ও জয়পুরবিলাসকাব্য প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণরাম (বসু), দয়ারামবসুর পুত্র। ইহাদের আদিনিবাস হুগলিজেলার অন্তর্গত তড়া। ১৬৫৫ শকে, (খৃঃ ১৭৩৩ অব্দের) ১১ই পৌষে কৃষ্ণরামের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দয়ারাম পারিবারিক মনস্তাপ পাইয়া তড়া পরিত্যাগ করিয়া বালিতে আসিয়া দিনকতক বাস করেন। কৃষ্ণরামের বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর। পিতা ম্রিয়মান থাকেন, তাঁহাকে অন্যমনস্ক ও শান্ত করিবার জন্য কৃষ্ণরাম সেই বয়সে পুরাণের গল্প শুনাইতেন। কখনও বা শাস্ত্রের শ্লোক ও ভাল ভাল কথা শুনাইতেন। এই সময় একজন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণরামকে দেখিয়া বলেন যে, বালকের শরীরের লক্ষণ বড় ভাল, বালক যে একজন বড় লোক হইবেন তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি কৃষ্ণরামকে শিষ্য করিতে চাহিলে দয়ারাম তাহাতে সম্মত হইলেন। কৃষ্ণরাম সন্ন্যাসীর মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণরাম পিতার নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া নিজে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বেশ লাভও হইতে লাগিল। একবার তিনি মফঃস্বলের লবণ একচেটিয়া করেন ও তাহা বিক্রয় করিয়া ৪০ হাজার টাকা লাভ করেন। এই টাকা লইয়া ব্যবসা বাড়াইয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া লইলেন। তাহার পর ব্যবসা বন্ধ করিয়া তাঁহার চাকরি করিতে ইচ্ছা হইল। ২০০০ টাকা বেতনে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হুগলির দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। এইজন্য ইহার নাম দেওয়ান কৃষ্ণরাম হইয়াছে। দুই বৎসর পরে চাকরি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাগবাজারে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যশোর, বীরভূম ও হুগলিজেলায় অনেকগুলি জমিদারী ক্রয় করেন। খৃঃ ১৮১১ অব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে কৃষ্ণরামের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণরাম দাতা বলিয়া বঙ্গদেশে বিখ্যাত। তাঁহার দানও অসামান্য ছিল। কথিত আছে, একবার একলক্ষ টাকার চাউল খরিদ করিয়াছিলেন। তাহার পর দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। মনে করিলে তাহা বিক্রয় করিয়া সেই সময় তিনি বিলক্ষণ লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সেই চাউল লইয়া অন্নসত্র খুলিলেন। তাহার এই আত্মত্যাগে চারিদিকে যশঃ ঘোষিত হইল।

বাটীতে দুর্গোৎসব-উপলক্ষে অনেক দান করিতেন। কথিত আছে, প্রতিমা-বিসর্জ্জন করিয়া গৃহে ফিরিবার সময় যে কেহ পূর্ণ ঘট দেখাইতে পারিত, তাহাকে তিনি টাকা দিতেন। এই জন্য গঙ্গাতীর হইতে ফিরিবার সময় পথের দুই পার্শ্বে শত শত লোক পূর্ণকলস লইয়া বসিয়া থাকিত।

ধর্ম্মপরায়ণ কৃষ্ণরামের অনেক কীর্ত্তি আছে। শ্রীরামপুরের নিকট মাহেশের রথ তাঁহারই কীর্ত্তি। যশোরের মদনগোপালজী ও বীরভূমে রাধাবল্লভজী স্থাপন করিয়া সেবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভূমি ও সেবায়েত ব্রাহ্মণের বৃত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। কাশীর নানাস্থানে শিবস্থাপন করেন। ভাগলপুরজেলার জাহাঙ্গিরা নামক স্থানে গঙ্গাগর্ভে একটী পাহাড়ের উপর মহাদেবের সুবৃহৎ মন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তড়া হইতে মথুরাবাটী পর্য্যন্ত একটি রাস্তা করিয়া দেন, তাহা কৃষ্ণজাঙ্গল বলিয়া বিখ্যাত। গয়ার রামশিলাপাহাড়ের সোপান করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারই অর্থব্যয়ে ও যত্নে যাত্রীগণের সুবিধার জন্য কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত প্রায় ২০ ক্রোশপথের দুইধারে আম্রবৃক্ষশ্রেণী রোপিত হয়। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জন্য তিনখানি রথ করিয়া দেন ও তাহার ব্যয়াদির জন্য পুরীর নিকট যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দিয়া রাখিয়াছেন। যাত্রীর সুবিধার জন্য পুরীর বাহিরে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করান। তাঁহার দুই পুত্র মদনগোপাল ও গুরুপ্রসাদ।

কৃষ্ণরামদাস, একজন বাঙ্গালী কবি। ইহার নিবাস নিমতা, ইনি জাতিতে কায়স্থ। ইহার পিতার নাম ভগবতীদাস, ইহার রচিত দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে। একখানির নাম

কালিকামঙ্গল, অপরখানির নাম রায়মঙ্গল। রায়মঙ্গলখানি খাসপুর পরগণায় বড়িশ্যা গ্রামে ১৬০৮ শকাব্দে রচিত হয়। একদিন কবি ঐ গ্রামে কোন কার্য্য উপলক্ষে গমন করেন, সেদিন সোমবার ভাদ্রমাস। এক গোপের গোশালাতে তাঁহার বাসা হয়। তিনি শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, যে বাঘে চড়িয়া এক জন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পরিচয় দিলেন যে "আমি দক্ষিণরায়। মাধবাচার্য্য আমার মঙ্গল-গীত রচনা করিয়াছে—কিন্তু সে গীত আমার মনোনীত হয় নাই। সে আমার মাহাত্ম্য জানে না। তাহার গায়নেরা ফাকুটী নাকুটী আর রঙ্গী ভঙ্গী করিয়া মউল্যা মলঙ্গীদিগকে ভুলাইয়া রাখে। অতএব তুমি 'রায়মঙ্গল' গান রচনা কর, যে তোমার গান না শুনিবে, আমার বাঘ তাহাকে সবংশে নিধন করিবে।" এই স্বপ্ন দেখিয়া কৃষ্ণরাম রায়-মঙ্গল লিখিলেন।

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরের গল্প লইয়া লিখিত, কিন্তু ইহাতে বর্দ্ধমানের নামও নাই, গন্ধও নাই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর লিখিত হইবার অনেক পূর্ব্বে কবি কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল লিখিত হইয়াছিল। পুস্তক দুইখানি পড়িলে অনেক সময় বোধ হয় ভারতচন্দ্র কৃষ্ণ-রামের সুরেই সুর বাঁধিয়াছেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্ব-বর্ত্তী কোন বিদ্যাসুন্দর-লেখকের নাম করেন নাই। কিন্তু বিদ্যাসুন্দর লইয়া ভারতচন্দ্রেরও পর যে বঙ্গদেশীয় কবি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তিনি স্বীয় গ্রন্থে কৃষ্ণরামের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই বঙ্গদেশীয় কবির নাম প্রাণরাম। তিনি বলেন—

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥"

কবিকৃষ্ণরামের জন্মভূমি নিমতা, ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ের বেলঘরিয়া ষ্টেসনের অর্দ্ধক্রোশ দূরে, তাঁহার ভিটা অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাঁহার বংশে কেহই নাই।

কৃষ্ণরামরায়, বর্দ্ধমানের একজন রাজা। কপূরবংশীয় ক্ষত্রিয় ধনশ্যামের উত্তরাধিকারী। ইনি নিজের নামে দিল্লীর বাদ-শাহের নিকট হইতে সনন্দ আনাইয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা হইতে রাজা উপাধি এই বংশে প্রথম আসিয়া থাকিবে। ১৬৯৬ খৃঃ অব্দে ইনি প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী চেতুয়ারাজ শোভাসিংহের রাজধানী আক্রমণ করেন। তালুকদার শোভাসিংহ রাজা কৃষ্ণরায়ের অত্যাচারণে বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহাচরণ করেন ও আফগান যোদ্ধা রহিমখাঁর সাহায্যে গুপ্তভাবে রাজবাটী আক্রমণ করিয়া রাজা কৃষ্ণরামের প্রাণ বিনাশ করেন। রাজপরিবারস্থ সকলেই কারারুদ্ধ হন। কেবল রাজপুত্র জগৎরাম ঢাকায় পলায়ন করিয়া রক্ষা পান। ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে, কৃষ্ণ-রামের পুত্র জগৎরাম স্ত্রীলোকের বেশে বর্দ্ধমান হইতে পলাইয়া আসিয়া কৃষ্ণনগরাধিপ রামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কৃষ্ণরায়, ১ দক্ষিণাপথের চেররাজ্যের একজন গঙ্গাবংশীয় রাজা, বীররায়ের পুত্র। ২ প্রসিদ্ধ বিজয়নগরের রাজা। [কৃষ্ণদেবরায় দেখ।] ৩ জাম্বুবতীকল্যাণ নামক সংস্কৃত-নাটক-রচয়িতা। ৪ সিদ্ধান্তসংগ্রহ নামক জ্যোতির্গ্রন্থপ্রণেতা।

কৃষ্ণরুহা (স্ত্রী) কৃষ্ণা সতী রোহতি কৃষ্ণ-রুহ-ক-টাপ্। জতুকালতা।

কৃষ্ণরূপ্য (ত্রি) কৃষ্ণস্য ভূতপূর্ব্বঃ কৃষ্ণ-রূপ্য। (ষষ্ঠ্যা রূপ্য চ। পা ৫।৩।৫৪।) কৃষ্ণের সম্বন্ধি কোন পদার্থ, যাহাতে কৃষ্ণের সম্বন্ধ ছিল কিন্তু এখন নাই, কৃষ্ণচর।

কৃষ্ণল (পুং) কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং লাতি। ১ গুঞ্জাবৃক্ষ। (শব্দচিন্তামণির মতে বৃক্ষ বুঝাইলে কৃষ্ণল শব্দ পুংলিঙ্গ, কিন্তু অমরকোষে বৃক্ষ বুঝাইতেও কৃষ্ণলা শব্দ নির্দ্দিষ্ট আছে।)

(ক্লী) ২ গুঞ্জাফল, কুঁচ। "দ্বে কৃষ্ণলে সমধৃতে বিজ্ঞেয়ো-রৌপ্যমাষকঃ।" মনু ৮।১৩৫।

কৃষ্ণলক (পুং) কৃষ্ণোঽপার্দ্ধেঽস্তি ~~কৃষ্ণ~~-লচ্ স্বার্থে কন্। ১ গুঞ্জা। ২ পরিমাণবিশেষ, একমাষার পাঁচভাগের এক ভাগ। "দশার্দ্ধগুঞ্জং প্রবদন্তি মাষং" লীলাবতী। পাঁচগুঞ্জায় এক মাষ হয়। "পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষঃ" মনু ৮।১৩৫।

কৃষ্ণলবণ (ক্লী) কৃষ্ণং লবণং কর্ম্মধা। সৌবর্চ্চলবণ, কালা-নূণ। পর্য্যায়—রুচক, অক্ষ, সৌবর্চ্চল।

কৃষ্ণলা (স্ত্রী) কৃষ্ণ-অস্ত্যর্থে লচ্ টাপ্। ১ গুঞ্জা। ২ শ্বেতগুঞ্জা। ৩ পরিমাণবিশেষ, চলিত কথায় 'রতি' বলে। পর্য্যায়—সাম্মুষ্ঠা, গুঞ্জা, রক্তিকা, কাকণন্তিকা, কাকাদনী, কাকতিক্তা, কাকজঙ্ঘা ও শিখণ্ডিনী। (রত্নমা)।

কৃষ্ণলোহ (ক্লী) নিত্যকর্ম্মধা। অয়স্কান্ত, চলিত কথায় কান্তি-লোহ বলে। "ত্রপুসীসতাম্ররজতকৃষ্ণলোহসুবর্ণানি লোহ-মলকেতি।" সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৬ অঃ।

কৃষ্ণলোহিত (পুং) কৃষ্ণঃ সন্ লোহিতঃ কর্ম্মধা। (বর্ণো বর্ণেন। পা ২।১।৬৯।) কৃষ্ণরক্ত, ধূম্রবর্ণ, বেগুণেরঙ্।

কৃষ্ণলৌহ (ক্লী) অয়স্কান্ত।

কৃষ্ণবক্ত্র (পুং) কৃষ্ণং বক্ত্রং যস্য বহুব্রী। বানর। কৃষ্ণবক্ত্র শব্দ জাতিবাচক হইলে ও সংযোগোপধ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হইবে। (স্ত্রী) বানরী।

কৃষ্ণবর্ণ (পুং) কৃষ্ণোবর্ণোঽস্য বহুব্রী। ১ রাহু। কৃষ্ণো ২গুহ্যোবর্ণঃ। ২.শূদ্র। কর্ম্মধা। ৩ কালবর্ণ। (ত্রি) ৪ কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" ভাগবত।

কৃষ্ণবর্তনি (ত্রি) কৃষ্ণো বর্তনির্ম্মার্গো যস্য বহুব্রী। কৃষ্ণমার্গ যাহার গমন পথ কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নি।

"পাবকং কৃষ্ণবর্তনিং বিহায়সম্" ঋক্ ৮।২৩।১৯।
'কৃষ্ণবর্ত্তনিং বর্তনির্ম্মার্গঃ কৃষ্ণমার্গং।' সায়ণ।

কৃষ্ণবর্ত্মা [ন্] (পুং) কৃষ্ণং বর্ত্ম ধূমপ্রসাররূপগতিস্থানং যস্য বহুব্রী। ১ অগ্নি। "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে। (মনু ২।৯৪।) ২ চিত্রকবৃক্ষ। ৩ রাহুগ্রহ। কৃষ্ণং অপকৃষ্টং বর্ত্ম আচরণং যস্য বহুব্রী (ত্রি) ৪ কুৎসিত কর্ম্মকারক। কৃষ্ণএব বর্ত্ম (ক্লী) ৫ কৃষ্ণস্বরূপ গতি।

"কৃষ্ণবর্ত্মনিগুণান্ গণয়ন্তী জীবনেষু লঘয়ন্ত্যনুরাগম্।
আগতা বত জরেব হিমানী সেব্যতাং সুরতরঙ্গিণী" উদ্ভট।

কৃষ্ণবর্ম্মা, ১ দেবগিরির একজন কাদম্বরাজ। ইহার ভগিনীকে গঙ্গাবংশীয় ২য় মাধবরাজ বিবাহ করেন। ২ দক্ষিণাপথের গঙ্গাবংশীয় রাজা, বিষ্ণুগোপবর্ম্মার পুত্র, দলবনপুরে অভিষিক্ত হন।

কৃষ্ণবর্বর (পুং) নিত্যকর্ম্মধা। বর্বরবৃক্ষবিশেষ। কালতুলসী।

কৃষ্ণবল্লিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণা বল্লিকা কর্ম্মধা। মালবদেশোৎপন্ন জতুকালতা। (রাজনি॰)

কৃষ্ণবল্লী (স্ত্রী) কৃষ্ণা বল্লী কর্ম্মধা। ১ কৃষ্ণতুলসী। ২ কর্কটী। (শব্দচিন্তামণি।) ৩ শারিবাবিশেষ, শ্যামালতা। (রাজনি॰।)

কৃষ্ণবানর (পুং) নিত্যকর্ম্মধা। ১ বানরবিশেষ, কালবানর। পর্য্যায়—গোলাঙ্গূল, গৌরাস্য, কপি, কৃষ্ণমুখ। (রাজনি॰।) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

কৃষ্ণবিষাণা (স্ত্রী) বিষাণমস্যা অস্তি বিষাণ-অর্শাদিত্বাদচ্ বিষাণা বিষাণযুক্তা কৃষ্ণস্য কৃষ্ণসারমৃগস্য বিষাণা ৬তৎ। যজ্ঞে দীক্ষিত যজমানের কণ্ডূয়ন জন্য কৃষ্ণসারের শৃঙ্গনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"কৃষ্ণবিষাণাং ত্রিবলিং পঞ্চবলিং বোত্তানাং দশায়াংবধ্নীত।"

তিনটী কিম্বা পাঁচটী গ্রন্থিযুক্ত কৃষ্ণবিষাণা ঊর্দ্ধমুখী করিয়া বস্ত্রের প্রান্তদেশে বন্ধন করিবে। পরিশিষ্টকার মতে কৃষ্ণবিষাণাটী এক প্রাদেশ প্রমাণ ও দক্ষিণাবর্তে বন্ধন করিতে হয়।

'ত্রিবলিঃ পঞ্চবলির্বাদক্ষিণাবৃদুত্তবতি। সব্যাবৃদিত্যেকে।' (কর্ক)

"তয়া কণ্ডূয়নং" (কাত্যায়নশ্রৌ॰ ৩০ সূত্র)। 'দীক্ষিতেন কর্ত্তব্যম্' (কর্ক)

তিনটী অথবা পাঁচটী গ্রন্থিযুক্তা কৃষ্ণবিষাণা দক্ষিণাবর্ত্তে বন্ধন করিতে হয়। কেহ কেহ বামাবর্ত্তে বন্ধন করিবার বিধানও করিয়াছেন। যজ্ঞে দীক্ষিত (যজমান) সেই কৃষ্ণবিষাণা দ্বারা কণ্ডূয়ন করিবে।

কৃষ্ণোমৃগো বিষাণং যোনির্যস্যাঃ বহুব্রী। ২ দীক্ষিত যজমানের ধারণীয় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম।

"যজ্ঞোসি কৃষ্ণঃ স যজ্ঞস্তৎকৃষ্ণাজিনং যা সা যোনিঃ সাকৃষ্ণবিষাণা।" শতপথব্রাহ্মণ ৩।২।১।২৮।

এইস্থলে যজ্ঞশব্দের অর্থ কৃষ্ণসারমৃগ এবং কৃষ্ণবিষাণা শব্দে কৃষ্ণাজিনের উল্লেখ করা হইয়াছে, কৃষ্ণমৃগ চর্ম্মের উৎপত্তি স্থান বলিয়া কৃষ্ণাজিনকে কৃষ্ণবিষাণা বলে।

কৃষ্ণবীজ (ক্লী) কৃষ্ণং বীজং যস্য বহুব্রী। ১ কালিঙ্গ, তরমুজ। পর্য্যায়—কালিন্দ, সুবর্ত্তুল। ইহার গুণ—গ্রাহী, শুক্রহানিকারক, শীতল, গুরুপাক, উষ্ণ, ক্ষারযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক এবং বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক। (ভাবপ্রকাশ) [তরমুজ দেখ।] কৃষ্ণং উগ্রং বীজং যস্য বহুব্রী। (পুং) ২ রক্তশিগ্রুবৃক্ষ। লাল সজনে গাছ।

কৃষ্ণবৃন্তা, (স্ত্রী) কৃষ্ণং বৃন্তং যস্য বহুব্রী। ১ পাটলাবৃক্ষ, পারুল। পর্য্যায়—পাটলি, পাটলা, মোঘা, মধুদূতী, কলেরুহা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী, অলিবল্লভা, তাম্রপুষ্পী। (ভাবপ্রকাশ) ২ মাষপর্ণী, মাষাণী। পর্য্যায়—সিংহপুচ্ছী, ঋষিপ্রোক্তা, মাষপর্ণা, মহাসহা, কাম্বোজী, পাণ্ডুলোমশপর্ণিনী। ৩ গাম্ভারীবৃক্ষ, গামীর। পর্য্যায়—গাম্ভারী. ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মরী, কাশ্মীরী, হীরা, পীতরোহিণী, মধুরসা, মহাকুসুমিকা। (ভাবপ্রকাশ।)

কৃষ্ণবৃন্তিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণবৃন্তা-কন্ অতইত্বং। ১ গাম্ভারীবৃক্ষ। ২ পেটিকাবৃক্ষ, পেটারী। ৩ মাষপর্ণী।

কৃষ্ণবেণা (স্ত্রী) দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ নদীবিশেষ। এই নদী হইতে দেবহ্রদ ও জাতিস্মরহ্রদ নামে দুইটী হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম কৃষ্ণা। ভারত, বনপর্ব্ব ৮৫।

"সুবেণাং কৃষ্ণবেণাঞ্চ ইরামাঞ্চ মহানদীং" ভারত বন ১৮৮।

কৃষ্ণবেণী (স্ত্রী) কৃষ্ণবেণা নদী। সহ্যপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে।

"গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যাদিকা তথা।" বিষ্ণুপু॰ ২।৩।১২।

এই নদীই মহাভারতে কৃষ্ণবেণা এবং হরিবংশে কৃষ্ণবেণ্ণা নামে উল্লেখিত হইয়াছে। "যমুনাচৈব কাবেরী কৃষ্ণবেণ্ণা তথৈবচ।" (হরিবংশ ২৩৭। ৪১।) [কৃষ্ণানদী দেখ।]

কৃষ্ণবেত্র (স্ত্রী) কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং বেত্রং কর্ম্মধা। ১ কালবেত। ২ কালিয়ালতা।

কৃষ্ণবেল্লূর, দক্ষিণাপথের একটী জনপদ। (বৃহৎসংহিতা ১৪।১৯) [বেল্লূর দেখ।]

কৃষ্ণব্যথিঃ [স্] (ত্রি) কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং ব্যথিঃ পীড়কং কণ্টকাদিকং প্রাপ্তং যেন বহ্ব্রী। "কৃষ্ণব্যথিরস্বদয়ন্নভূম।" (ঋক্ ২।৪।৭।) 'কৃষ্ণব্যথিঃ কৃষ্ণবর্ণং প্রাপ্তা দগ্ধা ব্যথকয়া কণ্টকাদয়ঃ যেন।' সায়ণ।

কৃষ্ণব্রীহি (পুং) নিত্যকর্ম্মধা। ধান্যবিশেষ, চলিতভাষায় কোনস্থানে কালধান ও কোনস্থানে আউসকেলে বলে। ইহার গুণ—কষায় রস ও লঘুপাক। "কৃষ্ণব্রীহীণাং নখনির্ভিন্নানাং।" কাত্যায়নশ্রৌ° ১৫।৩।১৪।

কৃষ্ণশ (স্ত্রী) কৃষ্ণদশ পৃষোদরাদিত্বাদ্ দকারলোপে সাধু। কৃষ্ণবর্ণদশাযুক্ত বস্ত্র। "বাসং কৃষ্ণশং কদ্রু অকৃষ্ণং কৃষ্ণদশংবা তদাখ্যং।" কাত্যায়ন ২২।৪।১২।

কৃষ্ণশকুনি (পুং স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। কাক।
'স্ত্রীশূদ্রশব-কৃষ্ণশকুনি-শুনকাদর্শনম্।" পারস্করগৃহ্য।

কৃষ্ণশণ (পুং) শণবৃক্ষবিশেষ, যাহার পুষ্প কৃষ্ণবর্ণ।

কৃষ্ণশঙ্করশর্ম্মা, একজন রাজা, কবি রাজশেখরের সমসাময়িক।

কৃষ্ণশর্ম্মা, পদমঞ্জরী নামক সংস্কৃত পদ্যরচয়িতা। এই গ্রন্থে কৃষ্ণ ও গোপীগণের প্রশংসাবাদ আছে।

কৃষ্ণশার (পুং) কৃষ্ণশ্চ শারঃ শবলশ্চ। কৃষ্ণসারমৃগ। "কৃষ্ণশারে দদচ্চক্ষুঃ" শাকুন্তল।

কৃষ্ণশালি (পুং) কর্ম্মধা। কালধান। পর্য্যায়—কালশালি, শ্যামশালি, সিতেতর। ইহার গুণ —ত্রিদোষ ও দাহনাশক, মধুর, পুষ্টি ও বীর্য্যবর্দ্ধক, বর্ণকান্তি ও বলকারক। (রাজনির্ঘণ্ট।)

কৃষ্ণশিগ্রু (পুং) কর্ম্মধা। কৃষ্ণশোভাঞ্জন, কালসজনা।

কৃষ্ণশিম্বিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণা কৃষ্ণবর্ণা শিম্বিকা, কুৎসিতা। শিম্বিকা বা। কর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ শিম্বী, কালশিম। তৎপর্য্যায়—কাকাণ্ডী।

কৃষ্ণশৃঙ্গ (পুং স্ত্রী) কৃষ্ণং শৃঙ্গমস্য। মহিষ।

কৃষ্ণশেষ, স্ফোটতত্ত্ব নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

কৃষ্ণসখ (পুং) কৃষ্ণস্য সখা টচ্। (রাজাহসখিভ্যষ্টচ্। পা ৮।৪।৯১।) ৬তৎ ১ মধ্যমপাণ্ডব, অর্জ্জুন। ২ অর্জ্জুনবৃক্ষ। (স্ত্রী) ৩ কৃষ্ণজীরা।

কৃষ্ণসমুদ্ভবা (স্ত্রী) কৃষ্ণা সতী সমুদ্ভবতি সং-ভূ-অচ্। ১ কৃষ্ণগঙ্গা, কৃষ্ণানদী। কৃষ্ণঃ সমুদ্ভবো যস্য বহুব্রী। ২ কৃষ্ণপুত্র কামদেব প্রভৃতি।

কৃষ্ণসর্প (পুং স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। ১ কৃষ্ণবর্ণ সর্প, কেউটিয়া। [কেউটিয়া দেখ।] "আশীবিষৈঃ কৃষ্ণসর্পৈঃ সুপ্তং চৈনমদংশয়ৎ।" ভারত আদি ৬১ অঃ। কৃষ্ণসর্প শব্দ সংযোগোপধ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হইবে। (স্ত্রী) ২ বসন্তকালীয় শস্যবিশেষ। "বসন্তে কৃষ্ণসর্পাখ্যা গোনসী চ প্রদৃশ্যতে।" সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৩০ অঃ।

কৃষ্ণসর্ষপ (পুং স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। কালসর্ষপ। রাইসরিষা। (রাজনি°)। পর্য্যায়—ক্ষব, ক্ষতাভিজনক, কৃমিকৃৎ। ইহার গুণ—অতিশয় কটু। (ভাবপ্রকাশ)।

কৃষ্ণসার (পুং) কৃষ্ণশ্চ সারঃ শবলশ্চ কর্ম্মধা। ১ হরিণভেদ, কালসার।

"কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞীয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ।" মনু ২।২৩।

পর্য্যায়—কৃষ্ণশার। কৃষ্ণসারঙ্গ। (রাজবল্লভ)। কৃষ্ণমৃগ কালসার, কালা-হরিণ প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই হরিণ চট্টগ্রামে শ্রীহট্টের পর্ব্বতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মলয় ও সুমাত্রাদ্বীপে ইহাদের দল আছে। মলয়বাসীরা ইহাদিগকে "কৃষো ইতাম্" বলিয়া থাকে। অন্যান্য হরিণ অপেক্ষা কৃষ্ণসারের আকৃতি কিছু বড়। রং অনেকটা কাল। জন্মিবার দুইবৎসরের মধ্যে ইহাদের চিবুকে ও গলদেশে লম্বা লম্বা লোম দেখা দেয়। অন্যান্য হরিণের সেরূপ দেখা যায় না। অশ্বের সহিত ইহাদের কতক সাদৃশ্য আছে বলিয়া গ্রীকপণ্ডিত আরিস্ততল ইহাকে 'হিপিলেফাস্' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কাণের কাছে ও লাঙ্গুলে অন্যান্য হরিণ অপেক্ষা লোম কিছু অধিক। কৃষ্ণসারের পুরুষজাতির শৃঙ্গ থাকে, স্ত্রীজাতির থাকে না। মাদিকৃষ্ণসারের গলায় লোম অপেক্ষাকৃত ছোট। সময়ে সময়ে অন্যান্য হরিণের মত ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়; আবার কোন কোন সময়ে বয়সকাল অনুসারে ইহারা জোড়া জোড়া থাকে। স্থানবিশেষে ইহাদের আকৃতিবৈলক্ষণ্য হয়। যেখানে প্রচুর আহারীয় পায় অথচ ব্যাঘ্রাদির ভয় নাই, সেখানে ইহাদের আকৃতি অপেক্ষাকৃত বড় হয়। যেখানে আহারের সামগ্রী প্রচুর নহে, অথচ হিংস্র জন্তুর ভয়, সেখানে ইহাদের আকার প্রায়ই ছোট হইয়া থাকে। বোর্ণিও ও যবদ্বীপেও কৃষ্ণসার দেখা যায়। বৈদ্যকমতে ইহার মাংসের গুণ—গ্রাহী, রুচিকর, বলকর ও অগ্নিনাশক। ২ জুহিবৃক্ষ। ৩ শিংশপাবৃক্ষ। ৪ খদিরবৃক্ষ।

কৃষ্ণসারঙ্গ (পুং) কৃষ্ণঃ সারঙ্গো মৃগঃ কর্ম্মধা। ১ হরিণভেদ, কৃষ্ণসার। "কৃষ্ণসারঙ্গং মেধ্যমভাবে লোহিতসারঙ্গম্"

(কাত্যায়নশ্রৌ'। ৭।১।২১।) 'কৃষ্ণঃ শ্যামঃ সারঙ্গঃ সারঙ্গবর্ণানুবিদ্ধঃ' কর্কাচার্য্য।

কৃষ্ণসারথি (পুং) কৃষ্ণঃ সারথির্যস্য বহুব্রী। ১ মধ্যমপাণ্ডব, অর্জ্জুন। ভারতীয় মহাযুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রার্থনা অনুসারে কৃষ্ণ তাঁহার সারথ্য স্বীকার করেন। ২ অর্জ্জুনবৃক্ষ।

কৃষ্ণসারা (স্ত্রী) শিংশপাবৃক্ষ, শিশুগাছ।

কৃষ্ণসারিবা (স্ত্রী) শ্যামালতা। (সুশ্রুত।)

কৃষ্ণসিংহ, কৃষ্ণগড়ের একজন কচ্ছবহ রাজা, সূর্য্যসিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইনি সূর্য্যসিংহ কর্ত্তৃক ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর কৃষ্ণসিংহের ভগিনীকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে সম্রাট্ শাহজহানের জন্ম হয়।

কৃষ্ণসীতা (ত্রি) কৃষ্ণমার্গ, যাহার গমনপথ কৃষ্ণবর্ণ। "মুমুক্ষো মনবে মানবস্যতে রঘুদ্রুবঃ কৃষ্ণসীতাস উ জুবঃ।" ঋক্ ১।১৪০।৪। 'কৃষ্ণসীতাসঃ কৃষ্ণমার্গাঃ'। সায়ণ।

কৃষ্ণসুন্দর (পুং) কৃষ্ণবর্ণোঽপি সুন্দরঃ। যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও সুন্দর, শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণস্কন্ধ (পুং) কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ স্কন্ধোযস্য বহুব্রী। তমালবৃক্ষ।

কৃষ্ণস্বসা (স্ব)(স্ত্রী) কৃষ্ণস্য স্বসা ভগিনী ৬তৎ। দুর্গা। (ভবানী কৃষ্ণমৈনাকস্বসা মেনাদ্রিজেশ্বরা। হেম ২।১১৮)

কৃষ্ণা (স্ত্রী) কৃবের্ণক্ পত্বং ততষ্টাপ্। ১ দ্রৌপদী, পঞ্চপাণ্ডবমহিষী।
"কৃষ্ণেত্যেবাব্রুবন্ কৃষ্ণাভূৎ সাপিবর্ণতঃ।
তথা তন্মিথুনং যজ্ঞে দ্রুপদস্য মহামখে।" ভারত আদি ১৬৮।৪৪
[দ্রৌপদী দেখ।] ২ পুরাণোক্ত এক নদী। [কৃষ্ণানদী দেখ।]
৩ নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। ৪ দ্রাক্ষা, কিস্‌মিস্। ৫ নীল পুনর্ণবা। ৬ কৃষ্ণজীরক, কেলেজীরে। ৭ গাম্ভারী। ৮ কটুকী। ৯ সারিবা। ১০ রাজসর্ষপ। ১১ শ্যামা পক্ষী। ১২ পর্পটী, উত্তরদেশে পপরী বলে। (ভাবপ্রকাশ।) ১৩ কাকোলী। ১৪ সোমরাজী। ১৫ বিষযুক্তজলৌকা, জোঁকবিশেষ। ইহার আকৃতি অঞ্জনচূর্ণের ন্যায়, শরীরে স্থূল শিরাও লক্ষিত হয়। (সুশ্রুত।) ১৬ মান্দ্রাজপ্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা' ১৫°৩৫´ ও ১৭°১০´ উঃ, দ্রাঘি' ৭৯°১৪´ ও ৮১°৩৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোদাবরীজেলা, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে নেল্লূর, পশ্চিমে নিজামের রাজ্য ও কর্ণূল। গণ্টূর ও মসলিপত্তন এই দুইটী কালেক্টরি বিভাগ লইয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণা নামে এই স্বতন্ত্র জেলা স্থাপিত হইয়াছে। জেলার রাজস্ববিভাগ এখন মসলিপত্তনে ও বিষয়বিভাগ গণ্টূরে আছে। জেলার ভূপরিমাণ ৮০৩৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১৪৫২৩৭৩ হইবে। কৃষ্ণাজেলা সাধারণতঃ সমতল। মধ্যে মধ্যে বিষহুণ্ডা, কোণ্ডবীড়ু, কোণ্ডাপল্লী, জমলবৈদুর্গ নামক কএকটী ছোট ছোট পাহাড় আছে। কৃষ্ণানদী ইহার মধ্যে প্রবাহিত। এতদ্ব্যতীত মুন্যেয়েরু, পলেরু, নগুলেরু নামক আরও কয়েকটী ছোট নদী আছে। কোলায় নামক একটী হ্রদও ইহার মধ্যে অবস্থিত, উহা দৈর্ঘ্যে ১০॥ ক্রোশ ও প্রস্থে ৭ ক্রোশ। এই জেলায় লৌহ ও তাম্রের খনি ছিল। তাম্রও প্রস্তুত করা হইত। কিন্তু এক্ষণে আর সে সকল নাই। হীরকের খনি আছে। অন্যান্য প্রস্তর এখনও পাওয়া যায়। বন বড় অধিক নাই। যাহা আছে, তাহাতে ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, কৃষ্ণসার, চিত্রমৃগ প্রভৃতি দেখা যায়। বিষধর সর্পও অনেক আছে।

এই জেলার অন্তর্গত ধরণীকোটা ও অমরাবতী নগর অতি প্রাচীন। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের সময়েও ইহাদের সমৃদ্ধি ছিল। এখানকার নগরে পূর্ব্বে চালুক্যবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তাহার পর গণপতিবংশ আসেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে রেড্ডিরাজগণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া বিষকুণ্ডা, কোণ্ডবীড়ু ও কোণ্ডাপল্লী নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয়নগর-রাজবংশীয় দেবরায় এই প্রদেশ অধিকার করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। তাহাদিগকেও অধিকদিন রাজ্য-ভোগ করিতে হয় নাই। খৃষ্টাব্দ ১৪৮৩ হইতে ১৪৮৬ অব্দের মধ্যে বাহ্মণী-রাজ্যের রাজা ২য় মুহম্মদ ইহা নিজ অধিকার-ভুক্ত করিয়া লন। অল্পদিন পরেই বাহ্মণীরাজের উচ্ছেদ হইলে ১৫১২ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার রাজা কুলিকুতুব শাহ এই জেলার মস্‌লিপত্তন-বিভাগ অধিকার করিয়া লইলেন। বাকি অংশ তখন নরসিংহদেবরায়ের অধিকারে ছিল। [কৃষ্ণদেবরায় দেখ।] ১৬০০ খৃষ্টাব্দে কুতুবের প্রপৌত্র তাহাও অধিকার করিয়া লন, কিন্তু ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব তখনকার রাজা তনিশাকে পদচ্যুত করিয়া রাজ্যটী নিজ অধিকারভুক্ত করেন। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা মসলিপত্তনে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসা করিতে থাকেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা ইংরাজের নিকট হইতে অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ৯ বৎসর পরে কর্ণেল ফোর্ড সসৈন্যে আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া আবার ইংরাজাধিকার স্থাপন করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লির বাদসাহ ইংরাজদিগকে একটী সনন্দ দেন। পর বৎসর নিজামের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজের অধিকার ক্রমে দৃঢ় হইয়া উঠে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-কোম্পানী এ প্রদেশের সকল ভার নিজে গ্রহণ করেন।

তৈলঙ্গী ভাষা এদেশে অধিক প্রচলিত। অধিবাসীরা অধিকাংশই দরিদ্র। অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী লোকের রাস্তী-

গুলি ইষ্টকনির্ম্মিত। অবশিষ্ট সমস্ত মৃত্তিকাগঠিত। লোক-সংখ্যা প্রায় ১৪৫২৩৭৪। তন্মধ্যে ১৩৭৩০৫৯ হিন্দু, ৭৮৯৩৭ মুসলমান। মস্‌লিপত্তন, গণ্টূর, বেজবাড়া, জগ্গয্যপেট, চিরালা, বাপটলা, বিমুকুণ্ডা, দাচেপল্লি, ও গুদিবদা এই কএকটী প্রধান নগর।

কৃষ্ণানদী যে স্থানে সমুদ্রে পড়িয়াছে, সেখানে একটি বদ্বীপ হইয়াছে, ইহার পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। চাউল ইহাদের প্রধান আহারীয়। অন্যান্যস্থানের মধ্যবিত্ত অধিবাসীরাই চাউল ব্যবহার করে। কৃষ্ণাজেলায় ধান্য যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত গম, বুটা, রাগি, দাল, পাট, শোণ, তুলা, তামাক, তিল, সরিসা, লঙ্কা, হলুদ, নীল প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলও নানাবিধ জন্মিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে যে শস্য বপন করা যায় ও ভাদ্রআশ্বিন মাসে কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে এ প্রদেশে 'পুনশা' (অর্থাৎ আশু), শ্রাবণভাদ্রে যাহা বপন করা হয় ও অগ্রহায়ণপৌষমাসে তুলিয়া লওয়া হয়, তাহাকে 'পেদ্দা' (অর্থাৎ হৈমন্তিক) ও যে শস্য অগ্রহায়ণপৌষ মাসে বোনা হয় ও ফাল্গুনচৈত্র মাসে তুলিয়া লওয়া হয়, তাহাকে 'পৈরা' (অর্থাৎ নাবি) বলিয়া থাকে। যে জমিতে ধান্য উৎপন্ন হয় তাহাকে 'রেগ্গর' বলিয়া থাকে। দ্বীপের নিকটস্থ প্রদেশ কৃষ্ণানদীর জলেই আবাদ হয়। এক্ষণে বেজবাড়া নামক স্থানে একটী আনিকট প্রস্তুত করিয়া খাল কাটাইয়া কৃষ্ণার জল চারিদিকে দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গোদাবরীর জলেও অনেক স্থানে চাষ হইয়া থাকে। এখানে মজুরির মূল্য অনেক কম।

কৃষ্ণাজেলার কার্পাসবস্ত্র-বয়ন করাই অনেকের উপ-জীবিকা। অনেক স্থানে সূতা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হয়, জগ্গয্যপেট ও অন্যান্য স্থানে রেসমও প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁসা-পিত্তলের বাসনাদিও নানাস্থানে প্রস্তুত হয়। এখান হইতে নীল ও তুলা অধিক রপ্তানি হইয়া থাকে। মস্‌লিপত্তনে ভাল বন্দর নাই বলিয়া কোকনদ দিয়া দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়।

মস্‌লিপত্তন হইতে হায়দ্রাবাদ, পল্লনাদ হইতে গণ্টূর ও বেজবাড়া, তথা হইতে ভদ্রাচল, নেল্লূর হইতে পণ্ডগলা এবং তথা হইতে হায়দ্রাবাদ পর্য্যন্ত কএকটী বড় বড় রাস্তা আছে। বেজবাড়া হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত জলপথে যাওয়া যায়।

কথিত আছে, ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৩২।৩৩ খৃঃ যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। দুই বৎসর বর্ষা হয় নাই। দ্রব্যাদি দুর্মূল্য হইয়া উঠে। সে সময়ে পূর্ত্তকার্য্য আরম্ভ হয়, কিন্তু লোক খাটিতে অক্ষম বলিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। ১৭৬২, ১৮৪৩ ও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রবল ঝড় হওয়ায় সমুদ্রের জল আসিয়া মস্‌লিপত্তন প্লাবিত করে। সেই সময়ে এক একবারে ২০।৩০ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছিল।

মুসলমানদিগের আমলে এ প্রদেশে জমিদারীপ্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রামের খাজানা আদায়ের ভার জমিদারের উপর অর্পিত হয়। একজন জমিদার হইলে, তাহার পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিতে পারিত, ক্রমে এই জমিদারদিগের ক্ষমতা বাড়িয়া উঠে। শেষ তাঁহারা খাজানা দেওয়া এক প্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন কর্ণেল ফোর্ড মস্‌লিপত্তন অধিকার করেন, তখন নিজাম বলিয়াছিলেন যে সরকারপ্রদেশ হইতে তিনি কিছুই পান না, সুতরাং ইংরাজদিগকে অর্পণ করিতে তাহার কোন ক্ষতিই নাই। যখন কৃষ্ণাজেলা ইংরাজের অধিকারে আসিল, তখন হাবেলি ও জমিদারী নামক দুই প্রকার জমির বন্দোবস্ত ছিল। গবর্ণমেণ্ট যে সকল জমি নিজে বিলি করিতেন, তাহাকে হাবেলি বলিত। ইহা কালেক্টরের অধীন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে জমিদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। হাবেলি বন্দোবস্তে খাজনা আদায়ের বেশ সুবিধা ছিল। কিন্তু তাহাতে জমিদারেরা যথাসময়ে খাজনা দিতে না পারায়, অনেক জমি-দারী নিলামে বিক্রয় হইতে লাগিল এবং গবর্ণমেণ্ট নিজে কিনিয়া লইয়া খাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে জমিদারীপ্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখন সমস্তই প্রায় 'রায়ৎবারী' বন্দোবস্ত চলিতেছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কোন্ জমিতে কত উৎপন্ন হয়, তাহার তদারক আরম্ভ করিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই তদন্ত শেষ হয়। তদন্তের পর ৩০ বৎসরের জন্য খাজনায় মিরিখ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। কৃষ্ণাজেলায় এখন ১১টী তালুক ও দুইটী মাত্র জমিদারী আছে। একজন কালেক্টর ও ৪ জন সহকারী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই জেলায় ২টী জেল, কয়েকটী দেশীয় ও ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

কৃষ্ণাগুরু (ক্লী) কৃষ্ণং অগুরু কর্ম্মধা। কাল অগুরু, কালবর্ণ সুগন্ধিকাষ্ঠবিশেষ। পর্য্যায়—গৃহ্ণার, বিশ্বরূপক, শীর্ষ, কালা-গুরু, কেত্র, বস্নুক, কৃষ্ণকাষ্ঠ, ধূপার্হ, বস্নর, মিশ্রবর্ণ, গন্ধ। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, লেপনে শীতল, পানে পিত্ত-নাশক। কাহারও মতে ত্রিদোষঘ্ন। (রাজনির্ঘণ্ট।) [অগুরু দেখ।]

কৃষ্ণাচল (পুং) কৃষ্ণস্ত প্রিয়োঽচলঃ। মধ্যলো। ১ রৈবতক

পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের নিকটে দ্বারিকাপুরী এবং এই পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থান। কৃষ্ণোঽচলঃ কর্ম্মধা। ২ নীলগিরি।

কৃষ্ণাচার্য্য, নৃসিংহাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র, ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন, রামরাজের আদেশ সূত্রবৃত্তি প্রকাশ করেন, ইহার পুত্র নৃসিংহাচার্য্য ও রামচন্দ্রচার্য্য। (প্রক্রিয়াকৌমুদীপ্রসাদ।) ২ অপর নাম বিদ্যানিধিতীর্থ, ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। ৩ সত্যবরতীর্থ নামে পরে বিখ্যাত হন, মৃত্যুকাল ১৭৯৮ খৃঃ।

কৃষ্ণাজিন (ক্লী) কৃষ্ণস্য কৃষ্ণসারমৃগস্য অজিনম্। ৬তৎ। ১ কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম। "কৃষ্ণাজিনং চোলূখলমূষলে" শতপথব্রাহ্মণ ১।১।১।২২। কৃষ্ণাজিনং প্রিয়ং যস্য বহুব্রী। ২ একজন ঋষির নাম। (পা ৬। ২। ১৬৫ সিº কৌº)

কৃষ্ণাজিনী [ন্] (ত্রি) কৃষ্ণাজিনমস্যাস্তি অস্ত্যর্থে ইনি (অত ইনিঠনৌ। পা ৫। ২। ১১।) কৃষ্ণাজিনবিশিষ্ট।

কৃষ্ণাঞ্জন (ক্লী) স্রোতোঞ্জন, যমুনার স্রোতে ও সৌবীরদেশে এই অঞ্জন উৎপন্ন হইত। চলিত কথায় কালসুর্ম্মা বলে।

কৃষ্ণাঞ্জনী (স্ত্রী) অজ্যতেঽনয়া অঞ্জ-করণে ল্যুট্ ততো ঙীপ্ কৃষ্ণা কৃষ্ণবর্ণা অঞ্জনী কর্ম্মধা। কালাঞ্জনী বৃক্ষ, চলিত কথায় কালীকর্পাসিকিনী। (রাজনিº)

কৃষ্ণাঞ্জি [বৈ] (ত্রি) কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং অঞ্জি পুণ্ড্রং তিলকং যস্য বহুব্রী। মৃগবিশেষ, যাহার শরীরে কৃষ্ণবর্ণ তিলক আছে। "কৃষ্ণাঞ্জিরল্লাঞ্জির্মহাঞ্জিস্ত উষস্যাঃ।" বাজসনেয়সংহিতা ২৪।৪। 'কৃষ্ণাঞ্জিঃ কৃষ্ণপুণ্ড্রঃ' মহীধর'।

কৃষ্ণাত্রেয় (পুং) কৃষ্ণআত্রেয়ঃ কর্ম্মধা। ঋষিবিশেষ।

কৃষ্ণাধ্বা [ন্] (পুং) কৃষ্ণোঽধ্বা গমনপথো যস্য বহুব্রী। অগ্নি। "কৃষ্ণাধ্বা তপূ রণ্বশ্চিকেত দ্যৌরিব স্ময়মানো নভোভিঃ" (ঋক্ ২।৪।৬।) 'কৃষ্ণাধ্বা কৃষ্ণবর্ত্মা' সায়ণ।

কৃষ্ণাদিগণ (পুং) পিপ্পলী প্রভৃতি ভৈষজ্যদ্রব্য।

কৃষ্ণাদ্যতৈল (ক্লী) চক্রদত্তোক্ত তৈলবিশেষ। পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, শুঁঠ এই সকল দ্রব্য ছাগীর দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল নস্যের ন্যায় ব্যবহার করিলে শিরঃপীড়া, অক্ষিশূল, মন্দদৃষ্টি প্রভৃতি রোগের প্রতীকার হয়। (চক্রদত্ত)

কৃষ্ণানদী (স্ত্রী) কর্ম্মধারয়ে বাহুলকাৎ পুংবদ্ভাবঃ। কৃষ্ণগঙ্গা। পর্য্যায়—কৃষ্ণসমুদ্ভবা, কৃষ্ণবেণ্যা, কৃষ্ণবেণ্না, কৃষ্ণবেণী।
"সদা নিরাময়াং কৃষ্ণাং মন্দগাং মন্দবাহিনীম্।" ভারত ৬।৯।৩৩।

দক্ষিণাপথের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী প্রকাণ্ড নদী। ইহার দৈর্ঘ্য ৪০০ ক্রোশ হইবে। পশ্চিমঘাট (সহ্য) পর্ব্বতের মহাবলেশ্বরের নিকট অক্ষাº ১৮° ১´ উঃ ও দ্রাঘিº ৭৩° ৪১´ পূঃ, আরবসাগর হইতে ২০ ক্রোশ দূরে ইহার উৎপত্তিস্থান। এই স্থানে একটী উচ্চ পাহাড়ের তলদেশে একটী মহাদেবের মন্দির আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটী জলাশয় আছে। গোমুখ আকারের একটী প্রস্রবণ হইতে নিয়তই জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ইহাই কৃষ্ণানদীর উৎপত্তিস্থান বলিয়া কথিত হয়। কৃষ্ণাদেবী এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। স্থানটী ঘন বৃক্ষপত্রাদিতে আবৃত। ইহা একটী মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। স্কন্দপুরাণীয় কৃষ্ণামাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, এখানে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়, এই জন্য এ নদী কৃষ্ণগঙ্গা নামেও অভিহিত। নানাদেশ হইতে যাত্রীগণ এই তীর্থে আসিয়া থাকে। এই স্থান হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণানদী দক্ষিণদিকে সাতারা ও বেলগাম্ হইয়া কলাদগিতে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার পর হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজ্যে প্রবেশ করিলে, য়ের্লা, বর্ণা, ইদ্‌গঙ্গা, ঘাটপ্রভা ও মালপ্রভা নামক ছোট ছোট নদী আসিয়া ইহাতে মিলিত হইয়াছে। নিজামের রাজ্যে কৃষ্ণার জলপ্রপাত আছে, উহা একটী দেখিবার জিনিস। প্রায় দেড়ক্রোশ পরিমাণ স্থানে কৃষ্ণা ২৭২ হাত নিম্নে পড়িয়াছে। বন্যার সময় ইহার শোভা বড়ই চমৎকার। উচ্চ হইতে পাহাড়ের উপর জল পড়িতে থাকে, আর তাহা হইতে উচ্চে ছিটা উঠিয়া যখন জলকণা কুজ্ঝটিকার আকার ধারণ করে, তখনকার সে অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। তাহার পর কতকদূর আসিয়া ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহার পর পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের নিকট দিয়া দক্ষিণমুখী হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। মুখের নিকট যে বদ্বীপ হইয়াছে, তাহাও এক্ষণে কৃষ্ণাজেলা বলিয়া কথিত।

কৃষ্ণানদীতে পোতচালনের বিশেষ সুবিধা নাই। স্রোত অত্যন্ত অধিক, তাহাতে আবার নদীতল প্রস্তরময়; জলবেগে কাষ্ঠের নৌকা প্রভৃতি চূর্ণ হইয়া যাওয়ার বিশেষ ভয় আছে। বংশনির্ম্মিত বড় চোপড়ার উপর চামড়া দিয়া আবৃত করিয়া একপ্রকার গোল গোল নৌকা প্রস্তুত হয়। তাহাতেই লোকে পারাপার হয়। রায়চুরের নিকট গ্রেট-ইণ্ডিয়ান-পেনিন্‌সুলা রেলওয়ের লৌহনির্ম্মিত একটী সেতু হইয়াছে। সাতারায় লৌহনির্ম্মিত একটী খাল প্রস্তুত করা হইয়াছে। বেজবাড়ার নিকট দুইটী খাল বাহির হইয়া অনেক ভূমিকে জল সিক্ত করিতেছে।

বৈদ্যকমতে ইহার জল—স্বচ্ছ, রুচিকর, দীপন ও পাচক।

কৃষ্ণানন্দ, ১ তত্ত্ববোধিনী নামে তন্ত্রসংগ্রহকর্ত্তা, এই গ্রন্থে শাক্তদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে। ২ তন্ত্রসার-সঙ্কলয়িতা

ইহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে তান্ত্রিকদিগের অনুষ্ঠেয় বিধি নিরূপিত হইয়াছে। ৩ মানসোল্লাস নামক গ্রন্থকার। ৪ বৈদিকসর্ব্বস্ব নাম সংস্কৃত গ্রন্থকার, এই গ্রন্থ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। ৫ সহৃদয়ানন্দ নামক সংস্কৃতকাব্যরচয়িতা। ৬ সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা। ৭ একজন দার্শনিক, ইনিও একখানি সাংখ্যকারিকা রচনা করেন। (?) ৮ বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যকার। ৯ বালকৃষ্ণানন্দ নামে পরিচিত একজন দ্রাবিড় পণ্ডিত, পূর্ণানন্দ, শ্রীধরার্য্য প্রভৃতির শিষ্য, ইনি ঈশ, কেন, কঠ, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদের ব্যাখ্যা, ভিক্ষুসূত্রভাষ্যের বার্তিক ও প্রণবার্থনির্ণয় নামে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। [বালকৃষ্ণ দেখ।]

কৃষ্ণানন্দবিদ্যাসাগর, নদীয়াজেলাস্থ মহেশপুরের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, কৃষ্ণলীলামৃতব্যাকরণ প্রণেতা, এই গ্রন্থে নানাবিধ ছন্দে উৎকৃষ্ট কবিতায় ব্যাকণের সূত্র অথচ তাহাতে কৃষ্ণগুণানুবাদ বর্ণিত আছে।

কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব রাগসাগর, রাগকল্পদ্রুম নামক সুবৃহৎ সঙ্গীতকোষপ্রণেতা। কৃষ্ণানন্দ নিজে একজন ওস্তাদ ও সুগায়ক ছিলেন, তিনি রাজা রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুমের দেখাদেখি সেইরূপ বৃহদাকারের একখানি নানা রাগরাগিণী-মিশ্রিত বিভিন্ন দেশীয় গীতাবলী সংগ্রহ করিয়া একত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন, তদনুসারে বাঙ্গালা, হিন্দী, কর্ণাটী, মরাঠী, তৈলঙ্গী, গুজরাটী, উড়িয়া, পারস্য, আরব্য, সংস্কৃত, ইংরাজী ও পেগুয়ান্ (?) ভাষা হইতে নানা সুরের প্রাচীন ও তৎকালীন প্রচলিত উৎকৃষ্ট গান সংগ্রহ করিয়া ৩ খণ্ডে বিভক্ত সুবৃহৎ "রাগকল্পদ্রুম" প্রকাশ করেন। এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ভাণ্ডারখানি ১৯০০ সম্বতে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) সম্পূর্ণ হয়। প্রায় ৩০ বর্ষ হইল, কৃষ্ণানন্দের পরলোক হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি যে যে ভাষার গানসংগ্রহ করিয়াছেন, সেই সেই ভাষা কিছু কিছু জানিতেন। রাজা রাধাকান্তদেব তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন; রাজার বাটীতে সঙ্গীত-সংগ্রামস্থলে কৃষ্ণানন্দ মধ্যস্থ হইতেন।

কৃষ্ণাভা (স্ত্রী) কৃষ্ণাসতী আভাতি কৃষ্ণা-আ-ভা-ক, ততষ্টাপ্। কালাঞ্জনীবৃক্ষ, কালীকর্পাসিকিনী।

কৃষ্ণাভ্র (ক্লী) ১ কাল অভ্র। (পুং) ২ কালমেঘ।

কৃষ্ণামিষ (ক্লী) কৃষ্ণং কৃষ্ণেবর্ণেন বা আমিষতি স্পর্দ্ধতে বর্ণেন কৃষ্ণ আমিষ-ক। কালবর্ণ লৌহ।

কৃষ্ণায়ঃ [স্] (ক্লী) কর্ম্মধা। কালবর্ণ লৌহ।

"চামীকরোগ্রপ্রিয়ঙ্গুদন্তীকৃষ্ণায়স্তাম্রচূর্ণান্যাবপেৎ"

সুশ্রুত চি° ১২ অঃ।

কৃষ্ণায়স (ক্লী) অয় এব আয়সং স্বার্থে অণ্ কৃষ্ণং আয়সং কর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ লৌহ, কাল লোহা।

কৃষ্ণার্চ্চিঃ [স্] (পুং) কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং অর্চ্চির্যস্য বহুব্রী। অগ্নি।

কৃষ্ণার্জক (পুং) কৃষ্ণবর্ণ তুলসী। পর্য্যায়—কালমাল, মালুক, কৃষ্ণমালুক, কৃষ্ণমল্লিকা, গরঘ্ন, বনবর্ব্বর, বর্ব্বরী, জাতি, কৃষ্ণবল্লী, করালক। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফবাত জন্য পীড়ানিবারক, নেত্ররোগনাশক, রুচিকর ও সুপ্রসবকারক। (রাজনির্ঘণ্ট)।

কৃষ্ণালু (পুং) কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণ আলুঃ কর্ম্মধা। কাল আলু।

কৃষ্ণাবতার (পুং) অবতারভেদ। [কৃষ্ণ দেখ।]

কৃষ্ণাবাস (পুং) আবসত্যস্মিন্ আ-বস-অধিকরণে ঘঞ্ কৃষ্ণস্যাবাসঃ ৬তৎ। ১ অশ্বত্থ বৃক্ষ। ২ দ্বারকাপুরী।

কৃষ্ণাষ্টমী (স্ত্রী) গৌণভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী; কৃষ্ণের জন্মদিন, জন্মাষ্টমী। [জন্মাষ্টমী দেখ।]

কৃষ্ণাহ্বা (স্ত্রী) কৃষ্ণা আহ্বা নাম যস্যাঃ বহুব্রী। পিপ্পলী।

কৃষ্ণিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণোভূম্নাঽস্ত্যস্যাঃ। কৃষ্ণ-ঠন্(অত-ইনিঠনৌ। পা ৫।২।২১। টাপ্। ১ রাজিকা, চলিতভাষায় রাই-সরিষা। ২ শ্যামাপক্ষী। অপর নাম—বরাহী, শকুনী, কুমারী, শ্যামা, দুর্গা, দেবী, চটিকা, উমা, পোতকী, পণ্ডবিকা, মিতপক্ষিণী, ব্রহ্মপুত্রী, ধনুর্দ্ধরী, পাংমাতা। (বসন্তরাজশাকুন।)

কৃষ্ণিমা [ন্] (পুং) কৃষ্ণস্য ভাবঃ কৃষ্ণ-ভাবে ইমণিচ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্য ষ্যশ্চ। পা ৫।১।১২৩।) কৃষ্ণত্ব।

কৃষ্ণিয় (পুং) বেদোক্ত এক ব্যক্তি, ইহার পিতার নাম কৃষ্ণ। "অবস্যতে স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায়" ঋক্ ১।১১৬।২৩। 'কৃষ্ণিয়ায় কৃষ্ণোনাম কশ্চিৎ তস্য পুত্রায়' সায়ণ।

কৃষ্ণীকরণ (পুং) ক্ষতস্থান কাল করিবার জন্য যে প্রয়োগ করা হয়। "বিভীতকভল্লাতকপিণ্ডীতকস্নেহাঃ কৃষ্ণীকরণে" সুশ্রুত চি° ৩১ অঃ।

কৃষ্ণেক্ষু (পুং) কৃষ্ণঃ ইক্ষুঃ কর্ম্মধা। ইক্ষুভেদ, কাজলি আক্। পর্য্যায়—শ্যামেক্ষু, কোকিলেক্ষু, কোকিলাক্ষ, কান্তারক। ইহার গুণ—স্বাভাবিক তিক্ত, পাকে মধুর, স্বাদু, হৃদ্য, কটুরসযুক্ত, ত্রিদোষঘ্ন, কান্তিপ্রদ, বীর্য্যবর্দ্ধক। (রাজনির্ঘণ্ট)।

ইহার মূলের গুণ শীতল, মূত্রকারক, পিত্তনাশক, মেধ্য ও দাহ কৃচ্ছ্রের শান্তিকারক। (আত্রেয়সংহিতা।)

কৃষ্ণেয়ক (ক্লী) পদ্মপুষ্প।

কৃষ্ণৈত (ত্রি) কৃষ্ণাধিক এতঃ কর্ব্বূরঃ কর্ম্মধা। ১ কর্ব্বূরবর্ণ-বিশিষ্ট। যাহাতে কৃষ্ণবর্ণের আধিক্য আছে। কৃষ্ণ এতঃ হরিণঃ কর্ম্মধা। ২ কৃষ্ণবর্ণ হরিণ।

"ইন্দ্রাগ্ন্যৈ ত্রয়ঃ কৃষ্ণৈতাঃ" তৈত্তিরীয়সংহিতা ৫।৬।১৮।

কৃষ্ণোদর (পুং স্ত্রী) কৃষ্ণং উদরং যস্য বহুব্রী। দর্ব্বীকর-জাতীয় সর্পবিশেষ। "কৃষ্ণসর্পো মহাসর্পঃ কৃষ্ণোদরঃ" (সুশ্রুত)

কৃষ্ণোডুম্বরিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণস্য কাকস্য প্রিয়া উডুম্বরিকা। যদ্বা কৃষ্ণা উডুম্বরিকা কর্ম্মধা। কাকোডুম্বরিকা, কাকডুমর।

কৃষ্য (ত্রি) কৃষ-কর্ম্মণি অর্হার্থে ক্যপ্। কর্ষণের উপযুক্তক্ষেত্র। "কৃষ্যাং দহন্নপি নমু ক্ষিতিমিন্ধনেদ্ধঃ।" রঘু।

কৃসর (পুং) ডুকৃঞ্ করণে কৃ-সবন্কিচ্চ (কৃধূমাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্৩।৭৩) বাহুলকাৎ যত্বং। তিলদুগ্ধ মিশ্রিত অন্ন। তিলযাউ। "তিলতণ্ডুলসম্পকঃ কৃসরঃ সোভিধীয়তে।" ছান্দোগপরি°।

কৢপ্ত (ত্রি) কৢপ-ক্ত। ১ রচিত। ২ নিয়ত। "কৢপ্তেন সোপান-পথেন" রঘু। ৩ ছিন্ন। "কৢপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ" মনু।

কৢপ্তকীলা (স্ত্রী) কৢপ্তং কীলয়তি কৢপ্ত-কীল অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ততো বাহুলকাৎ স্ত্রিয়াং টাপ্। ব্যবস্থাপত্র, পট্টোলিকা, পাত্তি।

কৢপ্তধূপ (পুং) কৢপ্তো ধূপো যেন বহুব্রী। সিহ্লক, শিলারস।

কৢপ্তি (স্ত্রী) কৢপ-ভাবে ক্তিন্। ১ রচনা, কল্পনা। ২ অবধারণ। ৩ নিয়ম। "তেষাং কৢপ্তি মন্বিতরে কল্পন্তে।" শতপথব্রাহ্মণ ১২।১।১।৭।

কৢপ্তিক (ত্রি) কৢপ্তং মূল্যদানেন সত্বং দেয়ত্বেনাস্ত্যস্ত কৢপ্তি ঠন্। ক্রীত।

কে (কিম্ শব্দজ, সর্ব্ব) ১ কোন্ ব্যক্তি, কোন্ মনুষ্য। ২ প্রথমার বহুবচনান্ত কিম্ শব্দের পদ।

কেআ (কেতকশব্দজ) ১ কেতকীপুষ্পের বৃক্ষ। ২ কেয়াফুল।

কেউ (কিং শব্দজ) কোন অনিশ্চিত ব্যক্তি।

কেউঞ্ঝর (কুঞ্জর) উড়িষ্যার একটী করদরাজ্য। অক্ষা° ২১° ১´ ও ২২° ৯´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫°১৪´ ও ৮৬°২৪´৩৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

এই রাজ্যের উত্তরসীমা সিংহভূমজেলা, দক্ষিণে কটক-জেলা ও ঢেঙ্কানলরাজ্য, পূর্ব্বে ময়ূরভঞ্জরাজ্য ও বালেশ্বর জেলা, পশ্চিমে ঢেঙ্কানল, পাললহরা ও বোনাইরাজ্য। ইহা দুই অংশে বিভক্ত, একঅংশ পার্ব্বতীয় উচ্চভূমি ও অপর অংশ উপত্যকাময়। পার্ব্বতীয় উচ্চ ভূমি যদিও দুর্গম বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে মধ্যে অধিত্যকাও আছে, এইরূপ অধিত্যকায় চাষবাসও হয়। প্রধান গিরিশৃঙ্গ থাকৃ-বাণী ২০০২ হাত, গন্ধমাদন ২৩১৮ হাত, তোমাক ১৭১৮ হাত এবং বোলৎ ১২১২ হাত উচ্চ। ইহার ভূপরিমাণ ৩০৯৬ বর্গমাইল। উড়িষ্যার করদরাজ্যগুলির পরিমাণা-নুসারে ইহা দ্বিতীয় বলিয়া গণ্য।

এখানে প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু ও চুয়াল্লিশ হাজার অসভ্য-জাতির বাস। অধিবাসীর মধ্যে খণ্ডাইত, ভুঁইয়া ও পাণ জাতির সংখ্যাই অধিক, গোণ্ড, কোল, সাঁওতাল ও শবর-জাতিও কম নহে। এখানে গবর্ণমেণ্টের হাতিখেদা আছে, বর্ষে বর্ষে অনেক হাতি ধরা হয়। মহারাজের যত্নে স্থানে স্থানে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার প্রধাননদী বৈতরণী। ইহার রাজধানী কেউঞ্ঝর, উহা মেদিনীপুর ও সম্বলপুররাস্তার ধারে অবস্থিত, অক্ষা° ২১° ৩৭´৩৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫°৩৭´৩১´´ পূঃ।

দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে এই রাজ্য ময়ূরভঞ্জরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। [ময়ূরভঞ্জ দেখ।] কোন বিষয়ে মীমাংসা করিতে হইলে এখানকার প্রজাদিগকে অনেক কষ্টে দুর্গমবন অতিক্রম করিয়া ময়ূরভঞ্জের রাজার কাছে যাইতে হইত। তাহাতে অনেক আপদ্ বিপদ্ ঘটিত। সেই জন্য কেউঞ্ঝরের প্রধান ভুঁইয়াগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত ময়ূরভঞ্জরাজের ভ্রাতাকে আপনাদিগের অধিপতি বলিয়া গ্রহণ করেন। তখন হইতে কেউঞ্ঝর একটী স্বতন্ত্র স্বাধীনরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর, কেউঞ্ঝরের রাজা জনার্দ্দনভঞ্জের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক সন্ধি হয়, তাহাতে এখানকার তিনি ইংরাজরাজের করদ হইলেন এবং প্রতিবর্ষে পেস্কাশ স্বরূপ ১২০০০ কাহন কড়ি দিতে স্বীকৃত হন; তদবধি কেউঞ্ঝররাজ্য করদ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কোলবিদ্রোহের সময় কেউঞ্ঝররাজ বৃটীশ-গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার কোন প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকায়, মহারাজের রক্ষিতা ফুলবাই নামক বেশ্যার পুত্র ধর্ম্মর্জয় বৃটীশরাজের সাহায্যে 'মহারাজ ধর্ম্মর্জয়নারায়ণভঞ্জদেব' নাম-গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

[ধর্ম্মর্জয়নারায়ণ দেখ।]

কেউটিয়া, একপ্রকার বিষধর সর্প। এদেশে গোখুরা ও কেউটিয়া এই দুইপ্রকার সর্পই সর্ব্বাপেক্ষা বিষধর। কেহ বলেন, কেউটিয়ার অধিক বিষ, কাহারও মতে গোখুরার অধিক বিষ। কোন কোন স্থানে কেউটিয়াকে আলাশ বলে। এই সাপ আকৃতিতে প্রায় গোখুরার মত। তবে গোখুরা অপেক্ষা অধিককাল। গোখুরার মত ফণা আছে, কিন্তু মাথার পদ্ম গোখুরার মত পরিষ্কার নহে। কেউটিয়া সাপ তিনপ্রকার। কালীকেউটিয়া, শাঁখামুটী কেউটিয়া ও গেঁড়ীভাঙ্গা কেউটিয়া। কালীকেউটিয়ার অপর নাম, কৃষ্ণসর্প বা কালসাপ, এই

সর্পের বিষে ঔষধ প্রস্তুত হয়; ইহার বর্ণ অপেক্ষাকৃত অধিক কাল। শাঁখামুটী কেউটিয়ার গায়ে সাদা ও কাল দাগ আছে। গেঁড়িভাঙ্গা কেউটিয়া অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল; অন্যান্য কেউটিয়ার চক্ষু যেরূপ রক্তবর্ণ, ইহাদের সেরূপ নহে। এদেশে কেউটিয়া সাপ অধিকাংশ মাঠে ও খাল বিলে থাকে। পুরাতন ভগ্নবাটীতেও অনেক সময় ইহাদিগকে দেখা যায়। কেউটিয়া সাপের স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীবজাতি আছে। পুরুষজাতির শরীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, স্থূল ও গোল; ফণা বড় ও গোল। চক্ষু লাল উপরদিকে উঠান। স্ত্রীজাতির অপেক্ষাকৃত ছোট, সরু ও চেপ্টা; ফণাও লম্বা, সরু ও ছোট। স্বজাতি না পাইলে ইহারা ঢোড়া, ডাঁড়া প্রভৃতি সর্পের সহিতও সঙ্গম করে। এককালে ১৬ হইতে ৫০টী পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। যতদিন না ডিম ফুটে, ততদিন সর্পী ডিম কোলে করিয়া গর্ত্তের ভিতর বসিয়া থাকে। সর্প সময় সময় নিকটে থাকে। ডিম ফুটিয়া সলুই বাহির হইলে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই তাহা খাইয়া ফেলে।

কেউয়াহরণী (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Mimosa heterophylla.)

কেউটীয়ামুথা (দেশজ) কৈবর্ত্তমুস্তক। (Cyperus rotundus.)

কেওড়া, ১ একপ্রকার সুগন্ধি আরক। ইহা কেয়া (কেতকী) ফুল হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা জলের সহিত অল্পমাত্রা মিশ্রিত করিলে জল বেশ সুগন্ধ হয়।

২ এক প্রকার বৃক্ষ, ভারতের পশ্চিমাংশে গঙ্গার মুখের নিকট ও রেঙ্গুণে এই বৃক্ষ অধিক জন্মে। গ্রীষ্মকালে ইহাতে ফুল হয়। ইহার কাষ্ঠ সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠের মত দৃঢ় নয়, তথাপি ইহাতে চৌকি ও দ্রব্যাদি আবদ্ধ করিবার বাক্স প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মদেশে এই বৃক্ষকে কম্বল বা থমনিয়া কহে।

কেউবা (কাকশব্দের অপভ্রংশ) কাক।

কেওত (কৈবর্ত্তশব্দের অপভ্রংশ) [কৈবর্ত্ত দেখ।]

কেওন্‌থল (কেউন্‌থল্) পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় রাজ্য। অক্ষা° ৩০°৫৫´৩০´´ হইতে ৩১°৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১০´ হইতে ৭৭°২৫´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১১৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। বার্ষিক কর ষাটহাজার টাকার অধিক। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে অহিফেণ ও শস্য প্রধান।

কেওন্‌থলের অধিপতিগণের পূর্ব্বে 'রাণা' উপাধি ছিল, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বৃটীশগবর্ণমেণ্ট রাণা মহেন্দ্রসেন কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। গুর্খা-যুদ্ধাবসানে কেওন্‌থলরাজ্যের কিয়দংশ পাতিয়ালার রাজাকে বিক্রয় করা হয়, তজ্জন্য এখানকার রাজাকে স্বতন্ত্র কর দিতে হয় না।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কেওন্‌থলরাজ প্রথম সনন্দ পান। এই বর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট স্বতন্ত্র সনন্দে এখানকার রাজাকে থেওগ, কোথি, ঘুন্দ ও থৈরি এই কয়টী ক্ষুদ্র ভূভাগের উপর পুরুষানুক্রমে আধিপত্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। উক্ত চারিস্থানের সামন্তগণ কেওন্‌থলরাজকে কর দিয়া আসিতেছেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কেওন্‌থলরাজ পুনার নামে পার্ব্বতীয় জনপদ পুরুষানুক্রমে ভোগদখলের জন্য আর একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন।

কেওন্‌থলরাজের অধীনে কএকজন করদ সামন্ত রাজা আছে। তন্মধ্যে কোঠি নামক স্থানের রাণা (বার্ষিক আয় ৬০০০৲), থেওগের ঠাকুর (৩০০০৲), মধলের ঠাকুর (১১০০৲), ঘুন্দের ঠাকুর (১০০০৲), ও রতেশ নামক স্থানের ঠাকুরেরাই (১০০০৲) প্রধান।

কেওরা (দেশজ) নীচজাতিবিশেষ। [কাওরা দেখ।]

কেঁই (দেশজ) তেঁতুলবীজ।

কেঁইবীচি (দেশজ) কাঁইবীচি, তেঁতুলের বীজ।

কেঁউ (দেশজ) ১ একপ্রকার গাছ। (Costus Speciosus) ২ তেঁদু গাছ (Diospyros Melanoxylon.)

কেঁউকেঁউ (দেশজ) ১ কুকুরের কাতর শব্দ। ২ কাতরশব্দ।

কেঁএ (দেশজ) ১ এক গুঁয়ে। ২ মুর্শিদাবাদের জৈনধর্ম্মাবলম্বী। ওস্‌ওয়াল মহাজন। ৩ কাল টেঁপারী গাছ। (Solanum nigram)

কেঁকলাস (কৃকলাস শব্দজ) কৃকলাস।

কেঁচকীল (দেশজ) বালকের খেলার ভাটা।

কেঁচা (দেশজ) বৃহৎ বরশা। বাঁশের ডগায় লোহার ফলা।

কেঁচো (কিঞ্চুলুক শব্দের অপভ্রংশ)

কেঁদ (দেশজ) কেন্দুগাছ (Diospyros Melanoxylon.)

কেঁদো (দেশজ) ১ স্থূল, মোটা। ২ নেক্‌ড়াবাঘ।

কেঁদোবাঘ [কেঁদো দেখ।]

কেঁরেয়াশিম (দেশজ) একজাতীয় শিম (Dolichos lignosus.)

কেকয় (পুং) ১ জনপদবিশেষ। কূর্ম্মবিভাগে উত্তরদিকে কেকয় জনপদ উক্ত হইয়াছে।

রামায়ণে লিখিত আছে, ভরতকে আনিবার জন্য যে দূত যায় সে বাহ্লীক, সুদামাপর্ব্বত, বিষ্ণুপদ, বিপাশা ও শাল্মলী নদী দর্শন করিয়া কেকয়রাজের রাজধানী গিরিব্রজ বা রাজগৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। যথা—

"যত্র মধ্যেন বাহ্লীকান্ সুদামানাঞ্চ পর্ব্বতম্।
বিষ্ণোঃ পদং প্রেক্ষমাণা বিপাশাঞ্চাপি শাল্মলীম্॥

নদীবাপীস্তড়াগানি পল্বলানি সরাংসি চ।
গিরিব্রজং পুরবরং শীঘ্রমাসেদুরঞ্জসা॥" অযোধ্যাকাণ্ড ৬৮ অঃ।

আবার যখন ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যাভিমুখে আগমন করেন, তাহার বর্ণনাকালে বাল্মীকি লিখিয়াছেন—

"স প্রাঙ্মুখো রাজগৃহাদভিনির্যায় বীর্য্যবান্।
ততঃ সুদামাং দ্যুতিমান্ সন্তীর্য্যাবেক্ষ্য তাং নদীম্॥
হ্লাদিনীং দূরপারাঞ্চ প্রত্যক্স্রোতস্তরঙ্গিণীম্।
শতদ্রুমতরচ্ছ্রীমান্নদীমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ॥" অযোধ্যাকাণ্ড ৭১।১-২।

ভরত পূর্ব্বাভিমুখে রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সুদামা নদী দেখিয়া তাহা উত্তীর্ণ হইলেন, পরে তিনি অতি বিস্তৃতা তরঙ্গসমাকুলা পশ্চিমবাহিনী হ্লাদিনী নদী পার হইয়া শতদ্রু নদীর পরপারে গমন করিলেন। উক্ত বিবরণ পাঠে বলা যাইতে পারে, কেকয়ের রাজধানী গিরিব্রজ শতদ্রু নদীর পশ্চিমে এবং বিপাশা ও শাল্মলী নদীর পরেই অবস্থিত। শতদ্রুর বর্ত্তমান নাম শতলজ এবং বিপাশা বিয়স্ নামে প্রসিদ্ধ, উভয় নদীই কাশ্মীররাজ্যে ও পঞ্জাবে প্রবাহিত। বর্ত্তমান কাশ্মীররাজ্যের সীমাস্ত পীরপঞ্জাল গিরির দক্ষিণে রাজৌরী নামে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য এবং তন্মধ্যে রাজৌরী নামে একটী অতি প্রাচীন নগর আছে। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে রাজপুরী নামে একটী জনপদ ও তদন্তর্গত গিরিপরিবেষ্টিত একটী সুদৃঢ় নগরের উল্লেখ আছে। যথা—

"স তু পৃথ্বীং গিরিং দুর্গং দৃষ্ট্বা তদ্গ্রহণোদ্যতঃ।
অপ্রবিষ্টো রাজপুরীং তন্মূলে সমুপাবিশৎ॥" ৭।১১৫৫।

এই রাজপুরী নগরীই বর্ত্তমান রাজৌরী, ইহার বর্ত্তমান অবস্থানদৃষ্টে ইহাকেই রামায়ণোক্ত কেকয়ের রাজধানী রাজগৃহ বা গিরিব্রজ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। [রাজগৃহ দেখ।]

মহাভারতে বনপর্ব্বে ১২৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে, (রামায়ণোক্ত) বিষ্ণুপদতীর্থের পর বিপাশানদী, তৎপরেই কাশ্মীরমণ্ডল। এতদ্দ্বারা বোধ হয় বর্ত্তমান রাজৌরীর চতুর্দ্দিকস্থ কাশ্মীর পর্য্যন্ত পর্ব্বতময় জনপদ পূর্ব্বকালে কেকয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। রামায়ণে শত শত জনপদের উল্লেখ থাকিলেও "কাশ্মীর" শব্দের এককালে উল্লেখ নাই, ইহাতেও অনুমিত হয়, বাল্মীকির সময় কাশ্মীর জনপদ অথবা তাহার কিয়দংশ 'কেকয়' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রামায়ণে ভরতের মাতামহ কেকয়রাজ অশ্বপতি ও তৎপুত্র যুধাজিতের উল্লেখ আছে।

কেকয়ানাং রাজা কেকয়-অণ্ তস্য লোপঃ। ২ সূর্য্য-বংশীয় রাজবিশেষ, দশরথের শ্বশুর। (রামায়ণ ১।১৩।২৩।)

কেকয়ী (স্ত্রী) কেকয়স্য অপত্যং স্ত্রী কেকয়-অণ্-ঙীষ্। কেকয়রাজকন্যা, দশরথের মধ্যমাপত্নী, ভরতের মাতা।

কেকর (ত্রি) কে মূর্দ্ধ্নি নেত্রতারাং করীতুং শীলমস্য কৃ-অচ্ অলুক্সমাস। ১ বক্রাক্ষি, চলিত কথায় টেরা।

"পিত্রা বিবদমানশ্চ কেকরো মদ্যপস্তথা।" মনু।

(ক্লী) ২ বক্রচক্ষু। পূর্ব্বজন্মে তরক্ষু মারিলে চক্ষু টেরা হয়।

"তরক্ষৌ নিহতে চৈব জায়তে কেকরেক্ষণঃ।" শাতাতপ।

(পুং) ৩ বিশ্বসারতন্ত্রোক্ত চার অক্ষর মন্ত্রবিশেষ। [মন্ত্র দেখ।]

কেকরী, রাজপুতানার আজমীর-মেরবারের অন্তর্গত একটী নগর। আজমীর হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে বেশ বাণিজ্য চলিত। এখন অবনতি হইয়াছে। এখানে ভাল জল নাই। একটী ডাকঘর ও একটী ঔষধালয় আছে। লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০০ হইবে।

কেকল (পুং) নর্ত্তক। [কেলক দেখ।]

কেকা (স্ত্রী) কে মূর্দ্ধ্নি কায়তে কে-কৈ-ড অলুক্সং। ময়ূরের স্বর।

"ষড়্জসংবাদিনীঃ কেকাঃ।" রঘু ১। ৩০।

কেকাবল (পুং স্ত্রী) কেকা-অস্ত্যর্থে বাহুলকাৎ বলচ্। ময়ূর। স্ত্রীলিঙ্গে জাতি বলিয়া ঙীষ্ হইবে।

কেকিক (পুং স্ত্রী) কেকা অস্ত্যর্থে ঠন্ (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ১১৬।) ময়ূর।

কেকী [ন্] (পুং স্ত্রী) কেকা অস্ত্যর্থে ইনি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২।১১৬।) ময়ূর।

কেকেয়ী (স্ত্রী) কেকয়স্য অপত্যং স্ত্রী। কেকয়-অণ্ অয় স্থানে এয় আদেশশ্চ বাহুলকাৎ ততো ঙীষ্। কেকয়রাজকন্যা, দশরথের পত্নী। [কৈকেয়ী দেখ।]

কেঙ্গেরু, চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। সচরাচর সকল প্রাণীর যেরূপ উদর থাকে, ইহাদেরও তাহা আছে। এ ছাড়া ইহাদের উদরের বাহিরে একটী থলি আছে, তাহার ভিতর ইহারা শাবক রাখিয়া চরিয়া বেড়ায়। এজন্য ইহাদিগকে দ্বিগর্ভ (Marsupiata) বলিয়া থাকে। দীর্ঘাংশে এই জন্তু বিড়ালের মত। ওজনে এক একটী দেড় মণ দুই মণ হইবে। কেঙ্গেরুর মাংস ও মুখের আকৃতি অনেকটা হরিণের মত। লাঙ্গুল দীর্ঘ। গায়ের লোম ঘন, ছোট ও নরম। শরীরের সম্মুখভাগ অল্পায়তন। পশ্চাৎদিক্ ক্রমশঃ স্থূল হইয়া আসিয়াছে। সম্মুখের পদদ্বয় ছোট, পশ্চাতের পদদ্বয় অনেক বড়। সম্মুখের পদে পাঁচটী ও পশ্চাতের পদদ্বয়ে চারিটী করিয়া নখর সমেত অঙ্গুলি আছে। নখরগুলি বক্র, কঠিন ও ধারাল। যখন গাছের উপর থাকে, তখন দীর্ঘলাঙ্গুল গাছের শাখায় বাদ্ধিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যায়। লাঙ্গুল ও পশ্চাৎদিকের দুইটী পায়ের উপর ভর দিয়া ইহারা সোজা হইয়া বসিয়া থাকে। কখন কখন

পশ্চাতের দুইটী পা দিয়া সোজা হইয়া চলিয়া যায়। দেখিতে শান্তমূর্ত্তি। যত্ন করিলে পোষ মানে। যখন দৌড়িতে থাকে, তখন অতি দ্রুতগামী শিকারী-কুকুরও ইহাদের অনুসরণ করিয়া ধরিতে পারে না, তখন পথে ৫।৬ হাত উচ্চ কোন বাধা পড়িলে স্বচ্ছন্দে তাহা ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়। শিকারী কুকুর যদি দৌড়িবার সময় নিকটস্থ হইয়া ধরিবার উপক্রম করে, তবে পশ্চাতের পা দিয়া তাহাকে এরূপ আঘাত করে যে নখর দ্বারা কুকুরের উদর চিরিয়া যায়। ইহারা অধিকাংশই উদ্ভিদভোজী, কোন কোন জাতি মাংসও খাইয়া থাকে। আবার রোমন্থন করিতেও দেখা যায়। তলপেটের উপর দুইটী পায়ের মধ্যস্থলে একটী থলি আছে; শাবকটী তাহার ভিতর থাকিয়া স্তন্য পান করে ও নিদ্রা যায়। একটু বড় হইলে শাবকগুলি থলির মধ্য হইতে মুখ বাড়াইয়া সম্মুখস্থ উদ্ভিদাদি ভক্ষণ করে। মাতা যখন চরিতে থাকে, তখন শিশু কখনও বা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়ায়। হঠাৎ ভয় পাইলে দৌড়িয়া গিয়া ঐ থলিতে প্রবেশ করে। যখন দলবদ্ধ হইয়া চরিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদের একজন দূরে থাকিয়া প্রহরীর কার্য্য করে। প্রহরীর সঙ্কেত পাইলেই দলস্থ সকলে বনমধ্যে পলায়ন করে।

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একপ্রকার কেঙ্গেরু আছে, তাহাদিগকে কেঙ্গেরু ইন্দুর (Kangaroo rat) বলে। দেখিতে অনেকটা শশকের মত। বর্ণ অনেকটা হরিণের ন্যায়।

ইহাদের বহুবিধ জাতি আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বড়গুলি মুখ হইতে লেজের শেষ পর্য্যন্ত ৪ হাত দীর্ঘ। উর্দ্ধে ২॥ হাত বা ২৮ হইবে। সম্মুখের পদে ভর দিয়া দাঁড়াইলে মনুষ্যাপেক্ষা বড় দেখায়। কথিত আছে, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২২এ জুন মাসে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইহাদিগকে প্রথম আবিষ্কার করেন। নবগিণিতে ও নবজীলণ্ডে ইহাদের অধিক বাস। ইংলণ্ডে কয়েকটা আনিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের ছানাও হইয়াছে। কিন্তু সেখানে ইহারা যে অধিক বাড়িবে, তাহা বোধ হয় না। মনুষ্য ইহাদের মাংসাহার করিয়া ইহাদের বংশের ক্রমশঃ হ্রাস করিতেছে।

কেচন, কেচিৎ (অব্য) কিম্‌শব্দের পুংলিঙ্গ প্রথমার বহুবচনে রূপ হয় কে অনিশ্চিতার্থে চিৎ চন প্রত্যয়। কোন কোন ব্যক্তি। পাণিনি মতে কে একটী পৃথক্ পদ ও চিৎচন পৃথক্ পদ পরে সমাস হইয়া কেচিৎ কেচন প্রভৃতি পদসিদ্ধ হয়।

কেচুক (ক্লী) কচু স্বার্থে কন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কচু।

কেচুয়াভোলা (দেশজ) একজাতীয় মাছ। (Lutianus Chinensis.)

কেণিকা (স্ত্রী) বস্ত্রনির্ম্মিত গৃহ, চলিত ভাষায় তাঁবু বলে।

কেণা (দেশজ) ক্রয়।

কেত (পুং) কিত নিবাসে আধারে ঘঞ্। ১ গৃহ, ভবন। "অজকুলিশাশঙ্কুকেতুকেতৈঃ" ভাগবত ১। ১৬। ২৬। ভাবে ঘঞ্। ২ বসতি। "পক্ষিগণা বিশন্তি কেতার্থমিবাশুবৃক্ষম্।" ভারত—কর্ণ।

৩ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। ৪ সংকল্প। "দেবাসো অস্য কেতমায়ন্।" (ঋক্ ৪। ২৬। ২।) 'কেতং সংকল্পং' সায়ণ। ৫ মন্ত্রণ। "অবিষ্টনা পৈজবনস্য কেতম্।" (ঋক্ ৭।১৮।২৫।) 'কেতং মন্ত্রণং' সায়ণ (ত্রি) ৬ প্রজ্ঞাতা, যিনি ভালরূপ জানেন। "প্রকেতোঽসিরুদ্রেভ্যঃ।" তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ১।১৯।১০। (পুং) ৭ ধ্বজ। ৮ অন্ন। "কেতপূঃ কেতং বনঃ পুনাতু।" (বাজসনেয়সংহিতা ৯।১।) 'কেতং অন্নং' মহীধর।

কেতক (পুং) কিত-ণ্বুল্। ১ কেতকী বৃক্ষ।
"বিলাসিনী বিভ্রমদন্তপত্রমাপাণ্ডুরং কেতকবর্হমন্যঃ।"
রঘু° ৬। ১৭।

(ক্লী) ২ কেতকীপুষ্প, কেয়াফুল।

কেতকাদাস, বঙ্গভাষায় একজন প্রাচীন কবি, মনসার ভাসানপ্রণেতা। [ক্ষেমানন্দ দেখ।]

কেতকী (স্ত্রী) কেতক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় কেয়া বলে।

"গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতাকেতকী স্বর্ণবর্ণা।" (ভ্রমরাষ্টক)।

ইহার পর্য্যায়—সূচীপুষ্প, হলীন, জম্বুল, কেতক, সূচিকাপুষ্প, জম্বুক, ক্রকচচ্ছদ, তীক্ষ্ণপুষ্পা, বিফলা, ধূলিপুষ্পিকা, মেধ্যা, কণ্টদলা, শিবদ্বিষ্টা, নৃপপ্রিয়া, ক্রকচা, দীর্ঘপত্রা, স্থিরগন্ধা, গন্ধপুষ্পা, ইন্দুকলিকা, দলপুষ্পা, পাংসুলা। হিন্দি 'কেওড়া', গগনফুল, পারস্য 'গুল-ই-কিবিয়া।' (Pandanus Odoratissimus)। কেয়াগাছ অধিক বড় হয় না। ইহার পত্রগুলি দীর্ঘ, লম্বা, শ্বেতবর্ণ, কোমল ও চিক্কণ। পাতার মধ্যে ফুল থাকে। ফুল শ্বেতবর্ণ ও সুগন্ধি। ইহা হইতে আতর ও কেওড়ার জল তৈয়ার হয়। খয়েরের সহিত এই ফুল মিশ্রিত করিয়া কেয়াখয়ের প্রস্তুত হয়। বর্ষাকালে যখন এ ফুল ফুটিয়া উঠে, তখন নিকটস্থ স্থানে ইহার সুগন্ধ বিস্তৃত হয়। ইহার পাতা হইতে মাদুর, চুপড়ি ও সাহেবদিগের টুপি হয়। ইহা হইতে কাগজও প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রলোককে এই পত্রের কচি কচি অংশ খাইতেও দেখা গিয়াছে। এই বৃক্ষের কাণ্ড অত্যন্ত নরম বলিয়া ইহাতে বোতলের কাক বা ছিপি প্রস্তুত হয়। মরিচদ্বীপে এই পত্র হইতে অল্প পরিমাণ কাফি চিনি প্রভৃতি

লইয়া যাইবার মোড়ক করা হয়। তামিলেরা এই পত্র হইতে মোটা রকমের ছাতা প্রস্তুত করিয়া থাকে, উহাকে ঐ ভাষায় 'তালে-ইলে-কেদরি' বলিয়া থাকে। গঞ্জাম প্রদেশে লোকের বিশ্বাস যে এই পুষ্পের মধ্যে বিষধর সর্প লুকাইয়া থাকে। কেতকীফুলে শিবপূজা হয় না। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত, কফনাশক, কটু ও লঘুপাক। ইহার ফুলের গুণ—বর্ণকর এবং কেশের দুর্গন্ধনাশক। সুবর্ণবর্ণ কেতকীর গুণ—কামবর্দ্ধক, বৃংহণ ও সৌখ্যকারী। কেতকীমূলের গুণ—অতিশয় শীতল, কটু, পিত্তকফনাশক, রসায়ন, বর্ণ ও শরীরের দার্ঢ্যকারক। (রাজনির্ঘণ্ট)। ভাবপ্রকাশমতে, ইহার গুণ—কটু, স্বাদু, লঘুপাক ও তিক্ত। সুবর্ণবর্ণ কেতকীর রস উষ্ণ, কিন্তু তিক্ত নহে এবং চক্ষুর উপকারী।

কেতন (ক্লী) কিত লুট্। ১ নিমন্ত্রণ। ২ ধ্বজ, নিশান। ৩ চিহ্ন। ৪ গৃহ। ৫ স্থান। ৬ কৃত্য।

কেতপূ (ত্রি) কেতং অন্নং পুনাতি, কেত-পূ-কিপ্। অন্নপবিত্রকারক। "দিব্যোগন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু।" (বাজসনেয়সংহিতা ৯। ১।) 'কেতপূঃ কেতশব্দেনান্নমুচ্যতে কেতমন্নং পুনাতি কেতপূঃ অন্নস্য পাবয়িতা' মহীধর।

কেতলিকীর্ত্তি (পুং) মেঘমালা নামক গ্রন্থরচয়িতা।

কেতবেদাঃ [স্] (ত্রি) যিনি পরের ধন জানেন।

"অবস্থনা ভরতে কেতবেদা" (ঋক্ ১।১০৪।৩) 'কেতবেদাঃ কেতং জ্ঞাতং বেদঃ পরেষাং ধনং যেন স তাদৃশঃ' সায়ণ।

কেতাব (আরব্য কিতাব) পুস্তক।

কেতু (পুং) চায়-তু ধাতোঃ ক্যাদেশশ্চ (চায়ঃ কিঃ। উণ্ ১।৭৪।) ১ গমনাগমন প্রভৃতি ক্রিয়া। "পূর্ব্বে অর্দ্ধে রজসো অপ্ত্যস্য গবাং জনিত্রাকৃত প্র কেতুং" (ঋক্ ১। ১২৪। ৫।) 'কেতুং গমনাগমনাদিরূপং কর্ম্ম' সায়ণ। ২ প্রজ্ঞা। ৩ দীপ্তি। ৪ পতাকা। ৫ চিহ্ন। ৬ নবগ্রহান্তর্গত গ্রহবিশেষ। রাহুর শরীর।

ফলিতজ্যোতিষমতে, কেতুর গোচরফল—জন্মরাশি হইতে একাদশ, তৃতীয়, দশম কিম্বা ষষ্ঠ রাশিতে কেতু থাকিলে মনুষ্যের সম্মান, ভোগ, রাজপূজা, সুখ ও অর্থলাভ হয় এবং আজ্ঞাকারী পুরুষ ও স্ত্রী হইতে সুখভোগ ও পুণ্যসঞ্চয় হয়।

অষ্টোত্তরী মতে কেতুর দশা নির্ণীত নাই। বিংশোত্তরী মতে কেতুর দশার ভোগকাল ৭ বৎসর। কেতুর দশার পরে শুক্রের দশা ও পূর্ব্বে বুধের দশা। মঘা, মূলা বা অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে কেতুর দশা হইবে।

কেতুর দশাফল—লগ্নগত কেতুর দশায় ভার্য্যা ও পুত্রবিনাশ, রাজভয়, কষ্ট, বিদ্যা, বন্ধু ও ধনপ্রাপ্তি, মিত্রবিচ্ছেদ, রোগ, অগ্নি ও শত্রুভয়, যান হইতে পতন, বিষ জল ও শস্ত্রভয়, বিদেশ গমন ও কলহভয় হয়। কেন্দ্রস্থ কেতুর দশায় ক্রিয়ার বৈকল্য, রাজ্য, অর্থ, সুত ও ভার্য্যার নাশ এবং বিপদ্ হয়। লগ্নকেন্দ্রগত কেতুর দশায় মহদ্ভয়, জ্বর, অতীসার, মেহ ও স্থানকাদিবিসূচিকা হয়। দ্বিতীয় লগ্নগত কেতুর দশার ফল—ধনক্ষয়, বাক্পারুষ্য, মনোদুঃখ, কুৎসিতান্ন ও মনঃপীড়া। তৃতীয়স্থানস্থিত কেতুর দশার ফল—মহৎ সুখ, মনোবৈকল্য ও ভ্রাতৃদ্বেষ। চতুর্থ স্থানে সুখক্ষয়, ভার্য্যা ও পুত্রাদির বিরোধ ও ধান্যবৃদ্ধি। পঞ্চমস্থ কেতুর দশাফল সুতক্ষয়, বুদ্ধিভ্রান্তি, রাজকোপ ও ধনক্ষয়। ষষ্ঠ কেতুর দশাফল মহাভয়, চৌরাগ্নি ও বিষভয়। সপ্তমস্থ কেতুর দশায় মহদ্ভয়, ভার্য্যা, পুত্র ও অর্থনাশ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মনঃপীড়া। অষ্টম কেতুর দশার ফল মহদ্ভয়, পিতৃবিয়োগ, শ্বাস, কাস, গ্রহণী ও ক্ষয়রোগ। নবমকেতুর দশার ফল—পিতৃবিয়োগ, গুরুজনের বিপদ্, দুঃখ ও শুভকর্ম্মের বিনাশ। দশমকেতুর দশার ফল প্রথমে সুখ, পরে মানহানি, মনোজাড্য, অপকীর্ত্তি ও মনঃপীড়া। একাদশ কেতুর দশার ফল নিজের সুখ, ভ্রাতৃবর্গের সুখ, যজ্ঞবৃদ্ধি ও ভার্য্যাবৃদ্ধি। ব্যয়গত কেতুর দশাফল—কষ্ট, স্থানচ্যুতি, প্রবাস, রাজপীড়া ও চক্ষুনাশ। কেতুর দশার আদিতে দুঃখ, মধ্যে মহদ্ভয় ও অন্তে রাজপীড়া ও দেহজাড্য হয়। জন্মকালীন কেতু শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে তাহার দশায় সৌখ্য, রাজ্যলাভ, গৃহশান্তি ও রাজসম্মান এবং পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে দুঃখ, জ্বরাতীসার, মেহ, ত্বগ্দোষ ও রাজপীড়া হয়। কেতুর দশার প্রথম ০।৪।২৭ দিন কেতুর অন্তর্দ্দশা। তৎপরে ১।২।০ শুক্রের, ০।৪।৬ রবির, ০।৭।০ চন্দ্রের, ০।৪।২৭ মঙ্গলের, ১।০।১৮ রাহুর, ০।১১।৬ বৃহস্পতির, ১।১।৯ শনির এবং ০।১১।২৭ বুধের অন্তর্দ্দশা। [দেশা দেখ।]

কেতুর অন্তর্দ্দশার ফল।—চতুর্থ কেতুর অন্তর্দ্দশায় মানভঙ্গ, মহাদ্বেষ; নৃপ, চৌর ও অগ্নিপীড়া। ত্রিকোণরাশিস্থিত কেতুর অন্তর্দ্দশায় মনস্তাপ, বিবিধ আপদ্, পুত্রনাশ, পিতৃমাতৃবিয়োগ, এবং ভৃত্য ও বন্ধুর সহিত বিরোধ ঘটে। এই ফল পাপগ্রহের দশার অন্তর্দ্দশায় জানিবে। শুভ গ্রহের দশার অন্তর্দ্দশায় কৃষি, গো ও ভূমিলাভ, বিদ্যা, বন্ধুসমাগম প্রভৃতি। ষষ্ঠ, অষ্টম ও ব্যয়গত কেতুর পাপগ্রহের দশার অন্তর্দশায় মরণ, বিদেশগমন, প্রমেহ, মূত্ররোগ ও গুল্ম প্রভৃতি হয়, পরে কিঞ্চিৎ সুখও হয়। শুভগ্রহের দশার অন্তর্দ্দশায় স্ত্রীপুত্রবৃদ্ধি ও ধান্যবস্ত্র প্রভৃতির লাভ। তৃতীয় ও লাভগত কেতুর পাপগ্রহের দশার অন্তর্দ্দশায় পাপকর্ম্ম, বন্ধুবিচ্ছেদ প্রভৃতি। শুভগ্রহের দশার অন্তর্দ্দশায়

ধনলাভ ও বন্ধু সম্মান প্রভৃতি। অন্তর্দ্দশায় পাপযুক্ত হইলে মন্দফল ও শুভযুক্ত হইলে শুভফল হয়। পাপগ্রহের দৃষ্টি বা শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলেও এইরূপ জানিবে। (সর্ব্বার্থচিন্তামণি।)

কাহারও মতে কেতু একটী গ্রহ, আবার কাহারও মতে কেতু গ্রহই নয়, উৎপাতবিশেষ। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় লিখিয়াছেন—

'কেতুর উদয় অস্ত গণিতদ্বারা জানিতে পারা যায় না, কারণ কেতু তিনপ্রকার দিব্য, আন্তরীক্ষ এবং ভৌম। বিবিধপ্রকার কেতু বলিয়াই ইহার উদয় কিম্বা অস্তের স্থিরতা নাই। খদ্যোত, পিশাচ, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি মণি, মারকত প্রভৃতি রত্ন, কিম্বা কাষ্ঠবিশেষের তেজ ভিন্ন অগ্নিশূন্য স্থানে যে তেজরূপ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই কেতুর রূপ। ধ্বজ, শস্ত্র, গৃহ, বৃক্ষ, অশ্ব, হস্তী ও অন্য চতুষ্পদ জন্তুতে যে কেতু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে আন্তরীক্ষ, নক্ষত্রস্থ কেতুকে দিব্য এবং ইহা ভিন্ন অপর কেতুকে ভৌম বলে। (১)

গর্গ প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্গণ ১০০০ হাজার কেতু নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু পরাশর প্রভৃতির মতে ১০১টী কেতু আছে। নারদ বলেন, যে কেতু বাস্তবিক একটী, তাহারই অবস্থাভেদে নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (২)

কেতুর ফল।—যে কেতু যতদিন বা যত মাস পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়, তত মাস বা তত বৎসর পর্য্যন্ত সেই কেতুর ফলদানকাল। যেদিন প্রথম কেতু দৃষ্ট হয়, সেইদিন হইতে পনর দিন পরে কেতুর শুভ বা অশুভ ফল হইতে থাকে এবং নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত ফল হয়।

শুভাশুভকেতুর লক্ষণ।—যে কেতু ক্ষুদ্র, প্রসন্ন, স্নিগ্ধ, অবক্র ও শ্বেতবর্ণ, অল্পকাল মধ্যেই যাহার অস্ত হয়, উদয়মাত্রই যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে শুভকেতু বলে। ইহার বিপরীতলক্ষণবিশিষ্ট কেতুকে ধূমকেতু বলে, ইহা অতিশয় অমঙ্গলজনক। ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ অথবা দুইটী কিম্বা তিনটী শিখাবিশিষ্ট কেতুও অহিতকর। ইহারা অতিশয় পাপফল প্রদান করে। হার, মণি ও সুবর্ণ সদৃশবর্ণবিশিষ্ট শিখাযুক্ত কিরণ নামক ২৫টী কেতু সূর্য্য হইতে উৎপন্ন, ইহাদিগকে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিরণকেতু উদিত হইলে রাজকলহ হইয়া থাকে। শুকপাখীর ন্যায় নীল ও পীতবর্ণ অথবা অগ্নি, বন্ধুজীবক, লাক্ষা বা রক্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শিখাযুক্ত ২৫টী কেতু অগ্নি হইতে উৎপন্ন। ইহাদিগকে অগ্নিকোণে দেখিতে পাওয়া যায়। ফল অগ্নিভয়। কৃষ্ণবর্ণ, অস্নিগ্ধ ও অস্পষ্ট শিখাবিশিষ্ট ২৫টী কেতু মৃত্যুসুত নামে অভিহিত। দক্ষিণদিকেই ইহাদের উদয় হয়। এই কেতু উদিত হইলে অনেক লোকের মৃত্যু হয়। দর্পণের ন্যায় বর্ত্তুলাকার রশ্মিযুক্ত শিখাশূন্য জল ও তৈলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট ৩২টী কেতু ভূপুত্র নামে অভিহিত, ঈশানকোণে ইহাদের উদয় হয়। ফল দুর্ভিক্ষ। চন্দ্রকিরণ, হিম, রৌপ্য, কুমুদ বা কুন্দকুসুমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শিখাযুক্ত তিনটী কেতু চন্দ্র হইতে উৎপন্ন। উত্তরদিকে ইহাদের উদয় হয়। ফল সুভিক্ষ। তিনটী শিখাবিশিষ্ট, সিত, পীত ও রক্তবর্ণ ব্রহ্মদণ্ড নামক কেতুর উদয়ের কোন দিক্‌নির্ণয় নাই, সকল দিকেই ইহার উদয় হইতে পারে। ফল সর্ব্বক্ষয়। শুক্রসুতকেতু ৮৪টী, ইহারা স্নিগ্ধ, ইহাদের তারকা অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ ও শুক্লবর্ণ। ইহাদিগকে উত্তর ও ঈশানকোণে দেখিতে পাওয়া যায়। ফল অনিষ্ট। শনি হইতে উৎপন্ন কেতু ৬০টী। ইহারা স্নিগ্ধ প্রভাযুক্ত, দুইটী শিখাবিশিষ্ট এবং কনক নামে অভিহিত, সকল দিকেই ইহাদের উদয় হয়। ফল অনিষ্ট। বৃহস্পতি হইতে উৎপন্ন কেতু ৬৫টী। ইহারা শিখাশূন্য, শ্বেতবর্ণ তারকাযুক্ত এবং বিকচা নামে অভিহিত। দক্ষিণদিকে ইহাদের উদয় হয়। ফল অনিষ্ট। বুধ হইতে উৎপন্ন কেতু ৫০টী। ইহারা সূক্ষ্ম দীর্ঘ শ্বেতবর্ণ ও অস্পষ্টরূপ উদিত হয়, ইহাদের উদয়ে কোন দিক্ নির্ণয় নাই। ফল অনিষ্ট। মঙ্গল হইতে কৌঙ্কুম নামক ৬০টী কেতু উৎপন্ন হয়। ইহারা অগ্নি ও রক্তসদৃশ লোহিতবর্ণবিশিষ্ট। ইহাদের তিনটী শিখা আছে। উদয়ে কোন দিক্ নির্ণয় নাই। ফল অমঙ্গল। রাহু হইতে তামসকীলক নামক ৩৩টী কেতু উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। [ফল সূর্য্যাচারে দ্রষ্টব্য।] বিশ্বরূপ নামক ১২০টী কেতু অগ্নি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের অনেক শিখা আছে, ফল ঘোর অগ্নিভয়। বায়ু হইতে অরুণ নামক কৃষ্ণ লোহিতবর্ণ, রূক্ষ, তারকাশূন্য চামরের ন্যায় ৭৭টী কেতু উৎপন্ন হয়, ইহাদিগকে সকল দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) "দর্শনমস্তময়ো বাগণগণিতবিধিনা শক্যতে জ্ঞাতুম্।
দিব্যান্তরীক্ষভৌমা স্ত্রিবিধাঃ স্যুঃ কেতবো যস্মাৎ।
অহুতাশেঽনলরূপং যস্মিংস্তৎকেতুরূপমেবোক্তম্।
খদ্যোতপিশাচালয়মণিরত্নাদীন্ পরিত্যাজ্য।
ধ্বজশস্ত্রভবনতুরগকুঞ্জরাদ্যেষ্বান্তরীক্ষাস্তে।
দিব্যা নক্ষত্রস্থা ভৌমাঃ স্যুরতোঽন্যথা শিখিনঃ।" বৃহৎসংহিতা ১১অঃ
(২) "শতমেকাধিকমেকে সহস্রমপরে বদন্তি কেতূনাম্।
বহুরূপমেকমেব প্রাহ মুনির্নারদঃ কেতুম্।" বৃহৎসংহিতা ১১ অঃ।

ফল অনিষ্ট। তারাপুঞ্জাকার গণক নামক ৮টী কেতু প্রজাপতি হইতে এবং চতুরস্র নামক ২০৪টী কেতু ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন। ইহাদিগকে অগ্নিকোণে দেখিতে পাওয়া যায়। ফল অনিষ্ট। বংশগুল্মের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত, কঙ্ক নামক ৩২টী কেতু বরুণ হইতে উৎপন্ন। ইহাদের উদয়ের কোন দিক্‌নির্ণয় নাই। ফল অমঙ্গল। কবন্ধ শরীরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, তারকাশূন্য, শিখাযুক্ত, কবন্ধনামক ৯৬টী কেতু কালপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের উদয়ে কেবল পুণ্ড্রদেশের মঙ্গল এবং অপর দেশের অমঙ্গল হয়। ইহাদের উদয়ে দিক্‌নির্ণয় নাই। ইহা ব্যতীত শুক্লবর্ণ তারকাযুক্ত নয়টী কেতু বিদিক্ হইতে উৎপন্ন। যে সমস্ত কেতুর কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি দৃশ্য ও কতকগুলি অদৃশ্য। উত্তরদিকে আয়ত, স্নিগ্ধমূর্ত্তি ও অতিশয় বৃহৎ যে কেতুটী পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হইবে, তাহার নাম বসা-কেতু। যেদিন ইহার উদয় হয়, সেইদিন হইতেই মরক আরম্ভ হয় এবং রাজ্যে অতিশয় দুর্ভিক্ষ ঘটে। পূর্ব্বোক্ত বসাকেতুর ন্যায় লক্ষণযুক্ত কেবল ঔজ্জ্বল্যবিহীন কেতুকে অস্থিকেতু বলে, ইহার উদয়ে দুর্ভিক্ষ হয়। বসাকেতুর সদৃশ যে কেতু পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইবে, তাহাকে শস্ত্রকেতু বলে, ইহার উদয়ে কলহ ও দুর্ভিক্ষ হয়। অমাবস্যা তিথিতে পূর্ব্বদিকে ধূম্রবর্ণ যে কেতু দৃষ্ট হইবে, তাহার নাম কপাল-কেতু। ইহা আকাশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত বিচরণ করে। ইহার উদয়ে দুর্ভিক্ষ, মরক, অনাবৃষ্টি ও রোগ হয়। পূর্ব্ব-দিকে অগ্নিবীথিতে রৌদ্র নামক কেতু দৃষ্ট হয়। ইহা শূলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কপিশ, রুক্ষ, তাম্রবর্ণ প্রভা-বিশিষ্ট এবং তিনটী শিখাযুক্ত। ইহা আকাশমণ্ডলের তিনভাগ পর্য্যন্ত সঞ্চরণ করিতে পারে। ইহার ফল কপাল-কেতুর সমান। পশ্চিমদিকে চলকেতুর উদয় হয়। দক্ষিণাগ্র একাঙ্গুলি উচ্ছ্রিত ইহার একটী শিখা থাকে। চলকেতু উঠিয়াই উত্তরদিকে গমন করিতে আরম্ভ করে এবং ইহার শিখাটীও ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবনক্ষত্র ও অভিজিৎকে স্পর্শ করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করে এবং দক্ষিণদিকেই ইহার অস্ত হয়। এই কেতুর উদয় হইলে প্রয়াগ হইতে অবন্তীপুরী পর্য্যন্ত পুণ্যারণ্য নামক স্থানটী ও উত্তরদিকে দেবিকা নদী পর্য্যন্ত স্থান বিনষ্ট হয়। মধ্যদেশে ভয়ানক উৎপাত ঘটে, অপর অপর দেশে দুর্ভিক্ষ এবং রোগ হইয়া থাকে। এই কেতু যে দিনে দেখা দেয়, তাহার ১৫ দিন পরে ১০ মাস পর্য্যন্তই এইরূপ অশুভ ফল হইয়া থাকে। শ্বেতকেতু পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার শিখার অগ্রভাগ দক্ষিণদিকে অবনত থাকে এবং পশ্চিমদিকেও যুগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অপর একটী কেতু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম ককেতু। ইহারা উভয়েই এক সময়ে উদিত হয় এবং সাতদিন পরে অদৃষ্ট হয়। ফল সুভিক্ষ ও মঙ্গল। কিন্তু সাতদিন পরেও যদি ককেতু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঘোরতর শস্ত্রযুদ্ধে সমস্ত লোকের অমঙ্গল হয়। অপর একটী কেতুর নাম শ্বেত, ইহা দেখিতে জটার ন্যায় ও কৃষ্ণবর্ণ, আকাশের তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়া বামভাগে প্রত্যাগমন করে ও অস্তমিত হয়। ইহার উদয়ে ভয়ানক মরক হয় এবং একতৃতীয়াংশ প্রজামাত্র রক্ষা পায়। রশ্মিকেতুর শিখা ঈষদ্ ধূম্রবর্ণ। এই কেতু কৃত্তিকা নক্ষত্রের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার ফল শ্বেতের সমান। ধ্রুবকেতু দেখিতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও মধ্যাকৃতি। ইহার গতির ও উদয়ের নিশ্চয় নাই। এই কেতু দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌমভেদে তিনপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন নানাবিধ আকারও লক্ষিত হয়। ইহার ফল শুভ, কিন্তু যে রাজার সেনাঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অচিরেই মৃত্যু হয় এবং যে দেশ শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, সেই দেশের গৃহে, বৃক্ষে ও পর্ব্বতে দেখিতে পাওয়া যায়। এইপ্রকার যে গৃহস্থের কুলা, ঝাঁটা, হাতা প্রভৃতি গৃহ সামগ্রী কিম্বা গৃহতরু প্রভৃতিতে এই কেতু দেখা যায়, তাহার বিনাশ হয়। কুমুদকেতু শ্বেতবর্ণ পূর্ব্বাগ্র পশ্চিমদিকে একরাত্রমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দর্শনের পর ১০ বৎসর পর্য্যন্ত সুভিক্ষ হয়। মণিকেতু—রাত্রিতে ১ প্রহরকাল পর্য্যন্ত পশ্চিমদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার একটী সূক্ষ্মতারা ও শুক্লশিখা আছে, শিখাটী দেখিতে ঠিক স্তন হইতে পতিত দুগ্ধধারার ন্যায়। ইহার উদয় দিন হইতে ৪১ মাস পর্য্যন্ত সুভিক্ষ হয়। জলকেতু—স্নিগ্ধ উন্নত-শিখাবিশিষ্ট ও পশ্চিমদিকে দেখা যায়। ইহার উদয়ে ৯ মাস পর্য্যন্ত সুভিক্ষ ও প্রজার মঙ্গল হয়। ভবকেতু—একটী সূক্ষ্ম তারকাবিশিষ্ট, সিংহ লাঙ্গুলের ন্যায় শিখাদ্বারা বেষ্টিত পূর্ব্ব-দিকে একরাত্র মাত্র দেখা যায়। ইহা স্নিগ্ধ হইলে যত মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তত মাস সুভিক্ষ হয় এবং রুক্ষ হইলে প্রাণান্তিক রোগ হয়।

পদ্মকেতু—মৃণালের ন্যায় শ্বেতবর্ণ পশ্চিমদিকে একরাত্র মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহার উদয়ে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত সুভিক্ষ হয়। আবর্ত্তকেতু অরুণতুল্য ও স্নিগ্ধ, অর্দ্ধরাত্র সময়ে পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হয়। এই কেতু যতক্ষণ দেখা যায়,

তত বৎসর পর্য্যন্ত সুভিক্ষ হয় ও জগৎ নিত্য যজ্ঞোৎসবে আনন্দিত থাকে। সম্বর্ত্তকেতু—অতিশয় ভয়ানক, ধূম্র ও তাম্রবর্ণ শিখাযুক্ত, সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে দেখা দেয়। এই কেতু নভোমণ্ডলের ত্রিভাগ অতিক্রম করিয়া যত মুহূর্ত্ত অবস্থিতি করে, তত বৎসর পর্য্যন্ত শস্ত্রযুদ্ধে ভূপতিগণের বিনাশ হয়। সম্বর্ত্তকেতু যে নক্ষত্রে উদিত হয় কিম্বা যে সমস্ত নক্ষত্র আশ্রয় করে, সেই সব নক্ষত্র ও তদাশ্রিত দেশ পীড়িত হয়। অশ্বিনী নক্ষত্র অশুভ কেতুর সহিত যুক্ত বা ধূপিত হইলে অশ্মকদেশীয় নরপতির বিনাশ হয়। এই প্রকার ভরণীনক্ষত্রে কিরাতরাজ, কৃত্তিকা নক্ষত্রে কলিঙ্গেশ্বর এবং রোহিণী নক্ষত্রে শূরসেনাধিপতির বিনাশ হয়। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে উশীনরেশ্বর, উত্তরফল্গুনীতে উজ্জয়িনীপতি, হস্তায় দণ্ডকারণ্যের রাজা, অশ্লেষায় অসিকাধিপতি, চিত্রানক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রেশ্বর, স্বাতীনক্ষত্রে কাশ্মীর ও কাম্বোজের অধিপতি, বিশাখানক্ষত্রে ইক্ষ্বাকুরাজ ও অলকানগরীর অধীশ্বর, অনুরাধানক্ষত্রে পুণ্ড্রাধিপতি এবং জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে সার্ব্বভৌম কোন একটী নরপতি অথবা কান্যকুব্জাধিপতির বিনাশ হয়। এইপ্রকার মূলায় মদ্রকপতি, পূর্ব্বাষাঢ়ায় কাশীরাজ, উত্তরাষাঢ়ায় যৌধেয়ক, আর্জ্জুনায়ন, শিবি ও চৈদ্য নৃপতির বিনাশ হয় এবং শ্রবণা হইতে ৬টী নক্ষত্রে যথাক্রমে কৈকয়নাথ, পঞ্চনদাধিপতি, সিংহলাধিপ, বঙ্গেশ্বর, নৈমিষরাজ ও কিরাতাধিপতি এই ছয়টী রাজার বিনাশ হয়। কেতুর শিখা উল্কাদ্বারা অভিহত হইলে এবং উদয়মাত্রেই দৃষ্ট হইলে সকলপ্রকার কেতুই শুভফল প্রদান করে, কিন্তু এই প্রকার কেতুও চোল, বঙ্গ, সিত ও হূণদেশের অমঙ্গলকারী। কেতুর শিখা যেদিকে বক্রভাবে অবস্থিতি করে কিংবা যেদিকে গমন করিতে উদ্যত হয়, সেইদিক্ অবস্থিত দেশসমূহ এবং যে নক্ষত্র স্পর্শ করে, সেই নক্ষত্র-কথিত দিক্সমূহ, রাজা বিপুল পরাক্রমে জয় করিয়া ভোগ করেন।'

(ভট্টোৎপলবিরচিত সংহিতাবৃত্তি কেতুচারাধ্যায়)।

কেতূৎপাত ঘটিলে শান্তির জন্য রাজা পৃথিবী দান করিবেন এবং অপর গৃহস্থগণেরও প্রভূত ধন দান করা বিধেয়। হঠাৎ উদয়ে বা অস্তকালে কেতু দেখিতে পাইলে রাজার পিতৃভয়ে মৃত্যু হয়। (মথুরানাথকৃত সময়ামৃত)।

পাশ্চাত্য য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে—কেতু একটী গ্রহই নহে। চন্দ্রকক্ষ ও ক্রান্তিরেখা উভয়ে যে দুই বিন্দুতে সংমিলিত হইয়াছে, সেই দুইটীর যেটী হইতে চন্দ্র ঊর্দ্ধগ হয়, তাহাকে ঊর্দ্ধগপাত এবং যে বিন্দু হইতে অধোগ হয়, তাহাকে অধোগপাত বলা যায়। ভারতবর্ষীয় কোন কোন সিদ্ধান্তবেত্তারা এই অধোগপাত স্থানের নাম কেতু এবং ঊর্দ্ধগপাতের নাম রাহু দিয়াছেন। চন্দ্র যে রূপ পৃথিবীর উপগ্রহস্বরূপ, তাহাকে ভ্রমণ করাতে তাহার কক্ষ ক্রান্তিরেখার দুইস্থলে সংযুক্ত হয়, সেইরূপ বুধশুক্রাদি গ্রহেরা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করাতে তাহাদের স্ব স্ব কক্ষ ক্রান্তিতে সম্পাত হয়। তাহাদের প্রত্যেকের দুই দুই সংক্রামিত স্থানকে ঊর্দ্ধ বা অধঃ অনুসারে সেই সেই গ্রহের রাহু বা কেতু বলা অসঙ্গত নহে। জ্যোতির্গণ যেমন জড়পদার্থ বলিয়া গ্রহ ও তারকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রাহু ও কেতু জড়পদার্থ নহে, আকাশমার্গের নির্ণীত চিহ্নমাত্র। গ্রহদিগের সহিত তাহাদের এই সাদৃশ্য যে গ্রহে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন পরিমিত গতি আছে, নানাকারণে ক্রান্তি ও কক্ষ সকলের অল্প অল্প ব্যতিক্রমে ঐ সকল সম্পাতস্থান কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সরিতে থাকে। ইহাকে পাতগতি বলে। এই গতি অনুসারে রাহু-কেতু নামক চিহ্নস্থলে কক্ষ তির্য্যগ্‌ভাবে যে কোণে ঝুঁকিয়া থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

চন্দ্রের দুই পাত স্থানের অর্থাৎ রাহুকেতুর যে গতি তাহা চন্দ্রের এক একবার ভূপ্রদক্ষিণ সময়ের অধিকাংশই প্রতিসরণ, অগ্রসরণ তদপেক্ষা অতি অল্প। কোন নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়া রাহুকেতুর স্থান নির্ণীত করিয়া গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে উক্ত গতি দ্বারা ক্রমশঃ ঐ স্থানচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার ঐ স্থানে উপস্থিত হইতে ৬৭৯৩ দিন ৯ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ৯০৩ সেকেণ্ডকাল অতিবাহিত হয়। সেই জন্য ঐ সময় গতে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাদি পুনরায় পূর্ব্বে যে যে দিনে হইয়াছিল, সেইদিনেই হইয়া থাকে।

[গ্রহণ, পাত, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কেতুকুণ্ডলী (স্ত্রী) চক্রবিশেষ, ইহা দ্বারা জন্ম প্রভৃতি এক এক বৎসরের অধিপতি গ্রহ জানিতে পারা যায়। প্রজাপতিদাস রচিত পঞ্চস্বরা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"অর্কোবুধঃ কুজোজীবঃ সোমঃ শুক্রস্তথৈব চ।
রাহুঃশনৈশ্চরশ্চৈব জ্ঞাতব্যা কেতুকুণ্ডলী॥
অর্কসৌম্যান্তরে কেতুঃ কুজ-জীবান্তরেঽপি চ।
সোমশুক্রান্তরে কেতুঃ রাহুসৌরান্তরেঽপি চ॥
দদ্যাচ্চুত্তরভাদ্রাদি অষ্টাবিংশতি ঋক্ষকম্।
ত্রীণি ত্রীণি চ রব্যাদৌ একৈকং কেতুষু স্মৃতম্॥
জন্মর্ক্ষাৎ প্রতিনক্ষত্রং জন্মাদ্যব্দে প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

১২টী প্রকোষ্ঠ অঙ্কিত করিয়া প্রথম প্রকোষ্ঠে রবি, ২য় প্রকোষ্ঠে কেতু, তৃতীয়ে বুধ, চতুর্থে মঙ্গল, পঞ্চমে কেতু, ষষ্ঠে বৃহস্পতি, সপ্তমে চন্দ্র, অষ্টমে কেতু, নবমে শুক্র,

দশমে রাহু, একাদশে কেতু এবং দ্বাদশ প্রকোষ্ঠে শনিগ্রহকে স্থাপন করিবে। পরে রবির প্রকোষ্ঠে (প্রথমপ্রকোষ্ঠে) ২৬ উত্তরভাদ্র, ২৭ রেবতী, ১ অশ্বিনী এই তিন নক্ষত্র ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে কেবল ২ ভরণীনক্ষত্র স্থাপন করিবে। এই প্রকারে যথাক্রমে কেতুর প্রকোষ্ঠে এক একটী ও অপর গ্রহের প্রকোষ্ঠে তিন তিনটী নক্ষত্র স্থাপন করিবে।

কেতুকুণ্ডলীচক্র।
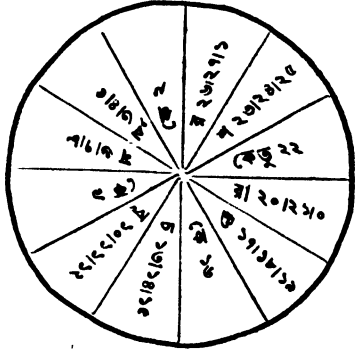
যদি কোন বালকের ২৬।২৭।১, ইহার কোন নক্ষত্রে জন্ম হয়, তবে তাহার প্রথমবর্ষ রবির, ২য় কেতুর, ৩য় বুধের, ৪র্থ মঙ্গলের, ৫ম কেতুর, ৬ষ্ঠ বৃহস্পতির, ৭ম চন্দ্রের, ৮ম কেতুর, ৯ম শুক্রের, ১০ম রাহুর, ১১শ কেতুর এবং ১২শ শনির বর্ষ জানিবে। এইপ্রকার যদি ২ নক্ষত্রে জন্ম হয়, তবে প্রথমবর্ষ কেতুর, দ্বিতীয়বর্ষ বুধের এবং তৃতীয় প্রভৃতি বর্ষ যথাক্রমে মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের জানিবে। এইরূপেই তৃতীয় প্রভৃতি প্রকোষ্ঠও জানিবে। রবি প্রভৃতি বর্ষাধিপতির ফল কেতুপতাকাচক্রের ন্যায় জানিবে। এই চক্রে কেতুর প্রকোষ্ঠ অধিক বলিয়া ইহাকে কেতুকুণ্ডলী বলে।

কেতুগ্রহ (পুং) নবগ্রহান্তর্গত একটী গ্রহ। [কেতু দেখ।]

কেতুতারা (স্ত্রী) কেতুঃ শিখা তদ্‌যুক্তা তারা, মধ্যলো°। ধূমকেতু। একটী নক্ষত্রবিশেষ, ইহার ধূম্রবর্ণ একটী শিখা আছে। ইহার উদয় হইলে নানাবিধ উৎপাত হয়।

কেতুধর্ম্মা [ন্] (পুং) একজন রাজা, ত্রিগর্ত্তের অধিপতি সূর্য্যবর্ম্মার অনুজ।

কেতুপতাকা (স্ত্রী) কেতোঃ পতাকাইব। চক্রবিশেষ। ইহাদ্বারা জন্মবর্ষ হইতে প্রত্যেক বর্ষের অধিপতি গ্রহ জানিতে পারা যায়। পঞ্চস্বরায় এইরূপ লিখিত আছে—

"অর্কেন্দুকুজসৌম্যার্কেগুরবঃ স্যুর্যথাক্রমম্।
রাহুঃ সর্পো ভৃগুশ্চেতি পতাকপ্রভবা গ্রহাঃ॥
বামং কেতুপতাকায়াং কৃত্তিকাদিপরিভ্রমাৎ।
জন্মর্ক্ষং খেচরে যত্র জন্মাদ্যব্দাস্ততঃ ক্রমাৎ॥
আদিত্যসৌরয়োর্ব্বেধো বেধশ্চন্দ্রসুরেজ্যয়োঃ।
কুজরাহ্বোর্জ্ঞভৃগোশ্চ কেতুঃ কিঞ্চিন্নবিধ্যতি॥"

কেতুপতাকায় রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, শনি, বৃহস্পতি, রাহু, কেতু ও শুক্র যথাক্রমে স্থাপন করিবে। পরে রবি প্রভৃতি প্রত্যেক গ্রহে যথানিয়মে কৃত্তিকা প্রভৃতি তিন তিন নক্ষত্র স্থাপন করিবে। যে নক্ষত্রে জন্ম হয়, সেই নক্ষত্র কেতুপতাকায় যে গ্রহে আছে, প্রথমবর্ষের অধিপতি সেই গ্রহ এবং দ্বিতীয়বর্ষের অধিপতি তাহার পরের গ্রহ। কেতুপতাকায় রবির সহিত শনির, সোমের সহ বৃহস্পতির, মঙ্গলের সহিত রাহুর এবং বুধের সহিত শুক্রের বেধ আছে। কিন্তু কেতুর সহিত কোন গ্রহের বেধ নাই।

কেতুপতাকা চক্র।
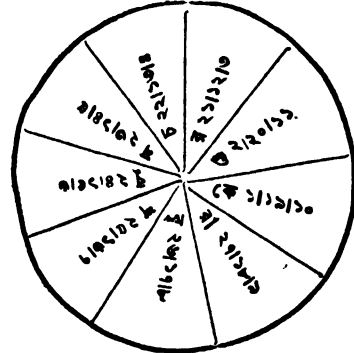
অধিপতি গ্রহানুসারে বর্ষের ফল।—রবি যে বৎসরের অধিপতি সে বৎসরে কোন লাভ হয় না, শিরঃপীড়া, জ্বররোগ, গৃহদাহ এবং পদে পদে বিঘ্ন হয়। চন্দ্রের বৎসরে রৌপ্য এবং সুবর্ণআভরণ লাভ এবং কৃষিকার্য্য করিলে বিশেষ ফল হয়। মঙ্গলের বৎসরে মৃত্যুভয়, গৃহদাহ, ধনহানি, চোরের ভয় এবং রাজভয় হয়। বুধের বৎসরের ফল উৎকৃষ্ট শয্যালাভ, রৌপ্য প্রভৃতি ধনপ্রাপ্তি, দান ও মানসিক পুণ্যকর্ম্ম। শনির বৎসরের ফল দাহ, বন্ধন, নানাবিধ পীড়া, ধনহানি, প্রহার এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত কলহ। বৃহস্পতির বর্ষের ফল—নানাবিধ সম্পত্তি, কৃষ্ণলোহিত ছত্রপ্রাপ্তি এবং বহুবিধ সম্মান। রাহুর বর্ষের ফল—বন্ধন, নৌকাবিপ্লব অর্থাৎ জলে নৌকা ডুবিয়া যাওয়া, হস্তে পদে ও সর্ব্ব শরীরে ব্রণ এবং সর্ব্বদা অশান্তি। কেতুগ্রহেরও এই ফল। শুক্রের বর্ষের ফল—বিপুল সম্পত্তিলাভ, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বাহনপ্রাপ্তি এবং উৎসাহ।

"খযুগ্মং শূন্যবাণৌ চ বসুযুগ্মঞ্চ ষট্‌শরৌ।
রামাগ্নী রামষট্‌কেচ বিংশঞ্চ সপ্তত্রিংশকা॥
বিংশমেতেঽব্দদিবসাঃ কেতাবর্কাদিষু ক্রমাৎ।
শুভানাং শোভনা জ্ঞেয়া অশুভানামশোভনাঃ॥"

শুভানামশুভানাঞ্চ যৎফলং বৎসরে কৃতম্।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দিশেৎ সর্ব্বং তেষামন্তর্দিনেষপি॥"

প্রত্যেক গ্রহের বৎসরের মধ্যেই অপর গ্রহগণের অন্তর্দিন আছে, তদনুসারে ফলাফল ঠিক করিতে হয়। বৎসর নয়ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। প্রথমভাগ ২০ দিন, দ্বিতীয় ৫০ দিন, তৃতীয় ২৮ দিন, চতুর্থ ৫৬ দিন, পঞ্চম ৩৩ দিন, ষষ্ঠ ৬৩ দিন, সপ্তম ২০ দিন, অষ্টম ৭০ দিন ও নবমভাগ ২০ দিন। বৎসরের অধিপতি গ্রহের অন্তর্দিন প্রথমভাগ অর্থাৎ বৎসরের প্রথম কুড়িদিন, সেই গ্রহের যে ফল উক্ত হইয়াছে, তাহা এই কুড়িদিনেই জানিবে। পতাকার স্থাপনানুসারে বর্ষাধিপতি গ্রহের পরবর্ত্তী গ্রহ দ্বিতীয়ভাগের এবং তৎপরবর্ত্তী গ্রহ তৃতীয়ভাগের এই প্রকার সকল গ্রহের অন্তর্দিন জানিবে। শুভ কিম্বা অশুভগ্রহের ফল যাহা উক্ত হইয়াছে, অন্তর্দিনেও সেই ফলই জানিবে।

কেতুভ (পুং) কেতুগ্রহস্যেব ভা দীপ্তির্যস্য বহুব্রী। মেঘ।

কেতুমতী (স্ত্রী) সুমালী রাক্ষসের স্ত্রী। অকম্পন, ধূম্রাক্ষ প্রভৃতির মাতা। ২ ছন্দোবিশেষ, অর্দ্ধসমবৃত্ত।

"অসমে সজৌ সগুরুযুক্তা কেতুমতী ভরনগাদ্‌গঃ।" বৃত্তরত্ন°।

যাহার প্রথম চরণ ও তৃতীয় চরণে প্রথমে দুইটী হ্রস্ব, একটী গুরু তৎপরে একটী হ্রস্ব, একটী গুরু এবং তৎপর তিনটী হ্রস্ব ও দুইটী গুরু হয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থচরণে প্রথম, চতুর্থ, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ অক্ষর গুরু হয়, তাহাকে কেতুমতী বলে।

কেতুমান্ [মৎ] (ত্রি) কেতুরস্যাস্য কেতু-মতুপ্। ১ চিহ্নযুক্ত। ২ প্রজ্ঞাযুক্ত। "কেতুমদ্ দুন্দুভির্বাবদীতি" (ঋক্ ৬।৪৭।৩১) 'কেতুমৎ প্রজ্ঞানবৎ' সায়ণ। (পুং) ৩ কাশীরাজ দিবোদাসের বংশীয় একজন রাজা। (হরিবংশ ২ অঃ।) ৪ শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সুনন্দার নিবাসগৃহ।

"সুনন্দায়া নিবাসোঽসৌ প্রশস্তঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ।
মহিম্না বাসুদেবস্য কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ।" হরিবংশ।

৫ ধন্বন্তরির পুত্র। ৬ দানববিশেষ। (ভাগবত ৯।১৭।৫)

কেতুমাল (পুং) ১ অগ্নীধ্ররাজার একপুত্র। ২ জম্বুদ্বীপান্তর্গত ৯টী বর্ষের একটী বর্ষ। এই বর্ষটী নিষধাচলের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই বর্ষে বিশাল, কম্বল, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, হরিপর্ব্বত, অশোক ও বর্দ্ধমান নামক সাতটী কুলপর্ব্বত আছে। এই বর্ষে বন্যজন্তুর বাসই অধিক। সুবপ্রা প্রভৃতি অনেক নদী ও নদ আছে। দেবর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ ঐ সমস্ত নদীর জলে স্নান করিতে ভাল বাসেন। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।)

কেতুমালী [ন্] (পুং) শম্বরদৈত্যের একজন সেনাপতি।

কেতুযষ্টি (স্ত্রী) পতাকার দণ্ড, নিশান দাণ্ডা।

কেতুরত্ন (ক্লী) বৈদূর্য্যমণি, হিন্দীতে লহসুনিয়া বলে।

কেতুবীর্য্য (পুং) একজন দানব। (হরিবংশ ৩ অঃ।)

কেতুবসন (পুং) পতাকা।

কেতুবৃক্ষ (পুং) মেরুর চতুর্দ্দিকস্থিত মন্দর প্রভৃতি পর্ব্বতের চিহ্নস্বরূপ বৃক্ষ। মন্দরপর্ব্বতে কদম্ব, গন্ধমাদনে জম্বু, বিপুলে বট এবং সুপার্শ্বপর্ব্বতে পিপ্পল কেতুবৃক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"বিষ্কম্ভশৈলাঃ কিল মন্দরোঽস্য সুগন্ধশৈলঃ বিপুলঃ সুপার্শ্বঃ।
তেষু ক্রমাৎ সন্তি চ কেতুবৃক্ষাঃ কদম্ব-জম্বু-বট-পিপ্পলাখ্যাঃ॥"
সিদ্ধান্তশিরোমণি।

বিষ্ণুপুরাণের মতে মেরুর পূর্ব্বদিকে মন্দর পর্ব্বত, তাহাতে কদম্বকেতুবৃক্ষ, এবং দক্ষিণদিকস্থিত গন্ধমাদনে জম্বু, পশ্চিমস্থ বিপুল পর্ব্বতে পিপ্পল এবং উত্তরদিকস্থ সুপার্শ্বপর্ব্বতে বটবৃক্ষই কেতুবৃক্ষ বলিয়া পরিচিত।

"বিষ্কম্ভারচিতা মেরো র্যোজনায়তমুচ্ছ্রিতাঃ।
পূর্ব্বেণ মন্দরোনাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ॥
বিপুলঃ পশ্চিমে ভাগে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্মৃতঃ।
কদম্বস্তেষু জম্বুশ্চ পিপ্পলো বট এবচ॥
একাদশশতায়ামাঃ পাদপা গিরিকেতবঃ।" বিষ্ণুপুরাণ।

কেতুশৃঙ্গ (পুং) পৌরববংশীয় একজন রাজা।
(ভারত আদি ১ অঃ।)

কেদর (পুং) কে দৃণাতি কৈ দীর্য্যতে বা কে-দৃ-অচ্ অথবা অপ্ ১ বৃক্ষবিশেষ। ২ টৈরক। (শব্দচিন্তামণি)

কেদার (পুং) কে শিরসি দারোঽস্য কেন জলেন বা দারোঽস্য বহুব্রী। নিপাতনে সাধু। ১ হিমালয়ের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত ও একটী মহাপুণ্যভূমি। (হিমবৎখণ্ড ৮।১০)

কাশীখণ্ডের মতে—

'যে ব্যক্তি কেদার দর্শন করিবে বলিয়া স্থির করেন, তখনই তাহার আজন্ম সঞ্চিত পাপবিনষ্ট হয়। গমন নিশ্চয় করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই জন্মদ্বয়ার্জিত পাপ শরীর হইতে দূরীভূত হয়। পথের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে তিন জন্মের পাপনষ্ট হয়। সায়ংকালে কেদার নাম তিনবার উচ্চারণ করিলে গৃহে বসিয়াই কেদারযাত্রার ফল লাভ করিতে পারে। কেদারপর্ব্বত অবলোকন এবং তথাকার জলপান করিলে জন্মজন্মান্তরের পাপ বিনষ্ট হয়। সেইস্থানে হরপাপ নামক একটী হ্রদ আছে। তাহাতে স্নান করিয়া কেদারেশ্বরের পূজা করিলে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়। যিনি হরপাপ হ্রদের তীরে শ্রাদ্ধ করেন, তাহার সপ্ত পুরুষ স্বর্গে গমন করে। হিমাচলে আরোহণ করিয়া কেদার অবলোকন করিলে কাশীদর্শনের সপ্ত গুণ ফল হয়।' (কাশীখণ্ড)

২ কামরূপ একটী পবিত্রতীর্থ। [কামরূপ দেখ।] ৩ নর্ম্মদাতীরস্থ একটী তীর্থ, পুরাণে মতঙ্গ-কেদার নামে বর্ণিত। [বায়ুপুরাণে রেবামাহাত্ম্য।]

"মতঙ্গস্য চ কেদারস্তত্রৈব কুরুনন্দন।"(ভারত, বন, ৮৪ অঃ।)

(ক্লী) ৪ কেদারপর্ব্বতস্থ শিবলিঙ্গ। ৫ কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ।

[কাশীশব্দে ৮৫ পৃষ্ঠায় কাশীস্থ কেদারের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৬ বদরিকাশ্রমের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষেত্র।

"কেদারাখ্যে মহাক্ষেত্রে দেবী সা মার্গদায়িনী" দেবীগীতা।

৭ জল নিবারণের নিমিত্ত চারিপার্শ্বে সেতুবন্ধযুক্ত ক্ষেত্র। ৮ আলবাল। ৯ ক্ষেতের আলি।

"তড়াগোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্
প্রবিশ্য তদ্বদেব চতুষ্কোণাকারং ভবতি।" বেদান্তপরিভাষা।

(পুং) ১০ ঋষি নামে ধর্ম্মশাস্ত্রকার। শ্রীধরস্বামী ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেদারক (পুং) ষষ্টিকধান্যবিশেষ, বাট্‌ধান।

ইহার গুণ—মধুর, বাত ও পিত্তনাশক, পুষ্টিকর, এবং কফ ও শুক্রবৃদ্ধিকারক। (সুশ্রুত, সূত্রস্থান ৪৬ অঃ)

কেদারকটুকা (স্ত্রী) কেদারস্য ক্ষেত্রস্য কটুকেব। কটুকা, কট্‌কী। (রাজনি°)।

কেদারকান্ত, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের গড়বাল-প্রদেশের একটী গিরিশৃঙ্গ। অক্ষা° ৩১°১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°১৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৮৩৬০ হাত উচ্চ। হিমালয়ে যমুনা ও তমসা (টনস্) নদীর যেখানে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত। ইহার ঢালু অল্পে অল্পে চারিদিকে বিস্তৃত, সুতরাং ইহাতে উঠিবার বেশ সুবিধা আছে। নিম্নভাগে ঘসিমের ভাগ অধিক। উপরিভাগ অভ্রযুক্ত। ভূমি হইতে ৬৬৬৬ হাত উচ্চ পর্য্যন্ত ইহাতে বৃক্ষাদি দেখা যায়। তাহার উপরিভাগে ঘাস ও ছোট ছোট গুল্মমাত্র জন্মে। শীতকালে শিখরদেশে বরফ জমিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়মাসে তাহা গলিয়া যায়। কএকমাস বরফ দেখা যায় না। পূর্ব্বে ইহা একটী জরিপ কার্য্যের কেন্দ্রস্থান রূপে ব্যবহৃত হইত। স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে ইহাই 'কেদারশৈল' নামে উক্ত হইয়াছে।

কেদারখণ্ড (পুং) ১ স্কন্দপুরাণের একটী অংশ, যাহাতে কেদারমাহাত্ম্য বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ২ বাঁধ, চলিত কথায় জাঙ্গাল বলে।

কেদারগঙ্গা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে গড়বাল-প্রদেশের একটী নদী। উহার উৎপত্তিস্থান অক্ষা° ৩০°৪৪´১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯°৫´ পূঃ। এই স্রোতস্বিনী উত্তরপশ্চিমদিকে ৫।৬ ক্রোশপথ আসিয়া গঙ্গোত্তরীর নিম্নভাগে অক্ষা° ৩০°৫৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৫৯´ পূঃ স্থানে ভাগিরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বরফ গলিয়া গেলে উহার জল অধিক পরিমাণে ও প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। অন্য সময় তত জল থাকে না।

কেদারজ (ত্রি) কেদারাৎ জায়তে কেদার-জন-ড। ১ ক্ষেত্রজাত ধান্য প্রভৃতি। (ক্লী) ২ পদ্মকাষ্ঠ।

কেদারজল (ক্লী) ক্ষেত্রের জল। ইহার গুণ—মধুর, গুরুপাক, দোষকারক। ক্ষেত্রবদ্ধ জল মুক্ত হইলে অতিশয় দোষকারক। (রাজনির্ঘণ্ট।)

কেদারনট, কেদারা ও নটরাগের যোগে উৎপন্ন একটী রাগ। ইহাতে ঋষভ ও ধৈবতবর্জিত পাঁচটী মাত্র স্বরগ্রাম আছে।

নি সা ০ গ ০ ম প ০। (সঙ্গীতপারিজাত)।

কেদারনাথ, হিমালয়প্রদেশস্থ গড়বালের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পুণ্যভূমি। অক্ষা° ৩০°৪৪´১৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯°৬´৩৩´´ পূঃ। মহাপথ নামক তুষারশৃঙ্গের নিম্নে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৩৩৩ হাত উচ্চে অবস্থিত।

এই স্থানে কেদারনাথ নামক শিবলিঙ্গ আছেন, তজ্জন্যই হিন্দুর নিকট এই স্থান অতীব পুণ্য ভূমি ও কেদারনাথ নামে বিখ্যাত। [কেদার দেখ।]

অতি প্রাচীনকাল হইতে কেদার একটী মহাপুণ্যস্থান বলিয়া খ্যাত। মহাভারতে, মাৎস্যে (২২।১১), কূর্ম্মপুরাণে (৬১।২।১।), স্কন্দপুরাণে ও নন্দীপুরাণে কেদারনাথ মহাপুণ্য স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এখানকার কেদারনাথ শিবের নামানুসারে সমস্ত গড়বালপ্রদেশ প্রাচীনকালে কেদারভূমি বলিয়া বিখ্যাত ছিল, তাহা গড়বালরাজ অনেকমল্ল প্রভৃতি রাজগণের প্রদত্ত প্রাচীন অনুশাসন পত্রপাঠে জানিতে পারা যায়। [গড়বাল দেখ।]

স্কন্দপুরাণে কেদারখণ্ডে লিখিত আছে, এই স্থান মহাদেবের অতিপ্রিয়, এখানকার ধূলি স্পর্শ করিলেও মহাপুণ্য হয়। যে মহাপাপ করিয়াছে, কেদারনাথ দর্শনে তাহার কিছুমাত্র পাপ থাকে না। তীর্থযাত্রী এখানে আগমন করিয়া কেদার, তুঙ্গনাথ, রুদ্রালয়, মধ্যমেশ্বর ও কল্পেশ্বর এই পঞ্চকেদার দর্শন করিবেন।

পুণ্যধাম কেদারনাথের মন্দির ভিন্ন এখানে আরও অনেকগুলি তীর্থ আছে, তন্মধ্যে স্বর্গরোহিণী, ভৃগুপতন, রেতকুণ্ড, হংসকুণ্ড, সিন্ধুসাগর, ত্রিবেণীতীর্থ, মহাপথ, মন্দাকিনীনদীর নিকটস্থ শিবকুণ্ড প্রভৃতিই প্রধান। কেদারখণ্ডে এই সকল তীর্থের বিস্তৃত মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ

আছে। মহাপথ নামক পুণ্যস্থানে ভৈরবঝম্প নামক একটী গিরিশৃঙ্গ আছে, পূর্ব্বে অনেক মুমুক্ষু তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া দেবের প্রসাদ-লাভাশয় এই মহোচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ঝম্পপ্রদান করিতেন। নন্দীপুরাণে কেদারকল্পে লিখিত আছে, এখানে আসিয়া ঝম্পপ্রদান করিলে মহাদেব তৎক্ষণাৎ মোক্ষপ্রদান করেন।

পূর্ব্বে বিস্তরলোক এখানে আসিয়া ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিত, এখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনগুণে বড় একটা কেহ ঝাঁপ দিতে পারে না।

বৈশাখমাসে অক্ষয়তৃতীয়া হইতে কার্ত্তিকসংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই ছয় মাসকাল এখানে তীর্থযাত্রিগণ আগমন করেন। অর্দ্ধমার্গশীর্ষ উপক্রান্তির দিন এখানে মহাসমারোহ। কেদারখণ্ডে লিখিত আছে, ঐদিন দেবদেবীগণ এখানে উপস্থিত হন। অনেকে বলিয়া থাকেন, সেই দিবস উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে নানাজাতীয় কুসুমসৌরভ ও সেই সঙ্গে সুমধুরধ্বনি আসিয়া আগন্তুকগণের কর্ণকুহর পবিত্র করে।

কেদারনাথের প্রাচীনমন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মন্দির অধিকদিনের পুরাতন নহে। মন্দিরের চারিদিকে তীর্থযাত্রিগণের বসবাসের জন্য দেশীয় রাজগণের ব্যয়ে নির্ম্মিত বিস্তর গৃহরাজী বিরাজ করিতেছে।

কেদারের প্রধান মহান্তের উপাধি রাবল, তিনি দাক্ষিণাত্যের জঙ্গমশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তিনি এখানকার পৌরোহিত্য করেন না, গুপ্তকাশী ও উখিমঠে সর্ব্বদাই থাকেন। তাঁহার চেলাগণ সর্ব্বদা কেদারনাথে থাকিয়া কার্য্য করেন। এখানকার প্রধান প্রধান পাণ্ডারাও দাক্ষিণাত্যের নাম্বুরি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী কেদারনাথ দর্শনে গিয়া থাকেন। [গড়বাল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কেদারভট্ট (পুং) ১ বৃত্তরত্নাকর নামক সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থ রচয়িতা, পব্বেকের পুত্র। মল্লিনাথ, শিবরাম, পদ্মনাভ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কেদারভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২ একজন অলঙ্কারপ্রণেতা।

কেদারমল্ল, রাজা মদনপালের উপাধি। [মদনপাল দেখ।]

কেদাররায়, সন্দীপের নিকট শ্রীপুরের রাজা। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজত্ব করিতেন। এই সময়ে মোগলগণ যখন বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন, তখন সন্দীপ কেদাররায়ের অধিকৃত ছিল। কিন্তু মোগলেরা তাহা বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। তখন পর্ত্তুগীজগণ এ প্রদেশে বাণিজ্য করিতে আসিত। তাহারাও সুবিধাক্রমে উহার কতক অধিকার করিয়া লয়। আরাকানের রাজা পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইবার জন্য একদল নৌসেনা পাঠাইয়া দেন। কেদাররায়ও শ্রীপুর হইতে একশত কোশা নৌকা পাঠাইয়া ছিলেন। মিলিত নৌসেনা জয়লাভ করিলে পর্ত্তুগীজগণ সন্ধি করিয়া শ্রীপুরে আপনাদের ভগ্নতরীগুলি মেরামত করিতে যান। সেই সময় মোগল-সেনাপতি মন্দরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই সময়ে কেদাররায়ের পরাক্রম খর্ব্ব হয়।

কেদারা (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, কেদারী। [কেদারী দেখ।]

কেদারী (স্ত্রী) ঋষভ ও ধৈবত-বর্জ্জিত ওড়ব রাগিণী। ইহার গ্রহ অংশ মার্গী, মূর্চ্ছনা ও নি-ত্রয়যুক্ত।

নি স গ ম প নি নি নি।

ইহার ধ্যান—"জটাং দধানা সিতচন্দ্রমৌলিঃ
নাগোত্তরীয়া ধৃতযোগপট্টা।
গঙ্গাধরধ্যাননিমগ্নচিত্তা
কেদারিকা দীপকরাগিণীয়ম্।" (সঙ্গীতদর্পণ)

জটাধারিণী কেদারী রাগিণী যোগপট্ট ও নাগোত্তরীয় ধারণ করিয়া একান্ত মনে শিবের ধ্যান করেন, ইহার মস্তক শুক্লপক্ষীয় শশধর দ্বারা পরিশোভিত।

রাগবিবোধকার সোমেশ্বরের মতে এই রাগিণী সম্পূর্ণ জাতি। ইহা সায়ংকালে বীর ও শৃঙ্গাররসে গেয়।

কেদারেশ্বর (পুং) ১ কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। (কাশীখণ্ড) ২ একাম্রকাননের অন্তর্গত একটী প্রাচীন শিবমন্দির। কপিলসংহিতায় ইহার মাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

কেদিবারি, যে কএকটী মুখে সিন্ধুনদী সমুদ্রে পড়িয়াছে, কেদিবারি তাহারই একটী। অক্ষা° ২৪°২´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৭°২১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বে সিন্ধুমুখে প্রবেশের ইহাই প্রধান-পথ ছিল। তখন ১০।১২ হাত জল থাকিত। এখন হাজামরোও নামক শাখায় অধিক জল থাকায় তাহাই প্রধান মোহানা বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

কেন (কিম্‌শব্দের পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে তৃতীয়ার একবচন-নিষ্পন্ন পদ।) ১ কিংহেতু। ২ কাহাদ্বারা। ৩ উপনিষদ্-বিশেষ। ৪ কোন ব্যক্তি। (দেশজ) ৫ প্রত্যুত্তরবোধক।

কেন, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। ইহার আর একটী নাম কয়ান। সংস্কৃতে 'কর্ণাবতী' ও গ্রীকেরা 'কৈন্‌' বলিত। এই নদী ভুপালরাজ্যের মধ্যে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের উত্তর-পশ্চিম ভাগের ঢালুপ্রদেশ হইতে বাহির হইয়াছে। উৎপত্তি-স্থান অক্ষা° ২৩°৫৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০°১৩´ পূঃ, তথা হইতে ১৭।১৮ ক্রোশ গিয়া পিপাড়িয়া-ঘাট নামক স্থানের নিকট বন্দইর নামক গিরিমালার উপর হইতে এই নদীর জল একেবারে অনেক নিম্নে পতিত হওয়ায় তথায় একটী

জলপ্রপাত হইয়াছে। তাহার পর পশ্চিমমুখে গমন করিলে পাটনা ও সুনার নদী আসিয়া ইহাতে মিলিত হইয়াছে। বান্দা জেলায় বিলহড়কা গ্রামে কোইল, গধইন ও চন্দ্রাবাল নামক ছোট ছোট নদী ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মিলিত নদী চিল্লা নামক গ্রামে যমুনায় মিলিত হইয়াছে। এই স্থানের অক্ষা° ২৫°৪৭´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৮০°৩৩´ পূঃ। নদীর দৈর্ঘ্য উৎপত্তিস্থান হইতে ১১৫ ক্রোশ। ইহার কোথাও বেশী স্রোত কোথাও বা পাহাড়, এই জন্য ইহাতে নৌকায় গমনপক্ষে সুবিধা নাই। বর্ষাকালে যমুনা হইতে বান্দা পর্য্যন্ত ১৭।১৮ ক্রোশ পথে ছোট ছোট নৌকা চলিয়া থাকে। এই নদীতে অধিক মাছ পাওয়া যায়। ইহার তলে অনেক মূল্যবান্ প্রস্তরখণ্ড বাহির হইয়া থাকে। লোকে বলে যে উহার জল স্বাস্থ্যকর নহে। সম্প্রতি ইহা হইতে কএকটী খাল বাহির করা হইয়াছে।

কেনতী (স্ত্রী) কে সুখার্থং নতিঃ বা ঙীপ্ অলুক্। কামলীলা।

কেননা (দেশজ) হেতু, কারণ।

কেনহ (দেশজ) কারণ, হেতু।

কেনার (পুং) কে মূর্দ্ধিনারঃ, অলুক্সং। ১ কুম্ভিনরক। ২ মস্তক। ৩ কপোল। ৪ সন্ধি।

কেনিপ (পুং) কে মুখে নিপততি কে-নি-পত-ড, অলুক্স°। মেধাবী। (নিঘণ্টু ৩।১৫।) "ওজঃ কৃষ সংগৃভায় ত্বে অপ্যসো যথা কেনিপানামিনো বৃধে।" (ঋক্ ১০।৪৪।৪) 'কেনিপানাং মেধাবিনামস্মাকং কেনিপ উশিজ ইতি মেধাবিনামসু পাঠাৎ' সায়ণ।" নিঘণ্টুতে কেনিপ স্থলে আকেনিপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

কেনিপাত (পুং) কে জলে নিপাত্যতেঽসৌ নি-পত-ণিচ্ কর্ম্মণি অচ্। অরিত্র, নৌকার হাল।

কেনিপাতক (পুং) কেনিপাত স্বার্থে কন্। অরিত্র, হাল।

কেনেষিতোপনিষদ্ (স্ত্রী) কেনোপনিষদ্।

কেন্দড়া (দেশজ) জলাভূমিজাত একপ্রকার গাছড়া। (Commelina nudiflora)

কেন্দু (পুং) ঈষৎ ইন্দুঃ কোঃ কাদেশঃ। তিন্দুক বৃক্ষ। চলিত ভাষায় কেঁদু বলে। (Diospyros melanoxylon)

কেন্দুক (পুং) কেন্দু সংজ্ঞায়াং কন্। ১ গাবর্ব বৃক্ষ, গাব গাছ। ২ তালবিশেষ।

"লঘুদ্বয়ং বিরামান্তং তালে কেন্দুকসংজ্ঞকে।" সঙ্গীতদামোদর।

কেন্দুয়া (দেশজ) ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রবিশেষ, নেকড়িয়া বাঘ।

কেন্দুলী, বঙ্গদেশের বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়নদীতীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৩°৩৮´৩০″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°২৮´১৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবি জয়দেব এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। কবির স্মরণার্থ প্রতিবৎসর সংক্রান্তিতে এখানে একটী প্রকাণ্ড মেলা হয়; তাহাতে প্রায় ৫০ সহস্র লোক সমবেত হইয়া থাকে।

কেন্দুবাল (পুং) কে জলে ইন্দোরিব অর্দ্ধেন্দোরিব বালশ্চলনমস্য বহুব্রী। অরিত্র, নৌকার হাল।

'অরিত্রশব্দঃ কেন্দুবালবাচকঃ।' মহীধর।

কেন্দুবিল্ব (পুং) বীরভূমজেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান কেন্দুলী নামক গ্রাম। বিখ্যাত জয়দেব কবির জন্মভূমি। [জয়দেব দেখ।]

কেন্দ্র (ক্লী, গ্রীক্ Kentron) ১ বৃত্তক্ষেত্রের মধ্যস্থান।

"বৃত্তস্য মধ্যং কিল কেন্দ্রমুক্তং কেন্দ্রং গ্রহোচ্চান্তরমুচ্যতে হতঃ।
যতোঽন্তরে তাবতি তুঙ্গদেশাদ্মীচোচ্চবৃত্তস্য সদৈব কেন্দ্রম্॥"
সি° শি° গোলাধ্যায়।

২ লগ্নবিশেষ। লগ্ন ও এই লগ্ন হইতে ১ম, ৪র্থ, ৭ম ও ১০ম রাশির নাম কেন্দ্র, এই কেন্দ্রস্থানে গ্রহ থাকিয়া যে আকর্ষণ করে, তাহা প্রবল। (বৃহৎসংহিতা।)

"কেন্দ্রং চতুষ্টয়ং কণ্টকঞ্চ লগ্নান্তদশচতুর্থানাং সংজ্ঞা।" জাতক।

কেন্দ্রকা (স্ত্রী) কেন্দ্র।

কেন্দ্রমুখবল (ক্লী) যে বলে বস্তু সকল কেন্দ্রাভিমুখ হইতে অন্তরিত হয়।

কেন্দ্রস্রোতঃ [স্] (ক্লী) মেরুর নিকট হইতে আগত স্রোতঃ।

কেন্দ্রাপসারিণী (স্ত্রী) শক্তিবিশেষ, যে শক্তি প্রভাবে দ্রব্যকে কেন্দ্রত্যাগ করিয়া যাইতে হয়।

কেন্দ্রাপাড়া, উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক জেলার একটী উপবিভাগ। ইহার প্রধান নগর কেন্দ্রাপাড়া, উহা মহানদীর শাখা চিতরতলা নদীর তীরে অক্ষা° ২০°২৯´৫৫″ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৬°২৭´৩৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বে কুজঙ্গের রাজা এ প্রদেশ সর্ব্বদাই লুটপাঠ করিতেন বলিয়া মহারাষ্ট্রগণ এই স্থানে একজন ফৌজদার রাখিয়াছিলেন। এখানে একটী মিউনিসিপালিটী, কয়েকটী আদালত, ডাকঘর, ও ডাকবাঙ্গলা আছে। উড়িষ্যার খালসমূহের মধ্যে কেন্দ্রাপাড়ানামক খালের একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে।

কেন্দ্রাভিকর্ষণীশক্তি (স্ত্রী) যে শক্তির প্রভাবে দ্রব্য কেন্দ্রের অভিমুখে যায়।

কেন্দ্রাভিমুখবল (ক্লী) যে বলে বস্তু সকল কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়।

কেন্দো (দেশজ) একপ্রকার ছোট পোকা, স্থানবিশেষে কেঁদরাই কহে।

কেপি (ত্রি) কুৎসিত কর্ম্মকারী। "স যে শেবুবজ্রিয়াং মাষ মারুহ মীর্দ্দেব তে শুবিশন্ত কেপয়ঃ" (ঋক্ ১০।৪৪।৬) 'কেপয়ঃ কুৎসিত পুরকর্ম্মাণঃ পাপকর্ম্মাণো জনাঃ' সায়ণ।

কেমদ্রুম (পুং) জন্মকালীন গ্রহযোগবিশেষ।

"কেমদ্রুমসংজ্ঞিতোঽন্যঃ।" জ্যোতিস্তত্ত্ব।

জন্মকালে যে সকল গ্রহ যে লগ্নে থাকিলে সুনফা, অনফা ও দুরধুরা যোগ হয়, তাহার অন্য লগ্নে গ্রহ থাকিলে কেমদ্রুমযোগ হইয়া থাকে।

"ভূতকং দুঃখিমধনং জাতং কেমদ্রুমে বিদ্যাৎ" জ্যোতিস্ত°।

কেমদ্রুমযোগে জাত ব্যক্তি দরিদ্র ও দুঃখী হয় এবং তাহাকে পরের দাসত্ব করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়।

"নৃপতের্বংশজাতোঽপি কেমদ্রুমভবোনরঃ।
মলিনো দুঃখিতো নীচো নিঃস্বো দাসো ভবেৎ খলঃ॥"

কেমদ্রুম জাতব্যক্তি রাজবংশজাত হইলেও তাহাকে মলিন, দুঃখিত, দরিদ্র ও পরের বেতনগ্রাহী হইতে হয়।

"চন্দ্রে কেন্দ্রগতে হথবা গ্রহযুতে সর্ব্বৈশ্চ দৃষ্টে বিধৌ
সর্ব্বৈঃ কণ্টকসংজ্ঞিতৈর্গ্রহযুতৈঃ কেমদ্রুমোনেষ্যতে।"

চন্দ্র কেন্দ্রগত, অপরগ্রহযুক্ত কিম্বা অপর গ্রহ সকল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কেমদ্রুম যোগ হয় না।

কেমন (দেশজ) কি প্রকার, কিরূপ।

কেমুক (পুং) কে শিরসি অময়তি কে-অম-উক। ১ বৃক্ষবিশেষ, বঙ্গভাষায় কেঁউগাছ ও হিন্দীতে কেমুয়া বলে। পর্য্যায়— পেচুক, পেচুনী, পেচু, পেচিকা, দলসারিণী, কেচুক। (রত্নমালা)। ইহার মূলের গুণ—কফনাশক, পিত্তঘ্ন, রোচক ও অগ্নিদীপনকারক। (রাজনি°।) ভাবপ্রকাশমতে ইহার মূলের গুণ—কটু, পাকে তিক্ত, গ্রাহী, শীতল, লঘু, পাচন, হৃদ্য, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস ও প্রমেহনাশক, বাতল এবং কটু। ২ রাঢ়দেশের অন্তর্গত একটী গ্রাম, বৃষেশ্বর শিবলিঙ্গের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। (দিগ্বিজয়প্রকাশ)।

কেম্পদেব, মহিসুরের একজন প্রবল রাজা। ইনি মদুরার নায়ককে পরাস্ত করিয়া এরোদ নামক স্থান জয় করেন। বেদনোরের শিবাপ্পা নায়কও ইহার নিকট পরাস্ত হন। ইনি দোড্ডদেবরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। রাজ্যকাল ১৬৫৯—১৬৭২ খৃঃ।

কেয়ছবি (দেশজ) একপ্রকার মাছ (Cyprinus Kulilaus)

কেয়দেবপণ্ডিত, একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার, ইহার পিতার নাম সারঙ্গ, পিতামহের নাম পদ্মনাভ। ইনি নদীরত্নাকর ও পথ্যাপথ্যবিবেক নামে বৈদ্যগ্রন্থ রচনা করেন।

কেয়াকাঁদি (কেয়া কেতকশব্দের অপভ্রংশ, কাঁদি দেশজ।) কেতকীপুষ্পের গোছা, কেয়াফুলের ছড়া। ইহাতে অনেক রেণু থাকে, ইহার গায়ে হাত দিলে ধূলির ন্যায় পদার্থ উঠে। কোন বঙ্গকবি বলিয়াছেন—

"হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি।"

কেয়াল (দেশজ) ১ পরিষ্কার। ২ বিক্রেয়।

কেয়ুর (ক্লী) কে বাহুশিরসি যাতি কে-যা-উর-কিচ্চ-অলুক্‌সং। ১ বাহুভূষণ, তাড়, অঙ্গদ।

"পাদানাং ভূষণানাঞ্চ কেয়ুরাণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।" ভারত ৬।৬৭।২৯।

(পুং) রতিবন্ধবিশেষ।

"স্ত্রীজঙ্ঘেচৈব সংপীড্য দোর্ভ্যামালিঙ্গ্য সুন্দরীম্।
কারয়েৎ স্থাপনং কামী বন্ধঃ কেয়ুরসংজ্ঞিতঃ॥" স্মরদীপিকা।

রতিমঞ্জরীতে প্রকারান্তর কেয়ুরবন্ধ নির্ণীত হইয়াছে—

"স্ত্রীণাং জঙ্ঘান্তরাবিষ্টো গাঢ়মালিঙ্গ্য সুন্দরীম্।
কাময়েদ্বিপুলং কামী বন্ধঃ কেয়ুরসংজ্ঞিতঃ॥" রতিমঞ্জরী।

কেয়ূরক (পুং) ১ একজন গন্ধর্ব্ব। বাণভট্ট ইহাকে গন্ধর্ব্বকুমারী কাদম্বরীর অনুচর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেয়ুর স্বার্থে কন্ (ক্লী) ২ অঙ্গদ, তাড়।

কেয়ূরবন্ধ (পুং) বধ্যতেঽত্র বন্ধ ঘঞ্ ততঃ কেয়ুরস্য বন্ধঃ ৬তৎ। অঙ্গদ পরিধানের স্থান।

কেয়ূরবল (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত দেবতাভেদ। (ললিতবিস্তর)

কেয়ূরী [ন্] (ত্রি) কেয়ুরমস্যাস্তি কেয়ুর-ইনি। অঙ্গদ।

"কেয়ূরিণং মহাভাগমাসনে সর্ব্বকাঞ্চনে।
মণিবিক্রমবৈদূর্য্যজালান্তরিতরূপকে॥" মার্কণ্ডেয় ২৩।১০১।

কেরক (পুং, বহুবচনান্ত) ১ জনপদবিশেষ।

"একপদাংশ্চ পুরুষান্ কেরকান্ বনবাসিনঃ।"

(ভারত, সভা ২০অঃ)

২ উক্ত স্থানবাসী।

কেরটুপপীপ, একজন প্রাচীন কবি। শ্রীধরদাসের সূক্তিকর্ণামৃতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

কেরল (পুং) ১ ক্ষত্রিয়বিশেষ। ইহারা সূর্য্যবংশীয় সগর রাজকর্ত্তৃক ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল। (হরিবংশ)।

২ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন জনপদ। রামায়ণ (৪।৪১ অঃ), মহাভারত (৬।৯ অঃ) ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪৮।৫২, মার্কণ্ডেয় ৫৭।৪৮, মৎস্য ১১৩।৪৬, বামন ১৩।৪৬, ও বৃহৎসংহিতা প্রভৃতিগ্রন্থে এই জনপদের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান গোকর্ণ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ জনপদ কেরল নামে বিখ্যাত ছিল। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে—

"সুব্রহ্মণ্যাং সমারভ্য যাবদ্দেবো জনার্দ্দনঃ।
তাবৎ কেরলদেশঃ স্যাৎ তন্মধ্যে সিদ্ধকেরলঃ॥

রামেশ্বরাৎ ব্যঙ্কটেশাৎ হংসকেরলনামকঃ।
অনন্তশৈলমারভ্য যাবৎ স্যাদব্যয়ং পরে॥
তাবৎ সর্ব্বেশনামাতু কেরলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

সুব্রহ্মণ্য (দক্ষিণ কানাড়ার সীমান্ত) হইতে জনার্দ্দন পর্য্যন্ত কেরলদেশ, ইহার মধ্যে সিদ্ধকেরল, আবার রামেশ্বর হইতে বেঙ্কটাদ্রি পর্য্যন্ত হংসকেরল এবং অনন্তশৈল হইতে অব্যয় পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান কেরল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এখানকার প্রাচীন রাজাদিগের প্রদত্ত অনুশাসন দৃষ্টে জানা যায়—মলয়বার, চেররাজ্য, কোইম্বাতুর ও সালেম ভূভাগ এই সমুদায় স্থান লইয়া পূর্ব্বকালে কেরলরাজ্য বিস্তৃত ছিল। [মলয়বার, চের প্রভৃতি শব্দ দেখ।] এখন কেরল বলিতে গেলে সমুদ্রতীরবর্ত্তী কেবল মলয়বার উপকূল বুঝায়। কাহারও মতে, পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি যে পরলিয়া (Paralia) নামে জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 'করলিয়া' (Karalia) হইবে, করলিয়া কেরল শব্দেরই রূপান্তর। (Wilson's Introduction to the Mackenzie Collection, p. 56) আবার কাহারও মতে, প্রাচীন গ্রীকগণ কর্ত্তৃক এই কেরল 'লিমারিক' বা 'ডিমারিক' নামে উক্ত হইয়াছে। (Col. Yule's Glossary, p. 41.)

(খৃঃ পূঃ ৩য়) শতাব্দীর অশোকরাজের অনুশাসনে কেরলপুত্র নামে এখানকার একজন রাজার নাম আছে। প্লিনি 'কেলোবোত্রস্' (Celobotras), টলেমি 'কেরবোথ্রস্' (Kerabothrus), ও পেরিপ্লাস্ 'কেপ্রোবোথ্রস্' (Ceprobothrus) নামে বর্ণনা করিয়াছেন। মলয়ালম্ ভাষায় লিখিত কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, ক্ষত্রিয়বৈরি পরশুরাম সমুদ্র হইতে কেরল জনপদ উদ্ধার করিয়া এখানে আর্য্যব্রাহ্মণ আনাইয়া স্থাপন করেন। তাহার বহুকাল পরে আর্য্যপুর হইতে আগত আর্য্য-পেরুমাল নামে একজন রাজা; কেরলরাজ্য—১ তুলুব (গোকর্ণ হইতে পেরুম্পুর) ২ মুষিক (পেরুমপুর হইতে পদুপট্টন), ৩ কেরল (পদুপট্টন হইতে কন্নেত্তি) এবং ৪ কুপ (কন্নেতি হইতে কুমারী অন্তরীপ) এই চারিভাগে বিভক্ত করেন। [মলয়বার শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৪ গড়বালের অন্তর্গত একটী গিরিশৃঙ্গ, কালীনদীর নিকট, এখানে দেবীমূর্ত্তি আছে।

কেরলচিন্তামণি, একখানি জ্যোতিষের নাম।

কেরলজাতক, একখানি জাতকগ্রন্থ।

কেরলতন্ত্র, একখানি প্রাচীন তন্ত্র। সুন্দরদেব এই তন্ত্রের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেরলপুরাণ, কেরল বা বর্ত্তমান মলয়বারের তীর্থসমূহের বিবরণমূলক একখানি উপপুরাণ।

কেরলাচার্য্য, দিব্যচূড়ামণি নামক জ্যোতির্গ্রন্থপ্রণেতা।

কেরলীবসবরাজ, মহিসুরের একজন যুবরাজ। ইনি শিবতত্ত্বরত্নাকর নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

কেরলী (স্ত্রী) জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশেষ, এই শাস্ত্র কেরলদেশে প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহার নাম কেরলী হইয়াছে। গর্গসংহিতায় এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বর্গবর্ণপ্রমাণঞ্চ স্বরং তাড়িতং মিথঃ।
পিণ্ডসংখ্যা ভবেৎ তস্য যথা ভাগেস্তু কল্পনা॥"

অ ক চ ট ত প য শ এই আটটী বর্গ। অ বর্গের সংখ্যা ১ ইহার বর্ণ সংখ্যা ১৬, যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। কবর্গের সংখ্যা ২, ইহার বর্ণসংখ্যা ৫, যথা—ক খ গ ঘ ঙ। চবর্গের সংখ্যা ৩, বর্ণসংখ্যা ৫, যথা—চ ছ জ ঝ ঞ। টবর্গের সংখ্যা ৪, ট ঠ ড ঢ ণ। তবর্গের সংখ্যা ৫, ত থ দ ধ ন। পবর্গের সংখ্যা ৬, প ফ ব ভ ম। যবর্গের সংখ্যা ৭, য র ল ব। শবর্গের সংখ্যা ৮, শ ষ স হ। যেমন দাড়িমফলের নাম প্রশ্ন করিলে দকারের বর্গসংখ্যা ৫ এবং বর্ণসংখ্যা ৩ উভয় মিলিয়া সংখ্যা হইল ৮, এইরূপ ডকারের বর্গসংখ্যা ও বর্ণ সংখ্যা মিলিত হইয়া ৭ এবং মকারের বর্গ ও বর্ণ সংখ্যা ১১, সকল একত্র করিলে সংখ্যা হইল ২৬। দাড়িম শব্দে আ ই অ এই তিনটী স্বর আছে। আকারের বর্গসংখ্যা ১, বর্ণ সংখ্যা ২ মিলিত হইয়া ৩, এইপ্রকার ইকারের ৪, অকারের ২, একত্র মিলিত হইয়া স্বরের বর্গ ও বর্ণ সংখ্যা হইল ৯। পূর্ব্বের ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ২৬ যোগ দিলে মোট সংখ্যা হইল ৩৫, ইহাকে পিণ্ডসংখ্যা বলে। গণক প্রশ্নকর্ত্তাকে অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে একটী ফলের নাম করিতে বলিবে। সেই ব্যক্তি যে ফলের নাম করিবে পূর্ব্বপ্রদর্শিত নিয়মানুসারে তাহার পিণ্ডসংখ্যা স্থির করিয়া প্রক্রিয়া করিবে, তাহা হইলে ফলাফল জানিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলেন যে স্বরসংখ্যা গ্রহণ না করিয়া কেবল ব্যঞ্জনসংখ্যা লইয়াই গণনা করিতে হয়। তাহাদের মতে বর্গ ৪টী।

"কাদয়ষ্টাদয়োহঙ্কাঃ স্যুঃ পাদ্যাঃ পঞ্চ তথা মতাঃ।
যাদয়োঽষ্টৌ ঙনাং শূন্যং গণকৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥"

কবর্গ, টবর্গ, পবর্গ ও যবর্গ। ককারের সংখ্যা ১, খকারের সংখ্যা ২, গকারের সংখ্যা ৩, এই প্রকারে কবর্গে ১০টী সংখ্যা জানিবে। টকারের সংখ্যা ১, ঠকারের ২, ডকারের ৩, এই প্রকারে টবর্গেও ১০ সংখ্যা জানিবে। এই

প্রকার পকারের সংখ্যা ১, ফকারে ২, বকারে ৩, এই প্রকারে পবর্গে ৫টী সংখ্যা জানিবে। য বর্গের সংখ্যা ৮ কিন্তু ঙ ও নকারের সংখ্যা নাই, ইহাদের স্থানে শূন্য গ্রহণ করিতে হয়।

প্রশ্ন শব্দে যতগুলি অক্ষর থাকিবে, তাহার এই প্রকারে সংখ্যা গ্রহণ করিয়া গণনা করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এই মতে অঙ্কের যোগ করিতে হয় না। অঙ্ক যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। যেমন প্রশ্ন-শব্দ পাতাল হইলে প পবর্গের প্রথম বর্ণ বলিয়া তাহার সংখ্যা ১, ত টবর্গে ৬ষ্ঠ বলিয়া তাহার সংখ্যা ৬ এবং ল য বর্গে ৩য় বলিয়া তাহার সংখ্যা ৩, সকল অঙ্কেরই বামা গতি হইয়া থাকে। অতএব পাতাল শব্দের পিণ্ডসংখ্যা হইল ৩৬১। এইরূপে প্রশ্ন শব্দের পিণ্ডসংখ্যা লইয়া গণনা করিতে হয়। (কেরলজাতক, কেরলচিন্তামণি, গর্গাচার্য্যকৃত কেরলপাশাবলী, কেরলপ্রশ্ন, কেরলসিদ্ধান্ত, কেরলীয়দ্বাদশভাব প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।) ২ কেরলদেশীয়া স্ত্রী। "কর্ণাটীনাং ভূষিতমুরলীকেরলী হারলীলাঃ।" (রাজেন্দ্রকর্ণপুর ৬।)

কেরবাল (দেশজ) নৌকার হাল।

কেরামত (পারস্যশব্দজ) শক্তি, ক্ষমতা।

কেরায়া (ক্রেয় শব্দজ) ভাড়া, যানাদি বাহকের মূল্য।

কেরোসিন তৈল, একপ্রকার খনিজ তৈল। (গ্রীক কেরস্ শব্দে মোম, জ্বালাইবার জন্য মোমের প্রয়োজন এজন্য কেরোসিন অর্থে জ্বালাইবার দ্রব্য। এখন কেরোসিন অর্থে সাধারণ জ্বালানী দ্রব্য বুঝায় না, তৈলবিশেষই বুঝায়।) হিন্দিতে ইহাকে মাটি-কা-তৈল্ বলিয়া থাকে। মাটি হইতে পেট্রোলিয়ম্ নামক একপ্রকার তৈল বাহির হইয়া থাকে। কেরোসিন তাহা হইতে প্রস্তুত হয়। এদেশে নানাস্থান হইতে পেট্রোলিয়ম্ বাহির হইয়াছে। ব্রহ্মদেশেও নানাস্থানে খনি বাহির হইয়াছে। পৃথিবীর অপর অপর স্থানেও যে খনি বাহির হইয়াছে, তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণ তৈল পাওয়া গিয়াছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে ওহিওপ্রদেশে একটী কূপ খনন কালে তাহার ভিতর হইতে প্রতিদিন সহস্র সহস্র মণ তৈল উঠিতে থাকে, সেই সময় ঐ প্রদেশে তৈলের জন্য একপ্রকার নূতন রকমের জর দেখা দেয়। আবার সেই সময় হইতে ব্যবসায়ে নূতন একটা লাভকর উপায় পাইয়া লোকে চারিদিকে শত শত কূপ খনন করিতে আরম্ভ করিল।

আমেরিকার নানাস্থানে পেট্রোলিয়ম্ পাওয়া যায়। সেই পেট্রোলিয়মকে চোঁয়াইয়া সুপরিষ্কৃত কেরোসিন-তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখন এদেশে যে কেরোসিন তৈল ব্যবহার হয়, তাহার অধিকাংশই আমেরিকা হইতে আসিয়া থাকে। প্রথম প্রথম আবিষ্কারের সময় জ্বালাইবার ভালরূপ দীপাধার ছিল না বলিয়া অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কি কি দ্রব্যে এই তৈলের উৎপত্তি হয়, তাহা এখনও বিশেষ জানা যায় নাই। সারউইলিয়ম্ লোগান সাহেব বলেন যে, সামুদ্রিক জন্তু ভূমধ্যে প্রোথিত থাকায় এই তৈল জন্মিয়া থাকে। বাতরোগে এবং হঠাৎ কোনস্থান কাটিয়া রক্ত বাহির হইলে এই তৈলে বিশেষ উপকার হয়। নালীঘা ও দক্রুরোগেও ইহা উপকারী।

কেলক (পুং) নর্ত্তক, যাহারা খড়্গাদি ধারণ করিয়া নৃত্য করে। পর্য্যায়—প্লবক।

কেলাস (পুং) কেলা বিলাসঃ সীদত্যস্মিন্ কেলা-সদ্ আধারে ড বাহুলকাৎ। ১ স্ফটিক। ২ কৈলাস।

কেলি (পুং স্ত্রী) কেল-ইন্। ১ পরিহাস। পর্য্যায়—দ্রব, ক্রীড়া, লীলা, নর্ম্ম। ২ সাহিত্যদর্পণমতে নায়িকার অলঙ্কারবিশেষ।

"বিহারে সহকান্তেন ক্রীড়িতং কেলিরুচ্যতে।"

নায়কের সহিত বিহার সময়ে নায়িকার ক্রীড়ার নাম কেলি। "গোপালানম্বশাৎ কেলীন্।" (মুগ্ধবোধ)।

৩ মধুবর্ণন নামক সংস্কৃত কাব্যকার।

স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীষ্ হয়। ৪ পৃথিবী।

কেলিক (পুং) কেলিঃ প্রয়োজনমস্য ঠন্। অশোকবৃক্ষ।

কেলিকদম্ব (পুং) কেলেঃ ক্রীড়ার্থং কদম্বং ৬তৎ। কেলি-কদম্ব। [কদম্ব দেখ।]

কেলিকলা (স্ত্রী) কেলিরূপা কলা। শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সাধু। ১ কেলিরূপকলা, রতিক্রীড়া। ২ সরস্বতীর বীণা।

কেলিকিল (পুং) কেলিনা কিলতি কিল ক্রীড়ায়াং কঃ। ১ শিবের কুষ্মাণ্ড নামক অনুচর। ২ নাট্যশাস্ত্রে নায়কের বয়স্য, বিদূষক। পর্য্যায়—বিদূষক, বাসন্তিক, বৈহাসিক, প্রহাসী, প্রীতিদ। ৩ (স্ত্রী) কামপত্নী রতি। (ত্রি) ৪ পরিহাসকারক। "সতু কেলিকিলো বিপ্রো ভেদশীলশ্চ নারদঃ।" হরিবংশ।

কেলিকিলাবতী (স্ত্রী) কামপত্নী।

কেলিকীর্ণ (পুং স্ত্রী) কেলিনিমিত্তকৈঃ পাংশুভিঃ কীর্ণঃ। উষ্ট্র।

কেলিকুঞ্চিকা (স্ত্রী) কেলীনাং কুঞ্চিকেব। শ্যালিকা, শালী।

কেলিকোষ (পুং) কেলীনাং কোষ ইব। নট।

কেলিগৃহ (ক্লী) কেলের্গৃহং ৬তৎ। ১ কেলিমন্দির। ২ রত্যাদি গৃহ।

কেলিনাগর (পুং) কেলে প্রধানো নাগরঃ মধ্যলো°। বিলাসী, ভোগাসক্ত। (জটাধর)।

কেলিপ্রিয়, বিহারিপ্রতাপ নামক সংস্কৃত কাব্য-রচয়িতা।

কেলিমুখ (পুং) কেলিঃ মুখং প্রধানমস্ত বহুব্রী। পরিহাস।

কেলিমণ্ডপ (পুং) কেলিগৃহ।

কেলিমন্দির (ক্লী) কেলিগৃহ।

কেলিরৈবতক (ক্লী) হল্লীশ-লক্ষণযুক্ত নাটকবিশেষ। সাহিত্যদর্পণে ইহার উদাহরণ উদ্ধৃত আছে।

কেলিবৃক্ষ (পুং) কেলিকদম্ববৃক্ষ।

কেলিশয়ন (ক্লী) সুখময় শয্যা। রতিক্রীড়ার্থ শয্যা।

কেলিশুষি (স্ত্রী) কেলিনা শুষ্যতি শুষ-কি। পৃথিবী।

কেলিসচিব (পুং) কেলৌ সচিবঃ সহায়ঃ ৭তৎ। ক্রীড়া, কৌতুকবিষয়ের মন্ত্রী, বিদূষক প্রভৃতি।

কেলিসদন (ক্লী) কেলিগৃহ।

কেলিস্থলী (স্ত্রী) ক্রীড়াভূমি।

কেলীপিক (পুং) ক্রীড়াকোকিল।

কেলীবনী (স্ত্রী) আনন্দকানন, সুখ উপবন।

কেলু (পুং) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা।

কেলোদ, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সাতপুরা গিরির পাদদেশে, ছিন্দবারের রাস্তার ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°২১´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৫৫´ পূঃ। এখানে উৎকৃষ্ট পিত্তল ও তামার বাসনাদি প্রস্তুত হয় এবং সেই সকল দ্রব্য অমরাবতী ও রায়পুরে বিস্তর রপ্তানী হইয়া থাকে। এ ছাড়া কাচের নানাপ্রকার অলঙ্কারও এখানে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, বর্ত্তমান মালগুজারগণের ১৪শ পূর্ব্বপুরুষ এই নগর স্থাপন করেন, সেই সময়ে নিকটবর্ত্তী গৌলিসামন্ত নগরের পার্শ্বে জাটঘরে এক সুবৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। এখানে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

কেলোমেল (ইংরাজী, গ্রীক='কেলস্' সুন্দর ও 'মেলাস্' কাল হইতে উৎপন্ন।) একপ্রকার পারদ। এ দেশের রসকর্পূর হইতে কিছু স্বতন্ত্র। রসকর্পূরের ইংরাজী নাম বাইক্লোরাইড্ অব মার্কারি (Bichloride of Mercury), কেলোমেল শুদ্ধ ক্লোরাইড অব মার্কারি (Chloride of Mercury), ইহা পারা হইতে প্রস্তুত হয়। (Hg_2cl বা $Hgcl$) রং সাদা, ওজনে ভারী, স্বাদহীন। ইহা জলে বা স্পিরিটে মিশ্রিত হয় না। অধিক উত্তাপে অথবা বোতলে ইথারে রাখিয়া নাড়িলে এককালে উড়িয়া যায়। ইহা প্রদাহনাশক, অতিবিরেচক, পিত্তনিঃসারক। অল্পমাত্রায় ইহা ধাতুপরিবর্ত্তক, লালা-নিঃসারক ও ক্রমিনাশক। অত্যন্ত ফুলায় ও জরে ইহার প্রয়োগ করা যায়। পূর্ব্বে যেমন ইহার ব্যবহার ছিল, এখন আর তেমন নাই। ওলাউঠা, সেবা, পিত্তঘটিত পীড়া, আমাশয়, উদরী, স্নায়বিক বেদনা, ধনুষ্টঙ্কার, শিরঃপীড়া, কোন প্রকার বধিরতা প্রভৃতি রোগে কেলোমেলে বিশেষ উপকার হয়। চর্ম্মরোগ কিছুতে ভাল না হইলে ইহাতে উপকার দর্শে। উপদংশ রোগেও ইহা ব্যবহার করা যায়। ধাতুপরিবর্ত্তনের জন্ম ১ বা ২ গ্রেণ, অতিবিরেচনের জন্ম দুই হইতে ৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। ভাপ্রা লইবার প্রয়োজন হইলে ২০ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কেল্ঝর, মধ্যপ্রদেশের বর্দ্ধাজেলার অন্তর্গত একটী নগর, বর্দ্ধানগরের ৮ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২০°৫১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৫১´ পূঃ। নগরটী অতি প্রাচীন। এখানে প্রবাদ আছে যে এই স্থানই মহাভারতোক্ত বকরাক্ষসের উপদ্রুত একচক্রানগরী. কিন্তু এই প্রবাদটী প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। [একচক্রা দেখ।] এখানে একটী সুরম্য দুর্গের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, দুর্গের প্রাকারে এক সুবৃহৎ গণেশমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রতিবর্ষে মাঘমাসের শুক্লপঞ্চমীর দিন গণনাথের মহোৎসব উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে।

কেল্‌টিক, এক প্রাচীন জাতি। সেল্ট ও কেল্ট এই দুই নামেই অভিহিত। কেহ বলেন, য়ুরোপের মধ্য ও পশ্চিমভাগের অধিবাসীরা এই নামে অভিহিত হইত। ভাবা বিচার করিয়া আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ ইহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। একভাগ য়ুরোপের পশ্চিমে থাকিত। অপরভাগ সিমব্রাই, ইহাদের আদিবাস এসিয়াখণ্ডে, তথা হইতে জর্ম্মণী প্রভৃতি রাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা এসিয়া হইতে জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশে গিয়াছে, তাহাদিগকে কেল্ট বলে।

কেল্‌সি, বোম্বাই-প্রদেশের রত্নগিরি জেলার একটী বন্দর। রত্নগিরি নগর হইতে ৩২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৫৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৬´ পূঃ। এখানে প্রতিবর্ষে ২০ হইতে ৫০ হাজার টাকার মাল আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে।

কেল্যান (দেশজ) যে গাভীর অনেক বাছুর।

কেবট (পুং) কে জলার্থমবটঃ। জলাধার গর্ত্ত, কূপ। (নিঘণ্টু) "মা কীং সংশারি কেবটে" (ঋক্ ৬।৫৪।৭) 'কেবটে কূপে' সায়ণ।

কেবর্ত্ত (পুং স্ত্রী) কে জলে বর্ত্ততে বৃত-অচ্ অলুক্‌সমাস। কৈবর্ত্তজাতি, জালিয়া। [কৈবর্ত্ত দেখ।]

"অবরায় কেবর্ত্তম্" (বাজসনেয়সংহিতা ৩০।১৬।)

কেবল (ত্রি) কেব সেবনে কল প্রত্যয়ঃ যদ্বা কে শিরসি বলরতি বল-অচ্, অলুক্‌সমাস। ১ একমাত্র, অসাধারণ, অদ্বিতীয়। ৩। স্ত্রীলিঙ্গে সংজ্ঞা ও বেদবিষয়ে কেবল শব্দের উত্তর ঙীপ্ হয়। (কেবল-মামক-ভাগধেয়-পাপাপরসমানার্য্যকৃত-

সুমঙ্গলভেষজাচ্চ। পা ৪।১।৩০। এভ্যোনবভ্যো নিত্যং ঙীপ্ স্যাৎ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোঃ। সিদ্ধান্তকৌমুদী।)

"অধোতইন্দ্রঃ কেবলীর্ব্বিশো বলিহৃতস্করৎ" (ঋক্ ১০।১৭৩।৬)

'কেবলীরসাধারণীঃ' সায়ণ। লৌকিক বিষয়ে সংজ্ঞা না বুঝাইলে কেবল শব্দের উত্তর আপ্ প্রত্যয় হইবে।

"সা স্ব কাননভুবং ন কেবলাম্" রঘু।

(ক্লী) ২ নির্ণীত, নিশ্চিত। ৩ জ্ঞানবিশেষ, ভ্রান্তিশূন্য বিশুদ্ধজ্ঞান।

"অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানং।" (সাংখ্যকা°)

৪ শুদ্ধ, পবিত্র। "ন কেবলানাং পয়সাং প্রসূতিমবেহি" রঘু ২। অসহায় অর্থেও ক্লীবলিঙ্গ (সংক্ষিপ্তসার-উণাদি-বৃত্তি।)

"ন কেবলং যো মহতোপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।" (কুমার ৫।৮৩)

৫ অবধারণ। "ন কেবলং সদ্মনি মাগধীপতেঃ"। (রঘু)

(পুং) ৬ কুহন। (মেদিনী)।

কেবলজ্ঞানী [ন্] (পুং) কেবলং শুদ্ধং জ্ঞানমস্ত্যস্য। কেবল-জ্ঞান-ইনি। ১ শুদ্ধজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানী। ২ অর্হদ্বিশেষ।

কেবলদ্রব্য (ক্লী) মরিচ। (শব্দচন্দ্রিকা)

কেবলব্যতিরেকি [ন্] (ক্লী) অনুমানবিশেষ। যাহার সপক্ষ নাই, কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি দ্বারা যে অনুমান করা হয়।

কেবলরাম, ১ রেখাপ্রদীপ নামক গণিতশাস্ত্ররচয়িতা। ২ এক-জন ব্রজভাষায় প্রসিদ্ধ কবি, ভক্তমালায় ইঁহার প্রশংসাবাদ আছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধকবি গোকুলনিবাসী কৃষ্ণদাস পয়অহারীর শিষ্য। কৃষ্ণানন্দব্যাসদেব ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেবলী (স্ত্রী) কেবল-ঙীপ্। ১ জ্ঞান। ২ গ্রন্থবিশেষ। (হেমচন্দ্র না° ৩।৬৪২)।

কেবলী [ন্] (পুং) কেবলং শুদ্ধজ্ঞানমস্ত্যস্য। জিনবিশেষ।

কেবলাঘ (ত্রি) কেবলপাপবিশিষ্ট। "কেবলাঘো ভবতি কেব-লাদী" (ঋক্ ১০।১১৭।৬) 'কেবলাঘো কেবলপাপবান্' সায়ণ।

কেবলাত্মা [ন্] (পুং) কেবলঃ পুণ্যপাপরহিত আত্মা কর্ম্মধা। ১ ঈশ্বর, যাহার পুণ্য পাপ নাই। (ত্রি) ২ শুদ্ধস্বভাব।

"নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।" কুমার ২।৪।

কেবলাদী [ন্] (ত্রি) কেবলাঘ। (ঋক্ ১০।১১৭।৬)

কেবলান্বয়ি [ন্] (ক্লী) ১ অনুমানবিশেষ। অনুমান তিন প্রকার—কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকি এবং অন্বয়ব্যতিরেকি। যাহার বিপক্ষ নাই, কেবল অন্বয়ব্যাপ্তিদ্বারা অনুমান হয়, তাহাকে কেবলান্বয়ি অনুমান বলে। প্রমেয়ত্ব কেবলান্বয়ি, তৎসাধ্যক অনুমিতিও কেবলান্বয়ি।

"তচ্চানুমানং ত্রিবিধং কেবলান্বয়ি-কেবলব্যতিরেকি-অন্বয়ব্যতিরেকিচ" (অনুমানচিন্তামণি।)

(ত্রি) ২ পদার্থবিশেষ, যাহাদের সর্ব্বত্রই সত্তা আছে, কোথাও অভাব নাই। প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব, জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি স্বরূপ সম্বন্ধে কোথায়ও ইহাতে অভাব নাই। কাহারও মতে কতকগুলি অত্যন্তাভাবও কেবলান্বয়ি। সোন্দরমত-সিদ্ধ ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অভাব কেবলান্বয়ী।

কেবাল (পুং) হিংস্থক।

কেবিকা (স্ত্রী) কেব-গতিচালনয়োঃ ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বং। পুষ্পবিশেষ। পর্য্যায়—কবিকা, কেবী, ভৃঙ্গারী, নৃপবল্লভা, ভৃঙ্গমারী, মহাগন্ধা, রাজকন্যা, অতিবাহিনী। ইহার গুণ— মধুরত্ব, শীতল, দাহ, পিত্ত, ভ্রম, বাতশ্লেষ্মরোগ ও ছর্দ্দিবিনাশক। (রাজনি°)।

কেবী (স্ত্রী) কেবিকাপুষ্প। (রাজনি°)।

কেবু, কেবুক (ক্লী) কেচুক, কচু।

কেশ (পুং) ক্লিশ্যতে ক্লিশ্নাতি বা ক্লিশ-অচ্ ললোপশ্চ। কস্য জলস্য ঈশো বা। ১ বরুণ। ২ হ্রীবের, বালা। ৩ দৈত্যবিশেষ। ৪ বিষ্ণু। (হেম।) কাশতে কাশ অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ৫ সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতির রশ্মি। [কেশী দেখ] ৬ পরব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। [কেশব দেখ]। কে শিরসি শেতে শী-ড। ৭ মজ্জাজাত উপধাতুবিশেষ, চুল। পর্য্যায়—চিকুর, কুন্তল, বাল, কচ, শিরোরুহ, শিরসিজ, মূর্দ্ধজ, অস্র, বৃজিন। গর্ভস্থ বালকের অষ্টম মাসে কেশ হয়। সন্তানের কেশ পিতা হইতে জন্মে এবং সর্ব্বদাই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কেশোৎপত্তি কি প্রকারে হয় তাহা ভাবপ্রকাশে এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে—"ততোঽস্যাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানং পঞ্চা-হেন রাত্রাৎ সার্দ্ধং দণ্ডঞ্চ যাবদস্থিষেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্য-মানাৎ তস্মাদ্ মলো নির্গচ্ছতি॥ স চ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ সিরাভির্ম্মার্গেণাগত্যাঙ্গুলিষু নখাঃ তনৌ লোমানিচ ভবন্তি।" ভুক্তদ্রব্য তৎপরে অস্থিকোষ্ঠস্থিত অগ্নিদ্বারা পক্ব হইতে থাকে। পঞ্চ অহোরাত্রের পর সার্দ্ধ দণ্ড পর্য্যন্ত অস্থিকোষ্ঠেই অব-স্থিতি করে। তাহার পর মল নির্গত হয়। ঐ মল ব্যান-বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া সিরাপথে গমন করিয়া অঙ্গুলীতে নখরূপে ও শরীরে লোমরূপে পরিণত হয়।

সুশ্রুতের মতে কেশ শুক্ল হইবার কারণ—

"ক্রোধশোকশ্রমকৃতঃ শরীরোষ্মা শিরোগতঃ।
পিত্তঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে॥"

ক্রোধ, শোক ও অধিক শ্রমে শারীরিক উষ্মা মস্তকে

প্রবিষ্ট হয়, উষ্ম-উত্তপ্ত পিত্ত কেশপক্ব করে, তাহাতে চুল পাকে। (সুশ্রুত।) রোগবিশেষে চুল উঠিয়া গেলে পুনর্ব্বার উৎপন্ন করিবার উপায়—

"মধূকেন্দীবরমূর্ব্বা তিলাজ্যগোক্ষীরভৃঙ্গলেপেন।
অচিরাদ্ ভবন্তি ঘনকেশাঃ দৃঢ়মূলায়তা ঋজবঃ॥"

মউয়া, ইন্দীবর, মুরগা, তিল, ঘৃত, গোদুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে কেশ ঘন, দৃঢ়মূল, আয়ত ও সরল হয়।

"ত্রিফলাচূর্ণসংযুক্তং লৌহচূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
ঈষৎপক্বে নারিকেলে ভৃঙ্গরাজরসান্বিতে॥
মাসমেকন্তু নিক্ষিপ্য সম্যগ্গর্ভাৎ সমুদ্ধরেৎ।
ততঃ শিরো মুণ্ডয়িত্বা লেপং দদ্যাদ্ ভিষগ্বরঃ॥
সংবেষ্ট্য কদলীপত্রৈ র্মোচয়েৎ সপ্তমে দিনে।
ক্ষালয়েৎ ত্রিফলা কাথৈঃ ক্ষীরমাংসবসাশিনঃ॥
কপালরঞ্জনঞ্চৈব কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্॥" (চক্রপাণি)

কেশ সাদা হইলে কাল করিবার উপায়।—অল্প পাকা নারিকেলে ত্রিফলাচূর্ণ, লৌহচূর্ণ ও ভৃঙ্গরাজের রস পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিবে। একমাস পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকিবে। পরে মাথা মুড়াইয়া তাহার উপর নারিকেলস্থ প্রলেপ দিয়া কলাপাতা ঢাকা রাখিবে। ছয়দিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবেই থাকিবে। সপ্তম দিনে আবরণ খুলিয়া ত্রিফলার কাথ দিয়া মস্তক ধৌত করিবে। ইহাতে দগ্ধমাংস প্রভৃতি আহার করিতে হয়। এইরূপ করিলে শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার নাম কপালরঞ্জন।

'বালাঃ স্যুস্তৎপরাঃ পাশো রচনাভার উচ্চয়ঃ।
হস্তঃ পক্ষঃ কলাপশ্চ কেশভূয়স্ত্ববাচকাঃ।' হেমচন্দ্র।

কেশ শব্দের পরবর্ত্তী পাশ, রচনা, ভার, উচ্চয়, হস্ত, পক্ষ ও কলাপশব্দ সমূহবাচী।

"কেশপাশালিবৃন্দেন সুবেশা হরিণেক্ষণা।" সাহিত্যদর্পণ।

কেশক (ত্রি) কেশেষু প্রসিতঃ তৎপরঃ কন্। (স্বাঙ্গেভ্যঃ প্রসিতে। পা ৫।২।৬৬) কেশরচনাতৎপর।

কেশকর্ম্ম (ক্লী) কেশানাং কর্ম্ম রচনাদি ৬তৎ। ১ কেশরচনাদি করণ, কেশসংস্কার।

"সাহং ব্রুবাণা সৈরিন্ধ্রী কুশলা কেশকর্ম্মণি।"
ভারত বিরাট ৩ অঃ।

২ কেশান্ত কর্ম্মসংস্কারবিশেষ।

কেশকলাপ (পুং) কেশানাং কলাপঃ ৬তৎ। কেশসমূহ, চুলের খোপা।

কেশকার (পুং) কেশং কেশাকারং করোতি কেশ কৃ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ কেশসংস্কারক। ২ ইক্ষুবিশেষ, হিন্দীতে কুশিয়ারি বলে। ইহার গুণ—শীতল, গুরুপাক, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়নাশক। (ভাবপ্রকাশ।)

কেশকারী [ন্] (ত্রি) কেশং কেশরচনাং করোতি কেশ-কৃ-ণিনি। কেশরচনাকারক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

কেশকীট (পুং) কেশস্য কীটঃ ৬তৎ। উকুণ। কফ, রক্ত ও কৃমির প্রকোপ হইলে মাথায় উকুণ জন্মে।

"কফাসৃক্‌ক্রিমিকোপেন নৃণাং বিদ্যাদরুংষিকাং।" (সুশ্রুত)

কেশগর্ভ (পুং) কেশোগর্ভেঽস্য বহুব্রী। কবরী, খোপা।

কেশগর্ভক (পুং) কেশো গর্ভেঽস্য বহুব্রী কপ্। ১ কবরী, খোপা। ২ শ্যোনাক বৃক্ষ। ৩ ছাগল। ৪ উৎকুণ, উকুণ।

কেশগ্রহ (পুং) কেশানাং গ্রহঃ ৬তৎ। ১ বলপূর্ব্বক চুলে গ্রহণ করা। ২ সুরত ব্যাপারে কেশগ্রহণ।

"কেশগ্রহান্ প্রহারাংশ্চ শিরস্যেতান্ বিবর্জ্জয়েৎ।" মনু ৪।৮৩।

কেশগ্রহণ (ক্লী) কেশস্য গ্রহণং ৬তৎ। চুল ধরা।

"শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকারোৎ" মেঘদূত ৫১।

কেশগ্রাহম্ (অব্য) কেশান্ গৃহিত্বা কেশগ্রহ-ণমুল্। (স্বাঙ্গেঽধ্রুবে। পা ৩।৪।৫৪।) কেশগ্রহণানন্তর, কেশগ্রহণ করিয়া।

কেশঘ্ন (ক্লী) কেশান্ হন্তি কেশ-হন্-টক্। ইন্দ্রলুপ্তরোগ, টাকপড়া।

কেশচৈত্য, নেপালের বাগ্‌মতী নদীতীরস্থ শিবপুরী-পর্ব্বতস্থ একটী বৌদ্ধপীঠ।

কেশচ্ছিদ্ (পুং) কেশান্ ছিনত্তি কেশ-ছিদ ক্বিপ্। ১ নাপিত। (ত্রি) ২ কেশছেদক।

কেশজাহ (ক্লী) কেশস্য মূলং কর্ণ জাহচ্ (তস্য পাকমূলে কুণব্ জাহচৌ। পা ৫।২।২৪) কর্ণমূল।

কেশট (পুং) কো ব্রহ্মা ঈশো মহাদেবঃ তৌ অটতঃ প্রণয়ে লীনৌ ভবতো যত্র। যদ্বা কেশো জলেশোঽটতি জানাতি বং কেশ অট, শকন্ধ্বাদিবৎ সাধু। ১ বিষ্ণু। কেশেষু তৃণাদিষু অটতি চরতি। ২ ছাগ। কেশেষু মূর্দ্ধজেষু চরতি। ৩ উকুণ। ৪ ভ্রাতা। ৫ কামদেবের শোষণ নামক বাণ। ৬ শ্যোনাক বৃক্ষ। ৭ একজন প্রাচীন কবি, সূক্তিকর্ণামৃতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। ১০ শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

কেশধর (ত্রি) কেশান্ ধরতি কেশ ধৃ অচ্। ১ কেশগ্রাহক, কেশধারী। (পুং, বহুবচনান্ত) ২ জনপদবিশেষ ও সেই জনপদবাসী। বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগের উত্তরদিকে এই জনপদের উল্লেখ আছে।

"কেশধর-চিপিট-নাসিক-দাসেরক-বাটধানাঃ।"

মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৫৮।৪৩) কেশধারী নামে বর্ণিত হইয়াছে।

কেশধারিণী (স্ত্রী) দুর্গপুষ্পী, কেশপুষ্টা।

কেশধৃৎ (পুং) কেশমিব ধরতি কেশ ধৃ-ক্বিপ্। ভূতকেশ নামক তৃণবিশেষ। (শব্দচিন্তামণি)।

কেশনাম [ন্] (পুং) কেশস্য নামেব নাম যস্য বহুব্রী। বালা।

কেশপক্ষ (পুং) কেশানাং পক্ষঃ ৬তৎ। কোন মতে কেশ প্রভৃতি শব্দের পরে সমূহার্থে পাশাদি প্রত্যয় হয়। কেশসমূহ, খোপা।

"কেশপক্ষে পরামৃষ্টা পাপেন হতবুদ্ধিনা।" মহাভারত, বন।

কেশপর্ণী (স্ত্রী) অপামার্গ, আপাঙ্।

কেশপাশ (পুং) কেশানাং পাশঃ সমূহঃ পাশ-প্রত্যয়ো বা। কেশসমূহ, খোপা। "করেণ রুদ্ধোঽসি চ কেশপাশঃ" (কুমার)।

কেশপাশী (স্ত্রী) শিখা, চূড়া, টীকি।

কেশপীঠ (পুং) পীঠস্থানবিশেষ। (রাধাতন্ত্র ৮) [প্রয়াগ দেখ।]

কেশপুষ্টা (স্ত্রী) ১ দুর্গপুষ্পী।

কেশপ্রসাধনী (স্ত্রী) কেশঃ প্রসাধ্যতে সংস্ক্রিয়তে হনয়া প্র-সাধ-করণে-ল্যুট্ ঙীপ্, ৬তৎ। কঙ্কতিকা, কাঁকুই।

"কেশপ্রসাধনী কেশ্যা রজোজন্তুমলাপহা" (সুশ্রুত)

কেশবন্ধ (পুং) কবরী, খোপা।

"কেশবন্ধ উপানীয় বাহুভ্যাং পরিষস্বজে" ভাগবত ৮৷১২৷২৪।

কেশভূ (স্ত্রী) কেশানাং ভূরুৎপত্তিস্থানং। মস্তক।

কেশভূমি (স্ত্রী) মস্তক।

"দারুণা কণ্ডুরা রুক্ষা কেশভূমিঃ প্রজায়তে।" (সুশ্রুত সূত্র°)

কেশমথনী (স্ত্রী) কেশো মথ্যতে হনয়া মথ-করণে ল্যুট্ ঙীপ্ পশ্চাৎ ৬তৎ। শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ।

কেশমার্জক (ক্লী) কেশান্ মার্ষ্টি মৃজ-ণ্বুল্। কঙ্কতিকা, কাঁকুই।

কেশমার্জন (ক্লী) কেশো মৃজ্যতে হনেন মৃজ-করণে ল্যুট্ ৬তৎ। ১ কঙ্কতিকা। ভাবে ল্যুট্। ২ কেশসংস্কার, চুল আচড়ান।

কেশমার্জনী (স্ত্রী) কঙ্কতিকা, কাঁকুই।

কেশমুষ্টি (পুং) কেশানাং মুষ্টিরিব। ১ বিষমুষ্টি বৃক্ষ, কুঁচলে, হিন্দীতে বিষদোড়ি বলে। ২ মহানিম্ববৃক্ষ। (রাজনি°)

কেশমৃত্যু (পুং) চমর পশু। (কেচিৎ)।

কেশযন্ত্র (ক্লী) পাকযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রদ্বারা উপবিষ শোধন করিতে হয়। রসচন্দ্রিকার মতে—ধান্য এবং মুঞ্জতৃণ-পরিপূর্ণ স্থালীর উপরে নারিকেলের মালা রাখিয়া দুগ্ধদ্বারা বিষ মর্দ্দন করিবে, ইহাকে কেশযন্ত্র বলে। (রসচন্দ্রিকা)

কেশর; কেসর (পুং ক্লীং) কে জলে শিরসি বা শীর্য্যতি শৄ-অচ্, কেসরতি সৃ-অচ্ অলুক্। যদ্বা কেশঃ কেশাকারপদার্থোঽস্ত্যস্য কেশ অস্ত্যর্থে র। ১ কিঞ্জল্ক, চুমরি। ২ নাগকেশর।

"মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে" গীতগো৷১৷৩১।

৩ বকুলবৃক্ষ। "পুনঃ পুনঃ কেশরদামকাঞ্চীম্।" কুমার ৩৷৫৫।

৪ পুন্নাগবৃক্ষ। "কর্ণিকারৈরশোকৈশ্চ কেশরৈরতিমুক্তকৈঃ॥" ভারত ১৷১২৫৷৩।

৫ সিংহজটা। "মৃগপতিরিব স্কন্ধাবলম্বিত কেশরমালঃ" কাদম্বরী।

৬ হিঙ্গুবৃক্ষ। ৭ কুঙ্কুম। ৮ নীপ, কেলিকদম্ব।

"নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈঃ" (মেঘদূত ২২।)

৯ বিষভেদ। "শুক্লার্দ্রংযৎ কেশরং স্যাৎ" (বৈদ্যক)

কেশরঙ্গ (পুং) ১ কেশরাজ, কেশুরে। ২ ভীমরাজ।

কেশরচনা (স্ত্রী) কেশানাং রচনা, ৬তৎ। ১ কেশবিন্যাস।

"কুর্ব্বন্তিকেশরচনামপরাস্তরুণ্যঃ।" (রত্নাবলী) ২ কেশসমূহ।

কেশরঞ্জন (পুং) কেশান্ রঞ্জয়তি রঞ্জ-ণিচ্-ল্যু। ১ ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ। ২ কেশরাজ। (কেচিৎ)

কেশরাজ (পুং) কেশো রাজতে হনেন রাজ-করণে ঘঞ্। শাকবিশেষ, কেশুরে; হিন্দীতে ভেগরিয়া বলে। পর্য্যায়— ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কর, নাগমার, পবরু, ভৃঙ্গসোদর, কেশরঞ্জন, কেশ্য, কুন্তলবর্দ্ধন, অঙ্গারক, একরজ, করঞ্জক, ভৃঙ্গরজ, ভৃঙ্গার, অজাগর, ভৃঙ্গরজস্, মকর। (Verbesina Calendulacea.)। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, রূক্ষ, উষ্ণ, কফবাতঘ্ন, কেশের ও ত্বকের উপকারী, কৃমি, শ্বাস, কাস, শোথ ও আময়নাশক। দন্তের হিতকর, রসায়ন, বলকারক, কুষ্ঠরোগ, নেত্ররোগ ও শিরোরোগের প্রতীকারক। মতান্তরে ইহার গুণ অগ্নিবৃদ্ধিকারী, কেশ ও চক্ষুর হিতকারক, পাণ্ডু ও কৈকনাশক, রসায়ন। (রাজবল্লভ)।

কেশ(স)রাম্ল (পুং) কেশরে তদবচ্ছেদে হম্লো রসোযস্য বহুব্রী। ১ মাতুলুঙ্গক বৃক্ষ। ২ দাড়িম্ব, দালিম।

কেশরিয়া, ১ বাঙ্গালা প্রদেশের চম্পারণ জেলার অন্তর্গত এক-খানি গ্রাম ও থানা। এই গ্রামের একক্রোশ দক্ষিণে সত্তর ঘাটের উপর প্রায় ৯৩২॥ হাত উচ্চ দেড়হাজার বৎসরের অধিক প্রাচীন মৃত্তিকার একটী বৌদ্ধস্তূপ পড়িয়া আছে। সাধারণে ঐ স্তূপটিকে "রাজা বেণ-কা-দেওরা" বলে। ইহার অনতিদূরে ঐ রাজার নামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণীও আছে। ২ বোম্বাই প্রদেশের মলয়বারের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য।

কেশ(স)রী [ন্] (পুং) কেশরাঃ সন্ত্যস্য কেশর-ইনি। (অত ইনিঠনৌ। পা ৫৷২৷১১৫)। ১ সিংহ।

"স পাটলায়াং গবিতস্থিবাংসং ধনুর্দ্ধরঃ কেশরিণং দদর্শ।" (রঘু)

২ ঘোটক। ৩ পুন্নাগবৃক্ষ। ৪ নাগকেশরবৃক্ষ। ৫ বীজপূরক বৃক্ষ। ৬ বানরবিশেষ, হনুমানের পিতা।

"পিতা হনুমতঃ শ্রীমান্ কেশরী প্রত্যদৃশ্যত" রামায়ণ।

৭ উড়িষ্যার প্রাচীন রাজবংশ। [উৎকল দেখ।]

কেশরী (স্ত্রী) ১ বকজাতিবিশেষ। (চরক)। ২ পুন্নাগবৃক্ষ।

কেশরীনৃসিংহ, উড়িষ্যার কেশরীবংশীয় একজন রাজা। [উৎকল দেখ।]

কেশরীপৃথ্বিপতি, মহিস্থরের একজন গঙ্গাবংশীয় রাজা।

কেশ(স)রিসুত (পুং) কেশরিণঃ সুতঃ ৬তৎ। হনুমান্। কেশরীর পত্নী অঞ্জনার গর্ভে পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম।

কেশরুহা (স্ত্রী) কেশ ইব রোহতি, রুহ-কঃ। (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫।) ভদ্রদন্তিকা বৃক্ষ, ভদ্রদন্তী।

কেশরূপা (স্ত্রী) কেশস্যেব রূপমস্যাঃ বহুব্রী। বন্দাক, পরগাছা।

কেশলুঞ্চ, কেশলুঞ্চক (পুং) কেশান্ লুঞ্চতি অপনয়তি লুঞ্চ-অণ্, ণক্ বা। ৪ জৈনাচার্য্যবিশেষ। "আঃ পাপঃ পাষণ্ডাপসদ! চণ্ডালবেশ! কেশলুঞ্চক" (প্রবোধচন্দ্রোদয়)। ২ কেশমুণ্ডনকারী।

কেশব (পুং) কো ব্রহ্মা ঈশোরুদ্রস্তৌ বাতঃ প্রলয়ে উপাধিরূপং মূর্ত্তিং পরিত্যজ্য তিষ্ঠতো যত্র। কেশ-বা-ড। ১ পরমাত্মা। কেশং কেশিনামানমসুরং বাতি হন্তি, কেশ বা-ক। ২ বিষ্ণু। কেশীনামক দৈত্যকে নিধন করায় কেশব নাম হইয়াছে।

"যস্মাত্ত্বয়া হতঃ কেশী তস্মান্মচ্ছাসনং শৃণু।
কেশবোনাম নাম্না ত্বং খ্যাতো লোকে ভবিষ্যসি॥"
(হরিবংশ ৮০।৬৬।)

যদ্বা কে জলে শববদ্ভাতি। বিষ্ণু, প্রলয়কালে ক্ষীরোদসমুদ্রে শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম কেশব। অথবা কশ্চ অশ্চ ঈশশ্চ কেশা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ তে নিয়ম্যতয়া সন্ত্যত্র, কিম্বা কশ্চ ঈশশ্চ কেশৌ পুত্রপৌত্রত্বেন ভবতোঽস্য (কেশাদ্বোঽন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১০৯।) বপ্রত্যয়। এই প্রকারে বিষ্ণুবোধক কেশব শব্দের নানাবিধ ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে। মহাভারত মতে—কেশাঃ সূর্য্যাদি রশ্ময়ঃ তে সন্ত্যত্র কেশ অস্ত্যর্থে ব প্রত্যয়ঃ।,

"অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মাৎ প্রাহুর্মাং দ্বিজসত্তমাঃ॥" মহাভারত।

কেশাঃ প্রশস্তাঃ সন্ত্যস্য কেশব। (ত্রি) ২ প্রশস্তকেশযুক্ত, যাহার চুল ভাল। ৪ বিষ্ণুমূর্ত্তিবিশেষ। ৫ পুন্নাগবৃক্ষ। (মেদিনী)। ৬ জলস্থিত শব।

"কেশবং পতিতং দৃষ্টা দ্রোণোহর্ষমুপাগতঃ।
বদন্তি পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে হাহা কেশব কেশব।" বিদগ্ধমুখমণ্ডন।

৭ একজন সংস্কৃত বৈয়াকরণ, কৈশবী-ব্যাকরণকার। ৮ একজন প্রাচীন কবি, শ্রীধরদাস ইহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৯ কল্পদ্রুনামমালা ও লঘুনিঘণ্টুসার নামক সংস্কৃত অভিধানরচয়িতা, মল্লিনাথ ও হেমাদ্রি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত। ১০ কেশবার্ণব নামক ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ১১ ন্যায়তরঙ্গিণী নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার। ১৩ পুণ্যস্তম্ভবাসী লোগাক্ষিকুলসম্ভূত অনন্তের পুত্র। ইনি আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, নৃসিংহচম্পূ এবং রাজা উমাপতি দলপতির অনুরোধে প্রহ্লাদচম্পূ প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করেন। ১৪ দিবাকরের পুত্র ও নৃসিংহের খুল্লতাত। ইনি ১৫৬৪ শকে 'জ্যোতিষমণিমালা' নামে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৫ রসিকসঞ্জীবনী নামক সংস্কৃত অলঙ্কারপ্রণেতা, ইঁহার পিতার নাম হরিবংশ ও গুরুর নাম বিট্‌ঠলেশ্বর। ১৬ একজন প্রাচীন কর্ণাটদেশীয় পণ্ডিত, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইনি সর্ব্বপ্রথম কর্ণাটীভাষায় একখানি সুন্দর ব্যাকরণ রচনা করেন। [কেশবভট্ট দেখ।]

১৭ কেশবীপদ্ধতিরচয়িতা। বিশ্বনাথ কেশবীপদ্ধতির টীকা করিয়াছেন। [কেশবদৈবজ্ঞ দেখ।]

কেশবকবীন্দ্র, ত্রিহুতের একজন পণ্ডিত, ইনি সংখ্যাপরিমাণনিবন্ধ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

কেশবকীর্ত্তিন্যাস (পুং) বিষ্ণুপূজার অঙ্গ ন্যাসবিশেষ। তন্ত্রসারে ইহার বিধান লিখিত আছে—

"কেশবাদিরয়ং ন্যাসো ন্যাসমাত্রেণ দেহিনাম্।
অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥" গৌতমীয়।
"মাতৃকার্ণং সমুচার্য্য কেশবায় ইতি স্মরেৎ।
কীর্ত্ত্যৈ চ নমসা যুক্তমিত্যাদি ন্যাসমাচরেৎ।
কেশবায় ততঃ কীর্ত্ত্যৈ কান্ত্যৈ নারায়ণায় চ॥" অগস্ত্যসংহিতা।

কেশবকীর্ত্তিন্যাস করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, ইহাতে সংশয় নাই। প্রথমে মাতৃকাবর্ণ অকার প্রভৃতির একটী উচ্চারণ করিয়া "কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ন্যাসের নিয়মানুসারে ন্যাস করিবে। ন্যাসপ্রণালী যথা—"অংকেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ।" ইহা উচ্চারণ করিয়া ললাটে ন্যাস করিবে। এই প্রকার মুখে—আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ, দক্ষিণ চক্ষুতে ইং মাধবায় তুষ্ট্যৈ নমঃ, বামচক্ষুতে, ঈং গোবিন্দায় পুষ্ট্যৈ নমঃ, দক্ষিণ কর্ণে বিষ্ণবে ধৃত্যৈ, (সর্ব্ব মন্ত্রের শেষে "নমঃ" উচ্চারণ করিতে হইবে।) বামকর্ণে উং মধুসূদনায় শান্ত্যৈ, দক্ষিণ নাসাপুটে ঋং ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ, বামনাসাপুটে ৠং বামনায় দয়ায়ৈ, দক্ষিণগণ্ডে ৯ং শ্রীধরায় মেধায়ৈ, বামগণ্ডে ৡং হৃষীকেশায় হর্ষায়ৈ, ওষ্ঠে এং পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ, অধরে ঐং দামোদরায় লজ্জায়ৈ, ঊর্দ্ধদন্তপংক্তিতে ওং বাসুদেবায় লক্ষ্ম্যৈ, অধো-দন্তপংক্তিতে ঔং সংকর্ষণায় সরস্বত্যৈ, মস্তকে অং প্রদ্যুম্নায় প্রীত্যৈ, মুখে অঃ অনিরুদ্ধায় রত্যৈ, দক্ষিণবাহু-করমূল ও সন্ধ্যগ্রে কং

চক্রিণে জয়ায়ৈ, খং গদিনে দুর্গায়ৈ, গং শার্ঙ্গিনে প্রভায়ৈ, ঘং খড়্গিণে সত্যায়ৈ, ঙং শঙ্খিনে চণ্ডায়ৈ। বামবাহু ও করমূলসন্ধ্যগ্রে চং হলিনে বাণ্যৈ, ছং মুষলিনে বিলাসিন্যৈ, জং শূলিনে বিজয়ায়ৈ, ঝং পাশিনে বিরজায়ৈ, ঞং অঙ্কুশিনে বিশ্বায়ৈ। দক্ষিণপাদমূল ও সন্ধ্যগ্রে, টং মুকুন্দায় বিনদায়ৈ, ঠং নন্দজায় সুনন্দায়ৈ, ডং নন্দিনে স্মৃত্যৈ, ঢং নরায় ঋদ্ধ্যৈ, ণং নরকজিতে সমৃদ্ধ্যৈ; বামপাদমূল ও সন্ধ্যগ্রে তং হরয়ে শুদ্ধ্যৈ, থং কৃষ্ণায় বুদ্ধ্যৈ, দং সত্যায় ধৃত্যৈ, ধং সত্বায় মত্যৈ, নং সৌরায় ক্ষমায়ৈ; দক্ষিণপার্শ্বে পং শূরায় রমায়ৈ, বামপার্শ্বে ফং জনার্দ্দনায় উমায়ৈ, পৃষ্ঠে বং ভূধরায় ক্লেদিন্যৈ, নাভিতে ভং বিশ্বমূর্ত্তয়ে ক্লিন্নায়ৈ, উদরে মং বৈকুণ্ঠায় বসুদায়ৈ; হৃদয়ে যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ; দক্ষিণস্কন্ধে রং অসৃগাত্মনে বলিনে পরায়ৈ। ঘাড়ে লং মাংসাত্মনে বলানুজায় পরায়ণায়ৈ। বামস্কন্ধে বং মেদাত্মনে বলায় সূক্ষ্মায়ৈ, হৃদয়াদি দক্ষিণ করে শং অস্থ্যাত্মনে বৃষঘ্নায় সন্ধ্যায়ৈ; হৃদয়াদি বামকরে ষং মজ্জাত্মনে প্রজ্ঞায়ৈ, হৃদয়াদি দক্ষপাদে সং শুক্রাত্মনে হংসায় প্রভায়ৈ, হৃদয়াদি বামপাদে হং প্রাণাত্মনে বরাহায় নিশায়ৈ; হৃদয়াদি উদরে লং জীবাত্মনে বিমলায় অমোঘায়ৈ, হৃদয়াদি মুখে ক্ষং ক্রোধাত্মনে নৃসিংহায় বিদ্যুতায়ৈ।

"এবং প্রবিন্যসেন্ন্যাসং লক্ষ্মীবীজপুরঃসরম্।
স্মৃতিধৃতিমহালক্ষ্মীং প্রাপ্যন্তে হরিতাং ব্রজেৎ॥"

এই কেশবকীর্ত্তিন্যাস লক্ষ্মবীজযোগে করিলে স্মৃতি, ধৈর্য্য ও সর্ব্ব সম্পত্তি লাভ হয় এবং চরমে মুক্তি হয়। লক্ষ্মীবীজযোগ-প্রণালী—"শ্রীং অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ" এইরূপে সকল মন্ত্রেরই পূর্ব্বে "শ্রীং" যোগ করিতে হয়। (তন্ত্রসার)

কেশবচন্দ্রসেন, বঙ্গের ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক বিখ্যাত বাগ্মী। ২৪ পরগণার অন্তর্গত হুগলির অপরপারে গঙ্গাতীরে গরিফা গ্রামের বিখ্যাত বৈদ্য সেনবংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতামহ রামকমলসেন দশটাকা বেতনের কম্পোজিটারি কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে টাকশালের ও বেঙ্গলব্যাঙ্কের' দাওয়ান ও পরে এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারির কার্য্য পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন। সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার সঙ্কলিত বাঙ্গালা ও ইংরাজী অভিধান তৎকালে বড়ই আদরের বস্তু। রামকমলসেনের চারিপুত্র। দ্বিতীয়পুত্র প্যারীমোহনসেন কেশবের পিতা। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৯এ নবেম্বর কলিকাতায় কেশবের জন্ম হয়। কেশবচন্দ্র প্যারীমোহনের দ্বিতীয়পুত্র। পিতামহ রামকমলসেন কেশবকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে এই সন্তান আমার গদিতে বসিবার উপযুক্ত হইবে। তিনি বালক কেশবকে বড় ভালবাসিতেন। শিশু কেশব যাত্রা দেখিয়া ঠাকুরদাদার নিকট বাসুদেবের নকল করিয়াছিলেন বলিয়া সেই অবধি রামকমল কেশবকে 'বাসু' বলিয়া ডাকিতেন। রামকমল একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। দিবসের কর্ম্ম কাজ সারিয়া অপরাহ্নে স্বহস্তে হবিষ্যান্ন পাক করিয়া আহার করিতেন। কেশব বাল্যকালে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া তিলকসেবা ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিতেন। বাল্যেই তাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। তাঁহার বয়স যখন দশবৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল।

কেশবের প্রথম বিদ্যাশিক্ষা পাঠশালায়, তথা হইতে হিন্দুকালেজ, পরে মেট্রোপলিটান, শেষে প্রেসিডেন্সিকালেজে গিয়া ইতিহাস, পাশ্চাত্য ন্যায়, মনোবিজ্ঞান ও প্রাণীবৃত্তান্ত বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন।

কেশব বড় সুশ্রী, প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ম্বদ ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। তিনিও সঙ্গীগণের উপর একটু কর্ত্তৃত্ব দেখাইতেন। তাহাদিগকে লইয়া গরিফার পৈত্রিক বাসভবনে সেক্সপীয়ার কৃত হাম্‌লেটের অভিনয় করেন। নিজে হামলেট্ সাজিতেন, নিজেই চিত্রপট আঁকিতেন, আবার নিজেই রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিতেন। কথিত আছে, উক্ত গ্রামে কেশবচন্দ্র একবার বাজীকর সাহেব সাজিয়া অনেক তামাসা দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে এমনি ইংরাজী কথাবার্ত্তা কহেন যে, কএকজন সাহেব তাঁহাকে ইটালির লোক মনে করিয়াছিল।

বাল্য হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হয়। বাল্য হইতেই তিনি আত্মাভিমানী, গম্ভীর প্রকৃতি ও নির্জ্জন-প্রিয় ছিলেন। স্বাধীন প্রকৃতি কেশব বৈষ্ণবধর্ম্মে লালিত পালিত হইয়াও নিজে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছিলেন। নির্জ্জনে বসিয়া ধর্ম্মবিষয়ে চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। ক্রমে তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান বাড়িতে লাগিল। চতুর্দ্দশবর্ষে মৎস্যাহার পরিত্যাগ করিলেন।

নিজে যাহা শিখিতেন, নিজে যাহা বুঝিতেন, তাহা পরকে বুঝাইবার চেষ্টা কেশবের বাল্যকাল হইতেই ছিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের যাহাতে বিস্তার হয়, সেজন্য অল্পবয়স হইতেই যত্নবান্ ছিলেন। ১৭ বৎসর বয়সে (১৮৫৫ খৃঃ) তিনি কলিকাতায় কলুটোলায় একটী নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তথায় বন্ধুগণের সাহায্যে নিজে দরিদ্র বালক ও শ্রমজীবি-দিগকে শিক্ষা দিতেন। বর্ষশেষে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে তথায় বিশেষ ধূম ধাম হইত।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭এ এপ্রেল বালীগ্রামের বৈদ্যবংশীয় চন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। বিবাহে খুব সমারোহ হইয়াছিল। এই বিবাহে তখন তাঁহার কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, তাহা জানা নাই। কিন্তু সেই সময় হইতে তাঁহার মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হয়। তিন চারি বৎসর ক্রমাগত একাকী ধর্ম্মচিন্তায় রত ছিলেন। তিনি বলিতেন, "ঈশ্বরের গৃহে কঠোর নৈতিক শাসনাধীনে আমার দাম্পত্য-প্রেমোৎসব অতিবাহিত হয়।" সত্যধর্ম্ম আবিষ্কার করিবার জন্য নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। বিশপ কটনের গৃহস্থ পাদ্রি বারণ সাহেবের নিকট বাইবেল পাঠ করিয়া খৃষ্টানধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হন। এই সময় (১৮৫৬ খৃঃ) তাঁহার নৈশ-বিদ্যালয়ে পারিতোষিক দান উপলক্ষে বিখ্যাত ইংরাজবাগ্মী জজ টমসন উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া কেশবের মনে বক্তা হইবার ইচ্ছা হয়। অমনি কঠোর অভ্যাস আরম্ভ করিলেন। শুনা যায়, এই সময় তিনি কখন গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনাআপনি বক্তৃতা অভ্যাস করিতেন। কখনও বা গভীর নিশীথে ছাদের উপর গিয়া বক্তৃতার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে তিনি গুডউইল ফ্রেটার্ণিটি ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটী নামে দুইটী সভা স্থাপন করেন। প্রথমটীর উদ্দেশ্য ধর্ম্মালোচনা, কলুটোলায় নিজ বাটীতে প্রতি সপ্তাহে ইহার অধিবেশন হইত। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর উদ্দেশ্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আলোচনা। হিন্দুকালেজের বৃহৎ গৃহে ইহার অধিবেশন হইত।

রেভারেণ্ড ডল সাহেব সেই সময় রামমোহনরায়কে একেশ্বরবাদী খৃষ্টান প্রতিপন্ন করিবার জন্য তৎপ্রণীত যীশুর নীতি (Precepts of Jesus) নামক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। কেশবচন্দ্র উহা পাঠ করিয়া ঐরূপ একেশ্বর-বাদী খৃষ্টান হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেশব রামমোহনরায়কে একেশ্বরবাদী খৃষ্টান বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। গোপালচন্দ্র মল্লিক নামক এক ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া রাজা রামমোহনরায়কে একেশ্বরবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কেশবকে রামমোহনের মত বুঝাইয়া দিবার জন্য তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার তখনকার সম্পাদক নবীনকৃষ্ণবন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন। নবীনবাবুর অনুরোধে কেশব রাজা রামমোহনের বহুতর পুস্তক, কাগজ পত্র ও 'তোফতুল্ মোহেদিন' নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে স্বর্গীয় রামমোহন রায় একেশ্বরবাদী খৃষ্টান ছিলেন না, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। তখন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর কেশবের শ্রদ্ধা জন্মে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে মুদ্রিত ব্রাহ্মপত্রিকা পাঠ করাইয়া দীক্ষিত করিলেন। আদি-ব্রাহ্মসমাজের রেজিষ্টরী বহিতে তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। যে কাগজে তিনি লিখিয়া-ছিলেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্মই যথার্থ ধর্ম্ম, আমি সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিলাম।" সে কাগজখানি হারাইয়া গিয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথঠাকুর তখন সিমলা পর্ব্বতে ছিলেন। কিছুদিন পরে (খৃঃ ১৮৫৫ অব্দ) তিনি প্রত্যাগত হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবীন ব্রাহ্ম কেশব-চন্দ্রকে তাঁহার নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে কেশবের সহিত দেবেন্দ্রনাথের দিন দিন ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এদিকে তাঁহার পৈত্রিকভবনে তাঁহাদের গুরুঠাকুর তাঁহাকে দীক্ষিত করিবার জন্য বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্ত্র গ্রহণের সকল আয়োজনও হইল। কেশব দিবসে বাটী আসিলেন না, রাত্রিতে আসিয়া দেখেন, মাতা দুঃখিত হইয়াছেন। কেশব ব্রাহ্মসমাজের কএকখানি পুস্তক মাতার হস্তে দিলেন। তাঁহার মাতা সেই কাগজ গুরুদেবের নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, "দেখুন, কেশব কি ধর্ম্ম পাইয়াছে।" গুরুদেব তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "এ ধর্ম্মত খুব ভাল দেখিতেছি, পালন করিতে পারিলে হয়!" কেশবের মাতা তাহাতে শান্ত হন। বাড়ীর অপরাপর লোক বলিয়া-ছিল—"ওর মাইত ছেলেকে নষ্ট করিল।" মন্ত্র গ্রহণ না করায় ও পিরালী দেবেন্দ্রনাথঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় বাড়ীর সকলেই কেশবের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বিধবাবিবাহ নামক নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগ হয়। বিধবাবিবাহের দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হইবে ভাবিয়া কেশব উৎসাহের সহিত সিন্দুরিয়াপটির গোপালমল্লিকের বাটীতে উক্ত গ্রন্থ অভিনয় করেন। এই বাটীতেই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রেল তারিখে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সাহায্যে এক ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে ও দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালাতে প্রতি সপ্তাহে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করিতেন। কিছুদিন পরে আদি-ব্রাহ্মসমাজের বাটীর দ্বিতল গৃহে এই বিদ্যালয় উঠিয়া যায়।

এদিকে তাঁহার বাটীর অভিভাবকগণ কেশবকে কোন মতে সংসারী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলের

তাড়নায় ভারত গবর্ণমেন্টের ফাইনানসিয়াল-ডিপার্টমেন্টে ২৫৲ টাকা বেতনে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতে কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব কাজের সময় সংবাদপত্র পড়িতে দেখিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর, ৩০৲ টাকা মাহিনায় বেঙ্গল-ব্যাঙ্কে আর একটী চাকরি হইল। কেশবের ইংরাজী হস্তাক্ষর দেখিয়া সেখানকার বড় সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া ৫০৲ টাকা বেতনের একটী কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি "বঙ্গীয় যুবা, ইহা তোমারই জন্য" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত বড়সাহেব তাহা পাঠ করিয়া বড়ই তুষ্ট হন। ব্যাঙ্কে থাকিলে অবশ্য তাহার উন্নতি হইত। কিন্তু তিনি অসুস্থতার ভাণ করিয়া ছুটী লইয়া কৃষ্ণনগরে গমন করিলেন। সেখানে ধর্ম্মসম্বন্ধে ডাইসন সাহেবের সহিত কেশবের ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। তাহাতে ডাইসনকে পরাজয় মানিতে হয়। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ইহাতে কেশবের প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত জলপথে লঙ্কাদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া আসেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গলব্যাঙ্কের কর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। সাহেব একশত টাকা বেতন দিতে চাহিলেও আর চাকরি করিলেন না। এই সময় তিনি ইণ্ডিয়ান মিরার (Indian Mirror) নামক ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

কেশবের ধর্ম্মানুরাগদর্শনে দেবেন্দ্রনাথ বড়ই প্রীত হইলেন। তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল, কেশবকে কলিকাতা সমাজের আচার্য্যপদে বরণ করিয়া 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি ও একখানি সনন্দ দান করিলেন। ইহার পূর্ব্ব দিবস কেশব মাতার নিকট প্রস্তাব করেন যে, পরদিবস সস্ত্রীক সমাজে যাইবেন। মাতা সম্মত হইলেন, কিন্তু বাটীর অপর সকলে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে কেশব সহধর্ম্মিণীকে বলিয়াছিলেন, "হয় আমার সহিত এস, না হয় গুরুজনের পশ্চাতে গমন কর, এই সময়।" পত্নী দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার সহিত চলিয়া আসিলেন। এই ঘটনার পর উভয়ে কিছুকাল দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন, ঠাকুরবাবু তাঁহাদিগকে সন্তানের মত যত্ন করিতেন। তাহার পর কেশব নিজবাটীর নিকট একটী বাটী ভাড়া করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হন। সেই সময় তাঁহার পৈত্রিক ধনসম্পত্তিও হস্তগত হয়। আবার তিনি নিজ গৃহে ফিরিয়া আসেন। পুত্রের জাতকর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে হইবার অনুষ্ঠান দেখিয়া বাটীর কর্ত্তা ও অপর সকলে বাটী ত্যাগ করিয়া বাগানে চলিয়া যান। কেশবের মাতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। ক্রমে আবার সকলে বাটী আসিলেন। কেশবের আচরণ সকলের সহিয়া গেল। এই সময় বাটীতে 'সঙ্গত-সভা' নামক একটী সভা করিয়া তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড শিক্ষা দেওয়া হইত। ধর্ম্মমত ও জীবন এক করিবার জন্য এই সভার প্রতিষ্ঠা। সভ্যগণ আপনাদিগকে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিতেন।

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক তখন ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অনেকে নামে ব্রাহ্ম, কিন্তু কার্য্যে হিন্দু থাকিতেন বলিয়া কেশবচন্দ্র এই সময় "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক পুস্তক প্রচার করিলেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণকে উপবীত পরিত্যাগ করিতে হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেও পৈতা ফেলিতে হইল। 'সঙ্গত-সভা' হইতে "ধর্ম্মসাধন" নামে একখানি পত্রিকা বাহির হইত। বামাবোধিনী পত্রিকাও এখানকার সভ্যগণের উদ্যোগে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়।

কেশবের যত্নে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তারে খৃষ্টান পাদরিদিগের ধর্ম্মপ্রচার অনেকটা কমিয়া গেল।

এই সময় কেশবের নাম দেশবিখ্যাত হইয়া উঠিল। প্রথমে তিনি হুগলি, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করিয়া, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৯ই ফ্রেব্রুয়ারি মান্দ্রাজ যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা হয়। নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া, তথা হইতে বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাই টাউন-হলে তাঁহার মৌখিক বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হন। বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর সার বার্টল্ ফ্রিয়ার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া যান। বোম্বাই হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি নবোৎসাহে স্বকার্য্যসাধনে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্ব হইতেই দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মতভেদ হইতে আরম্ভ হয়। কেশব উন্নতিশীল, দেবেন্দ্রনাথ স্থিতিশীল, তিনি সমাজরক্ষা করিয়া চলিতে চাহেন, কেশব নবপ্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান মতে পূর্ণভাবে চলিতে তৎপর। সুতরাং কেশবের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ ঘটিল। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সহিত আদিব্রাহ্মসমাজও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রেব্রুয়ারি মাসে, এই ঘটনা ঘটে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১১ই নবেম্বর, কেশবচন্দ্র "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামক নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন। তাহাতে তাঁহার মতাবলম্বী ব্রাহ্মগণও যোগদান

করিলেন। প্রার্থনা কার্য্যাদি কেশবের বাটীতেই হইত সমাজের জন্ত তখন স্বতন্ত্র বাটী হয় নাই।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, তিনি ভ্রাতৃগণের অনুরোধে দিন কএকের জন্ত টাকশালের দেওয়ানি কার্য্য করিয়াছিলেন। এই বৎসর ৬ই মে তারিখে কলিকাতার মেডিকেল কালেজের গৃহে "যীশুখৃষ্ট, ইউরোপ ও এসিয়া" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় কেশবের সুখ্যাতি চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল লর্ড লরেন্স তখন ভারতের গবর্ণর জেনারল। তাঁহার সেক্রেটরি কেশবচন্দ্রকে লিখিলেন যে, গবর্ণর জেনেরেল কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সেই সময় মিস মেরি কার্পেণ্টার এদেশে আসেন। লর্ড লরেন্স কলিকাতায় আসিলে মেরিকার্পেণ্টার গবর্ণমেণ্ট হাউসে কেশবকে নিমন্ত্র করিয়া লইয়া যান। লর্ড লরেন্সের সহিত কেশবের সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের মধ্যে ক্রমে মিত্রতা জন্মিল। বড় লাট তাঁহাকে দেশীয় উচ্চরাজপুরুষ ও রাজগণের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত সমান আসন প্রদান করিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৮এ সেপ্টেম্বর, কেশব কলিকাতার টাউনহলে 'মহাপুরুষ' (Great men) সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি দেশীয় বিদেশীয় পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন

অল্পদিন পরেই ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গমন করেন। এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার দেখিয়া হিন্দুসন্তানগণ স্থানে স্থানে হরিসভা ও হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা স্থাপন করিতে লাগিলেন। পর বৎসর কেশব উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গমন করিলেন। তথায় নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। পঞ্জাবের গবর্ণর ম্যাক্‌লাউড সাহেব তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজবাটীতে আনিয়া একটী ভোজ দেন। পঞ্জাব হইতে ফিরিয়া আসিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের একযোগে মহোৎসব করেন। এই উপলক্ষে "বিবেক ও বৈরাগ্য" বিষয়ে একটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা বক্তৃতা।

পর বৎসরের উৎসব আদিসমাজের সহিত একযোগে হয় নাই। তিনি স্বতন্ত্রভাবে খোল করতাল বাজাইয়া চৈতন্তদেবের ন্তায় নগরভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। এই উপলক্ষে ২৪এ জানুয়ারি সিন্দুরিয়াপটিস্থ গোপালমল্লিকের বাটীতে "নবজীবনের বিশ্বাস" বিষয়ে একটী বক্তৃতা হয়। সেখানে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে সস্ত্রীক বড়লাট ও ছোটলাট প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবের পর মার্চ্চমাসে তিনি কিছু কাল সপরিবারে মুঙ্গেরে গিয়া বাস করেন।

ইতিপূর্ব্বে বাঁকিপুরে লর্ড লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মবিবাহবিধি পাশ করাইবার জন্ত অনুরোধ করেন। লরেন্স সাহেব তাঁহাকে সিমলা যাইতে অনুরোধ করিয়া যান। তদনুসারে কেশব সপরিবারে সিমলায় গিয়া থাকেন। বড়লাট তাঁহাকে থাকিবার বাটী ও দৈনিক ব্যয়ের জন্ত পাঁচশত টাকা দিয়াছিলেন। সিমলাশৈলে এক মাসকাল থাকিয়া কএকটী বক্তৃতা করিয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে অবস্থানকালীন কথা উঠে যে "কেশববাবু অবতার হইয়াছেন।" ক্রমে লোকের ভ্রম অপনীত হইল।

এই সময়ে কেশব নিজ নামে তিনহাজার টাকা মূল্যে কলিকাতা মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ঝামাপুকুরে কএক কাঠা ভূমি ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ভিক্ষালব্ধ অর্থে মন্দির নির্ম্মিত হইল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২২এ আগষ্ট, ব্রাহ্মমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়। তদুপলক্ষে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। সেই সময় অনেকগুলি শিক্ষিত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইণ্ডিয়ান মিরারে প্রকাশ হইল যে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড যাইবেন। অবিলম্বে কলিকাতার টাউনহলে "ইংলণ্ড ও ভারত" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়া সকলের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিলেন। বক্তৃতাস্থলে পাঁচশত টাকা উঠিয়াছিল, আর নিজে আটশত টাকা সংস্থান করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি হিন্দুপরিচ্ছদে নিরামিষভোজী হইয়া বিলাতযাত্রা করিলেন। লর্ড লরেন্স তখন বিলাতে। তিনি বিলাতের প্রধান বড়লোকদিগের সহিত কেশবের পরিচয় করিয়া দিলেন। ইংলণ্ডের লোক কেশবের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। ১২ই এপ্রেল, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত হানোভার-স্কোয়ার গৃহে এক মহাসভা আহূত হয়। তাহার পর বড়লোকের বাড়ী, সাধারণ গির্জ্জায় ও লণ্ডনের নানা স্থানে তাঁহার বক্তৃতা হয়। ১১ই জুন ইংলণ্ডের অন্যান্য নগর পরিদর্শনে যাত্রা করেন। ব্রিষ্টলে কুমারী কার্পেণ্টারের ভবনে গিয়া রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিস্থান দর্শন করিয়া আসেন। তথা হইতে সেক্সপীয়রের জন্মস্থান ষ্ট্রাটফোর্ড, তাহার পর লিষ্টার ও বার্ম্মিংহামে গমন করেন। বক্তৃতা করিবার জন্ত চারিদিক্ হইতে অনুরোধ হইতে লাগিল। তিনি তাহা প্রতিপালন করিয়া বিষম পীড়াগ্রস্ত হইলেন। রেভারেণ্ড হার্ফোর্ডের গৃহে তিনি তখন অতিথি। হার্ফোর্ড-পত্নী জননীর ন্তায় তাঁহার সেবা করেন। আরোগ্যলাভ করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর এডিনবরা,

গ্লাসগো, লিড্‌স্, অক্সফোর্ড প্রভৃতি নগর পরিদর্শন করিয়া আসেন। এই সময় গ্লাডষ্টোন, ডিন ষ্টানলী, জন ষ্টুয়ার্টমিল, নিউম্যান, কাউয়েল প্রভৃতির সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া অস্‌বরণ্‌ নামক প্রাসাদে রাজকুমারী লুইসাকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্দ্রকে দেখা দেন এবং নিজের ছবি ও স্বামীর জীবনচরিত দুইখণ্ড পুস্তক উপহার দেন। কেশবচন্দ্র মহারাণীর গৃহে নিরামিষ ভোজন করিয়া মহারাণীকে আপনার সহধর্ম্মিণীর ছবি দিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য হানোভারস্কোয়ার গৃহে আবার একটী সভা হয়। স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে বোম্বাই নগরে এবং হাবড়ার ষ্টেসনে অনেকেই তাঁহার অভ্যর্থনা করেন।

কেশবচন্দ্র এদেশে আসিয়া প্রথমে ভারতসংস্কারক সভা স্থাপন করিলেন। সুলভ সাহিত্যপ্রচার, দান, শ্রমজীবিদিগের শিক্ষা, স্ত্রীবিদ্যালয় ও মদ্যপাননিবারণ উক্ত সভার এই পাঁচটী উদ্দেশ্য। এই সময়ে এক পয়সা মূল্যে "সুলভ সমাচার" প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি হইতে—"ইণ্ডিয়ান-মিরার" দৈনিক প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৭২ খৃঃ, ভারত আশ্রম স্থাপিত হয়। এখানে তিনি এক পরিবার ভুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেন। যুবকদিগের জন্য "ব্রাহ্ম নিকেতন" তাহার পরে স্থাপিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৯এ মার্চ্চ, ব্রাহ্মবিবাহআইন বিধিবদ্ধ হয়। তাহাতে কন্যার বয়স অন্ততঃ ১৪ ও পাত্রের বয়স অন্ততঃ ১৮ বৎসরে বিবাহ দেওয়া ধার্য্য হয়। এই সময়ে কেশব কলুটোলার বাটীর ছাদের উপর একটী কুটি নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভক্তিসাধন শিক্ষা দিতেন। ১৭৯৪ শকের মধ্যভাগে এই কার্য্যে ব্রতী হন। পর বৎসর পীড়িত হওয়ায় তাহা ছাড়িয়া দেন। দেশের প্রধান প্রধান লোকদিগের নিকট অর্থ-ভিক্ষা করিয়া ১৭৯৮ শকে (খৃঃ ১৮৭৬) ৫ই, বৈশাখ আল-বার্ট হল প্রতিষ্ঠা করিলেন। ৮ই জ্যৈষ্ঠ মোড়পুকুরগ্রামে, "সাধনকানন" স্থাপন করিয়া সপরিবারে বন্ধুগণ সঙ্গে বৃক্ষ তলে উপাসনা, কুটীরে রন্ধন ও বাড়ী বাড়ী সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ১৭৯৯ শকে (খৃঃ ১৮৭৭) ২৮এ কার্ত্তিক সারকুলার রোডের ধারে কমলকুটীরে আসিয়া বাস করেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই মার্চ্চ কোচবিহার-মহারাজের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। সমাজস্থ অনেকেরই এ বিবাহে মত ছিল না। কিন্তু কেশবচন্দ্র বলেন, যে তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে এই কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই ব্যাপার লইয়া শেষে একটী কতভ্রদল গঠিত হইল। তাঁহারা "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করি-লেন। "তিনি অর্থলোভে মুগ্ধ হইয়া এই বিবাহ দিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্ম অপেক্ষা অর্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিয়াছেন" ইত্যাদি চারিদিকে তাঁহার নিন্দাবাদ হইতে থাকে। সেই সময় আত্মসমর্থন করিবার জন্য "আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন" এই বিষয়ে কলিকাতার টাউনহলে একটী বক্তৃতা করেন।

১৮০১ শকে ১২ই মাঘ, তাঁহার প্রচারিত ও প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম নববিধান রাখিলেন। তাঁহার মতে, ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা নববিধান শব্দ দ্বারাই ধর্ম্মের ভাব বেশ প্রকাশ হইতে পারে। ইহার গূঢ় অর্থ মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যবহার। তাঁহার চরিত্রলেখক চিরঞ্জীবশর্ম্মা বলেন, "ইদানীং আদেশবাদ সাধুভক্তি, হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাবের সাধন যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল, যেরূপ উদার ভাবে ভগবানের তেত্রিশকোটী নামের গূঢ় অর্থ মাতৃত্তব বাঙ্গলা আরতি, ব্রহ্মের অষ্টোত্তরশত নাম, যোগ বৈরাগ্য ভক্তির বাহ্য অনুষ্ঠান, নিত্য উপাসনার সহিত তিনি ব্যবহার করি-তেন, তাহাতে পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত ইহা আর একীভূত থাকিতে পারিল না।" কলিকাতার নিকট দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ নামে এক পরমহংস থাকিতেন, তাঁহার নিকট হইতে কেশব-চন্দ্র ঈশ্বরে মাতৃভাব আরোপ করিতে শিখিয়াছিলেন।

তিনি বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কেবল ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মবিস্তার কার্য্যেই কালাতিপাত করেন। চৈতন্যসম্প্রদায়ী গৌড়বৈষ্ণব-দিগের অনুকরণে খোল করতাল লইয়া উচ্চৈঃস্বরে নগর-কীর্ত্তনের প্রথা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কেশবচন্দ্রই সর্ব্বাগ্রে প্রবর্ত্তিত করেন। এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের অপরাপর সম্প্রদায়িগণ তাঁহারই অনুকরণ করিয়া কীর্ত্তনের সুরে খোল করতালের সহিত ব্রহ্মনাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বোধ হয় কেশব-বাবুর নববিধানের তাৎপর্য্য এই যে "কি তৌরিৎ, জবুর, এঞ্জির, ফরকান্, কি অবস্তা ও বেদপুরাণ" ঈশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে যে গ্রন্থে যত তত্ত্ব ও যে সম্প্রদায়ীর মধ্যে যতপ্রকার সাধন ভজন বিদ্যমান আছে, তাহার কিছুই অশ্রদ্ধের ও অনাস্থার বিষয় নহে। তৎসমুদয়ের সারসঙ্কলনই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম। তিনি এই নববিধান প্রচার করার পর অনেকের নিকট আচার্য্য ও কাহার কাহারও নিকট অবতার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিলেন এবং নিজেও কি ভাবে, কি উদ্দেশে বলা যায় না, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার বেশধারণপূর্ব্বক স্বমতানুযায়ী লোকদিগকে মোহিত ও বিমুগ্ধ করিতেন। কখনও

খোল করতাল লইয়া পথে পথে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া দশা প্রাপ্ত হইতেন, কখনও কষায়াম্বর পরিধানপূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর বেশে উপদেশ্যদিগকে উপদেশ করিতেন, কখন বা কেবল সামান্য চীর ও কৌপিনপরিধারী হইয়া একতারী হস্তে লইয়া বেদীর উপর হইতে ব্রহ্মগীত আলাপপূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতেন। তৎকালীন কেশববাবুর বিবেক ও বৈরাগ্যের বিষয় অনুধাবন করিলে বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে কেশবচন্দ্র যে একজন অসাধারণ ও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, সেবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়া যখন কোনকালে ও কোন যুগে কোন মহাত্মাই শত্রুমিত্র ও সপক্ষবিপক্ষবর্জ্জিত হইতে পারেন নাই, তখন কেশবই যে একেবারে বিপক্ষশূন্য সর্ব্ববাদী সিদ্ধ পবিত্র পুরুষ হইবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? এইরূপে কিছুদিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বাগ্মীপ্রবর কেশবচন্দ্র ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী ৪৬ বর্ষ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার অন্তিমকালে যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার অসাধারণ তেজস্বিতা ও তিতিক্ষার পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে বঙ্গবাসী কি স্বধর্ম্মী কি বিধর্ম্মী সকলেই তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন। যিনি একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, যিনি একবার তাঁহার মধুর কথা শুনিয়াছেন, তিনি তাঁহার গাম্ভীর্য্য, তাঁহার উদারভাব আর সেই রমণীয় মূর্ত্তি কখন ভুলিতে পারেন নাই।

কেশবজীবানন্দ, একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত, শ্রাদ্ধকারিকা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রণেতা।

কেশবদত্ত, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রশ্নমঞ্জুষানামক টীকাকার।

কেশবদাস ১ (কেশূদাস) জয়মল্লের পুত্র ও রাজা গিরিধরের পিতা। (পাদশাহনামা)। •২ কাশ্মীরনিবাসী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, প্রায় ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ব্রজধামে আগমন করেন, ইনি কৃষ্ণচৈতন্যের নিকটে তর্কে পরাস্ত হন। ইহার রচিত অনেক হিন্দী কবিতা আছে।

কেশবদাসখুসালী, অপর নাম রামরায়। জীবনরামের পুত্র ও লক্ষ্মীনাথের ভ্রাতা। ইনি অহল্যাকামধেনু নামে একখানি সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহ এবং শ্রীধরস্বামীর ভাগবতার্থ-দীপিকার টিপ্পনী রচনা করেন।

কেশবদাস সনাঢ্য মিশ্র, বুন্দেলখণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি টেহরী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তথা হইতে উর্চ্ছার রাজা মধুকর শাহের সভায় আগমন করেন। তথায় রাজকর্ত্তৃক সম্মানিত হন। রাজা মধুকরের পুত্র ইন্দ্রজিৎ রাজা হইবার পর, তিনি কেশবদাসের পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বসবাস ও ভরণপোষণের জন্য উর্চ্ছারাজ্যের মধ্যে ২১ খানি গ্রাম দান করেন। হিন্দীভাষায় কবিগণমধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে 'কবিপ্রিয়া' নামক নিজ গ্রন্থে কাব্যের দশাঙ্গ প্রকাশ করেন। রাজা মধুকর শাহের পরিতোষের জন্য ইনি হিন্দী ভাষায় "বিজ্ঞান-গীতা," প্রবীন-রাই-পাতুরীর জন্য "কবিপ্রিয়া" এবং রাজা ইন্দ্রজিতের নাম দিয়া "রামচন্দ্রিকা" ও পরে "রসিক-প্রিয়া" প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন কেশব হিন্দী-সাহিত্য ও অলঙ্কারসম্বন্ধে কএকখানি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থাবলির মধ্যে নারায়ণ, ফাস্কা রায়, সর্দার ও হরিরায় নামে কয়েক ব্যক্তি কবিপ্রিয়ার হিন্দীটীকা; জানকীপ্রসাদ ও ধনীরাম রামচন্দ্রিকার হিন্দীটীকা এবং ঈস্ফর্খা, রাকুবখাঁ, সর্দার, সুরতিমিশ্র ও হরিজন রসিক-প্রিয়ার হিন্দী টীকা লিখিয়াছেন। কেশবদাস ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

কেশবদীক্ষিত, প্রয়োগরত্ন ও কেশবদীক্ষিতীয় নামক সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ইহার পিতার নাম সদাশিব।

কেশবদেব, ১ মূলতানের একজন রাজা। ইহার পুত্রের নাম তারাচাঁদ। এই রাজার চরিত্র অবলম্বন করিয়া বৈদ্যনাথ নামে একজন মৈথিল পণ্ডিত কেশবচরিত্র নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যরচনা করিয়াছেন। ২ একজন বৈয়াকরণ, ইনি ব্যাকরণ-দুর্ঘটোদ্ঘাত নামে গোয়ীচন্দ্রকৃত সংক্ষিপ্তসার-টীকার একখানি টিপ্পনী লিখিয়াছেন।

কেশবদৈবজ্ঞ, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। দক্ষিণাপথের নন্দীগ্রামবাসী কমলাকরের পুত্র এবং অনন্ত দৈবজ্ঞের পিতা। কেশবের রচিত অনেকগুলি জ্যোতিষ আছে, তন্মধ্যে গ্রহকৌতুক, মুহূর্ত্তমার্ত্তণ্ড, সিদ্ধান্তলঘুখমনিকা ও তাজককর্ম্মপদ্ধতি টীকা পাওয়া যায়। গ্রহকৌতুক পাঠে জানা যায়, ইনি ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ভরদ্বাজগোত্রীয় রাণিগের পুত্র একজন কেশব দৈবজ্ঞের নাম পাওয়া যায়। তিনিও কএকখানি ফলিত জ্যোতিষ রচনা করেন, গণেশ-দৈবজ্ঞ তাহার টীকা লিখিয়াছেন। [কেশবার্ক দেখ।]

কেশবনাথ, গোদাপরিণয় নামক সংস্কৃত নাটক রচয়িতা।

কেশবনায়ক, কোণ্ডনায়কের পুত্র, একজন রাজা এবং বৈজয়ন্তী নামে বিষ্ণুস্মৃতিটীকাকার নন্দপণ্ডিতের প্রতিপালক।

কেশবপণ্ডিত, প্রসিদ্ধ চম্পূকাব্যরচয়িতা, লৌগাক্ষিকুলোদ্ভব অনন্তের পুত্র। [কেশব দেখ।]

কেশবতী, নেপালস্থ একটী নদী। নেপালী বৌদ্ধদিগের

স্বয়ম্ভূপুরাণে লিখিত আছে, মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের মৃত্যুর পর ক্রকুচ্ছন্দ নেপালে আগমন করেন। এখানে তিনি চাতুর্বর্ণ্য লোকদিগকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। যেখানে তাহাদের কেশরাশি বাতাসে উড়িয়া পড়িয়াছিল, সেইখানে একটী নদী হয়, সেই নদীর নাম কেশবতী। ইহা নেপালক্ষেত্রের পূর্ব্বসীমা। এই নদীর বর্ত্তমান নাম 'বিষণ্মতী।'

কেশবপনীয় (পুং) অতিরাত্র যাগবিশেষ। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে লিখিত আছে—

"তদন্তে কেশবপনীয়োঽতিরাত্রঃ পৌর্ণমাসী সুত্যঃ।"

পশুবন্ধের অবসানে কেশবপনীয় নামক অতিরাত্র-যাগ করিতে হয়, এই যজ্ঞ জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে করিবে। শতপথব্রাহ্মণে 'কেশবপনীয়' যাগের এইরূপ বিধি নিরূপিত হইয়াছে—

'পশুবন্ধদ্বয়ের পর কেশবপনীয় নামক অতিরাত্র-যজ্ঞ করিতে হয়। অভিষেচনীয় সোমযজ্ঞ করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত কেশমুণ্ডন করিবে না। এই ব্রত উদ্যাপনের জন্য পৌর্ণমাসী সুত্য সোমযাগ করিতে হয়, তাহাকেই কেশবপনীয় অতিরাত্র বলে। বীর্য্যময় জলরস সর্ব্বপ্রথমে কেশ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। কেশমুণ্ডন করিলে এই বীর্য্যসম্পদ্ বিনষ্ট হয় এবং তাহাকে বলহীন হইতে হয়। অতএব সংবৎসর কেশ বপন করিবে না। সংবৎসরে এই ব্রত আচরণ করিতে হয় বলিয়া সংবৎসর কেশমুণ্ডন করা অনুচিত। এই ব্রতের উদ্যাপনের জন্য যে যাগ করিতে হয়, তাহাই কেশবপনীয়। ইহাতে প্রাতে ২১টী, মধ্যাহ্নে ১৭টী ও অপরাহ্ণে ১৫টী সবন করিতে হয়।......এই যজ্ঞের অবসানে কেশবপন করিতে হয়। কেশমুণ্ডন করিবে না। কেশ মুণ্ডন না করিলে বীর্য্যরূপ জল-রস সঞ্চিত হয় এবং তাহাদ্বারা ঐ ব্যক্তি অভিষিক্ত হয়। বীর্য্য প্রথমে কেশ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে বলিয়া কেশবপন করিলে তাহা বিনষ্ট হয় এবং যজমানকে হীনবীর্য্য হইতে হয়, অতএব যজ্ঞের অবসানে মুণ্ডনরূপ বপন না করিয়া কেশকর্ত্তন করিবে। কেশ কর্ত্তন করিলে বীর্য্য-নষ্ট হয় না, তাহাতেই থাকে, এই কারণ মুণ্ডন করিবে না, বপন করিবে। এই প্রকারে ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা নাই, যাবজ্জীবনই অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রতে যজমানের সর্ব্বদাই উপানহ্ (জুতা) ব্যবহার করা উচিত, কোনস্থানেই উপানহ্ পরিত্যাগ করিবে না, অবরোহণকালেও জুতা ব্যবহার করিবে। কোনস্থানে গমন করিতে হইলে রথ কিম্বা অন্য কোন যান আরোহণ করা কর্ত্তব্য।' (শতপথব্রাহ্মণ)

কেশবপুর, বঙ্গদেশের যশোরজেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২২°৫৪´৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯°১৫´৪০´´ পূঃ। যশোর নগর হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণে হরিহর নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানটী বাণিজ্য-প্রধান। এখানে বিস্তর চিনির আড়ং আছে। ইহার নিকট নদীর অপরপারে শ্রীপুর নামক উপনগরেও বিস্তর চিনির কারখানা আছে। চাউল, পিত্তল ও মৃত্তিকার দ্রব্যাদি বা বস্ত্রাদিও অধিক আমদানী হয়। এ ছাড়া দুইটী বড় বাজার আছে।

কেশবপ্রিয়া (স্ত্রী) কেশবস্য প্রিয়া ৬তৎ। ১ রাধিকা। ২ গোরোচনা।

কেশববিশ্বরূপ, দক্ষিণাপথে তুঙ্গভদ্রাতটবাসী একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক। ইনি আগমতত্ত্বসারসংগ্রহ নামে একখানি তন্ত্রশাস্ত্র রচনা করেন।

কেশবভট্ট, ১ একজন গ্রন্থকার, ইনি সাংখ্যার্থতত্ত্ব-প্রদীপিকা নামে সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধীয় একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, ইহার পিতার নাম সদানন্দ। ২ হিরণ্যকেশী-সূত্রীয় অন্ত্যেষ্টি-প্রয়োগ রচয়িতা। ৩ ভট্টকেশব নামে খ্যাত, ইনি সংস্কৃত ভাষায় আচারদীপ, কৃত্যপ্রদীপ, প্রায়শ্চিত্তপ্রদীপ ও শুদ্ধি-প্রদীপ নামে স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন। ৪ আনন্দলহরীর একজন টীকাকার। ৫ গোস্বামী উপাধিধারী একজন বৈষ্ণব-গ্রন্থকার, ইনি ক্রমদীপিকা নামে কৃষ্ণপূজাবিষয়ক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ও তাহার উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। ৬ একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃতভাষায় ন্যায়-চন্দ্রিকা নামে একখানি ন্যায়গ্রন্থ ও পদার্থচন্দ্রিকা নামে বৈশেষিক তত্ত্ব লিখিয়াছেন। ৭ প্রস্তাবমুক্তাবলী নামে সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা। ৮ রামশতক-প্রণেতা। ৯ অনন্তভট্টের পুত্র, ইনি তর্কভাষার তর্কদীপিকা নামে একখানি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। ১০ নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত একজন কাশ্মীরীপণ্ডিত, ইনি শ্রীমঙ্গলের পুত্র ও শ্রীনিবাসের শিষ্য, ইহার রচিত তত্ত্বপ্রকাশিকা নামে ভগবদ্গীতাটীকা, ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের তত্ত্ব-প্রকাশিকাবেদস্তুতিটীকা এবং নিম্বার্কমতানুসারে বেদান্ত-সূত্রের বেদান্ত-কৌস্তুভ-প্রভানামে ভাষ্য প্রভৃতি পাওয়া যায়। ১১ (ভট্টাচার্য্য) পদ্যাবলীধৃত একজন প্রাচীন কবি।

কেশবভারতী, চৈতন্যদেবের একজন গুরু। [চৈতন্যদেব দেখ।]

কেশবমিশ্র, ১ একজন প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। বিশ্বনাথ ও কেশবার্ককৃত জাতকপদ্ধতিগ্রন্থে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ একজন প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক। ইনি ধর্ম্মচন্দ্রের পুত্র রাজা মাণিক্যচন্দ্রের আদেশে সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কার-শেখর প্রভৃতি কএকখানি অলঙ্কারগ্রন্থ রচনা করেন।

৩ ছন্দোগপরিশিষ্টরচয়িতা। ৪ তর্ক-পরিভাষা প্রণেতা, একজন নৈয়ায়িক। ৫ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ বাচস্পতিমিশ্রের প্রশিষ্য, ইনি দ্বৈত-পরিশিষ্ট রচনা করেন। ৬ ধর্ম্মভাষা নামে স্মৃতিসংগ্রহকার'।

কেশবরায়, একজন হিন্দীকবি। প্রায় ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

কেশবর্দ্ধিনী (স্ত্রী) কেশান্ বর্দ্ধয়তি কেশ-বৃধ্-ণিচ্-ণিনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সহদেবীলতা, একপ্রকার বালা। (রাজনির্ঘণ্ট)।
"উতস্থ কেশদৃংহণী রথোহকেশবর্দ্ধনীঃ।" অথর্ব্ববেদ ৬।২১।৩।

কেশবশর্ম্মা [ন্] একজন পণ্ডিত। ইনি স্মৃতিসার ও ভাষারত্ন নামে বৈশেষিকতত্ত্ব রচনা করেন।

কেশবশেষ, বেদান্তসূত্রার্থচন্দ্রিকা নামে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার।

কেশবসেনদেব, সেনবংশীয় একজন রাজা, মহারাজ বল্লালসেনদেবের পৌত্র ও লক্ষ্মণসেনদেবের পুত্র। হরিমিশ্ররচিত প্রাচীন কুলাচার্য্যকারিকায় লিখিত আছে, রাজা কেশব যবনের ভয়ে গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করেন এবং যবনের ভয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকায় পিতামহপ্রতিষ্ঠিত কুলবিধি সংস্কারে যত্ন করেন নাই। [কুলীন শব্দে ৩২৮ পৃঃ দেখ।] এড়ুমিশ্র নামক প্রাচীন কুলাচার্য্যের মতে, কেশব একজন রাজার সভায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে শেষোক্ত রাজা প্রসঙ্গক্রমে কেশবকে তাঁহার পিতামহ-প্রবর্ত্তিত কুলবিধির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার সহচর এড়ুমিশ্র কুলকাহিনী বর্ণনা করেন। মহারাজ কেশবসেনের সমসাময়িক শ্রীধরদাসের সূক্তিকর্ণামৃতে ইঁহার রচিত সংস্কৃত কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বিজ্ঞবর প্রিন্সেপ সাহেব বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় কেশবসেনের নাম দিয়া একখানি তাম্রশাসনের প্রতিলিপি পাঠ ও প্রকাশ করেন। এই তাম্রশাসনের শেষভাগে যেখানে প্রদাতা রাজার নাম আছে, সেই স্থলে যেন পূর্ব্বনাম তুলিয়া নূতন নাম-বসান ভাবের লেখা আছে। তাঁহাতে প্রিন্সেপ সাহেব অনুমান করেন যে, রাজা কেশবসেনের পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধবসেন রাজত্ব করিতেন, মাধবের সময়ে সেই তাম্রশাসন খোদিত হইয়াছিল, অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার নাম মুছিয়া কেশবের নাম বসান হয়।' (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol VII Pt, I. P. 42.) কিন্তু এই যুক্তি প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড় হইতে আর একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে *। এই তাম্রশাসন-বর্ণিত প্রশস্তির শ্লোকগুলি দুই একস্থান ভিন্ন প্রিন্সেপসাহেব কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথমোক্ত তাম্রশাসনের শ্লোকের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তিনি যে পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ না হওয়ায় ঐতিহাসিক তত্ত্বনিরূপণে বিষম গোল উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার প্রকাশিত পাঠের (মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বর্ণনার পর) ১০ম শ্লোকে আছে—

"এতস্মাৎ কথমন্তথা রিপুবধূবৈধব্যবদ্ধব্রতো
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ॥" ১০
(I. A. S. Bengal, Vol VII Pt. I P. 44.)

উক্ত পাঠও ঠিক হয় নাই। তাঁহার প্রকাশিত প্রতিলিপিতে, সোসাইটীতে প্রদত্ত ৩য় বর্ষাঙ্কিত মূল তাম্রশাসনে এবং বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে সংগৃহীত নবাবিষ্কৃত ১৯শ বর্ষাঙ্কিত তাম্রশাসনের ৯ম শ্লোকে উহার প্রকৃত পাঠ এইরূপ আছে—

"এতস্মাৎ কথমন্তথা রিপুবধূবৈধব্যবদ্ধব্রতো
বিখ্যাতক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্বরূপো নৃপঃ॥"

ইহার পর যেখানে যেখানে প্রিন্সেপ সাহেব অস্পষ্ট কেশবসেন পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার দুই স্থানে মূল তাম্রশাসনে "বিশ্বরূপ" পাঠ আছে। যাহা হউক, দুইখানি তাম্রশাসনেই গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপের নাম পাওয়া যাইতেছে।

প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকাপাঠে জানা যায় যে রাজা লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন যবনের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত ছিলেন, সেইজন্য তিনি বঙ্গসমাজের কোন হিতকর কার্য্য করিতে পারেন নাই। আবার উক্ত দুইখানি তাম্রশাসনে স্পষ্টই ঘোষিত হইয়াছে, যে লক্ষ্মণপুত্র রাজা বিশ্বরূপ প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন, তিনি ১২০০ শত খানি গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন।

এরূপস্থলে হরিমিশ্র-বর্ণিত যবনভীত কেশবসেন ও তাম্রশাসন-বর্ণিত প্রবল পরাক্রান্ত বিশ্বরূপ উভয়ে একব্যক্তি কি না, তৎপক্ষে ঘোর সন্দেহ হইতেছে। [বিশ্বরূপ দেখ।]

কেশবস্বামী, ১ একজন বৈয়াকরণ। মাধবীয় ধাতুবৃত্তি, দিনকর ও হেমাদ্রি প্রভৃতির গ্রন্থে কেশবস্বামীর মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ প্রাচীন পণ্ডিত। ইনি

* বিশ্বকোষ কুলীনশব্দ ৩২৮ পৃষ্ঠা দেখ। উক্ত পৃষ্ঠায় যেখানে 'কেশবসেনদেব পাদাবিজয়িনঃ' মুদ্রিত হইয়াছে, তথায় 'বিশ্বরূপসেনদেব-পাদাবিজয়িনঃ' এইরূপ প্রকৃত পাঠ হইবে। [অপরপত্রে বিশ্বরূপসেনদেবের প্রদত্ত তাম্রশাসনের অবিকল প্রতিলিপি দেখ।]

সেনরাজ বিশ্বরূপ দেব-প্রদত্ত নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি ।

অগ্নিষ্টোমপদ্ধতি, বৌধায়নীয় নক্ষত্রেষ্টিপ্রয়োগ, বৌধায়নগৃহ্যপদ্ধতি, প্রয়োগসার নামে বৌধায়নশ্রৌতসূত্রের ভাষ্য, পঞ্চকাঠকপ্রয়োগবৃত্তি ও আপস্তম্বসাবিত্রাদি-প্রয়োগবৃত্তি প্রভৃতি রচনা করেন। ত্রিকাণ্ডমণ্ডন কর্ত্তৃক ইঁহার সাবিত্রাদি প্রয়োগবৃত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বোধ হয়, ইনি খৃষ্টীয় দ্বাদশশতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

কেশবাচার্য্য, হারিতগোত্রীয় একজন মহাপণ্ডিত। কাহারও মতে, ইনি রামানুজস্বামীর পিতা।

কেশবার্ক বা কেশবাদিত্য, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি রাণিগের পুত্র, শ্রিয়াদিত্যের পৌত্র, জয়াদিত্য ও কৃষ্ণ দৈবজ্ঞের ভ্রাতা এবং প্রসিদ্ধ গণেশ দৈবজ্ঞের পিতা। ইঁহার রচিত এই কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়—

জাতকপদ্ধতি, বৃহৎকেশরী, তাজিকপদ্ধতি, তাজিকভূষণ, নারপ্রদীপ, ব্রহ্মতুল্যগণিতসার, মুহূর্ত্তকল্পদ্রুম, মুহূর্ত্ততত্ত্ব, বর্ষপদ্ধতি, বর্ষফল, বিবাহবৃন্দাবন, শ্রীপতিপদ্ধতি, ষড়্‌বিধযোগফল, সন্তানদীপিকা ও কৃষ্ণক্রীড়িতকাব্য।

কেশবাদিত্য (পুং), কাশীস্থ আদিকেশবের উত্তরদিকে অবস্থিত একটী সূর্য্যমূর্ত্তি। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে—

'দিবাকর আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, আদিকেশব একান্তমনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন। কেশবের পূজা সমাপ্ত হইলে, দিবাকর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "প্রভো। সকল জগতই তোমা হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়ে তোমাতেই লীন হয়, তুমিই সকলের আরাধ্য ঈশ্বর। তুমি কাহার আরাধনা করিতেছ, তাহা জানিতে আমার নিতান্ত কৌতুহল হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বল।" কেশব আদিত্যকে সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "আদিত্য! আমি দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসনা করিতেছি। ইনিই ত্রিভুবনের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সকলের আরাধ্য। যে ব্যক্তি মোহবশে ত্রিলোচনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেবের আরাধনা করে, সে লোচন থাকিতেও লোচন-বিহীন। যিনি শিবকে মৃত্যুঞ্জয়রূপে উপাসনা করেন, তাহার মৃত্যুভয় থাকেনা।" দিবাকর আদিকেশবের বাক্য শুনিয়া কাশীতে শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদবধি ইনি আদিকেশবের উত্তরে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকেই কেশবাদিত্য বলে। যে ব্যক্তি কাশী যাইয়া কেশবাদিত্য দর্শন করেন, তাহার দিব্যজ্ঞান হয়। পাদোদকতীর্থে স্নান করিয়া কেশবাদিত্যের অর্চ্চনা করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। রবিবারে সপ্তমী তিথি হইলে পাদোদকতীর্থে স্নান ও কেশবাদিত্য দর্শন নিতান্তই প্রশস্ত।' (কাশীখণ্ড)

২ স্মৃতিচন্দ্রিকা নামক সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র-সংগ্রহকার। ৩ নলোদয়টীকা-রচয়িতা।

কেশবাবন্দর, ত্রিপুরাজেলাস্থ একটী পুরাতন গণ্ডগ্রাম, অগ্রতোলা হইতে ২ যোজন দূরে অবস্থিত। কালীসুখদাদেবীমূর্ত্তির জন্য প্রসিদ্ধ। (দেশাবলী)

কেশবায়ুধ (ক্লী) কেশবস্যায়ুধং ৬তৎ। ১ বিষ্ণুর অস্ত্র। কেশবায়ুধং তদাকারোঽস্ত্যস্য কেশবায়ুধ—অর্শাদিত্বাদিচ্ (পুং) ২ আম্রবৃক্ষ।

কেশবালয় (পুং) কেশবস্য আলয়ঃ ৬তৎ। ১ অশ্বত্থবৃক্ষ। ২ বিষ্ণুমন্দির।

কেশবাবাস (পুং) কেশবস্যাবাসঃ ৭তৎ। অশ্বত্থবৃক্ষ। ২ বিষ্ণুমন্দির।

কেশবিন্যাস (পুং) কেশস্য বিন্যাসঃ ৬তৎ। কবরী।

কেশবেন্দ্রস্বামী, হরিসাধনচন্দ্রিকানামে সংস্কৃত ভক্তিগ্রন্থ প্রণেতা।

কেশবেশ (পুং) কেশস্য বেশঃ বন্ধনরূপবেণ্যাদিভি র্বিন্যাসঃ, ৬তৎ। ১ চুলের খোঁপা। ২ কেশরচনাবিশেষ।

"যথাকুলধর্ম্মং কেশবেশান্ কারয়েৎ" (আশ্বগৃহ্য।১।১৭।১৭)

কেশসীমন্তকুজ্জ্বর (পুং) সীমন্তং করোতি সীমন্ত-কৃ-কিপ্। কেশানাং সীমন্তকৃৎ ৬তৎ ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। জ্বরবিশেষ।

"অসাধ্যো বলবান্ যশ্চ কেশসীমন্তকুজ্জ্বরঃ" ভাবপ্রকাশ।

কেশহন্তৃফলা (স্ত্রী) কেশহন্তৃ ফলমস্যাঃ বহুব্রী, ততঃ টাপ্। শমীবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)।

কেশহন্ত্রী (স্ত্রী) কেশান্ হন্তি হন্-তৃচ্-ঙীপ্। শমীবৃক্ষ, শাঁই।

কেশহস্ত (পুং) কেশানাং হস্তঃ সমূহঃ ৬তৎ। কেশসমূহ।

"কেশহস্তেন ললনা জগামাথ বিরাজতী" ভারত বন, ৪৬অঃ।

কেশাকেশি (ক্লী) কেশেষু কেশেষু গৃহীত্বা প্রবৃত্তং যুদ্ধং। (তত্রস্তেনেদমিতি সরূপে। পাঃ২।২।২৭) পূর্ব্বপদস্যাকার ইচ্চ। কেশে কেশে গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ, চুলাচুলি।

"কেশাকেশ্য ভবদ্‌যুদ্ধং রক্ষসাং বানরৈঃ সহ।"

(ভারত বন, ২৮৩।৩৭)

কাহারও মতে "কেশাকেশি" তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতির অন্তর্গত বলিয়া অব্যয়। কেহ কেহ ইহাকে ক্রিয়াবিশেষণ স্বীকার করেন। তাহাদের মতে ইহার উত্তর ক্লীবলিঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন ভিন্ন অন্য বিভক্তি হয় না।

কেশাদা (স্ত্রী) কেশান্ অত্তি কেশ-অদ অণ্ বাহুলকাৎ টাপ্। উপসং। কৃমিজাতিবিশেষ। (চরক।)

কেশান্ত (পুং) কেশান্ অন্তয়তি ছেদনাৎ হন্তি কেশ-অন্তি-অণ্। ১ কেশচ্ছেদনরূপ সংস্কারবিশেষ, ইহার অপর নাম

কৈকোবাদের নাজিম্-উদ্দীন্ নামক একজন উচ্চ কর্ম্মচারী সম্রাটের ভাব গতিক দেখিয়া নিজেই সিংহাসন অধিকার করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রধান অন্তরায় কৈ-খসরুকে অনুচর দিয়া বিনাশ করিলেন। রাজার প্রধান কর্ম্মচারীরা ক্রমে ক্রমে হত হইতে লাগিল, কিন্তু কে হত্যাকাণ্ড করিতেছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলনা। অন্যান্য অন্তরায় অন্তর্হিত হইলে নাজিম্ উদ্দীন্ ভাবিলেন, মোগলসেনাগণ কৈকোবাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে, অতএব তাহাদিগকে অগ্রে বিনাশ করা উচিত। এই ভাবিয়া কৈকোবাদকে বুঝাইলেন যে এই মোগলসেনাদিগকে আদৌ বিশ্বাস করা উচিত নহে। কোন্ দিন ইহারা নিজ দলের সহিত মিলিত হইয়া সিংহাসনাধিকার করিবে। তখনই স্থির হইল যে এক সময়ে তাহাদিগকে সমবেত করিয়া বিনাশ করা হইবে। পাছে সেনাপতিগণ প্রতিবন্ধক হয়, এইজন্য পূর্ব্বেই তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল।

কৈকোবাদের পিতা বঘ্রা খাঁ বঙ্গদেশে থাকিয়া পুত্রের এই শোচনীয় অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া পুত্রকে সাবধান করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া নিজে সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কৈকোবাদও সসৈন্যে পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। বঘ্রা খাঁ দেখিলেন যে পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিবার মত সৈন্য তাঁহার নাই। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। পুত্র অসম্মতি প্রকাশ করিলে শেষে বঘ্রা খাঁ তাঁহাকে একখানি স্নেহময় পত্র লিখিয়া একবার পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করিতে চাহিলেন। পত্রপাঠে কৈকোবাদের কঠিন মন গলিয়া গেল। পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কবি খসরু "কিরাম্ উস্ সদিন্" বা শুভসংযোগ নামক নিজ কাব্যে উক্ত পিতাপুত্রের মিলন অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহা হউক পিতার উপদেশে কৈকোবাদ নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নাজিম্ উদ্দীন্‌কে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিলেন। কিছুদিন কৈকোবাদ নিজ কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে আবার বিলাসে মত্ত হইয়া পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইলেন। রাজ্যের মধ্যে তখন দুইটী চক্রান্ত আরম্ভ হইল। খিলজিজাতীয় মল্লিক জলাল্-উদ্দীন্ ফিরোজ এক দলের নেতা। এই দলে খিলজি জাতীয় যত লোক মিলিত হইল। এদিকে মোগলগণ কৈকোবাদের তিন বৎসরের পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৈকোবাদের মৃত্যু হয় নাই, তখনই মোগলেরা শিশুকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিল। রাজ্যে গোলযোগের সীমা নাই। উভয় পক্ষে পরস্পরে দলস্থ লোকজনকে বিনাশ করিতে লাগিল। এই সময়ে কৈকোবাদ একাকী মৃতপ্রায় প্রাসাদে পড়িয়া আছেন। অনুচরগণ কে কোথায় পলায়ন করিয়াছে। জলাল্ উদ্দীনের অনুচরগণ সুবিধা পাইয়া লাঠির আঘাতে অসহায় বাদসাহের মস্তক চূর্ণ করিল ও তাঁহার মৃতদেহ বিছানায় জড়াইয়া জানালা দিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল। শিশু রাজকুমারও অল্পদিন পরে নিহত হইলেন। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। জলাল্ উদ্দীন-ফিরোজ তখন সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন।

কৈঙ্করায়ণ (ত্রি) কিঙ্করস্যাপত্যং কিঙ্কর-ফক্। (নড়াদিত্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) কিঙ্করবংশীয়, কিঙ্করপুত্র।

কৈঙ্কলায়ন (ত্রি) কিঙ্কল নড়াদিত্বাৎ ফক্। সাত্বতবংশীয় কিঙ্কল নামক নরপতির বংশোৎপন্ন।

কৈট (ত্রি) কীটস্যেদং কীট-অণ্। কীটসম্বন্ধী।

"কৈটঞ্চ লোপাঞ্জননস্যযোগৈঃ।" (সুশ্রুত উত্তর ৪ অঃ।)

কৈটজ (পুং) কুটজএব কুটজ স্বার্থে অণ্ পৃষোদরাদিত্যাছুকারস্যৈকারঃ। কুটজবৃক্ষ, কুরচিগাছ। [কুটজ দেখ।]

কৈটভ (পুং) কীটইব ভাতি কীট-ভা-ড, ততঃ স্বার্থে অণ্।

"উৎপন্নঃ কীটবদ্ভাতি মহামায়াকরে যতঃ।
অতস্তং কৈটভাখ্যন্তু স্বয়ং দেবী তদাকরোৎ।" কালিকাপু°।

দৈত্যবিশেষ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, বিষ্ণু যখন একার্ণবে শুইয়া ছিলেন, সেই সময় তাঁহার কর্ণমূল হইতে দুইটী বলবান্ অসুর উৎপন্ন হয়। তাহারই একটীর নাম কৈটভ। ইহারা বিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত কমলযোনিকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। লিখিত আছে, পাঁচহাজার বৎসর উহাদের সহিত বিষ্ণুর বাহুযুদ্ধ হয়, কিন্তু অসুরদ্বয় কিছুতেই পরাস্ত হইল না। শেষে বেগতিক দেখিয়া মহামায়া তাহাদের ঘাড় চাপিয়া বসিলেন। তাহারা বিষ্ণুকে বর প্রার্থনা করিতে বলিল। বিষ্ণু সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে তাঁহার বধ্য হইতে বলিলেন। অসুরদ্বয় বীরত্বের পরিচয় দিয়া তাহাই স্বীকার করিলে, বিষ্ণু তাহাদিগকে সংহার করিলেন। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ-চণ্ডী।) হরিবংশের মতে ব্রহ্মা দুইটী মৃত্তিকাময় পুতুল প্রস্তুত করেন, পরে ব্রহ্মার আদেশে তাহাদের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিলে দুইটী প্রকাণ্ড অসুর হয়, তাহারই একটীর নাম কৈটভ। (হরিবংশ ৫২ অঃ)

কৈটভজিৎ (পুং) কৈটভং তন্নামধ্যাতমসুরং জিতবান্

কৈটভ-জি-ভূতে কিপ্ তুগাগমশ্চ। [কৈটভ দেখ।] কৈট-ভহন্, কৈটভারি প্রভৃতি শব্দও এই প্রকার।

কৈটভা (স্ত্রী) কুটা গুণান্তৎকার্য্যং সৃষ্ট্যাদিকং কৈটং কূট-অণ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ উকারস্যৌকারঃ তেন ভাতি প্রকাশতে ভা-ক্বিপ্। দুর্গা। (ত্রিকাণ্ডশেষ।)

কৈটভী (স্ত্রী) কৈটং কার্য্যজাতং তেন ভাতি কৈটভা-ভ-ঙীপ্। ১ দুর্গা। ২ মহাকালী, যোগনিদ্রা। মধুকৈটভের বধকালে ব্রহ্মা ইহার স্তব করিয়াছিলেন। (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

কৈটভেশ্বরী (স্ত্রী) কৈটভস্য কৈটভপুরস্য ঈশ্বরী অধিষ্ঠাত্রী-পক্ষে কৈটভস্য তমসঃ ঈশ্বরী নিয়ন্ত্রী। দুর্গা, ইনি কৈটভনাশের পর তাহার পুরী অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া কৈটভেশ্বরী নাম হইয়াছে।

"কৈটভং নিহতং দৃষ্ট্বা গৃহীতা তৎপুরী যতঃ।
তেন সা গীয়তে দেবী পুরাণে কৈটভেশ্বরী॥" (দেবীপুরাণ ৪৫অঃ)

কৈটর্য্য (পুং) কিট ত্রাসে ঘঞ্ কেটং রাতি অতিরিক্তত্বাৎ কেট-রা-ক। ততঃ স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ কট্ফল। ২ নিম্ব। ৩ মহানিম্ব। ৪ মদনবৃক্ষ, চলিত কথায় ময়না বলে। (রাজনি°)।

কৈড়র্য্য (পুং) কৈটর্য্য পৃষোদরাদিত্বাৎ টকারস্য ডকারঃ। ১ কট্ফল। ২ করঞ্জ, করমচা। ৩ পুতিকরঞ্জ বৃক্ষ, নাটাগাছ। ৪ কটভী বৃক্ষ। (রাজনি°।)

কৈতক (ক্লী) কেতক্যা ইদং কেতকী-অণ্। (তস্যেদম্। পা ৪।২।১২০) ১ কেতকীপুষ্প। "কৈতকং তিক্তকটুকং" রাজবল্লভ। (ত্রি) ২ কেতকীসম্বন্ধীয়।

কৈতব (ক্লী) কিতবস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা কিতব-অণ্। ১ শঠতা। ২ দ্যূতক্রীড়া। ৩ বৈদূর্য্যমণি, হিন্দীতে লহসুনিয়া বলে। (রাজনি°।) (পুং) স্বার্থে অণ্। ৪ কিতব। ৫ শঠ। ৬ দ্যূতকারক। ৭ ধস্তূর।

কৈতবপ্রয়োগ (পুং) কৈতবস্য প্রয়োগঃ ৬তৎ। কূট ব্যবহার, ছলনা।

কৈতবক (ক্লী) কৈতব-স্বার্থে কন্। [কৈতব দেখ।]

কৈতবায়ন (ত্রি) কিতব-ফঞ্। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০।) কিতববংশীয়।

কৈতবায়নি (ত্রি) কিতবস্যাপত্যং কিতব-ফিঞ্। (তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪।) কিতবাপত্য।

কৈতবেয় (পুং) কিতবায়া অপত্যং কিতবা-ঢক্। (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) অংশুমান্ নৃপতির পুত্র, উলূক নামক একজন ক্ষত্রিয়। (হরিবংশ ৯৯ অঃ।)

কৈতব্য (পুং) কিতবায়াঃ অপত্যং কিতবা বাহুলকাৎ ঞ্য। অংশুমান্ নৃপতির পুত্র উলূক।

কৈতায়ন (ত্রি) কিত-ফঞ্ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০।) কিতবংশীয়।

কৈত্তি, নীলগিরি নামক পর্ব্বতের উপরিস্থ একটী নগর। অক্ষা° ১১°২২´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৪৬´৩০´´ পূঃ। উতকামন্দ হইতে ৩ মাইল। কৈত্তি উপত্যকা ও নীলগিরি পর্ব্বতের উপর সর্ব্বপ্রথম এই সহরেই ইংরাজ আসিয়া বাস করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের কুঠি স্থাপিত হয়। এই উপত্যকায় যব, গম ও আলু উৎপন্ন হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড এল্ফিন্ষ্টোন এখানে জমি ভাড়া লইয়া একটী সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই বাটী এখন বাসেল মিসনের অধিকারে আছে।

কৈথল, পঞ্জাবের অন্তর্গত কর্ণাল জেলার পশ্চিম তহসীল ও তাহার প্রধান নগর। নগরটি অক্ষা° ২৯°৪৮´৭´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬°২৬´২৬´´ পূঃ। এই নগর হিন্দুপ্রধান। একটি কৃত্রিম হ্রদের তীরে অবস্থিত। হ্রদটি প্রায় ইহার অর্দ্ধাংশ ঘেরিয়া আছে। দেখিতে অতি শোভাময়। এই হ্রদে বৃহৎ সোপানাবলী পরিব্যাপ্ত ঘাট আছে। কর্ণাল হইতে ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। প্রবাদ এই যুধিষ্ঠির এই হ্রদ ও নগরের প্রতিষ্ঠাতা। কেহ কেহ হনুমানকে প্রতিষ্ঠাতা বলেন। ইহার সংস্কৃত নাম কপিস্থল বা কপিষ্ঠল। ইহাতে অকবর-নির্ম্মিত দুর্গ আছে। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে শিখ-সর্দার ভাই দেশুসিং এই স্থান অধিকার করেন। তাঁহার বংশধরেরা "কৈথলের ভাই" বলিয়া খ্যাত এবং শতদ্রুর তীরবর্ত্তী দেশীয় সামন্তগণের মধ্যে অতি প্রতিষ্ঠান্বিত। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য ইংরাজের অধীন হয়, মধ্যে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বর জেলার অন্তর্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আবার কর্ণালের অন্তর্গত করিয়া দেওয়া হয়। হ্রদের তীরে ভাইদিগের দুর্গ ও বৃহৎ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সহরের সম্মুখে একটি বৃহৎ মৃত্তিকার প্রাচীর আছে। এখানে কম্বল, সোরা-পরিষ্কার, গালার গহনা এবং খেলানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। নগরটির দৃশ্য অতি সুন্দর ও মনোরম।

কৈদ্ (আরব্য) কয়েদ, কারাবদ্ধ।

কৈদার (ক্লী) কেদারাণাং ক্ষেত্রাণাং সমূহঃ কেদার-অণ্। ১ ক্ষেত্রসমূহ। (অমরটী° ভরত।) ২ পদ্মকাষ্ঠ। ৩ কেদার-স্থিত জল। "কেদারং ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং কৈদারং তজ্জলং স্মৃতম্।" (ভাবপ্রকাশ) [কেদারজল দেখ।] (পুং) ৪ শালী ধান্য, আমন ধান। (রাজনি°।) ৫ ষষ্টিক ধান্যবিশেষ। ইহার গুণ—মধুর, বৃষ্য, বলকারক, পিত্তঘ্ন, ঈষৎকষায়, অল্প রস, গুরুপাক, কফবর্দ্ধক এবং শুক্রবৃদ্ধিকারক।

(সুশ্রুত, সূত্র ৪৫ অঃ)

কৈদারক (ক্লী) কেদারাণাং সমূহঃ কেদার-বুঞ্ (কেদারাদ্ যঞ্ চ। পা ৪।২।৪০) কেদারসমূহ।

কৈদারিক (ক্লী) কেদারাণাং সমূহঃ কেদার-ঠঞ্ (ঠঞ্ কবচিনশ্চ। পা ৪।২।৪১।) কেদারসমূহ।

কৈদার্য্য (ক্লী) কেদারাণাং সমূহং কেদার যঞ্। (কেদারাদ্ যঞ্ চ। পা ৪।২।৪০) কেদারসমূহ।

কৈদেব, একজন বৈদ্য, সংস্কৃতভাষায় একখানি দ্রব্যতত্ত্বপ্রণেতা।

কৈন্দর্ভ (ক্লী) কিন্দর্ভস্য গোত্রাপত্যং কিন্দর্ভ-অঞ্ (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪।) কিন্দর্ভবংশীয়।

কৈন্দাস (ত্রি) কিন্দাসস্য গোত্রাপত্যং কিন্দাস-অঞ্ (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪।) কিংদাসবংশীয়।

কৈন্দাসায়ন (পুং স্ত্রী) কিন্দাসস্য যুবাপত্যং কিন্দাস-ফক্ (হরিতাদিভ্যোঽঞঃ। পা ৪।১।১০০)। 'ইহগোত্রাধিকারেঽপি সামর্থ্যাদ্ যুন্যপত্যে প্রত্যয়ঃ' সিদ্ধান্তকৌমুদী। নিন্দিতদাসের যুবা সন্তান।

কৈন্নর (ত্রি) কিন্নরঃ তন্নামবর্ষং অভিজনঃ পিত্রাদিক্রমেণ নিবাসস্থানং অস্য কিন্নর-অঞ্ (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যোঽণ্ণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩।) ১ যে ব্যক্তি বংশপরম্পরাক্রমে কিন্নর বর্ষে বাস করে। (ত্রি) কিন্নরস্যেদং কিন্নর অণ্। (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) ২ কিম্পুরুষসম্বন্ধীয়।

কৈফিঅৎ (পারসী) কারণ, হেতু।

কৈভোল (দেশজ) একপ্রকার মৎস্য, ইহাকে প্রায় কৈভোলা বলে।

কৈমুতিক (পুং) কিমুত ইত্যর্থাদাগতঃ কিমুত-ঠক্। ন্যায়বিশেষ। [ন্যায় দেখ।]

কৈয়ট (কৈয্যট) প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, ভাষ্যপ্রদীপ নামে মহাভাষ্যের টীকা-রচয়িতা। জৈয়টের পুত্র ও মহেশ্বরের শিষ্য।

কাশ্মীরের পণ্ডিতেরা বলেন, যে কৈয়ট কাশ্মীরের পাম্পুর নগরে বাস করিতেন। (কাহারও মতে কাশ্মীরের যেচ্ গ্রামে তাঁহার বাস ছিল।) তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন, অতি কষ্টে সংসার চালাইতেন। এরূপ অবস্থায়ও ব্যাকরণ ও মহাভাষ্যপাঠই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। মহাভাষ্যে তাঁহার এমন প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল যে স্বয়ং বররুচিও যে সকল স্থানে সন্দেহ করিয়া কুণ্ডল বসাইয়া গিয়াছেন, তিনি অনায়াসে সেই সকল স্থান পুথি না দেখিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। কোন সময়ে দক্ষিণদেশ হইতে কৃষ্ণভট্ট নামে একজন পণ্ডিত কাশ্মীরে আসিয়া কৈয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। গিয়া দেখেন কৈয়ট সামান্য চাকরের ন্যায় দৈহিক পরিশ্রম করিতেছেন, অথচ ছাত্রদিগকে ভাষ্যার্থ বুঝাইয়া দিতেছেন। তিনি কৈয়টের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও নিতান্ত দুরবস্থা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। তখন বিদেশী পণ্ডিত কাশ্মীররাজের নিকট গিয়া কৈয়টের নামে একখানি গ্রামের শাসন ও জীবিকার উপযুক্ত ধান্যসংগ্রহ করিয়া কৈয়টের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তেজস্বী কৈয়ট রাজপ্রদত্ত শাসনভূমি গ্রহণ করিলেন না, শেষে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে পণ্ডিতসভায় বিদ্যাবলে সকলকেই পরাজয় করিলেন। এই কাশীধামে সভাপতির অনুরোধে তিনি সুপ্রসিদ্ধ "ভাষ্যপ্রদীপ" রচনা করেন।

(G. Bühler's Sanskrit Mss in Kashmir &c. p 72)

ভাষ্যপ্রদীপে ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয়, হরিসেতু ও কাশিকাবৃত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ও মাধবীয়ধাতুবৃত্তি গ্রন্থে মাধবাচার্য্য, রঘুবংশের টীকায় মল্লিনাথ এবং শ্রীনিবাসদীক্ষিত প্রভৃতি কৈয়টের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, যে কৈয়ট খৃষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

কৈর, গুজরাটরাজ্যের অন্তর্গত ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। এই প্রদেশ অক্ষা° ২২°২৬´ ও ২৩°৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২°৩৩´ এবং ৭৩°২১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ১৬০৯ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে আহ্মদাবাদ জেলা, গুইকোয়ারের অধিকৃত প্রদেশের কতকাংশ এবং রেবাকান্তার অন্তর্গত বালাসিনোর নামক ক্ষুদ্ররাজ্য; পশ্চিমে আহ্মদাবাদ জেলা ও কাম্বেরাজ্য; পূর্ব্বে ও দক্ষিণে মহীনদী।

এই প্রদেশে উত্তরভাগের একাংশে পার্ব্বত্যস্থান আছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্বভাগে উচ্চস্থান হইতে মহীনদীর স্রোতঃপতনে গভীর গর্ত্তাদিও যথেষ্ট। এই জেলার মধ্যস্থানে নদ্যাদি নাই বলিয়া প্রায় সমস্তজেলা দক্ষিণপূর্ব্বে ঢালু। উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে উর্ব্বর ধান্যক্ষেত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদির জঙ্গলে পরিপূর্ণ; মধ্যাংশ অতি উর্ব্বরা এবং বহুপরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। এই উর্ব্বরাভূমি ক্রমশঃ পশ্চিমমুখে কাম্বে উপসাগরের তীরবর্ত্তী লবণবৎ কঠিন ও শ্বেত ভূমিতে গিয়া মিশিয়াছে। এই জেলার দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্ব্বে প্রায় ৬ মাইল মহীনদী বিস্তৃত। নদীর মধ্যে মধ্যে গভীর গর্ত্ত ও তীরে বহুদূর বিস্তৃত বালির চর আছে; গ্রীষ্মকালে জল অল্প থাকায় ইহা হইতে খালাদি কাটিয়া চাষবাসের সুবিধা করিবার উপায় নাই। পশ্চিমে শুভ্রমতী নদীর জলেই অনেকটা উপকার হয়, প্রায় ১৪ মাইল পর্য্যন্ত শুভ্রমতীর সাহায্য পাওয়া যায়। খারী নামক একটী ক্ষুদ্রনদীর জলেই

বেশী উপকার হয়, ইহা হইতে অনেকগুলি খাল কাটা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট জল পাওয়া যায়।

কপদ্বঞ্জ নামকস্থানে পূর্ব্বে লৌহ পাওয়া যাইত। ঐ স্থান হইতে ১৫ মাইল দূরে মাজম নদীর গর্ভে নানাবিধ মূল্যবান্ প্রস্তর পাওয়া যায়। নরিয়াদ্ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ২৪ মাইল দূরে লসুন্দ্রা নামক স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। এই প্রস্রবণের জল ১২।১৩ মুখে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ জলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উষ্ণতা ১১৫°। জল গন্ধকযুক্ত বলিয়া চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

মহীনদীর তীরে পূর্ব্বে বাঘ ও চিতা বড় বেশী ছিল, এখন অল্পই শুনা যায়। এখানে বন্যজন্তুর মধ্যে হায়েনা, শৃগাল, খেঁকশিয়াল, বন্য শূকর, হরিণ ও খরগোসই প্রধান। এই জেলায় হিন্দুর সংখ্যাই বেশী, তন্মধ্যে লেবা ও কড়বা কুণবী জাতিই অধিক। ইহারাই এই দেশের প্রধান কৃষিব্যবসায়ী। [কুড়মি দেখ।] ইহাদের মধ্যে অনেকেই বংশানুক্রমে বিনারাজস্বে জমী ভোগ করে। এই জমী তাহাদের আদি পুরুষেরা এদেশে বাস করিবার সময়ে সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পাইয়াছিল। ঠাকুর-উপাধিধারী রাজপুতেরাই এখানকার জমীদার। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ধের জাতি পূর্ব্বে বস্ত্র-ব্যবসায় করিত, কিন্তু কলের কাপড়ের প্রচলন হওয়ায় তাহাদের অন্ন জোটা ভার হইয়াছে। মুসলমানদিগের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সৈয়দ, সেখ, পাঠান ও মোগল আছে, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মোমা, বৈ, ঘাঁচি প্রভৃতিরা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুজাতির সন্তান। তাহাদিগকে আহ্মদাবাদের মুসলমান রাজারা মুসলমান করেন। মুসলমানের উচ্চশ্রেণীতে কৃষিব্যবসায় এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে তাঁতি ও কলুর ব্যবসায়ই অধিক।

এদেশে বজ্‌রা প্রধান খাদ্য। দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাক এই জেলায় উৎপন্ন হয়। এদেশের শুষ্কভূমির তামাকের পাতা সরস ভূমির তামাকের পাতার অপেক্ষা আকারে প্রায় অর্দ্ধেক, কিন্তু শুষ্ক ভূমির পাতা বেশী মসৃণ হয় বলিয়া সরস ভূমির তামাকের অপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রীত হয়। তামাক দুইপ্রকার জন্মে—কালিও ও জর্দ্দো। কালিও হুঁকায় সাজিয়া ও নস্যরূপ খাইবার জন্য আর জার্দ্দো চুরুটে ও চিবাইয়া খাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বোম্বাইয়ের জমীর রাজস্বের যেমন বন্দোবস্ত, এখানেও সেইরূপ, কেবল ৫৫৯ খানি গবর্ণমেণ্টের খাস দখলী গ্রামের মধ্যে ৯০ খানিতে নরিবাদারী বন্দোবস্ত চলিত আছে। এই বন্দোবস্তের বিশেষ এই যে জমীদার ও প্রজা দুইজনেই গবর্ণমেণ্টখাজানা দিতে সমানদায়ী। নরিবাদারী জমীদারগণ পট্টিদার নামে খ্যাত। পট্টিদারেরা কুণবিজাতীয় ও স্বশ্রেণীতে অধিক সম্মানার্হ। মহীনদীতীরে কতকগুলি গ্রামে মেহবাসি বন্দোবস্ত প্রচলিত, এই বন্দোবস্তে খাজনা একবারে চুকাইয়া দিতে হয়।

এ জেলা হইতে শস্যাদি, তামাক, মাখন, তৈল ও মহুয়া-গাছের পাতা রপ্তানি হয়। কপদ্বঞ্জনামক স্থানে সাবান প্রস্তুত হয়। নরিয়াদ্ নামকস্থানে সূতার ও কাপড়ের কল হইয়াছে। এখানকার বড় বড় সহরে ভাবসার অথবা ছিপিয়া নামক হিন্দু জাতি কেলিকো নামক কাপড় ছোপাইয়া থাকে। বেণিয়া ও শ্রাবক শ্রেণীর লোকেরা তেজারতির কার্য্য করে।

এই জেলায় নরিয়াদ্, কপদ্বঞ্জ, কৈর, মুহম্মদাবাদ ও দকোর এই পাঁচটি প্রধান নগর। জেলাটি ৭ ভাগে বিভক্ত। এতদ্দেশীয়েরা এই জেলাকে খেড়া বলে।

কৈর (খেড়া) কৈর-জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ২২°৪৪´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২°৪৪´৩০´´ পূঃ এবং মুহম্মাদাবাদ রেল-ওয়ে ষ্টেশনের ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। দেশীয় প্রবাদানুসারে এই নগর পাণ্ডবগণের সময়েও বিদ্যমান ছিল। এখান হইতে অনেকগুলি প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে এই নগর খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বেশ বিখ্যাত ছিল। বলভী-রাজগণের সময়ে ইহার শোভাসমৃদ্ধি বেশ ছিল। ১৮শ শতাব্দীর প্রথমে ইহা বাবিবংশের হস্তে যায়। শেষে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে দামাজীগুইকোয়ারের অধীনে আসে এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আনন্দরাও গুইকোয়ার কর্ত্তৃক ইংরাজদিগকে প্রদত্ত হয়। এই স্থান সীমান্তবর্ত্তী নগর বলিয়া ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে গোলন্দাজ, অশ্বারোহী ও পদাতিসৈন্যের আড্ডা ছিল, তৎপরে সেই আড্ডা দীসা নামক স্থানে উঠিয়া গিয়াছে।

কৈরণক (ত্রি) কিরণেন নির্বৃত্তং কিরণ বুঞ্‌ (বুঞ্‌ছণকঠ-কুমুদাদিভ্যঃ। পা ৪।২।৮০।) কিরণ নির্বৃত্ত, কিরণ জন্য। কিরণ শব্দ অরোহণাদি গণান্তর্গত।

কৈরলেয় (পুং) কেরলানাং রাজা বাহুলকাৎ কেরল-ঢক্। কেরলদেশাধিপতি, কেরলদেশের রাজা।

কৈরব (ক্লী) কে জলে রৌতি রু-অচ্ কেরবঃ হংসঃ তস্য প্রিয়ং কেরব-অণ্। ১ কুমুদ। ২ শ্বেতবর্ণ উৎপল, সাদা শুঁদি।

"পুরাণ-পূর্ণচন্দ্রেণ শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ।
নৃবুদ্ধিঃ কৈরবাণাঞ্চ কৃতমেতৎপ্রকাশনম্।" ভারত১।১।৮৬।

(পুং) কুৎসিতোরবো যস্য কুরবঃ স্বার্থে অণ্। ৩ শত্রু। ৪ কিতব।

কৈরবিণী (স্ত্রী) কৈরব পুষ্করাদিত্বাদ্ ইনি। ১ কুমুদিনী। ২ কুমুদের ঝাড়।

কৈরবিণীখণ্ড (পুং) কৈরবিণী সমূহার্থে খণ্ড। কুমুদলতাসমূহ।

কৈরবিণীফল (ক্লী) কৈরবিণ্যাঃ ফলং ৬তৎ। কুমুদিনীর বীজ।

কৈরবী [ন্] (পুং) কৈরবং প্রিয়ত্বেন প্রকাশ্যত্বেন বা অস্ত্যস্য কৈরব ইনি। চন্দ্র।

কৈরবী (স্ত্রী) কৈরবস্য প্রিয়া কৈরব অণ্-ঙীপ্। ১ চন্দ্রিকা। ২ মেথিকা, মেথি।

কৈরাটক (পুং) কিরং পর্য্যন্তভূমিং অটতি-অট-ণ্বুল্ কিরাটক-স্বার্থে অণ্। স্থাবর বিষভেদ।

কৈরাত (পুং) কিরাত ইব শূরঃ ইবার্থে অণ্। ১ বলবান্ পুরুষ। ইহার পর্য্যায়—দোর্গ্রহ, ক্ষাম। কিরাতে পর্য্যন্তদেশে ভবঃ কিরাত-অণ্। ২ ভূনিম্ব, চিরতা। (রাজনি°) শব্দ-চন্দ্রিকার মতে ভূনিম্বার্থে ক্লীবলিঙ্গ। (ক্লী) ৩ শম্বর চন্দন। (রাজনি°)। (ত্রি) কিরাতস্যেদং কিরাত-অণ্। ৪ কিরাত সম্বন্ধীয়। (পুং) কৈরাতঃ কিরাতসম্বন্ধী বেশোঽস্ত্যস্য কৈরাত অর্শ আদ্যচ্। ৫ কিরাতবেশধারী মহাদেব।

কৈরাতক (ক্লী) কৈরাত-স্বার্থে কন্। ১ শম্বর চন্দন, গন্ধ-চন্দন কাঠ। (ত্রি) ২ কিরাতসম্বন্ধীয়।

"কৈরাতকীনামযুতং দাসীনাম্" (মহাভারত।)

কৈরাতিকা (স্ত্রী) কৈরাত-স্বার্থে কন্ টাপ্ ইত্বঞ্চ। কিরাত-সম্বন্ধিনী। "কৈরাতিকা কুমারিকা সকা খনতি ভেষজম্" (অথর্ব ১০।৪।১৪)।

কৈরাল (ক্লী) কিরং পর্য্যন্তভূমিং অলতি পর্য্যাপ্নোতি কির-অল-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ বিড়ঙ্গ। (স্ত্রী) গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ২ বিড়ঙ্গ।

কৈর্ম্মেদুর (ক্লী) ১ একটী দেশের নাম। কৈর্ম্মেদুরমভিজনোঽস্য কৈর্ম্মেদুর-অঞ্ (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যোঽণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩) (ত্রি) ২ কৈর্ম্মেদুরনিবাসী।

কৈলকিল (পুং) 'কেলকিলানগরী তত্র ভবঃ' (শ্রীধর) কেলকিলা অণ্। কেলকিলানগরবাসী যবন নরপতি।

ডাক্তার ভাউদাজীর মতে বাকাটকের সেনরাজগণই পুরাণে কৈলকিল যবন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ মতে, এই বংশীয় প্রথম রাজা বিন্ধ্যশক্তি, তৎপরে পুরঞ্জয়, রামচন্দ্র, ধর্ম্ম, বরাঙ্গ, কৃতনন্দন, সুবিনন্দি, নন্দিযশাঃ ও শিশকপ্রবারী, এই ৯ জন ১০৬ বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে এই বংশে ১৩ জন রাজা হয়। (বিষ্ণুপু° ৪।২৪ অঃ।) প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেব শেষোক্ত তেরজনের মধ্যে শিলালিপি হইতে কয়েক জনের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—প্রবরসেন, রুদ্রসেন, পৃথিবীসেন, রুদ্রসেন (২য়), প্রবরসেন (২য়), দেবসেন। তাঁহার মতে বিন্ধ্যশক্তি ২৯৪ খৃষ্টাব্দে ও শেষোক্ত দেবসেন ৫২৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। (Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vol. XVII. p. 87.) কিন্তু বাকটকের সেনরাজগণ আপনাদিগকে বিষ্ণুবৃদ্ধ ঋষির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই বাকটকরাজগণের যবনজাতিত্বসম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে।

কৈলা (দেশজ) গোবৎস, বাছুর।

কৈলাত (ত্রি) কিলাতস্য গোত্রাপত্যং কিলাত-বিদাদিত্বাৎ অঞ্। (অনৃষ্যানন্তর্য্যেবিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪।) কিলাতবংশীয়।

কৈলাস (পুং) কে জলে লাসো লসনং দীপ্তিরস্য অলুক্‌স° কেলসঃ স্ফটিকঃ তস্যেব শুভ্রঃ কেলস-অণ্ যদ্বা কেলীনাং সমূহঃ কৈলং তেন আস্যতে হত্র আস-আধারে ঘঞ্। স্বনাম-প্রসিদ্ধ পর্ব্বত, মহাদেব ও যক্ষাধিপতি কুবেরের বাসস্থান। বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগে উত্তরদিকে কৈলাসপর্ব্বত নির্ণীত আছে। কৈলাস পর্ব্বত শুভ্র, দূর হইতে মেঘের ন্যায় দেখা যায়। এইস্থানে কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ দেবকন্যাগণের সহিত মিলিত হইয়া গানবাদ্য করিয়া দেবদেবের প্রীতি সম্পাদন করে। (হরিবংশ ২০২ অঃ।)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—'নানা রত্নময় শৃঙ্গযুক্ত হিম-শৈলের পৃষ্ঠে কৈলাসপর্ব্বত, ইহা শিবের বাসস্থান। ইহার দক্ষিণে এলাশ্রম, উত্তরে সৌগন্ধিক পর্ব্বত, দক্ষিণপূর্ব্বকোণে শিবগিরি, পশ্চিম-উত্তরে ককুদ্মান্ এবং পশ্চিমে অরুণ নামক পর্ব্বত অবস্থিত। কৈলাসপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে শীতল জলপরিপূর্ণ মন্দোদনামক একটী সরোবর উৎপন্ন হইয়াছে। প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী সেই সরোবর হইতে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার তীরে মনোরম ও পবিত্র একটী নন্দনবন আছে। যক্ষাধিপতি কুবের যক্ষগণ ও অপ্সরাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা এই পর্ব্বতে বাস করেন।' (মৎস্যপু° ২১৪ অঃ)

বর্ত্তমান তিব্বতদেশে মানসরোবরে নিকট ও কাশ্মীর রাজ্যের উত্তরপূর্ব্বে কৈলাসপর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বত হইতেই সিন্ধু, শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান কৈলাসের অপর নাম গাঙ্গ্রি, সিন্ধুনদের উৎপত্তি স্থান হইতে শারকসঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহার দক্ষিণে লাধক, বলতি, রঙ্গদো, এবং উত্তরে রূপোদ্, কুত্রা, শিখর ও হুণজা-নাগর। এই শৈলে ১০ হাজার হইতে ১২ হাজার হাত উচ্চে ৬টী গিরিপথ আছে। ভোট জাতি ইহাকে 'তিসি' বলে। তাহাদের মতে ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ।

বিষ্ণ্যাদপুরাণ, বরাহপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে কৈলাসের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। পুরাণাদিতে ইহার অপর নাম গণপর্ব্বত ও রজতাদ্রি আছে। এখনও অনেক সন্ন্যাসী তুষারমালা ভেদ করিয়া কৈলাসপর্ব্বতে গমন করেন।

কৈলাসনাথ (পুং) কৈলাসস্য নাথঃ ৬তৎ। ১ শিব। ২ কুবের। "কৈলাসনাথং তরসা জিগীষুঃ" (রঘু ৫।২৮) কৈলাসপতি প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কৈলাসযাত্রা (স্ত্রী) কৈলাসযাত্রামধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ কৈলাসযাত্রা-অণ্ আখ্যায়িকায়াং তস্য লুক্। হরিবংশের ২৬৪ অধ্যায় হইতে ২৮১ অধ্যায় পর্য্যন্ত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কৈলাস যাত্রা সবিস্তার বর্ণিত আছে। উপসংহারে অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে "কৈলাসযাত্রাকৃষ্ণস্য পৌণ্ড্রকস্য বধস্তথা", কিন্তু এদেশীয় পুস্তকে নাই।

কৈলাসাচার্য্য, কৌলগজমর্দ্দন নামক সংস্কৃত তান্ত্রিক গ্রন্থকার।

কৈলাসৌকাঃ [স্] (পুং) কৈলাস ওকো যস্য বহুব্রী। ১ শিব। ২ কুবের।

কৈলিঞ্জ (ত্রি) কিলিঞ্জস্যেদম্ কিলিঞ্জ-অণ্। কিলিঞ্জসম্বন্ধীয়, সূক্ষ্মকাষ্ঠনির্ম্মিত। "স্বেদনার্থে হিতা নাড়ী কৈলিঞ্জো হস্তিশুণ্ডিকা" (সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থান ৩২ অঃ।)

কৈবর্ত্ত (পুং স্ত্রী) কে-জলে বর্ত্ততে বৃত অচ্ অলুক্‌স॰ ততঃ স্বার্থে অণ্। যদ্বা কুৎসিতা বৃত্তিঃ কিং বৃত্তিঃ সা অস্ত্যস্য কিংবৃত্তি অচ্ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ।

বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, চলিতভাষায় কেওত, কেবত বা ক্যাওট নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান কৈবর্ত্তজাতির মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী পৃথক্ শ্রেণী দেখা যায়, একশ্রেণী হালিক কৈবর্ত্ত ও অপর শ্রেণী জালিক কৈবর্ত্ত নামে অভিহিত। হালিক কৈবর্ত্তেরা বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের সহিত জালিক কৈবর্ত্তের কোন সংস্রব নাই, তাঁহারা জালিক ও অপর শূদ্রজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতি। তাঁহারা আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বৃহৎব্যাস হইতে কৈবর্ত্তজাতিসম্বন্ধীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"ক্ষত্রবীর্য্যেন বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবরসংসর্গাৎ ধীবরঃ পতিতো ভুবি॥" *

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে জাতি জন্মে, তাহাকে কৈবর্ত্ত (ধীবর) বলে। কলিকালে তীবর সংসর্গে ধীবর (কৈবর্ত্ত) পতিত হইয়াছে।

কৈবর্ত্তজাতি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মেদিনীপুরের বৃহৎব্যাসসংহিতার (৩য় খণ্ড ২০ অঃ) পুথিতে আছে—

"কৈবর্ত্তা দ্বিবিধাঃ প্রোক্তা হালিকা জালিকা মুনে।
হলবাহা হালিকাশ্চ জালিকা মৎস্যজীবিনঃ।
ক্ষত্রবীর্য্যাত্তু বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩১॥
কর্ম্মানুসারতস্তে বৈ উত্তমাধমকা ভুবি।
বভূবুর্হলবাহস্তাস্তোজ্যান্না উত্তমাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩২॥
মৎস্যজীবিকয়া কেচিদন্ত্যজাঃ পতিতা দ্বিজ।
অভোজ্যান্নাশ্চ পৃথিব্যাং নীচকর্ম্মানুসারতঃ॥ ৩৩॥
হালিকৈঃ সহতে সর্ব্বে বিদুরস্বস্তৈর্দ্বিজ।
কৃষিকর্ম্মপ্রবৃত্তাশ্চ ভূত্বাবাৎসূর্যদা তদা॥ ৩৪॥
কৈবর্ত্তাখ্যাতিমাপুস্তে শূদ্রত্বঞ্চ সহাচরাৎ।
যৎ সংসর্গা হি বর্ত্তন্তে লোকাঃ স্যুস্তদ্বিধা ধ্রুবম্॥ ৩৫॥
সংসর্গজৌ দোষগুণৌ ভবেতাংহি যুগে যুগে।
অতো জাত্যা হি কৈবর্ত্তখ্যাতিং প্রাপুশ্চতে মুনে॥" ৩৬॥

কৈবর্ত্ত দুইপ্রকার হালিক ও জালিক, যাহারা হলচালন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে হালিক ও মৎস্যজীবীকে জালিক বলে। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে কৈবর্ত্তজাতির উৎপত্তি হয়। ইহারা কর্ম্মানুসারে উত্তম ও অধম হইয়াছে। হালিক কৈবর্ত্ত ভোজ্যান্ন ও উত্তম; মৎস্যজীবী জালিকগণ অন্ত্যজ ও পতিত এবং নীচকর্ম্মানুসারে পৃথিবীতে অভোজ্যান্ন হইয়াছে। ইহারা হালিকগণের সহিত কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কৈবর্ত্তখ্যাতি ও তাহাদের সংসর্গে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক যুগেই সংসর্গ জন্য দোষ বা গুণ হইয়া থাকে। অতএব তাহারাও কৈবর্ত্তখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

আবার উক্ত পুথির ৪র্থ খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং পুত্রৌ দ্বৌ যৌ বভূবতুঃ।
কৈবর্ত্তাখ্যাবভবতাং তৌ জাত্যা মধ্যমাধমৌ॥ ৪৫॥
তয়োরেকোহালিকোঽভূজ্জালিকশ্চাপরাভবৎ।
হালিকঃ কৃষিকর্ম্মা চ জালিকো মৎস্যজীবকঃ॥ ৪৬॥
স জালিকস্তীবরস্য সংসর্গাদ্ধীবরোঽভবৎ।
নীচবৃত্ত্যাধমঃ সোঽভূৎ পতিতস্তেন হেতুনা॥" ৪৭॥

* কেহ কেহ পদ্মপুরাণীয় জাতিমালা নাম দিয়া এরূপ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু মূল পদ্মপুরাণের ৫।৬ খানি পুথির কোন খণ্ডে এরূপ জাতিমালার অনুসন্ধান পাইলাম না। ভার্গবরাম, পরশুরাম প্রভৃতির নামে ৬একখানি জাতিমালা পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে—

"স্বর্ণকারাচ্চ কৈবর্ত্তো মোদকন্যাং জায়তে ভতঃ।"

সেকরার ঔরসে আর ময়রার মেয়ের গর্ভে এই কৈবর্ত্তের জন্ম। কিন্তু শেষোক্ত জাতিমালা দুইখানিও সমস্ত মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে নিতান্ত প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয় না। [জাতি দেখ।]

বৈশ্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে কৈবর্ত্ত নামক দুইটী পুত্র জন্মে, তাহারা মধ্যম ও অধম। ইহাদের মধ্যে একজন হালিক ও একজন জালিক। হালিক কৃষিকর্ম্ম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। জালিক মৎস্যজীবী। জালিক তীবরের সংসর্গে ধীবর ও নীচ কার্য্যানুসারে অধম এবং সেই কারণেই পতিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বচন প্রকৃত হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে কৈবর্ত্তজাতির উৎপত্তি। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এইরূপ অনুলোম সঙ্করজাতি 'মাহিষ্য' নামে বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্যই বোধ হয় এখনকার বঙ্গদেশের স্থানবিশেষে হালিক কৈবর্ত্তগণ আপনাদিগকে 'মাহিষ্যজাতি' ও বৈশ্যধর্ম্মী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু এখন কথা হইতেছে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বৃহৎব্যাসের উক্ত বচনগুলি প্রকৃত কি না? প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে অতি নীচ জাতির বর্ণনার স্থলেই কৈবর্ত্তজাতির কথা এবং তৎপরে জোলা প্রভৃতি নীচ মুসলমান তাঁতির উল্লেখ আছে। 'জোলা' শব্দটী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্যতীত কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নাই। মুসলমানজাতি এদেশে আসিলে মুসলমান ও হিন্দুতাঁতির সম্মিলনে এই জোলাজাতির উৎপত্তি। এরূপস্থলে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের যে অধ্যায়ে জাতিনির্ণয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন পুরাণের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং অপ্রাচীন বোধে ইহা দ্বারা প্রাচীন কৈবর্ত্তজাতির প্রকৃততত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। [জোলা ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শব্দ দেখ।]

দ্বিতীয়তঃ কাশীস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয় ও বঙ্গদেশের নানাস্থানে যে বৃহৎ ব্যাসসংহিতার পুথি আছে, (১) তাহার সহিত মেদিনীপুরের বৃহৎ ব্যাসসংহিতার পুথির কিছুই মিল নাই, মেদিনীপুরের পুথি পাঠ করিলেই বোধ হয় যেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অপ্রাচীনকালে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত দৃষ্টে রচিত হইয়াছে।* সুতরাং যখন মেদিনীপুরের বৃহৎ ব্যাসের পুথির প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে, এরূপ স্থলে এই একখানি পুথির উপর নির্ভর করিয়া নিঃসন্দেহে কৈবর্ত্তজাতির উৎপত্তি স্থির হইতে পারে না।

এখন দেখা যাউক প্রাচীন পুস্তকে কৈবর্ত্ত কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদে অপর নীচ জাতির সহিত "কৈবর্ত্ত" শব্দের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—"অবরায় কৈবর্ত্তং" (বাজসনেয় ৩০।১৬) ভাষ্যকার এস্থলে কৈবর্ত্ত শব্দের নৌকাজীবী অর্থ লিখিয়াছেন। [কৈবর্ত্ত দেখ।]

(১) Rájá R. Mitra's Notices of Sanskrit Mss Vol. VII. p. 199. ইহাতেও অপর একখানি বৃহৎ ব্যাসের সূচি দেওয়া আছে।

মনুসংহিতার দুই স্থলে (৮।২৬০, ১০।৩৪) কৈবর্ত্ত শব্দ আছে। প্রথমস্থলে ভাষ্যকার মেধাতিথি কৈবর্ত্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "কৈবর্ত্তা দাশাস্তড়াগখননাদিজীবিনস্তত্র তত্র গচ্ছন্তি কাস্মাকীনং কর্ম্মোপযুজ্যতে।"

কৈবর্ত্ত অর্থে দাস, ইহারা তড়াগ খনন প্রভৃতি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। তাহারাও "কোথায় আমাদের উপযুক্ত কর্ম্ম পাইব" এরূপ ভাবিয়া সেই সেই স্থানে যায়।

দ্বিতীয় স্থানে মনু লিখিয়াছেন—

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥" ১০।৩৪।

নিষাদের ঔরসে আয়োগবীর গর্ভে নৌকর্ম্মজীবী মার্গবের উৎপত্তি হয়। ইহার অপর নাম দাস; আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণ যাহাকে কৈবর্ত্ত বলেন।

এখানেও মেধাতিথি লিখিয়াছেন, "প্রতিলোমপ্রকরণাদ্য়ং শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো নিষাদঃ পূর্ব্বমুক্তঃ স ইহ গৃহ্যতে অপিতু দস্যুবৎ প্রতিলোম এব মার্গবং নাম প্রতিলোমং সূতে আয়োগব্যামেব যস্তমেব অপরে নামনী দাসঃ কৈবর্ত্তঃ ইতি আর্য্যাবর্ত্তপ্রসিদ্ধঃ। তস্য বৃত্তির্নৌকর্ম্মণা নৌবাহনেন জীবতি।"

প্রতিলোম প্রকরণ বলিয়া ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত পূর্ব্বকথিত নিষাদ এই স্থলে গৃহীত হইল না। কিন্তু দস্যুর ন্যায় প্রতিলোমে আয়োগবীর গর্ভজাত প্রতিলোম মার্গব জাতি যাহারা দাস বা কৈবর্ত্ত নামে আর্য্যাবর্ত্তে প্রসিদ্ধ, তাহাদেরই জীবিকা নৌকর্ম্ম অর্থাৎ তাহারা নৌকা বাহন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

কাহারও মতে, মনুপ্রোক্ত দাস নামক আর্য্যাবর্ত্তপ্রসিদ্ধ কৈবর্ত্ত গৌণ কৈবর্ত্ত, মূল কৈবর্ত্তজাতি নহে। কিন্তু ৮ম অধ্যায়ের মনুবচন ও তাহার মেধাতিথিভাষ্য পাঠ করিলে এই সন্দেহ থাকে না। বিশেষতঃ এখনও কৈবর্ত্ত জাতির মধ্যে অনেকে "দাস কৈবর্ত্ত" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বিস্তর প্রাচীন গ্রন্থে কেবল নৌকর্ম্মজীবী কৈবর্ত্তেরই উল্লেখ আছে (২)। অমর, হেমচন্দ্র, হলায়ুধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অভিধানরচয়িতাগণ কৈবর্ত্ত শব্দের মুখ্যার্থ ধীবরই লিখিয়াছেন। পূর্ব্বে ধীবরেরা

(২) যথা—রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে—
"নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাং তিষ্ঠন্ত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ॥" অযোধ্যা ৮৪।৮।
মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে—
"শ্রমেণ মহতা যুক্তাঃ কৈবর্ত্তা মৎস্যজীবিনঃ।" ৫১।৫।
এতদ্ভিন্ন শান্তিশতক ৩।১৬, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর ২৫।৪৯।
প্রভৃতি বিস্তর গ্রন্থে মৎস্যজীবীকৈবর্ত্তের উল্লেখ আছে।

নৌকর্ম্মজীবী ছিল, তাহা সুপ্রসিদ্ধ বেদব্যাসের জীবনী পাঠ করিলেই জানা যায়। মূল ভবিষ্যপুরাণের মতেও (নৌকর্ম্মজীবী) কৈবর্ত্তকন্যার গর্ভে ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন।

"জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাকস্চ পরাশরঃ।"

ভবিষ্যপুরাণ ৪১।২২।

মহাভারতাদি প্রাচীনগ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়—যে পূর্ব্বকালে নৌচালন ও জাল দিয়া মাছ ধরাই কৈবর্ত্তের উপজীবিকা ছিল। যথা—মহাভারতে

"ততস্তে বহুভির্যোগৈঃ কৈবর্ত্তা মৎস্যকাঙ্ক্ষিণঃ।
গঙ্গাযমুনয়োর্বারি জলৈরভ্যকিরংস্ততঃ।
জালং সুবিততং তেষাং নবসূত্রকৃতং তথা।" অনুশাসন ৫০।১৬।

এই জন্যই বোধ হয় জটাধর প্রভৃতির প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে কৈবর্ত্তের অপর নাম জালিক লিখিত হইয়াছে।

অত্রিসংহিতায় আছে—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥" ১৯৫।

অঙ্গিরঃ স্মৃতি (৩ শ্লোঃ), আপস্তম্বসংহিতা (৫৪ শ্লোঃ) এবং রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালায়ও ঠিক এই বচনটী আছে। এতদ্দ্বারা বোধ হয়, অত্রি, অঙ্গিরা, আপস্তম্ব প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের সময়ে কেবল অন্ত্যজ কৈবর্ত্ত ছিল।

অত্রিসংহিতায় আর এক স্থলে আছে—

"চর্ম্মকো রজকো বৈণ্যো ধীবরো নটকস্তথা।
এতান্ স্পৃষ্ট্বা দ্বিজো মোহাদাচামেৎ প্রযতোঽপি সন্॥" ১৮২।

অত্রি সংহিতার উভয় বচন পাঠ করিলে কৈবর্ত্ত ও ধীবর একজাতি বলিয়া বোধ হয়। (অন্ত্যজজাতিপ্রতিপাদ্য অত্রি প্রভৃতির শ্লোকের সহিত মনুসংহিতার বিরোধ নাই।)

রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পাঠে বোধ হয় যে পূর্ব্বকাল হইতে ধীবর বা জালিক কৈবর্ত্তই ছিল। কিন্তু কোন প্রাচীনগ্রন্থে হালিক কৈবর্ত্তের উল্লেখ নাই। বোধ হয় প্রাচীন কৈবর্ত্তজাতির মধ্যে কেহ কেহ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া হালিক বা হলবাহ কৈবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হয় অথবা অপর কোন জাতি কৈবর্ত্তপ্রধান স্থানে হলচালনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া হালিক কৈবর্ত্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা-বিভাগের হালিক কৈবর্ত্তের শারীরিক গঠন ও প্রকৃতি পরিদর্শন করিলে তাহাদের শরীরে অনেকটা আর্য্যরক্ত প্রবাহিত বলিয়া বোধ হয়, আবার জালিক কৈবর্ত্তদিগকে দ্রাবিড়শাখাসম্ভূত অসভ্যজাতি বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের হালিক ও জালিক কৈবর্ত্তের মধ্যে পরস্পর কোন সংস্রব নাই; এমন কি হালিক কৈবর্ত্তের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহাদিগকে নিকৃষ্ট অন্ত্যজ কৈবর্ত্ত বলিয়া বোধ হয় না। আবার হালিক কৈবর্ত্তের মধ্যে দাস নামক এক শ্রেণী আছে, তাহারা বাসস্থান ভেদে 'দাস' ও 'শৈলপুত্র' নামে অভিহিত। হালিকদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু এক পুরোহিতদ্বারা যজন প্রচলিত আছে। কৈবর্ত্ত বা অপর জাতি ইহাদের অন্ন ভিন্ন জলাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। হালিক কৈবর্ত্তের গৃহে ইহারা দাসত্ব করে। এই জাতির সংস্রবে কি হালিকেরা হালিক কৈবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে? উক্ত দাসশ্রেণীর মধ্যে যাহারা কুণ্ডগোলক তাহাদের জল অব্যবহার্য্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হালিক কৈবর্ত্তগণ মাহিষ্যজাতি বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতেছেন, এবং আপনাদিগের পক্ষ সমর্থনের জন্য কুল্লূকভট্টোদ্ধৃত উশনার নিম্নলিখিত বচনটি দেখাইয়া থাকেন—

"নৃত্যগীতনক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণাম্।" ১০।৬।

মাহিষ্যজাতির নৃত্য, গীত, নক্ষত্রগণনা ও শস্যরক্ষাই উপজীবিকা। তাঁহাদের মতে 'শস্যরক্ষা' শব্দই হালিক কৈবর্ত্তের সমর্থক। যাঁহারা হলবাহন বা কৃষিকর্ম্ম করেন, তাহাদিগকে 'হালিক' বলা যায়। কিন্তু কেবল 'শস্যরক্ষা' বলিলে শস্যোৎপাদন বা কৃষিকর্ম্ম বুঝায় না। স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে—

"বৈশ্যায়াং ক্ষত্রিয়াজ্জাতো মাহিষ্যস্ত্বনুলোমজঃ।
অষ্টাধিকারনিরতশ্চতুঃষষ্টাঙ্গকোবিদঃ॥
ব্রতবন্ধাদিকাস্তস্য ক্রিয়াঃস্যু সকলা বিশঃ।
জ্যোতিষং শাকুনং শাস্ত্রং স্বরশাস্ত্রঞ্চ জীবিকা॥"

সহ্যাদ্রিখণ্ডে পূর্ব্বভাগে ২৬অঃ। ৪৪-৪৬ শ্লোঃ।

বৈশ্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে মাহিষ্যের জন্ম। ইহারা অনুলোমজ, অষ্টাধিকারনিরত ও চতুঃষষ্টিকলাভিজ্ঞ, ইঁহাদের ব্রতবন্ধাদি সকল ক্রিয়াই বৈশ্যের ন্যায়। জ্যোতিঃশাস্ত্র, শাকুনশাস্ত্র ও স্বরশাস্ত্রই ইহাদের জীবিকা।

হালিক কৈবর্ত্তের জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না। এরূপস্থলে, বিশেষতঃ যখন কোন প্রাচীন গ্রন্থে হালিক কৈবর্ত্তের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না, তখন মাহিষ্য ও হালিক কৈবর্ত্ত এক জাতি কি না, তাহার কিছুই ঠিক হইতেছে না।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনাকালে হালিক-কৈবর্ত্ত-সমিতি হইতে আদম-সুমারির তত্ত্বাবধায়কের নিকট যে মুদ্রিত ইংরাজী আবেদন-পত্রিকা যায়, তাহার ১২ পৃষ্ঠায়

"মটকোড়বা" হইয়া থাকে। *এই উপলক্ষে বাটীর স্ত্রীলোকেরা সদলে গান করিতে করিতে গ্রামের বাহিরে জল সহিতে যায়। তথায় বর বা কন্যাকে স্নান করাইয়া তথা হইতে মৃত্তিকা আনিয়া বাটীতে একটী চুলা প্রস্তুত করিয়া গৃহদেবতার পূজা উপলক্ষে ঘি পোড়ান হয় ও খই ভাজা হয়। বিবাহের সময় সেই খই প্রয়োজন হয়। সেই সময় একটী ছাগলও বলি দেয়। বিবাহের দিন কন্যার বাটীর স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের মধ্যে একজনের মস্তকে একঘড়া জল লইয়া দলবদ্ধ হইয়া বরের বাটীতে গিয়া গান গায়, তাহাদিগকে গালি দেয় ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। বরপক্ষ তাহাদিগকে পাণ ও টাকা দিলে তবে তাহারা নিরস্ত হইয়া চলিয়া আসে। পরে কন্যার ভাইজ সম্পর্কীয় কোন স্ত্রীলোক আসিয়া বরের গলায় চাদর দিয়া তাহাকে কন্যার বাটীতে লইয়া যায়। সেখানে মণ্ডপের চারিদিকে পরিভ্রমণ করাইতে করাইতে খই ছড়ান হয়। তাহার পর বর ও কন্যাকে বসাইয়া পুরোহিত সিন্দূর দান করেন ও উভয়পক্ষের পূর্ব্ব পুরুষের নাম আম্রপত্রে লিখিয়া তাহা বরকন্যার হস্তে বান্ধিয়া দেন। একটী গৃহে পরমান্ন প্রস্তুত থাকে। তথায় বর ও কন্যার গাত্র হইতে এক এক বিন্দু রক্ত লইয়া সেই রক্ত পরমান্নে মিশ্রিত করিয়া উভয়কে খাইতে দেওয়া হয়।

বিধবারা সাঙ্গা করিতে পারে। বিবাহভঙ্গের নিয়ম নাই। স্বজাতির মধ্যে ব্যভিচার ঘটিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। ভিন্নজাতির সহিত ঘটিলে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

ভগবতীই ইহাদের আরাধ্য দেবতা। কেহ কেহ বিষহরিরও পূজা করে। বন্দি, গোরাইয়া, নরসিংহ ও কালীর উপাসনাও চলিত আছে। বেহারে কৈবর্ত্তদিগের জল শুদ্ধ।

দাক্ষিণাত্যে কৈবর্ত্তকে 'ভোই' বলে। [ভোই দেখ।]

কৈবর্ত্তক (পুং) কৈবর্ত্ত স্বার্থে কন্। কৈবর্ত্ত।

"শৈলূষাশ্চ সহস্ত্রীভির্যান্তি কৈবর্ত্তকাস্তথা।" (রামায়ণ ২।৮৩।১৫।

কৈবর্ত্তমুস্ত (ক্লী) মুস্তকবিশেষ, কেউটা মুথা। (শব্দরত্ন)।

কৈবর্ত্তমুস্তক (ক্লী) কৈবর্ত্তমুস্ত স্বার্থে কন্। মুস্তাভেদ, কেউটা-মুথা। (ভরত)।

কৈবর্ত্তিকা (স্ত্রী) কৈবর্ত্তী জলস্থাইব স্বার্থে কন্ হ্রস্বশ্চ। মালবদেশপ্রসিদ্ধা একপ্রকার লতা। পর্য্যায়—সুরঙ্গা, লতা, বল্লী, দশাকুহা, রঙ্গিণী, বস্ত্ররঙ্গা, সুভগা। ইহার গুণ—লঘু, বৃষ্য, কষায়, কফ, কাশ, শ্বাস ও মন্দাগ্নিদোষনাশক। (রাজনি°)

কৈবর্ত্তিমুস্তক (ক্লী) কৈবর্ত্ত্যাঃ কৈবর্ত্তপত্ন্যাঃ প্রিয়ং মুস্তকং ৬তৎ। বিকল্পে হ্রস্বঃ (ঙ্যাপোঃ। পা ৬।৩।৬৩) কেবর্ত্তীমুস্তক।

কৈবর্ত্তী (স্ত্রী) কে জলে বর্ত্ততে বৃত-অচ্ অলুকস° স্বার্থে অণ্ ততো ঙীপ্। ১ কৈবর্ত্তীমুস্ত, কেস্থুর। (বৈদ্যক)। ২ কৈবর্ত্তপত্নী।

কৈবর্ত্তীমুস্ত, কৈবর্ত্তীমুস্তক (ক্লী) কৈবর্ত্তীনাং কৈবর্ত্তপত্নীনাং প্রিয়ং মুস্তং ৬তৎ (ঙ্যাপোঃ—। পা ৬।৩।৬৩।) বিকল্পপক্ষে হ্রস্বাভাবঃ। মুস্তাভেদ, কেউটামুথা, দেশবিশেষে কেস্থুরিয়ামুথা বলিয়া থাকে। সংস্কৃত পর্য্যায়—কুটন্নট, দশপুর, বানেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনর্দ্দ, দাশপুর, দাশপূর, পরিপেল, পারিপেল, কৈবর্ত্তমুস্তক, কৈবর্ত্তিমুস্তক, বনসম্ভব, ধান্ত, শীতপুষ্প, জীর্ণবুধ্নক, বঙ্গ, সিতপুষ্প। (জটাধর) ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, বায়ু, ব্রণ, দাহ, আমশূল ও রক্তদোষনাশক। (রাজনির্ঘণ্ট)। হিম, তিক্ত, কষায়, কান্তিপ্রদ, পিত্ত, বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষনাশক। (ভাবপ্রকাশ)।

কৈবল (ক্লী) কেবলতে বল-অচ্ অলুক সং স্বার্থে অণ্। বিড়ঙ্গ।

কৈবল্য (ক্লী) কেবলস্য ঔপাধিক সুখদুঃখাদি রহিতস্য চিৎস্বরূপস্য ভাবঃ কেবল ষ্যঞ্। ১ মুক্তিবিশেষ, নির্বাণ। (মুক্তিঃ কৈবল্যং। অমর)। বিবেক সাক্ষাৎকার হইলে অহঙ্কার বিনষ্ট হয়; আমি কর্ত্তা, সুখী বা দুঃখী এরূপ জ্ঞানের উদয় হয় না। অহঙ্কার নিবৃত্ত হইলে অহঙ্কারের কার্য্য রাগ, দ্বেষ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতির উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রারব্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ যাহাতে শরীর ধারণ হইয়াছে, ক্রমে তাহার শেষ হইয়া যায়, অবিদ্যারূপ সহকারি-কারণ নাই বলিয়া আর সংস্কার হয় না, সংস্কার অভাবে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। বর্ত্তমান শরীরপাত হইলে আত্মা চিৎস্বরূপে অবস্থান করেন, এই অবস্থাকেই কৈবল্য বলে। পাতঞ্জলসূত্রে কৈবল্যপাদে কৈবল্য বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে—

"বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনা নিবৃত্তিঃ।" (যো° সূ° ৪।২৪।)

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিত্ত ও আত্মার ভেদ সাক্ষাৎকার হইলে যে সময়ে চিত্ত আপনার ও পুরুষের বিশেষ দর্শন করে, তখন কর্ত্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদিজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া আত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। "আমি কর্ত্তা, আমি জ্ঞাতা ও আমি ভোক্তা" ইত্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইলে আর তাহার কোন কর্ম্মের চেষ্টা থাকে না। চিত্ত আত্মার স্বরূপ জানিতে পারিলেই আত্মাকার প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্যপদলাভ হয়।

"তদাবিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগভাবং চিত্তম্" (যো° সূ° ৪।২৫) চিত্তের কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানের নিবৃত্তি হইলেই কর্ম্ম নিবৃত্তি হইয়া যায়। তাহাতে বিবেকজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, বিবেকজ্ঞানই মুক্তির প্রথম সূত্র।

"তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ" (যোগসূ° ৪। ২৬।)

যখন যোগিগণ সমাধি আশ্রয় করেন, তখন তাঁহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্ষীণ হইলেও যে সকল অন্তরায় অর্থাৎ ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, আলস্য, প্রমাদ, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধ ভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই নয় প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে আবার প্রত্যয়ান্তর অর্থাৎ আমি ও আমার ইত্যাদি জ্ঞানস্বরূপ বিঘ্ন সমুৎপন্ন হইয়া সমাধির ব্যাঘাত করে। অতএব চিত্তবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিয়া সেই সকল বিঘ্ন নিবারণ করিবে।

"হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্।" (যোগসূ° ৪। ২৭।)

পাতঞ্জলের দ্বিতীয় পাদের, দশম ও একাদশসূত্রে অবিদ্যাদি বিনাশের যেরূপ উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া সংস্কারের ক্ষয় করিবে। সংস্কার ক্ষীণ হইলেই "আমি আমার" ইত্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হয়। যেমন বীজ সকল অগ্নিদগ্ধ হইলে তাহা হইতে আর অঙ্কুরোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না, সেই প্রকার জ্ঞানাগ্নিস্পর্শে অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল নাশ হইলে আর চিত্তক্ষেত্রে সংস্কার জন্মিতে পারে না এবং তাহা হইলেই "আমি আমার" ইত্যাদি প্রত্যয়ান্তর সকল নিবৃত্ত হয়।

"প্রসংখ্যানে প্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।" (যোগসূ° ৪। ২৮।)

বহুবিধ বিষয়ের তত্ত্ব সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাবনা করিয়াও যিনি সকল রূপ ফলকামনা করেন না, তাঁহারই পূর্ব্বোক্ত বিঘ্ন সকল তিরোহিত হইয়া বিবেকের উৎপত্তি হয়। বিবেকের উৎপত্তি হইলেই সেই বিবেক হইতে সমাধি সিদ্ধি হয়। এই সমাধি সর্ব্বদা পরম পুরুষার্থসাধনরূপ ধর্ম্মবারি সেচন করে। এই নিমিত্ত ইহাকে ধর্ম্মমেঘ বলে। এই ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করে।

"ততঃ ক্লেশনিবৃত্তিঃ।" (যোগসূ° ৪।২৯।)

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মমেঘ হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল নিবারিত হয় এবং তাহাতেই সংসারভ্রমণের কারণীভূত শুভাশুভ ফল সকল ক্ষীণ হয় ও বাসনা নিবৃত্তি হইয়া যায়।

"তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পং।" (যোগসূ° ৪। ৩০)

অবিদ্যাদি ক্লেশ ও শুভাশুভ কর্ম্মফল চিত্তের আবরণকারী মলস্বরূপ। যাহার চিত্ত হইতে ঐ সকল মল নিবারিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সমুদয় জ্ঞেয় বস্তু জানিতে পারে। চিত্তের আবরণ-মল বিনষ্ট হইলেই সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন আকাশ প্রভৃতি মহৎ পদার্থও অনায়াসে জানিতে পারা যায়। তখন আর কোন বিষয় অপরিজ্ঞাত থাকে না।

"ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্।" (৪।৩১)

হৃদয়াকাশে ধর্ম্মমেঘ উদিত হইলে সেই মেঘবর্ষণে ক্লেশকর্ম্মরূপ চিত্তমল ধৌত হইয়া যায়। তাঁহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় কৃতার্থ হয়, অর্থাৎ পুরুষার্থ ভোগ ও মোক্ষসাধন কর্ম্ম সকল সমাপ্ত হয় এবং ঐ সকল গুণের ক্রমপরিণাম হয় না।

"ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামোঽপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ।" ৪।৩২।

ক্ষণ হইতে পল, পল হইতে দণ্ড এবং দণ্ড হইতে প্রহর ইত্যাদি রূপে কালের পরিণাম হইয়া থাকে। আর পঞ্চভূত হইতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহারাও উত্তরোত্তর পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার বস্তু উৎপাদন করে, ইহাকেই ক্রমপরিণাম বলে। এই সকল পরিণামের শেষ কেহ জানিতে পারে না। কারণ, পরিণামের সীমা নাই। মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদাদি বস্তু সকল জন্মে এবং ঐ সকল উদ্ভিদাদি আবার মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়। এইরূপে পদার্থ সকলের উত্তরোত্তর নানাপ্রকার পরিণামের কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না।

"পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যস্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।" (যোগসূ° ৪।৩৩)

গুণ সকল ভোগ ও অপবর্গ লক্ষণ পুরুষার্থশূন্য হইলে ক্ষণকালের নিমিত্তও কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না। অথচ চিৎশক্তির বৃত্তি সারূপ্য নিবৃত্ত হয়। আত্মার চিৎস্বরূপে যে অবস্থিতি হয়, তাহার নাম কৈবল্য। [মুক্তি ও বিবেক দেখ।] বেদান্তমতে পরমাত্মাতে জীবাত্মার লীন হওয়ার নাম কৈবল্য। ন্যায়মতে সকল অদৃষ্ট বিনষ্ট হইলে আত্মার আর দুঃখ উৎপত্তি বা জন্ম হয় না। নৈয়ায়িকেরা শরীর পাতের পর এই আত্মার অবস্থাকেই কৈবল্য বলেন। (ন্যায় ১।১।২।) ২ মুক্তি। [মুক্তি দেখ]। (ত্রি) কৈবল্যং স্বরূপত্বেনাস্ত্যস্য অর্শাদিত্বাদচ্। ৩ কৈবল্যস্বরূপ।

"জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্তানাং নিরূপাখ্যা নিরঞ্জনা।
কৈবল্যা যা গতির্ব্রহ্মসদনে সা গতির্ভবান্॥" (ভারত অনু ১৬অঃ)

'কৈবল্যা মোক্ষাখ্যাগতিঃ' (নীলকণ্ঠ)। (ক্লী) কেবলএব কেবল স্বার্থে ষ্যঞ্। ৪ অদ্বিতীয়।

"কৈবল্যং নির্গুণং বিশ্বমনাদিমজমক্ষরম্।" (ভারত অনু ৬৩ অঃ)

৫ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গত একখানি উপনিষদ্।

কৈবল্যানন্দ, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি প্রণবার্থপ্রকাশিকাব্যাখ্যান ও মহিম্নস্তবটীকা রচনা করেন।

কৈবল্যানন্দ সরস্বতী, ভগবদ্গীতাসারপ্রণেতা।

কৈবল্যাশ্রম, গোবিন্দাশ্রমের শিষ্য, ইনি ত্রিপুরাবরিবস্যা নামে তান্ত্রিক গ্রন্থ এবং সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী নামে আনন্দলহরী-টীকা রচনা করেন।

কৈশব (ত্রি) কেশবস্যেদং কেশব-অণ্ বৃদ্ধিশ্চ। কেশবসম্বন্ধীয়। "শ্রীবৎস লক্ষণং বক্ষঃ কৌস্তুভেনৈব কৈশবম্" (রঘু° ১০।২৯)

কৈশিক (ক্লী) কেশানাং সমূহঃ ঠক্। ১ কেশসমূহ। (পুং) কেশেষু কেশবিন্যাসেষু সাধুঃ কেশ-ঠক্। ২ শৃঙ্গাররস। ৩ নৃপবিশেষ। (হরিবংশ ৯৬ অঃ)

কৈশিকী (স্ত্রী) কৈশিক-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নাটকীয় একটী বৃত্তি। (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)। সাহিত্যদর্পণকার ইহাকে 'কৈশিক' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (সাহিত্যদর্পণ ৬ অঃ)

কৈশিকতা (স্ত্রী) কেশ সদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নলে যে ব্যাপারটী দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে কৈশিকতা কহে। (Capillarity.)

কৈশিকাকর্ষণ, জড়পদার্থের যে শক্তিদ্বারা সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নলে জলাদি উন্নত হইয়া উঠে। (Capillary-attraction.)

কৈশিকানাড়ী, কেশের ন্যায় সূক্ষ্মনাড়ী, এই নাড়ী দিয়া প্রথমে শিরায় রক্ত সঞ্চালিত হয়। (Capillary.)

কৈশিকাবনতি, কৈশিকনলের অভ্যন্তরে কোন তরল পদার্থ অবনত হইয়া পড়িলে তাহাকে কৈশিকাবনতি কহে। (Capillary-depression.)

কৈশিকোন্নতি, কৈশিক নলের অভ্যন্তরে কোন তরল পদার্থ উন্নত হইয়া উঠিলে তাহাকে কৈশিকোন্নতি কহে। (Capillary elevation.)

কৈশিক্যোজ (পুং) [কৌশিক্যোজ দেখ।]

কৈশিন (ত্রি) কেশিন ইদং কেশিন্-অণ্ বৃদ্ধিশ্চ। ১ কেশি-সম্বন্ধীয়। (পুং স্ত্রী) কেশিনোঽপত্যং কেশিন্-অণ্ (গাথি-বিদথিকেশিগণিপণিনশ্চ। পা ৬।৪।১৬৫) টিলোপাভাবঃ। ২ কেশীর পুত্র।

কৈশিন্য (পুং স্ত্রী) কেশিনোঽপত্যং কেশিন্-ণ্য। (কুর্ব্বাদি-ভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) কেশীর পুত্র।

কৈশোর (ক্লী) কিশোরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা কিশোর-অঞ্ (প্রাণভৃজ্জাতিবয়োবচনোদ্গাত্রাদিভ্যোঽঞ্। পা ৫।১।১২৯।) নবীন বয়স, বাল্যবস্থা, দশম বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত।

"কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্ যৌবনন্তু ততঃ পরম্।" (শ্রীধরঃ)

কৈশোরক (ক্লী) কৈশোর-স্বার্থে কন্। কৈশোরাবস্থা।
"কৈশোরকং মানয়ন্ বৈ সহ তাভির্মুমোদহ।"
(হরিবংশ ৭৭ অঃ)

কৈশোরি (পুং স্ত্রী) কিশোরস্যাপত্যং কিশোর-ইঞ্। কিশোরা-পত্য। কিশোরিশব্দ কুর্ব্বাদিগণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে ণ্য প্রত্যয় হয়।

কৈশোরিকেয় (পুং স্ত্রী) কিশোরিকায়া অপত্যং কিশোরিকা-ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) কিশোরিকার অপত্য।

কৈশোর্য্য (পুং স্ত্রী) কিশোরী ণ্য। (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) কিশোরীর অপত্য।

কৈশ্য (ক্লী) কেশানাং সমূহঃ কেশ-যঞ্ (কেশাশ্বাভ্যাং যঞ্ছাবন্যতরস্যাং। পা ৪।২।৪৮) কেশসমূহ।

কৈষ্কিন্ধ (ত্রি) কিষ্কিন্ধা নগরী অভিজনোঽস্য কিষ্কিন্ধা-অণ্। (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যো ঽণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩) কিষ্কিন্ধাবাসী, যাহারা বংশক্রমে কিষ্কিন্ধায় বাস করে।

কো (কূপ শব্দের অপভ্রংশ) ১ কূপ। ২ কুয়াসা।

কোঁআড় (দেশজ) একপ্রকার জলচর পক্ষী। ((Tantalus falcinellus.)

কোঁআড়া (দেশজ) কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা।

কোঁআমুড় (দেশজ) একপ্রকার সুদৃশ্য লতানিয়া গাছ। (Callicarpa lanceolaria)

কোঁইট্ (দেশজ) কোট, প্রতিজ্ঞা।

কোঁক (কুক্ষিশব্দজ) ১ পার্শ্ব, উদরের একভাগ। ২ বেগ।

কোঁকড় (দেশজ) কুঞ্চিত।

কোঁকড়্সোকঁড় (দেশজ) জড় সড়, গুটিয়ে থাকা।

কোঁকড়ান (দেশজ) কুঞ্চিত, বক্র হওয়া, কুণ্ঠিত।

কোঁকানি (দেশজ) পীড়িতের কাতরতাব্যঞ্জকধ্বনি, কাকু।

কোঁখ (কুক্ষি শব্দজ) পেট।

কোঁচ (দেশজ) ১ মাছ ধরিবার অস্ত্রবিশেষ। ২ জাতি-বিশেষ। [কোচ দেখ।]
"সিঙ্গা ডাকে দ্রুত আয় আর কোঁচ-বধূ।" শিবায়ন ৪২।

কোঁচড় (দেশজ) ক্রোড়দেশস্থ বস্ত্রাংশ।

কোঁচন (দেশজ) ভাঁজকরণ।

কোঁচনী, কোচজাতীয়রমণী।

কোঁচবক (দেশজ) বকজাতিবিশেষ। (Ardea jaculator.)

কোঁচবেহার [কোচবিহার দেখ।]

কোঁচা (দেশজ) বস্ত্রের কুঞ্চিত অগ্রভাগ।

কোঁচিনী (স্ত্রী) কোঁচ-স্ত্রী। "বিকল হইয়া ছুটে সকল কোঁচিনী।" শিরায়ন।

কোঁড় (দেশজ) করীর, বাঁশের নূতন চারা, স্থানভেদে কড়ারি বলে।

কোঁড়ক (দেশজ) অতিচ্ছত্র গাছ, বেঙের ছাতি।

কোঁড়া (কুণ্ডলশব্দের অপভ্রংশ) ১ কুণ্ডল। ২ অলঙ্কারের মধ্যে যে ছিদ্রে সূতা পরাণ হয়।

কোঁতা (দেশজ) কাতর শব্দ।

কোঁৎকা (দেশজ) বড় লাঠি।

কোঁৎ (দেশজ) ১ কাতর শব্দ। ২ বেগ।

"ছড় নাহি গেল শূলে গড় করি হাড়ে।

কর দিয়া কাঁকালে কামিলা কোঁৎ পাড়ে॥" শিবায়ন।

কোঁথা (দেশজ) কোঁতানি, অসুস্থ অবস্থায় কাতর শব্দ।

কোঁথানি (দেশজ) কোঁথা।

কোঁদল (কোন্দল-শব্দজ) কন্দল, ঝগড়া।

কোঁদলীয়া (বি) যে কোঁদল করে, ঝগড়াটে।

কোঁপা (কুম্প শব্দজ) বক্রহস্ত, যাহার হাত বাঁকা।

কোঁয়রকীল (দেশজ) খয়েরের ন্যায় কাল নির্য্যাস।

কোঁস্ত (দেশজ) সম্মার্জ্জনী, ছোটঝাঁটা।

কোআরী, দাক্ষিণাত্যে পূণাজেলার একটী নগর। ইহার নিকট গিরিসঙ্কট আছে। পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে ছিল। যখন বাজিরাও পেশবার সহিত যুদ্ধ হয়, তখন (১৮১৮ খৃঃ ১১ই মার্চ্চ) ইংরাজেরা এই স্থান আক্রমণ করেন। গঙ্গা নামক নিকটস্থ একটী দুর্গের বারুদখানায় অগ্নি লাগায় একটা ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তাহার পর দুর্গস্থ মহারাষ্ট্রসেনাগণ ইংরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে (১৭ই মার্চ্চ) ইংরাজের অধিকৃত হয়।

২ বেহারের সারণ জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা, ইহাকে কল্যাণপুর-কোআরী বলিয়া থাকে। ইহার উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে গোরক্ষপুরজেলা। পূর্ব্বদিকে সিপা পরগণা। হুসেপুর, বড়গাঁও, বাথুয়া ও ভাগিপতি মীরগঞ্জ এই কয়েকটী ইহার প্রধান নগর। হুসেপুরে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মীরগঞ্জে অহিফেণের গুদাম আছে। এক্ষণে ইহা হাতবার মহারাজের জমিদারীর অন্তর্গত।

কোইনা, নদীবিশেষ, সিংহভূম হইতে উৎপন্ন। কোয়েল নদীতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮ ক্রোশ। সারন্দা বিভাগ মধ্যেই ইহার স্রোত প্রবাহিত।

কোইরি, কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। ছোটনাগপুর ও বেহারে এই জাতির বাস। স্থানবিশেষে 'মূরাও' বা 'মূলাও' নামে খ্যাত। কুড়্মিজাতির সহিত ইহাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কোন কোন মানবতত্ত্ববিদের মতে আদিম কোল জাতি হইতে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে এবং বহুদিন হইতে হিন্দুজাতির সংস্রবে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এখন গোঁড়া হিন্দু হইয়া পড়িয়াছে। কোইরিরা নিজে বলিয়া থাকে, 'বিশ্বেশ্বর বারাণসীর উদ্যানরক্ষার্থ ও মূলা চাষ দিবার জন্য এই জাতির সৃষ্টি করেন।' ইহাদের মধ্যে ১৫টী প্রধান শ্রেণী আছে। যথা—বড়্কিডাঙ্গি, ছোট্কিডাঙ্গি, বনপার, জরুহার, কনৌজিয়া, মগহিয়া, তিহুঁতিয়া, চিরমাইৎ, কুমারা, গোইতা, ধার, রেউতিয়া, পৌরিয়া, বরাকর ও পলমোহা। কোইরিরা বলিয়া থাকে, 'আদি কোইরি মহাদেবের ও পার্ব্বতীর পুত্র, যৎকালে তিনি দেবদেবীর আদেশে বাগান রক্ষায় নিযুক্ত হন, সেই সময় নানাজাতীয় রমণী সেই উদ্যানে ফুল তুলিতে যায়, তাহারা নির্জ্জনে কোইরির রূপ দেখিয়া ফুলশরে পীড়িত হয়। কোইরি তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিলে তাহাদের প্রত্যেকের গর্ভে এক একটী সন্তান জন্মে, সেই সন্তান হইতেই শ্রেণীভেদ হইল।'

ছোটনাগপুরের কোইরিগণ কচ্ছপ (কাশ্যপ?) ও নাগ গোত্র বলিয়া কখন কচ্ছপ বা সর্পের হিংসা করে না, বরং ভক্তি করিয়া থাকে।

উপরোক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে বড়্কিডাঙ্গি ভিন্ন অপর সকলে বিধবাবিবাহ দেয়, এই জন্যই বড়্কিডাঙ্গি শ্রেণী কোইরি-সমাজে শ্রেষ্ঠ ও অধিক সম্মানিত।

ইহাদের মধ্যে ১০ বর্ষের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবার রীতি আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সম্পত্তিশালী কোইরিগণ ২।৩ বর্ষ, এমন কি দাঁত উঠিবার পরই কন্যার বিবাহ দেয়।

বিবাহের পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে 'সগুণ্ বান্ধনা' বা বাগ্দান প্রথা প্রচলিত আছে। বরপক্ষীয়গণ বাজনা বাজাইয়া ব্রাহ্মণ ও একখানি কাপড় সঙ্গে লইয়া পাত্রী দেখিতে যায়। পাত্রের গৃহে তাহার আত্মীয় কুটুম্বেরা আসিয়াও মিলিত হয়। বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা উভয়ে এক একখানি নূতন কাপড় ভূমে বিছাইয়া দেয়। তৎপরে ব্রাহ্মণ বরকর্ত্তার নিকট হইতে ধান লইয়া পাত্রীর হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, পাত্রী সেই ধান ভাবী শ্বশুরের পাতিত কাপড়ে ফেলিয়া দেয়। এইরূপে দ্বিতীয়বারে পাত্রীর গৃহ হইতে ধান আনিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে তাহাও পাত্রী পিতার কাপড়ে নিক্ষেপ করে, এইরূপে বর ও কন্যাকর্ত্তা উভয়ে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়। ইহার আটদিন পরে বিবাহ হয়। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাচার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিবাহের সময় বরপক্ষীয়ের কিছু অধিক খরচ করিতে হয় বটে, কিন্তু বর শ্বশুরবাড়ীর মেয়ে মহলে গিয়া নানা অছিলায় তাহার অধিক পোষাইয়া লয়।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বড়্কিডাঙ্গি ভিন্ন অপরশ্রেণীর বিধবারা সাঙ্গা করিতে পারে। এরূপ

বিবাহে ধুমধাম নাই, ইহাতে বিধবারাই যোগ দেয়। এরূপ বিবাহে বিবাহের রাত্রে পুরুষ সেই নূতন সঙ্গিনীকে একখানি নূতন কাপড় দেয় ও সে রাত্রের কন্যার বাটীর লোকের জলপানের খরচও তাহাকে দিতে হয়। সাঙ্গা হইবার পর উপস্থিত বিধবারা "হরিবোল" দিয়া থাকে। সেই রাত্রেই পুনর্ব্বিবাহিতা রমণী আবার নবপতির গৃহে আসে। দেবরের সঙ্গে এরূপ বিবাহ হওয়াই নিয়ম। কিন্তু পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া বিধবা অন্যকেও সাঙ্গা করিতে পারে। মানভূমে এনিয়ম নাই। সেখানে পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া কোন পুরুষ ওরূপ বিধবাকে রক্ষিত বেশ্যার ন্যায় নিজগৃহে রাখিতে পারে।

ইহাদের মধ্যে শৈব ও শাক্তই অধিক, বৈষ্ণব অল্প। মানভূমে বর্ণব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। মরঙ্গবুরু, বড়পাহাড়ী, সোখা, পরমেশ্বরী, মহাবীর ও হনুমান্ ইহাদের প্রধান উপাস্য। প্রত্যেক গৃহে একখণ্ড মাটীর ঢিপির উপর তুলসীমঞ্চ থাকে। ইহারা জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি এবং "কড়ম" ও "জিতাপরব" নামক নীচজাতির উৎসবে যোগ দান করিয়া থাকে। বৃষ্টি না হইলে সকলে মরঙ্গবুরুর পূজা করে।

বেহারের কোইরিগণ অনেকটা উন্নত, মৈথিল ব্রাহ্মণেরা এবং স্থানবিশেষে কনৌজিয়া ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। ইহারা সময়ে সময়ে বন্দি, গোরাইয়া, সোখা, রামঠাকুর, কুর্ল্লাল ও ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার পূজা করে। আরাজেলায় কেহ কেহ পাঁচপীরেরও পূজা দেয়। ইহাদের মধ্যে অতি অল্পলোক কবীরপন্থী, নানকশাহী ও দরিয়াদাস-সম্প্রদায়-ভুক্ত।

প্রসবের পর কোইরি-রমণী ১২ দিন অশুচি থাকে, তৎপরে প্রসূতি হইবার স্নান করিয়া ও গৃহে গোবরজল ছড়া দিয়া শুদ্ধ হয়।

ইহারা দক্ষিণমুখী রাখিয়া শবদাহ করে। ১৩শ দিনে শ্রাদ্ধ হয়। সামাজিক অবস্থা অনেকটা ভাল। ইহারা কুড়মি ও গোয়ালার সমান মর্য্যাদা পায়। ইহাদের জল শুদ্ধ। স্থান বিশেষে ইহাদের আচার ব্যবহার অতি নিকৃষ্ট। চম্পারণ-জেলার কোইরিরা মুর্গী খায়, আবার ভগলপুরজেলায় কেহ কেহ মেটো ইঁদুর খাইতেও আপত্তি করে না।

কুড়মিজাতির ন্যায় কৃষিই ইহাদের উপজীবিকা বটে, কিন্তু ইহারা তামাক, অহিফেণ প্রভৃতি চাষে যেমন দক্ষ, এমন অপর জাতি দেখা যায় না। ইহারা কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিতে চায় না।

ইহারা চাষ, বাজারে ফুলফল ও শাকসব্জী-বিক্রয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

কোইল, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আলিগড় জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ইহার ক্ষেত্রফল ৩৫৬ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশই শস্যশালী। ইহার ভিতর নানাস্থানে গঙ্গার খাল বিস্তার হইয়াছে ও রেল গিয়াছে। প্রধান নগর কোইল। এখানে একটী মিউনিসিপালিটী আছে।

কোইলপটম্‌, মান্দ্রাজ বিভাগের ত্রিনবল্লীজেলার মধ্যে তেঙ্করাই তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা ৮°৩৩´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১০´। লোকসংখ্যা ১১,১৯৭। সমুদ্রতীরে অবস্থিত একটী বন্দরও আছে। লভয় জাতি এখানে নানাবিধ ব্যবসা চালাইয়া থাকে। এখানে লবণ প্রস্তুত হয়। কোরকোই নামকস্থানে পূর্ব্বে বিলক্ষণ বাণিজ্য চলিত। কিন্তু সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় তথাকার সমস্ত বাণিজ্য কোইলপটমে উঠিয়া আসে। এখন কোইলপটমের ভগ্নদশা, এখানকার কারবার তুতকুড়িতে উঠিয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কোপোলো 'কেইল্' নামে এই নগরের উল্লেখ করিয়াছেন।

কোকৎনুর, দক্ষিণদেশে বেলগামের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্রগ্রাম। এমনি নগরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২২৫০। ইহার পূর্ব্বদিকে পাপনাশিনী নদীতীরে যেল্লাম্মা-দেবের মন্দির আছে। পৌষমাসে এখানে একটী বড় মেলা হইয়া থাকে। মেলার সময় চারি পাঁচহাজার লোক সমবেত হয়। এখন এই স্থান শিরশাঙ্গীর দেশাইয়ের অধিকারের অন্তর্গত। এই দেশাইয়ের পূর্ব্বপুরুষ ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম আদিলশাহকে যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম তাঁহাকে কোকৎনুর পরগণা প্রদান করেন।

কোইল্‌বা, (কৈলবা) রাজপুতনার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। সামন্তবীর পুত্রের নামে এই স্থান প্রসিদ্ধ। রাণা উদয়সিংহের রাজত্বকালে দিল্লীশ্বর অকবর চিতোর আক্রমণ করেন। তৎকালে কৈলবার সামন্ত ষোড়শবর্ষীয় পুত্র যে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার শত্রুমিত্র সকলের কাছেই বিস্ময়কর। রাজস্থান-ইতিবৃত্তলেখক মহাত্মা টড লিখিয়াছেন, "যখন সূর্য্যদ্বারে সালুম্ব্রাপতি নিহত হইলেন, তখন সেই দ্বারের রক্ষাভার কৈলবার পুত্রের উপর অর্পিত হইল। তখন তাঁহার বয়স ষোড়শবর্ষ মাত্র। গত সমরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তাঁহার বীরজননী তাঁহারই লালন পালন করিবার জন্য জীবনধারণ করিয়া ছিলেন। বীরজননী পুত্রকে গৈরিকবাস পরাইয়া চিতোরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে নিযুক্ত করেন। পাছে পুত্রবধূর জন্য তনয় ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে, এই জন্য তিনি নববধূকেও রণসাজে সাজাইয়া বরষা হাতে দিয়া দুর্গশৈলে আরোহণ করিলেন।

চিতোরের বীরপুত্রগণ দেখিলেন, সেই বালিকাও চিতোরের জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিল। তখন আর কাহারও জীবনের মায়া রহিল না। সকলে মিলিয়া ভীষণ জহরব্রতের আয়োজন করিলেন। জন্মভূমির জন্ত (পুত্ত ও জয়মলের ন্যায়) সকলে জীবন উৎসর্গ করিলেন। (Tod's Rajasthan, Vol. I p. 327.)

তৎপরে সম্রাট্ অক্‌বর চিতোর জয় করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলে (তিনি শক্র হইলেও) উক্ত বীরবয় পুত্ত ও জয়মলের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া উভয়ের প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া দিল্লীর সিংহদ্বারে স্থাপন করাইয়াছিলেন।

উক্ত ঘটনার প্রায় শতবর্ষ পরে (১৬৬৩ খৃঃ ১ জুলাই) প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী বার্ণিয়ারের দিল্লী-প্রবেশকালে কৈলবার ও মৈরতার সামন্তের মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল।

কোক (পুং স্ত্রী) কোকতে আদত্তে কুক-অচ্। চক্রবাক। "বিরহবিধুরকোকদ্বন্দ্ববন্ধুর্বিঘট্টন্" (সাহিত্যদর্পণ ৮) (পুং) ২ খর্জ্জুর বৃক্ষ, খেজুর গাছ। ৩ ভেক। (মেদিনী) ৪ বিষ্ণু। (ত্রিকাণ্ড) ৫ বৃক, নেক্‌ড়ে বাঘ।

"বনে যূথপরিভ্রষ্টা মৃগী কোকৈরিবার্দ্দিতা।" (রামায়ণ ৬।২৬।৯)
৬ জ্যেষ্ঠী, টিক্‌টিকী।

কোকড় (পুং স্ত্রী) কোকং কোকধ্বনিং লাতি গৃহ্লাতি কোক-লা-ক। লস্য ড়ত্বং। মৃগবিশেষ, চমরমৃগ। ইহার গাত্র ধূম্রবর্ণ, পুচ্ছ চামরের ন্যায় লোমযুক্ত। ইহার মাংসের গুণ—শ্বাস, বায়ু ও কফনাশক এবং পিত্তদাহকারী। (রাজনির্ঘণ্ট) [চমরী দেখ।]

কোকদন্তা (স্ত্রী) হস্তরজক, মেদীপাতা। [নখরঞ্জক দেখ।]

কোকদেব (পুং স্ত্রী) কোকশ্চক্রবাকঃ সইব দীব্যতি, কোক-দিব-অচ্। ১ কপোত, পায়রা। ২ বনকপোত, ঘুঘু। ৩ কোক-শাস্ত্র নামক রতিশাস্ত্রপ্রণেতা।

কোকনদ (ক্লী) কোকান্ চক্রবাকান্ নদতি আত্মবিকাসেন কোক-নদ অচ্ অন্তর্ভূত ণিজর্থঃ। ১ রক্ত কুমুদ, রাঙ্গাসুঁদী। ২ রক্তপদ্ম।

"তবলোচনং ধারয়তি কোকনদরূপম্।" (গীতগোবিন্দ ১০।৫)

কোকনদচ্ছবি (পুং) কোকনদস্য রক্তোৎপলস্য ছবিরিব ছবির্দীপ্তির্যস্য। ১ রক্তবর্ণ। (ত্রি) ২ রক্তবর্ণবিশিষ্ট।

কোকনাদ, অনেকে বলেন কাকি-নাদ (কাকের শব্দ বা কাকের দেশ এই অর্থে ইহার নামকরণ হইয়াছে।) মান্দ্রাজ প্রদেশের গোদাবরী জেলায় অন্তর্গত একটী নগর ও বন্দর। অক্ষা° ১৬°৫৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৮২°১৩´ পূঃ। গোদাবরী জেলার ইহাই প্রধান নগর। এখানে মাজিষ্ট্রেটের আদালত, জেল, ডাকঘর, টেলিগ্রাফের আফিস ও বিদ্যালয় আছে। বন্দর বলিয়া এখানে গবর্ণমেণ্টের সামুদ্রিক শুল্ক আদায়ের কার্য্যালয় আছে। জগন্নাথপুর নামক গ্রাম পূর্ব্বে ওলন্দাজদিগের অধিকারে ছিল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজদিগকে অর্পিত হয়। এখন ইহা কোকনাদ মিউনিসিপালিটীর অধিকারভুক্ত হইয়াছে। তুলা, চাউল, চিনি, তিসি ইত্যাদি এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। আমদানীর মধ্যে লোহ, তাম্র, খলি ও মদ্য প্রধান। ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি নানাজাতি এখানে ব্যবসা করেন। জাহাজে থাকিবার পক্ষে ইহার নিকটস্থ সমুদ্রভাগ বড় উপযোগী ও নিরাপদ। তবে ইহার জল ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এখানে সমুদ্রকূলে একটী আলোকগৃহ প্রস্তুত হয়। কিন্তু মধ্যে চড়া পড়িয়া যাওয়ায় তাহাতে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না দেখিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আবার একটী প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে ৪০।৪৪টী গৃহ আছে, জগন্নাথপুর লইয়া ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার হইবে। তন্মধ্যে হিন্দুই অধিক। কোকনাদ কলিকাতা হইতে ২৭৩ ক্রোশ দক্ষিণে ও মান্দ্রাজ হইতে ১৫৭ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

কোকলহাট, গয়াজেলার অন্তর্গত সাকরি নামক উপত্যকার নিকট একটী জলপ্রপাত। ৬০ হাত উপর হইতে জলরাশি নিম্নে পতিত হওয়ায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। মাঘ মাসে এখানে একটী বড় মেলা হয়।

কোকবন্ধু (পুং) কোকয়োর্বন্ধুর্দুঃখনাশকঃ মেলনহেতুত্বাৎ ৬তৎ। সূর্য্য।

কোকযাতু (পুং) কোকৈঃ পরিকরভূতৈ র্যাতয়তি, হিনস্তি যাতি গচ্ছতি, কোকরূপী যাতি বা কোক যা বাহুলকাৎ তুক্। রাক্ষসবিশেষ, যাহারা চক্রবাক্ বেষ্টিত হইয়া গমন করে—কিম্বা হিংসা করে অথবা যাহারা চক্রবাকের রূপধারণ করিয়া হিংসা করে।

"উলূকযাতুং শুশুলূকযাতুং জহিশ্বযাতু মুতকোকযাতুং।" (ঋক্ ৭।১০৪।২২) 'কোকযাতুং কোকশ্চক্রবাকস্তদ্রূপেন বর্ত্তমানং রাক্ষসং' সায়ণ।

কোকরক (পুং) দেশভেদ।

"বক্রাঃ কোকরকাঃ প্রোষ্ঠাঃ সমবেগবশাস্তথা" ভারত ৬।৯ অঃ।

কোকরন্দা, কুকুরশোঁকা।

কোকল (কোকিল শব্দজ) কোকিল।

কোকলা (দেশজ) একজাতীয় ঘুঘু।

কোকবরাদী (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষ। (Salvia parviflora.)

কোকবাচ (পুং স্ত্রী) কোকস্য বাচেব বাচা বাক্ রবো যস্য। কোকড় মৃগ, কহুওার।

কোকশিম (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষ, কুকুরে ইহার গন্ধ লইতে ভালবাসে। [কুকৃশিম দেখ।]

কোকসম্ভব, অমরুশতকের একজন টীকাকার।

কোকাগ্র (পুং) কোকঃ মঞ্জরী বৃক্ষঃ তদ্বদগ্রমস্য। বহুব্রী। সমষ্ঠিল বৃক্ষ। (রাজনি°) হিন্দীভাষায় কোঁকুয়া বলে।

কোকামুখ (ক্লী) ভারতপ্রসিদ্ধ তীর্থবিশেষ।

"কোকামুখমুপস্পৃশ্য ব্রহ্মচারী যত ব্রতঃ।
জাতিস্মরত্বমাপ্নোতি দৃষ্টমেতৎ পুরাতনৈঃ॥" (ভারত ৩।৮৪ অঃ)

ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রত অবলম্বন করিয়া কোকামুখতীর্থে স্নান করিলে জাতিস্মর হয়।

কোকাহ (পুং) কোকইব আহন্তি আ-হন-ড। শ্বেতবর্ণ ঘোটক। (হেমচন্দ্র)।

কোকিল (পুং স্ত্রী) কুক-আদানে ইলচ্ (সলিকল্যনিমহি-ভড়িভণ্ডিশণ্ডিপিণ্ডিতুণ্ডিকুকিভূভ্যইলচ্। উণ্ ১।৫৫) স্বনামখ্যাত পক্ষী, পিক।

"ভাস্করোদয়কালোঽয়ং গতা ভগবতী নিশা।
অসৌ স কৃষ্ণবিগহঃ কোকিলস্তাত! কূজতি।"
(রামায়ণ ২।৫২।২)

পর্য্যায়—বনপ্রিয়, পরভৃত, পিক, পরপুষ্ট, কাল, বসন্তদূত, তাম্রাক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মধুগায়ন, বাসন্ত, কলকণ্ঠ, কামান্ধ, কাকলীরব, কুহুরব, অন্যপুষ্ট, মত্ত, মদনপাঠক, কাকপুচ্ছ, কলঘোষ, অলিম্বক, কামজাল, পঞ্চমাস্য, মধুস্বর, কুহূকণ্ঠ, ঘোষয়িত্নু, কলধ্বনি, গাতু, অলিমক, অলিপক, অন্যভৃত, অচলদ্বিট্, মধুবন, কামতাল, কুহূমুখ, মধুকণ্ঠ,কাক-পুষ্ট, ধ্বাঙ্ক্ষপুষ্ট, মধুঘোষ, বসন্ত। হিন্দিতে "কোইল" তৈলঙ্গ "কোকিলপিকা", তামিল "কৌড়িচোয়া" ও ব্রজবুলিতে "কোহেলা" বলিয়া থাকে। (Eudynamys Orientalis) ইংরাজীতে (Cuckoo) কক্কু কহে। ইহার ডাক হইতেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। কোকিলের কু-উ স্বরকে বঙ্গভাষায় কুহুরব বলিয়া থাকে। হিন্দুস্থানীরা এই স্বর কু-ইল বলিয়া বুঝেন। কেহ কেহ বলেন কুহুস্বর ব্যতীত "হো হুই হো" বা "হো ই ও" এইরূপ একটী ডাক আছে। কোকিলের কুহুস্বর লইয়া অনেক কবিতা রচিত হইয়াছে। যুরোপের কক্কু ও ভারতের কোকিল প্রায় একজাতীয়। কক্কু অন্যপক্ষীর বাসায় নিজের ডিম পাড়িয়া আসে। এদেশের কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। ছাতারিয়ার বাসায়ও কোকিলকে ডিম পাড়িতে দেখা যায়। অপরে উহাদের বৎসগুলি প্রতিপালন করে বলিয়া সংস্কৃতে উহাদের নাম পরভৃত বা অন্যপুষ্ট হইয়াছে। এসিয়াখণ্ডে ভারত, সিংহল, মলয় ও চীনে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তকালে কোকিলের ডাক শুনা যায়। এই জন্য ইহাকে বসন্তের সহচর বলে। এদেশে শস্য সংগ্রহ হইয়া গেলে কোকিলের ডাক আরম্ভ হয়। এই জন্যই হিন্দুস্থানে প্রবাদ আছে "কোইল কেলি সিবন্দী দোলী।" শস্য সংগ্রহ হইবার সময় বিবাদ বিসম্বাদ নিবারণের জন্যই হউক বা রাজার খাজনা আদায়ের জন্যই হউক সিপাহীরা উপস্থিত থাকে। প্রবাদের অর্থ কোকিল ডাকিলেই সিপাহীরা চলিয়া যায়। যুরোপেও কক্কু না ডাকিলে আঙ্গুর পাড়া হইত না। ইংলণ্ডে এখনও কক্কুর প্রথম ডাক শুনিলে মজুরেরা একদিন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া 'কক্কু এল' নামক মদ্য পান করে। এখনও অনেকের সংস্কার যে কোকিল ডাকিবার সময় হাতে পয়সা থাকা ভাল নয়। বর্ষাকালে কোকিলের গলা ভাঙ্গিয়া যায় অর্থাৎ বিকৃত হয়। কোকিল দেখিতে কাল, ময়নার মত। কাক অপেক্ষা আকৃতিতে ছোট, চক্ষু রক্তবর্ণ। কক্কু বা কোকিলের আরও ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। যথা—Cuculus Canorus বা যুরোপের কক্কু, Cuculus Himalayanus বা হিমালয়ের কোকিল, Cuculus poliocephalus বা ছোট কোকিল, Coculus Sonneratii বা পাটল রেখাযুক্ত কোকিল, Coculus micropterus বা ভারতীয় কোকিল, Coculus striatus বা পাহাড়ীয়া কোকিল, Hierococcyx varius or Nisicolor or Sparverioides বা রাজকোকিল, Polyphasia nigra বা শোকোদ্দীপক কোকিল ইত্যাদি।

কোকিলের মাংসের গুণ—শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক ও পিত্তনাশক। (হারীত ১।১১) (পুং) ২ জ্বলন্ত অঙ্গার। (পুং) ৩ একপ্রকার ইন্দুর। ইহার বিষে শরীরে উগ্রগ্রন্থি জন্মে এবং অতিশয় জ্বর ও দাহ হয়। ভেক ও নীলবৃক্ষের কাথে ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ইহার প্রতীকার হয়। (সুশ্রুত কল্পস্থান) ৪ ছন্দোবিশেষ।

কোকিলক (ক্লী) কোকিল-সংজ্ঞার্থে কন্। জ্বলন্ত অঙ্গার।

কোকিলনয়ন (পুং) কোকিলস্য নয়নমিব রক্তপুষ্পমস্য বহুব্রী। কোকিলাক্ষবৃক্ষ, কুলেকাঁটা, স্থলবিশেষে তালমাখনা।

কোকিলা, রসালু নামক রাজার মহিষী। রাবলপিণ্ডীর পাঁচক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে খয়ের-মূর্ত্তি নামক স্থানে রসালু থাকিতেন। অনুমান খৃষ্টীয় শতাব্দীর দুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রাজত্ব করিতেন। সেই সময় পঞ্জাবের আটক নামক স্থানের নিকট খইরাবাদে হুদি বা উদি নামক এক রাজা ছিলেন। রসালু যখন বাসস্থান ছাড়িয়া জুলনা-কোঙ্কণে অবস্থান করেন, তখন রাজা হুদি তাহার পত্নী রাণী কোকি

লার প্রণয়ে আসক্ত হন। তিনি খয়েরমূর্ত্তির ভবনে গিয়া রাণী কোকিলার সহিত প্রেমালাপ করেন। কথিত আছে, রাণীর একটী শুকপাখী ছিল। সে রাণীর এইরূপ অসদাচরণ দেখিয়া অনেক নিবারণ করিল। রাণী তাহার কথা শুনিলেন না দেখিয়া পাখী বলিল, "আমাকে ছাড়িয়া দাও।" রাণী ছাড়িয়া দিলেন। পাখী বাহির হইয়া জুলনা-কোঙ্কণে গিয়া প্রত্যুষে রসালুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, "তোমার বাটীতে চোর আসিয়াছে।" রসালু পাখীর কথা শুনিয়া সত্বর বাটীতে আসিলেন। এখানে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া রাণী কোকিলাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরিত্যক্ত কোকিলা পরে অপর একজনের প্রেমে আসক্তা হন। তাহার ফলে তেউ, ঘেউ, সেউ নামক তিনটী সন্তান হয়। অনেকে অনুমান করেন এই তিন জন হইতেই তুবান, ঘেবি ও স্থাল জাতি উদ্ভূত হইয়াছে। (Cunningham's Arch Sur. Reports, Vol. V.)

কোকিলাক্ষ (পুং) কোকিলস্যাক্ষীব পুষ্পমস্য বহুব্রী কোকিলাক্ষি-সমাসে টচ্। (অক্ষোঽদর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬) ১ কৃষ্ণেক্ষু, কাজলী আক্। (রাজনি°) ২ কণ্টকযুক্ত নীল পুষ্পবিশেষ। বঙ্গভাষায়, কুলিয়াখাড়া, কুলেকাঁটা, কুলক, শূলমর্দ্দন প্রভৃতি, হিন্দীতে তালমাখনা বলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—ইক্ষুগন্ধা, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুর, শৃগালী, শৃঙ্খলী, শৃরক, শৃগালঘণ্টী, বজ্রাস্থি, শৃঙ্খলা, বজ্রকণ্টক, ইক্ষুরক, বজ্র, শৃঙ্খলীকা, পিকেক্ষণা, পিচ্ছিলা। (রাজনির্ঘণ্ট) শ্বেত কোকিলাক্ষের সংস্কৃত পর্য্যায়—বীরতরু, ত্রিক্ষুর, ক্ষুরক, শুক্লপুষ্প, কুলাহক। রক্তকোকিলাক্ষের সংস্কৃত পর্য্যায়—ছত্রক, অতিচ্ছত্র। ইহার গুণ—আমবাত ও বাতরক্তরোগনাশক। (রাজবল্লভ।) মধুর, শীত, পিত্ত ও অতীসারনাশক, শুক্র, কফ ও বলবৃদ্ধিকারক এবং রুচিকর। (রাজনির্ঘণ্ট)

কোকিলাক্ষক (পুং) কোকিলাক্ষ-স্বার্থে কন্। কোকিলাক্ষ বৃক্ষ। (অমরটীকা স্বামী)

"কোকিলাক্ষকনির্য্যূহঃ পীতস্তচ্ছাকভোজিনা।
কৃপাভ্যাস ইব ক্রোধং বাতরক্তং নিয়চ্ছতি॥"

(বাভট চিকিৎসাস্থান ২২ অঃ)

কোকিলাবাস (পুং) কোকিলস্য আবাসঃ ৬তৎ। আম্রবৃক্ষ।

কোকিলাসন (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত আসনবিশেষ। বায়ু সঞ্চার নিরোধ করিয়া হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধ করিবে। তাহার অগ্রে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় বদ্ধ করিয়া স্থির চিত্তে উপবেশন করিবে, পদ্মাসন করিয়া জানুর উপরে অবস্থিতি করিতে হয়। ইহাকে কোকিলাসন বলে। [আসন দেখ।]

কোকিলেক্ষু (পুং) কোকিলইব ইক্ষুঃ কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ। কৃষ্ণেক্ষু, কাজলি আক্।

কোকিলেষ্টা (স্ত্রী) মহাজম্বু, বড় জাম।

কোকিলোৎসব (পুং) কোকিলানামুৎসবোঽত্র বহুব্রী। আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°)

কোকুয়াখণ্ড, উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক জেলার একটী পরগণা। ইহার ক্ষেত্রফল ২০৬ বর্গ মাইল মাত্র। টাঙ্গি ও হরিঘণ্টা ইহার প্রধান নগর।

কোকুর, কাশ্মীর রাজ্যে একটী প্রস্রবণ। পীরপঞ্জাল পর্ব্বতের উত্তরদিকের নিম্নভাগে অক্ষা° ৩৩°৩০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫°১৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। প্রস্রবণ ছয় মুখে বাহির হইয়া একটী ছোট নদীর আকারে বহিয়া অবশেষে বারেং নদীতে মিলিত হইয়াছে। এই প্রস্রবণের জল বড়ই স্বাস্থ্যকর।

কোকোয়াবাঁশ (দেশজ) একপ্রকার বাঁশ।

কোক্কিলি—কলিঙ্গদেশের চালুক্যবংশীয় একজন রাজা। রাজমহেন্দ্রীতে ইহার রাজধানী ছিল। ইনি ৬ মাসমাত্র রাজত্ব করেন।

কোঞা (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষের নাম।

কোঙ্ক (পুং) [বহু] জনপদবিশেষ।

"চংক্রমাণং কোঙ্কবেঙ্কটকান্" (ভাগবত ৫।৬।৮।)

কোঙ্কণ (পুং) [বহু] জনপদবিশেষ, কোকণ। কূর্ম্মবিভাগে দক্ষিণদিকে এই দেশ নিরূপিত হইয়াছে। "শিবিকাকর্ণিকারকোঙ্কণাভীরাঃ" (বৃহৎসং ১৪ অঃ)

"অথাপরে জনপদা দক্ষিণা ভরতর্ষভ।
কৌকুট্টকা স্তথাচোলাঃ কোঙ্কণা মলবানরাঃ।" (ভারত ৬।৯।৫৯)

পূর্ব্বকালে ইহা একটী বিস্তৃত জনপদ বলিয়া গণ্য হইত।

"কেরলাশ্চ তুলম্বাশ্চ তথা সৌরাষ্ট্রবাসিনঃ।
কোঙ্কণাঃ করহাটাশ্চ করণাটাশ্চ বর্ব্বরাঃ।
ইত্যেতে সপ্তদেশা বৈ কোঙ্কণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

সহ্যাদ্রিখণ্ডে উত্তরার্দ্ধে ৬। ৪৮।

কেরল, তুলব, সৌরাষ্ট্র, কোঙ্কণ, করহাট, কর্ণাট ও বর্ব্বর এই সাতটীই কোঙ্কণ নামে অভিহিত। ইহার অপর নাম সপ্তকোঙ্কণ।

"সহ্যাদ্রি মস্তকে ভাগে যোজনং বৈ চতুর্ভবেৎ।
যোজনং শতবিস্তীর্ণং কোঙ্কণমিতি নামতঃ।
দেশশ্চ কেবলং নষ্টং চাণ্ডালং জনসেবিতম্॥" ২।২।১৮।

সহ্যাদ্রির শিখরদেশে ১০৪ যোজন বিস্তৃত কোঙ্কণ নামক দেশ, এই দেশে কেবল নষ্ট চাণ্ডাল জাতি বাস করে।

[কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ দেখ।]

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে লিখিত আছে—

"অথাত্যজং সমারভ্য কোটিদেশস্ত মধ্যগে।

সমুদ্রপ্রান্তদেশো হি কোঙ্কণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

অন্ত্যজ হইতে কোটিদেশের মধ্যে সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তী জনপদ কোঙ্কণ নামে অভিহিত।

দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। আরব সাগর ও পশ্চিমঘাটনামক পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তর্গত ভূভাগ এই নামে অভিহিত। অধিবাসীরা ইহাকে 'কোকণ' বলিয়া থাকে। সাধারণতঃ সমুদ্রতটের এই প্রদেশে দক্ষিণপশ্চিম হইতে বায়ু আসিয়া জলবৃষ্টি আনয়ন করে। যতটুকু স্থানে এইরূপ হয়, তাহাকেই কোকণ বলিয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী যে স্থানে তাহা হয় না, তাহাকে অধিবাসীরা 'দেশ' বলিয়া অভিহিত করে।

কোঙ্কণ প্রদেশ পশ্চিমঘাট (সহ্যাদ্রি) শ্রেণী হইতে ক্রমে ঢালু হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার ভিতর দিয়া কএকটী সামান্য সামান্য নদীও প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক বন্দর আছে, একস্থলে এত বন্দর আর কোথাও নাই। উপকূল উচ্চ ও সরলরেখার মত বলিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। ইহাতে অধিবাসীদিগের জাহাজ লুট করিবার বিশেষ সুবিধা হইত। এখানে প্রতিদিন দুইপ্রকার বায়ু বহে, প্রাচ্যবায়ু ভূভাগ হইতে সমুদ্রের দিকে ও পাশ্চাত্য বায়ু সমুদ্রের দিক্ হইতে ভূমির দিকে চলাচল হইতে থাকে। প্রাচ্য বায়ুর বেগ সমুদ্রে ২০ ক্রোশ পর্য্যন্ত অনুভূত হয়।

কোঙ্কণের দৈর্ঘ্য ১১০ ক্রোশ, প্রস্থ ১৭।১৮ ক্রোশ হইবে। অধিকাংশই পার্ব্বত্য। মধ্যে মধ্যে জঙ্গলও দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতগুলি প্রায় ১৩৩২ হাত হইতে ২৬৬৬ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ। গিরিপথগুলি দুরারোহ, শকটাদি তাহাতে গমন করিতে পারে না। অধিত্যকা-ভূমির স্থানে স্থানে পাহাড়ের শাখা বাহির হইয়া আসিয়াছে।

এখন কোঙ্কণপ্রদেশ দুইভাগে বিভক্ত। একভাগকে উত্তর কোঙ্কণ ও অপরকে দক্ষিণ কোঙ্কণ বলিয়া থাকে। উভয়ই বিজয়পুরির অন্তর্গত ছিল। এখানে সকলপ্রকার শস্য জন্মে। তন্মধ্যে পাট ও নারিকেল অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এখানকার লোকেরা জাহাজ লুট করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অষ্টাদশ শতাব্দিতেও যে সকল জাহাজ ঐ পথে আসিত, তাহাদিগকে কিছু কর দিয়া ছাড় লইতে হইত। না দিলেই জাহাজ লুট হইত। কোঙ্কণের অধিকাংশই আংগ্রিয়া বংশের অধিকারে ছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব ও ওয়াটসন্ সাহেব আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। তাহার পর ইহার অধিকাংশ মহারাষ্ট্রপতি পেশবা অধিকার করিয়া লন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ইংরাজের অধিকারে আইসে। ইংরাজেরাই ইহাকে উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত করেন। উত্তরভাগে পাহাড়ের উপর অনেকগুলি দুর্গ আছে। তন্মধ্যে বেসিন, আরনালা, কেলবি মহিম, সিরিগম, ভইরাপুর, চিওচন, ধনু ও ওমরগাঁ প্রধান। গম্ভীরগড়, সেগওয়াত, আসিবা, ভূপতগড় ও পুরভুল নামক গিরিশৃঙ্গে যে সকল দুর্গ ছিল, সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। পূর্ব্বে গোতোরা, ভুকমুক, গোজ, বিকটগড় বা পাইব মহলি, মল্লংগড় ও অসুরিনামক কএকটী দুর্গ মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। ইংরাজেরা অকর্ম্মণ্য বলিয়া দুর্গের অনেকগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। সীমান্তপ্রদেশে সহ্যাদ্রির উপর বইরামগড়, গোরক্ষগড়, কোতলগড়, সিধগড় নামক কয়েকটী দুর্গ আছে। দুরারোহ বলিয়া এইগুলিতে আরোহণ করিবার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইংরাজের আমলে কানাড়া, রত্নগিরি, কোলাবা, বোম্বাই ও থানা বিভাগ ইহার অন্তর্গত হইয়াছে। এখন কোঙ্কণের সীমা এইরূপ—উত্তরদিকে গুজরাট, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে মান্দ্রাজ-প্রদেশ, পশ্চিমে সাগর।

কোঙ্কণক (পুং) [বহু] কোঙ্কণ স্বার্থে কন্। কোঙ্কণ জনপদ।

"কুণ্ডলাংশ্চ তথা বঙ্গান্ শাবান্ কোঙ্কণকাংস্তথা।"

হরিবংশ ১৪ অঃ।

কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ শ্রেণীবিশেষ। চিৎপাবন নামে খ্যাত। মরাঠী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইহারাই প্রধান। মহারাষ্ট্ররাজ পেশবা এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁহার অভ্যুদয়ে এই জাতিও প্রবল হইয়া উঠে। কোঙ্কণ ও পুণাজেলায় ইহাদের প্রধানতঃ বাস। পেশবার অধিকার-কালে ইহারা ভারতের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। মহারাষ্ট্রে স্থানবিশেষে চিৎপাবন, চিৎপোল ও চিপলুনা নামে অভিহিত।

চিৎপাবন বা চিৎপোল নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে সহ্যাদ্রি-খণ্ডে লিখিত আছে—

'ইহার পর শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞোপলক্ষে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের নিমন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু কেহই আসিলেন না দেখিয়া ভার্গব মনে মনে চটিয়া গেলেন, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আমি নূতন ক্ষেত্রটী নির্ম্মাণ করিয়াছি, আমি একজন নূতন কর্ত্তা, ব্রাহ্মণগণের না আসিবার কারণ কি? তাহাদের উদ্দেশ্যই বা কি? যাহা হউক আমি নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিব।"

ভার্গব মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া পরদিন স্নান করিতে সাগরে গমন করিলেন। তথায় চিতাস্থানে হঠাৎ কতকগুলি লোক আসিতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাদের জাতি ধর্ম্ম ও বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার জিজ্ঞাসার বিশেষ কারণ আছে ইহাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। কৈবর্ত্তগণ বলিল, "রাম! তুমি আমাদের জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমারা জাতিতে কৈবর্ত্ত, সিন্ধুতীরে আমাদের বাসস্থান, ব্যাধের ন্যায় হিংসাই আমাদের ধর্ম্ম।" পরশুরাম তাহাদের ৬০ কুলের বিবরণ শুনিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিলেন। সকল কুলই পবিত্র হইল। তাহারা চিতাস্থানে পবিত্র হইল বলিয়া তাহাদের চিত্তপাবন নাম হইল। পরশুরাম তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি বিশেষ উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে ব্রাহ্মণ করিলাম। যখন ডাকিবে, তখনই আমার দেখা পাইবে।" রাম নূতন ব্রাহ্মণগণকে আপনার ভবনে লইয়া আসিয়া তাহাদের গোত্রভেদ করিয়াছিলেন। সর্ব্বসমেত তাহাদের মধ্যে ১৪টী গোত্র হইল। ইহারা সকলেই গৌর বর্ণ ও সুশ্রী। বহুদিন পরে পরশুরামের পরীক্ষার জন্য তাহারা তাঁহার স্মরণ করিল। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে রাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, কোন কার্য্য নাই, তথাপি তাঁহাকে ডাকা হইয়াছে। জগদ্‌গুরু পরশুরামের রাগ হইল। তিনি তাহাদিগকে শাপ দিলেন। সেই শাপে চিত্তপাবন ব্রাহ্মণেরা কুৎসিত ও দরিদ্র হইল। সহ্যাদ্রির তলে চিত্তপোলন নামক গ্রামে চিত্তপাবন ব্রাহ্মণগণ স্থাপিত হইল (১)।

কিন্তু কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা নিজে বলিয়া থাকেন যে তাহাদের চিত্ত পবিত্র ও তাহারা পরের চিত্ত পবিত্র করেন বলিয়া তাঁহাদের "চিৎপাবন" নাম হইয়াছে। সহ্যাদ্রিখণ্ডের অপর স্থানে এই ব্রাহ্মণশ্রেণী চিত্তপুণ্যাত্মা নামেও বর্ণিত হইয়াছেন (২)। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে পেশবা বালাজী বিশ্বনাথের অভ্যুদয়ে ইহারা কোঙ্কণস্থ বা সপ্তকোঙ্কণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হন। ইহারা পরশুরাম-শৈলের নিকটস্থ চিপ্লুন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত পরশুরামের মূর্ত্তি পূজা করেন, এইজন্য এবং পূর্ব্বোক্ত প্রবাদের উপর বিশ্বাস করিয়া অনেকে এই ব্রাহ্মণ-শ্রেণীকে পরশুরামের সৃষ্টি বলিয়া থাকেন।* আবার চিৎপাবনেরা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত অম্বা যোগাই নামক স্থান হইতে পুণা জেলায় আগমন করেন। তাঁহারা পূর্ব্বে দেশস্থ-ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরশুরাম যে চৌদ্দজন ব্রাহ্মণকে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আনয়ন করেন, তন্মধ্যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষও একজন। কাহারও মতে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভগ্নতরী হইয়া সমুদ্রস্রোতে ভাসিয়া কোঙ্কণে আসিয়া

(১) "স্নানার্থং চৈব যজ্ঞার্থং মন্ত্রিতাঃ সর্ব্বব্রাহ্মণাঃ।
নাগতা যদা সর্ব্বে কুদ্ধোঽভূদ্ভার্গবো মুনিঃ। ৩১।
ময়া নূতনকর্ত্রা বৈ ক্ষেত্রং নূতননির্ম্মিতম্।
নাগতা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে কারণং কিং প্রয়োজনম্। ৩২
ব্রাহ্মণা নূতনাঃ কার্য্যা এবং চিত্তানমুগ্রহম্।
সূর্য্যোদয়ে তু স্নানার্থং গতঃ সাগরদর্শনে। ৩৩
চিতাস্থানে তু সহসা হ্যাগতাংশ্চ দদর্শ সঃ।
কা জাতিঃ কশ্চ ধর্ম্মশ্চ ক স্থানে চৈব বাসনম্। ৩৪
কথয়ধ্বং চ সংপ্রাপ্য কারণং তস্য বিদ্যতে।
কৈবর্ত্তকা উচুঃ
জাতিং পৃচ্ছসি হে রাম! জাতিঃ কৈবর্ত্তকীতি চ। ৩৫
সিন্ধুতীরে কৃতো বাসো ব্যাধধর্ম্মবিশারদাঃ।
তেষাং ষষ্টি কুলং জ্ঞাত্বা পবিত্রমকরোত্তদা। ৩৬
ব্রাহ্মণাশ্চ ততো দত্বা সর্ব্ববিদ্যাহলক্ষণম্।
চিতাস্থানে পবিত্রত্বাচ্চিত্তপাবনসংজ্ঞকাঃ। ৩৭
সর্ব্বকালে স্মরধ্বেবং কার্য্যার্থে চাগতোঽস্ম্যহম্।
এবং হি চাশিষস্তেষাং দত্বা তু ভার্গবো মুনিঃ। ৩৮
আনীতা আলয়ে শ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ প্রভুঃ।
এবং চ নূতনান্ বিপ্রান্ দদ্যাদ্গোত্রানি নামতঃ। ৩৯
চতুর্দ্দশগোত্রকুলাঃ স্থাপিতাশ্চাতুরঙ্গকে।
সর্ব্বে চ গৌরবর্ণাশ্চ সুনেত্রাশ্চ সুদর্শনাঃ। ৪০
সর্ব্ববিদ্যাসুকুলাশ্চ ভার্গবস্য প্রসাদতঃ।
গতা বহুদিনা দেবি! স্বকার্য্যাকৃতবান্ স্থিতঃ। ৪১
কুচোদ্যং চৈবমাদায় স্বামিবুদ্ধিপরীক্ষণাৎ।
অকার্য্যং কুরুতে কার্য্যং স্মরতে ভার্গবং মুনিম্। ৪২
আগতস্তৎক্ষণাদেব পূর্ব্বোক্তস্য চ কারণাৎ।
তত্রৈব দৃশ্যতে কৃত্যং ক্রোধিতশ্চ জগদ্গুরুঃ। ৪৩
শাপিতাস্তেন যে বিপ্রা নিন্দ্যাশ্চৈব কুচিৎসকাঃ।
শাপং চ প্রাপ্য তে তস্য কুৎসিতাশ্চ দরিদ্রিণঃ। ৪৪
সেবা সর্ব্বত্র কর্ত্তার ইদং নিশ্চয়ভাষণম্।
ইতিহাসকথা দেবি তবাগ্রে কথিতা ময়া। ৪৫
চিৎপাবনস্য চোৎপত্তিরিদং চৈব তু কারণম্।
সহ্যাদ্রেশ্চ তলে গ্রামশ্চিত্তপোলন নামতঃ।" ৫৩
সহ্যাদ্রিখণ্ড—উত্তরার্দ্ধে ১ম অঃ।

(২) "করহাট-মহারাষ্ট্র-তৈলঙ্গানাং দ্বিজন্মনাম্।
গুর্জ্জরাণাং কান্যকুব্জচিত্তপুণ্যাত্মনাং তথা।" উত্তরার্দ্ধে ৬।৫৩।

* Asiatic Researches, Vol. IX. 239; Taylor's Oriental Manuscripts, III. 705; Moor's Hindu Pantheon, 351; Grant Duff's Marathas, Vol. 1.; Wilk's History of the South of India, Vol. 1 P.157-158; Ancient Remains of Western India, 12; Burtons Goa and the Blue Mountains, 14-15; Journal of the Royal Asiatic Society, Bombay, XVII. 374; Bombay Gazetteer, Vol. XVIII. Pt I; Sherring's Tribes and Castes.

পড়েন। অনেকেই বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণবীয় পেশবায় অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণের অবস্থা বড় ভাল ছিলনা, অনেকেই ইহাদিগকে শূদ্রবৎ ঘৃণা করিত। আবার কেহ কেহ ইহাদের শ্বেতবর্ণ, কটা চক্ষু ও সুন্দর আকৃতি দেখিয়া ভগবতরীর প্রবাদের উপর বিশ্বাস করিয়া বলেন যে ইহারা পারসিক সন্তান, খোস্‌রু পারবিজের বংশে জন্ম। সহ্যাদ্রিখণ্ডের মতে, কোঙ্কণজ ব্রাহ্মণ চাণ্ডালসেবিত দুষ্টদেশসমুদ্ভব, আচার-হীন, সর্ব্বকার্য্যে বর্জ্জনীয় ও দুর্জ্জন (১)।

যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের অবস্থা অনেক উন্নত। ইহারা বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, মেধাবী, দূরদর্শী, চতুর, স্বার্থপর, আত্মাভিমানী এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে বিশেষ পটু। মহাধনবান্ হইতে ভিক্ষুজীবী নিতান্ত দরিদ্র পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে আছে।

কেহ ঋগ্বেদের শাকলশাখাভুক্ত ও কেহ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী। ঋগ্বেদীরা আশ্বলায়নসূত্র অনুসারে এবং কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীরা হিরণ্যকেশীর সূত্র-অনুসারে শ্রৌত ও গৃহ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অত্রি, কপি, কাশ্যপ, কৌণ্ডিন্য, কৌশিক, গর্গ, জামদগ্ন্য, নিত্যুন্দন, ভরদ্বাজ, বৎস, বাভ্রব্য, বাসিষ্ঠ, বিষ্ণুবৃদ্ধ ও শাণ্ডিল্য গোত্র আছে।

উপাধি—অভ্যঙ্কর, আগাশী, আঠবলে, বাল, বাপৎ, ভাগবত, ভাট, ভাবে, ভিদে, চিতলে, দাম্‌লে, ডুগ্‌লে, গাদ-গিল্, গদ্রে, যোগ, জোষী, কর্বে, কুণ্ঠে, লেলে, লিময়ে, লোক্ষে, মেহেন্দলে, মোদক, নেনে, ওক, পট্টবর্দ্ধন, ফদ্‌কে, রাণদে, সাঠে, ব্যাস ইত্যাদি। স্বগোত্রে বা একপ্রবরে বিবাহ হয় না। ইহাদের আচার ব্যবহারাদি দেশস্থ ব্রাহ্মণ হইতে অনেক ভিন্ন। ইহাদের মাতৃভাষা কোঙ্কণী ও মরাঠী, তবে স্থানভেদে কেহ কেহ কানাড়ী বা তৈলঙ্গী ভাষাতেও কথা কয়।

কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ ভিন্ন মাংস খায়না, অধি-কাংশলোকেই নিরামিষভোজী। ইহাদের মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ইংরাজী সভ্যতাগুণে এখন বড় লোকের ভিতর অনেকেই মদ খাইতে শিখিয়াছেন। ইহারা ভাত ডাল খান। ঘোল খাইতে বড় ভালবাসেন, ঘোল না হইলে একপ্রকার চলে না। সন্ধ্যা আহ্নিক ও শয়নকালে অধিকাংশ লোকে চেলী বা তসর কাপড় ব্যবহার করেন।

পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে দেশীয় পোষাকের উপরই টান ছিল, এখন বেশী ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া বড়লোকের ঘরে ইংরাজী পোষাকের অনুকরণ চলিতেছে। পূর্ব্বে ইহা-দের ব্রাহ্মণীদের দেবদ্বিজের উপরই বড় নিষ্ঠা ছিল, গহনা পোষাকের উপর বড় একটা লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু এখন সেকাল গিয়াছে, এখন গহনা আর সাজসজ্জার উপরই নিষ্ঠা বাড়িয়াছে। ইহাদের সকল রমণীই আঙ্গিনা ব্যবহার করেন। বড় ঘরের কামিনীগণ আবার সাল জড়াইয়া বাহির হন। সকলই অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। স্বভাব চরিত্রও চমৎকার। বিদ্যা বুদ্ধি ও শাসন করিবার ক্ষমতা ইহাদের মতন দাক্ষিণাত্যের আর কোন জাতির নাই। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে নিজাম দেখিয়াছিলেন যে রাজকীয় সকলপ্রকার কর্ম্মচারীর পদ কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা অধিকার করিয়াছেন। ইংরাজরাজত্বে ইহাদের সেই শতবর্ষব্যাপী সাধারণ ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। এখনও কি রাজকীয় কি সাধারণ এমন কি ভিক্ষাবৃত্তি পর্য্যন্ত এমন কোন কাজ বাকি নাই, যাহা কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্ম-ণেরা করেন না। শত শত পণ্ডিত এই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বর্ত্তমানকালে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বাপুদেব শাস্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য।

চিৎপাবনেরা নিজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেই পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করেন। পুরোহিত যে কেবল শান্তিস্বস্ত্যয়ন আর পূজাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, তাহা নয়। তাঁহাকে যজ-মান-গৃহিণীগণের ফরমাজ খাটিতে হয়, ঘটকালি করিতে হয়, সময়ে সময়ে বাজার সরকারও হইতে হয়। আবার সময়ে সময়ে তাঁহারা দালালীও করিয়া থাকেন। এতগুলি কার্য্য ছাড়া পুরোহিতের কিছু বেদান্ত জানা চাই, কারণ সময়ে সময়ে যজমানদিগকে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে কিছু উপ-দেশ দিতে হয়।

জন্ম ও জাতকর্ম্মাদি।—প্রসব বেদনা উপস্থিত হইবামাত্র প্রসূতিকে আতুড়ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাদের আতুড়ঘর বেশ কাগজ দিয়া আটা সাঁটা ও গরম। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর মা ও ছেলেকে গরম জলে স্নান করান হয়। মার মাথার শিয়রে একটী গোরুর মাথা রাখা হয়। তৎপরে পিতা অথবা

(১) "দেশঞ্চ কেবলং নষ্টং চাণ্ডালৈর্জনসেবিতম্। ১৮।
তত্রৈব বাসকারী চ পদ্যায়ো ব্রাহ্মণাঃ খলু।
শ্রাদ্ধে বা মৌঞ্জিকর্ম্মে বা যাগলো বা সুকর্ম্মসু। ১৯
আগতাঃ পদ্যায়ো বিপ্রাঃ কার্য্যনাশো ন সংশয়ঃ।
বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতম্। ২০
চাণ্ডালং ব্রাহ্মণাঞ্চৈব ন গ্রাহ্যং তস্য বৈ জলম্।
ইতি কোঙ্কণজা বিপ্রা দুষ্টদেশে সমুদ্ভবাঃ। ২১
কুচৈলাচারহীনাস্তে সর্ব্বকার্য্যেষু বর্জ্জয়েৎ।" সহ্যাদ্রিখণ্ড—উত্তরার্দ্ধে ২ অঃ।

"কর্ণাটা নির্দ্দয়াশ্চৈব কোঙ্কণাশ্চৈব দুর্জ্জনাঃ।" উত্তরার্দ্ধ ৪।৪৫।

সহ্যাদ্রিখণ্ডে কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণদিগের ঐরূপ নিন্দাবাদ থাকায় তাঁহারা সহ্যাদ্রিখণ্ডের পুঁথি দেখিতে পাইলেই পোড়াইয়া ফেলেন। মধ্যে মধ্যে ঐ পুঁথি ধ্বংস করিবার জন্য কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা ভারতের নানাস্থানে লোক পাঠাইয়া থাকেন।

তিনি অসুস্থ থাকিলে অপর কোন গুরুজন স্নানাদি করিয়া সন্তানের জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। এই সময়ে পুণ্যাহবাচন, মাতৃকাপূজা, নান্দীশ্রাদ্ধ ও শান্তিপাঠ হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে। অনেকে আবার পঞ্চমদিবসে বন্ধুবান্ধব ও ভিক্ষুদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন। ষষ্ঠ কালরাত্রি। গৃহস্থ রমণীগণ সারারাত্রি জাগিয়া আমোদ প্রমোদ গীত ও শান্তিপাঠ করিয়া থাকেন। ১০ম দিবসে প্রসূতি আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হন। দ্বাদশ দিবসে শিশুর কর্ণবেধ হয়। পুত্র সন্তান জন্মিলে চতুর্থমাসে সূর্য্যাবলোকন, পঞ্চমমাসে ভূম্যপ্রবেশন, এবং ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম বা দ্বাদশ মাসে অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে। তৎপরে জন্মতিথি উপলক্ষে কুলদেবতা, জন্মনক্ষত্রদেবতা, অশ্বত্থামা, বলি, বিভীষণ, তাম্র, হনুমান্, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, মার্কণ্ডেয়, প্রজাপতি, প্রহ্লাদ, ষষ্ঠী, গণেশ ও ব্যাসদেবের পূজা দিতে হয়। চতুর্থ ভিন্ন প্রথম হইতে পঞ্চমবর্ষের মধ্যে বালকের চূড়াকরণ, সপ্তম হইতে দশমবর্ষের মধ্যে যজ্ঞোপবীত, তৎপরে ১২ দিনের পর সমাবর্ত্তন হইয়া থাকে।

চিৎপাবনেরা কন্যার ছয় হইতে দশ ও পুত্রের দশ হইতে কুড়িবর্ষের মধ্যে বিবাহ দেন। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহপ্রথা প্রচলিত। বিবাহকালে বর যৌতুক ভিন্ন বরকন্যা উভয়ে অনেক উপঢৌকন পাইয়া থাকে। ইহাদের বড় ঘরের বরকন্যার জন্মকোষ্ঠী মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়। আর্য্যাবর্ত্তের উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মত বিবাহের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। অবস্থানুসারে বিবাহের দুই হইতে ২০ দিন পূর্ব্বে বিবাহমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। বঙ্গদেশের মত সেখানেও বিবাহে খুব ধুমধাম হইয়া থাকে।

বিবাহের পর বর যখন শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম পার হন, তখন সীমান্তপূজা নামে একটী ক্রিয়া হইয়া থাকে। বরকন্যার এক গ্রামে বাস হইলে বিবাহের পূর্ব্বাহে বা পরদিনে গ্রামস্থ মন্দিরে বা বরের গৃহে সীমান্তপূজা হয়। বরের গৃহে সীমান্তপূজাকালে প্রথমে কন্যাপক্ষীয় একজন বয়োজ্যেষ্ঠা সধবা রমণী একটী চুবড়িতে নারিকেল, চাউল, ঘোল, দধি, দুগ্ধ, মধু, গুড়, চিনি, হলুদ, সিন্দুর, ফুল, চন্দন এবং একটী থলিয়ার মধ্যে পান সুপারি জড়াইয়া দুইখানি উত্তরীয়, দুইটী পাগড়ি, ফুলের ছড়া প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য এবং একখানি বড় চৌকির উপর বনাত চাপা দিয়া কতকগুলি তামার পয়সা ছড়াইয়া রাখে। পুরোহিতের সাহায্যে দ্রব্যগুলি লইয়া সধবা এবং কন্যাপক্ষীয় পুরুষ ও রমণীগণ বরের বাটীতে আসেন। সেই সময়ে বরের বাটীতে বাজনা বাজিতে থাকে। বরকর্ত্তা পুরুষদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বহির্বাটীতে ও বরের মাতা কন্যার মাতা প্রভৃতিকে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া সকলকে বসাইয়া থাকেন।

তাহার পর কন্যার পুরোহিত আনীত সেই উচ্চ চৌকির পার্শ্বে দুইখানি ছোট চৌকি রাখিয়া তাহার উপর বনাত পাতিয়া দেন। বর সেই উচ্চ চৌকির উপর এবং কন্যার পিতামাতা উভয় পার্শ্বস্থ ছোট চৌকির উপর উপবেশন করেন। কন্যার পিতা প্রথমে গণনাথের পূজা করেন। এই সময়ে কুলপুরোহিতকে একটী পাগড়ী দিতে হয়। তাহার পর বরের পূজা। কন্যার মাতা অগ্রে গরম জল দিয়া বরের দক্ষিণ পদ, পরে বাম পদ ধৌত করেন। কন্যার পিতা বরের পা মুছাইয়া তাহার কপালে চন্দন ও ধান দিয়া থাকেন। পরে তিনি বরকে নূতন একটী পাগ্‌ড়ি পরিতে দেন। বর নিজের পাগ্‌ড়িটী রাখিয়া শ্বশুরপ্রদত্ত পাগ্‌ড়ি পরেন। তখন কন্যার পিতা বরের হাতে একখানি পেটী দেন, বর সেখানি স্কন্ধে রাখিয়া দেয়। এই সময় বরের ভগিনী পশ্চাৎ হইতে বরের পাগ্‌ড়িতে ফুলের মালা জড়াইয়া দেয়। তাহার পর কন্যার পিতা বরকে পঞ্চামৃত খাইতে দেন। এই সময়ে চারিদিক্ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও ধান্যবৃষ্টি হইতে থাকে। বারবার কুলপুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন। ইহার পর কন্যার মাতা বরের ভগিনীর পা ধুইয়া দেন, পরে তাঁহাকে অন্তঃপুরে গিয়া বরের মাতা ও অপরাপর মহিলাগণের পা ধুইয়া তাঁহাদের কোঁচড়ের কাপড়ে নারিকেল, চাউল ও চিনি দিতে হয়। অন্তঃপুরে যখন ঐ সকল ক্রিয়া হইতে থাকে, সেই সময় বাহিরে কন্যার আত্মীয় কুটুম্বগণ অভ্যাগত লোকদিগের কপালে চন্দনের টিপ ও তাহাদিগকে পাণসুপারি ও নারিকেল দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। তাহার পর কন্যাপক্ষীয় সকলে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যান।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে কন্যার পিতা ছাড়া আর সব আত্মীয় কুটুম্বগণ নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া বরের বাটীতে যায়। প্রথমে বর সমবয়স্ক বালকগণের সঙ্গে সেই খাদ্য খায়, তাহার পর বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় আত্মীয় কুটুম্বেরা আহারাদি করে।

এদিকে কন্যা পীতবস্ত্র * পরিয়া হরগৌরীর সম্মুখে একটী ছোট চৌকিতে বসিয়া প্রার্থনা করে—

"গৌরি গৌরি সৌভাগ্যদে।
দারি বেতিল্ ত্যাল্ আয়ুষ্ দে॥" (১)

*এই পীতবস্ত্রকে বধূবস্ত্র বলে।

(১) অর্থাৎ—"হে গৌরি। হে গৌরি। আমায় সৌভাগ্য দাও। যে আমার দ্বারে আসিতেছে, তাহাকে দীর্ঘায়ু দাও।"

পরে কন্যার পিতা পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া বরাহ্বান করিতে যান। তিনি বরের বাড়ীতে গিয়া বরের এবং তাহার পুরোহিতের হাতে এক একটী নারিকেল দিয়া কন্যার বাটীতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন।

বিবাহের পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালে বর প্রথমে শ্বশুরপ্রদত্ত নূতন পাগড়ি ও উত্তরীয় পরিধান করে, তাঁহার ভগিনী এক ছড়া ফুলের মালা সেই পাগড়িতে জড়াইয়া দেয়। এ সময়ে পুরোহিত মন্ত্রাদি পাঠ করিতে থাকেন। বর প্রথমে ইষ্টদেব, তৎপরে গুরুজনদিগকে নমস্কার করিয়া বাহিরে আসিয়া ঘোড়ায় আরোহণ করে। এই সময় তোপ ও বাজনা বাজিতে থাকে। বরের সঙ্গে তাহার মাতা, ভগিনী ও আত্মীয় কুটুম্বগণ বিবাহ দিতে যান। পথে অনিষ্ট নিবারণের জন্য নারিকেল বিতরণ হইয়া থাকে। বর কন্যার বাড়ীতে পৌছিলে, তাহার মাথায় ভাত ছোয়াইয়া তাহা দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই সময় কন্যাপক্ষীয় একজন সধবারমণী এক গাড়ু জল আনিয়া বরের ঘোড়ার পায়ে ঢালিয়া দেন। বর নামিলে সধবারমণীগণ সম্মুখে আলো ধরিয়া বরণ করেন। তৎপরে কন্যার ভাই বরের ডান কাণ মলিয়া দেয়, সেই জন্য সে একটী পাগড়ি উপহার পায়। তখন কন্যাকর্ত্তা বরকে বিবাহমণ্ডপে আনিয়া যথারীতি মধুপর্ক প্রদান করেন। [মধুপর্ক দেখ।] মধুপর্কের পর পুরোহিত ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের অনুমতি গ্রহণ করেন। তখন একজন সধবারমণী আসিয়া পুরোহিতের, বরকন্যার ও কন্যার পিতামাতার কপালে চন্দন লেপন করেন।

এইখানে পুরোহিত কুলবিধি অনুসারে কতকগুলি কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপরে লগ্নকঙ্কণ, সভাপূজন, গৃহপ্রবেশ এবং বিবাহহোমের পর সপ্তপদী গমন হইয়া থাকে। [লগ্নকঙ্কণ প্রভৃতি শব্দ দেখ]। স্ত্রী আচার এবং তৎপরে বরকন্যার আহারের পর কড়িখেলা হয়। এই সময়ে বরকে কন্যার পায়ে ধরিতে ও পরস্পর চুম্বন করিতে বলা হয়। উভয়পক্ষেই ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে বরের আত্মীয় রমণীগণ কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া বরের বাটীতে চলিয়া আসেন। তখন আবার কন্যাপক্ষীয় রমণীগণ চাঙ্গারি ভরিয়া নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, কলাই, ময়দা, দধি, গুড়, নারিকেল প্রভৃতি লইয়া গিয়া বরের আত্মীয়গণকে প্রদান করেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদের গৃহে আসিয়া আহার করিতে অনুরোধ করেন। এ সময়ে বরের শ্যালক ও শ্বশুর একটী ঘোড়া সাজাইয়া বরের দ্বারে আনিয়া, তাহাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখান। তখন বরপক্ষীয় রমণীগণ ঠাণ্ডা হইয়া আবার হাসিতে হাসিতে বরকে লইয়া কন্যার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তৎপরে সকলের ভোজ হয়। ইহার পর বাহিরে পুরুষগণের মধ্যে ও অন্তঃপুরে রমণীমণ্ডলীর মধ্যে 'উখান' নামে একটু ফষ্টি নষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে বর ও কন্যাপক্ষীয়েরা মরাঠীভাষায় ছড়া কাটাকাটি করে। এই রঙ্গরহস্যের পর বরপক্ষীয়গণ অলঙ্কার দিয়া নববধূর মুখ দেখেন। তাহার পর স্নানোৎসব। কন্যার মাতা বরের মাতাকে ও অপর জ্ঞাতি রমণীদিগকে সযত্নে ডাকিয়া আনিয়া বাটীর পশ্চাতে কলাতলায় লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া দেন। সেখানে ছোট ছোট ঘণ্টা ঝোলান থাকে, স্নানের সময় দড়ি ধরিয়া সেই ঘণ্টা বাজান হয়।

বিবাহের দিন হইতে পাঁচদিন পর্য্যন্ত এইরূপ নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদে কাটিয়া যায়। পঞ্চমদিবসে বর বিদায়ের ঘটা। বরকন্যা মূল্যবান্ বেশভূষা করে। বর ঘোড়ায় চড়িয়া কন্যাকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। সঙ্গে আত্মীয় নরনারীগণ, বাদ্যকরগণ ও দাসদাসী গমন করিয়া থাকে। বর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলে পুরনারীগণ তাহাদিগকে বরণ করিয়া গৃহে লইয়া যায়। মধ্যে কতকগুলি কৌলিক আচারের পর বর কন্যাকে সম্ভাষণ করিয়া বলে—"আমার ভগিনী আমার কন্যাটীকে চায়।" কন্যা তখন প্রতিজ্ঞা করে যে "আমাদের সাত পুত্রের পরও কন্যা হইলে ননদের পুত্রের সহিত বিবাহ দিব।" তাহার পর কন্যার নূতন নামকরণ হয়। বর কন্যার কাণে কাণে তাহার নূতন নামটী শুনাইয়া থাকে। ইহার পর ভোজ, সমারাধান ও দেবদেবকোত্থাপন প্রভৃতি উৎসব হয়।

স্ত্রী প্রথম ঋতুমতী হইলে শুভদিনে গর্ভাধান হয়। এই উৎসবে ইহাদের রমণীমণ্ডলীর মধ্যেও হলুদ ছড়াছড়ি হইয়া থাকে, ইহার নাম 'হলুদ কুঙ্কু।'

গর্ভবতী হইলে যথাকালে পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, ও 'অনবলোভন' (সাধভক্ষণ) হয়।

চিৎপাবনের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহাকে তুলসীপত্রের উপর শয়ন করাইয়া বেদ ও ভগবদ্গীতা শুনান হয় এবং পুরোহিত 'নারায়ণ, নারায়ণ' শব্দ করিতে থাকেন। মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয় কুটুম্বের কাছে সংবাদ দেওয়া হয়। তাঁহারা আসিয়া সকলে মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে সৎকার করিতে যান। মৃত ব্যক্তি অগ্নিহোত্রী হইলে রক্ষিত অগ্নি হইতে একপাত্রে একখানি জলন্ত অঙ্গার তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। চিৎপাবনদিগের

বিশ্বাস—ত্রিপাদে, নক্ষত্রপঞ্চকে, ধনিষ্ঠার দ্বিতীয়ার্দ্ধে অথবা অশ্বিনীর প্রথমার্দ্ধে মৃত্যু হইলে নিতান্ত অশুভ ঘটে। এই অশুভ নিবারণের জন্য অনেক শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা হইয়া থাকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথারীতি শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়। [অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখ।]

সাধারণ ব্রাহ্মণের মত ইহারাও দশদিন অশৌচ গ্রহণ করেন। এই দশদিন তাঁহারা কোন ভাল জিনিস ব্যবহার করেন না; পাণ চিনি এমন কি দুগ্ধ পর্য্যন্ত এই দশ দিন গ্রহণ নিষিদ্ধ। এই কয়দিন তাঁহারা গরুড়পুরাণ শ্রবণ করেন। সন্ধ্যাকালে তারা না দেখিলে আহার করেন না। ইহার মধ্যে অস্থিচয়ন। বাঙ্গালায় এ প্রথা নাই বটে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে এখনও প্রচলিত আছে। তৃতীয় দিবসে মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধাধিকারী যে বেশে শবদাহ করিতে গিয়াছিলেন, সেই বেশে কার্ত্ত (কর্ত্তা ?) নামক নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে গমন করেন। প্রথমে স্নান করিয়া একখানি নূতন ধোয়া কাপড় পরেন। (সেখানি উত্তরীয় ও যজ্ঞসূত্রের সঙ্গে টানিয়া বাঁধিতে হয়।) পরে চিতার অঙ্গারের উপর অল্প গোমূত্র ছিটাইয়া দেন ও যে অস্থিগুলি পোড়ে নাই, অঙ্গার হইতে সেগুলি পৃথক্ করিয়া একপার্শ্বে সঞ্চয় করেন। এইরূপে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া একটি ঝুড়িতে তুলিয়া রাখেন, পরে সেগুলি ও সেখানকার অঙ্গার সমস্ত লইয়া নিকটস্থ নদী বা পুষ্করিণীতে ফেলিয়া আসেন। যেখানে মৃত ব্যক্তির পা থাকিত, তাহার উপর বসিয়া একটি তিনকোণা বেদী করিতে হয়। শ্রাদ্ধাধিকারী এই বেদীর তিনকোণে ৩টী ও মাঝে একটী জলপূর্ণ মাটীর কলসী স্থাপন করেন। কলসীর ভিতর ক একটী তিল দিতে হয়। কলসীগুলির নিকট অশ্মনামক শিলা রাখা হয়। কলসী চারিটীর পার্শ্বে চারিটী হরিদ্রাবর্ণের নিশান ও প্রত্যেক কলসীর মুখে এক একটী পিণ্ড স্থাপিত হয়। ময়দা মাখিয়া তাহাতে ৮টী ডেলা তৈয়ার করিয়া তাহাকে ছাতা ও পিষ্টকের আকারে পরিণত করিয়া কলসীর নিকট রাখা হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস—এইরূপ মধ্যম কলসীর জল ও পিষ্টক মৃতের ক্ষুধা দূর করিবে, ময়দার ছাতাতে রৌদ্র হইতে ও পাদুকা স্বর্গের পথে কাঁটা খোচা হইতে তাঁহার চরণকে রক্ষা করিবে। পার্শ্ববর্ত্তী কলসীগুলি ও তৎসহ পিষ্টকাদি রুদ্র, যম ও পূর্ব্বপুরুষগণের জন্য থাকে। শ্রাদ্ধাধিকারী তাহার-পর পিণ্ডসহ কলসীগুলিতে তিল ও জল ছিটাইয়া কজ্জল ও ঘৃতসহ স্পর্শ করেন। তাহার পর চাদরের এক অংশ জলে ডুবাইয়া তাহা হইতে এক এক ছিটা জল এক একটী পিণ্ড দিতে থাকেন। তাহার পর আঘ্রাণ লইয়া সেই শিলা ছাড়া আর সমস্ত দ্রব্যই জলে ফেলিয়া দেন। তাহার পর দশদিন ধরিয়া এইরূপ করিতে থাকেন। এইরূপ করিলে নাকি মৃতব্যক্তি নবশরীর ধারণ করেন। প্রথমদিনে তাহার মস্তক, ২য় দিনে চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা, ৩য় দিন ঘাড় পিঠ ও হাত, ৪র্থ দিনে কোমর হইতে নিম্নাংশ, ৫ম দিনে দুই পা, ৬ষ্ঠ দিনে জীবন, ৭ম দিনে অস্থি মজ্জা, ৮ম দিনে কেশ ও দন্ত, ৯ম দিনে শরীরে বলসঞ্চয় এবং ১০ম দিনে নূতন দেহে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ হইতে থাকে। দশম দিবসে শ্রাদ্ধাধিকারী একটী ত্রিকোণাকার বেদী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গোবর জল দিয়া তাহার উপর হরিদ্রাগুঁড়া ছড়াইয়া দেন। তাহার পর পাঁচটী ঘাসের উপর পাঁচটী জলপূর্ণ মাটির পাত্র রাখা হয়। তিনটী এক সারিতে ও অপর দুইটী পার্শ্বে রাখিয়া তাহাতে তিল দিয়া তদুপরি ময়দার পিষ্টক ও চাউলের পিণ্ড রাখিয়া দেন। তৎপরে হরিৎবর্ণের নিশান পুতিয়া ও সেইখানে শিলা রাখিয়া পূজা করেন। ধূপ ধুনা ও প্রদীপ জ্বালিয়া মৃতকে উপকরণগুলি নিবেদন করিয়া দেওয়া হয়। সেই সময় যদি একটী কাক আসিয়া দক্ষিণদিকের পিণ্ডটী লইয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে মৃতব্যক্তির মৃত্যু সুখের হইয়াছে। কাক না আসিলে বুঝিতে হইবে, তাহার মনে কষ্ট আছে। শ্রাদ্ধকারী তখন ঐ শিলাকে প্রণাম করিয়া মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আপনার পরিবারবর্গ ও ঠাকুরের রীতিমত তত্ত্বাবধান করা হইবে, আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যদি যথারীতি সম্পন্ন না হইয়া থাকে, তবে তাহার সংশোধন করা যাইবে।" এই কথা বলিয়া দুই ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়া দেখা হয়। ইতি মধ্যে যদি কাক আসিয়া পিণ্ড লইয়া গেলত উত্তম, নহিলে শ্রাদ্ধকারী নিজে একটী ঘাস দিয়া পিণ্ড স্পর্শ করেন। তাহার পর শিলা লইয়া তাহাতে তিল-তৈল মাখান হয়। উদ্দেশ্য যে ইহাতে মৃতের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারিত হইবে। তাহার পর মৃতের উদ্দেশে পিণ্ড ও জল দিয়া, শিলাটী লইয়া পশ্চাৎদিকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। দশমদিবসের কার্য্য এই রূপে সম্পন্ন হয়। একাদশ দিবসে বাটীর সমস্ত স্থান গোবরজল দিয়া ধৌত করিয়া বাটীর সকলে স্নান করেন। তাহার পর বেদীতে পুরোহিত অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে গোমূত্র, গোবর, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত দগ্ধ করিয়া হোম করেন। তাহাতে অশৌচান্ত হইয়া বাটী শুদ্ধ হয়। শ্রাদ্ধাধিকারী ও অপর অপর সকলে তখন পঞ্চগব্য আহার করেন। পরে হোমের ছাই লইয়া ফোঁটা কাটিয়া হোমাগ্নিতে চাউল ছড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। অগ্নি আপনা-

পনি নিবিয়া যায়। একাদশ দিবসে শান্তিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে যদি ত্রিপাদ বা পঞ্চক নামক নক্ষত্রদোষ জন্মে, এই শান্তিতে তাহার খণ্ডন হইয়া যায়।

যথারীতি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎপরে প্রতিভাদ্র পদে মহাপক্ষের দিন পিতৃউদ্দেশে তর্পণ করা হইয়া থাকে।

কোঙ্কণাবতী (স্ত্রী) পরশুরামের মাতা।

কোঙ্কণাসুত (পুং) কোঙ্কণদেশোদ্ভবা কোঙ্কণ অণ্ তস্য লুক্ ততস্ত্রিয়ামাপ্ কোঙ্কণা রেণুকা তস্যাঃ সুতঃ ৬তৎ। পরশুরাম। (শব্দমালা)।

কোঙ্কণী, কোঙ্কণে প্রচলিত ভাষাভেদ। মরাঠীভাষার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে, এই জন্য ভাষাবিৎগণ এই ভাষাকে মরাঠীভাষার ভগিনী বলিয়া থাকেন। আর্য্য ও দ্রাবিড়ভাষার মিশ্রণে এই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা তিন প্রকার। তুলু ও কণাড়ীভাষার অনেক শব্দ এই কোঙ্কণীভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। গোয়া হইতে উপি নামক স্থানের উত্তরাবধি আসল কোঙ্কণী প্রচলিত। কোঙ্কণী ভাষায় অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে, ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশই গোয়ার পর্ত্তুগীজগণের অভ্যুদয়কালে যেসুট খৃষ্টান কর্ত্তৃক রচিত হয়। প্রায় ত্রিশহাজার লোক কোঙ্কণীভাষায় কথা কয়।

কোঙ্কার (পুং) কোং ইত্যাকারাব্যক্তশব্দং করোতি কোং কৃ-অণ্। কাকের শব্দ।

কোঙ্গণিবর্ম্মা, ১ দক্ষিণাপথের কোঙ্গুরাজ্যের গঙ্গাবংশীয় প্রথম রাজা। ইনি কাণ্বায়ন গোত্রীয় ছিলেন। ইহার অপর নাম মাধব। স্কন্দপুরে ইনি অভিষিক্ত হন।

২ (কোঙ্গণি মহাধিরায় নামে খ্যাত।) ইনি গঙ্গাবংশীয় কোঙ্গুরাজ বিষ্ণুগোপবর্ম্মার দৌহিত্র। ৩ (অপর নাম নবকাম।) কোঙ্গুরাজ্যের একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা, গজপতি ভূবিক্রমের পুত্র। ইনি অনেক জনপদ জয় করিয়া সেখানকার রাজগণকে করদ করিয়াছিলেন।

কোঙ্গু, দক্ষিণাপথের একটী বিস্তৃত প্রাচীনরাজ্য, তৎপূর্ব্ব-নাম চের। গঙ্গাবংশীয় রাজগণ 'চের' নামের পরিবর্ত্তে 'কোঙ্গু' নাম প্রদান করেন। প্রথমে চেররাজ্যের উত্তরাংশই কোঙ্গু নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তামিল ভাষায় লিখিত 'কোঙ্গু দেশ রাজক্কল্' নামক গ্রন্থে কোঙ্গুরাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণিত আছে। [কেরল ও চের দেখ।]

কোচ (পুং) কুচ-ণ (জলিতি কসন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩।১।১৪০।) ১ সঙ্কোচক, যে ব্যক্তি সংকুচিত করে। ভাবে ঘঞ্। ২ সঙ্কোচ। "ঐককশ্য ত্বক্ কোচভেদ স্বপনাঙ্গসাদাঃ কুষ্ঠে মহৎপূর্ব্বযুতে ভবন্তি" (সুশ্রুত, নিদান ৫ অঃ।) ৩ জাতিবিশেষ, কোঁচ। যোগিনীতন্ত্রে "কুবাচ" নামে বর্ণিত। [কামরূপ দেখ।] ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে—মাংসচ্ছেদির গর্ভে তীবরের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি।

"মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোঁচশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।" ব্রহ্মখ° ১০।১০৪

বাঙ্গালার উত্তরপূর্ব্বপ্রদেশে ইহাদের বাস। পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ববিৎগণ ইহাদিগকে অনার্য্য জাতি বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আবার এই জাতিতে মঙ্গোলীয় রক্তমিশ্রিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই জাতীয় লোকেরা আর এখন আপনাদিগকে কোচ বলিয়া পরিচয় দেয় না। কোচবিহার, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ী প্রভৃতি স্থানে ইহারা আপনাদিগকে রাজবংশী বা ভঙ্গক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। পরশুরামের ক্রোধে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যে সকল ক্ষত্রিয় পলায়ন করিয়াছিল, ইহারা তাহাদিগেরই মধ্যে এক সম্প্রদায়, এই বলিয়া আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহে। ইহাদের এক শ্রেণী এমন কি রাজা দশরথের বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারা সকলেই কাশ্যপ গোত্র এবং বাঙ্গালীদিগের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মানুসারে ক্রিয়াকলাপ করে। ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরহিত্য করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, ইহারা পূর্ব্বে অনার্য্য ছিল, শেষে ক্রমে হিন্দুদিগের অনুকরণে ইহারা হিন্দুধর্ম্মের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। আপাততঃ ইহারা একটীমাত্র গোত্র গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন দেখিবে যে হিন্দুরা স্বগোত্রে বিবাহ করে না, তখন ধীরে ধীরে অনেকে গোত্রান্তর গ্রহণ করিতে পারে। অনেকে বলেন যে ইহাদের আদিবাস দ্রাবিড়দেশে। রাজবংশী স্ত্রীলোকেরা যে ভাবে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া পথে ঘাটে বাহির হয়, তাহা দ্রাবিড়গণের অনুরূপ, ইহারা মাথায় অবগুণ্ঠন দেয় না। খাঁটি বাঙ্গালী হইলে কোন মতেই অবগুণ্ঠনহীনা হইতে পারিত না। ইহাদের অলঙ্কারাদিও দাক্ষিণাত্যবাসীদের ন্যায়। এই সকল কারণে অনুমিত হয় যে যখন আর্য্যেরা বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন, সেই সময়ে গাঙ্গ্য প্রদেশে যে সকল দ্রাবিড় জাতি বাস করিত, তাহারা দূরীভূত হইয়া বাঙ্গালার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলের বনময় ভাগে আশ্রয় লয়।

কোচ জাতির মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রত্যেক শ্রেণীতে বিশেষ একটা পার্থক্য নাই, তবে যে শ্রেণী যতটা হিন্দুর আচার শুদ্ধভাবে পালন করিতে পারে, সেই

শ্রেণীই বেশী সম্মানার্হ। এই হিসাবে রাজবংশীদিগের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ তাহারা আপনাদিগকে শিববংশী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। হাজো নামক একজন কোচ সর্দ্দারের কন্যা হীরার গর্ভে আর ভগবান্ শিবের ঔরসে এই বংশের আদিপুরুষের জন্ম হয়। [কামরূপ ও কোচবেহার দেখ।] শিববংশী কোচেরা আপনাদিগকে ভঙ্গক্ষত্রিয়, পতিত ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রসঙ্কোচ ও সূর্য্যবংশী বলিয়াও পরিচয় দেয়। শিববংশীর পরই পলিয়া নামক শ্রেণীই গণ্য। পরশুরামের ভয়ে পলায়ন হইতেই ইহারা আপনাদিগকে 'পলিয়া' বলিয়া পরিচয় দেয়। ডাঃ বুকানন সাহেব অনুমান করেন যে পূর্ব্বে দিনাজপুর ও রঙ্গপুরে যাহারা পানিকোচ নামে খ্যাত ছিল, তাহারাই একালে পলিয়া হইয়াছে। পলিয়ারা আবার সাধু ও বাবু এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যাহাদিগের সহিত কোচবেহার রাজবংশের এবং জলপাইগুড়ীর রায়কত-বংশের সংশ্রব আছে, তাহারাই বাবুপলিয়া বা কেবল রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দেয়। সাধু পলিয়ারা বাবু পলিয়াগণ অপেক্ষা কিছু শুদ্ধাচারী। বাবু পলিয়ারা শূকর, পক্ষী, কুম্ভীর ও গোধাজাতীয় জীবমাংস ভক্ষণ করে এবং বেশী পরিমাণে মদ্যপান করে। কিন্তু সাধু পলিয়াদিগের মধ্যে উহার কোনটাই গ্রাহ্য নহে। দিনাজপুরে এক শ্রেণীর কোচ "দেশী" নামে খ্যাত। ইহারা আপনাদিগকে পলিয়াগণ অপেক্ষা উচ্চশ্রেণী বলিয়া জ্ঞান করে। দেশী কোচেরা পলিয়া কোচের পুরুষের হস্ত হইতে অন্ন জল ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু পলিয়া-কামিনীর হস্তে গ্রহণ করে না। এই দুই শ্রেণীতে বিবাহও চলে না। দেশীরা গাভীদ্বারা লাঙ্গল বা ঘানি টানায় না বলিয়া পলিয়া অপেক্ষা আপনাদিগকে উচ্চশ্রেণীস্থ বলে। জলপাইগুড়ীতে কোচেরা রাজবংশী বলিয়াই খ্যাত, কিন্তু তিনটী শ্রেণী আছে। দোভাষী, মোদাসী ও জালুয়া। দোভাষী কোচেরা শূকর ও পক্ষীমাংস খায় ও মদ্যপান করে। মোদাসীরা পক্ষী মাংস খায় না। জালুয়ারা মৎস্য ধরে ও তাহা বিক্রয় করে। দার্জ্জিলিঙ্গ তরায়ে যে কোচেরা থাকে, তাহাদেরও এরূপ ৩টী শ্রেণী আছে, তোঙ্গিয়া—ইহারা হিমালয়বাসী মঙ্গোলীয় জাতির ন্যায় কাঠের পাঁজার উপর বাসগৃহ বাঁধিয়া থাকে। খোপ্রিয়া—ইহারা জমীর উপর নীচু নীচু ছোট ছোট ঘর বাঁধে। গোব্রিয়া—ইহারা গোরু বাছুর প্রভৃতি পশু লইয়া এক ঘরে থাকে। আজকাল তাহাদিগের মধ্যেও পার্থক্য নাই, তাহারাও ক্রমে সাধু ও বাবু পলিয়াগণের ন্যায় আহারাদি অবলম্বন করিয়া তত্তৎনামে পরিচয় দিতেছে। কাণ্টাই রাজবংশী নামে আর এক শ্রেণীর কোচ দেখা যায়, তাহারা নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে। ইহারা গোমস্তাগিরি, চাষবাস ও চিকিৎসা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে তীয়ার বা দলই নামে শ্রেণী আছে, তাহারা মৎস্য ধরিয়া থাকে। তীয়ারেরা জাল দিয়া মাছ ধরে না, ঘুর্ণির মত ধঙ্গি নামে এক প্রকার খাঁচা-কলে মাছ ধরে।

বেশভূষা—নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নেংটী পরিধান করে। তদপেক্ষা ঈষদুচ্চশ্রেণীর পুরুষেরা তেহাতা ধুতি ও স্ত্রীলোকেরা পৎনি বা তোলা নামক সাড়ী পরে। অন্যদেশের স্ত্রীলোকেরা যেরূপ কোমরে কাপড় দেয়, ইহারা সেইরূপ বক্ষের উপর বেড় দিয়া পরিধান করে। সাড়ী হাটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহারা মাথায় অবগুণ্ঠন দেয় না। রাস্তায় বাহির সময় ঐ পৎনির উপর বক্ষস্থলে আর এক খণ্ড জড়াইয়া দেয়। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা হিন্দুদিগের ন্যায় বেশভূষা করে। স্ত্রীলোকেরা বামহস্তে শঙ্খ পরিধান করে। বালিকারা পুঁতির ও শাঁক্তির মালা গলায় দেয়।

জন্মোৎসব—রাজবংশীরা জন্মকালে স্বতন্ত্র সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করে না। ইহাদের জন্মাশৌচ ৩১ দিন থাকে। এই কাল পর্য্যন্ত কেহ সূতিকাগৃহ প্রবেশ করিলে তাহাকে স্নান করিতে হয়। ভূতোপদ্রব নিবারণ জন্য ইহারা সূতিকাগৃহের জানালা, দরজা ও দেওয়ালে কাঁটাগাছের ডাল পালা রাখিয়া দেয়। সন্তান জন্মিলে কোন নিকট আত্মীয়া বৃদ্ধা বাঁশের চেয়াড়ি দিয়া নাড়ীচ্ছেদ করে। বালক বা বালিকা এই বৃদ্ধাকে আজীবন "নাড়ী কাটা মা" বলিয়া থাকে। ত্রয়োদশ দিনে ক্ষৌরী হয় ও পুরোহিত শান্তিজল প্রদান করেন। নিম্ন শ্রেণীর কোচেরা দশদিনে সন্তানের নামকরণ করে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দৈবজ্ঞের ব্যবস্থানুসারে ৩য়, ৭ম, ১০ম বা ৩০শ দিনে নামকরণ হয়।

অন্নপ্রাশন—৭ম, ৯ম, ১১শ মাসে 'ভাত ছোঁয়া' বা অন্নপ্রাশন হয়। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ঐ সময়ে আভ্যুদয়িক নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করে। অধিকারী বা পুরোহিতেরা এই সকল কার্য্য করায়। অন্নপ্রাশনে কোন সধবা স্ত্রীলোক বালককে কুলা, প্রদীপ ও মঙ্গলভাঁড় লইয়া বরণ করে। পিতামহীই প্রথম গ্রাস অন্ন মুখে দেয়।

৬ষ্ঠ, ১২শ, ১৮শ মাসে বাটীর বাহিরে বালকবালিকা উভয়েরই মস্তক মুণ্ডিত করা হয়। মুণ্ডন স্থানের চতুর্দ্দিকে শোলার ঘোড়া ও ছোট ছোট নিশান সাজাইয়া দেয়। মুণ্ডনের পর গর্ভজ কেশরাশি "বুড়ী মাকেবামী" নামক দেবীর মন্দিরে দিতে হয়, কারণ তিনি প্রথমজাত চুলের

অধিষ্ঠাত্রী। কেহ কেহ এগুলি পুতিয়াও ফেলে। কোচ-বেহারের মহারাজ হইতে সামান্য দীন ব্যক্তি পর্য্যন্ত এই সংস্কার যত্নের সহিত পালন করে।

তৎপরে বিবাহের পূর্ব্বে কোন এক সময়ে হিন্দু-আচারী কোচেরা চূড়াকরণ করিয়া থাকে।

ঢাকা জেলার উত্তরাংশে ভাওয়ালের জঙ্গলে কোচ-মন্দই নামে উহাদিগের এক শাখা দেখা যায়। বহুকাল পূর্ব্বে বোধ হয় তাহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়া এই অঞ্চলের গারোদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল। মন্দই শব্দ গারো-ভাষায় মনুষ্যবাচক, কোচমন্দই অর্থে কোচজাতীয় মনুষ্য। বোধ হয় গারোরা স্বজাতি হইতে ইহাদিগকে পৃথক্ রাখিবার জন্যই এইরূপ নামকরণ করিয়াছে।

বিবাহপ্রণালী—অল্পদিন হইল ইহাদের মধ্যে কন্যার চার বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়সেই বিবাহ দিবার নিয়ম হইয়াছে, কিন্তু কতদূর মানিয়া চলে তাহা বলা যায় না। রঙ্গপুর, কোচবেহার প্রভৃতি স্থানের রাজবংশীরা বিধবাবিবাহ অনুমোদন করে না, কিন্তু তরাই প্রদেশের কোচদিগের বিধবার বিবাহে আপত্তি নাই। তবে বিধবা পূর্ব্বস্বামীর গুরুতর সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে যে বিধবা সংসারে সর্ব্বময় কর্ত্রী বা প্রধান গৃহিণী তাহারাও নিষিদ্ধ ব্যক্তিগণ ব্যতীত একজন লোককে নিজে মনোনীত করিয়া লইয়া তাহারই সহিত স্বামী স্ত্রীর ন্যায় থাকে, তাহাকে আর বিবাহ করিতে হয় না। ইহাদের মধ্যে পত্নীপরিত্যাগপ্রথা আছে। যে সকল দোষে পত্নী পরিত্যাগ করা যায়, সেই সকল দোষ ঘটিলে স্বামী পঞ্চায়তের নিকট পত্নীত্যাগ করিবার কথা জানায়। পঞ্চায়তে পুরোহিত ও নাপিত উপস্থিত থাকে। স্বামী পঞ্চায়ত বসিলে স্ত্রীর দোষ ব্যক্ত করে এবং তাহার পর স্ত্রীর বক্তব্য শুনে, কিন্তু প্রায়ই স্ত্রীর দোষ সাব্যস্ত করিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডনের ব্যবস্থা হয়। নাপিত তৎক্ষণাৎ তাহার চুল গোড়া ঘেসিয়া কাটিয়া দেয়। তৎপরে স্বামী তাহাকে স্বজাতি হইতে দূর করিয়া দেয়।

বিধবাবিবাহ লইয়া ইহাদের মধ্যে কতকটা কৌলীন্য-প্রথা আছে, দেখা যায়। যাহাদের বংশে কখন বিধবা-বিবাহ হয় নাই, তাহারাই কুলীন, ইহাদিগকে স্বজাতিরা মহৎ বলিয়া পরিচয় দেয়। এই মহাবংশীয় কন্যা গ্রহণ করিতে হইলে অপরকে কন্যাপণ দিতে হয়। মহতেরা কন্যার বিবাহ যেখানে ইচ্ছা সেইখানে দিতে পারে, সমান ঘরে যে দিতেই হইবে তাহার কোন আঁটা আটি নাই।

ঘটকেরা পাত্রপক্ষ হইতে নিযুক্ত হইয়া পাত্রী স্থির করিতে যায়। পাত্রীর বাটীতে ৩ দিবস থাকিয়া বিবাহ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা স্থির করিয়া আসে। পাত্রীর বাটীতে ঘটকের অবস্থান কালে যদি ঘরে বা পরিহিত কাপড়ে হঠাৎ আগুন লাগে বা জলে কলসী কি ভাতের হাঁড়ী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে সে পাত্রপাত্রীর বিবাহ হয় না, কারণ এগুলি তাহাদের মতে বিষম কুলক্ষণ। কন্যাপণ ২০৲।২৫৲ টাকাতেই স্থির হয়। পাত্রী সুন্দরী ও পাত্রপক্ষ ধনী হইলে ৮০৲।৯০৲ পর্য্যন্ত দিতে হয়। পাত্র অধিক বয়স্ক হইলেও বেশী পণ দিতে হয়, প্রায় ১০০৲ টাকার কমে হয় না। কন্যার পিতা ইচ্ছা করিলে এক পয়সাও পণ না লইতে পারে। তৎপরে ঘটক ফিরিয়া আসিলে পাত্রের আত্মীয়েরা কন্যার আত্মীয়দিগকে দধির ভেট পাঠাইয়া দেয়। এই ভেট পৌছিলে পর কন্যা-পণ দেওয়া হইয়া থাকে। সকলেই এই সমস্ত টাকা চুকাইয়া দিতে পারে না, অর্দ্ধেক দেয়। তৎপরে শুভদিনে বর কন্যার বাড়ীতে সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হয়। বর পৌছিলে চারিটী সধবা স্ত্রী বরকে পাল্কী হইতে নামাইয়া লইয়া যায়। এই চারিজন স্ত্রীকে বরাতী বলে। বরাতীরা বরকে এক উচ্চাসনে বসাইয়া পাণ তামাক খাইতে দেয়। পাত্রীর বাড়ীর উঠানে আটচালা বাঁধিয়া তন্মধ্যে কলাতলা করে। এই কলাতলা আমাদের দেশের মত নহে। ইহা এইরূপে সাজায়—

বরের পায়ের বুড়া আঙ্গুল হইতে কাণ পর্য্যন্ত যতটা দীর্ঘ, একটী কলাগাছ হইতে আর একটী কলাগাছ ঠিক ততদূরে স্থাপন করে। কলাতলার প্রত্যেক কলাগাছের নিম্নে এক একটী পূর্ণ কলসী রাখে এবং বরাসনের বামদিকে চালনী ও একটী পূর্ণ কলসী আর দক্ষিণদিকে কুলা ও পূর্ণকলসী রাখিয়া থাকে। এই সমস্ত লইয়া কলাতলাকে; ইহারা মারুয়া বলে।

তৎপরে বরাতীরা আগে বর ও পশ্চাতে কন্যাকে লইয়া মরুয়ার নিকট যায় এবং ছয়জনে পাঁচবার মরুয়া প্রদক্ষিণ

করে। এক একবার প্রদক্ষিণ করিয়া বরকন্যা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সোনার কড়ি ও আতপ চাউল নিক্ষেপ করে। কন্যা যখন মারে, তখন বরাতীরা উভয়ের কাপড় এমন ভাবে আড়াল দেয় যে বরের গায়ে দুএকটা চাউল বা সোনার কড়ি লাগিতে পারে, বেশী না লাগে, কিন্তু বর যখন মারে, তখন কাপড়খানি একেবারে নামাইয়া লয়।

তৎপরে চালুনী ও কুলার মধ্যে কাপড় বিছাইয়া বর-কন্যাকে বসায়। কন্যা বরের দক্ষিণে উভয়ে আসনপীড়ী হইয়া বসে। তৎপরে কন্যার বাম হস্ত বরের দক্ষিণ হস্তে কুশ দিয়া বাঁধিয়া দেয়, ইহাই কন্যাদান। এই সময়ে এক টাকা কি দেড়টাকা কন্যার হস্তে দিয়া থাকে, ইহাই বরের কন্যাদানের দক্ষিণা। এই সময়ে পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া থাকে। তৎপরে কন্যার পিতা বরকে একটি ঘটী গাড়ু, একখানি নূতন কাপড় ও সঙ্গতি মত গহনাদি দান করে। এই সময়ে স্বামীপ্রদক্ষিণ ও শুভদৃষ্টি হয়। প্রদক্ষিণের সময় কন্যাকে পিড়ায় করিয়া ঘুরাণ হয়। নাপিত কন্যার মাথায় ছাতি ধরে। কন্যার পিতা মন্ত্রপূত জল বরকন্যার মস্তকে ছিটাইয়া দেন। পিতা না থাকিলে যে এই কার্য্য করে, তাহাকে কন্যা আজীবন "পানি ছিটা বাপ" বলে।

তৎপরে বরকন্যাকে কড়ি খেলিতে দেয়। এক চুপড়ী কড়ি হইতে কন্যা এক মুঠা তুলিয়া লইয়া বরের হাতে দেয়। বর সেগুলি মাটিতে ফেলিয়া দেয়। বরাতীরা তৎপরে গণিয়া দেখে কতকগুলি চিত বা কতকগুলি উপুড় হইয়া পড়িয়াছে। চিতের সংখ্যা বেশী হইলেই ইহারা বুঝিয়া থাকে যে স্বামী স্ত্রীর বশীভূত হইবে আর উপুড়ের সংখ্যা বেশী হইলে স্ত্রী স্বামীর বশীভূত থাকে। তৎপরে বরকন্যা পরস্পরকে দধি ও গুড় বাতাসা খাইতে দেয়। খাওয়া হইলে বর বরযাত্রীগণের নিকট বাহির বাটীতে ফিরিয়া আসে এবং কন্যা বরাতীদিগের সহিত যায়। আহা-রাদির আমোদে রাত্রি কাটিয়া যায়। পরদিন সকালে বরকন্যা বরের বাটীতে ফিরিয়া আসে। বরাতীরাও সঙ্গে আসে এবং বাসিবিবাহের সময়েও ইহারাই সকল কার্য্য করে।

বিবাহের দিন বর আসিবার পূর্ব্বেই কন্যার গাত্রহরি-দ্রার সহিত দুইজন বরাতী পাত্রীর কপালে ও সিঁথায় সিন্দুর দিয়া থাকে। বর কেবল কপালে টিপ দিয়া থাকে। দার্জ্জিলিঙ্গে বরের মাসী দেয় এবং কন্যাদান হইবামাত্র কুলা ও চালুনী হইতে দুর্ব্বা ছড়াইয়া দেয়।

জলপাইগুড়ীর রাজবংশীয়া মণ্ডপেতে ৪টী মাত্র কলাগাছ রাখে, ঐ কলাগাছের স্থানে গনগণে কয়লার আগুন রাখে। বরকন্যা মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে না এবং সোনার কড়ি বা আতপ চাউল লইয়া মারামারি করে না। তৎপরিবর্ত্তে তাহারা অগ্নিকুণ্ডের উভয়তীরে দাঁড়াইয়া ফুল লইয়া মারামারি করে। তৎপরে সাতবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে হয়। কন্যার পিতা তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বরের জানু স্পর্শ করিয়া কন্যাদান করে।

ইহাদের মধ্যে একপ্রকার গান্ধর্ব্ববিবাহ আছে। এই বিবাহ কিন্তু পাত্রপাত্রীদের উভয়ের পিতামাতা বা তাহার আত্মীয় কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। কেবল বিবাহের সময়ে চালুনীতে কাপড় ও শঙ্খ স্থাপন করে ও মাল্যবদল হয়। নবযৌবনসম্পন্না পতিপ্রিয়া সধবা কামিনীরাই ঐ চালুনী বরপক্ষ হইতে লইয়া কন্যার পক্ষে স্থাপন করিয়া থাকে। এইরূপ বিবাহ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়। ইহাতে পুরোহিতের প্রয়োজন নাই।

গর্ভাধান—ইহাকে কোচেরা "দোকাপড়" উৎসব বলে। নব সধবারা ঋতুমতীর বক্ষস্থলে বেড়িয়া আগ্রান নামক বস্ত্র বাধিয়া দেয়। এই দিন হইতে সে যুবতী বলিয়া গণ্য হয়।

দীক্ষা—জন্মমাত্র ইহাদের বালকের কর্ণে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অধিকারী দ্বারা হরিনাম শুনাইয়া রাখে, পরে পরিণত বয়সে গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত করে। বংশের অধিকারী পুরোহিতই দীক্ষা-গুরু হন। স্নানের পর আহারের পূর্ব্বে গুরুমন্ত্র জপ করা নিয়ম।

দেবতাদি—রঙ্গপুরে ও কোচবেহারের কোচেরা প্রায় বৈষ্ণব ও শৈব। দার্জ্জিলিঙ্গে তান্ত্রিকমতের শাক্তই অধিক। গ্রাম্য ও গৃহদেবতার মধ্যে কোচেরা কালী, বিষহরী বা মনসা, গ্রামী (গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী তিষ্টু বুড়ী, হনুমান্, বিন্দুর তুলসী), হৃষীকৃষ্ণ, পেথানী, যোগিনী, হুদুমদেব, বাস্তুদেবতা, বলীভদ্রঠাকুর ও কোরাকুরী প্রধান। যখন অনাবৃষ্টি হয়, তখন কোচরমণীগণ কাদায় বা গোবরে হুদুমদেবের দুটি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাত্রে মাঠে লইয়া যায় এবং সেখানে উলঙ্গ হইয়া অশ্লীল গান গাহিয়া প্রতিমার চতুর্দ্দিকে নাচিতে থাকে। তাহাদের বিশ্বাস এরূপ করিলে বৃষ্টি হয়। বৈশাখমাসে প্রতিদিন দুইবার করিয়া প্রতি গৃহস্থের বাটীতে বাস্তুপূজা হয়। নবগৃহারম্ভে ও প্রবেশকালেও বাস্তুপূজা হইয়া থাকে। বাড়ীতে একটী বাঁশ পুতিয়া তাহার গোড়ায় এক তাল মৃত্তিকা গোময়লিপ্ত করিয়া বাস্তুদেবতার প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, ইহাকে অন্নভোগ দিয়া গৃহস্থেরা সেই প্রসাদ ভোজন করে। জ্যৈষ্ঠমাসে সত্যনারায়ণের পূজা দেয়। দুটী বলদ জুতিয়া লাঙ্গলের উপর বলীভদ্র (বলীবর্দ্দ) ঠাকুরের পূজা হয় এবং সকলে বলদ দুটীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। কোচজাতির বিশ্বাস এই দেবতার কৃপায় ভাল ফসল

জন্মে। সন্তান জন্মিলে ৭ম দিনে ও অন্নপ্রাশনের সময় পূজা হয়। মালীরা সোলার হংসের উপর সোলার দেবীমূর্ত্তি প্রস্তুত করে, ইহাই ইহাদের ষষ্ঠীর প্রতিমা। পৌষ মাসে কেবল স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর উঠানে ঘটপাতিয়া কোরাকুরী পূজা করে। পেত্‌নী ও যোগিনী কেবল স্ত্রীপূজ্য। সন্ন্যাসী দেবতা বালকগণের পূজ্য।

রঙ্গপুরে কামরূপী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরহিত্য করে। এই ব্রাহ্মণেরা বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। দার্জ্জিলিঙ্গ ও জলপাইগুড়ীতে কোচদিগের স্বজাতি কোন ব্যক্তিই পূজাদি করে।

কোচেরা শবদাহ করে। কুষ্ঠরোগী শিশু ও সর্পদষ্ট ব্যক্তি মরিলে সকলে পুতিয়া ফেলে। দাহ বা সমাধিস্থানে কেহ কেহ সাদা মসলিনের চন্দ্রাতপ বা পতাকা বা তুলসী রোপণ করিয়া থাকে। দার্জ্জিলিঙ্গের কোচেরা ১৩শ দিনে, জলপাইগুড়ীতে ১১ দিনে ও রঙ্গপুরে ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করে। এই সময়ে তাহারা ভিজা কাপড়ে নিরামিষ, (আতপান্ন) আহার করে। পাণ, লবণ, মসুর দাইল, মসলা প্রভৃতি ব্যবহার করে না। প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা নবমীতে নদীতে ঊর্দ্ধতন ৩ পুরুষের তর্পণ ও পিণ্ডদান করিয়া থাকে।

"কোচোঽভিজনোঽস্য কোচ অণ্‌ বহুষু চ অণো লুক্।
(পুং বহু) ৪ কোচদেশবাসী। ৫ দেশবিশেষ। [কোচবেহার দেখ।] (ইং Couch) গদীপাতা লম্বা কাষ্ঠাসনবিশেষ।

কোচবেদীয়া, কোচবেহার অঞ্চলের বেদিয়া জাতির একশ্রেণী। ইহারা এখন নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে। পূর্ব্বে ইহাদের বাস কোচবিহারে ছিল। [বেদিয়া দেখ।]

কোচবেহার, (কোচবিহার, কুচবিহার, কোঁচনীপাড়া) একটী দেশীয় রাজ্য। এখন রাজশাহী কোচবেহার কমিসনরের এলাকার অধীন। অক্ষা° ২৫°৫৭´৪০´´ হইতে ২৬°২৩´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮°৪৭´৪০´´ ও ৮৯°৫৪´৩৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার ক্ষেত্রফল ১৩০৭ বর্গমাইল। এই রাজ্যের উত্তরদিকে জলপাইগুড়ী জেলার পশ্চিমদ্বার, পূর্ব্বে আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বদ্বার, রঙ্গপুর, গদাধর ও স্বর্ণকোশীনদী, দক্ষিণে রঙ্গপুর, পশ্চিমে জলপাইগুড়ী ও রঙ্গপুর। কোচবেহার সমতল ও ত্রিকোণাকার। ভূমি অধিকাংশই উর্ব্বরা ও শস্যশালী। আসামের নিকট স্থানে স্থানে জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমি সমতল হইলেও উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিক্ কিছু ঢালু বা নিম্ন। সেই জন্য অপরদিকের ভূমির জল এই দিক্ দিয়াই নিকাস হয়। বৎসরের সকল সময়েই ভূমির ৭।৮ হাত নিম্নে জল থাকে। ভূমির ২।৩ হাতে নীচেই বালি পাওয়া যায়।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, হিমালয় পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। সমুদ্রের তরঙ্গ গিয়া পর্ব্বতে আঘাত লাগায় বালুকণা উৎপন্ন হইয়া ঐ প্রদেশে বিস্তৃত হয়। নদীর পলি পড়িয়া তাহার উপর উর্ব্বরা ভূমি হইয়াছে। বঙ্গদেশে যেরূপ সকলে একত্র মিলিত হইয়া একটী গ্রামে বাস করে ও চাসের ভূমি স্বতন্ত্র রাখে, কোচবেহারের লোক সেরূপ করে না। যেখানে যাহার ক্ষেত্র সেইখানেই তাহার বাস। যোতদার ও ক্ষেত্রপতির বাটীর নিকট প্রায়ই একটী করিয়া বাঁশ ঝাড় ও কলাবাগান দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এদেশের মত গ্রাম নাই, এমত নহে।

কোচবেহার রাজ্যে কালজানি, গদাধর, তিস্তা, তরসা, ধরলা বা ধবলা ও রৈধক নামক ছয়টী নদী প্রধান। এই সকল নদীতে একশত মণ ভার লইয়া নৌকা বারমাস গতায়াত করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত আরও সামান্য কুড়িটী নদী আছে, তাহারা বর্ষাকালে প্রবাহিত হয়, অন্য সময় সামান্য জল থাকে। এই নদীগুলি বালুভূমি পাইয়া যেদিক্ দিয়া ইচ্ছা সেইদিকেই প্রবাহিত হয়। এই জন্যই কোচবেহারের নদীগুলি প্রায়ই স্থান পরিবর্ত্তন করে। প্রধান নদীগুলিতে স্রোত বিলক্ষণ, কিন্তু তাহাতে কোন কল চালাইবার প্রয়োজন সাধিত হয় না। শতকরা ২ জন লোক জেলে বা মাঝির কর্ম্ম করে। পাট ও তামাকের রপ্তানি নৌকা পথে অধিক হয়।

দেশে ব্যাঘ্র, বন্য মহিষ, গণ্ডার ও ভল্লুক অনেক। হরিণ নানাপ্রকার। শীকারের উপযোগী পক্ষী অল্প।

গোরু, বাছুর, মহিষ, ছাগল, শূকর, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি সমস্তই কোচবিহারে দেখা যায়।

গ্রামের সংখ্যা ১২০০ ও গৃহের সংখ্যা ৮১,৮২০টী হইবে। মেখলিগঞ্জ, মাতাভাঙ্গা, লালবাজার, দিনহাটা, কোচবেহার, তুফানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পুলিসের থানা আছে।

কোচবেহারে অধিকাংশ অধিবাসীই রাজবংশী বা কোচজাতীয় অর্দ্ধ হিন্দু, প্রাচীন অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। মুসলমানও অনেক আছে। দেশে বিবাহবন্ধন তাদৃশ দৃঢ় নহে বলিয়া জারজ সন্তানদিগের সংখ্যা অধিক। বঙ্গদেশ ও তরাই হইতে অনেক লোক কোচবেহারে গিয়া বাস করিতেছে।

প্রাচীন অধিবাসীদিগের সংখ্যা ৮৬৫ জন হইবে, তাহাদের মধ্যে ২২৬জন আসামের গারো পর্ব্বত হইতে আসিয়াছে। তাহারা জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আহরণ করে। কাছাড়ী, মেচ, ও মোরঙ্গ জাতীয় পরিবার দেখা যায়। মেচ ও মোরঙ্গ জাতি কৃষি কর্ম্ম করে। মেচগণ বেহারার কার্য্যও করে। তেলেঙ্গা

নামক জাতির নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, বেদিয়াদিগের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বৈদ্য, মাড়োয়ারী, ক্ষত্রিয় ও সোয়াল, কায়স্থ, কোলিতা, বণিক বা গন্ধবণিক, নাপিত, কুমার, জেলিয়া, তিলি, কামার, বারুই, মালী, কৈবর্ত্ত, কোইরি গবেরি, গোয়ালা, কুড়মি, তাঁতি, ছুতার, বৈষ্ণব, স্বর্ণকার, থৈয়েন, রাজবংশী, কোচ, শুঁড়ি, ধোপা, কাহার, ধনুক, ধ্বজ, যুগী, চণ্ডাল, মাঝি, নালুয়া, দারী, গবোল, বগত, মুনিয়া, চামার বা মুচি, শীকারী, বাজারী, বাগ্দী, ডোম, হাড়ি, মেহ্তর, ভুইমালী, জল্লাদ, বেদিয়া এই সকল জাতি দেখা যায়।

কৃষি—অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও দুইবার ধান্য হয়। আশু বা বিতারি ও হৈমন্তিক বা আমন। বিতারির মধ্যে কতক পূর্ব্বে ও কতক পরে বোনা হয়। উহা মাঘ ফাল্গুনমাসে বুনিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে কাটা হয়। আমন জ্যৈষ্ঠমাসে বুনিয়া ভাদ্র বা আশ্বিনমাসে কাটে। কোচবেহারের একটু বিশেষ প্রথা এই যে, ধান পাকিলে গাছের গোড়া হইতে কাটিয়া লওয়া হয় না। প্রথম শিশগুলি কাটিয়া লওয়া হয়, গাছগুলি অমনি থাকে। সেখানকার কৃষকেরা বলে গাছ কিছুদিন ভূমিতে থাকিলে বেশ শক্ত হয়, তাহা ঘর ছাওয়ার পক্ষে উত্তম। এ ছাড়া পশ্বাদি কাঁচা খড় অতি আনন্দে খাইতে পারে। জলাভূমিতে যে সময় বিতারি ধান বোনা হয়, সেই সময়ই আমন ধানের বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। সেই শস্য অগ্রহায়ণ বা পৌষমাসে কাটিয়া লওয়া হয়। তাহাকে ঐ দেশে বাস বা বোয়া কহে। ইহা হইতে যে মোটা চাউল প্রস্তুত হয়, তাহা সামান্য চাষী লোকেরা ব্যবহার করে। বিতারি বা আউশ্ধান ২৭ প্রকার ও আমন ৭৬ প্রকার জন্মিয়া থাকে। বীজ বপনের তলুয়া ও নেওয়চা নামক দুইপ্রকার প্রথা আছে। চৈত্র বা বৈশাখে জমিতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া যে শস্য বোনা হয়, তাহাকে তলুয়া বলে। নেওয়চা আষাঢ়মাসে বৃষ্টি হইলে বোনা হয়।

এখানে চাউলই অধিক জন্মে। গম, মসুরি, খেসারি, সরিষা প্রভৃতি মন্দ হয় না। রাজ্যের পশ্চিমভাগে পাট যথেষ্ট জন্মে। সরিষার কচিপাতা অনেকে আহার করে। তামাকের চাষও অনেক দেখা যায়। কোচবেহারে বড় বড় বৃক্ষ বড় নাই, বাঁস প্রচুর থাকায় তাহাতেই লোকের রন্ধনকার্য্য ও ঘর প্রস্তুত সকলই হয়। অন্যান্য বৃক্ষ অল্প দিন হইল রোপিত হইয়াছে। কোচবেহার ১০০৯ বর্গ মাইল ভূমি আবাদ হয়। ৯৭ বর্গমাইল জলকর। বাকি ১৯৫ বর্গমাইল জঙ্গল।

জমির অধিকার ভেদে জোতদার, চুকানিদার, অধিয়ার, দরচুকানিদার প্রভৃতি বিভাগ আছে। জোতদারগণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমির বন্দোবস্ত হয়। কোচবেহারের সমস্ত জমি রাজার অধিকারভুক্ত।

কৃষিকার্য্যের জন্য এদেশী লাঙ্গল, মই, বিড়া প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ওজনে ও জমির পরিমাণে এদেশী মণ, বিশ, বিঘা, কাটা ইত্যাদি শব্দই প্রচলিত। মজুর বলিয়া একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক নাই, তবে প্রত্যেকেই আপনাপন জমির সমস্ত কার্য্য করে। তাহাতে স্ত্রীলোক বালকবালিকা অবধি নিযুক্ত থাকে। ব্রহ্মত্র, মোকররী পেটভাতা, বকসিস, দেবত্র, পীরত্র, জায়গীর প্রভৃতি নামে অনেক জমির বন্দোবস্ত আছে, এই সকল জমির খাজনা দিতে হয় না।

দেশে খাল নাই। যেখানে জলের অভাব সেখানে কূপ খননের ব্যয় ৬।৭৲ টাকা। ভাল রকম প্রস্তুত করিতে ৭০।৮০৲ টাকা পড়ে। দেশে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রায় দেখা যায় না। এই জন্য দুর্ভিক্ষও প্রায় হয় না। ১৮২২ ও ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বন্যায় অনেক শস্য নষ্ট হয় ও গোরুবাছুর মারা পড়ে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পঙ্গপালে তামাক ও সরিষা নষ্ট করে, ধান্যের বিশেষ ক্ষতি করে নাই। আসাম ধুবড়ি হইতে জলপাইগুড়ী, কোচবেহার হইতে বক্সা ও রঙ্গপুর এই তিনটী প্রধান রাস্তা কোচবেহারের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

কোচবেহারের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তবে অন্যান্য ব্যবসাও আছে। এড়ি ও মেখলিনামক বস্ত্র এই দেশে প্রস্তুত হয়। এরণ্ডগাছের গুটীপোকা যে রেসম উৎপন্ন করে, তাহা হইতে এণ্ডি বা এঁড়ি প্রস্তুত হয়। মেখলি পাট হইতে প্রস্তুত হয়, ইহার কাপড় মোটা, তাহাতে পর্দ্দা হয়।

ইতিহাস।—কোচবেহারের প্রাচীনতম ইতিহাস গাঢ়-তমসাচ্ছন্ন। পূর্ব্বকালে ইহার কতকাংশ কামরূপ ও কতকাংশ প্রাচীন গৌড় বা পৌণ্ড্ররাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পূর্ব্বে এ অঞ্চলে পৃথুরাজ, ধর্ম্মপাল, নীলধ্বজ প্রভৃতি রাজা রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান কোচবেহারের অন্তর্গত লালবাজার নামক নগরে নীলধ্বজের রাজধানী কামতাপুরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। [কামতাপুর ও কামরূপ দেখ।]

মিন্হাজের তবকাৎ-ই-নাসিরী নামক পারস্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়—বখ্তিয়ার খিলজীর তিব্বত অভিযানকালে এ অঞ্চলে কুঁচ, মেচ ও তিহারু জাতি বাস ছিল। কুঁচ (কোচ) ও মেচজাতির মধ্যে আলিমেচ নামে এক সর্দ্দার ছিলেন, তিনি মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করেন ও বখ্তিয়ার খিলজীকে

পার্ব্বতীয় পথ দেখাইয়া লইয়া যান। বখ্‌তিয়ারের প্রত্যাগমনকালে কামরূপের রাজা সেতু ভাঙ্গিয়া দেন, তাহাতে বখ্‌তিয়ার ঘোর বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণরক্ষার আশা ছিল না, কিন্তু উক্ত কোচসর্দ্দারের যত্নে বহু ক্লেশে দেবকোটে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। [কামরূপ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বোধ হয়, তৎকালে এই অঞ্চল কামরূপরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তৎপরে কিছুদিন মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে কোচজাতির অভ্যুদয় হয়। যোগিনীতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"কোঁচাখ্যানে চ দেশে চ যোনিগর্ত্তসমীপতঃ।
স্বাধী সতী ব্রাহ্মিকা হি রেবতী জলবিশ্রুতা।
ম্লেচ্ছদেহোদ্ভবা যা তু যোগিনী সুন্দরী মতা।
ভিক্ষাচারপ্রসঙ্গেণ গচ্ছামি চ দিবানিশম্॥
অতস্তয়া রতির্যাতা মম কামিনী সর্ব্বদা।
তস্যাঃ পুত্রো বিশুসিংহো মদৌরসসমুদ্ভবঃ॥" ১৩ পটল।

কোঁচনগরে যোনিগর্ত্তের নিকট সাধ্বী রেবতীনামক একটী স্ত্রীলোক বাস করিত, ঐ সুন্দরী ম্লেচ্ছের ঔরস-জাতা হইলেও সর্ব্বদা যোগ করিত। আমিও (শিব) ভিক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই উহার নিকটে যাইতাম। এইরূপ ঘটনায় ঐ কামিনীর সহিত আমার ভালবাসা হইয়াছিল। আমার ঔরসে কোঁচ রমণীর গর্ভে বিশুসিংহ নামক একটী পুত্র জন্মে। (১)

অকবর-নামায় লিখিত আছে—"প্রায় পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে একজন রমণী শিবসদনে পুত্রকামনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল। সেই পুত্রের নাম বিশা (বিশু)। এই বিশা ক্রমে কোচবেহারের রাজা হইয়াছিল।"

তস্যাপি বহবঃ পুত্রাঃ পৃথিবী পরিপালকাঃ।
কুবাচা ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বে রাজানো যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥
তেঽপি ত্বং স বিশুসিংহো যোগমাশ্রিত্য বিহ্বলে।
তিষ্ঠত্যব্যক্তরূপেণ পট্ট আকল্পমম্বিকে॥
কালাৎ সা মাধবী দেবী মদ্দেহে নীচতাং গতা।
যথা জায়া নন্দিমাতা তথেয়ং যোগিনী মতা॥
যথা পুত্রো ভৃঙ্গরীটস্তথা বিশুর্মমাত্মজঃ।
বিশুসিংহোঽপি কল্পান্তে পরাং সিদ্ধিমবাপ্স্যতি॥
তদ্বংশজাস্তু রাজানঃ সর্ব্বে কৈলাসবাসিনঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো গণেশাঃ সর্ব্বশালিনঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্নৈর্দেবকন্যাগণৈঃ সহ।
বিহরন্তি সদা দেবি ক্রীড়ন্তে ভৈরবা যথা॥
যদা যদা ব্রহ্মশাপঃ কামাখ্যায়াং ভবেৎ পুনঃ।
তদা তদাবতীর্য্যাসৌ স্বস্য কামস্য পালকঃ॥
তথা তদ্বংশজাঃ সর্ব্বে ভবেয়ুঃ কামপালকাঃ।
কল্পান্তমেব দেবশি যাবচ্ছাপো বিমুচ্যতে॥
তাবদেব মহামায়ে তদ্বীর্য্যে ক্রীড়তি ধ্রুবম্।
কল্পমেবং মহেশানি কলৌ বর্ষশতত্রয়ং।
বর্ষাণাং পরমেশানি ভুক্তিশাপং পরাত্মিকা॥"

প্রাণেশ্বরি নগেন্দ্রনন্দিনি। আমি সেই সাধ্বীর বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে সাধ্বী রমণী একাম্রকাননে হর্ষের সহিত কেলি করিয়াছিল, সেই বেদাঙ্গসম্ভবা দেবী সর্ব্বদাই যোগ করিত। আমার অনুষ্ঠানে তাহার পরিতৃপ্তি না হওয়ায় আমাকে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। একাম্রকানন অনেক তীর্থ ও পর্ব্বতময়, এই স্থানে বসিয়া তপস্যা করিলে বাসনা পূর্ণ হয়। দৈবক্রমে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। ভিক্ষা দূরে থাকুক রমণী তাঁহাকে উত্তর পর্য্যন্তও দিল না। ব্রাহ্মণ রাগিয়া উঠিলেন এবং "দুর্ম্মদে! তুই ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইবি" বলিয়া শাপ দিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। যোগিনী ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল। যে ব্যক্তি দিতে পারিয়াও ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দেয়, তাহার দুর্গতির এক শেষ হয়; ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও বিনয়ী হওয়া উচিত। সেই রমণী তপস্যা করিয়া আমাকে কিনিয়া রাখিয়াছিল, এই কারণেই সেই রমণীর প্রতি আমার ভালবাসা হইয়াছিল। আমার ঔরসে ঐ কামিনীর গর্ভে বিশুসিংহ নামক একটী পুত্র জন্মে। বিশু অল্পদিন মধ্যে কামরূপ, সৌমার ও পঞ্চগৌড়ের রাজগণকে পরাজয় করিয়া অদ্বিতীয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। বিশুর কতকগুলি পুত্র হইয়াছিল। কোচ জাতি ধার্ম্মিক, তাহাদের রাজা পৃথিবীপালক ও যুদ্ধবিশারদ। বিশুসিংহ যোগ অবলম্বন করিয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত সেই গ্রামেই অবস্থান করিবে। কিছুদিন পরে মাধবী দেবী আমার শরীরেই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। নন্দীর মার ন্যায় এই যোগিনী আমার জায়া এবং নন্দীর ন্যায় বিশু আমার

(১) যোগিনীতন্ত্রে ১৩শ পটলে মহাদেবের কোচনীপাড়ায় গমন ও বিশুর মাতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

ঈশ্বর উবাচ।

"নগেন্দ্রতনয়ে বালে শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
তৎ স্বাধ্বীচরিতং কিঞ্চিৎ কথয়ামি শুচিস্মিতে॥
রসক্রীড়াকৃতা সার্দ্ধমেকাম্রকাননে মুদা।
বেদাঙ্গসম্ভবা সাধ্বী যোগিনী সা স্বরী মতা॥
নাতৃপ্তস্যাঃ স্তুতৃপ্তির্মে মৎক্রিয়ায়াং নগাত্মজে।
মামাপ্তু মুৎকটং তপ্তং স্বয়ং মে ক্ষেত্রকামদঃ॥
একাম্রগহনে দেবি পর্ব্বতে তীর্থসঙ্কুলে।
তত্রৈকো ব্রাহ্মণো যাতো ভিক্ষার্থং তামুবাচ হ॥
ন দত্তমুত্তরং তস্মৈ ভিক্ষা তিষ্ঠতু দূরতঃ।
ততঃ শশাপ বিপ্রস্তাং ম্লেচ্ছতাং যাহি দুর্ম্মদে॥
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিপ্রো ম্লেচ্ছত্বমাপ যোগিনী।
অতোঽর্থিনং সমর্থশ্চেৎ যাচিতং ন দদাতি চেৎ॥
স দুর্গতিমবাপ্নোতি সমর্থো বিনয়ং চরেৎ।
তস্যাস্তু তপসা দেবি ক্রীতোঽহমভবং সদা॥
অতস্তয়া রতির্যাতা মম কামিনী সর্ব্বদা।
তস্যাঃ পুত্রো বিশুসিংহো মদৌরসসমুদ্ভবঃ॥
একেন জিতবান্ কামান্ সৌমারান্ গৌড়পঞ্চমান্।
বিনির্জ্জিত্য নৃপান্ সর্ব্বান্ একঃ শ্রীমান্ মহামতিঃ॥

রাজা প্রাণনারায়ণের সময়ে রচিত কবিন্দ্রের 'রাজখণ্ডে' এবং মুন্সি যদুনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রায় পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বে রচিত 'রাজোপাখ্যান' নামক কোচবেহারের ইতিহাসে প্রথম কোচরাজ বিশুসিংহের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তর লিখিত আছে। তাহারই সংক্ষেপ ভাবার্থ এই—

'৪৫৮১ কল্যব্দে চিক্‌না-পাহাড়ে কোচের ঘরে হীরা জন্মগ্রহণ করেন। হাড়িয়া মেচ (হরিদাস) নামক একব্যক্তির সহিত হীরা ও তাঁহার ভগিনী জীরার বিবাহ হয়। যথাকালে চন্দন ও মদন নামে জীরার পুত্র জন্মে। কিন্তু হীরার তখনও কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই মনে মনে মহাদেবকে ডাকিতেন—মহাদেব ভিক্ষুবেশে দেখা দিয়া তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। প্রথমে শিশুসিংহ এবং তৎপরে ১৪২২ শকে মহাদেবের ঔরসে হীরার গর্ভে বিশ্বসিংহের জন্ম হয়। ১৪৩২ শকে, বিশু কোচবালকের সঙ্গে খেলা করিবার সময় এক ভগবতী মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করেন। বলিদানের সময় বিশু একজন কোচবালকের মাথা কাটিয়া দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া কোচবালকেরা তাহাদিগকে ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল, পলাইয়া গেল। তুর্কবংশীয় আটগ্রামের কোতোয়াল সেই ভয়ঙ্কর নরবলির সংবাদ পাইলেন। তিনি অবিলম্বে শিশু ও বিশুর মাথা আনিতে হুকুম দিলেন। এদিকে তাঁহারা বন মধ্যে গিয়া আত্মরক্ষা করেন। সেইদিন শেষ রজনীতে বনমধ্যে বৃক্ষতলে বিশু স্বপ্নে শুনিলেন—যেন দেবী তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ম্লেচ্ছযুদ্ধে তাঁহার জয় ও পরে তিনিই রাজা হইবেন। পরদিন দুই ভাই চন্দন ও মদনের সহিত মিলিত হইয়া কোতোয়ালের লোকজনকে আক্রমণ করেন। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে মদন ও কোতোয়াল নিহত হয়। ১৪৩২ শকে বিশু নিজ বাহুবলে বৈমাত্র ভ্রাতা চন্দনকে রাজ্যে অভিষেক করেন। কিন্তু নিজ হাতে কোচের শাসনভার রাখিলেন। এই অভিষেক দিন হইতেই কোচবেহারের ১ম 'রাজশাক' আরম্ভ হয়। ইহারই কিছু পূর্ব্বে রাজা কামতেশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় কামপীঠ অরাজক হইয়াছিল। বিশু অনায়াসে সসৈন্যে কামপীঠ অধিকার করিয়া কোচবেহার রাজ্য বিস্তার করিলেন।' (১)

প্রিয়পুত্র। বিশুসিংহও কল্পান্তে মুক্ত হইবে। তাহার বংশজাত সকল মহাত্মাই সমৃদ্ধিশালী, শেষে কৈলাসবাসী হইবে। ইহারা ভৈরবের ন্যায় রূপযৌবনসম্পন্না দেবকন্যাগণের সহিত বিহার ও ক্রীড়া করে। যে যে সময়ে কামাখ্যার ব্রহ্মশাপ উপস্থিত হইবে, আমিও সেই সেই সময়ে অবতীর্ণ হইয়া কামরূপের প্রতিপালন করিব। এই বংশজাত সকলেই কামরূপের প্রতিপালক, কল্পান্তে শাপ মুক্ত হইবে, সেই পর্য্যন্তই এই নিয়ম চলিবে। কলিতে ৩ শত বর্ষে ১ কল্প, তত বৎসর পর্য্যন্তই শাপের ভোগ হইবে।

ইংরাজ ঐতিহাসিকের মতে—"হাজো নামে একজন পরাক্রান্ত কোচসর্দ্দার ছিলেন, রঙ্গপুর ও কামরূপ জেলা পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারে ছিল। এই ব্যক্তির হীরা ও জীরা নামে দুই কন্যা জন্মে। নীচজাতীয় হেরিয়া মেচের সঙ্গে হীরার বিবাহ হয়। জীরার সঙ্গে কাহার বিবাহ হইয়া ছিল জানা যায় না। কিন্তু জীরার গর্ভে (জলপাইগুড়ীর বর্ত্তমান রায়কত বংশের আদিপুরুষ) শিশু ও হীরার গর্ভে বিশু জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশু মাতামহের উত্তরাধিকারী হন।" (Hunter's Statistical Account of Bengal, X 403.)

যাহা হউক, বিশু হইতে কোচরাজবংশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। রাজখণ্ড ও রাজোপাখ্যানের মতে, বিশুসিংহ ১৪৪৫ শকে ২২ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার সহোদর শিশু রায়কত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহার শিরে রাজছত্র ধারণ করেন। [জলপাইগুড়ী শব্দে রায়কতের বিবরণ দেখ।] কামপীঠের পূর্ব্বতন যবনবিজেতা হিন্দুরাজের ৩টী কন্যা ছিল। এই তিন কন্যার সহিত শিশু, বিশু ও চন্দনের বিবাহ হয়। বিশু রাজা হইবার পর সৌমাররাজ্য, বিজনী বিদ্যাগ্রাম ও বিজয়পুর অধিকার করেন। ইহার পর শিশুসিংহ বৈকুণ্ঠপুরে সুন্দর ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় গিয়া বাস করিতে থাকেন।

পূর্ব্বে কোলিতাজাতিই কোচবেহারে গুরু ও পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। রাজা বিশুসিংহ মৈথিল ব্রাহ্মণ ও শ্রীহট্ট হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদের উপর গুরু ও পুরোহিতের ভার অর্পণ করেন। ইনি চিক্‌না-পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া কোচবেহারের সমতলক্ষেত্রে রাজধানী স্থাপন করেন ও তাহার নাম 'হিঙ্গুলাবাস' রাখেন। ১৪৭৬ শকে (১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ আশ্রয় করেন। রাজখণ্ড ও রাজোপাখ্যানমতে তাঁহার তিনটী পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠের নাম নৃসিংহ, মধ্যম নরনারায়ণ ও কনিষ্ঠ চিলারায় বা শুক্লধ্বজ। বিশুসিংহের সংসারাশ্রম পরিত্যাগের পর তাঁহার মধ্যমপুত্র নরনারায়ণই রাজা হন। রাজখণ্ডে বর্ণিত আছে, জ্যেষ্ঠপুত্র নৃসিংহ নরনারায়ণের বিবাহকালে নববধূকে আশীর্ব্বাদ করেন যে তিনি রাজরাণী হইবেন।

(১) রাজোপাখ্যান গ্রন্থে উক্ত বিবরণ যোগিনীতন্ত্রের মতানুযায়ী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যোগিনীতন্ত্রের ২ খানি পুথিতে ঐরূপ বিবরণ নাই। পুথিতে বিশুসিংহ ভিন্ন আর কাহারও নাম দৃষ্ট হইল না।

কিন্তু বিশুর পর যখন নৃসিংহের অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইল, সেই সময়ে নরনারায়ণের পত্নী সখীগণের সঙ্গে রাজসভায় আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে নৃসিংহকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার বিবাহের পর আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়া ছিলেন, 'তুমি রাজরাণী হইবে'। কিন্তু এখন আপনি রাজা হইতেছেন। আমি কিরূপে রাজরাণী হইব? আপনার কথা বোধ হয় মিথ্যা।" নৃসিংহ সস্নেহে বলিলেন, "মা! তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ। তুমিই রাজরাণী হইবে।" তৎক্ষণাৎ তিনি নরনারায়ণকে অভিষেক করিবার আদেশ করিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি হইল। বৈকণ্ঠপুর হইতে সমাগত রায়কত রাজছত্র ধরিলেন, নরনারায়ণ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। সেইদিন হইতে নৃসিংহ সংসারবিরাগী।

কিন্তু রাজা নরনারায়ণের সমসাময়িক পণ্ডিত রামসরস্বতীর গ্রন্থে লিখিত আছে, বিশ্বসিংহের পুত্র হয় নাই, তাঁহার কন্যার গর্ভে নরনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ নরনারায়ণের অপর নাম মল্লদেব বা মল্লনারায়ণ। [কামরূপ দেখ।]

রাজা নরনারায়ণ হইতে সর্ব্বপ্রথম কোচবেহারে 'নারায়ণী' মুদ্রা প্রচলিত হইল। তিনি ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সহিত সৌমার ও কামরূপ অধিকার করেন। কথিত আছে, শুক্লধ্বজের বীরত্বেই নরনারায়ণ নানাস্থান জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুক্লধ্বজ বীরমদে মত্ত হইয়া ভাবিলেন, যে তাঁহা হইতেই যখন রাজ্যরক্ষা ও বিভিন্ন জনপদ কোচবেহারের অধিকারভুক্ত হইতেছে, তখন কেন তিনি নিজে না রাজা হইবেন। তিনি রাজা নরনারায়ণের প্রাণবধে সঙ্কল্প করিয়া অসি হস্তে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রাজার নিকট আসিলে পর তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, হাতের তরবারি স্খলিত হইল (১)। তিনি ভ্রাতার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজা নরনারায়ণ শুক্লধ্বজের নিকট তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ জানিতে পারিলেন। তখনই তিনি শুক্লধ্বজকে কামরূপের রাজা করিলেন।

রাজা নরনারায়ণই কামাখ্যা দেবীর মন্দির প্রভৃতি কামরূপ জেলার মধ্যে শত শত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অদ্যাপি হাজোর মন্দিরে নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। [কামরূপ দেখ।]

মহারাজ নরনারায়ণ ৩৩ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ৭৮ম রাজশাকে (১৫০৯ শকে) দেহত্যাগ করেন। তৎপরে রায়কত ও মন্ত্রিগণ তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণকে রাজা করিলেন। আসামবুরঞ্জী মতে, ১৫০৬ শকে লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হন।

আবুল-ফজলের অক্‌বর-নামায় লিখিত আছে, "বালগোঁসাই (নরনারায়ণ) প্রথমে বিবাহ করেন নাই, এজন্য প্রথমে তাঁহার পুত্র সন্তান জন্মে নাই, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র পাটকুমারকে যুবরাজ স্থির করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ভ্রাতা শুক্লগোঁসাইয়ের অনুরোধে বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফল লছমীনারায়ণ। রাজার মৃত্যু হইলে লছমীনারায়ণ রাজা হইলেন। এই সময় উক্ত পাটকুমার রাজ্যলাভাশায় বিদ্রোহী হইলেন। লছমীনারায়ণ ঘোর বিপদে পড়িয়া অক্‌বরের অধীনতা স্বীকার করিলেন, এবং বাঙ্গালার সুবাদার মানসিংহকে তাঁহার সাহায্যার্থে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। মানসিংহ আনন্দপুরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনেক আমোদ উৎসবের পর মানসিংহ কোচরাজের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন করেন।"

রাজখণ্ড ও রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে, রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মুকুন্দসার্ব্বভৌম নামে এক ব্রাহ্মণের অসম্মান করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট গিয়া অভিযোগ করেন, তাই দিল্লীশ্বর গৌড়ের সুবাদারকে লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে অনুমতি করেন। মুসলমানের উৎপাতে কোচরাজ্য ধ্বংসপ্রায় হইল। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার বল্লনারায়ণ ও ভীমনারায়ণ নামে দুই পুত্র সঙ্গে লইয়া দিল্লীযাত্রা করেন। সেখানে বাদশাহ তাঁহাদের অসাধারণ সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। প্রত্যাগমনকালে কোচরাজ দিল্লী হইতে ভাল ভাল কারিকর সঙ্গে আনিয়া ছিলেন। তাহারা ১৮টী রাজকুমারের জন্য আঠারকোটা নির্ম্মাণ করে।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীতে গিয়াছিলেন কি না তাহা কোন মুসলমান ইতিহাসে লিখিত হয় নাই। অক্‌বরনামায় লিখিত আছে, "প্রায় ১০০৫ হিজরী অব্দে (১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে) কোচাধিপতি লছমী-নারায়ণ বাদশাহের (অক্‌বরের) অধীনতা স্বীকার করেন।"

(অক্‌বরনামা ৩য় খণ্ড লক্ষ্ণৌনগরে মুদ্রিত।)

আইন্-ই-অক্‌বরীতে লিখিত আছে—কোচরাজের ১০০০ অশ্বারোহী ও একলক্ষ পদাতি সৈন্য ছিল।

রাজোপাখ্যানের মতে—১৫৪৩ শকে লক্ষ্মীনারায়ণের

(১) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে, শুক্লধ্বজ দেখিয়াছিলেন যেন দশভুজা রাজা নরনারায়ণকে রক্ষা করিতেছেন। সেই জন্য তিনি এত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখে দশভুজার কথা শুনিয়াই

মৃত্যু হয় ও তৎপুত্র বীরনারায়ণ রাজা হন। তিনি আঠার-কোটায় রাজধানী স্থাপন করেন। একজন মণ্ডল 'মণ্ডলা-বাস' নামে মনোরম মন্দিরশোভিত রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া রাজাকে প্রদান করিয়াছিল। বীরনারায়ণের অভিষেক কালে রায়কত উপস্থিত হন নাই, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ভ্রাতা নাজিরদেব মহীনারায়ণ কুমার রাজছত্র ধারণ করেন। এই জন্ম তাঁহাকে ছত্রনাজির উপাধি দেওয়া হয়। এই সময়ে ভুটানের দেবরাজ কর বন্ধ করেন।

মহারাজ বীরনারায়ণ অতিবিলাসী, কামুক, বিদ্যোৎসাহী ও ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে, তিনি অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন। একজনের গর্ভে এক অনুপমা সুন্দরী কন্যা জন্মে। রাজা কখন তাহাকে দেখে নাই। সেই বালিকা যখন ষোড়শী হইল, ঘটনাক্রমে একদিন বীরনারায়ণের দৃষ্টিতে পড়িল। তাঁহার রূপে রাজা মোহিত হইলেন এবং তাহার নিকট আপনার কু-অভিপ্রায় জানাইয়া পাঠাইলেন। রাজকুমারী ঘৃণায় লজ্জায় আর মুখ দেখাইলেন না, নদীস্রোতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন হইতে সেই স্রোতস্বিনীর "কুমারীনদী" নাম হইল। রাজা এই দারুণ সমাচারে শোকসন্তপ্ত ও অতিশয় লজ্জিত হইলেন। তাঁহার সুখ, হর্ষ, উৎসাহ, কৌতুক কোথায় অন্তর্হিত হইল। অল্পদিন পরে ১৫৪৮ শকে ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন। ছত্র-নাজির মহীনারায়ণ বীরনারায়ণের পুত্র প্রাণনারায়ণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রাণনারায়ণ স্মৃতি, ব্যাকরণ ও সংগীতশাস্ত্রে বেশ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বিক্রমাদিত্যের অনুকরণ করিয়া "পঞ্চরত্নসভা" স্থাপন করেন। তাঁহারই উৎসাহে ও যত্নে কবিরত্ন "রাজখণ্ড" নামে কোচরাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণের যত্নে প্রসিদ্ধ জল্পীশ, বাণেশ্বর ও ষণ্ডেশ্বর দেবের ইষ্টক-মন্দির এবং গোঁসাই মরাইয়ে কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির ও সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। তিনি ৩৯ বর্ষ রাজত্বের পর মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ছত্রনাজির মহীনারায়ণ রাজ্যলাভাশয় চারিপুত্র ও সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া রাজধানী প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই কোচরাজ্য প্রদান করিবেন, কিন্তু দেখিলেন তাঁহার চারিপুত্রই সিংহাসনলাভের আশায় একপ্রকার উত্তেজিত। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি প্রাণনারায়ণের পুত্রের মস্তকেই রাজছত্র ধারণ করিলেন। ১৫৮৭ শকে মোদনারায়ণ অভিষিক্ত হইলেন। এই সময়ে ছত্রনাজির মহীনারায়ণই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। মহারাজ মোদনারায়ণ দেখিলেন যে তিনি নামে মাত্র রাজা, রাজ্যভোগ তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। তখন তিনি অনেক চেষ্টায় ছত্রনাজিরের পক্ষীয় কতকগুলি প্রধান সৈন্যকে স্বদলে আনিয়া ছত্রনাজিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ছত্রনাজির পরাস্ত হইয়া সন্ন্যাসীবেশে পলায়ন করিলেন। বৈকুণ্ঠপুরের পথে রায়কতদিগের পক্ষীয় কর্ম্মচারীর হস্তে তিনি নিহত হন।

১৬০২ শকে মোদনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ে মহীনারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ ভুটিয়াদিগের সাহায্যে কোচরাজ্য আক্রমণ করেন। জগদেব ও ভুজদেব রায়কত আসিয়া বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে কোচবেহার উদ্ধার করিয়া প্রাণনারায়ণের তৃতীয়পুত্র বাসুদেব নারায়ণকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। এই সময়ে দর্পনারায়ণের মৃত্যু হয়।

ইহার ২ বর্ষ পরে জগৎনারায়ণ প্রভৃতি মহীনারায়ণের অপর পুত্রগণ পুনরায় ভুটিয়াসৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী আক্রমণ করেন, ইহাতে মহারাজ বাসুদেব নিহত হন। রাণীরা বাসুদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র মাননারায়ণের শিশুপুত্র মহেন্দ্রনারায়ণকে লইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করেন। এই সঙ্গে মহীনারায়ণের অপর পুত্র রাজা হইবার আয়োজন করেন। ইতিমধ্যে রায়কতবীর জগদেব ও ভুজদেব আসিয়া তাঁহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল করিলেন। জগৎনারায়ণ রাজধানী একপ্রকার শ্মশানে পরিণত করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন।

আবার রায়কতের যত্নে ১৬০৪ শকে শিশু মহেন্দ্রনারায়ণ * অভিষিক্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার বয়স পাঁচ বর্ষ মাত্র। ইহার পরও জগৎনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা যজ্ঞনারায়ণ উভয়ে মিলিয়া অনেক উপদ্রব করেন। কিছুদিন পরে রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ জগৎনারায়ণের মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। এই সময়ে কোচবেহারে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। কোচরাজ যজ্ঞনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে রাজধানীতে আনাইয়া যজ্ঞনারায়ণকে ছত্রনাজির ও সৈন্যাধ্যক্ষ পদ প্রদান করেন। এই সময়ে কোচবেহারের অন্তর্গত কাকিণা, টেপা, মন্থণা, কাটপুর, কাজিরহাট, বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ পরগণা মুসলমানেরা অধিকার করেন। পাটগ্রামে মুসলমানসৈন্যের সহিত যজ্ঞনারায়ণের এক

* মহারাজ প্রাণনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিষ্ণুনারায়ণ; তিনি মাননারায়ণ নামে একপুত্র রাখিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। মহেন্দ্রনারায়ণ এই মাননারায়ণের পুত্র।

ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। মুসলমানেরা এখানে অনেক কোচসৈন্যের মুণ্ডপাত করেন, সেই যুদ্ধ হইতে এই স্থানের অপর নাম "মুণ্ডমালা" হইয়াছে। পূর্ব্বভাগের সীমায় বিস্তর তুর্কসৈন্য নিহত হয়, এখনও সেই স্থান "তুর্ক-কাটা নামে প্রসিদ্ধ।

১৬১৩ শকে যজ্ঞনারায়ণের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। এই সময়ে রাজার অনিচ্ছায় দর্পনারায়ণের পুত্র শান্তনারায়ণ ছত্রনাজির হইলেন। ১১ বর্ষ মাত্র রাজত্বের পর মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইল। নানা গোলযোগের পর ১৬১৬ শকে জগৎনারায়ণের পুত্র রূপনারায়ণ রাজা হইলেন। হণ্টর প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিকের মতে, রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ভগীদেব ও জগদেব রায়কত কোচবেহারের সিংহাসন অধিকারে চেষ্টা করেন, কিন্তু মোগলসৈন্যের সাহায্যে রূপনারায়ণ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। (W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. X. p. 414.) কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিকের কথার উপর রায়কতবংশ বিশ্বাসস্থাপন করেন না। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে, মহেন্দ্রনারায়ণের জীবদ্দশায় জগদেবের মৃত্যু হয় এবং ভুজদেব রায়কত পীড়িত হন। এরূপ স্থলে জগদেব ও ভুজদেব কর্ত্তৃক কোচবেহার আক্রমণ অসম্ভব। তাঁহারা মনে করিলে বহু পূর্ব্বে মহেন্দ্রনারায়ণকে রাজত্ব না দিয়া নিজেরাই কোচরাজ্য অধিকার করিতে পারিতেন।

রাজা রূপনারায়ণ তরসা নদীর পূর্ব্বকূলে গুড়িয়াহাটী গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন, এখন তাহারই নাম (কোচ)-বেহার। রাজা রূপনারায়ণের সহিত ঢাকার নবাব জবরদস্ত খাঁর এক সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ এই কয়খানি চাক্‌লা ফিরিয়া পান। কিন্তু রাজাকে ছত্রনাজির শান্তনারায়ণের নাম দিয়া ঢাকার সুবেদারের নিকট কর পাঠাইতে হইত। তিনি রাজধানীতে মদনমোহন দেবের ও পাটদেহরা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৩৬ শকে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইলেন। টেপার জমিদার মহাদেব রায় রাজার খাসনবিস হন। রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ বন্ধুতাসূত্রে দিনাজপুররাজ-প্রাণনাথের সহিত পাগড়ি বদল করিয়াছিলেন। তিনি আপন প্রিয় নর্ত্তকী লালবাইয়ের নামে লালবাজার স্থাপন করেন, এই স্থানেই প্রাচীন কামতাপুর ছিল। যথাকালে রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের সন্তানাদি না হওয়ায়, তিনি দেওয়ান দেব সত্যনারায়ণের* পুত্র দীননারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন।

* সত্যনারায়ণ দর্পনারায়ণের পুত্র ও শান্তনারায়ণের ভ্রাতা।

তিনি দীননারায়ণের উপর বড়ই অনুগ্রহ করিতেন। একদিন নাজির রুদ্রনারায়ণদেব দীননারায়ণকে পরামর্শ দিলেন, "তোমায় রাজা বড় ভালবাসেন। এই সময়ে তাঁহার নিকট একখানি সনন্দ লিখাইয়া লও যে তাঁহার মৃত্যুর পর তুমিই রাজা হইবে। এরূপ না করিলে তোমার রাজা হইবার আশা নাই।" সেই মত দীননারায়ণ রাজার নিকট সনন্দ চাহিলেন। রাজা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিলেন। তখন দীননারায়ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রঙ্গপুরে আসিয়া মুহম্মদআলী খাঁ নামক ফৌজদারের সাহায্যে কোচবেহার আক্রমণ করেন। এই সময়ে গৌরীপ্রসাদ বক্সীর কৌশলে কোচরাজ্য শত্রুহস্ত হইতে অনেক কষ্টে উদ্ধার হয়। রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ বক্সীর উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে খাসনবিস পদ প্রদান করেন। তৎপরে রাজা সাদি খাঁ নামক স্থানের গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হন। এই সময় তাঁহার ছোট রাণীর গর্ভে দেবেন্দ্রনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৮৫ শকে চলিয়াবাড়ী নামক স্থানে রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। বড় রাণীর যত্নে চারিবর্ষীয় কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে নাজির রুদ্রনারায়ণ সৈন্যদিগের বেতন খরচার ভাণ করিয়া রাজ্যের অধিকাংশ আত্মসাৎ করেন। রাজগুরু রামানন্দ গোস্বামীর নিকট রতিশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ থাকিত। একদিন বালকরাজ দেবেন্দ্র খেলা করিতেছেন। এমন সময় দুষ্ট রতিশর্ম্মা অকস্মাৎ আসিয়া তাঁহার মাথা দুই খণ্ড করিয়া ফেলে। অল্প সময়ের মধ্যে এই অভাবনীয় রাজহত্যাকাণ্ড চারিদিকে প্রচারিত হইল। রাজ্যময় হাহাকার পড়িয়া গেল। ভুটানের দেবরাজ এই সংবাদ শুনিয়া রামানন্দ গোসাইকে উক্ত হত্যাকাণ্ডের মূল ভাবিয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। অনেক কাণ্ডের পর দেওয়ানদেব খড়্গনারায়ণের* পুত্র গোপাল অপর নাম ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইলেন। ভুটীয়ারা জয়েশ্বর, মন্দুস ও জলস নামক স্থান জয় করে। দেবরাজ পেনসতুমা নামক একজন প্রতিনিধিকে কোচরাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। ২৬০ রাজশাকে দেবরাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে দেওয়ানদেব রামনারায়ণ সসৈন্যে বিজয়পুর আক্রমণ করেন। দেবরাজ তাহাতে অতিশয় উপকৃত হন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রামনারায়ণ বিস্তর জিনিস লুটিয়া আনেন, কিন্তু তিনি অতি অল্প জিনিস ভিন্ন রাজাকে কিছুই দেন নাই। রাজার পাত্র-

* খড়্গনারায়ণ রাজা রূপনারায়ণের পুত্র ও রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ।

মিত্রগণ রাজার কাণে বার বার ঐ কথা তুলিয়া রাজার মন ভাঙ্গাইলেন। তৎপরে সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া দেওয়ান-দেবের প্রাণবধ করিলেন। পেন্‌সতুমা ভুটানরাজের নিকট এই দারুণ সংবাদ পাঠাইলেন। দেবরাজ হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ পাইয়া কোচরাজের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং কৌশলক্রমে তাঁহাকে ও তাঁহার পাত্রমিত্রগণকে নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়া বন্দী করেন। পুরমহিলারা ঐ সংবাদ পাইয়া রাজার শিশু পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে অন্তঃপুরে লুকাইয়া রাখিলেন।

১৬৯৩ শকে ভুটিয়ারা রামনারায়ণের আশ্রিত রাজেন্দ্র-নারায়ণকে অভিষেক করিলেন। রাজ্যরক্ষার্থ পেন্‌সতুমা কোচবেহারে রহিলেন। ক্রমে এখানে ভুটিয়া-আধিপত্য বাড়িতে লাগিল। পরবর্ষে মহাসমারোহে রাজা রাজেন্দ্র-নারায়ণের বিবাহ হয়, এই বিবাহে দেবরাজ তাঁহাকে বিস্তর ভেট দিয়াছিলেন। বিবাহের পর পঞ্চমদিবসে মহারাজ রাজেন্দ্র ইহলীলা সাঙ্গ করিলেন। তাঁহার সময়ে কোচ-বেহারের নারায়ণীমুদ্রা পুষ্পচিহ্নিত হইয়াছিল।

কুমার বৈকুণ্ঠনারায়ণ পেন্‌সতুমার সহিত যোগ দিয়া রাজা হইবার চেষ্টা করেন।

এই সময়ে কাশীনাথ লাহিড়ীর যত্নে কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পেন্‌সতুমা নিজের ক্ষমতা খাটিল না দেখিয়া দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ কোচবেহারের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিতে পারিয়া কোচরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য বক্সাদ্বার হইতে ৩৮৪০ জন ভুটিয়াসৈন্য পাঠাইলেন। চেচাখাতা নামক স্থানে নাজিরদেব তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। পুনরায় দেবরাজ সমস্ত কোচ-বেহার বিধ্বস্ত করিবার জন্য জিম্পে নামক সেনাপতির অধীনে ১৮ দ্বার হইতে ১৭২৮০ জন সৈন্য পাঠাইলেন। বক্সা-দ্বার, লক্ষ্মীপুরদ্বার ও হলদিবাড়ীদ্বার দিয়া ভুটিয়া-সেনানায়ক সংযামিনীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার কোচ-সৈন্য পরাস্ত হইল। ভুটিয়া-সেনাপতি জিম্পে রামনারায়ণের পুত্র বীজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিয়া চেচাখাতা নামক স্থানে আনিয়া রাখিলেন। সেখানকার জলবায়ু অসহ্য হওয়ায় অল্পদিন মধ্যেই রাজা বীজেন্দ্রনারায়ণ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই সময়ে ভুটিয়ারা চিতালদহা, বালাডাঙ্গা, নবামারি, মড়াঘাট, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভুটিয়া-সেনাপতি জিম্পে দলবল লইয়া কোচবেহারনগরে রঙ্গমন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যাহা হউক সমস্ত কোচবেহাররাজ্য ভুটিয়াদের করতলগত হইল। বীজেন্দ্র নারায়ণের (১) মৃত্যুর পর নাজিরদেব খগেন্দ্র-নারায়ণ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ভুটিয়ারা তাহার বিরোধী হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। নাজির পরাস্ত হইলেন, ভুটিয়ারা রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র বজেন্দ্রকে সিংহাসনে অভিষেক করিল। নাজিরদেব পলাইয়া আসিয়া ইংরাজ-কোম্পানীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। কাহারও মতে, এই সময়ে বৈকুণ্ঠপুরের দর্পদেব রায়কত ভুটিয়াদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ততদূর বিশ্বাসযোগ্য নহে। †

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৫ই এপ্রেল, ইংরাজের সহিত রাজা ধরেন্দ্র-নারায়ণের এক সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজ বাহাদুর পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া কোচরাজের সাহায্য করিতে সম্মত হন। তৎপরে নাজিরদেবের সহিত ইংরাজসৈন্য কোচবেহারে প্রবেশ করিল। ভুটিয়াসেনাপতি জিম্পে অসাধারণ সামর্থ্য দেখাইয়া যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন।

ইংরাজসেনানায়ক পর্‌লিং চেচাখাতায় উপস্থিত হইয়া বিজয়ঘোষণা করিলেন। ভুটানে দেবরাজের নিকট কোম্পা-নীর পত্র গেল, "হয় দেবরাজ মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার লোকজনকে মুক্তি দিউন, নচেৎ যুদ্ধ অনিবার্য্য।" দেবরাজ ভীত হইয়া সসম্মানে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে চেচাখাতা অবধি পৌঁছিয়া দিলেন। নাজিরদেব পথে মহা-রাজকে অভ্যর্থনা করিতে আসেন। প্রথম সাক্ষাৎকালে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ বলিয়াছিলেন, "নাজির! কোম্পা-নীর হাতে কেন রাজত্ব দিলে? যে রাজা বিদেশীকে কর দেয়, তাহার রাজছত্র ধারণ করিবার ফল কি? আমি পূর্ব্ব জন্মের পাপে দেবরাজের হাতে বন্দী ছিলাম। স্বাধীনতা বিক্রয় অপেক্ষা বিশ্বসিংহের বংশলোপ হউক।" মহারাজ কোচ-বেহারনগরে উপস্থিত হইলে, রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিরা সক-লেই তাঁহাকেই রাজ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিয়া বলেন, "ধরেন্দ্রনারায়ণই রাজা, তাহা-কেই রাজত্ব করিতে দাও।" ইহার পর ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যের কাহারও সঙ্গে বড় একটা দেখা করিতেন না, সর্ব্বদাই দেবীর আরাধনায় অতিবাহিত করিতেন। কিছু দিন পরে রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইল। এই সময়ে (১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে) অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলের অনুরোধে মহারাজ

(১) হণ্টর প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ "রাজেন্দ্র" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুন্সী যদুনাথ প্রভৃতি লিখিত দেশীয় ইতিহাসে "বীজেন্দ্র" নামই আছে।

† ১২৯২ সালে ডাকহরকরা প্রেসে মুদ্রিত রায়কতবংশ ৮৮ পৃষ্ঠা দেখ।

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ পুনরায় সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি শাসন কার্য্য বড় একটা দেখিতেন না। সর্ব্বদা দানধ্যানেই কাটাইতেন। ১৭০০ শকে মহারাজ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানপূর্ব্বক পদব্রজে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। তীর্থযাত্রাকালে দিনাজপুরে দ্বীপিধর্ম্মচারী মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রের সহিত রাজা বৈদ্যনাথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি কোচরাজকে বিস্তর উপহার প্রদান করিতে উদ্যত হইলে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ তাহার কিছুই গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছিলেন, "দীন দরিদ্রকে প্রদান করুন্।" তৎপরে তিনি পদব্রজে কাশী প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার ঐরূপ বৈরাগ্যভাব দেখিয়া কোচেরা তাহাকে পাগলা-রাজা বলিত। ১৭০২ শকে হরেন্দ্রনারায়ণ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। রাজা কোন কার্য্য দেখিতেন বলিয়া রাণীর হাতেই সকল ভার ছিল। রাণীর প্রিয়পাত্র সর্ব্বানন্দ গোঁসাই ও খাসনবিস্ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগে নাজিরদেবের পদমর্য্যাদা হরণ করিতে চেষ্টা পান ; শেষে তাঁহারাই বন্দী হন। ১৭০৫ শকে রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে কুমার হরেন্দ্রনারায়ণ অনেক কষ্টে রাজা হন। রাণী রাজার ইচ্ছাপত্র দেখাইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে বালকরাজার হইয়া রাজকার্য্য দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু নাজিরদেবের অত্যাচার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সর্ব্বানন্দ ও খাসনবিস্ তখনও রঙ্গপুরে বন্দী। তাঁহারা গুডল্যাডসাহেবকে জানাইলেন যে, নাজিরদেব নিজেই রাজ্য শাসন করিবার চেষ্টায় আছেন, এরূপ স্থলে নাজিরদেবের উপর সাহেবের চক্ষু রাখা কর্ত্তব্য। তৎকালে সাহেবের বাবু নাজিরদেবের কাছে ঘুস্ খাইয়া নাজিরের পক্ষ হইয়াও অনেক কথা সাহেবকে জানাইলেন। বাবুর কথায় বিশ্বাস করিয়া সাহেব কিছুই করিলেন না। এদিকে নাজিরদেব রাজপক্ষীয়কর্ম্মচারীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং রাজা ও রাজমাতাকে বন্দী করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করিলেন। অন্য সময়ে অভিষেককালে নাজিরদেব অভিষিক্ত রাজার মস্তকে ছত্রধারণ করিতেন। এবার তিনি স্বয়ং নিজ শিরে রাজছত্র ধরিলেন। এই সংবাদ রঙ্গপুরে গুডল্যাডসাহেবের কর্ণে গেল। তিনি অবিলম্বে খাসনবিস ও সর্ব্বানন্দ গোঁসাইকে মুক্তি দিয়া বেহারে পাঠাইলেন। তখন নাজিরদেব ভয়ে সমস্ত ধনরত্ন লইয়া বলরামপুরে পলাইয়া আসিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সাহেবের লোকের হস্তে বন্দী হইলেন। সর্ব্বানন্দ গোঁসাই ও দেওয়ানদেব সুন্দরনারায়ণের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পিত হইল। রাণীর উপর রাজ্যশাসনের ভার থাকায় দুষ্ট রাজকর্ম্মচারীগণ আপনাদের উদরপূরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ১৭১০ শকে, ঘটনাক্রমে নাজিরদেব কারাগার হইতে কিরূপে পলায়ন করেন। তাঁহার ভ্রাতা ভগবন্তনারায়ণ প্রভৃতি কএকজন নাগেশ্বরীর ও পৈরাডাঙ্গার সন্ন্যাসীদের সহিত যোগ দিয়া রাজবিদ্রোহী হইলেন। তাহারা রাজবাটী আক্রমণ করিয়া রাণীমা ও বালক রাজাকে বন্দী করিয়া বলরামপুরে লইয়া আসিল। এখানে নাজিরদেব রাজমাতা ও বালক রাজার প্রতি কঠোর উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বানন্দ গোঁসাই রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেবকে কোচবেহারের দুরবস্থার কথা জানাইলেন। অবিলম্বে কালেক্টর সাহেব বলরামপুরে একদল সিপাহী পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে একটী সামান্য যুদ্ধ হয়। রাজমাতা ও রাজা মুক্ত হইলেন। বিদ্রোহীগণ বন্দী হইয়া রঙ্গপুরে নীত হইলেন। নাজিরদেব নিরুদ্দেশ রহিলেন। এই সময়ে কোচবেহার-রাজ্যের সমুদয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত দুইজন কমিশনর নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের নিকট নাজিরদেব ধরা দিলেন। কোচবেহার, মোগলহাট ও রঙ্গপুরে প্রায় ছয় মাস অনুসন্ধান চলিল। এই সময়ে নাজিরদেব বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ পরগণা নিজ পিতৃসম্পত্তি বলিয়া প্রকাশ করেন, এ ছাড়া কোচবেহারের ॥৴০ অংশ দাবী করেন। অনেক কষ্টে নাজিরদেব কোচবেহার সরকার হইতে মাসিক ৫০০৲ ও বলরামপুরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি দুই ক্রোশ জমি দখলে পাইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজা কোম্পানী বাহাদুরকে জানাইলেন যে 'যখন সন্ধিঅনুসারে বৃটীশরাজ তাঁহার রাজ্যরক্ষা করিতে বাধ্য, তখন বৃথা কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া তাহার ব্যয় বহন করা তাঁহার পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ নয়। সুতরাং নাজিরদেবের আর রাজসরকারে কোন দাবী দাওয়া থাকিতে পারে না।'

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সহিত ক্রমান্বয়ে বৈকুণ্ঠপুরের দর্পদেব রায়কতের দুইটী পৌত্রীর বিবাহ হয়।

তাঁহার সময়ে আহ্মটিসাহেব কোচবেহারের কমিসনর হইয়া যান। তিনি রাজার বিপক্ষ দলের সহিত মিলিত হইয়া রাজা ও প্রজার উপর বড়ই অত্যাচার করেন। ক্রমে আহ্মটির অত্যাচারের কথা কলিকাতায় কৌন্সিলে পৌছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাজার হস্তে সম্পূর্ণ রাজ্যভার অর্পণ করিবার আদেশ আসিল। তৎপরে মহারাজ মহাসমারোহে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সুযোগ্য খাসনবিস্ কাশীনাথ লাহিড়ীর যত্নে কোচরাজ্যে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। রাজা বিচক্ষণ বাঙ্গালীদিগকে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর ভার অর্পণ করেন। এই সময়ে নারায়ণীমুদ্রা-প্রচলন বন্ধ হইয়া যায়।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ সাগরদীঘি নামে বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া তাহার তীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভিতাগুড়ী নামক স্থানে রাজধানী পত্তন করেন। এই সময়ে দেওয়ানদেবের উপর রাজার কুদৃষ্টি পড়ে। অন্যায়াচরণের জন্য দেওয়ানদেবের মুক্তার রাজাদেশে নিহত হয়। দেওয়ানদেব ভীত হইয়া রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে নর্ম্মান মাক্লিয়ড সাহেব কোচ-বেহারের একটা বন্দোবস্ত করিতে আসেন। রাজা তাহার উপর বিরক্ত হন। সাহেব ইংরাজী নিয়ম চালাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা সাহেবের বন্দোবস্তে সম্মত হন নাই। অবশেষে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট পুনরায় সাবেক বন্দোবস্তই বজায় রাখিলেন। ইহার পর, রাজা ধলিয়াবাড়ী নামক স্থানে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্ব হইতে তাঁহার রাজকার্য্যে বিতৃষ্ণা জন্মে, কেবল দান, ধ্যান ও ধর্ম্মশাস্ত্রালাপ করিয়া অতিবাহিত করিতেন। (১) ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কুমার শিবেন্দ্রনারায়ণ ও রাজেন্দ্রনারায়ণের উপর শাসনভার দিয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করেন। ৫৬ বর্ষ রাজত্বের পর কাশীধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে (১৬ই জ্যৈষ্ঠ) ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

১৭৬১ শকে (৩০এ জ্যৈষ্ঠ) তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবেন্দ্র-নারায়ণ রাজা হইলেন। রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের অধিকার-কালে কোচবেহারের রাজকার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। দেওয়ানী ও ফৌজদারীকার্য্য সুশৃঙ্খলে চালাইবার জন্য তিনিই প্রথম নায়েব-অহিলকার ও সদর আমীনের পদ সৃষ্টি করেন। তাঁহার যত্নে রাজকীয় বিচারালয় স্থাপিত হয়। এ ছাড়া তিনি ধর্ম্মসভা ও সাধারণের জন্য ধর্ম্মশালা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করেন। পূর্ব্বে বৃটীশ গবর্ণ-মেণ্টের প্রাপ্য বিস্তর কর বাকি পড়িয়াছিল। রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ সেই সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া যান। তাঁহার পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতা রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র কুমার নরেন্দ্র বা নেত্রনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। (১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে) রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ পিতার ন্যায় কাশীধামে জীবন বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার দত্তকপুত্র বালক নরেন্দ্রনারায়ণ অভিষিক্ত হন। তিনি কৃষ্ণনগরের কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় তাঁহার জন্মদাতা রাজেন্দ্রনারায়ণ সরবরাহকার বা রাজ্যের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ সাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ২২শ বর্ষ বয়ক্রমকালে তিনি দশমাসের পুত্র নৃপেন্দ্রনারায়ণকে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রথমে তাঁহার তিন রাণী রাজ্যশাসনভার পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটায় রাজকুমারের নাবালক অবস্থায় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং শাসনকার্য্য দেখিতে লাগিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৯এ ফেব্রুয়ারী নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর অভিষিক্ত হইলেন এবং হটন সাহেব ২০০০৲ টাকা বেতনে কমিসনর নিযুক্ত হইলেন। এই কমিসনর সাহেবের যত্নে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৭ই সেপ্টেম্বর কোচবেহার হইতে কঠোর দাসত্বপ্রথা উঠিয়া যায়।

রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাটনা কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। ইনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই মার্চ্চ, ইনি বাগ্মীপ্রবর কেশব-চন্দ্রসেনের জ্যেষ্ঠকন্যাকে বিবাহ করেন। কোচবেহারে এই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। কেশবচন্দ্র প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, আর কোচরাজপরিবার নিষ্ঠাবান্ হিন্দুধর্ম্মী। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মমতে বিবাহদিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাজপরিবারগণের ইচ্ছায় ব্রাহ্মণ দ্বারা হিন্দুমতে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় *। বিবাহের পর তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ২৩এ ফেব্রুয়ারী বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "মহারাজা" ও পরে G. C. I. E. (Knight Grand Commander of the Indian Empire) উপাধি প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন ভূপবাহাদুর বেঙ্গল অশ্বারোহী সৈন্যের অবৈতনিক লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল পদ এবং প্রিন্স অব-ওয়েল্‌সের অবৈতনিক মুসাহেব (Aid-de-camp) পদ লাভ করিয়াছেন। কোচবেহারের মহারাজ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্মানার্থ ১৩টী তোপ পাইয়া থাকেন।

বাণিজ্য—দেশের অধিবাসীরা বাণিজ্য ব্যবসায়ে বড় লিপ্ত নহে। মাড়োয়ারীরাই বাণিজ্য করিয়া থাকে। কোচবেহার, বলরামপুর, চওড়া, গোবরাছড়া, দীরানগঞ্জ, চাংড়াবাঁধা ও লাউকুটী নগর বাণিজ্যের প্রধান স্থান। রপ্তানির মধ্যে তামাক, পাট, সরিষা ও সরিষার তৈল, এঁড়ি ও মেখলী কাপড় এবং চাউলই অধিক। বাহির হইতে চিনি, গুড়, ভুষা মাল, মসলা, নারিকেল, সুপারি, লোণা মাছ, পুঁতি, পলা, লবণ, পিত্তলকাঁসার বাসন ও বিলাতি কাপড় অধিক

(১) এই সময়ে যদুনাথ ঘোষ নামে রাজার একজন মুন্সী রাজোপাখ্যান নামে কোচবেহারের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। রাজা মুন্সীর গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে পারিতোষিক স্বরূপ পঞ্চগ্রামের লাখরাজী সনন্দ প্রদান করেন।

* Report on the Administration of Bengal, 1877-78.

পরিমাণে আমদানী হয়। দেশের স্থানে স্থানে হাট বসে, তাহাতেই লোকের ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়। চৈত্রমাসে গদাধর নদীর দক্ষিণভাগে কোচবেহার নগর হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে একটী বড় রকম মেলা হয়। তাহাকে গদাধরমেলা বলে। ইহা তিনদিন মাত্র থাকে।

পূর্ব্বে কোচবেহারীরা আপনারা আপনাদিগের অভাব মোচন করিতে পারিত বলিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে জানিত না। এখন অবস্থা উন্নত হওয়ায় টাকা সঞ্চয় করিতে শিখিতেছে। অধিকদিন নয় দেশের মধ্যে একটী শিল্পবিদ্যালয় হইয়াছে। রাজার দানে অন্যান্য কয়েকটী বিদ্যালয় চলিতেছে।

শাসন—দেশের রাজকার্য্য রাজার কর্ম্মচারিগণদ্বারাই সম্পন্ন হয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুইটী বিভাগ আছে। ফৌজদারী বিভাগ কর্ম্মচারীদিগের নাম অহিলকার, নায়েব অহিলকার ও জজ। দেওয়ানী বিভাগে সদর আমিন, অহিলকার ও আপীল শুনিবার জন্য জজ এই কয়েকজন কর্ম্মচারীই প্রধান। এই সকল কর্ম্মচারীদিগের অধিকাংশই বাঙ্গালী। ইঁহারা কোচবিহারে গিয়া বাস করিয়াছেন। আপীলের বিচার প্রায় রাজবংশের লোকই করিয়া থাকে। রাজ্যের মধ্যে একটী জেল ও ৬টী থানা আছে। ছোট অপরাধের বিচার নায়েব অহিলকারই করিয়া থাকেন। রাজসভায় শেষ বিচার হয়। রাজা বা সরবরাহকার ঐ সভায় সভাপতি, একজন দেওয়ান ও মুস্তফি তাঁহার সহায়তা করিয়া থাকেন।

রাজার নিজের জমিকে খালসা বলে। খালসা ভূমির খাজনা দেওয়ান আদায় করেন। খালসা জমি ইজারা বিলি হইয়া থাকে। রাজার আত্মীয়বর্গই প্রায় ইজারা লইয়া থাকেন। খালসা ব্যতীত খানগি ও খাসবাস নামক আর দুইপ্রকার জমি দেখা যায়।

কোচবেহারের রাজা রাজ্যের অধিকারী ও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাঁহার রাজ্যশাসন, কর ও ব্যবস্থা স্থাপনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। রাজা শিশু ছিলেন বলিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিজে রাজ্যের তত্ত্বাবধানের ভার লয়েন। ভুটানযুদ্ধের পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিঙ্গ, জলপাইগুড়ী, গোয়ালপাড়া, গারো পর্ব্বত ও কোচবেহার লইয়া একটী কমিসনরী বিভাগ হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আসাম স্বতন্ত্র বিভাগ হওয়াতে রাজশাহী ও কোচবেহার একটী স্বতন্ত্র কমিসনরের অধীন হইল। এখন কোচবেহারের রাজার রাজ্য তত্ত্বাবধারণের জন্য একজন ইংরাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন। ইংরাজের তত্ত্বাবধানে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। খাজনা আদায়ের নূতন বন্দোবস্ত এবং ইংরাজী আইন অনেকটা প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজের আমলে স্কুলের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। ভাল ভাল রাস্তা ও নদীর উপর সেতু, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কর—১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে যে সন্ধি হয়, তাহাতে কোচবেহারের রাজা ইংরাজগবর্ণমেণ্টকে খাজনার অর্দ্ধেক দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু বাৎসরিক একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা স্থির করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি বর্ষে গবর্ণমেণ্টকে ৬৭৭০০৸৴০ নালবন্দি দেওয়া হইতেছে।

প্রাকৃতিক অবস্থা—কোচবেহার বঙ্গের অন্যান্য স্থানের ন্যায় উষ্ণ নহে। ভূমি সেঁতসেঁতে। মেলেরিয়া জ্বর প্রবল। পূর্ব্বদিকের বায়ুই অধিক বহে। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালেও অত্যন্ত গরম বোধ হয় না। পীড়ার মধ্যে রক্তামাশয়, জ্বর, প্লীহা, উপদংশ ও গলগণ্ড রোগই অধিক দেখা যায়। কোন কোন নদীর জল পান করিলেই গলগণ্ড উপস্থিত হয়। কবিরাজী চিকিৎসা দেশে অধিক প্রচলিত। কবিরাজী ঔষধের গাছ-গাছড়াও দেশে অনেক প্রকার পাওয়া যায়। লোকসংখ্যা ৫৭৮৮৮৮। রাজ্যের সর্ব্বপ্রকারে আয় ১৯৪১২৭৮৲।

কোচহাজো, আসামের অন্তর্গত বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলার কিয়দংশের প্রাচীন নাম। বামভাগে ব্রহ্মপুত্রতীর ও করীবাড়ী পরগণার মধ্যবর্ত্তী হাতশিলা হইতে, দক্ষিণভাগে ভিতরবন্দপরগণার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বসীমা কামরূপ জেলা। ধুবড়ী ও রাঙ্গামাটী নগর ইহার অন্তর্গত ছিল। পূর্ব্বতন ইংরাজ ভ্রমণকারীগণ অজো (Azo) নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XLI. pt. I p. 56.)

কোচীন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ইংরাজের অধীন একটী দেশীয় মিত্ররাজ্য। আগে কোচীন নামে নগর ইহার রাজধানী ছিল। কিন্তু ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন ওলন্দাজেরা ইহা আক্রমণ করে, সেই সময় হইতে ইহা মলয়বার জেলার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হয়। কোচীনরাজ্যের পশ্চিমে আরবসাগর, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে মলয়বার জেলা, উত্তরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী। ইহা ৭ ভাগে বিভক্ত—কোচীন, কন্নুর, মুকুন্দপুরম্, ত্রিচূড়, তন্নপলী, চিত্তূর, কোড়ুঙ্গলুর।

এখানে কেবল হ্রদ ও খাড়ি, উহাতে পশ্চিমঘাটপর্ব্বত-বাহিনী নদী সকল আসিয়া পড়িয়াছে। নদীতে জলের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে হ্রদাদির জলেরও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আলবাই নদী যে খাড়িতে পড়িয়াছে, তাহা যখন শুকাইয়া যায়,

তখন স্থানে স্থানে ৬ ইঞ্চির বেশী জল থাকে না, আবার যখন পূরিয়া উঠে, তখন কানায় কানায় হয়। এই রাজ্যে তিনটী বন্দর আছে—কোচীন, কোদঙ্গলুর ও চতবাই। কোচীন হইতে কোদঙ্গলুর পর্য্যন্ত জলপথে সকল সময়েই যাত্রীর নৌকা ও মালামালের নৌকা অনায়াসে যাতায়াত করে। কোচীন হইতে আলেপ্পি পর্য্যন্ত এইরূপ। বর্ষাকালে সকল স্থানেই তলা-চেপ্টা নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। ঐ সময়ে সামান্য মাল আমদানী রপ্তানির জন্য ডোঙ্গা ও সালতিই ব্যবহৃত হয়। এখানে নারিকেল অপর্য্যাপ্ত ফলে। যেখানে সেখানে নিবিড় নারিকেল বন দেখা যায়। বাঁধ-বাঁধা স্থানে ধান্যক্ষেত্র যথেষ্ট।

কোচীনের প্রধান নদী পোনানি, তব্বমঙ্গলম্, করুবন্নুর, শলকুড়ি। আলবাই বা পেরিয়ার নদী এ রাজ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বাহাদুরী কাষ্ঠও এখানকার এক প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে সেগুণগাছ খুব বড় হয়, কিন্তু ত্রিবাঙ্কুড়ের সেগুণের মত বহুকালস্থায়ী নহে। শেষোক্ত কারণে এই কাষ্ঠ জাহাজের জন্য বড় বেশী ব্যবহৃত হয় না। পিওন বা পূন গাছে ভাল মাস্তল হয়। পূর্ব্বে এখানে লৌহ ও স্বর্ণের খনিতে কাজ চলিত, কিন্তু আজকাল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখানে নানাবিধ উদ্ভিদ্, রঙের গাছ ও গঁদের গাছ পাওয়া যায়। দারুচিনির গাছও যথেষ্ট আছে। বন্য জন্তুর মধ্যে হাতী, বাইসন, ভালুক, বাঘ, চিতা, শাম্বর হরিণ ও অন্যান্য হরিণ, চিতা, হায়না, নেকড়ে, খেঁকশিয়ালী ও বানর যথেষ্ট। এদেশে প্রায় ৫০ রকম ধান জন্মে। ভাল জমীতে বৎসরে ৩ বার ধান হয়। দেশের যেখানে যেখানে হাল্কা মাটি, সেইখানেই নারিকেল জন্মে। নারিকেলের দড়ি, তৈল, ছোপড়া ও ঝুনা নারিকেল যথেষ্ট হয়। এই সকল দ্রব্য এত হয় যে, তাহা বিদেশেও রপ্তানি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তুলা, কাফি, নীল, পাণ, সুপারি, শণ, ইক্ষু, আদা ও লঙ্কা জন্মে।

কোচীন ও কন্ননুর তালুকে ধাতুপাত্রে খোদাই, কাষ্ঠে ও হাতীর দাঁতে খোদাই অতি সুন্দর হয়। গবর্ণমেন্টের কারখানায় লবণ হয়। নারিকেল, লঙ্কা, দারুচিনি ও বাহাদুরী কাষ্ঠ দেশ বিদেশে চালান যায়।

রেলরাস্তা ভিন্ন খাল কাটাইয়া ব্যবসার যথেষ্ট সুবিধা করা হইয়াছে।

এর্ণকোলম্ ও ত্রিচুড় নগরে রাজার সাহায্যে পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সাহায্যে অনেকগুলি ছাপাখানা আছে। এখানে "কোচীনের সরকারী গেজেট" নামে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির হয়। ব্রাহ্মণ তীর্থভ্রমণকারীর জন্য সকল দেবালয়ে অতিথিসেবার বন্দোবস্ত আছে। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালনার্থ নানাস্থানে রাজার বিস্তর দান আছে। প্রতি বৎসর প্রত্যেক দেবালয়ে দশদিন-ব্যাপী উৎসব হইয়া থাকে। কোদঙ্গলুরের উৎসবই প্রধান।

দেশের জলবায়ুর অবস্থা কিছু সেঁতসেঁতে হইলেও অস্বাস্থ্যকর নহে। গ্রীষ্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন বেশী গরম পড়িলেই অমনি একদিন বৃষ্টি হয়।

ইতিহাস—প্রাচীন কেরল, ত্রিবাঙ্কুড় ও মলয়বার প্রভৃতি যখন প্রাচীন কেরল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তখন (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে) চেরুম পেরুমল নামে একব্যক্তি এই সকল প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনিই শেষে স্বাধীন হইয়া রাজছত্র গ্রহণ করেন। কোচীনের বর্ত্তমান মহারাজ তাঁহারই বংশধর। কেহ কেহ বলেন যে কোচীনরাজ চেরুম পেরুমলের ভ্রাতার বংশধর। ভারতে পর্ত্তুগীজদিগের প্রথম প্রবেশকালে কালিকটপ্রদেশে জমোরিণ-উপাধিধারী যে রাজা রাজত্ব করিতেন, সেকালে কোচীনরাজ তাঁহারই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কোচীন ও কালিকটের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইত। নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলির অধিকার লইয়া উভয়রাজ্যে সর্ব্বদাই বিবাদ চলিত। কখন কোচীনরাজ ও কখন কালিকটরাজ প্রাধান্য লাভ করিতেন। এইরূপ বিবাদ মহিসূরের টিপুসুলতানের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। কেবল মধ্যে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে ইহার কতকাংশ পর্ত্তুগীজগণের অধিকৃত হয়।

পর্ত্তুগীজ অধিকার—খৃষ্টীয় ১৫০০ অব্দের ২৪ ডিসেম্বর, পিড্রো অলবরজ্ ডি ক্যাবরাল নামক পর্ত্তুগীজ নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বনামে ব্রজিল রাজ্যের নামকরণ করিয়া কোচীনের নিকট স্বদলে উপস্থিত হন। ভাস্কো-ডি-গামা যাহা করিতে পারেন নাই, তিনি তাহাই করিতে চেষ্টা পাইলেন। অবশেষে বহুচেষ্টার পর কালিকটের তথনকার জমোরিণের সহিত নানাবিধ বন্দোবস্ত করিয়া তিনি কালিকটে একটী পর্ত্তুগীজকুঠি স্থাপন করেন। কতকগুলি পর্ত্তুগীজের হস্তে এই কুঠির ভার দিয়া ক্যাবরাল স্বীয় নৌসেনাদল লইয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহার গমনের পরই জমোরিণ পর্ত্তুগীজ কুঠিধ্বংশ ও তন্মধ্যস্থ পর্ত্তুগীজগণকে বিনাশ করিলেন। সংবাদ ক্রমে পর্ত্তুগালে পঁহুছিল। ভাস্কো-ডি-গামা সৈন্য লইয়া অধিনায়ক হইয়া ভারতাভিমুখে আসিলেন। তাঁহার সহিত ২০খানি জাহাজ

আসিল। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে তিনি কালিকটে পঁহুছিয়াই একবারে নগর অবরোধ করিলেন, বন্দরে মিশররাজের যে সকল জাহাজ ও অন্যান্য বিদেশীয় জাহাজ ছিল, তাহা নষ্ট করিলেন। বিদেশীয় বণিকগণের যথেষ্ট ক্ষতি ও মিশরাদি রাজগণের সহিত জমোরিণের বিবাদের সূত্রপাত দেখিয়া জমোরিণ-ডি-গামার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ডি-গামা নিহত পর্ত্তুগীজগণের হত্যাকারিগণকে না পাইলে সন্ধি করিবেন না বলিলেন। তিনদিন যুদ্ধ স্থগিত রহিল। তৎপরে ডি-গামা বিনাকারণে ৫০ জন মালাবারী নাবিককে ফাঁসী দিয়া কালিকট নগর গোলায় উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধেকনগর ধ্বংশ হইল, তবু জমোরিণ আত্মসমর্পণ করিলেন না। শেষে ডি-গামা জমোরিণের প্রতিদ্বন্দী কোচীনরাজের সহিত মিত্রতা করিয়া জমোরিণের উচ্ছেদ কল্পনা করিলেন। তিনি কোচীনরাজকে পর্ত্তুগালের সৈন্যবলাদি ও তাহাদের বিক্রমের কথা বলিয়া ভয় দেখাইয়া কোচীনের খাঁড়ির মুখে কুঠিস্থাপন করিবার অনুমতি লইলেন। এই কুঠি হইতেই কোচীনে য়ুরোপীয় অধিকারের সূত্রপাত হইল। তৎপরে ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর আল্‌ফন্‌শো-ডি-আল্‌বুকার্ক পর্ত্তুগীজ অধিনায়ক হইয়া কোচীনের কুঠিতে উপনীত হন। তিনি আসিয়া কোচীনরাজের সহিত জমোরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে কোচীন-রাজের জয় হয়। এই সুযোগে আলবুকার্ক কোচীনের কুঠিতে পর্ত্তুগীজসৈন্যস্থাপনের অধিকার পাইলেন। ইহা হইতেই কোচীনরাজের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে গোয়া, কল্পনূর, মলকস্ দ্বীপপুঞ্জ ও পারস্য উপসাগরের নিকটস্থ ক্ষুদ্রদ্বীপপুঞ্জ আল্‌বুকার্কের অধীন হয়। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজরাজ ভাস্কো-ডি-গামাকে ভারতীয় অধিকারের প্রতিনিধিপদ প্রদান করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের শেষে এদেশে আসিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কোচীননগরে ফ্রান্সিস্কান গির্জ্জায় তাঁহার দেহ সমাহিত হয়। ডি-গামার পর হেনরিক মেনেজেজ প্রতিনিধি হইয়া কোচীন হইতে গোয়ায় পর্ত্তুগীজ-রাজধানী স্থাপন করেন।

ওলন্দাজ অধিকার—ওলন্দাজেরা এই সময়ে সিংহলদ্বীপে প্রবল হইতেছিল। তাহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া তাহারা ভারতের মধ্যে স্থানাধিকার করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল এবং পর্ত্তুগীজদিগকে বাধা দিবার জন্য করমণ্ডল উপকূলে নিগাপত্তন, কুইলন ও কোদঙ্গলূর অধিকার করিয়া মালাবার উপকূলে (১৬৬২ খৃষ্টাব্দে) কোচীননগর অবরোধ করিল। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল। রাণীপ্রাসাদে অতি ভয়ানক যুদ্ধ হওয়ার পর ওলন্দাজেরা পলাইতে বাধ্য হয়, কিন্তু কয়েকমাস পরেই আবার তাহারা অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া কোচীন আক্রমণ করে এবং ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা নগর পর্য্যন্ত অধিকার করে। তাহাদের অধীনে কোচীনের যথেষ্ট উন্নতি হয়; শেষে প্রায় একশতাব্দী পরে কালিকটের জমোরিণ আবার কোচীন অধিকার করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুড়রাজ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া কোচীনের কিয়দংশ অধিকার করেন।

মুসলমান অধিকার—১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মহিসুররাজ হায়দর-আলী এই প্রদেশ স্বীয় অধিকার মধ্যে আনয়ন করিয়া এবং কোচীনরাজকে মিত্ররাজ বলিয়া স্বপদে স্থাপিত করেন। তৎপরে টিপু ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইহার যথেষ্ট ক্ষতি করেন, বীরপলাই পর্য্যন্ত জনপদাদি উচ্ছেদ করেন, কিন্তু শ্রীরঙ্গপত্তনের রক্ষা হেতু এই সময়ে তাঁহাকে ফিরিতে হয় বলিয়া এককালে সর্ব্বনাশ করিতে পারেন নাই। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান নামেমাত্র টিপুর অধীনে ছিল।

ইংরাজাধিকার—১৭৯১ খৃষ্টাব্দে টিপুর ভয়ে কোচীনরাজ ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থী হন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি তখন গবর্ণর। তিনি এই সুযোগে কোচীনরাজের সহিত বন্ধুতা করিয়া তাঁহাকে মিত্ররাজ বলিয়া গণ্য করিয়া লয়েন। লক্ষটাকা রাজকর স্থির হয়। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতালাভের আশায় ত্রিবাঙ্কুড়রাজ রেসিডেণ্টকে খুন করিবার কল্পনা করেন। ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িলে রাজার সহিত আবার নূতন সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে রাজা ইংরাজগবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতে কোন বিদেশীয় রাজার সহিত কোনরূপ কথাবার্ত্তাদি কহিতে পারিবেন না বা কোন য়ুরোপীয়কে নিজকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। রাজকর কমিয়া ২০০০০০৲ স্থির হয়।

রাজ্যের বন্দোবস্ত—এখন কোচীনরাজ্য ৭ ভাগে বিভক্ত—কোচীন, কণ্ণনূর, মকুন্দপুরম্, ত্রিচূড়, তল্লপল্লী, চিত্তূর ও কোদঙ্গলূর। এই ৭টী বিভাগ ৭টী তহসীল নামে খ্যাত ও এক এক জন তহসীলদারের অধীন। তহসীলদারেরাই পুলিস, কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। রাজকর সম্বন্ধে তহসীলদারেরা রাজ্যের প্রধান দেওয়ানের অধীন এবং শাসনকার্য্য সম্বন্ধে দেওয়ান-পেস্কারের অধীন। দেওয়ান-পেস্কার দেওয়ানের অধীন। দেওয়ানী বিচারাদি কয়েকজন মুন্সেফের হস্তে ন্যস্ত আছে। কোচীনরাজ প্রজার সকল-প্রকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এর্ণাকোলম্ ইহার রাজধানী, কিন্তু ত্রিপুন্তোরা নামক স্থানে রাজা বাস করেন। ইহার আয়

প্রায় ১২৩৬৪২০৲ টাকা। (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) রবিবর্ম্মার পুত্র রামবর্ম্মা রাজা ছিলেন। তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ ও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশগবর্ণমেণ্ট হইতে K. C. S. I. উপাধি ও সম্মানার্থ ১৭টি তোপ পাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ২৩এ জুলাই, বীরকেরলবর্ম্মা রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইনিই বর্ত্তমান রাজা।

কোচীনের লোকসংখ্যা ৭২২৯০৬।

কোচীনচীন বা আনাম—পূর্ব্ব উপদ্বীপের পূর্ব্ববিভাগ। মলয়বাসীরা ইহাকে 'কুচি' এবং ভারতের অন্তর্গত কোচীনকেও 'কুচি' বলিয়া থাকে। পূর্ব্বউপদ্বীপের কুচিকে স্বতন্ত্র বুঝাইবার জন্য উহাকে কুচি-চীনা বা কুচি চাইনা বলে। পর্ত্তুগীজেরা এই জন্য ইহাকে কোচি-চায়না, ওলন্দাজ ও ইংরাজেরা ইহা হইতে কোচীন-চায়না নামকরণ করিয়াছেন। আনামবাসীরা কুউ-চোঁ ও চীনেরা কিউ চিং বলিয়া থাকে। থানহোয়া প্রদেশের যেখানে হিউ নগর অবস্থিত সেই প্রদেশ পূর্ব্বে এই নামে অভিহিত হইত। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি "সিন্‌হোয়া" নামক যে দেশের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই স্থানকেই বুঝায়।

ইহার পূর্ব্বদিকে সমুদ্র। পূর্ব্বকালে ভারতরাজ্য এই সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতের সময় এই স্থান কিরাতরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখনও এই প্রদেশ 'গঙ্গাহীন ভারত' বা 'গঙ্গার বাহিরের ভারত' নামে কথিত হইয়া থাকে। অক্ষা° ৮° ৪০´ হইতে ২৩° উঃ ও দ্রাঘি° ১০২° হইতে ১০৯° পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-দক্ষিণ হইতে দৈর্ঘ্যে ৪৯০ ক্রোশ ও পূর্ব্বপশ্চিম হইতে প্রস্থে কোথাও ১৫০ কোথাও বা ৫০ ক্রোশ। কম্বোজের দক্ষিণভাগে চাম্পা নামক রাজ্য ও চীনসমুদ্রের কয়েকটী দ্বীপ এই কোচীনচীনের অন্তর্ভুক্ত। ইহার উত্তরে চীনরাজ্য, পূর্ব্বদিকে টঙ্কিনরাজ্য ও চীনসমুদ্র, দক্ষিণে চীনসমুদ্র ও পশ্চিমে লেয়স ও শ্যাম রাজ্য। আসল কোচীন-চীন অক্ষা° ১১° হইতে ১৮° পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সমুদ্রকূলের সহিত সমান্তরালভাবে একটী পর্ব্বতশ্রেণী এই দেশের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। টঙ্কিন প্রদেশের উত্তরভাগ সমতল। সংকা নামক নদী ইহার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কম্বোজপ্রদেশের মধ্যে কাম্বোডিয়া নদী প্রবাহিত। মেকং বা কাম্বোডিয়া নদীই কোচীনচীনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। ইহা চীনদেশীয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া লেয়স ও কম্বোজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কয়েকটী মুখে চীনসাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৮০০ ক্রোশ হইবে। সেই-গঙ্ বা দোনাই নদীর মেকং নদীর সহিত সংস্রব আছে। ইহা পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত। সংকা নদীর দৈর্ঘ্য ২০০ ক্রোশ হইবে। হিউ নদী আসল কোচীনচীনের মধ্যে দিয়া গিয়াছে, ইহার পার্শ্বস্থ উপত্যকাভূমির শোভা অতি সুন্দর।

কম্বোজের আবহাওয়া অনেকটা বঙ্গদেশের মত। টঙ্কিনে কখন সহসা গরম হইয়া উঠে, কখন গরম হইতে সহসা ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। আসল কোচীন-চীনে বর্ষাকালে অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় আশ্বিনকার্ত্তিক মাসে বন্যা হইয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করে।

কোচীন-চীনে ধান্য যথেষ্ট জন্মে। এতদ্ব্যতীত আলু, মটর, ফুটি, ভুটা, তামাক, কার্পাস, নীল, চা ও ইক্ষু হইয়া থাকে। রেসমও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। অগুরু, আবলুস, নাগকেশর, চন্দন, বার্ণিস গাছ প্রভৃতি বহুবিধ কাষ্ঠ কোচীনচীনের পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে। নিম্নভূমিতে তাল ও বাঁশ যথেষ্ট হয়। দেশে অনেক প্রকার খনিজ ধাতু পাওয়া যায়। কিন্তু খনি হইতে বাহির করিবার চেষ্টা বড় অধিক হয় না। টঙ্কিনে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র ও কয়লা বাহির করা হয়। গ্রাম্য পশুর মধ্যে গো, মহিষ, শূকর, ছাগল, বিড়াল ও কুকুর দেখা যায়। হংস ও পারাবত সকল স্থানই আছে।

বন্য পশুর মধ্যে ব্যাঘ্র, হস্তী, চিতা, নেকড়ে, বন্যবরাহ, গণ্ডার, বানর ও হনুমান পার্ব্বতীয় জঙ্গলে অনেক দেখা যায়। সর্প ও অন্যান্য সরীসৃপের অভাব নাই। ময়ূর, চিল, ভারুই, তিত্তির, ক্ষুদ্র তোতা প্রভৃতি নানাপ্রকার পক্ষী আছে। মৎস্যও প্রচুর।

অধিবাসীদিগের আকৃতি অনেকটা মঙ্গোলিয় শ্রেণীর মত। ইহাদের কথা প্রায় এক অক্ষরে। ইহাদের সকলেই খর্ব্বাকৃতি, গঠন দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। আকৃতি গোল, মুখের হাঁ প্রায়ই বড়, ওষ্ঠ ফুটন্ত, চুল কাল। বর্ণ সুন্দর, লাল ও হরিদ্রা মিশ্রিত। দাড়ি বড় কমই হয়। সাধারণতঃ লোকের মুখ প্রায়ই হাস্যযুক্ত। উচ্চশ্রেণীর লোকের প্রকৃতি গম্ভীর, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রং ফর্সা, দেখিতেও অধিকতর সুশ্রী। স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের পরিধেয় বস্ত্র প্রায় একই রকম। কার্পাস অথবা রেসমের পায়জামা, তাহার উপর একটী করিয়া ঢিলা বড় জামা। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই চুল কাটে না। বেণী করিয়া পশ্চাৎ দিকে জড়াইয়া রাখে। পুরুষেরা কৃষ্ণবর্ণের ও স্ত্রীলোকেরা নীলবর্ণের পাগড়ি ব্যবহার

করে। অনেক সময় মাথায় রুমাল বাঁধিয়া রাখে। সকলেই সুপারি ব্যবহার করে। অনেকে তামাকও খায়। পূর্ব্বে এখানকার অধিবাসীরা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। [কম্বোজ দেখ।] চীনের সমীপবর্ত্তী বলিয়া ইহারা চীনের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম অনেকটা অবলম্বন করিয়াছে। কনফুচি, তাউ ও বৌদ্ধধর্ম্মই এখানে প্রচলিত। পূর্ব্বপুরুষগণের পূজা সকলেই করিয়া থাকে। অনেক বিবেচনা করিয়া গোরস্থান ঠিক করিতে হয়। ইহাদের বিশ্বাস যে, স্থাননিরূপণের উপর পরিবারের সৌভাগ্য নির্ভর করে।

দেশের লোকের অন্নই প্রধান খাদ্য। লোণামাছের গুঁড়া করিয়া তাহার চাটনি প্রস্তুত হয়। তাহাকে 'বালাচিয়াম' বলে। তাহাই অধিবাসীদের বড় উপাদেয় খাদ্য। জীবজন্তুদের মধ্যে তাহাদের অখাদ্য কিছুই নাই। চা খাওয়া অনেকেরই অভ্যাস। চাউল হইতে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করে। সাধারণ লোকে বাঁশ-ছাওয়া বাড়িতেই থাকে। বড় বড় লোকের ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী আছে।

স্ত্রীলোকেরা পুরুষের অধীন নহে। তাহারা নিজে নিজের বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য চালাইয়া থাকে। যাহার সন্তান সন্ততি অধিক তাহারই গৌরব বেশী। যাহারা দরিদ্র ও আপন সন্তান পালন করিতে অক্ষম, তাহারা সন্তান বিক্রয় করিয়া ফেলে। বাটীর কর্ত্তার সম্মতি ভিন্ন কাহারও বিবাহ হয় না। ধনবানেরা বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অপর স্ত্রী রাখিতে পারেন। বিবাহভঙ্গের ব্যবস্থাও প্রচলিত আছে। ব্যভিচারের বিশেষ দণ্ড আছে; তবে অবিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ কলঙ্কের কথা নহে। টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে উত্তমর্ণ অধমর্ণের সম্পত্তি, স্ত্রী ও অন্য পরিবার আটক করিতে পারেন।

টঙ্কিন ও কোচীন-চীনে এক জাতির লোকই বাস করিয়া থাকে। শ্যামী বা মলয়জাতির আচার ব্যবহার কতকটা ইহাদিগের মত। ইহারা ত্বকচ্ছেদ করে।

পার্ব্বত্য প্রদেশে অসভ্য জাতির বাস আছে। কম্বোজের ভাষা স্বতন্ত্র। পণ্ডিতগণের মধ্যে ও আদালতে চীন ভাষাই ব্যবহৃত হয়।

শাসনকার্য্য অনেকটা চীনরাজ্যের মত। [চীন দেখ।] রাজার ক্ষমতা যথেষ্ট, তথাপি তাঁহাকেও আইন মানিতে হয়। রাজার একটী সভা আছে, মান্দেরিন বা মন্ত্রিগণ তাহার সভ্য। কর্ম্মচারীগণ ফৌজদারী বা সৈনিক ও দেওয়ানী এই দুই ভাগে বিভক্ত। সৈনিক বিভাগের সম্মান অধিক। রাজ্যে কএকটী বিভাগ আছে। এক এক ভাগে এক একটা প্রধান নগর। তথায় একজন শাসনকর্ত্তা ও দুইজন করিয়া মন্ত্রী থাকেন। অপরাধীকে ভূমির দিকে মুখ করিয়া শোয়াইয়া পা দুইটী অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে বাঁধিয়া তাহার উপর বংশদ্বারা প্রহার করা এদেশের প্রথা। ইহাকে 'বাস্তিনেদো' বলে। এ প্রথা তুরুষ্ক প্রভৃতি দেশেও আছে।

হুয়ে বা হুয়া নগর কোচীন-চীনের রাজধানী। (২১৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) চীনেরা আনাম (অন্নম্) অধিকার করে। অধিবাসীরা স্বাধীনতা লাভের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া ১৪২৮ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতালাভ করিয়াছেন। এখনও আনামের অধিপতি চীনের অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু তাহা নাম মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীরা এদেশে আসিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করেন, তাঁহারাই অনুগত ঘিয়ালংকে কোচীন-চীনের সিংহাসনে বসান। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজ ষোড়শ লুইর সহিত একটী সন্ধি হয়, তাহাতে এই নির্দ্দিষ্ট হয় যে ফরাসীরাজ সেনা দিয়া সাহায্য করিবেন, আর ঘিয়ালং ফরাসীকে রাজ্য দান করিবেন। কিন্তু ফ্রান্সের গৃহবিবাদে সে কথা রক্ষা হয় নাই।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীসাহায্যে ঘিয়ালং রাজা হইলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কম্বোজ অধিকার করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ঘিয়ালংএর মৃত্যু হয়। মিসনরীগণ দেশের অনেক লোককে খৃষ্টান করেন। দেশের লোক তাহাতে বিরক্ত হইয়া দেশীয় খৃষ্টান ও রোমন-কাথলিক মিসনরীদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের গির্জ্জা-ঘর ও আশ্রমাদি নষ্ট করে। প্রতিশোধ লইবার জন্য ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয় ও ফরাসী-সৈন্য গিয়া তুরান ও সেইগঙ্গ প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে টু-ডক নামক রাজার সহিত ফরাসী-দিগের একটী সন্ধি হয়। তাহাতে বিয়েনহোয়া, গিয়াদিন ও দিনতুয়াং বিভাগ ফরাসীদিগকে অর্পিত হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ঐ সকল প্রদেশের ফরাসীগবর্ণর আড্মিরাল গ্রাণ্ডিয়ের-ভিন্‌লং চান্দই ও হাতিযান নামক বিভাগ অধিকার করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আর একটী সন্ধি হয়, তাহাতে সমুদায় দেশটী ফ্রান্সের কর্তৃত্বাধীনে আইসে। এই সন্ধিতেই টঙ্কিন ফরাসীদিগকে অর্পিত হয়। চীনেরা আপত্তি করেন। আপত্তিতে বিশেষ ফল হয় নাই। হিউনগর এখন ফরাসী সেনাদ্বারা রক্ষিত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দেও ফরাসীরা এখানে সৈন্য পাঠাইয়া দেন। এখনও অনেক স্থান ফরাসীর বশ্যতা স্বীকার করে নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রেলমাসে ফরাসী-মন্ত্রীসভা যে আদেশ প্রচার করেন তাহাতে স্থির হয় যে, এই সকল রাজ্য একজন গবর্ণর জেনেরলের অধীনে থাকিবে। তাহার অধীনে দুইজন রেসিডেণ্ট জেনেরল থাকিবেন।

একজন আনাম ও টঙ্কিনের জন্য—তিনি হুয়ে নগরে অবস্থিতি করিবেন। অপর কম্বোজের জন্য তিনি প্রোমনগরে থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত হানাই নগরে একজন প্রধান রেসিডেণ্ট ও একজন কোচীনচীনের তত্ত্বাবধায়ক থাকিবে। সেই অবধি এখন ফরাসী কর্তৃত্ব চলিতেছে।

রাজা টুডকের মৃত্যুর পর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ৩০এ জানুয়ারি তৎপুত্র বুনলান্ রাজা হন। তখন ইঁহার বয়স দশবৎসর মাত্র। রাজকার্য্য চালাইবার জন্য রাজবংশীয় হোয়াইডকের উপর ভার অর্পিত হয়। রাজ্যে প্রায় ১২০০ ফরাসীসেনা আছে।

কোজাগর (পুং) কোজাগর্ত্তি ইতি লক্ষ্মা উক্তিরত্র কালে পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। এই দিন নিশিথ সময়ে লক্ষ্মী বলেন যে, "আজ নারিকেল জলপান করিয়া কে জাগিয়া আছে, আমি তাহাকে সম্পত্তি প্রদান করিব।" এই কারণে ঐ তিথিকে কোজাগর বলে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কোজাগর বিধান এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে।—আশ্বিনমাসের পূর্ণিমার দিনে নিকুম্ভ সেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বালুকার্ণব হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব এইদিনে গৃহের নিকটবর্ত্তী পথ সকল পরিষ্কৃত ও সুশোভিত করিবে এবং পুষ্প, অর্ঘ্য, ফল, মুল, অন্ন, সর্ষপ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া গৃহ ভূষিত করিবে। এইদিন সকলেই উপবাস করিয়া থাকিবে। স্ত্রী, বালক, মূর্খ ও বৃদ্ধ ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইলে দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া খাইতে পারে। পুষ্প, ফল প্রভৃতি বিবিধ উপহারে দ্বারোর্দ্ধভিত্তির পূজা করিবে। দ্বারোপান্তে যব, ঘৃত ও তণ্ডুলদ্বারা হব্যবাহনের পূজা করিবে। এইপ্রকারে যথোক্তবিধানে পূর্ণেন্দু, স্কন্দ, সভার্য্যারুদ্র, নন্দীশ্বরমুনি, গোমানের সহিত সুরভি, ছাগবানের সহিত হুতাশন, উরভ্রবানের সহিত বরুণ, গজবানের সহিত বিনায়ক ও রেবন্তের পূজা করিবে। ইহার পর মাংস, তিলতণ্ডুল ও খিচুড়ী দ্বারা নিকুম্ভের যথাসম্ভব অর্চ্চনা করিবে।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, আশ্বিনমাসের পূর্ণিমার রাত্রিতে অক্ষক্রীড়া করিয়া জাগরণ করিবে, রাত্রিতে লক্ষ্মীপূজা করিবে এবং ইন্দ্রেরও পূজা করিতে হয়। নারিকেল ও চিড়া দ্বারা পিতৃলোক ও দেবতার অর্চ্চনা করিবে। নিমন্ত্রিত বন্ধুগণকেও তাহাই খাওয়াইবে, স্বয়ংও নারিকেল চিড়া খাইয়া থাকিবে। যে দিনে প্রদোষ ও নিশিথ উভয়ব্যাপিনী পৌর্ণমাসী তিথি সেইদিন কোজাগরকৃত্য করিতে হয়। পূর্ব্বদিন নিশীথব্যাপিনী ও পরদিনে প্রদোষব্যাপিনী হইলে পরদিন এবং পরদিন প্রদোষ না পাইলে পূর্ব্বদিনেই কোজাগর কর্ত্তব্য। (তিথিতত্ত্ব)

কোট (পুং) কুট-ভাবে ঘঞ্। ১ কৌটিল্য। কুট্যতে প্রতাৰ্য্যতে শত্রুরত্র কুট আধারে ঘঞ্। ২ দুর্গ, গড়, কেল্লা।

কোটক (পুং স্ত্রী) জাতিবিশেষ, ঘরামী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে কুম্ভকারীর গর্ভে অট্টালিকাকারের ঔরসে ইহাদের প্রথম উৎপত্তি হয়।

কোটগড়, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নগর। কোট ও গড় নামক দুইটী স্বতন্ত্র স্থান হইতে কোটগড় নাম হইয়াছে। বিলাসপুরের অতি নিকটেই অবস্থিত। গড় নামক স্থানে একটী চতুষ্কোণ দুর্গ রহিয়াছে। ঐ দুর্গ ৩০।৩২ হাত উচ্চ মৃত্তিকার পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। এই দুর্গের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটী ফটক আছে। পশ্চিমের ফটকের খিলানটী এখনও ভাঙ্গিয়া যায় নাই। খিলানের উপর পুরাতন অক্ষরে কি লেখা আছে। অক্ষরগুলি খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর অক্ষরের মত। ইহাতে বোধ হয়, পূর্ব্বে ইহা একটী বিশিষ্টস্থান ছিল। কেহ কেহ বলেন, দুর্গটী পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে জয়সিংহ নামক স্থানীয় একজন সামন্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। দুর্গটী অতি ক্ষুদ্র। পরিখাতেই ইহার অধিকাংশ ভূমি আবদ্ধ হইয়া আছে। দুর্গের পার্শ্বে একটী পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের উত্তরদিকেই কোট নামক স্থান।

কোটগড়, কোটগুরু বা গুরুকোট, একটী জেলা ও তাহার প্রধান গ্রাম। ইহা সিমলা হইতে ২৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে শতদ্রুনদীতীরে ভারত হইতে তিব্বত যাইবার পথে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। জেলার মধ্যে ৪১টী গ্রাম আছে। পর্ব্বত হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত ঢালু ভূমিতে নানাবিধ শস্য জন্মিয়া থাকে। অধিকাংশ অধিবাসীই কুলুজাতীয়। সামন্তগণ রাজপুতজাতীয়। এইখানে একটী সাধু থাকিতেন, তাঁহার গোরস্থান নানাবিধ পতাকায় শোভিত। এখানে অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির আছে। তাহাতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে নরবলি হইত। ইংরাজের আমলে তাহা বন্ধ হইয়াছে। এখনও কএকটী গ্রামে বলির জন্য ছাগসংগ্রহ করা থাকে। স্ত্রীবিক্রয়প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। কন্যাসন্তান জন্মিলেই তাহাকে হত্যা করা হয়। স্থানে স্থানে শিশুকেও জীবিতাবস্থায় গোর দেয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এইরূপ ৪টী ঘটনা প্রকাশ পায়। বিবাহের সময় বরকে ৭৲ হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। চারি পাঁচ ভ্রাতায় মিলিয়া একটী কন্যাকে বিবাহ করে। একজন টাকা যোগাড় করিতে না পারিলে বহুজনে চাঁদা

করিয়া একটী রমণীকে বিবাহ করিতে পারে। এরূপ দৃষ্টান্ত ইংরাজের অধিকার ছাড়াইয়া গেলে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধ অর্থাভাবেই যে এমন করে, তাহা নহে। কএক ভ্রাতার সম্পত্তি একত্র থাকিবে, কখন পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিবে না, সেই জন্ম এই বিবাহে বেশী যত্ন। পর্ব্বতের চূড়া, গুহা, বন ও প্রস্রবণমাত্রেই এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আবাস। তথায় পূজা ও বলিদানাদি হইয়া থাকে। অধিবাসীরা বলিদানের পর গাছের ডাল লইয়া নৃত্য করে।

কোটগার, জাতিবিশেষ। বোম্বাই-বিভাগের অন্তর্গত ধারবার প্রদেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা গ্রাম বা নগরের বাহিরেই থাকে। ভাষা কর্ণাটী। দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও বলিষ্ঠ। সামান্ত কুটীরে ইহাদের বাস। কাঙ্গনিদানার রুটী ও মণ্ডই তাহাদের নিত্য আহার। ভিক্ষা করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই কষ্টে দিনপাত হয়। মদ মাংস পাইলে আর আমোদ ধরে না। পরিধেয় বস্ত্রের উপর চাদর ও পাগড়ি ব্যবহার করে। বিবাহের সময় তাহারা পুরোহিতকে ডাকে না। যাদুবিদ্যা ও গণকের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। পীড়া অথবা কোন অমঙ্গল ঘটিলে কুটনাশনহল্লি নামক স্থানে গিয়া লিঙ্গায়ত পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হয়। তিনি একটী নেবু পড়িয়া খাইতে দেন ও একটু ভস্ম লইয়া গায়ে মাখিতে দেন। তাহাতে পীড়ার উপশম ও দুঃখ দূর হয়। বিবাহের সময় বরকন্যাকে একখানি কম্বলের উপর বসাইয়া উপস্থিত কোটগারগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠেন "ধরি এরিতু মে" অর্থাৎ বিবাহ সম্পন্ন হইল। তাহার পর বর ও কন্যার উপর ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করা হয়। মৃত্যু হইলে গোর দেওয়া হয়। বিবাদ সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে একজন মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দেয়।

কোটচক্র (ক্লী) কোটস্ত চক্রং ৬তৎ। দুর্গের শুভাশুভ জ্ঞাপনার্থ অষ্টবিধ চক্র। "কোটচক্রমষ্টবিধং চতুরস্রাদিভেদতঃ।" (নরপতিজয়চর্য্যা) [চক্র দেখ।]

কোটনা (কুট্টনী শব্দজ) রমণদূত, যে ব্যক্তি নায়ক নায়িকার গুপ্তভাবে সম্মিলন করিয়া দেয়।

কোটনাপনা (দেশজ) কোটনার ভাণ করা, কোটনার ভাবপ্রকাশ করা।

কোটনামি (দেশজ) কোটনার ন্যায় ব্যবহার করা।

কোটপাহাড়িয়া (দেশজ) একপ্রকার ক্ষুদ্রগাছ।

কোটমালে, সিংহলদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী রামবোদীর নিকটে একটী সুন্দর উপত্যকা। ইহার উপর চমৎকার উৎস আছে, এখানকার লোকের বিশ্বাস সেই জলে স্নান করিলে কুমারী তিন মাসের মধ্যে পতি লাভ করে এবং সৌভাগ্যশালিনী ও বহুপুত্রবতী হয়।

কোটর (পুং ক্লী) কোটং কৌটিল্যং রাতি কোট-রা ক। ১ বৃক্ষস্থ গহ্বর, খোঁড়ল। পর্য্যায়—নিষ্কুহ, নিগূঢ়, প্রান্তর, তরুবিবর। (জটাধর।)

"মহাহ্বয় বিটপইস্ত্রিয়াস্তুরকোটরঃ।" ভারত আশ্ব ৪৭ অঃ। কোটোঽস্তি অস্ত কোট অস্ত্যর্থে র (পা ৪।২।৮০।) (ত্রি) দুর্গসন্নিহিত দেশাদি।

কোটরাদি (পুং) গণপাঠোক্ত একটী গণ। কোটর, মিশ্রক, সিধ্রক, পুরগ, শারিক এই কয়েকটী শব্দ কোটরাদিগণের অন্তর্গত। বনশব্দ পরে থাকিলে এই সকল শব্দের স্বর দীর্ঘ হয়।

কোটরাবণ (ক্লী) কোটরান্বিতানাং তরুণাং বনং ৬তৎ। পূর্ব্বস্বরদীর্ঘঃ। (বনগির্য্যোঃ সংজ্ঞায়াং কোটর কিংশুলুকাদীনাং। পা ৬।৩।১১৭) (বনং পুরাগামিশ্রকাসিধ্রকাশারিকাকোটরাগ্রেভ্যঃ। পা ৮।৪।৪।) ণত্বং। কোটরবিশিষ্ট বৃক্ষযুক্ত বন।

কোটরি বা কোতরি, ১ সিন্ধুপ্রদেশের করাচি জেলার মধ্যে একটী তালুক। ইহা সেহবানের ডিপুটি কালেক্টরের অধীন। ইহার পরিমাণ ৬৮৪ বর্গ মাইল। (দুই তিনটী গ্রাম লইয়া তপ্পা হয়।) ইহাতে ৩টী তপ্পা ও ২৬টী গ্রাম আছে।

২ কোটরি তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫°২২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৮°২০´ পূঃ মধ্য সিন্ধুনদের দক্ষিণদিকে হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত গিদ্বন্দরের অপরপারে অবস্থিত। সময়ে সময়ে বারণ পর্ব্বত হইতে জলরাশি আসিয়া নগর প্লাবিত করে বলিয়া নগরের উত্তরদিকে খাল কাটিয়া অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নদীপথে ষ্টীমার, নৌকা প্রভৃতি অনায়াসে যাতায়াত করে। রেলপথও এখান দিয়া গিয়াছে। এখানে আদালত, স্কুল, ডাকঘর, জেল, ডাকবাঙ্গালা, ধর্ম্মশালা এবং একটী দুর্গও আছে। আইন-ই অকবরীতে ইহা সুবা মালবের অন্তর্গত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তখন ৯টী মহল ইহার অন্তর্গত ছিল।

কোটরী (স্ত্রী) কোটং কৌটিল্যং রীণাতি গচ্ছতি রী গতৌ ক্বিপ্। ২ নগ্না, বিবস্ত্রা স্ত্রী। (অমর।) কোটং কুটিলস্বভাবং রাক্ষসাদিকং রীণাতি হন্তি কোটরী-ক্বিপ্। চণ্ডিকা। (অমরটীকা।)

কোটরীয়াপেচা (দেশজ) একপ্রকার পেচা, ইহারা বৃক্ষ কোটরে বাস করে।

কোটবী (স্ত্রী) কোটং কৌটিল্যং নির্লজ্জতাং বাতি গচ্ছতি কোট বা ক (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ভতোগৌরাদি-

ম্বাৎ ঙীষ্। ১ বিবন্ধা স্ত্রী। (অমরটী)। কোটং দুর্গং দুর্গনামান-মস্থরং বাতি নাশয়তি দুর্গ বা ক। ২ দুর্গা। (ধরণী)

কোটা, রাজপুতানার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৪°৩০´ ও ২৪°৫১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°৪০´ হইতে ৭৬°৫৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা হরবতীর কিয়দংশ।

ইহার প্রধাননগর কোটা; উহা অক্ষা: ২৫°১০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫°৫২´ পূঃ মধ্যে চম্বলনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত।

এই রাজ্যের উত্তর ও উত্তরপশ্চিমসীমা চম্বলনদী, পূর্ব্বে গোয়ালিয়র রাজ্য, চাপরার তোঙ্কজেলা এবং ঝালাবারের কিয়দংশ, দক্ষিণে মুকুন্দদ্বারগিরি ও ঝালাবার রাজ্য, এবং পশ্চিমে উদয়পুররাজ্য। পরিমাণ ৩৭৯৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৫১৭২৭৫। এখানে উর্দ্দু ও হিন্দীভাষা প্রচলিত।

ইতিহাস।—রাও দেবসিংহ (১৩৪২ খৃষ্টাব্দে) মিনা জাতির নিকট হইতে বুন্দ উপত্যকা গ্রহণ করিয়া বুন্দীরাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পর তৎপুত্র সমরসিংহ রাজা হন। সমরসিংহের ৩য় পুত্র জয়ৎসিংহ একদিন কেতুনপ্রদেশে যাত্রাকালে পথিমধ্যে গিরিসঙ্কটবাসী ভীলদিগের প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে ভীলদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের বহির্দুর্গ অধিকার করেন। কোটীয়া নামক এক শ্রেণীর ভীল হইতে এই স্থানের নাম কোটা হয়। জয়ৎসিংহ আপনার বিজয়চিহ্ন চিরস্থায়ী করিবার জন্য রণদেব ভৈরবের উদ্দেশে একটী সুবৃহৎ পাথরের হস্তীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। সেই পাথরের মূর্ত্তিটী কোটারাজধানীর চরঝোপুরা নামক স্থানের দুর্গতোরণের নিকট বিরাজিত।

জয়ৎসিংহের পুত্র সুরজনদেবই এই ভীলপ্রদেশের নাম কোটা রাখেন এবং রাজধানীর চারিপার্শ্বে প্রাকার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সুরজনের পুত্র ধীরদেব এখানে ১২টী বড় বড় সরোবর খনন করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বর্ত্তমান কিশোরসাগর নামে পরিচিত সরোবরটী প্রধান। ধীরসিংহের পুত্র কণ্ডূল, তৎপুত্র ভোনঙ্গ। ভোনঙ্গসিংহের অধিকারকালে ধাকুড় ও কাসির খাঁ নামে দুইজন পাঠান আসিয়া কোটা আক্রমণ করেন। ভোনঙ্গ আফিঙ্গের নেশায় সর্ব্বদাই ভরপুর থাকিতেন, কাজেই রাজ্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি বুন্দীরাজ্যে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁহার বীররমণী সসৈন্যে কেতুন প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরে ভোনঙ্গের নেশা ছুটিল। তিনি নিজ পত্নীর নিকট সাম্বনয়ে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আর তিনি নেশা করিবেন না। তখন বীরবালা পতিকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন যে পাঠানের হস্ত হইতে কোটা উদ্ধার করিবার সৈন্যবল তাঁহার নাই, অথচ যেরূপে হউক রাজ্য উদ্ধার করিয়া স্বামীকে সিংহাসনে বসাইতে হইবে। রাজপুতবালা নূতন উপায় স্থির করিয়া কোটারাজ্যে কাসির খাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন যে কোটারাজ্যের পূর্ব্বতন অধীশ্বরী রাজপুতমহিলাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত হোলিখেলা করিবেন। পাঠানবীরগণের মন টলিল। তাঁহারা পরমানন্দে ভোনঙ্গমহিষীকে আহ্বান করিলেন। এদিকে রাজপুতবালা তিন শত হরজাতীয় সুশ্রী যুবককে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া ও সঙ্গে লইয়া কোটা রাজধানীতে আসিলেন। হোলিখেলা আরম্ভ হইল। স্ত্রীবেশধারী ভোনঙ্গ কাসির খাঁর মাথায় আবীর দিতে গেলেন, কাসির খাঁ আবীর লইবার জন্য যখন মাথা নোয়াইবেন, অমনি ভোনঙ্গ ঘাঘরার ভিতর হইতে অসি লইয়া তাহার মাথা দ্বিখণ্ড করিলেন। অপর রাজপুতযুবকগণও ভোনঙ্গের অনুরূপ কার্য্য করিল। অল্প সময়ের মধ্যে রমণীর কৌশলে কোটারাজ্য পুনরুদ্ধার হইল। ভোনঙ্গের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দুঙ্গড়সিংহ অধিপতি হন। এই সময়ে রাও সূর্য্যমল্ল দুঙ্গড়কে শাসন করিয়া কোটারাজ্য বুন্দীর অন্তর্ভুক্ত করেন। [বুন্দী দেখ।]

কোটা কিছুদিন বুন্দীর অধীনে ছিল। তৎপরে ১৬৩৪ সম্বতে (১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে) বুন্দীরাজ রাও রতন মধুসিংহ ও হরিসিংহ নামক দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বুর্হাণপুরযুদ্ধে দিল্লীশ্বরের সাহায্য করেন। এই যুদ্ধে পিতাপুত্রের অসীম বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া দিল্লীশ্বর রাও রতনকে বুর্হাণপুরের শাসনকর্তৃত্ব ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মধুসিংহকে বর্ত্তমান কোটারাজ্যের সনন্দ প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে হরবতীরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। (১) পূর্ব্বে কোটারাজ্য অধিক বিস্তৃত ছিলনা, কিন্তু যখন ১৪শ বর্ষীয় বীর মধুসিংহ দিল্লীশ্বরের নিকট 'রাজা' উপাধি ও সনন্দ প্রাপ্ত হন, তখন কোটার সীমা অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বসীমায় গোড়জাতির অধীনে মঙ্গরোলী ও রাঠোর-রাজপুতের অধীনে নাহরগড়, উত্তরে চম্বলনদীতীরবর্ত্তী সুলতানপুর ও দক্ষিণে গগরোঁ ও ঘাটোলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহার মধ্যে ৩৬০ খানি নগর ও বিস্তর উর্ব্বরা জমী ছিল। রাজা মধুসিংহের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে মালব ও হরবতীর সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার অধীনস্থ হইয়াছিল। তিনি ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ৫টী উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া ইহলোকে পরিত্যাগ করেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দসিংহ কোটার

(১) রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টডসাহেব লিখিয়াছেন—জাহাঙ্গীরই মধুসিংহকে কোটারাজ্য প্রদান করেন, কিন্তু আমরা ঐ সময়ে অকবরকে দিল্লীর সিংহাসনে দেখিতে পাই।

মহারাও ও অপর চারিজন প্রধান সামন্তপদ প্রাপ্ত হন। মালব ও হরবতীর মধ্যবর্ত্তী মুকুন্দদ্বার নামক প্রসিদ্ধ গিরিপথ রাজা মুকুন্দসিংহের নির্ম্মিত। এই পথে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানায়ক মনসনসাহেব রণে ভঙ্গ দিয়া সসৈন্যে পলায়ন করিয়াছিলেন।

যখন দুর্বৃত্ত অরঙ্গজেব পিতৃহত্যার সঙ্কল্প করেন, তখন রাজা মুকুন্দসিংহ অনুজগণের সহিত প্রাণপণে শাহজহানের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই জন্য ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীর নিকটবর্ত্তী রণক্ষেত্রে অরঙ্গজেবের বিপক্ষে যুদ্ধকালে তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তৎপরে মুকুন্দের পুত্র জগৎসিংহ কোটার রাজা ও দিল্লীশ্বরের নিকট দুই হাজারী মনসবদার পদপ্রাপ্ত হন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা জগৎসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র সন্তানাদি না থাকায় রাজা মধুসিংহের পৌত্র ও কুনিরামের পুত্র পায়েমসিংহ রাজা হন। কিন্তু তাঁহার ঘৃণ্য কার্য্যের জন্য তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পঞ্চায়তসমাজ তাঁহাকে তাঁহার পৈত্রিক সামন্তরাজ্য কোইলায় পাঠাইয়া দেন। তথায় এখনও তাহার বংশধরেরা বাস করিতেছেন।

পায়েমসিংহের পর রাজা মধুসিংহের পঞ্চম পুত্র বীরবর কিশোরসিংহ অভিষিক্ত হইলেন। ইনি সম্রাট্ অরঙ্গজেবের হইয়া দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। তাঁহার দেহে ৫০টী অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল। তিনি ১৭৪২ সম্বতে আর্কটগড় অধিকারকালে নিহত হন। কিশোরসিংহের দ্বিতীয় পুত্র রামসিংহ রাজা হইলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র বিষ্ণুসিংহেরই রাজা হইবার কথা, কিন্তু তিনি পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে যান নাই বলিয়া, রাজপদ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

রাজা রামসিংহের মনে বড় একটা আশা ছিল যে তিনি বুন্দীরাজকে শাসন করিবেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে ভীমসিংহ রাজা হন। ভীমসিংহ অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। সেই সময়ে ফররুখসিয়র দিল্লীর সম্রাট্, দুইজন সৈয়দ রাজ্যে সর্ব্বময় কর্ত্তা। রাজা ভীমসিংহ সেই সৈয়দদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পঞ্চহাজারী মনসবদার হইলেন। এই সময়ে কোটা রাজ্য প্রথম শ্রেণীর রাজ্যরূপে গণ্য হয়। রাজা ভীমসিংহ জঘন্য উপায়ে বুন্দীপতি বুধসিংহের প্রাণনাশের চেষ্টা, পরে বুন্দীরাজের নাকাড়া ও সুপ্রসিদ্ধ রণশঙ্খ লুট করেন এবং দুর্বৃত্ত সৈয়দদ্বয়ের নীচ কর্ম্মের সাহায্যকারী হইয়া তাঁহাদের নিকট কোটা হইতে আহীরবার পর্য্যন্ত সমগ্র পারিপাত্র প্রদেশের শাসনসনন্দ গ্রহণ করেন। হরবতীরাজ্যের দক্ষিণসীমায় চক্রসেন নামে এক ভীলরাজ পুরুষানুক্রমে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। রাজা ভীমসিংহ অকস্মাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া অন্যায়রূপে ভীলবংশ ধ্বংস করেন।

দাক্ষিণাত্যে নিজাম-রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা সুবিখ্যাত খিজির খাঁ (পরে নিজাম-উল্ মুলুক্) যখন দিল্লীর অধীনতা অগ্রাহ্য করিয়া দাক্ষিণাত্য-অভিমুখে আগমন করেন, সেই সময় ভীমসিংহ ও নরবরের রাজা গজসিংহের প্রতি খিজির খাঁর গতিরোধ করিবার আদেশ হয়। সেই যুদ্ধে (১৭২০ খৃষ্টাব্দে) গোলাঘাতে হস্তীর সহিত রাজা গজসিংহ ও ভীমসিংহ নিহত হন। হরজাতির আদিবাসভূমি গোলকুণ্ড হায়দরাবাদের অধীন হয়।

রাজা ভীমসিংহের ৩টী পুত্র—অর্জ্জুন, শ্যাম ও দুর্জ্জনশাল। প্রথমে অর্জ্জুনসিংহই কোটার "মহারাও" পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু চারিবর্ষ পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজসিংহাসন লইয়া শ্যামসিংহ ও দুর্জ্জনশাল উভয় ভ্রাতায় ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শ্যামসিংহ নিহত হইলে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে দুর্জ্জনশাল নির্ব্বিঘ্নে কোটার সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট খেলাৎ পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে বাদশাহ মুহম্মদশাহ আদেশ প্রচার করেন যে, "হরজাতি যমুনাতীরে যে যে অংশে বাস করেন, সেই সেই অংশে কোন মুসলমান আর গোহত্যা করিতে পারিবেন না।" ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে হরজাতির সহিত মহারাষ্ট্রগণের সম্মিলন হয়। কিন্তু অম্বররাজ ঈশ্বরীসিংহ সেই মিত্রতাসূত্র বিচ্ছিন্ন করাইয়া ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রনেতা ও জাঠপতি সূর্য্যমল্লের সাহায্যে কোটারাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময়ে কোটার ফৌজদার বা সেনাপতি বালাজাতীয় বীর হিম্মতসিংহের বীরত্বে ও কৌশলে ঈশ্বরীসিংহ পরাস্ত এবং পেশবা বাজীরাও সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হন। এই সূত্রে পেশবা বাজীরাও নাহরগড় নামক দুর্গ জয় করিয়া তাহা কোটারাজ দুর্জ্জনশালকে অর্পণ করেন। রাজা দুর্জ্জনশাল পৈত্রিক বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া হোলকরের সাহায্যে বুধসিংহের পুত্র উমেদসিংহকে বুন্দীরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই উপলক্ষে উমেদসিংহকে ও রাজা দুর্জ্জনশালকেও হোলকরের করদ হইতে হইয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজা দুর্জ্জনশালের মৃত্যু হয়। তাঁহার রাজত্বকালে মৃগয়া-সহচরী রাজপুত-মহিলাগণ বন্দুক চালাইতে শিখিয়াছিলেন।

কোটার পূর্ব্বরাজ রামসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র বিষ্ণুসিংহের ছত্রশাল নামে এক প্রপৌত্র ছিল। দুর্জ্জন এই ছত্রশালকে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করেন। দুর্জ্জনশালের মৃত্যুর পর হিম্মত-

সিংহের যত্নে ছত্রশালের জন্মদাতা অজিতসিংহই প্রথমে অভিষিক্ত হন। আড়াই বর্ষ পরে বৃদ্ধ অজিতসিংহের মৃত্যু হইলে ছত্রশালই রাজা হইলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে অম্বরপতি মানসিংহ অসংখ্য সৈন্য লইয়া কোটারাজ্য আক্রমণ করেন। তখন হিম্মতসিংহের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফৌজদার জালিমসিংহের অদ্ভুত কৌশলে কোটারাজের মুষ্টিমেয় হরসৈন্য অম্বরপতির অসংখ্য সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অল্পকাল পরেই ছত্রশাল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মধ্যম সহোদর গোমানসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন। এই সময়ে কোটারাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা রাজনীতিজ্ঞ জালিমসিংহের উপর সকল প্রভুত্ব ছিল। রাজা গোমানসিংহের তাহা ভাল লাগিল না। তিনি জালিমসিংহকে খর্ব্ব করিবার জন্য ফৌজদারপদ ও জালিমের অধিকৃত নন্দতা প্রদেশ জালিমসিংহের মাতুল ভূপৎসিংহকে প্রদান করেন। জালিমসিংহ অপমানে ও ক্ষোভে মেবারে গমন করেন। মহারাণা সেই অসাধারণ যোদ্ধা ও রাজনৈতিকের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রাজরাণা" উপাধি প্রদান করেন। [মেবার দেখ।] কিছুদিন পরে মহারাষ্ট্রসমরে আহত হইয়া জালিম পুনরায় কোটায় ফিরিয়া আসেন। এবার রাজা গোমানসিংহ আপনার অন্যায়চরণ বুঝিতে পারিয়া জালিমকে পুনরায় পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিলেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে রাজা গোমানসিংহ তাঁহার দশবর্ষের পুত্র উমেদসিংহকে জালিমের কোলে দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। উমেদসিংহ রাজা ও জালিমসিংহ বালক-রাজার অভিভাবক হইলেন। জালিমের কূটরাজনীতিতে নরবার প্রভৃতি কএকটী রাজ্য কোটার অধিকারভুক্ত হইল। জালিমসিংহ রাজ্যের প্রকৃত মিত্র হইলেও তাঁহার অভ্যুদয়ে প্রধান প্রধান সামন্তের হিংসা হইল। বিপক্ষ দল জালিমের প্রাণহরণের জন্য ১৮ বার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় নাই। সামন্তগণ ষড়যন্ত্র করিয়া কিছুই করিতে পারেন নাই বটে। কিন্তু এই সময়ে রাজঅন্তঃপুরে মহিলাগণের মধ্যে ঘোর ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। একদিন কনিষ্ঠ রাজকুমারের মাতা জালিমসিংহকে রাজঅন্তঃপুরে আহ্বান করেন। জালিমসিংহ আসিয়া রাণীর আদেশের জন্য তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ কতকগুলি রাজপুত-রমণী মুক্ত অসি হস্তে আসিয়া জালিমসিংহকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, জালিমসিংহের নিকট গূঢ় রাজনৈতিক কথা বাহির করিয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিবেন। জালিমসিংহ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া এক একটী প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ মহারাজ্ঞীর অতি বলশালী প্রধানা সহচরী * আসিয়া সেই দারুণ বিপদ্ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

এখন জালিমসিংহ শাসনকর্ত্তা ও বিধানকর্ত্তা, প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্যের অধীশ্বর বলিলেও চলে। রাজা উমেদসিংহ জালিমের খেলার পুতুল মাত্র। জালিমসিংহ এত বড় উচ্চপদ পাইয়াও তাঁহার দুঃসময়ের উপকারী মেবারের মহারাণাকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি কোটারাজ্যের স্বার্থত্যাগ করিয়াও মেবারের মঙ্গলসাধনে বিশেষ তৎপর ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে গিয়া কোটারাজ্যের সর্ব্বনাশ ও অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়া কৃষকদিগকে ক্রীতদাসরূপে পরিণত করেন। কিছুদিন পরে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কোটারাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তে এক দুর্ভেদ্য স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানে তিনি দেশীয় ও ইংরাজী প্রণালীতে এক এক দল নূতন সৈন্য সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে তিনি করসংগ্রাহক পাটেলদিগের পূর্ব্বক্ষমতা হ্রাস করিয়া তাহাদিগকে সামান্য আয়ে নিযুক্ত করেন ও নিজে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক গ্রাম চকবন্দী করিলেন। এই সময় নূতন পাটেল বহাল করিবার আদেশ প্রচার করায় পূর্ব্বতন পাটেলগণ স্ব স্ব পদে নিযুক্ত হইবার আশায় রাজরাণাকে প্রায় দশলক্ষ টাকা নজর দিয়াছিল। তিনি সমস্ত পাটেলের মধ্যে চারিজন শিক্ষিত চতুর পাটেলকে নিজের কাছে রাখেন এবং এক সমিতি করিয়া তাহাদিগকে সদস্যপদে বরণ করেন। রাজস্ব, বিচার ও শান্তিরক্ষা-বিষয়ক কার্য্য তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইল। এদিকে নবনিয়োজিত পাটেলগণ নানাপ্রকারে কৃষকগণের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। তাঁহাদের অত্যাচার ও উৎকোচ গ্রহণের কথা জালিমসিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দে একদিন সমস্ত পাটেলকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। বিচারের পর তাঁহাদের গুরুতর অর্থদণ্ড হয়। কেবল এক ব্যক্তি সাত লক্ষ টাকা স্থানান্তর করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এদিকে রাজরাণা দেখিলেন, রাজভাণ্ডার পূর্ণ হইতেছে বটে, কিন্তু তিনি প্রজাদিগের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। তখন সুচতুর জালিমসিংহ কোটারাজ্যের যেখানে যত বনজঙ্গলময় ও পতিত জমি পড়িয়াছিল, সর্ব্বত্রই

* ইতিবৃত্তলেখক টড সাহেব লিখিয়াছেন যে, ঐ রমণী জালিমসিংহের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

চাষ করাইতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে কোটারাজ্য বহু শস্যশালী হইয়া উঠিল। কর্ণেল টড লিখিয়াছেন, যে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে জালিমসিংহের নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি-স্বরূপ ক্ষেত্রে চারিহাজার হল ও তাহাতে ১৬ হাজার বলদ নিযুক্ত ছিল।

শেষে জালিমসিংহ এই নিয়ম করিলেন, যে কোন বিধবা পুনরায় বিবাহ করিবে, তাহাকে কর দিতে হইবে। যে কোন সন্ন্যাসী ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে, তিনিও কর দিতে বাধ্য। শেষে জালিমের পুত্র মাধবসিংহ এই জঘন্য কর উঠাইয়া দেন।

অনেকে বলিতে পারেন, কোটারাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা জালিমসিংহ এইরূপ কঠোর নিয়ম করিয়া প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছিলেন, কেন? অবশ্য তাহার কারণ আছে। তিনি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া দেখেন রাজধনাগার শূন্য, রাজার ৩২ লক্ষ টাকা ঋণ। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার তেমন সৈন্য সামন্ত নাই, অধিকাংশ দুর্গ ভগ্ন। এই জন্যই তাঁহাকে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুর্গসংস্কার, চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের স্থলে বিংশতি সহস্র শিক্ষিত সৈন্য ও ১০০ কামান সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

১৮০৩৪ খৃষ্টাব্দে জালিমসিংহের সহিত বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়। এই সময় জেনরল মন্‌সন্ একদল বৃটীশ সৈন্যসহ হোলকারের প্রতিকূলে অগ্রসর হন। কোটারাজ্যের মধ্য দিয়া যখন সেনাপতি মন্‌সন্ গমন করেন, জালিমসিংহ তাঁহার সৈন্যদলের আহারীয় সরবরাহ ও অনুচর যোগাইয়া বিশেষ সাহায্য করেন। সেনাপতি মন্‌সন্ হোলকারের হস্তে পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবার পর হোলকার জালিমের উপর বিরক্ত হইয়া কোটা আক্রমণের উদ্যোগ করেন। কিন্তু সুচতুর জালিমের কৌশলে বিনা রক্তপাতে হোলকার স্বদেশে ফিরিতে বাধ্য হন। জালিমের সঙ্গে থাকিয়া মহারাও উমেদসিংহও অনেক গুণে বিভূষিত হইয়াছিলেন, তিনি একজন উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী, বন্দুক-চালনে বিশেষ পারদর্শী ও মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধি অনুসারে ধর্ম্মানুরাগও প্রবল হয়। এই ধর্ম্মানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পিতৃনিয়োজিত জালিমসিংহকে সমধিক সম্মান করিতেন। কখনও তিনি জালিমের মত ভিন্ন কোন কার্য্য করিতেন না। জালিমসিংহও খুব রাজভক্তি দেখাইতেন।

এই সময়ে বৃটীশজাতির সহিত পিণ্ডারীদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। জালিমসিংহ পিণ্ডারী যুদ্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২৬এ ডিসেম্বর কোটারাজের সহিত বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এক সন্ধি হয়। সেই সন্ধি অনুসারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট কোটারাজ চিরদিনের জন্য মিত্ররাজ বলিয়া গৃহীত হইলেন এবং বংশানুক্রমে পূর্ণ শাসনক্ষমতা পাইলেন। সেই সন্ধিপত্রে আরও লেখা থাকে যে তাঁহার রাজ্যে কখন বৃটীশের দেওয়ানী এবং ফৌজদারী শাসনশক্তি বিস্তৃত হইবে না। পর বর্ষে ২০এ ফেব্রুয়ারি আবার এক সন্ধি হয়। তাহাতে জালিমসিংহ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রাদিক্রমে বংশধরগণের উপর কোটারাজ্যের শাসনক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাও উমেদসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পুত্র—কিশোরসিংহ, বিষ্ণুসিংহ ও পৃথ্বীসিংহ।

রাজরাণা জালিমেরও দুই পুত্র ছিল—মাধবসিংহ ও গোবর্দ্ধন দাস। জালিমসিংহ মাধবসিংহকে ফৌজদার ও গোবর্দ্ধনকে কৃষিবিভাগের 'প্রধান' পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মহারাও উমেদসিংহের মৃত্যুর পর কুমার পৃথ্বীসিংহ ও গোবর্দ্ধন দাস যাহাতে জালিমসিংহের বংশপরম্পরায় রাজ্য-শাসন ক্ষমতা না থাকে, তাহার বিশেষ চেষ্টা করেন। মহারাওর মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র জালিমসিংহ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কোন রাজকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কুমার পৃথ্বীসিংহ ও গোবর্দ্ধনের উত্তেজনায় যুবরাজ কিশোরসিংহও জালিমসিংহের বিপক্ষ হইলেন, রাজ্যশাসন-ক্ষমতা উদ্ধার করিবার জন্য সকলেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট টড সাহেবের যত্নে জালিমসিংহের সত্বই বজায় রহিল। কুমার পৃথ্বীসিংহ ও গোবর্দ্ধনদাসকে মহারাওর নিকট হইতে অপসারিত করিয়া হরবর্ত্তীরাজ্য হইতে গোবর্দ্ধনকে নির্ব্বাসিত করা হইল। তৎপরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই আগষ্ট, মহারাও কিশোরসিংহ অভিষিক্ত হইলেন, জালিমের সহিত পুনরায় সদ্ভাব হইল। এই অভিষেক উপলক্ষে কিশোরসিংহ জালিমপুত্র মাধবসিংহকে খেলাৎসহ বংশানুক্রমে কোটার ফৌজদার পদের সনন্দ প্রদান করেন।

বৃদ্ধ জালিমসিংহ মৃত্যুর পূর্ব্বে দুইটী কার্য্য করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ১ম, তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী যদি রাজ্যের কোন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করেন, তাহা হইলে সেই কর্ম্মচারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। পূর্ব্ব কার্য্যের জন্য সেই কর্ম্মচারী জবাবদিহি হইবে না। ২য়, কোটারাজ্যে যে দণ্ডকর প্রচলিত হইয়াছে, তাহা এককালে রহিত হইবে।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে, গোবর্দ্ধনদাসের সহিত জয়পুরের অধী-

খরের এক ঔরজ কন্যার বিবাহ স্থির হয়, সেই উপলক্ষে গোবর্দ্ধন মালবে আসিতে অনুমতি পাইলেন। তিনি উক্ত নগরে আসিতে আসিতে চারিদিকে হরজাতীয় বীর বৃন্দকে উত্তেজিত করিয়া এক ঘোর ষড়যন্ত্র উপস্থিত করিলেন। জালিমসিংহের পক্ষীয় পুরাতন সেনানায়ক সৈয়ফ-আলী মহারাও কিশোরসিংহের সহিত যোগদান করিলেন। অল্পদিন মধ্যে একচক্ষু জালিমসিংহের সহিত কোটারাজের যুদ্ধ বাঁধিল। স্বজাতির রক্তে কোটারাজ্য প্লাবিত হইল। শেষে ইংরাজসৈন্যের সাহায্যে জালিমসিংহ এককালে রাজসৈন্যের উচ্ছেদসাধন করিলেন। এই যুদ্ধে কুমার পৃথ্বীসিংহ শত্রু হস্তে নিহত হন। তৎপরে অসহায় মহারাও কিশোরসিংহ জালিমসিংহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। মাধবসিংহের সহিত মহারাওর মিত্রতা স্থাপিত হইল। ৮৮শ বর্ষে রাজরাণা জালিমসিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত রাজস্থানে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জালিমসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মধুসিংহ উপযুক্ত না হইলেও সন্ধিসূত্রানুসারে কোটার প্রধান মন্ত্রী ও শাসনকর্ত্তা হইলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মহারাও কিশোরসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামসিংহ রাজা হন। এই সময়ে মধুসিংহ কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র মদনসিংহ পিতৃপদ অধিকার করেন। কোটার অধিপতি নব মন্ত্রীর শাসনকর্তৃত্বে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইল। এবার বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট জালিমসিংহের সহিত যে সন্ধি করেন, সেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া কোটারাজের হাতেই রাজ্যের পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং জালিমসিংহ পিণ্ডারীদিগের দমন করিবার জন্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে যে সাহায্য করেন, তজ্জন্য ইংরাজরাজ কোটার অন্তর্গত ১৭খানি পরগণাভুক্ত নূতন ঝালাবার রাজ্য মদনসিংহকে প্রদান করিলেন। এই ঝালাবার রাজ্য কোটা হইতে স্বতন্ত্র হওয়ায় কোটারাজের দেয় আশীহাজার টাকা কর কমিয়া যায়। এই সময় হইতে কোটা ও ঝালাবার দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য হয়।

কোটারাজ্য তত্ত্বাবধারণের জন্য একজন ইংরাজ পলিটিকাল এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহের সময় এখানকার সৈন্যগণ এজেণ্ট ও তাঁহার পুত্রদ্বয়কে বিনাশ করেন। সেই সময়ে মহারাও এজেণ্টকে সাহায্য করেন নাই বলিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ১৭ তোপের স্থানে ১৩টী তোপ বন্দোবস্ত করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৭এ মার্চ মহারাও রামসিংহের মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র ভীমসিংহ অপর নাম ছত্রসিংহ অভিষিক্ত হন। তখন ছত্র নাবালক থাকায় রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের উপরই রাজ্যশাসনের ভার থাকে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব উদরপূরণ করিবার চেষ্টা করায় অল্পদিন মধ্যে রাজকোষ শূন্য ও রাজসংসারে ঋণ হইল। এই সময়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী নবাব ফয়েজ আলির্খা বাহাদুরের উপর এজেণ্টের মতানুসারে রাজ্যশাসন করিবার ক্ষমতা দেন। উক্ত বিজ্ঞ ও সুচতুর কর্ম্মচারীর যত্নে রাজ্যের অনেক উন্নতি হয়। তিনি রাজকীয় বিভাগে নানাপ্রকার নূতন নিয়ম প্রচলন করেন। সমস্ত কোটারাজ্য ৮ নিজামতে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে আবার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগ স্থাপন করেন এবং প্রতি বিভাগে এক একজন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। এই সকল কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতার অতিরিক্ত বিষয়ের বিচারার্থ রাজধানীতে দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব আদালত স্থাপিত হয়। মহারাও ছত্রসিংহের সময় পুনরায় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ১৭টী তোপ ধার্য্য হয়। মহারাও ছত্রসিংহের পর উমেদসিংহ মহারাও হইলেন, ইনিই বর্ত্তমান কোটারাজ্যের অধিপতি ও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ইঁহার বার্ষিক রাজস্ব আদায় ২৫০০০০০৲ টাকা।

কোটা (কোট্ট-শব্দজ) অট্টালিকা, ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ।

কোটাল (দেশজ, কোতোয়াল শব্দের অপভ্রংশ) নগরপাল, প্রধান চৌকিদার। [কোতোয়াল দেখ।]

কোটালীয়া (দেশজ) চৌকিদার।
"দেখ দেখ কোটালীয়া করিছে প্রহার।
হায়! বিধি চাঁদে কৈলা রাহুর আহার॥" ভারত—বিদ্যাসু°।

কোটালু (দেশজ) কোষ্ঠপাল।

কোটালী (দেশজ) ১ যে স্থানে কোটালগণ অবস্থিতি করে, থানা। (স্ত্রী) ২ একটী গ্রাম, বর্ত্তমান নাম কোটালীপাড়। (দিগ্বিজয়প্রকাশ)

কোটালীপাড়, বাঙ্গালাবিভাগের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার মধ্যে ৭২টী গ্রাম ও ৭৪ কিস্মত আছে। দশশালা বন্দোবস্ত কালে ইহার সদর-জমা ২২০০৲ টাকা ধার্য্য হয়। পাশ্চাত্য বৈদিকগণের চৌদ্দটী সমাজের মধ্যে একটী। ইহার মধ্যে ঘর্ঘর নামে একটী নদ প্রবাহিত। ইহার ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, ৫।৬ শতবর্ষ পূর্ব্বে এই স্থান নদীময় ছিল। মনসামঙ্গলে বিজয়গুপ্তের বাটীর বর্ণনায় আছে,

"পশ্চিমে ঘর্ঘরনদ পুর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর॥"

সম্প্রতি কোটালীপাড়ের পশ্চিমাংশে ঘর্ঘর নদের রেখা-মাত্র আছে। ঘর্ঘর নদের পার হইতে ফুল্লশ্রীগ্রাম প্রায় ৪॥০ ক্রোশ পূর্ব্বে। ইহাতে অনুমিত হয়, তৎকালে কোটালীপাড় ঘর্ঘরনদের গর্ভশায়ী ছিল। মহাবিষুব সংক্রান্তি দিনে ইহার পাড়ে একটী মেলা হয়। অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া স্নান করে। প্রবাদ আছে, এক সন্ন্যাসী বর দিয়াছিলেন যে অপুত্রক স্ত্রীলোক মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এখানে স্নান করিবে ও গঙ্গাপূজা করিবে, তাহার সন্তান হইবে।

কোটি (স্ত্রী) কোট্যাতে ছিদ্যতেঽনয়া কুট-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১২৭।) বাহুলকাৎ গুণঃ। ১ খড়্গাদির প্রান্ত, ধার। ২ অগ্রভাগ। ৩ ধনুকের অগ্রভাগ। ৪ উৎকর্ষ। ৫ শতলক্ষ সংখ্যা, ১০০০০০০০, ক্রোর।

"একং দশং শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা।
লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্ব্বুদমেবচ॥" (অঙ্কশাস্ত্র)

৬ কোটিসংখ্যাবিশিষ্ট। ৭ পৃক্কা, পিড়িঙ্ শাক। ৮ সংশয়ের আলম্বন। ৯ পূর্ব্বপক্ষ। কোটি-ঙীপ্ বিকল্পে কোটী শব্দও এই অর্থে জানিবে। ১০ ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ভূমি ও কর্ণ ভিন্ন রেখা।

"ইষ্টোদ্বাহোর্যঃ স্যাৎ তৎস্পর্দ্ধিন্যাং দিশীতরোবাহুঃ।
ত্র্যস্রে চতুরস্রে বা সা কোটিঃ কীর্ত্তিতা তজ্জ্ঞৈঃ॥" (লীলাবতী)

১১ রাশিচক্রের তৃতীয় অংশ।

"অযুগ্মে পদে যাতমেষ্যন্তু যুগ্মে
ভুজোবাহুহীনং ত্রিভং কোটিরুক্তা॥" (সিদ্ধান্তশিরো)

১২ ছায়া নিরূপণের জন্য কল্পিত ক্ষেত্রের অবয়ব রেখাবিশেষ।

"দিক্ সূত্রসম্পাতগতস্য শঙ্কো-
শ্ছায়াগ্রে পূর্ব্বাপর সূত্রমধ্যম্।
দোর্দ্দোঃ প্রভাবর্গবিয়োগমূলং
কোটির্নরাৎ প্রাগপরা ততঃ স্যাৎ॥" (সিদ্ধান্তশিরো)

১৩ চন্দ্রের শৃঙ্গোন্নতি জানিবার জন্য কল্পিত ক্ষেত্রের অবয়ববিশেষ।

"যোধোনরো দিনকৃতঃ স বিধোরুদগ্র
শঙ্কৃন্বিতো মম মতা খলু সৈব কোটিঃ॥" (সিদ্ধান্তশিরো।)

১৪ উদয়াস্ত সূত্রদ্বারা কল্পিত ক্ষেত্রের অবয়ব।

"সূত্রাদ্দিবা শঙ্কুতলং যমাংশং
বাম্যাং শতংহি দ্যুনিশং কুজোর্দ্ধে।
অধশ্চ সৌম্যাৎ নিশিসৌম্যমস্মাৎ
সদ্যুক্তিযুক্তং নৃতলং নিরুক্তম্।
দৃগ্জ্যাং প্রক্রতিং চাথ তয়োস্তু কোটিং
পূর্ব্বাপরাং বর্গবিয়োগমূলম্॥" (সিদ্ধান্তশিরো)

কোটিক (পুং) কোট্যা বহুসংখ্যয়া কায়তি প্রকাশতে কোটি কৈ-ক। ইন্দ্রগোপনামক কীট, টাকপোকা। দেশ-বিশেষে ছোটকেন্না বলে।

কোটিকাস্য (পুং) কোটিকস্যেব আস্যমস্য। শিবিবংশীয় একজন রাজা, ইহার পিতার নাম সুরথ। (ভারত বন ২৬৪ অঃ)

কোটিজিৎ (পুং) কোটিং কবিকোটিং, পণে কোটিমিতং দ্রব্যং বা জিতবান্ জি-ভূতে ক্বিপ্। রঘুবংশাদি কাব্য-প্রণেতা কালিদাস। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

কোটিজ্যা (স্ত্রী) গ্রহের স্পষ্টতা সাধনের অঙ্গ, ধনুকের ন্যায় ক্ষেত্রবিশেষ।

"যুগ্মেতু গম্যাদ্বাহুজ্যা কোটিজ্যাতু গতান্তবেৎ।" সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ক চ গ হইল ভূজ, ক ছ ও খ জ হইল ভুজের কোটি, ইহার মধ্যে ক ঝ কিম্বা ঝ খ, ক গ কিম্বা খ ঙ এই অংশের নাম কোটিজ্যা।

কোটিতীর্থ (ক্লী) কোটিস্তীর্থান্যত্র বহুত্রী। ১ মহাকালের নিকটবর্ত্তী অবন্তি দেশীয় প্রসিদ্ধ তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়।

"মহাকালং ততোগচ্ছেৎ নিয়তো নিয়তাশনঃ।
কোটিতীর্থমুপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ॥" (ভারত বন ৮২ অঃ)

[উজ্জয়িনী দেখ।]

২ পঞ্চনদের মধ্যবর্ত্তী একটী তীর্থ। এখানে স্নান করিলেও অশ্বমেধের ফল হয়। (ভারতবন ৮২ অঃ।)

ভারতের নানাস্থানে কোটিতীর্থ নামে অনেক তীর্থ আছে।

কোটিনগর (ক্লী) বাণরাজার রাজধানী। (শব্দরত্নাবলী)। চিত্রগুপ্ত এইখানে চণ্ডিকার আরাধনা করেন। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

কোটিপাত্র (পুং) কোটিরগ্রং পাত্রং পত্রাকারং যস্য যদ্বা কোটিরগ্রং পাত্রে জলাংশেঽস্য জলক্ষেপণাৎ। কেনিপাতক। (হেমচন্দ্র) কেরোআল।

কোটিপাল (পুং) কোট্টপাল।

কোটিফল (ক্লী) কোটীনাং ফলং ৬তৎ। ত্রিভুজ চতুর্ভুজ প্রভৃতি ক্ষেত্রের অবয়ব কোটির ফল।

"স্বেনাহতে পরিধিনা ভুজকোটিজীবে
ভাংশৈর্হৃতে চ ভুজকোটিফলাহ্বয়ে স্তঃ।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

কোটিফলী, গোদাবরীর নদীর মুখে বামকূলে স্থিত বিশাখপত্তনের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। করিঙ্গবন্দরের নিকট। ধবলেশ্বর হইতে রাহাদারী বোটে এখানে যাওয়া যায়। এখানকার লোকের বিশ্বাস—এখানে গোদাবরীতে স্নান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে কোটিগুণ ফললাভ হয়। প্রতি দ্বাদশ বর্ষে বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে কোটিফলীতে পুষ্করযোগ হয়। ইহার ৩৷০ ক্রোশ পূর্ব্বে দক্ষারাম নামে একটী প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ততীর্থ আছে।

গৌতমী মাহাত্ম্যে লিখিত আছে—ইন্দ্র অহল্যাগমন জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কোটিফলীতে কোটীশ্বরের প্রতিষ্ঠা করেন, চন্দ্র গুরুপত্নী গমনরূপ পাপনাশের জন্য এখানে ছায়াসোমেশ্বর স্থাপন এবং কশ্যপ ঋষি এখানে জনার্দ্দন স্বামীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই তীর্থের অপর নাম মাতৃগমনাপহারী।

ছায়াসোমেশ্বরের মন্দির এখনও আছে, দেখিলেই প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহা অপেক্ষা কোটিলিঙ্গ ও জনার্দ্দনস্বামীর মন্দির ছোট। মন্দিরের বহির্ভাগে একটী ছোট গোপুর এবং গোপুরের সম্মুখে সোমকুণ্ড নামে একটী বৃহৎ সরোবর আছে।

কোটিমান্ [ৎ] (ত্রি) কোটিরস্ত্যস্য। যাহার কোটি আছে, কোটিবিশিষ্ট।

কোটির (পুং) কোটিং উৎকর্ষং রাতি রা-ক। ১ ইন্দ্র। ২ নকুল। ৩ ইন্দ্রলুপ্তককীট।

কোটি(টী)বর্ষ (ক্লী) কোটিসংখ্যকানি অস্ত্রাণি উপস্থিতান্ শত্রূন্ প্রতি বর্ষত্যত্র। কোটি-বৃষ অপ্। ১ বাণরাজার রাজধানী, কোটিনগরের নামান্তর। (স্ত্রী) কোটিভিরগ্রৈ বর্ষতি বৃষ-অণ্। ২ পৃক্কা, পিড়িঙ্গ শাক।

কোটি(টী)শ (পুং) কোট্যা অগ্রেণ শ্যতি নাশয়তি চূর্ণী করোতি শো-ক। ১ লোষ্ট্রভেদক অস্ত্র, মই, ডেলাভাঙ্গা মুগুর। পর্য্যায়—লেষ্টুভেদন, লেষ্টুঘ্ন, লেষ্টুভেদী, চূর্ণদন্ত, লোষ্ট্রভঙ্গার্থমুদ্গর, লোষ্ট্রঘ্ন। (জটাধর।) ২ কোটিরস্ত্যস্তীতি কোটি—লোমাদিত্বাৎ শ। (ত্রি) ২ কোটিযুক্ত। (পুং) ৩ বাসুকিবংশীয় নাগবিশেষ। (ভারত আদিপর্ব্ব ৫৭ অঃ)

কোটিশঃ [স্] (অব্য) কোটি-বারার্থে শস্। কোটি কোটি।

"গাঃ কোটিশঃ স্পর্শয়তা ঘটোঘ্নীঃ" (রঘু ২ সর্গ)

কোটী (স্ত্রী) কুট্ ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ঙীপ্। ১ পৃক্কাশাক, পিড়িঙ্গ। ২ কোটি শব্দের সমানার্থ। [কোটি দেখ।]

"প্রত্যেকশশ্চাপি কোটীভির্হয়ৈঃ সাধুবাহিতঃ"
(ভারত দ্রোণ ৮৯ অঃ)

কোটীর (পুং) কোটীভিরগ্রৈরীরয়তি পীড়য়তি কোটি-ঈর্-অণ্। ১ কিরীট। ২ জটা। (ত্রিকাণ্ডশেষ।)

"কোটীরবন্ধনধনুর্গুণযোগপট্টা" (নৈষধ)

কোটীলা, রাজপুতানার পূর্ব্ব অংশে ইন্দোরের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম। এই স্থানের নিকট পাহাড়ের উপর এই নগরে একটী দুর্গ আছে, তাহা হইতেই ইহার নাম হইয়াছে। এই দুর্গটী সুদৃঢ়। ইহার পূর্ব্বদিকে দাহার নামক হ্রদ আছে। হ্রদটী পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহার চারিদিকে মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাকার ছিল। এখনও তাহার কতক কতক চিহ্ন দেখা যায়। শত্রু আসিলে লোকে গ্রাম ছাড়িয়া পাহাড়ে উঠিত। এখানে খাজাদাবংশীয় বাহাদুর খাঁসাহেবের রাজধানী ছিল। ইনি তৈমুর প্রেরিত দূতের সহিত এইখানে সাক্ষাৎ করেন। ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে যখন মুহম্মদ ফিরোজ তোগলক এই স্থান আক্রমণ করেন, তখন বাহাদুর নাহরে পলায়ন করেন। ১৪২১ খৃষ্টাব্দে খিজির খাঁ সৈয়দ কোটীলার দুর্গ আক্রমণ করিয়া শেষ ধ্বংশ করেন। দুর্গটী এখনও খানিক খানিক আছে। নগরের ভিতর জুম্মা মসজিদ্ নামক একটী সুরম্য হর্ম্ম্য আছে। ইহা ফিরোজতোগলকের পুত্র মুহম্মদ শাহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার চারিদিকে ছাদ ও মধ্যে গুম্বেজ; সমস্তই পাথরে নির্ম্মিত। মসজিদের ভিতর লাল পাথরের একটী গোরস্থান আছে, তাহার অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

কোটীশ্বর (পুং) ক্রোরপতি।

কোটুর, একটী গ্রাম। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বেলগাম্ জেলায় প্রসাদগড় তালুকের অন্তর্গত সৌন্দত্তি নগর হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অক্ষা° ১৬° ১´ ও দ্রাঘি° ৭৫°২´ মধ্যে অবস্থিত। এখানে পরমানন্দ দেবের মন্দির আছে। এই মন্দিরের দক্ষিণদিকে একখানি প্রাচীন শিলালিপি খোদিত আছে। শিলালিপিতে পরহিত রাজার বৃত্তান্ত বর্ণিত।

কোটেশ্বর (পুং) দাক্ষিণাত্যে কানাড়া উপকূলে কোণ্ডপুরের উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন শিবস্থান। কোটেশ্বরমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—এখানকার শিবলিঙ্গ দর্শনে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

কোট্ট (পুং) কুট্ট ঘঞ্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ দুর্গ, গড়। ২ পুরবিশেষ। (ক্লী) ৩ রাজধানীবিশেষ। (হেমচন্দ্র)

কোট্টপাল (পুং) কোট্টং পুরং দুর্গং বা পালয়তি রক্ষতি কোট্ট পা-ণিচ্-অণ্। পুররক্ষক, কোটাল।

"পুরকোট্টপালপুরুষাঃ" (পঞ্চতন্ত্র)

কোট্টবী (স্ত্রী) কোট্টং বাতি কোট্ট বা ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বিবস্ত্রা স্ত্রী। ২ মুক্তকেশী নারী। ৩ বাণাসুরের মাতা। হরিবংশে বর্ণিত আছে, বাণযুদ্ধ সময়ে বাণমাতা কোট্টবী নিজ তনয়ের প্রাণরক্ষার্থে নগ্না হইয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণ তাঁহাকে বস্ত্র পরিধান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি কিছুতেই বস্ত্র পরিধান করেন নাই। (হরিবংশ ১৮৫ অঃ।) ৪ দুর্গা।

কোট্টবীপুর (ক্লী) কোট্টব্যাঃ পুরং ৬তৎ। বাণপুর।

কোট্টার (পুং) কুট্ট-আরক্ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। যদ্বা কোট্টং কোটং দুর্গমিত্যর্থঃ ঋচ্ছতি গচ্ছতি কোট্ট-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ১ কূপ। ২ নাগর। ৩ পুষ্করিণীতট, পুকুরের পাড়। (মেদিনী) ৪ দুর্গপুর। (অমরটী° ভরত।)

কোট্যর্দ্ধ (পুং) অর্দ্ধক্রোর, ৫০ লক্ষ।

কোট্যুদ্ধার (পুং) চতুর্ভুজ বা ত্রিভুজ ক্ষেত্রের কোটি বাহির করা।

কোঠ (পুং) কুঠি-অচ্ নিপাতনাৎ নকারলোপঃ। চক্রাকার কুষ্ঠ রোগ। পর্য্যায়—মণ্ডলক। (অমর) দুশ্চর্ম্মা, ত্বগ্‌দোষ, চর্ম্মদূষিকা। (রাজনির্ঘ°) [কুষ্ঠ দেখ।]

কোঠর (পুং) কুঠ্যতে ছিদ্যতেঽসৌ কুঠ অর। অঙ্কোঠ বৃক্ষ, ধলা আকঁড়া।

কোঠরপুষ্পিকা (স্ত্রী) কোঠরস্য পুষ্পমিব পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। টাপ্-ক প্রত্যয়ঃ অকারস্য ইত্বঞ্চ; কোঠরপুষ্পী।

কোঠরপুষ্পী (স্ত্রী) কোঠরস্য পুষ্পমিব পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। ততো ঙীপ্। বৃদ্ধদারক। (রাজনির্ঘ°)

কোঠা (দেশজ) ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ।

কোড়গ (কোড়গ বা কোড়গু অর্থে উচ্চপর্ব্বত। ইংরাজেরা বলেন কুর্গ।) দাক্ষিণাত্যের একটী জেলা। অক্ষা° ১১°৫৬´ ও ১২°৫০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫°২৪´ ও ৭৬°১৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ ১৫৮০ বর্গমাইল। কোড়গ জেলার পশ্চিমে পশ্চিমঘাট। এই পর্ব্বতশ্রেণী একটু বাঁকিয়া কোড়গের উত্তর ও দক্ষিণসীমারূপে রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে মহিসুররাজ্য। কুমারধারী ও হৈমবতী নামক দুইটী নদী উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়া মহিসুর হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়াছে। পূর্ব্বদিকের কতক অংশে কাবেরী নদী প্রবাহিত। ইহার প্রধান নগর মের্কারা, অক্ষা° ৭৫°৪৬´ উঃ ও ১২°২৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

এই রাজ্যটী পর্ব্বতে সমাকীর্ণ। পর্ব্বতের উপর ঘন নিবিড় বন। স্থানে স্থানে শ্যামল তৃণপূর্ণ প্রকাণ্ড সমতলভূমি ও মধ্যে মধ্যে শস্যপূর্ণ উপত্যকা। পশ্চিমে ঘাটপর্ব্বত শ্রেণী প্রায় ৩০ ক্রোশ ব্যাপিয়া আছে, উহা ভূমি হইতে ৩৮১৯ হাত উচ্চ। এই পর্ব্বত হইতে মধ্যে মধ্যে ছোটপাহাড় আসিয়া দেশ মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহারই একটী অধিত্যকার উপর ২৩৩৩ হাত উচ্চে, প্রধান নগর মের্কারা অবস্থিত। ইহারও মধ্যে মধ্যে পাহাড় ও গভীর উপত্যকাভূমি থাকায় অল্প স্থানেই শস্য জন্মিয়া থাকে। কোড়গ প্রদেশের মধ্যে কাবেরী নদী ও তাহার উপনদী লক্ষ্মণতীর্থ ও হেমবতী প্রধান। বারপোল ও অন্যান্য কয়েকটী ক্ষুদ্র নদীও আছে। কোন নদীতেই জাহাজ চলে না। বৃষ্টি, বায়ু ও সূর্য্যের তাপে এবং গাছের পল্লব পচিয়া পার্ব্বতীয়ভূমি নব আকার ধারণ করিয়া ক্রমে উর্ব্বরা হইয়া দাঁড়াইতেছে। গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য পর্ব্বত হইতে পাথর কাটিয়া আনা হয়। অন্য কোন মূল্যবান্ ধাতুর খনি নাই।

কোড়গ প্রদেশের বন হইতে যথেষ্ট ধনাগম হয়। পশ্চিমঘাট প্রদেশের পার্ব্বতীয় বনকে ঐ দেশে মেলকাডু বলে। এই স্থানে পুন নামক বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এক একটী গাছ প্রায় ৬৩ হাত উচ্চ হয়। ইহা হইতে জাহাজের মাস্তল প্রভৃতি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শিশু, কাঁঠাল, শিরো বা শাণৌবার প্রভৃতি গাছ হইতে বহুবিধ কাষ্ঠ হয়। বনভূমি নানাবিধ লতা পাতা ও পুষ্পে শোভিত। পূর্ব্বদিকে যে সকল অরণ্য ও ছোট ছোট পাহাড় আছে, তাহাকে কনিবকাডু বলে। এই বনে সেগুন ও চন্দন গাছ অধিক হইয়া থাকে। এখানে উৎকৃষ্ট বাঁশ হয়। এক একগাছি বাঁশ প্রায় ৬০।৬৫ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে বড় বড় বাঁশের বন আছে। এখানকার সেগুন ও চন্দন কাঠ গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া। আরও কয়েক প্রকার গাছ জন্মে, সেখানে তাহাদিগকে মালতী, হোনি বা কিনো, দিন্দল, হেন্দেমরা কহে।

বন্যভূমি বহুবিধ বন্যপশুতে সমাকীর্ণ। দেশীয় লোক অধিকাংশই শিকারী, তাহারা স্বচ্ছন্দে বন হইতে নানা প্রকার বৃক্ষনির্যাস, আঁসের সূতা ও রঞ্জন আনিয়া থাকে। বনে বাঘ, ভল্লুক, হস্তী, চিতা, মহিষ, শাম্বরমৃগ, বন্যমেষ ও বন্যবরাহ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে গবর্ণমেণ্ট এক একটি বাঘ মারিতে ৫৲ টাকা ও চিতা মারিতে পারিলে ৩৲ টাকা পুরস্কার দিয়া থাকেন। বাঘ অনেক আছে। হস্তীর সংখ্যা কিছু কমিয়া গিয়াছে।

কোড়গদেশে কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান একটি প্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। স্কন্দপুরাণে কাবেরীমাহাত্ম্যে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে

মহিসুরের উত্তরপশ্চিম দিকে কদম্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তাহা হইতেই কোড়গ জাতির জন্ম। দক্ষিণ কোড়গে একটী শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে নবম শতাব্দীতে চেরবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা (১৬শ শতাব্দীতে) লিখিয়াছেন যে কোড়গ ঐ সময়ে স্বাধীন ছিল। তখন কোড়গরাজ্য ১২টী কোম্বস্ বা জেলায় বিভক্ত ছিল। তাহার পর হালেরি-পলিগারগণ আসিয়া এখানে রাজ্য স্থাপন করেন। হালেরি জাতি কোড়গ অধিবাসী হইতে স্বতন্ত্র। ইহারা লিঙ্গায়ত শৈব। কোড়গের অধিবাসীরা ভূতপ্রেত ও পূর্ব্বপুরুষগণের উপাসনা করিত। পলিগারগণ নিষ্ঠুর হইলেও সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিল। ১৬৩৩ হইতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোড়গে যে সকল রাজা হইয়াছিলেন, 'রাজেন্দ্রনামা' নামক পুস্তকে তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। দোড্ড বীর রাজেন্দ্র নামক রাজার আজ্ঞায় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইহা কর্ণাটী ভাষায় রচিত হয়।

কোড়গের অধিবাসীরা বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। হায়দ্রাবাদের হাইদার আলী দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া কোড়গদেশ আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিষম আক্রমণে কোড়গের রাজসেনা বিধ্বস্ত হইলেও তাহারা পরাজয় স্বীকার করে নাই। অবশেষে একবার হায়দারআলী আসিয়া রাজাকে পরাজয় করিয়া রাজবংশের সকলকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। তৎপরে হায়দারআলীর পুত্র টিপু সুলতান রাজ্যটিকে ছারখার করিবার জন্য কোড়গের ৮৫০০০ অধিবাসীকে শ্রীরঙ্গপত্তনে উঠাইয়া দিয়া মুসলমানদিগকে জমি দান করেন ও আদেশ দিলেন যেখানে যত কোড়গ আছে দেখিতে পাইলেই বিনাশ করা হইবে। মহিসুরে বন্দীদিগের মধ্যে কোড়গের রাজবংশীয় বীররাজেন্দ্র নামে এক রাজপুত্র ছিলেন। তিনি কোন ক্রমে মহিসুর হইতে পলায়ন করিয়া স্বরাজ্যের পর্ব্বতোপরি নিজের স্বাধীনতার নিশান তুলিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই অনেক কোড়গবাসী তাঁহার সহায় হইল। তিনি মুসলমানদিগকে দূর করিয়া কোড়গে নিজ রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাহার পর সময়ে সময়ে অপ্রত্যক্ষ ভাবে টিপুর সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে লাগিল। শেষে ভারতের গবর্ণরজেনেরল লর্ড কর্ণওয়ালিস কোড়গরক্ষা করিতে স্বীকার করায় যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুর মৃত্যু হইলে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। বহির্ব্বিবাদের শান্তি হইল বটে, কিন্তু অন্তর্ব্বিবাদে দেশটী ছারখার হইতে লাগিল। বীররাজেন্দ্র ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর নিষ্ঠুরাচরণ করিতে লাগিলেন। মহিসুরের ইংরাজ রেসিডেণ্ট অনেক প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। লর্ড বেণ্টিক শেষে যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন। ৬০০০ বৃটীশসেনা চারিটী দলে কোড়গ আক্রমণ করিলেন। রাজা নিষ্ঠুর হইলেও কোড়গের সেনাদল ইংরাজের দুইটী সেনাদলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইংরাজের অপর দুইটী সেনাদল সেই অবসরে মের্কারা নগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল। পলিটিকাল এজেণ্ট কর্ণেল ফ্রেজরের হস্তে রাজা আত্মসমর্পণ করিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে কর্ণেল ফ্রেজর ঘোষণা করিলেন যে দেশের সর্ব্বসাধারণের ঐকান্তিক ইচ্ছায় বা ঐক্য মতে কোড়গরাজ্য কোম্পানীর শাসনাধীন হইল। অধিবাসীদিগের ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধীয় আচার অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সম্মান করা হইবে, আর তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ ও শান্তি যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত রহিলেন।

রাজা ৬০০০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া কাশীবাসী হইলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং তাহার ধর্ম্মমাতা হইলে তাঁহার নাম হইল রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া গৌড়াম্মা। রাজকুমারী একজন ইংরাজ-সৈনিক কর্ম্মচারীকে বিবাহ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজার একটী পুত্র ও অন্যান্য পরিবারবর্গ এখনও কাশীতে আছেন। তাঁহারা কোড়গের রাজস্ব হইতে সামান্য বৃত্তি পাইয়া থাকেন। কোড়গ রাজ্য ইংরাজাধিকারে দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছে।

অধিবাসীর মধ্যে য়ুরোপীয়, মার্কিন, অষ্ট্রেলিক, ফিরিঙ্গী, কোড়গ, মান্দ্রাজী, মহিসুরী, মহারাষ্ট্রী, বাঙ্গালী, সিন্ধুদেশীয়, আরবদেশীয়, কান্দাহারী আর অন্যান্য দেশীয় লোক আছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই শতকরা ৯৫ ভাগ।

নগরের মধ্যে মের্কারা বা মহাদেবপেট প্রধান। দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের ইহাই প্রধান স্থান। এতদ্ব্যতীত বীররাজেন্দ্রপেট, মাদে, ফ্রেজরপেট নামক কয়েকটি নগর আছে। কোড়গরাজ্যে অনেকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তি আছে ও স্থানে স্থানে প্রস্তরস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায় দুই একটি, কোথাও সারি সারি স্তূপ রহিয়াছে। অনেকগুলি স্তূপ খুলিয়া দেখা হইয়াছে যে ইহার মধ্যে ২৷৷০ হাত উচ্চ কএকটি প্রস্তর খণ্ড লম্বভাবে

আছে। তাহার উপর ছাদের মত একখানি বড় পাথর দেওয়া। এইরূপ ছাদের মধ্যে মৃৎপাত্রে অস্থি, ভস্ম, বর্সার লৌহমূল ও মালা প্রভৃতি সংরক্ষিত। কোন্ জাতি এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। এ ছাড়া খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি অনেক দেখা যায়। তাহাকে কোল্লে-কল্লু বলিয়া থাকে। যুদ্ধে নিহত বীরপুরুষদিগের স্মরণার্থ কোল্লেকল্লু নির্ম্মিত হইত। এখানে কদঙ্গ নামে আর এক প্রকার মৃত্তিকাস্তূপ দেখা যায়। উহা পর্ব্বতের উপর দিয়া নিম্নভূমি পর্য্যন্ত দেশের চারিদিকে বিস্তৃত। কোথাও ২৫।২৬ হাত উচ্চ। বোধ হয় পরিখা বা গড়ের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য অথবা দেশের বিভিন্ন ভাগে সীমানির্দ্দেশ করিবার জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

উপত্যকাভূমিতে নদীতীরে জঙ্গলের মধ্যে যেখানে কর্ষণোপযোগী ভূমি আছে, তাহাতেই চাষ হয়। ভূমিতে অনেক রকম ধান্য জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে দোদ্দাবাট্টা নামক চাউলই অধিক জন্মে। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে বীজ বোনে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে তাহা তুলিয়া রোপণ করে। পৌষ মাসে ধান কাটা হইয়া থাকে। একমণ বীজে ৫০ মণ ধান হয়। এ ছাড়া রাগী, ইক্ষু, তামাক ও কার্পাসের চাষও যথেষ্ট। সকল লোকের বাড়ীর প্রাঙ্গণে কদলী জন্মিয়া থাকে। সাহেবেরা আসিয়া কাফি ও এলাচের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চিমঘাটের পার্ব্বতীয় জঙ্গলের জমি তিন লক্ষ টাকায় ১০ বৎসরের জন্য জমা দেওয়া হয়। কার্ত্তিক মাসে জলৌকা ও সর্পের জন্য এলাচ সংগ্রহ করা বড় কঠিন। অনেক বিলাতী বৃক্ষ স্থানে স্থানে রোপিত হইয়া সুফল প্রদান করিতেছে।

এ দেশে অন্যান্য দ্রব্য বড় একটা প্রস্তুত হয় না। এখানকার ছুরি ও কোমরবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট। স্থানে স্থানে হাট বসে, তাহাতেই অধিবাসীদিগের প্রয়োজন সাধিত হয়। মঙ্গলুর, তেলিচেরি, কন্নুর, বঙ্গলুর এইগুলি রপ্তানির প্রধান আড়ং।

এই স্থানের জমি বিশেষ উষ্ণ নহে, বরং ঠাণ্ডা। তাপমানযন্ত্রে অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় ৮২° ডিগ্রি উঠে। সমুদ্রবাষ্প হইতে মেঘ জন্মে, সেই মেঘ পশ্চিমঘাট পর্য্যন্ত সিক্ত করে। বারমাসেই প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় উপত্যকাভূমির জঙ্গলগুলি কোয়াসায় আবৃত হয়। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বায়ু বহিতে থাকে। কখন কখন কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না। এক মাসে ৪।৫ হাত জল পড়িয়া জমে। কিন্তু কাফি চাষের জন্য বন কাটিয়া ফেলাতে, এখন আর পূর্ব্বের মত বৃষ্টির জল জমিতে পায় না। আব্‌হাওয়া সেঁতসেঁতে হইলেও সাহেবদিগের ও অধিবাসীদিগের পক্ষে বেশ স্বাস্থ্যকর। কিন্তু ভারতের সমতল ভূমির অধিবাসীদিগের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। গ্রীষ্মকালে উপত্যকা ভূমিতে মেলেরিয়া জ্বর দেখা দেয়। ওলাউঠা প্রায় হয় না। বসন্তরোগ এখানে বড়ই প্রবল; গোবীজের টীকাতেও কোন ফল হয় না।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আমলে এই রাজ্য মহিসুরের প্রধান কমিশনের অধীন হইয়াছে। কোড়গে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তাহার অধীনে একজন য়ুরোপীয় ও একজন কোড়গসহকারী আছেন। রাজ্যটী ছয় তালুকে বিভক্ত। এক একটী তালুকে এক এক জন সুবেদার থাকেন। তালুকগুলি ২০টী করিয়া নাদ বা হোবলিতে বিভক্ত। পরপট্টগার নামক কর্ম্মচারী নাদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

জমি তিন প্রকার। কোড়গেরা পুরুষানুক্রমে জম্মা নামক সেঁতা জমি ভোগ করে। এই জমির ১০০ ভট্টির খাজানা বাৎসরিক ৫৲ টাকা, যাহারা এই জমি ভোগ করে, তাহাদিগকে সেনা বা পুলিসে কাজ করিতে হয়। (আমাদের ৬ বিঘায় তাহাদের ১০০ ভট্টি।) সকু নামক ভাল জমির ১০০ ভট্টির খাজানা ১০৲ টাকা। কাফি চাষের জমির ৩ বিঘার খাজানা ২৲ টাকা।

মের্কারায় ইংরাজের সেনানিবাস আছে। এখানে গুরুতর অপরাধের সংখ্যা বড়ই কম। অধিবাসী প্রায়ই বুদ্ধিমান্, বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাহাদের বিশেষ আগ্রহ। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মের্কারায় প্রথমে একটী বোর্ডিং স্কুল হয়। তাহার পর অনেকগুলি বিদ্যালয় হইয়াছে।

২ কোড়গের অধিবাসী জাতিবিশেষ। এই জাতি কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহারা পার্ব্বতীয় ও পরস্পর সহানুভূতি আছে। ইহাদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কোড়গদিগকে অম্মাকোড়গ বলে। তাহাদের সংখ্যা তিন শতের অধিক হইবে না। কোড়গেরা দৃঢ়কায়, প্রশস্তবক্ষ, উচ্চে প্রায় ৪ হাত হইবে। আকৃতি প্রকৃতিতে তাহাদের মনুষ্যত্ব ও বীরত্ব আছে বলিয়া বুঝা যায়। তাহারা 'কুপস্' পরিধান করে। 'কুপস্' চাপকানের মত হাটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত লম্বা জামা। লাল বা নীল রঙ্গের কোমর বন্ধে হাতীর দাঁতের বাট ও রূপার শিকলে বান্ধা একখানি দা থাকে। মস্তকে একটী লাল রুমাল বা একটী করিয়া পাগড়ি বান্ধা থাকে। গলায় মালা, কাণে দুল, হাতে সোণার বা রূপার বাজু বা তাবিজ। কোড়গ-স্ত্রীলোকেরা পরমা সুন্দরী,

তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠবও অতি চমৎকার। কোমরের উপরিভাগে কাঁচুলি, নিম্নদিকে পা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাড়ী। উহা অঙ্গের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া পশ্চাদ্দিকে বাঁধা থাকে। স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থের সকল কর্ম্মই করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে কৃষিকর্ম্মে পুরুষদিগকেও সাহায্য করে। পুরুষদিগের যখন অন্য কর্ম্ম না থাকে, তখন তাহারা বনে বনে শীকার করিয়া বেড়ায়। পূর্ব্বে কেহ চাকরি ভালবাসিত না। এখন গবর্ণমেন্টের একটী চাকরি করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। ১৬ বৎসর বয়সের পর তাহাদের বিবাহ হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এক স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী গ্রহণের প্রথা ছিল, এখন আর বড় দেখা যায় না। তবে বিবাহের সময় কন্যাকে বরের ভ্রাতাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। গ্রামের টক্ক বা বয়োজ্যেষ্ঠগণ আবশ্যক হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

কোড়া (দেশজ) চাবুক।

কোণ (পুং) কুণতি বাদয়ত্যনেন কুণতি বাদয়তি বা কুণ শব্দে করণে ঘঞ্ কর্ত্তরি অচ্ বা। ১ বীণাদিবাদন, বীণাদি যন্ত্র বাজাইবার কাটী। ২ অস্ত্রের অগ্রভাগ। পর্য্যায়—পালি, অশ্রি, কোটি। "কণককোণৈরভিহন্যমানঃ।" (কাদম্বরী) ৩ বিদিক্, অগ্নি, নৈর্ঋত প্রভৃতি। ৪ গৃহাদির একদেশ।

"স্বগৃহস্থাঙ্গনে তেন চত্বারঃ স্বর্ণপূরিতাঃ।
কুম্ভাশ্চতুর্ষু কোণেষু নিগূঢ়াঃ স্থাপিতা ভুবি॥" কথাসরিৎ।

৫ লগুড়। ৬ মঙ্গলগ্রহ। ৭ শনি। (বিশ্ব)। ৮ যে স্থানে দুইটী সরল রেখা বক্রভাবে পরস্পর মিলিত হয়।

"বিন্দুত্রিকোণ-বসুকোণ-দশারযুগ্মম্।" (তন্ত্রসার)।

কোণকুণ (পুং) কোণে মস্তকদেশে কুণতি চলতি কুণ-ক। ১ উকুণ। ২ মৎকুণ, ছারপোকা, হিন্দীতে খট্‌মল।

কোণটানা (দেশজ) এক কোণে সরাইয়া যে রেখা টানা হয়।

কোণস্পৃগ্‌বৃত্ত (ক্লী) যে বৃত্ত কোণস্পর্শ করিয়াছে।

কোণা (কোণশব্দজ) ১ কোণ। ২ হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী একটী গ্রাম।

কোণাকুণি (দেশজ) কোণে কোণে মিলাইয়া।

কোণাঘাত (পুং) ১ যে স্থলে এক লক্ষ ঢাক ও দশসহস্র ভেরী এককালে বাজান হয়, সেই বাদ্যকে কোণাঘাত বলে।

কোণাচি (দেশজ) বক্র, কোণাকুণি।

কোণারক [কোণার্ক দেখ।]

কোণার্ক (পুং) উড়িষ্যার পুরী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম ও সূর্য্যক্ষেত্র। জগন্নাথপুরী হইতে ৯॥০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৯°৫৩´ ২৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬°৮´ ১৬´´ পূঃ। সাধারণে 'কোণারক' বা 'কণারক' বলিয়া থাকে।

রাণে "কোণাদিত্য", সাম্বপুরাণে "মিত্রবন", কপিলসংহিতায় "অর্কক্ষেত্র" বা "মৈত্রেয়বন", পুরুষোত্তম-পদ্ধতিতে "কোর্ণাক" এবং উৎকলের মাদলাপঞ্জীতে "পদ্মক্ষেত্র" নামে বর্ণিত হইয়াছে।

সাম্বপুরাণে লিখিত আছে—

"কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ দ্বারকাপুরীতে আগমন করেন, এখানে সকল যদুকুমারই পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া তাঁহার যথেষ্ট পূজা করিয়াছিলেন, কেবল জাম্ববতীসুত সাম্ব নারদের তেমন সম্মান করেন নাই, তাহাতে দেবর্ষি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া বলেন, যে তোমার পুত্র সাম্ব অতিশয় রূপগর্ব্বিত, তোমার ষোল হাজার পত্নীই সাম্বের রূপে বিভোর। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'এমন কি হইতে পারে? আমার পত্নীগণ আমার পুত্রের প্রতি অনুরাগিণী?' নারদ উত্তর করেন, যে আমি একদিন তোমাকে দেখাইব। এই কথা বলিয়া নারদ চলিয়া যান। একদিন শ্রীকৃষ্ণ রৈবতক-গিরিতে স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া জলক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় নারদ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া সাম্বকে কহিলেন, 'এখনি তোমার পিতার নিকট যাও, আমার সংবাদ দাও, বিলম্ব করিও না।' সাম্ব নারদের বাক্যে তাড়াতাড়ি পিতার নিকট সংবাদ দিতে গেলেন। সে সময়ে কৃষ্ণপত্নীগণ মদ্যপানে বিভোর হইয়া জলক্রীড়া করিতেছেন। সহসা মদনোপম সাম্বের মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষীণবুদ্ধি রমণীগণের কামেচ্ছা হইল। এদিকে সাম্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নারদও আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই যেমন কূলে উঠিতে যাইবেন, তৎকালে কৃষ্ণ দেখিতে পাইলেন, সেই সকল রমণীগণের শুক্লবাস ভেদ করিয়া পদ্মপত্রে মদ ঝরিতেছে। বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই রমণীদিগকে শাপ দিলেন—'নিশ্চয়ই তোমরা দস্যু হস্তে পতিত হইবে, তোমাদের স্বর্গলাভ হইবে না।' তৎপরে সাম্বকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তোমারই দারুণরূপে রমণীগণ কামমুগ্ধ হইয়াছে, এই জন্য তুমিও কুষ্ঠরোগ ভোগ করিবে।' তখন সাম্ব নারদের উপদেশক্রমে এই মিত্রবনে আসিয়া সূর্য্যদেবের তপস্যা করেন।" (সাম্বপুরাণ)

কপিলসংহিতায় লিখিত আছে—"কিছুদিন তপস্যা করিবার পর সূর্য্যদেব সাম্বকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। পরদিন প্রভাতকালে সাম্ব চন্দ্রভাগানদীতে স্নান করিতে আসিলেন। এখানে তিনি জলমধ্যে পদ্মপত্রের উপর সূর্য্যপ্রতিমা দেখিতে

পাইলেন। আজ আর সাম্বের আমোদ দেখে কে? মহাহর্ষে স্নান করিয়া সেই প্রতিমা আনিয়া স্থাপন করিলেন তাঁহার পূজা করিবামাত্র সাম্ব সকল রোগ মুক্ত হইলেন।" (কপিলসংহিতা ৬।২৩-৩৪ শ্লোঃ)

সাম্বপুরাণের মতে—

"মূর্ত্তি র্যা দ্বাদশী ভানো র্নামতো মিত্রসংজ্ঞিতা।
লোকানাং সা হিতার্থায় স্থিতা চন্দ্রসরিত্তটে॥
বায়ুভক্ষস্তপস্তেপে স্থিতো মৈত্রেণ চক্ষুষা।
অনুগৃহ্নন্ সদা ভক্তান্ বরৈর্নানাবিধৈস্তদা॥
এবমাদ্যমিদং স্থানং পশ্চাৎ সাম্বেন নির্ম্মিতম্।
তত্র মিত্রস্থিতো যস্মাত্তস্মান্ মিত্রবনং স্মৃতম্।"

(সাম্বপুরাণ ৪।২০—২২)

সূর্য্যদেবের দ্বাদশী মূর্ত্তির নাম মিত্র, তিনি লোকের মঙ্গলের জন্য চন্দ্রনদীতীরে থাকিয়া কেবল বায়ু আহার করিয়া কঠোর তপস্যা করেন, তিনি নানাবিধ বর প্রদান করেন, ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করেন। ইহাই সূর্য্যদেবের আদিস্থান ছিল, সাম্ব পশ্চাৎ নির্ম্মাণ করেন। সেখানে মিত্র ছিলেন বলিয়া তাহা মিত্রবন নামে খ্যাত হইয়াছে।

কপিলসংহিতা-মতে—

"মৈত্রেয়াখ্যবনং নাম মৈত্রেয়তপসার্জ্জিতম্।
যত্র গত্বা নরঃশীঘ্রং মহদ্রোগাদ্বিমুচ্যতে॥" ৬।৩৭।

মৈত্রেয় নামক বন মৈত্রেয়ের তপস্যার গুণে লব্ধ, যেখানে মানব গমন করিলে সত্বর মহারোগ হইতে মুক্ত হয়।

সাম্বপুরাণের ২৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"সাম্ব চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিতে গিয়া জলস্রোতে সূর্য্যের প্রভাময়ী প্রতিমা দেখিতে পান। সেই প্রতিমা মিত্রবনে আনিয়া যথাবিধানে স্থাপন করেন। পরে তিনি ভগবান্ রবিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রভো! আপনার এই মঙ্গলময়ী আকৃতি কে নির্ম্মাণ করিয়াছে।' প্রতিমা উত্তর দিলেন, 'পূর্ব্বকালে দেবতাগণের অসহ্য আমার এক তেজোমূর্ত্তি ছিল। দেবগণ সকলের সহ্যরূপ প্রার্থনা করেন। প্রথমে মহাতপা বিশ্বকর্ম্মা শাকদ্বীপে আমার শান্তমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন, পরে হিমবৎপৃষ্ঠে কল্পবৃক্ষ হইতে পুনরায় এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। তোমারই উদ্ধারার্থ আমি চন্দ্রভাগা নদীতে অবতরণ করিয়াছি।' তৎপরে সাম্ব নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার অনুগ্রহেই আমি ভাস্করদেবের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করিয়াছি, এখন এই দেবপ্রতিমার কে পরিচর্য্যা করিবে?' নারদ বলিলেন, 'আজকাল অধিকাংশ ব্রাহ্মণ দেবল ও লোভমোহিত, এরূপ ব্রাহ্মণ সূর্য্যপূজার উপযুক্ত নয়।' সাম্ব বিষম বিপদে পড়িলেন, কাহার উপর দেবসেবার ভার অর্পণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কি করেন? আবার প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভো! কোন্ ব্রাহ্মণ আপনার পরিচর্য্যা করিবে?" সূর্য্যদেব এই উত্তর করিলেন—

"ন যোগ্যাঃ পরিচর্য্যায়াং জম্বুদ্বীপে মমানঘ॥ ২৭
মম পূজাপরান্ কৃত্বা শাকদ্বীপাদিহানয়।
মগশ্চ মামগাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা।
তন্মগান্ মম পূজার্থং শাকদ্বীপাদিহানয়॥" ৩৮

জম্বুদ্বীপে আমার পরিচর্য্যা করিবার উপযুক্ত লোক নাই। শাকদ্বীপ হইতে আমার পূজাপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে আনয়ন কর। শাকদ্বীপে মগ, মামগ, মানস ও মন্দগ নামে চারি জাতির বাস। তন্মধ্যে আমার পূজার জন্য মগ ব্রাহ্মণদিগকে এখানে আনয়ন কর। (১)

সূর্য্যের আদেশে সাম্ব গরুড়ে চড়িয়া শাকদ্বীপে গমন করেন এবং তথা হইতে স্ত্রীপুত্র সঙ্গে বেদবাদী ১৮টী মগ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিলেন। (২)

সেই মগ ব্রাহ্মণেরাই দেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।"

কপিলসংহিতায় লিখিত আছে, "সাম্ব প্রাসাদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে সূর্য্যপ্রতিমা স্থাপন করিয়া দ্বারকায় পুনরাগমন করেন।"

ব্রহ্মপুরাণ (২৬ অঃ), সাম্বপুরাণ ও কপিলসংহিতায় এই রবিক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

সাম্বপুরাণের (৪২ অঃ) মতে—

"সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বতীর্থময়ং শুভম্॥ ৪৪
প্রত্যূষে চৈব মুণ্ডীরং যে পশ্যন্তি নরাঃ সকৃৎ॥
ন কদাচিদ্ভয়ং শোকো রোগস্তেষাং প্রপদ্যতে।"

(১) "মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মামগাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা। ৩০
বৈশ্যাস্তু মানসা জ্ঞেয়াঃ শূদ্রা স্তেষাস্তু মন্দগাঃ।
ন তেষাং সঙ্করঃ কশ্চিদ্বর্ণাশ্রমকৃতঃ ক্বচিৎ। ৩১
তেজসশ্চাস্মদীয়স্ত নির্ম্মিতা বৈ পুরা ময়া। ৩২
তেজো বেদাশ্চ চত্বারঃ সরহস্যা ময়েরিতাঃ।" সাম্বপুরাণ ২৫ অঃ।

মগগণ ব্রাহ্মণ, মামগেরা ক্ষত্রিয়, মানসেরা বৈশ্য ও মন্দগেরা শূদ্র। এ ছাড়া তাহাদের মধ্যে কোন সঙ্করবর্ণ বা আশ্রমবিভাগ নাই। পূর্ব্বকালে আমার (সূর্য্যের) তেজঃ হইতে তাহারা নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে সরহস্য চারিবেদ দিয়াছি।

(২) "অষ্টাদশকুলানীহ মগানাং বেদবাদিনাম্।
যাস্তন্তি চ ত্বয়া সার্দ্ধং যত্র সন্নিহিতো রবিঃ। ৪৬
আরোপ্য গরুড়ে সাম্বস্ত্বরিতঃ পুনরভ্যগাৎ।
সপুত্রদারসংযুক্তো পূজাবতোর চাগতঃ।" ৪৭ সাম্বপুরাণ ২৫ অঃ।

এই পুণ্যস্থান সর্ব্বপাপহর, পুণ্যপ্রদ, সর্ব্বতীর্থময় ও মঙ্গলপ্রদ। প্রাতঃকালে এখানে যে ব্যক্তি সূর্য্যের মূর্ত্তির দর্শন করে, তাহার আর কখন রোগ, শোক ও ভয় থাকে না।

কপিলসংহিতায় লিখিত আছে—

"মৈত্রেয়াখ্যবনে রম্যে যে ত্যজন্তি কলেবরম্।
পাপানি চ পরিত্যজ্য জ্যোতির্লোকং ব্রজন্তি তে॥
রবিক্ষেত্রে নরা যে চ রবিবারে সমাহিতাঃ।
ভক্ত্যা পশ্যন্তি চ রবিং তে গচ্ছন্তি রবের্গৃহম্॥" ইত্যাদি।

রমণীয় মৈত্রেয়বনে যে দেহ পরিত্যাগ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া জ্যোতির্লোকে গমন করে। রবিবারে এই রবিক্ষেত্রে যে সমাহিতচিত্তে ভক্তিভাবে রবির প্রতিমা দর্শন করে, সে সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়।

রঘুনন্দনের পুরুষোত্তমপদ্ধতিতে পুরাণোদ্ধৃত এই বচনটী আছে—

"বিরজা ক্ষেত্রমেকাম্রং কোণার্কং পুরুষোত্তমম্।
সিদ্ধিস্থানং মুমুক্ষূণাং মতাঃ সোপানপংক্তয়ঃ॥"

যাহারা মুক্তি চায়, তাহাদের পক্ষে এই বিরজা, একাম্র, কোণার্ক ও পুরুষোত্তমক্ষেত্র, সিদ্ধিস্থানে যাইতে সিঁড়ির পৈঠা বলিয়া জানিবে।

এই কোণার্কক্ষেত্রে আরও অনেকগুলি প্রাচীন তীর্থ
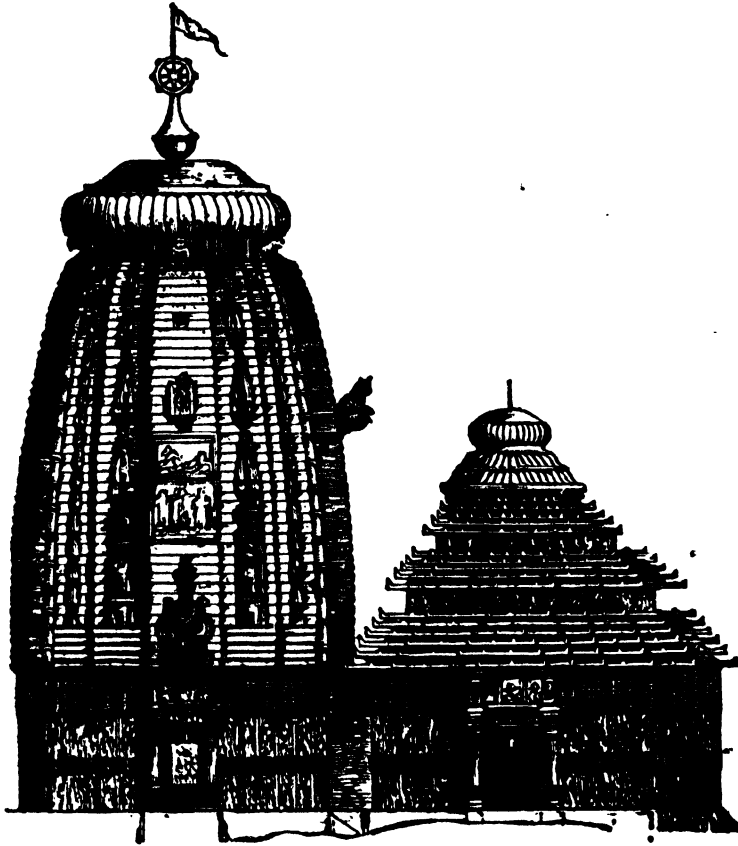
কোণার্কের মন্দির।

ছিল, তন্মধ্যে কপিলসংহিতায় মঙ্গলতীর্থ, শান্তলীভাওতীর্থ, সূর্য্যগঙ্গা, চন্দ্রভাগা, রামেশ্বর, অর্কবট এই কয়টীর উল্লেখ আছে। কপিলসংহিতার মতে এখানকার সকল তীর্থগুলিই পুণ্যপ্রদ, বিশেষতঃ সাগরতীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৩)

পূর্ব্বকালে অতি পুণ্যস্থান বলিয়া দূরদেশান্তর হইতে শত শত তীর্থযাত্রী যেখানে আগমন করিত, যাহার সমুচ্চ মন্দির-চূড়া সাগরযাত্রীগণের অতিদূর হইতে নয়ন মন আকর্ষণ করিত, আজ সেই পবিত্র স্থানের তীর্থসমূহ এক প্রকার বিলুপ্ত, সমুচ্চ দেউলগুলি বিধ্বস্ত, জনাকীর্ণ পুণ্যভূমি এখন হিংস্র জন্তু দ্বারা অধিকৃত! তবে এই নির্জ্জন পুণ্যক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও যাহা আছে, তাহাও বড় অল্প নয়। তাহাতেই কি পুরাবিদ্, কি শিল্পী, কি স্থপতি, কি স্বধর্ম্মী, কি বিধর্ম্মী, একবার দেখিলে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যে সকলেরই

(৩) "সর্ব্বতীর্থবরস্তাসৌ সাগরঃ সরিতাং পতিঃ।
রামেশ্বরস্তু তত্রৈব বেলায়াং নদীপতেঃ॥" কপিলসংহিতা ৬। ৪৯।

মন আকৃষ্ট হয়। এখনও কোণার্কে সূর্য্যদেবের যে প্রাচীন ভগ্ন মন্দির আছে, তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী ও অবস্থিতি পরিদর্শন করিলে শ্রীক্ষেত্রের সুবৃহৎ মন্দিরও সামান্য বলিয়া বোধ হয়। যদি কোথাও বঙ্গীয় শিল্পনৈপুণ্যের উজ্জ্বল উদাহরণ থাকে, তাহা এই রবিক্ষেত্রে। সূর্য্যদেবের যে মন্দির দেখিয়া পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান শিল্পীগণ বিস্মিত হইয়াছেন, সেই মন্দির ১২০০ ও ১২০৪ শকে উৎকলরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই মন্দির দেখিয়া প্রায় ৩ শত বর্ষ পূর্ব্বে আবুল ফজল লিখিয়াছেন, "জগন্নাথের নিকটেই সূর্য্যমন্দির, এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিতে উড়িষ্যারাজ্যের ১২ বর্ষের সমস্ত রাজস্ব ব্যয় হইয়াছিল। এমন কেহ নাই, যিনি এই বিরাট কীর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত না হইবেন। ইহার চারিপাশের দেয়াল ১৫০ হাত উচ্চ ও ১৯ হাত পুরু। তোরণদ্বারের সম্মুখে ৫০ হাত উচ্চ একটী কাল পাথরের থাম আছে, ইহার ৯ ধাপ উপরে উঠিলে পাথরের উপর খোদিত সূর্য্য ও নক্ষত্রমালা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের গায়ে চারিপার্শ্বে নানা জাতীয় উপাসকের মূর্ত্তি আছে, কেহ বসিয়া আছে, কেহ মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ যেন সচেতন, কেহ যেন অচেতন, কেহ গান গাহিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কত জীব জন্তু, যাহা কল্পনায় আসে না, এমনও কত মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মহামন্দিরের নিকট আরও ২৮টী মন্দির আছে। লোকে বলে সকল মন্দিরেই অনৈসর্গিক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে।"

আইন-ই-অক্‌বরীতে ৩ শত বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, এখন তাহাও সমস্ত লুপ্তপ্রায়, কেবল প্রধান মন্দিরটী এখনও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই। গ্রামবাসীরা বলিয়া থাকে, এই মন্দিরের চূড়ায় পূর্ব্বে কুম্ভর-পাথর নামে একখানি প্রকাণ্ড পাথর ছিল, এই পাথরের আকর্ষণীশক্তিপ্রভাবে কতশত অর্ণবযান এখানে ঠেকিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ঘটনাক্রমে একজন মুসলমান আসিয়া মন্দির নষ্ট করিয়া সেই অপূর্ব্ব পাথর লইয়া চলিয়া যায়। তৎপরে এখানকার পাণ্ডারা এই পুণ্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেবমূর্ত্তি লইয়া পুরীতে গমন করেন। তথায় সূর্য্যমন্দিরে সেই দেবপ্রতিমা বিরাজ করিতেছেন। তৎপরে মহারাষ্ট্রগণ এখানকার প্রাচীরাদি ভঙ্গ করিয়া শ্রীক্ষেত্রের কতকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য লইয়া যায়।

সকলি ত গিয়াছে, তবু যাহা আছে, তাহাই হিন্দুশিল্পীর একান্ত আদরের ও গৌরবের জিনিস। অনেকে বলিয়া থাকেন, হিন্দু শিল্পী জাঁকজমকে পটু বটে, কিন্তু শারীরবিজ্ঞানে অজ্ঞ বলিয়া প্রকৃত দেহের তেমন সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিতে জানে না। আমরা বলি, যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা একবার কোণার্কের ভগ্নমন্দিরটা দেখিয়া আসুন—এখানে সজীব প্রতিমূর্ত্তির অভাব নাই, কি মানব, কি পশু, সকলেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিখুত কাজ এখানে দেখিতে পাইবে। রাজচক্রবর্ত্তী হইতে কুটীরবাসী ভিক্ষু পর্য্যন্ত সকলের অবস্থা, সকলের হাবভাব, সকলের বাহ্য আচার ব্যবহার, কত কৌশলে, কত ভাবিয়া চিন্তিয়া যে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলেও প্রাচীন হিন্দু শিল্পীগণের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাম্বপুরাণে ৪১শ অধ্যায়ে সাম্ব কর্ত্তৃক সূর্য্যপ্রতিমা-প্রতিষ্ঠার পর নানাজাতি, মানব, দেব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, দিক্‌পাল, লোকপাল, উরগ, গুহ্যক প্রভৃতির আগমনের কথা লিখিত আছে, এখানে সেই সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত বা খোদিত দেখা যায়। নবগ্রহ, উপগ্রহ ও তারাগণের এমন মূর্ত্তি বোধ হয় ভারতের আর কোন স্থানে আছে কি না সন্দেহ।

এই রবিক্ষেত্রের উপরোক্ত কাল পাথরের বৃহৎ স্তম্ভ কলিকাতার চিত্রশালিকায় আনাইয়া রাখিবার কথা হইয়াছিল, মধ্যে বিস্তর টাকাও অনর্থক ব্যয় হইল, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই।*

কোণি (ত্রি) কুণ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) বাহুলকাৎ গুণঃ। কুণি, কোঁপা, নখের কুণি।

কোণী (ত্রি) ১ কুণিযুক্ত। ২ কোপা। ৩ কোণযুক্ত।

কোণুই (কফোণিশব্দের অপভ্রংশ) কফোণি।
"খুবেড়া কাপড়পরা, কোণুইতক শঙ্খভরা।" গঙ্গাভক্তিত°।

কোণের আচার্য্য, হয়গ্রীবদণ্ডক নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

কোণেরী, খেটবোধ নামে সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্ররচয়িতা।

কোণ্ডপল্লী (কোণ্ডাপল্লী) দাক্ষিণাত্যের মসলিপত্তন তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে কোণ্ডপল্লী নামে একটী সরকার ছিল, ইহা তাহারই প্রধান নগর। অক্ষা° ১৬°৩১´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০°৩৩´ পূঃ। পূর্ব্বে ইহা হিন্দুরাজার অধিকারে ছিল। ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে বাহ্মনীরাজ মুহম্মদশাহ এই স্থান অধিকার করেন। তৎ-

* কোণার্ক ক্ষেত্রের বর্ত্তমান অবস্থা যাঁহারা সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই গ্রন্থগুলি পাঠ্য—

Asiatic Researches, Vol. XV. 326-333; Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. XIX. 85-91; Hunter's Orissa, Vol. 11; Raja Rájendra Lál Mitra's Antiquities of Orissa, Vol. 11. ও কোণার্কমাহাত্ম্য।

পরে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলিখাঁ এইখানে পুনরায় হিন্দুদিগকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত কৃষ্ণা জেলা অধিকার করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকৃত হয়।

কোণ্ডভট্ট, ১ একজন বিখ্যাত সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। রণোজী ভট্টের পুত্র ও ভট্টোজীদীক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র, ইনি তর্করত্ন, ন্যায়পদার্থদীপিকা, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তভূষণ, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তভূষণসার, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তদীপিকা, স্ফোটবাদ এবং রাজা বীরভদ্রের আদেশে তর্কপ্রদীপ রচনা করেন। ২ ব্রতরাজ নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

কোণ্ডবীড়ু, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত কৃষ্ণানদীর ডানধারে গুণ্টুরের চারিক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত একটী সুদৃঢ় গিরিদুর্গ ও প্রাচীন নগর, অক্ষা° ১৬°১৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০°১৮´ পূঃ। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান হস্তে ওরঙ্গলের গণপতিরাজ পরাস্ত হইলে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব উপকূলস্থ রেড্ডি উপাধিধারী মণ্ডলেশ্বরগণ প্রাধান্য লাভ করেন, তন্মধ্যে কোণ্ডবীড়ুর রেড্ডিবীরগণ প্রধান। তাঁহাদের সময়ে কোণ্ডবীড়ু একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দোস্ত-অল্লা-রেড্ডিই সর্ব্ব প্রথম রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার পর প্রলয়বেমরেড্ডি কোণ্ডবীড়ুতে পুস্তকোট নির্ম্মাণ করেন। ১৪২৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমান হস্তে রেড্ডিরাজ রাচক্কে পরাস্ত হইলে এই স্থান গজপতিরাজের অধিকারভুক্ত হয়। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণদেবরায় বীরভদ্র গজপতিকে পরাস্ত করিয়া, ১৫২১ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী সুবৃহৎ দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়নগরপতি সদাশিবরায়ের রাজত্বকালে কাণ্ডনবোলি রামরাজের পৌত্র বিঠলদেব এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে এখানকার সুবাদারের বিশ্বাসঘাতকতায় কোণ্ডবীড়ু গোলকুণ্ডাধিপ ইব্রাহিম কুতবশাহের অধীন হয়।

কোতোয়াল (পারস্য 'কোৎবাল্' শব্দজ) ১ নগরপাল, নগরের রক্ষাকার্য্য যাহার অধীনে থাকে, বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর কোটাল বলে। মুসলমান আমলে ও ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে কোতোয়ালেরাই এখানকার কোন নগরের প্রধান পুলীশ-কর্ম্মচারীর ন্যায় কার্য্য করিত, তাহাদের ক্ষমতা বেশ ছিল। স্থান বিশেষে দুই তিনখানি গ্রামের রক্ষককেও কোতোয়াল বলে, তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী থানায় গ্রামের অত্যাচারাদির সংবাদ জানাইতে হয়। দাক্ষিণাত্যে কোড়গপ্রদেশে যে রাজকর্ম্মচারী যাত্রীগণের আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করে, তাহাকেও কোতোয়াল বলে, তাহারা এখানকার •দারোগার মতও কার্য্য করে। বোম্বাইপ্রদেশে বাজারের তত্ত্বাবধায়কও কোতোয়াল নামে অভিহিত।

কোতুনচ্গি, ধারবারের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গদগনগর হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী ভগ্ন দুর্গ ও সোমদেবের মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে ১০৩৪ ও ১০৬৪ শকে খোদিত দুইখানি শিলালিপি আছে।

কোত্বাল্ (পারস্য) [কোতোয়াল দেখ।]

কোত্বালী (পারস্য) কোতোয়ালের কার্য্য বা তাহার কার্য্যালয়।

কোত্রা (দেশজ) নিকৃষ্ট গুড়।

কোতল্ (পারস্য) খালী পাল্কী।

কোতা (কুত্র শব্দজ) কোথা।

কোতাও (দেশজ) কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থান।

কোত্রঙ্গ, হুগলীজেলাস্থ ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম।

"কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।" কবিকঙ্কণ।

কোথ (পুং) কুথ্যতে পূতিত্বং গম্যতে অনেন কুথ-ঘঞ্। ১ নেত্ররোগবিশেষ, চলিত কথায় কেথে বা কথো বলে। কুথ্যতি গুদং ক্ষিণোতি কুথ কর্ত্তরি অচ্। ২ ভগন্দররোগ। মাংসলুব্ধ ব্যক্তি অন্নের সহিত অস্থি ভক্ষণ করিলে অন্ন জীর্ণ হয় না, পুরীষের সহিত গুহ্যদেশে উপস্থিত হইয়া বক্রভাবে অবস্থিতি করে, বাহির হয় না, ক্রমে ক্ষত জন্মে। তাহাতেই ভগন্দর হয়। (ত্রি) ৩ গলিত। (পুং) ৪ গলন।

"তস্মিন্ ক্ষতে পূয় রুধিরাবকার্ণমাংসকোথে।" (সুশ্রুত)

কোথা (কুত্রশব্দজ) কুত্র, কোনখানে।

কোথায় (দেশজ) কোনস্থানে, কোনখানে

কোদ, বোম্বাই প্রদেশের ধারবার জেলার দক্ষিণপশ্চিমসীমাস্থ একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরে হাঙ্গল ও করজগি, পূর্ব্বে রাণীবেন্নুর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মহিস্বররাজ্য। পরিমাণ ৬০০ বর্গমাইল, গ্রামসংখ্যা ২০৪, লোকসংখ্যা ৮০৩৪৫ এবং বার্ষিক রাজস্ব আদায় ১৮৬৬৩০৲ টাকা।

এই উপবিভাগ ছোট ছোট পাহাড়ে ও সরোবরে সমাকীর্ণ। এক একটী সরোবর দৈর্ঘ্যে প্রায় এক ক্রোশ দেড়ক্রোশ হইবে, আনগুণ্ডীরাজাদিগের সময়ে এই সকল পুকুর কাটা হয়। এই স্থানের অধিকাংশ সজল, ইক্ষু ও পাণের বরজে পূর্ণ। এখানকার মাটী লাল, পশ্চিমাংশে অল্প সরস কালমাটী আছে।

ছোট ছোট পাহাড়গুলি ঝোপ ও তৃণময়। তাহাতে কোন হিংস্রজন্তু নাই, তবে সময়ে সময়ে ঝোপে বাঘ আসিয়া থাকে। উহার মধ্যে মারাবলি পাহাড়টীই বড়, ইহার উচ্চতা

৪০০ হাত। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এখানকার জলবায়ু কতক স্বাস্থ্যকর বটে, কিন্তু শীতকালে জরাদির খুব প্রাদুর্ভাব হয়। পাঁচবর্ষ অন্তর একবার করিয়া ভয়ঙ্কর ওলাউঠা দেখা দেয়, সেই সময়ে বিস্তর লোক কালের আতিথ্য স্বীকার করে।

তুঙ্গভদ্রা, বরদা ও কুমুদ্বতী নদীই প্রধান। তুঙ্গভদ্রা দক্ষিণপূর্ব্বে ও কুমুদ্বতী নদী মহিসুরের মদক হ্রদ হইতে বাহির হইয়া এই বিভাগের পূর্ব্বাংশে প্রবাহিত।

এখানে লঙ্কা, বাজরা, জোয়ারী, ধান, গম, খেঁসারি, মুগ, রাইসরিষা, তিল, ইক্ষু প্রভৃতি বেশ জন্মে। ২ কোদ বিভাগের একটী প্রধান গ্রাম। এখানে প্রতিমাসে প্রায় দুই হাজার টাকার লঙ্কা ও চাউলের ব্যবসা হয়। এখানকার হনুমান-মন্দিরে একখানি প্রাচীন কর্ণাটী ভাষায় লিখিত শিলালিপি আছে।

কোদণ্ড (ক্লী) কু-শব্দে-বিচ্ কোঃ শব্দায়মানো দণ্ডো যস্য, বহুব্রী। ১ ধনুক।

"বিষ্ফূর্জ্জচ্চণ্ডকোদণ্ডো রথেন ত্রাসয়ন্নঘান্' (ভাগবত ৩।২১।৫০)

(পুং) কোদণ্ডং ধনুঃ তত্তুল্য আকারো বিদ্যতেঽস্য বহুব্রী। অর্শ আদিত্বাদচ্। ২ ভ্রূ। ৩ জনপদবিশেষ। ৪ ধনুরাশি।

কোদধান (দেশজ) ধান্যবিশেষ, কোদ্রব।

কোদার (পুং) ঈষদুদারঃ কোঃ কাদেশঃ। ধান্যবিশেষ।

"ন গ্রাহ্যং সর্ব্বথামাষবরকোদারকোদ্রবং" (কাত্যায়ন ১।৬।৮।)

কোদমগি, বোম্বাই প্রদেশের ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। কোদগ্রামের সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে বম্নলা বসপ্পা ও সিদ্ধরামেশ্বর দেবের মন্দির আছে। প্রথম মন্দিরে ১০৮০ শকে ও শেষোক্ত মন্দিরে ১০০২ শকে খোদিত শিলালিপি রহিয়াছে।

কোদল, (কোঁড়ল) বন্যগুচ্ছের মধ্যবর্ত্তী ছালের আঁশকে কটকে কোদল বলে, ইহাতে অতি কঠিন ও দীর্ঘকালস্থায়ী দড়ি প্রস্তুত হয়। এই দড়িতে নৌকা বাঁধিবার কাছি হইয়া থাকে। উড়িষ্যায় আটগড়ে কোড়ল নামক আঁশ বিক্রয়ের জন্য সংগৃহীত হয়।

কোদাল (কুদ্দালশব্দজ) মৃত্তিকা খনন করিবার অস্ত্রবিশেষ।

কোদালিয়া (দেশজ) ১ একপ্রকার ছোট গাছ। (Hedysarum triflorum) এই গাছে বেগুনিয়া ফুল হয়। ২ খনক, যে কোদাল দিয়া খনন করে। ৩ একপ্রকার মেঘ।

কোদু, নাগপুরের গিরিবাসী দুর্দ্দান্ত অসভ্য জাতি। কেহ কেহ ইহাদিগকে কন্দজাতির শাখা বলিয়া মনে করেন।

কোড়ুঙ্গলূর (কোড়ুঙ্গরীলূর, য়ুরোপীয়েরা ক্র্যাঙ্গানোর বলিয়া থাকে।) কোচীনরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও বন্দর। অক্ষা° ১০°১৩´৫০´´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৭৬°১৪´৫০´´ পূঃ। কোচীন নগর হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ৫২ খৃষ্টাব্দে এইখানেই প্রথম সেণ্টটমাস আগমন করেন। ৩৪১ খৃষ্টাব্দে এখানে চেরুমন্ পেরুমলের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে য়িহুদী ও ৯ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টান সম্প্রদায় এখানে বাস করিতেছেন। এই নগরে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, উহা (১৬৬১ খৃষ্টাব্দে) ওলন্দাজদিগের হস্তগত হয়। ওলন্দাজেরা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশীয় কোচীনরাজকে দুর্গ অর্পণ করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের অধীন হয়, কিন্তু কোচীনরাজ পুনরায় অধিকার করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে টিপু আবার অধিকার করিয়া ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজকে বিক্রয় করেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় টিপুর অধিকারভুক্ত হয়। এই নগর প্রাচীন তাম্রশাসনে মুয়িরি, প্লিনি কর্ত্তৃক Muziris primum emporium Indiæ নামে বর্ণিত।

কোদৈকনল (অর্থাৎ বনলতা) মান্দ্রাজ প্রদেশের মদুরা জেলার অন্তর্গত পালনিগিরিস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১০°১৩´১২´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৩১´৩৮´´ পূঃ, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৮০৬ হাত উচ্চ। এখানে গিরিনিবাস আছে, নিকটস্থ স্থানের সম্পত্তিশালী লোকেরা গ্রীষ্মকালে এখানে হাওয়া খাইতে আসেন।

কোদ্রব (পুং) কু-বিচ কোঃসন্ দ্রবতি দ্রু-অচ্ ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। যদ্বা বায়ুনা দ্রবতি পৃষোদরাদিবদ্ পূর্ব্বস্য ওকারঃ। কুধান্যভেদ, কোদোধান। পর্য্যায়—কোরদূষ, কুদ্রব, কুদ্দাল, মদনাগ্রক, কোদ্রব, কোরদূষ, কোদ্দার, কোদাল। ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত, ব্রণরোগীর পথ্যকারক, কফ ও পিত্তনাশক, রূক্ষ, মোহকারক, নূতন অবস্থায় গুরুপাক। (রাজনির্ঘণ্ট)

কোন (কিম্ শব্দজ) কেহ, কেউ, অনির্দ্দিষ্ট।

কোনা [বৈদিক] 'কনেঃ কান্তিকর্ম্মণ ইদং রূপম্। পচাদ্যচ্, অকারস্য ব্যত্যয়েন ওকারঃ। প্রথমৈকবচনস্যাকারঃ।' অভিলাষী। যথা—"আনোভর সুবিতং যস্য কোনা।" সামসংহিতা ১।৪।১।৩।৪। 'কোনা···কাময়মানঃ।' ইতি সায়ণ।

কোনালক (পুং স্ত্রী) কোনে জলোনে আলতি অপর্য্যাপ্নোতি অল-ণ্বুল্। কৃষ্ণপুচ্ছ, শ্বেতোদর জলচর পক্ষিবিশেষ। (সুশ্রুত)

কোনালি (ত্রি) ওষধি লতাভেদ। (সুশ্রুত চি ১০ অঃ)

কোন্তল (পুং) কুন্তল জনপদের অধিবাসী। (হরিবংশ।)

কোন্দল (দেশজ) বিবাদ, কলহ।

কোন্দলিয়া (দেশজ) কলহপ্রিয়, ঝগড়াটে।

কোন্নগর, বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে মিউনিসিপালিটী ও রেল ষ্টেসন আছে।

"কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
কুচিনান্ ধনপতি দেখিবারে পায়॥" কবিকঙ্কণ।

কোণ্ৢশির (পুং) ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ, ব্রাহ্মণশাপে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। (ভারত অনুশাসন ৩৫ অঃ।)

কোপ (পুং) কুপ্যতে-কুপ ভাবে ঘঞ্। ১ ক্রোধ, রাগ। ২ প্রণয়কোপ, শৃঙ্গার রসের অঙ্গবিশেষ।
"মানঃ কোপঃ স তু দ্বেধা প্রণয়ের্ষ্যা-সমুদ্ভবঃ" (সাহিত্যদর্পণ ৩১)
৩ ধাতুবৈষম্যকারী বিকারবিশেষ।
"তত্র এতে স্বভাবত এব দোষাণাং সঞ্চয়প্রচয়প্রকোপহেতবঃ"। (সুশ্রুত)

কোপকাপ (দেশজ) ১ আঘাত। ২ ক্রোধ।

কোপক্রম (ক্লী) উপক্রম্যতে কর্ম্মণি ঘঞ্ কস্য ব্রাহ্মণঃ উপক্রমং ৬তৎ। ১ ব্রহ্মার সৃষ্টি। (ত্রি) কোপস্য উপক্রমোঽস্য বহুব্রী। ২ কোপযুক্ত।

কোপন (ত্রি) কুপ তাচ্ছিল্যে যুচ্। ১ কোপশীল, ক্রুদ্ধস্বভাব। ('চণ্ডস্বত্যন্তকোপনঃ।' অমর।) ২ অসুরবিশেষ।
"শরভঃ শলভশ্চৈব কুপনঃ কোপনক্রথঃ।' (হরিবংশ ৪২ অঃ)
(ক্লী) কুপ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ৩ কোপনিষ্পাদন। ৪ দোষবিকারের কারণ ব্যাপারবিশেষ।
"স্বদোষকোপনাদ্রোগং লভতে মরণান্তিকম্।
অপি বোদ্ধং ধনাদীনি পরীতানি ব্যবস্যতি।"
(মহাভারত অনুগীতা ১৪।১৭।)
কুপ-ণিচ্ কর্ত্তরি ল্যুট্ (ত্রি) ৫ কোপসাধক, কোপের কারণ।
"কোপনং কফবাতানাং দুর্নাম্নাং চাবিকং দধি।" (সুশ্রুত)

কোপনক (পুং) কোপনঃ কোপশীলইব কায়তি কৈ-ক। ১ চেরেক নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনির্ঘণ্ট) স্বার্থে কন্ (ত্রি) কোপশীল।

কোপনা (স্ত্রী) কুপ্যতি কুপ-তাচ্ছীল্যে যুচ্-টাপ্। কোপবতী। পর্য্যায়—ভামিনী, চণ্ডী, ভীমা।
"কয়াসি কামিন্ সুরতাপরাধাৎ
পাদানতঃ কোপনয়া বধুতঃ।" (কুমার ৩।৮)

কোপনীয় (ত্রি) কুপ-কর্ম্মণি অনীয়র্। যাহার প্রতি ক্রোধ করা হয়, কোপের বিষয়ীভূত।

কোপয়িষ্ণু (ত্রি) কুপ-ণিচ্ বাহুলকাৎ ইষ্ণুচ্। কোপকারক।
"বৈরায়ৈব তদাস্তত্বং ক্ষত্রিয়ান্ কোপয়িষ্ণুভিঃ।"
(ভারত অনু ১৭৯ অঃ।)

কোপরগাঁও, ১ বোম্বাই প্রদেশের আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরসীমা নাসিক উপবিভাগ, পূর্ব্বে নিজামরাজ্য, দক্ষিণপূর্ব্বে নেবাস, দক্ষিণে রাহুরি ও সঙ্গমনের, পশ্চিমে সঙ্গমনের ও সিন্নর উপবিভাগ। পরিমাণ ৫১১ বর্গমাইল।

এখানে মাটী কাল, পাহাড় নাই, গোদাবরীতট ভিন্ন তেমন গাছও দেখা যায় না। গোদাবরী, গোদাবরীর শাখা গুই, অগস্তি, নরন্দি, কোল, জাম ও কাট নদী প্রবাহিত। এখানে জোয়ারী, বাজরা, কুলথ, মুগ, তিল, তিসী, ইক্ষু, গাঁজা, তামাক ও মক্কা বেশ জন্মে। ইহার উপর দিয়া ধৌন্দ ও মন্মাদ ষ্টেট্ রেলওয়ে গিয়াছে। মম্দাপুর, কোপরগাঁও ও রাহাটা এই তিনটী প্রধান নগর।

২ কোপরগাঁও উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৯° ৫৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩৫´ পূঃ। গোদাবরী নদীর উত্তরকূলে মালগাঁও রাস্তার ধারে অবস্থিত। এই নগর পেশবা রঘুনাথ রাওর অতি প্রিয়স্থান। তাঁহার রাজভবনে এখন গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় প্রধান কার্য্যালয় হইয়াছে। এই নগরের দেড়ক্রোশ দূরে হিঙ্গলী নামক স্থানে রঘুনাথের অতি সুন্দর সমাধিমন্দির আছে। এখানকার ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের নিকট কচেশ্বর ও শুক্রেশ্বর দেবের মন্দির আছে। কচ ও শুক্রের মূর্ত্তি প্রস্তরময় ও পাশাপাশি অবস্থিত। অনেকে ঐ দুই মূর্ত্তির পূজা দিতে যায়। [কচ ও শুক্র দেখ।]

কোপবতী (স্ত্রী) কোপ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। কোপযুক্ত স্ত্রী।

কোপবান্ [ৎ] (পুং) কোপযুক্ত।

কোপলতা (স্ত্রী) কর্ণস্ফোটালতা, কাণফাটা।

কোপা (দেশজ) ১ কাঠের দ্রব্যবিশেষ। মজুরেরা যাহা দ্বারা ছাত পেটে। ২ কুপিত।

কোপান (দেশজ) ১ কোপ উৎপাদন। ২, আঘাত করণ।

কোপানি (দেশজ) রাগ, কোপ।

কোপাল (ত্রি) কোপযুক্ত।

কোপিত (ত্রি) কুপ-ণিচ্-ক্ত। যাহার কোন কারণে ক্রোধ হইয়াছে।

কোপী [ন্] (পুং স্ত্রী) অবশ্যং কুপ্যতি কুপ-আবশ্যকে ণিনি। (আবশ্যকাধমর্ণয়োর্ণিনিঃ। পা ৩।৩।১৭০) ১ জলপারাবত। (ত্রি) ২ কোপবিশিষ্ট, যাহার প্রতি নিয়তই কোপ হইয়া থাকে। ৩ কোপউৎপাদক, যে কোপ জন্মায়।
"সিদ্ধার্থকঃ শোণিতপিত্তকোপী।" (সুশ্রুত)

কোপ্পকেশরী, কুলোত্তুঙ্গ চোলের নামান্তর।
[কুলোত্তুঙ্গ দেখ।]

কোপ্পচোর, ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তরকূলবাসী অসভ্যজাতি। ইহারা অকা প্রভৃতি জাতির সহিত বাস করে। [অকা দেখ।]

কোমতি, দাক্ষিণাত্যের ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ। কর্ণাট ও তৈলঙ্গ এই জাতির আদি বাসভূমি। ইহারা আপনাদিগকে প্রকৃত বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণেরা তাহা স্বীকার করেন না।

কোমতিরা বলে যে এক সময়ে তাহাদের মধ্যে ৬০০ গোত্র ছিল, এখন কেবল ১০১টী মাত্র আছে। অবশিষ্ট লোপ-সম্বন্ধে এইরূপ গল্প করিয়া থাকে—

'লাভষষ্টি-বংশে কণিকা নামে এক পরমাসুন্দরী কোমতিকুমারী জন্মে। এক নীচ জাতীয় রাজা কণিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চায়। দারুণ সঙ্কটে পড়িয়া কণিকা রাজার প্রস্তাবে সম্মত হন, ও রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহাকে কুলদেবতার পূজা করিতে হইবে। তদনুসারে তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবোদ্দেশে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া কণিকা অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া সেই জলন্ত কুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন, তাঁহার ১০১ ঘর আত্মীয় কুটুম্ব তাঁহার অনুগামী হইলেন। বাকি ৪৯৯ ঘর নীচরাজার সহিত মিলিত হইয়া জাতি হারাইলেন।'

এখন যে ১০১ বিভিন্ন বংশীয় কোমতি আছে, তাঁহারা সকলেই কণিকাকে দেবী ভাবিয়া পূজা করে। ১০১ কুলের মধ্যে বুচনকুল, চেদবল, ধনকুল, গুঁড়কুল, মাসটকুল, মিধনকুল, পগড়িকুল ও পেড়কুল—বোম্বাই প্রদেশের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পরস্পরে এক সঙ্গে আহারাদি করে, কিন্তু কন্যা আদান প্রদান করিতে চায় না। ইহাদের পুরুষের নামের শেষে "অপ্পা' অর্থাৎ পিতা, স্ত্রীলোকের নামের শেষে "অম্মা" অর্থাৎ মাতা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

কোমতিরা দেখিতে কদাকার ও কৃষ্ণবর্ণ, ইহাদের শরীর কৃশ ও লম্বা, মাথায় টিকী ও গোঁফ রাখে, কিন্তু কখন দাড়ি রাখে না। সাজ-সজ্জা দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়। অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। সকলেই ব্যবসা করে। যাহাদের অবস্থা তত ভাল নয়, তাহাদেরও এক একখানি ছোট খাট মুদির দোকান থাকে। তাহাদের স্ত্রী পুত্রেরাও দোকানে বসিয়া ক্রয় বিক্রয়ে সাহায্য করে। কেহ মহাজনী, কেহ বা চাকরিও করিয়া থাকে। কি পুরুষ কি রমণী সকলেই পরিশ্রমী, ক্লেশসহিষ্ণু, মিতব্যয়ী ও চতুর। ইহারা বলে যে, রেলপথ হইয়াই তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

কোমতিরা সকল হিন্দু দেবদেবীই মানে। কণিকাদেবী, বালাজী, নগরেশ্বর, নরসোবা, রাজেশ্বর ও বীরভদ্র এই কয়টী ইহাদের কুলদেবতা। তৈলঙ্গের নানা স্থানে ঐ সকল কুলদেবতার মন্দির আছে। দেশস্থ-ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। ইহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতির হাতে অন্ন গ্রহণ করেনা। কাশী, নাসিক, পন্ধরপুর ও তুলজাপুর ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান।

ইহাদের প্রধান গুরু শঙ্করাচার্য্যস্বামী ও কুলগুরু ভাস্করাচার্য্য। এ ছাড়া একজন মোক্ষগুরুও থাকে। গুরুসেবা ও গুরুর পাদোদকপান ইহারা পরমার্থ বলিয়া জানে।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ লিঙ্গধারী। লিঙ্গায়ত ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে লিঙ্গায়ত বলিয়া স্বীকার করেন না। জঙ্গমেরা পিতার অনুমতিক্রমে পুত্রকে লিঙ্গ চিহ্নিত করেন। [জঙ্গম দেখ।] লিঙ্গধারীরা যজ্ঞসূত্র লয় না। তাহাদের মৃত্যু হইলে জঙ্গমেরা লইতে আসে, কিন্তু অনেক সময়ে সূত্রধারী কোমতিরা তাহার শবদাহ করিয়া যথারীতি শ্রাদ্ধ করে।

ইহাদের মধ্যে যজ্ঞসূত্রগ্রহণের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, পিতা মনে করিলেই পুত্রের গলায় একগাছি পৈতা দিতে পারেন। পৈতা হইলে বালক প্রথমে তাহার ভগিনীর গৃহে গিয়া ভাগিনেয়ীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করে, তৎপরে ভগিনী ও ভগিনীপতি হাতে জলদিয়া তাহাকে বিদায় দেয়। এখন বিবাহের সময় পৈতা হয়। অনেক খরচ বলিয়া অন্য সময়ে পৈতা হয় না। ইহাদের মধ্যে বিবাহের নিয়ম বড়ই অদ্ভুত। মামা ভাগিনেয়ীতে বিবাহ এই কোমতিজাতির মধ্যেই আছে। ভগিনীর কন্যা যতই কেন কুৎসিত হউক না কেন, তাহাকে বিবাহ করিতেই হইবে, নহিলে ভাল কুলকার্য্য হয় না। ইহাদিগকে কঠোর বিবাহপণ দিতে হয়। রীতিমত পণ না পাইলে বরকর্ত্তার মন উঠে না। ইহাদের বিবাহ ও জাতকর্ম্মাদি দেশস্থ-ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। বালকের ত্রয়োদশ ও বালিকার দ্বাদশ দিনে নামকরণ হয়।

বিবাহে পাঁচজন এয়ো রমণীই প্রধান, তাহাদের যথারীতি আদর অভ্যর্থনা করিতে হয়, আর তাহারাও বিবাহের সমস্ত মাঙ্গল্যকর্ম্ম করিয়া থাকে। কুলপ্রথানুসারে সম্প্রদানের পর বরের মাতুল ও কন্যার মাতুল যথাক্রমে বর ও কন্যাকে কাঁধে করিয়া নাচিতে থাকে ও পরস্পর কুঙ্কুম নিক্ষেপ করে। ইহাকে "ধেন্ধানাচ বিনে" অর্থাৎ রণনৃত্য বলে। বরকন্যা ঘোড়ায় চড়িয়া বরগৃহে আসেন।

কন্যা প্রথম ঋতুমতী হইলে পুষ্পোৎসবের ধূম পড়িয়া যায়। কন্যাকে লইয়া তাহার পিতা মাতা আত্মীয় কুটুম্বগণ হলুদগোলা লইয়া নৃত্যগীত ও বাদ্য করিতে করিতে বরের গৃহে

গমন করে। এখানে হলুদছড়াছড়ির ঘটা পড়িয়া যায়। বর-পক্ষীয় রমণীগণ স্থানভেদে কুলাচার অনুসারে কন্যার আদর, অভ্যর্থনা ও পূজা করিয়া আবার পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দেয়। বঙ্গদেশের মত এখানেও প্রথম ঋতুমতী তিন দিন তীরঘরে থাকে। চতুর্থ দিবসে স্নান করে। এই দিন বর মহাসমারোহে শ্বশুরালয়ে গিয়া গর্ভাধানক্রিয়া সম্পন্ন করে। কন্যা গর্ভবতী হইলে তৃতীয় মাসে "চোরচোলি" অর্থাৎ বস্ত্রদান ও সপ্তম মাসে "ডোহ্‌লে জেবন" অর্থাৎ সাধভক্ষণ উৎসব হয়। সধবা রমণীরা প্রত্যহ আসিয়া গর্ভবতীকে মিষ্ট গান শুনাইয়া থাকে। প্রসব হইলে সে গৃহে আর অপর গর্ভবতী থাকিতে পায় না। তাহাকে অবিলম্বে স্থানান্তর করা হয়। সন্তান প্রসূত হইলে পঞ্চম দিবসেও কোন বিবাহিতা রমণীকে গৃহে রাখা হয় না, তাহাদিগকে স্বামীর কাছে অথবা নিকটস্থ আত্মীয় কুটুম্বের বাটীতে সে দিন ও সে রাত্রির জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ইহারা দশদিন অশৌচ গ্রহণ করে। দ্বাদশ দিনে শ্রাদ্ধ হয়। শ্রাদ্ধাদি অথবা কোন গুরুতর কার্য্যে আবশ্যক হইলে ইহারা শঙ্করাচার্য্যের সহকারী ভাস্করাচার্য্যের উপদেশ লইয়া সেই মত কার্য্য করে। ভাস্করাচার্য্য গুরু যজুর্ব্বেদী আপস্তম্ব ব্রাহ্মণ, মহিসুর, বেলারি ও নিজামরাজ্যের স্থানে স্থানে তাঁহার মঠ আছে।

কোন দোষ করিলে তাহার অর্থদণ্ড হয়, সেই অর্থ গুরুর প্রাপ্য।

কোমর (পারসী) মধ্য, কটি।

কোমর্ কষাই (পারসী) বার্ত্তাবহের পথ খরচ।

কোমর্‌বন্দ (পারসী) কটিবন্ধ।

কোমরী (পারসী কোমর শব্দজ) কটিসম্বন্ধীয়।

কোমরীবাত (দেশজ) ১ বাতপীড়াবিশেষ। ২ একপ্রকার তোতাপাখী।

কোমল (ক্লী) কু-কলচ্ বাহুলকাৎ মুট্‌চ। যদ্বা কম্-কলচ্। পৃষোদরাদিবৎ অকারস্যৌকারঃ। ১ জল (ত্রি) ২ মৃদু, অকঠিন, নরম। পর্য্যায়—সুকুমার, মৃদু, মৃদুল, পেলব। (স্ত্রী) ৩ ক্ষীরিকা। (ত্রি) ৪ মনোহর।

"নিশাচ শয্যাঞ্চ শশাঙ্ককোমলা।" (নৈষধ ১ সর্গ)

৫ সূক্ষ্ম অথচ মিষ্ট স্বর। (সঙ্গীতশাস্ত্র)

কোমলক (ত্রি) কোমল স্বার্থে কন্। ১ কোমল শব্দের সমান অর্থ। সংজ্ঞায়াং কন্। (ক্লী) ২ মৃণাল, পদ্মের ডাটা। (ত্রি) ৩ মোলাম।

কোমলতা (স্ত্রী) কোমলস্য ভাবঃ কোমল তল্। ১ মার্দ্দব, মৃদুতা। ২ সৌকুমার্য্য, মনোহরতা। ৩ মাধুর্য্য, লালিত্য।

কোমলপত্রক (পুং) কোমলং পত্রমস্য বহুব্রী। শিগ্রু, সজনে।

কোমলবল্কল (পুং) লবলী বৃক্ষ।

কোমলবল্কলা (স্ত্রী) কোমলং বল্কলং যস্য বহুব্রী। লবলী।

কোমলা (স্ত্রী) কোমল-টাপ্। ১ ক্ষীরিকা বৃক্ষ। ২ আলঙ্কারিক মতসিদ্ধ বৃত্তিবিশেষ।

কোমলাসন (ক্লী) মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত আসন। [আসন দেখ।]

কোমাসিকা (স্ত্রী) ঈষৎ উমা অতসী বৃক্ষঃ স ইব আস্তে, আস ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বং। জালিকা, ফলের জালী।

কোম্পানি, কোম্পানী (ইংরাজী Company) ১ বহুসংখ্যক লোক মিলিত হইয়া কোন কারবার করিলে তাহাদের সমষ্টিকে কোম্পানি বলে। সাধারণতঃ ব্যবসা বাণিজ্যেই এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। এদেশে যৌথ কারবার অনেক আছে। পূর্ব্বে তাহাকে কোম্পানি বলিত না। এখন অনেক কারবারের নামে কোম্পানি বা কোং অথবা এণ্ডকো শব্দ ব্যবহৃত হয়।

২ পূর্ব্বে ইংরাজরাজকে কোম্পানি, ইংরাজের টাকাকে কোম্পানির টাকা ও ইংরাজের এ দেশীয় সেনাকে কোম্পানীর সেনা বলিত। কোম্পানির নোট, কোম্পানির চাকরী, কোম্পানির লোক এখনও এরূপ কথা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোম্পানির রাজত্ব এখন আর নাই। এই রাজত্ব ভারতবর্ষে প্রায় শত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল।

পূর্ব্বে ভারতকে য়ুরোপীয় জাতিবর্গ ইষ্টইণ্ডিয়া ও আমেরিকাকে ওয়েষ্টইণ্ডিয়া বলিতেন। য়ুরোপীয়েরা জানিত হিন্দ বা ইণ্ডিয়া বলিয়া একটা ধনশালী দেশ পৃথিবীতে আছে, কিন্তু কোথায় সেই দেশ তাহা কেহ জানিত না। এই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়া স্পেনের কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া বসেন। আপনার ভ্রম অবগত হইয়া তিনি উহাকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বা পশ্চিম ভারত বলিয়া অভিহিত করেন। কলম্বস্ আবিষ্কার করেন বলিয়া আমেরিকার নাম কলম্বিয়া হইল। পর্ত্তুগীজ পোতাধ্যক্ষ ভাস্কো-ডি-গামা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ২০এ মে প্রথম ভারতে উপস্থিত হন। সেই অবধি পর্ত্তুগীজেরা এদেশে বাণিজ্য করিতেন, কিন্তু তাহাদের ব্যবসার জন্য তখন কোন নির্দ্দিষ্ট কোম্পানি ছিল না। ব্যবসার লাভ রাজকোষেই অর্পিত হইত।

ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরেজেরাই প্রথম "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি" নামে একটী কোম্পানি করেন। এই কোম্পানি ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। তাহার পর ফরাসীরা এই নামে অনেকগুলি কোম্পানি করেন। ১মটী ১৬০৪, ২য়টী ১৬১১, ৩য়টী ১৬১৪, ৪র্থ ১৬৪২ এবং ৫ম ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত

হয়। ওলন্দাজদিগের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ১মটী ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ও ২য়টী ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে; দিনেমারদিগের ১মটী ১৬১২ ও ২য়টী ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। সুইসদিগেরও এই নামে কোম্পানি ছিল। তাহারা চীনে বাণিজ্য করিত। অষ্ট্রিয়াতে 'ওষ্টেণ্ড ইষ্টইণ্ডিয়া' কোম্পানি নামে একটী কোম্পানি হয়। তাহা অল্পদিন পরেই উঠিয়া যায়। অন্যান্য দেশীয় কোম্পানির সহিত আমাদের অধিক সম্বন্ধ নাই। ইংরাজদিগের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি লইয়াই আমাদের কথা।

পর্ত্তুগীজগণ ভারতের বাণিজ্য করিয়া বিলক্ষণ লাভবান্ হইতে লাগিলেন দেখিয়া ওলন্দাজেরা সেই চেষ্টা করেন। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডরাজ ৭ম হেন্‌রি জন-ক্যাবট ও তাহার ৩ পুত্রকে দুইখানি জাহাজ লইয়া ভারত আবিষ্কার করিতে পাঠান। তাঁহারা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রভৃতি আমেরিকার নানাস্থান আবিষ্কার করিয়া ফিরিয়া যান। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে সার-হিউ-উইলোবি আর একবার চেষ্টা করেন। তিনিও ভারতে আসিতে পারেন নাই। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে ষ্টিফেন নামক একজন ইংরাজ প্রথমে ভারত দেখিয়া তাহার বিবরণ ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন, তাহা দেখিয়া সেখানকার লোকেরা ভারতে আসিবার চেষ্টা করে। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ্ ফিচ্, জেমস্ নিউবেরি ও লিডস্ নামক ৩ জন বণিক ভারতে উপস্থিত হন। কিন্তু পর্ত্তুগীজেরা ঈর্ষ্যা-পরবশ হইয়া তাহাদিগকে গোয়ানগরে কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন। শেষে নিউবেরি গোয়াতে একটী দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। লিডস্ দিল্লীর সম্রাটের নিকট চাকরী পাইলেন। ফিচ্ সাহেব বঙ্গ, পেগু, শ্যাম, সিংহল ও মলক্কাদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান।

পর্ত্তুগীজদিগের পরই ওলন্দাজেরা পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগকে মরিচ বিক্রয় করিতেন। পূর্ব্বে মরিচ ৩৲ টাকা সের বিক্রয় হইত, কিন্তু ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে তাহারা দর চড়াইয়া ৬৲ হইতে ৮৲ টাকা সের বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইংরাজ বণিকেরা বিরক্ত হইয়া ফাউণ্ডারস্‌হল নামক বাটীতে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ২২এ সেপ্টেম্বর একটী সভা করিয়া ভারতে ব্যবসা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কোম্পানির ১২৫ জন অংশীদার স্থির হইল। রাণী এলিজেবেথ তখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা। উন্নতি-সাধন হইবে এই যুক্তি দেখাইয়া কোম্পানির লোকেরা রাণীর নিকট একখানি আবেদন করিলেন। রাণী প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সার জন মিলডেনহল নামক সাহেবকে দিল্লীর সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাটের নিকট ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করাই দূতপ্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য।

এদিকে কোম্পানি স্থির হইয়া তিনলক্ষ টাকা মূলধন ও হাজার টাকা করিয়া অংশ স্থির হইল। ২৫এ সেপ্টেম্বর, ১৬০০০৲ টাকা দিয়া "সুসান' নামক একখানি জাহাজ, পরে ২৬এ তারিখে "হেক্টর ও এসেন্স" নামক আরও দুইখানি জাহাজ ক্রয় করা হইল। এই সকল উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় রাজস্ব-বিষয়ক প্রধান রাজকর্ম্মচারী বরলে সাহেব কোম্পানিকে এই বলিয়া একখানি পত্র লিখিলেন যে, তাহাদের বাণিজ্যকার্য্যে সার এডওয়ার্ড মিচেল বোরণ সাহেবকে তত্ত্বাবধায়করূপে লইতে হইবে। কোম্পানি তাহাতে সম্মত হইলেন না। কোম্পানির প্রধান আপত্তি যে ব্যবসা কার্য্যে ভদ্রলোককে লইলে চলিবে না। তাহারা বলিলেন, কারবারী লোকের সমিতি কারবারী লোক লইয়াই গঠিত হইবে। ভদ্রলোক ভাল নাবিক হইতে পারেন, ভাল হিসাব পত্র জানিতে পারেন, কিন্তু ভদ্রবংশজাত লোকের যিনি ভাল সমাজে মিশিয়া থাকেন, ব্যবসায় কোন কার্য্য তাহাকে দিয়া হইবে না। এরূপ লোক হইলে অনেক অংশীদার মহা বিরক্ত হইবেন। তখনও তাহাদের লেখাপড়া মঞ্জুর হয় নাই। তথাপি কোম্পানি সাহসে ভর করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কোম্পানির ১২৫ জন অংশীদার হইল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর, কোম্পানিকে রাজ্ঞীর সম্মতিপত্র দেওয়া হইল। এই সম্মতিপত্রকে 'চার্টার' (Charter) বলে। এই "চার্টার"খানি অতি দীর্ঘ। ইহার নাম দেওয়া হইল "The Governor and company of the Merchants of London, trading into the East India." অর্থাৎ ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য লণ্ডনের বণিকসমিতি ও তাহার অধ্যক্ষ। এই অনুমতিপত্রে বলা হয়, যে স্বদেশের নাবিকবিদ্যার বৃদ্ধির জন্য, ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত জাহাজ ও নৌকা লইয়া ভারত, এসিয়া ও আফ্রিকাখণ্ডেও যে কোন দ্বীপ বা বন্দর আবিষ্কৃত হইবে, ব্যবসার উপযোগী হইলে তথায় বাণিজ্য করিতে পারিবে। কোম্পানির কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য উপস্থিত এক বৎসরের জন্য একজন গবর্ণর ও ২৪ জন সভ্য থাকিবেন। ছয়মাস বা এক বৎসরান্তর তাহারা নূতন সভ্য নিয়োগ ও সভ্যের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। তখন ১৫ বৎসরের জন্য এই চার্টার দেওয়া হইল। তাহার পর আবেদন করিলে আরও সময় বৃদ্ধি করা হইবে। কোম্পানির লোক ব্যতীত আর কেহ পূর্ব্বোক্ত স্থানের বাণিজ্য করিতে পারিবেন না। যদি কেহ এরূপ কার্য্য

করেন, তবে তাহারা রাজার ক্রোধের পাত্র হইবেন, তাহাদের দ্রব্যসামগ্রী ও জাহাজ-আদি বাজেয়াপ্ত করা হইবে, এবং কর্ম্মচারীদিগকে কারাবদ্ধ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত অপ-রাধীদিগকে কোম্পানির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দশ হাজার টাকা দিতে হইবে। এই কোম্পানির সম্মতি না লইয়া কাহাকেও নূতন অনুমতিপত্র দেওয়া হইবে না। কোম্পানি কারবারের জন্য তিনলক্ষ টাকার মুদ্রা লইয়া যাইতে পারিবেন। ইত্যাদি অনেক কথা আছে।

কোম্পানিকে সনন্দপত্র দেওয়ার পরে বুদ্ধিমতী রাণী এলিজেবেথের আজ্ঞায় একখানি পত্র লেখা হইল। পত্রের শিরোনামা লেখা হইল না। কোম্পানির লোক তাহা লিখিয়া দিতে পারিবে বলিয়া সেস্থান খালি রহিল। যে যে দেশে বণিকেরা যাইবে, সেই স্থানের রাজার নাম লিখিয়া সেই পত্র তাঁহাকে দিবেন। পত্রখানি এইরূপ—"ঈশ্বরানুগ্রহে অধিষ্ঠিত ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আয়র্লণ্ডের রাণী এলিজেবেথ—দেশীয় মহাপরাক্রমশালী রাজাকে সাদর সম্ভাষণ জানাই-তেছেন। ঈশ্বর নিজ অসীম করুণাবলে বিধান করিয়াছেন যে এক দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সেই দেশের অভাব পূরণ করিয়া উদ্বৃত্তাংশ অন্য যে দেশের অভাব আছে, তথায় বিতরণ করিয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিবে। তাহাতে এক দেশের সহিত অন্য দেশের সভ্যতা বন্ধন দৃঢ় হইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়াও আপনি বিদেশীয়দিগের প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন জানিয়া, আপনার যে সুখ্যাতি আছে, তাহা শ্রবণে আশ্বাসিত হইয়া এই বণিকদলকে আপ-নার রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিয়াছি। ইহারা আপনার দেশে থাকিয়া, দেশের ভাষা শিখিয়া, আপ-নার প্রজাগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া উভয় রাজ্যের সভ্যতা বন্ধন করিবে।" ইত্যাদি—

এইরূপ পত্রাদি লইয়া ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে একদল বণিক যাত্রা করেন। তাহারা ভারতে না গিয়া সুমাত্রা, যব, মলক্কা প্রভৃতি দ্বীপের সহিত বাণিজ্য স্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অভিযান হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ অভিযানে কোন বিশেষ ফল হয় নাই। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন মিডল্টনের কর্ত্তৃত্বাধীনে পঞ্চম অভিযান হইল। তৃতীয় অভিযানে কাপ্তেন হকিন্স ছিলেন। তিনি ১ম ইংলণ্ডরাজ জেমস্ ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দূতরূপে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট আগ্রায় আগমন করেন। সম্রাট্ তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার সভায় থাকিতে অনুরোধ করেন। বাৎসরিক ৩২ হাজার টাকা বেতন বরাদ্দ করিয়া দেন। কিন্তু জেসুট পাদ্রিরা তাঁহার বিরুদ্ধে সম্রাটকে উত্তে-জিত করিয়া বলেন যে, ইনি তাহাকে বিষপ্রয়োগ করিবেন। তাহাতে সম্রাট্ তাঁহার সহিত চতুরতা অবলম্বন করেন। সম্রাট্ তাঁহাকে বলেন যে, "আপনি বিবাহ করিয়া এইখানে থাকুন, তাহা হইলে আর বিষ খাওয়াইবার ভয় থাকিবে না।" জাহাঙ্গীর তাহার জন্য খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী একটী আরমাণী রমণী আনিয়া দিলেন। হকিন্স রমণীকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন না, ইংরাজদিগকে বাণিজ্যের অধিকারও দিলেন না। হকিন্সকে যে বেতন দিবার কথা ছিল, তাহাও দিলেন না। হকিন্স কোন মতে পলায়ন করিয়া সস্ত্রীক জাহাজে উঠিলেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন মিডল্টন্ কাম্বে নগরে উপনীত হইয়া তথায় পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন ও কাম্বে নগরে বাণিজ্যাধিকার লাভ করেন। ৭ম অভিযানে কাপ্তেন হিপন আসিয়া মস্‌লিপত্তন ও শ্যামদেশে কুঠি স্থাপন করেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের শাসনকর্ত্তার সহিত কোম্পানির এক সন্ধি হয়, তদনুসারে ইংরাজ কোম্পানি সুরাট, কাম্বে, আহ্মদাবাদ ও গোগো নামক স্থানে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পান। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন বেষ্টের নৌসেনা সুরাটের নিকট তাপ্তী নদীর মুখে আসিলে পর্ত্তুগীজগণ তাহা-দিগকে আক্রমণ করেন। চারিবার যুদ্ধ হয়। তাহাতে পর্ত্তুগীজগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে। জয়লাভ করিয়া ইংরাজেরা গগরা, আহ্মদাবাদ ও কাম্বেনগরে কুঠি স্থাপন করিলেন। সুরাট হইতে আজমীরে বাণিজ্য চলিতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথম সুরাটে ইংরাজদিগের কুঠি হইল। সেই সময় ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ স্যর টমাস্-রোসাহেবকে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট প্রেরণ করেন। এইবার জাহাঙ্গীর কোম্পানিকে ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিলেন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে আগ্রা ও পাটনায় কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের পূর্ব্বউপকূলে মস্‌লিপত্তনের নিকট অমরগাঁও নগরে একটী কুঠি হইল। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডের রাজার নিকট হইতে সনন্দ লইয়া ইংরাজেরা মসলিপত্তনে বাণিজ্য স্থাপন করিলেন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীর সম্রাট্ ইংরাজ কোম্পানিকে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার সনন্দ দান করেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্ ডে সাহেব চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে চেন্নাপত্তন বা মান্দ্রাজ নামক স্থান ক্রয় করিয়া তথায় একটী

দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহার নাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জ রাখিলেন। অমরগাঁও হইতে কুঠি উঠাইয়া এইখানে আনা হইল। পূর্ব্বোক্ত সনন্দ অনুসারে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের অন্তর্গত হুগলিতে এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বরে কোম্পানির কুঠি স্থাপিত হয়। তিন বৎসর পরে হোপওয়েল জাহাজের ডাক্তার বাউটন সাহেব সম্রাট্ শাহজহানের কন্যার চিকিৎসা করিয়া বাদশাহের নিকট হইতে কোম্পানির জন্য কএকটী অধিকার লাভ করেন। পর বৎসর তিনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তার নিকট হইতেও সেইরূপ অধিকারপ্রাপ্ত হন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে কাসিমবাজারে কোম্পানির কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ বিবাহসূত্রে বোম্বাই নগর প্রাপ্ত হন। ইংলণ্ডের রাজা ২য় চার্লস্ তাহা কোম্পানিকে দান করেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটের কুঠি বোম্বাইয়ে উঠিয়া আসে।

১৬৮১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ ও মান্দ্রাজের বাণিজ্য স্বতন্ত্র করা হয়। বাঙ্গালায় তখন হুগলি, কাসিমবাজার, পাটনা, বালেশ্বর, মালদহ ও ঢাকায় কুঠি হইয়াছিল। কিন্তু ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খাঁ তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। সেই সময় হুগলির কুঠি ছাড়িয়া ইংরাজেরা সুতানুটী বা কলিকাতায় কুঠি স্থাপন করেন। [কলিকাতা দেখ।] এই সময় মহারাষ্ট্রগণও নানারূপ অত্যাচার করিতে থাকে। কোম্পানির কুঠির উপর এইরূপ বারবার অত্যাচার হওয়াতে সেই বৎসর বিলাতে কোম্পানির একটী সভা হয়, তাহাতে স্থির হয় যে কোম্পানির শুদ্ধ ব্যবসা করাই উদ্দেশ্য নহে; সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব বাড়াইতে হইবে; বহুবিধ বিপত্তি সত্ত্বেও কোম্পানির অধিকার দৃঢ় করিতে হইবে এবং ভারতে একটা পরাক্রান্ত জাতি হইতে হইবে। তাহার পর হইতেই এদেশে শুদ্ধ বণিকরূপে নহে, একটী প্রবল পরাক্রান্ত জাতিরূপে ইংরাজ কোম্পানি দেখা দিলেন। ইহার পর হইতে কোম্পানির বাণিজ্য ভারতের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। [ভারতবর্ষ দেখ।] ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি উঠিয়া যায়।

প্রথম সনন্দের পর বিশ বৎসর অন্তর সনন্দের উপর নূতন করিয়া অনুমতি লওয়া হইত। নূতন অনুমতিপত্র দিবার সময় কোম্পানির কার্য্যাবলী তদন্ত করা হইত। আরও দুই একটী কোম্পানি হইয়াছিল। তাহারাও ইহার সহিত মিলিত হইয়া যায়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পার্লেমেণ্টের তদন্তে কোম্পানির ভারতের একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে চার্টার এক্ট (Charter Act) অনুসারে চীনের ব্যবসার অধিকার বন্ধ হয় ও ভারতবাসীদিগকে কোম্পানির চাকরী দিবার অনুমতি করা হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রেগুলেটিং এক্ট (Regulating Act) অনুসারে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ভারতের গবর্ণর জেনেরল মনোনীত হন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পিট সাহেবের ইণ্ডিয়াবিলেও অনেকগুলি নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। শেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে সিপাহীবিদ্রোহের পর ভারত ইংলণ্ডরাজের অধীনস্থ হইল। গবর্ণজেনেরলের নাম ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি হইল। [সিপাহীবিদ্রোহ দেখ।]

প্রথমে এই বন্দোবস্ত হইল যে কোম্পানির অংশীদারেরা ভারতের রাজস্ব হইতে শতকরা ১০৷৷০ টাকা করিয়া লভ্যাংশ পাইবে এবং কোম্পানির কর্ম্মচারীগণ রাজার অধীনে চাকরী পাইবেন। লেডনহল ষ্ট্রীটে কোম্পানির ইষ্টইণ্ডিয়া হাউস নামে যে বাটী ছিল, তাহা বিক্রয় হইয়া গেল। কোম্পানির যে প্রকাণ্ড পুস্তকালয় ছিল, তাহা রাজার অধীন হইল। এখন ভারতের শাসন-পরিদর্শন করিবার ভার সেক্রেটরি-অব-ষ্টেটের (Secretary of State)-হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কোম্পানির এখন স্মৃতিমাত্র আছে। আর কিছুই নাই। [ভারতবর্ষ, বঙ্গ, মান্দ্রাজ, কলিকাতা, উপনিবেশ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কোম্য [বৈ]-(ত্রি) কম-কর্ম্মণি ণ্যৎ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। কাম্য। "ঊর্দ্ধা নঃ সন্তু কোম্যাঃ।" ঋক্ ১১।১৭১।৩।

'কোম্যাঃ কাম্যানি' সায়ণ।

কোযষ্টি (পুং) কং জলং যষ্টিরিবাস্য বহুব্রী। পৃষোদরাদিবৎ অকারস্যোকারঃ। জলকুক্কুত, কোড়াপাখী। ইহাদিগকে জলাশয়ে বা জলময় স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

"প্রতুদান্ জালপাদাংশ্চ কোযষ্টিনখবিষ্কিরান্।" মনু ৫।১৩।

কোযষ্টিক (পুং) কোযষ্টি স্বার্থে কন্। কোড়াপাখী।

কোয়া, (যে সময়ে ত্রিবাঙ্কুড়ের ইতিহাসানুসারে) ভাস্কর রবিবর্ম্মা বা (কেরলবিবেশমাহাত্ম্য মতে) বাণ পেরুমল বৌদ্ধগণের সহিত মক্কা যাত্রা করেন, তাহার কিছুদিন পরে (গুণ্ডার্টের অভিধানানুসারে খৃঃ ৩৫ ও ডাঃ বুর্ণেলের মতে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে) তলি নামক স্থানে জমোরিণের প্রাসাদের নিকটে একটি বর্দ্ধিষ্ণু বণিক একটী গ্রাম স্থাপন করেন। এই বণিক মক্কার আরব বণিকদিগের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে যথেষ্ঠ ধনবান্ হইয়াছিলেন। তৎপরে যখন পুরুষরা-কোন জমোরীণ পদে অধিষ্ঠিত হন; সেই সময়ে কোয়া নামে একজন ধনবান্ বিদেশী বণিক সেই গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহারই নামানুসারে গ্রামটির "কোইক্কোটু" নাম হয়। এই কোইক্কোটু শব্দের অপভ্রংশে "কালিকট" নাম হইয়াছে।

কোয়া পরিশেষে আমরীর রাজ্যবৃদ্ধি করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। অতি অল্পদিন পরেই পর্তুগীজেরা এদেশে আসে।

কোর (পুং) কুল-সংস্থানে অচ্ গুণঃ লস্য রঃ। ১ শরীরের সন্ধিবিশেষ। সুশ্রুত মতে অষ্টপ্রকার শরীর-সন্ধির মধ্যে একপ্রকার। "তেষামঙ্গুলীমণিবন্ধগুল্‌ফজানুকূর্পরেষু কোরাঃ সন্ধয়ঃ" (সুশ্রুত, শারীর ৫ অঃ।) অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্‌ফ, জানু ও কূর্পর এই সকল স্থানের সন্ধিকে কোরসন্ধি বলে।

কুল-ভাবে ঘঞ্ লস্য রঃ। ২ সংস্থান, শরীরাবয়ব।

কোরক (পুং ক্লী) কুল সংস্থানে ণ্বুল্ লস্য রঃ। ১ মুকুল, কুঁড়ি। 'কলিকা কোরকং পুমান্' এই অমরবাক্যে কোরক শব্দ পুংলিঙ্গ নির্ণীত হইলেও 'কোরকোঽস্ত্রী কুট্মলে স্যাৎ' মেদিনীর বচনানুসারে কোরক শব্দ উভয় লিঙ্গ। মাঘকাব্যেও ক্লীবলিঙ্গে কোরক শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

"সমুপাহরন্ বিচকার কোরকাণি" (মাঘ)

কোরক শব্দের পুংলিঙ্গে বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, এই কারণে অমর পুংলিঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। ২ কক্কোল, কাকঁলা। ৩ মৃণাল। ৪ চোরক নামক গন্ধদ্রব্য।

কোরক্ (আরবী) ক্রোক, কাহারও সম্পত্তি বা মাল আটকান।

কোরক্‌দার (পারসী) যে ক্রোক করে, দেনার জন্য যে অধমর্ণের সম্পত্তি আটকাইয়া রাখে।

কোরকার (ত্রি) কোরং অবয়বং করোতি কোর কৃ-অণ্। ১ অবয়বসংস্থানকারক, নির্ম্মাতা। ২ ঘোরঘের।

কোরকিত (ত্রি) কোরকং জাতমস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। যাহার কোরক জন্মিয়াছে, মুকুলিত।

কোরকী (আরবী কোরক্ শব্দজ) যাহা কোরকে আবদ্ধ আছে।

কোরগর, মঙ্গলুরের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণকানাড়াবাসী অসভ্য জাতি। ইহাদের ৩টি শ্রেণী আছে—অন্দিকোরগর, বস্ত্র-কোরগর ও সপ্পকোরগর। ইহাদের মধ্যে কুমরয় ও মুঙ্গ-রয় নামে আরও দুটী শ্রেণী পূর্ব্বে ছিল, তাহা লোপ হইয়াছে। অন্দিকোরগরের সংখ্যা বড় অল্প, ইহাদের গলায় একটী ভাঁড় ঝুলান থাকে। সপ্পকোরগরেরা বস্ত্রের পরিবর্ত্তে বৃক্ষপত্র পরিধান করে। তিন শ্রেণীর মধ্যেই আদান প্রদান হয়। বিবাহের সময় বরকন্যা স্নান করিয়া এক মাদুরে বসে, পরে তাহাদের উপর চাউল ছড়াইয়া দেয়। পবিত্র স্থানে ইহারা শব প্রোথিত করে ও কবরে চারি ডেলা অন্ন দিয়া থাকে। ইহারা রবিসোমাদি বারকে যথাক্রমে ঐত, তোম, অঙ্গার, শুর্ব্ব, তম্ভ ও তুক্র বলে। উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠই ইহাদের পুরোহিত। ক্ষেশর্কন নামক গাছের তলায় ইহারা দেবাদির পূজা এবং কলাপাতায় হলুদ দেওয়া অন্ন দেবতাকে নিবেদন করে। কোমরের নীচে গাছের পাতা পরিয়া স্ত্রীলোকেরা লজ্জা নিবারণ করে। ইহারা বলে, একজন হাবসী অনন্তপুর হইতে একদল সেনা সংগ্রহ করে, এই সেনাদলে ইহারাই প্রধান ছিল। ইহারা যুদ্ধে প্রথমে জয়ী হয়, কিন্তু শেষে হারিয়া গিয়া বনে আশ্রয় লইয়াছে।

কোরগাঁও, বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলার মধ্যস্থলের একটি উপবিভাগ। ইহার উত্তরে খণ্ডাল ও ফল্‌টন, পূর্ব্বে ফল্‌টন ও খতব, দক্ষিণে করাড় এবং পশ্চিমে সাতারা ও বাই। ইহার পরিমাণ প্রায় ৩৪০ বর্গমাইল।

ইহার প্রায় চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতমালা কেবল দক্ষিণপশ্চিমে কৃষ্ণানদী। উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বের পর্ব্বতগুলিই বেশী উচ্চ। দক্ষিণের ভূমি সমতল। পশ্চিমাংশের উপত্যকায় সুন্দর সুন্দর আম্রবৃক্ষের কুঞ্জ ও কুমথি গ্রামের উদ্যানাবলী বিরাজিত। পূর্ব্বাংশ প্রায়ই অনুর্ব্বরা। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। দক্ষিণাংশে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বেশী। কৃষ্ণাই প্রধান নদী, তদ্ভিন্ন বাসনা নামে আর একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। এই বাসনা নদী হইতে কোরগাঁওর দশমাইল উত্তরে একটী সুন্দর খাল কাটা হইয়াছে, তাহার নাম রেবাড়ি খাল। ইহাও কোরগাঁয়ের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। কৃষ্ণা ও বাসনার তীরে জোয়ারী, ছোলা ও তুর জন্মে। ভাল করিয়া জল সেঁচিয়া চাষ দিলে ইক্ষু, তরকারী ও অন্যান্য ফল মূলও হয়। পর্ব্বতাংশে মোটা বাজরা ও জোয়ারী ভিন্ন আর কিছু জন্মে না।

সদরথানা কোরগাঁও, অক্ষা° ১৭°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ১২´ পূঃ। সহরের মধ্যে একটী উত্তরদক্ষিণে ও অপরটী পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত দীর্ঘ রাজপথ আছে। সাতারা রোড নামক রাস্তার মধ্যে সহর হইতে ০তিনপোয়া পথ দক্ষিণে বাসনা নদীতে একটী সুন্দর প্রস্তরসেতু আছে। মানগঙ্গা নামক একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে এই কোরগাঁও সহর অবস্থিত। মানগঙ্গার তীরে যথেষ্ট আম্রবন আছে। এই সকল আম্রকুঞ্জ স্বাভাবিক সেনানিবাসরূপে, অতি স্বচ্ছন্দে ব্যব-হৃত হইতে পারে। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত ইংরাজদিগের এক যুদ্ধ হয়। জেনেরল স্মিথ পেশবা বাজীরাওর অনুসরণে নিযুক্ত হন। স্মিথ স্বদলে পন্ধরপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে বাজীরাও সেখান হইতে জুনারে পলায়ন করেন। শেষে ভীমানদীতীরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানু-য়ারীতে কোরগাঁয়ে উভয়পক্ষে এক বৃহৎ যুদ্ধ হয়। পেশবা পরাজিত হইয়া সাতারা অভিমুখে পলায়ন করেন।

কোরকুশ (দেশজ) একপ্রকার সুগন্ধি ঘাস। (Andropogon Nardus)

কোরঙ্গী (স্ত্রী) কুরতি কোরঙ্গীত্যাখ্যাং গচ্ছতি কুর-অঙ্গচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ছোট এলাচ। ২ পিপুল। (রাজনি°)

কোরচর, বোম্বাইপ্রদেশের এক শ্রেণীর অসভ্যজাতি। ইহারা দেখিতে প্রায়ই কোর্ব্বিদিগের ন্যায়। ইহাদের ভাষা তামিল। ইহাদের গৃহদেবতার নাম দুর্গাম্মা। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরিষ্কার মৃত্তিকার কুটীরে বাস করে, কুটীরের ছাদ ঢালু করে না। ইহাদের প্রধান খাদ্য—কাঙুনির রুটি, দাইল ও শাকসবজী। ইহারা ভেড়া, ছাগল, শীকারলব্ধ পক্ষীমাংস ও মৎস্য আহার করে। দেশী ও বিদেশীয় মদ্য পাইলে পান করে। বেশ ভূষার মধ্যে মাথায় রুমাল, ছোট জামা, ফতুয়া, ছোটধুতি ও ছোট উড়ানী। স্ত্রীলোকেরা ফতুয়া হিসাবের এক প্রকার "আঙ্গিয়া" গায়ে দেয়। ইহারা মহারাষ্ট্রদিগের সমশ্রেণীতেই গণ্য, তাহাদের সহিত একত্র পানাহার করে, কিন্তু তাহাদের সহিত বিবাহাদি হয় না। ইহারা মজুরী এবং শীকার করিয়া থাকে। সকলেই প্রায় কঠিন পরিশ্রমী। স্ত্রীলোকেরা অপরকে উল্কী পরাইয়াও কিছু উপার্জ্জন করে। ইহারা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে এবং হিন্দু পর্ব্বগুলি মানিয়া চলে। নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে। কাহারও মৃত্যু হইলে গোর দেয়। পঞ্চায়তেরা ইহাদের ঘরাও বিবাদ মিটাইয়া থাকে। কেহ লেখাপড়া শেখে না।

কোরচরু, কর্ণাটবাসী অসভ্যজাতি। ইহারা পর্ব্বতে ও বনে বাস করে। সাধারণতঃ কোর্চ্চা নামে খ্যাত। কোর্চ্চারা বাঁশের ঝুড়ি, চাঙ্গারি, ডালা, চেটাই ইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় করে। ইহারা বাজারে বাজারে সুপারিও বেচিয়া বেড়ায়।

কোরটোর (দেশজ) বক্র।

কোরণহল্লী, বোম্বাই প্রদেশে ধারবার জেলার একটী গ্রাম। ইহা মুন্দরগি নগর হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে গড়গের নিকট তুঙ্গভদ্রার বামতীরে অবস্থিত। এই গ্রামে তুঙ্গভদ্রায় একটী পুরাতন বাঁধ আছে, ইহা নুড়ি পাথরে গাঁথা। বাঁধটী জলমধ্যস্থ পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত। ভাঁটার সময় ইহা প্রায় ১৩।১৪ হাত জলের উপর জাগিয়া থাকে, ইহার উপরিভাগও ১৪ হাত প্রশস্ত। বাঁধে বড় পাথর যে নাই, তাহা নহে, এক একখানি ৮ হাত লম্বা ২ হাত পুরু ও ১৫ হাত চওড়া হইবে। উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে ১১ হাত লম্বা পাথরও অনেক আছে। ইহার মধ্যস্থলে আজকাল ১৩০।২০০ হাত চওড়া একটা ভাঙ্গন হইয়াছে, তাহাতে বাঁধ এখন অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। বিজয়নগরের রাজারা এই বাঁধটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের দিকে এই বাঁধটির নিকট 'মদলফাট্টা' নামে গ্রাম আছে, তাহার অর্থ "প্রথম বাঁধ", বোধ হয় বিজয়নগরের রাজারা যতগুলি বাঁধ করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এইটাই প্রথম।

কোরণ্ড (কুরণ্ড শব্দজ) বৃদ্ধিশীল অণ্ডকোষ, কুরণ্ড।

কোরদূষ (পুং) কোরং সংস্ত্যানং দূষয়তি কোর-দূষ-ণিচ্-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) লস্য রত্বং। কোদ্রব, কোদোধান।
ইহার গুণ—কষায়, মধুর, লঘু, বাতল, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, গ্রাহী ও শীতস্পর্শ। (চরক।)

কোরদূষক (পুং) কোরদূষ স্বার্থে কন্। কোদ্রব, কোদোধান। [কোরদূষ দেখ।]

"ঈদৃশো ভবিতা লোকে যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
বস্ত্রাণাং প্রবরা শালী ধান্যানাং কোরদূষকঃ॥"

মহাভারত ৩।১৯০।২৮।

কোরফা (যাবনিক) যাহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে জমি লইয়া চাস করে, তাহাদিগকে কোরফা প্রজা কহে। যাহাদিগের জমির উপর সত্ব থাকে না।

কোরব (কোড়ব), দাক্ষিণাত্যবাসী উৎসন্নপ্রায় অসভ্য জাতিবিশেষ। ইহাদের বাসস্থানের স্থিরতা নাই, দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল দেশেই ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে বজন্ত্রী বা গাঁও কোরব বা সোণাই কোলবুরু, চাষী কোরব বা কসবি কোরবা বা কুঞ্চিকোরবা, কোল্লকোরব এবং সোলি কোরব নামে কয়েকটী শ্রেণী বিভাগ আছে। য়েরুকেল কোরব বা কুঞ্চি-কোরবেরা এক স্থানে বাস করে না, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। জাল পাতিয়া পাখী ধরে। গাভী ভিন্ন প্রায় সকল পশুর মাংসই খায়। শব দাহ করে। গোদাবরীতীরে পখল হ্রদের নিকট একদল অপেক্ষাকৃত বন্য কোরব জাতির বাস আছে। কানাড়াপ্রদেশে ইহাদিগকে কোর-বর্ণ ও কোর্ম্মা-রবমু বলে। ইহাদের ফল্ল-কোরমার (ব্যবসায়ী চোর), বলগ-কোরমার (গীতবাদ্যকার) এবং হক্কিকোরমার (বাঁশের ঝুড়ি-প্রস্তুতকর ও ব্যাধ) এই তিনটী শ্রেণী আছে। মহিসুরের কোরবগণের নিজের স্বতন্ত্র ভাষা আছে। আরও দক্ষিণে য়েরুকেল কোরবয় জাতির অন্তর্গত বলিয়া গণ্য। ইহারা শীকারলব্ধ পশুপক্ষীর মাংস আহার করে। জঙ্গলের ফলমূলাদিও খায়। অনেকেই ভাগ্যগণনার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। কেহ কেহ কাষ্ঠের চিরুণিও করে। ইহাদের বাঁধা ঘর নাই, তিনটি খুঁটির উপর খেজুর পাতার চেটাই ঢাকিয়া আবশ্যকমত ঘর করিয়া লয়, আবার চলিয়া

যাইবার সময় চেটাই ও খুঁটি গুটাইয়া গাধার পিঠে বোঝাই দিয়া লইয়া যায়। ইহারা শূকর প্রতিপালন করে ও তাহার মাংস খায়।

দক্ষিণ আর্কটে উপু-কোরবর নামে এক জাতি আছে, তাহাদের ভাষা তামিল ও তেলগুর মধ্যবর্ত্তী একপ্রকার অপভ্রংশ ভাষা। ইহাদের অনেকের একটী গৃহদেবতা আছে। ভ্রমণের সময় এই দেবতা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এই জাতিমধ্যে বহুবিবাহপ্রথা আছে। কর্ত্তৃপক্ষেরাই বিবাহ স্থির করে। প্রায় রবিবারেই বিবাহ হয়, পূর্ব্বদিন শনিবারে দেবপূজা হয়। হলুদমাখা চাউল বরকন্যার মাথায় বাঁধিয়া দিয়া কন্যার গলায় 'পরিণয়সূত্র' বাঁধিয়া দিলেই বিবাহ হইয়া গেল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নিকট সম্বন্ধে বিবাহ হয় না। বিধবা বিবাহ নাই। বেশ্যা নাই বলিলেই চলে। কোন বংশের প্রথম দুই কন্যা সেই কন্যাদ্বয়ের মাতুল পুত্রের সহিত বিবাহিত হইয়া থাকে, ইহাই ইহাদের জাতীয় রীতি। কন্যাপণ দিতে হয়। মাতুল-পুত্রের সহিত বিবাহের সময়, কিন্তু মাতুলকে প্রতি ভাগিনেয়ীর জন্য ৪২৲ টাকা দিতে হয়, আর যদি মাতুলের পুত্র না থাকে, তবে ভাগিনেয়ীগণের বিবাহকালে কন্যাপণ ৭০৲ টাকার মধ্যে প্রত্যেক ভাগিনেয়ীতে ২৪৲ টাকা করিয়া মাতুল পাইয়া থাকেন। নেল্লুর প্রদেশে য়েৰ্কেল কোরবরেরা কন্যাদিগকে বন্ধক দিয়া থাকে। মহাজন ইচ্ছা করিলে বন্ধকী কন্যাগুলিকে নিজে বিবাহ করিতে বা পুত্রদিগের সহিত বিবাহ দিতে পারেন বা তাড়াইয়া দিতেও পারেন। যদি কোন য়েৰ্কেল জেলে যায়, তাহা হইলে যদি তাহার স্ত্রী স্বজাতীয় অন্য পুরুষে উপরত হয় এবং তৎকালে যদি কোন সন্তান হয়, তবে স্বামীর মুক্তির পর সেই সন্তানাদি লইয়া স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসে। ইহাতে ইহাদের সামাজিক নিন্দা হয় না। চিঙ্গলপুতে উপু-কোরবরেরা স্ত্রী বন্ধক দিয়া থাকে। তাঞ্জোরে স্ত্রী বন্ধক দিলে বন্ধকাবস্থায় যে সন্তানাদি হয়, তাহার মধ্যে পুত্রগুলি মহাজনের ও কন্যাগুলি বন্ধকদাতার সম্পত্তি হয়। মদুরায় ৫০৲ টাকায় স্ত্রী বিক্রীত হইয়া থাকে। বিক্রীত স্ত্রী আর ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। দেনা দিলে বন্ধকী স্ত্রীকন্যা ফিরাইয়া পাওয়া যায়। ইহারা একান্নবর্ত্তী ও বংশগত উপাধিধারী হইয়া থাকে। ইহাদের সকল বিবাদ পঞ্চায়তে মীমাংসা করে। আর্কটে স্ত্রীকন্যাবন্ধক দিবার রীতি নাই। ইহাদের গৃহদেবতার নাম শঙ্কলাম্মা। ইহারা পশুপালনও করে। অন্ন ও রাগির আটার ডেলা জলে সিদ্ধ করিয়া খায়, ডাইল ও তরকারিমাত্রেই তেঁতুল দেয়। মদ্যপানেও আপত্তি নাই। পুরুষেরা কাণে, আঙ্গুলে ও মণিবন্ধে পিতলের কড়া, আর স্ত্রীলোকেরা উহার উপর পিতলের অনন্ত এবং নাকছাবি (মুগ্‌টি) পরে। স্ত্রীলোকেরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর ন্যায় "আঙ্গিয়া" ও ধূতি, আর পুরুষে আড়াই হাত লেংটী পরে। ইহাদের একটী অসাধারণ ক্ষমতা আছে, ইহারা পাখী ধরিবার সময় নিজেরাই নানাবিধ পাখীর ডাকের অনুকরণ করিতে থাকে এবং পাখীরাও স্বজাতীয়ের আহ্বান বোধে জালে আসিয়া পড়ে। ইহারা লুকাইয়া গিয়া মহিষকে পর্য্যন্ত শীকার করিতে পারে। ইহাদের বৎসরে চারিটী উৎসবের সময় আছে, জ্যৈষ্ঠ মাসে 'উপাদি' পর্ব্ব, ভাদ্র মাসে নাগপঞ্চমী পর্ব্ব, আশ্বিন মাসে দশেরা পর্ব্ব ও কার্ত্তিকে দেওয়ালী পর্ব্ব। প্রতি মঙ্গলবারে ইহারা গৃহদেবতা শঙ্কলাম্মার মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা করে, নারিকেল ও কলা উৎসর্গ করে, ধূপধূনা জালায় ও আরতি করে। ইহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ। ইহাদের ব্রাহ্মণ বা শৈব গুরু নাই। কোরবমাত্রেই ডাইনা, ভূতের উপদ্রব ইত্যাদি বিশ্বাস করে এবং রোগ হইলে দৈবজ্ঞের নিকট গণাইয়া গৃহদেবতার নিকট মানসিক করে যে আরোগ্য হইলে রৌপ্যের চক্ষু ও গোঁফ দিবে। কখন কখন রোগদাতা ভূতেরা স্বপ্নে আহার প্রার্থনা করে। তখন ইহারা তিন ডেলা অন্ন লইয়া ৩টী স্বতন্ত্র মৃৎপাত্রে রাখে এবং তাহাতে একটু জল দেয়, অন্নের ডেলা তিনটীতে গর্ত্ত করিয়া তৈল ও পলিতা দিয়া জালিয়া দেয়, পরে হলুদ, মুড়ি, ছোলা, নেবু ও কলা দিয়া প্রত্যেকটি রোগির মুখের নিকট ঘুরাইয়া বনে ফেলিয়া দিয়া আসে।

পুত্রকন্যা জন্মিলে তাহার নাড়ীচ্ছেদ করিয়া রেড়ীর তৈল ক্ষতমুখে দেয় ও শিশুকে উষ্ণজলে স্নান করাইয়া থাকে। প্রসূতি স্নান করে না এবং ৫ দিন পর্য্যন্ত পক্ষীমাংস আহার করে। একাদশদিনে প্রসূতি স্নান করে। তৃতীয় মাসে শিশুর মস্তক মুণ্ডন হয়। বিবাহের জন্য শুভদিনের আবশ্যক নাই, রবিবার হইলেই চলে। বিবাহের পূর্ব্বদিন শনিবারে শঙ্কলাম্মার পূজা হয়, কিন্তু সেদিন মাংসরন্ধন হয় না। বেদির উপর বসাইয়া বরকন্যার মাথায় হলুদ মাখা চাউল ছড়াইয়া দেয় এবং বরকন্যা হলুদ মাখিয়া স্নান করে। উভয়ে উভয়ের হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে শৃঙ্খলবৎ আটকাইয়া ধরিয়া থাকে। ৫টী সধবা স্ত্রী বিবাহগীতি গাইয়া বরের মণিবন্ধে ও কন্যার গলায় হলুদে ছোপান 'মঙ্গলসূত্র' বাঁধিয়া দেয়। তৎপরে বরকন্যা ঐরূপে হাত ধরিয়াই গৃহ মধ্যে গিয়া এক পাত্র জলের মধ্যে হস্ত ডুবাইয়া পরস্পর ছাড়িয়া দেয়। তৎপরে বরকন্যা একত্র আহার করে। ৪র্থ দিনে

উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজনে মহাসমারোহে ভোজ নিষ্পন্ন হয়। তৎপরে স্ত্রী প্রথম ঋতুমতী হইলে আত্মীয় স্বজনে মদ্যাদি পান করিয়া স্বামীস্ত্রীকে একত্র অবস্থান করিতে দেয়। ইহাদের মধ্যে পত্নী ব্যাভিচারিণী হইলেও পরিত্যাগ করিবার রীতি নাই। কোথাও কোথাও বিধবাবিবাহ আছে।

কোরবর, মহিসুর প্রদেশে ও বোম্বাইয়ের আরও দু একস্থলে কোরব জাতীয় লোককেই কোরবর বা কোরমান বলে। [কোরব দেখ।]

কোরা (হিন্দী) নূতন, টাট্‌কা, পরিষ্কার, অরঞ্জিত, অধৌত। ইহাতে বাঙ্গালায় হইয়াছে "আন্‌কোরা" অর্থাৎ অতি টাট্‌কা, অতি নূতন।

কোরাণ (আরবী) আরবীভাষায় কোরান্ শব্দের অর্থ গ্রন্থ বা পুস্তক বা পাঠ বুঝায়, ক্রিয়াপদে পাঠ করাও বুঝাইয়া থাকে। এই কোরাণ গ্রন্থ বর্ত্তমান মুসলমান জাতির ধর্ম্মপুস্তক। ইহা ফোরকান্ ও মসহফ্ নামেও উক্ত হয়। এই কোরাণপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম ইস্‌লাম ধর্ম্ম। জগদীশ্বর "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় এই তত্ত্বপ্রকাশ করাই কোরাণগ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের উপাসনা, ধ্যান, ধারণা ও যোগতপস্যাদি নানাপ্রকার তত্ত্বের ও মনুষ্যের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি ও ভূত ভবিষ্যৎ কালের বহুবিধ উপদেশপূর্ণ কথা আছে। ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ উক্ত কোরাণ গ্রন্থের অধ্যায়, শ্লোক, শব্দ ও অক্ষর বা বর্ণ পর্য্যন্ত সংখ্যাভুক্ত করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোরাণ আদৌ ৩০ ত্রিশটি পারা অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ১১৪ (সুরা) অর্থাৎ পরিচ্ছেদ ও ৬৬৬৬টী শ্লোক, ৭৯৪৩৬টী (কল্‌মা) শব্দ, এবং ৩২৩৭৪১টি অক্ষর বা বর্ণ আছে। তন্মধ্যে আলেফ্ ৪৮৮৭২। বে ১১৪২৮। তে ১০১৯৯। সে ৫০২৭৬। জিম ৩২৯৩। হে ৩৯৯৩। খে ২৪১৬। দাল ৫৬৭২। জাল ৪৬৯৭। রে ১১৭৯৩। জে ১৫৯০। সিন ৫৮৯১। ষিণ ২২৫৩। সাদ ১২০১৩। জাদ ২৬১৭। তোয়্ ১২৭৪। জোয় ৮৪২। আএন ৯২২০। গাএন্ ২২১৮। ফে ৮৪৯৯। কাফ্ ৬৮১৩। (ছোট) কাফ্ ৯৫৮০। লাম ১৩০৪৩২। মিম ২৬১৩৫। নুন্ ২৬৫৬০। ওয়াও ২৫৫৩৬। (ছোট) হে ১০০৭০। লা ৪৭২০। ইয়া ২৫৯১৯।

আরবদেশান্তর্গত মক্কা নামক স্থানে কোরেশবংশজাত মহম্মদ (মুহম্মদ) নামক এক মহাত্মা এই কোরাণগ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করেন। মুসলমানেরা কহেন যে, মহম্মদ স্বয়ং এই গ্রন্থের প্রণেতা নহেন, তিনি কোন স্বর্গীয় দূতমুখে ঈশ্বরের নিকট হইতে এই ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েন। ৫০২ শকে বা ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ১০ই নবেম্বর দিবসে মক্কানগরে মহম্মদের জন্ম হয়।

ইঁহার পিতার নাম আবদুল্লা এবং মাতার নাম জহ্‌রিত, পিতামহের নাম আবদুল মতালেব। মহম্মদের পূর্ব্বপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত এবং রাজবংশোদ্ভব, মক্কাস্থিত প্রসিদ্ধ কাবা নামক দেবালয় বহুদিন হইতে ইঁহাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। প্রবাদ আছে যে, মহম্মদ যদিও বাল্যকালে লেখাপড়া কিছু শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু তিনি তখন হইতেই বিশেষ বুদ্ধিজীবী ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তৎকালে আরব প্রভৃতি স্থানে যে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আচরণ হইয়া থাকে, তাহা নিতান্ত কুৎসিৎ, কদর্য্য ও অহিতকর। তখন আরবাদি স্থানে কেবল পৌত্তলিকতা, পশুহিংসা ও নরবলি প্রভৃতি কদাচার প্রবলরূপে প্রচলিত। গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে যে একদা মহম্মদের পিতামহ আবদুল মতালেবকে কাবা নামক দেবালয়ে নরবলি দিবার উদ্যোগ হয়। কিন্তু তিনি একশত উষ্ট্রী বলি প্রদান করিয়া উক্ত দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। স্বদেশের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া মহম্মদ সর্ব্বদাই কোন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং নির্জ্জনে তাঁহার উপাসনা করিতেন। মহম্মদ তাহার ৪০ বৎসর বয়ক্রমের সময় স্বীয় মনোমত নির্জন স্থানে তাহার জন্মভূমির নিকটস্থ হিরার নামক পর্ব্বতগুহায় গিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান ধারণা করিতেন। একদা ধ্যানমগ্নাবস্থায় তিনি দেখিলেন যে এক প্রশান্তমূর্ত্তি পবিত্র পুরুষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আদেশ করিলেন, "পাঠ কর।" মহম্মদ উত্তর করিলেন, "আমি মুর্খ পড়িতে জানি না, কিরূপে পাঠ করিব।" তাহাতে সেই পুরুষ পুনর্ব্বার কহিলেন, "পাঠ কর।" মহম্মদ কহিলেন "পাঠ জানি না, কি প্রকারে পাঠ করিব।" তখন সেই স্বর্গীয় পুরুষ তৃতীয় বার মহম্মদকে "পাঠ কর" বলিয়া কোরাণের "একরা ব এস্‌ম রবেবকা" হইতে "মালমইয়ালম্" পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া আপনি অন্তর্হিত হইলেন। এই প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনায় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মহম্মদ নিকেতনে প্রত্যাগত হইয়া নিজ পত্নী খদিজাকে আমুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। খদিজাও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার ভ্রাতা ওরাকার নিকট মহম্মদকে লইয়া সমস্ত ঘটনার পরিচয় দিলেন এবং বিবি খদিজার ভ্রাতা বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "সাবধান! যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া মহম্মদকে উপদেশ করিয়াছেন, ইনি স্বর্গীয় দূত, ইঁহার নাম জবরিল, ইনি কালে কালে প্যাগম্বরদিগকে এইরূপ

ধর্ম্মের উপদেশ দেন।" ইহার পর ছয়মাস পর্য্যন্ত উক্ত স্বর্গীয় দূত আর মহম্মদের নিকট আবির্ভূত হন নাই। তাহার পর সময় সময় মহাপুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মহম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রমে সমস্ত ধর্ম্মের উপদেশ দেন। কথিত আছে, যে মহম্মদ ঐরূপে ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র কোরাণের উপদেশপ্রাপ্ত হন। ঐ সমস্ত উপদেশ তিনি সময়ে সময়ে আপন শিষ্য ও উপদেশ্টগণকে বলিতেন এবং তাঁহারা সেই সমস্ত উপদেশ খর্জ্জুরপত্রে, প্রস্তরে বা মেষাস্থি-ফলকে লিখিয়া লইতেন, এইরূপ সমস্ত উপদেশ লিখিত হইয়া তাঁহার কোন এক বনিতার নিকট রক্ষিত হয় এবং তাঁহার মরণোত্তর দুই বৎসর পরে তাঁহার শিষ্য ও মিত্র আবুবকর দ্বারা পুস্তকাকারে পরিণত হয়। হিজরার ৩০ বৎসর পরে খলিফ ওমার কর্তৃক সংশোধিত হয়। মহম্মদ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী খদিজা বিবিকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তদনন্তর তাঁহার আত্মীয় আবুবকর ও আলি নামে একটি বালক তাঁহার মতাবলম্বী হইলেন। ক্রমে আরবের আরও অনেক লোক তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী হইতে লাগিল। মহম্মদ কর্তৃক অল্‌কোরাণ ফোর্‌কান্ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে আরবাদিতে আরও বহুবিধ মতের প্রচার ছিল এবং সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বীরা তত্তৎধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে সিদ্ধপুরুষ ও অপ্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। কোরাণেও তাহাদিগের উল্লেখ আছে এবং তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব ভক্তিশ্রদ্ধা করিবার আদেশ আছে। আরবাদি দেশীয় পূর্ব্বকালীন লোকের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে অষ্টাদশ সহস্রসিদ্ধপুরুষ, কাহারও মতে ৩১৩ জন প্যাগম্বর নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং ১০৪খানি ধর্ম্মপুস্তক প্রচারের কথা আছে। কিন্তু মুসা, দায়ুদ ও ইসা অর্থাৎ যীশুখৃষ্ট প্রণীত জবুর তৌরিত ও ইঞ্জিল্ অর্থাৎ বাইবেল নামক ধর্ম্মপুস্তকের প্রাচীন ও নবীন টেষ্টামেণ্ট পুস্তক, তন্মধ্যে বড় প্রসিদ্ধ ও প্রবল। মহম্মদ-প্রচারিত কোরাণ মতাবলম্বীরা নির্দ্দেশ করেন, পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে বিপথগামী দেখিয়া তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর মহম্মদ দ্বারা অল্‌কোরাণ ফোর্‌কান্ প্রেরণ করেন। যদিও কালে কালে ও সকল সময়ে জগদীশ্বর জীবনিস্তারের জন্য এক একজন প্যাগম্বর অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করেন, কিন্তু মহম্মদের আর একটি নাম মহম্মদ-মস্তফা অর্থাৎ শেষ প্যাগম্বর। কোরাণের পূর্ব্বে আরব অঞ্চলে আর যে সকল ধর্ম্ম-পুস্তক প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোরাণের ন্যায় অপর কোন পুস্তকে ঈশ্বরের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব পরিষ্কাররূপে বর্ণিত ও উপদিষ্ট হয় নাই বলিয়া কোরাণীরা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে যে, মহম্মদ এক হস্তে কোরাণ ও অন্য হস্তে শাণিত অসি লইয়া কোরাণধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে সর্ব্বত্র মহম্মদকে কোরাণ প্রচার জন্য সে প্রকার করিতে হয় নাই, অনেকে ধর্ম্মপুস্তকের বিশুদ্ধ উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোরাণের মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোরাণের মধ্যে বিস্তর গভীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও গভীর তত্ত্বের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি যে সমস্ত সাধন সর্ব্বদেশপ্রচলিত ও সকল প্রকার বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অনু-মোদিত, অল্‌কোরাণ ফোর্‌কাণ হইতে সে সমস্ত সাধনেরই উপদেশ পাওয়া যায়। তবে যে সমস্ত লোক আরবাদি দেশ-প্রচলিত প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্ম লইয়া কালযাপন ও স্বার্থ-সাধন করিতেন, কোরাণ-প্রচার তাঁহাদিগের স্বার্থের ব্যাঘাত হওয়ায় তাঁহারাই প্রথমতঃ মক্কাতে মহম্মদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং যখন সেই অত্যাচারীর দল ভয়ানক প্রবল হইয়া উঠিল, তখন মহম্মদকে শান্তিরক্ষার জন্য মক্কা হইতে মদিনাতে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। যে দিন মহম্মদ মক্কা হইতে মদিনা প্রস্থান করেন, ঐদিন হইতে হিজরী নামে মুসলমানদিগের একটী সনের গণনা হইয়া থাকে। মদিনার লোকেরা পূর্ব্ব হইতে মহম্মদের বিষয় অবগত ছিল, অনেকে তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিল, তিনি তথায় যাইবামাত্র তাঁহারা তাঁহাকে মহাসমাদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিল। মহম্মদ সেই স্থানে থাকিয়া ক্রমে ভূমণ্ডলের প্রধান প্রধান স্থানে নানা কৌশলে স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। এক সময় য়ুরোপের পশ্চিমপ্রান্তে স্পেন দেশ পর্য্যন্ত কোরাণের মত প্রচলিত হইয়াছিল এবং তথায় বড় বড় মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কোরাণের কলমা পঠিত হইত।

মুসলমানেরা বলেন, যে ২৭শ রমজান রাত্রিতে স্বর্গ হইতে কোরাণ প্রেরিত হয়। সেই জন্য ইহার একটী নাম 'লইলৎ-উল্ কদর' অর্থাৎ নিশার শক্তি। উক্ত রাত্রিকালে ধার্ম্মিক মুসলমানেরা অতি পবিত্র ভাবে যাপন করেন।

কোরাণের বিস্তর টীকা আছে, তন্মধ্যে অল্‌বৈদবী, মালিকি, হানিফি, সফী ও হন্‌বল্লীর টীকাই প্রধান। টীকাকারগণের মধ্যে হানিফি ৮০ হিজরী সনে কুফা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, ১৫০ হিজরীতে বোঘদাদের কারাগৃহে তাঁহার মৃত্যু হয়। সফী ১৫০ হিজরী সনে পালেস্তিনের ঘজা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং মিসর দেশে ২০৪ হিজরীতে দেহ পরিত্যাগ করেন। মালিকি ৯৫ হিজরী সনে মদিনা-নগরে আবির্ভূত হন এবং তথায় জীবনের শেষ দশা অবধি

অতিবাহিত করেন। টীকা ভিন্ন পারসী, তুর্কী, হিন্দুস্থানী, তামিল, ব্রহ্ম, মলয়, বাঙ্গালা, ইংরাজী, লাটীন, ইতালীয়, জর্ম্মান, ফরাসী, স্পেনিস্ প্রভৃতি নানাভাষায় কোরাণ অনুবাদিত হইয়াছে। ধার্ম্মিক মুসলমানেরা অনুবাদের উপর আদৌ নির্ভর করেন না। মুসলমানেরা আজ প্রায় তেরশত বর্ষ ধরিয়া সেই মূল গ্রন্থই সমান ভাবে ভক্তি ও আদর করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা অশুচি অবস্থায় কখন কোরাণ স্পর্শ করেন না, অপরাপর কোন গ্রন্থ কোরাণের উপর রাখেন না। বাল্যকাল হইলে নিষ্ঠাবান্ মুসলমান-সন্তান কোরাণ পাঠ অভ্যাস করে। [মহম্মদ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কোরাণ বিষয়ে একটী অপূর্ব্ব কৌতুকাবহ আখ্যান প্রচলিত আছে। দিল্লীশ্বর অকবর বাদশাহের সময়ে তাঁহার অন্যতম মন্ত্রী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফৈজী মনে করিলেন, যে কলে কৌশলে মহম্মদ প্রচারিত কোরাণের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে ভাল হয়। এই মন্ত্রণা করিয়া বিশেষ ভজন-গর্ভ গভীর তত্ত্বের আদেশ ও উপদেশপূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া কোন অরণ্য মধ্যে এক বৃক্ষের কোটরে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া আসিলেন এবং একদিন প্রসঙ্গক্রমে অক্‌বর বাদশাহকে বলিলেন, "জাহাঁপনা! গতকল্য রাত্রিতে আমি স্বপ্নে অদ্ভুত ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছি। একজন স্বর্গীয় দূত উপস্থিত হইয়া আমাকে কহিলেন, যে 'আমি ঈশ্বরের দূত, আমার নাম জবরিল, অকবর বাদশা দ্বারা ধর্ম্মপুস্তক প্রচারিত করিবার জন্য জগদীশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি সেই পুস্তক অমুক অরণ্যে অমুক বৃক্ষের কোটর মধ্যে রাখিয়া যাইতেছি, তুমি অক্‌বরকে বলিয়া তাহার আবিষ্কার করিবে। উক্ত গ্রন্থের বিশেষ চিহ্ন এই দেখিতে পাইবে, যে উহাতে নোক্তা * (বিন্দু) যুক্ত কোন কথা নাই অর্থাৎ উহা নির্দ্দোষ।" অকবর ফৈজির কথানুসারে শুভদিন দেখিয়া যথোচিত মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক আপনার সমস্ত আত্মীয় ও অমাত্যবর্গকে সঙ্গে লইয়া কোরাণ আনিতে যাত্রা করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ কোটর হইতে অতি ভক্তিভাবে উক্ত গ্রন্থ স্বহস্তে বাহির করিয়া মস্তকে স্পর্শ করাইলেন এবং বক্ষস্থলে ধারণপূর্ব্বক রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। যথা সময়ে মোল্লা ও মোলানাদিগকে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতে দিলেন এবং মধুর উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া সকলেরই অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইল, কিন্তু স্থানে স্থানে বর্ত্তমান কোরাণের বিপরীত অনেক মত সন্দর্শন করিয়া কাহারও কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হইল। কিন্তু অকবরের অচলা ভক্তি সন্দর্শন করিয়া কেহ কিছুই প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই, এখন সকলের মনে হইল যে এ সমস্তই ফৈজির কৌশল। একদিন উর্কি উক্ত গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কোনস্থানেই কিছু ভ্রমপ্রমাদ ধরিতে পারিলেন না। অনন্তর পুস্তকের শিরোভাগ সন্দর্শন করিয়া দেখিলেন, যে তাহাতে বিসমোল্লা শব্দ লিখিত আছে; দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে ফেজী (বেনুক্তী) অর্থাৎ বিন্দুহীন বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু (বে) অক্ষরের নীচে বিন্দু আছে। অক্‌বরকে এই দোষ দেখাইয়া গ্রন্থখানি অপ্রচলিত করিয়া দিলেন। তদবধি "বিস্‌মোল্লায় গলদ" এই কথা হইয়াছে।

* পারসী ভাষায় নোক্তা শব্দে চিহ্ন, ছিদ্র বা দোষ উভয়ই বুঝায়।

কোরাণী (আরবী 'কোরাণ' শব্দজ) কোরাণজ্ঞ, যে কোরাণ জানে।

কোরি, সিন্ধুনদীর মোহানার নিকটস্থ পূর্ব্বশাখার নাম। ইহার অপর নাম সঙ্কর (সঙ্কীর্ণ)। কিছু ঊর্দ্ধতনপ্রদেশে ইহাকে ফড়ন বা ফর্ণ বলে। স্থানে স্থানে 'লাকপৎ' নদীও বলে। ইহাদ্বারাই কচ্ছ ও সিন্ধুপ্রদেশ বিভক্ত হইয়াছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নদীর সহিত সিন্ধুর যোগ ছিল এবং পূর্ব্ব-মুখে সাগর-প্রবেশের ইহাই প্রধান মুখ ছিল, কিন্তু ঐ বৎসর ভূমিকম্পে কচ্ছনগর উৎসন্ন গেলে অল্লাবাঁধ নামে একটী বাঁধ দিয়া সিন্ধু হইতে ইহাকে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। ইহা এখন সাগরের খাঁড়িরূপে অবস্থিত। জুকুনগরের উত্তরে ইহা সাগরে মিশিয়াছে, মোহানা খুব বিস্তৃত।

কোরিঞ্চি, সুমাত্রাদ্বীপের নিকটবর্ত্তী মেনাঙ্কাবু দ্বীপের অধিবাসী জাতিবিশেষ। ইহাদের অক্ষর সংখ্যা ২৯টী মাত্র, দেখিলেই বোধ হয় যেন আড় ভাবে কয়েকটী আঁচড় কাটিয়া রাখিয়াছে।

কোরিয়া, ১ ছোটনাগপুরের মধ্যবর্ত্তী একটী করদরাজ্য। পরিমাণ ১৬৩১ বর্গমাইল। এখানকার রাজা আপনাকে চৌহান রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেন। এই রাজ্যে অধিকাংশ গোঁড় ও চেরুজাতির বাস। এখানে কয়লা ও লৌহ উৎপন্ন হয়।

২ এসিয়ার একটী বিস্তৃত রাজ্য, চীনের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার উত্তরে মাঞ্চুরিয়া ও রুষরাজ্য, পূর্ব্বে শীত-সাগর ও পশ্চিমে জাপানসাগর। উত্তরপূর্ব্বে ৬০০ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৩৫ মাইল। অক্ষা° ৩৩° হইতে ৪৩° উঃ এবং দ্রাঘি° ১২৪° হইতে ১৩০° পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৮৫০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১০৫১৮৯৩৭।

চীনেরা এই দেশকে 'কওলি', এবং অধিবাসীরা 'চোওহ-সিন্' বা 'চুসন্' বলে। ইহার প্রধাননগর হোনিয়ং বা সোউল্। এই দেশের উত্তরাংশে কেবল যব জন্মে। দক্ষিণাংশ খুব

উর্ব্বরা। সেখানে ধান, গম, কাঙনি, শণ, তুলা, মটর, তামাক প্রভৃতি জন্মে। এখানকার পাহাড়ে স্থানে স্থানে সোণা, লোহা, দস্তা ও কয়লা পাওয়া যায়। এখানে বড় বড় বাঘ, চিতা, নেকড়ে, কাল বাঘ, হরিণ ও শৃগাল বিস্তর আছে। এখানকার ব্যাঘ্রচর্ম্ম নানাদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

শণ, তুলা, ঘাস, রেশম, চীনের বাসন, নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র এবং উত্তম কাগজের ব্যবসা হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৫৯৭০০৫০৲ টাকার মাল আমদানী ও ২১৭১৪৯০৲ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে।

ইহার প্রধান বন্দর সোউল, য়েঞ্চুয়ান্, ফুসন, যুএন্‌সন্। সোউল বন্দরে রাজধানী, ইহার লোকসংখ্যা ২২০০০০০।

কোরিয়ার অধিবাসীরা পূর্ব্বকালে তাতারের পূর্ব্বাংশে বাস করিত। উত্ত্যক্ত হইয়া এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। মোগলবীর কবলা খাঁ এই দেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি সিগুর যোরিটোমোর হস্তে পরাজিত হন।

১৫৯০ ও ১৬১০ খৃষ্টাব্দে প্রায় দেড় লক্ষ ক্যাথলিক খৃষ্টান কোরিয়ার বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহারা রাজ্যের প্রায় দশ আনা অংশ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু চীনসম্রাট্ টেকসমা তাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়ায় চীনসৈন্যের আক্রমণে উৎপীড়িত হইয়া তাঁহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়।

কোরিয়ার রাজা চীনসম্রাট্‌কে সামান্য কর দিয়া থাকেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এখানে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয় যে রাজ্যের কোন স্থানে খৃষ্টানদিগকে বাস করিতে দেওয়া হইবে না, দেখিতে পাইলেই তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান রাজার নাম লি-হি। এখানে চীনের রাজনীতি প্রচলিত। অধিবাসীরা সকলেই প্রায় বৌদ্ধমতাবলম্বী। কেহ কেহ কন্‌ফুচির মতও পালন করে।

কোরিয়ার অধিবাসীকে কোরিয়ান বলে। কোরিয়ানদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ হৃষ্টপুষ্ট, মুখ চৌরস, নয়ন বাঁকা, গণ্ডস্থল চওড়া, দাড়ি কম। দেখিলেই বোধ হয় চীন ও জাপানীদিগের সংমিশ্রণে গড়া। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে একজন চীনপরিব্রাজক ধর্ম্মপ্রচার করিতে যায়, তাঁহারই নিকট কোরিয়ানরা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম গ্রহণ করিয়াছিল।

ইহাদের ভাষা জাপানীদিগের ন্যায়, ভাষার স্বর সাদৃশ্য ব্রহ্ম-চীনভাষার মত। এই ভাষার বিস্তর গ্রন্থ আছে।

কোরেশ, হেজাজবাসী এক আরবজাতি। ইস্মাইলের বংশে অল্-আরব-উল্ মসতরেবা নামে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, এই সম্প্রদায় হইতে কোরেশ জাতির উৎপত্তি। সুবিখ্যাত ধর্ম্মবীর মহম্মদ এই জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের সিন্ধুপ্রদেশে অনেক কোরেশী বাস করেন। তাঁহারা সিরীয়া, ইরাণ ও ইরাক্ হইতে এদেশে আসিয়াছেন, আপনাদিগকে আলী, অব্বাস, আবুবকর প্রভৃতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি জাতীয় উপাধি আছে, কেহ কাজী, কেহ কেরাণী, কেহবা কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কোরোয়া, ছোটনাগপুর অঞ্চলের অসভ্য জাতিবিশেষ। পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ববিদের মতে, কোলজাতি হইতে সমুদ্ভূত। দেখিতে কৃষ্ণকায়, চেপ্টা মুখ ও বলবান্। সকলে বিনাইয়া মাথায় চূড়া বাঁধে। ইহাদের মধ্যে কএকটী শাখা আছে, যথা—পাহাড়িয়া বা বোর কোরোয়া, বিরিঞ্জিয়া কোরোয়া, বিরহোর কোরোয়া, কোরক কোরোয়া, কোরিয়া মুণ্ড, দণ্ডকোরোয়া বা দিহ কোরোয়া, আগারিয়া কোরোয়া। ইহাদের মধ্যে কেবল আগারিয়া কেরোয়ারা হিন্দীভাষায় কথা কয়, আর সকলের ভাষা কোল জাতির মত। পাহাড়ে যাহারা থাকে, তাহারা ছাগ, শূকর, মুরগী ও গোমহিষাদি খায়, কিন্তু সাপ, বেঙ কিম্বা টিক্‌টিকী খায় না। কেবল বিরহোর কোরোয়ারা বানর ধরিয়া খায়। বনবাসী কোরোয়ারা অনেক রকম ঔষধির গুণাগুণ জানে ও তাহাতে কঠিন রোগ আরাম করিতে পারে।

ইহারা নিজ জাতির মধ্য হইতে তিন প্রকার যাজক নিযুক্ত করে, তন্মধ্যে 'পহ্‌নবৈগা' প্রধান পুরোহিত বা গুরু, তৎপরে 'পূজার' ও তৃতীয় 'দেবর'। এ ছাড়া ওঝা, ডাইন প্রভৃতিও আছে। সকলেই সূর্য্যোপাসক। সূর্য্যের উদ্দেশ্যে ইহারা শাদা মুরগী বলি দেয়। সমতল ক্ষেত্রের কোরোয়ারা কালীভক্ত। হঠাৎ কোন বিপদ্ আপদ্ ঘটিলে পহ্‌নবৈগা দুগ্ধ দিয়া কালীপূজা করেন।

সন্তান ভূমিষ্ট হইলে এক সপ্তাহ বা ১০ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতির অশুচি থাকে। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে মাতা স্বপ্ন দেখে, যেন তাহার শাশুড়ী আসিয়া তাহার গর্ভে জন্ম লইয়াছেন। আবার পুত্রের জন্মকালে শ্বশুরকে স্বপ্নে দেখে। জন্মের একমাস পরে পিতামহের নামে পুত্রের ও পিতামহীর নামে কন্যার নামকরণ হয়।

ইহাদের মধ্যেও গোত্র আছে। এক গোত্রে বিবাহ হয় না। বিবাহের সময় বর কন্যাকর্ত্তাকে এক কলসী মউয়া মদ, ৫টী টাকা ও একটী খাসী (ছাগ) দিয়া থাকে। বর কন্যার মাথায় সিন্দুর দিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। বিবাহে সকলেই একটু একটু দারু পান করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পত্নীপরিত্যাগ-প্রথা প্রচলিত আছে। যে বিধবা বিবাহ করে, তাহাকে ইহারা 'বিয়াহুর' এবং যে যুবক পিতামাতার অনুমতি না লইয়া বিবাহ করে, তাহাকে 'ধুকু' বলে। অবিবাহিত যুবকদিগের জন্য প্রত্যেক গ্রামে এক একটী স্বতন্ত্র গৃহ থাকে, সেই আড্ডার নাম 'ধম্‌কুড়িয়া'। ধম্‌কুড়িয়ার সম্মুখে নাচের মাঠ থাকে, অবিবাহিত কুমারীরা সেইখানে গিয়া চান গান করে। যুবকের চক্ষে ধরিলে মনে মনে মিল হইলে বিবাহের বাধা থাকে না।

সাধারণ লোকেরা গোর দেয়, তবে ইহাদের কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে নদীতীরে লইয়া গিয়া শবদাহ করে।

কোর্কু, মহাদেবপর্ব্বতবাসী কোল জাতির শাখাবিশেষ। ইহাদের ভাষা গোঁড় জাতি হইতে ভিন্ন।

কোর্গো, খড়কের দুই মাইল উত্তরবর্ত্তী দ্বীপ। এইখানে বিখ্যাত জলদস্যু মীরমোহনের প্রধান আড্ডা ছিল।

কোর্ণিগল্লি বা কুর্ণাই-গল্ল, সিংহলদ্বীপের একটী নগর। ১৩১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৪৭ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে সিংহলরাজগণের রাজধানী ছিল। এই সময়ের মধ্যে ভুবনেকবাহু (২য়), পণ্ডিত পরাক্রমবাহু (৪র্থ), বন্নি ভুবনেকবাহু (৩য়) এবং বিজয়বাহু (৫ম) রাজা হন। ইহাদের হস্তে রাজ্য হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল।

কোর্দাদসাল, পারসি-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জরদস্তের জন্মদিনের উৎসব।

কোর্দ্রব (পুং) কোদো ধান।

কোর্বান্ (পারসী) বলিদান।

আল্লার (ঈশ্বরের) অর্চ্চনায় মুসলমানেরা কোন্ কোন্ বৈধদিনে যে পশুবধ করে, তাহাকে কোর্বান্ কহে। স্বাধীন নিষ্ঠাবান্ মুসলমান মাত্রেই কোর্বান্ করিতে বাধ্য। কোন একজন অক্ষম হইলে সাতজন একত্র হইয়া একার্য্য করিতে পারে। ইহার পর দীন দরিদ্রদিগকে ঐ সকল পশুমাংস সুপাক করিয়া খাওয়াইবে ও গৃহস্থ কিঞ্চিৎমাত্র প্রসাদ গ্রহণ করিবে। মুসলমানের মতে কোর্বান্ কেবল ঈশ্বরচিন্তায় পশুভাববিনাশজ্ঞাপক মাত্র।

কোর্বা, ছোটনাগপুরপ্রদেশবাসী এক অসভ্য জাতি। এই জাতি আগরিয়া, দণ্ড, ডিহ ও পাহাড়িয়া এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। পশুপাখী ও ফলের নামে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গোত্র আছে, যেমন আম, ধান, বাঘ, সাঁপ, পাথুয়া, মুড়ি ইত্যাদি। যাহাদের মুড়ি গোত্র, তাহারা বলে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চারিটী মড়ার মাথায় চুলি করিয়া, তাহাতেই অন্নপাক করিয়া খাইত।

কোর্বারা বলে, তাহারাই এ অঞ্চলের আদিম নিবাসী, তাই স্থানীয় উপদেবতাগণের পূজা করিতে এখনও কেবল তাহাদের পুরোহিতই নিযুক্ত হয়।

আবার পাহাড়িয়া কোর্বারা বলে, সরগুজায় যে লোক সর্ব্বপ্রথম ধান বুনিতে আসে, সে অপরাপর জীবজন্তুকে ভয় দেখাইবার জন্য একটী মূর্ত্তি গড়িয়া ক্ষেত্রের মাঝখানে রাখিয়া দেয়। সে ব্যক্তি এখানকার ভূতকে বড় ভক্তি করিত। ভূত-মহাশয় ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার শস্য রক্ষা করিবার জন্য সেই মূর্ত্তিটীর জীবন দিলেন। সেই মূর্ত্তিই কোর্বাজাতির আদিপুরুষ।

কোর্বাদিগের আচার ব্যবহার আকার প্রকার অনেকটা কোরোয়াজাতির ন্যায়। [কোরোয়া দেখ।] কেহ বলেন, কোরোয়া জাতি কোলেরিয়া জাতিসম্ভূত (১) আবার কাহারও মতে কোর্বারা আদিম দ্রাবিড় জাতি হইতে উৎপন্ন (২)। কিন্তু উভয় জাতির হাব ভাব রীতিনীতি ও বিশ্বাস পর্য্যালোচনা করিলে এক জাতি বলিয়াই বোধ হয়। কোর্বা পুরুষেরা সকলেই সাহসী, পরিশ্রমী, বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট। কিন্তু স্ত্রীগণ গুরুতর পরিশ্রমের ভারে দিন দিন শ্রীহীন ও কোঁয়া হইয়া পড়িতেছে। ক্ষেত্রকার্য্য ও গৃহকার্য্য সমস্তই স্ত্রীলোককে দেখিতে হয়। পুরুষেরা হাতে তীর ধনু লইয়া শীকার খুঁজিয়া বেড়ায়, যদি তাহাদের অদৃষ্টে শীকার না জোটে, তবে রমণীরা বনে বনে খুঁজিয়া বেড়ায়, বন্য কন্দমূলাদি খুঁড়িয়া তোলে, বড় বড় গাছ কাটে, জল তোলে। এত করিয়াও যদি শীকার না পায়, তবে তাহাদের দুঃখের সীমা থাকে না। কোর্বারা অসাধারণ তীরন্দাজ। তীর চালনে বড় পটু। ইহাদের ধনুক অত্যন্ত দৃঢ় ও তীরের আগায় এক একটী ৯ ইঞ্চি বড় ফলা থাকে। ইহারা নিজে লৌহ গলাইয়া তাহাতে অতি তীক্ষ্ণ তরবারি প্রস্তুত করে।

ইহারা বন জঙ্গল কাটিয়া সেই জমিতে চাষ দেয়। এইরূপ নূতন জমি খুঁজিতে গিয়া, ২।৩ বর্ষ অন্তর গৃহপরিবর্ত্তন করিতে হয়। বন হইতে মধু, মৌচাক, আরারুট, লাক্ষা, রজন, গম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াও বিক্রয় করে।

ইহারা প্রধানতঃ পূর্ব্বপুরুষগণের প্রেতোদ্দেশে পূজা করে। যশপুরে কেহ কেহ খুড়িয়ারাণী ও কালী দেবীর পূজা দেয়। পহ্‌নবৈগারা পৌরোহিত্য করে।

কোর্বি (কোড়বি) দাক্ষিণাত্যবাসী এক নীচজাতি। এই জাতি ৮ শ্রেণীতে বিভক্ত—সনাড়ি, ঘণ্টেচোর, কৈকাড়ি, অড়বি বা কাল কৈকাড়ি, কুঞ্চি, পাত্রড়, সুলি এবং মোদি।

সানাই বাজায় বলিয়া সনাড়ি নাম হইয়াছে। সনাড়িয়া

অপর শ্রেণী হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, তাই অন্য শ্রেণীর সহিত আদান প্রদান করে না, কোন কোন স্থানে ইহারা কৈকাড়ি ও কুঞ্চি কোর্বির সঙ্গে একত্র আহার করে। সনাড়ীরা ছোট খাট, কাল, নেহাত অপরিষ্কার নয়, মাথায় ছোট ছোট চুল, দেখিলে অসভ্য বলিয়া বোধ হয় না।

ঘণ্টেচোর শ্রেণীর সংখ্যা অতি অল্প, চৌর্য্যবৃত্তি ইহাদের ব্যবসা। এই শ্রেণী বড় একটা দেখা যায় না।

কৈকাড়ি শ্রেণী দেখিলেই নিতান্ত অসভ্য বলিয়া বোধ হয়। ভিক্ষা, মজুরি ও কাপাস ডাঁটার চুবড়ী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

অড়বি বা কাল্ কৈকাড়িরা বিষম চোর। দিনের বেলা কয়েক গাছা ঝাঁটা ও চুবড়ি মাথায় লইয়া বিক্রয়ের ভাণ করিয়া বেড়ায়। কাহার বাড়ীতে ভাল ভাল জিনিস পত্র আছে, কাহার বাড়ীতে পুরুষ বেশী নাই ইত্যাদি সন্ধান করিয়া ফেরে। রাত্রি হইলে সেই সেই বাড়ীতে গিয়া যাহা পায় চুরি করিয়া আনে। অড়বিদের মেয়েরাও খাবী চোর। দিনে ভিক্ষার ছলে গলি গলি ফেরে, একটু দূরেই জমাদারণী অর্থাৎ তাহাদের কর্ত্রী চাবির গোছা লইয়া বেড়ায়। যখন দেখে কোন বাড়ীতে কেহ নাই, চাবিবন্ধ, অমনি জমাদারণীকে সংবাদ দেয়। সে চাবি খুলিয়া দেয়, গৃহ মধ্যে সকলে গিয়া যাহা পায় লইয়া আসে। অনেক সময়ে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া কোন গৃহস্থের বাটীতে যায়, সুবিধা পাইলেই গৃহস্থকে আক্রমণ করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আনে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন বুড়ী অদৃষ্ট গণনার ভাণ করিয়া অনেকের ঘরে প্রবেশ করে। মধ্যাহ্নকাল, হয়ত বাড়ীতে কর্ত্তপক্ষ কেহ নাই, অবলা সরলা একেলা ঘরে আছেন, বুড়ীর ফাঁদে পড়িয়া তিনিও হয়ত অদৃষ্ট গণনা করিতে বসিলেন। সুবিধামত বুড়ী তাহার চক্ষু বাঁধিয়া ইড়বিড় বকিতে থাকে, এদিকে তাহার সঙ্গিনীরা গুপ্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত চুরি করিয়া প্রস্থান করে। তৎপরে বুড়ী রমণীর চক্ষু খুলিয়া দিয়া ও অদৃষ্ট গণনার পারিতোষিক লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসে।

কুঞ্চি কোর্বি শ্রেণী ময়ূরাদি নানাপ্রকার পাখী ধরিয়া বেড়ায় এবং তাহাই বেচিয়া দিনপাত করে। ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি অনেকটা সনাড়ি শ্রেণীর মত। বিজয়পুর প্রভৃতি স্থানে সনাড়ির সঙ্গে ইহাদের আদান প্রদান চলে।

পাত্রড় শ্রেণী উত্তর আর্কটের অন্তর্গত ব্যঙ্কটগিরিতে বাস করে, নাচ গানই ইহাদের ব্যবসা।

মুলি শ্রেণীদের সকলেই ভ্রষ্টাচারী এবং ইহাদের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই বেশ্যা।

কোর্বিদিগের প্রধান খাদ্য কাঙ্গনিদানার রুটী, ঘোল দিয়া কাঙ্গনির ভাত ও মটর কলাইএর ডাল। ইহারা শূকর ছানা খায়। কিন্তু কখন গোরু খায় না। ইহাদের মধ্যে আবার যে কপালে 'নাম' অর্থাৎ তিলক কাটে, সে শনিবারে মারুতিদেবের সম্মানার্থ মাংস স্পর্শ করে না। প্রায় সকলেই সন্ধ্যাকালে একটু করিয়া মদ খায়।

পুরুষেরা চুলের ঝুঁটী ও গোঁফ দাড়ি রাখে। বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা সীমান্তে সিন্দূর, কাচের চুড়ি ও কণ্ঠে 'মঙ্গলসূত্র' ব্যবহার করে।

মারুতি, কল্লোল্যাপ্পা, মলেবা, যল্লম্মা, বসপ্পা, মার্গব বা লক্ষ্মী—ইহারাই কোর্বি জাতির কুলদেবতা। সর্ব্বাপেক্ষা মারুতির প্রতি ইহাদের বড় ভক্তি। শনিবারে মারুতির পূজা হয়। বিজয়পুর জেলায় অনেকে পীর গাজিসাহেবকে ভক্তি করে, এই পীরের উদ্দেশে সেখানকার কোর্বিরা বৃহস্পতিবারে কেহ মাংসাহার করে না। সকল হিন্দু দেবদেবীকেও মানে। ইহারা নিজামরাজ্যের অন্তর্গত হুলিগেব, সৌন্দত্তি, বেলগাঁওর অন্তর্গত পরসগড় ও কল্লোলি প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে যায়। ইহাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে ধুইয়া দেয় এবং প্রসূতিও স্নান করে। পঞ্চম দিনে আঁতুড়-ঘর ও আর সমস্ত ঘর গোবর জল ছড়া দিয়া পরিষ্কার করে। পো পোয়াতি স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। এই দিন বন্ধুবান্ধবকে একপ্রকার চিনির পুলি খাইতে দেয়। সন্ধ্যাকালে জীবতী বা ষষ্ঠী দেবীর পূজা হয়। দ্বাদশ দিবসে ছেলেকে দোলায় শয়ন করাইয়া নাম করণ করে। এই দিন বন্ধুবান্ধবকে মাংসাহার করাইতে হয়। রাণষটীকব্যা দেবীর সম্মুখে ছেলের চূড়াকরণ করিয়া দেবীর পূজা দেয়।

ইহাদিগকেও কন্যাপণ দিতে হয়। পণ যাহা পায়, তাহার অর্দ্ধেক কন্যার পিতা ও অর্দ্ধেক কন্যার মাতুল ভাগ করিয়া লয়। ইহাদের শুক্রবারে গায়ে হলুদ ও সোমবারে বিবাহ হয়। বর কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেয়। নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধব ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করে ও কন্যার গলায় মঙ্গলসূত্র বাঁধিয়া দেয়। পরে সকলে চিনির পুলি ও অন্ন আহার করে। বরকন্যা লইয়া ফিরিবার সময় গ্রামস্থ মারুতির মন্দিরে গিয়া পূজা দিতে হয়।

যাহার ঘরে মারুতি থাকে, কিম্বা প্রসবের দশদিন পরে যে রমণীর মৃত্যু হয়, তাহাকেই কেবল দাহ করে, আর সকলকে

গোর দেয়। কেবল পুত্র বা প্রধান আত্মীয় ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করে, ১১শ দিনে বন্ধুবান্ধবের ভোজ দিয়া শুদ্ধ হয়।

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ কিম্বা বিধবাবিবাহ এ সকলি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। কোন নারী ভ্রষ্টা হইলে তাহাকে সমাজচ্যুত করে। সে রমণী যদি অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হয়, তবে তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করে। ইহাদের অগ্নিপরীক্ষা এইরূপ—

চারিদিকে কাঙ্গনি গাছের ঝাড় রাখিয়া তাহার মাঝখানে স্ত্রীলোক গিয়া দাঁড়ায়। সেই শুষ্ক ঝাড়ে আগুন দেওয়া হয়। রমণী নির্ভয়ে তাহার মধ্যে থাকে। তাহার পর একখণ্ড সোণা তাতাইয়া তাহার জিহ্বায় ছেঁকা দেয়। এইরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তাহাকে আর কেহ নিন্দা করে না।

প্রতি গ্রামে ইহাদের এক একজন নায়ক থাকে, সেই ব্যক্তি কোর্বাদিগের বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দেয়।

কোর্হালে, বোম্বাই প্রদেশের আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন এই নগরটী বিধ্বস্ত ও জনহীন বলিলেও চলে, কিন্তু এক সময়ে ইহার সমৃদ্ধি ছিল। নগরের চারিদিকে হোলকার সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়াছিলেন, এখনও সেই প্রাচীর রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রপতি পেশবা ৩০খানি গ্রামের পরিবর্ত্তে হোলকারের নিকট হইতে এই নগর প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগরের কোষাগার এইখানে ছিল। কোষাগার রক্ষার জন্য একজন থানদার নিযুক্ত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে থানদারের চাতুরী ধরা পড়ায় তিনি কর্ম্মচ্যুত হন এবং কোর্হালে নাসিকের সিন্নর উপবিভাগের অন্তর্ভূত হয়। নিমোনের কার্য্য বিভাগ উঠিয়া গেলে, এই নগর কোপরগাঁও উপবিভাগের অন্তর্গত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান হোলকারের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, তৎপরে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের হাতে যায়।

কোল (পুং) কুল-সংস্ত্যানে অচ্। ১ শূকর। ২ প্লব, ভেলা। ৩ ক্রোড়। ৪ শনিগ্রহ। ৫ চিত্র, চিতা। ৬ অঙ্কপালি। ৭ আলিঙ্গন। ৮অস্ত্রবিশেষ। ৯ পুরুবংশীয় আক্রীড় নামক রাজার পুত্র।

"করুত্থামাদথাক্রীড়া শ্চত্বারস্তস্য চাত্মজাঃ।
পাণ্ড্যশ্চ কেরলশ্চৈব কোলশ্চোলশ্চ পার্থিবঃ॥"(হরিবংশ ৩২ অঃ)

(বহুব) ১০ জনপদবিশেষ, কোলরাজ্য। "তেষাং জনপদাঃস্ফীতাঃ পাণ্ড্যাঃ কোলাঃ সকেরলাঃ।" (হরিবংশ ৩২ অঃ)

(ক্লী) ১১ মরিচ। ১২ কক্কোলক। ১৩ চব্য, চই। ১৪ তোলক পরিমাণ। কুল-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ কোলী তস্যাঃ ফলং অণ্-তস্য লুক্ ঙীষশ্চ (লুক্ তদ্ধিতলুকি। পা ১।২।৪৯) ১৫ বদরী ফল, কুল। পর্য্যায়—কুবল, ফেনিল, সৌবীর, বদর, ঘোণ্টা, পিচ্ছিল, স্বাদুফল, কোকিল। (স্ত্রী) ১৬ কোলিবৃক্ষ।

কোল, ভারতের এক অসভ্য প্রাচীন জাতি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"লেটস্তীবরকন্যায়াং জনয়ামাস ষণ্নরান্।
মালুং মল্লং মাতরঞ্চ ভণ্ডং কোলং কলন্দরম্॥" ১০।১০১।

লেটের ঔরসে তীবরকন্যার গর্ভে ছয়জন মানব জন্মে, তন্মধ্যে কোল একজন।

কিন্তু বর্ত্তমান কোল জাতির বিবরণ পাঠ করিলে তাহাদের সহিত লেট বা তীবরের সঙ্গে যে কোন কালে সংস্রব ছিল বা এখন আছে, এরূপ বোধ হয় না।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই জাতি ভারতবর্ষে বাস করিতেছে, স্কন্দপুরাণে কুমারিকাখণ্ড (৪৫ অঃ, ৫৩ অঃ), ও হিমবৎখণ্ড (৯।৯) পাঠ করিলে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ বলেন, এই জাতি আর্য্যজাতির পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতের আদিম অধিবাসী, ঋগ্বেদে দস্যু, দাস প্রভৃতি নামে যে জাতি উক্ত হইয়াছে, তাহারাই কোল জাতির পূর্ব্বপুরুষ।

বর্ত্তমানকালে হো, মুণ্ডা, উরাওন্, ভূমিজ প্রভৃতি কয়েকটী জাতিই কোল নামে পরিচিত। তন্মধ্যে হো বা লড়্কা কোলকেই প্রকৃত কোল বলিয়া বোধ হয়।

লড়্কা কোল—ছোটনাগপুর ও সিংহভূম অঞ্চলেই অধিকাংশ বাস করে। হো, হোরে বা হোরো শব্দের অর্থ মনুষ্য। তাহারা অপর মনুষ্য হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে বলিয়া 'হো' নাম হইয়াছে। কিন্তু হোরা আপনাদিগকে 'লড়্কা' অর্থাৎ যোদ্ধা বলিয়াই সচরাচর পরিচয় দেয়। অতি পূর্ব্বকালে বোধ হয় মুণ্ডা, উরাওন ও হো এই তিন শ্রেণীই একত্র ও একপরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিত। ছোটনাগপুরে কোলেরা সংস্কৃত 'মুণ্ডা' নাম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বোধ হয়, হোরা পৃথক্ হইয়াছিল। মুণ্ডা প্রভৃতি শ্রেণীর প্রাচীন আচার ব্যবহার কতকটা ভ্রষ্ট হইলেও লড়্কা-কোলেরা প্রাচীন রীতি নীতি বরাবর সমান ভাবে পালন করিয়া আসিতেছে।

প্রথম কোলজাতি কোথা হইতে এ অঞ্চলে আগমন করে, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। হিমবৎখণ্ডে লিখিত আছে, কোল নামক ম্লেচ্ছ হিমালয়ে মৃগয়া করিয়া বেড়াইত। এতদ্দ্বারা বোধ হয়, যে পূর্ব্বকালে এক সময়ে হিমালয়ে কোল জাতির বাস ছিল।

তাহাদের আসিবার পূর্ব্বে ছোটনাগপুর ও সিংহভূম অঞ্চলে 'শরাবক' নামক জাতির বাস ছিল। জৈনদিগের প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে, মহাবীরস্বামী সন্ন্যাসীবেশে যখন তীর্থভ্রমণে বাহির হন, তখন বজ্রভূমি নামে এক ব্যক্তি কুকুর ও তীরধনু সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। অনেকে মনে করেন, এই বজ্রভূমিই বর্ত্তমান ভূমিজ নামক কোলসম্প্রদায় হইবে। শরাবক শব্দও জৈন শ্রাবক শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এখন মালভূম ও সিংহভূমের যেখানে যেখানে কোল জাতির বাস আছে, সেখানে যে জৈন সম্প্রদায়ের বাস ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। [মানভূম, সিংহভূম, ভূমিজ প্রভৃতি শব্দ দেখ।] যেখানে কেবল কোলজাতি বাস করে, সিংহভূমের সেই অংশের নাম কোলহান।

লড়্কা কোলেরা বলে—প্রথমে অতি-বোরাম্ ও সিং-বোঙ্গা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা দুজনে মিলিয়া এই পৃথিবী, পাথর, জল, লতা, থাল, পরে পশু সৃষ্টি করেন। সকলই সৃষ্টি হইল, কিন্তু সবই ফাঁকা ফাঁকা। তখন তাঁহারা এক বালক ও এক বালিকা গড়িলেন। সিংবোঙ্গা পাহাড়ের গর্ত্তে দুইটীকে ছাড়িয়া দিলেন। এরূপে কিছুদিন গেল। সিংবোঙ্গা দেখিলেন যে তাহাদের কামপ্রবৃত্তি নাই, তবে সন্তান হয় কিরূপে। তখন উভয়কে ধানের মদ প্রস্তুত করিতে শিখাই-লেন। মদ খাইয়া উভয়ের কামেচ্ছা হইল। তখন হইতে বংশবৃদ্ধি হইতে চলিল। এইরূপে প্রথম নরনারীর ১২টী পুত্র ও ১২টী কন্যা জন্মে। সিংবোঙ্গাঠাকুর মহিষ, ষাঁড়, ছাগ, মেষ, শূকরের ছানা, নানা পাখীর মাংস আর শাকসব্জি পৃথক্ পৃথক্ রাঁধিয়া ভোজ দেন। তিনি এক একটী ভাইবোন লইয়া এক এক মিথুন করিয়া এক একটী মিথুনকে এক জিনিস খাইতে বলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাইবোন ষাঁড় ও মহিষের মাংস লইল, তাহাদের হইতেই কোল ও ভূমিজ জাতির উৎপত্তি। যাহারা শাকসবজী লইল, তাহাদের হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এবং যাহারা ছাগমাংস খাইল তাহাদের হইতে শূদ্রজাতি জন্মিল। সেই সময় এক মিথুন শূকরের মাংস খাইয়া সাঁওতাল হইল। কোলেরা আরও বলে, সাহেবেরাও তাহাদের ন্যায় প্রথম মিথুন হইতেই জন্মিয়াছে।

লড়াইয়ে কোলদিগকে দেখিতে তেমন মন্দ নয়। ভূমিজ, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির চেয়ে অনেকটা দেখিতে ভাল, চাঁপাফুল বা গোলাপ ফুলের মত রূপ না থাকুক, যেটুকু আছে, তাহা অরুচিকর নয়। এক একজন লোক চৌদ্দ পনর পোয়ারও অধিক লম্বা। মুখ, চোখ, নাক বেশ মানান-সই। যে যে অঙ্গ সুঠাম হইলে রূপবান্ বলা যায়, ইহাদের রমণীর মধ্যে তাহার অভাব নাই। সকলেই মাথায় চুল রাখে, কেবল পুরুষেরা ব্রহ্মতল কামায়।

কি বড় লোক, কি ছোট লোক, অধিকাংশই প্রায় উলঙ্গ, তাহাতে লজ্জা নাই। স্ত্রীলোকেরা তেমন জাঁক জমক সাজ ভালবাসে না। কোলহানের অনেক স্থানে কোলেরা 'বটই' নামে ছোট খাট কৌপীন পরে। তবে যে কাপড় পরে না, এমন নয়। বড় লেঙ্গ্‌টই ইহাদের জাতীয় পরিচ্ছদ। কোলেরা অপর কোন জাতির সহিত একত্র বাস করিতে চায় না, ইহারা অপর সকল জাতিকে বিশেষতঃ হিন্দুকে বড়ই ঘৃণা করে। পূর্ব্বে দলবদ্ধ হইয়া এক এক পল্লীতে বাস করিত, তখন অপর কোন জাতি সেই গ্রামে থাকিতে পারিত না। কেবল গোয়ালা, তাঁতি, কামার প্রভৃতি যে সকল লোক না রাখিলে তাহাদের অনেক বিষয়ে ক্ষতি হইবে ভাবিত, তাহাদিগকেই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটু স্থান দেওয়া হইত। অপর কোন জাতির সংস্রব না থাকায় ইহারা জাতীয় ভাব পূর্ব্বাবর সমান রাখিতে পারিয়াছে। তবে এখন ইংরাজরাজত্বে যেখানে অপর জাতি আসিয়া কোলের সহিত বাস করিতেছে, সেখানে ইহারা ভাল করিয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেখানে আদৌ লজ্জা ছিল না, এখন সেখানে লজ্জা প্রবেশ করিতেছে।

বাঙ্গালায় যেমন রমণীরা চুল বাঁধে, ইহারা সেরূপ ভাবে চুল বাঁধেনা, চুল বিনাইয়া খোঁপা করিয়া ডান কাণের ধারে ফেলিয়া রাখে। তাহার উপর ভাল ভাল ফুল গুঁজিয়া দেয়। অলঙ্কারের মধ্যে গলায় কাল রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কঙ্কণ ও বালা আর পায়ে পিতলের নূপুর পরিতে ভালবাসে। নূপুর পায়ে দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। যুবতীরা কামারের দোকানে নূপুর পরিতে যায়। কামার প্রথমে পায়ের গোড়ালীতে একখানি ভিজা চামড়া পরাইয়া দেয়, পাছে ছাল উঠিয়া পড়ে। তাহার পর সবলে পা টিপিয়া নূপুর পরাইতে আরম্ভ করে। রমণী সহচরীর কাঁধে মাথা দিয়া পরিত্রাহি চিৎকার করিতে থাকে; তাহার চিৎকারে লোক জমা হয়। অনেক কষ্টে এক এক গাছি পায়ে ঢোকে। পরা হইলে যুবতীর দুই চক্ষে জল আর মুখে হাসি ধরে না।

লড়্কা কোলেরা কখন কাহারও চাকরি করিতে চায় না, ঘাড়ে কাহারও মোট লয় না, সকলেই আপন আপন জমিতে চাষবাস করে। অনেকেরই ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যাদি লইবার এক একখানি শকট আছে। শকট চালাইতে সকলেই পটু। ইহারা ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। বালককালে

তীরচালনা শিক্ষা করে। বালকমাত্রেই প্রায় হাতে ধনু লইয়া মাঠে মাঠে গবাদি চরাইয়া বেড়ায়, আর শস্যরক্ষা করে। পাখী উড়িয়া যাইতেছে, সেই সময় তাহাকে শীকার করিতে পারিলেই আপনার তীরশিক্ষা সার্থক ভাবে। অনেকে আবার বাজপাখী পোষে। চৈত্রমাসে ইহারা মহাসমারোহে শীকারে বাহির হয়, এই সময়ে নিকটবর্ত্তী পল্লীর লোকেরা আসিয়াও সকলে যোগ দেয়।

জল পড়িলে আর গৃহে কাহারও মন সরে না, ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হয়। রমণীরাও পুরুষদিগকে সাহায্য করে। কেবল হলবাহনকার্য্য স্ত্রীলোকেরা করিতে পায় না। লড়্কা কোলেরা নিজেরাই কৃষিকর্ম্মের অস্ত্রাদি প্রস্তুত করে। ইহারা ধান, গম, ছোলা, সরিষা, তিল, কাঙ্গনি, তামাক, তুলা প্রভৃতি চাষ দেয়। কাপড়ের প্রয়োজন হইলে তুলা দিয়া তাঁতির নিকট কাপড় লয়।

ইহাদের ভূত ও ডাইনের উপর বড় ভয়। কাহারও কোন পীড়া হইলেই মনে করে, যে কোন ভূতের রাগ হইয়াছে, অথবা কোন ডাইনের দৃষ্টিতে রোগ আনাইয়াছে। ভূতের উপর সন্দেহ হইলে, অনেক যত্নে ভূতের শান্তি করা হয়। ইহাদের মধ্যে শোখা নামক কতকগুলি লোক আছে, তাহারাই ডাইনা ঝাড়াইয়া থাকে। ঝাড়াইতে একখানি পাথর ও এক পাল্লা চাই। (পাল্লা দেখিতে অর্দ্ধেক নারিকেলের খোলের মত।) পাল্লার উপর পাথরখানি দিয়া তাহার উপর (যাহাকে ডাইনে দৃষ্টি দিয়াছে) তাহাকে বসাইয়া ঘুরাইতে আরম্ভ করে। তখন শোখা গ্রামের এক একজন লোকের নাম করিয়া মন্ত্র পাঠ করে, এক একটী নাম যেমন হয়, অমনি সেই সঙ্গে রোগীকে ধান ছুড়িয়া মারা হয়। এরূপ করিতে করিতে রোগী পাথর উল্টাইয়া ভূমিতে ঘুরিয়া পড়ে। যাহার নামের সময় পাথর উল্টায়, তাহাকেই সকলে ডাইন বলিয়া ধরে। সেই ডাইন পুরুষ বা স্ত্রী হউক, তাহার আর নিস্তার নাই। সকলে সেই ডাইন বাহির করিয়া তাহাকে ও তাহার সন্তানাদিকেও বধ করিয়া ফেলে। ইহাদের বিশ্বাস ডাইনের বংশধরেরাও ডাইন হয়। এখন ইংরাজশাসনে বড় একটা ডাইনে মারা হয় না। তবে ডাইনেরা পূর্ব্বে জানিতে পারিলেই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে। সময়ে সময়ে কেহ কেহ ভয়ে আত্মহত্যা করিয়া ফেলে। শোখাদের মধ্যে কেহ কেহ ভূতসিদ্ধ থাকে, তাহারা ভূত নামাইয়া তাহা হইতে ডাইনের বা যাদুকরের নাম জানিয়া লয়। যদি যাদুকর হয়, তবে তাহাকে রোগীর কাছে আনিয়া বলা হয়, "যদি ভাল চাও, শীঘ্র তোমার যাদু বা ভূতকে উঠাইয়া লও।" এরূপ অবস্থায় যে যাদু নাও জানে, সেও মারের ভয়ে সকল কথাই স্বীকার করে ও বলে যে, "রোগীর কোন ভয় নাই. আমাদ্বারা কোন অনিষ্ট হইবে না।" রোগী যদি অল্পে অল্পে ভাল হইয়া উঠে, তবেই মঙ্গল, নহিলে তাহাকে সকলে ঘোরতর প্রহার করিতে থাকে। কোন কোন সময়ে রোগীর সহিত তাহাকেও যমালয়ে যাইতে হয়।

কোলেরা সাহসী, পরিশ্রমী, উৎসাহী, নির্ভীক ও বিশ্বাসী। ইহারা বড় সত্যপ্রিয়, প্রাণ গেলেও মিথ্যা কহে না। যেমন সত্যবাদী আবার তেমনী অভিমানী। অতি সামান্য বিদ্রূপ বা নিন্দা কখনই সহ্য করিতে পারে না। যে নিন্দা করে, বা অবজ্ঞা করে, ভিন্ন জাতি হইলে সুবিধা পাইলেই তাহাকে মারিয়া ফেলে। অভিমানই কত। স্ত্রীলোকেরত কথায় কথায় অভিমান। শুনা যায়, একজন তাহার কন্যাকে ভাল রাঁধিতে পারে নাই বলিয়া একটু নিন্দা করিয়াছিল। মানিনীর সে টুকুও সহ্য হইল না, সেই দিনেই সে কূপে ডুবিয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

এই বীর জাতির মধ্যে এক এক পল্লীতে এক জন করিয়া মণ্ডল থাকে। সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর সহিত যুদ্ধ বাধে। উভয় পক্ষে অনেক লোকের মৃত্যু না হইলে সহজে সে বিবাদ মিটে না। যতই কেন বিবাদ হউক না, যখন শুনিতে পায় বিজাতীয় কোন বিপক্ষদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তখন আর পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ থাকে না। যেখানে যত কোল আছে, জাতীয় গৌরবরক্ষার্থে সকলে একত্র মিলিত হয়, এই জন্য সহজে কেহ ইহাদিগকে পরাজয় করিতে পারে না।

বিবাহের সময় পণ দিতে হয়। পণ বড় বেশী। সুতরাং পণের দায়ে অনেক কন্যার বিবাহ হয় না। যাহাদের বেশ সঙ্গতি আছে, তাহারাও রীতিমত পণ না পাইলে পুত্রের বিবাহ দেয় না। ইহারা জানে যে পণ অবশ্যই লইতে হইবে, ইহা কৌলিক রীতি ও সম্মানের চিহ্ন। এই কুপ্রথার কারণ কোলজাতির মধ্যে অনেক অনূঢ়া বৃদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়।

ছোট বেলায় বিবাহ না হইলে, কুমারী যৌবনে পদার্পণ করিবার পরে যুবকগণের মন হরণ করিবার চেষ্টা করে। কখন যুবকদিগের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া নাচে, কখন ফুল তুলিয়া সাজায়, কখন মিষ্ট গান গাহিয়া থাকে। যাহার সহিত মনের মিল হয়; তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য যুবক অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু পোড়া পণের জালায় সকল সময় তাহার আশা মেটে না। পুত্র হইলেই পিতা

আপনাকে ভাগ্যবান্ ও সম্পত্তিশালী মনে করে, সুতরাং পণের লোভ কি ছাড়িতে পারে ?

কোলপল্লীতে প্রায় দেখা যায়, যুবক যুবতী পরস্পর কাঁধে হাত দিয়া মিষ্টালাপ করিতে করিতে যাইতেছে, পরস্পরের মন আসক্ত, বিবাহিত হইলে না জানি কতই তাহারা সুখী হয় ? কুমারীকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার মনের ভাব কি ? সরলহৃদয়া সরলভাবে বলিবে, "আহা! আমি কি করিব, পোড়া চোখ থেকেও অপরে দেখিতে পায় না।" যুবকের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে তাহার নাচের সঙ্গী অমুক কুমারীকে বিবাহ করিবে। সে সব ঠিক করিল, পিতার পায়ে ধরিয়া মনের কথা বলিল। পুত্রবৎসল পিতাও তাহাতে সম্মত হইল। কিন্তু পাঁচজন লোক একত্র হইয়া যত গোল বাঁধায়। তখন পিতামাতা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে, সেই কন্যার বয়স কত ? তাহাকে দেখিতে কেমন ? কোন সময়ে তাহার চক্ষে ভাল লাগিয়াছে ? পুত্রও ঠিক সেই সময়টা নির্দ্দেশ করে। কিন্তু তৎপরে যদি দুর্লক্ষণ না ঘটে, আর কন্যার পিতা পণ দিতে স্বীকৃত হন, তবেই বিবাহ হইবে। অনেক সময় সব ঠিক ঠাক হইয়া শেষে পণের দায়ে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। পণচুক্তি হইলে আর আমোদের সীমা নাই। তখন কন্যা সহচরী বন্ধুগণের সঙ্গে সকলে নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে বরের গৃহ-মুখে যাত্রা করে। এদিকে নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রিত বালক বালিকা ও যুবক যুবতী আসিয়া বরের সহগামী হয়। তাহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া কন্যাকে মধ্যপথে আহ্বান করিতে যায়। পথে উভয় দলে মিলিয়া নিকটে কোন উপবনে গমন করে। সেখানে ধুমধামে নাচগান হয়। বর কন্যার হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে থাকে। উভয়ে তালে তালে নাচিতে নাচিতে এক একজন এক এক রমণীর কোলে উঠিয়া পড়ে। এইরূপে সকলে পল্লী মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। তার পর ভোজ, নাচ, গান ও অপর্য্যাপ্ত ধেনো মদ চলিতে থাকে। বিবাহে আর কোন কুলাচার বা তন্ত্রমন্ত্র নাই। এক এক পাত্র মদ উভয়কে দেওয়া হয়, বর নিজ পাত্র হইতে খানিকটা মদ কন্যার পাত্রে এবং ঐরূপে কন্যা নিজ পাত্র হইতে বরের পাত্রে ঢালিয়া দেয়, তাহাই মহা আনন্দে উভয়ে পান করে, ইহাই বিবাহের প্রধান অঙ্গ।

বিবাহের পর তিন দিন নব দম্পতি একত্র থাকে। তার পর পত্নী গোপনে গোপনে পতিগৃহ হইতে চলিয়া আসে। তাহার বন্ধুবান্ধবকে বলিয়া বেড়ায় 'আমার অমন ভাতারে কাজ নাই। আর তাহাকে দেখিতেও চাই না।' পতি আবার তাহার আদরিণীকে খুঁজিতে যায়। দেখিতে পাইলেই ধরিয়া ফেলে। সেই সময় নববধূ মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া কিছু রুক্ষ ভাব দেখায়। পতি দেখে যে সহজে সে ফিরিবে না। তখন আর বিলম্ব না করিয়া তাহাকে গিয়া আলিঙ্গন করিয়া অথবা সামর্থ্য থাকিলে স্কন্ধে লইয়া নিজ গৃহে আসে। ইহাতে দম্পতি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। অনেক সময় দেখা যায়, পতি নবীনা ভার্য্যাকে জনাকীর্ণ বাজারের মধ্য দিয়া টানিয়া আনিতেছে, কন্যা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। কিন্তু তাহা দেখিয়া সকলেই হাসিতেছে। যদি নববধূর গায়ে বেশী শক্তি থাকে, তাহা হইলেই প্রতুল, অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া শেষে যুবক ম্লানমুখে ঘরে ফিরিয়া আসে, আবার সময় মত পত্নীর মন ভুলাইয়া অতি যত্ন করিয়া গৃহে আনে।

গৃহে আসিয়াই কোলরমণী স্বামীর প্রকৃত অর্দ্ধাঙ্গিনী। সে জানে স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই, পতি স্বর্গ, পতিই মোক্ষ। স্বামীও জানে পত্নীই তাহার গৃহলক্ষ্মী, তাহার সুখে সুখী, তাহার দুঃখে দুঃখী। তখন প্রাণে প্রাণে প্রকৃত মিলন হয়। সকল কার্য্যই উভয়ে পরামর্শ করিয়া করে। কোলরমণীরা স্বামীর অধীন নয়, স্বামী তাহাকে আপন জীবনসঙ্গিনী ভাবে। পতি পত্নীর মধ্যে এমন বিশুদ্ধ ভাব বোধ হয় জগতে আর কোন জাতির মধ্যে নাই। পত্নীর প্রতি একান্ত অনুরাগ ও সোহাগ দেখিয়া কেহ কেহ কোলজাতিকে স্ত্রৈণ মনে করে।

কোলরমণী মাত্রেই পতিপরায়ণা, পতির জন্য সব করিতে পারে। পতি থাকিতে কেহই পরপুরুষ কামনা করে না। অসতী স্ত্রী কোল জাতির মধ্যে নাই বলিলেও চলে। তবে যদি ঘটনাক্রমে কাহারও কখন চরিত্রদোষ ঘটে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমাজচ্যুত ও পরিত্যাগ করা হয়। যে পুরুষ তাহাকে নষ্ট করে, সে সেই রমণীর স্বামীকে বিবাহের পণের টাকা দিতে বাধ্য।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পিতামাতা ৮ দিন অশুচি থাকে। আর সকলে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কাজেই স্বামীকে স্ত্রীর জন্য রন্ধন করিতে হয়। ৮ দিন পরে আবার সকলে গৃহে ফিরিয়া আসে। বন্ধুবান্ধবের ভোজ ও নবজাত শিশুর নামকরণ হয়। পিতামহের নামেই নাম রাখে। কখন কখন নামকরণকালে পূর্ব্বপুরুষগণের নাম করিতে করিতে এক পাত্র জলে এক একটী মটর কলাই ফেলা হয়। যে নাম করিবার সময় কলাই ভাসিয়া উঠে, সেই নামেই শিশুর নাম রাখা হয়।

মৃতের প্রতি সকলেরই প্রগাঢ় ভক্তি। ইহাদের কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে খুব ধুমধাম পড়িয়া যায়। গৃহের সম্মুখে ভাল ভাল জ্বালানি কাঠের বোঝা

আনিয়া জমা করে, তাহার উপর শবাধার রাখে। মৃতদেহ অতি যত্নে জল দিয়া ধৌত করে, পরে বেশ করিয়া তেল হলুদ মাখাইয়া শবাধারে রক্ষা করে। যে চলিল, তাহার নিজস্ব যাহা কিছু তাহাও সঙ্গে যাওয়া চাই, নহিলে তাহার মন ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এই ভাবিয়া কোলেরা মৃত ব্যক্তির টাকা কড়ি কাপড় অলঙ্কার ও চাষবাসের অস্ত্রশস্ত্র যাহা থাকে, দেহের পাশে থরে থরে সাজাইয়া রাখে। শবাধার কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে। ঢাকনি খুলিয়া চারিপার্শ্বের কাঠে আগুন লাগাইয়া দেয়। মৃত ব্যক্তির বাস গৃহের সম্মুখেই শবদাহ হয়। পরদিন আত্মীয়েরা জল দিয়া আগুন নিবাইয়া ফেলে ও সকলে তন্ন তন্ন করিয়া অস্থিগুলি খুজিয়া বাহির করে। ছোট ছোট হাড় পুতিয়া ফেলে, কেবল কএকখানি বড় হাড় একটী মাটীর পাত্রে তুলিয়া রাখে। পরে সেই পাত্রটী মৃতের মাতা বা পত্নীর ঘরে কিছুদিন ঝুলান থাকে। যে কয়দিন থাকে, সেই কয়দিন গৃহে খুব কান্নাকাটি হয়। ইতিমধ্যে শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মহা আয়োজন হইতে থাকে। ঘরের নিকটেই একটী খুব বড় গর্ত্ত করে। ২০।২৫ জনে মিলিয়া তুলিতে পারে, এমন একখানি প্রকাণ্ড পাথর সেই গর্ত্তের পাশে আনিয়া রাখে। গর্ত্তে অস্থি রক্ষা করিবার শুভলগ্ন স্থির হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে চারি পাঁচ জন নিকট প্রতিবেশী ও আট জন বালিকা দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়। মৃতের মাতা বা স্ত্রী বারকোশে অস্থিগুলি রাখে, পরে তাহা অতি যত্নে বক্ষে বা মাথায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসে। প্রথমে অস্থিবাহিকা, তৎপরে দুই সারি বালিকা, প্রথম বালিকাদের কক্ষে ছিদ্র ও শূন্য কলসী থাকে। প্রতিবেশীগণ ঢাক ঘাড়ে করিয়া অগ্রসর হয়। বালিকারা নাচে, পুরুষেরা বাজায়। সেই নাচ সেই বাদ্যধ্বনি যেন শোকভরা, বিষাদ মাখানো। যে পথে তাহারা যায়, সেই পথের ধারে যাহার যাহার গৃহ সেই বাজনার শব্দে নিজ নিজ দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়, প্রতি দ্বারের সম্মুখে একবার সেই বারকোশখানি নামান হয়; গৃহস্থ দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুসিক্ত নয়নে মৃতের আবাহন করে। বন, উপবন, ক্ষেত্র, গৃহ, নাচের আখড়া, প্রভৃতি স্থানে যেখানে মৃত ব্যক্তি পূর্ব্বে যাতায়াত করিত, সেইখানেই অস্থিগুলি লইয়া যায়। মৃত যাহাকে কখন ভালবাসিয়াছে, যে একবার তাহাকে ভ্রাতৃভাবে ডাকিয়াছে, আজ সে অকপট ভাবে দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া শেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেই করিবে, সেই অস্থিগুলির সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া শেষ অভিবাদন করিবে। অবশেষে সকলে ফিরিয়া আসিয়া সেই গর্ত্তের নিকট উপস্থিত হয়। প্রথমে চাউল ও খাদ্যাদি সেই কবরে রাখে, তাহার পর সমস্ত অস্থিগুলি ধীরে ধীরে নিক্ষেপ করিয়া সেই প্রকাণ্ড পাথরখানি কবরের মুখে চাপা দেয়। এইখানেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইল। কোলপল্লীতে স্থানে স্থানে এইরূপ বিস্তর পাথর আছে, দেখিলেই অনায়াসে জানিতে পারা যায় যে সেখানে কাহারও সমাধি হইয়াছে।

উৎসব—বর্ষ মধ্যে লড়্কা কোলদিগের সাতটী করিয়া পরব (পর্ব্ব) হয়। প্রথম ও প্রধান উৎসবের নাম মাঘপরব বা "দেশৌলি বোঙ্গা।" ধান কাটা হইয়া গিয়াছে, ঘরে ঘরে মরাই ভরা ধান, লক্ষ্মীদেবী প্রতিঘরে যেন বিরাজ করিতেছেন। ক্ষেত্রশূন্য, কৃষিজীবী কোলজাতিও এখন কায়িক পরিশ্রমশূন্য। এখন পূর্ণ অবকাশ, এ অবকাশে এ সুখের দিনে সকলেরই মন প্রফুল্ল। সকলেই জানে এমন দিনে স্ত্রী পুরুষের মনে মদন আগুন জলিয়া উঠে। চির দিন খাটিয়া মরি। অন্য সময়ে অবকাশ কোথায়? যাহাকে মনে মনে ভালবাসি, যাহাকে দেখিলে কত সুখী হই, যে মন হরণ করিয়াছে, মনে মনে যাহার সহিত মিল হইয়াছে, সময় বা সুযোগ হয় না যে দুই দণ্ড তাহাকে লইয়া আমোদ করি! কিন্তু এই মাঘ মাসে, এই পূর্ণিমা রজনীতে, এমন পূর্ণ অবকাশে, উপযুক্ত সুযোগ কেন বৃথা নষ্ট করিব? এই ভাবিয়া সকলেই মদনোৎসবে উন্মত্ত হইয়া উঠে। এ সময়ে পিতা মাতা, ভাই বোন, আত্মীয় কুটুম্ব, কেহ কাহাকেও দেখিয়া লজ্জা বোধ করে না। এ সময়ে দাস দাসী আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিয়া যায়। প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ এ সময়ে কোথায় পলায়ন করে। সকলেই সুরাপানে ও প্রেয়সীর বদন সুধাপানে বড়ই ব্যস্ত। যে জাতি কখন মন্দ কথা ব্যবহার করে না, কিন্তু এই মাঘোৎসবে তাহাদের মুখ খুলিয়া যায়। পিতাও পুত্রকে অকথ্য ভাষায় সম্বোধন করে; পুত্রও পিতার সমক্ষে নব যুবতীকে গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে লজ্জা বোধ করে না। জ্যোৎস্না রজনী আসিলে যেন সকলে স্বর্গ হাতে পায়। যুবক যুবতী আখড়ায় উপস্থিত হইয়া মনের সাধে রাসক্রীড়া করিতে থাকে। বিবাহিত-রমণী নিজের স্বামীকে লইয়া আমোদ করে, কিন্তু অবিবাহিত যুবক যুবতী ক্ষণকালের জন্য কাণ্ডজ্ঞান ভুলিয়া যায়। লড়্কা কোলেরা স্থানে স্থানে মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষ ভোর এই উৎসব করে। কিন্তু মুণ্ডারি নামক কোল সম্প্রদায় কেবল মাঘী পূর্ণিমার দিন এই পর্ব্বে যোগ দেয়। কোলজাতির মধ্যে এমন আমোদের দিন আর নাই।

কোলজাতির বিশ্বাস এ সময়ে ভূতপ্রেত আসিয়া থাকে।

এই জন্ত বালকবালিকা যুবকযুবতী হাতে লাঠি লইয়া নাচ, গান ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পল্লী পর্য্যটন করে। ইহারা জানে এইরূপ করিলেই ভূতপ্রেত পলাইয়া যায়।

তৎপরে চৈত্রমাসে পুষ্পোৎসব। এই পর্ব্বকে লড়্কা-কোলেরা 'বহ্ বোঙ্গা,' ও মুণ্ডারিরা 'সরহল্' বলে। মধুমাসে চারিদিকে নানাজাতি ফুল ফোটে, বালিকারা সাজি ভরিয়া সেই সকল ফুল তুলিয়া আনে। ঘরদ্বার ফুলের মালা, ফুলের তোড়া ও ফুল দিয়া সাজায়। নিজে নিজেও সকলে ফুলসাজে সাজিয়া দুই দিন ধরিয়া অনবরত নাচে। এ সময়ের নাচ নানাপ্রকার, ভাবভঙ্গিমাও চমৎকার, এত রকম নাচ অনেকেই দেখে নাই, সভ্যসমাজও বোধ হয় জানে না। নাচিতে নাচিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, অমনি এক ঘটী মদ পান করে। তাহাতে উৎসাহ বাড়ে বই কমে না। এই পর্ব্বে প্রতি গৃহস্থ একটী করিয়া মোরগ বলি দেয়। তখন গ্রামের পুরোহিত বা কর্ত্তা ব্যক্তি তাহাদের দেশৌলি ঠাকুরের উদ্দেশে একটী মোরগ ও দুইটী মুরগী বলি দেয়। পলাস ফুল, চাউলগুঁড়ার রুটী ও তিল উৎসর্গ করিয়া ঠাকুরের পূজা দিয়া এই প্রার্থনা করে, "ঠাকুর আগামী বর্ষে যথাকালে যেন বৃষ্টি হয়, আমাদের পরিশ্রমের ধন শস্ত যেন ভাল হয়, বিপদে আপদে সকল সময় দৃষ্টি রাখিও।"

৩য়—জ্যৈষ্ঠমাসে ভমুরিয়া নামক পর্ব্ব। প্রথম ধান বুনিবার সময় এই পর্ব্ব হইয়া থাকে। বীজ রক্ষার জন্ত পূর্ব্বপুরুষ ও ভূতপ্রেতের পূজা দিতে হয়। ইহাতে কোলেরা একটী ছাগ ও একটী মোরগ বলি দেয়।

৪র্থ—আষাঢ় মাসে হরিবোঙ্গা বা হরিহর-উৎসব। এই পর্ব্বে দেশৌলি ও 'জাহিরবুড়ি'র উদ্দেশে পবিত্র উপবনে একটী মুরগী, এক কলসী মদ ও এক মুঠা চাউল দেওয়া হয়। অভিপ্রায় যে তাহাদের আশীর্ব্বাদে শস্তরক্ষা হইবে। পরমাসে 'বহতোলি বোঙ্গা' নামক উৎসব হয়। চাষীরা একটী মুরগী মারে। তাহার ডানা লইয়া একগাছি বাঁশের ডগায় বাঁধিয়া গোবরগাদায় বা শস্তক্ষেত্রে পুতিয়া দেয়। তাহারা বলে, এই পরব না করিলে কখনই শস্ত পাকে না। এই দিন আখড়ায় গিয়া স্ত্রীলোকেরা নৃত্যগীত করে। ছোট নাগপুরে হিন্দুরাও এই পর্ব্বে যোগ দেন।

তৎপরে ভাদ্রমাসে 'জুম নামা' নামক পর্ব্ব। এই সময় 'গোরা'-ধান পাকে, সিংবোঙ্গা অর্থাৎ সূর্য্যদেবকে এই নূতন ধানের চাউল ও একটী শাদা মোরগ উৎসর্গ করা হয়। তাহারা নূতন চাউল সিংবোঙ্গা ঠাকুরকে না দিয়া কখন আহার করে না।

তৎপরে ক্ষেত্র হইতে ধান গাছ কাটিয়া আনিবার সময় 'কলম্ বোঙা' নামক শেষ পরব হয়। এই পর্ব্বে দেশৌলিকে একটী মুরগী উৎসর্গ করিতে হয়।

এ ছাড়া 'পান' অর্থাৎ কেবল পুরোহিতের মধ্যে একটী উৎসব আছে, এই উৎসবনির্ব্বাহ জন্ত তাহাকে 'দালিক-তারি' অর্থাৎ খানিকটা নিষ্কর জমি দেওয়া আছে। এই পর্ব্বে মরঙ্গবুরুর উদ্দেশে দুই বর্ষ অন্তর একটী মুরগী, তিন বর্ষ অন্তর একটী ভেড়া এবং চারি বর্ষ অন্তর একটা মহিষ বলি দেওয়া হয়। [মুণ্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

১৮২১ খৃষ্টাব্দে লড়্কা কোলের সহিত বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়, অনেক কষ্টে ইংরাজসেনা কোলদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল। শেষ কোলদিগের সহিত এক সন্ধি হয়, তাহাতে কোলজাতি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে স্বীকার করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কোলহানের নিকটবর্ত্তী পুরহাটের চৌহানরাজের হইয়া লড়্কা কোলের বৃটীশরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু শেষে পুরহাটের রাজা শাসিত হইলে, ইহারাও আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। ধনুক, সড়কি, বিষাক্ত তীর ও কুঠার এই গুলি কোলদিগের যুদ্ধাস্ত্র। [কোলহান দেখ।]

কোল জাতির ভাষা স্বতন্ত্র। আর্য্যাবর্ত্ত কি দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষার সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই। ইহাদের মূল ভাষা সম্বন্ধে এখনও গোলযোগ চলিতেছে। কেহ বলেন, গোঁড় জাতির ভাষার সহিত ইহাদের কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। আবার কেহ বলেন, কিছুই সাদৃশ্য নাই। [গোঁড় দেখ।]

বুদ্ধগয়ার নিকটে বিস্তৃত প্রস্তরমণ্ডল ও গয়া জেলার কোঁচ গ্রামস্থ একটী মন্দির কোলজাতি কর্ত্তৃক গঠিত বলিয়া প্রবাদ আছে। ২ বেহারের গোঁড়ী জাতির একটী শাখা।

কোলক (পুং) কুল-ণ্বুল্। ১ অঙ্কোট বৃক্ষ, আখ্রোট গাছ। ২ বহুবার বৃক্ষ, বহুয়ার গাছ। (ক্লী) ৩ গন্ধদ্রব্য-বিশেষ, কাকলা। ৪ মরিচ। ৫ কক্কোল।

কোলকন্দ (পুং) কোলইব কন্দোঽস্য বহুব্রী। মহাকন্দ, কাশ্মীরদেশে পুটালু। পর্য্যায়—ক্রিমিঘ্ন, পঙ্গল, বক্রপঙ্গল, পুটালু, সুপুট, পুট-কন্দ। রাজনির্ঘণ্টের মতে, ইহার গুণ— কটু, উষ্ণ, ক্রিমিদোষনাশক, বমন ও ছর্দ্দিপ্রশমনকারী, বিষদোষনাশক।

কোলকর্কটিকা (স্ত্রী) কোলইব কর্কটিকা। মধুখর্জ্জুর।

কোলকর্কটী (স্ত্রী) মধুখর্জ্জুরিকা।

কোলকুণ (পুং) উকুন।

কোলগাঁও, বোম্বাইপ্রদেশের আহ্মদনগর জেলার শ্রীগোন্দে-তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। এখানে হেমাড়পন্থীদের কঙ্কেশ্বর নামে একটী বৃহৎ নবরত্ন মন্দির ও একটী ভগ্ন-শিবালয় আছে। মন্দিরটী প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার থামে ও গায়ে অনেক চিত্র বিচিত্র ও দেবমূর্ত্তি ছিল। কিন্তু নূতন চুণকাম করায় অনেক উঠিয়া গিয়াছে। এখানে প্রতি বুধবারে হাট বসে।

কোলগিরি (পুং) দক্ষিণদিকে অবস্থিত একটী পর্ব্বত।

"কৃৎস্নং কোলগিরিঞ্চৈব সুরভীপট্টনং তথা" (ভারত ২।৩০)

কোলাচলাদি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিকনাথ কোলাচলপর্ব্বতে বাস করিতেন বলিয়া কোলাচল শব্দটী মল্লিনাথের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। (বাচস্পত্য।) [কোল্লগিরি দেখ।]

কোলঘোণ্টা (স্ত্রী) একপ্রকার বদরী।

কোলদল (ক্লী) কোলং বদরীফলং তদ্বদ্দলমস্ত বহুব্রী। ১ নখী নামক গন্ধদ্রব্য। কোলস্য দলং ৬তৎ। ২ বদরীপত্র, কুলের পাতা।

কোলদ্বয় (ক্লী) কর্ষ, দুই তোলা।

কোলনাসিকা (স্ত্রী) কোলস্য শূকরস্য নাসিকা ইব। রক্মিণী-বৃক্ষ। কোন মতে কোলনাশিকা।

কোলপুচ্ছ (পুং) কোলস্য শূকরস্যেব পুচ্ছঃ। ১ কঙ্কপক্ষী। কোলস্য পুচ্ছ ৬তৎ। ২ শূকরের পুচ্ছ।

কোলমজ্জা [ন্] (পুং) কোলাস্থিশস্য, কুলের আঁটীর শাঁস। ইহার গুণ—মধুর, পিত্ত, ছর্দ্দি ও পিত্তনাশক।

কোলমূল (ক্লী) কোলং বদরীফলমিব মূলং। পিপ্পলীমূল।

কোলমূলা (স্ত্রী) পিপ্পলীমূল। (রাজনি°)

কোলম্বক (পুং) কুল-অম্বচ্ সংজ্ঞায়াং কন্। তন্ত্রী ভিন্ন বীণার সমুদায় অবয়ব। [কোলাম্ব দেখ।]

কোলরুণ (দেশীয় নাম 'কোল্লিড়ম্,' অপভ্রংশ 'কোল্লড়ম্' পর্ত্তুগীজেরা নাম দিয়াছে 'কোলরুন্।') মান্দ্রাজপ্রদেশস্থ কাবেরী নদীর প্রধান মোহানা। অক্ষা° ১০°৫৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮°৫১´ পূঃ, শ্রীরঙ্গদ্বীপের প্রান্তসীমায় ত্রিচীনপল্লীর পাচ ক্রোশ পশ্চিমে প্রধান খাঁড়ি রাখিয়া উত্তরপূর্ব্বদিকে প্রায় ৯৪ মাইল প্রবাহিত হইয়া ১১°২৬´ উঃ অক্ষাংশে এবং ৭৯° ৫২´ পূঃ দ্রাঘিমাংশে আচবরম্ নামক স্থানে বঙ্গোপ-সাগরে মিলিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে এই শাখানদী ছিল না। টলেমি এ অঞ্চলের অপরাপর নদীর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ডি ব্যারস্ 'কোলরুন্' নামে সমুদ্রকূলবর্ত্তী একটী স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে করমণ্ডল উপকূলে ভয়ানক জলপ্লাবন ঘটে, তাহাতে শত শত লোকের মৃত্যু হয়। 'কোল্লিড়ম্' শব্দের স্থানীয় অর্থ বধ্যভূমি। বোধ হয়, কোন সময়ে কাবেরীনদী জল-প্লাবনে আপনার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহাতে বোধ হয় বিস্তর লোক মরে, সেই জন্য এই স্রোতের নাম 'কোল্লিড়ম্' হইয়া থাকিবে। পর্ত্তু-গীজেরা বোধ হয় নিকটস্থ 'কোলরন্' নামক স্থান হইতে এই স্থানের নাম 'কোলরুন্' রাখিয়াছিলেন।

এখন কোলরুণ নদী বামধারে ত্রিশিরাপল্লী জেলা ও উত্তর আর্কট এবং দক্ষিণকূলে তঞ্জোররাজ্য রাখিয়া মধ্য-স্থলে সীমারূপে প্রবাহিত। নিকটবর্ত্তী স্থানে জলের সুবিধার জন্য কোলরুণ হইতে কতকগুলি আনিকাট ও খাল বাহির করা হইয়াছে। ইহাতে সকল সময়ে নৌকা চলে।

কাহারও মতে, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে তঞ্জোররাজ্যে লহর প্রস্তুত কালে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

কোলবল্লিকা (স্ত্রী) কোলবল্লী।

কোলবল্লী (স্ত্রী) কোলো বরাহস্তল্লোমসমা বল্লী। ১ গজ-পিপ্পলী। ২ শূকরপাদিকা। ৩ চব্য, চই। (রাজনি°।)

কোলব্রুক (মূলনাম 'হেন্‌রি টমাস কোলব্রুক।') একজন অতি প্রসিদ্ধ ইংরাজ পণ্ডিত। ইঁহার পিতার নাম সার্ জর্জ কোলব্রুক ও মাতার নাম মেরি। ইনি পিতার তৃতীয় পুত্র।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুন, লণ্ডননগরে কোলব্রুক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কখন সাধারণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই, ঘরে শিক্ষক রাখিয়া তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করি-তেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ফ্রান্সে প্রেরিত হন, যোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত তথায় অতিবাহিত করেন, এই সময়ে তাঁহার মনে ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হয়। তিনি ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত হইবার চেষ্টা করেন কিন্তু ইচ্ছাপূর্ণ হয় নাই। তাঁহার পিতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ডাইরেক্টর (তত্ত্বাবধায়ক) ছিলেন, তিনি আপন পুত্রকেও কোম্পানির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। কোলব্রুক প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বোর্ড-অব-একাউন্ট-কার্য্যালয়ে নিযুক্ত হন, তৎপরে ত্রিহুতের রাজস্ববিভাগে সহকারী কালেক্টর হইয়া গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন এবং তাঁহার নিকট হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লেখেন। এই সূত্রে তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার অনুরাগ জন্মে। কোম্পানীর কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, প্রথমে তাঁহার তৃষ্ণা মিটাইবার সুবিধা হয় নাই।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্ণিয়ায় বদলী হইলেন। এই সময়ে অবকাশ মত সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন ও বঙ্গীয় কৃষকগণের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিয়া হইতে নাটোরে গমন করেন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্স যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন, আজ আবার কোলব্রুক সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও শাস্ত্রীয় তত্ত্ব সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং প্রাচীনতম হিন্দুজাতির অসাধারণ অধ্যবসায় ও অপূর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞান অবগত হইয়া তাহার মন ক্রমশই উত্তেজিত হইয়া গভীরতম তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম 'সাধ্বী হিন্দুবিধবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাঙ্গালার উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিদর্শনে নিযুক্ত হন। এই বর্ষে লাম্বার্ট নামক কলিকাতার একজন বণিকের সাহায্যে বাঙ্গালার কৃষি ও বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা* সম্বন্ধে একখানি পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রচার করেন। এই গ্রন্থে বঙ্গীয় কৃষির অবস্থা এবং ভারত ও ইংলণ্ডের স্বাধীন বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেন।

বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে যে আইন হয়, তাহাতে লেখা থাকে যে মৌলবী ও পণ্ডিতগণ আদালতে ধর্ম্মশাস্ত্র বা আইন ব্যাখ্যা করিবেন এবং মোকদ্দমার রায় দিবার কালে বিচারকের সাহায্য করিবেন। তদনুসারে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের তত্ত্বাবধানে ৯ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মিলিয়া সংস্কৃত ভাষায় একখানি বৃহৎ ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহ প্রণয়ন করেন, তাহাই Code of Gentoo Law নামে ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বিচারপতিগণ ঐ গ্রন্থ দৃষ্টেই আবশ্যক মত রায় দিতেন। কিন্তু সার উইলিয়ম জোন্স ঐ গ্রন্থ দৃষ্টে গবর্ণমেণ্টকে বলেন, যে গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কলনের ভার দেন, কিন্তু অকালে মহাপণ্ডিত সার উইলিয়মের মৃত্যু হওয়ায় কোলব্রুকের উপর ঐ মহাকার্য্যের ভার অর্পিত হয়। এই সময়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বিবাদভঙ্গার্ণব নামে ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক তাহাই ৩ খণ্ডে ইংরাজী ভাষায় A Digest of Hindu Law on Contracts and Successions, from the Original Sanskrit নামে প্রকাশ করেন। তৎকালে তিনি কাশীর নিকটবর্ত্তী মির্জাপুরের বিচারকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কাশীর প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিত হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক পরামর্শ করিয়াছিলেন। কোলব্রুক সাহেব উক্ত গ্রন্থে যে সকল টীকা টিপ্পনী করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান কালেও আইন ব্যবসায়ী ব্যক্তিমাত্রেই অতি সম্মানের সহিত উক্ত গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংস্থাপিত হইলে কোলব্রুকও তাহার একজন অবৈতনিক সংস্কৃত অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি এই কলেজের ছাত্রদিগকে সময়ে সময়ে বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় পরীক্ষা করিতেন। তৎপরে তিনি সদর-দেওয়ানী-আদালত ও নিজামত-আদালতের প্রধান বিচারপতি হইলেন। কিছুদিন তিনি বোর্ড অব রেবিনিউ (Board of Revenne)র প্রেসিডেণ্ট, বড় লাটের সুপ্রিম কৌন্সিলের মেম্বর এবং এসিয়াটিক সোসাইটীর ডাইরেক্টর হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে অবস্থানকালে তিনি সময়ে সময়ে ভারতের জাতিতত্ত্ব (১), হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান (২), সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষা (৩), বেদতত্ত্ব (৪), জৈনমতসমালোচন (৫), ভারত ও আরবীয় রাশিচক্রবিভাগ (৬), সংস্কৃত শিলালিপিযুক্ত প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভের বিবরণ (৭), সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দোশাস্ত্র (৮), ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতানুসারে নক্ষত্রগণের গতিনির্ণয় (৯), ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের শিক্ষা জন্য সংস্কৃত পাঠ (১০), সংস্কৃত ব্যাকরণ (১১), অমরকোষ ও

---

* "Remarks on the Present State of the Husbandry and Commerce of Bengal, by a Civil Servant of the Company."

(১) "Examination of Indian Classes", (As. Res. Vol. V.)

(২) "Essays on the Religious ceremonies of the Hindus and of the Brahmans especially,"—(in As. Res. Vol. V. VII.)

(৩) "On the Sanskrit and Pracrit Languages" (VII.)

(৪) "On the Vedas, or Sacred Writings of the Hindus," (As. Res. VIII.)

(৫) "Observations on the Sect of Jains."

(৬) "On the Indian and Arabians Divisions of the Zodiac."

(৭) "On ancient Monuments containing Sanskrit Inscriptions"—(As. Res. IX.)

(৮) "On Sanskrit and Pracrit Prosody" (As. Res. X.)

(৯) On the Notion of the Hindu Astronomers concerning the Precession of the Equinoxes and Motions of the Planets." (As. Res. XII.)

(১০) "A Collection of Compositions in Sanskrit for the use of the Students of the College of Fort William, including the Hitopadesa, with Introductory Remarks," 4to.

তাহার ইংরাজী অনুবাদ (১২), হিন্দুদায়ভাগ সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ (১৩), প্রভৃতি তত্ত্ব ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন।

পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। বিলাতে গিয়াও তিনি ভারতের সংস্কৃত শাস্ত্র ভুলিতে পারেন নাই। সেখানে তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপন করেন। বিলাতে অবস্থান কালেও এই সমস্ত লিখিয়াছিলেন—হিন্দুদর্শন (১৪), ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীর ইংরাজী অনুবাদ (১৫), বৈদেশিক শস্ত আমদানীর কথা (১৬), প্রবন্ধমালা (১৭) ও সভাষ্য সাঙ্খ্যকারিকার ইংরাজী অনুবাদ (১৮)।

অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতে—"the Founder and father of true Sanskrit Scholarship in Europe" অর্থাৎ কোলব্রুকই য়ুরোপীয় মধ্যে প্রকৃত সংস্কৃত বিদ্যার প্রবর্ত্তক ও জন্মদাতা। বাস্তবিক কোলব্রুকের পূর্ব্বে তাঁহার ন্যায় য়ুরোপীয় কোন ব্যক্তি সংস্কৃত শাস্ত্রে গাঢ় প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যদর্শনে ভারতবাসীকেও মুগ্ধ হইতে হয়।

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ সারজন হর্সেলের মৃত্যুর পর কোলব্রুক সাহেবই বিলাতের জ্যোতিষ-সভার নেতা (President of the Astronomical Society) হইয়াছিলেন।

জ্বররোগে শয্যাগত হইয়া পণ্ডিতবর কোলব্রুক ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ ইহসংসার পরিত্যাগ করেন।

কোলশিম্বি (স্ত্রী) কোলপাদাকারা শিম্বিরস্যাঃ বহুব্রী। লতাবিশেষ, আলকুশী। পর্য্যায়—কৃতফলা, খট্বা, শূকরপাদিকা, কাকাণ্ডোলা, দধিপুষ্পা, কাকাণ্ডা, পর্য্যঙ্কপাদিকা। ইহার গুণ—বায়ুনাশক, গুরুপাক, উষ্ণ, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক। [আলকুশী দেখ।]

(১১) "Grammar of the Sanskrit Language," 1805.

(১২) "Amera Cosha, or Dictionary of the Sanskrit Language, by Amera Sinha, with an English Interpretation and annotation," 4to, Calcutta, 1808.

(১৩) "Two Treatises on the Hindu Law of Inheritance, translated from the Sanskrit." 4to, 1810.

(১৪) "On the Philosophy of the Hindus" (Trans. Roy. A-S. I. Vol. II)

(১৫) "Algebra with Arithmetic and Mensuration, from the Sanskrit of Brahmagupta and Bhascara," 4to, London 1817.

(১৬) "On the Import of Colonial Corn," 8vo. Lond. 1818.

(১৭) "Miscellaneous Essays or reprints of previously published papers and prefaces," 2 Vols. 8vo. London 1837.

(১৮) "Sankhya-Karika or Memorial Verses on the Sânkhya Philosophy, also the Bhâshya" &c. 4to, Oxford 1837.

কোলশিম্বী (স্ত্রী) কোলশিম্বি ঙীষ্। কোলশিম্বি।

কোলপ (স্ত্রী) ১ কোলিবৃক্ষ, কুলগাছ। ২ পিপ্পলী। ৩ চই।

কোলহান, বাঙ্গালা প্রদেশের সিংহভূম জেলার অন্তর্গত বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের একটী খাস মহল। পরিমাণ ১৯০৫ বর্গমাইল, ৮৮৩ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত।

কোলহানে সর্ব্বত্রই হো নামক কোলজাতি বাস করে, এই জন্য কেহ কেহ ইহাকে 'হোদেশম্' বলে। এখানে ৫ হইতে ২০ খানি গ্রাম লইয়া এক একটী পীরহি (পীর বা পরগণা)। প্রত্যেক গ্রামে একজন মণ্ডল বা প্রধান থাকে। রাজস্ব আদায় ও অপরাধীর অনুসন্ধান করিয়া দিতে এই মণ্ডলেরা বাধ্য। তাহাদের উপর প্রত্যেক পীরে এক একজন মাঝি (মাণিক ?) থাকে। মণ্ডলেরা ঐ মাঝির নিকট অপরাধীকে হাজির করে বা রাজস্ব আদায় করিয়া দেয়। গবর্ণমেণ্ট মাঝির নিকট সকল বিষয় বুঝিয়া লন। রাজস্ব আদায় করে বলিয়া মাঝি দশ ভাগের এক ভাগ ও মণ্ডল ছয় ভাগের এক ভাগ কমিসন লইয়া থাকে।

কোলহানের সামাজিক বা জমিসম্বন্ধীয় গোলযোগ মাঝি ও মণ্ডলেরাই মিটাইয়া থাকে। [কোল দেখ।]

কোলহার, বোম্বাই প্রদেশের আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী বিস্তৃত বাণিজ্যপ্রধান নগর। প্রবরা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে প্রতিবর্ষে পৌষমাসে ১৫ দিন ধরিয়া মেলা হয়।

কোলা (স্ত্রী) কুল-জলাদিত্বাৎ ণঃ ততষ্টাপ্। ১ কোলিবৃক্ষ। ২ পিপ্পলী। ৩ চব্য। ৪ কোলাপুর।

কোলাকোলি (দেশজ) পরস্পর আলিঙ্গন।

কোলাঞ্চ (পুং) [বহু] দেশবিশেষ। আদিশূর ঐ দেশ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আনয়ন করেন। [কান্যকুব্জ দেখ।]

কোলাতি (কোলহাতি, কোল্হাটি, অপর নাম ডোম্বারি।) দাক্ষিণাত্যের বাজিকর সঙ্করজাতিবিশেষ। ইহারা বলে, কোলা নামে একজন নট ছিল, তেলির ঔরসে ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে তাহার জন্ম। সেই কোলানটই ইহাদের আদিপুরুষ। পুণা, সাতারা বেলগাঁও, শোলাপুর, আহ্মদনগর প্রভৃতি জেলায় এই জাতি দেখা যায়। পুণা জেলায় ইহাদের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে—ডুকর বা পোত্রী কোলহাতি ও পাল বা কাম-কোলহাতি। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আহার ব্যবহার ও বিবাহে আদান প্রদান প্রচলিত নাই। ইহারা যেমন সঙ্কর জাতি, ইহাদের ভাষাও তেমনি সঙ্কর—কর্ণাটী, মরাঠী, গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী মিশ্রিত। ইহারা খড়োঘর বা খোলার ঘরে বাস করে। ডুকর কোল্হাতিরা শূকর ও গোবাক

খায়। অপর কোলহাতিরা মদ্য ও সকল প্রকার মাংস খায় বটে, কিন্তু শূকর ও গোমাংস খায় না।

পুণা ও সাতারা জেলার কোলহাতিরা দেখিতে মন্দ নয়, কাহারও কাহারও রঙ বেশ ফর্সা, চক্ষু ও চুল কাল। বিশেষতঃ ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অনেকটা সুশ্রী ও হাবভাব-বিশিষ্ট। শোলাপুর প্রভৃতি স্থানের কোলাতিরা দেখিতে কাল, তবে চালাক, চতুর ও পরিশ্রমী। কোলহাতি-রমণীরা অধিকাংশই বেশ্যা, অনেকেই নাচ গান করে ও নেকৃড়ার পুতুল করিয়া বেচে।

ইহাদের গৃহস্থ রমণীদের তেমন বড় একটা অলঙ্কার থাকে না। কিন্তু যাহারা বেশ্যাবৃত্তি করে, তাহাদের অলঙ্কার ও সাজ গোজের অভাব নাই, তাঁহারা বেশ্যাসুলভ বাহার দিতে কিছু ভালবাসে। ইহাদের গুণের মধ্যে অপরের কন্যাচুরি কাজটা কিছু ভয়ানক। কন্যা চুরি করিয়া আনিয়া যথাকালে তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি শিক্ষা দেয়।

এই জাতি বহুদিন একস্থানে থাকেনা। অনেকেরই ছোট ঘোড়া ও খচ্চর থাকে, তাহাদের পিঠে আবশ্যক মত জিনিষ পত্রের বোঝা দিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। পথে ঘাটে তাঁবু খাটাইয়া তাহাতেও বাস করে, সঙ্গে এক প্রকার মাদুর থাকে, তাহাতে বসাও যায়, আবার সময়ে সময়ে তাঁবু হয়। ভ্রমণকালে দড়িবাজী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। কেহ কাহারও চাকরি করে না, চাকরি করিলে সমাজচ্যুত হয় অথবা অর্থদণ্ড দিতে হয়।

সকল হিন্দু দেবদেবী ও মুসলমান পীরের ভক্তি শ্রদ্ধা করে। বীরদেব ও মারী (অর্থাৎ ওলাউঠা) দেবী এই জাতির প্রধান উপাস্য। ইহারা প্রধানতঃ শৈব। দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পুরোহিত। ডাইন, যাদু ও মন্ত্রতন্ত্রে সকলেরই বিশ্বাস আছে। উৎসবের সময় মদ আর মাংসই প্রধান খাদ্য। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রসূতি ৪ দিন অশুচি অবস্থায় আঁতুড় ঘরে থাকে, পঞ্চম দিনে ষষ্ঠী পূজা এবং প্রসূতি স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। কোথাও ১৩ দিনে কোথাও বা জন্মের ৫ সপ্তাহ পরে ব্রাহ্মণ আসিয়া শিশুর নামকরণ করেন। আহ্মদনগর প্রভৃতি জেলায় শিশু একটু বড় হইলে যোষী ব্রাহ্মণ আসিয়া বালকের কপালে সিন্দুরের টিপ দিয়া পৈতা দেন। স্থানে স্থানে ষষ্ঠীপূজা, নামকরণ ও পৈতার দিনে এক একটী মহিষ-বলি হয়।

ইহারা ২৫ বর্ষের পূর্ব্বে পুত্রের ও ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেয়। পাঁচদিন বিবাহ উৎসব হয়। বরের পিতা প্রথমে এক ঠোঙ্গা চিনি দিয়া কন্যার মুখ দেখিয়া যায়। তাহার সঙ্গে যাহারা যায়, কন্যাকর্ত্তা তাহাদিগকে মদ খাইতে দেয়। বিবাহের প্রথম দিন ঢোল বাজাইয়া দেবকপূজা, দ্বিতীয় দিনে গায়ে হলুদ, ৩য় ও ৪র্থ দিনে কেবল ভোজ ও একটু একটু মদ্যপান, পঞ্চম দিনে বিবাহ। বর বিবাহ করিতে আসিলে বরকন্যাকে আটচালায় বসাইয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। কোলাপুর জেলায় বর-কন্যাকে মুখামুখী করিয়া একখানি চৌকির উপর দাঁড় করায়। ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করিয়া উভয়কে ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, ইহা হইলেই পতি পত্নী সম্বন্ধ দৃঢ় হইল। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

কন্যার প্রথম ঋতু হইলে সে পাঁচদিন এক স্থানে বসিয়া থাকে। ষষ্ঠদিনে স্নান করে ও তাহার কোলে খেজুর, হলুদ, নারিকেল টুক্‌রা ও মুটকি (গমের পিঠা) প্রত্যেক পাঁচখানি করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে কন্যা ইচ্ছা করিলে বেশ্যা হইতে পারে অথবা স্বামীর গৃহ শোভা করিতে পারে। বেশ্যা হইবার ইচ্ছা থাকিলে আত্মীয় কুটুম্বের ভোজ দিতে হয় এবং সকলের সমক্ষে 'বেশ্যা হইব' এই কথা জানাইতে হয়। বেশ্যার পুত্র এক স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হয়। তাহাদের সহিত পিতার ঔরসজাত পুত্রের বিবাহ হয় না।

ইহারা মৃত ব্যক্তির গোর দেয়। গোর দেওয়ার পর ৩য় দিনে গোরস্থানে মৃতের স্মরণার্থ একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করে ও বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হয়। ছয়মাস পরে আবার একটী ভোজ দিতে হয়।

ইহাদের পঞ্চায়ত আছে, সামাজিক কলহ বিবাদ পঞ্চায়তে নিষ্পত্তি হয়।

কোলানি (দেশজ) অভ্যর্থনা।

কোলাপুর (কোল্‌হাপুর)—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ১৬°৫৮´ ও ১৭°১১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৭৫´ ও ৭৪°২৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার প্রধান নগর কোলাপুর, অক্ষা° ১৬°৪২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪°১৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। কোলাপুর রাজ্যের উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বদিকে সাতারা, পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে বেলগাঁও জেলা, পশ্চিমে সাবন্ত-বাড়ী ও রত্নগিরি। ইহার উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বসীমা দৈর্ঘ্যে ৪৮ ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় ৩৩ ক্রোশ হইবে। পশ্চিম-দিকের ঘাটপর্ব্বত হইতে ইহার ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া পূর্ব্বদিকে সমতল হইয়া গিয়াছে। এই জন্য অনেকগুলি নদী পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া কোলাপুর দিয়া কৃষ্ণানদীতে মিলিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে উর্ণা নদীই প্রধান।

ভূমি অধিকাংশ পর্ব্বতময়। স্থানে স্থানে উর্ব্বরা ভূমিও আছে। অধিবাসীরা অধিকাংশ মরাঠা, রামোশি ও ভীল।

পূর্ব্বে চালুক্য রাজাদিগের অধীনে সিলহার-বংশীয় রাজগণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। পরে মরাঠাদিগের অধিকৃত হয়। মহারাষ্ট্রবীর শিবজীর পুত্র রাজারাম হইতেই বর্ত্তমান রাজবংশের উৎপত্তি। শম্ভুজীর পুত্র শাহজী যখন দিল্লীতে বন্দী হইয়া যান, তখন রাজারাম রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র শিবজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিন পরে শাহজী কারামুক্ত হইয়া আসিলে শিবজী তাঁহাকে রাজ্য ছাড়িয়া দিতে আপত্তি করেন। উভয়ে বিবাদ চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে শিবজীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র শম্ভুজীর সহিত শাহজীর সিংহাসন লইয়া বিবাদ চলিতে থাকে। কিছুদিন পরে এইরূপ মীমাংসা হইল যে শম্ভুজী নিজের জন্য কেবল কোলাপুর ও তদন্তর্গত প্রদেশগুলি রাখিয়া শাহজীকে মহারাষ্ট্র রাজ্যের অপর সমস্ত ছাড়িয়া দিবেন। মহারাষ্ট্ররাজ্য এইরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইলে শাহজী রাজা হইয়া কোলাপুরে রাজ্য স্থাপন করিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে শম্ভুজীর মৃত্যু হয়। শম্ভুজী নিঃসন্তান বলিয়া তাহার বিধবা শিবজী নামে এক দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার নামে নিজে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতে রাজ্য মধ্যে স্থল ও জলপথে দস্যুদিগের উৎপাত বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজা নিজেই কতকগুলি বোম্বেটিয়া জাহাজ রাখিতেন। সমুদ্র-পথে বিদেশ হইতে জাহাজ আসিলে ইহারা তাহা লুট করিত। এই দস্যুদল দমন করিবার জন্য ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহাতে মালবানের দুর্গ ইংরাজেরা অধিকার করিয়া লন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী সন্ধি স্থাপিত হইলে কোলাপুরের রাজাকে দুর্গটি ফিরিয়া দেওয়া হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সার আর্থর ওয়েলেস্‌লি যখন দাক্ষিণাত্যের বন্দোবস্ত করেন, তখন কোলাপুররাজ শিবজী তাঁহাকে বলেন, যে পেসবা তাঁহার রাজ্যের কতক অংশ অধিকার করিয়া আছেন। ওয়েলেস্‌লি বলেন, যে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া মিটাইয়া দিবেন। কিন্তু কোলাপুররাজ সেই অছিলায় পেসবার রাজ্য আক্রমণ করেন। ওয়েলেস্‌লি সেই সূত্রে বোম্বেটিয়াদিগকে দমনের বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনেকবার চেষ্টা হইল, দস্যুরা আর করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, কিন্তু তথাপি নিবৃত্ত হইল না। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কোলাপুরের রাজা শিবজীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই শম্ভুজী আপ্পা সাহেব নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইংরাজেরা যখন পেসবার সহিত যুদ্ধ করেন। আপ্পা সাহেব তখন ইংরাজ-দিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ইংরাজেরা তাঁহাকে চিকোরি ও মুনোলি নামক দুটী জেলা দান করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি হত হন। তাঁহার পুত্র আব্বাসিংহ সিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু এক বৎসর পর তিনিও হত হন। রাণী ইরাবাইর গর্ভের তাঁহার একটী শিশু সন্তান ছিল, লোকে তাঁহাকে দেওয়ান বলিত। আব্বাসিংহের ভ্রাতা বাবা সাহেব গদি অধিকার করিয়া বসিলেন। অল্পদিন পরেই আব্বাসিংহের শিশুসন্তানের মৃত্যু হওয়ায় বাবা-সাহেব রাজা হইলেন। নিজ রাজ্যে অত্যাচার ও পার্শ্বস্থ সামন্তগণের উপর আক্রমণ করাতে ইংরাজ কোম্পানিকে রাজার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতে হয়। রাজা বশ্যতা স্বীকার করিলে একটী সন্ধি হয়। কিন্তু ইংরাজ-সৈন্য রাজ্য ছাড়িয়া আসিবামাত্র বাবা-সাহেব আবার সৈন্যসংগ্রহ করিয়া নিকটস্থ সামন্ত ও সর্দ্দারগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। আবার ইংরাজসেনা প্রেরিত হইল। আবার রাজা বশ্যতাস্বীকার করিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে একটী ও ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আর একটী সন্ধি হইল। তাহাতে তাঁহার কার্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য একদল ইংরাজসৈন্য কোলাপুরে রহিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিজের একজন লোককে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু মন্ত্রী রাজাকে পুনরায় অত্যাচার করিতে পরামর্শ দেওয়ায় আবার অত্যাচার আরম্ভ হইল। শেষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রীকে তাড়াইয়া দিয়া সুবন্দোবস্ত করিয়া সৈন্য উঠাইয়া লইয়া আসেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে বাবা সাহেবের মৃত্যু হয়। তাহার দুই স্ত্রীর গর্ভে দুইটী ছোট ছোট পুত্র সন্তান ছিল। তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবজীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইল। ইহাকেও লোকে বাবাসাহেব বলিত। বাল্যাবস্থায় ইহার মাতা কিছুকাল রাজকার্য্য চালাইয়া ছিলেন। পরে পূর্ব্বোক্ত দেওয়ানের মাতা ও আব্বাসিংহের পত্নী ইরাবাইয়ের উপর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের শাসনেও অনেক গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিজ তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণ-পণ্ডিতকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া রাজার নাবালক পর্য্যন্ত রাজ-কার্য্য চালাইতে থাকেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইরাবাইয়ের কর্ম্মচারীরা বিদ্রোহী হইল। ইংরাজগবর্ণমেণ্ট সেনা পাঠাইয়া বিদ্রোহ দমন করেন।

শেষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিজেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দুর্গগুলি ভূমিসাৎ করা হয়। রাজার সৈন্যাদি যাহা ছিল, তাহাদিগকেও জবাব দেওয়া হইল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রাজা শিবজীকে রাজ্যভার দেওয়া হয়। সন্ধি হইল যে তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করিবেন না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট রাজা শিবজীর মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র সন্তান হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নাগুজিরাও-পতনকার নামক একটী বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। শিবজীর মৃত্যুর পর এই বালক রাজারাম নাম গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

রাজারাম ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ভ্রমণ করিতে যান। পথে ইটালীর অন্তর্গত ফ্লরেন্সনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র পঞ্চম শিবজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য একজন ইংরাজ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজকুমার প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের অভ্যর্থনা করিবার জন্য বোম্বাই গমন করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লির দরবারে কে সি এস আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার নাম এখন মহারাজ সারশিবজীরাও ভঁসলে ছত্রপতিমহারাজ দাম-আল্‌তা-ফহু কে সি এস আই। ইঁহার সম্মানার্থ ১৯টী তোপ হয়। রাজ্যে একজন পলিটিকাল এজেণ্ট আছেন।

বাউরা, দাতাবাদ, জুচাল কুরঞ্জী, কাগাল (৪ অংশ), কাপসি, তোরগল ও বিশালগড় নামক স্থানে এক একজন সামন্ত আছেন, ইহারা সকলেই কোলাপুরের রাজাকে কর দিয়া থাকেন।

কোলাম্ব (দেশীয় তামিল নাম 'কোল্লম্‌', ইংরাজেরা কুইলন Quilon বলে) ত্রিবাঙ্কুড়রাজ্যের কুইলন্ তালুকের অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন নগর ও বন্দর।

পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি 'Elangkon Emporium', পুরাতন সিরীয়ভাষায় লিখিত একখানি গ্রন্থে কোলম্ (Kaulam'), (১), ৮৫১ খৃষ্টাব্দে আরবজাতি কর্ত্তৃক কোলম্‌মলয়্ (২), ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে পালেস্তিন্-নিবাসী একজন ভ্রমণকারী কর্ত্তৃক 'চুলম্' (৩), ১২৮০-১২৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মার্কপোলো কর্ত্তৃক 'কুউলন্' বা 'কোইলম্' (৪), সময়ে সময়ে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা 'কুলম্' বা 'কোলম্' (৫) এবং খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টান মিসনরী কর্ত্তৃক 'কলম্বিও' ও 'কলম্বো' (৬), নামে বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে ও প্রাচীন তাম্রশাসনে কোলম্ব বা কোলাম্ব নামেই বর্ণিত আছে। কবি লক্ষ্মীদাস রচিত 'শুকসন্দেশ' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

'লোকত্রয্যামখিলতনুভৃল্লোচনৈকাবলম্বে
কোলাম্বেঽস্মিন্ ক চ ন ভবতুঃ কোঽপি মা ভূদ্বিলম্বঃ।
অল্পীয়স্যামপি পরিচিতাবন্যদেশাতিশায়ি-
স্যাশ্চর্য্যাণামহমহমিকা কস্য কর্ষেন্ন চেতঃ॥"

পূর্ব্বসন্দেশ ৫৬ শ্লোক।

ইহার নাম 'কোলাম্ব' কেন হইল? এ সম্বন্ধে কেহ এখন নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। স্কন্দপুরাণে কুমারিকাখণ্ডে (৪৫ অঃ) ও সহ্যাদ্রিখণ্ডে (১৩৩।৬৯) কোলাম্বাদেবীর নাম পাওয়া যায়। কেরল অঞ্চলে এখনও অনেকে কোলাম্বাদেবীর পূজা করেন। বোধ হয়, এই কোলাম্বাদেবীর নাম হইতে কোন সময়ে 'কোলাম্ব' নগরের নামকরণ হইয়া থাকিবে।

৮২৫ খৃষ্টাব্দে ২৫এ আগষ্ট, ত্রিবাঙ্কুড়ের কোলাম্ব-অব্দ আরম্ভ হয় (৭)। কেহ অনুমান করেন, এই অব্দ হইতে 'কোলাম্ব' নগরের উৎপত্তি। কিন্তু ইহা সমীচন বলিয়া বোধ হয় না। কোলাম্ব অতি প্রাচীনকাল হইতে জনাকীর্ণ নগর ও বাণিজ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, টলমি প্রভৃতি প্রাচীন ভৌগোলিক ও ভ্রমণকারীগণের গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে এখানে সিরীয়ক খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মমন্দির স্থাপিত হয়। ৬৬০ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানধর্ম্মাত্মা যেসুজবস্ (Jesujabus, Nestoriou Patriarch of Adiabene) এইখানে প্রাণত্যাগ করেন।

সিরীয়ভাষায় লিখিত আছে, ৮২৩ খৃষ্টাব্দে সিরীয়ার মিসনরীরা আসিয়া এখানকার চক্রবর্ত্তী-রাজের অনুমতি লইয়া এখানে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন।

১০১৯ খৃষ্টাব্দে এই নগরটী পুনরায় নির্ম্মিত হয়। প্রবাদ এইরূপ—খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক সেণ্টটমাস্ এখানেও একটী উপাসনা-মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে জোর্দনস্ এখানকার প্রধানযাজক (Bishop) ছিলেন। উক্ত সময়ের

(১) Land's Anecdota Syriaca. p. 27.

(২) Relation des Voyages &c, par M. Reinaud, I. 15.

(৩) Benjamin of Tudela, in Early Travellers in Palestine, 114-115.

(৪) Chinese Annals quoted by Panthier, Marco Polo, II. ch. 603; Yule's Marco Polo. Bk. III. ch. 22

(৫) Elliot's Muhammadan Historians, Vols. I. p. 68, III, 32.

(৬) Odorici Raynaldi Ann. Eccles. V 455; Friar Odoric in Cathey, p 71.

(৭) Journal of the Royal As. Soc. Vol. XVI. p. 402.

আবার কেহ বলেন, ৮২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কোলাম্ব অব্দ প্রথম আরম্ভ। (Yule's Glossary, p. 569.)

ডাক্তার হণ্টরের মতে, ১০১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রথম কোলম্ব-অব্দ আরম্ভ। (W. W. Hunter's Imperial Gazetteer; Vol. XI. p. 339.)

অনেক পূর্ব্ব হইতে এখানে অনেক হিন্দুদেবালয় ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা এখানে একটী কুঠি ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দেড়শত বর্ষ পরে ওলন্দাজেরা ঐ দুর্গ অধিকার করেন। সময়ে সময়ে এই নগর কোচীন, কলিকুইলন্ ও ত্রিবাঙ্কুড়ের অধীন হইয়াছিল। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুড়ের রাজা নগর অবরোধ করেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার রাজা বশীভূত হইলেন। ১৮০৩ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে কয়েকদল ইংরাজসেনা থাকিত। এখন কেবল একদল দেশীয় সৈন্য আছে।

খৃষ্টীয় পূর্ব্বাব্দ হইতে এই বন্দর একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থান বলিয়া বিখ্যাত। পূর্ব্বকালে এই বন্দরে সর্ব্বাপেক্ষা মরিচের আমদানী ও রপ্তানী হইত। এখানকার প্রাচীন হিন্দু ও বিদেশীয় বণিকেরা বঙ্গ, পেগু ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে পাদ্রী জর্দনস্ (Friar Jordanus) লিখিয়াছেন, 'আমি যখন কোলাম্বে ছিলাম, এখানে বাদুড়ের ন্যায় পাখাযুক্ত দুইটী ইন্দুর দেখিয়া ছিলাম।' (Mirabilia Descripta, p. 29.)

কোলাম্বা (কোলম্বা), দাক্ষিণাত্য প্রসিদ্ধ একদেবী। স্কন্দপুরাণে কুমারিকাখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, নন্দাদিত্যের নিকট গুপ্তক্ষেত্রে বিশ্বমাতা কোলাম্বাদেবী বিরাজ করেন।

"অপরা চাপি কোলাম্বা মহাশক্তিঃ সনাতনী।
কোলরূপী যয়াবিষ্টঃ কেশবশ্চোজ্জহারগাম্।"

দেবর্ষি নারদ আরাধনা করিয়া ভদ্রাদিত্যের নিকট কোলাম্বাদেবীকে স্থাপন করেন। (কুমারিকা ৪৫ অঃ)

সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে, প্রিয়র্ষি-গোত্রীয় দক্ষিণাপথের রাজগণ এই কোলাম্বাদেবীর ভক্ত ছিলেন। (সহ্যাদ্রিখং পূর্ব্বার্দ্ধে ৩৩।৬৯)

পুণাজেলার ভীমা উপত্যকায় কোটেলগড়ের ১ ক্রোশ দক্ষিণে কোলাম্বা নামে এক গিরিপথ আছে।

কোলার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর, বিজয়পুর হইতে ১৩ ক্রোশ দক্ষিণে অক্ষাং ১৬°২৬´ উঃ ও দ্রাঘিং ৭৫°৪৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

২ মহিসূরের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষাং ১৩°৮৫´´ উঃ, দ্রাঘিং ৭৮° ১০´ ১৮´´ পূঃ মধ্যে বঙ্গালুরের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে সোণা উঠিয়া থাকে; কিন্তু তাহা বাহির করিতে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হয় বলিয়া ব্যবসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখানে প্রধানতঃ মরাঠা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বকালিগ, বিদর ও বনিজিগ প্রভৃতি জাতির বাস। জৈন ও লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় বড় অধিক নহে। এখানে নীল দুর্গের পাহাড়ে একটী সুদৃঢ় দুর্গ আছে। এই দুর্গ ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ১৯এ অক্টোবর ইংরাজের অধিকারে আইসে।

কোলাবা (কুলাবা, কোলাম্বা) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কোঙ্কণবিভাগের অন্তর্গত একটী দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন জেলা। অক্ষাং ১৭°৫´ উঃ ও দ্রাঘিং ও ৭৩°১৮´৫০´৪২´´ হইতে ৭৩°৭´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরদিকে বোম্বাই হইতে পূর্ব্বদিকে ঠাণা জেলা, দক্ষিণে ঝিঞ্জিরা ও পশ্চিম দিকে আরবসাগর। পূর্ব্বে অনুর্ব্বর পার্ব্বতীয় ভূমি বলিয়া এই স্থানের তত আদর ছিল না। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রবীর শিবজী কোলাবা অধিকার করেন। এখান হইতে বোম্বেটিয়াগণ সমুদ্রপথে যে সকল জাহাজ যাইত, তাহা লুট করিত। শিবজীর মৃত্যুর পর এই স্থান হইতে অঙ্গ্রিয়াবংশে এইরূপ সামুদ্রিক দস্যুবৃত্তি চলিতে থাকে। দস্যুবৃত্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় য়ুরোপীয় জাহাজের এই প্রদেশে আগমন বড়ই বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিল। ব্যতিব্যস্ত হইয়া ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ নৌসেনার তিনখানি জাহাজ ও একদল পর্ত্তুগীজ সেনা আসিয়া অঙ্গ্রিয়াদুর্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে রঘুজী অঙ্গ্রিয়ার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। ইংরাজেরাও তাঁহাকে অন্যান্য শত্রু হইতে রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রঘুজীর মৃত্যু হয়। তাঁহার এক পত্নী তখন গর্ভবতী ছিলেন। কিছুদিন পরে একটী সন্তান হইল। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় অঙ্গ্রিয়া বংশের আর কেহ উত্তরাধিকারী রহিল না। কএকটী জারজ পুত্র রাজা হইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাদের আশা ফলবতী হয় নাই। রাজ্যটী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট খাস করিয়া লইলেন। গবর্ণমেণ্ট অঙ্গ্রিয়ার বংশীয়দিগকে এখনও পেনসন্ দিয়া থাকেন। এই রাজ্যে সেগুন ও অন্যান্য কাষ্ঠ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

কোলাসুর (পুং) ১ একজন অসুর। যোগিনীতন্ত্রে ১৭ পটলে বর্ণিত আছে যে—কোন সময় বিষ্ণু অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি ব্রহ্মশাপ হয়। ব্রহ্মশাপে বিষ্ণুর শরীরে পাপ আশ্রয় করে। তিনি সেই পাপে নিতান্ত কাতর হইয়া হিমালয়ের নিকট অষ্টাক্ষরী কালীমন্ত্র জপ করিয়া কালীর উপাসনা করেন। কালী সন্তুষ্ট হইলে বিষ্ণুর হৃদয় হইতে সেই পাপ অসুররূপ ধারণ করিয়া বাহির হয়। সেই অসুরই কোলা নামে বিখ্যাত। অসুর দিন দিন দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিল, ক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি বড় বড় দেবগণকেও তাহার নিকট

পরাজিত হইতে হইয়াছিল। কোলা সকল দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া কোলাপুরে বাস করে। শেষে কালীই কোলাসুরকে মারিবার চেষ্টা করেন। তিনি বালিকামূর্ত্তি ধারণ করিয়া কোলার রাজধানীতে যাইয়া এই প্রকারে আত্মপরিচয় দেন যে, তিনি একটী মাতৃপিতৃহীনা বালিকা, ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া কোলার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। কোলা অসহায়া বালিকাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। বালিকা আহার করিতে বসিলেন। কোলা সব খাদ্য আনিয়া দিতে লাগিলেন। কোলা যাহা কিছু দিতে লাগিল, বালিকা মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহা উদরসাৎ করিতে লাগিলেন। কোলা যখন আর খাবার আনিয়া দিতে পারিল না, তখন বালিকা কোলার ধনাগার, ঘোড়া, হাতী, রথ ও সৈন্য খাইতে লাগিলেন, পরিশেষে বন্ধুবান্ধবের সহিত কোলাকে উদরসাৎ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

২ ছোটনাগপুর অঞ্চলের অসুরজাতির একটী শ্রেণী। প্রধানতঃ সরগুজা ও লোহার ডাঙ্গায় অসুরজাতি বাস করে। ইহারা লোড়া ও অঙ্গারিয়া নামেও খ্যাত। অসুর জাতির মধ্যে পাঁচটী শ্রেণী ও ১৩টী গোত্র বা কুল আছে। শ্রেণীর নাম—কোলাসুর, লোড়াসুর বা লোহাসুর, পাহাড়িয়াসুর, বিরজিয়া ও অগোরিয়া বা অঙ্গোরিয়া কুলের নাম অইন্দ (বাইন মাছ), কচুয়া (কচ্ছপ), কৈঠার (চিচিঙ্গাশাক), কের্কেটা, নাগ, মকৃক্ষয়ার (মাকড়সা), তিরক, তোয়া, রোটে (বেঙ), বরও (বরাহ), বাঁশরিয়ার (বাঁশ), বেলিয়ার (বেলফুল)। ইহাদের মধ্যে মাঝি ও পরজা এই দুই উপাধি দেখা যায়।

পুরাণে বিন্ধ্যাচলবাসী যে সকল অসুরের উল্লেখ আছে, ইহাদিগকে অনেকটা সেই জাতি বলিয়া বোধ হয়। মুণ্ডা নামক কোল শ্রেণীরা বলে, যে সিংবোঙ্গা অসুরজাতিকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। বাস্তবিক বর্ত্তমান অসুরজাতি পূর্ব্বে যে সকল স্থানে বাস করিত। এখন সেই সকল স্থান কোলেরা অধিকার করিয়াছে। মুণ্ডা হইতে উত্যক্ত হইয়া ইহারা পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা অসুরেরাও সময়ে সময়ে বলিয়া থাকে। মানবতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, ইহারাও ভারতের অতি আদিম অধিবাসী। ইহারাও কোলদেবতা সিংবোঙ্গার পূজা করিয়া থাকে। পাহাড় ও ভূতপ্রেতেরও সময়ে সময়ে পূজা দেয়। খনি হইতে লোহা তুলিয়া বিক্রয় করে। কেহ কেহ লোহার জিনিস গড়ে।

ইহাদের এক কুলে বা এক গোত্রে বিবাহ হয় না। প্রায় বয়স্থা হইলেই কন্যার বিবাহ হয়। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ও পত্নীত্যাগ খুব প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকের স্বভাবচরিত্র তেমন ভাল নয়, অনেকেই নাচ গান করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। বাঙ্গালা-বিভাগের মধ্যে প্রায় তিনহাজার অসুরের বাস আছে। [মুণ্ডা দেখ।]

কোলাহল (পুং) কোল একীভূতাব্যক্তশব্দবিশেষ তং আহলতি কোল-হল অচ্। ১ অস্পষ্ট, অনেক লোকের উচ্চশব্দ, কল কলধ্বনি, গোল। পর্য্যায়—কলকল, কালকীল।

"ততো হলহলাশব্দঃ পুনঃ কোলাহলো মহান্।
মহান্ রাক্ষসনাদস্তু পুনস্তূর্য্যরবো মহান্।" (রামায়ণ ৩।৩১৪)

কোলি, বোম্বাই প্রদেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। কোলিরা নিজে বলে কুল অর্থাৎ বংশবিভাগ অনুসারে প্রধানতঃ যাহাদের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে, তাহারাই কোলি। কুণ্‌বী অর্থে কুটুম্ব—অর্থাৎ এক পরিবার ধরিয়া যাহাদের শ্রেণীবিভাগ তাহারাই কুণ্‌বী। এই কুণ্‌বীর সহিত পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্য ইহারা 'কোলি' নামে খ্যাত। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণেরা বলেন, বেণরাজের বাহুমন্থনে যে নিষাদ জাতির উৎপত্তি হয়, সেই নিষাদ জাতি হইতে উৎপন্ন যে কিরাত জাতির কথা পুরাণে দেখা যায়, ইহারা সেই কিরাত জাতি। কোলিরা বলে, তাহারা রামায়ণকার মহর্ষি বাল্মীকির বংশোদ্ভব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ইহারাও কোলজাতির একটী শাখা। ডাইওনিসিয়াস ও ইবন্ খুরদাদ স্ব স্ব গ্রন্থে ইহাদের বিবর উল্লেখ করিয়াছেন। খুরদাদ ইহাদিগকে উত্তর মলবারবাসী বলিয়াও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। স্থানভেদে ইহারা কোঙ্কণী কোলি, মরাঠী কোলি, বরোদা কোলি ও তলবড়া কোলি নামে কথিত।

শোলাপুরে কোলিদিগের বাস-সম্বন্ধে 'মালুতারণগ্রন্থ' নামক পুস্তকে দেখা যায় যে, পৈঠন হইতে রাজা শালিবাহন নিজ মন্ত্রী রামচন্দ্র উদাবন্ত সোণারের পরামর্শে ৪ জন কোলিসর্দ্দার ডিণ্ডির বনে বিদ্রোহদমনার্থ প্রেরণ করেন। কোলিসর্দ্দারেরা বিদ্রোহ দমন করিয়া সেই স্থানের বনভাগে বাস করিতে অনুমতি পায়। শালিবাহন ইহাদিগকে নৌকাবাহন ও শিবমন্দিরে পৌরহিত্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দেন। ইহার পরে আরও দুইজন সর্দ্দার এবং ঐ চারিজনের পিতামাতা আসিয়া বাস করে। প্রথম চারিজন সর্দ্দারের নাম অভনগ্রাব, অধত্রাব, নেহেত্রাব ও পরচন্দে। ইহাদের নাম হইতে এখানকার কোলিদিগের বংশোপাধি হইয়াছে।

গুজরাটেও কোলিজাতির বাস আছে। সেখানে নানাস্থানে ইহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। অট্টবীসি প্রদেশে ইহাদের সংখ্যা অধিক। বোম্বাই প্রদেশে পুণা, খান্দেশ,

আহ্মদনগর, শোলাপুর; বালাঘাট, কোঙ্কণ প্রভৃতি স্থানেও ইহাদের বাস আছে। অট্টবীসি প্রদেশে কতকাংশ আজিও কোলবন নামে বর্ণিত এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, কোলি জাতীয় লোকের আধিক্য বলিয়াই ঐ স্থান কোলবন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ইহারা নানাবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত—রাজকোলি, সলেসি কোলি, টংক্রি (টুকরি-নির্ম্মাতা) কোলি, ধোর কোলি, ডোঙ্গরি কোলি। এই কয় শ্রেণী প্রায়ই অট্টবীসি, বুন, দস্তোরি ও নাসিক জেলায় বাস করে। ইহারা হিন্দুদেবতা ভৈরব ও ভবানীর পূজা করে। রাজকোলির এক দল কোঙ্কণপ্রদেশে বাস করিয়া আপনাদিগকে মহাদেব কোলি, পানভরি (জলবাহক) কোলি, ধর (পশুপালক)-কোলি, আহীর কোলি, মূর্ব্বীকোলি, মেট্টাকোলি, চাঞ্চিকোলি, পত্তনবাড়িয়া কোলি, খবেজ কোলি, ধান্দর কোলি, ভাবড়িয়া কোলি, তলপাড়ি কোলি, চুণবল কোলি বা জুগড়িয়া, কিলি-কতার কোলি, মঙ্গকোলি প্রভৃতি শ্রেণী আছে।

ইহাদের মধ্যে পান-ভরি বা জলবাহক কোলিরা অপেক্ষাকৃত সম্মানার্হ। ইহারা আপনাদিগকে মলহারী বা মল্হার-পূজক বলিয়া পরিচয় দেয়। খান্দেশ, হায়দরাবাদ রাজ্যের সীমায়, বালাঘাটে, ইন্দোরে, নান্দের জেলার বোডেনে, নলদুর্গে, পন্ধরপুরে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে, পুণার দক্ষিণস্থ পুরন্দর, সিংহগড়, তোর্ণ ও রাজগড় পর্ব্বতে বাস করে। ইহারা গ্রামে গ্রামে ও পান্থনিবাসে জলবাহকের এবং পন্ধরপুরের নিকট অনেকে গ্রামের দ্বাররক্ষকের ও চৌকিদারীর কার্য্য করে। খান্দেশ ও আহ্মদনগরে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গ্রামের মণ্ডল আছে। পুণার দক্ষিণস্থ কোলিরা বংশানুক্রমে পার্ব্বত্য দুর্গের রক্ষকতা করিয়া আসিতেছে। ইহাদিগের মাথায় জলের কলস 'বসাইবার জন্য' একপ্রকার বিনান কাপড়ের বিড়া থাকে। ইহাদিগকে চুমলিও বলে। কুণবীদিগের সহিত ইহাদের আহার ব্যবহার চলে বলিয়া ইহারা কুমন্‌কোলি নামেও অভিহিত।

কোলিরা মহিষের পিঠে চড়াইয়া ভিস্তীর মশকের থলিতে করিয়া জল আহরণ করে এবং গ্রামে গ্রামে জল সরবরাহ করিয়া অধিবাসীদের নিকট বার্ষিক শস্য, শুষ্ক ঘাস ও অর্থ লইয়া থাকে। ইহারা কণফট্ট গোস্বামীগণের নিকট দীক্ষিত হয়। দীক্ষাগ্রহীতা স্নান করিয়া গুরুর পাদমূলে বসিয়া তাঁহার পা ধোয়াইয়া দেয় এবং ফুলের মালা ও সুগন্ধি তৈল প্রদান করে। গুরু তৎপরে ১০৮টী দানার তুলসীর মালা শিষ্যের কণ্ঠে পরাইয়া কর্ণে মন্ত্র দেন। তৎপরে তিনি ১৲ টাকা বা চারি আনা মাত্র দক্ষিণা পান। কোলিদের মধ্যে যাহারা বার্কার বা পন্ধরপুরের বিঠোবার মন্দিরের কর্ম্মচারী, তাহারা প্রায় তুলসীমালা ধারণ করে ও মৎস্য মাংস খায় না।

মহাদেবকোলিরা পুণার দক্ষিণপশ্চিমভাগে সহ্যাদ্রির উপত্যকায় বাস করে ও উত্তরে গোদাবরী হইতে ত্র্যম্বক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহারা ২৪টী কুল বা বংশে বিভক্ত। এই ২৪ কুলের প্রত্যেকে আবার নানাভাগে বিভক্ত হইয়া ২১৮টী শ্রেণী হইয়াছে। ইহাদের সমান কুলে স্ত্রীপুরুষে বিবাহ হয় না। ইহাদের মধ্যে (১) 'অঘাসী' কুলে ৩ ভাগ, (২) ভগিবন্ত' (ভাগ্যবন্ত) কুলে ১৪ ভাগ, (৩) 'ভোঁসলে' কুলে ১৬ ভাগ, (৪) 'চবান' কুলে ২ ভাগ, (৫) 'দজেকুলে' ১২ ভাগ, (৭) 'দল্‌ভি' কুলে ১৪ ভাগ, (৭) 'গাইকবাড়কুলে' ১২ ভাগ, (৮) 'গভলি' কুলে ২ ভাগ, (৯) 'জগতাপ' কুলে ১৩ ভাগ, (১০) 'কদম' কুলে ১৬ ভাগ, (১১) 'কেদার' কুলে ১৫ ভাগ, (১২) 'খরাড়' কুলে ১১ ভাগ, (১৫) 'ক্ষীরসাগর' কুলে ১৫ ভাগ, (১৪) 'নামদেব' কুলে ১৫ ভাগ, (১৫) 'পবার' কুলে ১৩ ভাগ, (১৬) 'সাগর' কুলে ১২ ভাগ, (১৭) 'পোলভ' কুলে ১২ ভাগ, (১৮) 'শেই-খাতা শেষ' কুলে ১২ ভাগ, (১৯) 'শিব' কুলে ৯ ভাগ, (২০) 'শিরখি' কুলে ২ ভাগ, (২১) 'সূর্য্যবংশী' কুলে ১৬ ভাগ, (২২) 'উতার্চ্চা' কুলে ১৩ ভাগ, (২৩) 'বনকপাল' কুলে ১৬ ভাগ এবং (২৪) 'বুধিবন্ত' (বুদ্ধিমন্ত) কুলে ১৭ ভাগ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি 'কুণবী' ইহাদের সহিত মিশিয়া গিয়া নূতন কুল ও নূতন নূতন শ্রেণী উৎপন্ন করিয়াছে।

কোলিদিগের মধ্যে যে সকল কুলনাম মহারাষ্ট্রদিগের উপাধির সহিত একরূপ, (অর্থাৎ চবান, দল্‌ভি, গাইকবাড়, কদম, পোরব, ভোঁস্‌লে প্রভৃতি), পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, তাহারা অতি পূর্ব্বে বোধ হয় প্রায় একজাতি ছিল। আকারেও মরাঠা ও কোলি জাতীয় লোকে বিশেষ ভিন্নতা নাই। পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যবাসী মরাঠা ও কোলি প্রভৃতি বীর জাতি যখন দস্যুতা করিয়া জীবন ধারণ করিত, তখন ইহাদের শ্রেণীর নাম বংশগত বা জাতিগত ছিল না; সেই সময়ে বোধ হয় ইহারা ভিন্নজাতি হইয়াও একশ্রেণীতে গণ্য ছিল। এরূপ প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান। পুণার পকেটমারা-দস্যু 'উচ্‌লা' জাতীয় লোকের মধ্যে গাইকবাড় ও যাদব এই দুই শ্রেণী আছে। তাহাতে সকল জাতীয় লোকই ব্রাহ্মণ, বেণে, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কোলিদিগের মধ্যে 'সেখাজ শেখ' নামে যে কুল পাওয়া যায়, তাহার নাম উহাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নাম হইতেই গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ উচ্‌লাদিগের

ব্যাপার দেখিয়া বলেন যে, হয়ত পূর্ব্বকালে এইরূপে কোলিদিগের মধ্যে মুসলমান প্রবিষ্ট হইয়া 'সেখ' হইতে 'সেখাজ' নাম লইয়া এক স্বতন্ত্র কুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহা হউক ইহাদের মধ্যে যে সকল কুণ্‌বী প্রবেশ করিয়া স্বতন্ত্র কুল হইয়াছে, তাহারা প্রায়ই এক একটী বিশেষ বিশেষ স্থানে বাস করে। মুলা নদীর উপকূলে আলোকের অন্তর্গত কোতুল নামক স্থানে বর্ম্মল, বার্ম্মত্তি, ভাগবত, দিন্দলে ও ঘোড়ে; রাজুরের পশ্চিমে প্রবরা নদীর উপকূলে ভণ্ডে, ঘনে, জড়ে, কারে, খদালে, সক্তে ও পিচর, (এই পিচরকুলেই রাজুরের দেশমুখবংশ উৎপন্ন); অকোলের উত্তর-পশ্চিমে যাদব, গোড়ে, সাবলে, ক্ষেত্রি ও থলপারে কুলের বাস।

মহাদেব কোলিরা সাধারণতঃ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বকায়, সরল দেহ, দৃঢ় ও স্থূলপেশীবিশিষ্ট, কিন্তু উৎসাহহীন। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ সুরূপাও নয়, কুশ্রীও নয়, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীও যে নাই, তাহা নহে। প্রায় সকল রমণীই মধুরস্বভাবা, সুগঠিতা, লজ্জাশীলা, পতিপরায়ণা, সতী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্না। ইহারা ভাঙ্গা মরাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে ইহাদের সামান্য লোকে বাস করে। এই সকল কুটীর খুব বড় বড় হয়, প্রতি কুটীরে দুখানি বড় ঘর ও কএকখানি ছোট ঘর থাকে। একখানি বড় ঘর সদরের ঘররূপে, অপর বড় ঘরখানি অন্দরের ঘররূপে ব্যবহৃত হয়। অন্দরের ঘরেই শস্যাদি উঠাইয়া রাখে। ধনীদিগের গৃহাদি কুণবীজাতীয় ধনীগৃহের মত। ধনীরা পশু পক্ষী প্রতিপালন করে ও তাহাদিগকে আপনাদের আবাসেই রাখে। মহাদেব কোলিরা শূকর ও গোমাংস ব্যতীত অপর সকল মাংসই খায়। ইহাদের সাধারণ খাদ্য কাঙ্‌নিদানার রুটি। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সকলেই প্রাতঃস্নান করিয়া থাকে। প্রত্যেক পরিবারে বয়োবৃদ্ধ প্রাতঃস্নান করিয়া চন্দনপুষ্পাদিদ্বারা গৃহদেবতার পূজা করে ও প্রস্তুত খাদ্যাদি দ্বারা ভোগ দেয়। প্রত্যেকেই তুলসী-প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া থাকে। সকলেই সকালে একত্র এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করে। উৎসবাদিতে দেবতাকে অন্ন, বড়ি ও ময়দার রুটি লুচি ইত্যাদি ভোগ দেয়। পৌষ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে ইহারা খণ্ডোবা নামক দেবতার নিকট ছাগবলি দেয় ও সেই মাংস রন্ধন করিয়া অন্ন ও পিষ্টকাদির সহিত ভোগ দিয়া থাকে। ইহারা তামাক ও গাঁজা সেবন করে, সিদ্ধি ও দেশীয় মদও খুব খায়। স্ত্রীলোকেরা কোনরূপ মাদকদ্রব্য পান করে না, কেবল চূণের সহিত দোক্তা গুঁড়াইয়া পাণের সহিত খাইয়া থাকে। পুরুষেরা শিখা ব্যতীত সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করে এবং দাড়ি কামাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা চুল বাঁধে, খোঁপাকে ইহারা 'বুচাড়' বলে। সধবারা সিন্দুর পরে। পুরুষেরা স্নানের পর চন্দনের ফোঁটা কাটে। ইহাদের পোষাক কতকটা কুণবী ও কতকটা রাবলদিগের ন্যায়। গলায় লাল ও শাদা পুঁতির মালা পরে, তাহাকে 'মঙ্গলসূত্র' বলে। প্রায় সকলেই কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ ও শীঘ্রহস্ত হইলেও কুণবীদিগের ন্যায় পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান্ নহে। ইহারা কিছু অলস ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীন। কিন্তু স্বজাতিবৎসল, বিপদে সাহায্যকারী এবং সত্যবাদী। অতি সরল বলিয়া যাহা শিখাও তাহাই শিখে। বিদেশী ও শত্রুর প্রতি ইহারা বড় সন্দেহচিত্ত। তবে বিদেশীকে ইহারা বড় দয়া করে। ইহাদের স্ত্রীলোকের সাহস অপরিসীম। দেখা গিয়াছে, তাহারা পুরুষ-পরিচ্ছদে আত্মগোপন করিয়া ইংরাজ পুলিসে পাহারাওয়ালার কার্য্য করিয়াছে।

শোণকোলিদিগের মধ্যে অনেকেই মৎস্য ধরে, আবার অনেকে নৌকাবাহন করে। ইহারা দেশীয় লোকের জাহাজেও কাজ করে, কিন্তু য়ুরোপীয়গণের সহিত একত্র কাজ করে না, তাহাতে ইহারা সমাজচ্যুত হয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বামহস্তে কাচের চুড়ি পরে ও নদীতীর হইতে বাজারে মাছ আনিয়া দেয়। পুরুষেরা তাহা বিক্রয় করে। বিবাহের সময় ইহাদের স্ত্রীলোকের দক্ষিণহস্তের গহনা বা চুড়ি খুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। উদ্দেশ্য এই—কন্যার স্বামী মৎস্য ধরিতে গেলে জলদেবতা তাহাকে জলে রক্ষা করিবেন। মহুয়াফুলের মদ ব্যতীত ইহাদের পঞ্চায়ত বসে না। অঙ্গিরার অধীনে ও কোলাবা প্রদেশে অনেক শোণকোলি সৈনিকের কার্য্য করিত। ইহাদের মধ্যে অনেক ধনী আছে। বোম্বাইয়ে, ঠাণা, ভেবন্দী, কল্যাণ, বসিম, দমন প্রভৃতি স্থানে পর্ত্তুগীজেরা বলপূর্ব্বক এই শোণকোলির অনেককে খৃষ্টান করিয়াছিল, কিন্তু ১৮২০-২১ খৃষ্টাব্দে বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া অনেক খৃষ্টান আবার পূর্ব্বধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

ধোরকোলিরা অতিশয় মদ্যপায়ী, ইহারা স্বভাবমৃত পশুমাংসও আহার করে। ভীলদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখে। অনেকে আবার ভীল বলিয়া পরিচয় দেয়।

আহীর কোলিরা খান্দেশে গির্ণা ও তাপী নদীতীরে বাস করে। ইহারা চৌকীদারীকর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

মুর্ব্বীকোলিরা উত্তরকোঙ্কণের প্রত্যেক গ্রামেই বাস করে। বোম্বাইয়ে ইহারা পাল্কীবেহারার কার্য্য করিয়া থাকে।

চাঙ্কি কোলিরা কাঠিবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় হইতে

বোম্বাইয়ে আসিয়া বাস করে। ইহারা চাষবাস ও মজুরী করিয়া থাকে। মেট্রা কোলিরা বোম্বাই প্রদেশে নাসিক জেলায় ব্যবসা করিয়া থাকে।

তুলাব্ধা কোলির সংখ্যা গুজরাটে বেশী। ইহাদের অপেক্ষা খরেজ, খন্ধুর, ভারবিয়া কোলির সংখ্যা অল্প। মহীকান্তা প্রভৃতি জেলায় শেষোক্ত কয়শ্রেণীর লোক বেশী, ইহারাও মজুরি ও চৌকিদারী করে। সেলোন্তা কোলির সামান্ত তেজারতি করে।

পত্তনবাড়িয়া কোলিরা গুজরাটের মহীকান্তাজেলায় মজুরী ও চাষবাস করিয়া থাকে।

বোম্বাই দ্বীপবাসী কোলিরা চাষবাস, তাড়ি প্রস্তুত ও শীকার করিয়া পশুপক্ষী বিক্রয় করে।

তলপাড়ি কোলিরা নিরীহ কৃষক, কিন্তু চুন্‌বলজেলার চুন্‌বল কোলিরা বড় অশান্ত।

টংক্রি কোলিরা বোম্বাইয়ের নিকটে বাস করে। ইহারা একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী কি ইহাদের ব্যবসায় হইতে এই নাম হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। ইহারা বাঁশের ঝুড়ি, চুবড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করে। কোলি জাতির অন্যান্য শ্রেণীতেও এই ব্যবসা আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর সমব্যবসায়ী কোলিরা বোম্বাই-য়ের একস্থানে অবস্থান করায় এইরূপ একটী শ্রেণীরূপে কল্পিত ও অভিহিত হইয়া পড়িয়াছে কিনা স্পষ্ট জানা যায় না।

ডোঙ্গরি কোলিরা পর্ব্বতবাসী। তাহারা পর্ব্বতকে 'ডুঙ্গর' বলে। কিলিকাটার কোলিরা মন্দকপুরে বাস করে, ইহারা নৌবাহনাদি করিয়া থাকে।

মঙ্গ কোলিরা কোন কোন জেলায় যুবতী স্ত্রীলোকগণকে দেবতার নামে অবিবাহিতা রাখিয়া থাকে।

ধোর কোলিরা পশুপালন ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবসা করে.

কোলি জাতির অধিকাংশ চৌকিদার, পাটেল, গ্রামের মণ্ডল এবং কতকগুলি বংশানুক্রমে দেশমুখ অর্থাৎ গ্রাম্য বিচারকের কাজ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে কোলিরা কৃষক-দিগের স্বত্বাদি রক্ষার জন্ত 'নায়িকবড়ি' নিযুক্ত হইত। নায়-কবড়িরা স্বাধিকারের প্রত্যেক গ্রাম হইতে অর্দ্ধ মণ শস্য, একটি মোরগ, এক সের ঘৃত ও একটী টাকা পাইত।

সাধারণতঃ কোলিরা নির্ধন। ইহাদের উপর সরকারী বনবিভাগের পীড়াপীড়ি হওয়ায় ইহাদের আরও কষ্ট বাড়িয়াছে। ইহাদের চারণভূমি কমিয়া গিয়াছে, কাষ্ঠ-সংগ্রহের অভাব পড়িয়াছে এবং 'চালি' কৃষির জন্ত পাতাও সংগ্রহ করিতে পায় না।

কোলিদিগের সহিত কুণবিদিগের সাংসারিক জীবন মিলে না। ইহারা প্রতিদিন তিনবার আহার করে, প্রাতে ৯টার সময় একবার, মধ্যাহ্নে একবার ও রাত্রে একবার। গ্রীষ্মকালে ইহাদের ক্ষেত্রের কাজ অল্প থাকে, সেই সময়ে ইহারা পুত্রাদি লইয়া বনে শীকার করিতে যায়। বন্যশূকর-শীকার ইহাদের অতি প্রিয়। ইহারা বড় স্থিরলক্ষ্য। শনিবার ইহাদের গৃহদেবতার অধিষ্ঠিত বার, সেই জন্ত শনি-বারে কার্য্য করে না। এ ছাড়া মাঘ মাসের শুক্লাদ্বিতীয়ার দিনও কার্য্য করে না। ঐ দিনকে উহারা 'ধর্ম্মরাজা চিবাই' বা ধর্ম্মরাজের দ্বিতীয় দিন বলিয়া থাকে। কোলিরা মরাঠা কুণবিদিগের অপেক্ষা নীচ শ্রেণীর জাতি বলিয়া গণ্য। কোলিরা বলে যে, তাহারাও পূর্ব্বকালে মরাঠা ছিল; শিবজীর পর হইতে ইহারা কিছু ঘৃণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাপারের প্রমাণস্বরূপ তাহারা বলে যে, আহ্মদনগরের কোলিরা সোণারির ভৈরবের প্রতিমা, নিজামরাজ্যের কোলিরা তুলজাপুরের দেবীর মূর্ত্তি ও পুণার কোলিরা জেজুরির খণ্ডোবামূর্ত্তি প্রতিগৃহে রাখে। পূজার দিন ইহারা উপবাসী থাকে। এ ছাড়া প্রতি হিন্দুপর্ব্ব ও ব্রতাদির দিনও উপবাস করে। এতদ্ভিন্ন দরিয়াবাই, ঘোপ্রদেবী, গুণৈবীরব, হীরো, কলসু বাই, কৈসবা, নবলাই প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করে। মুসলমানপীরদিগকে সীরণি দিয়া থাকে। স্বজাতি মধ্যে বা স্ববংসে যে সকল ব্যক্তি মহৎ কার্য্যে ভয়ানকরূপে হত হইয়াছে, তাহাদিগের সমাধিস্থলকে ইহারা বড় ভক্তি করে। আজকাল ইহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণ দিয়া দেবপূজাদি করাইয়া থাকে। পূর্ব্বে লিঙ্গায়ত রাবল গোস্বামীরা ইহাদের পৌরহিত্য করিত, কিন্তু তৃতীয় পেশবা বালাজী বাজীরাওর (১৭৪০-৬১) রাজত্বের সময় এই প্রথা রহিত হইয়া যায়। ইহাদের মতে পুণার অন্তর্গত জেজুরি, নাসিক ও শোলাপুরের অন্তর্গত পন্ধরপুর প্রধান তীর্থ-স্থান। ২রা মাঘ ইহাদের একটি প্রধান উৎসবের দিন। শ্রাবণী সোমবার ও শিবরাত্রিতে ইহারা উপবাস করে। পশুপালক কোলিরা গাভির মধ্যে একটিকে গৃহদেবতার নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে এবং উপবাসাদির দিন সেই গাভীর দুগ্ধ পরিবার মধ্যে কেহ পান করে না। তাহার দুগ্ধে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া সন্ধ্যাকালে দেবগৃহে সেই ঘৃতে দীপ জালিয়া দেয়। উপদেবতার উপদ্রবে বা কুলো-কের চেষ্টায় পাছে এই ঘৃত নষ্ট হয় বলিয়া ইহারা মন্থনদণ্ডের মাথায় এবং মাখনের ডেলার উপর 'ভূতখেত' (ভূতকেশ?) বৃক্ষের ডাল দিয়া রাখে। ইহারা সময়ে সময়ে পর্ব্বতের উপর

বা জলাশয়তীরে৷ স্থানীয় উপদেবতার সন্তুষ্টির জন্য ঘৃত পোড়াইয়া থাকে এবং প্রার্থনা করে যে তিনি অন্যান্য উপদেবতার হস্ত হইতে তাহাদের পশ্বাদি রক্ষা করিবেন।

ইহারা দেবরোষ ও উপদেবতার উপদ্রবকে বড় ভয় করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে নাকি কুহকবিদ্যায় পারদর্শী। সাধারণে এই সকল লোককে কিছু ভয় ভক্তি করে। ইহাদের বিশ্বাস যে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি শিশু, কিম্বা কি পশুর মধ্যে রোগ, দুঃখ, বিপদ্ দুর্ঘটনা প্রভৃতি যাহা কিছু হউক না কেন, তাহা হয় কোন দেবতার ক্রোধে বা উপদেবতার উপদ্রবে ঘটিয়া থাকে। এরূপ হইলে, ইহারা কারণ নিরূপণার্থ দেবরুষীর নিকট গমন করে। সেকরা, কোলি, ঠাকুর, কমার প্রভৃতি জাতীয় লোকেই 'দেবরুষী' হইয়া থাকে। পীড়িতের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা একজন দেবরুষীকে ডাকিয়া আনিয়া পীড়িতকে দেখায়। ইহারা প্রথমতঃ একটী ডালিমের ফুল ও একটী মোরগ লইয়া রোগীর মস্তকের চতুর্দ্দিকে ঘুরায়। ইহাতে রোগ দূর না হইলে খুব জাঁকজমকে শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করে। প্রথমদিন দেবরুষী রোগীর অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান লয়, দ্বিতীয় দিনে আসিয়া বলে যে ভবানী বা হীরোবা বা খণ্ডোবা তোমাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে, ভাল করিয়া তাঁহার সন্তোষকর পূজাদি দাও। পীড়িতের পরিবারেরা আয়োজনের নিমিত্ত সপ্তাহ বা পক্ষকাল সময় প্রার্থনা করে। দেবরুষী রোগীর অবস্থা বুঝিয়া অবসর দেয়। তৎপরে নির্দ্দিষ্ট দিনে ৩টী বা ৪টী ভেড়া আনিয়া রাখে এবং তৎপরে সোমবার সন্ধ্যাকালে ২।৩টা বলি দেয়। এই বলি ভৈরব ও খণ্ডোবা দেবতার উদ্দেশে দেওয়া হয়। রাত্রে 'গোন্ধাল' নৃত্যগীতাদি হয়। আত্মীয় স্বজনেরা সে দিবস নিমন্ত্রিত হয় ও সেই মাংসাদি আহার করে। পরদিন প্রাতঃকালে দেবরুষীর আদেশে নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে শেষ ভেড়াটী হীরোবার উদ্দেশে বলি দেয়। এই সময় গ্রামের লোক দর্শকরূপে উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকদিগকে সে স্থানে থাকিতে দেয় না; বিশ্বাস যে স্ত্রীলোকের ছায়ায় বলির দ্রব্য অপবিত্র হয়। গৃহদেবতার সম্মুখে দেবরুষী বসিয়া একটী অগ্নিকুণ্ড জ্বালে। এই অগ্নিতে ঐ মাংসের কতকটা চিহ্নিত অংশে নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। অবশিষ্ট মাংস অন্যত্র পাক হইতে থাকে। ইতিমধ্যে ঢাক ঢোলের সহিত দেবরুষী সমস্ত শরীর দোলাইতে থাকে, শিখার গ্রন্থি খুলিয়া দেয়। শেষে যেন অবসন্নতার ভাণ করে। ইহাতে সকলে বুঝে, যে হীরোবাদেবতা তাহার উপর ভর করিয়াছেন। এই অবস্থা আসিলে বাদ্যাদি থামিয়া যায়, সকল দর্শক স্থিরভাবে চাহিয়া থাকে। তৎপরে দেবরুষী একহস্তে হীরোবার প্রতিমা ময়ূর পুচ্ছদ্বারা সাজাইয়া ও হাতে হলুদের গুঁড়া লইয়া অগ্নির চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে সেই কটাহে ঐ হলুদের গুঁড়া নিক্ষেপ করিতে থাকে। তাহার পর দেবরুষী সেই উষ্ণতৈলকটাহ হইতে কোষ করিয়া তুলিয়া লইয়া আগুনে ঢালিয়া দেয়। অবশিষ্ট তৈলে মাংসাদি ভাজিয়া উপস্থিত সকলকে পরিবেশন করে। যদি দেবরুষীর হাতে তৈলের উষ্ণতা বেশী লাগে, তাহা হইলে বুঝা যায় যে দেবতার রোষ শান্তি হয় নাই। এরূপস্থলে আবার প্রথম হইতে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়।

কোলিরা দূরস্থ আত্মীয়, পলায়িত গাভী ও অপহৃত দ্রব্যের সংবাদ লইবার জন্য সর্ব্বদা দৈবজ্ঞের সাহায্য লয়। ইহারা বলে, কৃকলাসের লাঙ্গুলে অনেক গুণ আছে। শুক্রবার রাত্রে ঐ জীব ধরিয়া শনিবার প্রাতঃকালে মারিয়া লাঙ্গুল গ্রহণ করে। এই লাঙ্গুলের এক এক টুকরা প্রত্যেক পরিবার রাখিয়া দেয়। যাত্রাকালে যদি কেহ সম্মুখে হরিণ, বিড়াল বা কাককে পথ কাটিয়া যাইতে দেখে, তাহা হইলে ফিরিয়া আসিয়া দুই একদিন ঘরে থাকিয়া তবে বাহির হয়। ইহা অপেক্ষা যদি আর কোন সামান্য দুর্লক্ষণ দেখে, তবে বাম পায়ের পাদুকা দক্ষিণপায়ে দিয়া চলিয়া যায়। ইহারা জলাশয় তীরে গিয়া হাতে তুলসী বা বিল্বপত্র, কাঞ্চনিদানা এবং হলুদ গুঁড়া লইয়া মহাদেবের নামে শপথ করে।

কোলিদের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুতে তিনটী উৎসব হয়। শিশু জন্মিলে নাড়ীকাটার পর ধাই সূতিকাগৃহে একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখে। তৎপরে শিশুকে তেল হলুদ মাখাইয়া গরম জলে শিশু ও প্রসূতিকে স্নান করাইয়া দেয়। প্রসূতিকে নববস্ত্র পরাইয়া খাটিয়ায় শুইতে দেয়। খাটিয়ার নিম্নে সরায় করিয়া আগুন রাখে। চতুর্থদিনে প্রসূতি সন্তানকে স্তন দিতে আরম্ভ করে। নবশিশু দর্শনার্থীরা একবিন্দু গোমূত্র পায়ে দিয়া আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করে। মনে করে এরূপ করিলে কোন উপদেবতা তাহাদের সহিত সে ঘরে যাইতে পারে না। চতুর্থদিনে প্রাতে শিশু ও প্রসূতি স্নান করে। সেইদিন প্রসূতিকে ঘৃত বা তৈলপক্ব লুচি খাইতে দেয়। মধ্যাহ্নে আত্মীয় প্রতিবাসিনীরা শিশু দেখিতে আসে এবং সকলেই আপনার পদধূলি লইয়া শিশুর চারিদিকে ঘুরাইয়া অর্দ্ধেকটা বাতাসে ফুঁদিয়া উড়াইয়া দেয়; তৎপরে তুড়ি দিয়া উপবেশন করে। যদি শিশু কাঁদিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ধূনা প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য পুড়াইতে থাকে এবং ভৈরব ও ষষ্ঠীর নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করে। পঞ্চমদিনে একজন বৃদ্ধা

স্থতিকাগৃহে একখানি চৌকিতে সিন্দুর ও হলুদ মাখাইয়া রাখে। তাহার উপর একটী স্থপারি, একটী নারিকেল ও নিকটে আর এক চৌকীতে ফুলচন্দন রাখে। শেষে ষষ্ঠী-দেবীর পূজা হয়, এবং তাঁহাকে অন্ন, দাইল ও ব্যঞ্জনাদি ভোগ দেয়। পঞ্চমদিন হইতে প্রস্থতিকে ঘৃতান্ন খাইতে দেয়। দশদিন প্রস্থতি আঁতুড়-ঘরে থাকে। একাদশ দিনে গৃহাদিতে গোবর-জল ছড়া দেয় এবং প্রস্থতি ও শিশু স্নানাদি করিয়া শুদ্ধ হয়। দ্বাদশদিনের সন্ধ্যাকালে শিশুর নামকরণ হয়। এই দিন পুরোহিত আসেন। তাঁহাকে শিশুর জন্মদিন ও সময়ের কথা বলা হয়। তিনি "পঞ্চাঙ্গ" (পাঁজী) দেখিয়া বালকের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া নাম স্থির করিয়া দেন। নামকরণকে 'বারসা' বলে। তৎপরে সকলে শিশুকে দোলায় শোয়াইয়া নবনামে আহ্বান করে। তার পর অভ্যাগত-দিগের হাতে হাতে ছোলা-সিদ্ধ ও পান দেওয়া হয়। বালকের উপর বা প্রস্থতির উপর উপদেবতার দৃষ্টি না পড়ে, এজন্য উভয়কে কাজল পরায় এবং শিশুর গলায় কালস্থতায় বাঁধিয়া 'বজ্রবাঁটুলের' দুইটী কাজবীজ ঝুলাইয়া দেয়।

পুরুষ ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং স্ত্রীলোক ১২ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে বিবাহিত হয়। বরের পক্ষ হইতেই বিবাহপ্রস্তাব হয় এবং কন্যাপণ স্বরূপ ১৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা দিতে হয়। এ ছাড়া কন্যাকে পুত্রবধূরূপে প্রার্থনা করিবার জন্য 'মাঙ্গনি' অর্থাৎ প্রার্থনা-শুল্ক বলিয়া প্রায় দুই মণ শস্য দিতে হয়। অনেক গরীব কোলি এতটা সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়া আজীবন অবিবাহিত থাকে। অবিবাহিত বালক মরিলে তাহাকে 'আটবয়' (বিবাহযোগ্য ৮ম বর্ষীয়) নামে অভিহিত করে। কোন বিবাহ হইবার পূর্ব্বে এইরূপ 'আটবয়'-গণের প্রেতাত্মার তুষ্টি সাধন করিতে হয়, নতুবা পাত্রী বন্ধ্যা হইবে। ইহাদের তুষ্টিসাধনের আয়োজন এইরূপ, একটী স্ত্রীলোক একখানি থালে হলুদ, স্থপারি, জোয়ারি, ও একটী প্রদীপ লইয়া অগ্রসর হয় ও ইহার মাথার উপর চাঁদোয়া ধরে। এই স্ত্রীলোকের পশ্চাতে একব্যক্তির স্কন্ধে একজন বালক মুক্ত তরবারি লইয়া চীৎকার করিতে করিতে গমন করে। তৎপরে ইহারা একটী প্রতিষ্ঠিত পাথরের নিকট গিয়া তাহা সিন্দুরে ভূষিত করে ও সেই সকল দ্রব্য তাহার সম্মুখে রাখিয়া দেয়। এই প্রস্তরে আটবয়গণের প্রেতাত্মার আবির্ভাব ও উপহার-দ্রব্যের গ্রহণ কল্পিত হয়।

ইহাদের সমান দেবকে বা এক কুলে বিবাহ হয় না। মাতৃ-পক্ষের দেবকের সহিত কন্যার বা পাত্রের দেবক এক হইলে বাধা নাই। সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে বরের পিতা এক শুভ দিনে একজন বৃদ্ধকে পাঠাইয়া এ বিবাহে কন্যার পিতার সম্মতি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠায়। কন্যার পিতা সম্মতি দিলে উভয়ের পিতা মিলিত হইয়া এক দৈবজ্ঞের নিকট গিয়া এক একটী পাণস্থপারি তাহার পঞ্চাঙ্গের উপর রাখিয়া প্রণাম করে। দৈবজ্ঞ পাত্রপাত্রীর নাম জানিয়া বিবাহ দিলে শুভ কি অশুভ হইবে তাহা বলিয়া দেয়। যদি দৈবজ্ঞ বলে এ সম্বন্ধে দোষ হইবে, তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যায়। অন্যথা উভয়ে বাড়ী ফিরিয়া যায় ও একজন তৃতীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিদ্বারা কন্যাপণাদির কথা স্থির করে এবং কত বরযাত্রী আসিবে তাহাও এই সময়ে স্থির করিয়া লয়। তৎপরে এক শুভদিনে 'মাঙ্গনি' হয় অর্থাৎ পাত্রের পিতা যতটা শস্য দিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তাহা লইয়া কন্যার পিতার কাছে উপস্থিত হয় এবং তাহাকে সেই শস্য উপহার দিয়া তাহার কন্যাকে বধূরূপে প্রার্থনা করে। বরের পিতা এই দিন আত্মীয়স্বজন লইয়া কন্যা দেখিতে যায় ও তাহাকে নববস্ত্র ও আঙ্গিয়া দান করে। সেখানে কন্যাপক্ষীয় জনকয়েক লোকও উপস্থিত থাকে। কন্যা নববস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহদেবতাকে স্থপারি দিয়া প্রণাম করিয়া ভাবী শ্বশুরের সম্মুখে আসিয়া বসে। বরের পিতা এই সময় তাহার কপালে সিন্দুর দেয়। কন্যা শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া যায়। বর পক্ষীয়েরা কন্যার বাটীতে আহারাদি করে। তাহার পরে একদিন দৈবজ্ঞের নিকট গিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসে। বিবাহের দিন প্রাতঃ-কালে বরকন্যার উভয়ের বাড়ীতেই ৫ জন সধবা আসিয়া বাড়ীর ঠিক সম্মুখে ময়দার গুঁড়া দিয়া একটী চতুরস্র মণ্ডল চিহ্নিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একজোড়া জাঁতা ও লোড়া রাখে। তারপর সধবারা একখানি কাপড়ে হলুদ ও আর একখানি কাপড়ে একটা স্থপারি বাঁধিয়া জাঁতায় হলুদ-বাঁধা-কাপড় ও লোড়ায় স্থপারি-বাঁধা-কাপড় বাঁধিয়া দিয়া ময়দা ভাঙ্গে। এই ময়দায় নেবুর আকারে পাঁচটী ডেলা করে, ইহাকে 'উল্লাস' বলে। তৎপরে বর বা কন্যাকে হলুদ মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয় ও প্রত্যেক সধবা বর বা কন্যার হস্ত হইতে এক একটী উল্লাস লইয়া চলিয়া যায়। তৎপরে উভয় বাটীতে একজন পুরুষ আম্রশাখা এবং একজন স্ত্রীলোক এক থাল অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া মারুতি-দেবের মন্দিরে গমন করে। যাত্রাকালে ইহাদের মাথার উপর শ্বেতবস্ত্রের চাঁদোয়া ধরিয়া লইয়া যায়। যাইবার সময় শাখাবাহী পুরুষের বস্ত্রের সহিত অন্নবাহিনী রমণীর বস্ত্র-প্রান্ত লইয়া পুরোহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেয়। মারুতি-

মন্দিরে গিয়া তাহারা আম্রশাখা ও অন্নাদি রাখিয়া প্রণাম করে এবং নবদম্পতীর কুশল প্রার্থনা করে। তৎপরে দেবতাকে সুপারি ও পয়সা প্রণামী দিয়া আম্রশাখা লইয়া চলিয়া আসে। সকল বংশের লোকেই আম্রশাখা লয় না। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের শাখা লইয়া থাকে, এই বৃক্ষশাখাই তাহাদের কুলচিহ্ন। চলিয়া আসিবার সময়ও তাহাদের মাথায় চাঁদোয়া থাকে। যাতায়াতের সময় সঙ্গে বাজনা বাজে। ইহারা আসিয়া আম্রশাখাটী সেই মণ্ডল মধ্যস্থ লোড়ার সহিত বাঁধিয়া রাখে। ইহাই তাহাদের বিবাহের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। পুষ্পচন্দনে দেবতার পূজা ও অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোগ হয়। উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজনেরা আহারাদি করে। সন্ধ্যাকালে বর টোপর মাথায় দিয়া অশ্বারোহণে স্বদলে কন্যার বাটীতে যাত্রা করে। বরের ভগিনী পশ্চাতে ঘোড়ায় বসিয়া বরের মাথার উপর পূর্ণ ঘট ধরিয়া থাকে। ঘটের উপরে একটী নারিকেল থাকে। কন্যার গ্রামে উপস্থিত হইয়া সেই গ্রামের মারুতি-মন্দিরে বর স্বদলে অবতরণ করে। বরের অবিবাহিত ভ্রাতা বরের অশ্বারোহণে কন্যার বাটীতে যায়। এই সময়ে একজন সধবা বরপ্রদত্ত কন্যার কাপড় লইয়া কন্যার বাটীতে আসে। সধবা কন্যার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া কপালে সিন্দুর পরাইয়া দেয়। বরের ভ্রাতা স্বদলে ফিরিয়া আসে, ইহাদের সঙ্গে কন্যার পিতাও আসে। কন্যার পিতা বরকে এই সময় একটী পাগড়ি দেয়। বর এই পাগড়ি পরিয়া বাজনা ও বংশীধ্বনি সহ স্বদলে কন্যার বাটীতে উপস্থিত হয়। দ্বারে পৌঁছিলে কন্যার মাতা আসিয়া বরের চতুর্দ্দিকে একটী আলোক ঘুরাইয়া পা ধোয়াইয়া দেয়। তৎপরে বরকে লইয়া মণ্ডলমধ্যে সেই জাঁতা মুসলের নিকট মাটির বেদীর কাছে চৌকিতে পূর্ব্বমুখে দাঁড় করাইয়া দেয়। কন্যাকে তাহার সম্মুখে পশ্চিম মুখে দাঁড়াইতে হয়। উভয়ের মধ্যে একখানি শ্বেত বস্ত্রের অন্তরাল দেওয়া থাকে। পুরোহিত বিবাহের মন্ত্রাদি পড়িতে থাকে, তৎপরে শুভক্ষণে বস্ত্র উঠাইয়া লইয়া, বাজনা বাজিয়া উঠে, বর কন্যা স্বামী স্ত্রীরূপে গণ্য হয়। তৎপরে বেদির নিকট একখানি মাদুরে বরের বামে কন্যাকে বসাইয়া উভয়ের বস্ত্রপ্রান্তে গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেয়। তৎপরে বেদির উপর পুরোহিত হোম করেন। বরকন্যা গৃহদেবতাকে নারিকেল প্রণামী দিয়া গুরুজনদিগকে প্রণাম করে। পরে তাহাদের গাঁটছড়া খুলিয়া দেয়। এই সময় পুরোহিত উভয় পক্ষ হইতে ২।৩৲ টাকা করিয়া পায়। বরকন্যা আহারাদি করিয়া কন্যার বাড়ীতেই থাকে। বরযাত্রীরা আহারাদির পর স্বতন্ত্র বাসায় আসে। পরদিন প্রাতঃকালে বর-কন্যা হলুদ মাখিয়া উষ্ণজলে স্নান করে। সন্ধ্যাকালে ফলদান হয়। কন্যাপক্ষীয়েরা বাজনা বাজাইয়া বরযাত্রীদিগকে স্বালয়ে আহ্বান করতে যায়। বরের পিতা বধূকে নববস্ত্রাদি ফড়কী নামে ওড়না ও গহনাদি এই সময়ে দেয়। তৎপরে বরের বামে কন্যাকে বসাইয়া বরের ভগিনী আবার উভয়ের বস্ত্রাঞ্চল বাঁধিয়া দেয় ও বধূর কোলে চাউল, ৫টী নারিকেল, ৫টী পাণ, ৫টী সুপারি, ৫টী খেজুর ও ৫খানি হলুদ দিয়া থাকে। পুরোহিত আসিয়া উভয়ের কপালে সিন্দুর ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। তৎপরে উপস্থিত উভয় পক্ষীয় আত্মীয়েরা ঐরূপ সিন্দুর চাউল ও ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করে ও এক একটী পয়সা লইয়া উভয়ের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া এক দিকে রাখে। তৎপরে কন্যাকর্ত্তার সাধ্য হইলে সকলকে ভোজন করায়, নতুবা কেবল কন্যা জামাতাকে ভোজন করাইয়া জামাতাকে একখানি ধুতি দেয়। বিবাহের পূর্ব্বে বরের যে টোপর ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে আর একটী টোপর মাথায় দিয়া বরকন্যা অশ্বারোহণে বরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। বাড়ীতে আসিয়া বরকর্ত্তা সকলকে আহারাদি করায়। দুই ব্যক্তি বরকন্যাকে স্কন্ধে লইয়া 'ঝেন্দা নাচ' (যুদ্ধনৃত্য) নাচিতে থাকে। এই নৃত্যের পর টোপর খুলিয়া লইলেই বিবাহ কাণ্ড শেষ হইল।

বিধবা-বিবাহে বিধবারা স্বয়ং পতিনির্ব্বাচন করিয়া আত্মীয় স্বজনের অনুমতি লয়। যদি তাহারা সম্মত হয়, তাহা হইলে পুরোহিত দিন স্থির করিয়া সেইদিন রাত্রিতে যখন বাটীর অন্য সকলে নিদ্রিত হয়, সেই সময়ে বিধবার বাড়ীতে গিয়া পাত্রপাত্রীকে মণ্ডলমধ্যে বসাইয়া বিবাহ দেন। পাত্র দু একটী পুরুষ কুটুম্ব লইয়া আসে। পাত্রীর পক্ষেও দু একজন স্ত্রীলোক জাগিয়া থাকে। পুরোহিত সুপারিতে গণপতি ও পূর্ণকুম্ভে বরুণের পূজা করিয়া পাত্রপাত্রীর বস্ত্রাঞ্চলে গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেয়। বর কন্যার কোলে ফল দান করে। তৎপরে পাত্রপাত্রী প্রণাম করিলে পুরোহিত পাত্রীর কপালে সিন্দুর দেয়। বিধবার বিবাহ হইলে সে তিনদিন কোন সধবা স্ত্রীলোককে মুখ দেখাইতে পায় না। এই বিবাহের পর যদি পাত্রপাত্রীর মধ্যে কেহ পীড়িত হয়, তবে সে দৈবজ্ঞের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। দৈবজ্ঞেরা প্রায়ই বলে যে, তাহার পূর্ব্বস্বামী তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া এই অনিষ্ট ঘটাইয়াছে। ইহাতে বিধবা আত্মীয় স্বজনকে ভোজ দেয় ও পূর্ব্বস্বামীর একটী মূর্ত্তি আঁকিয়া তাম্রপুটে করিয়া গলায় রাখে বা গৃহদেবতার মধ্যে রাখিয়া দেয়।

কন্যা প্রথম ঋতুমতী হইলে তিনদিন অশুচি থাকে। চতুর্থদিনে স্নান করে, পরে তাহার কোলে চাউল ও নারিকেল দেওয়া হয়।

ইহারা শব দাহ করে না, সমাহিত করে। অশৌচকাল ১০ দিন। মৃত্যুর আসন্নকালে পুত্র বা পত্নী পীড়িতের মুখে তুলসীপাতায় করিয়া কয়েক ফোঁটা জল দেয়। মরিবামাত্র স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠে, আত্মীয় স্বজনেরা আসিয়া শোক প্রকাশ করে। বাড়ীর বাহিরে এই সময়ে মৃৎপাত্রে অন্ন ও এক পাত্র উষ্ণজল প্রস্তুত করা হয়। তৎপরে শব ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আনে ও দাওয়ার দক্ষিণদিকে পা রাখিয়া শোয়াইয়া দেয়, পরে মাথায় ঘৃত মাখাইয়া পূর্ব্বোক্ত উষ্ণজলে স্নান করায় ও নূতন শ্বেতবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া মাচায় তুলিয়া লয়। মৃতের পুত্র গলায় উত্তরীয় বাঁধে। তৎপরে আচ্ছাদনবস্ত্রে রক্তবর্ণ সুগন্ধি দ্রব্য ছড়াইয়া কাপড়ের এক-কোণে পূর্ব্বোক্ত অন্নের কিয়দংশ বাঁধিয়া দেয়। মৃতের পুত্র বাম হাতে অবশিষ্ট অন্ন ও দক্ষিণ হাতে জলন্ত কাঠ বা ঘুঁটের আগুন লইয়া শবের সহিত গমন করে। চারিজন নিকট আত্মীয় শব বহন করিয়া নদীতীরে সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। এখানে আসিয়া মৃতের পুত্র অন্নভাণ্ড ও অগ্নিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার কালি নিজের মুখে হাতের পৃষ্ঠভাগ দিয়া মাখে। পথিমধ্যে একস্থলে ৩ খণ্ড প্রস্তরের উপর শব নামাইয়া পশ্চাতের লোকেরা সম্মুখে গিয়া কাঁধ বদলাইয়া লয়। সমাধিস্থানে খাদ খনন করিয়া শবকে চিত করিয়া শোয়াইয়া দেয়। মৃতের পুত্র স্নান করিয়া এক কলস জল আনে ও কিছু জল শবের মুখে দিয়া অল্প মাটি ছড়াইয়া দেয়। অন্য লোকেরা খাদপূর্ণ করিয়া ফেলে। তৎপরে মৃতের পুত্র জলের কলস লইয়া ৩ বার সমাধি প্রদক্ষিণ করে। প্রতিবারে ঘুরিবার সময়ে একব্যক্তি কলস ফুটা করিয়া দেয়, শেষবারে ভাঙ্গিয়া ফেলে ও পুত্র কলসের অবশিষ্ট অংশ নিজের পশ্চাতে ফেলিয়া হাতের পৃষ্ঠ দিয়া নিজ মুখে আঘাত করে। তৎপরে সকলে স্নান করিয়া বাড়ী আসে। শববাহির হইয়া গেলে স্ত্রীলোকেরা সমস্ত বাটী গোময়জলে ধুইয়া ফেলে। যেখানে মৃত দেহত্যাগ করিয়াছে, সেখানে মেঝের উপর একটী দীপ জ্বালিয়া দেয় ও চাউলের গুঁড়া ছড়াইয়া দেয়, সেই দীপ একটী ঝুড়ি চাপা থাকে। মৃতের পুত্র ফিরিয়া আসিয়া তাম্রপাত্রে জল লয় এবং অন্য শববাহকদের হাতে ঢালিয়া দেয়। তাহারা তাহা উহার গায়ে ছড়াইয়া দিয়া স্ব স্ব বাড়ী যায়। তৎপর দিন যেখানে চাউলের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেইখানে কোন জীবের পায়ের দাগ পড়িয়াছে কি না, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখে। যদি কোন জীবের পদচিহ্ন দেখিতে পায়, তাহা হইলে বুঝে যে, মৃত ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়াছে। তৎপরে মৃত ব্যক্তির পরিবারেরা ভেরেণ্ডা ডাঁটার খোলে গোমূত্র ভরিয়া লয় ও মৃতের উদ্দেশে ৪খানি গোধূম-পিষ্টক লইয়া সমাধিক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হয়। পথে যেখানে কাঁধ বদলান হইয়াছিল, সেইখানে দুখানা পিষ্টক ও অবশিষ্ট দুইখানি পিষ্টক ও গোমূত্র সমাধির উপর ফেলিয়া দেয়। একখানা পায়ের দিকে ও একখানা মাথার দিকে ফেলে। সমাধির উপরে কাঁটাগাছ দিয়া ঢাকিয়া দেয়, যেন শৃগালাদিতে খুঁড়িয়া শব বাহির করিতে না পারে। দশমদিনে মৃতের পুত্র পুরোহিতকে ও নাপিতকে সঙ্গে লইয়া সমাধিক্ষেত্রে গমন করে। সেখানে গিয়া মৃতের পুত্র স্নান করিয়া ক্ষৌরী হয়, তৎপরে আবার স্নান করিয়া আসিয়া ময়দার ১১টা ও অন্নের ১২টা পিণ্ড প্রস্তুত করে এবং হলুদ, তিল ও সিন্দুর দিয়া পিণ্ডপূজা করে এবং পিতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পিতার তৃপ্তির জন্য কাককে আহ্বান করিয়া পিণ্ড খাইতে দেয়। কাক যদি পিণ্ডগ্রহণ করে, তবেই বুঝে যে মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্ম হইয়াছে আর সে সুখে আছে। কাক না খাইলে বুঝে যে মৃতব্যক্তি প্রেতযোনিতে বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কাক না নামিলে আত্মীয় স্বজনেরা মৃতের পরিবারাদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইবে বলিয়া মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে এবং যাহাতে কাক পিণ্ড খায়, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে থাকে। যদি কোন রকমেই কাক পিণ্ড না লয়, তবে তাহারা পিণ্ড গাভীকে খাইতে দেয় বা নদীতে নিক্ষেপ করিয়া সকলে স্নানাদি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে। সেদিন আবার বাড়ী গোবর জল দিয়া ধোয়া হয়। ত্রয়োদশদিনে অনাহূত স্বজাতিবর্গকে আহার করান হয়। যদি কেহ অপুত্রক মৃত হয়, তবে দশমদিনে না হইয়া মৃত্যুর পর প্রথম অমাবস্যায় দশ পিণ্ড দেওয়া হয়। সধবার মৃতদেহ সবুজ কাপড় ও আঙ্গিয়াদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া, হাতে সবুজ রঙ্গের গালার চুড়ী পরাইয়া, কপালে সিন্দুর দিয়া কোলে চাউল ও নারিকেল দিয়া প্রোথিত করে। বিধবার দেহ পুরুষের দেহের মত পুতিয়া ফেলে।

কোলিদিগের সামাজিক বিবাদ পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক মীমাংসিত হয়। পূর্ব্বে মহাদেব কোলিদিগের মধ্যে গোত্রাধি নামে পঞ্চায়ত ছিল। তাহাতে রগতভান বা সভাপতি, মেটাল বা সহকারী, সবলা বা বরকন্দাজ, ঢালিয়া বা ছড়িদার, হাড়ক্যা

বা গবাস্থিবন্ধক ও মাড়ক্যা বা মৃৎপাত্রাপহারক নামে ছয়জন কর্ম্মকারক থাকিত। এই সকল পদ বংশগত ছিল। জুনারের প্রধান কোলি-নায়কের অধীনে ইহারা কার্য্য করিত। রগতভান শেষগোত্রীয়, মেটাল কেদারগোত্রীয়, সব্‌লা ক্ষীরসাগরগোত্রীয়, ঢালিয়া শেষগোত্রীয়, হাড়ক্যা শেষগোত্রীয় ও মাড়ক্যা শেষগোত্রীয়। সভাপতিই বিচারকর্ত্তা; সহকারী বিচারকার্য্যের সাহায্য করিত ও সভাপতির অনুপস্থিতিতে বিচার করিত। বরকন্দাজেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়া লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া বেড়াইত এবং ভ্রষ্টাচারীকে ধরিয়া আনিয়া বিচারকর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত করিত। ছড়িদারেরা অম্বর বা জাম্বুল (?) বৃক্ষের ডাল লইয়া বিচার অগ্রাহ্যকারীর দ্বারে রোপণ করিয়া দিত। গবাস্থিবন্ধকেরা মৃত গাভীর অস্থি লইয়া অপরাধীর দ্বারে বাঁধিয়া দিত, ইহার পর আর সে ব্যক্তি স্বজাতির সহানুভূতি পাইত না। মৃৎপাত্রাপহারকেরা অপরাধীর গৃহাদির পবিত্রতাবিধানে তত্ত্বাবধান করিত ও মৃত্তাণ্ডাদি লইয়া চলিয়া আসিত। যদি তাহাদের মাতার স্বামী তাহাদিগকে লইতে স্বীকার করিয়া ৪০৲। ৫০৲ টাকা খরচ করিয়া স্বজাতি মধ্যে বৃহৎ ভোজ দেয়, তাহা হইলে জারজ সন্তানেরা ইহাদের সমাজে গৃহীত হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত সভাপতি বা নায়ক বা পেটেলের অনুজ্ঞামতে অন্যজাতীয় স্ত্রীলোক কোলিজাতিতে গণ্য হইতে পারে। আহ্মদনগরে এরূপ পঞ্চায়তের কোন প্রতিনিধি নাই, কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য হয়। এখানে অপরাধীকে তাহার অপরাধের জন্য নিজ গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে কতকটা ঘৃত ভিক্ষা করিতে বলা হয়। যে তাহা না করে, তাহাকে জাতিচ্যুত করে।

ছুব্‌লা কোলি নামে একশ্রেণী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাসরূপে ক্রীত ও বিক্রীত হইত। এই শ্রেণীর কোলি বরোচ ও সুরাট জেলায় আছে। অনাবল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিকট ইহারা বংশানুক্রমে এখনও বিনাবেতনে দাসের কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আবার "হালি" নামক উপবিভাগ আছে।

কোলি-পুরুষেরা 'নরলি পূর্ণিমা' নামক এক পূর্ণিমায় সমুদ্রকে পূজা করিয়া নারিকেল প্রদান করে। নূতন নৌকা ভাসাইবার সময়ে স্ত্রীলোকেরা তাহার দাঁড়ের উপর নারিকেল ভাঙ্গিয়া দেয়। স্ত্রীলোকেরা সমুদ্রপূজার দিন গৌরীপূজা করে।

কোলিরা দেশীয়দিগের অধীনে ও নায়কদিগের অধীনে ডাকাতি করিত। পূর্ব্বে এইরূপ ডাকাতের দল অসংখ্য ছিল। শিবজীর প্রথম মরাঠী সৈন্য এইরূপ ডাকাতের দল হইতেই সংগৃহীত। সে দিন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দেও কৃষ্ণ সব্‌লা ও তৎপুত্র মারুতি সব্‌লা নামক কোলিসর্দারের ডাকাইতের দল জেমরি, ধামরি, মিরুর প্রভৃতি স্থান একবারে উৎসন্নপ্রায় করিয়া ছিল। শেষে মেজর ড্যানিয়েল নামক এক ব্যক্তি পুণা হইতে অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ইহাদিগকে বহু কষ্টে অনেকবার যুদ্ধের পর দমন করিতে পারিয়াছে।

পুণার কোলিদিগের কুল মধ্যে কাম্বলে, মোড় ও বাঘলে নামে ৩টি অতিরিক্ত বংশ দেখা যায়। ইহারা কোলিদিগের দেবদেবী ব্যতীত কালকৈ (কালিকা ?) জক্ষি ও জোকৈ নামক দেবতারও পূজা করে। ইহারা কাশীদর্শনেও আসে। ইহাদের মধ্যে বিবাহের সময় দৈবজ্ঞদ্বারা বিবাহের কথাবার্ত্তা ও দিন স্থির হইলে ২।৩ দিন পরে বরের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা কন্যার বাড়ী গুড়, দাইল, সুপারি ও পাণ লইয়া যায়। ইহারা এই সকল দ্রব্য কন্যার বাড়ীর গৃহদেবতার সম্মুখে রাখিলে পর কন্যাপক্ষ হইতে তাহাদিগকে বংশমর্য্যাদানুসারে চিনি ও পাণ দিতে হয়। ইহাদের গাত্রহরিদ্রা ও বিবাহ বিভিন্ন দিনে হয়। গাত্রহরিদ্রার সময় মণ্ডপ মধ্যে বরের নিকট বরের ভগিনীও বসে। বরের ভগিনীকে 'করবলি' অর্থাৎ সম্মানপাত্রী বলা হয়। তৎপরে গম-ভাঙ্গাই হইলে আটচালার আর এক পার্শ্বে সারি সারি ৩ খানি চৌকি রাখে। এই তিন চৌকিতে বরের পিতা, বরের মাতা ও বর উপবেশন করে। এই সময়ে বরের পিতা ও মাতাকে 'বরমাব্‌ল' ও 'বরমাব্‌লী' বলে। একজন স্ত্রীলোক ইহাদের সম্মুখে আলো জালিয়া দেয়, এক থালায় রুলিমাটির গুঁড়া, পাণ, সুপারি বাদাম ও ধান্য রাখে। এগুলি বরের সম্মুখে রাখিতে হয়। বরের মাতার ঠিক সম্মুখে আটচালার খুঁটিতে সিকায় করিয়া একটী নারিকেলসহ পূর্ণকুম্ভ ঝুলাইয়া রাখে। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া সকলের কপালে রুলির গুঁড়া ও ধান্যস্পর্শ করাইয়া পিতার ও মাতার বস্ত্রাঞ্চলে গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেন। একজন স্ত্রীলোক একখানি কুঠার, একটী দাইলের বড়ি, ও কএকখানি পাঁপর আনিয়া কুঠারখানির সহিত একত্র বাঁধিয়া বরের পিতার হাতে দেয়। বরের পিতা তাহা কাঁধে ফেলিয়া আটচালা হইতে বাহিরে আসে, পশ্চাতে বরের মা সেই প্রজ্বলিত প্রদীপটী থালায় লইয়া গমন করে। পরে বরের পিতা সেই কুঠার দিয়া অম্বর-গাছের একটী ডাল কাটে। সেই ডালটি আটচালার মধ্যে রোপিত হয়। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া এই ডালটীকে হলুদ ও রুলি দিয়া সাজাইয়া দেয়, বরের পিতাও পুরোহিতের সঙ্গে হলুদাদি দেয়। পরে ভোজনাদি হয়।

সন্ধ্যাকালে বরের বাড়ী হইতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা কন্যার জন্য গহনাদি, নারিকেল, সুপারি, ৫টী পাণ, খেজুর, বাদাম এবং এক থালায় প্রজ্বলিত প্রদীপ ও এক বাটিতে বাটাহলুদ লইয়া বাজনা বাজাইয়া কন্যার বাড়ী যায়। স্ত্রীলোকেরা অন্দরে গিয়া বসে। পরে কন্যাকে এই আনীত হলুদ মাথাইয়া মঙ্গলসূত্র পরাইয়া মণ্ডলমধ্যে আনিয়া বসায়। বরপক্ষীয় পুরুষেরা তাহাকে কোন ফলাদি দান করে। ইহাকে 'অতিভরণ' বলে। বরপক্ষীয়েরা চিনি ও সুপারি খাইয়া চলিয়া আসে। তৎপর দিন প্রাতঃকালে বরের বাটীতে আটচালায় একটী চতুরস্র মণ্ডল করিয়া তাহার চারিকোণে চারিটী পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করে। তন্মধ্যে বর পিঁড়ায় বসে। বরের ভগিনী বরের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাত চিত করিয়া বরের মাথার উপর ধরিয়া থাকে। ৪ কি ৫টী সধবা স্ত্রীলোক গান গাহিতে গাহিতে তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করে ও পূর্ণকুম্ভ হইতে জল বরের ভগিনীর হাতের উপর দিয়া বরের মাথায় ঢালিতে থাকে। চারি কলসীর জল ফুরাইলে বর কাপড় ছাড়িয়া গৃহে গমন করে। গৃহমধ্যে ৫টী চতুরস্র মণ্ডল আঁকিয়া রাখে। পিঁড়ার উপরে বর বসে। তামার ভাজাখোলায় ফুলের মালা জড়াইয়া বরের সম্মুখে রাখে। এক কোষা শণ ও পাণ একটা কাটীতে বাঁধিয়া ৫ জন স্ত্রীলোক ধরিয়া গান গাহিতে থাকে ও সেই কাটী তৈলে ডুবাইয়া জ্বালিয়া লয় এবং একবার ভূমিতে, একবার ভাজনা খোলায়, একবার গৃহদেবতার নামে কতগুলি দ্রব্যে ও শেষে বরের মাথায় ঠেকাইয়া লয়। তৎপরে বর আর একটী মণ্ডলে বসিয়া ক্ষৌরী হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। নাপিত আসিয়া স্ত্রীলোকদিগকে বরের কপালে কলির গুঁড়া মাখাইয়া ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে বলে। স্ত্রীলোকেরা তাহা করিলে পর নাপিত তাহার মাথা কামাইয়া দেয়। পরে উক্ত ৪ জন সধবা বরের মাথার চারিদিকে একটী পয়সা ঘুরাইয়া পূর্ণকলসী ৪টী লইয়া গান গাহিতে গাহিতে জল আনিতে যায়। ইতিমধ্যে একজন স্ত্রীলোক বেদির উপর একটী চতুরস্র আলিপনা দেয়। সধবারা জল আনিয়া সেই আলিপনার ৪ কোণে এবং একটী জাঁতা আলিপনার মাঝে রাখে। পূর্ণকুম্ভগুলির গলা বেড়িয়া লালসূতা বাঁধিয়া দেয়। স্ত্রীলোকেরা গান গাহিতে থাকে। বর স্বীয় ভগিনীর সঙ্গে আসিয়া পাঁচ বার আলিপনা প্রদক্ষিণ করে। তৎপরে জাঁতার উপর বসে। পুনরায় বরকে স্নান করাইয়া দেয়। ক্ষৌরী ব্যতীত কন্যার বাড়ীতেও ঠিক এইরূপ সবই হয়। তৎপরে বর পোষাক পরিয়া অশ্বারোহণে বিবাহ করিতে যায়। পুণায় বরযাত্রীরা মারুতি মন্দিরে বসে না, কন্যার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে পুরোহিতকে পাঠাইয়া কন্যাপক্ষকে সতর্ক হইতে বলে। পরে কন্যার ভ্রাতা নারিকেল হস্তে সকলকে অভ্যর্থনা করে এবং শেষে বরের নিকট উপস্থিত হইয়া কাণ মলিয়া দেয় এবং পরস্পর কোলাকুলি করে। কন্যার দরজায় সূতা দিয়া প্রবেশপথ আটকান থাকে। বর ছুরী দিয়া সেই সূতা কাটিয়া প্রবেশ করে। কন্যার পিতা আসিয়া বরের পায়ে তৈল ও জল প্রদান করিয়া বেদির উপর লইয়া গিয়া বসায়। তাহার পরে একটী মণ্ডলের মধ্যে কাঁসার থালে বরকে দাঁড়াইতে হয়। বরের সম্মুখে আর একখানি কাঁসার থালা থাকে। একজন দৈবজ্ঞ জল-ঘড়ি দেখে। (একটী পূর্ণ জলপাত্রে একটী মধ্যবিধ আকারের বাটি ভাসাইয়া দেয়। বাটির তলায় সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দিয়া জল ভরিয়া যে মুহূর্ত্তে বাটি ডুবিবে, সেই মুহূর্ত্তেই শুভক্ষণ।) কন্যাকে আনিয়া ঐখানে দাঁড় করাইয়া দেয়। উভয় পক্ষীয় আত্মীয়েরা ধান্যহস্তে চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়ায়। পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে থাকে। তৎপরে জল-ঘড়িতে শুভক্ষণ উদয় হইলে প্রথমে পুরোহিত, পরে আত্মীয়েরা ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। আত্মীয়েরা হাততালি দিয়া শুভকামনা করে। পরে বরকন্যা পরস্পর সুপারি আদান প্রদান করিয়া আহারাদি করে। পরদিন বরকন্যা সুপারি লইয়া জোড়-বিজোড় খেলা করে ও বরকন্যা বরের বাড়ী যায়। বরের ভগিনী দ্বার বন্ধ করিয়া দাঁড়ায়। বর ভিতরে যাইতে চাহে। ভগিনী বলে— 'তোমার কন্যার সহিত যদি আমার পুত্রের বিবাহ দাও, তবে আসিতে দিব।'—বর স্বীকার করিলে প্রবেশ করিতে দেয়। তৎপরে বরকন্যা পরস্পর পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকে। তৎপরে ভোজ হইয়া বিবাহ ব্যাপার শেষ হয়।

পুণাজেলায় কোলিরা শবদাহ করে। অন্যান্য ব্যাপার আহ্মদনগরের ন্যায়। শোলাপুরে কোলিদিগের বিবাহ ব্যাপারে আবার কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। স্থানভেদে এইরূপ পার্থক্য ঘটে, নতুবা মোটের উপর প্রায়ই একরূপ।

কোলি (পুং স্ত্রী) কুল-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যইন্। উণ্ ৪।১১৭) ১ বদরীবৃক্ষ, কুলগাছ। পর্য্যায় কর্কন্ধু, বদরী, কর্কন্ধূ, বদর, কোলী, কোলা, কুবলী, কোল।

"জাতীপত্রং কোলিপত্রং তথাচৈব মনঃশিলা।
এভিশ্চৈব কৃতা বর্ত্তির্বদরাগ্নৌ মহেশ্বর।
ধূমপানং কাসহরং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥"

(গরুড়পু° ১৬৪ অধ্যায়)

কোলি (বা ব্যাঘ্রপুর) একটী প্রসিদ্ধ স্থান, দোয়াবের অন্তর্গত গোরক্ষপুরের নিকট বস্তিনগরের ৩৷৷৹ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে কুনাও বা কুনাই নদীর তীরে অবস্থিত। এইখানে নদী পূর্ব্বদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। সেইখানেই 'বরাছেত্র' বা বরাহক্ষেত্র। নদীর গতিতে এইখানে একটী হ্রদের মত হইয়া আছে। আরও একটী হ্রদের মত খাত আছে, তাহাতে জল নাই। অনুমান হয়, এই দুই মিলিত হইয়া পূর্ব্বে একটী হ্রদ ছিল। ইহার উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপশ্চিমে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ, উত্তরপশ্চিমে ও দক্ষিণপূর্ব্বে প্রায় অর্দ্ধপোয়া হইবে। ইহার উত্তর ও পশ্চিম দিকে জঙ্গলে আবৃত পার্ব্বতীয় ভূমি আছে। তাহার ভিতর দুই তিনখানি গ্রাম আছে। ইহারই উত্তর ও পশ্চিমদিকে পূর্ব্বকালে ব্যাঘ্রপুর ছিল। এখন তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ভগ্ন ইষ্টক ও খোলা ছড়াইয়া আছে। এখনও স্থানে স্থানে জঙ্গল কাটিলে ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

এইখানে একটী পুষ্করিণী আছে, তাহা বরাহক্ষেত্র নামে অভিহিত। পুষ্করিণীর পার্শ্বে বরাহ অবতারের মন্দির। পুষ্করিণীটী নদীর ঠিক পার্শ্বভাগেই অবস্থিত। নদীর সহিত ইহার যোগ থাকা অসম্ভব নহে। পুষ্করিণীটী অত্যন্ত গভীর। এখানকার লোকেরা বলে, সরোবরটী অতলস্পর্শ। তাহার উপরিভাগ গোলাকার, তিন দিকে উচ্চ পাড়, পশ্চিমদিকে উচ্চপাড় নাই, কেবল জমি ঢালু হইয়া ঘাটের মত হইয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীর উপরিভাগ হইতে একটী নালা গিয়া নদীতে পড়িয়াছে। এই পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে একটী পুরাতন বাটীর চিহ্নস্বরূপ ইষ্টক রাশি, এইখানে ছাদশূন্য চতুষ্কোণ একটী ভগ্ন মন্দির আছে। তাহাতে একটী লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ড, তাহার মধ্যস্থলে কাটা। স্তূপের উপরিভাগে এইরূপ প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে সারি সারি বৃক্ষশ্রেণী। তাহার ভিতর একটী ইষ্টক নির্ম্মিত আধুনিক মন্দির আছে।

নদী যেখানে দক্ষিণমুখী হইয়াছে, তথায় অতি উচ্চ চতুষ্কোণ মৃত্তিকানির্ম্মিত দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এক্ষণে বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। কথিত আছে, বস্তির রাজা লালসাহেব ইহা নির্ম্মাণ করেন। তথা হইতে পশ্চিমমুখে কিয়দ্দূর গমন করিলে একটী গ্রাম, তাহার নিকট একটী উপবন ও কএকটী সরোবর। তথায় চূণকাম করা ৩টী ভগ্ন গৃহ আছে। বোধ হয় সেগুলি সতীস্তম্ভ হইবে। পুরাতন ব্যাঘ্রপুরের সম্ভবতঃ এই স্থানে উপবন ছিল।

বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর পিতা রাজা সুপ্রবুদ্ধের বাস এই কোলি বা ব্যাঘ্রপুরেই ছিল। মায়াদেবী পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রসববেদনা হওয়ায় লুম্বিনীকাননে শালবৃক্ষমূলে বুদ্ধদেবের জন্ম হইল। এই স্থান কপিলবাস্তু ও কোলির মধ্যস্থানে অবস্থিত।

মহাবস্তবদানে যে কোল ঋষির উল্লেখ আছে, বোধ হয় তাঁহার নামেই এই স্থানের নামকরণ হইয়া থাকিবে। [কৌলিয় দেখ।] এই স্থান বরাহক্ষেত্রের অন্তর্গত। পূর্ব্বে এই স্থানে যে একটী উপবন ও সরোবর-শোভিত একটী সুন্দর নগর ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রজাগণের জলের অভাব না হয়, এই জন্য কুনাও বা কুয়ানি নদীর ধারে বাঁধ দিয়া, খালের প্রয়োজন সাধিত হইয়াছিল।

এই স্থান হইতে ৫ ক্রোশ পশ্চিমদিকে ভুইলাদি বা কপিলবাস্তু, এখান হইতে ২৷৷৹ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে বুদ্ধপাড়া এবং শরকুঁইয়া নামক স্থান এখন হইতে দক্ষিণপশ্চিমদিকে ৪৷৷৹ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এই শরকুঁইয়াকেই হিউএনসিয়াং 'শরকূপ' নামে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণনা অনুসারে হিসাব করিয়া দেখিলে কোলি বা বরাহক্ষেত্রকে 'শরকূপ' বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

দেশের লোক বলিয়া থাকে যে বিষ্ণু এই স্থানে বরাহ অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইহার নাম বরাহক্ষেত্র হইয়াছে। এই জন্য এইখানে প্রতিবৎসর চৈত্র ও কার্ত্তিক মাসে দুইবার মেলা হয়। মেলায় অনেক যাত্রী আসে।

কোলিকহু, (তামিল ভাষায় 'কোলি' শব্দের অর্থ কুক্কুট ও 'কোহু' শব্দের অর্থ কোট বা গড়। দেশীয়েরা কেহ কেহ 'কোলিকুক্কুভ' ও 'কোলিকোট্ট', ইংরাজ ও বিদেশীয়গণ, 'কালিকট' বলেন।) ১ মান্দ্রাজপ্রদেশের মলবার বিভাগের একটী তালুক। পরিমাণ ৩৩৬ বর্গমাইল। একটী সহর ও ৩৮খানি গ্রাম এই তালুকের অন্তর্গত। লোকসংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ। এখানে ৩টী দেওয়ানী ও ৪টী ফৌজদারী আদালত আছে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর ও বন্দর। অক্ষা° ১১°১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫°৪৯´ পূঃ মধ্যে, বেপুরের ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে হিন্দু ও মাপ্পিল্লা নামক সঙ্কর মুসলমানজাতির সংখ্যাই অধিক।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই বন্দর একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন্-বতুতা প্রভৃতির

* আবার কাহারও মতে কোয়িকোড় হইতে কালিকট শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। (Sewell's Dynasties of Southern India, p. 57) [কোয়া দেখ।]

গ্রন্থপাঠে জানা যায়—চীন, যব, সিংহল, পারস্য, মিসর ও হাবসীদেশ প্রভৃতি নানাস্থান হইতে বণিকেরা এখানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। খৃষ্টীয় নবমশতাব্দীতে ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী কএকজন বণিক এখানে বাণিজ্য করিতে আসেন। তাঁহাদের উপর এখানকার রাজা চেরমান-পেরুমালের শুভদৃষ্টি পড়ে। এই রাজা তুর্কিস্থানের রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার আশায় মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া আরব অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রবাদ এইরূপ—প্রাতঃকালে এখানকার তালিমন্দির হইতে যতদূর কুক্কুটের ধ্বনি শুনা গিয়াছিল, ততটা স্থান তিনি মনবিক্রম সামরীকে (১) দিয়া যান। তদবধি বহুদিন সামরী-রাজগণ এখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-পরিব্রাজক কোবিলহাম্ য়ুরোপীয়-দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এখানে আগমন করেন। তৎপরে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কো-ডি-গামা কালিকটে উপস্থিত হন। তখনকার সামরীরাজ প্রথমে পর্ত্তুগীজ পোতাধ্যক্ষকে এখানে কুঠি নির্ম্মাণ করিতে দেন নাই, শেষে বাধ্য হইয়া ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজদিগকে কুঠি নির্ম্মাণের অধিকার দিলেন। ইহার পর ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানি, ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে দিনেমারেরা এখানে কুঠি স্থাপন করেন।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানায়ক কাপ্তেন কিড এই নগর লুটপাট করেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে হায়দরআলী মলবার আক্রমণ করিলে সামরীরাজ রাজভবনে আগুন দিয়া সপরিবারে পুড়িয়া মরেন। ১৭৭৩ ও ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে মহিস্বরের সৈন্যগণ এই নগর আক্রমণ করিয়া ইহার যথেষ্ট ক্ষতি করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বৃটীশসেনা আসিয়া বন্দরটী দখল করিয়া বসেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগকে এই নগর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে কোলিকদ্ধ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অধিকারে থাকিলেও ইহার মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থান ফরাসীদিগের অধিকারে আছে।

বহুদিন হইতে এই স্থান 'কালিকো' নামক ছিট কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু এখন আর তাহা প্রস্তুত হয় না। তবে কালিকট-চেক নামে নানাপ্রকার ছিট্ কাপড় প্রস্তুত হয়। সামরী-রাজগণ এখন বৃটীশ গবর্ণমেণ্টর বৃত্তিভোগী। কোলিকদ্ধ তালুকের মধ্যে সামরী-রাজগণের অনেক কীর্ত্তি আছে।

(১) সামরী শব্দের অপভ্রংশে য়ুরোপীয়ের নিকট জমোরিন্ (Zamorin) নাম হইয়াছে। 'সামুদ্রী' (সমুদ্রপতি) শব্দের মলয়ালম্‌ভাষায় তদ্ভাবে তামাতিরি' বা 'তামুরি' হয়। এই তামুরী বা সামুদ্রী হইতে 'সামুরী' বা 'সামরী' নাম হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালিকট নগরে সামরী-রাজপ্রাসাদ ও 'তালি' মন্দির উল্লেখ যোগ্য।

সামরী-রাজবংশে বিবাহপ্রথা নাই। শৈশবে রাজকুমারী-দিগের তালিবন্ধন হয়, পরে বয়স্থা হইলে তাহারা 'গুণদোষ-কারণ' সম্বন্ধ (২) স্থির করিয়া কোন একটী নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণের সহিত সহবাস করেন। তাঁহাদের গর্ভজাত পুত্র বাল্যকালে মাতৃভবনে স্ত্রীধনে প্রতিপালিত হয়। ১৪ বর্ষ হইলে পুত্র মাতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাটীতে পুরুষগৃহে বাস করিতে থাকে। স্ত্রীধনেই তাহার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়, কিন্তু কুমারী-মহলে আর আসিতে পারে না। কুমারীরা দেবালয় দর্শন ভিন্ন অন্য সময়ে বর্হিভাগে আসেন না। অনেকেই সুশিক্ষিতা, কেহ কেহ সংস্কৃতও ভাল জানেন। ইহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীই "রাণী" পদ প্রাপ্ত হন। তিনিই রাজকুমার-দিগের ভরণপোষণের বৃত্তি দিয়া থাকেন। রাণী এক হইলেও এখন তিন রাণীবংশ হইয়াছে—'নূতন কোবিলবাসী পুদিয়া', 'পশ্চিম কোবিলবাসী পতিন্‌হরী,' এবং 'পূর্ব্ব কোবিলবাসী কীশকী।' এই তিন রাণীবংশ হইতে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুমার 'মনবিক্রম সামরী-প্রাসাদে' শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সামরী-(জামরী) পদে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন।

কোলিতা, ১ জাতিবিশেষ। (কোলিতা তাসা, ওড়তাসা।) ছোটনাগপুরের করদরাজ্যের দক্ষিণভাগে ইহাদের বাস। কথিত আছে রামচন্দ্রের সময় মিথিলা হইতে এদেশে আগমন করে। ইহারা গৌরবর্ণ। ইহাদের গঠন ও আকৃতি পরিপাটী। ইহাদের কন্যাগণের যৌবনাবস্থার পূর্ব্বে বিবাহ হয় না। ইহারা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা তাসা বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। 'তাসা' শব্দ আমাদের চাসা শব্দের অপভ্রংশ।

২ আসামের একটী জাতি; কায়স্থ বলিয়াও পরিচয় দেয়। ইহাদিগকে কুলতাও বলিয়া থাকে। ইহারা এককালে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তাহাতে এসিয়াখণ্ডে ইহাদের সমকক্ষ অতি অল্প লোকই ছিল। (Asiatic Researches, Vol. XVI.) এই বংশীয় রাজগণ আসামে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন।

(২) কেরলপ্রদেশে অনেক স্থানে এই 'গুণদোষকারণ' সম্বন্ধ প্রচলিত আছে। কন্যা বয়স্থা হইলে গৃহস্বামিনীর অনুমতি লইয়া কোন মনেরমত পুরুষকে নিয়োগ করিতে পারে, কিম্বা কর্ত্রী ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া কোন নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণ অথবা স্বজাতীয় উৎকৃষ্টবংশের কোন যুবার সহিত শুভ লগ্নে সম্বন্ধ স্থির করেন, কন্যাও তাহাতে মত দেয়। এইরূপ সম্বন্ধের নাম 'গুণদোষকারণ'। [সাম্বার শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

পূর্ব্বে কোচবেহার প্রভৃতি স্থানে ইহারাই পৌরোহিত্য করিত। রাজা বিশ্বসিংহের সময় হইতে সেই প্রথা অনেকটা উঠিয়া যায়। [কামরূপ দেখ।]

কোলিসর্প (পুং) ক্ষত্রিয়বিশেষ, সগররাজ ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন। (হরিবংশ)

"কোলিসর্পা মাহিষকাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।" (ভারত, অনু ৩৬)

কোলী (স্ত্রী) কোলতি পীনত্বেন জায়তে বর্দ্ধতে বা কুল-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। যদ্বা কোলি বা ঙীষ্। কোলিবৃক্ষ, কুলগাছ।

কোলুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবার জেলায় একটী গ্রাম। করজগি হইতে দেড়ক্রোশ পশ্চিমে। এখানে বাসবন্নদেবের একটী প্রাচীন মন্দির আছে। উহার গঠনপ্রণালী বিচিত্র। মন্দিরে ১২টী স্তম্ভ ও মন্দির মধ্যে দুই খানি খোদিত লিপি আছে। কথিত আছে যথ্যনাচার্য্য নামক এক রাজা ব্রাহ্মণবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিংশ বর্ষকাল হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত নানাস্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বেড়ান। এই মন্দির তাহারই মধ্যে একটী।

কোলূক (ক্লী) কোলূতের নামান্তর। [কুলূত দেখ।]

কোল্যা (স্ত্রী) কোল মর্হতি, কোল-যৎ। পিপ্পলী।

কোল্লগিরি (পুং) ভারতবর্ষস্থ একটী পর্ব্বত। বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগে দক্ষিণদিকে ইহা নিরূপিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম কোল্লমলয়।

কোল্লমলয়, মান্দ্রাজপ্রদেশের সালম বিভাগের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। অক্ষা° ১১°১´৩০´´ হইতে ১১°২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২´৩০´´ হইতে ৭৮°৩১´৩০´´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উচ্চতা ১৬৫০ হইতে ২৩৫০ হাত পর্য্যন্ত, ইহার উচ্চশৃঙ্গটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩১৩০ হাত উচ্চ হইবে। এখানে মলয়ালী নামক পাহাড়ীদিগের বাস।

কোল্‌স্যা (দেশজ) নিকট।

কোবতুর, (কোইম্বাতুর বা কোএম্বাতোর নামে বিদেশীয়ের নিকট প্রচলিত। কেহ বলেন, ইহা 'কোয়ম্মতুরু' শব্দের অপভ্রংশ।) মান্দ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণাংশে একটী বিস্তৃত জেলা। ইহার পরিমাণ প্রায় ৭৪৩২ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় আঠার লক্ষ হইবে। ইহার উত্তরাংশে গিরিজঙ্গসময় কোল্লিগাল, তাহার পশ্চিমে নীলগিরি, দক্ষিণপশ্চিমপ্রান্তে উৎকৃষ্ট বন ও হস্তীসমাকীর্ণ অনমলয় বা হস্তীগিরি। এখানে কৃষ্ণবানরভোজী কাদের নামক অসভ্য জাতির বাস।

এই জেলার অবস্থা দিন দিন ভাল হইতেছে। এখানে কোরণ্ডম্ নামে দুই প্রকার উৎকৃষ্ট খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হয়। মরকত মণিও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

এখনকার লোকেরা বলে, পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে এই কোবতুর জঙ্গলে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। এই জেলার অন্তর্গত ধারাপুরকে স্থানীয় লোক প্রাচীন 'বিরাটপুর' বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলে, এখানেই পঞ্চপাণ্ডব ১ বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করেন। কিন্তু বিরাটরাজ্য এখানে নয়। [বিরাট দেখ।] এই জেলায় নানাস্থানে পাথরের পুরাতন সমাধিস্থান আছে। দেশীয়েরা তাহাকে 'পাণ্ডবকুলি' বলে। এইরূপ পাথরের সমাধি হরিকাণ্ডনেল্লুরের নিকট 'বালিরাজার ছাউনি' নামে বিখ্যাত।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই অঞ্চল চের বা কেরলরাজগণের অধিকারে ছিল। ৮৭৮ খৃষ্টাব্দে চোলরাজগণ পূর্ব্ব রাজাকে পরাস্ত করিয়া কোরুর, কোঙ্গু, কর্ণাট ও তলকাদ অধিকার করেন। ১০৮০ খৃষ্টাব্দে এই স্থান বল্লালবংশীয় রাজা বিনয়াদিত্যের অধিকারভুক্ত হয়। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরাধিপ হরিহর এই স্থান অধিকার করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর উৎসন্ন হইলে কোবতুর মদুরার অধীন হয়। ১৬২৩ হইতে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহিস্থররাজ চিক্কদেব এই স্থান জয় করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ শাসনাধীন হয়।

এই জেলার প্রধান নগর কোবতুর, বিদেশীর নিকট কোইম্বাতোর। অক্ষা° ১০°৪৯´৪১´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬°৫৯´৪৬´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। যেখানে রাজভবন আছে, সেই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯০০ হাত উচ্চ। এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর বলিয়া এই সহরে রাজকীয় সকল প্রধান কার্য্যালয় আছে। ঔষধালয়, চিকিৎসাগার, টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর এবং ছোট বড় সকল প্রকার দেশীয় ও ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। সহরের ২ ক্রোশ দূরে পেরুর নামক স্থানে মেলচিদম্বরতীর্থ। এই তীর্থের উপর এখানকার হিন্দুগণের প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁহারা বলেন, এখানকার দেবতা জাগ্রৎ, এমন কি টিপুসুলতানও দেবসম্পত্তি বা দেবালয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। এখানকার প্রাচীন মূলমন্দিরটী চেররাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর বৃহৎ গোপুর, নিকটেই বৃহৎ ধ্বজস্তম্ভ। স্তম্ভের শিল্পকার্য্য অতি চমৎকার; ইহার পশ্চিম গায়ে লিঙ্গের উপর স্তনদানে রত সুন্দর গাভিমূর্ত্তি, দক্ষিণ গায়ে ত্রিশূলাকৃতি, পূর্ব্বগায়ে বিনায়ক ও উত্তর গায়ে সুন্দরদেবের মূর্ত্তি। জ্যৈষ্ঠমাসে সুন্দরদেব ঐ মূর্ত্তিতে ভূমিখনন করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত মাসে তাঁহার উৎসব হয়। গোপুর ছাড়াইয়া দ্বিতীয় প্রাকারে পাথরের কনকসভামণ্ডপ। এই

সভামণ্ডপের প্রত্যেক স্তম্ভে পৌরাণিক দেবদেবীমূর্ত্তি পারিপাট্যের সহিত খোদিত আছে। এখানে নটরাজার গৃহ—দশভুজ নটরূপী মহাদেব একপাদে দণ্ডায়মান। মূলমন্দিরটী মরকত নীলরঙের পাথরে নির্ম্মিত, ইহার চারিদিকেই হিন্দুরাজাদিগের অনুশাসন খোদিত। এখানকার মহাদেব লিঙ্গরূপী। নিকটেই দেবীর মন্দির, দেবীর নাম মরকতবল্লী। এখানে ১২ মাসেই এক একটী উৎসব হইয়া থাকে। কোবতুরে যে কোন হিন্দু বা ইংরাজ বড় লোক গিয়া থাকেন, মেলচিদম্বর না দেখিয়া আসেন না।

কোবতুর জেলায় আরও কএকটী তীর্থ ও পুণ্যস্থান আছে। ভবানীসহরে কাবেরী ও ভবানীসঙ্গমের মধ্যস্থলে সঙ্গমেশ্বর, পলনাদ তালুকে পাপনাশী ও কোরুর সহরে পশুপতীশ্বর স্বামীর মন্দির উল্লেখযোগ্য।

কোবলয় (কুবলয়) আরাকানের একজন পরাক্রান্ত মগরাজা। ৫২১ মগ অব্দে (১১৫৮ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি শ্যাম, ব্রহ্ম ও চীনের কিয়দংশ, অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পাঁচটী শ্বেত হস্তী ছিল। ইনিই মহতী নামে প্রসিদ্ধ দেবমন্দির স্থাপন করেন। ৫৩০ মগ-অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

কোবলীপত্র (দেশজ) কবুলিয়ত, স্বীকারপত্র।

কোবিদ (ত্রি) কুঙ্ শব্দে বিচ্ কৌর্বেদঃ তং বেত্তি বিদ্-ক। (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫।) পণ্ডিত।

"ইতি রাজ্ঞ উপাদিশ্য বিপ্রা জাতক-কোবিদাঃ।
লব্ধোপচিতয়ঃ সর্ব্বে প্রতিজগ্মুঃ স্বকান্ গৃহান্॥"
ভাগবত ১।১২।২৯।

কোবিদার (পুং) কুং ভূমিং বিদৃণাতি কু-বি দৃ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) উপপদসং, পৃষো°। ১ রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ। হিন্দীতে কাচনার বলে। পর্য্যায়—চমরিক, কুদাল, যুগপত্রক, যুগপত্র, কাঞ্চনাল, কাঞ্চনার, তাম্রপুষ্প, কুদার, রক্তকাঞ্চন, চম্প, খিদল, কান্তপুষ্প, করক, কান্তার, যমলচ্ছদ। গণ্ডারি, শোণপুষ্পক। এই গাছে সুন্দর সুগন্ধি ফুল হইয়া থাকে। ভারতের নানা স্থানে বনজঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কাষ্ঠ অতি স্বরবান্; তবে ১০ ইঞ্চির অধিক চওড়া তক্তা হয় না। গঞ্জাম ও গুমসুর প্রদেশে এই বৃক্ষ অধিক জন্মে। সেখানকার লোকেরা রন্ধনাদির জন্য ইহার কাষ্ঠ ব্যবহার করে। ব্রহ্ম ও আজমীরপ্রদেশে এ বৃক্ষ যথেষ্ট জন্মে। যখন ইহার ফুল ফোটে, অতি চমৎকার শোভা হয়। সুগন্ধ চারিদিকে বিস্তৃত হয়। ইহার কুঁড়িগুলি অনেকে উপাদেয় বলিয়া আহার করিয়া থাকে। তাহা মৎস্য বা মাংসের সহিত বেশ সুস্বাদু হয়। লাহোরের বাজারে বিক্রয় হইতেও দেখা যায়। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Bauhinia purpurascens or Bauhinia candida, ইহা Bauhinia variegata বিভাগের অন্তর্গত। বৈদ্যক মতে, ইহার গুণ—কষায়, ব্রণশোষক, সংগ্রাহী, দীপন, কফঘ্ন, বাতঘ্ন, মূত্রকৃচ্ছ্র-নাশক। ইহার পুষ্পের গুণ—ধারক, রুচিকারক, রক্তপিত্তরোগে সুপথ্য। (রাজবল্লভ)

"কোবিদার কলিকাতিকোমলা তক্রসিদ্ধতিলতৈলপাচিতা।
হিঙ্গুবাসকম্বুবাসবাসিতা বেসবাররুলিতাতিলোভদা॥"
(পাকশাস্ত্র।)

কঃ অনির্ব্বচনীয়ো দারুঃ সমাসে নিপাতনাৎ সাধুঃ। 'কোঽপ্যয়ং দারুরিত্যাহু রজানস্তো যতো জনাঃ। কোবিদার ইতি খ্যাতস্তত্ততঃ স মহাতরুঃ।' (হরিবংশ) [কাঞ্চন দেখ।]

২ পারিজাত।

"মন্দারঃ কোবিদারশ্চ পারিজাতশ্চ নামভিঃ।" (হরিবংশ)

কোবিরাজ কেশরীবর্ম্মা (কুলোত্তুঙ্গ, বীর, রাজেন্দ্র, কোপ্পাকেশরিবর্ম্মা প্রভৃতি নামেও অভিহিত।) একজন প্রসিদ্ধ চোলরাজ। ইনি ১০৬৪ খৃষ্টাব্দে লোকমহাদেবীকে বিবাহ করেন। ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। পাণ্ড্যরাজ বীরপাণ্ড্য ও তুঙ্গভদ্রার নিকট চালুক্যরাজ সোমেশ্বরদেবকে পরাস্ত করিয়া দক্ষিণাপথের বহুদূর রাজ্যবিস্তার করেন।

চোল ইতিহাসে ইনি ১ম কুলোত্তুঙ্গ নামে বর্ণিত হইয়াছেন। শিলালিপিপাঠে জানা যায়, ইনি অনুজ গঙ্গৈকোণ্ডান চোলকে মদুরারাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কোন সময়ে সিংহলরাজ মিহিন্দু কুলোত্তুঙ্গের নিকট পরাস্ত হন। তাহার কিছুদিন পরে সিংহলরাজ বিজয়বাহুর সহিত চোলসৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। বিজয়বাহু অনেক কষ্টে মাতৃভূমি শত্রুকর হইতে উদ্ধার করেন বটে, কিন্তু তৎপরে কোন সময়ে রাজদরবারে শ্যামদূতকে চোলদূত অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদান করায় রাজা কুলোত্তুঙ্গ অত্যন্ত রুষ্ট হন, তিনি সর্ব্বসমক্ষে সিংহলদূতের নাক কাণ কাটিয়া সসৈন্যে সিংহল আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে সিংহলীরা পরাস্ত হয় ও রাজা বিজয়বাহু পলায়ন করেন। কাহারও মতে, ইহার শারঙ্গধর নামে এক ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার সাধারণ নাম চুরঙ্গ। উৎকলের কেশরীবংশের অধঃপতনে উৎকলের সামন্তেরা তাঁহাকেই কর্ণাট হইতে আহ্বান করেন। উৎকলের ইতিহাসে তিনি 'চোরগঙ্গ' নামে খ্যাত।

প্রবাদ আছে যে রাজা কুলোত্তুঙ্গ বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন।

কোবিলখণ্ডী (সাধারণে কোইলণ্ডি বা কুইলাণ্ড বলে।)

মলবারের একটী নগর। অক্ষা° ১১°২৬´ ২৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫°৪৪´ ১১´´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ১১ হাজার। তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। এই নগর মাপ্পিল্লাদিগের একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান। এই বন্দরে সর্ব্বপ্রথম ভাস্কো-ডি-গামা সসৈন্যে অবতরণ করেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজ কোম্পানীর একখানি জাহাজ চড়ায় লাগিয়া নষ্ট হয়। এখানে মালিক ইবন্ দিনারের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রসিদ্ধ মস্‌জিদ আছে।

কোশ (পুং ক্লী) কুশ্যতে সংশ্লিষ্যতে কুশ-ঘঞ্ কর্ত্তরি অচ্ বা। ১ অণ্ড। ২ আকরোত্থিত খাঁটি সুবর্ণ ও রজত। ৩ কুট্মল, কুঁড়ি। "তিরশ্চকারভ্রমরাভিলীনয়োঃ

সুজাতয়োঃ পঙ্কজকোশয়োঃশ্রিয়ম্॥" (রঘু° ৩।৮)

৪ খড়্গাপিধান, খাপ। ৫ সমূহ। ৬ দিব্যবিশেষ। ইহার অপর নাম কোষপান। [কোষপান দেখ।]

কোশকার (পুং) কোশং করোতি ত্বক্‌পত্রাদিভিরাত্মানমাচ্ছাদয়তি কোশ-কৃ-অণ্। ১ ইক্ষু, আক। ২ খড়্গাদির আবরণকারী। কোশং বেষ্টনং তন্তুভিঃ করোতি কোশ-কৃ-অণ্। ৩ কীটবিশেষ, গুটিপোকা।

"সংবেষ্ট্যমানং বহুভির্মোহাৎ তন্তুভিরাত্মজৈঃ।
কোশকারমিবাত্মানং বেষ্টয়ন্নাববুধ্যতে॥"

(মহাভারত শান্তি°)

কোশকৃৎ (ত্রি) কোশং খড়্গাদ্যাবরণং বেষ্টনং বা করোতি কৃ-ক্বিপ্ ৬তৎ। ১ ইক্ষুভেদ।

"নৈপালো দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপারোঽথ কোশকৃৎ।" (সুশ্রুত)

২ কোশকার।

কোশচঞ্চু (পুং) কোশঃ চঞ্চৌ যস্য বহুব্রী। সারসপক্ষী।

কোশদেরী (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Momordica umbellata.)

কোশনায়ক (পুং) কোশাধ্যক্ষ, কোশপাল।

কোশপাল (পুং) কোশং রাজ্যাঙ্গধনসঞ্চয়ং পালয়তি কোশ-পালি অণ্। অর্থরক্ষক। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে—ধাতু, বস্ত্র, চর্ম্ম ও রত্নের লক্ষণাভিজ্ঞ ও সারপদার্থের সংগ্রাহক। পবিত্র, নিপুণ, অপ্রমত্ত, আয়ব্যয়জ্ঞ, লোকজ্ঞ ও কৃতাকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে কোশপাল পদে নিযুক্ত করিবে। (হেমাদ্রি—পরিশিষ্টখণ্ড)

কোশপেটক (পুং ক্লী) অর্থ রাখিবার পেটক।

কোশফল (ক্লী) কোশে ফলমস্য বহুব্রী। কক্কোল।

কোশফলা (স্ত্রী) কোশে ফলং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ মহাকোশাতকী। ২ ত্রপুষী, শশা।

কোশয়ী (স্ত্রী) কুশ বাহুলকাৎ অয়ি, ততো ঙীষ্। সুবর্ণপূর্ণ কোশ। "প্রস্তোক ইন্নু রাধসস্ত ইন্দ্র দশকোশয়ীর্দশ বাজিনোঽদাৎ।" (ঋক্ ৬।৪৭।২২।) 'দশকোশয়ীঃ সুবর্ণপূর্ণান্ দশসংখ্যকান্ কোশান্।' সায়ণ।

কোশল (পুং) কুশ-কলচ্ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮) বাহুলকাদ্‌গুণঃ। কাশীর উত্তর অযোধ্যা সহিত সরযূতীরবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ। ইহা উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত। এই শব্দটী তালব্য, মূর্দ্ধন্য ও দন্ত্যসকারযুক্ত ব্যবহৃত হয়। [কোসল দেখ।]

কোশলা (স্ত্রী) কুশ বৃষাদিত্বাৎ কলচ্। (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮।) বাহুলকাদ্‌গুণঃ ততঃ স্ত্রিয়াং টাপ্। অযোধ্যানগরী, রামের রাজধানী। [অযোধ্যা দেখ।]

কোশলাত্মজা (স্ত্রী) কোশলস্য কোশলনৃপতেরাত্মজা ৬তৎ। কৌশল্যা, দশরথের প্রধানা মহিষী রামের মাতা।

কোশলিক (ক্লী) কুশলায় কর্ম্মণে হিতজনককার্য্যসিদ্ধার্থং দীয়তে যৎ, কুশল-ঠক্ বাহুলকাদ্বৃদ্ধ্যভাবঃ ওকারঃ। উৎকোচ, ঘুস্। (প্রাভৃতং ঢৌকনং লঞ্চোৎকোচঃ কোশলিকামিষে। হেম° ৩।৪০১)

কোন কোন পুস্তকে কৌশলিক এইরূপ পাঠান্তর আছে, ইহাই সঙ্গত, বৃদ্ধি না হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই।

কোশবতী (স্ত্রী) কোশো বিদ্যতে ঽস্য কোশ-মতুপ্ মস্য বঃ। কোষাতকী, ঝিঙ্গে।

"জীমূতকৈঃ কোশবতীফলৈশ্চ দন্তী দ্রবন্তী ত্রিবৃতাসু চৈব॥"

(সুশ্রুত, চিকিৎসিতস্থান ১৮ অঃ।)

কোশবান্ [ৎ] (ত্রি) কোশোঽস্ত্যস্য কোশ-মতুপ্ মস্য বঃ। কোশযুক্ত। "ধর্ম্মাত্মা কোশবাংশ্চাপি দেবরাজইবাপরঃ।"

(ভারত অনু ২০ অঃ।)

কোশবাসী [ন্] (পুং) কোশে বসতি বস-ণিনি ৭তৎ। ১ শম্বূক, শামুক। ২ তন্তুকীট। ৩ স্ফটিকবিশেষ। [কোশস্থ দেখ।]

"কোশবাসিনাং পাদিনাঞ্চতদেব।" (সুশ্রুত, সূত্র, ৫৬ অঃ।)

কোশবৃদ্ধি (পুং) কোশস্য মুকুলস্য বৃদ্ধির্যত্র বহুব্রী। ১ কুরণ্ডকবৃক্ষ। (স্ত্রী) কোশস্য বৃদ্ধিঃ ৬তৎ। ২ রোগবিশেষ, অণ্ডকোষবৃদ্ধি। ৩ ধনসঞ্চয়, বৃদ্ধি।

কোশবেশ্ম [ন্] (ক্লী) কোষাগার, ধনাগার।

কোশশায়িকা (স্ত্রী) কোশে পিধানমধ্যে শেতে শী-ণ্বুল্, ৭তৎ। ক্ষুরিকা। (জটাধর)

কোশস্কৃৎ (পুং) কোশং করোতি কৃ ক্বিপ্ নিপাতনাৎ সুট্। কোষকারক জন্তুবিশেষ, গুটিপোকা।

"ত্যজেৎ কোশস্কৃদেবেহ" (ভাগবত ৭।৪।১১।)

কোশস্থ (পুং) কোশে তিষ্ঠতি স্থা-ক, ৭তৎ। শঙ্খ প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু। সুশ্রুতমতে আনুপবর্গ পঞ্চবিধ—কুলচর,

প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য। ইহাদের মধ্যে শঙ্খ, শঙ্খনখ, শুক্তি, শম্বূক, ভল্লূক প্রভৃতি কোশস্থ প্রাণী। ইহাদের মাংস রসে ও পাকে মধুর, বায়ুনাশক, শীতল, স্নিগ্ধকর, পিত্তের হিতকর, তেজোবৃদ্ধিকর এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক। (সুশ্রুত সূত্র ৪৬ অঃ)

কোশা, ১ নদীবিশেষ। (ভারত ভীষ্ম ৯অঃ) ২ বৃহৎ নৌকা। পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা এই নৌকায় করিয়া জলযুদ্ধ করিতেন। ৩ পূজার বাসনভেদ, ইহাতে জল রাখিয়া পূজা করে।

৪ রাজপুতানার মুসলমান জাতিবিশেষ। রাজপুতানায় মরুভূমির নিকট সেহরাই নামে একজাতি আছে। উহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, এখন মুসলমান হইয়াছে। কোশা বা খোশা জাতি সেই সেহরাই জাতির শ্রেণীমাত্র। ইহারা দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবন যাপন করিত। কতক বা উষ্ট্রোপরি, কতক অশ্বোপরি আরূঢ় হইয়া বড়শা, ঢাল, তরবারি ও বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রাদি লইয়া লুঠ করিতে বাহির হইত। সময় সময় যোধপুর পর্য্যন্ত লুঠ করিয়া যাইত। মরুভূমির দক্ষিণ অংশে নবকোট, মিটি, বুলিয়ারি প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। এখন ইহারা দস্যুবৃত্তি করে না বটে, কিন্তু কৃষকদিগের নিকট হইতে 'করি' আদায় করিয়া থাকে। প্রত্যেক লাঙ্গলের জন্য কৃষককে একটী করিয়া টাকা ও পাঁচ 'শলি' শস্য দিতে হয়। ইহাকেই 'করি' বলে। কোশাগণ কখন কখন উদয়পুর যোধপুর প্রভৃতি রাজসংসারে চাকরি স্বীকার করে। রাজপুতেরা ইহাদিগকে বিশ্বাসঘাতক ও ভীরু বলিয়া জানে।

৫ আফগানজাতির একটী শ্রেণী। দেরাগাজি খাঁর দক্ষিণদিকে, কতক পর্ব্বতে, কতক বা সমতল ভূমিতে বাস করে। ইহাদের সর্দ্দার কোরা খাঁ ও গোলাম-হায়দার ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া মূলরাজের সহিত যুদ্ধ করেন। কোরা খাঁ ৪০০ শত অশ্বারোহীর সহিত মেজর এডওয়ার্ডসের সাহায্য করিতে যান। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট এই জন্য তাঁহাকে বাৎসরিক ১০০০৲ টাকার আয়ের একটী জায়গীর দান করেন।

কোশাগার (ক্লী) কোশস্য আগারং ৬তৎ। ধনাগার।

"কোশাগারমায়ুধাগারমশ্বশালাং হস্তিশালাং চ রুদ্ধঃ।"

(ভারত বন ১৯৭।) কোশগৃহ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কোশাঙ্গ (ক্লী) কোশ ইবাঙ্গমস্য বহুব্রী। ইৎকট, ওকড়া।

কোশাতক (পুং) কোশমতিতি কোশ-অত-ক্বুন্। ১ যজুর্ব্বেদের একটী শাখার নাম, কঠ। ২ কেশ, চুল।

কোশাতকী (স্ত্রী) কোশমতিতি কোশ-অত-ক্বুন্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা° ৪।১।৪১) ১ পটোলী। ২ ঘোষা, ক্ষুদে ধোঁধল। ৩ ফললতাবিশেষ। তিৎপোল্লা, হিন্দীতে ঝিমনী এবং উড়ে ভাষায় জনী বলে। পর্য্যায়—কৃতচ্ছিদ্রা, জালিনী, কৃতবেধনা, ক্ষ্বেড়া, সুতিক্তা, ঘণ্টালী, মৃদঙ্গফলিনী, কর্কশচ্ছদা। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—শিশির, কটু, কষায়, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, কফক্ষয়কারক, মলাধ্মান-বিশোধক। ৫ মহাকোশাতকী, হস্তিঘোষা। ইহার গুণ—শীত, মধুর, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তঘ্ন, দীপন, শ্বাস, জ্বর, কাস ও কৃমিনাশক।

কোশাতকী [ন্] (পুং) কোশাতকোঽস্যাস্তি কোশাতক-ইনি (অতইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) ১ ব্যবসা। ২ বণিক্। ৩ বাড়বাগ্নি।

কোশাধ্যক্ষ (পুং) ১ ধনাগারের কর্ত্তা। ২ ধনদাতা। ৩ কুবের।

কোশাম্র (পুং) কোশে আম্রইব। ১ ফলবৃক্ষবিশেষ, কোশাম, দেশবিশেষে কেওড়া বলে। [কেওড়া দেখ।] পর্য্যায়—কোষাম্র, কৃমিবৃক্ষ, সুকোশক, ঘনস্কন্ধ, বনাম্র, জন্তুপাদপ, ক্ষুদ্রাম্র, রক্তাম্র, লাক্ষাবৃক্ষ, সুরক্তক। ইহার গুণ—কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, শোথ, ব্রণ ও কফনাশক। ইহার ফলের গুণ—গ্রাহী, বাতঘ্ন, অম্ল, উষ্ণ, গুরু ও পিত্তবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ।) রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার ফলের গুণ—কফার্ত্তিপ্রদ, দাহকারক, শোথনাশক। ফল পাকিলে মধুর ও অম্লরস হয়। ইহার ফলের সহিত লবণ যোগ করিলে তাহার গুণ—দীপন, রুচিকর, পুষ্টিকর ও বলকারী। ইহার তৈলের গুণ—সারক, কৃমি, কুষ্ঠ ও ব্রণনাশক, অম্ল-মধুর, বল্য, পথ্য, রোচন ও পাচন। সুশ্রুতের মতে এই তৈল ক্ষতস্থানে মাথাইলে কুষ্ঠরোগ ভাল হয়। (সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান ৯ অঃ)

কোশাম্বী (স্ত্রী) একটী নগর। [কৌশাম্বী দেখ।]

কোশিকা (স্ত্রী) কোশী, কোশা অপেক্ষা ছোট জলপাত্র।

কোশিলা (স্ত্রী) কোশঃ কোশইব পদার্থো বা অস্যাঃ অস্তি কোশ-পিচ্ছাদিত্বাৎ ইলচ্, ততষ্টাপ্। মুদ্গপর্ণী, মুগানী। (রাজনি°) ২ নদীবিশেষ।

কোশী (স্ত্রী) কুশ সংশ্লেষে অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ উপানৎ, জুতা। (পুং) ২ আমগাছ। পর্য্যায়—পন্নদ্ধ্রী, পাদবিরজাঃ, পাদরথী। ৩ শুঙ্গা, ধান্যাদির অগ্রভাগ, শীষ। ৪ কোশিকা, চলিত কথায় 'কুশী' বলে।

কোশী [ন্] (ত্রি) কোশোঽস্যাস্য কোশ-ইনি। ১ কোশযুক্ত। (পুং) ২ আম্রবৃক্ষ।

কোশ্য [বৈ] কোশোহৃদয়কোশঃ তত্র বর্ত্ততে কোশ-বাহুলকাৎ য। হৃদয়স্থ মাংসপিণ্ড।

"শিঞ্জীনি কোশাভ্যাং" (বাজসনেয় ৩৯।৮।) 'কোশাভ্যাং হৃদয়কোশঃ তৎস্থাভ্যাং মাংসপিণ্ডাভ্যাং।' মহীধর।

কোষ (পুং ক্লী) কুষ্যন্তে আকৃষ্যন্তে ফলপুষ্পোৎপাদকমধুময়-পরাগাদয়ো যস্মিন্। কুষ-অধিকরণে ঘঞ্। ১ কুট্মল, কুঁড়ি। ২ খড়্গাপিধান, খাপ।

"কশ্চায়ং বিপুলঃ খড়্গো গব্যে কোষে সমর্পিতঃ।
হেমৎসরুরনাধৃষ্যো নৈষধ্যো ভারসাধনঃ॥" (মহাভা° ৪।৪০।১৩)

৩ অর্থসমূহ। "তমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং নিঃশেষ-বিশ্রাণিতকোষজাতম্।" (রঘু° ৫।১।) ৪ দিব্য।

"কোষং চক্রতু রঙ্গোহন্যং সখড়্গৌ নৃপভামরৌ।"
(রাজতরঙ্গিণী ৫।৩৩৫)

৫ অণ্ড, ডিম। ৬ আবর্ত্তিত বা আকরোত্থিত স্বর্ণ রৌপ্য [কোশ দেখ।] ৭ পাত্র। ৮ জাতি, জায়ফল। ৯ শব্দাদি-সংগ্রহ, অভিধান। যথা অমরকোষ, মেদিনীকোষ। ১০ ভাণ্ডা-গার, ভাণ্ডার। ১১ পানপাত্র, চষক। ১২ যোনি। ১৩ শিম্বা। ১৪ কাঁটাল প্রভৃতি ফলের মধ্যস্থ পদার্থ, কোয়া। (ধরণী।) ১৫ পূর্ব্বে শব্দান্তরযুক্ত হইলে গোলক-বাচক। যথা সূত্রকোষ, নেত্রকোষ। (অমরটীকায় ক্ষীর-স্বামী।) ১৬ ধন। (জটাধর) "কোষোবলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ।" (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

১৭ ত্বক্ প্রভৃতির আবরক।

"শরীরকোষাদ্ যত্তস্যাঃ পার্ব্বত্যানিঃসৃতাম্বিকা।" (চণ্ডী)

১৮ কোষের ন্যায় আবরণকারী বেদান্তপ্রসিদ্ধ পঞ্চপদার্থ। বেদান্তিগণ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটী কোষ কল্পনা করেন। বিবেকচূড়ামণিতে পঞ্চ-কোষের এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে—

"দেহোঽয়মন্নভবনোন্নময়স্তু কোষশ্চান্নেন জীবতি বিনশ্যতি তদ্বিহীনঃ।"

দেহ অন্ন হইতে উৎপন্ন, অন্নদ্বারাই জীবিত থাকে এবং অন্নের অভাবে বিনষ্ট হয়, এই কারণে দেহকে অন্নময় কোষ বলে।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরন্বিতোঽয়ং
প্রাণোভবেৎ প্রাণময়স্তু কোষঃ।
যেনাত্মবান্ অন্নময়োন্ন-পূর্ণাৎ
প্রবর্ত্ততেঽসৌ সকলক্রিয়াসু।"

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ প্রাণকে প্রাণময় কোষ বলে। এই প্রাণময় কোষযুক্ত হইয়া অন্নময় কোষ দেহ সকল ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়।

"জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাৎ
কোষো মমাহমিতি বস্তুবিকল্পহেতুঃ।
জাজ্বল্যমানো বহুবাসনেন্ধনৈ-
র্মনোময়াগ্নির্দহতি প্রপঞ্চম্।
নহ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোতিরিক্তা
মনো হ্যবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ॥
তস্মিন্ বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং
বিজৃম্ভিতেঽস্মিন্ সকলং বিজৃম্ভতে।
স্বপ্নেঽর্থশূন্যে সৃজতি স্বশক্ত্যা
ভোক্ত্রাদি বিশ্বং মনএব সর্ব্বম্॥
তথৈব জাগ্রত্যপি নোবিশেষ-
স্তৎ সর্ব্বমেতন্মনসো বিজৃম্ভকম্।
সুষুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ সকলপ্রসিদ্ধেঃ॥"

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত মনকে মনোময়কোষ বলে। এই মনোময় কোষই আমি আমার প্রভৃতি বিকল্পজ্ঞানের কারণ, এই মনোময় অগ্নিই বহু বাসনারূপ ইন্ধন দ্বারা অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া এই প্রপঞ্চকে দগ্ধ করে। মনের অতিরিক্ত অবিদ্যা নাই, মনই অবিদ্যা এবং সংসাররূপ বন্ধের একমাত্র কারণ। মন বিনষ্ট হইলেই সকল বিনষ্ট হয় এবং মন কার্য্য করিতে থাকিলে সকল পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকে। স্বপ্ন অবস্থায় কোন বাহ্য পদার্থের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু মন আপনার শক্তিতে ভোক্তা ভোগ্য প্রভৃতি সকল সৃষ্টি করে। মন অতিরিক্ত কিছুই বাস্তবিক নহে। এই প্রকার স্বপ্ন অবস্থার দৃষ্টান্তে জাগ্রদবস্থায়ও জগৎপ্রপঞ্চ মনোময় বুঝিতে হইবে। সকলই মনের বিজৃম্ভণ মাত্র। যেমন সুষুপ্তিকালে মন বিলীন হইলে কিছুই থাকে না, ইহা সকলেই বুঝিতে পারে, সেই প্রকার মন নষ্ট হইলে কোন অবস্থায় কিছু থাকে না।

"বুদ্ধির্বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং সবৃত্তিঃ কর্তৃলক্ষণঃ।
বিজ্ঞানময়কোষঃ স্যাৎ পুংসঃ সংসারকারণম্।"

শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে। এই বিজ্ঞানময়-কোষই কর্ত্তারূপ কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি অভিমানবিশিষ্ট পুরুষের সংসারের কারণ। সত্ত্ব-গুণপ্রধান অজ্ঞান, পরমাত্মার আবরক বলিয়া ইহাকে আনন্দময়কোষ বলে।

কোষক (পুং) কোষ-স্বার্থে কন্। ১ অণ্ড। ২ অণ্ডকোষ।

কোষ(শ)কার (পুং) কোষং করোতি স্বপত্রত্বগাদিভিরাত্মানং

ছাদয়তি কোষ-কৃ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। ৩।২।১) ১ ইক্ষু। (শব্দরত্নাবলী) ২ ইক্ষুবিশেষ, কুষারি। ইহার গুণ—গুরু, শীতল, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়নাশক। কোষং স্ববেষ্টনং স্বমুখনিঃসৃত-লালারূপতন্তুভিঃ. করোতি কোষ-কৃ-অণ্। ২ কীটবিশেষ, গুটিপোকা। "কৃমির্হি কোষকারস্তু বধ্যতে স্বপরিগ্রহাৎ ॥"

(ভারত ১২।৩২৯।২৯)

৩ জনপদবিশেষ, যেখানে পূর্ব্বে খুব তন্তুকীট উৎপন্ন হইত। রামায়ণে উত্তরবর্ত্তী জনপদের উল্লেখস্থলে লিখিত আছে—

"মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রান্বঙ্গাংস্তথৈবচ।
ভূমিঞ্চ কোশকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাম্॥" কিষ্কিন্ধ্যা ৪০।২৩।

এই কোশকার ভূমি আসামরাজ্যের উত্তরস্থিত চীনদেশ বলিয়া অনুমতি হয়। সম্ভবতঃ এই স্থানকেই পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি 'সেরিকে' (Serike) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

কোষং অর্থসহিতশব্দসংযোজনরূপং গ্রন্থবিশেষং করোতি। ৩ অভিধানকর্ত্তা।

কোষকাব্য (ক্লী) পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোকসমূহ।

"কোষঃ শ্লোকসমূহস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ।"

(সাহিত্যদর্পণ ৬ পরিচ্ছেদ।)

যথা অমরুশতক প্রভৃতি।

কোষচঞ্চু (পুং) কোষঃ খড়্গকোষ ইব চঞ্চুর্যস্য বহুব্রী। সারসপক্ষী। (শব্দমালা)।

কোষপান (ক্লী) পরীক্ষাবিশেষার্থং কোষস্য হস্তকোষপরিমিতস্য জলস্য ত্রিপ্রসৃতিরূপস্য পানং ৬তৎ। পাপী কি নিষ্পাপ জানিবার জন্য তিন গণ্ডুষ জলপানরূপ পরীক্ষাবিশেষ। বীরমিত্রোদয় নামক স্মৃতিসংগ্রহে কোষপান বিধি এইরূপ লিখিত আছে—

"পূর্ব্বাহ্নে সোপবাসস্য স্নাতস্যার্দ্রপটস্য চ।
সশঙ্কস্যাব্যসনিনঃ কোষপানং বিধীয়তে।
ইচ্ছতঃ শ্রদ্দধানস্য দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥"

যে ব্যক্তির পরীক্ষা হইবে, তিনি পূর্ব্বাহ্নে উপবাস করিয়া থাকিবেন। পরে পরীক্ষার সময়ে স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দেব ও ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে কোষপান করিবেন। যিনি দিব্য করিতে অভিলাষী, শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যসনশূন্য এবং মিথ্যা দিব্য করিতে অনিষ্ট আশঙ্কা করেন, তাহাকেই কোষপান করাইবে।

কোষপানে অনধিকারী—

"মদ্যপস্ত্রীব্যসনিনাং কিরাতানাং তথৈব চ।
কোষঃ প্রাজ্ঞৈর্নদাতব্যো যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ॥
মহাপরাধে নির্ধর্ম্মে কৃতঘ্নে ক্লীবকুৎসিতে।
নাস্তিকব্রাত্যদাসেষু কোষপানং বিবর্জয়েৎ॥"

মদ্যপায়ী, ব্যসনাসক্ত, কিরাত, নাস্তিক আচারী, মহাপাতকী, আশ্রমধর্ম্মবর্জ্জিত, কৃতঘ্ন, ক্লীব, প্রতিলোমজ, দাস, নাস্তিক এবং ব্রাত্য ইহারা কোষপানে অনধিকারী।

"উগ্রান্ দেবান্ সমভ্যর্চ্চ তৎ স্নানোদকং প্রসৃতিত্রয়ং পিবেৎ ইদং ময়ানকৃতমিতি ব্যাহরন্ পূর্ব্বাভিমুখঃ।" (বিষ্ণুস্মৃতি)

কোন একটী উগ্রদেবতার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার স্নানোদক তিন গণ্ডূষ পান করিবে। জল হাতে লইয়া বলিতে হইবে যে, যে জন্য পরীক্ষা হইতেছে সেই কার্য্য আমা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। তৎপরে পান করিতে হয়।

যাহার পরীক্ষা করা হইবে, তাহার মস্তকে ব্যবস্থাপত্র রাখিয়া অপর অপর দিব্যের সাধারণ বিধির অনুষ্ঠান করিবে। পরে তাঁহাকে দেবতায়তনের নিকটবর্ত্তী মণ্ডলে পূর্ব্বমুখী করিয়া বসাইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মতে মিথ্যাদিব্য করিলে যে সমস্ত অনিষ্ট হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে। প্রাড়্বিবাক উপবাসী থাকিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দুর্গা প্রভৃতি উগ্রদেবতার কোন একটীকে পূজা করিবে। সেই স্নানীয় জল দিব্যস্থানে স্থাপন করিবে। জলবিধান অনুসারে, "তোয়! ত্বং প্রাণিনাং প্রাণঃ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত জল হইতে তিন গণ্ডূষ জল সেই ব্যক্তিকে পান করাইবে। সেও "সত্যানৃতবিভাগস্য" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই জল পান করিবে।

"ভক্তো যো যস্য দেবস্য পায়য়েত্তস্য তজ্জলম্।
সমভাবে তু দেবানামাদিত্যস্য তু পায়য়েৎ॥
দুর্গায়াঃ পায়য়েচ্চৌরান্ যে চ শস্ত্রোপজীবিনঃ।
ভাস্করস্য তু যত্তোয়ং ব্রাহ্মণং তন্ন পায়য়েৎ॥" (ব্রহ্মা)

যে ব্যক্তি যে দেবতার ভক্ত তাহাকে সেই দেবতার স্নানীয় জলপান করাইবে। যাহার সকল দেবতাতেই সমানভাব, তাহাকে সূর্য্যের স্নানীয় জল পান করাইবে। চৌর এবং শস্ত্রোপজীবীদিগকে দুর্গার স্নানীয় জল পান করান উচিত। ব্রাহ্মণকে সূর্য্যের স্নানীয় জলপান করাইবে না।

অল্প অপরাধে সমস্ত উগ্রদেবতার অস্ত্র ধুইয়া সেই জল পান করাইবে।

"স্বল্পে২পরাধে দেবানাং পায়য়িত্বা যুধোদকম্।
পায্যো বিকারে চাশুদ্ধো নিয়ম্যঃ শুচিরন্যথা।" (কাত্যায়ন)

অল্প অপরাধে দেবতার আয়ুধের জল পান করাইবে। যে ব্যক্তি জল পান করে, তাহার কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইলে তাহাকে পাপী জানিবে এবং পাপানুসারে তাহার দণ্ডবিধান করিবে। যদি কোষপান করিয়া তাহার

কোনরূপ বিকার উপস্থিত না হয়, তবে তাহাকে নিষ্পাপ জানিবে।

"অথ দৈববিসংবাদে ত্রিসপ্তাহাত্তু দাপয়েৎ।
অভিযুক্তং প্রযত্নেন তদর্থং দণ্ডমেবচ।
তস্যৈকস্য ন সর্ব্বস্য জনস্য যদি তদ্ভবেৎ॥"

যে ব্যক্তি কোষপান করেন, তিন সপ্তাহ মধ্যে তাহার কোনরূপ দৈবিক ব্যাধি উপস্থিত হইলে, তাহাকে পাপী বলিয়া নিশ্চয় করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক তাহার দণ্ড করিবে। যদি সেই গ্রামের বা নিকটবর্ত্তী সকলেরই দৈবিক ব্যাধি উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে পাপী বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না।

"জ্বরাতীসারবিস্ফোটাঃ শূলাস্থিপরিপীড়নম্।
নেত্ররুগ্ ভালরোগশ্চ তথোন্মাদঃ প্রজায়তে।
শিরোরুভুজভঙ্গশ্চ দৈবিকা ব্যাধয়ো নৃণাম্॥"

পাপী ব্যক্তি কোষপান করিলে তাহার জ্বর, অতীসার, বিস্ফোটক, শূল, অস্থিপীড়া, নেত্ররোগ, কপালপীড়া, উন্মাদ, শিরভঙ্গ, উরুভঙ্গ এবং ভুজভঙ্গ এই সমস্ত দৈবিক ব্যাধির কোন একটী উপস্থিত হয়। বিষ্ণুস্মৃতির মতে—দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ মধ্যে পরীক্ষিতব্য ব্যক্তির দৈবরোগ, অগ্নিভয়, জ্ঞাতিমরণ বা রাজদণ্ড হইলে তাহাকে পাপী বলিয়া নিশ্চয় করিবে। কিন্তু ব্রহ্মার মতে তিনরাত্রি, সাত রাত্রি বা দুই সপ্তাহ মধ্যে পরীক্ষিতব্যের কোনরূপ বিকার উপস্থিত না হইলেই তাহার নিষ্পাপ প্রমাণ হয়। বীরমিত্রোদয়কার বলেন যে, দুই সপ্তাহের পর তিন সপ্তাহের মধ্যে বিকার উপস্থিত হইলে তাহাকে পাপী জানিবে। সংপ্রতি হিন্দুরাজগণের অভাবে কোষপান বিধি প্রচলিত নাই।

কোষফল (ক্লী) কোষে ফলমস্য বহুব্রী। ১ কক্কোল, কাঁকলা, কর্পূর তুল্য গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (পুং) ২ ঘোষালতা।

কোষফলা (স্ত্রী) কোষফল অজাদিত্বাৎ টাপ্। পীতঘোষা।

কোষলা (স্ত্রী) [কোশলা দেখ।]

কোষবৃদ্ধি (স্ত্রী) ১ কুরণ্ড। ২ অর্থসঞ্চয়, বৃদ্ধি।

কোষশায়িকা (স্ত্রী) কোষে পিধানে শেতে তিষ্ঠতি কোষ-শী কর্ত্তরি ণ্বুল্ টাপ্। ছুরিকা।

কোষাতক (পুং) [কোশাতক দেখ।]

কোষাতকী (স্ত্রী) [কোশাতকী দেখ।]

কোষাম্র (ক্লী) [কোশাম্র দেখ।]

কোষী [ন্] (পুং) [কোশী দেখ।]

কোষী (স্ত্রী) [কোশী দেখ।]

কোষীফলা (স্ত্রী) পীতঘোষা।

কোষ্থসা (দেশজ) অণ্ডকোষচ্ছেদ।

কোষ্টা, ১ (মাহারা), ছোটনাগপুরবাসী জাতিবিশেষ। তাঁতে কাপড় বোনা ও চাষবাসই ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা নিজে 'মাহারা' বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু বাহিরের লোক কোষ্টা বলিয়া থাকে। সম্ভবতঃ মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর, রাইজা ও ছত্রিশগড় অঞ্চল হইতে আসিয়া থাকিবে। ইহাদের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে—বাঘল, বাগুটিয়া, ভাত, ভতপাহাড়ী, চৌধুরী, চৌর, গোহি, খাঁড়া, কূর্ম্ম, মাণিক, নাগ, সানা ইত্যাদি। ইহারা দাস উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে। এক বংশের এক একটী করিয়া প্রাণী গৃহদেবতার স্বরূপ থাকে। ইহাদের মধ্যে কুমারী অবস্থায় কন্যার বিবাহ দেওয়া পুণ্যের কার্য্য। সম্পন্ন লোকই সেরূপ বিবাহ দিতে পারে। দরিদ্র লোকের কন্যাগণের প্রায় যৌবনাবস্থায় বিবাহ হইয়া থাকে। সীমন্তে সিন্দুরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বিধবাদিগের সাঙ্গা করিবার প্রথা আছে। স্বামীর ভ্রাতা থাকিলে তাহার সহিত সাঙ্গা করাই প্রসিদ্ধ। বিবাহ বিচ্ছেদও হইয়া থাকে। পুরুষেরা পঞ্চায়তদিগের নিকট জানাইলে তাহারা বিবাহ ভঙ্গ করিয়া দেয়।

দুল্লাদেবই ইহাদের উপাস্য দেবতা। ইহারা বলে, বিবাহ করিতে যাইবার সময় তিনি বীরের ন্যায় নিহত হন। সেই অবধি তিনি দেবতা বলিয়া পূজিত। কোষ্টাদিগের মধ্যে অনেকই কবীরপন্থী। ইহাদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই। বিবাহে গ্রামের নাপিত অন্যান্য কর্ম্ম করে, আর গৃহস্বামী মন্ত্রপাঠ করে। মৃত্যু হইলে কবীরপন্থীদিগের গোর হয়। অপর কাহারও বা গোর, কাহারও বা শবদাহ হয়। অপরাপর বিষয়ে ইহাদের ব্যবহার অন্যান্য হিন্দুর মত। কোষ্টারা ব্রাহ্মণ, রাজপুত প্রভৃতির অন্নাদি আহার করে। কিন্তু গোঁড় প্রভৃতির সহিত অন্ন বা রাঁধা জিনিস আহার করে না।

২ পাট। প্রধানতঃ ময়মনসিংহ জেলায় পাটকে কোষ্টা বলে।

কোষ্টি, দাক্ষিণাত্যের তন্তুবায় জাতি। বোম্বাই প্রদেশে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশী। স্থানভেদে কোষ্টিদের শ্রেণীভেদ আছে, যেমন মরাঠা কোষ্টি, কানাড়া কোষ্টি এবং লিঙ্গায়ত কাষ্টি বা নীলকণ্ঠ লিঙ্গায়ত।

পুণার মরাঠা কোষ্টিরা বলে, যে তাহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিল। কোন সময় জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথস্বামী তাহাদের নিকট বস্ত্র চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা জিনদেবকে বস্ত্র দেয় নাই। সেই জন্য পার্শ্বনাথ তাহাদের অভিশাপ দেন যে তোমরা তাঁতির কাজ করিবে, কোন কালে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না।

মরাঠা কোষ্টিদের মধ্যে দেবঙ্গহলবে, হাটগর, জুনরে ও

খাতাবন এই কয়টী শাখা আছে। ইহাদের মধ্যে এইরূপ উপাধি দেখা যায়—ঐকাড়ে, কলসে, কলটাবনে, কাম্বলে, কুদল, কুর্কুটে, কুহর্কর, খাড়গে, খানে, খায়বে, গলান্দে, গুরসলে, গুল্‌বনে, গোদয়ে, ঘাটে, ঘোড়কে, চক্রে, চিপাড়ে, চোর্‌দে, জবরে, ঝাড়ে, ঢোলে, তরকে, তরলকর, তরবদে, তৎপরুক, তাবরে, তাম্বে, তিপরে, দণ্ডবতে, দহরে, দিক্কে, দিদে, দিবতে, দুগম্, দোইকোড়ে, ধগে, ধবলশাঁখ, ধীমতে, সোমানে, পদে, পন্দারে, পাখলে, পাঙ্করকর, পায়খে, ভালকে, বডদে, বহিরাৎ, বাবদ, বিদে, বোত্রে, বোম্বদে, ভাক্রে, ভাগবত, ভালেসিং, ভণ্ডারে, বিবরে, মকৃবতে, মস্তরকর, মালগে, মালবন্দে, মান্যাল, মুখবতে, বঙ্গারে, রহাতড়ে, রাসিন্‌কর, লকারে, লড়, বরাদে, বাহল, বেদোর্দে, শীলবন্ত, সেবালে, সোপাড়ে, মহদে, হয়্‌কে, হুলে। এক উপাধি হইলে পরস্পর বিবাহ হয় হয় না। কিন্তু ভিন্ন উপাধি হইলে পরস্পর আদান প্রদান হইয়া থাকে। ইহাদের মাতৃভাষা মরাঠী।

কানাড়া কোষ্টিদের মধ্যে কুরণাবল ও পতনাবল এই দুই ভাগ আছে। ইহাদের মাতৃভাষা কর্ণাটী। তবে বোম্বাই-প্রদেশের নানাস্থানে ইহারা অশুদ্ধ মরাঠী ভাষায় কথা কয়।

লিঙ্গায়ত বা নীলকণ্ঠ কোষ্টিরা বিলেজাদর ও পড়সলগিজাদর এই দুই থাকে বিভক্ত, উভয়ের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান বা আহার ব্যবহার নাই। ইহাদের আবার ৬০টী কুল বা গোত্র আছে, তন্মধ্যে জিরাণি, বল্লি, বসরি, যেনস, হিস্ত, হোং, সর, কদিগ্যা, বক্ষি, ধর্ম্ম, শুঁড় প্রভৃতি গোত্র সচরাচর প্রচলিত। এককুল বা একগোত্রে বিবাহ হয় না।

কোষ্টিজাতি দেখিতে প্রধানতঃ কাল, গড়ন মাঝারি, তেমন বলবান্ নহে, তবে সকলেই প্রায় পরিশ্রমী, সাজগোজ দাক্ষিণাত্যের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত।

ইহাঁরা রেসম ও তুলার সূতা করিয়া কাপড় বুনিয়া থাকে। প্রায় সকলের গৃহেই তাঁত ও টানাপোড়েন থাকে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা সূতা কাটিয়া স্বামীর সাহায্য করে। আজকাল বিলাতী বস্ত্রের আমদানীতে ইহাদের ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বোধ হয় এই জন্যই অনেকে জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য ও ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে।

ইহারা সচরাচর ১০ হইতে ২৫ বর্ষের মধ্যে পুত্রের ও ৫ হইতে ১১ বর্ষের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেয়। কন্যাদান, অগ্ন্যাধান, এবং বর কর্ত্তৃক কন্যার কুলদেবতাহরণ এই কটী বিবাহের প্রধান অঙ্গ। ইহাদের বিবাহের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন, তাহার নাম 'জুপনে' অর্থাৎ পঞ্চপল্লব। কন্যাদানকালে বরকন্যা এক একটী বাঁশের চুবড়ীর উপর মুখামুখী হইয়া দাঁড়ায়। বিবাহের অপরাপর কাণ্ড কুণবী ও অনেকটা কোলিজাতির মত।

ইহারা ধর্ম্মানুরাগী ও স্বজাতিপ্রিয়, সকল হিন্দু দেবদেবী মানে ও ব্রতউপবাসাদি করে।

মরাঠা কোষ্টিরা দেবীভক্ত ও কানাড়া কোষ্টিরা শিবভক্ত। দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে দেবদেবীর মন্দির আছে, ইহারাও স্ব স্ব অভীষ্ট দেবের দর্শন ও পূজা করিবার জন্য নানাস্থানে গিয়া থাকে।

নীলকণ্ঠদিগের আচার ব্যবহার অপরাপর লিঙ্গায়তের মত। ইহারা শাকাহারভোজী। কেহ মদ মাংস খায় না বটে, তবে পিঁয়াজ ও রশুন না হইলে ইহাদের ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় না, সকল কোষ্টিই উৎসবের সময় একপ্রকার চিনির পুলি খায়।

মরাঠা কোষ্টিদের মধ্যে দেবঙ্গ ও হাটগরদিগের এক একজন মন্ত্রগুরু আছে, কিন্তু জুনরেদিগের কোন গুরু নাই।

নীলকণ্ঠ লিঙ্গায়তের মধ্যে আশ্বিনমাসে 'দশরা' ও 'দেওয়ালী', ফাল্গুনমাসে 'হোলি', শ্রাবণমাসে নাগপঞ্চমী, ভাদ্রমাসে গণেশচতুর্থী ও চৈত্রমাসে নববর্ষের প্রথমদিন উপলক্ষে "সেরা" উৎসব হইয়া থাকে। নিতান্ত দরিদ্র হইলেও বিবাহের পর পুরুষমাত্রেই 'লিঙ্গ' ও স্ত্রীলোকমাত্রই 'মঙ্গলসূত্র' ধারণ করে। নীলকণ্ঠ ও শ্রীশৈলের মল্লিকার্জ্জুনলিঙ্গ ইহাদের প্রধান উপাস্য। ইহাদের এক একজন লিঙ্গায়ত গুরু থাকেন, ইহাদের নিকট সেই গুরু 'নীলকণ্ঠস্বামী' নামে অভিহিত। তিনি আজীবন বিবাহ করেন না, মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রধান ও প্রিয় শিষ্যই 'নীলকণ্ঠস্বামী' পদ প্রাপ্ত হন। ইহাদের আচার ব্যবহার সমস্তই প্রধান লিঙ্গায়তদিগের ন্যায়। [লিঙ্গায়ত দেখ।] বেশীর মধ্যে ইহাদের সন্তান জন্মিলে ৫ দিন অশুচি মনে করে।

লিঙ্গায়ত কোষ্টির মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে জঙ্গমেরা কিছু অর্থ লইয়া মৃতব্যক্তিকে গোর দেয়। মরাঠা কোষ্টিরা শব দাহ ও ১০ দিন কালাশৌচ গ্রহণ করে।

কোষ্ঠ (পুং) কুষ থন্ (উষিকুষিগতিভ্য স্থন্। উণ্ ২।৪) ১ গৃহ মধ্য। ২ উদর মধ্য। ৩ কুশূল, শস্যের গোলা।

"কচ্চিৎ কোষশ্চ কোষ্ঠশ্চ বাহনং দ্বারমায়ুধম্।
আয়শ্চ কৃতকল্যাণৈস্তবভক্তৈরনুষ্ঠিতঃ॥" (ভারত ২।৫।৬৮।)

৪ উদর মধ্যস্থিত মলভাণ্ড।

"স্থানান্যামগ্নিপক্বানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ।
হৃদুণ্ডুকঃ ফুস্‌ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে॥"(সুশ্রুত চিকিৎ ২ অঃ)

৫ উদর। "পতিং চার্দ্ধোপতিষ্ঠেত ধ্যায়েৎ কোষ্ঠগতঞ্চ তম্।" (ভাগবত ৬।১৮।৫৩।)

৬ নাভির উপরিস্থিত মণিপুর পদ্ম।

"সংপীড্য বায়ুং পার্ষ্ণিভ্যাং বায়ুমুৎসারয়ন্ শনৈঃ।

নাভ্যাং কোষ্ঠেষ্ববস্থাপ্য হৃদুরঃকণ্ঠশির্ষণি।" (ভাগবত ৪।২৩।১৪)

৭ অকথহাদি চক্রের চতুঃপার্শ্বস্থ চারিটী রেখাযুক্ত স্থান, কোঠ। [অকথহ দেখ।] (ক্লী) ৮ প্রাকার।

"পঞ্চারামং নবদ্বারমেকপালং ত্রিকোষ্ঠকম্।

ষট্কুলং পঞ্চবিপণং পঞ্চপ্রকৃতি স্ত্রীধবম্॥" (ভাগ ৪।২৮।৫৮)

'ত্রীণি কোষ্ঠানি প্রাকারা যস্মিন্।' শ্রীধর। (ত্রি) ৯ আত্মীয়।

কোষ্ঠপাল (পুং) নগরপাল।

কোষ্ঠবদ্ধ (ক্লী) মলনিঃসরণ না হওয়া।

কোষ্ঠভেদ (পুং) মলভেদ।

কোষ্ঠশুদ্ধি (স্ত্রী) কোষ্ঠস্থ মলভাণ্ডস্য শুদ্ধিঃ ৬তৎ। মলভাণ্ড উত্তমরূপে পরিষ্কার থাকা, উত্তমরূপ মলনির্গম।

কোষ্ঠা (কোষ্ঠশব্দজ) ১ শস্যের গোলা, কুশুল। ২ ঘর। ৩ টানা। ৪ গাড়ীর এক অংশ। ৫ কোষ, উদর। ৬ মল, বিষ্ঠা।

কোষ্ঠাগার (ক্লী) কোষ্ঠমগারমিব। ধান্যাদি রাখিবার গৃহ, গোলা।

"কোষ্ঠাগারস্তু তে নিত্যং স্ফীতং ধান্যৈঃ সুসংবৃতম্।

সদাস্তু সৎসু সংন্যস্তং ধনধান্যপরো ভব।" (ভারত ১।১১৯)

কোষ্ঠাগারিক (ত্রি) কোষ্ঠাগারে ভবঃ তত্র নিযুক্তো বা কোষ্ঠাগার-ঠন্। ১ কোষ্ঠাগারে উৎপন্ন। "অত্যর্থং স্রবতি রক্তে কোষ্ঠাগারিকাগারিমৃৎপিণ্ড।" (সুশ্রুত, শারীর ১০ অঃ)

২ যাহাকে কোষ্ঠাগারে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কোষ্ঠাগারী [ন্] (পুং) কীটবিশেষ। সুশ্রুত মতে ইহা প্রাণনাশক কীট, ইহার দংশনে বিষবেগ দৃষ্ট হয় এবং সান্নিপাতিক জন্য বেদনা ও তীব্র যাতনা জন্মে। (সুশ্রুত কল্প ৮ অঃ)

কোষ্ঠাগ্নি (পুং) পাচকাগ্নি।

কোষ্ঠাশ্রিত (পুং) অন্ত্রাধ্মান, পেটফাঁপা।

কোষ্ঠিক (ক্লী) মৃত্তিকানির্ম্মিত মুষা, মাটীর মুষা।

কোষ্ঠিকা (স্ত্রী) মৃত্তিকানির্ম্মিত মুচি।

কোষ্ঠিকাযন্ত্র (ক্লী) যন্ত্রবিশেষ, কামারের হাপর। আত্রেয়-সংহিতার মতে—এই যন্ত্রটী ১৬ আঙ্গুল বিস্তৃত ও ১ হাত আয়ত প্রস্তুত করিতে হয়। বংশ, খদির ও বদরীকাষ্ঠ দ্বারা ইহার অঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইবে।

কোষ্ঠী (স্ত্রী) ১ জন্মপত্রিকা। যাহাতে জন্মকালীন গ্রহনক্ষত্র স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে যাবজ্জীবনের শুভাশুভ লিখিত থাকে।

কোষ্ঠী গণনা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে জন্ম সময়ের নির্ণয় করিতে হয়, সময় স্থির না হইলে কোষ্ঠী গণনা করা যাইতে পারে না। ঘড়ী প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা অনেক সময়েই সূক্ষ্মরূপে সময় নির্ণয় হয় না, এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ দ্বাদশাঙ্গুল শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা জন্ম সময় স্থির করিতেন। [শঙ্কু ও ঘটিকা দেখ।] অনেকে আবার শঙ্কুর পরিবর্ত্তে আরও কএকটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সময়ের সন্দেহ হইলে তদনুসারে স্থির করিয়া লইতে হয়।

সূতিকাগৃহ ও জনসংখ্যানুসারে লগ্ননির্ণয়।—জন্মলগ্ন মেষ, সিংহ বা ধনু হইলে সূতিকাগৃহ বাড়ীর চতুঃসীমার পূর্ব্বদিকে এবং সূতিকাগৃহে পাঁচজন উপসূতিকা ছিল, অর্থাৎ সূতিকাগৃহ পূর্ব্বদিকে হইলে এবং সূতিকাঘরে পাঁচজন উপসূতিকা থাকিলে মেষ, সিংহ বা ধনুলগ্নে জন্ম হইয়াছে, জানিতে হইবে। এই প্রকার দক্ষিণদিকে সূতিকাগৃহ এবং চারিজন উপসূতিকা থাকিলে কন্যা, বৃষ বা মকর; পশ্চিমদিকে সূতিকাগৃহ ও দুই জন উপসূতিকা থাকিলে মিথুন, তুলা বা কুম্ভ এবং পশ্চিমদিকে সূতিকাঘর ও দুইজন উপসূতিকা থাকিলে মীন, বৃশ্চিক অথবা কর্কটলগ্ন জন্মলগ্ন হয়। বৃহজ্জাতকে অন্যপ্রকার লগ্ননির্ণয়ের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।—জন্মকালে সূতিকাগৃহের পূর্ব্বদিকে মেষ ও বৃষ, অগ্নিকোণে মিথুন, দক্ষিণদিকে কর্কট ও সিংহ, নৈর্ঋতকোণে কন্যা, পশ্চিমদিকে তুলা ও বৃশ্চিক, বায়ুকোণে ধনু, উত্তরদিকে মকর ও কুম্ভ, ঈশানকোণে মীন-রাশি সংস্থাপন করিবে। যে দিকে জাতবালকের শয্যা এবং তাহার মস্তক যে দিকে রাখিয়া শয়ন করাইয়াছিল, সেইদিকে যে লগ্ন পড়িয়াছে, সেই লগ্নই জন্মলগ্ন। প্রসবকালে বালকের মস্তক পূর্ব্বদিকে থাকিলে মেষ, সিংহ বা ধনু লগ্ন জন্মলগ্ন হয়। এইপ্রকার মস্তক দক্ষিণদিকে থাকিলে কন্যা, বৃষ বা মকর, পশ্চিমদিকে থাকিলে কুম্ভ, তুলা বা মিথুন; এবং উত্তরদিকে থাকিলে মীন, বৃশ্চিক অথবা কর্কট জন্মলগ্ন হয়। কোন স্থানে দিবা কিম্বা রাত্রিকালে স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে একটী তৈলপূর্ণ প্রদীপে শলিতা জ্বালাইয়া রাখে, ইহাদ্বারা লগ্নের ভুক্ত ও ভোগ্য অংশ জানা যাইতে পারে। জন্মকালে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে, সেই রাশির ত্রিংশভাগের প্রথম দুই কিম্বা তিন অংশের মধ্যে চন্দ্র থাকিলে জন্মকালে প্রদীপের তৈল পরিপূর্ণ থাকে, আর যদি রাশির শেষ অংশে জন্ম হয়, তাহা হইলে প্রদীপের তৈল থাকে না। যদি রাশির মধ্যে অর্থাৎ ঐ রাশির ১৫ অংশে চন্দ্র থাকে, তবে প্রদীপের তৈল অর্দ্ধপরিমাণ থাকে, এইরূপ প্রদীপের তৈল যত পরিমাণে থাকে কিম্বা দগ্ধ হয়, ঐ রাশির তত অংশে চন্দ্রের অবস্থিতি জানিবে।

যে লগ্নে জন্ম হইয়াছে, সেই লগ্নের ত্রিশভাগের প্রথম দুই কিম্বা তিন অংশের মধ্যে জন্ম হইলে শলিতার দুই বা তিন অংশ দগ্ধ হয়। সেই লগ্নে ১৫ ভাগে জন্ম হইলে শলিতার অর্দ্ধেক পরিমাণ দগ্ধ হয় এবং শেষভাগে জন্ম হইলে সংপূর্ণরূপে পুড়িয়া যায়। এইরূপ শলিতার যত অংশ দগ্ধ হয়, লগ্নের তত পরিমাণ অংশে জন্ম জানিবে। যন্ত্রাদি দ্বারাও প্রদর্শিত উপায়ে অতি সূক্ষ্মরূপে জন্ম সময় স্থির করিয়া কোষ্ঠী গণনা করিতে হয়।

ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ত্রিংশাংশ এই ছয়প্রকার ভাগের নাম ষড়্‌বর্গ। মেষ ও বৃশ্চিক এই দুই রাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র। বৃষ ও তুলা শুক্রের ক্ষেত্র। মিথুন এবং কন্যা বুধের ক্ষেত্র, কর্কটরাশি চন্দ্রের ক্ষেত্র, ধনু ও মীন বৃহস্পতির ক্ষেত্র, মকর ও কুম্ভরাশি শনির ক্ষেত্র, সিংহরাশি সূর্য্যের ক্ষেত্র।

রাশির অর্দ্ধাংশের নাম হোরা। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ, ইহাদের প্রথম অর্দ্ধ সূর্য্যের হোরা এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ চন্দ্রের হোরা। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন ইহাদের প্রথম অর্দ্ধ চন্দ্রের হোরা এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ সূর্য্যের হোরা।

রাশির তিনভাগের এক এক ভাগকে দ্রেক্কাণ বলে। যে গ্রহ যে রাশির অধীশ্বর তিনিই সেই রাশির প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি, সেই রাশি হইতে পঞ্চমরাশির অধীশ্বর গ্রহ দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি এবং তাহার নবমরাশির অধীশ্বর গ্রহ তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি। যথা—মেষের প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি সূর্য্য। তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি শনি; এইপ্রকার অপর রাশিরও জানিবে।

রাশির নয়ভাগের এক একভাগকে নবাংশ বলে। মেষ, সিংহ, ধনু এই তিন রাশির প্রথম অংশের অধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় অংশের শুক্র, তৃতীয় অংশের বুধ, চতুর্থ অংশের চন্দ্র, পঞ্চম অংশের রবি, ৬ষ্ঠ অংশের বুধ, সপ্তম অংশের শুক্র, অষ্টমাংশের মঙ্গল এবং নবম অংশের অধিপতি বৃহস্পতি জানিবে। মকর, বৃষ ও কন্যা এই তিনরাশির ১ম ২য় অংশের অধিপতি শনি, ৩য় অংশের অধিপতি বৃহস্পতি, ৪র্থ অংশের অধিপতি মঙ্গল, ৫ম অংশের অধিপতি শুক্র, ৬ষ্ঠ অংশের অধিপতি বুধ, ৭ম অংশের অধিপতি চন্দ্র, ৮ম অংশের অধিপতি রবি এবং নবম অংশের অধিপতি বুধ। তুলা, কুম্ভ, মিথুন এই তিন রাশির প্রথম অংশের অধিপতি শুক্র, দ্বিতীয় অংশের অধিপতি মঙ্গল, তৃতীয় অংশের অধিপতি বৃহস্পতি, চতুর্থ ও পঞ্চম অংশের অধিপতি শনি, ৬ষ্ঠ অংশের অধিপতি বৃহস্পতি, সপ্তম অংশের অধিপতি মঙ্গল, অষ্টম অংশের অধিপতি শুক্র এবং নবম অংশের অধিপতি বুধ। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই তিনরাশির ১ম অংশের অধিপতি চন্দ্র, ২য় অংশের অধিপতি রবি, ৩য় অংশের বুধ, ৪র্থ অংশের শুক্র, ৫ম অংশের মঙ্গল, ৬ষ্ঠ অংশের বৃহস্পতি, ৭ম ও ৮ম অংশের অধিপতি শনি, ৯ম অংশের অধিপতি বৃহস্পতি।

রাশিকে ১২ ভাগ করিলে তাহার এক এক অংশকে দ্বাদশাংশ বলে। যে রাশির অধিপতি যে গ্রহ সেই গ্রহই সেই রাশির ১ম দ্বাদশাংশের অধিপতি এবং তৎপরবর্ত্তী রাশির অধিপতি গ্রহ দ্বিতীয় দ্বাদশাংশের অধিপতি। এই প্রকারে পর পর রাশির অধিপতি গ্রহ পর পর অংশের অধিপতি জানিবে। যেমন মেষরাশির প্রথমাংশের অধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয়ের শুক্র, তৃতীয়ের বুধ, চতুর্থের চন্দ্র, পঞ্চমের রবি, ষষ্ঠের বুধ, সপ্তমের শুক্র, অষ্টমের মঙ্গল, নবমের বৃহস্পতি, দশম ও একাদশের শনি এবং দ্বাদশাংশের অধিপতি বৃহস্পতি। এই প্রকার বৃষরাশির ১ম দ্বাদশাংশের অধিপতি শুক্র, দ্বিতীয়ের বুধ ইত্যাদি জানিবে।

রাশির ত্রিশভাগের প্রত্যেক ভাগকে ত্রিংশাংশ বলে। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই ছয় রাশির প্রথম পাঁচ অংশের অধিপতি মঙ্গল, তৎপর পাঁচ অংশের অধিপতি শনি, তৎপরবর্ত্তী ৮ অংশের অধিপতি বৃহস্পতি, তৎপরবর্ত্তী সাত অংশের অধিপতি বুধ এবং তৎপরে পাঁচ অংশের অধিপতি শুক্র। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই ছয় রাশির প্রথম পাঁচ অংশের অধিপতি শুক্র, তৎপরবর্ত্তী পাঁচভাগের অধিপতি বুধ, তৎপরে আটভাগের অধিপতি বৃহস্পতি, তৎপরে সাতভাগের অধিপতি শনি ও তৎপরবর্ত্তী পাঁচভাগের অধিপতি মঙ্গল। জাতব্যক্তির ষড়্‌বর্গ এইপ্রকারে স্থির করিয়া তদনুসারে ফল স্থির করিতে হয়। [ষড়্‌বর্গ দেখ।]

পঞ্চস্বরামতে শিশুর রিষ্ট—যদি রাহুগ্রহ কর্কটরাশিতে থাকিয়া চন্দ্রের সহিত মিলিত হয়, কিম্বা সিংহ রাশিতে সূর্য্যের সহিত অবস্থিতি করে এবং জন্মলগ্নে যদি শনি ও মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, তবে ১৫ দিন মধ্যে জাত বালকের মৃত্যু হয়। জন্মলগ্নের নবম স্থানে শনি, ষষ্ঠ স্থানে চন্দ্র ও সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকিলে মাতার সহিত বালকের মৃত্যু হয়। লগ্নে শনি, অষ্টম স্থানে চন্দ্র ও তৃতীয় স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে বালকের মৃত্যু ঘটে। জন্মলগ্নের নবম স্থানে রবি, সপ্তমে শনি, একাদশ স্থানে বৃহস্পতি কিম্বা শুক্র থাকিলে এক মাস মধ্যে বালকের মৃত্যু হয়। জন্মলগ্নে শনি ও মঙ্গল, দ্বাদশ

স্থানে বুধ ও পঞ্চম স্থানে চন্দ্র থাকিলে বালকের এক মাস মধ্যে মৃত্যু হয়। লগ্নে শনি ও মঙ্গল, অষ্টম স্থানে চন্দ্র, ষষ্ঠ স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে বালকের জীবন নিষ্ফল হয়। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদের মতে ৮ম স্থানে বৃহস্পতি থাকিলেও এইরূপ ফল হইয়া থাকে। রবি ও চন্দ্র ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে বালকের অচিরেই মৃত্যু ঘটে। অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ ও দ্বাদশ স্থানে বুধ থাকিলে বালকের শীঘ্রই মৃত্যু হয়। ষষ্ঠ কিম্বা অষ্টম স্থানে চন্দ্র, সপ্তম স্থানে শনি থাকিলে পিতামাতার সহিত বালকের মৃত্যু হয়। লগ্নে রবি, শুক্র ও শনি এবং দ্বাদশ রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে বালক পাঁচ মাস বাঁচে। লগ্নে সূর্য্য, সপ্তম স্থানে মঙ্গল, চতুর্থ, সপ্তম কিম্বা দশম স্থানে শনি থাকিলে একমাসের মধ্যেই বালকের মৃত্যু ঘটে। লগ্নে চন্দ্র ও শনি, দ্বাদশ স্থানে রবি ও মঙ্গল, এবং জন্মলগ্নে শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকিলে বালকের বিনাশ হয়। লগ্নে মঙ্গল, দ্বাদশ স্থানে শনি ও চতুর্থ স্থানে রাহু থাকিলে ৮ মাসের মধ্যে বালকের মৃত্যু হয়। ইহা ব্যতীত বৃহজ্জাতক, কোষ্ঠীসারাবলী, দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থেও নানা প্রকার রিষ্টের কথা লিখিত আছে। [রিষ্ট দেখ।]

রাজমার্ত্তণ্ডের মতে—অশ্বিনী, মঘা ও মূলা নক্ষত্রের প্রথম তিন দণ্ড এবং রেবতী, অশ্লেষা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ পাঁচ দণ্ড গণ্ডনামে প্রসিদ্ধ। জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্র দিবসে গণ্ড, মঘা ও অশ্লেষা নক্ষত্র রাত্রিতে গণ্ড এবং রেবতী ও অশ্বিনী নক্ষত্র উভয় সন্ধ্যায় গণ্ড হইয়া থাকে। যে বালক বা বালিকার গণ্ডযোগে জন্ম হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। অথবা ৬ মাস অতীত না হইলে পিতা বালকের মুখ দেখিবেন না। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদের মতে—গণ্ডযোগের দোষশান্তির জন্য দান এবং হোম প্রভৃতি করিয়া বালকের দর্শনে অশুভ হয় না। কোষ্ঠীসারাবলীর মতে অশ্বিনীর ৩ দণ্ড, মঘার ৪ দণ্ড, মূলার ৯ দণ্ড, রেবতীর ২ দণ্ড, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের ১১ দণ্ড ও অশ্লেষার ৮ দণ্ড গণ্ডনামে খ্যাত। [গণ্ড, পিতৃরিষ্ট, মাতৃরিষ্ট ও রিষ্টভঙ্গ-যোগ প্রভৃতি দেখ।]

পঞ্চস্বরা মতে—বালকের জন্মমাত্র অগ্রে যোগজ রিষ্ট-সমুদায় বিচার করিয়া দেখিবে, কিন্তু চতুর্বিংশতি বৎসর অতীত না হইলে আয়ুর্গণনা করিবে না, কারণ চতুর্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত রিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। পতাকীচক্র নিরূপণ করিয়াও রিষ্ট বিচার করিতে হয়। [পতাকী দেখ।]

[লগ্ন, রাশি, তিথি, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, যোগ প্রভৃতির ফল তৎতৎ শব্দে এবং জন্মকালে মেষ প্রভৃতি রাশিস্থিত রবি প্রভৃতি গ্রহগণের ফল গ্রহ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

একটী রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে জন্মকালীন গ্রহগণ স্থাপন করিবে। পরে গ্রহগণের স্ফুট করিয়া শয়নাদি দ্বাদশ ভাব গণনা করিবে। সঙ্কেতকৌমুদীর মতে—শয়ন প্রভৃতি দ্বাদশ ভাব গণনা করার নিয়ম—জন্মকালে যে যে গ্রহ যে নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন, সেই গ্রহকে সেই নক্ষত্র দ্বারা পূরণ করিবে এবং ঐ গ্রহ অধিষ্ঠিত-রাশির যে নবাংশে অবস্থিত সেই নবাংশ-পরিমিত অঙ্ক দ্বারা পূর্ব্বলব্ধ অঙ্ককে পুনর্ব্বার পূরণ করিবে। পরে গ্রহগণের আপন আপন জন্ম-নক্ষত্র ঐ অঙ্কে যোগ করিয়া জন্মলগ্নসংখ্যক অঙ্ক ও উদয়াবধি জাত দণ্ড তাহাতে যোগ করিবে, ঐ সমস্ত অঙ্ককে ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক অনুসারে দ্বাদশ ভাব বুঝিতে হইবে। এক অবশিষ্ট থাকিলে শয়ন, ২ থাকিলে উপবেশন, ৩ থাকিলে নেত্র পাণি, ৪ প্রকাশন, ৫ গমনেচ্ছা, ৬ গমন, ৭ সভাবসতি, ৮ আগমন, ৯ ভোজন, ১০ নৃত্যলিপ্সা, ১১ কৌতুক ও ১২ অবশিষ্ট থাকিলে নিদ্রা ভাব জানিবে। রবির ১৬ বিশাখা, চন্দ্রের ৩ কৃত্তিকা, মঙ্গলের ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, বুধের ২২ শ্রবণা, বৃহস্পতির ১১ পূর্ব্ব-ফল্গুনী, শুক্রের ৮ পুষ্যা, শনির ২৭ রেবতী, রাহুর ২ ভরণী এবং কেতুর ৯ অশ্লেষা নক্ষত্র জন্মনক্ষত্র নামে বিখ্যাত। এ বিষয়ে জ্যোতির্বিদগণের নানাপ্রকার মতভেদ লক্ষিত হয়। তাহার মধ্যে সঙ্কেতকৌমুদীর মতটী ভাল বলিয়া বোধ হওয়ায় এই স্থানে লিখিত হইল।

প্রথমে শুভ ও অশুভ গ্রহগণের বলাবল নির্ণয় করা আবশ্যক। গ্রহগণ স্বকীয় উচ্চস্থানে থাকিলে অতিশয় বলবান্ হয়।

ভাবফল—জন্মকালে রবি শয়নভাবে থাকিলে জাত ব্যক্তির মন্দাগ্নি, পিত্তশূল, গোদ ও গুহ্য দেশে রোগ হয়। উপবেশনভাবে থাকিলে জাত ব্যক্তি শিল্প-কর্ম্মকারী, শ্যাম বর্ণ, উত্তম বিদ্যারহিত, দুঃখযুক্ত ও পরসেবা-নিরত হয়। রবি নেত্রপাণি-ভাবে থাকিয়া লগ্নের পঞ্চম, নবম, দশম বা সপ্তম স্থানে থাকিলে সর্ব্ব সুখযুক্ত হয়, ইহা ব্যতীত অপর স্থানে থাকিলে ক্রূরপ্রকৃতি ও জলদোষরোগযুক্ত হয়। এই প্রকার রবির ৩য় ভাবের ফল চক্ষুরোগ, অতিশয় ক্রোধ, পরদ্বেষ, পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধন। ৪র্থ ভাবের ফল দানশক্তি, ভোজনশক্তি, সম্মান, রাজতুল্য পুত্রলাভ ও বিপুল ধন। ৫ম ভাবের ফল নিদ্রাভিলাষ, ক্রোধ, ক্রূর প্রকৃতি, কুবুদ্ধি, দাম্ভিকতা, কৃপণতা ও পরদারে অভিরুচি। ৬ষ্ঠ ভাবের ফল প্রথম স্ত্রী ও প্রথম পুত্রের বিনাশ, বিদেশবাস ও পাদরোগ। ৭ম ভাবের ফল দয়া,

সম্মান, বিদ্যা ও বিনয়। ৮ম ভাবের ফল মূর্খতা, মিথ্যাকথা, কুৎসিত বিদ্যা, নির্দ্দয়তা ও পরনিন্দা। ৯ম ভাবের ফল দাম্ভিকতা, মাংসলোভ, সদাচার ও পাণ্ডিত্য। ১০ম ভাবের ফল কর্ণরোগ, নানা বিদ্যা, রাজপূজা ও পাণ্ডিত্য। ১১শ ভাবের ফল উৎসাহ, দানশক্তি, ভোজনশক্তি ও শিল্প কর্ম্মের অনুষ্ঠান। ১২শ ভাবের ফল অধিক নিদ্রা, ব্যাধি, প্রবাস, চক্ষু রক্তবর্ণ, ক্রোধ ও পরনিন্দা।

[অপর অপর গ্রহের ভাবফল, 'ভাবফল' শব্দে দ্রষ্টব্য।]

অপর জ্যোতির্বিদ্‌গণ গ্রহগণের ১ লজ্জিত, ২ গর্ব্বিত, ৩ ক্ষুধিত, ৪ তৃষিত, ৫ মুদিত, ৬ ক্ষোভিত এই ছয়টী ভাব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে গ্রহ রবি কিম্বা মঙ্গল অথবা শনির সহিত এক রাশিতে অবস্থিতি করেন কিম্বা যে গ্রহ লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে রাহুর সহিত মিলিত হইয়া অবস্থিতি করেন, তাহাকে লজ্জিত বলে। যে গ্রহ স্বীয় তুঙ্গস্থানে অথবা স্বীয় মূলত্রি-কোণে অবস্থান করেন, তাহাকে গর্ব্বিত বলে।

শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া যে গ্রহ রিপুর গৃহে অবস্থিতি করেন এবং রিপু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহাকে ক্ষুধিত বলে। যে গ্রহ শনির সহিত এক রাশিতে অবস্থান করেন, তাহাকেও ক্ষুধিত বলে।

জলরাশিতে অর্থাৎ কর্কট, বৃশ্চিক বা মীনরাশিতে যে গ্রহ অবস্থিতি করে এবং তাহার প্রতি যদি রিপুগ্রহের দৃষ্টি থাকে ও শুভ গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে তাহাকে তৃষিত বলে।

যে গ্রহ মিত্রের সহিত মিত্রের গৃহে অবস্থান করে এবং তাহার প্রতি মিত্রগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে তাহাকে মুদিত বলে। যে গ্রহ বৃহস্পতির সহিত এক রাশিতে অবস্থিত, তাহাকেও মুদিত বলে।

যে গ্রহ রবির সহিত এক রাশিতে বাস করে এবং তাহাতে যদি পাপগ্রহ বা শত্রু গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে তাহাকে ক্ষোভিত বলে।

ফল—যাহার লগ্ন হইতে দশমস্থান লজ্জিত, তৃষিত, ক্ষুধিত অথবা ক্ষোভিত কোন গ্রহ অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি দুঃখ-ভাগী হয়। লগ্নের পঞ্চমস্থানে লজ্জিত কোন গ্রহ থাকিলে তাহার সমস্ত সন্তান বিনষ্ট হয়, কেবল একটী মাত্র জীবিত থাকে। লগ্ন হইতে ৭ম স্থানে ক্ষুধিত অথচ ক্ষোভিত কোন গ্রহ থাকিলে তাহার স্ত্রীর বিনাশ হয়।

দৈবজ্ঞবল্লভার মতে গ্রহগণের ১০টী ভাব উক্ত হইয়াছে। ১ দীপ্ত, ২ দীন, ৩ সুস্থ, ৪ মুদিত, ৫ সুপ্ত, ৬ প্রপীড়িত, ৭ মুষিত, ৮ হীনবীর্য্য, ৯ প্রবৃদ্ধবীর্য্য, ১০ অধিক বীর্য্য। স্বীয় উচ্চ স্থানে অবস্থিত গ্রহ দীপ্ত ও নীচ স্থানে স্থিত গ্রহ দীন, স্বীয় গৃহস্থ গ্রহ সুস্থ, স্বীয় শত্রু গৃহস্থ গ্রহ সুপ্ত, গ্রহযুদ্ধে পরাজিত গ্রহ প্রপীড়িত, অস্তগত গ্রহ মুষিত। যে গ্রহ স্বীয় নীচ গৃহাভিমুখে গমন করে, তাহাকে পরিহীনবীর্য্য বলে, যে গ্রহ স্বীয় উচ্চ গৃহাভিমুখে গমন করে, তাহাকে প্রবৃদ্ধ বীর্য্য এবং শুভ গ্রহের ষড়্‌বর্গে অবস্থিত গ্রহকে অধিকবীর্য্য বলে।

ফল—গ্রহগণের দীপ্তভাবে উত্তম কার্য্যসিদ্ধি, দীনভাবে দীনতা, সুস্থভাবে ধন, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও সুখলাভ, মুদিত ভাবে আমোদ ও বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তি, সুপ্তভাবে বিপদ্, পীড়িতভাবে শত্রুপীড়া, মুষিতভাবে অর্থক্ষয়, হীনবীর্য্যে বীর্য্যহানি, প্রবৃদ্ধবীর্য্যে হাতী, ঘোড়া, রত্ন ও ভূমিলাভ, এবং অধিকবীর্য্যভাবে রাজসদৃশ সম্পদ্ প্রাপ্তি হয়। সারাবলী প্রভৃতি অপরাপরগ্রন্থে অন্যপ্রকার ভাবের উল্লেখ আছে। এ দেশীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ তাহার আদর করেন না।

যে লগ্নে জন্ম হয়, তাহাকে প্রথম স্থান ধরিয়া গণনা করিতে হয়। দীপিকাকার শ্রীনিবাস ঐ সকল স্থানকে তন্বাদি ভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রথমস্থান অর্থাৎ জন্মলগ্নকে তনুভাব বা তনুস্থান, দ্বিতীয়কে ধনস্থান, তৃতীয় সহোদরস্থান, চতুর্থ বন্ধুস্থান, পঞ্চম পুত্র-স্থান, ষষ্ঠ রিপুস্থান, সপ্তম ভার্য্যাস্থান, অষ্টম মৃত্যুস্থান, নবম ধর্ম্মস্থান, দশম কর্ম্মস্থান, একাদশ আয়স্থান ও দ্বাদশ ব্যয়স্থান।

প্রথমস্থানে শক্তি, শরীর ভাল মন্দ ও মঙ্গল চিন্তা করিবে। এই প্রকার দ্বিতীয়স্থানে ধন ও কুটুম্বের বিষয় চিন্তা করিবে। তৃতীয়স্থানে বিক্রম, সহোদর ও যুদ্ধের বিষয়, চতুর্থস্থানে বন্ধু, বাহন, সুখ ও গৃহের বিষয়, পঞ্চমস্থানে বুদ্ধি, মন্ত্রণা ও পুত্রের বিষয়, ষষ্ঠস্থানে ক্ষত ও শত্রুর বিষয়, ৭ম স্থানে কাম, স্ত্রী ও পথের বিষয় চিন্তা করিবে। অষ্টম-স্থানে আয়ু, অপবাদ বা পাপের বিষয়, নবমস্থানে তপস্যা, দশমস্থানে সম্মান, আজ্ঞা ও কর্ম্মের বিষয়, একাদশস্থানে প্রাপ্তি ও আয় এবং দ্বাদশ স্থানে মন্ত্রী ও ব্যয় চিন্তা করিবে।

প্রথমস্থান হইতে দ্বাদশস্থান পর্য্যন্ত যে সমস্ত চিন্তা উক্ত হইয়াছে, ঐ সমস্ত ফলাফল নির্ণয় করিবার সময় সেই সেই ভাবাপন্ন রাশির ও তাহার অধিপতি গ্রহের বর্ণ ও আকৃতির খর্ব্বতা, দীর্ঘতা প্রভৃতি স্থির করিয়া গ্রহ এবং রাশির বলাবল বুঝিয়া এবং ফলদানে কতদূর সমর্থ, তাহা বিবেচনা করিয়া ফলের নির্ণয় করিতে হইবে। সেই সেই স্থানস্থিত গ্রহগণ যদি শুভগ্রহ বা স্থানের অধিপতি গ্রহ কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হয়, তবে ফলের আধিক্য হয়। কিন্তু যদি তাহারা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, এবং স্থানের

অধিপতি গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে ফলের হানি হয়। তনু প্রভৃতি যে দ্বাদশ ভাব উক্ত হইয়াছে, তৎতৎভাবাপন্ন গ্রহসমূহের স্ফুট গণনা ব্যতীত তাহার ফলাফল স্থির করা যায় না। এই কারণ স্ফুট করিয়া ভাবফল বিবেচনা করিতে হয়। ইহা ব্যতীত দশা, প্রত্যর্দ্দশা এবং তাহার ফলাফলও কোষ্ঠীতে লিখিবার নিয়ম আছে। [রবি প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

যোগিনী, বার্ষিকী, নাক্ষত্রিকী, লাগ্নিকী, মুকুন্দা, বিংশোত্তরা, ত্রিংশোত্তরা, পতাকী, হরগৌরী ও দিনদশা এই ১০টী দশা জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিরূপিত আছে। কলিকালে কেবল নাক্ষত্রিকী দশানুসারেই ফল হইয়া থাকে, এই কারণে কোষ্ঠীতে নাক্ষত্রিকী দশাই লিখিত হইয়া থাকে। এই নাক্ষত্রিকী দশা অষ্টোত্তরী, বিংশোত্তরী ও ত্রিংশোত্তরী এই তিন মতেই গণনা করা হয়। অষ্টোত্তরীমতে কেতুর দশা ধরা হয় না, বিংশোত্তরী ও ত্রিংশোত্তরী মতে কেতুরও দশা আছে। [দশা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] কোষ্ঠীতে একটী জাত চক্র অঙ্কিত করিতে হয়। তাহার প্রণালী—জাতকের একটী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার মস্তক প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গে ২৭টী নক্ষত্র স্থাপন করিবে। জন্মকালে যে নক্ষত্রে রবি থাকিবে, সেই নক্ষত্র হইতে তিনটী নক্ষত্র মস্তকে, তৎপরবর্ত্তী তিনটী মুখে স্থাপন করিতে হয়। এই প্রকারে স্কন্ধে ২, বাহুতে ২, করতলে ২, বক্ষঃস্থলে ৫, নাভিতে ১, গুহ্যদেশে ১, জানুতে ৬ ও পাদতলে ৪ নক্ষত্র স্থাপন করিবে। এইরূপে নক্ষত্র স্থাপন করিলে যে অঙ্গে জন্মনক্ষত্র পড়িবে, তদনুসারে আয়ুঃ ও অপর ফলাফল জানিতে পারা যায়।

জন্মনক্ষত্র জাতচক্রের চরণে পড়িলে অল্পায়ুঃ, জানুতে ভ্রমণ, গুহ্যদেশে পারদারিক, নাভিতে অল্পধন, হৃদয়ে প্রচুর ধনলাভ, হস্তে চোর, বাহুতে দুঃখ, স্কন্ধে ভোগ, মুখে ধার্ম্মিক ও মস্তকে পড়িলে রাজা হয়। যাহার জন্ম নক্ষত্র জাতকচক্রের মস্তকে দৃষ্ট হইবে, সেই ব্যক্তি একশত বৎসর জীবিত থাকিবে। এই প্রকারে স্কন্ধে ৯০ বৎসর, হৃদয়ে ৮৫ বৎসর, হস্তে ৭০ বৎসর, বাহু ও গুহ্যদেশে ৬৬ বৎসর এবং জানুতে দৃষ্ট হইলে ৫০ বৎসর জীবিত থাকে। জাতকাভরণকার ঢুণ্ডিরাজ জাতচক্রকে ডিম্ভচক্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ফলেরও ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক গ্রহের অষ্টবর্গ ও মহাষ্টবর্গ বর্গ গণনা করিয়া কোষ্ঠীতে লিখিতে হয়। [তাহার প্রণালী মহাষ্টবর্গ শব্দে দ্রষ্টব্য।] গ্রহগণের স্থিতি অনুসারে জারজযোগ, রাজযোগ, নাভসযোগ, চন্দ্রপ্রভাযোগ, ক্ষেত্রসিংহাসনযোগ, নিশাশঙ্কাযোগ, ধনবান্‌যোগ, জীবযোগ, চতুঃসাগরী যোগ, সিংহাসনযোগ, কনকদণ্ডযোগ, রাজহংসযোগ, দারিদ্র্যযোগ, তীর্থমরণযোগ, বংশনাশযোগ, হ্রদযোগ, ফণিমুখযোগ, কাকযোগ, ব্যাঘ্রতুণ্ডযোগ, হুতাশনযোগ, কেমদ্রুমযোগ, ললাটীযোগ ও শ্রীযোগ প্রভৃতি কতকগুলি যোগ হইয়া থাকে [তাহার ফলাফল যোগ শব্দে ও আয়ুগণনার প্রণালী পরমায়ুঃ শব্দে দ্রষ্টব্য।] কেতুপতাকী, কেতুকুণ্ডলী ও গুরুকুণ্ডলী এই তিন মতেই যদি পাপগ্রহের বৎসর হয়, তবে সেই বৎসরকে ত্রিপাপ বৎসর বলে, ইহা জানিবার জন্য কোষ্ঠীতে একটী ত্রিপাপচক্র অঙ্কিত করিতে হয়। [ত্রিপাপ দেখ।]

পূর্ব্বোক্ত গণনা অনুসারে বর্ষের অধিপতি রবি প্রভৃতি গ্রহগণের ফল খনার বচনে এইরূপ উক্ত আছে—

“রবির বৎসর শূন্যফল। শিরঃশূল গায়ে জ্বর॥
ঘরপোড়ে মানুষ মরে। অনেক বিঘ্ন রবি করে॥
বুধের বৎসর যবে হয়। ভ্রমণ মরণ তাহার হয়॥
ছেদ পীড়া স্ত্রীপুত্র। রোগ মরণ খায়ে পাত্র॥
শোক বন্দি থাকে অর্থে। ধন সর্ব্বস্ব নাশে বুধে॥
শনি মঙ্গল ভূমিসুত। তোমার বৎসর যমের দুত॥
ঘর পোড়ে দস্যুতে মারে। যথাসর্ব্বস্ব রাজায় হরে॥
রাহুর বৎসর ডাঁড়ুকা পায়ে। নানা দুঃখ অবশ্য পায়ে॥
হাতে পায়ে নাই গোটা। স্থান ভ্রষ্ট নাইকো পোটা॥
শনি বৎসর শূন্যভোগ। বন্ধুবিচ্ছেদ করায় রোগ॥
শিলার স্তম্ভ খসে পড়ে। যত অর্জ্জে সব হরে॥” (খনা)

ত্রিপাপ বৎসরে যদি সপ্তশূন্য হয়, তাহা হইলে সেই বৎসরেই মৃত্যু হয়। এই কারণে কোষ্ঠীতে একটী সপ্তশূন্যচক্র অঙ্কিত করিতে হয়, ঐ চক্র হইতে অনায়াসেই সপ্তশূন্যের বৎসর বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। [সপ্তশূন্য দেখ।]

খনার মতে আয়ুর্গণনা—

“একে উন শাকে দুণ। তিথিনক্ষত্র দিয়া গুণ॥
অষ্টোত্তর শতে হরিলে রহে যে। আয়ু প্রমাণ জানিবে সে॥
শাকের দ্বিগুণ একে উন। তিথিনক্ষত্র বারে গুণ॥
বসু শতে হরিয়া চাই। আয়ু প্রমাণ সেই সে পাই॥
কিসের তিথি কিসের বার। জন্মনক্ষত্র কর সার॥
কি কর শশুরা মতিহীন। পলকে জীবন বারদিন॥

খনার মতে জন্মকালীন গ্রহ অনুসারে কএকটী যোগ।—

“লগনে রোহিত শশিসুত যায়। তার কায়া শৃগালে খায়॥
সাতে কুজা থাকে যবে। বাঁশের আগে শুকায় তবে॥
বাপে পুত্রে দেখে লগ্ন। তাহার কুঠি না কর ভগ্ন॥
যবে হয় তাহার দশা। তাহার জীবনে না কর আশা॥
চান্দে গুরু দেখ এক সঙ্গ। কুজে জীয়া অতি বড় রঙ্গ॥

ইহা ছাড়ি সাতে পায়। সে নর গজস্কন্ধে যায়॥
মকরে কুজা ধবল সঙ্গে। নিত্য ক্রীড়ায় যায় রঙ্গে॥
ইষ্টকুটুম্বে করায় ভোগ। সোম কুঠি নৃপতিযোগ॥
সাতে শনি লগ্নে পাপ। পীড়ে জননী মরে বাপ॥
রাশি লগ্ন সাগরে বান্ধ। জলে বসিয়া পাতিল ফান্দ॥
লগ্নে থাকে আঁকা বাঁকা। অগ্নি জলে করিয়া শঙ্কা॥
যার মঙ্গল সাতে দেখে। মেঘের নাদে পাড়ে তাকে॥
যবে শুভে না দেখে সাতে। কি করিবে বাপে পুতে॥
লগ্নে কুজা লগ্নে সুজা। লগ্নে থাকে ভানুতনুজা॥
রাকা দিবে শুকা চায়। অষ্ট দিনে যম ঘরে যায়॥
চাইর সাগরে রাহুর মেলা। তবে কুঠি না কর হেলা॥
মেষে কর্কটে থাকে জীয়া। ঘরে থাকে লক্ষ্মী বসিয়া।
গঙ্গাসাগর পুছে বাত। অবশ্য দেখে জগন্নাথ॥
তিন পাপ থাকে এক ঠাই। কর্ম্মঘরে মঙ্গল পাই॥
শুভ গ্রহে দেখে পাপ। তারে না দেখে তাহার বাপ॥
খোঁড়ার কাছে বোড়ার বাসা। ধনপুত্র ভাতে করিবে আশা॥
শুকা থাকে ধন বিনাশ। রাহু থাকে বৈরি নাশ॥
খোঁড়ার ঘরে বোড়ার মিলন। গলায় দড়ি অবশ্য মরণ॥"

জন্মকালীন গ্রহগণের স্ফুট করিয়া তনু প্রভৃতি দ্বাদশ ভাব স্থির করিতে হয়। [ভাবসাধন দেখ।]

গ্রহস্ফুট ও ভাবসাধন করিয়া যে প্রকারে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিতে হয়, তাহার উদাহরণ স্বরূপ একটী চক্র দেওয়া গেল।

১৮০০ শকাব্দ ১৭ই পৌষ দিবা অপরাহ্ন ৫ ঘণ্টা ১৭ মিনিট যাহার জন্ম সময়, তাহার জন্মকুণ্ডলী—

বৃষ ৬ অংশ	মেষ ১২ অংশ	মীন ৮ অংশ শনি ৩ অংশ চন্দ্র ১৩ অংশ

জন্মকালে মিথুনের ১৭ অংশ ৩৬ কলা লগ্ন তনুভাব, তাহার পর হইতে কর্কটের ১২ অংশ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ধনভাব। তৎপরে সিংহের ৮ অংশ পর্য্যন্ত তৃতীয় সহোদরভাব। এই প্রকারে কন্যার ৮ অংশ পর্য্যন্ত চতুর্থ বন্ধুভাব। তুলার ১২ অংশ পর্য্যন্ত পঞ্চম পুত্রভাব। বৃশ্চিকের ১৬ অংশ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ রিপুভাব। ধনুর ১৭ অংশ ৩৬ কলা পর্য্যন্ত সপ্তম জায়াভাব। মকরের ১২ অংশ পর্য্যন্ত অষ্টম নিধন ভাব। কুম্ভের ৮ অংশ পর্য্যন্ত নবম ধর্ম্মভাব, মীনের ৮ অংশ পর্য্যন্ত দশম কর্ম্মভাব, মেষের ১২ অংশ পর্য্যন্ত ১১শ আয়ভাব, বৃষের ৬ অংশ পর্য্যন্ত ১২শ ব্যয়ভাব।

জন্মকালে রবি ধনুরাশির ১৭ অংশে অবস্থিত। এই প্রকার চন্দ্র মীনরাশির ১৬ অংশে, মঙ্গল বৃশ্চিকরাশির ১২ অংশে, বুধ ধনুরাশির ১ অংশে, বৃহস্পতি মকররাশির ১৯ অংশে, শুক্র ধনুরাশির ২৫ অংশে, শনি মীনরাশির ৩ অংশে, রাহু মকররাশির ১৫ অংশে এবং কেতু কর্কটরাশির ১৫ অংশে অবস্থিত। এই সকল গ্রহ স্থিতি অনুসারে ভাবফল বিচার করিতে হয়।

বহুকাল হইতেই এই দেশে কোষ্ঠী লিখিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। ভৃগুসংহিতায় রাম কৃষ্ণ প্রভৃতির কোষ্ঠীও দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস যে, গ্রহগণ দেবতা মানবজন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন না কোন একটী গ্রহের অধিকারে অবস্থান করেন, গ্রহগণই মানবের শুভাশুভ ফলের কারণ; গ্রহ মন্দ হইলে স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সকলই বিনষ্ট হইতে পারে, আবার শুভগ্রহগণ মানবের সকল প্রকার সুখের কারণ, এমন কি তাহারা সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্যও দিতে পারেন।

ভারতবাসী হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমান, য়িহুদী প্রভৃতি জাতির মধ্যেও বহুকাল হইতে জন্মকোষ্ঠীর আদর চলিয়া আসিতেছে। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যেও কেহ কেহ জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন বৈজ্ঞানিক জন্মকোষ্ঠীতে আদৌ বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, গ্রহগণের অবস্থান জাতকগ্রন্থে যেরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা ঠিক নয়, সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া মানবের শুভাশুভ কিছুতেই ঠিক করা যাইতে পারে না। [জাতক ও জ্যোতিষ শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

য়ুরোপীয়েরা যেরূপে জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত করেন, তাহাতেও ১২টী প্রকোষ্ঠ থাকে। তবে এদেশে সচরাচর যেমন কয়টী ঘর অঙ্কিত হয়, ঠিক সেরূপ নয়।

ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে, জন্মকোষ্ঠীর আদর। এমন কি

কাহারও কোষ্ঠী না থাকিলে বা যথাসময়ে না হইলে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারও হইয়া থাকে।

বরাহমিহির বৃহজ্জাতকে নষ্টজাতক উদ্ধার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

যাহার জন্মকালের নিশ্চয় নাই, প্রশ্নলগ্ন দ্বারা তাহার জন্ম সময় ঠিক করিতে হইবে। যদি লগ্নের প্রথম হোরায় প্রশ্ন হয়, তবে উত্তরায়ণে অর্থাৎ মাঘাদি ছয়মাসের মধ্যে, আর যদি দ্বিতীয় হোরায় প্রশ্ন হয়, তবে শ্রাবণাদি ছয় মাসের মধ্যে জন্ম নিশ্চয় করিবে। প্রশ্নলগ্নকে তিন ভাগ করিয়া কোন্ দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইয়াছে ঠিক করিবে, প্রথম দ্রেক্কাণে বৃহস্পতি প্রশ্নলগ্নে, দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে প্রশ্নলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে জন্মকালে প্রশ্নলগ্ন হইতে নবম স্থানে বৃহস্পতি ছিলেন জানিবে। প্রশ্ন-লগ্ন হইতে যে স্থানে বৃহস্পতি বর্ত্তমান আছেন, সেই স্থান পর্য্যন্ত গণিয়া যে রাশি হইবে, তত সংখ্যক বৎসর প্রশ্নকর্ত্তার বয়স অতীত হইয়াছে।

যদি লগ্নের প্রথম দ্বাদশাংশে প্রশ্ন হয়, তবে জন্মলগ্নে বৃহস্পতি ছিলেন। এইরূপ দ্বিতীয় দ্বাদশাংশে দ্বিতীয় স্থানে এবং তৃতীয়াদি দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে তৃতীয়াদি স্থানে বৃহস্পতি ছিলেন জানিবে। প্রশ্নকর্ত্তার আকার দেখিয়া অনুমানদ্বারা বয়স স্থির করিবে। পূর্ব্বানুসারে বৃহস্পতির স্থিতি নির্ণয় করিয়া সেই রাশি হইতে বর্ত্তমানে বৃহস্পতি যে স্থানে আছেন, সেই পর্য্যন্ত গণিয়া যত সংখ্যা হইবে, প্রশ্নকর্ত্তার তত বয়স জানিবে। কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার বয়স যদি ১২ হইতে ২৪ বর্ষের মধ্যে আছে অনুমান হয়, তাহা হইলে নিরূপিত অঙ্কে ১২ যোগ করিয়া বয়স নির্ণয় করিবে। ২৪ বৎসরের অধিক ৩৬ বৎসরের মধ্যে বয়স অনুমিত হইলে ২৪ যোগ করিবে। এইরূপ যত অধিক বয়স হইবে ১২ যোগ করিয়া লইবে। ১২০ বর্ষের অধিক বয়স হইলে আর গণিবে না। যদি প্রশ্ন লগ্নে রবি থাকে, বা রবির দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হয়, তবে গ্রীষ্ম ঋতুতে জন্ম স্থির করিবে। এইরূপ শনিতে শিশির, শুক্রে বসন্ত, মঙ্গলে গ্রীষ্ম, চন্দ্রে বর্ষা, বুধে শরৎ, বৃহস্পতিতে হেমন্ত ঋতু জানিবে। দুই বা তাহার অধিক গ্রহ লগ্নে থাকিলে যে গ্রহ বলবান্ তাহাদ্বারা ঋতু নির্ণয় করিবে। লগ্নে যদি একটীও গ্রহ না থাকে, তবে দ্রেক্কাণ অনুসারে ঋতু ঠিক করিবে।

যদি অয়ন ও ঋতু পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রথম হোরায় প্রশ্ন হওয়ায় উত্তরায়ণ, কিন্তু প্রশ্নলগ্নে বুধ থাকায় শরৎ বোধ হয়, এরূপস্থলে পরিবর্ত্তন করিয়া লইবে। অর্থাৎ চন্দ্র, বুধ ও বৃহস্পতিস্থলে যথাক্রমে শুক্র, মঙ্গল ও শনি গ্রহণ করিবে। যাহাতে অয়ন ও ঋতুর বিরোধ না হয়, এই মত করিয়া লইবে।

ঋতুর পর মাস ঠিক করিবে। লগ্নের প্রথম দ্রেক্কাণে ঋতুর প্রথমমাস, দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে দ্বিতীয়মাস, তৃতীয় দ্রেক্কাণে ঋতুর প্রথমমাস ধরিয়া লইবে। মাস ও তিথি গণনায় সর্ব্বত্র সৌরমান গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক লগ্নে ১৮০০ কলা, তাহার এক দ্রেক্কাণে ৬০০ কলা হয়। যদি প্রথম ৩০০ কলার মধ্যে প্রশ্ন হয়, তবে ঋতুর প্রথমমাসে, যদি ৩০০ কলার পরে ৬০০ কলার মধ্যে প্রশ্ন হয়, তবে ঋতুর দ্বিতীয়মাসে জন্ম ধরিয়া লইবে। উক্ত তিন শত কলার দশ দশ কলায় এক এক তিথি জানিবে। প্রথম ১০ কলায় প্রশ্ন হইলে প্রতিপদ, তৎপরের ১০ কলায় দ্বিতীয়া, এইরূপে যথাক্রমে তিথি নির্ণয় করিবে।

মনিখের মতে—প্রশ্নকালে যে লগ্ন হইবে, সেই লগ্ন যদি দিবা সংজ্ঞক হয়, তবে রাত্রিকালে ও রাত্রিসংজ্ঞক লগ্নে প্রশ্ন হইলে দিবাভাগে প্রশ্নকর্ত্তার জন্ম হইয়াছে নিশ্চয় করিবে।

অন্য প্রকার নিয়মও আছে, যথা—কৃত্তিকা ও রোহিণী-নক্ষত্রে কার্ত্তিক মাস. মৃগশিরা ও আর্দ্রায় অগ্রহায়ণ মাস, পুনর্বসু ও পুষ্যাতে পৌষ, অশ্লেষা ও মঘায় মাঘ, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী ও হস্তায় ফাল্গুন, চিত্রা ও স্বাতী নক্ষত্রে চৈত্র, বিশাখা ও অনুরাধায় বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা ও মূলায় জ্যৈষ্ঠ, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ায় আষাঢ়, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠায় শ্রাবণ, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদে ভাদ্র, রেবতী ও অশ্বিনীনক্ষত্রে আশ্বিন মাস জানিবে।

মেষের নবম নবাংশ অবধি বৃষের সপ্তম নবাংশ পর্য্যন্ত যে কোন রাশির নবাংশে উক্ত নবাংশস্থিত চন্দ্র হইলে কার্ত্তিক, বৃষের অষ্টম নবাংশ হইতে মিথুনের ষষ্ঠনবাংশ পর্য্যন্ত অগ্রহায়ণ, মিথুনের সপ্তম নবাংশ হইতে কর্কটের পঞ্চমনবাংশ পর্য্যন্ত পৌষ, কর্কটের ষষ্ঠ নবাংশ হইতে সিংহের চতুর্থ নবাংশ পর্য্যন্ত মাঘ, সিংহের পঞ্চমনবাংশ হইতে কন্যার সপ্তম নবাংশ পর্য্যন্ত ফাল্গুন, কন্যার অষ্টম নবাংশ হইতে তুলার ষষ্ঠ নবাংশ অবধি চৈত্র, তুলার সপ্তম নবাংশ হইতে বৃশ্চিকের পঞ্চম নবাংশ পর্য্যন্ত বৈশাখ, বৃশ্চিকের ষষ্ঠ নবাংশ হইতে ধনুর চতুর্থ নবাংশ পর্য্যন্ত জ্যৈষ্ঠ, ধনুর পঞ্চমনবাংশ হইতে মকরের তৃতীয় নবাংশ পর্য্যন্ত আষাঢ়, মকরের চতুর্থ নবাংশ হইতে কুম্ভের দ্বিতীয় নবাংশ পর্য্যন্ত শ্রাবণ, কুম্ভের তৃতীয় নবাংশ হইতে মীনের পঞ্চম নবাংশ পর্য্যন্ত ভাদ্র, মীনের ষষ্ঠ নবাংশ হইতে মেষের অষ্টম নবাংশ পর্য্যন্ত আশ্বিন মাস। এই গণনায় শুক্ল প্রতিপদ হইতে মাস গ্রহণ করিবে। যবনেশ্বর

বলেন—প্রশ্নকালে চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থিত হইবে, তত সংখ্যক নবাংশ সেই রাশির যে নক্ষত্রের যে পাদ সম্ভব হইবে, সেই নক্ষত্রে যে মাস হইবে, প্রশ্নকর্ত্তার জন্ম সেই মাস জানিবে। যেমন প্রশ্নকালে মেষের পঞ্চম নবাংশ পাইলে নবাংশচক্রে সিংহে চন্দ্রের স্থিতি এবং সিংহের পঞ্চম পাদে পূর্ব্বফাল্গুনীর প্রথমপাদ হয়, ইহাতে পূর্ব্বফাল্গুনীনক্ষত্রে ফাল্গুনমাস হওয়ায়, তাহাই প্রশ্নকর্ত্তার জন্মমাস হইল।

প্রশ্ন লগ্ন, তৎপঞ্চম ও তাহার নবম এই তিন রাশির মধ্যে যে রাশি অধিক বলবান্, সেই রাশি প্রশ্নকর্ত্তার জন্ম-রাশি। অথবা প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তার যে অঙ্গ স্পর্শ করিয়া থাকিবে, সেই মত কালপুরুষের অঙ্গবিভাগে যে রাশি হইবে, প্রশ্নকর্ত্তার জন্ম সেই রাশিতে বুঝিবে। কিম্বা প্রশ্নকালে লগ্ন হইতে যে রাশিতে চন্দ্র থাকিবে, সেই চন্দ্রগত রাশি রাশিগণনায় ততসংখ্যক রাশি জন্মরাশি হইবে। যেমন—যদি মীন লগ্নে প্রশ্ন হয়, তবে মীন রাশি। এইরূপ দুই তিন প্রকার গণনা করিলে যদি একরাশি না হয়, তবে তৎকালে যে কোন জীব দেখিবে বা যাহার স্বর শুনিবে, সেই প্রাণী অনুসারে জন্মরাশি ঠিক করিবে। অর্থাৎ মহিষাদি স্থলে বৃষরাশি, ছাগাদির স্থলে মেষরাশি ইত্যাদি।

প্রশ্ন লগ্নে যে গ্রহ থাকে, সেই গ্রহের স্ফুট রাশ্যাদিকে অংশ করিয়া তাহার অংশের সহিত যোগ করিবে, এই অঙ্ক সমষ্টিকে দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত শঙ্কুর ছায়ার অঙ্গুলি সংখ্যা দ্বারা পূরণ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিবে, যাহা বাকি থাকে, মেষ হইতে তত সংখ্যক রাশি প্রশ্ন কর্ত্তার জন্মলগ্ন। লগ্নে দুই তিন বা অধিক গ্রহ থাকিলে যে গ্রহ বলবান্, তাহাকেই ধরিবে। অথবা প্রশ্নকালে যে নবাংশ থাকিবে, সেই রাশি প্রশ্নকর্ত্তার জন্মলগ্ন হইবে।

নক্ষত্রাদি প্রশ্নকালীন লগ্নস্ফুটের রাশ্যাদিকে কলা করিয়া কলার সঙ্গে যোগ দিবে। সেই যুক্তাঙ্ককে রাশিগুণক দ্বারা গুণ করিবে। প্রশ্নলগ্নে গ্রহ থাকিলে রাশিগুণক দিয়া গুণ না করিয়া গ্রহগুণক দিয়া গুণ করিবে। রাশিগুণক এইরূপ—মেষের ৭, বৃষের ১০, মিথুনের ৮, কর্কটের ৪, সিংহের ১০, কন্যার ৫, তুলার ৭, বৃশ্চিকের ৮, ধনুর ৯, মকরের ৫, কুম্ভের ১১, মীনের ১২। গ্রহগুণক এইরূপ—রবির, চন্দ্রের, বুধের ও শনির ৫, মঙ্গলের ৮, বৃহস্পতির ১০, শুক্রের ৭। যদি লগ্নে দুই বা অধিক গ্রহ থাকে, তাহা হইলে যে যে গ্রহ লগ্নে থাকে, তাহাদের গুণকাঙ্ক যোগ করিয়া যাহা যোগফল হইবে, তাহা দিয়া গুণ করিবে।

ভট্টোৎপলের মতে প্রথম দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে ৯ যোগ, দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে ৯ বিয়োগ, তৃতীয় দ্রেক্কাণে যোগ বিয়োগ কিছুই করিতে হয় না। গৃহীত অঙ্ককে ২৭ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা ভাগশেষ হইবে, তদ্দ্বারা ১ হইলে অশ্বিনী, ২ হইলে ভরণী, এইরূপ নক্ষত্রনির্ণয় করিবে। এইরূপে যে নক্ষত্র হইবে, তাহাই জন্মনক্ষত্র।

প্রশ্নকর্ত্তা যদি নিজের জন্ম প্রশ্ন না করিয়া পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র বা শত্রুর জন্মকাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তাহা হইলে পত্নীর নষ্টজাতকের প্রশ্নকালে প্রশ্নলগ্নের সপ্তম রাশি, ভ্রাতার তৃতীয় রাশি, পুত্রের পঞ্চম রাশি ও শত্রুর ষষ্ঠ রাশি এবং সেই সেই রাশিস্থ গ্রহ লইয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিবে।

আমাদের দেশে ডাকপুরুষ বা খনার মতে এইরূপে নষ্টকোষ্ঠীউদ্ধার হইয়া থাকে।—

"যে যে লগ্নে প্রশ্ন করে। হোরা গণিয়া মাস ধরে॥
প্রথম হোরায় প্রশ্ন হয়। মাঘাদি ছয় মাস কয়॥
প্রশ্ন লগ্নের দ্বিতীয় হোরা। শ্রাবণাদি ছয় মাস সারা॥
লগ্নে বা দ্রেক্কাণে যদি। শনিগ্রহ করে স্থিতি॥
পৌষ মাঘ দুই মাস। ডাক বলে ঋতু আস॥
লগ্নে দ্রেক্কাণে থাকে শুক্র। ফাগুন চৈত্র দুই মাস লেখা॥
যদি থাকে কুজগ্রহ। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস কহ॥
চাঁদ থাকিলে আষাঢ় শ্রাবণ। বুধে ভাদ্র আশ্বিন গণন॥
জীবে লগ্নে দুই ভাবে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ দুই মাসে॥
রবিগ্রহ লগ্নে বুঝি। মাঘ ফাগুন তাহে ভজি॥
নষ্টকোষ্ঠীর বিচার সার। লগ্নে কিম্বা দ্রেক্কাণে ধর॥
তাহে যদি চন্দ্র থাকে। ফাগুন চৈত্র কবে তাকে॥
প্রথম হোরায় প্রশ্ন জান। শেষ হোরায় মাস আন॥
শ্রাবণাদি ছয় মাস জানি। লগ্নে দ্রেক্কাণে শুক্র মানি॥
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বলে। ডাক বলে নাই চলে॥
উত্তরায়ণে জন্ম আজ্ঞা। লগ্ন দ্রেক্কাণে বুধ গণ্যা॥
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস কয়। ঋতুক্রম অতি নিশ্চয়॥
দক্ষিণায়নে জন্ম বুঝি। দ্রেক্কাণে লগ্নে বুধ কুজি॥
ভাদ্র আশ্বিনে জন্ম তার। উত্তরায়ণে কহি সার॥
লগ্ন দ্রেক্কাণে থাকে জীব। পৌষ মাঘ কহে শিব।
দক্ষিণায়ন যদি বুঝি। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ তাহে সুজি॥
দুই মাস করিয়া ধরি। যে মাসে জন্ম নির্ণয় করি॥
যেই দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হয়। সেই দ্রেক্কাণে অর্দ্ধেক লয়॥
পূর্ব্বার্দ্ধ পর মাস। অপরার্দ্ধ শেষ মাস॥
মাসে রাশ্যে যত পাবে। পাঁচ পূরিলে যত হবে॥
পাঁচ ঘুচিলে যত রয়। আধা তিথি বঞ্চী কয়॥
মাসে রাশ্যে দেখি হয়। তবে সিধি শুক্ল হয়॥

তার ঊর্দ্ধে কৃষ্ণ পক্ষ। বলে ষষ্ঠী কল ঐক্য॥
মাস নথতা তিথিযুতা। ভ (২৭) দিয়া হররে পুতা॥
আন্ধারে দশ আলোতে এগার। ইহা দিয়া নক্ষত্র সারো॥
তিথি মাসর্ক্ষ করিয়া বস। সিতে রুদ্র অসিতে দশ॥
সাতাইসে হরিলে থাকে যে। রাশিনক্ষত্র হয় সে॥
যথা থাকে তিমিরবিনাশী। সপ্তদশে উদয়স্থিতি নিশি॥
সপ্তদশ চতুর্ব্বিংশতি জান। কহে খনা জন্মলগ্ন বেদ প্রমাণ॥
যেই ঘরে রবিস্থান। অমাবস্যাতিথি জান॥
অমা আদি বার ঠাঁই। দুই তিন করিয়া গণিয়া যাই॥
যেই ঘরে তিথির থানা। সেই রাশি বলে খনা॥"

কোষ্ঠীগণক (পুং) জ্যোতির্ব্বিদ্, যিনি কোষ্ঠী গণনা করিয়া থাকেন।

কোষ্ঠীগণনা (স্ত্রী) জন্মকালীন গ্রহগণের স্ফুট ও লগ্নাদি গণিতানুসারে স্থির করা।

কোষ্ঠেক্ষু (পুং) শ্বেতেক্ষু, শাদা আক্।

কোষ্ণ (ক্লী) ঈষদুষ্ণং কু উষ্ণ কোঃ কাদেশঃ। ১ ঈষদুষ্ণ, (ত্রি) ২ ঈষদুষ্ণবিশিষ্ট।

"ভুবং কোষ্ণেন কুণ্ডোঘ্নী মেধ্যেনাবভৃথাদপি।" (রঘু° ১।৮৪)

কোসল (পুং) ভারতবর্ষের কয়েকটী বিস্তৃত প্রাচীন জনপদ।

রামায়ণে যে কোশল রাজ্যের উল্লেখ আছে, তাহাতে বর্ত্তমান অযোধ্যাপ্রদেশকেই বুঝাইত।

"কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্॥
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।" আদি° ৫।৬।

রামায়ণে আর কোন কোসলরাজ্যের উল্লেখ নাই। মহাভারতে উক্ত কোসল ভিন্ন আর একটী পূর্ব্ব কোসলের উল্লেখ আছে—

"দক্ষিণা যে চ পাঞ্চালাঃ পূর্ব্বাঃ কুন্তিষু কোসলাঃ।" সভা°১৩ অঃ।

মহাভারতে ও কালিদাসের রঘুবংশে প্রথমোক্ত কোশল বা অযোধ্যারাজ্য "উত্তরকোশল" নামে বর্ণিত হইয়াছে—

"ততো গোপালকক্ষঞ্চ সোত্তরানপি কোশলান্।" সভা°২৯অঃ।

"কাকুৎস্থশব্দং যত উন্নতেচ্ছাঃ
শ্লাঘ্যং দধত্যুত্তরকোশলেন্দ্রাঃ।" রঘু ৬।৭১।

মহাভারতে ও রঘুবংশে উত্তরকোশলের উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয়, যে তৎকালে দক্ষিণকোশল নামেও একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, কিন্তু মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে "দক্ষিণ কোশল" শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। মহাভারতে যে 'পূর্ব্ব কোসলের' উল্লেখ আছে, উহাই দক্ষিণকোশল বলিয়া বোধ হয়। সভাপর্ব্বে ৩০ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"কোসলাধিপতিঞ্চৈব তথা বেণ্বাতটাধিপম্।
কান্তারকাংশ্চ সমরে তথা প্রাক্‌কোশলান্ নৃপান্॥"

(সহদেব দক্ষিণদিকে গিয়া অবন্তি প্রভৃতি দেশীয় বীরবৃন্দকে জয় করিয়া) কোসলাপতি, বেণ্বানদীতীরবর্ত্তী নরপতি, কান্তারক এবং পূর্ব্ব কোসলরাজ্যের রাজাদিগকে সমরে পরাজয় করিলেন।

সহদেব যে কোসল জয় করেন, তাহাই দক্ষিণ-কোসল। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের খোদিত শিলালিপিতে (১) মহাকান্তার* ও কেরলরাজের সহিত কোসলাধিপ মহেন্দ্রের উল্লেখ আছে। এই দক্ষিণ কোসল গুপ্তবংশীয় রাজগণের প্রদত্ত শিলালিপিতে 'মহাকোসল' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

সভাপর্ব্বের মতে সহদেব নর্ম্মদা ও অবন্তিরাজ্য অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ কোসলে গিয়াছিলেন, তাহার পরই বেণ্বাতট। এই বেণ্বানদীর বর্ত্তমান নাম বেণগঙ্গা, ইহা মধ্যপ্রদেশে নাগপুরের পূর্ব্বাংশে উৎপন্ন হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গোদাবরীনদীতে পতিত হইয়াছে। [বেণগঙ্গা দেখ।] ইহাতে অনুমান হয়, নর্ম্মদানদীর দক্ষিণপূর্ব্বে ও বর্ত্তমান বেণগঙ্গার উত্তরে দক্ষিণ-কোসলরাজ্য অবস্থিত ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং কোসলরাজ্যে আগমন করেন, তিনি লিখিয়াছেন—'কলিঙ্গরাজ্য হইতে ১৮০০ লি (প্রায় দেড়শত ক্রোশ) উত্তরপশ্চিমে গমন করিলে কোসল জনপদ। এই জনপদের পরিমাণ ৫০০০ লি (অর্থাৎ ৪১৬৷৷০ ক্রোশ) ইহার প্রান্তসীমার চারিদিকে পাহাড়, 'গিরিশৃঙ্গ, বন ও জঙ্গল। ইহার রাজধানী প্রায় ৪০ লি (প্রায় ৩৷০ ক্রোশ) হইবে। ইহার ভূমি উর্ব্বরা ও প্রভূত শস্যশালিনী।' 'ইহার ৯০০ লি (প্রায় ৭৫ ক্রোশ) দক্ষিণে অন্ধ্ররাজ্য।' (সি-যু-কি ১০)

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে—মহানদী ও ইহার শাখার উত্তরবর্ত্তী সমুদায় উপত্যকাভূমিই মহাকোসল বা দক্ষিণকোসল; উত্তরে নর্ম্মদানদীর উৎপত্তি স্থান অমরকণ্টক হইতে দক্ষিণে কাঙ্কের অবধি এবং পূর্ব্বে হাসদা ও জোঁক নদী হইতে পশ্চিমে বেণগঙ্গার উপত্যকা ভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সময়ে সময়ে মণ্ডল, বালাঘাট, বেণগঙ্গাতট মহানদীর মধ্য

(১) Fleet's Inscriptionum Indicarum, vol. III. P. 7.

* এই মহাকান্তার ও সভাপর্ব্ববর্ণিত কান্তারক রাজ্য এক বলিয়া বোধ হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেব এই মহাকান্তারকে বর্ত্তমান বরেন্দ্রভূমি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। (Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XV. p. 112) কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। [মহাকান্তার ও বনবাসী দেখ।]

বিভাগ, সম্বলপুর ও শোণপুর অবধি ছিল।' (Cunningham's Arch. Sur. Reports, vol. XVII. p. 68.)

এখন যাহাকে আমরা গোণ্ডবন ও ছত্রিশগড় বলি, মহাভারতের সময় তাহাই দক্ষিণকোসল নামে বিখ্যাত ছিল। গুপ্তরাজগণের অধিকারকালে এই রাজ্য আরও অনেকটা বিস্তৃত ছিল বলিয়া 'মহাকোসল' নামে বর্ণিত হইয়াছে। মহাকোসলাধিপ ভবগুপ্তের সময়কার খোদিত শিলালিপি পাঠে জানা যায়, উৎকল ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। উৎকলের কেশরীরাজ তাঁহার করদ ছিলেন। চীনপরিব্রাজক বর্ণিত রাজধানী ঠিক কোনখানে ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। কাহারও মতে, প্রাচীরবেষ্টিত বর্ত্তমান চান্দা নামক নগরে সেই রাজধানী ছিল। আবার কাহারও মতে, বর্ত্তমান বৈরগড় বা ভাণ্ডক নামক স্থান হওয়াই অধিক সম্ভব। (Journ. Roy. As. Soc. N. S. vol. VI. p. 260.)

পুরাণের মতে—কোসলে ৭ জন রাজা রাজত্ব করিবেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে, দেবরক্ষিত নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা কোশল, ওড্র, পুণ্ড্রক ও তাম্রলিপ্তের উপর রাজত্ব করিবেন। (বিষ্ণুপু' ৪।২৪ অঃ) বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে দৈবরক্ষিত অর্থাৎ দেবরক্ষিতবংশীয় রাজগণ উক্ত স্থানসমূহে রাজত্ব করিবেন।

চীনপরিব্রাজক হিউনএন্‌সিয়ং লিখিয়াছেন যে এখানে (খৃষ্টীয় ১ম পূর্ব্বাব্দে) সদ্‌বহ (সাতবাহন?) নামে একজন ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন, নাগার্জ্জুন বোধিসত্ব তাঁহাকে অনেক উপদেশ দেন। চীনপণ্ডিত ইৎসিং লিখিয়াছেন, নাগার্জ্জুন 'সুহৃদলেখ' নামে একখানি উপদেশপূর্ণ কাব্য লিখিয়া দক্ষিণকোসলের রাজা সবদ্‌হকে উৎসর্গ করেন। রাজা সদ্‌বহ এখানে অনেক সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটী সঙ্ঘারামে সদ্‌বহের আদেশে ব্রাহ্মণেরা থাকিতেন। সেই ব্রাহ্মণেরাই পরে বৌদ্ধদিগকে তাড়াইবার জন্য বৌদ্ধসঙ্ঘারামগুলি ধ্বংস করেন।

চীনপরিব্রাজকের সময়ে এখানে একজন বৌদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। তৎপরে এই বিস্তৃত জনপদ হৈহয়বংশীয় হিন্দুরাজগণের অধিকার ভুক্ত হয়। [ছত্রিশগড় দেখ।]

তে অভিজনোঽস্য তেষাং রাজা বা কোসল-বঞ্‌ বহুত্বে তস্য লুক্‌। ২ পিতাপিতামহাদিক্রমে যাহারা কোসল দেশে বাস করে। ৩ কোসলদেশের রাজগণ।

কোহড় (পুং) শিবাদিগণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে অণ্‌ প্রত্যয় হয়।

কোহনীয় (পুং) একজন ঋষির নাম।

"উপযাতায়ার্ঘ্যমিতি কোহনীয়াঃ"। (গোভি' গৃহ্য')

কোহরী (দেশজ) একপ্রকার মৎস্যের নাম।

কোহল (পুং) কোহয়তি বিস্মাপয়তি কুহ বাহুলকাৎ কলচ গুণশ্চ। ১ বাদ্যবিশেষ। ২ মদ্যবিশেষ। ইহার গুণ—ত্রিদোষকর, ভেদী, বৃষ্য ও মুখপ্রিয়। (সুশ্রুত সূত্র' ৪৫ অঃ) ৩ নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা। একজন সঙ্গীতজ্ঞ গন্ধর্ব্ব। ইনি সোমেশ্বরের নিকট সঙ্গীতশিক্ষা করেন। (সঙ্গীতশাস্ত্র) ইহার রচিত 'তাললক্ষণ' নামে সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থ পাওয়া যায়।

কোহাত বা কোহাট, পঞ্জাবের একটী জেলা। অক্ষা ৩২° ৪৭´ ও ৩৩° ৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি' ৭০°৩৪´ ও ৭২° ১৭´ পূ' মধ্য পেশোয়ারের দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ইহা একটী উপত্যকা-ভূমি প্রায় ১৮।০ ক্রোশ দীর্ঘ। প্রস্থে কোন স্থানে ২ ক্রোশ কোথাও বা ৩ ক্রোশ হইবে। এখানে যাইতে হইলে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়া যাইতে হয়।

কোহাতের মধ্যে সমতল ভূমি ও হঙ্গু নামক উপত্যকায় নানাবিধ শস্য জন্মিয়া থাকে। এখানে গম জোয়ারি ও বুট প্রচুর জন্মে। জোয়ারির ময়দার রুটী এখানকার অধিবাসীদিগের প্রধান আহারীয়। মধ্যে মধ্যে নদীর জল জমিতে আসায় ধান্য উত্তমরূপ জন্মে। পাথুরে কয়লাও স্থানে স্থানে উৎপন্ন হয়। উত্তরদিকের পর্ব্বতে গন্ধক পাওয়া যায়। বাহাদুর-খেল নামক উপত্যকায় লবণের খনি আছে। এইখানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। তেরিতয় নামক উপত্যকার নিকট ৩০ ক্রোশ দীর্ঘ ও অর্দ্ধপোয়া প্রশস্ত একটী লবণের পাহাড় আছে। এই পাহাড়গুলি দেখিতে ঈষৎ নীলআভাযুক্ত ধূসর বর্ণ, প্রায় ১৩২ হাত উচ্চ।

কোহাতের পর্ব্বত হইতে 'মোমিয়াই' নামক কৃষ্ণবর্ণ গঁদের মত চটচটিয়া পদার্থ পাওয়া যায়। উহা হইতে এদেশে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কোহাতের উত্তরপশ্চিম দিকে বরক্‌জাই জাতির বাস। ইহারা প্রয়োজন হইলে ২০ হাজার যোদ্ধা সমবেত করিতে পারে। সমিলজাই, হঙ্গু, মিরজাই, সেখান, মিশতি ও রাবিয়াখেল বরক্‌জাই জাতির অন্তর্ভূত। বরকজাই পর্ব্বতে তেরা নামক একটী সুন্দর সুশীতল উপত্যকা আছে। গ্রীষ্মকালে এখানে পশ্বাদি চরাইতে আনে। হঙ্গু নামক উপত্যকা ১০ ক্রোশ দীর্ঘ ও প্রায় দেড় ক্রোশ প্রশস্ত। ইহাতে ৭টী গড়বন্দী গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এক একটী গ্রামে শাসন বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র ছিল। এখন উহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন।

অন্যান্য অধিবাসীদিগের মধ্যে খটক ও বঙ্গশ পাঠানই প্রধান। সমস্ত অধিবাসীদিগের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা দশ আনা হইবে। বঙ্গশ-পাঠানগণ কোহাতের পশ্চিম দিকে ও খটক পূর্ব্বদিকে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে বাস করিয়া থাকে। খটকগণ দেখিতে দীর্ঘকায়, সুশ্রী ও বীরপ্রকৃতি। শিখ, ব্রাহ্মণ, আহীর, জাঠ ও ক্ষত্রিয় জাতীয় অনেক লোক কোহাতের বর্ত্তমান অধিবাসী।

কোহাতের পূর্ব্ব ইতিহাস জানা যায় নাই। তবে এই-মাত্র জানা যায় যে, ইহা পূর্ব্বে কাবুলের করপ্রদ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিয়া লন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট খাজনা আদায়ের ভার হুঙ্গুরখাঁর উপর দিয়া রাখেন। কিন্তু তিনি কোন আত্মীয় কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় এই ভার তাঁহার পুত্রের উপর দেওয়া হয়। মিরঞ্জাই পর্ব্বতের অধিবাসীগণ কোহাতের ইংরাজ শাসনাধীনে থাকিবার প্রার্থনা করায় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তাহাও কোহাতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২ কোহাত নামক জেলার প্রধান নগর। নগরের চারিধার প্রাচীরবেষ্টিত। ইহাতে একটী বাজার ও একটী মস্‌জিদ আছে।

কোহিত (পুং) একজন ঋষির নাম। শিবাদিগণান্তর্গত বলিয়া অপত্যার্থে অপ্ হয়।

কোহাড়া (দেশজ) কুয়াসা।

কোহাশা (দেশজ) একজাতীয় বাজপাখী।

কোহি, একপ্রকার বাজপাখী, ইহার চক্ষু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এই পাখী সিন্ধুপ্রদেশেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

কোহিনূর (পারস্য 'কোহ্' শব্দের অর্থ পর্ব্বত ও 'নূর' শব্দের অর্থ আলোক=আলোকগিরি।) জগদ্বিখ্যাত ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একখানি হীরক।

এই সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল হীরাখানি কতকাল হইল পাওয়া গিয়াছে জানিবার উপায় নাই। কেহ বলেন, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মসলিপত্তনের নিকট গোদাবরীগর্ভে এই হীরা-খানি পাওয়া যায়, তৎপরে অঙ্গরাজ কর্ণের নিকট ছিল। আবার কেহ বলেন, কৃষ্ণ যে কৌস্তুভ-মণি ব্যবহার করিতেন, এখানি সেই মণি। কাহারও মতে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য এইখানি ব্যবহার করিতেন। যিনি যাহাই বলুন, কিন্তু কোহিনুর কোন্ সময়ে প্রথম আবিষ্কৃত হইল ও পূর্ব্বকালে কাহার অধিকারে ছিল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই।

মুসলমান-ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বে এই হীরাখানি মালবের হিন্দুরাজের ছিল, আলাউদ্দীন খিলজী মালবের রাজা হইলে, হীরাখানিও তাঁহার হইল। সম্রাট্ বাবর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—'হুমায়ুন আগ্রাদুর্গ অবরোধ কালে গোয়ালিয়রের রাজা বিক্রমাদিত্য এই দুর্গরক্ষা করিতেছিলেন, শেষে যখন রাজা দেখিলেন যে দুর্গরক্ষা হইল না, তখন তিনি স্ত্রী পুত্রকে লইয়া তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করি-বার জন্য পলায়নের চেষ্টা করেন। এই সময় মুসলমান-সৈন্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আইসে। কিন্তু হুমায়ুন সেই প্রাচীন রাজবংশকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। গোয়ালিয়ররাজ অনুগৃহীত হইয়া হুমায়ুনকে বিস্তর মণিরত্ন উপহার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে (এই জগদ্বিখ্যাত) হীরাখানি ছিল।' গোয়ালিয়রের রাজা মালবের মুসলমান-অধিপতির নিকট হইতে কিরূপে এই মহারত্ন লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহা কোন ইতিহাসে লিখিত নাই। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খিলজী মেবারের কুম্ভরাণার হস্তে পরাজিত হন, ঐ সময়ে গোয়া-লিয়রের রাজা কীর্ত্তিসিংহ কুম্ভরাণাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। [কুম্ভরাণা দেখ।] ফেরিস্তায় লিখিত আছে, 'এই ভয়ানক যুদ্ধে আলাউদ্দীনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। শেষে উভয় পক্ষে গোলযোগ মিটিয়া যায়।' বোধ হয় সেই সময়ে এই মহা-মূল্য হীরকখানিও কুম্ভরাণার হস্তগত হয়। বাবরের জীবনীতে লিখিত আছে, ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে রাণা সঙ্গ মালবরাজ মান্দুকে মুক্তি দিবার কালে মালবের রাজমুকুট ও স্বর্ণমেখলা নিজের জন্য রাখিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে মালবরাজের মহামূল্য হীরাখানিও কোন সময়ে মেবারের রাণার হস্তগত হইতে পারে। রাণা সঙ্গের এক কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ, তিনি বাবরকে অনেক মণিরত্ন দিয়াছিলেন। এই বিক্রমজিৎই কি গোয়ালিয়রের রাজা ছিলেন? হুমায়ুন ইহারই নিকট কি মহারত্ন কোহিনুর লাভ করিয়াছিলেন?

তৎপরে এই মহারত্ন বহুদিন দিল্লীর মোগল-বাদশাহগণের হস্তগত ছিল। বাদশাহ মুহম্মদ শাহের সময় নাদিরশাহ ভারত আক্রমণ করেন। তখন মোগল সাম্রাজ্যের পরাক্রম-সূর্য্য অনেকটা নিস্তেজ হইতেছিল। সুতরাং দিল্লীশ্বর নাদির-শাহের গতিরোধ না করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা-স্থাপন করিলেন ও বিস্তর মণিমাণিক্য প্রদান করিয়া তাঁহার তুষ্টি বিধান করিলেন। প্রথমে তিনি কোহিনুরটী দেন নাই। নাদিরশাহ একজন রমণীর মুখে কোহিনূরের পরিচয় পাইয়া দিল্লীশ্বরের নিকট এই মহারত্ন চাহিয়া পাঠাইলেন। দিল্লীশ্বর অনিচ্ছায় অনেক কষ্টে নাদিরশাহকে হীরাখানি অর্পণ করিলেন। নাদিরশাহ এই হীরার নাম রাখিলেন 'কো-হি-নূর'। নাদিরশাহের পর কোহিনুর তাঁহার পুত্রের হাতে যায়।

তৎপরে কাবুলরাজ আহ্মদশাহ উত্তরাধিকারসূত্রে মহারত্নটী লাভ করেন। আহ্মদশাহের দুই পুত্র শাহসুজা ও মাহ্মুদ। পিতার অবর্ত্তমানে শাহসুজা কাবুলের সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী; কিন্তু মাহ্মুদ জোর করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। শাহসুজা কোহিনুর সঙ্গে লইয়া কাশ্মীররাজ্যে পলায়ন করেন। কাশ্মীর তখন পাঠানের অধিকারে ও আতা মুহম্মদ ইহার শাসনকর্ত্তা। তিনি কোনক্রমে শাহসুজাকে বন্দী করিয়া রাখেন। কিছু দিন পরে রণজিতসিংহের সেনাপতি মাখমচাঁদ কাশ্মীর আক্রমণ করিতে যান। সেই সময়ে শাহসুজার পত্নী বফুবেগম মাখমচাঁদকে বলিয়া পাঠান যে, যদি তিনি শাহসুজার বন্দীত্ব মোচন করিতে পারেন, তাহা হইলে শাহসুজা সুপ্রসিদ্ধ কোহিনুর মণি শিখরাজকে অর্পণ করিবেন। শিখসেনাপতি কাশ্মীর জয় করিয়া শাহসুজার বন্দীত্ব মোচন করিলেন। শাহসুজা সস্ত্রীক লাহোরে শিখরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ অতি সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তৎপরে কোহিনুর দিবার কথা। কিন্তু শাহসুজা ও বফুবেগম জগতের মহারত্ন কোহিনুর ছাড়িয়া দিতে অসম্মতিপ্রকাশ করিলেন। শিখ-ইতিহাস-লেখক ম্যাগ্রিগরসাহেব লিখিয়াছেন—'শাহসুজা তখন রণজিতের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন, কিন্তু শিখরাজ সেই হীরাখানি পাইবার জন্য শাহসুজার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। বিতাড়িত কাবুলরাজ গভীর অন্ধকারময় কারাও নিক্ষিপ্ত হন নাই, তবে সামান্য নজরবন্দী হইয়াছিলেন মাত্র।' (Macgregor's History of the Sikhs, vol. I. p. 281.)

কাপ্তেন কানিংহাম্ সাহেব লিখিয়াছেন—'শেষে মহারাজ রণজিৎসিংহের তাঁহার সহিত দেখা হইল, উভয়ে পাগড়ি বদল করিয়া মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইলেন। শাহসুজা নিজেই হীরাখানি প্রদান করিলেন। আপন ভরণপোষণের জন্য পঞ্জাবরাজ্যে জায়গীর পাইলেন এবং শিখরাজও প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি কাবুলরাজ্য উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।' (Captain Cunningham's History of the Sikhs, 1849, p. 162.) অনেকেই লিখিয়াছেন—মহারাজ রণজিৎসিংহ শাহসুজার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কোহিনুর অধিকার করেন। এ কথা ঠিক নয়। পঞ্জাবকেশরী শাহসুজাকে ২০০০০৲ টাকা আয়ের জায়গীর দিয়া এই মহারত্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। (Shah Shoojah's Autobiography, Chap. XXV.)

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন, শিখরাজ কোহিনুর হাতে পাইয়াছিলেন। ইহার সমুজ্জল দীপ্তিদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া শাহসুজাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এটী কেমন জিনিস।" উত্তর পাইলেন, "যে সকল শত্রু দমন করিতে পারিয়াছে, তাহারই ভাগ্যে এই মহারত্ন লাভ হয়, যিনি পান, তিনি মহাসৌভাগ্যশালী হন।" সেই সময় হইতে পঞ্জাবকেশরী সর্ব্বদাই নিজ বাহুতে কোহিনুর ধারণ করিতেন। কেহ কেহ বলিত, এ হীরা যাহার হাতে থাকে, তাহারই শেষে দুর্দ্দশা ঘটে, সুতরাং এ মণি ধারণ করা ভাল নয়। রণজিৎসিংহও একবার এই মহামণিটী পুরীর জগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ না হইতে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তখন দলীপসিংহ শিশু, রণজিতের প্রিয়মহিষী মহারাণী ঝিন্দন আপন অঞ্চলের নিধি দলীপসিংহের বাহুতে এই মহানিধি পরাইতেন। কিন্তু হতভাগ্য মহারাজ দলীপসিংহের উপর পঞ্জাবলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন। ইংরাজ কোম্পানী কলে কৌশলে পঞ্জাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন। [ঝিন্দন, পঞ্জাব, শিখ প্রভৃতি শব্দ দেখ।] তখনকার বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বালকরাজ দলীপসিংহের অভিভাবক হইলেন। তিনি যত দিন ছিলেন, ততদিন প্রকৃত অভিভাবকের মতই কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পর লর্ড ডালহৌসি বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি পঞ্জাবরাজের অভিভাবক হইলেও ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করেন নাই।* তিনি পঞ্জাবের রাজকোষাগারে হস্তক্ষেপ করেন, সেই সঙ্গে কোহিনুরও কোম্পানী-বাহাদুরের হস্তগত হইল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২৯এ মার্চ, এই মহারত্ন ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট প্রেরিত হয়। এখন কোহিনুর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

কোহিনুর কত রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, কত রাজার অধঃপতন দেখিল, কে বলিবে? এই মহারত্ন যে কেবল এ হাতে ও হাতে গিয়াছে, কেবল তাহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টেভার্নিয়ার বাদশাহ অরঙ্গজেবের সভায় আসিয়া কোহিনুর দর্শন করিয়া বর্ণনা করেন। "এই হীরাখানি ওজনে ৩১৯ রতি (279 9/16 carats)। পূর্ব্বে যখন এই হীরাখানি কাটা হয় নাই, তখন ইহা ওজনে ৯০৭ রতি (793 carats) ছিল।" কিন্তু মোগলসম্রাট্ বাবরের জীবনীতে লিখিত আছে—"ইহা ওজনে ৮

* Captain Cunningham's History of the Sikhs, p. 294-300; Punjab Papers 1849; Major Evans Bell's Retrospects and Prospects of the Indian Policy, p. 178-9; W.M. Torrens' Empire in Asia, p. 352-3 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

মিস্কাল অর্থাৎ ৩২০ রতি। ইহার মূল্য সমস্ত জগতের অর্দ্ধ দিনের খরচ।" যখন রণজিৎসিংহের নিকট ছিল, তখন ইহা ওজনে বেশী কমে নাই। কিন্তু মহারাণীর হাতে গিয়া কোহিনূর দিন দিন খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইতেছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন তারিখে কোহিনূর মহারাণীর নিকট পৌছে। তৎপরবর্ষে হাইড পার্কের মহামেলায় কোহিনূরের ১৪ লক্ষ টাকা মূল্য স্থির হয়। তখন ওজনে ১৮৬১/৪ ক্যারাট ছিল। মহারাণীর ইচ্ছা মত আমষ্টার্ডাম হইতে একজন ওলন্দাজ আসিয়া ৩৮ দিন ১২ ঘণ্টা খাটিয়া অধিক জ্যোতিঃ বাহির করিবার জন্য তিন ভাগে কাটিলেন। কাটাইতে ব্যয় হইল আশী হাজার টাকা, তাহার পর আবার গোলাপ ফুলের মত করিয়া কাটান হইয়াছে। এখন অনেক কমিয়া গিয়া কোহিনূর ওজনে ১০৬১/৪ ক্যারাট। বৃহৎ কোহিনূরের অনেক অংশ নষ্ট হওয়ায় সেই পূর্ব্বজ্যোতিও অনেকাংশে কমিয়াছে। এখন কোহিনূরের অপেক্ষা বড় হীরা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এত মূল্যবান্ নয়। যদি কোহিনূর কাটা না হইত, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম, কি আকারে কি মূল্যে কোহিনূরের অপেক্ষা বৃহৎ হীরা আর জগতে নাই। [হীরক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কোহিস্তান, ভারতের উত্তরপশ্চিমসীমান্তে অবস্থিত পার্ব্বতীয় প্রদেশের সাধারণ নাম। ২ কাশ্মীরপ্রান্তে বিলগিটের নিকটস্থ একটী উপত্যকা। ইহাকে আবাসিনের কোহিস্তান বলে। উহার জল গিয়া সিন্ধুনদে পতিত হয়। রৌজা যামুন, কারমিন ও তুমান নামক জাতি এখানকার অধিবাসী। ৩ সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত একটী তালুক। ইহা করাচির কালেক্টরির অন্তর্ভূত। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বদিকের কতক অংশে সেহবান বিভাগ। পূর্ব্বদিকে বাকি অংশে জেরক নামক জেলা ও একটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে। এই পর্ব্বতের কোন অংশ স্থানবিশেষে কারো, সুরজানো, সম্বক, এরি, হোথিযান, রাণী কারা, সিয়ান ও ধারণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দক্ষিণে কাদেজি পর্ব্বত ও করাচি। পশ্চিমে হব্ব নদী ও খিরথর নামক পর্ব্বতশ্রেণী। তালুকটী উত্তরদক্ষিণে ৩০ ক্রোশ ও পূর্ব্বপশ্চিমে ২০।২৫ ক্রোশ হইবে। ইহার পরিমাণ প্রায় ৫০৫৮ বর্গ মাইল। তালুকটীর অধিকাংশই পর্ব্বতময়। দক্ষিণদিকে পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে সমতল ভূমি আছে। বৃষ্টির পর এইখানে প্রচুর তৃণাদি জন্মে। সেই সময় চারিদিক্ হইতে পশ্বাদি আসিয়া এইখানে চরিয়া থাকে।

কোহিস্তানে হব্ব, বারণ ও মলির নামে তিনটী নদী আছে। হব্ব নদী খিলাতের নিকট হইতে বাহির হইয়া ৫০ ক্রোশ পথ বহিয়া আরব সাগরে মিলিত হইয়াছে। বৃষ্টির পর সময় সময় ইহাতে বন্যা হয়। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই জল কমিয়া যায়। বারণ নদীর খিরথর পর্ব্বতে উঠিয়া ৪৪ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুতে পড়িয়াছে। যেখানে বারণ নদী বাহির হইয়াছে, সেইখানেই গজ নামে আর একটী নদী উঠিয়াছে। সেইখানে অতি উচ্চ পাহাড় ভাঙ্গিয়া যেন দুইটী মুখ হইয়াছে, দেখিলে মনে হয়, বুঝি কোন দৈত্য আসিয়া পাহাড়ের মধ্য হইতে দুই খণ্ড কাটিয়া লইয়াছে। এ স্থানের শোভা অতি চমৎকার। দেখিলে মন বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। মলির নদী কোহিস্তানের পশ্চিমদিকের পর্ব্বত হইতে উঠিয়া ২০ ক্রোশ পথ বহিয়া করাচির নিকট আরবসাগরে মিলিত হইয়াছে।

কোহিস্তানে হায়েনা, চিতাবাঘ, নেকড়ে ও মেষ ইত্যাদি নানা জন্তু দেখা যায়। শকুনি, দাঁড়কাক, চিলে পর্‌পন্ পায়রা, টিটির ও ভারুই পাখী অধিক দেখা যায়।

কোহিস্তানে ন্যূনাধিক ছয় হাজার লোকের বাস। তন্মধ্যে মুসলমানই অধিক, হিন্দু অল্প। অধিবাসীরা অধিকাংশই ভ্রমণশীল। সমুদায় কোহিস্তান মধ্যে কেবল ৬টী গ্রামে লোকের স্থায়ীবাস আছে। বলুচ, নুমরিয়া, জোকিয়া, বিন্দ ও নোহানি নামক জাতি কোহিস্তানে বাস করে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক জাতি আছে।

বলুচগণ কোহিস্তানের উত্তরদিকে, নুমরিয়াগণ মধ্যস্থলে ও জোকিয়াগণ দক্ষিণদিকে বাসকরে। নুমরিয়াদিগের ২৪টী বিভাগ আছে। জোকিয়াগণ রাজপুতবংশোদ্ভব। ইহারা মেষ ও ছাগল চরাইয়া দিনযাপন করে। গবোল বলুচগণ কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। পরের মেষাদি চুরি করিতে কোহিস্তানের অধিবাসীরা বড় পটু।

কোহিস্তানের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে লঘমান নামকস্থানে নোয়ার পিতা লামেকের গোরস্থান আছে। এখানে একটী পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে পাদদেশ পর্য্যন্ত একটী শ্বেতরেখা দেখা যায়। এখানকার লোক বলে—এই রেখা অনন্ত, ইহার নিম্নভাগে একপ্রকার শব্দ শোনা যায়। এই স্থান সম্বন্ধে বহুবিধ গল্প প্রচলিত।

সুখেত, মান্দী ও কুলুর অধিবাসীগণ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, রং অপেক্ষাকৃত ময়লা। স্ত্রীলোকগণ সুশ্রী, কিন্তু ২০।২৫ বৎসর বয়সে তাহাদের কোমলতা থাকে না। স্ত্রী ও পুরুষের পরিচ্ছদের ইতর বিশেষ নাই, জামা ও পায়জামা, পশমি কাপড়ের কালরঙ্গের টুপি ও ঘাসের জুতা, ইহাদের পরিধেয়। স্ত্রীলোকেরা টুপির পরিবর্ত্তে রঙ্গিন্ রুমাল মাথায়

বাঁধিয়া থাকে। উহারা মাথার চুলে বেণী বান্ধিয়া তাহার শেষভাগে রঙ্গিন্‌নেক্‌ড়া বা ফিতা বান্ধিয়া রাখে। কুলু অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা বড় অলঙ্কার প্রিয়। ঝিনুকের নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে। পুরুষের মধ্যে বহুবিবাহ আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায় না।

চাম্বা পর্ব্বতে গড্ডি নামক জাতির বাস; ইহারা খর্ব্বকায় অথচ বলবান্। ইহারা অন্যান্যজাতি অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। গড্ডিরা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া জানে। ইহাদের মধ্যে অনেকে রোঝার ব্যবসা করে ও ভূত ছাড়াইয়া থাকে। ইহাদের ভূত ছাড়াইবার প্রণালী বড় চমৎকার। কোন জীব জন্তু মরিলেই তাহাকে ভূতে মারিয়াছে বলিয়া লোকের ধারণা। কোন্ ভূতে মারিয়াছে, রোঝা আসিয়া তাহা নির্ণয় করে। রোঝার যাহার উপর রাগ আছে, এরূপ একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে দেখিয়া বাছিয়া লয়। লোকেরা তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসে। রোঝা ঐ বৃদ্ধার চারিদিকে ঘুরিয়া নাচিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে ঐ বৃদ্ধার দিকে ফিরিয়া প্রণাম করে। সেই সময় চারিদিকে দর্শকগণও মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করে। এইরূপ করিলেই সেই স্ত্রীলোক ডাইনী বলিয়া স্থির হয় ও সেই মারিয়াছে বলিয়া প্রমাণ হইয়া যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে সেই বৃদ্ধার প্রাণবিনাশ করা হইত। কিন্তু দেশটী ইংরাজের অধিকারে আসিয়া অবধি ডাইনের প্রাণবিনাশপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এখন তাহারা ডাইনকে জাতিচ্যুত করিয়া আহারাদিও বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার পরে ডাইনীর যদি কোন আত্মীয় বন্ধু রোঝাকে মেষ বা ছাগল দিয়া তুষ্ট করিতে পারে, তবে তিনি দোষ আর একজনের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। আবার সে ব্যক্তি কিছু উপহার দিলে অপর একজনের স্কন্ধে দোষ পড়ে।

লাহুলি নামক আর একপ্রকার জাতি কোহিস্তানে লাহুল প্রদেশে বাস করে। ইহারা খর্ব্বাকৃতি, বলিষ্ঠ, কিন্তু দেখিতে যেমন কুৎসিত, আচার ব্যবহারও সেইরূপ অপরিষ্কার। পশমি অঙ্গরাখা ও পায়জামার উপর একখানি চাদর অঙ্গের উপর দিয়া কোমরে বগলস্ দিয়া আঁটিয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা ঝুঁটী বাঁধিয়া তাহাতে নানাবিধ রঙ্গের নেকড়া বা ফিতা বান্ধে। মাথার টুপির ধারে কড়ি বা কাচের মালা ঝুলাইয়া দেয়। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই গলদেশে ঝিনুকের পাত, অম্বর, ফেরোজা ইত্যাদি পরিধান করে। তাহাদের বিশ্বাস যে এই সকল দ্রব্য সঙ্গে থাকিলে ডাইনী খাইতে পারে না। সকলেরই গলদেশে অগ্নিপ্রজ্বালনের উপযোগী চকমকি ইত্যাদি একটী থলিয়াতে ঝুলান থাকে। লাহুল প্রদেশে শীত অত্যন্ত বলিয়া লাহুলিয়া শীতের সময় কুলু অঞ্চলে গিয়া ছয়মাস কাল তথায় অবস্থিতি করে। এই সময় সুরাপান ও নৃত্যগীতে অতিবাহিত করে। উৎসবের সময় বাজি পোড়ান হয়। স্ত্রীলোকেরা নৃত্য করিতে থাকে ও সাধ্যমতে মদ্যপান করে। শেষে মাতাল হইয়া নৃত্য করিতে অক্ষম হইলে নিবৃত্ত হয়। নৃত্যের সময় বৃদ্ধাগণ নানারঙ্গের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া উৎসবে যোগ দেন। এখানকার স্ত্রীলোকের চক্ষের বড় সৌন্দর্য্য। সেই আঁখিঠারে অনেক পুরুষ উন্মত্ত হইয়া থাকে।

কোহিস্তানের বিবিধজাতি মধ্যে প্রায়ই পরস্পর বিবাদ ঘটে। অতি সামান্য কারণেই এই সকল বিবাদ হয়। একজাতীয় লোকের মাথার টুপি যদি অপরজাতীয় লোক হাত দিয়া ফেলিয়া দেয়, তবে অপরাধীর প্রাণনাশ না হইলে আর বিবাদের নিষ্পত্তি হয় না। এইরূপে এক জাতীয় একজনের প্রাণবিনাশ হইলে, সেই জাতীয় সকল লোক একেবারে খেপিয়া উঠে। তখন উভয় জাতিতে বিবাদ আরম্ভ হয়। বহুকাল ধরিয়া এই বিবাদ চলিতে থাকে। এখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অনেক সময় কোন জাতির দলপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া অথবা অন্যজাতির লোককে উষ্ট্র, টাকা অথবা ছাগ মেষ দেওয়াইয়া বিবাদ মিটাইতে হয়।

এখন কোহিস্তানে একজন কোতোয়াল, কএকজন অশ্বারোহী ও ফাঁড়িদার আছে, তাহারাই শান্তিরক্ষা করিয়া থাকে।

কোহীগাছ (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Bridelia Scandens.)

কোহোড়া (দেশজ) কাঁঠাল।

কৌঁঝি (দেশজ) একপ্রকার গাছ। (Sterculia urens.)

কৌকাক্ষ (ত্রি) কোকাক্ষ-অণ্। কোকাক্ষের দণ্ডনীয় মানব অথবা শিষ্য।

কৌকিল (পুং) কোকিলস্যাপত্যং কোকিল অণ্। (অণ্ কৃষ্ণ কোকিলাৎ স্মৃতঃ। পা ৪।১।১৩০ ভাষ্য) কোকিল-শাবক।

কৌকিলী (স্ত্রী) কৌকিল-ঙীষ্। কোকিলের মাদি ছানা। "যে সৌত্রামণ্যৌ কৌকিলী চরক সৌত্রামণী চ" (লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৫।৪)

কৌকুট্টক (পুং) [বহু] জনপদবিশেষ।

"অথাপরে জনপদাঃ কৌকুট্টকাস্তথাকোলাঃ।" মহা ভীষ্ম ৯)

কৌকুস্তক (পুং) জনপদবিশেষ।

কৌকুর (পুং) [বহু] কুকুরাণাং দেশঃ কুকুর-অণ্। ১ দেশবিশেষ। বর্ত্তমান রাজপুতানার মধ্যে ছিল।

"অম্বষ্ঠা কৌকুরাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পহ্লবৈঃ সহ।" (ভারত ২।২১) কুকুরা যাদবভেদাএব কুকুর-স্বার্থে অণ্। ২ যাদব বংশীয় রাজা।

"শ্রুত্বা বিনষ্টান্ বার্ষ্ণেয়ান্ সভোজান্ধককৌকুরান্।" (ভারত ভীষ্ম ৫)

কৌকুস্ত (পুং) একজন ঋষি। (শতপথব্রা° ৪।৬।১।১৩)

কৌকৃত্য (ক্লী) কুৎসিতং কৃত্যং স্বার্থে অণ্। ১ অনুতাপ। ২ মন্দকার্য্য।

কৌক্কুট (ত্রি) ১ অণ্ড। ২ পুরীষ।

কৌক্কুটিক (পুং) কুক্কুটবদ্দস্তেন বিহরতি যদ্বা কুক্কুটীং ময়াং কাপট্যাদিকং পাদবিক্ষেপস্থানঞ্চ পশ্যতি। কুক্কুট-ঠক্ (সংজ্ঞায়াং ললাটকুক্কুট্যৌ পশ্যতি। পা ৪।৪।৪৬) ১ দাম্ভিক। ২ জীবহত্যার ভয়ে যে ব্যক্তি অন্যদিকে না চাহিয়া অতি সাবধানে পাদনিক্ষেপ করেন, সন্ন্যাসীবিশেষ। ৩ নিকটবর্ত্তী স্থান দেখাই যাহার স্বভাব।

কৌক্কুটিকন্দল (পুং) কুক্কুটস্যায়ং কুক্কুট-ইঞ্ কৌক্কুটিঃ স ইব কন্দলঃ। ভাণ্ডপুষ্প, বোড়াসাপ।

কৌক্কুটিকন্দলী (স্ত্রী) কৌক্কুটিকন্দল-ঙীষ্। বোড়াসর্পী।

কৌক্ষ (ত্রি) কুক্ষি ইদমর্থে অণ্। কুক্ষিবদ্ধ, অসি ভিন্ন অপর পদার্থ।

কৌক্ষক (ত্রি) কুক্ষৌ দেশভেদে ভবঃ কুক্ষি-বুঞ্ (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) কুক্ষিদেশোৎপন্ন।

কৌক্ষেয় (ত্রি) কুক্ষৌ ভবঃ কুক্ষি-ঢঞ্ (দৃতি-কুক্ষি কলশিবস্ত্যস্ত্যহে র্ঢঞ্। পা ৪।৩।৫৬।) কুক্ষিবদ্ধ, যাহা কুক্ষিদেশে রাখা হয়। "অসিং কৌক্ষেয়মুদ্যম্য চকারাপনয়ং মুখং" (ভট্টি ৪।৩১)

কৌক্ষেয়ক (পুং) কুক্ষৌ কোষে তিষ্ঠতি কুক্ষি ঢকঞ্ (কুলকুক্ষিগ্রীবাভ্যঃশ্বাস্যলঙ্কারেষু। পা ৪।২।৯৬) কুক্ষিবদ্ধ খড়্গ।

"যস্যাশেষজনাদ্ভুতায় সমরে কৌক্ষেয়কঃ খেলতি।" বঙ্গের সেনরাজ বিশ্বরূপ-প্রদত্ত তাম্রশাসন।

কৌঙ্ক (পুং) কুঙ্কএব স্বার্থে অণ্। কোঙ্কণ দেশ, কোঁকণ। [কোঙ্কণ দেখ।]

কৌঙ্কণ (পুং) [বহু] কোঙ্কণ এব স্বার্থে অণ্। ১ কোঙ্কদেশ। "কৌঙ্কণা মালবানবা।" (ভারত ৬।৯) ২ কোঙ্কণ দেশাধিপতি।

কৌঙ্কিণ (পুং) [বহু] কোঙ্কণ-স্বার্থে অণ্ পৃষোদরাদিত্বাদকারস্য ইকারঃ। কোঙ্কদেশ।

কৌঙ্কুম (ত্রি) কুঙ্কুম সম্বন্ধীয়।

কৌচবার (পুং স্ত্রী) কুচবারস্যাপত্যং কুচবার-অঞ্। কুচবারের পুত্র বা কন্যা।

কৌজপ (ত্রি) কুজপস্যেদং কুজপ-অণ্। কুজপসম্বন্ধী- যাহার কুজপের সহিত সম্বন্ধ আছে। "কর্ত্তিকৌজপৌ। কৃত কৃতস্যেদং কুজপস্যেদমিত্যণ্নন্তাবেতৌ" (পা ৬।২।৩৭ সি° কৌ°।)

কৌঞ্চ (পুং) ক্রুঞ্চ এব স্বার্থে অণ্ পৃষোদরাদিত্বাদ্রলোপঃ। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত।

কৌঞ্জর (ত্রি) কুঞ্জর-ইদমর্থে অণ্। কুঞ্জর সম্বন্ধী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। "আপন্নঃ কৌঞ্জরীং যোনিমাত্মস্মৃতিবিনাশিনীম্।" ভাগবত ৮।৪।১২।

কৌঞ্জায়ন (পুং) কুঞ্জস্য পুমপত্যং কুঞ্জ-ফঞ্ (গোত্রে কুঞ্জাদিভ্যশ্চ ফঞ্। পা ৪।১।৯৮) কুঞ্জের বংশোৎপন্ন সন্তান।

কৌঞ্জায়নী (স্ত্রী) কুঞ্জস্যাপত্যং স্ত্রী কুঞ্জ ফঞ্ (গোত্রে কুঞ্জাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৮) কুঞ্জের বংশোৎপন্ন স্ত্রী।

কৌঞ্জায়ন্য (পুং) কৌঞ্জায়ন-স্বার্থে-ঞ্য। (ব্রাতচ্ ফঞোরস্ত্রিয়াং। পা ৫।৩।১১৩) কুঞ্জ নামক ব্রাহ্মণের বংশোৎপন্ন পুরুষ।

কৌঞ্জি (পুং) কুঞ্জস্য ঋষেরনন্তরাপত্যং কুঞ্জ-ইঞ্। কুঞ্জনামক ঋষির পুত্র।

কৌঞ্জী (স্ত্রী) কুঞ্জস্য ঋষেরপত্যং স্ত্রী কুঞ্জ-ইঞ্ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। কুঞ্জনামক ঋষির কন্যা।

কৌট (পুং) কূটে গিরিশৃঙ্গে ভবঃ কূট অণ্ (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩) ১ কুটজবৃক্ষ। কূটে মায়ায়াং ভবঃ কূট-অণ্। ২ কপটসাক্ষী। কূট্যাং বশীকৃতমায়ায়াং ভবঃ কূট-অণ্। ৩ স্বাধীন, স্বতন্ত্র। ৪ মিথ্যা কথন। ৫ কূটসাক্ষ্য।

কৌটকিক (ত্রি) কূটমেব স্বার্থে কন্ কূটকং মাংসং পণ্যমস্য কূটক-ঠঞ্। মাংসবিক্রেতা, কষাই।

কৌটজ (পুং) কোটে জায়তে কৌট-জন্-ড। (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে।) কুটজবৃক্ষ। (অমরটীকা রায়মুকুট)।

কৌটজভারিক (ত্রি) কুটজস্য ভারং হরতি বহতি আবহতি বা কুটজ-ভার-ঠঞ্। (পা ৫।১।৫০।) ১ যে কুটজভার বহন করে। ২ যে কুটজভার হরণ করে। ৩ যে ব্যক্তি কুটজভার উৎপাদন করে।

কৌটজিক (ত্রি) কুটজং ভারভূতং হরতি বহতি আবহতি বা কুটজ ঠঞ্। (বংশাদিভ্য ইত্যস্য ব্যাখ্যান্তরং ভারভূতেভ্যো বংশাদিভ্য ইতি। পা ৫।১।৫০ সি° কৌ°) ১ যে কুটজভার হরণ করে। ২ যে কুটজভার বহন করে। ৩ যে কুটজভার আবহন করে।

কৌটতক্ষ (পুং) কৌটঃ স্বাধীনঃ তক্ষা কর্ম্মধা° ততষ্টচ্ (গ্রামকৌটাভ্যাং তক্ষ্ণঃ। পা ৫।৪।৯৫) স্বাধীন সূত্রধর।

কৌটভী (স্ত্রী) কৈটভী।

কৌটিল্য (পুং) কুটো ঘটস্তং লান্তি কুটলাঃ কুলধান্যাস্তেষাং

অপত্যং বাহুলকাৎ যঞ্। যদ্বা কুট্-কলচ্ স্বার্থে ষ্যঞ্। বাৎস্যায়ন মুনি। (হেমচন্দ্র)

কৌটবী (স্ত্রী) কোট্টবী।

কৌটসাক্ষী [ন্] (পুং) কূটএব কৌটঃ স্বার্থে অণ্ তাদৃশঃ সাক্ষী কর্ম্মধা। মিথ্যাসাক্ষী।

কৌটসাক্ষ্য (ক্লী) কৌটসাক্ষিণো ভাবঃ কর্ম্ম বা কৌটসাক্ষিন্ ষ্যঞ্। মিথ্যাসাক্ষ্য। মনুর মতে—মিথ্যা সাক্ষী দিলে সুরাপানের সমান অনুপাতক হয়। পরে যদি জানিতে পারা যায় যে কৌটসাক্ষ্য গ্রহণে কোন বিবাদ মীমাংসা করা হইয়াছে, তবে তাহা পূর্ব্বের ন্যায় অকৃত অর্থাৎ পুনর্ব্বার বিচারণীয়। লোভে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিলে সহস্র পণ, মোহে প্রথম সাহস, ভয়ে মধ্যম সাহস, মিত্রতা ও অনুরোধে প্রথম সাহসের চতুর্গুণ, স্ত্রীকামনায় প্রথম সাহসের দশগুণ, ক্রোধে তিন গুণ, অজ্ঞানে ২ শত পণ এবং মূর্খতা দোষে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিলে এক শত পণ দণ্ড করা উচিত।

কৌটা (দেশজ) ১ কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত ক্ষুদ্রপাত্র। ২ ঘর, বাড়ী।

কৌটায়ন (পুং স্ত্রী) কূটস্য গোত্রাপত্যং কূট ফঞ্ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) কূটবংশীয় সন্তান।

কৌটি (পুং স্ত্রী) কূটস্য অপত্যং কূট-ইঞ্। মিথ্যাবাদীর পুত্র। স্ত্রীলিঙ্গে (ক্রৌড্যাদিভ্যশ্চ পা ৪।১।৮০।) এই সূত্রানুসারে ষ্যঙ্ প্রত্যয় হইয়া কৌট্যা পদ হয়।

কৌটিক (ত্রি) কূটেন মৃগাদিবন্ধনযন্ত্রেণ চরতি কূট-ঠক্ (চরতি। পা ৪।৪।৮) ১ মাংসবিক্রেতা, কষাই। পর্য্যায়—বৈতংসিক, মাংসিক। ২ ব্যাধ।

কৌটিলিক (ত্রি) কুটিলিকয়া হরতি মৃগান্ অঙ্গারান্ বা কুটিলিকা-অণ্ (অণ্ কুটিলিকায়াঃ। পা ৪।৪।১৮) ১ ব্যাধ। ২ লৌহকার।

কৌটিল্য (ক্লী) কুটিলস্য ভাবঃ কুটিল-ষ্যঞ্। ১ কুটিলতা, ক্রূরতা। "কৌটিল্যং কচনিচয়ে করচরণাধরতলেষু রাগস্তে।" (কাব্যপ্রকাশ)

(পুং) ২ চাণক্য। ইহার ক্রোধানলে নন্দ নৃপতি বিনষ্ট ও ইহারই চক্রান্তে মুরাপুত্র চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি কুটিলতার মূলস্বরূপ বলিয়া কৌটিল্য নামে বিখ্যাত। [চাণক্য দেখ।]

"কৌটিল্যঃ কুটিলমতিঃ স এষ যেন
ক্রোধাগ্নৌ প্রসভ যদাহি নন্দবংশঃ।" (মুদ্রারাক্ষস)

কৌটিল্যপ্রণীত একখানি সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র আছে, ক্ষীরস্বামী, মল্লিনাথ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কৌটীগব (ত্রি) কোটীগব্যস্য ছাত্রাদিঃ কোটীগব্য-অণ্ অপত্যপ্রত্যয়স্য লোপঃ (কণ্বাদিভ্যো গোত্রে। পা ৪।২।১১১) কোটীগব্যের ছাত্র প্রভৃতি।

কৌটীগব্য (পুং স্ত্রী) কুটীগো ঋষিবিশেষস্য গোত্রাপত্যং। কুটীগোনামক ঋষিবংশীয় সন্তান।

কৌটীয় (ত্রি) কূট-ছণ্ (বুঞ্ছণকঠজিলসেনির ঢঞ্ণ্য... কুমুদাদিভ্যঃ। পা ৪।২।৮০) কূট সন্নিকৃষ্ট দেশ, কূটের নিকটবর্ত্তী স্থান।

কৌটীর (ত্রি) কুটীরস্য অবয়বো বিকারো বা কুটীর-অণ্ (বিল্বাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৩৬) ১ কুটীরের অবয়ব। ২ কুটীরের বিকার।

কৌটীর্য্য (ত্রি) কুটীরঃ কেবলএব স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ কেবল, অসহায়। কৌটীরীর্য্যা যস্যাঃ বহুব্রী। (স্ত্রী) ২ দুর্গা।
"কৌটীর্য্যাং মদিরাং চণ্ডামিলাং মলয়বাসিনীম্।" (হরিবংশ ১৭৮)

কৌটুম্ব (ত্রি) কুটুম্বং তদ্ভরণং প্রয়োজনমস্য বহুব্রী। কুটুম্বভরণোপযোগিদ্রব্য। "অন্যথা কৌটুম্বং" (আশ্ব° গৃহ্য° ১।৬।১০)

কৌটুম্বিক (ত্রি) কুটুম্বে তদ্ভরণে ব্যাপৃতঃ কুটুম্ব-ঠক্। ১ যে ব্যক্তি কুটুম্ব পালনে ব্যাপৃত থাকে।
"কৌটুম্বিকঃ ক্রুধ্যতি বৈ জনায়।" (ভাগবত ৫।১৩।৮।)
কুটুম্বে ভবঃ কুটুম্ব-ঠক্। ২ কুটুম্বসম্বন্ধীয়।
"কৌটুম্বিকা দারাপত্যাদয়ো নাম্না।" (ভাগবত ৫।১৪।৩)

কৌট্যা (স্ত্রী) কূটস্যাপত্যং স্ত্রী কূট-ণ্য (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ১ কূটবংশীয় কন্যা। (ত্রি) কূট-ণ্য (পা ৪।২।৮০) ২ কূটসন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

কৌঠার (পুং) কুঠারস্য তন্নামকস্য ঋষেরপত্যং কুঠার-অণ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) কুঠার নামক ঋষির পুত্র।

কৌঠারী (স্ত্রী) কৌঠার-ঙীপ্। কুঠার নামক ঋষির কন্যা।

কৌঠারিকেয় (ত্রি) অল্পা কুঠারী কুঠারিকা তস্যা ইদং কুঠারিকা-ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ক্ষুদ্রকুঠারসম্বন্ধীয়।

কৌঠুম (পুং) কৌথুমশাখা।

কৌড়বিক (ত্রি) কুড়বস্য বাপঃ কুড়ব-ঠঞ্ (তস্য বাপঃ। পা ৫।১।৪৫) ১ কুড়ব পরিমিত বীজবপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। কুড়বং তৎপরিমিতমন্নং সম্ভবতি পচতি অবহরতি বা কুড়ব-ঠঞ্ (সম্ভবত্যবহরতি পচতি। পা ৫।১।৫২) ২ যাহাতে এক কুড়ব পরিমিত অন্ন থাকিতে পারে। ৩ যে এক কুড়ব পরিমিত অন্ন পাক করে। ৪ যে ব্যক্তি এক কুড়ব পরিমিত অন্ন অবহরণ করে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া কৌড়বিকী শব্দ হয়। কুড়বঃ পরিমাণমস্য কুড়ব-ঠঞ্। ৫ কুড়ব-পরিমিত।

কৌড়ি (দেশজ) কড়ি। [কপর্দ্দক দেখ।] পূর্ব্বে বাঙ্গালা, চাটগাঁ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি নানাস্থানে কড়ির অধিক প্রচলন ছিল, নবাবেরাও করস্বরূপ কড়ি গ্রহণ করিতেন।

কৌড়েয়ক (ত্রি) কুড্যায়াং জাতঃ কুড্যা-ঢকঞ্ (কল্যাদিভ্যো ঢকঞ্। পা ৪।২।৯৫) কুড্যাশব্দস্য যলোপশ্চ। (কুড্যায়া যলোপশ্চ। গণপাঠ) কুড্যাজাত।

কৌণকুৎস্য (পুং) ঋষিবিশেষ।

"ভরদ্বাজঃ কৌণকুৎস আর্ষ্টিষেণোঽথ গৌতমঃ।"

(ভারত আদি ৮ অঃ)।

কৌণপ (পুং) কুণপস্ত্রিধাতুকং শরীরং শবং বা ভক্ষয়িতুং শীলমস্য কুণপ-অণ্। যদ্বাকুণপঃ ভক্ষ্যত্বেন অস্ত্যস্য কুণপ-অণ্। ১ রাক্ষস। "ন কৌণপাঃ শৃঙ্গিনো বা ন চ দেবাঙ্গনস্রজঃ।"

(ভারত আদি ১৭০ অঃ।)

২ বাসুকিবংশীয় সর্পবিশেষ। (ভারত ১।৫৭।৫।)

কৌণপদণ্ড (পুং) কৌণপস্য দণ্ডাইব দণ্ডা যস্য বহুব্রী। ভীষ্ম। (ত্রিকাণ্ডশেষ)।

কৌণপাশন (পুং) কৌণপানামশনমিবাশনং যস্য বহুব্রী। সর্পবিশেষ। (ভারত আদি ৩৫ অঃ।)

কৌণিন্দ (পুং স্ত্রী) কুণিন্দ জনপদবাসী। [কুনিন্দ দেখ।]

কৌণেয় (পুং) রজনের প্রতিপালক। (তৈত্তিরীয় সং ২।৩ ৮।১।)

কৌণ্ডপায়িন (ক্লী) কুণ্ডপায়িনামিদং কুণ্ডপায়িন্-অণ্-নিপাতনাৎ সাধুঃ। কুণ্ডপায়ীগণের করণীয় যজ্ঞবিশেষ।

কৌণ্ডপায়ী [ন্] (পুং) [বহু] কুণ্ডমেব কৌণ্ড্যং তেন পিবতি কৌণ্ড-পা-ণিনি। সোমযোগকারী যজমানবিশেষ।

কৌণ্ডভট্ট [কোণ্ডভট্ট দেখ।]

কৌণ্ডল (ত্রি) কুণ্ডলমস্ত্যস্য কুণ্ডল-অণ্। (অণ্প্রকরণে জ্যোৎস্নাদিভ্য উপসংখ্যানং। পা ৫।২।১০৩ বার্ত্তিক।) কুণ্ডলযুক্ত। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। কৌণ্ডলী।

কৌণ্ডলিক (ত্রি) কুণ্ডল-কুমুদাদিত্বাৎ ঠক্ (পা ৪।২।৮০) কুণ্ডল সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

কৌণ্ডাগ্নক (ত্রি) কুণ্ডাগ্নৌ ভবঃ কুণ্ডাগ্নি-বুঞ্ (কচ্ছাগ্নিবক্ত্রবর্ত্তোত্তরপদাৎ। পা ৪।২।১২৬) কুণ্ডাগ্নি সমুৎপন্ন, কুণ্ডাগ্নিসম্বন্ধীয়।

কৌণ্ডায়ন (ত্রি) কুণ্ডস্য অদূরবর্ত্তী দেশাদি কুণ্ডপক্ষাদিত্বাৎ ফক্। (পা ৪।২।৮০) কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

কৌণ্ডিনী (স্ত্রী) কৌণ্ডিন্য-ঙীপ্ যলোপশ্চ। কুণ্ডিন মুনির কন্যা।

কৌণ্ডিনেয়ক (ত্রি) কুণ্ডিন-ঢকঞ্ (কল্যাদিভ্যো ঢকঞ্। পা ৪।২।৯৫) কুণ্ডিননগরজাত, কুণ্ডিননগর সম্বন্ধীয়।

কৌণ্ডিন্য (পুং) কুণ্ডিনস্য গোত্রাপত্যং কুণ্ডিন-যঞ্। (গর্গাদিভ্যোযঞ্। পা ৪।১।১০৫) কুণ্ডিন মুনির পুত্র। কোন সময়ে শিবের ক্রোধ হইতে বিষ্ণু ইহাকে রক্ষা করেন, তদবধি ইহার একটী নাম বিষ্ণুগুপ্ত হইয়াছে। "কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্য" (শতপথব্রা° ১৪।৪।৫।২০) একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। নীলকণ্ঠ ও কমলাকর ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ২ বিশ্বামিত্র গোত্রীয় দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। (সহ্যাদ্রি ১।৩২।২৯।) ৩ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

৪ একজন প্রধান বৌদ্ধস্থবির, প্রথমে ইনি অরাঢ়-কালামের নিকট দীক্ষিত হন। শ্যামদেশীয় বৌদ্ধজীবনীতে লিখিত আছে—বুদ্ধদেবের জন্মকালে রাজা শুদ্ধোদন ১০৮ জন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেন, তন্মধ্যে ৮ জন প্রধান, এই প্রধানের মধ্যে কৌণ্ডিন্য একজন। তখন ইহার বয়স অল্প হইলেও বেদবেদাঙ্গ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধোদনকে সম্ভাষণ করিয়া বলেন, "রাজন্! আপনার পুত্র সংসারের সুখে সুখী হইবেন না, রাজরাজেশ্বর পদও ইনি অগ্রাহ্য করিবেন। ইনি সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হইবেন।" যখন বুদ্ধদেব নির্জ্জনঅরণ্যে কঠোর সাধন করিতেছিলেন, কৌণ্ডিন্যও তাঁহার নিকট ছিলেন। বুদ্ধের যত শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে ইনি বয়োজ্যেষ্ঠ। ভোটদেশের বিনয়সূত্রে (দুল্‌ব গ্রন্থে) লিখিত আছে—যে বুদ্ধদেব যখন যে কোন শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ইহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, ইনি অবলীলাক্রমে তাহার উত্তর করিতেন; সেই জন্য সকলেই তাঁহাকে 'অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্য' বলিত।

সুবর্ণপ্রভাস নামক নেপালদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে—

"শাক্যমুনি নির্ব্বাণলাভ করিবেন শুনিয়া কৌণ্ডিন্য বুদ্ধদেবের পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রার্থনা করেন, 'প্রভো! আপনি যে মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা হইতে সরিষার কণামাত্র আমায় প্রদান করুন, আমার এই শেষ ভিক্ষা।"

তিব্বতের বিনয়সূত্রে লিখিত আছে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর আনন্দ যখন মহামণ্ডল মধ্যে বুদ্ধদেবের মহোপদেশপূর্ণ সূত্রান্ত পাঠ করিতে থাকেন, তাহা শুনিয়া কৌণ্ডিন্য ঘন ঘন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, শেষে জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন।

কৌণ্ডিন্যদীক্ষিত, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। মুরারিভট্টের শিষ্য। ইনি তর্কভাষাপ্রকাশিকা রচনা করেন।

কৌণ্ডিন্যায়ন (পুং) কুণ্ডিনস্য যুবাপত্যং কুণ্ডিন গর্গাদিত্বাৎ যঞ্ ততঃ ফক্। কুণ্ডিনের যুবক অপত্য।

"কৌণ্ডিন্যায়নাচ্চ কৌণ্ডিন্যায়নঃ।" (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২০)

কৌণ্ডিল্য (পুং) কৌণ্ডিন্যের পাঠান্তর। [কৌণ্ডিন্য দেখ।]

কৌণ্ডিল্যক (পুং) কীটবিশেষ, ইহার বিষ্ঠা ও মূত্রে বিষ আছে। "চিপিট-পিচ্চটক-কষায়-বাসিক-সর্ষপবাসিক-তোটক-বর্চ্চঃ কীটকৌণ্ডিল্যকাঃ শকৃন্মূত্রবিষাঃ" (সুশ্রুত কল্প ৩ অঃ)।

কৌণ্ডোপরথ (পুং) কুণ্ডোপরথ-অণ্। অস্ত্রধারী জাতিবিশেষ।
"আহুস্ত্রিগর্ত্তষষ্ঠাংস্ত কৌণ্ডোপরথদাণ্ডকী।
ক্রোষ্টুকির্জালমানিশ্চ ব্রহ্মগুপ্তোঽথজালকিঃ।"
(পা ৮।৩।১১৬-সিং কৌ°)।

কৌণ্য (ত্রি) বিকলাঙ্গ।

কৌত [কৌড্য দেখ।]

কৌতপ (ত্রি) কুতপমস্ত্যস্য কুতপ-অণ্ (অণ্ প্রকরণে জ্যোৎস্নাদিভ্য উপসংখ্যানং। পা ৫।২।১০৩ বার্ত্তিক।) কুতপ-বিশিষ্ট।

কৌতর (কবুতর শব্দজ) পারাবত, পায়রা।

কৌতস্কুত (ত্রি) কুতঃ কুতো ভবঃ কুতঃ কুতস্ অণ্ টিলোপশ্চ বিসর্গস্য সকারঃ (কস্কাদিষু চ। পা ৮।৩।৪৮) কোন কোন স্থান জাত।

কৌতস্ত (ত্রি) কোন স্থান জাত। "কৌতস্তাবধ্বর্য্যু অরিমেজয়শ্চ জনমেজয়শ্চ"। (পঞ্চবিং ব্রাহ্ম°)

কৌতুক (ক্লী) কুতুক-প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থে অণ্ যদ্বা কুতকস্য ভাবঃ কুতুক যুবাদিত্বাৎ অণ্। ১ কুতূহল, কোন বিষয় দেখিবার কিংবা জানিবার নিমিত্ত উৎসাহ, জানিতে ইচ্ছা।
"চক্রতুঃ কৌতুকোদ্গ্রীবাং সভাং চিত্রার্পিতামিব।"
(রাজতরঙ্গিণী ৫।৩৬৪)
২ মাঙ্গলিক হস্তসূত্র; বিবাহসূত্র।
"বৈবাহিকৈঃ কৌতুকসংবিধানৈ-
র্গৃহে গৃহে ব্যগ্রপুরন্ধ্রীবর্গম্॥" (কুমার ৭।২।)
৩ উৎসব। "কথং সুতায়াঃ পিতৃগেহকৌতুকং
নিশম্য দেহঃ সুরবর্য্য নেঙ্গতে॥" (ভাগবত ৪।৩।১৩)
৪ অভিলাষ।
"পশ্যন্ত্যাস্তং নৃপং তস্যা লজ্জাকৌতুকয়োর্দিশি।
অভূদন্যোন্য সংমর্দ্দো রচয়ন্ত্যাং গতাগতম্॥" (কথাসরিৎ)
৫ পরিহাস। ৬ আনন্দ। ৭ পরম্পরাগত মঙ্গল। ৮ নৃত্য গীতাদি তামাসা। ৯ ভোগকাল।

কৌতুককর্ত্তা (পুং) যিনি সর্ব্বদা কৌতুক করেন।

কৌতুকক্রিয়া (স্ত্রী) কৌতুকার্থক্রিয়া, আমোদ প্রমোদ।

কৌতুকতোরণ (পুং ক্লী) কৌতুকেন নির্ম্মিতং তোরণং মধ্যপদলো°। উৎসব নির্ম্মিত তোরণ।
"গোপুরদ্বারমার্গেষু কৃতকৌতুকতোরণাম্" (ভাগ ১।১১।১৪)

কৌতুকমঙ্গল (ক্লী) কৌতুকেন কৃতং মঙ্গলং মধ্যপদলো°। উৎসব মঙ্গল। "সতস্ত বচনাদ্রাজা তং বৈ পুত্রং মৃতুধ্বজম্। তমশ্বরত্নমারোপ্য কৃতকৌতুকমঙ্গলম্॥" (মার্ক° ২০।৫৬)

কৌতুকাগার (ক্লী) কৌতুকগৃহ, যে গৃহে কৌতুক কার্য্য করা হয়।

কৌতুকিনী (স্ত্রী) কৌতুকমস্ত্যস্যাঃ কৌতুক ইনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নায়িকাবিশেষ।

কৌতুকী [ন্] (ত্রি) কৌতুকমস্ত্যস্য কৌতুক-ইনি। ১ কৌতুক-বিশিষ্ট, যাহার কৌতুক জন্মিয়াছে। ২ যে কৌতুক করে।

কৌতূহল (ক্লী) কুতূহলস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা কুতূহল যুবাদিত্বাৎ অণ্। যদ্বা কুতূহল-প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থে-অণ্। ১ কুতূহল, কোন নূতন বা অপরিজ্ঞাত বিষয় জানিবার শুনিবার বা দেখিবার নিমিত্ত আগ্রহ।
"মহৎ কৌতূহলং মেঽস্তি হরিশ্চন্দ্রকথাং প্রতি।" (মার্কপু° ৮।১)

কৌতূহল্য (ক্লী) কুতূহলব্রহ্মণাদিত্বাৎ স্বার্থে ষ্যঞ্ (গুণবচনব্রহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি। পা ৫।১।১২৪।) কুতূহল।

কৌতোমত (পুং) কুতোমতস্যাপত্যং কুতোমত-অণ্। ঋষি-বিশেষ। "সহস্র বাহুর্গোপত্য ইতি কৌতোমতেন মহাবৃক্ষ-ফলানি পরিজপ্য প্রযচ্ছেৎ।" (গোপথব্রা°)।

কৌৎস (পুং) কুৎসস্য ঋষেরপত্যং কুৎস-অণ্। কুৎস নামক ঋষির পুত্র, মহর্ষি বরতন্তুর শিষ্য ও জৈমিনির আচার্য্য।
"ভূর্ভুবঃ স্বরিতি জপিত্বা কৌৎসো হিঙ্করোতি।"
(আশ্ব° শ্রৌ° সূ° ১।২।৫)

রঘুবংশে বর্ণিত আছে যে বশিষ্ঠের শিষ্য কৌৎস গুরুর আদেশে অযোধ্যাপুরে গিয়া ইন্দুমতীবিয়োগে শোকবিহ্বল অজরাজকে নানাবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন। (রঘু ৫ম)

রাজর্ষি ভগীরথ ইঁহাকে হংসী নামে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। (ভারত অনু ১৩৭ অঃ)

যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন—

"তথাপীদমন্তরেণ মন্ত্রেষ্বর্থপ্রত্যয়ো ন বিদ্যতে ঽর্থম-প্রতিয়তো নাত্যন্তং স্বরসংস্কারোদ্দেশস্তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধকঞ্চ, যদি মন্ত্রার্থপ্রত্যয়ায়ান-র্থকং ভবতীতি কৌৎসো ঽনর্থকা হি মন্ত্রাস্তদেতেনোপেক্ষি-তব্যম্।" (নিরুক্ত ১।১৫।)

ব্যাকরণ ব্যতীত মন্ত্রের অর্থ জ্ঞান হয় না, যাহার অর্থ জ্ঞান নাই তাহার স্বরসংস্কার হওয়া অসম্ভব। অতএব এই ব্যাকরণই বিদ্যাস্থান এবং ইহার প্রয়োজনও আছে। কৌৎস বলেন যে, মন্ত্রের অর্থ জানিবার জন্য ব্যাকরণের কোন দরকার নাই, মন্ত্রের কোন অর্থই নাই। পূর্ব্ব-প্রদর্শিত যুক্তি বলেই কৌৎসের মত উপেক্ষিত হইল।

(ক্লী) কুৎসেন দৃষ্টং সাম, কুৎস-অণ্। ২ কুৎস নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট সামবিশেষ। ইহা বিকৃত যজ্ঞে গেয়।
(সামবে° গা, ১৬ প্র° ২ অর্দ্ধ ১০ গান।

কৌৎসায়ন (পুং) কুৎস-পক্ষাদিত্বাৎ চাতুরার্থিক ফক্। (পা ৪।২।৮০।) কুৎস সম্বন্ধীয়।

কৌৎসী (স্ত্রী) কুৎসস্য অপত্যং স্ত্রী কুৎস-অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। কুৎস নামক ঋষির কন্যা।

কৌথুম (ত্রি) কুথুমং বেদশাখাবিশেষং অধীতে বেত্তি বা কুথুম অণ্ (তদধীতে তদ্বেদ। পা ৪।২।৫৯।) ১ কুথুমশাখাধ্যায়ী। কৌথুমিন ইমে কৌথুমিন্ অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) টিলোপশ্চ (নকারান্তস্য টিলোপে সব্রহ্মচারিন্ পীঠসর্পিন্ কালাপিন্ কৌথুমিন্ তৈত্তিলিন্ জাজলিন্…ইত্যেতেষামুপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্। পা ৬।৪।১৪৪ বার্ত্তিক) ২ কে

কৌথুমী (স্ত্রী) কুথুমিমুনি-প্রচারিতসামবেদের একটী শাখা। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে বারাহকল্পের ঊনবিংশতি-যুগে শিব জটামালী নাম গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হন্। হিমালয়ের অন্তর্গত জটায়ু পর্ব্বত তাঁহার বাসস্থান ছিল, জটামালীর চারিটী পুত্র হয়, তাহার সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম কুথুমি। (১) কুথুমি মহর্ষি হিরণ্যনাভের নিকট প্রাচ্য সামবেদ অধ্যয়ন করিয়া একজন অদ্বিতীয় বৈদিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন (২)। মহর্ষি কুথুমি সামবেদের যে শাখা প্রচার করেন, তাহারই নাম কৌথুমী শাখা। কুথুমির পরাশর, ভাগবিত্তি ও তেজস্বী নামক তিনটী পুত্র হয়। ইহারা তিনজনেই কুথুমির নিকটে সামবেদের কৌথুমীশাখা অধ্যয়ন করেন, এই তিনজনই কৌথুম নামে প্রসিদ্ধ। কুথুমির জ্যেষ্ঠপুত্র পরাশর ৬ খানি সংহিতা প্রচার করেন। আসুরায়ণ, বৈশাখ্য, বেদবৃদ্ধ, পরায়ণ, প্রাচীন যোগপুত্র ও পতঞ্জলি এই ৬ জন পরাশর-কৌথুমের শিষ্য (৩)। ইঁহাদের প্রশিষ্যক্রমে কৌথুমীশাখা বিস্তৃত হইয়াছে।

এ দেশের সামবেদী ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই কৌথুমীশাখা অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

কৌথুমী [ন্] (পুং) কৌথুম।

কৌদালীক (পুং) কুদারেণ আচরতি কুদার-ঈকন্ রস্য লত্বং কুদালীকঃ ততঃ স্বার্থে অণ্। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। তীবরের ঔরসে রজকীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)।

কৌদ্রবিক (ক্লী) কোদ্রবো নিমিত্তমস্য কোদ্রব ঠঞ্। সৌবর্চ্চলবণ। (রাজনি°)

কৌদ্রবীণ (ত্রি) কোদ্রবাণাং ভবনং উৎপত্তিস্থানং কোদ্রব-খঞ্ (ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রে খঞ্। পা ৫।২।১) ক্ষেত্রবিশেষ, কোদোর ক্ষেত।

কৌদ্রায়ণ (পুং) কুদ্রস্য ঋষের্যুবাপত্যং কুদ্র-ইঞ্ ততঃ ফক্। কুদ্রনামক ঋষির যুবকপুত্র।

কৌদ্রায়ণক (ত্রি) কৌদ্রায়ণ চাতুরর্থিক-বুঞ্। কৌদ্রায়ণ সন্নিকৃষ্ট দেশাদি। “কৌদ্রায়ণ” স্থলে “কৌন্দ্রায়ণ” পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

কৌদ্রেয় (পুং) কুদ্রি-ঢঞ্ (গৃষ্ট্যাদিভ্যশ্চ। পা ৩।১।১৩৬।) কুদ্রির পুত্র। (কাত্যায়ন ১০।২।২১)

কৌদ্রেয়ী (স্ত্রী) কৌদ্রেয় ঙীষ্। কুদ্রির কন্যা।

কৌনখ্য (ক্লী) কুনখিনো ভাবঃ কুনখিন্-ষ্যঞ্ টিলোপশ্চ। কুনখীরোগ। ব্রাহ্মণ সুবর্ণ চুরি করিলে পাপভোগের পর তাহার চিহ্নস্বরূপ কুনখীরোগ জন্মে। (মনু ১১।৪৯)

কৌনামি (পুং স্ত্রী) কুনামিনোঽপত্যং কুনামিন্ ইঞ্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) কুৎসিত নামধারীর অপত্য।

কৌনামিক (ত্রি) কুনামন্-ঠঞ্। কুনাম সম্বন্ধীয়।

কৌন্তায়নি (ত্রি) কুন্তী কর্ণাদিত্বাৎ ফিঞ্। কুন্তীর নিবাস দেশাদি।

কৌন্তিক (পুং) কুন্তঃ প্রহরণমস্য কুন্ত-ঠঞ্। যে ব্যক্তি কুন্তাস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করে।

কৌন্তী (স্ত্রী) কুন্তিষু দেশবিশেষেষু ভবা কুন্তি-অণ্ ততো ঙীষ্। (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩।) রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। পর্য্যায়—রেণুকা, রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভস্মগন্ধা, পাণ্ডুপুত্রী, হরেণুকা, ব্রাহ্মণী, হেমগন্ধিনী। [রেণুকা দেখ।]

(১) “ততস্ত্বেকোনবিংশেতু পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
ব্যাসস্তু ভবিতা নাম্না ভারদ্বাজো মহামুনিঃ।
তত্রাপ্যহং ভবিষ্যামি জটামালীতি নামতঃ।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে জটায়ুর্যত্র পর্ব্বতঃ।
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহৌজসঃ।
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ কাক্ষীবঃ কুথুমিস্তথা।” (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

(২) “শিষ্যা হিরণ্যনাভস্য স্মৃতাস্তে প্রাচ্যসামগাঃ।
লোকাক্ষী কুথুমিশ্চৈব কুশীতি লাঙ্গলিস্তথা।”

(৩) “ত্রয়স্তু কুথুমেঃ শিষ্যা ঔরসাশ্চ পরাশরঃ।
ভাগবিত্তিশ্চ তেজস্বী ত্রিবিধাঃ কৌথুমাঃ স্মৃতাঃ।
প্রোবাচ সংহিতাঃ ষট্তু পারাশর্য্যস্তু কৌথুমঃ।
আসুরায়ণবৈশাখ্যৌ বেদবৃদ্ধপরায়ণৌ।
প্রাচীনযোগপুত্রশ্চ বুদ্ধিমাংশ্চ পতঞ্জলিঃ।
কৌথুমস্য তু ভেদাস্তে পারাশর্য্যস্য ষট্স্মৃতাঃ।”
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুষঙ্গপাদ।)

কৌন্তেয় (পুং) কুন্ত্যা অপত্যং কুন্তী-ঢক্। ১ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি। "মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়! নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে॥" (গীতা ২।৩) ২ অর্জ্জুনবৃক্ষ।

কৌন্ত্য (পুং) কুন্তি-ঞ্যঙ্। কুন্তিদেশীয় রাজা। (পা ৪।১।১৭৬ সি° কৌ°।)

কৌন্দ (ত্রি) কুন্দস্যেদং কুন্দ-অণ্। (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) কুন্দসম্বন্ধীয়।

কৌন্দ্রায়ণ, কৌন্দ্রায়ণক [কৌদ্রায়ণ ও কৌদ্রায়ণক দেখ।]

কৌপ (ক্লী) কূপে ভবং কূপ-অণ্ (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩) ১ কূপোদক। ইহার গুণ—স্বাদু, ত্রিদোষঘ্ন, শীতল, লঘু। লবণ-যুক্ত হইলে পিত্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মঘ্ন, দীপন ও লঘু। বসন্তকালে কূপের জল সেবনীয়। (সুশ্রুত সূত্র ৪৫ অঃ) ২ কূপসম্বন্ধীয়।

কৌপাদকী (স্ত্রী) কৌমোদকী।

কৌপিঞ্জল (পুং) কুপিঞ্জলস্যাপত্যং কুপিঞ্জল-অণ্ (শিবা-দিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) কুপিঞ্জলের পুত্র।

কৌপিঞ্জলী (স্ত্রী) কৌপিঞ্জল-ঙীপ্। কুপিঞ্জলের কন্যা। *। কোন কোন পুস্তকে শিবাদিগণে কুপিঞ্জলস্থানে কপিঞ্জল পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মতে কৌপিঞ্জল হয় না। (গণবৃত্তি)

কৌপীন (ক্লী) কূপে পতনমর্হতি কূপ-খঞ্ অকার্য্যার্থে নিপাতঃ। ১ অকার্য্য। ২ পাপ। ৩ গুহ্যদেশ। ৪ মেখলাবদ্ধ পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড, চীরবসন, কপ্নী। পর্য্যায়—কচ্ছা, কচ্ছটিকা, কক্ষা, ধটী। "বিভৃয়াদ্ যদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্"। (ভাগবত ৭।১৩।২)

কৌপীনবান্ (ত্রি) কৌপীনমস্ত্যস্য কৌপীন মতুপ্ মস্য বঃ। কৌপীনবিশিষ্ট, কৌপীনধারী।

"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।" (পুরাণ)

কৌপুত্র (ক্লী) কুপুত্রস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা কুপুত্র বুঞ্ (দ্বন্দ্বমনো-জ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩। ১ কুপুত্রের ধর্ম্ম। ২ কুপুত্রের কার্য্য।

কৌপোদকী (স্ত্রী) কৌমোদকী নিপাতনাৎ সাধুঃ। বিষ্ণুর গদা, কৌমোদকী। কৌপাদকী শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (দ্বিরূপকোষ)

কৌপ্য (ত্রি) কূপে ভবঃ কূপ্ যঞ্। কূপজাত, কূপমধ্যে যাহার উৎপত্তি হয়। "তেষামপ্যনিলঘ্নত্বাচ্চৌণ্ট্যকৌপ্যৌ গুণোত্তরৌ।" (সুশ্রুত সূত্র, ৪৬ অঃ)

কৌব্জ্য (ক্লী) কুব্জস্য ভাবঃ কুব্জ-ষ্যঞ্। শরীরের বক্রভাব, কুব্জত্ব। "কৌব্জ্যং শরীরাবয়বাঙ্গসাদঃ ক্রিয়াস্বশক্তিস্ত-মুলাক্রজশ্চ।" (সুশ্রুত সূত্র ২৫)

কৌম (ক্লী) কাঠক।

কৌমার (পুং) অপূর্ব্বপতিং কুমারীং পতিরূপপন্নঃ নিপাতঃ, (কৌমারাপূর্ব্ববচনে। পা ৪।২।১৩) ১ কুমারীপতি। (ক্লী) কুমারস্য ভাবঃ কুমারবয়োবচনত্বাৎ অঞ্। ২ কুমারাবস্থা, জন্মাবধি পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত।

"জাতঃ কুং পৃথিবীং পদ্ভ্যাং মারয়েৎ তৎকুমারকঃ।"

জাতব্যক্তি যেদিনে প্রথমে পা দিয়া মৃত্তিকা মাড়াইতে আরম্ভ করে, সেই দিন হইতে পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার। তন্ত্রের মতে কৌমারাবস্থা ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত।

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারংযৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।" গীতা ২।১৩।

(পুং) কুমারস্য সনৎকুমারস্যায়ং কুমার অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) ৩ সনৎকুমারকৃত সৃষ্টিভেদ। 'কৌমার আর্ষঃ প্রাজাপত্যো মানব ইতি তন্নামানি।' শ্রীধর।

"সএবং প্রথমং দেবঃ কৌমারং স্বর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্॥" (ভাগবত ১।৩।৬)

কুমার এব কুমার স্বার্থে অণ্। ৪ কুমার। (শব্দচিন্তামণি) ৫ অবিবাহিত পুত্র। (ত্রি) ৬ কুমার সম্বন্ধীয়।

"তত্র বিদ্যাব্রতস্নাতঃ কৌমারং ব্রতমাস্থিতঃ।" (ভারত ৩।৯৫অঃ)

কৌমারক (ক্লী) কৌমারমেব কৌমার স্বার্থে কন্। কৌমার।

"কৌমারকেঽপি গিরিবদ্ গুরুতাং দধানো বীরো রসঃ কিময়মিত্যুত দর্প এষঃ।" (উত্তরচরিত)

কৌমারভৃত্য (ক্লী) আয়ুর্ব্বেদের একটী অংশ, ইহাতে বাল-কের লালন পালন ও চিকিৎসার বিষয়ে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। [কুমারভৃত্যা দেখ।]

কৌমাররাজ্য (ক্লী) কুমারস্যেদং কুমার-অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০।) ততঃ কর্ম্মধা। যৌবরাজ্য।

কৌমারায়ণ (পুং) কুমারস্য গোত্রাপত্যং কুমার-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) কুমার নামক ঋষির বংশীয় সন্তান।

কৌমারায়ণী (স্ত্রী) কৌমারায়ণ-ঙীপ্। কুমার নামক ঋষিবংশীয় স্ত্রী।

কৌমারিক (ত্রি) কুমারী সম্বন্ধীয়।

কৌমারিকেয় (পুং) কুমারিকায়া অপত্যং কুমারিকা-ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) কুমারীর পুত্র, কানীন।

কৌমারী (স্ত্রী) অপত্নীকং কুমারং পতিমুপপন্না-নিপাতনাৎ কৌমারে, ততো ঙীষ্। ১ প্রথমা পত্নী, যে স্ত্রীর পতি দার-পরিগ্রহ করে নাই। কুমারস্যেয়ং কুমার-অণ্ ঙীপ্। ২ কুমারসম্বন্ধীয় চেষ্টা।

"কৌমারীং দর্শয়ংশ্চেষ্টাং প্রেক্ষণীয়ো ব্রজৌকসাম্।" (ভাগবত ৩।২।২৮।)

কুমারস্য কার্ত্তিকেয়স্য ইয়ং কুমার-অণ্-ঙীপ্। ৩ কার্ত্তিকেয়শক্তি, মাতৃকাবিশেষ।

"কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী॥" (মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী)

৪ বারাহীকন্দ, হিন্দীতে চামালু বলে।

কৌমুদ (পুং) কৌ পৃথিব্যাং মোদতে জনা যস্মিন্ মুদ-ক অলুক্সঃ। ১ কার্ত্তিক মাস।

"এতৈরন্যৈশ্চ রাজেন্দ্রৈঃ পুরামাংসং ন ভক্ষিতম্।
শারদং কৌমুদং মাসং ততস্তে স্বর্গমাপ্নুয়ুঃ।"

কৌমুদিক (পুং) কুমুদ-ঠক্ (পা ৪।২।৮০) কুমুদপর্ব্বতের সন্নিকৃষ্ট দেশ।

কৌমুদিকা (স্ত্রী) কৌমুদী-সংজ্ঞার্থে কন্ ততোহ্রস্বঃ টাপ্ চ। ১ দুর্গার সখীবিশেষ। কৌমুদী স্বার্থে কন্ হ্রস্বঃ টাপ্ চ। ২ জ্যোৎস্না।

কৌমুদী (স্ত্রী) কুমুদস্য ইয়ং প্রকাশকত্বাৎ কুমুদ-অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) ততো ঙীপ্। ১ জ্যোৎস্না।

"শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।"
(কুমার ৪।৩৩)

কৌমুদস্যেয়ং কৌমুদ-অণ্ ঙীপ্। ২ কার্ত্তিকী পূর্ণিমা।

"কুশব্দেন মহীজ্ঞেয়ামুদ হর্ষে ততোদ্বয়ম্।
ধাতুজ্ঞৈর্নিয়মজ্ঞৈশ্চ তেন সা কৌমুদী স্মৃতা॥"

৩ আশ্বিনী পূর্ণিমা।

"আশ্বিনে পৌর্ণমাস্যান্তু চরেজ্জাগরণং নিশি।
কৌমুদী সা সমাখ্যাতা কার্য্যালোকবিভূতয়ে॥"

৪ দীপোৎসব তিথি।

"সখীজনোদ্বীক্ষণকৌমুদী-সুখম্।" (রঘু)

'কৌমুদী দীপোৎসবতিথিঃ, কৌমোদন্তে জনা যস্যাং তেন সা কৌমুদী মতা।' (মল্লিনাথ।)

৫ উৎসব। ৬ কার্ত্তিকোৎসব।

কৌমুদীচার (পুং ক্লী) কৌমুদ্যা জ্যোৎস্নায়াশ্চারঃ প্রাশস্ত্যমত্র বহুব্রী। কোজাগর পূর্ণিমা।

কৌমুদীজীবন (পুং) চকোর পক্ষী।

কৌমুদীপতি (পুং) কৌমুদ্যাঃ পতিঃ ৬তৎ। চন্দ্র। কৌমুদীনাথ প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কৌমুদীবৃক্ষ (পুং) কৌমুদ্যাইব প্রকাশিকায়াঃ দীপশিখায়াঃ বৃক্ষঃ ৬তৎ। দীপবৃক্ষ, চলিত কথার দীপগাছা বা পিলসুজ বলে।

কৌমুদ্বতেয় (পুং) কুমুদ্বত্যা অপত্যং কুমুদ্বতী-ঢক্ (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) কুমুদ্বতীর পুত্র। (রঘু ১৮।২)

কৌমোদকী (স্ত্রী) কোঃ পৃথিব্যাঃ পালকত্বাৎ মোদকঃ কুমোদকো বিষ্ণুঃ তস্যেয়ং কুমোদক-অণ্ ঙীপ্। কৃষ্ণের গদা। এই গদা খাণ্ডবদাহনকালে অগ্নির নিকট প্রাপ্ত হন।

"দেবৈরনাদিবীর্য্যস্য গদা তস্যা পরে করে।
নিক্ষিপ্তা কুমুদাক্ষস্য নাম্না কৌমোদকীতি সা॥" (হরিবংশ ৯২)

কৌমোদী (স্ত্রী) কুং পৃথিবীং মোদয়তি কুমোদঃ বিষ্ণুঃ তস্যেয়ং কুমোদ-অণ্ ঙীপ্। বিষ্ণুর গদা।

কৌম্ভ (ত্রি) কুম্ভ-অঞ্ (সংকলাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৭৫) কুম্ভমধ্যস্থিত এক শত বৎসরের পুরাণ ঘৃত।

"ব্যাধ্যার্ত্তাংশ্চতুরোহপ্যেতান্ স্নিগ্ধান্ কৌম্ভেন সর্পিষা।"
(সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ১২)

কৌম্ভকারক (ক্লী) কুম্ভকারেণ কৃতং কুম্ভকার-বুঞ্ (কুলালাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।৩।১১৮) কুম্ভকার-নির্ম্মিত একপ্রকার মৃত্তিকাপাত্র।

কৌম্ভকারি (পুং) কুম্ভকারস্যাপত্যং কুম্ভকার-ইঞ্ (উদীচামিঞ্। পা ৪।১।১৫৩) কুম্ভকারের পুত্র বা কন্যা। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

কৌম্ভকারী (স্ত্রী) কুম্ভকার ইঞ্-স্ত্রিয়াং বা ঙীপ্। কুম্ভকারের কন্যা।

কৌম্ভকার্য্য (পুং) কুম্ভকারস্যাপত্যং কুম্ভকার-ণ্য (সেনান্তলক্ষণকারিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১৫২) কুম্ভকারের পুত্র।

কৌম্ভকার্য্যা (স্ত্রী) কুম্ভকার-ণ্য টাপ্। কুম্ভকারের কন্যা।

কৌম্ভায়ন (ত্রি) কুম্ভ-ফক্ (পা ৪।২।৮০) কুম্ভের সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

কৌম্ভোয়নি (ত্রি) কুম্ভ-চাতুরর্থিক ফিঞ্ (পা ৪।২।৮০) কুম্ভের সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

কৌম্ভসর্পিঃ [স্] (ক্লী) একশত বৎসরের পুরাণ ঘৃত।

"স্থিতং বর্ষশতং শ্রেষ্ঠং কৌম্ভসর্পিস্তদুচ্যতে।" (চক্রদত্ত)

কৌম্ভীর (পুং) কুম্ভীল ও তৎসদৃশ জীব।

কৌম্ভেয়ক (ত্রি) কুম্ভী-ঢকঞ্ (কত্র্যাদিভ্যো ঢকঞ্। পা ৪।২।৯৫) কুম্ভীজাত প্রভৃতি।

কৌম্ভ্য (ত্রি) কুম্ভ-ণ্য (পা ৪।২।৮০) কুম্ভসন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

কৌরয়াণ (ত্রি) কুরয়াণস্যায়ং কুরয়াণ-অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) যে ব্যক্তি শত্রুর প্রতি গমন করিতে উদ্যত তৎপুত্র। "যং মে দুরিন্দ্রো মরুতঃ পাকস্থা মা কৌরয়াণঃ।"
(ঋক্ ৮।৩।২১)

'শত্রূন্ প্রতি যুদ্ধাভিমুখ্যেন কৃতং যানং যেন অসৌ কুরয়াণঃ তৎপুত্রঃ কৌরয়াণঃ' সায়ণ।

কৌরব (পুং) কুরোরপত্যং কুরু-অঞ্। (উৎসাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।৮৬) ১ কুরুবংশীয়।

"তমুদ্যতং রথেনৈকমাশুকারিণমাহবে।
অনেকমিব সন্ত্রাসান্মেনিরে তত্র কৌরবাঃ॥" ভারত ১।১৩৯।১৬।
কুরোরয়ং কুরু-কচ্ছাদিত্বাৎ অণ্। (কচ্ছাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৩) ২ কুরুরাজ সম্বন্ধীয় দেশ।
"ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ ভজেথাঃ।" (মেঘ ৫০)
৩ তদ্দেশীয় রাজা। (ত্রি) কুরোরয়ং কুরু-অণ্। ৪ কুরু-সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
"দ্রুপদঃ কৌরবান্ দৃষ্ট্বা প্রধাবত সমন্ততঃ।
শরজালেন মহতা মোহয়ন্ কৌরবীং চমূম্॥"
(ভারত ১।১৩০।১৫)

কৌরবক (ত্রি) কুরোর্গোত্রাপত্যং কুরু-বুঞ্ (বিভাষা কুরুযুগন্ধরাভ্যাং। পা ৪।২।১৩০) ১ কুরুবংশোৎপন্ন। কুরুবকস্যেদং কুরুবক অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) কুরবক সম্বন্ধীয়।

কৌরবায়ণি (পুং স্ত্রী) কুরোরপত্যং কুরু-ফিঞ্ (তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪) কুরুবংশীয়।

কৌরবেয় (পুং স্ত্রী) কুরোর্গোত্রাপত্যং কুরু-বাহুলকাৎ ঢক্। কুরুবংশীয়, কুরুকুলজাত।
"সমাহি কৌরবেয়ানাং বয়ং তে চৈব পুত্রকঃ।" (ভারত ১।১৪২)

কৌরব্য (পুং স্ত্রী) কুরোরপত্যং কুরু-ণ্য (কুর্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ১ কুরুবংশীয়, কৌরব।
"অনিশায়াং নিশায়াঞ্চ সহায়াঃ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
আরাধয়ন্ত্যাঃ কৌরব্যাং স্বল্পা রাত্রিরহশ্চমে॥"
(ভারত ৩।২৩২।৫৫)
২ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৩৫।২৩)

কৌরব্যায়ণি (পুং স্ত্রী) কৌরব্যস্যাপত্যং কৌরব্য-ফিঞ্। কৌরব্যের সন্তান।

কৌরব্যায়ণী (স্ত্রী) কৌরব্য-ষ্ক-ঙীষ্ (কৌরব্যমাণ্ডূকাভ্যাঞ্চ। পা ৪।১।১৯) কৌরব্যবংশোৎপন্না স্ত্রী।

কৌরব্যায়ণীপুত্র (পুং) কৌরব্যায়ণ্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। একজন বৈদিক আচার্য্য।

কৌরস্রব (পুং) প্রবর ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

কৌরুকত্য (পুং স্ত্রী) কুরুকতস্যাপত্যং কুরুকত-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) কুরুকত নামক ঋষির পুত্র।

কৌরুকত্যায়নি (পুং) কুরুকতস্য যুবাপত্যং কুরুকত যঞ্-ফিঞ্। কুরুকত ঋষির যুবাপুত্র।

কৌরুকুল্লক (পুং) [বহু] বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ।

কৌরুজঙ্গল, কৌরুজাঙ্গল (ত্রি) কুরুজঙ্গল-চাতুরর্থিক অণ্ বা বৃদ্ধিশ্চ উত্তরপদস্য (জঙ্গলধেনুবলজান্তস্য বিভাষিতমুত্তরম্। পা ৪।৩।২৫) কুরুজঙ্গলে জাত।

কৌরুপাঞ্চাল (ত্রি) কুরুষু পঞ্চালেষু চ প্রসিদ্ধঃ কুরুপঞ্চাল-অণ্ উভয়পদবৃদ্ধিঃ। কুরু ও পঞ্চালদেশপ্রসিদ্ধ।
"প্রজ্ঞাতং কৌরুপাঞ্চালং যচ্চতুরবত্তম্ " শতপথব্রা° ১।৭।২।৮।

কৌরুষ্য (পুং) মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপুং ৭।৫১।)

কৌরসাধু, ভাগবত পুরাণের একজন টীকাকার।

কৌর্পর (ত্রি) কুর্পরস্যায়ং কূর্পর-অণ্। কূর্পর-সম্বন্ধীয়।
"কৌর্পরন্ত তথা সন্ধিমঙ্গুষ্ঠেনানুমার্জ্জয়েৎ। (সুশ্রুত চিকি° ৩ অঃ)

কৌর্প্য (পুং) বৃশ্চিকরাশি।
"ক্রিয়তাবুরিজিত্তমকুলীরলেয়পাথেয়যুককৌর্প্যাখ্যাঃ।
তৌক্ষিকআকোকেরো হৃদ্রোগশ্চান্ত্যভং চেত্থং।" (দীপিকা)
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে এটী গ্রীক শব্দ।

কৌর্ম্ম (ক্লী) কূর্ম্মং কূর্ম্মাবতারমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ কূর্ম্ম-অণ্। ১ কূর্ম্মপুরাণ। (ত্রি) কূর্ম্মস্যেদং কূর্ম্ম-অণ্। ২ কূর্ম্মসম্বন্ধীয়। (ক্লী) কূর্ম্মস্যেদং কূর্ম্ম-অণ্। ৩ বিষভেদ।
"কূর্ম্মাকৃতি ভবেৎ কৌর্ম্মম্।" (বৈদ্যক)

কৌল (ত্রি) কুলে সৎকুলে ভবঃ কুল অণ্। ১ সৎকুলোৎপন্ন। ২ কুলাচারপরায়ণ, দিব্য ভাবরত, কৌলিক। [কুলাচার দেখ।]
"দিব্যভাবরতঃ কৌলঃ সর্ব্বত্র সমদর্শনম্।" (কুলার্ণব)
৩ যিনি কুলাচার জানেন, কুলাচারজ্ঞ।
"পশোর্বক্ত্রাল্লব্ধমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ।
বীরাল্লব্ধমনুর্বীরঃ কৌলাচ্চ ব্রহ্মবিদ্ ভবেৎ॥" (মহানীলতন্ত্র)
কুলং কুলাচারমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ কুল-অণ্। ৪ গ্রন্থবিশেষ, কৌলোপনিষদ্ প্রভৃতি ইহাতে কুলাচারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও সাধনপ্রণালী প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে নির্ণীত আছে। ৫ কোলাম্বাদেবীভক্ত প্রিয়ৰ্ষিগোত্রীয় একজন রাজা; কর্কশের পুত্র। (সহ্যাদ্রিখণ্ড ১।৩৩।৭১)

কৌলক (ত্রি) কুলে ভবঃ কুল বুঞ্। কুলোৎপন্ন সৌবীর।
"কুলাৎ সৌবীরে" (গণপাঠ)

কৌলকি (পুং) প্রবরঋষিভেদ।

কৌলকেয় (ত্রি) কুলে সৎকুলে ভবঃ কুল ঢক্ কুক্চ। ১ সৎকুলোৎপন্ন। কুলটায়া অপত্যং কুলটা-ঢক্ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। ২ অসতীর পুত্র।

কৌলটিনেয় (পুং স্ত্রী) কুলটায়া অপত্যং কুলটা-ঢক্ ইনঙ্ আদেশশ্চ (কুলটায়া বা। পা ৪।১।১২৭) ১ অসতীর পুত্র। পর্য্যায়—কৌলটেয়, কৌলটের। যে সতী রমণী ভিক্ষার জন্য অপরের গৃহে গমন করে তাহারও নাম কুলটা, তাহার পুত্রকেও কৌলটিনেয় বলে। পূর্ব্ববৎ সাধুঃ। ২ ভিক্ষুকীর পুত্র।

কৌলটের (পুং স্ত্রী) কুলটায়া অসত্যা অপত্যং কুলটা-ঢক্। ১ কৌলটিনেয়, অসতীর পুত্র। ২ সতী ভিক্ষুকীর পুত্র।

কৌলটের (পুং স্ত্রী) কুলটায়া অপত্যং কুলটা ঢ্রক্ (ক্ষুদ্রাভ্যো বা। পা ৪।১।১৩১) অসতীর পুত্র, ব্যভিচারিণীর গর্ভজাত। কোন কোন আভিধানিকের মতে কৌলটের শব্দে সতী ভিক্ষুকী রমণীর পুত্রও বুঝায়। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া কৌলটেরী হয়।

কৌলত্থ (ত্রি) কুলত্থেন সংস্কৃতঃ কুলত্থ অণ্ (কুলত্থকোপধাদ ণ্। পা ৪।৪।৪) ১ কুলত্থ যূষ, কুলথী কলায়ের যূষ।

"ধান্যাম্লেনোষ্ণতোয়েন কৌলত্থেন রসেন চ।"

(সুশ্রুত উত্ত° ৪২ অঃ।)

কৌলত্থীন (ত্রি) কুলত্থস্য কলায়বিশেষস্য ভবনং ক্ষেত্রং বা কুলত্থ-খঞ্ (ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রে খঞ্। পা ৫।২।১) কুলত্থ কলায়ের উৎপত্তিযোগ্যস্থান, যে ক্ষেত্রে কুলত্থ কলায় ভালরূপ উৎপন্ন হয়।

কৌলপত (ত্রি) কুলপতি-অণ্ (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) কুলপতি সম্বন্ধীয়।

কৌলপুত্রক (ক্লী) কুলপুত্রস্য ভাবঃ কুলপুত্র-বুঞ্ (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩) কুলপুত্রের ভাব। কুলপুত্রের ধর্ম্ম, কুলপুত্রত্ব।

কৌলব (পুং) ববাদি একাদশ করণের অন্তর্গত তৃতীয়করণ।

"বাগ্মী বিনীতো নিতরাং স্বতন্ত্রঃ
প্রাগল্‌ভ্যযুক্তো মনুজো মহৌজাঃ।
সুসম্মতঃ স্যাদ্বিদুষাং কৃতঘ্ন-
শ্চেৎকৌলবাখ্যং করণং প্রসূতৌ॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

বালবকরণে জন্মিলে বক্তা, বিনয়ী, স্বাধীন, প্রগল্‌ভ, মহাবলশালী, পণ্ডিতপ্রিয় ও কৃতঘ্ন হয়।

কৌলাল (পুং) [বৈ] কুলালএব কুলাল-অণ্ ('অণ্ প্রকরণে কুলালবরুড়নিষাদচণ্ডালামিত্রেভ্যশ্ছন্দসি। পা ৫।৪।৩৬ বার্ত্তিক) কুলাল।

কৌলালক (ত্রি) কুলালেন কৃতং কুলাল-সংজ্ঞায়াং বুঞ্ (কুলালাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।৩।১১৮) কুলালনির্ম্মিত মৃত্তিকাপাত্র, শরাব প্রভৃতি।

কৌলালচক্র (ক্লী) কুলালস্যেদং কুলাল-অণ্ ততঃ কর্ম্মধা°। কুলালের চক্র, কুমারের চাক্।

"রথচক্রং বা কৌলালচক্রং বা" (শতপথ ব্রা°)

কৌলাস (ত্রি) কুলাস-অণ্ (সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৭৫) কুলাসের নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

কৌলিক (ত্রি) কুলাদাগতঃ কুল-ঠক্। ১ কুল পরম্পরাগত আচার প্রভৃতি।

"বর্জয়েৎ কৌলিকাচারং মিত্রং প্রাজ্ঞতয়োনয়ঃ" (পঞ্চতন্ত্র)

কুলে কুলাগমে প্রসিদ্ধঃ কুল-ঠক্। ২ কুলশাস্ত্রজ্ঞ, যিনি কুলতন্ত্র জানেন। কৌলং কুলধর্ম্মং প্রবর্ত্তয়তি শিষ্যোপদেশাদিনা বিস্তারয়তি কৌল-ঠক্। কুলধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। কুলং কুলাচারঃ প্রয়োজনমস্য কুল-ঠক্। ৪ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ। "শম্ভুঃ কৌলিকঃ" শ্রুতি। কুলং সূত্রাদিকং বয়তি বস্ত্রত্বেনাবরণাদিকং আপাদয়তি কুল-ঠক্। ৫ তন্তুবায়। কুৎসিতং লাতি কু-লা-কঃ ততঃ স্বার্থে ঠক্। ৬ পাষণ্ড।

কৌলিতর (পুং) কুলিতরস্যাপত্যং কুলিতর-অণ্। শম্বরাসুর। "উতদাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্ব্বতাদধি।"

(ঋক্ ৪।৩০।১৪) 'কৌলিতরং কুলিতরনাম্নোঽপত্যং শম্বরং অসুরং।' সায়ণ।

কৌলিন্দ [কৌণিন্দ দেখ।]

কৌলিশায়নি (ত্রি) কুলিশ-ফিঞ্। (পা ৪।২।৮০) কুলিশের সন্নিকৃষ্ট দেশ প্রভৃতি।

কৌলিশিক (ত্রি) কুলিশমিব কুলিশ-ঠক্ (অঙ্গুল্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৩।১০৮) কুলিশ সদৃশ, বজ্রতুল্য।

কৌলীক [বৈ] (পুং) এক প্রকার পক্ষী।

কৌলীন (ত্রি) কৌ পৃথিব্যাং লীনঃ অলুক্স°। ১ ভূমিলগ্ন। কুলাদাগতঃ কুল-খঞ্। ২ কুলক্রমাগত।

"সদশ্বইব মর্য্যাদাং কৌলীনাং নাভ্যবর্ত্তত। (রামায়ণ ১।৮৭ অঃ)

(ক্লী) কৌ পৃথিব্যাং লীনং লয়ো যস্মাৎ ব্যধিক° বহুব্রী। কুলীনং ভূমিলীনমর্হতি কুলীন-অণ্ বা। ৩ অপবাদ।

"কৌলীনমাত্মাশ্রয়মাচচক্ষে।" (রঘু ১৪।৮৪)

৪ গুহ্য। ৫ যুদ্ধ। ৬ কুকর্ম্ম। ৭ পশু, সর্প ও পক্ষিগণের যুদ্ধ। ৮ কৌলেয়ক। কুলীনস্য ভাবঃ কুলীন-যুবাদিত্বাদণ্। ৯ কুলীনত্ব।

কৌলীন্য (ক্লী) কুলীন-ষ্যঞ্। কুলীনত্ব, বংশমর্য্যাদা। [কুলীন দেখ।] "তদ্দর্শিতং স্বয়াত্মানঃ কৌলীন্যম্।" (পঞ্চতন্ত্র)

কৌলীয় (কৌলিয়) বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। মহাবস্তুবদানে লিখিত আছে—'রাজা মহাসম্মতের পুত্র কল্যাণ, তৎপুত্র রাব, তৎপুত্র উপোষধ, এই উপোষধের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতার বংশে অনেক রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুজাত একজন, ইনি সাঁকেত-(অযোধ্যা)-নগরীতে রাজত্ব করিতেন। সুজাতের মহিষীর গর্ভে উপর, নিপুর, কলণ্ডক, উল্কামুখ ও হস্তিকশীর্ষ নামে ৫ পুত্র এবং তাঁহার প্রিয় বেশ্যা জেন্তীর গর্ভে জেন্ত নামে আর একটী পুত্র হয়। রাজা বেশ্যার প্রেমে আত্মহারা হইয়া সেই বেশ্যাপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার বংশধর পাঁচ পুত্র স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরমুখে যাত্রা করেন। ভক্ত

প্রজাবৃন্দও তাঁহাদের অনুগমন করিল। তাঁহারা হিমালয়ের একটী গভীর বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মহর্ষি কপিলের আশ্রম ছিল, তাঁহারা সেই বনমধ্যে নগর পত্তন করিয়া নগরের নাম 'কপিলবাস্তু' রাখিলেন। প্রথমে জ্যেষ্ঠ উপর রাজা হইলেন, তৎপরে ক্রমান্বয়ে নিপুর, করণ্ডক ও উল্কামুখ অভিষিক্ত হন। উল্কামুখের পর হস্তিকশীর্ষ ও তৎ-পৌত্র সিংহতনু যথাক্রমে রাজা হন। সিংহতনুর চারিপুত্র—শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন ও অমৃতোদন, শেষে এক কন্যা জন্মে, তাঁহার নাম অমিতা। দুর্ভাগ্যক্রমে অমিতার কুষ্ঠরোগ জন্মে, কেহই তাহা আরাম করিতে পারিল না, শেষে অমিতা সকলের ঘৃণার পাত্রী হইলেন। তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে উৎসঙ্গ পর্ব্বতে রাখিয়া আসিলেন। অমিতা সেই পর্ব্বতের সুড়ঙ্গ মধ্যে থাকিতেন, সঙ্গে কেবল এক বৎসরের মত খাদ্য ছিল। সুড়ঙ্গের মুখ ঢাকা, বাহির হইবারও আশা নাই। কিন্তু এই দুর্গম স্থানে অমিতার পরিবর্ত্তন হইল, তিনি দারুণ রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। একদিন একটা বাঘ মানুষের গন্ধ পাইল। সে সুড়ঙ্গের মুখের তক্তা খুলিবার চেষ্টা করে, এমন সময় কোল নামক একজন ঋষি আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি তক্তা সরাইয়া দেখিলেন, মধ্যে এক অনুপমা রূপলাবণ্যময়ী রমণী! ঋষির মন টলিল। তিনি অমিতাকে বিবাহ করিলেন, তাহাতে যথাকালে ৩২টী পুত্র জন্মিল। পিতামাতা পুত্রদিগকে কপিলবাস্তুতে পাঠাইয়া দিলেন, শাক্যেরা অতি সমাদরে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। কোল ঋষির অপত্য বলিয়া তাহারা 'কৌলীয়' ও বাঘ তাহাদের মাতাকে দেখাইয়া দিয়াছিল বলিয়া 'ব্যাঘ্রপাদীয়' নামে পরিচিত হইল। কালক্রমে কৌলীয় ও শাক্যগণ পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

কৌলীরা (স্ত্রী) কুলীরঃ তচ্ছৃঙ্গাকারোঽস্ত্যস্যাঃ বহুব্রী। কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কৌলূত (পুং) কুলূত দেশের রাজা। [কুলু ও কুলূত দেখ।]

কৌলেয় (ত্রি) কুলে সৎকুলে ভবঃ কুল-বাহুলকাৎ ঢক্ ১ সৎকুলোৎপন্ন, কুলীন।

কৌলেয়ক (পুং) কুলে ভবঃ কুল-ঢকঞ্ (কুলকুক্ষিগ্রীবাভ্যঃ শ্বাস্যলঙ্কারেষু। পা ৪।২।৯৬) ১ কুক্কুর। (ত্রি) কুলস্যাপত্যং কুল-ঢকঞ্ (অপূর্ব্বপদাদন্যতরস্যাং যড্ঢকঞৌ। ৪।১।১৪০) কুলীন।

কৌলেশভৈরবী (স্ত্রী) ত্রিপুরাভৈরবী।
"সম্পৎপ্রদাভৈরবীবৎ বিদ্ধি কৌলেশভৈরবীম্।
হংসাদ্যা সৈব দেবেশি ত্রিষু বীজেষু পার্ব্বতি॥" (জ্ঞানার্ণব)

কৌলোপনিষদ্ (স্ত্রী) একখানি উপনিষদ্। ইহাতে কৌল আচার বর্ণিত আছে।

কৌল্মালবর্হিষ (ক্লী) সামবিশেষের নাম। (লাট্যায়ন ৪।৫।২৬)

কৌল্মাষিক (ত্রি) কুল্মাষে সাধুঃ কুল্মাষ-ঠঞ্ (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০) কুল্মাষ রোপণ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্রাদি।

কৌল্মাষী (স্ত্রী) কুল্মাষাঃ প্রায়েণান্নমস্যাঃ কুল্মাষ-অঞ্ ঙীপ্ (কুল্মাষাদঞ্। পা ৫।২।৮৪) পূর্ণিমাবিশেষ। এই পূর্ণিমায় কুল্মাষ ভক্ষণ করিবার বিধান আছে।

কৌল্মাষীণ (ক্লী) কুল্মাষাণাং ভবনং ক্ষেত্রং কুল্মাষ-খঞ্। কুল্মাষধান্যের উৎপত্তিযোগ্য ক্ষেত্র, যাহাতে কুল্মাষ-ধান্য ভালরূপ উৎপন্ন হয়।

কৌল্য (ত্রি) কুলে সৎকুলে ভবঃ কুল-ষ্যঞ্। কুলীন, সদ্বংশজাত।

কৌবল (ক্লী) কুবলমেব কুবল-স্বার্থে অণ্ (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।৪।৩৮) কোলিফল, কুল।

কৌবিদার্য্য (ত্রি) কোবিদার-ঞ্য (পা ৪।২।৮০) কোবিদারের নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

কৌবিদ্যাসীয়, কৌবিট্যাসীয় (ত্রি) কুবিদ্যাস কুবিট্যাস-ছণ্। (পা ৪।২।৮০।) কুবিদ্যাস বা কুবিট্যাসের নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

কৌবের (ত্রি) কুবেরস্যেদং কুবেরো দেবতাস্য ইতি বা কুবের-অণ্। ১ কুবের সম্বন্ধীয়। ২ কুবেরের উপাসক। (ক্লী) ৩ কুষ্ঠ, কুড়।

কৌবেরী (স্ত্রী) কুবেরঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাঽস্যাঃ কুবের-অণ্ ঙীপ্। ১ উত্তরদিক্। "দিগ্‌বিভাগে তু কৌবেরী দিক্ শিবা প্রতিদায়িনী" (তিথিতত্ত্ব) ২ কুবেরশক্তি।

কৌবেরিকেয় (পুং স্ত্রী) কুবেরিকায়া অপত্যং কুবেরিকা-ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) কুবেরিকার অপত্য।

কৌশ (ক্লী) কুশাঃ প্রাচুর্য্যেণ ভূম্না বা সন্ত্যত্র কুশ-অণ্। ১ কান্যকুব্জদেশ। (হেমচন্দ্র) কুশ স্বার্থে অণ্। ২ কুশদ্বীপ।
"শাকং ততঃ শাল্মলমত্র কৌশম্" (সিদ্ধান্তশিরোমণি।)
কোশে ভবং কোশ-অণ্। ৩ কৃমিকোশ হইতে উৎপন্ন পট্টবস্ত্র।
"দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বিদিতং পীতকৌশাম্বরেণ চ" (ভাগবত ৩।৪।৭)
কুশস্যেদং তদ্বিকারো বা কুশ-অণ্। ৪ কুশময়, কুশসম্বন্ধীয়।
"তত্র বাসায় শয়নে কৌশে সুখমুবাস হ।" (ভারত ১৩।১৯।২৯)
৫ গোত্রবিশেষ। (নাগরখণ্ড ১০৮।১৭)

কৌশিকী (স্ত্রী) তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কন্যাভেদ।
"কুলাষ্টকমিদং প্রোক্তমকুলাষ্টকমুচ্যতে।
কৌশিকী শৌণ্ডিকী চাপি শাস্ত্রাজীবী চ রঞ্জকী॥

গায়কী রজকী শিল্পী কৌশকী চ তথাষ্টমী।" কুলার্ণবতন্ত্র।

কৌশল (ক্লী) কুশলস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা কুশল-যুবাদিত্বাৎ অণ্। ১ কুশলতা।

"ক্বচাতি কর্কশঃ শাস্তঃ ক্বচাতি ললিতঃ শুচিঃ।
একত্র কাব্যে ব্যাখ্যাতু স্তাবহো কৌশলং কবেঃ॥"
(অমরুশতকটীকা)

স্বার্থে অণ্। ২ মঙ্গল।

"স এব দোষঃ পুরুষদ্বিড়াস্তে গৃহান্ প্রবিষ্টোঽয়মপত্যমত্যা।
পুষ্ণাসি কৃষ্ণাদ্ বিমুখো গতশ্রী স্ত্যজাশ্বশৈব্যং কুলকৌশলায়॥"
(ভাগবত ৩।১।১২।)

৩ চাতুর্য্য। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" (গীতা ২।৫০।)

(পুং) ৪ কোশল জনপদ।

শ্রীযবায়ণের রোমকসিদ্ধান্ত মতে—বৃষরাশিতে কৌশল জনপদ অবস্থিত। ৬ কৌশলজনপদবাসী।

"নিজ শিষ্যপদং গতান্মুদীচ্যানিতি কৃত্বার্থ বিদেহকৌশলাদ্যৈঃ।"
বিদ্যারণ্যস্বামীকৃত সংক্ষেপশঙ্করজয় ১৫।১৬১।

কৌশলক [কৌসলক দেখ।]

কৌশলায়ন (পুং) কুশলায়া যুবাপত্যং কুশলাবাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্ যুন্যপত্যে ফঞ্। কুশলার যুবাপুত্র।

কৌশলি (পুং স্ত্রী) কুশলায়া অপত্যং কুশলা-ইঞ্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৭) ১ কুশলা স্ত্রীর পুত্র বা কন্যা। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঙীপ্ হয়।

কৌশলিকা (স্ত্রী) কুশলস্য পৃচ্ছা কুশল-ঠক্। ১ কুশল প্রশ্ন। কুশলায় মঙ্গলায় দীয়তে কুশল-ঠক্। ২ উপঢৌকন, নজর।

কৌশলী (স্ত্রী) কুশলায় দীয়তে কুশলস্য পৃচ্ছা বা কুশল অণ্ ঙীপ্। ১ উপঢৌকন। ২ কুশল প্রশ্ন। কুশলায়া অপত্যং কুশলা বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্ বা ঙীপ্। ৩ কুশলা স্ত্রীর কন্যা।

কৌশলী [ন্] (পুং) কৌশলং নৈপুণ্যং অস্ত্যস্য কৌশল-ইনি (অত ইনি ঠনৌ। পা ৮।২।১১) নিপুণ, দক্ষ।

কৌশলেয় (পুং) কৌশল্যায়া অপত্যং কৌশল্যা ঢক্ যলোপশ্চ। শ্রীরাম, দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

"শ্রীমান্ দাশরথি র্বীরঃ কৌশলেয়ঃ প্রতাপবান্।" (রামায়ণ)

কৌশল্য (ক্লী) কুশলমেব কুশল-স্বার্থে ষ্যঞ্ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৪।১।১২৪) ১ কুশল। কুশল ভাবে ষ্যঞ্। ২ কুশলতা, দক্ষতা।

"দৃষ্ট্বা কৌশল্যমন্যোন্যং রথেষ্বেবাবতস্থিরে।" (ভারত ৩।১৪৩)

(পুং) ৩ কোশলরাজের পুত্র। ৪ একজন ঋষি। (রামায়ণ ৭।১।২) কোন কোন মুদ্রিত রামায়ণে 'কৌশিক' পাঠান্তর আছে।

কৌশল্য আশ্বলায়ণ, প্রশ্নোপনিদ্‌বর্ণিত একজন ঋষি।

কৌশল্যা (স্ত্রী) কোশলস্য রাজ্ঞোঽপত্যং কোশল-ষ্যঞ্ ততঃ টাপ্। ১ কোশলরাজকন্যা, দশরথের প্রধানা মহিষী, রামের মাতা। [কৌসল্যা দেখ।]

"সোঽন্তঃপুরং প্রবিশ্যৈব কৌশল্যামিদমব্রবীৎ।"
(রামায়ণ ১।১৬।২৬)

২ পুরুরাজের পত্নী, জনমেজয়ের মাতা। (ভারতআদি)
৩ সত্বানের পত্নী ও সাত্বতগণের মাতা। (হরিবংশ ৩৭।১)

[বহু] (ত্রি) কোশল-বাসিনঃ কোশল ঞ্য। ৪ কোশলদেশবাসী। "মৎস্যাঃ কৌশট্টাঃ কৌশল্যাঃ কুন্তয়ঃ কাশিকোশলাঃ।" (ভারত ৬।৯।৪০ অঃ)

কৌশল্যানন্দন (পুং) কৌশল্যায়া নন্দনঃ ৬তৎ। রামচন্দ্র। কৌশল্যাতনয় প্রভৃতি শব্দও এই প্রকার।

কৌশল্যায়নি (পুং) কৌশল্যায়া অপত্যং কৌশল্যা-ফিঞ্ (কৌশল্যকার্ম্মার্য্যাভ্যাঞ্চ। পা ৪।১।১৫৫) কৌশল্যার পুত্র শ্রীরাম।

"ভ্রিয়ামহে ন গচ্ছামঃ কৌশল্যায়নিবল্লভাম্।
উপলভ্যা মপশ্যন্তঃ কৌমারীং পততাং বর॥" (ভট্টি ৭।৯০)

কৌশাম্ব (ত্রি) কুশাম্বেন নির্বৃতঃ অণ্। কুশাম্বনামক রাজ কর্তৃক নির্ম্মিত।

কৌশাম্বী (স্ত্রী) কুশাম্বেন নির্বৃত্তা কুশাম্ব-অণ্। (তেন নির্বৃত্তং। পা ৪।২।৬৮) নগরীবিশেষ। ইহার অপর নাম বৎসপত্তন। (কথাসরিৎ° ৯।৫) রামায়ণের মতে, কুশের পুত্র কৌশাম্ব নরপতি এই পুরী নির্ম্মাণ করেন বলিয়া কৌশাম্বী নাম হইয়াছে। (রামা° ১।৩২।৫)

পূর্ব্বকালে নগরটীকে 'কৌশাম্বীনগর' বা 'কৌশাম্বীপুরী' ও রাজ্যটিকে 'কৌশাম্বীমণ্ডল' বলিত। শতপথব্রাহ্মণে (১২।২।২।১৩) কৌশাম্বেয় কৌসুরুবিন্দির উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ তাহারও পূর্ব্ব হইতে কৌশাম্বী-নগরীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতির ধর্ম্মগ্রন্থে এই স্থান প্রসিদ্ধ।

কৌশাম্বীনগরের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। আজ সে নগরের ও সন্নিকটবর্ত্তী স্থানের সৌধ ও মন্দিরাদির অবশিষ্ট ভগ্নাবশেষ ইহার পূর্ব্বগৌরবের পরিচয় দিতেছে। আল্লাহাবাদের ১৪ ক্রোশ পশ্চিমে, করারী পরগণা মধ্যে যমুনাতীরে এই ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। পূর্ব্বে জৈনদিগের হস্তে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। (অরিষ্টনেমিপুরাণান্তর্গত হরিবংশ ১৪।২)

কোসাম নগর এখন যমুনাতীরে নাই, তাহা হইতে বহুদূরে

সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকালে ইহা যমুনাতীরেই অবস্থিত ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং তাঁহার ভ্রমণ বিবরণে লিখিয়া গিয়াছেন যে প্রয়াগ ও কৌশাম্বীর (কিঙ-শং-মি) মধ্যে ৩০০লি (২৫ ক্রোশ) ব্যবধান।

এই কোসামই যে প্রাচীন কৌশাম্বী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ এখানকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎস্তম্ভের গাত্রে অকবরের সময়ের খোদিত-লিপিতে ইহার এই নাম দেখা যায় এবং ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে খোদিত খরা দুর্গের একখানি খোদিত লিপিতেও এই স্থানের নাম 'কৌশাম্বীমণ্ডল' লিখিত আছে।

বর্ত্তমান কোসাম দুইভাগে বিভক্ত, 'কোসাম-ইনাম' ও 'কোসাম-খিরাজ' বা 'হিসামাবাদ' অর্থাৎ করদ ও করশূন্য কোসাম। পুরাতন ভগ্নদুর্গের পশ্চিমে কোসাম ইনাম ও পূর্ব্বে কোসাম-খিরাজ বিভাগ অবস্থিত। যমুনাতীরে দুর্গপ্রাকারের অভ্যন্তরে 'বড় গড়বা' ও 'ছোট গড়বা' নামে দুইটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। কোসাম-ইনামের পরে 'পালি' নামে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রাম এবং কোসাম-খিরাজের পর 'গোপ-সাহস' নামে একটী গণ্ডগ্রাম এবং উত্তরাংশে 'অম্বাকুঁয়া' নামে একটী গণ্ডগ্রাম আছে; এই গ্রামে আম্রকুঞ্জ মধ্যে একটী প্রাচীন বৃহৎ কূপ আছে, তাহা হইতেই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে।

কৌশাম্বীমণ্ডলের পশ্চিম সীমা প্রভাস বা 'পভোসা'-পর্ব্বত। প্রভাস পর্ব্বত গড়বা গ্রাম হইতে ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রবাদ আছে, এই পর্ব্বতের উপরে গুহা মধ্যে এক বৃহৎ নাগ বাস করে। সেই নাগের মস্তক যমুনা-তীরে ও লাঙ্গুল গুহা মধ্যে থাকে, (প্রায় ৪৪০ গজ বিস্তৃত।) কিন্তু কেহ কখন তাহাকে দেখে নাই। দেওয়ালীর দিন এই সর্পরাজকে নাকি দেখিতে পাওয়া যায়। গুহাটী স্বাভাবিক নহে, কৃত্রিম। গুহার ছাদের অবলম্বনার্থ একটী স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের নিকট গুহার সম্মুখে একটী জৈন-মন্দির আছে। এই মন্দিরটী আধুনিক, কেবল ৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। গুহাতে দুটী গবাক্ষ ও একটী প্রবেশদ্বার আছে। গুহার মধ্যে ৪ জন লোক খাটিয়া পাতিয়া শুইতে পারে। ইহার উচ্চে পূর্ব্বদিকে দেবকুণ্ড নামে একটী পুষ্করিণী ও তাহার তীরে একটী মন্দির আছে। হিউএন্‌সিয়ং লিখিয়াছেন, এখানে অশোকের প্রতিষ্ঠিত ১৩৪ হাত উচ্চ একটী স্তূপ ছিল, কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। বোধ হয় বর্ত্তমান জৈনমন্দিরের স্থানেই তাহা ছিল। তীর্থযাত্রীরা বলে, এই স্তূপের নিকট বুদ্ধদেব সাধনা করিতেন ও আর একটী ক্ষুদ্র স্তূপে তাঁহার কেশ ও নখ রক্ষিত ছিল। এখানে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে আসে। পর্ব্বতগাত্রে গুপ্তরাজাদিগের সময়ের অক্ষরে কতকগুলি ভাস্করগণের নাম দৃষ্ট হয়। ইহাতে বোধ হয় যে গুপ্তদিগের সময়েই (৩০০ হইতে ৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) এই গুহাদি খোদিত হয়।

রত্নাবলীতে বৎসরাজের রাজধানীর নাম বৎসপত্তন, কিন্তু ললিতবিস্তর, মহাবংশ, বৃহৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থে কৌশাম্বীরাজ শতানীক পুত্র উদয়ন বৎসের নাম পাওয়া যায়। ললিতবিস্তর মতে, উদয়ন বুদ্ধদেবের জন্মদিনেই জন্ম-গ্রহণ করেন। সিংহলী পুস্তকাদিতে ভারতের ১৯টী প্রধান রাজধানীর মধ্যে কৌশাম্বীর নাম পাওয়া যায়। ভোটের বৌদ্ধগ্রন্থেও কৌশাম্বীরাজ উদয়ন বৎসের নাম বর্ণিত আছে। ললিতবিস্তরে কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর এখানে ৩ বৎসর ছিলেন। হিউএন্‌সিয়ং বলেন যে, বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই উদয়নরাজ রক্তচন্দনের বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। এই মূর্ত্তি আজিও উদয়ন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটী মন্দিরে স্থাপিত আছে। বৌদ্ধগণের নিকট এই প্রতিমার জন্য এই স্থান অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য।

কৌশাম্বী বা উদয়নদুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। তাহার প্রাকার ও বুরুজগুলি আজিও বর্ত্তমান। দুর্গের পরিমাণ প্রায় ১৫৪০০ হাত, দুর্গপ্রাকার ২০ হইতে ২৪ হাত উচ্চ। বুরুজগুলি ইহা হইতেও উচ্চ। উত্তরদিকে ৩৪ হাত উচ্চ বুরুজ বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে প্রাকারের নিম্নে পরিখা ছিল, এখন স্থানে স্থানে খাদ আছে মাত্র। দুর্গের আকার অসমভুজ আয়তাকার। দুর্গের "পাকা বুরুজ" হইতে প্রভাস-পর্ব্বত ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। দুর্গের অভ্যন্তরে বড় একটা জঙ্গল নাই। ইহাতে ৬টী তোরণ ছিল বলিয়া অনু-মিত হয়। নদীর দিকে কোন দ্বার ছিল না, অপর কয়দিকে দুটী করিয়া দ্বার ছিল।

কৌশাম্বীর প্রধান কীর্ত্তি রক্তচন্দন কাষ্ঠের বুদ্ধপ্রতিমা। হিউএন্‌সিয়ং বলেন, ইহা উদয়নের প্রাসাদের মধ্যস্থলে একটী গম্বুজাকৃতি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহা কৌশাম্বীপুরীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এই স্থলে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত পার্শ্বনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ ঐ মন্দিরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমপার্শ্বে বৃহদাকারের অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। বড় গড়বা গ্রামে দুইটী বৌদ্ধধরণের খোদিত থাম ও আলিসার ভগ্নাবশেষ আছে, একটী পাথরের বেদীও আছে, তাহার গাত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের "যে ধর্ম্মহেতু-প্রভাবা" ইত্যাদি শ্লোকাংশ খোদিত আছে। ইহার বর্ণ-

মালা ৮ম।৯ম শতাব্দীর বর্ণমালার ন্যায়। ছোট গড়বা গ্রামে একটী ক্ষুদ্র থাম আছে, ইহার গাত্রে স্তূপের আকার খোদিত। বোধ হয় এইগুলি এককালে বৌদ্ধমন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের অভ্যন্তরে ছিল। ভিলসার নিকটবর্ত্তী সাঁচি স্তূপের শিল্পাদি যেরূপ, এই স্তম্ভগুলির সেইরূপ, সুতরাং সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়।

দুর্গের ভিতর বৌদ্ধচিহ্নের মধ্যে আল্লাহাবাদ ও দিল্লীর স্তম্ভের ন্যায় একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। ইহার মূলদেশে ভগ্ন ইষ্টকরাশি এত জমিয়াছে যে ১০॥০ হাত মাত্র দেখা যায়। নিকটে ইহার দুই ভগ্ন খণ্ড পড়িয়া আছে, তাহা প্রায় ১৮॥০ হাত হইবে। এই স্তম্ভটী একটী বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে। এক সময় কতকগুলি গোয়ালা হঠাৎ বৃক্ষের নিম্নে অগ্নি জ্বালে, সেই উত্তাপে ইহার মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অক্‌বরের সময়েও এই স্তম্ভ এই ভাবে ছিল, তাহা তাঁহার সময়ে এই স্তম্ভগাত্রে খোদিত বিবরণ হইতে জানা যায়। তাহাতেও অগ্নির উত্তাপে মাথা ভাঙ্গিবার কথা লিখিত আছে। গ্রামের লোকেরাও এ সম্বন্ধে ঐরূপ গল্প করে। গুপ্ত কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সকল সময়ের বহুবিধ খোদিত লিপিই ইহার গাত্রে দেখা যায়। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বকাল হইতে বর্ত্তমান সময়াবধি নানা সময়ের রজত ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে অক্‌বরের নাম "মোগল পাতিশা অক্‌বর পাতিশাগাজী" লেখা আছে। তাহার নীচে একটী স্বর্ণকারের বংশাবলী আছে। তন্মধ্যে বংশের আদি পুরুষ আনন্দরাম দাস 'কৌশাম্বীপুরে' স্বর্গগত হয়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে এই কোসামই প্রাচীন কৌশাম্বীপুর। প্রবাদ এই স্তম্ভটী 'রামের ছড়ি' বা 'ভীমের গদা'। দুর্গের মধ্যে একটী চতুঃশির শিবলিঙ্গও আছে। প্রত্যেক মস্তকে তিনটী করিয়া চক্ষু। হিউএন্‌সিয়ং লিখিয়াছেন, যে তাঁহার সময়ে ৫০টী হিন্দুমন্দির কৌশাম্বীতে বর্ত্তমান ছিল। গ্রামের লোকেরা বলে যে, এখানে একটী বৃহৎ উদ্যানও ছিল। সিংহলের বৌদ্ধেরা বলেন, এই উদ্যানের নাম 'গোশিখ-উদ্যান।' কেহ বলেন, ইহার নাম গোশির। ফাহিয়ান ও হিউএন্‌সিয়ং ইহাকে 'কিউ-সি-লো' নামে লিখিয়া গিয়াছেন। ইহার সংস্কৃত নাম 'গোশীর্ষ' ও পালিনাম 'গোশিষ'। এই স্থলে এখন 'গোপসাহস' নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রাম ছোট গড়বার নিকট অবস্থিত। দেশীয়েরা 'গোপসস' বলে। আমাদের মতে 'গোশীর্ষ' শব্দের ঐরূপ রূপান্তর দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের মধ্যে সর্ব্বত্র বড় বড় প্রস্তর ও অট্টালিকার ভগ্নাংশ আছে। কএকটি থামের রেলিংও দেখা যায়। এই থামগুলি মথুরার রেলিংএর মত। নেপালীবৌদ্ধদিগের 'বসুন্ধরাব্রতোৎপত্যবদান' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, কৌশাম্বীর উপনগর গোশীর্ষ নামক স্থানে বুদ্ধদেব আনন্দকে 'বসুন্ধরা' ব্রত শিক্ষা দেন।

কৌশাম্বীমণ্ডলের উত্তরপশ্চিমে ক্ষাউঘাট হইতে দেড় মাইল দূরে দুইটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, এই স্থানের নাম রিঠোরা। রিঠোরার মন্দির দুইটীর কারুকার্য্য বিশেষ প্রশংসার সামগ্রী, দেখিলে মোহিত হইতে হয়। বড় মন্দিরের কেবল দালানটী আছে। মন্দিরের অভ্যন্তর কতকটা পড়িয়া গিয়া ভিতরের প্রতিমা পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মন্দিরে প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দুইটী কুম্ভীরারোহিণী রমণীমূর্ত্তি আছে। ইহার নিকটেই একটী কালীর প্রতিমা আছে। দালানের থাম দুটীও প্রাচীনকালের হিন্দুধরণের। ছোট মন্দিরটীও ঐরূপ। ইহার মধ্যে হরগৌরীমূর্ত্তি এবং দ্বারে মকরবাহিণী গঙ্গামূর্ত্তি ও কূর্ম্মবাসিনী যমুনামূর্ত্তি আছে।

হরগৌরীমন্দিরে অতি প্রাচীন খোদিত শিলালিপি আছে, তন্মধ্যে একখানিতে লিখিত আছে যে, ১৩৫ গুপ্ত সম্বতে রাজা ভীমবর্ম্মা দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে।

অর্জ্জুনের ৮ম অধস্তন পুরুষ চক্রের সময় ইহা প্রসিদ্ধিলাভ করে। চক্র হস্তিনা ত্যাগ করিয়া এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে থরাদুর্গের তোরণের খোদিত-লিপি হইতে জানা যায়, ইহা তখন কানোজ রাজ্যের অধীন ছিলনা, স্বাধীন ছিল।

কৌশাম্বেয় (পুং) কুশাম্বস্য গোত্রাপত্যং কুশাম্ব-ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ১ কুশাম্ব নৃপতিবংশীয়। (শতপথ-ব্রা° ১২।২।২।১৩) (ত্রি) কৌশাম্ব্যাং ভবঃ কৌশাম্বী-ঢক্ (নদ্যাদিভ্যো ঢক্। পা ৪।২।৯৭) কৌশাম্বীনগরীজাত।

কৌশাম্বেয়ী (স্ত্রী) কুশাম্বস্য গোত্রাপত্যং স্ত্রী। কুশাম্ব-ঢক্ ঙীপ্। কুশাম্বরাজবংশীয়া স্ত্রী।

কৌশাম্ব্য (পুং) কৌশাম্বীনগরীর অধিপতি।
"কৌশাম্ব্যো মালবশ্চৈব শতধন্বা বিদূরথঃ॥" (হরিবংশ ৯২ অঃ)

কৌশারব, কৌশারবি [কৌষারব দেখ।]

কৌশাম্বী (স্ত্রী) কুশাম্বেন রাজ্ঞা নির্বৃত্তা কুশাম্ব-অণ্-ঙীপ্ (তেন নির্বৃত্তম্। পা ৪।২।৬৮) কুশাম্বরাজ প্রতিষ্ঠিত রাজধানী।

কৌশিক (পুং) কুশিকস্যাপত্যং কুশিক-অণ্ যদ্বা কুশিকে তদ্বংশে বা ভবঃ কুশিক অণ্। ১ ইন্দ্র।

রাজর্ষি কুশিক ইন্দ্রতুল্য পুত্রপ্রাপ্তিকামনায় কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া

তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহারই গাধি নাম হইয়াছিল। (হরিবংশ ১ অঃ) ইনি একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক।

হরিবংশে দেবরাজের কৌশিক নামের অপর একটী কারণও উল্লেখিত হইয়াছে—

"জাতমাত্রস্তু ভগবান্ অদিত্যাং স কুশৈর্বৃতঃ।
তদা প্রভৃতি দেবেশঃ কৌশিকত্বমুপাগতঃ॥" (হরিবংশ ২৭ অঃ)

ভগবান্ ভূমিষ্ঠ হইয়াই কুশদ্বারা আবৃত হইয়াছিলেন, এই কারণেই দেবরাজ ইন্দ্রের কৌশিক নাম হইয়াছে। এই মতে কুশেন বৃতঃ কুশ-ঠক্ কৌশিক এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিতে হয়।

(পুং স্ত্রী) ২ পেচক। "প্রবিশ্য হেমাদ্রিগুহাগৃহান্তর।
নিনায় বিভ্যদ্দিবসানি কৌশিকঃ॥" (মাঘ ১)

(পুং) ৩ গুগ্‌গুল। ৪ অশ্বকর্ণবৃক্ষ, লতাশাল। ৫ নকুল, বেজী। ৬ ব্যালগ্রাহী, সাপুড়ে। ৭ কোষাধ্যক্ষ। ৮ কোষকার। ৯ শৃঙ্গাররস। ১০ মজ্জা। কুশিকস্য গোত্রাপত্যং কুশিক-অঞ্ (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪) ১১ বিশ্বামিত্র মুনি। (রামায়ণ ১।২১।১) ১২ পুরুবংশীয় একজন রাজা, ইহার মাতার নাম প্রতিষ্ঠা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম পৈপ্পলাদি। (হরিবংশ) ১৩ জরাসন্ধ নৃপতির সেনাপতি, ইহার অপর নাম হংস। (ভারত ২।২১) ১৪ অসুরবিশেষ। (হরিবংশ ৪২ অঃ।) ১৫ একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। মহাভারতে ইহার চরিত্র এইরূপ বর্ণিত আছে—

কৌশিক একদিন একটী বৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক বক তাঁহার গাত্রে, পুরীষ পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ ক্রোধান্ধ হইয়া বকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। কৌশিক বক-নিধন নিমিত্ত অনেক অনুতাপ করিয়া ভিক্ষার জন্য পূর্ব্ব পরিচিত এক ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিলেন। সাধ্বী ব্রাহ্মণপত্নী পতিশুশ্রূষার অনুরোধে যথাসময়ে কৌশিককে ভিক্ষা দিতে পারিলেন না। কৌশিক ব্রাহ্মণপত্নীর প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তিনি বলিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি আমার এই অপরাধ মার্জনা করুন। আমার মতে পতিশুশ্রূষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম; আমি বক নহি; আপনি ক্রোধ দৃষ্টিতে আমার কিছুই করিতে পারিবেন না। যদি প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে মিথিলার ধর্ম্ম ব্যাধের নিকট গমন করুন।" ব্রাহ্মণ পতিব্রতা রমণীর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার তখন আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। কৌশিক কিছুদিন পরে মিথিলায় ধর্ম্ম ব্যাধের নিকট উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম ব্যাধ তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। (মহাভারত বন ২০৫-২১৫ অঃ।)

১৬ একজন অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ। ১৭ একজন প্রাচীন স্মৃতিকর্ত্তা। হেমাদ্রি, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি কৌশিকস্মৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(ত্রি) ১৮ কোশাৎ কৃমিকোষাজ্জাত কোশ ঠক্। কৃমিকোশ হইতে উৎপন্ন।

"যা ত্বাহং কৌশিকৈর্বস্ত্রৈঃ শুভৈরাচ্ছাদিতং পুরা॥"
(মহাভারত ৩।১৭।১৪)

(পুং) ১৯ হনুমানের মতে ছয় রাগের একটী, ইহার পত্নী—তোড়ী, খম্বাবতী, গৌরী, গুণকিরী ও কুকুভা।

কৌশিকপুরাণ, কৌশিক ঋষিপ্রোক্ত একখানি উপপুরাণ।

কৌশিকপ্রিয় (পুং) কৌশিকস্য কুশিকপৌত্রস্য বিশ্বামিত্রস্য প্রিয়ঃ ৬তৎ। শ্রীরাম।

কৌশিকফল (পুং) কৌশিকং কোষগতং ফলমস্য বহুব্রী। নারিকেল বৃক্ষ।

কৌশিকরাম, ধূর্ত্তস্বামীর আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রভাষ্যের টীকাকার।

কৌশিকসূত্র, অথর্ব্ববেদের একখানি সূত্র। ইহাতে অথর্ব্ববেদীদিগের করণীয় শ্রৌত ও গৃহ্যবিধি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখানি আলোচনা করিলে এই সূত্রখানি শ্রৌত অথবা গৃহ্যসূত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে কোন কোন টীকাকার গৃহ্যসূত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কৌশিকসূত্রে এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে—আম্নায়-প্রত্যয়, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, পাকযজ্ঞ, পরিভাষা, সায়ংপ্রাতর্হোম, আজ্যতন্ত্র, সর্ব্বকর্ম্মার্থপরিভাষা, মন্ত্রের গণ, শাস্ত্যুদকনিরূপণ, মেধাজনন কর্ম্ম, ব্রহ্মচারীর সম্পদ্, গ্রামের সম্পদ্, সর্ব্বাভীষ্ট সম্পদ্, সাংমনের অধিকার, বর্চ্চবিধি, সাংগ্রামিকের কর্ম্ম, রাষ্ট্রপ্রবেশবিধি, লঘু অভিষেক, মহাভিষেক, নির্ঋতি কর্ম্ম, পৌষ্টিকর্ম্ম, যাত্রাকালে পুষ্টিকর্ম্ম, সমুদ্রকর্ম্ম, গবাদির পুষ্টিসাধনের শান্তি, মণিবন্ধনশান্তি, অষ্টকাকর্ম্ম, কৃষিকর্ম্ম, গোশান্তি, বস্ত্র পাইবার জন্য কর্ম্ম, দায়ভাগ, রসকর্ম্ম, নিজের সমৃদ্ধির জন্য নানাবিধ পুষ্টিকর্ম্মের বিধি, গৃহারম্ভ, চিত্রকর্ম্ম, কৃষিমন্ত্র, বীজবপন কর্ম্ম, কোন স্থানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ও আসিবার পরের কৃত্য, বৃষোৎসর্গ, আগ্রহায়ণী কর্ম্ম, ভৈষজ্য, নানাবিধ স্ত্রী কর্ম্ম, (যথা—পুত্রপ্রাপ্তির উপায়, গর্ভপাত নিবারণ, পুংসবন, গর্ভাধান, সীমন্তকর্ম্ম ইত্যাদি), বিজ্ঞান কর্ম্ম (অর্থাৎ লাভালাভ, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ, উৎকর্ষ অপকর্ষ, সুভিক্ষ দুর্ভিক্ষ, ক্ষেম অক্ষেম, রোগ অরোগ প্রভৃতি), বজ্র ও বৃষ্টিনিবারণের মন্ত্র, দূতকর্ম্ম ও বিবাদে জয়লাভের মন্ত্র, কৃত্যাকর্ম্ম, নদী দূরে প্রবাহিত করিবার মন্ত্র,

অরণিসমারোপণ কর্ম্ম, পুরুষের বীর্য্যবৃদ্ধি করিবার উপায়, বৃষ্টিপ্রাপ্তির মন্ত্র, অর্থোপার্জ্জনের বিঘ্নদূর করিবার মন্ত্র, গোবৎস ও অশ্বশান্তি, প্রবাসে নির্ভয়ে অর্থোপার্জ্জনের উপায়, সাম্যবিধি, বেদজ্ঞান লাভের মন্ত্র, পাপলক্ষণা রমণীর শান্তি, গৃহপ্রবেশ, বাস্তুসংস্কার, প্রায়শ্চিত্ত, অভিচার, নানাবিধ স্বস্ত্যয়ন, আয়ুষ্য কর্ম্মবিধি, গোদান, চূড়াকরণ, উপনয়ন, কর্ণবেধ, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, কাম্যকর্ম্ম, সবযজ্ঞ, আবসথ্যাধান, বলিহরণ, নবান্ন, বিবাহবিধি, পিতৃমেধ ও পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, মধুপর্ক ও অর্ঘ্যদান বিধি, অদ্ভুতশান্তি, বেদারম্ভ, ইন্দ্রমহোৎসব, বেদাধ্যয়নবিধি ইত্যাদি।

কৌশিকসূত্রের অনেক টীকা টিপ্পনী আছে—তন্মধ্যে ভট্টারি ভট্ট, দারিল, কেশবস্বামী ও বাসুদেবের টীকা বা 'পদ্ধতি' প্রচলিত।

কৌশিকা (স্ত্রী) কোশএব কোশ-স্বার্থে কন্ ততো ষ্ণ্ তত-ষ্টাপ্ অতইত্বঞ্চ। পানপাত্র, চষক।

কৌশিকাচার্য্য, অপর নাম আদিত্যাচার্য্য—"ষড়শীতিকাশৌচপ্রকরণ" নামক ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

কৌশিকাত্মজ (পুং) কৌশিকস্য ইন্দ্রস্য আত্মজঃ ৬তৎ। ১ ইন্দ্রপুত্র, জয়ন্ত। ২ অর্জ্জুন, কুন্তীর দ্বিতীয়পুত্র। ৩ বিশ্বামিত্রমুনির পুত্র।

কৌশিকাদিত্য, শ্রীমালক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী পবিত্রতীর্থ। [শ্রীমাল দেখ।]

কৌশিকায়নি (পুং) কুশিকস্যাপত্যং কুশিক-ফিঞ্। কৌশিকবংশীয় ঋষিবিশেষ। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২১)

কৌশিকায়ুধ (ক্লী) কৌশিকস্য ইন্দ্রস্য আয়ুধং ৬তৎ। ইন্দ্রধনুঃ। (শব্দরত্নাবলী)

কৌশিকার (পুং) কোশকার নিপাতনাৎ সাধু। কোশকার। "পস্তনং কৌশিকারাণাং দ্রবিড়া রজতাকরাঃ।" (হরিবংশ ২৩৬)

কৌশিকারাতি (পুং) কৌশিকানাং পেচকানাং অরাতিঃ ৬তৎ। কাকপক্ষী। [কাকোলূক দেখ।]

কৌশিকারি (পুং) কৌশিকানাং অরিঃ ৬তৎ। কাক।

কৌশিকী [ন্] (পুং) কোশিকেন প্রোক্ত মধীয়তে কৌশিক-ণিনি (কাশ্যপকৌশিকাভ্যামৃষিভ্যাং ণিনিঃ। পা ৪।৩।১০৩) যাহারা বিশ্বামিত্রকথিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

কৌশিকী (স্ত্রী) কুশিকস্য গোত্রাপত্যং স্ত্রী কুশিক-অণ্ ঙীপ্। ১ চণ্ডিকা।

দেবরাজ ইন্দ্র কৌশিককে পিতা বলিয়া স্বীকার করিলে চণ্ডিকাও কৌশিকের কন্যারূপে অবতীর্ণ হন, এই কারণে তাঁহাকে কৌশিকী বলে। (হরিবংশ ৫৭ অঃ।)

"আর্য্যা কাত্যায়নী দেবী কৌশিকী ব্রহ্মচারিণী।
জননী সিদ্ধসেনস্য উগ্রচারী মহাতপাঃ।" (হরিবংশ ৫৮।৩)

কুশিকস্য গোত্রাপত্যং কুশিক-অঞ্ (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪।১।১০৪) ২ কুশিক নরপতির পৌত্রী, ঋচীক মুনির পত্নী। ৩ একটী নদী। রামায়ণে এই নদীর বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—গাধিরাজনন্দিনী সত্যবতী তাঁহার পতি ঋচীক মুনির সহিত সশরীরে স্বর্গে গমন করিলে এই নদীর উৎপত্তি হয়, এই কারণে তাঁহার নামানুসারে এই নদীর নাম কৌশিকী হইয়াছে, সত্যবতীর অপর নাম কৌশিকী ছিল। (রামায়ণ ১।৩৪ সর্গ) কৌশিকীনদী হিমালয়ে নেপালরাজ্যে ২৮°২৫´ উঃ অক্ষাংশে ও ৮৬°১১´ পূঃ দ্রাঘিমাংশে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ৩০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিম, তৎপরে ৮০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে উৎপত্তি স্থান হইতে ১৬২ ক্রোশ আসিয়া চম্পানগরীর নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম কুশীনদী। ইহার স্রোতের বেগ বড় ভয়ানক। মহাভারত মতে, এই নদীতীরে এক মাস বাস করিলে অশ্বমেধের ফল হয়। (ভারত ৩।৮১ অঃ।) [ব্রহ্মপুরাণ ১০ অঃ দেখ।]

৪ পার্ব্বতীর শরীর হইতে নিঃসৃত দেবীমূর্ত্তি। [কৌষিকী দেখ।] ৫ নাটকীয় রচনাবিশেষ। [নাটক দেখ।] ৬ পুরিয়া ও অজয়পাল, অথবা বসন্তসায়েরী ও পঞ্চমযোগে উৎপন্ন রাগিণী। (সঙ্গীত)

কৌশিকী কানাড়া, কৌশিকী ও কানড়াযোগে উৎপন্ন রাগিণী। (সঙ্গীত)

কৌশিকীপুত্র (পুং) কৌশিক্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। একজন ঋষি। (বৃহদারণ্যক ৬।৫।১)

কৌশিকীসঙ্গম, কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী পবিত্র তীর্থ। [কুরুক্ষেত্র দেখ।]

কৌশিক্যোজ (পুং) কৌশিক্যাইব ওজোবলং যস্য বহুব্রী, পৃষোদরাদিবৎ সকারলোপে সাধুঃ। শাখোট বৃক্ষ, শেওড়া গাছ।

কৌশিকোজ্য (পুং) কৌশিক্যোজ স্বার্থে ষ্যঞ্। শাখোট বৃক্ষ, শেওড়াগাছ।

কৌশিজ (পুং) জনপদবিশেষ। (ভাগবত ভীষ্ম ৯ অঃ।)

কৌশিল্য, গোত্রকার ঋষিবিশেষ। (নাগরখণ্ড ১০৮।১৮।)

কৌশীতকী [কৌষীতকী দেখ।]

কৌশীধান্য (ক্লী) কোষজাত ধান্য, তিল প্রভৃতি।

"সর্ব্বমেবৈতদহঃ কৌশীধান্যং বিবর্জয়েৎ।"
(কাত্যায়নশ্রৌ° ২।১।১০)

কৌশীরকেয় (ত্রি) কুশীরক ঢঞ্। কুশীরকের নিকটবর্ত্তী দেশ।

কৌশীলব (ক্লী) কুশীলবস্য কর্ম্ম কুশীলব-অণ্। কুশীলবের ব্যবসায়।

কৌশীলব্য (ক্লী) কুশীলবস্য কর্ম্ম কুশীলব-ষঞ্। কুশীলবের ব্যবসায়, নাটক অভিনয় প্রভৃতি।

কৌশেয় (ক্লী) কোশাদুত্থিতং কোশ-ঢক্। কৃমিকোষজাত বস্ত্র, রেসমী কাপড়।

"কৌষেয়ং ব্রজদপি গাঢ়তামজস্রং
সস্রংসে বিগলিতনীবিনীরজাক্ষ্যাঃ॥" (মাঘ ৮।৬)

এই শব্দটী মূর্দ্ধন্য ষকারযুক্ত ও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কৌশ্য (ত্রি) কুশস্যেদং কুশ ষ্যঞ্। ১ কুশ নির্ম্মিত, কুশসম্বন্ধীয়। "প্রাস্কন্দচ্ছয়নে কৌশ্যে বৃষ্ট্যাংশস্যমিব প্লবম্।" (ভারত অনু ৭১)

(পুং) কুশস্য গোত্রাপত্যং কুশ ষ্যঞ্ বাহুলকাৎ। ২ কুশবংশীয় একজন ঋষি। (শতপথব্রা° ১০।৫।৫।৪)

কৌষারব (পুং) কুষারোরপত্যং কুষারু-অণ্। কুষারু মুনির পুত্র, মৈত্রেয়।

'কৌষারবস্য মৈত্রেয়স্য।' (ভাগবতে শ্রীধর ১।১৩।২)

কোন স্থলে মূর্দ্ধন্য ষকার কোথাও বা তালব্য শকার এবং কোন স্থানে দন্ত্যসকারযুক্ত প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

কৌষিক (পুং) কৌশিক পৃষোদরাদিবৎ শকারস্য ষকারাদেশঃ। [কৌশিক দেখ।]

কৌষিকফল (পুং) কৌষিকং কোষগতং ফলং যস্য বহুব্রী। নারিকেল বৃক্ষ।

কৌষিকী (স্ত্রী) কৌশিকী পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। ১ কৌশিকী অর্থে। (মেদিনী) কোষে শরীরকোষে ভবঃ কোষ-ঠক্ ঙীপ্। ২ কালীর কায়কোষ হইতে উৎপন্না দেবীবিশেষ। কালিকাপুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে—কালীর কায়কোষ হইতে নিঃসৃত বলিয়াই ইনি কৌষিকী নামে বিখ্যাতা। ইহার মূর্ত্তি অতিশয় মনোমুগ্ধকর, মস্তক কবরীভারে পরিশোভিত, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মাথায় নানাবিধ রত্নখচিত মুকুট, কর্ণে জ্যোতির্ম্ময় কর্ণপুর, গলায় স্বুবর্ণমণি-মাণিক্যনির্ম্মিত নাগহার ও পুষ্পমালায় পরিশোভিত। কৌষিকী দশহস্তা, দক্ষিণহস্তে যথাক্রমে শূল, বজ্র, বাণ, খড়্গ ও শক্তি এবং বামহস্তে গদা, ঘণ্টা, ধনুক, চর্ম্ম ও শঙ্খ ধারণ করিয়া আছেন। ইহার বাহন সিংহ, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম। ব্রহ্মাণী, মহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ও শিবদূতী এই আটজন ইহার সখী সর্ব্বদা নিকটে অবস্থান করেন।

(কালিকাপুরাণ, ৬০ অঃ।)

মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে শুম্ভ নিশুম্ভের উৎপীড়নে দেবতাগণ নিতান্ত কাতর হইয়া দেবীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলে দেবী দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন এবং "তোমরা কাহার স্তব করিতেছে" জিজ্ঞাসা করেন। তখন দেবীর শরীর হইতে অপর একটী দেবী বাহির হইয়া বলেন যে, দেবগণ আমার স্তব করিতেছে। এই দেবীর নাম কৌষিকী, ইনি দৈত্যবংশ সমূলে নির্ম্মূল করেন। (মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য।) দেবীপুরাণের মতে—কৌষেয় বস্ত্রধারণই কৌষিকী নামের কারণ নির্ণীত হইয়াছে। "কৌষেয়ধারণাদ্বাপি সপ্রসাদান্ম কৌষিকী।"

(দেবীপুরাণ ৪৫ অঃ।)

কৌষীতক (পুং) কুষীতকস্যাপত্যং কুষীতক-অণ্। কুষীতক ঋষির পুত্র। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে ইহার নাম দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের একটী শাখাপ্রবর্ত্তক। (আশ্বলায়ন ৩।৪।৪।২৩)

কৌষীতকি (পুং) কুষীতকস্যাপত্যং কুষীতক-ইঞ্। ১ কুষীতক ঋষির পুত্র। ২ ঋগ্বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণবিশেষ।

কৌষীতকী [ন্] (পুং) [বহু] কৌষীতকেন প্রোক্তমধীয়তে কৌষীতক-ণিনি। যাহারা কৌষীতকপ্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

"সদস্তং সপ্তদশং কৌষীতকিনঃ সমামনন্তি।"

(আশ্ব° গৃ ১।২৩।৫)

কৌষীতকী (স্ত্রী) কুষীতকস্ত অপত্যং স্ত্রী কুষীতক-অণ্ ঙীপ্। ১ অগস্ত্যপত্নী। কুষীতকেন প্রণীতা অধীতা বা যা শাখা কুষীতক-অণ্ ঙীপ্। ৩ ঋগ্বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ ভেদ।

"মৈত্রায়ণী কৌষীতকী বৃহজ্জাবালতাপনী।"

(মুক্তিকোপনিষদ্)

কৌষীতকেয় (পুং) কুষীতক-ঢক্ (বিকর্ণকুষীতকাৎ কাশ্যপে। পা ৪।১।১২৪) কুষীতকের অপত্য। (শতপথব্রা° ১৪।৬।৪।১)

কৌষেয় (ত্রি) কৌশেয় পৃষোদরাদিবৎ শকারস্ত ষকারাদেশঃ। রেসমী কাপড়।

"কোষকারশ্চ কৌষয়ে হৃতে বস্ত্রেঽভি জায়তে।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।২৬)

কৌষ্ঠ (ত্রি) কোষ্ঠ বা ভাণ্ডার সম্বন্ধীয়। (শতপথব্রা° ১।১।২।৭)

কৌষ্ঠবিতক (ত্রি) কুষ্ঠবিদি কুষ্ঠবিদ্যায়াং সাধুঃ কুষ্ঠবিদ্-ঠক্ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) দকারস্ত তকারঃ ঠস্ত চ কঃ। যে ব্যক্তি কুষ্ঠবিদ্যা ভালরূপ জানে। কোন কোন বৈয়াকরণের মতে এস্থলে ঠকারের স্থানে ক হইতে পারে না, তাঁহাদের মতে কৌষ্ঠবিদিক শব্দ।

কৌষ্ঠিল্ (ক্লী) একজন বৌদ্ধগ্রন্থকার।

কৌষ্ঠ্য (ত্রি) কোষ্ঠ বা উদর সম্বন্ধীয়।

কৌসল [কৌশল দেখ।]

কৌসলেয় (পুং) কৌসল্যায়া অপত্যং কৌসল্যা-ঠক্। রামচন্দ্র।

কৌসল্যায়নি [কৌশল্যায়নি দেখ।]

কৌসল্য (পুং) কোসলস্যাপত্যং কোসল-ঞ্যঙ্ (বৃদ্ধেৎ কোসলাজাদাঞ্-ঞ্যঙ্। পা ৪।১।১৭১) কোসল দেশীয় রাজার পুত্র। (শতপথব্রা° ৩৫।৪।৪)

কৌসল্যা (স্ত্রী) কোসল-ঞ্যঙ্ টাপ্। ১ কোসলরাজের কন্যা, দশরথ রাজার প্রধানা মহিষী, রামের মাতা। ২ পুরুর পত্নী। ৩ সম্বানের স্ত্রী। (হরিবংশ) [কৌশল্যা দেখ।]

কৌসিদ (ত্রি) কুসীদ সম্বন্ধীয়। (মনু ৮।১৪৩)

কৌসীদ (ত্রি) কুসীদে সাধুঃ কুসীদ-অণ্। বৃদ্ধিজীবী, যে সুদ পাইবার জন্য টাকা কর্জ্জ দেয়।

কৌসীদ্য (ক্লী) কুৎসিতং সীদত্যস্মিন্ সদ-বাহুলকাৎ আধারে শঃ ততঃ স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ আলস্য। ২ তন্দ্রা। কুসীদস্য ভাবঃ কুসীদ ষ্যঞ্। ৩ বৃদ্ধিজীবিকা, সুদ লইয়া টাকা ধার দেওয়া, মহাজনী করা।

কৌসুম (ক্লী) কুসুমেন নির্বৃত্তং কুসুম-অণ্। ১ কুসুমাঞ্জন। কুসুমস্যেদং কুসুম-অণ্। ২ কুসুম সম্বন্ধীয়।

"বিনয়তি সুদৃশো দৃশঃ পরাগং
প্রণয়িনি কৌসুমমাননানিলেন।" (মাঘ ৭।৫৭)

কৌসুমায়ুধ (পুং) কৌসুমঃ কুসুমনির্ম্মিতঃ আয়ুধঃ যস্য বহুব্রী। কামদেব।

কৌসুম্ভ (পুং) কুসুম্ভ স্বার্থে অণ্। ১ অরণ্যকুসুম্ভ, বনকুসুম। ২ একপ্রকার শাক, ইহা অতিশয় কোমল।

"কৌসুম্ভং কোমলং শাকং কাশমর্দ্দবিমর্দ্দিতম্।
পাচিতং তপ্তসুঘৃতে মাণিমন্থবিমিশ্রিতম্॥" (শব্দার্থচিন্তামণি)

কুসুম্ভেন রক্তং কুসুম্ভ-অণ্ (তেন রক্তং রাগাৎ। পা ৪।২।১) ৩ কুসুম্ভরঙ্গে রঞ্জিত।

"কৌসুম্ভং পৃথুকুচকুম্ভসঙ্গিবাসঃ।" (মাঘ)

কৌসুরুবিন্দ (পুং) দশরাত্রসাধ্য যজ্ঞবিশেষ।
(কাত্যায়নশ্রৌ° ২৩।৫।১৮)

কৌসুরুবিন্দি (পুং) কুসুরুবিন্দস্যাপত্যং কুসুরুবিন্দ-ইঞ্। (অত ইঞ্। পা ৪।১।৯৫) কুসুরুবিন্দ মুনির পুত্র উদ্দালক মুনি। (শতপথব্রা° ১২।২।২।১৩)

কৌসৃতিক (ত্রি) কুসৃত্যা কুৎসিতগত্যা চরতি কুসৃতি ঠক্ (চরতি। পা ৪।৪।৮) ১ কুহকী, বাজীকর। ২ শঠ।

কৌস্তুভ (পুং) কুং ভূমিং স্তভ্নাতি ব্যাপ্নোতি কুস্তুভঃ সমুদ্রঃ তত্র ভবঃ কুস্তুভ-অণ্ যদ্বা কুং ভূমিং স্তভ্নাতি ব্যাপ্নোতি সর্ব্বমাক্রম্য তিষ্ঠতি কুস্তুভো বিষ্ণুঃ তস্য অয়ং কুস্তুভ-অণ্। ১ বিষ্ণুর হৃদয়ভূষণ মণি, সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

"দেবতাগণ বলবান্ বিষ্ণুর সাহায্যে সমুদ্রমন্থন করিতে আরম্ভ করিলে সমুদ্র হইতে নানাবিধ বহুমূল্য জিনিষ পাওয়া যায়। বিষ্ণু তাহা হইতে কেবলমাত্র কৌস্তুভটী লইয়াছিলেন।" (হরিবংশ ২৩) ভাগবতের মতে—কৌস্তুভ পদ্মরাগ মণির ন্যায় রক্তবর্ণ ও কোটিসূর্য্যের ন্যায় কিরণশালী।

২ মুদ্রাবিশেষ।

"অনামাঙ্গুষ্ঠসংলগ্না দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকা।
কনিষ্ঠয়ান্যয়া বদ্ধা তর্জ্জন্যা দক্ষয়া তথা॥
বামানামাংচ বধ্নীয়াৎ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমূলকে।
অঙ্গুষ্ঠমধ্যকে ভূয়ঃ সংযোজ্য সরলাঃ পরাঃ।
চতস্রোঽপ্যগ্রসংলগ্না মুদ্রা কৌস্তুভসংজ্ঞিকা॥" (তন্ত্রসার)

ডান হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলটী অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা বদ্ধ করিবে এবং ডান হাতের তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠমূলে বাম হাতের অনামিকাটী বদ্ধ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে অপর চারিটী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সরল ভাবে সংযোজিত করিলে কৌস্তুভ মুদ্রা হয়।

৩ তৈলবিশেষ।

"তৈলাভাবে গ্রহীতব্যং তৈলং যত্তিলসম্ভবম্।
তদ্ভাবেঽতসীস্নেহং কৌস্তুভং সর্ষপোদ্ভবম্॥" কর্কধৃত মণ্ডন।

কৌস্তুভস্থলে কোথায়ও কৌসুম্ভ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পাঠই সঙ্গত।

(পুং) ৪ অলঙ্কার, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ।

কৌস্তুভলক্ষক (পুং) কৌস্তুভঃ লক্ষকঃ যস্য বহুব্রী। বিষ্ণু।

কৌস্তুভলক্ষণ (পুং) কৌস্তুভঃ লক্ষণং যস্য বহুব্রী। বিষ্ণু।

কৌস্তুভবক্ষাঃ [স্] (পুং) কৌস্তুভো বক্ষসি যস্য বহুব্রী। বিষ্ণু।

কৌস্থলপুর (ক্লী) [বহু] শিল্পলিপিবর্ণিত একটী প্রাচীন নগর।

কৌস্ত্র (ক্লী) কুৎসিতা স্ত্রী কুস্ত্রী তস্যা ভাবঃ কুস্ত্রী-অণ্ (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০) কুৎসিতা স্ত্রীর ধর্ম্ম।

কৌহড় (পুং স্ত্রী) কোহড়স্য অপত্যং কোহড়-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) কোহড়ের অপত্য।

কৌহল (পুং স্ত্রী) কোহলস্যাপত্যং কোহল ইঞ্ কোহলের অপত্য।

কৌহলিয়
কৌহলীয় } (পুং) কোহল প্রবর্ত্তিত বেদ শাখা। (গোভিল ৩।৪।২৯)

কৌহলী, একজন অতি প্রাচীন বৈদিক বৈয়াকরণ।
(তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য ২।৫)

কৌহিত (পুং স্ত্রী) কোহিতস্যাপত্যং কোহিত-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) কোহিতের অপত্য।

ক্নুত (ত্রি) ক্নু-ক্ত। গায়ক, যে গান করিতে পারে।

ক্নূয়িতা [তৃ] (ত্রি) ক্নূয়তৃচ্ (ন যঃ। পা ৩।২।১৫২।) যুচ্ নিষেধাৎ। ১ শব্দকারক, সর্ব্বদা শব্দ করাই যাহার স্বভাব। ২ সেচনশীল, সেচন করা যাহার স্বভাব।

ক্য (ত্রি) কঃ প্রজাপতিঃ তস্মৈহিতঃ ক-যৎ। ব্রহ্মার হিতকারক, যাহা হইতে ব্রহ্মার উপকার হয়। "এতান্যেব চত্বারি ক্যানাং ক্যানি।" (শতপথব্রা° ১০।৩।৪।২।৪)

ক্যানিং (প্রকৃত নাম জর্জ ক্যানিং) ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ কবি, বাগ্মী, লেখক, রাজনৈতিক ও মন্ত্রী। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রেল জন্ম ও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট ইঁহার মৃত্যু হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতের গবর্ণর জেনেরল মনোনীত হন। বন্ধুগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভারতে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচিবের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাকে সেই পদ অধিকার করিতে হইল, ভারতে আসা হইল না। তিনি জেনেরল স্কট নামক এক ধনী সৈনিকের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই পত্নী তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে কোটী টাকার সম্পত্তি পান।

ক্যানিং (প্রকৃত নাম চার্লস্ জন ক্যানিং) ভারতের একজন প্রসিদ্ধ গবর্ণর জেনেরল ও ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি। এদেশে ইনি লর্ড ক্যানিং নামে প্রসিদ্ধ। ইনি পূর্ব্বোক্ত জর্জ ক্যানিংএর পুত্র। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ইঁহার জন্ম হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মাতার মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারসূত্রে ভাইকাউণ্ট (Viscount) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই সেপ্টেম্বর ইনি সার্লট ষ্টুয়ার্ট নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই রমণী লেডি ক্যানিং নামে প্রসিদ্ধ। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ক্যানিং পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। প্রসিদ্ধ সাররবার্ট পীল তাঁহাকে লইয়া একটী মন্ত্রীসভা করেন। লর্ড এলেনবরা যখন ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন, তখন তিনি লর্ড ক্যানিংকে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরি করিতে চাহেন। কিন্তু নিজের সম্মানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ক্যানিং তাহাতে সম্মত হন নাই। পার্লেমেণ্টে থাকিয়া তিনি প্রথমে বনবিভাগের ও পরে ডাকবিভাগের মন্ত্রীর কর্ম্ম করিতেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডালহৌসি পদ ত্যাগ করিয়া ভারত হইতে চলিয়া আসিবার কথা হয়। তখন ইংলণ্ডের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি লর্ড ক্যানিংকে ভারতের গবর্ণর-জেনেরেল স্থির করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি লর্ড ডালহৌসী পদত্যাগ করিলেন বটে। কিন্তু তিনি আর একমাস সময় গ্রহণ করেন। ২৯এ ফেব্রুয়ারি লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় পৌছিয়া সেইদিনই গবর্ণর জেনেরলের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

লর্ড ক্যানিং যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন মাননীয় জজ এনসন্ ভারতের প্রধান সেনাপতি। লর্ড ক্যানিং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হইতে লাগিলেন। প্রথম কএকদিন এরূপ পরিশ্রম করেন যে একবারও ঘরের বাহির হন নাই। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরেল ডালহৌসি অযোধ্যা রাজ্যটী ইংরাজ-শাসনাধীন করিয়া যান। লর্ড ক্যানিং প্রথমে অযোধ্যার বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত হইলেন। নবাব ওয়াজিদ্ আলীশা অযোধ্যা হইতে আসিয়া কলিকাতার নিকট মুচিখোলায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা মহারাণীর নিকট দুঃখের কথা জানাইবার জন্য গোপনে বিলাত যাত্রা করিলেন। লর্ড ক্যানিং বিলাতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পত্র লিখিলেন যেন বৃদ্ধা রাণীকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করা হয়।

সেই সময় পারস্যের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটে। সেই অভিযানের ভার অনেকটা লর্ড ক্যানিংএর উপর অর্পিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে আফগানস্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত সন্ধি হইল। এই সকল ব্যাপারে লর্ড ক্যানিংকে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হয়। তিনি সেই সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতিতে মনযোগ করেন। দেশে রেলবিস্তার, রাস্তা ঘাট, খাল ও দেশীয়গণের সামাজিক উন্নতিবিধান করিতে ক্যানিং বিশেষ যত্নবান্ হইলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। লর্ড ডালহৌসির সময় তাহা আইনে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হয়। লর্ড ক্যানিংএর সময় তাহা বিধিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইল।

ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত পেগু রাজ্য ইংরাজদিগের অধিকারে আইসে। লর্ড ক্যানিং আসিয়া দেখিলেন যে সেখানে অন্ততঃ কিছুকাল একদল স্থায়ী সৈন্য রাখা আবশ্যক। সিপাহী সৈন্য পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সিপাহীরা জাহাজে চড়িয়া কোন মতেই সমুদ্রপারে যাইতে চাহিল না। ডালহৌসির সময়েও এইরূপ হইয়াছিল। তিনিও কোনমতে সিপাহীদিগকে সমুদ্রপারে যাইতে রাজি

করিতে পারেন নাই। দুইবার গবর্ণরজেনেরল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সমুদ্রযাত্রায় বাধ্য করিতে পারিলেন না।

লর্ড ক্যানিং বড় পরাস্ত হইবার লোক নহেন। তিনি নিয়ম করিলেন যে অতঃপর যাহারা সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হইবে, তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে সমুদ্রপারে পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারিবেন; চাকরি লইবার পূর্ব্বে এই মর্ম্মে স্বীকারপত্র স্বাক্ষর করিতে হইবে। নিয়ম জারি করিয়া ক্যানিং বিলাতে পত্র লিখিলেন যে নূতন নিয়মে সিপাহীরা অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই; কিন্তু তাহারা যে ভিতরে ভিতরে বিলক্ষণ চিন্তিত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। কোম্পানির চাকরি তখন পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে থাকিত। পুরাতন নিয়মে নিযুক্ত সিপাহীরা বুঝিল যে যদিও তাহাদিগকে সমুদ্রপারে যাইতে হইবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাদের পুত্রপৌত্রদিগকে যে যাইতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভারতের প্রকৃতবীর রাজপুত জাতি সিপাহীর দলে আর প্রবিষ্ট হইতে চাহিল না। সিপাহীগণের মনে ধারণা হইল, এখন হইতে কোম্পানি বাহাদুর তাহাদের জাতিনাশের চেষ্টা করিতেছেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রেলমাসে দেশীয় সৈন্যের ভাব গতিক দেখিয়া লর্ড ক্যানিং বিলাতে বলিয়া পাঠাইলেন যে য়ুরোপীয় সেনায় চারি জন ও ভারতীয়সেনাদলে দুইজন করিয়া অতিরিক্ত ইংরাজ সেনানায়কের প্রয়োজন; কিন্তু বিলাতে সে প্রস্তা-বের বিরুদ্ধে এই উত্তর হইল যে নায়কের সংখ্যা বাড়াইলে তাহারা স্বতন্ত্রদল হইবেন; সাধারণ সেনার সহিত সদ্ভাব কম হইবে। ক্যানিএর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না।

লর্ড ক্যানিং ভারতে আসিবার পূর্ব্বে ভোজ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, "আমি শান্তিপ্রিয়, কিন্তু ভারতের আকাশে হয়ত একখানি হস্ত-পরিমিত মেঘ উঠিয়া সমুদায় দেশকে প্লাবিত করিতে পারে। ইহা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে।" লর্ড ক্যানিংএর সেই আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হইল। তাঁহার শাসন ভারগ্রহণের ঠিক একবৎসর পরে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

[সিপাহীবিদ্রোহ দেখ।]

এক সময়ে অম্বালানগরে কএকদল সেনা হইতে কতক লোক নূতন টোটা লইয়া কাওয়াজ শিক্ষা করিতে আসে। প্রধান সেনাপতি জেনেরল এনসন্ তথায় উপস্থিত ছিলেন। সেনাদলে নূতন টোটা ব্যবহার করিতে ঘোর আপত্তি উঠিল। জেনরেল এনসন্ গতিক দেখিয়া লর্ড ক্যানিংকে বলিয়া পাঠাইলেন যে সেনাদিগের যেরূপ গতিক তাহাতে তাহাদিগকে বুঝান বড় কঠিন। এ অব-স্থায় শিক্ষার্থী সেনাদলকে নিজ নিজ রেজিমেণ্টে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। লর্ড ক্যানিং সে প্রস্তাবে অগ্রাহ্য করিয়া বলেন, এরূপে সিপাহীদিগের জিদ বজায় রাখিলে আমাদের প্রভুত্ব কোথায় থাকিবে?" সিপাহীরা কাওয়াজ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু অসন্তোষের চিহ্ন চারিদিকে লক্ষিত হইল। বারাকপুরে ৩৪শ সংখ্যক পদাতিক দলের যে দুই জন সিপাহী প্রথম বিদ্রোহাচরণ করে, তাহাদের ফাঁসি হয়। বাকি সেনার কিরূপ শাস্তি বিধান হইবে, তাহা লইয়া কথা উঠে। লর্ড ক্যানিং অবশেষে তাহাদিগকে দলচ্যুত করিয়া দিবার হুকুম দেন।* এরূপ গুরুতর অপরাধে এরূপ সামান্য শাস্তি বিধান দেখিয়া ইংরাজ মহলে তাঁহার বড়ই নিন্দা হইল। তাঁহাদের মতে এরূপ সদয় ব্যবহারের জন্যই সিপাহীরা বিদ্রোহ করিতে সাহসী হইয়াছিল। লর্ড ক্যানিং তাহাদের কথার উত্তরে বলেন যে, "ন্যায় চক্ষে যে শাস্তি দিয়াছি, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। অযোধ্যা ও উত্তরপশ্চিমে পরে বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, বঙ্গদেশে আমাদের শাস্তিতে যে কোন ফল হয় নাই, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। যেখানে বিদ্রোহ হইবে, সেইখানেই দলপতিদিগকে শাস্তি দিয়া দলস্থ লোকদের পদচ্যুত করাই আমার কর্ত্তব্য নীতি। তবে যাহাদের নির্দ্দোষতা সাব্যস্ত হইবে, তাহাদিগকে কোন শাস্তিই দেওয়া হইবে না।" এই সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, এমন সময় ১২ই মে মিরাটের বিদ্রোহের সংবাদ আসিল। ক্রমে ক্রমে দিল্লিতে বিস্তার হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, কাণপুর, আলিগড়, এতাবা, মৈনপুরী ও বুলন্দসহরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। জালন্ধরে বিদ্রোহী সেনা লুধিয়ানা লুট করিল। ঝান্সির রাণী বিদ্রোহে যোগ দিয়া ইংরাজসেনাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়ারাজ ইংরাজের সাহায্যার্থ সেনা পাঠাইলেন। তাহারাও শেষ বিদ্রোহী হইল। রাজপুতনায়, সাগরে, জব্বলপুরে, দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদে ও কোলাপুরে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা গেল। চারিদিক্ হইতে যত বিদ্রোহের সংবাদ, যত ইংরাজহত্যার সংবাদ আসিতে লাগিল, ইংরাজকুল ততই উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। দেশীয় লোকের উপর তাঁহাদের বড়ই আক্রোশ বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা সদয় ব্যবহারের জন্যই লর্ড ক্যানিংএর নিন্দা করিতে লাগিলেন। লর্ডক্যানিং দেখিলেন বিপদ্ চারিদিকে। তিনি এই বিপজ্জালবেষ্টিত হইয়াও অচল ও অটল ভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

লর্ড ক্যানিং দেখিলেন যে সিপাহী-সেনাদলের মধ্যেই বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, দেশীয় অধিবাসিগণের তাহাতে সহানুভূতি নাই, তাহারা বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। ইংরাজগণের প্রতিও তাহাদের সহানুভূতি বিলক্ষণ আছে। এ অবস্থায় ইংরাজেরা যদি তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তোলেন। তবে ভারতবাসী ও ইংরাজে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া সমগ্র দেশে যে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইবে, তাহা নির্ব্বাণ করা কাহারও সাধ্য হইয়া উঠিবেনা। সিপাহী-বিদ্রোহ নিবারণ করিবেন কি ইংরাজকে থামাইবেন? এই দুই বিষম চিন্তায় লর্ড ক্যানিংএর মস্তিষ্ক পীড়িত হইতে লাগিল। ক্যানিং ব্যতীত অপর কোন লোক এরূপ ভার বহন করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। এ দেশের সাহেবেরা যাহা বলেন, লর্ড ক্যানিং তাহা শোনেন না। তিনি সকল কথা ইংরাজগণকে খুলিয়া বলিতে পারেন না। এমন বিপদের সময় তাঁহার শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা চাহেন যে কলিকাতার সেনা উত্তরপশ্চিমে বিদ্রোহ দমনে পাঠান হউক। আর সাহেবেরা সখের সেনা হইয়া কলিকাতা রক্ষা করেন। লর্ড ক্যানিং তাহাতে অসম্মত। সাহেবেরা দেশরক্ষার্থ যে সকল প্রস্তাব করেন, লর্ড ক্যানিং তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। কি ইংরাজী কি দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীন সমালোচনা কএক দিনের জন্য বন্ধ হয়। ইংরাজেরা তাহাতে অপমান বোধ করেন। অস্ত্র আইন উভয়ের প্রতি সমান ভাবে লিপিবদ্ধ হয়। সাহেবদিগের জন্য কিছু ইতর বিশেষ করা হয় নাই বলিয়াও সাহেবদিগের আক্রোশ বাড়ে। সাহেব থাকিতে একজন মুসলমানকে পাটনার ডিপুটী কমিশনর করা হয়। সাহেবদিগের তাহাতে দুঃখের সীমা রহিল না। এই সকল কথা জানাইয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কলিকাতার সাহেবেরা ইংলণ্ডের রাণীকে একখানি আবেদন পাঠান। তাহাতে বলা হয় যে, লর্ড ক্যানিংএর দুর্ব্বলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই দেশের এ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। অতএব মহারাণী যেন লর্ড ক্যানিংকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বলেন। আবেদন লর্ড ক্যানিংএর হাত দিয়াই যায়। তিনি উহা কোর্ট অব ডিরেক্টারদিগের নিকট পাঠান। পাঠাইবার সময় টীকা টিপ্পনিতে নিজের যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা লিখিয়া দিলেন। আবেদনে ক্যানিংএর আর কিছু বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই, তবে যখন বিদ্রোহদমন হইল, তখন পার্লেমেন্ট হইতে লর্ড ক্যানিংকে বাদ দিয়া গবর্ণমেণ্টের আর সকল কর্ম্মচারীকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

দিন দিন যেরূপ বিদ্রোহীদিগের দ্বারা সাহেবহত্যার সংবাদ আসিত, তাহাতে সাহেবেরা একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। লর্ড ক্যানিংও সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু অল্পকাল পরেই যে আবার প্রকৃতিস্থ হইতেন, তাহাও বুঝা যায়। তাঁহার দয়া দেখিয়া সাহেবেরা ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে Clemency (করুণাময়) ক্যানিং নাম দিয়াছিলেন। বিলাতের সংবাদপত্রগুলিও এ দেশের সাহেবদিগের সুর ধরিয়া লিখিতে লাগিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ক্যানিং মহারাণীকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে দুঃখ করিয়া বলিয়া ছিলেন, বাহিরের লোকের মনে প্রতিহিংসা এত প্রবল যে তাহারা দোষী ও নির্দ্দোষ প্রভেদ করিতে অক্ষম। যাহারা সমাজের অগ্রণী, যাহাদের দেখিয়া লোক শিক্ষা করিবে, তাহাদের মনের ভাব এরূপ হওয়া প্রার্থনীয় নহে। ৪০ বা ৫০ হাজার লোককে একবারে ফাঁসি দেওয়া বা গুলি করিয়া মারা কখনই সম্ভব বা বিবেচনার কার্য্য নহে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ আইনে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এক বৎসরের জন্য লোপ হয়। ১৪ই জুলাই লর্ড ক্যানিং এ সম্বন্ধে বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন যে দেশীয় ও য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ করা উচিত নয়, এইজন্যই এই আইন সকলের উপর সমান ভাবে প্রয়োগ করা হইবে।

১৫ আইনের মর্ম্ম এইরূপ—গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া কেহ মুদ্রাযন্ত্র রাখিতে পারিবে না। লাইসেন্স না লইলে গবর্ণমেণ্ট সেই ছাপাখানার ভিতর অনুসন্ধান করিয়া তাহা ক্রোক করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্টের আদেশে প্রত্যেক ছাপাখানায় কতকগুলি নিয়ম হইবে। সে নিয়মগুলি সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে। পুস্তকাদিতে মুদ্রাকরের ও প্রচারকের নাম থাকিবে ও তাহার এক একখণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে হইবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন হইতে এক বৎসরকাল এই আইন চলিবে। দেশীয় ও ইংরাজকে এই আইনে সমান করায় সাহেবেরা একেবারে জলিয়া উঠিয়াছিলেন।

একদিকে আইন হইতেছে, অপরদিকে বিদ্রোহ শান্তির বন্দোবস্ত হইতেছে। যে অল্পসংখ্যক ইংরাজসেনা দিল্লী অবরোধ করিতেছিল, তাহাদিগের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে লাগিল। পঞ্জাব হইতে সেনা আনিয়া পেশোবার রক্ষার ভার দোস্ত মহম্মদের উপর দিয়া সেই সেনা দিল্লী-অবরোধে নিযুক্ত করা উচিত—দিল্লীর বিদ্রোহীদল ছড়াইয়া পড়িলে দেশে মহা অনিষ্ট হইবে। সারজন লরেন্সের

এই মত। লর্ড ক্যানিং পেশোবার ছাড়িতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তিনি লিখিলেন, "পেশোবার পরিত্যাগ করিলে অন্য কিছু বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহাতে আমাদের বলের উপর ভারতের লোকের আস্থা কমিয়া যাইবে। ইংরাজের বলের উপর আস্থা কমে, এ সময় তাহা প্রার্থনীয় নহে।"

এইরূপে লর্ড ক্যানিং বিদ্রোহদমন ব্যাপারে যেরূপ মগ্ন, ঠিক সেই সময় আভ্যন্তরিক অসন্তোষ নিবারণে তেমনি ব্যস্ত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইঙ্গ-ভারতীয় সাহেবেরা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে বিরক্ত করিতে লাগিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি বিলাতে লর্ড গ্রিণভিলকে একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে বলেন, "একবার ভারতের একখানা মানচিত্র দেখুন। সমগ্র বাঙ্গালাদেশে বিদ্রোহের পূর্ব্বে যত ইংরাজসেনা ছিল, এখন তাহার অতিরিক্ত নাই। ২৩ হাজার লোক থাকিতেও আমাদিগকে দেশীয় লোকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইতেছে। দেশীয় লোক এখনও ইংরাজভক্ত। তাহারা যাহাতে সেইরূপ থাকে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। ভগবান্ না করুন, কিন্তু যদি আমাদের বলের হ্রাস হয়, তবে তাহাদের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদিগকে ক্রমাগত গালি দিলে কি তাহারা এরূপ রাজভক্ত থাকিবে? আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি ইহা নিবারণের চেষ্টা করুন। আমার রাজনীতি হইতে আমি চ্যুত হইব না। আমি রাগের উপর কার্য্য কোন মতেই করিব না। ন্যায় বিচার করিব, তাহাতে যত কাঠিন্য অবলম্বন করিতে হয় করিব। কিন্তু যতদিন ভারতশাসনের ভার আমার উপর অর্পিত, ততদিন রাগের মাথায় বা অবিবেচনার কোন কার্য্য করিতে দিব না। কি ইংলণ্ডের কি ভারতের কোন সংবাদপত্রের অপবাদে আমি দৃক্‌পাত করি না। কেন করি না, তাহা জানি না। দৃক্‌পাত করিবার সময় নাই বলিয়া ইহাকে অথবা তদপেক্ষা বৃহৎব্যাপারে চিত্ত নিযুক্ত বলিয়াই বোধ হয় এরূপ হয়। আমার প্রতি যদি অযথা আক্রমণ হয়, আপনি তাহার প্রতিবাদ করিবেন। আমার নীতি এই যে, যেথানে বিদ্রোহ লক্ষিত হইবে, তথায় নিষ্ঠুরভাবে তাহার প্রতিবিধান করিব। বিদ্রোহীগণ শাসিত হইলে শান্তভাবে ন্যায়বিচার করিব। রাগের মাথায় লোককে দলে দলে ফাঁসি দিব না অথবা দগ্ধ করিব না। জাতি বা ধর্ম্ম দেখিয়া কখনই ইতর বিশেষ করিব না।"

সেই সময় স্থানে স্থানে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের উপর বিদ্রোহীদিগের বিচারভার অর্পিত হইয়াছিল। কোন কোন বিচারক অত্যন্ত নির্দ্দয় ভাবে শাস্তিবিধান করিতেন। একদিন বঙ্গের ছোটলাট হালিডে সাহেব সাক্ষাৎ করিতে আসিলে লর্ড ক্যানিং তাঁহাকে এইরূপ বিচারের একখানি কাগজ দেখান। হালিডে বলিলেন, "লোকেরা আপনাকে অত্যন্ত দয়াবান্ বলিয়া নিন্দা করে। ইহা দেখিলে তাহাদের ধারণা হইবে, আপনার শাসনে কিরূপ নিষ্ঠুরাচরণ হইতেছে। ইহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিন। নিন্দাকারীদিগের তাহাতে মুখ বন্ধ হইবে।" লর্ড ক্যানিং উত্তরে বলিলেন যে, "আমার শত শত নিন্দাবাদ হউক, কিন্তু ইংরাজের এরূপ কলঙ্কের কথা প্রচার করিতে পারিব না। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছি।" এই বলিয়া কাগজখানি দেরাজে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে তিনি স্বজাতিকে কত ভালবাসিতেন। এই জন্যই দেশীয়লোক তাঁহার Canning the Just (ন্যায়বান্ ক্যানিং) উপাধি দিয়াছিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ। বিদ্রোহ তখন বঙ্গদেশে নাই। নানাপ্রকার গোলোযোগে উত্তরপশ্চিমের অনেক স্থান অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রধান সেনাপতির নিকট থাকিলে কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া লর্ড ক্যানিং আল্লাহাবাদে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও চিন্তায় লর্ড ক্যানিংএর শরীর ভগ্ন হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার পত্নী লেডী ক্যানিং তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। ক্যানিং তাহাতে সম্মত হইলেন না। কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন যে, 'কার্য্যে বসিলে দিন রাত্রি কোথা দিয়া যাইত, তাহা তিনি জানিতেন না। ১০ই জানুয়ারি রাত্রি ২টা হইতে বেলা একটা পর্য্যন্ত কিছুমাত্র আহার না করিয়া অনবরত পরিশ্রম করিয়া শেষে অবসন্ন হইয়া পড়েন। মস্তিষ্কের কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। শীঘ্রই কিন্তু আরোগ্যলাভ করিলেন। এরূপ আরও দুই একবার হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড ক্যানিং তথাপি পরিশ্রমে ক্ষান্ত হন নাই।' পত্নী লেডি ক্যানিং তাঁহার সহিত রাত্রি জাগরণ করিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। লেডি ক্যানিং রাজকীয় গোপনীয় পত্রাদি নিজে নকল করিয়া দিতেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লর্ড পামরষ্টন্ বিলাতের পার্লেমেণ্টে প্রস্তাব করেন যে ভারতের শাসনকার্য্যে কোম্পানির হস্ত হইতে ইংলণ্ডরাজের কর্ত্তৃত্বাধীন করা আবশ্যক। ইহার কিছুদিন পরে লর্ড ক্যানিং পদত্যাগ করিবেন কিনা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু বিলাতে লর্ড-সভার

সভ্যগণ তাঁহাকে কার্য্য করিতে অনুরোধ করায় তিনি আর পদত্যাগ করিলেন না। ভারতে ইংরাজের দুঃখরবি অস্তমিত হইল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে লক্ষ্ণৌ ইংরাজের অধিকৃত হইলে, লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করিলেন, যাহারা ইংরাজরাজের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাদের জমি ছাড়া অপর সমস্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বাজেআপ্ত করিবেন। বিদ্রোহীদলের যাহারা অবিলম্বে শরণাগত হইবে, তাহারা যদি ইংরাজহত্যা না করিয়া থাকে, তবে তাহাদের জীবনের কোন আশঙ্কা নাই, যাহারা ইংরাজরাজ্যস্থাপনের সহায়তা করিবে, তাহাদের পূর্ব্ব অধিকার প্রত্যর্পণ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিবেচনা করিবেন। এই ঘোষণায় অনেক সুফল ফলিল। কিন্তু বিলাতে মন্ত্রিবর লর্ড এলেন্‌বরা ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিলেন।

এদিকে ভারতরাজ্য কোম্পানির হস্ত হইতে ইংলণ্ড-রাজের অধীন করিবার জন্য পার্লেমেণ্টে নানা তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। লর্ড এলেন্‌বরা বলিলেন যে, অগ্রে দেশে শান্তি স্থাপিত হউক, তবে এ সকল বিষয়ের বিচার হইবে। কিন্তু তাঁহার কথা টিকিল না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট ভারতরাজ্য পার্লেমেণ্টের অধীন করিবার আইন পাস হইয়া গেল। ইংলণ্ডে ভারতসচিব নামক স্বতন্ত্র মন্ত্রীর হস্তে সমস্ত ভার অর্পিত হইল। তিনি পার্লেমেণ্টের সভ্য থাকিবেন। তাঁহার অধীনে ভারতে একজন Viceroy অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি থাকিবেন। এই কথা ভারতবাসীকে জানাইবার জন্য ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইল। [কোম্পানি দেখ।]

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে এই ঘোষণাপত্র লর্ড ক্যানিংএর নিকট পৌছিল। সেই সঙ্গে মহারাণীর এক পত্র আসিল। তাহাতে লর্ড ক্যানিং রাজপ্রতিনিধি মনোনীত হইলেন। মহারাণী স্বহস্তে ভারতরাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন, এই ঘোষণাপত্র ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ১লা নবেম্বর ভারতে প্রচারিত হইল। ইংরাজহত্যারে অপরাধে অপরাধী ব্যতীত ঘোষণাপত্রে অপর সমস্ত বিদ্রোহীর অপরাধ ক্ষমা করা হইল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে লর্ড ক্যানিং নিজে আর একটী ঘোষণা প্রচার করিলেন; তাহাতে বিদ্রোহীদিগকে আত্মসমর্থন করিবার সময় দেওয়া হয়।

সিপাহী বিদ্রোহ তখন একপ্রকার থামিয়াছে। এদিকে আর এক বিদ্রোহ উপস্থিত। যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া সিপাহী বিদ্রোহের শান্তি হইল, সেই ইংরাজ সেনাগণ খেপিয়া উঠিল। ভারতশাসন কোম্পানির হস্ত হইতে ইংলণ্ডেশ্বরীর হস্তে গেল বটে, তাহাতে লোকজনের কোন পরিবর্ত্তনই হইল না। যে যে কর্ম্ম করিতে ছিল, সে সেই কর্ম্মই করিতে লাগিল। কোম্পানির সেনা রাজসেনা হইয়া গেল। এখন সেনাদল বলে, "আমরা কোম্পানির চাকর। আমাদিগের সম্মতি না লইয়া আমাদিগকে রাজার অধীন করা হইল। অতএব আমাদিগকে হয় ছাড়িয়া দাও, না হয় নূতন নিয়োগের জন্য নূতন পারিতোষিক মুদ্রা দেওয়া হউক।" আল্লাহাবাদ, মিরাট প্রভৃতি স্থানে গোরা খেপিয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্টকে অগত্যা দশসহস্র সেনাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। তাহাতে গোরা বিদ্রোহ একপ্রকার শান্ত হয়।

এখন লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় আসিয়া আভ্যন্তরিক ব্যাপারে মনোযোগী হইলেন। বিদ্রোহ ব্যাপারে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। এখন রাজকোষ শূন্য প্রায়। কি করিয়া শাসন চলিবে। কি উপায়ে অর্থাগম হয়, তজ্জন্য বড় লাট বিষম চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। একজন ভাল রাজস্ব-কর্ম্মচারীর জন্য বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলেন। জেমস্‌উইলসন্ সাহেব ভারতে প্রেরিত হইলেন। সেই সময় সারবার্টল ফ্রিয়ার নামক আর একজন কৌন্সিলের সভ্য প্রেরিত হন। ফ্রিয়ার সাহেব ক্যানিংএর বিশেষ সহায়তা করেন। ইহারই গুণে ভারতীয় সাহেবগণ ক্যানিংএর প্রতি বীতরাগ হন।

তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বে লর্ড ক্যানিং উত্তরপশ্চিমে গমন করেন। মে মাসে বিদ্রোহের পূর্ণশান্তির সংবাদ পাওয়া যায়। যে সকল রাজারা বিদ্রোহদমনে সহায়তা করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে পুরস্কার ইত্যাদি দিবার জন্য লর্ড ক্যানিং স্থানে স্থানে দরবার করেন। অযোধ্যা, কানপুর, দিল্লী, অম্বালা, পেশোবার, খাইবারপাস প্রভৃতি নানা স্থানে দরবার হয়। ইতিপূর্ব্বে দেশীয় রাজগণের উত্তরাধিকারী না থাকিলে দত্তকগ্রহণের অনুমতি ছিল না। এখন সেই অনুমতি দেওয়াতে দেশীয় রাজগণের মনে বিশ্বাস হইল যে ইংরাজেরা তাঁহাদের অধিকার কাড়িয়া লইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১এ মে লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

সেই সময় নীলকর সাহেবদিগের সহিত প্রজাদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়; অস্ত্র আইন লইয়াও সাহেবদিগের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন হইতে থাকে, এবং মহারাণীর সেনার সহিত ভারতীয় সেনার সম্মিলনের সকল বন্দোবস্তও এই সময় করিতে হয়। এই সকল বিষয়ে যথাযথ মীমাংসা করিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে বড়লাট আবার উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে গমন করেন। পাটনায় কএকজন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জব্বলপুরে গিয়া একটী দরবার করেন।

গোয়ালিয়াররাজ সিন্ধিয়া ও ইন্দোরের অধিপতি হোলকার প্রভৃতি মহারাষ্ট্র রাজগণ তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যানিং কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় পুরাতন সদর দেওয়ানি ও সুপ্রিমকোর্ট একত্র করিয়া হাইকোর্ট নাম দেওয়া হইল। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভারও অনেক পরিবর্ত্তন হইল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া-কৌন্সিল-এক্ট আইনে ভারতের গবর্ণর জেনেরলের উপর কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়। তদনুসারে লর্ড ক্যানিং রাজকার্য্যের কএকটী স্বতন্ত্র বিভাগ করেন। হোমডিপার্টমেণ্ট, রাজস্ব ও কৃষি বিভাগ, ধন ও বাণিজ্যবিভাগ, সমরবিভাগ ও পূর্ত্ত বিভাগ। এই সকল বিভাগের ভার ভিন্ন ভিন্ন সভ্যের হস্তে দেওয়া হইল। ফরেণ বা বৈদেশিক বিভাগ বড়লাটের নিজের তত্ত্বাবধানে রহিল। এই বিভাগে দেশীয় রাজগণের কার্য্য কলাপ আলোচিত হয়।

লর্ড ক্যানিং দেশীয় ও য়ুরোপীয় সেনার এইরূপ অনুপাত বান্ধিয়া দিলেন, যে দুইটী দেশীয় ও একটী করিয়া য়ুরোপীয় সেনাদল থাকিবে। তাহাতে তখন য়ুরোপীয় সৈন্যসংখ্যা ৭০০০০ হইল ও দেশীয় সৈন্য সংখ্যা ১৩৫০০০ হইল। পূর্ব্বে এদেশে যে য়ুরোপীয় সৈন্যসংগ্রহ হইত, তাহা বন্ধ হইল।

পূর্ব্ব হইতেই গবর্ণমেণ্টের ঋণ ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। বিদ্রোহের পর আরও বাড়িল। নূতন রাজস্ব সচিব উইল্‌সন সাহেব আয়বৃদ্ধির নানা উপায় করিতে লাগিলেন। ইন্‌কম্ টেক্স (আয়কর) স্থাপিত হইল। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে, সে প্রদেশে যখন বিদ্রোহ হয় নাই, তখন সেখানকার লোকেরা সে টেক্স দিবে কেন? কিন্তু তাঁহাদের কথা টিকিল না। উইলসন সাহেবের পর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লেংসাহেব ভারত-সচিব হন। তিনি নানা বিষয়ে নানা ব্যয়সংকোচ করিয়া রাজস্বের আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিয়া দেন।

অযোধ্যায় রাজপুতদিগের মধ্যে তখন শিশুহত্যা হইত। লর্ড ক্যানিং তাহা নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে লক্ষ্ণৌয়ে দরবার করেন, ও একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া এ প্রথা উঠাইবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। তালুকদারগণ তাহাতে সম্মত হইলেন। ১০ই নবেম্বর ক্যানিং কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। লর্ড ক্যানিং উত্তরপশ্চিমে গমন করিলে লেডি ক্যানিং দার্জ্জিলিং বেড়াইতে যান। প্রত্যাগমন-সময়ে পথে তাঁহার জ্বর হয়। কলিকাতায় আসিলে দেখা গেল জ্বর সামান্য নহে। ১৮ই নবেম্বর প্রাতঃকালে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। সুখ দুঃখের সঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুতে ক্যানিংএর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ লর্ড এলগিন্ নূতন গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিলেন। এক সপ্তাহ পরে ন্যায়বান্, দয়ালু, উদারপ্রকৃতি লর্ড ক্যানিং বিলাতযাত্রা করিলেন। যাইবার সময় কি দেশীয়, কি সাহেবমণ্ডলী সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়া বিদায় দিলেন। যে শোকে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া ছিল, তাহাতেই ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

ক্যান্নানোর (দেশীয় নাম কণ্ণুর বা কন্নূর অর্থাৎ কৃষ্ণনগর।) মান্দ্রাজ প্রদেশের মলবারজেলার অন্তর্গত একটী নগর ও বন্দর; অক্ষা° ১১°৫১´১২´´ উঃ দ্রাঘি° ৭৫°২৪´৪৪´´ পূঃ। এখানে প্রায় ২৭ হাজার লোকের বাস। তন্মধ্যে মুসলমান ও হিন্দুর সংখ্যাই অধিক।

প্রবাদ এইরূপ প্রথমে এই নগর চেরমান পেরুমালের বংশীয়দের অধিকারে ছিল, তাঁহাদের নিকট হইতে মাপিল্লা রাজারা নগরটী দখল করেন।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো ডি গামা এখানে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহার সাতবর্ষ পরে এখানে পর্ত্তুগীজদিগের কুঠি স্থাপিত হয়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণকারী বার্থেমার লিখিত বিবরণপাঠে জানা যায়, তৎকালে এখানে পর্ত্তুগীজরাজের একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। (Travels of Lodovico de Varthema in 1510, published in Hack. Soc.)

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরাও এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এই দুর্গটী ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহাদেরই অধিকারে থাকে, তৎপরে হায়দার আলীর সৈন্যেরা দখল করিয়া লয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানি আক্রমণ করেন, এখানকার অধীশ্বরী ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। সাতবর্ষ পরে ইংরাজেরা একবারে অধিকার করিয়া লইলেন, তখন হইতে এখানে মলবার জেলার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সৈনিকনিবাস স্থাপিত হইল। এখানে ইংরাজ ও দেশীয় উভয় প্রকার সৈন্যদল আছে। দুর্গের কিছুদূরে সমুদ্রের ধারে মাপিল্লা রাজগণের নিবাস আছে। এখানে পূর্ব্বতন রাজগণের বংশধরেরা বাস করিতেছেন।

ক্যাম্বু (স্ত্রী) ক্যং প্রজাপতি-হিতং অম্বু যত্র বহুব্রী। তত উঙ্। অল্পজলযুক্ত পুষ্করিণী প্রভৃতি।

"ক্যাম্বুরত্র রোহতু শাণ্ডদূর্ব্বা ব্যল্কশা।" (অথর্ব্ববেদ ১৮।৩।৬)

ক্রকচ (পুং ক্লী) ক্র ইতি কচতি শব্দায়তে ক্র-কচ্ অচ্। ১ গ্রন্থিলবৃক্ষ। (মেদিনী) ২ করপত্র, করাত।

"মধ্যেন পাটয়ামাস ক্রকচো দার্ব্বিবোচ্ছ্রিতম্।"
(ভারত ৩।২২।৩৪)

৩ জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত যোগবিশেষ।

"ত্রয়োদশস্যুর্মিলনে সংখ্যায়োস্তিথিবারয়োঃ।" (নারদ)

বারের ও তিথির সংখ্যা যোগ করিলে যদি ১৩ হয়, তবে ক্রকচ নামক যোগ হয় অর্থাৎ শনিবারে ষষ্ঠী, শুক্রে সপ্তমী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, বুধে নবমী, মঙ্গলে দশমী, সোমবারে একাদশী ও রবিবারে দ্বাদশী হইলে ক্রকচযোগ হইয়া থাকে। এই যোগে কোন মঙ্গলকার্য্য করিবে না।

ক্রকচচ্ছদ (পুং) ক্রকচ ইব ছদো যস্য বহুব্রী। ১ কেতকী-বৃক্ষ। ক্রকচদল প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ক্রকচপত্র (পুং) ক্রকচ ইব পত্রমস্য বহুব্রী। ১ শাকবৃক্ষ, সেগুন। ২ কেতকী বৃক্ষ।

ক্রকচপাৎ [দ্] (পুং) ক্রকচইব পাদোযস্য বহুব্রী, অন্ত্য-লোপঃ। কৃকলাস, কাঁকলাস।

ক্রকচপাদ (পুং) ক্রকচ ইব পাদো যস্য বহুব্রী বিকল্পে ন অন্ত্যলোপঃ। কৃকলাস। (হারাবলী)।

ক্রকচপৃষ্ঠী (স্ত্রী) ক্রকচ ইব পৃষ্ঠং যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ ঙীষ্। কবরী মৎস্য, কইমাছ। এই মাছের পিঠে করাতের মত একটী শির আছে বলিয়া ইহার ক্রকচপৃষ্ঠী নাম হইয়াছে।

ক্রকচব্যবহার (পুং) গণিতবিশেষ, যাহা দ্বারা কার্য্যানু-সারে করাতীর বেতন নির্ণয় করা যায়। [ক্ষেত্র দেখ।]

ক্রকচা (স্ত্রী) ক্রকচস্তদাকারো• ঽস্ত্যস্যাঃ ক্রকচ অর্শ আদি-ত্বাৎ অচ্ ততষ্টাপ্। কেতকী। (রত্নমালা)

ক্রকটোয়া, যবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী একটী লুপ্তদ্বীপ। এই স্থান পূর্ব্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২০০০ হাত উচ্চে ছিল। কিন্তু ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৬এ আগষ্ট তারিখে যবদ্বীপের পাহাড় হইতে অতি ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতহয়। ঐতিহাসিক ও ভূতত্ব-বিদেরা বলিয়া থাকেন, সেরূপ অগ্ন্যুৎপাত আর কখনও কোন স্থানে হয় নাই। সেই অগ্ন্যুৎপাতে ক্রকটোয়াদ্বীপ বিস্তৃত নগরকানন ও শত শত প্রাণীসহ কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র নাই। তথায় এখন ভারত মহাসাগরের অতলস্পর্শী জল প্রবাহিত হইতেছে। [যবদ্বীপ দেখ।]

ক্রকণ (পুং) ক্র ইতি কণতি শব্দায়তে কণ্-অচ্। পক্ষীবিশেষ, কয়ার, স্থানভেদে করা-করা বলে। ইহার মাংস—রুচিকর ও লঘুপাক। [ক্রকর দেখ।]

ক্রকর (পুং) ক্র ইতি শব্দং কর্ত্তুং শীলমস্য ক্র-কৃ-তাচ্ছীল্যে অচ্। ১ করীর বৃক্ষ, উট্‌কাটার। ২ ক্রকণ পক্ষী, কয়ার পাখী। পর্য্যায়—কৃকণ, ক্রকণ, কৃকর। ইহার মাংসগুণ—বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, মেধ্য, বৃষ্য, অগ্নি ও বলবৃদ্ধিকারক, লঘু-পাক ও রুচিকর।

"চোরয়িত্বাতু পত্রোর্ণং ক্রকরত্বং নিযচ্ছতি।"
(ভারত অনু, ১১১ অঃ)

৩ করাত। ৪ দরিদ্র।

ক্রকুচ্ছন্দ (পুং) ভদ্রকল্পের ৫ জন বুদ্ধের মধ্যে প্রথম বুদ্ধ। স্বয়ম্ভুপুরাণে লিখিত আছে—

"বিশ্বভুর নির্ব্বাণের পর ক্ষেমবতী নগরে ক্রকুচ্ছন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ জন্মে। তিনি শিরীষবৃক্ষমূলে তৃণাসনে বসিয়া কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন এবং তপোবলে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার প্রধান শিষ্যের নাম জ্যোতিঃপাল।

বোধিজ্ঞান লাভ করিবার পর ক্রকুচ্ছন্দ নানাস্থানে নানা লোকের মধ্যে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি কিছুকাল নেপালের পদ্মপুরে অবস্থান করেন, তথা হইতে শিষ্য ও ভক্তগণ সঙ্গে দুর্গম শঙ্খগিরিতে উপস্থিত হন। এই শঙ্খগিরির একটী বিস্তৃত গুহায় তিনি শিষ্যগণকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণপ্রবর গুণধ্বজ, ক্ষত্রিয়রাজ অভয়নন্দ প্রভৃতি মহাত্মারা বোধিজ্ঞান পাইবার জন্য ক্রকুচ্ছন্দের শরণাপন্ন হন। এইখানে ভগবান্ ক্রকুচ্ছন্দ শিষ্যদিগকে পোষধব্রতের অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা দেন। তিনি বলেন, 'অদত্ত বস্তু গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য্যের বিপরীত আচরণ, মদ্যপান, নৃত্য, গীত, পুষ্পমালা-সুগন্ধি-অলঙ্কার-ধারণ, পর্য্যঙ্কে শয়ন ও অসময়ে আহার ভিক্ষুর একান্ত নিষিদ্ধ। যিনি এই নিয়ম পালন না করেন, তাঁহার বিস্তর প্রত্যবায় ঘটে, যিনি মন দিয়া পালন করেন, তাঁহার দৈব সাক্ষাৎকার, দৈববাণী শ্রবণ, অন্যের মনের ভাব জানিবার ক্ষমতা, পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি ও অলৌকিক কার্য্যসাধনের ক্ষমতা জন্মে।' তৎপরে তিনি ৩৭টী ধর্ম্মপ্রচার করেন। তাহা এই—স্মৃতি-লাভের ৪, সংপ্রহাণকের ৪, অনৈসর্গিক কার্য্য করিবার ৪, ইন্দ্রিয়ের ৫, শক্তিলাভের ৫, বোধিধর্ম্মলাভের ৭, ও নানা-প্রকার জ্ঞানলাভের ৮টী উপায়।" (স্বয়ম্ভুপুরাণ ৪ অঃ)

অবদানশতকে লিখিত আছে—"ক্রকুচ্ছন্দের নির্ব্বাণের পর রাজা শোভিত শোভবতীনগরে তাঁহার কেশ ও নখের উপর একটী বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।" (অব• শ• ৮৭)

খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীর প্রারম্ভে চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ক্রকুচ্ছন্দের জন্মস্থান দর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মতে 'সেই জন্মস্থানের নাম 'ন-পি-ক'; ইহা শ্রাবস্তীনগরীর ১২ যোজন দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। যেখানে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ

হইয়াছিল এবং যেখানে ভগবান্ নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেখানে কতকগুলি স্তূপ নির্ম্মিত হয়।' (ফো-কো-কি ১১) চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্-সিয়াং আসিয়াও এখানে স্তূপ ও অশোকরাজ-প্রতিষ্ঠিত ২০ হাত উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভে লিখিত ক্রকুচ্ছন্দের নির্ব্বাণকাহিনী দেখিয়া যান। (সি-যু-কি ৬)। [ক্ষেমবতী ও কেশবতী দেখ।]

ক্রতু (পুং) ক্রিয়তে ২সৌ কৃ-কতু (কৃঞঃ কতুঃ। উণ্ ১।৭৮) ১ সপ্তঋষির মধ্যে একজন। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, ব্রহ্মার হস্ত হইতে ইঁহার উৎপত্তি হয়। (মহাভারত ১।৬৫।১০) কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা ক্রিয়া ইঁহার পত্নী। ক্রিয়ার গর্ভে ইঁহার ঔরসে ষাট্‌হাজার বালখিল্য মুনি জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগবত ৪।১।৩৮।) ২ বিশ্বেদেববিশেষ, ব্রহ্মার মানসপুত্র। (হরিবংশ)।

"যাবৎ ক্রতুরয়মস্মাল্লোঁকাৎ প্রৈত্যেবং ক্রতুরমুং লোকং প্রেত্য সম্ভবতি" (শতপথব্রা° ১০।৬।৩।১)

৩ সোমরসসাধ্য যূপযুক্ত যজ্ঞ। ৪ বিষ্ণু।

"যজ্ঞ ইজ্যো মহেজ্যশ্চ ক্রতুঃ সত্রং সতাংগতিঃ।" (বিষ্ণুসংহিতা)

৫ সংকল্প, বর্দ্ধিত বিষয়াভিলাষ।

"কামঃ ক্রতুঃ কর্ম্মজন্মেত্যেবমেষাং ক্রমো ভবেৎ।
পুংসো যা বিষয়াপেক্ষা সকাম ইতি ভণ্যতে॥
সএব বর্দ্ধমানশ্চেৎ ক্রতুত্বং প্রতিপদ্যতে।"

৬ রুচির আধিক্য, অতিশয় অভিলাষ।

৭ স্তুতি প্রভৃতি কর্ম্ম।

"পুরুষ্টুত! ক্রত্বা নঃ স্বস্তি।" (ঋক্ ৪।২১।১০)

'ক্রত্বা কর্ম্মণা স্তবনাদিহেতুনা' সায়ণ।

৮ প্রজ্ঞা, নিশ্চয়।

"অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি। তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত॥" (ছান্দগ্যোপনিষদ্)

'স ক্রতুং কুর্ব্বীত ক্রতুর্নিশ্চয়োঽধ্যবসায়শ্চ এবমেব নান্যথেতি অবিচলঃ প্রত্যয়ঃ তং কুর্ব্বীত।' ভাষ্য।

৯ আষাঢ় মাস। এই মাসে চাতুর্মাস্য প্রভৃতি অনেক যজ্ঞের বিধান আছে বলিয়া মাসের 'ক্রতু' নাম হইয়াছে।

"বাজায় স্বাহা প্রসবায় স্বাহা পিজায় স্বাহা ক্রতবে স্বাহা" (বাজসনেয়স° ১৮।২৮।) 'ক্রতবে যাগরূপায় চাতুর্মাস্যাদিযাগপ্রাচুর্য্যাৎ ক্রতুরাষাঢ়ঃ' (মহীধর)।

১০ অশ্বমেধ যজ্ঞ।

"যজেত রাজা ক্রতুভি র্বিবিধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ।
ধর্ম্মার্থঞ্চৈব বিপ্রেভ্যো দদ্যাদ্ ভোগান্ ধনানি চ॥" (মনু ৭।৭৯)

১১ ইন্দ্রিয়। ১২ একজন প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। হেমাদ্রি, বিজ্ঞানেশ্বর, মাধবাচার্য্য প্রভৃতির গ্রন্থে ক্রতুস্মৃতির মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

ক্রতুকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) যাগযজ্ঞ।

ক্রতুজিৎ (পুং) একজন ঋষি। (কাঠকস°)

ক্রতুদোষনুৎ [দ্] (পুং) ক্রতুনাং ইন্দ্রিয়াণাং দোষং নুদতি দূরীকরোতি ক্রতু-দোষ-নুদ্-ক্বিপ্। প্রাণায়াম। প্রাণায়াম করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দোষ নষ্ট হয় বলিয়া "ক্রতুদোষনুৎ" নাম হইয়াছে। (শব্দচিন্তামণি)।

ক্রতুদ্রুহ (পুং) ক্রতবে দ্রুহ্যতি দ্রুহ্-ক্বিপ্। অসুর। (জটাধর)

ক্রতুদ্বিট্ [ষ্] (পুং) ক্রতবে-দ্বেষ্টি দ্বিষ-ক্বিপ্ (সৎসুদ্বিষ-দ্রুহ-দুহ-যুজ-বিদ ভিদ-চ্ছিদ-জি-নী-রাজামুপসর্গে২পি। পা ৩।২।৬১।) ১ অসুর। (ত্রিকাণ্ড°) ২ নাস্তিক।

ক্রতুধ্বংসী [ন্] (পুং) ক্রতুং দক্ষযজ্ঞং ধ্বংসয়তি-ক্রতু-ধ্বংস-ণিচ্ ণিনি। যিনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করাইয়াছেন, শিব।

কোন যজ্ঞ উপলক্ষে দেবগণের নিমন্ত্রণ ছিল, দক্ষ সকলের শেষে সভায় গমন করেন, তাঁহাকে দেখিয়া ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শিবও সেই সভায় ছিলেন, কিন্তু তিনি উঠিলেন না। কনিষ্ঠ জামাতা ত্রিলোচনের এই অসভ্যতা দেখিয়া দক্ষ চটিয়া গেলেন, তিনি তাহার পর হইতে শিবের অবমাননার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরিশেষে একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। শিবের অপমান করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। মহাধুম ধামের সহিত যজ্ঞের আয়োজন হইতে লাগিল। ভূচর, খেচর, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল নিমন্ত্রিত হইল, কিন্তু কৈলাসে কোন সংবাদও পাঠান হইল না। শিব জানিতে পারিয়া মনে মনে হাসিলেন। সতীর নিকটেও দক্ষযজ্ঞের সংবাদ পৌঁছিল, তিনি বাপের বাড়ী যজ্ঞ দেখিতে যাইবার জন্য বিদায় লইতে ভোলানাথের নিকট উপস্থিত হইলেন, শিব তাঁহাকে যজ্ঞে যাইতে নিষেধ করিলেন। সতী কাঁদিয়া আকুল, অগত্যা ত্রিলোচন তাঁহাকে যজ্ঞে যাইতে অনুমতি দিলেন। সতী দক্ষযজ্ঞে গমন করিলেন, তথায় প্রাণপতি ভূতপতির নিন্দা শুনিয়া দেহ পরিত্যাগ করেন। শিব সতীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ক্রোধভরে মাথার জটা ছিঁড়িয়া ফেলেন। সেই জটা হইতে একটী বীরপুরুষ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বীরভদ্র। ত্রিলোচন তাহাকে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিতে অনুমতি করেন। বীরভদ্র শিবের আজ্ঞা পাইয়া ভূতপ্রেত প্রভৃতি সৈন্যসামন্তের সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে লুটপাট করিয়া যজ্ঞভঙ্গ

তৎপরে ব্রহ্মাকে, তৎপরে উদ্গাতাকে এবং তৎপরে হোতাকে দীক্ষিত করিবেন ইত্যাদি। (২) কোনস্থলে অর্থ অনুসারে অর্থাৎ কার্য্যের সামর্থ্য স্থির করিয়া শ্রুতির পাঠক্রম লঙ্ঘন করিয়াও অন্যরূপ ক্রম অবলম্বন করিতে হয়, ইহাকে আর্থিক ক্রম বলে। (৩) যে প্রকার বিধি আছে যে, জন্মের পরে বর দিবে, অঞ্জলি করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবে এবং অভিনন্দিত করিবে। এইস্থলে পাঠক্রম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে অভিনন্দন, তৎপরে গ্রহণ এবং তৎপরে বরদান, এই প্রকার ক্রম অবলম্বন করিবে। (৪) যেরূপ প্রথম বিধান অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, পরে চরুপাক করিবে, কিন্তু চরু না হইলে যজ্ঞ হওয়া অসম্ভব বলিয়া আর্থিকক্রম অবলম্বন করিয়া প্রথমে পাক, পরে অগ্নিহোত্রযাগ করিতে হয়। (৫)

কোনস্থলে বিধি বাক্যে যেরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য থাকে, সেই প্রকার ক্রমই অবলম্বন করিতে হয়, তাহাকে বাচনিক ক্রম বলে। যেরূপ দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞে সমিধ্‌যজ্ঞ, তনূনপাত যজ্ঞ, ইড়যজ্ঞ, বর্হিযজ্ঞ, ও স্বাহাকার যজ্ঞের বিধান আছে, বাক্যানুসারেই এইস্থলে প্রথমে সমিধ্ যজ্ঞ, তৎপরে তনূনপাত যজ্ঞ ইত্যাদি ক্রম অবলম্বন করিবে। (৬)

কোন স্থলে প্রথম প্রবৃত্তি অনুসারেই ক্রম করিবে। যে প্রকার বাজপেয় যজ্ঞে ১৭টী পশু প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দিবে এবং প্রোক্ষণ প্রভৃতি করিবার বিধান আছে, এস্থলে প্রথম প্রবৃত্তি অনুসারে ক্রম অবলম্বন করিবে। (৭) কোন স্থলে স্থানানুসারে ক্রম করিতে হয়। সন্তানকামনায় ২১টী অতিরাত্রযাগ ও বলকামনায় ২৭টী অতিরাত্রযাগ করিবার বিধান আছে, এস্থলে স্থানানুসারে ক্রম অবলম্বন করিবে। এই প্রকার সোমযাগবিশেষে তিনটী পশু বলি দিবার বিধান আছে, কিন্তু প্রথমে অগ্নীষোমীয় পশু হিংসা করিলে সবনীয় স্থান নষ্ট হয় বলিয়া তাহা না করিয়া প্রথমে সবনীয়কে হিংসা করিতে হয়। (৮)

কোন কোন স্থলে গৌণমুখ্য বিবেচনা করিয়া মুখ্য কার্য্যটীর প্রথম কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে হয়, ইহাকে মুখ্যানুক্রম বলে। যথা—সরস্বতী ও সরস্বান্ দেবতার উদ্দেশ্যে দুইটী সারস্বত যাগ করিবার বিধান আছে, এই স্থলে স্ত্রী দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ তাহার প্রাধান্য বলিয়া প্রথমে সরস্বতী দেবতার উদ্দেশ্যে সারস্বতযাগ, তৎপরে সরস্বান্ উদ্দেশ্যে সারস্বতযাগ করিবে। (৯)

১০ বিন্যাস। "উৎক্রান্তবর্ণক্রমধূসরাণাম্।" (রঘু)

১১ বৎসপ্রীর পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১৮।১।) ১২ পরিপাটী, যথোচিত সন্নিবেশ। (ক্লী) ১৩ চরণ। বিশ্বমতে চরণ বুঝাইতে ক্রম শব্দ উভয়লিঙ্গ। ১৪ কর্দ্দম।

(ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমং চরণপঙ্কয়োঃ। বিশ্ব)

ক্রমক (ত্রি) ক্রমং বেদপাঠং অধীতে বেত্তি বা ক্রম-বুন্ (ক্রমাদিভ্যো বুন্। পা ৪।২।৬১) ১ যে ব্যক্তি ক্রম অধ্যয়ন করে। ২ ক্রমজ্ঞ, যে ক্রম জানে।

ক্রমজ (ত্রি) ক্রম নিয়মে উৎপন্ন। (অথর্ব্বপ্রাতি° ১।৫৮)

ক্রমজিৎ (পুং) একজন নরপতি। (ভারত সভা° ১২৩)

ক্রমজটা (স্ত্রী) বেদপাঠের প্রকারবিশেষ। [ঋগ্বেদ দেখ।]

ক্রমজ্যা (স্ত্রী) ক্রান্তিজ্যা (Sine of a planet, declination.)

ক্রমণ (পুং) ক্রাম্যত্যনেন ক্রম-করণে ল্যুট্। ১ চরণ। (হেমচন্দ্র) ২ যদুবংশীয় একজন রাজা। (হরিবংশ।) (ক্লী) ক্রম-ভাবে ল্যুট্। ৩ পাদবিক্ষেপ।

"পৃষ্ঠে স্বধর্ম্মং ক্রমণেষু যজ্ঞম্" (ভাগবত ৮।১০।২১।)

ক্রমণীয় (ত্রি) ক্রম-অনীয়র্। যাহাকে আক্রমণ করা হইবে, আক্রমণযোগ্য।

ক্রমত্রৈরাশিক (পুং) ত্রৈরাশিকভেদ। [ত্রৈরাশিক দেখ।]

ক্রমদণ্ডক (পুং) বেদপাঠের প্রকারবিশেষ। [ঋগ্বেদ দেখ।]

ক্রমদীপিকা, একখানি তন্ত্র। গণেশভট্ট, গোবিন্দভট্ট বিদ্যাবিনোদ ও ভৈরবত্রিপাঠীকৃত এই তন্ত্রের টীকা আছে। এই নামে অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থও আছে। [কেশবাচার্য্য প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

ক্রমদীশ্বর (পুং) সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণপ্রণেতা।

"সংক্ষিপ্তসারমাচষ্টে পণ্ডিতঃ ক্রমদীশ্বরঃ।" (সংক্ষিপ্তসার)

---

(২) "অধ্বর্য্যু গৃহপতিং দীক্ষয়িত্বা ব্রহ্মাণং দীক্ষয়তি, ততঃ উদ্গাতারং, ততোহোতারং" (মীমাংসা ৫।১।১। শবরভা°)

(৩) "অর্থাচ্চ।" (মীমাংসা ৫।১।২)

(৪) "জাতে বরং দদাতি, জাতমঞ্জলিনা গৃহ্লাতি, জাতমভিপ্রীণাতি ইতি। অর্থাৎ পূর্ব্বমভি প্রীণিতব্যঃ। ততঃ অঞ্জলিনা গ্রহীতব্যঃ ততো বরো দেয় ইতি।" (মীমাংসা ৫।১।২ ভাষ্য)

(৫) "অগ্নিহোত্রং জুহোতি ইতি পূর্ব্বমাম্নাতং ওদনং—পচতি ইতি পশ্চাৎ অসম্ভবাৎ পূর্ব্বমোদনঃ পক্তব্যঃ।" (মীমাংসা ৫।২।২ ভাষ্য)

(৬) "ক্রমেন বা নিয়ম্যেত ক্রত্বেকত্বে তদ্গুণত্বাৎ।" (মীমাংসা ৫।১।৪।)

(৭) "প্রবৃত্ত্যা তুল্যকালানাং গুণানাং তদুপক্রমাৎ।" (মীমাংসা ৫।১।৮।)

(৮) "স্থানাচ্চোৎপত্তিসংযোগাৎ। (মীমাংসা ৫।১।১৩)

"সাদ্যস্কে শ্রূয়তে সহ পশূনালভতে ইতি...সবনীয় কালে ত্রয়াণাং পশূনাং আলম্ভ ইতি...সবনীয়ঃ পূর্ব্বং স্থানাৎ, যদি পূর্ব্বং অগ্নীষোমীয়ঃ স্যাৎ সবনীয়স্থানং ব্যাহন্যেত।" (ভাষ্য)

(৯) "মুখ্যক্রমেণ যাগানাং তদর্থত্বাৎ।" (মীমাংসা ৫।১।১৯।)

'সারস্বতৌ ভবতঃ এতৎ বৈ দৈব্যং মিথুনম্ ইতি শ্রূয়তে...মুখ্যক্রমেণ যানিয়মঃ স্যাৎ ইতি স্ত্রীদৈবত্যস্য পূর্ব্বং যাজ্যানুবাক্যায়োঃ সমাম্নানং প্রাণোদেবী সরস্বতী ইতি তস্মাৎ স্ত্রীদৈবত্যস্ত পূর্ব্বং।' (ভাষ্য)
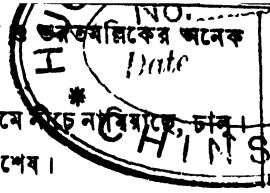
ইনি মুগ্ধবোধটীকাকার দুর্গাদাস ও ভরতমল্লিকের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

ক্রমনিম্ন (ত্রি) যে স্থান উচ্চ হইতে ক্রমে নীচু নামিয়াছে, ঢালু।

ক্রমপদ (পুং) বেদপাঠের প্রকারবিশেষ।

ক্রমপাঠ (পুং) প্রক্রম, বেদের ক্রমানুসারে অধ্যয়ন।

"প্রক্রমো গ্রন্থপরিচয়ার্থঃ ক্রমপাঠঃ। যদ্যপি ক্রমপাঠে আকারো নাস্তি সংহিতাপাঠে তু ভাবীতি ণত্বং ন প্রবর্ত্ততে।" মহাভাষ্যে কৈয়ট ৮।৪।২৮।

ক্রমপার (পুং) বেদপাঠের প্রকারবিশেষ।

ক্রমপূরক (পুং) ক্রমেণ পূরয়তি বীজং পূর্ ণিচ্-ণ্বুল্। ১ বকবৃক্ষ, বকফুলের গাছ। ২ বৃন্ত, ফুলের বোঁটা।

ক্রমপ্রাপ্ত (ত্রি) ক্রমেণ প্রাপ্তঃ ৩তৎ। ক্রমাগত, ক্রমানুসারে যাহা পাওয়া যায়।

"ক্রমপ্রাপ্তং পিতুঃ স্বং যো রাজ্যং সমনুশাস্তিহ।" (নলোপাখ্যান ১২।৩৬।)

ক্রমভঙ্গ (পুং) ক্রমস্য ভঙ্গঃ ৬তৎ। নিয়ম ভঙ্গ।

ক্রমমান (ত্রি) ক্রম-শানচ্। ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল।

ক্রমযোগ (পুং) ক্রমস্য যোগঃ ৬তৎ। ক্রমসম্বন্ধ।
"ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি" (মনু ১।৪২)

ক্রমরাজ্য (ক্লী) কাশ্মীররাজ্যের একটী বিভাগ। রাজতরঙ্গিণীর নানাস্থানে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার বর্ত্তমান নাম কমরাজ, পাঁচটী পরগণা ইহার অন্তর্গত। বর্ত্তমান সময়ে এই বিভাগ বহুর হৃদ্র ও ঝিলম্ নদীর উত্তরকূল হইতে বরামূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ক্রমশঃ [স্] (অব্য) ক্রম-বীপ্সায়াং শস্। ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে। "সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি। কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥"(মনু৩।১২)

ক্রমশাস্ত্র (ক্লী) ক্রমানুসারে বেদপাঠ করিবার শাস্ত্রবিশেষ। (ঋক্প্রাতিশাখ্য ১১।৩৩।)

ক্রমাগত (ত্রি) ক্রমেণ আগতং ৩তৎ। পিতৃপিতামহাদি ক্রমে আগত, বংশপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত।

"যস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ।" (মনু ২।১৮)

ক্রমাদি (পুং) পাণিনিমত সিদ্ধ একটীগণ, ইহার উত্তর "বেত্তি বা অধীতে" অর্থে বুন্ প্রত্যয় হয়। (ক্রমাদিভ্যো বুন্। পা ৪।২।৬১)

ক্রমাদিত্য (পুং) গুপ্তরাজ স্কন্দগুপ্তের নামান্তর। [স্কন্দগুপ্ত দেখ।]

ক্রমাধ্যয়ন (ক্লী) ক্রমেণ অধ্যয়নং ৩তৎ। ১ ক্রমানুসারে অধ্যয়ন। ক্রমস্য বেদপাঠবিশেষস্য অধ্যয়নং ৬তৎ। ২ ক্রম নামক বেদপাঠবিশেষের অধ্যয়ন।

ক্রমানুভাবকতা (স্ত্রী) যে শক্তিদ্বারা পর্য্যায় জ্ঞান হয়

ক্রমানুযায়ী [ন্] (ত্রি) যে ক্রম অনুসরণ করে, ক্রমানুসারী।

ক্রমানুসার (পুং) ক্রমস্য অনুসারঃ ৬তৎ। ক্রমের অনুসরণ।

ক্রমান্বয় (পুং) ক্রমস্য অন্বয়োঽনুসরণং ৬তৎ। ক্রমের অনুসরণ, যথাক্রম।

ক্রমি (পুং) ক্রম-ইন্। [কৃমি দেখ।]

ক্রমিক (ত্রি) ক্রমাদাগতঃ ক্রম-ঠন্। ১ কুলক্রমাগত।
"আপ্তৈরলুব্ধৈঃ ক্রমিকৈ স্তেচ কচ্চিদনুষ্ঠিতাঃ।" (ভারত ২।৫।)
ক্রমো বিদ্যতেঽস্য ক্রম-ঠন্। ২ ক্রমবর্ত্তী।
"ক্রমিকং যন্নামযুগমেকার্থেঽন্যার্থবোধকম্।" (শব্দশক্তিপ্র°)

ক্রমিকণ্টক (ক্লী) ক্রমৌ কণ্টকমিব তন্নাশকত্বাৎ ৭তৎ। ১ বিড়ঙ্গ। ২ চিত্রাঙ্গ, চিতা। ৩ উড়ুম্বর, যজ্ঞডুমুর। (মেদিনী)

ক্রমিঘ্ন (ক্লী) ক্রমিং হন্তি ক্রমি-হন্-ট। ১ বিড়ঙ্গ। (রত্নমালা)। (ত্রি) ২ কৃমিনাশক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ ক্রমিঘ্নী।

ক্রমিজ (ক্লী) ক্রমিভ্যো জায়তে ক্রমি-জন্-ড। অগুরুচন্দন।

ক্রমিজা (স্ত্রী) ক্রমিজ-টাপ্। লাক্ষা, লা।

ক্রমিতা (পুং) ক্রম-তৃচ্। পাদবিক্ষেপকারী।

ক্রমিশত্রু (পুং) ক্রমীণাং শত্রুঃ ৬তৎ। বিড়ঙ্গ।

ক্রমী (ক্রিমি শব্দজ) কৃমি।

ক্রমু (পুং) ক্রম বাহুলকাৎ উণ্। ১ গুবাক্, সুপারী। ১ এক প্রাচীন জনপদ। ঋগ্বেদে ক্রমু নামে উক্ত হইয়াছে। [কুরম্ দেখ।]

ক্রমুক (পুং) ক্রম-উণ্ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ গুবাক বৃক্ষ। ২ পট্টিকালোধ্র, পাটিয়া লোধ। ৩ ব্রহ্মদারু বৃক্ষ। ৪ ভদ্রমুস্তক। ৫ কার্পাসিকা ফল, কাপাসের বীচি। সুশ্রুতে সালসারাদিগণের অন্তর্গত ক্রমুকের গণনা করা হইয়াছে। ইহার গুণ—কুষ্ঠ, মেহ ও পাণ্ডুরোগনাশক এবং কফ ও মেদের শুষ্ককারক। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৮ অঃ)
৬ একটী প্রাচীন জনপদ। (রাজতরঙ্গিণী ৪।১৫৯) সহ্যাদ্রিখণ্ডের মতে এখানকার ব্রাহ্মণেরা ভ্রষ্ট। [ক্রমু দেখ।]

ক্রমুকফল (ক্লী) ক্রমুক এব ফলং যস্য ক্রমুকস্য গুবাকবৃক্ষস্য ফলং। গুবাক, সুপারী।

ক্রমুকী (স্ত্রী) ক্রমুক-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। গুবাক। (শব্দরত্নাবলী)

ক্রমে ক্রমে (দেশজ) ধীরে ধীরে।

ক্রমেতর (ত্রি) ক্রমাৎ বেদপাঠপ্রকারাৎ ইতরঃ ৫তৎ। বেদপাঠের ক্রম হইতে ভিন্ন। এই শব্দটী উক্থাদি গণান্তর্গত, ইহার উত্তর "বেত্তি অধীতে বা" অর্থে ঠক্ হয়।

ক্রমেল (পুং) ক্রমমালম্ব্য এলতি গচ্ছতি এল-অচ্। উষ্ট্র।

ক্রমেলক (পুং) ক্রমমালম্ব্য এলতি গচ্ছতি-এল-ণ্বুল্। যদ্বা ক্রমেল স্বার্থে কন্। উষ্ট্র।

"ভো মমাগ্রেঽপি ক্রমেলক-হৃদয়ং ভক্ষয়িত্বা অধুনা মম মুখমালোকয়সি।" (পঞ্চতন্ত্র ১।৪১৪)

ইহা হইতে ইংরাজী Camel শব্দ হইয়াছে।

ক্রমোদ্বেগ (পুং) ক্রমেণ উদ্গতঃ উৎক্রুষ্টো বা বেগো যস্য বহুব্রী। বৃষ। (ভূরিপ্রয়োগ)

ক্রয় (পুং) ক্রী-ভাবে অচ্। মূল্য দিয়া বস্তু গ্রহণ, কেনা।

"প্রকাশং বা ক্রয়ং কুর্য্যাৎ মূল্যং বাপি সমর্পয়েৎ।" (বৃহস্পতি)

"ক্রয়র্ক্ষে বিক্রয়োনেষ্টঃ বিক্রয়র্ক্ষে ক্রয়োঽপিন।
পৌষ্ণাম্বুপাশ্বিনী বাতশ্রবশ্চিত্রাঃ ক্রয়ে শুভাঃ॥"
(মুহূর্ত্তচিন্তামণি)

ক্রয়ে বিহিত নক্ষত্রে বিক্রয় ও বিক্রয়ে বিহিত নক্ষত্রে ক্রয় করা উচিত নহে। রেবতী, শতভিষা, অশ্বিনী, স্বাতী, শ্রবণা এবং চিত্রা এই কয়টী নক্ষত্র ক্রয়ে বিহিত। এস্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে ক্রয় ও বিক্রয় এক সময়েই হইয়া থাকে। যদি ক্রয়ে বিহিত নক্ষত্রে বিক্রয় এবং বিক্রয়ে বিহিত নক্ষত্রে ক্রয় নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ক্রয় বিক্রয় হওয়াই অসম্ভব। শাস্ত্রকারগণ ইহার এইরূপ মীমাংসা করেন।—

"বিক্রেত্রা যদা মুহূর্ত্তে বিক্রয়ার্থং গৃহ্যতে তদা ক্রয়িণো ঽনুজ্ঞাং লব্ধা যাবদিষ্টং বস্তু স্বগৃহাৎ পৃথক্ ক্রিয়তে তৎকর্ম্ম-বিক্রয়শব্দবাচ্যং। যদাতু ক্রয়িণাক্রয়মুহূর্ত্তং প্রাপ্যতে তদা বিক্রেত্রে মূল্যদ্রব্যং দত্ত্বা পৃথক্কৃত বিক্রেতৃবস্তু গৃহ্যতে তৎকর্ম্ম ক্রয়শব্দবাচ্যমিতিমন্বাত্র সমাধিঃ।" (মুহূর্ত্তচিন্তা°)

বিক্রেতা বিক্রয়ে বিহিত শুভক্ষণে ক্রেতার অনুমতি লইয়া বিক্রেয় বস্তু পৃথক্ করিয়া রাখিবেন, ইহাকেই বিক্রয় বলে। পরে ক্রয়ে বিহিত শুভক্ষণ উপস্থিত হইলে ক্রেতা মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিবে, ইহাকে ক্রয় বলে, এইরূপ মীমাংসা করিলে আর কোন গোল হয় না। [বিক্রয় দেখ।]

ক্রয়কর্ত্তা (পুং) ক্রেতা, যে মূল্য দিয়া বস্তু গ্রহণ করে।

ক্রয়ণীয় (ত্রি) যাহা ক্রয় করা হইবে।

ক্রয়ণ (ক্লী) ক্রী-ভাবে ল্যুট্। ক্রয়, কেনা।

"বৈশ্যরাজন্যয়োঃ সোমে ন্যগ্রোধস্তিভীমুপনহেচ্ছন্ ভক্ষায় ক্রয়ণপ্রভৃত্যনুসোমং।" (কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ১০।৯।৩০)

ক্রয়নিয়ম (পুং) ক্রয়ে নিয়মঃ ৭তৎ। ক্রেতা ও বিক্রেতার নিয়মবিশেষ। ঋগ্বেদের ৪।২৪।৯ ঋকে ও তাহার ভাষ্যে এই নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে—

বিক্রেতা কোন মহার্হ বস্তু অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া পুনর্ব্বার ক্রেতার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনার ক্ষতিপূরণ করিতে চাহিলে ক্রেতা তাহাকে আর মূল্য বাড়াইয়া দিবেন না, কারণ ঐ অল্প মূল্যেই ক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে, যদি বিক্রয়ের সময়ে এই বিক্রয়ই ঠিক্ এইরূপ কথা না হয়, তাহা হইলে আর সেই বিক্রয় বা ক্রয় সিদ্ধ হয় না, কিন্তু যদি কথা থাকে যে এখন মূল্যস্বরূপ ইহা গ্রহণ করা হইল, পরে যাচাই করিয়া লওয়া যাইবে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার মূল্য বাড়া দিতে হয়, না হইলে ক্রয়সিদ্ধ হয় না (১)। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"নিশ্চিত্য বস্তু তন্মূল্যমুভয়োঃ সম্মতৌ শিবে।
পরস্পরাজ্ঞাকরণং ক্রয়সিদ্ধিস্ততোভবেৎ॥"
ক্রয়সিদ্ধিরদুষ্টানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ।
বিপর্য্যয়ে তদ্গুণানামন্যথা ভবতি ধ্রুবম্॥" (মহানির্ব্বাণ)

বস্তু ও তাহার মূল্য নিরূপণ করিয়া উভয়ের সম্মতি মতে পরস্পরের অনুমতি হইলে ক্রয়সিদ্ধি হয়, কিন্তু খারাপ জিনিষ ভাল বলিয়া বিক্রয় করিলে, পরে যদি ক্রেতা জানিতে পারেন যে বিক্রয়ের সময়ে যেরূপ গুণ বর্ণনা করা হইয়াছিল, তাহার কোন গুণই নাই, তবে বিক্রয় সিদ্ধ হয় না, বিক্রেতাকে মূল্য ফিরাইয়া দিতে হয়।

ক্রয়লেখ্য (ক্লী) ক্রয়স্য ক্রয়ে ক্রয়মধিকৃত্য বা লেখ্যং। ভূমি প্রভৃতি ক্রয়ের লেখাপড়া, পারস্যভাষায় কবালা বলে।

"গৃহক্ষেত্রাদিকং ক্রীত্বা তুল্যমূল্যাক্ষরান্বিতম্।
পত্রং কারয়তে যত্তু ক্রয়লেখ্যং তদুচ্যতে॥" (বৃহস্পতি)

ক্রয়বিক্রয় (পুং) [দ্বিব] ক্রয়শ্চ বিক্রয়শ্চ দ্বন্দ্ব। ১ ক্রয় ও বিক্রয়, কেনা বেচা। মনু বলেন—পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী, ক্ষয় ও বৃদ্ধি ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রয় ও বিক্রয় আরম্ভ করিতে হয়। যে সকল পণ্যের মূল্যাদি অল্পদিন মধ্যেই বাড়িবার বা কমিবার সম্ভাবনা, পাঁচদিন অন্তর তাহার পর্য্যালোচনা করিতে হয়। অপরাপর পণ্যের ১৫ দিন পরে করিলেও চলে। (মনু ৮ অঃ)

"ক্রয়েণ সহিতো বিক্রয়ঃ" এইরূপ মধ্যপদলোপী সমাসে সিদ্ধ ক্রয়বিক্রয় শব্দ একবচনান্ত।

"দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
নাসন্ কৃতযুগে তাত! তদা ন ক্রয়বিক্রয়ঃ॥" (ভারত বন ১৪৯)

---

(১) "ভূয়সা বস্নমচরৎ কনীয়োঽবিক্রীতো অকানিষং পুনর্যন্।
স ভূয়সা কনীয়ো নারিরেচীদ্দীনা দক্ষা বি দুহন্তি প্র বাণম্।" (ঋক্ ৪।২৪।৯)
'অল্পঃ যঃ পরিগৃহ্নাতি মূল্যং পণ্যেন ভূয়সা।
স ক্রেতারং পুনর্গচ্ছন্ ন বিক্রীতম্বয়ং ময়া।
ইতি ব্রুবন্ কাময়তে পুনর্মূল্যং পূরণম্।
স বিক্রেতা পুনর্মূল্যং ভূয়সা ন প্রপূরয়েৎ।' সায়ণ।

২ বাণিজ্য, ব্যবসায়। গুরুর সহিত শিষ্যের একত্র বাণিজ্য করা তন্ত্রমতে নিষিদ্ধ।

"ঋণদানং তথা দানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ম্।

ন কুর্য্যাদ্ গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যো ভূত্বা কথঞ্চন।" (তন্ত্রসার)

ক্রয়বিক্রয়ানুশয় (পুং) ক্রয়ে বিক্রয়েচ অনুশয়ঃ ৭তৎ। মনুর মতসিদ্ধ অষ্টাদশ বিবাদের অন্তর্গত একটী বিবাদ।

"বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।

ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ॥"

"ক্রীত্বা বিক্রীয় বা কিঞ্চিৎ যস্যেহানুশয়োভবেৎ।

সোহন্তর্দশাহাৎ তদ্দ্রব্যং দদ্যাচ্চৈবাদদীত বা॥" (মনু)

কোন বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া যে ব্যক্তির অনুতাপ উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তি দশদিনের মধ্যে ফিরাইয়া দিতে বা ফিরাইয়া লইতে পারে। [অনুশয় ও ক্রীতানুশয় দেখ।]

ক্রয়বিক্রয়িক (পুং) ক্রয়বিক্রয়াভ্যাং জীবতি ক্রয়বিক্রয়-ঠন্ (বস্নক্রয়বিক্রয়াৎ ঠন্। পা ৪।৪।১৩) 'ক্রয়বিক্রয়গ্রহণং সংঘাত-বিগৃহীতার্থং ক্রয়বিক্রয়িকঃ।' (সি° কৌ°) ১ বণিক্, ব্যবসাদার। (ত্রি) ২ যাহারা কেনা বেচা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ক্রয়বিক্রয়ী [ন্] (পুং) ক্রয়ো বিক্রয়োশ্চ অস্য অস্তি ক্রয়-বিক্রয়-ইনি। ক্রেতা ও বিক্রেতা।

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।

সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তাচ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥" (মনু ৫।৫১)

'ক্রয়বিক্রয়ী…ক্রেতাবিক্রেতা চ' কুল্লূক। গোবিন্দরাজের মতে 'যঃ ক্রীত্বা বিক্রীণাতি স ক্রয়বিক্রয়ী' অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্রয় করিয়া বিক্রয় করে তাহাকে ক্রয়বিক্রয়ী বলে।

ক্রয়শীর্ষ [ন্] (ক্লী) কপিশীর্ষ-পৃষোদরাদিবৎসাধুঃ। কপিশীর্ষ, হিঙ্গুল।

ক্রয়সদ (পুং) ছাগ, ছাগল।

ক্রয়াক্রয়িকা (স্ত্রী) ক্রয় সহিতঃ অক্রয়ঃ শাকপার্থিং। ততঃ স্বার্থে কন্ অত ইত্বং। ক্রয় ও অক্রয়।

ক্রয়ারোহ (পুং) ক্রয়ার্থং আরোহঃ সমারোহঃ অত্র বহুব্রী। হট্ট, হাট, যে স্থলে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য লোকসমারোহ হয়।

ক্রয়িক (পুং) ক্রয়ঃ প্রয়োজনমস্য ক্রয়-ঠন্। ১ ক্রেতা, খরিদার। ক্রায়ক, ক্রয়ী।

"ধনেন ক্রয়িকো হস্তি খাদকশ্চোপভোগতঃ॥" (ভারত অনু°)

ক্রয়েণ জীবতি ক্রয়-ঠন্ (বস্নক্রয়বিক্রয়াৎ ঠন্। পা ৪।৪।১৩)

২ বণিক্, ক্রয়জীবী।

"পর্য্যাপতৎ ক্রয়িকলোকমগণ্যপণ্যা।" (মাঘ)

ক্রয়ী [ন্] (ত্রি) ক্রয়োহস্ত্যস্য ক্রয়-ইনি। ক্রয়কর্ত্তা, খরিদার।

ক্রয্য (ত্রি) ক্রয়ায় ক্রেতারঃ ক্রীণীয়ুরিতি বুদ্ধ্যাঃ প্রসারিতং ক্রী-যৎ নিপাতনে সাধুঃ (ক্রয্যস্তদর্থে। পা ৬।১।৮২) খরিদার-গণের ক্রয়ের জন্য হট্ট প্রভৃতি স্থানে প্রসারিত পণ্যদ্রব্য।

"ক্রয্যস্তে সোমোরাজা ইতি ক্রয্য ইত্যাহ সোমবিক্রয়ী"

(শতপথব্রাহ্মণ ৩।৩।৩।১)

ক্রবণ (ত্রি) কুঙ্-ল্যু। ১ স্তুতিকারক, যে স্তব করে।

"অত্রা ন হার্দ্দি ক্রবণস্য রেজতে" (ঋক্ ৫।৪৪।৯)

'ক্রবণস্য স্তুতিকর্ত্তুঃ।' সায়ণ।

ক্রবিষ্ণু (ত্রি) ক্রু-বাহুলকাৎ ইষ্ণুচ্। ক্রব্যাদ, যাহারা মাংস ভক্ষণ করে। "ক্রব্যাৎ ক্রবিষ্ণুর্বিবিনোতু বৃক্ণম্" (ঋক্ ১।৮৭।৪।)

ক্রবি [স্] (ক্লী) ক্রব-ইসুন্ লস্য রঃ। মাংস। "য আমস্য ক্রবিষো গন্ধো অস্তি" (ঋক্ ১।১৬২।১০) 'ক্রবিষঃ মাংসস্য' সায়ণ।

ক্রব্য (ক্লী) ক্লব-যৎ লস্য রঃ। মাংস।

"ক্রব্যাদাঃ প্রাণিনঃ ক্রব্যং দুদুহুঃ স্বকলেবরে।

সুপর্ণবৎসা বিহগাশ্চরং চাচরমেব চ॥" (ভাগবত ৪।১৮।২৪)

ক্রব্যঘাতন (পুং) ক্রব্যস্য ক্রব্যার্থং বা ঘাতয়তেহসৌ হন্ স্বার্থে ণিচ্-কর্ম্মণি ল্যুট্ চতুর্থী অর্থে ৬তৎ। ১ মৃগ। (শব্দচন্দ্রিকা।) ক্রব্যার্থং মাংসনিমিত্তং ঘাতয়ন্তি হন্ ণিচ্-কর্ত্তরি-ল্যুট্। ২ রুরুমৃগ। "যত্র নিপতিতং পুরুষং ক্রব্যাদা নাম রুরবস্তং ক্রব্যেণ ঘাতয়ন্তি" (ভাগবত ৫।২৬।১৫)

'ক্রব্যেণ নিমিত্তেন মাংসার্থং।' শ্রীধর।

ক্রব্যভুক্ [জ্] (পুং) 'ক্রব্যং ভুঙ্ক্তে ক্রব্য-ভুজ্-ক্বিন্। ১ রাক্ষস, যাহারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে। ২ রুরুমৃগ।

"স সৈন্ধবঃ ক্রব্যভুগেণমাংসয়ো-

র্হিতঃ সসর্পিঃ স মধুঃ পুটাহ্বয়ঃ।" (সুশ্রুত উত্তর ১৭ অঃ)।

৩ মাংসভোজী।

ক্রব্যাৎ [দ্] (ত্রি) ক্রব্যং মাংসং অত্তি-ক্রব্য-অদ্ বিট্ (ক্রব্যে চ বিট্। পা ৩।২।৬৯) ১ মাংসভোজী।

"ধূমধূম্রো বসাগন্ধী জ্বালাবভ্রুশিরোরুহঃ।

ক্রব্যাদ্গণপরীবারশ্চিতাগ্নিরিব জঙ্গমঃ।" (রঘু ১৫।১৬)

'ক্রব্যাদো গৃধ্রাদয়ঃ' মল্লিনাথ। ২ শবদাহক অগ্নি, মৃত শরীর যে অগ্নিতে দগ্ধ হয়।

"অপাগ্নে! অগ্নিমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাদং সেধ ইত্যয়ং বা আমাদ্ যেনেদং মনুষ্যাঃ পক্ত্বা অশ্নন্তি অথ যেন পুরুষং দহন্তি স ক্রব্যাদ্ এতাবে বৈ তদুভাবতোহপহন্তি।"

(শতপথব্রাহ্মণ ১।২।১।৪।)

ক্রব্যাদ (পুং) ক্রব্যং মাংসং অত্তি-ক্রব্য-অদ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) উপপদসঃ। "কৃত্তং ছিন্নং তদেব পুনর্বিশেষতঃ

ক্রুত্তং পক্কঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে ইতি ক্রুত্তবিক্রুত্তপকশব্দস্য পৃষোদরাদ্‌ ক্রব্যাদেশঃ।" (কাশিকা) ১ রাক্ষস। ২ সিংহ। ৩ শ্যেনপক্ষী। ৪ শবভক্ষক অগ্নি। অগ্নির শব ভক্ষণ বিষয়ে একটী উপাখ্যান আছে—একদিন এক অসভ্য রাক্ষস ভৃগুমুনির স্ত্রী পুলোমার প্রেমে আসক্ত হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। রাক্ষস পুলোমাকে চিনিত না বলিয়াই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অগ্নি ইহার কিছুই জানিতেন না। হঠাৎ রাক্ষস যাইয়া তাঁহাকে পুলোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পুলোমাকে দেখাইয়া দিলেন। দুষ্ট রাক্ষস পতিব্রতা পুলোমাকে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনেকদিন পরে যখন ভৃগুর সহিত পুলোমার পুনর্ব্বার মিলন হয়, তখন ভৃগু মনের দুঃখ নিবারণের জন্য পুলোমাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুলোমা ঠাকুরাণীও একটী একটী করিয়া সকল কথা বলিতে লাগিলেন, তাহার মধ্যে অগ্নি যে তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন এ কথাটীও হইল। ভৃগু শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন এবং অগ্নি সর্ব্বভক্ষ হইবে বলিয়া শাপ দিলেন। অগ্নি শাপ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া লুক্কায়িত হইলেন। জগৎ সংসার অগ্নিশূন্য হইল। যজ্ঞ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই বন্ধ হইল। ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ দেবগণের সহিত পিতামহের নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতামহ অগ্নিকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, যে ভৃগুর শাপ মিথ্যা হইবার নহে, তবে এই উপায় আছে যে অগ্নির সকল অংশই সর্ব্বভক্ষ না হইয়া কোন অংশ সর্ব্বভক্ষ হইলেও ভৃগুর শাপ সত্য হইতে পারে। পিতামহের নিয়মে অগ্নির এক অংশ সর্ব্বভক্ষ হইল, তাহাকেই ক্রব্যাদ বলে। (ভারত আদি ৬-৭ অঃ) ঋগ্বেদের একটী মন্ত্রেও ক্রব্যাদ অগ্নির কথা আছে—

"ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।" (ঋক্ ১০।১৬।৯)

এই মন্ত্রটী পড়িয়া সকল মঙ্গলকার্য্যেই অগ্নির ক্রব্যাদ অংশ পরিত্যাগ করিতে হয়। ক্রব্যং মাংসং অত্তি ক্রব্য-অদ্ অণ্। ৫ রুরুমৃগ।

ক্রব্যাদরস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, তামা ও লৌহ প্রত্যেক ৪ তোলা চূর্ণ অগ্নিতে গলাইয়া এরণ্ডপত্রে ঢালিয়া গুঁড়া করিবে, পরে লৌহপাত্রে ॥৫ সের জম্বীরনেবুর রস দিয়া মৃদু অগ্নির তাপে শুকাইবে, তাহার পর পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, বীজপুর ও অম্লবেতস রসে ১০০ বার ভাবনা দিয়া সোহাগা ৮ তোলা, বিট্‌লবণ ৪ তোলা ও মরিচ ৪ তোলা মিশাইয়া চণকের কাঁজিতে ৭ বার ভাবনা দিবে। দুই মাষা সৈন্ধবলবণ ও কাঁজির সহিত সেবন করিবে। ইহাতে দুর্ব্বলতা, মেদ, বিষদোষ, গুল্ম, প্লীহা, গ্রহণী, বাতশ্লেষ্ম, শূল, ভ্রম, গ্রন্থিবাত ও উদরীরোগ ভাল হয় ও গুরুভোজন পরিপাক হয়। (রসেন্দ্রসারসং।)

ক্রশিমা [ন্] (পুং) কৃশ-ভাবে ইমনিচ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) কৃশতা। "সুভ্রুবাং ক্রশিমশালিনি মধ্যে।" (মাঘ)

ক্রশিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন কৃশঃ কৃশ-ইষ্ঠন্। অতিশয় কৃশ।

ক্রশীয়া [স্] (ত্রি) অতিশয়েন কৃশঃ কৃশ-ঈয়সুন্। অতিশয় কৃশ, ক্রশিষ্ঠ। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া ক্রশীয়সী পদ হয়।

ক্রষ্টব্য (ত্রি) কর্ষ বা আক্রমণের যোগ্য, যাহার কর্ষণ করা হয়।

"অষ্টমে গর্ভমাসে চ পাটয়িত্বোদরং তয়া।
তস্যাঃ সগর্ভঃ ক্রষ্টব্যঃ" (কথাসরিৎসাগর)

ক্রা (ত্রি) ক্রম্-বিট্ মস্য আকারঃ। (জনসনখনক্রমগমো বিট্। পা ৩।২।৬৭) অতিক্রমকারী।

ক্রাকচিক (ত্রি) ক্রকচঃ করপত্রং তৎক্রিয়য়া জীবতি ক্রকচ-ঠক্। করপত্রোপজীবী, করাতী।

"মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা রুচকাস্তথা।" (রামা° ২।৮৩।১৪)

ক্রাথ (পুং) ক্রাথদেশানাং রাজা ক্রাথ-অণ্। ১ দক্ষিণাপথের রাজা, রাহুগ্রহের অবতার।

"গ্রহস্তু সুষুবে যস্তু সিংহিকার্কেন্দুমর্দ্দনম্।
সক্রাথ ইতি বিখ্যাতো বভূব মনুজাধিপঃ।" (ভারত ১।৬৭ অঃ)

২ একটী বানর, এই বানর রামরাবণযুদ্ধে রামের সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিল। (ভারত ৩।২৮৩ অঃ) ৩ নাগবিশেষ।

"হ্লাদঃ ক্রাথঃ শিতিকণ্ঠোগ্রতেজাস্তথা।" (ভারত মৌ° ৪ অঃ)

ক্রথ হিংসায়াং ভাবে ঘঞ্। ৪ মারণ, হিংসা। (হেমচন্দ্র)

ক্রান্ত (পুং) ক্রম্যতে আক্রম্যতে ক্রম-ক্ত। ১ ঘোটক। ২ পাদেন্দ্রিয়। "মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরম্। বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্॥" (মনু ১২।১২১)

'ক্রান্তে পাদেন্দ্রিয়ে' কুল্লূক। (ক্লী) ক্রম-ভাবে-ক্ত। ৩ আরোহণ, আক্রমণ। "বিষ্ণোঃ ক্রান্ত মসীতিমে লোকা বিষ্ণোর্বিক্রমণং বিষ্ণো বিক্রান্তং বিষ্ণোঃ ক্রান্তম্।" (শতপথব্রা° ৫।৫।২।৬।)

ক্রম-কর্ম্মণি-ক্ত (ত্রি) ৪ আক্রান্ত, আরূঢ়। ৫ অতীত।

ক্রান্তদর্শী [ন্] (ত্রি) ক্রান্তং অস্মাকং বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়তামতিক্রান্তং বস্তু দ্রষ্টুং শীলমস্য ক্রান্ত দৃশ-ণিনি। ১ যিনি অতীত অনাগত ও সূক্ষ্ম পদার্থ দেখিতে পায়েন। (ক্লী) ২ সর্ব্বজ্ঞ, পরব্রহ্ম, ঈশ্বর।

ক্রান্তা (স্ত্রী) ক্রম-কর্ত্তরি ক্ত স্ত্রিয়াং জাতিত্বেঽপি সংযোগোপোধত্বাৎ টাপ্। বৃহতী। (রাজনি°)

ক্রান্তি (স্ত্রী) ক্রম-ভাবে-ক্তিন্। ১ পাদবিক্ষেপ। ২ নক্ষত্রের গতি। ৩ রাশিচক্রের মধ্যরেখা, বিষুবরেখা হইতে উত্তরে কর্কটক্রান্তিপর্য্যন্ত অথবা দক্ষিণে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত সূর্য্যের যে দূরত্ব। খগোলের মধ্যবর্ত্তী ঈষদ্ বক্র গোলরেখা যে স্থান দিয়া সূর্য্য গমন করেন।

"অয়নাদয়নং যাবৎ কক্ষা তির্য্যক্ তথাপরা।
ক্রান্তিসংজ্ঞা তয়া সূর্য্যঃ সদাপর্য্যেতি ভাষয়ন্।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

'নাড়ীমণ্ডলাৎ দক্ষিণোত্তরং ক্রান্তি-মণ্ডলাবধি যদন্তরং তৎ।' নৃসিংহবিদাম্বর। *। নামান্তর—অপমণ্ডল, অপবৃত্ত, অপক্রম, অক্রান্ত, অপম।

ক্রান্তিক্ষেত্র (ক্লী) ক্রান্তিজ্ঞানার্থ অঙ্কিত ক্ষেত্র।

ক্রান্তিজ্যা (স্ত্রী) ক্রান্তিবৃত্ত ক্ষেত্রস্থিত অক্ষক্ষেত্রের অবয়ববিশেষ। (Sine of the declination or of the ecliptic.) [অক্ষক্ষেত্র দেখ।]

ক্রান্তিপাত (পুং) ক্রান্তেঃ ক্রান্ত্যর্থং পাতঃ অশ্বঘাসাদিবৎ তাদর্থে ৬তৎ। বিষুবরেখা ও অয়নমণ্ডলের সংযোগ স্থল, পৃথিবী এই স্থলে আসিলে দিবারাত্রি সমান হয়।

ক্রান্তিপাতগতি (স্ত্রী) ক্রান্তিপাতের চলাচল, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যাওয়া। (Precession of the equinox)

ক্রান্তিবলয় (পুং) ক্রান্তিমণ্ডল, বিষুবরেখার ন্যায় অয়নমণ্ডলের চতুর্বিংশতি ভাগ দক্ষিণে ও উত্তরে যে বলয়াকৃতি পরিধি বিদ্যমান আছে।

ক্রান্তিবৃত্ত (ক্লী) ক্রান্তিবলয়ের ন্যায় গোলাকার ক্ষেত্র।

ক্রান্তিভাগ (পুং) ক্রান্তিজ্যার চিহ্ন।

ক্রান্তিসাম্য (ক্লী) ক্রান্তেঃ সাম্যং ৬তৎ। গ্রহগণের তুল্য ক্রান্তি। সকল গ্রহেরই ক্রান্তিসাম্য আছে। চন্দ্র ও সূর্য্যের তুল্য ক্রান্তি হইলে কোন মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে নাই, ক্রান্তি সাম্যে গ্রহগণের অবনতির অভাব হয়।

ক্রান্তিসূত্র (ক্লী) সূত্রের ন্যায় ক্রান্তিসমূহের যোগবিশেষ। ইহা ধ্রুবনক্ষত্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করে।

ক্রান্তু (পুং স্ত্রী) ক্রম-তুন্ বৃদ্ধিশ্চ। পক্ষী।

ক্রামেতরক (পুং) ক্রমেতরমধীতে বেত্তি বা ক্রমেতর-ঢক্ (ক্রতুকথাদিসূত্রান্তা ঢক্। পা ৪।২।৬০) যিনি ক্রমেতর অধ্যয়ন করেন বা জানেন।

ক্রায়ক (পুং) ক্রীণাতি ক্রী-কর্ত্তরি ণ্বুল্। ১ ক্রেতা। অমরকোষের টীকাকার ভরতের মতে ২ ক্রয়োপজীবী। কিন্তু ব্যাকরণ অনুসারে এই অর্থে ক্রায়ক হয় না, ক্রয়িক হইয়া যায়।

ক্রাবরী (স্ত্রী) ক্রাবন্ ঙীপ্ রশ্চান্তাদেশঃ। অতিক্রমকারিণী স্ত্রী।

ক্রাবা [ন্] (পুং) ক্রম-বনিপ্ মকারস্ত আকারঃ (বিড়্বনোরনুনাসিকস্যাৎ। পা ৬।৪।৪১) ক্রান্তা, অতিক্রমকারী।

"দধি ক্রাব্ণোঽকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভিনো মুখাকরৎ প্রাণ আয়ুংষি তারিষৎ॥"
(বাজসনেয়সং ২৩।৩২)

ক্রিতীয়, বৌদ্ধবিদ্বেষী নীচজাতিবিশেষ। চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্-সিয়াং লিখিয়াছেন এই (কি-লি-তো) জাতি প্রবল হইয়া কিছুকাল কাশ্মীররাজ্য শাসন করে ও কাশ্মীরের বৌদ্ধচৈত্য ও সঙ্ঘারাম ধ্বংস করে। হিমতলের রাজা শেষে ইহাদিগকে পরাস্ত করেন। (সি-যু-কি)

ক্রিমি (পুং) ক্রম-ইন্ কিৎ অতইচ্চ। (ক্রমিতমিশতিস্তম্ভামতইচ্চ। উণ্ ৪।১২১) ১ কীট, পোকাবিশেষ। ২ রোগবিশেষ। [কৃমি দেখ]

"ক্রময়স্ত দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
বহির্মলকফাসৃগ্ বিট্ জন্মভেদাচ্চতুর্বিধাঃ॥" (বৈদ্যক)

ক্রিমিকণ্টক (ক্লী) ক্রিমিষু কণ্টকমিব। ১ বিড়ঙ্গ। ২ যজ্ঞডুমুর।

ক্রিমিকালানলরস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। বিড়ঙ্গ ১৬ তোলা, বিষ ৮ তোলা, পারা, লৌহ ও গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা, ছাগদুগ্ধে পিষিয়া ১৬ রতি পরিমাণে বটী করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। অনুপান ধনে ও জীরা। ইহা সেবন করিলে উদরস্থ সকল প্রকার ক্রিমি, শোথ, গুল্ম, প্লীহা ও উদরী আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারসং)

ক্রিমিকাষ্ঠানল, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, বঙ্গ, হরিতাল, কড়ি, মনঃশিলা, কৃষ্ণকাচ, সোমরাজী, বিড়ঙ্গ, দন্তীবীজ, জয়পাল, সোহাগা, শিলা, চিতা, প্রত্যেক ২ তোলা, মনসার আটায় মাড়িয়া কলাই প্রমাণ বটী করিবে। ক্রিমি, কফ, কফপিত্ত ও কফবাতে উপকারী। (রসেন্দ্রসারসং)

ক্রিমিগ্রন্থি (পুং) সন্ধিস্থানজাত নেত্ররোগ। [ক্রিমিগ্রন্থি দেখ।]

ক্রিমিঘ্ন (পুং) ক্রিমিং হন্তি নাশয়তি ক্রমি-হন্ টক্ (অমনুষ্যকর্ত্তৃকেঽপি চ। পা ৩।২।৫৩) ১ বিড়ঙ্গ। (অমরটীকায় রমানাথ।) (ত্রি) ২ ক্রিমিনাশক ঔষধবিশেষ।

"ক্রিমিঘ্নং কিংশুকারিষ্টং বীজং সরসভস্মকম্।
বলদ্বয়ঞ্চাখুপর্ণো রসৈঃ ক্রিমিবিনাশনঃ॥" রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ।

ক্রিমিঘ্নরস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, তুলসীপাতার ছাই সমভাগে ইন্দুরকানির রসে মাড়িয়া তিন রতি করিয়া বটী করিবে। সেবনে সকল প্রকার ক্রিমিরোগ ভাল হয়। (রসেন্দ্রসারসং)

ক্রিমিঘ্নী (স্ত্রী) ক্রিমিঘ্ন-ঙীপ্। সোমরাজী।

ক্রিমিজ (ক্লী) ক্রিমিভ্যো জায়তে ক্রিমি-জন-ড। অগুরুচন্দন।

ক্রিমিজা (স্ত্রী) ক্রিমিজ স্ত্রিয়াং টাপ্। লাক্ষা। (রত্নমালা)

ক্রিমিধূলিজলপ্লবরস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, বঙ্গ, শঙ্খ প্রত্যেক সমভাগ, হরিতকী চতুর্গুণ, পটোলের রসে মর্দ্দন করিয়া কার্পাসের বীজের মত এক একটী বটী করিবে। ইহার তিনটী বটী প্রাতে শীতল জল অনুপানে সেবন করিলে পিত্ত ও বাতপিত্ত ক্রিমিশূল ভাল হয়।

ক্রিমিমর্দ্দরস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, জোয়ান ৪ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৮ ভাগ, কুঁচিলা ১৬ ভাগ, ব্রহ্মযষ্টির বীজ ৩২ ভাগ গুঁড়া করিয়া মধু বা মুথার রস কিম্বা ক্কাথ সহ অর্দ্ধতোলা সেবন করিবে। ইহাতে ক্রিমি নষ্ট হয়।

ক্রিমিমুদ্গাররস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, জোয়ান ৩ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, কুঁচিলা ৫ ভাগ, পলাস বীজ ৬ ভাগ ও অর্দ্ধ তোলা মধু দিয়া মুথার কষায় পান করিবে। ইহা ক্রিমিনাশক ও অগ্নিদীপক।

ক্রিমিরোগারিরস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, লৌহ, মরিচ, বিষ, ধাইফুল, ত্রিফলা, শুঁঠ, মুথা, রসাঞ্জন, আকনাদি, ত্রিকটু, মুস্তক, পাঠা, বালা ও বেলশুঁঠ সমভাগ ভৃঙ্গরাজরসে ভাবনা দিবে। ইহার কড়ি প্রমাণ ভক্ষণে ক্রিমিরোগ ভাল হয়। (রসেন্দ্রসারসং)

ক্রিমিবিনাসরস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। পারা, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, ধাইফুল, ত্রিফলা, লোধ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সমভাগে ৭ বার ভাবনা দিয়া চণক প্রমাণ বটী করিবে। প্রাতে সেবন করিলে বায়ু, পিত্ত, কফ ও ত্রিদোষজ ক্রিমিনাশ হয়।

ক্রিমিশত্রু (পুং) ক্রিমেঃ শত্রুরিব নাশকত্বাৎ। রক্তপুষ্পক, পালিতা মাদার।

ক্রিমিশাত্রব (পুং) শত্রু স্বার্থে অণ্ শাত্রবঃ ক্রিমেঃ শাত্রবঃ ৬তৎ। বিট্‌খদির, গুয়ে বাবলা।

ক্রিমিশৈল (পুং) ক্রিমিভির্নির্ম্মিতঃ শৈলইব। বল্মীক, উইঢিপি।

ক্রিমিহর (পুং) বিড়ঙ্গ।

ক্রিমিহা (স্ত্রী) ক্রিমিং হন্তি ক্রিমি-হন্‌ ড বাহুলকাৎ টাপ্। লাক্ষা।

ক্রিয় (পুং) ক্রিয়া গ্রহাণামাদ্যগতি র্বিদ্যতে ২ত্র ক্রিয়া-অচ্। মেষরাশি। "ক্রিয়েণ তৌলীন্দুভতোনবাংশাঃ" (নীলকণ্ঠতাজক)

ক্রিয়মাণ (ত্রি) কৃ কর্ম্মণি শানচ্। উৎপাদ্যমান, যাহা প্রস্তুত করা হইতেছে।

ক্রিয়া (স্ত্রী) ক্রিয়তে ২নয়া অসৌ অস্যাং বা কৃ-শ রিঙ্ আদেশঃ (রিঙ্ শ-যগলিঙ্‌ক্ষু। পা ৭।৪।২৮) ইয়ঙ্ চ (অচিশ্নু ধাতুভ্রুবাং য্বোরিয়ঙ্ উবঙৌ। পা ৬।৪।৭৭) ১ আরম্ভ। ২ নিষ্কৃতি। ৩ শিক্ষা। ৪ পূজা। ৫ সম্প্রধারণ। ৬ উপায়। ৭ ন্যায়মত সিদ্ধ—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পাঁচটী কর্ম্ম। ৮ চেষ্টা। ৯ চিকিৎসা। ১০ করণ, অনুষ্ঠান। ১১ শ্রাদ্ধ। ১২. শৌচ, পবিত্রতা। ১৩ প্রয়োগ। ১৪ ধাতুর অর্থ। বৈয়াকরণ মতে ধাতুর অর্থকে ক্রিয়া বলে, কর্ত্তার যে ব্যাপার তাহাই ক্রিয়াপদবাচ্য। যেমন চুল্লিকার উপরে স্থালী উঠাইয়া দেওয়া হইতে পুনর্ব্বার নামান পর্য্যন্ত কর্ত্তা যে ব্যাপার নিষ্পন্ন করেন, তাহাকেই পাকক্রিয়া বলা হয়। বৈয়াকরণ মতে ইহা আবার দুইপ্রকার সাধ্য ও সিদ্ধ। তিঙ্ নিষ্পন্ন ক্রিয়াকে সাধ্য এবং ঘঞ্ প্রভৃতি নিষ্পন্নকে সিদ্ধ বলে। ক্রিয়া আবার সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ভেদে দুই প্রকার। যাহার কর্ম্ম আছে, তাহাকে সকর্ম্মক এবং যাহার কর্ম্ম নাই, তাহাকে অকর্ম্মক বলে। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটী ফল ও একটী ব্যাপার আছে, যে উদ্দেশ্যে ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে ফল এবং যাহা সেই ফলজনক তাহাকে ব্যাপার বলে। যে স্থলে ফল ও ব্যাপার কর্ত্তাতে থাকে, সেই ক্রিয়াকে অকর্ম্মক বলে। যেমন স হসতি। সে হাসিতেছে। এ স্থলে হাসাক্রিয়াটী অকর্ম্মক, কারণ উহার ফল ও ব্যাপার এক কর্ত্তাতেই আছে।

যে স্থলে কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে ক্রিয়ার ফল থাকে, সেই স্থলে ক্রিয়াকে সকর্ম্মক বলে। যথা রাম ওদনং পচতি, রাম ভাত পাক করিতেছে। এ স্থলে চুল্লির উপরে হাঁড়ী উঠাইয়া দেওয়া প্রভৃতি পাকক্রিয়ার ব্যাপার এবং পদার্থের শিথিলতা বা বিক্লিত্তিই তাহার ফল সেই বিক্লিত্তি বা শৈথিল্য কর্ত্তা ভিন্ন অপর পদার্থ ওদনে আছে বলিয়া পাকক্রিয়া সকর্ম্মক।

"ফলব্যাপারয়োরেকনিষ্ঠতায়ামকর্ম্মকঃ"। (কলাপটী)

বক্তাগণ যে স্থলে ফল বিবক্ষা করেন, সেইস্থলে সকর্ম্মক এবং ফল বিবক্ষা না করিলে অকর্ম্মক হয়। এক ক্রিয়াই বক্তার ইচ্ছানুসারে সকর্ম্মক বা অকর্ম্মক হইয়া থাকে। যথা 'রামো বনং গচ্ছতি' এইস্থলে গমন ক্রিয়া সকর্ম্মক, কারণ উহার ফলের বিবক্ষা আছে। যে স্থলে ফলের বিবক্ষা নাই, সেইস্থলে অকর্ম্মকও হয়। যথা রামো বনে গচ্ছতি, রাম বনে যাইতেছেন। এ স্থলে ক্রিয়ার ফলের বিবক্ষা নাই, সুতরাং গতি ক্রিয়া অকর্ম্মক। বাঙ্গালাভাষায় গমন ক্রিয়ার কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় না।

"ক্রিয়াবচ্ছেদকং যত্র ফলং কর্ত্রা বিবক্ষিতম্।
তত্রৈব কর্ম্মধাতোস্তু ফলান্নুক্তাবকর্ম্মকঃ॥" (ভর্ত্তৃহরি)

বৈয়াকরণগণ কতকগুলি অকর্ম্মক ক্রিয়ার গণনা করিয়াছেন।

যথা—"সত্ত্বা জীবন-দর্প-ভীতি-শয়ন-ক্রীড়ানিবাসক্ষয়া-ব্যক্তধ্বান-নভোগতি-স্থিতি-জরালজ্জা-প্রমাদোদয়ে। উন্মাদেচ পলায়ন-ভ্রমণয়োঃ খ্যাতৌ ক্ষরে খোটনে মোহে ধাবন-বৃদ্ধি-শুদ্ধি-মদনে শান্তৌ প্লুতৌ মজ্জনে। দীপ্তৌ জাগরণেচ বক্রগমনোৎসাহে মৃতৌ সংশয়ে গ্লানৌ মন্দগতৌ চ নৃত্য-পতনে চেষ্টাক্রুধো রোদনে। বৃদ্ধৌ হাবকৃতৌ চ সিদ্ধিবিরতৌ হর্ষাদরে সেবনে কম্পোদ্বেগ-নিমেষশঙ্কযতনে খেদে ধবোঽকর্ম্মকাঃ॥" হওয়া, বাঁচা, দর্প, ভয়, শয়ন, খেলা, বাস করা, ক্ষয়, অব্যক্তধ্বনি করা, আকাশ, গতি, থাকা, জীর্ণ হওয়া, লজ্জা, প্রমাদ, উদয়, উন্মাদ, পলায়ন, ভ্রমণ, খ্যাতি, ক্ষরণ, উৎত্রাস, মোহ, দৌড়ান, শুদ্ধি, মত্ততা, শান্তি, প্লুতি, ডুবা, দীপ্তি, জাগরণ, গমন, উৎসাহ, মরণ, সংশয়, গ্লানি, মন্দগতি, নৃত্য, পতন, চেষ্টা, ক্রোধ, রোদন, বৃদ্ধি, হাব ভাবপ্রকাশ, সিদ্ধি, বিরাম, হর্ষ, আদর, সেবা, কম্পন, উদ্বেগ, নিমেষ, শঙ্কা যতন এবং খেদ এই সকল ক্রিয়া অকর্ম্মক, এই সকল অর্থে কর্ম্ম থাকে না। যথা ঘটো ভবতি, ঘট হইতেছে, মার্কণ্ডেয়ঃ জীবতি, মার্কণ্ডেয় বাঁচিয়া আছেন ইত্যাদি।

ক্রিয়া আবার সমাপিকা ও অসমাপিকা ভেদে দুইপ্রকার। যে ক্রিয়াপদে বাক্যের সমাপ্তি হয়, অন্য কোন ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকেনা, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে, তিঙন্ত ক্রিয়াই সমাপিকা ক্রিয়া হইয়া থাকে। যথা স চন্দ্রং পশ্যতি, তিনি চন্দ্র দেখিতেছেন, এস্থলে পশ্যতি ক্রিয়া সমাপিকা, কারণ ঐ ক্রিয়াতেই বাক্য সমাপ্তি হইয়াছে, অপর কোন ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই। যে ক্রিয়াপদে বাক্য শেষ হয় না, অপর কোন ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। ক্ত্বাচ্ ল্যপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ে যে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়, তাহাই অসমাপিকা। যথা—স বনং গত্বা, তিনি বনে যাইয়া, এস্থলে "গত্বা" এই ক্রিয়াপদে বাক্য শেষ হয় নাই, তিষ্ঠতি প্রভৃতি অন্য ক্রিয়া পদের অপেক্ষা আছে, সুতরাং "গত্বা" অসমাপিকা ক্রিয়া। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণে সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়া বলিয়া কোন ভেদ লক্ষিত হয় না।

১৫ চারি প্রকার ব্যবহারের অন্তর্গত এক প্রকার ব্যবহার। ইহা আবার দুই প্রকার দৈবী ও মানুষী। তুলা, অগ্নি, জল, বিষ, কোষপান প্রভৃতি দ্বারা প্রমাণ করিয়া যে বিষয়ের বিচার করা হয়, তাহাকে দৈবী এবং সাক্ষ্যগ্রহণ, দলিল বা নিদর্শন ও অনুমান দ্বারা যে বিচার নিষ্পত্তি করা হয়, তাহাকে মানুষী বলে।

১৬ চিকিৎসা কার্য্য, যে সকল অনুষ্ঠানে শরীরের ধাতু বাতপিত্ত ও কফ সমান হয়।

ক্রিয়াকলাপ (পুং) ক্রিয়াণাং কলাপঃ সমূহঃ ৬তৎ। ক্রিয়া-সমূহ, অনুষ্ঠীয়মান সকল ক্রিয়া।

ক্রিয়াকল্প (পুং) ক্রিয়ায়াং চিকিৎসায়াং কল্পঃ বিধিঃ। চিকিৎসার নিয়ম। সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রে ১৮ অধ্যায়ে যে সকল চিকিৎসার নিয়ম নির্ণীত আছে।

ক্রিয়াকার (পুং) ক্রিয়াং শিক্ষারম্ভং করোতি ক্রিয়া-কৃ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) উপসং। ১ নূতন ছাত্র, নূতন পড়ুয়া। (ত্রি) ২ কর্ম্মকারক। পাণিনির মতে স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হইয়া ক্রিয়াকারা রূপ হয়, কিন্তু বোপদেবের মতে ঈপ্ হয়।

ক্রিয়াঙ্গ (ক্লী) যে ক্রিয়ার সিদ্ধাংশ কোন যন্ত্রে হস্তাদি দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, তাহাকে ক্রিয়াঙ্গ বলে, যেমন তবলা সেতার প্রভৃতি বাজনা। ২ করণ ও উৎসাহাদি যে ক্রিয়াতে থাকে।

ক্রিয়াতন্ত্র (পুং) ক্রিয়ায়াস্তন্ত্রঃ অধীনঃ ৬তৎ। ১ কর্ম্মাধিকারী, যাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ হয় নাই। (ক্লী) ২ একখানি বৌদ্ধতন্ত্র।

ক্রিয়াদ্বেষী [ন্] (ক্লী) ক্রিয়াং ব্যবহারাঙ্গসাধনং সাক্ষি-লেখ্যাদিকং দ্বেষ্টি ক্রিয়া দ্বিষ্-ণিনি। ১ বিবাদ স্থলে দলিলাদির দ্বেষকারক, যে ব্যক্তি দলিল প্রমাণ অগ্রাহ্য করে।

"লেখ্যঞ্চ সাক্ষিণশ্চৈব ক্রিয়া জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
তাং ক্রিয়াং দ্বেষ্টি যো মোহাৎ ক্রিয়াদ্বেষী স উচ্যতে।"
(কাত্যায়ন।)

ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্রিয়াদ্বেষীকে হীনের মধ্যে গণনা করা হয়।

"অন্যবাদী ক্রিয়াদ্বেষী নোপস্থায়ী নিরুত্তরঃ।
আহূত প্রপলায়ী চ হীনঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ॥" (কাত্যায়ন)

২ কর্ম্মদ্বেষ্টা, যিনি কর্ম্মকাণ্ডে দ্বেষ করেন।

ক্রিয়ান্বিত (ত্রি) ক্রিয়য়া সৎক্রিয়য়া অন্বিতঃ। সৎকর্ম্মশালী।

ক্রিয়াপটু (ত্রি) ক্রিয়ায়াং পটুঃ কুশলঃ ৭তৎ। চতুর, কার্য্যদক্ষ।

ক্রিয়াপথ (ক্লী) ক্রিয়ায়াশ্চিকিৎসায়াঃ পন্থাঃ নিয়মঃ ৬তৎ সমাসে টচ্। চিকিৎসার নিয়ম।

"এবমতন্দ্রিতস্ত্রীংশ্চতুরোবা মাসান্ ক্রিয়াপথমুপসেবেত।"
(সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান ৫ অঃ)

ক্রিয়াপর (পুং) ক্রিয়ায়াঃ পরঃ অধীনঃ ৬তৎ। ক্রিয়াধীন, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করে।

ক্রিয়াপদ (ক্লী) ভূ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর তিঙ্ প্রত্যয় করিয়া সাধিত পদকে ক্রিয়াপদ বলে। যথা—ভবতি, পচতি, করোতি ইত্যাদি।

ক্রিয়াপাট, দেশাবলী বর্ণিত ব্রাহ্মণভূমির অন্তর্গত একটী গ্রাম, কুলীগ্রামের ২ যোজন বায়ুকোণে অবস্থিত।

ক্রিয়াপাদ (পুং) ক্রিয়া বিবাদসাধনং পাদ ইব। চারিভাগে বিভক্ত ব্যবহারশাস্ত্রের তৃতীয়ভাগ।

"পূর্ব্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাদঃ দ্বিতীয়শ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ।
ক্রিয়াপাদস্তথা চাণ্ডশ্চতুর্থো নির্ণয়ঃ স্মৃতঃ॥" (বৃহস্পতি)

[বিচার দেখ]

ক্রিয়াফল (ক্লী) ১ কর্ম্মফল।

"উৎপত্তিরাপ্তির্বিকৃতিঃ সংস্কৃতিশ্চ চতুর্বিধম্।
ক্রিয়াফলং প্রাহুরার্য্যাঃ" (বেদান্তপরিভাষা।)

ক্রিয়াফল চারিপ্রকার—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার। ২ যজ্ঞাদি জন্য পুণ্য ও পাপ। ৩ ক্রিয়াজন্য স্বর্গ ও তৃপ্তি প্রভৃতি। *। ব্যাকরণের মতে উভয়পদী ধাতুর ক্রিয়াফল কর্তৃনিষ্ঠ হইলে আত্মনেপদ হয়।

(স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে। পা ১।৩।৭২)

ক্রিয়াভ্যুপগম (পুং) ক্রিয়ায়াঃ কর্ষণাদিক্রিয়ার্থং অভ্যুপগমঃ তাদর্থ্যে ৬তৎ। এই ক্ষেত্রে যে শস্য উৎপন্ন হইবে উভয়েই তাহার ফলভাগী হইব, এইরূপ নিয়ম করিয়া কৃষিকর্ম্মের জন্য অপরের ক্ষেত্র গ্রহণ করার নাম ক্রিয়াভ্যুপগম।

"ক্রিয়াভ্যুপগমাৎ ক্ষেত্রং বীজার্থং যৎ প্রদীয়তে।
তস্যেহ ভাগিনৌ দৃষ্টৌ বীজী ক্ষেত্রিক এবচ॥" (মনু)

ক্রিয়াভ্যাবৃত্তি (স্ত্রী) ক্রিয়ায়া অভ্যাবৃত্তিঃ ৬তৎ। ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য, বার বার একক্রিয়ার অনুষ্ঠান।

(ক্রিয়াভ্যাবৃত্তিগণনে কৃত্ব সুচ। পা)

ক্রিয়াযোগ (পুং) ক্রিয়া এব যোগো যোগোপায়ঃ। দেবতা-আরাধন, দেবমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মকে পৌরাণিকগণ ক্রিয়াযোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায় সকল পুরাণ উপপুরাণেই অল্পবিস্তর ক্রিয়াযোগের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণের মতে, ক্রিয়াযোগ সহস্র সহস্র জ্ঞানযোগ হইতেও প্রধান। ক্রিয়াযোগই জ্ঞানযোগের প্রধান কারণ, ক্রিয়াব্যতীত শতসহস্র জন্মেও জ্ঞান জন্মে না। ক্রিয়াযোগে চিত্ত শুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধি হইলে অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। সমস্ত পুণ্যকর্ম্মেরই মূল কারণ বেদ ও আচার। প্রাণীমাত্রের প্রতি দয়া, সহিষ্ণুতা, পীড়িত ব্যক্তির প্রতিপালন, গুণবান্ ব্যক্তির উপর মিথ্যাদোষারোপ না করা, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য পবিত্রতা, যে কার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতেও মঙ্গলাচরণ, কৃপণতাশূন্য, পর দ্রব্যে বা পরস্ত্রীতে স্পৃহা না করা, এই আটটী প্রধান গুণ। ইহার একটীর অভাব হইলে ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিতে পারা যায় না। বেদ ও স্মৃতিতে যে সকল পুণ্যকর্ম্ম নিরূপিত আছে, তাহার অনুষ্ঠানই ক্রিয়াযোগ। উনান, শিল নোড়া, ঝাঁটা, উদূখল, মুষল, কলসী, পিড়ী ক্রিয়াযোগী গৃহস্থের এই পাঁচটী সূনা অপরিহার্য্য অর্থাৎ অন্যরূপ হিংসা অনেক যত্নে পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, কিন্তু পাকের সময়ে উনানে, মসলা বাটিবার সময়ে শিল নোড়ায়, ঝাঁট দিবার সময়ে ঝাঁটার তলে, চাউল প্রস্তুত করিতে উদূখলে ও কলসী পিড়ীতে যে হিংসা হয়, তাহা গৃহস্থ কোন উপায়েই পরিত্যাগ করিতে পারে না, এই কারণে এই পঞ্চবিধ হিংসার প্রতীকারের জন্য ক্রিয়াযোগে পাঁচটী যজ্ঞের বিধান আছে, যথা—দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথি সৎকার, স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞ। এই পাঁচটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে পঞ্চসূনা পাপ বিনষ্ট হয়। যাহার পূর্ব্বোক্ত আটটী গুণ নাই, তিনি যথাবিহিত সংস্কারে সংস্কৃত হইলেও ক্রিয়াযোগ লাভ করিতে পারেন না। উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা গোব্রাহ্মণগণের প্রতিপালন, ব্রত, উপবাস ও নানাবিধ উপহারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, বসু ও শিবের অর্চ্চনা ক্রিয়াযোগীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। (মৎস্যপু॰ ৫২ অঃ)। গীতায় কর্ম্মযোগ নামে ক্রিয়াযোগেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। পাতঞ্জলের মতে—তপস্যা, মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন, ক্রিয়াফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ফলকামী না হইয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্যতাবোধে সমস্ত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানকে ক্রিয়াযোগ বলে। (যোগসূত্র ২।১।) [কর্ম্ম দেখ।] ক্রিয়য়া যোগঃসম্বন্ধঃ ৩তৎ। ২ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ।

"নিপাতাশ্চাদয়ো জ্ঞেয়া উপসর্গাস্তু প্রাদয়ঃ।
দ্যোতকত্বাৎ ক্রিয়াযোগে লোকাদবগতা ইমে॥"

(কলাপটীকা-ত্রিলোচন)।

ক্রিয়ার্থ (ত্রি) ক্রিয়া অনুষ্ঠানং যজ্ঞাদিকং অর্থো হভিধেয়ো যস্য বহুব্রী। ১ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার প্রতিপাদক বিধিবাক্য। মীমাংসামতে ক্রিয়ার্থ বাক্যই প্রমাণ, ক্রিয়ার্থ ভিন্ন বাক্যের প্রামাণ্য নাই।

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং॥" (মীমাংসাসূ॰)

যে সকল অংশ বেদের অর্থবাদ অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপ বিধি নাই, কেবল দেবতা বা ক্রিয়ার প্রশংসামাত্রই আছে, তাহার সহিত বিধিবাক্যের এক বাক্যতা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে অর্থবাদও ক্রিয়ার্থ হয়, তাহার অপ্রামাণ্য হয় না।

ক্রিয়াবশ (ত্রি) ক্রিয়ায়া বশঃ অধীনঃ। ক্রিয়ার অধীন, যাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ হয় নাই।

ক্রিয়াবসন্ন (ত্রি) ক্রিয়য়া অবসন্নঃ পরাজিতঃ ৩তৎ। সাক্ষী কিম্বা প্রমাণ দ্বারা মোকদ্দমা প্রমাণিত করিতে না পারিয়া পরাজিত আসামী বা ফরিয়াদী।

"স্বয়মভ্যুপপন্নোঽপি স্বচর্য্যাবসিতোঽপি সন্।
ক্রিয়াবসন্নো হভার্হৈত পরং সভ্যাবধারণম্॥" (নারদ)
'ক্রিয়াবসন্নঃ সাক্ষ্যাদিনা প্রাপ্তপরাজয়ঃ।' (রঘুনন্দন)

ক্রিয়াবাচক (ক্লী) ক্রিয়াপদ, যাহার অর্থ ক্রিয়া তাহাকে ক্রিয়াবাচক বলে। যথা পচতি, গচ্ছতি ইত্যাদি।

ক্রিয়াবাদী [ন্] (পুং) ১ যিনি ক্রিয়া নিরূপণ করেন, ব্যবস্থাপক। (ত্রি) ক্রিয়া সাধ্যং বদতি ক্রিয়া-বদ-ণিনি। ২ প্রমাণবাদী, কার্য্যবাদী। (মিতাক্ষরা) পারস্তভাষায় ফরিয়াদী বলে।

ক্রিয়াবান্ [ৎ] (ত্রি) ক্রিয়া বিদ্যতে ঽস্য ক্রিয়া মতুপ্ মস্য বঃ। ১ ক্রিয়াযুক্ত, সৎক্রিয়ান্বিত। ২ ক্রিয়ানিরত।
"ত্বং যোনিঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বমাচারঃ ক্রিয়াবতাম্।"
(ভারত বন ৩)
৩ ক্রিয়ার আশ্রয়, কর্ত্তা।
"পশ্চাৎ ক্রিয়াবতা কর্ত্রা যোগো ভবতি কর্ম্মণা"। (হরিবংশ)

ক্রিয়াবিশাল, জৈনশাস্ত্রোক্ত ১৩শ পূর্ব্ববাদ।
(অরিষ্টনেমিপুরাণান্তর্গত হরিবংশ ২।১০০।)

ক্রিয়াবিশেষণ (ক্লী) ক্রিয়ায়া বিশেষণং ৬তৎ। ক্রিয়ার বিশেষণ, যে পদ দ্বারা ক্রিয়ার ভাব বা অবস্থা প্রকাশ হয়। যথা—শীঘ্রং গচ্ছতি, স্তোকং পচতি। পাণিনি মতে 'ক্রিয়াবিশেষণানামেকত্বং কর্ম্মত্বং নপুংসকত্বঞ্চ' এই বিধানদ্বারা ক্রিয়া-বিশেষণের উত্তর ক্লীবলিঙ্গে দ্বিতীয়ার একবচন ভিন্ন অন্য বিভক্তি হয় না। ক্রিয়াবিশেষণ দুইপ্রকার ভেদ বিশেষণ ও অভেদ বিশেষণ। কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতি সকল কারক ক্রিয়ার ভেদ বিশেষণ, শীঘ্রং গচ্ছতি ইত্যাদি স্থলে শীঘ্রপদটী ক্রিয়ার অভেদ বিশেষণ। ক্রিয়ার অভেদ বিশেষণের উত্তরই ক্লীবলিঙ্গের দ্বিতীয়ার একবচন হয়। ঘঞ্ প্রভৃতি কৃৎ প্রত্যয় করিয়া যে সকল ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অভেদ বিশেষণের উত্তর কেবল ক্লীবলিঙ্গের দ্বিতীয়ার একবচনও হয় এবং বিশেষ্য অনুসারে সকললিঙ্গের সকল বিভক্তির সকল বচনও দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ই পাণিনি সম্মত।

"সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধি সখী কর্ণাবধিব্যাহৃতম্" এই স্থলে রতিমন্দিরাবধি পদটী সঞ্চার এই ঘঞন্ত ক্রিয়াপদের বিশেষণ ঐ পদের উত্তর ক্লীবলিঙ্গে দ্বিতীয়ার একবচন হইয়াছে।

"আগমো নিষ্কলস্তত্র ভুক্তিঃ স্তোকাপি যত্র ন" এইস্থলে স্তোকা এই পদটী ক্তিনন্ত ভুক্তি এই ক্রিয়ার বিশেষণ, ঐ পদের উত্তর বিশেষ্য অনুসারে স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচন হইয়াছে।

কোন ব্যাকরণের মতে ক্রিয়া দুইপ্রকার—সাধ্য ও সিদ্ধ, তিঙন্ত ক্রিয়াকে সাধ্য ও অপরকে সিদ্ধ বলে। সাধ্য ক্রিয়ার অভেদ বিশেষণের উত্তরই কেবল একবচন হয়। তাহার মতে, ঘঞ্ প্রভৃতি প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্নকে সাধ্যসিদ্ধ উভয় ক্রিয়া বলা যায়। অতএব সাধ্যপক্ষে কেবল একবচন এবং সিদ্ধপক্ষে বিশেষ্যের অনুসারে লিঙ্গ ও বিভক্তি হয়।

ক্রিয়াশক্তি (স্ত্রী) ক্রিয়ৈব শক্তিঃ। ১ পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষ, ঈশ্বর যে শক্তিদ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। সাংখ্য মতে প্রকৃতিরূপে এবং বেদান্ত মতে মায়ারূপে এই শক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

শারদাতিলকেও সাংখ্যমত অবলম্বন করিয়া এই শক্তিই তান্ত্রিকভাবে বর্ণিত আছে।
"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততোনাদো নাদাদ্বিন্দু সমুদ্ভবঃ॥
পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদোবীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ॥
বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তি র্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥
রৌদ্রী বিন্দো স্ততোনাদাৎ জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত।
বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্র-ব্রহ্ম-রমাধিপাঃ
তে জ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়াত্মানো বহ্নীন্দ্বর্কস্বরূপিণঃ॥"
(শারদাতিলক)

নিত্য, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বময় পরমেশ্বর হইতে শক্তির উৎপত্তি হয়, শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দু উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর এইপ্রকারে তিনরূপে বিভক্ত হন। বিন্দু, নাদ ও বীজ এই তিনপ্রকার তাঁহার ভেদ। বিন্দু শিবস্বরূপ, বীজ শক্তি এবং এই উভয়ের মিলনের নাম নাদ। বিন্দু হইতে রৌদ্রী, নাদ হইতে ব্রহ্মাণী এবং বীজ হইতে বামাশক্তির উৎপত্তি হয়। এই তিন শক্তি হইতে রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎপত্তি। ইঁহারা জ্ঞানেচ্ছা ও ক্রিয়াবিশিষ্ট এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ। (প্রয়োগসার, পদার্থাদর্শ, পঞ্চরাত্র ও বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতেও এইরূপই বর্ণিত আছে।)

ক্রিয়াসমভিহার (পুং) সং-অভি-হৃ-ঘঞ্ সমভিহারঃ। ক্রিয়ায়াঃ সমভিহার। ৬তৎ। ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য, একটী ক্রিয়ার বারবার অনুষ্ঠান। ক্রিয়া সমভিহারে একস্বর ধাতুর উত্তর যঙ্ হয়।
"ক্রিয়া সমভিহারেণ বিরাধ্যন্তং ক্ষমেত কঃ।" (মাঘ ২ সর্গ)

ক্রিয়াস্নান (ক্লী) ক্রিয়াঙ্গং স্নানং মধ্যপদলো°। ধর্ম্মশাস্ত্রকার শঙ্খপ্রদর্শিত স্নান বিধি।

প্রথমে মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বিধি অনুসারে শৌচ কর্ম্ম করিয়া জলে নামিয়া ডুব দিবে। পরে উঠিয়া আচমন করিবে। তার পর মন্ত্রপাঠ করিয়া তীর্থের আবাহন করিতে হয়। যথা—

"প্রপদ্যে বরুণং দেবমম্ভসাংপতিমর্চ্চিতম্।
যাচেত দেহি মে তীর্থং সর্ব্বপাপাপমুক্তয়ে॥
তীর্থমাবাহয়িষ্যামি সর্ব্বাঘ-বিনিসূদনম্।
সান্নিধ্যমস্মিন্ তোয়ে চ ক্রিয়তামদনুগ্রহাৎ॥
রুদ্রান্ প্রপদ্যে বরদান্ সর্ব্বানপ্সু সদস্তথা।
সর্ব্বানপ্সু সদশ্চৈব প্রপদ্যে প্রয়তঃ স্থিতঃ॥
দেবমংশুসদং বহ্নিং প্রপদ্যেঽঘ-নিসূদনম্।
আপঃ পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ প্রপদ্যে শরণং তথা॥
রুদ্রশ্চাগ্নিশ্চ সর্পশ্চ বরুণস্বাপ এবচ।
শময়ন্ত্বাশু মে পাপং মাঞ্চ রক্ষন্তু সর্ব্বদা॥"

ইহার পরে সন্ধ্যাবিধি অনুসারে অঘমর্ষণ করিবে। পুনর্ব্বার ডুব দিয়া তীর্থ নাম জপ করিবে। এইপ্রকারে স্নান করিলে তীর্থস্নানের ফল হয়। (শঙ্খ)

ক্রিয়েন্দ্রিয় (ক্লী) ক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মণঃ সাধনং ইন্দ্রিয়ং। বাক্‌-পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়।

ক্রিবি (পুং) কৃবি ইন্ নিপাতঃ। ১ কূপ। ২ কর্ত্তা। (ত্রি) ৩ হিংসক। "রুদ্র! যত্তে ক্রিবিপরং নাম" (বাজস° ১০।২০) ৪ অসুরবিশেষ।
"অভ্যোজসা ক্রিবিং যুধাঃ" (ঋক্ ২।২২।২)
'ক্রিবিং নামাসুরম্' সায়ণ। (পুং) [বহু] ৫ পঞ্চালদেশ।
"ক্রিবয় ইতি হ বৈ পুরা পঞ্চালানাচক্ষতে।"
(শতপথব্রা° ১৩।৫।৪।৭)

ক্রিবিঃ [স্] (ত্রি) কৃবি-ইস্ নিপাতনে সাধুঃ। বিক্ষেপণশীল।
"যত্রা বো দিদ্যুদ্রদতি ক্রিবির্দতী।" (ঋক্ ১।১৬৬।৬)
'ক্রিবি বিক্ষেপণশীলঃ' সায়ণ।

ক্রিশ, অস্ত্রবিশেষ, কিরিচ। ভারত ও ভারতমহাসাগরীর দ্বীপপুঞ্জের সকল সভ্যজাতিই কিরিচ্ ব্যবহার করে। মলয়বাসীরাই ইহাকে 'ক্রিশ' বলে।

ক্রীড় (পুং) ক্রীড়-ঘঞ্। ১ খেলা। ২ পরিহাস।

ক্রীড়ক (ত্রি) ক্রীড়-ণ্বুল্। ১ যে ক্রীড়া করে। ২ দ্বারস্থিত সেবক। (ত্রিকাণ্ড)

ক্রীড়চক্র (ক্লী) ছন্দোবিশেষ। ইহার চারিটী চরণই সমান, প্রত্যেক চরণে ১৮টী স্বরবর্ণ থাকিবে, তাহার ১ম, ৪র্থ, ৭ম, ১০ম, ১৩শ ও ১৬শ অক্ষর হ্রস্ব হইবে, ইহা ব্যতীত অক্ষর সকল গুরু। (ছন্দঃশাস্ত্র)

ক্রীড়ন (ক্লী) ক্রীড়-ভাবে ল্যুট্। ১ খেলা।
"উদকক্রীড়নং নাম কারয়ামাস ভারত।" (ভারত ১।১৩৮ অঃ)
ক্রীড়-করণে ল্যুট্। ২ ক্রীড়াসাধন, যাহা দ্বারা ক্রীড়া করা হয়।
"যথা হিরণ্যাক্ষ উদারবিক্রমো মহামৃধে ক্রীড়নবন্নিরাকৃতঃ।"
(ভাগবত ৩।১৯।১৪)

ক্রীড়নক (ক্লী) ক্রীড়ন-স্বার্থে-কন্। ক্রীড়াসাধন, যাহা দ্বারা ক্রীড়া করা যায়।
"ক্রীড়সে ত্বং নরব্যাঘ্র! বালঃক্রীড়নকৈরিব।" (ভারত ৩।১২ অঃ)

ক্রীড়নিকা (স্ত্রী) ক্রীড়ন-স্বার্থে-কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। ধাত্রী।

ক্রীড়নীয় (ত্রি) ক্রীড়-করণে অনীয়র্। ১ ক্রীড়াসাধন, যাহা দ্বারা ক্রীড়া করা যায়।
"ক্রীড়তঃ ক্রীড়নীয়ানি দদুঃ পক্ষিগণাংশ্চহ।" (ভারত অনু ৮৬)
ক্রীড়-ভাবে অনীয়র্। ২ ক্রীড়া।

ক্রীড়নীয়ক (ত্রি) ক্রীড়নীয়-স্বার্থে কন্। ক্রীড়াসাধন, ক্রীড়নক। "তং হংসদন্তং তথাদৃষ্টং ক্রীড়নীয়কসন্নিভম্।"
(কথাসরিৎ)

ক্রীড়া (স্ত্রী) ক্রীড়-ভাবে অ ততঃ টাপ্। ১ পরীহাস। ২ খেলা।
"ক্রীড়ারসং নির্বিশতীব বাল্যে।" (কুমার)

ক্রীড়াকানন (ক্লী) ক্রীড়ায়াঃ ক্রীড়ার্থং কাননং অশ্বঘাসাদি-বৎ তাদর্থ্যে ৬তৎ। ৩ উপবন, আরাম।
"ক্রীড়াকানন-কেলিমণ্ডপ-যুষামায়ুঃপরং ক্ষীয়তে।" (শান্তিশতক)

ক্রীড়াকোপ (পুং) ক্রীড়ার্থঃ কোপঃ। ক্রীড়ার জন্য যে কোপ প্রকাশ করা হয়।

ক্রীড়াকৌতুক (ক্লী) ক্রীড়ার্থং কৌতুকং। ক্রীড়ার জন্য যে কৌতুক করা হয়।
"তচ্চেষ্টালোকনক্রীড়াকৌতুকাদুপগম্য।" (বিদুরাগমন)

ক্রীড়াখণ্ড (ক্লী) গণেশপুরাণের দ্বিতীয়ভাগের নাম।

ক্রীড়াগৃহ (ক্লী) ক্রীড়ার্থং গৃহং। যে গৃহে ক্রীড়া করা যায়, খেলিবার ঘর।
"ক্রীড়াগৃহমনঙ্গস্য সেয়মিন্দীবরেক্ষণা।" (সাহিত্যদঃ ১০ প°)

ক্রীড়াচংক্রমণ (ক্লী) ক্রীড়াস্থানবিশেষ।

ক্রীড়াচন্দ্র, ভোজপ্রবন্ধ বর্ণিত একজন কবি।

ক্রীড়াতাল (পুং) তালবিশেষ, যাহাতে একটী মাত্র প্লুত থাকে, সেই তালের নাম ক্রীড়াতাল।
"এক এব প্লুতো যত্র ক্রীড়াতালঃ স উচ্যতে।" (সঙ্গীতদামো°)

ক্রীড়ানারী (স্ত্রী) ক্রীড়ায়াঃ ক্রীড়ার্থা নারী তাদর্থ্যে ৬তৎ। যে স্ত্রীর সহিত আমোদ প্রমোদ করা হয়, বেশ্যা।

"বেশ্যা নিবেশিতা বীর! দ্বারবত্যাং সহস্রশঃ।
সামান্যাস্তাঃ কুমারাণাং ক্রীড়ানার্য্যো মহাত্মনাম্॥
(হরিবংশ ১৪৭ অঃ)

ক্রীড়াময় (ত্রি) যে অধিক সময়েই ক্রীড়া করিতে ভালবাসে, ক্রীড়াপ্রচুর।

ক্রীড়াময়ূর (পুং) খেলিবার ময়ূর।

ক্রীড়ামৃগ (পুং) ক্রীড়ার্থো মৃগঃ। খেলিবার হরিণ।

ক্রীড়াযান (ক্লী) ক্রীড়ায়া যানং তাদর্থ্যে ৬তৎ। পুষ্পরথ।

ক্রীড়ারত্ন (ক্লী) ক্রীড়ায়া রত্নমিব। রতিক্রিয়া।

ক্রীড়ারথ (পুং) ক্রীড়ায়া রথঃ তাদর্থ্যে ৬তৎ। পুষ্পরথ।
"ক্রীড়ারথোঽস্ত ভগবান্ উত সাংগ্রামিকোরথঃ।"
(ভারত ১৫৩ অঃ)

ক্রীড়ারসাতল (ক্লী) একখানি উপরূপক, দৃশ্যকাব্যবিশেষ।
(সাহিত্যদর্পণ ৬ অঃ)

ক্রীড়াবেশ্ম [ন্] (ক্লী) ক্রীড়াগৃহ।

ক্রীড়াশকুন্ত (পুং) খেলিবার পাখী।

ক্রীড়াশৈল (পুং) ক্রীড়াপর্ব্বত।

ক্রীড়াসরঃ [স্] (ক্লী) যে সরোবরে খেলা করা যায়।

ক্রীড়াস্থান (ক্লী) খেলিবার স্থান।

ক্রীড়ি (ত্রি) ক্রীড়-ইন্। ক্রীড়ক, যে খেলা করে।
"ক্রীড়য়ো ন মাতরং তুদন্তঃ" (ঋক্ ১০।৯৪।১৫)
'ক্রীড়য়ঃ ক্রীড়কাঃ' সায়ণ।

ক্রীড়িতা [তৃ] (ত্রি) ক্রীড় তৃণ্। ক্রীড়ক।
"ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্।"
(ভাগবত ১।১৩।১৪)

ক্রীড়ী [ন্] (ত্রি) ক্রীড় বাহুলকাৎ তাচ্ছিল্যে ইনি। ১ ক্রীড়াশীল, যে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতে ভালবাসে। ২ বায়ুবিশেষ, যে বায়ু সর্ব্বদা ক্রীড়া করে।
"গৃহমেধিভ্যো বহিষ্কান্ মরুদ্ভ্যঃ ক্রীড়িভ্যঃ।"
(বাজসনেয়স° ২৪।১৬)

ক্রীড়ু [বৈদিক] (ত্রি) ক্রীড়-উন্। ক্রীড়াকারক।
"ক্রীড়ুর্মখোন মংহয়ুঃ পবিত্রং সোম। গচ্ছসি" (ঋক্ ৯।২০।৭) 'ক্রীড়ুঃ ক্রীড়নশীলঃ' সায়ণ।

ক্রীড়োদ্দেশ (পুং) ক্রীড়ায়া উদ্দেশঃ স্থানং ৬তৎ। ক্রীড়াস্থান।

ক্রীড়োপস্কর (পুং) ক্রীড়ায়া উপস্করঃ ৬তৎ। ক্রীড়াসাধন, কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত ঘোটক, মেষ প্রভৃতি।
"যথা ক্রীড়োপস্করাণাংসংযোগবিগমাবিহ।
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্॥"
(ভাগবত ১।১৩।৪৩) 'ক্রীড়োপস্করাণাং ক্রীড়াসাধনানাং দারুরচিতমেষাদীনাম্' শ্রীধর।

ক্রীত (ত্রি) ক্রী কর্ম্মণি-ক্ত। ১ ক্রয় করা বস্তু, মূল্য দিয়া যাহা লওয়া হইয়াছে।
"শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পতত্যধঃ।" (স্মৃতি)
(ক্লী) ২ ক্রয়, কেনা। (পুং) ৩ দ্বাদশপ্রকার পুত্রের অন্তর্গত একপ্রকার পুত্র, জনক ও গর্ভধারিণী অর্থ লইয়া যে পুত্রকে বিক্রয় করে, তাহাকে ক্রীত বলে।
"দদ্যান্ মাতা পিতা বা যং স পুত্রো দত্তকঃ স্মৃতঃ।
ক্রীতশ্চ তাভ্যাং বিক্রীতঃ কৃত্রিমঃ স্যাৎ স্বয়ং কৃতঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)
মনুর মতে—ক্রীত পুত্র কেবল পিতামাতার সম্পত্তির অধিকারী, অন্য বন্ধুবর্গের দায়াধিকারী হয় না।
"কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥ (মনু)
কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, ও শূদ্রাগর্ভজাত এই ৬টী পুত্র বান্ধবদায়াধিকারী হয় না।
দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা মতে কলিকালে ক্রীত পুত্র করিবার বিধান নাই। পরাশর কলিধর্ম্মপ্রস্তাবে ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত ও কৃত্রিম কেবল এই চারি প্রকার পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্রীতক (পুং) ক্রীত-স্বার্থে কন্। ক্রীত পুত্র।
"ক্রীণীয়াদ্ য স্বপত্যার্থং মাতা পিত্রোর্যমন্তিকাৎ।
সক্রীতকঃ সুতস্তস্য সদৃশোঽসদৃশোঽপি বা।" (মনু ৯।১৭৪)
যে ব্যক্তি বংশ রক্ষার জন্য বালকের পিতা মাতাকে মূল্য দিয়া যে পুত্র ক্রয় করে, তাহাকে তাহার ক্রীতক পুত্র বলে। বংশমর্য্যাদা প্রভৃতিতে বালক সমান কি অসমান হইলেও তাহাকে ক্রীতক পুত্র করিতে পার, কিন্তু ভিন্ন জাতীয় কখনও গ্রহণ করিবে না। [দত্তক দেখ।]

ক্রীতদাস (পুং) ক্রীতশ্চাসৌ দাসশ্চ কর্ম্মধা°। কেনা চাকর, গোলাম। [দাস শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

ক্রীতানুশয় (পুং) ক্রীতে ক্রয়ে অনুশয়ঃ ৭তৎ। কোন বস্তু ক্রয় করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণ ইহাকে অষ্টাদশবিবাদের অন্তর্গত একটী বিবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বীরমিত্রোদয় নামক স্মৃতিসংগ্রহে ইহার বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে।
"ক্রীত্বা মূল্যেন যৎপণ্যং ক্রেতা ন বহু মন্যতে।
ক্রীতানুশয় ইত্যেতদ্ বিবাদপদমেবচ॥" (নারদ)
কোন বস্তু মূল্য দিয়া কিনিয়া পরে ক্রেতা যদি ঠকা হইয়াছে মনে করে, তাহাকেই ক্রীতানুশয় বলে। ইহা

একটী বিবাদ পদ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। কোন বস্তু পরীক্ষা না করিয়া ক্রয় করিলে পরে পরীক্ষার সময়ে তাহার কোন রকম দোষ বাহির হইলে ক্রেতা ঐ জিনিষ বিক্রেতাকে ফিরাইয়া দিয়া মূল্য ফিরাইয়া লইতে পারে। বিক্রেতা মূল্য ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করিলে তাহা আর ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার ব্যাসের মতে চামড়া, কাঠ, ইট্, সূতা, ধান, মদ ও রস সদ্যই পরীক্ষা করিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত পরীক্ষার কাল মধ্যে পরীক্ষা না করিয়া পরে পরীক্ষা করিয়া দোষ দেখিতে পাইলে, তাহা আর ফিরাইয়া দিতে পারিবে না। রৌপ্য, সীসা, সুবর্ণ ইহাদেরও সদ্যই পরীক্ষা করিবে। দোহ্য গোমহিষ প্রভৃতির পরীক্ষাকাল তিন দিন। বাহক বলদ প্রভৃতির ৫ দিন। রত্ন, হীরক ও প্রবালের ৭ দিন। পুরুষ মানুষের ১৫ দিন, স্ত্রীলোকের ১ মাস। ধান প্রভৃতি বীজের ১০ দিন এবং লৌহ ও কাপড়ের পরীক্ষাকাল একদিন জানিবে। কাত্যায়নের মতে গৃহ, ক্ষেত্র, জমি, বাড়ী প্রভৃতির পরীক্ষাকাল ১০ দিন। পরীক্ষাকালে কোন দোষ দেখিতে না পাইলে ও কেনাই আমার পক্ষে অনুচিত হইয়াছে মনে করিয়া ক্রেতার অনুতাপ উপস্থিত হইলেও জিনিষ ফিরাইয়া দিতে পারে, কিন্তু এইরূপ স্থলে ক্রেতা বিক্রেতাকে মূল্যের ৬ ভাগের এক ভাগ দিতে হইবে। বিক্রেতাও মূল্যের ছয়ভাগের এক ভাগ লইয়া জিনিষ ফিরাইয়া লইতে বাধ্য।

নারদের মতে যে দিন কেনা হয়, সেইদিনে ফিরাইয়া দিলে আর কিছু দিতে হয় না। কিন্তু দ্বিতীয়দিনে ফিরাইয়া দিতে হইলে ৩০ ভাগের ১ ভাগ ও তৃতীয়দিনে ১৫ ভাগের ১ ভাগ মূল্য দিতে হয়। ইহার পরে আর ফিরাইয়া দেওয়া চলিতে পারে না। কিন্তু যে বস্তু ব্যবহার করায় রূপান্তর বা অবস্থান্তর হয়, তাহা ফিরাইয়া দেওয়া যায় না। পরীক্ষাকালের পর ফিরাইয়া দিলে রাজা তাহার উপযুক্ত দণ্ড করিতে পারেন। (বীরমিত্রোদয়—ব্যবহারপদ।)

ক্রুঙ্ [ঞ্] (পুং) ক্রুন্চ-কিন্। (ঋত্বিগদধৃক্স্রগিতি। পা ৩।২।৫৯।) নিপাতনে সাধুঃ। ১ ক্রৌঞ্চ, কোঁচবক। ২ হংস।

"অদ্‌ভ্যঃ ক্ষীরং ব্যাপিবৎ ক্রুঙ্ঙাঙ্গিরসো ধিয়া। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ম্।" (বাজসনে° ১৯।৭৩) 'ক্রুঙ্ হংসঃ' মহীধর।

ক্রুঞ্চ (পুং, স্ত্রী) ক্রুন্চ-অচ্। ১ ক্রৌঞ্চপর্ব্বত। ২ কৌঞ্চপক্ষী, কোঁচবক।

"কলবিঙ্কো লোহিতাহিপুষ্করসাদস্তে ত্বাষ্ট্রা বাচে ক্রুঞ্চঃ।" (বাজসনে° ২৪।৩১) স্ত্রীলিঙ্গে অজাদি গণান্তর্গত বলিয়া টাপ্ হয়।

ক্রুঞ্চকীয় (ত্রি) ক্রুঞ্চা-শ কুক্চুস্বশ্চ। (নড়াদীনাং কুক্ চ। পা ৪।২।৯১) বীণার নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

ক্রুঞ্চা (স্ত্রী) ক্রুঞ্চ-টাপ্। বীণাবিশেষ।

ক্রুঞ্চামান্ [ৎ] (ত্রি) ক্রুঞ্চা বীণা বকী বা বিদ্যতেঽস্য ক্রুঞ্চা মতুপ্। যবাদি গণান্তর্গত বলিয়া মতুপের মকারের স্থানে ব হইল না। ১ বীণাযুক্ত। ২ বকীযুক্ত, যাহার মাদি বক পাখী আছে।

ক্রুৎ [ধ্] (স্ত্রী) ক্রুধ সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে কিপ্। ক্রোধ। ক্রুধ্ শব্দের প্রথমার একবচনে ক্রুৎ ও ক্রুদ্ এই দুইটী রূপ হয়। কিন্তু সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের ক্রুৎ, ক্রুদ্, ক্রুত্ত ও ক্রুদ্দ এই চারিটী রূপ হয়।

ক্রুদ্ধ (ত্রি) ক্রুধ-কর্ত্তরি-ক্তঃ। ১ ক্রোধযুক্ত।

"যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ।" চণ্ডী।

(ক্লী) ক্রুধ্ ভাবে ক্ত। ২ ক্রোধ।

ক্রুধা (স্ত্রী) ক্রুধ্ কিপ্ বিকল্পে টাপ্। ক্রোধ।

"বষ্টিভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
টাপঞ্চাদৌ হলন্তানাং ক্ষুধা বাচানিশাগিরা॥" (কলাপটীকা)

ক্রুধ্মী [ন্] (ত্রি) ক্রুধ্-বাহুলকাৎ মিনি কিচ্চ। ক্রোধনশীল, ক্রোধস্বভাব। "শুভ্রোবঃ শুষ্মঃ ক্রুধ্মী মনাংসি।" (ঋক্ ৭।৫৬।৮) 'ক্রুধ্মী সংগ্রামেষু শত্রুহননার্থং ক্রোধনশীলানি' সায়ণ।

ক্রুমু (ত্রি) সর্ব্বত্র গমনশীল। "ক্রুমুর্বা সিন্ধু নিরীরমৎ।" (ঋক্ ৫।৫৩।৯।) 'ক্রুমুঃ সর্ব্বত্র গমনশীলঃ' সায়ণ।

(স্ত্রী) ২ সিন্ধুনদের একটী শাখানদী। (ঋক্ ১০।৭৫।৬।) ইহার বর্ত্তমান নাম কুরম্। [কুরম্ দেখ।]

ক্রুমুক (পুং) [বৈ] সুপারি।

"ক্রুমুকমপি কুর্য্যাৎ এষা বা অগ্নেঃ প্রিয়া তনূঃ যৎক্রুমুকঃ।" (তৈত্তিরীয়সং ৫।১।৯।৫)।

ক্রুশ্বরী (স্ত্রী) ক্রুশ্বন্ ঙীপ্ রশ্চান্তাদেশঃ। শৃগালী, মাদিশিয়াল।

ক্রুশ্বা [ন্] (পুং) ক্রুশ-ক্বনিপ্। (লীঙ্ক্রুশিরুহীতি। উণ্ ৪।১১৩) শৃগাল। (উজ্জ্বলদত্ত)

ক্রুষ্ট (ক্লী) ক্রুশ্-ভাবে ক্ত। ১ রোদনধ্বনি। (ত্রি) ক্রুশ-কর্ম্মণি-ক্ত। ২ আহূত। ৩ শব্দিত। ৪ অভিশপ্ত। ৫ কথিত। ৬ অপ্রিয়।

ক্রূর (ত্রি) কৃত-রক্-ধাতু স্থানে ক্রু-আদেশশ্চ। (কৃতেশ্ছক্রূচ। উণ্ ২।২১) ১ পরদ্রোহকারী, পরের অনিষ্টকারক।

"ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌকৃতান্তঃ।" (মেঘদূত ২)

২ নির্দয়। পর্য্যায়—নৃশংস, ঘাতুক, পাপ।

"তস্মিন্নুপায়াঃ সর্ব্বে নঃ ক্রূরে প্রতিহতক্রিয়াঃ।" (কুমার ২।৪৮) 'ক্রূরে ঘাতুকে' মল্লিনাথ। ৩ কঠিন।

"তস্যাভিষেকসম্ভারং কল্পিতং ক্রূরনিশ্চয়াঃ।" (রঘুবংশ ১২।৪) ৪ ঘোর। "ক্রূরো লুব্ধোঽলসোঽসত্যঃ প্রমাদী ভীরুরস্থিরঃ।" (পঞ্চতন্ত্র ৩।২৫)

৫ উষ্ণ। (পুং) ৬ বিষমরাশি; দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম, ৯ম ও ১১শ রাশি।

"ওজোঽথ যুগ্মং বিষমঃ সমশ্চ
ক্রূরোঽথ সৌম্যঃ পুরুষোঽঙ্গনা চ।
চরস্থিরদ্ব্যাত্মকনামধেয়াঃ
মেষাদয়োঽপি ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ॥" (দীপিকা)

৭ পাপগ্রহ; রবি, মঙ্গল, শনি ও ক্ষীণচন্দ্রকে ক্রূরগ্রহ বলে। পাপগ্রহ ও শুভগ্রহ এক রাশিতে থাকিলে শুভগ্রহকেও ক্রূরগ্রহ বলে। যে তিথি, রাশির অংশ ও যে নক্ষত্র ক্রূরগ্রহ বিদ্ধ হয়, তাহাতে যাত্রাদি শুভকর্ম্ম করিবে না, বিবাহে দম্পতীর বিচ্ছেদ ও যাত্রায় মৃত্যু হয়।

৮ রক্ত করবীর। ৯ ভূতাঙ্কুশ বৃক্ষ, ভূতরাজ। ১০ শ্যেন-পক্ষী, শিক্‌রে। ১১ দংশ, ডাঁশ। ১২ কঙ্ক পক্ষী, কাঁকপাখী। (ক্লী) ১৩ অন্ন, ভাত।

ক্রূরকর্ম্মা [ন্] (ত্রি) ক্রূরং হিংসকং কর্ম্মযস্য বহুব্রী। ১ হিংসা কর্ম্মকারী।

"দ্বিজিহ্বাঃ ক্রূরকর্ম্মাণো নিষ্ঠাচ্ছিদ্রানুসারিণঃ।
দূরতোঽপি হি পশ্যন্তি রাজানো ভুজগাইব॥" (পঞ্চতন্ত্র ১।৭০)

(পুং) ২ কটুতুম্বিনী বৃক্ষ। ৩ অর্কপুষ্পী। পর্য্যায়—অর্কপুষ্পী, জল-কামুকা। (ভাবপ্রকাশ ১।১ খ°)

ক্রূরকৃৎ (ত্রি) ক্রূরং করোতি ক্রূর-কৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ক্রূরকর্ম্মকারী। (তৈত্তিরীয়ব্রাঃ ১।৫।৬।৫।)

ক্রূরকোষ্ঠ (ত্রি) ক্রূরং কঠিনং কোষ্ঠং যস্য বহুব্রী। বদ্ধকোষ্ঠাশয়, যাহার কোষ্ঠ পরিষ্কার নাই।

"ক্রূরকোষ্ঠস্যাতিতীক্ষ্ণস্যাগ্নেরল্পমৌষধং অল্প গুণং বা ভক্ষবৎ পাকমুপৈতি।" (সুশ্রুত, চিকিৎসিত ২৪ অঃ)

ক্রূরগন্ধ (পুং) ক্রূর উগ্রোগন্ধো যস্য বহুব্রী। ১ গন্ধক। (রাজনি°) (ত্রি) ২ তীক্ষ্ণগন্ধযুক্ত।

ক্রূরগন্ধা (স্ত্রী) ক্রূরো গন্ধ একদেশো যস্যাঃ বহুব্রী ততষ্টাপ্। কন্থারী বৃক্ষ।

ক্রূরতা (স্ত্রী) ক্রূর ভাবে তল্। ১ পরদ্রোহ। ২ নির্দ্দয়তা। ৩ কঠিনতা। ৪ ঘোরতা। ৫ উষ্ণতা ৬ তীক্ষ্ণতা

ক্রূরদন্তী (স্ত্রী) দুর্গা

ক্রূরদৃক্ [শ্] (পুং) ক্রূরা দৃক্ যস্য বহুব্রী। যদ্বা ক্রূরং পশ্যতি দৃশ্-ক্বিন্ ততঃ ২তৎ। ১ খল। ২ শনিগ্রহ। (মেদিনী) ৩ মঙ্গলগ্রহ।

"আরো বক্রঃ ক্রূরদৃক্ চাবনেয়ঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্ব।) ৪ গ্রহদিগের স্থানবিশেষ। নীলকণ্ঠতাজকের মতে—ঐ স্থানকে ক্ষুতাখ্যদৃষ্টি বা রিপুদৃষ্টি বলে।

(স্ত্রী) ক্রূরাণাং গ্রহাণাং দৃক্ দৃষ্টিঃ। ৫ পাপগ্রহের দৃষ্টি।

ক্রূরধূর্ত্ত (পুং) ক্রূরঃ কৃষ্ণত্বাৎ তৎসদৃশো ধূর্ত্তঃ। কৃষ্ণধুস্তুরক, কাল ধুতুরা।

ক্রূরপ্রসাদন (ত্রি) ক্রূরমপি প্রসাদয়তি ক্রূর-প্র-সদ-ণিচ্ ল্যুট্। ১ যে ক্রূর ব্যক্তিকেও শুশ্রূষাদি দ্বারা প্রসন্ন করে, সেবক। (ক্লী) ক্রূরস্য প্রসাদনং ৬ৎ। ২ ক্রূর ব্যক্তির প্রসন্নতা, প্রীতি।

ক্রূররাবী [ন্] (পুং) ক্রূরং কর্কশং উগ্রং বা রৌতি ক্রূর-রু ণিনি। দ্রোণকাক।

ক্রূররাবিণী (স্ত্রী) স্ত্রী দ্রোণকাক।

ক্রূরলোচন (পুং) ক্রূরং লোচনং যস্য বহুব্রী। শনিগ্রহ। শনির দৃষ্টিতে লোকের অনিষ্ঠ হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

ক্রূরস্বর (ত্রি) ক্রূরঃ কর্কশঃ স্বরোযস্য বহুব্রী। কর্কশধ্বনিযুক্ত।

"ক্রূরস্বরাঃ কাকোলূকখরউষ্ট্রাশ্বগর্দ্দভাঃ" (কবিকল্পলতা)

ক্রূরসত্ত্বৌষধি (স্ত্রী) গন্ধমাদনের নিকটবর্ত্তী ও কৈলাস-পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত একটী গিরি।

"কৈলাসাদ্দক্ষিণে পার্শ্বে ক্রূরসত্ত্বৌষধিং গিরিম্।
বৃত্রকায়াৎ কিলোৎপন্নমঞ্জনং ত্রিককুম্প্রতি॥"

ব্রহ্মাণ্ডপু° অনুষঙ্গপাদ।

ক্রূরা (স্ত্রী) ক্রূর-টাপ্। ১ রক্ত পুনর্ণবা। ২ বরাটক, কড়ি। (রাজনি°)

ক্রূরাকৃতি (ত্রি) ক্রূরা-আকৃতির্যস্য বহুব্রী। ১ যাহার মূর্ত্তি অতিশয় কর্কশ। (পুং) ২ রাবণ। (স্ত্রী) কঠিনা মূর্ত্তিঃ কর্ম্মধা°। ৩ কঠিন মূর্ত্তি।

ক্রূরাক্ষ (পুং) ক্রূরে অক্ষিণী যস্য,বহুব্রী সমাসান্ত টচ্। যাহার চক্ষু দুইটী অতিশয় কর্কশ।

ক্রূরাত্মা [ন্] (পুং) ক্রূর আত্মা স্বভাবো যস্য বহুব্রী। যাহার স্বভাব অতিশয় কুটিল।

ক্রূরাশয় (ত্রি) ক্রূর আশয়োঽভিপ্রায়ো যস্য বহুব্রী। মন্দাশয়, যাহার অভিপ্রায় ভাল নহে।

ক্রূর্চ (পুং) ১ পক্ষীবিশেষ। (ক্লী) ২ শ্মশ্রু, দাড়ি।

ক্রেণি (ত্রি) ক্রী-কর্ত্তরি নি। ১ ক্রেতা। (ক্লী) ক্রী-ভাবে নি। ২ ক্রয়। (উজ্জ্বলদত্ত)।

ক্রেতব্য (ত্রি) ক্রী কর্ম্মণি তব্য। ১ কিনিবার যোগ্য, যাহা ক্রয় করা হইবে। (ক্লী) ক্রী-ভাবে তব্য। ২ ক্রয়, কেনা।

ক্রেতা [তৃ] (ত্রি) ক্রী-তৃচ্। যে ক্রয় করে, খরিদ্দার।

ক্রেয় (ত্রি) ক্রী-কর্ম্মণি যৎ। ১ কিনিবার যোগ্য। (ক্লী) ক্রী-ভাবে যৎ। ২ ক্রয়।

ক্রেলুলেন্দুপুর—উঃপঃ প্রদেশের গাজীপুরজেলার অন্তর্গত গঙ্গাতটস্থ একটী প্রাচীন স্থান, ইহার পূর্ব্ব নাম ধনপুর ও বর্ত্তমান নাম মসাওন্দী। এখানে এক সময়ে গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল, প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ ও খোদিত শিলালিপিদ্বারা তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। এখান হইতে গুপ্তরাজগণের কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ক্রৈড়িন (ত্রি) [বৈ] ক্রীড়ী মরুৎ দেবতাঽস্য ক্রীড়িন্ অণ্ বাহুলকাৎ ন.লোপাভাবঃ। সাকমেধীয় হবির্বিশেষ, ইহা দ্বারা মরুৎ দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে হয়।

"শিশ্নান্তে বাস্ত ক্রৈড়িনং হবিঃ শিশ্রৈর্হি ক্রীড়ন্তীবায়মেবা-বাঙ্ প্রাণঃ" (শতপথব্রা° ১১।৫।২।৪)

ক্রৈড়িনীয়া (স্ত্রী) ক্রৈড়িনং হবিঃ তদধিকৃত্য ইষ্টিঃ ক্রীড়িন-ছ। যজ্ঞবিশেষ। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে ৫।৭।১ সূত্র হইতে এই যজ্ঞের নিয়ম ও প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্রৈব্য (পুং) ক্রিবীণাং পঞ্চালানাং রাজা ক্রিবি বাহুলকাৎ ঞ্য। ক্রিবি অর্থাৎ পঞ্চালদেশীয় রাজা। [ক্রিবি দেখ।]

ক্রোক (আরবী) আটক, আবদ্ধ।

ক্রোকী (ক্রোক শব্দজ) যাহা আটক করা হইয়াছে। রাজা বা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি মতে যাহার হস্তান্তর বা অবস্থান্তর করা যায় না।

ক্রোঙ্গ, একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম।

ক্রোঞ্চ (পুং) ক্রুঞ্চ-অচ্ বাহুলকাৎ গুণঃ। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত।

"কৈলাসে ধনদাবাসে ক্রোঞ্চঃ ক্রোঞ্চোঽভিধীয়তে।" (বৃহৎহারাবলী)

ক্রোঞ্চকুমারিকা (স্ত্রী) রাক্ষসীভেদ। (দিব্যাবদান)।

ক্রোঞ্চদারণ (পুং) ক্রোঞ্চং ক্রৌঞ্চপর্ব্বতং দারয়তি ক্রোঞ্চ দৃ-ণিচ্-ল্যু ৳ কার্ত্তিকেয়। (অমরটীকা—রায়মুকুট)

ক্রোঞ্চপদী (স্ত্রী) [ক্রৌঞ্চপদী দেখ।]

ক্রোড় (পুং) ক্রুড়-ঘনীভাবে ঘঞ্। ১ শূকর।

"নদী সৈবালদিগ্ধাঙ্গং হরিশ্মশ্রুজটাধরম্।
লগ্নৌ শঙ্খনখৈর্গাত্রৈঃ ক্রোড়ৈশ্চিত্রৈরিবার্পিতম্॥" (ভারত অনু ৫০ অঃ)

(ক্লী) ২ বাহুর মধ্যভাগ, চলিত কথায় কোল বলে। পর্য্যায়—ভুজান্তর, উরঃ, বৎস, বক্ষঃ, উৎসঙ্গ, ভোগ, বপুষঃ-প্রাক্। "ইন্দ্রস্য ক্রোড়োঽদিত্যৈ পাজস্যম্।" (বাজসনেয়সং ২৫। ৮)। ৩ বৃক্ষকোটর।

"হা হা হন্ত বিটপিক্রোড়ে মনোধাবতি।" (উদ্ভট)

৪ ঘোটকের উরঃস্থল। (পুং) ৫ বারাহীকন্দ, চামালু। ৬ উত্তরদেশীয় একটী গ্রাম। ৭ শনিগ্রহ।

ক্রোড়কন্যা (স্ত্রী) ক্রোড়স্য শূকরস্য কন্দৈব প্রিয়ত্বাৎ। বারাহী-কন্দ। (রাজনি°)

ক্রোড়কশেরুক (পুং) ভদ্রমুস্তা। (ভাবপ্রকাশ)।

ক্রোড়চূড়া (স্ত্রী) ক্রোড়ে চূড়া যস্যাঃ বহুব্রী। বড় থুল কুড়ি।

ক্রোড়পত্র (ক্লী) ক্রোড়ে উপচারাৎ মধ্যে স্থিতং পত্রং ৭তৎ। অতিরিক্ত পত্র, পুস্তকের কোন অংশ পরিত্যক্ত বা পতিত হইলে যে পত্রে লিখিয়া পুস্তকে যোজনা করিয়া দেওয়া যায়।

ক্রোড়পর্ণী (স্ত্রী) ক্রোড়ে কণ্টকমধ্যে পর্ণং যস্যাঃ বহুব্রী, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কণ্টকারিকা। [কণ্টকারী দেখ।]

ক্রোড়পাৎ (পুং) ক্রোড়ে পাদোঽস্য পাদস্য পাৎ আদেশঃ। কচ্ছপ, কাছিম।

ক্রোড়পাদ (পুং) ক্রোড়ে পাদোযস্য বহুব্রী বিকল্পে ন পাৎ আদেশঃ। কচ্ছপ, কাছিম।

ক্রোড়মল্লক (পুং) ভিখারী। (দিব্যাবদান)

ক্রোড়া (স্ত্রী) ১ শূকরী। ২ বাহুর মধ্য।

ক্রোড়াঙ্গ (পুং) ক্রোড়ে অঙ্গানি যস্য বহুব্রী। কচ্ছপ, কাছিম।

ক্রোড়াঙ্ঘ্রি (পুং) ক্রোড়ে অঙ্ঘ্রির্যস্য বহুব্রী। কচ্ছপ, কাছিম।

ক্রোড়াদি (পুং) ক্রোড় আদি র্যস্য গণস্য বহুব্রী। পাণি-নির একটী গণ, এই গণের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয় না। (ন ক্রোড়াদিবহ্বচঃ। পা ৪।১।৫৬) ক্রোড়, নখ, খুর, গোখা, উখা, শিখা, বাল, শফ, গুক্র, ভগ, গল, ঘোণ, নাল, ভুজ, গুদ ও কর এই সকলকে ক্রোড়াদিগণ।

ক্রোড়ী (স্ত্রী) ক্রোড়-জাতৌ গৌরাদিত্বাৎ বিকল্পে ঙীষ্। ১ বরাহ জাতীয় স্ত্রী। ২ বারাহীকন্দ। (রাজনি°)

ক্রোড়ীকরণ (ক্লী) ক্রোড়-চ্বি-কৃ-ভাবে ক্তিন্। আলিঙ্গন।

ক্রোড়ীকৃতি (স্ত্রী) ক্রোড়-চ্বি-কৃ-ভাবে ক্তিন্। আলিঙ্গন। (হেম)

ক্রোড়ীমুখ (পুং) ক্রোড্যাঃ শূকর্য্যা মুখমিব মুখং যস্যাঃ বহুব্রী। গণ্ডকপশু, গণ্ডার। (রাজনি°)

ক্রোড়ীমুখী (স্ত্রী) ক্রোড়ী মুখজাতিত্বাৎ ঙীষ্। গণ্ডারের স্ত্রী।

ক্রোড়েষ্টা (স্ত্রী) ক্রোড়স্য ইষ্টা প্রিয়া। ১ মুস্তক, মুথা। ২ ভদ্রমুস্তা।

ক্রোথ (পুং) ক্রুথ-হিংসায়াং ভাবে ঘঞ্। হিংসা। (হেম°)

ক্রোধ (পুং) ক্রুধ ভাবে ঘঞ্। ১ রোষ, কোপ, কোন প্রতি-কূল ঘটনা উপস্থিত হইলে তীক্ষ্ণতার প্রাদুর্ভাবরূপ চিত্তের বৃত্তিবিশেষ। "প্রতিকূলেষু তৈক্ষ্ণস্যাববোধঃ ক্রোধ ইষ্যতে" (সাহিত্যদর্পণ ৩।) সাহিত্যদর্পণের মতে ক্রোধ রৌদ্ররসের স্থায়ীভাব। ভগবদ্গীতার মতে কোন কারণে যে

অভিলাষটী পূর্ণ হইতে পারে না, তাহাই ক্রোধরূপে পরিণত হয়, ইহা রজোগুণের কার্য্য। প্রথমে সঙ্করূপ বাসনাহইতে অভিলাষ হয়, কোন কারণে অভিলাষটী পূর্ণ না হইলেই ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি যুদ্ধব্যতীত আর কোন কার্য্য করিতেই সমর্থ হয় না, ক্রোধী ব্যক্তি অন্ধের ন্যায় ও বধিরের ন্যায় চেতন হইয়াও অচেতনের ন্যায় কোন কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না, হিতোপদেশ কাণে শুনিতে পায় না। ক্রোধ হইতে এই প্রকার সংমোহ হয়, মোহ হইলে স্মৃতিনাশ হয়, স্মৃতিনাশে বুদ্ধি নষ্ট হয়, বুদ্ধি নাশ হইলেই বিনষ্ট হইতে হয়। সকলের পক্ষেই ক্রোধ পরিত্যাগ করা উচিত। ক্রোধ পরিত্যাগ করিবার ক্ষমাই প্রধান উপায়। (নীতিশাস্ত্র)

ক্রোধের সংস্কৃত পর্য্যায়—কোপ, অমর্ষ, রোষ, প্রতিঘ, রুট্, ক্রুৎ, আমর্ষ, ভীম, ক্রুধা, রুষা। (শব্দার্ণব)

পুরাণের মতে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মার ভ্রূ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, শরীর মধ্যস্থিত ছুষ্ট রিপুর অন্তর্গত একটী রিপু।

হেল, হর, হৃণি, ত্যজ, ভাম, এহ, হ্বর, তপুষী, জূর্ণি, মন্যু ও ব্যথিঃ এই একাদশটী ক্রোধের নাম। (নিঘণ্টু ২ অঃ)

২ বৎসরবিশেষ, জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রসিদ্ধ ষাট্ প্রকার বৎসরের অন্তর্গত একপ্রকার বৎসর। ক্রোধ নামক বৎসর হইলে সকল জগৎ আকুল হয় ও প্রাণীগণের ক্রোধ বেশী হয়।

ক্রোধকৃৎ (ত্রি) ক্রোধং করোতি ক্রোধ কৃ-কিপ্। ১ ক্রোধকারী। ২ পরমেশ্বর।

"ক্রোধহা ক্রোধকৃৎ কর্ত্তা বিশ্ববাহু র্মহীধরঃ।" (বিষ্ণুসহস্র°)

ঈশ্বরের ক্রোধের কারণ না থাকিলেও যে ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন অর্থাৎ আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করে না, জগৎনিয়ন্তা পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি ক্রোধ করেন, ইহাপ্রাণিগণের অদৃষ্টানুসারেই ঘটিয়া থাকে।

ক্রোধজ (পুং) ক্রোধাৎ জায়তে ক্রোধ-জন ড। ১ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন, মোহ।

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।"
(গীতা ২।৬২)

(ত্রি) ২ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন। ৩ ছুইপ্রকার ব্যসনের অন্তর্গত একটী।

"পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণং।
বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ।" মনু।

খলতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, গুণীর প্রতি দোষারোপ, অর্থ অপহরণ, বাক্যপারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য এই আটটীকে ক্রোধজগণ বলে। (মনু ৭।৪৮)

ক্রোধন (ত্রি) ক্রুধ্-যুচ্ (ক্রুধ মণ্ডার্থেভ্যশ্চ। পা ৩।২।১৫১) ১ ক্রোধশীল, কোপাবিষ্ট। পর্য্যায়—অমর্ষণ, কোপী, ক্রোধী, রোষণ। "যত্রামেণ কৃতং তদেব কুরুতে দ্রৌণায়নিঃ ক্রোধন" (বেণীসংহার ৩ অঙ্ক)।

২ কৌশিকের একটী পুত্র, ইনি গর্গমুনির শিষ্য ছিলেন। (হরিবংশ ২১৩ অঃ।) ৪ কুরুবংশীয় একজন রাজা, ইহার পুত্রের নাম দেবাতিথি। (ভাগ ৯।২২।১১) ৫ জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রসিদ্ধ ষাট্প্রকার বৎসরের অন্তর্গত একটী। তন্ত্রমতে এই বৎসরে রোগ মরণ, ছুর্ভিক্ষ, বিরোধ ও প্রাণীগণের নানাবিধ বিপদ্ হয়।

৬ তন্ত্রোক্ত একটী ভৈরব।

"অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ড উন্মত্তক্রোধনস্তথা।" (তন্ত্র)

ক্রোধনা (স্ত্রী) ক্রুধ-যুচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। কোপবতী। পর্য্যায়—ভামিনী, চণ্ডী। (ত্রিকাণ্ডশেষ।)

"আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।"
(রামা° ২।৭০।১০)

ক্রোধনীয় (ত্রি) ক্রুধ্যতে হনেন ক্রুধ-করণে অনীয়র্। ক্রোধকারণ। "ন ক্রুধ্যত্যভিশপ্তোঽপি ক্রোধনীয়ানি বর্জয়ন্।"
(রামায়ণ ২।৪১।৩)

ক্রোধময় (ত্রি) ক্রোধ প্রচুর, অধিক ক্রোধবিশিষ্ট।

ক্রোধমূর্চ্ছিত (ত্রি) ক্রোধেন মূর্চ্ছিতঃ ৬তৎ। যদ্বা ক্রোধো মূর্চ্ছিতো বহুলীভূতোযস্য বহুব্রী। ১ অতিশয় কোপবিশিষ্ট, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য।

"রাক্ষসাং নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
ততো জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥" (রামা° ১।১।৪৯)

(পুং) ক্রোধঃ ক্রোধ ময়ইব মূর্চ্ছিতঃ। ২ চোরনামা গন্ধদ্রব্য।

ক্রোধবর্দ্ধন (ত্রি) ক্রোধং বর্দ্ধয়তি বৃধ-ণিচ্ ল্যু ৬তৎ। ১ কোপবর্দ্ধক, অনিষ্টসূচক বাক্যাদি। (পুং) ২ অসুরবিশেষ। (হরিবংশ ১৬৩ অঃ,) এই অসুর ভারতযুদ্ধকালে দণ্ডধার নৃপ নামে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

"ক্রোধবর্দ্ধন ইত্যেব যস্তন্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দণ্ডধার ইতি খ্যাতঃ সোঽভবন্ মনুজর্ষভঃ॥" (ভারত ১।৬৭ অঃ)

ক্রোধবশ (পুং) ক্রোধস্য বশোঽধীনত্বং। ১ ক্রোধের অধীনতা।

"প্রমীদাহ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্। (মনু ২।২১৪)

(ত্রি) ক্রোধস্যবশঃ অধীনঃ ৬তৎ। ২ ক্রোধের বশীভূত। ৩ মহীতলে অবস্থিত অনেক ফণাবিশিষ্ট কাদ্রবেয় নামক সর্পের মধ্যে একটী।

"ততোঽধস্তান্মহাতলে কাদ্রবেয়াণাং সর্পাণাং নৈকশিরসাং ক্রোধবশোনাম গণঃ।" (ভাগবত ৫।২৪।২৯)

(স্ত্রী) ৪ কশ্যপের একটী কন্যা।

"সুরভি র্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইরা।" (হরিবংশ ৩ অঃ)

ইহার গর্ভে দন্দশূক প্রভৃতি সর্পগণের উৎপত্তি হয়। (ভাগবত ৬।২৮)

ক্রোধহন্তা [তৃ] (পুং) একটী অসুরের নাম।

"চন্দ্রহন্তা ক্রোধহন্তা ক্রোধবর্দ্ধন এব চ।" (হরিবংশ ৪২ অঃ)

ক্রোধহা [ন্] (পুং) ক্রোধং হন্তি হন্-ক্বিপ্। ১ বিষ্ণু।

"ক্রোধহা ক্রোধকৃৎ কর্ত্তা বিশ্ববাহু র্মহীধরঃ।" (বিষ্ণুস°)

(ত্রি) ২ কোপনাশক।

ক্রোধসম্ভব (পুং) সংভবত্যস্মাৎ সম-ভূ-অপাদানে অপ্ ক্রোধঃ সম্ভবোঽস্য বহুব্রী। ১ মোহ। ক্রোধস্য সম্ভবঃ ৬তৎ। ২ কোপের উৎপত্তি।

"মার্জ্জারমূষিকাস্পর্শে আক্রুষ্টে ক্রোধসম্ভবে।"

'ক্রোধসম্ভবে কোপোৎপত্তৌ' (শ্রাদ্ধতত্ত্বে, রঘুনন্দন)

ক্রোধা (স্ত্রী) ক্রোধ স্ত্রিয়াং টাপ্। দক্ষরাজের একটী কন্যা।

"ক্রোধা প্রাধা চ বিশ্বা চ বিনতা কপিলা মুনি।"

(ভারত ১।৬৫।১২)

ক্রোধান্বিত (ত্রি) ক্রোধেন অন্বিতো যুক্তঃ। ৩তৎ। ক্রোধযুক্ত।

ক্রোধালু (ত্রি) ক্রুধ বাহুলকাৎ আলুচ্। কোপশীল, কোপনস্বভাব। "ক্রোধালুর্বিপুলবলো নিশাধিহারী।" (সুশ্রুত)

ক্রোধী [ন্] (ত্রি) ক্রুধ-ণিনি যদ্বা ক্রোধ-অস্ত্যর্থে ইনিঃ (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১) ১ অল্পেই যাহার ক্রোধ জন্মে, যে সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। সুশ্রুতের মতে বায়ুপ্রকৃতি লোকই অধিক ক্রোধী হয়। "তত্র জাগরূকঃ শীতদ্বেষী, দুর্ভগঃ স্তেনো মাৎসর্য্য নার্য্যো গান্ধর্ব্বচিত্তঃ স্ফুটিতকরচরণোঽতিরূক্ষশ্মশ্রুনখকেশঃ ক্রোধী দন্তনখখাদী চ ভবতি।" (সুশ্রুত শারীর ৪)

২ মহিষ। (রাজনি°)

ক্রোধীশভৈরব (পুং) ভৈরবতন্ত্রকার।

ক্রোর (কোটি শব্দজ) ১ একশত লক্ষ, কোটি। (কুররশব্দজ) ২ কুরর পক্ষী।

ক্রোল (কুরর শব্দজ) কোন কোন স্থানে কুরর পক্ষীকেই ক্রোল বলে।

ক্রোশ (পুং) ক্রুশ-ভাবে ঘঞ্। ১ রোদন। ২ আহ্বান। ক্রোশতি যতঃ ক্রুশ্-অপাদানে ঘঞ্। ৩ লীলাবতীর মতে চারি হাতে এক দণ্ড, দুইহাজার দণ্ডে অর্থাৎ আটহাজার হাতে একক্রোশ।

"হস্তৈশ্চতুর্ভির্ভবতীহ দণ্ডঃ ক্রোশসহস্রদ্বিতয়েন তেন।"

(লীলাবতী)

মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে ৪ হাতে এক ধনু এবং হাজার ধনুতে এক ক্রোশ।

"চতুর্হস্তো ধনুর্দণ্ডো নালিকা তদ্যুগেন চ।

ক্রোশোধনুঃসহস্রেণ" (হেমা° দা° মার্কণ্ডে°)

ক্রোশ শব্দের মূল অর্থ 'আহ্বান' দৃষ্টে বোধ হয়, পূর্ব্বে কোনস্থান হইতে কাহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিলে সেই শব্দ যতদূর যায়, ততদূর এক ক্রোশ গণিত হইত। এখনও গুজরাট ও জনকপুর অঞ্চলে গাভীর ডাক যতদূর যায়, তাহাকেই ক্রোশ বলে। এখনও গুজরাটে ক্রোশকে "গাও" কহে। ক্রোশ শব্দের অপভ্রংশে পালি ভাষায় 'কোশ' হইয়াছে, এখন নানাস্থানে 'কোশ' ব্যবহৃত। সাইবেরিয়ার স্থানে স্থানে এই কোশ শব্দের অপভ্রংশে 'কিওসেস্' (Kiosses) ব্যবহৃত হয়। পারসীতে এই কোশকে 'কুরোই' বলে। স্থানভেদে ক্রোশ একরূপ নয়।

সাইবেরিয়ার ১½ মাইলে এক 'কিওসেস্', বাঙ্গালা বিভাগে দুই মাইলে এক কোশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দোয়াবের নিকট ১½ মাইলে, বুন্দেলখণ্ডে কোথাও ৩ মাইলে, কোথাও বা ৪ মাইলে এককোশ। পশ্চিমে আবার কাচা কোশ ও পাকা কোশ আছে। পরিমাণের এইরূপ গোলমাল থাকায় অকবর বাদশাহ ৫০০০ ইলাহী গজে এক কোশ ঠিক করেন। (আইন্-ই-অকবরী)। [গজ দেখ।] ৪ মুহূর্ত্ত।

"দশদণ্ডেতু যা পূজা তৎসর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ।

ষষ্ঠে ক্রোশে মহেশানি! তৎসর্ব্বমমৃতোপমম্।

(শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৬ পটল)

ক্রোশতাল (পুং) ক্রোশং ব্যাপ্য তালঃ শব্দো যস্য বহুব্রী। ঢক্কা, ঢাক।

ক্রোশধ্বনি (পুং) ক্রোশং ব্যাপ্য ধ্বনিরস্য বহুব্রী। ঢক্কা, ঢাক।

ক্রোশন (ক্লী) ক্রুশ-ল্যুট্। ১ ক্রন্দন, কাতরধ্বনি। ২ আহ্বান।

ক্রোশযুগ (ক্লী) ক্রোশস্য যুগং ৬তৎ। গব্যূতি, দুই ক্রোশ। (গব্যূতিঃ স্ত্রী ক্রোশযুগং। অমর)

ক্রোশী [ন্] (ত্রি) ক্রুশ-ণিনি। শব্দকারক। পূর্ব্বপদ উপমানের সহিত ক্রোশি-শব্দের সমাস হইলে পূর্ব্বপদ উদাত্ত হইয়া যায়। যথা—উষ্ট্রক্রোশী।

ক্রোষ্টু (পুং) ক্রোশতি রৌতি-ক্রুশ-তুন্। (সিতনিগমিমসিসচ্যবিধাঞ্ক্রুশিভ্যস্তুন্। উণ্ ১।৭০।) ১ শৃগাল। ক্রোষ্টু শব্দের প্রথমা বিভক্তিতে ও দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন দ্বিবচনে তৃজ্বৎ ভাব হইয়া ক্রোষ্টৃ শব্দ হয়। ক্রোষ্টৃ শব্দের রূপ কর্ত্তৃশব্দের ন্যায়, কিন্তু সম্বোধনে ক্রোষ্টৃ হয় না। (তৃজ্বৎ ক্রোষ্টুঃ। পা ৭।১।৯৫) এবং তৃতীয়াদি বিভক্তির স্বরাদি বিভক্তিতে বিকল্পে তৃজ্বদ্ ভাব হইয়া ক্রোষ্টৃ ও ক্রোষ্টু এই উভয় পদ হয়।

"ক্রোষ্টা মায়োরিন্দ্রস্য গৌরমৃগঃ।" (বাজসনে° ২৪।৩২।)
'ক্রোষ্টা শৃগালঃ।' (মহীধর)

২ যদুবংশীয় একজন নৃপতি। গান্ধারী ও মাদ্রী নামে ইহার দুইটী পত্নী ছিল। এই বংশেই জগৎপাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। (হরিবংশ ২৫ অঃ)

ক্রোষ্টুক (পুং) ক্রোষ্টু-স্বার্থে কন্। শৃগাল।
"ক্রোষ্টুকদ্বীপিবদনৈ র্খর্ক্ষর্বভমুখৈস্তথা।" (ভারত ১।১৪০)

ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা (স্ত্রী) ক্রোষ্টুকস্য শৃগালস্য পুচ্ছমিব পুচ্ছমস্ত্যস্যাঃ ক্রোষ্টুকপুচ্ছ-ঠন্-টাপ্ অকারস্য ইকারঃ। ১ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া। অমরটীকাকার-স্বামীর মতে রামবাসক। ২ গোলোমিকা। (রাজনি°।) চলিত কথায় পাথরী বলে।

ক্রোষ্টুকপুচ্ছী (স্ত্রী) ক্রোষ্টুকস্য পুচ্ছমিব পুচ্ছমস্ত্যস্যাঃ ক্রোষ্টুকপুচ্ছ-অচ্ (অর্শ আদিভ্যঃ। পা ৫।২।১২৭) ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা। (শব্দরত্নাবলী)

ক্রোষ্টুকমান (পুং) একজনের নাম। এই শব্দটী যস্কাদি গণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্যার্থে যে প্রত্যয় হয়, পুং ও ক্লীবলিঙ্গে বহুবচনে তাহার লোপ হইয়া যায়। (যস্কাদিভ্যো গোত্রে। পা ২।৪।৬৩।)

ক্রোষ্টুকমেখলা (স্ত্রী) ক্রোষ্টুকস্য মেখলাইবাস্ত্যস্যাঃ ক্রোষ্টুকমেখলা-অচ্-টাপ্। ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা।

ক্রোষ্টুকর্ণ (পুং) একটী গ্রামের নাম। এই শব্দটী পাণিনির তক্ষশিলাদি গণান্তর্গত।

ক্রোষ্টুকশিরঃ [স্] (ক্লী) বাতরক্তজ রোগবিশেষ। বাতরক্তজনিত জানুর মধ্যে অতিশয় বেদনাবিশিষ্ট, শৃগালের মস্তক সদৃশ যে শোথ জন্মে, তাহাকে ক্রোষ্টুকশিরা কহে।

শিরাবেধের প্রণালী অনুসারে গুল্‌ফের চারি আঙ্গুল উপরে শিরা বিদ্ধ করিয়া দিলে ক্রোষ্টুকশিরা রোগের প্রতীকার হয়। (সুশ্রুত শারীর ৮ অঃ)

ক্রোষ্টুপাদ (পুং) ঋষিবিশেষ। *। এই শব্দটী পাণিনির যস্কাদি গণান্তর্গত, ইহার উত্তর অপত্য প্রত্যয় করিলে পুং ও ক্লীবলিঙ্গে বহুবচনে তাহার লোপ হয়।

ক্রোষ্টুপুচ্ছিকা (স্ত্রী) [ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা দেখ।]

ক্রোষ্টুপুচ্ছী (স্ত্রী) [ক্রোষ্টুকপুচ্ছী দেখ।]

ক্রোষ্টুফল (ক্লী) ক্রোষ্টোঃ প্রিয়ং ফলং। ইঙ্গুদীফল। (রাজনি°)

ক্রোষ্টুমান (পুং) একজন ঋষির নাম। *। এই শব্দটী যস্কাদি গণান্তর্গত বলিয়া পুং ও ক্লীবলিঙ্গে বহুবচনে ইহার উত্তর বিহিত অপত্য প্রত্যয়ের লোপ হয়।

ক্রোষ্টুমায় (পুং) একজন ঋষির নাম। *। ক্রোষ্টুমানের ন্যায় উত্তর বিহিত অপত্য প্রত্যয়ের লোপ হয়।

ক্রোষ্টুবিন্না (স্ত্রী) ক্রোষ্টুভিঃ বিন্না প্রাপ্তা ইব। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া, স্থানবিশেষে বিরালছাই বলে। পর্য্যায়—পৃথক্‌পর্ণী, চিত্রপর্ণী, অহিপর্ণী, সিংহপুচ্ছী। (ভাবপ্রকাশ ১।১)

ক্রোষ্টেক্ষু (পুং) ক্রোষ্টোঃ প্রিয়ইক্ষুঃ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। শ্বেতেক্ষু, শাদা আক্।

ক্রোষ্ট্রী (স্ত্রী) ক্রোষ্টু ঙীপ্ ক্রোষ্টৃ আদেশঃ। ১ শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড।
"বিদারী স্বাদুগন্ধাচ সাতু ক্রোষ্ট্রী সিতা স্মৃতা।"
(ভাবপ্রকাশ ১।১ খ°)

২ শৃগালিকা। ৩ কৃষ্ণবিদারী। ৪ লাঙ্গলী।

ক্রৌঞ্চ (পুং) ক্রুঞ্চ স্বার্থে-অণ্। ১ একপ্রকার বকপাখী, চলিত কথায় কোঁচবক বলে।
"যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী কামমোহিতঃ ॥"
(রামা° ১।১।১৫)

পর্য্যায়—কুঙ, ক্রুঞ্চ, ক্রুঞ্চা, ক্রোঞ্চ, কালিক, কালীক, কলিক। ইহার মাংসের গুণ—বৃষ্য, অতিশয় রুচিকর, দীপন, অশ্মরী, শোষ, মূর্চ্ছা ও কাসরোগনাশক। (হারীত ১।১১) ২ একটী পর্ব্বত। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।৩১।২।) হরিবংশের মতে এই পর্ব্বত হিমালয়ের পৌত্র ও মৈনাকের পুত্র। ইহা অতিশয় শুভ্রবর্ণ। এই পর্ব্বতে নানাবিধ রত্ন পাওয়া যায়।
(হরিবংশ ১৮।১৩-১৪)

"ধনুর্বিকৃষ্য ব্যসৃজৎ বাণান্ শ্বেতে মহাগিরৌ।
বিভেদ স শরৈঃ শৈলং ক্রৌঞ্চং"···(ভারত ৩।২২৪)

৩ ময়দানবের পুত্র একটী অসুর। এই অসুর ক্রৌঞ্চদ্বীপে বাস করিত, কার্ত্তিকেয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। ক্রৌঞ্চদৈত্য তাহার রাজধানীর নিকটে একটী পর্ব্বতে বহুবিধ অলৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, দৈত্যের নামানুসারে সেই পর্ব্বতের ক্রৌঞ্চ নাম হইয়াছে। (মৃগেন্দ্রসংহিতা)

৪ শাকপূর্ণির শিষ্য, একজন নিরুক্তকার। [বিষ্ণুপু° ৩।৪।২।] ৪ কুররীপক্ষী (রাজনি°)
"সম্মুখচরিতমিব শ্রূয়মাণ ক্রৌঞ্চবনিতাপ্রলাপম্।" (কাদম্বরী ১)

৫ অর্হৎগণের ধ্বজাবিশেষ। ৬ রাক্ষসবিশেষ। (হেম)। ৭ সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত একটী। ইহার পরিমাণ ষোল লক্ষ যোজন, চারিদিকে দধিমণ্ডসমুদ্র। বিষ্ণুপুরাণের মতে দ্যুতিমান্ নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি এই দ্বীপের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার সাতটী পুত্র হয়। দ্যুতিমান্ ক্রৌঞ্চদ্বীপটীকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্রদিগকে অর্পণ করেন। যে রাজকুমার যে অংশে রাজত্ব করিয়া ছিলেন, তাঁহার নামানুসারে সেই অংশের নাম হইয়াছে। এই সাতভাগই সাতটী বর্ষ বলিয়া বিখ্যাত। সপ্তবর্ষের নাম

কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি। ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, হরশৈল, দেবাবৃৎ, পুণ্ডরীকবান্ ও দুন্দুভি এই সাতটী বর্ষ পর্ব্বত, ইহার এক একটী যথাক্রমে এক একটী বর্ষে অবস্থিত। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের বাস আছে। এই দ্বীপে বিস্তর নদ ও নদী আছে। তাহার মধ্যে গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা এই সাতটী প্রধান। এই দ্বীপবাসিগণ জনার্দ্দন ও যোগী রুদ্রদেবের উপাসনা করে। (বিষ্ণুপুরাণ।) ভাগবতের মতে ক্রৌঞ্চদ্বীপের চারিদিকে ক্ষীরসমুদ্র। এই দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামক একটী প্রধান পর্ব্বত আছে, তাহার নামানুসারেই দ্বীপের নাম ক্রৌঞ্চ হইয়াছে। প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ নামক নরপতি এই দ্বীপে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সাতটী পুত্র হয়। নরপতি যথা সময়ে দ্বীপটাকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে অর্পণ করেন, তাহাদের নাম অনুসারে ঐ সাতটী অংশ সাতটী বর্ষ বলিয়া বিখ্যাত। বর্ষের নাম আম্র, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ ও বনস্পতি। শুক্ল, বর্দ্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন ও সর্ব্বতোভদ্র এই সাতটী বর্ষ পর্ব্বত যথাক্রমে এক একটী বর্ষে অবস্থিত। অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্য্যকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী ও শুক্লা এই সাতটী প্রধান নদী। (ভাগবত ৫।২০।১৯-২২।)

কল্পভেদে এক ক্রৌঞ্চদ্বীপই নানা প্রকার হয়, ইহা স্বীকার না করিলে আর গোল মিটিবার উপায় নাই।

(ক্লী) ৮ সামবিশেষ, সামবেদের গানের ১৫ প্রপাঠকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৮ ও ৯ গান। "ক্রৌঞ্চানি ভবন্তি" (শ্রুতি)

৯ মহাত্মা সারসের স্থাপিত, সহ্যাদ্রির পশ্চিমপারে অবস্থিত একটী নগর। (হরিবংশ)

ক্রৌঞ্চক (ত্রি) ক্রুঞ্চকীয়ায়াং ভবঃ ক্রুঞ্চকীয়া অণ্ ছ প্রত্যয়স্য লোপঃ। (বিল্বকাদিভ্যশ্ছস্য লুক্। পা ৬।৪।১৫৩) ক্রুঞ্চকীয়া হইতে উৎপন্ন। [ক্রুঞ্চকীয়া দেখ।]

ক্রৌঞ্চদারণ (পুং) ক্রৌঞ্চং অসুরং পর্ব্বতং বা দারয়তি ক্রৌঞ্চ-দৃ-ণিচ্-ল্যু। কার্ত্তিকেয়। কার্ত্তিকেয় ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ক্রৌঞ্চদারণ হইয়াছে। উপাখ্যানটী এই—কোনক্রমে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত নিতান্ত দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিল, তাহার দৌরাত্ম্যে দ্বীপবাসী সকলেই উৎপীড়িত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের শরণাগত হয়। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে জব্দ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি শ্বেতগিরিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ মারেন, সেই বাণে ক্রৌঞ্চের সকল শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়। সে ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অপর পর্ব্বতগুলাও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। হংস, গৃধ্র প্রভৃতি বনচরগণ তাহার মায়া ছাড়িয়া সুমেরু পর্ব্বতে চলিয়া গেল। কার্ত্তিকেয় হটিবার ছেলে নয়। তিনি খড়্গ লইয়া ক্রৌঞ্চের উপরে দারুণ আঘাত করিলেন, সেই আঘাতে শ্বেতগিরির শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রৌঞ্চ ভীত হইয়া পৃথিবী ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। (ভারত ৩।২২৪। ৩১-৩৬) মৃগেন্দ্রসংহিতার মতে উপাখ্যানটী অন্যরূপ—ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামক এক দুর্বৃত্ত অসুর বাস করিত। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের উপরে তাহার দুর্গ ছিল। সেই দ্বীপবাসী প্রজাগণ অসুরের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া দেবগণকে জানাইল। দেবগণের সমাজ হইতে অসুরকে দূর করিয়া দিবার জন্য কার্ত্তিকেয়কে পাঠান হয়। অসুর সহজে যাইতে চাহিল না। তাহার সহিত কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ক্রৌঞ্চাসুর দুর্গ আশ্রয় করে। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় আপনার অসাধারণ কৌশলে দুর্গ ভাঙ্গিয়া অসুরকে নিহত করেন। (১) কোন কোন পুরাণের মতে ক্রৌঞ্চাসুর তারকাসুরের প্রধান সেনাপতি ছিল।

ক্রৌঞ্চদ্বীপ (পুং) ক্রৌঞ্চশ্চাসৌ দ্বীপশ্চেতি কর্ম্মধা°। সপ্তদ্বীপান্তর্গত একটী। [ক্রৌঞ্চ দেখ।]

ক্রৌঞ্চপক্ষ (ত্রি) ঘোটকবিশেষ। (রামা° ৫।১২।৩৫)

ক্রৌঞ্চপদা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। ইহার চারিটী চরণই সমান, প্রত্যেক চরণে পঁচিশটী করিয়া স্বরবর্ণ থাকিবে, তাহার প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ ও পঞ্চবিংশতিতম অক্ষর গুরু, অপর সকল হ্রস্ব। পঞ্চম, দশম, সপ্তদশ ও শেষ অক্ষরে যতি স্থান।

"ক্রৌঞ্চপদা ভ্মৌ স্ভৌ নননা ন্গাবিষুশরবসুমুনি-বিরতিরিহ ভবেৎ।" (বৃত্তরত্নাকর)

ক্রৌঞ্চপদী (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনষ্ট হয়।

"অশ্বপৃষ্ঠে পয়স্যাঞ্চ নিরবৃন্দে চ পর্ব্বতে।
তৃতীয়ায়াং ক্রৌঞ্চপদ্যাং ব্রহ্মহত্যাং বিশুদ্ধ্যতি॥"
(ভারত অনু, ২৫ অঃ।)

ক্রৌঞ্চপুর (ক্লী) যদুবংশীয় সারস নামক নরপতি নির্ম্মিত একটী নগর। এই নগরে চম্পক ও অশোক গাছই অধিক, এই স্থানের মৃত্তিকা তাম্রময়। সহ্যাদ্রির নিকটবর্ত্তী দক্ষিণাপথের করবীরপুরের নিকট অবস্থিত। খট্বাঙ্গী নামক নদী

(১) "ক্রৌঞ্চে ক্রৌঞ্চো হতো দৈত্যঃ ক্রৌঞ্চাদ্রৌ হেমকন্দরে।
স্কন্দেন যুদ্ধা সুচিরং চিত্রমায়ী সুমায়িনা।
সশৈলস্তস্য দৈত্যস্য খ্যাতশ্চিরেণ কর্ম্মণা।
কেতুভামগৎ তস্য নাম্না ক্রৌঞ্চঃ স উচ্যতে।" (মৃগেন্দ্রসংহিতা)

পার হইয়া ক্রৌঞ্চপুরে যাইতে হয়। এই নগরে অনেক তপোধন মুনিগণের আশ্রম ছিল। (হরিবংশ ৬ ও ৯৫ অঃ)।

ক্রৌঞ্চবন্ধম্ (অব্য) ক্রৌঞ্চ-বন্ধ-নমুল্ (সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৪।৪২) বন্ধবিশেষ। "ক্রৌঞ্চবন্ধং বদ্ধঃ।" (সিদ্ধান্তকৌমুদী)।

ক্রৌঞ্চরন্ধ্র (ক্লী) ক্রৌঞ্চস্য ক্রৌঞ্চপর্ব্বতস্য রন্ধ্রং ৬তৎ। ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের একটী রন্ধ্র, কবিগণের মতে বর্ষাকালে হাঁসগুলি এদেশে থাকিতে পারে না, তাহারা ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া মানস সরোবরে গমন করে।

"হংসদ্বারং ভৃগুপতি যশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চ রন্ধ্রম্" (মেঘদূত ১)

পরশুরাম ধূর্জ্জটির নিকট অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় কঠিন ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিলেন বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। তেজস্বী পরশুরাম তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে একটী বাণ মারেন, তাহাতে ক্রৌঞ্চপর্ব্বত ফুটা হইয়া যায়। প্রাচীন কবিগণের মতে সেই রন্ধ্র দিয়াই হাঁসগুলি মানস সরোবরে গিয়া থাকে।

(মেঘদূত টীকায় মল্লিনাথ)

ক্রৌঞ্চবধূ (স্ত্রী) ক্রৌঞ্চানাং বধূঃ ৬তৎ। স্ত্রী বকপাখী।

ক্রৌঞ্চবান্ [৲] (পুং) ক্রৌঞ্চা বকভেদাঃ বাহুল্যেন সন্ত্যত্র ক্রৌঞ্চ-মতুপ্ মস্য বঃ। পর্ব্বতবিশেষ।

"কৈলাসং ক্রৌঞ্চবন্তঞ্চ তথাদ্রিগন্ধমাদনং।" (হরিবং ২০২)

(ত্রি) ক্রৌঞ্চযুক্ত, যাহার ক্রৌঞ্চপাখী বা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত আছে।

ক্রৌঞ্চসূদন (পুং) ক্রৌঞ্চং ময়দৈত্যসুতং সূদয়তি নাশয়তি ক্রৌঞ্চ সূদ-ণিচ্-ল্যু। কার্ত্তিকেয়।

"রম্য দিব্য বপুর্দেবঃ পাতুত্বাং ক্রৌঞ্চসূদনঃ।" (সুশ্রুত)

ক্রৌঞ্চা (স্ত্রী) ক্রৌঞ্চ-টাপ্। ১ ক্রৌঞ্চভার্য্যা, কোঁচবকী। (জটাধর)। ২ পদ্মবীজ। *। কোন কোন আভিধানিকের মতে ক্রৌঞ্চ শব্দের উত্তর টাপ্ হয় না, ঙীপ্ হইয়া ক্রৌঞ্চী শব্দ হয়। [ক্রৌঞ্চী দেখ।]

ক্রৌঞ্চাদন (ক্লী) অদ্ কর্ম্মণি ল্যুট্ ক্রৌঞ্চস্য অদনং ৬তৎ। ১ পিপ্পলী। (শব্দরত্ন°) ২ মৃণাল। ৩ ঘেঞ্চুলী, ঘেঁচু। ৪ চিঞ্চোটক তৃণ, চেঁচো, স্থানবিশেষে চেঁচকো বলে। ইহার গুণ—গুরু, অজীর্ণকারী, শীতল। (রাজবল্লভ)

ক্রৌঞ্চাদনী (স্ত্রী) পদ্মবীজ। (রাজনি°)

ক্রৌঞ্চারণ্য (ক্লী) জনস্থানের তিনকোশদূরে ও মতঙ্গাশ্রমের তিন কোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটী বন।

"ততঃ পরং জনস্থানাৎ ত্রিক্রোশং গম্য রাঘবৌ।
ক্রৌঞ্চারণ্যং বিবিশতু গহনং তৌ মহৌজসৌ।" (রামা° ৩।৬৯স°)

ক্রৌঞ্চারাতি (পুং) ক্রৌঞ্চস্য অরাতিঃ ৬তৎ। ১ কার্ত্তিকেয়। (হলায়ুধ)। ২ পরশুরাম। (শব্দমালা)

ক্রৌঞ্চারি (পুং) ক্রৌঞ্চস্য অরিঃ ৬তৎ। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ পরশুরাম। ক্রৌঞ্চরিপু, ক্রৌঞ্চশত্রু প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত।

ক্রৌঞ্চারুণ (পুং) ক্রৌঞ্চস্যেবারুণঃ। ব্যূহবিশেষ; কোঁচবকের ন্যায় আকারবিশিষ্ট অরুণবর্ণ ব্যূহ।

ক্রৌঞ্চিক (পুং) ক্রৌঞ্চিকীর পুত্র একজন ঋষি।

(শতপথব্রা° ১৪।৯।৪।৩২)

ক্রৌড় (ত্রি) ক্রোড়স্য-ইদং ক্রোড়-অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) শূকর সম্বন্ধীয়। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

"যত্রোদ্যতক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ
ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ।" (ভাগবত ২।৭।১)

ক্রৌড়ি (পুং) একজন ঋষি। (পা ৪।১।৮০)

ক্রৌড্যা (স্ত্রী) ক্রৌড়েরপত্যং স্ত্রী ক্রৌড়ি-অণ্ ষ্যঙ্ আদেশশ্চ। (ক্রৌড্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮০) ক্রৌড়ির কন্যা।

ক্রৌর্য্য (ক্লী) ক্রূরস্য ভাবঃ ক্রূর-ষ্যঞ্। ক্রূরতা, খলতা।

"ক্রৌর্য্যমপিমে ত্বয়ি প্রযুক্তম্" (শাকুন্তল)

ক্রোশশতিক (ত্রি) ক্রোশশতং গচ্ছতি ক্রোশ-শত-ঠঞ্ (ক্রোশ-শতযোজনশতয়োরুপসংখ্যানম্। পা ৫।১।৭৪ বার্ত্তিক) ১ শতক্রোশ গমনকারী, যে শত কোশ চলিতে পারে। ক্রোশশতাদভিগমন মর্হতি ক্রোশশত-ঠঞ্। ২ শতক্রোশ দূর হইতে আগত ভিক্ষুক। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া ক্রোশশতিকী হয়।

ক্রোষ্টুকি (পুং স্ত্রী) ক্রোষ্টুকস্য ঋষেরপত্যং। ১ ক্রোষ্টুক নামক ঋষির অপত্য। ২ একজন ঋষি ও প্রাচীন বৈয়াকরণ।

"তৎকোদ্রবিণোদাঃ ? ইন্দ্র ইতি ক্রৌষ্টুকিঃ" (নিরুক্ত ৮।২।)

৩ গর্গের পুত্র, একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। বৃহৎসংহিতার (১।৯) টীকায় ভট্টোৎপল ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ ত্রিগর্ত্তষষ্ঠীর অধীনস্থ ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। (পা ৫।৩।১১৬ কারিকা)

ক্রৌষ্ট্রায়ণ (পুং স্ত্রী) ক্রোষ্টোরপত্যং ক্রোষ্টু-ফক্ ক্রোষ্টু স্থানে ক্রোষ্টৃ আদেশশ্চ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) ক্রোষ্টুর অপত্য। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হয়।

ক্রৌষ্ট্রায়ণক (ত্রি) ক্রৌষ্ট্রায়ণেন নির্বৃত্তঃ ক্রৌষ্ট্রায়ণ-বুঞ্ (পা ৪।২।৮০) ক্রৌষ্ট্রায়ণ দ্বারা নির্ম্মিত।

ক্রৌষ্ট্রায়ণ্য (পুং স্ত্রী) ক্রৌষ্ট্র্যা গোত্রাপত্যং ক্রৌষ্ট্রী-ফক্ ততঃ স্বার্থে ঞ্য। ক্রোষ্টুর গোত্রোৎপন্ন।

ক্র্যাদি (পুং) ক্রী আদির্যস্য বহুব্রী। ক্রী প্রভৃতি কএকটী ধাতুকে ক্র্যাদি বলে। ক্র্যাদির উত্তর লট্, লোট্, লঙ ও বিধিলিঙ্ বিভক্তিতে কর্ত্তৃবাচ্যে না হয়। যথা ক্রীণাতি ইত্যাদি।

ক্লথন (ক্লী) [বৈ] ক্লথ-বধে-ল্যুট্। ঘৃতের মধ্যে অপবর্ত্তন।

"ক্লথনং মধ্যে ঘৃতস্যাপবর্ত্তনম্" (বেদদীপে মহীধর ৩৯।৫)

ক্লদীবান্ [ৎ] (পুং) [বৈ] ক্লেদবিশিষ্ট। "অবস্থস্য ক্লদীবতঃ শাঙ্করস্য নিতোদিনঃ" (অথর্ব্ব ৭।৯০।৩)

ক্লন্দ (ত্রি) ক্লন্দ-রোদনে ঘঞ্ ততঃ অর্শ-আদিত্বাৎ অচ্। ১ রোদনযুক্ত, যে রোদন করে। ২ (পুং) ক্লন্দ-ঘঞ্। রোদন।

ক্লম (পুং) ক্লম-ভাবে ঘঞ্ (নোদাত্তোপদেশস্য। পা ৭।৩।৩৪) এই সূত্রদ্বারা বৃদ্ধিনিষেধ। ১ আয়াস, শ্রম। সুশ্রুতমতে ইহার লক্ষণ—

"যোঽনায়াসঃ শ্রমো দেহে প্রবৃদ্ধঃ শ্বাসবর্জ্জিতঃ।
ক্লমঃ স ইতি বিজ্ঞেয় ইন্দ্রিয়ার্থপ্রবাধকঃ॥" (সুশ্রুত, শারীর ৪)

শ্রম না করিয়াও দেহে শ্রম বোধ হইলে ও দীর্ঘশ্বাস-বর্জ্জিত হইলে ক্লম বলা যায়, ইহাতে বিষয় জ্ঞানেরও বাধা জন্মাইয়া থাকে। ২ খেদ, উৎকট পরিশ্রম করিয়া বীর্য্যহীন হওয়া বা গ্লানি বোধ করা।

ক্লমথ (পুং) ক্লম-অথচ্। আয়াস, শ্রম।

ক্লমী [ন্] (ত্রি) ক্লম্-ঘিনুণ্। ক্লান্তিযুক্ত।

ক্লাইব, লর্ড (Lord Clive, Baron of Plassey) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা (Governor), সাহসী, ও অধ্যবসায়ী সৈনিক পুরুষ, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনকারী।

১৭২৫ খৃঃ অব্দে বিলাতে শ্রপসায়ারের অন্তর্গত মার্কেট ড্রেটনের নিকটবর্ত্তী ষ্টিকি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রিচার্ড ক্লাইবের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইহার মাতার নাম রেবেকা। পিতামাতার অবস্থা ততদূর সঙ্গতিপন্ন ছিল না বলিয়া; বাল্যকালে ক্লাইব তাঁহার মেসো বেলীসাহেবের বাটীতে থাকিতেন। বেলীসাহেব লিখিয়াছেন, "যখন বয়স সাতবৎসর, তখন হইতেই ক্লাইব কিছু বেশী মারামারি করিতে ভালবাসিত।" মেসোর বাটী হইতে লষ্টকের স্কুলে ভর্ত্তি হন। ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ডাক্তার ইটন সাহেব ভবিষ্যৎ ভাবে বলিয়াছিলেন যে ক্লাইব দুর্বৃত্ত হইলেও, যদি বাঁচিয়া থাকে—তাহা হইলে নিজের ধীশক্তি-প্রভাবে কালে একজন মহৎলোক হইবে। ১১শ বর্ষ বয়সে লষ্টক বিদ্যালয় হইতে মার্কেট ড্রেটনের স্কুলে আইসেন ও তথায় নিজের সাহস ও দুর্বৃত্ততার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। সকল সময়েই বিদ্যালয়ের সহপাঠিগণের উপর নিজের নির্ভীকতা ও প্রভুত্ব দেখাইতেন। ওজস্বিতা, সাহসিকতা ও মনের সতেজভাব ক্লাইবের এত প্রবল ছিল যে, বাল্যকালে তাহার চরিত্রের এই শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া ভবিষ্যৎ আকাশ যে উজ্জ্বল আলোকময় হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যাইত। পাড়ার অকর্ম্মণ্য দুর্বৃত্ত বালকগণকে লইয়া ক্লাইব একটী বদমাইসের দল করেন এবং গ্রামের ফল-বিক্রেতা ও অন্যান্য দোকানদারগণের নিকট হইতে "কর" স্বরূপ ফল ও পয়সা (half-pence) আদায় করিতেন এবং তজ্জন্য কাহারও জানালা হইতে দ্রব্যাদি চুরি যাইবেনা বলিয়া নিজে দায়ী থাকিতেন। একদিন দেখা গেল, দুঃসাহসিক "বব্" ক্লাইব মার্কেট ড্রেটনের গির্জ্জার চূড়ার উপরিস্থিত প্রস্তরচত্বরে স্বচ্ছন্দে বসিয়া আছেন। পরে কয়েক বৎসর লণ্ডনে থাকিয়া মার্চেণ্ট টেলারের স্কুলে ও পরে হার্টফোর্ড-সায়ারে হেমেল হেমষ্টেড স্কুলে পড়িয়া বিদ্যার শেষ করিলেন। তাঁহার লেখাপড়া ভাল হইল না। স্বভাবদোষে ক্রমে এক বিদ্যালয় হইতে অপর বিদ্যালয়ে দেওয়া হইত। কিন্তু বিদ্যার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ক্লাইব দুষ্টবালকের প্রধান দলপতি হইতেন। ক্লাইবের এইরূপ মূর্খতা, দাম্ভিকতা ও যথেচ্ছকারিতা দেখিয়া তাঁহার পিতামাতা তাঁহাদিগের একমাত্র আশাস্থল রবার্ট ক্লাইবকে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে তাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একটী কেরাণী গিরির জন্য আবেদন করেন। তদনুসারে ক্লাইবকে ১৮ বৎসর বয়সে মান্দ্রাজে আসিতে হয়। পিতামাতার ইচ্ছা—এখানে আসিয়া ক্লাইব অর্থোপার্জ্জন করিতে শিখিবে।

ঠিক একবৎসর পরে ক্লাইব মান্দাজে আসিয়া পৌছেন। এই দীর্ঘযাত্রায় যুবা ক্লাইবের বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। একে বেতন অল্প, তাহাতে হাতে টাকা না থাকায় কাজেই ঋণগ্রস্ত হন। তাঁহার পিতা কোন এক ভদ্র লোকের নামে একখানি সুপারিস পত্র দেন। ঐ ব্যক্তি সাহায্য করিলেও করিতে পারিতেন। কিন্তু যখন ক্লাইব মান্দ্রাজে পদার্পণ করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বেই ঐ ভদ্র লোকটী ইংলণ্ডে চলিয়া যান।

ক্লাইব বড় গর্ব্বিত ছিলেন, বোধ হয় সেই জন্যই প্রথমে অপরিচিত কোন ব্যক্তির সহিত আলাপ করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার মত উদ্যমশীল ও সাহসিক ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কেরাণীর কার্য্য ভাল লাগে নাই। স্বদেশের জন্য ক্লাইব এখানে যে দুঃখ প্রকাশ করেন, তাহা কোমল ও হৃদয়গ্রাহী। মান্দ্রাজে ক্লাইবের একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় যে, মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তার পুস্তকালয় হইতে তিনি পুস্তকাদি পাঠ করিতে পাইতেন। বাল্যকালে যিনি মোটে পড়িতে ভালবাসিতেন না, বয়সে এতদূর পরিশ্রমী হইয়া বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া ক্লাইবের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। বিদেশে কষ্টে পড়িয়াও তাঁহার ওজস্বিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তিনি বাল্যকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সহিত

যেরূপ দুর্ব্যবহার করিতেন, এখানেও তাঁহার উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীগণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। যখন ক্লাইব "কেরাণীমহলে" (Writer's Buildings) থাকেন, সেই সময় দুইবার আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা পান, এবং দুইবারই পিস্তলের গুলি তাঁহার গলার পাশ দিয়া বাহির হইয়া যায়। এই সময় ক্লাইব নিজের মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার অবসর পান। তখন য়ুরোপে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসন লইয়া গোলযোগ উপস্থিত। মরিচসহরের গবর্ণর লাবোর্দোনে ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজের সেণ্টজর্জ দুর্গ দখল করিয়া বসিলেন। ডুপ্লে (Dupleix) টাকা লইয়া দুর্গ ফিরিয়া দিলেন না। বরং ভদ্রলোকদিগকে বন্দী করিয়া যুদ্ধজয়ের গৌরব স্বরূপ সেণ্টজর্জ্জ দুর্গ হইতে পুঁদিচারিতে লইয়া গেলেন। এই বিপদের সময় ক্লাইব মুসলমানের বেশে পলাইয়া গিয়া সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেরাণীর কার্য্য ভাল না লাগায় তিনি কোম্পানির অধীনে সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিবার প্রার্থনা জানাইলেন, তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইল। তখন ক্লাইবের বয়স ২১ বৎসর। এই সময়ে ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে তাঞ্জোরের সিংহাসনে সৈদ্ প্রতাপসিংহকে বসান। প্রকৃত উত্তরাধিকারী সুজোহী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন। সুজোহীর সাহায্যের জন্য মেজর লরেন্স্ দেবীকোট অবরোধ করেন। প্রতাপ ইংরাজকে দুর্ব্বল দেখিয়া আক্রমণ করেন; ক্লাইব প্রাণ লইয়া পলাইয়া সেবার পরিত্রাণ পান। কেরাণী অবস্থায় ক্লাইব সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গে একজন দুর্দ্দান্ত সৈনিককে সম্মুখযুদ্ধে বধ করেন। তখন মেজর লরেন্স মান্দ্রাজের সৈনিক বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন, তিনি ক্লাইবের ঐরূপ বীরত্বে চমৎকৃত হন। গ্রেট-ব্রিটেন ও ফ্রান্সে সন্ধি স্থাপিত হইলে ডুপ্লে ইংরাজদিগকে মান্দ্রাজ ফিরাইয়া দেন। ক্লাইব পুনরায় কেরাণী হইলেন। পরে দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য মেজর লরেন্সের সাহায্যার্থ আবার সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হন।

১৭৪৮ খৃঃ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিজাম-উল্-মুল্কের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র নাসির-জঙ্গের উপর শাসনভার অর্পিত হইল। কিন্তু দৈববশে নিজামের দৌহিত্র মুজাফর-জঙ্গ শাসনভার লইতে ব্যগ্র হইলেন। সেই সময় কর্ণাটের শাসনকর্ত্তার জামাতা চাঁদসাহেব কর্ণাট নিজ দখলে আনিবার জন্য গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। মুজাফর-জঙ্গ ও চাঁদসাহেব উভয়েই নিজ নিজ স্থান হস্তগত করিবার জন্য ফরাসীদিগের নিকট সাহায্য চাহিলেন। তদনুসারে ডুপ্লে ৪০০ ফরাসী ও ২০০০ শিক্ষিত সিপাহী সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে কর্ণাটের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা আন্‌বার-উদ্দীনের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মুহম্মদ আলী অল্পমাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া ত্রিশিরাপল্লীতে পলাইয়া আসেন। দক্ষিণে ডুপ্লে কর্ত্তৃক ফয়তাবাদে ফরাসী গৌরবের জয়স্তম্ভ স্থাপিত হয়। ইহার চারিধারের স্তম্ভে চারিখানি প্রস্তরফলকে নাসির-জঙ্গের পতন, মুজাফরজঙ্গের রাজ্যপ্রাপ্তি ও ফরাসীশাসনকর্ত্তা ডুপ্লের যশঃ কীর্ত্তিত হয়। মুহম্মদ আলীকে কর্ণাটের শাসনভার দিবার জন্য ইংরাজগণ যত্নশীল হইলেন। মান্দ্রাজের সেনানায়ক মেজর লরেন্স্ তখন উপস্থিত ছিলেন না। চাঁদসাহেব ফরাসীসৈন্য-সাহায্যে ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিলেন। এই সময় অজ্ঞাতবীর্য্য, কৌশলী ও ধীশক্তিসম্পন্ন যুবা ক্লাইবের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। ক্লাইব এখন ২৫ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি কোম্পানির সেনানায়কপদে নিযুক্ত হইলেন। ১৭৫১ খৃঃ যখন চাঁদসাহেব বোলকুণ্ডা অবরোধ করেন, লেফটেনাণ্ট ক্লাইব, কাপ্তেন গিনজেনের সহিত পরাজিত হইয়া পলাইয়া আসেন। পরে তিনি পিগট-সাহেবের সহিত বরদাচলের মন্দির দখল করেন। ২৪টী মাত্র সঙ্গী লইয়া ক্লাইব ফিরিতেছেন, এমন সময়ে পলিগার সৈন্যেরা তাঁহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিল। অধিকাংশ সঙ্গীই প্রাণ হারাইল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ক্লাইব পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তৎপরে তিনি একদল সেনা লইয়া ত্রিশিরাপল্লীতে যান। পথে ফরাসীসৈন্যের সহিত একটী যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজয় স্বীকার করেন। ক্লাইব নির্ব্বিঘ্নে ত্রিশিরাপল্লী পৌছেন। এই সময় সকলেই বলিয়াছিলেন, কর্ণাটের রাজধানী আর্কটনগর আক্রমণ করা ভিন্ন ত্রিশিরাপল্লী উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। তখন মান্দ্রাজের সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প ছিল। তথাপি ক্লাইব সাহসে ভর করিয়া ২০০ শত ইংরাজ ও ৩০০ শত সিপাহী লইয়া আর্কট অধিকার করিলেন। পলায়িত সৈন্যগণ দূরে গিয়া শিবির স্থাপন করিয়া পুনরায় দুর্গ দখল করিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় গভীর রাত্রে ক্লাইব সসৈন্যে আসিয়া শিবির জ্বালাইয়া তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। এই সংবাদ চাঁদসাহেবের নিকট পৌছিলে, তিনি পুত্র রাজাসাহেবকে ১০,০০০ সেনার অধ্যক্ষ করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে আর্কটে পাঠাইলেন। রাজাসাহেব সসৈন্যে আসিয়া আর্কট অবরোধ করিলেন। ৫০ দিন ধরিয়া অবরোধ চলিল, তথাপি ক্লাইব কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। এই অল্পবয়সে সতর্কতা, সহিষ্ণুতা ও দক্ষতা সহকারে ক্লাইব অবরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রসর্দ্দার মুরারীরাও প্রথমে

মুহম্মদআলীকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু ফরাসীর গৌরব ও ইংরাজদিগকে হীনবীর্য্য দেখিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শেষে ক্লাইবকে সাহস ও দৃঢ়তার সহিত দুর্গ রক্ষা করিতে দেখিয়া মুরারিরাও ৬০০০ সহস্র মহারাষ্ট্র সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। রাজাসাহেব ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ক্লাইব কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পরে রাজাসাহেব দুর্গ উড়াইয়া দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ক্লাইবও সংবাদ পাইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইল, একজনও দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না; শত্রুপক্ষের অনেক হত হইল। রাজাসাহেব বিপদ্ দেখিয়া রণে পৃষ্ঠ দেখাইলেন। কতকগুলি কামান ও বারুদ ইংরাজের হস্তগত হইল। সেণ্টজর্জ্জ দুর্গে ক্লাইবের জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। মান্দ্রাজ হইতে ২০০ শত ইংরাজ ও ৭০০ শত সিপাহী পুনরায় ক্লাইবের নিকট পাঠান হইল। ক্লাইব নূতন সৈন্য লইয়া তিমোরীর দুর্গ অধিকার করিলেন। পুনরায় রাজাসাহেবকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন ও তাঁহার টাকা কড়ি হস্তগত করিলেন। ফরাসীদিগের নিকট হইতে বিনা যুদ্ধে কাঞ্চীপুর হস্তগত করিলেন। আরনীজয়ের পর ক্লাইব পলায়িত সৈন্যের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাদের আক্রমণ করেন ও রাজাসাহেবের টাকার সিন্দুক ও ১০০০০০৲ টাকা পান। পরে তিনি আরনীর ৬০০ শত সৈন্যকে স্বদলে নিযুক্ত করিয়া লইলেন। আরনীর শাসনকর্ত্তা চাঁদসাহেবের পরিবর্ত্তে মুহম্মদআলীকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যখন ক্লাইব দেখিলেন, রাজাসাহেবের আর্কট উদ্ধারের চেষ্টা বৃথা, তখন তিনি একদল সৈন্য লইয়া কাবেরীপাক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজাসাহেবের পলায়িত সৈন্য ও তাঁহার সাহায্যকারী ফরাসী সেনাদল কাবেরীপাকের বনের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। ক্লাইব ফরাসী সেনাগণের উপর সহসা বীরদর্পে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিলেন। সেনাগণ হতবুদ্ধি হইয়া কে কোথায় পলাইল। সহজেই ক্লাইব (১৭৫২ খৃষ্টাব্দে) কাবেরীপাকের দুর্গ জয় করিলেন। ইহার পর সমরসভা হইতে আদেশ আসিল, ক্লাইবকে একদল সৈন্য লইয়া ত্রিশিরাপল্লীতে যাইতে হইবে। সৈন্য লইয়া যাইবার সময় ক্লাইব নাসিরজঙ্গের মৃত্যুস্থানে ফরাসীবীর ডুপ্লের কীর্ত্তিস্তম্ভ লোপ করিয়া যান। পুনরায় চাঁদসাহেব ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করেন। ক্লাইব ও মেজর লরেন্স একত্র ৪০০শত ইংরাজ ও ১১০০ সিপাই লইয়া ত্রিশিরাপল্লী উদ্ধার মানসে যাত্রা করেন। শত্রুসংখ্যা বেশী বিবেচনায় ফিরিবার কালে কাপ্তেন ড্যাল্টন ৬০০শত সৈন্য সহ ও মুহম্মদআলীর সৈন্য আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দেয়। যুদ্ধে শত্রুগণ পলায়ন করে। ক্লাইবও সায়ংকালে সসৈন্যে ত্রিশিরাপল্লী প্রবেশ করেন। এই সকল যুদ্ধব্যাপারে কোম্পানীর বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল।

অবশেষে ইংরাজ সেনাদল দুইভাগে বিভক্ত করা হইল। একদল কাবেরীনদীর দক্ষিণে ও অপর দল কোলরুণের উত্তরে চালিত হয়। ক্লাইব উত্তরবিভাগের সেনানায়ক হইলেন। তিনি শ্রীরঙ্গ অতিক্রম করিয়া সময়াবরম্ নামক স্থান জয় করিলেন। ১৭৫২ খৃঃ ক্লাইব পুনরায় ফরাসীসৈন্যের হাতে পড়েন। কিন্তু তাঁহার সুকৌশলে ফরাসীরা পলাইয়া বোলকুণ্ডায় আশ্রয় লয়েন। সময়াবরমে ২০০০ অশ্বারোহী ও ১৫০০ পদাতিক সিপাহী আসিয়া ক্লাইবের সহিত মিলিত হয়। যুদ্ধের পর ফরাসীসেনাপতি দঁতেল (M. d' Auteuil) বোলকুণ্ডার দুর্গে বন্দী হন ও ক্লাইবের নিকট নিজের পরাজয় স্বীকার করেন। ঐ বৎসরে (১৭৫২ খৃঃ) ১০ই সেপ্টেম্বর, ক্লাইব মান্দ্রাজ হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে কোবলঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে কোবলঙ্গ ফরাসীদিগের অধিকারে ছিল। অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া সন্ধ্যাকালে লেফটেনাণ্ট কুপার কোবলঙ্গ দুর্গের নিকট একটী বাগানে থাকেন ও প্রভাতে শত্রুর গোলাঘাতে তিনি সসৈন্যে নিহত হন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে, এমন সময় ক্লাইব সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই সকল ভগ্নোদ্যম সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং নিজে অসমসাহসে শত্রুর ভীষণ গোলাবৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। ক্লাইবকে দেখিয়া শত্রুপক্ষীয়েরা ভীতমনে পলাইয়া গেল। ক্লাইব বিনা আয়াসে কোবলঙ্গদুর্গ জয় করিলেন। এই সময় চিঙ্গলপুতের শাসনকর্ত্তা কোবলঙ্গ উদ্ধার করিবার জন্য নূতন সৈন্য পাঠাইয়া ছিলেন। ঐ সৈন্যদল কোবলঙ্গ দুর্গজয়ের কোন সংবাদ পায় নাই। তাহারা নিরাপদে অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ গুপ্তস্থান হইতে তাহাদের উপর গোলাবৃষ্টি হওয়ায় তাহাদের মধ্যে ১০০ জন হত হইল এবং অবশিষ্ট সকলকেই ক্লাইব বন্দী করিয়া বরাবর অগ্রসর হইয়া চিঙ্গলপুত দুর্গ অবরোধ ও জয় করিলেন। এই সকল ঘটনার পর ক্লাইবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি ১৭৫৩ খৃঃ শরীররক্ষার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তথায় ২৮ বৎসর বয়সে তিনি 'ম্যাসকেলিন' নাম্নী এক যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। কোম্পানীর ডিরেক্টারেরা একটী ভোজ দেন ও সকলেই তাঁহাকে

"জেনারেল ক্লাইব" এই নামে অভিহিত করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক ক্লাইবকে একখানি হীরকখচিত তরবারী উপহার দেওয়া হইল। ক্লাইব তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, যে পর্য্যন্ত ঐরূপ আর একখানি তরবারী তাঁহার সঙ্গী মেজর লরেন্সকে না দেওয়া হয়, তদবধি তিনি ঐ তরবারী লইতে পারেন না। ক্লাইবের এরূপ উদারতার প্রমাণ অনেকস্থলে পাওয়া যায়। ১৭৫৪ খৃঃ ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচনের সময় যুদ্ধবিভাগের কর্ত্তা (Secretary of war) হেন্‌রী ফক্সের সহিত ক্লাইবের আলাপ হয় এবং তিনিই ক্লাইবকে সদস্য হইবার জন্য অনুরোধ করেন। ইহাতে ক্লাইবের বিস্তর ব্যয় হয়। ক্লাইব সভ্য হইতে পারিলেন না। কাজেই চাকরির জন্য পুনরায় ভারতে আসিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৫৫ খৃঃ, ক্লাইব সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গের গবর্ণর ও ইংলণ্ড-রাজের ব্রিটিশ সৈন্যের নায়ক (লেফটেনাণ্ট কর্ণেল) হইয়া পুনরায় ভারতে আসিলেন। এই সময় দাক্ষিণাত্যের উপকূলে তুলজি অঙ্গ্রিয়ার ক্ষমতা বড়ই বাড়িয়াছিল। এই দস্যুদলপতি জাহাজে করিয়া পূর্ব্ব সমুদ্রে বিদেশীর বাণিজ্য জাহাজ প্রভৃতি লুট করিয়া লইতেন। ১৭৫৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইব ও নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন্ সাহেব ১৪ খানি জাহাজে ৮০০ ইংরাজ ও ১০০০ সিপাহী লইয়া জলপথে যাত্রা করিলেন। তুলজির প্রায় সমস্ত জাহাজ ওয়াট্‌সনের গোলা লাগিয়া পুড়িয়া যায়। ক্লাইব স্থলপথে যাইয়া অঙ্গ্রিয়ার আড্ডা ঘেরিয়া নামক স্থান দখল করিলেন, কিন্তু তৎপরে তাঁহারা অঙ্গিরার হস্তে পরাজিত হইয়া ২০এ জুন তারিখে ডেভিড্ দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। এই দিনে বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগের নিকট হইতে কলিকাতা কাড়িয়া লয়েন। তৎপরে আগষ্টমাসে অন্ধকূপের লোমহর্ষণ সংবাদ মান্দ্রাজে পৌছিল। তথায় ইংরাজমাত্রই ক্রোধে, দুঃখে ও ভয়ে অভিভূত হইল। ২০এ ডিসেম্বর, ক্লাইব ও নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন্ সাহেব ফলতায় আসিয়া এখানকার ইংরাজদের সহিত মিশিলেন। ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন্ কলিকাতার শাসনকর্ত্তা মাণিকচাঁদকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, যদি সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজের উপর অত্যাচারের ক্ষতি পূরণ-স্বরূপ কিছু না দেন, তাহা হইলে ইংরাজেরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কলিকাতা দখল করিবেন। ভীরু মাণিকচাঁদ এইকথা নবাবকে জানাইলেন না। ২৭এ ডিসেম্বর ফলতা হইতে ক্লাইব সসৈন্যে বজবজে আসিলেন। মাণিকচাঁদ সংবাদ পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই ৩৫০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক লইয়া বজবজ রক্ষার জন্য আসিয়াছিলেন। রাত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, শেষে মাণিকচাঁদ পলাইয়া যান। ইংরাজসৈন্য যাইয়া বজবজ দখল করিল। ১৭৫৭ খৃঃ ২রা জানুয়ারী, ক্লাইব আলিগড় দুর্গ হইতে স্থলপথে অগ্রসর হইয়া কলিকাতা অভিমুখে আসিতে লাগিলেন ও ওয়াটসন যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাপ্তেন কুট একদল সৈন্য লইয়া তীরে উঠিলেন। মুসলমান-অধিকার হইতে কলিকাতা পুনরায় ইংরাজ বণিকের হাতে আসিল। এই সময় মান্দ্রাজ হইতে সংবাদ আসিল য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা। সেই জন্য ক্লাইবকে শীঘ্র সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসিতে আদেশ হইল। এদিকে ক্লাইব জগৎশেঠকে মধ্যস্থ করিয়া মিটাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। নবাবও সন্ধি করিতে রাজি হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা হুগলী আক্রমণ করায় তিনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। ২রা ফেব্রুয়ারী নবাব সন্ধি-প্রস্তাবকারী ওয়াট্‌স সাহেব ও উমিচাঁদের সহিত, সন্ধি সম্বন্ধে দরবার করিবেন বলিয়া পাঠান। ৪ঠা মরাঠা-খাতের ধারে উমিচাঁদের বাগানে আসিয়া সিরাজ তাঁবু ফেলিলেন। ক্লাইব সহসা বেলা ছয়টার সময় নবাবের শিবির আক্রমণ করেন। নবাব তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। খবর পাইয়া পলায়ন করিলেন। আক্রমণের পরদিন নবাব রণজিৎরায়কে দিয়া ক্লাইবের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন। রণজিৎরায় ও উমিচাঁদে পরস্পর অনেক লেখালিখির পর ৯ই ফেব্রুয়ারী এই মর্ম্মে সন্ধি হয় যে নবাব ইংরাজের যাহা লুটিয়া লইয়া ছিলেন, তাহা ফিরিয়া দিবেন। ইংরাজগণ যে উপায়ে কলিকাতা গড়বন্দী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা করিতে পারিবেন। নবাব ইংরাজের ব্যবসার মাশুল লইতে পারিবেন না এবং পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের যে ক্ষমতা ছিল, তাহাই থাকিবে। ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন্ এরূপ সন্ধিতে রাজি হইলেন না। বরং ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শান্তি স্থাপিত হইলে ক্লাইব চন্দননগরে ফরাসীদিগের দমনের জন্য উমিচাঁদ দ্বারা নবাবকে জানাইলেন ও তাঁহার নিকট হইতে চন্দননগর আক্রমণের জন্য আদেশ লইতে বলিলেন। ক্লাইবের উদ্দেশ্য ফরাসীর ব্যবসা উঠিয়া গেলে ইংরাজ কোম্পানীর বিস্তর লাভ হইবে। আর যদি ফরাসী হীনবল হয় ও ইংরাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে পারে, তাহা হইলে নবাব যে তাঁহাদের অধীন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নবাব চন্দননগর আক্রমণ করিতে সম্মতি দিলেন।

ক্লাইব ১৮ই ফেব্রুয়ারী, নদী পার হইয়া চন্দননগরে যাত্রা করেন। ফরাসীরা ক্লাইবের ভাবগতিক বুঝিলেন। তৎক্ষণাৎ

ফরাসীদূত অগ্রদ্বীপে আসিয়া নবাবের আশ্রয় চাহিলেন ও ক্লাইবের দুরভিসন্ধি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। নবাব ফরাসী সাহায্যে ১০০০০০৲ টাকা ও হুগলির ফৌজদার নন্দকুমারকে সৈন্য পাঠাইতে আদেশ করিলেন। এদিকে মীরজাফরকেও অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া চন্দননগরে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। ক্লাইব দেখিলেন যে ফরাসীদিগকে হঠাৎ দমন করিবার সুবিধা নাই।

আহ্মদশাহ আবদালী যৎকালে দিল্লীজয় করেন, তখন প্রকাশ পায় যে তিনি বাঙ্গালাও জয় করিবেন। এই সময় সিরাজ ইংরাজের নিকট সাহায্য চাহিলেন। চতুর ওয়াট্‌সন্ নবাবকে লিখিলেন যে আপনি পাটনা যাইতেছেন ও আমাদেরও সেই সঙ্গে যাইতে আদেশ করিয়াছেন, সুতরাং কিরূপে ফরাসীশত্রু পশ্চাতে রাখিয়া নিরাপদে কলিকাতা ও বাণিজ্যকুঠি পরিত্যাগ করিয়া যাই? যদি অনুমতি করেন, তবে চন্দননগর দখল করিয়া যাইতে পারি। নবাব এরূপ চাতুর্য্যপূর্ণ পত্রে চটিয়া উঠেন। সেই সময় বোম্বাইসহর হইতে কোম্পানীর ৩ দল পদাতিক, ১ দল অশ্বারোহী ও কাম্বারল্যাণ্ড নামক সেনাদল বালেশ্বর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে। নূতন সৈন্য আগমনে উৎসাহিত হইয়া ক্লাইব নবাবের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ২৪এ মার্চ বেলা ছয়টার সময় চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। ফরাসীরা সাধ্যমত আত্মরক্ষা করিল। ৯টার সময় সন্ধির জন্য নিশান তুলিল। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ইংরাজের হস্তে ফরাসীরা নগর ও গড় সমর্পণ করিল। ক্লাইবের এই কার্য্যের জন্য নবাব প্রকাশ্যে কোন রোষপ্রদর্শন করিলেন না বটে, কিন্তু আন্তরিক যে চটিয়াছিলেন, তাহা ফরাসী সেনানায়ক বুসীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রকাশ। কিছুদিন পরে নবাব ক্লাইবকে লিখিলেন যে সন্ধিপত্রের বিরুদ্ধে তিনি কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সৈন্যসামন্ত লইয়া পুনরায় কলিকাতায় প্রস্থান করুন। ক্লাইব নবাবের পত্র গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি হুগলীর উত্তরে তাঁবু ফেলিয়া রহিলেন।

এই সময় সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইতেছিল। ইয়ারলতিফ্‌খাঁ নামে নবাবের একজন সেনাপতি জগৎশেঠের বেতনগ্রাহী ছিলেন, তিনি ওয়াট্‌ সাহেবকে পরামর্শ দেন যে এই সময় নবাব পাটনায় আফগানদের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত আছেন। যদি ইংরাজেরা একবারে যাইয়া মুর্শিদাবাদ রাজধানী আক্রমণ করেন ও যদি তাঁহাকে নবাব করেন, তাহা হইলে সকল বিষয়ে সাহায্য পাইতে পারিবেন। ওয়াট্‌ সাহেব ইহা অনুমোদন করিলে, ক্লাইব তাহাতে সম্মত হইলেন। পিট্রাস্ নামে একজন আর্ম্মানি ওয়াট্‌ সাহেবকে সেনাপতি মীরজাফরেরও সাহায্য-প্রস্তাব জানাইলেন। অনেক প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীও সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ইংরাজকে আহ্বান করিলেন। ইয়ারলতিফ্‌খাঁকে ছাড়িয়া মীরজাফরকে নবাব করাই সকলের অভিপ্রেত হইল। এই সম্বন্ধে মীরজাফরের সহিত "একরার" লেখাপড়া হয়। ইংরাজেরাও মীরজাফরকে এই লিখিয়া দেন যে সকল সময়েই তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ও তাহাকে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদার করিয়া দিবেন। এই সন্ধিপত্রে নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন্ সাহেব, কলিকাতার গবর্ণর ড্রেকসাহেব, কর্ণেল ক্লাইব, ওয়াট্‌সাহেব, মেজর কিলপ্যাট্রিক ও বীচারসাহেবের সাক্ষর থাকে। ১০ই জুন মীরজাফর সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলে ক্লাইব সসৈন্যে চন্দননগর হইতে অগ্রসর হইলেন। যখন উমিচাঁদ শুনিলেন যে তাঁহার অনুপস্থিতিতে মীরজাফরের সহিত লেখাপড়া হইয়াছে যে সকলেই কিছু কিছু পাইবেন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে কিছুই নাই। তখন উমিচাঁদ নবাবকে এই ষড়যন্ত্রের কথা জানাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ক্লাইব ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। তিনি উমিচাঁদকে কৌশলে ভুলাইবার জন্য ছলনা করিলেন। ক্লাইব দুইখানি কাগজ লিখিলেন। একখানি শাদা কাগজে লেখাপড়া হইল, তাহাতে উমিচাঁদের নামমাত্রও লিখিত হইল না ও অপর একখানি লাল কাগজে যে লেখা পড়া হইল, তাহাতে উমিচাঁদকে যে টাকা দেওয়া হইবে, তাহার সমস্ত কথাই লেখা থাকিল। শাদা কাগজখানি সত্য, লালখানি মুর্খ উমিচাঁদকে প্রতারিত করিবার জন্য চতুর ক্লাইবের কৌশল। ন্যায়বান্ ওয়াট্‌সন সাহেব লাল কাগজে সই করিয়া নিজে প্রতারক হইতে চাহিলেন না। কাজেই ক্লাইবকে ঐ লাল কাগজে ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিতে হইল। কেহ কেহ বলেন যে, কোম্পানীর বিখ্যাত কেরাণী স্ক্রাফটন্ সাহেব ঐ নাম জাল করেন।

নবাবের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র স্থির হইয়া গেল। ২১এ জুন ক্লাইব কাঁটোয়া দখল করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। নদী পার হইয়া পলাশীর নিকট আম্রবনে তাম্বু গাড়িলেন। মীরজাফরকে চিঠি পাঠাইলেন যে যদি মীরজাফর আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ না দেন, তাহা হইলে তিনি নবাবের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য। ২৩এ জুন প্রাতঃকালে নবাব আম্রবন আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় মীরজাফর 'অদ্যকার মত যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া কল্য প্রাতে যুদ্ধ করিবেন' বলিয়া সৈন্যগণকে শিবিরে ফিরিতে

আদেশ দিলেন। হুকুমমত সৈন্যগণ ফিরিল। ক্লাইব পূর্ব্ব-সঙ্কেত মত পশ্চাৎ হইতে গুলি চালাইতে লাগিলেন। সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। চারিদিকে গোলমাল পড়িয়া গেল। এই সুযোগে মীরজাফর আসিয়া ক্লাইবের সহিত মিসিলেন। নবাব এই সংবাদে উষ্ট্রে চড়িয়া পলাইয়া গেলেন। ভবিষ্যৎ যুদ্ধজয়ের আশা হতভাগ্য সিরাজের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। ক্লাইব দাউদপুর পর্য্যন্ত পশ্চাদনুসরণ করিলেন। মীরজাফর আসিয়া এইখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লাইবও তাঁহাকে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পরে উভয়ে মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। [সিরাজউদ্দৌলা দেখ।]

নবাবের ধনাগারে সর্ব্বসমেত ১৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেল। ক্লাইব নিজে ১৬ লক্ষ, ওয়াট্‌ সাহেব ৮ লক্ষ, কিল-প্যাট্রিক ৩ লক্ষ এবং স্ক্রাফ্‌টন্‌ ২ লক্ষ টাকা পাইলেন। কিন্তু অভাগা উমিচাঁদ কিছুই পাইলেন না। [বিশেষ বিবরণ উমিচাঁদ শব্দে দ্রষ্টব্য।] ক্লাইব প্রাসাদে যাইয়া ২৯এ জুন মীরজাফরকে নবাবের সিংহাসনে বসাইলেন। রাজকোষে টাকা না থাকায় মীরজাফর ক্লাইবকে কথিত টাকা দিতে পারিলেন না। ক্লাইব মীরজাফরকে জগৎশেঠের কাছে লইয়া গেলেন। শেঠজীর পরামর্শে অর্দ্ধেক টাকা তৎক্ষণাৎ দেওয়া হইল ও বাকী অর্দ্ধেক টাকা তিনমাসের মধ্যে চুকাইয়া দিতে হইবে স্থির হইল। ঐ টাকা লইয়া সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাহারা এই উদ্দেশ্যে একটী সভা করেন ও ক্লাইবের মতের বিরুদ্ধে তাহারা ঐ লভ্য টাকার অংশ চাহিলে, ক্লাইব তাহাদিগকে অংশ দিতে অস্বীকার করেন। মীরজাফরের দেয় টাকা ও তাঁহার স্বেচ্ছা-দান হইতে ক্লাইব মোট ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর ক্লাইব মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিলেন। ইত্যবসরে মীরণ সিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মির্জামন্দীকে বিনাশ করেন। সুযোগ পাইয়া পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা ওগলসিংহ, এবং বেহারে রামনারায়ণ বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। এই সংবাদে ২৫এ নবেম্বর ক্লাইব মুর্শিদাবাদে আসিয়া পৌছেন। ৩০এ তারিখে তিনি ওগলসিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন ও তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনেন। বেহারে রামনারায়ণকে দমন করিবার জন্য মীরজাফর ক্লাইবের সাহায্য চাহিলেন। ক্লাইব বলিয়া পাঠান যে তিনি সন্ধিপত্রের লিখিত বক্রী টাকা পাইলে পাটনায় যাইতে পারেন। নবাব দেওয়ান রায়দুর্লভের খোসামোদ করিয়া টাকার একটী সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নবাবের সহিত ক্লাইব পাটনায় চলিলেন এবং তথায় রামনারায়ণকে ডাকাইয়া বিদ্রোহ মিটাইয়া দিলেন। রায়দুর্লভের সহিত রামনারায়ণের বন্ধুতা হইল। নবাবের অনিচ্ছাসত্বেও রামনারায়ণ বেহারের শাসনকর্ত্তা রহিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মে ক্লাইব রায়দুর্লভের সহিত মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসেন।

পলাশী যুদ্ধজয়ের পর হইতে ইংরাজ কোম্পানীর বিলাতের অধ্যক্ষগণ ক্লাইবকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করেন। সম্রাট্‌ শাহআলম্‌ এই সময়ে পাটনা আক্রমণ করেন। ক্লাইব সসৈন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। শাহআলমের সৈন্য ক্লাইবকে দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। শাহআলম্‌ পলায়ন করিলেন। ক্লাইবের জয়ে মীরজাফর বড় আহ্লাদিত হইলেন। জমিদারিসত্বে কলিকাতার দক্ষিণে যে জমি ২২২৯৫৮৲ টাকা খাজনায় কোম্পানীকে জমা দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ক্লাইবকে জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন। ২৩এ নবেম্বর ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ হয়। ক্লাইব নিজে কর্ণেল ফরডীকে চুঁচুড়া আক্রমণ করিতে বলেন। ওলন্দাজেরা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে।

ইহার পর ২৫এ ফেব্রুয়ারী ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব স্বদেশে যাত্রা করিলেন। ভারতবর্ষে থাকিয়া ক্লাইব যে টাকা রোজকার করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার এইরূপ একটী তালিকা পাওয়া যায়; ওলন্দাজ বণিকদের দ্বারা ১৮ লক্ষ টাকা, ইংরাজ কোম্পানীর দ্বারা ৪ লক্ষ টাকা ও মান্দ্রাজ হইতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার হীরক। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য বন্ধুর দ্বারা যে কত টাকা পাঠান, তাহার হিসাব কেতাব নাই। মীরজাফর হইতে প্রাপ্ত জায়গীরের আয় প্রায় ২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। ঐ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকা তিনি নিজ ভগিনীদিগকে দান করেন। ভারতে অবস্থানকালে পিতামাতার খরচের জন্য বাৎসরিক ৮০০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিতেন। মেজর লরেন্সকে মাসহরাস্বরূপ বৎসরে ৫০০০৲ টাকা দিতেন এবং অন্যান্য দরিদ্র বন্ধু ও কুটুম্বদিগকে উপরি উক্ত টাকা সমেত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা দান করেন।

জায়গীর লইয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান সুলিভানের সহিত ক্লাইবের বিরোধ হয়। ক্লাইব ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টার নির্ব্বাচনের সময় সুলিভানকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা পান। ক্লাইবের চেষ্টা বিফল হইল। সুলিভান তাঁহার জায়গীর দখ-লের উদ্যোগ করিলেন, কাজেই ক্লাইবকে ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ আদালতে (chancery) বিষয়রক্ষার্থ দরখাস্ত করিতে হইল।

যখন ইংলণ্ডে ক্লাইব ও ডিরেক্টারগণের মধ্যে এইরূপ গোলযোগ চলিতেছিল, সেই সময় বাঙ্গালায় মীরকাসিম কতকগুলি ইংরাজকে বিনাশ করেন। এই সংবাদে ডিরেক্টারদের মাথা ঘুরিয়া গেল। মীরকাসিমকে দমন করিবার জন্য ক্লাইবের প্রয়োজন হইল। কোম্পানীর সত্বাধিকারীরা ক্লাইবের খোসামোদ করিতে লাগিলেন। ক্লাইব বলিলেন, যদি তাঁহার বিষয় কোম্পানী ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তিনি বাঙ্গালার শাসনভার লইয়া পুনরায় ভারতে যাইতে পারেন। তদনুসারে তাঁহারা ক্লাইবের কথায় রাজি হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ও সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। ঐ সময়ে স্কুলিভানের সহিত ক্লাইবের মিত্রতা হয়। এই সকল ঘটনার পর ক্লাইব ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে মে মাসে তৃতীয়বার কলিকাতায় আসিয়া পৌছেন। ক্লাইব আসিয়াই সৈন্যসম্প্রদায়ের সংশোধন আরম্ভ করিলেন। সেই সময় ইংরাজসৈন্যগণ ঘুষ লইয়া বা জোর করিয়া যে সকল কার্য্য করিত, তাহা একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে বাঙ্গালার ইংরাজগণের অনেক অসুবিধা ও ক্ষতি হইয়াছিল। জনষ্টন নামে একজন সভ্য ক্লাইবের সংশোধনের বিরুদ্ধে ছিলেন। ক্লাইব বিলাতে অধ্যক্ষগণকে এখানকার কর্ম্মচারীগণের বেতন বাড়াইয়া দিতে লিখিলেন ও সৈন্যসম্প্রদায়ের চুরি করিয়া ব্যবসা করা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার পর ক্লাইব দিল্লীর সম্রাটের নিকট বাঙ্গালার দেওয়ানী সনন্দ চাহেন। সম্রাট্ কোম্পানীর উপর বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীসত্বে রাজস্ব আদায় ও শাসনভার দিয়া একখানি সনন্দ ক্লাইবের নিকট পাঠাইয়া দেন। কাশীর রাজা ও অযোধ্যার নবাব ক্লাইবকে উপহারস্বরূপ হীরা ও জহরতাদি দিতে চাহিলে ক্লাইব তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। মীরজাফর মৃত্যুকালে ক্লাইবের নামে দানপত্রে ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। কোম্পানীর আইন মতে, মৃতব্যক্তির ঐ দান ক্লাইব পাইলেন না। বন্দোবস্ত হইল, কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও সৈনিকের মধ্যে যে কেহ কার্য্য করিতে অক্ষম হইবে, তাহাকে ঐ টাকা হইতে মাসহারাস্বরূপ কিছু কিছু দেওয়া যাইবে। ঐ টাকার উপর নাজিমুদ্দৌলার ভ্রাতা সৈফুল-উদ্দৌলা আরও ৩ লক্ষ টাকা দেন।

ক্লাইবের অনুপস্থিতিতে মীরকাসিম ও সমরু ইংরাজহত্যা করিয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট যাইয়া আশ্রয় লয়েন। সুজাউদ্দৌলা মরাঠী ও আফগান সেনা লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে বেহারের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। ক্লাইব সসৈন্যে যাইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। সুজাউদ্দৌলা সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ক্লাইব যুদ্ধের খরচ স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা আদায় করিলেন। স্থির হইল, অযোধ্যার নবাব মীরকাসিম ও সমরুকে পুনারাশ্রয় দিবেন না ও ইংরাজগণ তাঁহার রাজত্বে বিনামাশুলে বাণিজ্য করিতে পাইবেন। মুহম্মদ রেজাখাঁ নবাব নাজিমুদ্দৌলার নায়েব ছিলেন। তিনি কোম্পানীর কৌন্সিলের মেম্বরগণের নিকট কোন উচ্চপদ পাইবার অভিলাষে ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়াছিলেন। সন্ধির পর ক্লাইব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে নাজিমুদ্দৌলা ঘুষের কথা ক্লাইবকে বলিয়া দেন। ক্লাইব এইরূপ ঘৃণিত ব্যবহারের জন্য কোম্পানীর গবর্ণর স্পেন্সার সাহেব ও অন্যান্য নয় জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে জবাব দেন। দেওয়ানীসত্বে ক্লাইব বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা লইয়া কোম্পানীর জন্য লবণ, সুপারী ও দোক্তা তামাকের একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। পলাশীযুদ্ধের পর মীরজাফর সৈন্যগণকে দ্বিগুণ বাটা দিতেন। ক্লাইব তাহা কমাইয়া দিলেন। ইহাতে বাঁকিপুর ও মুঙ্গেরে সৈন্যগণের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ক্লাইব সেই সেই স্থানে যাইয়া বিদ্রোহ থামাইয়া আসেন। এই সময়ে ক্লাইবের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। ১ বৎসর ৬য় মাস কাল বাঙ্গালায় থাকিয়া ক্লাইব ২৯এ জানুয়ারী ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

এবার ইংলণ্ডে তাঁহার জন্য বিশেষ কিছু আদর অভ্যর্থনা হইল না। খবরের কাগজে ক্লাইবের কার্য্য ও চরিত্র সম্বন্ধে অনেক বিচার হইতে লাগিল। যেন দেশের সমস্ত লোকই তাঁহার অপমান করিবার জন্য ব্যস্ত। ভারতের ধনে ধনী হইয়া ক্লাইব বার্ক্‌সায়ারে একখানি সুন্দর বাটীতে নবাবীয়ানায় থাকিতেন। স্রপ্‌সায়ারে ও ক্লেয়ারমণ্টে তাঁহার দুইখানি প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। ক্লাইবের এইরূপ বড়মানুষী দেখিয়া লোকের চোক টাটাইল। গরিব যদি হঠাৎ বড় মানুষ হয়, লোকে যেমন তাহাকে "হঠাৎ নবাব" বলিয়া থাকে, সেইরূপ ইংলণ্ডের লোকেরা ক্লাইবের এইরূপ উচ্চপদ দেখিয়া তাঁহার "হঠাৎ নবাব" এই আখ্যা দিয়াছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। লণ্ডনবাসীরা ভারতীয় প্রজার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, কোম্পানীর চাকরেরা বাঙ্গালায় ১ দামে চাউল কিনিয়া তাহার চারিগুণ দামে বিক্রয় করে। এই কারণে বাঙ্গালীরা বিষম দুর্ভিক্ষযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এইরূপ কাণাঘুষায় ক্লাইব সকলের নিকট আরও অশ্রদ্ধা ও অনাদরের পাত্র হইয়া পড়িলেন। ১৭৭২ খৃঃ পার্লেমেণ্ট-মহাসভায়

ক্লাইবের বিচার হইল। সকল দোষই অভাগা ক্লাইবের ঘাড়ে পড়িল। স্বজনও তাঁহার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। সকলেই ক্লাইবকে পার্লেমেণ্ট হইতে তাড়াইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পার্লেমেণ্ট হইতে নির্ব্বাচিত সভ্যগণের বিচারে ক্লাইবের নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইল। কিন্তু অপমানে, ঘৃণায় ও লজ্জায় ক্লাইবের মনে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিয়াছিল। নানা ভাবনায় তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া গেল। ১৭৭৪ খৃঃ ৪৯ বৎসর বয়সে ২২এ নবেম্বর ক্লাইব আত্মহত্যা করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

ক্লান্ত (ত্রি) ক্লম-কর্ত্তরি ক্ত। ১ ক্লান্তিযুক্ত। ২ যে ব্যক্তি উৎকট পরিশ্রম করিয়া বীর্য্যহীন হইয়াছে, শ্রমাদি দ্বারা যাহার শরীরে অত্যন্ত গ্লানি বোধ হইয়াছে। ৩ ম্লান।

"বিশ্রাম্যতামিত্যুবাচ ক্লান্তোঽসীতি পুনঃ পুনঃ।"
(ভারত ৩।৭৩।১৭)

ক্লান্তি (স্ত্রী) ক্লম-ক্তিন্। পরিশ্রম।

"ক্লান্তি চ্ছিদো বনবনস্পতয়স্তদানীম্।" (মাঘ)

ক্লিন্ন (ত্রি) ক্লিদ-কর্ত্তরি ক্ত। আর্দ্র, ভিজা।

"গঙ্গায়াঃ সলিলক্লিন্নে ভস্মন্যেষাং মহাত্মনাম্।
স্বর্গং গচ্ছেয়ুরত্যন্তং সর্ব্বে চ প্রপিতামহাঃ।" (রামায়ণ ১।৪২।১৯)

ক্লিন্নবর্ত্ম [ন্] (ক্লী) চক্ষুরোগবিশেষ। নেত্রবর্ত্ম অর্থাৎ চক্ষুপাতার বাহিরে বেদনাশূন্য ফুলা ও অন্তরে ক্লেদ জন্মিয়া স্রাব হইতে থাকিলে এবং অতিশয় চুলকান ও ছুঁচ ফুটানর মত ব্যথা থাকিলে তাহাকে ক্লিন্নবর্ত্ম বলে। এই রোগ হইলে শস্ত্রচিকিৎসা করাই বিধেয়। (সুশ্রুত উত্তর ৮ অঃ)

ক্লিন্নাক্ষ (ত্রি) ক্লিন্নে অক্ষিণী যস্য বহুব্রী। সমাসান্ত টচ্। ১ যাহার চক্ষু ক্লেদযুক্ত। পর্য্যায়—চুল্ল, চিল্ল, পিল্ল। (ক্লী) ২ ক্লেদযুক্ত চক্ষু।

ক্লিব্ (পুং) ক্লপ্-কিপ্ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। লোক।

"ওঁ ক্রতো! স্মর ক্লিবে স্মরকৃতং স্মর।" (বাজসনেয়॰ ৪০।১৫)
'ক্লিবে স্মর কল্যতে ভোগায়েতি ক্লপ্ লোকঃ তস্মৈ স্মর জশাদেশ আর্ষঃ ছন্দস্যুভয়থা ইতি পদান্তত্বাৎ।' মহীধর।

ক্লিশিত (ত্রি) ক্লিশ-কর্ত্তরি ক্ত বিকল্পে ইট্। ১ ক্লেশযুক্ত। ২ উপতাপ-যুক্ত।

ক্লিষ্ট (ত্রি) ক্লিশ্-কর্ত্তরি ক্ত বিকল্পে ন ইট্। ১ ক্লেশযুক্ত। ২ পীড়িত। পর্য্যায়—সংকুল, পরস্পর পরাহত। "ইন্দোর্দৈন্যং তদনুসরণ-ক্লিষ্টকান্তে র্বিভর্ত্তি।" (মেঘদূত) (ক্লী) ৩ পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ বাক্য।

"জীবিতুং নার্হথ ক্লিষ্টং বিপ্রধর্ম্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ।" (ভাগ॰ ১।৯।১২)

ক্লিষ্টত্ব (ক্লী) ক্লিষ্ট-ভাবে ত্ব। অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত একটী দোষ। এই দোষটী পদে ও বাক্যে হইয়া থাকে। যে স্থলে কোন একটী ক্ষুদ্র পদদ্বারা অর্থ প্রকাশ হইতে পারে, সেস্থলে সেই পদটী প্রয়োগ না করিয়া অর্থপ্রকাশের জন্য কতকগুলি পদের সমাস করিয়া এক পদরূপে প্রয়োগ করিলে পদগত ক্লিষ্টত্ব দোষ হয়। যেমন—"জল" এই ক্ষুদ্র পদ প্রয়োগ না করিয়া জল বুঝাইতে, "ক্ষীরোদজা-বসতি-জন্মভু" এইরূপ পদ প্রয়োগ। ক্ষীরোদজা লক্ষ্মী তাঁহার বসতি পদ্ম তাহার জন্মভূ জল।

"ক্লিষ্টত্বমর্থপ্রতীতে ব্যবহিতত্বং" (সাহিত্যদ॰ ৭)

যে স্থলে অতিশয় ব্যবহিত দুই বা ততোধিক পদের অন্বয় করিয়া অভীষ্ট অর্থ করিতে হয়, সচরাচর যাহা দুরান্বয় দোষ বলিয়া ব্যবহৃত, তাহাকেই আলঙ্কারিকগণ বাক্যগত ক্লিষ্টত্ব দোষ বলিয়া থাকেন।

"ধম্মিল্লস্য ন কস্য প্রেক্ষ্য নিকামং কুরঙ্গশাবাক্ষ্যাঃ।
রজ্যত্যপূর্ব্ব-বন্ধব্যুৎপত্তে র্মানসং শোভাম্॥"

এই স্থলে—'কুরঙ্গনয়না কামিনীর চুলের খোঁপার শোভা দেখিয়া কাহার চিত্ত না অনুরক্ত হয়' এইরূপ অর্থ করিতে হইলে "ধম্মিল্লস্য শোভাং প্রেক্ষ্য কস্য মানসং ন রজ্যতি" এই প্রকার দুরান্বয় স্বীকার করিতে হয় বলিয়া বাক্যগত ক্লিষ্টত্ব দোষ ঘটে।

ক্লিষ্টবর্ত্ম [ন্] (ক্লী) নেত্ররোগবিশেষ। [ক্লিন্নবর্ত্ম দেখ।]

ক্লিষ্টা (স্ত্রী) ক্লিষ্টং ক্লেশঃ অস্ত্যস্যাং ক্লিষ্ট অচ্। পাতঞ্জলদর্শনের মতে চিত্তবৃত্তিবিশেষ। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ যাহাকে জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমরাও চলিত কথায় যাহাকে জ্ঞান বলিয়া থাকি, সাংখ্যপাতঞ্জল মতে তাহাই বৃত্তি নামে উল্লেখ করা হয়। এই বৃত্তি বা জ্ঞান দুইপ্রকার ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটীকে ক্লেশ বলে। এই পঞ্চ ক্লেশ যে সকল বৃত্তি বা জ্ঞানের প্রবৃত্তির কারণ, তাহাকে ক্লিষ্টবৃত্তি বলে (১)। নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক মতে জ্ঞান আত্মাতে হয়, সাঙ্খ্যপাতঞ্জল উহাকে অন্তঃকরণের (মহত্তত্ত্বের) ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। অন্তঃকরণ সত্ত্বময়, রজোময় ও তমোময়, এই তিনপ্রকার হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার বৃত্তিও তিনপ্রকার—সত্ত্বময়ী, রজোময়ী ও তমোময়ী। রজোময়ী ও তমোময়ী চিত্তবৃত্তিকে ক্লিষ্টা নামে উল্লেখ করা হয় (২)। আমরা এই

(১) "বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ" (যোগসূত্র ১।)
"ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্মাশয়প্রচয়ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ" (ভাষ্য)
'ক্লেশহেতুকা ইতি ক্লেশা অস্মিতাদয়ঃ হেতবঃ প্রবৃত্তিকারণং যাসাং বৃত্তীনাং তাস্তথোক্তাঃ।' (বাচস্পতি)

(২) 'যথা পুরুষার্থং প্রধানস্য রজস্তমোময়ীনাং হি বৃত্তীনাং ক্লেশকারিত্বেন ক্লেশৈব প্রবৃত্তিঃ ক্লেশঃ কিষ্টং তদাসামস্তীতি ক্লিষ্টা ইতি। অতএব

বৃত্তি অর্থাৎ প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা বিষয় নিরূপণ করিয়া কোন বিষয়ে অনুরাগ এবং কোন বিষয়ে দ্বেষ করিয়া থাকি, এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই। ইহা হইতেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপন্ন হয় এবং ধর্ম্মাধর্ম্মই আবার জন্ম প্রভৃতি ঘোরতর দুঃখের কারণ। অতএব রজোময়ী ও তমোময়ী চিত্তবৃত্তিই সকল দুঃখের মূলকারণ। যোগ অনুষ্ঠানে অন্তঃকরণের রজঃ ও তমোগুণ দূরীভূত হইলে বিবেকখ্যাতি নামে বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী যে অন্তঃকরণ-বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে অক্লিষ্টাবৃত্তি বলে। এই অক্লিষ্টা বৃত্তি বা বিবেকখ্যাতি দ্বারা ক্লিষ্টা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া যোগিগণ অনন্ত পরমসুখ অনুভব করিতে পারেন। ইহাই যোগ অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বৃত্তি পাঁচপ্রকার প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। [প্রমাণ, বিপর্য্যয় প্রভৃতি দেখ।]

ক্লিষ্টি (স্ত্রী) ক্লিশ-ক্তিন্। ১ ক্লেশ। ২ সেবা।

ক্লীত (পুং) সর্পের শুক্র, বিষ্ঠা, মূত্র, মৃতদেহ ও পূতি অণ্ড হইতে যে সকল হিংস্রক কীট উৎপন্ন হয়, তাহাদের অন্তর্গত একপ্রকার কীট, ইহারা অগ্নিপ্রকৃতি। ইহাদের কামড়ে পিত্ত জন্য রোগ জন্মে।

"ক্লীতঃ কৃমিসরারীচ যশ্চাপ্যুৎক্লেশকঃ স্মৃতঃ।"

(সুশ্রুত কল্প ৮ অঃ)

ক্লীতক (ক্লী) ক্লীব-কিপ্ নিপাতনাৎ বকার লোপঃ ক্লিয়ং তকতি হসতে অচ্। ১ যষ্টিমধু।

"যষ্ট্যাহ্বং মধুকং যষ্টি ক্লীতকং মধুযষ্টিকা।" (রত্নমালা)

২ করঞ্জার বীজ। "আত্মনি মন্ত্রান্ সংনময়েৎ" "এক ক্লীতকেন" (আশ্বংগৃহ্যং ৩।৮।৭।৮।) 'করঞ্জবীজস্য যত্রৈক বীজং তদেক-ক্লীতকম্।' নারায়ণবৃত্তি।

(পুং) ৩ বৃক্ষবিশেষ, ইহার মূলে বিষ আছে।

ক্লীতকা (স্ত্রী) নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ।

ক্লীতকিকা (স্ত্রী) ক্লীতং-ক্রয়োঽস্ত্যস্যাঃ ক্লীতক-ঠন্ (অত ইনিঠনৌ।' পা ৫।২।১১৫) যস্য লরারঃ। ১ নীলীবৃক্ষ, নীল। কোন কোন শাব্দিকের মতে ক্লীতক শব্দের উত্তর নিন্দার্থে ঠন্ করিয়া ক্লীতকি শব্দ হয়। তাহাদের মতে "পালনং বিক্রয়শ্চৈব তদ্বৃত্ত্যা চোপজীবনম্। পতনঞ্চ ভবেদ্ বিপ্রে ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্যাপোহতি।" এই আপস্তম্বস্মৃতি অনুসারে নীলের একটী নাম ক্লীতকিকা হইয়াছে। [নীল দেখ।]

ক্লেশোপার্জ্জনার্থমেব অমুষাংপ্রবৃত্তিরতএব কর্ম্মাশয়প্রচয়ক্ষেত্রীভূতা-প্রমাণাদিকাঃ।...খ্যবরং প্রতিপত্ত্যর্থমবসায় তত্র সক্তো দ্বিষ্টো বা কর্ম্মাশয়-মাচিনোতি ইতি ভবন্তির্ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রসবভূময়ো বৃত্তয়ঃ ক্লিষ্টা ইতি।' (বাচস্পতি)

ক্লীতনক (ক্লী) ক্লীতং কীটবিশেষং নুদতি-নুদ্-বাহুলকাৎ ড সংজ্ঞার্থে কন্। মধুলিকা, অতিরসা। (রাজনি°)

ক্লীতনী (স্ত্রী) নীলগাছ। (রাজবল্লভ)

ক্লীতলক (ক্লী) যষ্টিমধু।

ক্লীব (পুং ক্লী) ক্লীব-ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন, নপুংসক। পর্য্যায়—ষণ্ড, নপুংসক, তৃতীয় প্রকৃতি, শণ্ড, পণ্ড, সণ্ড, শণ্ঢ।

"ন মূত্রং ফেণিলং যস্য বিষ্ঠা চাপ্সু নিমজ্জতি।
মেঢ্রং চোন্মাদশুক্রাভ্যাং হীনং ক্লীবঃ স উচ্যতে।" (কাত্যায়ন)

যাহার মূত্রে ফেণা হয় না ও বিষ্ঠা জলে ডুবিয়া যায় এবং যাহার মেঢ্র শুক্রহীন ও উন্নত হয় না, তাহাকে ক্লীব বলে।

নারদের মতে—ক্লীব ১৪ প্রকার—নিসর্গষণ্ড, অনণ্ড, পক্ষষণ্ড, গুরুর অভিশাপজনিত ষণ্ড, রোগজনিত ষণ্ড, দেবক্রোধজনিত ষণ্ড, ঈর্ষ্যাষণ্ড, অসেক্য, বাতরেতা, মুখে ভগ, আক্ষেপ্তা, মোঘবীজ, শালীন ও অন্যাপতি। মাতা ও পিতার সমান বীর্য্যে নিসর্গ ষণ্ডের উৎপত্তি হয়। যাহার অণ্ড নাই তাহাকে অনণ্ড বলে। এই দুইপ্রকার ষণ্ডের কোন চিকিৎসা নাই, ইহাদের আর প্রতীকার হয় না। পক্ষষণ্ড একপক্ষ পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিলেই আরোগ্য হয়। গুরুর অভিশাপ, রোগ বা দৈব কোপে যাহারা ষণ্ড হয়, তাহাদিগকে এক বৎসর পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিবে। ঈর্ষ্যাষণ্ড, অসেক্য, বাতরেতা ও মুখে ভগ এই চারি প্রকার ষণ্ডও অচিকিৎস্য, ইহাদের প্রতীকার নাই। যে সকল ষণ্ডের প্রতীকার হইবার সম্ভব নাই, তাহাদের পত্নীগণ ক্ষতযোনি হইলেও পতিতের ন্যায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। দর্শন বা স্পর্শ মাত্রই যাহার বীর্য্য স্খলিত হয়, তাহাকে আক্ষেপ্তা এবং যাহার বীর্য্য অপত্য উৎপাদনের অযোগ্য, তাহাকে মোঘবীর্য্য বলে, এইপ্রকার ষণ্ড ৬ মাস চিকিৎসা করিলেই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। পরাশরসংহিতার "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসুনারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে" এই বচন অনুসারে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পতি ক্লীব হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু টীকাকার মাধবাচার্য্য বলেন, যে "দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং বরস্য চ" এই আদিত্য পুরাণের বচন অনুসারে কলিকালে স্ত্রীলোকের দুইবার বিবাহ নিষিদ্ধ। (বাচস্পত্য)

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মতে সম্পত্তি বিভাগের পূর্ব্বে ক্লীব হইলে তাহার কোন সম্পত্তিতে অধিকার থাকে না, কিন্তু

বিভাগের পরে যদি কোন ঔষধ দ্বারা ক্লীবত্ব নাশ হয়, তাহা হইলে তাহার অংশ তাহাকে দিতে হয়। ক্লীবের ক্ষেত্রজ পুত্র নির্দ্দোষ হইলে সেই সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। দায়াধিকারীগণ ক্লীবের ক্ষেত্রজ কন্যাকে বিবাহ পর্য্যন্ত ভরণ-পোষণ করিবেন, তাহার বিবাহের ব্যয়ও ঐ সম্পত্তি হইতেই দিতে হইবে। যে ক্লীবপত্নীর ক্ষেত্রজ পুত্র নাই এবং যাহার চরিত্রেও কোন দোষ নাই, তাহাকেও প্রতিপালন করিতে হয়। কিন্তু ক্লীবপত্নী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য) [ক্লৈব্য দেখ।]

২ কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরুৎসাহ। ৩ অধীর। ৪ বিক্রমহীন। ৫ শব্দের চিহ্নবিশেষ, শব্দের ধর্ম্মবিশেষ। ৬ ঋ, ৠ, ঌ ৡ এই চারিটী বর্ণকে ক্লীব বলে।

"ঋ ৠ বর্ণদ্বয়ং ঌ ৡ দ্বয়ং ক্লীবং প্রচক্ষতে" (তন্ত্রসার)

ক্লীবতা (স্ত্রী) ক্লীবস্য ভাবঃ ক্লীব-তল্। ক্লীবের ভাব, সন্তানোৎপাদিকাশক্তির অভাব।

"শুক্রবহে দ্বে তয়োর্ম্মূলং স্তনৌ বৃষণৌ চ তত্রবিদ্ধস্য ক্লীবতা" (সুশ্রুত শারীর ৯ অঃ) দুইটী শিরা শুক্র বহন করে। স্তনদ্বয় ও কোষদ্বয় তাহাদের মূলস্থান। ঐ শিরা কোনরূপে বিদ্ধ হইলে ক্লীবতা জন্মে।

ক্লীবত্ব (ক্লী) ক্লীবস্য ভাবঃ ক্লীব-ত্ব। ক্লীবতা।

কৢপ্ত (ত্রি) কৢপ্-ক্ত ঋকারস্য ৯কারাদেশঃ। ১ রচিত। ২ কল্পিত। ৩ বিহিত। ৪ নির্ম্মিত।

"কৢপ্তেন সোপানপথেন মঞ্চম্" (রঘু)

৫ বাপিত, যাহা কাটা হইয়াছে।

"কৢপ্তকেশনখশ্মশ্রুর্দান্তঃ শুক্লাম্বরঃ" (মনু)

কৢপ্তকীলা (স্ত্রী) কৢপ্তং কীলমত্র বহুব্রী। নির্দ্দিষ্ট করগ্রহণের জন্য জমিদার বা ভূম্যধিকারী প্রদত্ত পত্রবিশেষ, যাহাকে চলিত কথায় পাটা বা পাট্টা বলে। (বাচস্পত্য)

ক্লেদ (পুং) ক্লিদ-ভাবে ঘঞ্। ১ আর্দ্র, ভিজা।

"পদস্থিতস্য পদ্মস্য বন্ধূবরুণভাস্করৌ।
পদচ্যুতস্য তস্যৈব ক্লেদ-ক্লেশকরাবুভৌ॥" (উদ্ভট)

২ মল, ময়লা। ৩ ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা। [ক্লেদন দেখ।] ৪ পূতীভাব। (শব্দচিন্তামণি)

ক্লেদক (ত্রি) ক্লেদয়তি ক্লিদ-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ শরীরস্থ একপ্রকার শ্লেষ্মা, ইহা হইতে ক্লেদ উৎপন্ন হয়। ২ ক্লেদকারক, যাহাহইতে ক্লেদ জন্মে। ৩ শরীরস্থ দশপ্রকার অগ্নির মধ্যে একপ্রকার। [অগ্নি দেখ।] ক্লেদকারক বলিয়া জলের নাম ক্লেদক হওয়া উচিত হইলেও অগ্নির সহায়তা ভিন্ন জল হইতে ক্লেদ হয় না, এই কারণে অগ্নির নাম 'ক্লেদক' হইয়াছে।

ক্লেদন (পুং) ক্লেদয়তি ক্লিদ-ণিচ্ ল্যু। ১ শরীরস্থ শ্লেষ্মাবিশেষ, ইহা হইতে ক্লেদ উৎপন্ন হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে এক শ্লেষ্মাই স্থানভেদে ও কার্য্য-ভেদে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত—ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন ও শ্লেষ্মা। ক্লেদন কফ আমাশয়ে জন্মিয়া তাহাতেই থাকে। ইহা নিজ শক্তি দ্বারা ভক্ষিত দ্রব্য জীর্ণ করিয়া থাকে। এই ক্লেদন কফই হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক ও সন্ধিস্থানে যাইয়া হৃদয়াবলম্বন, ত্রিকসন্ধারণ, রসগ্রহণ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং সন্ধির মিলন প্রভৃতি কার্য্যের সহায়তা করে। ক্লেদনের সহায়তা ব্যতীত অবলম্বন প্রভৃতি শ্লেষ্মাগণ ঐ সকল কার্য্য করিতে পারে না। (ভাবপ্রকাশ ১।১ খ°)

ক্লেদা [-ন্] (পুং) ক্লিদ কনিন্ নিপাতনে সাধুঃ। (শ্বন্ উক্ষন্ পুষন্ প্লীহন্ ক্লেদন্ স্নেহন্ মূর্দ্ধন্ মজ্জন্ অর্য্যমন্ বিশ্ব-প্সন্ পরিজ্মন্ মাতরিশ্বন্ মঘবন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) চন্দ্র। (উজ্জ্বলদত্ত)

ক্লেদবান্ [ৎ] (ত্রি) ক্লেদযুক্ত, ক্লেদবিশিষ্ট।

"দুর্গন্ধানাং ক্লেদবতাং পিচ্ছিলানাং বিশেষতঃ।" (সুশ্রুত চিকিৎ)

ক্লেদু (পুং) ক্লিদ্যতি-ক্লিদ্ উন্ (শৃস্বৃস্নিহি ত্রপ্যসি বসিহনি-ক্লিদিবন্ধিমনিভ্যশ্চ। উণ্ ১।১১) চন্দ্র। (উজ্জ্বলদত্ত)

ক্লেশ (পুং) ক্লিশ-ভাবে ঘঞ্। ১ দুঃখ। পর্য্যায়—আদীনব, আস্রপ। "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।" (গীতা ১২।৫)

ক্লিশ্নন্তি ক্লিশ-অচ্। ২ পাতঞ্জলোক্ত অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ।

"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।" (পাতঞ্জল ২।৩)

অবিদ্যা, অস্মিতা প্রভৃতিই সাংসারিক পুরুষের বিবিধ দুঃখের কারণ। যে পর্য্যন্ত ইহাদের সম্ভাব থাকে, সেই পর্য্যন্ত কোন প্রকারেই সুখী হইতে পারা যায় না, এই কারণেই ইহাদিগকে ক্লেশ বলে। বিপরীত জ্ঞানের নাম অবিদ্যা। অবিদ্যাই অস্মিতা প্রভৃতির মূল কারণ; অবিদ্যার নাশ হইলে অস্মিতা প্রভৃতিরও নাশ হয়। অহঙ্কারকেই অস্মিতা বলে, সুখ বা সুখসাধনের ইচ্ছার নাম রাগ, দুঃখ বা দুঃখ কারণের দূর করিবার ইচ্ছার নাম দ্বেষ এবং মরণত্রাসের নাম অভিনিবেশ। ক্লেশের চারিটী অবস্থা—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। ক্লেশগণ যখন অতি সূক্ষ্মরূপে চিত্তে অবস্থিতি করে এবং কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য রাখে না। সেই অবস্থাকেই প্রসুপ্তি অবস্থা বলে। প্রতিকূল ভাবনা করিতে

করিতে ক্লেশগণ যখন ক্ষীণ হইয়া যায়; সেই অবস্থাকে তনু অবস্থা বলে। মধ্যে মধ্যে ক্লেশের বিচ্ছেদের নাম বিচ্ছিন্ন অবস্থা। প্রকাশভাবাপন্ন কার্য্যক্ষম ক্লেশ যখন অবিরত আপন আপন বিষয় গ্রহণ করিতে থাকে, তাহাকে উদার বলে।

যাহারা যোগবলে কোন তত্ত্বে লীন হইতে পারিয়াছেন, তাহাদের অবিদ্যাদি ক্লেশ কোন কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া তাহাদিগকে প্রসুপ্ত বলে। যাঁহারা যোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাদের ক্লেশের তনুঅবস্থা এবং যাহাদের সংসারে নিরতিশয় অভিলাষ আছে, তাহাদের ক্লেশকেই বিচ্ছিন্ন এবং উদার বলে। [অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ দেখ।] ২ কোপ। ৩ ব্যবসায়। (মেদিনী) ৪ পাপেচ্ছা। (দিব্যাবদান)

ক্লেশক (ত্রি) ক্লিশ-বুঞ্ (নিন্দহিংসক্লিশ-খাদবিনাশপরিক্ষিপপরিরটপরিবাদিব্যাভাষাসূয়োবুঞ্। পা ৩।২।১৪৬।) ক্লেশশীল, ক্লেশ দেওয়াই যাহার স্বভাব। *। ক্লিশ ধাতুর উত্তর ণ্বুল্ করিয়া ক্লেশক পদ হইতে পারে, তথাপি (পা ৩.২.১৪৬) সূত্রে ক্লিশ ধাতুর উত্তর বুঞের বিধান করা হইয়াছে বলিয়া বুঞ্ হইল, ক্লিশ ধাতুর উত্তর তাচ্ছীল্যার্থে তৃচ্ প্রভৃতি হয় না। (সি° কৌ°)

ক্লেশকারী [ন্] (ত্রি) ক্লেশং করোতি জনয়তি ক্লেশ কৃ-ণিনি। যে ক্লেশ জন্মায়।

ক্লেশমার (ত্রি) ক্লেশং মারয়তি নাশয়তি ক্লেশ মৃ-ণিচ্ অণ্। ক্লেশনাশক।

ক্লেশবান্ [ৎ] (ত্রি) ক্লেশোঽস্ত্যস্য ক্লেশ-মতুপ্ মস্য বঃ। ক্লেশবিশিষ্ট, যাহার ক্লেশ আছে।

ক্লেশাপহ (ত্রি) ক্লেশং অপহন্তি ক্লেশ-অপ-হন্ ড (অপে ক্লেশতমসোঃ। পা.৩।২।৫০) ক্লেশনাশক।

ক্লেশিত (ত্রি) ক্লিশ-ক্ত ক্লেশো জাতোঽস্য ক্লেশ-ইতচ্ বা। ক্লেশযুক্ত, যাহাকে ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে অথবা কোন কারণে যাহার ক্লেশ উৎপন্ন হইয়াছে।

"নিদ্রাং যাতো মম পতিরসৌ ক্লেশিতঃ কর্ম্মদুঃখী।"

(শৃঙ্গারতিলক)

ক্লেশী [ন্] (ত্রি) ক্লিশ্ তাচ্ছীল্যে ণিনি। ক্লেশশীল, ক্লেশ দেওয়া যাহার স্বভাব।

"নিঃশ্বাসেনাধরকিসলয় ক্লেশিনা বিক্ষেপন্তীম্" (মাঘ)

ক্লেষ্টা [ষ্টৃ] (ত্রি) ক্লিশ কর্ত্তরি তৃচ। ক্লেশকারক।

"বিদ্বাংস্তথৈব যঃ শক্তঃ ক্লিশ্যমানো ন কুপ্যতি।
অনাশয়িত্বা ক্লেষ্টারং পরলোকেচ নিন্দতি॥" (ভারত ৩।৩৯ অঃ)

ক্লৈতকিক (ক্লী) ক্লীতকেন যষ্টিমধুকয়া নির্বৃত্তং ক্লীতক-ঠঞ্। মদ।

ক্লৈব্য (ক্লী) ক্লীবস্য ভাবঃ ক্লীব-ষ্যঞ্। ক্লীবতা, রোগবিশেষ, যাহাতে সন্তানোৎপাদিকাশক্তি নষ্ট হয়। সুশ্রুতের মতে ক্লৈব্যরোগ ছয় প্রকার—মানসিক, সৌম্যধাতুক্ষয়জনিত, ধ্বজভঙ্গ, উপঘাতজনিত, সহজ ও শুক্ররোধজনিত। সঙ্গমেচ্ছু ব্যক্তির মনে কোনরূপ অপ্রিয় ভাব উপস্থিত হইলে কিম্বা অপ্রিয় স্ত্রীর সম্ভোগে মনঃ ক্ষুণ্ণ হইলে যে ক্লীবত্ব হয়, তাহাকে মানসিক বলে। কটু, অম্ল, উষ্ণ ও লবণ এই সকল রস অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে সৌম্যধাতুর ক্ষয় হইয়া ক্লৈব্যরোগ উৎপন্ন হয়, ইহাকে সৌম্যধাতুক্ষয়জনিত ক্লৈব্য বলে। বাজীক্রিয়া না করিয়া অতিশয় স্ত্রী সেবন করিলে ধ্বজভঙ্গ হয়। অতিশয় মেঢ্ররোগ জন্য অথবা মর্ম্মচ্ছেদ জন্য যে পুরুষশক্তির ব্যাঘাত জন্মে, তাহাকে উপঘাত জন্য ক্লৈব্য রোগ বলে। জন্ম হইতেই পুরুষশক্তিহীন হইলে তাহাকে সহজ ক্লৈব্য বলে। বলিষ্ঠ ব্যক্তি কামবিকার উপস্থিত হইলে যদি শুক্র অবরোধ করিয়া রাখে, তবে ঐ শুক্র স্থির হইয়া যায় এবং ক্লৈব্য রোগ জন্মে, ইহাকে স্থিরশুক্রজনিত ক্লৈব্য বলে।

এই ছয় প্রকার ক্লৈব্যরোগের মধ্যে সহজ ও মর্ম্মচ্ছেদজনিত ক্লৈব্যরোগ অসাধ্য। অবশিষ্ট চারিপ্রকার ক্লৈব্যরোগ যে কারণে জন্মে, তাহার বিপরীত আচরণে প্রতীকার করা যায়। (সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান ২৬ অঃ)

চরকসংহিতার মতে—শীতল ও রুক্ষ অন্ন আহার, অজীর্ণ ভোজন, শোক, চিন্তা, ভয়, ত্রাস, অতিশয় স্ত্রীসেবন, অভিচার, বাত, পিত্ত ও কফের বৈষম্য ও অনাহার, এই সকল কারণে বীজের উপঘাত হয় এবং ক্লৈব্যরোগ জন্মে। (চরক) [ধ্বজভঙ্গ দেখ।]

ক্লোম (ক্লী) [ক্লোমা দেখ।]

ক্লোমা [ন্] (পুং) হৃদয়ের অধোভাগে দক্ষিণ কুক্ষির একটী মাংসপিণ্ড, চলিত কথায় কোঁকড়া বা ফুলঘরা বলে।

"বপাবসাবহননং নাভিঃ ক্লোম যকৃৎপ্লীহা।" (যাজ্ঞবল্ক্য)
'যকৃৎ কালকং ক্লোমামাংসপিণ্ড স্তৌচ দক্ষিণকুক্ষিগতৌ।'
(মিতাক্ষরা)

অমরটীকাকার ভরতের মতে অকারান্ত ক্লোম শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ক্লোমতুণ্ডী (স্ত্রী) যাহাদের দেহস্থ বায়ু ক্লোমমুখের সহিত সংলগ্ন থাকে। যথা—বাইন মাছ।

ক্লোমশ্বাসী, যাহারা ত্বক্ কোষদ্বারা শ্বাসকর্ম্ম নিষ্পন্ন করে, ইহাদের চক্ষু সংখ্যা ৬ বা ৮। যথা মাকড়সা, কাঁকড়া প্রভৃতি।

ক্লোশ [বৈ] (পুং) ক্রোশ শব্দের রেফের স্থানে লকার হইয়া ক্লোশরূপ সিদ্ধ হয়। ভয়।

"সিন্ধুরিব প্রবণ আশুয়া যতো যদি ক্লোশ মনুস্বনি"

(ঋক্ ৬।৪৬।১৪) 'ক্লোশেতি ভয়নাম' সায়ণ।

ক্ব (অব্য) কিম্ অৎ (কিমোঽৎ। পা ৫।৩।১২) ততঃ কিমঃ স্থানে কু আদেশঃ (ক্বাতি। পা ৭।২।১০৫) কোথায়, কোন স্থানে। "কেক্রমা স্তে ক্ব বা গ্রামে সন্তি কেন প্ররোপিতাঃ"

(সারদাতিলক)

কোন দুইটী পদার্থের মিলন বা সম্বন্ধ নিতান্ত অসম্ভব বুঝাইতে পণ্ডিতগণ দুইটী ক্ব প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথা—

"ক্ব সূর্য্য-প্রভবোবংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।" (রঘু ১।)

এই স্থলে সূর্য্যবংশের সহিত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সম্বন্ধ নিতান্তই অসম্ভব, এইরূপ বুঝাইবার জন্য দুইটী ক্ব প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ক্বঙ্গু (পুং) কু-অগি উণ্। কঙ্গু, চীনেধান।

ক্বচন (অব্য) পাণিনি মতে ক্ব একটী পদ এবং চন আর একটী পদ। মুগ্ধবোধ মতে সপ্তম্যন্ত কিম্‌শব্দের রূপ ক্ব, তাহার উত্তর অনিশ্চয়ার্থে চন প্রত্যয়, চিৎ ও চন প্রত্যয়ান্ত শব্দ অব্যয়। (কিমঃক্ব্যন্তাচ্চিচ্চনৌ। বোপ°) ১ কোনস্থানে, অনিশ্চিত স্থানে। ২ কোথাও। ৩ কোন অংশে। ৪ কোনকালে, অনিশ্চিত সময়ে।

ক্বচিৎ (অব্য) পাণিনি মতে ক্ব একটী পদ এবং চিৎ আর একটী পদ। মুগ্ধবোধের মতে ক্ব-চিৎ প্রত্যয়। [ক্বচন দেখ] ১ কোনস্থানে, অনিশ্চিত স্থানে। ২ কোথাও।

"হস্তি বা যৎ ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ ভূতং স্থাবরজঙ্গমং।"

(বিষ্ণুপু° ১।২২।৩৮)

ক্বণ (পুং) ক্বণ্-ভাবে অপ্। ১ শব্দবিশেষ, চলিত কথায় কণ্‌কণ্ বলে। (অমরটীকা—সারসুন্দরী)। ২ বীণার শব্দ। (অমর)। ৩ শব্দ। ক্বণ-কর্ত্তরি অচ্। ৪ শব্দকারক, যে শব্দ করে।

ক্বণন (ক্লী) ক্বণ্ ভাবে ল্যুট্। ১ কণ্‌কণ্ শব্দ। ২ বীণার শব্দ। ৩ শব্দ। (পুং) ক্বণ্-কর্ত্তরি অচ্। ৪ হণ্ডিকাসুত, ছোট হাঁড়ী।

ক্বণিত (ত্রি) ১ ক্বণনশব্দযুক্ত। (ক্লী) ২ ক্বণন।

ক্বণ্ ক্বণ্ (ক্বণ ক্বণ শব্দজ) শব্দবিশেষ, কণ্ কণ্।

ক্বথ (পুং) ক্বথ-অচ্ বিকল্পে ন ণ প্রত্যয়ঃ। (অলিতি কসন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩।১।১৪০) ক্বাথ।

ক্বথন (ক্লী) পাকবিশেষ।

"ব্যাপন্নানামগ্নিক্বথনং সূর্য্যাতপপ্রতাপনম্"

(সুশ্রুত সূত্র ৪৫ অঃ)

ক্বথিত (ত্রি) ক্বথ-ক্ত। ১ অতিশয়পক্ব ব্যঞ্জনাদি। ২ অতিশয় পক্ব দশ-মূলাদি পাচন। পর্য্যায়—নিষ্পক্ব, কষায়, নির্যূহ, ক্বাথ, শৃত। (বৈদ্যকপরিভাষা।)

ক্বথিতজল (ক্লী) ক্বথিতং চ তদ্‌জলঞ্চেতি কর্ম্মধা°। অতিশয় উষ্ণজল। পর্য্যায়—শৃতাম্বু, নিষ্পক্বাম্বু, কষায়াম্বু ইত্যাদি। সুশ্রুতমতে শীতল ক্বথিতজলের গুণ—ত্রিদোষঘ্ন, অরূক্ষ, অনভিষ্যন্দি, ক্রমি, তৃষ্ণা ও জ্বরনাশক, লঘু। ক্বথিতজল রাত্রিতে পান করিলে অজীর্ণ হয় না ও পেটের অসুখ ভাল হয়।

ক্বথিতা (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ, চলিত কথায় কড়ী বলে। ইহার পাক করিবার প্রণালী—একটী হাঁড়ীতে তৈল বা ঘৃত দ্বারা হরিদ্রা ও হিঙ্গু একত্র ভাজিবে, ভাল রূপ ভাজা হইলে তাহাতে অবলেহনের সহিত ঘোল ঢালিয়া দিয়া জ্বাল দিবে। হরিদ্রা ও হিঙ্গু সিদ্ধ হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মরিচ দিবে। ইহাকে ক্বথিতা বলে। ইহার গুণ—পাচক, রুচিকর, লঘু, অগ্নিবৃদ্ধিকর, কফ ও বায়ুপ্রশমকারী এবং অল্প পরিমাণে পিত্তবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ)

ক্বধঃস্থ [বৈ] ভূমিতে স্থিত।

ক্বল [বৈ] (পুং) কু-অল-অচ্। অর্দ্ধপক্ব বদরফল।

"কুবলং যৎ পূতীকৈর্বাপর্ণবল্কৈর্বাতক্ম্যাৎ সৌম্যং তদ্যৎ ক্বলৈরাক্ষসং তৎ" (তৈত্তিরীয়° ২।৫।৩।৫) 'প্রৌঢ়বদরফলানি ক্বলাঃ' (ভাষ্য)

ক্বাণ (পুং) ক্বণ-ভাবে-ঘঞ্। ১ শব্দ। (ত্রি) ক্বণ-ণ (অলিতিকসন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩।১।১৪০) ২ শব্দকারক। যে শব্দ করে।

ক্বাথ (পুং) ক্বথ-ঘঞ্। ১ অতিশয় দুঃখ। (হেম°) ২ ব্যসন। ৩ নির্য্যাস, আঠা। ৩ বৈদ্যকমতে পাকবিশেষ, দ্রব্যনিষ্পাক। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—যে দ্রব্যের ক্বাথ করিতে হইবে, তাহা গুঁড়া করিবে। পরে এক পল পরিমিত গুঁড়া লইয়া তাহার ১৬ গুণ জল দিয়া একটী মৃত্তিকা পাত্রে জ্বাল দিবে। আট ভাগের ১ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। কর্ষপরিমিত দ্রব্য হইতে পলপরিমিত দ্রব্য পর্য্যন্ত ক্বাথ করিতে হইলে এই নিয়ম। কুড়ব পরিমিত দ্রব্যের ক্বাথ করিতে হইলে তাহার আটগুণ জল দিতে হয় এবং কুড়ব হইতে অধিক পরিমিত দ্রব্যের ক্বাথে চারিগুণ জল দিবে। (শার্ঙ্গধর)

জলক্বাথ তিনপ্রকার—পাদাবশেষ, অর্দ্ধাবশেষ এবং ত্রিপাদাবশেষ। পাদাবশেষজল—কফনাশক, লঘু ও অগ্নিবর্দ্ধক, ইহা বসন্তকালে প্রশস্ত। অর্দ্ধাবশেষজল—পিত্তনাশক, শরৎ ও গ্রীষ্মকালে প্রশস্ত। ত্রিপাদাবশেষ জল বায়ুনাশক, হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে উপকারী। বর্ষাকালে অষ্টমাংশঅবশিষ্ট জল সেবনীয়। দিনের পক্বজল (উষ্ণজল) রাত্রিতে এবং

রাত্রির পক্বজল দিনে শুক্লপাক হয় বলিয়া পানকরা নিষিদ্ধ। (রাজবল্লভ) [পাচন দেখ।]

কাথি (পুং) অগস্ত্যের নামান্তর।

কাথোদ্ভব (স্ত্রী) উদ্ভবত্যস্মাৎ উদ্ ভূ অপাদানে অপ্ ততঃ কাথ উদ্ভবো যস্য বহুব্রী। তুথাঞ্জন, উপধাতুবিশেষ।

ক্বাপি (অব্য) ক-অপি। কোন স্থানে।

ক্ষ, ক্ষকার। ককার এবং ষকার যোগে উৎপন্ন বলিয়া শাব্দিকগণ ইহাকে অতিরিক্ত বর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তন্ত্রমতে ইহা একটী অতিরিক্ত বর্ণ, চতুস্ত্রিংশৎ ব্যঞ্জনবর্ণ, অষ্টম বর্গের পঞ্চমবর্ণ, এক পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণের অন্তিমবর্ণ। "পঞ্চাশল্লিপিভি র্মালা বিহিতা সর্ব্বকর্ম্মসু।
অকারাদি ক্ষকারান্তা বর্ণমালা প্রকীর্ত্তিতা॥" (গৌতমীয়তন্ত্র)
ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। "মুখস্থানাদধলোবাচ্যাঃ ক্ষকারঃ কণ্ঠযাতজঃ।" (বরদাতন্ত্র ১০ পটল)

কামধেনুতন্ত্রের মতে ক্ষকার কুণ্ডলীত্রয়যুক্ত, চতুর্বর্গময়, পঞ্চদেবস্বরূপ, তিনটী শক্তি ও তিনটী বিন্দুযুক্ত এবং শরচ্চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট। ক্ষকারের এই কএকটী নাম—কোপ, তুম্বুক, কাল, রক্ষ, সম্বর্ত্তক, নৃসিংহ, বিদ্যুতা, মায়া, মহাতেজা, যুগান্তক, পরাত্মা, ক্রোধ, সংহার, বলান্ত, মেরু, সর্ব্বাঙ্গ, সাগর, কাম, সংযোগান্ত, ত্রিপুরক, ক্ষেত্রপাল, মহাক্ষোভ, মাতৃকান্ত, অমল, অব্জজ, মুখ, কব্যবহা, অনন্তা, কালজিহ্বা, গণেশ্বর, ছায়াপুত্র, সংঘাত, মলয়শ্রী ও ললাটক। (বর্ণাভিধানতন্ত্র)

কেহ কেহ বলেন তন্ত্রমতেও ক্ষকার একটী অতিরিক্ত বর্ণ নহে। মাতৃকাবর্ণের একপঞ্চাশৎ সংখ্যাপূরণের জন্য পৃথক্ রূপে ধরা হইয়াছে মাত্র। বরদাতন্ত্রে আদিবর্ণ ককার অনুসারে ক্ষকারের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ বলা হইয়াছে। অতএব প্রসিদ্ধ অভিধানাদিতে ক্ষকারকে যে কাদি বর্ণের মধ্যে ধরা হইয়া থাকে, তাহাও সঙ্গত। তন্ত্রসারপ্রণেতা কৃষ্ণানন্দ "অকারাদি লকারান্তা বর্ণাঃ পঞ্চাশদীরিতাঃ। সংযোগাৎ কষয়ো রেষ ক্ষকারো মেরুরীরিত॥" এই প্রমাণ অনুসারে উহাকে সংযুক্তবর্ণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। বাচস্পত্যে লিখিত আছে যে মাতৃকাবর্ণের অন্তর্গত অন্তিম লকারটী যেরূপ অতিরিক্ত নহে, সেই প্রকার ক ও ষকারের সংযোগে উৎপন্ন ক্ষকারটীও অতিরিক্ত নহে। এই কারণেই ক্ষকারের একটী নাম সংযোগান্ত হইয়াছে। ইহা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ অন্যশাস্ত্রে ক্ষকারকে অতিরিক্ত বর্ণ স্বীকার না করিলেও তন্ত্রশাস্ত্রের মতে ইহাকে অতিরিক্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বরদাতন্ত্রে ক্ষকারকে কণ্ঠ্য বলিয়া বর্ণিত, তাহা আদি বর্ণানুসারে করা হইয়াছে। এরূপ স্বীকার করিতে হইলে অন্ত্যবর্ণ ষকার ধরিয়া মূর্দ্ধন্য বলা হয় নাই কেন? তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। গৌতমীয়তন্ত্রেও "অকারাদি ক্ষকারান্তা বর্ণমালা প্রকীর্ত্তিতা।" এই বচনেই ক্ষকার অতিরিক্ত বর্ণ হইয়াছে। ক্ষকারের সংযোগান্ত নাম দেখিয়া অনতিরিক্ত বলা যায় না। কারণ ক্ষকারের যেরূপ সংযোগান্ত একটী নাম আছে, সেইপ্রকার বর্ণান্তও একটী নাম দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমটী অনুসারে অনতিরিক্ত বলিলে বর্ণান্ত অনুসারে অতিরিক্তও বলা যাইতে পারে। মাতৃকাবর্ণের অন্তর্গত যে দুই লকার আছে, তাহাও এক নহে, তাহাদের উচ্চারণও ভিন্ন, একটী ল ও অপরটী ল়। একটীর উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা ও অপরটীর দন্ত। "সংযোগাৎ কষয়োরেষ ক্ষকারোমেরুরীরিতঃ" এই বচনে ক্ষকারকে যে অনতিরিক্ত বলা হইয়াছে, তাহাও বলা যাইতে পারে না, দুইটী বর্ণ মিলিত হইয়া যে বর্ণটী হইতে পারে, তাহাই যদি অনতিরিক্ত হয়, তবে এ, ও, ঐ, ঔ, র এবং ল এই কয়টীকেও অনতিরিক্ত বলা যাইতে পারে। কারণ স্বরবর্ণের পরস্পর সন্ধি হইয়াও এই কএকটী বর্ণ হইতে পারে।

ক্ষ (পুং) ক্ষয়তি লোকান্ প্রলয়কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মহাকালোদরং প্রেরয়তি ক্ষি-ড। ১ প্রলয়। ক্ষিণোতি হন্তি মনুষ্যাদিজীবান্ ক্ষি-ড। ২ রাক্ষস। ৩ নৃসিংহ। ৪ বিদ্যুৎ। ৫ ক্ষেত্র। ৬ ক্ষেত্রপাল। ৭ নাশ। (মেদিনী)

ক্ষণ্ [ক্ষণ দেখ।]

ক্ষণ (পুং) ক্ষণোতি নাশয়তি সর্ব্বং যথাকালং ক্ষণ-অচ্। ১ কাল। সকল জন্য পদার্থই কালে লয় পাইয়া থাকে, এই কারণে কালের "ক্ষণ" এই নাম হইয়াছে। ২ কালের অংশবিশেষ। অমরের মতে—অষ্টাদশ নিমিষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এককলা ও ত্রিশকলায় এক ক্ষণ হয়। শব্দার্থচিন্তামণির মতে—চক্ষুর একবার নিমেষে যতটুকু সময় লাগে, তাহার চারিভাগের একভাগের নাম ক্ষণ। পাতঞ্জলভাষ্যের মতে কালের শেষ অংশ, যাহাকে আর ভাগ করিতে পারা যায় না, তাহাকেই ক্ষণ বলে। যেরূপ দ্রব্যের শেষ অবয়ব, যাহার আর অবয়ব নাই, তাহাকে পরমাণু বলে, সেই প্রকার কালের শেষ অংশকে অর্থাৎ যাহার আর অবয়ব নাই, তাহাকে ক্ষণ বলে। ন্যায় মতে মহাকাল নিত্য দ্রব্য, তাহার কোন অবয়ব বা অংশ নাই। উপাধিভেদে ক্ষণ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি ব্যবহার হইয়া থাকে, ক্ষণ অতিরিক্ত পদার্থ নহে।

"স্ববৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগি প্রতিযোগিকযাবদ্ ধ্বংসবিশিষ্ট-সময়ঃ ক্ষণঃ" (দিনকরী ১।২)

কোন কোন নৈয়ায়িকগণ অন্ত্যশব্দবিশিষ্ট কালকেও ক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (পক্ষতা, জাগদীশী)

৩ প্রশস্ত মুহূর্ত্ত।

"ধ্রুবমৃদুচরবর্গে বাজিহন্তা সমেতৈঃ
ক্ষণমুদয়মথৈষাং সৎসু কেন্দ্রস্থিতেষু।" (দীপিকা)

৪ মুহূর্ত্ত, দুই দণ্ড। (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

"আয়ুষঃ ক্ষণ একোঽপি ন লভ্যঃ স্বর্ণকোটিভিঃ।
স চেন্ত্ বিফলো যাতি কা নো হানিস্ততোঽধিকা॥" (শব্দার্থচি)

ক্ষণোতি দুঃখং নাশয়তি ক্ষণ্ অচ্। ৫ উৎসব।

"ক্ষণং ক্ষণোৎক্ষিপ্ত গজেন্দ্রকৃত্তিনা
স্ফুটোপমং ভূতিসিতেন শম্ভুনা" (মাঘ ১।৪)

৬ ব্যাপারশূন্য হইয়া অবস্থিতি। (অমর ৩।৩।৪৭।) ৭ পর্ব্ব। ৮ অবসর। ৯ পরাধীনত্ব। ১০ মধ্য। (হেম°)।

ক্ষণকাল (পুং) ১ এক ক্ষণ, মুহূর্ত্তকাল। ২ উৎসবকাল।

ক্ষণক্ষণম্ (অব্য) বাহুলকাৎ প্রকারার্থে দ্বিবচন। ক্ষণ।

ক্ষণতু (পুং) ক্ষণ্-ভাবে অতু। ক্ষত বিদারণ। (অথ ক্ষতং ব্রণঃ। অরুরীর্ম্ম ক্ষণতুশ্চ। হেম ৩।১২৯) কোন কোন পুস্তকে 'ক্ষণতু' স্থলে "ক্ষণানু" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষণদ (পুং) ক্ষণং যাত্রাদিমুহূর্ত্তং দদাতি ক্ষণ-দা-ক। ১ মৌহূর্ত্তিক, গণক। (ক্লী) ২ জল। ৩ রাত্র্যন্ধ্য, ক্ষণদান্ধ্য।

"আলীশপত্রং ক্ষণদে গাঙ্গেয়ঞ্চ শকৃদ্রসে।" (সুশ্রুত উত্তর ১৭অঃ)

ক্ষণদা (স্ত্রী) ক্ষণং উৎসবং দদাতি ক্ষণ-দা-ক-টাপ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা। (অমর)

ক্ষণদাকর (পুং) ক্ষণদাং রাত্রিং করোতি ক্ষণদা কৃ-ট। চন্দ্র।

ক্ষণদাচর (পুং) ক্ষণদায়াং চরতি ক্ষণদা-চর-ট। ১ নিশাচর, রাক্ষস। "সান্ত্বিতা ধর্ম্মরাজেন প্রসেদুঃ ক্ষণদাচরাঃ।" (ভারত ৩।৫৫ অঃ)

(ত্রি) ২ নিশাচর, পক্ষী প্রভৃতি।

ক্ষণদাচরী (স্ত্রী) রাক্ষসী।

ক্ষণদান্ধ্য (ক্লী) ক্ষণদায়াং আন্ধ্যং ৭তৎ। রাত্রিতে দেখিতে না পাওয়া, রাত্র্যন্ধ্য। পর্য্যায়—ক্ষণদ, ক্ষপান্ধ্য, নক্তান্ধ্য।

"অজমূত্রেণ তা বর্ত্ত্যঃ ক্ষণদান্ধ্যাঞ্জনে হিতাঃ।" (সুশ্রুত উত্তর ১৭ অঃ)

ক্ষণদ্যুতি (স্ত্রী) ক্ষণং দ্যুতির্যস্যাঃ বহুব্রী। বিদ্যুৎ।

ক্ষণন (ক্লী) ক্ষণ-ভাবে ল্যুট্। হিংসা, বধ।

ক্ষণনিঃশ্বাস (পুং) ক্ষণাৎ ক্ষণকালাৎ পরং নিঃশ্বাসো যস্য বহুব্রী। শিশুমার, শিশুক।

ক্ষণনিঃশ্বাসী (স্ত্রী) ক্ষণনিঃশ্বাস জাতিত্বাৎ ঙীষ্। শিশুমার-স্ত্রী, মাদি শিশুক।

ক্ষণনু (পুং) ক্ষত, ব্রণ।

("অথ ক্ষতং ব্রণঃ। অরুরীর্ম্ম ক্ষণনুশ্চ। হেম ৩।১২৯)

কোন কোন পুস্তকে "ক্ষণনু" স্থলে "ক্ষণতু" এবং কোন পুস্তকে "ক্ষণানু" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষণপ্রকাশা (স্ত্রী) ক্ষণং ক্ষণকালং প্রকাশো যস্যাঃ বহুব্রী। ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ।

ক্ষণপ্রভা (স্ত্রী) ক্ষণং ক্ষণকালং প্রভা যস্যাঃ বহুব্রী। বিদ্যুৎ।

ক্ষণভঙ্গ (পুং) ক্ষণাৎ পরোভঙ্গঃ ৫তৎ। উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে বিনাশের নাম ক্ষণভঙ্গ। একপ্রকার বৌদ্ধদার্শনিকগণ সকল পদার্থেরই ক্ষণভঙ্গ স্বীকার করেন, "উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে সকল পদার্থের নাশ হয়," ইহা স্বীকার করাই তাহাদের দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। মেঘ, দীপশিখা ও জলবুদ্‌বুদ্ প্রভৃতির ক্ষণভঙ্গ সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাহাদের ক্ষণভঙ্গে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। ঘট পট, গৃহ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ চিরকালস্থায়ী বলিয়া মনে হয়, বৌদ্ধদার্শনিকগণ অনুমান করিয়া সেই সকল পদার্থেরও ক্ষণ-ভঙ্গ প্রমাণ করেন। যে ধূমকে হেতু করিয়া পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে, সেই প্রকার সত্বকে হেতু করিয়া গৃহাদিতেও ক্ষণভঙ্গের অনুমান হইতে পারে। বহ্নির অনুমান করিতে হইলে পূর্ব্বে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান আব-শ্যক, অর্থাৎ যে যে স্থানে ধূম আছে, সেই স্থানে বহ্নি আছে এইরূপ জ্ঞান থাকিলে বহ্নির অনুমান হইয়া থাকে। সেই প্রকার এই স্থানেও সত্বে "ক্ষণভঙ্গের ব্যাপ্তিজ্ঞান আছে, অর্থাৎ জলধর, বুদ্‌বুদ্ প্রভৃতি যে যে স্থানে সত্ব আছে, সেই স্থলেই ক্ষণভঙ্গ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বৌদ্ধগণ এই প্রকারে অনুমান-বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথা—"গৃহাদয়ঃ পদার্থাঃ ক্ষণভঙ্গবিশিষ্টাঃ সত্বাৎ, যৎ যৎ সৎ তৎ ক্ষণভঙ্গবিশিষ্টং, যথা, জলধরপটলং, সন্তশ্চামী ভাবাঃ, তস্মাৎ ক্ষণভঙ্গবিশিষ্টাঃ।"

গৃহাদি সকল পদার্থই ক্ষণভঙ্গুর, সত্বহেতু, যে যে পদার্থে সত্ব আছে তাহাই ক্ষণভঙ্গুর। যেমন জলধরপটল, গৃহাদি সকল পদার্থেই সত্ব আছে, অতএব সকল পদার্থই ক্ষণ-ভঙ্গুর। অপর দার্শনিকগণ যে যে যুক্তি ও প্রমাণ-বলে ক্ষণ-ভঙ্গবাদ নিরাকরণ করিয়া থাকেন, বৌদ্ধগণ তাহার প্রতি-কূলেও অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। [বিস্তৃত বিবরণ বৌদ্ধ ও ক্ষণিক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ক্ষণভঙ্গুর (ত্রি) ক্ষণাৎ ক্ষণকালাৎ ভঙ্গুরঃ ৫তৎ। যে সকল পদার্থের ক্ষণকাল পরেই বিনাশ হয়, ক্ষণকালস্থায়ী।

"যদি পুনরমী কিমপি নাহমাস্পদমস্তি, কিঞ্চিদপি বস্তু স্থিরং বিশ্বমেব ক্ষণভঙ্গুরং অলীকং বেত্যবধারয়েরন্ ন কিঞ্চিদপি কাময়েরন্ ন চাকাময়মানাঃ কেচিদপি প্রবর্ত্তন্তে।" (বৌদ্ধাধিকার—শিরোমণি)

ক্ষণরামী [ন্] (পুং) ক্ষণে ক্ষণে রমতে রম-ণিনি। ১ পারাবত, পায়রা। ২ কোন মতে চটক।

ক্ষণবিধ্বংসী [ন্] (ত্রি) ক্ষণাৎ ক্ষণকালাৎ বিধ্বংসতে বি-ধ্বংস্-ণিনি। ১ একক্ষণে যাহার ধ্বংস হয়, ক্ষণিক। ২ অল্পকাল মধ্যেই যাহার ধ্বংস হইতে পারে, অচিরস্থায়ী।

"শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনোগুণাঃ।" (হিতোপদেশ)

(পুং) ৩ ক্ষণভঙ্গুরবাদী বৌদ্ধ, যাহাদের মতে এই সংসার ক্ষণস্থায়ী।

ক্ষণিক (ত্রি) ক্ষণঃ স্বসত্তা ব্যাপ্যত্বয়া অস্ত্যস্ত ক্ষণ-ঠন্ (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) ক্ষণমাত্রস্থায়ী। কোন কোন বৌদ্ধদার্শনিকগণ উৎপত্তির পরক্ষণেই পদার্থের বিনাশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে উৎপত্তির পরক্ষণে যাহার বিনাশ হয়, তাহাকেই ক্ষণিক বলে। নৈয়ায়িক মতে উৎপত্তির পরক্ষণে কোন পদার্থের বিনাশ হইতে পারেনা। তাঁহাদের মতে, প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি এবং তৃতীয় ক্ষণে বিনাশ হইতে পারে। যে সকল পদার্থের তৃতীয় ক্ষণে বিনাশ হয়, ন্যায় বা বৈশেষিক মতে তাহাকে ক্ষণিক বলে। ইহাদের মতে জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, প্রভৃতি কএকটী পদার্থই ক্ষণিক।

"দ্রব্যারম্ভশ্চতুর্ষু স্যাদথাকাশশরীরিণাম্।
অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো বিশেষ গুণ ইষ্যতে॥" ভাষাপরি ২৭।

মুক্তাবলী মতে ক্ষণিকের লক্ষণ "তৃতীয়ক্ষণবৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং ক্ষণিকত্বং।" (ভাষাপ° ২৭ মুক্তা°।) তৃতীয় ক্ষণে যাহার ধ্বংস হয়, তাহাকে ক্ষণিক বলে। [বৌদ্ধ দেখ।]

ক্ষণিকা (স্ত্রী) ক্ষণিক-স্ত্রিয়াং টাপ্। বিদ্যুৎ।

(সৌদামিনী ক্ষণিকা চ হ্রাদিনী জলবালিকা। হেম ৪।১৭১)

ক্ষণিত (ত্রি) ক্ষণঃ সংজাতোঽস্য ক্ষণ-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬) যাহার ক্ষণ অর্থাৎ উৎসব প্রভৃতি হইয়াছে, জাতক্ষণ।

ক্ষণী [ন্] (ত্রি) ক্ষণো বিশ্রান্তিকালঃ উৎসবে বা অস্ত্যস্য ক্ষণ-ইনি। ১ বিশ্রান্ত। ২ উৎসবযুক্ত।

"তং বিশ্রান্তং শুভেদেশে ক্ষণিনং কল্মমচ্যুতম্।"
(ভারত ২।১৩।৪৪)

ক্ষণিনী (স্ত্রী) ক্ষণঃ উৎসবোঽস্ত্যস্যাং ক্ষণ-ইনি ঙীপ্। রাত্রি।

ক্ষণেপাক (পুং) ক্ষণে পচ্যতে পচ্ কর্ম্মণি ঘঞ্ চকারস্য কঃ (ন্যঙ্ক্বাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।৫৩) অলুক্‌সং। ক্ষণকালের মধ্যে যাহা পাক করা যায়।

ক্ষণো (দেশজ) পাদতলের ক্ষতরোগ, যাহারা জলে জলে খালি পায়ে বেড়ায়, তাহাদের এই রোগ হয়।

ক্ষণ্ (স্ত্রী) ক্ষণ ভাবে সম্পদাদিত্বাৎ কিপ্। ১ হনন। ২ বিদারণ। ৩ পীড়ন।

ক্ষত (ত্রি) ক্ষণ-ক্ত। ১ বিদারিত। ২ পীড়িত। ৩ ঘর্ষিত।

"রঘো রবষ্টম্ভময়েন পত্রিণা হৃদিক্ষতো গোত্রভিদপ্যমর্ষণঃ।"

৪ ক্ষতিযুক্ত। (রঘু ৩।৫৩।)

"রুদ্রাণামপি মূর্দ্ধানঃ ক্ষতহুঙ্কারশংসিনঃ।" (কুমার ২।২৬)

(ক্লী) ক্ষণ্ ভাবে ক্ত। ৫ বিদারণ।

"অনলঙ্কৃতোঽপি সুন্দর! হরসি মনো মে যতঃ প্রসভম্।
কিং পুনরলঙ্কৃতস্তং নখরক্ষতৈস্তস্যাঃ।" (সাহিত্যদ° ৩)

৬ ঘর্ষণ।

"ক্ষতোজ্জ্বলাঙ্গুষ্ঠনখাংশুভিন্নয়া।" (মাঘ ১ অঃ)

৭ দুঃখ, পীড়া প্রভৃতি।

"ক্ষতাৎকিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দোভুবনেষু রূঢ়ঃ।" (রঘু)

(ক্লী) ক্ষণ্যতে বধ্যতে অনেন ক্ষণ্ করণে ক্ত। ৮ ব্রণ, যাহা হইতে রক্ত ও পূয প্রভৃতি বাহির হয়, চলিত কথায় ঘা বলে। পর্য্যায়—ব্রণ, অরু, ঈর্ম্ম, ক্ষণম্। (হেম)

ধর্ম্মশাস্ত্রকার ব্যাঘ্র বলেন—ক্ষত না শুকাইলে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাঁহার অশৌচ দুইপ্রকার। যে দিন ক্ষত হয়, সেই দিন হইতে সপ্তাহের মধ্যে যাহার মৃত্যু হয়, তাহার ৩ দিন অশৌচ হয় এবং ইহার পরে মৃত্যু হইলে সম্পূর্ণ অশৌচ হইয়া থাকে। (শুদ্ধিতত্ত্ব।) যাহার ক্ষত আছে, তাহার কোন বৈদিক বা স্মার্ত্ত কার্য্যে অধিকার নাই, সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই অশুচি। পুলস্ত্যের মতে চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যগ্রহণ সময়ে, মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদানকালে ও মহাতীর্থে ক্ষতদোষ থাকেনা। এই সময়ে তাহার কার্য্যে অধিকার হয়। (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব।)

৯ রোগবিশেষ। এই রোগের নিদান, সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণ চরকে এই প্রকার নির্ণীত হইয়াছে। ধনুক লইয়া অধিক পরিমাণে ব্যায়াম, গুরুতর ভারবহন, উচ্চস্থান হইতে পতন, অধিক বলবানের সহিত যুদ্ধ, ধাবমান অশ্ব, বৃষ বা অন্য কোন জন্তুকে বলপূর্ব্বক ধারণ, কাষ্ঠ প্রভৃতির আঘাত, উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, দূরে গমন, বৃহৎ নদী উত্তরণ, হস্তীর সহিত দ্রুতগমন, সহসা দূরে উৎপতন, অতিশয় নৃত্য এবং অন্য প্রকার ক্রূরকর্ম্ম, এই সকল কারণে হৃদয় ক্ষত হইয়া ক্ষতরোগ জন্মে। এই রোগ জন্মিলে উরুভঙ্গ, শরীরের শুষ্কতা ও অঙ্গকম্প উপস্থিত হয়, দিন দিন বীর্য্য, বল, বর্ণ, লাবণ্য রুচি ও

অগ্নির হানি হইতে থাকে। ক্রমে জ্বর, ব্যথা ও মনোদৈন্য উপস্থিত হয়, কাসির সহিত রক্ত পড়িতে থাকে এবং কফ পীতবর্ণ বা কৃষ্ণপীত বর্ণ হয়। বক্ষঃস্থলে বেদনা, শোণিত চ্ছর্দি ও কাস এবং যে পর্য্যন্ত লক্ষণ অব্যক্ত থাকে তাহাকেই ইহার পূর্ব্বরূপ বলে। যে পর্য্যন্ত সকল লক্ষণ প্রকাশ না পায়, অগ্নি দীপ্ত থাকে, সেই পর্য্যন্তই এই রোগ সাধ্য অর্থাৎ চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। এক বৎসর গত হইলে ইহা আর আরোগ্য হয় না, তবে ভাল করিয়া চিকিৎসা করিলে যাপ্য হইয়া থাকে, কিন্তু সকল লক্ষণ প্রকাশ হইলে তাহার আর চিকিৎসা নাই। এই রোগে অমৃতপ্রাশঘৃত, ষাড়ব ও শক্তুপ্রয়োগ অতিশয় উপকারী ও আশুফলপ্রদ। (চরক, চিকিৎসিত ১৬ অঃ)

ক্ষতকাস (পুং) ক্ষতেন জাতঃ কাসঃ, মধ্যপদলো°। পঞ্চ প্রকার কাসরোগের অন্তর্গত একপ্রকার।

"পঞ্চকাসাঃ স্মৃতা বাতপিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ।" (ভাবপ্রকাশ)
[কাশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ]

ক্ষতঘ্ন (পুং) ক্ষতং হন্তি নাশয়তি ক্ষত-হন্‌-টক্‌ (অমনুষ্য কর্ত্তৃকে ৎপি চ। পা ৩।২।৫৩) ক্ষুপবিশেষ, কুকুরশোঁখা।

ক্ষতঘ্নী (স্ত্রী) ক্ষতং হন্তি ক্ষত হন্‌-টক্‌ (অমনুষ্যকর্ত্তৃকে ৎপি চ। পা ৩।২।৫৩) ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। লাক্ষা।

লাক্ষা ক্রমাময়ঃ রাক্ষা রঙ্গমাতা পলঙ্কষা।
যতু ক্ষতঘ্নী ক্রমিজা যাবালক্তৌ তু তদ্রসঃ॥ (হেম)

কোন কোন স্থলে "ক্ষতঘ্না" এইরূপ পাঠ আছে।

ক্ষতজ (ক্লী) ক্ষতাৎ ব্রণাদ্‌ জায়তে ক্ষত-জন-ড। ১ রক্ত।
"সচ্ছিন্নমূলঃ ক্ষতজেন রেণুস্তস্তো পরিষ্টাৎ পবনাবধূতঃ॥" (রঘু)
২ পূয়, পুঁজ। (ত্রি) ৩ ক্ষত হইতে উৎপন্ন। (পুং) ৪ কাশবিশেষ, ক্ষতকাস। [কাস দেখ]

ক্ষতজতৃষ্ণা (স্ত্রী) ক্ষতজা শস্ত্রাদিভিঃ ক্ষতাৎ জাতা তৃষ্ণা কর্ম্মধা°। ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির পিপাসা।

তৃষ্ণা সাতপ্রকার—বাতজা, পিত্তজা, কফজা, ক্ষতজা, আমজা ও অন্নজা। শস্ত্রাদি দ্বারা বা অন্য প্রকারে ক্ষত ব্যক্তির বেদনা ও রক্ত নির্গম এই দুই কারণে যে পিপাসা জন্মে, তাহাকে ক্ষতজতৃষ্ণা বলে। খই চূর্ণ ৮ তোলা, ৩২ তোলা উষ্ণ জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিবস প্রাতে মধু ৪ মাষা, গুড় ৪ মাষা, গাম্ভারীফলচূর্ণ ৪ মাষা এবং চিনি ৪ মাষা উহার সহিত মিলিত করিয়া চট্‌কাইয়া সেবন করিলে তৃষ্ণার উপশম হয়। ভিজা কাপড়ে, শয্যা ও ভিজা কাপড়ে শরীর আবৃত করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়। (ভাবপ্রকাশ তৃষ্ণাধিকার) [তৃষ্ণা দেখ।]

ক্ষতবিক্ষত (ত্রি) যাহার সর্ব্বশরীরে আঘাত লাগিয়াছে অথবা অস্ত্রদ্বারা যাহার শরীর আসন্ন হইয়াছে।

ক্ষতবিধ্বংসী [ন্‌] (পুং) ক্ষতং বিধ্বংসয়তি ক্ষত-বি-ধ্বংস-ণিনি, উপপদসং। বৃদ্ধদারক বৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

ক্ষতব্রণ (পুং) ক্ষতজন্যঃ ব্রণঃ, মধ্যলো°। ছয় প্রকার ব্রণরোগের অন্তর্গত এক প্রকার। (ভাবপ্রকাশ) [ব্রণদেখ]

ক্ষতব্রত (ত্রি) ক্ষতং ভ্রষ্টং ব্রতমস্য বহুব্রী। অবকীর্ণ, নষ্টব্রত, যাহার নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির মতে স্ত্রীসঙ্গ করিলে ব্রহ্মচারীর নিয়ম নষ্ট হয়, তাহাকেই ক্ষতব্রত বলে।

ইহার প্রায়শ্চিত্ত—অঙ্গিরার মতে ৬ মাস পর্য্যন্ত গর্দ্দভচর্ম্ম পরিধান করিয়া ব্রহ্মহত্যাব্রত আচরণ করিলে ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

"অবকীর্ণো নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চরেৎ।
খরচর্ম্মবাসাঃ ষণ্মাসাং স্তথামুচ্যেত কল্মষাৎ॥" (অঙ্গিরা)

সংগ্রহকারগণ বলেন যে, অনবধানতাবশতঃ স্ত্রীসঙ্গ করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু যদি কোন স্ত্রীকে উৎসাহিত করিয়া প্রবৃত্ত হয়, তবে গাধার চর্ম্ম পরিধান করিয়া এক বৎসর থাকিতে হয়। বারংবার স্ত্রীসঙ্গ করিলে এক বৎসর প্রাজাপত্যব্রত করিতে হয় এবং গাধার চর্ম্ম পরিধান করিয়া থাকিতে হয়।

"অবকীর্ণো গর্দ্দভাজিনং বসেৎ সংবৎসরং প্রাজাপত্যং চরেৎ" (পৈঠীনসি)

স্বপ্নে রেত স্খলিত হইলে সূর্য্যের পূজা করিয়া "পুনর্ম্মাং" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত হয়।

"স্বপ্নে সিক্তা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বাচ পুনর্ম্মামিত্যৃচং জপেৎ।" (মনু)
[প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

ক্ষতহর (ক্লী) ক্ষতং হরতি ক্ষত-হৃ-ট। ১ অগুরু। (শব্দচন্দ্রিকা) (ত্রি) ২ যে ক্ষতনাশ করে।

ক্ষতাশৌচ (ক্লী) ক্ষতনিমিত্তমশৌচং মধ্যলো°। ক্ষত নিমিত্ত অশৌচ। যাহার কোনরূপ ক্ষত থাকে, সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই অশুচি, তাহার অশৌচের নামই ক্ষতাশৌচ। ক্ষতাশৌচে বৈদিক বা স্মার্ত্তকার্য্যে অধিকার থাকে না।

"সব্রণঃ সূতকী সূয়ী মত্তোন্মত্তরজস্বলাঃ।
মৃতবন্ধুরবন্ধুশ্চ বর্জ্যাস্তষ্টৌ স্বকালতঃ॥" (দেবল) [ক্ষত দেখ।]

ক্ষতি (স্ত্রী) ক্ষণ-ক্তিন্‌। ১ হানি। ২ অপচয়। ৩ ক্ষয়।

"হয়ানাং ন ক্ষতি কাচিৎ নখরস্য ন মাতলেঃ।"
(ভারত ৩।১৭২ অঃ)

ক্ষতোত্থ (ত্রি) যাহা ক্ষত হইতে উত্থিত, ক্ষতজ।

"হন্যাৎ ক্ষতোত্থং ক্ষয়জং কাশম্।" (সুশ্রুত,উত্তর ৫২)

ক্ষতোদর (পুং) উদররোগবিশেষ। [উদর দেখ।]

ক্ষতোদ্ভব (ত্রি) উদ্ভবত্যনেন উদ্‌-ভূ-করণে অপ্‌ ক্ষতমুদ্‌ভবং উৎপত্তিকারণং যস্য বহুব্রী। ১ ক্ষতজ, ক্ষত দ্বারা যাহা উৎপন্ন। (ক্লী) ২ রক্ত।

"বহুশো ভৃশ বিদ্ধৌ তৌ স্রবন্তৌচ ক্ষতোদ্ভবম্।"

(ভারত ১৩।৫৩ অঃ)

ক্ষত্তৃ [তৃ] (পুং) ক্ষদ্‌ সংভৃতৌ স্রৌত্র ধাতুঃ। ক্ষদ্‌ সংজ্ঞায়াং তৃচ্‌ অনিট্‌ চ (তৃণ্‌ তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং চানিটৌ। উণ্‌ ২।৯৪) ১ সারথি। ২ দ্বারপাল। ৩ ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জাত বর্ণসঙ্কর।

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমোনৃণাম্।

বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।" (মনু ১০।১২)

৪ দাসীপুত্র।

"ততঃ প্রীতমনাঃ ক্ষত্তা ধৃতরাষ্ট্রং বিশাংপতে।

উবাচ দিষ্ট্যা কুরবো বর্দ্ধন্ত ইতি বিস্মিতঃ॥"

(ভারত ১।২০১।১৭)

৫ মৎস্য। ৬ নিযুক্ত। ৭ ব্রহ্ম। ৮ কোষাধ্যক্ষ।

"অথ ক্ষত্তা পাল্যাগলীমভিমেথতি" (শতপথ ব্রা° ১৩।৫।২।৮)

'ক্ষত্তা সন্নিধিতঃ কোষাধ্যক্ষঃ' (ভাষ্য।) উণাদি তৃণন্ত শব্দের বৃদ্ধি হওয়া নিষেধ থাকিলেও ক্ষদ বিকল্পে তৃজ্‌বৎ হয় বলিয়া বৃদ্ধি হইয়া ক্ষত্তা, ক্ষত্তারৌ ইত্যাদি রূপ হয়।

"ক্ষত্তারৌ প্রজাপতে তবিষ্যা বহতাং স্ফাতিম্‌" (অথর্ব্ব ৩।২৪।৭)

ক্ষত্র (পুং ক্লী) ক্ষতস্ত্রায়তে ত্রৈ-ক ৫তৎ ক্ষদ্‌ কর্ত্তরি ইতি বা। ১ ক্ষত্রিয়।

"যত্র ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহ।" (বাজসনেয়স° ২০।২৫)

'ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিঃ' মহীধর। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ, ক্ষত্রপদটীর সাধনপ্রণালী এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন—'ক্ষনুহিংসায়াং সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্বিপ্‌ ন লোপঃ তুগাগমশ্চ ক্ষতঃ নাশাৎ ত্রায়তে রক্ষতি ক্ষত-ত্রা-ক সুপীতি যোগবিভাগাৎ।' (রঘু ২।৪৩) ক্ষত্রশব্দটী পঙ্কজাদি শব্দের ন্যায় ক্ষত্রিয়ার্থে যোগরূঢ়। [ক্ষত্রিয় দেখ।]

"ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ

ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ॥" (রঘু ২।৫৩)

'নাখকর্ণাদিবৎ কেবলরূঢ়ঃ কিন্তু পঙ্কজাদিবৎ যোগরূঢ়ঃ' মল্লিনাথ।

ক্ষদ্যতে সংভ্রিয়তে রাজ্ঞা ক্ষদ্‌ কর্ম্মণি-ত্র। ২ রাষ্ট্র, রাজ্য।

"ক্ষত্রং বা এষ প্রপদ্যতে যো রাষ্ট্রং প্রপদ্যতে রাষ্ট্রং ক্ষত্রং।"

(শতপথব্রা°) (ক্লী) ৪ শরীর। (উণাদিকোষ।) ৪ তগর। (রাজনি°।) ৫ জল। ৬ ধন। (নিঘণ্টু) ৭ বল।

"অক্রবিহস্তা সুকৃতে পরস্পা যং ত্রাসাথে বরুণেল্লাস্বন্তঃ।

রাজানা ক্ষত্রমহৃণীয় মানা

সহস্রস্থূণং বিভৃথ সহ দ্বৌ॥" (ঋক্‌ ৫।৬২।৬)

ক্ষত্রকর্ম্ম [ন্‌] (ক্লী) শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া, দান ও ঐশ্বর্য্য, ইহাদিগকে ক্ষত্রকর্ম্ম বলে।

"শৌর্য্যতেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্মস্বভাবজম্।" (গীতা)

কোন কোন পুস্তকে 'ক্ষাত্রকর্ম্ম এইরূপ পাঠও লক্ষিত হয়।

ক্ষত্রধর্ম্ম (পুং) ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মঃ ৬তৎ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়গণের অবশ্য পালনীয় ধর্ম্ম। [ক্ষত্রিয় দেখ।]

ক্ষত্রধর্ম্মা [ন্‌] (পুং) ১ অনেনা বংশীয় একজন রাজা, ইহার পিতার নাম সংকৃতি। (হরিবংশ ২৯ অঃ) ক্ষত্রস্যায়ং ক্ষত্র-অণ্‌ ক্ষাত্রঃ ক্ষাত্রোধর্ম্মো যস্য বহুব্রী সমাসে অনিচ্‌। (ত্রি) ২ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মযুক্ত। "শাস্ত্রেণাভিমুখোযস্তু বধ্যতে ক্ষত্রধর্ম্মণা।" (মনু) (পুং) ক্ষত্রস্য ধর্ম্মা ৬তৎ। ৩ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, যুদ্ধ প্রভৃতি।

ক্ষত্রধর্ম্মানুগ (ত্রি) যিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুগমন করেন।

ক্ষত্রধৃতি (পুং) যজ্ঞবিশেষ। শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

"ক্ষত্রধৃতিঃ তদুভয়ত একে ত্রিষ্টোমজ্যোতিষ্টোমৌ।"

(কাত্যায়নশ্রৌতসূ° ১৫।৯।২৪-২৫)

'ততো মাসান্তে শ্রাবণ্যাং ক্ষত্রধৃতিসংজ্ঞঃ ক্রতুর্ভবতি কুর্ব্বন্তি একে উপরিষ্টাৎ। অত্র চ বৈশাখামাবস্যাং পশুবন্ধো, জ্যৈষ্ঠপৌর্ণমাস্যাং কেশবপনীয়ঃ আষাঢ়্যাং ব্যুষ্টিদ্বিরাত্রঃ শ্রাবণ্যাং ক্ষত্রধৃতিঃ।' (কর্ক)

ক্ষত্রপ (পুং) সৌরাষ্ট্রের প্রাচীন রাজবংশ। (Indian Antiquary, XIV. 65, 325.) এই ক্ষত্রপের অপভ্রংশে সত্রপ (Satrap) হইয়াছে।

ক্ষত্রপতি (পুং) ক্ষত্রাণাং পতিঃ পালকঃ ৬তৎ। ১ ক্ষত্রিয় পালক, ক্ষত্রিয়গণের অধিনায়ক, ছত্রপতি।

"ক্ষত্রাণাং ক্ষত্রপতিরেধ্যতি দিদ্যুন্‌ পাহি।" (বাজসনেয়স° ১০।১৭)

'ক্ষত্রপতিঃ ক্ষত্রিয়েশ্বরঃ মহীধর। ২ ক্ষত্রপ।' [ক্ষত্রপ দেখ।]

ক্ষত্রবন্ধু (পুং) ক্ষত্রিয়স্য বন্ধুরিব। ১ নিন্দিত ক্ষত্রিয়।

"ক্ষত্রবন্ধো! মমেতাং ত্বং সদৃশীং যজ্ঞদক্ষিণাম্।" (মার্কণ্ডেয় ৮।৭৪)

ক্ষত্রং রাজ্যং শরীরং বা বন্ধুরিবাস্য বহুব্রী। ২ ক্ষত্রিয়।

"আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রীনাতি বর্ত্ততে।

আদ্বাবিংশাদ্‌ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ॥" (মনু ২।৩৮)

ক্ষত্রভৃৎ (পুং) ক্ষত্রং বিভর্ত্তি-অত্র-ভৃ-কিপ্। ক্ষত্রিয়দিগের প্রতিপালক অগ্নি।

"বিরাড়গ্রে ক্ষত্রভৃদ্দীদিহি" (বাজসনেয়স° ২৭।৭) 'ক্ষত্রভৃৎ ক্ষত্রং বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি।' (মহীধর)

ক্ষত্রযোগ (পুং) অথর্ব্ববেদোক্ত রাজযোগবিশেষ।

"জিষ্ণবে যোগায় ক্ষত্রযোগৈর্বো যুনজ্মি॥" অথর্ব্বসং ১০।৫।২।

ক্ষত্রবনি (ত্রি) ক্ষত্রং বনতি ক্ষত্র-বন্-ইন্ (ছন্দসি-বনসন-রক্ষিমথাম্। পা ৩।২।২৭) ১ ক্ষত্রিয়জাতিভাগী, যে ক্ষত্রিয় জাতি অবলম্বন করে। "ব্রহ্মবনি ত্বা ক্ষত্রবনি রায়স্পোষবনি পর্য্যূহামি।" (বাজসনেয়স° ৫।২৭) 'ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিং বনতি ক্ষত্রবনিঃ' (মহীধর) ক্ষত্রেণ বন্যতে পুরোডাশনিষ্পত্ত্যর্থং স্বীক্রিয়তে ক্ষত্র বন্ কর্ম্মণি ইন্। ২ ক্ষত্রিয়গণ পুরোডাশ নিষ্পন্ন করিবার জন্য যাহাকে স্বীকার করেন।

"ব্রহ্মবনিত্বা ক্ষত্রবনি সজাত বন্যুপদধামি ভ্রাতৃব্যস্য বধায়।" (বাজসনেয়স° ১।১৭) 'ব্রহ্মবনি ব্রহ্মণা…বন্যতে পুরোডাশ-নিষ্পত্ত্যর্থং স্বীক্রিয়তে ইতি ব্রহ্মবনিঃ। তথা ক্ষত্রবনি, সজাতবনীতি পদদ্বয়ং যোজ্যং।' (মহীধর)

ক্ষত্রবান্ [ৎ] (ত্রি) ক্ষত্রঃ প্রতিপাল্যত্বেনাস্ত্যস্য ক্ষত্র-মতুপ্ মস্য বঃ। ক্ষত্রিয়প্রতিপালক, ক্ষত্রভৃৎ।

"ক্ষত্রবান্ অগ্নিঃ ক্ষত্রভৃৎ" (আশ্বলায়নশ্রৌতসূ° ৪।১)

ক্ষত্রবর্দ্ধন (ত্রি) ক্ষত্রং বর্দ্ধয়তি-ক্ষত্র-বৃধ ণিচ্-ল্যু। ধন ও বলবৃদ্ধিকারক।

"তমিমং দেবতা মণিং মহ্যং দদতু পুষ্টয়ে।
অভিভুং ক্ষত্রবর্দ্ধনং সপত্নদম্ভনং মণিম্।" (অথর্ব্ব ১০।৬।২৯)

ক্ষত্রবিদ্যা (পুং) ক্ষত্রবিদ্যায়া ব্যাখ্যানঃ ক্ষত্রবিদ্যা-অণ্ (ঋগ্-গয়নাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।৭৩) ১ ক্ষত্রবিদ্যার ব্যাখ্যানগ্রন্থ। ক্ষত্রবিদ্যাং বেত্তি অধীতে বা ক্ষত্রবিদ্যা-অণ্ (বিদ্যাচানঙ্গ-ক্ষত্রধর্ম্মত্রিপূর্ব্বা। পা ৪।২।৬০ বার্ত্তিক) ইতি নিষেধাৎ ন ঠঞ্। ২ যিনি ক্ষত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি ধনুর্ব্বেদ জানেন।

ক্ষত্রবিদ্যা (স্ত্রী) ক্ষত্রাণাং বিদ্যা ৬তৎ। ক্ষত্রিয়দিগের বিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ। *। এই শব্দটী ঋগয়নাদি গণান্তর্গত। (পা ৪।৩।৭৩)

ক্ষত্রবৃক্ষ (পুং) ক্ষত্রনামা বৃক্ষঃ। মুচুকুন্দ। (রাজনি°) পর্য্যায়—চিত্রক, প্রতিবিষ্ণুক। [মুচুকুন্দ দেখ।]

ক্ষত্রবৃদ্ধ (পুং) ১ আয়ুবংশীয় একজন রাজা। (হরিবংশ ২৯ অঃ) ২ ত্রয়োদশ মনুর পুত্র। (হরিবংশ ৭ অঃ) (ত্রি) ক্ষত্রেষু বৃদ্ধঃ। ৩ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ।

ক্ষত্রবৃদ্ধি (পুং) ত্রয়োদশ মনুর পুত্র। (হরিবংশ ৭ অঃ) কোন কোন পুস্তকে ক্ষত্রবৃদ্ধি স্থলে ক্ষত্রবৃদ্ধ পাঠও লক্ষিত হয়।

ক্ষত্রবৃধ্ (পুং) ক্ষত্রবৃদ্ধ রাজার নামান্তর। (ভাগবত ৯।১৭।২)

ক্ষত্রবেদ (পুং) ধনুর্ব্বেদ, ক্ষত্রবিদ্যা।

"ওঙ্কারোঽথ বষট্কারো বেদাশ্চ বরযুক্তমান্।
ক্ষত্রবেদবিদাং শ্রেষ্ঠঃ ব্রহ্মবেদবিদামপি।" রামায়ণ ১।৬৫।২২।
'ক্ষত্রবেদবিদাং ধনুর্ব্বেদবিদাং।' (রামানুজ)

ক্ষত্রশ্রী (ত্রি) ক্ষত্রাণি শ্রয়তি ক্ষত্র-শ্রি-কিপ্ দীর্ঘশ্চ (বচি-প্রচ্ছ্যায়তস্তুকটপ্রুজুশ্রীণাং দীর্ঘশ্চ। পা ৩।২।১৭৮ বার্ত্তিক) বলসেবী, বলবান্।

"কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে।"
(ঋক্ ২।২৫।৫।) 'ক্ষত্রশ্রিয়ং বলসেবিনম্।' (সায়ণ)

ক্ষত্রসব (পুং) ক্ষত্রস্য সবঃ ৬তৎ। ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ।

ক্ষত্রান্তক (পুং) ক্ষত্রস্য অন্তকঃ ৬তৎ। ১ পরশুরাম।

"ক্ষত্রান্তকস্যাভিভবেন চৈব।" ভট্টি।

ক্ষত্রান্তকারী (পুং) যে ক্ষত্রিয়দিগকে নাশ করিতে পারে।

"পরশুরাম ইব অপরঃ অখিল ক্ষত্রান্তকারী।" (বিষ্ণুপুরাণ)

ক্ষত্রি, (খত্রি ও খেত্রি নামে খ্যাত।) পঞ্জাব, বাঙ্গালা, বেহার, ও বোম্বাইপ্রদেশবাসী বণিক্ জাতিবিশেষ। পূর্ব্বে ইহাদের আসল দেশ কোথা ছিল, তাহা স্থির করা যায় না, তবে অনুমানে পঞ্জাবের অন্তর্গত মুলতান প্রদেশেই ছিল বলা যাইতে পারে। এখনও অন্যান্য স্থানাপেক্ষা পঞ্জাব, গুজরাট ও বোম্বাই প্রদেশের উত্তরাংশেই ইহাদের সংখ্যা বেশী।

ক্ষত্রিরা আপনাদিগকে "ক্ষত্রিয়" বলিয়া পরিচয় দেয় এবং 'ক্ষত্রি' নামে পরিচিত হইতে চাহে না। বেহারের ক্ষত্রিরা আপনাদিগকে 'ছত্রি' নামে উল্লেখ করে; এই 'ছত্রি' শব্দ স্থানভেদে 'ক্ষত্রি' শব্দের রূপান্তর মাত্র, কেহ কেহ বলেন 'ছত্রি' শব্দ 'শ্রোত্রিয়' শব্দের অপভ্রংশ। যাহা হউক, পঞ্জাবী ক্ষত্রিরা আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্বপ্রমাণার্থ তাহাদিগের উপবীত-ধারণ, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ প্রভৃতি ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া থাকে। বাস্তবিক ক্ষত্রিদিগের উপবীত আছে, ইহারা বেদমন্ত্রাদিও উচ্চারণ করে এবং পঞ্জাবের লুধিয়ানা-বাসী ক্ষত্রিরা অষ্টম বর্ষবয়সে উপবীত ধারণ করিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে থাকে। সারস্বত ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হস্তে 'কাচি' খাদ্য গ্রহণ করে; কোন কোন স্থলে ক্ষত্রির হাতে পক্কদ্রব্য গ্রহণেও আপত্তি করে না। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে 'ক্ষত্রি' ও 'ক্ষত্রিয়' একজাতিই ছিল। পরে তাহাদের স্বজাতীয় বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীতে বিবাহাদি করায় এবং নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত বিবাহাদি হওয়াতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইতে একদল লোক পৃথক্ হইয়া পড়ে, ইহারাই শেষে

'ক্ষত্রি' নামে পরিচিত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ অনুমানের কোন কারণ দেখা যায় না। ইহাদের সহিত সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণজাতির জাতিগত কোন সম্পর্ক নাই। 'ক্ষত্রি' ও 'ক্ষত্রিয়' এই দুইটী শব্দ প্রায় এক বলিয়া ভ্রম হওয়ায়, ঐরূপ একটা বৃথা কল্পনার উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু আলোচনায় দেখা যায় যে ইহাদের গোত্রবিভাগ ব্রাহ্মণের বা ক্ষত্রিয়ের মত নহে। ব্রাহ্মণোচিত গোত্রভেদ ইহাদের আছে বটে, কিন্তু তাহাদ্বারা ইহাদের কোন কার্য্য হয় না। ইহারা স্বগোত্রে বিবাহ করে না বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গোত্র ধরিয়া সে হিসাব হয় না। ব্রাহ্মণোচিত গোত্র বরকন্তার এক হইলেও বিবাহ হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে আগরওয়ালাদিগের ন্যায় একপ্রকার গোত্রভেদ আছে, সেই সকল গোত্র লইয়া স্বগোত্রাদি নিরূপিত হইয়া থাকে। যদি ইহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়বংশে ভ্রষ্ট জাতিই হইত, তাহা হইলে ইহারা কখনই পৈতৃক গোত্রাদি ত্যাগ করিত না, বরং পূর্ব্বগৌরবলাভের জন্য সেই সকল গোত্র ধরিয়া আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিত। ব্রাহ্মণোচিত গোত্রভেদ ইহাদের মধ্যে যে ভাবে আছে, তাহা বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, ইহারা সেগুলি কেবল ইহাদের পুরোহিতগোষ্ঠী সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের নিকট নূতন প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহা হউক ক্ষত্রিরা প্রধানতঃ 'পূর্ব্বীয়' ও 'পছেন্ত' (অর্থাৎ পূর্ব্বদেশী এবং পশ্চিমদেশী) এই দুইভাগে বিভক্ত। 'পশ্চিমা' ক্ষত্রিরা 'পূবে' ক্ষত্রিদিগকে কিছু হীন বলিয়া মনে করে। উভয় বিভাগের মধ্যে পরস্পরে শতকরা ১টা বিবাহও দেখা যায় না। বাঙ্গালাদেশে যে সকল ক্ষত্রি বাস করে, তাহারা অরঙ্গজিবের সময়ে লাহোর অঞ্চল হইতে আসিয়া এদেশে বাস করিতেছে। ইহারা পঞ্জাবী ক্ষত্রির রীতি নীতিকেই আপনাদের মধ্যে বিধিসিদ্ধ রীতি নীতি বলিয়া আদর করে। বাঙ্গালাদেশে ইহারা বেশ সম্মানিত জাতি। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের জলগ্রহণ করে। সারস্বত ব্রাহ্মণ ইহাদের হস্তে 'কাচি' খাদ্যও গ্রহণ করে।

বাঙ্গালার বর্দ্ধমানের মহারাজই এই জাতির গোষ্ঠিপতি। বাঙ্গালায় ইহারা ব্যবসা বাণিজ্যই করে। অনেকের জমাজমী ও জমীদারী আছে। ইহারা নিজ হস্তে কখন হলবাহন করে না, চাষী দিয়া কৃষিকার্য্য করাইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ক্ষত্রিরা অধিকাংশই বৈষ্ণব, শৈব শাক্তও আছে। সারস্বত ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে ভিন্ন ভিন্ন কুলদেবতা আছে। পূর্ব্ববঙ্গে চণ্ডিকাদেবী ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়া। যখন মহারাজ মানসিংহ (১৫৯৫ খৃঃ) ঢাকা জয় করিতে আসেন, তখন তিনি উর্দ্দুজঙ্গলে শিবির স্থাপন করেন। তিনি বনমধ্যে একটী দুর্গা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। প্রবাদ আছে, এই মূর্ত্তি আদিশূরের পরিত্যক্তা পত্নী বেদবতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহা হউক মহারাজ মানসিংহ সেই প্রতিমা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মূর্ত্তি ঢাকাসহরের ঢাকেশ্বরীদেবী। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের উপস্বত্ব এখনও কএকজন ক্ষত্রি এবং রমণা আখড়ার ব্রহ্মচারী মোহান্ত পাইয়া থাকেন।

ঢাকার পাইকপাড়া নামক স্থানে বাঙ্গালী ক্ষত্রিদিগের একটী শাখা আছে, তাহারা আপনাদিগকে 'রঙক্ষত্রি' বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা 'ক্ষত্রি' হইতে অতি নীচ বলিয়া গণ্য। ইহারা আপনাদিগের এপ্রদেশে বাস সম্বন্ধে বল্লালসেন ও মানসিংহের নাম করিয়া থাকে। কনোজিয়া ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পুরোহিত, আবার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা দীক্ষাগুরু। ইহারা স্বজাতীয় গোত্র পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী শূদ্রের আলম্যান গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে ও চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে। ঢাকার বাঙ্গালী শূদ্রেরা গোপনে ইহাদের সহিত আহারাদি করে। ইহারা চাষবাস ও দোকানদারী করিয়া থাকে। তালুকদারও আছে।

'পূবে' ও 'পশ্চিমা' ক্ষত্রিরা আবার ৪টী উপবিভাগে বিভক্ত ;—বুন্‌যাহি, শরিণ, বাঢ়ি ও খোকরাণ। এইরূপ শ্রেণীবিভাগের কারণ আছে। আলাউদ্দীন খিলিজী ক্ষত্রিগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ চালাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। 'পশ্চিমা' ক্ষত্রিরা তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য ৫২ জন ব্রাহ্মণকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দেয়। এই বাহান্নজন ব্রাহ্মণ-প্রেরণ হইতে পশ্চিমা ক্ষত্রিরা 'বাহান্ন-যায়ী' বা 'বাওন্‌যাই' (বুন্‌যাহি) নামে খ্যাত হয়। 'পূবে' ক্ষত্রিরা ইহাদের সহিত একযোগ না হওয়াতে 'শারা আইন' (মুসলমান প্রথাবলম্বী) বা 'শরিণ' নামে খ্যাত হয়। খকরজাতি বিদ্রোহী হইলে যাহারা তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল, তাহারা 'খোক্‌রাণ' নামে বিখ্যাত হয়, ইহাদের সহিত অপরে আদান প্রদান করিতে আশঙ্কা করে। মহরচাঁদ, ক্ষণচাঁদ ও কর্পূরচাঁদ নামে তিনজন ক্ষত্রি অক্‌বরের রাজপুতপত্নীগণের রক্ষকরূপে দিল্লী গিয়াছিল বলিয়া ভ্রষ্ট হয়, ইহাদের বংশধরেরা পরস্পর বিবাহাদি করিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে গণ্য হয়, ইহারই 'বাঢ়ি' নামে খ্যাত। মহরচাঁদের বংশীয়েরা 'মহরোত্র' বা 'মহরা,' ক্ষণচাঁদের বংশীয়েরা 'খান্না' ও কর্পূরচাঁদের বংশীয়েরা 'কপূর' উপাধি ধারণ করে।

এই মহরা, খান্না, কপুর ও শেঠী উপাধিধারীরা ইহাদের মধ্যে বিশেষ গণ্য এবং সম্মানভাজন। এই চারি শ্রেণী আবার ব্যবহারভেদে পশ্চিমাঞ্চলে ও পূর্ব্বাঞ্চলে ৫টী সমাজে বিভক্ত। পশ্চিমে—'চারজাতি' 'পাঁচজাতি,' ও 'ছয়-জাতি'। আর পূর্ব্বে—'চারজাতি' 'পাঁচজাতি', 'ছয়জাতি' 'বারজাতি', 'বাহান্নজাতি' ও পিরুবাল। ইহাদের মধ্যে 'চারজাতি' সমাজ আবার দুইভাগে বিভক্ত, 'আড়াই ঘর' ও 'চারিঘর'। 'আড়াই ঘর' অর্থে, এই সমাজের লোকেরা পিতৃবংশ, মাতৃবংশ, এবং পিতৃমাতৃবন্ধুবংশে বিবাহ করেনা, অর্থাৎ 'আড়াই ঘর' বাদ দিয়া বিবাহ করে। 'চারজাতি' অর্থে যাহারা চারিটীমাত্র বিশিষ্ট গোত্রে বিবাহাদি করে। এই-রূপ বিশেষ বিশেষ সামাজিক নিয়ম হইতে অন্যান্য শ্রেণী-গুলির নামকরণ হইয়াছে। 'পশ্চিমা' ক্ষত্রিদিগের মধ্যে সোধি, বেদী, কপুর, খান্না, মহরা, শেঠ এই কয়গোত্র দেখা যায়। 'পূবে' ক্ষত্রিদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত গোত্রগুলি দেখা যায় ;—

চারিজাতির মধ্যে কপুর, খান্না, মহরা, শেঠ এই কয় শাখা, পাঁচজাতির মধ্যে বেরি, বিরজ, সৈগল, সরবাল ও বহে এই কয় শাখা। ছজাতির মধ্যে ভল্লল, ভবন্, সুপৎ, তোলবর, তুর্‌মন ইত্যাদি। বারজাতির মধ্যে চৌপরে, ঘই, কক্কর, মেহে-দেন, সোনি, তন্দন এবং বাহান্নজাতির মধ্যে বেহল, চল অগ্‌গো, ধঙ্কাবে, গঢ়লপুরে, হন্দি, কেওলি, খোসলি, কুচল, মরবাহে, নাইআর, নন্দী, সুরি প্রভৃতি শাখা আছে।

গোত্র—অঙ্গিরস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, হংসঋষি, কৌশল্য, লোমশ।

এ ছাড়া উত্তরপশ্চিমে বিভিন্ন শ্রেণী, শাখা ও গোত্র প্রচলিত আছে।

বুন্ঝাই উপবিভাগের মধ্যে বেদী ও সোধি গোত্রীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা মান্য গণ্য, কারণ বেদীগোত্রে শিখধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বাবা নানক এবং সোধিগোত্রে গুরু রামদাস ও গুরু হরগো-বিন্দদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিখরাজত্বে সোধিগণ বড় প্রবল ছিল। ইহারা লাহোরপতি কালরায়ের পুত্র সোধিরায়ের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। বেদীরা লাহোরপতি কালরায়ের ভ্রাতা কসুরপতি কালপৎ রায়ের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এই কালপৎ ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া কাশী গমন করেন এবং সেখানে বেদা-ধ্যয়ন করিয়া বেদী আখ্যা প্রাপ্ত হন। গুরুদাসপুরের মধ্যে যেখানে বাবা নানকের মৃত্যু হয়, এখন সেই ডেরা নানক নামক স্থানই ইহারা আপনাদের প্রধান স্থান বলিয়া বিবেচনা করে। হুসিয়াপুরের অন্তর্গত আনন্দপুর নিহং উপাসকদিগের ও সোধিদিগের কেন্দ্রস্থান।

ব্যবসা বাণিজ্যই ক্ষত্রিজাতির প্রধান উপজীবিকা। পঞ্জাব অঞ্চলে ইহারাই বাঙ্গালার কায়স্থ জাতির ন্যায় লেখাপড়ার সকল কার্য্য করিয়া থাকে। রাজসরকারের বিচারাদি বিভাগেও ইহাদেরই আধিক্য দেখা যায়। ইহারা স্বভাবতঃ সৈনিক হইবার উপযুক্ত না হইলেও আবশ্যক মত তলবার ধরিতে পারে। ইহারা দৃঢ়বিশ্বাসী হিন্দু। দেখিতে সুন্দর, গৌরবর্ণ, সুগঠিত ও সৎস্বভাব। ইহারাই সমগ্র পঞ্জাব ও আফ্‌গানিস্থানের বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। ইহারাই সেখানকার হিসাবাদির সরকার, তেজারতি ও শস্য ক্রয়বিক্রয়ের মহাজন। আফগানস্থানের সীমায় পেশোয়ার ও হাজারা জেলায় ইহারা কাবুলীদিগের সহিত সদ্ভাবে মহাজনী করে, ব্যবসায়ের হিসাবাদি লেখে এবং কারবারের স্থানে দোকানদারী, গদিয়ান এবং কুঠি-য়ালের কার্য্যও করে। মধ্য এসিয়ায় ও রুষিয়াতেও ইহাদিগকে দেখা গিয়া থাকে। তুর্কিস্থানের মধ্যে ইহারা সে দেশীয়ের চক্ষে পীতমুখ ভীতপ্রাণ হিন্দু নামে অভিহিত। কাশ্মীরের থকর জাতিকে এবং কাঙ্গড়া পর্ব্বতের পশুপালক গড্ডি জাতিকে অনেকে এই জাতির শাখা বলিয়া মনে করেন।

দাক্ষিণাত্যের ক্ষত্রিরাও বলে যে, তাহারা 'ক্ষত্রি' নহে, "ক্ষত্রিয়", ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই সপ্তর্ষিবংশে জন্ম। ইহাদের কৌলিক দেবতা গণপতি ও মহাদেব এবং কৌলিকদেবী তুলজা ভবানী ও যেল্লাম্মা। ইহাদের মধ্যে শ্রেণী বা সামাজিক ভেদ দেখা যায় না। ইহারা মদ্যমাংসাহারী, কুটীল, ক্রোধী, চতুর, পরিশ্রমী ও শুদ্ধাচারী। এই প্রদেশে ইহারা প্রধা-নতঃ বস্ত্রবয়ন ও রেসম রং করার ব্যবস্থা করে। সাতারা জেলার তুলজাপুর, অমাবাই দেবীর মন্দির ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। ইহারা শঙ্করাচার্য্যকে বিশেষ ভক্তি করে। পিশাচাদিতে বিশ্বাস করে। ইহাদের সন্তান জন্মিলে নাড়ীচ্ছেদের পর তাহার মুখে কএক ফোঁটা মধু দিয়া থাকে, পঞ্চমরাত্রে জীবতী ও ষষ্ঠীদেবীর পূজা করে। দ্বাদশদিনে বালকের নামকরণ ও দোলারোহণ হয়। অষ্টমবর্ষে বালকের উপবীত হয়। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইহাদেরও বিবাহাদি হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে গোন্ধাল নৃত্য হয়। ইহারা শবদাহ ও একাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করে। অনুপবীত বালক ও অবিবাহিতা বালিকার শব প্রোথিত করিয়া থাকে। আশ্বিনমাসের প্রথমদিনে

ইহারা গৃহদেবতার সম্মুখে কলাপাতার উপর কতকটা মাটী রাখে এবং তাহাতে পঞ্চশস্য বপন করে। শুক্লাষ্টমীর দিন দুর্গার নামে মেষী বলি দেয়। দশমীর দিন সেই কলাপাতার ক্ষেত্রে শস্যাঙ্কুর প্রায় ২।০,২॥০ ইঞ্চি বাড়িয়া উঠিলে স্ত্রীলোকেরা মহা সমারোহে নদীতীরে লইয়া গিয়া সেই ক্ষেত্র বিসর্জ্জন করে। মাঘী-পূর্ণিমায় স্ত্রীলোকেরা গৃহদেবতার ঘরে গিয়া উলঙ্গ হয় এবং কটীদেশে নিম্বশাখা বাঁধিয়া দেবতাকে প্রদক্ষিণ করে, আরতি করে ও রক্তচন্দনের জলে স্নান করাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। ইহাদের জাত্যভিমান বড় তীক্ষ্ণ। ইহারা শিক্ষিত বটে। সামাজিক অপরাধীকে পঞ্চায়তের বিচারে জাতিচ্যুত করিয়া থাকে।

পঞ্জাবে ক্ষত্রিদিগের এক নিম্নশ্রেণী আছে। তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিরা অতি ঘৃণা করে এবং স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেনা, ইহাদের কেহ কেহ ক্ষত্রির ঔরসজাত সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারাও ক্ষত্রিদিগের ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্য করে ও বাণিজ্যে সেইরূপ সুনিপুণ। ইহারা 'রড়' নামে খ্যাত। বোধ হয় এই রড় শ্রেণীর লোকেরাই বাঙ্গালায় বাস করিয়া ঢাকা পাইকপাড়া অঞ্চলে রগুক্ষত্রি আখ্যা পাইয়াছে। অথবা পশ্চিমে বিশুদ্ধ ক্ষত্রির পার্শ্বে যেমন রড় ক্ষত্রি আছে, সেইরূপ পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিরা আপনাদের মধ্যে কতকগুলিকে জাতিচ্যুত করিয়া রগুক্ষত্রি আখ্যা দিয়া একটা থাক গড়িয়া লইয়াছে।

ক্ষত্রিণী (স্ত্রী) ক্ষত্রিন্ ঙীপ্। ১ মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি°) ২ ক্ষত্রিয়স্ত্রী।

ক্ষত্রিদাস, ধারবার জেলার ভিক্ষুকশ্রেণীবিশেষ। ইহারা আপনাদিগকে 'দেবদাস' বলিয়াও পরিচয় দেয়। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মান্দ্রাজের অন্তর্গত কদপাপ্রদেশ হইতে জীবিকার্জ্জনের জন্য এদেশে আসে। ইহাদের ভাষা কর্ণাটী। মান্দ্রাজের অন্তর্গত তিরুপতির বেঙ্কটরমণ, রাণীবেন্নুরের অন্তর্গত কদরমণ্ডলীর 'মারুতি,' কানাড়ার অন্তর্গত উড়পির 'মঞ্জুনাথ' ইহাদের প্রধান দেবতা। ইহাদের শ্রেণী বা সমাজভেদ নাই ও বংশগত উপাধিভেদ নাই। বাঙ্গালী নেড়া বৈষ্ণবের ন্যায় ইহারা নাসিকার অগ্রভাগ হইতে কপালের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত গোপীচন্দনের তিলক ধারণ করে, ভ্রূমধ্যে কুলির ফোঁটা পরে; দুইখণ্ড বস্ত্র দড়ির মত পাকাইয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধে; আল্‌থাল্লা গায়ে দেয়; হাঁটুপর্য্যন্ত লম্বা পায়জামা পরে, কাণে পিত্তলের মাকড়ি, মণিবন্ধে পিত্তলের বালা, তুলসীর কণ্ঠী এবং বাম হস্তে একগোছা ময়ূরপুচ্ছ ও তিনখানি গামছা রাখে। গলায় একখানি হনুমানমূর্ত্তি আঁকা পিত্তল বা তামার পদক এবং দক্ষিণহস্তে একটী শাঁখ ও স্কন্ধে চামড়ার ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করে। ইহারা ঝাঁঝর বা শাঁখ বাজাইয়া স্বীয় উপাস্য দেবতার নামে জয়োচ্চারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহাদের নিরূপিত বাসস্থান নাই। কেহ বড় একটা মাদক সেবন করেনা। কিন্তু হরিণ, মেষ ও পক্ষীমাংস এবং মৎস্য আহার করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা হিন্দুস্থানীদের ন্যায় পোষাক পরে, কেবল কাছা দেয় না। ইহারা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও জৈনদিগের নিকট ভিক্ষা লয়। সকলেই শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। তত্ত্বাচার্য্য নামে কাশীনিবাসী এক যতি ইহাদের প্রধান আচার্য্য। সকলই বড় মলিনবেশী।

ইহারা সন্তান জন্মিলে নাড়ীচ্ছেদ করিয়া ছিন্ননাড়ী মৃত্তিকায় পুতিয়া ফেলে। রেড়ীর তৈল মাখাইয়া গরমজলে বালককে স্নান করাইয়া দেয়। ত্রয়োদশ দিনে শিশুর নামকরণ হয়। ইহারা শবদাহ করে। জন্ম, রজঃস্রাব ও মৃত্যুতে ইহাদের ৯, ৩ ও ৫ দিন অশৌচ হয়।

ক্ষত্রিয় (পুং) দ্বিজাতির অন্তর্গত দ্বিতীয় বর্ণ। ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদে আছে—

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য তদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।"
(ঋগ্বেদ ১০।৯০।১২, শুক্লযজুঃ ৩১।১১, অথর্ব্ব ১৯।৬।৬)

ইহার (পুরুষের) মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও পা হইতে শূদ্র জন্মে।

মনু ও পুরাণাদির মতেও বিরাট্ পুরুষের বাহু হইতে ক্ষত্রিয়বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥ ১০
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ ১১
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ ১২
হিংসাঽনৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥ ১৩
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে।" ১৪
শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অঃ।

বাস্তবিক ইহলোকে বর্ণের ইতর বিশেষ নাই, সমুদায় জগৎই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া

ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে গণ্য হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। যাহারা রজ ও তমোগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহারাই বৈশ্য। আর যাহারা তমোগুণপ্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুব্ধ, সকল কর্ম্মজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা শূদ্র। ব্রাহ্মণেরা এইরূপ ভিন্ন কর্ম্ম দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন, অতএব সকল বর্ণেরই নিত্যধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে।

আবার আদিপর্ব্বে (৭৫ অধ্যায়ে) লিখিত আছে—

বিবস্বান্ সূর্য্য হইতে মনু এবং—

"ব্রহ্মক্ষত্রাদয়স্তস্মাদ্ মনোর্জাতাস্ত মানবাঃ।"

মনু হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহারা 'মানব' নামে খ্যাত।

বেদ ও ভারতে এইরূপ মতভেদ হইবার কারণ কি? কোন্‌টীকে আমরা মুখ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি?

জগতের আদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় ৪৬ বার "ক্ষত্র" এবং ৯ বার "ক্ষত্রিয়" শব্দ আছে। বৈদিক নিঘণ্টুতে ক্ষত্র শব্দের অর্থ 'জল' (১।১২) ও 'ধন' (২।১০) লিখিত হইয়াছে।

সায়ণাচার্য্য ঋক্‌সংহিতার ১।২৪।৬, ১।২৫।৫, ১।৪০।৮, ১।৫৪।৮, ১।৫৪।১১, ১।১৩৬।১, ১।১৩৬।৩, ১।১৫৭।৬, ১।১৬০।৫, ৪।১৭।১, ৪।৬৪।৬, ৫।৬৬।২, ৫।৬৭।১, ৫।৬৮।৩, ৬।২৫।৮, ৬।৫০।৩, ৬।৬৭।৫, ৬।৬৭।৬, ৭।১৮।২৫, ৭।৩৪।১১, ৭।৬৬।১১, ৮।১৯।৩৩, ৮।২৫।৮, ৮।৩৭।৬, ৮।৩৭।৭, ১০।১৮।৯, ১০।৬০।৫, ভাষ্যে ক্ষত্রশব্দের 'বলং' বা 'শরীরবলং' অর্থ করিয়াছেন।

আবার ১।১১৩।৬, ৩।৩৮।৫, ৪।৪।৮, ৫।২৭।৬, ৫।৩৪।৯, ৫।৬২।৬, ৬।৮।৬, ৭।২৮।৩, এবং ৮।২২।৭ মন্ত্রের ভাষ্যে 'ধনং'; ১।১৬২।২২ ও ৪।২।১ মন্ত্রের ভাষ্যে 'ক্ষত্রং বলং তেজো বা'; ৩।৩৮।৩ মন্ত্রভাষ্যে 'ক্ষত্রায় বলায় ধনায় বা'; ১০।১৮।৯ মন্ত্রের ভাষ্যে 'ক্ষত্রায় প্রজাপালনসমর্থায় বলায়'; ৭।৩০।১। ভাষ্যে 'ক্ষত্রায় শত্রূণাং হিংসকায়'; ৭।২১।৭ 'ক্ষত্রায় ক্ষদি হিংসাকর্ম্মা, বলং হিংসা চোভে'; ১০।১৪০।৩ 'ক্ষত্র ক্ষতাত্রায়কং'; ১।১৫৭।২ 'ক্ষত্রং বলং ক্ষত্রিয়জাতং বা' এবং কেবল ৮।৩৫।১৭ মন্ত্রের ভাষ্যে 'ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ং' অর্থ করিয়াছেন।

এইরূপ 'ক্ষত্রিয়' শব্দের অর্থকালে ৪।১২।৩ মন্ত্রে 'ক্ষত্রিয়স্য বলস্য'; ৫।৬৯।২ 'ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রং বলং তদ্বত ইন্দ্রস্য'; ৭।৬৪।২ 'ক্ষত্রিয়া বলবন্তৌ যুবাম্'; ৭।১০৪।১৩ 'ক্ষত্রিয়ং ক্ষত্রং বলং তদ্বন্তং'; ৮।২৫।৮ 'ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়ৌ বলবন্তৌ'; ১০।৬৬।৮ 'ক্ষত্রিয়ং বলং তদর্হাঃ'; ১০।১০৯।৩ 'ক্ষত্রিয়স্য রাজ্ঞো'; ৪।৪২।১ 'ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়জাত্যুৎপন্নস্য', ৮।৬৭।১ 'ক্ষত্রিয়ান্ জাত্যা'।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে 'ক্ষত্র' শব্দ, ৪৬ বার ঋগ্বেদে উক্ত হইলেও সায়ণ কর্ত্তৃক কেবলমাত্র একবার এবং মূল ক্ষত্রিয় শব্দ ৯ বার প্রযুক্ত হইলেও নিঃসন্দেহে একবার 'ক্ষত্রিয়জাতি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রথমতঃ যেখানে সায়ণ ক্ষত্র শব্দের 'ক্ষত্রিয়' অর্থ করিয়াছেন—সে মন্ত্রটী এই—(৮।৩৫।১৭।)

"ক্ষত্রং জিন্বতমুত জিন্বতং নৄন্হতং রক্ষাংসি সেধতমমীবাঃ।"

ভাষ্যে আছে—'ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ং জিন্বতং…চ নৄন্ যোদ্ধৄন্ জিন্বতং।'

অর্থাৎ তোমরা ক্ষত্রিয়দিগকে জয় কর ও (মানব) যোদ্ধাদিগকে জয় কর। এখানে ভিন্ন ভাবে 'নৄন্' অর্থাৎ সায়ণ মতে 'যোদ্ধৄন্' থাকায়, সায়ণ যে 'ক্ষত্রিয়' অর্থ করিয়াছেন, তাহাও বলবান্ অর্থে গ্রহণ করিলে কোন দোষের হয় না।

দ্বিতীয়তঃ—

"মম দ্বিতা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য বিশ্বায়োর্বিশ্বে অমৃতা যথা নঃ।
ক্রতুং সচন্তে বরুণস্য দেবা রাজামি কৃষ্টেরুপমস্য বব্রেঃ।"
৪।৪২।১।

অর্থাৎ আমি বলবান্ ও সমস্ত বিশ্বের অধিপতি, আমার রাজ্য দ্বিবিধ। সমস্ত দেবগণ আমার, আমি রূপবান্ ও বরুণাত্মক। দেবগণ যেমন আমার যজ্ঞ সেবা করে, আমিও মনুষ্যের রাজা।

এখানে সায়ণ ক্ষত্রিয়ের অর্থ 'ক্ষত্রিয়-জাত্যুৎপন্ন' লিখিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রে 'রাজামি' থাকায়, আবার ক্ষত্রিয়জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিবার কোন কারণ দেখি না। সুতরাং সায়ণ সর্ব্বত্রই যে 'বলবান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এখানে তাহাই গ্রহণ করিলে নিতান্ত অযৌক্তিক হয় না। এইরূপে ৮।৬৭।১ মন্ত্রেও 'বলবান্' অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। দেশীয় ও বিদেশীয় অপরাপর বেদশাস্ত্রাধ্যায়ীগণও এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে সায়ণের সহিত কোন বিরোধ নাই*।

যখন দেখা যাইতেছে, ঋক্‌সংহিতায় 'ক্ষত্র' ও 'ক্ষত্রিয়' শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও জাতিবাচক নহে, তখন ঋক্‌সংহিতার ন্যায় আদিমকালে 'ক্ষত্রিয়' নামে স্বতন্ত্রবর্ণ নির্ণীত হইয়াছিল কি না? তৎপক্ষে ঘোর সন্দেহ। প্রাচীন-

* অথর্ব্ববেদেও স্থানে স্থানে ক্ষত্র (৩।৫।২, ৬।১১।১, ৬।৫৪।২, ৭।৮৪।২) এবং ক্ষত্রিয় শব্দ (৪।২২।১, ৮।৪।১১ প্রভৃতি) বল বা বলবান্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তৎকালে জাতিভেদ ছিল না, তাহা হইলে ঋক্‌সংহিতার ন্যায় সুবৃহৎ ধর্ম্মপুস্তকে ক্ষত্রিয়ের বিশেষ পরিচয় থাকিত, বোধ হয় এই জন্যই শান্তিপর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে পূর্ব্বকালে বর্ণভেদ ছিল না।

পূর্ব্বকালে যাঁহারা বলবান্, তেজস্বী, ধনবান্ ও প্রজাপালনের উপযুক্ত ছিল, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন। [বর্ণ দেখ।] এইরূপে গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ হইবার পর বোধ হয় ঋগ্বেদের উক্ত পুরুষসূক্ত ঋষিদৃষ্ট হইয়াছিল।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে—

"ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্ত স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥" ১৮৯।৫।

ক্ষত্রিয় বেদাধ্যয়ন সঙ্গত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যাঁহার দান ও করগ্রহণে অনুরাগ আছে, তাঁহাকেই ক্ষত্রিয় বলা যায়।

হারীতের মতে, 'ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন অধ্যয়ন, যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দান, ধর্ম্মবুদ্ধি, আপনার স্ত্রীতে অভিলাষ, প্রজার নিকট হইতে উপযুক্ত করগ্রহণ, নীতিশাস্ত্রাভিজ্ঞতা, সন্ধি ও বিগ্রহকুশলতা, দেব ও ব্রাহ্মণে ভক্তি, পিতৃকার্য্যের অনুষ্ঠান, অধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা, এই সকল ক্ষত্রধর্ম্ম। যাহারা এই সকল ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাহাদের উত্তম গতি লাভ হয়।'

বশিষ্ঠের মতে ক্ষত্রধর্ম্ম তিনটী—অধ্যয়ন, শস্ত্রবিদ্যাভ্যাস ও প্রজাপালন।

"ত্রীণি রাজন্যস্যাধ্যয়নং শস্ত্রেণ চ প্রজাপালনম্ স্বধর্ম্মস্তেন জীবেৎ" (বশিষ্ঠ)

পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম এই প্রকার নির্ণীত আছে।—'ক্ষত্রিয়েরা সর্ব্বদা দান ও যজ্ঞ করিবে। আপনারা অধ্যয়ন করিবে। প্রজাপালন, নিত্যোৎসাহ, দস্যুহত্যা ও যুদ্ধকালে পরাক্রমপ্রকাশ ইহাই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়গণ অবিক্ষত শরীরে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে তাহাদের ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দা হয়। ক্ষত্রিয় রাজগণ, ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ ও প্রজাগণকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবেন।

'কর ও বিবাহে যৌতুক ব্যতীত অপর দান গ্রহণ, যুদ্ধে পলায়ন, প্রার্থিগণের নিকট কাতরতা, প্রজার অপালন, দানে বা ধর্ম্মে বিরক্তি, রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখা, ব্রাহ্মণের অনাদর, অমাত্যবর্গের অসম্মান, কার্য্যের প্রতি অমনোযোগ ও ভৃত্যের সহিত পরিহাস এই সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয়গণের নিষিদ্ধ।

'ক্ষত্রিয়েরা বাল্যকালে যথানিয়মে বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন করিবে। যৌবনে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাদান ও দুর্দ্দান্ত রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবেন। পরে স্বীয় পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃলোক, যজ্ঞদ্বারা দেবলোক এবং দানে মুনিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া অন্তকালে অন্তিম আশ্রমে গমন করিবে। যে ক্ষত্রিয় এই নিয়মে অন্তিমাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধি হয়। বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলে তাহার নাম রাজর্ষি হয়। তিনি সমস্ত গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল জীবনরক্ষার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। সকল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রধান, ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে পৃথিবী ছারখার হইয়া যায় এবং তাহারা আপনার ধর্ম্মে থাকিলে সকলেই সুখে কালযাপন করিতে পারে। প্রাচীন আর্য্যগণ ও বৈদিকগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের যত প্রশংসা করিয়াছেন, তত আর কোন ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায় না।' (পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ২৬ অঃ।) [রাজধর্ম্ম দেখ।]

পদ্মপুরাণে আছে—

"দদ্যাদ্রাজা ন যাচেত যজেত ন চ যোজয়েৎ।
নাধ্যাপয়েদধীয়ীত।" (স্বর্গখণ্ড ২৭ অঃ।)

রাজা বা ক্ষত্রিয় দান করিবে, কিন্তু কখন অপরের নিকট প্রার্থনা করিবে না। যজ্ঞ করিবেন, কিন্তু নিজে যাজন (পৌরোহিত্য) করিবে না, অধ্যয়ন করিবে, কিন্তু অধ্যাপনা করিবে না। ইহাই পৌরাণিক কালের নিয়ম। কিন্তু বৈদিককালে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। যাস্ক নিরুক্তে (২।১০) লিখিয়াছেন—

"দেবাপিশ্চার্ষ্টিষেণঃ শন্তনুশ্চ কৌরব্যৌ ভ্রাতরৌ বভূবতুঃ স শন্তনুঃ কনীয়ান্ অভিষেচয়াঞ্চক্রে দেবাপিস্তপঃ প্রতিপেদে। ততঃ শন্তনো রাজ্যে দ্বাদশবর্ষাণি দেবো ন ববর্ষ। তমূচুর্ব্রাহ্মণা অধর্ম্মস্ত্বয়া চরিতো জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং অন্তরিত্যাভিষেচিতং তস্মাৎ তে দেবো ন বর্ষতীতি। স শন্তনু দেবাপিং শিশিক্ষ রাজ্যেন। তমুবাচ দেবাপিঃ পুরোহিতস্তেঽসানি যাজয়ানি চ ত্বেতি।"

কুরুবংশীয় ঋষ্টিষেণের পুত্র দেবাপি ও শন্তনু দুই ভাই, ছোট ভাই শন্তনু রাজা হইলেন, তখন দেবাপি তপ করিতে লাগিলেন। শন্তনুর রাজ্যকালে দেবতা বার বর্ষ জলবর্ষণ করিলেন না। ব্রাহ্মণেরা শন্তনুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজা না করিয়া নিজে অভিষিক্ত হইয়াছ, সেই জন্যই দেবতা বর্ষণ করিতেছেন না। শন্তনু দেবাপিকে রাজ্যে অভিষেক করি-

যার জন্য প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু দেবাপি কহিলেন, আমি তোমার পুরোহিত হইব এবং তোমার জন্য যজ্ঞ করিব। জগতের আদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায়ও আছে—

"আর্ষ্টিষেণো হোত্রমৃষির্নিষীদন্দেবাপি র্দেবসুমতিং চিকিত্বান্।"
(ঋক্ ১০।৯৮।৫।)

আর্ষ্টিষেনের পুত্র দেবাপি দেবতাদিগের কল্যাণী স্তুতি করিয়া হোম করিতে লাগিলেন।

"যদ্দেবাপিঃ শন্তনবে পুরোহিতো*
হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ।
দেবশ্রুতং বৃষ্টিবনিং ররাণো
বৃহস্পতির্বাচমস্মা অযচ্ছৎ॥" (ঋক্ ১০।৯৮।৭) ইত্যাদি।

সকলেই জানেন বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র ছাড়া আরও অনেক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহাভারতে পৃথুদকের নিকটবর্ত্তী কোন পবিত্র তীর্থের বর্ণনাকালে লিখিত আছে—

"তত্রার্ষ্টিষেণঃ কৌরব্য ব্রাহ্মণ্যং সংশিতব্রতঃ।
তপসা মহতা রাজন্ প্রাপ্তবানৃষিসত্তমঃ॥
সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষির্দেবাপিশ্চ মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ যত্র বিশ্বামিত্র স্তথা মুনিঃ॥" শল্যপর্ব্ব ৪০ অঃ।

যেখানে উগ্রতপা মহাযশা আর্ষ্টিষেণ সিদ্ধিলাভ করেন এবং সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, সেইখানে (বলরাম উপস্থিত হইলেন।)

সিন্ধুদ্বীপ ক্ষত্রিয়রাজ অম্বরীষের পুত্র।

ভাগবতের মতে, মনুর পুত্র ধৃষ্ট, তাঁহা হইতে ধার্ষ্ট ক্ষত্রিয়বংশের উৎপত্তি হয়। ধার্ষ্টগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (৯।২।১৭ ও শ্রীধরটীকা) মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে দিষ্টের পুত্র, নাভাগ ক্ষত্রিয় হইয়াও বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। আবার হরিবংশে লিখিত আছে, নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (হরিবংশ ১১ অঃ।)

বিষ্ণুপুরাণের মতে—রাজা অম্বরীষের পুত্র বিরূপ, বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, তাঁহার পুত্র রথীতর, ক্ষত্রিয় অথচ আঙ্গিরস বলিয়া তাহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা যায়।
(বিষ্ণুপুঃ ৪।২।)

বায়ুপুরাণের মতে—যুবনাশ্বের পুত্র হরিত, তাঁহার বংশধরগণ হারিত নামে প্রসিদ্ধ, ইহারা অঙ্গিরসের পুত্র, ও ও ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।৩।৫ শ্রীধরটীকা দেখ।)

* 'শন্তনবে খল্বাত্রে কৌরব্যায় পুরোহিতঃ সন্।' সায়ণ।

হরিবংশের মতে—ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র শুনহোত্র, তাঁহার তিন পুত্র কাশ্য, শল ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক, এই শুনক হইতে শৌনকের (ব্রাহ্মণ) জন্ম। (হরিবংশ ২৯ অঃ)

মহাভারতে লিখিত আছে—বীতহব্যের পুত্রগণ কাশীরাজ দিবোদাসকে আক্রমণ করেন, সেই যুদ্ধে কাশীরাজের আত্মীয়গণ প্রাণত্যাগ করেন। রাজা দিবোদাস ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ভরদ্বাজ দিবোদাসের জন্য এক যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে প্রতর্দ্দন নামে দিবোদাসের এক পুত্র জন্মিল। যথাকালে প্রতর্দ্দন পিতা কর্ত্তৃক বীতহব্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। বীতহব্য পলাইয়া গিয়া মহর্ষি ভৃগুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রতর্দ্দন জানিতে পারিয়া ভৃগুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ও বীতহব্যকে দেখাইয়া দিতে বলিলেন। ভৃগু মিথ্যা করিয়া বলিলেন যে, এখানে কোন ক্ষত্রিয় নাই। প্রতর্দ্দন চলিয়া গেলেন। ভৃগুর কথায় ক্ষত্রিয় বীতহব্য সেই অবধি ব্রাহ্মণ হইলেন। বেদবিৎ গৃৎসমদ এই বীতহব্যের পুত্র। (অনুশাসনপর্ব্ব ৩০ অঃ।)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—যযাতিবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ অপ্রতিরথ হইতে কণ্ব জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র মেধাতিথি। ইঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।
(বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯ অঃ)

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই আবার বেদসূক্তের ঋষি। এমন কি ব্রাহ্মণ-সমাজে যে গায়ত্রী নিত্য পঠিত হয়, তাহাও বিশ্বামিত্র-ঋষিদৃষ্ট।

এইরূপ অনেক ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে।

দেবাপির মত অনেক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় পৌরোহিত্য করিতেন। বৈদিককালে এই পৌরোহিত্য লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইত। ঋক্‌সংহিতার কোন কোন সূক্ত পাঠে জানা যায়, বশিষ্ঠ ঋষি প্রথমে সুদাসের পুরোহিত ছিলেন, পরে বিশ্বামিত্র সুদাসের পুরোহিত* হইয়া বশিষ্ঠকে অভিশাপ দেন।

ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকা পাঠে জানা যায়, রাজা সুদাসের

* ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বসিষ্ঠের উপর অভিশাপের আভাস আছে। শৌনক ঐ সূক্ত সম্বন্ধে বৃহদ্দেবতায় লিখিয়াছেন—

"পরাশ্চতস্রো যাস্তত্র বসিষ্ঠদ্বেষিণো বিদুঃ।
বিশ্বামিত্রেণ তাঃ প্রোক্তা অভিশাপা ইতি স্মৃতাঃ।
দ্বেষাদ্বেষাস্তু তাঃ প্রোক্তা বিদ্যাচ্চৈবাভিচারিকাঃ।
বসিষ্ঠাস্তু ন শৃণ্বন্তি তদাচার্য্যকসম্মতম্।
কীর্ত্তনাচ্ছ্রবণাচ্চাপি মহান্ দোষঃ প্রজায়তে।" ৪।২৩-২৪।

পুত্রগণ বসিষ্ঠপুত্র শক্তিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। (১) কৌষীতকীব্রাহ্মণে ৪র্থ অধ্যায়ে রাজা সুদাসের সংশ্রবে বসিষ্ঠ-পুত্র বিনাশের কথা লিখিত আছে। সামবেদের পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও বসিষ্ঠ 'পুত্রহত' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। রামায়ণে লিখিত আছে," বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের একশত পুত্রকে বিনাশ করেন। (রামা' ১।৫৫ সর্গ) [বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, সুদাস দেখ।]

মহাভারতে, আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, রাজা কৃতবীর্য্য বেদজ্ঞ ভৃগুপুত্রদিগকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন ও যজ্ঞান্তে সোমরস পান করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্তর ধনধান্য দান করেন। তিনি স্বর্গগমন করিলে তাঁহার পুত্রগণের অর্থের প্রয়োজন হয়। ভৃগুপুত্রেরা মাটীর মধ্যে ধন লুকাইয়া রাখেন। একজন ক্ষত্রিয় মাটী খুঁড়িয়া খুঁজিয়া বাহির করেন। পরে ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া ভার্গবদিগকে বিনাশ করেন। এমন কি ভার্গব-রমণীদিগের গর্ভস্থিত সন্তানেরাও রক্ষা পাইল না। (আদিপর্ব্ব ১৭৮ অঃ) [ঔর্ব দেখ।]

উক্ত ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণবীর পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কার্ত্তবীর্য্য ও ক্ষত্রিয় রাজগণকে সংহার করিয়া আবার ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। [পরশুরাম দেখ।]

ঋগ্বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—শ্যাপর্ণেরা সৌযম্ম বিশ্বন্তরের পুরোহিত ছিলেন। রাজা বিশ্বন্তর তাহাদিগের অধিকার কাড়িয়া লইয়া আপনার একজন জ্ঞাতিকে যজ্ঞপুরোহিত নিযুক্ত করেন। কিন্তু (যজ্ঞকালে) রাজা দেখিলেন, তাঁহার যজ্ঞের বেদীর নিকট শ্যাপর্ণেরা উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'দুষ্ট ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছে, শীঘ্র বেদীর নিকট হইতে দূর করিয়া দাও।' ভৃত্যগণ রাজাজ্ঞা পালন করিল। শ্যাপর্ণেরা তাড়িত হইয়া কহিল, 'আমাদের মধ্যে কে বলবান্ আছ। শীঘ্র এই যজ্ঞের সোমরস পান কর।' তখন বেদবিদ্ রামমার্গবেয় (২) রাজাকে কহিলেন, 'যে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহাকেও কি তাড়াইয়া দিবেন। সোমরসে ক্ষত্রিয়ের অধিকার নাই, ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে। ভ্রমক্রমে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের অংশ গ্রহণ করিলে (পান করিলে) তাহার বংশধর ব্রাহ্মণ হয়। হে রাজন্! আপনার বংশধরেরাও ব্রাহ্মণ হইবেন।' (৩) (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৭।২৭-২৯)

উক্ত বিবরণটী পাঠে বোধ হয় যে পূর্ব্বকালে যে ক্ষত্রিয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট হইত, তাহার পুত্রেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারিত। কিন্তু বোধ হয় পরবর্ত্তী কালে এ প্রথা উঠিয়া যায়।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, পরশুরাম এককালে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। কিন্তু পরশুরাম কর্ত্তৃক বসুন্ধরা একেবারে ক্ষত্রিয়শূন্য হয় নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে—

'পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়া পরশুরাম ব্রাহ্মণগণকে স্থাপন করেন। কিন্তু পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়া অরাজক হইলে শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছাক্রমে ব্রাহ্মণপত্নীতে গমন করিতে লাগিল। বলবানেরা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। পৃথিবী নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া রসাতলে গমন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীকে রসাতলে যাইতে দেখিয়া উরুদ্বারা তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। তখন পৃথিবী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "ভগবান্! আমি হৈহয়বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়সন্তান সমুদায় রক্ষা করিয়াছি। এখন তাঁহারাই আমাকে রক্ষা করুন। পৌরবগণের জ্ঞাতি বিদূরথের পুত্র বর্ত্তমান আছেন। তিনি ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ভল্লুকদিগের যত্নে রক্ষা পাইয়াছেন। মহর্ষি পরাশর দয়া করিয়া সৌদাসপুত্রকে রক্ষা করেন, তিনি (ব্রাহ্মণ হইয়াও) স্বয়ং শূদ্রের ন্যায় বালকের সর্ব্বকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই বালকের নাম সর্ব্বকর্ম্মা। প্রতর্দ্দনের পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বৎস বিদ্যমান আছেন, তিনি গোষ্ঠে গোবৎস কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহারাজ শিবির পুত্রও ঐরূপে গোসমূহের যত্নে রক্ষা পান, উহার নাম গোপতি। দিবিরথের পুত্র ও দধিবাহনের পৌত্র গঙ্গাতীরে মহর্ষি গৌতম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। প্রভূত সম্পদশালী বৃহদ্রথ গৃধ্রকূটে গোলাঙ্গুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছে এবং নদীপতি সমুদ্র মরুৎপতিসদৃশ বহুবীর্য্যশালী মরুত্তবংশীয় বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়কুমারকে রক্ষা করিয়াছেন। ঐ সকল রাজকুমার এখন স্থপতি ও সুবর্ণকারজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যদি ইঁহারা আমায় রক্ষা করেন, তবেই আমি সুস্থির হইতে পারি।" তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীর নির্দ্দেশা-

(১) "সৌদাসৈরগ্নৌ প্রক্ষিপ্যমাণঃ শক্তিরস্ত্যং।" অনুক্রমণিকা ৮ ৩২।

(২) বোম্বাইয়ের মুদ্রিত পুস্তকে রামভার্গবেয় পাঠ আছে।

(৩) "সোমং ব্রাহ্মণানাং স ভক্ষো ব্রাহ্মণাংস্তেন ভক্ষেণ জিম্বিষ্যসি ব্রাহ্মণকল্পস্তে প্রজায়ামাজনিষ্যত আদায্যাপায্যাবসায়ী যথাকামপ্রযাপ্যো যদা বৈ ক্ষত্রিয়ায় পাপং ভবতি ব্রাহ্মণকল্পোঽস্য প্রজায়ামাজায়ত ঈশ্বরো হাস্মাদ্দ্বিতীয়ো বা তৃতীয়ো বা ব্রাহ্মণতামভ্যুপৈতোঃ স।"

(ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৭।২৯।)

নুসারে সেই সকল ক্ষত্রিয় রাজকুমার ও তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রদিগকে আনাইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন (১)।

[রাজা, যুদ্ধ, কায়স্থ, জাতি, বর্ণ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

ক্ষত্রিয়কা (স্ত্রী) ক্ষত্রিয়া কন্ টাপ্ আকারস্য অকারঃ (কেঃণঃ। পা ৭।৪।১৩) বিকল্পেন পূর্ব্বস্য অকারস্য ইকারঃ (উদীচামাতঃস্থানে যকপূর্ব্বায়াঃ। পা ৭।৩।৪৬) ক্ষত্রিয়স্ত্রী, ক্ষত্রিয়া।

ক্ষত্রিয়হণ (পুং) ক্ষত্রিয়ং হন্তি ক্ষত্রিয়-হন্-অচ্। পরশুরাম।

"কিং নবৈ ক্ষত্রিয়হণো হরতুল্যপরাক্রমঃ।" (ভারত ৫।১৭৯ অঃ)

(১) "কৃত্বা ব্রাহ্মণসংস্থা বৈ প্রবিষ্টঃ সুমহাবনন্।
ততঃ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চ যথা স্বৈরপ্রচারিণঃ।
অবর্ত্তন্ত দ্বিজাগ্র্যাণাং দারেষু ভরতর্ষভ।
অরাজকে জীবলোকে দুর্ব্বলা বলবত্তরৈঃ।
ততঃ কালেন পৃথিবী পীড্যমানা দুরাত্মভিঃ।...
বিপর্য্যয়েণ তেনাশু প্রবিবেশ রসাতলম্।...
তাং দৃষ্ট্বা দ্রবতীং তত্র সন্ত্রাসাৎ স মহামনাঃ।
উরুণা ধারয়ামাস কশ্যপঃ পৃথিবীং ততঃ।...
রক্ষণার্থং সমুদ্দিশ্য যযাচে পৃথিবী তদা।
প্রসাদ্য কশ্যপং দেবী বরয়ামাস ভূমিপম্।
পৃথিব্যুবাচ।
সন্তি ব্রহ্মন্ ময়া গুপ্তাঃ স্ত্রীষু ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ।
হৈহয়ানাং কুলে জাতাস্তে সংরক্ষন্তু মাং মুনে।
অস্তি পৌরবদায়াদো বিদূরথসুতঃ প্রভো।
ঋক্ষৈঃ সম্বর্দ্ধিতো বিপ্র ঋক্ষবত্যথ পর্ব্বতে।
তথানুকম্পমানেন যজ্বনাপ্যমিতৌজসা।
পরাশরেণ দায়াদঃ সৌদাসস্যাভিরক্ষিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মাণি কুরুতে শূদ্রবত্তস্য স দ্বিজঃ।
সর্ব্বকর্ম্মেত্যভিখ্যাতঃ স মাং রক্ষতু পার্থিবঃ।
শিবিপুত্রো মহাতেজা গোপতির্নাম নামতঃ।
বনে সম্বর্দ্ধিতো গোভিঃ সমাং রক্ষতু পার্থিবঃ।
দধিবাহনপৌত্রস্তু পুত্রো দিবিরথস্য চ।
গুপ্তঃ স গৌতমেনাসীদ্গঙ্গাকূলেঽভিরক্ষিতঃ।
বৃহদ্রথো মহাতেজা ভূরিভূতিপরিষ্কৃতঃ।
গোলাঙ্গূলৈর্মহাভাগো গৃধ্রকূটেঽভিরক্ষিতঃ।
মরুত্তস্যান্ববায়ে চ রক্ষিতাঃ ক্ষত্রিয়াত্মজাঃ।
মরুৎপতিসমা বীর্য্যে সমুদ্রেণাভিরক্ষিতাঃ।
এতে ক্ষত্রিয়দায়াদাস্তত্র তত্র পরিশ্রিতাঃ।...
যদি মামভিরক্ষন্তি ততঃ স্থাস্যামি নিশ্চলা।
এতেষাং পিতরশ্চৈব তথৈব চ পিতামহা।
মদর্থং নিহতা যুদ্ধে রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
ততঃ পৃথিব্যাং নির্দ্দিষ্টাস্তান্ সমানীয় কশ্যপঃ।
অভ্যষিঞ্চন্ মহীপালান্ ক্ষত্রিয়ান্ বীর্য্যসম্মতান্।" শান্তিপর্ব্ব ৪৯ অঃ।

ক্ষত্রিয়া (স্ত্রী) ক্ষত্রিয়াণাং স্ত্রীজাতিঃ ক্ষত্রিয়-টাপ্ (অর্য্যক্ষত্রিয়াভ্যাং বা। পা ৪।১।৪৯ বার্ত্তিক) ক্ষত্রিয়জাতীয় স্ত্রী।

"শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।" (মনু ৩।৪৪)

ক্ষত্রিয়াণী (স্ত্রী) ক্ষত্রিয়াণাং স্ত্রীজাতিঃ ক্ষত্রিয় ঙীষ্ আনুক্ আগমশ্চ (অর্য্যক্ষত্রিয়াভ্যাং বা। পা ৪।১।৪৯ বার্ত্তিক।) ক্ষত্রিয়স্ত্রী।

ক্ষত্রিয়াসন (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত আসনবিশেষ।

"ক্ষত্রিয়াসনমাবক্ষ্যে যৎকৃত্বা ধনবান্ ভবেৎ।
কেশেন পাদযুগলং বদ্ধাতিষ্ঠেদধোমুখম্॥" (রুদ্রযামল)

কেশদ্বারা পাদদ্বয় বদ্ধ করিয়া অধোমুখ হইয়া থাকিবে, ইহাকে ক্ষত্রিয়াসন বলে। এই আসনে উপাসনা করিলে ধনবান্ হয়।

ক্ষত্রিয়িকা (স্ত্রী) ক্ষত্রিয়া-কন্-টাপ্ আকারস্য অকারঃ তস্য চ ইকারঃ। ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়স্ত্রী।

ক্ষত্রিয়ী (স্ত্রী) ক্ষত্রিয়স্য পত্নী ক্ষত্রিয়-ঙীষ্ (পুংযোগাদাখ্যায়াম্। পা ৪।১।৪৮) ক্ষত্রিয়পত্নী।

ক্ষত্রোপক্ষত্র (পুং) অনমিত্রবংশীয় শ্বফল্কের পুত্র। (বিষ্ণুপু' ৪।১৪।২)

ক্ষত্রৌজাঃ [স্] (পুং) বার্হদ্রথবংশীয় মগধের একজন রাজা, ক্ষেমধর্ম্মার পুত্র। (বিষ্ণুপু' ৪।২৪।৩)

ক্ষদৎ (ত্রি) ১ বিভক্ত, খণ্ডিত। ২ আহারের যোগ্য।

ক্ষদন (পুং, ক্লী) [বৈ] ১ খণ্ডন, বিভাগকরণ। ২ অশন।

ক্ষদ্ম [ন্] (ক্লী) ক্ষদ্-মনিন্। ১ জল।

"পজ্রেব চর্চরং জারং মরায়ু ক্ষদ্মে বার্থেষু তর্ত্তরীথ উগ্রা।" (ঋক্ ১০।১০৬।১৭)

'ক্ষদ্মইব উদকনামৈতৎ' সায়ণ। ২ অন্ন। (নিঘণ্টু)

ক্ষন্তব্য (ত্রি) ক্ষম-তব্য। ১ ক্ষমার যোগ্য, ক্ষমা করিবার উপযুক্ত, যে বিষয়ে ক্ষমা করিতে হইবে।

"ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে শ্যামরূপে করালে।" (অপরাধভঞ্জনস্তব); (ক্লী) ক্ষম-ভাবে তব্যৎ। ২ ক্ষমা, কর্ত্তব্য ক্ষমা।

"ক্ষন্তব্যং প্রভুনা নিত্যং ক্ষিপতাং কার্য্যিণাং নৃণাম্।" (মনু ৮।৩১২।)

ক্ষন্তা [তৃ] (ত্রি) ক্ষম-তৃচ্। ক্ষমাশীল।

"যে ক্ষন্তারো নাভিজল্পন্তি চান্যান্
সত্রীভূতাঃ সততং পুণ্যশীলাঃ।" (ভারত ১৩।১০২।৩১)

ক্ষপ্ (স্ত্রী) ক্ষপ্ ক্বিপ্। রাত্রি।

"স ক্ষপঃ পরিষস্বজে" (ঋক্ ৪।৪৫।৩) 'ক্ষপো রাত্রীঃ'। সায়ণ।

ক্ষপ্ (পুং) ক্ষপ্-অপ্। ১ জল। (নিঘণ্টু) (ত্রি) ক্ষপ-অচ্ ২ ক্ষমাশীল।

ক্ষপণ (পুং) ক্ষপয়তি বিষয়রাগং ক্ষপ্‌-ণিচ্‌-ল্যু। ১ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। (ত্রি) ক্ষপয়তি ক্ষিপতি দূরীকরোতি লজ্জাং ক্ষপ্‌-ণিচ্‌-ল্যু। ২ নির্লজ্জ, লজ্জাহীন। (ক্লী) ক্ষপ্‌ ভাবে ল্যুট্‌। ৩ ক্ষেপণ, ত্যাগ। ৪ অশৌচ।

"সব্রহ্মচারিণ্যেকাহমতীতে ক্ষপণং স্মৃতম্‌।" (মনু ৫।৭১)

'সহাধ্যায়িনি মৃতে একাহমশৌচং কর্ত্তব্যম্‌'। কুল্লূক। ৫ উপবাস।

"ভুক্ত্বা তোঽন্যতমস্যান্নমমত্যা ক্ষপণং ত্র্যহম্‌।" (মনু ৪।২২২)

'এষাং মধ্যে অন্যতমসম্বন্ধান্নমজ্ঞানতো ভুক্ত্বা ত্র্যহমুপবাসঃ' কুল্লূক। 'ত্র্যহং ক্ষপণমভোজনং' মেধাতিথি। (ত্রি) ক্ষপ-কর্ত্তরি ল্যু। ৬ ক্ষেপণকারী।

"গায়ন্তি যত্র সমলক্ষপণানি ভর্ত্তুঃ" (ভাগবত ৩।১৫।১৭)

(ক্লী) ক্ষপ্‌ ভাবে ল্যুট্‌। ৭ দূরীকরণ, তাড়ান।

"শত্রূণাং ক্ষপণাৎ" (ভারত সভা)

ক্ষপণক (পুং) ক্ষপণ-স্বার্থে কন্‌। ১ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ।

"একঃ ক্ষপণকঃ শাকাহর্ত্তা তত্র ক্ষপণক দশশাকাশা।
যত্র ক্ষপণকদশশাকাশা তত্র ক্ষপণকৈকাশাকাশা।" (উদ্ভট)

২ নাস্তিকমতপ্রচারক। ৩ নির্লজ্জ। ৪ একজন কবি, নবরত্নের দ্বিতীয় রত্ন বলিয়া খ্যাত। [নবরত্ন দেখ।]

অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী নামে সংস্কৃত অভিধান ও ক্ষপণক-বৃত্তি নামে উণাদিসূত্রের বৃত্তিরচয়িতা।

ক্ষপণকতা (স্ত্রী) ক্ষপণক-তল্‌-টাপ্‌। ক্ষপণকের ধর্ম্ম।

"ক্ষপণকতামপি ধত্তে পিবতি সুরাং নরকপালেঽপি।" (পঞ্চতন্ত্র)

ক্ষপণী (স্ত্রী) ক্ষপ-কর্ম্মণি ল্যুট্‌-ঙীপ্‌। ক্ষেপণী। (অমরটীকা)

ক্ষপণ্যু (পুং) ক্ষপ্‌ বাহুলকাৎ অন্যুঃ ণত্বঞ্চ। অপরাধ। (শব্দমালা)

ক্ষপা (স্ত্রী) ক্ষপয়তি বারয়তি ইন্দ্রিয়চেষ্টাং ক্ষপ অচ্‌। ১ রাত্রি।

"সনঃ ক্ষপাভি রহোভিশ্চ জিন্বতু" (ঋক্‌ ৩।৫৩।৭।)

'ক্ষপাভি রাত্রিঃ।' সায়ণ। ২ হরিদ্রা। (অমর)

ক্ষপাকর (পুং) ক্ষপাং করোতি-ক্ষপা-কৃ-ট। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর।

ক্ষপাকৃৎ (পুং) ক্ষপাং করোতি ক্ষপা-কৃ-ক্বিপ্‌ তুগাগমশ্চ। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর।

"বিশদাশ্মকূটঘটিতাঃ ক্ষপাকৃতঃ" (মাঘ)

ক্ষপাচর (পুং) ক্ষপায়াং রাত্রৌ-চরতি-ক্ষপা-চর ট। রাক্ষস।

"নির্বাণে চ মতিং কৃত্বা নিধায়াসিং ক্ষপাচরঃ।"(ভারত ৩।২৮৮।৩৩)

(ত্রি) ২ যাহারা রাত্রিকালে বিচরণ করে।

ক্ষপাচরী (স্ত্রী) রাক্ষসী।

ক্ষপাট (পুং) ক্ষপায়াং অটতি ক্ষপা-অচ্‌। রাক্ষস। (ত্রিকাণ্ড)

"ততঃ ক্ষপাটৈঃ পৃথুপিঙ্গলাক্ষৈঃ
খং প্রাবৃষেণ্যৈরিব চানশেঽব্দৈঃ।" (ভট্টি ২।২০)

ক্ষপানাথ (পুং) ক্ষপায়া নাথঃ ৬তৎ। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর।

"ক্ষিপ্রং ক্ষপানাথইবাধিরূঢ়ঃ।" (মাঘ)

ক্ষপান্ধ্য (ক্লী) রাত্র্যান্ধ্য, রাত্রিতে চক্ষে না দেখা।

ক্ষপাপতি (পুং) ক্ষপায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। ১ নিশাপতি, চন্দ্র। ২ কর্পূর।

ক্ষপাবান্‌ [ৎ] (ত্রি) ক্ষিপতি শত্রূন্‌ উদকং বা নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ যে ব্যক্তি শত্রুদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ২ যে ব্যক্তি জল ক্ষেপণ করে। ক্ষপা অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্য বঃ। ৩ রাত্রিপর্য্যায় যাগের একটী অংশের নাম ক্ষপা, তদ্বিশিষ্ট।

"সহি ক্ষপাবান্‌ স ভগঃ স রাজা" (ঋক্‌ ৩।৫৫।১৭)

'ক্ষপাবান্‌ ক্ষিপতি শত্রূমুদকং বেতি ক্ষেপণবান্‌। যদ্বা ক্ষপা রাত্রিঃ, তথা রাত্রিপর্য্যায়যাগানাং স্তোত্রাণাং ভাগভূতা যা রাত্রিঃ সোচ্যতে তদ্বান্‌।' সায়ণ।

ক্ষম (ক্লী) ক্ষম্‌-অচ্‌। যুক্ত।

"অথ তু বেৎসি শুচিব্রতমাত্মনঃ
পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমম্‌।" (শাকুন্তল)

(ত্রি) ২ শক্ত।

"রোষিতুং সহিতুং রণে কাকুস্থং ভীরুকঃ ক্ষমঃ।" (ভট্টি)

৩ হিত। ৪ ক্ষমাযুক্ত। ৫ গৃহকর্ত্তা পক্ষী, বাবুই পাখী। ৬ বিষ্ণু।

"নক্ষত্রনেমির্নক্ষত্রী ক্ষমঃ ক্ষামঃ সমীহনঃ" (ভারত ১৩।১৪৯।৬০)

ক্ষমতা (স্ত্রী) ক্ষমস্য ভাবঃ ক্ষম-তল্‌-টাপ্‌। ১ যোগ্যতা, সামর্থ্য। ২ শব্দের অর্থ প্রকাশ করিবার সামর্থ্য।

"শ্রুতি র্দ্বিতীয়া ক্ষমতাচ লিঙ্গং বাক্যং পাদাস্তেচ তু সংহতানি" (ভট্টকারিকা)

ক্ষমণীয় (ত্রি) ক্ষম-অনীয়র্‌। ক্ষমা করার যোগ্য, যে বিষয়ে ক্ষমা করা উচিত।

ক্ষমবান্‌ [ৎ] (ত্রি) ক্ষমাবান্‌।

ক্ষমা (স্ত্রী) ক্ষম্‌-অঙ্‌। ১ ক্ষান্তি, অপকার সহ্য করা।

"বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোৎপাদিকে কচিৎ।
ন কুপ্যতি ন হন্তি বা সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা॥" বৃহস্পতি।

বাহ্য, আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক দুঃখ উৎপন্ন হইলে কোপ না করা অথবা তাহার নিবারণের চেষ্টা না করাকে ক্ষমা বলে।

"আক্রুষ্টোঽভিহতো যস্ত নাক্রোশে ন চ হন্তি বা।
অদুষ্টৈ র্বাঙ্‌মনঃকায়ৈস্তিতিক্ষুশ্চ ক্ষমা স্মৃতা॥"
(মৎস্য ১২০ অঃ)

কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিন্দিত বা অভিহত হইয়াও তাহার নিন্দা বা হিংসা করিবে না। বাক্য, মন ও শরীর দূষিত না করিয়া সহ্য করিবে, ইহাকেই ক্ষমা বলে।

"বিগর্হাতিক্রমক্ষেপহিংসাবন্ধবধাত্মনাম্।
অন্যমন্যুসমুত্থানাং দোষাণাং বর্জনং ক্ষমা॥" (কৌর্ম্ম ১৪ অঃ)

নিন্দা, অতিক্রম, অনাদর, দ্বেষ, বন্ধ ও বধ এই সমস্ত পরিত্যাগ করার নামই ক্ষমা। মহাভারতে মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য "ক্ষমাই গৃহস্থের একমাত্র মঙ্গলের কারণ, ক্ষমাই পরিণামে স্বর্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লোকপ্রাপ্তির কারণ" ইত্যাদি রূপে ক্ষমার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। (ভারত ৩।২৯।২৫।) ক্ষমতে সহতে আত্মোপরিস্থিতানাং জীবানাং অপরাধং ক্ষম্‌ অঙ্ টাপ্। ২ পৃথিবী।

"বিভূষণান্যুন্মুমুচুঃ ক্ষমায়াং পেতুর্ব্বভঞ্জুর্বলয়ানি চৈব।"(ভট্টি ৩।২২)

৪ দুর্গা। ৫ খদির, খয়ের। (শব্দরত্ন°) ৬ রাধিকার একজন সখী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে বর্ণিত আছে যে—রাধিকার সখী ক্ষমার সহিত ক্রীড়া করিয়া বিষ্ণু তাহার সহিত ঘুমাইয়া পড়েন, রাধিকা আসিয়া দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে জাগাইলেন, সেই লজ্জায় বিষ্ণুর রঙ্ কাল হইয়া গিয়াছে। ক্ষমাও লজ্জায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ভগবান্ তাহার শোকে কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। শেষে বিষ্ণু ক্ষমার মৃত শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া বৈষ্ণব, ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম, দুর্ব্বল, দেবতা ও পণ্ডিতগণকে কিছু কিছু অর্পণ করিলেন।

ক্ষমাকল্যাণ, একজন প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থকার। অমৃতধর্ম্মবাচকের শিষ্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায়—অক্ষয়তৃতীয়াব্যাখ্যান, অষ্টাহিকাখ্যান, মেরুত্রয়োদশীব্যাখ্যান, শ্রাবকবিধিপ্রকাশ, শ্রীপালচরিত্রকথা, সাধুবিধিপ্রকাশ, সূক্তরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শ্রাবকবিধিপ্রকাশে—জৈন গৃহস্থগণের দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ষাণ্মাসিক কৃত্যাদি নিরূপিত হইয়াছে।

সাধুবিধিপ্রকাশে জৈনসাধুদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, অশনশয়ন ও বারতিথি অনুসারে নানাবিধ কৃত্য বর্ণিত আছে।

সূক্তরত্নাবলী গ্রন্থখানি জৈনদিগের বড় আদরের। ইহাতে জৈনতীর্থাবলী, জৈনধর্ম্মপ্রাপ্তির উপায়, স্যাদ্বাদমাহাত্ম্য, আস্রবাদি পরিহার ও তাহার উপায়, জৈনধর্ম্মতত্ত্ব, কলিকাল-মাহাত্ম্য, ইন্দ্রিয় ও রিপুজয়ের উপায়, সন্তোষ, আত্মস্বরূপ, আত্মগতি ও আত্মজ্ঞানীগণের প্রকৃতি সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ক্ষমাচর (ত্রি) ক্ষমায়াং ভুবো হধোভাগে চরতি, ক্ষমা-চর-ট। যাহারা পাতালে বাস করে, পাতালবাসী।

"শর্ব্বা অধঃ ক্ষমাচরাঃ" (বাজসনেয়স° ১৬।৫৭) 'ক্ষমাচরাঃ পাতালে বর্ত্তমানাঃ' (মহীধর)

ক্ষমাদংশ (পুং) শিগ্রুবৃক্ষ, সজনে গাছ।

ক্ষমানন্দ বাজপেয়ী, একজন সংস্কৃত কবি, কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ক্ষমাপতি (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

ক্ষমাভুজ্ (পুং) ক্ষমাং ভুনক্তি ক্ষমা-ভুজ্ ক্বিপ্। রাজা।

"সুরবৈরি বক্ষ উরসি ক্ষমাভুজঃ।" (মাঘ)

ক্ষমাবান্ [ৎ] (ত্রি) ক্ষমা বিদ্যতে হস্য ক্ষমা মতুপ মস্য বঃ। ক্ষমাযুক্ত, সহিষ্ণু।

"একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়োনোপপদ্যতে।"
(গরুড় ১১৪ অঃ)

ক্ষমিতব্য (ত্রি) ক্ষমা করিবার যোগ্য।

"যৌ মাসৌ ক্ষমিতব্যৌ মে কালো যস্তে কৃতোময়া"
(রামা° ৫।২৫।৭)

ক্ষমিতা [তৃ] (ত্রি) ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

ক্ষমী [ন্] (ত্রি) ক্ষম-তাচ্ছীল্যে ঘিণুন্ (শমীত্যষ্টাভ্যোঘিণুন্। পা ৩।২।১৪১) ক্ষমাশীল। পর্য্যায়—সহিষ্ণু, সহন, ক্ষন্তা, তিতিক্ষু, ক্ষমিতা, ক্ষম, শক্ত, সহ, প্রভুষ্ণু।

"ক্ষমিণামাশু ভগবাংস্তুষ্যতে হরিরীশ্বরঃ।" (ভাগবত৯।১৫।৪০)

ক্ষম্য (ত্রি) ক্ষমায়াং পৃথিব্যাং ভবঃ ক্ষমা-য। পৃথিবী হইতে উৎপন্ন, পার্থিব।

"অধ্বর্যবো যো দিব্যস্য বস্বো যঃ পার্থিবস্য ক্ষম্যস্য রাজা।"
(ঋক্ ২।১৪।১১) 'ক্ষম্যস্য ক্ষমা ভূমিঃ তত্রত্যং ধনং ক্ষম্যং"(সায়ণ।)

ক্ষয় (পুং) ক্ষি-অচ্। ১ নীতিশাস্ত্রজ্ঞ রাজগণের ত্রিবর্গের অন্তর্গত প্রথমবর্গ, অষ্টবর্গের অপচয়।

কৃষি, হাটবাজার, দুর্গ, সেতু, হস্তিবন্ধন, ধাতুর খনি, কর গ্রহণ ও সৈন্যসংস্থাপন এই সমস্তকে অষ্টবর্গ বলে। ইহার অপচয়ের নাম ক্ষয়। (অমরটীকা—ভরত)

("ক্ষয়ঃ স্থানঞ্চ বৃদ্ধিশ্চ ত্রিবর্গো নীতিবেদিনাম্।" অমর ৩।১।১৩৪)

২ প্রলয়। পর্য্যায়—সম্বর্ত্ত, কল্প, কল্পান্ত। ৩ অপচয়। ৪ গৃহ। ৫ নিবাসস্থান। পাণিনির মতে নিবাসার্থে ক্ষয় শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হয়, অন্য অর্থে হয় না। (ক্ষয়ো নিবাসে। পা ৬।১।২০১) "ততস্তদিন্দ্রক্ষয়সন্নিভং পুরং।" (রামায়ণ ২।৬।২৮) ৬ যক্ষ্মারোগ।

সুশ্রুত বলেন—"ক্রিয়াক্ষয়করত্বাচ্চ ক্ষয় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ" (উত্তরতন্ত্র ৪ অঃ।) এই রোগ সকল ক্রিয়ার ক্ষয় করে বলিয়া ইহাকে ক্ষয়রোগ বলে। পর্য্যায়—যক্ষ্মা, শোষ, রাজযক্ষ্মা, রোগরাজ, গদাগ্রণী, উষ্মা, অতিরোগ, রোগাধীশ ও নৃপরোগ। [যক্ষ্মা দেখ।] ৭ রোগ। (রাজনি°)

৮ ষাট প্রকার বর্ষের অন্তর্গত ষষ্টিতম বর্ষ। ক্ষয়বর্ষে ভয়ানক উপদ্রব ঘটে। ভবিষ্যপুরাণের মতে ক্ষয়বর্ষে

দেশনাশ, দুর্ভিক্ষ, প্রজাক্ষয়; সৌরাষ্ট্র, মালব ও দক্ষিণ কোঙ্কণে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ, কৌমুদী ও নর্ম্মদা প্রভৃতি প্রবাহিত দেশ, যমুনা ও নর্ম্মদার তীরস্থান এবং বিন্ধ্যার নিকটবর্ত্তী সৈন্ধবদেশ একেবারেই বিনষ্ট হয়। সিংহল, মধ্যদেশ ও নিকটবর্ত্তী কালঞ্জরেরও বিনাশ হয়। (১)

৯ তাণ্ড্যব্রাহ্মণোক্ত স্তোত্রসমূহ।

"রশ্মিরসি ক্ষয়ায় ত্বা ক্ষয়ং জিন্ব সবিতৃপ্রসূতা বৃহস্পতয়ে স্তুত।" (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ) 'দেবা যস্মিন্ ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি ইতিস্তোত্রসংজ্ঞঃ ক্ষয়ঃ তস্মৈ ক্ষয়ায় স্তোত্রসংঘায়' (ভাষ্য) ১০ দেবতাসমূহ।

"ক্ষয়ং জিন্ব সবিতৃপ্রসূতা বৃহস্পতয়ে স্তুত" (তাণ্ড্যব্রা°) 'ততঃ ক্ষয়ং দেবসঙ্ঘং জিন্বথ প্রীণয়, ক্ষয়শব্দস্য দেববিষয়ত্বং তৈত্তিরীয়াস্তৃতীয়কাণ্ডোক্তব্রাহ্মণে সমামনন্তি। 'রশ্মিরসি ক্ষয়ায় ত্বা ক্ষয়ং জিন্বেত্যাহ দেবেক্ষয় ইতি।' (ভাষ্য)

১১ জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত একপ্রকার মাস। শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস। যে চান্দ্রমাসে দুইটী রবিসংক্রান্তি হয়, তাহাকে ক্ষয়মাস বলে; কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই তিনমাসেই ক্ষয়মাস হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত অপর মাসে ক্ষয়মাস হয় না।

"অসংক্রান্তিমাসো ঽধিমাসঃ স্ফুটং স্যাদ্
দ্বিসংক্রান্তিমাসঃ ক্ষয়াখ্যঃ কদাচিৎ।
ক্ষয়ঃ কার্ত্তিকাদিত্রয়ে নান্যতঃ স্যাৎ
তদাবর্ষ-মধ্যে ঽধিমাসদ্বয়ঞ্চ॥" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

যে চান্দ্রমাসে রবিসংক্রান্তি হয় না, তাহাকে অধিমাস এবং যে চান্দ্রমাসে দুইটী রবিসংক্রান্তি হয়, তাহাকে ক্ষয়মাস বলে, এই ক্ষয় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, কখন কখন হইয়া থাকে। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসই ক্ষয়মাস হইয়া থাকে। অন্য মাস ক্ষয়মাস হয় না। যে বৎসরে ক্ষয়মাস হয়, সেই বৎসরে ক্ষয়মাসের পূর্ব্ব তিনমাসের মধ্যে একটী এবং পরবর্ত্তী তিনমাসের মধ্যে আর একটী, এই দুইটী অধিমাস হইয়া থাকে।

টীকাকার এই বিষয়ে এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, চান্দ্রমাসের মান ২৯ দিন ২৬ দণ্ড ও ৫০ পল, এবং সৌরমাসের পরিমাণ ৩০ দিন ২৬ দণ্ড ও ১৭ পল। রবি মধ্যগতি অনুসারে ৩০।২৬।১৭ পলে এক এক রাশি গমন করেন। রবির গতি যখন ৬১ কলা হয়, তখন ২৯ দিন ৩০ দণ্ডে একরাশি গমন করে। সেই সময়ে চান্দ্রমাস হইতে সৌরমাস অল্প হয়, অতএব একটী চান্দ্রমাসে দুইটী রবি সংক্রান্তি হইতে পারে। সূর্য্যের ৬১ কলাগতি অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিনমাসেই হইয়া থাকে, অতএব ঐ তিন মাস ভিন্ন অপর মাস ক্ষয়মাস হয় না। (প্রমিতাক্ষরা) সিদ্ধান্তশিরোমণিতে লিখিত আছে যে ৯৭৪ শকাব্দে ক্ষয় মাস হইয়াছিল, তৎপরে ১১১৫, ১২৫৬, ও ১৩৭৮ শকাব্দে আর তিনটী ক্ষয়মাস হয়, অতএব ১৪১ বৎসর বা ১৯ বৎসর অন্তর ক্ষয়মাস হইয়া থাকে। (২) কোন কোন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার এই মাসটীকে অংহস্পতি নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

"যস্মিন্ মাসে ন সংক্রান্তিঃ সংক্রান্তিদ্বয়মেব বা।
সংসর্পাংহস্পতীমাসাবধিমাসশ্চ নিন্দিতঃ॥"
(বার্হস্পত্যজ্যোতিঃ)

ক্ষয়মাসে ও মলমাসে সকল শুভকার্য্য নিষিদ্ধ। "তত্র তে ত্রয়োঽপি জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধা বিবাহাদৌ নিন্দিতাঃ"
(কালমাধবীয়)

মুহূর্ত্তচিন্তামণির মতে—গৃহপ্রবেশ, গোদান, মহোৎসব প্রভৃতি সকল মঙ্গলকার্য্যই ক্ষয়মাসে নিষিদ্ধ। [মলমাস দেখ।] ১০ নাশ।

"কালোঽস্মিল্লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃত্তঃ" (গীতা)

ক্ষয়কর (ত্রি) ক্ষয়ং করোতি ক্ষয়-কৃ অচ্। নাশকারী, নাশক। "ক্রিয়াক্ষয়করত্বাচ্চ ক্ষয় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ" (সুশ্রুত উত্তর ৪ অঃ)

ক্ষয়কাস (পুং) কাসরোগবিশেষ, ক্ষয়জ কাসরোগ। [কাশ দেখ।]

ক্ষয়কৃৎ (ত্রি) ক্ষয়ং করোতি ক্ষয়-কৃ-ক্বিপ্। ক্ষয়কারক।

ক্ষয়ঙ্কর (ত্রি) ক্ষয়ং করোতি ক্ষয়-কৃ-খ। ক্ষয়কারক, নাশক, শত্রু। "শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করঃ" (ভারত আদি) স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া ক্ষয়ঙ্করী শব্দ হয়।

ক্ষয়কেশরী [ন্] (পুং) ক্ষয়রোগের একটী ঔষধ, ইহার প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, জায়ফল ও লবঙ্গ, ইহার চূর্ণ প্রত্যেক একভাগ এবং লৌহ, পারদ, ও সিন্দূর প্রত্যেক তিনভাগ

(১) "মেদিনী লভতে দেবী সর্ব্বভূতং চরাচরম্।
দেশভঙ্গঞ্চ দুর্ভিক্ষং ক্ষয়ে সংক্ষীয়তে প্রজা।
সৌরাষ্ট্রে মালবে দেশে দক্ষিণে কোঙ্কণে তথা।
দুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং ক্ষয়ে সংবৎসরে প্রিয়ে।
কৌমুদী নর্ম্মদাদ্যাশ্চ যমুনা নর্ম্মদাতটম্।
বিন্ধ্যায়াং সৈন্ধবশ্চাপি বিনশ্যতি ন সংশয়।
সিংহলো মধ্যদেশশ্চ কালঞ্জরস্তথৈবচ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

(২) "গতোঽব্দ্যাত্রিনন্দৈ র্মিতে শাককালে
তিথীশৈর্ভবিষ্যত্যথাঙ্গাক্ষসূর্য্যৈঃ।
গজাদ্র্যগ্নিভূমিস্তথা প্রায়শোঽয়ং
কুবেদেন্দুবর্ষৈঃ ক্বচিদ্ গোকুভিশ্চ।" (সিদ্ধান্তশি°)

লইয়া ভাল করিয়া মিশাইবে। ইহাকে ক্ষয়কেশরী বলে মধু অনুপানে সেবন করিলে ক্ষয়রোগের প্রতীকার হয়।
(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

ক্ষয়জ (পুং) ক্ষয়াৎ জায়তে ক্ষয় জন-ড। একপ্রকার কাশ-রোগ, ক্ষয়কাশ। [কাশ দেখ।]

ক্ষয়ণ (ত্রি) ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি আপো যত্র ক্ষি অধিকরণে ল্যুট্। ১ স্থিরজলপ্রদেশ, যে স্থানে জল স্থির হইয়া থাকে। "নমঃ কিংশিলায় ক্ষয়ণায় চ নমঃ" (বাজসনেয়সং ১৬।৪৩) 'ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি আপো যত্র স ক্ষয়ণঃ স্থিরজলপ্রদেশঃ' (মহীধর)

ক্ষয়তরু (পুং) ক্ষয়স্য তরুঃ তাদর্থ্যে ৬তৎ। স্থালীবৃক্ষ, হিন্দীভাষায় বেলিয়া-পিপর বলে। পর্য্যায়—নন্দীবৃক্ষ, অশ্বথ-ভেদ, প্ররোহ, গজপাদপ, ক্ষীরী। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব ১)

ক্ষয়থু (পুং) ক্ষি-অথুচ্। কাসরোগ।

ক্ষয়নাশী [ন্] (ত্রি) ক্ষয়রোগনাশক।

ক্ষয়নাশিনী (স্ত্রী) জীবন্তীবৃক্ষ। (শব্দমালা)

ক্ষয়পক্ষ (পুং) কৃষ্ণপক্ষ।

ক্ষয়মাস (পুং) চান্দ্রমাসবিশেষ, যে চান্দ্রমাসে দুইটী রবি-সংক্রান্তি হয়, তাহাকে ক্ষয়মাস বলে। [ক্ষয় দেখ।]

ক্ষয়রোগ (পুং) যক্ষ্মারোগ। [যক্ষ্মা দেখ।]

ক্ষয়রোগী [ন্] (ত্রি) ক্ষয়রোগোঽস্যাস্তি ক্ষয়রোগ ইনি। যাহার ক্ষয়রোগ হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে ব্রহ্মহত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নরকভোগের পর তাহার চিহ্নস্বরূপ ক্ষয়রোগ জন্মে। "ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ।"

শাতাতপ লিখিয়াছেন—

"রাজহা ক্ষয়রোগী স্যাদেষা তস্য চ নিষ্কৃতিঃ।
গোভূহিরণ্যমিষ্টান্নজলবস্ত্রপ্রদানতঃ॥
ঘৃতধেনুপ্রদানেন তিলধেনুপ্রদানতঃ।
ইত্যাদিনা ক্রমেণৈব ক্ষয়রোগঃ প্রশাম্যতি॥"

রাজহত্যা করিলে নরকভোগের পর ক্ষয়রোগ জন্মে, গো, ভূমি, সুবর্ণ, মিষ্টান্ন, জল, বস্ত্র, ঘৃতধেনু ও তিলধেনু ব্রাহ্মণকে দান করিলে ক্রমে ক্ষয়রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে।

ক্ষয়বায়ু (পুং) প্রলয়কালের বায়ু।

"যুগ্মানচেতন্ ক্ষয়বায়ুকল্পান্" (ভট্টি)

ক্ষয়ান্তকলৌহ (পুং, ক্লী) ক্ষয়রোগের একপ্রকার ঔষধ। জারিতলৌহ এবং তাহার সমান পরিমাণ রাস্না, তালীশপত্র, কর্পূর, ইন্দুরকানী, শিলাজতু ও ত্রিকটু ভাল করিয়া মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম ক্ষয়ান্তকলৌহ, ক্ষয়রোগে সেবনীয়।
(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

ক্ষয়িত (ত্রি) বিনষ্ট, যাহার ক্ষয় হইয়াছে।

ক্ষয়িত্ব (ক্লী) ক্ষয়িণো ভাবঃ ক্ষয়িন্ ত্ব। ক্ষয়ীর ধর্ম্ম, ক্ষয়, নাশ।

ক্ষয়িষ্ণু (ত্রি) ক্ষি-বাহুলকাৎ ইষ্ণুচ্। ক্ষয়শীল, ক্রমে ক্ষয় হওয়াই যাহার স্বভাব।

"বিষমধিয়া রচিতো যঃ সহবিশুদ্ধঃ ক্ষয়িষ্ণুরধর্ম্মবহুলঃ।"
(ভাগবত ৬।১৬।৪১)

ক্ষয়ী [ন্] (ত্রি) ক্ষয়ো রাজযক্ষ্মা ঽস্ত্যস্য ক্ষয়-ইনি। ১ রাজ-যক্ষ্মারোগযুক্ত। (পুং) ২ চন্দ্র। দক্ষশাপে চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা-রোগ উৎপন্ন হয়, তদবধি চন্দ্রের ক্ষয়ী নাম হইয়াছে। [কৃত্তিকা দেখ।] (ত্রি) ক্ষি-তাচ্ছীল্যে গিনি। ৩ ক্ষয়শীল।

"স তু তৎসমবৃদ্ধিশ্চ ন চাভূৎ তাবিব ক্ষয়ী।" (রঘু ১৭।৭১)

ক্ষয্য (ত্রি) ক্ষেতুং শক্যং ক্ষি-যৎ-নিপাতনে সাধুঃ (ক্ষয্যজয্যৌ শক্যার্থে। পা ৬।১।৮১) ক্ষয়ণীয়, ক্ষয়যোগ্য, যাহার ক্ষয় করা যাইতে পারে।

ক্ষর (ক্লী) ক্ষরতি ক্ষর-অচ্। ১ জল। (পুং) ২ মেঘ। (ত্রি) ৩ চল, যাহারা একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে। (পুং) ৪ জীবাত্মা। জীবাত্মার উপাধি অন্তঃকরণের গমনা-গমনে তাঁহারও গমনাগমন হয়, এই কারণে জীবাত্মাকে ক্ষর বলে। শ্রীধরস্বামীর মতে পরমাত্মার অতিরিক্ত সমস্ত পদার্থ-ই ক্ষর, যাহার বিনাশ বা পরিণাম আছে, তাহাকেই ক্ষর বলে।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌলোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।" (গীতা ১৫ ১৭।)
'তত্র ক্ষরঃ পুরুষোনাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরী-রাণি অবিবেকিলোকস্য শরীরেষেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ' (শ্রীধর)

জীবাত্মা এক শরীর পরিত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ করেন বলিয়াও তাহাকে ক্ষর বলিয়া উল্লেখ করা হয়। [জীব দেখ।] ৫ দেহ। (ক্লী) ৬ অজ্ঞান।

"ক্ষরং ত্ববিদ্যাহ্যমৃতং তু বিদ্যা" (শ্বেতাশ্বতর উপ°)

৭ পরমেশ্বর। "সদসৎ ক্ষরমক্ষরম্" (বিষ্ণুস°) ৮ কার্য্য বা কারণ। "কার্য্যকারণরূপন্তু নশ্বরং ক্ষরমুচ্যতে।" (বাচস্পত্য)

ক্ষরজ (ক্ষরেজ) (ত্রি) ক্ষরে জায়তে ক্ষর জন-ড বিকল্পে অলুক্ সমাসঃ (বিভাষা বর্ষক্ষরশরবরাৎ। পা ৬।৩।১৬।) মেঘজ, যাহা মেঘে জন্মে।

ক্ষরণ (ক্লী) ক্ষর ভাবে ল্যুট্। ১ মোচন। ২ স্রবণ, স্রাব।

"বর্ত্ততে স্ম স কথঞ্চিদালিখন্নঙ্গুলী ক্ষরণসন্নবর্ত্তিকা।"

(রঘু ১৯।১৯) (ত্রি) ক্ষর কর্ত্তরি-ল্যু। ৩ ক্ষরণশীল।

ক্ষরপত্রা (স্ত্রী) দ্রোণপুষ্পী।

ক্ষরিত (ত্রি) ১ যাহা বাহিয়া পড়িতেছে বা পড়িয়াছে। ২ নিঃসৃত। ৩ চোঁয়ান।

ক্ষরী [ন্] (পুং) ক্ষরঃ ক্ষরণমস্ত্যস্মিন্ কালে ক্ষর-ইনি। ১ বর্ষাকাল। (হেম) (ত্রি) ২ ক্ষরণবিশিষ্ট।

ক্ষল (ত্রি) ক্ষল-অচ্। ১ যে শোধন করে, শোধনকারী। ২ চল, যে চলিতে পারে।

ক্ষব (পুং) ক্ষু-অপ্। ১ ক্ষুত, হাঁচি। ২ রাজিকা, রাইসর্ষে। ৪ কাসি। (শব্দরত্নাবলী)। ৫ রাজিকাভেদ। পর্য্যায়—ক্ষুধাভিজনন, চপল, দীর্ঘশিম্বিক, সুকুমার, বৃত্তবীজ, মধুর, ক্ষবক। ইহার গুণ—কষায়, মধুর, শীতল; কফ পিত্ত ও শ্রমবিনাশক; বৃষ্য, রুচিকর ও পুষ্টিকর।

[রাইসরিষা দেখ।]

ক্ষবক (পুং) ক্ষু-অপ্-স্বার্থে কন্। ১ অপামার্গ, আপাং গাছ। ২ রাজিকা, রাইসরিষা। ৩ রাজিকাবিশেষ, ক্ষব। ৪ ভূতাঙ্কুশ।

"ক্ষবক-সরসি-ভার্গী কামুকা কাকমাচী
কুলহলবিষমুষ্টী ভূস্তৃণো ভূতকেশী॥" (বাভট সূত্রস্থান ১৫ অঃ)

ক্ষবকৃৎ (পুং) ক্ষবং করোতি ক্ষব-কৃ-ক্বিপ্। ক্ষুপবিশেষ, ছিকনী। (ভাবপ্রকাশ)

ক্ষবথু (পুং) ক্ষু-অথুচ (টিতোঽথুচ্। পা ৩।৩।৮৯) ১ কাসি। ২ ক্ষুৎ, হাঁচি, নাসাগত একত্রিশ প্রকার রোগের অন্তর্গত একপ্রকার রোগ। সুশ্রুতের মতে নাসারন্ধ্রে মর্ম্মস্থান দূষিত হইলে নাসারন্ধ্র হইতে কফযুক্ত বায়ু শব্দের সহিত নির্গত হয়, তাহাকে ক্ষবথু বলে। তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন প্রয়োগ, কটু দ্রব্যের অতিশয় আঘ্রাণ, সূর্য্যের নিরীক্ষণ অথবা সূত্রাদি দ্বারা তরুণাস্থি নামক মর্ম্মস্থানের উদ্‌ঘাটন করিলে ক্ষবথু (হাঁচি) হয়। (সুশ্রুত উত্তর ২২ অঃ)

ইহার চিকিৎসা—শিরোবিরেচনীয় দ্রব্যের গুঁড়া নল দ্বারা প্রয়োগ করিলে ক্ষবথুরোগ ভাল হয়। (সুশ্রুত উত্তর ২৩অঃ)

হাঁচি আসিলে না হাঁচিয়া তাহার বেগ ধারণ করিলে মস্তক, চক্ষু, নাসিকা ও কর্ণে রোগ জন্মে।

"ভবন্তি গাঢ়ং ক্ষবথোর্বিধাতাচ্ছিরোঽক্ষিনাসাশ্রবণেষু রোগাঃ।" (সুশ্রুত উত্তর ৫৫ অঃ)

ক্ষবপত্রা (স্ত্রী) ক্ষব হেতুঃ পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। দ্রোণপুষ্পী, ইহার পত্রের ঘ্রাণ লইলে হাঁচি হয় বলিয়া ক্ষবপত্রা নাম হইয়াছে। (রাজনি॰) কোন কোন স্থলে "ক্ষরপত্রা" এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষবপত্রী (স্ত্রী) দ্রোণপুষ্পী, ঘলঘসে।

ক্ষবিকা (স্ত্রী) ক্ষবঃ ক্ষুতং সাধ্যতয়া অস্ত্যস্য ক্ষব-ঠন্-টাপ্। বৃহতীবিশেষ। পর্য্যায়—সর্পতনু, পীততণ্ডুলা, পুত্রপ্রদা, বহুফলা ও গোধিনী। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, অপর গুণ বৃহতীর সমান। (রাজনি॰) [বৃহতী দেখ।]

ক্ষা (ত্রি) ক্ষি-ণিচ্-ক্বিপ্-যলোপে সাধুঃ যদ্বা ক্ষৈ-ক্বিপ্ ক্বিপো লোপঃ ঐকারস্য আকারঃ (আদেচ উপদেশেঽশিতি। পা ৬।১।৪৫) ১ স্থাপয়িতা, যিনি অপরকে স্থাপন করেন।

"নূচ পুরা চ সদনং রয়ীণাং জাতস্য চ জায়মানস্য চ ক্ষাম্॥"
(ঋক্ ১।৯৬।৭)

'ক্ষাং নিবাসয়িতারং' সায়ণ। (স্ত্রী) ক্ষয়ন্ত্যত্র ক্ষি বাহুলকাৎ অড্‌টাপ্। ২ পৃথিবী।

"স আ যজস্ব নৃবতীরনু ক্ষাঃ স্পার্হা ইষঃ ক্ষুমতী বিশ্বজন্যাঃ।"
ঋক্ ১০।২।৬।

'ক্ষয়ন্ত্যত্রেতি ক্ষা ভূমিঃ।' সায়ণ।

ক্ষাতি (স্ত্রী) ক্ষীয়ন্তে দহ্যন্তেঽস্যামোষধি-বনস্পতয়ঃ ক্ষা-অধিকরণে ক্তিন্। ১ জ্বালা, অগ্নির শিখা।

"শূরস্যেব প্রসিতিঃ ক্ষাতিরগ্নে র্দুর্বর্ত্তু ভীমোদয়তে বনানি॥"
(ঋক্ ৬।৬।৫)

'ক্ষাতি র্জ্বালা' সায়ণ। ২ দহনমার্গ। (নিরুক্ত টী॰ দুর্গ।)

ক্ষাত্র (ক্লী) ক্ষত্রস্য কর্ম্ম ভাবো-বা ক্ষত্র-অণ্। ১ ক্ষত্রিয়কর্ম্ম; শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ও ঐশ্বর্য্য, ইহাদিগকে ক্ষাত্রকর্ম্ম বলে।

"শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্। (গীতা)

কোন কোন পুস্তকে "ক্ষাত্রং" স্থলে ক্ষত্রং পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। ২ ক্ষত্রিয়ত্ব। ক্ষত্তৄণাং সমূহঃ ক্ষত্তৃ-অণ্। ৩ ক্ষত্রিয়সমূহ।

"শতং ক্ষাত্রসংগৃহিতানাং পুত্রাঃ।" (শত॰ ব্রা॰ ১৩।৪।২।৫।)

'ক্ষত্তারঃ কোষাধ্যক্ষাঃ তেষাং সমূহঃ ক্ষাত্রং।' (ভাষ্য)

(ত্রি) ক্ষত্রস্য ইদং ক্ষত্র-অণ্। ৪ ক্ষত্রিয়সম্বন্ধী।

"আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রোধর্ম্মইবাশ্রিতঃ।" (রঘু ১ অঃ)

স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া ক্ষাত্রী শব্দ হয়।

ক্ষাত্রবিদ্য (ত্রি) ক্ষত্রবিদ্যাং বেত্তি অধীতে বা ক্ষত্রবিদ্যা অণ্। যে ক্ষত্রিয় বিদ্যা জানে, যে ক্ষত্রিয় বিদ্যা অধ্যয়ন করে। (পা ৪।২।৬১ বার্ত্তিক)

ক্ষাত্রি (পুং) ক্ষত্রস্য অপত্যং ক্ষত্র-ঘ (ক্ষত্রাদ্ ঘঃ। পা ৪।১।১৩৮) ক্ষত্রিয়ের পুত্র কোন এক ব্যক্তি। *। জাতি বুঝাইলে ক্ষত্রিয় শব্দ হয়, জাতি না বুঝাইলে ক্ষাত্রি হয়। (সি॰ কৌ॰।)

ক্ষান্ত (ত্রি) ক্ষম-কর্ত্তরি-ক্ত। ১ সহিষ্ণু। পর্য্যায়—সোঢ়, ক্ষমান্বিত, তিতিক্ষিত।

"নির্বৈরো নির্বৃতঃ ক্ষান্তো নির্মম্যুঃ কৃতিরেব চ।" (হরি ২১।২১)

২ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সপ্তব্যাধের অন্তর্গত একটী। ইহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিল এবং গর্গ মুনির নিকট অধ্যয়ন করিত।

মুনি ইহাদিগকে গোরক্ষায় নিযুক্ত করেন। পরিশেষে ইহারা সকল গোরু মারিয়া ফেলে। মুনি জানিতে পারিয়া ইহাদিগকে শাপ দেন, সেই শাপে ইহারা দশার্ণদেশে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। (হরিবংশ ২১ অঃ।) (পুং) ৩ একজন ঋষির নাম। *। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় হইয়া ক্ষান্তা শব্দ হয়। ক্ষান্তা শব্দ পরে থাকিলে কর্ম্মধারয় সমাসে পূর্ব্বপদের পুংবদ্ভাব হয় না। যথা পরমা ক্ষান্তা।

ক্ষান্তায়ন (পুং) ক্ষান্তস্য ঋষেরপত্যং ক্ষান্ত-ফঞ্ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ১ ক্ষান্তনামক ঋষির পুত্র। ২ তদ্বংশীয়।

ক্ষান্তায়নী (স্ত্রী) ক্ষান্তস্য অপত্যং স্ত্রী ক্ষান্ত-ফঞ্-ঙীপ্। ১ ক্ষান্ত নামক ঋষির কন্যা। ২ তদ্বংশীয়া স্ত্রী।

ক্ষান্তি (স্ত্রী) ক্ষম-ভাবে ক্তিন্। ক্ষমা, সামর্থ্য থাকিতেও অপকারীর কোনরূপ অপকার করিতে ইচ্ছা না করা। পর্য্যায়—তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা।

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।" (গীতা ১৮।৪২)

বৌদ্ধদের শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার ক্ষান্তিপারমিতার বিষয়াদি বর্ণিত আছে।

ক্ষান্তিপারমিতা (স্ত্রী) সহিষ্ণুতা।

ক্ষান্তিমান্ [ৎ] (ত্রি) ক্ষান্তিরস্ত্যস্য ক্ষান্তি-মতুপ্। ক্ষমাবিশিষ্ট, ক্ষান্তিযুক্ত।

"কৃতজ্ঞঃ ক্ষান্তিমান্ ভ্রাতৃমন্ত্রী ভক্তঃস্বযোজ্মিতঃ।"
(রাজতরঙ্গিণী ৫।৫)

ক্ষান্তিবাদী [ন্] (পুং) ক্ষান্তিং বদিতুং শীলমস্য ক্ষান্তি-বদ-ণিনি। একজন মুনির নাম।

ক্ষান্তীয় (ত্রি) ক্ষান্ত-চাতুরর্থিক ছ (উৎকিরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।৯০) ক্ষান্ত নামক ঋষির নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

ক্ষান্তু (ত্রি) ক্ষম্-তুন্ বৃদ্ধিশ্চ (ক্রমিগমি ক্ষমিভ্যস্তুন্ বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ১।৪৩) ১ ক্ষমাশীল। (উণাদিকোষ) (পুং) ২ পিতা।

ক্ষাম (ত্রি) ক্ষৈ-কর্ত্তরি ক্ত, তকারস্য স্থানে মকারঃ। (ক্ষায়োমঃ পা ৮।২।৫৩) ১ কৃশ, ক্ষীণ। ২ দুর্ব্বল।

"নাতিক্ষামং ভগবতঃ স্নিগ্ধাপাঙ্গবিলোকনাৎ।"
(ভাগবত ৩।২১।৪৬)

(পুং) ৩ বিষ্ণু।

"নক্ষত্রনেমি নক্ষত্রী ক্ষমঃ ক্ষামঃ সমীহনঃ। (বিষ্ণুসহস্রনাম)

(ক্লী) ৪ ক্ষয়।

ক্ষামবতী (স্ত্রী) ক্ষামং দোষক্ষয়ঃ অস্ত্যস্যাঃ ক্ষাম-মতুপ্ মস্য ব ততো ঙীপ্। যাগবিশেষ। ক্ষামবতী ইষ্টি করিলে অনেক দোষ একেবারে বিনষ্ট হয়।

"ক্ষামবত্যাদিনা যদ্বৎ কর্ম্মণা পূতনাপত্তেঃ।
দৈবদোষাদকরণে জাতে দোষকদম্বকে।
হোমেনৈকেন দোষানাং সর্ব্বেষাং ক্ষয়মাদিশেৎ।" (ভবিষ্যপু°)

ক্ষামবান্ [ত্] (পুং) ক্ষামং দোষক্ষয়ঃ অস্ত্যস্য ক্ষাম-মতুপ্ মস্য বঃ। অগ্নিবিশেষ। "গৃহদাহেঽগ্নয়ে ক্ষামবতে পুরোডাশঃ।"
(কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।৪।৩৬)

ক্ষামবর্দ্ধন (ত্রি) ক্ষামং দুর্ব্বলতাং বর্দ্ধয়তি ক্ষাম-বৃধ-ণিচ্-ল্যু। যাহাতে দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি করে।

ক্ষামা [ন্] (ত্রি) ক্ষৈ-মনিন্। ১ ক্ষয়শীল। (ক্লী) ২ নিবাস।

"তেন ইন্দ্রঃ পৃথিবী-ক্ষামবর্দ্ধনে।" (ঋক্ ৬।৫১।১১) 'ক্ষামা নিবাসভূমিঃ।' সায়ণ।

ক্ষামাস্য (ক্লী) ক্ষামস্য ক্ষয়স্য আস্যং স্থানং ৬তৎ। কুপথ্য।

'অপথ্যমহিতং রোগ্যং ক্ষামাস্যং পরিকীর্ত্তিতম্।' (শব্দচন্দ্রিকা)

কোন পুস্তকে 'ক্ষমাস্য' এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

ক্ষামী [ন্] (ত্রি) ক্ষামোঽস্ত্যস্তি-ক্ষাম-ইনি। ক্ষামযুক্ত।

ক্ষাম্য (ত্রি) ক্ষমার যোগ্য, যে বিষয়ে ক্ষমা করা উচিত।

"অপরাধ শতং ক্ষাম্যং"। (ভারত, সভা)

ক্ষার (ত্রি) ক্ষর-ণ (জ্বলিতি কসন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩।১।১৪০) ১ ক্ষরণশীল। (পুং) ২ লবণরস।

"তাতস্য কূপোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ
ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি॥" (পঞ্চতন্ত্র ১।৩১৫)

ইহার গুণ—ক্লেদজনক, মুখে স্বাদু, উষ্ণ, বিদাহী, শূল, শেষ্মা, অরুচি, তৃষ্ণা ও মূত্রবর্দ্ধক, শোষকারী, মূত্রপুরীষরোধক, আনাহরোগজনক, অগ্নিবৃদ্ধিকর। (হারীত ১৬ অঃ।) ৩ ধূর্ত্ত। ৪ লবণ।

"দুঃখে মে দুঃখমকরোদ্‌ব্রণে ক্ষারমিবাদদাঃ।
রাজানং প্রেতভাবস্থং কৃত্বা রামঞ্চ তাপসম্॥" (রামা° ২।৭৩।৩)

৫ কাচ। ৬ ভস্ম। ৭ গুড়। ৮ চক্র। ৯ টঙ্কণ, সোহাগা। ইহার গুণ ধাতুকদ্রাবক। ইহাদ্বারা ধাতুদ্রব্য গালাইতে পারা যায়। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব ১ ভাগ।) ১০ সর্জ্জিক্ষার, সাজীমাটী। (ক্লী) ১১ বিড়্লবণ। ১২ যবক্ষার, সোরা। (ত্রিকাণ্ডশেষ।) ১৩ চক্রদত্তোক্ত একপ্রকার ঔষধ। চক্রদত্তে ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—শুভদিনে ও শুভনক্ষত্রে কতকগুলি ঘণ্টাপারুল বা ঘণ্টাপাটলী আনিয়া পোড়াইবে, ঘণ্টাপারুল ভাল করিয়া ভস্ম হইলে তাহা হইতে ৮ সের ভস্ম লইয়া ৩২ সের জলে জাল দিবে। ৮ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইবে। পরে উহাতে ৩২ তোলা শঙ্খচূর্ণ মিশাইয়া পুনর্ব্বার জালে চড়াইবে। অল্প আগুণে অল্প অল্প জাল দিয়া যখন দেখিবে যে উহা ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন

সাজিমাটী, সোরা, শুণ্ঠী, মরিচ, পিপ্পলী, বচ, আতইচ, হিঙ্গু ও চিতা ইহাদের আটভাগ চূর্ণ দিবে। হাতা দিয়া ভাল রূপে আলোড়িত করিবে, পরে নামাইয়া লৌহনির্ম্মিত ঘটে রাখিয়া দিবে। ইহাকে ক্ষার বলে। (চক্রদত্ত)

(Alkali) একপ্রকার জান্তব ও উদ্ভিদজ পদার্থ হইতে উৎপন্ন দ্রব্য। সাধারণকে প্রস্তরখণ্ড অথবা উদ্ভিদাদি হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ময়লা পরিষ্কার করিতে ক্ষারবিশেষ প্রয়োজন। কদলিবৃক্ষের ত্বক্ পোড়াইয়া যে ক্ষার উৎপন্ন হয়, তাহাতে এদেশের দরিদ্র লোকে আপনাদের বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া থাকে। ক্ষারের মধ্যে এদেশে সাজিমাটীই প্রধান। আমাদের ধোপাগণ অধিকাংশ ইহা ব্যবহার করে বলিয়া ইংরাজেরা ইহাকে ধোপারমাটী বলিয়া থাকেন। বিলাতি সোডাতে অধিকাংশ ক্ষার আছে। [সাজিমাটী দেখ]

কদপা, মসলিপত্তন ও নেল্লূর জেলায় ক্ষার অধিক জন্মিয়া থাকে। বেল্লারি ও হায়দ্রাবাদে নাইট্রেট অব সোডা পাওয়া যায়। মিউরেয়েট বা খনিজ লবণ এই জাতীয়। ইহা কদপা, মহিসুর, বেল্লারি, হায়দ্রাবাদ, গণ্টূর ও নেল্লূর জেলায় পাওয়া যায়। ইহার আরও কএকটী প্রকার ভেদ আছে, যথা—ডালা, নিমকডালা, খাপুল, পাপড়ি, মৃদ্খার, ভুক্তি ইত্যাদি। [ক্ষারপাক দেখ।]

ক্ষারক (পুং) ক্ষরতীতি ক্ষর্ ণ্বুল্। ১ অচির জাতফল, চলিত কথায় জালি বলে। ইহার পর্য্যায়—জালক। ২ পাখীর খাঁচা। ৩ মাছের খালুই। ৪ রজক। ক্ষার-স্বার্থে কন্। ৫ ক্ষার।

"তন্মালতী ক্ষারকসৈন্ধবাযুতং
সদাঞ্জনং স্যাৎ তিমিরে হ্যথ রাগিণি॥" (সুশ্রুত, উত্তর-১৭ অঃ)

ক্ষারকর্দ্দম (পুং) একটী নরক।

"কিঞ্চ ক্ষারকর্দ্দমো রক্ষোগণভোজনঃ।" (ভাগবত ৫।২৬।৭)

ক্ষারকৃত্য (ত্রি) ক্ষারপ্রয়োগে যাহাদের চিকিৎসা করা যাইতে পারে। "অথনৈতে ক্ষারকৃত্যাঃ" (সুশ্রুত সূত্র ১১ অঃ)

ক্ষারগুড় (পুং) ক্ষারেণ পক্বো গুড়ঃ মধ্যপদলো°। ক্ষারপক্ব গুড়বিশেষ। চক্রদত্তে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—পঞ্চমূল, ত্রিফলা, আকন্দমূল, শতাবরী, দন্তী, চিতা, অপরাজিতা, রাস্না, আকনাদি, গুলঞ্চ, ও শঠী ইহাদের প্রত্যেক ৮০ তোলা পরিমাণ লইয়া মিশ্রিত করিয়া ভস্ম করিবে। ২১ বার পোড়াইয়া ভস্ম করিতে হয়। পরে ঐ ভস্ম ৩২ সের জলের সহিত মিশাইয়া জাল দিবে। এক-চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ১২॥০ সের গুড় দিবে। মৃদু আগুণে জাল দিয়া যখন দেখিবে, গুড় সিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহাতে বিছুটী, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, সোরা ও বচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪০ তোলা পৃথক্‌রূপে এবং হরীতকী, ত্রিকটু, সাজিমাটী, চিতা, বচ, হিঙ্গু ও অম্লবেতস্ ইহাদের প্রত্যেকে চূর্ণ ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দিবে। পরে নামাইয়া বড়ী করিবে। একটী রুদ্রাক্ষের সমান এক একটী বড়ী করিতে হয়। ইহাকে ক্ষারগুড় বলে।

ইহার গুণ—অজীর্ণনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক; পাণ্ডু, প্লীহা, অর্শঃ, শোথ, কফ, কাস ও অরুচিনাশক। যাহার অগ্নি মন্দ বা বিষম এবং কণ্ঠে বা বক্ষঃস্থলে কফের আধিক্য টের পাওয়া যায়, তাহাকে ক্ষারগুড় সেবন করাইবে না, করাইলে কুষ্ঠ, প্রমেহ বা গুল্মরোগ জন্মে। (চক্রদত্ত)

ক্ষারগুড়িকা (স্ত্রী) একটী ঔষধ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ—সাজিক্ষার, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সামুদ্রলবণ, সৌবর্চ্চলবণ, উদ্ভিদ্‌লবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কাস্ত, বজ্র, কাঞ্জি, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, মুথা, যমানী, দেবদারু, বেল, ইন্দ্রযব, চিতা, আকনাদি, যষ্টিমধু, আতইচ্, পলাশ ও হিঙ্গু ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। ৩২ সের মূলা ও শুঁঠভস্ম আটগুণ জলে জাল দিয়া ক্ষারজল গ্রহণ করিবে। ঐ জলে সকল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জাল দিবে, ঘন হইয়া আসিলে নামাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে প্লীহোদর, শ্বিত্র, হলীমক, অর্শ, পাণ্ডু, আময়, অরুচি, শোথ, বিসূচিকা, গুল্ম, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ বিনাশ হয়।

ক্ষারণা (স্ত্রী) আক্ষারণা, মৈথুনের প্রতি আক্রোশ।

ক্ষারতৈল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত একপ্রকার তৈল। চক্রদত্তে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—নারিকেল, মূলা ও শুঁঠের ক্ষার, হিঙ্গু, মুথা, শতপুষ্প, বচ, ঘণ্টাপারুল, দেবদারু, সজনে, রসাঞ্জন, সৌবর্চ্চলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটী, উদ্ভিদ্ লবণ, ভূর্জ্জপত্র, ভদ্রমুস্ত, বিট্‌লবণ, চারিগুণ মধু শুক্ত, ছোলঙ্গ নেবুর রস, কদলীরস, এই সমস্ত দ্বারা তৈল পাক করিবে। ইহাকে ক্ষারতৈল বলে। ইহা সেবনে বধিরতা, কর্ণনাদ, পূয়-ক্ষরণ ও দারণ রোগের প্রতীকার হয়। এই তৈল কর্ণে পূরিয়া রাখিলে কাণের সকল রকম পোকা বিনষ্ট হয়। (চক্রদত্ত)

ক্ষারত্রয় (ক্লী) ক্ষারণাং ত্রয়ং ৬তৎ। ত্রিবিধ ক্ষার।

"সার্জিকঞ্চ যবক্ষারং টঙ্কণক্ষার এব চ।
ক্ষারত্রয়ঞ্চ ত্রিক্ষারং ক্ষারত্রিতয়মেব চ॥" (রাজনি°)

সাজিমাটী, সোরা ও সোহাগা এই তিনটীর নাম ক্ষারত্রয়, ত্রিক্ষার বা ক্ষারত্রিতয়।

ক্ষারত্রিতয় (ক্লী) [ক্ষারত্রয় দেখ।]

ক্ষারদলা (স্ত্রী) ক্ষারোদলেষু পত্রেষু যস্যাঃ বহুব্রী। চিল্লী-শাক, ছোট যেতুরা।

ক্ষারদশক (ক্লী) ক্ষারাণাং দশকং ৬তৎ। দশবিধ ক্ষার।

"শিগ্রুমূলকপলাশচুক্রিকা চিত্রকাদ্রকসনিম্বসম্ভবৈঃ।
ইক্ষুশৈখরিকমোচিকোদ্ভবৈঃ ক্ষারপূর্ব্বদশকং প্রকীর্ত্তিতম্"
(রাজনির্ঘণ্ট)

সজনে, মূলা, পলাশ, চুক্রিকা, চিতা, আদা, নিম, ইক্ষু, অপামার্গ ও মোচা ইহাদিগকে পোড়াইয়া যে ক্ষার হয়, তাহাকে ক্ষারদশক বলে।

ক্ষারদেশ (পুং) ক্ষারপ্রধানো দেশঃ ক্ষারদেশঃ মধ্যলো°। ক্ষারপ্রধান দেশ।

"জীবনং জীবনং হন্তি প্রাণান্ হন্তি সমীরণঃ।
কিমাশ্চর্য্যংক্ষারদেশে প্রাণদা যমদূতিকা॥" (উদ্ভট)

ক্ষারদ্রু (পুং) ক্ষারপ্রধানোদ্রুঃ মধ্যলো°। ঘণ্টাপারুল গাছ।

ক্ষারনদী (স্ত্রী) ক্ষারপ্রধানা নদী মধ্যলো°। নরকের একটী নদী। "স ত্বেবং নৈকধা ছিন্নঃ ক্ষারনদ্যাং প্রবাহ্যতে।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৪।৬৯)

ক্ষারপত্র (পুং) ক্ষারঃ পত্রে যস্য বহুব্রী। বাস্তুকশাক। (রাজনি°।) বেতো শাক।

ক্ষারপত্রক (পুং) ক্ষারঃ পত্রে যস্য বহুব্রী, বা কপ্। বাস্তুক শাক। (হেম) বেতোশাক।

ক্ষারপত্রা (স্ত্রী) ক্ষারঃ পত্রে যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্। চিল্লী শাক। (রাজনি°)

ক্ষারপাক (পুং) ক্ষারস্য পাকঃ ৬তৎ। ক্ষারদ্রব্যের পাক-বিশেষ। সুশ্রুতে ক্ষারপাক ও প্রয়োগ করিবার প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—

ছেদন, ভেদন ও লেখন কার্য্য সম্পাদন করে, বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনদোষের নাশ করে এবং বিশেষরূপে ক্রিয়ার অবচারণ হয় বলিয়া শস্ত্র এবং শস্ত্র সদৃশ সকল দ্রব্য অপেক্ষা ক্ষার সমধিক কার্য্যকারী। ইহাদ্বারা রক্ত পূয় প্রভৃতি ক্ষরিত হয় অথবা ব্রণ এককালে বিনষ্ট হয়। এই কারণে প্রাচীন আর্য্যগণ ইহার ক্ষার নাম দিয়াছেন। ইহাতে নানাপ্রকার ঔষধের সংযোগ থাকায়, ইহা বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষেরই শান্তিকারক। শ্বেতবর্ণ বলিয়া ইহা সৌম্য হইলেও দহন, পচন ও বিদারণ করিবার শক্তি ইহাতে বিলক্ষণ আছে। উষ্ণবীর্য্যের ঔষধ সকল অধিক পরিমাণে থাকায় ইহা কটু, উষ্ণ এবং তীক্ষ্ণ গুণবিশিষ্ট।

ক্ষার তিনপ্রকার মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে শরৎকালের প্রশস্ত দিবসে উপবাসী থাকিয়া পবিত্রভাবে পর্ব্বতের সানুদেশজাত, মধ্যম বয়স, শ্বেতবর্ণ, বৃহৎ অথচ অখণ্ড ঘণ্টাপারুলবৃক্ষকে অধিবাস করিয়া রাখিবে। পরদিন মন্ত্রপাঠ করিয়া সেই গাছ উঠাইয়া আনিবে। মন্ত্র যথা—

"অগ্নিবীর্য্য! মহাবীর্য্য! মা তে বীর্য্যং প্রণশ্যতু।
ইহৈব তিষ্ঠ কল্যাণ! মম কার্য্যং করিষ্যসি॥
মম কার্য্যে কৃতে পশ্চাৎ স্বর্গলোকং গমিষ্যসি।"

ঘণ্টাপারুল আনিয়া পরে সহস্র রক্তপুষ্প ও সহস্র শ্বেতপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। পরে সেই বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বায়ুশূন্য স্থানে রাখিয়া দিবে। তাহার উপরে সুধাশর্করা (ঘুটিং, যাহাতে চূণ হয়) দিয়া তিল বৃক্ষের কাঠের আগুণে দগ্ধ করিবে। আগুণ নিভিয়া গেলে ঐ বৃক্ষের ও সুধাশর্করার ভস্ম পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিবে।

কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণ, পালিতামাদার, বহেড়া, সোঁদাল, লোধ, আকন্দ, আপাঙ্, পারুল, ডহরকরম্চা, বাকস্, কদলী, চিতা, নাটাকরম্চা, অর্জ্জুন, কাষ্ঠমল্লিকা, করবীর, ছাতিম, গণিয়ারী, কুঁচ এবং চারিপ্রকার ঘোষাফল মূল, পত্র ও শাখা এই সমস্ত একত্র করিয়া পূর্ব্ববিধান অনুসারে পোড়াইবে। ৩২ সের ভস্ম ১৯২ সের জলে গুলিয়া কাপড় দিয়া একুশবার ছাঁকিবে। পরে জালে চড়াইয়া হাতা দিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিবে। যখন সেই জল নির্ম্মল, রক্তবর্ণ, তীক্ষ্ণ ও পিচ্ছিল হইবে, তখন নামাইবে এবং অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অগ্নিতে পাক করিবে। ঝিনুক ও শঙ্খনাভি আগুণে পোড়াইয়ে অগ্নিবর্ণ হইলে ঐ দুইদ্রব্য, নাটাবীজ ও পূর্ব্বোক্ত শর্করাভস্ম এই চারি দ্রব্য প্রত্যেক ৩২ তোলা লৌহপাত্রে রাখিয়া আধসের ক্ষারজল দিয়া পেষণ করিবে। পেষণ করা হইলে উহা দুই দ্রোণ পরিমাণ ক্ষারজলে মিশাইয়া স্থিরচিত্তে পাক করিবে। অতিশয় তরলও না হয়, অতিশয় ঘনও না হয় এইরূপ অবস্থায় নামাইয়া ঐ ক্ষারজল লৌহপাত্রে রাখিয়া কলসীর মুখ বদ্ধ করিয়া দিবে, ইহাই মধ্যমক্ষার। প্রক্ষেপ দ্রব্য না দিয়া এবং সম্যক্রূপে সঞ্চালিত করিয়া পাক করিলে মৃদুক্ষার হয়। দন্তীবৃক্ষ, থুলকুড়ি, চিতা, লাঙ্গলিকা (বিষলাঙ্গলে), নাটাকরঞ্জ, প্রবাল, মুরামাংসী, বিট্লবণ, সাজিমাটী, স্বর্ণক্ষীরীলতা, হিঙ্, বচ ও শৃঙ্গী বিষ এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা যাহা পাওয়া যায়, তাহা সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় ক্ষারজলে প্রক্ষেপ করিয়া পাক করিলে সেই ক্ষার পাচকগুণবিশিষ্ট হয়। ব্যাধির অবস্থানুসারে সেবন করিবে। ক্ষীণবল হইলে ক্ষার জলসেবনে বলবৃদ্ধি হয়।

ক্ষারের গুণ—শ্বেতবর্ণ, নির্ম্মল, পিচ্ছিল, দ্রবকারী, বলকর ও (শরীর মধ্যে) শীঘ্র প্রবেশকারী। ক্ষার অতিশয় তীক্ষ্ণ বা অতিশয় মৃদু না হইলেই ভাল হয়। অতিশয় মৃদু, অতিশয় শীতল, অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় প্রবেশকারী, অতিশয় ঘন, অপক্ব বা দ্রব্যহীনতা এই আটটী ক্ষারের দোষ।

ইহা সেবন করিলে কৃমি, আম, কুষ্ঠ, কফ এবং মেদ ক্ষয় হয়। অধিক পরিমাণ সেবনে পুরুষত্বের হানি হয়। কুষ্ঠ, কিটিভ (মাথার উকুন), দদ্রু, কিলাস (ছুলি), মণ্ডলাকার কুষ্ঠ, ভগন্দর, আব, দুষ্ট ব্রণ, চর্ম্মকীল, তিল, জরুর, মুখের বিবর্ণদাগ, বাহ্যব্রণ, কৃমি, বিষ ও অর্শ এই সকল রোগে প্রতিসারণীয় ক্ষার বিধেয়। [প্রতিসারণীয় দেখ।]

আল জিবের রোগ, জিহ্বার রোগ, উপকুশ, দন্ত বৈদর্ভ, তিনপ্রকার রোহিণী এই সাতপ্রকার রোগেও প্রতিসারণীয় ক্ষার সেবন করান উচিত। গরল, গুল্ম, উদররোগ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি, আনাহ, শর্করা, অশ্মরী, অন্তর্ব্রণ, কৃমি, বিষদোষ ও অর্শরোগে পানীয় ক্ষার ব্যবহার করিবে। মর্ম্মস্থান, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, সন্ধিস্থান, কোমল অস্থি, সেবনী, গলদেশ, নাভি, নখ মধ্য, স্রোত, যে সকল স্থানের মাংসের পরিমাণ অল্প, এই সকল স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিবে না, বর্ত্মগতরোগ ব্যতীত অন্যপ্রকার চক্ষুরোগেও ক্ষারপ্রয়োগ নিষিদ্ধ। যাহার সমস্ত শরীরে বা অস্থিতে বেদনা থাকে, যাহার অন্নে রুচি নাই এবং যাহার হৃদয় বা সন্ধিস্থানে পীড়া থাকে, ক্ষারপ্রয়োগ তাহার পক্ষে উপকারী নহে। (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১১ অঃ)

ক্ষারপাল (পুং) একজন ঋষি।

ক্ষারভূমি (স্ত্রী) ক্ষারযুক্তা ভূমিঃ মধ্যলো°। ১ লবণমৃত্তিকাযুক্ত দেশ, লোণাস্থান। ক্ষারস্য ভূমিঃ ৬তৎ। ২ লবণের স্থান, যে স্থানে লবণ উৎপন্ন হয়।

ক্ষারমধ্য (পুং) ক্ষারো মধ্যে যস্য বহুব্রী। অপামার্গ, আপাঙ্।

ক্ষারমৃত্তিকা (স্ত্রী) ক্ষারযুক্তা মৃত্তিকা। লোণামাটী। উষ, উষ। গুণ—পিত্তদাহকারক, পাণ্ডুরোগজনক। (আত্রেয়সং)

ক্ষারমেলক (পুং) ক্ষারাণাং মেলঃ সংঘঃ স্বার্থে কন্। ক্ষারসমূহ।

ক্ষারমেহ (পুং) সুশ্রুতোক্ত ছয়প্রকার যাপ্যমেহের অন্তর্গত একপ্রকার মেহ।

"পিত্তান্নীলহরিদ্রাম্লক্ষারমঞ্জিষ্ঠাঃ শোণিতমেহাঃ ষট্‌যাপ্যাঃ।" (সুশ্রুত নিদান ৬ অঃ।)

ক্ষারমেহী [ন্] (ত্রি) ক্ষারমেহোঽস্যাস্তি ক্ষার-মেহ-ইনি। যাহার ক্ষারমেহ আছে, ক্ষারমেহরোগাক্রান্ত।

"ক্ষারমেহিনং ত্রিফলাকষায়ং।" (সুশ্রুত চিকিৎসিত ১১ অঃ)

ক্ষারলবণ (ক্লী) লবণবিশেষ, খারীনুন। ইহার গুণ—শৈত্যপ্রদ, মূত্রবর্দ্ধক, মলভেদকারী, শূল, জ্বর ও দাহনাশক। (ভাবপ্র°)

ক্ষারবর্গ (পুং) সাচিক্ষার, সোহাগা ও সোরা ইহাদিগকে ক্ষারবর্গ বলে। (রসেন্দ্রসার°)

ক্ষারবৃক্ষ (পুং) ক্ষারপ্রধানোবৃক্ষঃ মধ্যপদলো°। মুষ্কবৃক্ষ, ঘণ্টাপারুল। (রাজনি°)

ক্ষারশ্রেষ্ঠ (ক্লী) ক্ষারেষু শ্রেষ্ঠং ৭তৎ। ১ বজ্রক্ষার। (রাজনি°) (পুং) ক্ষারং শ্রেষ্ঠোঽত্র বহুব্রী। ২ পলাশ। ৩ মুষ্ক, ঘণ্টাপারুল। (রাজনি°)

ক্ষারষট্‌ক (ক্লী) ক্ষারাণাং ষট্‌কং ৬তৎ। ছয়প্রকার ক্ষার।

"ধবাপামার্গকুটজলাঙ্গলীতিলমুষ্ককৈঃ।
ক্ষারৈরেতৈশ্চ মিলিতৈঃ ক্ষারষট্‌কাদিকো গণঃ॥" (রাজনি°)

ধব, আপাঙ্, কুটজ, ঈষলাঙ্গলা, তিল ও ঘণ্টাপারুল ইহাদিগকে ক্ষারষট্‌ক বলে।

ক্ষারসমুদ্র (পুং) ক্ষারপ্রধানঃ সমুদ্রঃ মধ্যলো°। লবণসমুদ্র।

"সীতা তু ব্রহ্মসদনাৎ কেশরাচলাদিশিখরেভ্যো হধোহধঃ প্রস্রবন্তী গন্ধমাদনমূর্দ্ধসু পতিত্বাঽন্তরেণ ভদ্রাশ্বং বর্ষং প্রাচ্যাং দিশি ক্ষারসমুদ্রমভিপ্রবিশতি।" (ভাগবত ৫।১৭।৬)

ক্ষারসিন্ধু (পুং) ক্ষারপ্রধানঃ সিন্ধুঃ মধ্যলো°। লবণসমুদ্র। সিদ্ধান্তশিরোমণির মতে জম্বুদ্বীপের দক্ষিণে ও শাকদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত সমুদ্র।

"ভূমেরর্দ্ধং ক্ষারসিন্ধোরুদকস্থং
জম্বুদ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ॥ (গোলাধ্যায়)

ক্ষারাগদ (পুং) সুশ্রুতোক্ত একটী ঔষধ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—লতাশাল, তিনিশ, পলাশ, নিম, পারুল, দেবদারু, আম্র, যজ্ঞডুমুর, ময়না, চালতা, ধব, আঁকোড়, আমলক, ছোট সোঁদাল, শাঁইগাছ, কপিথ, অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন, সাল, কপীতন, আমলকুচা, ডহরকরম্চা, মনসা গাছ, ভল্লাতক, শোনাগাছ, মধুর, লাল সজনে, সেগুণ, দারিয়াশাক, মূর্ব্বা, লোধ, কুলিয়াখাড়া, শেয়াকুল, গুয়েবাবলা, এই সকলের ভস্ম গোমূত্রের সহিত মিশাইয়া ক্ষারপাকপ্রণালীতে বস্ত্রে ছাকিয়া পাক করিবে। পিপুলমূল, নটেশাক, অম্লবেতস, গুড়ত্বক্, মঞ্জিষ্ঠা, অম্লকরম্চা, গজপিপুল, মরিচ, উৎপল, শ্যামালতা, বিট্‌লবণ, ঝুল, অনন্তমূল, সোমলতা, তেউড়ী, কুঙ্কুম, শালপর্ণী, কেওড়া, শ্বেতসর্ষপ, বরুণবৃক্ষ, সৈন্ধবলবণ, পাকুড়, হিজ্জল, গাব-ভেরেণ্ডা, বেতস, মূষিকপর্ণী, ছাতিমের ডাঁটা, হাতীশুঁড়া, আতইচ, পঞ্চশিরা, হরীতকী, ভদ্রদারু, কুড়, হরিদ্রা, বচ ও লৌহচূর্ণ এই সকল দ্রব্য তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। পাক শেষ

হইলে নামাইয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার পাক ক্ষারপাকের ন্যায় অতিশয় ঘন বা অতিশয় তরল করিবে না। এই ক্ষার দিয়া দুন্দুভি, পতাকা ও তোরণ প্রভৃতি লেপন করিবে। ইহার শব্দ শ্রবণে ও দর্শনে বিষ নষ্ট হয়। ইহার নাম ক্ষার অগদ। শর্করাশ্মরী, অর্শ, বাতজ গুল্ম, কাস, শূল, উদরী, অজীর্ণ, গ্রহণী, অরুচি, সকল প্রকার শোথ ও শ্বাস এই সকলরোগেও সেবন করা যায়। ইহা সকল প্রকার বিষের প্রতীকারপক্ষে উপকারী। এমন কি এই ক্ষারাগদ তক্ষক প্রভৃতি সর্পের বিষও নিবারণ করিতে পারে। (সুশ্রুত, কল্প ৭ অঃ)

ক্ষারাচ্ছ (ক্লী) ক্ষারেষু অচ্ছং ৭তৎ। সামুদ্রলবণ, করকচ।

ক্ষারাঞ্জন (ক্লী) অঞ্জনবিশেষ।

"ক্ষারাঞ্জনং বা বিতরেদ্ বলাশগ্রথিতাপহম্।"

(সুশ্রুতউত্ত' ১২ অঃ)

ক্ষারাম্ভঃ [স্] (ক্লী) ক্ষারজল, লোণাজল।

ক্ষারাষ্টক (ক্লী) ক্ষারাণাং অষ্টকং ৬তৎ। আটপ্রকার ক্ষার।

"পলাশবজ্রিশিখরিচিঞ্চার্কতিলনালজাঃ।

যবজঃ সর্জিকা চেতি ক্ষারাষ্টকমুদাহৃতম্॥" (ভাবপ্রকাশ)

পলাশ, হাড়যোড়া, আপাঙ্, তেঁতুল, আকন্দ, তিল, নালজ, সোরা ও সাজিমাটী এই আটদ্রব্যকে ক্ষারাষ্টক বলে।

ক্ষারাম্বু (ক্লী) ক্ষারজল, লোণাজল।

ক্ষারাম্বুধি (পুং) ক্ষারপ্রধানঃ অম্বুধিঃ মধ্যলো°। লবণ সমুদ্র।

ক্ষারিকা (স্ত্রী) ক্ষর-ণ্বুল্-টাপ্ অতইত্বং। ক্ষুধা। (হারাবলী)

ক্ষারিত (ত্রি) ক্ষর-ণিচ-ক্ত। ১ অপবাদগ্রস্ত, দূষিত।

"কচ্চিদার্য্যো বিশুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চোরকর্ম্মণি।

অদৃষ্টশাস্ত্রকুশলৈঃ ন লোভাদ্ বধ্যতে শুচিঃ॥"

(ভারত ২।৫।১০৫)

২ স্রাবিত, গলান। (ক্লী) ৩ ক্ষার।

ক্ষারীয় (ত্রি) ক্ষার চাতুরর্থিক ছ (উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।৯০) ক্ষারের নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

ক্ষারোদ (পুং) ক্ষার উদকে যস্য, ক্ষারং উদকং যস্মিন্নিতি বা বহুব্রী, উদকস্য উদাদেশঃ। লবণসমুদ্র।

"ক্ষারোদেক্ষুরসোদসুরোদঘৃতোদক্ষীরোদ-দধিমণ্ডোদশুদ্ধোদাঃ সপ্তজলধয়ঃ।" (ভাগবত ৫।১০।৩৫)

ক্ষারোদক (ক্লী) ক্ষারজল, ক্ষারমিশ্রিত জল।

"তস্মিন্নেব ক্ষারোদকে নিষিচ্য পিষ্ট্বা তেনৈব দ্বিদ্রোণে (সুশ্রুত, সূত্রস্থান ১১ অঃ) [ক্ষারপাক দেখ।]

ক্ষারোদধি (পুং) ক্ষারসমুদ্র, লবণ সমুদ্র।

ক্ষাল (ত্রি) ক্ষল জলাদিত্বাৎ ণঃ। শোধনকারী। শোধক।

ক্ষালন (ক্লী) ক্ষল-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। ১ শোধন, শুদ্ধি। ২ প্রক্ষালন ধৌতকরণ।

"স্ত্রী শূদ্রৌ প্রযতৌ নিত্যং ক্ষালনাচ্চ করোষ্ঠয়োঃ।" (ব্রহ্মপুরাণ)

ক্ষালিত (ত্রি) ক্ষল-ণিচ ক্ত। ১ ধৌত, পরিষ্কৃত। পর্য্যায়— নির্ণিক্ত, শোধিত, মৃষ্ট, ধৌত।

"ক্ষালিতম্ শমিতম্ বধূনাং দ্রাবিতম্ হৃদয়ং মধুবারৈঃ।"

(মাঘ ১০।১৪)

ক্ষি (স্ত্রী) ক্ষি বাহুলকাৎ ডি। ১ নিবাস। ২ গতি। ৩ ক্ষয়।

ক্ষিত (ত্রি) ক্ষি-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ হিংসিত। (ক্লী) ক্ষি-ভাবে-ক্ত। ২ হিংসা।

ক্ষিতা (স্ত্রী) ক্ষিতি। (?)

"সত্যং ধর্ম্মং ক্ষিতাং গাশ্চ তান্নমস্যামি যাদবঃ॥"

(ভারত ১৩।৩১।১০)

ক্ষিতায়ুঃ [স্] (ত্রি) ক্ষিতং আয়ুর্যস্য বহুব্রী। ক্ষীণায়ুঃ, যাহার আয়ুক্ষয় হইয়াছে।

"যদি ক্ষিতায়ুর্যদিবা পরেতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীতএব।"

(ঋক্ ১০।১৬১।২) 'ক্ষিতায়ুঃ ক্ষীণায়ুঃ' সায়ণ।

ক্ষিতি (স্ত্রী) ক্ষিয়তি বসত্যস্যাং ক্ষি নিবাসে ক্তিন্। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।—

"মহালয়ে ক্ষয়ং যাতি ক্ষিতিস্তেন প্রকীর্ত্তিতা।" (প্রকৃতি° ৭ অঃ) মহালয়ে ক্ষয় হয় বলিয়া পৃথিবীর নাম ক্ষিতি হইয়াছে। ১ পৃথিবী।

"মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।" (মনু ৪।২৪১)

২ বাস। ক্ষি ক্ষয়ে ভাবে-ক্তিন্। ৩ ক্ষয়। ৪ রোচনা নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচন্দ্রিকা) ৫ মনুষ্য। "ইন্দ্র! প্ররাজসি ক্ষিতীঃ" (ঋক্ ৮।৬।২৬) 'ক্ষিতী র্মনুষ্যান্।' (সায়ণ।) ক্ষি-ক্ষয়ে আধারে ক্তিন্। ৬ মহাপ্রলয়। (মেদিনী) (পুং) ৭ একজন ঋষির নাম। (প্রবরাধ্যায়)

ক্ষিতিকণ (পুং) ক্ষিতেঃ কণঃ ৬তৎ। ধূলি।

ক্ষিতিকণা (স্ত্রী) ক্ষিতেঃ কণা ৬তৎ। ধূলি।

ক্ষিতিকম্প (পুং) ক্ষিতেঃ কম্পঃ ৬তৎ। ভূমিকম্প।

ক্ষিতিক্ষম (পুং) ক্ষিতৌ ক্ষমতে ক্ষিতি-ক্ষম-অচ্। খদিরবৃক্ষ।

ক্ষিতিক্ষিৎ (পুং) ক্ষিতিং ক্ষয়তি ক্ষিতি-ক্ষি ঐশ্বর্য্যে কিপ্ তুগাগমশ্চ। পৃথিবীশ্বর, রাজা।

"অপদান্তরঞ্চ পরিতঃ ক্ষিতিক্ষিতাম্।" (মাঘ)

ক্ষিতিজ (পুং) ক্ষিতের্জায়তে ক্ষিতি-জন-ড। ১ ভূমিপুত্র, মঙ্গলগ্রহ। "পরমৈশ্বর্য্যমতুলং নানাবিধসুখাশ্রয়ম্।

করোতি সোমপুত্রস্তু ক্ষিতিজান্তর্দশাং গতঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

(ত্রি) ২ ক্ষিতিজাত, পৃথিবী হইতে উৎপন্ন। (পুং) ৩ ভূনাগ। (রাজনি°) ৪ মহীরুহ, বৃক্ষ। (স্ত্রী) ৫ খগোলে আকাশ মধ্য হইতে নব্বই অংশদূরে অবস্থিত তির্য্যগবৃত্ত।

"পূর্ব্বাপরং বিরচয়েৎ সমমণ্ডলাখ্যং
যাম্যোত্তরঞ্চ বিদিশোর্বলয়দ্বয়ঞ্চ।
ঊর্দ্ধাধ এবমিহবৃত্তচতুষ্কমেতৎ
আবেষ্ট্য তির্য্যগপরং ক্ষিতিজং তদর্দ্ধে॥" (গোলাধ্যায়)

[খগোল দেখ।] (পুং) নরকাসুর।

ক্ষিতিজন্তু (পুং) ক্ষিতের্জন্তুরিব। ভূনাগ, উপরসবিশেষ।

ক্ষিতিদেব (পুং) ক্ষিতৌ দেব ইব। ব্রাহ্মণ।

"গৃহীতবান্ স ক্ষিতিদেবদেবঃ।" (ভাগবত ৩।১।১)

ক্ষিতিদেবতা (স্ত্রী) ক্ষিতৌ দেবতাইব। ব্রাহ্মণ।

"অচ্ছিদ্রমিতি যদ্বাক্যং বদন্তি ক্ষিতিদেবতাঃ।" (পরাশর)

ক্ষিতিধর (পুং) ক্ষিতিং পৃথিবীং ধরতি ক্ষিতি-ধৃ-অচ্। যদ্বা ক্ষিতিং ধারয়তি ক্ষিতি-ধৃ-ণিচ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। ১ পর্ব্বত।

"ক্ষিতিধরপতিকন্যা মাদদানঃ করেণ।" (কুমার ৭।৯৪)

২ যাহারা পৃথিবী ধারণ করে, কচ্ছপ, হাতী ও নাগ। পৌরাণিক মতে ইহারাই যথাক্রমে পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এই কারণে ইহাদিগকে ক্ষিতিধর বলে। ৩ রাজা।

ক্ষিতিনন্দ, কাশ্মীরের এক রাজা, বকের পুত্র। ইনি ৩০ বর্ষ রাজত্ব করেন। (রাজতরঙ্গিণী)

ক্ষিতিনাগ (পুং) ক্ষিতি জাতোনাগঃ মধ্যলো°। উপরসবিশেষ, ভূনাগ। (রাজনি°) পর্য্যায়—ক্ষিতিজ, ক্ষিতিজন্তু, ভূনাগ, উপরস। [ভূনাগ দেখ।]

ক্ষিতিনাথ (পুং) ক্ষিতেঃ পৃথিব্যাঃ নাথঃ সহায়ঃ। রাজা।

ক্ষিতিপ (পুং) ক্ষিতিং পাতি রক্ষতি ক্ষিতি-পা-ড। ভূমিপাল, রাজা। "ক্ষিতিপঃ ক্ষয়িতোদ্ধতান্ধকঃ।" (মাঘ)

ক্ষিতিপতি (পুং) ক্ষিতেঃ পতিঃ পালকঃ ৬তৎ। ক্ষিতিপাল, রাজা। "ক্ষিতিপতিমণ্ডলমন্যতো বিতানম্॥" (রঘু ৩।৮৬)

ক্ষিতিপাল (পুং) ক্ষিতিং পালয়তি ক্ষিতি-পা-ণিচ্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্ পা ৩।২।১) রাজা।

"সাম্রাজ্যমস্তবিহিতং ক্ষিতিপালমৌলি°" (প্রবোধচন্দ্রো° ১ অঙ্ক)

ক্ষিতিপালভাক্ [জ্] (পুং) ক্ষিতিপালং ভজতে ক্ষিতিপাল-ভজ্-ণ্বি (ভজো ণ্বি। পা ৩।২।৬২) রাজার কর্ত্তব্য দূতপ্রেষণাদি।

"আসিষ্ট নৈকত্র শুচা ব্যরংসীৎ
কৃত্বা কৃত্যেভ্যঃ ক্ষিতিপালভাগ্‌ভ্যঃ।" (ভট্টি ৩।২১)

'ক্ষিতিপালং ভজন্তে যানি দূতপ্রেষণাদীনি তেভ্যঃ ক্ষিতিপালভাগ্‌ভ্যঃ' জয়মঙ্গল। 'ক্ষিতিপালভাগ্‌ভ্যঃ রাজকর্ত্তব্যদূতসম্প্রেষণাদিভ্যঃ' ভরত।

ক্ষিতিপুত্র (পুং) ক্ষিতেঃ পৃথিব্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। ১ নরকরাজ, অসুরবিশেষ। [নরকাসুর দেখ] ২ মঙ্গলগ্রহ। [কুজ দেখ]

ক্ষিতিভুক্ [জ্] (পুং) ক্ষিতিং ভুনক্তি ক্ষিতিভুজ্-ক্বিপ্। রাজা।

ক্ষিতিভৃৎ (পুং) ক্ষিতিং বিভর্ত্তি ক্ষিতি-ভৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ পর্ব্বত। ২ মহীপাল, রাজা।

"অধুনা ধনৈঃ ক্ষিতিভৃতোঽভিভূতাঃ" (কিরাত)

ক্ষিতিরন্ধ্র (স্ত্রী) ক্ষিতেরন্ধ্রং ৬তৎ। গর্ত্ত। (শব্দচিন্তা°)

ক্ষিতিরুহ (পুং) ক্ষিতৌ রোহতি রুহ-ক ৭তৎ। বৃক্ষ, গাছ।

"সন্ধানং বঃ করিষ্যামি সহক্ষিতিরুহৈ রহম্॥" (বিষ্ণুপু° ১।১৫।৬)

ক্ষিতিলবভুক্ [জ্] (পুং) ভূম্যধিকারী, পৃথিবীর এক অংশের বা অতি ক্ষুদ্রাংশের অধিপতি।

ক্ষিতিবদরী (স্ত্রী) ক্ষিতৌ স্থিতা সক্তা বা বদরী মধ্যলো°। ভূবদরী, হিন্দীতে ঝড়বের বলে।

ক্ষিতিবর্দ্ধন (পুং) ক্ষিতিং বর্দ্ধয়তি ক্ষিতি-বৃধ্ ণিচ্ ল্যু। ১ মৃতদেহ, শব। (ত্রিকাণ্ডশেষ) "করোমি ক্ষিতিবর্দ্ধনম্" (ভট্টি) (ত্রি) ২ ক্ষিতিবৃদ্ধিকারী।

ক্ষিতিবৃত্তি (স্ত্রী) ক্ষিতের্বৃত্তিঃ ৬তৎ। অপকার সহকরা।

ক্ষিতিবৃত্তিমান্ [ৎ] (ত্রি) ক্ষিতিবৃত্তিরস্যাস্তি ক্ষিতি-মতুপ্। যিনি পরের অহিতাচরণ সহ করেন।

"ভূতানাং করুণঃ শশ্বদার্ত্তানাং ক্ষিতিবৃত্তিমান্॥" (ভাগবত ৪।১৬।৭)

'ক্ষিতের্বৃত্তিঃ সর্ব্বসহনং সা বৃত্তির্যস্যাস্তি স তথা' (শ্রীধর)

ক্ষিতিব্যুদাস (পুং) ক্ষিতিং ব্যুদস্যতি ক্ষিতি-বি-উদ্ অস-অণ্ উপপদসং। গর্ত্তস্থিত গৃহ। (শব্দচিন্তা°)

ক্ষিতিসুত (পুং) ক্ষিতেঃ সুতঃ ৬তৎ। ১ মঙ্গল। ২ নরকাসুর।

ক্ষিতীশ (পুং) ক্ষিতিমীষ্টে ঈশ-অণ্। ১ ভূমিপতি।

"আসমুদ্রক্ষিতীশানাং' (রঘু ১।৫) ২ বিষ্ণু।

"দেবকীনন্দনঃ স্রষ্টা ক্ষিতীশঃ পাপনাশনঃ।" (বিষ্ণুসহস্র°)

৩ বঙ্গদেশের শাণ্ডিল্যগোত্রীয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ। ইনিও কনোজ হইতে আদিশূরের সভায় আগমন করেন, ইহার পুত্র সুবিখ্যাত ভট্টনারায়ণ। (হরিমিশ্র।) এই ক্ষিতীশের উপলক্ষ করিয়া "ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতম্" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে ক্ষিতীশের যেরূপ পরিচয় আছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ ও কল্পিত। ভট্টনারায়ণের ন্যায় ক্ষিতীশও একজন কবি ছিলেন, শ্রীধরদাসের সুক্তিকর্ণামৃতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ক্ষিতীশ্বর (পুং) ক্ষিতেরীশ্বরঃ ৬তৎ। পৃথিবীপতি।

"তদাননং মৃৎসুরভিক্ষিতীশ্বরঃ" (রঘু ৩।৪)

ক্ষিত্যদিতি (স্ত্রী) ক্ষিতৌ-অবতীর্ণা অদিতিঃ মধ্যলো দেবকী, বসুদেবের পত্নী, কৃষ্ণের গর্ভধারিণী। অদিতির দেবকী-রূপে অবতারের কথা হরিবংশে এইরূপ আছে—

মহর্ষি কশ্যপ একবার একটী বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, ঐ যজ্ঞে দুগ্ধ ও দধির জন্য জলাধিপতি বরুণের নিকট হইতে কতকগুলি গোরু চাহিয়া আনা হয়। যজ্ঞশেষ হইলে কশ্যপ গোরু পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু অদিতি ও সুরভি নামে কশ্যপের দুই পত্নী গোরুর অধিক পরিমাণ দুধ দেখিয়া কিছুতেই ফিরিয়া দিতে চাহিলেন না। বরুণ গোরু পাঠাইবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু কিছুই হইল না। বরুণ যখন বুঝিতে পারিলেন যে সহজে গোরু পাইবার যো নাই, তখন তিনি পিতামহের নিকট নালিশ করিলেন এবং কাঁদিয়া বলিলেন যে, যদি গোরু না পান, তবে তিনি আর দেশে যাইবেন না। পিতামহ কশ্যপের অন্যায় আচরণে ভারি চটিয়া গেলেন। বিচার হইল যে কশ্যপ আপনার যে অংশে বরুণের গোরু হরণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই অংশই অপরাধী, অতএব কশ্যপের সেই অংশটুকু মহীতলে যাইয়া গোয়ালা হইয়া জন্মগ্রহণ করুক (১), নির্দোষ অপর অংশ এই স্থানেই থাকিবে এবং যাহাদের ইচ্ছায় এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে সেই অদিতিও সুরভিরই ষোল আনা অপরাধ, অতএব তাহারা দুইজনে ষোলআনা রূপেই ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়া কশ্যপের সহিত বাস করুক। হুকুম জারি হইল, বরুণ সন্তুষ্ট হইলেন। কশ্যপ বসুদেবরূপে, অদিতি দেবকীরূপে ও সুরভি রোহিণীরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন। (হরিবংশ ৫৫ অঃ)

ক্ষিত্বা [ন্] (পুং) ক্ষি-ক্বনিপ্ তুক্‌চ (শীঙ্‌ক্রুশিরুহিজিক্ষিস্থ ধ্রুভ্যঃ ক্বনিপ্। উণ্ ৪।১১৩। বায়ু। (উজ্জ্বলদত্ত)

ক্ষিদ্র (পুং) ক্ষিদ্-রক্। ১ রোগ। ২ সূর্য্য। ৩ বিষাণ, শৃঙ্গ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

ক্ষিপ্ (স্ত্রী) ক্ষিপ-ক্বিপ্। অঙ্গুলি। (নিঘণ্টু ৫।২)

"দশক্ষিপঃ পূর্ব্ব্যং সীমজীজনন্ সুজাতম্।" (ঋক্ ৩।২৩।৩)

'ক্ষিপ্যন্তে কর্ম্মকরণার্থং ক্ষিপঃ অঙ্গুলয়ঃ' সায়ণ। টাপ্ হইয়া বিকল্পে ক্ষিপা শব্দ হয়।

ক্ষিপ (ত্রি) ক্ষিপ্-কঃ (ইগুপধজ্ঞাপ্রী-কিরঃ-কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ১ ক্ষেপ্তা। (পুং) ২ ক্ষেপণ।

(১) 'যেনাংশেন হৃতা গাবঃ কশ্যপেন মহাত্মনা।
স তেনাংশেন তু মহীং গত্বা গোপত্বমেষ্যতি।
যাচসা সুরভির্নাম অদিতিশ্চ সুরারণী।
তেঽপ্যুভে তত্র ভার্য্যে বৈ তেনৈব সহ যাস্যতঃ।।" (হরিবংশ ৫৫ অঃ)

ক্ষিপক (ত্রি) ক্ষিপ-স্বার্থে কন্। ক্ষেপক। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ হইয়া ক্ষিপকা শব্দ হয়, অকারের স্থানে ইকার হয় না। (ক্ষিপকাদীনাং চোপসংখ্যানং কর্ত্তব্যং। পা ৭।৩।৪৫ বার্ত্তিক) এই বার্ত্তিক অনুসারে নিষেধ আছে।

ক্ষিপকাদি (পুং) পাণিনির একটী গণ। ক্ষিপকা, ধ্রুবকা, চরকা, সেবকা, করকা, চটকা, অবকা, লহকা, অলকা, কন্যকা, ধ্রুবকা, এড়কা ইহা ব্যতীত আরও কতগুলি শব্দ ক্ষিপকাদি গণান্তর্গত, তাহাদের গণনা করা হয় নাই। প্রয়োগ অনুসারে দ্রষ্টব্য। ক্ষিপকাদি শব্দের অকারের স্থানে ইকার হয় না।

ক্ষিপকী [ন্] (ত্রি) ক্ষিপক চাতুরর্থিক ইনি। (পা ৪।২।৮০) ক্ষিপকের নিকটবর্ত্তী দেশাদি। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া ক্ষিপকিণী শব্দ হয়।

ক্ষিপণ (ক্লী) ক্ষিপ-ক্যুন্। ক্ষেপণ। (জটাধর)

ক্ষিপণি (স্ত্রী) ক্ষিপ্যতে হনয়া ক্ষিপ-অনি কিচ্চ (ক্ষিপেঃ কিচ্চ। উণ্ ২।১০৮।) ১ নৌকাদণ্ড, দাঁড়। (অমরটীকা) ক্ষিপ-কর্ম্মণি অণি। ২০জালবিশেষ। ৩ আয়ুধ। (উজ্জ্বলদত্ত) ৪ বড়িশ। (শব্দচিন্তা°) ৫ অধ্বর্য্যু, ঋত্বিক্ (সংক্ষিপ্তসার°) ক্ষিপ ভাবে-অনি। ৬ ক্ষেপণ। "উতস্য বাজী ক্ষিপণিং তুরণ্যতি" (ঋক্ ৪।৪০।৪) 'ক্ষিপণিং ক্ষেপণং' সায়ণ।

ক্ষিপণু (পুং) ক্ষিপ-অনুঙ্ (অনুঙ্ নদেশ্চ। উণ্ ৩।৪২) ১ বায়ু। (উজ্জ্বলদত্ত।) ২ ব্যাধ।

"মৃগাইব ক্ষিপণো রীষমাণাঃ" (ঋক্ ৪।৫৮।৬)

'ক্ষিপণোঃ ক্ষেপকাদ্ ব্যাধাৎ' সায়ণ।

ক্ষিপণ্য (পুং) ক্ষিপ-কন্যচ্। ১ বসন্ত। (উজ্জ্বলদত্ত।) ২ দেহ। ৩ সুরভিগন্ধ। (ত্রি) ৪ সুরভিগন্ধবিশিষ্ট।

ক্ষিপতি (পুং) ক্ষিপ্যতেঽনেন ক্ষিপ-করণে অতি। বাহু। (নিঘণ্টু ২।৪)

ক্ষিপস্তি (পুং) ক্ষিপ্যতে হনেন ক্ষিপ-অস্তি। বাহু। (নিঘণ্টু ২।৪)

ক্ষিপা (স্ত্রী) ক্ষিপ-অঙ্ (ষিদ্ ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩.৩।১০৪) ততঃ টাপ্। ১ ক্ষেপণ। (অমর ৩।২।১১।) ২ রাত্রি। (অমরটীকা)

ক্ষিপ্ত (ত্রি) ক্ষিপ-ক্ত। ১ ত্যক্ত। পর্য্যায়—মুক্ত, মুন্ন, অস্ত, নিষ্ঠ্যূত, বিদ্ধ, ঈরিত। ২ বিকীর্ণ। ৩ অবজ্ঞাত। ৪ বায়ুরোগগ্রস্ত।

"ক্ষতস্য ভেষজীমথো ক্ষিপ্তস্য ভেষজীম্" (অথর্ব্ব ৬।১০৯।৩)

৫ উদ্গীর্ণ।

"ক্ষিপ্তা ইবেন্দোঃ সরুচোঽধিবেলং।" (মাঘ ৩।৭৩)

ক্ষিপ-কর্ত্তরি ক্ত। ৬ পতিত। "ক্ষিপ্তমায়তমদর্শয়দূর্ব্ব্যাং।" (মাঘ ১০।৭৭) 'উর্ব্ব্যাং ক্ষিপ্তং পতিতম্।' মল্লিনাথ।

৭ হত। "কেশরী নিষ্ঠুরক্ষিপ্তমৃগযূথো মৃগাধিপঃ।" (মাঘ ২।৫৩) ৮ বিত্রস্ত। "প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপ ক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৮৭।১৯)

৯ নিহত, স্থাপিত।

ক্ষিপ্তকুক্কুর (পুং) ক্ষিপ্তশ্চাসৌ কুক্কুরশ্চেতি কর্ম্মধা°। অলর্ক, ক্ষেপা কুকুর।

ক্ষিপ্তচিত্ত (ত্রি) ক্ষিপ্তং চিত্তং যস্য বহুব্রী। ১ চঞ্চলচিত্ত, যাহার চিত্ত স্থির হয় না। (ক্লী) ক্ষিপ্তঞ্চ তৎ চিত্তঞ্চেতি কর্ম্মধা। ২ বিষয়াসক্ত চিত্ত।

ক্ষিপ্তনিবাস (পুং) ক্ষিপ্তব্যক্তিদিগের থাকিবার স্থান, পাগলাগারদ। (Lunatic Asylum)

ক্ষিপ্তভেষজ (ত্রি) নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাতের উপশমকারী। (অথর্ব্ববেদ ৬।১০৯।১)

ক্ষিপ্তযোনি (ত্রি) ক্ষিপ্তা যোনি র্মাতৃরূপোৎপত্তিস্থানং যস্য বহুব্রী। যাহার জননী অপর পুরুষে আসক্ত হইয়াছে।

"ক্ষিপ্তযোনিরিতিচৈকে" (আশ্ব° গৃহ্য° সূ° ১।২৩।১৮) 'ক্ষিপ্তযোনি র্নাম যস্য মাতা স্বভর্ত্তরি নাবতিষ্ঠতে।' নারায়ণ।

ক্ষিপ্তা (স্ত্রী) ক্ষিপ্ত-টাপ্। রাত্রি। (হলায়ুধ)

ক্ষিপ্তি (স্ত্রী) ক্ষিপ-ক্তিন্। ক্ষেপণ।

ক্ষিপ্নু (ত্রি) ক্ষিপ্-ক্নু (ত্রসগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। পা ৩।২।১৪০) ১ ক্ষেপণশীল। ২ নিরাকরিষ্ণু।

ক্ষিপ্র (ক্লী) ক্ষিপ-রক্ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চি°। উণ্ ২।২৩।) ১ শীঘ্র। (ত্রি) ২ তদ্যুক্ত। "অতি ক্ষিপ্রেব বিধ্যতি" (ঋক্ ৪।৮।৮) (পুং) ৩ যদুবংশীয় উপাসঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র। (হরিবংশ ১৬২ অঃ) (ক্লী) ৪ জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত একটী গণ।

"পুষ্যাশ্বিন্যভিজিদ্ধস্তা লঘুক্ষিপ্রং গুরুস্তথা।" (জ্যোতিঃ শ°) পুষ্যা, অশ্বিনী, অভিজিৎ ও হস্তা এই কয়টী নক্ষত্রকে ক্ষিপ্রগণ বলে। (ত্রি) ৫ ক্ষেপক, যে ক্ষেপণ করে। "ঋতজ্যেন ক্ষিপ্রেণ" (ঋক্ ২।২৪।৫) 'ক্ষিপ্রেণ ক্ষেপকেণ।' সায়ণ।

৭ সুশ্রুতোক্ত ১০৭ মর্ম্মের অন্তর্গত একটী। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলির মধ্যে ক্ষিপ্র নামক মর্ম্ম আছে। ইহা আহত হইলে আক্ষেপে (পেচুঁনিতে) প্রাণবিয়োগ হয়। (সুশ্রুত, শারীর ৬অঃ)

ক্ষিপ্রকারী [ন্] (ত্রি) ক্ষিপ্রং করোতি-ক্ষিপ্র-কৃ-ণিনি। যে শীঘ্র কার্য্য করিতে পারে, চালাক।

ক্ষিপ্রজব (ত্রি) ক্ষিপ্রোঽতিশয়োজবো বেগোযস্য বহুব্রী অতি বেগশালী, অতি দ্রুতগামী।

ক্ষিপ্রপাকী [ন্] (পুং) ক্ষিপ্রং পচাতে ক্ষিপ্র-পচ্ বাহুলকাৎ কর্ম্মণি ঘিণুন্। ১ গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ, গাঁধিভাট। ২ গন্ধভেদালিয়া। (ত্রি) ৩ শীঘ্র পাকবিশিষ্ট।

ক্ষিপ্রশ্যেন (পুং) পক্ষীবিশেষ। (শতপথব্রা° ১৩।৫।২।১০)

ক্ষিপ্রসন্ধি (পুং) সন্ধিভেদ। (শাঙ্খায়নশ্রৌ° সূত্র ১২।১৩।৫) [ক্ষৈপ্র দেখ।]

ক্ষিপ্রহস্ত (ত্রি) যাহার হাত শীঘ্র চলে, লঘুহস্ত।

ক্ষিপ্রহোম (পুং) ক্ষিপ্রং হূয়তে ক্ষিপ্র-হু-মন্। সায়ং ও প্রাতে কর্ত্তব্য হোম। সংস্কারতত্ত্বে লিখিত আছে—

"দ্বিবিধা হোমা যাজ্ঞিকপ্রসিদ্ধাঃ ক্ষিপ্রহোমাঃ তন্ত্রহোমাশ্চ তত্র ক্ষিপ্রহোমাঃ ক্ষিপ্রং হূয়ন্তে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সায়ংপ্রাতর্হোমাদয়ঃ।"

যাজ্ঞিক প্রসিদ্ধ হোম দুই প্রকার, ক্ষিপ্রহোম ও তন্ত্রহোম। শীঘ্র আহুতি দেওয়া হয় এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সায়ং ও প্রাতে কর্ত্তব্য হোমের নাম ক্ষিপ্রহোম। ব্যাসের মতে ক্ষিপ্রহোমে পরিসমূহন, আস্তরণ ও বিরূপাক্ষ জপ করিতে নাই। প্রণবও পরিত্যাগ করিবে।

"দগ্ধে গৃহে ন কুর্ব্বীত ক্ষিপ্রহোমে দ্বিদং দ্বয়ম্।
বিরূপাক্ষঞ্চ ন জপেৎ প্রণবঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥" (ব্যাস)

ক্ষিয়া (স্ত্রী) ক্ষি-অঙ্ (ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪) ততঃ টাপ্। ১ অপচয়। (অমর) ২ ধর্ম্মব্যতিক্রম। (হেতি ক্ষিয়ায়াম্। পা৮।৩।৬০) 'ক্ষিয়ায়াং ধর্ম্মব্যতীক্রমে।' সি° কৌ°।

ক্ষিয়াক, সূক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন কবি।

ক্ষিল্লিকা (স্ত্রী) চক্রবর্ম্মা রাজার মাতামহী। (রাজতর° ৫।২৯৪)

ক্ষীজন (ক্লী) ক্ষীজ ভাবে ল্যুট্। কীচকবাঁশের শব্দ। (হেম)

ক্ষীণ (ত্রি) ক্ষি-ক্ত ইকারো দীর্ঘঃ (নিষ্ঠায়ামণ্যদর্থে। পা ৬।৪।৬০) নিষ্ঠাতকারস্য নকারশ্চ (ক্ষিয়ো দীর্ঘাৎ। পা ৮।২।৪৬) ১ সূক্ষ্ম। ২ দুর্ব্বল। ৩ যাহার ক্ষয় হইয়াছে।

"অষ্টমাংশে চতুর্দশ্যাঃ ক্ষীণো ভবতি চন্দ্রমাঃ।" (ছন্দো)

৪ যে ব্যক্তির দোষ ধাতু বা মলের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাকে বৈদ্যশাস্ত্রে ক্ষীণ বলে। দোষধাতু ও মলক্ষয়ের নিদান—অস্বাস্থ্যকর আহার, সর্ব্বদা ক্রোধ, শোক, চিন্তা, ভয়, শ্রম, অত্যন্ত স্ত্রীপ্রসঙ্গ, অনাহার, অতিরিক্ত বমন প্রভৃতি, মল বা মূত্রের বেগধারণ, সাহসিক কার্য্য এবং অভিঘাত, এই সকল কারণে দোষ ধাতু ও মলসমূহের ক্ষয় হয়। বায়ুক্ষয় হইলে কার্য্যে অনুৎসাহ, বাক্যের অল্পতা এবং সংজ্ঞাহীনতা হয়। পিত্তক্ষয় হইলে কফ বৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য, ও শরীরের কান্তির হ্রাস হয়। কফক্ষয় হইলে শরীরসন্ধির শিথিলতা, মূর্চ্ছা, রূক্ষতা এবং দাহ উৎপন্ন হয়। রসক্ষয় হইলে হৃদয়ে বেদনা, কণ্ঠশোষ, পিপাসা ও চর্ম্মের রূক্ষতা জন্মে। রক্তক্ষয় হইলে শিরাসমূহের শিথিলতা, শীতল ও অম্লদ্রব্যে অভিলাষ এবং চর্ম্মের রূক্ষতা হয়। মাংসক্ষয়

হইলে গণ্ড, ওষ্ঠ, কন্দরা, স্কন্ধ, বক্ষঃস্থল, উদর, সন্ধি, মেঢ্র ও পিণ্ডী এই সকল স্থানে শোথ জন্মে, এবং দেহ শুষ্ক ও রূক্ষ হয়, ধমনীসমূহ শিথিল ও বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। মেদক্ষয় হইলে প্লীহাবৃদ্ধি, সন্ধির শূন্যতা, শরীরের রূক্ষতা এবং স্নিগ্ধদ্রব্যে ও মাংসে স্পৃহা জন্মে। অস্থিক্ষয় হইলে অস্থিতে বেদনা, শরীরে রূক্ষতা, নখ ও দন্তের হানি হয়। মজ্জাক্ষয় হইলে শুক্রের অল্পতা, সকল পর্ব্বে বেদনা, শরীরে সূচীবিদ্ধের ন্যায় বেদনা এবং অস্থি সকলের শূন্যতা উপস্থিত হয়। শুক্রক্ষয় হইলে অধিক রতিশক্তি, মেঢ্র ও মুষ্কদেশে বেদনা, এবং বিলম্বে রক্তের সহিত শুক্রস্খলন হইয়া থাকে। ওজঃক্ষয় হইলে ভয়, দুর্ব্বলতা, অতিশয় চিন্তা, কান্তির মালিন্য, মনের চাঞ্চল্য, কাতরতা, সমস্ত ইন্দ্রিয়ে বেদনা ও শরীরে রূক্ষতা হয়। পুরীষক্ষয় হইলে পার্শ্বে ও হৃদয়ে বেদনা, শব্দের সহিত বায়ুর উর্দ্ধগমন ও উদর সঙ্কুচিত হয়। মূত্রক্ষয় হইলে মূত্রের অল্পতা ও বস্তিদেশে সূচীবিদ্ধের ন্যায় বেদনা হয়। ঘর্ম্মক্ষয় হইলে ঘর্ম্মের হ্রাস, চর্ম্ম ও চক্ষুর রূক্ষতা এবং রোমকূপের স্তব্ধতা জন্মে। আর্ত্তবক্ষয় হইলে যথাকালে আর্ত্তব নির্গত হয় না অথবা অল্পপরিমাণে নির্গত হয় এবং যোনিদেশে বেদনাও অনুভূত হয়। স্তন্যক্ষয় হইলে স্তনদুগ্ধের অল্পতা, অথবা একেবারেই স্তন্যের অভাব এবং স্তনদ্বয় সঙ্কুচিত হয়। গর্ভক্ষয় হইলে উদর উন্নত হয় ও গর্ভের স্পন্দন অনুভূত হয় না।

দোষ, ধাতু ও মলের মধ্যে যাহার ক্ষয় হয়, তাহার বৃদ্ধিকারক আহার বিহারাদি ও ঔষধ সেবন করিলেই ক্ষীণতা নষ্ট হয়। স্নিগ্ধ ও মধুরদ্রব্য ও অন্যান্য বলকারক দ্রব্য, দুধ ও মাংসের ঝোল খাইলে ওজধাতু বর্দ্ধিত হয়। কোন কোন মতে দোষ, ধাতু, মল ও ওজ ইহার মধ্যে যাহার ক্ষয় হয়, তাহার বৃদ্ধিকারক দ্রব্যেই রোগীর অভিলাষ হয়। অতএব ধাতু প্রভৃতির ক্ষীণতা অনুসারে রোগীর যে যে দ্রব্যে স্পৃহা হইবে, সেই সেই দ্রব্য সেবন করাইলেই ক্ষীণতা নষ্ট হইয়া থাকে।

বায়ুক্ষয় হইলে কষায়, কটু ও তিক্তরস, রূক্ষ, শীতল ও লঘু দ্রব্য, যব, মুগ এবং কাঙ্গনী খাইতে রোগীর অভিলাষ জন্মে। অতএব ধাতু প্রভৃতির ক্ষীণতা অনুসারে রোগীর অভিলাষ হয়। পিত্তের ক্ষীণতা হইলে তিল, মাষকলায়, পিষ্টক, দধির মাৎ, অম্লশাক, ঘোল, কাঁজি, দধি, ঝাল, টক, লবণরস, গরমদ্রব্য এবং তীক্ষ্ণ ও বিদাহী দ্রব্য খাইতে রোগীর সর্ব্বদা স্পৃহা জন্মে এবং উষ্ণস্থান ও উষ্ণকাল ভালবাসে। কফ ক্ষীণ হইলে মধুর, লবণ ও অম্লরস, স্নিগ্ধ, শীতল ও গুরুদ্রব্য, দধি ও দুগ্ধ খাইতে রোগীর ইচ্ছা হয় এবং দিবানিদ্রাও হইয়া থাকে। রসক্ষয় হইলে বার বার শীতল জলপান করিবার ইচ্ছা, রাত্রিনিদ্রা, হিম বা চন্দ্রকিরণ সেবন করিতে অভিলাষ এবং ইক্ষু, মাংসরস, মদ্য, মধু, ঘৃত ও গুড়পানা বা গুড়মিশ্রিত জল খাইতে স্পৃহা হয়। রক্তক্ষয় হইলে দ্রাক্ষা, দাড়িম, মাখন, স্নেহযুক্ত লবণ ও রক্তসিদ্ধ মাংস খাইতে অভিলাষ হইয়া থাকে। মাংস ক্ষীণ হইলে দধি সিদ্ধ অন্ন, খাড়ব ও মাংস সেবনে অভিলাষ জন্মে। মেদক্ষয় হইলে মেদসিদ্ধ গ্রাম্য, আনূপ বা ঔদক মাংস লবণযোগে খাইতে ইচ্ছা হয়। অস্থিক্ষয় হইলে স্নেহযুক্ত মাংস, মজ্জা ও অস্থিসেবনে ইচ্ছা হইয়া থাকে। মজ্জাক্ষয় হইলে মধুর ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্যসেবনে অভিলাষ হয়। শুক্রক্ষয় হইলে ময়ূর, কুকুড়া, হাঁস বা সারসের ডিম এবং গ্রাম্য, আনূপ ও ঔদক মাংস খাইতে রোগীর অতিশয় স্পৃহা হয়। মল ক্ষীণ হইলে যবের অন্ন, যাবক (বোড়োধান), শাক, মসূর ও মাষকলায়ের যূষ খাইতে অভিরুচি হইয়া থাকে। মূত্রক্ষয় হইলে ইক্ষুরস, দুধ গুড়মিশান কুলের পানা, শসা এবং ফুটী খাইতে রোগীর অভিলাষ হয়। স্বেদক্ষীণ হইলে তৈলমর্দ্দন, গাত্রমর্দ্দন, মদ, বায়ুরহিত স্থানে শয়ন ও উপবেশন এবং মোটা চাদর বা অন্য কোন গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয়। আর্ত্তবক্ষয় হইলে ঝাল, টক ও লবণ রস, উষ্ণ, বিদাহী ও গুরুদ্রব্য, কুমড়াশাক এবং অধিক পরিমাণে জলপান করিবার ইচ্ছা হয়। স্তন্য দুগ্ধ ক্ষয় হইলে মদ, শালিতণ্ডুলের অন্ন, মাংস, গোদুগ্ধ, চিনি, দধি এবং মুখরোচক দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয়। গর্ভক্ষয় হইলে মৃগী, ছাগী, মেষী ও শূকরীর গর্ভ পাক করিয়া খাইতে অভিলাষ এবং বসা, শূল্য প্রভৃতি বিবিধপ্রকার সামগ্রী খাইতেও ইচ্ছা হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ° ২ ভাগ) ৫ যক্ষ্মারোগান্তর্গত একপ্রকার রোগ। ক্ষীণরোগে মূত্রের সহিত রক্তনির্গম এবং পার্শ্ব পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা হয়। "ক্ষীণে সরক্তমূত্রত্বং পার্শ্বপৃষ্ঠকটীগ্রহঃ।" (চরক সূত্র ১৬ অঃ।) [রাজযক্ষ্মা দেখ।]

ক্ষীণচন্দ্র (পুং) ক্ষীণশ্চাসৌ চন্দ্রশ্চেতি কর্ম্মধা°। সাতকলা মাত্র অবশিষ্ট চন্দ্র, কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীর পর হইতে শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্রকে ক্ষীণচন্দ্র বলে।

"কৃষ্ণাষ্টমীদলাদূর্দ্ধং যাবচ্ছুক্লাষ্টমী দলম্।
তাবৎ কালঃ শশী ক্ষীণঃ পূর্ণস্তত্রোপরি স্মৃতঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব।)

ক্ষীণতা (স্ত্রী) ক্ষীণ-তল্ ততঃ টাপ্। ১ কৃশতা, দৌর্ব্বল্য। ২ সূক্ষ্মতা।

ক্ষীণমধ্য (ত্রি) ক্ষীণং মধ্যং যস্য বহুব্রী। যাহার কটিদেশ অতি ক্ষীণ, ক্ষীণ কটিবিশিষ্ট।

ক্ষীণবল (ত্রি) ক্ষীণং বলং যস্য বহুব্রী। যাহার বল ক্ষীণ হইয়াছে, দুর্ব্বল, বীর্য্যহীন।

ক্ষীণবান্ [ৎ] (ত্রি) ক্ষি-ক্ত বতু ইকারো দীর্ঘঃ নিষ্ঠাতকারস্য নকারশ্চ [ক্ষীণ দেখ।] ক্ষয়বিশিষ্ট, ক্ষীণ।

ক্ষীণবাসী [ন্] (ত্রি) ১ ভগ্নগৃহবাসী। (পুং) ২ কপোত।

ক্ষীণশক্তি (ত্রি) ক্ষীণা শক্তির্যস্য বহুব্রী। যাহার শক্তি হ্রাস হইয়াছে, বীর্য্যহীন।

ক্ষীণশরীর (ত্রি) ক্ষীণং শরীরং যস্য বহুব্রী। যাহার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, কৃশ, রোগা।

ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা [ন্] (পুং) ক্ষীণানি অষ্টকর্ম্মাণি যস্য বহুব্রী। জিন। (হেম°)। জৈন মতে অষ্টকর্ম্ম ক্ষয় হইলেই মুক্তি হইবে। জিনদেব অষ্টকর্ম্ম ক্ষয় করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা বলে। [জিন দেখ।]

ক্ষীব (ত্রি) ক্ষীব-ক্ত নিপাতনে সাধুঃ। মত্ত, মাতাল।

"ক্ষীবাঃ কুর্ব্বন্তি হাস্যঞ্চ কলহঞ্চ তথাপরে।" (রামা° ৪।৬০ স°)

ক্ষীয়মাণ (ত্রি) ক্ষি-কর্ম্মণি-শানচ্। যাহার ক্ষয় হইতেছে, অপচীয়মান।

ক্ষীর (পুংক্লী) ঘস্যতে অদ্যতে ঘস ঈরন্, উপধালোপঃ, ঘকারস্য স্থানে ককারঃ ষত্বঞ্চ। (ঘসেঃ কিচ্চ। উণ্ ৪।৩৪) ক্ষীর শব্দে অর্দ্ধর্চাদি গণান্তর্গত বলিয়া উভয়লিঙ্গ। (অর্দ্ধর্চাঃ পুংসি। পা ২।৪।৩১) ১ দুগ্ধ। ২ জল। ৩ সরল দ্রব। ৪ নির্য্যাস। ৫ আঠা। ৬ চিনি বা অন্যমিষ্টের সহিত জ্বাল দেওয়া ঘন দুধকে চলিত বাঙ্গলায় ক্ষীর বলে, কোন কোন স্থানে ক্ষীরা-ও বলিয়া থাকে। ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যে ক্ষীর প্রস্তুত হয়, তাহাতে চিনি বা অন্য কোনরূপ মিষ্ট দেয় না। দুধ জ্বাল দিয়া ঘন করিয়াই ক্ষীর প্রস্তুত করে। ঢাকায় যে ক্ষীর প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তথায় একরূপ পাতক্ষীর পাওয়া যায়, তাহা বড় উপাদেয়। অন্য কোন স্থানে ঐরূপ পাতক্ষীর প্রস্তুত হয় না। ক্ষীরের প্রস্তুত অনুসারে ডালাক্ষীর, ভাবাক্ষীর, নটক্ষীর প্রভৃতি ভেদ আছে।

ক্ষীরই (দেশজ) একপ্রকার ফল। [ক্ষীরিকা দেখ।]

ক্ষীরক (পুং) ক্ষীর-মিব কায়তি কৈ-ক। ক্ষীরমোরটলতা।

ক্ষীরকঞ্চুকী (স্ত্রী) ক্ষীরপ্রধানং কঞ্চুকং আবরণং তদিব ত্বগ্ যস্যাঃ বহুব্রী। ক্ষীরীশ বৃক্ষ। (রত্নমালা)

ক্ষীরকণ্ঠ (পুং) ক্ষীরং কণ্ঠে যস্য বহুব্রী। যাহার কণ্ঠে ক্ষীর আছে, যাহার গলা টিপিলে দুধ বাহির হয়, স্তন্যপায়ী শিশু।

ক্ষীরকন্দ (পুং) ক্ষীরঃ ক্ষীরপ্রধানঃ কন্দোযস্য বহুব্রী। ক্ষীর-বিদারী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ক্ষীরবিদারী দুই প্রকার বিনাল ও সনাল। যাহার নাল আছে, তাহাকে সনাল এবং যাহার নাল নাই, তাহাকে বিনাল বলে।

ক্ষীরকন্দক (পুং) ক্ষীরকন্দ-স্বার্থে কন্। ক্ষীরকন্দ।

ক্ষীরকন্দা (স্ত্রী) ক্ষীরঃ ক্ষীরপ্রধানঃ কন্দোযস্যাঃ বহুব্রী। ক্ষীর-বল্লী, কাল ভুঁইকুমড়া।

ক্ষীরকাকোলিকা (স্ত্রী) ক্ষীরবৎ শুভ্রা কাকোলী। ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। ক্ষীরকাকোলী, ক্ষীরকাঁকলা।

ক্ষীরকাকোলী (স্ত্রী) ক্ষীরবৎ শুভ্রা কাকোলী। ১ অষ্টবর্গ প্রসিদ্ধ ওষধিবিশেষ। পর্য্যায়—মহাবীরা, সুকোলী, পয়স্বিনী, ক্ষীরশুক্লা, পয়স্যা, ক্ষীরবিষাণিকা, জীববল্লী জীবশুক্লা। (রাজনি°) ক্ষীরকাকোলীর গুণ কাকোলীর সমান। (ভাবপ্রকাশ) [কাকোলী দেখ।]

চরকের মতে ক্ষীরকাকোলী সেবনে শুক্রবৃদ্ধি হয়।

(চরক সূত্র ৪৪ অঃ)

ক্ষীরকাণ্ডক (পুং) ক্ষীরান্বিতং কাণ্ডং যস্য বহুব্রী। ১ স্নুহী বৃক্ষ, মনসা, সিজ। ২ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ। (রাজনি°)

ক্ষীরকাষ্ঠা (স্ত্রী) ক্ষীরপ্রধানং কাষ্ঠমস্যাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্। বটীবৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষীরকীট (পুং) ক্ষীরস্য কীটং ৬তৎ। দুগ্ধজাত কীট, দুধের পোকা, কালিকা।

ক্ষীরক্ষব (পুং) দুগ্ধপাষাণ, শিরগোলাগাছ।

ক্ষীরখর্জ্জুর (পুং) ক্ষীরবৎ স্বাদুঃ খর্জ্জূরঃ। পিণ্ডী খেজুর।

ক্ষীরঘৃত (ক্লী) ক্ষীরজাতং ঘৃতং। মথিত দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃত। সুশ্রুত মতে ইহার গুণ—সংগ্রাহী (মলরোধক), রক্ত-পিত্ত, ভ্রান্তি ও মূর্চ্ছানাশক এবং নেত্ররোগে হিতকর।

ক্ষীরজ (ক্লী) ক্ষীরাদ্ জায়তে ক্ষীর-জন-ড। ১ দধি। (হেম) (ত্রি) ২ দুগ্ধজাত, যাহা দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন হয়।

ক্ষীরতৈল (ক্লী) ক্ষীরপকং তৈলং মধ্যলো°। সুশ্রুতোক্ত একপ্রকার ঔষধ। প্রস্তুতপ্রণালী—তৃণপঞ্চমূল, মহাপঞ্চমূলী, কাকোল্যাদি ও বিদারিগন্ধাদিগণ, জলজাত মাংস, জলীয় দেশজাত মাংস ও জলজাত কন্দ আহরণ করিয়া ৩২ সের দুধ এবং ৬৪ সের জলের সহিত ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। একচতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কাপড় দিয়া ভাল করিয়া ছাকিবে। পরে ২ সের তিলতৈল উহার সহিত মিশাইয়া পুনর্ব্বার অগ্নিতে পাক করিবে, যখন দেখিবে যে দুগ্ধের সহিত তৈল উত্তমরূপে মিশিয়া গিয়াছে, তখন নামাইবে। শীতল হইলে উহা মন্থন করিবে। মন্থন করিলে যে স্নেহ উঠিবে, তাহা গ্রহণ করিয়া দুগ্ধ ব্যতীত মধুর দ্রব্যের সহিত পাক করিবে ইহাকে ক্ষীরতৈল বলে।

অর্দ্দিতরোগে এই তৈল পান ও গাত্রে মর্দ্দন করিলে আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত চিকিৎসিত ৫ অঃ)

ক্ষীরতোয়ধি (পুং) ক্ষীরস্য তোয়ধিঃ ৬তৎ। ক্ষীরসমুদ্র।

ক্ষীরদ (ত্রি) ১ ক্ষীরোৎপাদক, যে দুধে ক্ষীর হয়। (দেশজ) ২ একপ্রকার রেশমী কাপড়।

ক্ষীরদল (পুং) ক্ষীরং দলে যস্য বহুব্রী যদ্বা ক্ষীরং ক্ষীরযুক্তং দলং যস্য বহুব্রী। আকন্দ।

ক্ষীরদাত্রী (স্ত্রী) দুগ্ধবতী গাভী।

ক্ষীরদ্রুম (পুং) ক্ষীরপ্রধানোদ্রুমঃ মধ্যলো°। অশ্বত্থ বৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষীরধাত্রী (স্ত্রী) ধাত্রীভেদ, যে ধাই আপন স্তন দিয়া শিশু-পালন করেন।

ক্ষীরধি (পুং) ক্ষীরঃ ধীয়তেঽস্মিন্ ধা-আধারে কি। ক্ষীরসমুদ্র।

ক্ষীরধেনু (স্ত্রী) ক্ষীরেণ নির্ম্মিতা ধেনুঃ মধ্যলো°। দানের জন্য কল্পিত ক্ষীরনির্ম্মিত ধেনু। স্কন্দপুরাণে ইহার বিধান এইরূপ লিখিত আছে।—যে স্থানে ক্ষীরধেনু করিতে হইবে, সেই স্থানে গোবর দিয়া ভালরূপে লেপন করিয়া গোচর্ম্ম পরিমিত স্থানে কুশ বিস্তীর্ণ করিবে। সেই কুশের উপরে একখানি কৃষ্ণসারের চর্ম্ম রাখিয়া তাহার উপরে গোবর দিয়া একটী কুণ্ডলী প্রস্তুত করিবে; তাহার উপরে ক্ষীরকুম্ভ স্থাপন করিবে এবং তাহার এক চতুর্থাংশ বৎসের জন্য স্থাপন করিবে। ক্ষীর ধেনুর শৃঙ্গাগ্র সুবর্ণ দ্বারা, কর্ণ দুইটী কোন প্রশস্ত পত্র দিয়া, এই প্রকারে গুড় দ্বারা মুখ, শর্করা দ্বারা জিহ্বা এবং কোন প্রশস্ত ফল দিয়া দন্ত, মুক্তা ফলে চক্ষু, ইক্ষুতে পদদ্বয়, দর্ভ দ্বারা রোম এবং গলকম্বল কম্বল দিয়া এবং তাম্র দিয়া পৃষ্ঠ ও কাঁশা দিয়া দোহ নির্ম্মাণ করিবে। ক্ষীরধেনুর পুচ্ছটী পট্টসূত্র ও নবনীর দ্বারা স্তন প্রস্তুত করিবে। শৃঙ্গ সুবর্ণময়, খুর রজতময় ও অপরাঙ্গ পঞ্চরত্নময় প্রস্তুত হইলে তাহার চারিদিকে চারিটী তিলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিয়া ক্ষীরধেনুটী দুইখানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বারা ক্ষীরধেনুর অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহার পরে খড়ম্, জুতা এবং ছাতা দান করিবে। "যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদি মন্ত্রে ক্ষীরধেনুর নির্ম্মাণ ও "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে দান করিতে হয়। প্রতিগ্রহীতাকেও ভক্তিপূর্ব্বক "গৃহ্লামি ত্বাং দেবি!" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ক্ষীরধেনু দান করিয়া সেদিন কেবল দুগ্ধ খাইয়া থাকিবে, আর কিছুই খাইবে না। ব্রাহ্মণ তিনদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধপান করিবেন। যে ব্যক্তি যথানিয়মে ক্ষীরধেনু দান করেন, তিনি দিব্য সহস্রবৎসর রুদ্রলোকে বাস করিয়া পিতাপিতামহের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ব্রহ্মলোকে বহুকাল পর্য্যন্ত স্বর্গীয় রথে আরোহণ ও স্বর্গীয় মাল্য, অনুলেপন প্রভৃতি নানাবিধ সুখ ভোগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। তথাকার রাজা হইয়া বিষ্ণুর ন্যায় অনন্তকাল তথায় অবস্থান করেন। (হেমাদ্রি—দানখণ্ড)

ক্ষীরনাশ (পুং) ক্ষীরং নাশয়তি-ক্ষীর নশ-ণিচ্-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ শাখোটবৃক্ষ, শেওড়া বা শাড়া গাছ। শাড়া-গাছের ক্ষীরে দুগ্ধ নষ্ট হয় বলিয়া তাহার নাম ক্ষীরনাশ হইয়াছে। ক্ষীরস্য নাশঃ ৬তৎ। ২ দুগ্ধক্ষয়।

ক্ষীরনিধি (পুং) ক্ষীরস্য নিধিঃ সমুদ্রঃ ৬তৎ। ক্ষীরসমুদ্র। "ইন্দুঃ ক্ষীরনিধাবিব।" (রঘু ১।১২)

ক্ষীরনীর (ক্লী) ক্ষীরমিশ্রং নীরমিব। ১ আলিঙ্গন, ক্ষীরঞ্চ নীরঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ সমাহারদ্বন্দ্বঃ। ২ দুগ্ধ ও জল। "ক্ষীরনীরসমং মিত্রং প্রশংসন্তি বিচক্ষণাঃ।" বেতাল ১২।১৮ ক্ষীরমিব নীরং। ৩ ক্ষীরতুল্য জল। (বাচস্পত্য)

ক্ষীরপ (ত্রি) ক্ষীরং পিবতি ক্ষীর-পা-ক। ক্ষীরপায়ী বালক।

"ক্ষীরস্তু বালবৎসানাঃ যে পিবন্তীহ মানবাঃ।
ন তেষাং ক্ষীরপাঃ কেচিৎ ভবন্তি কুলবর্দ্ধনাঃ॥"
(ভারত ১৩।১২৫ অঃ)

ক্ষীরপর্ণী (স্ত্রী) ক্ষীরং পর্ণেঽস্যাঃ বহুব্রী গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। অর্কবৃক্ষ, আকন্দ। (শব্দচিন্তা°)

ক্ষীরপর্ণী [ন্] (পুং) ক্ষীরপর্ণমস্যাস্তি ক্ষীরপর্ণ-ইনি। অর্কবৃক্ষ, আকন্দ। (রাজনি°)

ক্ষীরপলাণ্ডু (পুং) ক্ষীরবৎ শুভ্রাঃ পলাণ্ডু। শ্বেতপলাণ্ডু, শাদা পেঁয়াজ। ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, রুচিকর, ধাতুর স্থৈর্য্যকারী, বলকর, মেধা ও কফবৃদ্ধিকারী, পুষ্টিকর, পিচ্ছিল, স্বাদু, গুরুপাক ও রক্তপিত্তের পক্ষে প্রশস্ত। (সুশ্রুত সূত্র ৪৬ অঃ)

ক্ষীরপাক (ত্রি) ক্ষীরেণ পাকোযস্য ব্যধিকরণবহুব্রী। ১ ক্ষীরপক্ক, ক্ষীর দিয়া যাহার পাক করা হয়।

"শতং মহিষান্ ক্ষীরপাকমোদনং বরাহমিন্দ্র এমুষম্।" (ঋক্ ৮।৭৭।১০) 'ক্ষীরপাকং ক্ষীরপক্কং' (সায়ণ।) (পুং) ক্ষীরস্য পাকঃ ৬তৎ। ২ দ্রব্যান্তরযোগে দুগ্ধের পাকবিশেষ, যে দ্রব্যের সহিত ক্ষীরপাক করিতে হইবে, তাহার আট গুণ দুধ এবং দুধের চারিগুণ জল একত্র করিয়া জ্বাল দিবে। যখন জল শেষ হইয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইবে। ইহাকে ক্ষীরপাক বলে। (ভাবপ্রকাশ।)

ক্ষীরপাণ (ত্রি) পীয়তে পা-কর্ম্মণি ল্যুট্ পানং ক্ষীরংপানং যস্য বহুব্রী ণত্বঞ্চ (পানং দেশে। পা ৯।৩।৯) এই সূত্রে দেশ

পদটী দেশস্থায়ী ব্যক্তিকে বুঝায়, অতএব কোন দেশবাসী বুঝাইলে নিমিত্তের পরস্থিত পান শব্দের নকার মূর্দ্ধন্য হয়। ১ উশীনর-দেশবাসী। ইহারা অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করে বলিয়া ইহাদিগকে ক্ষীরপাণ বলে। পীয়তেঽনেনেতি পা করণে ল্যুট্ ক্ষীরস্য পানং ৬তৎ, বা ণত্বঞ্চ। (বা ভাব-করণয়োঃ। পা ৮।৪।১০) ২ যাহা দ্বারা ক্ষীর পান করা যায়। পীয়তে পা-ভাবে ল্যুট্ ক্ষীরস্য পানং পূর্ব্ববৎ ণত্বং। ৩ দুধপান।

ক্ষীরপাণী (স্ত্রী) ক্ষীরপাণ-ঙীষ্। যে পাত্রে করিয়া দুধপান করা হয়।

ক্ষীরপায়ী [ন্] (ত্রি) ক্ষীরং পাতুং শীলমস্য ক্ষীর-পা ণিনি। ক্ষীরপান করাই যাহাদের স্বভাব। ১ উশীনরদেশবাসী। (পুং) ২ দেশাবলীবর্ণিত ব্রাহ্মণভূমির একটী গণ্ডগ্রাম।

ক্ষীরভৃত (পুং) ক্ষীরেণ ভৃতঃ। গোপালক ভৃত্যবিশেষ, যে ভৃত্যের অন্যরূপ বেতন নাই, গোরুর দুধই বেতন স্বরূপ গ্রহণ করে, তাহাকে ক্ষীরভৃত বলে।

"গোপঃ ক্ষীরভৃতো যস্তু সদুহ্যাৎ দশতো বরাম্।
গোস্বাম্যনুমতে ভৃত্যঃ সা স্যাৎপালে ভৃতে ভৃতিঃ।" (মনু ৮।২৩১)

ক্ষীরবর্গ (পুং) [দুগ্ধবর্গ দেখ।]

ক্ষীরময় (ত্রি) দুগ্ধময়।

"ধোক্ষ্যে ক্ষীরময়ান্ কামান্ অনুরূপঞ্চ দোহনম্॥"
(ভাগবত ৪।১৮।৯)

ক্ষীরমোচক (পুং) বৃক্ষভেদ। (Moringa Hyperanthera)

ক্ষীরমোরট (পুং) ক্ষীরবৎ স্বাদুঃ মোরটঃ। লতাবিশেষ. মোরটলতা। পর্য্যায়—সিতদ্রু, সুদল, ক্ষীরক। [মোরট দেখ]

ক্ষীরযষ্টিক (পুং) মাদক ও দুগ্ধ মিশ্রিত পাত্র।

ক্ষীরলতা (স্ত্রী) ক্ষীরপ্রধানা লতা মধ্যলো°। ক্ষিরবিদারী।

ক্ষীরবতী (স্ত্রী) ক্ষীরবৎ-ঙীপ্। ভারতপ্রসিদ্ধ একটী নদী।

"ততঃ ক্ষীরবতীং গচ্ছেৎ পুণ্যাং পুণ্যতমৈর্বৃতাম্।
পিতৃদেবার্চ্চনপরো বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ॥" (ভারত বন ৮৪ অঃ)

ক্ষীরবল্লী (স্ত্রী) ক্ষীরা ক্ষীরবতী বল্লী কর্ম্মধা। ক্ষীরবিদারী।

ক্ষীরবান্ [ৎ] (পুং) ক্ষীরমিব নির্যাসোঽস্ত্যস্য ক্ষীর মতুপ্ মস্য বঃ। ১ যাহাদের ক্ষীরের ন্যায় নির্য্যাস আছে, ক্ষীরীবৃক্ষ অশ্বত্থ প্রভৃতি। (ত্রি) ২ দুগ্ধযুক্ত, যাহাতে দুগ্ধ আছে।

"অপূপবান্ ক্ষীরবাংশ্চরুরেহসীদতু" (অথর্ব্ব ১৮।৪।১৬)

ক্ষীরবারি (পুং) ক্ষীরমিব বারিযস্য বহুব্রী। ক্ষীরসমুদ্র।

ক্ষীরবারিধি (পুং) ক্ষীরমিববারি ধীয়তেঽস্মিন্ ধা-আধারে কি। ক্ষীরসমুদ্র।

ক্ষীরবিকৃতি (স্ত্রী) ক্ষীরস্য বিকৃতিঃ ৬তৎ। ক্ষীরবিকার, ক্ষীরসা, ছানা।

ক্ষীরবিদারিকা (স্ত্রী) ক্ষীরবৎ শুভ্রা বিদারিকা। ক্ষীরবিদারী।

ক্ষীরবিদারী (স্ত্রী) ক্ষীরবৎ শুভ্রা বিদারী। ১ কৃষ্ণভূমি-কুষ্মাণ্ড, কাল ভুঁইকুমড়া। পর্য্যায়—মহাশ্বেতা, ঋক্ষগন্ধিকা, ইক্ষুবল্লরী, ইক্ষুবল্লী, ক্ষীরকন্দ, ক্ষীরবল্লী, পয়স্বিনী, ক্ষীরশুক্লা, ক্ষীরলতা, পয়ঃকন্দা, পয়োলতা, পয়োবিদারিকা। ইহার গুণ—মধুর, অম্ল, কষায়, তিক্ত, পিত্তশূল, মূত্রমেহরোগনাশক। [বিদারী দেখ।]

ক্ষীরবিষাণিকা (স্ত্রী) ক্ষীরমিব বিষাণমগ্রমস্ত্যস্য ক্ষীরবিষাণ ঠন্-টাপ্। ১ বৃশ্চিকালী লতা, বিছটী। ২ ক্ষীরকাকোলী।

ক্ষীরবৃক্ষ (পুং) ক্ষীরপ্রধানো বৃক্ষঃ। ১ উডুম্বর, যজ্ঞডুমুর। ২ ক্ষীরিকাবৃক্ষ, পিণ্ডী খেজুর। (ভরত) ৩ রাজাদনী, ক্ষীরিণী। (রাজনি°) ৪ ন্যগ্রোধ। ৫ অশ্বত্থ। ৬ মধুক, মউয়া।

ক্ষীরব্রত (ত্রি) কেবল দুগ্ধপান করিয়া ব্রতাচরণ। (কাত্যায়ন-শ্রৌত° সূ ৭।৪।২০।)

ক্ষীরশর (পুং) ক্ষীরং শীর্য্যতেঽত্র শৄ-অধিকরণে অপ্। আমিক্ষা, দুগ্ধ বা দধির সর। পর্য্যায়—আমিক্ষা, পয়স্যা। (হেম)

ক্ষীরশাক (ক্লী) নষ্টদুগ্ধ. খীরসা।

"অপক্কমেব যন্নষ্টং ক্ষীরশাকং তদুচ্যতে।" (ভাবপ্রকাশ)

অপক্ক অবস্থায় যে দুধ নষ্ট হয়, তাহাকে ক্ষীরশাক বলে। ইহার গুণ—শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের বৃদ্ধিকারক, বলকর, গুরু, কফজনক, রুচিকর, বায়ু ও পিত্তনাশক। যাহাদের অগ্নি-প্রদীপ্ত আছে অথচ নিদ্রা হয় না, অথবা যাহারা অতিশয় স্ত্রীসেবন করিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পক্ষে ক্ষীরশাক অতিশয় উপকারী।

ক্ষীরশীর্ষ (পুং) ক্ষীরমিব শীর্ষমস্য বহুব্রী। টার্পিন তেল, শ্রীবাস। (রাজনি°)

ক্ষীরশুক্রা (স্ত্রী) ক্ষীরকাকোলী। (বাচস্পত্য)

ক্ষীরশুক্ল (পুং) ক্ষীরবৎ শুক্লঃ। জলকণ্টক, পাণিফল।

ক্ষীরশুক্লা (স্ত্রী) ক্ষীরবৎ শুক্লা। ১ রাজাদনী। (রাজনি°) ২ শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড। (অমর)

ক্ষীরশ্রী (ত্রি) ক্ষীরেণ শ্রীয়তে মিশ্রীক্রিয়তে শ্রি-কর্ম্মণি ক্বিপ্। ক্ষীরমিশ্রিত, যাহাতে ক্ষীর মিশান হইয়াছে।

"শুক্রঃ পূতঃ। শুক্রঃ ক্ষীরশ্রীঃ। মন্থী সক্তুশ্রীঃ।" (বাজসনেয়° ৮।৫৭) 'ক্ষীরেণ দুগ্ধেন শ্রীয়তে মিশ্রীকরোতি ক্ষীরশ্রীঃ' মহীধর।

ক্ষীরষট্‌পলক (ক্লী) ক্ষীরেণ ষণ্ণাং পঞ্চকোলানাং পলমত্র বহুব্রী, কপ্। চক্রদত্তোক্ত একপ্রকার পক্কঘৃত। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—পঞ্চকোল, সৈন্ধব লবণ, ও দুগ্ধ ইহার প্রত্যেক দ্রব্য ১ পল পরিমিত লইয়া তাহার সহিত ১ প্রস্থ

ঘৃতপাক করিবে। ইহার নাম ক্ষীরষট্পলক ঘৃত। এই ঘৃত প্লীহা, বিষমজ্বর ও গুল্মরোগে সেবনীয়। (চক্রদত্ত)

ক্ষীরষষ্টিক (ক্লী) ক্ষীরেণ পক্বং ষষ্টিকং। দুগ্ধপক্ব ষাট্‌ধানের চাউলের ভাত। গ্রহযজ্ঞে বুধগ্রহকে ক্ষীরষষ্টিক অন্ন দিয়া অর্চনা করিতে হয়।

"গুড়ৌদনং পায়সঞ্চ হবিষ্যং ক্ষীরষষ্টিকম্।
দধ্যোদনং হবিশ্চূর্ণং মাংসং চিত্রান্নমেবচ॥
দদ্যাৎ গ্রহক্রমাদেতৎ" (যাজ্ঞবল্ক্য)

ক্ষীরস (পুং) ক্ষীরং স্যতি ক্ষীর-সো-ক। ক্ষীরশর। (রাজনি°)

ক্ষীরসন্তানিকা (স্ত্রী) ক্ষীরস্য সন্তানোঽস্ত্যস্যাঃ ক্ষীরসন্তান-ঠন্। দুগ্ধবিকারবিশেষ, ছানা। ইহার গুণ—বৃষ্য, স্নিগ্ধ, পিত্তঘ্ন ও বায়ুনাশক। (রাজবল্লভ)

ক্ষীরসমুদ্র (পুং) ক্ষীরতুল্যঃ স্বাদুরসঃ সমুদ্রঃ। দুগ্ধসাগর।

ক্ষীরসর্পিঃ [স্] (পুং) ক্ষীরেণ পক্বং সর্পিঃ। ক্ষীরপক্ব ঘৃতবিশেষ, ক্ষীরঘৃত। ক্ষীরতৈলের ন্যায় ইহার পাক করিতে হয়। ক্ষীরতৈল পাকে তৈল দিতে হয়। ক্ষীরঘৃতে তৈল দিতে হয় না, তৈলপরিমাণে ঘৃত দিতে হয়। ইহা চক্ষুর অতিশয় উপকারী। (সুশ্রুত, চিকিৎসিত, ৫ অঃ) [ক্ষীরতৈল দেখ।]

ক্ষীরসাগর (পুং) ক্ষীরোদ সমুদ্র। (ভাগবত ৮।৫।১১)

ক্ষীরসাগরপণ্ডিত, হিল্লাজদীপিকা নামে জ্যোতির্গ্রন্থকার।

ক্ষীরসাগরসুতা (স্ত্রী) ক্ষীরসাগরস্য সুতা ৬তৎ। লক্ষ্মী।

ক্ষীরসার (পুং) ক্ষীরং সরতি কারণত্বেন প্রাপ্নোতি ক্ষীর-সৃ কর্ম্মণ্যণ যদ্বা ক্ষীরস্য সারঃ ৬তৎ। ১ নবনীত। ২ ছানা। ৩ ক্ষীরবিশেষ, হিন্দীভাষায় পালজিমু বলে। পর্য্যায়—ক্ষীরস।

ক্ষীরস্ফটিক (পুং) ক্ষীরবৎ শুভ্রঃ স্ফটিকঃ। ক্ষীরের ন্যায় ধবলবর্ণ স্ফটিকবিশেষ। (হেম)

ক্ষীরস্বামী, একজন পণ্ডিত। ভট্টঈশ্বরস্বামীর পুত্র। ইনি ক্ষীরতরঙ্গিণী নামে অষ্টাধ্যায়বৃত্তি ও অমরকোষোদ্ঘাটন নামে অমরকোষের একখানি টীকা রচনা করেন। এছাড়া ইহার রচিত ধাতুপাঠ, নিপাতাব্যয়োপসর্গপাঠ ও লিঙ্গসূত্র প্রচলিত আছে। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—ক্ষীরস্বামী কাশ্মীর-রাজ জয়াদিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। (রাজতর° ৪।৪৮৮)

ক্ষীরহিণ্ডীর (পুং) ক্ষীরস্য হিণ্ডীরঃ ৬তৎ। দুগ্ধের ফেনা।

ক্ষীরহ্রদ (পুং) ক্ষীরপূর্ণো হ্রদঃ মধ্যলো°। দুগ্ধপূর্ণ হ্রদ।

ক্ষীরা (স্ত্রী) ক্ষীরঃ ক্ষীরবর্ণো রসোঽস্ত্যস্যাঃ ক্ষীর-অচ্ (অর্শ-আদিভ্যোঽচ্। পা ৫।২।১২৭) কাকোলী। [কাকোলী দেখ।]

ক্ষীরাদ (পুং) দুগ্ধপোষ্য শিশু।

ক্ষীরাব্ধি (পুং) ক্ষীরস্য ক্ষীরতুল্যস্য জলস্য অব্ধিঃ ৬তৎ। ক্ষীরসমুদ্র।

ক্ষীরাম্বিকা (স্ত্রী) দুগ্ধিকা, ক্ষীরই গাছ। (শব্দরত্ন°)

ক্ষীরাব্ধিজ (ক্লী) ক্ষীরাব্ধেঃ জায়তে ক্ষীরাব্ধি-জন্-ড। ১ সামুদ্র লবণ, করকচ। ২ মৌক্তিক। (মেদিনী)। (পুং) ৩ চন্দ্র। (ত্রি) ৪ ক্ষীরাব্ধি হইতে উৎপন্ন।

ক্ষীরাব্ধিজা (স্ত্রী) ক্ষীরাব্ধিজ-টাপ্। লক্ষ্মী। (মেদিনী)

ক্ষীরাব্ধিতনয় (পুং) ক্ষীরাব্ধে স্তনয়ঃ ৬তৎ। চন্দ্র। পঞ্চমবার সমুদ্রমন্থনে ক্ষীরাব্ধি হইতে চন্দ্র উঠিয়াছিলেন।

ক্ষীরাব্ধিতনয়া (স্ত্রী) ক্ষীরাব্ধে স্তনয়া ৬তৎ। লক্ষ্মী।

ক্ষীরাম্বুধি (পুং) ক্ষীরস্য অম্বুধিঃ ৬তৎ। ক্ষীরসমুদ্র।

ক্ষীরাবিকা (স্ত্রী) ক্ষীরং অবতি ক্ষীর-অব্-অণ্ ততঃ ঙীপ্ ততঃ স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। ক্ষীরাবী। (শব্দরত্নাবলী)

ক্ষীরাবী (স্ত্রী) ক্ষীরং অবতি ক্ষীর অব অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) উপপদস° ততঃ ঙীপ্। দুগ্ধিকা, ক্ষীরই। পর্য্যায়—গ্রাহিণী, কচ্ছুরা, তাম্রমূলা, মরুদ্ভবা। (শব্দরত্নাবলী) সুভূতির মতে ইহার পাতা বকুলের পাতার মত, ইহার লতা ছেদন করিলে দুগ্ধ নির্গত হয়। ইহাতে বোধ হয় যে "দুদিয়া কোঁগা" ক্ষীরাবী শব্দের অর্থ। অমরটীকাকার স্বামীর মতে ক্ষীরাবীশব্দের অর্থ ক্ষীরকাকোলী। [দুগ্ধিকা দেখ।]

ক্ষীরাহ্ব (পুং) ক্ষীর মাহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে আ-হ্বে-ক। সরলদ্রুম। (রাজনি°) সরলকাঠের গাছ।

ক্ষীরাহ্বয় (পুং) [ক্ষীরাহ্ব দেখ।]

ক্ষীরিকা (স্ত্রী) ক্ষীরমস্ত্যস্যাঃ ক্ষীর ঠন্-টাপ্। ১ বংশলোচন। (শব্দরত্ন°) বাঁসকাবর। ২ পায়স, মিষ্টান্ন। ৩ ক্ষীরবিদারী, কালভূঁইকুমড়া। (রাজনি°) ৪ ক্ষীরবৃক্ষ; ক্ষীরখেজুর। ৫ পিণ্ডখেজুর। (কেচিৎ) পর্য্যায়—রাজাদন, ফলাধ্যক্ষ, রাজাতন, রাজাদনফল, অধ্যক্ষ, মধুকা, ক্ষীরবৃক্ষ, পলাশী, মর্কটপ্রিয়, গুরুস্কন্ধ, শ্লেষ্মলা, অতিপলী, বৃষা, মৌলিকাজালী, ক্ষীরিবৃক্ষ, বানরপ্রিয়, রাজন্য, প্রিয়দর্শন, দৃঢ়স্কন্ধ, কপীঠ, বরাদন, ক্ষীরী, কোমলা। ইহার ফলের গুণ—বৃষ্য, বলকর, স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি, মত্ততা, ক্ষয়দোষ ও রক্তদোষনাশক। পক্বফলের গুণ—গুরু, বিষ্টম্ভি, শীতল, কষায়, মধুর, অম্ল, অল্পপরিমাণে বায়ুপ্রকোপকারী। [রাজাদনী দেখ।]

ক্ষীরিদ্রুমাদ্য (ক্লী) ক্ষীরিদ্রুমাদির রস ও বল্কলদ্বারা পক্ব ঘৃত। (চক্রদত্ত)

ক্ষীরিণী (স্ত্রী) ক্ষীরং ক্ষীরসদৃশো নির্য্যাসোঽস্ত্যস্যাঃ ক্ষীর ইনি ঙীপ্। ১ বৃক্ষবিশেষ। (Mimusops Kauki) পর্য্যায়—কাঞ্চনক্ষীরী, কর্ষণী, পটুকর্ণিকা, তিক্তদুগ্ধা, হৈমবতী, হিমদুগ্ধা, হিমবতী, হিমাদ্রিজা, পীতদুগ্ধা, যবচিঞ্চী, হিমোদ্ভবা, হৈমী, হিমজা। ইহার গুণ—তিক্ত, শীতল, রেচক, শোথনাশক, কৃমিদোষনাশক, কফঘ্ন, পিত্তজ্বরে অতিশয় উপ-

কারী। (রাজনি°) ২ বরাহক্রান্তা (শব্দরত্নাবলী) ৩ কুটুম্বিনী। ৪ গাম্ভারী। ৫ চুম্বিকা। (রাজনি°) ৬ ক্ষীরকাকোলী, ক্ষীরকাঁকুলা। ৭ শ্বেতসারিবা। (ভাবপ্রকাশ)

ক্ষীরিণীবন, কাবেরীনদীতীরস্থ একটী পবিত্রস্থান, ইহার বর্ত্তমান নাম 'তিরুবদতুর'। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মোত্তরখণ্ডে ক্ষীরিণীবনমাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে—পুরাকালে এখানে বসিষ্ঠ তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানে দেবাদিদেব মহাদেব অবস্থান করেন। এখনও এখানে শিবমন্দির আছে।

ক্ষীরিবৃক্ষ (পুং) বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, পারিশ এই পাঁচপ্রকার বৃক্ষকে ক্ষীরিবৃক্ষ বলে। ইহাদের গুণ—শীতল, কান্তিকর, যোনিরোগ ও ব্রণনাশক, রুক্ষ, কষায়; মেদ, বিসর্প, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক; স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধিকারক, এবং ভগ্নাস্থিসংযোগকারী। ছালের গুণ—শীতল, গ্রাহী; ব্রণ, শোথ ও বিসর্পনাশক। পাতার গুণ—শীতল, গ্রাহী; কফ ও রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভ, উদরাধ্মানের নিবারক কষায় ও লঘু। (রাজনি°)

ক্ষীরী [ন্] (পুং) ক্ষীরং ক্ষীরতুল্যনির্য্যাসোঽস্ত্যস্য ক্ষীর-ইনি। ১ ক্ষীরিকাবৃক্ষ। (শব্দরত্নাবলী) ২ চুম্বিকা। ৩ স্নুহী, মনসা। ৪ আকন্দ। ৫ রাজাদনী। ৬ দুগ্ধপাষাণ, শিরগোলা। ৭ বটবৃক্ষ। ৮ প্লক্ষ, পাকুড়। ৯ সোমলতা। ১০ স্থালী বৃক্ষ, হিন্দীতে বেলিয়াপিপর বলে।

ক্ষীরী (স্ত্রী) ক্ষীর-অস্ত্যর্থে অচ্ ঙীষ্। ১ ক্ষীরীবৃক্ষ। (শব্দরত্নাবলী) ২ পক্কান্নবিশেষ। ইহার পাকপ্রণালী—নারিকেল সরু সরু করিয়া কাটিয়া গোদুগ্ধ, চিনি ও গব্য ঘৃতের সহিত অল্প আগুণে পাক করিবে, ইহাকে ক্ষীরী বা ক্ষীরীকা বলে। ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, গুরু, মধুর রস, শুক্রবৃদ্ধিকর এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ° ১ম ভা°)

ক্ষীরীশ (পুং) ক্ষীরিণাং বৃক্ষাণাং ঈশঃ ৬তৎ। ক্ষীরকঞ্চুকী। পর্য্যায়—বরপর্ণ, ক্রকচ্ছদ, কুষ্ঠনাশন, বল্য, মূলক, মূলা, খসকন্দ, কঞ্চুকী।

ক্ষীরেয়ী (স্ত্রী) ক্ষীর বাহুলকাৎ ঢঞ্ ততঃ ঙীপ্ যদ্বা ক্ষীরেণ ঈষৎ শোভাং যাতি-যা-ক ঙীষ। পায়স, পরমান্ন।

(ক্ষীরেয়ী পায়সং প্রোক্তং পরমান্নঞ্চ সূরিভিঃ। হলায়ুধ)

ক্ষীরোদ (পুং) ক্ষীরমিব স্বাদু উদকং যস্য বহুব্রী, উদকস্য উদাদেশঃ (উদকস্যোদঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৭।৩।৫৭ বার্ত্তিক) দুগ্ধসমুদ্র। দেবগণ ও দৈত্যগণ মিলিত হইয়া এই সমুদ্রের মন্থন করিয়া নানাবিধ রত্নাদি লাভ করিয়াছিলেন।

[সমুদ্রমন্থন দেখ।]

ক্ষীরোদতনয় (পুং) ক্ষীরোদস্য তনয়ঃ ৬তৎ। চন্দ্র, ক্ষীরোদসুত প্রভৃতি শব্দেরও এই অর্থ।

ক্ষীরোদতনয়া (স্ত্রী) ক্ষীরোদস্য তনয়া ৬তৎ। লক্ষ্মী। ক্ষীরোদসুতা প্রভৃতি শব্দেরও এই অর্থ।

ক্ষীরোদধি (পুং) ক্ষীরস্য উদধি ৬তৎ। ক্ষীরসমুদ্র।

"ক্ষীরোদধাবমরদানবযূথপানা-
মুন্মথ্নতামমৃতলব্ধয় আদিদেবঃ।" (ভাগবত ২।৭।১৩)

ক্ষীরোর্ম্মি (পুং) ক্ষীরস্য উর্ম্মিঃ ৬তৎ। ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গ।

"পৃশতৈর্ম্মন্দরোদ্ধূতৈঃ ক্ষীরোর্ম্মির ইবাচ্যুতঃ।" (রঘু ৪।২)

'ক্ষীরোর্ম্ময়ঃ ক্ষীরসমুদ্রোর্ম্ময়ঃ।' মল্লিনাথ।

ক্ষীরৌদন (পুং) ক্ষীরেণ (উপসিক্তঃ) ওদনঃ (অন্নেন ব্যঞ্জনং। পা ২।১।৩৪) দুগ্ধের সহিত পক্কঅন্ন, পায়স।

"ক্ষীরৌদনং ভুক্তমথানুবাসয়েৎ" (সুশ্রুত উত্তর ৪৭ অঃ)

ক্ষীব (ত্রি) ক্ষীব-অচ্-টাপ্। উন্মত্ত।

"উন্মত্তভূতাঃ প্লবগা মধুপানপ্রহর্ষিতাঃ।
ক্ষীবাঃ কুর্ব্বন্তি হাস্যঞ্চ কলহাংশ্চ তথা পরে॥" (রামা° ৫।৬০।১২)

ক্ষীবতা (স্ত্রী) ক্ষীবস্য ভাবঃ ক্ষীব্ তল্ টাপ্। উন্মত্ততা।

ক্ষু (স্ত্রী) ক্ষুদ বাহুলকাৎ ডু। ১ অন্ন। (নিঘণ্টু ২।৭) ক্ষু-ডু। ২ যে শব্দ করে। "তক্ষদ্ যদী মনসো বেনতো বাগ্‌জ্যেষ্ঠস্য বা ধর্ম্মণি ক্ষোরনীকে" (ঋক্ ৯।৯৭।২২) 'ক্ষোঃ শব্দায়মানস্য।' সায়ণ। (পুং) ক্ষণোতি হিনস্তি জীবান্ ক্ষণ-ডু। ৩ সিংহ। (একাক্ষরকোষ)

ক্ষুঁত (ক্ষুদ্ ধাতুজ) কোন অঙ্গের হীনতা।

ক্ষুচুৎ (দেশজ) কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা অনায়াসে কোন কোমল পদার্থচ্ছেদন।

ক্ষুচুরমুচুর (দেশজ) শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যসম্পাদন করিতে না পারা, অতি ধীরে ধীরে কার্য্যের অনুষ্ঠান।

ক্ষুজরা (দেশজ) ভাঙ্গা, অল্প, কম।

ক্ষুণ (পুং) ক্ষু নক্। অরিষ্টবৃক্ষ, রিঠে।

ক্ষুণি (স্ত্রী) ক্ষু-নি। পৃথিবী।

ক্ষুণী (স্ত্রী) ক্ষু-নি বিকল্পে ঙীপ্। পৃথিবী।

ক্ষুণ্ণ (ত্রি) ক্ষুদ্ কর্ম্মণি ক্ত। ১ প্রহত। ২ অভ্যস্ত।

"উদীর্ণরাগপ্রতিরোধকং জনৈ রভীক্ষ্ণমক্ষুণ্ণতয়াতিদুর্গমম্।"

(মাঘ ১।৩২)

৩ চূর্ণীকৃত। (জটাধর)

"সোঽপিকোপান্মহাবীর্য্যঃ ক্ষুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ।" (মার্কণ্ডেয় ৮৩।২৪)

ক্ষুণ্ণক (পুং) ক্ষুণ্ণ-কন্। ক্ষুণ্ণ।

ক্ষুণ্ণমনাঃ [স্] (ত্রি) ক্ষুণ্ণং বিহিতং মনোযস্য বহুব্রী। ব্যাকুলিত চিত্ত, কোন কারণে যাহার চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়াছে।

ক্ষুৎ (স্ত্রী) ক্ষু ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ ক্ষুত, হাঁচি। ২ ধানবিশেষ, চলিত কথায় দেধান বলে। পর্য্যায়—যুলক,গোজিহ্বা, গুল্প্রা, গুল্মা, গবেধুকা। (বৈদ্যকরত্নমালা)

ক্ষুৎ [ক্ষুধ্] (স্ত্রী) ক্ষুধ্ সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্বিপ্। ক্ষুধা।

"তাত! তাত! দদস্বান্ন মহ্যম্! ভোজনং দদ।
ক্ষুন্মে বলবতী জাতা জিহ্বাগ্রং শুষ্যতে তথা॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৮।৩৫)।

ক্ষুত (স্ত্রী) ক্ষু-ভাবে ক্ত। ক্ষবথু, হাঁচি। পর্য্যায়—ক্ষুৎ, ক্ষব, ক্ষুতা, ছিক্কা, হঞ্চি। [ক্ষবথু দেখ।] বসন্তরাজশাকুনে ক্ষুতের ফলাফল এইরূপ বর্ণিত আছে, কোন কার্য্য আরম্ভে বা গমনকালে যদি হাঁচি পড়ে, তাহা হইলে সেই কার্য্য বা যাত্রা হইতে বিরত হওয়া উচিত। যতই শুভ চিহ্ন দেখিতে পাওনা কেন, ক্ষুত সেই সমস্তকেই নষ্ট করে। সকল সময়ে ও সকল কালেই ক্ষুত বিঘ্নকারক। বাঁধা না মানিয়া যে ব্যক্তি কার্য্য বা গমন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার কার্য্যে অমঙ্গল ও গমনে মরণ হয়। অগ্রে কিম্বা দক্ষিণ কর্ণের নিকট হাঁচি পড়িলে ধনক্ষয় হয়, কিন্তু পিছনে হাঁচি ভাল, তাহাতে ধনবৃদ্ধি হয়। এইরূপ বাম কাণের নিকটে হাঁচি পড়িলে সুখভোগ ও জয় হয়। হাঁচি পড়িলে গমনের বাঁধা, বিঘ্ন, কলহ, সমৃদ্ধি, কঠিন রোগ, রোগক্ষয়, অর্থলাভ ও দীপ্তিনাশ এই কয়টী ফল যথাক্রমে হইয়া থাকে। পূর্ব্বমুখী হইয়া হাঁচিলে কিম্বা এক ব্যক্তির বারবার হাঁচিতে বাঁধা হয় না। বৃদ্ধ, শিশু বা কফাক্রান্তের হাঁচি দোষের নহে। বৃদ্ধ বা কফের হাঁচিও স্বজনের অনিষ্টসূচক। ভোজনের প্রথমে হাঁচি প্রশস্ত নহে, কিন্তু ভোজনের অন্তে কথঞ্চিৎ প্রশস্ত হইলেও পরে ভোজনের বিঘ্ন হয়। (বসন্তরাজশাকুন ৩ প্রকরণ)

গরুড়পুরাণের মতে অগ্নিকোণে হাঁচি পড়িলে শোক ও সন্তাপ, দক্ষিণে হানি, নৈর্ঋতে শোকসন্তাপ, বায়ুকোণে অন্নলাভ, উত্তরে কলহ, পশ্চিমে মিষ্টান্নপ্রাপ্তি ও ঈশানকোণে হাঁচি পড়িলে মৃত্যু হয়। (গরুড় ৬০ অঃ)

বর্ষকৃত্যের মতে ঊর্দ্ধদিকে হাঁচি পড়িলে কার্য্যসিদ্ধি, পূর্ব্বদিকে ও অগ্নিকোণে ভয়, দক্ষিণে অগ্নিভয়, নৈর্ঋতকোণে বিবাদ, পশ্চিমদিকে অর্থলাভ, বায়ুকোণে ভাল কাপড় গন্ধ ও উত্তরে সুন্দরী অঙ্গনালাভ হয়। কিন্তু ঈশান কোণে হাঁচি পড়িলে মরণ হয়। (বর্ষকৃত্য)

হাঁচি পড়িলে অপর ব্যক্তিকে "জীব" বলিতে হয়, না বলিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। (তিথিতত্ত্ব)

দাক্ষিণাত্যেরা বলেন যে, উপবেশন, শয়ন, দান, ভোজন বস্ত্রপরিধান, কলহ ও বিবাহে হাঁচি দোষজনক নহে।

মুখ ঢাকিয়া হাঁচিবে, অসংবৃত মুখে হাঁচিলে পাপ হয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে যদি হাঁচি হয়, তবে বস্ত্র পরিত্যাগ ও আচমন করিয়া কার্য্য করিবে। অশক্ত হইলে দক্ষিণ কর্ণস্পর্শ করিলেও হয়। (উদ্বাহতত্ত্ব)

ক্ষুত (পুং) ক্ষু-ভাবে ক্ত অভিধানাৎ পুংস্ত্বং। ক্ষুৎ, হাঁচি।

ক্ষুতক (পুং) ক্ষুতায় সাধুঃ ক্ষুত-কন্। কাল সরিষা।

ক্ষুতা (স্ত্রী) হাঁচি।

ক্ষুতাভিজনন (পুং) ক্ষুতং অভিজনয়তি ক্ষুত-অভি-জন-ণিচ্-ল্যু। কৃষ্ণসর্ষপ, রাইসরিষা।

ক্ষুতি (স্ত্রী) হাঁচি।

ক্ষুৎকরী (স্ত্রী) ক্ষুতং করোতি কৃ-ট-ঙীপ্। ভুজঙ্গঘাতিনী, কঙ্কালিকা।

ক্ষুৎক্ষাম (ত্রি) ক্ষুধা ক্ষামঃ ৩তৎ। ক্ষুধায় ক্ষীণ, ক্ষুধায় কাতর।

"ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠঃ।" পঞ্চতন্ত্র।

ক্ষুৎপিপাসা (স্ত্রী) [দ্বি] ক্ষুৎ চ পিপাসা চ ইতরেতরদ্বন্দ্ব। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

ক্ষুদ্ [ধ্] (স্ত্রী) ক্ষুধ্সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্বিপ্। ক্ষুধা।

"ততঃ ক্ষুদ্ ব্রহ্মণোজাতা জজ্ঞে কোপস্তয়া ততঃ॥"

(বিষ্ণুপু° ১।৫।৩৯)

ক্ষুদ্ (দেশজ) চাউলের কণা, ভাঙ্গা চাউল।

ক্ষুদ (পুং) ক্ষুদ্ ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) চাউলের কণা, ক্ষুদ্।

ক্ষুদিয়া (ক্ষুদ্রশব্দজ) ক্ষুদ্র, ছোট।

ক্ষুদিয়াজাম, ক্ষুদ্রজাম, ছোট জাম।

ক্ষুদিয়াটুনি (দেশজ) একপ্রকার ছোটপাখী, টুনটুনি। এই পাখীগুলি ক্ষুদ খাইতে ভালবাসে বলিয়া স্থানবিশেষে ক্ষুদিয়াটুনি বলে। [টুনি দেখ।]

ক্ষুদিয়া নটিয়া (দেশজ) এক প্রকার শাক, ছোট নটিয়া শাক। [নটিয়া দেখ।]

ক্ষুদিয়া পিপীড়া (দেশজ) এক প্রকার পিপীলিকা, ছোট ছোট লালরঙের পিপ্ড়া। [পিপীলিকা দেখ।]

ক্ষুদিয়ারাই (দেশজ) একপ্রকার সরিষা, ছোট রাইসরিষা।

ক্ষুদ্র (ত্রি) ক্ষুদ্-রক্ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চিশকিক্ষিপি-ক্ষুদিসৃপী-ত্যাদি। উণ্ ২।১৩।) ১ কৃপণ। ২ অধম।

"ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে।" (কুমার ১।১২)

৩ তুচ্ছ। "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।" (গীতা ২।৩)

৪ ক্রূর। ৫ অল্প।

"জঘান পশুমারেণ ব্যাঘ্রঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা।" (ভারত ৩।১০।২৪)

৫ দরিদ্র। (হেম) ৬ তণ্ডুলীয় শাক, ক্ষুদে নটেশাক। (সক্ষিপ্তসার) (পুং) ৭ তণ্ডুলাবয়ব, ক্ষুদ। ৮ ডহু। (শব্দরত্না°)

ক্ষুদ্রক (ত্রি) ক্ষুদ্রএব ক্ষুদ্র-স্বার্থে কন্। ১ ক্ষুদ্র (পুং) ২ কোলপরিমাণ, একতোলা। ৩ শাকবিশেষ, ক্ষুদে মুনী। ৪ সূর্য্যবংশীয় প্রসেনজিত্তের পুত্র। (ভাগবত ৯।১২।১৪) ৫ যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ (ভারত ২।৫১।১৫।) এই জাতি যেখানে বাস করে, তাহাকে ক্ষৌদ্রক বলে। টলেমি ক্ষদ্রকে (Oxydrakoi) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্ষুদ্রকণ্টকারী (স্ত্রী) অগ্নিদমনী বৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রকণ্টকী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রং কণ্টকং যস্যাঃ বহুব্রী গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বৃহতী। (ভাবপ্রকাশ)

ক্ষুদ্রকণ্টিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রং কণ্টকং যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্ অকারস্ত ইত্বং।০ কণ্টকারিকা। (শব্দচিন্তা°)

ক্ষুদ্রকমানস (ক্লী) কাশ্মীরদেশীয় একটী সরোবর। সুশ্রুত বলেন-যে, ঐ সরোবরে বা তাহার নিকটে গায়ত্র্য, ত্রৈষ্টুভ, পাঙ্ক্ত, জাগত ও শাঙ্কর এই কয়প্রকার সোম পাওয়া যায়।

"কাশ্মীরেষু সরো দিব্যং নাম্না ক্ষুদ্রকমানসম্।
গায়ত্র্যস্ত্রৈষ্টুভঃ পাঙ্ক্তো জাগতঃ শাঙ্করস্তথা॥"

(সুশ্রু° চি° ২৯ অঃ)

ক্ষুদ্রকম্বু (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ কম্বুশ্চেতি কর্ম্মধা। শম্বূক, শামুক।

ক্ষুদ্রকল্প (পুং) সামান্য বৈদিক ক্রিয়াবিশেষ।

ক্ষুদ্রকারলিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ কারলিকাচেতি কর্ম্মধা°। ক্ষুদ্রকারবেল্লী। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রকারবেল্লী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাচাসৌ কারবেল্লীবেতি কর্ম্মধা°। কারবেল্লবিশেষ, ছোট করলা। পর্য্যায়—কুড়হুঞ্চী, শ্রীফলিকা, প্রতিপত্রফলা, সুষবী, কারবী, রহুফলা, ক্ষুদ্রকারলিকা, কন্দফলা। ইহার ফলের গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, রুচিকর, দীপন, রক্তপিত্তদোষনাশক, পথ্য। ইহার মূলের গুণ—অর্শরোগনাশক, কোষ্ঠপরিষ্কারক, বিষাপহারক। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রকারালিকা (স্ত্রী) [ক্ষুদ্রকারবেল্লী দেখ।]

ক্ষুদ্রকুলিশ (ক্লী) নিত্যকর্ম্মধা°। বৈক্রান্তমণি।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠ (ক্লী) ক্ষুদ্রঞ্চ তৎকুষ্ঠঞ্চেতি কর্ম্মধা। স্বল্প কুষ্ঠরোগ। [কুষ্ঠ দেখ।]

ক্ষুদ্রক্ষুর (পুং) ক্ষুদ্রক্ষুরস্যেব আকারোঽস্ত্যস্য ক্ষুদ্রক্ষুর-অচ্। ক্ষুদ্রগোক্ষুর। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রখদির (পুং) দুব্খদির বৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রগোক্ষুরক (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ গোক্ষুরশ্চেতি কর্ম্মধা° ততঃ স্বার্থে কন্। গোক্ষুর বৃক্ষবিশেষ, হিন্দীভাষায় ছোটা গোখুর বা হরচিকার বলে। পর্য্যায়—ত্রিকণ্টক, কণ্ট, ষড়ঙ্গ, বহুকণ্টক, ক্ষুর, গোকণ্টক, কণ্টফল, পলঙ্কষা, ক্ষুদ্রক্ষুর, ভক্ষটক, স্থলশৃঙ্গাটক, ইক্ষুগন্ধ, স্বাদুকণ্ট। ইহার গুণ—অতিশয় শীতল, বলকারী, মধুর, বৃংহণ; কৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও মেহরোগনাশক; এবং রসায়ন। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রঘণ্টিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা-ঘণ্টিকা কর্ম্মধা। অলঙ্কারবিশেষ, কিঙ্কিণী, ঘুঁঘুর, স্থানবিশেষে ঘাঘর বলে। পর্য্যায়—কিঙ্কিণী ক্ষুদ্রঘণ্টী, প্রতিসরা, কিঙ্কিনীকা, কঙ্কণী, কঙ্কণিকা, ক্ষুদ্রিকা, ঘর্ঘরী। (জটাধর)

ক্ষুদ্রঘণ্টী (স্ত্রী) কিঙ্কিণী।

ক্ষুদ্রঘোলী (স্ত্রী) চিবিল্লিকা বৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রচঞ্চু (স্ত্রী) ১ ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—চঞ্চু, শুনকচঞ্চুকা, ত্বক্সারভেদিনী, ক্ষুদ্রা, কটুকা, কটুপত্রিকা। ইহার গুণ—মধুর, কটু, উষ্ণ, কষায়, দীপন, শূল, গুল্ম ও অর্শরোগনাশক। (রাজনি°।) (ত্রি) ক্ষুদ্রা চঞ্চুর্যস্য বহুব্রী। ২ ক্ষুদ্রোষ্ঠ, যাহার ওষ্ঠ ছোট।

ক্ষুদ্রচন্দন (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। রক্তচন্দন। পর্য্যায়—রক্তাঙ্গ, তিলপর্ণ, রক্তসার। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ° ১ম ভা°)

ক্ষুদ্রচির্ভিটা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাচাসৌ চির্ভিটা চেতি কর্ম্মধা°। গোপালকর্কটী, হিন্দীভাষায় গোয়াল-কাঁকড়ী বলে। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রচূড় (পুং) ক্ষুদ্রা চূড়া যস্য বহুব্রী। পক্ষিবিশেষ, গুয়েশালিক। পর্য্যায়—শবমল্ল, গৃথলক্ত, সাল্লিক। (শব্দচন্দ্রিকা)

ক্ষুদ্রজন্তু (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ জন্তুশ্চেতি কর্ম্মধা। ১ [illegible]পদী। (শব্দমালা।) ২ ক্ষুদ্রপ্রাণী।

"ক্ষুদ্রজন্তুরনস্থিঃ স্যাদথবা ক্ষুদ্রএব যঃ।
শতং বা প্রসৃতৌ যেষাং কেচিদানকুলাদপি।" (স্মৃতি)

যে সকল জন্তুর অস্থি নাই অথবা যে সকল জন্তু অতিশয় ক্ষুদ্র তাহাদিগকে ক্ষুদ্র জন্তু বলে। কিম্বা যে শ্রেণীর এক শতটী জন্তু এক অঞ্জলিতে লওয়া যাইতে পারে, তাহাদিগের নাম ক্ষুদ্রজন্তু। কেহ কেহ নকুল পর্য্যন্ত জন্তুকেও ক্ষুদ্র জন্তু বলিয়া থাকেন।

ক্ষুদ্রজম্বু (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাচাসৌ জম্বূচেতি কর্ম্মধা°। জম্বুবিশেষ।

ক্ষুদ্রজাতীফল (ক্লী) ক্ষুদ্রঞ্চ তৎ জাতীফলঞ্চেতি কর্ম্মধা°। আমলক, আমলকী। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রজীর (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ জীরশ্চেতি কর্ম্মধা°। স্বল্পজীরক, ক্ষুদিয়া জীরা। (শব্দচিন্তামণি)

ক্ষুদ্রজীরক (ক্লী) ক্ষুদ্রঞ্চ তৎজীরকঞ্চেতি কর্ম্মধাং। ক্ষুদ্রজীর।

ক্ষুদ্রজীবা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাচাসৌ জীবাচেতি কর্ম্মধা। জীবন্তীলতা।

ক্ষুদ্রঞ্চর (ত্রি) ক্ষুদ্রং চরতি ক্ষুদ্র চর-অচ্ অলুক্সং। যে ধীরে ধীরে গমন করে, মন্দগামী।

"ক্ষুদ্রঞ্চরং সুমনসাং শরণে মিথিত্বা
রক্তং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামসু লুব্ধকর্ম্ম॥" (ভাগবত ৪।২৯।৫৩)

ক্ষুদ্রজ্ঞান (ত্রি) ক্ষুদ্রং জ্ঞানং যস্য বহুব্রী। ১ অল্পজ্ঞান বিশিষ্ট, মন্দবুদ্ধি। (ক্লী) ক্ষুদ্রঞ্চ তজ্জ্ঞানঞ্চেতি কর্ম্মধা ২ অল্পজ্ঞান।

ক্ষুদ্রতুলসী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। অর্জক বৃক্ষ, বর্বরীবিশেষ, (রাজনি°।) একপ্রকার বাবুই তুলসী।

ক্ষুদ্রতা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রস্য ভাবঃ ক্ষুদ্র-তল্ টাপ্। ক্ষুদ্রত্ব।

ক্ষুদ্রত্ব (ক্লী) ক্ষুদ্রস্য ভাবঃ ক্ষুদ্র-ত্ব। ১ অল্পতা। ২ ক্রূরতা। ৩ অধমত্ব। ৪ দরিদ্রতা।

ক্ষুদ্রদংশিকা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। দংশী, ছোট ডাঁশ। (জটাধর)

ক্ষুদ্রদংশী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রদংশিকা, ছোট ডাঁশ।

পতঙ্গিকা পুত্রিকাস্যাৎ দংশস্তু বনমক্ষিকা।
প্রাচিকা চাল্পতজ্জাতিদংশী স্যাৎ ক্ষুদ্রদংশিকা॥ (জটাধর)

ক্ষুদ্রদুরালভা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। স্বল্পদুরালভা। পর্য্যায়—মরুস্থা, মরুসম্ভবা, বিশারদা, অজভক্ষ্যা, অজাদনী, উষ্ট্রভক্ষিকা, কষায়া, ফণিহৃৎ, গ্রাহিণী, করভপ্রিয়া, করভাদনিকা। ইহার গুণ—মধুর, অম্ল, জ্বর, কুষ্ঠ, শ্বাস, কাস ও ভ্রান্তিনাশক, পারদশোধনকারক। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রদুস্পর্শা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। অগ্নিদমনীবৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রদৃষ্টি (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ দৃষ্টিশ্চেতি কর্ম্মধা। অল্প দর্শন, ক্ষুদ্রজ্ঞান।

ক্ষুদ্রধাত্রী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। কর্কট বৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রধান্য (ক্লী) নিত্যকর্ম্মধা°। কুধান্য। ইহার গুণ—ঈষদুষ্ণ; কষায়, মধুর, কটুপাক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, রূক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবৃদ্ধিকর, মল ও মূত্র রুদ্ধকারী, পিত্ত রক্ত ও কফনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব ১ম ভা°)

ক্ষুদ্রনাসিক (ত্রি) ক্ষুদ্রা নাসিকা যস্য বহুব্রী। হ্রস্ব নাসিক, খাঁদা।

ক্ষুদ্রপত্রা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্। ১ চাঙ্গেরী, চুকোপালঙ্গ। (হারাবলী) (ত্রি) ২ ক্ষুদ্রপত্রযুক্ত।

ক্ষুদ্রপত্রী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ ঙীষ্। বচা। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রপনস (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। ১ লকুচ, ডেও, মাদার। ক্ষুদ্রশ্চাসৌ পনসশ্চেতি কর্ম্মধা°। ২ ক্ষুদ্র পনসফল, ছোট কাঁটাল। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রপর্ণ (পুং) ক্ষুদ্রং পর্ণং যস্য বহুব্রী। ১ অর্জক, বাবুইতুলসী। (ত্রি) ২ ক্ষুদ্রপত্রযুক্ত।

ক্ষুদ্রপাষাণভেদা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় পাষাণভেদ বলে। পর্য্যায়—চতুঃপত্রী, পার্ব্বতী, নগভূ, অশ্বকেতু, গিরিভূ, কন্দরোদ্ভবা, গিরিজা, নগজা। ইহার গুণ—ব্রণ, কৃচ্ছ্র ও অশ্মরীনাশক। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রপিপ্পলী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। বনপিপ্পলী। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রপৃষতী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। সূক্ষ্মবিচিত্র বিন্দুযুক্ত মৃগী। "পৃষতী ক্ষুদ্রপৃষতী স্থূলপৃষতী তামৈত্রাবরুণ্যঃ।" (বাজসনেয়° ২৪।২) 'ক্ষুদ্রপৃষতী সূক্ষ্মবিচিত্রবিন্দুযুক্তা' (মহীধর।)

ক্ষুদ্রপোতিকা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। শাকবিশেষ, মূলপোতী।

ক্ষুদ্রপ্রাণ (ত্রি) ক্ষুদ্রাঃ প্রাণাযস্য বহুব্রী। যাহার প্রাণ অল্প, যে অল্পেই মারা পড়ে, যাহার ক্ষমতা বা সামর্থ্য অল্প।

ক্ষুদ্রফল (পুং) ক্ষুদ্রং ফলমস্য বহুব্রী। জীবনবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

ক্ষুদ্রফলক (পুং) ক্ষুদ্রং ফলং যস্য বহুব্রী ততঃ স্বার্থে কপ্। জীবনবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

ক্ষুদ্রফেনী (স্ত্রী) দেশাবলীবর্ণিত মেঘনানদীর দুই যোজন পূর্ব্বে প্রবাহিত একটী নদী, ইহার বর্ত্তমান নাম ছোটফেনী।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি (ত্রি) ক্ষুদ্রা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী। অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট।

ক্ষুদ্রবৃহতী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ বৃহতী চেতি কর্ম্মধা°। ছোট বৃহতী।

ক্ষুদ্রভণ্টাকী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। বৃহতী। (রাজনি°) চলিত ভাষায় তিৎবেগুণ বলে।

ক্ষুদ্রমৎস্য (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ মৎস্যশ্চেতি। স্বল্পমৎস্য, ছোট মাছ। ইহার গুণ—মধুর, ত্রিদোষনাশক, লঘুপাক, রুচিকারক ও বলজনক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব—২ ভাগ)

ক্ষুদ্রমীন (পুং) [বহু] জনপদবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪।২৪) পুস্তকান্তরে ক্ষুদ্রবীন পাঠ দৃষ্ট হয়।

ক্ষুদ্রমুস্তা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। কেশুর, কসেরু। (রাজনি°)

ক্ষুদ্ররস (পুং) অল্পরস।

"কর্হিস্ম চিৎক্ষুদ্ররসান্ বিচিন্বং স্তন্মক্ষিকাভির্ব্যথিতো বিমানঃ॥"
(ভাগবত ৫।১৩।১০)

ক্ষুদ্ররসা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। তিক্ত গুঞ্জালতা। (হারাবলী)

ক্ষুদ্ররোগ (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ রোগশ্চেতি কর্ম্মধা°। ক্ষুদ্রব্যাধি। সুশ্রুতের মতে ক্ষুদ্ররোগ চুয়াল্লিশ প্রকার যথা—১ অজগল্লিকা, ২ যবপ্রখ্যা, ৩ অন্ধালজী, ৪ বিবৃতা, ৫ কচ্ছপিকা, ৬ বল্মীক, ৭ ইন্দ্রবৃদ্ধা, ৮ পনসিকা, ৯ পাষাণগর্দ্দভ, ১০ জালগর্দ্দভ, ১১ কক্ষা, ১২ বিস্ফোটক, ১৩ অগ্নিরোহিণী, ১৪ চিপ্য, ১৫ কুনখ, ১৬ অনুশয়ী, ১৭ বিদারিকা, ১৮ শর্করার্ব্বুদ, ১৯ পামা, ২০ বিচর্চ্চিকা, ২১ রকসা, ২২ পাদদারিকা, ২৩ কদর, ২৪ অলস, ২৫ ইন্দ্রলুপ্ত, ২৬ দারুণ, ২৭ অরুংষিকা,

২৮ পালিত, ২৯ মসূরিকা, ৩০ যৌবনপীড়কা, ৩১ পদ্মিনীকণ্টক, ৩২ জতুমণি, ৩৩ মাষক, ৩৪ চর্ম্মকীল, ৩৫ তিলকালক, ৩৬ ন্যচ্ছ, ৩৭ ব্যঙ্গ, ৩৮ পরিবর্ত্তিকা, ৩৯ অবপাটিকা, ৪০ নিরুদ্ধপ্রকশ, ৪১ নিরুদ্ধগুদ, ৪২ অহিপূতন ৪৩ বৃষণকচ্ছু, ৪৪ গুদভ্রংশ।

১ অজগল্লিকা—এই রোগ বালকদিগের শরীরে জন্মিয়া থাকে। কফ ও বায়ু হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। ইহার আকৃতি মুদ্গের ন্যায় চিক্কণ গ্রন্থিযুক্ত। ইহার বর্ণ চর্ম্মের বর্ণের সদৃশ। ইহা অতিশয় যাতনাদায়ক নহে।

২ যবপ্রখ্যা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণবিশেষ। ইহার আকৃতি যবের ন্যায় অতি কঠিন ও গ্রন্থিযুক্ত এবং শরীরস্থ মাংসে লিপ্ত হইয়া থাকে। কফ ও বায়ু হইতে জন্মে।

৩ অন্ধালজী—ইহা শরীরে ঘন ও সন্নিবিষ্ট হইয়া সরলভাবে উৎপন্ন হয়। ইহার আকার গোল, ইহাতে অল্পপরিমাণে পূয জন্মে। কফ ও বায়ুই ইহার উৎপত্তির কারণ।

৪ বিবৃতা—এই-জাতীয় ব্রণের মুখ কিছু বড় হয়। পাকা যজ্ঞডুমুরফলের ন্যায় আকার। ইহাতে অতিশয় জ্বালা জন্মে। ইহার অবয়ব গোল এবং উৎপত্তির কারণ পিত্ত।

৫ কচ্ছপী—কফ ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হয় এবং কচ্ছপের ন্যায় ক্রমে উন্নত হইয়া পাঁচটী বা ছয়টী গ্রন্থিযুক্ত হয়। ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক।

৬ বল্মীক—এইরোগ হস্তে, পাদতলে, সন্ধিস্থানে, গ্রীবাদেশে এবং জত্রুর ঊর্দ্ধভাগে, বল্মীকের ন্যায় ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থিযুক্ত হয়। ইহার চারিদিকে ছোট ছোট ব্রণ জন্মে। সেই ব্রণ হইতে অতিশয় যাতনা, দাহ, কণ্ডু ও রস নির্গত হয়। বায়ু পিত্ত ও কফ ইহার উৎপত্তি-কারণ।

৭ ইন্দ্রবৃদ্ধা—ইহার আকৃতি পদ্মবীজের ন্যায়, বায়ু ও পিত্ত হইতে উৎপত্তি হয় এবং ইহারও চারিদিকে ছোট ছোট ব্রণ হইয়া থাকে।

৮ পনসিকা—বায়ু ও কফ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহার আকার শালুকের মত। এই জাতীয় ব্রণ পিঠে ও কাণের চারিদিকে হইয়া থাকে, ইহা অতিশয় যাতনাদায়ক।

৯ পাষাণগর্দ্দভ—কফ ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়, হনুর সন্ধিস্থানেই জন্মিয়া থাকে। ইহা অতিশয় কঠিন ও অল্প-যাতনাদায়ক।

১০ জালগর্দ্দভ—পিত্ত ও কফ হইতে উৎপন্ন হয়। এই ব্রণ পাকে না, ইহাতে দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত ইহার আকার কিছু বড়। ইহা অল্পপরিমাণে হইয়া থাকে।

১১ কক্ষা—পিত্ত কুপিত হইলে বাহুতে, পার্শ্বে, স্কন্ধদেশে বা কক্ষদেশে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত একপ্রকার ব্রণ হইয়া থাকে, তাহাকে কক্ষা বলে।

১২ বিস্ফোটক—কফ ও বায়ু কুপিত হইলে সর্ব্বশরীরে বা শরীরের কোন অবয়বে অগ্নিদগ্ধের ন্যায় যে স্ফোটক জন্মে, তাহাকে বিস্ফোটক বলে। ইহাতে জ্বর হইয়া থাকে।

১৩ অগ্নিরোহিণী—মাংসভেদক অগ্নির ন্যায় অন্তর্দাহকর যে স্ফোটক কক্ষাপ্রদেশে জন্মে, তাহাকে অগ্নিরোহিণী বলে। ইহা সন্নিপাত হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে অতিশয় জ্বর এবং সপ্তাহ বা ১২ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। এই রোগ অসাধ্য।

১৪ চিপ্য—চলিত ভাষায় চিপা বলে। বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইলে নখের মাংসে এই রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা পাকিয়া উঠে এবং বেদনা ও দাহ জন্মে। ইহাকে ক্ষত-রোগ বা উপনখও বলা যায়।

১৫ কুনখ—কোনপ্রকার আঘাত পাইয়া যে নখ কৃষ্ণবর্ণ, রূক্ষ ও খর হয়, তাহাকে কুনখ বলে। ইহার অপর নাম কুলীন।

১৬ অনুশয়ী—যে ব্রণের অভ্যন্তরভাগ গভীর এবং বাহিরের দিক্ অল্পপরিমাণে বিস্তৃত, তাহাকে অনুশয়ী বলে। ইহার বর্ণ চর্ম্মের বর্ণের সদৃশ। ইহা উপরিভাগে সমভাবে থাকে, কিন্তু ভিতরে পাকিয়া শুষ্ক হইয়া যায়।

১৭ বিদারিকা—কক্ষাদেশে কুঁচ্কির সন্ধিস্থানে রক্তবর্ণ ও বিদারীকন্দের ন্যায় গোলাকার যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে বিদারিকা বলে। ইহা বায়ু পিত্ত ও কফ হইতে উৎপন্ন হয়।

১৮ শর্করার্ব্বুদ—শ্লেষ্মা, মেদ ও বায়ু মাংসশিরা বা স্নায়ুতে গমন করিলে যে গ্রন্থি জন্মে, গ্রন্থি ফাটিয়া গেলে তাহা হইতে মধু, ঘৃত বা বসার ন্যায় রসনির্গত হয়, তাহাতে বায়ু-বর্দ্ধিত হইয়া মাংস শুষ্ক করে এবং গ্রন্থিযুক্ত শর্করা উৎপাদন করে, শিরা হইতে অধিক পরিমাণে নানারঙের দুর্গন্ধ ও ক্লেদযুক্ত রক্তস্রাব হইতে থাকে, ইহাকে শর্করার্ব্বুদ বলে। ১৯ পামা, ২০ বিচর্চ্চিকা ও ২১ রকসা—ইহারা কুষ্ঠের মধ্যে পরিগণিত। [কুষ্ঠ দেখ।]

২২ পাদদারিকা—অতিশয় ভ্রমণশীল ব্যক্তির পদদ্বয় অতি রূক্ষ হইলে বায়ুর প্রকোপে পায়ের তল ফাটিয়া যায়, ইহাকে পাদদারিকা কহে। ইহাতে অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে। ২৩ কদর, ২৪ অলস, ২৫ ইন্দ্রলুপ্ত। [ইহাদের লক্ষণ কদর, অলস ও ইন্দ্রলুপ্ত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২৬ দারুণ—কফ ও বায়ুর প্রকোপে কেশের স্থানে ব্রণ জন্মে, এই ব্রণ অতিশয় রূক্ষ হয়। ইহার নাম দারুণরোগ।

২৭ অরুংষিকা—রক্ত, কফ, ও কৃমি কুপিত হইলে

মানুষের মাথায় বহু ক্লেদ ও বহু মুখযুক্ত যে সকল ব্রণ হয়, তাহাকে অরুংষিকা বলে।

২৮ পলিত—পিত্ত ও শরীরের উষ্ণতা ক্রোধ, শোক ও পরিশ্রমদ্বারা শিরস্থ হইয়া চুল পাকাইয়া ফেলে, ইহার নাম পলিতরোগ।

২৯ মসূরিকা—দাহজ্বর ও যাতনাদায়ক, ঈষৎ পীতযুক্ত, তাম্রবর্ণ যে সকল ব্রণ শরীরে বা মুখে জন্মে, তাহাদিগকে মসূরিকা বলে।

৩০ যৌবনপীড়কা—যুবকগণের মুখমণ্ডলে শিমুলের কাঁটার ন্যায় যে সকল ব্রণ জন্মে, তাহাকে যৌবনপীড়ক বলে। বায়ু, কফ ও রক্ত হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, ইহা মুখশোভার হানিকর।

৩১ পদ্মিনীকণ্টক—পদ্মের কাঁটার ন্যায় গোলাকার, ইহার মণ্ডলটী পাণ্ডুবর্ণ। কফ ও বায়ু হইতে ইহা উৎপন্ন হয়।

৩২ জতুমণি—ঈষৎ রক্তবর্ণ গোলাকার, কোমল এবং শরীরের সমকালে উৎপন্ন হয়। ইহাতে কোনরূপ যাতনা হয় না।

৩৩ মশক—মনুষ্যশরীরে মাষকলায়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, শরীর হইতে ঈষৎ উন্নত, বেদনাবিহীন, চিরস্থায়ী যে ব্রণ দেখা যায়, তাহাকে মশক বলে।

৩৪ তিলকালক—শরীরের সহিত সমতলে স্থিত বেদনাহীন ও কৃষ্ণবর্ণ যে তিলচিহ্ন মনুষ্যশরীরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে তিলকালক বলে। বায়ু, পিত্ত ও কফের উদ্রেকে ইহার উৎপত্তি হয়।

৩৫ ন্যচ্ছ—ছোট বা বড়, শ্যামবর্ণ বা শুক্লবর্ণ, গোলাকার, বেদনাহীন, শরীরের সহিত সমকালে জাত, যে চিহ্ন মনুষ্যশরীরে দেখা যায়, তাহাকে ন্যচ্ছ বলে।

৩৬ চর্ম্মকীল [চর্ম্মকীল দেখ।]

৩৭ ব্যঙ্গ—পিত্তসংযুক্ত বায়ু ক্রোধ ও পরিশ্রম দ্বারা কুপিত হইয়া মুখমণ্ডলে গোলাকৃতি চিহ্ন উৎপাদন করে, তাহাকে ব্যঙ্গ বলে। ইহার অবয়ব ক্ষুদ্র এবং মুখ কৃষ্ণবর্ণ।

৩৮ পরিবর্ত্তিকা—সকল শরীর-সঞ্চারী বায়ু মর্দ্দন, পীড়ন বা অত্যন্ত অভিঘাতপ্রযুক্ত পুংচিহ্নের চর্ম্ম আশ্রয় করিলে চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া আইসে এবং মণির নীচে ও কোষের উপরে গ্রন্থির ন্যায় লম্বমান হইতে থাকে, ইহাকে পরিবর্ত্তিকা বলে। ইহাতে জ্বালা ও বেদনা জন্মে, কখন কখন পাকিয়া উঠে। পরিবর্ত্তিকা দুই প্রকার বায়ুজন্য ও আগন্তু। ইহা শ্লেষ্মাজাত হইলে কণ্ডুযুক্ত ও কঠিন হয়।

৩৯ অবপাটিকা—অপ্রশস্তযোনি রমণী বা বালিকা স্ত্রীতে উপগত হইলে হস্তাদির অভিঘাত দ্বারা বলপূর্ব্বক পুংচিহ্নের চর্ম্ম উঠিয়া গেলে, কিম্বা মর্দ্দন, পীড়ন ও শুক্রের বেগের আঘাত হেতু চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেলে, তাহাকে অবপাটিকা বলে।

৪০ নিরুদ্ধপ্রকশ—যখন পুংচিহ্নের চর্ম্ম বায়ুযুক্ত হইয়া মণিস্থানকে আশ্রয় করে, মণি আচ্ছাদিত হইয়া মূত্রস্রোত রুদ্ধ করে, তখন মণিস্থান বিদীর্ণ না হইয়া মন্দ ধারায় প্রস্রাব নির্গত হয়। ইহাকে নিরুদ্ধপ্রকশ বলে।

৪১ নিরুদ্ধগুদ—মলবেগ ধারণ করিলে বায়ু প্রতিহত হইয়া গুহ্যদেশ আশ্রয় করে এবং মলনির্গমের প্রধান স্রোতকে রুদ্ধ করে। ইহাতে অতিকষ্টে পুরীষ নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকে নিরুদ্ধগুদ বলে। ইহা অতিশয় কষ্টকর।

৪২ অহিপূতন [অহিপূতন দেখ।] ৪৩ বৃষণকণ্ডূ—মুষ্ক ধৌত ও পরিষ্কৃত না থাকিলে তাহাতে মলা জন্মে, পরে ঘর্ম্ম হইয়া যখন তাহা ক্লেদযুক্ত হয়, তখন কণ্ডু উৎপন্ন হয়। তাহা চুলকাইলে স্ফোট জন্মে ও রসস্রাব হয়। ইহাকে বৃষণকণ্ডূ কহে। ইহা শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপে জন্মিয়া থাকে।

৪৪ গুদভ্রংশ—রুক্ষ ও দুর্ব্বলব্যক্তির কোঁৎপাড়া ও অতীসার দ্বারা মলদ্বারের মাংস বাহিরে নির্গত হয়। ইহাকে গুদভ্রংশ বলে। (সুশ্রুত, নিদানস্থান ১৩ অঃ)

ক্ষুদ্রল (ত্রি) ক্ষুদ্রাঃ ক্ষুদ্ররোগাঃ সন্ত্যস্য ক্ষুদ্র-লচ্ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ক্ষুদ্ররোগযুক্ত।

ক্ষুদ্রব (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রসেনজিতের পুত্র।

ক্ষুদ্রবংশা (স্ত্রী) বরাহক্রান্তা।

ক্ষুদ্রবর্ব্বণা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা॰। বরটা, বোল্‌তা। (রাজনি॰)

ক্ষুদ্রবর্ষাভূ (স্ত্রী) রক্তপুনর্ণবা। (ভাবপ্রকাশ)

ক্ষুদ্রবল্লী (স্ত্রী) একরকম পুঁইশাক, মূলপোতিকা। (রাজনি॰)

ক্ষুদ্রবার্ত্তাকিনী (স্ত্রী) শ্বেত কণ্টকারী। (রাজনি॰)

ক্ষুদ্রবার্ত্তাকী (স্ত্রী) বৃহতী, চলিত কথায় তিৎবেগুণ বলে।

ক্ষুদ্রবাস্তুকী (স্ত্রী) শ্বেতচিল্লীশাক। (রাজনি॰)

ক্ষুদ্রবীন, জনপদবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু॰ ৫৮।৪২) [ক্ষুদ্রমীন দেখ।]

ক্ষুদ্রশঙ্খ (পুং) স্বল্পশঙ্খ, চলিতকথায় জোঙ্‌ড়া বলে। পর্য্যায়—শঙ্খনখ, শঙ্খনক, ক্ষুল্লক, শম্বূক, ভবশঙ্খক। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, দীপন ও শূলনাশক। (রাজনি॰)

ক্ষুদ্রশর্করা (স্ত্রী) যাবনাল শর্করা। (রাজনি॰)

ক্ষুদ্রশার্দ্দূল (পুং স্ত্রী) চিতে বাঘ, চিত্রক। (রাজনি॰)

ক্ষুদ্রশীর্ষ (পুং) ক্ষুদ্রং শীর্ষং যস্য বহুব্রী। ১ ময়ুরশিখা নামক বৃক্ষ। (ত্রি) ক্ষুদ্রশীর্ষযুক্ত।

ক্ষুদ্রশুক্তি (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা॰। জলশুক্তি। (রাজনি॰)

ক্ষুদ্রশুক্তিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রশুক্তিরেব স্বার্থে কন্। জলশুক্তি

ক্ষুদ্রশৃগাল (পুং) খ্যাঁকশিয়াল

ক্ষুদ্রশ্যামা (স্ত্রী) কটভীবৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রশ্লেষ্মান্তক (পুং) ভূকর্বুদারক বৃক্ষ, হিন্দীভাষায় ছোটল সোড়া বলে।

ক্ষুদ্রশ্বাস (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ শ্বাসশ্চেতি কর্ম্মধা°। শ্বাসরোগবিশেষ। সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—শ্লেষ্মাজনক দ্রব্য আহার, অধিক আহার, পরিশ্রম না করা এবং দিবানিদ্রা এই সকল কারণে মধুরতর অন্নরস উত্তম পরিপাক না হইয়াই সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়। ইহাতে শরীরে অতিশয় স্নেহ জন্মে। সেই স্নেহপদার্থের আধিক্য হইলে মেদ জন্মে, মেদ হইলে শরীর অতিশয় স্থূল হয়। শরীর স্থূল হইলে ক্ষুদ্রশ্বাস জন্মে। (সুশ্রুত, সূত্র ১৫ অঃ)

বামনহাটী, গুড়ত্বক্, ত্রিকটু, হরিদ্রা, কটুকী, পিপ্পলী, মরিচ, বচ, গোময়রস, তলকীটের বীজ, এই সমস্ত একযোগে মোদকপাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাসের শান্তি হয়। (সুশ্রুত, উত্তর ৫১ অঃ) [শ্বাস দেখ।]

ক্ষুদ্রশ্বেতা (স্ত্রী) সুশ্রুতোক্ত অর্কাদি গণান্তর্গত ওষধিবিশেষ, আত্রেজপুষ্পী। কাহারও মতে ভূমিকুষ্মাণ্ডক।

ক্ষুদ্রসহা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ সহা চেতি কর্ম্মধা°। ১ মুদ্গপর্ণী, মুগানী। পর্য্যায়—মুদ্গপর্ণী, কামুলণী, সিংহপর্ণিকা, বন্যা, মার্জ্জারগন্ধা, সূর্পপর্ণী। ২ ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা।

ক্ষুদ্রসুবর্ণ (ক্লী) পিত্তল, পিতল। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রহা [ন্] (পুং) ক্ষুদ্রং হন্তি ক্ষুদ্র-হন্-ক্বিপ্। শিব।

ক্ষুদ্রহিঙ্গুলিকা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। কণ্টকারী। [কণ্টকারী দেখ।]

ক্ষুদ্রহিঙ্গুলী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। কণ্টকারী। (শব্দচন্দ্রিকা)

ক্ষুদ্রা (স্ত্রী) ক্ষুদ্ রক্ ততঃ টাপ্। [ক্ষুদ্র দেখ।] ১ বেশ্যা। "ক্ষুদ্রাধিষ্ঠিতভবনাঃ" (কাদম্বরী)। ২ কণ্টকারী। ৩ মধুমক্ষিকাবিশেষ, সরঘা। ৪ মক্ষিকা। ৫ চাঙ্গেরী, চলিত কথায় আমরুল বলে। ৬ হিংস্রা। ৭ গবেধুকা. গড়গড়ে ধান। ৮ বাদরতা। (শব্দরত্ন°) ৯ ব্যঙ্গা। ১০ হিক্কারোগবিশেষ। [হিক্কা দেখ।]

ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ অগ্নিমন্থশ্চেতি কর্ম্মধা°। ছোট গণিয়ারী। পর্য্যায়—তপন, বিজয়া, প্রণিকারিকা, অরণি, লঘুমন্থ, তেজোবৃক্ষ, তনুত্বচা। ইহার গুণ—অগ্নিমন্থের সমান। (রাজনি°) [অগ্নিমন্থ দেখ।]

ক্ষুদ্রাঞ্জন (ক্লী) ক্ষুদ্রঞ্চ তদঞ্জনঞ্চেতি কর্ম্মধা°। চক্ষুরোগের ঔষধবিশেষ।

ক্ষুদ্রাণুমৎস্যসংঘাত (পুং) ক্ষুদ্রাণাং অণুমৎস্যানাং অণ্ডাদভিনবজাতানাং মৎস্যানামিত্যর্থঃ সমূহঃ ৬তৎ। পোতাধান, চলিত কথায় পোনার ঝাঁক বলে।

ক্ষুদ্রাদিকষায় (পুং) চক্রদত্তোক্ত কষায় ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ক্ষুদ্রা (কণ্টকারী), অমৃত, শুঁঠ, কুড় এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কষায় প্রস্তুত করিবে, ইহাকে ক্ষুদ্রাদিকষায় বলে। শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্ববেদনা এই সকল উপসর্গযুক্ত বাত শ্লেষ্মজ্বরে ও ত্রিদোষ জ্বরে প্রযোজ্য।

ক্ষুদ্রান্ত্র (ক্লী) ক্ষুদ্রঞ্চ তৎ অন্ত্রঞ্চেতি কর্ম্মধা°। হৃদয়স্থিত ক্ষুদ্র নাড়ী। [নাড়ী দেখ।]

ক্ষুদ্রাপামার্গ (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। রক্ত অপামার্গ। [রক্তাপামার্গ দেখ।]

ক্ষুদ্রামলক (ক্লী) নিত্যকর্ম্মধা°। আমলক, কাঠ আমলা। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রামলকসংজ্ঞ (পুং) ক্ষুদ্রামলকস্য সংজ্ঞেব সংজ্ঞা যস্য বহুব্রী। কর্কট বৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রাম্র (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। কোষাম্র, কেওড়া গাছ। [কোষাম্র দেখ।]

ক্ষুদ্রাম্লপনস (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। লকুচ। [লকুচ দেখ।]

ক্ষুদ্রাম্লা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাচাসৌ অম্লা অম্লরসাচেতি কর্ম্মধা। ১ অম্ললোণিকা, আমরুল। ২ শশাগুলী একপ্রকার কর্কটী।

ক্ষুদ্রাম্লিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাচাসৌ অম্লিকা চেতি কর্ম্মধা। বৃক্ষবিশেষ, হিন্দীভাষায় আববতি বা আবতা বলে। (Oxalis) পর্য্যায়—চাঙ্গেরী, চুক্রাম্লা, চুক্রিকা, লোণাম্লা, চতুঃপত্রী, লোণা, বোঢ়া, অম্লপত্রিকা, অম্বষ্ঠা, অম্লবতী, অম্লা, দন্তশঠা, শাখাম্লা, অম্লপত্রী। ইহার গুণ—অম্লরস, উষ্ণ, অগ্নিবৃদ্ধিকর, রুচিকর, গ্রাহী, কফনাশক। (রাজনির্ঘণ্ট)

ক্ষুদ্রাশয় (ত্রি) ক্ষুদ্রঃ আশয়ো যস্য বহুব্রী। নীচাশয়, সামান্য বিষয়ে যাহার লাভ জন্মে, যে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না।

ক্ষুদ্রাশয়তা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাশয়স্য ভাবঃ ক্ষুদ্রাশয়-তল্ টাপ্। নীচস্বভাব, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি।

ক্ষুদ্রিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ আকারস্য ইকারঃ। একপ্রকার হিক্কারোগ। [হিক্কা দেখ।]

ক্ষুদ্রীয় (ত্রি) ক্ষুদ্র চাতুরর্থিক-ছ (উৎকরাদিত্যাচ্ছঃ। পা ৪।২।৯০) ক্ষুদ্রনির্বৃত্ত, ক্ষুদ্রের সন্নিহিত দেশাদি।

ক্ষুদ্রেঙ্গুদী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। যবাস। (রাজনি°) [যবাস দেখ।]

ক্ষুদ্রের্ব্বারু (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ ইর্ব্বারুশ্চেতি কর্ম্মধা। গোপালকর্কটী, হিন্দীভাষায় গোয়াল কাঁকরী বলে।

ক্ষুদ্রৈলা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাচাসৌ এলা চেতি কর্ম্মধা°। সূক্ষ্মৈলা, চলিত ভাষায় ছোট এলাচ বলে।

ক্ষুদ্রোডুম্বরিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাচাসৌ উডুম্বরিকা চেতি কর্ম্মধা। কাকডুমরী, কাকোডুম্বরিকা। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রোপোদকনাম্নী (স্ত্রী) মূলপোতীশাক। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রোপোদকী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাচাসৌ উপোদকী চেতি কর্ম্মধা। ক্ষুদ্রপূতিকা শাক। পর্য্যায়—সূক্ষ্মপত্রা, মণ্টপী। ইহার গুণ—পূতিকার তুল্য। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রোলূক (পুং) নিত্যকর্ম্মধা। ডণ্ডুল পক্ষী, ছোট পেঁচা।

ক্ষুধ্ (স্ত্রী) ক্ষুধ-সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে ক্বিপ্। ১ ভোজন করিবার ইচ্ছা, চলিত ভাষায় ক্ষিদে। ২ অন্ন। (নিঘণ্টু ২।৭)

ক্ষুধা (স্ত্রী) ক্ষুধ-ভাবে ক্বিপ্ ততঃ বিকল্পে টাপ্।

"বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
টাপঞ্চাপি হলন্তানাং ক্ষুধা বাচা নিশা গিরা॥" (কলাপটীকা)

১ ভোজন করিবার ইচ্ছা।

যে প্রকার পৃথিবীস্থিত জল সূর্য্যদ্বারা শুষ্ক হইয়া যায়, সেইপ্রকার শরীরের ধাতুও জঠরানলের তেজে শুষ্ক হয়। ধাতু শুষ্ক হইলে ক্ষুধা পায়। অধিক পরিমাণে ক্ষুধা হইলে শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি ও দর্শনশক্তি পর্য্যন্তও থাকে না শরীরে দাহ ও কম্প উপস্থিত হয়, কোন বিষয়ে বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হয় না। দিন দিন শরীর শুকাইয়া যায়। উপযুক্ত সময়ে আহার করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি না করিলে বাক্‌শক্তি, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, ঘ্রাণশক্তি ও গমন শক্তির হানি হয় (অগ্নিপুরাণ প্রেতোপাখ্যান)

ক্ষুধাকুশল (পুং) ক্ষুধায়াং কুশলঃ ৭তৎ। বিল্বান্তরবৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুধাতুর (ত্রি) ক্ষুধয়া আতুরঃ কাতরঃ ৩তৎ। ক্ষুধায় কাতর।

ক্ষুধাভিজনন (পুং) ক্ষুধামভিজনয়তি-ক্ষুধা-অভিজন-ণিচ্-ল্যু রাজিকা, রাই সরিষা।

ক্ষুধামার (পুং) ক্ষুধাং মারয়তি নাশয়তি-ক্ষুধা-মৃ-ণিচ্-অণ্ ক্ষুধানাশক, অপামার্গ।

"ক্ষুধামারং তৃষ্ণামারমগোতামনপদ্যতাম্।" (অথর্ব্ব ৪।১৭।৬)

ক্ষুধার্ত্ত (ত্রি) ক্ষুধয়া ঋতঃ ৩তৎ, ঋকারস্য বৃদ্ধিঃ। ক্ষুধাতুর।

ক্ষুধালু (ত্রি) ক্ষুধ বাহুলকাৎ আলুচ্। ক্ষুধাযুক্ত।

ক্ষুধাবতী (স্ত্রী) ক্ষুধা বিদ্যতেঽস্যাং ক্ষুধা মতুপ্ মকারস্য বকারঃ ১ ক্ষুধাজনক ঔষধবিশেষ।

ইহার প্রস্তুত প্রণালী—রসায়ক, গন্ধক, অভ্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বচ, জোয়ান, শতপুষ্পা, চই, দুইপ্রকার জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ চারিতোলা ও ঘণ্টাকর্ণ, পুনর্ণবা, মাণক, পিপ্পলীমূল, কুটজ, কেশুর, পদ্মগুলঞ্চ, দন্তোৎপল, তেউড়ী, দন্তী, হুড়হুড়ে, রক্তচন্দন, ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, কুলক ও মণ্ডূক ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ২ তোলা এই সমস্ত দ্রব্যের গুঁড়া করিয়া আদার রস দিয়া বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে উঠিয়া বদরাস্থির সহিত ক্ষুধাবতী-বটিকা সেবন করিয়া অন্ন ও জলপান করিবে। ইহার গুণ—সকল প্রকার অজীর্ণনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, অম্লপিত্ত ও শূলনাশক। ইহা সেবন করিতে হইলে কোন মিষ্টদ্রব্য খাইবে না, দুধ এবং চিনি নিতান্তই অহিতকর। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

২ চিকিৎসারত্ননিধির মতে ক্ষুধাজনক একপ্রকার ঔষধ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—সোহাগা ৭ ভাগ, সাচিক্ষার ৫ ভাগ, যবক্ষার ৪ ভাগ, পটু ৩ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, চিতা ২ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ ও লবঙ্গ ২ ভাগ এই সকল দ্রব্য অম্লরসে ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম ক্ষুধাবতীবটিকা। গুণ—আমশূল, অম্লপিত্ত, পিত্তশূল, অর্শ ও গ্রহণীনাশক। ইহা সেবনে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয়। (চিকিৎসারত্ননিধি।)

ক্ষুধাবান্ (ত্রি) ক্ষুধা বিদ্যতেঽস্য ক্ষুধা মতুপ্ মকারস্য বকারঃ। ক্ষুধাযুক্ত, যাহার ক্ষুধা পাইয়াছে।

ক্ষুধাসাগররস (পুং) ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, সাচিক্ষার, যবক্ষার, সোহাগা, রস, গন্ধক এই সমস্ত দ্রব্যের এক এক ভাগ ও বিষ দুইভাগ পঞ্চ লবণের সহিত বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এক রত্তি পরিমাণ বটিকা করিতে হয়। ইহার নাম ক্ষুধাসাগররস। ইহা সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

ক্ষুধিত (ত্রি) ক্ষুধ্-কর্ত্তরি ক্ত যদ্বা ক্ষুধা জাতাঽস্য ক্ষুধা-তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। ক্ষুধাযুক্ত। পর্য্যায়—বুভুক্ষিত, জিঘৎসু, অশনায়িত।

ক্ষুধুন (পুং) ক্ষুধ-উনন্ কিচ্চ (ক্ষুধিপিশিমিথিঃ কিৎ। উণ্ ৩।৫৫।) ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। (উণাদিকোষ)

ক্ষুন্নিবৃত্তি (স্ত্রী) ক্ষুধঃ ক্ষুধায়াঃ নিবৃত্তিঃ ৬তৎ। ক্ষুধার নিবৃত্তি।

ক্ষুপ (পুং) ক্ষুপ-কঃ (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ১ ক্ষুদ্রশাখাযুক্ত বৃক্ষ, ঝোঁপ।

"তস্যা রূপেণ স গিরির্বেশেন চ বিশেষতঃ।
স সবৃক্ষক্ষুপলতো হিরণ্ময় ইবাভবৎ॥" (ভারত ১।১৭২।২৮)

২ সত্যভামার গর্ভজাত কৃষ্ণের পুত্র। (হরিবংশ ১৬৩ অঃ)
৩ সূর্য্যবংশীয় প্রসন্ধির পুত্র, ইক্ষ্বাকুর পিতা। (ভারত ১৪।৪।২৪)
৪ দ্বারকার পশ্চিমস্থ একটী পর্ব্বতবিশেষ। (হরিবংশ ১৫৭ অঃ)

ক্ষুপক (পুং) ক্ষুপ স্বার্থে কন্। ক্ষুপ।

"অতো যো বিপরীতঃ স্যাৎ সুখসাধ্যঃ স উচ্যতে।
অবদ্ধমূলঃ ক্ষুপকো যদ্বদুৎপাটনে সুখঃ।" (সুশ্রুত সূত্র ২৩ অঃ)

ক্ষুপা (স্ত্রী) ক্ষুপ-টাপ্। ক্ষুপ।

"কাকাদন্যা সমাং ক্ষুপাম্।" (সুশ্রুত সূত্র)

ক্ষুপালু (পুং) ক্ষুপ বাহুলকাৎ আলুচ্। পানীয়ালু। (রাজনি°)

ক্ষুপাডোড়মুষ্টি (পুং) ডুল অচ্ লকারস্য ডত্বং দকারস্য চ পৃষোদরাদিবৎ ডত্বং। তাদৃশোমুষ্টি যস্য বহুব্রী ততঃ কর্ম্মধা। বিষমুষ্টি ক্ষুপ। (রাজনি°) [বিষমুষ্টি দেখ।]

ক্ষুপ্‌ক্ষুপ্ (দেশজ) ক্ষিপ্র, অতি শীঘ্র।

ক্ষুব্ধ (ত্রি) ক্ষুভ-ক্ত নিপাতনে সাধুঃ (ক্ষুব্ধস্বান্তধ্বান্তলগ্নেতি। পা ৭।২।১৮।) ১ বিমর্দ্দ। (পুং) ২ মন্থান দণ্ড। (হেম) ৩ ষোলপ্রকার রতিবন্ধের অন্তর্গত একাদশ রতিবন্ধ।

"পার্শ্বোপরিপদৌ কৃত্বা যোনৌ লিঙ্গেন তাড়য়েৎ।
বাহুভ্যাং ধারণং গাঢ়ং বন্ধো বৈ ক্ষুব্ধসংজ্ঞকঃ।" (রতিমঞ্জরী)

ক্ষুভ (ত্রি) ক্ষুভ-ক। (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫।) ১ প্রবর্ত্তক।

"মাঠরারুণদণ্ডাদ্যাস্তাং স্তান্ বন্দেঽশনিক্ষুভান্।" (ভারত ৩।৩।৬৮)

'অশনি ক্ষুভান্ বিদ্যুদশস্ত্রাদিপ্রবর্ত্তকান্।' (নীলকণ্ঠ)

২ ক্ষোভকারক, সঞ্চালক।

ক্ষুভা (স্ত্রী) ক্ষুভ-টাপ্। নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্রী সূর্য্যের পারিষদ দেবতা।

"ক্ষুভয়া সহিতা মৈত্রী যাশ্চান্যা ভূতমাতরঃ।" (ভারত ৩।৩।৬৯)

'ক্ষুভা মৈত্র্যৌ নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্র্যৌ দেবতে।' (নীলকণ্ঠ)

ক্ষুভ্নাদি (পুং) ক্ষুভ্ন আদির্যস্য বহুব্রী। পাণিনির একটী গণ। ক্ষুভ্ন, নৃনমন, নন্দিন্, নন্দন নগর, হরিনন্দী, হরিনন্দন, গিরিনগর, যঙন্ত নৃতধাতু, নর্ত্তন, গহন, নিবেশ, নিবাস, অগ্নি ও অনূপ এই কয়টী শব্দ উত্তরপদ হইলে ক্ষুভ্নাদি গণান্তর্গত। ক্ষুভ্নাদি আকৃতিগণ। কেহ কেহ অন্যরূপে ক্ষুভ্নাদির গণনা করেন। যথা—ক্ষুভ্না, তৃপ্নু, নৃনমন, নরনগর, নন্দন, যঙন্ত নৃতীধাতু, গিরিনদী, গৃহগমন, নিবেশ, নিবাস, অগ্নি, অনূপ, আচার্য্য, ভোগীন, চতুর্হায়ন এবং বন শব্দ পরে থাকিলে ইরিকা, সমীর, কুবের, হরি ও কর্ম্মার ইহাদিগকে ক্ষুভ্নাদিগণ বলে। (পা ৮।৪।৩৯।) ক্ষুভ্নাদিগণীয় শব্দের নকার মূর্দ্ধন্য হয় না।

ক্ষুমা (স্ত্রী) ক্ষু-মক্-টাপ্। ১ অতসী, চলিত কথায় মসনে বলে। ২ শণ। (সারসুন্দরী।) ৩ নীলিকা, নীল। ৪ লতাবিশেষ। (ত্রি) ক্ষায়তি শত্রূন্ কম্পয়তি ক্ষায়-মন্ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। ৫ শত্রুদিগের কম্পকারক। "ক্ষুমাসি পাতৈনং প্রাঞ্চম্" (বাজসনেয়° ১০।৮)। 'ক্ষুমাসি ক্ষায়ী-বিধুননে ক্ষায়তি শত্রূন্ কম্পয়তি ক্ষুমা' (মহীধর।)

ক্ষুমান্ [ৎ] (ত্রি) ক্ষু-অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ অন্নযুক্ত। ২ স্তুত্য, স্তুতি করিবার যোগ্য।

"আতূ-ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রামং সগৃভায়।" ঋক্ ৮।৭০।১।

'ক্ষুমন্তং শব্দবন্তং স্তুত্যমিত্যর্থঃ।' সায়ণ।

ক্ষুর (পুং) ক্ষুর-কঃ (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ১ নাপিতাস্ত্রবিশেষ, যে অস্ত্রে মাথা কামায়।

"সর্ব্বকণ্টকপাপিষ্ঠং হেমকারন্তু পার্থিবম্।
প্রবর্ত্তমানমন্যায়ে ছেদয়েল্লবশঃ ক্ষুরৈঃ।" (মনু ৯।২৯২)

২ অশ্ব গো প্রভৃতি জন্তুর পায়ের সর্ব্বশেষে যে অস্থিময় অংশ থাকে—পায়ের ক্ষুর। ৩ কোকিলাক্ষ বৃক্ষ। [কোকিলাক্ষ দেখ।] ৪ গোক্ষুর। (মেদিনী।) ৫ মহাপিণ্ডীতক। ৬ শর। ৭ খাটের খুরা। ৮ বাণবিশেষ।

"ক্ষুরেণ শিতধারেণ চকর্ত্তাস্য শরাসনম্।" (রামায়ণ ৬।৯২ অঃ)

ক্ষুরক (পুং) ক্ষুর-কন্। ১ তিলবৃক্ষ। (অমর।) ২ কোকিলাক্ষ। ৩ গোক্ষুর। ৪ ভূতাঙ্কুশবৃক্ষ। ক্ষুর-স্বার্থে কন্। ৫ ক্ষুরশব্দের সমানার্থ।

ক্ষুরকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) ক্ষুরেণোচিতং ক্ষুরসাধ্যং বা কর্ম্ম মধ্যলো°। ক্ষৌর, কেশাদি ছেদন, চলিত কথায় কামান বলে। [ক্ষৌর দেখ।]

ক্ষুরক্লপ্ত (ত্রি) ক্ষুরদ্বারা যাহাকে কামান হইয়াছে।

ক্ষুরক্রিয়া (স্ত্রী) ক্ষুরেণ ক্রিয়া ৩তৎ ক্ষুরস্য ক্রিয়া বা ৬তৎ॥ ক্ষুরকর্ম্ম, ক্ষৌর, কামান।

ক্ষুরধান (ক্লী) ক্ষুরো ধীয়তে ঽত্র ধা-আধারে ল্যুট্। নাপিতের অস্ত্রাধার, ক্ষুর ভাঁড়।

"আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ।"(শ্রুত ১৪।৪।২।১৬)

ক্ষুরধার (ত্রি) ক্ষুরস্য ধারঃ তীক্ষ্ণতাইব ধারা যস্য বহুব্রী। ১ ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণতাবিশিষ্ট। (পুং) ২ নরকবিশেষ। ৩ অস্ত্রবিশেষ।

"বিপাটান্ ক্ষুরধারাংশ্চ ধনুর্ভিনির্দধুঃ সহ।" (ভারত ৪।৬।২৮)

'বিপাটান্ বাণবিশেষান্ তাদৃশান্ ক্ষুরধারাংশ্চ।' নীলকণ্ঠ। ৪ ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ।

ক্ষুরধারা (স্ত্রী) ক্ষুরস্য ধারা ৬তৎ। ক্ষুরের ধার।

"অন্তকঃ পবনো মৃত্যুঃ পাতালং বড়বামুখম্।
ক্ষুরধারা বিষং সর্পো বহ্নিরিত্যেকতঃ স্ত্রিয়ঃ॥" (ভারত ১২।৩৮।২৯)

ক্ষুরপত্র (পুং) ক্ষুরস্য পত্রমিব পত্রং যস্য বহুব্রী। ১ শর। ২ ক্ষুরধার বাণ। (ত্রি) ৩ ক্ষুরসদৃশপত্র বিশিষ্ট।

ক্ষুরপত্রিকা (স্ত্রী) ক্ষুর ইব পত্রমস্যা বহুব্রী ততঃ কপ্ টাপ্। আকারস্য ইকারঃ। পালঙ্গশাক, পালক্যাশাক। (রাজনি°)

ক্ষুরপবি (ত্রি) ক্ষুরবৎ পবির্ধারাঽস্য বহুব্রী। ১ ক্ষুরের ন্যায় যাহার অগ্রভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ। "তে হস্ম ক্ষুরপবী নিমেষম্" (শতপথব্রা° ৩।৬।২।৯।) 'ক্ষুরপবী ক্ষুরধারে' (ভাষ্য।)

ক্ষুরপ্র (পুং) ক্ষুরইব পৃণাতি ছিনত্তি পৃ-কঃ কিম্বার গুণঃ। ১ বাণবিশেষ।

"সতু দ্রোণং ত্রিসপ্তত্যা ক্ষুরপ্রাণাং সমর্পয়ৎ।"

(ভাগবত ৪।৫৩।৪৬)

২ ঘাস কাটিবার অস্ত্র, খুরপ। (কোন পুস্তকে "খুরপ্র" পাঠ দৃষ্ট হয়।)

ক্ষুরপ্রগ (ক্লী) ক্ষুরপ্রং গচ্ছতি ক্ষুরপ্র-গম-ড। ক্ষুরপ্রের সদৃশ অস্ত্রবিশেষ।

ক্ষুরপ্রপ (ক্লী) ১ বাণবিশেষ। ২ ঘাস কাটিবার অস্ত্র, খুরপো।

ক্ষুরভট্ট, তৈত্তিরীয়-সংহিতার একজন প্রাচীন ভাষ্যকার।

(মাধবীয় ধাতুবৃত্তি)

ক্ষুরভাণ্ড (ক্লী) ক্ষুরস্য ভাণ্ডং ৬তৎ। নাপিতের অস্ত্র রাখিবার আধার, নাপিতের ভাঁড়।

"শীঘ্র মানীয়তাং ক্ষুরভাণ্ডং ক্ষৌরকর্ম্মকরণায় গচ্ছামি" (পঞ্চতন্ত্র)

ক্ষুরমর্দ্দী (পুং) ক্ষুরং মৃদ্নাতি ঘর্ষয়তি মৃদ গিনি। নাপিত।

ক্ষুরমুণ্ডী (পুং) ক্ষুরেণ মুণ্ডয়তি মুণ্ড-গিনি। নাপিত।

ক্ষুরাঙ্গ (পুং) ক্ষুরইব অঙ্গমস্য বহুব্রী। গোক্ষুর। (রাজনি°)

ক্ষুরার্পণ (পুং) গিরিবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪।২০)

ক্ষুরিকা (স্ত্রী) ক্ষুর ঙীপ্ স্বার্থে কন্ ততঃ টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। ১ পালক্যশাক, পালঙ্গশাক। ২ মৃত্তিকাপাত্রবিশেষ। ৩ ছুরী। ৪ যজুর্ব্বেদান্তর্গত একখানি উপনিষদ্। মুক্তিকোপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে।

ক্ষুরিকাপত্র (পুং) ক্ষুরিকাইব পত্রমস্য বহুব্রী। শর। (রাজনি°)

ক্ষুরিণী (স্ত্রী) ক্ষুর-অস্ত্যর্থে ইনি ততঃ ঙীপ্। ১ বরাহক্রান্তা। (শব্দচন্দ্রিকা।) ২ নাপিতের ভার্য্যা।

ক্ষুরী [ন্] (পুং) ক্ষুর অস্ত্যর্থে ইনি। ১ নাপিত। ২ ক্ষুরবিশিষ্ট পশু।

ক্ষুরী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রঃ ক্ষুরঃ ক্ষুর-ঙীপ্। ছুরী। (হেম°)

ক্ষুল্ল (ত্রি) ক্ষুদং লাতি গৃহ্লাতি ক্ষুদ-লা-ক। ১ অল্প। ২ লঘু।

"অতৃপ্নুমঃ ক্ষুল্লসুখাবহানাং তেষামৃতে কৃষ্ণকথা মৃতৌঘাৎ॥"

(ভাগবত ৩।৫।১০)

৩ কনিষ্ঠ। (হেম°)

ক্ষুল্লক (ত্রি) ক্ষুল্ল-স্বার্থে কন্। ১ ক্ষুদ্র। ২ অল্প। ৩ নীচ। ৪ কনিষ্ঠ। ৫ দরিদ্র। ৬ পামর। ৭ দুঃখিত।

"যেনোপশান্তির্ভূতানাং ক্ষুল্লকানামপীহতাম্।

অন্তর্হিতোন্তর্হৃদয়ে কস্মান্নো বেদনাশিষঃ।" (ভাগবত ৪।৩০।২৯)

৮ খল। (হেম) শব্দরত্নাবলীতে "ক্ষুল্লক" স্থানে 'খুল্লক' পাঠ আছে। (পুং) ক্ষুল্ল সংজ্ঞার্থে কন্। ৯ ক্ষুদ্রশঙ্খ। (রাজনি°)

ক্ষুল্লতাত (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খুড়া। (জটাধর)

ক্ষুল্লতাতক (পুং) ক্ষুল্লতাত-স্বার্থে কন্। পিতৃব্য, খুড়া।

ক্ষে (ক্ষেপ শব্দজ) ১ জাল ফেলা। ২ একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার বোঝা।

ক্ষেত (ক্ষেত্রশব্দজ) ১ ক্ষেত্র।

"নিড়াতে নিড়াতে ক্ষেতে হারা হইল তাতে॥" (শিবায়ন)

২ শরীর। (গ্রাম্য) ৩ স্ত্রী।

ক্ষেত্র (ক্লী) ক্ষি-ত্রন্। (দাদিভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪।১৬৯) ১ কেদার, শস্য উৎপত্তির স্থান। পর্য্যায়—বপ্র, কেদার, বলজ, নিষ্কুট, রাজিকা, পাটীর। শস্যোৎপত্তির ক্ষেত্র ব্রৈহেয়, শালেয়, যব্য প্রভৃতি নানাভাগে বিভক্ত।

২ শরীর।

"ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।" গীতা ১৩।১।

৩ অন্তকরণ। ৪ কলত্র। ৫ সিদ্ধস্থান। (মেদিনী) ভারত প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসে কতকগুলি সিদ্ধস্থানকে পুণ্যক্ষেত্র, কতকগুলিকে সিদ্ধক্ষেত্র ও কতকগুলিকে বিষ্ণুক্ষেত্র নামে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্যক্ষেত্র যথা—কুরুক্ষেত্র, গয়াক্ষেত্র, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষ, ফল্গুতীর, সেতুবন্ধ, প্রভাস, কুশস্থলী, বারাণসী, মধুপুরী, পম্পা, বিন্দুসর, বদরিকাশ্রম, নন্দাক্ষেত্র, সীতাশ্রম এবং সপ্তকুলাচল। সিদ্ধক্ষেত্র যথা—কামরূপ, গঙ্গাতীর, নারায়ণক্ষেত্র ও পুরুষোত্তম। বিষ্ণুক্ষেত্র যথা—কোকামুখ, মন্দর, কপিলদ্বীপ, প্রভাস, মাল্য, উদয়, মহেন্দ্র, ঋষভ, দ্বারকা, পাণ্ড্য, সহ্য, বসুকুণ্ড, বন্দীবন, চিত্রকূট, নৈমিষ, গোনিষ্ক্রমণ, শালগ্রাম, গন্ধমাদন, কুব্জাম্রক, গঙ্গাদ্বার, তোষক, হস্তিনাপুর, বৃন্দাবন, মথুরা, কেদার, বারাণসী, পুষ্কর, দৃষদ্বতী, তৃণবিন্দুবন, সাগরসঙ্গম, তেজোবন, বিশাখসূর্য্য, বনকন, লোহাকুল, দেবশাল, দশপুর, কুব্জক, বিতণ্ডা, দেবদারুবন, কাবেরী, প্রয়াগ, পয়োষ্ণী, কুমার, লৌহিত্য, উজ্জয়িনী, লিঙ্গস্ফোট, তুঙ্গভদ্রা, কুরুক্ষেত্র, মণিকুণ্ড, অযোধ্যা, কুণ্ডিন, ভঞ্জীর, চক্রতীর্থ, বিষ্ণুপদ, শূকর, মানস, দণ্ডক, ত্রিকূট, মেরুপৃষ্ঠ, পুষ্পমতী, চামীকর, বিপাশা, মাহিষ্মতী, ক্ষীরোদ, বিমলা, শিবনদী, গয়া। (নারসিংহপুরাণ ৬২ অঃ।) [কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি শব্দে ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৬ মেষাদি দ্বাদশ রাশি। রাশির অপর নাম ক্ষেত্র। ৭ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংস্কার, চৈতন্য ও ধৈর্য্য।

"ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংস্কারশ্চেতনা ধৃতিঃ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥" (বাচস্পত্য)

৮ সমতল ভূমি।

"ক্ষেত্রং নাম সমভূমিঃ" (লীলাবতীটীকা—মুনীশ্বর)

[ক্ষেত্রব্যবহার দেখ।]

ক্ষেত্রকর (ত্রি) ক্ষেত্রং করোতি ক্ষেত্র-কৃ-ট। (দিবাবিভা-নিশাপ্রভা°। পা ৩।২।২১) যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া ক্ষেত্রকরী শব্দ হয়।

ক্ষেত্রকর্কটী (স্ত্রী) ক্ষেত্রজাতা কর্কটী মধ্যলো°। ঋজুকী, চলিত কথায় বাঙ্গি-কাঁকুড় বলে।

ক্ষেত্রকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) ক্ষেত্রস্য কর্ম্ম ৬তৎ। ক্ষেত্রের কর্ম্ম।

ক্ষেত্রকর্ম্মকৃৎ (ত্রি) ক্ষেত্রকর্ম্ম করোতি ক্ষেত্রকর্ম্ম ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ক্ষেত্রকর্ম্মকারী, যে ক্ষেত্রের কর্ম্ম করে।

ক্ষেত্রগণিত (ক্লী) ক্ষেত্রস্য গণিতং ৬তৎ। ১ ক্ষেত্রবিষয়ক অঙ্কশাস্ত্র। ২ ক্ষেত্রব্যবহার, ক্ষেতকালি। [ক্ষেত্রব্যবহার দেখ]

ক্ষেত্রগত (ত্রি) ক্ষেত্রং গতঃ ২তৎ। ১ যে ব্যক্তি ক্ষেত্রে গমন করিয়াছে। ২ ক্ষেত্রসম্বন্ধীয়।

ক্ষেত্রগতোপপত্তি (স্ত্রী) ক্ষেত্রগতা চাসৌ উপপত্তিশ্চেতি কর্ম্মধা°। ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় যুক্তি।

ক্ষেত্রচির্ভিটা (স্ত্রী) ক্ষেত্রজাতা চির্ভিটা মধ্যলো°। ১ চির্ভিটা, চলিত কথায় চিভিড়া বলে। ২ কর্কটী, কাঁকুড়।

ক্ষেত্রজ (পুং) ক্ষেত্রে স্ত্রীরূপক্ষেত্রে জায়তে ক্ষেত্র-জন-ড। ১ দ্বাদশপ্রকার পুত্রের অন্তর্গত একপ্রকার। মনুর মতে মৃত, নপুংসক বা রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির স্ত্রী গুরুজন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ধর্ম্ম অনুসারে অপর পুরুষদ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকেই সেই স্ত্রীর স্বামীর ক্ষেত্রজপুত্র বলে। (মনু ৯।১৬৭) ক্ষেত্রজ পুত্র ঔরস পুত্রের ন্যায় পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্মের পর, যদি ঐ ব্যক্তির ঔরসপুত্র জন্মে, তাহা হইলে সেই ঔরস পুত্রই সম্পত্তির অধিকারী হইবে, ক্ষেত্রজ অধিকারী হইবে না। (মনু ৯।৬২) কুল্লুকভট্ট এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু স্মৃতিসংগ্রহকার রঘুনন্দনের মতে এরূপ স্থলে ক্ষেত্রজ ও ঔরস উভয়েই অধিকারী হইবে। (উদ্বাহতত্ত্ব) বৃহস্পতি ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন—যে স্ত্রীর কোন সন্তান নাই এবং নিজ স্বামীদ্বারা পুত্র উৎপাদনের সম্ভাবনাও নাই, সে স্ত্রী দেবর অথবা স্বামীর সপিণ্ড অন্য কোন পুরুষদ্বারা সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। তাঁহার দেবর বা অন্য কোন সপিণ্ড গুরুজন কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাহাতে সঙ্গত হইলে তাহাদেরও কোন পাপ স্পর্শে না। কিন্তু গুরুজন কর্ত্তৃক কোন বিধবার পুত্রোৎপাদনের জন্য নিযুক্ত হইলে সকল শরীরে ঘী মাখাইয়া এবং বাগ্যত হইয়া রাত্রিকালে সঙ্গত হইবে। এরূপ স্থলে একটী সন্তানই উৎপাদন করিতে পারে। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকার দুইটী সন্তান উৎপাদন করিতে পারে, এইরূপও বিধান করেন। বিধবা ঐ পুরুষকে গুরুর ন্যায় দেখিবে এবং পুরুষ সেই বিধবাকে আপনার পুত্রবধূ বলিয়া মনে করিবে। কোনরূপ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র না হইয়া কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিতেই সন্তান উৎপাদন করিবে। যাহারা এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারা বধূগামী ও গুরুতল্পগের ন্যায় পতিত হয়। সপিণ্ড ও দেবর ভিন্ন অন্য পুরুষে বিধবা স্ত্রীকে নিযুক্ত করিবে না, করিলে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। বাগ্দানের পরেই যাহার পতির মৃত্যু হইয়াছে, সেই স্ত্রীই এরূপ ভাবে দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে পারে। কলিকালে ক্ষেত্রজ পুত্র করিবার বিধান নাই।

(ত্রি) ২ ক্ষেত্রজাত, যাহা ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়।

ক্ষেত্রজা (স্ত্রী) ক্ষেত্রজ-টাপ্। ১ শ্বেত কণ্টকারী। ২ শশাগুলী, কর্কটীবিশেষ। ৩ গোমূত্রিকাতৃণ, চলিত কথায় তাম্বড় বলে। ৪ শিল্লিকা। ৫ চণিকাতৃণ।

ক্ষেত্রজাত (ত্রি) ক্ষেত্রে জাতঃ ৭তৎ। যাহা ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছে।

ক্ষেত্রজেষ্ [ষ্] (স্ত্রী) জেষ-কিপ্, জেষ্ ক্ষেত্রস্য জেষ্ ৬তৎ। ক্ষেত্রপ্রাপ্তি। "ক্ষেত্রজেষে মঘবচ্ছ্বিত্র্যং গাম্।" (ঋক্ ১।৩৩।১৫) 'ক্ষেত্রজেষে শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধবেলায়াং ক্ষেত্রপ্রাপ্ত্যর্থং' (সায়ণ)

ক্ষেত্রজ্ঞ (পুং) ক্ষেত্রং শরীরং জানাতি মম ইত্যভিমানেন গৃহ্নাতি ক্ষেত্র-জ্ঞা-ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রী-কিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ১ শরীরের অধিষ্ঠাতা, জীবাত্মা। সাংখ্য মতে আত্মা নির্লেপ, নির্গুণ, ক্রিয়াশূন্য, কেবল চৈতন্যস্বরূপ, অবিদ্যাপ্রভাবে পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীর বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আমার শরীর বলিয়া মনে করে, এই অভিমানযুক্ত পুরুষকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক মতে জীবাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দবাচ্য। বেদান্ত মতে আত্মা বা ব্রহ্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে না, কারণ তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাহার কোন জ্ঞান নাই, এই কারণে বৈদান্তিকগণ অবিদ্যাবিশিষ্ট (অজ্ঞানোপহিত) চৈতন্যকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। ২ সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর। গীতার মতে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত জড়পদার্থকেই ক্ষেত্র বলে, যিনি ক্ষেত্র অর্থাৎ সমস্ত জড়পদার্থ জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। (গীতা ১৩।১-২)

৩ বিষ্ণু।

"অব্যয়ঃ পুরুষঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞোঽক্ষর এবচ।" (বিষ্ণুসহঃ)

৩ সাক্ষী। ৪ অন্তর্য্যামী, যিনি প্রাণীগণের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদের সমস্ত কার্য্য অবলোকন করেন।

"হৃদিস্থিতঃ কর্ম্মসাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞো যস্য তুষ্যতি।" (ভারত ১ প°)

৫ বটুকভৈরব। "ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্" (বটুকস্তব) (ত্রি) ৬ রসিক, বিদগ্ধ। ৭ কৃষক। (শব্দরত্নাবলী) ৮ ক্ষেত্রের বিষয় অবগত আছে।

"হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ" (ছান্দোগ্য উপ° ৮।৩।২)

ক্ষেত্রদ (পুং) ক্ষেত্রং দদাতি ক্ষেত্র-দা-ক। ১ বটুকভৈরব। "ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ" বটুকস্তব। (ত্রি) ২ যিনি ক্ষেত্র দান করেন।

ক্ষেত্রদূতী (স্ত্রী) শ্বেত কণ্টকারী। (রাজনি°)

ক্ষেত্রদেবতা (স্ত্রী) ক্ষেত্রস্য দেবতা ৬তৎ। ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাহার আরাধনা করিলে ক্ষেতে ভালরূপ শস্য উৎপন্ন হয়, কোন দৈব বা লৌকিক কারণে অনিষ্ট ঘটে না।

ক্ষেত্রপ (পুং) ক্ষেত্রং শরীরং পাতি রক্ষতি ক্ষেত্র-পা-ক (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ১ বটুক ভৈরব। "ক্ষেত্রপং কর্ণয়ো র্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদিন্যসেৎ।" বটুকভৈরব।

(ত্রি) ক্ষেত্রং শস্যোৎপাদনযোগ্যাং ভূমিং পাতি রক্ষতি ক্ষেত্র-পা-ক। ১ ক্ষেত্ররক্ষক। ৩ (পুং) ক্ষেত্রং বিশ্বং পাতি রক্ষতি ক্ষেত্র পা-ক। ৩ ঈশ্বর।

ক্ষেত্রপতি (পুং) ক্ষেত্রস্য পতিঃ ৬তৎ। ১ ক্ষেত্রপাল। ২ কৃষক। ৫ পরমাত্মা। "জীবং ক্ষেত্রপতিং প্রাহুঃ কেচিদগ্নিমথাপরে। সতন্ত্র এব স কশ্চিৎ ক্ষেত্রস্য পতিরিষ্যতে।" (তন্ত্রসার)

ক্ষেত্রপদ (ক্লী) ক্ষেত্রস্য পদং ৬তৎ। ক্ষেত্রস্থান।

"পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।" (ভাগবত ৯।৪।২০)

ক্ষেত্রপর্পটী (স্ত্রী) ক্ষেত্রে পর্পটীব। ক্ষেতপাপ্ড়া। (বৈদ্যক)

ক্ষেত্রপাল (ত্রি) ক্ষেত্রং পালয়তি রক্ষতি ক্ষেত্র-পালি-অণ্। ১ ক্ষেত্ররক্ষক, যে ক্ষেত রাখে। ২ দেবতাবিশেষ। প্রয়োগসারে ক্ষেত্রপালের ৪৯টী ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদের নাম যথা—১ অজর ২ আপকুম্ভ ৩ ইন্দ্রমূর্ত্তি ৪ ঈড়াচার ৫ উক্ষ ৬ উন্মাদ ৭ ঋষিসূদন ৮ ঋমুক্ত ৯ ৯প্তকেশ ১০ ৯পক ১১ একদংষ্ট্রক ১২ ঐরাবত ১৩ ওঘবন্ধু ১৪ ঔষধীশ ১৫ অঞ্জন ১৬ অস্ত্রধার ১৭ কাল ১৮ খরুধানল ২৯ গামুখ্য ২০ ঘণ্টাদ ২১ ঙনঃ ২২ চণ্ডবারণ ২২ ছটাটোপ ২৪ জটাল ২৫ ঝঙ্কীবঃ ২৭ ঞরশ্চর ২৭ টঙ্কপাণি ২৮ ঠাণবন্ধু ২৯ ডামর ৩০ ঢক্কারব ৩১ নূবর্ণি ৩২ তড়িদ্দেহ ৩৩ স্থির ৩৪ দন্তুর ৩৫ ধনদ ৩৬ নতিক্রান্ত ৩৭ প্রচণ্ডক ৩৮ ফট্কার ৩৯ বীরশঙ্খ ৪০ ভঙ্গ ৪১ মেঘাসুর ৪২ যুগান্তক ৪৩ রৌহক ৪৪ লম্বোষ্ঠ ৪৫ বসুগণ ৪৬ শূকনন্দ, ৪৭ ষড়াল ৪৮ সুনামা ৪৯ হংক্রক।

ক্ষেত্রপাল পূজাবিধান—প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি নিত্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। প্রথমে প্রাণায়াম পরে ক্ষেত্রপালের পূজা করিয়া ধর্ম্মপীঠাদি স্থাপন করিবে। ইহার পূজায় এই প্রকারে ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হয়, ইহার ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা ক্ষেত্রপাল, ক্ষৌং বীজ ও আয়া শক্তি। ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া "ক্ষাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ক্ষেত্রপালের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"ভ্রাজচ্চন্দ্রজটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং
দোর্দণ্ডাত্তগদাকপালমরুণস্রগ্‌গন্ধবস্ত্রোজ্জ্বলম্।
ঘণ্টামেখলঘর্ঘরধ্বনিমিলজ্‌ঝঙ্কারভীমং বিভুং
বন্দে সংহিতসর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা॥"

ক্ষেত্রপালের চক্ষু তিনটী বর্ণ নীলগিরির তুল্য, মাথায় উজ্জ্বল চন্দ্র ও জটা আছে। ইহার চারিখানি হাতে যথাক্রমে গদা, কপাল, রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য ও গন্ধবস্ত্র আছে, কটিমেখলায় কতকগুলি ঘণ্টা আছে। তাহার ঘর্ঘরধ্বনি ও ঝঙ্কার অতিশয় ভয়ঙ্কর। ক্ষেত্রপালের কর্ণে সর্পকুণ্ডল আছে। এইরূপ ক্ষেত্রপালকে সর্ব্বদা অভিবাদন করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া প্রথমে মানসপূজা করিবে। অর্ঘ্যস্থাপন ও পূর্ব্ব ধর্ম্মপীঠাদির অর্চনা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান, আবাহন করিবে। পরে "ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া পাঁচটী পুষ্পাঞ্জলি দিবে, ইহার পরে আবরণপূজা করিতে হয়। ক্ষেত্রপালের প্রথম আবরণ অঙ্গ দ্বারা পূজা করিবে। অনলাক্ষ, অগ্নিকেশ, করাল, ঘণ্টারব, মহাক্রোধ, পিশিতাশন, পিঙ্গলাক্ষ ও ঊর্দ্ধকেশ ইহাদের দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ, ইন্দ্রাদি দ্বারা তৃতীয় আবরণ ও বজ্রাদি দ্বারা চতুর্থ আবরণের পূজা করিতে হয়। ক্ষেত্রপালের মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে পুরশ্চরণ হয় এবং ঘৃত ও চরুদ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিতে হয়।

ইহার বলির নিয়ম।—রাত্রিকালে উঠানে একটী স্থণ্ডিল করিয়া তাহার উপরে সকল পরিবারে ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। বলির মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্ষেত্রপালের হাতে তিনবার বলি দিবে এবং পরিবারবর্গের নাম লইয়া একবার করিয়া দিবে। বলির মন্ত্র যথা—

"এহ্যেহি বিদুষি স্ফুর স্ফুর ভুঞ্জয় ভুঞ্জয় তর্জ্জয় তর্জ্জয় বিঘ্নপদ বিঘ্নপদ মহাভৈরব ক্ষেত্রপাল বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা।" কোন কোন তন্ত্রের মতে এই মন্ত্রটী অন্যপ্রকার যথা—"এহ্যেহি তুরু তুরু স্ফুরু স্ফুরু জম্ভ জম্ভ হন হন বিঘ্নং বিনাশয় বিনাশয় মহাবলিং ক্ষেত্রপাল গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা।" ক্ষেত্রপালের পূজা

করিলে কান্তি, মেধা, বল, আরোগ্য, তেজঃ, পুষ্টি, যশঃ, ধন ও সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়।

সকল প্রধান পুণ্যক্ষেত্রে এক একজন ক্ষেত্রপাল আছেন, এবং তাঁহার রীতিমত পূজা হয়। হিমালয়ে কুমাওন প্রদেশে ক্ষেত্রপালকে কোথাও ভূমিয়া, কোথাও বা স্বয়ং (স্বয়ম্ভূ নলে)। ইঁহার উদ্দেশে ছাগবলি হইয়া থাকে। (E. T. Atkinson's Notes on the History of Religion in the Himalaya of the N. W. P. p. 127.)

৩ দ্বারপাল ভৈরববিশেষ, ইনি পশ্চিমদ্বারে থাকেন।

"গণেশং ভৈরবং চৈব ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনী।

পূর্ব্বাদি ক্রমযোগেন দ্বারপালান্ প্রপূজয়েৎ॥ (তন্ত্রসার)

ক্ষেত্রপালরস (পুং) ক্ষেত্রপালসংজ্ঞারসঃ ক্ষেত্রপালরসঃ। ঔষধবিশেষ, চলিত ভাষায় দুগ্ধবটী বলে। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, বিষ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগা, জীরে ও অহিফেন সমভাগে লইয়া ভালরূপে মর্দন করিবে। ভালরূপ মিশিয়া গেলে অর্দ্ধ যব প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। যে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, তাহাকে দুধভাত খাইতে দিবে; লবণ বা জল খাইতে দিবে না। এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে বৃহৎ শোথ, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, জীর্ণ ও বিষম জ্বর ভাল হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

ক্ষেত্রফল (ক্লী) ক্ষেত্রস্য ফলং ৬তৎ। ১ ক্ষেতের ফল। ২ ক্ষেত্রান্তর্গত স্থানের পরিমাণ, ভূমির কালী, ভূমির পরিমাণফল।

ক্ষেত্রভক্তি (স্ত্রী) ক্ষেত্রের বিভাগ।

ক্ষেত্রভূমি (স্ত্রী) কর্ষিত বা কর্ষণযোগ্যভূমি।

ক্ষেত্রমালিকা (স্ত্রী) ক্ষেত্রং মালয়তি মল-ণিচ ণ্বুল্। বচ।

ক্ষেত্রযমানিকা (স্ত্রী) ক্ষেত্রে জাতা যমানিকা মধ্যলো°। ক্ষেত্রজাত যমানী, জোঁয়ান্। (ত্রিকাণ্ড)।

ক্ষেত্ররুহা (স্ত্রী) ক্ষেত্রে রোহতি উৎপদ্যতে ক্ষেত্র-রুহ ক। ১ বালুকীকর্কটী, বাঙ্গিকাঁকুড়। (রাজনি°) (ত্রি) ২ ক্ষেত্রজাত।

ক্ষেত্রবিদ্ (ত্রি) ক্ষেত্রং বেত্তি ক্ষেত্র বিদ্ কিপ্। ১ মার্গজ্ঞ; যে পথের বিষয় অবগত আছে।

"ক্ষেত্রবিদ্ধি দিশ আহা বিপৃচ্ছতে।" (ঋক্ ৯।৭০।৯)

'ক্ষেত্রবিৎ মার্গজ্ঞঃ।' (সায়ণ)

(পুং) ক্ষেত্রং শরীরং অহমিতি আত্মত্বেন বেত্তি জানাতি ক্ষেত্র বিদ্ কিপ্। ২ ক্ষেত্রজ্ঞ, জীবাত্মা।

'যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদিবিশ্বগাবিঃ

প্রত্যক্ চকাস্তি ভগবান্ তমবেহি সোঽস্মি।"

(ভাগবত ৪।২২।৩৭)

"ক্ষেত্রবিদং জীবং তপতি ক্ষেত্রবিত্তপঃ' (শ্রীধর)

ক্ষেত্রব্যবহার (পুং) ক্ষেত্রস্য ব্যবহারং কর্ণলম্বফলাদিভি-রিয়ত্তা নির্ণয়ঃ ৬তৎ। কর্ণ ও লম্বের ফলাদি দ্বারা ক্ষেত্রের পরিমাণ নির্ণয়ের নাম ক্ষেত্রব্যবহার।

জ্যামিতি ও পরিমিতি ক্ষেত্রতত্ত্বের অন্তর্গত। ভালরূপ জ্যামিতি না জানা থাকিলে ক্ষেত্রতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যগণ এই ক্ষেত্রতত্ত্ব বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনেকেই জানেন, এই ভারতবর্ষ হইতেই অঙ্কশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতবাসীর নিকট হইতে আরবীয়েরা এবং আরবীয়ের নিকট হইতে য়ুরোপীয়েরা এই শাস্ত্র শিক্ষা-লাভ করেন। [অঙ্ক দেখ।]

কিন্তু আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ক্ষেত্রতত্ত্বের মূল জ্যামিতিশাস্ত্র অতি পূর্ব্বকালে ভারতবাসীরা জানিতেন না। ইজিপ্ট ও গ্রীস হইতে এই শাস্ত্রের উৎপত্তি। য়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ্গণ বলিয়া থাকেন থেলস্ ও তাঁহার শিষ্য পিথাগোরস্ (৫৪০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) প্রকৃত জ্যামিতি শাস্ত্র প্রকাশ করেন। তৎপরে আনাক্সাগোরস্, হিপক্রেটিস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রের উন্নতি করেন। তাহার পর ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অসাধারণ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ইউক্লিড্ পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের মত সঙ্কলন করিয়া পূর্ণাকারে জ্যামিতি শাস্ত্র প্রকাশ করেন, এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি সর্ব্বত্র আদৃত ও মান্য।

আমরা বলি, যে ভারতবর্ষ হইতে অঙ্কশাস্ত্রের সৃষ্টি, সেই ভারত হইতেই ক্ষেত্রতত্ত্ব বা জ্যামিতি শাস্ত্রেরও উৎপত্তি হইয়াছে।

জগতের প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে ক্ষেত্রতত্ত্বের মূল-সূত্র প্রকটিত হইয়াছে। বৌধায়ন, আপস্তম্ব, মানব, মৈত্রায়নীয় ও কাত্যায়ন-শুল্বসূত্র আছে; এই শুল্বসূত্রগুলি বৈদিক কল্প-সূত্রের অন্তর্গত। কিরূপে ভূমি, ক্ষেত্র, ভুজ প্রভৃতি আনয়ন করিতে হয়, তাহার মূলতত্ত্ব ঐ সকল শুল্বসূত্রে বর্ণিত আছে।

ভিন্নাকারের যজ্ঞীয় বেদী নির্ম্মাণের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার জন্য শুল্বসূত্রের সৃষ্টি, আবার ক্রমে এই শুল্বসূত্র হইতেই ভারতবর্ষীয় ক্ষেত্রতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে।

ডাক্তার বুর্ণেল লিখিয়াছেন—

"We must look to the S'ulva portions of the Kalpasutras for the earliest beginning of geometry among the Brahmans." (Burnell's Catalogue of a Collection of Sanskrit Mss. p. 29.) [শুল্বসূত্র দেখ।]

কৃষ্ণযজুর্বেদে (তৈত্তিরীয়সংহিতা ৫।৪।১১।১) শুল্বসূত্রের বীজ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, যখন দেখা যাইতেছে, পিথাগোরস্ প্রভৃতির অনেক পূর্ব্বে বেদের কল্পসূত্রে জ্যামিতির অনুশীলন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, থেলস্, পিথাগোরস্ প্রভৃতির পূর্ব্ব হইতে আর্য্যঋষিগণ জ্যামিতিশাস্ত্র জানিতেন। পিথাগোরসের জীবনী পাঠে জানা যায় যে তিনি গ্রীস হইতে ভারতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি জ্যামিতির যে সকল সূত্র প্রথম উদ্ভাবন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আমরা সেই সকল কথা আপস্তম্ব, বৌধায়ন প্রভৃতির শুল্বসূত্রে দেখিতে পাই, ইহাতে বোধ হয়, পিথাগোরস্ ভারত হইতে শিখিয়া গিয়া গ্রীসে প্রচার করিয়া থাকিবেন। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, অঙ্কশাস্ত্রের ন্যায় ক্ষেত্রতত্ত্বও নিরপেক্ষভাবে ভারতবাসী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। [জ্যামিতি, পরিমিতি, বীজগণিত, গণিত, জরীপ প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

প্রাচীন আর্য্যগণ ক্ষেত্র-ব্যবহারে যে সকল উপায় স্থির করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

লীলাবতীর টীকাকার মুনীশ্বর গণকের মতে সমতল ভূমির নাম ক্ষেত্র। ক্ষেত্র প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত—ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বর্ত্তুল ও চাপাকার (১)। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ ক্ষেত্রকে ত্র্যস্র ও চতুরস্র নামে উল্লেখ করিয়াছেন। যে ক্ষেত্রে তিনটী কোণ অথবা কোণোৎপাদক তিনটী রেখা আছে, তাহাকে ত্রিকোণ বা ত্র্যস্রক্ষেত্র বলে এবং যে ক্ষেত্রে চারিটীকোণ অথবা কোণসম্পাদক চারিটী রেখা থাকে, তাহাকে চতুষ্কোণ বা চতুরস্র বলে। গোলাকার ক্ষেত্রকে বর্ত্তুল ও ধনুকের ন্যায় ক্ষেত্রকে চাপক্ষেত্র বলা যায়। এই চারি প্রকার ক্ষেত্র ব্যতীত পঞ্চকোণ, ষট্‌কোণ প্রভৃতি ক্ষেত্রও আছে, সেই সকল ক্ষেত্র ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণের অন্তর্গত বলিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ তাহার পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই (২)।

ত্রিকোণ ক্ষেত্র দুইপ্রকার জাত্য ও ত্রিভুজ। যে ত্রিকোণ ক্ষেত্রের তিনটী রেখাকে ভুজ, কোটি ও কর্ণ এই তিনটী সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহাকে জাত্যত্র্যস্র বলে এবং যে ত্রিকোণের তিনটী রেখার বিশেষ কোন সংজ্ঞা নাই তিনটী রেখাকেই ভুজ বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহাকে ত্রিভুজ বলে। চতুষ্কোণ বা চতুরস্র ক্ষেত্র তিনভাগে বিভক্ত—সমচতুর্ভুজ, আয়ত ও বিষম চতুর্ভুজ। যে ক্ষেত্রের চারিটী বাহুপরিসর সমান তাহাকে সমচতুর্ভুজ। যে ক্ষেত্রের দুইটী বাহু আয়ত, তাহাকে আয়ত বলে। যে চতুষ্কোণের চারিটী বাহু পরস্পর অসমান, তাহাকে বিষম-চতুর্ভুজ বলে।

ক্ষেত্রব্যবহারে ঋজুপ্রদেশ বা সরলরেখা বাহুর সদৃশ বলিয়া বাহু নামে উল্লেখ করা হয় (৩)। ত্র্যস্রক্ষেত্রে তিনটী ও চতুরস্রে চারিটী বাহু থাকে। কোটী ও কর্ণ ভুজের পারিভাষিক সংজ্ঞা।

ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের একটী বাহুকে ইষ্ট কল্পনা করিবে। ঐ ইষ্ট বাহুকে সেই ক্ষেত্রের ভুজ বলা হয়। ইষ্ট বাহু বা ভুজের প্রতিকূলদিকে অর্থাৎ ভুজের অগ্র হইতে যে রেখাটী অপরদিকে টানা হয়, তাহাকে কোটি বলে। (লীলাবতী)। কোটি ও ভুজ প্রদর্শন করাইবার জন্য একটী ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যাইতেছে।

খ

অঙ্কিত ত্রিকোণ ক্ষেত্রটীর ক, খ ও গ এই তিনটী বাহু আছে। তাহার মধ্যে ক বাহুটী এই স্থলে ইষ্ট, অতএব ক বাহুটীই ঐ ক্ষেত্রের ভুজ। ভুজ বা ক বাহুর অগ্র হইতে যে খ-রেখাটী গ-রেখার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাকেই এই ক্ষেত্রটীর কোটি জানিবে।

চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ ক্ষেত্রের একান্তর কোণে অর্থাৎ এককোণ হইতে তাহার বিপরীত কোণ পর্য্যন্ত তির্য্যক্‌ভাবে যে রেখা টানা যায়, তাহাকে কর্ণ বলে। (৪)

(১) "ক্ষেত্রং নাম সমভূমিঃ। তদতিদেশত্বেন যৎকিঞ্চিৎ ত্রিকোণপ্রদেশাদিকং তৎ ত্র্যস্রাদিক্ষেত্রং ব্যপদিশ্যতে।......তত্র ক্ষেত্রং ত্র্যস্রং চতুরস্রং বর্ত্তুলং চাপক্ষেত্রি চতুর্দ্ধা।" (লীলাবতীর টীকাকার মুনীশ্বর)

(২) "পঞ্চাস্রাদিকং ত্র্যস্র-চতুরস্র-ঘটিতমিতি তদন্তর্গতমেবেতিবোধ্যম্।" (মুনীশ্বর)
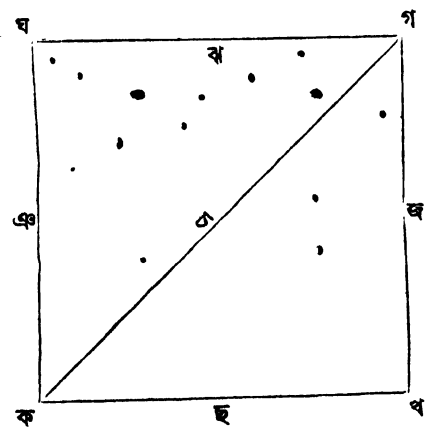
(৩) "ঋজুপ্রদেশস্ত ঋজুবাহ্বাকারত্বাৎ বাহুরিতি ব্যপদেশঃ।" (মুনীশ্বর)

(৪) "তথাচ সমচতুর্ভুজায়তয়োরেকান্তরকোণয়োরন্তরে রেখায়া ভুজকোটিমার্গাপেক্ষয়া তির্য্যক্‌ত্বেন কর্ণসংজ্ঞা।" (মুনীশ্বর)

এই চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের ক, খ, গ ও ঘ এই চারিটী কোণ হইতে গ কোণ পর্য্যন্ত যে চ রেখাটী টানা হইয়াছে, এই চ রেখাই সমচতুষ্কোণের কর্ণ। আয়ত চতুর্ভুজেও এইরূপ জানিবে। সমচতুর্ভুজ বা আয়ত চতুর্ভুজেও এককোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত যে কর্ণ রেখাটী থাকে, তাহাতে দুইটী জাত্যত্র্যস্র হয় এবং ঐ কর্ণটী উভয় ত্র্যস্রেরই কর্ণ হইয়া থাকে। অঙ্কিত চতুর্ভুজ ক্ষেত্রটীর চ রেখাটী কর্ণ হওয়ায় ঝ, ঞ ও চ এবং ছ, জ ও চ এই দুইটী ত্রিভুজ হইয়াছে, দুইটী ত্রিভুজেরই চ রেখাটী কর্ণ। অতএব সম বা আয়ত চতুর্ভুজে দুইটী জাত্যত্র্যস্র থাকে (৫)। লম্ব পরে প্রদর্শিত হইবে।

ভুজ ও কোটির পরিমাণ অবগত থাকিলে কর্ণ আনয়ন করিবার নিয়ম লীলাবতীতে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১ম নিয়ম। ভুজবর্গের সহিত কোটির বর্গ যোগ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহার বর্গমূলই সেই ক্ষেত্রের কর্ণের পরিমাণ।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর ভুজের পরিমাণ ৩ এবং কোটির পরিমাণ ৪ তাহার কর্ণের পরিমাণ কত?
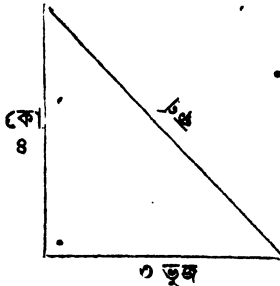
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ পরিমাণ ৩এর বর্গ ৯ এবং কোটি ৪এর বর্গ ১৬, উভয়ের যোগফল ২৫, ইহাকে ভুজ ও কোটির বর্গযোগ বলে। ভুজকোটির বর্গযোগ ২৫এর বর্গমূল ৫। অতএব ১ম, নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রটীর কর্ণ হইল ৫।

বর্গযোগ করিবার সহজ উপায়।—যে দুইরাশির বর্গযোগ করিতে হইবে, তাহাদের ঘাতকে দ্বিগুণ করিয়া তাহার সহিত ঐ দুইরাশির অন্তর (বিয়োগফল) যোগ করিলে বর্গযোগ হইবে। যথা—পূর্ব্বপ্রদর্শিত ক্ষেত্রটীর ভুজ ৩ ও কোটি ৪এর বর্গ যোগ করিতে ৩ ও ৪এর ঘাত ১২ দ্বিগুণ করিলে ফল হইল ২৪, তাহার সহিত ৩ ও ৪এর অন্তর ১ যোগ করিলে ৩ ও ৪এর বর্গ যোগ হইল ২৫।

(৫) "এবং তাদৃশভুজদ্বয়েঽপি কোটিসংজ্ঞা, একস্য ভুজস্য তদিতরভুজাগ্রকোটাগ্রস্য তত্র তৃতীয়াগ্রস্যসত্ত্বেন ন ত্র্যস্রানুপপত্তিঃ। তেন সমচতুর্ভুজস্যায়তস্য জাত্যদ্বয়াত্মকমেব।" (মুনীশ্বর)

২য়। কর্ণ ও ভুজ অবগত থাকিলে কোটি আনয়ন করিবার নিয়ম।—কর্ণের বর্গ হইতে ভুজের বর্গ অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূলই সেই ক্ষেত্রের কোটির পরিমাণ।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর ভুজের পরিমাণ ৩ এবং কর্ণের পরিমাণ ৫ তাহার কোটির পরিমাণ কত?
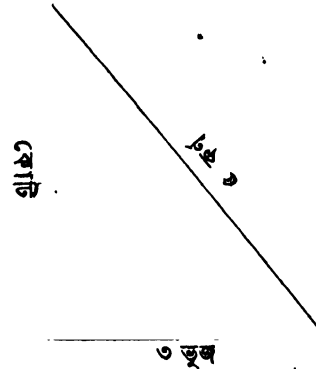
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ পরিমাণ ৩এর বর্গ ৯ এবং কর্ণ ৫এর বর্গ ২৫। বর্গদ্বয়ের অন্তর ১৬। ইহাকে ভুজ-কর্ণের বর্গান্তর বলে। ভুজকর্ণের বর্গান্তর ১৬এর বর্গমূল ৪। অতএব ২য় নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রটীর কোটি হইল ৪।

বর্গান্তর করিবার সহজ উপায়।—যে দুইরাশির বর্গান্তর করিতে হইবে, তাহাদের যোগফলকে তাহাদের অন্তর (বিয়োগ ফল) দিয়া গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাই ঐ দুই রাশির বর্গান্তর হইবে। যথা—পূর্ব্ব প্রদর্শিত ক্ষেত্রটীর ভুজ ও কর্ণের বর্গান্তর করিতে হইলে ভুজ ৩ ও কর্ণ ৫এর যোগফল ৮কে ৩ ও ৫এর অন্তর ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হইল ১৬। অতএব এই নিয়ম অনুসারে ৩ ও ৫এর বর্গান্তর হইল ১৬।

৩য়। কোটি ও কর্ণ অবগত থাকিলে ভুজ আনয়ন করিবার নিয়ম।—কর্ণের বর্গ হইতে কোটির বর্গ অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূলই সেই ক্ষেত্রের ভুজ হইবে।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর কোটির পরিমাণ ৪ এবং কর্ণের পরিমাণ ৫ তাহার ভুজের পরিমাণ কত?
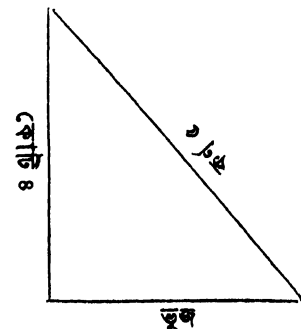
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর কোটী পরিমাণ ৪এর বর্গ ১৬ এবং কর্ণ ৫এর বর্গ ২৫। বর্গদ্বয়ের অন্তর ৯। কর্ণ বর্গ ২৫ হইতে কোটিবর্গ ১৬ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৯, তাহার বর্গমূল ৩। অতএব ৩য় নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রটীর ভুজের পরিমাণ হইল ৩।

প্রদর্শিত ৩য় নিয়ম অনুসারে ত্র্যস্র বা চতুরস্রক্ষেত্রের ভুজ, কোটি ও কর্ণ জানিতে পারা যায়।

যে ক্ষেত্রটীর ভুজের বর্গের সহিত কোটির বর্গযোগ করিলে যে রাশি হইবে তাহার যদি বর্গমূল না থাকে, তবে তাহার বিশুদ্ধ কর্ণ নির্ণয় করা যায় না। সেই ক্ষেত্রের কর্ণকে করণীগত কর্ণ বলে। এইরূপ স্থলে আসন্ন কর্ণ জানিবার উপায় লীলাবতীতে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪র্থ নিয়ম। যে অঙ্কের বর্গমূল বাহির করিতে হইবে, তাহার ছেদ ও অংশের গুণফলকে কোন একটী রাশি ইষ্ট মানিয়া তাহার বর্গ দ্বারা গুণ করিতে হইবে। গুণফলের বর্গমূলকে ইষ্টবর্গের মূলদ্বারা গুণিত ছেদ দিয়া ভাগ করিবে। যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই পূর্ব্বরাশির আসন্ন বর্গমূল।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর কোটির পরিমাণ ১৩/৪ এবং ভুজের পরিমাণ ১৩/৪ তাহার কর্ণের পরিমাণ কত?

ভুজ ১৩/৪
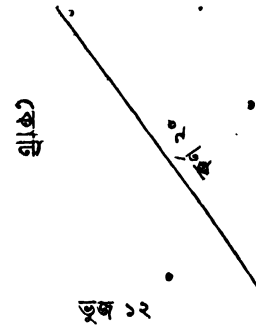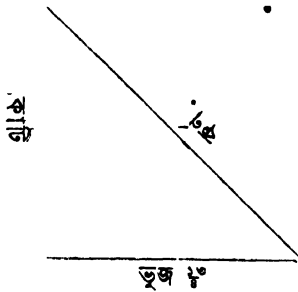
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ ১৩/৪ এবং কোটি ১৩/৪এর বর্গযোগ করিলে পূর্ব্বদর্শিত নিয়ম অনুসারে হইল ১৬৯/৮ এই রাশির শুদ্ধ বর্গমূল নাই বলিয়া এই ক্ষেত্রটীর কর্ণ করণীগত। বর্গযোগ ১৬৯/৮এর ছেদ ৮ ও অংশ ১৬৯এর গুণ ফল ১৩৫২কে ইষ্টরাশির বর্গ ১০০০০ দিয়া গুণ করিলে গুণফল হইল ১৩৫২০০০০, ইহার আসন্ন মূল ৩৬৭৭। গুণমূল ১০০ দ্বারা ছেদ ৮কে গুণ করিলে ফল হয় ৮০০, ইহাদ্বারা ৩৬৭৭কে ভাগ করিলে লব্ধ হইল ৪ ৪৭৭/৮০০। অতএব ঐ ক্ষেত্রটীর আসন্ন কর্ণ হইল ৪ ৪৭৭/৮০০। শুদ্ধ কর্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন অথবা অধিক পরিমাণ কর্ণকে আসন্ন কর্ণ বলা যায়।

ভুজের পরিমাণ অবগত থাকিলে সেই ক্ষেত্রের কোটি ও কর্ণ কত প্রকার হইতে পারে, তাহার নিয়ম।

ভুজ এক প্রকার থাকিলেও কোটি ও কর্ণ অনেক প্রকার হইতে পারে। ইহা কেবল ত্র্যস্রজাত্য ক্ষেত্রেই সম্ভব।

৫ম নিয়ম। কোন একটী রাশিকে ইষ্টকল্পনা করিবে। ইষ্ট রাশিকে দ্বিগুণ করিয়া তাহাদ্বারা ভুজ পরিমাণকে গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহা একস্থানে রাখিয়া দিবে। পরে ইষ্টরাশির বর্গ হইতে ১ একবাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদ্বারা পূর্ব্ব স্থাপিত অঙ্ককে ভাগ করিবে, যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ঐ ক্ষেত্রটীর কোটি হইবে এবং সেই ইষ্ট রাশি দিয়া গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহা হইতে ভুজ পরিমাণ অন্তর করিবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ঐ ক্ষেত্রের কর্ণ।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রের ভুজের পরিমাণ ১২, সেই ক্ষেত্রের কোটি ও কর্ণ কতপ্রকার হইতে পারে, তাহা স্থির কর।

এস্থলে ইষ্টকল্পনা অনুসারে কোটিও কর্ণের পরিমাণ নানাপ্রকার হইবে। ২ ইষ্ট কল্পনা করিলে এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।

ভুজ ১২

প্রক্রিয়া।—ইষ্টরাশি ২, তাহাকে দ্বিগুণ করিলে ফল হয় ৪। উহাদ্বারা ভুজ ১২কে গুণ করিলে ফল হইল ৪৮। ইষ্ট রাশি ২এর বর্গ ৪ হইতে ১ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৩। অবশিষ্ট তিন দিয়া পূর্ব্বস্থাপিত ৪৮কে ভাগ করিলে ফল হইবে ১৬। অতএব ৫ম নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রটীর কোটি হইল ১৬। কোটি ১৬কে ইষ্টরাশি ২ দ্বারা গুণ করিলে ফল হয় ৩২। তাহা হইতে ভুজ ১২ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকিবে ২০। অতএব ৫ম নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কর্ণ হইল ২০। ভুজ ও কোটি স্থির করিয়া ১ম নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলেও ঐরূপই কর্ণ হইবে। এই প্রকার ২য় ও ৩য় নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলেও কোটি ও ভুজ ঐ প্রকারই হয়। সকল উদাহরণেই এই প্রকার জানিবে।

এই স্থলে ৩ ইষ্ট কল্পনা করিলে এই প্রকার ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।
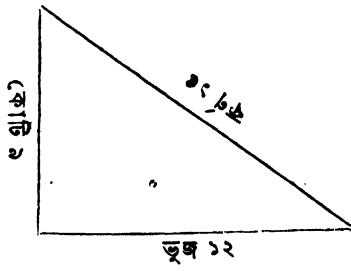
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ পরিমাণ ১২। ইষ্ট-রাশি ৩কে দ্বিগুণ করিলে ফল হয় ৬, ইহা দ্বারা ভুজ ১২কে গুণ করিলে ৭২ হয়। ইষ্ট রাশি ৩এর বর্গ ৯ হইতে ১ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকিবে ৮। অবশিষ্ট ৮ দিয়া পূর্ব্ব স্থাপিত ৭২কে ভাগ করিলে ফল হয় ৯। অতএব ৫ম নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কোটি হইল ৯। কোটি ৯কে ইষ্টরাশি ৩ দ্বারা গুণ করিলে ফল হয় ২৭। তাহা হইতে ভুজ ১২ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ১৫। অতএব ৫ম নিয়ম অনুসারে কর্ণ হইল ১৫। এইরূপে ৫ ইষ্ট মানিলে কোটি হইবে ৫ ও কর্ণ হইবে ১৩, এই প্রকারে ইষ্ট অনুসারে কোটি ও কর্ণ নানা প্রকার হইবে। এই স্থলে ইষ্টরাশি ১ হইতে পারে না। কারণ ইষ্ট ১এর বর্গ ১ হইতে ১ অন্তর করিলে ফল হয় শূন্য, তাহা দ্বারা ভুজকে গুণ করিলে ফল হয় শূন্য। অতএব ১ ইষ্ট কল্পনা করিলে কোটি শূন্য হয় বলিয়া ১ ইষ্ট হইতে পারে না (১)।

ভুজ পরিমাণ অনুসারে জাত্যত্র্যস্রের কোটি ও কর্ণ আনয়ন করিবার উপায় অন্যপ্রকারেও প্রদর্শিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ নিয়ম। ভুজের বর্গকে কোন একটী ইষ্ট রাশি দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার সহিত ইষ্ট রাশি যোগ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহার অর্দ্ধেক ঐ ক্ষেত্রের কর্ণ হইবে এবং ইষ্টগুণিত ভুজবর্গ হইতে ইষ্টরাশি অন্তর করিলে যাহা ফল হইবে, তাহার অর্দ্ধেক ঐ ক্ষেত্রের কোটি জানিবে। উদাহরণ ৫ম নিয়মে উক্ত।

২ ইষ্ট কল্পনা করিলে ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।
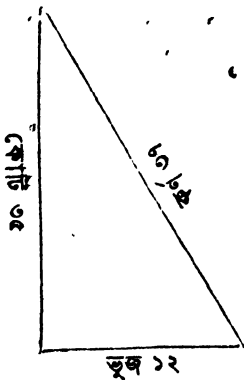
(১) "অস্মিন্ প্রকারে ইষ্টমেকসংখ্যাতিরিক্তং অন্যথা কোটিকর্ণয়োঃ খ হরত্বেন অনন্তত্বসিদ্ধ্যা ক্ষেত্রানুপপত্তিরিতি ধ্যেয়ম্।" (মুনীশ্বর)

প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ ১২এর বর্গ ১৪৪, ইষ্ট ২ দিয়া ভাগ দিলে ফল হইল ৭২। লব্ধ ৭২এর সহিত ইষ্ট ২ যোগ করিলে ফল হয় ৭৪। ইহার অর্দ্ধ ৩৭। অতএব ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কর্ণ হইল ৩৭। এবং লব্ধ ৭২ হইতে ২ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৭০। তাহার অর্দ্ধ ৩৫। অতএব নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের কর্ণ হইল ৩৫।

৪ ইষ্ট কল্পনা করিলে এইরূপ ক্ষেত্র হয়।
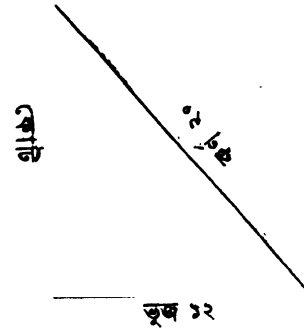
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ ১২এর বর্গ ১৪৪কে ইষ্ট ৪ দিয়া ভাগ করিলে ফল হইল ৩৬। লব্ধ ৩৬এর সহিত ইষ্ট ৪ যোগ করিলে ফল হয় ৪০। ইহার অর্দ্ধ ২০। অতএব ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কর্ণ হইল ২০ এবং লব্ধ ৩৬ হইতে ইষ্ট ৪ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৩২। ইহার অর্দ্ধ ১৬। অতএব ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কোটি হইল ১৬। ৫ম নিয়ম অনুসারে ২ ইষ্ট মানিয়া প্রক্রিয়া করিলে ও এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। এই প্রকার ৬ ইষ্ট মানিলে ক্ষেত্রের কর্ণ হইবে ১৫ এবং কোটি হইবে ৯।

কর্ণের পরিমাণ অনুসারে কোটি ও ভুজের পরিমাণ স্থির করিবার উপায় লীলাবতীতে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

৭ম নিয়ম। কর্ণের পরিমাণকে ২ দ্বারা গুণ করিয়া যাহা ফল হইবে, তাহাকে ইষ্টরাশি দ্বারা গুণ করিয়া স্থাপন করিবে। ইষ্টবর্গের সহিত ১ যোগ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাদ্বারা পূর্ব্ব স্থাপিত রাশিকে ভাগ করিবে। যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ঐ ক্ষেত্রের কোটি এবং কোটিকে ইষ্ট রাশিদ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হয়, তাহা হইতে কর্ণ অন্তর করিলে অবশিষ্ট রাশি ভুজ হইবে।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর কর্ণের পরিমাণ ৮৫ তাহার ভুজ ও কোটি কতপ্রকার হইতে পারে, তাহা স্থির কর।

২ ইষ্ট কল্পনা করিলে ৭ম নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।
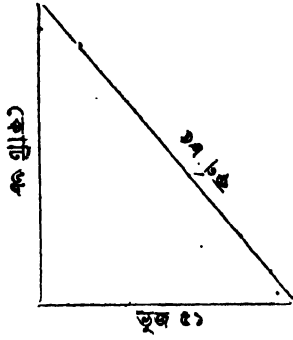
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর কর্ণ ৮৫কে দ্বিগুণ করিলে ফল হয় ১৭০, ইহাকে ইষ্ট ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হইল ৩৪০। ইষ্ট ২এর বর্গ ৪, ইহার সহিত ১ যোগ করিলে হইল ৫, ইহা দ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত ৩৪০কে ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৬৮। অতএব ৭ম নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের কোটি হইল ৬৮। কোটি ৬৮কে ইষ্ট ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ১৩৬, ইহা হইতে কর্ণ ৮৫ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৫১। অতএব ৭ম নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রটীর ভুজ হইল ৫১।

৪ ইষ্ট কল্পনা করিলে ৭ম নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।
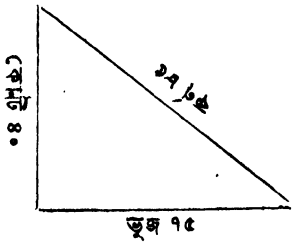
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর কর্ণ ৮৫কে ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ১৭০, ইহাকে ইষ্ট ৪ দিয়া গুণ করিলে ফল হইল ৬৮০। ইষ্ট ৪এর বর্গ ১৬, ইহার সহিত ১ যোগ করিলে ফল হয় ১৭, ইহাদ্বারা পূর্ব্ব স্থাপিত ৬৮০কে ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৪০। অতএব ৭ম নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের কোটি হইল ৪০। কোটি ৪০কে ইষ্ট ৪ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ১৬০, ইহা হইতে কর্ণ ৮৫ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৭৫। অতএব ৭ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের ভুজ হইল ৭৫।

৮ম নিয়ম।—কর্ণ পরিমাণকে দ্বিগুণিত করিয়া স্থাপন করিবে। কোন একটী অঙ্ককে ইষ্ট কল্পনা করিয়া তাহার বর্গের সহিত এক যোগ দিলে যাহা ফল হইবে, তাহা দ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্ককে ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হইবে, সেই লব্ধরাশি কর্ণ হইতে অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ক্ষেত্রের কোটি এবং লব্ধ রাশিকে ইষ্ট রাশিদ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাই ঐ ক্ষেত্রের ভুজ।

উদাহরণ—৭ম নিয়মে উক্ত। ২ ইষ্ট কল্পনা করিলে ৮ম নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।
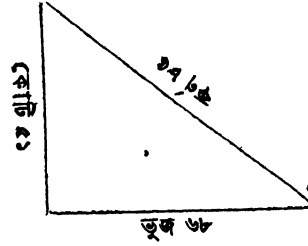
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর কর্ণ ৮৫কে দ্বিগুণ করিলে ফল হয় ১৭০। ইষ্ট ২এর বর্গ ৪, ইহার সহিত ১ যোগ দিলে হইল ৫, ইহাদ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত রাশি ১৭০কে ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৩৪। লব্ধ ৩৪ কর্ণ ৮৫ হইতে অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৫১। অতএব ৮ম নিয়ম অনুসারে কোটি হইল ৫১। এবং লব্ধ ৩৪কে ইষ্ট ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ৬৮। অতএব ৮ম নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের ভুজ ৬৮।

৪ ইষ্ট কল্পনা করিলে ৮ম নিয়মে এইরূপ ক্ষেত্র হয়।
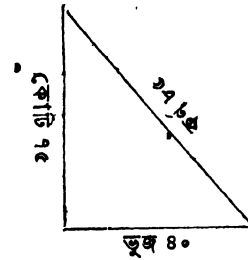
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিতক্ষেত্রের কর্ণ ৮৫কে দ্বিগুণ করিলে ফল হয় ১৭০। ইষ্ট ৪ এর বর্গ ১৬, ইহার সহিত ১ যোগ দিলে হইল ১৭, ইহা দ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত রাশিকে ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ১০। লব্ধ কর্ণ ৮৫ হইতে অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৭৫। অতএব ৮ম নিয়মে কোটি হইল ৭৫। এবং লব্ধ ১০কে ইষ্ট ৪ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ৪০। অতএব ৮ম নিয়ম অনুসারে ভুজ হইল ৪০।

দুইটী ইষ্ট কল্পনা করিয়া ত্রিকোণ ক্ষেত্রের কোটি, কর্ণ ও ভুজ নির্ণয় করিবার উপায়।

৯ম নিয়ম। দুইটী ইষ্ট কল্পনা করিয়া তাহাদের ঘাতকে দ্বিগুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহা কোটি, দুয়ের বর্গান্তর ভুজ এবং ইষ্টরাশিদ্বয়ের বর্গযোগ ঐ ক্ষেত্রের কর্ণ হইবে।

উদাহরণ—কতকগুলি ত্র্যস্রক্ষেত্রের কর্ণ, কোটি ও ভুজ নির্ণয় কর।

এই নিয়মে ১ ও ২ এই দুইটী রাশি ইষ্ট কল্পনা করিলে এইরূপ ক্ষেত্র হয়।
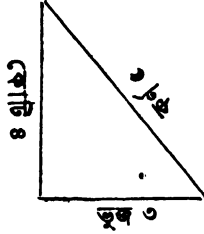
প্রক্রিয়া।—১ ও ২ এই দুইটী রাশিকে ইষ্ট মানিয়া উভয়ের ঘাত ২কে দ্বিগুণ করিলে হয় ৪, ইহা কোটি, দুয়ের বর্গান্তর ৩, ইহা ভুজ এবং ইষ্ট রাশিদ্বয়ের বর্গযোগ ৫, ইহা ক্ষেত্রের কর্ণ হইল।

২ ও ৩ ইষ্ট কল্পনা করিলে ৯ম নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র হয়।
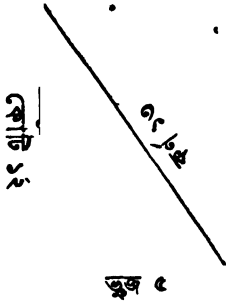
প্রক্রিয়া।—ইষ্টরাশি ২ ও ৩ এর ঘাত ৬কে দ্বিগুণ করিলে হয় ১২, ইহা কোটি, ইষ্টরাশির বর্গান্তর ৫, ইহা ভুজ ও ইষ্টরাশিদ্বয়ের বর্গযোগ ১৩, ইহাই ক্ষেত্রের কর্ণ হইল।

প্রথম নিয়ম অনুসারে ইহার কোটিভুজ লইয়া প্রক্রিয়া করিলেও ইহাই হইবে। দ্বিতীয়াদি নিয়মেও এইরূপ জানিবে। ইষ্ট কল্পনা অনুসারে এই নিয়মে বিভিন্নক্ষেত্র হয়। কিন্তু দুই সমান রাশিকে ইষ্ট কল্পনা করা যাইতে পারে না; তাহা হইলে কর্ণ শূন্য হইয়া যায়।

ভুজের পরিমাণ এবং কোটি ও কর্ণের যোগফল জানা থাকিলে কোটি ও কর্ণ পৃথক্ করিবার উপায়।

১০ম নিয়ম।—ভুজের বর্গ দ্বারা কোটি ও কর্ণের যোগফলকে ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা কোটি ও কর্ণের যোগফলের সহিত যোগ করিবে, ইহার অর্দ্ধেক কর্ণ এবং লব্ধকে কোটি ও কর্ণের যোগফল হইতে অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার অর্দ্ধই কোটির পরিমাণ জানিবে।

উদাহরণ—যাহার কোটি ও কর্ণের যোগফল ৩২ এবং ভুজের পরিমাণ ১৬, তাহার কোটি ও কর্ণ পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ কর।
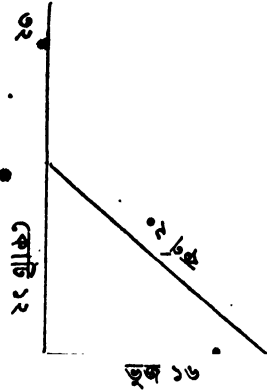
প্রক্রিয়া।—ভুজ ১৬ এর বর্গ ২৫৬কে কোটি ও কর্ণের যোগফল ৩২ দিয়া ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৮। লব্ধ ৮ কোটি ও কর্ণের যোগফল ৩২ এর সহিত যোগ করিলে ফল হয় ৪০, ইহার অর্দ্ধেক ২০ কর্ণ এবং লব্ধ ৮ কোটি ও কর্ণের যোগফল ৩২ হইতে অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকিবে ২৪, ইহার অর্দ্ধ ১২ কোটি হইল।

কোটির পরিমাণ এবং ভুজ কর্ণের যোগফল জানা থাকিলে ভুজ ও কর্ণ পৃথক্ করিবার উপায়।

১১শ নিয়ম।—কোটির বর্গকে ভুজ ও কর্ণের যোগফল দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা ভুজ ও কর্ণের যোগফল হইতে অন্তর করিবে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার অর্দ্ধভুজ হইবে। ভুজ ও কর্ণের যোগফল হইতে ভুজ অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই কর্ণের পরিমাণ জানিবে।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রের ভুজ ও কর্ণের যোগফল ২৭ এবং কোটির পরিমাণ ৯, তাহার ভুজ ও কর্ণ পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ কর।
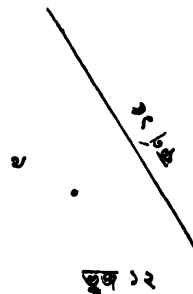
প্রক্রিয়া।—কোটি ৯ এর বর্গ ৮১কে ভুজ ও কর্ণের যোগফল ২৭ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ হইল ৩, কোটি ও কর্ণের যোগফল ২৭ হইতে লব্ধ ৩ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ২৪, ইহার অর্দ্ধ ১২ কর্ণ হইল। ভুজ ১২ যোগফল ২৭ হইতে

অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ১৫, ইহাই ঐ ক্ষেত্রের কর্ণ হইল।

কোটি ও কর্ণের অন্তর (বিয়োগফল) এবং ভুজ জানা থাকিলে কোটি ও কর্ণের পরিমাণ স্থির করিবার উপায়।

১২শ নিয়ম।—ভুজের বর্গকে কোটি ও কর্ণের অন্তর দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা কোটি ও কর্ণের অন্তরের সহিত যোগ করিলে যে ফল হইবে, তাহার অর্দ্ধ কর্ণ এবং লব্ধ কোটি ও কর্ণের অন্তর হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ভুজের পরিমাণ জানিবে।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর কোটি ও কর্ণের অন্তর $\frac{১}{২}$ এবং ভুজ পরিমাণ ২ তাহার কোটি ও কর্ণ নির্দ্দেশ কর।
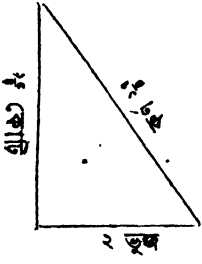
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ ২এর বর্গ ৪ হইতে কোটি ও কর্ণের অন্তর $\frac{১}{২}$ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় ৮। ইহা হইতে কোটি ও কর্ণের অন্তর $\frac{১}{২}$ অন্তর করিলে ফল হয় $\frac{১৫}{২}$, ইহার অর্দ্ধ $\frac{১৫}{৪}$ ঐ ক্ষেত্রের কোটি হইল এবং ভাগফল ৮এর সহিত $\frac{১}{২}$ যোগ করিলে ফল হয় $\frac{১৭}{২}$ ইহার অর্দ্ধ $\frac{১৭}{৪}$। অতএব ১২শ নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের বর্গ হইল $\frac{১৭}{৪}$।

ভুজ পরিমাণ ও কোটির কিয়দংশ জ্ঞাত হইলে এবং কোটির অজ্ঞাত অংশ ও ভুজের যোগফলের সমান কর্ণ হইলে কোটির অজ্ঞাত অংশ জানিবার উপায়।

১৩শ নিয়ম। কোটির জ্ঞাত অংশকে ভুজ পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়া যাহা ফল হইবে, তাহাকে কোটির জ্ঞাত অংশকে দ্বিগুণ করিয়া তাহার সহিত ভুজ পরিমাণ যোগ দিলে, যাহা ফল হইবে, তাহা দ্বারা ভাগ করিবে, যাহা যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই কোটির অবিদিত অংশ জানিবে।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর কোটির কিয়দংশের পরিমাণ ১০০, ভুজের পরিমাণ ২০০ এবং কর্ণের পরিমাণ কোটির অবিদিত অংশ ও ভুজের সমান, তাহার কোটির অবিদিত অংশ কত ?
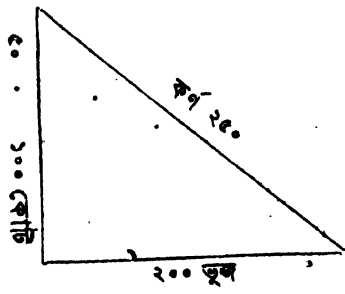
প্রক্রিয়া।—কোটির জ্ঞাত অংশ ১০০কে ভুজ ২০০ দ্বারা গুণ করিলে ২০০০০ হয়। কোটির জ্ঞাত অংশ ১০০কে দ্বিগুণ করিলে হইল ২০০, ইহার সহিত ভুজ ২০০ যোগ দিলে ফল হয় ৪০০, ইহাদ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত ২০০০০কে ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৫০। অতএব ১৩শ নিয়ম অনুসারে কোটির অবিদিত অংশ হইল ৫০। ভুজ ও ঐ অংশের যোগ ২৫০ কর্ণ হইল।

কর্ণের পরিমাণ এবং ভুজ ও কোটির যোগফল জ্ঞাত হইলে ভুজ ও কোটি পৃথক্ করিবার উপায়।

১৪শ নিয়ম।—কর্ণের বর্গকে দ্বিগুণিত করিয়া তাহা হইতে ভুজ ও কোটি যোগের বর্গ বিয়োগ করিবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূল ভুজ ও কোটির যোগফলের সহিত যোগ করিবে, যাহা ফল হইবে তাহার অর্দ্ধ কর্ণ ঐ ক্ষেত্রের কোটি হইবে এবং ভুজ ও কোটির যোগফল হইতে সেই বর্গমূল অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার অর্দ্ধ ভুজ হয়।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর কর্ণ পরিমাণ ১৭ এবং ভুজ ও কোটির যোগফল ২৩ তাহার ভুজ ও কোটি পৃথক্ কর।
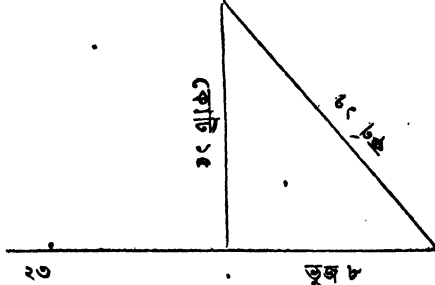
প্রক্রিয়া।—কর্ণ ১৭এর বর্গ ২৮৯কে দ্বিগুণ করিলে হইল ৫৭৮। ইহা হইতে ভুজ ও কোটির যোগফল ২৩এর বর্গ ৫২৯ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকিবে ৪৯, ইহার বর্গমূল ৭কে ভুজ ও কোটির যোগফল ২৩এর সহিত যোগ করিলে হইবে ৩০, ইহার অর্দ্ধ ১৫ ঐ ক্ষেত্রের কোটি এবং বর্গমূল ৭কে ভুজ ও কোটির যোগফল ২৩ হইতে বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ১৬, ইহার অর্দ্ধ ৮ ঐ ক্ষেত্রের ভুজ।

ক্ষেত্রের লম্ব জানিবার উপায়।—একটী চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মধ্যে এককোণান্তরিত ২টী রেখা অর্থাৎ দুইটী কর্ণ অঙ্কিত করিলে যে স্থানে রেখাদ্বয়ের পরস্পর যোগ হইবে, সেই স্থান হইতে বাহু পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিলে তাহাকে লম্ব বলা যায়। লীলাবতীতে তাহার পরিমাণ স্থির করিবার এইরূপ উপায় লিখিত আছে—

১৫শ নিয়ম। বিপরীত বাহুদ্বয়ের ঘাতক তাহাদের

যোগফল দ্বারা হরণ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই সেই ক্ষেত্রের লম্ব হইবে।

উদাহরণ। যে ক্ষেত্রটীর একটী বাহু ১৫ এবং আর একটী ১০, তাহাদের লম্ব কত?
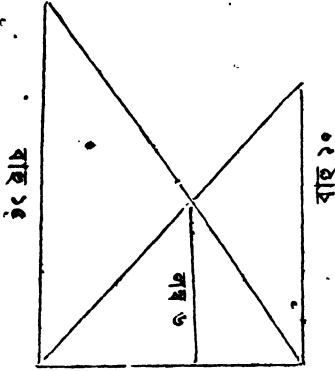
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর বাহুদ্বয়ে ঘাত ১৫০কে তাহাদের যোগফল ২৫ দিয়া ভাগ দিলে ফল হইল ৬, অতএব ১৬শ নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের লম্ব হইল ৬।

ত্রিকোণ বা চতুকোণ ক্ষেত্রের ২টী বাহুর যোগফল হইতে অপর কোন একটী বাহু বৃহৎ অথবা সমান হইলে তাহাকে অনুপপন্ন ক্ষেত্র বলে। গণিত অনুসারে ঐরূপ ক্ষেত্র হয় না এবং ভুজপরিমাণ সরল শলাকা দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার সকল বাহু মিলিত হইয়া ক্ষেত্র হইতে পারে না।
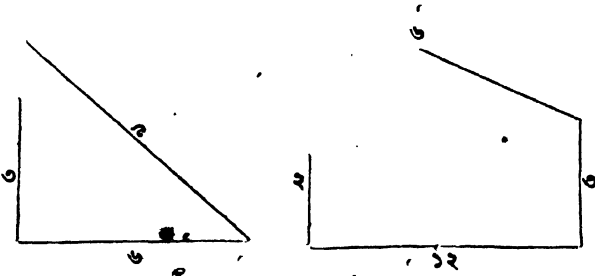
অঙ্কিত চতুর্ভুজটীর ১২ বাহু হইতে অপর তিন বাহুর যোগফল ৮, ৯ বা ৫ অল্প হইল, অতএব ঐ ক্ষেত্রটী অনুপপন্ন ক্ষেত্র অর্থাৎ ঐরূপ চারিটী বাহু মিলিত হইয়া চতুঃসীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হয় না। অঙ্কিত ত্রিভুজটীর বাহু ৩ ও ৬র যোগফল, অপর বাহু ৯এর সমান বলিয়া ঐ ক্ষেত্রটীও অনুপপন্ন।

ত্রিভুজ—জাত্যত্র্যস্রে যে প্রকার ৩টী বাহুর যথাক্রমে ভুজ, কোটি ও কর্ণ নাম দেওয়া হয়, ত্রিভুজে তাহার কোন নিয়ম নাই, ইচ্ছামত কোন একটী বাহুকে ভূমি এবং অপর দুইটীকে ভুজ বলিলেই চলিতে পারে। ত্রিভুজে যেটীকে ভূমিকল্পনা করা হইবে, তাহা ব্যতীত অপর দুইটী বাহু দ্বারা যে কোণ উৎপন্ন হয়, তথা হইতে ভূমি পর্য্যন্ত যে সরলরেখা টানা যায়, তাহাকে ত্রিভুজের লম্ব বলে। ঐ লম্ব ভূমির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দুইভাগে বিভক্ত করে। ভূমির ঐ দুই খণ্ডকে ভুজদ্বয়ের আবাধা বলে। যে আবাধাটী যে বাহুর নিকটবর্ত্তী, তাহাকে তাহার আবাধা বলা হয়।
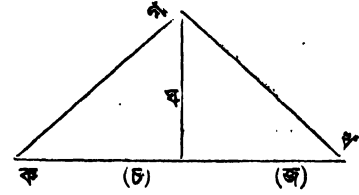
অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ক, খ ও গ তিনটী ভুজ আছে বলিয়া ইহাকে ত্রিভুজ বলা যায়। ইচ্ছানুসারে ক বাহুটীকে ঐ ক্ষেত্রের মহী বলিয়া কল্পনা করা হইল। খ ও গ বাহুযোগে যে কোণটী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইতে ভূমি ক রেখা পর্য্যন্ত যে সরল রেখাটী টানা হইয়াছে, ঐ ঘ রেখাটীই ত্রিভুজের লম্ব হইল। ঐ ঘ রেখাটী ভূমিকে দ্বিখণ্ড করিয়া চ ও জ এই দুইটী আবাধা উৎপন্ন করিয়াছে। খণ্ডদ্বয়ের চ খণ্ডটী গ বাহুর আবাধা এবং জ খণ্ডটী খ বাহুর আবাধা হইল। আবাধা অনুসারে লম্ব ও লম্ব অনুসারে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণীত হয়।

ত্রিভুজ ক্ষেত্রের আবাধা নির্ণয় করিবার উপায়।

১৭শ নিয়ম।—ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ভুজদ্বয়ের যোগফলকে উভয়ের অন্তর দ্বারা গুণ করিবে। গুণফলকে ভূমিপরিমাণ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হয়, তাহাকে ভূমির সহিত যোগ করিবে। যোগফলের অর্দ্ধ বৃহৎ বাহুর আবাধা হয়, এবং লব্ধকে ভূমি হইতে অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার অর্দ্ধ অপর বাহুর আবাধা হয়।

উদাহরণ—যে ত্রিভুজক্ষেত্রের ভূমির পরিমাণ ১৪ এবং অপর দুইটী ভুজের পরিমাণ ১৩ ও ১৫ তাহার আবাধা স্থির কর।
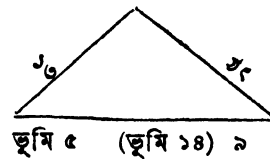
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজদ্বয় ১৩ ও ১৫, ইহার যোগফল ২৮কে উহাদের অন্তর ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হইল ৫৬, ইহাকে ভূমি ১৪ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ হয় ৪। ভূমি ১৪এর সহিত লব্ধ ৪ যোগ দিলে ফল হয় ১৮, ইহার অর্দ্ধ ৯। অতএব ১৬শ নিয়ম অনুসারে বৃহৎ বাহুর আবাধা হইল ৯। এবং ভূমি ১৪ হইতে লব্ধ ৪ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ১০, ইহার অর্দ্ধ ৫ অপর বাহুর আবাধা হইল।

লম্ব নির্ণয় করিবার উপায়।

১৭শ নিয়ম।—ভুজের বর্গ হইতে স্বীয় আবাধার বর্গ অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূল সেই ক্ষেত্রের লম্ব হইবে।

উদাহরণ—পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রটীর লম্ব স্থির কর।
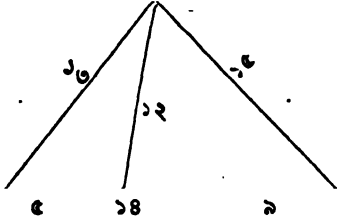
প্রক্রিয়া।—বাহু ১৩ এর বর্গ ১৬৯ হইতে আবাধা ৫এর বর্গ ২৫ অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে ১৪৪, ইহার বর্গমূল ১২। অতএব ১৭শ নিয়ম অনুসারে লম্ব হইল ১২। বাহু ১৫ ও আবাধা ৯ দ্বারা প্রক্রিয়া করিলেও লম্ব পরিমাণ ১২ হয়।

যে স্থলে লব্ধ ভুমি হইতে অন্তরিত হইতে পারে না সেই স্থলে ঋণগত আবাধা হইয়া থাকে।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার উপায়।

১৮শ নিয়ম।—ভুমির অর্দ্ধকে লম্বদ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

উদাহরণ—পূর্ব্বোক্ত ত্রিভুজটীর ক্ষেত্রফল কত?

প্রক্রিয়া।—ভুমি ১৪এর অর্দ্ধ ৭, ইহাকে লম্ব ১২ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ৮৪। অতএব ১৮শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল হইল ৮৪।

চতুর্ভুজক্ষেত্রের অস্ফুটফল ও ত্রিভুজের স্ফুটফল আনয়ন করিবার উপায়।

১৯শ নিয়ম। ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজের সকল বাহুর যোগফলকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হয়, তাহাকে চারিটী স্থানে স্থাপন করিবে, তাহা হইতে পৃথক্‌রূপে ভুজ অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদের ঘাতের বর্গমূল চতুর্ভুজক্ষেত্রের অস্ফুটফল ও ত্রিভুজ ক্ষেত্রের স্ফুটফল হয়।

উদাহরণ—যে চতুর্ভুজক্ষেত্রের ভুমি ১৪, মুখ ৯, (১) এবং বাহু ১৩ ও ১২, লম্ব ১২, তাহার অস্ফুটফল কত?
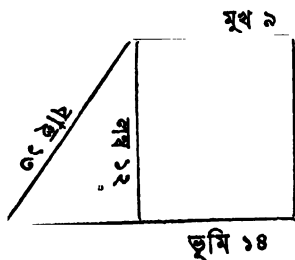
(১) অধঃস্থিত ভুজকে ভুমি এবং ভুমির সম্মুখস্থিত ভুজকে মুখ বলে। "অধঃস্থোভুজোভূমিঃ ...ভূমিসম্মুখভুজোমুখং।" (মুনীশ্বর)

১৯শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে অস্ফুট হইবে ১৪১। স্ফুটফল পরে প্রদর্শিত হইবে।

২য় উদাহরণ—পূর্ব্ব প্রদর্শিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল স্থির কর?
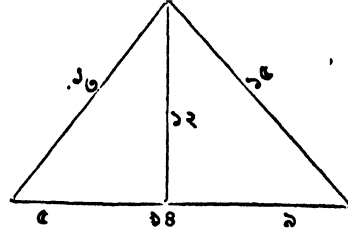
প্রক্রিয়া।—বাহুত্রয়ের যোগফল ৪২, ইহাকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় ২১, ইহাকে চারিস্থানে স্থাপন করিয়া ভুজত্রয় অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে ৮, ৬, ৭, ও ২১। ইহাদের ঘাত ৭০৫৬, (৮×৬×৭×২১=৭০৫৬,) ইহার বর্গমূল ৮৪। অতএব ১৯শ নিয়ম অনুসারে ফল হইবে ৮৪। ১৮শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলেও ৮৪ই ফল হইবে। (১৮শ নিয়ম দেখ)

সমচতুর্ভুজের সূক্ষ্মফল নিরূপণ করিবার উপায়।

২০শ নিয়ম।—সমচতুর্ভুজক্ষেত্রে ইচ্ছানুসারে একটী কর্ণ কল্পনা করিবে। পরে ভুজবর্গকে ৪ দ্বারা গুণ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে তাহা কল্পিত কর্ণের বর্গ হইতে অন্তর করিবে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূল অপর কর্ণের পরিমাণ হয়। এইরূপে কর্ণদ্বয় স্থির করিয়া তাহাদের ঘাতকে ২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই সমচতুর্ভুজক্ষেত্রের স্ফুটফল জানিবে। এইরূপ স্থলে প্রথম কর্ণটী ভুজের দ্বিগুণ হইতে অধিক কল্পনা করিবে না।

উদাহরণ—যে সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ ২৫ তাহার কর্ণদ্বয় স্থির করিয়া ক্ষেত্রফল নিরূপণ কর?
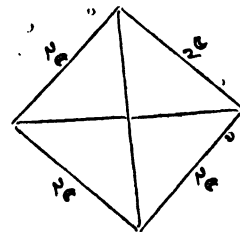
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর প্রথমকর্ণটী ইচ্ছানুসারে ৩০ কল্পনা করা হইল। কর্ণ ৩০এর বর্গ ৯০০। ভুজ ২৫এর বর্গ ৬২৫কে ৪ গুণ করিলে ফল হয় ২৫০০, ইহা হইতে কল্পিত কর্ণের বর্গ ৯০০ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ১৬০০, ইহার

বর্গমূল ৪০। অতএব দ্বিতীয়কর্ণ হইল ৪০। কর্ণদ্বয়ের ঘাত ১২০০, ইহাকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় ৬০০। অতএব ২০শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল হইল ৬০০।

২১শ নিয়ম।—সমচতুর্ভুজক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় সমান হইলে বাহুদ্বয়ের গুণফলই ক্ষেত্রফল হইয়া থাকে।

উদাহরণ—পূর্ব্ব প্রদর্শিত চতুর্ভুজটীর সমান কর্ণ ও ক্ষেত্রফল স্থির কর।
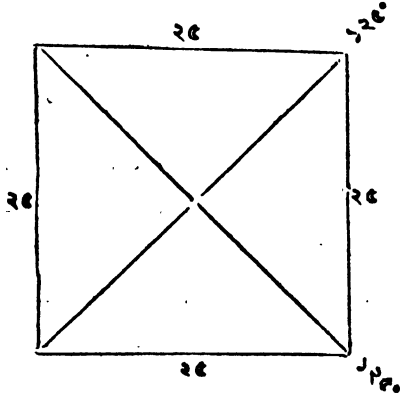
প্রক্রিয়া।—প্রথম নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে কর্ণদ্বয়ের পরিমাণ হইবে করণীগত ১২৫০। ভুজদ্বয়ের ঘাত ৬২৫। অতএব ক্ষেত্রফল হইল ৬২৫।

আয়ত চতুর্ভুজের ফল নিরূপণ করিবার উপায়।

২২শ নিয়ম। আয়ত চতুর্ভুজের আয়ত একটী বাহু অর্থাৎ দৈর্ঘ্যকে স্বল্প বাহু বিস্তৃতি দ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাকেই ঐ ক্ষেত্রফল জানিবে।

উদাহরণ—যে আয়ত চতুর্ভুজের আয়ত বাহুর পরিমাণ ৮ ও বিস্তৃতি ৬ তাহার ক্ষেত্রফল কত?
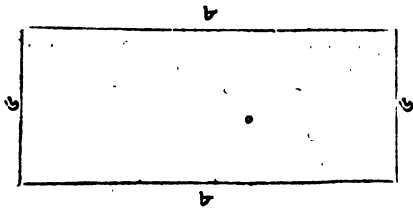
আয়ত বাহু বা দৈর্ঘ্য ৮কে বিস্তৃতি ৬ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ৪৮। অতএব ২২শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল হইল ৪৮।

বিষমচতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল স্থির করিবার উপায়।

২৩শ নিয়ম। বিষমচতুর্ভুজক্ষেত্রের লম্ব সমান হইলে মুখ ও ভূমির যোগফলকে ২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহাকে লম্বদ্বারা গুণ করিবে। যাহা ফল হইবে, তাহাই ক্ষেত্রফল জানিবে।

উদাহরণ—যে বিষমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মুখ ১১, ভূমি ২২, লম্ব ১২ এবং বাহুদ্বয় ১৩ ও ২০, তাহার ক্ষেত্রফল স্থির কর?

প্রক্রিয়া।—মুখ ১১ ও ভূমি ২২এর যোগফল ৩৩কে ২ দিয়া ভাগ করিলে ফল হয় ৩৩/২ ইহাকে লম্ব ১২ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় (৩৩/২ × ১২/১ = ১৯৮) ১৯৮। অতএব ২৩শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল হইল ১৯৮। তিনটী ক্ষেত্রকে কল্পনা করিয়া প্রক্রিয়া করিয়া দেখিলেও ইহাই ফল হইবে।

বিষমচতুর্ভুজের ফল স্থির করিবার উপায়।

২৪শ নিয়ম।—বিষমচতুর্ভুজের কর্ণ স্থির করিয়া তাহাকে ভূমি কল্পনা করিলে দুইটী ত্রিভুজ হইবে, ঐ ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফল যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই বিষমচতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল।

উদাহরণ—যে বিষমচতুর্ভুজের চারিটী বাহু যথাক্রমে ৪০, ৫১, ৬৮ ও ৭৫; তাহার ক্ষেত্রফল কত?
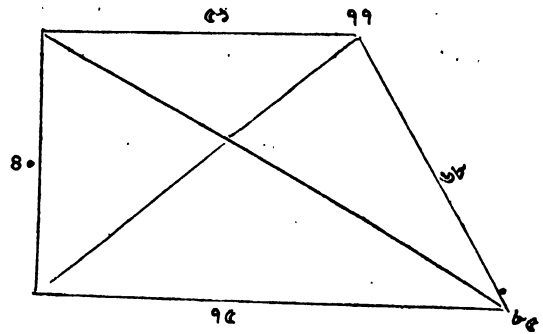
পূর্ব্বপ্রদর্শিত ২০শ নিয়ম অনুসারে বৃহৎ কর্ণটীকে ৭৭ কল্পনা করিলে অপর কর্ণ ৮৫ হইবে। প্রথম কর্ণ ৭৭কে ভূমি কল্পনা করিলে দুইটী ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়।

ক ত্রিভুজটীর ভূমি ৭৭, বাহু ৪০ ও ৫১। ১৬শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে আবাধা হইবে ৩২ ও ৪৫। আবাধা স্থির করিয়া ১৭শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে লম্ব হইবে ২৪। লম্ব স্থির করিয়া ১৮শ নিয়ম অনুসারে

ক্ষেত্রফল হইল ৯২৪। খ ত্রিভুজটীর ভূমি ৭৭, বাহু ৬৮ ও ৭৫। ১৬শ নিয়ম অনুসারে আবাধা হইল ৩২ ও ৪৫ ১৭শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে লম্ব হইবে ৬০। পরে ১৮শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল হইল ২৩১০। ক ত্রিভুজের ফল ৯২৪এর সহিত খ ত্রিভুজের ফল ২৩১০কে যোগ দিলে ফল হইল ৩২৩৪। অতএব ২৪শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল হইল ৩২৩৪।

সূচীক্ষেত্র—বিষমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মুখলগ্ন বাহুদ্বয়ের অগ্রভাগ সরলভাবে বর্দ্ধিত করিলে যে ত্রিভুজটী উৎপন্ন হয়, তাহাকে সূচী বলে (১), ঐ ক্ষেত্রটীকে সূচী বলা যায়।

উদাহরণ—যে বিষমচতুর্ভুজক্ষেত্রটীর ভূমি ৩০০, বাহুর পরিমাণ ২৬০ ও ১৯৫, মুখ ১২৫, কর্ণের পরিমাণ ২৮০ ও ৩১৫, এবং লম্বদ্বয়ের পরিমাণ ১৮৯ ও ২২৪, সেই ক্ষেত্রটী অঙ্কিত কর। ১ম প্রশ্ন। ঐ ক্ষেত্রটীর কর্ণ ও লম্বের যোগস্থান হইতে ভূমি পর্য্যন্ত অংশের পরিমাণ কত? ২য় প্রশ্ন যে স্থানে কর্ণদ্বয়ের যোগ হইয়াছে, তথা হইতে ভূমি পর্য্যন্ত একটী লম্ব টানিলে তাহার পরিমাণ এবং তাহার যোগে যে দুইটী আবাধা হইবে, তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ কর? ৩য় প্রশ্ন। ঐ ক্ষেত্রটীর ভুজদ্বয়ের মুখলগ্ন অগ্রভাগ সরলভাবে বর্দ্ধিত করিলে যে সূচীক্ষেত্রটী উৎপন্ন হইবে, তাহার লম্ব, আবাধা ও ভুজদ্বয়ের পরিমাণ কত?

২৫শ নিয়ম। যে লম্বের অধঃখণ্ড নিরূপণ করিতে হইবে, সেই লম্ব ও তদাশ্রিত বাহুর বর্গান্তরের মূলকে তাহার সন্ধি বলে এবং ভূমিকে সন্ধিদ্বারা হীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পীঠ বলে। সন্ধিকে দুইস্থানে স্থাপন করিয়া একটীকে অপর লম্বদ্বারা এবং অপরটীকে কর্ণদ্বারা গুণ করিবে। ইহার প্রথমটীকে পীঠদ্বারা ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহা লম্বের অধঃখণ্ড ও দ্বিতীয়টীকে কর্ণদ্বারা ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই কর্ণের অধঃখণ্ড।

উক্ত ক্ষেত্রটীর ২৮০ কর্ণ ও ২২৪ লম্বের অধঃখণ্ড এই।

প্রক্রিয়া—লম্ব ২২৪ ও তদাশ্রিত বাহু ২৬০ ইহাদের বর্গান্তর ১৭৪২৪, বর্গমূল ১৩২। অতএব সন্ধি হইল ১৩২। ভূমি ৩০০ হইতে সন্ধি ১৩২ অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে ১৬৮, ইহা পীঠ হইল। সন্ধি ১৩২কে পর লম্ব ১৮৯ দ্বারা গুণ করিয়া পীঠদ্বারা ভাগ করিলে ফল হইল ৯৯, ইহাই লম্বের অধঃখণ্ড। সন্ধি ১৩২কে পরকর্ণ ৩১৫ দ্বারা গুণ করিয়া পীঠদ্বারা ভাগ করিলে ফল হইবে ১৬৫, ইহাই কর্ণের অধঃখণ্ড হইবে। এই প্রক্রিয়া অনুসারে দ্বিতীয়লম্বের সন্ধি হইবে ৪৮, পীঠ হইবে ২৫২ এবং লম্বের অধঃখণ্ড ৭৪ ও কর্ণের অধঃখণ্ড হইবে ৮০।

২৬শ নিয়ম। উভয় লম্বকে ভূমিদ্বারা পৃথক্‌রূপে গুণ করিবে। গুণফলকে স্ব স্ব পীঠ দ্বারা ভাগ করিলে যে দুইটী রাশি লব্ধ হইবে, সেই দুইটী রাশিকে দুইটী বাহু কল্পনা করিয়া ১৫শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হইবে।

প্রক্রিয়া।—উভয় লম্ব ১৮৯ ও ২২৪কে ভূমি ৩০০ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইবে ৫৬৭০০ ও ৬৭২০০ এই দুই রাশিকে স্ব স্ব পীঠদ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ হইবে ২২৫ ও ৪০০, এই দুইটী রাশিকে দুইটী বাহু কল্পনা করিয়া ১৫শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে লম্ব হইবে ১৪৪ এবং আবাধা হইবে ১০৮ ও ১৯২।

২৭শ নিয়ম। স্বীয় সন্ধিকে পর লম্ব দ্বারা গুণ করিয়া লম্বদ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে সম বলে। সম এবং পর সন্ধির যোগফলকে হার বলা যায়। সম ও পর

(১) "সূচী সূচ্যাকারতা বিষমার্গ-বৃদ্ধভুজয়োর্যোগেন বা ভাৎ।" (মুনীশ্বর)

সন্ধিকে পৃথক্‌রূপে ভূমি দ্বারা গুণ করিয়া হার দিয়া ভাগ দিলে যে দুইটী রাশি লব্ধ হইবে, তাহাই সূচীর আবাধা হইবে। পরলম্বকে ভূমি দ্বারা গুণ করিয়া হার দ্বারা ভাগ করিলে, যাহা লব্ধ হইবে তাহাই সূচীর লম্ব হইবে। ভুজদ্বয়কে সূচীর লম্বদ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই সূচীর ভুজ জানিবে।

প্রক্রিয়া।—প্রদর্শিত সূচীক্ষেত্রের একটী লম্ব ২২৪ এবং তাহার সন্ধি ১৩২। সন্ধি ১৩২কে পরলম্ব ১৮৯ দ্বারা গুণ করিয়া ২২৪ লম্বদ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ হইবে ৮৯১/৮, ইহাই সম হইল। ইহার সহিত পর সন্ধি ৪৮ যোগ দিলে ফল হইবে ১২৭৫/৮, ইহাকে হার বলা যায়। সম ৮৯১/৮কে ভূমি ৩০০ দিয়া গুণ করিলে ফল হইল ২৬৭৩০০/৮, ইহাকে হার ১২৭৫/৮ দিয়া ভাগ করিলে ফল হয় ৩৫৬৪/১৭। পরসন্ধি ৪৮কে ভূমি ৩০০ দ্বারা গুণ করিলে ফল হয় ১৪৪০০/১, ইহাকে হার ১২৭৫/৮ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় ১৫৩৬/১৭। অতএব সূচীর আবাধা হইল ১৫৩৬/১৭ এবং ৩৫৬৪/১৭। এই নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে দ্বিতীয় সম হইবে ৫১২/৯ এবং দ্বিতীয় হার হইবে ১৭০০/৯। সম পর সন্ধিকে ভূমি ৩০০ দ্বারা গুণ করিয়া হার দিয়া ভাগ দিলেও সূচীর আবাধা হইবে ১৫৩৬/১৭ এবং ৩৫৬৪/১৭। পরলম্ব ২২৪কে ভূমি ৩০০ দ্বারা গুণ করিয়া হার ১২৭৫/৮ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় ৭১৬৮/১৭, অতএব সূচী লম্ব হইল ৭১৬৮/১৭। ভুজ ১৯৫ ও ২৬০কে সূচী লম্ব ৭১৬৮/১৭ দ্বারা গুণ করিয়া যথাক্রমে লম্ব ১৮৯ ও ২২৪ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় ৭৪০০/১৭ ও ১৩২০০/১৭। অতএব ২৭শ নিয়ম অনুসারে সূচী ভুজ হইল ৭৪০০/১৭ ও ১৩২০০/১৭।

ব্যাসের পরিমাণ স্থির করিবার উপায়।

২৮শ নিয়ম। ব্যাসের পরিমাণকে ৩৯২৭ দ্বারা গুণ করিয়া ১২৫০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই সূক্ষ্ম পরিধি হইবে। ব্যাসের পরিমাণকে ২২ দিয়া গুণ করিয়া ৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা পরিধির স্থূল পরিমাণ জানিবে। স্থূল পরিমাণ অনুসারেই কার্য্য করিতে হয়।

উদাহরণ—যে বৃত্তক্ষেত্রের ব্যাস পরিমাণ ৭, তাহার সূক্ষ্ম ও স্থূল পরিধি পরিমাণ স্থির কর?
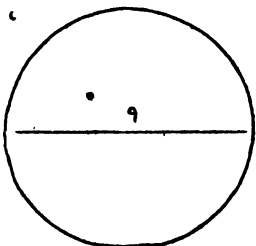
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত বৃত্তক্ষেত্রটীর ব্যাস ৭কে ৩৯২৭ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ২৭৪৮৯, ইহাকে ১২৫০ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ হইল ২১ ১২৩৯/১২৫০। অতএব ২৮শ নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের সূক্ষ্ম পরিধি হইল ২১ ১২৩৯/১২৫০। ব্যাস ৭কে ২২ দিয়া গুণ করিলে ফল হইবে ১৫৪, ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ২২। অতএব স্থূল পরিধি হইল ২২।

পরিধির পরিমাণ অনুসারে ব্যাস স্থির করিবার উপায়।

২৯শ নিয়ম। পরিধির পরিমাণকে ১২৫০ গুণ করিয়া ৩৯২৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ব্যাসের সূক্ষ্ম পরিমাণ। ৭ দ্বারা গুণ করিয়া ২২ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহা স্থূল পরিমাণ জানিবে।

উদাহরণ—যে বৃত্তের পরিধি ২২ তাহার সূক্ষ্ম ও স্থূল ব্যাসের পরিমাণ স্থির কর?
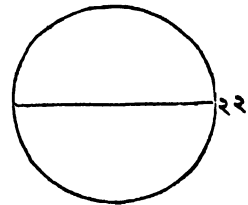
প্রক্রিয়া।—পরিধি ২২কে ১২৫০ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ৭৫২০০, ইহাকে ৩৯২৭ দ্বারা ভাগ দিলে ফল হয় ৭ ১১/৩৯২৭। অতএব ব্যাসের সূক্ষ্ম পরিমাণ হইল ৭ ১১/৩৯২৭। পরিধি ২২কে ৭ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ১৫৪, ইহাকে ২২ দ্বারা ভাগ দিলে ফল হয় ৭। অতএব স্থূল পরিমাণ হইল ৭।

বৃত্তক্ষেত্রের ফল জানিবার উপায়।

৩০শ নিয়ম।—বৃত্তক্ষেত্রের ব্যাসকে ৪ ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে পরিধি দিয়া গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাই বৃত্তক্ষেত্রের ফল।

উদাহরণ—যে বৃত্তের ব্যাস-পরিমাণ ও পরিধি ২১ ১২৩৯/১২৫০ তাহার ক্ষেত্রফল কত?
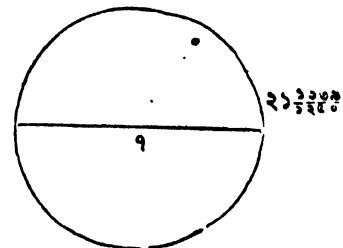
প্রক্রিয়া।—ব্যাস ৭কে ৪ দিয়া ভাগ দিলে লব্ধ হইল ১¾, ইহাকে পরিধি ২১ ১২৩৯/১২৫০ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ৩৮ ২৪২৩/৫০০০। অতএব বৃত্তের ফল হইল ৩৮ ২৪২৩/৫০০০।

গোলের পৃষ্ঠফল নির্ণয়।

৩১শ নিয়ম। ৩০শ নিয়ম অনুসারে বৃত্তের ফল স্থির করিয়া

তাহাকে ৪ দিয়া গুণ করিলে যাহা হইবে, তাহাই গোলপৃষ্ঠ-ফল জানিবে।

উদাহরণ—যে গোলের পরিধি ২১$\frac{৯}{১০}\frac{৯}{১০০}\frac{১২}{১০০০০}$, ব্যাস ৭ তাহার পৃষ্ঠফল স্থির কর?
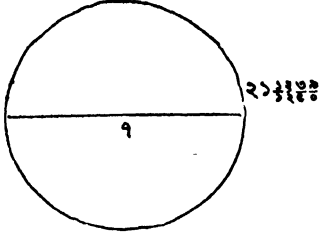
প্রক্রিয়া।—৩০শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিয়া ক্ষেত্রফল হইল ৩৮$\frac{৪}{১০}\frac{৮}{১০০}\frac{৪৬}{১০০০০}$ ইহাকে ৪ দিয়া গুণ করিয়া গোলপৃষ্ঠফল হইল ১৫৩$\frac{৯}{১০}\frac{৩}{১০০}\frac{৮৪}{১০০০০}$।

গোলান্তর্গত ঘনফল নির্ণয়।

৩২শ নিয়ম। গোলের পৃষ্ঠফলকে ব্যাসদ্বারা গুণ করিয়া যাহা ফল হইবে, তাহাকে ৬ দিয়া ভাগ করিবে, যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই গোলান্তর্গত ঘনফল জানিবে।

উদাহরণ—পূর্ব্ব উক্ত গোলের ঘনফল স্থির কর।

প্রক্রিয়া।—৩১শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিয়া গোলের পৃষ্ঠফল হইল ১৫৩$\frac{৯}{১০}\frac{৩}{১০০}\frac{৮৪}{১০০০০}$ ইহাকে ব্যাস দ্বারা গুণ করিয়া ৬ দিয়া ভাগ করিলে গোলের ঘনফল হইবে ১৭৯$\frac{৫}{১০}\frac{৯}{১০০}\frac{৪৮}{১০০০০}$।

পরিধির এক দেশ ধনুকের আকার বলিয়া চাপ বলা যায়। চাপের এক অগ্রভাগ হইতে অপর অগ্র পর্য্যন্ত যে সরল-রেখা টানা যায়, তাহাকে জ্যা বলে। চাপের মধ্য হইতে জ্যার মধ্য পর্য্যন্ত যে সরল রেখা থাকে, তাহাকে শর বলে। (১)
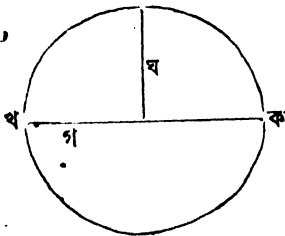
অঙ্কিত বৃত্তটীর পরিধির ক হইতে খ পর্য্যন্ত অংশকে চাপ বলা যাইতে পারে। চাপের অগ্রভাগ ক হইতে খ পর্য্যন্ত সরল গ রেখাটী টানা হইয়াছে, উহাকে জ্যা বলা যায় এবং চাপের মধ্য হইতে গ রেখা পর্য্যন্ত যে সরল রেখা আছে, উহাকে উহার শর বলে।

(১) "পরিধেরেকদেশশ্চাপঃ, তদাগ্রয়োর্জ্যাবৎ সূত্রং জ্যা, তয়ো র্মধ্যে শর ইব শরঃ, অতোহন্বর্থসংজ্ঞা ইমাঃ।" (মুনীশ্বর)

৩৩শ নিয়ম। জ্যা ও ব্যাসের যোগফলকে তাহাদের অন্তর দিয়া গুণ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার বর্গমূল ব্যাস হইতে অন্তরিত করিবে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারই অর্দ্ধ শরের পরিমাণ জানিবে। ব্যাস হইতে শর বিয়োগ করিয়া অবশিষ্টকে শর দ্বারা গুণ করিবে। গুণফলের বর্গমূল দ্বিগুণ করিলে জ্যা হইবে। জ্যাকে দুই দিয়া ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহার বর্গকে শরদ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধের সহিত শর যোগ করিলে ব্যাস হইবে।

উদাহরণ—যে বৃত্তক্ষেত্রের ব্যাস ১০ এবং জ্যা ৬ তাহার শর পরিমাণ নির্ণয় কর?
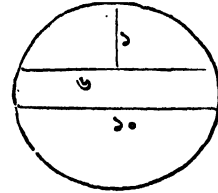
প্রক্রিয়া।—ব্যাস ১০ ও জ্যা ৬ এর যোগফল ১৬, উহাদের অন্তর ৪ দিয়া যোগফলকে গুণ করিলে ফল হয় ৬৪, ইহার বর্গমূল ৮ ব্যাস হইতে অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে ২, তাহার অর্দ্ধ ১ শর হইল।

উদাহরণ—যে বৃত্তের শর ১ ও ব্যাস ১০ তাহার জ্যার পরিমাণ স্থির কর?

ব্যাস ১০ হইতে শর ১ অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে ৯, ইহাকে শর ১ দ্বারা গুণ করিলে ফল ৯ই হয়, উহার বর্গমূল ৩কে দ্বিগুণ করিলে হইল ৬, সুতরাং ক্ষেত্রের জ্যার পরিমাণ ৬।

উদাহরণ—কোন বৃত্তের শর ১ ও জ্যা ৬ হইলে তাহার ব্যাসের পরিমাণ কত হইবে?

জ্যা ৬কে দুই ভাগ করিয়া ফল হইল ৩, ইহার বর্গ ৯এর সহিত শর ১ যোগ করিলে ফল হইবে ১০, অতএব ব্যাস পরিমাণ ১০ হইল। (ব্যাস দেখ।)

বৃত্তক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী সমবাহু ত্রিভুজ হইতে নবভুজ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের ভুজ পরিমাণ জানিবার উপায়।

৩৪শ নিয়ম। বৃত্তের ব্যাসকে ১০৩৯২৩, ৮৪৮৫৩, ৭০৫৩৪, ৬০০০০, ৫২০৫৫, ৪৫৯২২, এবং ৪১০৩১ দ্বারা পৃথক্‌রূপে গুণ করিয়া ১২০০০০ দ্বারা ভাগ করিলে ক্রমে ত্রিভুজ হইতে নবভুজ পর্য্যন্তের ভুজ পরিমাণ জানিতে পারিবে।

উদাহরণ—যে বৃত্তের ব্যাস পরিমাণ ২০০, তাহার মধ্যে অঙ্কিত ত্রিভুজ হইতে নবভুজ পর্য্যন্ত ভুজের পরিমাণ নির্ণয় কর। প্রত্যেক ভুজই পরিধিসংলগ্ন হইবে।
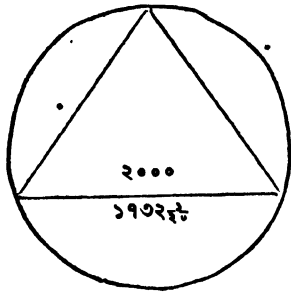
ত্রিভুজ।

ব্যাস ২০০কে ১০৩৯২৩ দ্বারা গুণ করিলে ফল হয় ২০৭৮৪৬০০০, ইহাকে ১২০০০০ দ্বারা ভাগ করিলে প্রত্যেক ভুজের পরিমাণ হইল ১৭৩২$\frac{১}{২০}$।
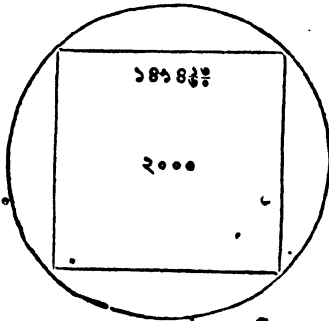
চতুর্ভুজ।

ব্যাস ২০০কে ৮৪৮৫৩ দ্বারা গুণ করিয়া ফল হইল ১৬৯৭০৬০০০, ইহাকে ১২০০০০ দ্বারা ভাগ করিলে অঙ্কিত চতুর্ভুজের প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ হইল ১৪১৪$\frac{১৩}{৬০}$।

পঞ্চভুজ।
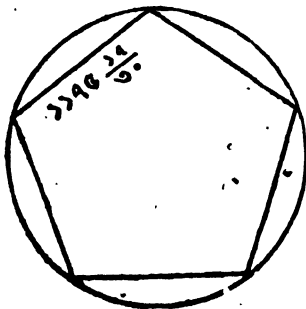
ব্যাস ২০০০কে ৭০৫৩৪ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইল ১৪১০৬৮০০০, ইহাকে ১২০০০০ দ্বারা ভাগ করিলে বাহুর পরিমাণ হইল ১১৭৫$\frac{১৭}{৩০}$।

ষষ্ঠভুজ।
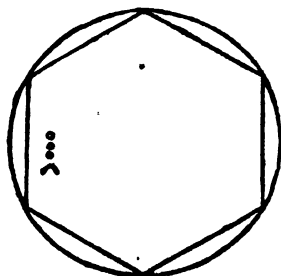
ব্যাস ২০০০কে ৬০০০০ দ্বারা গুণ করিলে ফল হয় ১২০০০০০০০, ইহাকে ১২০০০০ দ্বারা ভাগ করিলে প্রত্যেক ভুজের পরিমাণ হইবে ১০০০।

সপ্তভুজ।
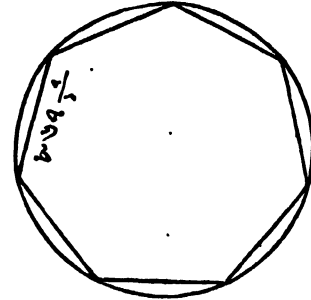
ব্যাস ২০০০কে ৫২০৫৫ দ্বারা পূরণ করিলে ফল হইল ১০৪১১০০০০, ইহাকে ১২০০০০ দ্বারা ভাগ করিলে ভুজের পরিমাণ হইল ৮৬৭$\frac{৭}{১২}$।

অষ্টভুজ।
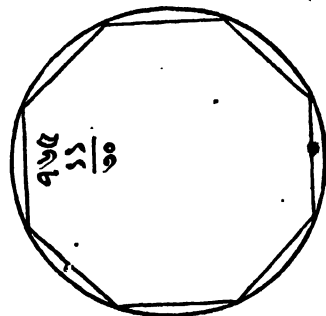
ব্যাস ২০০০কে ৪৫৯২২ দ্বারা গুণ করিয়া ১২০০০০ দ্বারা ভাগ করিয়া ভুজফল হয় ৭৬৫$\frac{১১}{৩০}$।

নবভুজ।
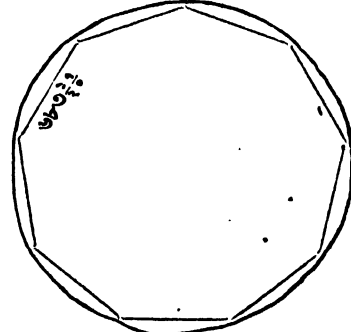
ব্যাস ২০০০কে ৪১০৩১ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ১২০০০০ দ্বারা ভাগ করিলে প্রত্যেক ভুজ পরিমাণ হইবে ৬৮৩$\frac{১৭}{২০}$।

স্থূল জ্যা নিরূপণ করিবার উপায়।

৩৫শ নিয়ম। পরিধি হইতে চাপ অন্তরিত করিয়া অবশিষ্টকে চাপ দ্বারা পূরণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাকে প্রথম বলে। পরিধিবর্গকে ৪ দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ

হইবে, তাহাকে ৫ দ্বারা পূরণ করিবে, গুণফল হইতে প্রথম অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা চতুর্গুণিত ব্যাস দ্বারা প্রথমকে গুণ করিয়া যাহা ফল হইবে, তাহাই জ্যার স্থূলপরিমাণ হইবে।

উদাহরণ—যে বৃত্তের পরিধি ৭৫৪, ব্যাস ২৪০। ৪১৪ ইহাকে ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত দিয়া পৃথক্ গুণ করিলে যে নয়টী রাশি হইবে, তাহাই ৯টী চাপের পরিমাণ, তাহার ৯টী জ্যার পরিমাণ স্থির কর।
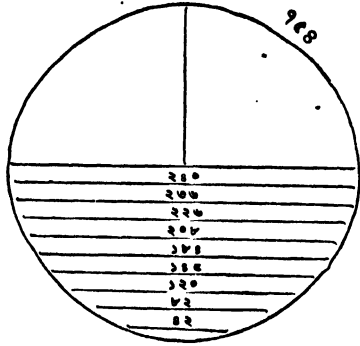
৩৫শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে নয়টী জ্যার স্থূল পরিমাণ যথাক্রমে হইবে ৪২, ৮২, ১২০, ১৫৪, ১৮৪, ২০৮, ২২৬, ২৩৬ ও ২৪০।

জ্যার পরিমাণ অনুসারে চাপের পরিমাণ নির্ণয়।

৩৬শ নিয়ম। ব্যাসকে ৪ দ্বারা পূরণ করিয়া জ্যার সহিত যোগ করিয়া স্থাপন করিবে। পরিধির বর্গকে জ্যার চতুর্থাংশ ও ৫ দ্বারা পূরণ করিবে। গুণফলকে পূর্ব্ব স্থাপিত রাশিদ্বারা ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহা পরিধিবর্গের চতুর্থাংশ হইতে অন্তরিত করিবে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূলকে পরিধির অর্দ্ধ হইতে অন্তরিত করিবে, অবশিষ্ট চাপের পরিমাণ জানিবে।

উদাহরণ—পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রের জ্যা অনুসারে চাপের পরিমাণ স্থির কর।
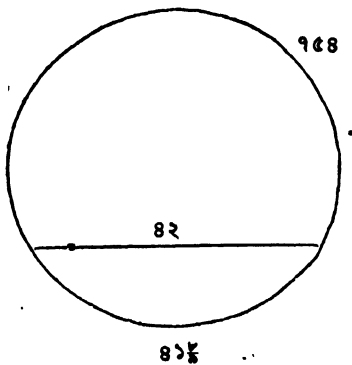
৩৬শ নিয়মে চাপের পরিমাণ হইবে ৪১৪, ইহাকে ২ প্রভৃতি দ্বারা গুণ করিলে দ্বিতীয়াদি চাপের পরিমাণ স্থির হইবে।

ক্ষেত্রসম্ভব (পুং) ক্ষেত্রে সম্ভবতি উৎপদ্যতে ক্ষেত্র-সং ভূ-অচ্। ১ চঞ্চুশাক। ২ ভিণ্ডাক্ষুপ, হিন্দীতে ভিণ্ডী বলে। (ত্রি) ৩ ভূমিজাত।

ক্ষেত্রসম্ভবা (স্ত্রী) ক্ষেত্রসম্ভব-টাপ্। শশাণ্ডুলী। (রাজনি°)

ক্ষেত্রসম্ভূত (পুং) ক্ষেত্রে সম্ভূতঃ ৭তৎ। ১ কুন্দরাতৃণ। (শব্দচিন্তা°) (ত্রি) ২ ভূমিজাত।

ক্ষেত্রসাতি (স্ত্রী) ক্ষেত্রস্য সাতিঃ ৬তৎ। ভূমিভজন, ক্ষেত্রের আশ্রয়। "ক্ষেত্রসাতা বৃত্রহত্যেষু পূরুং" (ঋক্ ৭।১৯।৩) 'ক্ষেত্রসাতা ক্ষেত্রসাতৌ ক্ষেত্রস্য ভূমের্ভজনে' (সায়ণ।)

ক্ষেত্রসাধাঃ [স্] (ত্রি) ক্ষেত্রং সাধয়তি ক্ষেত্র-সাধি অসুন্। ক্ষেত্রসাধক, যজ্ঞনিষ্পাদক।

"স পর্য্যন্ত পুরুপ্রিয়ং মিত্রং ন ক্ষেত্রসাধসম্" (ঋক্ ৮।৩১।১৪)

'ক্ষেত্রসাধসং ক্ষেত্রো যজ্ঞঃ তস্য সাধকং।' (সায়ণ)

ক্ষেত্রসিংহ, চিতোরাধিপতি মহারাণা হামীরের পুত্র। হামীরের সহিত মালদেবের এক বিধবা কন্যার বিবাহ হয়, তাঁহারই গর্ভে এই ক্ষেত্রসিংহের জন্ম। [হামীর দেখ।]

তিনি পিতার মৃত্যুর পর ১৪২১ সম্বতে চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার ন্যায় ইনিও একজন বিজ্ঞ, দক্ষ ও বীরপুরুষ ছিলেন। রাজ্যাভিষেকের অল্পকাল পরেই তিনি লীলাপত্তন হইতে আজমীর ও জহাজপুর পর্য্যন্ত করতলগত করিয়াছিলেন। তৎপরে মণ্ডলগড়, দশোর (দশপুর), ও সমগ্র চম্পন প্রদেশ মিবারের অধীনস্থ করেন। কথিত আছে, বীরবর ক্ষেত্রসিংহ বাক্রোল নামক স্থানে দিল্লীশ্বর হুমায়ুন তোগলককে পরাজয় করিয়াছিলেন।

বনোধার হারবংশীয় এক সামন্তের সহিত তাঁহার বিবাদ ঘটে, সেই অন্তর্বিবাদে (প্রায় ১৪০৯ সম্বতে) বীরবর ক্ষেত্রসিংহ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

ক্ষেত্রসীমা (স্ত্রী) ক্ষেত্রস্য ভূমেঃ সীমা মর্য্যাদা ৬তৎ। অঙ্গার, তুষ বা বৃক্ষাদির দ্বারা চিহ্নিত ভূমিসীমা। [সীমাবিবাদ দেখ।]

ক্ষেত্রাজীব (ত্রি) ক্ষেত্রেণ তদুৎপন্নশস্যাদিনা আজীবতি জীবিকাং নির্ব্বাহয়তি আ-জীব-কর্ত্তরি অচ্। যে ক্ষেত্রের পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ক্ষেত্রজীবী, কৃষক।

ক্ষেত্রাধিদেবতা (স্ত্রী) ক্ষেত্রস্যাধিদেবতা ৬তৎ। সিদ্ধস্থান বা তীর্থস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই দেবতার নাম শ্রী যোগ করিয়া উচ্চারণ করিবে।

"দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাম্।
সিদ্ধং সিদ্ধাধিকারাংশ্চ শ্রীপূর্ব্বং সমুদীরয়েৎ॥" (প্রয়োগসার)

ক্ষেত্রাধিপ (পুং) ক্ষেত্রস্য অধিপঃ ৬তৎ। ১ মেষ প্রভৃতি দ্বাদশ রাশির অধিপতি গ্রহ। [ক্ষেত্র দেখ।] (ত্রি) ২ ক্ষেত্রস্বামী।

ক্ষেত্রামলকী (স্ত্রী) ক্ষেত্রজাতা আমলকী মধ্যলো°। ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা।

ক্ষেত্রিক (ত্রি) ক্ষেত্রমস্ত্যস্য ক্ষেত্র-ঠন্। ক্ষেত্রস্বামী, ক্ষেত্রের অধিকারী।

"ওঘবাতাহৃতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রিকস্যৈব তদ্ বীজং ন বপ্তা ফলমর্হতি॥" (মনু ৯।৫৪)

ক্ষেত্রিদাস [ক্ষত্রিদাস দেখ।]

ক্ষেত্রিয় (ক্লী) ১ ক্ষেত্রজ তৃণ। ২ পরশরীরে চিকিৎসা। (মেদিনী) (পুং) পরক্ষেত্রে চিকিৎস্যঃ পরক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রিয়চ্ আদেশঃ। (ক্ষেত্রিয়চ্ পরক্ষেত্রে চিকিৎস্যঃ। পা ৫।২।৯৩) ২ অন্য শরীরে চিকিৎসাযোগ্য রোগ, এই শরীরে যাহার প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। (ত্রি) ক্ষেত্র-ঘঃ। ৩ ক্ষেত্রস্বামী। ৪ পরদাররত।

ক্ষেত্রী [ন্] (পুং) ক্ষেত্রং স্ত্রী-অস্ত্যস্য ক্ষেত্র-ইনি। ১ স্বামী।
"আহু রুৎপাদকং কেচিদপরে ক্ষেত্রিণং বিদুঃ।" (মনু ৯।৩২)
(ত্রি) ২ ক্ষেত্রবিশিষ্ট, যাহার ক্ষেত্র আছে, কৃষক।

ক্ষেত্রেক্ষু (পুং) ক্ষেত্রে ইক্ষুরিব। যাবনালধান্য, চলিত কথায় জোয়ার বলে।

ক্ষেত্রোপেক্ষ (পুং) শ্বফল্কের পুত্র। (ভাগবত ৯।২৪।১৬)

ক্ষেপ (পুং) ক্ষিপ্ ঘঞ্। ১ নিন্দা।
"ক্ষেপং করোতি চেদ্দণ্ড্যপণানর্দ্ধত্রয়োদশ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২০৭)
২ বিক্ষেপ। ৩ প্রেরণ। ৪ লেপন। ৫ হেলা। ৬ লঙ্ঘন। (হেম) ৭ গর্ব্ব। (মেদিনী) ৮ বিলম্ব। ক্ষিপ-কর্ম্মণি-ঘঞ্। ৯
"কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বম্।" (মেঘদূত ৪৮)
১০ ক্ষিপ্যমাণ, যাহার ক্ষেপ করা হয়।

ক্ষেপক (ত্রি) ক্ষিপ-ণ্বুল্। ১ যে ক্ষেপণ করে, ক্ষেপণকর্ত্তা। (পুং) ক্ষেপ-স্বার্থে কন্। ২ গ্রন্থমধ্যে প্রক্ষিপ্ত পাঠ। ৩ গুচ্ছ। ৪ অঙ্কবিশেষ।

ক্ষেপণ (ক্লী) ক্ষিপ্ ল্যুট্। ১ লঙ্ঘন। ২ অপবাদ। ৩ যারণ। ৪ বিক্ষেপ। ৫ যাপন।
"আয়ুষঃ ক্ষেপণার্থন্তু দাতব্যং স্ত্রীধনং সদা।" (হারীত)
৬ রজ্জুনির্ম্মিত একপ্রকার শিকা, যাহাদ্বারা প্রস্তর প্রভৃতি দূরদেশে পাঠান হয়।
"প্রববুর্বায়বশ্চণ্ডাস্তমঃ পাংশবমৈরয়ন্।
দিগ্‌ভ্যোনিপেতুগ্রা বাণঃ ক্ষেপণৈঃ প্রহিতা ইব॥"
(ভাগবত ৩।১৯।১৮)
৭ পরিত্যাগ।
"উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষেপণং স্মৃতম্॥" (মনু ৪।১১৯)
৮ মল্লদিগের যুদ্ধকৌশলবিশেষ।
"ক্ষেপণৈ মুষ্টিভিশ্চৈব বরাহোদ্ধৃতনিঃস্বনৈঃ।
তলৈর্বজ্রনিপাতৈশ্চ প্রসৃষ্টাভিস্তথৈব চ॥" (ভারত ৪।১২।২৮)
"ক্ষেপণং কথ্যতে যত্তু স্থানাৎপ্রচ্যবনং হঠাৎ।" (নীলকণ্ঠ)

ক্ষেপণি, ক্ষেপণী (স্ত্রী) ক্ষিপ-বাহুলকাৎ অনি বা ঙীপ্। ১ নৌকাদণ্ড, দাঁড়। ২ জালবিশেষ। (মেদিনী) চলিত কথায় ক্ষেপলা-জাল বলে। ৩ ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ।
"ক্ষেপণ্যস্তোমরাংশ্চোগ্রাশ্চক্রারিমুষলানিচ।" (রামা° ৬।৭।২৪)

ক্ষেপণিক (পুং) যে ব্যক্তি ক্ষেপণি ক্ষেপণ করে, দাঁড়ি।

ক্ষেপণী (স্ত্রী) বন্দুকের গুলি, বাঁটুল, ঢিল প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত হইলে যে বক্রপথে গমন করে।

ক্ষেপণীয় (পুং) ক্ষিপ্-অনীয়র্। ১ ভিন্দিপাল, দীর্ঘ ও বৃহৎ ফলযুক্ত খড়্গ।
(ক্ষেপণীয়ো ভিন্দিপালঃ খড়্গো দীর্ঘমহাফলঃ। যাদব)
(ত্রি) ২ ক্ষেপণযোগ্য।

ক্ষেপদিন (ক্লী) বিংশতি অংশযুক্ত ক্ষয় দণ্ড, অহর্গণ স্থির করিতে হইলে ইহার প্রয়োজন হয়।
"ইদানীমহর্গণানয়নার্থং ক্ষেপদিনান্যাহ স্বীয়নখাংশযুতাঃ ক্ষয়নাড্যঃ ক্ষেপদিনানি।" (সিদ্ধান্তশিরো° গণিতাধ্যায়)

ক্ষেপপাত (পুং) গ্রহকক্ষা ও ক্রান্তিমণ্ডলের যোগ।
"ক্রান্তিপাতঃ প্রতীপং প্রস্ফুটাঃ
ক্ষেপপাতাশ্চ বলনবোধকৃৎ।" (গোলাধ্যায়)

ক্ষেপলাজাল (দেশজ) জালবিশেষ।

ক্ষেপা (ক্ষিপ্ত শব্দজ) ১ ক্ষিপ্ত। ২ নিঃক্ষেপ।

ক্ষেপিমা [ন্] (পুং) ক্ষিপ্রস্য ভাবঃ। ক্ষিপ্র-ইমনিচ্ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্ বা। পা ৫।১।১২২) অকারস্য চ লোপঃ গুণশ্চ। (স্থূলদূরযুবহ্রস্বক্ষিপ্রক্ষুদ্রাণাং যণাদিপরং পূর্ব্বস্য চ গুণঃ। পা ৬।৪।১৫৬) ক্ষিপ্রত্ব, শীঘ্রতা।

ক্ষেপিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ক্ষিপ্রঃ ক্ষিপ্র ইষ্ঠন্ অকারস্য রেফস্য চ লোপঃ গুণশ্চ। [ক্ষেপিমা দেখ।] অতিশয় শীঘ্র।
"বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" শ্রুতি।

ক্ষেপীয়ান্ [স্] (ত্রি) অতিশয়েন ক্ষিপ্রঃ ক্ষিপ্র-ঈয়সুন্ পূর্ব্ববৎ সাধুঃ। অতিশয় ক্ষিপ্র।

ক্ষেপ্তৃ [প্তৃ] (ত্রি) ক্ষিপতি ক্ষিপ্-কর্ত্তরি-তৃচ্। ক্ষেপণকারী।
"উপস্পৃশ্য দদৌ শাপং ক্ষেপ্তারং বালিনং প্রতি।"
(রামা° ৪।৯।৮৪)

ক্ষেপ্তব্য (ত্রি) ক্ষিপ্‌-তব্য। ক্ষেপণের যোগ্য, যাহাকে ক্ষেপণ করা হইবে।

ক্ষেম (পুং) ক্ষি-মন্‌। ১ চোর নামক গন্ধদ্রব্য। ২ চণ্ডা নামক ঔষধ। (শব্দরত্নাবলী) ৩ কলিঙ্গদেশের একজন রাজা। (ভারত ১৷৬৭৷৬৫।) ৪ চন্দ্রবংশীয় শুচি রাজার পুত্র। (ভাগবত ৯৷২২৷৪৭) ৫ শান্তির গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে উৎপন্ন পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ ১৷৭৷২৮) (ক্লী, পুং) ৬ লব্ধবস্তুর রক্ষণ।

"ক্ষেমশ্চ মে ধৃতিশ্চ মে বিশ্বঞ্চ মে মহশ্চ মে।" (বাজসনেয়স° ১৮৷৭)

'ক্ষেমঃ বিদ্যমানধনস্য রক্ষণশক্তিঃ।' (মহীধর।)

(ক্লী) ৭ প্লক্ষদ্বীপের একটী বর্ষ। [প্লক্ষদ্বীপ দেখ।]

৮ মঠবিশেষ। ৯ কুশল, মঙ্গল। (ত্রি) ১০ মঙ্গলযুক্ত।

"গৃহাণ রাজ্যং বিপুলং ক্ষেমং নিভৃতকণ্টকম্‌।" (ভারত বন)

(ক্লী) ১১ মুক্তি। (হেম।) ১২ জ্যোতিঃশাস্ত্রে জন্ম নক্ষত্র হইতে গণনায় চতুর্থ নক্ষত্র। ইহা শুদ্ধ নক্ষত্র এবং শুভকার্য্যে প্রশস্ত। ১৩ সুগন্ধবিশেষ।

ক্ষেমক (পুং) ক্ষেম-স্বার্থে কন্‌। ১ চোর নামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর) ২ নাগবিশেষ। (ভারত ১৷৩৫৷১১।) ৩ পাণ্ডুবংশীয় শেষ রাজা, ইহার পরেই পাণ্ডুবংশ লোপ হয়। (ভাগবত ৯৷২২৷৪৩।) ৪ শিব। ৫ রাক্ষসবিশেষ, এই রাক্ষস বারাণসীতে বাস করিত। (হরিবংশ ২৯ অঃ)

৬ প্লক্ষদ্বীপের একটী বর্ষ। (লিঙ্গপু° ৪৬৷৪৩)।

ক্ষেমকর (ত্রি) ক্ষেমং করোতি কৃ-অচ্‌ ৬তৎ। মঙ্গলকারক, মঙ্গলজনক। "পন্থানং বঃ প্রবক্ষ্যামি শিবং ক্ষেমকরং দ্বিজাঃ।" (ভারত ১৪৷৩৫৷৩৭)

ক্ষেমকল্যাণ, [ক্ষমাকল্যাণ দেখ।]

ক্ষেমকর্ণ, ১ অর্জ্জুনপৌত্র জনমেজয়ের সহচর। অযোধ্যা প্রদেশে প্রবাদ আছে, ইনি খেরীজেলার খেরীনগর স্থাপন করেন। [খেরী দেখ।]

২ একজন সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্‌, মহেশপাঠকের পুত্র। ইনি ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে রাগমালা নামে একখানি সংস্কৃত সংগীত রচনা করেন।

ক্ষেমকর্ম্মা [ন্‌] (ত্রি) ক্ষেমং মঙ্গলজনকং পালনরূপং কর্ম্ম যেষাং বহুব্রী। পালনকর্ত্তা।

"বহবো লোকপালানাং প্রায়শঃ ক্ষেমকর্ম্মণাম্‌।" (ভাগ ২৷৬৷৬)

ক্ষেমকাম (ত্রি) ক্ষেমং মঙ্গলং কাময়তি ক্ষেমকামি-অণ্‌ উপপদস°। যাহারা মঙ্গলকামনা করে, শুভাকাঙ্ক্ষী।

"এবাএব বঃ পিতরো যুগে যুগে

ক্ষেমকামাসঃ সদসো ন যুঞ্জতে।" (ঋক্‌ ১০৷৯৪৷১২)

ক্ষেমকার (ত্রি) ক্ষেমং করোতি-ক্ষেম-কৃ-অণ্‌ (কর্ম্মণ্যণ্‌। পা ৩৷২৷১) উপপদস°। মঙ্গলকারক।

"পিতুঃ প্রিয়ঙ্করঃ ভর্ত্তা ক্ষেমকারস্তপস্বিনাম্‌।" (ভট্টি ৫৷৭৭)

ক্ষেমকৃৎ (ত্রি) ক্ষেমং করোতি ক্ষেম-কৃ-ক্বিপ্‌। মঙ্গলকারক।

"দুর্লভং প্রাকৃতং বাক্যং দুর্লভঃ ক্ষেমকৃৎ সুতঃ।

দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ॥" (চাণক্য ৫৪)

ক্ষেমগুপ্ত (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা, ইনি অতিশয় দুশ্চরিত্র ছিলেন। [কাশ্মীর শব্দ ১১৪ পৃঃ দেখ।]

ক্ষেমঙ্কর (ত্রি) ক্ষেমং করোতি-ক্ষেম-কৃ-খচ্‌ (ক্ষেমপ্রিয়মদ্রে-হণ্‌ চ। পা ৩৷২৷৪৪)। মঙ্গলকারক। পর্য্যায়—অরিষ্ঠতাতি, শিবতাতি, শিবঙ্কর, ক্ষেমকার, মদ্রঙ্কর, শুভঙ্কর।

(পুং) ২ বুদ্ধভেদ। ৩ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার, ইনি নির্ণয়সার ও সারস্বতপ্রক্রিয়াটীকা রচনা করেন।

৩ সিংহাসনদ্বাত্রিংশতিকা নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা, ইনি উক্ত গ্রন্থ মূল মরাঠী ভাষা হইতে সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করেন।

ক্ষেমঙ্করী (স্ত্রী) ১ দেবীবিশেষ।

"ক্ষেমান্‌ দেবেষু সা দেবী কৃত্বা দৈত্যপতেঃ ক্ষয়ম্‌।

ক্ষেমঙ্করী শিবেনোক্তা পূজ্যা লোকে ভবিষ্যতি॥"

(দেবীপু° ৪৭ অঃ।)

২ শঙ্খচিল্ল। তান্ত্রিক মতে ইহাকে দেখিয়া নমস্কার করিবার বিধান আছে। নমস্কারের মন্ত্র—

"কুঙ্কুমারুণসর্ব্বাঙ্গি! কুন্দেন্দুধবলাননে।

মৎস্যমাংসপ্রিয়ে দেবি ক্ষেমঙ্করি! নমোঽস্তু তে॥

কৃশোদরি মহাচণ্ডে মুক্তকেশি! বলিপ্রিয়ে।

কুলাচারপ্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥" (তন্ত্রসার)

ক্ষেমজয়, প্রবোধচন্দ্রোদয় নামে সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা।

ক্ষেমজিৎ (পুং) মগধদেশীয় একজন রাজা, ইনি ৩৬ বৎসর কাল মগধে রাজত্ব করেন এবং ক্ষেমার্চ্চি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। [মগধ দেখ।]

ক্ষেমতর (ত্রি) অতিশয়েন ক্ষেমঃ। অতিশয় হিতকর, প্রিয়তর।

"ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।" (গীতা ১৷৪৫)

'ক্ষেমতরং অত্যন্তং হিতং' (শ্রীধর।)

ক্ষেমদর্শী [ন্‌] (ত্রি) ক্ষেমং দ্রষ্টুং শীলমস্য-ক্ষেম-দৃশ-ণিনি। ১ মঙ্গলদর্শী। ২ চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। ইনি কালকবৃক্ষীয়ের নিকট যোগশিক্ষা করেন। (ভারত ১২৷৮২৷৬)

ক্ষেমধন্বা [ন্‌] (পুং) ক্ষেমং লক্ষরক্ষণপটু ধনুর্যস্য বহুব্রী। ১ পুণ্ডরীকেরপুত্র সূর্য্যবংশীয় একজন রাজা। (হরিবংশ ১৫৷২৭)

২ সাবর্ণ মনুর পঞ্চম পুত্র। (হরিবংশ ৭৷৭৪)

৩ ষড়্‌গুণী দেবীভক্ত মণ্ডনগোত্রীয় একজন রাজা, গবিক্ষের পুত্র। (সহ্যাদ্রিখ° ১৷৩৩৷১৫৬)

ক্ষেমধর্ম্মা [ন্] (পুং) ক্ষেমঃ হিতকরঃ ধর্ম্মো ব্যবহারো যস্ত বহুব্রী। শিশুনাগবংশীয় কাকবর্ণের পুত্র একজন রাজা।
(বিষ্ণুপু° ৪।২৪)

ক্ষেমধারী, অত্রিগোত্রীয় বাগীশ্বরীদেবীভক্ত একজন রাজা, গাধির পুত্র। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩২।১৩।)

ক্ষেমধূর্ত্ত (পুং) [বহু] কূর্ম্মবিভাগের উত্তরদিকে অবস্থিত একটী জনপদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৪৭)

ক্ষেমধূর্ত্তি (পুং) একজন রাজা। ইনি ভারতযুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষে ছিলেন। মহাতেজস্বী বৃহৎক্ষেত্রের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (ভারত ৭।১০৭ অঃ।)

ক্ষেমধৃত্বা [ন্] (পুং) পৌণ্ডরীকের নামান্তর। (পঞ্চবিংশব্রা°।)

ক্ষেমনন্দনাথ, সৌভাগ্যকল্পলতা নামে তান্ত্রিক গ্রন্থরচয়িতা।

ক্ষেমপাল, কৌণ্ডিন্যগোত্রীয় কালিকাভক্ত একজন রাজা, সুতন্তর পুত্র। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩১।২৩)

ক্ষেমফলা (স্ত্রী) ক্ষেমং ফলং যস্ত বহুব্রী ততঃ টাপ্। উদুম্বর বৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষেমমূর্ত্তি (পুং) করূষদেশীয় একজন রাজা। (ভারত ১।৬৭অঃ)

ক্ষেমরাজ (পুং) কশ্যপগোত্রীয় কামাক্ষীদেবীভক্ত একজন রাজা, রাজা ঐরাবতের বংশে জন্ম, ইহার পুত্রের নাম দারি। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩১।২৩)

২ ক্ষেমবতীনগরী প্রতিষ্ঠাতা। [ক্ষেমবতী দেখ।] ৩ কাশ্মীরনিবাসী একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, রাজানক ক্ষেমরাজ নামে খ্যাত। ইনি বিখ্যাত দার্শনিক অভিনবগুপ্তের শিষ্য। ইহার রচিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই কয়খানি প্রধান—নেত্রোদ্দ্যোত (তন্ত্র), ভৈরবানুকরণস্তোত্র, বর্ণোদয়তন্ত্র, শিবস্তোত্র, স্পন্দনির্ণয়, স্পন্দসন্দোহ, স্বচ্ছন্দোদ্দ্যোত। এ ছাড়া অভিনবগুপ্তরচিত ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাসূত্রবিমর্শিনীর 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়' নামে টীকা, অভিনবগুপ্ত রচিত পরমার্থসারের 'পরমার্থসার সংগ্রহবিবৃতি', উৎপলদেব রচিত পরমেশ-স্তোত্রাবলীর বিবৃতি, বসুগুপ্তরচিত শিবসূত্রের 'শিব-সূত্রবিমর্শিনী' নামে টীকা, সাম্বপঞ্চাশিকাটীকা এবং নারায়ণরচিত স্তবচিন্তামণির টীকা পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থগুলি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত হয়।

৪ সাধারণতঃ ক্ষেমশর্ম্মা নামে খ্যাত। ইহার পিতার নাম নরবৈদ্য মন্মথ। ইনি সংস্কৃতভাষায় ক্ষেমকুতূহল ও চিকিৎসাসারসংগ্রহ নামে বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন।

ক্ষেমরাজপুর, গোরক্ষপুরের নিকট বস্তিজেলার অমোঢ়া পরগণায় একটী প্রাচীন নগর, দ্রাঘিমা° ৮২°২৩´ ও অক্ষা° ২৬°৫৩´ মধ্যে অবস্থিত। ঘঘরা নদীর কূলে রামঘাট বা বেলবাবাজার হইতে উত্তরপূর্ব্বে ৫৷৷০ ক্রোশ। সেইখানে এইরূপ T আকৃতির একটী হ্রদ আছে। পুরাতন বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষও দেখিতে পাওয়া যায়। পাইর ও অশোজপুর দেখিলে বোধ হয় গ্রাম দুইটী পুরাতন ভগ্নাবশেষের উপরই নির্ম্মিত। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত হ্রদের উত্তরপূর্ব্বে ও দক্ষিণদিকে প্রাচীন ক্ষেমবতী নগরী অবস্থিত ছিল। ক্ষেমরাজপুরের দক্ষিণে মাঘানবান নামক দুইটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ক্ষেমরাজপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে মনোরা বা মনোরমা নদী প্রবাহিত।

ক্ষেমরাম, একজন স্মৃতিশাস্ত্রসংগ্রহকার। ইহার রচিত প্রেতমুক্তিদা, রামনিবন্ধ ও শ্রাদ্ধপদ্ধতি পাওয়া যায়।

ক্ষেমবতী, একটী প্রাচীন নগরের নাম। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে যে ক্রকুচ্ছন্দবুদ্ধ মেখলার রাজা ক্ষেমের কুল-পুরোহিত ছিলেন। "সপ্ত বুদ্ধস্তোত্র" নামক গ্রন্থে এই মেখলার নাম ক্ষেমবতী লিখিত হইয়াছে। [ক্রকুচ্ছন্দ দেখ।] অনেকের বিশ্বাস যে এই ক্ষেমবতী এখন ক্ষেমরাজপুর বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ক্ষেমবতীর কতক অংশ আধুনিক ক্ষেমরাজপুর ও কতক অংশ পাইর ও অশোজপুর নামক গ্রামগুলির মধ্যে অবস্থিত ছিল। [ক্ষেমরাজপুর দেখ।]

ক্ষেমবান্ [ৎ] (ত্রি) ক্ষেমং মঙ্গলং অস্তাস্তি ক্ষেম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত বঃ। মঙ্গলযুক্ত।

ক্ষেমবৃদ্ধি [ন্] (ত্রি) ক্ষেমস্ত বৃদ্ধমস্ত্যস্ত ক্ষেমবৃদ্ধ-ইনি। অতিশয় মঙ্গলযুক্ত। *। এই শব্দটী বাহ্বাদিগণান্তর্গত।

ক্ষেমশর্ম্মা [ক্ষেমরাজ দেখ।]

ক্ষেমসামন্ত ভোঁসলে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাবন্তবাড়ীর একজন সামন্ত। ইনি নিজ বাহুবলে সাবন্তবাড়ী প্রদেশ মুসলমান হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। ইনি ১৬২৭ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার মৃত্যুর পর ইহার পুত্র লক্ষ্মণ সামন্ত রাজা হন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ফন্দসামন্ত রাজা হন। ১০ বৎসর রাজত্বের পরে তাহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ক্ষেমসামন্ত (২য়) রাজা হন। শিবজীর পৌত্র সাহু তাঁহাকে সালসিমহলের কতক অংশ দান করেন। এই বংশে (৩য়) ক্ষেমসামন্ত ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ইনি ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে জয়াজি সিন্ধিয়ার কন্যা লক্ষ্মীবাইকে বিবাহ করেন। দিল্লীর বাদশাহ ইহাকে রাজা উপাধি দেন। কোলাপুরের সামন্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া সামন্তবাড়ী আক্রমণ করিয়া কয়েকটী পার্ব্বতীয় দুর্গ অধিকার করেন। সিন্ধিয়া মধ্যস্থ হইয়া দুর্গগুলি ফিরাইয়া দেন। ৩য় ক্ষেমসামন্ত একজন অসাধারণ

বীর ছিলেন। জলপথেও তাহার দস্যুবৃত্তি চলিত। তাহাতে ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজগণ তাহার শত্রু হইয়া উঠিল। স্থলপথে কোলাপুররাজ ও পেশোবার সহিত যুদ্ধ হয়। এক সময়ে স্থল ও জল উভয় পথে যুদ্ধ চলিত থাকে। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। পত্নী লক্ষ্মীবাই রাজকার্য্য পরিচালন করেন। লক্ষ্মীবাই প্রথমতঃ রামচন্দ্রসামন্ত ওরফে ভাউ সাহেব এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে ফন্দসামন্তকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই ফন্দসামন্তের পুত্র ক্ষেমসামন্ত (৪র্থ)। ইনি ৮ বৎসরের বয়সে রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু রাজ্যে নানাপ্রকার বিভ্রাট ঘটায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন।

ক্ষেমহংসগণি, কালিদাসের মেঘদূতের একজন টীকাকার, ইনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

ক্ষেমা (স্ত্রী) ক্ষেম-টাপ্। ১ দেবীমূর্ত্তিবিশেষ, কাত্যায়নী। "নিস্ত্রিংশে পূজয়েৎ ক্ষেমাং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্।" (দেবীপু° ৪৭ অঃ)

২ অপ্সরাবিশেষ। (ভারত, ১।১২৩।৫৯)

ক্ষেমাধি (পুং) মিথিলারাজ চিত্ররথের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৩।২৩)

ক্ষেমানন্দ, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার, ইষ্টিকাপুরনিবাসী রঘুনন্দনের পুত্র। ইনি ন্যায়রত্নাকর ও তত্ত্বসমাসব্যাখ্যা রচনা করেন।

২ কায়স্থবংশোদ্ভব একজন কবি; ইনি কেতকাদাসের সহযোগে 'মনসার ভাসান' নামে বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। মনসার ভাসান পাঠ করিলে ইঁহাকে বর্দ্ধমান জেলার লোক বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা-সাহিত্য-বিষয়কপ্রস্তাবরচয়িতার মতে ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস কবিকঙ্কণের পরে আবির্ভূত হন। কবিকঙ্কণ ১৫১১ হইতে ১৫২৮ শকের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। (বিশ্বকোষ ৩য় ভা° ৩৩৭°পৃঃ দেখ) কিন্তু উহার অনেক পূর্ব্বে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে কেতকাদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিপ্রদাস ১৪১৭ শকে নিজ গ্রন্থ রচনা করেন, অতএব তাঁহারও পূর্ব্বে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ বিদ্যমান ছিলেন।

ক্ষেমাফলা (স্ত্রী) ক্ষেমং মঙ্গলকরং ফলং যস্যাঃ বহুব্রী। পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। উড়ুম্বর বৃক্ষ, ডুমুর। (শব্দচন্দ্রিকা।) কোনস্থলে "ক্ষেমফলা" পাঠও দৃষ্ট হয়।

ক্ষেমারি (পুং) নিমিবংশীয় সঞ্জয় বা সংনয়ের পুত্র।

(বিষ্ণুপুরাণ ৪।৫ অঃ)

ক্ষেমাসন (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত একপ্রকার আসন।

"অথ ক্ষেমাসনং বক্ষ্যে যৎকৃত্বা প্রেক্ষয়েদ্দিবম্।
দক্ষহস্তে দক্ষপাদং কেবলং স্থাপয়েৎ সুধীঃ॥" রুদ্রযামল।

ডানহাতের উপরে ডান পা রাখিয়া উপবেশন করিবে। ইহাকে ক্ষেমাসন বলে। এই আসনে উপাসনা করিলে সাধকের স্বর্গ লাভ হয়।

ক্ষেমীন্দ্র, একজন কামশাস্ত্রপ্রণেতা প্রাচীন গ্রন্থকার।

ক্ষেমীশ্বর, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি, কবি বিজয়কোষ্ঠের প্রপৌত্র। ইঁহার রচিত নৈষধানন্দকাব্য ও চণ্ডকৌশিক নাটক পাওয়া যায়।

ক্ষেমেন্দ্র, ১ মদনমহার্ণব নামে সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রকার। ২ লোকপ্রকাশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা, ইনি আপনাকে ব্যাসের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (Handscriften verzeichnisse der koniglichen Bibliothek, von Weber, p. 224)

লোকপ্রকাশে নানা প্রকার লেখনপ্রণালী, ও দলীলপত্রাদি লিখিবার রীতি বিবৃত হইয়াছে।

৩ হস্তিজনপ্রকাশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা, ইনি গুর্জ্জরনিবাসী যদুশর্ম্মার পুত্র।

৪ একজন গ্রন্থকার। ইনি রাজনগরবাসী নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইঁহার পিতার নাম ভূধর। পিংলদের রাজা শঙ্করলালের আদেশে ইনি সংস্কৃতভাষায় লিপিবিবেক ও মাতৃকাবিবেক রচনা করেন।

৫ সারস্বতপ্রক্রিয়ার একজন টীকাকার।

৬ কাশ্মীরের একজন বিখ্যাত কবি, ইনি ব্যাসদাস নামে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। [ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস দেখ।]

ক্ষেমেন্দ্রভদ্র, একজন বৌদ্ধশাস্ত্রকার। ভোটদেশীয় তারানাথ ইঁহাকে আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রকাশক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইনি ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস হইবেন। [ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস দেখ।]

ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস, কাশ্মীরের একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। ত্রিপুরশৈলশিখরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম প্রকাশেন্দ্র ও পিতামহের নাম সিন্ধু। ইনি অভিনবগুপ্তের নিকট সাহিত্য ও অলঙ্কার এবং ভাগবতাচার্য্য সোমপাদের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইঁহার উপাধ্যায়ের নাম গঙ্গক।

কবিবর ক্ষেমেন্দ্র বিস্তর সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই ৩৬ খানির অনুসন্ধান পাওয়া যায়—

অমৃততরঙ্গ, অবসরসার, ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা, কনকজানকী, কলাবিলাসকাব্য, কবিকণ্ঠাভরণ, ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ, চতুর্বর্গসংগ্রহ, চারুচর্য্যা, চিত্রভারতনাটক, দর্পদলন, দশাবতারচরিত্র, দানপারিজাত, দেশোপদেশ, নীতিকল্পতরু, নীতিলতা, পদ্যকাদম্বরী, পবমানপঞ্চাশিকা, বুদ্ধচরিত,

বৃহৎকথামঞ্জরী, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, মহাভারতমঞ্জরী, মুক্তাবলীকাব্য, মুনিমতমীমাংসা, রাজাবলী (ইতিহাস), রামায়ণকথাসার, ললিতরত্নমালা, লাবণ্যবতীকাব্য, বাৎস্যায়নসূত্রসার, বিনয়বল্লী, বেতালপঞ্চবিংশতি, যোগাষ্টক, শশিবংশ, সময়মাতৃকা, সুবৃত্ততিলক, সেব্যসেবকোপদেশ।

ক্ষেমেন্দ্র যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত, একজন ঐতিহাসিক ও একজন মহাকবি ছিলেন, তাহা ইঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। ইঁহার রচিত সময়মাতৃকায় কাশ্মীরের তখনকার সামাজিক অবস্থা অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আর একটু বিশেষত্ব এই, ইনি নিরপেক্ষভাবে শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধগ্রন্থ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত দশাবতার, মুনিমতমীমাংসা ও বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা পাঠ করিলে ইনি হিন্দু কি বৌদ্ধ ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। বাস্তবিক ইনি হিন্দু ছিলেন, হিন্দু হইয়াও বৌদ্ধশাস্ত্রের সমাদর করিতেন এবং বুদ্ধদেবকে ভগবদবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন।

ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা তিব্বতের ভোট ভাষায় অনেকবার অনুবাদিত হইয়াছে*।

রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা কহ্লণে পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্রপ্রণীত রাজাবলীর উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"কেনাপ্যনবধানেন কবিকর্ম্মণি সত্যপি।
অংশোঽপি নাস্তি নির্দ্দোষঃ ক্ষেমেন্দ্রস্য নৃপাবলৌ॥" ৩।১৩

ক্ষেমেন্দ্র প্রকৃত কবি বটে, কিন্তু তাঁহার অনবধানতা প্রযুক্ত তাঁহার রাজাবলী নির্দ্দোষ নহে।

ক্ষেমেন্দ্রের রাজাবলী দেখি নাই, সুতরাং কহ্লণের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলিতে পারিলাম না। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র যেরূপ বহুদর্শী, নিরপেক্ষ গ্রন্থকার ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অনবধানী বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তিনি লিখিয়াছেন যে কাশ্মীররাজ অনন্তের সময় ২৫ লৌকিকাব্দে (১০৫০ খৃষ্টাব্দে) সময়মাতৃকা এবং কলশরাজের রাজত্বকালে ৪১ লৌকিবাব্দে (১০৬৪ খৃঃ) দশাবতার (১) রচনা করেন।

ইঁহার গ্রন্থাবলী পাঠে জানা যায় যে, ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রামযশা নামক একব্যক্তির অনুরোধে এবং দেবধরের আদেশে বৃহৎকথামঞ্জরী রচনা করেন।

ক্ষেম্য (ত্রি) ক্ষেমায় সাধুঃ। ক্ষেম-যৎ। (প্রাগ্‌ঘিতাদ্যৎ। পা ৪।৪।৭৫) মঙ্গলকর, হিতকর।

"ক্ষেম্যাং শস্যপ্রদাং নিত্যং পশুবৃদ্ধিকরীমপি।
পরিত্যজেৎ নৃপোভূমিমাত্মার্থমবিচারয়ন্॥" (মনু ৭।২১২)

(পুং) একজন রাজা, উগ্রায়ুধের পুত্র।

ক্ষেয় (পুং) ক্ষেতুং যোগ্যং ক্ষি-যৎ। ক্ষয় করিবার যোগ্য।

ক্ষৈণ্য (ক্লী) ক্ষীণস্য ভাবঃ ক্ষীণ-ষ্যঞ্। ক্ষীণতা, ক্ষয়।

"অস্মিন্ ধনজনক্ষৈণ্য-নিমিত্তং মণ্ডলোত্তমে।
সর্ব্বতোদিকমুত্তস্থাবথানর্থপরম্পরা॥" (রাজতর° ৫।৬৭)

ক্ষৈত (ত্রি) ক্ষিতৌ ভবঃ ক্ষিতি-অণ্। ১ পৃথিবী সম্বন্ধীয়, যাহা পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়।

"যশস্তরো যশসাং ক্ষৈতো অস্মে।" (ঋক্ ৯।৯৭।৩)

'ক্ষৈতঃ ক্ষিতৌ ভবঃ' (সায়ণ।) ২ শুষ্ককাষ্ঠ। (ঋক্ ৬।২।১। ভাষ্য।)

ক্ষৈতয়ত (পুং) ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী পাণিনির তিকাদি গণান্তর্গত।

ক্ষৈতবান্ [ৎ] (ত্রি) ক্ষৈতমস্য অস্তি ক্ষৈত-মতুপ্-মস্য ব। ১ শুষ্ক কাষ্ঠযুক্ত। ২ যাহার হবি আছে।

"ত্বংহি ক্ষৈতবদ্ যশোঽগ্নে মিত্রোনপত্যসে।" (ঋক্ ৬।২।১)

'ক্ষৈতবৎ ক্ষিতিঃ ক্ষয়োঽপচয়ঃ তৎসম্বন্ধি ক্ষৈতং শুষ্কং কাষ্ঠং তদ্‌যুক্তং…যদ্বা ক্ষৈতবৎ ক্ষৈতং নিবাসকং হবির্লক্ষণমন্নং তদ্‌যুক্তং' (সায়ণ।)।

ক্ষৈত্র (ক্লী) ক্ষেত্রাণাং সমূহঃ ক্ষেত্র-অণ্ (ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৩৮) ১ ক্ষেত্রসমূহ। ক্ষেত্রমেব ক্ষেত্র-স্বার্থে অণ্। ২ ক্ষেত্র।

"অমত্যং বৈশ্বানরং ক্ষৈত্রজিত্যায় দেবাঃ।" (বাজসনেয়সং ৩৩।৬০) 'ক্ষৈত্রজিত্যায় ক্ষেত্রমেব ক্ষৈত্রং' (মহীধর।)

ক্ষৈত্রজ্ঞ (ক্লী) ক্ষেত্রজ্ঞস্য ভাবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-অণ্ (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা। ৫।১।১৩০) ক্ষেত্রজ্ঞতা।

ক্ষৈত্রজ্ঞ্য (ক্লী) ক্ষেত্রজ্ঞস্য ভাবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-ষ্যঞ্ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণিচ। পা ৫।১।১২৪) ক্ষেত্রজ্ঞের ভাব, ক্ষেত্রজ্ঞতা।

ক্ষৈত্রপত (ত্রি) ক্ষেত্রপতেরপত্যং ক্ষেত্রপতি-অণ্। (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) ক্ষেত্রপতির অপত্য। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া ক্ষৈত্রপতী হয়।

ক্ষৈমবৃদ্ধি (পুং স্ত্রী) ক্ষেমবৃদ্ধিনোঽপত্যং ক্ষেমবৃদ্ধিন্-ইঞ্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ক্ষেমবৃদ্ধী ঋষির পুত্র বা কন্যা।

ক্ষৈমিক (ত্রি) ক্ষেম-ঠঞ্। ক্ষেম সম্বন্ধদ্বারা সিদ্ধ পদার্থকে ক্ষৈমিক বলে। যে সকল দার্শনিকগণ দুঃখের অত্যন্তা-

* এই গ্রন্থের মূল ও তাহার একখানি প্রাচীন ভোটভাষার অনুবাদ (Rtogs brjod dpag Akhri Sin.) কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

(১) "একাধিকেঽব্দে বিহিতঃ ষষ্টাবিংশে স কার্ত্তিকে।
রাজ্যে কলশভূভর্ত্তুঃ কাশ্মীরেষ্বচ্যুতস্তবঃ।" দশাবতার।

ভাবকেই মুক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহারা মুক্তির ক্ষৈমিকজন্যতা স্বীকার করেন। [মুক্তি দেখ।]

ক্ষৈরকলম্ভি, সামসূত্রপ্রকাশক একজন ঋষি।

ক্ষৈরহ্রদ (ত্রি) ক্ষীরহ্রদস্যেদং ক্ষীরহ্রদ-অণ্। ক্ষীরহ্রদ সম্বন্ধীয়।

ক্ষৈরেয় (ত্রি) ক্ষীরে সংস্কৃতং ক্ষীর-ঢঞ্ (ক্ষীরাড্ঢঞ্। পা ৪।২।২০) ১ ক্ষীর-সংস্কৃত। (ক্লী) ২ পরমান্ন।

ক্ষৈরেয়ী (স্ত্রী) ক্ষৈরেয়-ঙীপ্। যবাগু। (হেম)।

ক্ষোড় (পুং) ক্ষোড্যতে বধ্যতে ঽস্মিন্ ক্ষোড় অধিকরণে ঘঞ্। আলান, গজবন্ধনী, হাতী বাঁধিবার শৃঙ্খলাদি।

ক্ষোণ (ত্রি) ক্ষয়তি নিবসতি একস্মিন্নেব স্থানে, ক্ষি-কর্ত্তরি ল্যুট্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, একস্থানেই বসিয়া থাকে। "ক্ষোণস্যাশ্বিনা কণ্বায়।" (ঋক্ ১।১১৭।৮) 'ক্ষোণস্য ক্ষোণায় যো দৃষ্টি রাহিত্যেন গন্তুমশক্তঃ সন্ একস্মিন্নেব স্থানে নিবসতি তস্মৈ।··· ক্ষোণস্য ক্ষিনিবাসগত্যোঃ। কৃত্য ল্যুটোবহুলমিতি কর্ত্তরি ল্যুট্ পৃষোদরাদিত্বাৎ ক্ষোণভাবঃ তদুক্তং যাস্কেন ক্ষোণস্য-ক্ষয়ণস্য ইতি' (সায়ণ।)

(পুং) ক্ষু শব্দে ন ণত্বঞ্চ। ২ শব্দকারী বীণাবিশেষ। 'ক্ষোণঃ শব্দকারী বীণাবিশেষঃ···পক্ষান্তরে টুক্ষুশব্দ ইত্যস্মাদৌণাদিকো ন প্রত্যয়ঃ।' (ঋক্ ১।১১৭।৮ ভাষ্য)

ক্ষোণি, ক্ষোণী (স্ত্রী) ক্ষৈ-বাহুলকাৎ ড্যোনি বা ঙীপ্। ১ পৃথিবী। (শব্দরত্নাবলী) ২ একসংখ্যা।

ক্ষোণীপাল—ভদ্রগোত্রীয় রক্তাক্ষীদেবীভক্ত একজন রাজা, চক্রবর্ত্তীর পুত্র ও দমনের পিতা। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩৩।৮৮)

ক্ষোণীশ, শাল্মলীমুনিগোত্রীয় মোহিনীদেবীভক্ত একজন রাজা, ধুন্ধুমারের পুত্র। (সহ্যাদ্রি° ১।৩৪।১৫)

ক্ষোত্তা [তৃ] (ত্রি) ক্ষুদ-তৃচ্। পেষণকর্ত্তা।

ক্ষোদ (পুং) ক্ষুদ্-ঘঞ্। ১ চূর্ণন, পেষণ। ক্ষুদ্কর্ম্মণি ঘঞ্। ২ চূর্ণ, গুঁড়া, ক্ষুদ।

"সাপি প্রাগ্বাসনাযোগাল্লিঙ্গার্চ্চনরতা সতী।
হিত্বা মলয়জক্ষোদং বিভূতিং বহুমংস্তবৈ॥"
(কাশীখ° ৩৩।৭৩)

ক্ষোদক্ষম (ত্রি) ক্ষোদং ক্ষমতে ক্ষোদ-ক্ষম-অচ্। বিচারযোগ্য।

"ষষ্ঠঃ খণ্ডনখাদ্যসহজক্ষোদক্ষমে" (নৈষধচরিত)

ক্ষোদঃ [স্] (ক্লী) ক্ষুদ অসুন্। জল।

"গিরির্নভুজ্য ক্ষোদোন শম্ভু।" (ঋক্ ১।৬৫।৫)
'ক্ষোদ উদকং' (সায়ণ।)

ক্ষোদিত (ক্লী) ক্ষুদ-ণিচ্-ক্ত। ১ চূর্ণ। ২ চূর্ণিত, পেষিত। ৩ খোদিত।

ক্ষোদিমা [ন্] (পুং) ক্ষুদ্ ইমনিচ্ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিচ্। পা ৫।১।১২২) অতিশয় ক্ষুদ্রতা।

ক্ষোদিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্র ইষ্ঠন্। অতিশয় ক্ষুদ্র।

ক্ষোদীয়ান্ [স্] (ত্রি) অতিশয়েন ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্র-ঈয়সুন্। ক্ষুদ্রতর, অতিশয় ক্ষুদ্র।

"বৃহৎ সহায়ঃ কার্য্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি।" (মাঘ ২।১০০)

ক্ষোদ্য (ত্রি) ক্ষোদিতুং যোগ্যং ক্ষুদ্-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) চূর্ণ করিবার যোগ্য, যাহাকে চূর্ণ করা হইবে।

"ববন্ধুর্বন্ধনীয়াংশ্চ ক্ষোদ্যান্ সঞ্চুক্ষুদুস্তদা।
বিভিদুর্ভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্ দেশান্ নরাস্তদা॥" (রামা° ২।৮০।১০)

ক্ষোধুক [বৈ] (ত্রি) ক্ষুধাযুক্ত।

"ক্ষোধুকা হাস্য প্রজাশ্চ ভবন্তি।" (শতপথব্রা° ১।৫।২।৭)

ক্ষোভ (পুং) ক্ষুভ-ঘঞ্। ১ সঞ্চলন। ২ চিত্তচাঞ্চল্য।

"শোক-ক্ষোভে তু হৃদয়ং প্রলাপৈরিব ধার্য্যতে।"
(উত্তরচরিত ৩ অঙ্ক)

৩ বিকার। "ক্ষোভমাশু হৃদয়ং ন যদুনাম্।" (মাঘ)

ক্ষোভক (পুং) ১ কামাখ্যাস্থিত পর্ব্বতবিশেষ।

"চূর্জরাখ্যস্য পূর্ব্বস্যাং পুরং নাম বরাসনম্।
তদ্দক্ষিণে মহাশৈলঃ ক্ষোভকোনাম নামতঃ॥" (কালিকাপু° ৮১অঃ)

২ (ত্রি) ক্ষোভজনক।

ক্ষোভণ (ত্রি) ক্ষুভ-ণিচ্-ল্যু। ১ ক্ষোভজনক। ২ কামের পঞ্চবাণের একটী। [পঞ্চবাণ দেখ] ৩ শিব।

"নমো বৃদ্ধায় লুব্ধায় ক্ষুব্ধায় ক্ষোভণায়চ।" (ভারত ১২।২৮৬ অঃ)

৪ বিষ্ণু।

"উদ্ভবঃ ক্ষোভণোদেবঃ শ্রুতগর্ভোরমেশ্বরঃ।" (বিষ্ণুসহস্রনাম)

(ক্লী) ক্ষুভ-ভাবে ল্যুট্। ৫ সঞ্চালন।

ক্ষোম (ক্লী) ক্ষু-মন্। ১ চন্দ্রশালা, চিলেঘর। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ অট্টালিকা। (ভরত) (পুং) ৩ গণহাসক, চোরনামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর)

ক্ষোমক (পুং) ক্ষোমএব স্বার্থে কন্। চোরনামক গন্ধদ্রব্য।

ক্ষৌণি (স্ত্রী) ক্ষু-বাহুলকাৎ নিঃ বৃদ্ধিশ্চ। পৃথিবী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে লয়কালে ক্ষীণ হয় বলিয়া পৃথিবীকে ক্ষৌণি বলে। এই মতে ক্ষীণ শব্দের স্থানে ক্ষৌণি নিপাত হয়।

"ইত্যাচ যাগাধারাচ্চ ক্ষৌণিঃ ক্ষীণালয়ে সতি।
মহালয়ে ক্ষয়ং যাতি ক্ষিতিস্তেন প্রকীর্ত্তিতা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ড ৭ অঃ)

ক্ষৌণী (স্ত্রী) ক্ষৌণি-বা ঙীপ্। ১ পৃথিবী।

"তস্য চোদ্ধরতঃ ক্ষৌণীং স্বদংষ্ট্রাগ্রেণ লীলয়া।" (ভাগবত ৩।১৪।৩)। ২ এক সংখ্যা।

প্রাচীরইব। সমুদ্র। (জটাধর)।

ক্ষৌণীং ভুনক্তি ক্ষৌণী-ভুজ্-কিপ্।

ক্ষৌণীময় (পুং) ক্ষৌণী-ময়ট্। মৃণ্ময়, পৃথিব্যাশ্রয়।

"ক্ষৌণীময়ো নিখিলজীবনিকায়হেতুঃ।" (ভাগবত ২।৭।১২)

'ক্ষৌণীময়ঃ পৃথিবীময়ঃ পৃথিবী-প্রধানঃ তদাশ্রয়। ইত্যর্থঃ' (শ্রীধর।) "ক্ষৌণীময়" স্থলে ক্ষোণিময় পাঠও দৃষ্ট হয়।

ক্ষৌদ্র (ক্লী) ক্ষুদ্রাভিঃ পিঙ্গলবর্ণমক্ষিকাভির্নির্বৃত্তং ক্ষুদ্রা অঞ্। ১ মধুবিশেষ। পিঙ্গলবর্ণ ছোট ছোট একপ্রকার মক্ষিকা আছে, তাহাদিগকে ক্ষুদ্রা বলে, এই মক্ষিকায় যে মধু আহরণ করে, তাহাও পিঙ্গলবর্ণ হয়, এই মধুকে ক্ষৌদ্র বলে।

"মক্ষিকাঃ কপিলাঃ সূক্ষ্মাঃ ক্ষুদ্রাখ্যাস্তৎকৃতং মধু।
মুনিভিঃ ক্ষৌদ্রমিত্যুক্তং তদ্বর্ণাৎ কপিলং ভবেৎ॥"
(ভাবপ্র°।)

ইহার গুণ—অতিশয় শীতল, লঘু, ক্লেদনাশক। ইহার সহিত ঘৃতের যোগ হইলে বিষতুল্য হয়। (রাজবল্লভ)

২ জল। (মেদিনী) (পুং) ক্ষুদ্র-অণ্। ৩ চম্পকবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা) ৪ মগধদেশজাত বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ।

"চতুরো মাগধী সূতে ক্রূরান্ মায়োপজীবিনঃ।
মাংসং স্বাদুকরং ক্ষৌদ্রং সৌগন্ধমিতি বিশ্রুতম্।"
(ভারত ১৩।৪৮।২২)

(ক্লী) ৫ ধূলি। (শব্দচিন্তামণি।) ক্ষুদ্রস্য ভাবঃ ক্ষুদ্র অণ্। ৬ ক্ষুদ্রতা।

ক্ষৌদ্রক, পুরাণোক্ত জনপদবিশেষ। বর্ত্তমান পঞ্জাবের মধ্যে ছিল। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র ও ক্ষুদ্রক শব্দ দেখ।]

ক্ষৌদ্রকমালবক (ত্রি) ক্ষুদ্রকমালবয়োরিদং ক্ষুদ্রমালব-বুঞ্। ক্ষুদ্রক ও মালবের সম্বন্ধী। (পা ৪।২।৪৫ ভাষ্য)

ক্ষৌদ্রকমালবী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রকমালবয়োঃ সেনা ক্ষুদ্রকমালব-অঞ্ (অঞ্ প্রকরণে ক্ষুদ্রকমালবাৎ সেনাসংজ্ঞায়াং। পা ৪।২।৪৫ বার্ত্তিক) ক্ষুদ্রকমালবসম্বন্ধীয় সেনা।

ক্ষৌদ্রকী (স্ত্রী) ক্ষৌদ্রক্য-ঙীপ্ যলোপশ্চ। বাহিকদেশীয় আয়ুধজীবীসমূহ, ক্ষুদ্রকসমূহ। (সিদ্ধান্তকৌ° ৫।৩।১১৪)

ক্ষৌদ্রক্য (ক্লী) ক্ষুদ্রকঃ বাহিকদেশীয় আয়ুধজীবিসমূহঃ স্বার্থে ঞ্যচ্। বাহিক দেশীয় সমূহ। (পা ৫।৩।১১)

ক্ষৌদ্রজ (ক্লী) ক্ষৌদ্রাৎ জায়তে ক্ষৌদ্র-জন-ড। ১ শিক্থ, মোম। (রাজনি°) (ত্রি) ২ যাহা মধু হইতে উৎপন্ন হয়।

ক্ষৌদ্রধাতু (পুং) ক্ষৌদ্রজাতোধাতুঃ মধ্যলো°। মাক্ষিক, স্বর্ণমাক্ষি। (বৈদ্যক°)

ক্ষৌদ্রপ্রিয় (পুং) ১ জলমধুকবৃক্ষ, জল মৌল। (ত্রি) ২ মধুপ্রিয়।

ক্ষৌদ্রমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। বৈদ্যকশাস্ত্রে মধুমেহ নামে ইহার উল্লেখ করা হয়। [প্রমেহ দেখ।]

ক্ষৌদ্রমেহী [ন্] (ত্রি) ক্ষৌদ্রমেহরোগযুক্ত।

ক্ষৌদ্রেয় (ক্লী) ক্ষৌদ্রে ভবঃ ক্ষৌদ্র-ঠঞ্। শিক্থ, মোম।

ক্ষৌম (ক্লী) ক্ষু-মন্ (অর্ত্তি-স্তু সুহস্বধৃক্ষি-ক্ষিতি। উণ্ ১।১৩৯) ১ দুকূল, পট্টবস্ত্র।

"শ্রিয়ঃ পদ্মনিষণ্ণায়াঃ ক্ষৌমান্তরিতমেখলে।" (রঘু১০।৮)

ক্ষুমায়া অতস্যা বিকারঃ ক্ষুমা-অণ্। ২ একপ্রকার শণ হইতে উৎপন্ন বস্ত্র। (শব্দরত্ন°।) (পুং) ক্ষৌমেণ দুকূলেন পরিবৃতো রথঃ ক্ষৌম-অণ্। ৩ পট্টবস্ত্র পরিবৃত রথ। (পুং ক্লী) ৪ প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহ, চিলে ঘর। ৫ অট্টালিকা। (অমরটী°)

ক্ষৌমক (পুং) চোর নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচিন্তাম°)

ক্ষৌমিকা (স্ত্রী) ক্ষুমা-নির্ম্মিত মেখলা।

"ক্ষৌমিকীং বৈখ্যায়" (কৌশিকসূত্র ৫৭।৩)

ক্ষৌমী (স্ত্রী) ক্ষুমা এব ক্ষুমা-স্বার্থে অণ্ ততঃ ঙীপ্। ১ অতসী, মসিনা। ক্ষুমায়া-বিকারঃ ক্ষুমা-অণ্ ততঃ ঙীপ্। ২ ক্ষুমা নির্ম্মিত কন্থা। (অমরটীকা ভরত)

ক্ষৌর (ক্লী) ক্ষুরস্য কার্য্যং ক্ষুর-অণ্। ১ ক্ষুরকর্ম্ম, কামান। পর্য্যায়—মুণ্ডন, ভদ্রকরণ, বপন, পরিবাপন। বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে—পাঁচদিন অন্তর কেশ নখ শ্মশ্রু ও রোম কর্ত্তন করিবে। পাঁচ দিন অন্তর ক্ষৌর করিলে কেশ শ্মশ্রু ও নখাদির শোভা ও পুষ্টি হয়, ধন ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং শরীরে পবিত্রতা ও লাবণ্য হইয়া থাকে। ক্ষৌরকর্ম্ম মানবের অতিশয় হিতকর। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড ১৬)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে, ব্রত উপবাস ও শ্রাদ্ধাদির সংযমের দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে হয়, ঐ দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম না করিলে পবিত্র হওয়া যায় না, যে ব্যক্তি এই নিয়ম প্রতিপালন করে না, তাহাকে নরকের নখাদিকুণ্ডে বাস করিয়া নখ চুল প্রভৃতি খাইতে হয় ও যমদূতের দণ্ডপ্রহারে ঘোরতর যাতনা পাইতে হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—প্রকৃতি° ২৭ অঃ)

রাজমার্ত্তণ্ড বলেন যে—মানবগণের প্রতিদিনই ক্ষৌরকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্নানের পরে, আহারান্তে, যাত্রাকালে, যুদ্ধ সময়ে বা তৈল মাখিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে না। শনিবার, রবিবার বা মঙ্গলবারে, রিক্তাতিথিতে এবং সন্ধ্যাবেলা বা রাত্রিকালে ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ। পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিয়া ক্ষৌর করা উচিত। উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, আর্দ্রা, অশ্লেষা ও মঘা এই কয়টী নক্ষত্রে ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ। বিবাহ, মৃতাশৌচ, জাতকাশৌচ, কারাগার হইতে মুক্তি বা যজ্ঞদীক্ষার দিনে, রাজাজ্ঞা বা ব্রাহ্মণের অনু-

অস্তি হইলে সকল নক্ষত্রে, সকল বারে, সকল সময়েই ক্ষুরকর্ম্ম করিতে পারে। দেবপূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে, সংক্রান্তির দিবসে, জন্ম মাসে বা জন্মনক্ষত্রে ক্ষৌর করিবে না। বরাহ-পুরাণে প্রথমে নখ, তৎপরে শ্মশ্রু কাটিবার বিধান আছে।

(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

নাপিতের ঘরে বসিয়া ক্ষৌর নিষিদ্ধ, করিলে ধনহানি হয়। রবিবারে ক্ষৌরকর্ম্ম করিলে দুঃখ, সোমবারে সুখ, মঙ্গলবারে মৃত্যু, বুধবারে ধনপ্রাপ্তি, বৃহস্পতিবারে মানহানি, শুক্রবারে শুক্রক্ষয় ও শনিবারে ক্ষৌরকর্ম্ম করিলে সকল নষ্ট হয়। (কর্ম্মলোচন) [চূড়াকরণ দেখ।]

ক্ষৌরপব্য (ক্লী) ক্ষুরং পবিরিব স্বার্থে অণ্। অতিশয় তীক্ষ্ণ।
"কচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি।" (ভাগবত ৬।৫।৮)

ক্ষৌরিক (পুং) ক্ষৌরং শিল্পমস্যেনাস্ত্যস্য ক্ষৌর-ঠন্। নাপিত।

ক্ষৌরী (দেশজ) স্থলবিশেষে ক্ষুরকর্ম্মকে চলিত ভাষায় ক্ষৌরী বলে, কামান।

ক্ষ্ণুৎ (ত্রি) ক্ষ্ণু-ক্ত। তীক্ষ্ণীকৃত, শাণিত।

ক্ষ্ণোত্র (ক্লী) ক্ষ্ণু করণে ত্রল্। তেজন, শাণযন্ত্রবিশেষ যে যন্ত্রদ্বারা অস্ত্রাদি শাণিত করা হয়।
"ক্ষ্ণোত্রেণেব স্বধিতিং সংশিশীতম্।" (ঋক্ ২। ৩৯। ৭)
'ক্ষ্ণোত্রেণেব তেজনশাণবৎ' (সায়ণ)

ক্ষ্মা (স্ত্রী) ক্ষমতে সহতে ভারং ক্ষম্-অচ্ উপধালোপশ্চ। ১ পৃথিবী। "নচোদকপ্রবেশেন নচ ক্ষ্মাশয়নাদপি।" (ভারত ৩।১৯৯) ২ এক সংখ্যা।

ক্ষ্মাজ (পুং) ক্ষ্মায়া জায়তে ক্ষ্মা-জন-ড। ১ মঙ্গল। ২ নরকাসুর।

ক্ষ্মাতল (ক্লী) ক্ষ্মায়াস্তলং ৬তৎ। পৃথিবীতল।
"যদ্দিব্যস্তি ক্ষ্মাতলে খেহন্যতো বা
তৎসম্বন্ধং ত্বৎস্বরৈ র্ব্যঞ্জনৈশ্চ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ২৩।৪৭)

ক্ষ্মাধৃতি (পুং) কাশ্মীরদেশীয় একজন রাজা। (রাজতর° ৫।৪৮২)

ক্ষ্মাপ (পুং) ক্ষ্মাং পাতি-রক্ষতি-ক্ষ্মা-পা-ক। রাজা।
"লব্ধোদয়া স্ত্রীভয়েন ক্ষ্মাপাস্ত্রস্যানুযায়িনঃ।" (রাজতর° ৫।৪১৯)

ক্ষ্মাপতি (পুং) ক্ষ্মায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। রাজা।

ক্ষ্মাপাল (পুং) ক্ষ্মাং পালয়তি ক্ষ্মা-পালি অণ্। রাজা।
"ক্ষ্মাপাল প্রতিভূর্ভুবঃ পতিরভূদ্ গৌড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ।"

ক্ষ্মাভুক্ [জ্] (পুং) ক্ষ্মাং ভুনক্তি ক্ষ্মা-ভুজ্-ক্বিপ্। ভূমিপাল, রাজা।

ক্ষ্মাভৃৎ (পুং) ক্ষ্মাং বিভর্ত্তি ধারয়তি পালয়তি ক্ষ্মা-ভৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ পর্ব্বত। ২ রাজা।
"দেশানামুপরিক্ষ্মাভৃৎ আতুরাণাং চিকিৎসকঃ।" (পঞ্চতন্ত্র ১।৬৬)

ক্ষ্মায়িত (ত্রি) ক্ষ্মায়-ইতচ্। কম্পিত।

ক্ষ্মায়িতৃ [তৃ] (ত্রি) কম্পক।

ক্ষ্বিঙ্কা [বৈ] (স্ত্রী) ১ শব্দকারিণী, যে স্ত্রীলোক শব্দ করে। ২ পক্ষিবিশেষ।
"আমাদঃ ক্ষ্বিঙ্কাস্তমদং শ্বেনীঃ।" (ঋক্ ১০।৮৭।৭)
'ক্ষ্বিঙ্কাঃ শব্দকারিণ্যঃ। যদ্বা ক্ষ্বিঙ্কা নাম পক্ষিবিশেষঃ।' (সায়ণ)

ক্ষ্বেড় (পুং) ক্ষ্বিড়-ভাবাদৌ ঘঞ্ পচাদ্যচ্ বা। ১ অব্যক্ত ধ্বনি। ২ কর্ণরোগবিশেষ। ৩ বিষ।
"করালং যৎ ক্ষ্বেড়ং কবলিত বতঃ কালকলনা
ন শম্ভোস্তন্মূলং জননি! তব তাড়াঙ্কমহিমা।" (আনন্দলহরী)
৪ পীতঘোষাবৃক্ষ। (রত্নমালা) ৫ স্নেহ। ৬ মোচন। ৭ ত্যাগ। (ক্লী) ৮ লোহিতার্কপর্ণ ফল। (মেদিনী) (ত্রি) ৯ দুরাসদ। ১০ কুটিল। (মেদিনী)

ক্ষ্বেড়ন (ক্লী) ক্ষ্বিড়-ভাবে ল্যুট্। ১ মোচন। ২ ত্যাগ।
"ত্রাসনং সর্ব্বভূতানাং কালান্তকযমোপমম্।
নিশ্বাসক্ষ্বেড়না দেব ভর্ৎসয়ন্তমিব স্থিতম্॥" (ভারত ৩।১৭৮।২৬)

ক্ষ্বেড়া (স্ত্রী) ক্ষ্বিড়্-ভাবে ঘঞ্ টাপ্ চ। ১ বংশশলাকা। ২ সিংহনাদ। ৩ কোষাতকীবৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষ্বেড়িত (ক্লী) ক্ষ্বিড়-ভাবে ক্ত। সিংহনাদ।
"নানায়ুধধরৈশ্চাপি নানাবেশধরৈস্তথা।
হ্রেষিতস্বনমিশ্রৈশ্চ ক্ষ্বেড়িতা স্ফোটিতসনৈঃ।" (ভারত ১।৬৯।৬)

ক্ষ্বেলা (স্ত্রী) ক্ষ্বেল-অ। ক্রীড়া।

ক্ষ্বেলিকা (স্ত্রী) ক্ষ্বেলা-স্বার্থে কন্ অত ইত্বঞ্চ। ক্রীড়া।
"ক্ষ্বেলিকায়াং মা মৃষা সমাধিনা আমীলিতদৃশং প্রেম-সংরম্ভেণ।" (ভাগবত ৫।৮।১৮)

ক্ষ্বেলী (স্ত্রী) ক্ষ্বেল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ক্রীড়া।
"ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা মুত্তম্ভয়ন্ রতি-পতিং রময়াঞ্চকার।" (ভাগবত ১০।২৯।৩৬)
'ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়য়া' (শ্রীধর।)

চতুর্থ খণ্ড সম্পূর্ণ।